দৈনিক নদীয়া প্রকাশ—পারমার্থিক পত্র

নদীয়া প্রকাশ

১০ম বর্ষের সূচীপত্র

দ্রষ্টব্য—প্রচারপ্রসঙ্গ ও সাময়িক-প্রসঙ্গ প্রায় প্রতি সংখ্যারই তৃতীয় পৃষ্ঠায় আছে বলিয়া বিশেষ ঘটনা ব্যতীত সূচীপত্রে তাহা পৃথক্ ভাবে প্রদত্ত হইল না।

বিষয়	পৃষ্ঠা
ভক্তিবিবেক-সূত্রাবলি	১
বিজিতমঠে শ্রীব্যাসপূজা	১, ৫, ৯, ১৭, ১৮
বর্ষারম্ভে প্রার্থনা	২
নদীয়া-প্রকাশ-আরতি	
পুরুষোত্তমমঠে ব্যাসপূজার (প্রথম দিনের সভা)	৩
শ্রীল প্রভুপাদের প্রত্যভিভাষণ	৩, ৫
যোগপীঠের মন্দির	৫
নিত্যানন্দ বর্ণমালা	৫
ভক্তের ভয় নাই	৬
ব্যাসপূজায় ভারতী মহারাজের বক্তৃতা	৬
পুরীর রাজা বাহাদুরের বক্তৃতা	৬
ডাক্তারদের বক্তৃতা	৭
পরিক্রমার আহ্বান	৯
মেদিনীপুরে প্রচার	
সফর, অভিনন্দন ও অভিযান	
শ্রীব্যাসপূজায় প্রণতি প্রসূনাঞ্জলি	
পুরীতে বিরাট্ নগরসংকীর্তন	
শ্রীধামে শ্রীল প্রভুপাদ	১০
শ্রীধাম মায়াপুরে সস্ত্রীক ভক্ত বি, এন্ মিত্র	,,
সভা	১৪
ব্যাসপূজায় ২য় দিবসে শ্রীল প্রভুপাদের প্রত্যভিভাষণ	,,
সারকথা	১৫
শ্রীযোগপীঠে বৈদ্যুতিক আলোক	১৭
শ্রীধাম-অঙ্গনে শ্রবণ-মনন	,,
পূজা, কৃপা ও কলহ	১৮
দুর্জনের বল	১৯
শ্রীধাম মায়াপুরে টেলিফোন	২১
পুরুষোত্তমমঠে উৎসব	,,
শ্রীল প্রভুপাদের সেবাকার্য্য পরিদর্শন	,,
কলিকাতায় সেথি ও গিরি মহারাজদ্বয়	,,
শ্রীনিত্যানন্দ-মহোৎসব	,,
নবদ্বীপ-পরিক্রমা-পঞ্জী	,,
মুক্তবাদ	২২
হুগলী কীর্তন-কার্য্যালয়ে নিত্যানন্দ জন্মোৎসব	২৩
সভাপতির অভিভাষণ	,,
কীর্তনসম্পাদকের অভিভাষণ	২৩, ২৬, ৩১, ৩৩
সেতুতে প্রচার	২৫
সবই ভগবানের কৃপা	২৫
প্রতীচ্যে গৌড়ীয় মিশন—জার্মানীর প্রসিদ্ধ দার্শনিকের উচ্চপ্রশংসা	২৬
শ্রীনামে মুরারিগুপ্তের আদর্শ	২৯
অধিকার বিচার	৩০
স্রোতপথ	৩০, ৩৪
গোদ্রুমে শ্রীল প্রভুপাদ	৩৩
অন্তর্দ্বীপ পরিক্রমা	
শ্রীঅদ্বৈতদাস বাবাজী	
প্রজাবাদে শত বৎসরের বাবা	
নবদ্বীপ পরিক্রমা	৩৪
শ্রীল মুরারিগুপ্তের আদর্শে	
শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা	৩৫
হারানো নবদ্বীপের কথা	৩৮
অন্তর্দ্বীপ পরিক্রমণের উপায়ন	
আত্মনিবেদন	
উপনিষদে মায়াপুরের কথা	
মায়াপুর মাহাত্ম্য	৩৯
সতর্কতা	,,
নবদ্বীপ পরিক্রমার অভূতপূর্ব ব্যাপার	৪১
শ্রীল প্রভুপাদের পর্য্যবেক্ষণ	,,
যোগপীঠের মন্দিরপ্রতিষ্ঠা	,,
শাস্ত্রবিধানে শ্রাদ্ধ	,,
গোদ্রুমদ্বীপ পরিক্রমা	,,
মহাপ্রভুর পার্ষদবৃন্দের আদর্শ	৪২
[illegible]	,,
ভক্তির পরীক্ষা	৪৫
শ্রীল প্রভুপাদের কৃপা	,,
আচারবিহীন প্রচার	৪৫, ৪৭
মোদদ্রুমদ্বীপ পরিক্রমা	৪৬
শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণকমলে	
জীবের ভক্তিলাভ	
ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠে সাপ্তাহিক অধিবেশন	৪৯
ঋতুদ্বীপ পরিক্রমা	৫০
অর্থপঞ্চক	,,
কোলদ্বীপ পরিক্রমা	৫৪
কণিকা	৫৪, ৫৮, ৬৯, ৯১, ৯৭,
প্রাপ্ত পত্র	৫৭
অনুগ্রহ	৫৮
শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা	৬১
আনন্দসুখদ-কুঞ্জে বক্তৃতা	,,
বিরাট্ মহোৎসব	,,
শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজ	,,
রুদ্রদ্বীপ পরিক্রমা	৬২
শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাব বাসরে "সুমুক্ত বন্ধন-চয়নম্"	,,
গৌরপ্রকট পৌর্ণমাসী	৬৫
'শ্রী' ও '৮'	৬৬
গৌরপ্রকট পূর্ণিমা	৬৭
গৌরশ্রেষ্ঠ শ্রীল প্রভুপাদ	৬৯
আশ্রয়ে বাসই প্রয়োজন	৭০
শ্রীচৈতন্যমঠের প্রাচীন মন্দির (চিত্র)	৭১
শ্রীধাম নবদ্বীপের মানচিত্র	,,
শ্রীগৌড়ীয়মঠের মন্দির (চিত্র)	৭২
শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে শ্রীল প্রভুপাদের আনুগত্যে নগরসংকীর্তনার্থ বহির্গমনের প্রাক্কালে (চিত্র)	,,
শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজের আলেখ্য	৭৩
শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজের আলেখ্য	,,
শ্রীগৌড়ীয়মঠে কাঙ্গালীদিগকে মহাপ্রসাদ বিতরণের (চিত্র)	,,
শ্রীগৌরজন্মস্থলীতে আবির্ভূত অধোক্ষজ বিষ্ণুবিগ্রহ	৭৪
শ্রীল জগন্নাথ বাবাজী মহারাজের আলেখ্য	,,
শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের আলেখ্য	,,
শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আলেখ্য	,,
শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্য	,,
শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজের সমাধি	৭৫
শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধিকুঞ্জ	,,
শ্রীল গৌরকিশোরদাস বাবাজী মহারাজের সমাধিকুঞ্জ	,,
শ্রীধাম মায়াপুর হইতে শ্রীনবদ্বীপ পরিক্রমার যাত্রিগণ সরস্বতী নদী পার হইয়া গোদ্রুম যাইতেছেন	৭৬
পরিক্রমার যাত্রিগণ	
সুলিয়ার চড়ায় পরিক্রমা (চিত্র)	
বল্লাল ঢিপি	৭৭
বল্লালদিঘী (চিত্র)	
গোদ্রুমদ্বীপে পরিক্রমা (চিত্র)	৭৮
গোদ্রুমদ্বীপ অভিমুখে যাত্রাকালে শ্রীনবদ্বীপধামপরিক্রমাকারিগণ হরিকথা শ্রবণ করিতেছেন	,,
সাধুসঙ্গের ফল	৭৯
স্বাধীন ত্রিপুরেশ্বরের গৌরধাম সেবা	৮২
শ্রীপাদ ভক্তিবিজয় প্রভুর আদর্শ সেবা	
বিশ্বমাঝে গৌড়ীয়ের দান	
শ্রীচৈতন্যের দর্শনবৈশিষ্ট্য	
ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট	৮৪
জার্মান দার্শনিকের পত্র	
চম্পহট্টে শ্রীমৎ তীর্থমহারাজের অভ্যর্থনা	
গৌরজন্মোৎসবের অধিবাস বাসর	
'ভক্তিশাস্ত্রী' পরীক্ষা	
শ্রীশ্রীগৌরাবির্ভাবে	
সেবাবিমুখতাই দুর্দৈব	৯০
শ্রীহরিসেবার আদর্শ	৯১
শ্রীধাম মায়াপুর দর্শনে স্বাধীন ত্রিপুরার মহারাজ	৯৩
শ্রীবস্তু	৯৪
গৌরজন্মোৎসব প্রসঙ্গ	,,
বিজ্ঞপ্তি	
[illegible]	ঐ
শ্রীমদ্ বীর বিক্রমকিশোর দেব বর্মণ মাণিক্য বাহাদুর বর্মমুকুন্দ মহামহোদয় প্রমুখ-চিরন্তনম্	৯৯
অভিনন্দন পত্র	ঐ
ডাঃ জীবেশ সেনের পত্র	ঐ
শ্রীনবদ্বীপ ধামপ্রচারিণী সভা ৪১শ বার্ষিক অধিবেশন	১০১
শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজের অভিনন্দন	ঐ
উন্নতি ও অবনতি	১০২
শ্রীশ্রীগৌরাবির্ভাব পত্র	ঐ
শ্রীমৎ তীর্থমহারাজের পাশ্চাত্যপ্রদেশে ভক্তিবিনোদবাণী প্রচার পূর্ব্বক প্রথম শ্রীচৈতন্যমঠে প্রত্যাবর্তন উপলক্ষে অভিনন্দন পত্র	১০৩
সেড়ুলীতে শ্রীল প্রভুপাদ	ঐ
শ্রীরামানন্দগৌড়ীয়মঠের শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসব	১০৫
নিরপেক্ষ আলোচনার আবশ্যকতা	১০৬
[illegible]	ঐ
সারকথা	১০৭
ত্রিদণ্ড সন্ন্যাস	ঐ
[illegible]	ঐ
সেড়ুলীতে শ্রীল প্রভুপাদ	১০৯
সেবাই আনন্দজননী	১১০
শ্রীধাম-পরিক্রমায় কি দেখিলাম	১১১
প্রত্যক্ষদর্শীর পত্র	১১২
বেঙ্কটেশ্বরের মন্দিরে আক্‌পণ্ডিতের বক্তৃতা	১১৩
বোম্বে গৌড়ীয়মঠে মহোৎসব	ঐ
সংসারীর গতি	১১৪
ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের ছাত্রবৃন্দ-কর্তৃক শ্রীমৎ তীর্থমহারাজের প্রতি প্রদত্ত অভিনন্দন	ঐ
প্রত্যভিভাষণ	ঐ
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসম্বল ভাগবত মহারাজের বক্তৃতা	১১৫
সেড়ুলীতে শ্রীল প্রভুপাদ	১১৭
[illegible] মহারাজের হরিকথা	ঐ
গুরুত্যাগে দোষ	১১৮
শ্রীচৈতন্যশিক্ষানুসারে	,,
আমরা কাহার উপাসক ?	১২২
সেড়ুলীবাসিগণ কর্তৃক প্রদত্ত অভিনন্দনের প্রত্যভিভাষণ	ঐ
শ্রীল প্রভুপাদের সেড়ুলীগ্রামে শুভপদার্পণোপলক্ষে অভিনন্দন	১২৩
গৃহস্থালী	১২৬
শ্রীধাম প্রচারিণী সভায় ১১শ অধিবেশন	
সভাপতি শ্রীল প্রভুপাদের অভিভাষণ	,,
অন্ধের রোদন	১২৭
শ্রীগৌড়ীয় মঠ দর্শনে বর্দ্ধমানের মহারাজা	
[illegible] প্রভুর বক্তৃতা	
প্রেমের স্বভাব "সেবা সে নির্বন্ধ"	ঐ
ঐ সভায় শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতা	,,
শ্রীল প্রভুপাদের বর্দ্ধমানে শুভপদার্পণোপলক্ষে প্রদত্ত অভিনন্দন	১৩৩
সাধকের কামনা	১৩৪

দৈনিক নদিয়া প্রকাশ পারমার্থিকপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
কলাবরা উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ	
কর্তৃক প্রদত্ত অভিনন্দন	১৩৭
শ্রীচৈতন্যদেব	১৩৮
সাংসারিক বিপত্তিতে কর্তব্য কি ?	১৪২
মেড়ুলীগ্রামে শ্রীল ভক্তিসারঙ্গ প্রভুর	
প্রদত্ত বক্তৃতা	,,
শ্রীপুরুষোত্তম মঠের রাসপূজোপলক্ষে	
পুরীঠাকুর রাজার অভিভাষণ	১৪৩
ঢাকায় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ, নারায়ণগঞ্জে	ঐ
ঢাকা ষ্টেশনে বিরাট সম্বর্দ্ধনা	১৪৫
বৈষ্ণবনিন্দা ও বৈষ্ণবসম্মান	১৪৬
বৈকুণ্ঠে যাইবার রাস্তা	১৫০
শ্রীমায়াপুর প্রসঙ্গ	১৫১
চির কল্যাণ	,,
শ্রীল প্রভুপাদ কর্তৃক শ্রীমাধবগৌড়ীয়	
মঠের শিলান্যাস	১৫৩
পাষণ্ডের ডাক কৃষ্ণ শুনেন না	১৫৪
নিউ দিল্লীর রাজেন্দ্র ভবনে শ্রীল প্রভুপাদের	
হরিকথা	,,
ত্রিপুরার মহারাজ কর্তৃক শ্রীমন্মহাপ্রভুর	
মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন	১৫৭
মহারাজকে অভিনন্দন পত্র প্রদান	
বিচার কেন্দ্রস্থান	,,
গুরুপাদপদ্ম আশ্রয়ের প্রয়োজনী	
শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা	১৫৮,১৭৭,
আচার্য্যাগমনে	১৫৯
মর্ত্ত্যভবনে হরিকথা	১৬১
খট্টাঙ্গ প্রসঙ্গ	১৬২
গুরুর লক্ষণ	ঐ
শ্রীগৌড়ীয় আচার্য্য ভাস্করের পাদপদ্মে	
ঢাকাসহরবাসীর প্রদত্ত অভিনন্দন	১৬৩
ঢাকায় শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতা	১৬৩, ১৬৭
ময়মনসিংহে শ্রীল প্রভুপাদ ষ্টেশনে	
সহস্রাধিক ব্যক্তিকর্তৃক অভ্যর্থিত	১৬৫
শ্রীরামনবমী উৎসব	
সাধন রাজ্য দ্বারা কি কৃষ্ণকে	
বাঁধা যায় ?	১৬৬
নারায়ণগঞ্জে শ্রীল প্রভুপাদের অভিনন্দন	ঐ
ময়মনসিংহে শ্রীল প্রভুপাদ	১৬৯
শ্রীগৌর গদাধর মঠে রাম নবমী উৎসব	,,
১৩৪১ বঙ্গাব্দ	১৭০
সম্বন্ধজ্ঞানই দীক্ষা	১৭১
বিষ্ণুমন্দির নির্মাণকারীর গতি	১৭২
'রয়েল থিয়েটার হলে' নারায়ণগঞ্জে প্রদত্ত	
অভিনন্দন পত্রের প্রত্যুত্তরে	
শ্রীলপ্রভুপাদ	,,
আচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী	
গোস্বামী মহোদয়ের আগমনোপলক্ষে	১৭৫
মৈমনসিংহ প্রসঙ্গ	১৭৭
শ্রেয়ের লক্ষণ	১৭৮
মেড়ুলীতে শ্রীল প্রভুপাদ	
(অন্য বিষয়)	১৭৮
মৈমনসিংহ টাউন হলে সভা	১৮১
গুরু-শিষ্য পরীক্ষা	১৮২

বিষয়	পৃষ্ঠা
মুন্সী মহম্মদ আলি ফকিরের বক্তৃতা	১৮২
শ্রীমাধবগৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দিরের ভিত্তি	
সংস্থাপনার্থ শুভবিজয়োপলক্ষে শুভযাত্রা	,,
প্রভুপাদপদ্মে অভিনন্দন	১৮০
দ্বাদশ আসর	,,
প্রয়াগে শ্রীল প্রভুপাদ	১৮৫
পাটনা গৌড়ীয় মঠ দর্শনে মাননীয় মন্ত্রী	
সার গণেশ দত্ত সি,	,,
শিষ্যপরীক্ষা কাল	১৮৬
শিষ্যের কর্ত্তব্য	,,
দীক্ষিত শিষ্যের বিশেষ কৃত্য	,,
জগন্নাথ গৌড়ীয় মঠের সেবকবৃন্দের প্রদত্ত	
অভিনন্দনের প্রত্যভিভাষণ	
শ্রীল প্রভুপাদ	১৮৬, ১৯০
শ্রীল সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের	
ঢাকা নগরীতে শুভাগমনোপলক্ষে	
অভিনন্দন	১৮৭
পুরুষ	১৯০
শ্রীজগন্নাথগৌড়ীয়মঠে শুভবিজয়োপলক্ষে	
শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মে ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি	১৯১
ময়মনসিংহ সারস্বত শ্রবণ সদনের সভ্যবৃন্দ	
কর্তৃক আচার্য্যপাদপদ্মে হৃদিপ্রীতি	
বিজ্ঞপ্তি	.
প্রথম আসর 'কথার মুনি'	ঐ
সিংহের শাবক	১৯৭
কলিকাতায় প্রভুপাদের অভিভাষণ	১৯৪,১৯৮
ময়মনসিংহনগরে শুভাগমনোপলক্ষে আচার্য্য-	
পাদপদ্মে প্রদত্ত অভিনন্দন	১৯৫
হতভাগ্য ভারত !	১৯৮
'পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে'	১৯৯
দ্বিতীয় আসর ভণ্ডযোগী	ঐ
গয়ায় শ্রীগৌড়ীয়মঠ	২০১
তৃতীয় আসর	
মহৎ বা প্রান্ত যোগী	
গুরুসেবা-ভ্রম ও গুরুসেবা	২০২
ময়মনসিংহ টাউনহলে ময়মনসিংহবাসিগণ	
কর্তৃক প্রদত্ত অভিনন্দনের প্রত্যুত্তরে	
শ্রীল প্রভুপাদ	,,
সরলতা ও কপটতা	২০৬
চিন্তাস্রোত	২০৭, ২১০
নিষ্কাম ভজন	২১১
শ্রীল বৃন্দাবন ঠাকুরের বিরহোৎসব	,,
লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা	২১৪
আচার্য্যাহ্বানে	,,
সেবাভিমান জাগাইবার উপায়	২১৮
চতুর্থ আসর ভক্তিসার	,,
পুনঃ বেতুলে বিজয়	,,
শ্রীপাদ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজের	
বক্তৃতা	,,
প্রতিজ্ঞা	২২২
গয়াধামে শ্রীল প্রভুপাদ	২২৭
পঞ্চম আসর শঠ বা শঠকোপ	
কলিকাতায় বিরাট নগরসঙ্কীর্ত্তন	
শ্রীবাস অঙ্গনের [illegible]	

বিষয়	পৃষ্ঠা
[illegible] মৃত্যু ভয় নাই	২৩০
উদ্দেশ্য কি ?	,,
"বন্ধুর নিকট পত্র" মৃত্যু—সন্নিকট	২৩১
সনাতন গৌড়ীয়মঠে পাঠ	২৩৩
প্রাণের ঠাকুরটিকে পর ভাবিও না	২৩৪
ষষ্ঠ আসর "শ্রীকুলশেখর"	
তীর্থ মহারাজের বক্তৃতা	২৩৫
ইংলণ্ডে প্রচার	২৩৭
ফলভক্তি ও উপায়ভক্তি	২৩৮
"নামাভাসতত্ত্ব" (শ্রীমৎ তীর্থ	
মহারাজের বক্তৃতা)	
সপ্তম আসর—বিষ্ণুচিত্ত	২৩৯
ভক্তিসিদ্ধি	
আত্মবঞ্চনের বিনাশ	২৪১
কাশ্মীরে প্রচার	,,
ভাগ্যবতী মহিলা	,,
দিবা ও রাত্রি	২৪২
নদীয়া প্রকাশ	,,
এত বাধা কেন ?	২৪৩
ছুটী দাবী	,,
বিষ্ণু পাদোদকে বিষ্ণুপূজা	২৪৬
শ্রীধামে শ্রীল প্রভুপাদ	২৪৭
গঙ্গা ও জননী	,,
শ্রীল প্রভুপাদ "কৃষ্ণনগরে"	,,
প্রেম ও সুখ	,,
গুরু ও শিষ্য	২৫০
অষ্টম আসর "শ্রীভক্তাঙ্ঘ্রিরেণু"	২৫১
সাত্বত-স্মৃতি 'তত্ত্বব্যাখ্যা'	২৫৪
"চাচা আপনা বাঁচা"	ঐ
নবম আসর মুনিবাহন বা তিরুপ্পানি	২৫৫
যোগপীঠে শ্রীল প্রভুপাদ	২৫৭
গৌড়ীয়মঠে শ্রীল প্রভুপাদ	ঐ
ধর্মবৈচিত্র্য	২৫৮
বৈষ্ণবধর্মব্যাখ্যা	২৫৯
প্রবাসী প্রবাসী	ঐ
ঢাকায় শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজ	২৬১
সাধুনিন্দায় প্রাণ	ঐ
রাগ ও জ্ঞান	২৬২
দশম আসর 'চতুষ্কবি'	২৬৩
শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজের বক্তৃতা	২৬৫
সদা ও বৈষ্ণব	২৬৬
সাত্বত স্মৃতি	ঐ
পণ্ডিত	২৭০
একাদশ আসর গোদাদেবী বা আণ্ডাল	
অকৈতব সেবা	২৭১
সার কথা	২৭১,২৮০
বাস্তব সত্য গুরুকৃপার লক্ষ্য	২৭৪
দ্বাদশ আসর রামানুজাচার্য্য	২৭৫,২৭৯,২৮৭
বালিয়াটী প্রসঙ্গ	২৭৭
ব্রহ্মদেশে প্রচার	ঐ
সেবকের স্বভাব	২৭৮
"আপনারা কি সাঁতার জান ?"	,,
শ্রীধামের শোভা	,,
মহাভারতে মহাপ্রভুর বাণীপ্রচার	২৮১

বিষয়	পৃষ্ঠা
আমি কি একাই যাব ?	২৮১
গৌড়ীয়ের দপ্তর	২৮১,২৮৬,২৯০,২৯৪
কাশুড়ের কবলে উদ্ভ্রান্ত মৃত্যু পথিক	ঐ
ভগবদ্দর্শন	২৮৬
গয়ায় আচার্য্যের বাণী	২৮৯
রক্ষাকর্তা শ্রীভগবান্	
প্রহ্লাদের উপদেশ	২৯০
কলিকাতায় শ্রীল প্রভুপাদ	২৯৩
স্পর্শমণি	২৯৪
প্রভুপাদের নিকট পত্র	
ঢাকায় বিশিষ্ট নাগরিক কর্তৃক লিখিত	২৯৭
বৈষ্ণবস্মৃতিবিধানে বিবাহ	
ঢাকায় অনুষ্ঠিত	ঐ
জিজ্ঞাসামৃত	২৯৮
জীবন মরণ	২৯৮,৩০২
প্রভুপাদের নিকট পত্র	৩০১
দেহমনের দ্বারা হরিসেবা হয় কি না ?	৩০২
বিলাতে প্রচার	২৯৭,২৫১,২৬৫,৩০৫, ৩১৩,৩৩৭,৩৮৭
পাট কোথা	৩০৭
'শ্রবণ' অভ্যাস তাহাতে সময় বৃথা যায় না	৩০৯
ছয়টি চিত্র	৩১০
"সাধু"	৩১১
ঐকান্তিকতা	৩১৪
ঈশ্বর সাকার কি নিরাকার ?	ঐ
সমুদ্রকল্লোলে	৩১৫
শ্রীধামে বিশিষ্ট দর্শক	৩১৭
নিন্দা ও প্রশংসা	৩১৮
আর্য্য পণ্ডিতের বক্তৃতা	ঐ
বিবিধ উপাসনার পার্থক্য	ঐ
অর্থের অনর্থতা	৩১৯
বোম্বে ষ্টেশনে নেমি মহারাজের সম্বর্দ্ধনা	৩২১
আনুগত্য ও তোষণ	৩২২
শ্রীল রায় রামানন্দ	,,
গৌরলীলা-বর্ণনে অধিকার কাহার ?	৩২৬
রাঁচীতে মিঃ এন্ সরকারের আলয়ে	
হরিকথা	,,
কৃষ্ণপ্রেম কাহার লভ্য	৩২৭
ইউরোপে প্রচার	৩২৯
শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ	ঐ
দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরু	৩৩০
ব্রজ-শ্মশানের একটি দৃশ্য	৩৩১
সেবা কি ?	ঐ
শ্রীল প্রভুপাদ	৩৩৩,৩৩৯,৪৮৯
গৌড়ীয়মঠকর্তৃক রেডিওযোগে শ্রীচৈতন্যবাণী	
প্রচারের ব্যবস্থা	৩৩৩
হিন্দু ও গৌড়ীয়	৩৩৪
শ্রোতৃপন্থা	,,
ব্রহ্মদেশে প্রচার	৩৩৭
প্রতিষ্ঠার প্রতিযোগিতা	
মুক্তের ভাবনা	৩৩৯।৩৪২।৩৪৭
দার্জ্জিলিঙে শ্রীল প্রভুপাদ	৩৪১
শ্রীগুরুদেব সাক্ষাৎ ভগবান্ অপেক্ষা	
কোন অংশেই কম নহেন	৩৪২

বিষয়	পৃষ্ঠা
যথাসময় বিষয়-প্রাপ্তি	৮৩০
অপ্রাকৃত গতি	"
দিল্লীতে শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা	৮৩৪
ভক্তের নিকট দুঃখও সুখদায়ক	৮৩৪
সাময়িক প্রসঙ্গ	৮৩৭
লণ্ডনে যাত্রী দল	,
শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধন পূজা	৮৩৮
দিল্লীতে শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা	৮৩৮
বিভিন্ন মঠে গোবর্দ্ধন পূজা	৮৪১
আচার্য্য প্রসঙ্গে	"
আত্মবিস্মৃত স্বতঃসিদ্ধ	৮৪২
দিল্লীতে শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা	৮৪৩
সাময়িক প্রসঙ্গ	৮৪৫
ঠাকুর শ্রীল বৃন্দাবন দাস	৮৪৬
বন মহারাজের বক্তৃতা	৮৪৭
সাময়িক প্রসঙ্গ	৮৪৯
সম্পাদকীয় বিজ্ঞপ্তি	৮৫০
রাধাকুণ্ডে শ্রীল প্রভুপাদ	"
শ্রীচৈতন্যাষ্টক	৮৫১
ভক্তত্ব	"
শ্রীগৌড়ীয়মঠে অন্নকূট	৮৫৩
সাময়িক প্রসঙ্গ	"
ভাবসেবা ও সখীভেকী	৮৫৪
ভগবানের কৃপা	"
পৃথিবীর ভার অপহরণ	৮৫৫
সাময়িক প্রসঙ্গ	৮৫৭
অত্যুক্তি	৮৫৮
এই কি দয়ার পরিচয় ?	"
ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ ও সরস্বতী গোস্বামী	
প্রভুপাদগণের সংলাপ	৮৫৯
সাময়িক প্রসঙ্গ	৮৬১
উপায়	৮৬২
রাধাকুণ্ডে শ্রীল প্রভুপাদ	৮৬৩
গোবর্দ্ধনপূজা	"
শ্রীনিবাস আচার্য্য	৮৬৫
অর্চননিষ্ঠা ও ভাবসেবা	৮৬৬
সাময়িক প্রসঙ্গ	৮৬৯
ভেক-রহস্য	৮৭০
সর্ব্বদেশে সবে, উপকারী	৮৭১
সারাৎসার	"
রাধাকুণ্ডে শ্রীল প্রভুপাদ	৮৭৩
সাময়িক প্রসঙ্গ	"
পরম ভক্তের	৮৭৪
মাদ্রাজে প্রচার	৮৭৫
সাময়িক প্রসঙ্গ	৮৭৭
জীবতত্ত্ব	"
শ্রীনবদ্বীপে ভক্তবেশ	৮৭৮
শিক্ষা	"
বিশ্ববৈচিত্র্য	৮৭৯
সাময়িক প্রসঙ্গ	৮৮১
রাসযাত্রা	৮৮২
রাধাকুণ্ডে শ্রীল প্রভুপাদ	৮৮২
শ্রীরাধাকুণ্ড সন্দেশ	৮৮৫
[illegible]ম বৃন্দাবন	৮৮৬
রাধাকুণ্ডে শ্রীল প্রভুপাদ	৮৮৬
পরিত্রাণ ও প্রার্থনা	৮৮৭
সাময়িক প্রসঙ্গ	৮৮৯
আচার্য্য শ্রীনিম্বার্ক	৮৯০
রাধাকুণ্ডে শ্রীল প্রভুপাদ	৮৯১
সাময়িক প্রসঙ্গ	৮৯৩
আচার্য্য শ্রীনিম্বার্কের দার্শনিক মত	৮৯৪
সাময়িক প্রসঙ্গ	৮৯৭
"দুর্বিবার ভুল"	৮৯৮
রাধাকুণ্ডে শ্রীল প্রভুপাদ	৮৯৯
সাময়িক প্রসঙ্গ	৯০১
বিজ্ঞানের যুগ	৯০২
ভজনের দ্বিতীয় প্রতিবন্ধক	৯০৩
সাময়িক প্রসঙ্গ	৯০৫
নবদ্বীপ	৯০৭
সাময়িক প্রসঙ্গ	৯০৯
পৌত্তলিকতা	৯১০
ব্রজের পথে	৯১১
শ্রীধামে শ্রীল প্রভুপাদ	"
যোগপীঠে শ্রীল প্রভুপাদ	৯১৩
গোবর্দ্ধনের বিচার	৯১৪
রাধাকুণ্ডে শ্রীল প্রভুপাদ	"
ব্রজের পথে (২)	৯১৫
আচার্য্য প্রসঙ্গে	৯১৭
গোষ্ঠ	৯১৮
রাধাকুণ্ডে শ্রীল প্রভুপাদ	"
প্রচার প্রসঙ্গ	৯১৯
মনের প্রতি উপদেশ	"
একমাত্র গৌড়ীয়মঠেই শ্রীগৌরাঙ্গের আসন	৯২২
রাধাকুণ্ডে শ্রীল প্রভুপাদ	"
ব্রজের পথে (৩)	৯২৩
শ্রীগৌড়ীয়মঠে [illegible]	[illegible]
শ্রীল প্রভুপাদের পত্র	"
"[illegible]"	৯২৬
কৃষ্ণকথা	"
রাধাকুণ্ডে শ্রীল প্রভুপাদ	৯২৭
কুঞ্জকুটীরে শ্রীল প্রভুপাদ	৯২৯
ঢাকায় শ্রীগৌড়ীয়মঠ	"
গৌরনাগরী পৌত্তলিক	৯৩০
রাধাকুণ্ডে শ্রীল প্রভুপাদ	"
শ্রীচৈতন্যমঠে [illegible]	৯৩১
লণ্ডনে হিন্দুমন্দির	"
লর্ড জেটল্যাণ্ডের বক্তৃতার মর্ম	"
প্রচার প্রসঙ্গ	৯৩৩
সাধারণ শিক্ষাপ্রসঙ্গ	৯৩৪
রাধাকুণ্ডে শ্রীল প্রভুপাদ	"
অনুযোগ ও অনুনয়	৯৩৫
"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য" প্রবন্ধে অভিমত	"
প্রচার প্রসঙ্গ	৯৩৭
প্রাকৃত বৈষ্ণব	৯৩৮
রাধাকুণ্ডে শ্রীল প্রভুপাদ	"
প্রচার প্রসঙ্গ	৯৪১
অনাদি বহির্ম্মুখ ও নিত্য কৃষ্ণদাস	৯৪২
রাধাকুণ্ডে শ্রীল প্রভুপাদ	৯৪২
সাময়িক প্রসঙ্গ	৯৪৫
অর্থকামনিষ্ঠা	"
মনুষ্যে ঈশ্বরারোপ	৯৪৬
রাধাকুণ্ডে শ্রীল প্রভুপাদ	৯৪৭
প্রচার প্রসঙ্গ	৯৪৯
পুরাণ	৯৫০
সংশয়ী	"
রাধাকুণ্ডে শ্রীল প্রভুপাদ	৯৫১
সাময়িক প্রসঙ্গ	৯৫৩
সংসার ও ভক্তি	৯৫৪
স্বদেশ	৯৫৫
সাময়িক প্রসঙ্গ	৯৫৭
" গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ধর্ম্মের উৎকর্ষ "	.
"অধুনার প্রমাণ নহে উধর [illegible]"	৯৫৮
রাধাকুণ্ডে শ্রীল প্রভুপাদ	"
নন্দগ্রাম ও বর্ষাণা	৯৫৯
সাময়িক প্রসঙ্গ	৯৬১
"প্রাণ বা দণ্ড"	"
কৃত্রিম মূল্যায়ন	৯৬৩
রাধাকুণ্ডে শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা	"
প্রেমা-বাধক	৯৬৫
শ্রীগুরুপাদপদ্মের করুণা	৯৬৫
কৃত্রিম মূল্যায়ন	৯৬৬
রাধাকুণ্ডে শ্রীল প্রভুপাদ	"
প্রচার প্রসঙ্গ	৯৬৯
শ্রীরূপ কি অন্যায় করিয়াছেন ?	৯৭০
" গাহিয়া যশ "	"
রাধাকুণ্ডে শ্রীল প্রভুপাদ	৯৭১
প্রচার প্রসঙ্গ	৯৭৩
কৃপা অবতার	"
পুরীতে শ্রীল প্রভুপাদ	৯৭৪
রাধাকুণ্ডে শ্রীল প্রভুপাদ	"
সাময়িক প্রসঙ্গ	৯৭৭
প্রভাতে পারমার্থিক প্রার্থনা	৯৭৮
" গাইয়া যশ "	"
সাময়িক প্রসঙ্গ	৯৮১
মঠ ও আশ্রম	৯৮২
রাধাকুণ্ডে শ্রীল প্রভুপাদ	৯৮৩
সাময়িক প্রসঙ্গ	৯৮৪
বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা	৯৮৬
রাধাকুণ্ডে শ্রীল প্রভুপাদ	"
সাময়িক প্রসঙ্গ	৯৮৯
অদ্বৈতবাদ স্বীকার করিব কেন ?	৯৯০
" ভগবৎকথা "	"
রাধাকুণ্ডে শ্রীল প্রভুপাদ	৯৯১
সাময়িক প্রসঙ্গ	৯৯৩
আত্মনিবেদন	৯৯৪
রাধাকুণ্ডে শ্রীল প্রভুপাদ	.
সাময়িক প্রসঙ্গ	৯৯৭
সংশোধন ও শুদ্ধি	৯৯৮
বণিকবৃত্তি	"
রাধাকুণ্ডে শ্রীল প্রভুপাদ	৯৯৯
ব্রহ্মদেশে প্রচার	১০০১
লণ্ডনে হিন্দুমন্দির নির্মাণ	"
মৃত্যুর পর কোথায় যাইব ?	১০০২
একটী আদর্শ বিদ্যালয়	"
শ্রীরূপশিক্ষা	১০০৩
পত্র প্রসঙ্গ	১০০৫
বৈষ্ণব হলেন কেন ?	১০০৬
শ্রীরূপশিক্ষা	"
সাময়িক প্রসঙ্গ	১০০৯
শ্রীগৌরবিনোদ ও শ্রীরাধাগোবিন্দ এক আসনে থাকিবেন কিনা ?	১০১০
শ্রীরূপশিক্ষা	"
'বার্ত্তা জীবন'	১০১১
সমর্পণ	১০১৩
"অহং ব্রহ্মাস্মি" বাক্যের "তুলসীদল" শ্লোক	১০১৪
শ্রীরূপশিক্ষা	"
শ্রীধাম-মায়াপুর দর্শনে কমিশনার সাহেব	১০১৫
সাময়িক প্রসঙ্গ	১০১৭
গুরুপাদপদ্মে প্রার্থনা	"
গুরুবোধ	১০১৮
আচার্য্য প্রসঙ্গে	"
বাবাজীর-কাহিনী	১০১৯
সাময়িক প্রসঙ্গ	১০২১
ভক্তপ্রবর মুক্তি	১০২২
আচার্য্য প্রসঙ্গে	
শ্রীল [illegible]দেবের পঞ্চদশবার্ষিকী বিরহস্মৃতি আরতি	১০২৪
সাময়িক প্রসঙ্গ	১০৩১
দীক্ষা ও দীক্ষাবোধ	১০৩২
[illegible]র বক্তৃতা	"
আচার্য্য-প্রসঙ্গে	১০৩৩]
প্রচার প্রসঙ্গ	১০৩৫
অতি দয়াপ্রভুর শিক্ষাই প্রচার করিতেছে	১০৩৬
সেবাতীর্থের বক্তৃতা (২)	"
সাময়িক প্রসঙ্গ	১০৩৯
প্রমাণ ও প্রমেয়	১০৪০
[illegible]-প্রসঙ্গে	"
প্রচার প্রসঙ্গ	১০৪৩
প্রমাণ ও প্রমেয়	১০৪৪
[illegible]	"
আচার্য্য প্রসঙ্গে	১০৪৫
প্রমাণ ও প্রমেয়	১০৪৭
শ্রীগৌড়ীয়মঠে বিরাট সভা	১০৪৯
সাময়িক প্রসঙ্গ	১০৫১
এখন আছি কোথায় ?	১০৫২
শ্রীরাধাকুণ্ডতীরে শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা	১০৫২।১০৫৮।১০৬৫
ভক্তকথন শুকদেব	১০৫৩
সাময়িক প্রসঙ্গ	১০৫৫
আমি যে দেখি	১০৫
বাহ্যালাপ	১০৫৭

বিষয়	পৃষ্ঠা
সত্যর দুঃখ সহ্য সম্বন্ধে আলোচনা	৫৬২-৫৬৬
লণ্ডন যাত্রা	৫৬৫
মুক্তি	৫৬৬
বিবিধ প্রসঙ্গ	৫৬৯
শ্রীবলদেব	৫৭০
প্রচার প্রসঙ্গ	৫৭৩
আমরা কাহার কিঙ্কর	৫৭৪
ভবের খেলা	"
লণ্ডন যাত্রা	৫৭৭
নিত্যানন্দের গার্হস্থ্যলীলা	৫৭৮
কৃপা-ভিক্ষা	৫৭৯
আচার্য্য প্রসঙ্গে	৫৮১
আত্মা অমৃত	৫৮২
আনন্দ	৫৮২।৮৭।৯১
সাময়িক প্রসঙ্গ	৫৮৫
ব্রহ্মদেশে প্রচার	"
অন্যে ঐকান্তিক হওয়াই সকল আশ্রমের উদ্দেশ্য	৫৮৬
শ্রীধাম-মায়াপুর	৫৮৬।৯০
প্রচার প্রসঙ্গ	৫৮৯
আমাদের কথা	৫৯০
কলিকাতা গৌড়ীয়মঠে শ্রীল প্রভুপাদের ভাগবত-ব্যাখ্যা	৫৯২ক
ভক্তের আহবান বাণী	৫৯৩
শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতা	"
সাময়িক-প্রসঙ্গ	৫৯৭
ভক্তি সাধনা	৫৯৮
গোকুলের পথে	"
শ্রীশ্রীকৃষ্ণাবতার	৫৯৯
শ্রীকৃষ্ণের মূল নারায়ণ	৬০০
নদীয়া-প্রকাশ	৬০১
জন্মাষ্টমীর কথা	৬০২
সিদ্ধান্ত ও লীলা	৬০৩
সাধন ও কৃপা	৬০৫
গৌরগাথা	৬০৬
অদ্বৈতবাদ-বিলাস	৬০৭,২১
"কৃষ্ণনাম-ভাবিয়া আছে কোন্ জনা"	৬০৯
রূপানুগ ও মাধব দাস	৬১০।২২
নন্দের গৃহে আনন্দ	৬১৭
দশ বন্দনা	৬১৭
শ্রীনন্দোৎসব	৬১৮
গৌড়ীয়মঠের বার্ষিক পরিক্রমণে মহোৎসবের প্রাত্যহিক সংবাদ	"
শ্রীল প্রভুপাদের ভাগবত ব্যাখ্যা	৬১৯।২৫। ৩১।৩৫।৪৩,৫৩ ৫৮
জন্মাষ্টমীতে গৌড়ীয়মঠ	৬২৭
জন্মাষ্টমী	৬২৯
সাময়িক প্রসঙ্গ (জন্মাষ্টমী ও নন্দোৎসব)	৬৩৩
সর্বেন্দ্রিয়ের কৃষ্ণ-সেবা	৬৩৪
আচার্য্য প্রসঙ্গে	"
শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা	৬৩৭
[illegible]	৬৪১
একাদশ ও দ্বাদশ	৬৪২
সভাপতি মহারাজ শ্রীশচন্দ্র নন্দীর বক্তৃতা	"
শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসব পত্রী	৬৪৫
নিত্যধামে শ্রীবনকৃষ্ণ প্রভু	৬৪৯
আচার্য্য প্রসঙ্গে	"
গৌড়ীয় সম্পাদকের বিরাগ ও ভক্তি সম্বন্ধে বক্তৃতা	৬৫১
কাজির সমাধি	৬৫৮।৫২
হের মুসলমানের পত্র	৬৫৭
মহোৎসবের প্রাত্যহিক সংবাদ	৬৬০
শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের ভাগবত-ব্যাখ্যা	৬৬১,৬৯,৭৭।৮৬।৯০১।৯-২।১৩।৬৯,৭৪
সাময়িক প্রসঙ্গ	৬৬৬
আচার্য্য প্রসঙ্গে	৬৬৬
নন্দোৎসব	"
বিবেক ও মতদ্বৈধতা	৬৬৭
সাময়িক প্রসঙ্গ	"
Gaudiya math calcutta	৬৭১
প্রভুপাদের কৃপা	৬৭২
সাময়িক প্রসঙ্গ	৬৭৩
সেবাতাপ ভাগ হইবার নহেন	৬৭৪
শ্রীনাম	"
শ্রীশ্রীগৌড়ীয়মঠের পাবন প্রচার প্রভাব	৬৭৫
আদর্শ পিতার পত্র	৬৭৬
শ্রীশ্রীগুরুবাক্যাবলী	৬৮১
আচার্য্য প্রসঙ্গে	"
শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা	৬৮০
আমেরিকা হইতে লিখিত শেষ পত্র	৬৮৩
সাময়িক প্রসঙ্গ	"
নিবেদন	৬৮৪
Public Reception	"
গৌড়ীয়মঠাশ্রয়কারী বৈদিক বেদধারা আম্নায়সম্বন্ধ	৬৮৫
আড়াই বৎসর পরে প্রভুপাদপদ্মে স্বামী বি, এইচ বন	৬৮৯
দর্শন হয় না কেন ?	৬৯০
আমার দুর্দৈব	"
শ্রীগৌড়ীয়াচার্য্যের পাদপদ্মে আত্মা-নন্দাবধের প্রণতি	৭০২
বিরাগ ও ভক্তি	৭০৩
স্বামী বনের সম্বর্দ্ধনার্থ কলিকাতা-বাসিগণের বিরাট সভা	৭০৩
জনসাধারণ কর্তৃক স্বামী বনের সম্বর্দ্ধনা	৭০৫
স্বাগত সঙ্গীত	"
ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ	৭০৬
স্বগণে	"
শ্রীরাধাষ্টমী	৭০৭
বিশ্ববাণী	৭০৭।-১৬
To Revered Tridandi Swami Bhakti Hriday Bon Maharaj of Sree Gaudiya math	708
Back from Europe with two german devotees	712
Public Welcome for Swami Bon	"
সাময়িক প্রসঙ্গ	৭১৩
কেন দুঃখ ?	৭১৬
সাময়িক প্রসঙ্গ	৭২১
শ্রীগুরুপাদপদ্মের মহিমা	৭২২ ১২৬।৭৩০।৩৪
প্রাপ্য বস্তু উচ্চে	৭২৩
গৌরবাণী-নিষ্ঠা	"
সাময়িক প্রসঙ্গ	৭২৫
বিষম প্রমাদ	৭২৫
কপটের দুই মূর্ত্তি	৭২৭।-৩১
সাময়িক প্রসঙ্গ	৭২৯
ভাদ্রপূর্ণিমায় শ্রীমদ্ ভাগবত দান	৭৩৩
জয়শ্রী বন্দনা	৭৩৪
সাময়িক প্রসঙ্গ	৭৩৫
সাময়িক প্রসঙ্গ	৭৩৭
"বন্দে গুরূন্" শ্লোকের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ	৭৩৮
সাধুসঙ্গ সার্ব্বদিন	৭৩৯
গৌড়ীয়-মিশন সোসাইটী	৭৪১
শ্রীধামে শ্রীল প্রভুপাদ	"
উপাসনা	৭৪২
সনাতন ভাগবতধর্ম্ম	৭৪৩
সাময়িক প্রসঙ্গ	৭৪৪
ব্যর্থতা	"
সেবাই পরম শোভা	৭৪৬
শ্রীশ্রীঅর্চ্চার গৌরব	৭৪৭
অবতার ও বৈভব	"
সাময়িক প্রসঙ্গ	৭৪৯
নিন্দা	"
পাঠের মর্ম্ম	"
অনুভবোদের সম্মান	৭৫০
আমি কি অত কথা বলতে পারি	৭৫০
গৌড়ীয় মঠে প্রভুপাদ	৭৫২
শ্রীধামে কার্ত্তন	"
শ্রীপ্রভুর শিক্ষা	"
পুরশ্চরণ	৭৫৪
শ্রীরাধাষ্টমী	৭৫৫।৫৯।৬৩
সাময়িক প্রসঙ্গ	৭৫৭
আমার আরাধ্য	"
শারদীয়া পূজা	৭৫৮
সাময়িক প্রসঙ্গ	৭৬১
Reception to swami Bon	"
সাধুসঙ্গ	৭৬২
সাময়িক প্রসঙ্গ	৭৬৫
শ্রীভগবানের রূপ	৭৬৬
শ্রীনাম	"
শ্রীভক্তিবিনোদ আবির্ভাব	৭৬২।৬৭
জীবের প্রতি দয়া	৭৭১
সাময়িক প্রসঙ্গ	৭৭৩
আমার প্রভু যে	৭৭৪
সাময়িক প্রসঙ্গ	৭৭৭
দ্বিতীয় পত্রাবলী	৭৭৮
গোকুল চন্দ্র	৭৭৯
সদ্বিচার	৭৮২
সাময়িক প্রসঙ্গ	"
বিবৃতি ও প্রার্থনা	৭৮১
আনন্দময়ীর পূজা	৭৮২
সাময়িক প্রসঙ্গ	৭৮৫
উর্জ্জব্রত	৭৮৬
আদ্যা পূজা	৭৮৭
রাধাকুণ্ডে শ্রীল প্রভুপাদ	৭৮৯
ত্রিপুরায় স্বামী বন	"
বিজয়া	৭৯০
শ্রীল দাস গোস্বামী	"
সাময়িক প্রসঙ্গ	৭৯৩
ত্রিপুরা রাজ্যে হিন্দু প্রচারক	"
শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী	৭৯৪
ঢাকা গৌড়ীয়মঠে প্রভুপাদ	"
ত্রিপুরায় বন মহারাজের প্রচার	৭৯৭
সাময়িক প্রসঙ্গ	"
আনা'ভূষ কাহার	৭৯৮
প্রবন্ধ প্রতিবন্ধক	৭৯৯
শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসব পত্রী	৮০২।৮০৭। ১৫।২৩।২৭।৩১।৩৫
সাময়িক প্রসঙ্গ	৮০১
Hindu Home in London	"
মহাপ্রভু ও সার্ব্বভৌম মিশ্র	৮০২
অষ্টমীর ভিখারী	৮০৩
সাময়িক প্রসঙ্গ	৮০৫
শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী	৮০৬
প্রার্থনা	৮০৭
লীলা ও ক্রিয়া	"
শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ড ও উর্জ্জব্রত	৮০৯
শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ড	৮১০
শ্রীরাধাকুণ্ডে শ্রীল প্রভুপাদ	৮১৩.১৭ ২১।২৬।৩০।৩৪।৪২।৪৬
অর্চ্চনাধিকার	৮১৪
শ্রীশ্রীদামোদরাষ্টক	"
অপর কুমার	"
গোটকের নীতির বিভীষিকা	৮১৮
বর্ণকের কুরুক্ষেত্র	"
ব্রজ কলি ঠেরি তামাশা	৮২২
নামে রুচির আস্বাদিত	"
রাধাকুণ্ড সন্দেশ	৮২৫
প্রচার প্রসঙ্গ	"
আচরণ সিদ্ধি	
বিলাতে শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা	৮২৯
গরকারে প্রবেশ	৮৩০
দেহত্যা-পূজা	[illegible]
দেহজীবী দর্শন	

বিষয়	পৃষ্ঠা
দুঃখের কারণ (২)	৩৪২।৩৪৭
দার্জিলিংএ শ্রীল প্রভুপাদ	৩৪৩
সাময়িক প্রসঙ্গ	৩৪৪
বেদান্ত ভবন	৩৪৬
সারকথা	৩৪৭।৩৬৩
সাময়িক প্রসঙ্গ	৩৪৯
অপ্রাকৃত বস্তুকে মাপিতে যাইও না	৩৫০
শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতা	৩৫৮
ভূর্জ্জলিপি সন্দেশ	৩৫৩
শ্রীচৈতন্যের বাণী	৩৫৪
পরমার্থ ও আপেক্ষিকতা	"
পরমহংস সরস্বতী গোস্বামী	৩৫৭
ভগবান্ বদলান কি প্রকারে	৩৫৮
প্রচার প্রসঙ্গ	৩৬০
শ্রীরামানুজ স্বামীর শিক্ষা	৩৬২
দার্জিলিংএ দশহরা	৩৬৫।৩৬৭
নিঃশ্রেয়সার্থীর চিন্তাস্রোত	৩৬৬
শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা	"
প্রভুপাদ প্রসঙ্গে	৩৬৯
কোমল শ্রদ্ধা ও দৃঢ়শ্রদ্ধা	৩৭০
কৃপা	"
অতিথি-সেবী বিপ্র	৩৭১
অভিনন্দন	৩৭৩
দার্জিলিংএ প্রচার	"
দার্জিলিংএ গৌড়ীয়সম্পাদকের বক্তৃতা	"
প্রণয়	৩৭৪
জিগীষা	৩৭৫
প্রচার-প্রসঙ্গ	৩৭৭
লোকে তারতম্য করে কেন	৩৭৮
প্রভুপাদ প্রসঙ্গে	৩৭৮।৩৮০
সাময়িক প্রসঙ্গ	৩৮১
শ্রীক্ষেত্র	৩৮২
নন্দের গোপাল	৩৮৩
ঢাকানগরে প্রভুপাদের শুভবিজয়	৩৮৩
আসামে প্রচার	৩৮৫
তর্ক ও বিচার	৩৮৬
দিল্লীতে প্রচার	৩৮৭
সাময়িক প্রসঙ্গ	৩৮৯
আমার সেবা সে নিয়ম	৩৯০
শ্রীচৈতন্যদেবের বাণী	৩৯৪
ব্রহ্মদেশের সাম্রাজ্যে প্রচার	"
পাবনা জেলায় প্রচার	৩৯৩
ভাবগ্রাহী জনার্দ্দন	৩৯৪
শ্রীচৈতন্যের বাণী	৩৯৫।৩৯৮
সাময়িক প্রসঙ্গ	৩৯৭
সাধকের পূর্ব্বের দশা	৩৯৮
শ্রীবাগবাজার গৌড়ীয়মঠে প্রচার	৩৯৯
প্রচার প্রসঙ্গ	৪০১
শ্রীমান্ জগবন্ধু	৪০২
গীতার কর্ম্মযোগ	"
বক্তা তুর তুর	৪০৫
কৃষ্ণবর্ণ ও কৃষ্ণবর্ণি	৪০৬
সহসা বিদধীত ন ক্রিয়াম্	"

বিষয়	পৃষ্ঠা
সাধন স্মৃতি	৪০৭
ত্রিপুরায় প্রচার	৪০৭
প্রচার প্রসঙ্গ	৪০৯
ডাঃ সচ্চিদানন্দ দাস	৪১০
শ্রীনামতত্ত্ব	" ৪১৫
সদাচার ও সদ্ধর্ম্মের পার্থক্য	৪১১
আরোহ ও অবরোহপন্থীর গতি	"
সাময়িক প্রসঙ্গ	৪১৩
বিধি ও নিষেধ	"
বিবর্ত্ত ও বিকার	৪১৪
সেবা	"
ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ	৪১৭
বিরহ-গীত	"
পরমারাধ্য গুরুদেবের বিরহস্মৃতি	৪১৮
শ্রীল ঠাকুর সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ	"
শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ বিরহে গীতিপঞ্চক	৪২১
সাময়িক প্রসঙ্গ	"
ভক্তি ক্লেশঘ্নী	৪২২
কয়েকটী প্রশ্নের উত্তর	৪২৩
সাময়িক প্রসঙ্গ	৪২৫
সমস্তেরই ব্যবসায়	৪২৬
কয়েকটী প্রশ্নের উত্তর	"
সাধক-স্মৃতি	৪২৭
ঢাকা নগরীতে শ্রীল প্রভুপাদ	৪২৯
পাপ	৪৩০
পরমহংস সরস্বতী গোস্বামী	৪৩৪
ঐ	৪৩৮।৪৪২
ধর্ম্মাধিকরণ	৪৩১
সাময়িক প্রসঙ্গ	৪৩৩
নির্ব্বাণ	"
নিষ্কপটতা	৪৩৭
অধিকারী	
শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিরহ-তিথিপূজা	৪৩১।৫৩১
শান্তাহারে প্রচার	"
সাময়িক প্রসঙ্গ	"
কুটিলতা	৪৩৮
চিত্তবিকার	৪৪২
হরিকীর্ত্তন এখনই আরম্ভ করুন	৪৪৩
সাময়িক প্রসঙ্গ	৪৪৫
সেবা কি করিয়া পাওয়া যায়	৪৪৬
কবে হবে সে গোলোক	"
ভগবান্ কি পক্ষপাতে দণ্ড	৪৪৭।৫৩১
লণ্ডন গৌড়ীয় মিশনের কার্য্য	৪৪৯
মিথ্যা সংবাদ	৪৫০
হৃদে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের দর্শন	"
দিল্লীতে প্রচার	৪৫১
লণ্ডন গৌড়ীয়মিশন সোসাইটী	৪৫৩
বক্তার শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজ	"
অবিদ্যা	৪৫৫
গুরুতত্ত্ব	"
কৃষ্ণপ্রেমসিদ্ধুতে সন্তরণই প্রকৃষ্ট সন্তরণ	৪৫৫

বিষয়	পৃষ্ঠা
শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিরহোৎসব	৪৫৫
মেদিনীপুরে শ্রীপাদ সাগর মহারাজ	৪৫৭
সাম্পট্য	৪৫৮
মনুষ্যে দেওয়া ফলে	"
সাময়িক প্রসঙ্গ	৪৬১
স্বাধীনচিত্ততা	৪৬২
শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মই ভক্তিসৌরভ	"
বন্ধু কে	৪৬৩
পুরুষোত্তম-প্রসঙ্গ	৪৬৪
চাতুর্ম্মাস্য	৪৬৬
কোথায় কঠিন পাষাণ	"
সুবর্ণসুযোগ	৪৬৭,৪৭০
সাময়িক প্রসঙ্গ	৪৬৯
নিত্যমুক্ত ও বদ্ধমুক্ত	৪৭০
সাময়িক প্রসঙ্গ	৪৭১
Swami Bon in London	"
অপবিত্রতা	৪৭৪
প্রায়শ্চিত্ত ও চিত্তশুদ্ধি	"
মানব জীবনের সার্থকতা কোথায়	৪৭৪।৪৭৯,৫২৪
অভিমান	৪৭৭
সাময়িক প্রসঙ্গ	৪৭৭
কালচক্র ও মানব-মনীষা	৪৭৮
প্রাণের কথা	"
শ্রীল সনাতন গোস্বামী	৪৮১
অতিচার	৪৮৩
পূর্ণের কথা	"
মায়াবন্ধবীর ও মায়াপুর	৪৮৩
শ্রীল সনাতন গোস্বামী	৪৮৫
নির্ব্বাণ	
অপরাধ-ভাষা	৪৮১
কম্বল	"
জীবের অধিক দয়া করেন ভগবান্	৪৮৭
মায়াপুরে নন্দোৎসব দাহন ১২৮সংখ্যা ১ম্য	
প্রচার প্রসঙ্গ	৪৮৯
অদ্বৈতবাদের ভিত্তি	৪৯০
অসদ্ভক্তা	"
গোচার প্রসঙ্গ	৪৯১
সাময়িক সন্দেশ	৪৯৩
এক অদ্ভুত গৃহ	৪৯৭
ঈশ্বরের সত্তা	৪২৫ ৪৯৬
বারাসতে প্রচার	৪৯৭
জীব বোঝা, না বোঝা	৪৯৮
অনুষ্ঠান	"
শ্রীনাম মাহাত্ম্য	৪৯৯
সাময়িক প্রসঙ্গ	৫০১
পরমার্থচর্চা	৫০২
শ্রীধামে শ্রীগৌরসুন্দর	"
শ্রীমচ্চরিত্র	৫০৩।৫০৭,৫১১
	৫১৫।৫১৭,৫৩১
বিলাতে প্রচার	৫০৫
সেবাপরাধ	৫০৬
বৈষ্ণবের লক্ষণ	৫০৭
প্রচার প্রসঙ্গ	৫০৯

বিষয়	পৃষ্ঠা
[illegible]	৫০৯
সাময়িক প্রসঙ্গ	৫১১
শরণাগতি	[illegible]
কথামৃত	"
সাময়িক প্রসঙ্গ	৫১১
ফল্গু বৈরাগ্য	৫১৬
শক্তের শক্তি	"
কৃপাপ্রার্থনা ব্যতীত উপায় কি	৫১৮
প্রচার প্রসঙ্গ	৫১৯
শ্রীচৈতন্যদেবের ধর্ম্ম	৫২২
গৃহস্থের আদর্শ পুরুষ ও আদর্শ মহোৎসব	"
বিলাতে প্রচার	৫২১
দিনাজপুর জেলায় প্রচার	"
সরস্বতী এক	৫২৬
ত্যাগী বৈষ্ণব	"
গৌড়ীয় মঠের বার্ষিক উৎসবের নিমন্ত্রণ-পত্র	৫২৭
সাময়িক প্রসঙ্গ	৫২৯
[illegible] কর্ত্তব্য	৫৩০
[illegible]	[illegible],৫৪১,৫৪৫,৫৪৯,৫৫৯,৫৬০ ৫৭০
[illegible] এম-এ পি এইচ, ডি মহোদয়ের পত্র	৫৩৩
সাময়িক প্রসঙ্গ	৫৩৪
[illegible]	"
[illegible] কারণ	৫৩৬
সাধুসঙ্গ	"
ভগবান্ সাকার কি নিরাকার	"
[illegible] আচার্য্যকী হইলেন নাস্তিকতা কেন	"
[illegible] গৌড়ীয়দের লেখ প্রতিবেদন	৫৩৮
সাময়িক প্রসঙ্গ	৫৩৭
যোগমায়া ও মহামায়া	৫৩৮
শ্রীমচ্চরিত্র	৫৩১।৫৪৩,৫৪৯।৫৭১।৫৭৫
প্রচার প্রসঙ্গ	৫৪১
ভক্ত ও ভগবানের লীলা প্রাকৃত বুদ্ধির অগম্য	৫৪২
[illegible]	"
সাময়িক প্রসঙ্গ	৫৪৫
[illegible]	"
দুঃখ নিবৃত্তির উপায়	৫৪৬
আমাদের [illegible] প্রতিষ্ঠান	৫৪৭।৫৩
প্রচার প্রসঙ্গ	৫৪৯
দীননাথ	৫৫০
সাময়িক প্রসঙ্গ	৫৫০
গৌড়ীয়মঠে উৎসব	৫৫০
কর্ম্ম ও অকর্ম্ম	"
আচার্য্য প্রসঙ্গে	৫৫৭
অদ্ভুত ভিখারী	৫৫১
সাময়িক প্রসঙ্গ	৫৫১
[illegible]	৫৫২

বিষয়	পৃষ্ঠা
সাময়িক প্রসঙ্গ	১০৫৯
শ্রীজীব গোস্বামী ও নিত্যানন্দ বংশাবলী	১০৬০
অভিনন্দনপত্র	১০৬১
সাময়িক প্রসঙ্গ	১০৬৩
প্রয়াগে শ্রীল প্রভুপাদ	১০৬৪
সাময়িক প্রসঙ্গ	১০৬৭
শ্রীকৃষ্ণ তত্ত্ব	"
প্রভুপাদ দেশ	১০৬৮
প্রচার প্রসঙ্গ	১০৭১
অ শ্রীগৌর সুন্দরম	১০৭২
শ্রীমায়াপুরে ক্রান্তশাখা	১০৭২,১০৭৭
সাময়িক প্রসঙ্গ	১০৭৫
" চন্দ্রি কাল "	"
ক্ষুধা হইতেও প্রবল আকর্ষণ	১০৭৬
" গুরুকরণের প্রয়োজনীয়তা'	"
সাময়িক প্রসঙ্গ	১০৭৯
সংকল্প ও প্রার্থনা	"
শ্রীল জগদীশ পণ্ডিত	১০৮০
ভজনের তৃতীয় প্রতিবন্ধক	
বৈষ্ণবধর্ম	১০৮১,১০৮৫
অভিনন্দন পত্র	"
প্রচার প্রসঙ্গ	১০৮৩
আশাবন্ধ	১০৮৪
প্রচার প্রসঙ্গ	১০৮৭
গুরুকৃপার অভাব	"
ব্যাধ্যা কে ন এখা নাই	১০৮৮
বিষয় ও আশ্রয়	
প্রয়াগে পারমার্থিক প্রদর্শনী	১০৯১
প্রচার প্রসঙ্গ	
জগতে সাধু মাত্র একজন	১০৯২
পরউপকারী কে ?	
" আশীষ কামনা "	১০৯৩
প্রচার প্রসঙ্গ	১০৯৪
অভাবিলায় আসে কেন ?	১০৯৬
পর উপকারী কে ?	১০৯৭
স্থিতি	
শ্রীল প্রভুপাদের পত্র	১০৯৯
সাময়িক প্রসঙ্গ	"
অভাবিলায় আসে কেন ?	২০০০
একজন মহাপুরুষ	২০০১
সাময়িক প্রসঙ্গ	২০০৩
সৎশিক্ষা প্রদর্শনী	২০০৪
উলটি গেলে বহুদিন চলে বহি যায় প্রবাহ	"
শব্দের অপব্যবহার	২০০৫
প্রয়াগে পারমার্থিক প্রদর্শনী	"
কলিকাতা-গৌড়ীয় মঠের চিত্র দর্শনে	"
প্রচার প্রসঙ্গ	২০০৭
শ্রীচৈতন্যের শোভা	২০০৮
একজন মহাপুরুষ	২০০৮,২০১০
সভাপতির অভিভাষণ	২০০৯
আচার্য্য প্রসঙ্গে	২০১১
শ্রীমাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠে বার্ষিক উৎসব	"
ক্ষতি নাই	২০১২
একজন মহাপুরুষ	"

বিষয়	পৃষ্ঠা
শ্রীধাম নবদ্বীপ	২০১৭
ধাম ও গুরু ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটে বাসুদেব প্রভু	"
শ্রীনামের অর্থ	২০১৪
একজন মহাপুরুষ	২০১৪,২০১৭,২০২১,২০২৫
সাময়িক প্রসঙ্গ	২০১৫
'বড় আমি' ও 'ছোট আমি'	২০১৬
প্রচার প্রসঙ্গ	২০১৯
শ্রীনবদ্বীপ	২০১০
পরম পুরুষার্থ	
শ্রীধামে শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা	২০২৩
প্রচার প্রসঙ্গ	"
চিন্তকদের দুই একটী কথা	২০২৪
প্রচার প্রসঙ্গ	২০২৭
পরলোকে সম্রাট পঞ্চম জর্জ	
শ্রীল প্রভুপাদের পত্র	
কৃষ্ণির্মা কে	
"নদীর প্রবাহে যেমন কাষ্ঠ লাগে তীরে"	
একজন মহাপুরুষ	
বিকার ও শিক্ষা	
Dr. S. Das	
শ্রীল প্রভুপাদের পত্র	
সাময়িক প্রসঙ্গ	
উদার ধর্ম (১)	
জীবের স্বভাব	
বদ্ধ ও বিমুক্ত	
বৈষ্ণবই প্রকৃত চতুর	
Recent Vaishnava Literatur	
শ্রীল প্রভুপাদের পত্র	২০৩৫
সাময়িক প্রসঙ্গ	
উদার ধর্ম (২)	২০৩৬
শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা	২০৩৭
Recent Vaishnava Literature	
আচার্য্য প্রসঙ্গে	
শ্রীল প্রভুপাদের পত্র	
"ন জপা গোপনাদি"	
ভজন	২০৩৮
চরম বুদ্ধির উপদেশ	"
শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা	"
সাময়িক প্রসঙ্গ	২০৪৩
লণ্ডনে শ্রীব্যাসপূজা	"
সৎশিক্ষা প্রদর্শনী	"
শ্রীপঞ্চমী	২০৪৪
শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা (৩)	২০৪৫
বিষুবার	২০৪৭
প্রয়াগে সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী	
(কয়েকটি আভরণ)	"
সংসার ছাড়িবার কেন	২০৪৮
কি সর্বনাশ	"
শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা (৪)	২০৪৯
প্রয়াগ সৎশিক্ষা প্রদর্শনী	"
(বৃন্দাবনীর পরিচয়)	"
সাময়িক প্রসঙ্গ	২০৫১

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রয়াগে সৎশিক্ষা প্রদর্শনী	
(আরও কয়েকটি অভিমত)	"
মানব সেবা	২০৫২
স্নেহ	"
ভূগোলের পরিচয়	"
প্রয়াগ সৎশিক্ষা প্রদর্শনী	২০৫৩
শ্রীমায়াপুরে শ্রীঅদ্বৈত প্রকটোৎসব	২০৫৩
প্রচার প্রসঙ্গ	"
বঙ্গদেশে প্রচার	"
শ্রেষ্ঠ আচরণ	২০৫৪
প্রয়াগে সৎশিক্ষা প্রদর্শনী	২০৫৫
বঙ্গদেশে প্রচার	২০৫৭
প্রয়াগে সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী	"
শ্রীশ্রীঅদ্বৈত প্রভু	২০৫৮
প্রয়াগ সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী	২০৫৯
সাময়িক প্রসঙ্গ	২০৬১
গোড়ীয়মঠ দর্শনে যেরূপ জাপানের লেখক	"
প্রয়াগে সৎশিক্ষাপ্রদর্শনী	"
ভৈমী একাদশী	২০৬০
প্রেমের বাবে	২০৬২
প্রয়াগ সৎশিক্ষা প্রদর্শনী	
শ্রীধামে শ্রীল প্রভুপাদ	২০৬
সাময়িক প্রসঙ্গ	
প্রয়াগে সৎশিক্ষা প্রদর্শনী	
শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভু	২০৬৬
প্রয়াগ সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী	২০৬৭
সাময়িক প্রসঙ্গ	২০৬৮
প্রয়াগে সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী	
মনের আহার	২০৭০
প্রয়াগ সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী	২০৭১
সাময়িক প্রসঙ্গ	২
সাময়িক প্রসঙ্গ	
কাঁপনের চরম গতি	২০৭৪
[illegible]	
শ্রীচৈতন্যমঠ	২০৭৫
প্রয়াগ সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী	
সাময়িক প্রসঙ্গ	২০৭৭
প্রয়াগে সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী	"
মশোরের কারণ নাই	২০৭৮
শ্রীগুরুপূজার সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব	"
অসুর ও পুরুষার্থ	২০৭৯।৮২।৯০
প্রয়াগ সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী	"
সাময়িক প্রসঙ্গ	২০৮১
ভক্তিসুধাকর প্রভু	২০৮২
প্রয়াগে সৎশিক্ষা প্রদর্শনী	২০৮৩
নাম-স্তোত্র	"
শ্রীকৃষ্ণপূজা	২০৮৫
শ্রীব্যাসপূজার বিবরণ	২০৮৭
শ্রীশ্রীআচার্য্য বন্দনা	২০৯০
জীবের কুশলি	২০৯১
জীবের বিজ্ঞপ্তি	
প্রার্থনা প্রসূনাঞ্জলি	২০৯২
জীবের প্রার্থনা	

বিষয়	পৃষ্ঠা
শ্রীগুরুপূজার অপূর্ব্ব দৃশ্য	২০৮৫।৮৭
বিশ্বাস হয় না কেন	২০৮৬
শ্রীগুরুপূজা	২০৮৯
জীবের আর্তিপ্রসূনাঞ্জলি	"
নিবেদন	২০৯১
শ্রীমায়াপুরে শ্রীব্যাসপূজা	২০৯৩
লণ্ডনে শ্রীব্যাসপূজা	"
বিশ্বাসের বিশ্বাস নাই	২০৯৪
গীতি অঞ্জলি	"
জীবের আর্তিপ্রসূনাঞ্জলি	২০৯৫
শ্রীচৈতন্যমঠে ব্যাসপূজার বিবরণ	২০৯৭
" ব্যাসপূজার সাধারণ মহোৎসব	"
শ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণীসভা	২০৯৮।২১০১।৬
শ্রীমায়াপুরে শ্রীব্যাসপূজা	"
ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি	২০৯৯
শুভকার্য্য	"
শ্রীল প্রভুপাদের অভিভাষণ	২১০২
প্রার্থনা প্রসূনাঞ্জলি	২১০৩
বিদেশে মঠে শ্রীব্যাসপূজা	"
[illegible]	২১০৫ ৭
শ্রীব্যাসপূজার [illegible] প্রণতি পুষ্পাঞ্জলি	"
[illegible]	২১০৭
[illegible] শ্রীব্যাসপূজা	"
সাময়িক প্রসঙ্গ	২১০৯
[illegible]	২১১০
আচার্য্য পূজা	"
[illegible] প্রার্থনা	২১১১
শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমার উদ্বোধন	"
[illegible]	২১১৩
বৈষ্ণবদর্শন [illegible]	২১১৪ ২১১৫
[illegible] পূজা	"
সাময়িক প্রসঙ্গ	২১১৭
পত্র	২১১৮
শ্রীচৈতন্য [illegible] ও [illegible]	"
সাময়িক প্রসঙ্গ	২১২১ ২১৩৩ ২১৩৭
[illegible] শ্রীল জগন্নাথ দাস	২১২২
[illegible]	"
পরিক্রমা ও শ্রীগৌরজন্মোৎসব	২১২৩
বাঙ্গালায় প্রচার	২১২৫
প্রতিবাদীর [illegible] বিচার	"
শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী	২১২৬
গৌড়কাহিনী	"
[illegible]	২১২৭
[illegible] ও উৎসব	"
[illegible] কুসুমাঞ্জলি	"
সাময়িক প্রসঙ্গ	২১২৯
"[illegible]"	২১৩০
বিজয় যাত্রা	
শ্রীনবদ্বীপ ধাম পরিক্রমা	২১৩৪
"[illegible] কুসুমাঞ্জলি"	২১৩৫
পরিক্রমা যাত্রীর বিজ্ঞপ্তি	"
[illegible] বিজ্ঞপ্তি	২১৩৬
শ্রীনবদ্বীপ পরিক্রমা	

ঠিকানা— পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'শ্রীনাথ' নবদ্বীপ

দৈনিক

REG. C 1544

নদীয়াপ্রকাশ

THE
NADIA-PRAKASH

[illegible]

১০ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১৭ই ফাল্গুন, শুক্রবার ১৩৪১, ১লা মার্চ্চ ১৯৩৫ [১ম সংখ্যা

ঐতরেয়োপনিষদ্
বড় অক্ষরে মূল ও
অনুবাদসহ প্রকাশিত
হইয়াছে। কাগজ ও
ছাপা অতি উত্তম।
ভিক্ষা ।০ মাত্র
শ্রীচৈতন্যমঠ,
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

"গৌড়ীয়"
৭ম বর্ষ হইতে
১২শ বর্ষ পর্য্যন্ত
প্রতি বর্ষ কাপড়ে
বাঁধা
ভিক্ষা ৩।০ মাত্র।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ
বাগবাজার, কলিকাতা

বিবিধ সংবাদ

ত্রিপুরা মহারাজের ১১০০৲ টাকা দান

ত্রিপুরার মহারাজা মাণিক্য বাহাদুর স্পেশাল ট্রেণযোগে ১৮ই ফেব্রুয়ারী ফেণীতে আগমন করেন। ফেণী কলেজ, ফেণী ইউনিয়নবোর্ড, হিন্দু সভা, আঞ্জুমান ইস্লামিয়া ও অন্যান্য স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে মহারাজাকে অভিনন্দন প্রদান করা হয়। এই উপলক্ষে নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠান সমূহে মহারাজা অর্থদান করিয়াছেন,— ফেণী কলেজ ৫০০০৲, বি এ একাডেমী ৫০০৲, কালীবাড়ী ৪০০৲, পাগলা মিঞা ডাকিয়া ৫০০৲, মাদ্রাসা ২৫০৲ ফেণী বালিকাবিদ্যালয় ২৫০৲ সর্ব্বানন্দ চতুষ্পাঠী ২০০৲। উকীলপাড়া জগন্নাথবাড়ী ৩০০৲ স্থানীয় ছাত্রদের জলযোগের জন্য মহারাজা ৫০০৲ প্রদান করেন। মোট দানের পরিমাণ ১১০০০৲

রাত্রি সাড়ে দশটায় সময় স্পেশাল ট্রেণযোগে মহারাজা ফেণী ত্যাগ করেন।

মাদ্রাজে মোটর দুর্ঘটনা

গত রবিবার সন্ধ্যায় মাদ্রাজের ২৩ মাইল দূরে শুভবাকাণ্ডীতে এক ভীষণ মোটর দুর্ঘটনার ফলে মাদ্রাজস্থ মার্কিন কন্সাল মিঃ লিংকওয়েবার, ষ্ট্যাণ্ডার্ড অয়েল কোম্পানীর মিঃ এ চার্লস্ ইষ্ট ও তাঁহার পত্নী এবং মুসলমান ড্রাইভার নিহত হইয়াছেন।

নিহত ব্যক্তিদের মৃতদেহ পুলিশ মাদ্রাজে লইয়া আসে এবং মৃতদেহ শবব্যবচ্ছেদাগারে প্রেরণ করে। ড্রাইভারের শবদেহ তাহার আত্মীয়বর্গের হাতে দেওয়া হইয়াছে।

সংবাদ পাইয়া স্থানীয় মার্কিন ভাইস কন্সাল ঘটনাস্থলে গমন করেন। [illegible]কারীর পুলিশ মৃত্যু সম্পর্কীয় তদন্তের পর আকস্মিক মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া অভিমত জ্ঞাপন করিয়াছে।

বিস্তৃত বিবরণ

প্রকাশ মিঃ ওয়েবার ও তাঁহার দলের লোকজন বনভোজন করিবার জন্য গত ২৪শে ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যায় মাদ্রাজ হইতে মহাবলীপুরম অভিমুখে যাত্রা করে। প্রায় ২৩ মাইল যাইবার পর, তাঁহাদের মোটর গাড়ী পিছলাইয়া যায় এবং রাস্তা হইতে প্রায় দশ গজ দূরে একটি তেঁতুল গাছের সহিত উহার ভীষণ ধাক্কা লাগে। গাড়ীর আরোহীগণ ছিটকাইয়া রাস্তার পার্শ্বে যাইয়া পড়েন। তাঁহাদিগকে মৃতাবস্থায় উদ্ধার করা হয়। ড্রাইভার তাহার আসনের সহিত আটকাইয়া গিয়াছিল। মৃত ব্যক্তিদের একজনের পকেটে যে ঘড়ি পাওয়া যায়, তাহাতে দেখা যায় যে ১০-৫৫ মিনিটে উহা বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। উহাতে মনে হয় যে, ঐ সময়েই দুর্ঘটনা ঘটিয়া থাকিবে।

মিঃ ওয়েবার সম্প্রতি চাফু (চীন) হইতে মাদ্রাজ পৌঁছিয়াছিলেন।

মিঃ এষ্ট (২৫) ও তাঁহার স্ত্রী (২৩) নব-বিবাহিত বলিয়া মনে হয়। কারণ তাঁহাদের বিবাহের আংটিতে ১২ই অক্টোবর, ১৯৩৪ সাল ইং লিখিত আছে।

চিটাগঙ্ অস্ত্রপ্রাপ্তি মামলা

চিটাগঙ্ অস্ত্র প্রাপ্তি সম্পর্কে গোয়েন্দা পুলিশ গত শুক্রবার ফণি মুখার্জি নামক এক যুবককে গ্রেপ্তার করিয়াছে। প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাকে আগামী ২রা মার্চ পর্য্যন্ত হাজতবাসের হুকুম দিয়াছেন।

এই সম্পর্কে সুবোধ দত্ত চৌধুরী নামক অপর একজন ধৃত হইয়াছে। ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাকে পুলিশ পাহারায় দিনাজপুর জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট প্রেরণ করিবার আদেশ দিয়াছেন।

বেলগাছিয়ার দাঙ্গা

গত শনিবার বেলা ১২টার সময় বেলগাছিয়ার রাজা মণীন্দ্র রোড এবং বেলগাছিয়া রোডের সংযোগে এক পক্ষে পাঞ্জাবী অপরদিকে অন্যান্য বাসড্রাইভারদিগের মধ্যে ভীষণ দাঙ্গা হয়। দাঙ্গার ফলে একজন পাঞ্জাবী এবং অ-পাঞ্জাবী অন্য তিনজন আহত হইয়াছে। তাহাদের কয়েকজনকে কারমাইকেল মেডিকেল কলেজে পাঠান হইয়াছে। মাণিকতলা পুলিশ সংবাদ পাইয়া ২২ জনকে দাঙ্গার অভিযোগে গ্রেপ্তার করিয়াছে। তন্মধ্যে ১৩ জন অ-পাঞ্জাবী এবং ৯ জন পাঞ্জাবী।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, পাতিপুকুর হইতে উল্টাডাঙ্গা ঘাট পর্য্যন্ত যে বাস সার্ভিস আছে পূর্ব্বে তাহা অ-পাঞ্জাবীগণ কর্ত্তৃক পরিচালিত হইত এবং তখন 'সুবারবন ট্রান্সপোর্ট সার্ভিস এসোসিয়েশন' নামে একটা সিন্ডিকেট ছিল। সম্প্রতি পাঞ্জাবীরা ঐ লাইনের অর্দ্ধেকের উপর বাসের মালিক। সেই সিন্ডিকেট এখন উঠিয়া গিয়াছে এবং পাঞ্জাবীরা সেই লাইনের সমস্ত কর্ত্তৃত্ব দাবী করিয়াছে। অ-পাঞ্জাবী চালকগণ তাহাতে আপত্তি করে এবং বলে যে দুইদল হইতেই সমান লোক লইয়া একটি সিন্ডিকেট গঠিত হউক। এইরূপে উভয়ের মধ্যে গোলমাল চলিতে থাকে এবং কলিকাতার সীমানার বাহিরে নাকি মধ্যে মধ্যে পাঞ্জাবীরা অ-পাঞ্জাবী চালকদিগের বাস চালনায় বাধা দিয়াছে এবং দুই এক স্থানে মারপিটও করিয়াছে। তাহাদের এই বিবাদ গত শনিবার বিগ্রহের চরম সীমায় উঠিয়াছিল। মাণিকতলা পুলিশ তদন্ত করিতেছে।

গুলীর আঘাতে ডাকাত জখম

আমেদাবাদ হইতে প্রকাশ সম্প্রতি বারাশিয়ার কোন বাড়ীতে একদল ডাকাত গভীর রাত্রে হানা দেয়। তাহাদের সঙ্গে অস্ত্রশস্ত্রাদি ছিল। গ্রামবাসিগণ পুলিশের সাহায্যে তাহাদের প্রতিরোধ করিতে গেলে তাহারা গুলী ছুড়িতে আরম্ভ করে। দুর্বৃত্তদের মধ্যে একজন বন্দুকের গুলীতে আহত হইয়াছে।

ছাড়পত্র বিনা জাপান যাত্রা

প্রত্যক্ষ কোন কারণ না থাকায় এবং ছাড়পত্র না লইয়া কলিকাতা হইতে জাপান যাত্রা করায় বটেশ্বরনাথ সিংহ [illegible] কলিকাতা পুলিশ কর্ত্তৃক ধৃত হইয়াছে। প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে তাহাকে হাজির করা হইলে ম্যাজিষ্ট্রেট তদন্ত সাপেক্ষ বলিয়া তাহাকে ২৮শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত হাজতবাসের হুকুম দিয়াছিলেন।

ভাইয়ে ভাইয়ে বিবাদের পরিণাম

মহাকালী গ্রামের (মুন্সীগঞ্জ) এক সংবাদে প্রকাশ, দুই ভাইয়ের মধ্যে গৃহবিবাদের ফলে দশম বর্ষীয়া একটি বালিকা মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। প্রকাশ যে, দুই ভাইয়ের মধ্যে বিবাদের ফলে একজন অপরকে লাঠিদ্বারা প্রহার করিতে থাকে। ইহাতে দ্বিতীয় ব্যক্তির কন্যা তাহাদের মধ্যে উপস্থিত হইয়া বাধা দিতে চেষ্টা করে। কিন্তু একটী লাঠির আঘাত হঠাৎ মেয়েটির মস্তকে আসিয়া লাগে ফলে সে কিছুক্ষণ পরে মারা যায়। সংবাদ পাইয়া পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় এবং শবব্যবচ্ছেদের জন্য মৃতদেহটি মুন্সীগঞ্জে পাঠাইয়া দেয়। আসামী আত্মগোপন করাতে তাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই।

নানাস্থানে গ্রেপ্তার ও খানাতল্লাসী

এলাহাবাদে

গত ২৫শে ফেব্রুয়ারী এলাহাবাদের আটটী স্থানে পুলিশ খানাতল্লাসী করে। কয়েক জায়গা হইতে আপত্তিকর পুস্তকাদি ও কার্তুজ প্রভৃতি উদ্ধার করা হইয়াছে এবং একজনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। প্রকাশ, সম্প্রতি যুক্ত প্রদেশের কয়েকটী স্থানে লাইসেন্স হীন অস্ত্রাদি প্রাপ্তি সম্পর্কে খানাতল্লাসী হইয়াছে।

গৌহাটীতে

গৌহাটী পুলিশ একজন গোয়েন্দা ইন্সপেক্টরকে সঙ্গে লইয়া পানবাজারের এক বাড়ীতে খানাতল্লাসী করে। ঐ স্থানে মণীন্দ্রচন্দ্র বসু নামে ঢাকা জিলার জনৈক যুবক বাস করে। সে আসাম ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানীর স্থানীয় শাখার কেরাণী। তাহাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। প্রকাশ, বৈপ্লবিক আন্দোলন সম্পর্কে এই গ্রেপ্তার ও তল্লাসী হইয়াছে। "অমৃতবাজার পত্রিকা"র কতকগুলি 'কাটিং' পুলিশ হস্তগত করিয়াছে। ধৃত যুবককে জেল হাজতে রাখা হইয়াছে।

বেনারসে

এখানে পুলিশ কয়েক স্থানে তল্লাসী করে এবং দুই জনকে গ্রেপ্তার করে। একজনকে হাজতে রাখা হইয়াছে। প্রকাশ, সে বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র।

হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের হোষ্টেলের একটী কক্ষ এবং কাশী বিদ্যাপীঠের চারজন ছাত্রের বাসস্থানে পুলিশ হানা দেয়। কংগ্রেস অফিসের একটী বাড়ীতেও তল্লাসী হইয়াছে। তথা হইতে একজন যুবককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। কংগ্রেস সোস্যালিষ্ট দলের বিশিষ্ট কর্মী শ্রীযুত মহাবীর সিংহের বাড়ীতেও খানাতল্লাসী চলিয়াছিল। বলিয়ার তল্লাসী ও গ্রেপ্তার সম্পর্কে এই ব্যাপক তল্লাসী করা হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

জব্বলপুরে

জব্বলপুরের পুলিশ মহাকোশল প্রাদেশিক কংগ্রেসের সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত ভবানীশঙ্কর ভট্ট এবং স্থানীয় ট্রেজারীর হিসাব রক্ষকের পুত্র রবার্টসন কলেজের দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র কৃষ্ণকুমার কলীর গৃহে খানাতল্লাসী করে। উক্ত স্থানে প্রায় ঘণ্টা করিয়া তল্লাসীর পর কতগুলি পুস্তক, ইস্তাহার ও চিঠিপত্র পুলিশ হস্তগত করে। শ্রীযুক্ত ভবানীশঙ্কর ভট্টের কনিষ্ঠ ভ্রাতা রবার্টসন কলেজের প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র লক্ষ্মীশঙ্কর ভট্টকে পুলিশ অফিসে লইয়া যায়। সেখানে তাহার নিকট হইতে একটী অঙ্গীকার পত্র লইয়া তাহাকে মুক্তি দেওয়া হয়।

প্রকাশ, বোমা তৈয়ারীর পুস্তক ও মাল মসলাদির খোঁজে খানাতল্লাসী করা হইয়াছে।

সেহালা ডাকাতির মামলা

নোয়াখালীর জিলা জজ মিঃ আমানুর যে আই সি এস এর আদালতে পাঁচজন জুরীর সাহায্যে সেহালা ডাকাতি মোকদ্দমার বিচার হইয়া গিয়াছে। জজ সাহেব জুরীগণের সহিত একমত হইয়া আসামী কৃষ্ণসুন্দর ভৌমিক ও কেদারনাথ শর্মাকে সাত বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিয়াছেন।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, বিগত চৈত্র মাসে রামগঞ্জ থানার সেহালা গ্রামের হরিপ্রসন্ন নাথের বাড়ীতে এক সশস্ত্র ডাকাতি হয়। ডাকাতগণ লাঠি, ছোরা, বন্দুক ও অন্যান্য অস্ত্র লইয়া উক্ত বাড়ীতে প্রবেশ করে এবং স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে গৃহস্থগণকে মারপিট করিয়া নগদ ও অলঙ্কারপত্রে প্রায় চারি হাজার টাকা লইয়া যায়। আসামী কেদারনাথ শর্মাকে নাকি গৃহস্থগণ ডাকাতির সময় চিনিতে পারে এবং কৃষ্ণসুন্দর ভৌমিককে জেলখানার ভিতর সনাক্ত করে। সদরের প্রথম শ্রেণীর ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মৌলবী হোসামুদ্দিন হায়দর মোকদ্দমার প্রাথমিক তদন্ত করিয়া উক্ত আসামীকে বিচারার্থ দায়রায় সোপর্দ করেন।

এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, দায়রা আদালতে কয়েক দিন বিচার চলার পর আসামী কৃষ্ণসুন্দর ভৌমিক মামলা স্থানান্তরের জন্য হাইকোর্টে এক দরখাস্ত করিয়াছিল। কিন্তু ঐ আবেদন অগ্রাহ্য হইয়া গিয়াছে। আসামী কৃষ্ণসুন্দর ভৌমিক কৃষক সমিতির অন্যতম প্রধান নেতা।

শ্রমিক নেতার এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড

গত সোমবার প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট রাজদ্রোহের অপরাধে শ্রমিক নেতা নীহারেন্দু দত্ত মজুমদারকে এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ দত্ত মজুমদারকে একজন 'ঘোরতর বলশেভিক' বলিয়া বর্ণনা করেন। গত ২রা ডিসেম্বর অক্টারলনী মনুমেন্টের পাদদেশে 'পোর্ট ও ডক' শ্রমিকদের উদ্যোগে ডক-শ্রমিক ধর্মঘটকারীদের যে সভা হয়, তাহাতে উক্ত আসামী তিনি রাজদ্রোহমূলক এক বক্তৃতা দেন। রায়দান প্রসঙ্গে ম্যাজিষ্ট্রেট বলেন, তিনি মিঃ দত্ত মজুমদারের বক্তৃতা রিপোর্ট অতিশয় সতর্কতার সহিত পাঠ করিয়াছেন। ইহাতে যে গবর্ণমেন্টকে তীব্রভাবে আক্রমণ করা হইয়াছে, উহা পাঠ করিয়া তাহার দৃঢ় ধারণা জন্মিয়াছে। তাহার বক্তৃতার মূল সুর, বিক্ষুব্ধ ধর্মঘটকারীগণকে গবর্ণমেন্টই তাহাদের দুঃখ কষ্টের জন্য দায়ী এই বলিয়া উত্তেজিত করা হইয়াছে। সমগ্র বক্তৃতায় এই কথাই বলা হইয়াছে যে গবর্ণমেণ্ট ধনিকদিগের বন্ধু এবং শ্রমিকদিগের ঘোরতর শত্রু। ধনিকগণ পুলিশকে ঘুষ দিয়াছে, পুলিশ অত্যাচার করিয়াছে ইত্যাদি অনেক কথাই তাহার বক্তৃতায় বলা হইয়াছে। বক্তা একজন ঘোরতর বলশেভিক। ইহা গবর্ণমেন্টের সমালোচনা নহে। ইহাতে গবর্ণমেন্টকে অস্বীকার করার প্ররোচনাই রহিয়াছে।

ট্রেড মার্ক আইনের অভিযোগ

'বনকুসুম কেশ তৈলে'র স্বত্বাধিকারী পৃথীরাজের পক্ষে মিঃ নরেন্দ্রনাথ চৌধুরীর দরখাস্ত অনুসারে প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট ট্রেড মার্ক আইনের অভিযোগে হাওড়ার গণপাত্রার ব্যানার্জির বিরুদ্ধে সমন জারী করেন।

কনেষ্টবলের একমাস কারাদণ্ড

হাজতি আসামীর পলায়নের সুযোগ প্রদানের অপরাধে হাওড়ার ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ বি. কে ঘোষ, হাওড়ার ডোমজুর থানার কনেষ্টবল সেকেন্দর খাঁকে একমাস সশ্রম কারাদণ্ড ও ৫০৲ অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করেন। জরিমানা অনাদায়ে আরও ১৫ দিন কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে।

রায় দান প্রসঙ্গে ম্যাজিষ্ট্রেট মহোদয় বলেন যে, দণ্ডাদেশের ফলে আসামী চাকুরী হইতে বরখাস্ত হইবে। আসামীর অপরাধ গুরুতর। বিশেষতঃ সে অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপাইবার চেষ্টা করায় আরও বেশী অন্যায় করিয়াছে। সুতরাং তাহার শাস্তিও হওয়া বাঞ্ছনীয়।

অভিযোগে প্রকাশ, গত ৬ই জুলাই কোনও ডাকাতি মামলা সম্পর্কে দুইজন আসামীকে পুলিশ হাজতে আনে। যদিও দুইজন আসামীকেই থানার হাজতে রাখা হইয়াছে বলিয়া লেখান হইয়াছে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে একজনকে রাখা হয়। দুখমন হাজতের বাহিরে ছিল। রাত্রি ৩টা পর্য্যন্ত সেকেন্দর পাহারায় ছিল। পরবর্ত্তী কনেষ্টবল ধনপত আসিয়া দেখে একজন হাজতি আসামী নাই।

আসামী দোষ অস্বীকার করে। সে বলে যে ধনপত ও অন্যান্য কর্মচারীদের অসতর্কতা বশতঃই আসামী পলায়ন করে।

গলা টিপিয়া হত্যা

জলন্ধর হইতে প্রকাশ, জন্দুসিংহ গ্রামের একজন চাষা ঐ গ্রামের কেষা নামক এক ব্যক্তির আট বৎসর বয়স্ক পুত্র চাননকে হত্যা করায় অপরাধে দায়রা জজ মিঃ এ আর কর্ণেলিয়াস কর্তৃক ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারা অনুসারে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। প্রকাশ যে, ২৩শে ডিসেম্বর বৈকালে যখন উক্ত বালক খেলিতেছিল, তখন আসামী তাহাকে পোষ্টকার্ড কিনিবার জন্য পোষ্টাফিসে পাঠাইবার অছিলায় ভুলাইয়া নিজগৃহে লইয়া যায়। তথায় তাহাকে গলা টিপিয়া হত্যা করিয়া তাহার কানের আংটি লইয়া যায় এবং মৃতদেহটী একটী মাঠে পুতিয়া রাখে। ঘটনার পর চতুর্থ দিবসে আসামীর ক্ষেতে উহা আবিষ্কৃত হয়। প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে উহা করা হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। কারণ আসামীর স্ত্রীকে উক্ত বালকের পিতা হরণ করিয়াছে বলিয়া আসামী সন্দেহ করিত।

দুর্গম অরণ্য মধ্যে একক নেকড়ে বাঘহত্যা

সুবিখ্যাত শিল্পী ও ব্যায়ামকুশলী শ্রীযুক্ত প্রবোধকুমার রায় এলাহাবাদ যাইবার পথে রাঁচি হইতে মোটরযোগে রওনা হন। ঐ সময় হাজারিবাগ জেলার চৌপারণ গ্রামের সন্নিকটে বিখ্যাত দেহুয়া জঙ্গলে গত ২০শে ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যায় একক লৌহদণ্ডের সাহায্যে একটা অতি ভয়ঙ্কর শ্রেণীর নেকড়ে বাঘ হত্যা করিয়াছেন।

সুবোধবাবু এলাহাবাদের এক স্কুলে শিল্প শিক্ষকের পদে যোগ দিবার জন্য রওনা হইয়াছিলেন।

আদেশ অমান্যের জের

নোয়াখালির সদর মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট বঙ্গীয় সং ফৌঃ ৩(২) ধারা অনুসারে শ্রীযুক্ত মুকুন্দলাল সাহাকে চারমাস সশ্রম কারাদণ্ড এবং ৩০৲ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করেন। আসামী ফেণী কলেজের একজন ছাত্র ছিলেন। জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহার উপর সূর্য্যাস্ত হইতে সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত স্বগৃহে আটক থাকিবার আদেশ দেন। প্রকাশ, যে, একদিন সন্ধ্যার পর তাঁহাকে গৃহে পাওয়া যায় না।

দুঃসাহসিক ডাকাতি

অমৃতসর হইতে প্রকাশ, গত ১৯শে ফেব্রুয়ারী মধ্য রাত্রিতে কোট মহম্মদ গ্রামের চৌধুরী শ্রবন চাঁদের গৃহে প্রায় ২০ জন ডাকাত প্রবেশ করিয়া তাহার ৪০০০৲ টাকার নোট লইয়া উধাও হয়। প্রকাশ, তিনি বিক্রয় করিয়া সে ঐ টাকা পাইয়াছিল। প্রকাশ যে ডাকাতগণ চৌধুরীকে ভীষণ প্রহার করে। পুলিশ তদন্ত করিতেছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
—পারমার্থিক পত্র—
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১০ম বর্ষ } ১১ গোবিন্দ গৌরাব্দ ৪৪৮, ১৭ই ফাল্গুন বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ১লা মার্চ ইং ১৯৩৫ শুক্রবার } ১ম সংখ্যা।

ভক্তিবিবেক-কুসুমাঞ্জলি

নামশ্রেষ্ঠং মনুমপি শচীপুত্রমত্র স্বরূপং
রূপং তস্যাগ্রজমুরুপুরীং মাথুরীং গোষ্ঠবাটীম্।
রাধাকুণ্ডং গিরিবরমহো! রাধিকা-মাধবাশাং
প্রাপ্তো যস্য প্রথিতকৃপয়া শ্রীগুরুং তং
নতোঽস্মি॥

কৃষ্ণ যদি কৃপা করে বিতরণ।
গুরুরূপে করে বিশ্বে বিচরণ॥
অনর্পিতচর-প্রেম বিলাইতে
প্রেমদাতা কৃষ্ণ আসি' নদীয়াতে
রাধারূপ ধরি' রাধার ভাবেতে
'হরেকৃষ্ণ' নাম করিলা কীর্তন।
কৃষ্ণসেবা আর বৈষ্ণব-সেবন
নিরন্তর কৃষ্ণনাম-সংকীর্তন
নিত্যধর্ম জীবের প্রভুর বচন
আপনি আচরি' করে প্রবর্তন॥
তুমি গৌরশক্তি শ্রীগৌর-আদেশে
গৌরলীলাক্ষেত্র নীলাচলাবাসে
অবতীর্ণ হই' গৌর-ভাবাবেশে
'গৌড়ীয়া'র রূপে রূপানুগবর।
পুরী-ধাম হ'তে ভাগবতবাণী
সর্বত্র প্রচার হ'বে, তাহে জানি
শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত স্থাপিতে আপনি
ভক্তি-সিদ্ধান্তবাণী মূর্তিধর॥
রাধার ভাবেতে চটক পর্বতে
প্রভু কৈল যেই লীলা।
প্রভু প্রিয়তম, ওহে নরোত্তম!
তব আজি সেই খেলা॥
ভক্তরূপ ধরি' ভক্তপূজা করি'
ভক্তসেবা শিখাইলে।
উচ্চ দয়া তব, কি আর কহিব
রাখহ চরণতলে॥
হিমালয় হ'তে কন্যাকুমারী
সমুদ্র পর্যন্ত, আর্যাবর্ত ধরি'
গৌড়-ব্রজ-ক্ষেত্র-মণ্ডলাদি করি'
গৌরহরি-বাণী করিল প্রচার।
"পৃথিবীতে যত নগরাদি গ্রাম,
সর্বত্র প্রচার হ'বে মোর নাম"
ওহে গৌরবাণি! সেই গৌরকাম
পূর্ণহেতু হবে তব অবতার॥
বিশ্বে বিশ্বগুরু-সেবার প্রচারে
বিশ্বগুরু-পদে আকর্ষি' সবারে
সেবার সদন লোকের আগারে
স্থাপি' গৌরধাম কর প্রকটন।
কৃষ্ণকাম যাহা করিয়া পূরণ
হরি-কথা নাদে বিদিত ভুবন
হে রাধা-দয়িত! রাধার ভজন
তব বিতরণ—তব প্রচারণ॥

সেবাপ্রার্থী—ভারতী

ঢাকা শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠে আচার্যের আবির্ভাবোৎসব

বিগত ১১ই ফাল্গুন, ২৩শে ফেব্রুয়ারী শনিবার দিবস ঢাকা শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠে পরমহংস পরিব্রাজকাচার্যবর্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের একষষ্টিতম আবির্ভাব-তিথি-পূজা যথাবিধি সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

উক্ত দিবস ব্রাহ্মমুহূর্তে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারীর মঙ্গলারাত্রিকের পর ভক্তগণ সাম্মিলিতকণ্ঠে শ্রীশ্রীগুরুপরম্পরা, গুর্বষ্টক, গুরুতত্ত্ব ও মহাজন-পদাবলী কীর্তন করেন। শ্রীমন্দিরের সম্মুখস্থ আসন-গৃহে সুবৃহৎ চন্দ্রাতপ, নিম্নে স্বর্ণ-নির্মিত বিচিত্র কারুকার্য-খচিত একটি সুরম্য সিংহাসনে শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্য প্রতিষ্ঠিত হন। শ্রীব্যাসপূজোপলক্ষে আচার্যচরণ-পূজার জন্য অনাহূত ও অপ্রত্যাশিতভাবে বিভিন্ন স্থান হইতে বহু সজ্জন উত্তমোত্তম পুষ্প উপহার সহ শ্রীমঠে উপস্থিত হন। ভক্তগণ অত্যন্ত আনন্দের সহিত বিবিধ পুষ্পের দ্বারা সিংহাসন ও শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্য সুসজ্জিত করেন।

শ্রীপাদ বিদ্যাবিনোদ প্রভু প্রাতঃ ৭টার সময় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্য অর্চন করিয়া শঙ্খ-করতাল-মৃদঙ্গ-কাঁসর প্রভৃতি বাদ্যধ্বনির ঐকতানের সহিত আচার্যের আরাত্রিক যথাবিধি সুসম্পন্ন করেন। তৎপরে "শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড" পারায়ণ আরম্ভ হয়। আসন-গৃহে ভক্তগণ উপবিষ্ট হইলে শ্রীপাদ বিদ্যাবিনোদ প্রভু সর্বপ্রথমে প্রায় এক ঘণ্টাকাল পারায়ণ করেন। তৎপরে আচার্য শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার, মহোপদেশক অধ্যাপক আচার্য শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর ব্রহ্মচারী এম-এ, শ্রীপাদ নিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ সুপ্রসন্ন ব্রহ্মচারী ও ঢাকা শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠের বর্তমান রক্ষক শ্রীপাদ কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী প্রভৃতি ভক্তগণ ক্রমান্বয়ে পারায়ণ করিয়াছিলেন।

বেলা প্রায় ১১টার সময় শ্রীপাদ বিদ্যাবিনোদ প্রভু পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মে সচন্দন পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিলে ভক্তগণ সকলেই তাঁহার অনুসরণে পর পর প্রভুপাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন। বেলা ১২টার সময় শ্রীশ্রীবিনোদকান্তজীউর ভোগরাগ ও ভোগ আরাত্রিক কীর্তন সম্পন্ন হয়।

এইরূপে অপরাহ্ন প্রায় ৩টার সময় পারায়ণ-কার্য সমাপ্ত হইলে আসনগৃহে একটি সভার অধিবেশন হয়। সভার প্রারম্ভে 'গুর্বষ্টক', 'গুরুতত্ত্ব', "সংসার-দাবানল-লীঢ়-লোক", "অপতিত হইয়া", "গুরুদেব! কৃপাবিন্দু দিয়া" প্রভৃতি গীতিসমূহ উদ্বোধন সঙ্গীতরূপে কীর্তিত হওয়ার পর শ্রীপাদ বিদ্যাবিনোদ প্রভু 'গৌড়ীয়ে'র শ্রীব্যাসপূজাসংখ্যা হইতে ব্রহ্মচারীর "আচার্যের রূপানুগ-বৈভব-কৃপা-বৈশিষ্ট্য-কুসুম-স্তবক"-প্রবন্ধটি সভ্যমণ্ডলীর পূর্ণ সমাজ পাঠ ও সরল ভাষায় ব্যাখ্যা করিয়া সকলকে ভুবনমঙ্গলাবতার শ্রীল প্রভুপাদের কৃপা-বৈশিষ্ট্যের কথা বুঝাইয়া দেন।

অনন্তর শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারীর সান্ধ্যারাত্রিক সম্পন্ন হইলে আসন-গৃহে পুনরায় সজ্জনবৃন্দের একটি সভার অধিবেশন হয়। একদিকে শ্রীমন্দিরে নানাবর্ণের বিদ্যুদালোকে শোভিত সুরম্য সিংহাসনে শ্রীশ্রীবিনোদকান্তজীউ সুবর্ণ-মণি মাণিক্যখচিত নানাপ্রকার অলঙ্কার ও বিবিধ পুষ্পমাল্যে বিভূষিত, অপর দিকে আসনগৃহে শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্য রৌপ্য-নির্মিত সিংহাসনোপরি বিবিধ পুষ্পমালা ও বিদ্যুদালোকের দ্বারা পরিশোভিত হইয়া দর্শকমাত্রেরই মনঃপ্রাণ আকর্ষণ করিতে-ছিলেন।

উক্ত সভার প্রারম্ভে "দৈনিক নদীয়া-প্রকাশের" ব্যাসপূজাসংখ্যা হইতে "প্রপত্তি-পুষ্পাঞ্জলিঃ", "অর্ঘ্যাঞ্জলি", "নম্র নিবেদন", "দীনের বিজ্ঞপ্তি" ও "শ্রীব্যাসপূজা" প্রভৃতি প্রবন্ধসমূহ পাঠ করা হয়। তৎপরে শ্রীপাদ বিদ্যাবিনোদ প্রভু পুনরায় রাত্রি প্রায় ৯টা পর্যন্ত গৌড়ীয়ের পূর্বোক্ত প্রবন্ধের অবশিষ্টাংশ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। তৎপরে সকলকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ প্রদান করা হয়।

গৌরবিনা গুরু নাই এ ভব-সংসারে। সরল গৌরাঙ্গভক্তি শিখাও সবারে॥

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১১ গোবিন্দ, শ্রীগৌরাব্দ ৪৪৮

বর্ষারম্ভে প্রার্থনা

"বন্দেহহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুতপদকমলং
শ্রীগুরূন্ বৈষ্ণবাংশ্চ
শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণরঘুনাথান্বিতং তং
সজীবম্।
সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজনসহিতং
কৃষ্ণচৈতন্যদেবং
শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদান্ সহগণললিতা-
শ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ॥"

চেতনাত্মার নিত্যা বৃত্তি সেবার বিঘ্নবিনাশ ও অভীষ্টসেবা সিদ্ধির জন্য গ্রন্থের প্রারম্ভে শ্রীগুরুদেব, শ্রীবৈষ্ণব ও শ্রীভগবানের নমস্কার ও নামকীর্ত্তনাদির দ্বারা ...

পূর্ব্বাচার্য্য শ্রীল কবিরাজগোস্বামী প্রভুর নিকট শিক্ষা করিয়াছি। আচার্য্যের আচরণের অনুবর্ত্তন করাই অনুগামিগণের কর্ত্তব্য। তাই, আচার্য্যানুগামী শ্রৌতপন্থী আমরা আজ ৪র্থ বর্ষের প্রারম্ভে সর্ব্বপ্রথম শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গোষ্ঠীগণের পাদপদ্ম-বন্দনাত্মক মঙ্গলাচরণ করিয়া তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ শিরে ধারণ পূর্ব্বক তাঁহাদের মনোহভীষ্ট-সেবায় আত্মনিয়োগে তৎপর হইতেছি।

অদ্যবধি যে সেবাসাধনপথে অগ্রসর হইবার জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়াছি সেই ভক্তিপথটী কোটিকণ্টকপূর্ণ। যদিও ভক্তিপথই একমাত্র সমীচীন পথ এবং মঙ্গলপ্রদ ও অকুতোভয়, যদিও ভক্তিপথ বা শ্রৌতপথ আশ্রয় করিয়া মনুষ্য চক্ষু নিমীলন পূর্ব্বক ধাবিত হইলেও কখনও প্রত্যবায়গ্রস্ত বা ফলপ্রাপ্ত হইতে ভ্রষ্ট হয় না, তথাপি সেই অপরিহার্য্যনীয় নিত্যাবলম্বনীয় পথ আশ্রয় করিবার পূর্ব্বে অনেক বিঘ্ন উপস্থিত হয় এবং সাধনপথে চলিতে চলিতেও আমাদের দুর্দ্দৈব নানাবিধ বিঘ্ন আনয়ন করে। ভক্তিপথটী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; উহা নির্ম্মৎসর সাধুগণেরই একমাত্র ভজনীয়। মৎসর পুরুষগণ—এমন কি, দেবতাগণ পর্য্যন্ত কোন ব্যক্তিকে সেই শ্রেষ্ঠ পদবীতে আরোহণ করিতে দেখিয়া 'এই ব্যক্তি ভক্তিবলে নিশ্চয়ই আমাদিগকেও অতিক্রম করিয়া যাইতেছে, সুতরাং তাহাকে বাধা দেওয়া যাউক'—এইরূপ বিচার করতঃ নানাপ্রকার বিঘ্ন উপস্থাপিত করিয়া থাকেন। কিন্তু ভক্তিপথে এই সকল বিঘ্ন ভক্তির দৃঢ়তাই সম্পাদন করিয়া থাকে। বৈষ্ণবগণ ভজনপথে দুঃখময় দুঃখকে ভগবানের কৃপা বলিয়া জান সাগরে গ্রহণ করিবার বল হৃদয়ে উপলব্ধি করিতে পারেন বলিয়া—'তত্তেহনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো' শ্লোক তাঁহাদের নিত্য স্মরণীয় হওয়ায় অন্যের পক্ষে যাহা বিঘ্ন, ভক্তের পক্ষে তাহা বিঘ্নকর ত নহেই পরন্তু ভক্তিবৃদ্ধিকর বা ভক্তির পরিপোষক। তাই ভক্তগণ প্রতিকূল বিষয়গুলিকে অনুকূলের পূর্ব্বাবস্থা জানিয়া বিঘ্নসমূহের মস্তককে উন্নতিপথের সোপানতুল্য মনে করতঃ বিঘ্ন-বিনাশন শ্রীনৃসিংহদেবের পাদপদ্ম স্মরণ করিতে করিতে ভক্তিপথের বাধাবিঘ্নসমূহ পদদলিত করেন এবং আনন্দে সেবাপথে অগ্রসর হন।

ভগবৎপাদপদ্মে যাঁহাদের চিত্ত আকৃষ্ট হইয়াছে, সেই ভক্তগণ কখনও বিপথে গমন করেন না। ভগবানের দ্বারা সুরক্ষিত হইয়া তাঁহারা সতত নির্ভয়ে বিচরণ করিয়া থাকেন। সুতরাং ভক্তিবিঘ্নবিনাশের জন্য একমাত্র শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-ভগবানেরই শরণাপন্ন হওয়া আবশ্যক। শ্রীগুরুদেব শ্রীভগবানেরই প্রকাশবিগ্রহ। তিনি অনুক্ষণ ভগবৎকীর্ত্তন ব্যতীত অন্য কিছুই করেন না। তাঁহার কৃপাতেই আমরা ভগবানের স্বরূপ, নাম, রূপ, গুণ, লীলা—সব জানিতে পারি। তাঁহার বাণীই শ্রুতি। তিনি অশ্রৌত কথা বলেন না। তাঁহার কৃপায় মূকও বাচালতা প্রাপ্ত হয়, তাঁহার কৃপায় জীবের সেবোন্মুখী জিহ্বায় শুদ্ধা সরস্বতী বা ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী স্ফূর্ত্তিলাভ করেন। তাঁহার কৃপায় জীব হরিগুণকীর্ত্তনে অধিকারী হন। তাঁহার শ্রীমুখেই শ্রীহরির যশোগাথা। শ্রীহরি এই অমূল্য নিধি একমাত্র তাঁহার প্রিয়তমের (শ্রীগুরুদেবের) নিকটেই গচ্ছিত রাখিয়াছেন।

শ্রীগুরুদেব অভিন্ন শ্রীনিত্যানন্দ-বিগ্রহ। তিনি সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বতোভাবে অনুক্ষণ গৌরসেবায় রত। যাঁহারা সর্ব্বক্ষণ এই শ্রীগুরু-নিত্যানন্দের সেবার জন্য উদ্গ্রীব, তাঁহাদের যাবতীয় দুর্দ্দৌর্ব্বল্য বা অনর্থ শ্রীগুরুকৃপাদিতে দূরীভূত হয়। এক গুরুদেবের সেবা করিলেই—শ্রীগুরুদেবের ভুবনপাবন অদ্ভুত পূতচরিত্র বা গুণাবলী শ্রবণকীর্ত্তন করিলেই শ্রীগুরু, শ্রীবৈষ্ণব ও শ্রীভগবান্—যুগপৎ এই তিনেরই সেবা হইয়া থাকে। শ্রীগুরুদেবের এত মহত্ত্ব। শ্রীগুরু, বৈষ্ণব ও ভগবান্—একই বস্তু; তিনে এক, একে তিন—পরস্পর অচিন্ত্যভেদাভেদ-তত্ত্ব। শ্রীগুরুসেবা করিলেই যে সমস্ত বৈষ্ণব ও শ্রীভগবানের সেবা সুষ্ঠুরূপে সাধিত হয়, একথা জানাইবার জন্যই শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব - এই তিনের সমাবেশে শ্রীগুরু আমাদের অবস্থান করিতেছেন।

শ্রীগুরুদেব—ভগবান্ঃ "গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে।" প্রভৃতি শাস্ত্রবাণীই তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সদ্গুরুকৃপাভাবে বঞ্চিত দুর্ভাগা ব্যক্তিগণ 'আমার গুরু, তোমার গুরু পৃথক্, গুরু অনেক আছে,' ইত্যাদি কথা অন্তরে পোষণ বা সাধারণে প্রচার করিলেও গুরুকৃপায় সদ্গুরুচরণাশ্রয়ী আমরা কিন্তু এইরূপ বাজে কথায় কর্ণপাত না করিয়া "কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ দিব্যজ্ঞানদাতা শ্রীগুরুদেব একজন, বহু নহেন" এই শ্রৌতবাণীর প্রচারে নির্ভীক, নিঃশঙ্ক, ও অগ্রসর হইয়া নিত্যকাল বলিব—"মদ্গুরুঃ শ্রীজগদ্গুরুঃ মন্নাথঃ শ্রীজগন্নাথঃ" এই বহির্ম্মুখ জগৎ শুনুক তাহা। সুতরাং আমরা নিষ্কপটে শ্রীগুরুর শ্রীচরণস্মরণ বা নিরন্তর গুরুসেবা ব্যতীত আর অন্য কিছুই করিব না। এই গুরুসেবা দ্বারাই আমাদের বিঘ্নবিনাশ ও অভীষ্টসিদ্ধি হইবেই হইবে। কিন্তু আমরা যদি শ্রীগুরুদেবকে একমাত্র সেব্য বলিয়া মনে না করি তাহা হইলে কোটীজন্মেও আমাদের বিঘ্নবিনাশ হইবে না; অপিচ প্রবল বিঘ্নস্রোত আমাদিগকে উত্তালতরঙ্গ ও নক্রমকরাদি-সঙ্কুল অজ্ঞানতিমির-সাগরে ভাসাইয়া লইয়া গিয়া তথায় হাবুডুবু খাওয়াইবে।

—

বৈষ্ণবগণ যাঁহার সেবা করিবার জন্য নিরন্তর ব্যস্ত, যিনি ভক্তগণের জীবনস্বরূপ, সেই শ্রীবার্ষভানবীদয়িতদাস প্রভু বা শ্রীচৈতন্যসরস্বতীই আমার শ্রীগুরুদেব—আমার একমাত্র আশ্রয়, প্রাণ, জীবন ও ভূষণস্বরূপ। আমার শ্রীগুরুদেব আশ্রয়জাতীয় বিভুবিগ্রহলীলার প্রকটকারী। তিনি ভগবৎপ্রিয়তম বিভুবিগ্রহ হইয়াও বৈষ্ণবরূপে মাদৃশ পতিতকে উদ্ধার করিবার জন্য প্রপঞ্চে অবতীর্ণ ও সর্ব্বপ্রাণীতে নিত্য প্রতিষ্ঠিত। তিনি শ্রীগৌরসুন্দরের সহিত অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্ব, গৌরের দ্বিতীয় দেহস্বরূপ। অভেদবিচারে তিনি উপাস্য-পরাকাষ্ঠাতত্ত্ব।

আমরা সতত অনিত্যপর ও অযোগ্য একথা ধ্রুব সত্য কিন্তু আমাদের প্রভু বিশ্বনাথ শ্রীগুরুদেব আমাদিগকে বিপথগমন হইতে রক্ষা করিবার জন্য সতত সচেষ্ট। সুতরাং আমাদের আর ভয় নাই। তাই নির্ভয় ও নিঃশঙ্কচিত্তে সদ্গুরুচরণাশ্রিত শ্রীচৈতন্যমঠবাসী আমরা আজ শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-বন্দনা করিতে করিতে তাঁহাদিগের পাদপদ্মে শ্রীনদীয়া-প্রকাশের সেবা করিবার জন্য কৃপাবল প্রার্থনা করিতেছি। শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণ আমাদিগকে কৃপা করুন।

শ্রীগুরুদেব!

কৃপাবিন্দু দিয়া কর এই দাসে
তৃণাপেক্ষা অতি হীন।
সকল সহনে বল দিয়া কর
নিজ মানে স্পৃহাহীন॥
সকলে সম্মান করিতে শকতি
দেহ নাথ যথাযথ।
তবে ত গাইব হরিনাম সুখে
অপরাধ হ'বে হত॥
কবে হেন কৃপা লভিয়া এ জন
কৃতার্থ হইবে নাথ।
শক্তি-বুদ্ধিহীন আমি অতি দীন
কর মোরে আত্মসাথ॥
যোগ্যতা বিচারে কিছু নাহি পাই
তোমার করুণা সার।
কৃপা না হইলে কাঁদিয়া কাঁদিয়া
প্রাণ না রাখিব আর॥

—

নদীয়া-প্রকাশ-আরতি

নববর্ষ শেষে নব বর্ষ এসে
নবদ্বীপে দিল তান।
নদীয়াপ্রকাশ, প্রসন্ন বদন,
লভিল সম্মান॥
খণ্ড, বণ্ড, ছলে, বিনাশি' বিজয়ে,
ভোগত্যাগাদি প্রতীক।
নিত্যধর্ম্ম-কথা সতত সর্ব্বথা,
কহিয়া মানবে ঠিক॥
অভিন্ন বৈকুণ্ঠ, সর্ব্বধাম-শ্রেষ্ঠ,
ভক্ত মন-অভিরাম।
শ্রীগৌড়মণ্ডলে, ভাগীরথী-কূলে,
নদীয়া সুদিব্য ধাম॥
তথি মায়াপুরে, নিত্যলীলা করে,
অদ্যাপিও গৌরহরি।
যেন লীলা-গান, যিনি নিতি গান,
শ্রীপত্র-আকার ধরি'॥
প্রভাব সজোরে, হানে বজ্র যারে
দুষ্ট দমেন যিনি।
বিশ্বে একমাত্র, পরমার্থ পত্র,
নদীয়াপ্রকাশ তিনি॥
তম-বিনাশিনী, শ্রেয়ঃপ্রকাশিনী,
গৌরবাণী যাহা হ'তে।
করে আবাহন, গৌরভক্তগণ,
নিত্য নিতি হরষেতে॥
ভক্তিসিদ্ধান্ত বাণী-অলঙ্কৃত,
সদা যাঁর অতুলনি।
অতএব যিনি প্রচারে অবনী
নদীয়াপ্রকাশ তিনি॥
প্রণাম অসংখ্য করি' চরণে তোমার,
হে বাণীবিগ্রহ শ্রীল নদীয়াপ্রকাশ!
নববর্ষে মহাহর্ষে, তোমার চরণস্পর্শে,
হ'য়েছি প্রয়াসী আমি পাতকী পামর।
চরণ-সেবায় মোরে ক'রো না বিমুখ।
তোমার কৃপায় আমি অজ্ঞান-বাধা,
গৌর-গণগাথা, ভক্তজনমানস,
লভিতে প্রত্যহিত, বিধুর সে জ্ঞানকণ,
মনেতে অবনি যায়, কৃষ্ণপদ প্রাপ্য।
বিধুর উদ্ধারকারী তুমি সর্ব্বজন।

কুটিনাটি ছাড়, মন করহ সরল। গৌরভক্তি লোকরক্ষা একত্রে বিরল।

অপ্রাকৃত বাণীমূর্ত্তে গৌরগুণ-গান,
তোমার ললাটে শোভে 'নামটিক' নামে।
শুভ্র-রক্ত-সুবিহিত, পরমার্থ-বার্তা বহ,
বহু ভণ্ড নাশে তব বিক্রীত পণ।
নদীয়াপ্রকাশ নাম সেবা শিক্ষাদানে।
"সম্পাদক-অর্ঘ্য" রহে নিতি নবভাবে,
কুলিশ-বহ্নিকা নাশে শীত দৈত্যগণ,
হিরণ্যকশিপুনাশী, বীর্য্যবতী বাণীরাশি,
অবিচারে করে জীবে দুর্ভোগ হরে।
"কৃষ্ণ বল সঙ্গে চল মূঢ় জীবগণ।"
(তুমি) শত পদাঘাত করি' জ্ঞানীর মস্তকে,
বর্ণিয়া বিচারে শত জ্ঞানের প্রলাপ,
ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী, সুধন্য সুশোভমানি,
বিতরিছ অনর্পিত চৈতন্য আলোকে,
দীপ্তিময় বিশ্ব কর হে নদীয়া-চাঁদ।
শত পদাঘাত পুনঃ কর্ম্ম-কপোলে
সজোরে করিয়া কর্ম্মবাদ খণ্ডন,
বিনাশি' প্রচণ্ড শৌর্য্যে, উৎসাহ-নিষ্ঠা ধৈর্য্যে
সেবাধর্ম্ম প্রচারিছ সমগ্র ভূলোকে।
শিখাইছ জীব-সেবা পর-উপকার।
শেষ শত পদাঘাত মুমুক্ষুর শিরে,
করিয়া সজোরে অজ্ঞানীলায় তোমার।
যোগের বন্ধনা ভাঙ্গি', দশাপুষ্পার্ঘ্য-পাণি,
শ্রীগোরার জন্মলীলা-উৎসববাসরে।
দেখাও জীবেরে নবদ্বীপধাম।
কীর্ত্তন-বিগ্রহ তুমি উদার মহান্,
বিশ্বযাগ-যজ্ঞে তুমি হোতা প্রধান,
নবতত্ত্ব লয়ে নিতি, বিলাইছ মায়া জিতি
বহবে ত্রিগুণরূপে যে নরাধমে।
গৌর যে শিখাল গান শেষে সেই গান।
হে অভিন্ন গুরুদেব নদীয়াপ্রকাশ!
এই ভিক্ষা মাগি আজি তোমার চরণে,
হে ভক্তিসিদ্ধান্তবাণি, তোমার পূজনে আমি,
হই যেন চিরব্রত ত্যজি' মানাপমান।
অন্তরে করহ দীনে তোমার সেবকে।

—শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

পুরুষোত্তমমঠে ব্যাসপূজা

(২)

প্রথম দিনের সভা

শ্রীচণ্ডকমঠে ব্যাসপূজার্থ রচিত বৃহৎ মণ্ডপে অপরাহ্নে একটী মহতী-সভার অধিবেশন হইয়াছিল। এতদুপলক্ষে কারুকার্য্যখচিত দুইটী বৃহৎ তোরণ নির্ম্মিত হইয়াছিল। মণ্ডপটী বিবিধবর্ণের বস্ত্রদ্বারা সুন্দররূপে সাজান হইয়াছিল। সভা আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে শ্রীল প্রভুপাদ পুরীর সুপ্রসিদ্ধ এমার মঠের মোহান্ত শ্রীযুক্ত গদাধর রামানুজ দাস মহোদয়ের নিকট নির্ব্বিশেষবাদ, পুরুষোত্তমধাম ও পুরুষোত্তমের বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য প্রায় একঘণ্টাকাল কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। প্রসঙ্গক্রমে ভুবনেশ্বর, শ্রীজগদীশক্ষেত্র ও শ্রীআলালনাথের সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছিলেন। শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যের তদংবিবেকক্রমে বিমুখবিমোহনলীলা, শ্রীপাদ রামানুজাচার্য্যের মায়াবাদ-চিন্তাস্রোত নিরাসপূর্ব্বক বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ও ঐশ্বর্য্যমার্গে ভগবদুপাসনার কথা প্রচার এবং শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের প্রদর্শিত ভাবসুন্দর যশোদানন্দনের সেবামাধুর্য্য বিষয়সমূহ বর্ণন করিয়াছেন। অযোগ্যশালী কত মায়াবাদিগণ শ্রীজগদীশক্ষেত্রে তাঁহাদের মনোধর্ম্মগত চিন্তাস্রোত চালাইবার তাণ্ডবনৃত্য প্রদর্শন করিলে আচার্য্যপাদগণ কি প্রকারে তাহা বিধ্বংস করিয়াছেন তাহারও ঐতিহ্য আমরা শ্রীল প্রভুপাদের এই সময়ের হরিকথার মধ্যে জানিতে পারিয়াছি। শ্রীযুক্ত নারায়ণদাস বাবাজী নামক কবৈক সাম্প্রদায়িক মহাত্মার সুনিভৃত কীর্ত্তনপ্রভাবে মায়াবাদিগণ শ্রীজগদীশমন্দিরে প্রবেশাধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। ভুবনেশ্বরে আমরা নির্ব্বিশেষবাদের কথা শুনিতে পাই, শ্রীপুরুষোত্তমধামে শ্রীজগদীশের নাভিদেশের উপরিস্থিত অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির দর্শন পাই কিন্তু শ্রীআলালনাথে আমরা সকল-ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট ভগবদ্বিগ্রহের দর্শন লাভ করি। প্রাকৃতদর্শনে আমরা ভ্রান্ত হই কিন্তু অপ্রাকৃতদর্শনে শ্রীভগবানের অপ্রাকৃত মাধুর্য্যময়বিগ্রহ আমাদের শুদ্ধান্তঃকরণের আরাধ্যদেবরূপে প্রকটিত হন। শ্রীগৌরসুন্দর আচার্য্যলীলাভিনয় করিয়া ইহা সুষ্ঠুরূপে আমাদিগকে প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীআলালনাথজীর চতুর্ভুজবিগ্রহ সাধারণী গোপীগণকে প্রতারিত করিলেও শ্রীবার্ষভানবীর মহাভাবের নিকট তিনি দুই হস্ত সঙ্কোচনপূর্ব্বক দ্বিভুজমুরলীধররূপেই দৃষ্ট হইয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু ইহা বিশেষরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন।

অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকা হইতে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ সভায় যোগদান করিতে থাকেন। শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন, শ্রীপাদ মহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, আচার্য্য শ্রীপাদ মাধবানন্দ ব্রহ্মচারী, ডাঃ শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী প্রমুখ মঠসেবকগণ শ্রীপুরুষোত্তমমঠের পক্ষ হইতে তাঁহাদিগকে সাদর অভ্যর্থনা করিয়াছেন। পুরীধাম উপস্থিত হইলে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ ও বিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার সম্পাদকগণ তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া সভাস্থলে লইয়া যান এবং উক্ত রাজসভার পাত্ররাজ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সহিত তাঁহার পরিচয় করাইয়া দেন।

অপরাহ্ণ ৫॥০ ঘটিকার সময় সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। সভায় বহুবিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। এমার মঠের মোহান্ত শ্রীযুক্ত গদাধর রামানুজ দাস মহোদয় বক্তিসূচক একটী শ্লোক পাঠ করিয়া প্রস্তাব করেন যে, পুরাণ রাজা বাহাদুর শ্রীযুক্ত গজপতি দেব মহোদয় অনুগ্রহ সভার সভাপতির আসন অলংকৃত করুন। কটক রেভেন্স কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ অধ্যাপক ও পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের প্রধান পরীক্ষক মহামহোপদেশক শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী সান্যাল এম্-এ ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিসুধাকর মহোদয় উক্ত প্রস্তাব সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করেন। সভামণ্ডপের উচ্চ সুবৃহৎ বেদীতে তিনটী আসন রক্ষিত হইয়াছিল। উক্ত প্রস্তাব সর্ব্বসাধারণ কর্ত্তৃক সমর্থিত হইলে মাননীয় শ্রীরামচন্দ্রদেব বাহাদুর সভাপতির জন্য সংরক্ষিত মধ্যবর্ত্তী আসন গ্রহণ করেন। অপর আসনদ্বয়ে শ্রীল প্রভুপাদ ও এমার মঠের মোহান্ত মহোদয়ের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। তাঁহারা আসনপরিগ্রহ করিলে মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ ভক্তিশাস্ত্রী ভাগবতরত্ন মহোদয় শ্রীল প্রভুপাদের, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ সভাপতি মহোদয়ের এবং শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ মহোদয় এমার মঠের মোহান্ত মহোদয়ের গলদেশে পুষ্পমালিকা অর্পণ করেন। তৎপর শ্রীপাদ সর্ব্বেশ্বর ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় উদ্বোধন সঙ্গীত কীর্ত্তন করিলে পর সভার কার্য্যাদি আরম্ভ হয়। সর্ব্বপ্রথম মহোপদেশক শ্রীপাদ প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার মহোদয় শ্রীধাম-মায়াপুর পরবিদ্যাপীঠের আশ্রিত জনগণ কর্ত্তৃক গুরুপাদপদ্মের উদ্দেশ্যে সংস্কৃত-ভাষায় রচিত ও নদীয়াপ্রকাশ শ্রীব্যাসপূজা সংখ্যায় প্রকাশিত "প্রপত্তিপুষ্পাঞ্জলি" সুললিতস্বরে পাঠ করেন। তৎপর তেলেগু ভাষায় সুকবি শ্রীযুক্ত ভলাই জগন্নাথম্ পান্তুলু গারু বি-এ মহোদয়কর্ত্তৃক তেলেগু ভাষায় রচিত অভিভাষণটী মন্দ্রাজের কবিরাজ শ্রীযুক্ত মধুসূদন শর্ম্মা মহোদয় পাঠ করেন। তৎপর যুক্ত প্রদেশের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ হিন্দি অভিভাষণ 'সর্ব্ব-নিবেদন' কীর্ত্তন করেন। অতঃপর মহামহোপদেশক পণ্ডিতপ্রবর শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ মহোদয় কলিকাতা গৌড়ীয়মঠসেবকগণ কর্ত্তৃক প্রদত্ত "কৃতজ্ঞতক" শ্রীগৌড়ীয় হইতে পাঠ করেন। এই অভিভাষণটি পাঠ করিতে অধিক সময়ের প্রয়োজন হইয়াছিল। কারণ ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজী সাইজের পূর্ণ ২১ পৃষ্ঠা। এই অভিভাষণে শ্রীল প্রভুপাদের প্রচারবৈশিষ্ট্যের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। অপ্রাকৃত রাজ্যের সেবাভিলাষী জনমাত্রেরই এই অভিভাষণটী পুনঃ পুনঃ আলোচনা দ্বারা কণ্ঠহাররূপে সংরক্ষণ একান্ত কর্ত্তব্য। শ্রীপাদ বাসুদেব প্রভুর পর শ্রীপাদ ভবরঞ্জিৎ ভক্তিসৌরভ বি-এল মহোদয় মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ হইতে ইংরেজী ভাষায় প্রদত্ত 'ব্যাসপূজা কোয়েভ" পাঠ করেন। তৎপর উৎকলভাষায় তত্ত্বভক্তি মুখপত্র পরমার্থীর সহকারী সম্পাদক শ্রীমান্ যতীন্দ্রনাথ রায় উৎকল অভিভাষণ "শ্রীআচার্য্য-বরণ" আবেগময়ী ভাষায় সুললিতস্বরে পাঠ করেন। শ্রীল প্রভুপাদের প্রচারে উৎকলবাসিগণের কি-প্রকার উপকার হইয়াছে তাহার চিত্র নির্ম্মিত এই অভিভাষণে স্থান পাইয়াছে। শ্রীমান্ যতীন্দ্রনাথ বয়সে নবীন হইলেও লেখনী ও আবৃত্তির কৌশলে প্রবীণের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। শ্রোতৃবর্গ তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। নির্দ্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হওয়ায় এই দিবস আর কোনও অভিনন্দন পঠিত হইতে পারে নাই। ঐ অভিনন্দন কয়টী পাঠের পর শ্রীল প্রভুপাদ প্রত্যুত্তরে নিম্নলিখিত উপদেশ-রত্ন প্রদান করেন। বলা বাহুল্য সময় সংক্ষেপ বশতঃ শ্রীল প্রভুপাদ দুই একটি কথা বলিয়াই তাঁহার এই দিনের প্রত্যভিভাষণ সমাপ্ত করিয়াছেন।

প্রভুপাদের প্রত্যভিভাষণ

আজ আমরা শ্রীপুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে কতকগুলি প্রয়োজনীয় কথা শ্রবণ করিয়াছি। অনেক সময় আমরা মনে করি, বর্ত্তমানে এই সকল কথা আলোচনায় প্রয়োজন নাই পরে মনোযোগ দিব। কিন্তু মৃত্যু যে পরে হইবে তাহার কোনও নিশ্চয়তা নাই। যে কোনও সময় আমাদিগকে যমের সদনে যাইতে হইতে পারে। সুতরাং যে কোন সময় মনুষ্য সমাজ হইতে আমাদের বিচ্যুত হবার সম্ভাবনা, তাই আমাদের পরমবান্ধব শ্রীমদ্ভাগবত উপদেশ করিতেছেন—

> 'লব্ধ্বা সুদুর্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে
> মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ।
> তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাবৎ
> নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ॥
>
> (ভাঃ ১১।৯।২৯)

আমরা সকল জন্মেই পঞ্চেন্দ্রিয়ী হইয়া নানা কথায় ব্যস্ত থাকিতে পারি; সকল জন্মেই চক্ষু, কর্ণ, নাসা, জিহ্বা ও ত্বকের সাহায্যে ভোগে প্রমত্ত থাকি, বর্ত্তমানেও ঐ প্রকার প্রমত্ততায় ব্যস্ত আছি। নিত্যের মঙ্গলের কথা শ্রবণের অবসর আমাদের জোটেই হয় না। আমরা বাহিরের ঘাত-প্রতিঘাত হইতে আত্মসংরক্ষণের জন্য প্রমত্ত। কিন্তু বর্ত্তমান কালে অতি ধীর হইয়া আমাদের বিবেচনা করা কর্ত্তব্য যে যখন মৃত্যুর সময়ের কোনও নিশ্চয়তা নাই, শত বৎসর পরমায়ুর কথা দূরে থাকুক শতমুহূর্ত্তের—এমন কি এক মুহূর্ত্তেরও বিশ্বাস নাই তখন বিন্দুমাত্র কালবিলম্ব না করিয়া শ্রীভগবানের কথা বিচার করা কর্ত্তব্য। (ক্রমশঃ)

এক পায়ে_ দুই কভু না হয়ে এক ঠাঁঞি

শুদ্ধভক্তি মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ

(আকর-মঠরাজ)

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমহাপ্রভুর জন্মপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ শত হস্ত পূর্বে শ্রীব্রজপত্তনে অবস্থিত শ্রীচৈতন্যদেবের স্থানে শ্রীশ্রীগান্ধর্বিকা-গিরিধারী বিরাজমান। এই স্থান সমস্ত তীর্থ, সর্ব্বধামপীঠ বা সমস্ত তীর্থরাজ। এই মঠ হইতে শ্রীবিষ্ণুপাদ পরমহংস প্রভৃতি শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের পৃথক পৃথক মঠসমূহের, অন্যান্য অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারী ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক আচার্য্য চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠ হইতে পারমার্থিক দৈনিক পত্র 'নদীয়া-প্রকাশ', সাত্বত সম্প্রদায়ে অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থাদি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন এবং শ্রীধাম-পরিক্রমাদির ও অন্যান্য ভক্তগোষ্ঠীর কীর্ত্তন-প্রচারোৎসব প্রসঙ্গে সমস্ত অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। রক্ষক—শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫

শ্রীমহাপ্রভু-প্রচারিত শুদ্ধভক্তি প্রচার-প্রচারোদ্দেশ্যে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই মঠমধ্যে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দজীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত'র লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হয়। এই মঠ হইতে মহানগরীর সর্ব্বত্র হরিকথা-প্রচার, নগর-সঙ্কীর্ত্তন, বক্তৃতা, ব্যাখ্যা ও সঙ্কীর্ত্তন-মহা-মহোৎসবাদি অনুষ্ঠান হয়। মঠরক্ষক মহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-সহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী সেবাকোবিদ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী এখানে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান, রক্ষক—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সাম্প্রদায়িকারী

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—গোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

(৭) কাজীর সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপা প্রাপ্ত শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তালোক।

(৮) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌড়ীয়মঠের দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীমদন-মনোহর ব্রহ্মচারী।

(১০) মোদদ্রুম-ছত্র "গৌড়ের নৈমিষ"

মাউগাছি, পোঃ ভাণ্ডার, (বর্দ্ধমান)।

শ্রীবাসাঙ্গনের ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান। শ্রীগৌরনিত্যানন্দের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী, ভক্তিভূষণ।

(১১) ভেড়িয়া কুঞ্জকানন

শ্রীনৃসিংহদেবের মন্দির নিকটবর্ত্তী,

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীনবীনানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১২) কৃষ্ণকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া। রক্ষক—শ্রীঅনুগানন্দ অধিকারী

(১৩) ভাগবত আসন

—পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

এই স্থান হইতে ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচারিত হয়। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তালোক, ভাগবতী।

(১৪) একায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ রাণাঘাট, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী ভক্তিসার।

(১৫) মহেশ পণ্ডিতের পাট

চাঁদপুর, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীকিশোর ব্রজবাসী।

(১৬) মাধ্বগৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, পোঃ ঢাকা

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ।

(১৭) গোপালজীউ—কামালপুর (ঢাকা)

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান। রক্ষক—শ্রীমাধবদাস ব্রজবাসী,

(১৮) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)।

এখানে শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী

(১৯) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

রঙ্গালয়, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীবাসুদেব অধিকারী এম-এ, বি-এল।

(২০) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাধু, (ঢাকা)

এখানে পঞ্চতত্ত্বমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(২১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাঙ্গাবাধ (বর্দ্ধমান)।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীকেশব সাম্প্রদায়িকারী,

(২২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ভুবনেশ্বর, পোঃ চিংড়ী, (খাসিয়া)

এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী।

(২৩) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে গুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপরমানন্দ ব্রজবাসী ভক্তিরত্ন।

(২৪) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন সাম্প্রদায়িকারী।

(২৫) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ উড়িয়াবাজার, (কটক)

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদবল্লভজীউর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর

(২৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর পুরী,

শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ গান্ধর্বিকাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন।

(২৭) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীউর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রসাদ অধিকারী

(২৮) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী সাম্প্রদায়িকারী।

(২৯) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, গোদাবরী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—শ্রীনিতাইচাঁদ সাম্প্রদায়িকারী ভক্তিলোচন।

(৩০) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪২নং ভাবিনগুলা, বেনারস সিটি

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকাগিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীমাধব ব্রহ্মচারী।

(৩১) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বোধী

(৩২) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও গৌর-বিনোদ-বিহারীর সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীসত্যনারায়ণ সাম্প্রদায়িকারী।

(৩৩) কৃষ্ণচৈতন্য মঠ

পুরাণগড়, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

এখানে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিত্য-সেবা হয়। রক্ষক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠ

'বঙ্গালঘাট মথুরা

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ

(৩৫) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ—শ্রীরাধাকুণ্ড

রক্ষক—শ্রীরাধারমণচরণদাস ব্রহ্মচারী

(৩৬) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৩৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ

দেবদাসী, পোঃ দোয়োল, জেলা গুরদাস (পাঞ্জাব) রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৩৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্বিকাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকমল তুর্য্যাশ্রমী

(৩৯) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল।

এখানে গৌর'বনোদবিহারীর সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীনবীগোপাল অধিকারী।

(৪০) সারস্বত-গৌড়ীয় মঠ

ওয়ালটেয়ার সাওবলপুর, চউ, পি

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিস্বরূপ গিরি

(৪১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ ব্যাসেপ্টা মাদ্রাজ।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্বিকাগিরিধারীর সেবা।

রক্ষক—শ্রীপাদ ভগবানন্দ ভক্তিবিলাস।

৪২) বোম্বে-গৌড়ীয়-মঠ কার্য্যালয়

খোঁড়াব রোড, চৌপাটি বিচ, বাংলো নং ১, বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মা মজুমদার।

(৪৩) অমরশি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমরশি, মেদিনীপুর

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম

(৪৪) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্চকা, কামরূপ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী

(৪৫) পাটনা গৌড়ীয় মঠ

১০০ মিঠাপুর, পাটনা।

রক্ষক—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী ভাগবত

(৪৬) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠ বালেশ্বর

রক্ষক—শ্রীবনোয়ারীলাল ব্রহ্মচারী

(৪৭) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয়

৩ মর্টন হাউস, গ্লস্টার রোড, এস-ডব্লিউ ৭, লণ্ডন

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ।

(৪৮) বার্লিন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

Berlin W. 30

Eisenacher strasse 29

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

ব্রজাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্—সমগ্র	৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত	২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড	।d/০
২। অনুভাষ্য বিবৃতি শ্রীচৈতন্যভাগবত	৬৲
৩। ভাষ্য-সমেত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ)	৬৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী	৪৲
৫। বৈষ্ণবধর্ম	২৲
৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার	১৲
৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা)	২৲
৮। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা)	১৲
৯। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	৸০
১০। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ)	।০
১১। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব	।০
১২। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব	৸০
১৩। বৈষ্ণবোপনিষদ্	।০
১৪। বাক্য-আলবর	।০
১৫। ভাগবতের কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা)	১৲
১৬। গৌড়ীয়-গৌরব	৸d/০
১৭। গৌড়ীয়-সাহিত্য	৸d/০
১৮। ভজন-রহস্য	।০
১৯। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ ৩ (বাঁধা)	১৲
২০। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)	২৲
২১। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ)	২৲
২২। গীতার কেবল মাত্র-ভাষ্য	।০
২৩। বৃহদ্ভাগবতামৃত ভাগবতামৃতঃ সারসার (মূল)	২৲
২৪। বেদান্তসূত্রের সারসার (রামানুজীয়)	।০
২৫। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ)	৸d/০
ঐ (বাঁধা)	৸০
২৬। দীপ-দিগ্দর্শন	d/০
২৭। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ)	d/০
২৮। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা)	১৲
ঐ (আবাঁধা)	।d/
২৯। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা	৸০
৩০। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা)	d/০
৩১। গীতমালা	১০
৩২। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য	d/০
৩৩। ঐ প্রমাণ-খণ্ড	d/০
৩৪। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	।০
৩৫। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ	।০
৩৬। শরণাগতি	/০
৩৭। গীতাবলী	/০
৩৮। চিত্রে নবদ্বীপ	১।০
৩৯। সাধনকণ	/০
৪০। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা	/০
৪১। নবদ্বীপশতক	০
৪২। অর্চ্চন-পদ্ধতি	/০
৪৩। সদাচারস্মৃতিঃ	/০
৪৪। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ)	/১০
৪৫। আম্নায়সূত্র	১০
৪৬। বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (প্রথম ভাগ)	৩৲
৪৮। ব্রহ্মসংহিতা	।০
৪৯। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ)	।০
৫০। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ	৸০
৫১। পুরুষার্থ-বিনির্ণয়	০
৫২। ভক্তিমুক্তাবলী বা মাহাত্ম্যমঞ্জুষী	।০
৫৩। গৌড়ীয়মঠ কি করেন?	/০
৫৪। ঈশোপনিষদ্ (বলদেব ও মাধ্ব ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ)	।০
৫৫। শ্রীকৃষ্ণবেদর	d/০
৫৬। সিদ্ধান্তদর্পণ	d/০
৫৭। সাধুবাণী	/০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৮। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী চরিতম্	।০
৫৯। সচিত্র শিক্ষাষ্টকম্	।০
৬০। স্তবমালা	।০
৬১। সাত্ত্বত শিক্ষাষ্টকম্	।d/০
৬২। গৌড়ীয়মঠ পরিচয়ঃ	/০
৬৩। সারসংগ্রহম্	d/০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৪। রায় রামানন্দ	।০
৬৫। এ কিং ওভার অব বেদান্ত	।০
৬৬। নামভজন	।০
৬৭। বেদান্ত—ইট্স্ মরফলজি অ্যান্ড অন্টলজি	।০
৬৮। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস্	।d/০
৬৯। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু	।০
৭০। বৈষ্ণবীজম	।০
৭১। কোবাট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং	/০
৭২। দি ভাগবত	।০
৭৩। থিয়েষ্টিক প্রিন্সিপ্লস্ অ্যাণ্ড অ্যাপ্লায়েড রিলিজন	।০
৭৪। ব্রহ্ম-সংহিতা	২।০
৭৫। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম ভাগ)	২৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৭৬। শ্রীহরিনামচিন্তামণি	।০
৭৭। সাধন-পথ	।০
৭৮। কল্যাণ-কল্পতরু	/১০
৭৯। গীতাবলী	/০
৮০। শরণাগতি	/০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮১। শরণাগতি	/০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় বঙ্গ-পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় ইহার কার্য্যকারিতা অত্যন্ত অধিক। ... একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অপবাদ সাধক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৸d/০ আনা, বড় বোতল ১d/০ আনা। প্যাকিং খরচ স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, ডি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউন্টেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি অন্যান্য ফাউন্টেনপেনের কালি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন প্রকারে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, ডি, দত্ত এণ্ড কোং
কারখানা—... লেন, বাগবাজার
কলিকাতা

আমাশয় ও পেটের পীড়ায়

শ্রীশ্যামানন্দ দাস কবিরাজের আবিষ্কৃত

গ্রহণী বজ্র

ব্যবহার করুন।

আমাশয়, রক্তামাশয় অম্লরোগ, গ্রহণী, অজীর্ণ, ... পেটফাঁপা, পেটকামড়ান, ... ও শিশুর উদরাময় প্রভৃতি সকল প্রকার নূতন ও পুরাতন পেটের পীড়ায় গ্রহণী বজ্র প্রত্যক্ষ ফল দেয় মহৌষধ।

... পেটের পীড়ায় ... চিকিৎসায় ... হতাশ হইয়াছেন তাহারা গ্রহণী বজ্র ব্যবহার করুন ... আরোগ্য লাভ করিবেন। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। মূল্য ... শিশি ... আনা, ... ডাক মাশুল ।০০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীকৃষ্ণ ঔষধালয়, ... ।

ঢাকার এজেন্ট মেসার্স মহেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং
পাটুয়াটুলি, ঢাকা।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও
ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম শ্রমণ্যাত্রী এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সুবর্ণ সুযোগ ! সুবর্ণ সুযোগ !

শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদরচিত গৌড়ীয়ভাষ্য সহিত

বিরাট গ্রন্থ

শ্রীশ্রীচৈতন্য ভাগবত

গ্রন্থের আরম্ভণ ঃ—ক্রাউন কোয়ার্টো মূল ১০৯৬ পৃষ্ঠা, সূচীপত্র ২৪৪ পৃষ্ঠা, মোট ১৩৪০ পৃষ্ঠা

ভিক্ষা (বাঁধাই) মাত্র ৭৲ সাত টাকা

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা

নদীয়া সার্টিফিকেট আদালতের নীলাম ইস্তাহার

কেস্ নং এবং কোর্টের নাম	নীলাম ইস্তাহার (A) (B) বা (C) ধারায় প্রকাশন	ডিক্রীদার	দেনদার	৫ যে দাবীর জন্য সম্পত্তি বিক্রয়ের আদেশ হইয়াছে	৬ বিক্রয়ের স্থান তারিখ ও সময়	কি রকম জোত	থানা, মৌজার নাম ও গ্রাম	খতিয়ান নং প্লট (জানা থাকিলে) অথবা অন্য প্রকারে জমীর বিবরণ	জমির পরিমাণ (জানা থাকিলে)	১১ জমা (জানা থাকিলে)	১২ মন্তব্য
৭১ N. R ৩৭-৩৮ ...সার্টিফিকেট আদালত		গৌরীশচন্দ্র রায় বাহাদুর	মতিলাল রায় দিং	৭৪/১০	১০।৪।৩৫	নিষ্কর	থানা জীবননগর মৌজে মাধবিয়া	৫১৮ খতিয়ান	.০৭	৯ সেস্	গৌরীশচন্দ্র বাহাদুর
৫৫৩ R, P, ৩৩৪৪		আর পালচৌধুরী	কোরান সেখ	১৪৶০	১০।৪।৩৫	স্থায়ি স্থিতিবান	থানা শান্তিপুর মৌজে গোবিন্দপুর	১৩৮ খতিয়ান	১৮শং	৩৻০	আর পালচৌ
২০ R. P, ৩৪,৩৫			উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় দিং	২৭।/০	১১।৪।৩৫	মধ্যস্বত্ব চিরস্থায়ী	থানা কৃষ্ণনগর মৌজে সুবর্ণবিহার	৭২৩ খতিয়ান	১-৩০শং	সেস্ ১৮/৬	
৪০২ R. P, ৩৩।৩৪			হরিবল্লভ তরফদার	১৮/০	১১।৪।৩৫	স্থায়ি স্থিতিবান	থানা শান্তিপুর মৌজে গোবিন্দপুর	৫২৩ খতিয়ান		১৪/৪	
৬৫৫ A. P, ৩৩।৩৪		এ, পালচৌধুরী	আকবার মণ্ডল দিং	১৮৲	১১।৪।৩৫	ঐ	থানা রাণাঘাট মৌজা গোবিন্দিয়া	১৩ খতিয়ান	১৪-৩শং		এ, পালচৌ
২৬০ N. R, ৩৪।৩৫		গৌরীশচন্দ্র রায় বাহাদুর	হাকেম মণ্ডল	২১/৯	১১।৪।৩৫	ঐ	থানা কৃষ্ণনগর মৌজে চৌগাছা	১৭৬ খতিয়ান	৬৬৭শং	৭৸০	গৌরীশচন্দ্র বাহাদুর
৬৫২ N, R, ৩১'৩২		ঐ	সতীশচন্দ্র কুণ্ডী দিং	১১৮৶৯	১২।৪।৩৫	ঐ	থানা শান্তিপুর মৌজা কুবাগাছি	৮৩৪ খতিয়ান	২১-৪০	৫৯।৶০	ঐ

শ্রীমদ্ভাগবতম্

একাদশ-স্কন্ধঃ

প্রতি অধ্যায়ের কথাসার, মূল-শ্লোক, অন্বয়, প্রাঞ্জল বঙ্গানুবাদ, শ্রীমন্ মধ্বাচার্য্যের টীকা, শ্রীপাদ বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী ঠাকুরের সারার্থদর্শিনী টীকা, প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসি দ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের বিবৃতি ও তথ্য, অধ্যায়-সার ও অধ্যায়সূচীসহ ছাপা শেষ হইয়াছে। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ৪৲ টাকার স্থলে বর্ত্তমানে মাত্র ৩৸০ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অধিক দিন এই সুবিধা থাকিবে না।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈনিক

C 15.4

চৈতন্যোপনিষদ্
বড় অক্ষরে মূল ও
অনুবাদসহ প্রকাশিত
হইয়াছে। কাগজ ও
ছাপা অতি উত্তম।
ভিক্ষা ।০ মাত্র
শ্রীচৈতন্যমঠ,
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

নদীয়াপ্রকাশ

THE
NADIA PRAKASH

"গৌড়ীয়"
৭ম বর্ষ হইতে
১০ম বর্ষ পর্য্যন্ত
প্রতি বর্ষ কাপড়ে
বাঁধাই
ভিক্ষা ৩॥০ মাত্র।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ
বাগবাজার, কলিকাতা

ভারতের সর্ব্বত্র [illegible]-প্রচার [illegible] একমাত্র মুখপত্র

১০ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১৮ই ফাল্গুন, শনিবার ১৩৪১, ২রা মার্চ্চ ১৯৩৫ [২য় সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

—:০:—

বীরনগরের চেয়ারম্যান

বীরনগর (নদীয়া) হইতে প্রকাশ গত রবিবার বীরনগর মিউনিসিপ্যালিটীর এক অধিবেশনে পরলোকগত রায় বাহাদুর নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্থানে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণশেখর বসু মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান নির্বাচিত হইয়াছেন।

গুদামে ভীষণ অগ্নিকাণ্ড

নোয়াখালীর সংবাদে প্রকাশ ২৭শে ফেব্রুয়ারী রাত্রিতে নোয়াখালী জিলায় চৌমুহনীতে 'চিটাগং জুট কোম্পানী'র পাটের গুদামে ভীষণ আগুন লাগে। প্রকাশ, উক্ত গুদামে প্রায় ৩ লক্ষ মণ পাট ছিল। তারযোগে সংবাদ পাইয়া জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট, মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট, পুলিশ কনেষ্টবল ও সৈন্য লইয়া সত্বর ঘটনাস্থলে যান এবং যাহাতে আগুন ছড়াইয়া না পড়িতে পারে, তজ্জন্য সাবধানতা অবলম্বন করেন।

তদন্তে জানা গিয়াছে যে, প্রায় ৬০ হাজার মন পাট, ৭ খানা পাট বাছাই চালা, একটী ইঞ্জিন ঘর ও তিনটী গুদাম ভস্মীভূত হইয়াছে। গুদামে অনুমান ৭৫ হাজার টাকা মূল্যের সম্পত্তি ছিল। সেনাবাহিনী ও রিজার্ভ পুলিশ অগ্নি নির্বাপণ কার্য্যে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিল। তারযোগে সংবাদ পাইয়া কোম্পানীর কলিকাতা হেড অফিস হইতে একজন কর্মচারী ও অগ্নিবীমা কোম্পানীর একজন প্রতিনিধি বিমানযোগে মাইজদী অবতরণ করিয়া তথা হইতে মোটর যোগে চৌমুহনী গমন করিয়াছেন।

যুবক যুবতীবেশে জাল পুলিশ গ্রেপ্তার

গত সোমবার যাহারা অধিক রাত্রিতে ময়দানে ভ্রমণ করিতে বাহির হইয়াছিল তাহারা একজন হিন্দুস্থানীর পশ্চাতে কয়েকজন যুবককে ছুটিতে দেখিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হয়। উক্ত যুবকগণ ছদ্মবেশী পুলিশ এবং হিন্দুস্থানীটি কলিকাতা পুলিশবাহিনী হইতে বিতাড়িত হইয়া পুলিশের ছদ্মবেশে বেড়াইতেছিল। প্রকাশ, কিছুদিন যাবৎ পুলিশ সংবাদ পাইতেছিল যে এক ব্যক্তি পুলিশ বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়া যাহারা অধিক রাত্রিতে ময়দানে বেড়াইতে আসে, তাহাদিগকে থানায় লইয়া যাওয়ার ভয় দেখাইয়া টাকা আদায় করিতেছিল। থানায় যাওয়ার কথা চিন্তা করিয়া অনেকেই টাকা দিতে স্বীকৃত হইত।

সোমবার রাত্রিতে পুলিশ ঐ ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিবার নিমিত্ত এক কৌশল অবলম্বন করে। কয়েকজন পুলিশ কর্মচারী ছদ্মবেশ ধারণ করেন এবং অপর কয়েকজন পুলিশ মহিলার পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া তাহাদের সহিত গমন করে। তাহারা দুইজন করিয়া পৃথক পৃথক ভাবে ময়দানে বৃক্ষতলে অপেক্ষা করিতে থাকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঐ হিন্দুস্থানী তাহাদের দুইজনের নিকট আগমন করিয়া টাকা দাবী করে। তাহারা একটি চিহ্নিত পাঁচ টাকার নোট তাহাকে দেয়। উক্ত ব্যক্তি কোনও থানার হেড কনেষ্টবল বলিয়া আত্মপরিচয় দেয়। টাকা লইয়া প্রস্থান করিবার সময় ছদ্মবেশী পুলিশগণ তাহার পশ্চাদ্ধাবন করে। তাহাকে গ্রেপ্তার করা হইলে তাহার নিকট ঐ চিহ্নিত পাঁচ টাকার নোটটি পাওয়া যায় তাহাকে থানায় লইয়া যাওয়া হইয়াছে। উক্ত ব্যক্তি কলিকাতা পুলিশবাহিনীর অধীনে [illegible] কাজ করিবার সময় ১৯৩১ সালে ঐ কার্য্য হইতে বিতাড়িত হয়।

মালগাড়ী ও এক্সপ্রেসে সংঘর্ষ

গত ২৫শে ফেব্রুয়ারী রাত্রি ৪টা ৩৬ মিনিটের সময় নারায়ণপুর ও ধরকীর মধ্যে ঝিকন কেবিনের নিকট একখানি মালগাড়ীর সহিত ১০নং ডাউন এক্সপ্রেস ট্রেণের সংঘর্ষের ফলে রেল লাইনে গাড়ী চলাচল বন্ধ হইয়াছে। এই সংঘর্ষে ১৭ জন লোক আহত হয়। নারায়ণপুরে এই সকল আহত ব্যক্তির চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়।

ভীষণ বাস দুর্ঘটনা

গত মঙ্গলবার দ্বিপ্রহরে অপার চিৎপুর রোডে মদনমোহন স্ট্রীটের নিকট একটী ভীষণ দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। বাগবাজার লাইনের একটি বাসের তলায় একটী ৫।৬ বৎসরের হিন্দুস্থানী বালক চাপা পড়ে। বালকটির মাথার উপর দিয়া বাসের চাকা চলিয়া যায় এবং তৎক্ষণাৎ বালকটি মৃত্যুমুখে পতিত হয়। বালকটির নাম জানা যায় নাই।

ভ্রাতৃ হত্যায় দশবৎসর দণ্ড

লালগোলা থানার কাহারপাড়া গ্রামের সেতাব সেখ তাহার ভ্রাতা রমজান সেখকে কাস্তে দ্বারা হত্যা করার অপরাধে দণ্ডবিধি ৩০২।৩২৩ ধারায় মুর্শিদাবাদ দায়রা জজ সাহেবের এজলাসে অভিযুক্ত হয়। গত ২০শে ফেব্রুয়ারী দায়রা জজ মিঃ জি, বি, সিনহা আই, সি, এস মহোদয় জুরীগণের সহিত একমত হইয়া দোষী সাব্যস্ত করিয়া তাহার প্রতি দশ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ প্রদান করিয়াছেন। দণ্ডবিধি ৩০২ ধারার প্রাণদণ্ড হইতে মুক্তি প্রদান করিয়াছে। স্থানীয় উকীল শ্রীযুক্ত নন্দ দাস মজুমদার মহাশয় আসামী পক্ষে দাঁড়াইয়া ছিলেন।

৪ খানি তরবারি রাখায় গ্রেপ্তার

নাটোর থানার অন্তর্গত ভাংনী নিবাসী পরলোকগত বিপিনবিহারী গোস্বামীর পুত্র বরেন্দ্রনাথ গোস্বামীকে নাটোর চৌকীরপাড়ে তাহার শ্বশুরালয় হইতে অস্ত্র আইনের ১৯ এর ধারানুসারে গ্রেপ্তার করা হয়। যুবকটি ৭।৮ দিন পূর্ব্বে তাহার শ্বশুরবাড়ীতে আসিয়াছিল।

প্রকাশ, যুবকটীর বাড়ী হইতে চারিখানি তরবারি পাওয়া গিয়াছে।

ঢাকায় ব্যাপক খানাতল্লাসী

গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী ভোরে পুলিশ ঢাকার ৭টি বাড়ীতে খানাতল্লাসী করিয়া ৭ জন যুবককে জিলা গোয়েন্দা অফিসে লইয়া যায়। একজন বালিকাকেও গোয়েন্দা অফিসে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। তথায় সকলের নিকট জিজ্ঞাসাবাদ করা হইয়াছে। উক্ত যুবকদের অভিভাবকবৃন্দকেও তাহাদের সহিত জিলা গোয়েন্দা অফিসে যাইতে হইয়াছিল। প্রাতে [illegible] খানাতল্লাসী করিয়া পুলিশ দুই যুবককে গোয়েন্দা অফিসে লইয়া গিয়াছিল।

বিমানপোত দুর্যোগে পতিত

টাটার বিমান সার্ভিসের বিমানপোত কলিকাতা হইতে বোম্বাই প্রত্যাবর্তনের সময় ২৬শে ফেব্রুয়ারী বেলা সাড়ে ১১টার সময় [illegible] অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। প্রকাশ, এই বিমানপোতখানি টাটানগর ও রায়পুরের মধ্যে দুর্যোগে পতিত হয়। সেজন্য রায়পুরে অবতরণ না করিয়া উহা টাটানগরে ফিরিয়া যায়। তৎপর তথা হইতে পুনরায় রওনা হয়।

স্ত্রীলোক হত্যার কেস

গরাণহাটার কোনও স্ত্রীলোককে হত্যার অভিযোগে হিরালাল মালাকারকে অভিযুক্ত করা হইয়াছিল। হাইকোর্টের দায়রা আদালতে বিচারপতি মিঃ হেণ্ডারসন উক্ত মামলার পুনর্বিচারের আদেশ দেন।

অভিযোগে প্রকাশ পুষ্পবালা দাসী আসামী ও অপর একটি স্ত্রীলোককে সঙ্গে করিয়া তাহার মাকে দেখিতে আসে। গন্তব্যস্থানে গাড়ী পৌঁছিলে পুষ্পবালা গাড়ী হইতে নামে এবং আসামী তাহার অনুসরণ করে। অপর স্ত্রীলোকটি গাড়ীতেই থাকে। ইহার কিছুক্ষণ পরেই চীৎকার শুনিয়া ঐ স্ত্রীলোকটি গাড়ী হইতে নামিয়া দেখে পুষ্পবালা মৃত অবস্থায় পড়িয়া আছে এবং আসামী পলায়ন করিতেছে। সে চীৎকার করিলে অন্যান্য লোকজন আসিয়া আসামীকে গ্রেপ্তার করে। প্রকাশ, আসামী পুষ্পবালার একজন পুরাতন প্রণয়ী। আসামী দোষ অস্বীকার করে।

মিঃ এস এম বসু, মিঃ সি টি মুর, মিঃ বি সি সেন সরকার পক্ষে ও মিঃ এস ব্যানার্জি আসামীর পক্ষ সমর্থন করেন।

বেথুয়া সশস্ত্র ডাকাতির মামলা

চট্টগ্রামের স্পেশাল ট্রাইবুনাল বেথুয়া সশস্ত্র ডাকাতি মামলা সম্পর্কে প্রিয়রঞ্জন চক্রবর্তী প্রভৃতি ১৪ জন আসামীকে দণ্ডিত করেন। আসামীগণ উক্ত দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল করিলে বিচারপতি মিঃ কষ্টেলো, মিঃ প্যাংক্রিজ ও মিঃ এস সি ঘোষ তাহাদের আপীল ডিসমিস করেন।

অভিযোগে প্রকাশ, চট্টগ্রাম জিলার বেথুয়ার প্রসন্ন মালাকারের বাড়ীতে এক ভীষণ ডাকাতি হয়। ডাকাতগণ বাড়ীর লোকজনদিগকে মারপিট করিয়া বহু অলঙ্কার-পত্র লইয়া যায়। পুলিশকে সংবাদ দেওয়া হইলে, পলায়ন অতি দ্রুতবেগে ঘটনার স্থান হইতে দুই মাইল আড়াই মাইল দূরে পুলিশ একজন আসামী ভিন্ন সকলকেই গ্রেপ্তার করে। অবশিষ্ট আসামীদিগকে তাহাদের বাড়ীতে গ্রেপ্তার করা হয়। খানাতল্লাসী করিয়া ১৬টী রিভলবার, গোলা-বারুদ, ছোরা, মশাল ইত্যাদি পাওয়া যায়। আসামীগণ দোষ অস্বীকার করে। স্পেশাল ট্রাইবিউনাল ৭ জন আসামীকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর, ২ জনকে ১০ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন।

মেসার্স কামেল, সত্যেন্দ্রকুমার বসু, রাধিকারঞ্জন গুহ, বঙ্কিমচন্দ্র দত্ত, ডি এন ব্যানার্জি, বীরেশ্বর চ্যাটার্জি, অনিলচন্দ্র রায়চৌধুরী ও সুধাংশু সেন দণ্ডপ্রাপ্তদিগের পক্ষ সমর্থন করেন। মিঃ খন্দকার ও মিঃ অনিলচন্দ্র রায়চৌধুরী সরকার পক্ষে ছিলেন।

প্রতারণার অভিযোগ

স্টার ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক ব্যাঙ্কে জামানতের টাকা জমা সম্পর্কে তিনজন প্রার্থীকে প্রতারিত করিবার অভিযোগে রাজবংশী নৃপেন্দ্রনাথ সিং ও যামিনীমোহন ঘোষকে (পলাতক) প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে অভিযুক্ত করা হয়।

প্রকাশ, যামিনীমোহন ঘোষ ১৯১৪ সালের এপ্রিল মাসে স্টার ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করে এবং কেরাণীর জন্য বিজ্ঞাপন দেয়। প্রার্থীদিগকে জামানত স্বরূপ টাকা জমা দিতে হইবে বিজ্ঞাপনে তাহাও উল্লেখ থাকে। বর্ত্তমান আসামী ও ঘোষ অনেক লোক নিযুক্ত করে এবং তাহাদের নিকট হইতে জামানত স্বরূপ অনেক টাকা আদায় করে। তাহারা ঐ টাকা ফেরৎ দিতে অসমর্থ হয়। তিনজন লোকের অভিযোগ অনুসারে বর্ত্তমান মামলার উদ্ভব হয়। ম্যাজিষ্ট্রেট রায়দান স্থগিত রাখিয়াছেন।

টিটাগড়ে আগ্নেয়াস্ত্র প্রাপ্তির কেস

টিটাগড়ে অস্ত্রশস্ত্র প্রাপ্তি সম্পর্কে সোমনাথ হরেন্দ্র দত্ত নামে আরও একজন বাঙ্গালী যুবককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। কলিকাতার চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাকে ৫ই মার্চ্চ অবধি পুলিশ হাজতে রাখিবার আদেশ দিয়াছেন।

হাজতে আটক অপর যুবক লালমোহন দাসকে চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে হাজির করা হইলে, ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাকে পুনরায় ১০ই মার্চ্চ পর্য্যন্ত জেলহাজতে প্রেরণের আদেশ দিয়াছেন।

এই সম্পর্কে ধৃত কলেজের ছাত্র রবীন্দ্রনাথ পাল ও সত্যসাধন রায় দুইশত টাকা হিসাবে জামিনে খালাস পাইয়াছে।

ফাউণ্টেন পেন চুরিতে কঠোর দণ্ড

গত ১৯শে ফেব্রুয়ারী হাওড়া পুলের উপর শ্রীচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নামক জনৈক কলেজের ছাত্রের ফাউণ্টেন পেন চুরি করিয়া দৌড়াইয়া পলায়ন করিবার কালে পলাতক সুধন্যলালকে গ্রেপ্তার করা হয়। চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাকে নয় মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

বিনা ছাড়পত্রে জাপান যাত্রার কেস

ছাড়পত্র না লইয়া অজ্ঞাতকারণে জাপান যাইবার চেষ্টা করিবার অভিযোগে বটকৃষ্ণনাথ সিংহ রায়কে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীকে পুনরায় পুলিশ হাজতে রাখিবার আদেশ দিয়াছেন।

নিয়োগ ও বদলী

শাসন ও বিচার বিভাগ

নদীয়া জিলার অস্থায়ী ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর মিঃ সত্যেন্দ্রমোহন ব্যানার্জি আই-সি-এস পুনরাদেশ পর্য্যন্ত বঙ্গীয় সরকারের রাজস্ব বিভাগের সেক্রেটারী নিযুক্ত হইয়াছেন।

ময়মনসিংহের অস্থায়ী অতিরিক্ত জিলা ও দায়রা জজ মিঃ সুবিমল দত্ত আই সি এস পুনরাদেশ পর্য্যন্ত নদীয়া জিলার ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর নিযুক্ত হইয়াছেন. তিনি আগামী ৭ই মার্চ্চ কার্য্যভার গ্রহণ করিবেন।

নদীয়া জিলার রাণাঘাটের মুন্সেফ বাবু জনার্দন প্রসাদ মুখার্জ্জী উক্ত জিলার কৃষ্ণনগরে নিযুক্ত হইয়াছেন।

কলিকাতার গেজেটে প্রকাশ, ফরিদপুর জিলার মাদারীপুরের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর রায় সাহেব যামিনীপ্রসন্ন রায় সাময়িকভাবে ঢাকার অতিরিক্ত জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হইয়াছেন। তাঁহাকে উক্ত জিলার ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা অর্পণ করা হইয়াছে।

ময়মনসিংহ জিলার জামালপুরের জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর মিঃ সরোজকুমার চাটার্জ্জী আই সি এস পুনরাদেশ পর্য্যন্ত উক্ত জিলার অতিরিক্ত জিলা দায়রা জজ নিযুক্ত হইয়াছেন।

হাওড়া হুগলী জিলার অস্থায়ী অতিরিক্ত জিলা ও দায়রা জজ মিঃ শৈলেন্দ্রনাথ গুপ্ত আই সি এস পুনরাদেশ পর্য্যন্ত ফরিদপুরের জিলা ও দায়রা জজ নিযুক্ত হইয়াছেন।

ফরিদপুরের অস্থায়ী জিলা ও দায়রা জজ মিঃ কুঞ্জবিহারী রায় পুনরাদেশ পর্য্যন্ত উক্ত জিলার অতিরিক্ত জিলা ও দায়রা জজ নিযুক্ত হইয়াছেন।

ফরিদপুরের অস্থায়ী অতিরিক্ত জিলা ও দায়রা জজ মিঃ রমেশচন্দ্র ব্যানার্জি পুনরাদেশ পর্য্যন্ত ত্রিপুরা ও চট্টগ্রামের অতিরিক্ত জিলা ও দায়রা জজ নিযুক্ত হইয়াছেন।

জলপাইগুড়ির ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর মিঃ যোগেশচন্দ্র চৌধুরী সাময়িকভাবে উক্ত জিলার ডেপুটি কমিশনার নিযুক্ত হইয়াছেন।

হুগলী জিলার আরামবাগের অস্থায়ী মুন্সেফ বাবু জ্ঞানদাস চাটার্জ্জী বাবু সুরেন্দ্রনাথ সেনের (২) বিদায়কাল অথবা পুনরাদেশ পর্য্যন্ত উক্ত জিলার আরামবাগে বদলী হইয়াছেন।

যশোহর জিলার মাগুরার অস্থায়ী মুন্সেফ বাবু আবদুল মান্নান পুনরাদেশ পর্য্যন্ত দিনাজপুর জেলার বালুরঘাটের অতিরিক্ত মুন্সেফ নিযুক্ত হইয়াছেন।

ময়মনসিংহ জিলার কিশোরগঞ্জ মহকুমার ডেপুটি পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট খান বাহাদুর কফিলুদ্দীন আহমেদ ঢাকা জিলার মুন্সীগঞ্জ মহকুমায় বদলী হইয়াছেন। তিনি উক্ত মহকুমার পুলিশের ভার প্রাপ্ত হইয়াছেন।

তারা বার্লী

আমাদের বিশেষত্ব

আমাদের এই তারা বার্লী আধুনিক উন্নত বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুযায়ী মেসিনে এবং সেই শক্তিবান বার্লী বিশেষজ্ঞ শ্রীযুক্ত টি পি, বসু মহাশয়ের চাক্ষুষ ও সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধানতায় প্রস্তুত। ইহারই একমাত্র বিজ্ঞ কর্ম্ম দক্ষতায় একদিন এসিয়া মহাদেশের সুপ্রসিদ্ধ বিস্কুট ও বার্লী প্রস্তুতকারক স্বনামধন্য স্বর্গীয় (শ্রীযুক্ত) কে, পি, বসু মহাশয় বিস্কুট ও বার্লী প্রচলন করিয়া জগতে আদর্শ স্থানীয় হইয়া ছিলেন। এই ব্যবসায় ইহার অভিজ্ঞতা ১৬ বৎসরের ও অধিক কালের। ইহা হস্ত পৃষ্ট নহে।

টি, পি, বসু এণ্ড কোম্পানী লিঃ
তারা ভিটাফুড ফ্যাক্টরী
পোঃ বাগবাজার কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ
বিশ্বে একমাত্র দৈনিক —পারমার্থিক পত্র—
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ। নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥ প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ। মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং, রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা। শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থো মহান্, শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১০ম বর্ষ { ১২ গোবিন্দ গৌরাব্দ ৪৪৮, ১৮ই ফাল্গুন বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ২রা মার্চ্চ ইং ১৯৩৫ শনিবার } ২য় সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

গৌড়ীয়মঠে শ্রীল প্রভুপাদ

কলিকাতা ২৩।২।৩৫

শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীব্যাসপূজা-সমাপনান্তে গত ১২ই ফাল্গুন ২৪শে ফেব্রুয়ারী প্রায় ৫০ জন সেবকসহ পুরী এক্সপ্রেসে রওনা হইয়া গতকল্য বেলা প্রায় ৯ ঘটিকার সময় কলিকাতা গৌড়ীয়মঠে শুভাগমন করিয়াছেন। শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী ভক্তিপ্রদীপ, শ্রীপাদ হরিপদ বিদ্যারত্ন প্রমুখ ভক্তবৃন্দ হাওড়া ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া পুষ্পমালিকা সহ আচার্য্যচরণ বন্দনা করিয়াছেন। প্রভুপাদের শীঘ্রই শ্রীধাম মায়াপুরে যাইবার কথা।

পুরীতে বাসুদেবপ্রভু

শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম ট্রাষ্টি মহামহোপদেশক পণ্ডিতপ্রবর শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ বি-এ মহোদয় শ্রীব্যাসপূজাবাসর হইতে পুরী শ্রীপুরুষোত্তমমঠে অবস্থান করিতেছেন। তিনি তথায় জনগণের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

ঢাকা শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ

ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের জন্য সংগৃহীত সুবিস্তৃত-ভূমিতে শীঘ্রই সুবৃহৎ মন্দির, শ্রবণসদন, সেবক-গৃহ, উদ্যান প্রভৃতির নির্ম্মাণ-কার্য্য আরম্ভ হইবে। এই সকলের জন্য ঢাকা ও বালিয়াটির পূর্ব্বোক্ত জমিদারগণ মুক্তহস্তে ব্যয়ভার বহন করিবেন। ভগবৎসেবার জন্য তাঁহাদের এই যে দান, তাহা পারমার্থিক ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ থাকিবে। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ তাঁহাদের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া এবং হরিসেবায় তাঁহাদিগের চিত্তবৃত্তি বিশেষরূপে আকৃষ্ট করিয়া পরম বান্ধবের কার্য্য করিয়াছেন।

খুলনাজেলায় অরণ্য মহারাজ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ শ্রীল প্রভুপাদের সহিত পুরী হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া পুনরায় খুলনা জেলার বিভিন্ন স্থানে প্রচারে বহির্গত হইয়াছেন।

গদাইগৌরাঙ্গমঠে মন্দির

বালিয়াটী গদাইগৌরাঙ্গমঠের শ্রীবিগ্রহের ভক্ত, যাঁহাদের চেষ্টায় ও উদ্যোগে উক্ত মঠ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, সেই পরম ভাগবত জমিদারগণ একটী সুদৃঢ়-মন্দির-নির্ম্মাণের ব্যয়ভার-বহনে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াছেন।

যোগপীঠের শ্রীমন্দির

শ্রীধাম মায়াপুরে মহাপ্রভুর আবির্ভাবভূমি শ্রীযোগপীঠের নবনির্ম্মীয়মাণ শ্রীমন্দিরের কার্য্য পূর্ণোদ্যমে চলিতেছে। এই শ্রীমন্দিরে বৈদ্যুতিক আলোক-স্থাপনের বন্দোবস্ত হইতেছে। শ্রীযুক্ত সখীচরণ রায় ভক্তিবিজয় মহোদয় এই সকল সেবার যোগ্যার্জ্জিত অর্থ নিয়োগ করিয়া অর্থের সদ্ব্যবহারের বিজয়-বৈজয়ন্তীতে ধনাঢ্যগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছেন।

নিত্যানন্দ-প্রদর্শশালা

শ্রীগৌরকুণ্ডের ও শ্রীনিতাইকুণ্ডের পরিচিত স্থানে শ্রীনিত্যানন্দ-প্রদর্শশালার কার্য্যও প্রবলবেগে চলিতেছে। এতদ্বিষয়ে যোগপীঠের রক্ষক শ্রীপাদ নিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী সেবাকোবিদ মহোদয়ের সেবা-চেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়।

দিল্লীতে প্রচার

দিল্লীর গত ২৬শে ফেব্রুয়ারীর তারের সংবাদে প্রকাশ, ত্রিদণ্ডি-গোস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ বঙ্গ-ভাষায় এবং শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম সম্পাদক মহামহোপদেশক শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিসারঙ্গ মহোদয় ইংরেজী ভাষায় গত শনিবার শ্রীব্যাসপূজাবাসরে দিল্লী গৌড়ীয়মঠে 'শ্রীগুরুপূজা'-সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। শ্রোতৃবর্গ তাঁহাদের বক্তৃতাশ্রবণে পরম প্রীত হইয়াছেন

১লা মার্চ্চের সংবাদে প্রকাশ, উক্ত বক্তৃদ্বয় এক দিবস টোডকোট্টী ক্লাবে "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের দর্শন" সম্বন্ধে ইংরেজী ভাষায় বক্তৃতা দিয়াছেন। এই দিবসের অধিবেশনে ভারত-ব্যবস্থাপক-সভার সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র দত্ত মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি এবং শ্রোতৃবৃন্দ সকলেই উক্ত বক্তৃতার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন।

গৌড়ীয় 'ব্যাসপূজা' সংখ্যা পাঠ ও ব্যাখ্যা

(২)

গৌড়ীয়-সম্পাদক মহামহোপদেশক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভু 'শ্রীব্যাসপূজা-সংখ্যা' গৌড়ীয়ে ৩৬ দফায় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের যে-সকল কৃপাবৈশিষ্ট্যের কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, এই দিবস তিনি উহার ১২ দফা পর্য্যন্ত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। ব্যাখ্যা-শ্রবণে শ্রোতৃবৃন্দের প্রত্যেকেই শ্রীব্যাসাভিন্নবিগ্রহ জগদ্গুরু শ্রীল প্রভুপাদের জগতের প্রতি কৃপার বৈশিষ্ট্য, অসমোর্দ্ধ ও অপূর্ব্ব দানের কথা উপলব্ধি করিয়া প্রাণে এক অপূর্ব্ব দিব্যানন্দ অনুভব করিবার সৌভাগ্য পাইয়াছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও সকলের উপলব্ধির বিষয় হইয়াছিল যে, যিনি সূত্রকর্ত্তা, তিনি যদি স্বয়ং সূত্রের ব্যাখ্যা করেন, তাহা হইলেই সূত্রের প্রকৃত অর্থ উদ্ঘাটিত হইয়া জগতের নিত্যকল্যাণ বিধান করে।

গৌড়ীয়মঠে শ্রীব্যাসপূজা

গত ১১ই ফাল্গুন শনিবার গৌড়ীয়াচার্য্যবর্য্য পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের একষষ্টিতম আবির্ভাব-তিথিবাসরে ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত হইতে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীজীউর মঙ্গল-আরাত্রিক ও উচ্চকীর্ত্তন আরম্ভ হয়। তৎপর শ্রীগৌড়ীয়মঠের সারস্বত-শ্রবণ-সদনে শ্রীপাদ ভক্তিবিগ্রহ প্রভুর মূলগায়কত্বে গুরুষ্টক, শরণাগতি, গুরুস্তব, 'নিতাইপদ-কমল কোটীচন্দ্র সুশীতল' প্রভৃতি মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হয়। তদনন্তর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ (?) মহারাজ শ্রীচৈতন্য-ভাগবত মধ্য ৫ম পরিচ্ছেদ হইতে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর ব্যাসপূজা প্রসঙ্গ বিস্তৃত ব্যাখ্যা সহযোগে পাঠ করেন। শ্রীব্যাসপূজা উপলক্ষে প্রাতঃকাল হইতে কীর্ত্তন ও "শ্রীশ্রী-... [illegible] ... হইয়াছিল। ... [illegible] ... [illegible] ... হইতে থাকে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১২ গোবিন্দ শনিবার শ্রীগৌরাব্দ ৪৪৮

ভক্তের ভয় নাই

আমরা যাঁহার সেবক সেই ভগবান্ অভয়। এই ভগবানের সহিত যিনি সাক্ষাৎ করাইয়া দিতে পারেন—জীবের সেবক-অভিমান জাগাইয়া সেবোন্মুখী সেবার জীবকুলকে প্রবৃত্ত করিতে পারেন, সেই ভগবানের একজন এবং তাঁহাকে লাভ করিবার রাস্তা বা উপায়ও একটী; ভক্তি বা শ্রৌতপথই সেই ভগবৎ-কৃপা-লাভের একমাত্র অদ্বিতীয় পন্থা। কর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য, তপস্যা, যোগ, দান, ধর্ম প্রভৃতি যে সব শ্রেয়ঃসাধনের কথা জগতে বর্ত্তমান রহিয়াছে, সেই অন্যাভিলাষ, কর্ম-জ্ঞান-যোগ-ব্রতাদি চেষ্টা হইতে এই ভক্তিপথ অনন্তগুণে শ্রেষ্ঠ ও কম-ব্যয়সাধ্য। লৌকিক কর্মপর ব্রতাদি ত' দূরের কথা, মুক্তিদেবীও এই ভক্ত্যাশ্রিত সাধকগণের নিকট করযোড়ে সেবা প্রার্থনা করিয়া থাকেন। ভক্তি ক্লেশঘ্নী-শুভদা হওয়ায় সর্ব্বার্থনাশিনী, মোক্ষলঘুতাকারিণী ও কৃষ্ণাকর্ষিণী; আর অন্যান্য অভক্ত সাধন অন্য উদ্দেশ্যে সাধিত হওয়ায় তাহার ফলাদি আবার অমঙ্গলোৎপাদক ও সেব্যসেবক-ভাব-বিচ্ছেদক। তাই ভক্তি ব্যতীত অন্যান্য ইতর সাধনে তৎপর সাধকগণের রক্ষাকর্ত্তার অভাব থাকায় ভগবচ্চরণে অনাদর হেতু তাহারা সতত ভীত ও সন্ত্রস্ত। কিন্তু ভক্তের একমাত্র পালক ও রক্ষক কৃষ্ণের আশ্রিত জনগণের সেরূপ কোন ভয়োদয়ের সম্ভাবনা নাই। এই ভক্তিপথ বা শ্রৌতপথ অকাট্য, অভ্রান্ত ও অপরিবর্ত্তনীয়; সুতরাং ভক্তিমার্গী সাধক যদি সদ্গুরু-চরণাশ্রয়পূর্ব্বক শ্রৌতপথকে দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করিয়া সাধুসঙ্গে আনুগত্য সহকারে চক্ষু মুদ্রিত করিয়াও গমন করেন তাহা হইলেও অভয়দাতা বরাভয়দাতা শ্রীকৃষ্ণের অভয়বাণী শ্রবণে নিঃশঙ্কচিত্ত ভক্ত্যাশ্রিত সাধকের আর ভয়াশঙ্কা কোথায়?

যাঁহারা বেদবিহিত-ধর্মপথকে লোকাপেক্ষায় দ্বারা চালিত হইয়া ইহকাল-পরকালের কল্যাণের অনুষ্ঠান করেন সেইরূপ কর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তির কথা আমরা বলিতেছি না। তবে যাঁহারা লোক-বিদ্যমাত্র অনর্থকে অনর্থ বলিয়া তাহার নিন্দা করিতে করিতে স্বকর্ত্তব্য অনুষ্ঠান করেন এবং সাধারণ্যে ভগবৎপ্রীত্যর্থে সেই সেই বিধি অনুষ্ঠান করিয়া ভোগ করেন, সেই অভিমানী সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণ যদি এই ভক্তিপথকেই একমাত্র অবলম্বন করিয়া থাকেন তাহা হইলে তাঁহারা যে নিশ্চয়ই ভবিষ্যতে অনর্থমুক্ত হইবেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কর্ম্মকাণ্ডের বিচার অবলম্বন করিয়া যে বর্ণধর্ম ও আশ্রমধর্ম-পালনের কথা শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ আছে তদ্দ্বারা নশ্বর জগতের নীতিমাত্রই অনুষ্ঠিত হয়। ভগবৎসেবা ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত উপায় দুঃখাবরণ সমুদায়েরই পর্য্যবসিত। কিন্তু এই ক্ষণভঙ্গুর অনিত্য সুখ ভোগ স্ব-স্বরূপে পাইলেও তাহা স্থায়ী না হওয়ায় দুঃখের জনক-স্বরূপ। কালের প্রবল গতিতে অনিবার্য্য সুখদুঃখাদি যখন আপনা হইতেই আসিয়া উপস্থিত হয় তখন শাস্ত্রমতে পন্থা গ্রহণ করিলেও কুত্রাপি বাধা পাওয়া যায় না, সব ছাড়িয়া আমার নিত্যধর্ম সেই হরিসেবা-সুখের জন্যই যত্ন করা একমাত্র উচিত কিনা বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ বিচার করিবেন। তাই বলি যে, সুখদুঃখ নিবারণ করা যখন জীবের নিজ চেষ্টাসাধ্য নহে তখন তাহার জন্য যত্ন করা বাতুলতা ব্যতীত আর কি?

বর্ণাশ্রম-ধর্মের উচ্চ প্রদেশে যে হরি-সেবার সুযোগ আছে তাহা যদি যথাক্রমে জীব লাভ করিতে পারেন, তাহা হইলে তিনি সর্ব্বেন্দ্রিয় দ্বারা ভগবানের সেবা করিবার পরম সৌভাগ্য বরণ করিতে সমর্থ হন। তৎকালে ইন্দ্রিয় সকল বাহ্য বিষয় গ্রহণ এবং বর্জ্জনবিষয়ে ভোক্তার অভিমান পরিহার করিয়া সর্ব্বতোভাবে হরিসেবা-কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। যদি সকল ত্যাগ করিয়া ভজন করিতে করিতে কৃষ্ণানুরাগরূপ ফলোদয় হয় তাহা হইলে ত' কোন চিন্তাই নাই কিন্তু যদি ভজনে স্বরূপ না হওয়া অবধি অবস্থাতেও ভজন হইতে কোন প্রকারে বিচ্যুতি বা মৃত্যু ঘটে তাহা হইলে তখনও ভক্তিসেবাপরের গতির জন্য অমঙ্গলের হেতু স্বরূপে কোন আশঙ্কা করিতে হইবে না। যে কোন অবস্থায় উচ্চ কি নীচ যোনিতে জন্ম হউক সেই ভক্তি-সাধনের ভজন-বাসনায় বর্ত্তমানতা হেতু তাঁহার কোন অমঙ্গল নাই। তাই গীতায় শ্রীভগবান্ অভয়বাণী বলিয়াছেন সমস্ত শাস্ত্র এই ভক্তি মেরুদণ্ড স্বরূপ-শ্রীমদ্ভাগবতে জীবগণকে অভয় প্রদান করিবার জন্য প্রদর্শন করিয়াছেন। তাই গৌড়ীয়মঠের শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু উপদেশ করিয়াছেন,—

"ন ধর্ম্মং নাধর্ম্মং শ্রুতিগণনিরুক্তং

কিল কুরু

ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-প্রচুর-পরিচর্য্যামিহ তনু।

শচীসূনুং নন্দীশ্বরপতিসুতত্বে গুরুবরং

মুকুন্দপ্রেষ্ঠত্বে স্মর পরমজস্রং ননু মনঃ॥"

পুরুষোত্তমমঠে ব্যাসপূজা

(৩)

(১ম সংখ্যায় প্রকাশিতাংশের পর)

প্রভুপাদের প্রত্যভিভাষণ

দুদিনেই হউক আর শত বৎসরেই হউক মৃত্যুর পরে আমাদের ইহজগতের অধিকৃত, কথার কোনও মূল্য থাকিবে না। একমাত্র নিত্যকালের নিত্য অধীশ্বর শ্রীভগবানের শ্রবণ-কীর্ত্তনই আমাদিগকে নিত্যমঙ্গলে স্থাপন করিবে। সুতরাং এই অল্প ও অনিশ্চিত আয়ুর মধ্যেই শ্রীভগবানের সন্ধান লইতে হইবে। পরীক্ষিৎ মহারাজ মাত্র সাত দিন পরমায়ু আছে জানিতে পারিয়া অভিনব ব্যগ্রতার সহিত শুকদেবকে দুর্গার কোলিতে উপস্থিত হওয়া মুনি ঋষিগণকে বলিয়াছিলেন "এই অল্প দিনের মধ্যে যাহাতে আমি নিত্যমঙ্গল লাভ করিতে পারি আপনারা দয়া করিয়া আমাকে সেই পন্থা নির্দ্দেশ করিয়া দিন।" পরীক্ষিৎ মহারাজ শ্রীশুকদেবের নিকট শরণাগত-চিত্তে সাত দিন শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করিয়া নিত্যমঙ্গল লাভ করিয়াছিলেন। সময় অল্প হইয়াছে বলিয়া অনেকে উৎকণ্ঠ হইয়াছেন কিন্তু বক্তব্য প্রসঙ্গেই সকল সময় বাহিত হওয়া কর্ত্তব্য। ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় আরও অনেক কথা আমরা শুনিতে পাইতেছি। যিনি যে ভাষা জানেন না তাঁহার পক্ষে সেই ভাষা বুঝিতে অসুবিধা হইতেছে। সকল ভাষাই পরমার্থ-বর্ণনে নিযুক্ত হইলে তাহাদের সার্থকতা। অদ্যকার সভাপতি মহাশয় অনেকগুলি কথা শ্রবণ করিয়াছেন। আমরা তাঁহার সময়ের উপর আর অধিক আক্রমণ করিয়া বেশী সময় নষ্ট করিতে চাহি না। আমাদের প্রচারের কথা একটি প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তাহা একটু দীর্ঘ হইয়াছে। সকল ভাষার সকল প্রবন্ধ আজ পাঠ হওয়া সম্ভব হইল না। ইহার পরে আরও সময় স্থির করিয়া আমরা এই সব পরমার্থের কথা আলোচনা করিবার যত্ন করিব।

ভারতী-মহারাজের বক্তৃতা

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতার পর ত্রিদণ্ডি স্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ সভাপতি মহোদয়ের গুণকীর্ত্তনমূলে নিম্নলিখিত মর্ম্মে একটী সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন।

আমাকে বেশী বলার সুযোগ নাই ও সময় নাই। আমার উপর পড়িয়াছে ভক্তকার্য্য। পদ্ম-পুরাণে দেখিতে পাই বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ শম্ভু পার্ব্বতীদেবীকে বলিতেছেন—

আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্।
তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চ্চনম্॥

আজ যে মহারাজ বাহাদুর এই সভার সভাপতির পদে আসীন, তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ শ্রীল প্রতাপরুদ্র উৎকলের স্বাধীন নৃপতি হইয়াও শ্রীগৌরহরির কৃপালাভের জন্য উৎকণ্ঠ হইয়া আবেদনভরে বলিয়াছিলেন—

যদি সেই মহাপ্রভুর না পাই কৃপাধন।
কিবা রাজ্য, কিবা দেহ সব অকারণ॥

• • •

মোর প্রতিজ্ঞা তাহা বিনা ছাড়িব জীবন॥

যিনি গৌরহরির চরণে এই প্রকার আর্ত্তির সহিত প্রণতি জ্ঞাপন করিয়াছেন, আজ তাঁহারই বংশের এই সভার সভাপতি। এই সভাপতি রাজা বাহাদুর শ্রীজগন্নাথ-দেবের প্রধান সেবক। শ্রীগুরুদেব আজ আমাদিগকে জগন্নাথের প্রধান সেবককে দর্শন করাইয়াছেন। শ্রীগুরুপাদপদ্মের বাক্যে স্মরণ করিলাম যে, মহারাজের নিকট আরও অনেক কথা বলিতে হইবে। মহারাজ বাহাদুরকেও শুনিতে হইবে তাঁহাদের নিকট, যাঁহারা নিজদিগকে সর্ব্বতোভাবে সমর্পণ করিয়াছেন মহাপ্রভুর সেবা করিবার জন্য। রাজার নিকট কাঙ্গালগণ অর্থভিক্ষা প্রার্থনা করে। কিন্তু মহারাজ, আমরা কাঙ্গাল হইলেও আপনার নিকট অর্থভিক্ষা চাহি না—চাহি ভিক্ষা। কি ভিক্ষা?—চক্ষু-ভিক্ষা কর্ণ-ভিক্ষা, জিহ্বা ভিক্ষা, মন ভিক্ষা, আপনার সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ভিক্ষা চাই মহাপ্রভুর সেবার জন্য। অনেকে সভাপতি হইতে ভয় করেন টাকা দিতে হইবে বলিয়া। আমরা টাকার ভিখারী নহি। "হাৎকলে পুরুষোত্তমাৎ" বাণীর সার্থকতা সম্পাদনের জন্য আর সময় নাই। শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারের যে বিরাট আয়োজন হইয়াছে, আপনি তাঁহার প্রধান পৃষ্ঠপোষক হউন ইহাই আমাদের আপনার নিকট প্রার্থিত ভিক্ষা।

সভাপতির অভিভাষণ

অতঃপর মাননীয় সভাপতি পুরীর শ্রীযুক্ত রাজাজীর জগন্নাথ নিম্নলিখিত অভিভাষণটী পাঠ করিয়াছেন।

Revered Prabhupad,

Ladies and Gentlemen,

I am proud for the high honour conferred upon me by your kind invitation to preside over the great function to-day. I have listened with the greatest interest to the addresses and the gracious response of the Acharyya.

Sree Vyas Puja is the worship of the line of the Acharyyas or the Preceptors. The Truth comes down from the Preceptor to the disciple. This is the meaning of the words 'Amnaya' and 'Sruti' which are equivalent to the Vedas. Sree Vyas Deva is the fourth Guru in the preceptorial line from Sree Krishna. Sree Chaitanya

Mahaprabhu acted the part of the sixteenth Acharyya in succession from Sree Madhvacharyya. Srila Saraswati Thakur is the beloved disciple of Paramahansa Srila Gaura Kishore Das Goswami Maharaj being tenth in order of preceptorial descent from Sree Chaitanya Mahaprabhu. He has revived the worship of the line of the Acharyyas in the regular form. We had forgot the importance of this solemn function which is absolutely necessary for our admission and progress in the domain of religion, because it is not possible to understand the real meaning of Sanatana Dharma if we do not worship and deserve the mercy of the Acharyyas who hold the key to the gate-way and bear the torch to the path,leading to the highest goal.

Mahaprabhu Sree Krishna-Chaitanya has taught us that the worship of the servants of Sree Krishna is even greater than the worship of Sree Krishna Himself. Srila prabhupad is preaching broadcast the Teachings of Mahaprabhu to all parts of the world including the proudest and the greatest nations of the West He is successfully carrying out the great wish of Sree Chaitanya for promulgating His Name to enable us to realise the highest end of life. All our difficulties will be solved if we follow the Teachings of Mahaprabhu

The hole city of Sree Jagannatha Deva is proud to possess long associations with Mahaprabhu Sree Chaitanya in the most special form. He showed the highest acme of love of Sree Krishna and taught His religion of the most sublime form, from this city. He was born at Sree Dham Mayapur in Nabadwip, but in the garb of a Sanyasi Preacher He lived at this place. The Great Acharyya, whom we have met to honour to day, was born in this city sixty-one years ago. He has been reviving the Teaching of Sree Chaitanya from the place of the birth of Mahaprabhu, Sree Dham Mayapur where he has established Sree Chaitanya Math, parent of so many branches all over the world It is the prophecy of the Shastras that the Sanatana Dharma will spread throughout the whole world in the Kali Yuga from Sree Purusottama Kshetra in Utkal. Srila Prabhupad is fulfilling the said prophecy.

Srila Prabhupad has been teaching before the whole world how to lead the truly religious life. He is the greatest religious reformer of the present day. He has sent his Sanyasi preachers to all parts of Bharatvarsha, and to Burma, England, Germany, Austria, Czechoslovakia and other countries of the west, for explaining and establishing the religion of universal love. The Teaching of Mahaprabhu was never before taught to all the people of the world, and was also misunderstood within India and in Europe. The present great Acharyya is re-establishing the Sanatana Dharma by revealing and illustrating the real meaning of the Shastras by the living words and example.

Let us, therefore. offer to-day the humble tribute of our love and reverence to the great Acharyya, the most illustrious son of Sree Purusottama Kshetra, best-beloved of Mahaprabhu, on this auspicious occasion of the sixty-first anniversary of his advent, in this holy city of his birth. We pray to Jagannatha Deva for his long life and the speedy universal success of his great mission of the highest service of Mahaprabhu Sree Krishna-Chaitanya.

Sd/ Ramchandra Dev.

মর্ম্মানুবাদ

শ্রদ্ধাস্পদ প্রভুপাদ,

মহিলাবৃন্দ ও ভদ্রমহোদয়গণ,

আপনারা আমাকে অদ্যকার এই বৃহৎ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করিবার জন্য অনুগ্রহপূর্ব্বক আমন্ত্রণ করিয়া আমাকে যে উচ্চ সম্মান প্রদান করিয়াছেন তজ্জন্য আমি গৌরবান্বিত। শ্রীল প্রভুপাদের প্রতি যেসকল অভিনন্দন পঠিত হইল এবং আচার্য্যদেব কৃপাপূর্ব্বক যে প্রত্যভিভাষণ প্রদান করিলেন তাহা আমি অতিশয় আনন্দের সহিত শ্রবণ করিলাম।

আচার্য্য বা পরমার্থ-উপদেশকগণের উপাসনাই শ্রীভগবৎপূজা। পরমার্থ-উপদেশক হইতে জীবের নিকটে বাস্তবসত্য অবতীর্ণ হন, তাই আচার্য্য ও ঋষি সমার্থ। আচার্য্য ও ঋষি বেদসমূহের সহিত এক আসনেই অবস্থিত। শ্রীকৃষ্ণ হইতে যে গুরু-পরম্পরা আসিয়াছেন শ্রীব্যাসদেব তাঁহার চতুর্থ স্থানে অবস্থিত। (ব্যাসশিষ্য) শ্রীমধ্বাচার্য্য হইতে পরম্পরাক্রমে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ষোড়শ আচার্য্যের স্থানে অবস্থানের লীলা-অভিনয় করিয়াছেন। শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর পরমহংস শ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজের প্রিয়শিষ্য এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হইতে গুরুপরম্পরায় দশম স্থানে অবস্থিত। বিধিবিহিতভাবে আচার্য্যগণের উপাসনাপ্রণালী তিনি (সরস্বতী ঠাকুর) পুনঃপ্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। পরমার্থরাজ্যে প্রবেশ এবং উন্নতির জন্য এই পবিত্র অনুষ্ঠানের একান্ত প্রয়োজনীয়তা আছে আমরা তাহা ভুলিয়া গিয়াছিলাম। এই কিন্তু প্রয়োজনীয়তার কারণ এই যে পরমার্থরাজ্যের প্রবেশদ্বারের চাবি এবং সর্ব্বোচ্চ লক্ষ্যস্থলে পৌঁছিবার বর্ত্ম-প্রদর্শক মশাল (Torch) আচার্য্যগণের নিকটেই রহিয়াছে। যদি আমরা সেই আচার্য্যগণের উপাসনাপূর্ব্বক তাঁহাদের করুণালাভের অধিকারী না হই তাহা হইলে সনাতনধর্ম্মের প্রকৃত অর্থ আমাদের বোধগম্য হইবে না।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন যে শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা অপেক্ষাও তাঁহার সেবকগণের উপাসনা শ্রেষ্ঠ। শ্রীল প্রভুপাদ বিশ্বের সর্ব্বত্র এমন কি পাশ্চাত্যের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক গর্ব্বিত এবং শ্রেষ্ঠজাতিসমূহের নিকটও মহাপ্রভুর শিক্ষাসমূহ বিস্তৃতরূপে প্রচার করিতেছেন। তিনি শ্রীচৈতন্যদেবের নাম প্রচার করিয়া শ্রীচৈতন্যদেবের মহতী ইচ্ছা কৃতকার্য্যতার সহিত পালন করিতেছেন। তাহাতে আমরা জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠগতি উপলব্ধি করিতে পারিতেছি। আমরা যদি মহাপ্রভুর শিক্ষাসমূহ অনুসরণ করি তাহা হইলে আমাদের যাবতীয় বাধাবিঘ্ন ও সমস্যার সমাধান হইবে। শ্রীজগন্নাথদেবের এই পবিত্রধাম দীর্ঘকাল যাবৎ মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের সহিত বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট থাকিয়া গৌরবান্বিত। তিনি শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের পরাকাষ্ঠা এই নগরীতেই প্রদর্শন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও পরমপবিত্র পরমার্থধর্ম্ম এই নগরী হইতেই শিক্ষা দিয়াছেন। মহাপ্রভু নবদ্বীপের শ্রীধাম মায়াপুরে আবির্ভূত হইয়াছিলেন কিন্তু তিনি সন্ন্যাসী প্রচারকবেশে এই স্থানেই অবস্থান করিতেন; আর শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদানের জন্য আজ আমরা যে শ্রেষ্ঠ আচার্য্যের সাক্ষাৎকার পাইয়াছি তিনি একষট্টি বৎসর পূর্ব্বে এই নগরীতে (পুরীতে) আবির্ভূত হইয়া মহাপ্রভুর আবির্ভাবস্থান শ্রীধাম-মায়াপুর হইতে শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা পুনঃপ্রচার করিতেছেন। তিনি তথায় শ্রীচৈতন্য মঠ স্থাপন করিয়াছেন। সমগ্র বিশ্বে যে-সকল শ্রীচৈতন্যভক্তির মঠসমূহ আছে এই শ্রীচৈতন্যমঠ তাঁহাদেরই আকর-মঠরূপে অবস্থিত। শাস্ত্রের ভবিষ্যদ্বাণী এই যে কলিযুগে উৎকলের পুরুষোত্তম-ক্ষেত্র হইতেই সমগ্র বিশ্বে সনাতনধর্ম্ম বিস্তৃত হইবেন। শ্রীল প্রভুপাদ উক্ত শাস্ত্রের ভবিষ্যদ্বাণী কার্য্যে পরিণত করিতেছেন।

কি-প্রকারে প্রকৃত পরমার্থ জীবন যাপন করা যায় শ্রীল প্রভুপাদ তাহা সমগ্র-বিশ্বে শিক্ষাপ্রদান করিতেছেন। তিনি বর্ত্তমান সময়ের পরমার্থরাজ্যের সংস্কারক। বিশ্বজনীন প্রেমধর্ম্ম-ব্যাখ্যা ও স্থাপনের জন্য শ্রীল প্রভুপাদ ভারতবর্ষের সকল অংশে এবং ব্রহ্মদেশ, ইংলণ্ড, জার্ম্মাণী, অষ্ট্রিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া ও পাশ্চাত্যভূখণ্ডের অন্যান্য দেশসমূহে তাঁহার সন্ন্যাসী প্রচারকগণকে পাঠাইয়াছেন। ইতঃপূর্ব্বে পৃথিবীর সকল লোকের নিকট মহাপ্রভুর শিক্ষা আর কখনও প্রচারিত হয় নাই, এমন কি, ভারতবর্ষে ও ইউরোপে এই শিক্ষা সম্বন্ধে লোকের মনে ভ্রান্ত ধারণা জন্মিয়াছিল। বর্ত্তমানে আমাদের এই আচার্য্যপ্রবর জীবন্ত-বাণী ও উদাহরণ দ্বারা শাস্ত্রসমূহের প্রকৃত অর্থ উদ্দীপন ও প্রদর্শন করিয়া সনাতনধর্ম্ম পুনঃস্থাপন করিতেছেন।

অতএব আসুন, আমরা সকলে তাঁহার এই পবিত্র একষষ্টিতম আবির্ভাব-বাসরে তাঁহার এই পবিত্র প্রকটধাম—শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রের অত্যুজ্জ্বল রত্ন, মহাপ্রভুর পরম শ্রেষ্ঠ আচার্য্যপাদের প্রতি আমাদের আন্তরিক ভালবাসা ও ভক্তিরূপ পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করি। আমরা তাঁহার দীর্ঘজীবনের জন্য এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর সর্ব্বোচ্চ সেবা-প্রচারের মহদুদ্দেশ্য বিশ্বের সর্ব্বত্র যাহাতে দ্রুতগতিতে বিস্তৃত হয় তজ্জন্য শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের পাদপদ্মে প্রার্থনা জ্ঞাপন করিতেছি।

স্বাঃ—শ্রীরামচন্দ্র দেব

ভক্তিতিলকের বক্তৃতা

সভাপতি মহোদয়ের অভিভাষণের পর তাঁহাকে ধন্যবাদ-প্রদানসময়ে [illegible] ভাষায় [illegible] ও [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] বি এ বি'এল মহোদয় ইংরেজী ভাষায় একটি সময়োপযোগী বক্তৃতা প্রদান করেন। তাহা এত চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল যে, সভাপতি মহোদয় এবং শ্রোতৃবৃন্দ সকলেই ঐ বক্তৃতার বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন।

ঐ বক্তৃতার পর শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ বলেন—"আর একটী কথা, সভায় দুই শক্তি আছে—ছায়া বা অবিদ্যা শক্তি যাহা আবৃত করে আর সদ্বিদ্যা রূপ যথার্থ যাহা গুরুদেব দেখান। তিনি জগন্নাথের প্রধান সেবক রাজা সাহেবকে দেখাইয়াছেন—জগন্নাথের প্রসাদকে দেখাইয়াছেন। সকলেই [illegible] মহাপ্রসাদ সম্মান করিবেন, ইহাই আমাদের নিবেদন।

তৎপর [illegible] উপস্থিত [illegible] কীর্ত্তন করিলে সভা রাত্রি ৮ ঘটিকার সময় ভঙ্গ হয়। তৎপর উৎসবে ১১ সহস্র সজ্জন ব্যক্তিকে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের কণিকা, খাজা, গজা প্রভৃতি বহুপ্রকারের মহাপ্রসাদ, শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের বিচিত্র মহাপ্রসাদ প্রদান করা হয়।

শুদ্ধভক্তি মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ

(আকর-মঠরাজ)

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীবাগেশ্বরীয় ৪৪৫০ প্রায় ৩০০ বর্ষ উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচাৰ্য্যবর্য্য শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্যমঠ বিরাজমান। এই স্থান সর্ব্বতীর্থ-শীর্ষ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বতজনবৃন্দপ্রণী। এই মহাতীর্থে শ্রীচৈতন্যবাণীপ্রচার ব্যাকরণাদি বেদান্তসমূহের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী ও সাত্বত সম্প্রদায়াচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠ হইতে পারমার্থিক দৈনিকপত্র 'নদীয়া-প্রকাশ', সাত্বত-সম্প্রদায়ে অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থাদি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতি বৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অশ্রান্ত ভক্তপ্রবর কীর্ত্তন-প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি তথায় অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—শ্রীপাদ বহুবিধ ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ২১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত শুদ্ধ ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশ্যে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীরাজবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভজনমন্দিরে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দজীউ মন্দিরে নিত্য সেবিত হন। 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, শ্রবণ-কীর্ত্তন-চতুষ্টয়, শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদির লীলা ও ভক্তগণের সম্যক্ আলোচনা হয়। এই মঠ হইতে মহানগরীর সর্ব্বত্র হরিকথা-প্রচার, মহানগর-সঙ্কীর্ত্তন, বক্তৃতা, ব্যাখ্যা ও সঙ্কীর্ত্তন-যাত্রা-মহোৎসবাদি ভক্তাঙ্গের অনুষ্ঠান হয়। মঠরক্ষক- মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী সেবাকোবিদ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী এখানে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান, রক্ষক—শ্রীচৈতন্যনাথ দাসাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—গোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

(৭) কাজীর সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তালোক।

(৮) খাঁটিয়া-সুবর্ণ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও রাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীমদনমোহন ব্রহ্মচারী।

(১০) মোদদ্রুম-ছত্র গৌড়ীয় মঠ

মাউগাছি, পোঃ ভাণ্ডারটিকুরি, (বর্দ্ধমান)।

শ্রীবাসানন্দন ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান। শ্রীগৌরনিত্যানন্দের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবংশীবদন ব্রহ্মচারী, ভক্তিভূষণ।

(১১) ভক্তিবৃক্ষ কুঞ্জকানন

শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীনরোত্তম ব্রহ্মচারী।

(১২) কৃষ্ণকুটীর—পোঃ কৃষ্ণনগর,

নদীয়া। রক্ষক—শ্রীঅনুপানন্দ অধিকারী

(১৩) ভাগবত-আসন—পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

এই স্থান হইতে ভাগবত-সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হয়। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তালোক, কাব্যতীর্থ।

(১৪) একায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ রাণাঘাট, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরাধানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৫) মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঁচড়াপাড়া, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিবিনোদ ব্রহ্মচারী।

(১৬) মাধবগৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, পোঃ ঢাকা

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাবিনোদ বি-এ।

(১৭) গোপালজীউর—কামালপুর, (ঢাকা)

গোপালজীউ শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান। রক্ষক—শ্রীবিষ্ণুদাস ব্রহ্মচারী,

(১৮) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটী, (ঢাকা)।

এখানে শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপরমানন্দ ব্রহ্মচারী

(১৯) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

মদনমোহন, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচাৰ্য্য অধ্যাপক শ্রীমধুসূদন দাসাধিকারী এম-এ, বি-এল।

(২০) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ দামু, (ঢাকা)

এখানে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ বিগ্রহের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরাধাকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী

(২১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ আড়রাল (বর্দ্ধমান)।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ দাসাধিকারী,

(২২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ডুমুরকোণা, পোঃ চণ্ডীপুর, (মালদহ)

এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভবানাথ অধিকারী।

(২৩) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিড়িমারী, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে গুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী।

(২৪) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী।

(২৫) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশবালি, পোঃ উৎকলনগর, (কটক)

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ বিনোদরমণজীউর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীবাসুদেব দাস ভক্তিভূষণ

(২৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ কুলেশ্বর পুরী,

শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন।

(২৭) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদানন্দজীউর নিত্য সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বর অধিকারী

(২৮) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌরগোপালের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ত্রিদণ্ডি বিহার' দাসাধিকারী।

(২৯) রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ;

পোঃ কভুর, জেলা গোদাবরী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—শ্রীনবাদ্বৈত দাসাধিকারী ভক্তিশোভন।

(৩০) মদ্রাজ-গৌড়ীয় মঠ

৩২নং আরমেনিয়ান, জেলা সিটি

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীমধুসূদন ব্রহ্মচারী।

(৩১) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা; রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ

(৩২) পরমহংস মঠ,

পোঃ নৈমিষার, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও গৌরবিনোদ-বিদ্যালয়ের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীমন্নারায়ণ দাসাধিকারী।

(৩৩) কৃষ্ণচৈতন্য মঠ

পুরাণসদর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

এখানে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিত্য-সেবা হয়। রক্ষক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠ

সত্যনারায়ণপাড়া মথুরা

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ

(৩৫) ব্রজপত্তন সুবর্ণকুঞ্জ—শ্রীরাধাকুণ্ড

রক্ষক—শ্রীরাধারমণদাস ব্রহ্মচারী

(৩৬) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৩৭) গোকুলবিহারী মঠ

দেবপাড়া, পোঃ গোকুল, জেলা অমৃতসর (পাঞ্জাব) রক্ষক—শ্রীগোপীবল্লভ ব্রহ্মচারী।

(৩৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪নং উড্‌ঘাট রোড, নিউ দিল্লী।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসম্বন্ধ তুর্য্যাশ্রমী

(৩৯) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল।

এখানে গৌরসুন্দরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীনরোত্তম দাস অধিকারী।

(৪০) সারস্বত-গৌড়ীয় মঠ

ভারতীয় সাতারপুর, রাঁচী, বি

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক গিরি

(৪১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ ব্যাসপেট্টা, মাদ্রাজ।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীপাদ নন্দলাল অধিকারী।

(৪২) বোম্বে-গৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়

ক্রোফোর্ড মার্কেট, চেম্বার বিল্ডিং, বাড়ী নং ১, ৫৫ সেং ৭

রক্ষক—শ্রীকুঞ্জবিহারী দেব দাস অধিকারী।

(৪৩) অমরসি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমরসি, মেদিনীপুর

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক আশ্রম

(৪৪) ময়ভঞ্জ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্রধর, কামরূপ।

রক্ষক—শ্রীকুঞ্জদাস ব্রহ্মচারী

(৪৫) পাটনা গৌড়ীয় মঠ

২০০ মিঠাপুর, পাটনা।

রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী বাসগৃহ

(৪৬) বালেশ্বর গৌড়ীয় মঠ বালেশ্বর

রক্ষক—শ্রীঅখিলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪৭) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয়

৩ গ্লাডষ্টোন হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন, এস-ডব্লিউ ৭, লণ্ডন

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ বন মহারাজ।

(৪৮) বার্লিন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

Berlin W. 30

Eisenacher strasse 29 [illegible]

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্—সমগ্র	৪০৲
প্রথম ৩৪টে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত	২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড	।৶০
২। গৌড়ীয় বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত	৬৲
৩। ভাষ্য-বঙ্গসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ)	৬৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী	৪৲
৫। বৈষ্ণবধর্ম	২৲
৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার	২৲
৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা)	২৲
৮। শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা)	২৲
৯। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	৸০
১০। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ)	।০
১১। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিবর্ত-তত্ত্ব	
১২। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব	৸০
১৩। চৈতন্যোপনিষদ্	।০
১৪। বাদন-আল্বর	।০
১৫। ভক্তিভাবেতে কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা)	১৲
১৬। গৌড়ীয়-গৌরব	।৶০
১৭। গৌড়ীয়-সাহিত্য	।৶০
১৮। ভজন-রহস্য	।০
১৯। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ ৪ (বাঁধা)	১৲
২০। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)	২৲
২১। গীতা (চক্রবর্ত্তি টীকাসহ)	২৲
২২। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য	।০
২৩। মুক্তফলিকা অপসোধঃ সানুবাদ (বাঁধা)	২৲
২৪। বেদান্তসূত্রের সানুবাদ (মাধ্বভাষ্য)	।০
২৫। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ)	৵০
ঐ (বাঁধা)	৸০
২৬। দীপ-নির্ব্বাণ	৵০
২৭। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ)	৵০
২৮। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা)	।০
ঐ (আবাঁধা)	।৶
২৯। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা	৸০
৩০। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা)	৶০
৩১। গীতমালা	৴১০
৩২। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য	৶০
৩৩। ঐ প্রমাণ-খণ্ড	৵০
৩৪। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	।০
৩৫। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ	।০
৩৬। শরণাগতি	৴০
৩৭। গীতাবলী	৴০
৩৮। চিত্রে নবদ্বীপ	১।০
৩৯। সাধনকণ	৴০
৪০। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা	৴০
৪১। নবদ্বীপশতক	
৪২। অর্চনকণ	৴০
৪৩। সদাচারস্মৃতিঃ	৴০
৪৪। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ)	৴১০
৪৫। আর্চনকণ	৫১০
৪৭। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম খণ্ড)	৩৲
৪৮। ব্রহ্মসংহিতা	।০
৪৯। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ)	।০
৫০। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ	৸০
৫১। পুরুষার্থ-বিনির্ণয়	।০
৫২। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী	।০
৫৩। গৌড়ীয়মঠ কি করেন?	৴০
৫৪। ঈশোপনিষদ্ (বলদেব ও মাধ্বভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ)	।০
৫৫। শ্রীকৃষ্ণবোধ	৶০
৫৬। সিদ্ধান্তদর্পণ	৵০
৫৭। সংবাদবাণী	৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৮। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিবিধঃ	।০
৫৯। সটীক শিক্ষাষ্টকম্	।০
৬০। তত্ত্বসূত্রম্	।০
৬১। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্	।৵০
৬২। গৌড়ীয়মঠ পাঠচঃ	৴০
৬৩। সাত্ত্বতসর্ব্বস্ব	৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৪। রায় রামানন্দ	।০
৬৫। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত	।০
৬৬। রামজয়	।০
৬৭। বেদান্ত—ইটস্ মর্ফলজি অ্যাণ্ড অণ্টলজি	
৬৮। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস	
৬৯। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু	
৭০। বৈষ্ণবীজম্	।০
৭১। শোর্ট গৌড়ীয়মঠ টক তুইং	৴০
৭২। দি ভাগবত	।০
৭৩। বশোহিক প্রিন্সিপল অ্যাণ্ড আবেসেন্ট রিলেশন	।০
৭৪। ব্রহ্ম-সংহিতা	২।০
৭৫। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড)	১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৭৬। শ্রীহরিনামচিন্তামণি	।০
৭৭। সাধন-পথ	।০
৭৮। কল্যাণ-কল্পতরু	৴১০
৭৯। গীতাবলী	৴০
৮০। শরণাগতি	৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮১। শরণাগতি	৴০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অদৃষ্টে সাফল্য হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ।৶০ আনা, বড় বোতল ১৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউন্‌টেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং
কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার
কলিকাতা

আমাশয় ও পেটের পীড়ায়

শ্রীশ্যামানন্দ দাশ কবিরাজের আবিষ্কৃত

গ্রহণী বজ্র

ব্যবহার করুন

আমাশয়, রক্তামাশয় অতিসার, গ্রহণী, অজীর্ণ, পেটফাঁপা, বমনবেগ, সূতিকা ও শিশুঃ উদরাময় প্রভৃতি সকল প্রকার নূতন ও পুরাতন পেটের পীড়ায় গ্রহণী বজ্র প্রত্যক্ষ ফল প্রদ মহৌষধ।

যাহারা পেটের পীড়ায় নানারূপ চিকিৎসায় অথবা পেটেন্টসমূহ ব্যবহার করিয়া ফল লাভ করিতে পারেন নাই তাহারা গ্রহণী বজ্র ব্যবহার করুন, নিশ্চয় রোগমুক্ত হইবেন। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। মূল্য প্রতি শিশি ।০ আনা, ৩ শিশি ১০ সিকা ডাক মাশুল ।৶০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীকৃষ্ণ ঔষধালয়, ময়মনসিংহ।
ঢাকার এজেন্ট মেসার্স মহেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং
পাটুয়াটুলি, ঢাকা।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তকাব্যতীর্থ-সম্পাদিত ও
ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এম, এস, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ আদর্শ ও সচ্চরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। খোরাকী ও বেডিংভাড়া প্রায় মাসে মাত্র ৬৲ টাকা পড়ে। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের অবৈতনিক স্থান

পরীক্ষায় যাহারা শতকরা ৬০ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র দরিদ্র ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

(ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

এতদ্দেশে কালের অভাবের পরীক্ষা ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভাগবতাচার্য্য এম্-এ, মহোদয়ের গবেষণা এবং গম্ভীর লেখনীর অমৃতস্রাব সাধারণ জনসমূহের জীবনচরিত-গ্রন্থে বদ্ধ হইল। এই বিরাট গ্রন্থ সাধারণের বিশেষ চিন্তা-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের আলোচনা অতি বিস্তৃতভাবে এবং পরম সুন্দরভাবে করা হইয়াছে। শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের প্রণীত মুখবন্ধ (Foreward) প্রকাশক ও গ্রন্থকার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সংস্কৃত শব্দের সূচীপত্র (Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ রায়পেটা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জেলা—নদীয়া।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে কথাসার ও শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। প্রতি বর্ষ ৪৲ টাকা ভিক্ষায় কলিকাতা বাগবাজারস্থ গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৸০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। বৈদিবারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৸০

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ দাস সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৸০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিত্যানন্দ সেবাতীর্থ বি-এল, বি-টি সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া গদাধরমঠ হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১৸০ দেড় টাকা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল শ্লোক অন্বয়ে এবং তাহাতে বর্ত্তমান যুগের মহাজন শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। অতি সুন্দর ছাপা। উত্তম এণ্টিক কাগজে ১৩৯৯ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোক সূচী, পদ্যসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিবৃত হইল। সমগ্র শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য সংস্করণ এ পর্য্যন্ত কোথাও আর কখনও প্রকাশিত হয় নাই, যাহা নিরপেক্ষ পাঠক-মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৪৬,	১০—৫১,	১৩—২২	১৭—৩৮,	২০—১৬
বড়েশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—৩১,	১৪—৯	১৮—১৩,	২০—৫৮

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১২-১০	১২-৩৪	১৫-৩৬	১৮-৪৫
বড়েশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫০	৯-৩০	১২-১৯	১২-৪২	১৫-৪১	১৮-৫০
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-৫১	১১-১২	১৬-১২	১৯-৩৫

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

		প্রথম ৩ দিনে		পরবর্ত্তি-সময়ে	
		সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা	সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা
প্রতিবার	প্রতি লাইন	।০	।৵০	।৴	।০
,,	,, ইঞ্চি	২৲	১৷০	১৷০	
,,	,, সিকিকলম	৫৲	৪৲		
,,	,, অৰ্দ্ধকলম	৮৲	৬৲		
,,	,, ১ কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

মাসিক হার

[যদি অন্ততঃ ১ বৎসরের জন্য চুক্তি করা হয়]

সংবাদ পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ৬৲, সিকি কলম ১৫৲, অর্দ্ধ কলম ২৪৲, এক কলম ৩৬৲
বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ৪৷০, সিকি কলম ১২৲ অর্দ্ধ কলম ১৮৲, এক কলম ৩০৲ টাকা।

সাহায্যের হার

সডাক বার্ষিক ৯৲ নয় টাকা, ষাণ্মাসিক ৫৲ পাঁচ টাকা, ত্রৈমাসিক ২৷০ পৌনে তিন টাকা, মাসিক ১৲ এক টাকা মাত্র। নগদ প্রত্যেক সংখ্যা ৫

ম্যানেজার, দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, জেলা নদীয়া। টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম', নবদ্বীপ

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈনিক

REG. C 1544

নদীয়াপ্রকাশ

THE

NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

১০ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২০শে ফাল্গুন, : সোমবার ১৩৪১, ৪ঠা মার্চ্চ ১৯৩৫ [৩য় সংখ্যা

...DANANDA VIDYAVINODE
DACCA

তৈত্তিরীয়োপনিষদ্

বড় অক্ষরে মূল ও
অনুবাদসহ প্রকাশিত
হইয়াছে। কাগজ ও
ছাপা অতি উত্তম।
ভিক্ষা ।০ মাত্র
শ্রীচৈতন্যমঠ,
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

"গৌড়ীয়"

৭ম বর্ষ হইতে
১১শ বর্ষ পর্যন্ত
প্রতি বর্ষ কাপড়ে
বাঁধাই
ভিক্ষা ৩০ মাত্র।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ
বাগবাজার, কলিকাতা

বিবিধ সংবাদ

—:০:—

ঝড়ে জাহাজ বিধ্বস্ত

নিউইয়র্ক হইতে প্রকাশ মধ্য আটলান্টিক মহাসমুদ্রে সমস্ত রাত্রি অনুসন্ধানের পর গ্লাসগোর জাহাজ "ক্লেয়ার গার্ডেন্স" সন্ধান পরিত্যাগ করা হইয়াছে। এই অনুসন্ধান কার্য্যে বিপুলকায় জাহাজ 'ইউরোপাও' যোগদান করিয়াছিল। উক্ত জাহাজের ২৩জন নাবিকই মারা পড়িয়াছে বলিয়া আশঙ্কা করা হইতেছে। মধ্য রাত্রিতে উক্ত জাহাজ হইতে জরুরী সাহায্য প্রেরণের বেতার বার্ত্তা পাওয়া যায়। অলিম্পিক জাহাজ খানি একবার চরম চেষ্টা করিয়া দেখিবে। কিন্তু ভীষণ ঝড়ে 'ক্লেয়ারগার্ডেন্স' টিকিয়া আছে এরূপ কোন আশাই নাই।

—

নাগপুরে হাইকোর্ট স্থাপন

২৬শে ফেব্রুয়ারীর মধ্যপ্রদেশের এক সরকারী ইস্তাহারে প্রকাশ, স্থানীয় গবর্ণমেন্ট নাগপুরে হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠার যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, ভারতসচিব উক্ত প্রস্তাব অনুমোদন করিয়াছেন।

—

সদ্ভাবে থাকিবার জন্য মুচলেকা

গোরক্ষপুরের মহকুমা হাকিম মিঃ কে এস চার্লস বেঙ্গল এণ্ড নর্থ ওয়েষ্টার্ণ রেলওয়ে কর্ম্মচারী সমিতির প্রেসিডেণ্ট ডাঃ বিশ্বনাথ মুখার্জীকে ফৌজদারী কার্য্যবিধির ১০৮ ধারা অনুসারে এক বৎসর কাল সদ্ভাবে থাকিবার জন্য ২০০০৲ টাকার দুইটী ব্যক্তিগত মুচলেকা দিতে আদেশ করিয়াছিলেন। ডাঃ মুখার্জী এই আদেশের বিরুদ্ধে গোরক্ষপুরের সেসন জজের এজলাসে আপীল করিয়াছেন।

ডাঃ মুখার্জ্জীর বিরুদ্ধে অভিযোগ এই যে, তিনি সম্রাটের প্রজাদের দুই শ্রেণীর মধ্যে অর্থাৎ ভারতীয় কর্ম্মচারী ও ইউরোপীয়ান মনিবদের মধ্যে এবং বি এন ডবলিউ রেলের কর্ম্মচারী ও মনিবদের মধ্যে বিদ্বেষ প্রচার করিয়াছেন।

—

বিদ্যুৎপ্রবাহ চুরির মামলা

বিদ্যুৎ প্রবাহ চুরির মামলায় প্রধান আসামীর অন্যতম শৈলেন্দ্রনাথ সান্যাল জেল হাসপাতালে এখনও রোগশয্যাশায়ী থাকায় উক্ত মামলা সম্পর্কে যে শুনানীর দিন ধার্য্য ছিল, তাহা পুনরায় ৫ই ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত স্থগিত রাখা হইয়াছে।

বন্দুকের গুলীতে নিহত

গত ২২শে ফেব্রুয়ারী শিলং সরকারী ফলের বাগানের অনতিদূরে একটি গভীর জঙ্গলের মধ্যে উ-ব্রোম নামক একটি খাসিয়া যুবক কোন অজ্ঞাত ব্যক্তির বন্দুকের গুলীতে নিহত হইয়াছে। অপরাধীর এখনও সন্ধান পাওয়া যায় নাই। পুলিশ তদন্ত করিতেছে।

—

সমুদ্রে স্নানকালে জলে ডুবিয়া মৃত্যু

ডারবান উপকূলে স্নান করিবার সময় দুইজন ভারতীয় বেকার যুবক জলে ডুবিয়া মারা গিয়াছে। অপর তিন জন ভারতীয় যুবক তাহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য প্রাণের মায়া ত্যাগ করিয়া চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু তাহাদের চেষ্টা সফল হয় নাই। মৃতদেহ দুইটী পাওয়া যায় নাই।

—

চীটাগড় অস্ত্রপ্রাপ্তির জের

চীটাগড় অস্ত্র প্রাপ্তি সম্পর্কে যতীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী নামক একজন যুবককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। গত বুধবার দিন তাহাকে প্রধান প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে হাজির করা হইলে এই মাস পর্য্যন্ত তাহাকে জেল হাজতে রাখার আদেশ হইয়াছে।

জাল নোট চালাইবার অভিযোগ

দশ টাকার জাল নোটকে খাঁটি বলিয়া চালাইবার চেষ্টার অভিযোগে উলুবেড়িয়ার চেঙ্গাইল গ্রামের চৌকীদার শিউধারকে অভিযুক্ত করা হইয়াছিল। হাওড়ার সহকারী দায়রা জজ মিঃ পি মিত্র জুরীদিগের সহিত একমত হইয়া আসামীকে মুক্তি প্রদান করেন।

অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ, আসামী একখানি কম্বলের মূল্য বাবদ মণী মাড়োয়ারীকে একখানি জাল দশ টাকার নোট দেয়। উক্ত মাড়োয়ারী উহা জাল বলিয়া সন্দেহ হওয়ায় লাডলো জুট মিলের দারোয়ানকে উহা দেখায়। দারোয়ান উহা জাল নোট বলিয়া সাব্যস্ত করে। আসামী প্রথমতঃ বলে যে, সে ইহা কুড়াইয়া পাইয়াছে। পরে দারোয়ানের নিকট বলে যে, সে উহা কোন মহাজনের নিকট হইতে পাইয়াছে, কিন্তু সে তাহার নাম বলিতে পারে না। আসামীকে মিলের ম্যানেজারের নিকট লইয়া যাইবার সময় সে ঐ নোট ছিঁড়িয়া ফেলে। দারোয়ান ঐ ছিন্ন নোট কুড়াইয়া লইয়া ম্যানেজারের নিকট হাজির করে। ম্যানেজার আসামীকে পুলিশে চালান দেয়। আসামী পক্ষে বলা হয় যে এই নোট জাল বলিয়া সে জানিত না। মিলের দ্বারবানগণ বে-আইনী মদ তৈয়ারী করে। আসামী ইহা প্রকাশ করায় এবং দারোয়ানের তাহার বিরুদ্ধে আক্রোশ থাকায় তাহার বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের হইয়াছে।

অন্তরীণ বিধিভঙ্গের অভিযোগ

নেত্রকোণা হইতে প্রকাশ অন্তরীণ আইন-ভঙ্গের অভিযোগে অভিযুক্ত মনীন্দ্রনাথ সিংহের মামলা ২৫শে জানুয়ারী হইতে স্পেশাল ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে আরম্ভ হয়। অভিযোগের বিবরণ এই ছিল যে, আসামী স্বগৃহে (দুর্গাপুর) তাহার নিজ গৃহে অন্তরীণ ছিল,—তথায় সে একটি পাট চাষ নিয়ন্ত্রণ মূলক সভায় বক্তৃতা দান করিয়া অন্তরীণ বিধিভঙ্গ করিয়াছে ও তাহার উপর আরোপিত সর্ত্তসমূহের অমর্য্যাদা করিয়াছে। প্রথম সাক্ষী নেত্রকোণার মহকুমা হাকিম আর কে মিত্র তাহার সাক্ষ্যে বলেন, পাট প্রচার সম্পর্কে দুর্গাপুর বাজারে একটি জনসভার অধিবেশন বসিয়াছিল এবং ঐ সভায় সাক্ষী সভাপতি হইয়াছিলেন। পাট-চাষ নিয়ন্ত্রণ কর্ম্মচারী, সার্কেল অফিসার ও অপর সকলে পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ সমর্থন করিয়া বক্তৃতা দান করেন। আসামী ঐ সভায় অকস্মাৎ আসিয়া কতকগুলি কারণ দেখাইয়া পাটচাষ সঙ্কোচ সাধনের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করিতে থাকেন। সাক্ষী তাহার বক্তৃতায় আসামীর যুক্তি খণ্ডন করেন। সাক্ষী ঐ সময় আসামীকে চিনিতেন না। পরবর্ত্তি সাক্ষী বঙ্কিমচন্দ্র আচার্য্য পূর্ব্বোক্ত সাক্ষীর সাক্ষ্য সমর্থন করেন। আসামী নিজেই সাক্ষীকে জেরা করেন। আসামী যুক্তি দেখান যে, ঐটিকে সভা বলা যায় না। উহা একটি পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত মিটিং, উহাতে বক্তৃতা করিয়া তিনি অন্তরীণ বিধিভঙ্গ করেন নাই। শুনানী স্থগিত থাকে।

পরলোকে স্যার হরিরাম গোয়েঙ্কা

গত মঙ্গলবার রাত্রি ৩টা ১৫ মিনিটের সময় কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ ব্যাঙ্কার, ব্যবসায়ী, জনসেবক ও দানবীর এবং মেসার্স এর মধ্যে শিবকিষণ দাঁস ও মেসার্স রামচন্দ্র হরিরাম ফার্মের সিনিয়র অংশীদার স্যার হরিরাম গোয়েঙ্কা কে টি সি আই ই মহাশয় ৭২ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। পরলোকগত স্যার হরিরাম ভারতের সকল স্থানের মাড়োয়ারী সমাজের নেতা এবং একজন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ছিলেন। তিনি ১৮৬২ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং ২০ বৎসর বয়সের পূর্বেই তাঁহাদের নিজেদের ফার্মে যোগদান করিয়া অল্পসময়ের মধ্যে নিজের ব্যবসা-বুদ্ধি ও দূরদৃষ্টির পরিচয় প্রদান করেন। তাঁহাদের ফার্ম মেসার্স বেলীব্রাদার্স লিমিটেডের এবং মেসার্স কেটেলওয়েল বুলেন লিমিটেডের বাংলার একমাত্র বেনিয়ান ও দালাল। কলিকাতার নাগরিক জীবনের সঙ্গেও তাঁহার সম্পর্ক ছিল এবং ১৮৯১ সাল হইতে ১৯১৩ সাল পর্যন্ত তিনি কর্পোরেশনের একজন কমিশনার ছিলেন। কলিকাতা পোর্ট ট্রাষ্টেরও তিনি কিছুদিন সদস্য ছিলেন। শেষজীবনে তিনি কলিকাতার একজন অবৈতনিক প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। ব্যবসায়ী হইলেও তিনি যথেষ্ট নেতৃত্ব করিয়া গিয়াছেন। তিনি অনেকবার বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বারের ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং মাড়োয়ারী এসোসিয়েশনের সভাপতি হন। পি এণ্ড ও ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশনেরও তিনি একজন ডিরেক্টার ছিলেন। বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনেরও তিনি কিছুদিন ভাইস প্রেসিডেন্ট হন। ১৯১৬-১৭ সালে তিনি কলিকাতার শেরিফ ছিলেন।

স্যার হরিরাম শিবকিষণ দাঁস ষ্টেটের অন্যতম অংশীদার। তিনি জীবনে বহু দান করিয়া গিয়াছেন এবং অনেক জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ১৫ বৎসর পূর্বে স্যার হরিরাম ব্যবসা বাণিজ্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন।

---

২ জনের প্রাণদণ্ড ও ৬ জনের দ্বীপান্তর

বাঁকুড়া সদরপুরের দায়রা জজ মিঃ জনিষ্ট চ্যাপম্যান আই সি এস মহোদয় কুঞ্জলাল সিং সরদারের হত্যা সম্পর্কে অভিযুক্ত ফুলল সরদার, গোবিন্দ সরদার, চন্দ্রমোহন সরদার ও অপর পাঁচ জনের মধ্যে চন্দ্রমোহন সরদার ও গোবিন্দ সরদারকে প্রাণদণ্ডের এবং অপর ছয় জনকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ দিয়াছেন।

অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ, আসামী ফুলল, গোবিন্দ ও চন্দ্রমোহন সরদার থানার মালতী গ্রামের চাটোয়ালী চৌকিদার সরদারের পুত্র। ডেপুটি কমিশনার চৌকিদার সংখ্যাকে চাটোয়ালী হইতে বরখাস্ত করিয়া চাটোয়ালী পদ উক্ত গ্রামের কুঞ্জলাল সিং সরদারকে অর্পণ করেন। আসামী ফুলল ডেপুটি কমিশনারের নিকট আট পাইবার দরখাস্ত করিয়া ব্যর্থকাম হইলে বিভাগীয় কমিশনারের নিকট আপীল করে। ফুললের আবেদন মঞ্জুর হয়। কিন্তু রেভিনিউ বোর্ডের নিকট পালটা আপীলে কুঞ্জলালের পদ বহাল থাকে। ইহার কিছুদিন পরে গত ২৪শে সেপ্টেম্বর কুঞ্জলাল তাহার ভ্রাতাকে সঙ্গে লইয়া গ্রাম হইতে দেড় মাইল দূরে রেল ষ্টেশনে যাইবার কালে আসামীরা পথিমধ্যে তাহাকে টাঙ্গী, লাঠি ও অন্যবিধ মারাত্মক অস্ত্র লইয়া আক্রমণ করে। আসামীদের অস্ত্রাঘাতে পথিমধ্যেই কুঞ্জলাল নিহত হয়। কুঞ্জলালকে হত্যা করিয়া আসামীরা ঘটনাস্থল হইতে ২৪ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া পুরুলিয়ায় উপস্থিত হয়। আসামীদের গ্রেপ্তার করিয়া বিচারার্থ চালান দেওয়া হইলে আসামীরা অভিযোগ অস্বীকার করিয়া বলে ঘটনার বহু পূর্বে তাহারা পদব্রজে পুরুলিয়া রওনা হইয়াছিল। দায়রা জজ আসামীদের উক্তি অবিশ্বাস করিয়া তাহাদিগকে উপরিউক্তরূপ দণ্ডাদেশ প্রদান করিয়াছেন।

অজ্ঞান করিয়া টাকা আত্মসাতের চেষ্টা

হাওড়া রোডের মেনকাবালা দেবীকে ক্লোরোফর্মের সাহায্যে অজ্ঞান করিবার অভিযোগে আলীপুরের পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এস কে সেন বিশ্বনাথ দত্ত ও অপর দুইজন বাঙ্গালী যুবককে দায়রায় সোপর্দ্দ করিয়াছেন। আসামীদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আনা হইয়াছে।

অভিযোগে প্রকাশ, আসামীগণের সমগ্র ভারতে ভ্রমণ করিবার জন্য টাকার প্রয়োজন হয়। এই জন্য তাহারা কোনও সম্ভ্রান্ত-সম্পন্না স্ত্রীলোকের টাকা চুরি করিবার ষড়যন্ত্র করে। অতঃপর তাহারা মেনকার সর্বনাশ করাই স্থির করে। গত ৮ই নবেম্বর তিনজন আসামীই মেনকার বাড়ীতে যায় এবং তাহারা সকলেই ঘরের মেঝেতে বসে। বিশ্বনাথ মেনকাকে তক্তপোষে যাইয়া বসিতে বাধ্য করে। বিশ্বনাথ ও তার সঙ্গে ২ খানি বিছানার চাদর নেয়। গোপনে মনের কথা বলিবে এইরূপ ভাণ করিয়া সে বিছানার চাদর দ্বারা তাহাদের সর্বশরীর ঢাকিয়া ফেলে। অল্প কিছুক্ষণ পরেই মেনকা ক্লোরোফর্মের তীব্র গন্ধ অনুভব করে। সে বিশ্বনাথের কবল হইতে মুক্ত হইয়া বিছানায় যাইয়া বসে। বিশ্বনাথ ও অপর দুইজন আসামী তাহাকে বিছানায় ফেলিয়া মুখ চাপিয়া ধরে। তাহার গোঙানো শব্দে বাড়ীর অন্যান্য লোকজন আসিয়া পড়িলে আসামীগণ পলায়ন করে। একজন কনেষ্টবল ভোলাকে হাওড়া পার্কের নিকট গ্রেপ্তার করে। ভোলার জবানবন্দীর ফলে অপর আসামী দুইজনকে শিবপুরে তাহাদের বাড়ীতে গ্রেপ্তার করা হয়।

আসামীগণ সকলেই ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট স্বীকারোক্তি করিয়াছিল। বিচার কালে তাহারা ঐ স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করে।

প্রতারণার অভিযোগ

মিডেলটন রোডের কোম্বি ও ক্লাসিং মেসার্স ও এস মুখার্জিকে দুই বোতল হুইস্কী ও কয়েক টিন সিগারেট সম্পর্কে প্রতারণা করার অপরাধে আলীপুরের অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট রায় বাহাদুর এস এন ব্যানার্জি [illegible] নামক এক ব্যক্তিকে ৮ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

মামলার বিবরণে প্রকাশ, আসামী গোবরার মাহুলাদ রোডস্থ নিজের ক্লাব হইতে উক্ত কোম্পানীতে উক্ত দ্রব্যাদি পাঠাইতে টেলিফোন করে এবং বলে যে, মাল দিবার সঙ্গে সঙ্গেই সে মূল্য দিয়া দিবে। এতদনুসারে পিয়ন মারফৎ উক্ত দ্রব্যাদি আসামীর নিকট প্রেরণ করা হয়। পিয়ন পৌঁছিলে আসামী তাহাকে জিজ্ঞাসা করে যে, ৩ বোতল হুইস্কী আনিতে বলা সত্ত্বেও সে কেন দুই বোতল লইয়া আসিয়াছে। সে পিয়নকে আর এক বোতল আনিতে বলে। পিয়ন আসামীর নিকট উক্ত দ্রব্যাদি রাখিয়া যাইতে প্রত্যাবর্তন করে এবং আসামীর কথামত আর এক বোতল হুইস্কী লইয়া যায়; কিন্তু ফিরিয়া গিয়া আসামীকে আর দেখিতে পায় না। পরে আসামীকে এলেনবী ষ্ট্রীটে ধৃত করা হয়।

চাঞ্চল্যকর ব্যাঙ্ক প্রতারণার মামলা

শ্রীমতী জলবাই পেটিটের উত্তমর্ণ, ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়াকে, প্রবঞ্চনা পূর্ব্বক কতকগুলি অলঙ্কার গোপন করিয়া প্রতারণা করার অভিযোগে শ্রীমতী জলবাই পেটিট, শ্রীমতী দীনবাই পেটিট এবং শ্রীযুত পি বি পেটিট অভিযুক্ত হন। প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীদিগকে অভিযোগের দায় হইতে অব্যাহতি দিয়াছেন। ম্যাজিষ্ট্রেট এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, সন্দেহবশে এই অভিযোগ দায়ের করা হয়। কিন্তু আসামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করিবার মত বিশ্বাসযোগ্য কোন প্রমাণ নাই। এই মামলায় সহরে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।

ব্যাঙ্কের ম্যানেজার মিঃ এ জি গ্রে গত ১৯৩৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে এই মামলা দায়ের করেন। অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ, অলঙ্কারগুলির মধ্যে বর্ত্তমান-যোগ্য তাহার ১ লক্ষ ৩০ হাজার ১৭৫ টাকা মূল্যের অলঙ্কারাদি প্রথম আসামী গোপন করে এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় আসামী এ কার্য্যে প্রথম আসামীকে সহায়তা করে।

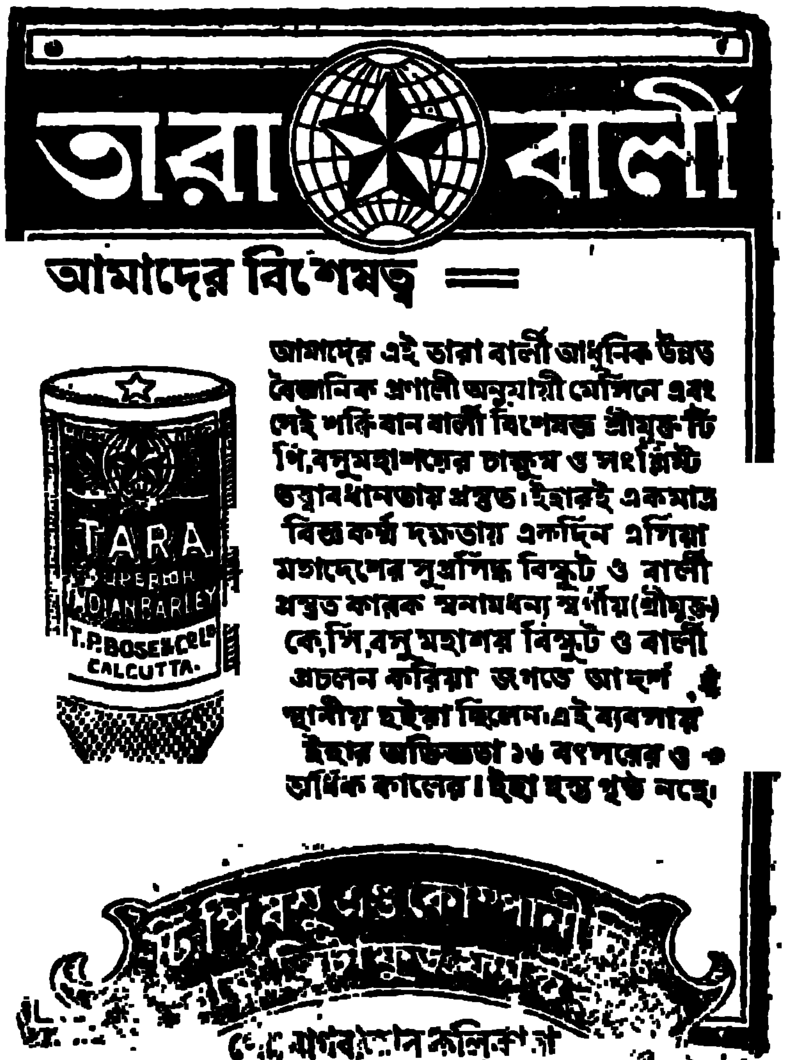

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

— পারমার্থিক পত্র —

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

[illegible]

১০ম বর্ষ } ১৪ গোবিন্দ গৌরাব্দ ৪৪৮, ২০শে ফাল্গুন বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ৪ঠা মার্চ্চ ইং ১৯৩৫ সোমবার ৫ম সংখ্যা

পরিক্রমার আহ্বান

আগামী ২৭শে ফাল্গুন ১১ই মার্চ্চ সোমবার হইতে শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা আরম্ভ হইবে। পাঠকগণ বোধ হয় অবগত আছেন, নয়টী দ্বীপ লইয়া নবদ্বীপ। ভক্তি-রত্নাকর-পাঠে জানা যায়, গঙ্গার পূর্ব্বপারে অন্তর্দ্বীপ শ্রীধাম মায়াপুর, সীমন্তদ্বীপ, গোদ্রুমদ্বীপ ও মধ্যদ্বীপ—এই দ্বীপচতুষ্টয়; গঙ্গার পশ্চিমপারে কোলদ্বীপ, ঋতুদ্বীপ, জহ্নুদ্বীপ, মোদদ্রুমদ্বীপ ও রুদ্রদ্বীপ—এই দ্বীপপঞ্চক। "সবে মাত্র গঙ্গার নদীয়ার কুলিয়ার" এই বাক্যে আমরা জানিতে পারি, গঙ্গার এক পারে প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম মায়াপুর এবং অপর পারে কুলিয়া বা কোলদ্বীপ। শ্রীধাম মায়াপুর যখন গঙ্গার পূর্ব্বপারে, তখন কোলদ্বীপ যে পশ্চিমপারে অবস্থিত ছিলেন কোনও সন্দেহ নাই।

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার ও শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-ধাম-প্রচারিণী সভার উদ্যোগে প্রতি বৎসর গৌরপূর্ণিমার নয় দিবস পূর্ব্ব হইতে আরম্ভ করিয়া নয় দিনে নয়টী দ্বীপে যে পরিক্রমা করা হয় তাহাতে যাত্রিগণের বাসস্থানের, প্রসাদাদি পাইবার, একস্থান হইতে অন্যস্থানে বিছানাদি লইয়া যাইবার, প্রত্যেক দ্বীপের মাহাত্ম্য এবং ভক্তিগ্রন্থ পাঠ ও বক্তৃতা-শ্রবণের, ছায়াচিত্র যোগে প্রদর্শিত ভগবল্লীলাদি দর্শনের কি-প্রকার সুন্দর বন্দোবস্ত হয়, তাহা যাঁহারা পরিক্রমায় যোগদান করেন, তাঁহারা বিশেষরূপে অবগত আছেন। পরিক্রমার সঙ্গে সঙ্গে পানীয় জলের এবং পরিক্রমার পথ কিছু দীর্ঘ হইলে জলযোগেরও সুন্দর বন্দোবস্ত থাকে। এবার পরিক্রমা ২৭শে ফাল্গুন হইতে আরম্ভ হইয়া ৫ই চৈত্র শেষ হইবে।

আগামী ৬ই চৈত্র হইতে ৮ই চৈত্র পর্য্যন্ত দিবসত্রয় শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীযোগপীঠে শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসব হইবে। এতদুপলক্ষে সহস্র সহস্র ব্যক্তিকে মহাপ্রসাদ প্রদান করা হয়। এই সময় শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভার অধিবেশনে সেবকগণের সেবাদি বিচার করিয়া তাঁহাদিগকে বহুমান প্রদান করা হয়। পরিক্রমা ও গৌরপূর্ণিমা উপলক্ষে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীচৈতন্য-ভাগবত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি ভক্তিগ্রন্থ-সমূহের পাঠ ও ব্যাখ্যা এবং পরমার্থতত্ত্ব-সম্বন্ধে আচারবান্ প্রচারকগণের সুসিদ্ধান্ত-পূর্ণ বক্তৃতাশ্রবণের সুবর্ণ-সুযোগ উপস্থিত হয়।

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের নাম, ধাম ও কাম— জগতের অপ্রাকৃত বস্তুগণকে শ্রীগৌর-ধামদর্শনের মুখ্য উদ্দেশ্য। নতুবা "তীর্থ-যাত্রা পরিশ্রম, কেবল মনের ভ্রম।" মনের ভ্রমে পতিত না হইয়া আত্মমঙ্গললাভই যাঁহাদের জীবনের উদ্দেশ্য, অপর কথায় যাঁহারা আত্মঘাতী না হইয়া নৃদেহরূপ সুদুর্লভ নৌকা প্রকৃত সাধুগুরু কর্ণধারের পরিচালনে নিযুক্ত করিয়া সংসারসমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হইতে বাসনা করেন তাঁহাদের এই পরিক্রমায় যোগদান অবশ্য কর্ত্তব্য। এই কর্ত্তব্য জানাইবার জন্যই মহাজন শ্রীঠাকুর গাহিয়াছেন—

"গৌর আমার, যে সব স্থানে
করল ভ্রমণ রঙ্গে।
সে-সব স্থান হেরব আমি
প্রণয়ি-ভকত-সঙ্গে॥"

গৌরপ্রণয়ী ভক্তগণের সহিত সহস্র সহস্র ব্যক্তির এক সঙ্গে গৌরধাম শ্রীনব-দ্বীপের নয়টী দ্বীপই পরিক্রমার সুযোগ শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার উদ্যোগের পূর্ব্বে আর কখনও হইয়াছে বলিয়া আমরা ইতিহাসে দেখিতে পাই না। এমন কি কাহারও নিকট এ বিষয়টী শুনাও যায় না।

মেদিনীপুরে প্রচার

শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ গত ২৮শে মাঘ সোমবার হইতে মেদিনীপুর জেলার ডিহল নিবাসী কবিরাজ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র হড় মহাশয়ের ভবনে সপ্তাহাধিক কাল শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পাঠ এবং তাহাতে বক্তৃতা প্রদান করেন। প্রত্যহ প্রায় ২ শত শ্রোতা মনোযোগ সহকারে শ্রীচৈতন্যবাণী শ্রবণ করিতেন। শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ আবির্ভাব-তিথিতে শ্রীযুক্ত সতীশ বাবুর আগ্রহে একটী মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। ঐ দিবস সন্ধ্যায় শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী ভক্তিভূষণ মহাশয় এবং স্বামীজী মহারাজ শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-তত্ত্ব সম্বন্ধে অতি প্রাঞ্জলভাবে তত্ত্বপূর্ণ সারগর্ভ ব্যাখ্যা ও শাস্ত্রযুক্তিমূলক বক্তৃতা প্রদান করেন। সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলী স্বামীজীর শ্রীমুখে সুসিদ্ধান্তপূর্ণ চৈতন্যবাণী শ্রবণে অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত সতীশ বাবু ও তাঁহার ভ্রাতা শ্রীযুক্ত হরিশ বাবু স্বামীজীর নিকট প্রত্যহ প্রাতে শ্রীমদ্ভাগবতের অপূর্ব্ব সুসিদ্ধান্তপূর্ণ ব্যাখ্যা-শ্রবণে আকৃষ্ট হইয়া মঠের প্রচারবৈশিষ্ট্যের শত শত প্রশংসা করেন। বাণীসেবা প্রচারে ডাক্তার শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্র নাথ গুপ্ত মহাশয়ের উৎসাহ প্রশংসনীয়। ইঁহারই আগ্রহাতিশয্যে স্বামীজী সপরিকরে তাঁহার ভবনে অষ্টাহকাল পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-আবির্ভাব-দিবস প্রায় ৩ শত ব্যক্তিকে ভগবৎপ্রসাদ প্রদান করা হইয়াছে। সতীশ বাবু ও তাঁহার ভ্রাতৃগণের মহাপ্রভুর বাণীপ্রচারে উৎসাহ বিশেষ প্রশংসার্হ।

শ্রীরামানন্দ গৌড়ীয়মঠে শ্রীব্যাসপূজা

গত ১১ই ফাল্গুন শ্রীব্যাসপূজা বা শ্রীগুরু-পাদপদ্ম-পূজা শ্রীমন্মহাপ্রভুর ও রায় রামানন্দের মিলন স্থলী গোদাবরীর কভুরে অবস্থিত শ্রীরামানন্দ গৌড়ীয়মঠে যথাবিধানে সুসম্পন্ন হইয়া সজ্জনগণের অপরিসীম আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছে। এই উপলক্ষে শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্য সুশোভিত উচ্চাসনের উপর স্থাপন করিয়া বিবিধ নৈবেদ্যের পুষ্পাদি দ্বারা বিশেষ-ভাবে সজ্জিত করা হইয়াছিল। স্থানীয় ভক্তবৃন্দ আসিয়া শ্রীমঠের অঙ্গন নয়ন-রঞ্জনকর আলিম্পনা দ্বারা নানাভাবে অঙ্কিত করিয়াছিলেন।

পূর্ব্বাহ্ণ বেলা ১০ ঘটিকার সময় [illegible] শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া প্রদক্ষিণ করিয়াছিলেন। বেলা ১২ ঘটিকার সময় প্রায় [illegible] মহাপ্রসাদ সম্মান করিয়াছিলেন।

[illegible]

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৪ গোবিন্দ শ্রীগৌর সম্বৎ ৪৪৮

বৈচিত্র্য

গমন, অভিগমন ও অভিযান

স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ অদ্বয়জ্ঞান বস্তু হইলেও তাঁহার অবতারাবলী বা স্বরূপশক্তিগণের মধ্যে লীলাবৈচিত্র্য বা ভক্তিপথোদ্দিষ্ট ব্যবহারের মধ্যে বিচিত্রতা নিত্য বর্তমান। গুরুকৃপায় অনর্থনিবৃত্ত হইতে না পারিলে এ সব বৈচিত্র্য জীবের উপলব্ধির বিষয় হয় না, নব নব চিন্ময়ী বিচিত্রতা তাঁহাকে নিত্য নূতন-ভাবে আকৃষ্ট করিতে পারে না। বৈচিত্র্য-মাধুর্যে আকৃষ্ট হইলেই জীব নিত্যকালই কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুদেবের পশ্চাতে সতত থাকিয়া অনুশীলন করিতে পারেন। পারমার্থিক পথে গমন, অভিগমন ও অভিযান— এই তিনটী শব্দ দেখিতে পাই। প্রত্যাগমনের আশা হৃদয়ে রাখিয়া যে শ্রীগুরুপাদপদ্মে আশ্রয়গ্রহণের কথা তাহাই গমন। অমনোযোগযুক্ত ব্যক্তি যদি ভোগবিলাসরূপ অনর্থকে অনর্থ জানিয়া তাহাকে নিন্দা করিতে করিতে অনিচ্ছা-সত্ত্বে ভোগ করেন এবং অভিগমনের জন্য আগু, আগ্রহান্বিত ও দৃঢ়ব্রত হন তাহা হইলে প্রত্যাগমনহীন অভিগমন করিবার ক্ষমতা ভক্তবৎসল শ্রীগুরুদেব চরম জীবগণকে নিশ্চয় দিবেন। কিন্তু যদি আমরা সকামই হইয়া অভিগমনের কথা বিস্মৃত হই তাহা হইলে আমরা গুরুত্যাগী না হইয়া গুরুত্যক্ত হইয়া যাইব এবং কখনো মুক্ত না হইয়া বস্তুতঃ সংসারে গমনাগমনই আমাদের ভাগ্যফল হইয়া দাঁড়াইবে। সেইজন্য শাস্ত্র "তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ"—এই বেদ অবতারণ করিয়াছেন। অভিগমন না করিলে গীতোক্ত ভগবদাদেশ "প্রণিপাত পরিপ্রশ্ন ও সেবা এর" রীতি পালন না করিলে ভগবদাজ্ঞা অবহেলা করা হেতু আমাদিগকে অপরাধী হইতে হইবে। অভিগমন না হইলে যে বস্তুর আস্বাদ হইতে পারে না তাহা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বাণীতে তাহা আমরা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি। সুতরাং গুরুপাদপদ্মে আসিবার একটা আহা'কার না করিয়া বা কেবলমাত্র সম্বন্ধ না হইয়া নিত্য প্রত্যাগমী নিত্যসঙ্গী শ্রীগুরুপাদপদ্মকে জীবনের একমাত্র বন্ধু ও সখারূপে জানিয়া তাঁহার সঙ্গী হইবার জন্য উদ্গ্রীব হওয়া বা তাঁহার সহিত রসে ফিরিয়া যাইবার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়া তাঁহার নিকট সতত বাস করিবার নিমিত্ত দৃঢ়তার সহিত সতত হৃদয়ে পোষণ করা যে বিশেষ প্রয়োজন তাহাতে আর সন্দেহ নাই। জীব চেতন বলিয়া গতিহীন হইয়া থাকিতে পারে না। সে হয় অসাধুসঙ্গে গমন, অভিগমন ও সংসারাভিযানে ব্যস্ত হইবে, না হয় সে সাধুসঙ্গে গমন, অভিগমন ও প্রত্যভিযানরূপ পরমমঙ্গলপথে অগ্রসর হইয়া গুরুবৈষ্ণবের প্রীতিবিধানে তৎপরতা-প্রদর্শনমুখে গমন করিতে করিতে সেই সেবানন্দের কথা বা আনন্দলীলাময়বিগ্রহের কথা অনন্তমুখে কীর্ত্তন করিবার জন্য ব্যাকুল হইবে।

ভজনীয় বস্তু যেখানে বিরাজিত সেখানেই ভজন আরম্ভ এবং সাধুসঙ্গে ভজন করিতে করিতে অনর্থানুবৃত্তির পর নিষ্ঠার সহিত অনুশীলনে অদম্য উৎসাহ জীবহৃদয়ে পরিলক্ষিত হয়। এই অনুশীলনের কথায় গৌড়ীয়মঠাচার্যের আসাতিথ্যানী গৌড়ীয়মঠবাসিগণের মুখে সতত কীর্ত্তিত ও বহুত। যেখানে গমনের কথা সেখানে শুধু শ্রবণ হয় নাই। অথচ শ্রীগুরুমুখপদ্ম বাণীতে কিঞ্চিৎ আকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য জীবের হইলেও শ্রবণের মুখ্য উদ্দেশ্য বা শুধু শ্রবণ-ক্ষেত্র বিষয়গুলি হৃদয়ে ধারণ করিবার যোগ্যতা গুরুপাদপদ্মে গমনাভিমানী থাকিলে হয় নাই। এমতাবস্থায় যে কীর্ত্তনাভাব তাহাতে নিজের ও অপরের মঙ্গল হয় না পরন্তু তাহাতে মনের একটু তৃপ্তি হয় মাত্র। শ্রীগুরুপাদপদ্মের কথা শুদ্ধভাবে শ্রবণ করিয়াছেন যাঁহারা —শ্রীগুরুপাদপদ্মে অভিগমন করিয়াছেন যাঁহারা, শ্রীগুরুপাদপদ্মের বাণীকে হৃদয়ে ধরিয়া অভাচরণে যত্ন করেন যাঁহারা, সেই শ্রোতাগণই প্রকৃত কীর্ত্তনাধিকারী। সেইজন্য শাস্ত্র পরোপকারমুখে ধর্মসাধন করিবার কথা না বলিয়া 'জন্ম সার্থক করি' কর পর উপকার' এ কথা নির্দেশ করিয়াছেন।

গমন, অভিগমন ও অভিযান—এই তিনটী ক্রমোন্নতির পথে চৌদিকে দৃষ্টি রাখা প্রত্যেকেরই উচিত। এতদ্বিষয়ে উদাসীন হইলে আত্মার নিত্য গতি বিপরীতমুখী হইয়া অসুবিধা ঘটাইবে। আত্মা যখন চেতন তখন সে সেবাচিন্তা অথবা ভোগচিন্তা না করিয়া থাকিতে পারে না। সুতরাং বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ জীবন প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হওয়া বা "মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীরপাতন" ব্রতে দৃঢ় হইয়া গুরুকৃপা ভিক্ষা করিতে করিতে আত্মোৎকর্ষ লাভ বা অপ্রতিহতা সেবা-প্রবৃত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইবার যত্ন করিবেন, ইহাই নিবেদন।

প্রভুপাদের একষষ্টিতম প্রকট বাসরে

"প্রণতি প্রসূনাঞ্জলি"

(১)

ধরণের প্রতি হেরি', শচীসুত গৌরহরি,
আবেশিলা নিজ-প্রিয়জনে ॥
আসিবারে অবনীতে, পাপী সব উদ্ধারিতে,
সঙ্গে করি' আপনার গণে ॥

(২)

সে আদেশ শিরে ধরি', শাস্ত্রবাক্য সত্য করি'
প্রভু মোর কৃপা-অবতার।
উৎকলের পুত স্থলে, শুভক্ষণে, শুভলগ্নে,
প্রকটিলা লীলা আপনার ॥

(৩)

বিদ্যাসিন্ধু মহাজন, নিত্য গৌর-নিজজন,
জীবক্লেশ ঘুচা'বার তরে।
ত্যজি' গোলোকের বাস,সঙ্গে ল'য়ে নিজদাস,
আইলেন ধরণীর পরে ॥

(৪)

করুণার অবতার, পূর্ণতার পারাবার,
জীব-ক্লেশে সদা দুঃখচিত।
স্পৃহাহীন, নিষ্কিঞ্চন, তৃণ সম, নিরঞ্জন,
সদাবিদ্যা যাঁ'র অনুগত ॥

(৫)

সর্ব সংশয়ের ছেত্তা, সকল তত্ত্বের বেত্তা,
নিরুপম পাণ্ডিত্য সব।
সদয় হইয়া জীবে, অবতরি' এই ভবে,
নিবারিছে মায়া-মোহ ভব ॥

(৬)

বাগ্-বেগ, ক্রোধ-বেগ, রসনার লোলুপবেগ,
এই সব আদি যাঁ'র পাশ।
আসিতে না পারে কভু,এ হেন আমা'র প্রভু,
পাপ তাপ করিতেছে নাশ ॥

(৭)

পর দুঃখে দুঃখী হ'য়ে জীবোদ্ধার-ব্রত ল'য়ে,
জীবের কল্যাণ করি' সার।
আসমুদ্র হিমালয়ে নিজ-জন পাঠাইয়ে,
শুদ্ধভক্তি করিছে প্রচার ॥

(৮)

সমুদ্রের পরপারে, কত দেশ-দেশান্তরে,
শীঘ্র জয় করিয়া সেবন।
গৌরাঙ্গের প্রেমবাণী, সুতত্ত্ব উজ্জ্বল মণি
করিতেছে সদা বিতরণ ॥

(৯)

সুদূর পাশ্চাত্য দেশে, বসিয়া যাঁহার বোধে,
শুনিয়া সে বারতা অপূর্ব।
কভু যাহা শুনে নাই, তাহার তুলনা নাই,
জড় গর্ব যাতে হৈল খর্ব ॥

(১০)

ভারতের পূর্ব পাশে, সুপ্রাচীন ব্রহ্মদেশে,
নিত্যসিদ্ধ-সন্ন্যাসী মহাজন।
প্রেমের পতাকা ল'য়ে, ভক্ত'রা প্রচারিয়ে,
যাঁ'র বাণী বোধে জনগণ ॥

(১১)

ভারতের প্রতি ক্ষেত্রে, নগরীতে, দেব-মন্দিরে,
প্রচারক যাঁ'র অনুক্ষণ।
শ্রীগৌরাঙ্গের জয়, যাঁ'র পূর্ণানন্দময়,
অবিরত করিছে কীর্ত্তন।

(১২)

তাঁহার সে পুণ্যকীর্তি, ঘোষিতে যাহার আর্ত্তি,
পাইত অবধি নাম তাঁ'র।
সহজ-আনন্দ নাম, অকিঞ্চিৎ যা'র কাম,
কৃপা-কণা সদা মাগে তাঁ'র ॥

—শ্রীসদানন্দ দাস

বিরাট্ নগর-সংকীর্তন

চটকপর্বতে

শ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসবের দ্বিতীয় দিবস প্রাতঃকালে ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে সমবেত শত শত ভক্তসহ পুরী শ্রীপুরুষোত্তম-মঠ হইতে এক বিরাট্ নগর-সংকীর্তন বহির্গত হয়। এই সংকীর্তনসহ মহাত্মা-কীর্তন-সহযোগে শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের সমাধি প্রদক্ষিণ পূর্বক শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্ম অনুসরণক্রমে যখন লীলাভূমির সমীপবর্তী রাজপথ দিয়া চটক-পর্বতাভিমুখে গমন করিতেছিলেন, তৎকালীন দৃশ্য অতি চমৎকার হইয়াছিল। ভক্তগণের খোল-করতালাদি মাঙ্গলিক বাদ্য-সহযোগে সুধাবর্ষী নাম সংকীর্তন-শ্রবণে দীন মহোদধি যেন অতিমাত্রায় ভাবপ্লাবিত হইয়া তরঙ্গমালাসহ হরিদাসগণের সমাধিভাবে অভিনিবিষ্ট করিতেছিলেন। যাঁহাদের সংস্পর্শে সুখিত অবিরল প্রবলবেগে প্রবাহিত হইয়া হরিসংকীর্তনের নিত্যমঙ্গল-যাত্রা দিকে দিকে আমন্ত্রণে বহন করিতেছিল। শ্রীল প্রভুপাদকে অগ্রণী করিয়া ভক্তগণ চটক পর্বতে উপস্থিত হইলে মহোপদেশক শ্রীপাদ প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার মহোদয় তাঁহার স্বভাবসুলভ মধুস্রাবী কণ্ঠস্বরে কীর্তন করিতে লাগিলেন—

"বন দেখি' ভ্রম হয় এই বৃন্দাবন।
শৈল দেখি' মনে হয় এই গোবর্দ্ধন ॥
যাঁহা নদী দেখে তাঁহা মানয়ে কালিন্দী।
মহাপ্রেমাবেশে নাচে প্রভু পড়ে কান্দি' ॥"

মহাপ্রভুর বিপ্রলম্ভ-ক্ষেত্র শ্রীচটক পর্বতে ভক্তগণ ভাবাবেশমনচিত্তে ঐ সংকীর্তন করিতে লাগিলেন। তদনন্তর তাঁহারা শ্রীপাদ প্রণবানন্দ প্রভুর সুললিতকণ্ঠে আরও কীর্তন করিতে লাগিলেন—

'কাঁহা মোর প্রাণনাথ মুরলীবদন।
কাঁহা করোঁ, কাঁহা পাঙ ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥
কাহারে কহিব, কেবা জানে মোর দুঃখ।
ব্রজেন্দ্রনন্দন বিনা ফাটে মোর বুক ॥"

পাঠকগণের বোধ হয় মনে আছে, এই স্থানেই পুরুষোত্তমমঠের সেবকগণ শ্রীব্যাসপূজা বন্দনা রচনা করিয়াছেন।

টোটা-গোপীনাথের মন্দিরে

তৎপর ভক্তগণ সংকীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্ম অনুসরণক্রমে এই স্থান হইতে শ্রীগোপীনাথের মন্দিরে উপস্থিত হন। গৌড়ীয় শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী প্রভু এই গোপীনাথের সেবা করিতেন। গদাধরের প্রাণনাথ শ্রীগৌরাঙ্গই যে মাধুর্য্য-লীলায় শ্রীগোপীনাথ, তাহা তিনি এই স্থানেই প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ভক্তবৃন্দ শ্রীল প্রভুপাদের অনুসরণক্রমে সাষ্টাঙ্গে শ্রীগোপীনাথের পাদপদ্মে প্রণতি জ্ঞাপন করিয়া আচার্য্যপ্রবরের পশ্চাতে উপবেশন করিলেন। এই স্থানে শ্রীপাদ প্রণবানন্দ প্রভু "মুরলীবদন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ" প্রভৃতি পদ কীর্ত্তন করেন। তৎপর শ্রীপাদ বাসুদেব প্রভুর মূল গায়কত্বে "গোপীনাথ মম নিবেদন শুন" এই প্রার্থনামূলক গীতি কীর্ত্তিত হয়। এই সময় শ্রীশ্রীগোপীনাথের পূজারী গোপীনাথের প্রসাদী পুষ্প-মালিকা আনিয়া শ্রীল প্রভুপাদের ও তৎপরে শ্রীপাদ বাসুদেবপ্রভুর গলে প্রদান করেন। এতদ্ব্যতীত তিনি সুবর্ণোপবীত একটী মালিকা প্রদান করিয়াছিলেন। শ্রীপাদ বাসুদেবপ্রভুর কীর্ত্তনসময়ে শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীবদনে যে মহাভাববাঞ্জক মূর্ত্তি প্রকাশ পাইয়াছিল, তদ্দর্শনে দর্শকমাত্রেরই হৃদয় ভক্তিরসে আপ্লুত হইয়াছিল।

যমেশ্বর টোটায়

গোপীনাথের মন্দির হইতে ভক্তগণ শ্রীল প্রভুপাদের অনুসরণক্রমে 'যমেশ্বর-টোটা' বলিয়া কথিত স্থানে গমন করেন। 'টোটা'-শব্দের অর্থ বাগান। এই 'যমেশ্বর টোটা' পুরী শ্রীমন্দিরের দক্ষিণপশ্চিম কোণে বালুকাময় ভূমিতে অবস্থিত। এই স্থানে মহাপ্রভু শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীকে বাসস্থান প্রদান করিয়াছিলেন। যথা—

"গদাধর পণ্ডিত রহিলা প্রভু-পাশে।
যমেশ্বরে প্রভু যাঁরে করাইলা আবাসে॥"

শ্রীল গদাধর পণ্ডিত যমেশ্বর টোটায় অবস্থান করিয়া শ্রীগোপীনাথের ও শ্রীমহাপ্রভুর সেবায় আবিষ্ট থাকিতেন। এই স্থানে মহাপ্রভুর ভিক্ষাগ্রহণ সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলিতেছেন—

"টোটা যাবে প্রভু যমেশ্বর টোটা আইলা।
ভক্ত-অনুরোধে তাহা ভিক্ষা যে করিলা॥"

এই টোটাভিমুখে গমনকালেই এক সময় মহাপ্রভু শ্রীজগন্নাথদেবের সেবিকা দেবদাসীগণের গুর্জ্জরীরাগিণীতে "গীত গোবিন্দে"র পদসমূহ কীর্ত্তন করিতে শ্রবণ করিয়া আবেশাবস্থায়, কে এই কীর্ত্তন করিতেছেন তাহা জানিতে না পারিয়া, তাঁহাকে আলিঙ্গন করিবার জন্য কীর্ত্তনকারিণীর অভিমুখে প্রধাবিত হইয়াছিলেন; কিন্তু তদীয় সেবক গোবিন্দ তাঁহাকে "স্ত্রী-লোক কীর্ত্তন করিতেছেন," তাহা নিবেদন করিলেন। তচ্ছ্রবণে মহাপ্রভুর বাহ্যদশা হইল, তিনি প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এবং গোবিন্দকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া বলিলেন,—

* * "গোবিন্দ, আজি রাখিলা জীবন।
স্ত্রী-পরশ হইলে আমার হইত মরণ॥
এ ঋণ শোধিতে আমি নারিমু তোমার॥"

যমেশ্বর টোটার পূজারী সপার্ষদ শ্রীল প্রভুপাদকে মন্দিরাভ্যন্তরে লইয়া গেলেন। অতি নিম্নদেশে পাতালপ্রদেশে হরিহরবিগ্রহ রহিয়াছেন। তিনটী নিবিড় অন্ধকারে আচ্ছন্ন। প্রদীপ ব্যতীত তথায় যাইবার সম্ভাবনা নাই। পূজারী মহাশয় পথপ্রদর্শক হইয়া আলোসহ গমন করিয়াছিলেন। এই স্থানে বিগ্রহ দর্শন করিয়া সপার্ষদ শ্রীল প্রভুপাদ গোপেশ্বর শিবের স্তব করিতে লাগিলেন,—

বৃন্দাবনাবনিপতে জয় সোম-সোম-
মৌলে সনন্দন-সনাতন-নারদেড্য।
গোপেশ্বর ব্রজবিলাসি-যুগাঙ্ঘ্রিপদ্মে
প্রীতিং প্রযচ্ছ নিতরাং নিরুপাধিকাং মে॥

[হে বৃন্দাবনাবনিপতে! হে উমাপতি সোমমৌলে! হে সনন্দন-সনাতন নারদ-পূজ্য! হে গোপেশ্বর! ব্রজবিলাসী রাধাকৃষ্ণের পাদপদ্মে নিরুপাধিপ্রেম আমাকে প্রদান করুন।]

হনুমান খুটিয়ার গৃহে

যমেশ্বর টোটা হইতে শ্রীল প্রভুপাদ সংকীর্ত্তনসহ সহ শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের বিশিষ্ট পাণ্ডা পরমভাগবত শ্রীযুক্ত হনুমান খুটিয়া মহাশয়ের বিশেষ অনুরোধে তাঁহার গৃহে শুভবিজয় করেন। তথায় শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের অর্চ্চাবিগ্রহ রহিয়াছেন।

শ্রীল প্রভুপাদ ও অনুসরণকারী ভক্তগণ শ্রীবিগ্রহ সম্মুখে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া নির্দ্দিষ্টস্থানে উপবেশন করিলেন। ভক্তগণ আনন্দে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের জয়ধ্বনি প্রদান করিয়া খুটিয়া মহাশয়ের ভাগ্যের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। খুটিয়া মহাশয় তাঁহার গৃহে সযত্নে শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্য ও তৎপ্রদত্ত প্রসাদ-পত্র সংরক্ষণ করিয়াছেন। খুটিয়া মহাশয়, তাঁহার জননী ও তাঁহার স্ত্রী শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্ম বন্দনা করিলেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শুদ্ধভক্তিপ্রচারের জন্য পুরীতে যাহা যাহা করিয়াছিলেন তৎসম্বন্ধে খুটিয়া মহাশয় আমাদের নিকট কিছু কিছু বলিলেন—

পুরীগোসাঞির কূপ

শ্রীযুক্ত হনুমান খুটিয়া মহাশয়ের গৃহ হইতে শ্রীল প্রভুপাদ ভক্তবৃন্দসহ "পুরী-গোসাঞির কূপ" দর্শনার্থে গমন করিলেন। শ্রীচৈতন্যভাগবতের পাঠকগণ অবগত আছেন, এই কূপ শ্রীপাদ পরমানন্দপুরী কর্ত্তৃক খনিত হইয়াছিল। পুরী গোঁসাই তিরুতদেশে বিপ্রবংশে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদের শিষ্য। এই সম্পর্কে মহাপ্রভু তাঁহাকে গুরুবুদ্ধিতে দেখিতেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পুরী গোস্বামীকে ভক্তিকল্পবৃক্ষের মধ্যমূলরূপে বর্ণন করা হইয়াছে। তিনি মহাপ্রভুর পরম প্রিয়পাত্র। যথা—

"সন্ন্যাসীর মধ্যে ঈশ্বরের প্রিয়পাত্র।
আর নাহি এক পুরী গোসাঞি সে মাত্র॥
দামোদর স্বরূপ পরমানন্দ পুরী।
সন্ন্যাসীপার্ষদ এই দুই অধিকারী॥"

অন্যত্র পুরীগোসাঞি সম্বন্ধে মহাপ্রভুর উক্তি—

"প্রভু বলে,—আমি যে আছিয়ে
পৃথিবীতে।
নিশ্চয় জানিহ পুরী গোসাঞির প্রীতে॥"

পুরী গোসাঞির কূপ শ্রীপাদ পরমানন্দ পুরীকর্ত্তৃক শ্রীজগন্নাথমন্দিরের পশ্চিম দিকে তদীয় মঠে খনিত হইয়াছিল। বর্ত্তমান কাল ৩০ চৈতন্যাব্দ বলিয়া একটী প্রস্তরফলক দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমতঃ এই কূপের জল ভাল ছিল না। পরে মহাপ্রভুর ইচ্ছায় উক্ত জল পরম পবিত্র ও সুপেয় হয়। এই কূপের জন্য মহাপ্রভু নিম্নলিখিত প্রার্থনা-জ্ঞাপনের লীলাভিনয় করিয়াছিলেন—

"মহাপ্রভু জগন্নাথ মোরে দেহ এই বর।
গঙ্গা প্রবেশুক এই কূপের ভিতর॥"

উক্ত কূপের জল-মাহাত্ম্য-সম্বন্ধে মহাপ্রভু ভক্তগণকে বলিলেন—

* * "শোনহ সকল ভক্তগণ।
এই কূপের জলে যে করিবে স্নানপান॥
সত্য সত্য হ'বে তা'র গঙ্গাস্নানফল।
কৃষ্ণভক্তি হইবে তা'র পরম নির্ম্মল॥"

বর্ত্তমানেও গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ মহাপ্রভুর বাণী শিরোধার্য্য করিয়া যাবতীয় শুভকার্য্য পুরীগোসাঞির কূপের পরম পবিত্র জলদ্বারা সম্পন্ন করেন

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁহার শিষ্যা কৃপাসিনী দাসীর অর্থে ৩০ বৎসর পূর্ব্বে ৪১৮ চৈতন্যাব্দে এই কূপটীর সংস্কার-সাধন করিয়াছেন। সংকীর্ত্তনমণ্ডলী মহা-প্রেমে কীর্ত্তন করিতে করিতে কূপটী পরিক্রমা করিলেন এবং শ্রীল প্রভুপাদের অনুসরণে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া জল মস্তকে ধারণ করিয়া পান করিলেন। এই স্থানেও "মুরলীবদন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ" প্রভৃতি পদ কীর্ত্তন হইয়াছিল।

প্রভুপাদের আবির্ভাব গৃহে

সংকীর্ত্তনমণ্ডলী মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিতে করিতে পুরীগোসাঞির কূপ হইতে শ্রীল প্রভুপাদ যে গৃহে প্রকট-লীলাভিনয় করিয়াছিলেন তথায় গমন করেন। উক্ত গৃহটী শ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরের অনতিদূরে এবং রথযাত্রায় যে সুপ্রশস্ত রাজপথদ্বারা শ্রীজগন্নাথ নীলাচল হইতে সুন্দরাচলে গমন করেন, তাহারই পার্শ্বে বড়দাণ্ড নামক স্থানে অবস্থিত। আমরা শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মধ্যমা কন্যার নিকট শ্রবণ করিয়াছি, আবির্ভাব-সময়ে আমাদের আলোচ্য শিশু-রূপী মহাপুরুষের যজ্ঞসূত্র ঠিক উপবীতাকারে লম্বিত ছিল। আমাদের অপ্রাকৃত শিশুর রুচি-পরীক্ষার জন্য বিবিধ দ্রব্য তাঁহার নিকট উপস্থাপিত হইলে তিনি শ্রীমদ্ভাগবতে হস্তপ্রদানপূর্ব্বক কি উদ্দেশ্যে আবির্ভূত হইয়াছেন তাহার ইঙ্গিত শৈশবেই প্রদান করিয়াছিলেন। রথযাত্রার সময় শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাব-গৃহের সম্মুখে শ্রীজগন্নাথের রথ ৩ দিবস ছিল; এই সময় জননী দেবী শিশুকে লইয়া শ্রীজগন্নাথ-সমীপে উপস্থিত হইলে এই নবজাত শিশু স্বেচ্ছায় হস্তপ্রসারণপূর্ব্বক জগন্নাথের শ্রীচরণালিঙ্গন করিলেন এবং শ্রীজগন্নাথের গলদেশ হইতে একটী প্রসাদী মালিকা গ্রহণ করিলেন। "শ্রীক্ষেত্রে পুরুষোত্তমাৎ"-বাণীর সার্থকতা সম্পাদনের জন্য তিনি যে প্রকটলীলা প্রকাশ করিয়াছেন তাহার ইঙ্গিতও এই ঘটনায় সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। চৈতন্যাব্দ ৩৮৭, বঙ্গাব্দ ১২৮০, শকাব্দ ১৭৯৫, খৃষ্টাব্দ ১৮৭৪, বিক্রমাব্দ ১৯৩০ ও কল্যব্দ ১৯৭৫, মাঘী কৃষ্ণা পঞ্চমী-তিথি, ২৫শে মাঘ, শুক্রবার, অপরাহ্ণ ৩॥ ঘটিকার সময় শুভক্ষণে সুপবিত্র শ্রীপুরুষোত্তম-ধামে গৌরজন শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের হরিসংকীর্ত্তন-মুখরিত গৃহে শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাব হইয়াছিল। ভক্তগণ পুরী বড়দাণ্ড এই গৃহকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া প্রেমভরে সংকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

জগদীশ-মন্দিরে

শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাব-আলয় হইতে ভক্তগণ সংকীর্ত্তনসহ শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরে গমন পূর্ব্বক শ্রীমন্দির পরিক্রমা করেন। শ্রীল প্রভুপাদ গরুড়ের পার্শ্বে অবস্থান পূর্ব্বক দণ্ডবৎ প্রণাম করিলে ভক্তগণ তদনুসরণ করিলেন। তৎপর পার্ষদগণ-পরিবেষ্টিত হইয়া শ্রীল প্রভুপাদ মন্দিরাভ্যন্তরে উপবেশনপূর্ব্বক বলিলেন—শ্রীমন্মহাপ্রভু গরুড়ের পার্শ্বে অবস্থানপূর্ব্বক জগন্নাথদর্শনের আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। গরুড় শ্রীভগবানের দাস্য-রসের সেবক। তিনি শুদ্ধবর্ণের অন্তর্গত। তাঁহার আনুগত্যেই শ্রীজগদীশ দর্শন করিতে হইবে। গরুড়স্তম্ভ অতিক্রম করিয়া জগন্নাথদর্শনে প্রধাবিত হইলে অহঙ্কারই প্রকাশ পায়, প্রকৃত প্রস্তাবে শ্রীজগদীশের দর্শন হয় না। কারণ জগদীশ্বরীকে শ্রীজগদীশ কখনও অপ্রাকৃত-স্বরূপে দর্শন প্রদান করেন না।

(ক্রমশঃ)

শুদ্ধভক্তি মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ

(আকর মঠরাজ)

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমহাপ্রভুর জন্মপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ গজ [illegible] শ্রীচৈতন্য [illegible] [illegible] এই স্থান [illegible] [illegible] গৌর-গদাধর পীঠ [illegible] [illegible] মায়াপুর পরিক্রমাদি [illegible] ও অন্যান্য এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ [illegible] [illegible] [illegible] উদ্যান [illegible] নিত্য সেবা হইতেছেন। এই [illegible] সাপ্তাহিক দৈনিকপত্র 'নদীয়া-প্রকাশ', পাক্ষিক অপ্রকাশিত সুপ্রাচীন গ্রন্থ [illegible] প্রকাশ [illegible] [illegible] শ্রীধাম [illegible] ও [illegible] কীর্তন-প্রচারের ও মহামহোপ [illegible] [illegible] [illegible]—শ্রীপাদ [illegible] ব্রহ্মচারী সেবাধিকারী

(২) [illegible]

১নং কালী প্রসাদ চক্রবর্তী ষ্ট্রীট বাগবাজার কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৫১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত [illegible] গুরু-গৌরাঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র মহানগরী কলিকাতায় শ্রীগান্ধর্বিকা-গিরিধারী শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই স্থানে শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ শ্রীগান্ধর্বিকাগিরিধারীর নিত্য সেবিত হন। 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত [illegible] [illegible] [illegible] আলোচনা হয়। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ত্রিদণ্ডি স্বামী [illegible] [illegible]

(৩) যোগপীঠ মন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব স্থান [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] শ্রীগৌরনারায়ণ [illegible] [illegible] শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা ও শ্রীল [illegible] সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ [illegible]

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার [illegible] এখানে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও [illegible] সেবা বর্তমান, রক্ষক [illegible] [illegible]

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্তমান। রক্ষক—গোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

(৭) কাজীর সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপা-প্রাপ্ত শ্রীচাঁদ-কাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্ম- [illegible]

(৮) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর গদাধর ও [illegible] সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী।

(৯) শ্রীগৌর গদাধর মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ শ্রীল [illegible] প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীমদন-মনোহর ব্রহ্মচারী।

(১০) মোদদ্রুম-ছত্র গৌড়ের বৈদিক

মাউগাছি, পোঃ [illegible], (বর্দ্ধমান)।

শ্রী[illegible] ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান। শ্রীগৌরনিত্যানন্দের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী, [illegible]।

(১১) শ্রেণীয়া কুঞ্জকানন

শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্তী, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক— শ্রীনরোত্তমানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১২) কৃষ্ণকুটীর—পোঃ কৃষ্ণনগর

নদীয়া। রক্ষক—শ্রী[illegible]

(১৩) ভাগবত আসন—পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

এই স্থান হইতে ভাগবতসিদ্ধান্ত প্রচারিত হয়। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তালোক, ভাগবাতী।

(১৪) একায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ [illegible], (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীশ্যামলাল ভট্টাচার্য গোস্বামী ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৫) মহেশ পণ্ডিতের পাট

[illegible], পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরাধাবিনোদ ব্রহ্মচারী।

(১৬) মাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

[illegible]

পূর্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বা-গিরিধারীর সেবা বর্তমান। রক্ষক—[illegible] বিদ্যাবিনোদ বি-এ।

(১৭) গোপালজীউ—কমলাপুর, (ঢাকা)

গোপালজীউ শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন [illegible] বিরাজমান। রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(১৮) গদাই গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)।

এখানে শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রী[illegible] [illegible]

(১৯) জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ

শঙ্কুবাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীমদ্ভক্তি [illegible] এম-এ, বি-এল।

(২০) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাগুরা, (ঢাকা)

এখানে মহাপ্রভুর শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীপাদকৃষ্ণদাস বনবাসী

(২১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)।

এখানে শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারীর নিত্য-সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রী[illegible] [illegible]

(২২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ভুবনেশ্বর, পোঃ [illegible], (মাদ্রাজ)

এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্তমান রক্ষক—শ্রী[illegible] অধিকারী।

(২৩) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

এখানে গুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী [illegible]।

(২৪) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী।

(২৫) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশপাল, পোঃ [illegible], (কটক)

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ বিনোদবিহারী জীউর নিত্যসেবা বর্তমান। রক্ষক - মহা মহোপদেশক শ্রী[illegible] [illegible]

(২৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ [illegible] পুরী,

শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ গান্ধর্বা-গিরিধারীর সেবা। রক্ষক শ্রী[illegible] বিদ্যারত্ন।

(২৭) পুরুষোত্তম মঠ

[illegible], পোঃ পুরী উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদবিহারীজীউর নিত্য সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রী[illegible] [illegible]

(২৮) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীরাধাবিহারী দাসাধিকারী।

(২৯) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, [illegible] গোদাবরী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী [illegible]।

(৩০) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪২নং [illegible], বেনারস সিটি

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্তমান। রক্ষক —শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩১) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারীর সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি [illegible]

(৩২) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও গৌড়-বিনোদ-বিহারীজীর সেবা বর্তমান।

রক্ষক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী।

(৩৩) কৃষ্ণচৈতন্য মঠ

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

এখানে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিত্য-সেবা হয়। রক্ষক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠ

বিশ্রামঘাট মথুরা

রক্ষক – ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ [illegible]

(৩৫) ব্রজপত্তন সুখদকুঞ্জ—শ্রীরাধাকুণ্ড

রক্ষক—শ্রীরাধারমণচরণদাস ব্রহ্মচারী

(৩৬) কুঞ্জবিহারী মঠ —শ্রীরাধাকুণ্ড

(৩৭) গোবর্দ্ধন মঠ

[illegible], পোঃ [illegible], জেলা [illegible] (পাঞ্জাব) রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৩৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্বিকাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকমল [illegible]

(৩৯) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, পাঞ্জাব।

এখানে গৌরমনোমোহনের সেবা বর্তমান। রক্ষক — শ্রী[illegible] অধিকারী।

(৪০) সারস্বত গৌড়ীয় মঠ

[illegible] [illegible], [illegible], [illegible]

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি[illegible] [illegible]

(৪১) মাদ্রাজ গৌড়ীয় মঠ

পোঃ [illegible] মাদ্রাজ।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্বিকাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক শ্রী[illegible] [illegible] [illegible]

(৪২) বোম্বে গৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়

গোয়ালিয়া রোড, [illegible], বাংলো নং ১, বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রী[illegible] [illegible] মজুমদার

(৪৩) অমরসি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমরসি, মেদিনীপুর

রক্ষক —ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি[illegible]

(৪৪) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ।

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৫) পাটনা গৌড়ীয় মঠ

১০০ [illegible], পাটনা।

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী [illegible]

(৪৬) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠ বালেশ্বর

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৭) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয়

৩ [illegible] হাউস, [illegible] গার্ডেন্স, এস, ডব্লিউ ৭, লণ্ডন

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি[illegible] [illegible]

(৪৮) বার্লিন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

Berlin W. 30

Eisenacher strasse 29

শুদ্ধ ভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্—সমগ্র ৪০৲
প্রথম খণ্ডে প্রথম স্কন্ধ দশম অধ্যায় ২৮৲
একাদশ অধ্যায় প্রতিখণ্ড ।৵০
২। অভিজ্ঞ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। অনু-ভাষ্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৬৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী ৪৲
৫। বৈষ্ণবধর্ম
৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার
৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
৮। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
৯। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৷৷০
১০। নাটককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷০
১১। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিবর্ত-তত্ত্ব ।০
১২। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৷৷০
১৩। চৈতন্যোপনিষৎ ।০
১৪। বান্দ-আলোক ।০
১৫। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
১৬। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৷৵০
১৭। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৷৷৵০
১৮। ভজন-রহস্য ৷০
১৯। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ ও (বাঁধা) ১৲
২০। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২১। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
২২। গীতার কেবল মূল-ভাষ্য ৷০
২৩। দুর্গমসঙ্গমনী অবলোকন: সাধনাদি (বাঁধা) ২৲
২৪। বেদান্তসূত্রের সাধনা (রামানুজীয়) ৷০
২৫। প্রেমবিবর্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৷৵০
ঐ (বাঁধা) ৷৷০
২৬। দীন-নিমন্ত্রণ ৶০
২৭। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৶০
২৮। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
ঐ (আবাঁধা) ।৶
২৯। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৷৷০
৩০। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩১। গীতমালা ৴১০
৩২। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৩। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৪। শ্রী-নবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৫। শ্রী গৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ।০
৩৬। শরণাগতি ৴০
৩৭। গীতাবলী ৴০
৩৮। চিত্রে নবদ্বীপ ১৷০
৩৯। সাধনপথ ৴০
৪০। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৪১। নবদ্বীপশতক
৪২। অর্থপঞ্চক
৪৩। সদাচারস্মৃতিঃ
৪৪। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১০
৪৫। অর্চ্চনপথ ৫১০
৪৭। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম খণ্ড) ৩৲
৪৮। ব্রহ্মসংহিতা ৷০
৪৯। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫০। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৷৷০
৫১। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫২। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৩। গৌড়ীয়গণ কি করেন? ৴০
৫৪। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্বভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।
৫৫। শ্রীকৃষ্ণবোধ ৶
৫৬। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶
৫৭। নামবাণী ৴

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৮। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিভিন্নঃ ।
৫৯। সচিত্র শিক্ষাষ্টকম্ ।
৬০। তত্ত্বসূত্রম্ ।
৬১। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৷৵
৬২। গৌড়ীয়মঠ পরিচয়ঃ ৴০
৬৩। মায়াবাদশতদূষণম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৪। রায় রামানন্দ ৷০
৬৫। এ ফিউ ওয়ার্ডস্ অন্ বেদান্ত ৷০
৬৬। নামভজন ।০
৬৭। বেদান্ত—ইট্স্ মরফলজি অ্যাণ্ড অন্টলজি ৷০
৬৮। সিলেক্টিভ ওয়ার্ক্স্ ।৵০
৬৯। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।০
৭০। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭১। শ্রোভাট্ গৌড়ীয়মঠ টিচ্ ফুইং ৴০
৭২। দি ভাগবত ।০
৭৩। ইলোটিক্ প্রিন্সিপল্ অ্যাণ্ড অ্যাপ্লায়েড ডিভোশন ।০
৭৪। ব্রহ্ম-সংহিতা ২৷০
৭৫। দি ওটেক্ট (৩দুর ভাষ্) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৭৬ শ্রী হরিনামচিন্তামণি ।০
৭৭। সাধন-পথ ।০
৭৮। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৭৯। গীতাবলী ৴০
৮০। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮১। শরণাগতি ৴০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অপব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ আনা, বড় বোতল ১৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউণ্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। উহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং
কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার
কলিকাতা

আমাশয় ও পেটের পীড়ায়

শ্রীশ্যামানন্দ দাশ কবিরাজের আবিষ্কৃত

গ্রহণী বজ্র

ব্যবহার করুন

আমাশয়, রক্তামাশয় অতিসার, গ্রহণী, অজীর্ণ, পেটফাঁপা, অম্লরোগ, শূলবেদনা ও শিশুর উদরাময় প্রভৃতি সকল প্রকার নূতন ও পুরাতন পেটের পীড়ায় গ্রহণী বজ্র প্রত্যক্ষ ফল প্রদ মহৌষধ।

যাহারা পেটের পীড়ায় নানারূপ চিকিৎসায় আশিং ও ইনজেকসন ব্যবহার করিয়া ফল লাভ করিতে পারেন নাই তাঁহারা গ্রহণী বজ্র ব্যবহার করুন, সত্বর রোগ মুক্ত হইবেন। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। মূল্য প্রতি শিশি ৷০ আনা, ৩ শিশি ১৷০ টাকা ডাক মাশুল ।৵০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীকৃষ্ণ ইনস্টিটিউট, ময়মনসিংহ।

ঢাকার এজেণ্ট মেসার্স মহেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং
পাটুয়াটুলি, ঢাকা।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীসতীশচন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তশাস্ত্রী-সম্পাদিত ও
শ্রী কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ ভক্তিশাস্ত্রী এম্, এস্, এম্. কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সুবর্ণ সুযোগ ! সুবর্ণ সুযোগ !

শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদরচিত গৌড়ীয়ভাষ্য সহিত

বিরাট গ্রন্থ

শ্রীশ্রীচৈতন্য ভাগবত

গ্রন্থের আয়তন ঃ—ক্রাউন কোয়ার্টো মূল ১০৯৬ পৃষ্ঠা, সূচীপত্র ২৪৪ পৃষ্ঠা, মোট ১৩৪০

ভিক্ষা (বাঁধাই) মাত্র ৭৲ সাত টাকা

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা

নদীয়া সার্টিফিকেট আদালতের নীলাম ইস্তাহার

কেস্ নং এবং কোর্টের নাম	নীলাম ইস্তাহার (A) (B) বা (C) ধারায় প্রকাশিত	ডিক্রিদার	৪ দেনদার	৫ যে দাবীর জন্য সম্পত্তি বিক্রয়ের আদেশ হইয়াছে	বিক্রয়ের স্থান তারিখ ও সময়	কি রকম জোত	থানা, মৌজার নাম ও গ্রাম	খতিয়ান নং প্লট (জানা থাকিলে) অথবা অন্য প্রয়োজনীয় বিবরণ	১০ জমির পরিমাণ (জানা থাকিলে)	১১ জমা (জানা থাকিলে)	১২ মন্তব্য
১৬১ R. P. ৩৪।৩৫ নদীয়া সার্টিফিকেট আদালত		আর পালচৌধুরী	খাতুন বিবি	৭৪৸৵০	১২।৪।৩৫	রায়তি স্থিতিবান	থানা কৃষ্ণনগর মৌজে ইটলী	২৬৮ খতিয়ান	৮-৯০	১০।৵৪	আর পালচৌধুরী
৫৫ R. P. ৩৪।৩৫		ঐ	অন্নদাবালা দাসী জঃ নগেন্দ্রনাথ ঘোষ	৩৮৲	১৩।৪।৩৫		থানা হাসখালি মৌজে গোবিন্দপুর	১০০৯ খতিয়ান	১-৫৬শঃ	৮।৶০	
২৮ R. P. ৩৪।৩৫			শশী সরকার	৫০৸৵০	১৭।৪।৩৫	ঐ	থানা নবদ্বীপ মৌজে বাবলারী মেহেরপুর	২১০ খতিয়ান	৩-১৩শঃ	৭৶৯	ঐ
১১১ R. P. ৩৪।৩৫		ঐ	মেছুন শেখ বিং	১৪৲	১৭।৪।৩৫		থানা কৃষ্ণনগর মৌজে বাহাদুরপুর	১৮৭ খতিয়ান	১-৯৫	৪।৶০	ঐ
২১১ N. R. ৩৪।৩৫		গৌরীশচন্দ্র রায় বাহাদুর	আশুতোষ রায় বিং	২৫৮৬৶৬	১৭।৪।৩৫		থানা ও মৌজা কৃষ্ণনগর	৪০৬।৪নং ৫০৩২।১নং ৫১৫৭।১নং ১৭১৩১। ১৭১৩৯	২-৫৭শঃ	৫১৵৯	গৌরীশচন্দ্র রায় বাহাদুর
১০ A. P. ৩৪।৩৫		এ. পালচৌধুরী	বাণী ঘোষ	১০৮৸৵৯	১৮।৪।৩৫		থানা নবদ্বীপ মৌজে গঙ্গাপ্রসাদ	৮৫ খতিয়ান	৫-৬১শঃ	৩০।৶০	এ. পালচৌধুরী
৩৩১ N. R. ৩৪।৩৫		গৌরীশচন্দ্র রায় বাহাদুর	রাধারাণী দাসী	১২৶৯	১৮।৪।৩৫	বন্দবস্ত	থানা ও মৌজা কৃষ্ণনগর	৫৫৩ খতিয়ান	৩শঃ	১৸০	গৌরীশচন্দ্র রায় বাহাদুর

শ্রীমদ্ভাগবতম্

একাদশ-স্কন্ধঃ

প্রত্যেক অধ্যায়ের কথাসার, মূল-শ্লোক, অন্বয়, প্রাঞ্জল বঙ্গানুবাদ, শ্রীমদ্ বল্লভাচার্যের টীকা, শ্রীপাদ বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী ঠাকুরের সারার্থদর্শিনী টীকা, প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের বিবৃতি ও তথ্য, অধ্যায়-মর্ম্ম ও অধ্যায়সূচীসহ ছাপা শেষ হইয়াছে। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ৪।০ টাকার স্থলে বর্ত্তমানে মাত্র ৩৸০ টাকা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অধিক দিন এই সুবিধা থাকিবে না।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'শ্রীমায়া' নবদ্বীপ

দৈনিক

KMC C 1544

শ্রীমৈত্রোপনিষদ্
বঙ্গ অক্ষরে মূল ও
অনুবাদসহ প্রকাশিত
হইয়াছে। কাগজ ও
ছাপা অতি উত্তম।
ভিক্ষা ।০ মাত্র
শ্রীচৈতন্যমঠ,
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

"গৌড়ীয়"
৭ম বর্ষ হইতে
১১শ বর্ষ পর্যন্ত
প্রতি বর্ষ কাগজে
বাঁধাই
ভিক্ষা ৩॥০ মাত্র।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ
বাগবাজার, কলিকাতা।

ভারতের সর্বত্র মঙ্গল-প্রচারক—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

১০ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২১শে ফাল্গুন, মঙ্গলবার ১৩৪১, ৫ই মার্চ ১৯৩৫ [৪র্থ সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

—:০:—

রায় বাহাদুর বি আর সিংএর কর্মজীবনের জীবনী

ই বি রেলওয়ের এজেন্ট রায় বাহাদুর বি আর সিং এম, ই, এস, সি (আর আই ই কলেজ) অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। বত্রিশ বৎসর পূর্বে ১৯০৩ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি নর্থওয়েষ্টার্ণ রেলওয়ের জনৈক সহকারী ইঞ্জিনীয়াররূপে ইম্পীরিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিসে যোগদান করেন। আউধ রোহিলাখণ্ড ও নর্থ ওয়েষ্টার্ণ রেলওয়েতে এবং তাঁদের জেংশনের সার্ভে বিভাগে কিছুদিন কাজ করিবার পর ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহাকে ই বি রেলওয়েতে বদলী করা হয়। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে তিনি পাকা পাকিভাবে এক্‌জিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার পদে নিযুক্ত হন এবং ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে তিনি ডিপুটী চীফ ইঞ্জিনীয়ারের পদে উন্নীত হন। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে মিঃ সিং রেলওয়ে সমূহের সিনিয়র গবর্ণমেণ্ট ইন্‌স্পেক্টর নিযুক্ত হন এবং ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে কিছুদিনের জন্য তিনি অস্থায়ীভাবে ই বি রেলওয়ের চীফ ইঞ্জিনীয়াররূপে কার্য্য করিয়াছিলেন।

১৯২৯ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল হইতে ১৯৩২ খৃষ্টাব্দের ১৭ই মার্চ পর্যন্ত তিনি ই বি রেলওয়ের চীফ ইঞ্জিনীয়ারের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। মিঃ এল সিয়ার্সের পর তিনি ই বি রেলওয়ের এজেন্ট নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

রায় বাহাদুর বি আর সিং রেলকর্মচারীদের মঙ্গল চেষ্টায় অবহিত ছিলেন। তাঁহার কার্য্যকালে ই বি রেলের নিম্নপদস্থ কর্মচারীদের জন্য সমবায় ঋণদান সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রধানতঃ তাঁহার সহানুভূতি ও উৎসাহে শিয়ালদহে রেলকর্মচারীদের নিমিত্ত একটী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর আধুনিক হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইয়াছে। মিঃ সিং তাঁহার কর্মজীবনের দীর্ঘ ২৭ বৎসরকাল ই বি রেলওয়েতে কাটাইয়াছেন। উচ্চপদস্থ কর্মচারী হইতে বহু অধস্তন কর্মচারীর সহিত তাঁহার ব্যক্তিগত আলাপ পরিচয় ছিল।

বেঙ্গল ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের পরিচালক সভার অন্যতম সদস্য রূপে তিনি কিছুদিন কলিকাতা পোর্টের অন্যতম কমিশনার ছিলেন।

ই বি রেলের নূতন এজেন্ট

ই বি রেলের চীফ ইঞ্জিনিয়ার মিঃ এ এক হারভী, রায় বাহাদুর বি আর সিংয়ের কার্য্যকাল শেষ হইলে ই বি রেলের নূতন এজেন্ট নিযুক্ত হইয়াছেন। মিঃ হারভী সহকারী ইঞ্জিনীয়ার রূপে ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে ই বি রেলে যোগদান করেন। তিনি ই বি রেলওয়েতে এক্‌জিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, এসিষ্ট্যান্ট এজেন্ট, সুপারিন্টেণ্ডেন্ট ও ডেপুটি চীফ ইঞ্জিনিয়ার প্রভৃতি রূপে নানা দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য সম্পাদনের পর ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে রেলওয়ে বোর্ডের এসিষ্ট্যান্ট সেক্রেটারী নিযুক্ত হন। তথায় তিনি বোর্ডের ডেপুটী ডিরেক্টর ও টেকনিক্যাল অফিসার রূপে কার্য্য করিয়াছিলেন। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে মিঃ হারভী সার্ভে ও কনষ্ট্রাকসনের ইঞ্জিনীয়ার-ইন-চীফ হইয়া পুনরায় ই বি রেলে বদলী হন। ১৯৩০-৩২ খৃষ্টাব্দে একাধিক বার অস্থায়ীভাবে চীফ ইঞ্জিনীয়ারের কাজ করিবার পর তাঁহাকে পুনরায় ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ডিরেক্টর করিয়া রেলওয়ে বোর্ডে বদলী করা হইয়াছিল। ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে তিনি ই বি রেলের চীফ ইঞ্জিনীয়ারের পদ লাভ করেন।

জুরীর বিরুদ্ধে অভিযোগ

গত ২৬শে ফেব্রুয়ারী ঢাকানাকর সোনারং হত্যা মামলার অষ্টম দিবসের শুনানী আরম্ভ হইলে সরকারী উকিল মাননীয় জজের নিকট এই মর্ম্মে এক আবেদন করেন যে, জামীনে মুক্ত একজন আসামী মামলার দুইজন জুরীকে আদালতের পরে কোনও মিঠায়ের দোকানে জলযোগে আপ্যায়িত করে এবং একজন জুরী বিবাদী পক্ষীয় উকিলের কেরাণীর আত্মীয়। সাক্ষ্য-প্রমাণ গ্রহণ এবং জুরীদের বক্তব্য শ্রবণ করিয়া জজ আসামী পর্যন্ত রায় দান মুলতুবী রাখিয়াছেন।

বিস্ফোরণ আইনে কংগ্রেসকর্মী অভিযুক্ত

বারভাঙ্গা দায়রা আদালতে অষ্টাদশ বর্ষীয় আসামী লেখনারায়ণের বিচার আরম্ভ হইয়াছে। ১৯০৮ সালের বিস্ফোরণ দ্রব্য আইনের ৪ (খ) এবং ৫ম ধারানুসারে এই আসামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করা হইয়াছে।

অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ, কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবক আসামী লেখনারায়ণের নিকট বোমা ও বোমা প্রস্তুতের সরঞ্জামাদি পাওয়া যায় এবং মধুবনীর গোয়েন্দা পুলিসের ইন্‌স্পেক্টর শ্রীযুত নীহার মুখোপাধ্যায়ের জীবন নাশের চেষ্টা করিবার জন্য সে পাটনার দিকে রওনা হইবার আয়োজন করিতেছিল। সে হোটেলে আসামী অবস্থান করিতেছিল, তথায় এবং উহার নিকটবর্তী হোটেলের দোকানে খানাতল্লাস করিয়া ২টী গুলী ও আসামীর নিকট দুইখণ্ড কাগজ পাওয়া যায়। অভিযোগে আরও প্রকাশ যে, ইতিপূর্বে বৈপ্লবিক কার্য্য সম্পর্কে দণ্ডিত সুরজনারায়ণ এবং চন্দ্রিকা সিংহের সহিত আসামী লেখনারায়ণ সংশ্লিষ্ট ছিল।

বাঙ্গলায় সংক্রামক ব্যাধি

কলেরা ও বসন্তের প্রকোপ

গত ২৩শে ফেব্রুয়ারী যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সপ্তাহে বঙ্গদেশে সংক্রামক ব্যাধিতে কতজন লোক আক্রান্ত হইয়াছে এবং কতজন মারা গিয়াছে তাহার হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

কলেরা—আক্রমণ ১৯২১, মৃত্যু ৯৫৩ বসন্ত—৪০২ ও ১০২, ইনফ্লুয়েঞ্জা ৪৭ ও ১, মেনিনজাইটিস ৫০ ও ৭৯।

পূর্ব সপ্তাহে আক্রমণ ও মৃত্যুসংখ্যা নিম্নলিখিতরূপ ছিল:—

কলেরা—২০৬৮ ও ১০৩৪, বসন্ত ২৮১ ও ৬০, ইনফ্লুয়েঞ্জা ৪৯ ও ৯, মেনিনজাইটিস ৩৫ ও ২৩।

আলোচ্য সপ্তাহে কোন রোগে কোন্ জিলায় কতজন লোকের মৃত্যু হইয়াছে, তাহার হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

কলেরা—বর্দ্ধমান ৩২, বীরভূম ৩৭, বাঁকুড়া ১৩, মেদিনীপুর ১৭৮, ... ১৫, হাওড়া ৭০, চব্বিশ পরগণা ২৩১, কলিকাতা ৭৯, নদীয়া ২৫, মুর্শিদাবাদ ... ৪৪, খুলনা ৩১, রাজসাহী ৮, ... ১৭, জলপাইগুড়ি ২, রংপুর ... ১২, ময়মনসিংহ ১৪, ... ৩৫, চট্টগ্রাম ৯, ত্রিপুরা ... বাখরগঞ্জ ৮।

বসন্ত—বর্দ্ধমান ... ২ হাওড়া ৩, চব্বিশ ... ৬৫, যশোহর ১, ... আসাম ৮, ... ১, বাখরগঞ্জ ২, ... [illegible]

ডাকাতির অপরাধে কঠোর দণ্ড

বেনী কর্মকার, বিষ্টু বাউড়ি, পরাণ দুলে এবং অপর চার ব্যক্তিকে চুঁচুড়ার এডিশন্যাল জজ ডাকাতির অপরাধে চার বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। আসামী ক্ষেম বেগকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। রাজসাক্ষী মদন মাঝিকে ক্ষমা করা হইয়াছে। মামলায় প্রকাশ, ভদ্রেশ্বরের পুলিশ এই মর্ম্মে এক সংবাদ পায় যে, ১১ই সেপ্টেম্বর একদল ডাকাত গোবরহাড়া গ্রামের শ্রীযুত কালী চক্রবর্ত্তীর গৃহে ডাকাতি করিবার ষড়যন্ত্র করিয়াছে। ডাকাতগণ ডাকাতি করিতে আরম্ভ করিলে পুলিশ তথায় উপস্থিত হয়। ডাকাতগণ পলায়ন করিতে চেষ্টা করিলে পুলিশ তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করে। কিছুক্ষণ ধস্তাধস্তির পর দুইজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাহারা অপরাপরদের নাম বিষ্টু এবং বেনী বলিয়া স্বীকার করে। তাহাদের বিবৃতি অনুসারে অপরাপরকে গ্রেপ্তার করা হয়।

বালক কর্ত্তৃক ভ্রাতৃবধূ হত্যা

নোয়াখালী সেসন জজ মিঃ আনাতুর রে, আই সি এস এর আদালতে জুরীর সাহায্যে নুরুজমান নামক এক ১২।১৩ বৎসরের বালকের বিরুদ্ধে তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার স্ত্রীকে হত্যা করার অভিযোগে দঃ বিঃ ৩২৫ ধারা অনুসারে বিচার কার্য্য শেষ হইয়াছে। জুরীগণ উক্ত আসামীকে দঃ বিঃ ৩২৫ ধারা অনুযায়ী দোষী সাব্যস্ত করায় জজ তাহাকে দুই বৎসরের জন্য বোর্ষ্টাল স্কুলে থাকিবার জন্য আদেশ দিয়াছেন।

অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ যে, আসামী তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আবদুল হকের সঙ্গে একই বাড়ীতে বাস করিত। গত ১০ই সেপ্টেম্বর দুপুর বেলা নুরুজমান বাড়ীতে আসিয়া ভাত চাহে, চাউলের অভাবে রান্না করা হয় নাই, তাহার ভ্রাতৃবধূ (আবদুল হকের স্ত্রী) এই কথা বলাতে নুরুজমান অত্যন্ত রাগান্বিত হইয়া তাহাকে ভীষণভাবে প্রহার করে এবং ইহার ফলে তাহার ভ্রাতৃবধূ মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

নিষিদ্ধ পুস্তক রাখার জের

আমেদাবাদ হইতে প্রকাশ, কম্যুনিষ্ট বলিয়া অভিহিত দুর্গ সিং, লালসিংয়ের দল ও অন্য সদস্যের কার্য্যবিধির সহিত সংশ্লিষ্ট ছিল। নিষিদ্ধ পুস্তক রাখার দায়ে তাহাকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং জরুরী ক্ষমতা আইনে তাহার বিচার হয়। তাহার প্রতি তিন মাস সশ্রম কারাদণ্ডাদেশ হইয়াছে।

বাঙ্গলার ডাকাতির সংখ্যা

গত ১৬ই ফেব্রুয়ারীতে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সপ্তাহে বাঙ্গলা দেশের বিভিন্ন জেলায় ৫৬টি ডাকাতি হইয়াছে। তন্মধ্যে মেদিনীপুরে ৭টী, চব্বিশ পরগণা ও ঢাকায় ৫টী করিয়া। নদীয়া চট্টগ্রাম ও বাখরগঞ্জে ৪টী করিয়া। বীরভূম ও হুগলীতে ৩টি করিয়া; বাঁকুড়া, হাওড়া, বগুড়া, মালদহ, পাবনা, রাজসাহী, রংপুর ও নোয়াখালীতে ২টি করিয়া এবং বর্দ্ধমান, যশোহর, খুলনা, ফরিদপুর ও ত্রিপুরায় ১টি করিয়া ডাকাতি হয়। ৫টী ডাকাতিতে ডাকাতগণ বন্দুক ব্যবহার করিয়াছিল। প্রায় ১২জন ডাকাত মিলিয়া একটী ডাকাতি করে এবং একখানি বন্দুক ও ১০০৲ টাকার দ্রব্যাদি লইয়া প্রস্থান করে।

পূর্ববর্ত্তী সপ্তাহ অপেক্ষা আলোচ্য সপ্তাহে ডাকাতি বেশী হইয়াছে।

প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে টাকা আত্মসাৎ করিবার অভিযোগ

মাদারীপুরে নব প্রতিষ্ঠিত চাটুরা হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক কর্ত্তৃক উক্ত স্কুলের কতিপয় ছাত্রের পরীক্ষার ফিসের টাকা আত্মসাৎ করার অভিযোগে যোগেশ্বর রহমান নামক একটি ছাত্র প্রধান শিক্ষক যোগেশচন্দ্র দেকে অভিযুক্ত করিয়া স্থানীয় মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টে এক মোকদ্দমা দায়ের করিয়াছে।

অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ, নব প্রতিষ্ঠিত চাটুরা হাই স্কুল এখন পর্য্যন্ত প্রবেশিকা পরীক্ষা দিবার আদেশ না পাওয়ায় উহার কতিপয় প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হইয়া পরীক্ষা দিতে ইচ্ছুক হয় এবং টেষ্ট পরীক্ষার অনুমতি পাইবার জন্য অতঃপর ছাত্র ইন্সপেক্টর অফিসে প্রেরণার্থে প্রধান শিক্ষকের নিকট ৫৲ টাকা করিয়া জমা দেয়। কিন্তু মাত্র ৪ জন ছাত্রের পরীক্ষা দিবার আদেশ আসে। ইহাতে সন্দিগ্ধ হইয়া ফরিয়াদি এবং আরও তিনটি ছাত্র ইন্সপেক্টর অফিসে খোঁজ করে এবং জানিতে পারে যে, তাহাদের টাকা আদৌ ঐ অফিসে পাঠান হয় নাই। উহাদের প্রদত্ত ২০৲ টাকা প্রধান শিক্ষক আত্মসাৎ করিয়াছে। আসামী কোর্টে হাজির হইলে তাহাকে ২০০৲ টাকার জামিনে মুক্তি প্রদান করা হইয়াছে।

ডাক ও তার বিভাগ

১৯৩৩-৩৪ সালের কার্য্যবিবরণী

ডাক ও তার বিভাগের ১৯৩৩-৩৪ সালের কার্য্য বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। এই বিবরণীতে দেখা যায় যে, আলোচ্য বর্ষে এই বিভাগে আয় অপেক্ষা ব্যয় ৫১ লক্ষ ৯৩ হাজার ৫৯৪ টাকা বেশী হইয়াছে। ১৯২৯-৩০ সাল পর্য্যন্ত আয় এবং ব্যয় উভয়ই বৃদ্ধি পাইতেছিল, কিন্তু আয় অপেক্ষা ব্যয় অধিকতর পরিমাণে এবং দ্রুততর ভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

১৯৩০-৩১ সালের আয় পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় ৫২ লক্ষ টাকা হ্রাস পাইয়াছিল, পক্ষান্তরে ব্যয় ১৯ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ১৯৩১-৩২ সালে বন্যার সময় এই বিভাগের আয় বৃদ্ধির জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করিতে হইয়াছিল।

বিমান ডাক

আলোচ্য বর্ষে ইম্পিরিয়েল এয়ারওয়েজ লিমিটেড করাচী এবং লণ্ডনের মধ্যে বিমান ডাক আনা নেওয়া করিয়াছে। এই বৎসর উক্ত কোম্পানীর ৫৩ খানি বিমান ৭৫৩০৬ পাউণ্ড ওজনের চিঠিপত্র লইয়া করাচীতে পৌঁছিয়াছে এবং ৭১৫৭২ পাউণ্ড ওজনের চিঠিপত্র করাচী হইতে লইয়া গিয়াছে। অর্থাৎ পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় ভারতে আগত এবং ভারত হইতে নির্গত বিমান ডাকের ওজন যথাক্রমে ১২৮৬১ এবং ১৫৬৭০ পাউণ্ড বৃদ্ধি পাইয়াছে।

ডেড্ লেটার অফিস

আলোচ্য বর্ষে ৭৫ লক্ষ ১৮ হাজার চিঠিপত্র ডেড লেটার অফিসে আসিয়াছে। পূর্ব্ব বৎসর আসিয়াছিল ৭২ লক্ষ ৪৯ হাজার। এতন্মধ্যে শতকরা ৩৬ খানা ঠিকানা কাটিয়া প্রাপকদের নিকট এবং শতকরা ৫১ খানা প্রেরকদের নিকট পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। অবশিষ্ট শতকরা ১৩ খানার কোনও গতি করা যায় নাই।

টেলিগ্রাফ লাইন

আলোচ্য বর্ষে ১ লক্ষ ৫ হাজার মাইল টেলিগ্রাফ লাইন ছিল। এই লাইনে ১ কোটি ৫১ লক্ষ ৫৮ হাজার দেশী এবং বিদেশী টেলিগ্রাম যাতায়াত করিয়াছে এবং উহাতে ১ কোটি ৯৪ লক্ষ ৭৭ হাজার টাকা আয় হইয়াছে। টেলিফোন হইতে ৬৭ লক্ষ ৪৯ হাজার টাকা পাওয়া গিয়াছে। টেলিফোন বিভাগ ক্রমশঃ প্রসার লাভ করিতেছে। নানাস্থানের সহিত ট্রাঙ্ক টেলিফোন সংযোগ হইয়াছে। ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষের মধ্যে বেতার টেলিফোন সার্ভিস খোলা হইয়াছে। এক্ষণে এই সার্ভিস ইউরোপের বিভিন্ন দেশে প্রসারিত করা হইতেছে।

বিবিধ বিঘ্ন

১৯৩৩ সালের জুলাই মাসে বঙ্গদেশের মুর্শিদাবাদ জিলায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ফলে উপদ্রুত অঞ্চলে ১২ দিনের জন্য এই বিভাগের সাধারণ কাজকর্ম্ম বন্ধ ছিল। আলোচ্যবর্ষে আগুন বা এসিড দ্বারা চিঠির ২১টি বাক্স নষ্ট করার অপচেষ্টা হইয়াছে। এতন্মধ্যে ১৯টির সহিত রাজনৈতিক উদ্দেশ্য জড়িত ছিল।

ভূমিকম্পের ফল

১৯৩৪ সালের ১৫ই জানুয়ারী তারিখে যে ভূমিকম্প হয়, তাহাতে বিহার উড়িষ্যা, বাঙ্গলাদেশ, আসাম এবং যুক্ত প্রদেশে ডাক ও তার বিভাগের বিস্তর ক্ষতি হয়। যে সমস্ত স্থানে ভূমিকম্প খুব প্রবল হইয়াছিল, সেই সমস্ত স্থানে টেলিগ্রাফ লাইনের বিশেষ অনিষ্ট হইয়াছিল বটে, কিন্তু যতটা আশঙ্কা করা গিয়াছিল, ততটা হয় নাই। যাহা নষ্ট হইয়াছিল, তাহা অল্পকাল মধ্যেই মেরামত করিয়া ফেলা হয়। বেঙ্গল এণ্ড আসাম সার্কেলে এই বিভাগের ৩০টী বাড়ী, বিহার-উড়িষ্যার ২০১টি নিজস্ব এবং ১১৬টি ভাড়াটিয়া বাড়ী ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল। মুঙ্গের ডাকঘরের এক পিয়ন চিঠি বিলি করার সময় মারা যায়। তাহার বিধবাকে ৭৫০৲ টাকা দেওয়া হইয়াছে।

ডাকলুঠ

পূর্ব্ব বৎসর রাস্তায় ২৫টি ডাক লুঠ হইয়াছিল। আলোচ্য বর্ষে ৩১টী ডাকলুঠ হইয়াছে। তিনটিতে ডাকপিয়ন আক্রান্ত হইয়াছে এবং ১৪টিতে রাণার আক্রান্ত হইয়াছে। আক্রান্তদের মধ্যে ৪জনের মৃত্যু হইয়াছে এবং অবশিষ্ট কয়জন আহত হইয়াছে। ১২টিতে ডাক আংশিক বা পূর্ণভাবে উদ্ধার করা হইয়াছে। এই সমস্ত ডাকাতির ফলে ডাক ও তার বিভাগের ২২ হাজার টাকা ক্ষতি হইয়াছে।

বন্যহস্তীর উপদ্রবে বস্তি বিধ্বস্ত

জলপাইগুড়ির মিঃ পি ডি রায়কত এম এল সির রিজার্ভ ফরেষ্টের এলাকা মধ্যে কাঁঠালগুড়ি নামক স্থানে এক হস্তীর উপদ্রবে দুইজন নেপালী মারা গিয়াছে। প্রকাশ যে, রাত্রি অনুমান ১০ টার সময় ঐ অঞ্চলের লোকেরা সকলে ঘুমাইয়া পড়িলে হঠাৎ বন্যহস্তী একটী বস্তি আক্রমণ করিয়া ৪ খানি চালাঘর বিনষ্ট করিয়া ফেলে এবং ঐ ঘরের মধ্যে নিদ্রিত দুইজন নেপালীকে মারিয়া ফেলে।

নোটিশ

আমি বহুদিন পূর্ব্বে প্রত্যক্ষভাবে না হইলেও পরোক্ষভাবে নদীয়া কংগ্রেসের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলাম। পরে আমি বুঝিতে পারি কংগ্রেসনীতি আমার মনঃপূত নহে বা দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় উক্ত নীতি বা সংগ্রাম প্রকৃত কল্যাণসাধনের সহায়ক নহে। তাই আমি কংগ্রেসের সহিত সমস্ত সংস্রব ত্যাগ করিয়াছি। আমি অনেক কার্য্যে গভর্ণমেণ্টের সহায়তা করিয়া আসিতেছি এবং আমার ক্ষুদ্র সাধ্য অনুযায়ী গভর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারিগণের পরামর্শের অনুকূলে কার্য্য করিতেছি।

বশংবদ
শ্রীউপেন্দ্রনাথ সরকার
মাজদিয়া পোঃ (নদীয়া)
ভুবী গ্রাম

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

— পারমার্থিক পত্র —

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১০ম বর্ষ | ১৫ গোবিন্দ গৌরাব্দ ৪৪৮, ২১শে ফাল্গুন বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ৫ই মার্চ্চ ইং ১৯৩৫ মঙ্গলবার | ৪র্থ সংখ্যা

শ্রীধামে শ্রীল প্রভুপাদ

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পাত্ররাজ প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর গত ১৮ই ফাল্গুন ২রা মার্চ্চ শনিবার উক্ত রাজসভার অন্যতম সম্পাদক মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ ভাগবতরত্ন, শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম ট্রাষ্টি উপদেশক শ্রীপাদ পরমানন্দ বিদ্যারত্ন ভাগবতভূষণ, মহোপদেশক শ্রীপাদ নবদ্বীপ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীমায়াপুর-ষ্টেটের ম্যানেজার শ্রীপাদ মহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, মহোপদেশক শ্রীপাদ প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার, শ্রীপাদ প্যারীমোহন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী কাব্যকোবিদ, আচার্য্য শ্রীপাদ সত্যানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ বিনয়ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীপাদ গৌরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীপাদ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী প্রমুখ স্বীয় অনুকম্পিত জনগণসহ কলিকাতা গৌড়ীয়মঠ হইতে শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে শুভাগমন করিয়াছেন। উক্ত দিবস বেলা প্রায় ১টার সময় শ্রীল প্রভুপাদের আগমন সংবাদ শ্রীধামে পৌঁছে। তখন মঠবাসী ও গৃহস্থ ভক্তগণ এবং ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউটের শিক্ষক ও ছাত্রগণ বিজয়-পতাকাবাহিনী রচনা করিয়া খোল-করতালসহযোগে গৌরবিহিত কীর্ত্তন করিতে করিতে গঙ্গা ও সরস্বতীর (খড়ে নদীর) সঙ্গমস্থলে উপস্থিত হইয়া শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের জয়ধ্বনিসহ আচার্য্যচরণ বন্দনা করিয়াছেন। তৎপর সেবক বৃন্দগণকে সঙ্গে লইয়া মোটর হইতে অবতরণের পর পুষ্পমাল্যাদি দ্বারা শ্রীল প্রভুপাদের অভ্যর্থনা করিয়াছেন। হুলোরঘাট (সঙ্গমস্থল) হইতে শ্রীচৈতন্যমঠ পর্য্যন্ত

শ্রীধাম-মায়াপুরে সস্ত্রীক স্যর বি, এল, মিত্র

আরও অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের আগমন

গত ১৯শে ফাল্গুন, ৩রা মার্চ্চ রবিবার অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় বেঙ্গল এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের মেম্বর মাননীয় স্যর বি, এল, মিত্র কে-সি-এস-আই ও মাননীয়া শ্রীযুক্তা লেডী মিত্র শ্রীধাম-মায়াপুর-দর্শনে আসিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যমঠের ট্রাষ্টি মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক পণ্ডিত শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ ভাগবতরত্ন মহোদয় তাঁহাকে 'ভক্তিবিজয়'-শ্রবণসদনের সম্মুখদেশে অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহার গলদেশে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের প্রসাদী মালিকা প্রদান করেন। এই সময়ে মহোপদেশক শ্রীপাদ প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের মূলগায়কত্বে উক্ত শ্রবণ-সদনে সুমধুর সঙ্কীর্ত্তন হইতেছিল। নদীয়ার সুযোগ্য ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এস, এম, বানার্জ্জি আই-সি-এস্ ও পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মিঃ এস্ গুপ্তও তাঁহার সহিত আসিয়াছিলেন।

এতদ্ব্যতীত নদীয়ার জেলা ও সেসন জজ মৌলভী মুজাফর আহামদ বি-সি-এস্, সদর এস ডি ও মিঃ চারুচন্দ্র গুপ্ত, কুষ্টিয়ার এস্ ডি ও মিঃ অন্নদাশঙ্কর রায় আই-সি-এস্, চুয়াডাঙ্গার এস্-ডি-ও মিঃ অনিল বিহারী গাঙ্গুলী আই-সি-এস্, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ নির্ম্মলশঙ্কর সেন এম্-এ, এম্ বি ই, এক্সাইজ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মৌলভী রফিউদ্দীন আহামদ, প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দত্ত এম্-এ, নদীয়া জেলাবোর্ডের চেয়ারম্যান রায় শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বাহাদুর, হেলথ্ অফিসার ডাঃ হীরালাল বন্দ্যোপাধ্যায় এম্-বি, ডাঃ শান্তিপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এম্-বি, কৃষ্ণনগর মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র মৌলিক বি-এল্, নবদ্বীপ মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র বাগচী, রাণাঘাট লোকালবোর্ডের চেয়ারম্যান রায় সাহেব শ্রীযুক্ত পঞ্চানন গাঙ্গুলী, ভূতপূর্ব্ব ডিপুটী কালেক্টর ও রাণাঘাট মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ পালচৌধুরী, কৃষ্ণনগরের প্রবীণ উকীল শ্রীযুক্ত বেচারাম লাহিড়ী, নাটুদা এষ্টেটের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত রামগোপাল বিদ্যাভূষণ এম্-এ, উকীল শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, উকীল শ্রীযুক্ত হিমাংশুভূষণ সমাদ্দার, উকীল শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রকুমার বিশ্বাস, উকীল শ্রীযুক্ত উমানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, উকীল শ্রীযুক্ত জগবন্ধু সাহা, মোক্তার শ্রীযুক্ত হারাধন দত্ত প্রমুখ জনগণও এই সময় শ্রীধাম-মায়াপুর দর্শনে আগমন করিয়াছিলেন।

শ্রীবিগ্রহ-দর্শনান্তে সজ্জনগণ 'ভক্তিবিজয় ভবনে' উপবেশন করিলে তথায় সর্ব্বপ্রথম শ্রীপাদ প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার প্রভুর, তৎপরে শ্রীপাদ অধিকারানন্দ ব্রহ্মচারীর মূলগায়কত্বে ভজনগীতি কীর্ত্তন হইতে থাকে। তৎপর শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীধাম-মায়াপুরই যে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাবস্থান তাহার প্রমাণাদি বর্ণনপূর্ব্বক কিছুকাল হরিকথা কীর্ত্তন করেন। শ্রীধামের বিরোধিদল সৃষ্টি হইবার কারণ জিজ্ঞাসিত হইয়া শ্রীল প্রভুপাদ বলেন,—শ্রীধামের বৈষ্ণবগণ বাস্তবসত্য-প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে ভেটগ্রহণপ্রথা, ভূতকর্ত্তৃক শ্রীমদ্ভাগবতাদি ভক্তিগ্রন্থ-পাঠ, বিলক্ষ-বৈষ্ণবের বেশগ্রহণ করিয়াও স্ত্রীলোকসহ বাস, পরমার্থ-সম্বন্ধে কিছু না জানিয়াও বংশপরম্পরাক্রমে গুরুর আসন গ্রহণ প্রভৃতি অন্যায় কার্য্যগুলি কি-প্রকার জীবজগৎে সমাজবক্ষকে সংক্রামিত করিতেছে, তাহা বর্ণন করায় ঐসকল দলের ব্যক্তিগণ তাঁহাদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হইবে বিরুদ্ধাচরণের অন্য কোনও উপায় না পাওয়ায় শ্রীধাম-বিরোধে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। তৎপর শ্রীল প্রভুপাদ যুক্ত ও ফল্গু-বৈরাগ্যের পার্থক্য প্রদর্শনপূর্ব্বক শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু-প্রচারিত শুদ্ধভক্তের বিষয় কীর্ত্তন করেন।

অতঃপর স্যর বি এল মিত্র, লেডী মিত্র, ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এস্ এম্ বানার্জ্জি ও পুলিস-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ এস্ গুপ্ত সহ আচার্য্যত্রিক প্রভু মহাপ্রভুর জন্মভিটায় গমন করিয়া তাঁহাদিগকে নব-নির্ম্মীয়মাণ সুবৃহৎ মন্দিরটী এবং জগন্নাথমিশ্র ও শচীদেবীর সহিত শিশু নিমাই, শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ-ষড়্ভুজ গদাধর-শ্রীবাস এই পঞ্চতত্ত্ব, শ্রীশ্রীগৌর-রাধাগোবিন্দ, শ্রীশ্রীগৌর-লক্ষ্মীপ্রিয়া-বিষ্ণুপ্রিয়া, শ্রীগোপালদেব প্রভৃতি বিগ্রহসমূহ দেখান। স্যর মিত্র, তদীয় পত্নী ও উপস্থিত অন্যান্য সজ্জনগণ সঙ্কীর্ত্তন ও শ্রীল প্রভুপাদের নিকট হরিকথাদি শ্রবণ করিয়া এবং শ্রীবিগ্রহ ও শ্রীধামের মনোরমদৃশ্য দর্শন করিয়া পরমানন্দ প্রকাশ করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৫ গোবিন্দ ৰাহ্ম প্রভাত ৪৪৮

সহজ

সহ জাত যাহা সেই স্বভাব বা স্বরূপগত চেষ্টাই সহজ বৃত্তি; আর স্বভাব বা বিরূপগত চেষ্টাই সহজের বিপরীত—কৃত্রিমতা। আমরা এই দুইটী শব্দের তাৎপর্য্য-গ্রহণে উদাসীন থাকিয়া অনেক সময় সহজকে কৃত্রিম বা স্বরূপকে বিরূপ এবং কৃত্রিমকে সহজ বা বিরূপকে স্বরূপ বলিয়া মনে করি। কিন্তু স্থিরচিত্তে আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, ইঁহাদের পরস্পরের গতি বিভিন্নমুখিনী। জীব স্বরূপতঃ অণুচেতন কৃষ্ণসেবক বলিয়া কৃষ্ণসেবা বা ভক্তিই তাঁহার স্বরূপগত সহজবৃত্তি। আর তাহার বিরূপগত নৈসর্গিক-চেষ্টা বা কৃত্রিম চেষ্টার নামই অভক্তি, কাম, কৈতব বা অপরাধ। জলের স্বভাব বা সহজবৃত্তি যেমন তারল্য, প্রস্তরের স্বভাব বা ধর্ম্ম যেমন কাঠিন্য, তদ্রূপ নিত্যসেবক জীবসমূহের নিত্য কৃত্য এবং স্বভাবও সেইরূপ সকলের একমাত্র সেব্য ভগবানের প্রীতিবিধান। যেখানে ভগবৎ-প্রীতি-বিধানের অভাব পরিলক্ষিত, সেখানে আত্মপ্রীতি-বাঞ্ছার প্রাবল্য বিদ্যুত, জীবগণ তখনই বদ্ধ। এই সকল ব্যাপারই কৃষ্ণকে আবরণ করে আর কৃত্রিম চেষ্টা কৃষ্ণকে শত যোজন দূরে রাখে। সহজ ও কৃত্রিমের মধ্যে বাহ্য আকারগত কোন পার্থক্য নাই কিন্তু উভয়ের মধ্যে স্বরূপগত আকাশ-পাতাল ভেদ বর্ত্তমান। সুতরাং জীবগণের পক্ষে কৃষ্ণভজন সহজ ব্যাপার একথা এব সত্য, কিন্তু তাহাতে কৃত্রিমতার দেশমাত্র প্রবেশ করিলে আর কঠিন হইয়া পড়ে। তাই বলিতেছিলাম, অধোক্ষজ কৃষ্ণের সেবা সহজ অর্থাৎ অনায়াস-সাধ্য না হইলেও সহজ।

ব্রজবাসিগণের কৃষ্ণের প্রতি প্রীতি সহজ। কৃষ্ণসখাগণের কৃষ্ণের প্রতি সহজ-সখ্য, কৃষ্ণকান্তাগণের কৃষ্ণের প্রতি সহজকাম অর্থাৎ প্রেম বা গাঢ় প্রীতি কৃষ্ণানন্দবর্দ্ধিনী ও কৃষ্ণমনোহারিণী। এই সহজ-প্রীতিই রাগাত্মিকা ভক্তি নামে অভিহিত। এই রাগাত্মিকা ভক্তি বা ব্রজবাসিগণের সহজ আচরণের কথা শুনিয়া যাঁহাদের সহজ লোভ উদিত হয় অর্থাৎ যাঁহারা সেই অপ্রাকৃত সহজ-ধর্ম্মিগণের সেবায় লোভ-বিশিষ্ট হইয়া তাঁহাদিগের আনুগত্য অর্থাৎ আচরণের অনুসরণকারী হ'ন, তাঁহারাই রূপানুগ। কিন্তু যাঁহারা তদনুগত আত্মস্বরূপের নিত্য অপ্রাকৃত সহজবৃত্তি উপলব্ধি করিতে পারেন না, তাঁহারা সহজের অনুসরণ করিতে না পারিয়া অনুকরণপ্রিয় হইয়া পড়েন। ঐরূপ অনুকরণ সহজতাকে বিপর্য্যস্ত করিয়া কৃত্রিমতারূপ বোঝা আনিয়া দেয়। এই কৃত্রিমতা হইতে জগতে নানা অনর্থ উদিত হয়। সহজ ও কৃত্রিমের পার্থক্য বুঝিতে না পারিলে সাধনরাজ্যে বিষম বিপত্তি ঘটে। সাধকমাত্রেরই এ বিষয়ে সতর্ক হওয়া আবশ্যক; নতুবা তাঁহার যাবতীয় চেষ্টা ভস্মে ঘৃতাহুতির ন্যায় বিফল হইবে।

মানুষমাত্রেই অনুকরণ-প্রিয়। অতি শিশুকাল হইতেই আমরা অনুকরণের অভ্যাস করিয়া থাকি। এই অনুকরণ, অনুসরণ বা আনুগত্যের বিকৃত, প্রতিফলিত চেষ্টা। অনুসরণ করা সকলের ভাগ্যে ঘটে না; তাই আমরা অনেক সময় অনুকরণ-কার্য্যকে অনুসরণ বলিয়া ভ্রম করি। সহজ ও কৃত্রিমতার ন্যায় অনুসরণ ও অনুকরণ শব্দদ্বয় পরস্পর বিপরীতার্থ-বোধক; একটী প্রত্যক্-পথানুগামী এবং অপরটী পরাক্‌পথানুগামী। যাত্রার দলে নারদ সাজা—অনুকরণ; আর শ্রীনারদের প্রদর্শিত ভক্তিপথে গমন—অনুসরণ। কৃত্রিমভাবে নকল করার নাম অনুকরণ, আর সত্য সত্য মহাজনের পথে গমন করার নাম অনুসরণ। আমরা মনে করি—আমরা অনুসরণ করিতেছি। কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে আমরা অনুকরণই করিয়া বসিতেছি। অনুসরণ—নিজের আচরণ। অনুকরণ ও অনুসরণ কার্য্যদ্বয় বাহিরের দিকে দেখিতে একই প্রকার হইলেও মেকী সোনা ও খাঁটী সোণার ন্যায় উভয়ের মধ্যে আকাশ পাতাল-ভেদ বর্ত্তমান। সেইজন্য অনুকরণকে অপর ভাষায় ঢং বলে। সুতরাং অনুকরণপথ বা কৃত্রিমপথ ছাড়িয়া অনুসরণপথ—সহজপথ, শ্রৌতপথ · ভক্তিপথ বা শ্রেয়ঃপথই জীবমাত্রেরই প্রার্থনীয়। অনুকরণে কপটতা আছে, কৃত্রিমতা আছে, আত্মবঞ্চনা ও পরবঞ্চনা আছে, দাম্ভিকতা আছে কিন্তু অনুবর্ত্তন—অনুসরণ বা আনুগত্যে কপটতা, কৃত্রিমতা বা দাম্ভিকতা নাই। শিষ্য যখন গুরুর অনুবর্ত্তন করেন, অর্থাৎ গুরুর আনুগত্য স্বীকার করেন, তখন তাঁহার অনবধানতায় যে কৃত্রিমতারূপ কদর্য্য তাঁহার হৃদয়ে ঈষৎ পরিমাণে বিরাজিত থাকে, সেটুকুও গুরুকৃপায় বিধৌত হইয়া যায়, এবং তাঁহার হৃদয়ে সহজ-ভাবটী প্রকটিত হইয়া পড়ে। এইরূপে সহজতার প্রকটন-চেষ্টার নামই সাধন-ভক্তি বা অবরোহপন্থায় ভগবদনুশীলন। তাই বলিতেছিলাম, গুরুকৃপা-প্রাপ্ত স্বরূপোপলব্ধ জাগ্রত ব্যক্তিগণের পক্ষেই ভগবদ্ভজন সহজ, অন্যের পক্ষে ইহা সম্পূর্ণ দুরূহ ব্যাপার।

পুরুষোত্তমমঠে ব্যাসপূজা

(পূর্ব্ব সংখ্যায় প্রকাশিতাংশের পর)

গম্ভীরায়

শ্রীজগন্নাথদেবের মন্দির হইতে সংকীর্ত্তন-মণ্ডলী প্রভুপাদের অনুসরণে মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিতে করিতে গম্ভীরায় গমন করেন। পাঠকগণ অবগত আছেন, নীলাচলে অবস্থান-কালে মহাপ্রভু এই গম্ভীরায়ই অবস্থান করিতেন। অলিন্দার পর যে দালান, তাহার ভিতরের ক্ষুদ্র গৃহকে গম্ভীরা বলে। প্রকটলীলার শেষ অষ্টাদশ বর্ষ মহাপ্রভু দামোদরস্বরূপ ও রায় রামানন্দ সহ এই স্থানে অবস্থানপূর্ব্বক মহাপ্রেমে চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির পদাবলী, রায়-রামানন্দের জগন্নাথ-বল্লভ নাটক, জয়দেবের শ্রীগীতগোবিন্দ ও দক্ষিণ দেশ হইতে আনীত শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত—এই পঞ্চগ্রন্থ পরমানন্দে কীর্ত্তন ও শ্রবণ করিতেন। এই স্থানে ভক্তগণ হৃদয়ের আর্ত্তির সহিত সংকীর্ত্তন করিলেন।

সিদ্ধ-বকুলে

গম্ভীরা হইতে ভক্তগণ ঠাকুর হরিদাসের ভজনস্থলী সিদ্ধবকুলে গমন করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রত্যহ শ্রীজগন্নাথদেবের 'উপলভোগ'-দর্শনান্তে এই স্থানে আসিয়া শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের সন্ধান লইতেন। শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু ও শ্রীল সনাতন-গোস্বামী প্রভু যেসময়ে নীলাচলে আসিয়াছিলেন তখন শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের নিকট এই স্থানেই অবস্থান করিতেন। এই স্থানেই শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভুর হস্তাক্ষর দর্শন করিয়া মহাপ্রভু বলিয়াছিলেন—"শ্রীরূপের লেখা যেন মুকুতার পাঁতি", এই স্থানেই তিনি তাঁহার মনোহভীষ্ট-প্রচারক শ্রীরূপের "প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ" শ্লোকের শতমুখে প্রশংসা করিয়াছিলেন, এবং এই স্থানেই স্বরূপাদি ভক্তবৃন্দসহ শ্রীরূপগোস্বামিপাদের রচিত বিদগ্ধমাধব ও ললিতমাধবের শ্লোক শুনিয়া পরম প্রীতি প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং শ্রীল স্বরূপগোস্বামিপ্রভু ঐ গ্রন্থদ্বয়ের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন। এই স্থানেই শ্রীল হরিদাস ঠাকুর স্বীয় মস্তক মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মে স্থাপনপূর্ব্বক নয়নে মহাপ্রভুর শ্রীচন্দ্রবদন দর্শন করিতে করিতে এবং বদনে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নাম উচ্চারণ করিতে করিতে নির্য্যাণলীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন। ভক্তগণ শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্ম অনুসরণপূর্ব্বক এই স্থান দর্শন করিয়া সংকীর্ত্তনসহ তথা হইতে শ্রীপুরুষোত্তমমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। সংকীর্ত্তনমণ্ডলী চারি ঘণ্টারও অধিককাল শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্র পরিক্রমা করিয়াছিলেন।

২য় দিবসের অধিবেশনে অভিনন্দন-পাঠ

দ্বিতীয় দিবস অর্থাৎ ২০শে ফেব্রুয়ারী তারিখের অধিবেশনও ·চটক-পর্ব্বতস্থিত মণ্ডপে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। এই দিবসের কার্য্য অপরাহ্ণ পাঁচ ঘটিকার সময় আরম্ভ হয়। মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তনের পর অভিনন্দনসমূহ পঠিত হইতে থাকে। (১) শ্রীযুক্ত মহাদেবের দাস (২) মহোপদেশক শ্রীপাদ প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার, (৩) শ্রীযুত কানাইলাল ব্রহ্মচারী, (৪) কবিরাজ শ্রীযুত মধুসূদন শর্ম্মা, (৫) শ্রীমান্ নিশিকান্ত সান্যাল, (৬) মহামহোপদেশক পণ্ডিত প্রবর শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ (৭) ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিহৃদয় বোন মহারাজ, (৮) লালা শ্রীযুক্ত মদনমোহন দাস, (৯) শ্রীপাদ অতুলানন্দ দাসাধিকারী (১০) ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ, (১১) জনৈক সজ্জন (১২) মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ নারায়ণ দাস ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী যথাক্রমে (১) মধুরভজ ভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর সেবক-সমিতির উৎকলভাষায় অভিনন্দন 'ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি' (২) বালিয়াটী জমিদার মুরলীমোহন, মোহিনীমোহন মোহনমোহন রায় চৌধুরী মহোদয়গণের বাঙ্গালা অভিনন্দন 'ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি' (৩) পুরী শ্রীমঠের সেবকগণের লিখিত উৎকলভাষায় এক আর্ত্তিপূর্ণ অভিনন্দন, (৪) শ্রীমায়াপুর গৌড়ীয়-মঠের সেবকগণের অভিনন্দন (৫) বঙ্গভাষায় বালকের 'প্রণতিপুষ্পাঞ্জলি' (৬) বোম্বে গৌড়ীয়মঠের ইংরেজী অভিনন্দন, (৭) শ্রীচৈতন্যমঠপ্রবাসী বালক অভিনন্দন 'ভক্তিপ্রসূনাঞ্জলি', (৮) উৎকল ভাষায় ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি' (৯) বঙ্গভাষায় 'আর্ত্তিকুসুমাঞ্জলি' (১০) বঙ্গভাষায় লিখিত কবিতা 'ভক্তিবিবেক-কুসুমাঞ্জলি'। (১১) ময়মনসিংহ জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠের সেবক শ্রীযুক্ত সদানন্দ দাসাধিকারী মহোদয় ইংরেজী অভিনন্দন কবিতা ও (১২) ইংরেজী অভিনন্দন "Sree Sree Vyasa Puja offering" পাঠ করেন। এতদ্ব্যতীত আরও অনেক অভিনন্দন-পত্র আসিয়াছিল কিন্তু সময়াভাবে তাহা পঠিত হইতে পারে নাই। তৎসমস্তই শ্রীগুরুপাদপদ্মে অর্পিত হইয়াছে।

প্রভুপাদের প্রত্যভিভাষণ

শ্রীল প্রভুপাদ প্রত্যভিভাষণে যে কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন, নিম্নে তাহার দর্শন করিবার চেষ্টা করিতেছি।

ভগবান্ ও ভগবৎপ্রিয় জনগণের মর্য্যাদা প্রতিষ্ঠিত করিবার নির্দ্দেশ, সাধু, শাস্ত্র ও গুরুবাক্য পাইয়া জীবনযাত্রার প্রতি দিবস প্রতি

থাকে। আর একটী কথা যাহা অভিজ্ঞতা হইতে তাহার বিভিন্ন বস্তুসমূহ আমাদের উপর ক্রিয়াবিশিষ্ট হইবে, আমরা এই অপেক্ষা করি। কিন্তু যাহা মনে করি অনেক সময় আমাদের ভাগ্যে সে-প্রকার সুবিধা ঘটে না। জীবনকাল অতি অল্প আর আমাদের কৃত্য বহু। আমরা প্রতি বৎসরই মনে করি এ বৎসর আমাদের বিশেষ কর্ত্তব্যগুলি সম্পন্ন করিব। কিন্তু বাহিরের বিষের বিঘ্ন আমাদের ঐ সকল কর্ত্তব্যে ব্যাঘাত ঘটায়। আর যদি মনে করি, জীবন ক্ষণভঙ্গুর, সৌভাগ্যক্রমে মনুষ্যজীবন পাওয়া গিয়াছে, কোন্ মুহূর্ত্তে যে ইহার অবসান হইবে—কোন্ মুহূর্ত্তে যে শেষ নিঃশ্বাস আসিয়া উপস্থিত হইবে তাহার নিশ্চয়তা নাই। শেষ-নিঃশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে জাগতিক যাবতীয় প্রয়োজনের নিবৃত্তি হইবে। এ বিষয়ে ইতিহাস অসংখ্য প্রমাণ প্রদান করিতেছে। জীবন কখন শেষ হইবে তাহা আমরা জানি না। কিন্তু প্রত্যেকেই প্রস্তুত হইতেছি ভবিষ্যৎ জীবনের কর্ম্মময় কর্ত্তব্য-নির্দ্ধারণের জন্য। কোটি কোটি বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি মৃত্যুর কবলে পতিত হইয়াছে। ইহজগতের প্রাণীমাত্রেই মরণশীল। এখানে চিরকাল থাকিতে পারা যাইবে না। আমরা জানি, পরীক্ষিত মহারাজ ৭ দিনের এবং খট্বাঙ্গ রাজা এক মুহূর্ত্তের নোটিশ পাইয়াছিলেন, তাঁহারা এই সময়ের মধ্যেই নিত্যমঙ্গল-লাভের সুবিধা করিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু আমরা সাতদিন কেন, এক মুহূর্ত্তও যে থাকিতে পারিব তাহার নিশ্চয়তা কিছুই নাই।

শ্রীগৌরসুন্দর অভিধেয় কথায় বুঝাইয়া দিয়াছেন—মনুষ্যজীবনের প্রয়োজনীয়তা কি, কি জন্য সংসারে আসা হইয়াছে, এবং জীবনের মুখ্য কর্ত্তব্যই বা কি? তাহাতে আমরা লক্ষ্য করি যে, শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্বোত্তম উপাস্য বস্তু। কৃষ্ণপর্য্যায়ে যেসকল কথা আছে তন্মধ্যে আবার আশ্রয়জাতীয় কৃষ্ণই সর্ব্বোত্তম।

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং
শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি
মা শুচঃ॥"

শ্রীকৃষ্ণের এই বাক্য হইতে আমরা বিশেষ আকৃষ্ট হইয়াছি। মহাপ্রভুর বাক্যে জানিতে পারিয়াছি যে, শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র উপাস্য, একমাত্র সেব্য এবং আমরা সকলেই তাঁহার সেবক। আমাদের কৃত্য কৃষ্ণসেবাব্যতীত আর কিছুই নাই। গৌরসুন্দরকে কৃষ্ণ বলিয়া জানিতে পারিয়াছি। এই বিশ্বাস দিন দিন যত বৃদ্ধি হইবে তত গৌরচরণ-সেবায় রতিও বর্দ্ধিত হইবে। অন্যথা প্রাকৃত বাসনার মুখে কভু আমরা আমাদের নিত্যধর্ম্মের ধারণা রক্ষা করিতে পারি না।

এইস্থানে (চটকের চৌটায়) শ্রীমদ্ভাগবতের প্রকৃত পণ্ডিত শ্রীল গদাধর গোস্বামী ছিলেন। তাঁহার কৃপায় আমরা ভাগবত জানিতে পারি। এই স্থানের অনুভূতিতে ভাগবত পড়াইবে—ভাগবতের অনুভূতি করাইবে। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ভাগবতার্ক-মরীচিমালা নামক একটি গ্রন্থ লিখিয়াছেন। তাহাতে তিনি লিখিয়াছেন যে, শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীল গদাধর যেভাবে ভাগবতের আলোচনা করিয়াছেন তিনি তাহাই লিখিয়াছেন। পণ্ডিত গোস্বামী সুষ্ঠুভাবে ভাগবত আলোচনা করিয়াছেন এবং সম্বন্ধ-বিচারে শ্রীকৃষ্ণকে স্থাপন করিয়াছেন। শ্রীগোপীনাথবিগ্রহ তাঁহারই সেবিত। প্রয়োজনতত্ত্ব-বিচারে আমরা শ্রীগোপীনাথকে পাই।

"শ্রীমান্ রাসরসারম্ভী বংশীবটতটস্থিতঃ।
কর্ষন্ বেণুস্বনৈর্গোপীর্গোপীনাথঃ
শ্রিয়েঽস্তু নঃ॥"

তিনি আমাদিগকে আকর্ষণ করেন। যখন আমরা তাঁহার ঐ আকর্ষণে আকৃষ্ট না হইয়া বঞ্চিত থাকি তখন কামাদিরিপুগণ আমাদিগকে অন্যত্র স্থাপন করে। শ্যামসুন্দর বিভুজ-মুরলীধর গোপীগণের নাথ। গোপীগণের সেবা পাইলেই তাঁহার সেবা পাওয়া যাইবে। গোপীগণের সেবা পাওয়ার প্রণালী আছে। পঞ্চরাত্রের সাহায্যে জগতের বস্তুগুলিকে কৃষ্ণভোগ্যজ্ঞানে মন্ত্রদ্বারা কৃষ্ণকে সমর্পণই অর্চ্চনকারীর কৃত্য। তাহার আর কোনও কৃত্য নাই। পঞ্চরাত্র-পদ্ধতির পূর্ণবিকাশ জগন্নাথের সেবক-সম্প্রদায়ে লক্ষ্য করি। মর্য্যাদাপথে অর্চ্চন। ভাগবতপথ—ভজনের পথ। ভক্তের বিচারে লক্ষ্য করি, ভগবান্‌কে ডাকিতে হয়। কৃষ্ণনামকীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীনামের কৃপাফলে তাঁহার পূর্ণ প্রকাশ। অর্থাৎ নাম-রূপ-গুণ-পরিকর-লীলাত্মক শ্রীকৃষ্ণ আমাদের গোচরীভূত হইবেন। কতকগুলি পুঁথি পড়া বা বিধিমার্গে কতকগুলি কার্য্য করাই দুর্লভ মনুষ্যজীবনের একমাত্র কৃত্য নহে।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব কি বলিয়াছেন? তিনি অল্প কথায় শ্রেষ্ঠ ভজনের সন্ধান দিয়াছেন। তিনি অল্প কথায় ভজনের সব কথাই বলিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণই উপাস্য। পাঁচ প্রকারে তাঁহাকে উপাসনা করা যায়। শ্রীগুরুপাদপদ্ম শ্রীকৃষ্ণের সেবাধিকার প্রদান করেন।

"সজাতীয়াশয়ে স্নিগ্ধে সাধৌ সঙ্গঃ স্বতো বরে।
শ্রীমদ্ভাগবতার্থানামাস্বাদো রসিকৈঃ সহ॥

[একই জাতীয় বাসনা যাঁহা স্নিগ্ধ, অথচ আপনা হইতেও শ্রেষ্ঠ সাধুর সঙ্গ করিবে। সেইরূপ রসিক সাধুগণের সহিত শ্রীমদ্ভাগবতের অর্থ আস্বাদ করিবে।]

এই শ্লোকটী আমাদের বিশেষরূপে বিচার করা কর্ত্তব্য। আমা অপেক্ষা নিম্ন ব্যক্তিকে আমি গুরু বলি না। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি গুরু হইবার যোগ্য। কৈতবযুক্ত ব্যক্তিকে গুরুপাদপদ্ম জ্ঞান করিলে আমাদের মঙ্গল হয় না। আমার সবিশেষ উৎকণ্ঠা থাকিলে এবং নিষ্কপটচিত্তে সন্ধান করিলে সদ্‌গুরুর সন্ধান পাওয়া যাইবে।

যেষাং স এষ ভগবান্ দয়য়েদনন্তঃ
সর্ব্বাত্মনাশ্রিতপদো যদি নির্ব্ব্যলীকম্।
তে দুস্তরামতিতরন্তি চ দেবমায়াং
নৈষাং মমাহমিতিধীঃ শ্ব-শৃগালভক্ষ্যে॥
(ভাঃ ২।৭।৪২)

[ভগবান্ অনন্তদেব যাঁহাদের প্রতি কৃপা করেন যদি তাঁহারা কপটতারহিত হইয়া কায়মনোবাক্যে তাঁহার চরণে শরণাপন্ন হন, তাহা হইলে দুস্তরা অলৌকিকী মায়াসমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে পারেন। ঐসকল কুকুর-শৃগালভক্ষ্য দেহে 'আমি' ও 'আমার' বলিয়া অভিমান শরণাগত ভক্তের থাকে না।]

বেদ সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজনের কথা তারস্বরে কীর্ত্তন করিয়াছেন। তাহাই স্পষ্টরূপে শ্রীমদ্ভাগবতে রহিয়াছে। যাহা সাধারণ মর্য্যাদাপথের গম্য নহে এরূপ ভজনের কথা—শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বোত্তম সেবার কথা শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন।

এই সকল কথা যতই অন্যের নিকট কীর্ত্তন করিবেন, ততই হৃদয়-গ্রন্থি ভিন্ন হইবে—সর্ব্ব-সংশয় ছিন্ন হইবে এবং বস্তু-সাক্ষাৎ লাভ হইবে।

কৃষ্ণসেবা আমাদের নিত্য ধন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, এই নিত্যধন পরিত্যাগ করিয়া আমরা ভোগের দিকে প্রধাবিত হই, আবার কোনও সময় ত্যাগের তাড়নায় ভোগকে সংযত করিবার যত্ন করি। ভোগের পর ত্যাগ, ত্যাগের পর ভোগ—এই কার্য্যে আমাদের দুর্লভ সময় অতিবাহিত হয়। এই সকল পরিত্যাগ করিয়া বুদ্ধিমান্ মনুষ্যসমাজ কৃষ্ণানুশীলনে প্রবৃত্ত হউন—কৃষ্ণসেবাই প্রতি মুহূর্ত্তের কার্য্য হউক, অন্য কোনও কথার প্রয়োজন নাই। একমাত্র কৃষ্ণানুশীলন হউক। মানসিক চিন্তাস্রোত শুদ্ধ করিয়া পরম প্রয়োজন কৃষ্ণসেবার জন্যই যত্ন হউক।

আত্মা নিত্যবস্তু। নিত্য ও মুক্ত আত্মার একমাত্র বৃত্তি—কৃষ্ণসেবা। শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি চাই—এইটীই প্রয়োজন। আমি ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তি; আমার নিরাময় হইবার উপায় আমি জানি না। সদ্বৈদ্য আমাকে সেই উপায় বলিয়া দেন। সদ্বৈদ্য শ্রীগুরুপাদপদ্ম ভবব্যাধি হইতে মুক্তি পাইবার উপায়-নির্দ্ধারণে কৃষ্ণকীর্ত্তনের জন্যই আদেশ করিয়াছেন। কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তর্পণ করিবার জন্য যত্নই আমাদের লক্ষ্য হউক। আপনারা কৃষ্ণের কথা অনুশীলন করুন। এই অনুশীলনই সেবা। এই সেবা ব্যতীত আপনাদের আর কি কৃত্য আছে? কল্পিত রূপ পরিত্যাগ করিয়া স্বরূপের অভিব্যক্তির জন্য সকলে চেষ্টা করুন।

"মুক্তির্হিত্বান্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ"
—ভাঃ ২।১০।৬

শ্রীজগন্নাথদেব মর্য্যাদাপথের উপাস্য বিগ্রহ; আমরা অর্চ্চনমার্গে তাঁহার বহিঃপ্রদেশ হইতে উচ্চ অঙ্গসমূহ সেবা করিবার অধিকার পাই। কিন্তু স্বরূপাবস্থিতিক্রমে অপ্রাকৃত শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বেন্দ্রিয়-সেবার অধিকার রাগমার্গে পাওয়া যায়।

সারকথা

—:০:—

শ্রীধাম কি পরিচ্ছিন্ন বস্তু?

প্রকৃতির পার পরব্যোম নামে ধাম।
কৃষ্ণবিগ্রহ যৈছে বিভূত্বাদি গুণবান্॥
সর্ব্বগ অনন্ত বিভু বৈকুণ্ঠাদি ধাম।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ-অবতারের তাহাঁই বিশ্রাম॥
(চৈঃ চঃ আদি ৫ম)

অকিঞ্চনের লক্ষণ কি?

শরণাগতের অকিঞ্চনের একই লক্ষণ।
তার মধ্যে প্রবেশয়ে আত্ম-সমর্পণ॥
(চৈঃ চঃ মধ্য ২২শ)

কৃষ্ণভক্ত কি নীচ?

শুনি ঠাকুর কহে, শাস্ত্র এই সত্য কয়।
সেই নীচ নহে যাতে কৃষ্ণভক্তি হয়॥
(চৈঃ চঃ অন্ত্য ১৬শ)

শ্রেষ্ঠ সাধনাঙ্গ কি?

সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তন, ভাগবত-শ্রবণ।
মথুরাবাস, শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায় সেবন॥
সকল সাধন-শ্রেষ্ঠ এই পঞ্চ অঙ্গ।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মায় এই পাঁচের অল্প সঙ্গ॥
(চৈঃ চঃ মধ্য ২২শ)

অনর্থোপশমের উপায় কি?

নাম-সঙ্কীর্ত্তনে হয় সর্ব্বানর্থ নাশ।
সর্ব্ব শুভোদয় কৃষ্ণে প্রেমের উল্লাস॥
(চৈঃ চঃ অন্ত্য ২০শ)

সাধনের বিঘ্ন কি?

ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি-বাঞ্ছা যদি মনে হয়।
সাধন করিলে প্রেম উৎপন্ন না হয়॥
(চৈঃ চঃ মধ্য ২২শ)

কলিতে লোক কেমন হইবে?

"হইবে স্বতন্ত্র লোক ছাড়িয়া ধরম।
না বুঝিবে শুদ্ধকৃষ্ণ-বৈষ্ণবের মর্ম্ম॥
মিথ্যা সুখে মত্ত সবে নাহি সদ্‌জ্ঞান।
না জানে পশ্চাৎ কৈছে হইবে কল্যাণ॥"
(অঃ মঃ ৭ অঃ)

স্বপনেও না কর ভাই স্ত্রী-সম্ভাষণ। গৃহে স্ত্রী ছাড়িয়া ভাই আসিয়াছ বন॥

শুদ্ধভক্তি মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ
(আকর-মঠরাজ)

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ শত উত্তর-পূর্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যবর্য্য শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্যমঠ বিরাজমান। এই স্থান শারদ্বত-তীর্থ, শরণাগতিপীঠ বা অন্তর্দ্বীপস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি বেদান্তশাস্ত্রের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র 'নদীয়া-প্রকাশ', সাত্বত-সম্প্রদায়ে অপ্রকাশিত সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজ প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতি বৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীসহ কীর্ত্তন-প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৩নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫

শ্রীমহাপ্রভু-প্রচারিত সুনির্ম্মল ভাগবত-ধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশ্যে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভজনস্থানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দজীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রসঙ্গ-চতুর্ব্বিধ বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি লীলা ও ভক্তগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হয়। এই মঠ হইতে মহাবদান্য সদ্গুরু হরিকথা-প্রচার, নগর-সঙ্কীর্ত্তন, বক্তৃতা, ব্যাখ্যা ও সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞ-মহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান হয়। মঠরক্ষক—মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির
এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-সহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী সেবাকোবিদ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন
শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী এখানে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান, রক্ষক—শ্রীপ্রেমানন্দ দাসাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন
এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—গোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

(৭) কাজীর সমাধি-পাট
সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক।

(৮) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও রাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজগবন্ধুদাস ব্রহ্মচারী।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ
চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীমদন-মোহন ব্রহ্মচারী।

(১০) মোদদ্রুম ছত্র "গৌড়ের নৈমিষ"
মাউগাছি, পোঃ কালনা, (বর্দ্ধমান)।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান। শ্রীগৌরনিত্যানন্দের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবঙ্কুবিহারী ব্রজবাসী, ভ-ভূষণ।

(১১) ভেডিয়া কুঞ্জকানন
শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী,
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীনবীনানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১২) কুঞ্জকুটীর—পোঃ কৃষ্ণনগর,
নদীয়া। রক্ষক—শ্রীমধুমঙ্গলানন্দ অধিকারী

(১৩) ভাগবত-আসন—পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
এই স্থান হইতে ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচারিত হয়। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৪) একায়ন মঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ হাসখালি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী ভক্তিস্বভাব।

(১৫) মহেশ পণ্ডিতের পাট
কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীভক্তিবিনোদ ব্রজবাসী।

(১৬) ঢাকা গৌড়ীয় মঠ
১০নং নবাবপুর রোড, পোঃ ঢাকা

পূর্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ।

(১৭) গোপালজীউমঠ—কমলাপুর,(ঢাকা)
গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান। রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রজবাসী।

(১৮) নিতাই-গৌরাঙ্গ মঠ
পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)।

এখানে শ্রীনিতাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী

(১৯) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ
বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীসুন্দর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২০) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ
ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাস্ত, (ঢাকা)

এখানে বহু পুরাতন শ্রীগোপালের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোপালকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(২১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ
পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী।

(২২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
ভুবনকোলা, পোঃ চৈতন্যপুর, (মালদহ)

এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী।

(২৩) ভাগবতজনানন্দ মঠ
চিকন্দিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে গুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজগবন্ধুদাস ব্রজবাসী ভক্তিরত্ন।

(২৪) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী।

(২৫) সচ্চিদানন্দ মঠ
বাঁশগড়ি, পোঃ উড়িয়াবাজার, (কটক)

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদপ্রাণজীউর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর

(২৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ
পোঃ ভুবনেশ্বর পুরী,

শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন।

(২৭) পুরুষোত্তম মঠ
ভক্তিকুটী, পোঃ পুরী উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদবিহারীজীউর নিত্য সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগদাধর অধিকারী

(২৮) ব্রহ্ম-গৌড়ীয়মঠ
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবিপিন-বিহারী দাসাধিকারী।

(২৯) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কভুর, জেলা গোদাবরী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—শ্রীনিতাইচরণ দাসাধিকারী ভক্তিলোচন।

(৩০) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ
৪২নং ফরিদপুরা, বেনারস সিটি

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীসত্যদেব ব্রহ্মচারী।

(৩১) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ
শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী

(৩২) পরমহংস মঠ
পোঃ নিমসার, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও গৌর-বিনোদ-বিহারজীউর সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীনন্দনারায়ণ দাসাধিকারী।

(৩৩) কৃষ্ণচৈতন্য মঠ
পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

এখানে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিত্য-সেবা হয়। রক্ষক—শ্রীশ্রীধর ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠ
বিশ্রামঘাট মথুরা

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ

(৩৫) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ—শ্রীরাধাকুণ্ড
রক্ষক—শ্রীরাধারমণচরণদাস ব্রহ্মচারী

(৩৬) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৩৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ
শেখপাড়া, পোঃ গোহেটোল, জেলা গুরদাসপুর (পাঞ্জাব) রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৩৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ
৬০নং কুতুব রোড, নিউ দিল্লী।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী

(৩৯) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ
কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল।

এখানে গৌর-মদনমোহনের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরাধাগোপাল অধিকারী।

(৪০) সারস্বত-গৌড়ীয় মঠ
হরিদ্বার সাহারণপুর, ইউ, পি

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিচার গিরি

(৪১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয় মঠ
পোঃ ভাপেরী মাদ্রাজ।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বা-গিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীপাদ প্রণবানন্দ প্রত্নবিদ্যার্ণব

(৪২) বোম্বে-গৌড়ীয়-মঠ কার্য্যালয়
গ্রোক্টার রোড, চৌপাটি বিল্ডিং, ব্লক নং ১, বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মা মজুমদার।

(৪৩) অমরজি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ অমরজি, মেদিনীপুর

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম

(৪৪) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চক্‌চকা, কামরূপ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী

(৪৫) পাটনা গৌড়ীয় মঠ
১০০ মিঠাপুর, পাটনা।

রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী প্রাণভূষণ

(৪৬) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠ বালেশ্বর
রক্ষক—শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৭) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয়
৩ গ্লস্টার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, এস-ডব্লিউ ৭, লণ্ডন

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ।

(৪৮) বার্লিন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়
Berlin W. 30

Eisenacher strasse 29

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্‌—সম্পূর্ণ ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে দ্বাদশ স্কন্ধ ১৷৵০
২। ভাগবত বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৩৲
৩। অনু-ভাষ্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
(৪র্থ সংস্করণ) ৬
৪। সৎক্রিয়া-সারদীপিকা ৪৲
৫। জৈবধর্ম ২৲
৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
৮। শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
৯। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১০। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ॥০
১১। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিষয়-তত্ত্ব ।০
১২। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৩। চৈতন্যোপনিষদ্‌ ।০
১৪। বাদন-আন্দ্রব ।
১৫। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
১৬। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵০
১৭। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৷৵০
১৮। ভজন-রহস্য ॥০
১৯। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্‌ ও
শ্রীনবদ্বীপশতকম্‌ ও (বাঁধা)
২০। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২১। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
২২। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
২৩। বৃহদ্ভক্তিতত্ত্বসার গৌরাঙ্গ সারাংশ
(সাধন) ২৲
২৪। বেদান্তস্যমন্তক সারাংশ
(রামানুজীয়) ॥০
২৫। প্রেমবিবর্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৵০
ঐ (বাঁধা) ৸০
২৬। দীপ-দিগ্‌দর্শন ৵০
২৭। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৵০
২৮। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৵
২৯। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩০। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩১। গীতমালা ৴১০
৩২। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৩। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৪। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৫। ব্রজগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা বর্ণন ।০
৩৬। শরণাগতি ৴০
৩৭। গীতাবলী ৴০
৩৮। চিত্রে নবদ্বীপ ১॥০
৩৯। সাধকবন্ধ ৴০
৪০। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৪১। নবদ্বীপশতক ০
৪২। অর্থপঞ্চক ৴০
৪৩। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৪৪। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১০
৪৫। অষ্টকম্‌ ৫১০
৪৭। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি
(প্রথম ভাগখণ্ড) ৩৲
৪৮। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৪৯। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫০। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫১। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫২। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৩। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৴০
৫৪। ঈশোপনিষদ্‌ (বলদেব ও মাধ্বভাষ্য
এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫৫। শ্রীকৃষ্ণলেখর ৶০
৫৬। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৫৭। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৮। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিবিধঃ ।০
৫৯। সটিক-শিক্ষাষ্টকম্‌
৬০। তত্ত্বসূত্রম্‌ ।০
৬১। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্‌ ৷৵০
৬২। গৌড়ীয়মঠ পরিচয়ঃ ৴০
৬৩। মায়াবাদবর্ণনম্‌ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৪। রায় রামানন্দ ॥০
৬৫। এ ফিউ ওয়ার্ডস্‌ অন্‌ বেদান্ত ॥০
৬৬। নামভজন ।০
৬৭। বেদান্ত—ইটস্‌ মরফলজি অ্যাণ্ড অন্টোলজি ।০
৬৮। বিলেক্টিভ ওয়ার্কস্‌ ।৵০
৬৯। লাইফ অ্যাণ্ড প্রেসেপ্টস্‌ অব্‌
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।০
৭০। বৈষ্ণবীজম্‌ ।০
৭১। কোয়াট্‌ গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৴০
৭২। দি ভাগবত ।০
৭৩। ইরোটিক প্রিন্সিপ্‌ল অ্যাণ্ড
আনবেলেড ডিভোশন ।০
৭৪। ব্রহ্ম-সংহিতা ২॥০
৭৫। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (অনুবাদ) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৭৬। শ্রীনামভজনাবশ্যক ।০
৭৭। সাধন-পথ ।০
৭৮। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৭৯। গীতাবলী ৴০
৮০। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮১। শরণাগতি ৴০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

কবিরাজ ভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাঁচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কার্টতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ আনা, বড় বোতল ১৷৵০ আনা। প্যাকিং খরচ স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।
অথবা
পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউন্‌টেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।
জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং
কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার
কলিকাতা

আমাশয় ও পেটের পীড়ায়

শ্রীশ্যামানন্দ দাশ কবিরাজের আবিষ্কৃত

গ্রহণী বজ্র

ব্যবহার করুন

আমাশয়, রক্তামাশয় অতিসার, গ্রহণী, অজীর্ণ, পেটফাঁপা, মলকাবেশ, সূতিকা ও শিশুর উদরাময় প্রভৃতি সকল প্রকার নূতন ও পুরাতন পেটের পীড়ায় গ্রহণী বজ্র শতাধিক ফল প্রদ মহৌষধ।

যাহারা পেটের পীড়ায় নানারূপ চিকিৎসায় আশ্চর্য ফল লাভ করিতে পারেন নাই তাহারা গ্রহণী বজ্র ব্যবহার করুন, তাহারা নিশ্চয়ই সুস্থ হইবেন। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। মূল্য প্রতি শিশি ॥০ আনা, ৩ শিশি ১ টাকা ডাক মাশুল ।৵০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীকৃষ্ণ ঔষধালয়, ময়মনসিংহ।
ঢাকার এজেন্ট মেসার্স মহেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং
পাটুয়াটুলি, ঢাকা

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও
অঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এম, এস, এস, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সুবর্ণ সুযোগ! সুবর্ণ সুযোগ!

শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদরচিত গৌড়ীয়ভাষ্য সহিত

বিশ্বাই গ্রন্থ

শ্রীশ্রীচৈতন্য ভাগবত

গ্রন্থের আয়তন:—ক্রাউন কোয়ার্টো ফুল ১০৯৬ পৃষ্ঠা, সূচীপত্র ২৪৪ পৃষ্ঠা, মোট ১৩৪০

ভিক্ষা (বাঁধাই) মাত্র ৭৲ সাত টাকা

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা

নদীয়া সার্টিফিকেট আদালতের নীলাম ইস্তাহার

কেস নং এবং কোর্টের নাম	নীলাম ইস্তাহার (A) (B) বা (C) ধারায় প্রকাশিত	ডিক্রিদার	দেনদার	যে দাবীর জন্য সম্পত্তি বিক্রয়ের আদেশ হইয়াছে	বিক্রয়ের স্থান তারিখ ও সময়	কি রকম স্বত্ব	থানা, মৌজার নাম ও গ্রাম	খতিয়ান নং প্লট (জানা থাকিলে) অথবা অন্য প্রয়োজনীয় বিবরণ	১০ জমির পরিমাণ (জানা থাকিলে)	জমা (জানা থাকিলে)	১২ মন্তব্য
৩১ R. P. ৩৪।৩৫ নদীয়াসার্টিফিকেট আদালত		রায় পালচৌধুরী	হরি মণ্ডল	৩৭।০	১৮।৪।৩৫	রায়তি স্থিতিবান	থানা নবদ্বীপ মৌজে রুদ্রপাড়া	৩৪১।৪৮ খতিয়ান	২-৩২	১২৲	আর পাব
১৭ R. P. ৩৪।৩৫		ঐ	ভীম মণ্ডল	৫০৲	২৩।৪।৩৫		থানা ঐ মৌজে ঐ	৬৮১ খতিয়ান	৩-২২শঃ	১১।০	ঐ
৭ R. P. ৩৪।৩৫		ঐ		২৪।০	২৩।৪।৩৫	ঐ	থানা নবদ্বীপ মৌজে রুদ্রপাড়া	৩৪১।৪১ খতিয়ান	২-১৭শঃ	১২৸০	
২৪ N. ৩৪।৩৫		রায় নলিনাক্ষ দত্ত বাহাদুর	গোকুল আলি সেখ গং	৪২৸/১	২৪।৪।৩৫		থানা কোতয়ালী মৌজে পাবরকুণ্ডী	৭৪ খতিয়ান	১-৩১	৩৸/০	রায় … দত্ত …
৩০ N. ৩৪।৩৫		ঐ	কালীচরণ ঘোষ গং	৮৪৸৮	২৪।৪।৩৫		থানা কোতয়ালী মৌজা চুয়াখালী	১৬৮ খতিয়ান	৬-১৫শঃ	১৩।৵৬	
২৬ N. ৩৪।৩৫			গঙ্গারাম ঘোষ	৩১৸/৫	২৪।৪।৩৫		থানা কোতয়ালী মৌজে রূপদহ ও চুয়াখালী	রূপদহ ১৮০ নং চুয়াখালী ২১৬নং	৫-২৬শঃ	১০৵৯	
২০ N. ৩৪।৩৫			গোপাল বিশ্বাস	২৫৸০	২৫।৪।৩৫	ঐ	থানা কোতয়ালী মৌজা নপাড়া	২০২ খতিয়ান	১-১০শঃ	৪।০	

শ্রীমদ্ভাগবতম্

একাদশ-স্কন্ধঃ

প্রতি অধ্যায়ের কথাসার, মূল-শ্লোক, অন্বয়, প্রাঞ্জল বঙ্গানুবাদ, শ্রীমন্ মধ্বাচার্য্যের টীকা, শ্রীপাদ বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী ঠাকুরের সারার্থদর্শিনী টীকা, প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের বিবৃতি ও তথ্য, অধ্যায়-মর্ম্ম ও অধ্যায়সূচীসহ ছাপা শেষ হইয়াছে। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ৪।০ টাকার স্থলে বর্ত্তমানে মাত্র ৩৸০ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অধিক দিন এই সুবিধা থাকিবে না।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈনিক

REG. C 1544

চৈতন্যোপনিষদ্
নব অক্ষরে মূল ও
অনুবাদসহ প্রকাশিত
হইয়াছে। কাগজ ও
ছাপা অতি উত্তম।
ভিক্ষা ।০ মাত্র
শ্রীচৈতন্যমঠ,
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

"গৌড়ীয়"
৭ম বর্ষ হইতে
১১শ বর্ষ পর্য্যন্ত
প্রতি বর্ষ কাপড়ে
বাঁধাই
ভিক্ষা ৩৷০ মাত্র।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ
বাগবাজার, কলিকাতা

ভারতের সর্ব্বত্র মঙ্গল-প্রচার—পত্র। জগতের একমাত্র মুখপত্র

১০ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২২শে ফাল্গুন, বুধবার ১৩৪১, ৬ই মার্চ্চ ১৯৩৫ [৫ম সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

৬৮০০০ জনের মৃত্যু

সিংহলে ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাবের ফলে লোকসংখ্যা যেরূপ হ্রাস পাইতেছে তাহা বস্তুতঃই ভয়াবহ। গত নবেম্বর, ডিসেম্বর ও জানুয়ারী মাসের রিপোর্টে দেখা যায় যে, ঐ সময়ের মধ্যে এই সংক্রামক ব্যাধির জন্য অন্ততঃ ৬৮,০০০ নরনারী প্রাণ হারাইয়াছে। নবেম্বর মাসে মৃত্যু হইয়াছিল ১২ ২০০ জনের। কিন্তু ডিসেম্বর মাসে মৃতের সংখ্যা অত্যধিকরূপে বাড়িয়া যায়। ঐমাসে মৃতের সংখ্যা হয় মোট ১১৭০৮ এবং জানুয়ারী মাসে ৩৯,২০৫।

অবশ্য ডিসেম্বর ও জানুয়ারী মাসের মৃত্যুহার এখনও পাকাপাকিভাবে ধরা হয় নাই। ঐ সংখ্যা একমাত্র ম্যালেরিয়ার জন্যই নয় নাই। উহার মধ্যে অন্যান্য রোগের দরুণ মৃতের সংখ্যাও আছে। কিন্তু তবুও ঐসময়ের মধ্যে মোট মারা গিয়াছে ৬৮.১৯৩ জন আর তৎপূর্ব্বের তিন মাসে মারা গিয়াছিল ৩৮,২৫৬ জন।

এই দুই সংখ্যার মধ্যে পার্থক্য ৩০০০০। সুতরাং ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে, অন্ততঃ এই ৩০০০০ জনের মৃত্যুর কারণ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ম্যালেরিয়া রোগ।

দশলক্ষ টাকা সাহায্য

এই সংক্রামক ব্যাধির প্রতীকারের জন্য ঐ গভর্ণমেন্টের দশ লক্ষ টাকা দাবী করিয়া এক প্রস্তাব করা হয়। এক্ষণ আলোচনার পর ঐ প্রস্তাব পাশ হইয়াছে। পীড়া ও অভাবের দূর করার জন্য ঐ টাকা ব্যয় করা হইবে।

বিষ্ণুপুরে ভীষণ ডাকাতি

প্রকাশ, ৫০ জন সশস্ত্র ডাকাত প্রকাশ্য দিবালোকে সম্প্রতি বর্দ্ধমান জিলার এক জমিদার বাড়ীতে হানা দিয়া নগদ টাকা ও অলঙ্কার সমেত প্রায় ৩ হাজার টাকার মাল লইয়া যায়। আরও প্রকাশ যে, ডাকাতগণ মোটরে করিয়া আসে এবং কোনও অছিলায় বাড়ীর চাকরদিগকে অন্যত্র পাঠাইয়া দিয়া ঐ জমিদার বাড়ীতে প্রবেশ করে তাহারা বাড়ীর লোকজনদিগকে ... বলপূর্ব্বক চাবি হস্তগত করে এবং সমস্ত বাড়ী লুণ্ঠন করে। কাহাকেও উৎপীড়ন না করিয়া তাহারা নগদ টাকা ও অলঙ্কার লইয়া চম্পট দেয়।

ডাকাতদের এ পর্য্যন্ত কোনও খোঁজ পাওয়া যায় নাই।

জালমুদ্রা তৈরী

চুচুড়া হইতে প্রকাশ, জালমুদ্রা প্রস্তুত ও তাহা রাখিবার অভিযোগে নারায়ণ কর্ম্মকার ও কালী চক্রবর্ত্তীকে অভিযুক্ত করা হইয়াছিল। চুচুড়ার সহকারী দায়রা জজ মিঃ ডি, কে, মুখার্জ্জি জুরীদিগের সহিত একমত হইয়া আসামীদিগকে তিন বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন।

জুরীগণ সর্ব্বসম্মতিক্রমে আসামীদিগকে দোষী সাব্যস্ত করেন।

অভিযোগে প্রকাশ, নারায়ণ বিজয় চক্রবর্ত্তীর নিকট প্রস্তাব করে যে, সে দুই হাজার আসল টাকার পরিবর্ত্তে তাহাকে ৮০০০৲ জাল টাকা দিতে পারে। গত ১১ই সেপ্টেম্বর চক্রবর্ত্তির বাড়ীতে উহা দেখাইবার প্রস্তাব হয়। বিজয় পুলিশকে টাকা জাল করা সম্পর্কে সংবাদ দেয় এবং পুলিশ আসিয়া আসামীকে টাকা জাল করিতে দেখে। কয়েকখণ্ড মুদ্রা ও যন্ত্রপাতিও পাওয়া যায়।

পাটনা কলেজের নূতন প্রিন্সিপ্যাল

পাটনা বি এন কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ডি এন সেন অবসর গ্রহণ করায় উক্ত কলেজের সিনিয়র অধ্যাপক মিঃ এন কে ঘোষ নূতন প্রিন্সিপ্যাল হইলেন। তিনি তাঁহার স্থলে আছেন।

একশত বৎসরের বৃদ্ধার কীর্ত্তি

লাহোর হইতে প্রকাশ, মুসাম্মৎ বেগম নাম্নী একশত বৎসর বয়স্কা একটি স্ত্রীলোক বারবার চুরি করিবার অপরাধে ইতোপূর্ব্বে জীবনের ৩৩বৎসর কাল জেলে কাটাইয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্বে সে মুক্তি লাভ করে; কিন্তু মুক্তির কয়েক দিন পরই আবার চুরি করে। সিটি ম্যাজিষ্ট্রেট সর্দ্দার নরেন্দ্র সিংহ তাহাকে দুই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। মুক্তিলাভের পরও তাহাকে পুলিশের নজরবন্দী থাকিতে হইবে।

প্রতারণার অপরাধে ১৮ মাস

নদীয়ার দায়রা জজ মিঃ বিশ্ব ৪২০ ধারা অনুসারে নাজিরুদ্দিন সেখ ও অপর এক ব্যক্তিকে ১৮ মাস করিয়া সশ্রম কারাদণ্ড ও ২০০৲ করিয়া জরিমানা করেন। উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে আসামীগণ হাইকোর্টে আপীল করিলে বিচারপতি কষ্টেলো ও মিঃ এম সি ঘোষ রুল জারী করেন। বিচারপতিগণ গত শুক্রবার উক্ত রুল নাকচ করিয়া দেন।

অভিযোগে প্রকাশ, আসামী দুইজন অপর একজনকে সঙ্গে করিয়া ফরিয়াদী আমীর আলী সেখের নিকট আসে। তাহারা তাহাকে একখানা নোট দ্বিগুণ করিবার কৌশল দেখাইল, তাহার নিকট হইতে ৮৩ খানা ১০ টাকার নোট আদায় করে। ঐ দুইজন আসামী নোটগুলো স্যুটকেসে রাখিয়া দেয় এবং ৪৮ ঘণ্টা পর তাহাকে উহা খুলিতে বলে। ফরিয়াদী স্যুটকেশ খুলিয়া দেখিতে পায় যে, উহাতে মাত্র ভাঙ্গা আয়না ও ছাই রহিয়াছে।

জেল হইতে দস্যুর পলায়ন

প্রসিদ্ধ দস্যু সাবুলা কর্পূরতলা রাজ্যের জেল হইতে পলায়ন করিয়াছে বলিয়া সংবাদ প্রকাশ হইয়াছে। সে তথায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ভোগ করিতেছিল। ইহা তাহার চতুর্থবার পলায়ন। ইতোপূর্ব্বে সে দুইবার কর্পূরতলা জেল হইতে এবং একবার অমৃতসর জেল হইতে পলায়ন করিয়াছিল। সে অমৃতসর, কর্পূরতলা ও জলন্ধরের নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে সাধারণের আতঙ্কের কারণ হইয়াছিল। সে বহু ডাকাতি করিয়াছে। তাহার পলায়ন সংবাদ সমস্ত থানায় প্রচারিত হইয়াছে।

পুঁটিয়ায় খানাতল্লাস

গত ১লা মার্চ্চ প্রাতে পুলিশ সাহেব সদলবলে পুঁটিয়ার চারি আনীর রাজা শ্রীযুক্ত পরেশনারায়ণ রায় বাহাদুরের বাড়ীতে খানাতল্লাস আরম্ভ করেন।

প্রকাশ যে, আপত্তিকর পুস্তিকা এবং হ্যাণ্ডবিলের জন্য খানাতল্লাস হয়। রাজবাড়ীর মহাফেজখানার প্রত্যেকটি বাক্স খুলিয়া তন্ন তন্ন করিয়া দেখা হইতেছে। এইরূপ ভাবে খানাতল্লাস করিতে অন্ততঃ সাতদিন সময় লাগিবে বলিয়া মনে হয়। এখন পর্য্যন্ত আপত্তিজনক কিছুই পাওয়া যায় নাই।

বিদ্যালয়ের তহবিল তছরূপের অভিযোগ

মহম্মদ নায়েক ফতুলী ইনষ্টিটিউশনের সেক্রেটারী চৌধুরী গোলাম গফুর ও ক্যাশিয়ার গোলাম রসুলের বিরুদ্ধে উক্ত বিদ্যালয়ের ২৫ হাজার টাকা তহবিল তছরূপের অভিযোগে প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে যে মামলা চলিতেছিল তৎসম্পর্কে গত শনিবার উক্ত বিদ্যালয়ের বোর্ড অব ট্রাষ্টির কয়েকজন সদস্যকে জেরা করা হয়।

এড্‌ভোকেট মিঃ বিনোদকুমার লাহিড়ীর জেরার উত্তরে মিঃ মহবুবুল হক বলেন যে, তিনি ১৯৩৩ সালে স্কুল তহবিলের ভারপ্রাপ্ত ট্রাষ্টি ছিলেন। তিনি বিদ্যালয়ের নিকট ১২,৩২৫ ঋণী আছেন। ইম্পিরিয়েল ব্যাঙ্কে ঐ টাকা স্থায়ী আমানত ছিল। তিনি ঐ টাকা উঠাইয়া লয়েন।

আদালতের প্রশ্নের উত্তরে সাক্ষী বলেন, ঐ টাকা পরিশোধ না করিলে তাঁহার বিরুদ্ধে মামলা আনা হইবে এই বলিয়া স্কুলের কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে ভয় দেখাইয়াছিলেন।

তিনি সম্প্রতি ১০ হাজার টাকার একটি জীবন বীমা করিয়াছেন। ঐ বীমা তিনি বোর্ড অব ট্রাষ্টিকে হস্তান্তর করিয়া দিবেন। তিনি পূর্বে স্কুলে ৩৫৫৲ জমা রাখিয়াছেন।

আদালতের প্রশ্নের উত্তরে সাক্ষী আরও বলেন যে, তিনি বার হাজার টাকা নিজের ব্যাঙ্কে স্থায়ী আমানত রাখিয়াছেন। তিনি স্বীকার করেন যে, স্কুলের তহবিল হইতে ঐ টাকা উঠাইবার জন্য বোর্ড তাঁহাকে কোনও ক্ষমতা দেন নাই। বর্ত্তমান ভারপ্রাপ্ত ট্রাষ্টি মিঃ এম এ হক বলেন—১৯৩৪ সালের ফেব্রুয়ারী কি মার্চ্চ মাসে তিনি জানিতে পারেন যে, তাঁহার পূর্ববর্ত্তী ভারপ্রাপ্ত ট্রাষ্টি স্কুলের তহবিল হইতে ১২০০০৲ লইয়া গিয়াছেন। আসামী গোলাম তাঁহাকে বলে যে, সে তাহার জন্য দায়ী নহে।

ডাকাতির অপরাধে ৬ ব্যক্তির কঠোর সাজা

হাওড়ার অতিরিক্ত দায়রা জজ মিঃ এস কে ঘোষ, জুরীদিগের সহিত একমত হইয়া ডাকাতির অপরাধে কুতুব ও আজিমদ্দিকে ৭ বৎসর করিয়া এবং ইদু ও অপর তিন ব্যক্তিকে ৩ বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। প্রমাণ লোপ করার অপরাধে কুতুবকে আর ২ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। উভয় দণ্ড একত্র চলিবে।

অভিযোগে প্রকাশ, আসামীগণ অপরাপর কয়েক ব্যক্তির সহিত একত্র হইয়া ১৭ই সেপ্টেম্বর রাত্রিতে উলুবেড়িয়া, সাঁকরাইল থানার অন্তর্গত পানিয়ারা গ্রামের বাবু ব্রজ ঘোষের বাড়ীতে ডাকাতি করে এবং নগদ টাকা ও অলঙ্কারে প্রায় ৫০০৲র মাল লইয়া যায়।

ডাকাতগণ যখন পলায়ন করে, তখন গ্রাম রক্ষীদলের দিবাকর মুখার্জ্জি তাহাদিগকে অনুসরণ করেন এবং ডাকাতদের একজনকে একটী তলোয়ারের ন্যায় একখানা বড় ছুরিকা দ্বারা আঘাত করেন। আহত ব্যক্তি পড়িয়া যায়। দিবাকর বাবু তাহাকে ধরিয়া ফেলেন। আহত ব্যক্তি চীৎকার করিয়া উঠিলে, আর একজন ডাকাত দিবাকরকে বর্শা দ্বারা আক্রমণ করে। দিবাকর আহত ডাকাতের উপরে থাকায় ঐ বর্শা দিবাকরকে আঘাত না করিয়া আহত ডাকাতের শরীরে বিদ্ধ হয়। ডাকাতগণ আহত ডাকাতকে লইয়া যাইয়া মস্তক খণ্ডিত করিয়া ফেলে। অন্ধকারে দিবাকর বাবু ডুব দিয়া পুকুরের অপর পারে চলিয়া যাইয়া প্রাণ রক্ষা করে।

আসামী আলী মহম্মদ রাজসাক্ষী হওয়ায় তাহাকে ক্ষমা করা হয়। দুইজন আসামী এখনও পলাতক আছে।

হত্যার দায় হইতে অব্যাহতি

দায়রায় মিঃ হেণ্ডারসনের এজলাসে রাম সিং, জগ দয় সিং, রাম সিং (২) ও সদাগর সিংহের বিচার হইতেছিল। জুরীগণ [illegible] অভিযোগ সম্পর্কে নির্দোষ সাব্যস্ত করেন। সদাগর সিং ও রামসিংকে সমস্ত অভিযোগ সম্পর্কেই নির্দোষ সাব্যস্ত করেন। কিন্তু তাঁহারা রামসিংকে গুরুতর আঘাতের অপরাধে এবং জগ দয় সিংকে সাধারণ আঘাতের অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করেন।

বিচারপতি জুরীদিগের সহিত একমত হইয়া সদাগর ও রামসিং (২নং) মুক্তি দান করেন। তিনি রাম সিংকে পাঁচ বৎসর ও জগদয় সিংকে এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন।

অভিযোগে প্রকাশ, অমর সিং গত ৬ই ডিসেম্বর রাত্রিতে ক্লাইভ ষ্ট্রীটের কোনও হোটেল হইতে বাড়ী ফিরিতেছিল, এমন সময় ৪জন লোক অতর্কিতে তাহাকে আক্রমণ করে এবং ভীষণ প্রহার করে। তাহাকে হাসপাতালে পাঠাইয়া দেওয়া হইলে ছই দিন পর তাহার মৃত্যু হয়। প্রকাশ, মৃত অমর সিংহের পিতার সহিত আসামী রামসিংহের বহুদিন ঝগড়া ছিল এবং তাহারই ফলে এই ঘটনা ঘটে।

বর্দ্ধমানে যুবক গ্রেপ্তার

প্রকাশ, বর্দ্ধমানের গোয়েন্দা পুলিশ কোনও সূত্রে সংবাদ পাইয়া পূর্ব্বস্থলী থানার অধীন কাশীপুর গ্রামে গিয়া অমৃত "সোনার বাঙলা আশ্রমে" খানাতল্লাস করিয়া বহু রাজদ্রোহকর এবং বাজেয়াপ্ত পুস্তক ও ইস্তাহার ইত্যাদি পাইয়াছে। পুলিশ উক্ত আশ্রমের কর্ম্মী নৃপেন্দ্রপ্রসাদ সিংহকে গ্রেপ্তারও করিয়াছে।

প্রকাশ যুবককে পুলিশের পাহারায় কলিকাতা প্রেরণ করা হইয়াছে।

চর লইয়া দাঙ্গার জের

কুষ্টিয়া মহকুমা হাকিম মিঃ এ এস রায়, আই সি এস দণ্ডবিধির ৩৪০, ১৪৯ এবং ৩২৬ ধারানুসারে পুটিয়া এষ্টেটের চার আনার মালেকানীর নায়েব শশিভূষণ ঘোষ এবং অপর দশজনকে হাজতবাসে সোপর্দ্দ করিয়াছেন।

প্রকাশ, আসামীগণ ভেড়ামারা থানার বাহাদুরপুর গ্রাম নিবাসী এরাদ আলি মণ্ডল নামক একব্যক্তিকে গোপালনগর চরস্থিত তাহার ১৬ বিঘা জমি জোর পূর্ব্বক বে দখল করার চেষ্টা করে, ফলে গত ২৭শে সেপ্টেম্বর তারিখে উক্ত চরে উভয় দলে ভীষণ দাঙ্গা হয় এবং এই দাঙ্গায় এরাদ আলির দলের একজন লোক নিহত হয় ও কয়েকজন আহত হয়। এরাদ আলি ও অপর নয় জনের বিরুদ্ধেও এক মামলা রুজু করা হইয়াছে।

জাল মুদ্রা রাখায় ৫ বৎসর

জাল মুদ্রা ও তাহার তৈয়ারী করিবার [illegible] কানাইলালকে অভিযুক্ত করা হইয়াছিল। আলীপুরের সহকারী দায়রা জজ মিঃ বি, কে রায় জুরীদিগের সহিত একমত হইয়া কানাইলালকে ৫ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন।

প্রকাশে প্রকাশ, আসামী কয়েকজন লোকের সহিত জানবাজারে এক বাসায় বাস করিত। একদিন বাসার স্বামী সংবাদ দেন যে, আসামী জাল মুদ্রা তৈয়ারী করিতেছে। পুলিশ সংবাদ পাইয়া ঐ বাসায় খানাতল্লাসী করে এবং তথায় ১০টি জাল মুদ্রা ও অন্যান্য সরঞ্জাম পায়।

নোটিশ

আমি বহুদিন পূর্ব্বে প্রত্যক্ষভাবে না হইলেও পরোক্ষভাবে নদীয়া কংগ্রেসের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলাম। পরে আমি বুঝিতে পারি কংগ্রেসনীতি আমার মনঃপূত নহে বা দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় উক্ত নীতি বা সংঘ প্রকৃত কল্যাণসাধনের সহায়ক নহে। তাই আমি কংগ্রেসের সহিত সমস্ত সংস্রব ত্যাগ করিয়াছি। আমি অনেক কাজে গভর্ণমেণ্টের সহায়তা করিয়া আসিতেছি এবং আমার ক্ষুদ্র সাধ্য অনুযায়ী গভর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারিগণের পরামর্শের অনুকূলে কার্য্য করিতেছি।

বশংবদ
শ্রীউপেন্দ্রনাথ সরকার
মাজদিয়া পোঃ (নদীয়া)
ঢুপী গ্রাম

আমাদের বিশেষত্ব

আমাদের এই তারা বার্লী আধুনিক উন্নত বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুযায়ী মেসিনে এবং সেই শক্তিবান বার্লী বিশেষজ্ঞ শ্রীযুক্ত টি পি, বসু মহাশয়ের চাক্ষুষ ও সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধানতায় প্রস্তুত। ইহারই একমাত্র বিজ্ঞ কর্ম্ম দক্ষতায় একদিন এসিয়া মহাদেশের সুপ্রসিদ্ধ বিস্কুট ও বার্লী প্রস্তুত কারক স্বনামধন্য স্বর্গীয় (শ্রীযুক্ত) কে, সি, বসু মহাশয় বিস্কুট ও বার্লী প্রচলন করিয়া জগতে আদর্শ স্থানীয় হইয়া ছিলেন। এই ব্যবসায় ইহার অভিজ্ঞতা ১৬ বৎসরের ও অধিক কালের। ইহা হস্ত স্পৃষ্ট নহে।

পোঃ বাগবাজার কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১০ম বর্ষ | ১৩ গোবিন্দ গৌরাব্দ ৪৪৮, ২২শে ফাল্গুন বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ৬ই মার্চ্চ ইং ১৯৩৫ | বুধবার | ৫ম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

শ্রীযোগপীঠে বৈদ্যুতিক আলোক

শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীযোগপীঠে (শ্রীগৌরসুন্দরের প্রকটস্থলে) বৈদ্যুতিক আলোকস্থাপনের চেষ্টা হইতেছে। যাহাতে পরিক্রমা-উৎসবের মধ্যেই উক্ত আলো জ্বালিতে পারে তজ্জন্য ক্ষিপ্রতার সহিত কার্য্য হইতেছে। শ্রীপাদ সখীচরণ রায় ভক্তিবিজয় মহোদয়, যিনি শ্রীযোগপীঠের নির্ম্মীয়মাণ সুবৃহৎ মন্দিরের ব্যয়ভার বহন করিতেছেন এবং যিনি শ্রীচৈতন্যমঠে ভক্তিবিজয়-ভবন ও বৈদ্যুতিক আলোস্থাপনের ব্যয়ভার বহন করিয়াছেন তিনিই শ্রীযোগপীঠের শ্রীমন্দিরের জন্য বৈদ্যুতিক আলোকের ব্যবস্থা করিতেছেন। তাঁহার সেবাচেষ্টা সর্ব্বতোভাবে প্রশংসনীয়। আচার্য্যের কৃপালোকে তাঁহার হৃদয় উদ্ভাসিত বলিয়াই তিনি শ্রীমন্দির আলোকিত করিবার স্বতঃপ্রেরণা পাইতেছেন।

শ্রীবাস-অঙ্গনে শ্রবণ-সদন

শ্রীবাস-অঙ্গনে শ্রবণ-সদনের কার্য্য অনেক অগ্রসর হইয়াছে। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের কীর্ত্তনস্থলী, গৌরভক্তগণের প্রাণস্থলী শ্রীবাস-অঙ্গনের এই শ্রবণ-সদনে ভক্তগণ পঞ্চতত্ত্বাত্মক শ্রীশ্রীগৌরহরির মহিমা কীর্ত্তন ও শ্রবণ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন।

লক্ষ্ণৌয়ে প্রচার

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিহৃদয় যাচক মহারাজ লক্ষ্ণৌ-প্রবাসী শ্রীপাদ অশোকনাথ সেবাকোবিদ্ মহোদয়ের গৃহে উপস্থিত হইয়া গত ২০শে ফেব্রুয়ারী শনিবার শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাব-তিথি পূজা করিয়াছেন। এই কার্য্যে সেবাকোবিদ্ মহোদয়ের এবং তাঁহার পরিবারবর্গের সকলেরই আন্তরিক সেবাচেষ্টা ও উৎসব বিশেষ প্রশংসনীয়। তাঁহারা কারুকার্য্যখচিত সুরম্য আসনোপরি শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্য সংস্থাপন পূর্ব্বক সুগন্ধি পুষ্পমাল্যাদি দ্বারা বিভূষিত করিয়াছিলেন। [illegible] আচার্য্যপাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান পূর্ব্বক জীবন ধন্য করিয়াছেন এবং আনন্দভরে প্রভুপাদের চরিতামৃত কীর্ত্তন করিয়াছেন।

শ্রীল প্রভুপাদের অতি প্রিয় বিবিধ গৌরবিহিত পদাবলীসমূহ কীর্ত্তিত হইয়াছে। কানপুরের স্যানিটারী ইন্সপেক্টর শ্রীযুক্ত জগৎনারায়ণ কপূর মহাশয় উক্ত উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদের অতিমর্ত্ত্য চরিত্র শ্রবণের সৌভাগ্য পাইয়া তিনি নিজকে ধন্য জ্ঞান করিয়াছেন। কীর্ত্তনাদির পর শ্রোতৃবৃন্দকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছে।

শ্রীপাদ যাচক মহারাজ গত ২৪শে ফেব্রুয়ারী লক্ষ্ণৌয়ের শ্রীযুক্ত পরমেশ্বর প্রসাদ মহাশয়ের আগ্রহে তাঁহার গৃহে রাত্রি ৭ ঘটিকা হইতে ৯ ঘটিকা পর্য্যন্ত অতি প্রাঞ্জল হিন্দি ভাষায় শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। উপস্থিত অনেক অধ্যাপক এবং অন্যান্য শ্রোতৃবর্গ স্বামীজীর ব্যাখ্যায় ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন।

স্বামীজী গত ২৫শে ফেব্রুয়ারী নৈমিষারণ্যস্থ শ্রীপরমহংসমঠে উপস্থিত হন। তৎপরদিবস অর্থাৎ ২৬শে ফেব্রুয়ারী তিনি করোণার নামক স্থানে জমিদার শ্রীযুক্ত ভারত সিং মহাশয়ের গৃহে প্রচারার্থ গমন করেন। তথায় রাত্রিকালে স্বামীজীর পাঠ ও কীর্ত্তন হইয়াছিল। আমরা শুনিয়া আনন্দিত হইলাম শ্রীযুক্ত ভারত সিং মহাশয় শ্রীপরমহংসমঠের শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দজীউর শ্রীমন্দিরের ব্যয়ভার-বহনে স্বীকৃত হইয়াছেন। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার নিত্যমঙ্গল ..

বোম্বে গৌড়ীয়মঠে শ্রীব্যাসপূজা

শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা বোম্বে গৌড়ীয়মঠে গত ১১ই ফাল্গুন ২৩শে ফেব্রুয়ারী ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের আবির্ভাব-বাসরে শ্রীব্যাসপূজা-মহামহোৎসব বিশেষ সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। উক্ত দিবস ভোর ৫ ঘটিকার সময় মঠের ভক্তবৃন্দ বিবিধ পুষ্পমাল্যাদি দ্বারা শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্য অতি মনোরমভাবে সুসজ্জিত করেন। তদনন্তর শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের জয়ধ্বনিদ্বারা মঠ মুখরিত করিয়া শ্রীগুর্ব্বষ্টক, শুদ্ধাষ্টক ও আচার্য্যবন্দনা প্রভৃতি শ্রীআচার্য্য-মাহাত্ম্যসূচক পদাবলী কীর্ত্তন করেন। বেলা ১১॥ ঘটিকার সময় ভক্তবৃন্দ আচার্য্যদেবের শ্রীপাদপদ্মে ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন। তাহার পর বেলা ৫॥ ঘটিকার সময় একটী বিদ্বজ্জনমণ্ডিত সভার আয়োজন হয়। উক্ত সভায় শ্রীগুর্ব্বষ্টক ও মহামন্ত্র কীর্ত্তনান্তে গুজরাটী, ইংরাজী, হিন্দি ও বাঙ্গালা ভাষায় আচার্য্যবন্দনাদি পঠিত হয়। শ্রীআচার্য্যপাদপদ্মাশ্রিত মিঃ এল্, জি, বাবার নামক জনৈক অধ্যাপক গুজরাটী অভিনন্দন পাঠ করিলে জনৈক ব্রহ্মচারী একটী ইংরাজী প্রবন্ধ পাঠ করেন। তৎপরে শ্রীপাদ অভয়চরণ দাসাধিকারী মহাশয় হিন্দি ভাষায় একটী নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন। অতঃপর শ্রীপাদ সজ্জনবিগ্রহ ব্রহ্মচারী বঙ্গভাষায় একটী সুদীর্ঘ অভিনন্দন পাঠ করিলে পুনরায় মহাজন-পদাবলী ও মহামন্ত্র-কীর্ত্তনের পর সভা ভঙ্গ হয়। উপস্থিত [illegible] শ্রীপাদপদ্মে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। উক্ত মহোৎসব উপলক্ষে নহবৎ প্রভৃতি বিবিধ বাদ্যযন্ত্রের আয়োজন হইয়াছিল। রাত্রি ৮ ঘটিকার সময় হইতে নিমন্ত্রিত অনিমন্ত্রিত বহু ব্যক্তিকে চতুর্ব্বিধ রসসমন্বিত মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। তন্মধ্যে "চিত্রান্ন" ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতোক্ত "শিখরিণী" বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রিত শ্রীপাদ অভয়চরণ দাসাধিকারী মহোদয় এই মহোৎসবের সম্পূর্ণ ব্যয়ভার বহন করিয়াছেন।

দিল্লীতে প্রচার

বিগত ২রা ফাল্গুন, অডিট অফিসের কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত সত্যশরণ মজুমদার মহাশয়ের সদর দালানে দিল্লী গৌড়ীয়মঠের সেবকগণ মঠাধ্যক্ষ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজের সঙ্গে সন্ধ্যা ৭ ঘটিকা হইতে রাত্রি ৮ ঘটিকা পর্য্যন্ত "গুরুদেব কৃপাবিন্দু" "ভজহুঁ রে মন" প্রভৃতি মহাজন পদাবলী কীর্ত্তন করিয়াছেন। এই কীর্ত্তনোৎসবে দিল্লী-প্রবাসী ও নিবাসী বহু উচ্চপদস্থ সজ্জন যোগদান করিয়া নিজদিগকে কৃতার্থ মনে করিয়াছিলেন।

কৃষ্ণ আমার পালে, রাখে জান সর্ব্বকাল। আত্মনিবেদন-দৈন্যে ঘুচাও জঞ্জাল॥

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৭ গোবিন্দ ভুক্ত অনিরুদ্ধ ৪৩৮

পুত্র, ভৃত্য ও কলত্র

যে ভগবান্‌কে বিস্মৃত হইয়া আমাদের ত্রিতাপভোগ, যাঁহার সন্ধানলাভের জন্য অস্থিরচিত্ত, দুঃখপ্রপীড়িত জীবকুল নব নব উপায় উদ্ভাবনে তৎপর, তিনি অন্য কেহই নহেন আমাদের শ্রীমায়াপুরচন্দ্র শ্রীগৌরসুন্দর সেই একমাত্র সর্বারাধ্য স্বয়ংরূপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। তিনি ত্রিকালসত্য বস্তু। ত্রৈগুণ্যাধি-বাসী অজ্ঞানান্ধ আমরা যেপ্রকার শ্রীগৌরসুন্দরের মর্ত্যজীবের ন্যায় জগতে কোন একসময় প্রকট এবং কিছুকাল পরে অপ্রকট দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে জীব-সাধারণ-বুদ্ধিতে মহাপুরুষ বা কিছুকালের জন্য উদিত একটী ধর্মপ্রচারক মানবমাত্র মনে করি এবং তাঁহার ধর্মপ্রচারের তাৎকালিক উপযোগিতা কল্পনা করিয়া তাঁহার সর্বক্ষণই দান ও নিত্য চরম প্রয়োজন কৃষ্ণপ্রেমলাভে বঞ্চিত হই, শ্রীগৌরসুন্দর সেরূপ বস্তু নহেন। তিনি মায়াধীশ, ত্রিকাল-সত্য বাস্তববস্তু। সাধারণতঃ মনুষ্যের নিকট প্রাকৃত-মনুষ্যরূপে যাঁহার প্রতীতি, বস্তুতঃ যিনি [illegible] জীবের বুদ্ধিবৃত্তির আবরণ-কারিণী মায়াশক্তিপ্রভাবে যাঁহাকে পুরুষোত্তম বুদ্ধি করিতে না পারিয়া মনুষ্যবুদ্ধির উদয় করায়, যিনি স্বজনের একমাত্র নিত্য সেই স্বয়ংরূপ ভগবান্ গৌরহরির পুত্র, ভৃত্য ও কলত্র বিষয়ে অত্র আমাদের আলোচ্য।

ভগবান্ জীবোদ্ধারণ অভিপ্রায়ে, ও নররূপে কৃপাপূর্বক জগতে অবতীর্ণ হন। কিন্তু তত্ত্বজ্ঞ মূঢ় জীব তাহা উপলব্ধি করিতে না পারিয়া তত্ত্বজ্ঞানে বঞ্চিত হইয়া পড়ে। এই সম্বন্ধে ভগবান্ স্বয়ং গীতায় বলিয়াছেন,—

"অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্॥"

ব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর শ্রীচৈতন্যভাগবতের মঙ্গলাচরণে প্রকারান্তরে প্রথম প্রণামে শ্রীগৌরসুন্দরের তত্ত্ব এবং তদীয় পুত্র ও কলত্রের কথা অতি সুন্দররূপে ব্যক্ত করিয়াছেন—

"নমস্ত্রিকালসত্যায় জগন্নাথসুতায় চ।
সভৃত্যায় সপুত্রায় সকলত্রায় তে নমঃ॥"

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান এই তিন কালের সত্য। এই তাঁহার অবতারাদি, পরমাত্মা তাঁহার অংশ-স্বরূপ এবং রামনৃসিংহাদি যত অবতার তাঁর আছেন সেই সমস্ত অবতারাবলীর অবতারী সর্বকারণ-কারণ অনাদির আদি আমাদের শ্রীমায়াপুরচন্দ্র শ্রীশচীদুলাল। তিনি শ্রীজগন্নাথ মিশ্রনন্দন অর্থাৎ আনন্দবর্দ্ধক; শ্রীজগন্নাথ মিশ্র—পিতৃরূপে তাঁহার সেবক। তিনি বিষ্ণু-পরতত্ত্ব; আর কেহ তাঁহার সমান বা তাঁহা হইতে বড় নহেন। বাৎসল্য রসের পিতামাতা গুরুবর্গও অন্যরূপে সেই অসমোর্দ্ধ পরতত্ত্বের সেবক। সেই গৌরসুন্দর নিজ ভৃত্যবর্গের সহিত, নিজ পার্ষদবর্গের সহিত এবং গুরুবর্গের সহিত অপ্রাকৃতস্বরূপে নিত্য বিরাজমান। তিনি নিত্য বস্তু, ত্রিকালসত্য বস্তু; সুতরাং তাঁহার ভৃত্যবর্গ এবং পার্ষদবর্গও নিত্য।

পুত্র পিতাকে পুন্নামক নরক হইতে উদ্ধার করেন বলিয়া পুত্র নামে সংজ্ঞিত হন। যে পুত্র ভগবদ্ভজন না করিয়া কেবল বাহ্য—ভোগ-রাগে প্রমত্ত হইয়া যোষিৎসঙ্গপরায়ণ, সে পুত্র নামের কলঙ্ক এবং পিতা সেই কুলাঙ্গার পুত্রকে পুত্রত্বে স্বীকার বা গ্রহণ করিলেও পুন্নামক নরক হইতে কখনও উদ্ধার লাভ করিতে পারিবেন না। যে পুত্র নিজেই নরকের যাত্রী সে আবার পিতামাতাকে উদ্ধার করিবে কি-প্রকারে? সুতরাং যে পুত্র পিতাকে হরিভজনে নিযুক্ত করেন এবং যে পিতা পুত্রকে হরি-ভজনে নিযুক্ত করেন সেই পুত্রের পিতার পুত্রোৎপাদন-কার্য্যটী—হরিভজনের অনুকূল ও অঙ্গমাত্র। কিন্তু পুত্র হরিবিমুখ হইলে পিতার বাধ্য পুত্রোৎপাদন কার্য্যটী ভব-... সম্পূর্ণ একটী পাপকার্য্য-মাত্রে পর্যবসিত হয়। আমরা আজ হৃষীকেশ অনন্ত পিতাপুত্রের, প্রভু-ভৃত্য বা পতি-পত্নীর কথা আলোচনা করিতে বসি নাই। আমাদের আলোচ্য পিতা, প্রভু বা পতি— ভগবান্ গৌরহরি এবং পুত্র, ভৃত্য বা কলত্র তৎ সেই ভগবানের ভক্তবৃন্দ নিত্য সেবকসম্প্রদায়।

গৌরের পুত্র, ভৃত্য ও কলত্রের বৈশিষ্ট্য বিচার করিতে গিয়া আমরা শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিকট হইতে জানিতে পারি যে, যাঁহারা গৌরসুন্দরের অন্তরঙ্গ সেবা দ্বারা তাঁহার পার্ষদগণের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছেন, তাঁহারা —তাঁহার পুত্র। "আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ"—এই বাক্যানুসারে শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার পার্ষদবর্গের চিত্তকন্দরে তাঁহাদের বিশুদ্ধচিত্তে উদিত হইয়া শ্রীনামপ্রেম প্রচার করিতেছেন। এই শ্রীনামাশ্রিত ভক্তপ্রবর জনগণই তাঁহার পুত্র — ইঁহারাই শ্রীগৌরাঙ্গের বিগ্রহ। ভগবানের এই অচ্যুত-গোত্রীয় বংশধরগণই জগতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নাম-প্রেমপ্রচার-ধারা রক্ষা করিয়াছেন ও করিতেছেন। তাঁহারা শ্রীগৌর-সুন্দরের অন্তরঙ্গ সেবাধিকার লাভ করিয়া নিরন্তর তাঁহার মনোহভীষ্ট প্রচার করিতেছেন, তাঁহারাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর শাখা অর্থাৎ পুত্র। তাই জড়ীয় উদাসীন গোস্বামী শিষ্যগণ তাঁহার পুত্র-পর্যায়ে গৃহীত হইয়াছেন; আর গৃহস্থ-শিষ্যগণও তাঁহার ভৃত্য-পর্যায়ভুক্ত হইয়াছেন। পুত্র-পর্যায়ে অচ্যুতগোত্রীয় ভাগবত সম্প্রদায়াশ্রিত বিপ্রগণের স্থান। শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বকৃত উপদেশামৃতের আদেশে শ্রীরূপানুগ-সম্প্রদায়কেই বিশুদ্ধসম্প্রদায় বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। ইঁহারাই প্রকৃতপ্রস্তাবে শ্রীগৌরহরির নিজ বংশধর। শ্রীঅদ্বৈত-নন্দন শ্রীঅচ্যুত প্রভুই অচ্যুতগোত্রীয়গণের মূল-পিতৃপুরুষরূপে নিজে অচ্যুতানন্দ সংজ্ঞা গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুদ্বয়ের অঙ্গনগণ—তাঁহাদের প্রভুদ্বয়েরও প্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভৃত্যমাত্র। ঐশ্বর্য্যমার্গে বা বিধিবিচারে ভূ-শক্তিস্বরূপা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ও শ্রীশক্তিস্বরূপা শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া নাম্নী শ্রীগৌরনারায়ণের পত্নীদ্বয় এবং লীলা, লীলা বা কৃপাশক্তিস্বরূপ শ্রীনবদ্বীপধাম এবং রাগমার্গে বা রুচিবিচারে স্বকীয় ও পারকীয় মধুররসাশ্রিত শ্রীগদাধর, শ্রীনরহরি, শ্রীস্বরূপদামোদর, শ্রীজগদানন্দ, শ্রীবক্রেশ্বর, শ্রীল রামানন্দ ও শ্রীরূপ-সনাতনাদি গোস্বামিগণ সকলেই গৌরগোবিন্দের 'কলত্র'-পর্য্যায়ে গৃহীত হইয়াছেন।

মধুররসাশ্রিত গৌরপার্ষদগণ আমাদের গুরুবর্গ। তাঁহারা নিত্যকাল স্বয়ং তাঁহার অনন্যমুখী সেবা করেন এবং আমাদের ন্যায় পতিতজনগণকে ভগবৎসেবার অধিকার প্রদানপূর্বক পুত্র বা ভৃত্যের পদে স্থাপিত করিবার জন্য সতত চেষ্টা করেন। আমরা যেন সেই করুণাময় গুরুবর্গের আজ্ঞা ও পাদপদ্ম-ধূলি শিরে ধারণ করিয়া পুত্রাভিমান বা দাসাভিমান পুনঃপ্রাপ্ত হইতে পারি, তজ্জন্য ভক্তগোষ্ঠীর চরণে আমাদের প্রার্থনা।

বিভিন্নমঠে শ্রীব্যাসপূজা

কাশী শ্রীসনাতন-গৌড়ীয়মঠ, প্রয়াগ শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, শ্রীপরমহংস মঠ, দেবপ্রয়াগ শ্রীগোদাবরী মঠ, দিল্লী শ্রীগৌড়ীয়মঠ, মধুবনিকটে শ্রীজগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ, গোদ্রুমস্থ শ্রীস্বানন্দসুখদকুঞ্জ, বালিয়াটী শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গমঠ, ভুবনেশ্বর শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয়মঠ প্রভৃতি স্থান হইতে আমরা আচার্য্যপ্রকট-বাসরে পরম সমারোহের সহিত শ্রীশ্রীব্যাসপূজা সম্পাদিত হইবার সংবাদ পাইয়া পরমানন্দিত হইয়াছি। শ্রীগুরুদেবের কৃপাতেই শ্রীভগবৎ কৃপা পাইবার সম্ভাবনা আছে, শ্রীগুরুদেবের কৃপা হইতে বঞ্চিত হইয়া যত কৃষ্ণসাধনই করা যাউক না কেন, তাহাতে কৃষ্ণপাদপদ্ম-লাভের কোন সম্ভাবনা নাই। বিষয়ভোগীর বিষ্ণুপূজা এই আত্মভোগীর শ্রীগুরুদেবেরই বিষয়ে হয়। ভক্তিধর্মসমূহে গুরুপাদপদ্মাশ্রয়ের জন্য প্রকটিত। সুতরাং তাঁহারা গুরুপাদপদ্মসেবার আদর্শ জনসাধারণকে প্রদর্শন করিয়া তাঁহাদের কর্তব্য সম্পাদন করিয়াছেন। একদিন এক মুহূর্তেই গুরু-পূজা সম্পন্ন হয় না, প্রতি মুহূর্তে শ্রীগুরু-পাদপদ্মের আদেশানুযায়ী সেবাকার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া আচারবান্‌ জীবনদ্বারা গৌর-বাণী-প্রচারই মুখ্য গুরুসেবা—এই কথাটি সর্বক্ষণ স্মরণপথে জাগরূক থাকিলে প্রকৃত ব্যাসপূজা সম্পাদিত হয়।

পূর্বোক্ত মঠসমূহে সুরম্য আসনোপরি সংস্থাপিত এবং বিবিধ পুষ্পাদি দ্বারা সুসজ্জিত শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্য জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। সর্বত্রই শ্রীগুরুপাদপদ্ম-মহিমা-কীর্তনমুখে আচার্য্যচরণে ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি প্রদান করা হইয়াছে, এবং উপস্থিত নিমন্ত্রিত আমন্ত্রিত সজ্জনকেই বিচিত্র মহাপ্রসাদ প্রদান করা হইয়াছে।

দিল্লী গৌড়ীয়মঠে

ব্যাসপূজা-বাসরে দিল্লী গৌড়ীয়মঠে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ-মহারাজের সভাপতিত্বে একটী সভার অধিবেশন হইয়াছিল। তাহাতে সর্বপ্রথম মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্ত-[illegible] একটী সারগর্ভ বক্তৃতা দ্বারা ব্যাসপূজার অর্থ, সংস্কৃত ও অসংস্কৃতের পার্থক্য প্রভৃতি বিষয়সমূহ বর্ণন করিয়াছেন। তৎপর সভাপতি শ্রীমৎ তীর্থ-মহারাজ বিশ্বাসীর প্রতি আচার্য্যের কৃপা-আলোচনা-মুখে যুক্তবৈরাগ্য ও ফল্গু-বৈরাগ্যের পার্থক্য এবং একল-বাসুদেব, লক্ষ্মীনারায়ণ, সীতারাম, রাধাকৃষ্ণ ও গোপীনাথ রূপের উপাসনার তারতম্য প্রভৃতি বিষয়সমূহ বর্ণন করিয়াছেন। শ্রীব্যাসপূজা-উপলক্ষে শ্রীপাদ ভক্তিসম্বন্ধ ভূধরাশ্রমী, শ্রীপাদ ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমী ও পাচক শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী প্রমুখ মঠসেবকগণের সেবাচেষ্টা প্রশংসনীয়।

শ্রীসনাতন গৌড়ীয়মঠে

শ্রীসনাতন-গৌড়ীয়মঠে অপরাহ্ণ ৪॥ ঘটিকার সময় শ্রীপাদ প্রাণতোষ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় উপস্থিত শত শত শ্রোতৃবৃন্দের নিকট শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের ভুবনমঙ্গল চরিতকথা কীর্তন করিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদের প্রকটকালের অলৌকিক ঘটনা, তাঁহার শ্রীঅঙ্গে মহাপুরুষের লক্ষণ, বিদ্যাভ্যাসকালে তাঁহার অলৌকিক মেধা-শক্তির পরিচয়, বাল্য হইতেই কঠোর বৈরাগ্যের সহিত পূর্ণ সংখ্যায় শ্রীনাম-কীর্তন ও বিবিধ ভক্তিশাস্ত্রপ্রচারে ব্রত, শ্রীধাম মায়াপুরে ভজন, কৃষ্ণানুশীলন সম্পাদনার্থ ব্রহ্মচর্য্য অবস্থা হইতে সন্ন্যাস-

---

প্রবন্ধপূর্ব্বক গৌরবাণী-প্রচারের বিপুল আয়োজন, বাউল-বাউলাদি অপসম্প্রদায়ের স্বরূপ নির্দ্দেশপূর্ব্বক শুদ্ধভক্তির যুক্তি বিকীরণ, গৌরধাম শ্রীধাম মায়াপুরের সেবৌজ্জ্বল্য বিধান, গৌরনাম, গৌরধাম ও গৌরকামে-আত্মনিয়োগের জন্য বিশ্ববাসীকে আহ্বান, গৌরমণ্ডল, ক্ষেত্রমণ্ডল, ব্রজমণ্ডল, ভারতমণ্ডল প্রভৃতি পরিক্রমা, শুধু ভারতে নহে, ভারতেতর ভোগের আগার পাশ্চাত্য দেশসমূহেও গৌরবাণী-প্রচার, বিবিধ লুপ্ততীর্থ উদ্ধার, বিভিন্ন ভাষায় পারমার্থিক পত্রাদি প্রকাশপূর্ব্বক সর্ব্বত্র পারমার্থিক-বার্ত্তা-প্রচারের অভূতপূর্ব্ব ব্যবস্থা প্রভৃতি বিষয়সমূহ ব্রহ্মচারীজী কীর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রোতৃবর্গের মধ্যে রংপুরের জমিদার শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রমোহন রায় চৌধুরী বি-এ, ডাঃ অমলেন্দু কুমার সেন বিদ্যাভূষণ এম ডি, শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় এম-এ বি-এল, শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র কুমার ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ দত্ত; শ্রীযুক্ত আশুতোষ সিংহ, ডাঃ গৌরপদ সিংহ, ডাঃ গৌরপদ মল্লিক এম-বি, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অনন্তকুমার চক্রবর্ত্তী, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত রমণীকুমার মজুমদার, এডভোকেট শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ দে, শ্রীযুক্ত হরিপদ দাস বসু প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

শ্রীজগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠে

শ্রীজগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠে সরস্বতী-জয়শ্রী বৈষ্ণবপর্ব্ব সমারোহে পালিত হইয়াছে। তথায় সুকণ্ঠগায়ক শ্রীপাদ উদ্ধারণ দাসাধিকারীর মূলগায়কত্বে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন এবং বিদ্বজ্জনমণ্ডিত সভায় শ্রীযুক্ত সনকানন্দ দাসাধিকারীর আচার্য্যচরণোদ্দেশে লিখিত ইংরেজী ও বাঙ্গলা কবিতাদ্বয়, মঠবাসী ভক্তগণের প্রেরিত "ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি" প্রভৃতি অভিনন্দনসমূহ পাঠ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত, শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা, আচার্য্য-পরিচয় প্রভৃতির বিবরণ এবং শ্রীল প্রভুপাদের মায়াপুর হইতে গৌড়ীয়মঠে প্রেরিত প্রত্যভিভাষণ পাঠ হইয়াছে। শ্রীপাদ ভবেরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ সনকানন্দ দাসাধিকারী, আনন্দমোহন কলেজের ডিমনষ্ট্রেটার শ্রীযুক্ত হরিপদ বসাক বি-এস্‌সি প্রমুখ সেবকগণের সেবাচেষ্টা প্রশংসনীয়।

"সরস্বতীজয়শ্রী"

[বৈষ্ণব-পর্ব্ব]

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের কৃপা যে-রূপে তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তগণ উপলব্ধি করিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে। ভিক্ষা ৩০ টাকা মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা।

দুর্ব্বলের বল

(শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ)

ইহ জগতে শৈশবকাল হইতে লোকমুখে ত্রিবিধ বলের কথা শুনা যায়। শারীরিক, মানসিক এবং আধ্যাত্মিক—এই ত্রিবিধ বল। এই ত্রিবিধ বলে বলীয়ান্ হওয়ার জন্য তথাকথিত গুরুজন এবং আত্মীয়স্বজন কর্ত্তৃক আমরা সেই সেই বিষয়ে পারদর্শী শিক্ষকের নিকট প্রেরিত হইয়া থাকি। বহির্মুখ এবং বদ্ধ অবস্থায় আমরা দেহ-মন-সর্ব্বস্ব বলিয়া দেহরক্ষার জন্য শারীরিক বল এবং মনের অফুরন্ত এবং অস্থায়ী শান্তিলাভ করিবার জন্য মানসিক বল-সঞ্চয়ের চেষ্টা করি। তারপর আধ্যাত্মিক বল সঞ্চয় করিয়া মানসিক ভোগ হইতেও সূক্ষ্ম ভোগলাভ করিবার জন্য পরমাত্মার অনুসন্ধান করি অথবা নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধানে ব্যস্ত হই।

শারীরিক বল শরীরের পতনের সঙ্গে সঙ্গেই নষ্ট হয় অথবা শরীরে প্রাণ থাকিলেও উক্তরূপ বলের অভাবে প্রাণ দুর্ব্বিসহ হইয়া উঠে। আবার জগতে শারীরিক বল থাকিলেও যদি মানসিক বল না থাকে তবে মানবসমাজে অবস্থান করাই অসম্ভব হয়। মানসিক বলে মত্ত হইয়া যোদ্ধৃগণ জীবন অগ্নিকুণ্ডে, তোপাগ্নিতে, অগ্নির করাল বজ্রাঘাতে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতেও বিন্দুমাত্র ভীত হয় না। শারীরিক এবং মানসিক বলের বিকাশ-স্বরূপ আমরা জগতে সভ্যতা এবং জাগতিক বিভিন্ন জ্ঞান-বিজ্ঞানের বর্ত্তমান পরিণতি দেখিতে পাই। বিখ্যাত মহাবীর নেপোলিয়ান্ দৈহিক ও মানসিক বলে মত্ত হইয়াই বলিয়াছেন—'অসম্ভব' কথাটি মূর্খদের অভিধানেই পাওয়া যায়। তাঁহার মতে দুর্ব্বল ব্যক্তিরা যাহা অসম্ভব বলিবে, সবল ব্যক্তির নিকট তাহা অসম্ভব থাকিবে না। কিন্তু এত বড় দাম্ভিক এবং এত বড় বীর হইয়াও বিপক্ষ কর্ত্তৃক বন্দী হইয়া এক ক্ষুদ্রদ্বীপের কারাগারকক্ষে মৃত্যুর ক্রোড়ে জীবনাতিপাতরূপ অসম্ভব ব্যাপারটিকে কিন্তু অন্যথা অর্থাৎ সম্ভব ব্যাপারে পরিণত করিতে পারিলেন না। শারীরিক ও মানসিক বলের বিকাশস্বরূপ যে জাগতিক সভ্যতার নিদর্শন, তাহাও কালস্রোতে মৃত্তিকা ও সাগরগর্ভে প্রোথিত হয়। জগতে কোথায়ও বা একের উন্নতি, আবার কোথাও বা অন্যের অবনতি। কোন দেশ শস্যশ্যামল, আবার কোন দেশ জলপ্লাবন এবং দুর্ভিক্ষাদির দ্বারা মরুভূমিতে পরিণত। জগতের কোথাও নবযৌবনমদে মত্ত নরনারীর আমোদপ্রমোদ, কোথাও বা বন্ধুবান্ধবহীন রোগশোকজীর্ণ আতুরের আর্ত্তনাদ, কোথাও বা নবজাত শিশুর মুখদর্শনে সকলের আনন্দোল্লাস, কোথাও বা মুমূর্ষু ব্যক্তির বিবর্ণ ও বিকৃত মুখচ্ছবিদর্শনে মানবগণের ভয় ও অশ্রুপাত। কোথাও বা তথাকথিত স্বাধীনতাপ্রিয় জাতিদের পৃথিবীকে সগর্ব্বে উচ্চৈঃস্বরে পদদলিতপূর্ব্বক শাসন, কোথাও বা তথাকথিত পরাধীন জাতিসমূহের পৃথিবীকোণে পড়িয়া অবনতশিরে লাঞ্ছিত প্রাণ-ধারণ। অতএব ইহ জগতে সুখের পার্শ্বে দুঃখ, উন্নতির পশ্চাৎ পশ্চাৎ অবনতি, সবলতার পরক্ষণে অসহায়তা, জন্মের পরক্ষণে মৃত্যু সতত বিরাজমান থাকিয়া জাগতিক বলের অনিত্যতা আমাদিগকে চোখে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়া দিতেছে।

পরমেশ্বর মায়াধীশ, আর জীব মায়াবশ। জীব ভগবানের তটস্থাশক্তিপ্রসূত বলিয়া স্বতন্ত্রতা-রত্নের অসদ্ব্যবহার ও সদ্ব্যবহার অনুযায়ী যথাক্রমে মায়িক ব্রহ্মাণ্ডে আবদ্ধ হইতে পারে অথবা চিজ্জগতে ভগবানের সেবালাভ করিয়া নিত্যানন্দের অধিকারী হইতে পারে। শক্তিমত্তত্ত্ব শ্রীভগবান্ অথবা তাঁহার অভিন্ন শক্তিতত্ত্ব শ্রীবলদেবাভিন্ন শ্রীনিত্যানন্দপাদপদ্মের সেবাবিচ্যুত হইয়া জীব অশেষ মায়াজালে আবদ্ধ হইয়া ভোগবাসনায় লিপ্ত হইলে ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইতে দুর্ব্বলতর হইয়া কোটিচন্দ্র-সুশীতল শ্রীগুরুদেব নিত্যানন্দের পাদপদ্মসেবা-বিমুখ হইয়া "মায়ার নফর হইয়া চিরদিন বুলে" এই শাস্ত্রবাক্যের ফল লাভ করে। তাই শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর গাহিয়াছেন—

"অহঙ্কারে মত্ত হইয়া নিতাই-পদ পাসরিয়া
অসত্যেরে সত্য করি' মানি॥"

জীব যখন মহামায়ার মোহিনীরূপে মুগ্ধ হইয়া নিজকে মায়ার ভোক্তা বা কর্ত্তা অভিমান করে তখনই সত্যকে পরিত্যাগ করিয়া অসত্যের আদর করে এবং তাহাকে তাহার রক্ষক মনে করে।

স্ব-স্বরূপাবস্থাহেতু জীব বদ্ধাবস্থায় অশেষবিধ দুর্ব্বলতার কবলে কবলিত। অনর্থের পর অনর্থরাশি তাহার প্রাথমিক সাধনপ্রবৃত্তিকে দুর্ব্বার প্রবল স্রোতে ভাসাইয়া লইয়া যায়। যেমন দুর্ভেদ্য ও দুর্গম দুর্গাদির আশ্রয় না লইলে প্রবল শত্রুর আক্রমণে অনায়াসেই বিধ্বস্ত হইতে হয় তেমনি অনন্ত-জ্ঞান-বৈরাগ্যাদি সংগ্রহ করিয়াও শুদ্ধবৈষ্ণবের আনুগত্য ব্যতীত বিশ্বমোহিনী মায়াকে জয় করিবার দ্বিতীয় উপায় নাই। তাই শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর গাহিয়াছেন—

"মায়ারে করিয়া জয় ছাড়ান না যায়।
সাধু-গুরু-কৃপা বিনা নাহিক উপায়॥"

তটস্থাশক্তিপরিণত জীবের স্বতঃ মায়া নাই। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সে মায়াবশযোগ্য। ভগবান্ মায়ার অধীশ্বর। সেই বলদেব প্রভুও মায়ার অধীশ্বর। সেই বলদেব প্রভু যখন কৃপাপূর্ব্বক দুর্ব্বল মায়াবদ্ধ জীবকে চিদ্বল প্রদান করেন তখন তদধীন তত্ত্ব মায়ার আর স্বতন্ত্রভাবে বন্ধন করিবার শক্তি থাকে না। আবার মায়াবদ্ধ ভোগাভিমানী অসহায় জীবের আত্মবলের যতই গরিমা থাকুক না কেন, অশেষ শক্তিশালিনী মায়ার নিকট তাহার বাহাদুরী তুচ্ছ হইয়া যায়। সুতরাং জীবের পক্ষে চিদ্বলপ্রদাতা সদ্গুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করাই দুর্ব্বলতাবিনাশের একমাত্র উপায়।

যদি আমরা কৃষ্ণভক্তির জন্য চিদ্বল চাই, তবে শ্রীগুরুপাদপদ্ম নিশ্চয়ই আমাদিগকে চিদ্বল প্রদান করিবেন। কিন্তু যদি "আমি মায়া জয় করিয়াছি। আমি বিরক্ত সুতরাং বিষয়ীদের নিকট হইতে লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা পাইব।"—এইরূপ হীন কপটতাকে পোষণ করিতে চাই তবে কখনও চিদ্বল লাভ করিতে পারিব না এবং দিন দিন অন্তরে প্রবেশ করিয়া নিত্যকাল তাঁহা হইতে চ্যুত হইব।

আমি অন্তরে অন্য প্রকার উদ্দেশ্য রাখিয়া শুদ্ধবৈষ্ণব-ভগবানের নিকট মৌখিক "বল চাই, ভক্তি চাই, কৃপা চাই"—প্রভৃতি বাক্যে বা সরল্য দৈন্য প্রদর্শন করিলেও শুদ্ধবৈষ্ণব-ভগবান্ আমার অন্তরের কথা জানিয়া আমাকে সেই প্রকার বঞ্চনাই করিবেন। শঠ যে প্রকার দৈহিক ও মানসিক বলের কসরত দেখাইয়া অজ্ঞ জনসমাজের নিকট লোকে অর্থ ও প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করে সে-প্রকার আমিও যদি আমার পারমার্থিক (?) ও লৌকিক বলের প্রদর্শনী খুলিয়া জনমনোরঞ্জন করিতে চাই, তবে অন্তর্য্যামী শ্রীগুরু-বৈষ্ণব কখনও মকচসদৃশ আমার সন্মুখে কৃষ্ণপ্রেম-চিন্তামণি প্রকাশ করাইবেন না। সুতরাং যতদিন না আমি নিষ্কপটে আর্ত্তির সহিত কাঁদিয়া কাঁদিয়া আমার দুরবস্থার কথা, দুর্ব্বলতার কথা না জানাইতে পারিব ততদিন কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণপ্রেম ত' দূরের কথা আমার সংসারনিবৃত্তিও হইবে না। এই জন্যই কোন নিষ্কিঞ্চন মহাভাগবত কীর্ত্তন করিয়াছেন—

"সকলের কাঙ্গাল বৈষ্ণব নিকটে।
দন্তে তৃণ ধরি' দাঁড়াইব নিষ্কপটে॥
কাঁদিয়া কাঁদিয়া জানাইব দুঃখগ্রাম।
সংসার অনল হৈতে মাগিব বিশ্রাম॥
শুনিয়া আমার দুঃখ বৈষ্ণব ঠাকুর।
আমা লাগি' কৃষ্ণে আবেদিবেন প্রচুর॥
বৈষ্ণবের আবেদনে কৃষ্ণ দয়াময়।
এ হেন পামর প্রতি হ'বেন সদয়॥"

স্বপনেও না কর ভাই স্ত্রী-সম্ভাষণ। গৃহে স্ত্রী ছাড়িয়া ভাই আসিয়াছ বন

শুদ্ধভক্তি মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ

(আকর-মঠরাজ)

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ হস্ত উত্তর-পূর্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যবর শ্রীশ্রী শেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্যমঠ বিরাজমান। এই স্থান সাত্বত-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বতজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীভক্তি-বিনোদ ব্যাকরণাদি বেদান্তসমূহের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠবাসে পারমার্থিক দৈনিকপত্র 'নদীয়া-প্রকাশ', সাত্বত-সম্প্রদায়ে অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থাদি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতি বৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমাষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীসহ কীর্ত্তন-প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি সকল অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত হরিনাম ও ভক্তি-ধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশ্যে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই মঠমধ্যাসনে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সৎপ্রশ্নোত্তর বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি লীলা ও রসগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হয়। এই মঠ হইতে বঙ্গদেশীয় সকল হরিকথা-প্রচার, নগরসঙ্কীর্ত্তন, বক্তৃতা, ব্যাখ্যা ও সঙ্কীর্ত্তন-সভা-মহোৎসবাদি ভক্তাঙ্গের অনুষ্ঠান হয়। মঠরক্ষক—মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-সহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চ-তত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী সেবাকোবিদ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌর-লীলার রাসস্থলী এখানে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান, রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—গোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

(৭) কাজীর সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদ-কাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীসদানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক।

(৮) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও রাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান্দাস ব্রহ্মচারী।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীমদন-মোহন ব্রহ্মচারী।

১০) মোদদ্রুম-ছত্র "গৌড়ীয় বৈদিক"

মাউগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান। শ্রীগৌরনিত্যানন্দের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবঙ্কুবিহারী ব্রজবাসী, ভক্তিভূষণ।

(১১) তেঘরিয়া কুঞ্জকানন

শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী,

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীনবীনানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১২) কুঞ্জকুটীর—পোঃ কৃষ্ণনগর,

নদীয়া। রক্ষক—শ্রীঅনুকূলানন্দ অধিকারী

(১৩) ভাগবত-আসন—পোঃ কৃষ্ণ-নগর (নদীয়া)

এই স্থান হইতে ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচারিত হয়। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৪) একায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাসখালি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী ভক্তিসুধাকর।

(১৫) মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঁচালঙ্গ, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(১৬) মাধ্বগৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, পোঃ ঢাকা

পূর্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ।

(১৭) গোপালজীউমঠ—কমলাপুর, (ঢাকা)

গোপালজীউ শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান। রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দদাস ব্রজবাসী,

(১৮) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)।

এখানে শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী

(১৯) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

রমনাকাল, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীসুন্দর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২০) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাধ্, (ঢাকা)

এখানে অভ্রভুজস্থিত শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(২১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবিশ্বেশ্বর দাসাধিকারী,

(২২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

জুমুরকোলা, পোঃ ডিব্রুগড়, (আসাম)

এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী।

(২৩) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকনিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে গুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরি-ধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান্দাস ব্রজবাসী ভক্তিরত্ন।

(২৪) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী।

(২৫) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ উড়িয়াবাজার, (কটক)

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদবিহারী জীউর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর

(২৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর পুরী,

শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন।

(২৭) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদবিহারী জীউর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীসদানন্দ অধিকারী

(২৮) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়ানাথের ও শ্রীরাধাগোপী-নাথের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবিপিন-বিহারী দাসাধিকারী।

(২৯) সারঙ্গ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভূর, জেলা গোদাবরী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—শ্রীনিতাইচরণ দাসাধিকারী ভক্তিলোচন।

(৩০) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪২নং কালভৈরবপুরা, বেনারস সিটি

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীসর্বেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(৩১) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন গোস্বামী

(৩২) পরমহংস মঠ

পোঃ নিমসার, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও গৌর-বিনোদ-বিলাসজীউর সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীসত্যনারায়ণ দাসাধিকারী।

(৩৩) কৃষ্ণচৈতন্য মঠ

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

এখানে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিত্য-সেবা হয়। রক্ষক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠ

বিশ্রামঘাট মথুরা

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ

(৩৫) ব্রজস্বানন্দ সুখদকুঞ্জ—শ্রীরাধাকুণ্ড

রক্ষক—শ্রীরাধারমণচরণদাস ব্রহ্মচারী

(৩৬) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৩৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ

শেখপাড়া, পোঃ গেজোল, জেলা গুজরাট (পাঞ্জাব) রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৩৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪০নং কুতুব রোড, নিউ দিল্লী।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসম্বন্ধ তুর্য্যাশ্রমী

(৩৯) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল।

এখানে গৌর-বিনোদরায়ের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীনবীনগোপাল অধিকারী।

(৪০) সারস্বত-গৌড়ীয় মঠ

চারঘাট সাতারামপুর, চট্ট, সি

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি

(৪১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ রায়পেট্টা মাদ্রাজ।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীপাদ সদানন্দ তার্কিকশেখর।

৪২) বোম্বে-গৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়

খেতাড়ীর রোড, ফোর্টাস নিকট, বাংলো নং ১, বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ সেবাবর্দ্ধন মজুমদার।

(৪৩) অমরপি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমরপি, মেদিনীপুর

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম

(৪৪) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী

(৪৫) পাটনা গৌড়ীয় মঠ

১০০ মিঠাপুর, পাটনা।

রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী বাগ্মভূষণ

(৪৬) বালেশ্বর গৌড়ীয় মঠ বালেশ্বর

রক্ষক—শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৭) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয়

৩ গ্লাষ্টার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, এস-ডব্লিউ ৭, লণ্ডন

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ।

(৪৮) বার্লিন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

Berlin W. 30

Eisenacher strasse 29 I.

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবত,—সমগ্র		৪০৲
প্রথম চারিটি স্কন্ধ পৃথক্ খণ্ড		১৮৲
একাদশ স্কন্ধ পৃথক্ খণ্ড প্রকাশিত		।৶০
২। অনুভাষ্য বিবৃতি শ্রীচৈতন্যভাগবত		৬৲
৩। ভাষ্য-সমেত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ)		৬৲
৪। নবদ্বীপ-শতক		৪৲
৫। জৈবধর্ম		২৲
৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার		২৲
৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা)		২৲
৮। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা)		১৲
৯। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)		৸০
১০। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ)		॥০
১১। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব		।০
১২। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব		৸০
১৩। চৈতন্যোপনিষদ্		।০
১৪। বাদন-খণ্ডন		।০
১৫। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা)		১৲
১৬। গৌড়ীয়-গৌরব		।৶০
১৭। গৌড়ীয়-সাহিত্য		।৶০
১৮। ভজন-রহস্য		
১৯। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ ৩ (বাঁধা)		১৲
২০। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)		২৲
২১। গীতা (চক্রবর্তি-টীকাসহ)		২৲
২২। গীতার কেবল মাত্র-ভাষা		।
২৩। মুক্তাচরিত্র ও গৌরকঃ সানুবাদ (মাঘ)		২৲
২৪। বেদান্তসূত্রের সানুবাদ (ব্রহ্মসূত্র)		॥০
২৫। প্রেমবিবর্ত (তৃতীয়-সংস্করণ)		॥৶০
ঐ (বাঁধা)		৸০
২৬। দীপ-নির্ণয়		৶০
২৭। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ)		৶০
২৮। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা)		৷০
ঐ (আবাঁধা)		।৶
২৯। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা		৸০
৩০। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা)		৶০
৩১। গীতমালা		৴১০
৩২। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য		৶০
৩৩। ঐ প্রমাণ-খণ্ড		৶০
৩৪। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ		।০
৩৫। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ		।০
৩৬। শরণাগতি		৴০
৩৭। গীতাবলী		৴০
৩৮। চিত্রে নবদ্বীপ		১॥০
৩৯। সাধনকণা		৴০
৪০। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা		৴০
৪১। নবদ্বীপশতক		
৪২। অর্চনপদ্ধতি		৴০
৪৩। মহাচার্য্যেষ্টকম্		
৪৪। শ্রীশ্রীভজনরহস্য (৪র্থ সংস্করণ)		
৪৫। অর্চনকথা		
৪৭। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম খণ্ড)		৩৲
৪৮। ব্রহ্মসংহিতা		।০
৪৯। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ)		।০
৫০। সৌন্দর্যকোষঃ		৸০
৫১। পুরুষার্থ-বিনির্ণয়		।০
৫২। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী		।০
৫৩। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ?		৴০
৫৪। ঈশোপনিষদ্ (বলদেব ও মধ্বভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ)		।
৫৫। শ্রীকৃষ্ণবোধ		৶০
৫৬। সিদ্ধান্তদর্পণ		৶০
৫৭। সাংখ্যবাণী		৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৮। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিধিকঃ	।০
৫৯। সটিক-শিক্ষাষ্টকম্	।০
৬০। তত্ত্বসূত্রম্	।০
৬১। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্	।৶০
৬২। গৌড়ীয়মঠ পরিচয়ঃ	৴০
৬৩। সারার্থবর্ষিণী	৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৪। রায় রামানন্দ	।০
৬৫। এ কিউ ওয়াত্‌স্ অন্ বেদান্ত	॥০
৬৬। সাধকজন	।০
৬৭। বেদান্ত—ইট্স্ মর্ফলজি অ্যান্ড অন্টলজি	॥০
৬৮। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড্স্	।৶০
৬৯। লাইফ অ্যান্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু	
৭০। বৈষ্ণবীজম্	।০
৭১। কোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং	৴০
৭২। দি ভাগবত	।০
৭৩। ঠেরেটিক প্রিন্সিপ্‌ল্ অ্যান্ড অ্যাকোলেড ডিভোশন	।০
৭৪। ব্রহ্ম-সংহিতা	২॥০
৭৫। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড)	১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৭৬। শ্রীহরিনামচিন্তামণি	।০
৭৭। সাধন-পথ	।০
৭৮। কল্যাণ-কল্পতরু	৴১০
৭৯। গীতাবলী	৴০
৮০। শরণাগতি	৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮১। শরণাগতি	৴০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মৃত্যু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বাংলায় চাহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করুন। দেখুন যে আপনার অন্যবার সাধক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৶০ আনা, বড় বোতল ১৶০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালি আবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে. বি. দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। উহাতে নিব বা কাগজ কোন প্রকারে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে. বি, দত্ত এণ্ড কোং
কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার
কলিকাতা

আমাশয় ও পেটের পীড়ায়

শ্রীশ্যামানন্দ দাস কবিরাজের আবিষ্কৃত

গ্রহণী বজ্র

ব্যবহার করুন

আমাশয়, রক্তামাশয় অতিসার, গ্রহণী, অজীর্ণ, পেটফাঁপা, অম্লরোগ, সূতিকা ও শিশুর উদরাময় প্রভৃতি সকল প্রকার নূতন ও পুরাতন পেটের পীড়ায় গ্রহণী বজ্র প্রত্যক্ষ ফল প্রদ মহৌষধ।

যাহারা পেটের পীড়ায় নানারূপ চিকিৎসায় আফিং ও মর্ফিয়া ব্যবহার করিয়া ফল লাভ করিতে পারেন নাই তাহারা গ্রহণী বজ্র ব্যবহার করুন, ইহার গুণে মুগ্ধ হইবেন। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। মূল্য প্রতি শিশি ॥০ আনা, ৩ শিশি ১।০ সিকা ডাক মাশুল ।৶০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীকৃষ্ণ ঔষধালয়, ময়মনসিংহ।
ঢাকার এজেন্ট মেসার্স মহেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং
পাটুয়াটুলি, ঢাকা

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীযতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও
ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ ভক্তিশাস্ত্রী এম, এস, এফ, কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রীধাম-মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে : বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের অবৈতনিক সুশিক্ষা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

[ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত]

কটক রেভেন্স কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক অধ্যাপকশেখর পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম্-এ, মহোদয়ের স্রোতস্বেষণা এবং পারদর্শী লেখনীর অনুপম অবদান তাহা একাধারে দর্শন এবং শ্রীকৃষ্ণ ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে রত হউন। এই বিরাট্ দার্শনিক ও আন্তর্জাতিক গ্রন্থ বাঁধাই ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য গবেষণায় শ্রেষ্ঠ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা প্রথম খণ্ডে ৭৩৭ অধ্যায়ে। প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় লেখা ও বিজ্ঞাপনার শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের স্বকীয় মুখবন্ধ (Foreward) প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে কথাসার ও শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। প্রতি বর্ষ ৩। টাকা ভিক্ষায় কলিকাতা বাগবাজার গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৸০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। দেওবিহার শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১॥০

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৸০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিত্যানন্দ সেবাতীর্থ বি-এল, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া গদাধরাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১৸০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল শ্লোক অক্ষরে এবং তাহার বর্ত্তমান যুগ শুদ্ধভক্তপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য। ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সমন্বিত হইয়াছে। অতি সুন্দর ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৩৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোক সূচী, পদ্যসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়-সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী-পত্র। সমগ্র শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট্ সংস্করণ বঙ্গের কোথায়ও আর কখনও প্রকাশিত হয় নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক-মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

		প্রথম ও দ্বিতীয়		পরবর্ত্তি-সময়ে	
		সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা	সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা
প্রত্যেকবার	প্রতি লাইন	।০	৷৴০	৷৶	
„	„ ইঞ্চি	২৲	১৷০	১৷০	
„	„ সিকিকলম	৫৲	৪৲	৮৲	৩৲
„	„ অর্দ্ধকলম	৮৲	৬৲	৬৲	
„	„ ১ কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

মাসিক হার

[যদি অন্ততঃ ১ বৎসরের জন্য চুক্তি করা হয়]

সংবাদ পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ৬৲, সিকি কলম ১৫৲, অর্দ্ধ কলম ২৪৲, এক কলম ৩৬৲
বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ৪৷০, সিকি কলম ১২৲ অর্দ্ধ কলম ১৮৲, এক কলম ৩০৲ টাকা।

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৩—৪৬,	১০—৩১,	১৩—২২	১৭—৩৮,	২০—১৩
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩০	১১—৩১,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—৫৫

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

রবিবার অন্যান্যদিন

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১২-১০	১২-৩৪	১৫-৩৬	১৮-৫৫
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১২-১৯	১২-৪২	১৫-৪৭	১৮-৫৩
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-৫১	১৩-১২	১৬-১৭	১৯-৩৪

সাহায্যের হার

সডাক বার্ষিক ৯৲ নয়টাকা, ষাণ্মাসিক ৫৲ পাঁচ টাকা, ত্রৈমাসিক ৩৷০ পৌনে তিন টাকা, মাসিক ১৲ এক টাকা মাত্র। নমুনা প্রত্যেক সংখ্যা ৫

ম্যানেজার, দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, জেলা নদীয়া। টেলিগ্রাম—"শ্রীমঠ", নবদ্বীপ

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'শ্রীনাম' নবদ্বীপ

REG. C 1544

দৈ নি ক

নদীয়াপ্রকাশ

THE
NADIA-PRAKASH

চৈতন্যোপনিষদ্। বঙ্গ অক্ষরে মূল ও অনুবাদসহ প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি উত্তম। ভিক্ষা ।০ মাত্র। শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

"গৌড়ীয়" ৭ম বর্ষ হইতে ১১শ বর্ষ পর্যন্ত লাইব্রেরী কাগজে বাঁধাই ভিক্ষা ৩৮০ মাত্র। শ্রীগৌড়ীয় মঠ বাগবাজার, কলিকাতা

ভারতের সর্বত্র প্রচার-প্রত্যহ—বঙ্গভাষা—সেবার একমাত্র মুখপত্র

১০ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২৩শে ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার ১৩৪১, ৭ই মার্চ্চ ১৯৩৫ [৬ষ্ঠ সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

—:•:—

মধ্যরাত্রে সশস্ত্র ডাকাতি

চুচুড়া হইতে প্রকাশ, উক্ত গ্রামের পঞ্চায়েৎ প্রেসিডেণ্ট শ্রীযুক্ত গোপীনাথ চৌধুরীর গৃহে একদল সশস্ত্র ডাকাত মধ্যরাত্রে হানা দেয়। তাহারা দরজা ভাঙ্গিয়া গৃহে প্রবেশ করে, গৃহের লোকজনকে মারপিট করে এবং বাক্স, সিন্দুক, আলমারী প্রভৃতি ভাঙ্গিয়া বহুমূল্যের অলঙ্কারাদি লইয়া প্রস্থান করিতে চেষ্টা করে। চৌধুরীবাড়ীর চীৎকার শ্রবণে গ্রামের বহুলোক একত্রিত হওয়ায় ডাকাতেরা পলায়ন করে। ফলে একজন ডাকাত ধৃত হয়। ঐ ডাকাতের স্বীকারোক্তি অনুসারে আরও কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং মালপত্রও কিছু কিছু হস্তগত করা হয়।

ডাকাত গ্রেপ্তার

গোবরা তালুকে বেথার গ্রামে এক সশস্ত্র ডাকাতি হইয়াছে বলিয়া সংবাদ আসিয়াছে। প্রকাশ, প্রায় ২৫ জন সশস্ত্র ডাকাত গভীর রাত্রিতে বন্দুকের শব্দ করিতে করিতে অগ্রসর হয়। গ্রামবাসীরা তাহাদিগকে আক্রমণ করে। উভয় দলে সঙ্ঘর্ষের ফলে ডাকাত দলের একজন ধরা পড়ে অবশিষ্ট ডাকাতেরা পলায়ন করে।

— —

করাচীতে ১৪৪ ধারার আদেশ

করাচীর অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ৬১ জন লোক এবং কয়েকটি সংবাদপত্রের উপর ফৌজদারী কার্যবিধির ১৪৪ ধারা অনুযায়ী এক আদেশ জারী করিয়া [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সম্পর্কে বক্তৃতা অথবা কোন সংবাদ প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

———

বিষ প্রয়োগে স্বামী হত্যা

জেকবাবাদ হইতে প্রকাশ, জনৈক ডেপুটী কালেক্টরের স্ত্রী বেগম কাদির খাঁর বিরুদ্ধে স্বামীকে বিষ খাওয়াইয়া হত্যা করার অভিযোগ আনীত হইয়াছিল। বিচারে জেকবাবাদের জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট বেগম কাদির খাঁর প্রতি ১৪ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিয়াছেন।

মিঃ আজাদ খাঁ নামক জনৈক পুলিশ ইন্সপেক্টরকে ঐ স্ত্রীলোকটীর স্বামী হত্যায় প্ররোচনা দানের জন্য তিনি হইতে দোষী সাব্যস্ত করা হইয়াছিল। কিন্তু বিচারে সে মুক্তিলাভ করিয়াছে।

বিনা লাইসেন্সে ব্যবসায় চালাইবার অভিযোগ

বিনা লাইসেন্সে ব্যবসায় চালাইবার অভিযোগে টালীগঞ্জের মহম্মদ এাদ সেখ আবদুল গফুর আলী মহম্মদকে বঙ্গীয় মিউনিসিপ্যাল আইনে অভিযুক্ত করা হয়।

প্রকাশ, আসামী হোল্দা পরিষ্কারের ব্যবসায় করিত। ইহা একটি আপত্তিজনক ব্যবসায়। কারণ ইহা দ্বারা অস্বাস্থ্যকর গন্ধ বিস্তার হয় এবং ইহার ফলে স্থানীয় লোকদের অসুবিধা হয়।

আসামী পক্ষে বলা হয় ইহাতে অস্বাস্থ্যকর কোনও গন্ধ বিস্তার হয় না, কিংবা অশান্তিকর কোনও শব্দও হয় না।

হাওড়ায় সশস্ত্র ডাকাতি

গত ১লা মার্চ জগৎবল্লভপুর থানার অন্তর্গত [illegible] [illegible] [illegible] বাড়ীতে একটি ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। প্রকাশ, প্রায় ১০ জন সশস্ত্র লোক বাড়ীতে প্রবেশ করে এবং বাড়ীর লোকজনদিগকে মারপিট করিয়া নগদ টাকা ও অলঙ্কার লইয়া চম্পট দেয়। ক্ষতির পরিমাণ জানা যায় নাই।

পরলোকে অনাথনাথ বসু

গত মঙ্গলবার অপরাহ্ন ১-১৫ মিনিটের সময় প্রবীণ সাহিত্যসেবী শ্রীযুক্ত অনাথ নাথ বসু তাঁহার কলিকাতাস্থ বাসভবনে ১৭০ নং শ্যামবাজার ষ্ট্রীটে পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৫১ বৎসর হইয়াছিল। গত দুই বৎসর যাবৎ তিনি নানারোগে ভুগিয়া ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া পড়িয়াছিলেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হন।

———

চলন্ত ট্রেনে ভীষণ ডাকাতি

বগুড়া হইতে এই মর্মে এক সংবাদ প্রকাশ হইয়াছে যে, গত ২৮শে মার্চ সন্ধ্যা ৭টার সময় ওয়াল্টারগঞ্জ ও চিলনের মধ্যবর্তী স্থানে চলন্ত ট্রেনে এক ভীষণ ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। প্রকাশ, তালনান সুগার মিলের কর্মচারী মেহরাজ তালনান ২,১৮২, লইয়া যাইতেছিল। ডাকাতগণ সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের নদীর শাখা হইতে তাহাকে অনুসরণ করিতে থাকে। ডাকাতগণ সংখ্যায় তিন ছিল। তাহারা ওয়াল্টারগঞ্জ ষ্টেশনে এক খানি মধ্যম শ্রেণীর ঐ কামরায় উঠিয়া পড়ে কামরায় মেহরাজ, এলাহাবাদের অধ্যাপক চাটার্জি ও একজন দারোগা যাইতেছিলেন। ডাকাতদলের সর্দার ইঙ্গিত করিলে দলের লোক মেহরাজকে মারপিট করিয়া তাহার সম্মুখ [illegible] [illegible] কাড়িয়া লয়। অধ্যাপক চাটার্জী পুলিশ দেখিয়া ভয়ে জড়বুদ্ধি হইয়া যান। দারোগাকে এক বলিয়া ভয় দেখান হয় যে, তিনি যদি ইহাদের কাজে বাধা দেন, তাহা হইলে এখনই তাহাকে হত্যা করা হইবে। ডাকাতেরা পাঁচজন ছিল। একে একে তাহারা চলন্ত ট্রেন হইতে লাফাইয়া পড়িতে থাকে। ইহাতে একজনের মৃত্যু হয় এবং দুইজন গুরুতরভাবে আহত হয়। ডাকাতদলের সর্দার সকলের শেষে লাফাইয়া পড়ে এবং সামান্য আহত হয়। রেলওয়ে কর্মচারিগণ মৃতব্যক্তির শব লইয়া যায় এবং আহত তিন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে। টাকার কোনও খোঁজ হয় নাই। আহত ব্যক্তিদের মধ্যে একজন মারা গিয়াছে।

নোটিশ

আমি বহুদিন পূর্ব্বে প্রত্যক্ষভাবে না হইলেও পরোক্ষভাবে নদীয়া কংগ্রেসের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলাম। পরে আমি বুঝিতে পারি কংগ্রেসনীতি আমার মনঃপূত নহে বা দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় উক্ত নীতি বা সংঘ প্রকৃত কল্যাণসাধনের সহায়ক নহে। তাই আমি কংগ্রেসের সহিত সম্বন্ধ সংস্রব ত্যাগ করিয়াছি। আমি এক্ষণে কাজে গভর্ণমেণ্টের সাহায্য কামনা করিতেছি এবং আমার ক্ষুদ্র সাধ্যানুযায়ী গভর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারিগণের শান্তির অনুকূলে কার্য্য করিতেছি।

বশংবদ

শ্রীউপেন্দ্রনাথ সরকার

মাজদিয়া পোঃ (নদীয়া)

টুঙ্গী গ্রাম

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং গৃহ চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের অপূর্ব্ব সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিদ্যার্থী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

[ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

অতুত বেলেও কলেজের দর্শনের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয়-বিরচিত। এম-এ, মহোদয়ের গবেষণা এবং পাণ্ডিত্য লেখনীর অপূর্ব্ব সম্মিলন আর্য্যাবর্ত্ত সাহিত্যে এক এবং অদ্বিতীয় জীবনচরিত-পাঠে মুগ্ধ হইবেন। এই বিরাট, অভিনব ও অমূল্য গ্রন্থ বাঙ্গালায় ও বিশ্বের চিত্ত-সমাজে। পাঁচ ও অর্দ্ধ গৌড়ীয় প্রাচীন লেখকের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক আলোচনা প্রথম খণ্ডে ৩৩৭ অধ্যায়ে, প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় হইয়া ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের স্বকীয় মুখবন্ধ (Foreward), গ্রন্থকার ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সমস্ত শব্দের সূচীপত্র (Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জেলা—নদীয়া।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের পূজা, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে কথাসার ও শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক পত্রিকা একাদশীতে প্রকাশিত হয়। বার্ষিক মূল্য ৪৲ টাকা। ঠিকানা কলিকাতা বাগবাজার গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

২। গৌড়ীয় মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষার একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। বৈমিষারণ্য শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ দাস-দাস সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিতানন্দ সেবাতীর্থ বি-এল, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া গদাধরাঙ্গন হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষার মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল বোল্ড অক্ষরে এবং তাহাতে বর্ত্তমান যুগ পুরুষোত্তমগণের মুকুট মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। অতি সুন্দর ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৩৬ পৃষ্ঠায় কেবল এক খণ্ডে সম্পূর্ণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোক সূচী, পদ্যসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচীপত্র। সটীক শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট সংস্করণ জগতের কোথাও আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই, তাহা নিরপেক্ষ পাঠক মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৯৲ নয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

		প্রথম ও দ্বিতীয়		পরবর্ত্তি-সময়ে	
		সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা	সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা
প্রতিবার	প্রতি লাইন		৷৶০	৷৶	
	,, ইঞ্চি	৭৲	১৷০	১৷০	১৲
	,, সিকিকলম	৫৲	৪৲	৮৲	৫৲
,,	,, অৰ্দ্ধকলম			৯৲	৪৲
,,	,, ১ কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

মাসিক হার

[বাধ্য অন্ততঃ ১ বৎসরের জন্য চুক্তি করা হয়]

সংবাদ পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ৯৲, সিকি কলম ১৫৲, অর্দ্ধ কলম ২৮৲, এক কলম ৫০৲ বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ৷৷০, সিকি কলম ১২৲ অর্দ্ধ কলম ১৮৲, এক কলম ৩০৲ টাকা।

সাহায্যের হার

সডাক বার্ষিক ৯৲ নয় টাকা, ষাণ্মাসিক ৫৲ পাঁচ টাকা, ত্রৈমাসিক ২৸০ পৌনে তিন টাকা, মাসিক ১৲ এক টাকা মাত্র। নগদ প্রত্যেক সংখ্যা ৫

ম্যানেজার, দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ,

পোঃ শ্রীমায়াপুর, জেলা নদীয়া। টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম', নবদ্বীপ

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৪৩,	১০—৩১,	১৩—২২	১৭—৩৮,	২০—১৬
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—৩১,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—৫৫

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

শনিবার অন্যান্যদিন

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১২-১৩	১২-৩৪	১৫-৩৪	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১২-১৯	১২-৪২	১৫-৪২	১৮-৫৩
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-৫১	১৩-১২	১৬-১২	১৯-৩৪

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

—পারমার্থিক পত্র—

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১০ম বর্ষ { ১৭ গোবিন্দ গৌরাব্দ ৪৪৮, ২৩শে ফাল্গুন বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ৭ই মার্চ্চ ইং ১৯৩৫ বৃহস্পতিবার } ৬ষ্ঠ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

শ্রীধাম মায়াপুরে টেলিফোন

গত ২০শে ফাল্গুন, ৪ঠা মার্চ্চ সোমবার শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীভক্তিবিজয়-ভবন ও শ্রীচৈতন্যমঠের আফিসের মধ্যে টেলিফোন স্থাপিত হইয়াছে। আশা করা যায়, দুই চারি দিবসের মধ্যে মহাপ্রভুর আবির্ভাব-আলয় শ্রীযোগপীঠ হইতে শ্রীচৈতন্যমঠ পর্য্যন্তও টেলিফোন-যোগে কথাবার্ত্তা বলিবার সুবিধা হইবে। ক্রমশঃ ধামবাসী বৈষ্ণবগণও স্ব-স্ব-গৃহে টেলিফোন স্থাপন করিতে পারিবেন। রায় শ্রীযুক্ত সখীচরণ ভক্তিবিজয় মহোদয়ের শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-সেবা-বৈভবরূপে যেসকল কীর্ত্তিস্তম্ভ শ্রীধাম মায়াপুরে বিরাজমান এই টেলিফোন তন্মধ্যে অন্যতম। তাঁহার অর্থবারেই এই কার্য্যটী হইতেছে। বিষ্ণু-বৈষ্ণব-সেবায় অর্থ নিযুক্ত করিয়া কিরূপে তাহার সদ্ব্যবহার করিতে হয় শ্রীপাদ ভক্তিবিজয় প্রভু তাঁহার আদর্শ দ্বারা জনগণকে প্রতি বৎসরেই নূতন নূতন সেবাকার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া প্রদর্শন করিতেছেন।

পুরুষোত্তমমঠে উৎসব

গত ১লা মার্চ্চ ভক্তিকুটী হইতে শ্রীশ্রীগৌরগদাধর ও শ্রীশ্রীরাধামাধব-বিগ্রহ শ্রীপুরুষোত্তমমঠের চটকপর্ব্বতস্থ শ্রীমন্দিরে গমন করিয়াছেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজের তত্ত্বাবধানে উৎসবটী সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। আলোয়ার ভক্তিমতী রাণীসাহেবা উহার ব্যয়ভার বহন করিয়াছেন।

শ্রীল প্রভুপাদের সেবাকার্য্য পরিদর্শন

শ্রীল প্রভুপাদ গত ১৮ই ফাল্গুন শ্রীধাম মায়াপুরে শুভবিজয় করিয়াছেন। সেই দিবস হইতে তিনি প্রত্যহ শ্রীযোগপীঠের নির্ম্মীয়মাণ সুবৃহৎ নাটমন্দির, বিদ্যানন্দ-ধর্ম্মশালার ও শ্রীধাম-প্রচার প্রবণ-সদনের কার্য্যে ভক্তবৃন্দকে উৎসাহিত করিতেছেন। তদ্ব্যতীত প্রসঙ্গক্রমে তিনি অনর্গল হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

হরিকথা-কীর্ত্তনসময়ে শ্রীল প্রভুপাদের বাহ্যস্মৃতি বিন্দুমাত্রও থাকে না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা হরিকথা চলিতে থাকে। এই প্রকারে রাত্রি কোনও দিন ১২টা, কোনও দিন বা ততোধিক সময়ও অতিবাহিত হয়। শ্রীল প্রভুপাদ যে সাক্ষাৎ গৌরবাণী-কীর্ত্তন-বিগ্রহ তাহা এই সকল ঘটনা হইতে অল্পবয়স্ক বালকেও সহজেই বুঝিতে পারেন।

কলিকাতায় নৈমি ও গিরি মহারাজদ্বয়

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ তাঁহাদের সঙ্গিগণ-সহ শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-ধাম-পরিক্রমা ও শ্রীশ্রীগৌর জন্মোৎসবে যোগদানের জন্য রেঙ্গুণ হইতে গত ৩রা ফেব্রুয়ারী কলিকাতায় পৌঁছিয়াছেন। শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার আরও অনেক প্রচারক এই সময়ে শ্রীধাম মায়াপুরে শুভাগমন করিবেন।

শ্রীঅদ্বৈত—প্রভুর মহোৎসব

দিল্লী গৌড়ীয়মঠের সেবকগণ গত ভৈমী একাদশী, বরাহদ্বাদশী, শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব-মহোৎসব শ্রীশ্রীহরিনাম-সঙ্কীর্ত্তন, ভক্তিগ্রন্থ পাঠ ও বক্তৃতামুখে যথারীতি সুসম্পন্ন করিয়াছেন।

মঠসেবকগণ তিন দিবসই উপবাসাদি-ব্রত ধারণ করিয়া সর্ব্বক্ষণই ভক্তিপোষক সেবাকার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া নিরন্তর নিজেদের পরম মঙ্গলবিধান এবং দিল্লীবাসী বহু ভক্তিমান্ ব্যক্তির ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জনের সুযোগ প্রদান করিয়াছেন।

গত ৩রা ফাল্গুন, ১৫ই ফেব্রুয়ারী শুক্রবার বরাহ-দ্বাদশী তিথিতে সন্ধ্যার পরক্ষণে ও মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তনের পর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-কেবল ঔড়ুলোমী মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-পাঠমুখে ভগবত্তত্ত্ব, ভগবানের বিবিধ অবতারতত্ত্ব, বিভিন্ন অবতারের লীলার বৈচিত্র্য প্রভৃতি বিষয় সমাগত শ্রোতৃবৃন্দের নিকট প্রায় ১ ঘণ্টাকাল প্রাঞ্জল ভাষায় কীর্ত্তন করেন।

গত ৪ঠা ফাল্গুন ১৬ই ফেব্রুয়ারী শনিবার দিল্লী গৌড়ীয়মঠের সেবকগণ সন্ধ্যারাত্রিকের পর স্তবস্তুতি, গৌরপাঠ ও মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন করেন। প্রায় ১ ঘণ্টা যাবৎ কীর্ত্তনের পর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-কেবল ঔড়ুলোমী মহারাজ শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত-পাঠমুখে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দতত্ত্ব ও মাহাত্ম্য, তিনি যে সাক্ষাৎ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশবিগ্রহ, সকল বলের আধার মূলাধার শ্রীবলদেব-তত্ত্ব, সর্ব্বদেহে তিনি সর্ব্বক্ষণ শ্রীভগবানের সেবায় নিযুক্ত থাকিয়া জীবকে সেবাশিক্ষা প্রদান করিতেছেন, এ সকল বিষয় অতি সরল ভাষায় এবং সাধারণের বোধগম্য করিয়া প্রায় একঘণ্টাকাল কীর্ত্তন করেন। কীর্ত্তনান্তে উপস্থিত সকল ব্যক্তিকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

মঠসেবকগণ পরদিবস পারণাদি করিয়া সন্ধ্যার পর একটী বিশেষ উৎসবের আয়োজন করেন। ঐ দিবস বহু ব্যক্তিকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

নবদ্বীপ পরিক্রমা-পঞ্জী

(১) অন্তর্দ্বীপ (শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীগৌর-জন্মভিটা, শ্রীবাস ও শ্রীঅদ্বৈত অঙ্গন, চাঁদকাজীর সমাধি ও শ্রীঅদ্বৈতভবন)—২৭শে ফাল্গুন, ১১ই মার্চ্চ সোমবার।

(২) সীমন্তদ্বীপ (সীমুলিয়া, সরডাঙ্গা, গোপডাঙ্গা, মেঘার চর, বেলপুকুর) ২৮শে ফাল্গুন, ১২ই মার্চ্চ, মঙ্গলবার।

(৩) গোদ্রুমদ্বীপ (গাদিগাছা, মহেশগঞ্জ, সুবর্ণবিহার স্বরূপগঞ্জ, হরিহরক্ষেত্র, দেপাড়া)—২৯শে ফাল্গুন, ১৩ই মার্চ্চ, বুধবার।

(৪) মধ্যদ্বীপ (মাজিদা, হাটডাঙ্গা, আনন্দবাস, ব্রাহ্মণপুষ্কর)—৩০শে ফাল্গুন, ১৪ই মার্চ্চ বৃহস্পতিবার।

(৫) কোলদ্বীপ (সহর নবদ্বীপ, সমুদ্রগড়ের কোল ও চর, পোড়ামার কোল, কোল আমাদ, কোলের গঞ্জ, কোলের দহ)—১লা চৈত্র, ১৫ই মার্চ্চ, শুক্রবার।

(৬) ঋতুদ্বীপ (রাহুতপুর, চম্পহট্ট বা চাঁপাহাটীর শ্রীগৌরগদাধরের শ্রীমন্দির) ২রা চৈত্র, ১৬ই মার্চ্চ, শনিবার গোবিন্দ দ্বাদশী ও পাপনাশিনী মহাদ্বাদশীর উপবাস।

(৭) জহ্নুদ্বীপ (বিদ্যানগর, জান্নগর)—৩রা চৈত্র ১৭ই মার্চ্চ, রবিবার।

(৮) মোদদ্রুমদ্বীপ (মামগাছি অর্কটীলা বা একডালা মাতাপুর)—৪ঠা চৈত্র, ১৮ই মার্চ্চ সোমবার।

(৯) রুদ্রদ্বীপ (রুদ্রপাড়া, শঙ্করপুর ইন্দ্রাকপুর, শঙ্কর ডাঙ্গা) ৫ই চৈত্র, ১৯শে মার্চ্চ মঙ্গলবার।

৬ই চৈত্র ২০শে মার্চ্চ বুধবার হইতে দিবসত্রয় শ্রীধাম মায়াপুর-যোগপীঠে শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব হইবে।

কৃষ্ণ আমার পালে, রাখে' জান সর্ব্বকাল। আত্মনিবেদন-দৈন্যে ঘুচাও জঞ্জাল॥

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৭ গোবিন্দ আদিবার গৌরাব্দ ৪৪৮

মুকুন্দালয়

মু—মুক্তিসুখ, কু অর্থাৎ কুৎসিত হয় যাহা হইতে তাহাই মুকু—প্রেমানন্দ। এই প্রেমানন্দ যিনি দান করেন সেই আনন্দময় শ্রীকৃষ্ণই মুকুন্দ। এই ভগবান্ মুকুন্দ যেখানে বাস করেন সেই শ্রীমন্দির মুকুন্দালয় বলিয়া সাধারণের নিকট পরিচিত। আমাদের পূর্ব্বগুরু শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভু মুকুন্দালয়ের কথা বলিতে গিয়া "ভগবৎসন্দর্ভক্রমসন্দর্ভাদিঃ" প্রভৃতি বলিয়া তাঁহার ভক্ত ও তদীয় মন্দিরাদি এই বিষয় অন্যের নিকট উল্লেখ করিয়াছেন। নিজ বাসস্থান সম্বন্ধে শ্রীভগবান্ও বলিয়াছেন,—

"নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং
হৃদয়ে ন চ।
মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ॥"
"সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহম্।
মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো
মনাগপি॥"

কেহ দীক্ষায় করুক্ বা নাইহ করুক্, জীবমাত্রেই যেমন প্রকৃতপ্রস্তাবে ভগবানের দাস, জীবদেহও সেইরূপ ভগবানের মন্দির। জীব স্বরূপতঃ ভগবদ্দাস হইলেও ভোগ-ত্যাগে মত্ত থাকাকালে যেমন তাহাকে কৃষ্ণদাস বা কৃষ্ণভক্ত বলা হয় না, সদ্গুরু পাদপদ্মে আত্মনিবেদন না করিলে তাদৃশ দেহীর দেহ দেহরূপে প্রতীত হইলেও তাহাকেও সেবাপর মুকুন্দালয় বা শ্রীমন্দির বলিয়া স্বীকার করা যুক্তিযুক্ত নয়। শ্রুতি ও স্মৃতিকারগণের অভিপ্রায় মতেও চিৎস্বরূপ ভগবান্ কৃষ্ণ এবং চিৎকণ-স্বরূপ জীবাত্মার পরস্পর 'সেব্য-সেবক'-সম্বন্ধ অর্থাৎ উভয়ে নিত্য সম্বন্ধে সম্বন্ধিত হইয়া সেব্যসেবকভাবে সতত বিরাজমান। একথা উত্তম জীবগণ উপলব্ধি করিতে সমর্থ। বদ্ধজীবকুল এই নিত্য সত্য বিষয়টী অনুধাবন করিতে অক্ষম বলিয়াই অমায় ও বন্ধনে হইয়া কষ্ট পায়। জীব ও ভগবান্ যখন অবিচ্ছেদ্য-সম্বন্ধবিশিষ্ট তখন জীবের সহিত যে ভগবান অনুক্ষণ বাস করেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি? তাই উপনিষদ্ বলেন,—

"দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং
বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভি-
চাকশীতি॥
সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোঽনীশয়া
শোচতি মুহ্যমানঃ।
জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য
মহিমানমিতি বীতশোকঃ॥"
(শ্বেতাশ্ব ৪।৬-৭)

—সমান সংযুক্ত, সখ্যভাবাপন্ন দুইটী পক্ষী একটী দেহরূপ বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া বাস করিতেছেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন মায়াধীন অর্থাৎ জীব দেহকে বৈচিত্র্যে নানাবিধ স্বাদযুক্ত সুখদুঃখরূপ কর্মফল ভোগ করিয়া থাকেন; অন্য জন মায়াধীশ অর্থাৎ পরমেশ্বর, তিনি ভোগ না করিয়া সাক্ষিস্বরূপে দর্শন করেন। কর্মফলের ভোক্তা জীব একই আশ্রয়ে অবস্থিত হইয়াও স্বতন্ত্রতার অপব্যবহারবশতঃ মায়ার দ্বারা বিমোহিত হইয়া দুঃখ-সমুদ্রে অনবরত শোক করেন। যখন আপনা হইতে ভিন্ন সেব্য পরমেশ্বরকে দেখিতে পান—শ্রীগুরুদেবের বিশ্রম্ভ সেবাফলে যখন জীব জাগ্রত হইয়া আত্মোপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভগবদ্দর্শন করিতে পারেন তখন জীব শোকশূন্য হইয়া ভগবানের নাম, রূপ, গুণ, লীলা ও মহিমার অনুশীলন করিতে বাধ্য হন।

জীবদেহ—গৃহ বা আশ্রয়স্বরূপ। এই দেহগৃহে দেহী জীব তাঁহার অন্তর্যামী নিত্যারাধ্য প্রভু ও শ্রীগোবিন্দদেবের সহিত সতত বাস করেন। ভগবান্ জীবের যত নিকটে আছেন বা জীবের সহিত যত ঘনিষ্ঠ-সম্বন্ধবিশিষ্ট, তত নিকটে বা এমন অন্তরঙ্গ পরমাত্মীয় আর কেহ নাই। কিন্তু এ সব কথা আমরা বদ্ধাবস্থায় বুঝিতে পারি না। তাই জীবের একমাত্র বন্ধু সুহৃৎ ভগবান্ যুগপৎ গোলোক বৈকুণ্ঠ এবং জীবহৃদয়ে অবস্থান করিয়াও জীবকুলকে সকলে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য সময়ে সময়ে জগদ্গুরুরূপে আমাদের নিকট আসিয়া উপস্থিত হন এবং এই দেহের মধ্যে অবস্থিত আত্মা কৃষ্ণসেবক স্বরূপ আনন্দময়বিগ্রহ প্রভুর প্রতি উদাসীন হওয়া অতএব দুঃখসমুদ্রে বাস হওয়া অসহায় অবস্থায় ত্রিতাপক্লিষ্ট হইতেছি, সুতরাং আমাদের নিতান্ত কৃষ্ণভজনের জন্য ব্যাকুল হওয়া তদ্বৎ সেবায় আত্মনিয়োগ করা বিশেষ প্রয়োজন—এমন বাস্তব মঙ্গলময়ী বাণী আমাদের নিকট কীর্ত্তন করেন। যাঁহারা এই জগদ্গুরুবরের বাণী প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা-সহকারে শ্রবণ পূর্ব্বক তাহা গ্রহণ করিবার সৌভাগ্য বরণ করেন তাঁহারাই এই মুকুন্দালয়ের কথা বুঝিয়া সতত মুকুন্দসেবায় রত হন। তাই সাধু বলেন,—

"দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ।
সেইকালে কৃষ্ণ তাঁরে করে আত্মসম॥
সেই দেহ করে তাঁ'র চিদানন্দময়।
অপ্রাকৃত দেহে কৃষ্ণের চরণ ভজয়॥"

দেহ হইতে গৃহাদি পর্য্যন্ত সমস্ত পদার্থের সম্যগ্ভাবে ভগবানে সমর্পণের নাম আত্ম-নিবেদন। আত্মনিবেদনে সমস্ত চেষ্টাই ভগবদ্দাস্যেই রত হয়। গো-বিক্রয়ের পর বিক্রীত গরুর জীবিকার জন্য বিক্রয়কারীর যেরূপ আর চেষ্টা করিতে হয় না, পরন্তু ক্রেতাই তৎকালে তাহার হিতসাধক হয় এবং উক্ত গরুও তৎকালে ক্রেতার বাধা-নিষেধক হয় এবং বিক্রেতার কোন বাধা করে না, তদ্রূপ ভগবানের পাদপদ্মে বিক্রীত জীবকুলেরও সেইরূপ আত্মনিবেদনের পর আর কোনও চিন্তা থাকে না বা শ্রীভগবদ্বৈষ্ণবের নিরন্তর সেবা অর্থাৎ প্রীতিবিধান করা ব্যতীত তাহার অন্য কৃত্য বা কর্ত্তব্য থাকে না। তাই বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি কষ্টপ্রদ স্বতন্ত্র জীবনযাপন পরিহার পূর্ব্বক বিদ্বান্ ও ভজনাকাঙ্ক্ষী শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের আনুগত্যে নিশ্চিন্ত জীবন অতিবাহিত করিবার জন্য শ্রীগুরুপাদপদ্মে সর্ব্বাত্মসমর্পণ করিয়া থাকেন। শরণাগত ভক্ত শ্রীঅম্বরীষ মহারাজ উহার আদর্শ প্রদর্শন করিয়া জীব-মঙ্গলবিধান করিয়াছেন।

"স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়ো-
র্বচাংসি বৈকুণ্ঠগুণানুবর্ণনে।
করৌ হরের্মন্দিরমার্জনাদিষু
শ্রুতিং চকারাচ্যুত-সৎকথোদয়ে॥
মুকুন্দলিঙ্গালয়দর্শনে দৃশৌ
তদ্ভৃত্যগাত্রস্পর্শেঽঙ্গসঙ্গমম্।
ঘ্রাণঞ্চ তৎপাদসরোজসৌরভে
শ্রীমত্তুলস্যা রসনাং তদর্পিতে॥
পাদৌ হরেঃ ক্ষেত্রপদানুসর্পণে
শিরো হৃষীকেশপদাভিবন্দনে।
কামঞ্চ দাস্যে ন তু কামকাম্যয়া
যথোত্তমশ্লোকজনাশ্রয়া রতিঃ॥"
(ভাঃ ৯।৪।১৮-২০)

পরমভাগবত অম্বরীষ মহারাজ মনকে কৃষ্ণপাদপদ্মধ্যানে, বাক্যসকলকে বৈকুণ্ঠগুণানুকীর্ত্তনে, করযুগলকে হরিভক্ত ও শ্রীহরির মন্দির-মার্জনাদি সেবাকার্য্যে শ্রবণেন্দ্রিয়কে শ্রীকৃষ্ণকথাশ্রবণে, নয়নযুগলকে মুকুন্দ ও মুকুন্দালয়-দর্শনে অর্থাৎ ভগবন্মন্দির মথুরাদি ধাম ও বৈষ্ণব-দর্শনে, ত্বগিন্দ্রিয়কে ভগবদ্ভক্তগণের শ্রীঅঙ্গ-স্পর্শে, ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে শ্রীতুলসীর ও তৎপাদ-সরোজসৌরভ-গ্রহণে অর্থাৎ তদীয় পাদপদ্ম-সংলগ্নবশতঃ মাধুর্য্যপূর্ণ শ্রীতুলসীর যে সৌরভ তাহাতে, রসনাকে ভগবন্নিবেদিত অন্নাদি—মহাপ্রসাদাদি আস্বাদনে, চরণযুগলকে মথুরাদি বিষ্ণুস্থান-পর্য্যটনে, মস্তককে শ্রীহরির প্রণামে, কামনাকে ভগবদ্দাস্যে অর্থাৎ ভগবানের দাস্যপ্রাপ্তির জন্য নিযুক্ত করিয়াছিলেন, বিষয়ভোগের জন্য নিযুক্ত করেন নাই। এইপ্রকারে ইন্দ্রিয়সকলকে যথাস্থানে নিযুক্ত করিলে উত্তমশ্লোক ভগবানের ভক্ত প্রেমাদিতে রতি অথবা ভক্তের ন্যায় ভগবদ্রতি হইয়া থাকে।

যেখানে সম্যক্ভাবে শ্রীহরির প্রতি সম্যক্ আত্মনিক্ষেপ করা হইয়াছে সেখানে শরণাগতিহেতু একনিষ্ঠাবশতঃ শরণাগতিকেই উপাসনাই আত্মসমর্পণ বলিয়া কথিত। আত্মনিবেদনফলে কৃষ্ণপাদপদ্মে অবিচ্ছিন্ন-স্মৃতি হইলে বা ভগবৎকৃপালাভের জন্য একাগ্রচিত্ত বা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলে নিজের স্নান, বস্ত্রাদিধারণ প্রভৃতি কার্য্যও ভগবৎ-সেবারই যোগ্যতা সম্পাদক বলিয়া তাহাতে আত্মার্পণরূপ ভক্তির হানি হয় না, একথা গৌরপার্ষদ শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু কীর্ত্তন করিয়াছেন। এতাদৃশী অবস্থালাভ হইলেই অর্থাৎ গুরুসেবায় স্বভাব পরম সৌভাগ্য উদিত হইলে গুরুদেহ যে চিন্ময় ভগবন্মন্দির বা মুকুন্দালয় সাক্ষাৎ শ্রীচৈতন্যমঠ, তাহা উপলব্ধির বিষয় হইবে। এই মুকুন্দালয়ে মুকুন্দ থাকেন অর্থাৎ জীবগণকে স্বরূপ উদ্বুদ্ধ বা শ্রীচৈতন্যমঠ করিবার জন্য—তাহাদিগকে সতত ভগবৎসেবায় নিযুক্ত করিবার জন্যই আজ বর্ত্তমানে গুরুরূপে শ্রীশ্রীবার্ষভানবীদয়িতদাস প্রভুর প্রকটলীলা।

মুকুন্দালয়ের স্বরূপ বর্ণন করিতে গিয়া আমার প্রভু দুই একটী কথা উল্লেখ পূর্ব্বক তাহার দিগ্দর্শন করিয়াছেন। "জীবের দেহ ভগবন্মন্দির—চেতনময় মন্দির। ইট কাঠ দিয়া গড়া মন্দিরে সেগুন সেখানে প্রভৃতি অর্চ্চা রাখা হয়। ভগবদ্ভক্তের চিন্ময় দেহ-মন্দিরে শ্রীভগবান্ নিত্যকাল বিরাজমান। এইজন্যই ভক্তের দেহকে চিদানন্দ বলা হয়। ভক্তগণ ভগবানের মন্দিররূপেই ভগবৎপ্রসাদাদি গ্রহণ করিয়া থাকেন"—শ্রীল প্রভুপাদের এই মঙ্গলময়ী উপদেশবাণীই মুকুন্দালয়ের অপ্রকটপূর্ব্ব স্বরূপ উদ্ঘাটন করিয়াছেন। সুতরাং মুকুন্দালয় ভক্তকে এ জগতের কোন বস্তুবিশেষ মনে করিয়া অপরাধ সঞ্চয় করা উচিত নয়। তাই বলি, সাধু সাবধান!

"সরস্বতীজয়শ্রী"

[বৈভব-পর্ব্ব]

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের কথা যে-ভাবে তাঁহার অনুগত ভক্তগণ উপলব্ধি করিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে। ভিক্ষা ৩, টাকা মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা।

শুভবর্তী 'কীর্ত্তন'-কার্য্যালয়ে

নিত্যানন্দ-জন্মোৎসব

( )

এই উৎসবে আমাদের বিভিন্ন স্থান হইতে ভক্তগণ আসিয়া যোগদান করিয়াছিলেন। নদীয়া জিলা হইতেও কতিপয় ভক্ত আসিয়াছিলেন। উৎসব-কার্য্য মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। ৩রা ফাল্গুন শুক্রবার প্রদোষে অধিবাস-কীর্ত্তনের অনুষ্ঠান করা হইয়াছিল। ৪ঠা ফাল্গুন শনিবার ভোর ৭টা হইতে বেলা ১২টা পর্য্যন্ত সমস্ত সহরে নগর-কীর্ত্তন করা হইয়াছিল। দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত বিশাল কীর্ত্তন-বাহিনী যখন বিভিন্ন বাদ্য ও বিচিত্র পতাকা-সহ অভিনব নিত্যানন্দ প্রভুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের পুষ্পমাল্যে বিভূষিত আলেখ্য পুরোভাগে রাখিয়া সহরের প্রধান প্রধান রাস্তা দিয়া গৌরবিহিত সংকীর্ত্তন করিতে করিতে ভ্রমণ করিতেছিল, তখন উহা যেন চৈতন্য-যুগরূপে নগরবাসিগণের চিত্তকে আপ্লুত করিয়াছিল।

"নগর ভ্রমিয়া আমার গৌর এল ঘরে"

—এই কীর্ত্তনটি দুই সম্প্রদায় একত্রে কীর্ত্তন করিতে করিতে যখন কীর্ত্তন-কার্য্যালয়ের প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তখন ভক্তগণের হৃদয়ে যে আনন্দের তরঙ্গ প্রবাহিত হইয়াছিল তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা অসম্ভব।

সমস্ত দিনব্যাপী কীর্ত্তন চলিতেছিল। বেলা চারি ঘটিকার সময় এক বিরাট সভা-মণ্ডপে সহরের গণ্যমান্য সকলেই সমবেত হন এবং পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট মতে ৪॥ ঘটিকার সময় সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দাসগুপ্ত বি-এল মহাশয়ের প্রস্তাবে ও সভার অন্যান্য জনগণের সমর্থনে শ্রীযুক্ত গৌরীনাথ শাস্ত্রী বি-এল্ মহাশয় সভাপতির আসনগ্রহণ করেন। সভায় রায় বাহাদুর বিজয়মোহন দত্ত ; গভর্ণমেন্ট প্লীডার শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দাসগুপ্ত বি-এল্ ; শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গাঙ্গুলী বি-এল্ ; শ্রীযুক্ত বৃন্দাবনচরণ লাহিড়ী বি-এল্ ; কুমার শ্রীযুক্ত ললিতনারায়ণ দেব বি-এল্ ; গভর্ণমেন্ট হাইস্কুলের হেডমাষ্টার শ্রীযুক্ত শশধর মজুমদার বি-এ, বিটি ; শ্রীযুক্ত নীলমাধব বক্সী বি-এল্, এগ্রিকালচারাল সুপারিন্টেন্ডেন্ট শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী দাস, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এম্-এ, বি-এল্ ; শ্রীযুক্ত গৌরীন্দ্রনাথ দত্ত এম্-এ, বি-এল্ ; শ্রীযুক্ত শীতলাকান্ত গাঙ্গুলী বি-এল্ ; শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চক্রবর্ত্তী বি-এল্ ; শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রচন্দ্র সাহা, বি-এ ; শ্রীযুক্ত বিচিত্র সিং, শ্রীযুক্ত আশুতোষ গাঙ্গুলী বি-এল্, কোর্ট ইন্স্পেক্টর শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র বসু, শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশকুমার চক্রবর্ত্তী এম্-এ, বি-এল্, শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র বসু বি-এল্, শ্রীযুক্ত মনোমোহন গুহ বি-এল, ডাক্তার সুবোধচন্দ্র সেন ; ডাঃ প্রফুল্লকান্ত সেন ; শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ; শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র বানার্জ্জী, ওভারসিয়ার শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন ঘোষ, শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর ঘোষ বি-এ, শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ বক্সী বি-এ প্রমুখ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি যোগদান করিয়াছিলেন।

সভাপতির অভিভাষণ

আপনারা সকলে এই অকিঞ্চিৎকর ব্যক্তিকে যে সম্মানার্হ আসন দিলেন এবং আমার সম্বন্ধে প্রস্তাবক শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দাসগুপ্ত বি-এল্ মহোদয় যাহা বলিলেন তাহার যোগ্য আমি নহি। তিনি আমাকে স্নেহ করেন বলিয়াই এ সমস্ত কথা বলিয়াছেন। আপনাদের সকলের অনুরোধ উপেক্ষা করিবার সামর্থ্য আমার নাই। গৌরনিতাই সম্বন্ধে আমার কোন অভিজ্ঞান নাই। সে-সম্বন্ধে কথা বলিবার অধিকারী অদ্যকার বক্তা সেবাতীর্থ মহাশয়। তিনি ধর্ম্মপ্রচারক এবং ভক্তচূড়া ব্যক্তি। তিনি এ সম্বন্ধে আপনাদিগকে আলোক প্রদান করিতে পারিবেন

-

প্রথমে আমি একটী শ্লোক দ্বারা গৌরনিতাইকে প্রণাম করি,—

আজানুলম্বিতভুজৌ কনকাবদাতৌ
সংকীর্ত্তনৈক-পিতরৌ কমলায়তাক্ষৌ।
বিশ্বম্ভরৌ দ্বিজবরৌ যুগধর্ম্মপালৌ
বন্দে জগৎপ্রিয়করৌ করুণাবতারৌ॥

শ্রীশ্রীগৌরনিতাই করুণার অবতার, আমি তাঁহাদিগকে প্রণাম করি। চারি শত পঞ্চাশৎ বৎসর পূর্ব্বে সমস্ত ভারতবর্ষে শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন হ'য়েছিল। অদ্য প্রাতে গৌড়ীয়বৈষ্ণবগণ এই সহরে যে নাম-সংকীর্ত্তনের ব্যবস্থা ক'রেছেন তাহা শুনে খুবই আনন্দ পেয়েছি। এই নাম-সংকীর্ত্তন শ্রীমন্নিত্যানন্দ ঠাকুর জগতে প্রচার ক'রেছিলেন। তিনি এই নামামৃত দ্বারা জগৎ-প্লাবিত ক'রেছিলেন। এই নাম-সংকীর্ত্তন আমার খুবই ভাল লাগে। মুখের কথা অথবা শাস্ত্রবাক্যের দ্বারা তাহা বুঝান যায় না। শ্রীভগবানকে অনুরাগের সহিত ভজন করা, তাঁহাকে প্রাণের সহিত ভালবাসা,—এই যে ধর্ম্ম, ইহাই আমাদের যুগধর্ম্ম। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু এই যুগধর্ম্ম-প্রবর্ত্তনের মূল। বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় যে, এই যুগধর্ম্ম-প্রবর্ত্তনকারী শ্রীচৈতন্য, শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈত—এই তিন প্রভু তিন শ্রেণীর ব্রাহ্মণকুলে আবির্ভূত হ'য়েছিলেন। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু বৈদিক শ্রেণীর, শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু রাঢ়ী শ্রেণীর ও শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন। যে সময়ে তাঁহারা ধর্ম্মপ্রচার ক'রেছিলেন সেই সময় সমাজ নানা দেবদেবীর পূজাতে আসক্ত ছিল। হরিভক্তি ছিল না বলিলেও চলে। তাই যেন অবতারের আবশ্যক হ'য়েছিল। প্রথম শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু অবতীর্ণ হন। তিনি দেখলেন, ভগবান্ স্বয়ং না এলে জীবোদ্ধারের সম্ভাবনা নাই ; তাই তিনি গঙ্গাজলে তুলসী দিয়ে ভগবান্কে ডাকলেন। তৎপর শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু পদ্মাবতীর গর্ভে জন্ম নিলেন। তৎপর শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু শচীমাতার গর্ভে জন্ম নিলেন। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু শান্তিপুরের লোক। ঘটনাক্রমে তিনের সংযোগ হ'ল। শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর প্রচারিত ভক্তি অদ্যকার সভার আলোচ্য বিষয়। নিত্যানন্দ পিতার প্রিয়-পুত্র ছিলেন। পিতা সাধু-সন্ন্যাসীর সেবা করিতেন। একদিন এক সন্ন্যাসী এসে ভিক্ষা চাইলেন—নিত্যানন্দকে দিতে হ'বে ; তিনি পুত্রকে সন্ন্যাসীর হস্তে অর্পণ করলেন। নিত্যানন্দ সাধুর সঙ্গে ঘুরতে ঘুরতে বৃন্দাবনে গেলেন। সেখানে তিনি মনে মনে জানতে পারলেন, শ্রীভগবান্ নবদ্বীপে অবতীর্ণ হ'য়েছেন। তিনি অমনি নবদ্বীপে এসে উপস্থিত হ'লেন। আমরা বিশ্বাস করি—বৃন্দাবনের বলরাম-কৃষ্ণই নবদ্বীপের নিতাই-গৌর। নিত্যানন্দপ্রভুর কার্য্যকলাপ খুবই অদ্ভুত ও বালকোচিত বোধ হয়। যে প্রেমধর্ম্মের কথার আভাস মাত্র ভাগবতে আছে, মহাপ্রভু তাহা আচরণ ক'রে দেখিয়েছেন, নিজের জীবনের দ্বারা প্রেম-ধর্ম্ম শিক্ষা দিয়েছেন। এরূপ প্রচার মহাপ্রভুর পূর্ব্বে হয় নাই। শুকদেব প্রেমে পাগল হ'য়েছিলেন কিন্তু এরূপভাবে জগৎকে শিক্ষা দেন নাই। শ্রীচৈতন্যদেব নিত্যানন্দ ঠাকুরকে বঙ্গদেশে প্রেমভক্তি-প্রচারে নিযুক্ত করেন। নিত্যানন্দ ঠাকুর কীর্ত্তনের স্রোতে বঙ্গদেশকে নাচিয়ে তুলেছিলেন। এই ভাবে বঙ্গদেশে প্রেমধর্ম্ম প্রচারিত হয়। সেই প্রেমধর্ম্মের কথা বক্তাই বলবেন, আমি বিশেষ জানিও না এবং বলবারও ক্ষমতা নাই। নিত্যানন্দ ঠাকুর নাম সংকীর্ত্তনের দ্বারা প্রেমভক্তিলাভের কথা জগৎকে জানিয়েছেন, কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, প্রভৃতি যে-সকল পন্থা আছে তাহা ত্যাগ করতে ব'লেছেন, ভক্তিকে আশ্রয় ক'রে অনন্যভাবে ভগবদ্ভজনেই জীবের প্রকৃত মঙ্গল হয় এই কথা তিনি ব'লেছেন।

সম্পাদকের অভিভাষণ

আত্মগত দৈন্য

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ ও বৈষ্ণবের প্রতি প্রণতি জ্ঞাপন করিয়া 'কীর্ত্তন' সম্পাদক মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিত্যানন্দ সেবাতীর্থ ভক্তিশাস্ত্রী বি-এজি, বি-টি মহাশয় বলিলেন,—"বিজ্ঞাপনে আমি বক্তারূপে প্রচারিত হ'য়েছি। ভক্তি সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা নাই। ইহাকে আমার নিজের অযোগ্যতা বিজ্ঞাপন করার সুযোগ ব'লেই মনে করছি। আমার এই অযোগ্যতা বিজ্ঞাপন দ্বারা যদি হরিকীর্ত্তনে অমন্দোদয়দয়ার মূর্ত্ত বিগ্রহ শ্রীমন্ নিত্যানন্দের চরণের প্রতি আপনাদের চিত্তকে আকর্ষণ করতে পারি, সেই আশাতেই এই সভাতে দাঁড়িয়েছি। আপনাদিগকে নিত্যানন্দের ঘরে ডেকে এনেছি, কিন্তু নিজের মধ্যে সে আনন্দের একান্ত অভাব বোধ করছি। আমার মত মায়াহত অপরাধী জীবের অসুবিধা সর্ব্বত্র এবং সর্ব্বকালেই ; আজ তিন দিন যাবৎ আমি দৈহিক ক্লেশ ভোগ করছি। শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম হ'তে যে কথা শ্রবণ করার সৌভাগ্য লাভ ক'রেছি, তাহা কীর্ত্তন ক'রবার জন্য আমি শ্রীগুরুবৈষ্ণবকর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়াছি। সেই সেবার সুযোগ হারাতে আমি চাহি না। আমি যাহা বলিব তাহা আপনারা জানেন এবং আমাপেক্ষা ভালরূপেই জানেন। আত্মশুদ্ধির কারণেই সেই জানা কথাই কীর্ত্তন ক'রছি।

নিত্যানন্দ তত্ত্ব

আপনারা 'শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-জন্মোৎসব' কথাটী লক্ষ্য ক'রেছেন ; কিন্তু বৈকুণ্ঠবস্তুগণের প্রাকৃত জন্ম এবং মৃত্যু বলিয়া কোন অবস্থা নাই—

"অনাদেরাদিরেকস্য জগতো ভগবতো হরেঃ ;
আবির্ভাব-তিরোভাবাবস্য [illegible]
গ্রহমোচনে।"

—ভগবান্ এবং তাঁহার পার্ষদগণের চিন্ময়রূপে জড়ীয় দেহতা নাই। বৈকুণ্ঠবস্তুতে দেহদেহীর ভেদ নাই—তাঁহার রূপ চিন্ময় সুতরাং নিত্য, সেই রূপ পঞ্চভূত হইতে উৎপন্ন মায়িক নহে। জন্ম এবং মৃত্যুর কোন কথা তথায় নাই। জন্ম ও মৃত্যু শব্দের পরিবর্ত্তে শাস্ত্রকারগণ 'আবির্ভাব' এবং 'তিরোভাব' শব্দ দুইটীর প্রয়োগ ক'রেছেন। যেরূপ নবে ভগবান্ কিম্বা তাঁহার পার্ষদগণ আবির্ভূত হন, সেই রূপ নিজের [illegible] হন [illegible] জীবের এবং ভগবানের [illegible] প্রকাশ ক'রেছে। ভগবানের জন্ম নিত্য,—

"জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো
বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি
সোঽর্জ্জুন॥"

(ক্রমশঃ)

শুদ্ধভক্তি মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ

(আকর-মঠরাজ)

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমহাপ্রভুর জন্মপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ গজ ঈশান-কোণে অবস্থিত। আচার্যবর্গের শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবন। শ্রীচৈতন্যমঠ বিরাজমান। এই স্থান শাস্ত্রে ব্রজপত্তন বা শাস্ত্রবর্ণিত ব্রজপত্তন। এই মঠ হইতে শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা ও নিত্য বিগ্রহ-সেবা এবং সর্বত্র শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারী ও সাত্বত পাঞ্চরাত্রিক-আচার্য-চতুষ্টয়ের বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠ হইতে পারমার্থিক বৈদিক পত্র 'নদীয়া-প্রকাশ', সাত্বত-সম্প্রদায়ে অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থাদি প্রকাশের এবং 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতি বৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমা ও অন্যান্য ভক্ত-সম্মেলন কীর্তন-প্রচারাদি মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪৬১৫

শ্রীমহাপ্রভু-প্রচারিত শুদ্ধ ভক্তি-প্রচারোদ্দেশ্যে গৌড়দেশের সর্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে মঠটি প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্তাশ্রমে শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দজীউ মন্দিরে নিত্য সেবিত হন। 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সংকীর্তন, সদ্গ্রন্থ-চতুষ্টয়-বোধ, শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি গ্রন্থের নিয়মিত আলোচনা হয়। এই মঠ হইতে মহানগরীর সর্বত্র হরিকথা-প্রচার, নগর-সংকীর্তন, বক্তৃতা, ব্যাখ্যা ও সংকীর্তন-মহা-মহোৎসবাদি ভক্তাঙ্গের অনুষ্ঠান হয়। মঠরক্ষক—মহামহোপদেশক আচার্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব-স্থান মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-সহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীক্ষেত্রপালের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী সেবাকোবিদ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমহাপ্রভুর কীর্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার স্থান। এখানে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্তমান, রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্তমান। রক্ষক—গোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

(৭) কাজীর সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপা-প্রাপ্ত শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তালোক।

(৮) শ্রীমদ্ সুবর্ণ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও রাধামাধবের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীবনবিহারী দাস অধিকারী।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড়, (বর্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীমদনমোহন ব্রহ্মচারী।

(১০) মোদদ্রুম-ছত্র "গৌড়ের নৈমিষ"

মাউগাছি, পোঃ ভাণ্ডার, (বর্ধমান)।

শ্রীবাসাঙ্গনচর ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান। শ্রীগৌরনিত্যানন্দের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রহ্মচারী, ভক্তিভূষণ।

(১১) ভেতিয়া বৃন্দাবন

শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্তী,

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীনবীনানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১২) কুলকুটীর—পোঃ কৃষ্ণনগর,

নদীয়া। রক্ষক—শ্রীমধুসূদন দাসাধিকারী

(১৩) ভাগবত আসন—পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

এই স্থান হইতে ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচারিত হয়। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তালোক, ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৪) একায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ রানাঘাট, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী গোস্বামী ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৫) বাসুদেব পণ্ডিতের পাট

কাঠালপুল, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রহ্মচারী।

(১৬) মাধ্বগৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, পোঃ ঢাকা

পূর্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বা-গিরিধারীর সেবা বর্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ।

(১৭) গোপালজীউ মঠ—কমলাপুর,(ঢাকা)

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান। রক্ষক—শ্রীরাধাচরণ ব্রহ্মচারী,

(১৮) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটী, (ঢাকা)।

এখানে শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীবনমালী ব্রহ্মচারী

(১৯) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

কলতাবাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য অধ্যাপক শ্রীমদন ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২০) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মায়, (ঢাকা)

এখানে ষড়্ভুজ গৌরাঙ্গের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীরাধাকান্তদাস ব্রহ্মচারী

(২১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ পানাগড়, (বর্ধমান)।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারীর নিত্য-সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীসর্বেশ্বর দাসাধিকারী,

(২২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ভুবনেশ্বর, পোঃ চিন্তকুণ্ডা, (মাদ্রাজ)

এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী।

(২৩) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকণিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে গুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান্দাস ব্রহ্মচারী ভক্তিরত্ন।

(২৪) সোরারপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী

(২৫) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ চাঁদনীচক, (কটক)

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ বিনোদবল্লভজীউর নিত্যসেবা বর্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীরাধারমণদাস ভক্তিসুধাকর

(২৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ কুমারেশ্বর পুরী,

শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ গান্ধর্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন।

(২৭) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্বত, পোঃ পুরী উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদপ্রাণধনজীউর নিত্য-সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীপরমানন্দ দাসাধিকারী

(২৮) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়ানাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীবংশীবিহারী দাসাধিকারী।

(২৯) রায়রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, জেলা গোদাবরী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্তমান। মঠরক্ষক—শ্রীবিদ্যাচন্দন দাসাধিকারী ভক্তিলোচন।

(৩০) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪২নং অহিল্যাবাই, বেনারস সিটি

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্বাগিরিধারীর সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীসদেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(৩১) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন গোস্বামী

(৩২) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও গৌরবিনোদ-বিলাসজীর সেবা বর্তমান।

রক্ষক—শ্রীসত্যনারায়ণ দাসাধিকারী।

(৩৩) কৃষ্ণচৈতন্য মঠ

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

এখানে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিত্য-সেবা হয়। রক্ষক—শ্রীমুকুন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠ

বিশ্রামঘাট মথুরা

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ

(৩৫) ব্রজবাসী-স্বানন্দসুখদকুঞ্জ—শ্রীরাধাকুণ্ড

রক্ষক—শ্রীরাধারমণচরণদাস ব্রহ্মচারী

(৩৬) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৩৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ

শেরশাহী, পোঃ কোসোন, জেলা গুরুদাসপুর (পাঞ্জাব) রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৩৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং কুতুব রোড, নিউ দিল্লী।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্বিকাগিরিধারীর সেবা।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসম্বন্ধ তুর্যাশ্রমী

(৩৯) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল।

এখানে গৌর মদনমোহনের সেবা বর্তমান।

রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪০) মাধব-গৌড়ীয় মঠ

কারখানা নারায়ণপুর, ইউ, পি

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিনির্মল গিরি

(৪১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ রয়াপেট্টা মাদ্রাজ।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্বাগিরিধারীর সেবা।

রক্ষক—শ্রীপাদ ভক্তিবিলাস ভক্তিবিলাস।

৪২) বোম্বে-গৌড়ীয় মঠ কার্যালয়

গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, লেমিংটন বিল্ডিং, বাংলো নং ১, বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীসুন্দরানন্দ দেবশর্মা মজুমদার।

(৪৩) অমরজি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমরজি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীসর্বেশ্বর দাস অধিকারী

(৪৪) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্চকা, কামরূপ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী

(৪৫) পাটনা গৌড়ীয় মঠ

১০০ মিঠাপুর, পাটনা।

রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী দাস কৃপা

(৪৬) বালেশ্বর গৌড়ীয় মঠ বালেশ্বর

রক্ষক—শ্রীবনোয়ারীদাস ব্রহ্মচারী

(৪৭) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ-কার্যালয়

৩ গ্লাডসটোন হাউস, গ্লাডস্টোন গার্ডেন্স, এল-ডব্লিউ ৭, লণ্ডন

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ।

(৪৮) বার্লিন গৌড়ীয়মঠ কার্যালয়

Berlin W. 30

Eisenacher strasse 29 Z,

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

- ১। শ্রীমদ্ভাগবত,—সমগ্র ৪০৲
- প্রথম স্কন্ধ হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ১৮৲
- একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রাপ্তব্য ৷৶০
- ২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
- ৩। ভাষ্য-সহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৩য় সংস্করণ) ৭৲
- ৪। সরস্বতী-জয়শ্রী ৪৲
- ৫। বৈষ্ণবদর্শন ২৲
- ৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ১৲
- ৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
- ৮। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
- ৯। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
- ১০। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ॥০
- ১১। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরুদ্ধ-তত্ত্ব ।০
- ১২। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
- ১৩। চৈতন্যোপনিষদ্ ।০
- ১৪। বাহন-আলয় ।০
- ১৫। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
- ১৬। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৶০
- ১৭। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।
- ১৮। ভজন-রহস্য
- ১৯। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম ও শ্রীনবদ্বীপশতকম ৭ (বাঁধা) ১৲
- ২০। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
- ২১। গীতা (চক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
- ২২। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য
- ২৩। বৃহদ্ভক্তিকা অন্যোন্যঃ সাম্প্রদায় (মাধ্ব) ২৲
- ২৪। বেদান্তসূত্রের সাধ্যসাধন (রামানুজীয়) ॥০
- ২৫। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৶০
- ঐ (বাঁধা) ৸০
- ২৬। দ্বীপ-দিগ্‌দর্শন ৶০
- ২৭। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৵০
- ২৮। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
- ঐ (আবাঁধা) ।৶
- ২৯। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
- ৩০। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
- ৩১। গীতমালা ৵১০
- ৩২। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
- ৩৩। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
- ৩৪। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
- ৩৫। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ।০
- ৩৬। শরণাগতি ৵০
- ৩৭। গীতাবলী ৵০
- ৩৮। চিত্রে নবদ্বীপ ১॥০
- ৩৯। সাধনকণ ৵০
- ৪০। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৵০
- ৪১। নবদ্বীপশতক
- ৪২। অর্চ্চনপদ্ধতি ৵০
- ৪৩। মহাচার্য্যেশ্বরঃ
- ৪৪। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৵১০
- ৪৫। জৈবধর্ম ৩১০
- ৪৭। বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃত (প্রথম সংখ্যা)
- ৪৮। ব্রহ্মসংহিতা
- ৪৯। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ)
- ৫০। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
- ৫১। পুরুষার্থ-নির্ণয় ০
- ৫২। অমৃতকাব্যলী বা মাধ্যমিক-পদ্ধতি ।০
- ৫৩। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৵০
- ৫৪। ঈশোপনিষদ (বলদেব ও মধ্বভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
- ৫৫। শ্রীকৃষ্ণভজনামৃত ৶০
- ৫৬। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
- ৫৭। সাধ্যসাধন ৵০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

- ৫৮। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিরচিতঃ
- ৫৯। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্
- ৬০। ছত্রশতম্ ।০
- ৬১। সম্প্রদায় শিক্ষাষ্টকম ৷৶০
- ৬২। গৌড়ীয়মঠ পঞ্চকঃ ৵০
- ৬৩। সারার্থদর্শিনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

- ৬৪। রায় রামানন্দ ॥০
- ৬৫। এ কিউ ভাউস্ অব্ বেদান্ত ॥০
- ৬৬। নামভজন ।০
- ৬৭। বেদান্ত—ইট্‌স্ মরফলজি এণ্ড অন্টলজি ॥০
- ৬৮। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ৶০
- ৬৯। লাইফ এণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু
- ৭০। বৈষ্ণবীজম্ ।০
- ৭১। শ্রোটাস্ গৌড়ীয়মঠ এন্ড দুইং ৵০
- ৭২। দি ভাগবত
- ৭৩। ইসোটিক রিলিজন এণ্ড আবেলডেড ভিজোসন ।০
- ৭৪। ব্রহ্ম-সংহিতা
- ৭৫। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম ভাগ) ১৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

- ৭৬। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
- ৭৭। সাধন-পথ ।০
- ৭৮। কল্যাণ-কল্পতরু ৵১০
- ৭৯। গীতাবলী ৵০
- ৮০। শরণাগতি ৵০

জার্মান ভাষায় প্রকাশিত

- ৮১। শরণাগতি ৵০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-পরিপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাট্‌তি ও আদর অধিক। ... মূল্য ছোট বোতল ৷৶০ আনা, বড় বোতল ১৷৶০ আনা। ...

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।
অথবা
পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালি আবিষ্কারক এবং ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের
অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।
জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং
কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার
কলিকাতা

আমাশয় ও পেটের পীড়ায়

শ্রীশ্যামানন্দ দাশ কবিরাজের আবিষ্কৃত

গ্রহণী বজ্র

ব্যবহার করুন

আমাশয়, রক্তামাশয় অতিসার, গ্রহণী, অজীর্ণ, পেটফাঁপা, যকৃতের, প্লীহা ও শিশুর উদরাময় প্রভৃতি সকল প্রকার নূতন ও পুরাতন পেটের পীড়ায় গ্রহণী বজ্র প্রত্যক্ষ ফল প্রদ মহৌষধ।

যাহারা পেটের পীড়ায় নানারূপ চিকিৎসায় ... ব্যবহার করিয়া ফল লাভ করিতে পারেন নাই তাঁহারা গ্রহণী বজ্র ব্যবহার করুন, ... রোগমুক্ত হইবেন। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। মূল্য প্রতি শিশি ... আনা, ... ডাক মাশুল ।৶০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীকৃষ্ণ ঔষধালয়, ...
ঢাকার এজেন্ট মেসার্স মহেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং
পাটুয়াটুলি, ঢাকা

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও
ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সুবর্ণ সুযোগ ! সুবর্ণ সুযোগ !

শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদরচিত গৌড়ীয়ভাষ্য সহিত

বিরাট গ্রন্থ

শ্রীশ্রীচৈতন্য ভাগবত

গ্রন্থের আয়তন :- ক্রাউন কোয়ার্টো মূল ১০৯৬ পৃষ্ঠা, সূচীপত্র ২৫৪ পৃষ্ঠা, মোট ১৩৫০ পৃষ্ঠা

(ভিক্ষা বাঁধাই) মাত্র ৭, সাত টাকা

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা।

নদীয়া সার্টিফিকেট আদালতের নীলাম ইস্তাহার

কেস নং এবং কোর্টের নাম	নীলাম ইস্তাহার (A) (B) বা (C) ধারায় প্রকাশ	ডিক্রিদার	দেনাদার	৫ যে দাবীর জন্য সম্পত্তি বিক্রয়ের আদেশ হইল, টাকা	৬ বিক্রয়ের স্থান তারিখ ও সময়	কি রকম জোত	থানা, মৌজার নাম ও গ্রাম	খতিয়ান নং প্লট (জানা থাকিলে) অথবা অন্য সনাক্তকরণীয় বিবরণ	জমির পরিমাণ (জানা থাকিলে)	১১ কর (জানা থাকিলে)	১২ মন্তব্য
৩৯ R. P. ৫৪-৫৫ নদীয়া সার্টিফিকেট অফিসার		আর পালচৌধুরী	[illegible] মণ্ডল	৬৭৷০	১৮।৪।৫৫	রায়তি স্থিতিবান	থানা নবদ্বীপ মৌজা কৃষ্ণপাড়া	৩৪৯।৪৮ খতিয়ান	২.৩২	.২০	আর পালচৌধুরী
১১ R. P. ৫৪-৫৫		ঐ	[illegible] মণ্ডল		২৩।৪।৫৫		থানা ঐ মৌজা ঐ	৬৮৯ খতিয়ান	৩-২২শং	১২৷০	
৭ R. P. ৫৪-৫৫		ঐ	ঐ	২৪৷০	২৩।৪।৫৫	ঐ	থানা নবদ্বীপ মৌজা কৃষ্ণপাড়া	৩৪৯।৪৯ খতিয়ান	২-১৭শং	১২৸০	
২৪ N. ৫৪।৫৫		হাজী নাজমল হক বাহাদুর	গোকুল ঘোষ সেখ হিঃ	৪২৮৴১	২৪।৪।৫৫	ঐ	থানা কোতয়ালী মৌজা পাবরকুণ্ডী	খতিয়ান	১-৩৯	৩৸৶০	হাজী নজিনুল হক বাহাদুর
৩০ N. ৫৪।৫৫		ঐ	কালীচরণ ঘোষ গং	৮৪৷ ৮	২৪।৪।৫৫		থানা কোতয়ালী মৌজা চুয়াখালী	১৩৮ খতিয়ান	৬.১৭শং	১৩৸৶৬	ঐ
২৮ N. ৫৪।৫৫			[illegible]রাম ঘোষ	২৩১৶৫	২৪।৪।৫৫	ঐ	থানা কোতয়ালী মৌজা বনগাঁ ও চুয়াখালী	[illegible] ১৮০ নং চুয়াখালী ২১৬নং	৫.২৬শং	১০৸৶৩	
৩০ N. ৫৪।৫৫			গোপাল বিশ্বাস	৭৪৸০	২৫।৪।৫৫		থানা কোতয়ালী মৌজা বনগাঁ	২০২ খতিয়ান	১-০০শং	৪৷০	ঐ

শ্রীমদ্ভাগবতম্

একাদশ স্কন্ধঃ

প্রতি অধ্যায়ের কথাসার, মূল-শ্লোক, অন্বয়, প্রাঞ্জল বঙ্গানুবাদ, শ্রীমন্ মধ্বাচার্য্যের টীকা, শ্রীপাদ বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী ঠাকুরের সারার্থদর্শিনী টীকা, প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিবৃতি ও তথ্য, অধ্যায়-সূচী ও শ্লোকসূচীসহ ছাপা শেষ হইয়াছে। সর্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ৪৷০ টাকার স্থলে বর্ত্তমানে মাত্র [illegible] টাকা ধার্য্য হইয়াছে। অধিক দিন এই সুবিধা থাকিবে না।

[illegible], পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'উদয়' নবদ্বীপ

দৈনিক

RNG C 1544

নদীয়াপ্রকাশ
THE
NADIA-PRAKASH

শ্রীচৈতন্যের সর্ব্বতন্ত্র স্বতন্ত্র শিক্ষা প্রচারের একমাত্র মুখপত্র

১০ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২৪শে ফাল্গুন, শুক্রবার ১৩৪১, ৮ই মার্চ্চ ১৯৩৫ [৭ম সংখ্যা

তৈত্তিরীয়োপনিষদ্

বড় অক্ষরে মূল ও অনুবাদসহ প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি উত্তম। ভিক্ষা ।০ মাত্র।
শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

"গৌড়ীয়"

৭ম বর্ষ হইতে ১২শ বর্ষ পর্য্যন্ত পাঁচ বর্ষ কাগজে বাঁধাই ভিক্ষা ৩॥০ মাত্র।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ
বাগবাজার, কলিকাতা

বিবিধ সংবাদ

—:০:—

অদ্ভুত প্রাকৃতিক রহস্য

আজমীড় মাড়োয়ারের মধ্যে নাসের নিকটবর্ত্তী অর্জ্জুনপুরা গ্রামে একটী অদ্ভুত ও অশ্রুতপূর্ব্ব ঘটনা ঘটিয়াছে। প্রকাশ যে, একটি কূপের চারিদিকের প্রায় ১২৫০ বর্গফুট পরিমিত স্থান দুইজন লোক সহ হঠাৎ ভূগর্ভে প্রবেশ করে। উঁহাদের একজন কূপে স্নান করিতেছিল, এবং অপর ব্যক্তি ক্ষেত্রে জলসেচন করিতেছিল।

একটি শিশু একটা বাবুল গাছে দোলায় ঘুমাইতেছিল ঐ গাছটিসহ শিশুটি ভূগর্ভে প্রবেশ করে। একটী বৃহৎ গহ্বর ভিন্ন ঐ স্থানে আর কোনও চিহ্ন নাই। ফাটল হইতে জল নির্গমন হইতেছে।

জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট এ স্থান পরিদর্শন করেন এবং মাটি খুঁড়িয়া রহস্য উদ্ঘাটন করিতে ও মৃতদেহ উদ্ধার করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু একমাত্র শিশুর মৃতদেহ ভিন্ন আর কিছুই পাওয়া যায় না। ঐ বাবুল গাছ কিম্বা অন্য দুইটি মৃতদেহের এ পর্য্যন্ত কোনও সন্ধান পাওয়া যায় নাই। ঐ গহ্বরটি খুঁড়িবার সঙ্গে সঙ্গেই পুনরায় তাহা ভরিয়া যাইতেছে।

এই রহস্যের এখনও কোন কিনারা হয় নাই। বহু দূরবর্ত্তী স্থান হইতে লোকজন আসিয়া ঐ স্থান দেখিতেছে।

ভারতীয় সৈন্যদল

গত ৫ই মার্চ্চ ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে মিঃ অবিনাশী লিঙ্গম চেট্টিয়ারের একটি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের নোটিশের জবাবে উত্তরে সৈন্য বিভাগের সেক্রেটারী মিঃ টটেনহাম বলেন, যদিও পণ্ডিত মিঃ মেহেতার প্রস্তাবের উত্তর উত্তর দান প্রসঙ্গে প্রধান সেনাপতি যে বিশেষজ্ঞ কমিটীর কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন, ১৯৩১ সালের এপ্রিল মাসে ঐ কমিটী তদন্ত আরম্ভ করেন, ও ঐ বৎসর ১২ই জুন রিপোর্ট দাখিল করেন। প্রধান সেনাপতির অধীনে সৈন্যদলের পদস্থ কর্ম্মচারিগণ ঐ তদন্ত করিয়াছিলেন। প্রথম গোলটেবিল বৈঠকের দেশরক্ষা সাব কমিটীর প্রস্তাব অনুসারে উক্ত তদন্ত কমিটি গঠিত হইয়াছিল। কমিটীর রিপোর্ট গোপনীয়, কিন্তু কমিটীর সিদ্ধান্তের সারমর্ম ১৯৩১ সালের ২১শে ডিসেম্বর একটী ইস্তাহারের আকারে প্রকাশিত হইয়াছিল; কমিটির প্রধান সিদ্ধান্ত এই যে, আপাততঃ ভারতীয় সৈন্যদলের বৃটীশ সৈন্যসংখ্যা হ্রাস করা যায় না, তাহার এক কারণ মহাযুদ্ধের পর ভারতীয় বাহিনীর বৃটীশ সৈন্যের সংখ্যা ৫০০০০ জন হ্রাস করা হইয়াছে এবং অপর কারণ এই যে, ভারতীয় সামরিক কর্ম্মচারীর সংখ্যা বৃদ্ধির পরিকল্পনার নীতি এবং তাহা হইলেই বৃটীশ সৈন্যসংখ্যা হ্রাস পাইবে।

বোম্বাইয়ে চারি ব্যক্তি গ্রেপ্তার

বোম্বাইয়ে চারি ব্যক্তি সন্দেহজনক ভাবে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইত। তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিবার পর হেডকোয়ার্টার পুলিশ তাহাদের ঘরে খাটের নীচে একটি রিভলবার, কয়েকটি টোটা, একটী ছোরা ও অন্যান্য অস্ত্র পাইয়াছে। ধৃত ব্যক্তিগণকে প্রধান প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে উপস্থিত করা হয়। তাহাদিগকে তদন্ত শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত পুলিশের হেপাজতে রাখিবার আদেশ দেওয়া হইয়াছে।

বারবেদায় বিমান দুর্ঘটনা

বোম্বাইয়ের নিকটবর্ত্তী আসর বাঁধতী নামক জনৈক ব্যবসায়ী ও তাঁহার পুত্র গত ১লা মার্চ্চ এক বিমান দুর্ঘটনায় আহত হইয়াছেন। তাঁহারা বারবেদা বিমানঘাঁটি হইতে বোম্বাই যাত্রা করিতেছিলেন। তাঁহাদের বিমান ভূপৃষ্ঠ হইতে প্রায় ১০০ ফুট উঠিলে উহার ইঞ্জিন বিগড়াইয়া যায়। অবতরণ করিবার সময়ে বিমানখানি একটি বাবলা গাছের সহিত ধাক্কা খায়। উহার ফলে বিমানের প্রপেলার চুর্ণবিচুর্ণ ও ইঞ্জিন ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং পিতাপুত্র আহত হন। বোম্বাই ফ্লাইং ক্লাবের জনৈক সদস্যের পুত্র মিঃ খাঁ—কে আসার বিমান চালনা করিতেছিলেন। ইঁহার দক্ষিণ বাহু ও স্কন্ধের সংযোগস্থলের অস্থি স্থানচ্যুত হইয়াছে।

আগুনে পুড়িয়া মৃত্যু

গত শুক্রবার অপরাহ্ন ৫।৩০ ঘটিকার সময় ৭৭।৪ নং বকুলবাগান রোড, ভবানীপুরের সুষমা সরকার নাম্নী ২২ বৎসর বয়স্কা একটী মহিলা আগুনে পুড়িয়া মারা গিয়াছেন। তিনি পুলিশ-কর্ম্মচারীর কন্যা। প্রকাশ যে তিনি যখন ষ্টোভ ধরাইতেছিলেন, সেই সময় অকস্মাৎ স্পিরিটের বোতল উল্টাইয়া আগুন ধরিয়া যায় এবং তিনি জখম পুড়িয়া যান। অতঃপর শীঘ্রই তাঁহার মৃত্যু হয়।

জেল হইতে দস্যুর পলায়ন

কর্ণ্ণুল জেলা হইতে প্রকাশ, যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত সাধক নামক জনৈক দুর্দ্দান্ত দস্যু নেল্লোর জেল হইতে পলায়ন করিয়াছে। প্রকাশ, সাধক নিজ পায়ের বেড়ী কাটিয়া এবং জেলের গরাদ খুলিয়া সকলের অলক্ষ্যে ছাদে উঠে ও তথা হইতে জেলের প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া পলায়ন করে। এখন পর্য্যন্ত তাহার খোঁজ পাওয়া যায় নাই।

স্মরণ থাকিতে পারে যে, কতকগুলি ডাকাতি ও হত্যার অভিযোগে সাধককে গ্রেপ্তার করিয়া জেলে আটক রাখা হয়। বন্দী অবস্থায় সে তিনবার পলায়ন করে।

ফাঁসির আদেশ শুনিয়া সংজ্ঞা লোপ

কুমিল্লা দায়রা ও জিলা জজ মাননীয় শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ গুহরায় আই সি এস মহোদয়ের এজলাসে বিশেষ জুরীসহ পাঁচজন আসামীর ৩০২।১৪৯।১৪৮ (আই পি সি) ধারায় নরহত্যার অপরাধের বিচার ১লা মার্চ্চ শুক্রবার সমাপ্ত হয়। ৯ জন জুরীই একমত হইয়া [illegible] কে অপরাধী বলিয়া নির্দ্দেশ করেন এবং ১জনকে 'নির্দ্দোষ' বলেন। জজ জুরী-দের [illegible] হইয়া বৈলাস নামক দুই আসামীকে মুক্তি প্রদান করেন ও অপর ৪ জনকে ফাঁসির আদেশ দেন। চৌদ্দজন আসামী [illegible] প্রবণের পর কাঠগড়াতেই কিছু সময়ের জন্য সংজ্ঞা হারায়।

পাটনার সংবাদে প্রকাশ যে, গত ৫ই মার্চ্চ [illegible] বাঁকীপুর নিবাসী [illegible] [illegible] [illegible] হইতে [illegible] পথে মৈঠপুর গ্রামের নিকট উপস্থিত [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] প্রকৃতি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ঘটনাস্থলেই [illegible] মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—,

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর গঙ্গার সন্নিকট; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ সুযোগ্য ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৯৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আশাতীত সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতকরা ৬০ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিদেশী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

[ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত]

[illegible] কলেজের ইংরাজীর প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক [illegible] ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য [illegible] সংস্করণের গৌড়ীয়বেদান্ত এবং পাশ্চাত্য দেশীয় [illegible] বিবিধ [illegible] জীবনচরিত-সহ [illegible]। এই গ্রন্থে [illegible] টীকা-সম্বলিত। [illegible] সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমদ্ভাগবত প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক আলোচনা [illegible]। প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের লিখিত মুখবন্ধ (Foreword) গ্রন্থকার ও অনুবাদক ভূমিকা (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সাজান সুবিস্তৃত শব্দসূচী (Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা, মাদ্রাজ, শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জেলা—নদীয়া।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক পা-ক্ষিকাকারে প্রকাশিত হয়। প্রতি বর্ষ ৪৷৷ টাকা ভিক্ষায় কলিকাতা বাগবাজার গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। বৈদিক নগরী শ্রীপরমহংস-মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৷০

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ বিনোদ সেবাতীর্থ বি-এল, বি-টি সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষার পাক্ষিক। ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল শ্লোক অক্ষরে এবং তাহার বর্ত্তমান যুগ শ্রেষ্ঠ আচার্য্যবর্গের মধ্যে মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। আট সুন্দর ছাপা। উত্তম কাটিজ আর্টপেপার আকারে ১০৩৬ পৃষ্ঠায় কেবল এক খণ্ডে সম্পূর্ণ হইয়াছে। পরিশিষ্ট ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোক সূচী, পদ্যসূচী, গদ্যসূচী, পদসূচী, বর্ণসূচী, অক্ষসূচী প্রভৃতি বিভিন্ন সূচী-পত্র সমেত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট সংস্করণ জগতের কোথাও আর দ্বিতীয় প্রকাশিত হয় নাই, যাহা নিরপেক্ষ পাঠক মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন, সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের পূজা, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক তাঁহাদের অবিলম্বে এক একখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে বর্ণানুক্রমে শ্লোক সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	প্রথম ৩ দিনে		পরবর্ত্তি-সময়ে	
	সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা	সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা
প্রতিবার প্রতি লাইন		৷৶০	৷৶	৷০
,, ,, ইঞ্চি	২৲	১৷০		১৲
,, ,, সিকিকলম	৫৲	৪৲		৩৲
,, ,, অর্দ্ধকলম	৮৲	৬৲	৬৲	৪৲
,, ,, ১ কলম	১৫৲	১০৲	[illegible]	[illegible]

মাসিক চার্জ

[যাহা অন্ততঃ ১ বৎসরের জন্য চুক্তি করা হয়]

সংবাদ পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ৯৲, সিকি কলম ১৫৲, অর্দ্ধ কলম ২৫৲, এক কলম ৩৫৲
বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ৪৷০, সিকি কলম ১২৲ অর্দ্ধ কলম ১৮৲, এক কলম ৩০৲ টাকা।

সাহায্যের হার

সডাক বার্ষিক ৯৲ নয় টাকা, ষাণ্মাসিক ৫৲ পাঁচ টাকা, ত্রৈমাসিক ২৸০ পৌনে তিন টাকা, মাসিক ১৲ এক টাকা মাত্র। নগদ প্রতি সংখ্যা ৴৫

ম্যানেজার, দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, জেলা নদীয়া। টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম', নবদ্বীপ

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৪৩,	১০—৫১,	১৩—২২	১৭—৩৮,	২০—১৬
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—১,	১৪—০	১৮—১,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—৩১,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—৫৫

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

শনিবার অতিরিক্ত

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১২-১০	১২-৩৪	১৫-৩৪	১৮-৪৭
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১২-১৯	১২-৪২	১৫-৪১	১৮-৫০
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-৪৯	১৩-১২	১৬-১২	১৯-০৫

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

—পারমার্থিক পত্র—

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১০ম বর্ষ | ১৮ গোবিন্দ, গৌরাব্দ ৭৪৮, ২৪শে ফাল্গুন বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ৮ই মার্চ্চ ইং ১৯৩৫ | শুক্রবার | ৭ম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

শ্রীপাদ বনবিহারী দাসাধিকারী মহোদয় বর্ত্তমানে গোক্রম শ্রীস্বানন্দসুখদকুঞ্জের সেবায় নিযুক্ত আছেন। তাঁহার চেষ্টায় গত ২৩শে ফেব্রুয়ারী শ্রীস্বানন্দসুখদকুঞ্জে শ্রীশ্রীব্যাসপূজা সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের কতিপয় শিষ্য তথায় ঐ ব্যাসপূজায় যোগদান করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীধামসেবা ও মহাপ্রভুর বাণীপ্রচার-সেবার শতমুখে প্রশংসা করিয়াছেন। ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীযুক্তা সৌদামিনী দেবী উৎসবে অর্থানুকূল্য করিয়াছেন।

শ্রীমান্ পতিতপাবন ব্রহ্মচারীর চেষ্টায় খুলনা জেলার অন্তর্গত খুকরো গ্রামনিবাসী পরমভাগবত ডাঃ শ্রীযুক্ত বিনোদ বিহারী দে মহাশয়ের গৃহে শ্রীব্যাসপূজা যত্নের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীব্যাসপূজার অধিবাস দিবস ব্রহ্মচারীজী "শ্রীচৈতন্যের দান" সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন। ব্যাসপূজাবাসরে পুষ্পাঞ্জলি প্রদানের পর তদ্দেশবাসী ভক্তগণের পক্ষ হইতে রচিত 'ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি' অভিভাষণটী ডাঃ বিনোদ বাবু কর্ত্তৃক পঠিত হইয়াছিল।

—

তৎপরে ভক্ত শ্রীগোপালকৃষ্ণ "পাব না কি যোরা অভয়পদে" এই প্রার্থনাটী আবৃত্তি করেন। তৎপর শ্রীমান্ পতিতপাবন শ্রীল প্রভুপাদের অহৈতুকী দয়ার কথা প্রায় দেড়ঘণ্টাকাল কীর্ত্তনান্তে গৌড়ীয়মঠের আচার্য্যদেবের প্রচার-প্রণালী ছায়াচিত্রের যোগে প্রদর্শন করেন। প্রায় দুই শত ব্যক্তি তাহা দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন।

শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ-রক্ষক মহোপদেশক অধ্যাপক আচার্য্য শ্রীপাদ সুন্দর ভক্তিশাস্ত্রী এম এ বি-এল, মহাশয়ের চেষ্টায় ও যত্নে উক্ত মঠে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব-তিথিপূজা ও শ্রীশ্রীব্যাসপূজা সুষ্ঠুরূপে সম্পাদিত হইয়াছে। ভৈমী একাদশী, বরাহদ্বাদশী ও নিত্যানন্দ ত্রয়োদশী এই তিনটী তিথিই যে উপবাসমুখে পালনীয় তাহা আচার্য্য মহোপদেশক প্রভু সজ্জনগণকে বিশেষরূপে বলিয়া দিয়াছেন। শ্রীএকাদশী যে পালনীয় তাহা সকলেই জানেন কিন্তু বিষ্ণুতত্ত্বের প্রকটতিথি যে উপবাসমুখে পালন করিতে হয় তাহা অনেকে জানেন না। শ্রীবরাহদেব বিষ্ণুতত্ত্ব, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু মূলসঙ্কর্ষণ শ্রীবলদেব এবং চতুর্ব্যূহগণের অংশী। সুতরাং তাঁহারা যে বিষ্ণুজাতীয় বিগ্রহ তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। বিষ্ণুজাতীয় ভগবৎস্বরূপগণের প্রকটতিথিতে উপবাস করিবার বিধি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও দেখিতে পাওয়া যায়।

———

মানভূম জেলার অন্তর্গত ঝুনঝুনাগ্রাম গত ১১ই ফাল্গুন রবিবার মহাজন পদাবলী কীর্ত্তন, শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ব্যাসপূজা-প্রসঙ্গ পাঠ ও মহাপ্রসাদ-বিতরণমুখে শ্রীশ্রীব্যাসপূজা সম্পন্ন হইয়াছে। এই বিষয়ে মঠরক্ষক শ্রীযুত রমানাথ গোস্বামী মহোদয়ের চেষ্টা প্রশংসনীয়া।

———

বেলঘরিয়ার এক সংবাদে প্রকাশ, কিছুদিন হইল বেলগাছিয়াবাসী সজ্জনগণের একান্ত অনুরোধে শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত মহারাজ স্থানীয় ক্লাবে একাদিক্রমে বিভিন্ন বিষয়ে ছয়টী বক্তৃতা প্রদান করেন। মনুষ্যজীবনের কর্ত্তব্য কি, ভগবদ্ভজন করিবার পদ্ধতি কি এবং উক্ত বিষয়ের বক্তা কে হইতে পারেন, জীবের সম্বন্ধজ্ঞানের অভাবে অসৎজ্ঞান প্রবেশনাশন কৃষ্ণই জীবের একমাত্র উপাস্য, কৃষ্ণভক্ত কৃষ্ণ-সান্নিধ্যের একমাত্র উপায়স্বরূপ প্রভৃতি বিষয়ে বক্তৃতা হইয়াছে। উক্ত হরিকথা-প্রচার-কার্য্যে শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র দত্ত শ্রীযুক্ত রাধামোহন পট্টনায়ক (সাব্ ডেপুটী) ও শ্রীযুত আশুতোষ দত্ত মহাবন-ষ্টেটের ম্যানেজার মহাশয় সকলপ্রকারে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। তজ্জন্য তাঁহারা ধন্যবাদার্হ।

———

মহকুমা ডেপুটী শ্রীযুক্ত রাধামোহন পট্টনায়ক মহাশয়ের বিশেষ আগ্রহে স্থানীয় লাইব্রেরীতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত মহারাজ 'গৃহস্থের কর্ত্তব্য' সম্বন্ধে একটী দীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন। উক্ত স্থানে বহু শিক্ষিত ভদ্র মহোদয় ও মহিলাগণের বক্তৃতা শ্রবণের নিমিত্ত বিশেষ বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল এবং বক্তৃতান্তে উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ প্রদান করা হইয়াছিল।

পেগুতে প্রচার

শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম সেবক শ্রীপাদ আকৃষ্টোদ্ধার দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় গত ২০শে ফেব্রুয়ারী শ্রীপাদ রমানন্দ ব্রহ্মচারী ও শ্রীপাদ বিশ্বেশ্বর দাসাধিকারী সহ রেঙ্গুন হইতে যাত্রা করিয়া ব্রহ্মদেশের পেগু সহরে গমন করেন। তথাকার প্রবীণ উকিল শ্রীযুক্ত মুকুন্দলাল গোস্বামী এম্-এ, বি-এল, মহাশয় তাঁহাদিগকে সাদরে অভ্যর্থনা করেন। ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় তথায় সাধারণে বক্তৃতা সভা ও ছায়াচিত্রযোগে শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী কীর্ত্তন করেন। তথাকার বহু শিক্ষিত সজ্জন ভক্তিশাস্ত্রীজীর মুখে শ্রীচৈতন্যদেবের কথা বিশেষরূপে আকৃষ্ট হন এবং শ্রীচৈতন্যমঠের প্রচারকগণকে তথায় আরও কিছুদিন হরিকথা কীর্ত্তন করিবার জন্য অনুরোধ করেন। ভক্তিশাস্ত্রীজী রেঙ্গুনের সন্নিকটস্থ ইন্সিন, কামায়ুট ও চীনপাড়া প্রভৃতি স্থানে হরিকথা প্রচার করিয়া বহু লোকের চিত্ত আকর্ষণ করেন। পেগু সহরে যে সমস্ত সজ্জন শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারে আনুকূল্য করিয়াছেন তন্মধ্যে—

মিঃ এম, এন, গোস্বামী এম্ এ, বি-এল, এ্যাডভোকেট; মিঃ আর, সি চক্রবর্ত্তী এ্যাডভোকেট; মিঃ এস, এম, ঘোষ এ্যাডভোকেট; মিঃ কে, সি, সেন এ্যাডভোকেট; মিঃ কে সি, চ্যাটার্জ্জি বি-এ বি-এল, এ্যাডভোকেট, মিঃ এম্, এন দাস এম্-এ, বি এল, এ্যাডভোকেট, মিঃ ডি, এন্, [illegible] এ্যাডভোকেট; মিঃ কে, এম্, [illegible] এ্যাডভোকেট, মিঃ এস, সি, চন্দ্র, এ্যাডভোকেট, মিঃ কে, এম, [illegible] এ্যাডভোকেট, মিঃ এস, আর, সেন এ্যাডভোকেট; ডাঃ এচ, এন, চন্দ্র এ্যাডভোকেট, ডাঃ [illegible] সরকার এম্ [illegible]; ডাঃ [illegible]; ডাঃ [illegible] ডাঃ কে, কে, চৌধুরী [illegible] এম [illegible] [illegible] উল্লেখযোগ্য।

কলিকাতায় ভক্তিসারঙ্গপ্রভু

মহোপদেশক [illegible] অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী মহোদয় গতকল্য প্রাতে কলিকাতা গৌড়ীয়মঠে পৌঁছিয়াছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৮ গোবিন্দ [illegible] ৪৪৮

সবই ভগবানের কৃপা

শ্রীভগবান মঙ্গলময়, তাঁহার সর্বশক্তি [illegible] ভগবানে যে দোষ অবকাশ না থাকায় তাঁহার প্রত্যেক কার্য্য বা ইচ্ছা মঙ্গলময়ী ও কৃপাপূর্ণ। আমরা অনেক সময় ভগবানের মঙ্গলময় কার্য্যাবলীর বিষয় হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া ভগবৎ-কৃপাকেও আমার মনঃকল্পিত ধারণায় দুঃখ [illegible] সেবোন্মুখ জীবের মধ্যে পরিগণিত করিবার দুরাশা হৃদয়ে পোষণ করি এবং [illegible] ছাত্রাবস্থায় পঠিত বাল্যকালে পঠিত "It is all for the best"। ঈশ্বর যা করেন, সবই মঙ্গলের জন্য এই উপদেশমূলক বিষয়টির গূঢ়ার্থ-অনুধাবনে অক্ষম হইয়া পড়ি। দয়ার সাগর, দয়ার সমুদ্র এই ভগবানকে জীবের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী বলিয়া ধারণা না করা ভগবৎ-বিমুখ অসংযমের বিষময় ফল ব্যতীত আর কিছুই নয়। এইজন্য ভগবানের কৃপাপদ্ম [illegible] শাস্ত্র পুনঃ পুনঃ আদেশ করিয়াছেন ও করিতেছেন। কৃপার শব্দের প্রয়োগে [illegible] যেরূপ স্বতঃসিদ্ধ, দয়াময় ভগবানের আমার অভাব যে সেইরূপ সদা পরিলক্ষিত হওয়া সাধারণ বুদ্ধির অগম্য [illegible]। [illegible] বা কোটিকে [illegible] যেরূপ [illegible] দ্বারা বর্ণিত [illegible], ভগবৎপ্রদত্ত শোক-দুঃখ-বিপদাদির [illegible] জীবজগতের অতীত জগতের কল্পনার পরিচয় মাত্র। ভগবান্ ও তাঁহার সংশ্লিষ্ট [illegible] জীব [illegible] ভগবৎকৃপার বিষয় ধারণা করিতে সমর্থ হয়।

সুখ, দুঃখ ও সুখ দুঃখমিশ্র অবস্থাদ্বারা ভগবান সর্বক্ষণ আমাদিগকে কৃপা করি[য়া]ছেন, [illegible]। তাঁহার দয়া অসীম, অনন্ত এবং অপার [illegible] বলিয়া মনে করেন [illegible]। [illegible] দুঃখের দ্বারা তিনি আমাদিগকে প্রত্যেকে মঙ্গলময়ী শিক্ষা প্রদান করিতেছেন, পৃথিবী যে আমাদের নিত্যবাসস্থলী নয়, [illegible]। যে কয়টা দিন পৃথিবীতে থাকিতে হইবে তাহাতে কেবল [illegible] আর অন্য কোন [illegible] অবস্থায় [illegible] অপর ব্যবহার করা কাহারও উচিত নয় —এ সব কথা [illegible] আমাদিগকে

জানাইয়াছেন। কিন্তু অপরাধী আমরা এমন সর্বেশ্বর বাক্যাবলীকে সমস্তঃথ-নিবারক বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিতেছি না, এমনি আমাদের দুর্দৈব! অনেকে মনে করেন, ভগবান দুঃখ দিয়া ভগবান্ অন্যায় করিয়াছেন, পক্ষান্তরে তাহা নহে। ভগবানে সুখ-দুঃখ ভগবানের প্রেম দান। দুঃখের অভাবে এমন পরম উপাদেয় অমৃত আস্বাদ নিহিত রহিয়াছে যে, যাহার দ্বারা আমাদের পরম মঙ্গল হইতে পারে। [illegible] বাঞ্ছিত সুখে কিম্বা দুঃখে বিচলিত হন না। ভগবৎ-বিমুখের বিনাশ করিবার জন্য দুঃখ এবং ভগবৎ-উন্মুখের পুষ্ট করিবার জন্য নিহিত সুখ সৃষ্ট হইয়াছে। যখন আমরা সুখ ও দুঃখ উভয় বিধানকেই ভগবানের কৃপা বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিব তখনই আমাদের মঙ্গল উদয় হইবে। তাই শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

"তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো ভুঞ্জান
এবাত্মকৃতং বিপাকম্।
হৃদ্বাগ্বপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে জীবেত যো
মুক্তিপদে স দায়ভাক্॥"
(ভাঃ ১০। ১৪। ৮)

নারায়ণ ভক্তগণ ভগবানের অনন্ত-করুণা, সমদর্শী কৃপাবৈশিষ্ট্য কি সুখ, কি দুঃখ সমভাবেই অনুধাবন করিতে পারেন বলিয়া ভগবান্ না সন্তুষ্ট তাঁহাদিগকে শান্ত ও চরিতার্থ করে এবং তাঁহারা নিত্যানন্দময় সেবা-পারিপাট্যে তন্ময় হইয়া [illegible] কথা বর্ণনে অসমর্থ হন। যে সকল বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি তাঁহাদের অনুসরণে ভগবৎপাদপদ্মে বা [illegible] শ্রীকৃষ্ণের বল [illegible] করিতে পারেন, মন, বাক্য ও শরীরের দ্বারা কৃষ্ণানুশীলন পূর্বক জীবনযাপনে দৃঢ়সঙ্কল্প হন তাঁহারা মুক্তিপদে অর্থাৎ [illegible] আশ্রয় করিয়া থাকে সেই ভগবানের দায়ভাগী হইয়া থাকেন। [illegible] ভগবান তাঁহাদের [illegible] অর্থাৎ তাঁহাদের হৃদয়ে বশী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ হয়। সুতরাং কৃষ্ণ আমা সকলকে যেভাবে রাখিয়া সন্তুষ্ট হন, [illegible] আনন্দযুক্ত হওয়া তাঁহার সেবায় [illegible] সেই কৃপা-আলম্বনে [illegible] আমরা সর্বদাই কৃতার্থ হই।

ভবিষ্যদ্বাণী আমাদের [illegible] জ্ঞান-সম্ভ বিষয়ের কোনও মূল্য নাই। তাই অনেক সময় আমাদের ধারণা ঠিক বিপরীত হইয়া উঠে। তখন আমরা বিপদকে [illegible] সুখ এবং বিপদাপদ [illegible] অনুভূতিকেই দুঃখ বলিয়া গ্রাহ্য হই। যখন আমাদের ইন্দ্রিয়সুখ-লাভের বৈষয়িক কর্ম্মফলের বাধাপ্রাপ্ত হই তখন প্রাকৃত-ভোগপরায়ণ আমরা নিজদিগকে বিপদগ্রস্ত মনে করি। ভয়, শোক, এবং প্রকৃতি অনর্থ বুদ্ধিসমূহ অন্তঃকরণচালিত জগতে বিপদপ্রায়ী করিয়া সংসারে উন্নতি করিবার জন্য প্রবৃত্ত করায়। কিন্তু যখ [illegible] সকলগণ তাদৃশ ভোগময় বিচার অনুমোদন করেন না। প্রাকৃত দৃষ্ট জগৎকে ভোগ্যাস্থানে ইন্দ্রিয় দ্বারে দেখিতে গিয়া জীবের স্বরূপ আবৃত হয়—কৃষ্ণদাসের দাস্যাভিমান লুপ্ত ও অন্যান্য অভিমান বা ভোক্তাভিমান জীবকে গ্রাস করে। তখন অপরোক্ষজ্ঞান বন্ধনাকে আমার জীব একেবারে আবদ্ধ হইয়া পড়ে। প্রাকৃত জীবসমূহ আশিক্ষা, অকৃষ্ণ, বিষয় প্রভৃতি ও সেইসব প্রবৃত্তি বন্ধনকরে প্রমত্ত হয়। আমাদের যা কিছু সবই যে কৃষ্ণকৃপা-প্রসূত বা প্রেরিত—এই কথা বুদ্ধিপথে সমুদিত না থাকায় আমাদের এতাদৃশী অবস্থা—২৪ ঘণ্টার মধ্যে অসংখ্যবার মনের গতি পরিবর্তন ও সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক চিত্তবৃত্তির ঘাতপ্রতিঘাতে বিব্রত অশান্তির আবাস।

কিন্তু ভোগবাসনা থাকাকাল পর্য্যন্ত ভগবান্ বা ভগবৎকৃপা জীবের নিকট অনুভবনীয় হয় না। জীবের চিত্তবৃত্তি ভোগে আবদ্ধ থাকিলে ভোগ ও ত্যাগাতীত রাজ্যের কোন সন্ধান সে পায় না; সুতরাং ভগবানের সেবায় বা ভগবৎ-কৃপোপলব্ধি বিষয়ে তাহাদের যোগ্যতা সম্ভবপর হয় না। আশিক্ষায় তিনি দোষের উপাদানসমূহ প্রবল থাকিলে অধোক্ষজ ভগবদ্বস্তুকেও ভোগ্যজ্ঞানে অতৃপ্ত জ্ঞান হয়, নিত্যমঙ্গলপ্রদায়িনী ভগবৎ-কৃপাকেও নিষ্ঠুরতার কারণ বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু মায়িক বস্তু ও বৈকুণ্ঠ বস্তু পরস্পর বিরোধী ভিন্ন। বৈকুণ্ঠবস্তুর নাম-রূপ-গুণ-লীলা পরিকর, মায়িক বস্তুর উহার পৃথক্ পৃথক্। সেই বৈকুণ্ঠবস্তু ও মায়িক বস্তুর অন্তর জ্ঞান বদ্ধজীবের পক্ষে অজ্ঞাত। জীবের এতাদৃশ্য অবস্থা উপস্থিত হইলেও সাধুসঙ্গে যখন তাহা মোচনের উপায় হইয়াছে তখন শুধু তাঁহার উপর নির্ভর করিয়া বাঞ্ছার জন্য অবলম্বন পূর্ব্বক অনন্যভাবে বসিয়া থাকা উচিত হয়; তাঁর্থিকাদি শ্রী ও সংকীর্ত্তন অর্থাৎ কৃপা ও সাধন উভয়কেই সমভাবে অবলম্বন পূর্ব্বক ভগবানের কৃপা-মাধুর্য উপলব্ধি করিবার জন্য বহুবিধিতে চর্চা বিশেষ আবশ্যক।

শ্রবণবিমুখ ভোগী জীব আমরা কষ্টে না পড়িলে কৃষ্ণকে কখনও ডাকি না; তাই পরমকরুণাময় পরমপিতা শ্রীকৃষ্ণ এক দুঃখ করিয়া অবস্থাদানের দ্বারা প্রদান করিয়া আমাদের মঙ্গলবিধান করিয়া থাকেন। সেইজন্য ভক্তগণ কিছু বিপদগুলিকে অদৃষ্টের প্রাপ্য বলিয়া—সবই কৃষ্ণের কৃপোপাদিত, অনুভব করিয়া সাধু-গুরুর আশ্রয়ে ভজনে উদ্গ্রীব হন এবং শ্রীগুরুদেবের নিষ্কপটসেবা করিতে করিতে অনর্থমুক্ত হইয়া ভগবৎকৃপা লাভ করিলে জীব ক্রমশঃ এসব কথা বুঝিতে পারেন। বিপদ উপস্থিত হইলেই বিপদভঞ্জন ভগবানের কথা বুদ্ধিপথে আসিয়া উপস্থিত হয়; তাই পাণ্ডবজননী শ্রীকুন্তীদেবী যে সকল বিপদ উপস্থিত হইলে তাহা পুনঃ পুনঃ অর্থাৎ বারংবার শ্রীহরির দুর্লভ দর্শনলাভ ঘটে তাদৃশ বিপদ প্রার্থনা করিয়া বলিয়াছেন,—

বিপদঃ সন্তু তাঃ শশ্বত্তত্র তত্র জগদ্‌গুরো।
ভবতো দর্শনং যৎ স্যাদপুনর্ভবদর্শনম্॥

'সবই কৃষ্ণের কৃপা'—এই পরম মঙ্গলময়ী বাণী মনে মনে উপলব্ধি করিবার লোভ যদি কাহারও হৃদয়ে স্থান পাইয়া থাকে তাহা হইলে তিনি যেন 'তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা' শ্লোকানুসারে আদর্শ-জীবন যাপনে ব্রতী হন, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

'কীর্ত্তন'-সম্পাদকের অভিভাষণ

[২]

গীতার এই উপদেশ। "ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্।" [illegible] এই নির্দেশ আছে। প্রাকৃত ভূমিকায় বিষ্ণু বা বৈষ্ণবধর্মের আলোচনা সম্ভবপর নয়। আলোর উপরে গিয়া নিজ ভূমিকায় এই সম্বন্ধ উচ্চস্তরের আলোচনা ক'রে হয়। স্বেচ্ছাময় ভগবান নিজ যোগমায়া শক্তিকে আশ্রয় ক'রে জগতে প্রকটিত হ'ন। শ্রীহরদাসী প্রভৃতি মহাভাগবতগণের ইহাই সিদ্ধান্ত। বেদমূর্ত্তি না হইয়া সংসারদৃষ্ট বিচার-পদ্ধতির অনুগত হইলে আমরা নিত্যানন্দ প্রভুকে বাঙ্গালী, ব্রাহ্মণ, তারই একটি ছেলে প্রভৃতি জ্ঞান ক'রে জীবন অপরাধে পতিত হ'ব।

"অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত গোচর।"

—অপ্রাকৃত বস্তু প্রাকৃত ইন্দ্রিয়বিষয় হ'তে পারে না। আমরা যখন প্রাকৃত বুদ্ধি নিয়ে বিষ্ণু বা বৈষ্ণবদের আলোচনায় প্রবৃত্ত হই তখনই এইরূপ মারাত্মক ভুল করিয়া বসি—বন বানাতে গিয়ে বানর বানিয়ে বসি—ঠাকুর পূজা করতে গিয়ে পৌত্তলিক সাজি। নিত্যানন্দের চরণ আশ্রয় করে থেকে এইরূপ মেঠোবুদ্ধির হাত হ'তে প্রথমে মুক্তিলাভ করা চাই। নিত্যানন্দ বাঙ্গালীর ঠাকুর নহেন, তিনি আসামীর ঠাকুর নহেন, তিনি জগতের ঠাকুর, প্রত্যেক জীবেরই তিনি আশ্রয়ের বিষয়।

"প্রভেদ নয়ন যেই, [illegible] নাই সেই বেদবাৎ [illegible]।"

কেহ কেহ অর্থ করেন প্রভুর বলাই নিতাই হ'য়েছেন, কিন্তু কথা তা নয়। কৃষ্ণের স্বরূপ যেরূপ নিত্য এবং চিন্ময় নিতাইর স্বরূপও সেইরূপ নিত্য এবং চিন্ময়। যেরূপ পরতত্ত্ব কৃষ্ণ এবং গৌর এই দুই রূপে প্রকটিত আছেন, সেইরূপ নদিয়া-বিহারী বলদেবপ্রভুও বলাই এবং নিতাই এই দুই-রূপে গোলোক বৃন্দাবনে প্রকটিত আছেন। একই তত্ত্বে বিভিন্ন প্রকাশ এবং এই প্রকাশের নিত্য বৈশিষ্ট্য আছে। বলাই নিতাই হ'য়েছেন এবং পরে বলাই হ'বেন, অথবা কৃষ্ণ গৌর হ'য়েছেন পরে কৃষ্ণ হ'বেন এরূপ নয়। রূপের নিত্যত্ব আছে— বৃন্দাবনের প্রকোষ্ঠে কৃষ্ণ বলরাম ও শ্বেত-দ্বীপ প্রকোষ্ঠে গৌর-নিতাই।

নিত্যানন্দ জীবের গুরু -জীবোদ্ধারী বিষ্ণুরূপে তিনি প্রত্যেক জীবের অন্তরে বাস করেন, আবার তিনিই মহান্ত গুরু-রূপে আমাদিগের নিকট প্রকাশিত হইয়া আমাদের মঙ্গলের কথা জানিয়ে দেন। এই মহান্তগুরুর পাদপদ্মাশ্রিতকেই আমরা নিত্যানন্দের জন বলিয়া লক্ষ্য করি। যে দিনই গুরুপাদপদ্ম লাভ হয় সেই দিনই নিত্যানন্দ আমাদের নিকট প্রকাশিত হ'লেন—সেই দিন হ'তেই আমাদের নিত্যানন্দ-জন্মোৎসব-কার্য্য আরম্ভ হইল। এই উৎসবের বিরাম নাই—নিত্য উৎসব, নিত্য আনন্দ। কৃষ্ণকে সেবাই স্বরূপের আনন্দ, এই আনন্দের একমাত্র উৎস নিত্যানন্দ। গৌর-সেবক নিত্যানন্দে আনন্দের অভাব নাই, তিনি নিত্যানন্দ বলিয়াই ভগবানকে সেই আনন্দের সন্ধান প্রদান করতে পারেন।

———

নিত্যানন্দের কৃপায় জীবের বিশুদ্ধ স্বরূপে যখন গুরুভক্তির উদ্বোধন হয়, তখনই ভগবদ্ভক্তের যোগ্যতা লাভ হয়। আমরা দেহ এবং মনোভেদ প্রপঞ্চের মোহাচ্ছন্ন অনুভব করি কিন্তু আমাদের বিশুদ্ধস্বরূপ বা আত্মার প্রপঞ্চের অধীনতা নাই। ভগবদ্ভক্তি চিন্ময় ব্যাপার — শুদ্ধ স্বরূপকে আশ্রয় ক'রে তাহার প্রকাশ।

এই জগৎ অনিত্য এবং অসার। এই জগৎ ভোগ ক'রে কিম্বা ত্যাগ ক'রে কিছু লাভের সম্ভাবনা নাই। ভক্ত ভোগী এবং ত্যাগীর বিষয় নয়। ভক্তিই আমাদের পরম প্রয়োজন। যতদিন পর্য্যন্ত আমরা শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের পাদপদ্ম-সেবা দ্বারা আকৃষ্ট না হ'ব, ততদিন পর্য্যন্ত ভোগ এবং ত্যাগ আমাদের চিত্ত আকর্ষণ করতে থাকবে। ভোগ এবং ত্যাগ উভয়ে অমঙ্গল; অনুপমের সেবায় সৌন্দর্য্যের বিকাশ হয় না—স্বরূপের সেবাতেই আমরা সুন্দর হই। এই সেবা বা ভক্তির সন্ধান নিত্যানন্দ বিনা কেহ দিতে পারে না। তিনিই জীবের গুরু। "হেন নিতাই বিনে ভাই রাধাকৃষ্ণ পাইতে নাই, দৃঢ় করি' ধর নিতাইর পায়।" অতএব মহান্তরূপে এই নিতাইই মাধুর্য্যভজনে জীবের গুরুরূপে অধিষ্ঠান করেন।

নিতাইর ভাবের বৈশিষ্ট্য, — "সকল জগতে মোরে করে বিধি-ভক্তি। বিধিভক্ত্যে ব্রজভাব পাইতে নাহি শক্তি।" এই ব্রজভাব-ভজনই নিতাইর ভাবের বৈশিষ্ট্য। মহাপ্রভুর পূর্ব্বে এই ভাব-ভজনের কথা জগতে অপ্রকাশিত ছিল।

(ক্রমশঃ)

নবদ্বীপ পরিক্রমা-পঞ্জী

(১) অন্তর্দ্বীপ (শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীগৌর-জন্মভিটা, শ্রীবাস ও শ্রীধরের অঙ্গন, চাঁদকাজীর সমাধি ও শ্রীভক্তিভবন)— ২৭শে ফাল্গুন, ১১ই মার্চ্চ সোমবার।

(২) সীমন্তদ্বীপ (সীমুলিয়া, শরডাঙ্গা, গোপডাঙ্গা, মেঘার চর, বেলপুকুর) ২৮শে ফাল্গুন, ১২ই মার্চ্চ, মঙ্গলবার।

(৩) গোদ্রুমদ্বীপ (গাদিগাছা, মহেশগঞ্জ, সুবর্ণবিহার, নৃসিংহপল্লী, হরিহরক্ষেত্র, দেপাড়া) —২৯শে ফাল্গুন, ১৩ই মার্চ্চ, বুধবার।

(৪) মধ্যদ্বীপ (মাজিদা, হাটডাঙ্গা, আনন্দধাম, ব্রাহ্মণপুষ্কর)—৩০শে ফাল্গুন, ১৪ই মার্চ্চ বৃহস্পতিবার।

(৫) কোলদ্বীপ (সহর নবদ্বীপ, গঙ্গানগর কোল এর চর, পোড়ামার কোল, কোল আমাদ, কোলের গঞ্জ, কোলের দহ)—১লা চৈত্র, ১৫ই মার্চ্চ, শুক্রবার।

(৬) ঋতুদ্বীপ (রাতুপুর, চম্পহট্ট বা চাঁপাহাটিতে শ্রীগৌরগদাধরের শ্রীমন্দির) ২রা চৈত্র, ১৬ই মার্চ্চ, শনিবার গোবিন্দ দ্বাদশী ও পাপনাশিনী মহাদ্বাদশীর উপবাস।

(৭) জহ্নুদ্বীপ (বিদ্যানগর, জাননগর)— ৩রা চৈত্র ১৭ই মার্চ্চ, রবিবার।

(৮) মোদদ্রুমদ্বীপ (মামগাছি, অর্কটীলা বা একডালা মাতাপুর) —৪ঠা চৈত্র, ১৮ই মার্চ্চ সোমবার।

(৯) রুদ্রদ্বীপ (রুদ্রপাড়া, শঙ্করপুর, ভৈরবপুর, গঙ্গার ডাঙ্গা) ৫ই চৈত্র, ১৯শে মার্চ্চ মঙ্গলবার।

৬ই চৈত্র ২০শে মার্চ্চ বুধবার হইতে দিবসত্রয় শ্রীধাম মায়াপুর-যোগপীঠে শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব হইবে।

প্রতীচ্যে গৌড়ীয়-মিশন

জার্ম্মাণীর প্রসিদ্ধ দার্শনিকের উচ্চ প্রশংসা

(*Berlin*, 22.2.34 ; *Air mail*)

Readers of Indian Newspapers are now quite acquainted with the activities of the Gaudiya Mission both in India and in Europe. After the suffocating fog of November in London after the heavy showers of snowing in Berlin, who will not appreciate the smiling face of the ? Who will not also see eye to eye the spiritual superiority of the Gaudiya Mission that is fast growing up into a world wide organisation under the divine and exclusive guidance of its Transcendental Spiritual Master Paramahansa Sree Sreemad Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami ?

Swami Bon, a young le of His Divine Grace been working in England and Germany for the last two years being deputed by his Master to represent the innate spiritual significance of Hinduism to the unbiassed people of the West. It is for the first time that Gaudiya Mission has taken up this great task, and received a sympathetic response for a true and permanent mutual understanding of India's spiritual life and culture and Europe's mentality. India has always appreciated the labour of the German scholars in their attempt to understand India's culture and religion and she will all the more realise the "German gemut", it is hoped, through the friendly assistances that may be given to Swami Bon, representative of the Gaudiya Mission in his attempt to help the West rightly to feel the deep pulse of India the land of earliest culture, civilization and spiritual life of the oldest Aryans.

With reference to the book "Gedanken Uber Hinduismus"—Thoughts on Hinduism giving some fundamental ideas of the spiritual side of India, that has been recently published, comprising a number of lectures that Swami Bon delivered at the different Universities in *Germany*, the famous and great philosopher of present Germany, the Government Councillor, Geheimrat Prof. Dr. Eduard Spranger writes to Swami Bon—

"Highly respected Swami, you have presented me with a new world of thoughts. Till now it is especially the second of the collection (The Philosophy of Sree Krishna Chaitanya) in which I have been interested, and I have been thinking much about this lecture. In concerns they are strikingly related with the New Platonism of our circle of culture. It is not excluded that Plotin, the chief philosopher of New platonism, had knowledge of the Indian thinkers But these plates of predecessors are rather unimportant. The important fact is this that the men of deeper character seem to go the same religious philosophical ways The ehy the Indians have, I suppose gone deeper, whereas the Westerners were more concerned with the analysis of the process of going deeper.

"If your noble Mission is to have success in Germany, then difficult tasks have to be solved. You yourself have hinted at the difficulties of translating your ideas in a foreign language : whenever you are speaking of transcendence the word does not mean the same exactly what we understand by it.

"• The educating Missionary has to lead the way to the Most Holy step by step. He must know the souls whom he wants to know ...I ...r myself, by you kindly an overvalued person, can guess many things of what you say, because I have daily to deal with these subjects. Others, who are perhaps more fit, one has at first to induce to put out their own ...ion to be enabled to see the creative light

"I wish your Mission the best success. It is holy and high. But the hearts with us must be opened for the metaphysical ... into the depth ... Especially important for me is ... utterance on the 'platform' It ... of great importance to ... from his accidental standpoint towards the the eternal. May this great work of your mission flourish constantly more.

In thankfulness and reverence I am greeting you, highly venerable Swami.

Yours in reverence devoted,

Sd/- Eduard Spranger.

সপনেও না কর ভাই স্ত্রী-সম্ভাষণ। গৃহে স্ত্রী ছাড়িয়া ভাই আসিয়াছ বন॥

শুদ্ধভক্তি মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ

(মূল মঠ)

প্রাচীন নবদ্বীপ, [illegible] শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব স্থান হইতে [illegible] ৩০০ গজ উত্তর পূর্ব্ব [illegible] শ্রীশ্রীগৌর [illegible] শ্রীশ্রীরাধা [illegible] বিগ্রহ বিরাজমান। এই স্থান [illegible] পরিক্রমার [illegible] সমাধিস্থান। এই মঠে শ্রীভক্তিবিনোদের [illegible] প্রকাশ করিয়াছেন, এখানে ও অন্যান্য এবং এখান শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী ও আরও অনেক সাম্প্রদায়িক আচার্য্যগণের শ্রীমূর্ত্তি বিরাজিত রহিয়াছেন এবং নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠ হইতে পারমার্থিক দৈনিকপত্র 'নদীয়া-প্রকাশ', সাপ্তাহিক অপ্রকাশিত ও [illegible] পাক্ষিকরূপে 'নদীয়া-প্রকাশ' নাম প্রকাশিত হইতেছে। প্রতি বৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমায় ও অন্যান্য উৎসবে সমাগত যাত্রিগণের মহোৎসব সমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১-৫

শ্রীমহাপ্রভুর প্রচারিত প্রেমধর্ম ও শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্তের প্রচারকেন্দ্র। গৌড়দেশের সমগ্র নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন; এই গৌড়ীয় মঠে শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদ-বল্লভ সমাধানে নিত্য সেবিত হন। 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। এখানে পাঠ, বক্তৃতা, সংকীর্ত্তন-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীচৈতন্যভাগবতাদি গ্রন্থের সম্যক আলোচনা হয়। এই মঠ হইতে ধর্ম্মসভার সমস্ত উৎসব-প্রচার, নগর-সংকীর্ত্তন, বক্তৃতা, ব্যাখ্যা ও মঠোৎসব মহোৎসবাদির অনুষ্ঠান হয়। মঠরক্ষক মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-সহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীগন্ধর্ব্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী সেবাকোবিদ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাজধানী এখানে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান, রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্র.. ব্রহ্মচারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—গোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

(৭) কাজীর সমাধি-পাট

বামনপুকুর, শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপা-প্রাপ্ত শ্রীচাঁদ-কাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তালোক।

(৮) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

স্বরূপগঞ্জ, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ও 'বঙ্গুপাদ' শ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীগান্ধর্ব্বিকার সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবনবিহারী দাস অধিকারী।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌড়েশ্বর দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীমদন-মনোহর ব্রহ্মচারী।

১০) মোদদ্রুম ছত্র "গৌড়ের নৈমিষ"

মাউগাছি, পোঃ ভাণ্ডারা, (বর্দ্ধমান)।

শ্রীবাসুদেবের ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান। শ্রীগৌরনিত্যানন্দের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবনবিহারী ব্রহ্মচারী, ভক্তিভূষণ।

(১১) ভেটিয়া বৃন্দাবন

শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক— শ্রীনবীনানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১২) কুলকুটীর—পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া। রক্ষক—শ্রীমধুসূদন অধিকারী

(১৩) ভাগবত আসন—পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

এই স্থান হইতে ভাগবতধর্ম্মের প্রথম প্রবাণী প্রচারিত হয়। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তালোক, ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৪) একায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ রানাঘাট, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীমদ্যাদব গোস্বামী ভক্তিভাব।

(১৫) মহেশ পণ্ডিতের পাট

চৌহাটী-পুর, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরাধাবিনোদ ব্রহ্মচারী।

(১৬) মাধ্বগৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, পোঃ ঢাকা

পূর্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীপাদ কৃষ্ণানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ।

(১৭) গোপালজীউমঠ—কমলাপুর, (ঢাকা)

গোপালজীউর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিদ্যমান। রক্ষক—শ্রীরাধাচরণ ব্রহ্মচারী।

(১৮) গদাই গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি ঢাকা)।

এখানে শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভক্তিহৃদয় ব্রহ্মচারী

(১৯) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

রমনাবাদ, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীমদ্ [illegible] প্রম-এ, বি-এল।

(২০) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাধু, (ত্রিপুরা)

এখানে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপাদ [illegible] ব্রহ্মচারী

(২১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাণীগঞ্জ (বর্দ্ধমান)।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীযশোদানন্দ অধিকারী।

(২২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

কুমারকোলা, পোঃ চক্রবর্ত্তী, (মালভূম)

এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরাধানাথ অধিকারী।

(২৩) ভাগবত জনানন্দ মঠ

চিকলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজগদানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিরত্ন।

(২৪) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী।

(২৫) সচ্চিদানন্দ মঠ

বালিয়াটি, পোঃ উচ্চারাবাদ, (কটক)

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ বিনোদপ্রাণ-জীউর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীবাসুদেবদাস ভক্তিভূষণ

(২৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর পুরী,

শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন।

(২৭) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদপ্রাণবল্লভজীউর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপাদ [illegible] অধিকারী

(২৮) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী দাসাধিকারী।

(২৯) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, জেলা গোদাবরী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—শ্রীবিশ্বাচিত্ত দাসাধিকারী ভক্তিলোচন।

(৩০) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪২নং কাশিপুরা, বেনারস সিটি

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীসনাতন ব্রহ্মচারী।

(৩১) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন গোস্বামী

(৩২) পরমহংস মঠ.

পোঃ নিমসার, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর-বিনোদ-বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বর দাসাধিকারী।

(৩৩) কৃষ্ণচৈতন্য মঠ

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

এখানে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিত্য-সেবা হয়। রক্ষক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠ

বিশ্রামঘাট মথুরা

রক্ষক - ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ

(৩৫) ব্রজস্বানন্দ সুখদকুঞ্জ—শ্রীরাধাকুণ্ড

রক্ষক—শ্রীরাধারমণচরণদাস ব্রহ্মচারী

(৩৬) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৩৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ

দেবপানী, পোঃ খোকোল, জেলা অমৃতসর (পাঞ্জাব) রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৩৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং চন্দ্রায়ন রোড, নিউ দিল্লী।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গুহাশ্রয়ী

(৩৯) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল।

এখানে গৌর-বিনোদানন্দের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪০) সারস্বত গৌড়ীয় মঠ

চারবাগ মাধবপুর, এই, পি

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসম্বন্ধ গিরি

(৪১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ রায়পেট্টা মাদ্রাজ।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা।

রক্ষক - শ্রীপাদ পরমানন্দ ভক্তিবিজয়।

৪২) বোম্বে-গৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়

গোয়ালিয়র রোড, ঢোটানি বিল্ডিং, বাংলো নং ১, বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীযোগেশনাথ দেবশর্ম্মা মজুমদার।

(৪৩) অমরফি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমরফি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীযজ্ঞেশ্বর দাস অধিকারী

(৪৪) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী

(৪৫) পাটনা গৌড়ীয় মঠ

১০০ নিউপুরা, পাটনা

রক্ষক—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী রামকৃষ্ণ

(৪৬) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠ বালেশ্বর

রক্ষক—শ্রীবিনোদ-বিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৭) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয়

৩ গ্লষ্টার হাউস, কলহাম গার্ডেন্স, আর্ল-কোর্ট ৭, লণ্ডন

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ।

(৪৮) বার্লিন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

Berlin W. 30

Eisenacher strasse 29

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্—সম্পূর্ণ	৪০৲
[illegible]	২৮৲
[illegible] প্রাকৃত	।৶
[illegible] শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত	৬৲
[illegible] শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ)	৬৲
সরস্বতী-জয়শ্রী	৪৲
[illegible]	২৲
গৌড়ীয়-কণ্ঠহার	২৲
শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা)	২৲
শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা)	৸
[illegible] (চতুর্থ সংস্করণ)	৸
[illegible] (দ্বিতীয় সংস্করণ)	।০
বৈষ্ণবসাহিত্য বিচার [illegible]	।০
ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব	৸০
চৈতন্যোপনিষদ্	।০
[illegible]	।০
[illegible] কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা)	১৲
গৌড়ীয়-গৌরব	৷৶০
গৌড়ীয়-সাহিত্য	৷৶০
ভজন-রহস্য	।০
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)	৲
গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)	২৲
গীতা (চক্রবর্তি-টীকাসহ)	২৲
গীতার কেবল মূল-ভাষা	৷৹
[illegible] (বাঁধা)	২৲
[illegible] (বাঙ্গালা)	।০
প্রেমবিবর্ত (তৃতীয়-সংস্করণ)	৷৶০
ঐ (বাঁধা)	৸০
[illegible]	৶০
সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ)	৶০
গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা)	।০
ঐ (বাঁধা)	।৶
নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা	৸০
[illegible] (নবদ্বীপ-পরিক্রমা)	৶০
গীতমালা	৴১০
নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য	৶০
ঐ প্রমাণ-খণ্ড	৶০
শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	।০
[illegible]	।০
শরণাগতি	৴০
গীতাবলী	৴০
চিত্রে নবদ্বীপ	১।০
সাধনকণা	৴০
প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা	

৪০। [illegible]	
৪১। [illegible]	
৪২। [illegible]	
৪৪। [illegible] (৪র্থ সংস্করণ)	
৪৬। [illegible]	
৪৭। বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃত (প্রথম সংস্করণ)	৩৲
৪৮। ব্রহ্মসংহিতা	।০
৪৯। [illegible] (সানুবাদ)	।০
৫০। গোবিন্দভাষ্য:	৸০
৫১। [illegible]	০
৫২। [illegible]	।০
৫৩। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ?	৴০
৫৪। ঈশোপনিষদ্ ([illegible] এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ)	।০
৫৫। শ্রীকৃষ্ণবেদান্ত	৶০
৫৬। সিদ্ধান্তদর্পণ	৶০
৫৭। [illegible]	৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৮। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী [illegible]	।০
৫৯। সটিক [illegible]	।০
৬০। [illegible]	।০
৬১। [illegible]	৶০
৬২। গৌড়ীয়মঠ [illegible]	৴০
৬৩। [illegible]	৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৪। [illegible]	।০
৬৫। এ [illegible]	।০
৬৬। [illegible]	।০
৬৭। বেদান্ত—[illegible]	
৬৮। [illegible]	
৬৯। [illegible] শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু	
৭০। বৈষ্ণবীয়ম্	
৭১। [illegible]	
৭২। [illegible]	
৭৩। [illegible]	
৭৪। ব্রহ্ম-সংহিতা	
৭৫। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ([illegible]	৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৭৬ শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর	।০
৭৭। সাধন-পথ	।০
৭৮। কল্যাণ-কল্পতরু	৴১০
৭৯। গীতাবলী	৴০
৮০। শরণাগতি	৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮১। শরণাগতি	৴০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

কবিরাজ [illegible] কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ববিধ [illegible] মহৌষধ।

[illegible] উপায় বলিয়াই [illegible] পুরাতন [illegible]

ঠিকানা—[illegible] কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

[illegible] জে. বি. দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। দাম অতি সুলভ। জে. বি. দত্ত এণ্ড কোং [illegible] লেন, বাগবাজার কলিকাতা

আমাশয় ও পেটের পীড়ায়

শ্রীশ্যামানন্দ দাশ কবিরাজের আবিষ্কৃত

গ্রহণী বজ্র

[illegible]

আমাশয়, রক্তামাশয় [illegible] পীড়ার একমাত্র প্রত্যক্ষ ফল প্রদ মহৌষধ।

[illegible] পরীক্ষা প্রার্থনীয়। [illegible] ডাক মাশুল ।৶০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—[illegible]

ঢাকার এজেণ্ট [illegible] ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং

[illegible], ঢাকা।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় [illegible] কর্তৃক [illegible] ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম [illegible] এম, এ, [illegible] মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সুবর্ণ সুযোগ ! সুবর্ণ সুযোগ !

শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদরচিত গৌড়ীয়ভাষ্য সহিত

বিক্রয় গ্রন্থ

শ্রীশ্রীচৈতন্য ভাগবত

গ্রন্থের আয়তন ঃ—ক্রাউন কোয়ার্টো মূল ১০৯৬ পৃষ্ঠা, সূচীপত্র ২৪২ পৃষ্ঠা, মোট ১৩৩৮ পৃষ্ঠা

ভিক্ষা (বাঁধাই) মাত্র ৭ সাত টাকা

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা

নদীয়া সার্টিফিকেট আদালতের নীলাম ইস্তাহার

		৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
কেস্ নং এবং কোর্টের নাম	নীলাম ইস্তাহার (A) (B), বা (C) দ্বারা প্রকাশ	ডিক্রিদার	দেনদার	যে দাবীর জন্য সম্পত্তি বিক্রয়ের আদেশ হইয়াছে	বিক্রয়ের স্থান তারিখ ও সময়	কি রকম জোত	থানা, মৌজার নাম ও গ্রাম	খতিয়ান নং প্লট (জানা থাকিলে) অথবা অন্য প্রয়োজনীয় বিবরণ	জমির পরিমাণ (জানা থাকিলে)	জমা (জানা থাকিলে)	মন্তব্য
৯ N, ৩৪-৩৫ নং সার্টিফিকেট আদালত		রায় নলিনাক্ষ দত্ত বাহাদুর	লালচাঁদ সেখ দি	৩২২/৫	২৫।৪।৩৫	রাইয়তি স্থিতিবান	থানা কোতয়ালী মৌজা নগাড়া	৪৩১ খতিয়ান	১০-৪৬	১১৯/৩	রায় নলি দত্ত বা
৩১ N, ৩৫।৩৫		ঐ	হোসেমান মণ্ডল	৬৯৮/১১	২৫।৪।৩৫	ঐ	থানা ঐ মৌজে ঐ	৮৪।২ খতিয়ান	০-০৪শং	১১৲	ঐ
৪৪ B, ৩৫-৩৫		বিভূতিভূষণ পালচৌধুরী	কমলাবালা দাসী	১৬।/৭	২৭।৪।৩৫	ঐ	থানা নাকাশীপাড়া মৌজে সাবপুর	২০০ খতিয়ান	২-৫০শং	১৬৮	বিভূতি পালচৌ
৪১ B, ৩৮।৩৫		ঐ	আনন্দ ঘোষ	৩৮/১১	২৭।৪।৩৫	ঐ	থানা নাকাশীপাড়া মৌজে চণ্ডীপুর	১১১ খতিয়ান	১-৯শং	১৯/৭	ঐ
৭১ P, ৩৩।৩৫		পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য	মকবুল সরকার	৩৫।০	২৭।৪।৩৫	ঐ	থানা চাকদহ মৌজা ইছাপুর	২১৯ খতিয়ান	১-৭০শং	৭/১০	পঞ্চানন ভ
৮৭ P, ৩৪।৩৫		ঐ	যশোদা দাসী	২২৮/৯	২০।৪।৩৫	ঐ	থানা চাকদহ মৌজে তেঁতুলিয়া ও কাঁচলি	৩২৫-৩২৮ খং	১৩-১৯শং -৫৯	৩৮।৩৭	ঐ
১১৩ N, R, ৩৪।৩৫		গৌরীন্দ্র রায় বাহাদুর	বলাইচাঁদ সিং	৫৮।২	৯।৪।৩৫	মধ্যস্বত্ব চিরস্থায়ী	থানা কৃষ্ণনগর চক চাপড়া	১০৩ খতিয়ান	০-১২শং	২৬০/৮	গৌরী রায় ব

শ্রীমদ্ভাগবতম্

একাদশ স্কন্ধঃ

প্রতি অধ্যায়ের কথাসার, মূল-শ্লোক, অন্বয়, প্রাঞ্জল বঙ্গানুবাদ, শ্রীমদ্ মধ্বাচার্য্যের টীকা, শ্রীপাদ বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী ঠাকুরের সারার্থদর্শিনী টীকা, প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের বিবৃতি ও অন্য, অধ্যায়-বর্ণ্য ও অধ্যায়সূচীসহ ছাপা শেষ হইয়াছে। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ৪॥০ টাকার স্থলে বর্ত্তমানে মাত্র ৩৸৹ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অধিক দিন এই সুবিধা থাকিবে না।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'শ্রীনাম' নবদ্বীপ

REG. C 1544

চৈতন্যোপনিষদ্
বড় অক্ষরে মূল ও অনুবাদসহ প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি উত্তম। ভিক্ষা ।০ মাত্র
শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

"গৌড়ীয়"
৭ম বর্ষ হইতে ১১শ বর্ষ পর্য্যন্ত পাঁচ বর্ষ কাগজে বাঁধাই
ভিক্ষা ১০ মাত্র।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ
বাগবাজার, কলিকাতা

ভারতের সর্ব্বত্র মঙ্গল-প্রচারে [illegible] একমাত্র মুখপত্র

১০ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২৫শে ফাল্গুন, শনিবার ১৩৪১, ৯ই মার্চ্চ ১৯৩৫ [৮ম সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

—:০:—

গোয়েন্দা পরিচয়ে অর্থ আদায়

রঙ্গপুরের মাহীগঞ্জ ডিস্পেন্সারীর ডাঃ শিবনাথ দাশগুপ্তের পত্নীর সহিত প্রতারণা করিবার অভিযোগে উপেন্দ্র মুহুরী মুকেশ্বর সরকার ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪২০ ধারা অনুসারে সদর মহকুমা হাকিমের এজলাসে অভিযুক্ত হইয়াছে। অভিযোগের বিবরণ এই যে:—

বিগত দুর্গাপূজার কিছু পূর্ব্বে ডাঃ দাশগুপ্ত যখন অস্ত্র আইনের কয়েকটি মামলা সম্পর্কে হাজতে ছিলেন তখন আসামী ডাঃ দাশগুপ্তের অনেক বন্ধুকে বলে তিনি যেন ডাঃ দাশগুপ্তের পত্নীকে বলেন যে, উক্ত মহিলা যদি আসামীকে ৫০০ টাকা দেন তবে সে ডাক্তার দাশগুপ্তকে মুক্ত করিয়া দিবে; কারণ সে একজন গোয়েন্দা, সুতরাং গোয়েন্দা বিভাগের বড় বড় কর্ম্মচারীদের সঙ্গে তাহার ভাব আছে। শিবনাথ বাবুর পত্নী বলেন, অত টাকা দিবার সাধ্য তাঁহার নাই। অতঃপর আসামী ২৫০ টাকায় রফা করে এবং বলে যে, ১২৫ টাকা আগামী দিতে হইবে এবং বাকী ১২৫ টাকা শিবনাথবাবুর মুক্তির পর দিতে হইবে। শ্রীযুক্তা দাশগুপ্তা তাঁহার অলঙ্কার বন্ধক রাখিয়া টাকা আনিয়া আসামীকে ১২৫ টাকা দেন। যে দিন শিবনাথবাবু মুক্তিলাভ করিবেন বলিয়া আসামী আশ্বাস দিয়াছিল, সেই দিন তিনি মুক্তি লাভ করিলেন না। আসামী তারিখ বাড়াইতে লাগিল এবং পরে উধাও হইল। এদিকে পুলিশ ডাঃ দাশগুপ্তের বিরুদ্ধে চার্জ্জ সীট না দেওয়ায় তিনি মুক্তিলাভ করেন। তাঁহার মুক্তির সংবাদ শুনিয়া আসামী বাকী ১২৫ টাকা দাবী করিয়া বলে ঐ টাকা অবিলম্বে না দিলেই নয়, কারণ ডি এস পিকে ঐ টাকা দিতে হইবে এবং তিনি স্বয়ং চাহিয়া পাঠাইয়াছেন। ইতোমধ্যে কথাটা রাষ্ট্র হইয়া পড়ে এবং ডাঃ দাশগুপ্ত আসামীর বিরুদ্ধে থানায় এজাহার দেন। প্রথমে আসামীর বিরুদ্ধে জামিনযুক্ত পরওয়ানা জারি হয়, কিন্তু সে ফেরার হয়, সুতরাং তাহার বিরুদ্ধে হুলিয়া করা হয়। অতঃপর সে আদালতে আত্মসমর্পণ করে। সে ৩০০৲ টাকার জামিনে মুক্ত আছে।

হত্যার অপরাধে প্রাণদণ্ড

গত ৩রা মার্চ্চ চুচুড়ার দায়রা জজ রামশরণ নামে এক ব্যক্তিকে হত্যাপরাধে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। আসামীর বিরুদ্ধে গত ৮ই ডিসেম্বর তারিখে [illegible] ব্যক্তিকে হত্যার দায়ে মামলা আনা হইয়াছিল।

মামলার বিবরণ এইরূপ—ঘটনার কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে আসামী মহারাজকে একটী চাকুরী জোগাড় করিয়া দেওয়ার জন্য পাঁচ টাকা দেয়। কিন্তু মহারাজ কথামত কাজ করিতে না পারায় আসামী ঐ টাকা দাবী করে। ফলে দুইজনের মধ্যে ঝগড়া আরম্ভ হয়। একদিন মহারাজ গঙ্গাস্নান করিয়া বাড়ী ফিরিতেছিল; পথিমধ্যে রামশরণ ও দারোগা নামে আর একব্যক্তি তাহাকে আক্রমণ করে। রামশরণ তাহাকে ছোরার আঘাত করে এবং দারোগা লাঠির আঘাত করে, ফলে তাহার মৃত্যু হয়। দারোগাকে এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছে।

কুঠারাঘাতে ব্যাঘ্রহত্যা

[illegible] নিকট ভড়া গ্রামের এক কাঠুরিয়া কুঠারাঘাতে একটী ৮ ফুট দীর্ঘ ব্যাঘ্র হত্যা করিয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। প্রকাশ, কাঠুরিয়া কাঠ কাটিতে জঙ্গলে যাইবার পথে অকস্মাৎ নিকটবর্ত্তী ঝোপ হইতে ব্যাঘ্রটী তাহার উপর লাফাইয়া পড়ে। অসীম সাহসের সহিত কাঠুরিয়া তাহার কুঠার ঘুরাইয়া ব্যাঘ্রটীকে আঘাত করে। আহত ব্যাঘ্র ক্রোধান্ধ হইয়া কাঠুরিয়াকে দন্ত ও নখরাঘাতে ক্ষতবিক্ষত করিলেও কাঠুরিয়া শেষ পর্য্যন্ত লড়িয়া উহাকে নিহত করিতে সক্ষম হয়।

পৈশাচিকভাবে হত্যা

ডিব্রুগড়ের জয়পুর থানার অন্তর্গত মুগাডাপ গ্রাম হইতে এই মর্ম্মে সংবাদ প্রকাশ হইয়াছে যে, এক ব্যক্তি [illegible] হইয়া তাহার স্ত্রীকে পৈশাচিকভাবে হত্যা করিয়াছে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, খড়মাং টি এষ্টেটের মোহরার লক্ষেশ্বর সাইকিয়া [illegible] চাকুরী হইতে বরখাস্ত হইয়া বাড়ী আসে। ঘটনার পূর্ব্বদিন রাত্রে স্ত্রী-পুত্রের ভরণ-পোষণ করিতে অক্ষম বলিয়া লক্ষেশ্বরের স্ত্রী লক্ষেশ্বরকে ভর্ৎসনা করে। প্রাতঃকালে লক্ষেশ্বর একখানা "দা" হাতে করিয়া মাঠে যায় এবং ১০টার সময় বাড়ী ফিরিয়া আসে। এই সময় তাহার স্ত্রী ধান ভানিতেছিল। লক্ষেশ্বর চুপে চুপে একখানা দা হাতে করিয়া পিছনের দরজা দিয়া আসে এবং তাহার স্ত্রীর মাথায় ও ঘাড়ে আঘাত করিতে থাকে। আঘাতের ফলে তাহার স্ত্রীর সেই স্থানেই মৃত্যু হয়।

আলীপুরের নূতন পাবলিক প্রসিকিউটার

রায় বাহাদুর নগেন্দ্রনাথ বানার্জ্জীর মৃত্যুতে তাঁহার স্থলে মিঃ জে, কে, মুখার্জ্জি এম-এ, বি-এল, ব্যারিষ্টারকে চব্বিশ পরগণার আলীপুরের পাবলিক প্রসিকিউটার নিয়োগ করা হইয়াছে।

মিঃ মুখার্জ্জি ১৯১১ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে গমন করিবার পূর্ব্বে আলীপুরের এ্যাসিষ্টাণ্ট পাবলিক প্রসিকিউটার ছিলেন। বিলাত হইতে ব্যারিষ্টারি পাশ করিয়া আসিয়া তিনি কলিকাতা হাইকোর্টে যোগদান করেন।

তিনি বহু রাজনৈতিক মামলায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে আলীপুরে বীরেন মজুমদারের মামলা ও মেদিনীপুরে বার্জ্জ হত্যা মামলা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

লাইসেন্স বিহীন রিভলভার

জলন্ধরের নিকট মারুফি এলাকাস্থিত [illegible] ঠাকুর সিং নামক এক ব্যক্তিকে সন্দেহক্রমে গাড়ীর মধ্যে গ্রেপ্তার করা হয়। একটী লাইসেন্স বিহীন ১২ঘরা রিভলভার রাখার অপরাধে, জলন্ধরের অতিরিক্ত জিলা জজ তাহাকে অস্ত্র আইন অনুসারে পাঁচ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড এবং ৫০০৲ টাকা অর্থ দণ্ডে দণ্ডিত করেন। [illegible] স্থানে আটক থাকিবার আদেশ দেওয়া হইয়াছে।

কোচিনে প্রবল ঘূর্ণিবাত্যা

[illegible] প্রবল ঘূর্ণিবাত্যা [illegible] বাড়ীঘর [illegible] কাহারও কাহারও [illegible] মৃত্যু হইয়াছে। [illegible] অনেক-গুলি পুকুর নিমজ্জিত হইয়াছে।

সিক চুরির অপরাধে দণ্ডিত

কাটোয়ার মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট সিক চুরির অপরাধে পটলচন্দ্র ঘোষকে ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে বর্দ্ধমানের দায়রা জজের আদালতে আপীল করা হইলে, জজ দণ্ডাদেশ বহাল রাখেন। অতঃপর আসামী হাইকোর্টে দরখাস্ত করেন। বিচারপতি মিঃ এট উইলিয়ামস ও মিঃ ওয়াক রুল জারী করেন এবং আসামীর জামীন মঞ্জুর করেন।

অভিযোগে প্রকাশ, আসামী যোগেশ চন্দ্র ঘোষের বাড়ীতে প্রবেশ করে। ফরিয়াদী যোগেশ শব্দ শুনিয়া জাগিয়া উঠে এবং আসামীকে ধরিতে চেষ্টা করে। ইহাতে উভয়ের মধ্যে ধস্তাধস্তি হয়। ফরিয়াদের স্ত্রীর চীৎকার শুনিয়া প্রতিবেশী লোকজন আসিয়া পড়িলে আসামী পলায়ন করে। ফরিয়াদী অতএব পরে বলিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট মন্তব্য করেন যে, চুরির উদ্দেশ্যে আসামী ফরিয়াদীর ঘরে প্রবেশ করে নাই।

সাম্যআইন অমান্যে গ্রেপ্তার

পাবনা পুলিশ থানার অন্তর্গত বিনাপাড়া, ভেড়ামারা থানার অন্তর্গত ছয়গাও এবং নদিয়া পুলিশ থানার অন্তর্গত গড়িয়া, লোকনিং, বিবাড়ী এবং ভাঙ্গা এই কয়খানি গ্রামের উপর ঢোল সহযোগে সাম্যআইন জারী করিয়া গ্রামবাসীদিগকে সূর্য্যাস্ত হইতে সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত ঘরের বাহির হইতে নিষেধ করা হইয়াছে।

এই আইন অমান্য করায় বিলাসখা গ্রামের হরেন্দ্র সেন নামক এক ব্যক্তিকে বিচারার্থ বাদার্থীপুরে প্রেরণ করা হইয়াছে।

৫০০০৲ কোম্পানীর কাগজ আত্মসাৎ

৫০০০৲ টাকার কোম্পানীর কাগজ আত্মসাৎ করায় কলিকাতা কাস্মোপলিটান ব্যাঙ্ক কোম্পানী নামক একটী প্রাইভেট ব্যাঙ্কের ম্যানেজার আবদুল ঘোষ আলীপুরের অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট রায় বাহাদুর এস এন ব্যানার্জীর এজলাসে অভিযুক্ত হয়। আসামী দোষ অস্বীকার করে।

অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ, ডঃ আর সি ভট্টাচার্য্য বিক্রয়ার্থ আসামীকে উক্ত কোম্পানীর কাগজ দেয়। আসামী উহা ৫৫০৮ টাকায় বিক্রয় করে এবং তাহার নিজের ব্যাঙ্ক হইতে উক্ত টাকার একখানি চেক ফরিয়াদীকে প্রদান করে। কিন্তু চেকখানি ব্যাঙ্ক হইতে ফেরৎ আসে। ইতোমধ্যে ডাক্তারের মৃত্যু হয়। ডাক্তারের মৃত্যুর পর তাহার পত্নী উক্ত টাকার জন্য আসামীকে বারবার তাগিদ দেয় কিন্তু তাহাতে কোনই ফল হয় না।

কার্ত্তুজ পাওয়ার অভিযোগ

বারাসতের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট বাবু নিরঞ্জন মোহন বর্দ্ধন গোঁসাইর হাট থানার সুলকুটী নিবাসী ডাক্তার শ্রীযুক্ত অশ্বিনী চন্দ্র ও শ্রীযুক্ত পবিত্র কুমার চন্দ্রের বিরুদ্ধে বিনা লাইসেন্সে তাজা কার্ত্তুজ রাখার অপরাধে অস্ত্র আইনের ১৯ (এফ) ধারা অনুযায়ী চার্জ গঠন করিয়াছেন।

অভিযোগে প্রকাশ, গোঁসাইর হাট থানার পুলিশ আসামীদের বাড়ী খানাতল্লাস করিবার সময় আশুবাবুর বাড়ীস্থিত ডাক্তারখানা ঘরে এক তাকে আলমারীর ভিতর কয়েকখানা পুস্তকের মধ্যে দুইটি তাজা ও একটী ব্যবহৃত কার্ত্তুজ পাওয়া যায়। আসামীগণ অপরাধ অস্বীকার করিয়াছে।

মাদুরা পার্শ্বেল হত্যা মামলা

গত ৬ই মার্চ মাদুরার দায়রা জজ মিঃ এল সি হার্ডিং মাদুরা পার্শ্বেল হত্যা মামলার রায় প্রদান করিয়াছেন। এই মামলার আর এক একের মোড-সটার মাদুরার আর নারায়ণ স্বামী হত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়াছিল। অভিযোগে প্রকাশ, সে তাহার প্রথম পত্নী কামিনী অম্মলকে হত্যা করে এবং মৃতদেহ একটি কাঠের বাক্সে বন্ধ করিয়া রেলওয়ে পার্শ্বেল রূপে প্রেরণ করে।

জজ আসামীকে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া তাহার প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ দেন। রায় প্রদত্ত হইবার সময় আদালতে অত্যধিক ভীড় হইয়াছিল।

আমেদাবাদে মোটর দুর্ঘটনা

হিম্মৎনগর ও খেদব্রহ্মের মধ্যে এক মোটর বাস দুর্ঘটনার ফলে ৪জন নিহত ও ১৮ জন আহত হইয়াছে বলিয়া সংবাদ আসিয়াছে। মোটরবাসখানি একটী সাঁকোর সহিত ধাক্কা লাগিয়া উল্টাইয়া গিয়াছিল।

আমেদাবাদে ডাকাতি

আমেদাবাদের নিকটবর্ত্তী নিকল নামক গ্রামে একটি ডাকাতির সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। ডাকাতদল এবং গ্রামবাসীদের মধ্যে সংঘর্ষের ফলে একজন গ্রামবাসী গুরুতররূপে আহত হইয়াছে। ডাকাতদল লুণ্ঠিত দ্রব্য লইয়া পলায়ন করিয়াছে।

অস্ত্র আইনের মামলা

টিটাগড়স্থ মিলবাসীর কতকগুলি তাজা কার্ত্তুজ রাখার অপরাধে ব্যারাকপুরের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ টী পি ভট্টাচার্য্য ভগবান দাস ভাটোয়া নামক এক ব্যক্তিকে ৮ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন।

কলিকাতার বাজার দর

চাউলের দর

	প্রতি মণ
বাবখানি	৬৷০
বালাম চাল	৫৷৵০
কাটারীভোগ	৫৷৵০-৫৸৵০
বাঁকতুলসী	৪৸৵০
বাথরা	৩৸৵০
ঐ পুরাতন	৬।০
পাটনাই উৎকৃষ্ট	৪৲
এক্সাবেল কোম্পানিটি	৩৸৵০
সিদ্ধ রেঙ্গুণ	২৸৵০
আতপ –	
নূতন আতপ	৩৸৵০-৩৸৵০
পেশোয়ারী	৮।০-৮৷০
বাঁকতুলসী আতপ	৪৸৵০-৫৸৵০
ঐ মাঝারি	৪।০-৪৷০
পাটনাই আতপ	৪৷০-৪৸৵০
কাটারিভোগ	৫৸০
ঐ রেঙ্গুণ	২৸০

আটা ও ময়দার দর

পেটেন্ট ময়দা	প্রতি মণ	৫।৵০-৫৷০
গৃহস্থালীর ব্যবহারোপযোগী		৪৸০-৪৸৵০
আটা (বি)		৪৸৵০-৫৲
সুজী		৫৵০-৫।০
আটা (এস)		৪।৵০ ৪৷০
„ (২)		৪৴৵০ ৪৷৵০
„ (কে)		৪।০ ৮।৵০
„ (৩)		৩৸৵০-৩৸০

তেলের দর

শ্রীকৃষ্ণ সরিষার তৈল	১৫।৵-১৫৷০
ঐ খুচরা	১৬৲-১৬৷০
নারিকেল তৈল	১১৷০-১১৸০
রেড়ির তৈল	১০৷৵০-১১৸০

ঘৃতের দর

বাঘনীড়া প্রতি মণ	৫২৲
লম্বা গাওয়া	৪৭৲
সাদা গাওয়া	৪৫৷০
টেকা খুচরা	৪৬৷০

চিনির দর

সাদা দানা রেডি	৯৷০-৯৸৵০
দেশী সাদা দানা	৮৸৵০-৯।০
„ লাল „	৮।৵০-৮৸৵০

সোণা-রূপা

	প্রতি ভরি	
টাকশালের বার	„ „	৩৫৵০
বড়ালের বার	„ „	৩৫৴০
গিনি	„ „	২২৵০
চাঁদির বার	প্রতি ১০০ ভরি	৬৪৲
ঐ খুচরা	„ „ „	৬৪।০

লৌহ ও হার্ডওয়ার

টাটার তৈয়ারী	প্রতি হন্দর
লোহার কড়ি (ওয়েষ্ট বা বীম, মার্ক	৬৵০-৬।০
ঐ বে-মার্কা হালকা ওজন	৫।৵০-৫৷০
বরগা (টী-আয়রণ)	৬৷০-৬৷৵০
এঙ্গল আয়রণ (কোনা)	৬৲-৬৷৵০

সুধাংশুকুমার মল্লিক এণ্ড সন লিঃ
লোহাপটি, বড়বাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

— পারমার্থিক পত্র —

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ। নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥ প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ। মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা। শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থো মহান্ [illegible]

১০ম বর্ষ } ১৯ গোবিন্দ গৌরাব্দ ৪৪৮, ২৫শে ফাল্গুন বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ৯ই মার্চ্চ ইং ১৯৩৫ শনিবার } ৮ম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

কলিকাতা ৬।৩।৩৫

রেঙ্গুণ হইতে যাত্রা করিয়া গত কল্য অপরাহ্ণ ৩-৩০ মিনিটের সময় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ সবেদ ব্রহ্মচারিবৃন্দসহ 'এলেনা' নামক জাহাজে কলিকাতা 'আউটরাম'-ঘাটে পৌছেন। তথায় আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ ভাগবতরত্ন, শ্রীপাদ [illegible] অধিকারী ভক্তি-সৌরভ বি-এল, শ্রীপাদ কীর্ত্তনানন্দ ব্রহ্মচারী ও ডাঃ বি রায় এম্-বি তাঁহাদিগকে সাদর সম্বর্দ্ধনা করিয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠে লইয়া যান।

নিউদিল্লী ৫।৩।৩৫

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম সম্পাদক শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিসারঙ্গ ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু মিঃ কোলের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম্মের বিষয় কীর্ত্তন করিয়াছেন। মিঃ কোল তচ্ছ্রবণে অতিশয় আনন্দিত হইয়াছেন। ভক্তিসারঙ্গজী প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের নির্দ্দেশানুসারে আগামী কল্য (৬ই মার্চ্চ) কাল্কা মেলে যাত্রা করিয়া আগামী পরশ্ব বৃহস্পতিবার প্রাতে কলিকাতা গৌড়ীয়মঠে পৌঁছিবেন।

বালিয়াটীনিবাসী শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনারায়ণ গোস্বামীকর্ত্তৃক বিশেষভাবে আহূত হইয়া উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য গত ১২ই ও ১৩ই ফাল্গুন দুই দিবস অপরাহ্ণে তাঁর ভবনে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যাখ্যা করেন। পাঠের আদিতে ও অন্তে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হইয়াছিল।

রেঙ্গুণ ২৫।২।৩৫

পাঠকগণ অবগত আছেন, শ্রীনিতাই দাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীমঠের দাসাধিকারী বার্ম্মা দেশের তেনকাধা জেলায় প্রচারকার্য্য শেষ করিয়া বেসিন জেলায় প্রচারার্থ গমন করিয়াছেন।

বেসিন জেলার চন্দিপন নামক সাবডিভিসনে স্থানীয় উকিল শ্রীযুত নৃপেন্দ্র বাবুর চেষ্টায় তত্রস্থ গৌরাঙ্গবাড়ীতে শ্রীনিতাই দাস ব্রহ্মচারী কয়েকদিন শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। তাঁহার সহজ ও সরল ব্যাখ্যায় সকলেই মুগ্ধ হইয়া ব্রহ্মচারীজীর ব্যাখ্যার প্রশংসা করেন। পাঠে বহু লোক সমাগত হইতেন।

তৎপরে তাঁহারা আরবাতি জেলায় প্রচারার্থ গমন করেন। প্রথমে মিন্‌গা নামক স্থানে কয়েক দিন থাকিয়া প্রচার করিয়া ঐ জেলার লেপাডং নামক স্থানে আগমন করেন এবং স্থানীয় নেশনাল হাইস্কুলের শিক্ষক শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন ঘোষ বি-এ, মহাশয়ের আতিথ্য গ্রহণ করেন। ঐ দিবস রাত্রে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট হাইস্কুলের শিক্ষক শ্রীযুত কে, সি, আচার্য্য বি এ, বিটি মহাশয়ের গৃহে শ্রীমঠের দাসাধিকারী ছায়াচিত্রযোগে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার বিষয় ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা প্রদর্শন করেন। শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবসম্প্রদায়ে যে যেসমস্ত অপসম্প্রদায় প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিতেছে অর্থাৎ আউল, বাউল, নেড়া প্রভৃতি অপসম্প্রদায় গৌড়ীয় বৈষ্ণব বলিয়া নিজদিগকে প্রচার করিলেও তাহারা যে প্রকৃত গৌড়ীয় বৈষ্ণব নহেন তাহা বুঝাইয়া দেন।

তৎপর-দিবস রাত্রে শ্রীনিতাই দাস ব্রহ্মচারী শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। ব্যাখ্যামুখে নাম ও নামাপরাধ বিশেষভাবে বুঝাইয়া দেন। দশবিধ নামাপরাধ মুক্ত হইয়া নাম করিলে প্রকৃত নাম হইবে। পাঠান্তে শ্রীযুত বি, বি, চৌধুরী মহাশয় কয়েকটী প্রশ্ন করেন। ব্রহ্মচারীজী তাহার সবিশেষ উত্তর প্রদান করেন। প্রত্যহ বহু লোক সমাগত হইতেন। তন্মধ্যে মিঃ সি, আর, দে'ব বি-এ, মিঃ কে, সি, আচার্য্য বি-এ, বি-টি, ডাঃ এস্, সুর এম বি, মিঃ ব, বি, চৌধুরী, মিঃ এল, সেনগুপ্ত, সি, এল, সি মিঃ রুদ্র, কে, দাস প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

তৎপরে তাঁহারা আরবাতি জেলা সহরে প্রচার-কার্য্য শেষ করতঃ রেঙ্গুণ সহরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং পুনরায় মিয়াংমিয়া জেলায় প্রচারার্থ গত ১৯শে ফাল্গুন যাত্রা করেন। তৎপর দিবস স্থানীয় এ্যাডভোকেট এ, এন, ঘোষ, এম্ এস্ সি বি-এল মহাশয়ের গৃহে অবস্থান করেন। ব্রহ্মচারীজী স্থানীয় ঠাকুরবাড়ীতে ২ দিবস শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। তাঁহার প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া সকলেই সন্তুষ্ট হন। শ্রোতৃবর্গের বিশেষ অনুরোধে ব্রহ্মচারীজী তথায় আরও একদিন শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। ব্যাখ্যামুখে শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীমদ্ভাগবতের বাণী ও শ্রীভগবান্ অভিন্ন তাহা শাস্ত্রযুক্তিমূলে পরিষ্কারভাবে বুঝাইয়া দেন। শ্রীমদ্ভাগবত ভোগ্য বস্তু নহেন—সেব্য। সেব্যবুদ্ধিতে সদ্গুরুর আনুগত্য ছাড়া শ্রীমদ্ভাগবত কাহারও বিদ্যা, বুদ্ধি ও পাণ্ডিত্যের দ্বারা উপলব্ধির বিষয় নহে। অতএব সেব্য-বুদ্ধিতে শ্রীমদ্ভাগবতের কৃপাপ্রার্থনা সহকারে কেহ সেবা করিলে তাহার নিকট শ্রীমদ্ভাগবতের স্বরূপ প্রকাশিত হয়েন। বহু বিষয় ব্যাখ্যান্তে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারার্থ বিশ্ব ও সুদূর পাশ্চাত্যে শ্রীগৌড়ীয়বাণী প্রচার ফলে বহু মনীষী আকৃষ্ট হইতেছেন, তাহা বিশদভাবে বর্ণনা করেন। পাঠে বহু লোক সমাগত হইতেন। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত নামগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অবনী নাথ ঘোষ এম্, এস্ সি, বি-এল এড্‌ভোকেট; প্রমথ নাথ ঘোষ বি-এল; কে, এন, চৌধুরী বি-এ, বি-এল; এস, এন বন্দ্যোপাধ্যায়, বি-এ, বি-এল; এস, এন রায় বি-এ বি-এল; বি কে, চট্টোপাধ্যায় উকিল; এস, এন, সিংহ উকিল; এস, এন, ঘোষ, শিক্ষক বি-এ; কে, সি, দাস শিক্ষক বি-এল; এন, এন, বিশ্বাস, এল, এম, পি।

শ্রীধামে মুরারীগুপ্তের আসন

'শ্রীচৈতন্যচরিত' গ্রন্থের লেখক শ্রীমুরারিগুপ্তের আবির্ভাবস্থান শ্রীহট্টে হইলেও পরবর্ত্তিকালে তিনি প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম মায়াপুরেই বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তিনি শ্রীহনুমানের অবতার। তাঁহার বাসস্থানে আসনে বর্ত্তমানে শ্রীমন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। আগামী পরশ্ব তথায় শ্রীবিগ্রহ বসিবেন।

পরিক্রমা

আগামী [illegible] শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভার উদ্যোগে [illegible] শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের [illegible] শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা আরম্ভ হইবে। পরিক্রমায় যোগদানেচ্ছু বহু যাত্রিগণ আজ হইতেই শ্রীধামে আগমন করিতেছেন।

[illegible] অগ্রিম বার্ষিক [illegible] মাত্র ৭ [illegible]

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৯ গোবিন্দ বার ক্ষীরোদশায়ী ৪৪৮

অধিকার বিচার

'ভগবানে ভক্তি' কথাটা অভক্ত-সমাজে অন্য প্রকারে গৃহীত হয়, তাহারা মায়াকেই ভগবান্ বলে এবং মায়িক সৃষ্টিকেই ভগবল্লীলা মনে করে। মেপে দেওয়া ধর্ম্মে লক্ষিত পদার্থগুলি অবসর লাভ করিলেই নির্ব্বিশেষ প্রতীতি বলবতী হয়। ভগবানের অনুগত জনগণ এই প্রকার কাল্পনিক নির্ব্বিশেষবাদের অনুগত নহেন।

নির্ব্বিশেষবাদের অনুগত সম্প্রদায় কয়েক শাখায় বিভক্ত হইয়াছে। প্রথমতঃ নাস্তিক-সম্প্রদায়। দ্বিতীয়তঃ অজ্ঞেয়বাদী ও সন্দেহবাদী; ইঁহারা নাস্তিকবাদকে পরিপোষণ করেন। বস্তুতঃ আস্তিকবাদীও ভোগ্য জড়দ্রব্য-বিশেষকে নিত্যানন্দ-পরিতৃপ্তির প্রমাণাভাবে পাঁচটীর ছলনা করিতে গিয়া পঞ্চোপাসনা ও সম্প্রোপাসনার আবাহন করেন। তাঁহারা বলেন, সগুণ উপাসনা করিতে করিতে ক্রমশঃ গুণজাত-বৈশিষ্ট্য বিলুপ্ত হইয়া নির্গুণ বস্তুর সাযুজ্য লাভ হয়। তাহাতে উপাসনা, উপাস্য ও উপাসকের বা জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতার অধিষ্ঠান থাকিতে পারে না। অতএব তাঁহাদের বিচারে নির্ব্বিশেষবাদই অবশ্য স্বীকার্য্য।

ভগবদ্ভক্তগণ নির্ব্বিশেষবাদের অনুগত বিচারকে দোষযুক্ত জানিয়া সর্ব্বতোভাবে পরিহার করেন। নির্ব্বিশেষবাদীর আত্মতুষ্টিতা চিৎ-সবিশেষবাদের প্রতি সর্ব্বদা আক্রমণ করিতে ব্যস্ত থাকায় ভগবদ্ভক্ত-সম্প্রদায় কোনও প্রকার দুস্তার্কিকের বিচার অনুমোদন করেন না। নির্ব্বিশেষবাদী অনেক সময় পঞ্চোপাসক বা সম্প্রোপাসক বা অসংখ্য-জড়বস্তুর উপাসক বলিয়া ভগবানের ঐকান্তিক ভক্তগণকে তাঁহাদের শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত মনে করিয়া যে সকল দুর্ব্বল বিচার উপস্থাপিত করেন, উহা গৌড়ীয়মঠ কোনদিনই গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহেন।

গৌড়ীয়মঠের প্রচারিত শুদ্ধভক্তি নানা দেবদেবীর উপাসক-সম্প্রদায়ের সহিত কলহ বা প্রণয় করিতে সর্ব্বদা নারাজ; নির্ব্বিশেষ-বাদী পঞ্চোপাসক, অসংখ্যোপাসক প্রভৃতির সহিত প্রণয় করা দূরে থাকুক, তাহাদিগকে কিছু কথা বলার পরিবর্ত্তে তাদৃশ দুঃসঙ্গ সর্ব্বদা বর্জ্জন করেন। তাঁহারা বলেন, কৃষ্ণবস্তু সত্যাত্মক। সত্য অদ্বিতীয় বলিয়া অসত্যকে সত্য-পর্য্যায়ে গণনা করা উচিত নহে। কিন্তু পাঞ্চরাত্রিকাদি সম্প্রদায় যে ব্যভিচারিণী ভক্তির কথা বলিয়া থাকেন, উহা কৈবল্য-প্রাপ্তির অন্তরায়। উভয়ই গৌড়ীয়মঠের কোন ব্যক্তি ভগবৎকথার নামে ভগবদ্-বিদ্বেষাত্মক বাচালতায় প্রবেশ করেন না। তাহাতে তাঁহাদের ঐকান্তিকতা নষ্ট হয়।

জড়জগতের ভোগী বা ত্যাগিগণের যেরূপ অণুষ্ঠ ও বৃহৎকে ভোগের কথায় অবস্থিত থাকে, সেরূপ ভোগ বা ত্যাগের কথা ভক্তিপথের পথিকের নিকট গ্রহণীয় নহে। পঞ্চোপাসক, সম্প্রোপাসক বা অসংখ্যোপাসকের অন্যতম সাম্প্রদায়িকতা লইয়া গৌড়ীয়মঠ অসংখ্য ব্রহ্মপূর্ণ মতের সহিত একমন সম্পর্কিত হইতে ইচ্ছা করেন না। চিৎ-সম্বন্ধই তাঁহাদের একমাত্র ধন, অচিৎ ধারণায় সেবা বা ভোগ তাঁহারা কোন দিনই নিকৃষ্টতা বলিয়া জানেন না। এজন্য গৌড়ীয়মঠের সংবাদ যোগে যাহা দেওয়া বিবিধ চিত্তাস্রোতজীবিগণের নিকট আদরের বস্তু হয় না। গৌড়ীয়মঠ সর্ব্বদাই মানবজাতির প্রকৃত-হিতকার্য্যে যত্ন করেন। আর অগৌড়ীয় সাম্প্রদায়িকগণ সকলের সহিত মিলিবার ছলনায় নিজ কুমতগুলি গৌড়ীয়মঠের সেবকের স্কন্ধে চাপাইবার যত্ন করেন। তাই বলি, অধিকার বিচার না করিয়া যাঁহারা গৌড়ীয়মঠকে একটা প্রাকৃতজনের অন্তর্গত জ্ঞান করেন তাঁহারা অনেক সময় দয়া-বিতরণের নামে অন্যান্য কথার সহিত গৌড়ীয়মঠের কথাকে সমজ্ঞান করিয়া বাস্তবসত্য-গ্রহণে বঞ্চিত হন।

শ্রোতপথ

(১)

আমরা বেদে প্রেয়ঃপথ ও শ্রেয়ঃপথ—এই দুইটী পথের কথা শুনিতে পাই। মনঃকল্পিত ইন্দ্রিয়তর্পণপর পথই প্রেয়ঃপথ, অশ্রৌতপথ বা অমঙ্গলের পথ এবং ইহা সংখ্যায় বহু আর শ্রেয়ঃপথ - ভক্তির পথ, অবরোহপথ, আত্মমঙ্গলের একমাত্র অদ্বিতীয় পথ - শ্রৌতপথ বা গুরুপারম্পর্য্যে আগত অবতারপথ। এই শ্রৌতপথ বা অধোক্ষজ সেবাপথ—একটী, সংখ্যায় বহু নহে। প্রেয়ঃপথ আপাতমধুর বলিয়া শতকরা প্রায় শতজনই এই পথের পথিক। কিন্তু ইহা আপাতমধুর হইলেও পরিণামে অমঙ্গলপ্রদ—একথা হৃদয়ঙ্গম করিবার সৌভাগ্য অতি অল্প লোকেরই আছে। শ্রেয়ঃপথ আপাততঃ আমাদের অরুচিকর হইলেও পরিণামে ইহা নিত্যমঙ্গল প্রসব করে। শ্রেয়ঃকথা অনেক সময় প্রেয়ের ন্যায় আকৃত-সুবর্ণ-রসায়ন না হইতেও পারে। কিন্তু প্রেয়ঃকথা সকল সময়েই ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকর এ কথা আমাদের সতত মনে রাখা উচিত।

হরিভক্তি আপাতমধুর কথায় বোধ হয়, পরে উপকার দেয়, যেমনি মিষ্ট বস্তু প্রথমে খাইতে ভাল লাগে বটে কিন্তু পরিণামে আময় উৎপাদন করে। প্রেয়ঃপথ ও শ্রেয়ঃপথ সম্বন্ধেও এইরূপ বিপরীত ফলের কথা শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ আছে। আমরা বাল্যকাল হইতে প্রেয়ঃপথিকগণের সঙ্গ করিয়াছি বলিয়া আমাদের চিত্ত বিভিন্ন প্রকারের হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাই অসংখ্য প্রেয়ঃপথের কোন না কোন একটী পথকে গ্রহণ করিয়া আমরা স্বস্বপথে বর্ত্তমানই রহিয়াছি ও রহিতেছি। তাই অন্য কথা—সাধুর কথা, শাস্ত্রকথা বা আত্মমঙ্গলপ্রদ শ্রেয়ঃকথা আমাদের নিকট বড়ই বিরস, অপ্রীতিপূর্ণ ও আড়ম্বরশূন্য বলিয়া বোধ হইতেছে। কিন্তু যদি কেহ সত্য সত্যই প্রকৃত মঙ্গল চান, নিত্যানন্দের অনুসন্ধানে ব্রতী হইতে চান, তাহা হইলে ধৈর্য্যের সহিত শাস্ত্রের কথা এবং শাস্ত্রজীবন বা জীবন্তশাস্ত্র সাধুর কথা শ্রবণে আগ্রহান্বিত হইবেন এবং শ্রেয়ঃপথ গ্রহণ করাই কর্ত্তব্য কিম্বা আপাতরমণীয় প্রেয়ঃপথ গ্রহণই মানবজীবনের কর্ত্তব্য, তাহা নিষ্কপটে বিচার করিবেন।

আমরা আজীবন যে পথ ধরিয়া চলিতেছি, যে পথে দেহ-মনের সুখের কথা আছে সেই জড়েন্দ্রিয়-তৃপ্তিপ্রদ পথই প্রেয়ঃপথ। কিন্তু আমরা যদি আত্মানন্দ বা সেবানন্দের সন্ধান পাইতে অভিলাষ করি অর্থাৎ যদি শ্রেয়ঃপথ-গ্রহণের পিপাসা ভাগ্যক্রমে আমাদের হৃদয়ে জাগে তাহা হইলে আমরা নিঃসন্দেহে তবে এই জগতের প্রেয়ঃপন্থা বাগ্মিগণের কোন কথা না শুনিয়া—শ্রেয়ঃপথবিরোধী, প্রচ্ছন্ন-প্রেয়ঃপথ-প্রচারী অসংখ্য জনমত সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিয়াও শ্রৌতবাণীর শ্রবণ করিব—মহাজনের প্রদর্শিত শ্রৌতপথ বা শ্রেয়ঃপথকেই একমাত্র আশ্রয় করিয়া শ্রৌতবাণীর নির্ভীক প্রচারক শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের আনুগত্যে কৃষ্ণপাদপদ্ম-সেবালাভে কৃতকৃতার্থ হইবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিব। শ্রুতি বলেন—"তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ। সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্॥" শ্রীমদ্ভাগবতও সেই কথাই সমস্বরে কীর্ত্তন করিয়া বলিয়াছেন,—

"তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ
শ্রেয় উত্তমম্।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্॥"

রূপানুগ বৈষ্ণবগণই একমাত্র শ্রৌতপন্থী বা শ্রেয়ঃপন্থা আর বাদবাকী সকলেই জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে প্রেয়ঃপথের পথিক সুতরাং চতুর্দ্দশভুবনে এমন জগতে শ্রেয়ঃপন্থীর সংখ্যা অতি অল্প, কোটিতে একটী পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ। তবে জগতে শ্রৌতপন্থী নাই—একথা সর্ব্বৈব মিথ্যা ও প্রবঞ্চনামূলক। যাঁহারা ভাগ্যবান্ ও সত্যানুসন্ধিৎসু, ভগবৎ-কৃপাকাঙ্ক্ষী, তাঁহারা ব্যাকুল, ভগবানই কৃপাপূর্ব্বক সেই শ্রেয়ঃপথিকগণের সন্ধান তাঁহাদিগকে প্রদান করেন। মহাভাগ্যবান্ জনগণই সেই সাধুর সঙ্গ-লাভে সমর্থ হন। তাই শাস্ত্র বলেন, "ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব। গুরুকৃষ্ণপ্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ॥"

আজকাল অনেকেই গুরুর নামে আমাদিগকে বঞ্চিত করিবার জন্য ব্যস্ত। তাই আমরা অনেক সময় ভ্রমে পড়িয়া প্রেয়ঃপন্থী অবৈষ্ণবকেও শ্রৌতপন্থী মনে করতঃ গুরুরূপে বরণ করিয়া ফেলি। আবার কখনও শ্রৌতপন্থী বৈষ্ণবগুরুকে গুরুরূপে বরণ করিতে দ্বিধাবোধ করি। এইরূপ সন্দেহের প্রবল বাত্যা যেখানে প্রবাহিত, নিষ্কপটতা বা সত্যগ্রহণে আর্ত্তিরূপ কষ্টিপাথরই সেখানে সদ্গুরুর কৃপাপ্রদানে একমাত্র যথার্থ বন্ধু ও প্রধান সহায়ক। বাস্তবিক সত্যবস্তু-গ্রহণে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ না হইলে হয় অবৈষ্ণবকে গুরু করিয়া বসিব, না হয় প্রকৃত বৈষ্ণবগুরুকে গুরুরূপে বরণ করিয়াও তাঁহাতে আস্থা স্থাপন করিতে না পারিয়া অপরাধপঙ্কে নিমগ্ন হইয়া অমঙ্গলের পথ পরিষ্কার করিব। শাস্ত্র বলেন,—

"অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ।
পুনশ্চ বিধিনা সম্যগ্ গ্রাহয়েদ্বৈষ্ণবাদ্
গুরোঃ॥"

[স্ত্রীসঙ্গী ও কৃষ্ণাভক্ত অবৈষ্ণবের উপদিষ্ট মন্ত্র লাভ করিলে নরকগমন হয়। অতএব যথাশাস্ত্র বৈষ্ণবগুরুর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিবে।]

আমরা তাদৃশ গুরুর আশ্রয় করিব—যিনি শতকরা শতভাগই ভগবানের সেবায় নিযুক্ত আছেন। নতুবা আমরাও তাঁহার আদর্শে শতকরা শতভাগ অর্থাৎ ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ২৪ ঘণ্টা হরিসেবায় রত হইতে পারিব না। যদি সর্ব্বক্ষণ হরিভজন না করি, তাহা হইলে ভগবানের নামবলে ইতর বিষয়ে প্রবৃত্ত হইবার যত্ন না করিয়া পারিব না। সুতরাং আমরা যদি সৌভাগ্যবান্ হই তাহা হইলে যে গুরুদেব সর্ব্বক্ষণ হরিভজন করেন সেই গুরুদেবের চরণ আশ্রয় করিয়া ধন্য হইব। পরন্তু নিষ্কপট এতাদৃশ গুরুদেবের সমস্ত জীবন বা সমস্ত সময় সেবাময়। এবম্বিধ সাধুর সঙ্গ করিলে জীবের মঙ্গল হয় বলিয়া শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—

"সজাতীয়াশয়ে স্নিগ্ধে সাধৌ সঙ্গঃ স্বতো বরে।
শ্রীমদ্ভাগবতার্থানামাস্বাদো রসিকৈঃ সহ॥"

এ জগতে বাসকালে আমাদের চিত্তে দুইটী ভাব আসিয়া উপস্থিত হয়। তন্মধ্যে যেটি ভাল লাগে, সেইটি গ্রহণ করি, আর যেটি ভাল লাগে না, সেটি ছাড়িয়া দিই। কিন্তু জাগতিক ব্যবহারে আমাদের যা কিছু ভাল লাগে সেরূপ আপাতমধুর জিনিষগুলি পরিবর্তনশীল—এ কথা সতত স্মরণ রাখা উচিত। "আমাদের ভাবি-মঙ্গল সত্য সত্য কিসে হইতে পারে"—এ বিচার হৃদয়ে স্থান পাইলেই 'ভাল লাগে না যেটা' সেটা অনায়াসে আমরা ছাড়িয়া দিতে পারি। কিন্তু বর্ত্তমানে প্রেয়োবস্তু-গ্রহণ-পিপাসাটাই আমাদের প্রবল। যাহাতে আমাদের বাস্তবিক মঙ্গল হয়, সেরূপ বস্তু গ্রহণে কর্ত্তব্যবুদ্ধি আমাদের নাই। তাই আমরা অনেক সময় প্রেয়োবস্তুগ্রহণরূপ অসুবিধার মধ্যে পড়িয়া যাই। শ্রেয়ঃপথ বাদ দিয়া প্রেয়ঃপথ বা শ্রৌতপথ গ্রহণ করিবার—পরজগৎ হইতে এ জগতে কৃপা পূর্ব্বক অবতীর্ণ ভগবদবতার শ্রীগুরুপাদপদ্মের আশ্রয়গ্রহণ করিবার যোগ্যতা আমাদের সব সময় হয় না। যে পর্য্যন্ত তা না হয়, সে পর্য্যন্ত আম্নায়-গ্রহণের প্রবৃত্তিও হয় না। সদ্গুরু-চরণাশ্রয় বা গুরুপারম্পর্য্য বা অবতারবাদ স্বীকার করি না বলিয়াই, শ্রৌতপথকে একমাত্র অবলম্বনরূপে গ্রহণপূর্ব্বক মঙ্গলাভে যত্নপর হই না বলিয়াই আমাদের প্রকৃত শ্রেয়োলাভ ভাগ্যে ঘটে না, অনর্থনিবৃত্তি বা কৃষ্ণে মতি আমাদের হয় না।

শ্রেয়ঃপথিকগণই শ্রৌতপন্থী। তাঁহারা এই অব্যর্থ, অপরিবর্ত্তনীয়, নিঃসন্দেহ, সন্দেহনাশক, কৃষ্ণপাদপদ্মার্পী, কৃষ্ণকার্ষ্ণ-লাভপ্রদাতৃ ও ভগবদ্বস্তুদর্শক শ্রৌত-পথের পথিক এবং তাঁহাদের সকল সময়ে সর্ব্বাবস্থায় একটি কথা—শ্রৌতপন্থা—শ্রীগুরুপ্রদর্শিত সেবাপন্থা। সত্যবস্তু যদি শ্রীগুরুমুখে কীর্ত্তিত হয় এবং সেই সত্য বস্তু যদি কর্ণে প্রবেশ করে অর্থাৎ আমরা যদি মঙ্গলেচ্ছু ও সত্যানুসন্ধিৎসু হইয়া আর্ত্তি ও মনোযোগের সহিত তাহা শ্রবণ পূর্ব্বক গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তুত হই, তবে আমরা শ্রৌতপথ অবলম্বন করিতে পারি। কিন্তু শ্রবণ-বিষয়ে বা সাধুর মঙ্গলময় উপদেশপালনে যদি অমনস্ক থাকি তাহা হইলে সত্য বস্তুর অভিজ্ঞান বা বস্তূপলব্ধি আমাদের হয় না। এই শ্রৌতপথ-গ্রহণের কালেও আমাদের দুই প্রকারে প্রতারিত হইবার সম্ভাবনা আছে। কারণ অনুগমন করা সকলের ভাগ্যে ঘটে না। তাই অনেকে অনুকরণ-কার্য্যকে অনুসরণ মনে করিয়া ব্যস্ত হয়। যাত্রার দলে নারদ সাজার নাম অনুকরণ, আর শ্রীনারদের প্রদর্শিত ভক্তিপথে গমন অনুসরণ। কৃত্রিমভাবে নকল করার নাম—অনুকরণ, আর সত্য সত্য মহাজনের পথে গমন—প্রতি পদবিক্ষেপে, প্রতি শ্বাসে, প্রতি নিঃশ্বাসে প্রবাসে তদীয়ানুগত্যে কৃষ্ণভক্তি-যাজনের নামই অনুসরণ বা শ্রৌতপন্থা অবলম্বন। যেখানে অশোক অভয় শ্রীগুরুপাদ-পদ্মের পশ্চাতে সতত অবস্থান পূর্ব্বক ভজনের কথা বর্ত্তমান—যেখানে নিঃশঙ্কচিত্তে সানন্দে পতিতপাবন শ্রীগুরুদেবকে একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা-জ্ঞানে প্রভুত্বে বরণ বা বরণের জন্য প্রাণপাত প্রতিজ্ঞা বা দৃঢ়তা তাহাই শ্রৌতপথ এবং তৎপথগামী সংশয়হীন ব্যক্তিগণই শ্রৌতপন্থী। আর যাহারা অধোক্ষজ শ্রীভগবান্ বাসুদেব বা বসুদেব-তনয় বলদেবের নিকট যাইতে চায় না—বলদেবাভিন্ন শ্রীগুরুপাদপদ্মকে প্রভুত্বে বরণ পূর্ব্বক তাঁহার নিত্য কিঙ্কর হইতে চায় না, পাশ কাটাইয়া অন্য কথায় ব্যস্ত থাকিতে চায়, তাহারাই প্রেয়ঃপন্থী। শ্রেয়ঃপথিকগণ শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবসেবাপরায়ণ; আর প্রেয়ঃ-পথিকগণ ইন্দ্রিয়তর্পণপর। এই শ্রৌতপথিকগণ আনন্দবিগ্রহ শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবক বলিয়া অবাধিতভাবে নিত্যানন্দের অধিকারী আর আনন্দময়ের সেবাবিচ্যুতি বশতঃ প্রেয়ঃপথিকগণ সতত সুখান্বেষী হইয়াও দুঃখভোগী।

'কীর্ত্তন'-সম্পাদকের অভিভাষণ

[৩]

নিতাই ইহা জগৎকে জানিয়েছেন। এই জন্যই তিনি পরমদয়াল নামে অভিহিত হ'য়েছেন। তাঁর দানের কথা বিচার করলে তাঁহাকে এই সম্মান দিতেই হ'বে।

"নিতাই গুণমণি আমার নিতাই গুণমণি।
আনিয়া প্রেমের বন্যা ভাসাল অবনী॥"

এই কীর্ত্তনটি আপনারা শ্রবণ ক'রেছেন। তিনি কোন বিশেষ দেশকে বা জাতিকে বা সমাজকে কৃপা করতে আসেন নাই, তিনি জগতের গুরু, সমস্ত জগৎ তাঁহার কৃপার পাত্র। যিনি ভক্তির সন্ধান করেন তিনিই নিত্যানন্দপ্রভুকে দেখ্‌বেন।

"নাহি ভক্তির সন্ধান, মরমে করয়ে ধ্যান
বৃথা তার সে ছার ভাবনে"।

নিত্যানন্দ ঠাকুরের অনুগত না হ'লে ভক্তির সন্ধান মিলে না। ভক্তির সন্ধান না জেনে যে ভক্তির অনুশীলন করা হয় উহাতে জীবের কোন মঙ্গল হয় না।

"নাবৈষ্ণবো বৈষ্ণবমর্চয়েৎ।"

বৈষ্ণব না হ'লে বিষ্ণু-বৈষ্ণবের সেবা করা যায় না। অবৈষ্ণব নিত্যানন্দের মাহাত্ম্য বুঝিতে অক্ষম।

"নিতাইর চরণ সত্য, তাঁহার সেবক নিত্য।
নিত্যানন্দকে সেবা ক'রে তাঁহার সেবকগণও নিত্যানন্দের অধিকারী হ'ন। এই নিত্যানন্দের সেবকগণের কৃপাতেই আমরা নিত্যানন্দতত্ত্ব বুঝিতে পারি এবং তাহাতে প্রগাঢ় বিশ্বাস স্থাপন করি।

ব্রজভাবে ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণের সেবা হয়। বৈকুণ্ঠে মহা-ঐশ্বর্য্যশালীবিগ্রহ শ্রীনারায়ণের সেবা আছে, কিন্তু পরম-মাধুর্য্যবিগ্রহ বিপ্রলম্ভলীলাময়ীর সেবা নাই। এই সেবার স্থান গোলোক। ব্রজবাসী-গণের মধুরভাব-ভজনেতেই মমতার পূর্ণতা লক্ষিত হয়। এই ব্রজবাসীগণই একদিন ব'লেছিলেন—

"না গণি আপন দুঃখ সবে বাঞ্ছি তা'র সুখ,
তার সুখ মোদের তাৎপর্য্য।
মোরে যদি দিয়া দুঃখ, তার হৈল মহাসুখ,
সেই দুঃখ মোর সুখবর্য্য॥"

সেবার অর্থ—প্রভুর ইন্দ্রিয়তর্পণ করা, নিজের ইন্দ্রিয়তর্পণ করা নয়। যে সেবাতে নিজের ইন্দ্রিয়-সুখ-কামনার কথা আছে, তাহা সেবা নয়—ভোগ।

"তারা, দু'টো দুঃখের কথা কই।
কারে দিল হাতি ঘোড়া মা—
খেতে পাই না দই,
ওমা তারা কি তোর বাপের ঠাকুর,
আমি কি তোর কেউ নই॥"

এইরূপ ভাবে সেবার কথা নাই, ভোগের কথা আছে। "এই কর হরি দীন দয়াময়, তুমি আমি যেন দুটি নাহি রই, জলের জলদ জলে রয় লয়, চিরদিন আনন্দময়।" এরূপ ভাবে মোক্ষের সন্ধান আছে, কিন্তু সেবার কথা নাই।

"ও ভাই নিরঞ্জিয়াবাসী রাধাকৃষ্ণ ভিন্ন
কেহ নয়,
যেভাবে যার মন মজেছে সেভাবে সে
যেন সদা রয়॥"

—এ ভাবেতেও মোক্ষের গন্ধ আছে কিন্তু সেবার গন্ধ নাই। ভোগ এবং মোক্ষ-বাঞ্ছা ত্যাগ করতে না পারলে ভক্তি যাজনের যোগ্যতা লাভ করা যায় না। নিত্যানন্দ ব'লেছেন,—

"যদি করিবে কৃষ্ণনাম সাধুসঙ্গ কর।
ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিবাঞ্ছা দূরে পরিহর॥"

ভক্তি ছাড়া ভক্ত অন্য কিছু কামনা করেন না। জীবসত্তাগত হ্লাদিনীর দ্বারা ভোগ-মোক্ষের অনুপাদেয়তা বোধ করা যায়। যতদিন পর্য্যন্ত জীবসত্তাগত হ্লাদিনী নিত্যা-নন্দের কৃপায় শ্রীস্বরূপশক্তিগত হ্লাদিনীর সহিত সংযুক্ত না হ'ন, ততদিন পর্য্যন্ত ভগবদ্ভক্তির অনুশীলনের উপাদেয়তা উপ-লব্ধির বিষয় হ'বে না। এই জন্যই বলা হ'য়েছে—

"নিতাইর করুণা হ'বে, ব্রজে রাধাকৃষ্ণ পা'বে,
নিতাই-পদ সদা কর আশ॥"

ভোগ বা ত্যাগ এই দুইটীতে কৃষ্ণ-বহির্মুখ জীবগণ মত্ত হইয়া পরিভ্রমণ করেন। এই দুইটীতেই আমাদের ইন্দ্রিয়তর্পণের কথা আছে। সুতরাং উহা কোনমতেই জীবমঙ্গলের পথ বলিয়া বিচারিত হ'বে না। অনেকে দাসত্ব কথাটী পছন্দ ক'রেন না। তাহারা বুঝিতে পারেন না যে বৈকুণ্ঠ-দাসত্বে কোন দুঃখ নাই। প্রাকৃত দাসত্বে যে সমস্ত অভাব অসুবিধার কথা আছে তাহা বৈকুণ্ঠ-দাসত্বে আরোপ করতে হ'বে না। বৈকুণ্ঠ-দাসত্ব চিন্ময় ব্যাপার, উহাতে চিদ্বিরোধী কোন নিরানন্দের কথা নাই।

"জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস
কৃষ্ণের তটস্থাশক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ॥"

(ক্রমশঃ)

নবদ্বীপ পরিক্রমা-পঞ্জী

(১) অন্তর্দ্বীপ (শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীগৌর-জন্মভিটা, শ্রীবাস ও শ্রীধরের অঙ্গন, চাঁদকাজীর সমাধি ও শ্রীঅদ্বৈতভবন)—২৭শে ফাল্গুন, ১১ই মার্চ্চ সোমবার।

(২) সীমন্তদ্বীপ (সীমুলিয়া, সরডাঙ্গা, বেলপুকুর, মেধার চর, বেলপুকুর) ২৮শে ফাল্গুন, ১২ই মার্চ্চ, মঙ্গলবার।

(৩) গোদ্রুমদ্বীপ (স্বানন্দসুখদকুঞ্জ, মহেশগঞ্জ, সুবর্ণবিহার, হরিহরক্ষেত্র, দেপাড়া)—২৯শে ফাল্গুন, ১৩ই মার্চ্চ, বুধবার।

(৪) মধ্যদ্বীপ (মাজিদা, হাটডাঙ্গা, আনন্দবাস, ব্রাহ্মণপুর)—৩০শে ফাল্গুন, ১৪ই মার্চ্চ, বৃহস্পতিবার।

(৫) কোলদ্বীপ (সহর নবদ্বীপ, গঙ্গানগর, কোল ও চর, প্রৌঢ়ামায়া, কোলআমাদ, কোলের গঞ্জ, কোলের দহ)—১লা চৈত্র, ১৫ই মার্চ্চ, শুক্রবার।

(৬) ঋতুদ্বীপ (রাতুপুর, চাঁপাহাটি বা চাঁপাহাটিতে শ্রীগৌরগদাধরের শ্রীমন্দির) – ২রা চৈত্র, ১৬ই মার্চ্চ, শনিবার গোবিন্দ দ্বাদশী ও পাপমোচনী মহাদ্বাদশীর উপবাস।

(৭) জহ্নুদ্বীপ (বিদ্যানগর, জাননগর)—৩রা চৈত্র ১৭ই মার্চ্চ, রবিবার।

(৮) মোদদ্রুমদ্বীপ (মামগাছি, অর্কটীলা মহাৎপুর)—৪ঠা চৈত্র, ১৮ই মার্চ্চ সোমবার।

(৯) রুদ্রদ্বীপ (রুদ্রপাড়া, শঙ্করপুর ইশোদ্যান, গঙ্গার ঘাট) ৫ই চৈত্র, ১৯শে মার্চ্চ মঙ্গলবার।

৬ই চৈত্র ২০শে মার্চ্চ বুধবার হইতে দিবসত্রয় শ্রীধাম মায়াপুর-যোগপীঠে শ্রীশ্রীগৌর জন্মোৎসব হইবে

স্বপনেও না কর ভাই স্ত্রী-সম্ভাষণ। গৃহে স্ত্রী ছাড়িয়া ভাই আসিয়াছ বন॥

শুদ্ধভক্তি মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ

(আকর মঠরাজ)

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমদ্ভাগবতপীঠ ৪৪২৬ গৌরাব্দে ... উত্তর পূর্বে শ্রীচৈতন্যদেবের ... শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে প্রতিষ্ঠিত বিরাজমান। এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, পরাবিদ্যা পীঠ বা সাত্বতবিদ্যালয়। এই মঠ হইতে ... শাস্ত্র ও ... প্রচারিত হয়। ... শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা ... আচার্য-চতুষ্টয় ... এই মঠ হইতে পারমার্থিক দৈনিকপত্র 'নদীয়া-প্রকাশ', সাপ্তাহিক ... প্রকাশিত হয়। শ্রীনবদ্বীপ-পরিক্রমা ও ... মহোৎসব প্রতি বৎসর হয়। রক্ষক—শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালী প্রসাদ চক্রবর্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রচারিত শুদ্ধভক্তি ... প্রচারোদ্দেশ্যে গৌড়দেশের মধ্যপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ... শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদ-... নিত্য সেবিত হন। 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সংকীর্তন, ... শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ... ও ... আলোচনা হয়। এই মঠ হইতে ... প্রচার, ... ও ... অনুষ্ঠান হয়। মঠরক্ষক ... আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-স্থান মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-সহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী সেবাকোবিদ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্তন-বিলাস বা শ্রীগৌর-লীলার ... এখানে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও ... সেবা বর্তমান, রক্ষক—শ্রী...

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্তমান। রক্ষক—গোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

(৭) কাজীর সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীবামনপুখুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপা-প্রাপ্ত চাঁদ-কাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তালোক।

(৮) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও রাধামাধবের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীবনবিহারী দাস অধিকারী।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীমদন-মনোহর ব্রহ্মচারী।

১০) মোদদ্রুম ছত্র "গৌড়ের নৈমিষ"

মাউগাছি, পোঃ জাহান্নগর, (নদীয়া)।

শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুরের শ্রীপাট। শ্রীগৌরনিত্যানন্দের সেবা বর্তমান। রক্ষক—প্রভুবিহারী ব্রজবাসী, ...।

(১১) ঋতুদ্বীপ কুলিয়া ... (or) শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্তী,

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীবিশ্বম্ভরানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১২) কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া। রক্ষক—শ্রীঅদ্বৈতানন্দ অধিকারী

(১৩) ভাগবত আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

এই স্থান হইতে ভাগবত-সন্ধান ... বাণী প্রচারিত হয়। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তালোক, কাব্যপাল।

(১৪) একায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ কামখালি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য গোস্বামী ভক্তিশ্রীমান।

(১৫) সত্যেন্দ পণ্ডিতের পাট

বেলপুকুর, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীঅদ্বৈতবিনোদ ব্রজবাসী।

(১৬) মাধ্বগৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, পোঃ ঢাকা

পূর্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বা-গিরিধারীর সেবা বর্তমান। রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ।

(১৭) গোপালজীউ মঠ—কমলাপুর, ঢাকা

গোপালজীউর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান। রক্ষক—শ্রীমদনগোপাল ব্রজবাসী,

(১৮) গদাই গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)।

এখানে শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(১৯) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

ময়মনসিংহ, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ভারতী এম-এ, বি-এল।

(২০) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ ... (ঢাকা)

এখানে ... শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(২১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ ... (বর্দ্ধমান)।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারীর নিত্য-সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রী... বনমালীকারী,

(২২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ভুবনেশ্বর, পোঃ ভুবনেশ্বর, (পুরী)

এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীজয়নাথ অধিকারী।

(২৩) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকনিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে গুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান্দাস ব্রজবাসী ভক্তিরত্ন।

(২৪) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী।

(২৫) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশবনি, পোঃ চাঁদবালী, (কটক)

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণ-জীউর নিত্যসেবা বর্তমান। রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর

(২৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর পুরী,

শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ গান্ধর্বা-গিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন।

(২৭) পুরুষোত্তম মঠ

... পোঃ পুরী ... ।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদবিহারীর নিত্য-সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রী... অধিকারী

(২৮) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী দাসাধিকারী।

(২৯) রায়রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, মহকুমা গোদাবরী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্তমান। মঠরক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ দাসাধিকারী ভক্তলোচন।

(৩০) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪২নং ... পুরা, বেনারস সিটি

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীসদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বা-গিরিধারীর সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন গোস্বামী

(৩২) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও গৌর-বিনোদ-বিদ্যাসভার সেবা বর্তমান।

রক্ষক—শ্রীসচ্চিদানন্দ দাসাধিকারী

(৩৩) কৃষ্ণচৈতন্য মঠ

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

এখানে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিত্য-সেবা হয়। রক্ষক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠ

বিশ্রামঘাট মথুরা

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ।

(৩৫) ব্রজস্বানন্দ সুখদকুঞ্জ—শ্রীরাধাকুণ্ড

রক্ষক—শ্রীরাধারমণচরণদাস ব্রহ্মচারী

(৩৬) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৩৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ

শেষশায়ী, পোঃ হোডল, জেলা গুড়গাঁও (পাঞ্জাব) রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৩৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৬৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্বিকাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্বস্ব গোস্বামী

(৩৯) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল।

এখানে গৌরবিনোদবিহারীর সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীবনগোপাল অধিকারী।

(৪০) সারস্বত গৌড়ীয় মঠ

... নারায়ণপুর, ... ।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্বস্ব গিরি

(৪১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ রায়পেট্টা মাদ্রাজ।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্বা-গিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীপাদ ... ভক্তিবিলাস।

৪২) বোম্বে-গৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়

গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক, ... বাংলো নং ১, বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রী... দেবশর্মা মজুমদার।

(৪৩) অমরাসি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমরাসি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রী... দাস অধিকারী

(৪৪) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী

(৪৫) পাটনা গৌড়ীয় মঠ

১০০ মিঠাপুরা, পাটনা।

রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী ... ভূষণ

(৪৬) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠ বালেশ্বর

রক্ষক—শ্রীবনোয়ারীলাল ব্রহ্মচারী

(৪৭) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয়

৭ ... রোড, ... পার্ক, এস-ডব্লিউ ৭, লণ্ডন

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ।

(৪৮) বার্লিন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

Berlin W. 30

Eisenacher strasse 29

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

। শ্রীমদ্ভাগবতম্—সমগ্র ৪০৲
প্রথম স্কন্ধ হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৵০
। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
। ভাষ্য-সহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
(৪র্থ সংস্করণ) ৬৲
। সজ্জনতোষণী ৪৲
। বৈষ্ণব ২৲
। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
। শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ॥০
। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
। চৈতন্যোপনিষদ্ ।০
। বাদল-আলবর ।০
। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵০
। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৷৵০
। ভজন-রহস্য ॥০
। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও
শ্রীনবদ্বীপশতকম্ ও (বাঁধা) ১৲
। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ৎ৲
। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ)
। গীতার কেবল মাত্র-ভাষা ॥০
। বৃত্তিপরিচিকা তপসৌৰভঃ সাহুবাদ
(বাঁধা) ৎ৲
। বেদান্তসূত্রার সাহুবাদ
(রামানুজীয়)
। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ)
ঐ (বাঁধা) ৸০
। দীন-মিলন ৵০
। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৵০
। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৵
। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵
গীতমালা ৴১০
নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
। ঐ প্রমাণ-খণ্ড
। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ
। শরণাগতি
। গীতাবলী
। চিত্রে নবদ্বীপ ১॥০
। সাধকপণ ৴০
। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৪১। নবদ্বীপশতক ০
৪২। কল্যাণকল্প ৴০
৪৩। মহাচার্য্যগণঃ ৴
৪৪। ভজনরহস্য (২য় সংস্করণ) ৴১০
৪৬। আচারক ৎ১০
৪৭। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি
(প্রথম সম্ভার) ৩৲
৪৮। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৪৯। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫০। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫১। পুরুষার্থ-নির্ণয় ।০
৫২। শুদ্ধভক্তাবলী বা মায়াবাদখণ্ডন ।০
৫৩। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৴০
৫৪। ঈশোপনিষদ্ (বলদেব ও ব্রহ্মভাষ্য
এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫৫। শ্রীকৃষ্ণমেবক ৶০
৫৬। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৫৭। সাধনাবলী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৮। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিজয়ঃ ।০
৫৯। সচ্চিৎ-শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৬০। স্তবমালম্ ।০
৬১। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৷৵০
৬২। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ৴০
৬৩। সারার্থদর্শনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৪। রায় রামানন্দ ॥০
৬৫। এ কিউ ওয়ার্ডস অন্ বেদান্ত ॥০
৬৬। বাবু ধরন ।০
৬৭। বেদান্ত—ইটস্ মর্ফলজি এ্যাণ্ড অণ্টলজি ॥০
৬৮। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস্ ৶০
৬৯। লাইফ এ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস অব্
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।০
৭০। বৈষ্ণবীজম ।০
৭১। বোম্বাই গৌড়ীয়মঠ উদ্বোধন
৭২। দি ভাগবত ।০
৭৩। তত্ত্বোটিক প্রিন্সিপ্ল এ্যাণ্ড
অ্যাপ্লায়েড মিস্টিসিজম ।০
৭৪। ব্রহ্ম-সংহিতা ২॥০
৭৫। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম ভাগ) ২৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৭৬ শ্রীজগন্নাথচরিতামৃত ।০
৭৭। সাধন-পথ ৫০
৭৮। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৭৯। গীতাবলী
৮০। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮১। শরণাগতি ৴০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-পল্লীচন্ত শীর্ণ দীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কার্টিও অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অথবার সাধক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ আনা, বড় বোতল ১৷৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউণ্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং
কারখানা—২নং রামমিশ্র লেন, বাগবাজার
কলিকাতা

আমাশয় ও পেটের পীড়ায়

শ্রীশ্যামানন্দ দাশ কবিরাজেন্দ্র আবিষ্কৃত

—গ্রহণী বজ্র—

ব্যবহার করুন

আমাশয়, রক্তামাশয় অতিসার, গ্রহণী, অজীর্ণ, পেটফাঁপা, অম্লরোগ, সূতিকা ও শিশুর উদরাময় প্রভৃতি সকল প্রকার নূতন ও পুরাতন পেটের পীড়ায় গ্রহণী বজ্র প্রত্যক্ষ ফল প্রদ মহৌষধ।

যাহারা পেটের পীড়ায় নানারূপ চিকিৎসায় আফিং ও কেমোফসন্ ব্যবহার করিয়া ফল লাভ করিতে পারেন নাই তাহারা গ্রহণী বজ্র ব্যবহার করুন, ফলে রোগ মুক্ত হইবেন। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। মূল্য প্রতি শিশি ৷০ আনা, ৩ শিশি ১৷০ টাকা ডাক মাশুল ।৵০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীকৃষ্ণ ঔষধালয়, ময়মনসিংহ।
ঢাকার এজেণ্ট মেসার্স মহেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং
পাটুয়াটুলি, ঢাকা

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তশাস্ত্রী-সম্পাদিত ও
শ্রী কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এম, এম, এম, কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

স্ুবর্ণ সুযোগ !　　　　　　　　　　　　　　স্ুবর্ণ সুযোগ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদরচিত গৌড়ীয়ভাষ্য সহিত

বিরাট্ গ্রন্থ

শ্রীশ্রীচৈতন্য ভাগবত

গ্রন্থের আয়তন :—ক্রাউন কোয়ার্টো মূল ১০৯৬ পৃষ্ঠা, সূচীপত্র ২৪৪ পৃষ্ঠ, মোট১৩৪০

ভিক্ষা (বাঁধাই) মাত্র ৭৲ সাত টাকা

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা

নদীয়া সার্টিফিকেট আদালতের নীলাম ইস্তাহার

১ কেস্ নং এবং কোর্টের নাম	২ নীলাম উত্তাবার (A) (B) বা (C) ধারায় প্রকাশিত	৩ ডিক্রিদার	দেনদার	যে দাবীর জন্য বিক্রয়ের আদেশ হইয়াছে	বিক্রয়ের স্থান তারিখ ও সময়	কি রকম জোত	থানা, মৌজার নাম ও গ্রাম	খতিয়ান নং প্লট (জানা থাকিলে) অথবা অন্য প্রয়োজনীয় বিবরণ	১০ জমির পরিমাণ (জানা থাকিলে)	১১ জমা (জানা থাকিলে)	১২ মন্তব্য
২০১ N. R, ৩৩।৩৪ এনীয়া সার্টিফিকেট আদালত		গৌরীশচন্দ্র রায় বাহাদুর	গরীব সেখ	৩১৮৵৯	২৫.৩।৩৫	রায়তি স্থিতিবান	থানা শান্তিপুর মৌজে [illegible]	১১২১ খতিয়ান	১-২৮	৮৸০	গৌরীশচন্দ্র রায় বাহাদুর
৭০ N, R, ৩২।৩৩			১। হরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ২। [illegible] রায়	১২৮।/৯	১০।৪।৩৫	মধ্যস্বত্ব চিরস্থায়ী মোকররী	১। থানা [illegible] মৌজে [illegible] ২। থানা ঐ মৌজে [illegible]	১। ১০৭১ নং ২। ৫২৬ খতিয়ান	১। ১০-৩৬ ২। ১-৬০	১। ১২।০ ২। ১৭৸/৪	
২৫৮ N, R, ৩৪।৩৫		ঐ	[illegible]বালা দেবী	৩১৮৵০	১০।৪।৩৫	ব্রহ্মত্র	থানা ও মৌজে কৃষ্ণনগর	৫১৪৩।২ খতিয়ান	-৩৭শঃ	৸৶০	ঐ
১৬৬ N. R, ৩৪।৩৫		ঐ	রণজিৎ পাল চৌধুরী দিং	৫৸০	১০.৪।৩৫	নিষ্কর	থানা শান্তিপুর মৌজে আমপাড়া	৭২ খতিয়ান	-৯৯শঃ	নিষ্কর	
২৩৪ R, P. ৩৪।৩৫		আর পালচৌধুরী	কামিনী [illegible]	২১৫৲	১১।৪।৩৫	রায়তি স্থিতিবান	থানা নবদ্বীপ মৌজা [illegible]	৩২ খ [illegible]	২৭ ডেসঃ	৯০৷৶০	আর পালচৌ
১০১২ N. R, ৩৩।৩৪		গৌরীশচন্দ্র রায় বাহাদুর	ললিতমোহন মুখোপাধ্যায় দিং	১২৸৶০	১৪।৪।৩৫	ব্রহ্মত্র	থানা শান্তিপুর [illegible]	৩০৬ নং	২ শতঃ	নিষ্কর	গৌরীশচন্দ্র রায় বাঃ
১০৫ N, R, ৩৪।৩৫			অবিনাশ চৌধুরী	৬০৸৶০	১৬।৪।৩৫	মধ্যস্বত্ব চিরস্থায়ী	থানা চুয়াডাঙ্গা	১২০ খতিয়ান	২০৭ এঃ	৸৶৮ নিজ অংশ	ঐ

শ্রীমদ্ভাগবতম্

একাদশ-স্কন্ধঃ

প্রত্যেক অধ্যায়ের কথাসার, মূল-শ্লোক, অন্বয়, প্রাঞ্জল বঙ্গানুবাদ, শ্রীমদ্ মধ্বাচার্য্যের টীকা, শ্রীপাদ বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী ঠাকুরের সারার্থদর্শিনী টীকা, প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের বিবৃতি ও তথ্য, অধ্যায়-বর্ণ ও অধ্যায়সূচীসহ ছাপা শেষ হইয়াছে। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা [illegible] টাকার স্থলে বর্ত্তমানে মাত্র [illegible] নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অধিক দিন এই সুবিধা থাকিবে না।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'চৈতন্য' নবদ্বীপ

দৈ নি ক

REG. C 1544

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

ভারতের পারমার্থিক-সত্য-প্রচার-পরায়ণ দৈনিক পত্রের মধ্যে একমাত্র মুখপত্র

১০ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২৭শে ফাল্গুন, সোমবার ১৩৪১, ১১ই মার্চ্চ ১৯৩৫ [৯ম সংখ্যা

ছান্দোগ্যোপনিষদ্
বড় অক্ষরে মূল ও
অনুবাদসহ প্রকাশিত
হইয়াছে। কাগজ ও
ছাপা অতি উত্তম।
ভিক্ষা ৷৹ মাত্র
শ্রীচৈতন্যমঠ,
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

"গৌড়ীয়"
৭ম বর্ষ হইতে
১১শ বর্ষ পর্য্যন্ত
প্রতি বর্ষ কাপড়ে
বাঁধাই
ভিক্ষা ৩৷৹ মাত্র।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ
বাগবাজার কলিকাতা

বিবিধ সংবাদ

রাণাঘাটে ডাকাতির হিড়িক

গত শুক্রবার রাত্রিতে নিকটবর্ত্তী দুইটী বাড়ীতে ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। একটি ডাকাতি হয় চাকদহ থানার অধীন ঝুলিয়া গ্রামের মহেন্দ্র নাথ ঘোষের বাড়ীতে এবং আর একটী ডাকাতি হয়—অধর ঘোষের বাড়ীতে।

ডাকাতগণ সংখ্যায় ৬জন ছিল। খালপাড়ধারী ও দীর্ঘকায় পাঞ্জাবীর পোষাকে ভূষিত ৫জন ডাকাত প্রথমে মহেন্দ্রনাথ ঘোষের বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া বাড়ীর লোকজনদিগকে প্রহার করিতে থাকে। একটি বৃদ্ধা মহিলাকেও দুর্বৃত্তগণ প্রহার করিতে দ্বিধা বোধ করে নাই। ছোরা দেখাইয়া পরিজনগণকে উহারা চীৎকার করিতে প্রতিনিবৃত্ত করে। আর একজন ডাকাত বাড়ীর কটকে পাহারায় নিযুক্ত থাকে। দুর্বৃত্তগণ নগদ ও অলঙ্কারে প্রায় ৫০০ টাকা লুণ্ঠন করিয়া লইয়া চম্পট দেয়। অতঃপর ডাকাতদল নিকটবর্ত্তী অধর ঘোষের বাড়ী চড়াও করে। এই বাড়ী হইতে উহারা প্রায় ১ হাজার টাকা লুণ্ঠন করিয়া চম্পট দেয়।

চাকদহ থানার অধীন মদনপুরের নিকট কাঁচরাপাড়া গ্রামেও আরও একটী ডাকাতি হইয়াছে বলিয়া পুলিশ সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। গত রবিবার রাত্রিতে উক্ত গ্রামের রাখালচন্দ্র ঘোষের বাড়ীতে এই ডাকাতি হয়। ডাকাতির দিন গৃহস্বামী বাড়ীতে ছিলেন না। তিনি ঐ দিবস তাঁহার মদনপুরের বাড়ীতে ছিলেন। পাঞ্জাবী পোষাক পরিহিত প্রায় ১০।১২ জন ডাকাত রাত্রি ১১টার সময় উক্ত রাখাল চন্দ্র ঘোষের বাড়ীতে হানা দেয়। উহারা বাড়ীর স্ত্রীলোকগণকে প্রহার করিয়া নগদ ও অলঙ্কারে প্রায় ৫শত টাকা লইয়া চম্পট দেয়। স্ত্রীলোকগণের চীৎকারে ২জন পুলিশ কর্ম্মচারীর ও ৩জন কনষ্টেবলের মনোযোগ আকৃষ্ট হয়। এই তদন্ত উপলক্ষে সেই দিবস উহারা ঐ গ্রামে উপস্থিত ছিল। উহারা ডাকাতদের অনুসরণ করে।

পল্লীগ্রামে শোচনীয় অগ্নিকাণ্ড

ঢাকা হইতে প্রকাশ, হারকান্দি গ্রামে এক বাড়ীতে আগুন লাগিয়া একজন বৃদ্ধা জীবন্ত দগ্ধ হইয়াছে। প্রকাশ যে, উক্ত গ্রামের কাজী আমাদিকের বাড়ীতে গত বৃহস্পতিবার আগুন লাগিলে তৎক্ষণাৎ সকলে ছুটিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়ে। একটী ঘরের ভিতর একটী ৭০ বৎসরের বৃদ্ধা ঘুমাইতেছিল। গণ্ডগোলের ভিতর কেহই তাহার খোঁজ করে নাই, পরে আগুন নিভিলে বৃদ্ধার অর্দ্ধদগ্ধ শব ভস্মস্তূপের ভিতর হইতে বাহির করা হয়।

এই গ্রামেই কয়েকদিন পূর্ব্বে অন্য আর একটি বাড়ীর সূতিকা-গৃহে আগুন লাগিয়া একটী শিশু এইরূপ শোচনীয়ভাবে জীবন্ত দগ্ধ হইয়াছে। নবজাত শিশুর মাতা শিশুটিকে ঘরের ভিতর রাখিয়া কোন কার্য্য বশতঃ বাহিরে গেলে, দুর্ভাগ্যবশতঃ আগুন হইতে ঘরের চালে আগুন লাগিয়া যায় এবং বাহির হইতে কোনরূপ সাহায্য প্রদান করিবার পূর্ব্বেই আগুন এইরূপ ভীষণ আকার ধারণ করে যে, প্রজ্বলিত গৃহ হইতে শিশুটিকে কোনক্রমেই রক্ষা করা সম্ভবপর হয় নাই।

অধ্যাপক প্রতারিত

সম্প্রতি চিত্তরঞ্জন দে নামক একজন যুবক বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যাপক কে সি মিত্রের নিকট যাইয়া বলে যে, সে ঐ কলেজের ছাত্র, সে অত্যন্ত অসহায় এবং নিঃস্ব—এই কথা বলিয়া সে অধ্যাপকের নিকট একটী টাকা চাহে। অধ্যাপক দয়া পরবশ হইয়া তাহাকে একটী টাকা দেন।

ঐ দিনই ঐ যুবক বিদ্যাসাগর কলেজে যাইয়া বলে যে, সে অধ্যাপক কে সি মিত্রের নিকট হইতে আসিয়াছে। তাঁহার দুইখানা বই খুব দরকার, এই কথা বলিয়া সে লাইব্রেরী হইতে দুইখানা মূল্যবান বই লইয়া যায়। অধ্যাপক কলেজে আসিয়া বুঝিতে পারেন যে, তিনি প্রতারিত হইয়াছেন। যুবকের এখনও কোন খোঁজ মিলে নাই।

গ্রেপ্তার

দিলীপকুমার বাঁড়ুয্যে নামক এক বাঙ্গালী যুবককে ছুরিকা বহনের মামলা সম্পর্কে গ্রেপ্তার করা হয় এবং পরে তাহাকে মুক্তি দেওয়া হয়। অতঃপর পুনরায় তাহাকে বেঙ্গল অর্ডিন্যান্স অনুযায়ী সম্পর্কে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। আসামীকে হুগলীর জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে হাজির করা হইয়াছিল। শুনানী ২১শে মার্চ পর্য্যন্ত স্থগিত রাখা হইয়াছে। দিলীপকুমারকে আড়াই হাজার টাকার জামীনে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে।

দুইজনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর

আলিপুরের দায়রা জজের বিচারে স্থানীয় প্রতিপত্তিশালী মুসলমান খান বাহাদুর মহম্মদ ইব্রাহিমের হত্যার মামলার আসামী দিদার এবং রাবদালের প্রতি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ হইয়াছে। তৃতীয় আসামী দিদা বে-কসুর খালাস পাইয়াছে।

পকেটমারের ১১ মাস কারাদণ্ড

কলেজষ্ট্রীট মার্কেটে জিনিসপত্র খরিদ করিবার সময় নিত্যানন্দ মাইতির পকেট হইতে টাকা চুরি করিবার অপরাধে অতিরিক্ত প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট গত শুক্রবার পুরাতন পাপী গণেশ বালিয়াকে ১১ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন।

৫০০৲ টাকা আত্মসাতের অভিযোগ

নৃপেন্দ্রনাথ মজুমদার নামক এক ব্যক্তির ৫০০ টাকা আত্মসাৎ করায় রামানাথ পাল ও অমৃত লাল পাল নামক দুই ব্যক্তি অতিরিক্ত প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট খান বাহাদুর আবদুল গফুরের এজলাসে অভিযুক্ত হয়। ম্যাজিষ্ট্রেট এই মামলার শুনানী শেষ করিয়াছেন।

মামলার বিবরণে প্রকাশ, পুস্তকালয় হইতে কয়েকখানি মূল্যবান পুস্তক ক্রয় করিবার জন্য ফরিয়াদী আসামীদিগের হাতে উক্ত ৫০০৲ প্রদান করে। আসামীরা টাকা লইয়া চলিয়া যায় এবং ফরিয়াদীর নিকট ফিরিয়া আসিয়া বলে যে, টাকা লইয়া যাইবার সময় পথিমধ্যে তাহারা গুণ্ডা কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়। গুণ্ডাগণ তাহাদিগকে প্রহার করে এবং টাকা ছিনাইয়া লইয়া উধাও হয়।

ফরিয়াদী স্থানীয় পুলিশে এই সংবাদ প্রদান করে। পুলিশ অনুসন্ধান করিয়া দেখে যে, আসামীদের উক্ত কথা মিথ্যা। পুলিশ তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করে এবং বিচারার্থ চালান দেয়।

ম্যাজিষ্ট্রেট প্রথম আসামীকে অপরাধী সাব্যস্ত করতঃ তাহাকে ৬মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন এবং ২য় আসামীকে মুক্তি দেন।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চতুর্দিক খোলা। শিক্ষকগণ আদর্শ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উজ্জ্বল ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের অতিরিক্ত সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

(ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

[illegible] কলেজের [illegible] ও প্রধান অধ্যাপক [illegible] শাস্ত্র আচার্য্য [illegible] ভক্তিশাস্ত্র [illegible] এম-এ, [illegible] গ্রন্থগবেষণা এবং গভীর লেখনীর অপূর্ব্ব [illegible] একাধারে [illegible] এবং [illegible] জীবনচরিত-পাঠে মুগ্ধ হইবে। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ [illegible] চিত্র-সম্বলিত। [illegible] শ্রীমদ্ভাগবত প্রচারিত, সিদ্ধান্তের [illegible] আলোচনা [illegible] অধ্যায়ে, প্রায় [illegible] পৃষ্ঠায় [illegible] শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের [illegible] মুখবন্ধ (Foreward) [illegible] ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে [illegible] পুচীপত্র-(Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—[illegible] গৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে [illegible] ও শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST— [illegible] শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক প্রতি [illegible] প্রকাশিত হয়। [illegible] টাকা ভিক্ষায় কলিকাতা বাগবাজার গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

২। গৌড়ীয়—[illegible] পণ্ডিত শ্রীপাদ [illegible] বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। বৈদিকাবেদ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১।০

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত [illegible] সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক [illegible] হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—[illegible] পণ্ডিত শ্রীপাদ [illegible] সেবাতীর্থ বি-এল, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া [illegible] হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১।০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল শ্লোক অক্ষরে এবং তাহার বর্ত্তমান যুগের শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। অতি সুন্দর ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৩৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোক সূচী, পদসূচী, গ্রন্থসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়সূচী, স্থানসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচীপত্র। সমগ্র শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অথচ বিরাট সংস্করণ জগতের কোথাও আর সর্ব্বাঙ্গ প্রকাশিত হয় নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

প্রথম ও দ্বিতীয় পরবর্ত্তি-সময়ে,

		সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা,	সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা
প্রত্যেক	প্রতি লাইন	।০	।৶০	।৶	[illegible]
	„ ইঞ্চি		১।	১।০	২৲
	„ সিকিকলম	৫৲	৪৲	৩৲	৩৲
„	„ অর্দ্ধকলম	৮৲	৭৲	৬৲	৫৲
„	„ ১ কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

মাসিক হার

[বিজ্ঞাপন অন্ততঃ ১ বৎসরের জন্য চুক্তি করা হয়]

সংবাদ পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ৬৲, সিকি কলম ১৫৲, অর্দ্ধ কলম ২৫৲, এক কলম ৪০৲ বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ৪।০, সিকি কলম ১২৲, অর্দ্ধ কলম ১৮৲, এক কলম ৩০৲ টাকা।

সাহায্যের হার

[illegible] বার্ষিক ৯৲ নয়টাকা, ষাণ্মাসিক ৫৲ পাঁচ টাকা, ত্রৈমাসিক ৩৲ তিন টাকা, মাসিক ১৲ এক টাকা মাত্র। প্রতি সংখ্যার মূল্য [illegible]

ম্যানেজার, দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, জেলা নদীয়া। টেলিগ্রাম—[illegible]

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাড়	৬—৪৬,	১০—৫১,	১৩—২২	১৭—৫৮,	২০—১৬
মহেশগঞ্জ	ছাড়	৭—২৪,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—৩১,	১৪—৯	১৮—১৩,	২০—৫৫

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

রবিবার অন্যদিন

নবদ্বীপ ঘাট	ছাড়	৫-৪৫	৯-২৫	১২-১০	১২-৩৩	১৫-৩৪	১৮-৩৫
মহেশগঞ্জ	ছাড়	৫-৫০	৯-৩০	১২-১১	১২-৪২	১৫-৪০	১৮-৫০
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-৪১	১৩-১৫	[illegible]	১৯-৪০

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

—পারমার্থিক পত্র—

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরা[illegible]
[illegible]
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১০ম বর্ষ } ২১ গোবিন্দ গৌরাব্দ ৪৪৮, ২৭শে ফাল্গুন বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ১১ই মার্চ্চ ইং ১৯৩৫ সোমবার } ৯ম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

গোদ্রুমে শ্রীল প্রভুপাদ

শ্রীল প্রভুপাদ গত ২৫শে ফাল্গুন শুক্রবার কতিপয় সেবকসহ গোদ্রুম শ্রীস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জে শুভবিজয় করিয়াছিলেন। তথায় কয়েকঘণ্টা অবস্থান পূর্ব্বক যাত্রিগণের সুব্যবস্থার জন্য শ্রীকুঞ্জের সেবকগণকে উপদেশ প্রদান করিয়া শ্রীচৈতন্যমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।

অন্তর্দ্বীপ-পরিক্রমা

আজ পূর্ব্বাহ্নে বিভিন্ন প্রদেশ হইতে সমাগত যাত্রিগণ শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার প্রচারকগণের আনুগত্যে অন্তর্দ্বীপ শ্রীধাম মায়াপুর পরিক্রমা করিবেন। শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীঅদ্বৈতভবন, শ্রীবাস-অঙ্গন, শ্রীযোগপীঠ (গৌরজন্মভিটা), মহাপ্রভুর ঘাট, বারকোণা ঘাট, নাগরিয়া ঘাট, মাধাইর ঘাট প্রভৃতি দর্শন করিয়া প্রাচীন গঙ্গার তীরে তীরে যে পথ আছে সেই পথ দিয়া যাত্রিগণ কাজির সমাধিপাট ও শ্রীধর-অঙ্গনে যাইবেন। তৎপর প্রত্যাবর্ত্তনমুখে মুরারি-গুপ্তের আলয় ও পুষ্করিণী দর্শন করিবেন। শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে পরিক্রমা আরম্ভ হইবে এবং সংকীর্ত্তন ও স্থানে স্থানে পাঠ বক্তৃতাদি হইবে।

নেমি ও গিরি মহারাজ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ ব্রহ্মচারিবৃন্দ সহ যথাক্রমে গত শুক্রবার ও শনিবার কলিকাতা হইতে শ্রীধাম মায়াপুরে আগমন করিয়াছেন। পাঠকগণ অবগত আছেন তাঁহারা আসাম ও ব্রহ্ম দেশে প্রচার করিয়া গত ৫ই ফেব্রুয়ারী কলিকাতা গৌড়ীয়মঠে পৌঁছিয়াছিলেন।

শ্রীঅদ্বৈতদাস বাবাজী

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের কৃপায় শ্রীঅদ্বৈতানন্দ দাস অধিকারী মহোদয় গত ২৩শে ফাল্গুন, ৮ই মার্চ্চ শুক্রবার বাবাজী-'বেষ' প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার বর্ত্তমান নাম হইয়াছে শ্রীঅদ্বৈতদাস বাবাজী। অদ্বৈতবাদের বৈকুণ্ঠে স্থান পায় না যাহাতে সেই অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দনই 'অদ্বৈত'-শব্দে উদ্দিষ্ট। মহাবিষ্ণুর অবতার ও বিশ্ব [illegible] বলিয়া যিনি হরি হইতে অভিন্ন, সেই শান্তিপুরনাথ সীতাপতি 'অদ্বৈত' প্রভু। শ্রীকৃষ্ণ সেবা প্রচারই শ্রীল অদ্বৈত প্রভুর কার্য্য। সর্ব্বক্ষণ শ্রীকৃষ্ণ সেবায় নিযুক্ত থাকাই অদ্বৈতদাসের একমাত্র কৃত্য।

এলাহাবাদে গড় জয়পুরের রাজা

এলাহাবাদ ৫।৩।৩৫

মানভূম জেলার অন্তর্গত গড় জয়পুর ষ্টেটের মাননীয় রাজা বাহাদুর শ্রীরঘুনন্দন সিংহ দেও মহোদয় গত ২৭শে ফেব্রুয়ারী প্রয়াগে উপস্থিত হইয়াছেন; তিনি বর্ত্তমানে ক্যানিং রোডের উপর ছিলোর রাজবাড়ীতে অবস্থান করিতেছেন।

তিনি প্রত্যহ শ্রীরূপগৌড়ীয়মঠে যাইয়া আরাত্রিক দর্শন ও পাঠ কীর্ত্তন শ্রবণ করিতেছেন। তিনি শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার্য্য বিষয় শ্রবণ করিয়া অতিশয় আনন্দিত হইয়াছেন। তাঁহার আগ্রহে গত ১লা মার্চ্চ শুক্রবার শ্রীহরিবাসরতিথিতে রাজপ্রাসাদে উক্ত মঠের সেবকগণ পাঠ ও কীর্ত্তন করিয়াছেন। পাঠ শ্রবণ করিয়া রাজাসাহেব, রাণীসাহেবা ও তাঁহার পরিবারবর্গ অতিশয় প্রীত হইয়াছেন। রাজাসাহেব একজন মহৎ ব্যক্তি; শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবায় তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ও উৎসাহ দর্শনে মঠসেবকগণ পরমানন্দিত হইয়াছেন। তাঁহার ভক্তিমতী সহধর্ম্মিণীর এবং রাজমাতার ও ভগবৎসেবায় বেশ উৎসাহ আছে।

মেদিনীপুর জেলায় প্রচার

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিহৃদয় বোন মহারাজ মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত রোহিণী নামক স্থানে গত ১৬ই ফাল্গুন হইতে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করিতেছেন। স্বামীজী ১৬ই ফাল্গুন বৃহস্পতিবার সভায় শ্রীমদ্ভাগবত হইতে কপিল দেবহূতি সংবাদ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। তৎপর দিন ছায়াচিত্র-যোগে শ্রীশ্রীগুরুপরম্পরা এবং শ্রীমহাপ্রভুর লীলা সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। বহু ব্যক্তি সভায় উপস্থিত ছিলেন। তন্মধ্যে কতিপয় ব্যক্তির নাম উক্ত হইল—কবিরাজ শ্রীলক্ষ্মী নারায়ণ ষড়ঙ্গী, কবিরাজ শ্রীপরিতোষ ষড়ঙ্গী বি এল [illegible], কবিরাজ শ্রীবিপিনবিহারী ষড়ঙ্গী, শ্রীমহেন্দ্র দাস, কবিরাজ শ্রীকার্ত্তিক চন্দ্র দাস, ডাঃ নারায়ণ মজুমদার, শ্রীনগেন্দ্র নাথ মহাপাত্র, ডাক্তার শ্রী[illegible] ষড়ঙ্গী, কবিরাজ গিরিশচন্দ্র ষড়ঙ্গী, শ্রীযোগেন্দ্রনাথ ষড়ঙ্গী, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ষড়ঙ্গী, শ্রীহরিপদ দাস, শ্রীভুবনচন্দ্র ষড়ঙ্গী, শ্রী[illegible]চন্দ্র মাইতি, শ্রীরাধাবল্লভ সরকার, শ্রীগোবিন্দচন্দ্র সাউ, শ্রীবিপিনচন্দ্র দে, শ্রীনীলকণ্ঠ দাস ইত্যাদি।

গত ১৯শে ফাল্গুন স্বামীজী শ্রীযুত [illegible] নাথ চন্দ্র মহাশয়ের বাড়ীতে দশমস্কন্ধ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। বৈষ্ণবরাজ শম্ভুর মাহাত্ম্য, তাঁহার কৃষ্ণবিস্মরণের কারণ এবং অবশেষে শ্রীহরি দ্বারা সকল জীবেরই সম্মান জানান, বৈষ্ণবনিন্দার ফল, [illegible] ব্রাহ্মণের প্রতি [illegible] অভিসম্পাত, বৈষ্ণবীকার ফল প্রভৃতি বিষয় শ্রীমদ্ভাগবত হইতে ব্যাখ্যা করেন।

গত ২০শে ফাল্গুন স্বামীজী স্থানীয় কবিরাজ শ্রীযুত বিপিনচন্দ্র ষড়ঙ্গী মহাশয়ের ভবনে ছায়াচিত্রে কৃষ্ণলীলা ও শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার্য্য বিষয় সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। বহু সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত ভদ্রলোক সভায় উপস্থিত ছিলেন। সকলেই বিশেষ আকৃষ্ট হইয়াছেন।

উৎকল প্রচার-বার্ত্তা

গৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিগৌরব বৈখানস মহারাজ, আচার্য্য শ্রীপাদ পরমানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপূর্ণানন্দ দাসাধিকারী শ্রীবিশ্বরূপ ব্রহ্মচারী ও শ্রীযুত চিন্তামণি [illegible] গত ১২ই ফেব্রুয়ারী ভুবনেশ্বর ত্রিদণ্ডি গৌড়ীয় মঠ হইতে [illegible] নামক গ্রামে শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারোদ্দেশে গমন করিয়া সন্ধ্যায় সমস্ত গ্রামবাসিগণের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

গত ১৩ই ফেব্রুয়ারী শ্রীপাদ বৈখানস মহারাজকে অগ্রণী করিয়া প্রচারকগণ নগর-সংকীর্ত্তন করেন। ঐ রাত্রে বহু গ্রামবাসী [illegible] হইয়াছিলেন। কীর্ত্তনান্তে শ্রীপাদ বৈখানস মহারাজ মানব-জীবনের কর্ত্তব্য, [illegible] অনিত্যতা, সাধুসঙ্গের মাহাত্ম্য, সাধুসঙ্গের ফল ও শ্রীহরিনাম [illegible] বিষয় [illegible] বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেন। এইরূপ [illegible] দিন যাবৎ প্রচারকগণ প্রত্যেক বাড়ে বাড়ে [illegible] শ্রীহরিনাম প্রচার করিয়াছেন। প্রচারকগণ [illegible] শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারকার্য্য সমাপ্ত করিয়া শ্রীব্যাসপূজা উপলক্ষে পুরী পুরুষোত্তমে গমন করেন।

কৃষ্ণ আনন্দের পাল, [illegible] সর্ব্বকাল। আ[illegible] প্রকাশ।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২১ গোবিন্দ সর্ব্বসিদ্ধি পূর্ণিমা ৪৪৮

নবদ্বীপ-পরিক্রমা

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পাত্ররাজ প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের নির্দ্দেশক্রমে অদ্য হইতে শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা আরম্ভ হইতেছে। নয়টী দ্বীপ-সংযুক্ত বলিয়া এই ধাম 'নবদ্বীপ'-নামে খ্যাত। ভক্তিরত্নাকরগ্রন্থে দেখিতে পাই, এই নয়টী দ্বীপের মধ্যে গঙ্গার পূর্ব্ব-পারে অন্তর্দ্বীপ শ্রীধাম মায়াপুর, সীমন্তদ্বীপ, গোদ্রুমদ্বীপ ও মধ্যদ্বীপ—এই চারটী দ্বীপ; আর পশ্চিমপারে কোলদ্বীপ, ঋতুদ্বীপ, জহ্নুদ্বীপ, মোদদ্রুমদ্বীপ ও রুদ্রদ্বীপ—এই পাঁচটি দ্বীপ। শুদ্ধবৈষ্ণবগণের আনুগত্যে অদ্য হইতে ৯ দিনে ৯টি দ্বীপ পরিক্রমা করিবার সময় প্রত্যেক দ্বীপে সেই দ্বীপের মাহাত্ম্যাদি শ্রবণ করিবার এবং সপার্ষদ মহাপ্রভুর লীলাস্থানাদি দর্শনের সৌভাগ্য পাইব। পরিক্রমণকালে আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে—শ্রীধাম নবদ্বীপ কোনও প্রাকৃত স্থান নহে, লোকসকল দৃষ্টিতে শ্রীধামের দর্শন পাওয়া যায় না। মহাজনগণ বলেন—"অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত-গোচর।" শ্রীনবদ্বীপধাম অপ্রাকৃত বস্তু। প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তিসহ শ্রীধাম-সেবকগণের নিকট উপস্থিত হইলে তাঁহাদের মধ্য দিয়া শ্রীধামেশ্বরের কৃপা-রশ্মি নিষ্কপট বিনম্র সেবকগণের হৃদয়ে প্রকাশ হইবে। সেই আলোকে চিন্ময় শ্রীনবদ্বীপধাম ও তাঁহার অনন্ত সৌন্দর্য্যরাশি আমাদের নয়নের বিষয় হইবে। সেই আলোকেই দেখিতে পাইব, শ্রীগৌরহরি—নিত্য, তাঁহার ধাম—নিত্য, তাঁহার সেবকগণ—নিত্য এবং—

"অদ্যাপিহ সেই লীলা করে গৌর রায়।
কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়॥"

দেখিতে পাইব—শ্রীধাম মায়াপুর মহাযোগপীঠে অদ্যাপি শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহার বাৎসল্য-রসের সেবক শ্রীজগন্নাথ মিশ্র ও শচীদেবীর সেবা গ্রহণ করিতেছেন, অদ্যাপি শ্রীবাস-অঙ্গনে নিজ নিত্যপার্ষদগণসহ সুমধুর হরিসংকীর্ত্তন করিতেছেন, অদ্যাপি ভক্তবৃন্দসহ শ্রীধামের প্রত্যেক স্থানে প্রেমবন্যা প্রবাহিত করিতেছেন, অদ্যাপি শ্রীব্রজপত্তনে ভক্তগণসহ নিত্য কৃষ্ণলীলা প্রকাশ করিতেছেন। আরও দেখিতে পাইব

"দেবগণে বসুধা যথা সর্ব্বাংশ পরি'।
বাণপথে সেবা করে গৌর বিশ্বম্ভরি॥
জাহ্নবী-তটে এই যতেক সেবায়।
ক্ষৌর্ম্য সাধু বৃদ্ধ দিল উপবিষ্ট॥
অন্যথা ব্রাহ্মণগৃহ মায়াপুরে হয়।
তাহার চন্দ্র বিপিন বিলাস॥
পূর্ব্বে বর্ণিয়াছি এক মহৎ তীর্থের।
নিষ্ঠা'খ নাহি ইঁহা জানি উঠে যার॥"

দেখিতে পাইব—

"সীমন্ত দ্বীপের শোভা জাহ্নবী সদনে।
যথায় পার্ব্বতী দেবী গৌরপদধূলি।
সীমন্তে ধারণ করিয়া আকুল॥"

তৎপরে

দেখিব গোদ্রুমদ্বীপ অতি নিরমল।
ইন্দ্র সুরভির যথা ভজনের স্থল॥
গোদ্রুম-সমান ক্ষেত্র নাহি ত্রিভুবনে।
মার্কণ্ডেয় গৌরকৃপা পায় যেই বনে॥

* * *

গোদ্রুমে শ্রীনন্দীশ্বর ধাম সোপাবান।
যথা শ্রীগৌরাঙ্গ করে বিবিধ বিলাস॥

তৎপরে দেখিতে পাইব—

গোদ্রুম দক্ষিণে মধ্যদ্বীপ মনোহর।
নবরাত্রি লোকে যথা দেখিতে সুন্দর॥
যথায় মধ্যাহ্নে প্রভু লয়ে ভক্তগণ।
সপ্তঋষি কাছে আসি' দিল দরশন॥
যথা প্রভু গোমতীতীরে নৈমিষকাননে।
গৌর ভাগবত-কথা শুনে ঋষিগণে॥
শুনিতে সে গৌরকথা দেব পঞ্চানন।
হংস আরোহণ ক'রে শ্রীচতুরানন॥

এই দ্বীপের পর দর্শনের বিষয় হইবে—

গঙ্গা সেবী পারে কোলদ্বীপ মনোহর।
কোলরূপে প্রভু যথা ভক্তের গোচর॥
শ্রীবরাহ-ক্ষেত্র বলি' সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
দেবের দুর্লভ স্থান চিদানন্দময়॥
তুলিয়া পাতাল নামে ভাসিল জগতে।
শ্রীগৌরাঙ্গলীলা-স্থান প্রেম সমুদ্রেতে॥

ঋতুদ্বীপে দর্শনীয়—

যথা হইতে কিছু আগে করি দরশন।
শ্রীসমুদ্রগড় তীর্থ জগত পাবন।
যথা পূর্ব্বে নৃপবর শ্রীসমুদ্রসেনে।
দেখা দিল দীনবন্ধু পঞ্চক ক্ষেত্রে॥
যথায় সাগর আসি' গঙ্গার আশ্রয়ে।
নবদ্বীপলীলা দেখে প্রেমে মুগ্ধ হ'য়ে॥
শ্রীগঙ্গাসাগর তীর্থ নবদ্বীপপুরে।
নিত্যসেবা পায় যথা দেখে সুধাপুরে॥

* * *

কোলদ্বীপ উত্তরাংশে চম্পাহট্ট গ্রাম।
সদা শোভা করে যাহা নবদ্বীপ ধাম॥
মহাতীর্থ চম্পহট্ট গ্রাম মনোহর।
জয়দেব তথা ভজে গৌর গদাধর॥
তথা বাণীনাথপুরে শচীর নন্দন।
সপার্ষদে করিলেন নাম সংকীর্ত্তন॥
বাণীনাথ-পুরে হৈল মহামহোৎসব।
গৌরাঙ্গ দেখান নিজ প্রেমের বৈভব॥
চম্পকহট্ট গ্রামে আছে চম্পকের বন।
চম্পকলতা করে যথা কুসুম চয়ন॥
নবদ্বীপে শ্রীখদির বন সেই গ্রাম।
তাহে যথা রাধাকৃষ্ণ করেন বিশ্রাম॥
ঋতুদ্বীপ মধ্যম অতি মনোহর।
বসন্তাদি ঋতু যথা সেবে নিরন্তর॥

তৎপরে জহ্নুদ্বীপের দর্শনীয়—

চারিদিকে চতুর্ষষ্ঠি বিদ্যার আলয়।
সরস্বতীপীঠ বিদ্যানগর নিশ্চয়॥
হেথা সিদ্ধ ঋষিগণ এ পীঠ আশ্রয়ে।
সর্ব্ববিদ্যা প্রকাশিল জগৎ নিচয়ে॥
প্রভু মোর করিবেন বিদ্যার বিলাস।
ইহা জানি' বৃহস্পতি ছাড়ি' নিজ বাস॥
বাসুদেব-সার্ব্বভৌম রূপে এই স্থানে।
প্রচারিল সর্ব্ববিদ্যা নিখিল বিধানে॥

* * *

দেখিতে জহ্নুদ্বীপ বিদ্যানগর উত্তরে।
যথা জহ্নু তপোবন রাজে চমৎকারে॥
সমাধি করিল পান যথা মুনিবর।
জাহ্নবী স্বরূপে গঙ্গা হইল গোচর॥
যথা কৃষ্ণভক্ত ভীষ্ম সুজন আশ্রয়ে।
ভাগবত-ধর্ম-শিক্ষা হৈল বিধিক্রমে॥
যথা জহ্নু নিষ্কপটে করিয়া স্তবন।
অনায়াসে পায় কৃষ্ণচৈতন্যচরণ॥

তৎপর দেখিতে পাইব শ্রীমোদদ্রুমদ্বীপ—

মোদদ্রুম দ্বীপ শ্রীভাণ্ডীর বন এ জগতে।
যথা পশু-পক্ষিগণে সব সুখময়॥
মনোহর বৃক্ষভাগে বাস' নিজগণ।
গৌরহরি সীতারাম পায় অনুক্ষণ॥

অতঃপর দর্শনের বিষয় হইবে শ্রীরুদ্রদ্বীপ—

কৈলাস যাহার প্রভা নাই ত্রিভুবনে।
সেই রুদ্রদ্বীপ লোকে নবদ্বীপ বলে॥
যথা নীললোহিত রুদ্র একাদশ।
নৃত্য করে গৌরপ্রেমে হইয়া বিবশ॥
যথায় রুদ্রাদ্য দূর করিয়া আশ্রয়।
গৌরাঙ্গ-চরণ সদা চাহি' যোগধর্ম॥
আনন্দে শঙ্করের আদি যোগীগণ।
ছাড়িয়া অদ্বৈতবুদ্ধি সব পলায়ন॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপদে হয় রত।
সাযুজ্য-মুক্তিকে ছাড়ে লইয়া বিরত॥

(ক্রমশঃ)

শ্রৌতপথ

(১)

এ সব সত্যকথা জানিবামাত্রই আমাদের নিষ্ঠাযুক্ত হওয়া উচিত। আমাদের জীবনের বাকী যেটুকু সময় আছে উহাকে এক মুহূর্ত্তও বিষয়কার্য্যে নিযুক্ত না করিয়া হরিভজনে নিযুক্ত করা একান্ত আবশ্যক। আমরা বলিতে পারি, আমাদের অনেক কর্ত্তব্য-কার্য্য বাকী আছে, কিন্তু 'বিনাশঃ বদু সমস্তঃ স্যাৎ।' অন্যান্য কর্ত্তব্যগুলি সব অনেকেই করা যাইবে কিন্তু জীবের একমাত্র কর্ত্তব্য হরিভজন এই মনুষ্যজন্ম ছাড়া আর অন্য সময়ে সম্পন্ন হইবে না। সুতরাং অন্যান্য যাবতীয় কার্য্য পরজন্মের জন্য রাখিয়া আর কালবিলম্ব না করিয়া এই মুহূর্ত্তেই সদ্গুরুচরণাশ্রয় করা উচিত। শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম আশ্রয় না করিলে—শ্রৌতপথ স্বীকার পূর্ব্বক শ্রবণপন্থা না হইলে মঙ্গল হইবে না। যদি সদ্গুরু শ্রীগুরুদেবের প্রভুর কথা সত্য করিতে পারি তবেই আমাদের মঙ্গল হইবে। এতদ্ব্যতীত মঙ্গলের আর দ্বিতীয় রাস্তা নাই।

সেজন্যই আমাদের অবস্থা বড়ই শোচনীয়। সংসারের প্রবলস্রোত আমাদের হৃদয়ে সতত অবাধগতিতে প্রবাহিত। তাই আমাদের এতাদৃশী দুর্গতি—ভোগপ্রবণতায় আসক্তি। সাধুসঙ্গ না করার জন্যই আমাদের এরূপ দুর্বুদ্ধি আসিয়াছে যে, চার্ব্বাকাদি নাস্তিক বা বিদ্বেষী স্বজন-বান্ধবগণের আদর্শ বা উপদেশ গ্রহণ করিতে আমরা অভিলাষী কিন্তু আমাদের প্রকৃত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী যিনি, সেই নিতান্ত শ্রীনামগণের বা শ্রীগুরুদেবের অনুসরণ করিবার লালসা আমাদের হৃদয়ে নাই। এখানেই আমাদের দুর্দ্দৈব!

আমাদের নিঃশ্বাসের বিশ্বাস নাই। সুতরাং এই ক্ষণেই মঙ্গল গ্রহণ করা বা মঙ্গলের পথ বরণ করা একান্ত কর্ত্তব্য। পর ক্ষণের জন্য বসিয়া থাকা বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য নয়। যদি আমি সত্য সত্যই প্রকৃত মঙ্গল চাই, নিজের স্বরূপ জানিতে চাই, স্বস্বরূপাভিমানে প্রতিষ্ঠিত হইয়া কৃষ্ণসেবার উপকরণস্বরূপ বা কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণের ইন্ধনস্বরূপ হইতে চাই, তাহা হইলে আমার মঙ্গলের প্রতিকূলে—আমার প্রভুর বিরুদ্ধে জগতের কাহারও কোন কথা শুনিব না—এইরূপ দৃঢ়ব্রত ও একাগ্রচিত্ত হওয়া বিশেষ আবশ্যক। যদিও এই বিশ্বাস-ঘাতক জগৎ আমাদের সর্ব্বনাশ সাধন করিবেই করিবে, কৃষ্ণপাদপদ্মে দৈন্যযুক্ত-সেবায়াত্ত করিতে বা কৃষ্ণানুরাগী হইতে—আমাদের একমাত্র প্রভু সপার্ষদ শ্রীল প্রভুপাদের সহিত আমাদের সঙ্গ গোলোক-বৃন্দাবনে কৃষ্ণ-পাদপদ্মে পৌঁছিতে কোনমতেই দিবে না। তাই বলি, সাধু সাবধান! এবং আবার বলি, সব ছাড়িয়া শ্রৌতপথ গ্রহণ পূর্ব্বক আমাদিগকে উৎসাহিত করুন, ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিয়া আসুন, পুত্র পিতা বা স্বজন-বান্ধবের কথা ভুলিয়া নিত্য পিতার নিত্যপুত্রত্ব বা নিত্যবন্ধুর অবিচ্ছেদ বন্ধুত্ব স্বীকার করিয়া নিত্যানন্দ-ধনে ধনী হউন, সমস্ত জীব বন্ধুপুত্র হইয়া পণ্ডিত হউন—বহুলোকবিৎ হউন, জগতের দিকে চাহুন, সুখের দিকে একটীবার মুখ ফিরান, আমার প্রভুর অঙ্গে আপনারা দয়া করিয়া একটীবার দাঁড়ান, "শ্রীগুরুদেব, আমরা তোমার বলিয়া" একটীবার প্রাণভরে ডাকুন। নিজে একমাত্র সদ্গুরুচরণাশ্রিত শরণাগত থাকিয়া, কৃষ্ণকৃপালাভের দুরাশা বা নিশ্চয়তা হয়তে সে সমস্ত নির্ভর ও নিঃসংশয় আমরা আর বেশী কি বলিব? তাই আজ বিদায়কালে বন্ধুবর্গের শ্রী পায়ে বলিয়া একটি কথা বলিয়া বিদায় লইতেছি।

"দন্তে নিধায় তৃণকং পদয়োর্নিপত্য
কৃত্বা চ কাকুশতমেতদহং ব্রবীমি।
হে সাধবঃ! সকলমেব বিহায় দূরাৎ
চৈতন্যচন্দ্রচরণে কুরুতানুরাগম্॥"

বৈরাগী ভাই গ্রাম্যকথা না শুনিবে কাণে। গ্রাম্যবার্ত্তা না কহিবে যবে মিলিবে আনে॥"

শ্রীল মুরারিগুপ্ত

—ঃ০ঃ—

গুপ্তের আলয়ে শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা

মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র শ্রীল রূপ-গোস্বামী ও শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুকে লুপ্ততীর্থ উদ্ধার, শ্রীবিগ্রহের সেবাপ্রতিষ্ঠা, ভক্তিগ্রন্থপ্রণয়ন ও ভক্তিসদাচার প্রচার—এই চারিটি কার্যের ভার প্রদান করিয়াছিলেন। মহাপ্রভুর ইচ্ছাক্রমে রূপানুগবর প্রভুপাদও বর্তমানে ঐ চারিটি সেবায় নিযুক্ত আছেন। লুপ্ততীর্থ উদ্ধার-সেবায় তিনি যে-সকল কার্য করিয়াছেন, তন্মধ্যে প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুর-বাসী গৌরপার্ষদগণের আবাস-নির্ণয় অন্যতম। এবার আমরা দেখিতে পাইতেছি, শ্রীধামে গৌরপার্ষদপ্রবর শ্রীল মুরারিগুপ্তের আলয় আবিষ্কৃত হইয়া তথায় শ্রীমন্দির নির্মিত হইয়াছে। অদ্য সেই শ্রীমন্দিরে শ্রীমুরারিগুপ্তের আরাধ্যদেবতা, যাঁহার নিকট তিনি মাথা বিক্রয় করিয়াছেন বলিয়া মহাপ্রভুকে জানাইয়াছেন সেই শ্রীশ্রীরামসীতাবিগ্রহ, মহাপ্রভু—সর্বাংশী, সর্বাশ্রয়, বিশুদ্ধপ্রেমময়, সর্বসমন্বয়, সকল সদ্গুণ রত্নাকর, পরম চতুর, ধীর, রসিকশেখর যে শ্রীকৃষ্ণের মধুর চরিত্র মুরারিগুপ্তের নিকট বর্ণন করিয়াছিলেন সেই শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীমুরারিগুপ্তের শ্রীবিগ্রহ এবং তদগ্রে শ্রীমুরারিগুপ্তের বিগ্রহ আজ গৌরপ্রেষ্ঠ শ্রীল প্রভুপাদকর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইবেন।

গুপ্তের সহিত মহাপ্রভুর কৌতুক

শ্রীমুরারিগুপ্তের বিনয়, তাঁহার শ্রীগৌরাঙ্গ-সেবানিষ্ঠা, মহাপ্রভু-বর্ণিত তাঁহার অসংখ্য গুণাবলী আমরা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ও শ্রীচৈতন্যভাগবতে দেখিতে পাই। শ্রীমুরারিগুপ্ত শ্রীহট্টের কোন বৈদ্যবংশে আবির্ভাব-লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন। মহাপ্রভুর পার্ষদগণ ভারতের বিভিন্নস্থানে প্রকটিত হইয়া তত্তৎস্থান পবিত্রীকৃত করিয়াছেন। স্রোতস্বিনীসমূহ যে-প্রকার আবেগের সহিত প্রবাহিত হইয়া সাগরের সহিত মিলিত হয়, সেই প্রকার গৌরভক্তগণ সেবোন্মুখ-স্রোতসহ প্রাণের আবেগে প্রাণপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাব-স্থান শ্রীধাম মায়াপুরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। শ্রীমুরারিগুপ্ত প্রাচীন-নবদ্বীপ শ্রীধাম মায়াপুরে বাসস্থান নির্মাণ করিয়া মহাপ্রভুর সংকীর্তনলীলার সহচর হইয়াছিলেন। বিদ্যাবিলাস-লীলা কালেও মহাপ্রভু ফাঁকি প্রভৃতি লইয়া বিতণ্ডাচ্ছলে শ্রীমুরারির সহিত নানা-প্রকারে কৌতুক করিতেন।

মুরারি গুপ্তের মাহাত্ম্য

শ্রীগৌরহরি যখন শ্রীবাস-অঙ্গনে 'সাত-প্রহরিয়া ভাব' বা মহাপ্রকাশলীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন, সেই সময়ে তিনি মুরারি-গুপ্তকে সপরিকর শ্রীরামরূপ প্রদর্শন করেন। তৎকালে শ্রীমুরারি স্বীয় প্রভুর স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া আনন্দে মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হন। পরে মহাপ্রভু-বাক্যে সংজ্ঞালাভ করিয়া যখন বরাহার্থ মহাপ্রভুকর্তৃক আদিষ্ট হইলেন তখন মহাপ্রভুর ও স্বীয় নিজজনগণের নিস্তার, চৈতন্যচরণস্মৃতি ও গৌর-ভক্তপদে শাকলাভই তাঁহার প্রার্থনার বিষয় হইল। শ্রীগৌরহরি মুরারিকে তাঁহার অভীপ্সিত বরপ্রদান করিয়া ভক্তগণ সমক্ষে বলিলেন যে,যে ব্যক্তি মুরারির নিন্দা করিবে কোটিগঙ্গাস্নান এবং কোটি হরিনামেও তাঁহার উদ্ধার হইবে না। মুরারিগুপ্ত নামের যৌগিক তাৎপর্য বর্ণন করিয়া মহাপ্রভু ভক্ত-মাহাত্ম্য প্রদর্শনপূর্বক বলিয়াছেন।

'মুরারি' বৈসয়ে গুপ্তে ইঁহার হৃদয়ে।
এতেকে মুরারিগুপ্ত নাম যোগ্য হয়ে॥

গুপ্তের শ্রীরাম-নিষ্ঠা

শ্রীরামচন্দ্রে মুরারির কি-প্রকার নিষ্ঠা ছিল তাহা আমরা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মহাপ্রভুর উক্তিতেই দেখিতে পাই। মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণের রূপ ও মাধুর্য গুণ বর্ণন করিয়া শ্রীকৃষ্ণভজনের জন্য মুরারিকে উপদেশ করিলে তিনি তাহা শিরোধার্য করিলেন। কিন্তু রঘুনাথের সেবা কি-প্রকারে পরিত্যাগ করা যায় এই চিন্তায় তিনি অস্থির হইয়া পড়িলেন। শ্রীরাম-চরণে তাঁহার নিষ্ঠা এত প্রবল যে তিনি বলিতে লাগিলেন—

কেমনে ছাড়িব রঘুনাথের চরণ।
আজি রাত্রে প্রভু মোর করাহ মরণ॥

সমস্ত রাত্রি ঐ প্রকার চিন্তা, উদ্বেগ ও ক্রন্দনের সহিত অতিবাহিত করিয়া প্রাতঃকালে মহাপ্রভুর পাদপদ্মে আগমনপূর্বক বলিলেন -

রঘুনাথের পায়ে মুঁঞি বেচিয়াছোঁ মাথা।
কাড়িতে না পারি মাথা মনে পাই ব্যথা॥
শ্রীরঘুনাথের চরণ ছাড়ান না যায়।
তব আজ্ঞা ভঙ্গ হয় কি করি উপায়॥
তাতে মোরে এই কৃপা কর দয়াময়।
তোমার আগে মৃত্যু হউক, যাউক সংশয়॥

মহাপ্রভু—ইষ্টদেবের প্রতি মুরারির নিষ্ঠাদর্শনপূর্বক আনন্দে তাঁহাকে আলিঙ্গন প্রদান করিয়া বলিতে লাগিলেন—

সাধু সাধু গুপ্ত তোমার সুদৃঢ় ভজন।
আমার বচনেও তোমার না টলিল মন॥
এই মত সেবকের প্রীতি চাহি প্রভুপায়।
প্রভু ছাড়াইলেও, পদ ছাড়ান না যায়॥
এই মত তোমার নিষ্ঠা জানিবার তরে।
তোমারে আগ্রহ আমি কৈনু বারে বারে॥
সাক্ষাৎ হনুমান্ তুমি শ্রীরামকিঙ্কর।
তুমি কেন ছাড়িবে তাঁর চরণকমল॥

নিত্যানন্দ-মাহাত্ম্য

একদিন শ্রীবাসের গৃহে নিত্যানন্দসহ শ্রীগৌরসুন্দর বসিয়া আছেন, এমন সময় [illegible] শ্রীমুরারিগুপ্ত [illegible] প্রভুকে প্রণাম করিলেন, পরে [illegible] নিত্যানন্দ প্রভুকে প্রণাম করিলেন। তখন [illegible] প্রভু বলিলেন—মুরারি! তুমি ব্যবহার বাতি ক্রম করিয়া ব্যবহার করিলে। শ্রীমুরারি সঙ্কোচের অসমর্থতার ভাব প্রকাশ করিলেন। শ্রীগৌরসুন্দর রাত্রিতে তাঁহাকে স্বপ্নে দর্শন দিয়া নিত্যানন্দের কীর্তন করিলেন। পরদিবস প্রাতে আগমন করিয়া শ্রীমুরারি প্রথমতঃ নিত্যানন্দ প্রভুকে ও তৎপর গৌর-সুন্দরকে প্রণাম করিলেন। ইহাতে আমরা সম্যগ্‌রূপে জানিতে পারি যে, সর্বাগ্রে শ্রীগুরুপাদপদ্মপূজা করিয়া তৎপর শ্রীগৌর-সুন্দরের পূজা করিতে হয়। কারণ গুরুরূপ শ্রীনিত্যানন্দই আমাদিগকে শ্রীগৌরাঙ্গ অর্পণ করান। তাঁহার সাহায্য ব্যতীত শ্রীগৌরাঙ্গের দর্শন বা সেবাপ্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই।

গুপ্তের ভাব-সেবা

একদিন শ্রীমুরারিগুপ্ত স্বগৃহে ভোজনে বসিয়া মহাপ্রভুর উদ্দেশ্যে ঘৃতার সম্ভার দিতে লাগিলেন। ইহার রহস্য কেহ বুঝিতে পারিলেন না। ভগবৎপ্রসাদ সামগ্রী শ্রীভগবান্ যে কি-প্রকারে গ্রহণ করেন তাহা না জানায় বহু সাধারণ ব্যক্তি নিকট শ্রীমুরারির ঐ প্রেমময়ী সেবা দুর্বোধ্য। জনসাধারণ বুঝুন আর নাই বুঝুন,শ্রীভগবান্ ভক্তের প্রদত্ত দ্রব্য আনন্দের সহিত গ্রহণ করিয়া থাকেন।

শ্রীমুরারি—বৈদ্য। তৎপর দিবস শ্রীমহাপ্রভু তাঁহার নিকট আসিয়া বলিলেন, তুমি আমাকে গতকল্য এত ঘৃতার ভোজন করাইয়াছ যে, তাহাতে আমার অজীর্ণ হইয়াছে, তাই চিকিৎসার জন্য তোমার গৃহে আসিলাম। "তোমার জলপাত্রের জলই এই অজীর্ণ নিরাকরণের সর্বশ্রেষ্ঠ ঔষধ" এই কথা বলিয়া মহাপ্রভু মুরারির পাত্রস্থিত জল পান করিলেন।

মুরারির শরীরে মহাপ্রভুর বিলাস

কোনও সময়ে মহাপ্রভু শ্রীবাস অঙ্গনে চতুর্ভুজ মূর্তি ধারণ করিয়া গরুড়ভাবে বিভাবিত শ্রীমুরারির স্কন্ধে আরোহণপূর্বক বিচরণ করিয়াছিলেন। আবার কোনও সময় মুরারিগুপ্তকে গমনপূর্বক শ্রীগৌরসুন্দর স্বীয় বরাহমূর্তি প্রকট করিলে শ্রীমুরারি গদগদভাবে সেই মূর্তির স্তুতি করিয়াছিলেন। শ্রীগৌরসুন্দর যখন নবদ্বীপে ব্রজলীলার অভিনয় করিয়াছিলেন তখন সেই অভিনয়ে বৈকুণ্ঠকোটীশ্বর রূপীগণের অবতীর্ণ শ্রীচন্দ্রশেখরের সহিত শ্রীমুরারি পার্ট গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই প্রসঙ্গে শ্রীরাম ও মুরারি সম্বন্ধে শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর বলিয়াছেন—

"[illegible] [illegible]।
[illegible]॥"

মহাপ্রভুর অপ্রকটলীলার পরে বিরহ অসহ্য হইবে ভাবিয়া শ্রীমুরারি তাঁহার প্রকটকালেই দেহত্যাগের সংকল্প করিয়াছিলেন, কিন্তু অন্তর্যামী মহাপ্রভু তাঁহাকে ঐ কার্য হইতে নিবৃত্ত করিয়া ভক্তবাৎসল্যের উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন।

মুরারি ভবরোগের বৈদ্য

শ্রীমুরারি শুধু দেহরোগের বৈদ্য ছিলেন না, ভবরোগেরও সদ্বৈদ্য ছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধেই আমরা শুনিতে পাই—

"চিকিৎসা করেন যারে হইয়া সদয়।
দেহ-রোগ ভবরোগ দুই তার ক্ষয়॥"

মুরারিগুপ্তের দাসগণের সৌভাগ্য

শ্রীমুরারিগুপ্তের আখ্যান অনন্ত। তাঁহার অনন্ত সদ্‌গুণের বিন্দুমাত্রও বর্ণন করিতে পারি, সে ক্ষমতা আমাদের নাই। তাঁহার কথা কি, তাঁহার ভৃত্যগণও মহাপ্রভুর যে করুণা লাভ করিয়াছিলেন তাহা বর্ণন-পূর্বক শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বলিয়াছেন—

"মুরারিগুপ্তের দাসে যে প্রসাদ পাইল।
সেই নদীয়ার বহু চাষা না দেখিল॥
বিদ্যাধন-প্রতিষ্ঠায় কিছুই না করে।
বৈষ্ণবের প্রসাদে সে ভক্তিধন ধরে॥
যে সে কেনে নহে বৈষ্ণবের দাসী দাস।
সর্বোত্তম সেই,—এই বেদের প্রকাশ॥

সুতরাং আত্মকল্যাণ লাভ করিতে হইলে আমাদের একমাত্র কর্তব্য—বিদ্যামদ, ধনমদ, জন্মমদ, রূপমদ সম্পূর্ণরূপে বিসর্জন করিয়া বৈষ্ণবের সেবাগ্রহণ করা।

উপসংহার

"শুনিলে মুরারি কথা পাই ভক্তিধন।"

সুতরাং শ্রীমুরারিগুপ্তের চরিত্র বিষয়ক আলোচনা আমাদের অবশ্য কর্তব্য। শ্রীমুরারিগুপ্তের পাট আবিষ্কার করিয়া শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমুরারিগুপ্তের লীলা উদ্দীপনেরও ও তাঁহার চরিত্র আলোচনার অপূর্ব সুযোগ প্রদান করিলেন। যে মহাত্মা শ্রীগুপ্তের আলয়ে শ্রীমন্দিরনির্মাণ ও শ্রীবিগ্রহস্থাপনের ব্যয়ভার বহন করিয়াছেন তিনি সজ্জনমাত্রেরই 'ধন্যবাদার্হ'। তাঁহার এই কার্যে সুধীগণ শ্রীমুরারি গুপ্তের শ্রীপাটে উপবেশন পূর্বক গৌর-কৌতুকগুণগাথা কীর্তনের সুযোগ পাইবেন।

পাঠকগণ বোধ হয় অবগত আছেন, এই সৌভাগ্যশালী ব্যক্তির নাম শ্রীযুক্ত [illegible] সাহা। তাঁহার নিবাস [illegible] জিলায়। শ্রীধাম নবদ্বীপেও তাঁহার গৃহ আছে। শ্রীপাদ সখীচরণ রায় ভক্তিবিজয় মহোদয়ের সঙ্গফলেই তিনি ভগবৎ-সেবায় প্রেরণা লাভ করিয়াছেন।

শুদ্ধভক্তি মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ

(আকর-মঠরাজ)

প্রাচীন নবদ্বীপ, অন্তর্দ্বীপ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ শত [illegible] শ্রীচৈতন্য-[illegible] বিরাজমান। এই স্থান [illegible] গুপ্ত-[illegible] শ্রীবিগ্রহসমূহের সেবা, অধ্যাপনা এবং এখান হইতে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-[illegible] [illegible] 'নদীয়া-প্রকাশ', [illegible] 'নদীয়া প্রকাশ' বাঙ্গালায় প্রকাশিত হইতেছেন। প্রতি বৎসর শ্রীধাম পরিক্রমা [illegible] ও [illegible] [illegible] ইত্যাদি [illegible] অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—শ্রীপাদ [illegible] ব্রহ্মচারী সেবানিধি।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৬১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভু [illegible] [illegible] গৌড়দেশের [illegible] নগরী কলিকাতায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-[illegible] [illegible] [illegible] 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সংকীর্ত্তন, [illegible] শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত [illegible] লীলা ও তত্ত্বসমূহের সম্যক্ আলোচনা হয়। এই মঠ হইতে [illegible] [illegible] ও [illegible] অনুষ্ঠান হয়। [illegible] আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ মন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-স্থান মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-সহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য [illegible] [illegible] সেবা তথা শ্রীগুরু-[illegible] সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী সেবাকোবিদ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌর-লীলার [illegible] এখানে [illegible] [illegible] সেবা বর্ত্তমান, রক্ষক—শ্রী[illegible] অধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—গোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

(৭) কাজীর সমাধি-পাট

[illegible] শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপা-প্রাপ্ত শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী [illegible]।

(৮) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও [illegible] সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীমদন-মনোহর ব্রহ্মচারী।

১০) মোদদ্রুম-ছত্র গৌড়ীয় মঠ

মামগাছি, পোঃ [illegible], (বর্দ্ধমান)।

শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর মহাশয়ের স্থান। শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রজবাসী, ভক্তিভূষণ।

(১১) ভেড়িয়া কুঞ্জকানন

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রের পল্লীর নিকটবর্ত্তী, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(১২) কুঞ্জকুটীর—পোঃ কৃষ্ণনগর,

নদীয়া। রক্ষক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(১৩) ভাগবত-আসন—পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

এই স্থান হইতে ভাগবতসিদ্ধান্ত-[illegible] প্রচারিত হয়। রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী [illegible], ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৪) একায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ [illegible], (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রী[illegible] [illegible] গোস্বামী ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৫) মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঠালপুল, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রজবাসী।

(১৬) মাধ্বগৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, পোঃ ঢাকা

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীপাদ [illegible] বিদ্যাবিনোদ বি-এ।

(১৭) গোপালজীউর—[illegible], ঢাকা

গোপালজীউর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান। রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রজবাসী,

(১৮) মধাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ [illegible], (ঢাকা)।

এখানে শ্রীমধাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(১৯) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ [illegible]

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য [illegible] শ্রী[illegible] ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২০) ভাবদপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

[illegible], পোঃ [illegible], (হাওড়া)

এখানে সকলতীর্থ শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রজবাসী

(২১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী,

(২২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ [illegible], (মানভূম)

এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রী[illegible] অধিকারী।

(২৩) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে গুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রজবাসী [illegible]।

(২৪) সেরালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী।

(২৫) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ [illegible], (কটক)

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ বিনোদ-[illegible] নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রী[illegible] [illegible]

(২৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ [illegible] পুরী,

শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রী[illegible] বিদ্যারত্ন।

(২৭) পুরুষোত্তম মঠ

[illegible], পোঃ পুরী উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদবিহারীজীউর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(২৮) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌরগোপালদেব ও শ্রী[illegible] দেবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রী[illegible] বিহারী দাসাধিকারী।

(২৯) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, জেলা গোদাবরী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী।

(৩০) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

[illegible] কবিরপুরা, বেনারস সিটি

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৩১) প্রয়াগ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি[illegible] যোগী

(৩২) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর

এখানে শ্রী[illegible] [illegible] ও গৌর-বিনোদ-বিহারীজীর সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী।

(৩৩) কৃষ্ণচৈতন্য মঠ

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

এখানে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিত্য-সেবা হয়। রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠ

[illegible] মথুরা

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্[illegible] মাধব

(৩৫) ব্রজস্বানন্দ সুখদকুঞ্জ—শ্রীরাধাকুণ্ড

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৬) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৩৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ

[illegible], পোঃ [illegible], জেলা [illegible] (পাঞ্জাব) রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৩৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং [illegible] রোড, নিউ দিল্লী।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি[illegible] [illegible]

(৩৯) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল।

এখানে গৌর-[illegible] সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রী[illegible] অধিকারী।

(৪০) মাধব গৌড়ীয় মঠ

[illegible], [illegible], সি

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি[illegible] [illegible]

(৪১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ [illegible] মাদ্রাজ।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীপাদ [illegible] [illegible]।

৪২) বোম্বে-গৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়

গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, চৌপাটি [illegible], বাঙ্গলো নং ১, বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রী[illegible] [illegible]।

(৪৩) অমরসি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমরসি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

(৪৪) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্চকা, কামরূপ।

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৫) পাটনা গৌড়ীয় মঠ

১০০ [illegible], পাটনা।

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী [illegible]

(৪৬) বালেশ্বর গৌড় মঠ বালেশ্বর

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৭) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয়

৩ [illegible] [illegible], [illegible] গার্ডেন্স, [illegible] ৭, লণ্ডন

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি[illegible] ও [illegible]।

(৪৮) বার্লিন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

Berlin W. 30

Eisenacher strasse 29 ।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

প্রকাশক কর্তৃক প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবত —সমগ্র	২০৲
২। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পয়ার	২৮৲
৩। ভাগবত অনুভাষ্য প্রতিবন্ধ	।৶৹
৪। ভাগবত বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত	৬৲
৫। ভক্ত-ভবন শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ)	৬৲
৬। সরস্বতী-জয়শ্রী	৪৲
৭। বৈষ্ণবধর্ম	২৲
৮। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার	১৲
৯। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা)	২৲
১০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা)	১৲
১১। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	৸৹
১২। নামকণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ)	।৹
১৩। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব	।৹
১৪। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব	
১৫। চৈতন্যোপনিষদ্	
১৬। ভাগবত-আলোচনা	
১৭। ভক্তিবিবেক-কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা)	১৲
১৮। গৌড়ীয়-গৌরব	৷৶৹
১৯। গৌড়ীয়-সাহিত্য	৷৶৹
২০। ভজন-রহস্য	।৹
২১। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)	১৲
২২। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)	২৲
২৩। গীতা (চক্রবর্ত্তি টীকাসহ)	২৲
২৪। গীতার কেবল মাত্র-ভাষা	।৹
২৫। দুঃসঙ্গবর্জ্জিকা অপসোত্থঃ মাহাত্ম্য (বাঁধা)	১৲
২৬। বেদান্তসূত্রের মাহাত্ম্য (ব্রাহ্মণীয়)	।৹
২৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ)	।৶৹
ঐ (বাঁধা)	৸৹
২৮। দীন-হীন বর্ণন	৶৹
২৯। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ)	৷৹
৩০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা)	।৹
ঐ (আবাঁধা)	।৶
৩১। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা	৸৹
৩২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা)	৶৹
৩৩। শ্রীগৌরাঙ্গ	৵১৹
৩৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য	৶৹
৩৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড	৶৹
৩৬। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	।৹
৩৭। ব্রজগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ	।৹
৩৮। শরণাগতি	৵৹
৩৯। গীতাবলী	৵৹
৪০। চিত্রে নবদ্বীপ	১।৹
৪১। সাধনকণা	৵৹
৪২। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা	
৪৩। নবদ্বীপশতক	
৪৪। অর্চ্চন-পদ্ধতি	৵
৪৫। মহাজনগীতাবলী	৵
৪৬। কল্যাণকল্পতরু (৪র্থ সংস্করণ)	৵১
৪৭। আম্নায়সূত্র	৵১৹
৪৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম ভাগ)	৬৲
৪৯। ব্রহ্মসংহিতা	।৹
৫০। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ)	।৹
৫১। গৌড়ীয়েয়েভাষ্যম্	৸৹
৫২। পুরুষার্থ-বিনির্ণয়	।৹
৫৩। ভক্তকৃপাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী	।৹
৫৪। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ?	
৫৫। ঈশোপনিষদ্ (বলদেব ও মাধ্বভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ)	।৹
৫৬। শ্রীকৃষ্ণদেবের	৶৹
৫৭। সিদ্ধান্তদর্পণ	৶৹
৫৮। সারস্বতী	৵৹

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী স্তবিতঃ	।৹
৬০। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্	।৹
৬১। ষট্‌সন্দর্ভম্	।৹
৬২। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্	৷৶৹
৬৩। গৌড়ীয়মঠ পাঠকঃ	৵৹
৬৪। নারায়ণবর্ম্মম্	৶৹

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৫। রায় রামানন্দ	।৹
৬৬। এ বিট ওয়ার্ড্‌স্ অন্ বেদান্ত	।৹
৬৭। নামভজন	।৹
৬৮। বেদান্ত—ইট্‌স্ মর্‌ফলজি এ্যাণ্ড অন্টোলজি	।৹
৬৯। বিলেটিভ ওয়ার্ক্‌স্	৷৶৹
৭০। লাইফ এ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু	।৹
৭১। বৈষ্ণবীজম্	।৹
৭২। ভোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ষ্ট্যাণ্ডস্ ফর	৵৹
৭৩। দি ভাগবত	।৹
৭৪। থিয়োটিক প্রিন্সিপ্ল্ এ্যাণ্ড আকেডেমিক ডিসিপ্লিন	।৹
৭৫। ব্রহ্ম-সংহিতা	২।৹
৭৬। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (অনুবাদ)	১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৭৭। শ্রীনামভজনবিধান	।৹
৭৮। সাধন-পথ	।৹
৭৯। কল্যাণ-কল্পতরু	৵১৹
৮০। গীতাবলী	৵৹
৮১। শরণাগতি	৵৹

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮২। শরণাগতি	৶৹

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কাবকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মনুষ্য পল্লীবাসীর রোগমুক্তির একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। বিজ্ঞাপনের মোহে না ভুলিয়া কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অবস্থার সাধক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৶৹ আনা, বড় বোতল ১৵৹ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউনটেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার কলিকাতা

আমাশয় ও পেটের পীড়ায়

শ্রীশ্যামানন্দ দাশ কবিরাজের আবিষ্কৃত

গ্রহণী বজ্র

ব্যবহার করুন

আমাশয়, রক্তআমাশয় অতিসার, গ্রহণী, অজীর্ণ, পেটফাঁপা, মলকাষ্ঠে পূতিকা ও পিত্ত উদরাময় প্রভৃতি সকল প্রকার নূতন ও পুরাতন পেটের পীড়ায় গ্রহণী বজ্র প্রত্যক্ষ ফল প্রদ মহৌষধ।

যাহারা পেটের পীড়ায় নানারূপ চিকিৎসায় অর্থ ও সময় নষ্ট করিয়া ফল লাভ করিতে পারেন নাই তাঁহারা গ্রহণী বজ্র ব্যবহার করুন, তাহা হলে মুক্ত হইবেন। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। মূল্য প্রতি শিশি ৷৹ আনা, ৩ শিশি ... সিকা ডাক মাশুল ।৶৹ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীকৃষ্ণ ঔষধালয়, ময়মনসিংহ।

ঢাকার এজেন্ট মেসার্স মহেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং

পাটুয়াটুলি, ঢাকা

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, গৌড়ীয়দাসপতি-সম্পাদিত ও
ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সুবর্ণ সুযোগ! সুবর্ণ সুযোগ!

শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদরচিত গৌড়ীয়ভাষ্য সহিত

বিরাট গ্রন্থ

শ্রীশ্রীচৈতন্য ভাগবত

গ্রন্থের আয়তন:—ক্রাউন কোয়ার্টো মূল ১০৯৭ পৃষ্ঠা, সূচীপত্র ২৪৪ পৃষ্ঠা, মোট ১৩৪০ পৃষ্ঠা

ভিক্ষা (বাঁধাই) মাত্র ৭৲ সাত টাকা

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা।

নদীয়া সার্টিফিকেট আদালতের নীলাম ইস্তাহার

১ কেস নং এবং কোর্টের নাম	২ নীলাম উত্তোলন (A) (B) বা (C) দ্বারায় প্রকাশ	৩ ডিক্রিদার	৪ দেনদার	৫ যে দাবীর জন্য ... বিক্রয়ের আদেশ হইল	৬ বিক্রয়ের স্থান তারিখ ও সময়	৭ কি প্রকার স্বত্ব	৮ থানা ও গ্রাম	৯ খতিয়ান নং প্রভৃতি (জানা থাকিলে) অথবা অন্য প্রয়োজনীয় বিবরণ	১০ জমির পরিমাণ (জানা থাকিলে)	১১ জমা (জানা থাকিলে)	১২ মন্তব্য
৫১ N. R, ৩২.৩৩ কৃষ্ণনগর সার্টিফিকেট আদালত		গৌরীশচন্দ্র রায় বাহাদুর	[illegible] মণ্ডল	১৩৯৸/১০	১৬.৩.৩৫	রায়তি মোকররী	থানা কৃষ্ণগঞ্জ মৌজা কৃষ্ণপুর	১০ খতিয়ান	১-২১	[illegible]	গৌরীশ রায় বাঃ
১০৪ R, P, ৩৪।৩৫		আর পালচৌধুরী	অন্নদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়	৭[illegible]/১	১৬।৪।৩৫	রায়তি স্থিতিবান	থানা শান্তিপুর মৌজা সগুনা	৩৬৪ খতিয়ান	-৬৭		আর পাল
১১০ R, P, ৩৪।৩৫		ঐ		৭৸/১	১৬।৪।৩৫	ঐ	থানা ঐ মৌজে ঐ	৩৬৭ খতিয়ান	-৬৭	[illegible]	ঐ
১৩০ R, P, ৩৪।৩৫				৮৸/১	১৬।৪।৩৫		থানা ঐ মৌজে ঐ	৩৬৬ খতিয়ান	-২৬৭	৸/৹	
১৩৮ R, P. ৩৪।৩৫				১১৯৸/৬	১৬।৪।৩৫		থানা ঐ মৌজা ঐ	১২৬ খতিয়ান	১২ ৫২	২৩।৭	ঐ
১৭৬ N, R, ৩৪।৩৫		গৌরীশচন্দ্র রায় বাহাদুর	দেবেন্দ্রনাথ সেন দিং	৪০৻৫	১৪।৪।৩৫	[illegible]	থানা ও মৌজে কৃষ্ণনগর	৫৫৬০ খং	২ ৭২	৫৬১০	গৌরীশ রায় বাঃ
২২৫ N, R, ৩৪।৩৫			যতীন্দ্রমোহন দিং	৬৪৸৩	১৮।৪।৩৫	মোকররী	থানা শিবপুর মৌজে নিবুর্দিয়া	২১১ খতিয়ান	৮-৩৮	১০৸০	ঐ
৭৩ N, R, ৩৪।৩৫		ঐ	পঞ্চানন ঘোষ দিং	৩৫৸০	২০।৪।৩৫	রায়তি মোকররী	থানা কৃষ্ণগঞ্জ মৌজে কৃষ্ণপুর	১১ খতিয়ান	২-৫৬	৬৸০	ঐ
১২০ N, R, ৩৪।৩৫		ঐ	বেনু দেবী	৫৭৸/১	২০।৪।৩৫	মধ্যস্বত্ব চিরস্থায়ী	থানা কৃষ্ণনগর পশ্চিম তাতলাজলা	২১০ খতিয়ান	১-২০	৫।৶০	
১৫১ R, P, ৩৪।৩৫		আর পালচৌধুরী	অন্নদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়	১৩৬৸/৮	২০।৪।৩৫	রায়তি স্থিতিবান	থানা শান্তিপুর মৌজে সগুনা	৭৫৫ খতিয়ান	-৭১	২৶০	আর পালচৌধুরী
১৫১ N. R. ৩৪।৩৫		গৌরীশচন্দ্র রায় বাহাদুর	[illegible]	৪০৸০	২০।৪।৩৫		থানা শান্তিপুর মৌজে [illegible]	১৯৬৮ খতিয়ান	১-৪১	৭৲	গৌরীশ রায় বাহাদুর

[illegible]—[illegible] শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
[illegible]—"[illegible]" [illegible]

দে শি ক

[illegible]

নদীয়াপ্রকাশ
THE
NADIA-PRAKASH

[illegible]

"গৌড়ীয়"
[illegible]
বাগবাজার, কলিকাতা।

[illegible]

১০ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২৮শে ফাল্গুন, মঙ্গলবার ১৩৪১. ১২ই মার্চ্চ ১৯৩৫ [১০ম সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

আসামের ব্যবস্থাপক সভায় আগুন

ব্যবস্থাপক সভা গৃহের যে অংশে [illegible] মনোনীত সদস্যগণ উপবেশন করিয়াছিলেন, ৭ই মার্চ বেলা ১১টা ৪০ মিনিটের সময় ঐ স্থানে কাঠের মেঝের নীচু হইতে কালো ধোঁয়া উঠিতে দেখিয়া প্রায় সমস্ত সদস্যদিগকেই ত্রাসভরে ব্যবস্থাপক সভা গৃহ হইতে দৌড়াইয়া বাহির হইতে দেখা গিয়াছিল। কেবল প্রেসিডেন্ট বাহির হন নাই। অকস্মাৎ দমকলে সংবাদ দেওয়া হয়, দমকল আসিয়া ব্যবস্থাপক সভার কর্মচারীদের সাহায্যে বহু চেষ্টার পর আগুন নিভাইতে সমর্থ হয় এবং এইরূপে ব্যবস্থাপক সভা-গৃহ আগুনের হাত হইতে রক্ষা পায়।

প্রকাশ, ইলেক্ট্রিক [illegible] তারে গোলযোগ [illegible] এই দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে।

মোটর ও গরুর গাড়ীতে সংঘর্ষ

গত ৮ই মার্চ রাত্রিতে লক্ষ্ণৌ হইতে ৩৫ মাইল দূরে সীতাপুর রোডে একটি গরুর গাড়ীর সহিত মোটরের সংঘর্ষের ফলে [illegible] [illegible] ক্লোদিং ফ্যাক্টরীর [illegible] [illegible], তাঁহার মাতা, কন্যা এবং [illegible] [illegible] অনেক [illegible] [illegible] আহত হইয়াছে। প্রকাশ, সংঘর্ষ এত তীব্র হইয়াছিল যে গরুর গাড়ীর [illegible] দূরে নিক্ষিপ্ত হইয়া [illegible] আহত হইয়াছে এবং মোটরগাড়ীখানি চূর্ণ [illegible] হইয়া গিয়াছে। [illegible] নিকটবর্ত্তী [illegible] [illegible] [illegible] মোটর-[illegible] [illegible] [illegible] করিয়াছে।

জেল হইতে ৪ জন আসামীর পলায়ন

পাটনা সীতামারীর এক সংবাদে প্রকাশ গত সোমবার রাত্রিতে স্থানীয় সাব-জেল হইতে ৪জন বিচারাধীন আসামী পলায়ন করিয়াছে। স্থানীয় পুলিশ সংবাদ পাইবামাত্র অবিলম্বে সহর হইতে বাহিরে যাইবার পথ বন্ধ করিবার বন্দোবস্ত করে। এপর্যন্ত পলাতক ৪জন আসামীর মধ্যে মাত্র দুইজন পুনরায় গ্রেপ্তার হইয়াছে। আর দুইজনের কোনও সন্ধান পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই।

চুচুড়া বড়যন্ত্র মামলা

গত ৮ই মার্চ চুচুড়ার স্পেশাল ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে চুচুড়া বড়যন্ত্র মামলায় [illegible] [illegible] জেরা করার পর তিনি বলেন যে, গত ৩রা সেপ্টেম্বর তারিখে চুচুড়া পুলিশ হাজত হইতে তিনি প্রথম [illegible] পান। উক্ত [illegible] স্বীকারোক্তি রেকর্ড করার জন্য তাহাকে ৬ই সেপ্টেম্বর চুচুড়ার ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট প্রেরণ করা হয়। সাক্ষী গত ২রা সেপ্টেম্বর তারিখে [illegible] বাড়ীতে খানাতল্লাসী করেন এবং ৩ই সেপ্টেম্বর তারিখে তাহাকে গ্রেপ্তার করেন। গত ২৭শে সেপ্টেম্বর তিনি এ, এস, আই দ্বিতীয় [illegible] [illegible] হইতে গ্রেপ্তার করেন এবং চুচুড়া থানায় তাহাকে লইয়া আসেন।

ফরিয়াদী পক্ষের ২২নং সাক্ষী বলেন যে, গোপনে আসল আসামীদের উপর তিনি নজর রাখিতেন। সাক্ষী [illegible] কলিকাতা ১৯৩০ সালের ২২শে জুলাই একটি বাড়ীর উপর নজর রাখেন এবং তাহার উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীদের নিকট এ সম্বন্ধে এক রিপোর্ট পেশ করেন। অতঃপর শুনানী পরদিন [illegible] মুলতবী রাখা হয়।

৪০০০৲ প্রতারণার অভিযোগ

বিভূতিভূষণ মুখার্জ্জির অভিযোগ অনুসারে চতুর্থ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট ৪০০০৲ টাকা প্রতারণার অভিযোগে [illegible] চাটার্জ্জির চার্জ্জ গঠন করেন। আসামী দোষ অস্বীকার করে।

অভিযোগে প্রকাশ, আসামী [illegible] [illegible] চিহ্নিত বাড়ী রেহানাবদ্ধ রাখিয়া ৪০০৲ ধার করে। আসামী বলে যে, ঐ বাড়ী কোনও প্রকারের দায়াবদ্ধ নহে।

উক্ত রেহানী দলিল সম্পাদন সম্পর্কে ছোট আদালতের যে দুইজন উকীল সহ [illegible] ছিলেন তাঁহাদিগকে আসামী পক্ষে জেরা করা হয়। জেরায় প্রকাশ পায় যে, রেহানাবদ্ধ বাড়ী কোনরূপ প্রকার দায়াবদ্ধ নহে।

১৯শে মার্চ পর্য্যন্ত শুনানী স্থগিত আছে। মিঃ [illegible] কুমার লাহিড়ী ও [illegible] এস, কে, [illegible] [illegible] আসামী পক্ষে ছিলেন।

বেহালা মিলে দুর্ঘটনা

বেহালা [illegible] মিলে কর্মচারী [illegible] [illegible] মিলের মধ্যে [illegible] দুর্ঘটনায় নিহত হইয়াছে। প্রকাশ, [illegible] যে স্থানে [illegible] বেল্ট পরাইবার উদ্দেশে [illegible] উপর উঠিলে অকস্মাৎ বেল্টের সঙ্গে জড়াইয়া যায় এবং [illegible] সাংঘাতিক আঘাত পায়। [illegible] হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হইয়াছিল। তথায় তাহার মৃত্যু হইয়াছে।

ব্যাঘ্র শিকারে বিপত্তি

বাকুড়া জেলার [illegible] [illegible] একটী ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক আটজন লোক আহত হয়। তাহাদের মধ্যে দুইজন শ্রীযুক্ত [illegible] বসু ও [illegible] সুবোধ [illegible] [illegible] মধ্যেই মারা যায়।

প্রকাশ যে, গত [illegible] মার্চ বি, [illegible] আর, লাইনের [illegible] নং মাইল পোষ্টের নিকট [illegible] [illegible] [illegible] একটি [illegible] দেখিতে পায় এবং ১১-১৫ মিঃ ট্রেন [illegible] ষ্টেশনে পৌঁছিলে ঐ সংবাদ ষ্টেশনে [illegible] সংবাদ জানিয়া [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] কুমার বসু [illegible] [illegible] প্রেসিডেন্ট প্রফুল্ল কুমার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সহ [illegible] ব্যাঘ্রটীর অনুসন্ধান করেন। অনুসন্ধানকালে ব্যাঘ্রটী লাইনের পার্শ্বে [illegible] হইতে বাহির হইয়া অনুসন্ধানকারী [illegible] আক্রমণ করে। ঐ ব্যক্তি [illegible] [illegible] বা [illegible] আঘাত করিলে [illegible] পলায়ন করিয়া নিকটস্থ [illegible] [illegible] [illegible] করে। তখন শিকারিগণ [illegible] [illegible] ব্যাঘ্র ক্রুদ্ধ হইয়া তাড়া করে এবং [illegible] বাবুর [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কয়েক স্থানে নখরাঘাত করে। তৎপর উহা [illegible] [illegible] [illegible] অনুসন্ধানকারী দলের [illegible] আক্রমণ ও জখম করে তন্মধ্যে শ্রীমান সুবোধকুমার মিত্রের নাম জানা গিয়াছে। [illegible] [illegible] বন্দুকধারী শিকারিগণ পলায়ন করেন। পরে [illegible] মাইল দূরে [illegible] গ্রামে [illegible] [illegible] [illegible] ব্যক্তির [illegible] ব্যাঘ্রটী মারা গিয়াছে। ব্যাঘ্রটী [illegible] ফুট লম্বা ছিল। জানা যায় যে, শ্রীযুক্ত [illegible] বসু ও শ্রীমান সুবোধ মিত্র মারা গিয়াছে।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আশ্রয় সুবিধা

পরীক্ষার বাৎসরিক গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ মাত্রের [illegible] ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। প্রতি বর্ষ ৪৷ টাকা ভিক্ষায় কলিকাতা বাগবাজার গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৬৲, ষাণ্মাসিক ৩৷০ টাকা মাত্র।

৩। [illegible] ভিন্ন ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৷০

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত [illegible] সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। [illegible] শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ [illegible] বিদ্যারত্ন বি-এল, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া [illegible] হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় পাক্ষিক। ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল বোল্ড অক্ষরে এবং তাহার বর্ত্তমান যুগ [illegible] মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। আর উত্তম ছাপা। ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে ১০২৮ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। অতিরিক্ত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোকসূচী, পদ্যসূচী, গ্রন্থসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়সূচী, স্থানসূচী প্রভৃতি বিবিধ সূচীপত্র। সমগ্র শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অপূর্ব্ব বিরাট সংস্করণ কোথাও আর কখনও প্রকাশিত হয় নাই, যাহা নিরপেক্ষ পাঠক মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। জনসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৩৬,	১০—৫১,	১৩—২২	১৭—৩৮,	২০—১৩
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০-৪৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩০,	১১—৩১,	১৪—৯	১৮—১৩,	২০-৫৫

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

রবিবার ব্যতীত প্রতিদিন

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৫৫	৯-২৫	১২-১০	১২-৩৪	১৫-৩৪	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৫০	১২-১৯	১২-৪২	১৫-৪১	১৮-৫৩
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২০	১০-৬	১২-৫১	১১-১২	১৬-১২	১৯-০০

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

[ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত]

[illegible] কলেজের [illegible] প্রধান ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর এম্‌-এ, পুরাতত্ত্ববাচস্পতি [illegible] মহোদয়ের গবেষণা এবং পাণ্ডিত্য লেখনীর অনুভূত [illegible] একাধারে [illegible] এবং [illegible] জীবনচরিত-গ্রন্থে দুষ্প্রাপ্য হইল। এই বিরাট গ্রন্থে ও আত্মীয় [illegible] চিত্র-সম্বলিত। [illegible] শ্রীমৎ [illegible] সমালোচনা প্রথম খণ্ড ৬০৭ পৃষ্ঠায়। প্রায় সকল পৃষ্ঠায় চিত্র ও নিতুপম [illegible] গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Forward) [illegible] ভূমিকাবলী (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে [illegible] (Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—[illegible] গোড়ীয়মঠ, [illegible]; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে উৎসুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে বর্ণানুসার শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ॥ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

		প্রথম ও দ্বিতীয়		পরবর্ত্তি-সময়ে	
		সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা	সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা
প্রত্যহ	প্রতি লাইন	।০	।৵০	।৵	।০
"	" ইঞ্চি	২৲	১৷০	১৷০	১৲
"	" সিকিকলম	৪৲	৪,	৬৲	৩৲
"	" অর্দ্ধকলম	৮৲	৩৲	৩৲	৯৲
"	" ১ কলম	১২৲	১০৲		৯৲

মাসিক হার

[যদি অন্ততঃ ১ বৎসরের জন্য চুক্তি করা হয়]

সংবাদ পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ৬৲, সিকি কলম ১৫৲, অর্দ্ধ কলম ২৫৲, এক কলম ৩০৲; বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ৪৷০, সিকি কলম ১২৲, অর্দ্ধ কলম ১৮৲, এক কলম ৩০৲ টাকা।

সাহায্যের হার

সডাক বার্ষিক ৯৲ নয়টাকা, ষাণ্মাসিক ৫৲ পাঁচ টাকা, ত্রৈমাসিক ৩৲ তিন টাকা, মাসিক ১৲ এক টাকা মাত্র। নগদ মূল্য প্রতি সংখ্যা [illegible]

ম্যানেজার, দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ,

পোঃ শ্রীমায়াপুর, জেলা নদীয়া। টেলিগ্রাম—'[illegible]', [illegible]

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

— পারমার্থিক পত্র —

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

[illegible]

১০ম বর্ষ { ২১ গোবিন্দ গৌরাব্দ ৪৪৮, ২৮শে ফাল্গুন বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ১২ই মার্চ্চ ইং ১৯৩৫ মঙ্গলবার } ১০ম সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

পরিক্রমার অধিবাস

গত পরশ্ব শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমার অধিবাস-মহোৎসব শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠে বিশেষ সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। উষঃকালে মঙ্গলারাত্রিকের পর শ্রীমঠের সেবকগণ ও সমাগত ভক্তবৃন্দ ভক্ত-সম্মেলনে শ্রীমঠের চতুর্দিকে বিবিধ সুমধুর পদাবলী কীর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদের নির্দ্দেশক্রমে ভক্তবৃন্দ আনন্দ উৎসাহের সহিত বিভিন্ন সেবাকার্য্যে নিযুক্ত আছেন। বিগ্রহকে বাহিরের পুষ্পাদি, পেচর্ম, উপচার, চামর ডালনা, মিষ্টান্ন, ফলাদি বিচিত্র মহাপ্রসাদ অর্পণ করা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত রাসবিহারী সাধারিকারী ভক্তিভূষণ মহাশয় এই উৎসবের ব্যয়ভার বহন করিয়াছেন। অপরাহ্ণ হইতে পুনরায় কীর্ত্তনের ব্যবস্থা হইয়াছে। সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীপাদ ভক্তিবিলাস নেমি মহারাজ প্রায় ঘণ্টা শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পরিক্রমা উপলক্ষে নিরন্তর হরিকথাস্রোত প্রবাহিত হইতেছে। কোথাও শ্রীল প্রভুপাদ স্বয়ং হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন, কোথাও ভক্তবৃন্দগণ [illegible] শ্রীশ্রীগৌরহরির মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছেন, আবার কোন কোন স্থানে ব্রহ্মচারী, [illegible] যাবজ্জীবন সাধনকার্য্যেরত [illegible] শ্রীমদ্ভাগবত-ধর্ম্ম গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করিতেছেন। তাঁহারা [illegible] প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধুদের নিকট [illegible]। শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সভ্যগণ [illegible] ব্যবস্থা করিয়া যাত্রিগণের প্রকৃত [illegible] বিধান করিতেছেন। এইরূপ হরি-কথাশ্রবণের সুযোগ দীন বঙ্গবাসী পরি-[illegible] বাসভাবে যাত্রিগণের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি [illegible] হয়। এই প্রবৃত্তি সর্ব্বতোভাবে [illegible]।

সীমন্তদ্বীপ-পরিক্রমা

গতকল্য মহাপ্রভুর [illegible] কীর্ত্তন করিতে করিতে [illegible] বৈষ্ণবগণের আনুগত্যে সীমন্তদ্বীপ পরিক্রমা করিয়াছেন। অদ্য শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ পরিক্রমা হইবে। [illegible] দিবস [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] পুকুর প্রভৃতি স্থানের দর্শনের বিষয় হইবে। এই স্থানে শ্রীপার্ব্বতী দেবী গৌর-পদধূলি সীমন্তে ধারণ করিয়াছিলেন বলিয়া ইহার নাম হইয়াছে সীমন্তদ্বীপ। সেই হইতে শ্রীপার্ব্বতী দেবী সীমন্তিনীদেবীরূপে পূজিতা হইতেছেন। শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য গ্রন্থে দেখা যায়, শ্রীপার্ব্বতী [illegible] দেবীর সম্বন্ধ বর্ণন পূর্ব্বক শ্রীগৌরসুন্দর [illegible] বলিয়াছিলেন—

"তুমি মোর [illegible] পরমেশ্বরী।
[illegible] মম সহচরী॥
[illegible] তুমি রাধিকা আমার।
বাহ্যরূপে রাধা তোমার [illegible]॥"

এই ভক্তগণ [illegible] পূর্ব্বক তাঁহার শ্রীমন্দির স্থানের সেবা করেন, তাঁহার [illegible] দেবীর করুণা প্রাপ্ত হন।

পরিক্রমার যাত্রি-সংখ্যা
দ্বিগুণ বৃদ্ধি

এবার শ্রীনবদ্বীপ পরিক্রমার যাত্রিসংখ্যা অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা অনেক বেশী হইয়াছে। কেহ কেহ অনুমান করিতেছেন, গত বৎসর অপেক্ষা এবার দ্বিগুণ যাত্রী হইয়াছে। সংখ্যা-বৃদ্ধির মূল কারণ, শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা কর্তৃক প্রচারবৃদ্ধির বিষয়ে প্রচারের [illegible]। অর্দ্ধোদয়-যোগোপলক্ষে যে-সকল যাত্রী নবদ্বীপ ধামে আগমন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের অনেকে শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে বহির্গত শ্রীনবদ্বীপ-পরিক্রমায় যোগদানের নিমিত্ত কৃষ্ণনগর (সহর নবদ্বীপে) অবস্থান করিয়াছিলেন। তাঁহারা যোগদান করিয়াছেন। যাত্রিসংখ্যা বৃদ্ধি হইবার একটী কারণ।

রেলওয়ে কোম্পানীর প্রচার

ইষ্ট ইণ্ডিয়া, বেঙ্গল-নাগপুর প্রভৃতি রেলওয়ে কোম্পানী সমূহ প্রতি বৎসর শ্রীধাম মায়াপুরে বিরাট আয়োজনে শ্রীনবদ্বীপ পরিক্রমণ ও শ্রীশ্রীগৌরাবির্ভাব উৎসব সম্পন্ন হইতে দেখিয়া এবার এই উৎসব সম্বন্ধে নিজ নিজ ষ্টেশনে বিজ্ঞাপন প্রদান করিয়াছেন। ইহাও যাত্রিবৃদ্ধির অন্যতম কারণ।

২৪-পরগণা জেলায় প্রচার

শ্রীপাদ [illegible] ভক্তিশাস্ত্রী এবং আরও কতিপয় ব্রহ্মচারী [illegible] গ্রাম হইতে গত [illegible] ২৪-পরগণা জেলার অন্তর্গত [illegible] গ্রামনিবাসী [illegible] [illegible] বসুর [illegible] উপস্থিত হন। [illegible] "শ্রীএকাদশী মাহাত্ম্য" সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। তৎপরদিবস ব্রহ্মচারী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। [illegible] শ্রীগৌরসুন্দরের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন। ঐ দিবস [illegible] অধিক [illegible] সমাগম হইয়াছিল। সকলেই শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারের উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন।

গত ১১ই ফাল্গুন [illegible] শ্রীপাদ ভক্তিপ্রদীপ [illegible] মহারাজ [illegible] নিবাসী [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] মহাশয়ের গৃহে উপস্থিত হন এবং বহুক্ষণ হরিকথা কীর্ত্তন করেন। তৎপর-দিবস শ্রীধাম বাটীতে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত [illegible] এবং শ্রীচৈতন্য-দেবের [illegible] পাঠ ও কীর্ত্তন করেন।

গত ১০শে ফেব্রুয়ারী শ্রীব্যাসপূজা-বাসরে বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠের উপদেশক আচার্য্য শ্রীপাদ [illegible] ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী [illegible] শ্রীব্যাসপূজা কাহাকে বলে ও তাহার উদ্দেশ্য কি, সর্ব্বসাধারণ গুরুপূজা করিতে হয় কেন? গুরুপূজা সাম্প্রদায়িক, গুরু শব্দের তাৎপর্য্য, [illegible] শ্রীগুরুদেবের সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে সকলের নিকট সমানভাবে পূজনীয়, গুরুদেব নিরপেক্ষ বা [illegible] প্রচারক, অসৎ ও বাস্তবসত্য এক নহে, [illegible] পূজা ও শ্রীগুরুপূজা এক নহে, [illegible] বিশেষ নাম প্রভৃতি বিষয় ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

ঢাকা জেলায়

[illegible] শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারক উপদেশক আচার্য্য শ্রীপাদ [illegible] ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী গত ১৮ই ও [illegible] ফাল্গুন সন্ধ্যাকালে [illegible] গ্রামে শ্রীযুক্ত [illegible] [illegible] পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। [illegible] ব্রহ্মচারী মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন করেন। শ্রোতৃবৃন্দের মধ্যে [illegible] নাম [illegible], [illegible] চক্রবর্ত্তী, [illegible] দে মাঝি, [illegible] পাল, [illegible] চক্রবর্ত্তী, [illegible] চক্রবর্ত্তী, [illegible] চক্রবর্ত্তী, [illegible] চক্রবর্ত্তী, [illegible] চক্রবর্ত্তী, [illegible] সাহা, [illegible] কুমার সাহা, [illegible] কর্ম্মকার, [illegible] সাহা, [illegible] কুমার সাহা [illegible], প্রাণকুমার সাহা [illegible], গোবিন্দচন্দ্র সাহা, [illegible] সাহা [illegible] প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

কৃষ্ণ আমায় পালে, রাখে যান সর্ব্বকাল। আত্মনিবেদন-তুয়া পদে করি হইনু পরকাশ॥

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২২ গোবিন্দ গৌরাব্দ ৪৪৮

নবদ্বীপ-পরিক্রমা

(২)

শ্রীধামের কথা

চিচ্ছক্তি ভগবানের সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনী—এই ত্রিবিধ শক্তির বিষয় আমরা শাস্ত্রবিৎ ভাগবতগণের নিকট জানিতে পারি। সন্ধিনী শক্তি কর্ত্তৃকই শ্রীভগবানের লীলাস্থলী শ্রীধামের প্রাকট্য হইয়া থাকে। মাথুরমণ্ডলে যেপ্রকার ষোলক্রোশ বৃন্দাবন সেই প্রকার গৌড়মণ্ডলে ষোলক্রোশ শ্রীনবদ্বীপধাম। শ্রীবৃন্দাবন ও শ্রীনবদ্বীপ উভয়ই অনাদি চিন্ময় শুদ্ধ ধাম। অপ্রাকৃত বস্তুর বিলাসভেদে তদীয় বিলাসভূমি শ্রীধামের বিবিধ প্রকাশ। শ্রীভগবানের জীব-বাৎসল্যের নিদর্শনরূপে শ্রীধাম প্রপঞ্চে অবতরণ করেন।

ছান্দোগ্যে নবদ্বীপের কথা

ছান্দোগ্য উপনিষদের অষ্টম প্রপাঠকে ব্রহ্মপুর অর্থাৎ গোলোক বৃন্দাবন নবদ্বীপ প্রভৃতি সর্ব্বোপরি অপ্রাকৃত চিদ্ধামের বর্ণন দেখিতে পাওয়া যায়। জড়জগতে যে বৈচিত্র্য আছে তাহা চিন্ময় ধামের হেয় ও বিকৃত প্রতিফলন মাত্র। সম্বন্ধজ্ঞানবিশিষ্ট ভজনশীল ধামবাসী হইয়া শুদ্ধসেবাপর বেদে শ্রীধামের বর্ণন করিয়া থাকেন।

শ্রীধামবাসিগণ সকলে স্ব-স্ব-অধিকার অনুযায়ী মহাপ্রভুর সেবায় নিযুক্ত থাকেন। কিন্তু অবিদ্যাগ্রস্ত জীবসকল তাঁহাদের তত্ত্ব না জানিয়া ধামবাসিগণকে আপনাদিগের ন্যায় জড়দেহধারী জ্ঞান করেন। অজ্ঞানাচ্ছন্ন ব্যক্তিগণ জড়ভাবনা করিতে করিতে পুণ্য কর্ম্মের আবাহন করতঃ স্বর্গ লাভ করে। কিন্তু যাঁহারা প্রকৃত ধামবাসী তাঁহারা জড়সঙ্গশূন্য হইয়া নিত্য আত্মস্বরূপে অবস্থান পূর্ব্বক অমৃত ও অভয় প্রাপ্ত হইয়া এরূপ নিরুপাধিক কৃষ্ণচৈতন্যাভিধ ধাম আশ্রয় করেন।

শ্রীনবদ্বীপবাসিগণের মানব ধর্ম্ম ও আচার দৃষ্টে তাঁহাদের নিরুপাধিকত্ব সম্বন্ধে যে সন্দেহ হইতে পারে তাহা নিরসন করিবার জন্য ছান্দোগ্য বলিতেছেন—অথ য আত্মা স সেতুর্বিধৃতিরেষাং লোকানামসম্ভেদায় নৈতং সেতুমহোরাত্রে তরতো ন জরা ন মৃত্যুর্ন শোকো ন সুকৃতং ন দুষ্কৃতং সর্ব্বে পাপ্মানোঽতো নিবর্ত্তন্তেঽপহতপাপ্মা হ্যেষ ব্রহ্মলোকস্তস্মাদ্বা এতং সেতুং তীর্ত্বান্ধঃ সন্ননন্ধো ভবতি বিদ্ধঃ সন্নবিদ্ধো ভবত্যুপতাপী সন্ননুপতাপী ভবতি তস্মাদ্বা এতং সেতুং তীর্ত্বাপি নক্তমহরেবাভিনিষ্পদ্যতে সকৃদ্বিভাতো হ্যেবৈষ ব্রহ্মলোকঃ। তদ্য এবৈতং ব্রহ্মলোকং ব্রহ্মচর্য্যেণানুবিন্দন্তি তেষামেবৈষ ব্রহ্মলোকস্তেষাং সর্ব্বেষু কামচারো ভবতি।

—চিদাকাশস্থ আত্মার স্বভাবতঃ উপাধি নাই কিন্তু ঐ চিদ্ধাম প্রাপঞ্চিক জগতে জীবোদ্ধারার্থ অবতীর্ণ হওয়ায় বদ্ধজীবদিগের মঙ্গলসাধনের জন্য তদ্বস্তু শুদ্ধ জীবগণ ও প্রভু স্বয়ং বর্ণাচার লক্ষণ প্রদর্শন করান। তাঁহারা স্বভাবতঃ অমৃত, অশোক, অপহতপাপ্মা, অনন্ধ, অবিদ্ধ, অনুপতাপী হইয়াও বিপর্য্যয় ধর্ম্ম দেখাইয়া জীবের উদ্ধারণ দেখাইয়াছেন। ফলতঃ ধামসেতু উত্তীর্ণ হইয়া সেই সকল জীব নিত্য জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মলোকে অবস্থিত। যেহেতু সেই ব্রহ্মলোকগত পুরুষরা ইচ্ছাপূর্ব্বক সর্ব্বলোকে কামচারীর ন্যায় থাকিতে পারেন।

অন্তর্দ্বীপ-পরিক্রমার উপক্রম—আত্মনিবেদন

"ধামবাসিজনে প্রণতি করিয়া
মাগিব কৃপার লেশ।"

শুদ্ধ ধামবাসিগণের কৃপা না হইলে শুদ্ধ নবদ্বীপধাম-দর্শনের সৌভাগ্য হইবে না। শুদ্ধধামবাসী মহাজনগণের নিকট শুনিতে পাই, শ্রীধাম বৃন্দাবনের ন্যায় শ্রীনবদ্বীপধামও পদ্মসদৃশ। সীমন্ত, গোদ্রুম, মধ্য, কোল, ঋতু, জহ্নু, মোদদ্রুম ও রুদ্র এই দ্বীপাষ্টক নবদ্বীপপদ্মের আটটী পাপড়ি; আর উক্ত পদ্মের মধ্যস্থ কর্ণিকাই অন্তর্দ্বীপ শ্রীধাম মায়াপুর। এই নবদ্বীপধামের নয়টী দ্বীপ নববিধা ভক্তির পীঠস্বরূপ। অন্তর্দ্বীপ শ্রীধাম মায়াপুর আত্মনিবেদনের ধাম। এই অন্তর্দ্বীপ হইতেই নবদ্বীপ পরিক্রমা আরম্ভ হইবার বিধি আমরা শাস্ত্রে দেখিতে পাই। আত্মনিবেদন হইলে শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য এই আটটী ভক্ত্যঙ্গের কোনটীই শুদ্ধরূপে যাজিত হইতে পারে না। বস্তুতঃপক্ষে তথ্যতঃ আত্মনিবেদন যাবতীয় ভজনের প্রাণস্বরূপ। সুতরাং আমরা অদ্য যাবতীয় চিন্তাস্রোত দূরে পরিত্যাগ করিয়া, ভোগবিলাসের কথা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়া আহার বিহার শয়নাদির সুবিধা অসুবিধা ইত্যাদির কথায় বিন্দুমাত্রও কর্ণপাত না করিয়া আত্মনিবেদনের উপায়স্বরূপ শুদ্ধ বৈষ্ণবগণের আনুগত্যে আজ অন্তর্দ্বীপ পরিক্রমা করিব। আর আর্ত্তির সহিত হা গৌরাঙ্গ, হা বিষ্ণুপ্রিয়া, হা প্রভো নিত্যানন্দ, হা প্রভো অদ্বৈত, হা গদাধর, হা শ্রীবাস বলিয়া চিত্ত হাতে গড়াগড়ি দিব আর কাতরস্বরে কীর্ত্তন করিব—

করুণা না হ'লে, কাঁদিয়া কাঁদিয়া
প্রাণ না রাখিব আর।

কণ্টক-মুক্ত হইয়া এই প্রকার দৈন্যের সহিত শ্রীধাম পরিক্রমা করিবার নির্দ্দেশই আমরা শ্রীল প্রভুপাদের নিকট পাইয়া থাকি।

আমাদিগকে বিশেষরূপে স্মরণ রাখিতে হইবে যে পুণ্যার্থ পুণ্যরূপ আবদ্ধ হইবার জন্য নবদ্বীপ পরিক্রমা নহে। নবদ্বীপ-পরিক্রমার উদ্দেশ্য নিরন্তর নবদ্বীপ ধামে বাস করিয়া সর্ব্বেন্দ্রিয়ে নবদ্বীপেশ্বর গৌরহরির সেবা করা। দেখুন, শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ আমাদের প্রতি কি উপদেশ করিতেছেন।

"অলমলমলমেষাং যোগিবৃন্দৈঃ সমস্তৈ-
রলমলমিহ বিজ্ঞানৈরবিজ্ঞানগোষ্ঠীঃ।
অলমলমিহ নানাসাধনায়াসবৃন্দৈ-
র্ভবতু ভবতু বাসঃ শ্রীনবদ্বীপমধ্যে॥"

হে মানব, এই যে শ্রীরূপা পদ্ধতীর সঙ্গে বাস করিবার আর প্রয়োজন কি? প্রাকৃত সম্পৎ, সন্তান, 'বিদ্যা ও প্রতিষ্ঠা'র আর আবশ্যকতা কি? মানব, শ্রীনবদ্বীপ আশ্রয় করিয়া ধন্য হউন।

আজ গৌরাঙ্গদেবের ক্রীড়াভূমি শ্রীধাম মায়াপুর পরিক্রমা করিয়া যদি এই শ্রীধাম আমাদের জীবনরূপে গৃহীত হন, যদি এই শ্রীধাম সে নিত্য জীবনে মরণে শয়নে স্বপনে বরণীয় হন, তাহা হইলে পরিক্রমা সার্থকতা-যুক্ত হইবে এবং গৌরহরির কৃপায় আমরা দেখিতে পাইব আমাদের জীবন শ্রীধাম মায়াপুর বিবিধ উজ্জ্বল রত্নের প্রভায় দীপ্তিমতী, বিচিত্র মনোহর শোভায় সুশোভিত, পক্ষীগণের পরস্পর আহ্বানজনক প্রীতির প্রদর্শনীযুক্ত এবং তরুলতাদিবিমণ্ডিত হইয়া গৌরহরির নবানন্দ বর্দ্ধন করিতেছেন।

যথা নিত্য মাতাপিতা মায়াপুর-গৌরাঙ্গ।
শ্রীগৌরাঙ্গে সেবে সেবে সব অনুক্ষণ॥
লক্ষ্মী বিষ্ণুপ্রিয়া সেবে প্রভুর চরণ।
পঞ্চতত্ত্বাত্মক প্রভু অপূর্ব্ব দর্শন॥
গদাধর শ্রীবাসাদি গানে গানে স্ফুরে।
অসংখ্য বৈষ্ণবগণ চতুর্দ্দিকে ভায়।
যেন মায়াপুর কৃপা করুন আমায়॥

উপনিষদে মায়াপুরের কথা

ছান্দোগ্যপাঠে জানা যায়, এই শরীরের অভ্যন্তরে ব্রহ্মপুর নামে পদ্ম বর্ত্তমান। এই পদ্ম অষ্টদলবিশিষ্ট। ইহার অভ্যন্তরস্থ 'দহর' নামক স্থানই মায়াপুর বলিয়া কথিত। ঐ স্থান শ্রীচৈতন্যস্বরূপ ভগবান্ পরমাত্মার নিবাসক্ষেত্র। এই স্থানের মধ্যস্থিত আকাশই (অর্থাৎ অন্তরাকাশ) অন্তর্দ্বীপ বলিয়া খ্যাত।

এই বহির্জগতে যেরূপ আকাশ বর্ত্তমান, হৃদয়ের অভ্যন্তরেও বস্তুতঃ তদনুরূপ আকাশ রহিয়াছে। তথায়ও এই বহির্জগতের ন্যায় স্বর্গ-মর্ত্ত্য, অগ্নি-বায়ু, চন্দ্র-সূর্য্য, বিদ্যুৎ-নক্ষত্র, এবং ইহজগতে আমার যাহা কিছু আছে তদনুরূপ এবং এইখানে যে-সকল জিনিষের অভাব রহিয়াছে তদনুরূপও রহিয়াছে।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, এই শরীরমধ্যগত ব্রহ্মপুর মধ্যে যদি ভূতগণ এবং সমস্ত কামনা প্রভৃতি বিবিধ পদার্থ বর্ত্তমান, তাহা হইলে যখন এই শরীর জরাগ্রস্ত কিংবা বিনষ্ট হইবে তখন শরীর-মধ্যবর্ত্তী পদার্থসকলও নষ্ট হইয়া যাইবে, সুতরাং সেসময়ে আর অবশিষ্ট কিছুই থাকিবে না। ইহার উত্তরে আত্মজ্ঞ মহাপুরুষগণ বলেন—এই শরীর জরাগ্রস্ত বা বিনষ্ট হইলেও ঐ পদার্থ বিনষ্ট হয় না, কারণ ব্রহ্মপুর সত্য ও অবিনশ্বর। এই স্থানেই যাবতীয় কাম অবস্থিত। এই স্থানের অধিবাসী আত্মা পাপ, জরা, মৃত্যু, শোক, ক্ষুধা, পিপাসা প্রভৃতি যাবতীয় তাপশূন্য। তিনি সত্যকাম ও সত্যসংকল্প।

ইহজগতে যেরূপ ভোগের দ্বারা কর্ম্মার্জ্জিত সম্পত্তির ক্ষয় হইয়া থাকে, সেইরূপ যজ্ঞাদি-অর্জ্জিত পুণ্যার্জ্জিত পারলৌকিক স্বর্গাদি বিষয়েরও ভোগের দ্বারাই ক্ষয় হইয়া থাকে। যাহারা আত্মার স্বরূপ এবং তদীয় সত্যকামস্বরূপ গুণ অবগত না হইয়া ইহলোক হইতে প্রয়াণ করেন, তাঁহারা সমস্ত পরলোকে ইচ্ছানুসারে বিচরণ করিতে পারেন না। আর যাঁহারা ইহলোকে আত্মার স্বরূপ ও সত্যকাম-স্বরূপ-গুণ অবগত হইয়া প্রয়াণ করেন তাঁহারা সমস্ত পরলোকে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক ভ্রমণে সমর্থ হন এবং যাহা কামনা করেন সংকল্পমাত্রই তাহা তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইয়া থাকে। অনন্ত আমাদের বর্ণিত সত্যপদার্থের আচ্ছাদকরূপে বিদ্যমান। মর্ত্ত্যলোকে যেসকল জীব বর্ত্তমান, যাহারা এস্থান হইতে প্রয়াণ করিয়াছে এবং কামনাদ্বারাও ইহলোকে যাহা লাভ করা যায় না তৎসমুদয় ব্রহ্মপুরে পাওয়া যায়।

'মুণ্ডক'-উপনিষদে যে হিরণ্ময় ব্রহ্মধাম বর্ণিত আছে, মায়াপুরান্তর্গত স্বর্ণিম যোগপীঠই ঐ ব্রহ্মধাম। বিরজা পরব্যোমাতীত গোলোক-সংলগ্ন স্বপ্রকাশ জ্যোতিষ্কগণের পরম-জ্যোতিঃস্বরূপ অর্থাৎ বিশ্বপ্রকাশক যে অখণ্ড ব্রহ্ম অবস্থিত, আত্মজ্ঞ ব্যক্তিগণই তাঁহাকে অবগত হইয়া থাকেন। যে-সকল নিষ্কাম সুধীজন পরম পুরুষের উপাসক, তাঁহারাই শুক্লবর্ণ পদার্থ-বিবর্জ্জিত পরম-ব্রহ্মধামকে অবগত হইয়া সংসার অতিক্রম করিতে সমর্থ হন।

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
[দ্বিতীয় খণ্ড]
পরমার্থ-রত্নরাজিতে সুশোভিত,
ভিক্ষা—১৲ এক টাকা মাত্র।
প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর।

মায়াপুরমাহাত্ম্য

জয় জয় মায়াপুর, অভিন্ন শ্রীব্রজপুর,
জীব প্রতি হইয়া সদয়।
গুপ্তিতে ভাসিতে তুমি, আপনি গোলোকভূমি,
কলিকালে হ'য়েছ উদয়।
তোমার মহিমা যত, আমি তার জানি কত,
লিখিতে না ধরি তত শক্তি।
বামনের মত তাই, চাঁদ ধরিবারে যাই,
যদিও না আছে কিছু ভক্তি।
লীলামৃত পারাবার, যাহা হয় তরিবার,
ক্ষুদ্র ভেলা করিয়া সহায়।
এ যেন অবোধ জীবে, দেখিয়াছে কেবা কবে
যার চেষ্টা বাতুলের প্রায়।
তাই বলি মায়াপুর, না লইও দোষ মোর,
হেরি মোর নিষ্ফল প্রয়াস।
আশীর্বাদ কর তুমি, ওহে পুণ্যময় ভূমি,
পুরে' যেন অন্তরের আশ।
যেই কৃষ্ণ মথুরাতে, ভজেছিল দ্বাপরেতে,
ল'য়ে নিজ অপূর্ব মাধুরী;
সেই কৃষ্ণ গৌর হ'য়ে মায়াপুরে জনমিয়ে
প্রকাশিল মহান্ ঔদার্য।
বলরাম তাঁ'র ভ্রাতা, পাপি-তাপী পরিত্রাতা,
নিত্যানন্দ হ'লে যাঁরে জানি।
আসিয়া ভ্রাতার পাশে, দাঁড়াইল অনায়াসে,
মায়াপুরে মধুপুর মানি'।
হেন মায়াপুর ধাম, অভিন্ন সে ব্রজধাম
তা'র ধূলি না লইল যেবা।
অধম সে পাপিজন, অতিশয় দুর্জন,
হেরে তার দুর্দিন কেবা?
আমি অতি অভাজন, তাই মোর পাপমন,
না সেবিল সেই পুণ্যধাম।
সাধুজন-পদাশ্রয়ে যাবৎ না শিরে লয়ে,
না লইল সে মধুর নাম।
পঞ্চতত্ত্বাত্মক কৃষ্ণ, লইয়া নিবৃত্ততৃষ্ণ,
পারিষদ যত জন।
শ্রীবাসাদি ভক্তগণ, অদ্বৈতাদি মহাজন,
যথা কৈল লীলাসংকীর্তন।
জাহ্নবীর পূত জল, সুপবিত্র নিরমল,
যে ধামের সেবার লাগিয়া।
ধাবিয়া নিজেকে যত, কি কথা কহিব অত,
সদা বহে উচ্ছলিত হিয়া।
এহেন পবিত্র ধাম, যাহাতে হরির নাম,
সংকীর্তিত হয় অনুক্ষণ।
গৌরাঙ্গের পদরজঃ যাহা মাগে অজ ভব,
যে ধামের অমূল্য ভূষণ।
সে ধামের মাহাত্ম্য, তাহার মহিমা সত্য,
যথাযথে করিতে প্রচার।
শ্রীগুরু কৃপাবিনে শ্রীগোবিন্দ দয়া বিনে,
করে কোথা সাধ্য আছে কার।
শক্তিহীন, ভক্তিহীন, নির্গুণা দীনাতিদীন,
সাধন ভজন যার নাই।
জ্ঞানহীন পশুপ্রায়, ভক্তিহীন নিঃসহায়,
অসাধ্য সাধনে চেষ্টা নাই।
ক্ষমী মোর কবি সবে, অপরাধ নাহি লবে,
এই মোর প্রার্থনা বিনীত।
বৈষ্ণবের কৃপা বিনা বাঞ্ছা নহে পূর্ণ,
এই কথা জগতে বিদিত।
ধামের মাহাত্ম্য তাতে, ধামবাসী সাধুজনে
নিবেদন তাঁদের চরণে।
তাঁরা যেন কৃপা ক'রে, সঙ্গে লন এ পাপীরে
দৃঢ়ভাবে কেশে ধরে টেনে।
তাঁদের সঙ্গেতে যাবে, আশ্রয় করিয়া যাবে
লভিবারে পূর্ণ পরানন্দ।
দাস সদা অভিলাষ, ছিন্ন করি' মায়াপাশ,
সেও হয় সহজ-আনন্দ।

—শ্রীসদানন্দ দাস

'কীর্তন'-সম্পাদকের অভিভাষণ

[৩]

জীব কৃষ্ণের অংশ, কৃষ্ণ অংশী; জীব অপূর্ণ, কৃষ্ণ পূর্ণ; পূর্ণের সেবাতেই অপূর্ণের পূর্ণতা। অপূর্ণ নিজেকে পূর্ণ বলিয়া মনে করলেই অসুবিধায় পড়তে হ'বে। ভোগ ভগবানের কার্য। আমাদের ভোক্তা ভগবান্, তিনি ভোগ করবেন, জীব ভোগ্যতত্ত্ব; কৃষ্ণের সেবায় যদি আত্মোৎসর্গ করতে না পারা যায় তবে মানবজন্মের সার্থকতা হ'বে না। অভাবের অনুভব না করলে সুখের সম্ভাবনা কোথায়? ভক্ত ভগবানের পর হ'তে চায় না—কখনও প্রভু হ'তে চায় না। স্ত্রীপুত্রের প্রভু হ'তে গেলে তাদের গোলাম হ'য়ে যেতে হ'বে। ঘোড়ার প্রভু হ'লে ঘোড়ার সহিস হ'তে হ'বে; সুতরাং প্রভুত্বে দাসত্ব এসে পড়ে। ভগবানকে অস্বীকার করা উচিত নয়। সুতরাং ভগবান্ সাজলে হ'বে না। নিতাইর কাছে কেবল গুরুদাসত্বের কথা আছে। এক হাত গলায় বেঁধে এক হাত পায়ে বাঁধতে হ'বে, এরূপ দাসত্বের কথা নিতাই বলেন নাই। যদি সোঽহং হ'য়ে গেলাম তবে নির্বাণ উপস্থিত হ'লো, নিজের পায়ে নিজে কুঠারাঘাত করা হ'লো। ইহা ভজন নয়, ইহা কপটতা।

ভগবান্ ও তাঁর দাস জীব নিত্য সত্য বস্তু। গোলোকেই উভয়ের অবস্থান। মায়াকবলিত জীবের ভিতরে এই অবস্থানের অনুভূতি নাই। ইহাতেই তা'র এই দুর্দশা। শ্রীনিত্যানন্দের কৃপায় এই মায়াবদ্ধ অবস্থার অবসান হইলেই জীব ভগবান্‌কে ও ভগবানের সেবকরূপে নিজেকে উপলব্ধি করতে পারে। ভগবানের প্রকটাপ্রকট উভয় লীলাই নিত্য। আমাদের এই চক্ষুর কাছে গৌর এসেছিলেন এবং গিয়াছেন এইরূপ প্রতীয়মান হয়। কিন্তু অপ্রকট অবস্থানে গৌরলীলা নিত্য সংঘটিত হ'চ্ছে।

"অদ্যাপি সেই খেলা করে গৌর রায়।
কোন কোন ভাগ্যবান্ দেখিবারে পায়॥"

ভাগবতে কৃষ্ণভজনের কথা নিতাইর ভাবে আছে। কিন্তু যতদিন পর্যন্ত সংসারের হাত হ'তে মুক্তিলাভ করা না যাচ্ছে, ততদিন পর্যন্ত রাগমার্গীয় ভজনের কথা অনুশীলনের বিষয় হ'তে পারে না। অনুকরণ করতে হ'বে না। সেই অবস্থার জন্য অপেক্ষা করতে হ'বে—ধৈর্য চাই। ব্রজগোপীর ভাবে কামের কথা নাই। "কাম থাকিতে প্রেম হ'বে না, ব্রজগোপীর ভাব বিনে।" কামেতে আছে আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-বাঞ্ছা আছে, কিন্তু প্রেমেতে কেবলমাত্র কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতির কামনা আছে। ব্রজগোপীকার ভাবেতেই প্রেমের চরম বিকাশ। হাটে বাজারে রস-কীর্তনের ছড়াছড়ি। গোপীরও অভাব নাই। অহরহঃ আমরা বৈরাগী বৈরাগিণীর দৃশ্য দেখছি। এত সমস্ত ব্যাপারে নিতাইর সাধনের কোন কথা নাই। গোপী হ'য়ে গোপীনাথের চরণ আশ্রয় করতে হ'বে, কিন্তু গোপ হ'য়ে গোপীকা গ্রহণ করতে হ'বে না, নতুবা সোঽহংবাদ এসে যাবে; গোপীর ভজন-প্রণালী সিদ্ধ অবস্থার কথা, অসিদ্ধ অবস্থাতে সিদ্ধ ভূমিকার ভজন অনুশীলন করলে অনুকরণ হ'য়ে যাবে, এইরূপ ভজন নরকের দ্বারস্বরূপ ব'লেই মনে করতে হ'বে।

চিত্তদর্পণ-মার্জনের জন্য শ্রীহরিনাম-সংকীর্তনের ব্যবস্থা নিত্যানন্দ ক'রেছেন। নামই প্রেম—উপায় ও উপেয় এক। নাম করতে করতেই অনর্থের অবসানক্রমে কৃষ্ণপ্রেমার উদয় হ'বে। কলিতে শ্রীনাম-সংকীর্তন ছাড়া অন্য কোন উপায়েই কৃষ্ণভক্তি সিদ্ধ হ'বে না। শ্রীনাম-সংকীর্তন সাধনহিসাবে নিরপেক্ষ, কর্ম, যোগ, জ্ঞান প্রভৃতি সাধনেরও অপেক্ষার নয়। এক শ্রীনাম-সংকীর্তনের দ্বারাই জীব ভগবৎ-প্রেমের অধিকারী হ'তে পারে। কর্ম, জ্ঞান এবং যোগের আশ্রয় পরিত্যাগ ক'রেই শ্রীনাম সংকীর্তন করতে হ'বে, নিতাই ব'লেছেন।

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ॥"

বক্তাকে ধন্যবাদ প্রদান

বক্তাকে ধন্যবাদ দিতে উঠিয়া পূর্বস্থলী গভর্নমেন্ট হাইস্কুলের প্রবীণ শিক্ষক শ্রীযুক্ত অবেন্দ্রচন্দ্র সাহা মহাশয় বলিলেন,—'মনের আবেগে কয়েকটী কথা বলিতে চাই। আমি বক্তা নহি এবং ভক্তির সম্বন্ধেও কিছু জানি না। সেবাতীর্থ মহাশয় হরিনাম করেন এবং উহা প্রচারও করেন। মানুষ যখন ভগবান্‌কে ভুলে যান তখনই তিনি তাঁহার ভক্তের দ্বারাই তাঁহার নাম জগতে প্রচার করেন। সেবাতীর্থ প্রভুর ব্যবহারে আমরা এইটুকু লক্ষ্য করছি যে কিরূপে সংসারে থেকেই হরিভজন করা যায়। তিনি স্কুলের কার্যে নিযুক্ত আছেন, কিন্তু যখনই একটু সময় পান তখনই হরিকথা প্রচার করতে যান। এই দেশে তিনিই প্রথম শুদ্ধভক্তির কথা আলোচনা ক'রেছেন। ভক্তির যে কিরূপ ব্যভিচার হ'য়েছে তাহা কাহারও অজানা নাই, কিন্তু আমরা ভগবান্‌কে ভুলে গেলেও ভগবান্ আমাদের ভুলেন নাই। ধর্মের ব্যভিচার হ'লে তিনি নিজে কিম্বা তাঁহার ভক্তের ভিতর দিয়া এই ব্যভিচার দূর করেন। সেবাতীর্থ মহাশয়ের ভিতর দিয়া আমরা ভগবানের সেই চেষ্টা লক্ষ্য করছি। এইরূপ উৎসবের অনুষ্ঠান আমরা এতদ্দেশে পূর্বে কখনও দেখি নাই। অদ্য সেবাতীর্থ মহাশয় আমাদিগকে এইরূপ অনুষ্ঠানের দ্বারা যে শুদ্ধভক্তির কথা শ্রবণের সুযোগ প্রদান ক'রেছেন তজ্জন্য তিনি আমাদের ধন্যবাদের পাত্র। আমরা তাঁহাকে সর্বান্তঃকরণে ধন্যবাদ দিতেছি।"

সতর্কতা

আমরা আজ দুই দিবস যাবৎ নবদ্বীপ-পরিক্রমা আরম্ভ করিয়াছি। শ্রীগৌরনাম, শ্রীগৌরকাম ও শ্রীগৌরধাম-সেবাই এই পরিক্রমণের মূল উদ্দেশ্য। পরিক্রমণকালে ধামাপরাধ হইতে যাত্রিগণকে সর্বতোভাবে সতর্ক থাকিতে হইবে। ধামাপরাধ দশটী। (১) ধামপ্রদর্শক শ্রীগুরুতে মর্ত্যবুদ্ধিবশতঃ অশ্রদ্ধা বা অবজ্ঞা, (২) শ্রীধামকে অনিত্য-বোধ, (৩) শ্রীধামবাসী ও ধামযাত্রীর প্রতি হিংসা ও জাতিবুদ্ধি, (৪) ধামে বসিয়া বিষয়-কার্যানুষ্ঠান, (৫) শ্রীধাম-সেবাচ্ছলে শ্রীনাম-বিগ্রহের ব্যবসায় ও অর্থোপার্জন, (৬) জড়-বুদ্ধিতে ধামের সহিত জড়দেশের অথবা অন্য দেবতীর্থের সমজ্ঞান ও পরিমাণ চেষ্টা, (৭) ধামবাসচ্ছলে পাপাচরণ, (৮) নবদ্বীপ ও বৃন্দাবনে ভেদজ্ঞান (৯) শ্রীধাম-মাহাত্ম্যসূচক শাস্ত্রনিন্দা এবং (১০) ধাম-মাহাত্ম্যে অবিশ্বাসমূলে অর্থবাদ ও কল্পনাজ্ঞান।

উক্ত দশবিধ ধামাপরাধ বর্জনের জন্য সতর্ক না হইয়া বহু জন্ম ধরিয়া ধামবাস বা ধামপরিক্রমার অভিনয় করিলেও বাস্তব ধামবাস বা পরিক্রমা হইবে না। অভিন্ন নিত্যানন্দ শ্রীগুরুকৃপাবলে জড়বিষয়াসক্তি দূর হইলেই শ্রীবৃন্দাবন দর্শন লাভ হয়। গৌড়মণ্ডল ও ব্রজমণ্ডল অভেদ তত্ত্ব। ব্রজে মাধুর্য-প্রধান ঔদার্য, গৌড়ে—ঔদার্য প্রধান মাধুর্য। মহাপ্রভুর ঔদার্য আশ্রয়ব্যতীত মাধুর্যরসাস্বাদনের সৌভাগ্য কখনই হইতে পারে না।

[illegible] মঠসমূহ

(১) [illegible]

[illegible]

[illegible] নবদ্বীপ [illegible] শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া। [illegible] শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-স্থান [illegible]। এই স্থান [illegible], শ্রীমহাপ্রভুর [illegible]। এই মঠ হইতে [illegible] শ্রীমন্মহাপ্রভুর [illegible] শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী [illegible] তাঁহাদের উদার [illegible] বিধানে নিত্য সেবক হইতেছেন। এই মঠ হইতে পারমার্থিক দৈনিকপত্র 'নদীয়া-প্রকাশ', সাপ্তাহিক [illegible] 'গৌড়ীয়' [illegible] 'সজ্জন-তোষণী' প্রকাশিত হইতেছেন। [illegible] বৎসর [illegible] শ্রীধাম [illegible] পরিক্রমা [illegible] মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—শ্রীপাদ [illegible] ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত শুদ্ধভক্তি-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীগৌড়ীয়-[illegible] শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই মঠ [illegible] শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দজীউ [illegible] নিত্য সেবিত হন। 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, কীর্ত্তন, সঙ্কীর্ত্তন-চতুষ্পাঠী বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত লীলা ও গ্রন্থরাজের সমাক্ আলোচনা হয়। এই মঠ হইতে [illegible] প্রচার, [illegible] কীর্ত্তন, বক্তৃতা, ব্যাখ্যা ও সঙ্কীর্ত্তন-মহা-মহোৎসবাদি [illegible] অনুষ্ঠান হয়। মঠরক্ষক মহামহোপদেশক আচার্য্যক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-স্থান মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া সহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং [illegible] শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা [illegible] সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীনৃসিংহ [illegible] ব্রহ্মচারী সেবাকোবিদ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌর-লীলার রাসস্থলী এখানে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান, রক্ষক—শ্রী[illegible]নাথ [illegible]।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

(৭) [illegible]

[illegible] বাবনপুকুর (নদীয়া)

এই স্থানে শ্রীগৌরসুন্দর-[illegible] শ্রীচাঁদ-কাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীমধুসূদন ব্রহ্মচারী ভক্তালোক।

(৮) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও [illegible] সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

[illegible] প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌর-গদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীমধু-[illegible] ব্রহ্মচারী।

(১০) মোদক্রমদ্বীপে গৌড়ের বৈদিক

মামগাছি, পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)।

[illegible] ঠাকুর বৃন্দাবনের শ্রীপাট। শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী, ভক্তিবন্ধু।

(১১) ভেকিয়া কুঞ্জকানন [illegible]

শ্রীবৃন্দাবনের [illegible] শ্রীগৌর [illegible]

পোঃ [illegible] (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরাধানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১২) কুঞ্জকুটীর

—পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া। রক্ষক—শ্রী[illegible] অধিকারী।

(১৩) ভাগবত আসন

—পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

এই স্থান হইতে ভাগবত [illegible] প্রকাশিত হয়। রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী ভক্তালোক, [illegible]।

(১৪) একায়ন মঠ

গোপালপুর, পোঃ রাণাঘাট, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরাধানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী ভক্তিসার।

(১৫) মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঁচালপাড়া, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরাধাবিনোদ ব্রহ্মচারী।

(১৬) মাধ্বগৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, পোঃ ঢাকা

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীপাদ [illegible] [illegible] বি-এ।

(১৭) গোপালজীউ মঠ

—কমলাপুর, (ঢাকা)

গোপালজীউর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান। রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(১৮) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)।

এখানে শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবনবিহারী ব্রহ্মচারী

(১৯) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ [illegible],

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]—, বি-এল।

(২০) ব্রহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাছু, (ত্রিপুরা)

এখানে [illegible] শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(২১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)।

এখানে শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর নিত্য সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—[illegible] দাসাধিকারী।

(২২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ [illegible], (মাদ্রাজ)

এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীযোগেন্দ্র অধিকারী।

(২৩) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকাগাম, পোঃ [illegible], মেদিনীপুর।

এখানে গুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী ভাক্তরত্ন।

(২৪) গোয়াড়ীপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী।

(২৫) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশবাড়ী, পোঃ [illegible], (কটক)

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদবল্লভ-জীউর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রী[illegible] ভক্তিপ্রদীপ

(২৬) [illegible]-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ [illegible] পুরী,

শ্রী[illegible] গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রী[illegible] বিদ্যারত্ন।

(২৭) পুরুষোত্তম মঠ

[illegible], পোঃ পুরী উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদানন্দজীউর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(২৮) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌরাঙ্গ [illegible] ও শ্রীরাধাগোপী-নাথের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবিপিন-বিহারী দাসাধিকারী।

(২৯) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], গোদাবরী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—শ্রী[illegible] [illegible] ভক্তিলোচন।

(৩০) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪৭নং [illegible], বেনারস সিটি

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৩১) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ,

এলাহাবাদ

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ [illegible] গোস্বামী

(৩২) পরমহংস মঠ,

পোঃ [illegible], সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও গৌর-বিনোদ-বিনোদিনীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী।

(৩৩) কৃষ্ণচৈতন্য মঠ

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

এখানে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিত্য-সেবা হয়। রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠ

[illegible] মথুরা

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রী[illegible]

(৩৫) প্রেমানন্দ সুখদকুঞ্জ—শ্রীরাধাকুণ্ড,

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৩৬) কুলাইবাসী মঠ—শ্রী[illegible]

(৩৭) গোস্তরেহরা মঠ

[illegible], পোঃ [illegible], জেলা [illegible] (পাঞ্জাব) রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৩৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং [illegible] রোড, নিউ দিল্লী।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ [illegible]

(৩৯) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

[illegible], [illegible], [illegible]।

এখানে গৌর-বিনোদবিহারীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রী[illegible] অধিকারী।

(৪০) সারস্বত গৌড়ীয় মঠ

[illegible], ইউ, পি

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ [illegible]

(৪১) মাদ্রাজ গৌড়ীয় মঠ

পোঃ [illegible] মাদ্রাজ।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীপাদ [illegible] ভক্তিবিলাস।

(৪২) বোম্বে-গৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়

[illegible] রোড, [illegible], বাংলো নং ১, বোম্বে ৭

রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৪৩) অমর্নাথ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible]

রক্ষক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

(৪৪) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ।

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৫) পাটনা গৌড়ীয় মঠ,

১০০ [illegible], পাটনা।

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী [illegible]

(৪৬) [illegible] গৌড়ীয়মঠ [illegible]

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৭) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয়

৩ [illegible] [illegible] গার্ডেন্স, [illegible] ৭, লণ্ডন

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি[illegible] বন মহারাজ।

(৪৮) বার্লিন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

Berlin, W. 30

Eisenacher strasse 29 I

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—প্রথম ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে শেষ পর্য্যন্ত ৸/০
। কবিরাজ বিরচিত শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত ৬৲
। অমৃত-প্রবাহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ)
। সরস্বতী-জয়শ্রী
। বৈষ্ণব
। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ৲
। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
। ভক্তিসিদ্ধান্তাবলি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
। মাধবকল্পমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিচার-তত্ত্ব ।০
। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
। চৈতন্যোপনিষদ্ ।০
। আম্নায়-সূত্র ।০
। ভক্তিবিনোদ দুর্গামণি (বাঁধা) ১৲
। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵০
। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৷৵০
। অজ্ঞ-তত্ত্ব ।০
। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও
শ্রীনবদ্বীপশতকম্ ও (বাঁধা) ১৲
গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
গীতা (চক্রবর্ত্তি টীকাসহ) ২৲
। গীতার কেবল বাক্য-ভাষা ।০
। দুর্বিকল্পিকা বাদনৌষধঃ মাহাত্ম্য (বাঁধা) ২৲
। বেদান্তসূত্রের মাহাত্ম্য (গ্রন্থাকারে) ।০
। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸৵০
ঐ (বাঁধা) ৸০
। শ্রীগৌর-বিবর্ত্তন ৶০
। মাধবদাস (তৃতীয়-সংস্করণ) ৶০
। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
ঐ (আবাঁধা) ৷৴
। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
। আকরগ্রন্থ (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
। গীতমালা ৴১০
। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
। মুসলমান রাজত্বে ।০
। শরণাগতি ৴০
। গীতাবলী ৴০
। শ্রীধাম নবদ্বীপ ৷।০
। মাধুর্য্য ৶০
। ভক্তিরসকণিকা ৴০

৪০। তিনটীপস্তক ০
৪১। অর্থপঞ্চক ৴০
৪২। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৪৩। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১০
৪৪। অর্চ্চনকণ ৷১০
৪৭। বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (প্রথম খণ্ডাবধি) ৬৲
৪৮। প্রমেয়রত্নাবলী ।০
৪৯। রাগবর্ত্মচন্দ্রিকা (সানুবাদ) ।০
৫০। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫১। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ০
৫২। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৩। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৴০
৫৪। ঈশোপনিষদ্ (বলদেব ও মাধ্বভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫৫। শ্রীকৃষ্ণবেদান্ত ৶০
৫৬। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৫৭। নামধারণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৮। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী স্তবকঃ ।০
৫৯। নবীন শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৬০। সংস্কারম্ ।০
৬১। সাধুসার শিক্ষাষ্টকম্ ৷৵০
৬২। গৌড়ীয়মঠ পাঠশঃ ৴০
৬৩। মায়াবাদখণ্ডনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৪। রায় রামানন্দ ।০
৬৫। এ কিউ কোর্ডস অব গোল্ড ।০
৬৬। নামভজন ।০
৬৭। বোষ্টম—ইন্ডি বৈষ্ণবিজম অ্যান্ড অর্থডক্স ।০
৬৮। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ৶০
৬৯। লাইফ অ্যান্ড প্রিসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্যদেব ।০
৭০। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭১। কোয়েট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৴০
৭২। দি ভাগবত ।০
৭৩। বৈষ্ণবিজম্ রিয়াল অ্যান্ড অ্যাপারেন্ট ।০
৭৪। ব্রহ্ম-সংহিতা ২।০
৭৫। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১০৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৭৬। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৭৭। সাধন-পথ ।০
৭৮। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৭৯। গীতাবলী ৴০
৮০। শরণাগতি ৴০

জার্মাণ ভাষায় প্রকাশিত

৮১। শরণাগতি ৴০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন বেহালার পাচনের অপেক্ষা সাধক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৸০ আনা, বড় বোতল ১৷০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত ফাউন্টেনপেনের আবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউন্টেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে. বি. দত্ত এণ্ড কোং
কারখানা—৮নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার
কলিকাতা

আমাশয় ও পেটের পীড়ায়

শ্রীশ্যামানন্দ দাস কবিরাজের আবিষ্কৃত

গ্রহণী বজ্র

ব্যবহার করুন

আমাশয়, রক্তামাশয় অতিসার, গ্রহণী, অজীর্ণ, পেটফাঁপা, বমনোদ্বেগ, অম্লিকা ও লিভার উদরাময় প্রভৃতি সকল প্রকার নূতন ও পুরাতন পেটের পীড়ায় গ্রহণী বজ্র প্রত্যক্ষ ফল প্রদ মহৌষধ।

যাহারা পেটের পীড়ায় নানারূপ চিকিৎসায় আফিং ও নানাপ্রকার ঔষধ ব্যবহার করিয়া ফল লাভ করিতে পারেন নাই তাঁহারা গ্রহণী বজ্র ব্যবহার করুন, উহার গুণ মুগ্ধ হইবেন। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। মূল্য প্রতি শিশি ।০ আনা, ৩ শিশি ১৷০ সিকা ডাক মাশুল ।৵০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীকৃষ্ণ ঔষধালয়, মহাখালিগঞ্জ।
ঢাকার এজেন্ট মেসার্স মহেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং
পাটুয়াটুলি, ঢাকা

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও
শ্রী কুঞ্জবিহারী ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, এম, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

স্বর্ণ সুযোগ ! স্বর্ণ সুযোগ !

শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদরচিত গৌড়ীয়ভাষ্য সহিত

[illegible] গ্রন্থ

শ্রীশ্রীচৈতন্য ভাগবত

গ্রন্থের আয়তন :—ক্রাউন কোয়ার্টো মূল ১০৯৬ পৃষ্ঠা, সূচীপত্র ২৫৪ পৃষ্ঠা, মোট ১৩৫০ পৃষ্ঠা

ভিক্ষা (বাঁধাই) মাত্র ৭৲ সাত টাকা

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা।

নদীয়া সার্টিফিকেট আদালতের নীলাম ইস্তাহার

কেস নং এবং কোর্টের নাম	নীলাম ইস্তাহার (A) (B) বা (C) ধারায় প্রকাশিত	ডিক্রিদার	দেনদার	যে দাবীর জন্য সম্পত্তি বিক্রয়ের আদেশ হইয়াছে	বিক্রয়ের স্থান তারিখ ও সময়	কি রকম জোত	থানা, মৌজার নাম ও গ্রাম	পরিমাণ নং দাগ (জানা থাকিলে) অথবা অন্য প্রকারের বিবরণ	জমার পরিমাণ (জানা থাকিলে)	রাজস্ব (জানা থাকিলে)	মন্তব্য
			৪	৫	৬					১১	১২
১০৭ N. R. ৩৪,৩৫ শান্তিপুর সার্টিফিকেট আদালত		গৌরীশচন্দ্র রায় বাহাদুর	মনরঞ্জন মণ্ডল	১০৭৸৹	২৩,১,৩৫	স্থিতি বিভিবান	থানা শান্তিপুর মৌজে সুত্রাগড়	১১৩৭ বাস্তভান	২-৬০	১৬৸৹	গৌরীশ রায় বাহা
১৫৮ N. R. ৩৪,৩৫			বীণা তপাদার	২২৸৹	২৩।১।৩৫		থানা ঐ মৌজে ঐ	১১৬৩ খতিয়ান	-৬৭শঃ	৪৸৹	
১৭৫ N. R. ৩৪,৩৫			মুক্তির বাগদী	২০।/৬	২৩।১।৩৫	ঐ	থানা ঐ মৌজে ঐ	৬৮৩ খতিয়ান	-১৫শঃ	২৶৹	[illegible]
৪০০ N. R. ৩৪,৩৫			চন্দ্রকুমারী দাসী	২২।/৹	২৩.১.৩৫	স্থিতি মোকররী	থানা কৃষ্ণগঞ্জ মৌজে চৌগাছা	৫৬৩ খতিয়ান	৩-৫৫শঃ	৭৸৶	ঐ
৫৭০ N. R. ৩৪,৩৫			সুরেন্দ্রনাথ দাস দি	১৭৷৶৹	২৩।১।৩৫	দখলকার স্বত্ব	থানা কৃষ্ণগঞ্জ মৌজা মাজদিয়া	২৯ খতিয়ান	৮০শঃ	৩।০	ঐ
১৩৩ N. R. ৩৪,৩৫		গৌরীশচন্দ্র রায় বাহাদুর	ব্রজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	১৯৮৵৬	২২।১।৩৫	নিষ্কর	থানা শান্তিপুর মৌজে গোবিন্দপুর	৩২৪ খ	১৪-৭৭শঃ	১৸৶	গৌরীশ রায় বা
৫৯ R. P. ৩৪,৩৫		আর পালচৌধুরী	এয়াব মণ্ডল	২০।৵৯	২৫।১।৩৫	স্থিতি বিভিবান	থানা হাঁসখালি মৌজে কালিগাছা	৩৫ খতিয়ান	-২৮	২।৶৹	[illegible]
৩৩০ R. P. ৩৪,৩৫		ঐ	কাদের	২৫৸৶	২৫।১।৩৫	স্থায়ী মোকররী	থানা কৃষ্ণগঞ্জ মৌজে উদিনপুর	২২৫ খতিয়ান	০-৭৫	৮৸৹	
১৩ A. P. ৩৪,৩৫		এ, পালচৌধুরী	শ্রীমোক্ষদাবিনী দাসী দি	১১৶৹	২৫।১।৩৫	স্থায়ী মোকররী	থানা হাঁসখালি মৌজে হরিণঘাটা	২০৭ খতিয়ান	১-৯৬	নিষ্কর	এ, পাল
৩৯১ R. P. ৩৪,৩৫		আর পালচৌধুরী	অবনীমোহন মজুমদার দি	২০।০	২৫।১।৩৫	চিরস্থায়ী মোকররী	থানা শান্তিপুর মৌজে গয়েশপুর	৬৯২ খতিয়ান	১৯-৬০	২৪৷০	আর পাল
১১ N. R. ৩৪,৩৫		গৌরীশচন্দ্র রায় বাহাদুর	[illegible]	৫১৸৶	[illegible]	স্থিতি [illegible]	[illegible]	[illegible] খতিয়ান	[illegible]		গৌরীশ রায় বা

দৈনিক

নদীয়াপ্রকাশ

THE

NADIA-PRAKASH

১০ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২৯শে ফাল্গুন, বুধবার ১৩৪১, ১৩ই মার্চ ১৯৩৫ [১১শ সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

—:০:—

গ্রীক বিদ্রোহের সংবাদ

প্রকাশ, গ্রীসের ভূতপূর্ব প্রধান মন্ত্রী মঃ ভেনিজেলস (ইনি বিদ্রোহীদের দলে যোগ দিয়াছেন) জখম আহত হইয়াছেন এবং তাঁহাকে আলেকজান্দ্রিয়ায় লইয়া যাওয়া হইয়াছে। এথেন্স অথেন্স উপসাগরে একখানা ডুবোজাহাজ তাহাদের বেতারযন্ত্রে এ সংবাদ ধরা পড়িয়াছে।

———

আলেকজান্দ্রিয়ার এলাকাধীন সমুদ্রে যুদ্ধরত বহু গ্রীক নাবিক আছে, তাহাদের সকলকেই গ্রীসে ফিরিয়া যাইতে আদেশ দেওয়া হইয়াছে এবং যতগুলি গ্রীক জাহাজের গ্রীস যাওয়ার কথা ছিল, উহাদের সকলগুলিকে বন্দর ছাড়িতে নিষেধ করা হইয়াছে।

———

মেসিডোনিয়া ফ্রন্টিয়ারে এবং ইতালায় এখনও যুদ্ধ চলিতেছে বলিয়া জানা গিয়াছে, যদিও এখনও পর্যন্ত সরকারী সৈন্যদল ষ্ট্রুমা নদী পার হইতে পারিতেছে না।

———

বিদ্রোহীদের অবস্থা শোচনীয়। একদল বিদ্রোহী সেরেসে সমাবিষ্ট হইয়াছিল। সিপাহী সরকারী এরোপ্লেন তাহাদের উপর এবং সেরেস রেল ষ্টেশনের উপর বোমা বর্ষণ করিয়াছে। সুতরাং উক্ত এরোপ্লেনগুলি সেরেসের ব্যারাকের উপরে উড়িয়া তাহা আক্রমণ করে; ব্যারাকের অধিকাংশই জ্বলিয়া পুড়িয়া গিয়াছে।

———

এথেন্স ....

.... মর্জি রাজ্যের .... সৈন্যদল অগ্রসর হইতে পারিতেছে না, কিন্তু বিদ্রোহীরা হয়ত আপনা হইতেই দুর্বল হইবে।

———

শ্যামের বালক রাজা

সিঙ্গাপুরের এক সংবাদে প্রকাশ, শ্যামের বালক রাজার স্বাস্থ্য ভাল নয়; সুতরাং অদূর ভবিষ্যতে তিনি যে ব্যাঙ্ককে ফিরিয়া আসিবেন, তাহার সম্ভাবনা নাই।

নূতন রাজার হইয়া যে প্রতিনিধি-দিগন রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন, সেই প্রতিনিধি-পরিষদে প্রিন্স আদিত্যের যোগদান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইনি পূর্ব্বে রাজা প্রজাধি-পকের প্রাইভেট সেক্রেটারী ছিলেন এবং রাজার সম্প্রতি ব্যতীত তিনি গত বৎসর সিপিলস্ পার্টিতে যোগদান করিয়াছিলেন।

———

ডাকাতের গুলীতে পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট আহত

গত ৮ই মার্চ রাত্রিতে মধ্যপ্রদেশের সিওনিসদকে একদল ডাকাত ধরিতে গিয়া খাণ্ডোয়া জেলার ডিষ্ট্রিক্টের সহকারী পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মিঃ টি এস কোর্ড দক্ষিণ পদের গোড়ালী ও উরুতে কয়েকটি গুলীর দ্বারা আহত হইয়াছেন।

প্রকাশ, আ সোন নামে জনৈক চীনার বাড়ীতে ডাকাতি হইবে বলিয়া সংবাদ পাইয়া মিঃ কোর্ড একদল পুলিশ লইয়া ঘটনাস্থলে যান। ডাকাতদের দল অন্যের মধ্যে তিন জনের নিকট বন্দুক ছিল। পুলিশ দলকে দেখিয়াই উহারা গুলী চালায় এবং পুলিশ দলও তাহার প্রত্যুত্তরে গুলী চালায়। উভয় পক্ষ এই গুলী বর্ষণের ফলে একজন ডাকাত নিহত হয় এবং মিঃ কোর্ড আহত হন। অবশেষে ডাকাত দল পলায়ন করে এবং মিঃ কোর্ডকে ....

করিয়া মেয়ো হোস্পিটালে আনয়ন করা হয়। সুখের বিষয় তিনি ক্রমশঃ আরোগ্য লাভ করিতেছেন।

ভবঘুরে আইনে দণ্ড

নামী সাংবাদিক বেনিয়া ওরফে বাবু-লালকে ১৯৩৩ সালের ৩০শে অক্টোবর হইতে ২৫ বৎসরের জন্য বাঙ্গলাদেশ হইতে বহিষ্কৃত করা হয়। গত ২১শে ফেব্রুয়ারী তারিখে তাহাকে ক্যানাল ষ্ট্রীট রোডে গ্রেপ্তার করা হয়। গবর্ণমেণ্টের আদেশ অমান্য করার জন্য শিয়ালদহের পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাকে ভবঘুরে আইন অনুযায়ী দশমাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

———

চলন্ত ট্রেণে ডাকলুটের চেষ্টা

প্রকাশ, গত ১৫ মার্চ রাত্রিতে শিবরামপুর এবং করিমপুর ষ্টেশনের মধ্যে চলন্ত ট্রেণ হইতে ডাক লুট হইয়াছে। প্রকাশ, দুইটি পিস্তলধারী যুবক চলন্ত ট্রেণে উঠিয়া পড়ে এবং রেল গার্ডকে পিস্তলের ভয় দেখাইয়া ডাকের থলিয়া লুঠ করিয়া চলন্ত ট্রেণ হইতে নামিয়া পড়ে। যুবকরা পলায়নের সময় এক জোড়া জুতা এবং একটি ছোরার খাপ ফেলিয়া গিয়াছে।

পরবর্ত্তী সংবাদে প্রকাশ যে, দুইটি যুবক খাকি পোষাক পরিয়া রেল গাড়ীতে প্রবেশ করে এবং রেল গার্ডকে ছোরার দ্বারা আঘাত করিয়া চলিয়া যায়। রেল গার্ডের সন্দেহক্রমে একজন লোককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। জানা গিয়াছে যে, আক্রমণ-কারীরা কোন মূল্যবান পার্শ্বেল বা ইন্সিওর করা ..... লইয়া যাইতে পারে নাই। গাড়ীর ভিতরেই সমস্ত জিনিষ ছড়ান অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে। আরও প্রকাশ, পুলিশ ডাকের ব্যাগ পাইয়াছে। উহা কর্ত্তিত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু উহার মধ্যস্থিত দ্রব্য অপসারিত হয় নাই। এই সম্পর্কে একজন যুবক গ্রেপ্তার হইয়াছে।

———

ইণ্ডীয় স্কুল শরীরচর্চা প্রতিযোগিতা

গত ৭ই মার্চ কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ মাঠে ইণ্ডিয়ান স্কুল স্পোর্টস এসোসিয়েশনের উদ্যোগে কলিকাতার বিভিন্ন স্কুলের বার্ষিক শরীরচর্চা প্রতিযোগিতা হইয়া গিয়াছে। সাতটি স্কুল এই প্রতি-যোগিতায় যোগদান করিয়াছিল। আলীপুর রিফরমেটারী স্কুল প্রথমস্থান অধিকার করিয়া ট্রেপটন চ্যালেঞ্জ শীল্ড পাইয়াছে। হিন্দু স্কুল দ্বিতীয় ও সংস্কৃত কলেজিয়েট স্কুল তৃতীয়স্থান অধিকার করিয়াছে। মিঃ ডি পি সটকের পরিচালনায় প্রতিযোগী স্কুল দলগুলি একসঙ্গে নানাপ্রকার ব্যায়াম কৌশল প্রদর্শন করিয়াছিল। প্রতিযোগিতার শেষে অধ্যাপক মিঃ বি এন সেনের সভাপতিত্বে মিসেস বি এন সেন পুরস্কার বিতরণ করিয়াছেন।

———

ময়মনসিংহে মন্ত্রী বি পি সিংহ রায়

স্বায়ত্তশাসন-বিভাগের মন্ত্রী স্যার বি পি সিংহ রায় গত ৯ই মার্চ প্রাতে ময়মন-সিংহে পৌঁছিয়াছেন।

ময়মনসিংহ মিউনিসিপ্যালিটি, জিলা বোর্ড, ইউনিয়ন বোর্ড ও পঞ্চায়েত ইউনিয়ন এসোসিয়েশনের পক্ষ হইতে তাঁহাকে বিভিন্ন মানপত্র প্রদান করা হইয়াছে। স্যার বি পি সিংহ রায় ঐসব অভিনন্দনের সমুচিত উত্তর দান করিয়াছেন।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে। বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের অত্যধিক সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সংখ্যক বিদেশী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

(ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ... পাণ্ডিত্য ... শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ... ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয়-সংকলিত এবং ... গবেষণা এবং পাণ্ডিত্য লেখনীর অনুভব ... এবং ... জীবনচরিত-শাস্ত্রে ... এই বিরাট ... তাঁহার ... শ্রীমন্মহাপ্রভুর ... আলোচনা প্রথম খণ্ডে ... অধ্যায়ে, প্রায় ... পৃষ্ঠায় এবং ঐ বিষয়ে শ্রীশ্রীমদ্‌ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের রচিত মুখবন্ধ (Foreword) ... ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে ... শব্দসূচী (Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মান্দ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা, মান্দ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা অক্ষরে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে বিষয়সূচী ও শ্লোকসূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

গৌড়ীয়ের অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। প্রতি খণ্ড ৵০ আনা ভিক্ষায় কলিকাতা বাগবাজার গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

২। গৌড়ীয়—বঙ্গভাষায় ... পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। বৈদিকবাদ শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৷০

৪। পরমার্থী—উড়িয়া ভাষায় ... সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—... পণ্ডিত শ্রীপাদ ... বি-এল, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া ... হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল শ্লোক অক্ষরে এবং তাহাতে বর্ত্তমান যুগে শুদ্ধভক্তি-প্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। অতি সুন্দর ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৩৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। তদ্ব্যতীত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোকসূচী, পদ্যসূচী, গ্রন্থসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচীপত্র। সমগ্র শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট সংস্করণ অদ্যাবধি কোথাও আর কখনও প্রকাশিত হয় নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৪৬,	৯—৪১,	১৩—২২	১৭—৩৮,	২০—১৬
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৬,	১১—৩,	১৫—০	১৮—৯,	২০—৪৭
স্বরূপগঞ্জ	পৌঃ	৭—৩০,	১১—৩১,	১৫—৯	১৮—১৬,	২০—৫৫

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

সন্ধ্যার অন্তঃকাল

স্বরূপগঞ্জ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৪	৯-২৫	১২-১০	১২-৩৮	১৫-৪৩	১৮-৩৫
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১২-১৯	১২-৪২	১৫-৫৩,	১৮-৫৩
কৃষ্ণনগর ঘাট	পৌঃ	৬-২৬	১০-৫	১২-৫১	১১-১৪	১৬-১৪	১৯-৩৪

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	প্রথম ও দ্বিতীয় দিনে		পরবর্ত্তি-সময়ে	
	সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা,	সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা
প্রত্যেকবার প্রতি লাইন		।৶০	।৶	।০
" ইঞ্চি		১॥০	১৷০	১৲
" সিকিকলম	৩৲	২৲	২৲	২৲
" অর্দ্ধকলম	৬৲	৪৲	৪৲	৩৲
" ১ কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

মাসিক হার

[যদি অন্ততঃ ১ বৎসরের জন্য চুক্তি করা হয়]

সংবাদ পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ৩৲, সিকি কলম ১৫৲, অর্দ্ধ কলম ২৫৲, এক কলম ৪০৲
বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ২॥০, সিকি কলম ১২৲, অর্দ্ধ কলম ১৮৲, এক কলম ৩০৲ টাকা।

সাহায্যের হার

সডাক বার্ষিক ৯৲ নয় টাকা, ষাণ্মাসিক ৫৲ পাঁচ টাকা, ত্রৈমাসিক ৩॥০ পৌনে তিন টাকা, মাসিক ১৲ এক টাকা মাত্র। নমুনা প্রত্যেক সংখ্যা ৴৫

ম্যানেজার, দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ,

পোঃ শ্রীমায়াপুর, জেলা নদীয়া। টেলিগ্রাম—"শ্রীধাম", স্বরূপগঞ্জ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১০ম বর্ষ | ২৩ গোবিন্দ গৌরাব্দ ৪৪৮, ২৯শে ফাল্গুন বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ১৩ই মার্চ্চ ইং ১৯৩৫ | বুধবার | ১১শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

শ্রীনবদ্বীপ-পরিক্রমায় অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে শ্রীনবদ্বীপ-পরিক্রমায় যোগদানের জন্য অসংখ্য যাত্রীর সমাবেশ হইয়াছে। প্রত্যহই যাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার সভাপতির অহৈতুক-করুণায় সারা-বিশ্বে পরিক্রমার আহ্বান বিস্তৃত হইয়াছে। কোন্ স্থান হইতে কখন কোন্ ট্রেণে কত যাত্রী আসিবেন, তাহার কিছুই স্থির নাই। অথচ ট্রেণ হইতে অবতরণ করিবামাত্র যাত্রিগণকে শ্রীধাম মায়াপুরে পৌঁছিতে যাহাতে কোনও প্রকার অসুবিধা ভোগ করিতে না হয় তজ্জন্য মোটর, বাস, নৌকা প্রভৃতির প্রচুর বন্দোবস্ত রাখিয়াছে। আবার যে কোনও সময়ে আগমন করিয়াও যাহাতে যাত্রিগণের ক্ষুধা তৃষ্ণায় বিন্দুমাত্রও কষ্ট না হয়, তজ্জন্য সর্ব্বক্ষণ মহাপ্রসাদ-বিতরণের যে চমৎকার ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহা অতি অল্প ব্যক্তিই কল্পনায় আনিতে পারেন। একদিকে আহারাদির এরূপ অচিন্তনীয় ব্যবস্থা, অপরদিকে যাহার জন্য যাত্রিগণ অর্থব্যয়, পথশ্রম প্রভৃতি কিছুমাত্র গ্রাহ্য না করিয়া শ্রীধাম-পরিক্রমণের জন্য প্রধাবিত হন, সেই উদ্দেশ্য যাহাতে সর্ব্বতোভাবে সিদ্ধ হইতে পারে, তজ্জন্য পরিক্রমার সঙ্গে সঙ্গে এবং পূর্ব্বাহ্ণ, মধ্যাহ্ন, অপরাহ্ণ, সায়াহ্ন, এমন কি যথারাত্রি পর্য্যন্ত সর্ব্বক্ষণ ভক্তিগ্রন্থ পাঠ, ব্যাখ্যা, বক্তৃতা, ভাষণ, ইষ্টগোষ্ঠী, শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন প্রভৃতি শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার সভ্যগণের আন্তরিক যত্ন ও চেষ্টায় অতি সুন্দররূপে সম্পাদিত হইতেছে। এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাইবার সময় যাত্রিগণের বিছানা পত্রাদি অনায়াসে বিশ্রামাগারে পৌঁছাইবারও অতি সুন্দর বন্দোবস্ত রহিয়াছে। সহস্র সহস্র যাত্রীর এক সঙ্গে এই প্রকার নির্ব্বিবাদে পরিক্রমণ এক অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার সন্দেহ নাই।

শ্রীল প্রভুপাদের পর্য্যবেক্ষণ

বিভিন্ন যোগ্য ব্যক্তির উপর বিশেষ ভারাভার অর্পণ করিয়াও শ্রীল প্রভুপাদ নিশ্চিন্ত নহেন। যাহাতে যাত্রিগণের কোন প্রকার অসুবিধা না হয়, তজ্জন্য তিনি সেবকগণকে বিশেষরূপে যত্ন লইবার জন্য পুনঃ পুনঃ বলিয়া দিতেছেন, তিনি আহার নিদ্রা বা বিশ্রামাদি সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইয়া, রৌদ্র-পথশ্রমাদি কিছুমাত্র গ্রাহ্য না করিয়া বিভিন্ন কার্য্যাদি ঠিক ঠিক সম্পাদিত হইতেছে কিনা, তাহা পর্য্যবেক্ষণের জন্য মধ্যে মধ্যে স্বয়ংই ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন।

যোগপীঠের মন্দির-প্রতিষ্ঠা

শ্রীধাম মায়াপুরে মহাপ্রভুর জন্মস্থানে যে সুবৃহৎ মন্দিরটি নির্ম্মিত হইতেছে, তাহা যাহাতে সন্নিকটবর্ত্তী গৌর-জন্ম পূর্ণিমার (দোল পূর্ণিমা-তিথিতে) প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, তজ্জন্য সর্ব্বতোভাবে যত্ন হইতেছে। শ্রীমন্দিরে প্রত্যহ শত শত রাজমিস্ত্রী, বৈদ্যুতিক আলোকের মিস্ত্রী, পাথর-মিস্ত্রী প্রভৃতি কার্য্য করিতেছে। আমরা শুনিয়া আনন্দিত হইলাম, "শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভা"র সভাপতি ও "গৌড়ীয় মিশন সোসাইটী"র সহকারী সভাপতি স্বাধীন-ত্রিপুরেশ্বর পঞ্চশ্রী বীরবিক্রমকিশোর দেব বর্ম্মণ মাণিক্য বাহাদুর স্বয়ং শ্রীধাম মায়াপুরে উপস্থিত হইয়া ঐ প্রতিষ্ঠাকার্য্য সম্পন্ন করিবেন। ত্রিপুরার রাজবংশ বৈষ্ণবরাজবংশ বলিয়া চিরকালই প্রসিদ্ধ। শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ তাঁহাদের আরাধ্য-দেবতা; বৈষ্ণব গ্রন্থ-প্রচারে তাঁহাদের উৎসাহও পাঠকগণের অবিদিত নহে। তাঁহারা যাবতীয় ভক্তিগ্রন্থ প্রচার এবং শ্রীমদ্ভাগবত বিনামূল্যে বিতরণ করিয়াছেন। বর্ত্তমান মহারাজ বাহাদুরও শ্রীমদ্ভাগবত প্রচারের যত্ন করিতেছেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কর্ত্তৃক যোগপীঠে শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রের সেবা প্রকটিত হইলে এই বৈষ্ণবরাজবংশ ঐ সেবার সেবানুকূল্য করিয়াছেন। বর্ত্তমান ত্রিপুরেশ্বরের সৌজন্য ও বৈষ্ণবোচিত ব্যবহার বিশেষ প্রশংসনীয়। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর তাঁহাকে দীর্ঘজীবী করুন। শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভার সভাপতি ও বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের সহায়করূপে তাঁহার অক্ষয়-কীর্ত্তি সমগ্র বিশ্বে বিস্তৃত হউক, ইহাই শ্রীমায়াপুর-সুধাকরের শ্রীচরণে আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা।

সাত্বত-বিধানে শ্রাদ্ধ

খুলনা জেলার কয়ারবা গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত রাসবিহারী ভক্তিভূষণ মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী কালিদাসীর শ্রাদ্ধ গত ২৬শে ফাল্গুন ১০ই মার্চ্চ রবিবার শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমার আবাহন-বাসরে শ্রীপাদ ভক্তিবিলাস ভক্তবন্ধু ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয়ের পৌরোহিত্যে শ্রীচৈতন্যমঠে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে ভক্তিভূষণ মহাশয় একটী উৎসব প্রদান করিয়াছেন।

গোদ্রুমদ্বীপ-পরিক্রমা

গতকল্য মহাসমারোহে শ্রীসীমন্তদ্বীপ পরিক্রমা হইয়াছে। অদ্য যাত্রিগণ সরস্বতী বা খড়ে নদী পার হইয়া তীর্থরাজ গোদ্রুমদ্বীপ পরিক্রমা করিবেন। মহাপ্রভুর সময় শ্রীমায়াপুর হইতে গোদ্রুম যাইতে এই নদী পারের কোনও প্রয়োজন ছিল না। কারণ তখন খড়ে নদী আরও অনেক দক্ষিণে ছিল এবং শ্রীমায়াপুর ও গোদ্রুম খড়ের এক পারেই ছিল। গাদিগাছা, মহেশগঞ্জ, সুবর্ণবিহার, দেবপল্লী, হরিহরক্ষেত্র, দেপাড়া প্রভৃতি গোদ্রুমদ্বীপের অন্তর্গত।

বাঁকুড়া জেলায় প্রচার

আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম-সেবক শ্রীপাদ ধনঞ্জয় ব্রহ্মচারী ও শ্রীপাদ অপ্রাকৃত দাসাধিকারী কাব্যতীর্থ ভক্তিশাস্ত্রী বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত আড়িয়া গ্রামে উপস্থিত হইয়া গত ১লা ফেব্রুয়ারী তথায় নগর-সংকীর্ত্তন করেন, এবং সভায় শ্রীযুক্ত আশুতোষ রায় মহাশয়ের গৃহে শ্রীচৈতন্য-ভাগবত হইতে বৈদিক-বিপ্রের উপাখ্যান পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। মহাপ্রভু জীবের গর্ভবাস-সম্বন্ধে যে উপদেশ দেন, গত ১০ই ফেব্রুয়ারী বৈষ্ণপাড়ায় রাধারমণ ভক্তের গৃহে চৈতন্যভাগবত হইতে সেই প্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠে সাপ্তাহিক অধিবেশন

গত ১১শে ফাল্গুন রবিবার ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের সাপ্তাহিক অধিবেশনে আচার্য্য শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় 'প্রসাদ' সম্বন্ধে প্রায় একঘণ্টাকাল বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

বক্তার প্রারম্ভে তিনি প্রথমে শ্রোতৃবর্গের নিকট কিছু ধৈর্য্যের জন্য প্রার্থনা করিলেন, কারণ সাধারণের ধারণা যে বক্তৃতার উপসংহারে কিছু পাওয়া যাইবে, কিন্তু বাস্তব সত্যের বাণীতে কোন

(অতঃপর ৫ম পৃষ্ঠার শেষ কলমে দ্রষ্টব্য)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২২ গোবিন্দ, শ্রীগৌরাব্দ ৪৪৮

অতীতের সেবা-স্মৃতি

মহাপ্রভুর পার্ষদবৃন্দের আদর্শ

আজ তিন দিবস যাবৎ শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমণ হইতেছে। আরও চারিদিন এই-প্রকারে পরিক্রমা চলিবে। পরিক্রমায় আমাদিগের স্মৃতিপটে উদ্দীপ্ত করিয়া দেয় সেই ঔদার্য্যলীলাময় বিগ্রহ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের অহৈতুক করুণার কথা, যে করুণা আমাদিগকে আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই ত্রিবিধতাপের কারাগার হইতে উদ্ধার করিয়া নিত্য সেবানন্দের মাঝে স্থাপন করে, যে করুণা মনের মূল সমূলে উৎপাটিত করিয়া পরানন্দের উৎস স্থাপন পূর্ব্বক অমন্দোদয়া ও দয়া বিশেষণে ভূষিতা, যে করুণাতে সেবাবিগ্রহ শ্রীভগবান্ সেবকরূপে আত্মপ্রকাশ পূর্ব্বক 'হাতে কলমে' ভগবৎসেবা-শিক্ষা প্রদান করিতেছেন।

যে মায়াপুরের ভাগীরথীতটে একদিন লক্ষ লক্ষ লোক স্নান করিতেন, যে মায়াপুরে একদিন কোটিকণ্ঠনিনাদিত সুমধুর হরিসঙ্কীর্ত্তন-স্রোত প্রবাহিত হইত, যে মায়াপুর পতিতপাবন-জীবন নামসংকীর্ত্তন-পিতা শ্রীগৌরাঙ্গদেবের বিলাসনিকেতন, যে মায়াপুর হইতে শুদ্ধ-হরিনাম-সেবাধর্ম্মের উৎস উদ্ভূত হইয়া নিখিল ব্রহ্মাণ্ডকে প্লাবিত করিয়াছে, ব্রহ্মাদি দেববৃন্দের কথা কি, স্বয়ং অনন্তদেবও যে মায়াপুর মহিমা সহস্রবদনে বর্ণন করিয়া অন্ত পান না, সেই মায়াপুর কিছুকাল সর্ব্বসাধারণের দৃষ্টির অন্তরালে থাকিলেও যখন কৃপাপূর্ব্বক গৌরপ্রেষ্ঠবরের শ্রীধাম-সেবারূপ-রথে আরোহণ পূর্ব্বক আত্মপ্রকাশ করিয়া সকলকে সেবা-সুযোগ প্রদান করিয়াছে, তখন বিশ্ববাসী সকলেই যে তাঁহাকে দর্শনের জন্য আকুল প্রাণে ধাবিত হইবেন তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ কি? তাই আমরা দেখিতে পাইতেছি, "শ্রীধাম-নবদ্বীপ-পরিক্রমা যত শীঘ্র পারা যায় আরম্ভ করা আবশ্যক। এই কার্য্যেই জগতের সকলের কল্যাণ লাভ হইবে।"—বর্ত্তমান সময়ের শুদ্ধভক্ত-ভাগীরথীর ভগীরথ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের এই নির্দ্দেশানুসারে শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সভাপতি শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের গত ১৩২৭ বঙ্গাব্দে শ্রীনবদ্বীপ-পরিক্রমা আরম্ভের সময় হইতে প্রতি বৎসরই পরিক্রমার্থিসংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে।

শ্রীল প্রভুপাদের বাণী—"বৎসরে মহাপ্রভুকে একবার দর্শনের চেষ্টা করা ভক্তমাত্রেরই উচিত। মহাপ্রভুর প্রকটকালে ভক্তগণ নীলাচলে বৎসরে একবার করিয়া যাইতেন।"

ভক্তগণ পতিতপাবন শ্রীল প্রভুপাদের এই বাক্যের যথার্থ মূল্যদান করিয়া বৎসরে অন্ততঃ একবার নবদ্বীপ ধামে আগমন পূর্ব্বক শ্রীগৌরাঙ্গের সেবায় আত্মনিয়োগ করিবেন। শুদ্ধবৈষ্ণবসম্মেলন হয় বলিয়া, প্রকৃত সাধুর মুখে ভগবৎপ্রসঙ্গ শ্রবণের সুযোগ পাওয়া যায় বলিয়া পরিক্রমণের সময় শ্রীধাম মায়াপুরে আগমনের সুযোগ আত্মকল্যাণার্থী কেহই পরিত্যাগ করিতে পারেন না। প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তি ব্যতীত সাধু-গুরু বৈষ্ণবের দয়া-উপলব্ধির বিষয় হয় না, তাঁহাদের দয়া লাভের সৌভাগ্য না হইলে শ্রীধামের অপ্রাকৃত স্বরূপ হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি লাভ হয় না, সুতরাং শ্রীধাম পরিক্রমাও প্রকৃতপক্ষে হয় না। অতএব যাবতীয় অভিমান অহঙ্কারাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রকৃত সাধুর পাদপদ্মে প্রপন্ন হইতে হইবে, তাঁহার মুখে হরিকথা শ্রবণ করিতে হইবে, বিনীতভাবে পরিপ্রশ্ন করিয়া সংশয় সন্দেহাদি দূর করিতে হইবে এবং প্রাণ, অর্থ, বিদ্যা, বুদ্ধি যাহা কিছু আছে তৎসমুদায় ভগবৎসেবায় নিযুক্ত করিতে যিনি ভগবচ্চরণে ষোল আনা দান করিতে পারেন, তিনি প্রতিদানে ষোল আনা কৃপা পান, যাঁহার প্রপত্তির যতটা অভাব, তিনি সেই পরিমাণে ভগবৎকৃপা হইতে বঞ্চিত। সুতরাং সহজেই বুঝা যায় যে 'বিত্তশাঠ্য' দোষের আশ্রয় করিলে পরমার্থ-ধনে বঞ্চিত হইতে হয়—কিরূপের ধনির সন্তান পাওয়া সত্ত্বেও অতি-চালাকির ফলে তাহা হইতে বঞ্চিত হইয়া জগতে জড়ের ধন হইয়া পড়ে। তাই সুবুদ্ধ জনগণ বিত্তশাঠ্য পরিত্যাগ করিয়া ভগবৎসেবায় অর্থাদি নিযুক্ত করিয়া থাকেন। ভগবৎসেবা-বুদ্ধিতে চিত্তবৃত্তি সংগাপিত হইলে জড়জগতের আসক্তির বস্তুগুলি ভগবচ্চরণে নিবেদিত হইয়া থাকে। তাই আমরা মহাপ্রভুর পার্ষদগণের কার্য্যে লক্ষ্য করি, তখন রেলগাড়ী ছিল না, যখন বঙ্গদেশ হইতে শত শত মাইল হাঁটিয়া পুরীতে যাইতে হইত, সেই সময়েও পথের ক্লেশ কিছুমাত্র গ্রাহ্য না করিয়া ভক্তগণ প্রতিবৎসর মহাপ্রভুর সেবার জন্য সামগ্রী বহন করিয়া গৌড়মণ্ডল হইতে নীলাচলে লইয়া যাইতেন। শিবানন্দ সেন প্রমুখ যাঁহাদের প্রচুর অর্থ ছিল, তাঁহারা অপর ব্যক্তির পাথেয় ও আহারাদির ব্যয়ভার বহন করিয়াও বহু ব্যক্তিকে পুরীতে লইয়া যাইতেন এবং তথায় যাইয়া সপার্ষদ মহাপ্রভুর সেবা বরণ করিতেন। এই সেবার সুযোগ সকল সময়ে উপস্থিত হয় না, তখনকার দিনে উপস্থিত হইত রথযাত্রার উপলক্ষে; আর এখন [illegible] সেই শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমার সময়ে। এই যে সময় সকল ব্যক্তিকে দেবেরও দুর্লভ-ধন মহাপ্রসাদ-বিতরণের সুযোগ, ইহা কি কম ভাগ্যে মিলে? সুতরাং ধন্য তাঁহারা, যাঁহারা এই সেবা বরণ করেন। তাঁহাদের জন্ম সার্থক, তাঁহাদের কর্ম্ম সার্থক, তাঁহাদিগকে বহন করিয়া বসুন্ধরা ধন্যা, এবং তাঁহারা তাঁহাদের দেশবাসিগণের গ্রামবাসিগণের পূর্ব্বপুরুষগণের ও অধস্তনগণের গৌরবের। যে অর্থের লোভে হয় ত' দস্যুগণের হস্তে প্রাণ হারাইতে হইত, যে অর্থ পাইয়া সন্তান-সন্ততিগণ অসৎপথে প্রধাবিত হইবার প্রলোভন পাইত, যে অর্থ-চিন্তা ভগবচ্চিন্তার পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইত, অনর্থ সমূলে উৎপাটিত করিবার জন্য সেই অর্থ যিনি শ্রীপতি বিষ্ণুর সেবায় নিযুক্ত করেন, তাঁহার জাগতিক পাণ্ডিত্য-প্রতিভা থাকুক আর নাই থাকুক তাঁহার ন্যায় প্রকৃত বুদ্ধিমান্ জগতে কে আছে? এই প্রকার বুদ্ধিমত্তার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন, শিবানন্দ সেন, শ্রীবাস পণ্ডিত, উৎকল-অধিপতি প্রতাপরুদ্র প্রমুখ গৌরভক্তগণ। তাঁহাদের আদর্শ অনুসরণ করা সদ্বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তিমাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য।

আচার্য্যবরণ

[গত ১১ই ফাল্গুন শুক্লপঞ্চমী-তিথিতে 'পরমার্থী'র সহকারী সম্পাদক, কটক নিবাসী শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ রায় কর্ত্তৃক উৎকল-ভাষায় লিখিত প্রবন্ধের বঙ্গানুবাদ]

শীতের বিদায়সময়ে যখন ধরা উত্তাল হ'য়ে উঠেছে, ব্যথিত মানব-চিত্ত তখন উদ্বেলিত ও উচ্ছ্বসিত। প্রকৃতি দেবী পুষ্পোৎসবের বিকাশ-বাসনা পূর্ণ করিতেছেন। বাসন্তী-তিথি পবিত্র অর্ঘ্য লইয়া শান্ত-সমাহিত। আজ পরম পবিত্র বাসন্তী শুক্লাপঞ্চমী তিথি সমাগত। যুগে যুগে আমরা দেখিতে পাই, ভগবদবতার পুরুষগণ যুগধর্ম্ম-প্রচারকরূপে জগতে আবির্ভূত হন ধর্ম্মপ্রাণের মহাসন্ধিক্ষণে। কিন্তু প্রকৃতি বহু শোভা-মাধুর্য্যে এই প্রকট-বাসরকে মাধুর্য্য-মহিমায় সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছেন। কোকিলকুলের কাকলী, নব-পল্লবের মাধুরী অপিচ মলয়, বীচি-বিক্ষিপ্ত জলোদধির উল্লাস-সঙ্গীত-নর্ত্তন, প্রকৃতির কান্ত-সুষমা বিপুল সম্ভার প্রভৃতি লইয়া আজ এই তিথি উপস্থিত। কিন্তু অন্তঃপ্রকৃতির নবীনতার মধ্যে সরসতা নাই; দৈন্য-হাহাকার আকাঙ্ক্ষা-লেলিহান-লালসার উদগ্র হইয়া উঠিল, ক্ষুধা-বিভীষিকার করাল ছবি সমাজ-বক্ষে দেখা দিল। দৈবদুর্ব্বিপাক যখন অবস্থা সৃষ্টি করিল, তখন মনের মধ্যে প্রশ্ন-সূচনা জাগিয়া [illegible] এ জীবনপ্রান্তে, কল্প-বেদীতে, করুণ—অতি করুণ-প্রাঙ্গণে এসে বসবে? কা'কে প্রতিষ্ঠা করলে সুপ্ত পূর্ণতা-মাধুর্য্যে অনুপূর্ণ হ'বে? আমরা ধন চাই, বল চাই, কিন্তু তুষ্টি বা তৃপ্তি হয় কই? পরিশেষে নিঃশেষ-নিঃস্বতা। ধনের জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা রাখিয়া থাকি, তার গতি ধ্বংসের দিকে। এই ধ্বংস পথ হইতে রক্ষা করিবার জন্য আবির্ভূত হইলেন এই শুভ পঞ্চমীতে মহাপুরুষ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর। জীবন-আকাশের দুর্য্যোগ অবিশ্রান্ত ব্যথা বারিধারা উপলব্ধ করিয়া সমস্ত মানব সমিৎ-হস্তে আসিয়া দাঁড়া'ল এই শ্রীচরণতলে। সমাজে আশা-আকাঙ্ক্ষাবিহ্বলী হ'য়ে হ'য়ে চমকিয়া উঠিল। শোক-তাপ-বিহ্বল, দুঃখ-দৈন্য-সন্তপ্ত মানব হৃদয়ে জাগিয়া উঠিল—জন্ম-মরণাদি সংসারানল-সন্তপ্ত মানব কোটিচন্দ্র-সুশীতল রশ্মিচ্ছটা ও শোভায় শ্রীচরণাশ্রয় করিয়া ধন্য হ'ল।

তখন সে আশ্রিত হইল। আমার বিগ্রহের সঙ্গে এই আশ্রয়ের ইঙ্গিতে, সকল বাধিতার বিচ্ছিন্নতা মিটিয়া গেল। দেবের আহ্বান লইয়া শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর প্রকট হইলেন আজ এই পুণ্য বাসরে। হাহার আশা অবসান হইল, কাতর সন্তাপ মিটিল। সমগ্র রস-মাধুর্য্য ভক্তহৃদয়ে প্রকটিত হইল প্রেমের প্রকম্পনে। গৌরজন-হৃদয় ভক্ত ভক্ত কম্পিত হইল নাগরের ভজনতীর্থনাদে আর মিলনটীয়া। সারা ভোগ-বিহ্বল জগতে অমৃতের ডাক বাজিল। পাপ গেল, তাপ গেল, সারা জগৎ আনন্দময় হইল। সুদুর্লভ মহামন্ত্রের উচ্চসংকীর্ত্তন-রোলে গগন পবন মুখরিত হইল। সকল জনহৃদয় উল্লাস আকুল—সারা জগতে উর্দ্ধনাদ উঠিল আনন্দ-কোলাহল। কিন্তু অন্ধকার অপব্যবহারে অপরাধ-প্রাচুর্য্য হেতু আমি বঞ্চিত হইলাম। আমি মিথ্যা প্রবঞ্চনা কল্পনা-জালিলাম।

কলিযুগ বর্ত্তমান। প্রভাব তার দুর্দ্দমনীয়। মানবসমাজ কাল-স্রোতে ভাসমান জাগতিক আনন্দমদে বিভ্রান্তি-প্রমাদ হ'য়েছে আমাদের একমাত্র প্রয়োজন। সুতরাং স্বেচ্ছাচারিতাকে মানুষ-পথের সম্বল করিয়া লইয়াছি। ইহার নাম কি স্বাধীনতা—মানবজীবনের সার্থকতা? জীবনের গতিতে সংযমের বাঁধন ছিন্ন হয়েছে। ভোগলালসার তাণ্ডব-তাণ্ডবের লীলা-নিকেতন হয়েছে আমাদের এই মনোময় ধাম। উদ্ভ্রান্ত মানব আমি জীবনের পরিণাম চিন্তা করিতেছি না—কেমন পরিণাম নাই—পাপের বিচার বিধান আমার নিকট কল্পনাকাননমাত্র। তাই প্রভাত তামাশাকারের গভীর দুর্দ্দিনে আবার দিব্য

দৃ—

[illegible] ভাই গ্রাম্যকথা না শুনিবে কানে। গ্রাম্যবার্ত্তা না কহিবে যবে মিলিবে আনে॥

ভগবান্'নামের জন্য আবির্ভূত হইলেন আচার্যদেব। তাঁর লীলা-মাধুর্য্যে নীলাচলক্ষেত্র প্রেমবন্যায় প্লাবিত হইয়া উঠিল। বেদান্তাভিমানীর ব্যক্তিত্বের একান্ত বিনাশক, কর্মকাণ্ডের অকর্মণ্যতার শ্রেষ্ঠ বিশ্লেষক, নির্বেদ-প্রত্যাহারের অনুপযোগিতার প্রধান শিক্ষক,পাশ্চাত্যের অবদান ও শুদ্ধভক্তি-ধর্মের,অদ্বিতীয় প্রচারক শ্রীল প্রভুপাদের শিক্ষা-বাণীই গড়িবার সমাজের পারমার্থিক নিয়মের একমাত্র নিয়ামক। এখানে দুর্দান্ত দেশকালপাত্রের ক্ষুদ্র জাতীয়তার সাম্প্রদায়িক পুতিগন্ধের স্থান নাই।

হে 'আচার্যাভাস'! বিজ্ঞান আজ দুর্নাম আনিয়াছে বলিয়া গর্ব করে। দিন দিন নব নব আবিষ্কারে প্রত্যক্ষ করিয়া গড়িয়া দিতে বৈজ্ঞানিকগণ্যো গতিশীল। বিজ্ঞানে অধোক্ষজ বলিয়া একটী তত্ত্বের অস্তিত্ব নাই। এখানে আছে কেবল অক্ষজজ্ঞানের গরিমা—প্রত্যক্ষবাদীর মহিমা। সকল সমস্যার সমাধান বিজ্ঞান-সুসজ্জিত প্রজাদের মধ্যে লেগেছে। কিন্তু কোথাও মধ্যে প্রাণ নাই—প্রাসাদ নাই। এখানে সত্বহীন সমস্ত গান—জলহীন সমস্ত পাত্র। প্রত্যক্ষবাদীর গতি বিপর্যায় হয়: মায়ার ইঙ্গিতে মহামায়ার আঁচল-স্পর্শে। ভূমিকম্প, আগ্নেয় উদ্গীরণ জলপ্রোতের প্রবল—প্রসব দেখিয়া বিজ্ঞানবেত্তা উদ্‌ভ্রান্ত হইল। প্রকৃতি জয় করিবার পর একটু গর্ব হইল। তখন বৈজ্ঞানিক জানিল, -'দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া'। রাবণের স্বর্গে সিঁড়ি বাঁধার চেষ্টা লোপ হইল। ইতঃপূর্বে ব্রহ্মার আসন টলেছিল অবিরচিতের ধ্যানধারণায়। বিদুর আসন স্পর্শ করিল চিকাগোর 'Secretsix', ইঁহারা 'Truth Serum' সঙ্গে দীর্ঘায়ু উদ্ভবকরণ দিয়া মিথ্যাবাক্য লোপ করিবে। পরীক্ষিৎ কিরূপ কালকে তাড়ন করিবে। পাপ থাকিবে, তাপ থাকিবে,মাধা বিশ্ব ধর্মরাজ্য হইবে। কৃত্রিম নররাজ্য সৃষ্টি করিয়া নাড় আনিতে লেগে পড়ল। নারী-ধর্মবৃন্দ—বাধা বিজ্ঞান—শিশুবিজ্ঞানও পল্লীগঠনে বাস্তব। কিন্তু 'কিন্তু' তাহাদের গভব্য পথের কাঁটা হইল—'Matter' ও 'Forc'e-এর দ্বন্দ্ব লাগিল। শেষে বৎসারিক মনীষীর যেন হইল পরিত্রাণ—উদ্‌ভ্রান্ত। তখন আশ্চর্যের বিষয় হইল আচার্যদেব গান করিলেন—"জানং মে পরমং গুহ্যং যদ্-বিজ্ঞান-সমন্বিতম্, সরহস্যং তদঙ্গঞ্চ গৃহাণ গদিতং ময়া।" শ্রীআচার্যদেব বলিলেন—সেই লোকাতীত-জগতের কথা—সেই রাজ্যের সেই অনুবিজ্ঞানের কথা। ইহা আরোহপথে দিয়া লভ্য নহে। অবরোহপথই ইহার একমাত্র উপায়, বিজ্ঞান-বিজ্ঞানে উঠিতে জানিবে না।

হে জগদ্গুরো! যখন ভারতবর্ষে বিভিন্ন প্রকার বিচারপ্রণালীর মধ্য দিয়া শিক্ষাধারা প্রবর্তিত ছিল, যখন ভারতীয় নীতিশাস্ত্র পারত্রিক বিচারবহিত ঐহিক সুখশিক্ষা প্রদান করিতেছিল তখন শিক্ষিতগণের মধ্যে জ্ঞানের গৌরবটাই সার ছিল। ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষকে লক্ষ্য করিয়া তাদের ভিত্তিতে শিক্ষা-প্রণালী গড়িয়াছিল। বিশুদ্ধ সত্য নীতিকথার আদর ছিল না। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্মকে বর্জন করিয়া যে শিক্ষা-প্রণালী প্রচারিত হইল তাহাতে সমাজে নাস্তিকতাবাদ প্রচারিত হইল। তৎকালে সমন্বয়বাদের চিন্তা আমাদের মধ্যে প্রবেশ করিল। তবে এইরূপ Short-sighted Policy বিগত ১৯১৪ হইতে ১৯২০ সাল পর্যন্ত অধিকার বিস্তার লাভ করিয়া মানবজাতির মধ্যে মহাসমর আনয়ন করিল। শিক্ষার মধ্যে উদারতা নামে অনুদারতা, রাজত্ব নামে পরশ্রীকাতরতা সমাজে বিস্তার লাভ করিল।' কিছুদিন পূর্বে শিক্ষানীতির মধ্যে কুরুক্ষু ও মুমুক্ষু গঠন হয়। ভক্তির পদ্ধতি সমূলে উৎপাটিত করিয়া কর্মজ্ঞানের আলোচনাদ্বারা জীবহিংসার পথার বৃদ্ধি হইল। বাল্যকাল হইতে ভগবদ্ভক্তি অর্জন করা যে একান্ত কর্তব্য তাহা সবাই ভুলিয়া গেল। তাই ভাগবত বন্দনাতে গান করিয়াছেন—

"কৌমার আচরেৎ প্রাজ্ঞো ধর্মান্
　　　　ভাগবতানিহ।
দুর্লভং মানুষং জন্ম তদপ্যধ্রুবমর্থদম্ ॥"

একদিন আচার্যদেব বলিয়াছিলেন—

"Let us pray and pray unceasingly. Let us have a peep in to the next world. Our education must be well-grounded on ethical and theistic principles.

আমরা যদি অবিরত গৌরগুণ কীর্ত্তন করি তাহা হইলে বুঝি আলোকের পাঁচ মিশালি কথার থেকে ভেসে না গেলে যাহা কিছু শিক্ষা লাভ করিব তাহা এক বনাইয়া শূন্য দেওয়ার ন্যায় লাভ হইবে। যদি এক বসাইয়া শূন্য দেওয়া যায় তবে তার মূল্য ১০, ১০০, ১০০০, হইবে। গোড়ার এক মুছিয়া দিয়া—ভগবানের অবতারের কথা বাদ দিয়া যে শিক্ষা তাহা শূন্যসার মাত্র। অভিভাবকগণ ছাত্রের নিকট কি আশা করেন—পিতা পুত্রের নিকট কি আশা করেন—তাঁহারা আশা করেন টাকা, মদ, স্ত্রী। এই তিনটি যদি পুত্রের লাভ হয় তবে বায়স্কোপ, থিয়েটার, আমোদপ্রমোদ, লটারীতে, মদ-মাংস-স্ত্রীতে টাকা অপব্যয় করুক তথাপি সে ভাল ছেলে হইবে; ইহাই বর্তমান পিতা ও অভিভাবকের নাতি। আবার ভূগোল বল, অঙ্ক বল, রাজনীতি বা ইতিহাসই বল তার মধ্যে কারণ আছে। কেবল মানিয়া লইতে রাজি নহেন। কিন্তু পাঠ্যবিষয়ে যে দুইটা নীতিশিক্ষার (Moral Instructions) কথা আছে তাহাতে কেবল সাপব্যাঙের কথা, উপকথা, পুরাণের কথা - General Knowledge বা দেশবিদেশের সংবাদ দিয়া ছাত্রদিগকে ভুলাইয়া নীতির নামে অবাস্তববস্তুর দিকে ধাবিত করা হইতেছে; এই প্রকার আচার্যদের পদপৃষ্ঠে পদার্পণ করিতেছেন। তাঁর প্রাণ এই বক্তার কলম-মরণ-অভিধান-বসনে সতত ব্যথিত। সেইজন্য ভাগবতের দুধে জল মিলাইয়া ব্যাসদেবের পূজার দিনে সেই ব্যাসকথা গানে তাল মিলাইয়া গান করিতেছে—

"কৌমার আচরেৎ প্রাজ্ঞো ধর্মান্
　　　　ভাগবতানিহ।
দুর্লভং মানুষং জন্ম তদপ্যধ্রুবমর্থদম্ ॥"

এই শিক্ষার মূল অর্থ—এই অর্থ-শিক্ষাফলে পরমার্থ-দিকে গতি না থাকায় অনর্থদিকে যাইতেছে। অর্থের পরমার্থ কিম্বা অনর্থ এই দুই দিকে গতি। শিক্ষাধারা মার্জিত হইলে অর্থধারা এই যে অনর্থের পীড়া সহ্য করিতে হইতেছে তাহা হইতে আমরা রক্ষা পাইতাম। হে বৈষ্ণবধর্ম-সংস্থাপক! আপনার সুবর্ণমণ্ডিত অবদান বাস্তব সেবা-বিমুখ উপলব্ধি করিবার আশা পোষণ করে মাত্র। আপনি বর্তমান যুগে পরিবর্তনমানার সকল মীমাংসা করিয়া পরিবর্তন-আন্দোলনকারী গান্ধীজীর প্রেরিত কয়টি প্রশ্নের যে উত্তর দিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে এত বড় বড় নেতাকে মাথা ঘুরাইতে হইত না। এই কথার মধ্যে আপনি শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামীর শ্রীহরিভক্তিবিলাস গ্রন্থে যে দুইটি শ্লোকের কথা বলিয়াছেন তাহা বিচার করিলে প্রভুরের সম্বন্ধের যথার্থ হইত। শ্রীহনুমানজী মর্কটকুলকে বন্দ করিয়াছিলেন বলিয়া সমস্ত বানর হনুমানজী নহেন, আবার ঠাকুর হরিদাস যবনকুলে আবির্ভূত হইয়াছিলেন বলিয়া সমস্ত যবন ঠাকুরের ন্যায় ভক্তিভাজন নহেন; গুহক চণ্ডালকুলে, বিদুরাদি অস্পৃশ্য বংশে জন্মিয়াছিলেন বলিয়া সব অস্পৃশ্যকে আলিঙ্গন করা পারমার্থিক বিধি নহে - ইহা খেয়াল মাত্র। ইহাতে বিপ্লব বিশৃঙ্খল মাত্র সার হইবে। বালিকার নিকট জননীর বিধান আছে ইহা সত্য,কিন্তু সে সন্তানের জননী না হওয়া পর্যন্ত তাহাকে 'মাতা'-সংজ্ঞা দেওয়া কি ঠিক হইবে? সেইরূপ জীবমাত্রেই হরিজন-দাস বলিয়া কি তাহার আদর্শ বিকশিত হওয়ার পূর্বেই তাকে সেই সংজ্ঞার হরিজন সাব্যস্ত করিয়া আলিঙ্গন করিলে আত্মবঞ্চনা ও বিশ্ববঞ্চনা হইবে না? অধিক কি বলিব, এই পুরুষোত্তমক্ষেত্রে শ্রীমন্দির (শ্রীজগন্নাথদেব) ইহার জ্বলন্ত প্রমাণ-পীঠ।

হে অভিন্ন নিত্যানন্দ প্রভো! হে দুর্গাচার্য! হে জগদ্গুরো! আপনার কারুণ্যের-নিকটে সমগ্র বিশ্ব আজ অভিনিবিষ্ট। হে শরণাগতবৎসল! নিজ অহৈতুক-কৃপাগুণে এই নিখিলের আপনারই জনগণের সেবায় নিযুক্ত করুন।

হে প্রভুপাদ! আপনি কালকৌশল নহেন, অতিনব নহেন, আপনার একটি-পূর্তি আবির্ভাব বাসরকে কি সম্বোধন করিব? আপনার অনন্ত চির-বেদীপ্যমান, চির বর্তমান—সনাতন। আপনার আবির্ভাব নিত্য বৈশিষ্ট্য-বিমণ্ডিত। হে দেব! এই প্রার্থনা, জীবনপুষ্পে বাণী দীপ্তি যতদিন থাকিতে থাকিবে, ততদিন আপনার আশীর্বাদে বিজয়গান যেন আমি করিতে থাকি।

"নাহং বন্দে তব চরণয়োর্দ্বন্দ্বম্-
অদ্বন্দ্বহেতোঃ কুম্ভীপাকং গুরুমপি হরে নারকং নাপনেতুম্।
...
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥"

মায়াপুরগৌড়ীয়মঠে সাপ্তাহিক অধিবেশন

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

বা তাদৃশ চিন্তাস্রোতযুক্ত মনোরঞ্জনের কোনও কথা নাই; তাহাতে আছে আত্মরঞ্জন ভগবৎসেবা-ধর্মের কথা, তাহা বন্ধনের মোচনার নিগ্রহনাশকারী।

'মন্ত্রদীক্ষা' এই কথাটির মধ্যে আমরা দুই শব্দ দেখিতে পাই, —মন্ত্র এবং দীক্ষা, প্রথমতঃ মন্ত্রশব্দে আমরা কি বুঝি তাহার আলোচনা করা আবশ্যক। মন্ত্র অনেক প্রকার। সর্পদষ্ট ব্যক্তিকে বিষক্রিয়ার হস্ত হইতে উদ্ধার করার এক প্রকার মন্ত্র, ভূত বা পিশাচগ্রস্ত ব্যক্তিকে আরোগ্য করিবার এক প্রকার মন্ত্র, এই প্রকার কাম্যক সুবিধার বহুবিধ মন্ত্রের কথা আমরা জানিতে পাই। কিন্তু মন্ত্রের প্রকৃত পারমার্থিক অর্থ—মনন ধর্ম হইতে আমাকে যাহা ত্রাণ করিতে পারে তাহাই মন্ত্র। মননাৎ ত্রায়তে ইতি মন্ত্রঃ।

বর্তমানে আমাদের কার্য মনোধর্মদ্বারা পরিচালিত। চিন্তাধারা যাহা ভাল বলিয়া মনে হয় তাহা গ্রহণ করি এবং যাহা মন্দ মনে হয় তাহা ত্যাগ করি। কিন্তু আমাদের এই ভাল মন্দের বিচারের নিশ্চয়তা নাই,কারণ প্রত্যহই আমরা দেখিতে পাই যাহা একমুহূর্ত পূর্বে ভাল বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিলাম পরমুহূর্তেই তাহা মন্দ বলিয়া মনে হইতেছে।

(ক্রমশঃ)

শুদ্ধভক্তি মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ

(আকর মঠরাজ)

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ গজ উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে অবস্থিত শ্রীচৈতন্য-দেবের ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ বিরাজমান। এই স্থান সংকীর্ত্তন-পীঠ, পরাবিদ্যাপীঠ বা সাত্বত-জননী। এই মঠ-তীর্থে শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর বেদান্তসূত্রের, অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক আচার্য্য চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠকে পারমার্থিক দৈনিকপত্র 'নদীয়া-প্রকাশ', সাপ্তাহিক সজ্জনতোষণী ও সুপ্রাচীন প্রসিদ্ধ প্রকাশক 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতি বৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমাপ্রারম্ভ ও অপাপভক্তগোষ্ঠিসহ কীর্ত্তন-প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রচারিত শুদ্ধভক্তি প্রচারোদ্দেশ্যে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীশ্রীগৌরবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই শুদ্ধভক্তমঠে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দজীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সংকীর্ত্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও গীতা ও গ্রন্থরাজের সম্যক্ আলোচনা হয়। এই মঠ হইতে ভগবদ্ভক্তির সর্ব্বত্র হরিকথা-প্রচার, সংকীর্ত্তন-সঙ্কীর্ত্তন, বক্তৃতা, ব্যাখ্যা ও নগরকীর্ত্তন-যাত্রা-মহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান হয়। মঠরক্ষক—মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-সহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মবাসী সেবাকোবিদ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌর-লীলার রাসস্থলী এখানে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান, রক্ষক—শ্রীজগন্নাথ দাসাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—গোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

(৭) কাজীর সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপা-প্রাপ্ত শ্রীচাঁদ-কাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীসদানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক।

(৮) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও রাধামদনের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবনবিহারী দাস অধিকারী।

(৯) শ্রীগৌর গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীমদন-মোহন ব্রহ্মচারী।

(১০) মোদদ্রুম ছত্র "গৌড়ের নৈমিষ"

মামগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)।

শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান। শ্রীগৌরনিত্যানন্দের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীকুঞ্জবিহারী ব্রহ্মবাসী, শাস্ত্রভূষণ।

(১১) তেঘরিয়া কুঞ্জকানন

শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী।

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীসদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১২) কৃষ্ণকুটীর—পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীমধুসূদন অধিকারী

(১৩) ভাগবত আসন—পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

এই স্থান হইতে ভাগবতসম্প্রদায় গ্রন্থাবলী প্রচারিত হয়। রক্ষক—শ্রীসদানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, কাব্যশাস্ত্রী।

(১৪) একায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীমোহন ভট্টাচার্য্য গোস্বামী ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৫) মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঁচড়াপাড়া, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রহ্মবাসী।

(১৬) মাধ্বগৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, পোঃ ঢাকা

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাবিনোদ বি-এ।

(১৭) গোপালজীউমঠ—কমলাপুর,(ঢাকা)

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান। রক্ষক—শ্রীঅধ্যাপক ব্রহ্মবাসী.

(১৮) সখাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)।

এখানে শ্রীসখাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(১৯) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীসুন্দরানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২০) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাড়, (ঢাকা)

এখানে মঠ কুঞ্জবিহারী শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রহ্মবাসী

(২১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীচৈতন্য দাসাধিকারী.

(২২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ভুবনকোনা, পোঃ চিবকুলা, (মানভূম)

এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী।

(২৩) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে গুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজগন্নাথ ব্রহ্মবাসী ভক্তিরত্ন।

(২৪) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী।

(২৫) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ উড়িয়াবাজার, (কটক)

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ বিনোদবনমালীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর

(২৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর পুরী,

শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক- শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন।

(২৭) পুরুষোত্তম মঠ

ভক্তিকুটী, পোঃ পুরী উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীউর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগদাধর অধিকারী

(২৮) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগোপীনাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী দাসাধিকারী।

(২৯) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ;

পোঃ কভুর, গোদাবরী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—শ্রীনিতাইচরণ দাসাধিকারী ভক্তিভূষণ।

(৩০) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪৫নং কবিরপুরা, বেনারস সিটি

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীমধুসূদন ব্রহ্মচারী।

(৩১) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ

(৩২) পরমহংস মঠ.

পোঃ নিমসার, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও গৌড়-বিনোদ-বিহারীজীর সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীসত্যনারায়ণ দাসাধিকারী।

(৩৩) কৃষ্ণচৈতন্য মঠ

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

এখানে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিত্য-সেবা হয়। রক্ষক—শ্রীপুলিন ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠ

বিশ্রামঘাট মথুরা

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ

(৩৫) ব্রজস্বানন্দ সুখদকুঞ্জ—শ্রীরাধাকুণ্ড

রক্ষক—শ্রীরাধারমণচরণদাস ব্রহ্মচারী

(৩৬) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৩৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ

সেবগ্রাম, পোঃ হোডল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব) রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৩৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং রাজা রোড, নিউ দিল্লী।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য

(৩৯) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল।

এখানে গৌর বনোয়ারীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবনগোপাল অধিকারী।

(৪০) সারস্বত-গৌড়ীয় মঠ

তারবাদ লালাবণপুর, ইউ, পি

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিস্বরূপ গিরি

(৪১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ রায়পেট্টা মাদ্রাজ।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীপাদ ভগবানন্দ ভক্তিবিনোদ।

(৪২) বোম্বে গৌড়ীয়-মঠ কার্য্যালয়

গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, ভেটানি বিল্ডিং, বাংলো নং ১, বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীরূপনাথ দেবশর্ম্মা মজুমদার।

(৪৩) অমরসি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমরসি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীমধুসূদন দাস অধিকারী

(৪৪) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্চকা, কামরূপ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী

(৪৫) পাটনা গৌড়ীয় মঠ

১০০ মিঠাপুর, পাটনা।

রক্ষক—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী রামকৃষ্ণ

(৪৬) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠ বালেশ্বর

রক্ষক—শ্রীবনোয়ারীলাল ব্রহ্মচারী

(৪৭) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয়

৩ গ্ল্যাডষ্টোন হাউস, বার্ণস কমন গার্ডেন্স, এস-ডব্লিউ ৭, লণ্ডন

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ।

(৪৮) বার্লিন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

Berlin W. 30

Eisenacher strasse 29 ৪

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্—সমগ্র ৪০৲
প্রথম ৬টি খণ্ডে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
[illegible] ৷৵০
২। ভাষাসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। ভাষ্য-সমেত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ)
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী ৪৲
৫। বৈষ্ণব [illegible] ৩৲
৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
৮। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
৯। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১০। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১১। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিবর্ত্ত-তত্ত্ব ।০
১২। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৩। চৈতন্যোপনিষদ্ ।০
১৪। [illegible] ।০
১৫। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
১৬। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵০
১৭। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৷৵০
১৮। ভজন-রহস্য ।০
১৯। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ ও (বাঁধা) ১৲
২০। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২১। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
২২। গীতার কেবল মূল-কাব্য ।০
২৩। [illegible] (বাঁধা) ২৲
২৪। বেদান্তসূত্রের [illegible] (রামানুজীয়) ।০
২৫। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸৵০
ঐ (বাঁধা) ৸০
২৬। দীন-দিগ্দর্শন ৵০
২৭। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৵০
২৮। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
ঐ (আবাঁধা) ৷৶
২৯। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩০। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩১। গীতমালা ৴১০
৩২। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৩। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৪। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৫। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা পঞ্জী ।০
৩৬। শরণাগতি ৴০
৩৭। গীতাবলী ৴০
৩৮। চিত্রে নবদ্বীপ ১৷০
৩৯। [illegible] ৴০
৪০। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৪১। [illegible]
৪২। অর্থপঞ্চক ৴০
৪৩। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৪৪। কল্যাণকল্পতরু (২য় সংস্করণ) ৴১০
৪৫। [illegible] ।১০
৪৬। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম ভাগ) ৩৲
৪৮। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৪৯। মণিমঞ্জরী (মাধ্বমত) ।০
৫০। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫১। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫২। [illegible] ।০
৫৩। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৴০
৫৪। ঈশোপনিষদ্ (বলদেব ও মধ্বভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫৫। [illegible] ৶০
৫৬। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৫৭। [illegible] ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৮। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী [illegible] ।০
৫৯। [illegible] শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৬০। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬১। [illegible] ৷৵০
৬২। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ৴০
৬৩। [illegible] ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৪। রায় রামানন্দ ।০
৬৫। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন্ [illegible] ।০
৬৬। [illegible] ।০
৬৭। বৈষ্ণব—ইটস্ [illegible] ।০
৬৮। [illegible] ৶০
৬৯। [illegible] শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।০
৭০। বৈষ্ণবিজম্ ।০
৭১। [illegible] গৌড়ীয়মঠ [illegible] ৴০
৭২। দি ভাগবত ।০
৭৩। [illegible] ।০
৭৪। ব্রহ্ম-সংহিতা ২৷০
৭৫। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম ভাগ) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৭৬। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৭৭। সাধন-পথ ।০
৭৮। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৭৯। গীতাবলী ৴০
৮০। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮১। শরণাগতি ৶০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

কবিরাজ [illegible] কাব্যকণ্ঠ ভিষগ্রত্নের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় যুবক পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত [illegible] পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অবস্থার [illegible]। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ আনা, বড় বোতল ১৷৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত [illegible] জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। উহাতে নিব বা কাগজ কোন প্রকারে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং
কারখানা—২নং [illegible] লেন, বাগবাজার
কলিকাতা

আমাশয় ও পেটের পীড়ায়

শ্রী[illegible] দাশ কবিরাজের আবিষ্কৃত

গ্রহণী বজ্র

ব্যবহার করুন

আমাশয়, রক্তামাশয়, অতিসার, গ্রহণী, অজীর্ণ, পেটফাঁপা, বদহজম, সূতিকা ও শিশুর উদরাময় প্রভৃতি সকল প্রকার নূতন ও পুরাতন পেটের পীড়ায় গ্রহণী বজ্র প্রত্যক্ষ ফল দান করে।

যাঁহারা পেটের পীড়ায় নানারূপ চিকিৎসায় আশানুরূপ ফল লাভ করিতে পারেন নাই তাঁহারা গ্রহণী বজ্র ব্যবহার করুন, [illegible] হইবেন। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। মূল্য প্রতি শিশি ।০ আনা, ৩ শিশি ১ টাকা। ডাক মাশুল ৷৵০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীকৃষ্ণ ঔষধালয়, ময়মনসিংহ।

ঢাকার এজেন্ট মেসার্স [illegible] চন্দ্র ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং
পাটুয়াটুলি, ঢাকা

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও
[illegible] ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ [illegible] এম, এ, এম, কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সুবর্ণ সুযোগ ! সুবর্ণ সুযোগ !

শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদরচিত গৌড়ীয়ভাষ্য সহিত

বিরাট্ গ্রন্থ

শ্রীশ্রীচৈতন্য ভাগবত

গ্রন্থের আয়তন :—ক্রাউন কোয়ার্টো মূল ১০৯৬ পৃষ্ঠা, সূচীপত্র ২৫৪ পৃষ্ঠা, মোট ১৩৫০ পৃষ্ঠা

ভিক্ষা (বাঁধাই) মাত্র ৭, সাত টাকা

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা

নদীয়া সার্টিফিকেট আদালতের নীলাম ইস্তাহার

কেস্ নং এবং কোর্টের নাম	নীলাম ইস্তাহার (A) (B) বা (C) দ্বারা প্রকাশিত	ডিক্রিদার	দেনাদার	যে দাবীর জন্য সম্পত্তি বিক্রয়ের আদেশ হইয়াছে	বিক্রয়ের স্থান তারিখ ও সময়	কি স্বত্ব জোত	থানা, মৌজার নাম ও গ্রাম	খতিয়ান নং প্লট (জানা থাকিলে) অথবা অন্য প্রয়োজনীয় বিবরণ	জমির পরিমাণ (জানা থাকিলে)	১১ জমা (জানা থাকিলে)	১২ মন্তব্য
১৮১ N. R. ১৯৩৪ সাল সার্টিফিকেট আরম্ভ		গৌরীশচন্দ্র রায় বাহাদুর	সতীশচন্দ্র ঘোষ	১২৪।৵৩.	২৩।৪।৩৫	রায়তি স্থিতিবান	থানা কৃষ্ণনগর মৌজে [illegible]		১৭.২৬	৫৮৸৵৩	গৌরীশচন্দ্র রায় বাহাদুর
১১৭ N. R. [illegible]	ঐ	হরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় দিং	২৪/৩	২৭।৪।৩৫	নিষ্কর	থানা [illegible] মৌজে [illegible]	৩২ খতিয়ান	.৪৫শঃ	সেস্ নিষ্কর	ঐ	
২৮১ N. R ৩৩-৩৪			[illegible] পাল	১২৪৩	২৭।৪।৩৫	[illegible]	থানা ও মৌজে কৃষ্ণনগর	৪৫৯ খতিয়ান	.১৯শঃ	১/১	
৫০ N. R [illegible]	ঐ		সতীশচন্দ্র দাস দিং	১৯৸৶১	২৮।৪।৩৫	রায়তি স্থিতিবান	থানা [illegible] মৌজে [illegible]	৬১৭ খতিয়ান	১৩৮৬শঃ	১২৸৶১	ঐ
৬০ N,R [illegible]			[illegible] দাসী দিং	১১২৸৶৩	২৮।৪।৩৫	মধ্যস্বত্ব চিরস্থায়ী	কৃষ্ণনগর [illegible]	৫৩৫ খতিয়ান	১১.৩১শঃ	.৸৶৭	
[illegible] N. R. [illegible]		গৌরীশচন্দ্র রায় বাহাদুর	[illegible] মণ্ডল	১০৩৶৬	২৬।৪।৩৫	রায়তি মোকররী	থানা [illegible] মৌজে [illegible]	৪৪৯ নং	৩৯.৩শঃ	২৭৸/১০	গৌরীশচন্দ্র রায় বাহাদুর
[illegible] N. R. [illegible]		ঐ	[illegible] দিং	২২৪৶০	২২।৪।৩৫	মধ্যস্বত্ব চিরস্থায়ী মোকররী	থানা [illegible] মৌজে [illegible]	১৩০৪ খতিয়ান	১১.৮৯	২০৷৶১১	ঐ
১৪ R. P. [illegible]		[illegible] চৌধুরী	[illegible] দিং		২২।৪।৩৫	রায়তি স্থিতিবান	থানা নবদ্বীপ মৌজে [illegible]	[illegible] খতিয়ান	.৮৩	২৸০	[illegible] চৌধুরী
[illegible] R. P. [illegible]			[illegible] মণ্ডল	২৯৶০	৩০।৪।৩৫	ঐ	থানা [illegible] মৌজে গোবিন্দপুর	১১৮৩ খতিয়ান	.৮৪	৩৸০	
১১০ R. P. [illegible]			[illegible] বিবি	৩৫৸৶৩	৩০।৪।৩৫	ঐ	থানা [illegible] মৌজে [illegible]	৩১২ খতিয়ান	১১.৭২	১৮৸/০	
[illegible] N. R. [illegible]		গৌরীশচন্দ্র রায় বাহাদুর	[illegible] শেখ	১২৶৩	৪।৫।৩৫	[illegible]	থানা [illegible] মৌজে [illegible]	[illegible] খতিয়ান	.৩	.৩৶০	গৌরীশচন্দ্র রায় বাহাদুর

ঠিকানা—শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—শ্রীধাম মায়াপুর

দৈনিক

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

REG. C 1544

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩ টাকা। প্রতি সংখ্যা /০ আনা। শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

"গৌড়ীয়" ১ম বর্ষ হইতে ১১শ বর্ষ পর্যন্ত প্রতি বর্ষ বাঁধান ৩৷০ টাকা। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা

১০ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৩০শে ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার ১৩৪১, ১৪ই মার্চ ১৯৩৫ [১২শ সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

—:০:—

রুকোর্ড হত্যা মামলার অভিযুক্ত আসামীর প্রাণদণ্ড

গত বৎসরের সময় খড়্গপুরের পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট মিঃ রুকোর্ডকে এক জনসে হত্যা করিবার অভিযোগে অভিযুক্ত আসামীকে জেলা জজ দোষী সাব্যস্ত করিয়া প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। মামলার জন্য কোর্টে বহুলোক সমাগম হইয়াছিল। জেলা কোয়ার্টার হইতে ৮০ মাইল দূরে খড়্গপুর নামক স্থানে ক্যাম্প প্রভৃতি কালে মিঃ রুকোর্ড নিহত হন। চারিজন এসেসরের সকলেই আসামীকে নির্দোষ সাব্যস্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু সেসন জজ তাঁহাদের সহিত একমত হইতে পারেন নাই। প্রকাশ, প্রাণদণ্ড শুনিয়া আসামী বিচলিত হয় নাই, এবং তাঁহার পিতাকে হাইকোর্টে আপীল করিতে বলিয়াছে।

বাঙ্গালের কৃষক পার্টি

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার কৃষক পার্টির ১২জন সদস্য দলত্যাগ করিয়া ইন্ডিপেন্ডেন্ট নামে একটী দল গঠন করিয়াছেন। তাঁহারা তাঁহাদের জন্য ব্যবস্থাপক সভায় একটী পৃথক স্থান নির্দিষ্ট করিয়া দিবার জন্য প্রেসিডেন্টের নিকট চিঠি লিখিয়াছেন। কৃষক পার্টির বিরোধিতা করা এই দলের উদ্দেশ্য হইবে।

বোম্বাই ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কে চুরি

গত ৮ই মার্চ ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কে সোনার ৩০টি বাট চুরি গিয়াছে বলিয়া জানা যায়। আসেপাশে সন্দেহজনক কিছুই দেখা যায় নাই। উক্ত নিলাম বিক্রয় ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার প্রস্পেক্টাস বাহির হইয়াছে। সকলেই শেয়ারের জন্য আবেদন করিবার জন্য আসিতে উৎসাহ দিয়াছিল।

একখানা বাসের জন্য দুইবৎসর শ্রম বাস

শিয়ালদহ ষ্টেশনে জনৈক মাড়োয়ারী যাত্রীর পকেট কাটিয়া একখানা বাস চুরি করার অভিযোগে মধু শা নামক জনৈক লোক শিয়ালদহের দ্বিতীয় পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এ কে এম মামুদের এজলাসে অভিযুক্ত হয়। ম্যাজিষ্ট্রেট গত শনিবারে আসামীকে দুইবৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। আসামী ইতোপূর্বে আরও পাঁচবার দণ্ডিত হইয়াছে বলিয়া স্বীকার করে। আবদুল মালেক নামক জনৈক লোক মধুর সাহায্যকারী ছিল বলিয়া প্রকাশ। সে চারমাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে।

বিজ্ঞানের উচ্চ বৃত্তি

১৯৩৫-৩৬ সালের জন্য লেডী টাটা মেমোরিয়াল ট্রাষ্ট হইতে মাসিক ১৫০৲ হিসাবে ১০টি বিজ্ঞান বিষয়ক বৃত্তি প্রদান করা হইবে। আবেদনকারিগণকে ভারতের এবং চিকিৎসাশাস্ত্রে অথবা বিজ্ঞানে বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট হওয়া চাই। আবেদন লেডী টাটা মেমোরিয়াল ট্রাষ্টের সেক্রেটারী, বোম্বাই হাউস, ব্রুস ষ্ট্রীট, বোম্বাই ঠিকানায় দরখাস্ত প্রেরণ করিতে হইবে।

নির্বাচনের আপত্তি

যুক্ত পাঞ্জাব শিখ কেন্দ্র হইতে নির্বাচিত ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য সর্দার সর্দার মঙ্গল সিংহের নির্বাচনে আপত্তি উত্থাপন করিয়া সর্দার নারায়ণ সিং আবেদন করিয়াছেন। উক্ত আবেদন সম্পর্কে তদন্তের জন্য মাননীয় বিচারপতি মিঃ ষ্টোন, চার্লস ইস্টন, লালা হংসরাজ এবং মালিক মুকন্দ সিং দ্বারা একটি কমিশন নিযুক্ত করা হইয়াছে। বিচারপতি মিঃ ষ্টোন উক্ত কমিশনের সভাপতি নিযুক্ত হইয়াছেন।

আগুন লাগিয়া বৈমানিকের মৃত্যু

বোম্বাই ফ্লাইং ক্লাবের ছাত্র ডোনাল্ড লেস্লী নামক বিংশ বর্ষ বয়স্ক এক ইউরোপীয়ানের শোচনীয় মৃত্যু ঘটিয়াছে। উক্ত ক্লাবের একখানি বিমানে একাকী উড়িবার সময় গত ৮ই মার্চ রাত্রে বোম্বাইয়ের নিকট আরব সাগর উপকূলে বিমানখানিতে হঠাৎ আগুন লাগে; ফলে বিমানখানি সমুদ্রগর্ভে পড়িয়া পড়ে। বিমানখানিকে সমুদ্র তীরে আনার পর লেস্লীকে বিশেষরূপ আহত দেখা যায়। হাসপাতালে আনয়নের পরেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

কোচিনে স্বদেশী প্রদর্শনী

কোচিন গবর্ণমেন্টের পৃষ্ঠপোষকতায় ত্রিচুর ক্লাব সভ্যের উদ্যোগে আগামী ১০ই এপ্রিল হইতে ২০শে এপ্রিল পর্য্যন্ত দ্বিতীয় বার্ষিক নিখিল ভারত স্বদেশী প্রদর্শনী হইবে। ঐ সময়ে ত্রিচুরে কোচিন রাজ্যের প্রসিদ্ধ পুরম উৎসব হইয়া থাকে।

বোম্বাইর মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান

কলিকাতার চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে বোম্বাইর মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান মিঃ রেজ্জাক এবং মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট মৌলবী আবদুল এজলাসে অভিযুক্ত হন। মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট মামলাটি শুনানী শেষ করিয়াছেন এবং আসামীকে তাহার সামান্য অপরাধের জন্য ১৫৲ অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

মামলায় প্রকাশ, উক্ত মিউনিসিপ্যালিটি আইনসঙ্গত কোন সার্টিফিকেট না লইয়াই উহার ওয়াটার ওয়ার্কসের ইঞ্জিনের বয়লার ব্যবহার করে। আসামী পক্ষে বলা হয় যে, গত ১৯২০ সাল হইতেই বিনা সার্টিফিকেটে বয়লার ব্যবহার করা হইতেছে। গত জুলাই মাসে বর্তমান চেয়ারম্যান মিউনিসিপ্যালিটির পরিচালনার ভার গ্রহণ করিয়া বয়লার পরীক্ষার সকল প্রকার ব্যবস্থা করা হয় এবং এতদ্বিষয়ে মিউনিসিপ্যালিটিকে সার্টিফিকেট মঞ্জুর করা হয়।

ভারত বাণিজ্য বিভাগের উচ্চ ভারতীয় অভিজ্ঞের সহানুভূতি

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় একটী নিখিল ভারতীয় বাণিজ্য বিভাগ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ করিতেছেন; এইরূপ সংবাদ অবগত হইয়া ভারত সচিব স্যার স্যামুয়েল হোর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বিশ্বাস, সি, আই, ই, মহাশয়কে পত্র লিখিয়া জানাইয়াছেন যে, ভারতীয় বাণিজ্য শিক্ষার প্রচারকল্পে কলিকাতায় যে বিভাগ প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা হইতেছে সে সংবাদে তিনি আনন্দিত হইয়াছেন এবং ইহাতে তাঁহার আন্তরিক সহানুভূতি ও শুভেচ্ছা আছে। তিনি আশা করেন, প্রতিষ্ঠানটী সম্পূর্ণরূপে সাফল্যমণ্ডিত হইবে।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে। বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের অনেক সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিদেশী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

"কৃষ্ণ ৮ —"

[ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

নড়ক্ষ্মেল কলেজের ইংরাজির প্রধান ও প্রবীন অধ্যাপক অধ্যাপক [illegible] সম্পাদিত। [illegible] গ্রন্থকার শ্রীমৎ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের পুস্তকের ভূমিকা ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ [illegible]। Foreward) প্রকাশক ও সঙ্কলয়িতার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে নামের পারিভাষিক শব্দাবলী (Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মায়াপুর গৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে বর্ণানুক্রমে শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৮ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক পত্রিকা একাদশীতে প্রকাশিত হয়। বার্ষিক ৩৷০ টাকা ঠিকানা কলিকাতা বাগবাজার গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত ডিডি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। দিল্লী শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৷০

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ ব্রহ্মচারী সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এস, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া গৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষার মাসিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল শ্লোক অক্ষরে এবং তাহার বঙ্গানুবাদ শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। অতি সুন্দর ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজী আকারে ১০৯৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোকসূচী, পদ্যসূচী, গ্রন্থসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়সূচী, স্থানসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচীপত্র। সমগ্র শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অপূর্ব্ব বিরাট সংস্করণ জগতের কোথাও আর পূর্ব্বে প্রকাশিত হয় নাই, ইহা নিঃসন্দেহে পাঠক মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন। গ্রাহকগণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

		প্রথম ও দ্বিতীয়		পরবর্ত্তি-সময়ে	
		সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা	সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা
প্রতিবার প্রতি লাইন			।৶০	।৶	
” ” ইঞ্চ			১।০	।৵০	৯৲
” ” সিকিকলম		৫৲	৪৲	৩৲	২৲
” ” অর্দ্ধকলম		৮৲	৬৲	৬৲	৪৲
” ” ১ কলম		১২৲	[illegible]	১০৲	৮৲

মাসিক হার

[যদি অন্ততঃ ১ বৎসরের জন্য চুক্তি করা হয়]

সংবাদ পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চ ৬৲, সিকি কলম ১৫৲, অর্দ্ধ কলম ২৫৲, এক কলম ৩০৲
বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ৪৷০, সিকি কলম ১২৲ অর্দ্ধ কলম ১৮৲, এক কলম ৩০৲ টাকা।

সাহায্যের হার

সডাক বার্ষিক ৯৲ নয় টাকা, ষাণ্মাসিক ৫৲ পাঁচ টাকা, ত্রৈমাসিক ৩ তিন টাকা, মাসিক ১৲ এক টাকা মাত্র। নগদ প্রত্যেক সংখ্যা ৴৫

ম্যানেজার, দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, জেলা নদীয়া। টেলিগ্রাম—"নদীয়া", নবদ্বীপ

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৪০,	৯—৩১,	১৭—২২	১৭—৩৮,	২০—১৬
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২২,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—৩১,	১৪—৯	১৮—১৩,	২০—৫২

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

পার্শ্বের অন্তর্ভুক্ত

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৫৫	৯-২৫	১২-১০	১২-৩৬	১৫-৩৪	১৮-৩৫
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৩-৫০	৯-৩০	১২-১৯	১২-৪৫	১৫-৪৪	১৮-৫০
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-৫১	১৩-১৭	১৩-১৬	১৯-৩৫

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

— পারমার্থিক পত্র —

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ। নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥ প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ। মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

[illegible]

১০ম বর্ষ { ২৪ গোবিন্দ গৌরাব্দ ৪৪৮, ৩০শে ফাল্গুন বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ১৪ই মার্চ্চ ইং ১৯৩৫ বৃহস্পতিবার } ১২শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা

শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভক্ত গদাধরের অবতার শ্রীমুরারিগুপ্তের শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ আলয়ে একটি অতি মনোরম সুদৃশ্য শ্রীমন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে, একথা শ্রীনদীয়া-প্রকাশের পাঠকগণ বোধ হয় সকলেই অবগত আছেন। ... শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ গত ১০ই মার্চ্চ সোমবার শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-ধাম-পরিক্রমার প্রথম দিবস এই শ্রীমন্দিরে শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দ, শ্রীজগন্নাথ ও শ্রীবলদেব [illegible] শ্রীবিগ্রহ মহাসমারোহে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপ্রাকৃত নবদ্বীপ-লীলার [illegible] সহায়তায় ও অনুপ্রেরণায় উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত হইয়া নবদ্বীপ-প্রবাসী [illegible] সম্পূর্ণ ব্যয়ভার বহন করিয়া নিত্য সুকৃতি অর্জ্জন করিয়াছেন। এতদ্বিষয়ে [illegible] বাবু ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী মহোদয়ার আগ্রহ ও সেবাচেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়।

ঐ দিবস শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে সপার্ষদে যথাসময়ে শ্রীমুরারিগুপ্ত-ভবনে আগমন পূর্ব্বক [illegible] করিয়া শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা পূর্ব্বক সমাগত ভক্তগণের নিকট শ্রীমুরারিগুপ্তের শ্রীরামচন্দ্রে ঐকান্তিকী নিষ্ঠার কথা, উহার অলৌকিক ভক্তি ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত তাঁহার আচরণ প্রভৃতি বিবৃত করেন। অতঃপর শ্রীপাদ [illegible] ভক্তিসার প্রভু [illegible] মহোৎসব-সম্পর্কীয় কার্য্য করেন। এতদুপলক্ষে শ্রীমদ্ [illegible] একচারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীমৎ [illegible] শ্রীমদ্ [illegible] ব্রহ্মচারীর যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে সেবাচেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়।

ভক্তিশাস্ত্রী-পরীক্ষা

আগামী শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসব-দিবস শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ষের ন্যায় এবৎসরও ভক্তিশাস্ত্রী-পরীক্ষা ও সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য-পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হইবে। পরীক্ষার্থী এই পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকিলে আমরা তাঁহাদের ভক্তিশাস্ত্র আলোচনা বিষয়ে উৎসাহ ও আগ্রহ দেখিয়া পরমানন্দিত হইব।

— —

শ্রীধামে যাত্রিসংখ্যা

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা এবৎসর শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-পরিক্রমায় অধিকসংখ্যক যাত্রী যোগদান করিয়াছেন এবং বহু যাত্রী পরিক্রমায় যোগদান করিবার জন্য প্রত্যহ আসিতেছেন। [illegible] পারমার্থিক [illegible] জাগতিক ক্লেশের দিকে লক্ষ্য না করিয়া শুদ্ধভক্তবৈষ্ণবগণের আনুগত্যে আত্মসুখে পরিক্রমা করিতেছেন বলিয়া আমরা সকলে আনন্দে তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিতেছি। যাত্রিসংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

— —

শ্রীল প্রভুপাদের কৃপা

গত ১১ই মার্চ্চ সোমবার মধ্যাহ্নিকের পর জগদ্গুরু শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্যমঠের শ্রীভক্তিবিনোদ-সভা-মন্দিরে সমাগত সমস্ত হরিকথা-শ্রবণ-পিপাসু যাত্রীর নিকট প্রায় একঘণ্টাব্যাপী অধিককাল অনর্গল ভাষায় শ্রীহরিকথা কীর্ত্তন পূর্ব্বক জীবমঙ্গল বিধান করিয়াছেন। যাত্রীদিগের মধ্যে যাঁহারা তৎকালে [illegible] শ্রীহরিকথা কীর্ত্তন মুখে শ্রীধামের, শ্রীমন্মহাপ্রভুর দয়া, মনুষ্য-জীবনের কর্ত্তব্য, ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের পার্থক্য, [illegible] কথা, মানুষের [illegible] কথা, ধর্ম্ম, অর্থ ও কামাদির [illegible] কথা, হরিভজন ব্যতীত [illegible] কাহারও উচিত নয়, হরিভজন না করিলে মঙ্গল হইতে [illegible] উপায় নাই, কৃষ্ণ-জ্ঞান [illegible] ভক্তগণ শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখ-নিঃসৃত হরিকথা শ্রবণ করিয়া পরমোৎফুল্ল ও আনন্দিত হইয়াছেন।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতার পর মহামহোপদেশক [illegible] প্রভু ভক্তিপ্রদীপ [illegible] মহারাজ [illegible] একটি [illegible] বক্তৃতা প্রদান পূর্ব্বক [illegible] আনন্দ বিধান করেন। [illegible] সকলে পরমানন্দিত হন।

— —

আচার্য্যবিহীন প্রচার

(৪র্থ পৃষ্ঠার পর)

[illegible] প্রচার করিলেন। কিন্তু [illegible] করেন নাই। তিনি [illegible] উপদেশ ও কর্ত্তব্য—বিনা [illegible]

৬। "[illegible] শ্রীমদ্ভাগবত" [illegible] উচ্চ্বসিত-পূর্ব্বক [illegible] কৃতিত্বের সমাদরে [illegible] প্রদর্শিত হইয়াছেন।

৭। তথাকথিত সহজিয়া-সম্প্রদায়ের "প্রেম" "প্রেম" শব্দ বা তথাকথিত [illegible] প্রেমলাভার্থে চৈতন্যচরিতামৃত ও পদাবলীর [illegible] সহজিয়াদিগের প্রতি উপদেশ [illegible] —তাহার জাতি-সম্বন্ধে অভিব্যক্তি। সংসার-নাটকের [illegible] এরূপ চিত্রের অভাব [illegible]। আচার্য্যহীন প্রচারের এরূপ [illegible] অবস্থায় [illegible] প্রতি লক্ষ্য করিয়াই উপদেশ করিলেন—]

"আপন করয়ে কেহ, না করে প্রচার।
প্রচার করেন কেহ, না করে আচার॥
আচার প্রচার নামের করহ দুই কার্য্য।
তুমি সর্ব্বগুরু তুমি জগতের আর্য্য॥"

আবার অন্যত্র তাঁর আজ্ঞায় আপন কবিতা বলিলেন,—

"আপনি আচরি' ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়।
আপনে না কৈলে ধর্ম্ম শিখান না যায়॥"

[illegible] "Example is better than precept" [illegible] উপদেশ [illegible] মূল্য থাকে না। [illegible] যদি [illegible] কোন মূল্য থাকে না। [illegible] সাধনীয়।

৪

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অব্দঃ

২৩ গোবিন্দ আদি [illegible] ৪৪৮

কীর্ত্তনাখ্যদ্বীপ পরিক্রমা

[illegible] আমরা [illegible] আগুয়া আম্র [illegible] অন্তর্দ্বীপ এবং [illegible] সীমন্তদ্বীপ পরিক্রমা করিয়াছি। আজ আমরা [illegible] পরিক্রমা করিতে [illegible]।

শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করিয়া [illegible] পরিচর্য্যা [illegible] করিবার পর কীর্ত্তন অধিকার হয়। [illegible] এই কীর্ত্তন দ্বারা শুকদেব গোস্বামী [illegible] কীর্ত্তন [illegible] সংকীর্ত্তন করে। [illegible] সাধন-[illegible] শ্রীমন্মহাপ্রভু [illegible] একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনের নির্দ্দেশ করিয়াছেন। [illegible] সংকীর্ত্তনই [illegible] শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে আমরা এই কৃষ্ণসংকীর্ত্তনের [illegible] করিয়াছি, তাহার [illegible] পারিলাম না।

শ্রীগুরুপাদপদ্ম [illegible] বলিয়াছেন যে, [illegible] একমাত্র সাধন [illegible] নাম [illegible] শ্রীমদ্ভাগবতে [illegible] [illegible] ভক্তি [illegible] ভক্ত [illegible] সংকীর্ত্তন [illegible]।

প্রথমতঃ [illegible] ভগবানের [illegible] আবরণ [illegible] দূরীভূত করিবার [illegible] শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন; [illegible] কৈতব-আবরণ [illegible] শ্রীকৃষ্ণের নাম [illegible] কীর্ত্তন [illegible] করিতে [illegible]। দ্বিতীয়তঃ এই [illegible] দূর [illegible]।

[illegible] কীর্ত্তন [illegible] শ্রীকৃষ্ণের সম্যক্ কীর্ত্তন [illegible] শ্রীকৃষ্ণ-[illegible] শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন [illegible] কীর্ত্তনের [illegible] পুণ্যাত্মা [illegible] শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন [illegible]।

[illegible] কীর্ত্তন [illegible] শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন [illegible]।

[illegible] জীবের [illegible] হরি-কীর্ত্তন [illegible] শ্রীচৈতন্যদেব [illegible] কীর্ত্তন [illegible]

"[illegible]"

[illegible] বৈষ্ণব [illegible] শ্রীনাম [illegible] জীবের [illegible] শ্রীনামকীর্ত্তনে [illegible]।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণ কমলে দীনের ভক্তিপাত্র

কত কত জন্মান্তরের সুকৃতির ফলে আজ আমাদের নিকটে নদী [illegible] পূণ্য-[illegible] আবির্ভাব লীলা প্রকাশিত হইয়াছে। এই পুণ্যতিথির প্রাতঃ গৌড়মণ্ডল নবদ্বীপ [illegible] আপনার [illegible] করিয়া নিজ নিজ [illegible] আচার্য্যপাদপদ্ম [illegible] পূর্ব্বক আনন্দ-বিহ্বল-চিত্তে কত না উপচার সহ তিথিবরের পূজা করিতেছেন। দুর্ভাগা আমি সম্বলহীন; আমার এমন কোন উপযুক্ত সেবোপকরণ নাই যদ্বারা এই সুপ্রভাত তিথিরাজের আবাহন করিতে পারি। তথাপি তিথিবরের পূজার [illegible] আমার প্রধান। আমি [illegible] আমার এইরূপ অযোগ্যতা-[illegible] শুদ্ধজন [illegible] বাতুলতামূলক [illegible] পরিচয় মাত্র, [illegible] আমার [illegible] রূপ, এরূপ আশা কখনও সফলতা হইতে পারে না।

[illegible] আধ্যাত্মিক-বিচার-[illegible] পরমার্থ- [illegible] আবার [illegible] রূপ [illegible] ব্যক্তির [illegible] জানিতে পারে। যদিও আমি আপনার [illegible] সম্পূর্ণ [illegible] এবং [illegible] অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন, তথাপি আপনার [illegible] আমার হৃদয় আনন্দে আপ্লুত হইয়া উঠিয়াছে। হে [illegible] আমার আত্মবৃত্তিকে [illegible] শ্রীগুরুপাদপদ্ম-সেবা [illegible] আমার [illegible] অপ্রাকৃত শ্রীগুরু পাদপদ্মকে [illegible] মনে করিয়া [illegible] শ্রীগুরুপাদপদ্মের [illegible] উচ্চারণে [illegible]।

ভগবানের আবির্ভাব ও লীলাভূমিতে আহ্বান [illegible]। তিনি আজ শ্রীধাম-পরিক্রমার [illegible] কীর্ত্তন [illegible] অনুষ্ঠান করিয়া জগদ্বাসীকে সেই কীর্ত্তন-যজ্ঞে [illegible] আহ্বান করিতেছেন। [illegible] হইয়াছেন।

[illegible] যেরূপ [illegible] শ্রীগুরু-পাদপদ্মের লীলা-[illegible] অনির্ব্বচনীয়। এবার যে শ্রীগুরুপাদপদ্মের [illegible] মহিমা [illegible] বিশিষ্ট ব্যক্তি কি প্রকারে পূজা করিবে? কি প্রকারে ঐ [illegible] পাদ্য প্রদান করিবে?

শ্রীগুরুপাদপদ্মে [illegible] ভক্তি [illegible] উদয় হইয়াছে এবং এই প্রকার [illegible] ভক্তি-[illegible] বিনা [illegible] করিয়াছেন, [illegible] শ্রীগুরুপাদপদ্মের রূপ, গুণ, লীলা, মহিমার সম্যক্ পূজা করিতে পারেন [illegible] শ্রীগুরুপাদপদ্মে অর্ঘ্য প্রদান করিবার যোগ্যতা আমার নাই, তবে শ্রীগুরুপাদপদ্মের অহৈতুকী-কৃপা [illegible] কোনও সময় [illegible] লাভ করিতে পারিব, এই [illegible] শ্রীগুরুপূজা-[illegible] আমার শ্রীপাদপদ্মে পাদ্য অর্পণ করিবার আশা হৃদয়ে পোষণ করিতেছি। ইহা [illegible] কৃপাপূর্ব্বক গ্রহণ করিলে কৃতার্থ হইব, [illegible] প্রায়, যখন [illegible] অন্ধকারে [illegible] যখন [illegible] আচ্ছাদন করিল, যখন [illegible] প্রেমের নামে [illegible] আত্মপ্রকাশ করিতেছিল, তখন এইরূপ জীবের [illegible] দর্শন করিয়া হে [illegible] পতিতপাবন প্রভো, আপনি পতিত জীবের উদ্ধারকল্পে [illegible] দূরীভূত করিয়া শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামে আবির্ভাব-লীলা প্রকাশ করিলেন।

হে [illegible] শ্রীরূপানুগবর, হে [illegible] আচার্য্য, আপনার এই [illegible] কেবল [illegible] বা শুধু [illegible] উদ্ধারের জন্য নহে, পরন্তু [illegible] সমগ্র বিশ্বের [illegible] উদ্ধারের নিমিত্ত। শ্রীল বৃন্দাবন ঠাকুর শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে বলিয়াছেন—

পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম।
সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥

তাঁহার এই বাণীর [illegible] আপনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধ-প্রেম-ধর্ম্মের কথা [illegible] করিয়া [illegible] কার্য্য করিয়াছেন। [illegible] আপনার এই [illegible] সমগ্র বিশ্বের [illegible] চিরকাল অঙ্কিত থাকিবে।

হে গৌরপার্ষদ, গৌরমনোহভীষ্ট পরিপূরক, রূপানুগ-ভজনের বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করিয়া, আপনি ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাব-ভূমির মাহাত্ম্য প্রকাশ করতঃ প্রত্যহ শ্রীধাম-নবদ্বীপ-পরিক্রমা দ্বারা জগজ্জীবকে দুঃখ-পারাবার হইতে নিস্তার লাভ করিবার একমাত্র উপায়স্বরূপ আনুগত্যে ধাম-পরিক্রমার অপূর্ব সুযোগ প্রদান করিয়াছেন। এই উদ্দেশ্যেই আপনার গৌড়মণ্ডল, ব্রজমণ্ডল ও ভারত মণ্ডলাদি-পরিক্রমণের সুব্যবস্থা। প্রকৃত সদ্গুরু বা প্রকৃত মহাজনাভাবে যখন মানব-কুল পথপ্রদর্শক-প্রবাহকে বহুমানন করতঃ বাস্তব সত্য-নিরূপণে অসমর্থতা হেতু বিবর্ত্ত-গর্ত্তে পতিত হইয়াছিল, তখন আপনি জীবের প্রতি অহৈতুকী কৃপা বিস্তার পূর্ব্বক অলৌকিক অমানুষিক লীলাবলী প্রকাশ পূর্ব্বক শ্রীগৌরনাম, গৌরধাম ও গৌরকাম বা শ্রীগৌরমনোহভীষ্ট সেবার নিত্যত্ব ও নিত্যবৈশিষ্ট্য জানাইয়া এই অচৈতন্য বিশ্বের চৈতন্য সম্পাদন করিয়াছেন। আপনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর—

"যৌ কৃষ্ণসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব
আসুর এব চ।
বিষ্ণুভক্তঃ স্মৃতো দৈব আসুরস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ॥"

প্রভৃতি বাক্যগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করতঃ আসুর এবং দৈববর্ণাশ্রম ধর্ম্মের পার্থক্য প্রদর্শন, দৈব বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মই যে প্রকৃত বর্ণাশ্রমধর্ম্ম, বিষ্ণুভক্তি-সাধনই যে উহার মূল উদ্দেশ্য, ইহা শুরুগম্ভীরস্বরে প্রচার করিয়াছেন এবং করিয়াও গিয়াছেন এবং

চারি বর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে।
স্বকর্ম্ম করিতে সে রৌরবে পড়ি' মজে॥

এই মহাবাক্যের তাৎপর্য্যটীও যে আপনার প্রচার-প্রণালীর অন্তর্গত তাহাও বিশেষ করিয়া জানাইয়াছেন।

হে গৌরকরুণাশক্তির মূর্ত্তবিগ্রহ, আপনি সাক্ষাৎ হরি হইয়াও শ্রীবার্ষভানবী-দয়িত-দাস নামে পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক কলির জীবের প্রতি অহৈতুকী কৃপাবারি বর্ষণ করিতেছেন। আপনি ভাগবত-সম্প্রদায়-বৈষ্ণবের বৈশিষ্ট্যের প্রবর্ত্তক ও প্রচারক এবং পাঞ্চরাত্রিক মতে বিষ্ণুভক্ত শ্রেষ্ঠত্ব-প্রদর্শনকারী। শুদ্ধ-বিষ্ণুভক্ত ব্যতীত অন্য-ক্রিয়া বা জ্ঞানবিদ্যা ভক্ত যে কখনও প্রকৃষ্ট নহে, তাহা বিশেষরূপে জানাইয়াছেন। ব্রাহ্মণ-গোস্বামী অপেক্ষা উদাস্য গোস্বামীর উদারতার ও উৎকর্ষতার কথা। কীর্ত্তন এবং উপাসনার তারতম্য প্রদর্শন করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত আপনার এই ভুবন-মঙ্গলকার্য্য পূর্ত্তকার্য্য; উদ্যান, মুদ্রাযন্ত্র প্রচার, বক্তৃতাদান অর্থাৎ মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন দ্বারা বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন পারমার্থিক পত্রিকা প্রভৃতি দ্বারা হরিকথার প্রচার, বিভিন্ন দেশে মঠ-মন্দির স্থাপন, পারমার্থিক-প্রদর্শনী-প্রকাশ, এবং পরবিদ্যাপীঠ স্থাপন প্রভৃতি বহু বহু প্রকার জগন্মঙ্গলকর কার্য্য জগজ্জীবের নিমিত্ত প্রকাশ করিয়াছেন।

হে বেদান্তবেদ্যপুরুষাভিন্নবিগ্রহ, পরমার্থজগতে জীবের পুনর্জ্জীবন-প্রদাতা, হে আচার্য্য পিতা আপনি মাদৃশ ভগবদ্বহির্মুখ, মায়াকবলিত, ত্রিতাপে জর্জ্জরিত, ভবকারাগারে নিক্ষিপ্ত জীবের অযোগ্যতা ও দুরদৃষ্ট দর্শন করতঃ পাঞ্চরাত্রিক বিধান অনুসারে উপনয়ন-সংস্কার প্রদানপূর্ব্বক কলিতে একমাত্র বৃত্তব্রাহ্মণতা নিরূপণ করিয়াছেন, কর্ণবেধ হইতে আরম্ভ করিয়া কৃষ্ণনাম মন্ত্রাদি প্রদান এবং স্বীয় স্নেহময় ক্রোড়ে লালিত পালিত করিয়া, আচার্য্য পিতা আপনি আপনার সন্তানদিগকে যথোপযুক্ত যোগ্যতা প্রদান পূর্ব্বক পরমার্থ-রাজ্যে প্রবেশের অধিকার প্রদান করিয়াছেন। হে পিতঃ, আমি অজ্ঞ বালক যে পতিত। আপনি আপনার ভৃত্য জ্ঞানে এ অযোগ্য দাসের প্রতি নিজগুণে কিঞ্চিৎ কৃপাবারি সিঞ্চন করিয়া আমার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন পূর্ব্বক অজ্ঞান অন্ধকার হইতে উদ্ধার করিয়া শ্রীপাদপদ্ম-প্রান্তে স্থান প্রদান করিবেন, ইহাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস এবং আপনার শ্রীপাদপদ্মই আমার একমাত্র আশ্রয়স্থল।

হে পতিতপাবন শ্রীনিত্যানন্দাভিন্নবিগ্রহ, হে অদোষদরশী প্রভো, অন্তর্য্যামী চৈত্তগুরু-রূপে সবই ত আপনি জানেন, ত্রিতাপদগ্ধ আমি, দুর্ব্বার বাসনার প্রভাবে চির সদা প্রপীড়িত, দেহাত্মবুদ্ধিবিশিষ্ট আমার হৃদয় সর্ব্বদা শোকমোহগ্রস্ত, এবং মরুভূমির সদৃশ বলবান্ চিত্তবৃত্তির প্রভাবে হৃদয়ের স্বরূপের বিকাশ যেন অপ্রস্ফুটিত, সঙ্কোচিত ও কুঞ্চিত হইয়াছে। এহেন সঙ্কটাপন্নাবস্থায় আপনার শ্রীপাদপদ্মে পুনঃ পুনঃ কাতর প্রার্থনা জ্ঞাপন করিতেছি, হে পতিতপাবন প্রভো, আপনার অহৈতুকী কৃপা-কটাক্ষ ব্যতীত আমার আর গত্যন্তর নাই। আমি সাধুমুখে শুনিয়াছি, দীনের প্রতি আপনার কৃপাদৃষ্টি আকাঙ্ক্ষী ও স্বভাবতঃ এবং সেইজন্যই আপনার পতিতপাবন নাম জগতে বিদিত, সুতরাং একান্ত শরণাগত বাঞ্ছিতকেই যে উদ্ধার করিয়াছেন, করিতেছেন ও করিবেন এবিষয়ে আর সন্দেহ কি? হে পতিতপাবন প্রভো, আমার ন্যায় পতিত জীব কোথাও কেহ আছে কিনা এবিষয়ে সন্দেহ আছে, উপযুক্ত আর্ত্তি নাই, আমার মঙ্গল বিধান আপনি করিবেন।

আজ এই শ্রীব্যাসপূজা বা বাণীপূজা বা শ্রীগুরুপূজাবাসরে পূজার অর্ঘ্যপ্রদান করিবার যোগ্যতা আমার নাই এবং তদুপযুক্ত উপকরণও নাই আমার এই অযোগ্যতা দর্শন করিয়া সঙ্কুচিত হইতেছি ও ভাবে নিকার পালন করিতেছি। হায়! কি দুর্দ্দৈব আমার! আজ এই বাণীপূজার অর্ঘ্য প্রদান করিতে পারিলাম না। হে আমার শিক্ষাগুরুদেব, হে শ্রীচৈতন্যবাণীর মূর্ত্তবিগ্রহ শ্রীচৈতন্যসরস্বতী, আপনার আজ এই শুভ-আবির্ভাব বাসরে অর্ঘ্য-প্রদান করিবার মত এ দীনের আর ত কিছুই নাই, আমার আত্মা শুদ্ধ হইয়া আপনার শ্রীপাদপদ্মে ঐকান্তিকরূপে অর্পিত হউক, আপনি কৃপাপূর্ব্বক আমাকে গ্রহণ করুন। অশোক-অভয় অমৃত-স্বরূপ আপনার শ্রীপাদপদ্মে এ আত্মা পারদর্শে গৃহীত হইলে জীবনধারণের সার্থকতা উপলব্ধি করিয়া নিজেকে কৃতকৃতার্থ মনে করিব।

আপনার অযোগ্য ভৃত্য
শ্রীসত্যানন্দ দাসাধিকারী

আচারবিহীন প্রচার

(শ্রীসত্যানন্দ দাসাধিকারী)

ব্যক্তিগত জীবনে, মুকুরে প্রতিফলিত যাঁর মুখচ্ছবি, পারিবারিক বন্ধুত যাঁর দৈহিক ওজন, ক্লিনিক্যাল লেবরেটরীতে পরীক্ষিত রক্তকণিকা যেমন আমাদের স্থূলশরীরের অবস্থা-নির্ণায়ক ও সতর্কতা-বিধায়ক, সামাজিক জীবনের সাময়িক চিত্রও তদ্রূপ আমাদের স্বরূপ-নির্ণয়ে ও তদনুযায়ী সতর্কতাবলম্বনে সহায়ক। আলোচ্য অন্ধকারের মাঝে আলোকের কণিকা বা নাসার মাঝে যেমন বাস্তবিক-মুখে সম্ভব হয়, তদ্রূপ সামাজিক অনুষ্ঠান অবস্থার প্রতিকৃতি দ্বারা স্থূলবস্তুর ধারণার সুস্পষ্টীকৃত হয়। নৈতিক ভার নিদর্শনস্বরূপ, আচারবিহীন প্রচারের নিম্ন চিত্র কয়েকটী বাস্তবিকভাবে, অপরোক্ষ "প্রোষিত-বৈষ্ণব ধর্ম্মের" বাহ্য রূপ প্রকাশ করিতে সাহায্য করিতে পারে। তন্মধ্যেই এই নরাম

১। দুর্গাপূজার নিমন্ত্রণ কার্য্য উপলক্ষে করাবার ভ দ-স্র, পাঠশালার ওস্তাদ মহাশয়, লিপালেটঃসমী বেচারা ছ'একটিকে নিয়মিতভাবে লেখাপড়া করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়া পাড়লেন ও কদাচারে প্রবেশপূর্ব্বক, তামকূট-সেবনে শ্রান্তি দূর করিয়া লইলেন। লোকাচার-সর্ব্বস্ব বালকেরা তাহা লক্ষ্য করিতে বাকী রাখিল না। ফল—অধিক সতর্কতার সহিত গোপনে তামকূট-সেবন।

২। মূর্ত্তির অধিষ্ঠাতা মহাশয় চন্দ্রপাড়ার অস্পৃশ্যতা ও বৈবেশিক পোষাকের বেচা ও অব্যবহার্য্যতা, টেরির ছাত্রগণকে উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিয়া বাসার প্রত্যাবর্ত্তনকালেই, স্থানান্তরে বিবাহোৎসবে যোগদানেচ্ছুক যাঁর বালক পুত্রের জন্য এক জোড়া বুট জুতা ও একজোড়া জ্যাকেট হাতে করিয়া ফেলিলেন কিন্তু ছাত্রগণের চক্ষু এড়াইতে পারিলেন না। ফল—সাহেবী পোষাক পরিতে অনেকে দ্রব্য-সম্পাদনে কৌতূহলোদ্রেক।

৩। সর্ব্বকামনা বা ভুক্তি-মুক্তি-বাঞ্ছার দোষ-দর্শনকারী প্রচারক শাস্ত্রবাক্যে প্রতিষ্ঠাহীন বক্তা যাঁর উক্তির সমর্থনকল্পে শ্লোক আওড়াইলেন:—

"ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা যাবৎ পিশাচী
হৃদি বর্ত্ততে।
তাবৎ ভক্তি-সুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো
ভবেৎ।"

পুনশ্চ তীর্থযাত্রার নিষ্ফলতা প্রদর্শনমুখে বলিলেন—

"তীর্থযাত্রা পরিশ্রম সকলই মনের ভ্রম।
সর্ব্বসিদ্ধি গোবিন্দ-চরণ॥"

আবার ক্ষণেক পরেই অর্দ্ধোদয়-যোগের মাহাত্ম্য ও অক্ষয়স্বর্গ প্রাপকতা স্মরণ করিয়া চুপে চুপে গঙ্গায় একটা ডুব দিয়া লইলেন। সে-সংবাদ গোপন রহিল না। যাঁর পত্নীকে গঙ্গাস্নানে বাধা দেওয়ার ফল হইল—পতি-পত্নীতে স্থায়ী কলহের সূত্রপাত।

৪। বিলাতী, সভ্যতা ছাড়াইতে পাঠক সংযম লম্পটতা ও ব্যভিচারের সাংঘাতিক ফলাফল বর্ণন করিয়া বলিলেন, "সংযোগ গৌরবর্ণ সনাতন সুদীর্ঘ পথের উপর দিয়া বন্ধুগণকর্ত্তৃক পালিতভাবে কেশাকৃষ্ট হইয়া, মাংস বিবর্জ্জিত কঙ্কালসার অবস্থায়, অসহ্য যন্ত্রণা-ভোগই ঐ পাপের অনিবার্য্য ফল।" এবং উদাহরণ বর্ণনা সমাপ্ত করিয়াই পাঠকগণের সমাগত কোন বৈষ্ণবাভিমানী পতিত হরতালিকা পরিবেশনীর প্রতি লোলদৃষ্টি; শুধু তাহাই নহে, পূর্ব্ববর্ণিত সাংঘাতিক শাস্তির ভয়ে ভীত হইয়া বৈষ্ণবরূপ সন্ন্যাসী হইয়া ব্যভিচারের অনুষ্ঠানে অনেক কথা! ফল—বিপক্ষোৎসাহে ব্যভিচার

৫। ভগবন্নামের পক্ষে বিশেষ অনুকূল বলিয়া ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শয্যাত্যাগ ও উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন-নাম-মাহাত্ম্য অনুগামী বক্তা নিজে চারিদণ্ড বেলা পর্য্যন্ত

(অতঃপর ৩য় পৃষ্ঠার ২য় স্তম্ভে দ্রষ্টব্য)

শুদ্ধভক্তি মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ

(আকর-মঠরাজ)

প্রাচীন নবদ্বীপ, অন্তর্দ্বীপ, শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীব্রজপত্তন হইতে প্রায় ৩০০ গজ উত্তর-পূর্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যের শ্রীঅঙ্গ সেবক-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ বিরাজমান। এই স্থান সপ্তম-দ্বীপ, সরস্বতী-পীঠ বা শ্রীরাধাকুণ্ডসদৃশী। এই মঠমধ্যে শ্রীগুরু-গান্ধর্বিকা-গিরিধারী ও শ্রীগৌর-মহাপ্রভুর আচার্য্যগণ এবং তদীয় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারী ও শ্রীগৌর সাম্প্রদায়িক আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠ হইতে পারমার্থিক দৈনিকপত্র 'নদীয়া-প্রকাশ', সাপ্তাহিকে অপ্রকাশিত ও পুরাতন গ্রন্থাদি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতি বৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমার্থীর ও অসংখ্য ভক্তগোষ্ঠীসহ কীর্ত্তন-প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি তথায় অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—শ্রীপাদ ব্রহ্মচারী সেবানিয়ামক।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত প্রবিশদ ভাগবত-ধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশ্যে গৌড়দেশের সর্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই শুদ্ধভক্তমণ্ডলে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দজীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, বক্তৃতা, সঙ্কীর্ত্তন-চতুষ্টয়-প্রভৃতি, শ্রীমদ্ভাগবত,শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি গ্রন্থের নিয়মিত আলোচনা হয়। এই মঠ হইতে মহানগরীর সর্ব্বত্র হরিকথা-প্রচার, মহাসঙ্কীর্ত্তন, বক্তৃতা, ব্যাখ্যা ও সঙ্কীর্ত্তন-সহ-মহোৎসবাদি হইয়াছেন অনুষ্ঠান হয়। মঠরক্ষক মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব স্থান মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-সহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী সেবাবিভাগ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌর-লীলার প্রকটস্থলী এখানে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান, রক্ষক—শ্রীচৈতন্যদাস দাসাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—গোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

(৭) কাজীর সমাধি পাট

পূর্ব্বাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

এই স্থানে শ্রীগৌরসুন্দরের উদ্ধারপ্রাপ্ত শ্রীচাঁদ-কাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তালোক।

(৮) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবনবিহারী দাস অধিকারী।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

শ্রীগৌরাঙ্গের দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীমদনমোহন ব্রহ্মচারী।

(১০) মোদদ্রুম ছত্র "গৌড়ের বৈকুণ্ঠ"

মামগাছি, পোঃ ভাণ্ডারটিকুরী (বর্দ্ধমান)।

শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুরের শ্রীপাট স্থান। শ্রীগৌরনিতাই-এর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীকুঞ্জবিহারী সন্ন্যাসী, ভক্তিরত্ন।

(১১) শ্রীভক্তিবিনোদ কুঞ্জকানন

শ্রীবৃন্দাবনের সমীপ নিকটবর্ত্তী,

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক- শ্রীনবীনানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১২) শুদ্ধভক্তিধাম —পোঃ কৃষ্ণনগর,

নদীয়া। রক্ষক—শ্রীঅচ্যুতানন্দ অধিকারী

(১৩) ভাগবত আসন—পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

এই স্থান হইতে ভাগবতাদিগ্রন্থের গ্রন্থাবলী প্রচারিত হয়। রক্ষক—শ্রীমৎ নব ব্রহ্মচারী ভক্তালোক, ভক্তশাস্ত্রী।

(১৪) একায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ চাকদহ, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীযোগনাথ অধিকারী গোস্বামী ভক্তিসুধাকর।

(১৫) মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঁচড়াপাড়া, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরাধাবিনোদ ব্রহ্মচারী।

(১৬) মাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, পোঃ ঢাকা

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীপাদ কৃষ্ণানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ।

(১৭) গোপালজীউমঠ—কমলাপুর, ঢাকা

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান। রক্ষক—শ্রীনন্দদাস ব্রহ্মচারী।

(১৮) মদনমোহন গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)।

এখানে শ্রীগৌরনিতাইয়ের নিত্য সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবনমালী ব্রহ্মচারী

(১৯) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীসুন্দর নারায়ণ এম-এ, বি-এল।

(২০) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

- ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাগুরা, (যশোহর)

এখানে শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক শ্রীপরমহংসদাস ব্রহ্মচারী

(২১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক — শ্রীকেশব দাসাধিকারী,

(২২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

জুমুরকোলা, পোঃ চন্দ্রকোনা, (মেদিনীপুর)

এখানে শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরামনাথ অধিকারী।

(২৩) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরপোত্তা, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে গুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপরমানন্দদাস ব্রহ্মচারী ভক্তিরত্ন।

(২৪) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক - শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী।

(২৫) সচ্চিদানন্দ মঠ

বীরনগর, পোঃ উড়িষ্যাবাজার, (কটক)

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ বিনোদবিহারী-জীউর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক - মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর

(২৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ পুরুষোত্তম পুরী,

শ্রীশ্রী গুরু গৌরাঙ্গ গান্ধর্বিকা-গিরিধারীদের সেবা। রক্ষক—শ্রীঅচ্যুতানন্দ বিদ্যাভূষণ।

(২৭) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী সাতলা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদ-গদাধরজীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীশ্যামানন্দ অধিকারী

(২৮) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌরনিত্যানন্দের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবনবিহারী দাসাধিকারী।

(২৯) রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, জেলা গোদাবরী

শ্রীশ্রী গুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—শ্রীনিতাইচরণ দাসাধিকারী ভক্তিকৌমুদী।

(৩০) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪২নং কালিপুরা, বেনারস সিটি

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকাগিরিধারীদের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীমহেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(৩১) শ্রীরূপ গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকাগিরিধারীদের সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ

(৩২) পরমহংস মঠ

পোঃ নিমসার, সীতাপুর

এখানে শ্রীভক্তি পাঠশালা ও গৌর-বিনোদ-বিহারীজীউর সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীনারায়ণ দাসাধিকারী।

(৩৩) কৃষ্ণচৈতন্য মঠ

পুরাণমঠ, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

এখানে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিত্য-সেবা হয়। রক্ষক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠ

বিশ্রামঘাট মথুরা

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন

(৩৫) ভজনানন্দ সুখদকুঞ্জ — শ্রীরাধাকুণ্ড

রক্ষক—শ্রীরাধারমণচরণদাস ব্রহ্মচারী

(৩৬) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৩৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ

শেখপাড়া, পোঃ রোহ্‌তাক, জেলা গুরদাসপুর (পাঞ্জাব) রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৩৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪০নং ওয়ারিস রোড, নিউ দিল্লী।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্বিকাগিরিধারীদের সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসম্বন্ধ তুর্যাশ্রমী

(৩৯) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল।

এখানে গৌরবিনোদবিহারীর সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীনবীনগোপাল অধিকারী।

(৪০) ভারত গৌড়ীয় মঠ

রাজবাড়ী মাধবপুর, ঢাকা, পো

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ গিরি

(৪১) মাদ্রাজ গৌড়ীয় মঠ

পোঃ রায়পেট্টা মাদ্রাজ।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্বিকাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীপাদ নন্দনন্দন ভক্তিসারঙ্গ।

(৪২) বোম্বে-গৌড়ীয় মঠ ও কার্য্যালয়

গোরেগাঁও রোড, ভোটাবি নাকা, বান্দ্রা নং ১, বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীসুরেশ্বরনাথ সেনশর্ম্মা মজুমদার।

(৪৩) অমরাণ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমরাণ, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীব্রজেশ্বর দাস অধিকারী

(৪৪) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্‌চকা, কামরূপ।

রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী

(৪৫) পাটনা গৌড়ীয় মঠ

১০০ মিঠাপুর, পাটনা।

রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী বাণীভূষণ

(৪৬) পাকেশ্বর গৌড়ীয় মঠ পাকেশ্বর

রক্ষক—শ্রীবনোদবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৭) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

৩ গ্লাডস্টোন হাউস, এলগিন পার্ক, লণ্ডন ৭, লণ্ডন

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ।

(৪৮) বার্লিন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

Berlin W. 30

Eisenacher strasse 29 I

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বাঙ্গালা অক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবত,—সমগ্র ৪০৲
অথবা চারটে হৃদয় ও মধ্য খণ্ড ১৮৲
প্রত্যেক স্কন্ধের প্রতিখণ্ড ।৵০
২। অনুভাষ্য বিবৃতি শ্রীচৈতন্যভাগবত ৯৲
৩। অনু-ভাষ্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
(৪র্থ সংস্করণ)
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী
৫। বৈষ্ণবর্ম্ম ৲
৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ১৲
৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
৮। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ৲
৯। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১০। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১১। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ তত্ত্ব ।০
১২। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৩। চৈতন্যোপনিষদ্ ।০
১৪। শ্রবণ-আখ্যায় ।০
১৫। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
১৬। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵০
১৭। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৷৵০
১৮। ভজন-রহস্য ।০
১৯। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও
শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২০। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২১। গীতা (চক্রবর্তি-টীকাসহ) ১
২২। গীতার কেবল মূল-ভাষা
২৩। বৃহদ্ভাগবতামৃত সমগ্রং সানুবাদ
(বাঁধা)
২৪। বেদান্তসূত্রের সানুবাদ
(বাসাবুদ্ধীঃ) ।০
২৫। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৵০
ঐ (বাঁধা) ৸০
২৬। জৈব-নির্ণয় ৵০
২৭। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৵০
২৮। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
ঐ (আবাঁধা) ।৵
২৯। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩০। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩১। গীতমালা ৴১০
৩২। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
৩৩। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
৩৪। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৫। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ।০
৩৬। শরণাগতি ৴০
৩৭। গীতাবলী ৴০
৩৮। চিত্রে নবদ্বীপ ১।০
৩৯। সাধনকণ
৪০। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা
৪১। নবদ্বীপশতক
৪২। অর্চ্চন-পদ্ধতি
৪৩। সদাচারস্মৃতিঃ
৪৪। কল্যাণকল্পতরু (৩য় সংস্করণ
৪৫। আত্মরক্ষা ৫১০
৪৬। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি
(প্রথম খণ্ড) ৩৲
৪৮। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৪৯। নামমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫০। গৌড়ভক্তোৎসবঃ ৸০
৫১। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫২। ভক্তসুরধুনী বা সাধারণধর্মসরণী ।০
৫৩। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ? ৴০
৫৪। ঈশোপনিষদ্ (বলদেব ও সাধারণ ভাষা
এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫৫। শ্রীকৃষ্ণবোধ ৶০
৫৬। নিত্যাস্থ্যার্ণব ৶০
৫৭। বাংলাবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৮। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিভিবঃ ।০
৫৯। মন্তিক-শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৬০। দশশ্লোক ।০
৬১। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম ৷৵০
৬২। গৌড়ীয়মঠ পাঠ্যঃ ৴০
৬৩। সারার্থবর্ষিণী ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৪। রায় রামানন্দ ।০
৬৫। এ কিউ বাউন্স অব্ বেদান্ত ।০
৬৬। বামনজন ।০
৬৭। বেদান্ত—ইটস্ মরফোলজি এণ্ড
অণ্টোলজি ।০
৬৮। থিস্টিক আক্স্ ৷৵০
৬৯। লাইফ এণ্ড প্রিসেপ্টস অব
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু
৭০। বৈষ্ণবীয়ম্ ।০
৭১। দি গৌড়ীয় মঠ ইন দি স্ট্রাগল ৴০
৭২। দি ভাগবত ।০
৭৩। হায়োস্টিক ক্রিশ্চিয়ান এণ্ড
আবেদনের চিজেলস ।০
৭৪। ব্রহ্ম-সংহিতা ২।০
৭৫। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ২৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৭৬। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৭৭। সাধন-পথ ।০
৭৮। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৭৯। গীতাবলী ৴০
৮০। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮১। শরণাগতি ৴০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাচরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় বন্ধু! পল্লীবাসীর রোগশয্যার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। ইহার গুণ পুস্তক অপেক্ষাও অধিক পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অবসাদ নাশক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ আনা, বড় বোতল ১৷৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং ক্লাইভ ঘাট স্ট্রীট রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত ক্যালিগ্রাফিকাল্ কাজের স্থাপয়িতা জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং
২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার
কলিকাতা

আমাশয় ও পেটের পীড়ায়

শ্রীশ্যামানন্দ দাস কবিরাজের আবিষ্কৃত

—গ্রহণী বজ্র—

ব্যবহার করুন

আমাশয়, রক্তামাশয় অজীর্ণ, গ্রহণী, অজীর্ণ, পেটফাঁপা, মলকাঠিন্য কুন্থনী ও শিশুর উদরাময় প্রভৃতি সকল প্রকার নূতন ও পুরাতন পেটের পীড়ায় গ্রহণী বজ্র প্রত্যক্ষ ফল প্রাপ্ত হইবেন।

যাহারা পেটের পীড়ায় নানারূপ চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করিতে পারেন নাই তাহারা গ্রহণী বজ্র ব্যবহার করিলে নিশ্চয়ই আরোগ্য হইবেন। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। মূল্য প্রতি শিশি ৭ৎ ডাক মাশুল ৷৵০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীকৃষ্ণ ঔষধালয়, ময়মনসিংহ।
ঢাকার এজেণ্ট মেসার্স মহেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং
পাটুয়াটুলি, ঢাকা।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও
ডাঃ কুঞ্জবিহারী ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, এম, কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সুবর্ণ সুযোগ ! সুবর্ণ সুযোগ !

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদরচিত গৌড়ীয়ভাষ্য সহিত

[illegible] গ্রন্থ

শ্রীশ্রীচৈতন্য ভাগবত

[illegible] আকার :—ক্রাউন কোয়ার্টো মূল ১০৮৬ পৃষ্ঠা, সূচীপত্র [illegible] পৃষ্ঠা, মোট :[illegible] পৃষ্ঠা

[illegible] মাত্র [illegible] টাকা

প্রাপ্তিস্থান [illegible], কলিকাতা

নদীয়া সার্টিফিকেট আদালতের নীলাম ইস্তাহার

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
[illegible] নং এবং [illegible]	নীলাম [illegible] (A) [illegible] তারিখ [illegible]	ডিক্রীদার	দেনাদার	[illegible]	বিক্রয়ের দিন [illegible] তারিখ ও সময়	কি স্বত্ব ক্রোক	থানা, মৌজার নাম ও গ্রাম	পরিমাণ [illegible] (জানা থাকিলে) অথবা [illegible] বিবরণ	[illegible] (জানা থাকিলে)	জমা (জানা থাকিলে)	মন্তব্য
[illegible] N. R. [illegible] সার্টিফিকেট আদালত		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	থানা [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible] N. R. [illegible]		ঐ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ঐ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ঐ
[illegible] N. R. [illegible]		ঐ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ঐ	ঐ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible] R. P. [illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	থানা [illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible] R. P. [illegible]		ঐ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ঐ	থানা [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ঐ
[illegible] R. P. [illegible]		ঐ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ঐ	থানা [illegible] মৌজে [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ঐ
[illegible] A. P. [illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ঐ	থানা [illegible] মৌজে [illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible] N. [illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ঐ	থানা [illegible] মৌজে [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible] R. P. [illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	থানা [illegible] মৌজে [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible] R. P. [illegible]		ঐ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	থানা [illegible] মৌজে [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ঐ
[illegible] P. M. [illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	থানা [illegible] মৌজে [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈ নি

REG. C 1544

তৈত্তিরীয়োপনিষদ্

বড় অক্ষরে মূল ও
অনুবাদসহ প্রকাশিত
হইয়াছে। কাগজ ও
ছাপা অতি উত্তম।
ভিক্ষা ।০ মাত্র
শ্রীচৈতন্যমঠ,
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

নদীয়াপ্রকাশ
THE
NADIA-PRAKASH

"গৌড়ীয়"
৭ম বর্ষ হইতে
১২শ বর্ষ পর্য্যন্ত
প্রতি বর্ষ আপনার
...
বাগবাজার, কলিকাতা

নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

১০ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১লা চৈত্র, শুক্রবার ১৩৪১, ১৫ই মার্চ্চ ১৯৩৫ [১৩শ সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

কেদার ধরিতে যাইয়া বিষম বিপত্তি

বাঙ্গা ষ্টেটের এক সংবাদে প্রকাশ যে একজন দারোগা একটি খুনের মামলা সম্পর্কে একজন কেদারের সন্ধানে ঐ জেলায় কোন গ্রামে গমন করিলে ঐ গ্রামের অধিবাসীগণ তাঁহাকে এমনভাবে প্রহার করে যে, পরদিন তিনি প্রহারের ফলে মারা যান।

প্রকাশ যে, দারোগাটি উক্ত লোকটিকে তাহার বাড়ীতে দেখিতে পান এবং গ্রেপ্তার করেন। কিন্তু পরে ঐ লোকটি সাহায্যের জন্য চীৎকার করিতে থাকায় পল্লবাসীরা ঐ স্থানে আসিয়া সমবেত হয় এবং দারোগা অচেতন হইয়া না পড়া পর্য্যন্ত তাঁহাকে প্রহার করে ও মৃত লোকটিকে লইয়া চলিয়া যায়। জয়েন্ট ম্যাজিষ্ট্রেট নিকটেই ক্যাম্প করিয়াছিলেন। তিনি এই খবর পাইয়া ঐস্থানে গমন করেন ও দারোগাকে অচেতন অবস্থায় হাসপাতালে প্রেরণ করেন। পর দিন হাসপাতালে দারোগার মৃত্যু হয়। এই সম্পর্কে ৬ জন লোককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। কিন্তু কেদার লোকটির এখনো সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না।

সমাধি হইতে স্ত্রীলোককে জীবিত অবস্থায় উদ্ধার

"দৈনিক ইত্তেহাদ" নামক সংবাদপত্রে আফগানিস্থানের কোনও গ্রামের এক অদ্ভুত ঘটনার বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। সংবাদে কর্তৃপক্ষগণ উক্ত কাহিনী ঘটনা সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে, সদ্য একটা এক স্ত্রীলোককে মৃত মনে করিয়া সমাহিত করা হয়। তাহার তথাকথিত মৃত্যুর তিনদিন ও তিনরাত্রি পর এবং তাহাকে সমাধিস্থ করিবার তিনদিন ও দুইরাত্রি পর তাহাকে সমাধি হইতে উত্তোলন করা হইয়াছে। তাহার কোনও ঘনিষ্ঠ আত্মীয় তাহার (রমণীর) আত্মার শান্তির জন্য সমাধির নিকট কোরাণ আবৃত্তি করিতে গিয়া সমাধির ভিতরে শব্দ শুনিতে পায়। সে তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া গিয়া গ্রামবাসীদিগকে এ সংবাদ জানায় অতঃপর সমাধি খনন করিয়া স্ত্রীলোককে জীবিত অবস্থায় বাহির করা হয়। অনেক ডাক্তার তাহাকে পরীক্ষা করিয়া বলেন যে, সে তখন পর্য্যন্ত শক্তার ফলে ভুগিতেছিল। অতঃপর চিকিৎসায় সে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করে।

বেরিলিতে ভীষণ ডাকাতি

কারনপুর থানার অন্তর্গত দেবাপুর নামক স্থান হইতে একটি মারাত্মক ডাকাতির খবর পাওয়া গিয়াছে।

প্রকাশ যে, গত ৫ই মার্চ্চ রাত্রিতে প্রায় বিশজন লোক বন্দুক, বর্শা, তরবারি এবং লাঠি প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া দুর্গা মোহন নামক জনৈক ব্যক্তির দরজা ভাঙ্গিয়া ঘরে প্রবেশ করে। তাহারা দুর্গার স্ত্রী এবং পুত্রকে নির্দয়ভাবে প্রহার করে এবং ঘরের মূল্যবান সামগ্রী দেখাইয়া না দিলে তরবারির দ্বারা তাহাদিগকে কাটিয়া ফেলিবে বলিয়া ভয় প্রদর্শন করে।

অতঃপর ডাকাতগণ দুর্গাকেও ভীষণভাবে প্রহার করে। ইতোমধ্যে গ্রামবাসীরা টের পাইয়া দুর্গার পরিবারকে রক্ষা করিবার জন্য অগ্রসর হয় কিন্তু বহু চেষ্টা করিয়াও তাহারা ডাকাত দলের ভীষণ স্তুপ অগ্রসর হইতে অসমর্থ হয়। ডাকাতগণ তখন বহু অর্থ ও মূল্যবান দ্রব্যাদি লইয়া সরিয়া পড়ে।

এই ডাকাতি সম্বন্ধে পুলিশের জোর তদন্ত চলিতেছে।

বাছুর পলায়নকরণ করিতে যাইয়া সাপ নিহত

গৌহাটি হইতে প্রকাশ, গত ৭ই মার্চ্চ ১৬ ফুট দীর্ঘ এবং ২১ ইঞ্চি পরিধি-বিশিষ্ট একটি অজগর সর্প দেখিতে পাওয়া যায়। তৎসঙ্গে চারিটি ছোট সাপও ছিল তাহার একেকটি আটফুট করিয়া লম্বা।

প্রকাশ, চার ব্যক্তি জঙ্গলের মধ্যে কাঠ কাটিতেছিল। এমন সময় তাহারা বাছুরের ডাক শুনিতে পায়। তাহাদের এইরূপ ধারণা হয় যে, সম্ভবতঃ বাছুরটি কোন বাঘের কবলে পড়িয়াছে। ব্যাপার কি দেখিবার জন্য তাহারা ঐ ডাক লক্ষ্য করিয়া চলিতে থাকে এবং কাছে গিয়া দেখিতে পায় জঙ্গলের মধ্য হইতে একটি সাপ বাছুরটির পা ধরিয়া টানিতেছে। তখন তাহারা লাঠি ও পাথরের আঘাতে সাপটিকে বাছুরের আশঙ্কা করে। পরে ঐ জঙ্গলের মধ্যে মধ্যে ছোট ছোট আরও চারিটি সাপ পাওয়া যায়।

সুন্দরবনে সশস্ত্র ডাকাতি

গত ৩০শে মাঘ গোসাবায় এক ভীষণ ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। প্রকাশ, রাত্র ১২ টার সময় একদল সশস্ত্র ডাকাত গোসাবার অন্তর্গত গোমাশী গ্রামের জনৈক সানার বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া স্ত্রীলোকের গাত্র হইতে অলঙ্কারাদি বলপূর্ব্বক ছিনাইয়া লয় এবং বাক্স ভাঙ্গিয়া টাকা পয়সা লইয়া যায়। বাড়ীর লোকের চীৎকারে প্রতিবেশীরা সাহায্য করিতে আসে। কিন্তু ডাকাতদের বন্দুকের আওয়াজে ভয় পাইয়া কেহই তাহাদের বাধা দিতে সাহস করে নাই এবং ডাকাতেরা নৌকাযোগে পলায়ন করে। ইতোমধ্যে গ্রামবাসীরা একত্রিত হইয়া নৌকাযোগে ডাকাতের অনুসন্ধানে বাহির হয়। সমস্ত রাত্রি নিষ্ফল অনুসন্ধানের পর যখন তাহারা প্রাতঃকালে ফিরিয়া আসিতেছিল, তখন পথিমধ্যে জনৈক বনকর কর্মচারীর সহিত তাহাদের সাক্ষাৎ হওয়ায় তাহারা ঐ ঘটনার বিষয় তাহাকে বলে। এক সময় দেখা যায় যে, কতকগুলি লোক "ডিফাও ফরেষ্ট" হইতে নৌকাযোগে আসিতেছে। সন্দেহক্রমে বনকর কর্মচারী তাহাদিগকে প্রশ্ন করেন। কিন্তু তাহারা উত্তর প্রদান না করিয়া অগ্রসর হয়। বনকর কর্মচারী ও গ্রামবাসীরা তখন তাহাদের অনুসরণ করে। ইতোমধ্যে পলায়নকারী লোকদের নৌকা হইতে গুলীবর্ষণ আরম্ভ হয়। প্রকাশ যে, বনকর কর্মচারী ও তাহার একজন মাঝি ভীষণভাবে আহত হইয়াছে। গ্রামবাসীরা তাহাদিগকে লইয়া গোসাবায় আসে এবং স্যার ডা.নিয়াল হ্যামিল্টন ষ্টেটের ম্যানেজার স্থানীয় ডাক্তার দ্বারা আহতদের প্রাথমিক চিকিৎসা করাইবার পর তাহাদের ষ্টেটের মটরবোটযোগে অবিলম্বে সরকারী থানায় পাঠাইয়া দেন। আহতদের মধ্যে মাঝির অবস্থাই অতীব শোচনীয়।

কয়েদী কর্ত্তৃক পুলিশ প্রহৃত

পাহারায় নিযুক্ত কয়েকজন পুলিশকে আক্রমণ করায় ও তাহাদের মধ্যের একজন গুরুতররূপে আহত করায় শিব্বু প্রভৃতির কাছে নামক ৭ জন জেলের ৯ জন হাজতবাসী কয়েদী অভিযুক্ত হইয়াছে।

বিভিন্ন ব্যবস্থাপক সভা

বিহারে ছাটাই প্রস্তাব

হাইকোর্টের ব্যয়বরাদ্দের উপর ছাটাই প্রস্তাব সম্পর্কে গত ৮ই মার্চ বিহার ব্যবস্থাপক সভায় মিঃ নন্দকুমার ঘোষ হাইকোর্টে একজন উড়িয়া বিচারপতি নিয়োগের প্রস্তাব উত্থাপন করেন। সরকার পক্ষীয় দলপতি মিঃ ... এবং উড়িয়া সদস্যগণ উহাকে সমর্থন করিয়া বলেন যে উড়িষ্যা একটী ভিন্ন প্রদেশে পরিণত হইবে। অথচ বিচার ব্যবস্থা পাটনা হাইকোর্টের উপরই নির্ভর করিবে। সুতরাং একজন উড়িয়া বিচারপতি হাইকোর্টে নিয়োগ করা বাঞ্ছনীয়। সরকার পক্ষ হইতে বলা হয় যে, হাইকোর্টের বিচারপতি নিয়োগ পার্লামেন্টের ক্ষমতাধীন এবং যোগ্যতার ভিত্তিতে ঐ পদে লোক নিযুক্ত করা হয়। ছাটাই প্রস্তাব প্রত্যাহার করা হয়। রায় বাহাদুর শ্যামনন্দন সহায় অপর একটি ছাটাই প্রস্তাব প্রসঙ্গে সরকারী ...দের কার্য্যে বিহারী হিন্দু নিয়োগ সম্পর্কে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। অন্যান্য বে-সরকারী সদস্যগণ তাঁহাকে সমর্থন করেন। সরকার পক্ষ হইতে মিঃ ... সিংহ বলেন যে, যোগ্যতার বিচার করিয়া বিহারী হিন্দুদের দাবী বিশেষভাবে বিবেচনা করা হইবে। ছাটাই প্রস্তাব প্রত্যাহার করা হয়।

আসামে শিল্প ভবনের নিমিত্ত ১১৩০০৲ টাকা

গত ৮ই মার্চ আসাম ব্যবস্থাপক সভায় বিভিন্ন বিভাগে অতিরিক্ত ব্যয় মঞ্জুর সম্পর্কে আলোচনা চলে। শিল্প ভবনের নিমিত্ত কোন কোন জিলায় স্পেশ্যাল ... বিভাগ স্থাপনের জন্য প্রাপ্য বাবদ ১১৩০০৲ টাকা অতিরিক্ত ব্যয় মঞ্জুরের প্রস্তাব গৃহীত হয়। গত জুন মাসে বন্যায় যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহা পূরণের ব্যবস্থা করার জন্য নওগাঁ এবং ... লোকাল বোর্ডের সাহায্যার্থে লোকাল বোর্ড বাবদ ৭২০০০৲ টাকা মঞ্জুর করা হয়। অতঃপর সভায় একটী বে-সরকারী এবং ৬টি সরকারী প্রস্তাব গৃহীত হয়। "... ... এবং অপরাধজনক ... হইতে ... জনসাধারণকে রক্ষা করিবার জন্য সরকার যে ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন তাহা যথেষ্ট না হওয়ায় গবর্ণমেন্টের অযোগ্যতা" মৌলবী আবদুল ... চৌধুরী এই মর্ম্মে এক প্রস্তাব আনয়ন করিলে ১২-১৭ ভোটে উহা অগ্রাহ্য হইয়া যায়।

উক্ত দিবস আসাম ব্যবস্থাপক সভায় ... রোহিণীকুমার চৌধুরী, রায় বাহাদুর পি সি দত্তের আনীত ... সংস্কার সম্পর্কিত পরিকল্পনার বিরোধিতা করেন। সুরমা উপত্যকার তুলনায় আসাম উপত্যকাকে বিশেষ অর্থ প্রদানের যে ব্যবস্থা ঐ প্রস্তাবে করা হইয়াছে, তিনি তাহার তীব্র নিন্দা করেন। প্রস্তাবটী গৃহীত হইয়াছে।

আজ যে সেশনের ... মৌলবী আবদুল হামিদ ১০০০০ টাকা ব্যয় মঞ্জুরের একটা প্রস্তাব আনয়ন করেন।

সীমান্তে বাজেট আলোচনা

গত ৮ই মার্চ ব্যবস্থাপক সভায় বাজেটের সাধারণ আলোচনা আরম্ভ হয়। নিখিল ... দলের দলপতি খালিক খোদাবক্স বলেন, শাসন সংস্কারের পরে উহা চতুর্থ বাজেট। বর্ত্তমান বাজেটে কোন ত্রুটি দেখা যায় না, তথাপি বিভিন্ন খাতে উহা বণ্টনের নীতির পরিবর্ত্তন সাধিত হওয়াতে প্রদেশটী ... পড়ে যায়। তিনি পাব্লিক ওয়ার্কস বিভাগের আনুষঙ্গিক কার্য্য ব্যবস্থার তীব্র সমালোচনা করেন এবং ৫ জন ছাটাই ... বিরুদ্ধতা করেন। আরও চারিজন সদস্য পাব্লিক ওয়ার্কস বিভাগের কার্য্য সমালোচনা করিয়া সরকারকে উহার গলদ দূর করিতে অনুরোধ করেন। বিভিন্ন বিভাগে সাব কমিটি নিয়োগ না করায় সভার ডেপুটি প্রেসিডেন্ট সরকারের তীব্র নিন্দা করেন। রায় বাহাদুর ঈশ্বর দাস বলেন আয় বৃদ্ধির নিমিত্ত গবর্ণমেন্টের বিশেষ চেষ্টা করা কর্ত্তব্য এবং টাকা ধার করিয়া নূতন পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করা কর্ত্তব্য। আয়ের তুলনায় অধিক ব্যয় সম্পর্কে রায় বাহাদুর ... সভাকে ... হওয়ার পরামর্শ দেন।

বোম্বাইএ ছাটাই প্রস্তাবের আলোচনা

বন বিভাগের বাবদ রাজস্বশাসন বিভাগের মন্ত্রী স্যার শা নাওয়াজ খাঁ ভুট্টো ২৭৪১০০০ টাকা মঞ্জুরের প্রস্তাব আনিলে মিঃ এম এইচ শুক্ল ৫ উহা হইতে ১০০০ টাকা ছাটাই প্রস্তাব আনয়ন করেন। গত ৮ই অক্টোবর বোম্বাই ব্যবস্থা সভায় পুনরায় ঐ ছাটাই প্রস্তাবের আলোচনা আরম্ভ হয়। মন্ত্রী মহাশয় স্বীকার করেন যে, বন বিভাগে অনেক গলদ আছে। ঐ বিভাগে ভারতীয় নিয়োগ সম্পর্কে তিনি বলেন যে, শতকরা নিরানব্বই জন কর্ম্মচারী ভারতীয়। ... উপদ্রব সম্পর্কে তিনি বলেন, গবর্ণমেন্ট ছয় হাজার বন্দুকের লাইসেন্স মঞ্জুর করিয়াছেন। স্যার রফিউদ্দিন এবং মিঃ এস আর টাস্কালি প্রস্তাবটী সমর্থন করেন। তাঁহারা বলেন ভারতীয়দিগকে ... সাধারণ শ্রমিক এবং শিক্ষানবীশ কার্য্যে নিযুক্ত করা হয়। ইহাকে ভারতীয় নিয়োগ বলা যায় না।

কলিকাতার বাজার দর

চাউলের দর

	প্রতি মণ
দাদখানি	৭৸০
বালাম চাল	৫৷৵০
কাটারীভোগ	৫৸৵০-৫৸৵০
বাঁকতুলসী	৬৸৵০
বালাম	৩৸৵০
ঐ পুরাতন	৬।০
পাটনাই উৎকৃষ্ট	৪৲
এক্সপোর্ট কোয়ালিটি	৩৸৵০
সিদ্ধ রেঙ্গুন	২৸৵০
আতপ —	
নূতন আতপ	৩৸৵০ ৩৸৵০
পেশোয়ারী	৮।০-৮॥০
বাঁকতুলসী আতপ	৪৸৵০-৪৸৵০
ঐ মাঝারি	৪।০-৪॥০
পাটনাই আতপ	৪।০-৪৸৵০
কাটারীভোগ	৫৸০
ঐ রেঙ্গুন	২৸০

আটা ও ময়দার দর

পেটেন্ট ময়দা প্রতি মণ	৫৸৵০ ৫৷
গুজরাটীর ব্যবসায়োপযোগী	৭৸০ ৪৸৵০
আটা (বি)	৪৸৵০ ৭৲
সুজী	৫৵০-৫।০
আটা (এস)	৪৷৵০ ৪॥০
" (২)	৪৸৵০ ৪৷৵০
" (৩)	৪।০ ৮।৵০
" (৩)	৩॥৵০ ৩৸০

তেলের দর

খাঁটি সরিষার তৈল	১৫৷০-১৫৸০
ঐ কুচা	১৬৲-১৬॥০
নারিকেল তৈল	১১৷০ ১১৸০
রেড়ির তৈল	১০৸৵০-১১৸০

ঘৃতের দর

বাঘদীঘা প্রতি মণ	৫৬৲
গব্য গাওয়া	৫৫৲
কাঁচা গাওয়া	৪৫॥০
টেকা চুরুণ	৪৬॥০

চিনির দর

সাদা আখ বেঙি	৯॥০ ৯৸৵০
দেশী সাদা দানা	৮৸৵০ ৯॥০
" লাল "	৮।৵০-৮৸৵০

সোণা রূপা

	প্রতি ভরি
টাকশালের বার	৩৫৷৵০
বড়ালের বার	৩৫৷০
গিনি	২২৵০
রূপার বার প্রতি ১০০ ভরি	৬৪৲
ঐ খুচরা	৬৪।০

লৌহ ও হার্ডওয়ার

টাটার তৈয়ারী	প্রতি হন্দর
লোহার কড়ি স্টেম্ভ বা বীম মার্ক	৬৵০-৬।০
ঐ বে-মার্কা হালকা ওজন	৫।৵০ ৫৸৵০
বরগা (টী আয়রণ)	৬॥০ ৬৸৵০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৬৲ ৭৸৵০

সংবাদদাতা কুমার মল্লিক এণ্ড সন্‌স
লোহাপট্টি, বড়বাজার, কলিকাতা

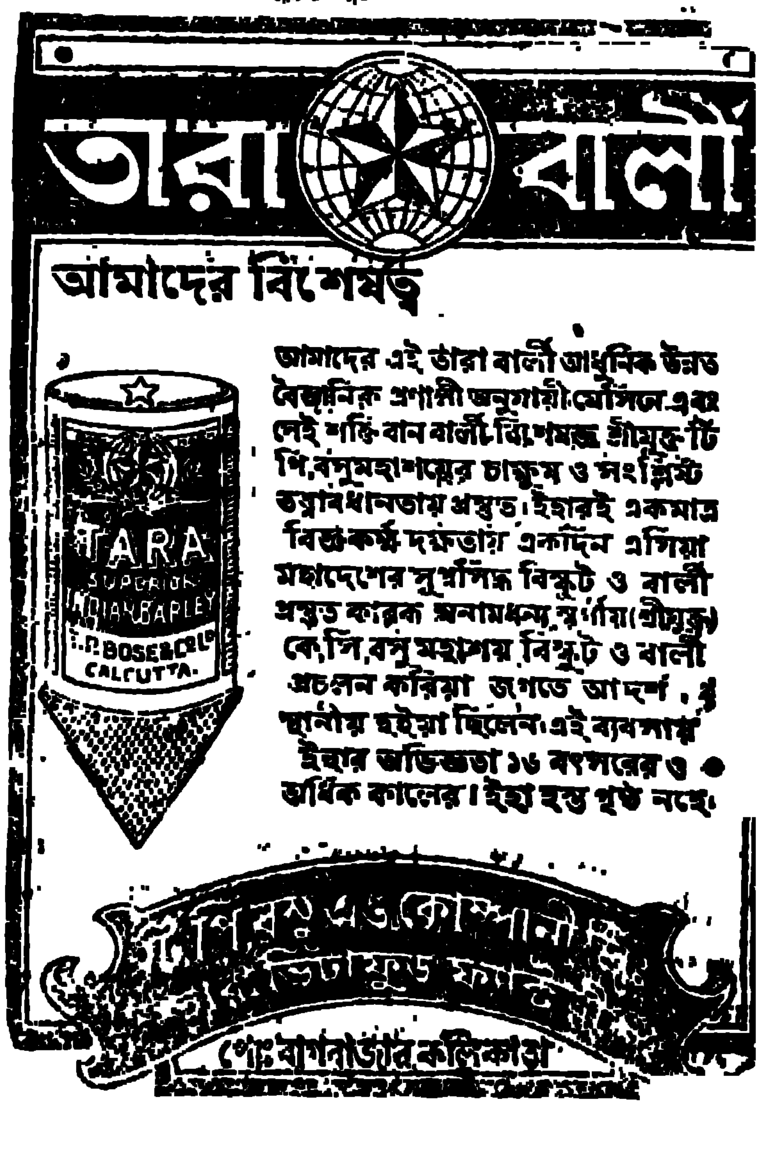

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

— পারমার্থিক পত্র —

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

[illegible]

১০ম বর্ষ } ২৫ গোবিন্দ গৌরাব্দ ৪৪৮, ১লা চৈত্র বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ১৫ই মার্চ্চ ইং ১৯৩৫ শুক্রবার ১৩৭ সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

গত ২৭শে ফাল্গুন রবিবার শ্রীচৈতন্য-মঠের আবির্ভাবোৎসব শ্রবণ-সপ্তাহে সন্ধ্যারাত্রিকের পর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি মহারাজ প্রায় আড়াই ঘণ্টাব্যাপী [illegible] ভাষায় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সভায় সহস্র সহস্র ভক্ত চিত্রার্পিতের ন্যায় নিস্তব্ধভাবে পাঠ শ্রবণ করিয়াছেন। স্বামীজী পাঠের আরম্ভে মুণ্ডকোপনিষৎ হইতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের রূপ, গুণ ও লীলা সম্বন্ধে মূলমন্ত্রের অতি প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যাখ্যা দিয়াছেন। [illegible] পাঠের অতি জটিল বিষয়ের এরূপ প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া পরমানন্দ প্রকাশ করিয়াছেন।

অনর্পিতচর অর্থাৎ যাহা পূর্ব্বে কখন প্রদান করা হয় নাই এমন উন্নতোজ্জ্বল রস—স্বভক্তির কথা জীবের প্রতি অহৈতুক-কৃপাপরবশ হইয়া শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার ভাবকান্তি ধারণ করিয়া নিজে বিষয়কার্য্যের [illegible] আশ্রয়ের ভাব অবলম্বন পূর্ব্বক স্বমাধুর্য্য নিজ স্বয়ং আস্বাদন এবং আনুষঙ্গিকভাবে শ্রীহরি-নাম-প্রেম প্রদান করতঃ জীবোদ্ধারকল্পে মহাবদান্যরূপে ঔদার্য্যলীলা প্রকাশিত করেন। কত যুগ যুগান্তর চলিয়া গেল। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলিচক্রের ন্যায় পর পর চলিয়া গেল, কিন্তু ব্রহ্মা-শিবাদিরও দুর্লভ এই মহাপ্রেম শ্রীভগবান্ কখন প্রদান করেন নাই।

শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ঘরে শ্রীধাম মায়াপুরে শচীগর্ভসিন্ধুতে শ্রীগৌরসুন্দর অবতীর্ণ হইয়া মহাভাবে শ্রীকৃষ্ণানুসন্ধান-লীলা প্রকটিত করেন। এই বিপ্রলম্ভভাবই জীবের আস্বাদিত ভজন। উহাই জীবের প্রতি উৎকৃষ্ট দয়া প্রদর্শন। শ্রীকৃষ্ণপ্রেম-রসে মগ্ন হইলে আর জীবের দুঃখ থাকে না; জীব শোক, মোহ, ভয় এবং জন্ম-মরণ-চক্র হইতে উদ্ধার পায়।

[illegible] রাজা পরীক্ষিৎ [illegible] ব্রহ্মন্ শৃঙ্গী কর্তৃক ব্রহ্মশাপ-প্রাপ্ত হন যে, সপ্ত-দিবস মধ্যে তক্ষক নামক ভীষণ নাগ তাঁহাকে দংশন করিবে। তচ্ছ্রবণে রাজা পরীক্ষিৎ প্রায়োপবেশনে বসিলেন। তাঁহাকে সান্ত্বনা প্রদান করিবার জন্য নানাদিক হইতে প্রসিদ্ধ ঋষিবৃন্দ সভায় আসিতে লাগিলেন। বশিষ্ঠ, অত্রি, উশনা, গৌতম, চ্যবন ইত্যাদির, হারীত, দেবল প্রভৃতি সকল মহর্ষি ধার্ম্মিক স্ব স্ব শাস্ত্রের মতবাদ প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। প্রত্যেকেই স্বপক্ষের মত প্রবল করিয়া স্বমত স্থাপনের জন্য তৎপর হইলেন। শাস্ত্রের মতবাদ লইয়া মহা-কোলাহলের সৃষ্টি হইল। কোন ঋষি বলিলেন, যাগ, যজ্ঞ কর্ম্মকাণ্ড শ্রেষ্ঠ; কেহ বলিলেন যোগ শ্রেষ্ঠ, কেহ বা জ্ঞানকে শ্রেষ্ঠ বলিতে লাগিলেন। এইরূপ বাগ্-বিতণ্ডা শ্রবণ করিয়া রাজা পরীক্ষিৎ বিমর্ষ-ভাব ধারণ করিলেন। এই সময় তাহাদের সভায় কোটিসূর্য্য সদৃশ প্রভাশালী দীপ্ত-তেজঃপুঞ্জ, দিগম্বর, অবধূতবেশ, মহাজ্ঞানবান ষোড়শবর্ষীয় যুবক শ্রীশুকদেব গোস্বামী সেই সভায় প্রবেশ করিলেন। তাঁহার অনু-গোপিত বেশভূষা, ধূলায় বিধূসরিত অঙ্গ, অসামান্য যোগবিভূতি অপ্রকাশিত বহির ভাব দেখা যাইতেছিল। এই অবধূত-বেশধারীকে বালকগণ তাঁহাকে উন্মত্তজ্ঞানে তাঁহার গায়ে ধূলা, কর্দ্দম প্রভৃতি নিক্ষেপ করিতেছিল। পরমভাগবত শ্রীশুকদেব গোস্বামী মহারাজ তৎপ্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া সেই প্রসিদ্ধ রাজসভায় উপস্থিত হইলেন।

ঋষিগণ এবং শ্রীশুকদেব গোস্বামীকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে সেই মহাপুরুষপ্রবরকে অভ্যর্থনা করিলেন এবং বলিলেন, রাজন্! আর আপনার ভয়ের কোন কারণ নাই। সকলেই একবাক্যে শ্রীশুকদেব গোস্বামীকে আসনোপরি সম্মান প্রদান করিলেন। মহারাজ পরীক্ষিৎ শ্রীশুকদেব গোস্বামীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—'এ সংসারে ম্রিয়মান ব্যক্তির কর্ত্তব্য কি?' পরমভাগবত শ্রীশুকদেব গোস্বামী কহিলেন, "মহারাজ! কোন চিন্তা নাই। সময় অতি সঙ্কীর্ণ হইলেও খট্বাঙ্গরাজার ন্যায় আপনি শ্রীভগবান্ শ্রীহরির নাম, রূপ, গুণ লীলা মাহাত্ম্য ভক্তমুখনিঃসৃত শ্রবণ করুন জ্ঞানের প্রয়াস পরিত্যাগ করুন, সাধু মুখনিঃসৃত শ্রীহরির বীর্য্যবতী কথা-সকল শ্রবণ করুন। শ্রীহরির নাম, রূপ, গুণ, লীলাদি হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া শ্রোতার সমস্ত অমঙ্গল বিনষ্ট করিয়া তাহাকে শোক-মোহ-ভয়বিনাশিনী পরা শান্তি প্রদান করেন। আমি সেই শ্রীহরির অমল যশোরাশি আপনাকে শ্রবণ করাইব। আপনি একাগ্রচিত্তে শ্রবণ করুন তাহা হইলেই আপনি নিত্যানন্দের অধিকারী হইয়া পরম শান্তি লাভ করিবেন।"

গত ১২ই মার্চ্চ শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে আবির্ভাবোৎসব শ্রবণ-[illegible] শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি মহারাজ রাত্রি আট ঘটিকার পর স্বলিখিত ভাষায় প্রায় দেড় ঘণ্টা কাল হরিকথা কীর্ত্তন করেন। শ্রোতৃবর্গ স্বামীজীর অপূর্ব্ব সিদ্ধান্ত শ্রবণ করিয়া পরমোপকৃত ও আনন্দিত হইয়াছেন।

[illegible] শ্রীনব-দ্বীপধাম [illegible] সম্পন্ন হইয়াছে। [illegible] গত ২৮শে ফাল্গুন মঙ্গলবার ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি [illegible] মহারাজ [illegible] শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে [illegible] ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি মহারাজ, [illegible] ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি [illegible] সম্পন্ন করিয়াছেন।

ডাঃ [illegible] চৌধুরীর আধ্যাত্মিক অভিভাষণ

(গত ১১৭ সংখ্যার প্রকাশিতের পর)

[illegible]

[illegible]

'সর্ব্বান্ [illegible] শরণং ব্রজ'

[illegible]

(ক্রমশঃ [illegible] পৃষ্ঠায় দেখুন)

কৃষ্ণ আমায় পালে, রাখে জান সর্ব্বকাল। আত্মনিবেদন দৈন্যে ঘুচাও জঞ্জাল।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৫ গোবিন্দ নিত্যসংকীর্ত্তনাব্দ ৪৪৮

শ্রীনবদ্বীপ-পরিক্রমা

নবদ্বীপের অন্তর্গত সীমন্তদ্বীপ হইতে সকলে শ্রীশ্রীচৈতন্যমঠের নবদ্বীপ পরিক্রমা করিয়া নবদ্বীপবাসী বৈষ্ণবগণ, শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ড দর্শন করিয়াছেন।

———

নবদ্বীপ সুবর্ণময় দ্বীপ। সংস্কৃতে দেখিতে পাই শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-লীলাদাতা শ্রীচৈতন্যদেবের কৃপা লাভ করিয়াছিলেন। শ্রবণ সম্বন্ধে গৌড়ীয়-সিদ্ধান্তাচার্য্য-ভাস্কর শ্রীল জীবপাদ ভক্তিসন্দর্ভে বলিয়াছেন কীর্ত্তনাদি দ্বারা অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইলে শ্রবণ হয়। 'যে সকল বিবেক অকুতোভয়ে নামাপরাধ যোগ-বাহির্মুখ ও কর্মজড় অভুক্তপ করেন করিয়া থাকেন' নামকীর্ত্তন পরিত্যাগ না করিয়াই স্মরণ কর্ত্তব্য। অতএব যাহারা কীর্ত্তন বাদ দিয়া জড় ধারণা লইয়া নিত্যানন্দকে স্মরণের উচ্চাধিকারী বলিয়া মনে অনুভব করেন, তাঁহারা ও' গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের লোক নহেন। পক্ষান্তরে গৌড়ীয়-বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের আচার্য্য বলিয়া নিজদিগকে পরিচয় প্রদান করিলে প্রভুপাদগণ শ্রীজীব-পাদের প্রতি কায়মনোবাক্যে উপহাস, তাহারা তাঁহারা অনন্ত নরকে প্রবাহিত হন মাত্র। তাই বলি, সাধু সাবধান!

———

সাধারণ মন্দির সমূহ অসংখ্য প্রকার। তন্মধ্যে পঞ্চবিধ মন্দিরাদির মন্দির শ্রেষ্ঠ। যথা—

(১) কিছুমাত্র অলঙ্কারের নাম 'প্রাসাদ'। (২) নিম্নতম হইতে চিত্র আকর্ষণ পূর্ব্বক সম্প্রসারণে এক বিষয়ে মনোনিবেশের নাম 'ধারণা'। (৩) বিশেষভাবে ধ্যান চিন্তার নাম 'ধ্যান'। (৪) অনুক্ষণের স্থায় 'নবধাভক্তি'র প্রবাহিত হইলে সেই স্মরণের নাম 'ধ্রুবানুস্মৃতি' আর (৫) কেবল ধ্যেয়বস্তুর স্ফূর্ত্তির নামই 'সমাধি'।

———

কোন কোন স্থলে শ্রীগুরু বিশেষে নিযুক্ত সম্বন্ধে ভক্তের স্বল্প লীলার স্ফূর্ত্তি, অথবা, তাহাদের অস্থির অস্ফূর্ত্তির সমাধি-বাধা হইতে পারে। তাই সর্ব্বত্র বাক্তিগণেরই এইরূপ সমাধি হইয়া থাকে। অতএব উদ্দেশ্য আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা স্মরণ সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতানুসারে কিছু আলোচনা করিলাম। এক্ষণে স্মরণীয় স্থান সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিতেছি।

সত্যযুগে মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলহ, পুলস্ত্য, বশিষ্ঠ ও ক্রতু—এই সপ্ত ঋষি ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইয়া স্বর্ণ গৌর-হরির ভজন ও গৌরধামতত্ত্ব সম্বন্ধে পরিপ্রশ্ন করিয়া পিতৃদেব ব্রহ্মার আদেশ অনুসারে নবদ্বীপে গমন পূর্ব্বক অনাহারে অনবরত গৌরনাম-সুধা পানে প্রমত্ত হইলে। যেখানে গৌরসুন্দরের দর্শন লাভ করেন, তাহ সপ্তর্ষিতপোবনস্থলী বলিয়া প্রসিদ্ধ। শ্রীগৌরসুন্দরের নিকট হইতে সপ্তর্ষি গৌরস্বামী সপ্তর্ষি তাঁহার আদেশ অনুসারে অর্থ'ব্যয়, জ্ঞান, কর্ম্ম, যোগ ও প্রভৃতির চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া সপ্তটীলার উপর অবস্থান পূর্ব্বক এই স্থানে গৌরকৃষ্ণ ভজনে রত হন।

———

সপ্তটীলার দক্ষিণে একটী সুপবিত্র জলধারা 'গোমতী নদী' বলিয়া প্রসিদ্ধা। গোমতীর পার্শ্ববর্ত্তী কাননকে নৈমিষা-রণ্য নামে খ্যাত। মহাজনগণ বলেন, এই স্থানে শ্রীসূতগোস্বামীর শ্রীমুখে শৌনকাদি ঋষিগণ গৌরভাগবত শ্রবণ করিয়াছিলেন। সকালে বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া হংস-বাহন ব্রহ্মা এই স্থানে ঋষিগণের সহিত গৌরগুণগাথা শ্রবণ করেন।

———

যাত্রিগণ নৈমিষারণ্য হইতে ব্রাহ্মণ-পুষ্কর গমন করেন। সত্যযুগে দিবোদাস নামক এক ব্রাহ্মণ এখানে ভজন করিতে এই স্থানে উপস্থিত হন। তখন তাঁহার 'পুষ্কর'-তীর্থে গমনের নিমিত্ত তীব্র ব্যাকুলতা উপস্থিত হওয়ায় শ্রীমাধবের কৃপায় তিনি দিব্য চক্ষু লাভ করিয়া এই স্থানেই পুষ্করতীর্থ-রাজের দর্শন লাভ করেন। তখন তিনি এক তীর্থ ভ্রমণের বৃথা আশা পরিত্যাগ করিয়া সপ্তটীলার গৌরসুন্দরের সেবায় নিযুক্ত হন।

———

ব্রাহ্মণপুষ্কর হইতে যাত্রিগণ উচ্চহট্ট বা হাটডাঙ্গা গ্রামে গমন করেন। এই স্থানটী সাক্ষাৎ কুরুক্ষেত্র। এই স্থানে দেবতাগণ একত্র হাট বসাইয়া অর্থাৎ সকলে একত্র মিলিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে গৌরকথা আলোচনা করিতেন। এই জন্য ইহার নাম উচ্চহট্ট বা হাটডাঙ্গা।

"সরস্বতীজয়শ্রী"

[বৈষ্ণব পত্র]

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের কৃপা যে-যে বর্ষে তাঁহার অনুগত জনগণ উপলব্ধি করিয়াছেন, তাহা এক গ্রন্থে নিবদ্ধ হইয়াছে। ভিক্ষা ৩, টাকা মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা।

অর্থপঞ্চক

সংসারি-জীবের তত্ত্বজ্ঞানোৎপত্তির জন্য অর্থপঞ্চক বিচার আবশ্যক। স্বস্বরূপ, পরস্বরূপ, পুরুষার্থস্বরূপ, উপায়স্বরূপ ও বিরোধিস্বরূপ—এই পাঁচটী অর্থ। জীবের স্ব-স্বরূপ,—নিত্য, মুক্ত, বদ্ধ, কেবল ও মুমুক্ষু। ঈশ্বরের পর-স্বরূপ,—পরব্যোম, বিভব, অন্তর্যামী ও অর্চ্চাবতার। পুরুষার্থ স্বরূপ,—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, আত্মানুভব ও ভগবদনুভব। উপায়-স্বরূপ,—কর্ম্ম, জ্ঞান, ভক্তি, প্রপত্তি ও আচার্য্যাভিমান। বিরোধি-স্বরূপ,—স্বরূপ-বিরোধী, পরত্ববিরোধী, পুরুষার্থ-বিরোধী, উপায়বিরোধী ও প্রাপ্তিবিরোধী।

--

নিত্যজীব—যাঁহারা সংসার সম্বন্ধ-রহিত, ভগবৎস্বরূপানুভাবে ও শেষ, বৈকুণ্ঠনাথের স্বরূপানুরোধে ঈশ্বর নিয়োগ সৃষ্টি, স্থিতি, সংহার-কার্য্যে সমর্থ, ঈশ্বরের সঙ্কল্পানুসারে কৈঙ্কর্য্যের নিত্য-সম্বন্ধি অনন্তগরুড়।

মুক্তজীব—অপরসম্প্রদায়ে যাঁহাদের প্রকৃতি-সম্বন্ধ-নিবৃত্ত ক্লেশমল নির্মুক্ত হইয়াছে, ভগবানের উৎকৃষ্ট, অবধারণ, সনকাদির ন্যায়, বৈকুণ্ঠে অবস্থান মুনিগণ।

বদ্ধজীব—সাংসারিক অনিত্য সুখ-দুঃখাসক্ত, আত্মদর্শনে অযোগ্য, অন্ধ, অজ্ঞান, অন্যথাজ্ঞান ও বিপরীত-জ্ঞানজনক দেহে আত্মবুদ্ধিযুক্ত, দেহপোষণে রত, বর্ণাশ্রমধর্ম্মাদি-রত অন্যদেবসেবী, ভূত-হিংসা, পরদ্রব্য ও পরস্ত্রীগমন করতঃ সংসারবন্ধক কর্ম্মাদিযুক্ত চেতনগণ।

কেবলজীব কেবলজীব একা। ক্ষুৎ-পিপাসায় পীড়িত হইয়া অন্ন ব্যঞ্জনাদি আপনাকে আপনি ভক্ষণ করেন। যে সাধু বাসনা-বর্জিত কৈবল্য প্রাপ্ত তাহাই কেবল জীব।

— ----

মুমুক্ষুজীব,—মুমুক্ষুজীব সকল সংসার বাধাগ্রস্ত হইয়া সংসার দুঃখ নিবৃত্তির জন্য জাগতিক প্রকৃত আত্মবিবেক লাভ করতঃ প্রকৃতিকে দুঃখাশ্রয় দেহাদির মূল স্বরূপ, আত্মাকে প্রকৃতি হইতে পৃথক্-স্বরূপ এবং স্বয়ংপ্রকাশ, স্বতঃসুখী নিত্য অপ্রাকৃত স্বরূপ জানেন। আনন্দময় পরমাত্মবিবেকে অনন্তকালতঃ প্রকৃতির অন্তরে আপনাকে পৃথক্ চিন্তিত থাকা বোধ করেন। আত্ম-প্রাপ্ত সাধক জ্ঞানাঙ্গণ নির্মাল-স্বরূপ আত্মানুভবই একমাত্র পুরুষার্থবোধে নিজ অপ্রাকৃতশরীর-প্রাপ্তি পর্য্যন্ত এই জগতে বর্ত্তমান থাকেন। মুমুক্ষুগণ উপাসক ও প্রপন্ন ভেদে দ্বিবিধ।

পরতত্ত্ব—পরমপদে পরমেশ্বর। নিত্য-বর্ত্তমান আদি-জ্যোতিঃস্বরূপ পরবাসুদেব।

ব্যূহতত্ত্ব,—সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারকর্ত্তা সংকর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ।

বিভব তত্ত্ব;—রামকৃষ্ণাদি অবতার।

অন্তর্যামিতত্ত্ব;—দুইপ্রকার। জীবের অন্তঃকরণে প্রবিষ্ট পরমাত্মা। যাহাদের আত্মার প্রাণ-স্বরূপ এইরূপ চিন্তা হইতে স্বয়ং প্রবিষ্ট হইয়া বিচারবান্ পুরুষের অন্তঃকরণে সর্ব্বদা শ্রীলক্ষ্মীর সহিত বর্ত্তমান পরমপুরুষ নারায়ণ।

———

অর্চ্চাবতার—ভক্তগণের অভিমত নাম-রূপ-বিশিষ্ট উপাস্যমূর্ত্তি। সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও অজ্ঞপ্রায়, সর্ব্বশক্তি হইয়াও অশক্ত-প্রায়, পূর্ণকাম হইয়াও সাপেক্ষ প্রায় স্বতন্ত্র হইয়াও পরতন্ত্রপ্রায়, সর্ব্বপালক হইয়াও ভক্তের পাল্যপ্রায় মন্দিরে বর্ত্তমান।

ধর্ম্ম—প্রাণিরক্ষার একমাত্র উপায়স্বরূপ বৃত্তির নাম ধর্ম্ম।

অর্থ—বর্ণাশ্রমোচিত ধনধান্য সংগ্রহ-পূর্ব্বক দেবতা পিতৃগণে ও প্রাণিরক্ষা-বিষয়ে উৎকৃষ্ট দেশকাল পাত্র বিচার পূর্ব্বক ধর্ম্ম-বুদ্ধিতে ব্যয় করার নাম অর্থ।

কাম—দুই প্রকার, ঐহলৌকিক ও পারলৌকিক। পিতৃ, মাতৃ, বন্ধু, ধন, ধান্য, অন্ন, পানীয়, ভার্য্যা, পুত্র, মিত্র, শিষ্য, গৃহ, ক্ষেত্র, চন্দন, কুসুম, তাম্বুল বস্ত্রাদিপদার্থে সম্বন্ধ বিষয়ানুভবজনিত সুখস্পৃহা।

———

আত্মানুভব,—ভক্তিবিরক্তির অনুভব কৈবল্যানুভব হয়। ইহাই একপ্রকার মোক্ষ।

ভগবদনুভব—ভগবদনুভবই পরম-পুরুষার্থ লক্ষণ মোক্ষানুভব। প্রারব্ধ কর্ম্ম ও পুণ্যাপাপনাশে, অস্থি, জায়তে, পরিণমতে, বিবর্দ্ধতে অপক্ষীয়তে বিনশ্যতি, ভাবস্থায়ির এই ষড় বিকার রহিত হইলে ভগবৎস্বরূপ আবরণপূর্ব্বক বিপরীত জ্ঞানোৎপাদক সংসারবন্ধক স্থূলশরীর পরিত্যাগ করতঃ সুষুম্নানাড়ী দ্বারে শিরঃ কপাল ভেদপূর্ব্বক নির্গত হইয়া সূক্ষ্মশরীরে অর্চ্চিরাদি মার্গে প্রবেশপূর্ব্বক বিরজা-স্নানে সূক্ষ্মশরীর ও বাসনা-রেণু দূর করতঃ সকল তাপ বিবর্জ্জিত শ্রীবিগ্রহ স্পর্শন লাভ করেন। তখন শুদ্ধসত্ত্বময় পঞ্চোপনিষন্ময়, জ্ঞানানন্দময় ভগবদনুভবের যোগ্য অপ্রাকৃত দেহ প্রাপ্ত হইয়া দিব্যমণ্ডপ অন্তঃপুর মধ্যে রত্নাসন মণ্ডপে শ্রী-ভূ-লীলা সহিত বর্ত্তমান পরমেশ নাথকে নিত্য অনুভব পূর্ব্বক তাঁহার নিত্য কৈঙ্কর্য্যে বর্ত্তমান থাকেন।

কর্ম—যজ্ঞ, দান, তপঃ, ধ্যান, সন্ধ্যাবন্দন, পঞ্চমহাযজ্ঞাদি, অগ্নিহোত্র, তীর্থযাত্রা, পুণ্যক্ষেত্রবাস, ব্রহ্মচারাদ্দান, পুণ্যনদীস্নান, ব্রত, চাতুর্ম্মাস্য, কন্দমূলাশন, শাস্ত্রাভ্যাস, জপ, তর্পণ, কায়শোষণ ও পাপ-নাশাদি কার্য্যে যথাবিধি বিষয়গ্রহণকে কর্ম্ম বলা যায়। যম, নিয়ম আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার ধারণা ও সমাধিরূপ অষ্টাঙ্গযোগও কর্ম্মাঙ্গ।

জ্ঞান—আত্মতত্ত্বালোচনায় নাম জ্ঞান। এই জ্ঞানযোগের সহকারী বৈরাগ্যের প্রধান স্থান। হৃদয়মণ্ডল ও আদিত্যমণ্ডলে বর্ত্তমান সর্ব্বেশ্বর রূপে শঙ্খ, গদা পদ্ম, শঙ্খ, চক্র, শার্ঙ্গাদিধারিরূপে অনুভব। এই শেষোক্ত জ্ঞান ভক্তিযোগের সহকারী।

ভক্তি—তৈলধারার ন্যায় অবিচ্ছিন্ন ভগবৎ-স্মৃতিবিস্তার-রূপ অনুভবকে প্রীতিরূপে আনিবার যোগ্যতার নাম ভক্তি। ভক্তির স্বরূপ আলোচনায় জানা যায় এই যে, তাহা প্রায়ই কর্ম বিমুক্তি উপায়স্বরূপ সাধন-সাধ্য অনুষ্ঠান দ্বারা আত্মার সঙ্কোচ বিকাশ করিতে যোগ্য হয়।

প্রপত্তি—ভক্তি উপায়স্বরূপ হইয়া ভগবৎসাক্ষাৎকারস্বরূপ যে উপেয় তাহাকে উৎপন্ন করে তাহা প্রপত্তি। প্রপত্তি দুইপ্রকার—আর্ত্তরূপ প্রপত্তি ও দৃপ্তরূপ প্রপত্তি। নির্হেতুক ভগবৎপ্রসাদে, শাস্ত্রাভ্যাসে, আচার্য্যোপদেশক্রমে জ্ঞানোৎপত্তি হইলে ভগবদনুভব হয়। তখন ভগবদনুভবের বিপরীত দেহসম্বন্ধ, দেশসম্বন্ধ ইত্যাদি দুঃসহ হইয়া উঠিলে শ্রীবেঙ্কটনাথের গর্ভজন্মজরাদি ব্যাধি-মরণাদি-নিবর্ত্তক বিচারপূর্ব্বক সত্যাশ্রয়ী আমি দাস এই বাক্যের সহিত শ্রীবেঙ্কটনাথের শরণাগত হইয়া এখন হইতেই নিজ আর্ত্তি জ্ঞাপন পূর্ব্বক একান্ত অনুগত হওয়ার নাম আর্ত্তরূপ প্রপত্তি। দৃপ্তপ্রপত্তি যথা, দৃপ্ত-প্রপন্নপুরুষ বর্ত্তমানকে বিরক্তিপূর্ব্বক ভগবৎ-প্রাপ্তি মানসে আচার্য্যোপদেশক্রমে উপায় স্বীকারপূর্ব্বক বিপরীত প্রবৃত্তি নিবৃত্তিপূর্ব্বক বেদবিহিত বর্ণাশ্রমানুষ্ঠান বাচিক মানসিক ও কায়িক ভগবৎ-কৈঙ্কর্য্যের অনুষ্ঠান করেন। ঈশ্বরের শেষিত্ব, নিয়ন্তৃত্ব, স্বামিত্ব, শরীরিত্ব ব্যাপকত্ব, ধারকত্ব, রক্ষকত্ব, ভোক্তৃত্ব, সর্ব্বজ্ঞত্ব, সত্যকামত্ব, সম্পূর্ণত্ব, পূর্ণকামত্ব এবং নিজের শেষত্ব নিয়াম্যত্ব, শরীরত্ব, ব্যাপ্যত্ব, ধার্য্যত্ব, রক্ষ্যত্ব, ভোগ্যত্ব, অজ্ঞত্ব, অশক্তত্ব, অপূর্ণত্ব অবগত হইয়া ঈশ্বরের কৃপানুসন্ধান করেন।

আচার্য্যাভিমান—আমি মনুষ্য বা জীব এই বুদ্ধিতে উপযুক্ত ভাগবত আচার্য্যের নিকট আপন দুঃখ জানাইয়া তাঁহার সহিত দৃঢ়সম্বন্ধে ভগবদ্ভজন করার নাম আচার্য্যাভিমান।

স্বরূপবিরোধী—দেহাত্মাভিমান অর্থাৎ এই জড়দেহকে আত্মাভিমান, স্বতন্ত্র বলিয়া আপনাকে না জানা এবং নিজের স্বতন্ত্রতা—এই কয়েকটী স্বরূপবিরোধী।

পরত্ববিরোধী—দেবতান্তরে পরত্ব-প্রতিপত্তি, সমত্বপ্রতিপত্তি, ক্ষুদ্রদেবতা বিষয়ে শক্তিযোগ প্রতিপত্তি, অবতারে মনুষ্যত্ব প্রতিপত্তি, অর্চ্চাবতারে অশক্তিযোগ প্রতিপত্তি—এইগুলি পরত্ববিরোধী।

পুরুষার্থবিরোধী—ভগবৎকৈঙ্কর্য্য ভিন্ন অন্য আকাঙ্ক্ষা এবং ভুক্তিমুক্তিরূপ পুরুষার্থে ইচ্ছা—এই দুইটী পুরুষার্থবিরোধী।

উপায়বিরোধী—উপায়ান্তরে প্রতিপত্তি ও উপায়ে লাঘববুদ্ধি এবং উপেয়ে গৌরব, এই তিনটী উপায়বিরোধী।

প্রাপ্তিবিরোধী—প্রারব্ধশরীরের দুঃসম্বন্ধ, অভক্ত-ব্রাহ্মণসংসর্গ, ভগবদপচার, ভাগবতাপচার, অসহ্য অপচার প্রভৃতি প্রাপ্তিবিরোধী।

এই প্রকার অর্থপঞ্চক জ্ঞানোৎপত্তি হইলে মুমুক্ষু সাধক মোক্ষপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত বর্ণাশ্রমধর্ম্ম অপরাধশূন্য স্বীকারপূর্ব্বক সকল পদার্থ ভগবৎনিবেদিত করিয়া প্রসাদ প্রতিপত্তিদ্বারা জীবনযাপন করিবেন। তত্ত্বজ্ঞানোপদেশক গুরুর নিকট তাঁহার অভিমত আচরণ করিবেন। ঈশ্বরের নিকট সর্ব্বদা দৈন্য, আচার্য্যের নিকট নিজের অজ্ঞতা, বৈষ্ণবের নিকট নীচ ভাবত্ব, সংসারীর প্রতি উপেক্ষা প্রকাশ করিবেন। [illegible] অধ্যবসায়, বিরোধী বিষয়ে ভয়, বৈষ্ণবধর্ম্মে রুচি, মধ্যে অরুচি, সৎপথের সংরক্ষণে আসক্তি করিবেন।

শ্রীরামানুজীয় মতে বৈষ্ণবাপূর্ব্ব যাজ্ঞবল্ক্য-বচনে এই সকল উপদেশই প্রাপ্ত। শ্রীমন্ নারায়ণ-রামানুজ ও যামুনা-মুনিক্রমে যে সকল গ্রন্থ রচিত আছে তাহা শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবকেরা অবগত আছেন। কৃষ্ণভক্তগণের এই অর্থপঞ্চকের উপদেশ সকল সাধারণ আচরণ করিলে সহজে শিক্ষায় দোষ হয় না। এই ভাব-বলে বিশুদ্ধভাব হইলে সদাচার হয়। তাহাতে আবার প্রেমযুক্ত হইলে বাৎসল্য হয়। সেই ভাবে অসঙ্কোচ আত্মনিবেদন করিলে মহাপ্রভুর উপদিষ্ট মধুর ভাব হয়। সুতরাং শ্রীরামানুজ স্বামীর সিদ্ধান্তসমূহ আমাদের গৌড়ীয় প্রেম-সম্পদের ভিত্তিস্বরূপ জানিয়া আমরা তাঁহাকে বারবার দণ্ডবৎ প্রণাম করি।

মায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্।

শ্রীনবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর যোগপীঠ

চৈতন্যাব্দ ৪৪৮, ২০ গোবিন্দ

২৬শে ফাল্গুন, ১০ই মার্চ ১৯৩৫

বিপুল সম্মান পুরঃসর নিবেদনমিদম্

মহোদয়, বাঙ্গালা ১৩০০ সালে শ্রীগৌরকৃপাপ্রাপ্ত শ্রীভাগবতপ্রবরোত্তম শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় সর্ব্বচিত্তাকর্ষক সুধীগণের সমবেত চেষ্টায় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের পথ প্রচারের নিত্যাধিষ্ঠান কুলোজ্জ্বলিত শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবভূমি শ্রীযোগপীঠে শ্রীভগবদ্-বিগ্রহগণের অর্চ্চাবতারের প্রতিষ্ঠা সাধন করিয়াছেন। শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভায় ন্যূনাধিক বঙ্গের ও বঙ্গেতর প্রদেশের সুধীবৃন্দ এই মহৎ অনুষ্ঠানে যোগদান করায় এই প্রতিষ্ঠানের গৌরব-সৌরভ ভুবনের অধিকাংশ স্থানে সমাদৃত হইয়াছে। বিরোধিগণের প্রতিকূল চেষ্টা প্রতিরোধকল্পে [illegible] নির্ভয়-রূপে চিরস্থায়ী ছিলেন। আধুনিক প্রত্নতাত্ত্বিকগণের ও চিরবাদী-জনসাধারণের পাণ্ডিত্য-কল্পে লোকশিক্ষার্থ উক্ত ও অপর পক্ষের [illegible] শাস্ত্রগ্রন্থ ও ঐতিহ্য মধ্যে এই প্রাকট্যের প্রচুর পরিচয় সংরক্ষণ করিয়াছেন। তথাপি বিশুদ্ধভক্তিতাৎপর্য্যে অজ্ঞতাবশতঃ, সন্দেহবাদ প্রভৃতির অবৈধ প্ররোচনা সেবাবিমুখ জীবদিগকে অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম ও জ্ঞান-প্রচেষ্টায় চেষ্টাসমূহে ব্যাপৃত করে বলিয়া শ্রীবিগ্রহগণের অচিন্ত্য অধোক্ষজ বিভূতি অর্চ্চা-বিগ্রহ তথায় চতুর্দ্দিকবাসীর অকৃত্রিম সেবাকল্পে [illegible] গত ৩০শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৪১, ১৩ই জুন ১৯৩৪, বুধবার আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। [illegible] বৃটিশ মিউজিয়াম এবং এড্ বিভাগীয় গৃহে সংরক্ষিত মানচিত্রসমূহ অবিসংবাদিত ভাবে জগন্নাথের উত্থানের এবং ভাগীরথীর পূর্ব্বাংশে [illegible] পর্য্যন্ত শ্রীধাম নবদ্বীপের তাৎকালিক সংস্থানের অবলম্বন সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছে। বঙ্গদেশের মহামান্য গভর্ণর বাহাদুরের শ্রীধাম মায়াপুরে শুভাগমন উপলক্ষে ঐ মানচিত্রগুলি হইতে আলোকচিত্র তাঁহাকে দেখান হইয়াছে। এক্ষণে শ্রীযোগপীঠে শিখরবেদী শ্রীমন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। শ্রীধাম-প্রচারিণী সভার সভাপতি মহোদয়গণ এই [illegible] সভায় উপস্থিত হইয়া যোগদান করিবার সুযোগ করিতে পারেন নাই। বর্ত্তমান সভাপতি [illegible] মহাশয়ের চন্দ্র-বংশাবতংস [illegible] ত্রিপুরাধিপতি মহারাজ শ্রীমদ্ বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুর [illegible] সহ উপস্থিত হইয়া নবনির্ম্মিত শ্রীমন্দিরে শ্রীভগবৎ-প্রবেশোৎসব-সভায় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিবেন।

আগামী ২০শে মার্চ্চ, ৬ই চৈত্র বুধবার শ্রীধাম-নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুরে শ্রীধামপ্রচারিণী সভার অধিবেশনে এবং শ্রীভগবদ্বিগ্রহপ্রবেশোৎসবে আপনার সহানুভূতি ও সবান্ধবে যোগদান আমাদের প্রার্থনীয় বিষয়। আপনার তথায় উপস্থিতির সময় ও তারিখ জানাইতে পারিলে তদীয় অভ্যর্থনার জন্য আমরা প্রস্তুত থাকিতে পারিব।

শ্রীযামিনীমোহন মুখোপাধ্যায়
কার্য্যকরী সমিতির সম্পাদক।

শ্রীশরদিন্দু নারায়ণ রায়
(রাজকুমার, [illegible],
শ্রীধামপ্রচারিণী সভার সম্পাদক,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠে সাপ্তাহিক অধিবেশন

(২য় পৃষ্ঠার পর)

তত্ত্ব জিজ্ঞাসা না গোপ্যা বেদান্তকোবিদৈঃ ॥

(হরিভক্তিবিলাস)

বিশেষজ্ঞানাপেক্ষেই আমি কে? তাঁহার সহিত আমার সম্বন্ধ কি? আবার কি প্রয়োজন এবং ঐ প্রয়োজন লাভের কি উপায়, এই সকল বিষয়ের তত্ত্ব অবগত হইতে পারি।

মনঃ-প্রদেশ হইতে দুটী পার করিয়া আত্ম-ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য যত্নপ্রার্থী [illegible] স্থির হইল, তাহা হইলে তাহাকে নিকট হইতে সদ্গুরুর শরণ গ্রহণ করা কর্ত্তব্য, [illegible]। এই প্রসঙ্গে বক্তা [illegible] এবং সম্প্রদায়ের [illegible] যাঁহারা [illegible], তাঁহাদের মধ্যে আত্ম-সমর্পণ করিবার যোগ্যতা কাহার আছে তাহার বিচার, সাধারণ লৌকিক গুরু এবং বাস্তব গুরু কথা প্রভৃতি বহু বিষয় আলোচনা করেন।

স্বপনেও না কর ভাই স্ত্রী-সম্ভাষণ। গৃহে স্ত্রী ছাড়িয়া ভাই আসিয়াছ বন ॥

শুদ্ধভক্তি মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ

(আকর-মঠরাজ)

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীমহাপ্রভুর [illegible] হইতে প্রায় ৩০০ ধনু উত্তর-পূর্ব শ্রীব্রজপত্তনে [illegible] শ্রীশ্রী-গৌর-গান্ধর্বিকা-[illegible]। এই স্থান [illegible] শ্রীচৈতন্যমঠ [illegible] আচার্য্য শ্রীবার্ষভানবী [illegible] হইতে শ্রীবিগ্রহ ও সার্বভৌমাদি বেদাঙ্গসমূহের, শ্রীমন্মহাপ্রভু ও আচার্য্যগণ এবং অন্যান্য শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ গান্ধর্বিকা-গিরিধারী ও সপ্ত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য শ্রীমূর্ত্তি [illegible] নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠ হইতে পারমার্থিক দৈনিকপত্র 'নদীয়া-প্রকাশ', সাপ্তাহিক অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন [illegible] প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। পাঠ বংসর শ্রীধাম-পরিক্রমার [illegible] ও [illegible] জনগোষ্ঠীসহ শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা মহামহোৎসব সম্পাদিত হইয়া থাকে। রক্ষক—শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত শুদ্ধভক্তি-ধর্ম-প্রচারোদ্দেশ্যে গৌড়দেশের প্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীচৈতন্যমঠের শাখারূপে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই শ্রীমন্দিরে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদ-রাধারমণ শ্রীবিগ্রহের নিত্য সেবিত হন। 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, মহাপ্রভুর-চতুর্দ্দশ-লোক, শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি গ্রন্থ ও হরিকথার সম্যক্ আলোচনা হয়। এই মঠ হইতে মহাজনদিগের সমস্ত হরিকথা-প্রচার, মহাজন-সঙ্কীর্ত্তন, বক্তৃতা, ব্যাখ্যা সঙ্কীর্ত্তন-সহ-মহোৎসবাদি অনুষ্ঠান হয়। মঠরক্ষক মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-স্থান মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-সহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী সেবাকোবিদ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌর-লীলার রাসস্থলী এখানে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান, রক্ষক—শ্রীঅনন্তনাথ অধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—গোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

(৭) কাজীর সমাধি-পাট

[illegible] শ্রীধামপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) এই স্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভু কাজী-উদ্ধার লীলা প্রকাশ করেন। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী [illegible]।

(৮) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া) 'বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী' ঠাকুরের মঠ, শ্রীগৌর প্রভুর ও শ্রীগান্ধর্বিকাদের সেবা [illegible]। রক্ষক—শ্রীবনবিহারী দাস অধিকারী।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান) গৌড়মণ্ডলে প্রিয় পার্ষদের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীমদন-মনোহর ব্রহ্মচারী।

(১০) মোদদ্রুম ছত্র গৌড়ের বৈদিক

মাউগাছি, পোঃ ভাণ্ডারটিকুরী, (বর্দ্ধমান)। শ্রীবাসুদেবের ঠাকুর মুরারিদেবের স্থান। শ্রীগৌরনিত্যানন্দের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীকুঞ্জবিহারী বনবাসী, [illegible]।

(১১) শ্রীভক্তিয়া কুঞ্জকানন

শ্রীনৃসিংহদেবের মন্দির নিকটবর্ত্তী, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া) রক্ষক—শ্রীনদীয়ানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১২) কুক্কুটগ্রাম—পোঃ কৃষ্ণনগর,

নদীয়া। রক্ষক—শ্রীঅমূল্যানন্দ অধিকারী

(১৩) ভাগবত আসন—পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

এই স্থান হইতে ভাগবতসিদ্ধান্ত প্রচারিত হয়। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তালোক, ভাগবতালয়।

(১৪) একায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাসখালি, (নদীয়া) রক্ষক—শ্রীযোগানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী ভক্তিস্বরূপ।

(১৫) মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া) রক্ষক—শ্রীঅবিকিনোর ব্রজবাসী।

(১৬) মাধ্বগৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, পোঃ ঢাকা পূর্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ

(১৭) গোপালজীউমঠ—কমলাপুর, (ঢাকা)

গোপালজীউর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান। রক্ষক—শ্রীরাধাকান্ত ব্রজবাসী,

(১৮) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)। এখানে শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপরাৎপর ব্রহ্মচারী

(১৯) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

মহবাজার, পোঃ ময়মনসিংহ রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য ত্রিক শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ এম-এ, বি-এল।

(২০) প্রাগ্ন্ডিকপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ নাড়ু, (ত্রিপুরা) এখানে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীমৎ শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(২১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)। এখানে শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীঅভয়চরণ দাসাধিকারী।

(২২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ঢুলুরডোঙ্গা, পোঃ [illegible], (মানভূম) এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীহরেরাম অধিকারী।

(২৩) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর। এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীনন্দগোপাল ব্রজবাসী ভক্তিরত্ন।

(২৪) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—শ্রীরাধারমণ দাসাধিকারী।

(২৫) সচ্চিদানন্দ মঠ

বীরবাটী, পোঃ চাঁদাবালিয়ার, (কটক) এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ বিনোদবিহারী জীউর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর

(২৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ ভক্তের পুরী, শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্বিকাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন।

(২৭) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী চাটকা। এখানে শ্রীগৌর-বিনোদানন্দজীউর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোবিন্দ অধিকারী

(২৮) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী) শ্রীগৌরগোপীনাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবিপিন-বিহারী দাসাধিকারী।

(২৯) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ;

পোঃ কভুর, জেলা গোদাবরী শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ গান্ধর্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—শ্রীনিমাইচরণ দাসাধিকারী ভক্তিলোচন।

(৩০) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪২নং কচিগলি, বেনারস সিটি শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকাগিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীসন্তোষ ব্রহ্মচারী।

(৩১) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ [illegible]

(৩২) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও গৌর-বিনোদ-বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীসত্যনারায়ণ দাসাধিকারী।

(৩৩) কৃষ্ণচৈতন্য মঠ

পুরাণমহল্লা, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা এখানে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিত্য-সেবা হয়। রক্ষক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠ

'বঙ্গালীঘাট মথুরা রক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ

(৩৫) ভজনানন্দ সুখদকুঞ্জ—শ্রীরাধাকুণ্ড

রক্ষক—শ্রীরাধারমণদাস ব্রহ্মচারী

(৩৬) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৩৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ

সেবাকুঞ্জ, পোঃ গোরেগাঁও, জেলা গুরদাসপুর (পাঞ্জাব) রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৩৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং কুতুব রোড, নিউ দিল্লী। শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ

(৩৯) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল। এখানে শ্রীগৌরনিত্যানন্দের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীনন্দগোপাল অধিকারী।

(৪০) সারস্বত-গৌড়ীয় মঠ

তিরুপতি মান্দ্রাজপথ, রয়াপেট্টা, মাদ্রাজ রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় গিরি

(৪১) মাদ্রাজ গৌড়ীয় মঠ

পোঃ রয়াপেট্টা, মাদ্রাজ। শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক শ্রীপাদ [illegible] অধিকারী।

(৪২) বোম্বে-গৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়

গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, চৌপাটি বিল্ডিং, বাংলো নং ১, বোম্বে ৭ রক্ষক—শ্রীজগন্নাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৪৩) অমরাবতী গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমরাবতী, মেদিনীপুর রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বর দাস অধিকারী

(৪৪) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ। রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী

(৪৫) পাটনা গৌড়ীয় মঠ

১০০ মিঠাপুর, পাটনা। রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী বাসকৃষ্ণ

(৪৬) বালেশ্বর গৌড়ীয় মঠ বালেশ্বর

রক্ষক—শ্রীবনোয়ারিলাল ব্রহ্মচারী

(৪৭) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয়

৩ প্লাটস হাউস, কনওয়ে গার্ডেন্স, এল-ডাব্লিউ ৭, লণ্ডন রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ।

(৪৮) বার্লিন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

Berlin W. 30

Eisenacher strasse 29. 8.

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবত — সমগ্র ৪৫৲
প্রথম খণ্ডে [illegible] ২৮৲
দ্বিতীয় খণ্ডে প্রতিখণ্ড ।৵০
২। [illegible] শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। অনুভাষ্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৩য় সংস্করণ) ৬৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী ৪৲
৫। [illegible] ২৲
৬। গৌড়ীয়কণ্ঠহার ২৲
৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
৮। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
৯। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১০। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১১। বৈষ্ণবসাহিত্যে [illegible] ।০
১২। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৩। চৈতন্যোপনিষদ্ ।০
১৪। [illegible] ।০
১৫। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
১৬। গৌড়ীয়-গৌরব ৶০
১৭। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৷৵০
১৮। ভজন-রহস্য ।০
১৯। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও শ্রীনবদ্বীপশতক (বাঁধা) ১৲
২০। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২১। গীতা (চক্রবর্ত্তি টীকাসহ) ২৲
২২। গীতার কেবল বাক্য-ভাষা ।০
২৩। [illegible] (বাংলা) ২৲
২৪। [illegible] (বালাক্রীড়া) ।০
২৫। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸৵০
ঐ (বাঁধা) ৸০
২৬। [illegible] ৵০
২৭। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৵০
২৮। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
ঐ (আবাঁধা) ।৵
২৯। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩০। [illegible] (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩১। গীতমালা ৴১০
৩২। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৩। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৪। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৫। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ।০
৩৬। শরণাগতি ৵০
৩৭। গীতাবলী ৵০
৩৮। চিত্রে নবদ্বীপ
৩৯। [illegible]
৪০। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা
[illegible] ০
৪১। [illegible] ৵০
৪২। [illegible] ৵০
৪৩। [illegible] (২য় সংস্করণ)
৪৬। [illegible] ৫১
৪৭। [illegible] (প্রথম [illegible]) ৬৲
৪৮। [illegible] ।০
৪৯। [illegible] ।০
৫০। [illegible] ৸০
৫১। পুরুষার্থ নির্ণয় ।০
৫২। [illegible] ।০
৫৩। গৌড়ীয়গণ কি করেন? ৵০
৫৪। উপদেশামৃত (অনুবাদ ও ভাষ্যসহ এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫৫। শ্রীভূগোলবোধ ৶০
৫৬। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৫৭। [illegible] ৵০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৮। [illegible] ।০
৫৯। [illegible] ।০
৬০। [illegible] ।০
৬১। [illegible] ৷৵০
৬২। [illegible] ৵০
৬৩। [illegible] ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৪। [illegible] ।০
৬৫। [illegible] ।০
৬৬। [illegible] ।০
৬৭। বেদান্ত— [illegible] ।০
৬৮। [illegible]
৬৯। [illegible]
৭০। [illegible]
৭১। [illegible]
৭২। দি [illegible]
৭৩। [illegible] ।০
৭৪। [illegible] ২৸০
৭৫। [illegible] (প্রথম খণ্ড) ২৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৭৬। [illegible] ।০
৭৭। সাধন-পথ ।০
৭৮। কল্যাণ কল্পতরু ৴১০
৭৯। গীতাবলী ৵০
৮০। শরণাগতি ৵০

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৮১। শরণাগতি ৵০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাঁচন

সর্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় বৃদ্ধ পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। [illegible] মূল্য ছোট বোতল ৸০ আনা, বড় বোতল ১৸০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুপ্রসিদ্ধ [illegible] জে. বি. দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউন্টেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে. বি. দত্ত এণ্ড কোং
কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার
কলিকাতা

আমাশয় ও পেটের পীড়ায়

শ্রীশ্যামানন্দ দাশ কবিরাজের আবিষ্কৃত

গ্রহণী বজ্র

ব্যবহার করুন

আমাশয়, রক্তামাশয়, অতিসার, গ্রহণী, অজীর্ণ, [illegible] পীড়ায় গ্রহণী বজ্র প্রত্যক্ষ ফল প্রদ হইবেন। [illegible] গ্রহণী বজ্র [illegible] পরীক্ষা প্রার্থনীয়। মূল্য প্রতি [illegible] আনা, [illegible] ডাকমাশুল ।৵০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীকৃষ্ণ ঔষধালয়, ময়মনসিংহ

ঢাকার এজেন্ট মেসার্স মহেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং

পাটুয়াটুলী, ঢাকা

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও [illegible] ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ [illegible] এম, এ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

স্বর্ণ সুযোগ ! স্বর্ণ সুযোগ !

শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদরচিত গৌড়ীয়ভাষ্য সহিত

বিশ্বাই গ্রন্থ

শ্রীশ্রীচৈতন্য ভাগবত

গ্রন্থের আয়তন :- ক্রাউন কোয়ার্টো মূল ১০৯৬ পৃষ্ঠা, সূচীপত্র ২৪৪ পৃষ্ঠা, মোট ১৩৪০ পৃষ্ঠা

ভিক্ষা (বাঁধাই) মাত্র ৭, সাত টাকা

নদীয়া সার্টিফিকেট আদালতের নীলাম ইস্তাহার

১ কেস্ নং এবং কোর্টের নাম	২ নীলাম ইস্তাহার (A) (B) বা (C) যাহার প্রকাশিত	৩ ডিক্রীদার	৪ দেনদার	৫ যে দাবীর জন্য সম্পত্তি বিক্রয়ের আদেশ হইয়াছে	৬ বিক্রয়ের স্থান তারিখ ও সময়	৭ কি স্বত্ব জোত	৮ থানা, মৌজার নাম ও গ্রাম	৯ খতিয়ান নং প্লট (জানা থাকিলে) অথবা অন্য প্রয়োজনীয় বিবরণ	১০ জমির পরিমাণ (জানা থাকিলে)	১১ জমা (জানা থাকিলে)	১২ মন্তব্য
৩৪ R. P. ৫৪।৫৫ নদীয়াসার্টিফিকেট আদালত		আর পালচৌধুরী	নিশিকুমার দে	৩১৮৯	৭.৫.৫৬	রায়তি স্থিতিবান	থানা নবদ্বীপ মৌজা বাবলারী [illegible]	৫৪ খতিয়ান	১ ৩৩শঃ	৬।৩	আর পালচৌধুরী
১৫৫ R. P. ৫৪।৫৫		ঐ	বাবার সেখ	৪২।৶০	৭।৫।৫৬	ঐ	থানা শান্তিপুর মৌজা সগুনা	১২২ খতিয়ান	৪-৬৫শঃ	১১৮৶০	ঐ
২০ A. P. ৫৪।৫৫		এ, পালচৌধুরী	এশাইত বিশ্বাস	৫৫১৮৶০	৮।৫।৫৬	ঐ	থানা চাকদাহ মৌজা [illegible]	৫০১ খতিয়ান	১৬-৫৩শঃ	৫৭৸/৭	এ, পালচৌধুরী
৩১ P. M. ৫৪।৫৫		প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়	প্রভাবতী দেবী	৪০১৭	৭।৫।৫৬	মধ্যস্বত্ব চিরস্থায়ী	থানা চাকদাহ মৌজা [illegible]	৬১ ও ৬২ নং	৩-৬৫শঃ	৬৷০	প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়
১০৮ B. ৫৪।৫৫		বিভূতিভূষণ পালচৌধুরী	[illegible]	২২৷১০	৮।৫।৫৬	রায়তি স্থিতিবান	থানা নাকাশীপাড়া মৌজা [illegible]	১৬২ খতিয়ান	২ ৩২শঃ	৩৸/৫	বিভূতিভূষণ পালচৌধুরী
১০৯ B. ৫৪।৫৫		ঐ	খোকাই খাঁ	৩৮৸/৮	৮।৫।৫৬	ঐ	থানা ঐ মৌজা ঐ	৫৮ খতিয়ান	৬-২৩শঃ	৭৷১০	ঐ
১০৫ B. ৫৪।৫৫		ঐ	[illegible] সেখ	২৮৸/৭	৮.৫.৫৬	ঐ	থানা ঐ মৌজা নগরপোতা	১১৭ খতিয়ান	২-৬	৫৸/৯	ঐ
১০৪ B. ৫৪।৫৫		ঐ	আবদুল [illegible] সেখ	৫৭৸/১	৮।৫।৫৬	ঐ	থানা ঐ মৌজা নগরপোতা	৪২ খতিয়ান	৭-২৬	১১৸/১১	ঐ
৮৭২ P. M. ৫৪।৫৫		প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়	[illegible]	১৬৬৶৭	৯।৫।৫৬	[illegible]	থানা [illegible] মৌজা [illegible]			৭৭৩৷১১ : ৩৮৷৩ ২২১৸১৭	[illegible]
৮৫ P. M. ৫৪।৫৫		ঐ	[illegible] মুখোপাধ্যায়	১৩৩৶৯	৯।৫।৫৬	মধ্যস্বত্ব মোকররী	থানা চাকদাহ মৌজা [illegible]	৪০।৪১ খতিয়ান অধীন ৪০৩	৪-৩২	১২৸৫	প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়
৮৩ P. M. ৫৪।৫৫		ঐ	[illegible] মল্লিক মিং	৩২৩৷৶৯	৯।৫।৫৬	মধ্যস্বত্ব চিরস্থায়ী মোকররী	থানা চাকদাহ মৌজা [illegible]	৩১।৩২ খতিয়ান	৪০-৫৫	৩৬।৪	ঐ

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

THE
NADIA-PRAKASH

১০ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২রা চৈত্র, শনিবার ১৩৪১, ১৬ই মার্চ্চ ১৯৩৫ [১৪শ সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

—:০:—

২৫০০০ প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীর সংখ্যা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা আরম্ভ হইয়াছে। পরীক্ষার্থীদের সংখ্যা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে। এবার প্রায় পঁচিশ হাজার ছাত্র-ছাত্রী পরীক্ষা দিতেছে।

গতবৎসরও পূর্ব্বের চেয়ে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা অনেক অধিক ছিল এবার তাহাদের সংখ্যা তদপেক্ষাও দুই সহস্রের বেশী। অনুমান কলিকাতা কেন্দ্র হইতে প্রায় পাঁচশত বালিকা প্রাইভেট ছাত্রীরূপে পরীক্ষা দিতেছে বলিয়া জানা গেল।

বোম্বাইতে প্রচণ্ড শীত

গত কয়েকদিন ধরিয়া বোম্বাইতে প্রচণ্ড শীত পড়িয়াছে। তাপমানযন্ত্রে তাপের পরিমাণ ১০০৮ মাত্রা পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে প্রচণ্ড শীতের সময়ও এত তাপ দেখা যায় নাই।

রবিবারের উত্তাপ ১০০৭ মাত্রা ছিল; উহা স্বাভাবিক অপেক্ষা ১০ হইতে ১৫ মাত্রা অধিক।

ডাকাতির চেষ্টার কঠোর সাজা

ডাকাতির চেষ্টার অভিযোগে বসিরহাটের সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও মোহাম্মদ মোল্লা আলীপুরের অতিরিক্ত দায়রা জজ মিঃ মুখার্জ্জী কর্ত্তৃক চার বৎসর হিসাবে সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। আসামীদের অপরাধ সময়ে প্রথম ও দ্বিতীয় একসঙ্গে হইয়াছিল।

অভিযোগের বিবরণ প্রকাশ, গত ১১ই আগষ্ট সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় নামক জনৈক ভদ্রলোকের বাড়ীতে ডাকাতি হইবে, পূর্ব্ব হইতে এই সংবাদ পাইয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ে পুলিশ ও পল্লী-রক্ষী দল গোপনে ডাকাত দলের অপেক্ষা করিতে থাকে। গভীর রাত্রিতে ডাকাত দল নির্দ্দিষ্ট বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলে পুলিশ তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করে, কিন্তু রাত্রির অন্ধকারে কেবলমাত্র মোহাম্মদ মোল্লা ব্যতীত অপর সকলেই পলায়ন করিতে সক্ষম হয়। পুলিশের হাতে পড়িয়া মোহাম্মদ মোল্লা যে বিবৃতি দিয়াছিল, তদনুসারে অপর আসামীকে গ্রেপ্তার করা হয়।

ডাকাতি

গত ২৮শে ফাল্গুন শুক্রবার রাত্রি ১১টার সময় লাঠি, বল্লম ও অস্ত্রাদি সহযোগে একদল ডাকাত আমালপুর থানার পদ্মপুর গ্রামে বাদের ঘোষের বাড়ী আক্রমণ করে। হরপুজনের গ্রামে প্রবেশের সময় অনেক লোক আসিয়াছিল, বিবাহের বরযাত্রী মনে করিয়া কেহ তাহাদিগকে সন্দেহ করে নাই। বাড়ীতে প্রবেশ করিয়াই দুর্বৃত্তগণ গৃহবাসীকে নির্দ্দয়ভাবে প্রহার করিতে থাকে। চীৎকারে গ্রামবাসীরা দৌড়িয়া আসে। ডাকাতগণ তাহাদের উপর পটকা নিক্ষেপ করে। ফলে কয়েকজন আহত হইয়াছে। বাদের ঘোষের অবস্থা সঙ্কটাপন্ন। প্রায় ৫০০৲ টাকার অলঙ্কারাদি অপহৃত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। এঘটনা সম্পর্কে এখনও কোন লোক গ্রেপ্তার হয় নাই।

সিংহের আহাহ্যে ডাক্তার

শেঠ যুগলকিশোর বিড়লা সিংহের কালেরিয়া এপিডেমিকের সাহায্যকল্পে কলিকাতায় মহাবোধি সাহায্য সমিতির নিকট আরও এক হাজার টাকা দিয়াছেন। এক মাস পূর্ব্বে তিনি ৫০০৲ টাকা দিয়াছিলেন। এপর্য্যন্ত উক্ত সাহায্য ভাণ্ডারে মোট ২৫০০৲ সংগৃহিত হইয়াছে।

কাশীপুরে ভীষণ পটকা বিস্ফোরণ

গত মঙ্গলবার মধ্য রাত্রিতে কাশীপুরের এক বিবাহ উৎসবে একটী বৃহৎ আকার বোমপটকা বিস্ফোরণের ফলে ৮জন আহত হইয়াছে। আহতদিগের মধ্যে একটি বালকও আছে। কাশীপুর পুলিশ এই ব্যাপারের বিশেষ তদন্ত করিতেছে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, উক্ত রাত্রিতে একটী হিন্দুস্থানী বিবাহের শোভাযাত্রা কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট হইতে কাশীপুরে যায়। বিবাহের সময় অতিথিবৃন্দের উপস্থিতিতে যখন নানারূপ বাজি পোড়ান হইতেছিল, তখন কোন এক ব্যক্তি একটী বৃহৎ বোমপটক নিক্ষেপ করে; পটকাটী ভীষণ শব্দে ফাটিয়া যায় এবং ইহাতে আটজন আহত হয়। এই সময়ে ভয়ানক হৈ চৈ পড়িয়া যায়; সংবাদপ্রাপ্তি মাত্র ঘটনাস্থলে পুলিশ আসিয়া পড়ে এবং আহতদিগকে চিকিৎসার্থ হাসপাতালে প্রেরণ করে।

বারাসতে মোটর দুর্ঘটনা

বুধবার বারাসতের মধ্যমগ্রামের নিকট এক ভীষণ মোটর দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে। ৩৪৫নং মোটর লরী কতকগুলি করোগেট টিন, লবণের বস্তা এবং অন্যান্য জিনিষের বস্তা লইয়া আসিতেছিল। মালের উপরে ৮ জন লোক বসিয়াছিল। লরীখানি বেকাবু হইয়া পথিমধ্যে একটি খানার মধ্যে পড়িয়া যায়। চালক লাফাইয়া পড়িয়া রক্ষা পায়। আরোহীরা সকলেই আহত হয়। একজনের মৃত্যু হইয়াছে।

লক্ষ্ণৌতে তিন ব্যক্তি গ্রেপ্তার রিভলভার ও টোটা প্রাপ্তি

পুলিশ লক্ষ্ণৌ সহরের সকাল বেলায় অকস্মাৎ তিন ব্যক্তিকে খুঁজিয়া দেখিয়া গ্রেপ্তার করিয়াছে। কয়েকটি [illegible] ষড়যন্ত্র মামলা সম্পর্কে নাকি তাহাদের অনুসন্ধান করা হইতেছিল। প্রকাশ যে তাহাদের নিকট একটি ছয় ঘরা রিভলভার এবং ১৮টি টোটা পাওয়া গিয়াছে।

অন্তরীণ আইনভঙ্গে সাহায্য

রাজবন্দী শিশির বসু এবং [illegible] বন্দিকে বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া এবং একত্রে তাহাদের সহিত আহার করিয়া অন্তরীণ আইন ভঙ্গ করিতে সাহায্য করার অভিযোগে (ভারতীয় দণ্ডবিধির ১০৯ ধারা এবং বঙ্গীয় সংশোধিত ফৌজদারী আইনের ৬ ধারা) অভিযুক্ত নওগাঁর শ্রীবীরেন্দ্রনাথ মজুমদারকে রাজসাহীর দায়রা জজ মিঃ এস্ এন্ গ্রাফ বিচারে দণ্ডিত করিয়াছেন। আসামী দোষ স্বীকার করে।

মাননীয় দায়রা জজ এই ঘটনাটিকে বুদ্ধির ত্রুটি বলিয়া মত প্রকাশ করেন এবং এই বিষয় কোনরূপ জরিমানা না দিয়া আসামীকে ৫০৲ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করেন।

কূপের মধ্যে ৬টী শিশুর মৃতদেহ

ফিরোজপুরের এক সংবাদে প্রকাশ যে, কসিয়াটি নামক স্থানের একটী কূপের মধ্যে ৬টী শিশুর মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে। এক ১২ বৎসর বয়স্কা একটি বালিকার মৃতদেহ বলিয়া প্রকাশ।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আশু সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা খরচে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

(ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কত০ বেংওয়া কলেজের ইতিহাসের প্রধান ও প্রথম অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য এম-এ, মহোদয়ের গ্রেষণাবহুল এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ অপূর্ব আখ্যান ভাষায় একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-সম্বন্ধে গ্রন্থ। ৩৫ বিরাট, অভিনব ও আধুনিক মত খণ্ডিত ও বিবিধ চিত্র-দর্শনীয়। গ্রন্থে প্রাচীন প্রমাণ সহকারে মহাপ্রভুর তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত, সিদ্ধান্তের সম্যক আলোচনা প্রথম খণ্ডে স্থান পাইয়াছে, প্রায় সাড়ে ছয় শত পৃষ্ঠায় গ্রন্থ ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের লিখিত মুখবন্ধ (Foreward) প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সাজান পারিভাষিক শব্দসূচীপত্র (Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল্য—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মহারাজ গোস্বামী, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে বর্ণসার ও শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸৹ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীলভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক পত্রিকা একাদশীতে প্রকাশিত হয়। প্রতি খণ্ড ৵০ আনা। ভিক্ষার কলিকাতা বাগবাজারস্থ গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷৹ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। বৈদিবারণা শ্রীপরমহংস মঠ, হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৷৹

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৹ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এস, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া গদাধরমঠ হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১৷৹ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল মোটা অক্ষরে এবং তাহাতে বর্ত্তমান যুগে শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুভাষ্য এবং প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। অতি সুন্দর ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০২৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোকসূচী, পদ্যসূচী, গানসূচী, পত্রসূচী, বিষয়সূচী, অনুসূচী প্রভৃতি বিশদ সূচীপত্র সমেত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট সংস্করণ জগতের কোথাও আর প্রকাশিত হয় নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	প্রথম ও দ্বিতীয়		পরবর্ত্তি-সময়ে	
	সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা	সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা
প্রত্যেকবার প্রতি লাইন	৷৹	৷৶৹	৷৶	
" ইঞ্চি	৪৲	১৷৹	১৷৹	২৲
" " সিকিকলম	৫৲		৩৲	৪৲
" " অর্দ্ধকলম	৮৲	৭৲		৬৲
" " ১ কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

মাসিক হার

[যদি অন্ততঃ ১ বৎসরের জন্য চুক্তি করা হয়]

সংবাদ পৃষ্ঠার—প্রতি ইঞ্চি ৩৲, সিকি কলম ১৫৲, অর্দ্ধ কলম ২৫৲, এক কলম ৪০৲

বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠার—প্রতি ইঞ্চি ২৷৹, সিকি কলম ১২৲, অর্দ্ধ কলম ১৮৲, এক কলম ৩০৲ টাকা।

সাহায্যের হার

সডাক বার্ষিক ৯৲ নয় টাকা, ষাণ্মাসিক ৫৲ পাঁচ টাকা, ত্রৈমাসিক ৩৲ তিন টাকা, মাসিক ১৲ এক টাকা মাত্র। অগ্রিম দেয়।

ম্যানেজার, দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, জেলা নদীয়া। [illegible]

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম মায়াপুরে যাইবার ট্রেনের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৪৬,	১০—৩১,	১৩—২২	১৭—৫৮,	২০—১৬
স্বরূপগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—৫৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩০,	১১—৩১,	১৪—৯	১৮—১৩,	২০—৫৫

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার ট্রেনের সময়

পঞ্জিকার অনুযায়ী

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১২-১০	১২-৩৪	১৫-৩৪	১৮-৪০
স্বরূপগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৮-৩৯	১২-১১	১২-৪২	১৫-৪১	১৮-৫৬
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৫	১০-৩	১২-৫১	১৩-১২	১৬-১৫	১৯-৩০

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১০ম বর্ষ | ২৬ গোবিন্দ গৌরাব্দ ৪৪৮, | ২রা চৈত্র বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ১৬ই মার্চ্চ ইং ১৯৩৫ | শনিবার | ১৪শ সংখ্যা

প[illegible]-প্রসঙ্গ

চম্পহট্টে শ্রীশ্রীগৌরগদাধর

আজ পরিক্রমার ষষ্ঠ দিবস। আজ আমরা ঋতুদ্বীপ পরিক্রমা করিব। পাঠকগণ বোধ হয় অবগত আছেন, এই ঋতুদ্বীপস্থ চম্পহট্ট বা চাঁপাহাটিতেই গৌরপার্ষদ শ্রীল দ্বিজবাণীনাথ-পাণ্ডিত শ্রীশ্রীগৌরগদাধরের সেবা বিদ্যমান। যাত্রিগণ গতকল্য কোলদ্বীপ পরিক্রমণ-সমাপনান্তে এই স্থানে আসিয়া শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পাত্ররাজের নির্দ্দেশক্রমে উক্ত রাজসভার সভ্যগণকর্ত্তৃক উক্ত শ্রীশ্রীগৌরগদাধরের সেবার যে-প্রকার শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে, তাহা দর্শন করিয়াছেন। এই প্রাচীন সেবা উক্ত রাজসভার সভাপতি-প্রবর শ্রীল প্রভুপাদ কর্ত্তৃক গৃহীত হইবার পূর্ব্বে উপযুক্ত সেবকের অভাবে তাহাতে যে-প্রকার বিশৃঙ্খলা ও শৈথিল্য উপস্থিত হইয়াছিল তাহা ভাষায় বর্ণন করা যায় না। শ্রীল প্রভুপাদের এই সেবা-সমৃদ্ধি বস্তুতঃপক্ষে লুপ্ততীর্থ ও লুপ্ত-সেবারই উদ্ধার; কারণ তিনি এই সেবাভার-গ্রহণের পূর্ব্বে গৌড়ীয়বৈষ্ণবগণ এই স্থানের অস্তিত্ব বিস্মৃত হইয়াছিলেন।

প্রথম দিনের পরিক্রমার অর্থ

আমরা যেসকল দ্বীপ পরিক্রমা করিয়া আসিয়াছি এবং তথায় যাহা যাহা শ্রবণের সৌভাগ্য পাইয়াছি তাহার মর্ম্ম পর্য্যালোচনা করিব। প্রথম দিবস শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের কুঞ্জবিলাসস্থলি "ব্রজপত্তনে" স্থাপিত শ্রীচৈতন্য মঠ হইতে পরিক্রমা বাহির হইয়াছেন। পাঠকগণ বোধ হয় অবগত আছেন, এই আকর-মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীশ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণবরাজসভার পাত্ররাজ অষ্টোত্তর-শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শত উদ্যোগের ফলে প্রতি-বৎসর শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-ধাম-পরিক্রমা বিরাট্ আয়োজনের সহিত সম্পন্ন হইয়া থাকে।

পরিক্রমায় এই প্রকার সুশৃঙ্খলা আর কখনও হইয়াছে বলিয়া শুনা যায় না। আর শুদ্ধবৈষ্ণবগণের আনুগত্য ব্যতীত শ্রীধাম-পরিক্রমা কখনও সম্ভবপর নহে; কারণ ধামতত্ত্ব-অনভিজ্ঞ জনগণ ধামের স্বরূপ কি-প্রকারে বর্ণন করিবেন? ধামের স্বরূপ যদি জানিবার সৌভাগ্য না হইল তাহা হইলে বস্তুতঃপক্ষে ধাম-পরিক্রমা হয় না; বা ধাম-পরিক্রমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। যাহারা ধামস্বরূপ অবগত না হওয়ায় অহঙ্কার-বিমূঢ় অবস্থায় নিজেদের বাহাদুরী প্রদর্শন বা আনুষঙ্গিক-ভাবে পরিক্রমা করিবার ছলনা প্রদর্শন করে তাহাদের দ্বারা অপ্রাকৃত ধাম পরিক্রমা হওয়া ত দূরের কথা, বরঞ্চ তাহারা হৃদয়ে আত্মপ্রবঞ্চনা করিয়া তাহাদের বাক্যজালে পতিত জনগণকে বিষম বিপদগ্রস্ত করে। অনেক ব্যক্তি ঐ প্রকার প্রতারণায় ঠকিয়া তাহাদের সঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে বহির্গত পরিক্রমাসঙ্ঘে যোগদান করিয়াছেন। যাত্রিগণ পরিক্রমা আরম্ভের সময় শ্রীচৈতন্যমঠের উন্নতশিখর-চূড়াসমন্বিত পরম রমণীয় শ্রীমন্দির পরিক্রমণ করেন। সর্ব্বপ্রথম তাঁহারা শ্রীশ্রীগৌরবিনোদপ্রাণজীউর ভুবনমোহন শ্রীমূর্ত্তি দর্শনের সৌভাগ্য পাইয়াছেন। তৎপর প্রদক্ষিণকালে যথাক্রমে ব্রহ্ম-সম্প্রদায়ের আচার্য্য শ্রীমধ্বমুনি, রুদ্রসম্প্রদায়ের আচার্য্য শ্রীপাদ বিষ্ণুস্বামী, সনক-সম্প্রদায়ের আচার্য্য শ্রীপাদ নিম্বার্ক, শ্রীসম্প্রদায়ের আচার্য্য শ্রীপাদ রামানুজের শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিয়াছেন। প্রসঙ্গক্রমে তাঁহারা ইহাও অবগত হইয়াছেন যে ঐ আচার্য্যচতুষ্টয় সাত্বত-সম্প্রদায়ের সংরক্ষক এবং যথাক্রমে শুদ্ধদ্বৈত, শুদ্ধাদ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-স্থাপয়িতা। বেদান্ত-ব্যাখ্যামুখে তাঁহারা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তাহা হইতেই ঐ মতচতুষ্টয়ের সৃষ্টি হইয়াছে। এই মতচতুষ্টয়ের মধ্যে যে কিছু কিছু ভেদ রহিয়াছে তাহাকে মতভেদ বলা যাইতে পারে; কারণ এই চারি সম্প্রদায়ই শ্রীভগবানের সাকার বিগ্রহ স্বীকার করেন এবং ভগবান্, ভক্ত ও ভক্তির নিত্যত্ব প্রচার করেন। তাঁহাদের দার্শনিক বিচারে যে অসম্পূর্ণতা ছিল পূর্ণতম বস্তু শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর তাহা পরিপূরণ করিয়া অচিন্ত্যভেদাভেদ নামক বেদান্ত-সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যমঠের [illegible] প্রবেশ পথের পার্শ্বে যাত্রিগণ বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত, শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত শ্লোকমালা সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-পর্য্যায়ে সজ্জিত দেখিতে পাইয়াছেন। শ্রীল প্রবোধানন্দের নিম্নলিখিত ছয়টী শ্লোক যাত্রিগণের দৃষ্টি বিশেষ-রূপে আকর্ষণ করিয়া থাকিবে।

(১)

"সংসার-সিন্ধুতরণে হৃদয়ং যদি স্যাৎ
সংকীর্ত্তনামৃতরসে রমতে মনশ্চেৎ।
প্রেমাম্বুধৌ বিহরণে যদি চিত্তবৃত্তি-
র্মায়াপুরাখ্যনগরে বসতিং কুরুধ্বম্॥"

[যদি তোমার সংসারসমুদ্র উত্তীর্ণ হইবার অভিলাষ থাকে, যদি সংকীর্ত্তনামৃত-মাধুরী আস্বাদনের ইচ্ছা হয়, যদি প্রেম-সমুদ্রে বিহারার্থ চিত্তবৃত্তি হইয়া থাকে, তাহা হইলে শ্রীমায়াপুর নামক নগরে গিয়া বাস কর।]

(২)

"আচর্য্য ধর্ম্মান্ পরিচর্য্য বিষ্ণুং
বিচর্য্য তীর্থানি বিচার্য্য বেদান্।
বিনা ন গৌরপ্রিয়ধামবাসং
বেদাদি-দুষ্প্রাপপদং বিদন্তি॥"

[বর্ণাশ্রমাদি ধর্ম্ম পরিপালন, নারায়ণ নৃসিংহাদি বিষ্ণুতত্ত্বগণের সম্যক্‌রূপে অর্চ্চন, নানা তীর্থ পরিভ্রমণ, নিখিল বেদশাস্ত্র বিচার করিয়াও শ্রীগৌরপ্রিয় শ্রীধাম মায়াপুরে বসতি ব্যতীত কেহই বেদাদির দুষ্প্রাপ্য শ্রীরাধাগোবিন্দের চিন্ময়লক্ষণ শ্রীধাম বৃন্দাবনের সন্ধান জানিতে পারে না। উক্ত শ্লোকদ্বয় [illegible] সহিত পাঠ করিলে আমাদের প্রার্থনার বিষয় হইবে—

"সংসারদুঃখজলধৌ পতিতস্য কাম-
ক্রোধাদি-নক্রমকরৈঃ কবলীকৃতস্য।
দুর্ব্বাসনা-নিগড়িতস্য নিরাশ্রয়স্য
গৌরাঙ্গচন্দ্র! মম দেহি কৃপাবলম্বম্॥

—হে গৌরধাম শ্রীমায়াপুর, আমি সংসার-দুঃখার্ণবে পতিত, দুর্ব্বাসনার শৃঙ্খলে আমার চরণাদি বদ্ধ, আমি অবলম্বনহীন, কামক্রোধাদি নক্রমকর আমাকে গ্রাস করিয়াছে, এরূপ সঙ্কটসময়ে আমাকে কৃপাপূর্ব্বক আশ্রয় প্রদান করিয়া রক্ষা করুন।

[illegible]দানে শ্রাদ্ধ

গত ১২ই মার্চ্চ মঙ্গলবার দিবস শ্রীধাম মায়াপুর-নিবাসী শ্রীযুক্ত লোকনাথ দাসাধিকারী মহাশয়ের পরলোকগত জননীর শ্রাদ্ধ শ্রীচৈতন্যমঠসেবক শ্রীপাদ ভক্তিবিলাস ভক্তি-ময়ূখ ভক্তিশাস্ত্রীর পৌরোহিত্যে শ্রীচৈতন্য মঠে যথাবিধি অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এতদুপলক্ষে ২৫০ ব্যক্তিকে শ্রীমহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৬ গোবিন্দ মঙ্গলবার শ্রীগৌরাব্দ ৪৪৮

শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-পরিক্রমা

কোলদ্বীপ

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পাত্ররাজ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুকম্পায় অনুষ্ঠিত শ্রীশ্রীনবদ্বীপ ধাম পরিক্রমায় যোগদান করিবার সুযোগ পুণ্য পুণ্য জন্মের সুকৃতিফলে যাঁহাদের হইয়াছে তাঁহারা যে মহাসৌভাগ্যবান্ তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। নবদ্বীপবাসীর শ্রীগৌরকৃপালাভ-বিগ্রহ ভাগবত আনুগত্যে ভক্তিসিদ্ধান্ত বা সেবাবাহিনী পরিক্রমা করিবার সৌভাগ্য সকলের ভাগ্যে ঘটে না। তাই আজ আমরা সৌভাগ্যবান পরিক্রমাকারিগণকে অভিনন্দিত করিতেছি।

পরিক্রমার যাত্রিগণ বিগত চতুর্থ দিবসে গঙ্গার পূর্বতটস্থ শ্রীঅন্তর্দ্বীপ, শ্রীসীমন্তদ্বীপ, শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ ও শ্রীমধ্যদ্বীপ পরিক্রমণ পূর্বক গত ১২ই মাঘ গঙ্গার পশ্চিম পারে দ্বীপচতুষ্টয়ের অন্যতম শ্রীকোলদ্বীপ (সহর নবদ্বীপ) পরিক্রমা করিয়া ঋতুদ্বীপস্থ শ্রীগৌরগদাধরমঠে গমন করেন। বর্তমান সহর নবদ্বীপই অপরাধ ভঞ্জনের পাট কোলদ্বীপ। ভাগবতপাঠী দেবানন্দ পণ্ডিত মহাপ্রভুর পার্ষদ ভক্ত শ্রীবাস পণ্ডিতের চরণে অপরাধ করিয়াছিলেন। পরে তিনি মহাপ্রভুর নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করেন। ভক্তের প্রতি অবিচার ও অত্যাচারের জন্য শ্রীচৈতন্যদেব প্রথমে দেবানন্দের প্রতি শাসন-বাক্যাদি প্রয়োগ করিলেও তাঁহাকে শ্রীবাস পণ্ডিতের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করাইয়া অপরাধ হইতে মুক্ত হইবার জন্য উপদেশ দিয়াছিলেন। শ্রীদেবানন্দ মহাপ্রভুর আদেশ পালন করিয়া বৈষ্ণবাপরাধ হইতে উদ্ধার লাভ করেন। দেবানন্দের অপরাধভঞ্জনের পাট এই কোলদ্বীপ সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যভাগবতে লিখিত হইয়াছে।

'মধ্যে গঙ্গা নদীয়ায় কুলিয়ায়।'

বর্তমান সহর নবদ্বীপ, কোল আমাদ, কোলের গঞ্জ, চড়কডাঙ্গা বা গদখালির ও গদখালির সংলগ্ন নদীয়া, পাড়মেড়িয়া বা গদখালির পারমেরিয়া বা কুলিয়াগ্রাম, কেবি, কেবির কোল প্রভৃতি স্থান সমূহ, কোলদ্বীপের অন্তর্গত কুলিয়া পাহাড়পুর, ভজনকুটী, কুলিয়া সমাধিমঠ, কুলিয়া ধর্মশালা, শ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজ প্রভৃতি এই দ্বীপে বিশেষরূপে দ্রষ্টব্য।

কুলিয়া পাহাড়পুর

এই স্থানের পৌরাণিক আখ্যায়িকা এই যে, বাসুদেব নামক জনৈক ব্রাহ্মণ কুমার সত্যযুগে ভগবদ্দর্শনের জন্য ব্যাকুলভাবে ক্রন্দন করিতে থাকিলে ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু পঞ্চবর্ষীয় উচ্চ শরীরধারী কোল বা বরাহরূপে তাঁহাকে দর্শন প্রদান করিয়াছিলেন। এই জন্য এই স্থানের নাম কোলদ্বীপ। এই স্থানেই বরাহ রূপে ভগবান্ বিষ্ণু আবির্ভূত হইয়া দংষ্ট্রাগ্র দ্বারা দৈত্য হিরণ্যাক্ষকে বধ করিয়াছিলেন।

———

বৈষ্ণব-সার্বভৌম শ্রীল জগন্নাথের ভজনকুটীর

পাঠকগণ অবগত আছেন, নিত্যসিদ্ধ বাবাজী শ্রীল জগন্নাথ-দাস বাবাজী মহাশয় গৌরভক্তগণের মধ্যে একজন বৈষ্ণব-সার্বভৌম ছিলেন। এই নিত্যসিদ্ধ মহাপুরুষই শ্রীশ্রীগৌরজন্মস্থানের নির্দেশক ও শ্রীনবদ্বীপধাম প্রচারিণী সভার প্রাক্তন মূলপুরুষ। ইনি ১৩০০ বঙ্গাব্দে শ্রীগৌরজন্মভূমি শ্রীধাম মায়াপুর নির্দেশ করিয়া বহুবর্ষের অব্যক্ত নিজ প্রকটলীলা সংগোপন করেন। এই মহাপুরুষ শ্রীচৈতন্য ও বৈষ্ণব পরমার্থ প্রচারের পৃষ্ঠপোষক, শ্রীনামভজনের একনিষ্ঠ-প্রদর্শক এবং কায়মনোবাক্যে নিরন্তর হরিভজনের উপদেশক। ইনি শেষবয়সে অবস্থান কালে কোন কোন সময় গোদ্রুমে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নিকট এবং অধিকাংশ সময় কোলদ্বীপস্থ স্বীয় ভজনকুটীরে অবস্থান করিতেন।

কুলিয়া সমাধিমঠ

এখানে আমাদের পরম পূজনীয় ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজের সমাধি ছিল। এই সমাধি বাবাজী মহারাজের ইচ্ছাক্রমে বর্তমান গঙ্গার ভাঙ্গনের ফলে শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠের রাধাকুণ্ডতটে স্থানান্তরিত হইয়াছেন। পাঠকগণ বোধ হয় অবগত আছেন, বাবাজী মহারাজ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রিয় শিষ্যবর্গ। ১৩২২ বঙ্গাব্দের চাতুর্মাস্য এই দেশে যাপনের সময় কার্তিক একাদশী দিবসে তিনি অপ্রকট লীলা প্রকাশ করিয়াছেন

কুলিয়া ধর্মশালা

আমাদের পরম-গুরুদেব শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর প্রভুবরের ভজনস্থলে পবিত্র হওয়ায় এই ধর্মশালাটি ভক্তজনগণের নিত্য আদরণীয় বস্তু হইয়াছে। অনেকে ভগবদ্ভক্তির ভাণ করিয়া লোককে শাস্ত্রীয় সদাচার দেখাইয়া নিজ নিজ বিষয়-চেষ্টায় ব্যস্ত হন। তাঁহাদের এই বিষয়-চেষ্টা গোস্বামি-শাস্ত্রে বিষ্ঠার সহিত তুলনা করা হইয়াছে তাহা প্রত্যক্ষ দেখাইবার জন্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুবর এই কুলিয়া ধর্মশালার সাধারণের পুরীষত্যাগের স্থানে প্রায় চতুর্মাস কাল বাস করিয়াছিলেন।

শ্রীল বংশীদাস বাবাজী

এই বৈষ্ণবমহাত্মা কুলিয়ার নূতন চড়ায় একটী কুটীরে নিজ ভজনানন্দে মগ্ন আছেন। ইঁহার আচার বিচার সাধারণ বিচারে অবোধ্য। নবদ্বীপ পারঘাট উত্তীর্ণ হইয়া পরিক্রমার যাত্রিগণ ইঁহার ভজনস্থলী দর্শনের সৌভাগ্য পান।

অপরাধ ভঞ্জনপাট কুলিয়া

বঙ্গদেশের অনেক স্থানে কুলিয়া নামক এক একটী ক্ষুদ্র গ্রাম বর্তমান আছে। ১০৮ গ্রামের কুলিয়া অপেক্ষাও একটী অমূল্য, অসাধারণ। কেন না, ইতিহাস এই কুলিয়াকে বিশেষ সম্মান দিয়াছেন। শ্রীকুলিয়ার নাম শ্রীপাট কুলিয়া, যেখানে কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীমন্ গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু সাত দিবস অবস্থিতি করিয়া চাপাল গোপাল নামক মহাপরাধীকে শ্রীনবদ্বীপ-বাসীকে অপরাধ হইতে মুক্ত করিয়াছেন। গৌরহরি যেখানে মহেশ্বর বিশারদের জামাতানিবাসী দেবানন্দ নামক একটী ভাগবত-বক্তা পাঠকের অপরাধ মার্জনপূর্বক তাহাকে পবিত্র করিয়াছিলেন। যেখানে কৃষ্ণানন্দ নামক কোন পণ্ডিত বৈষ্ণবাপরাধে মহারোগগ্রস্ত হইয়া শ্রীমন্ মহাপ্রভুর কৃপায় রোগ ও অপরাধ হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন। অতএব তীর্থরূপে কুলিয়া নগর কোথায়, ইহা জানিতে গেলে শ্রীমদ্ মহাপ্রভুর সমসাময়িক পাঠকগণের বিচারিত গ্রন্থালোচনা ব্যতীত অন্য উপায় কি থাকিতে পারে?

কৃষ্ণনগর হইতে তিন মাইল পূর্বে একটী ক্ষুদ্র গ্রামে কয়েক বৎসর হইল কুলিয়া পাটের মেলা সংস্থাপিত হইয়াছে। প্রতি বৎসর পৌষমাসে কলিকাতা ইত্যাদি নগর হইতে বহু ব্যক্তি এই মেলায় গিয়া থাকেন। এই দিকের সাধারণ সাধারণ লোকের নিকটে কুলিয়ার নাম উচ্চারণ করিলে ঐ গ্রামকে 'কুলিয়া' বলিয়া তাঁহারা বুঝিয়া থাকেন। বস্তুতঃ 'অপরাধভঞ্জনের পাট' বা দেবানন্দের পাট' বলিয়া যে কুলিয়া শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীচৈতন্যমঙ্গল, শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্য এবং প্রেমদাস-বাবাজীকৃত চন্দ্রোদয় ভাষানুবাদে উল্লিখিত আছে সে কুলিয়া শ্রীনবদ্বীপের ষোলক্রোশ পরিক্রমার মধ্যে অবস্থিত বর্তমান। শ্রীচৈতন্যভাগবত অন্ত্যখণ্ড তৃতীয় অধ্যায়ে আমরা কুলিয়া সম্বন্ধে দেখিতে পাই —

কুলিয়া নগরে আইলেন ন্যাসিমণি।
সেই ক্ষণে সর্বদিকে হৈল মহাধ্বনি॥
সবে গঙ্গা মধ্যে নদীয়ায় কুলিয়ায়।
শুনি' মাত্র সর্বলোকে মহানন্দে ধায়॥

কপিল

"দেবহূত্যাং কর্দমতঃ প্রাদুর্ভাবমবাপ্য যঃ।
প্রোক্তঃ কপিলবর্ণত্বাৎ কপিলাখ্যো
বিবিক্তিনা॥"
(শ্রীলঘুঃ ভাঃ)

কপিল-পিতা কর্দম স্বয়ম্ভু ব্রহ্মার ছায়া হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন

"ছায়ায়াঃ কর্দমো জজ্ঞে দেবহূত্যাঃ পতিঃ প্রভুঃ।"
(শ্রীভাঃ ৩।১২।২৭)

———

ব্রহ্মা কর্দমকে প্রজা সৃষ্টি করিতে আদেশ করিলে তিনি সরস্বতী-তীরবর্তী বিজন প্রদেশে গমন করিয়া সুদীর্ঘকাল ভক্তিযোগে সমাধিনিষ্ঠ শ্রীহরির আরাধনা করিয়া যথা সময়ে তাঁহার দর্শনলাভ করিলেন। গরুড়-বাহনে লক্ষ্মীপতি নারায়ণ তাঁহার সম্মুখে আগমন করিয়া, তাঁহার দিব্যচক্ষুর গোচর হইলেন। কৃতার্থ কর্দম পরমানন্দে তাঁহাদের পাদবন্দনা এবং স্তবস্তুতি করিয়া বলিলেন— "প্রভো, আমি সকাম; পিতার প্রজাসৃষ্টির আজ্ঞাপালনের সুযোগ লাভ কামনা করিয়াই তোমার শরণ লইয়াছি। সকাম উপাসনা নিন্দনীয় হইলেও, আমি তোমারই সর্বমঙ্গলময় শ্রীপাদপদ্ম আশ্রয় করিয়াছি। জানি আমি, সকাম বা নিষ্কাম যে কোনও ভাবে তোমার চরণ আশ্রয় করিলেও, তুমি আশ্রিতজনের সকল গ্লানি দূর করিয়া তাঁহাকে শ্রীপাদসেবায় দাও।"

———

শ্রীহরি কর্দমের বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া স্মিতমুখে বলিলেন,—"বৎস,—আমার কাছে কিছুই প্রার্থনা করিতে হয় না। আমি আপনিই আমার আশ্রিত ভক্তগণের যোগক্ষেম বহন করি। তোমার যাহা আবশ্যক, তাহা আমি পূর্বেই প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি। প্রজাপতি ব্রহ্মার মনু ও তৎপত্নী শতরূপা শীঘ্রই তাঁহাদের সর্বগুণা রূপবতী কন্যা দেবহূতি সহ তোমার আশ্রমে উপস্থিত হইবেন। ঐ সর্বসুলক্ষণা কন্যা তোমাকে পতিত্বে বরণ করিবে। তাহা হইলেই তুমি পিতৃআজ্ঞা পালন করিয়া পূর্ণকাম

হইতে পারিবে। আর আমার এক বিশেষাংশে তোমাকে অবলম্বন করিয়া ঐ দেবহূতি-গর্ভে জন্মগ্রহণ করিবেন। তিনি আবির্ভূত হইয়া তত্ত্বসংহিতা প্রণয়ন করিবেন। তুমি আদেশ পালন করিয়া আমাতে সর্বকর্মফল সমর্পণ কর। তাহা হইলেই কর্মমুক্ত হইয়া সত্বরে আমাকেই পাইবে।" শ্রীহরি লক্ষ্মীসহ অন্তর্হিত হইলেন।

অতঃপর মনু ও শতরূপা কন্যা দেবহূতি সহ উপস্থিত হইয়া সর্বগুণান্বিত সুপাত্র কর্দম ঋষিকে কন্যা সম্প্রদান করিলেন। কর্দমও সেই বিশ্বরূপা পত্নী-সহ মিলিত হইয়া কালযাপন করিতে লাগিলেন। সাধ্বী দেবহূতি অনেকগুলি কন্যা এবং একটী পুত্রের জননী হইলেন। পুত্রটী জন্মগ্রহণ করিলে অন্তরীক্ষে অমরবৃন্দের দিব্যদুন্দুভি ও গন্ধর্বগণের গীত শ্রুতিগোচর হইল। মরীচি আদি ঋষিগণে পরিবৃত হইয়া ব্রহ্মা তথায় আগমন করিলেন। তিনি সানন্দে স্বীয় পুত্র কর্দমকে কহিলেন,—"বৎস, তুমি আমার আদেশ পালন করিয়া আমার সম্যক্ পূজা ও সম্মান রক্ষা করিয়াছ। পিতার প্রতি পুত্রের ইহাই কর্তব্য। তোমার সুন্দরী কন্যাগণ যোগ্য পাত্র লাভ করিয়া পবিত্রা হইবে। আর তোমার এই পুত্রটি ভগবদংশে অবতীর্ণ। জীবকে তত্ত্বজ্ঞান দিবার জন্য আবির্ভূত হইয়াছেন। ইঁহার নাম হইবে কপিল।" তারপর তিনি দেবহূতিকে কহিলেন,—মা, তোমার ভাগ্যের সীমা নাই; তুমি কৈটভারি হরির জননী হইয়াছ। এই পুত্র হইতেই তুমি কৃতার্থা হইবে।

ব্রহ্মা স্বগণসহ প্রস্থান করিলেন। প্রজাপতি কর্দম যথাসময়ে কন্যাদিগকে সুপাত্রে সমর্পণ করিয়া সংসারকর্তব্য শেষ হইয়াছে দেখিয়া আবার পূর্ববৎ বিজন বন-বাসে গিয়া হরিসাধনায় জীবন যাপন করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিয়া পতিব্রতা দেবহূতি সকাতরে কহিলেন, প্রভো, আপনি ত হরিসাধনায় চলিলেন। কিন্তু আমার গতি কি হইবে?"

কর্দম কহিলেন,—"রাজতনয়ে, তুমি কেন দুঃখিতা হইতেছ? স্বয়ং জগৎপতি তোমাকে 'মা' বলিয়া গৃহে আসিয়াছেন; তোমার আর দুঃখ কি? তুমি ভক্তিভরে তাঁহাকেই আশ্রয় কর। তিনিই তোমাকে তত্ত্বোপদেশ দিয়া সংসারপাশ হইতে মুক্ত করিবেন।"

অনন্তর মহাত্মা কর্দম মহাপ্রভু কপিল সমীপে গমন করিলেন এবং সেই ভগবৎস্বরূপ পুরুষবরের পাদপদ্মে প্রণত হইয়া কহিলেন,—"ভগবন্, বহুজন্ম ভক্তিযোগে তোমার আরাধনা করিয়া ভক্তগণ তোমার পরম স্বরূপ প্রত্যক্ষ করেন। তুমি স্বীয় ভক্তগণেরই সদা প্রীতিবৃদ্ধি সাধন কর। সেই ভক্তগণের সম্যক্ সমৃদ্ধিসাধন জন্যই তোমার শুভাগমন। তুমি ভক্তের মানবৃদ্ধি কর; তাই নিজবাক্য রক্ষা করিয়া আমার গৃহে অবতীর্ণ হইয়াছ। তত্ত্বজ্ঞান বিতরণ করাই তোমার আগমনের উদ্দেশ্য। এক্ষণে আমি তোমার সর্বসম্পদরূপ শ্রীপদে শরণ লইলাম, তুমি আমায় হিতার্থ কিঞ্চিৎ উপদেশ দাও। গৃহধর্মের প্রতি আর আমার প্রবৃত্তি নাই।"

তখন ভগবান্ কপিল কহিলেন,—"লোকে আমার বাক্যই সত্য এবং সকলে তাহাই প্রমাণরূপে গ্রহণ করে; তাই আমি আমার অঙ্গীকার মত তোমার গৃহে আসিয়াছি। আত্মতত্ত্ব উপদেশ দিবার জন্যই আমার আগমন। বিশুদ্ধ আত্মজ্ঞানের যে অতি গূঢ় মার্গ কালপ্রভাবে অশুদ্ধ ভাবের আবর্জনায় লুপ্তপ্রায় হয়, তাহাই পুনঃ প্রবর্তিত করিতে আমি এরূপ আগমন করি। যেখানেই থাক, সতত আমার (অর্থাৎ শ্রীহরির) ভজনা কর। তাহা হইতেই জীব কালের অধিকার অতিক্রম করিয়া নিত্যানন্দের অধিকারে প্রবেশ লাভ করিতে পারে, অতএব স্বপ্রকাশ পরমাত্মাকে দর্শন করিয়া অশোক অভয়পদ প্রাপ্ত হয়। আমি মাতা দেবহূতিকে উপলক্ষ্য করিয়া কামনা-নিবারণ অমোঘ ঔষধরূপ পথ্য এই কাম-কবলিত জীবগণকে বিতরণ করিব। তাহাতেই আমার জননীও সংসার-মুক্ত হইয়া অভয়-পদ লাভ করিয়া কৃতকৃতার্থা হইবেন।"

তখন ঋষি পুত্ররূপী শ্রীভগবানকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিয়া তাঁহারই পাদপদ্ম হৃদয়ে ধরিয়া অরণ্যে যাত্রা করিলেন। পুত্র কপিল সহ দেবহূতি সেই বিন্দুসরোবর-তীরস্থ আশ্রমেই বাস করিতে লাগিলেন। একদা দেবহূতি ব্রহ্মার বাক্য স্মরণ করিয়া পুত্রসকাশে গিয়া কহিলেন,—'হে প্রভো, আমার বিষয়াসক্ত মন ও ইন্দ্রিয়গণকে ভোগ যোগাইয়া আমি ক্লান্ত হইয়াছি; তথাপি আমার বিষয়-তৃষ্ণার অন্ত নাই। তাহাই আমাকে দুঃখের ঘোর অন্ধকারে লইয়া যাইতেছে। প্রাণ পাইতে পরম সৌভাগ্যে তোমাকেই এখন অবলম্বনরূপে পাইয়াছি। এবার যে রক্ষা পাইব, তাহাতে আমি দৃঢ়নিশ্চয় হইয়াছি। তুমি আদি ভগবান্ সকলের ঈশ্বর; তুমি অজ্ঞান-অন্ধকার-মগ্ন লোকসমূহের চক্ষুঃস্বরূপ সূর্যের ন্যায় উদিত হইয়াছ। আমি তোমারি মায়ায় আত্মহারা হইয়া দেহসুখে মজিয়াছি। তুমি রক্ষা কর আমাকে; আত্মজ্ঞান দিয়া মোহ দূর কর আমার। আমি তোমার চরণে প্রণত, শরণাগত।"

মাতার অদোষ ও অকপট বাক্য শ্রবণ করিয়া ভগবান্ কপিলদেব প্রফুল্লমুখে পরমসুখে কহিতে লাগিলেন, "মাতঃ, চিত্তই জীবের বন্ধন ও মোচনের হেতু। চিত্ত বিষয়ে মগ্ন হইলেই জীব বদ্ধ হয়, তাহার গতিপথ রুদ্ধ হইয়া যায়, সেই চিত্ত শ্রীভগবানে রত হইলেই জীব মোহমুক্ত হইয়া পরমপদে প্রবেশপথ প্রাপ্ত হয়। অবিদ্যা প্রকৃতি জীবকে নানা রঙ্গে নাচায়, বিষয়ে লইয়া যায়। ভক্তিযোগে সাধুসঙ্গে শ্রবণ-কীর্তনাদি ক্রমে শ্রীহরির সেবা হইতেই জীবের সকল শুভযোগ উপস্থিত হয়; [illegible] হয়, অবং শ্রীভগবানে এক অনন্যাভক্তিযোগ ব্যতীত অন্যের পরমমঙ্গললাভের পথ আর দ্বিতীয় নাই।

ভক্তিযোগের সম্বন্ধে মহিমা আমার যে প্রসঙ্গ অর্থাৎ আমার কথা [illegible], সেই প্রসঙ্গ হইতে [illegible] সংসার-ভয়ের কারণ হয়। সাধুগণ আমার গুণ [illegible] কাল যাপন করেন। আমার সেবার প্রতিকূল হইলে, তাহারা উত্তম [illegible] পরিত্যাগ করিতে [illegible] হন না। তাহারা আমার প্রসঙ্গে অনিমেষে কাল-যাপন করেন। আমার নাম, রূপ, গুণ, আলোচনা করিয়াই পরমানন্দে থাকেন। [illegible] তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে না। [illegible] [illegible] উদয় করিয়া তাহাকে [illegible] করিতে সমর্থ হয়। কারণ, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এরূপ [illegible] [illegible] আর [illegible] [illegible] হইয়া সদযুক্ত ও পবিত্র হয়। [illegible] স্বপ্রকাশ আত্মতত্ত্ব [illegible] [illegible] [illegible] করে। [illegible] [illegible] [illegible] আমার এই [illegible] প্রাপ্ত হয়।

দেবহূতি বলিলেন,—'আমি স্ত্রীজাতি: আমার বুদ্ধি তীক্ষ্ণ নহে। আমি যাহাতে সহজে বুঝিতে পারি, আয়ত্ত করিতে পারি, এমন সরলভাবে আমাকে এই ভক্তিযোগ বল। আমার কর্তব্য কি, তাহার উপদেশ দাও।"

ভগবানের [illegible] [illegible] [illegible] হইল, মাতার [illegible] [illegible] বলিতে লাগিলেন,—"মাতঃ, অনন্যমুখী সকাম [illegible] [illegible] শ্রীভগবানেই স্বাভাবিকী [illegible] [illegible]। কিন্তু তাঁহারই অনুমতি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ঐ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইলেও [illegible]। আমার অকিঞ্চন ভক্তগণ মুক্তি বাঞ্ছা কখনও করেন না। তাঁহারা সর্বদা ও সর্বথা আমার সেবাতেই অনুরক্ত আমার [illegible] [illegible] [illegible] তাহারা [illegible] [illegible]। তাঁহারা ঐ মুক্তি প্রতি ফিরিয়া না চাহিলেও, ঐ ভক্তিবিনোদী মুক্তি দাসীরূপে তাঁহাদের সেবা প্রতীক্ষা করে। তাঁহারা মুক্তলোক বা সত্যলোক অতিক্রম করিয়া শ্রীবৈকুণ্ঠে আমার নিত্যসেবা প্রাপ্ত হন। মুমুক্ষু সম্প্রদায় ঐ সাযুজ্য-মুক্তি বা মোক্ষপদ [illegible], কিন্তু আমার অনন্যভক্তগণের প্রিয়তমরূপ আমার নিত্যধামে প্রবেশ লাভ করিয়া [illegible] সম্পূর্ণ অতীত অবস্থান অঙ্গীকার করেন। আমার অনন্ত কাল-চক্র কখনও তাঁহাদিগকে গ্রাস করিতে পারে না। অতএব সাক্ষাৎ সম্বন্ধে এবং শ্রীভগবানে সুদৃঢ় সুনিশ্চল ভক্তিযোগই জীবের পরমমঙ্গলের অদ্বিতীয় পথ। মাতঃ, তুমিও সর্বতোভাবে এই পথ অবলম্বন কর।"

(ক্রমশঃ)

"সরস্বতীজয়শ্রী"

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] টাকা [illegible]। প্রাপ্তিস্থান—[illegible], বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

[দ্বিতীয় খণ্ড]

পরমার্থ বহু বিষয়ে সুশোভিত

ভিক্ষা—১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর

শুদ্ধভক্তি মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ

(আকর-মঠরাজ)

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমহাপ্রভুর [illegible] ৪০০ বর্ষ [illegible] সেবার জন্য শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর বিরাজমান। এই মঠ [illegible] শ্রীমন্মহাপ্রভুর [illegible] শ্রীবিগ্রহ [illegible] এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারী ও [illegible] আছেন। চতুর্দিকে তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠ হইতে পারমার্থিক দৈনিকপত্র 'নদীয়া-প্রকাশ', সাপ্তাহিক [illegible] ও [illegible] প্রকাশিত 'নদীয়া-প্রকাশ' মুদ্রণে প্রকাশিত হইতেছেন। পরিক্রমা শ্রীধাম পরিক্রমাকালে ও অন্যান্য [illegible] জীবন-যাত্রাপথ [illegible] সর্বদা [illegible] অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—শ্রীপাদ [illegible] ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালী প্রসাদ চক্রবর্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫

শ্রীমহাপ্রভু প্রচারিত শুদ্ধভক্তি [illegible] প্রচারোদ্দেশ্যে গৌড়দেশের মধ্যপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই মঠে শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদ-বল্লভ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্তন, মন্দির-চতুষ্পাঠী, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হয়। এই মঠ হইতে মহাপ্রভুর সমস্ত ভক্তিগ্রন্থ প্রচার, মহানাম-সঙ্কীর্তন, বক্তৃতা, পাঠ ও [illegible] অনুষ্ঠান হয়। মঠরক্ষক মহামহোপদেশক আচার্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-সহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীগান্ধর্বের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীবিভাবিন্দ ব্রহ্মচারী সেবাকোবিদ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমহাপ্রভুর কীর্তন-বিলাস বা শ্রীগৌর-লীলার রাসস্থলী এখানে শ্রীগৌরবিধুনন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্তমান, রক্ষক—শ্রীজগন্নাথ দাসাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈত-প্রভুর ভবন এবং সেবা বর্তমান। রক্ষক—গোকুলনাথ বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

(৭) কাজীর সমাধি-পাট

প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

এই স্থানে শ্রীগৌরহরি-কর্তৃক উদ্ধার কাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীমধানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তালোক।

(৮) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর গদাধর ও বলদেবের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীবনবিহারী দাস অধিকারী।

(৯) শ্রীগৌর গদাধর মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীমধু-মঙ্গল ব্রহ্মচারী।

(১০) মোদদ্রুম ছত্র "গৌড়ের নৈমিষ"

মামগাছি, পোঃ ভালুকা, (বর্দ্ধমান)।

শ্রীবাসুদেব ঠাকুর [illegible] স্থান। শ্রী[illegible]নন্দের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী, [illegible]।

(১১) ভক্তিয়া কুঞ্জকানন

শ্রীবৃন্দাবনের প্রান্তে বিকাশী,

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীমদীশানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১২) কুষ্ণকুটীর—পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া। রক্ষক—শ্রীঅনুপানন্দ অধিকারী

(১৩) ভাগবত আসন—পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

এই স্থান হইতে ভাগবতাদির প্রচারণী প্রচারিত হয়। রক্ষক—শ্রীমধানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তালোক, [illegible]।

(১৪) একায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ রামঘাল, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীকেশোনাথ ভট্টাচার্য গোস্বামী ভক্তিবান্ধব।

(১৫) মহেশ পণ্ডিতের পাট

কোঠালপাড়া, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীবৈকুণ্ঠ ব্রহ্মচারী।

(১৬) মাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, পোঃ ঢাকা

পূর্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্তমান। রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ।

(১৭) গোপালজীউমঠ—কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীউর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান। রক্ষক—শ্রীমদনদাস ব্রহ্মচারী।

(১৮) মদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)।

এখানে শ্রীমদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীমদবিহারী ব্রহ্মচারী

(১৯) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

মহদোবাদ, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য শ্রীপাদ হৃষীকেশ দাসাধিকারী এম-এ, বি-এল।

(২০) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ বারু, (ঢাকা)

এখানে শ্রীশ্রীগৌর নিত্যানন্দের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(২১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ পানাগড় (বর্দ্ধমান)।

এখানে শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারীর নিত্য সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীদেবেশ দাসাধিকারী,

(২২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

কুলহোলা, পোঃ [illegible], (মান্দ্রাজ)

এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রী[illegible] অধিকারী।

(২৩) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকাশিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে গুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণবন্ধুদাস ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী।

(২৪) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী।

(২৫) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশপাড়া, পোঃ উড়িয়াবাজার, (কটক)

এখানে শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ বিনোদবল্লভ জীউর নিত্যসেবা বর্তমান। রক্ষক-মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর

(২৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ কৃষ্ণনগর পুরী,

শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ গান্ধর্বিকাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক শ্রীসনাতন বিদ্যারত্ন।

(২৭) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্বত, পোঃ পুরী উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদবিহারীজীউর নিত্যসেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীনরহরি অধিকারী

(২৮) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌরনিত্যানন্দের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী দাসাধিকারী।

(২৯) সারঙ্গ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কটক, হরেকৃষ্ণ গোস্বামী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ গান্ধর্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্তমান। মঠরক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ দাসাধিকারী ভক্তিবান্ধব।

(৩০) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪৯নং কালীঘাট রোড, বেনারস সিটি

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীমদ্‌জীব ব্রহ্মচারী।

(৩১) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন গোস্বামী

(৩২) পরমহংস মঠ.

পোঃ নৈমিষার, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পারায়ণ ও গৌর-বিনোদ-বিহারীজীর সেবা বর্তমান।

রক্ষক—শ্রীমদনমোহন দাসাধিকারী।

(৩৩) কৃষ্ণচৈতন্য মঠ

পুরাণাশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

এখানে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিত্যসেবা হয়। রক্ষক—শ্রীমধুসূদন ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠ

সতীঘাট মথুরা

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ

(৩৫) ব্রজপত্তন কুঞ্জ—শ্রীরাধাকুণ্ড
রক্ষক—শ্রীদামোদরদাস ব্রহ্মচারী

(৩৬) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৩৭) গোবর্দ্ধন মঠ

শেরওয়ালী, পোঃ গোবর্দ্ধন, জেলা মথুরা
(পাঞ্জাব) রক্ষক—শ্রীগোপবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৩৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

২০নং চিত্রগুপ্ত রোড, নিউ দিল্লী।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকাগিরিধারীর সেবা।
রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্বস্ব পুরী মহারাজ

(৩৯) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল।

এখানে গৌরনিত্যানন্দের সেবা বর্তমান।

রক্ষক—শ্রীনরোত্তম অধিকারী।

(৪০) সারস্বত গৌড়ীয় মঠ

ভাবনগর সাহারাণপুর, ইউ, পি

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ গিরি

(৪১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ রায়পেট্টা মাদ্রাজ।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্বিকাগিরিধারীর সেবা।

রক্ষক শ্রীপাদ [illegible] ভক্তিবিনোদ।

(৪২) বোম্বে-গৌড়ীয় মঠ কার্যালয়

[illegible] রোড, ফোর্ট, বম্বে

নং ১, বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণপদ্মনাভ সেবক ব্রহ্মচারী।

(৪৩) অমরুনি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমরুনি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীমধুসূদন দাস অধিকারী

(৪৪) মহতোষ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকরিয়া, কামরূপ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী

(৪৫) পাটনা গৌড়ীয় মঠ

১০০ মিঠাপুর, পাটনা।

রক্ষক—শ্রীসিদ্ধানন্দ ব্রহ্মচারী রামরূপ

(৪৬) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠ বালেশ্বর
রক্ষক—শ্রীগোবর্দ্ধনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৭) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ-কার্যালয়

৩ গ্লাডস্টোন রোড, কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, এস, ডব্লিউ ৭, লণ্ডন

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ।

(৪৮) বার্লিন গৌড়ীয়মঠ কার্যালয়

Berlin W. 30

Eisenacher strasse 29 I.

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্—সমগ্র
প্রথম খণ্ডে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে দ্বাদশ ১৷৶০
২। অনুভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। অমৃত-প্রবাহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ)
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী ৮৲
৫। বৈষ্ণবধর্ম ২৲
৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
৮। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ৲
৯। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১০। সাধককণ্ঠমণি (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১১। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিবর্ত-তত্ত্ব ।০
১২। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৩। চৈতন্যোপনিষদ্ ।০
১৪। [illegible] ।০
১৫। ভক্তিবিনোদ কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
১৬। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৶০
১৭। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৷৵০
১৮। ভজন-রহস্য ।০
১৯। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ ও (বাঁধা) ১৲
২০। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২১। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
২২। গীতার কেবল বঙ্গ-ভাষা ।০
২৩। বৃহদ্ভাগবতামৃতম্ সানুবাদ (বাঁধা) ২৲
২৪। [illegible] (রামানুজীয়) ।০
২৫। প্রেমবিবর্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৶০
ঐ (বাঁধা) ৸০
২৬। দীপ-নির্ণয় ৶০
২৭। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৶০
২৮। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
ঐ (আবাঁধা) ৷৶
২৯। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩০। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩১। গীতমালা ৵১০
৩২। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৩। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৪। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৫। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ।০
৩৬। শরণাগতি ৵০
৩৭। গীতাবলী ৵০
৩৮। [illegible] ২।০
৩৯। [illegible] ৵০
৪০। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৵০
৪১। নবদ্বীপশতক ০
৪২। [illegible] ৵০
৪৩। সদাচারস্মৃতিঃ ৵০
৪৪। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৵১০
৪৫। [illegible] ৫।০
৪৭। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম ভাগ) ৩৲
৪৮। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৪৯। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫০। [illegible] ৸০
৫১। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫২। [illegible] ।০
৫৩। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৵০
৫৪। ঈশোপনিষদ (বলদেব ও মাধ্বভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫৫। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫৬। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৫৭। [illegible] ৵০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৮। [illegible] ।০
৫৯। সটিক শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৬০। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬১। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৷৵০
৬২। গৌড়ীয়মঠ পদ্ধতিঃ ৵০
৬৩। সারার্থবর্ষিণী ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৪। রায় রামানন্দ ।০
৬৫। এ ফিউ ওয়ার্ডস্ অন্ বেদান্ত ।০
৬৬। নামভজন ।০
৬৭। বেদান্ত—ইটস্ মর্ফলজি অ্যাণ্ড অনটোলজি ।০
৬৮। [illegible] ৷৶০
৬৯। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।০
৭০। বৈষ্ণবিজম্ ।০
৭১। [illegible] ৵০
৭২। দি ভাগবত ।০
৭৩। ইরোটিক প্রিন্সিপল্ অ্যাণ্ড আনঅ্যালয়েড ডিভোশন ।০
৭৪। ব্রহ্ম-সংহিতা ২।০
৭৫। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৸

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৭৬। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৭৭। সাধন-পথ ।০
৭৮। কল্যাণ-কল্পতরু ৵১০
৭৯। গীতাবলী ৶০
৮০। শরণাগতি ৵০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮১। শরণাগতি ৵০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠ মহাশয়ের

বেহালা পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-কালাজ্বর জীর্ণ জ্বর ও [illegible] প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ আনা, বড় বোতল ১৷৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে. বি. দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউনটেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।
জে. বি, দত্ত এণ্ড কোং
কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার
কলিকাতা

আমাশয় ও পেটের পীড়ায়

শ্রীশ্যামানন্দ দাস কবিরাজের আবিষ্কৃত

·গ্রহণী বজ্র·

ব্যবহারের কারণ

আমাশয়, রক্তামাশয় অতিসার, গ্রহণী, অজীর্ণ, পেটফাঁপা, মলবদ্ধ, সূতিকা ও শিশুর উদরাময় প্রভৃতি সকল প্রকার নূতন ও পুরাতন পেটের পীড়ায় গ্রহণী বজ্র প্রয়োগ করা প্রয়োজন হইবে।

যাঁহারা পেটের পীড়ায় নানারূপ চিকিৎসায় আরাম না হইয়া হতাশ হইয়াছেন, তাঁহারা গ্রহণী বজ্র ব্যবহার করুন, নিশ্চয় রোগমুক্ত হইবেন। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। মূল্য প্রতি শিশি ।০ আনা, ৩ শিশি ১৷০ টাকা। ডাক মাশুল ৷৵০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীরচন্দ্র ঔষধালয়, ময়মনসিংহ।
ঢাকার এজেন্ট মেসার্স মহেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং
পাটুয়াটুলি, ঢাকা

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্ততীর্থ কর্তৃক সম্পাদিত ও
ডাঃ কুঞ্জবিহারী ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ অধিকারী এল, এম, এস, কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

স্বর্ণ সুযোগ !　　　স্বর্ণ সুযোগ !

শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদরচিত গৌড়ীয়ভাষ্য সহিত

বিরাট গ্রন্থ

শ্রীশ্রীচৈতন্য ভাগবত

গ্রন্থের আয়তন :—ক্রাউন কোয়ার্টো মূল ১০৯৬ পৃষ্ঠা, সূচীপত্র ২৪৪ পৃষ্ঠা, মোট ১৩৪০ পৃষ্ঠা

ভিক্ষা (বাঁধাই) মাত্র ৭৲ সাত টাকা

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা

নদীয়া সার্টিফিকেট আদালতের নীলাম ইস্তাহার

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
[illegible] নং এবং [illegible]	নীলাম ইস্তাহার (A) (B) বা (C) যাহার প্রকাশিত	ডিক্রীদার	দেনদার	যে দাবীর জন্য সম্পত্তি বিক্রয়ের আদেশ হইয়াছে	বিক্রয়ের স্থান তারিখ ও সময়	কি রকম স্বত্ব	থানা, মৌজার নাম ও গ্রাম	খতিয়ান নং ও দাগ (জানা থাকিলে) অথবা অন্য প্রয়োজনীয় বিবরণ	জমির পরিমাণ (জানা থাকিলে)	জমা (জানা থাকিলে)	মন্তব্য
১৩ R. P. ৩৪/৩৫ নদীয়া সার্টিফিকেট আদালত		আর পালচৌধুরী	শিশিরকুমার দে	৩১৬৯	৭।৫।৩৫	রায়তি স্থিতিবান	থানা নবদ্বীপ মৌজে [illegible] [illegible]	৫৫ খতিয়ান	১.৩৩শঃ	৬৷৩	আর পালচৌধুরী
১৩৪ R. P. ৩৪/৩৫		ঐ	বাহার সেখ	৪২৸৵০	৭।৫।৩৫	ঐ	থানা শান্তিপুর মৌজে [illegible]	১২২ খতিয়ান	৪.৩৫শঃ	১১৸৵০	ঐ
২৭ A. P. ৩৪/৩৫		এ, পালচৌধুরী	[illegible] বিশ্বাস	৩৩১৸৵০	৮।৫।৩৫	ঐ	থানা হাঁসখালি মৌজা [illegible]	৫০৩ খতিয়ান	১৩.২২শঃ	৫৭৸৵৭	এ, পালচৌধুরী
৭৩ P. M. ৩৪/৩৫		প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়	প্রভাবতী দেবী	৪০।৭	৭।৪।৩৫	[illegible] মিয়াদী	থানা চাকদহ মৌজে [illegible]	৩১ ও ৩২ নং	৩.৩৫শঃ	৬৷০	প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়
১৩৬ B. ৩৪/৩৫		বিভূতিভূষণ পালচৌধুরী	[illegible] দাস	২২৷১০	৮।৫।৩৫	রায়তি স্থিতিবান	থানা [illegible] মৌজে [illegible]	৬০২ খতিয়ান	২.৩৩শঃ	৩৸৵৫	বিভূতিভূষণ পালচৌধুরী
১৩৮ B. ৩৪/৩৫		ঐ	[illegible]	[illegible]	৮।৫।৩৫	ঐ	থানা ঐ মৌজে ঐ	৫৮ খতিয়ান	৬.২৩শঃ	৬৷১০	ঐ
১৩৭ B. ৩৪/৩৫		ঐ	[illegible] সেখ	২৮৸৵০	৮।৫।৩৫	ঐ	থানা ঐ মৌজে [illegible]	১১০ খতিয়ান	২.৩	৫৸৵৯	ঐ
১৩৩ B. ৩৪/৩৫		ঐ	আবদুল [illegible] সেখ	৫৭৸৵১	৮।৫।৩৫	ঐ	থানা ঐ মৌজে [illegible]	৪২ খতিয়ান	৭.২৬	১১৸৵১১	ঐ
৮৫২ P. M. ৩৪/৩৫		প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়	[illegible]	১৩৬৸৵৫	৯।৫।৩৫	[illegible]	থানা [illegible] মৌজে [illegible]			২৭৬৸১১ .৩৮৵৫ ২২১৸৵১০	[illegible] দেবী [illegible]
৮৭ P. M. ৩৪/৩৫		ঐ	[illegible] মুখোপাধ্যায়	১৩২৸৵৯	৯।৫।৩৫	[illegible] মোকররী	থানা চাকদহ মৌজে [illegible]	[illegible] খতিয়ান [illegible]	২.৪২	১১৸৫	প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়
১৪ P. M. ৩৪/৩৫		ঐ	[illegible]	[illegible]	৯।৫।৩৫	[illegible] মিয়াদী মোকররী	থানা চাকদহ মৌজে [illegible]	[illegible] খতিয়ান	[illegible]	৬৷১৪	ঐ

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—"শ্রীমায়া" নবদ্বীপ

দৈনিক

নদীয়াপ্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

রেজিঃ নং C ১৮৪

চৈতন্যোপনিষদ্
অত অবধানে দৃশ্য-শ
অনুবাদক লব্ধপ্রতিষ্ঠ
ভাষ্যসহ। কাগজ ও
ছাপা অতি সুন্দর
ভিক্ষা ।০ মাত্র
শ্রীচৈতন্যমঠ,
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

"গৌড়ীয়"
৭ম বর্ষ হইতে
১১শ বর্ষ পর্য্যন্ত
প্রতি বর্ষ কাগজে
বাঁধান
ভিক্ষা ৫।০ মাত্র।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ
বাগবাজার, কলিকাতা

ভারতের সর্বত্র প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

১০ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৪ঠা চৈত্র, সোমবার ১৩৪১, ১৮ই মার্চ্চ ১৯৩৫ [১৫শ সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

—:০:—

চট্টগ্রামে ডাকাতির কেস

১৯৩৪ খৃষ্টাব্দের ১১ই ফেব্রুয়ারী কানাই লাল সেন বাড়ীতে ডাকাতি সম্পর্কে চট্টগ্রামের সরকারী দায়রা জজ জুরীদের সহিত একমত হইয়া আসামী কমল আহমদ ও অপর পাঁচজনকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া প্রত্যেককে পাঁচ বৎসর হিসাবে সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছিলেন। বঙ্গদেশের বিশেষ ট্রাইবুনাল আপীল হইয়াছিল। সুতরাং বিচারপতি মিঃ জ্যাক ও বিচারপতি মিঃ [illegible] এজলাসে আপীলের শুনানী শেষ হইয়াছে। অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ, আসামীরা গভীর নিশীথে কানাইলাল সেনের বাড়ীতে হানা দিয়া গৃহের কয়েকজনকে নির্দয় প্রহারে অজ্ঞান করিয়া বহু টাকার দ্রব্যাদি লুণ্ঠনপূর্ব্বক প্রস্থান করে। ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে আসামীদের গ্রেপ্তার করিয়া বিচারার্থ চালান দেওয়া হয়। আসামীদের অন্যতম বিনয় আচার্য্য জবানবন্দী প্রসঙ্গে প্রকাশ করিয়াছিল যে, সে গোয়েন্দা ইন্‌স্পেক্টরের চর হইয়া বিপ্লবীদের গতিবিধির প্রতি লক্ষ্য রাখিত। ফরিয়াদীর বাড়ীতে পলাতক আশ্রয় প্রাপ্ত কোনও ফেরারীর সন্ধান দেওয়ায় তাহার প্রতি আক্রোশ ছিল এবং এই আক্রোশের বশবর্তী হইয়া তাহারা তাহাকে মিথ্যা মামলায় জড়িত করিয়াছে। আসামী যামিনী মোহন নাথ প্রথমতঃ স্বীকারোক্তি করিয়া পরে উহা প্রত্যাহার করিয়াছেন। স্বীকারোক্তি সম্পর্কে যামিনী মোহন প্রকাশ করে যে, তাহাকে উৎপীড়ন করিয়া ও প্রলোভন দেখাইয়া স্বীকারোক্তি প্রদানে বাধ্য করা হইয়াছিল। আসামী প্রতিভা দে বলিয়াছিল যে, সে মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে অস্বীকৃত হওয়ায় এই মামলায় তাহাকে জড়িত করা হইয়াছে। বিচারপতিদ্বয় অভিমত প্রকাশ করেন যে যামিনী সম্পর্কে জুরীদের চার্জ্জ বুঝাইবার কালে জজের নির্দেশে ত্রুটি ছিল। যদি ও যামিনীকে অব্যাহতি দিয়া অপর আসামীদের আপীল ডিসমিস্ করা হইয়াছে। আসামীপক্ষে শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার বসু ও অনিল দাশগুপ্ত এবং সরকার পক্ষে শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর চট্টোপাধ্যায় উপস্থিত ছিলেন।

ভূগর্ভে কামান প্রাপ্তির কাহিনী

বিহার ব্যবস্থাপক সভার ১২ই মার্চ্চ অধিবেশনে প্রশ্নোত্তরে সময় পূর্ণীয় জনৈক সাধু স্বপ্নযোগে দেবীর প্রত্যাদেশ পাওয়ায় কিরূপে অতীত যুগের পাঁচটী কামান আবিষ্কৃত হইয়াছিল তাহার চিত্তাকর্ষক কাহিনী বিবৃত হয়।

প্রকাশ প্রকাশ যে, পূর্ণীয় সাঁওতাল পরগণা জেলার কোন এক গ্রামে থাকিত। সে বহু বৎসর যাবৎ সাধু হইয়াছিল। পূর্ণীয় নিকট স্বপ্নযোগে দেবী আবির্ভূতা হন এবং কোন এক স্থানের উল্লেখ করিয়া বলেন যে, উক্ত স্থান খুঁড়িলে সে কতকগুলি পুরাতন কামান পাইবে। সে কর্তৃপক্ষের নিকট এই বিষয় জানায় এবং উল্লিখিত স্থানে অনুসন্ধানকার্য্য আরম্ভ হয়। বহুক্ষণ খননকার্য্য চলার পর পাঁচটী পুরাতন কামান পাওয়া যায়। কামানগুলি ইহোপূর্ব্বে নিকটবর্ত্তী অঞ্চলের কোন পুরাতন দুর্গে ছিল বলিয়া অনুমিত হয়। প্রকাশ প্রকাশ যে, কামানগুলি ঢাকেশ্বরী মিউজিয়মে দেওয়া হইবে। এই মিউজিয়ম ইতিহাস সম্বন্ধে প্রভাবিত উড়িষ্যা প্রদেশের মিউজিয়মের ভিত্তি স্থাপিত হইবে। আরও প্রকাশ যে, প্রাপ্ত কামানগুলির ছিদ্র অতি ক্ষুদ্র এবং ঐগুলির মধ্যে কোন প্রকার উৎকীর্ণ লিপি নাই।

গ্রেপ্তার

বরাহনগরের সাব ইন্‌স্পেক্টর প্রফুল্লকুমার মজুমদার আলমবাজারের এক নির্জ্জন বাগান বাড়ীতে হানা দিয়া পাঁচুগোপাল দাস (৩৫) ও রজনীকান্ত দেব নামক দুই ব্যক্তিকে সন্দেহক্রমে গ্রেপ্তার করিয়াছে। ধৃত দুই ব্যক্তিই ত্রিপুরা জিলার অধিবাসী। প্রকাশ, পাঁচু গোপাল পূর্ব্বে অপর কোনও এক মামলায় দণ্ডিত হইয়াছিল। সে বা তাহার সঙ্গী কেহই পুলিশের প্রশ্নের সন্তোষজনক জবাব দিতে পারে নাই।

বাঘের কবলে মানুষ

দিনাজপুর হইতে প্রকাশ যে, কাঞ্চনগরে একটি বাঘ একজন গ্রামবাসীকে একটি জঙ্গলের ধারে ভয়ানকভাবে জখম করিয়াছিল। আহত ব্যক্তিকে সদর হাসপাতালে আনয়ন করিয়া তাহার জখমী হাতখানাকে কাটিয়া ফেলা হয়। অস্ত্রোপচারের কিয়ৎকাল পরেই তাহার মৃত্যু হইয়াছে।

চুঁচুড়ায় ডাকাতি

চুঁচুড়া সদর মহকুমার অন্তর্গত পাণ্ডুয়া থানার এলাকায় পরিহা গ্রামে সেখ উমরাও নামক জনৈক অবস্থাপন্ন ব্যক্তির বাড়ীতে আর একটী ডাকাতি হইয়া গিয়াছে।

প্রকাশ, প্রায় ১৫ জন ডাকাত ছোরা লাঠি প্রভৃতি মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া মধ্যরাত্রে সেখ উমরাওদের বাড়ীতে দরজা ভাঙ্গিয়া গৃহে প্রবেশ করে এবং গৃহের বাসিন্দ সকলকে ধরিয়া বেদম প্রহার করে। স্ত্রীলোকগণ ধনের অধিকারী সন্ধান বলিয়া দিতে অস্বীকৃত হওয়ায় দস্যুগণ তাহাদের উপরও মারপিট চালায়। অতঃপর ডাকাতেরা বাক্স, আলমারী ও সিন্দুক ভাঙ্গিয়া প্রায় ৭০০ টাকা মূল্যের নগদ টাকা ও অলঙ্কার পত্রাদি লইয়া কেহ আসিবার পূর্ব্বেই পলায়ন করে।

ভীষণ মোটর দুর্ঘটনা

গত ১২ই মার্চ্চ চিত্তরঞ্জন এবং কেন্দুয়ার মধ্যবর্ত্তী এক স্থানে এক মোটর দুর্ঘটনার ফলে চালিকা গুরুতররূপে আহত পতিত হয় এবং ১০জন আরোহীও আহত হয়। প্রকাশ যে একটী মোটর বাস খালের নিকট উল্টাইয়া যায় এবং একটী গর্ত্তে পড়িয়া যায়। আহত ব্যক্তিগণকে হাসপাতালে প্রেরণ করা হইয়াছে।

সংজ্ঞাহীন কনেষ্টবলকে গোর দিবার আয়োজন

গত ১২ মার্চ রাত্রে মজঃফরপুর পুলিশ লাইন হইতে সিকি মাইলের মধ্যবর্ত্তী এক স্থানে কুতুব খাঁ নামক এক পুলিশ কনষ্টেবলের প্রাণনাশের চেষ্টা হইয়াছিল। প্রকাশ, কয়েক ব্যক্তির চাকরী বাগানের কুতুব খাঁ প্রতিবাদ তাহারা কুতুব খাঁকে প্রহার করে; ফলে সে হঠাৎ কলেবরে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া যায়। আক্রমণকারীরা তাহাকে মৃত মনে করিয়া গোর দিবার জন্য মাটি খনন করিতে আরম্ভ করে। পুলিশ এই সংবাদ পাইয়া তৎক্ষণাৎ ঐ স্থানে গিয়া দেখে যে, তিন ব্যক্তি মাটি খুঁড়িতেছে এবং কুতুব খাঁ অজ্ঞান অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। তাহারা আহত কনষ্টেবলকে সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় হাসপাতালে প্রেরণ করে এবং মাতাল অবস্থায় উক্ত তিন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে : বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর মনোরম খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা-ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনসমেত প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের জন্য সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র দরিদ্র ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

[ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

[illegible] কলেজের [illegible] প্রধান অধ্যাপক [illegible] শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল, [illegible] এম্-এ, মহোদয়ের স্রোতস্বিনী এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ লেখনীর [illegible] কারুণ্য একাধারে [illegible] এবং [illegible] জীবনচরিত-পাঠে [illegible] এই বিরাট, [illegible] সুন্দর মানচিত্র ও [illegible] চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য [illegible] তুলনা-মূলে [illegible] প্রচারিত, [illegible] আলোচনা প্রথম খণ্ডে [illegible] অধ্যায়ে, প্রায় [illegible] পৃষ্ঠায় [illegible] শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreward) [illegible] ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে [illegible] (Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, [illegible], মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে বিষয়সার ও শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র.

১। THE HARMONIST—[illegible] শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক প্রতি [illegible] প্রকাশিত হয়। প্রতি [illegible] ভিক্ষায় কলিকাতা [illegible] গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

২। গৌড়ীয়—[illegible] শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাঙ্গলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত [illegible] ভাষায় [illegible] পারমার্থিক পাক্ষিক। বৈদিবারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১।০

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত [illegible] সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—[illegible] পাঠক শ্রীপাদ [illegible] সেবাতীর্থ বি-এল, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া [illegible] হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১।০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল শ্লোক অক্ষরে এবং তাহাতে বর্ত্তমান যুগে শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। অতি সুন্দর ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৯৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। তদ্ব্যতীত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোক সূচী, পদ্যসূচী, গ্রন্থসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়সূচী, স্থানসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী পত্র। সমগ্র শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট [illegible] [illegible] জগতে কোথাও আজ পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই, যাহা [illegible] পাঠক মাত্রেই একবারেও [illegible] পারেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য [illegible] ১২৲ বারটাকা স্থলে—৯৲ [illegible] মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	প্রথম ৩ দিনে		পরবর্ত্তি-সময়ে	
	সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা,	সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা
প্রতিবার প্রতি লাইন		।৶০	।৶	
" " ইঞ্চ	৪৲	১।০	১।০	
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲	৬৲	
" " অর্দ্ধকলম	৮৲		৭৲	৬৲
" " ১ কলম	১২৲		১০৲	৮৲

মাসিক হার

[যদি অন্ততঃ ১ বৎসরের জন্য চুক্তি করা হয়]

সংবাদ পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চ ৬৲, সিকি কলম ১৫৲, অর্দ্ধ কলম ২৫৲, এক কলম ৪০৲ বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চ ৪।০, সিকি কলম ১২৲ অর্দ্ধ কলম ২০৲, এক কলম ৩০৲ টাকা।

সাহায্যের হার

সডাক বার্ষিক ৯৲ নয় টাকা, ষাণ্মাসিক ৫৲ পাঁচ টাকা, ত্রৈমাসিক [illegible] পৌনে [illegible] টাকা, মাসিক ১৲ এক টাকা মাত্র। এক সংখ্যার মূল্য [illegible]

ম্যানেজার, দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, জেলা নদীয়া। টেলিগ্রাম—'প্রকাশ', নদীয়া

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৩—৪৬,	১০—৩১,	১৩—২২	১৭—৩৮,	২০—১৬
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—৩,	১৪ ০	১৮—৯,	২০—৪৭
স্বরূপগঞ্জ	পৌঃ	৭—৭০,	১১—৩১,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০ - ৫৫

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

সপ্তাহের অন্যান্যদিন

স্বরূপগঞ্জ	ছাঃ	৫-৪৫	৯-৫৫	১২-১০	১১-৩৪	১৫-২৪	১৮-৫৫
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫০	৯-৩০	১২-১১	১২-৫২	১৫-৩৯	১৮-৩৬
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-৫১	১১-১২	১৬-২৫	১৯-৩৪

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম
বৃন্দাবনং রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১০ম বর্ষ | ২৮ গোবিন্দ গৌরাব্দ ৪৪৮, ৪ঠা চৈত্র বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ১৮ই মার্চ্চ ইং ১৯৩৫ সোমবার | ১০৫শ সংখ্যা

কোলদ্বীপ-পরিক্রমা

নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের কৃপায় গত শুক্রবার নির্ব্বিঘ্নে কোলদ্বীপ (সহর নবদ্বীপ) পরিক্রমা সমাপ্ত হইয়াছে। পরিক্রমার সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রায় সঙ্কীর্ত্তন-সেনাপতি শ্রীল প্রভুপাদের অনুগমনে সহস্র সহস্র যাত্রী যোগদান করিয়া সুমধুর উচ্চ-সংকীর্ত্তনে দশদিক মুখরিত করিয়াছেন। শোভাযাত্রার সম্মুখে ঐকতানবাদকগণ (ব্যাণ্ডপার্টি) বিবিধ বাদ্যযন্ত্রে সুমধুর ধ্বনিতে শ্রীশ্রীরাধামাধবের গুণবিজয় বিজ্ঞাপনপূর্ব্বক নৃত্যসহকারে অগ্রসর হইতেছিল। তৎপরে চুইজন ভক্ত সম্মার্জ্জনী দ্বারা রাধামাধবের বিজয়সরণি মার্জ্জিত করিতেছিলেন। তৎপরে আশাসোটা ধারী জনগণ, তৎপরে শ্রীল প্রভুপাদ, শ্রীল প্রভুপাদের পশ্চাতে ত্রিদণ্ডিপাদগণ, তৎপর বিচিত্রবসনে বিভূষিত সুরম্য পাল্কীতে শ্রীশ্রীরাধামাধব-বিজয়-বিগ্রহ, তৎপরে মৃদঙ্গকরতালাদি সংযোগে সুমধুর সংকীর্ত্তনরত ভক্তবৃন্দ এবং সর্ব্বশেষে তাঁহাদের অনুসরণকারী সহস্র সহস্র যাত্রী অগ্রসর হইতেছিলেন। পরশ্রীকাতরতার অনলে দগ্ধীভূত খলপ্রকৃতির জনগণ যাহাতে যাত্রিগণের উপর কোনও প্রকার অত্যাচার বা অসদ্ব্যবহার না করিতে পারেন তজ্জন্য সদাশয় গবর্ণমেণ্ট পুলিশের বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। কতক পুলিশ পশ্চাদ্ভাগে অবস্থান করিয়া দুর্জ্জনগণের হৃদয়ে ত্রাস উৎপাদন করিয়াছিল। নবদ্বীপের সুযোগ্য দারোগাবাবু স্বয়ং পশ্চাতে অবস্থান পূর্ব্বক যাত্রিগণের সুবিধার প্রতি বিশেষ যত্ন গ্রহণ করিয়া ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

নদীয়ার পুলিশ সাহেব যাত্রিগণের সুব্যবস্থা করিয়া বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রাকেও পুলিশের সাহায্যে সহর নবদ্বীপ অতিক্রম করিতে হয়, ইহা স্থানের বিশেষ গৌরবের কথা নহে। পাঠকগণ বোধ হয় অবগত আছেন, একবার কতিপয় ভদ্রলোক এই স্থানে যাত্রিগণের উপর প্রস্তরাদি নিক্ষেপ করিয়াছিল; সেই বৎসর হইতে ভারতের বিভিন্ন কেন্দ্র হইতে সমাগত সহস্র সহস্র যাত্রীকে কোলদ্বীপ পরিক্রমার সময় যাহাতে কোনও প্রকারে অসুবিধায় পতিত না হইতে হয় তজ্জন্য শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিক্রমার নিয়মনকারী মহানুভব পূজ্য হইতেও শান্তিরক্ষকগণের সাহায্য গ্রহণ করিয়া থাকেন। যাত্রিগণ পোড়ামাতলায় উপস্থিত হইলে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ ভক্তিরত্নাকর হইতে কোলদ্বীপ প্রসঙ্গ পাঠ করিয়াছেন। কোলদ্বীপ পরিক্রমা করিয়া যাত্রিগণ উক্ত দ্বীপের একান্তে আম্রবাগানে কিয়ৎকাল বিশ্রাম করেন। সেই সময়ে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ সকলের আনন্দধ্বনির মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হন। পাঠকগণ বোধ হয় অবগত আছেন, বিলাতে প্রচারের পর শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজ এই সর্ব্বপ্রথম বঙ্গদেশে আগমন করিয়া পরিক্রমায় যোগদান করিলেন। তাই তাঁহাকে দর্শনমাত্রই যাত্রিগণ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিলেন।

———

এই স্থানে যাত্রিগণকে মহাপ্রভুর বাল্যভোগের প্রসাদ বিতরণ করা হয়। কিয়ৎকাল বিশ্রামের পর যাত্রিগণ চম্পকহট্ট শ্রীগৌরগদাধর মঠে [illegible] পূর্ব্ব হইতেই তাঁহাদের জন্য বাসস্থান ও মহাপ্রসাদ প্রস্তুত ছিল।

———

খুলনায় প্রচার

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক মহোপদেশক শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় কতিপয় ব্রহ্মচারীসহ গত ১৫ই ফাল্গুন খুলনায় উপস্থিত হইয়া খুলনাবাসীর আগ্রহে স্থানীয় আর্য্যধর্ম্মসভায় ১৬ই ফাল্গুন হইতে ১৮ই ফাল্গুন পর্য্যন্ত তিন দিবস সনাতনধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। ভক্তিশাস্ত্রীজীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও জ্ঞানগর্ভমূলক বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃবর্গ পরমানন্দিত হন। সভায় বহু উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি যোগদান করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে খুলনার সিভিল সার্জ্জন বাবু রাধারমণ ঘোষ, বাবু নগেন্দ্রনাথ সেন, বি-এল, এম-এল-সি, বাবু বিশ্বনাথ নন্দী বি এল, সেক্রেটারী আর্য্যধর্ম্মসভা, বাবু উপেন্দ্রনাথ বি-এল, চেয়ারম্যান মিউনিসিপ্যালিটি, বাবু বিমলানন্দ দাস গুপ্ত বি-এল, বাবু চারুচন্দ্র নাগ এম-এ, বি-এল, বাবু অরবিন্দ ভট্টাচার্য্য বি-এল, বাবু কালিপদ মিত্র বি এল, বাবু হীরালাল ঘোষ বি-এল, বাবু কালিপদ চট্টোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল, জমিদার বাবু মন্মথনাথ মিত্র এম-এ, বি-এল, বাবু নগেন্দ্রনাথ মিত্র বি-এল, বাবু সুরেশচন্দ্র দত্ত বি-এল প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

প্রাপ্ত পত্র

কাশীপুর ৪-৩-৩৫

শ্রীমন্মহাপ্রভুর গৌড়ীয়মঠে ১৫দিন যাবৎ আমি বৈকালে পাঠের সময় নিত্য উপস্থিত হইয়া পাঠ শ্রবণ করিয়া অতীব আনন্দ লাভ করি এবং অনেক ভদ্রলোক এবং সম্ভ্রান্তলোক ভক্তিপূর্ব্বক পাঠ শ্রবণ করেন। পূর্ব্বে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ [illegible] গোস্বামী মহারাজ ও শ্রীমৎ [illegible] ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী তাঁহাদের অমৃতময় পাঠ ও ব্যাখ্যায় সকলের চিত্তরঞ্জন করিয়াছিলেন। এক্ষণে তাঁহারা স্থানান্তরে যাওয়ায় শ্রীপাদ রাধারমণ ব্রহ্মচারী [illegible] শ্রীমদ্ভাগবত হইতে প্রহ্লাদ উপাখ্যান পাঠ করিতেছেন। শ্রীগুরুদেবের এমন কৃপা [illegible] অল্প বয়সে সংসার ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মচারীজী ভক্তগৃহে বাস করত নিরন্তর কায়মনোবাক্যে আচার্য্যের সেবায় নিযুক্ত রহিয়াছেন। তিনি সরল ভাষায় এমনভাবে ব্যাখ্যা করিতেছেন যে, উহা সকলেরই বোধগম্য হইতেছে। সকলেই তাঁহাতে বিশেষ আকৃষ্ট হইয়াছেন। এই বয়সে তিনি যে শ্রীগুরুদেবের এত কৃপা লাভ করিয়াছেন, তাহাতে আশা করা যায় যে সমস্ত জীবনব্যাপী গুরুসেবা ফলে তিনি যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিবেন। তাঁহার গুণে মুগ্ধ হইয়া ভগবদ্ভজন না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

কালীপূজা উপলক্ষে [illegible] বক্তৃতা প্রায় [illegible] সকলেই আনন্দলাভ করিয়াছেন। অনুমান ৫০০ শ্রোতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। ব্রহ্মচারীজী তাঁহাদের সকলেরই হৃদয়ে এক নূতন ভাব জাগাইয়া দিয়াছেন। মঠের সকলেই পরিশ্রম স্বীকারে সকলকে প্রচুর মহাপ্রসাদ বিতরণ করিয়াছেন। এ সকলই আচার্য্যকৃপা। দৈনিক নিয়মিত ভাবে পাঠ হইতেছে।

একান্ত বশম্বদ
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী
গবর্ণমেণ্ট পেন্সনার

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৬ গোবিন্দ ৪৪৩, ১০ চৈত্র ১৩৩৬

অনুগ্রহ

আমরা অনুগ্রহের সন্তান হইয়াও—স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণের নিত্যদাস বা সেবক হইয়াও আজ চতুর্দিকে... তাঁহার পাদপদ্ম বিস্মৃত হওয়ায় মায়ার কবলে পতিত হইয়াছি। তাঁহাকে ভুলিয়া বা অন্যদিকে মন দিয়া তাঁহাকে অবহেলা করিয়া আমাদের এক নিদারুণ দুর্দশা হইয়াছে, তাঁহার অহৈতুকী কৃপাবলে ব্যতীত বা সজ্জনগণের আবির্ভাবে ত্রাণ হইতে পারিলেও জীবের অবরোধ নিবৃত্ত হয় না। সুতরাং এক উদ্দেশ্যের সময় যদি কেহ এই কথার মূল ধরিয়া "আমরা কৃষ্ণের নিত্য সেবক এবং কৃষ্ণ আমাদের নিত্য প্রভু"— আমাদের এই নিত্যস্বভাবে উদ্বোধিত করিবার জন্য গুরুরূপে আমাদিগকে শিক্ষা প্রদান এবং দীক্ষা দান করেন, তাহা হইলে তাঁহার ন্যায় আমাদের পরম বন্ধু, মঙ্গলকারী, জীবনদাতা আর কে? অথবা এত বড় দয়ালু এ জগতে আর কেহ নাই। যে অনুগ্রহ সমস্ত অনুগ্রহের জনক, যাহা নিত্য, অনন্ত, অসীম ও অদ্ভুত, যাহা মৃতে প্রাণদানকারী, যাহা পিপাসার্ত জীবকুলকে নিরবধি একমাত্র কৃষ্ণামৃতপূর্ণ ও নিরবচ্ছিন্ন পুষ্টির স্বরূপ, মৃত জীবগণকে স্ব-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করিবার একমাত্র সঞ্জীবনীস্বরূপ, সেই দীক্ষা দানরূপ অনুগ্রহই অনুকম্পার পরাকাষ্ঠা বা পরম অনুগ্রহের চরম আদর্শ। বলেন,—

লব্ধানুগ্রহ আচার্যাত্তেন সন্দর্শিতাগমঃ।
মহাপুরুষমভ্যর্চেন্মূর্ত্যাভিমতয়াত্মনঃ॥
(ভাঃ ১১।৩।৪৮)

সদ্দীক্ষাই অনুগ্রহ। ইহা জীবের জীবন-স্বরূপ। সুতরাং সদ্দীক্ষা-প্রদানে জীবন দান করেন যিনি, সেই প্রাণদাতা জগদ্গুরু শ্রীগুরুদেবের যে কত ঋণ, কত মহান্ তাহা আমার ব্যক্ত করিবার ক্ষমতা কাহারও থাকিতে পারে বলিয়া মনে হয় না। তাই পরম ভাগবত শ্রীউদ্ধবদেবের দিগ্দর্শনে যাহা বলিয়াছেন তাহাই উদ্ধৃত করিতেছি

"নৈবোপযন্ত্যপচিতিং কবয়স্তবেশ
ব্রহ্মায়ুষাপি কৃতমৃদ্ধমুদঃ স্মরন্তঃ।
যোঽন্তর্বহিস্তনুভৃতামশুভং বিধুন্ব-
ন্নাচার্যচৈত্ত্যবপুষা স্বগতিং ব্যনক্তি॥"

— —

"শ্রীগুরুদেব আমার নিত্য প্রভু এবং শ্রীগৌরসুন্দর আমার প্রভুর প্রভু মহাপ্রভু আর আমি আমার প্রভুর নিত্যদাস,—এই দিব্যজ্ঞান যদি কাহারও হৃদয় অধিকার না করিয়া থাকে, তাহা হইলে সে ব্যক্তি হাজার অর্চন বা সাধনে ভগবানের অর্চন করিয়াও শ্রীগুরুদেবের অনুগ্রহ লাভ করিতে পারেন নাই। শ্রীগুরুদেব সাক্ষাৎ নিত্যানন্দ ও আমার নিত্যোপাস্য ভগবান্—একথা আমরা সাধুশাস্ত্র-মহাজনের গৌরবাক্যে জানিতে পারিয়াছি। এখন যে শ্রৌতপথের নিত্য দিন নিশ্বাস হইতে যুক্তকাম্য হইবে, তৎপাদপদ্মে রতি বা গুরুকৃপার উপলব্ধির সেই পবিত্র অবস্থা হৃদয়ে স্থান পাইয়া জীবকে সেবাসুখ-সাগরে নবনবায়মানভাবে ভাসমান করাইবে। বেদ-পথের পথিকের শ্রীগুরু-পাদপদ্মে প্রপন্ন হইবার কথা আছে; সুতরাং যদি উপদিষ্ট বিষয় না বা শ্রীগুরু-অনুগ্রহ লাভ ভাগ্যে না হইল, তাহা হইলে স্বপক্ষাভাবে সেখানে ভজনের আরম্ভ হইল কোথায়? অতএব কেন দুর্ভাগ্য-বশে এত হইলে বা ঐকান্তিকী উদ্ধার-মোচনে ব্যাকুল না হইলে ভক্তিলাভ ত দূরের কথা, ভবসাগরে অবলম্বনীয় কোন আশা নাই। সুতরাং কনিষ্ঠ শ্রীগুরুপাদপদ্মের অনুগ্রহ অর্থাৎ দিব্যজ্ঞানলাভের জন্য আত্মাণ সচেষ্ট হইলে শ্রীকৃষ্ণ দুর্বল জীব আমাদিগকে নিশ্চয়ই বল দিবেন—আমাদের মনোবাসনা বা সেবাভিলাষ পূর্ণ করিবেনই করিবেন। শ্রীমদ্ভাগবত "গুরুর্ন স স্যাৎ ন মোচয়েদ্ যঃ সমুপেতমৃত্যুম্।" এই শ্লোকে আমাদিগকে বড় ভরসা দিয়াছেন। যখন আমরা তাঁহার কৃপা লাভ করিয়াছি তখন আমরা আর মরিব কেন, ভক্তিহীন জীবনে ত জীবন-যাপন করিব কেন? জগতের সমস্ত লোকও যদি আমার গুরুকে প্রভু বলিয়া বরণ করিতে বা তাঁহাকে একমাত্র মুক্তিদাতা বলিয়া জানিতে অসমর্থ হইয়া মুক্তির ক্ষমতা ক্ষতের পতিত হয় তাহাতে আমার কিছু যায় আসে না; আমি জানি তিনি যখন আমার প্রভু, পিতা, গুরু ও বন্ধু তখন জগতের জনগণ আমার বিপক্ষ থাকিলে আমার আবার ভয় কিসের? সুতরাং সদ্গুরুচরণাশ্রিত আমি আমার প্রভুর সহিত নিত্যকাল সেবা-সেবকভাবে বাস করিব, জন্মমৃত্যুর চিন্তার কোনও কথা অবকাশ আমার নাই বা মনেও এমন কথা আমার হৃদয়ে উদিত হইতে পারে না। অতএব এ সমস্ত মুক্তিদেবের কথা গুরু-কৃপায় প্রভুদের নিকট অতি সহজ বলিয়া মনে হয়—উহাই গুরুপাদের অভ্রান্ত নির্ভীক ও নিঃসংশয় বাণী। কিন্তু হতভাগ্য আমরা এত বড় আশ্বাসবাণী পাইয়াও অধম হইয়া রহিয়াছি কৈ? আমাদের হৃদয় প্রাণে কৃপাবারির আশ্বাসের সঞ্চার হইয়াছে কৈ বা এই দেববাণীর দিব্য-জ্যোতিঃ আমাদের হৃদয়কে স্পর্শ করিয়াছে কৈ?

সংসারে উন্নতি, স্বাস্থ্যের উন্নতি, মনের আপাত শান্তি বা অনর্থের কথঞ্চিৎ বা সম্যক্ নিবৃত্তি শ্রীগুরুকৃপার ফল নয়। এগুলি ভবানুসন্ধিৎসুদের হইয়া থাকে। তাই বলি, শ্রীগুরুঅনুগ্রহের ফল—সম্বন্ধজ্ঞান ও তৎপর অভিধেয় ভক্তিযোগে প্রয়োজন কৃষ্ণপ্রেম—কৃষ্ণকীর্তনে জগৎ মুখরিত করিয়া সকলকে হৃষীকেশ গোবিন্দের সেবায় নিযুক্ত করিবার জন্য আকুলতা, অদম্য ও অপ্রতিহত চেষ্টা।

— —

এই অনুগ্রহের কথা যাঁহারা বুঝিতে পারেন বা ততোধিক ধন্য হন, তাঁহারা ভক্তি অবলম্বন পূর্ব্বক শরণাগত হইয়া যাহারা ভগবানের সেবা করেন এবং সেই ভক্তগণের নিকটেই ভগবান্ আসিয়া উপস্থিত হন। কিন্তু যাঁহার কৃপাবলে পাইয়া কৃষ্ণভজনে জীব অধিকারী হইয়াছে সেই শ্রীগুরুকে অনাদর পূর্ব্বক জীবগণ যাহা স্বতন্ত্রভাবে কৃষ্ণভজনের মূর্খতা দেখায় তাহা হইলে সেই অহঙ্কারপরায়ণ গুরুপরাধী জীবগণ অতি নিকটে উপস্থিত ভগবানকেও লাভ করিতে পারেন না, ভগবানের গৃহে বাস করিয়া, তাঁহার সহিত সতত কথোপকথন করিয়া, তাঁহার দ্বারা লালিতপালিত হইয়াও তাঁহাকে চিনিতে অসমর্থ হয় এবং ভবক্ষেত্রে গুরুরূপী ভগবান্কে প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্যভাবে পরিত্যাগ করতঃ অন্য কৃষ্ণানুসন্ধানে রত হইয়া যাহাকে কৃষ্ণ মনে করতঃ তৎসেবায় জীবনটা বৃথা কাটায়। তাই বলি, সাধু সাবধান।

"সরস্বতীজয়শ্রী"

[বৈষ্ণব-পত্র]

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের কৃপা যে-রূপে তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তগণ উপলব্ধি করিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে। ভিক্ষা ৩ৃ টাকা মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

পরমার্থ রত্নরাজিতে সুশোভিত

ভিক্ষা—প্রথম খণ্ড ১ৃ এক টাকা।

দ্বিতীয় খণ্ড—৸৹ বার আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর

কপিল

(২)

শ্রীহরিই সর্ব্বকারণ-কারণ। কেহ স্থূলবুদ্ধিবশে জড়প্রকৃতিকেই জগতের মূল-কারণ বলে; কিন্তু তাহা ভুল। প্রকৃতি হইতে স্বতন্ত্র, পুরুষই মূল কারণ। তাঁহারই বীর্য্য ধারণ করিয়া প্রকৃতি সত্ত্ববতী হয় এবং প্রসবাদি কার্য্য করে। তাহা হইতেই প্রথম এই অখিল জগতের অঙ্কুরস্বরূপ মহত্তত্ত্ব উদ্ভূত হয়। পরে তাহা হইতে এই জগতে সমস্ত সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ—এই পঞ্চ মহাভূত; গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ ও শব্দ—এই পঞ্চ তন্মাত্র; চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্—এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, বাক্, পাণি পাদ, পায়ু ও উপস্থ—এই পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়; এবং মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার এবং ঐ প্রকৃতি—এই চতুর্বিংশতি তত্ত্ব। পুরুষ পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটী প্রকৃতির গুণ—একত্রে অষ্টবিংশতি তত্ত্ব। তন্মধ্যে ঈশ্বর ও জীব ভেদে পুরুষ দ্বিবিধ। প্রকৃতি সগুণ; পরমপুরুষ ঈশ্বর নির্গুণ; যিনি পরমাত্ম-স্বরূপে অচিন্ত্যশক্তিবলে প্রকৃতি-জাত জীবদেহে অধিষ্ঠিত থাকিয়াও তাহাতে নির্লিপ্ত থাকেন তাঁহাকেই পরমাত্মা—পরমপুরুষ বলে। তাঁহারই অনুরূপ একাংশ বা স্বভাতাস, প্রকৃতির গুণে অহঙ্কারযুক্ত হইয়া জীব আখ্যা প্রাপ্ত হয়। এই জীব নির্গুণ হইয়াও আপনাকে ত্রিগুণাত্মক অভিমান করিয়া সুখদুঃখাদি দেহধর্মে লিপ্ত হন। আবার সাধুসঙ্গে নিজ তত্ত্ব অবগত হইয়া নির্গুণ স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন। আমাতে তীব্র ভক্তিযোগ হইলেই বদ্ধজীব গুণাতীত অবস্থায় আমার নিত্য সেবার স্বরূপে অবস্থান করে।

"মাতঃ, অতঃপর, এই গুণ-বন্ধন বা মায়াপাশ হইতে সম্যক্ মুক্তি পাইবার জন্য কিরূপে আমার ভজনা করিতে হয়, তাহাই বলিতেছি শুন। ভক্তিযোগীরা ধ্যানযোগে অন্তরে পরমাত্মার শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধর শ্যাম-সুন্দর শ্রীমূর্ত্তি চিন্তা করিতে করিতে তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিয়া কৃতার্থ হ'ন। শুদ্ধভক্তিযোগে ভক্তগণ যে স্বরূপ শ্রীভগবানকে দর্শন করেন, তাহা অত্যন্ত অতি সুন্দর নবকিশোর মূর্ত্তি, সেই চরণ হইতে উদ্ভূতা গঙ্গাকে মস্তকে ধরিয়া শিব ও 'শিব'-নামের যোগ্যতা লাভ করিয়াছেন।

— —

দেবহূতি কহিলেন,—"হে ভগবন্, ভক্তিযোগের কথা আমি আরও শুনিতে ইচ্ছা করি, তুমি বল। তোমাকে ভুলিয়া ঘোর মোহনিদ্রায় নিমগ্ন রহিয়াছি। তুমি তাহাকে অপনোদন করিবার জন্য পরম যোগ-প্রকাশক সূর্য্যরূপে উদিত হইয়াছ।"

পরিক্রমা-প্রসঙ্গ

প্রথম দিবসের বিবরণ

(২)

শ্রীচৈতন্যমঠে আমরা আরও দেখিতে পাইলাম শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ড, কুঞ্জমঠে অবস্থিত শ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজের সমাধিমন্দির, শ্রীভক্তিবিজয়ভবন, সরস্বতী-পীঠ, ভক্তিআলোক-গৃহ (লাইব্রেরী হাউস) নদীয়াপ্রকাশ কার্য্যালয়, নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ প্রভৃতি।

শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে ত্রিদণ্ডিপাদগণ যাত্রিগণ সমভিব্যাহারে যখন সংকীর্ত্তন সহ বহির্গত হন তখনকার দৃশ্য দর্শনে নিতান্ত পাষণ্ডহৃদয়ও ভক্তিরসে আপ্লুত না হইয়া পারে না।

পরিক্রমণের সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রায় সর্ব্বপ্রথম "শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-পরিক্রমা" এই বিজয়বৈজয়ন্তী-ধারী সেবকগণ, তৎপর ত্রিদণ্ডিপাদগণ, অতঃপর মৃদঙ্গবাদকগণ, অতঃপর মূলগায়ক এবং তৎপশ্চাতে দোহারগণ এবং তাঁহাদের অনুবর্ত্তী সহস্র সহস্র যাত্রী। প্রায় প্রত্যেকের হস্তেই সংকীর্ত্তনের বিজয়পতাকা সুশোভিত। ত্রিদণ্ডিপাদগণ শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্ম বন্দনা করিয়া তাঁহার নির্দ্দেশানুসারে পরিক্রমণ করিতে থাকেন। শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শ্রীঅদ্বৈতভবন পর্য্যন্ত সারি সারি যাত্রিগণের শ্রেণীবদ্ধ পরিপূর্ণ হওয়ায় যে দৃশ্য রচিত হইয়াছিল তাহা বড়ই মনোরম। যাত্রিগণ ত্রিদণ্ডিপাদগণের অনুগমনে সংকীর্ত্তনসহ শ্রীঅদ্বৈতভবন ও শ্রীশ্রীবাসঅঙ্গন পরিক্রমণ করিয়া শ্রীযোগপীঠে (মহাপ্রভু শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের জন্মভিটায়) উপস্থিত হন। তথায় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি মহারাজ শ্রীনবদ্বীপ-ধামমাহাত্ম্য গ্রন্থ হইতে শ্রীধাম মায়াপুর ও অন্তর্দ্বীপের কথা পাঠ করিয়া যে প্রকারে শ্রীপাদ শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজ, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ সিদ্ধ মহাত্মগণের চেষ্টায় আবিষ্কৃত হইয়াছেন তাহা বর্ণনপূর্ব্বক সিদ্ধদর্শন, ভৌগোলিক সংস্থান ও ঐতিহাসিক প্রমাণাদি সকলেই যে এই শ্রীধাম মায়াপুরকেই একবাক্যে মহাপ্রভুর প্রকটভূমি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহা বিশদরূপে জ্ঞাপন করেন। এই স্থান হইতে পরিক্রমণকারী মহাপ্রভুর ঘাট, মাধাইর ঘাট, বারকোণা ঘাট ও নাগরিয়াঘাট প্রভৃতি দর্শন করিয়া প্রাচীন গঙ্গার তীরবর্ত্তী রাস্তায় গঙ্গানগরে উপস্থিত হন। মহাপ্রভুর নিজগৃহ হইতে দক্ষিণাভিমুখে কিছুদূর গেলেই "মহাপ্রভুর ঘাট"। তথা হইতে কয়েক রশি দূরে মাধাইর ঘাট। মাধাইর ঘাট অতিক্রম করিয়া বারকোণাঘাট। তৎপরে প্রসিদ্ধ নাগরিয়া ঘাট। এই পর্য্যায়েই ঐ সকল ঘাট মহাপ্রভুর সময়ে গঙ্গাতীরে অবস্থিত ছিল। নাগরিয়াঘাটের পরেই গঙ্গানগর পল্লী। কিছুদিন পূর্ব্বে বর্ত্তমান ভারুই-ডাঙ্গা পল্লীর সন্নিহিত স্থানে গঙ্গানগরের অধিষ্ঠান ছিল।

গঙ্গানগরে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তি-সর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ উক্ত শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য হইতে গঙ্গানগরপ্রসঙ্গ পাঠ করেন এবং এই স্থানের নাম গঙ্গানগর হইবার কারণ সকলকে বুঝাইয়া দেন। গঙ্গানগর রঘুবংশের ভগীরথ কর্ত্তৃক স্থাপিত হয়। ভগীরথ গঙ্গাদেবীসহ শঙ্খ বাজাইতে বাজাইতে চলিয়া আসিবার সময় গঙ্গাদেবী এই স্থানে স্থির হইয়া ভগীরথকে বলেন যে আমি যখন মাঘমাসে নবদ্বীপ ধামে আসিয়াছি তখন এই স্থানে আমি কিছুকাল অবস্থানপূর্ব্বক আমার প্রাণপ্রভুর সেবা করিব।

গঙ্গা বলে শোন বাছা ভগীরথ বীর।
কিছু দিন তুমি হেথা হ'য়ে থাক স্থির॥
মাঘমাসে আসিয়াছি নবদ্বীপ ধামে।
ফাল্গুনের শেষে যাব তব পিতৃকামে॥
যাঁহার চরণজল আমি ভগীরথ।
তাঁর নিজধামে মোর পূরে মনোরথ॥
ফাল্গুনী পূর্ণিমা-তিথি প্রভু-জন্মদিন।
সেই দিন মম ব্রত আছে সমীচীন॥
সেই দিন তর্পণ করিব নিশ্চয়।
চলিব তোমার সনে না করিহ ভয়॥
এ গঙ্গানগরে রাজা রঘুকুলপতি।
ফাল্গুন-পূর্ণিমা দিনে করিল বসতি॥
যেই জন শ্রীফাল্গুন-পূর্ণিমা-দিবসে।
গঙ্গাস্নান করি' গঙ্গা-নগরেতে বসে॥
শ্রীগৌরাঙ্গ-পূজা করে উপবাস করি'।
পূর্ব্বপুরুষের সহ সেই যায় তরি'॥
সহস্র পুরুষ পূর্ব্বগণ সঙ্গে করি'।
শ্রীগোলোক প্রাপ্ত হয় যথা তথা হরি'॥

এই গঙ্গানগরে গঙ্গাদাস পণ্ডিতের গৃহে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর অধ্যয়ন করিবার লীলাপ্রকাশ করিয়াছেন। মহাপ্রভু যখন কাজীকে উদ্ধার করিবার জন্য গিয়াছিলেন তখন তাৎকালীন গঙ্গার তীরবর্ত্তী এই সকল স্থান সংকীর্ত্তনসহ অতিক্রম করিয়াছিলেন। পরিক্রমার যাত্রিগণ ত্রিদণ্ডিপাদগণের অনুগমনে সেই বর্ত্ম অনুসরণপূর্ব্বক কাজীর বাড়ীতে গমন করেন। তথায় শ্রীপাদ গিরি মহারাজ মহাপ্রভুর কাজী-উদ্ধার-প্রসঙ্গ পাঠ করেন এবং আচার্য্য শ্রীপাদ কিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব বি-এল মহোদয় একটী সরস শিক্ষাপ্রদ বক্তৃতা প্রদান করেন।

———

কাজীর সমাধি হইতে যাত্রিগণ ভক্তপ্রবর শ্রীধরের অঙ্গনে গমন করেন। তথায় শ্রীপাদ গিরি মহারাজ শ্রীধরপ্রসঙ্গ পাঠ করেন এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ তৎপ্রসঙ্গে একটী নাতিদীর্ঘ সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। এই স্থানের একটী নাম বিশ্রামস্থান। কারণ নগর-সংকীর্ত্তন-সময়ে মহাপ্রভু এই স্থানে বিশ্রাম করিয়াছিলেন। ভক্তপ্রবর শ্রীধরের প্রসঙ্গ বোধ হয় পাঠকগণ বিশেষরূপে অবগত আছেন। তিনি খোলাবেচা শ্রীধর নামে পরিচিত। শ্রীগৌরসুন্দর প্রত্যহ বিপণি হইতে শ্রীধরের থোড়-মোচা'র খোল কাড়িয়া লইয়া আসিতেন। শ্রীধরের জিনিস ব্যতীত তাঁহার ভোজন হইত না। মহাপ্রকাশের দিন তিনি শ্রীধরকে শ্রীবাসঅঙ্গনে ডাকাইয়া আনিয়া স্বীয় প্রকাশময় বিগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। সন্ন্যাসের পূর্ব্ব রাত্রিতেও মহাপ্রভু শ্রীধর-প্রদত্ত লাউ শচী মাতাকর্ত্তৃক রন্ধন করাইয়া ভোজন করিয়াছিলেন। কবি কর্ণপুরের মতে তিনি ব্রজে সে পাশের অন্যতম কুসুমাসব গোপাল।

শ্রীধর অঙ্গন হইতে যাত্রিগণ মুরারিগুপ্তের আলয়ে উপস্থিত হন। শ্রীল প্রভুপাদ পূর্ব্বেই তথায় উপস্থিত হইয়া অধিষ্ঠান করিয়াছেন। যাত্রিগণ তথায় উপস্থিত হইলে শ্রীল প্রভুপাদ যাত্রিগণসহ মুরারি গুপ্তের শ্রীমন্দির পরিক্রমা করেন। অতঃপর পরিক্রমাসঙ্ঘ পুষ্পকুণ্ড পরিদর্শন করিয়া মহানন্দে নৃত্য করিতে করিতে বহুক্ষণ মহামন্ত্র কীর্ত্তন করেন।

প্রাতঃকালে ৭॥০ ঘটিকার সময় বহির্গত হইয়া পরিক্রমা ১০॥ ঘটিকার সময় শ্রীচৈতন্যমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন। তৎপর স্নানাদি অন্তে তাঁহাদের অপরাহ্ণ তিন ঘটিকার মধ্যে মহাপ্রসাদ সম্মানকার্য্য সমাপন হয়। পুনরায় অপরাহ্ণে শ্রীচৈতন্যমঠের শ্রবণ-সদনে কীর্ত্তন আরম্ভ হয়। উক্ত সুবৃহৎ প্রাঙ্গণ এবং তৎসংলগ্ন প্রশস্ত স্থান যাত্রিবৃন্দে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীল প্রভুপাদ সহস্র সহস্র যাত্রিবৃন্দের আত্মনিবেদন সম্বন্ধে ঘণ্টাধিক কাল হরিকথা-কীর্ত্তন করেন। অতঃপর শ্রীপাদ নেমি মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

দ্বিতীয় দিবসের বিবরণ

পরিক্রমার দ্বিতীয় দিবসে প্রধানতঃ সীমন্তদ্বীপ পরিক্রমা হইয়াছে। গত ১২ই মার্চ্চ মঙ্গলবার পরিক্রমার যাত্রিগণ ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসম্বল ভাগবত মহারাজের অনুসরণক্রমে শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মে প্রণতিজ্ঞাপন করিয়া সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রাসহ পূর্ব্বদিনের ন্যায় শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে পরিক্রমায় বহির্গত হন। তাঁহারা সীমন্তদ্বীপে উপস্থিত হইলে শ্রীপাদ গিরি মহারাজ শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য হইতে এই দ্বীপের প্রসঙ্গ পাঠ করিয়া সকলকে বুঝাইয়া দেন। এই দ্বীপে পার্ব্বতী দেবী শ্রীশ্রীগৌরপদধূলি সীমন্তে ধারণের সৌভাগ্য পাইয়াছিলেন বলিয়া ইহার নাম হইয়াছে সীমন্তদ্বীপ। সত্যযুগে মহেশ্বর এই স্থানে শ্রীগৌরাঙ্গ নাম-কীর্ত্তন করিতে করিতে আনন্দে নৃত্য করিয়াছিলেন। মহেশ্বরের ঐ ভাব দর্শন করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর তত্ত্ব ও লীলাদি সম্বন্ধে পরিপ্রশ্ন করেন। ধূর্জ্জটীর নিকট শ্রীগৌর-মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া পার্ব্বতীদেবী এই স্থানে তাঁহার ধ্যান করিয়াছিলেন এবং শ্রীগৌরাঙ্গের দর্শন পাইয়া তাঁহার পদধূলি সীমন্তে ধারণ করিয়াছিলেন।

শ্রীপাদ গিরি মহারাজের পর আচার্য্য শ্রীপাদ কিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব বি-এল মহোদয় শ্রবণের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে একটী সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। তৎপরই পরিক্রমা সঙ্ঘ চলিতে চলিতে একটী বটবৃক্ষতলে উপস্থিত হইলে শ্রীপাদ ভক্তি-সৌরভ ভক্তিসার মহোদয় "পরিক্রমার প্রয়োজনীয়তা" সম্বন্ধে আবেগময়ী ভাষায় একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। পথিমধ্যে অন্যান্য শ্রীপাদ গিরি মহারাজ শ্রীধাম-পরিক্রমায় কি-প্রকার স্বাভাবিক উৎসাহ ভক্তবৃন্দের হৃদয়ে আনন্দে নৃত্য করে তাহা বর্ণনপূর্ব্বক একটী বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন। তৎপর যাত্রিগণ ত্রিদণ্ডিপাদগণের অনুগমনে সরডাঙ্গাগ্রামে শ্রীজগন্নাথদেব দর্শন করেন। এইস্থানে শ্রীপাদ গিরি মহারাজ শ্রীজগন্নাথদেবের প্রসঙ্গ পাঠ করেন। তৎপর যাত্রিগণ বেলা প্রায় ১টার সময় শ্রীচৈতন্যমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

রাত্রিতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি মহারাজ সুললিতস্বরে প্রাঞ্জলভাষায় দুই ঘণ্টা শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন। পাঠের আরম্ভে ও অন্তে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন করেন।

সৎক্রিয়াসার

তৃতীয় সংস্করণ

অ' মী ভক্ষা প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা ১।০ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন
গ্রন্থ-বিভাগ শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শুদ্ধভক্তি মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ

(আকর মঠরাজ)

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমহাপ্রভুর জন্মের পর ৪০০ বর্ষ [illegible] শ্রীচৈতন্য 'দেবের বর্ণ' [illegible] বর্তমান। এই স্থান সংকীর্তন-তীর্থ, সর্বত্র [illegible] শাস্ত্রসম্মত। এই মঠ হইতে শ্রীবিষ্ণু-স্বামীর ব্যাকরণ [illegible] প্রকাশিত হয়, এবং অন্যান্য [illegible] শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারী এবং [illegible] আচার্য-চতুষ্টয় [illegible] নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠ হইতে পারমার্থিক দৈনিক 'নদীয়া-প্রকাশ', মা [illegible] প্রকাশিত হইতেছেন। [illegible] 'বক্তৃতাপ্রভৃতি' ও [illegible] সর্বদা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—শ্রীপাদ [illegible] সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্তী স্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভু পরিত্যক্ত মূর্তিরূপ [illegible] এই স্থানে অবস্থিত আছেন। এই [illegible] শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীরাধা-গোবিন্দ [illegible] নিত্য সেবিত হন। 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সংকীর্তন, [illegible] শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত [illegible] লীলা ও শাস্ত্রের সম্যক্ আলোচনা হয়। এই মঠ হইতে [illegible] প্রচার, [illegible] ও সজ্জন-মঠ-মহোৎসবাদি [illegible] অনুষ্ঠান হয়। [illegible] আচার্যের [illegible] বিরাজিত।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী সেবাকোবিদ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্তন-বিলাস বা শ্রীগৌর-লীলার রাসস্থলী এখানে শ্রীগৌরবিধানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্তমান, রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্তমান। রক্ষক—গোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

(৭) কাজীর সমাধি-পাট

প্রাচীন [illegible] বামনপুকুর (নদীয়া)

[illegible] শ্রীগৌরসুন্দরের কীর্তন-কাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তালোক।

(৮) শ্রীনন্দন-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীস্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌরগদাধর ও রাধাকৃষ্ণের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীবনবিহারী দাস অধিকারী।

(৯) শ্রীগৌর গদাধর মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, (বর্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীবনমালী ব্রহ্মচারী।

(১০) মোদদ্রুম ছত্র শ্রীগৌড়ের বৈদিক

মাউগাছি, পোঃ [illegible], (বর্ধমান)।

শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর শ্রীপাট।

শ্রীগৌরনিতাইয়ের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণ [illegible], [illegible]

(১১) শ্রীশ্রীভক্তিরত্ন কুঞ্জকানন

শ্রীনৃসিংহদেবের মন্দির নিকটবর্তী, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীনরোত্তমানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১২) কুঞ্জকুটীর—পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া। রক্ষক—শ্রীহৃদয়ানন্দ অধিকারী

(১৩) ভাগবত আসন—পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

এই স্থান হইতে ভাগবত-সম্বন্ধীয় গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হয়। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তালোক, [illegible]।

(১৪) একায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ রাজপাট, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য গোস্বামী ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৫) মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুল, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরবিকিশোর ব্রজবাসী।

(১৬) মাধ্বগৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, পোঃ ঢাকা

পূর্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ।

(১৭) গোপালজীউ মঠ—কমলাপুর, ঢাকা

গোপালজীউ ও শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান। রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রজবাসী।

(১৮) সরাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)।

এখানে শ্রীনিতাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা [illegible] শ্রীগোপীকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(১৯) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২০) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাধব, (ঢাকা)

এখানে মদনমোহন শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীপাদ কৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(২১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ মানকর (বর্ধমান)।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারীর নিত্য-সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীসর্বেশ্বর দাসাধিকারী।

(২২) চৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

ভুবনেশ্বর, পোঃ [illegible], (মানভূম)

এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী।

(২৩) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরাদিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে গুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তবন্ধু।

(২৪) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী।

(২৫) সচ্চিদানন্দ মঠ

বালিয়ালি, পোঃ ডাক্তারবাজার, (কটক)

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদবিহারী জীউর নিত্যসেবা বর্তমান। রক্ষক মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর

(২৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর পুরী,

শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ গান্ধর্বিকা-গিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন।

(২৭) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্বত, পোঃ পুরী চাঁড়া।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদবিহারীজীউর নিত্য-সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীগদাধর অধিকারী

(২৮) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী দাসাধিকারী।

(২৯) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভূর, গোদাবরী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্তমান। মঠরক্ষক—শ্রীনিতাইচরণ দাসাধিকারী ভক্তিলোচন।

(৩০) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪২নং কবিরপুরা, বেনারস সিটি

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীমদেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(৩১) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারীর সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন যোগী

(৩২) পরমহংস মঠ

পোঃ নিমসার, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর-বিনোদ-বিলাসজীর সেবা বর্তমান।

রক্ষক—শ্রীনারায়ণ দাসাধিকারী।

(৩৩) কৃষ্ণচৈতন্য মঠ

পুরাণমহল, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

এখানে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিত্য-সেবা হয়। রক্ষক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠ

সতীবুরুজ, মথুরা

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ

(৩৫) ব্রজস্বানন্দ সুখদকুঞ্জ—শ্রীরাধাকুণ্ড

রক্ষক—শ্রীরাধারমণচরণদাস ব্রহ্মচারী

(৩৬) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৩৭) গোকুলবিহারী মঠ

[illegible], পোঃ ফেরোজপুর, জেলা গুরুদাসপুর (পাঞ্জাব) রক্ষক—শ্রীগোকুলবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৩৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্বিকা-গিরিধারীর সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসম্বন্ধ তুর্যাশ্রমী

(৩৯) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল।

এখানে গৌরমদনমোহনের সেবা বর্তমান।

রক্ষক—শ্রীনন্দগোপাল অধিকারী।

(৪০) সারস্বত গৌড়ীয় মঠ

তারবার সারঙ্গপুর, কটক, সি

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকমল মিত্র

(৪১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ রায়পেট্টা মাদ্রাজ।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্বিকা-গিরিধারীর সেবা। রক্ষক - শ্রীপাদ সদানন্দ ভক্তিবিভাস।

(৪২) বোম্বে-গৌড়ীয়-মঠ কার্যালয়

পোদ্দার রোড, চৌপাটি বিল্ডিং, ব্লক নং ১, বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ দেবশর্মা মজুমদার।

(৪৩) অমরাসি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমরাসি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীমহেশ্বর দাস অধিকারী

(৪৪) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী

(৪৫) পাটনা গৌড়ীয় মঠ

১০০ মিঠাপুর, পাটনা।

রক্ষক—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী বাসকৃষ্ণ

(৪৬) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠ বালেশ্বর

রক্ষক—শ্রীবনোয়ারীলাল ব্রহ্মচারী

(৪৭) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ-কার্যালয়

৩ গ্লাডস্টোন হাউস, গ্লস্টার গার্ডেন্স, এন ডব্লিউ ৭, লণ্ডন

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ।

(৪৮) বার্লিন গৌড়ীয়মঠ কার্যালয়

Berlin W. 30

Eisenacher strasse 29 I.

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্‌—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ৸৹
২। অনুভাষ্য বিবৃতি শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। অনুভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৬৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী ৪৲
৫। বৈষ্ণব[illegible] ২৲
৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
৮। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
৯। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸৹
১০। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷৹
১১। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব
১২। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸৹
১৩। চৈতন্যোপনিষদ্ ৷৹
১৪। [illegible] ৷৹
১৫। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
১৬। গৌড়ীয়-গৌরব ৸৹
১৭। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৸৹
১৮। ভজন-রহস্য ৷৹
১৯। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ ৩ (বাঁধা) ১৲
২০। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২১। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ)
২২। গীতার কেবল মূল-ভাষা
২৩। [illegible] (বাঁধা) ২৲
২৪। বেদান্তসূত্রের ভাষ্য (রামানুজীয়) ৷৹
২৫। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸৹
ঐ (বাঁধা) ৸৹
২৬। দীন-দিগ্‌দর্শন ৵৹
২৭। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৵৹
২৮। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷৹
ঐ (আবাঁধা) ৷৵
২৯। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸৹
৩০। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵৹
৩১। গীতমালা ৴১০
৩২। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶৹
৩৩। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵৹
৩৪। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷৹
৩৫। গৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ৷৹
৩৬। শরণাগতি ৴৹
৩৭। গীতাবলী ৴৹
৩৮। চিত্রে নবদ্বীপ
৩৯। সাধনকণা ৴৹
৪০। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴৹
৪১। নবদ্বীপশতক
৪২। অর্থপঞ্চক ৴৹
৪৩। সদাচারস্মৃতিঃ
৪৪। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১০
৪৫। [illegible] ৶১০
৪৬। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম ভাগ) ৬৲
৪৮। ব্রহ্মসংহিতা ৷৹
৪৯। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ৷৹
৫০। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸৹
৫১। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ৷৹
৫২। [illegible] ৷৹
৫৩। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৴৹
৫৪। ঈশোপনিষদ্ (বলদেব ও মাধ্বভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ)
৫৫। শ্রী[illegible] ৶৹
৫৬। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶৹
৫৭। সাংখ্যবাণী ৴৹

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৮। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী মাধুর্য্যঃ ৷৹
৫৯। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্ ৷৹
৬০। তত্ত্বসূত্রম্ ৷৹
৬১। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৵৹
৬২। গৌড়ীয়মঠ পাঠচয়ঃ ৴৹
৬৩। [illegible] ৶৹

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৪। রায় রামানন্দ ৷৹
৬৫। এ কিউ অর্ডিন অব বেদান্ত ৷৹
৬৬। নামভজন ৷৹
৬৭। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজি এ্যাণ্ড অন্টোলজি ৷৹
৬৮। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড্‌স্ ৸৹
৬৯। লর্ড এ্যাণ্ড প্রেসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ৷৹
৭০। বৈষ্ণবীজম্ ৷৹
৭১। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৴৹
৭২। দি ভাগবত ৷৹
৭৩। থিইষ্টিক প্রিন্সিপল্‌স এ্যাণ্ড [illegible] ৷৹
৭৪। ব্রহ্ম-সংহিতা ২৷৹
৭৫। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম ভাগ) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৭৬। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷৹
৭৭। সাধন-পথ ৷৹
৭৮। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৭৯। গীতাবলী ৴৹
৮০। শরণাগতি ৴৹

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮১। শরণাগতি ৴৹

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। প্লীহা যকৃৎ সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৸৵৹ আনা, বড় বোতল ১৵৹ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে. বি. দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এত কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে আর উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে. বি. দত্ত এণ্ড কোং
সরবরাহ—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার
কলিকাতা

আমাশয় ও পেটের পীড়ায়

শ্রীশ্যামানন্দ দাশ কবিরাজের আবিষ্কৃত

গ্রহণী বজ্র

ব্যবহার করুন

আমাশয়, রক্তামাশয় অতিসার, গ্রহণী, অজীর্ণ, পেটফাঁপা, অম্ল, বমন, শূলবেদনা ও শিশুর উদরাময় প্রভৃতি সকল প্রকার নূতন ও পুরাতন পেটের পীড়ায় গ্রহণী বজ্র প্রত্যক্ষ ফল প্রদ মহৌষধ।

যাহারা পেটের পীড়ায় নানারূপ চিকিৎসায় অর্থব্যয় [illegible] করিয়া ফল লাভ করিতে পারেন নাই তাঁহারা গ্রহণী বজ্র ব্যবহার করুন, [illegible] হইবেন। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। মূল্য [illegible] শিশি ১০ আনা, [illegible] ডাক মাশুল ।৵৹ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীকৃষ্ণ ঔষধালয়, ময়মনসিংহ।
ঢাকার এজেন্ট মেসার্স মহেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং
পাটুয়াটুলি, ঢাকা

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও শ্রীকুঞ্জবিহারি [illegible] ভক্তিভূষণ [illegible] এম, এম, এম, কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

স্বর্ণ সুযো'   স্বর্ণ সুযোগ !

শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদরচিত গৌড়ীয়ভাষ্য সহিত

[illegible] গ্রন্থ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থের আয়তন :—ক্রাউন কোয়ার্টো মূল ১০৯৬ পৃষ্ঠা, সূচীপত্র ২৫৪ পৃষ্ঠা, মোট ১৩৫০ পৃষ্ঠা

ভিক্ষা (বাঁধাই) মাত্র ৭ সাত টাকা

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা

নদীয়া সার্টিফিকেট আদালতের নীলাম ইস্তাহার

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
কেস্ নং এবং কোর্টের নাম	নীলাম ইস্তাহার (A) (B) বা (C) ধারায় প্রকাশিত	ডিক্রীদার	দেনাদার	যে দাবীর জন্য সম্পত্তি বিক্রয়ের আদেশ হইয়াছে	বিক্রয়ের স্থান তারিখ ও সময়	কি রকম স্বত্ব	থানা, মৌজার নাম ও গ্রাম	খতিয়ান নং প্লট (জানা থাকিলে) অথবা অন্য প্রকারের বিবরণ	জমির পরিমাণ (জানা থাকিলে)	খাজনা (জানা থাকিলে)	মন্তব্য
৮৩ P. M. ৩৪।৩৫ কৃষ্ণনগর সার্টিফিকেট আদালত		[illegible] মুখোপাধ্যায়	[illegible] মুখোপাধ্যায় দিং	৩০./০	[illegible]	নিষ্কর ব্রহ্মত্র	থানা চাকদহ মৌজা [illegible]	[illegible] খতিয়ান	[illegible]	নিষ্কর ব্রহ্মত্র [illegible]	[illegible] মুখোপাধ্যায়
৮০ P. M. ৩৪।৩৫			ঐ	১১৵৯	[illegible]	নিষ্কর ব্রহ্মত্র	থানা চাকদহ	[illegible] খতিয়ান	[illegible]	নিষ্কর ব্রহ্মত্র	
৮৯ P. M. ৩৪।৩৫			[illegible] দিং	৯১৯	[illegible]			[illegible] খতিয়ান	[illegible]		
৯ P. M. ৩৪।৩৫			[illegible] দাস	৮।/০	[illegible]	ব্রহ্মত্র [illegible]	ঐ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ঐ
১১ P. M. ৩৪।৩৫			[illegible] ঘোষ দিং	[illegible]	[illegible]	নিষ্কর ব্রহ্মত্র	থানা [illegible] মৌজা [illegible]	[illegible] খতিয়ান	[illegible]	নিষ্কর ব্রহ্মত্র	
৩ N. ৩৪।৩৫		[illegible] বাহাদুর	গোবিন্দচন্দ্র দাস দিং	[illegible]	[illegible]	[illegible]	থানা [illegible] মৌজা [illegible]	[illegible] খতিয়ান	[illegible]	[illegible]	[illegible] বাহাদুর
[illegible] R. P. ৩৪।৩৫		[illegible] চৌধুরী	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ঐ	থানা [illegible] মৌজা [illegible]	[illegible] খতিয়ান	[illegible]	[illegible]	[illegible] চৌধুরী
[illegible] R. P. ৩৪।৩৫		ঐ	[illegible] রায় দিং	[illegible]	[illegible]	ব্রহ্মত্র [illegible]	থানা [illegible] মৌজা [illegible]	[illegible] খতিয়ান	[illegible]	[illegible]	
[illegible] R. P. ৩৪।৩৫		ঐ	ঐ	[illegible]	[illegible]	ঐ	থানা ঐ মৌজা ঐ	[illegible] খতিয়ান	[illegible]	[illegible]	ঐ
[illegible] R. P. ৩৪।৩৫				[illegible]	[illegible]	ঐ	থানা ঐ মৌজা ঐ	[illegible] খতিয়ান	[illegible]	[illegible]	ঐ
[illegible] R. P. ৩৪।৩৫		ঐ		[illegible]	[illegible]		থানা ঐ মৌজা ঐ	[illegible] খতিয়ান	[illegible]	[illegible]	

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'শ্রীনাথ' নবদ্বীপ

দৈনিক

REG. C 1546

নদীয়াপ্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

[illegible] [illegible]

১০ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৫ই চৈত্র, মঙ্গলবার ১৩৪১. ১৯শে মার্চ ১৯৩৫ [১৬শ সংখ্যা

চৈতন্যোপনিষদ্
বঙ্গ অক্ষরে মূল ও অনুবাদসহ প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি উত্তম।
ভিক্ষা ।০ মাত্র
শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

"গৌড়ীয়"
১ম বর্ষ হইতে ১১শ বর্ষ পর্য্যন্ত প্রতি বর্ষ কাপড়ে বাঁধাই
ভিক্ষা ৩।০ মাত্র।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ
বাগবাজার, কলিকাতা

বিবিধ সংবাদ

—:০:—

বৈজ্ঞানিক সংবাদ

কথা কওয়া অর্থাৎ সবাক গ্রন্থ। এ গ্রন্থ তৈয়ার করিয়াছেন ওয়েষ্টিংহাউস ল্যাম্প কোম্পানীর অধ্যক্ষ সারুবেল পি, হিবেন। সবাক চিত্রের আদর্শে এ গ্রন্থ রচিত। ফনোগ্রাফের রেকর্ডের মত এ গ্রন্থের পৃষ্ঠা তৈয়ারী—রেকর্ডগুলি পাতলা পাতের মত। হিবেন বলিতেছেন অচিরে সাধারণ পুস্তকালয়ে এ গ্রন্থ অত্যন্ত প্রচুর মজুদ থাকিবে।

জমু আলতাই তুষার গিরিতে বিপ্লব ঘটে নাই। মাউন্ট বেলিনার অঞ্চলে যাটপেটি তুষারগিরির প্রায় পঞ্চাশ বর্গমাইল স্থান জুড়িয়া বিস্তার ছিল সেটি গলিয়া একটা জলাশয়ে পরিণত হইয়াছে। পেরুয়ালি নামে তৃতীয় বৃহত্তম তুষার গিরি সচল অবস্থায় চলন্ত হইয়াছে এক বৎসরে প্রায় ৭২ ফুট নাসিয়া অগ্রসর হইয়াছে।

খুব বড় জীবতত্ত্ববিদ। এই বৎসরের মেলায় তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—এক কার সরীসৃপ আছে ওরেই ইঁজেসে—যা ইচ্ছা করিলেই বলিতে পারে। এমন [illegible] তিনি বহুবার লক্ষ্য করিয়াছেন

মাউন্ট উইলসন মানমন্দিরে অধ্যক্ষ ডাঃ হাবল জ্যোতির্বিদ। তিনি সম্প্রতি একটী নীহারিকা নক্ষত্র লক্ষ্য করিয়াছেন—নক্ষত্রের গতি সেকেণ্ডে চব্বিশ হাজার মাইল। আলোর চেয়েও এ নক্ষত্রের গতি আট গুণ বেশী। এ নক্ষত্রের জ্যোতিও অনেক বেশী।

ইনফ্লুয়েঞ্জা নাশক একরূপ সেরাম সম্প্রতি আবিষ্কার করিয়াছেন আমৃতসর ও লেডন নামক দুইজন চিকিৎসক। এ সেরাম তাঁরা অশ্বদেহ হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন। এই সেরাম প্রথমে মুষিকের দেহে ইনজেক্ট করাইয়া তারপর মুষিকের দেহ হইতে বীজ সংগ্রহ করা হয়। পরে বসন্ত টিকার মত এই বিষ যে সকলের দেহে দেওয়া হয়—তাহাদের ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগ হয় না। এ বীজের ফল এক বৎসরকাল স্থায়ী হয়।

ব্যাপক খানাতল্লাস ও বহু ব্যক্তি গ্রেপ্তার

কলিকাতার গোয়েন্দা পুলিশ সমস্ত সহর ও উপকণ্ঠে বিভিন্ন শ্রমিক সমাজতান্ত্রিক ও সাম্যবাদ মূলক প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীর গৃহে হানা দেয় এবং নিখিল ভারত ট্রেড য়ুনিয়ন কংগ্রেস, রেড ট্রেড য়ুনিয়ন কংগ্রেস, পোর্ট এণ্ড ডক ওয়ার্কার্স য়ুনিয়ন, বেঙ্গল কমুখনাস, ছাত্র যুব সংঘ, বেঙ্গল লেবার পার্টি এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট কয়েকজন প্রধান কর্মীকে গ্রেপ্তার করে। ইহা সাম্যবাদ দমনকল্পে কলিকাতা পুলিশের নিয়ম পরিকল্পনার ফল বলিয়া মনে হয়

প্রকাশ, পুলিশ উপরিউক্ত অফিসসমূহে খানাতল্লাস করে এবং দরজায় তালা দিয়া রাখে। বহু কাগজপত্রও পুলিশের হস্তগত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

প্রকাশ, অন্যান্যের সহিত নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকেও গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

সোমনাথ লাহিড়ী, রণেন সেন, ডি, জি, সিংহ, জ্যোতির্ময় নন্দী, কিরণচন্দ্র মিত্র, সুশীল জয়, ননী বসু, জীবন পাল, ইসমাইল, কমলাকান্ত চক্রবর্তী, প্রবোধ সেন, ভসেন, রহমান, শরেন রায়, মুন্সী এবং মন্মথনাথ বিশ্বাস।

২ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড

নীরেন্দ্রকিশোর ভট্টাচার্যকে নেত্রকোণার মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ আর কে, মিত্রের এজলাসে এক বন্দুক চুরি সম্পর্কে অভিযুক্ত করা হইয়াছিল। এই মামলার রায় বাহির হইয়াছে। ম্যাজিষ্ট্রেট তাহার প্রতি ২ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছেন। আসামীর পক্ষ হইতে বলা হইয়াছিল সে নিরপরাধ। উকিল শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রকুমার পাল নন্দীদের বাড়ী হইতে এই বন্দুক চুরি গিয়াছিল. উকিলের পুত্র এই ব্যাপারের জন্য আংশিকভাবে দায়ী। তাহাকে রক্ষা করিতে গিয়া বাদী পক্ষ অযথা আসামীকে এই ব্যাপারে জড়াইয়াছে। ম্যাজিষ্ট্রেট ইহার উপর আস্থা স্থাপন না করিয়া তাহার প্রতি উপরিউক্ত দণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছেন। আসামীর পক্ষ হইতে প্রার্থনা করা হইয়াছিল তাহাকে যেন উচ্চতর কয়েদী শ্রেণীর পর্যায়ভুক্ত করা হয়। ম্যাজিষ্ট্রেট তাহার প্রার্থনা না মঞ্জুর করিয়াছেন ও বলিয়াছেন, ইহা চুরি ব্যতীত আর কিছুই না—আমার নিকট সকল চোরই সমান।

— —

কাশী বিদ্যাপীঠে তল্লাসী

[illegible] প্রাতে একজন মিঃ [illegible] ডি ইন্সপেক্টর দুইজন পুলিশ ইন্সপেক্টর ও ১ জন কনষ্টেবল সহ কাশী বিদ্যাপীঠ ভবন ঘেরাও করিয়া শুকদেব চৌধুরী নামে এক ছাত্রের কক্ষ তল্লাসী করে। তল্লাসীতে আপত্তিজনক কিছুই পাওয়া যায় নাই বলিয়া প্রকাশ।

প্রকাশ যে, কলিকাতায় সম্প্রতি যে কয়েকটী গ্রেপ্তার হইয়াছে তৎসম্পর্কে বঙ্গীয় সরকারের আদেশে এই তল্লাসী হইয়াছে। পুলিশ শুধু প্রসাদকে কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া চলিয়া যায়।

কয়লার উনানে ধুম কমাইবার উপায়

উনানে আগুন দেবার সময় ধোঁয়া খুব বেশী হয়। ইহা সকলেই অবগত আছেন ঘুঁটে, কেরোসীন ইত্যাদি দিয়া ধরাইলে ধূম অনেক বাহির হয়। নিম্নলিখিত ভাবে উনানে আগুন দিলে ধুম হইবে না। উনানে হাওয়া ঢুকিবার পথটী বন্ধ করা চাই। প্রথমে ছোট ছোট কাঠ কয়লা উনানে অল্প সাজাইয়া আগুন ধরাইয়া ও প্রয়োজনমত কয়লা (coke যাহা উনানে জ্বালান হয়) উপরে দিয়া ১৫ মিনিট বাতাস করিলেই উনান ধরিয়া যাইবে। এই উপায়ে উনান ধরাইলে ধূমের পরিবর্তে সামান্য ধোঁয়া হইবে বায়ু দূষিত হইবে না। আজকাল ধূমের দরুণ অনেকের ফুসফুসের রোগ জন্মায় এই উনান ব্যবহারে সে কষ্ট হইতে অব্যাহতি পাইবেন।

ভীষণ ডাকাতি

এলাহাবাদ হইতে ৩০ মাইল দূরে মহাগাঁও গ্রামে একদল ডাকাত দুর্গা প্রসাদ নামক একজন অবসরপ্রাপ্ত দারোগাকে হত্যা করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। ঘটনার প্রকাশ, একদল ডাকাত ঐ দারোগার গৃহে হানা দিয়া তাহার স্ত্রীকে বাঁধিয়া রাখে এবং গলা টিপিয়া দারোগাকে হত্যা করে। ডাকাতগণ অতঃপর পলায়ন করে।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"-

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে। বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ সাধুচরিত্র ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও পেড়নবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের অধিক সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র মেধাবী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

(ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্স কলেজের ভূতপূর্ব প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল, ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিসারঙ্গ এম-এ, মহোদয়ের গ্রেষণাবহুল এবং পাণ্ডিত্য লেখনীর অমূল্য অবদান যাহা একাধারে দর্শন এবং ভক্তি ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে যত্ন হইয়া এই বিরাট, বাঙ্গালা ও ভারতীয় বহু বর্ণচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মহাপুরুষগণের মতের তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক আলোচনা প্রথম খণ্ডে ৩০০ অধ্যায়ে, প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় হইয়া শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের লিখিত মুখবন্ধ (Foreward), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সূচীপত্র(Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মহারাজ গৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জেলা—নদীয়া।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে বর্ণানুক্রম ও শ্লোক সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক পত্রিকা একাদশীতে প্রকাশিত হয়। প্রতি বর্ষ ৪৲ টাকা ভিক্ষায় কলিকাতা বাগবাজার গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

২। গৌড়ীয় মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাঙ্গলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত হিন্দি ভাষায় একাদশী পারমার্থিক পাক্ষিক বৈধিদর্শন শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৷০

৪। নদীয়া প্রকাশ—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ দাস-প্রভু সম্পাদিত উড়িয়া পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিবারণ বেদান্তী বি-এল, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া গদাধরাঙ্গন হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত অমৃতময় গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল শ্লোক অক্ষরে এবং ভাষ্যে বর্ত্তমান যুগে শুদ্ধভক্তি প্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। অতি সুন্দর ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৩৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোক সূচী, পদ্যসূচী, গ্রন্থসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়-সূচী, স্থানসূচী প্রভৃতি বিবিধ সূচী-পত্র। সমগ্র শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট সংস্করণ জগতের কোথায়ও আর সমাদৃত প্রকাশিত হয় নাই, তথা নিরপেক্ষ পাঠক মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

		প্রথম ৩ দিনে		পরবর্ত্তি-সময়ে	
		সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা	সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা
প্রত্যহের	প্রতি লাইন	৷০	৵০	৶	
,,	,, ইঞ্চি	২৲	১৷০	১৷০	
,,	,, সিকিকলম	৫৲	৪৲	৪৲	
,,	,, অর্দ্ধকলম	৮৲	৭৲	৭৲	
,,	,, ১ কলম	১২৲	১০৲	১০৲	

মাসিক হার

[যদি অন্ততঃ ১ বৎসরের জন্য চুক্তি করা হয়]

সংবাদ পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ৬৲, সিকি কলম ১৫৲, অর্দ্ধ কলম ২৫৲, এক কলম ৩০৲ বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ৪৷০, সিকি কলম ১২৲ অর্দ্ধ কলম ১৮৲, এক কলম ৩০৲ টাকা।

সাহায্যের হার

সডাক বার্ষিক ৯৲ নয় টাকা, ষাণ্মাসিক ৫৲ পাঁচ টাকা, ত্রৈমাসিক ৩৷০ পৌনে তিন টাকা, মাসিক ১৲ এক টাকা মাত্র। নগদ প্রত্যেক সংখ্যা ৴৫

ম্যানেজার, দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ,

পোঃ শ্রীমায়াপুর, জেলা নদীয়া। টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম', নবদ্বীপ

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৪৬,	১০—৩১,	১৩—২১	১৭—৩৮,	২০—১৬
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—৩	১৪—০	১৮—৯,	২০—৪৭
স্বরূপগঞ্জ	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—৩১,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—৫৫

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

প্রত্যহ অন্তরালীন

স্বরূপগঞ্জ ঘাট	ছাঃ	৫-৮৫	৯-২৫	১২-১০	১২-৩৪	১৫-৭৪	১৮-৫৫
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৭	৯-৩০	১২-১১	১২-৪২	১৫-৪১	১৮-৫০
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-৫১	১৩-১২	১৬-১৫	১৯-৩৫

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
—পারমার্থিক পত্র—
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১০ম বর্ষ } ২৯ গোবিন্দ গৌরাব্দ ৪৪৮, ৫ই চৈত্র বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ১৯শে মার্চ ইং ১৯৩৫ মঙ্গলবার ১৬শ সংখ্যা

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

শ্রীল প্রভুপাদ গত ১৩ই মার্চ গোদ্রুমস্থ শ্রীস্বানন্দসুখদকুঞ্জে দুইবার গমন করিয়াছিলেন—একবার পূর্ব্বাহ্ণে, দ্বিতীয়বার অপরাহ্ণে। পূর্ব্বাহ্ণে গমন করিয়া যাত্রিগণের অবস্থানের কিরূপ বন্দোবস্ত হইল তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন এবং সন্ধ্যার পর সমবেত সজ্জন যাত্রীর নিকট দীর্ঘকাল সর্ব্বস্পর্শি-ভাষায় কীর্ত্তনাখ্যাদ্বীপ শ্রীগোদ্রুমের মাহাত্ম্য, গৌরবিহিত-কীর্ত্তনের বৈশিষ্ট্য ও কীর্ত্তনকারীর লক্ষণ এবং শ্রবণাদিও যে কীর্ত্তন-সংযোগেই হওয়া কর্ত্তব্য, তদ্বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন।

গত ১৫ই মার্চ অপরাহ্ণে শ্রীভক্তিবিজয়-ভবনে শ্রীল প্রভুপাদ অনুকরণ ও অনুসরণের পার্থক্য প্রদর্শন করিয়া দীর্ঘকাল হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি শ্রীপাদ সখীচরণ রায় ভক্তিবিজয় মহোদয়ের আদর্শ সেবার প্রতি শ্রোতৃবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া উহার প্রশংসা করেন।

গত ১৬ই মার্চ সন্ধ্যার পর শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীযোগপীঠের, শ্রীনিত্যানন্দ যশ-শালায়, শ্রীগৌরকুণ্ডের চতুঃপার্শ্বস্থ বর্ত্মের ও ভক্তিসুহৃৎ-তোরণের কার্য্যাদি পরিদর্শন করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক শ্রীভক্তিবিজয়-ভবনে কিছুকাল হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রীপতিতপাবন দাস নামক জনৈক যুবকের জীব ও পরমাত্মার পরস্পর সম্বন্ধ-বিষয়ে একটী প্রশ্ন ছিল। শ্রীল প্রভুপাদ তাহা বর্ণন করিয়া বলেন, বৈষ্ণব-দর্শনের বৈশিষ্ট্য এই যে, বৈষ্ণব কখনও বলেন না যে তিনি পরতত্ত্বকে জানিয়া ফেলিয়াছেন। পরতত্ত্ব বৈধ-জ্ঞানের অধীন বস্তু নহেন, যাহা জীবের ইন্দ্রিয়-ক্রিয়া জানিতে পারে তাহা পরতত্ত্ব নহে, অবরতত্ত্ব। আমি পরতত্ত্ব জানি—এই বিচারটা অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মার 'কর্ত্তাহম্' দাম্ভিকতার পরিচয় মাত্র। শ্রীযুক্ত শিবেন্দ্রনাথ দাস অধিকারী বি এ মহাশয়ের পরিপ্রশ্নের উত্তরে শ্রীল প্রভুপাদ বলেন, যে, যাহা আমার দর্শনের অন্তর্গত তাহা আমার অধীন তত্ত্ব হইয়া গেলেন, আমার সেব্য হইতে পারিলেন না; সেব্য-তত্ত্ব আমাকে দর্শন করিবেন। কর্ত্তা—তিনি, আমি নহি। আমার কার্য্য তাঁহার সেবা করা। সেবাকার্য্যটা ভগবানের ইন্দ্রিয়-তর্পণের জন্য বই আর কিছুই নহে। এই কার্য্যের উপযোগী যাহাতে হইতে পারি তজ্জন্য তাঁহার শ্রীচরণে আমাদের শরণাগত হওয়া উচিত। সেবার স্বরূপ জানিতে না পারিয়া গৌড়ীয়ব্রুবগণ প্রাকৃত-সহজিয়া হইয়া পড়িয়াছেন। প্রসঙ্গক্রমে শ্রীল প্রভুপাদ "ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব" প্রভৃতি শ্রীরূপশিক্ষাবলী, "অনাসক্তস্য বিষয়ান্", "প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ", "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ", "ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি" "ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তি-রন্যত্র চ", "অবতারাধিকে' নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ" প্রভৃতি শ্লোকগুলির উল্লেখ করিয়াছেন।

উপস্থিত ত্রিদণ্ডিপাদগণ

শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তি সর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তি-বৈভব সাগর মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিসম্পদ ভাগবত মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তি-প্রকাশ অরণ্য মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তি-স্বরূপ পর্ব্বত মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তি সুধীর যাচক মহারাজ প্রমুখ ত্রিদণ্ডিপাদগণ শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-ধাম পরিক্রমা উৎসবে যোগদান করিয়াছেন। তাঁহারা যাত্রিগণের নিকট মহাপ্রভুর উপদেশামৃত কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ যাত্রিগণের সমস্ত মহাপ্রসাদাদি প্রদানের সুবন্দোবস্ত করিতেছেন।

শত শত শিক্ষিত ব্যক্তি

মহামহোপদেশক অধ্যাপক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ নারায়ণ দাস ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, গৌড়ীয়সম্পাদক মহামহোপদেশক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, প্রমুখ শত শত উচ্চশিক্ষিত শুদ্ধসেবকগণ পরিক্রমা উৎসব ও মহাপ্রভুর জন্মোৎসব-উপলক্ষে শ্রীধাম মায়াপুরে সমবেত হইয়াছেন অদ্য ও আগামী কল্য আরও সহস্র সহস্র ব্যক্তি আসিবেন।

স্বানন্দসুখদকুঞ্জে বক্তৃতা

গত ১৪ই মার্চ বৃহস্পতিবার যাত্রিগণ মধ্যদ্বীপ পরিক্রমা করিয়া গোদ্রুমস্থ শ্রীস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জে আগমন করেন। তথায় সন্ধ্যার পর শ্রীপাদ সাগর মহারাজ, শ্রীপাদ অরণ্য মহারাজ ও শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ তাঁহাদের নিকট দীর্ঘকাল বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। তদ্ব্যতীত গৌরবিহিত মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তনও কয়েকঘণ্টা হইয়াছে। গৌরপদাঙ্কপূত ধাম পরিক্রমা করিয়া শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের পূত চরণে ধারণপূর্ব্বক তদ্ভাবে বিভাবিত হওয়া গৌরবিহিত সঙ্কীর্ত্তনে নিযুক্ত থাকা ও কথা কত জন্মজন্মান্তরের সুকৃতির ফল তাহা বলা যায় না।

পরিক্রমান্তে যাত্রিগণের প্রত্যাবর্ত্তন

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের ইচ্ছায় সহস্র সহস্র যাত্রী নির্ব্বিঘ্নে নবদ্বীপের নয়টী দ্বীপ অত

বিরাট্ মহোৎসব

আগামীকল্য ৬ই চৈত্র ২০শে মার্চ বুধবার শ্রীশ্রীগৌর-আবির্ভাব-তিথিতে গৌর-জন্মস্থলী শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীযোগপীঠের নিত্যসেবিত শ্রীশ্রীগৌরবিগ্রহগণ উক্ত শ্রীযোগপীঠের নবনির্ম্মিত শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করিবেন। তদুপলক্ষে শ্রীযোগপীঠে এক মহাসভার অধিবেশন হইবে। এই সভার সভাপতি হইবেন—বিষয়-সমরবিজয়ী পঞ্চশ্রীক, চন্দ্রবংশাবতংস, শ্রীগৌরকৃপাহিতক স্বাধীন ত্রিপুরাধিপতি মহারাজ বীর বিক্রমকিশোর দেব বর্ম্মণ মাণিক্যবাহাদুর। সর্ব্বসাধারণের উপস্থিতি প্রার্থনীয়।

শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজ

সুদীর্ঘ দুই বৎসরের পর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ গত পরশ্ব শ্রীধাম মায়াপুরে পৌঁছিয়াছেন। ইংলণ্ডে গৌরবাণী প্রচারের পর এই তিনি সর্ব্বপ্রথম শ্রীধামে আসিলেন। পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে, তিনি কোলদ্বীপ পরিক্রমার সময় গত শুক্রবার কলিকাতা হইতে আসিয়া পরিক্রমায় যোগদান করিয়াছিলেন।

ভক্তগণের সহিত সংকীর্ত্তন সহযোগে পরিক্রমা করিয়া শ্রীচৈতন্যমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। অদ্য শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসবের অধিবাস উৎসব। আগামী কল্য হইতে দিবস-[illegible] বিরাট আয়োজনে শ্রীশ্রীগৌরাবির্ভাবোৎসব সম্পন্ন হইবেন। তদুপলক্ষে বহু সহস্র লোক ইহাতে সমবেত হইবেন। তাঁহাদের থাকিবার জন্য বহু সাময়িক বাসস্থান নির্ম্মিত হইয়াছে।

কৃষ্ণ আমায় পালে, রাখে' যান সর্ব্বকাল। আত্মনিবেদন-দৈন্যে ঘুচাও জঞ্জাল।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২১ গোবিন্দ শ্রীগৌরাব্দ ৪৪৮

শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-পরিক্রমা

ঋতুদ্বীপ

পরিক্রমাকারী ব্যক্তিগণ কোলদ্বীপ পরিক্রমা করিয়া চম্পহট্ট শ্রীগৌরগদাধরমঠে উপস্থিত হন। এই স্থানে তাঁহারা শ্রীশ্রীগৌর গদাধরের প্রভাপাকার মন-মনোভিরাম শ্রীবিগ্রহদর্শনের সৌভাগ্য লাভ করেন। এই শ্রীবিগ্রহ দ্বিজবাণীনাথ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। এই দ্বিজবাণীনাথ যে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের বিশেষ কৃপাপাত্র ছিলেন তাহা প্রকাশপূর্ব্বক গৌরগণোদ্দেশদীপিকা বলিয়াছেন—

"বাণীনাথদ্বিজশ্চম্পাহট্টগ্রামী প্রভোঃ প্রিয়ঃ।"

শ্রীল বাণীনাথ ব্রজের 'কামলেখা'। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত উক্ত প্রাচীন সেবায় কালক্রমে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইলে শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ সেবাভার গ্রহণ করেন। তাঁহার নির্দ্দেশক্রমে আচার্য্য শ্রীপাদ পরমানন্দ বিদ্যারত্ন প্রমুখ শ্রীচৈতন্যমঠ-সেবকগণ গত ১৩২৮ বঙ্গাব্দে এই শ্রীপাটের সংস্কার সাধনপূর্ব্বক এই স্থানে একটী নূতন মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছেন। তাহাতে এখন শ্রীবাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীগৌরগদাধর-বিগ্রহ যথাযথ অর্চ্চিত হইতেছেন। বর্ত্তমানে এই শ্রীপাটে শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-ধাম-পরিক্রমার ষষ্ঠ দিবস ও শ্রীশ্রীরামনবমী তিথিতে বিশেষ সমারোহে উৎসব হইয়া থাকে।

ঋতুদ্বীপ বর্ত্তমান চাঁপাহাটী, রাতুপুর বা রাহাদপুর, দক্ষিণবাটী বা রুদ্রবাটী প্রভৃতি স্থানসমূহে বিস্তৃত। এই স্থানে ছয় ঋতু সর্ব্বদা বিরাজিত থাকিয়া গৌরগদাধরের সেবা করেন বলিয়া ইহার নাম 'ঋতুদ্বীপ'। শুদ্ধ ভক্তগণ এই দ্বীপটিকে ব্রজবনের অন্তর্গত 'খদিরবন' বলিয়াই জানেন।

চম্পহট্ট

চম্পহট্টকে সাধারণ ভাষায় চাঁপাহাটী বলা যায়। ইহা বর্দ্ধমান জেলার পূর্ব্বস্থলী থানার অন্তর্গত। ই, আই, আর, লাইনের সমুদ্রগড় ও নবদ্বীপ ষ্টেশন হইতে প্রায় একক্রোশ দূরে অবস্থিত। চম্পহট্ট নবদ্বীপের অন্যতম ঋতুদ্বীপের অন্তর্গত। সত্যযুগে এক বৃদ্ধ ভক্ত ব্রাহ্মণ এই স্থানে বাস করিতেন। তৎকালে এই স্থানে প্রচুর পরিমাণে চাঁপাফুলের আমদানি হইত বলিয়া ইহার নাম চাঁপাহাটী বা চম্পকহট্ট। এই চম্পকহট্ট নাম হইবার আরও বিশেষ কারণ এই যে, উক্ত ব্রাহ্মণ চম্পকহট্ট হইতে পুষ্প সংগ্রহ করিয়া মনের আনন্দে রাধাগোবিন্দের পূজা করিবার ফলে ভক্তবৎসল শ্রীগোবিন্দ ব্রাহ্মণের আবাহন-ধ্যান-সময়ে তাঁহাকে চম্পকচ্ছবিবিশিষ্ট গৌররূপে দর্শন দান করেন। বিপ্র কৃষ্ণের উক্ত রূপ দর্শন করিয়া ইহার কারণ-নির্ণয়ে অসমর্থতা নিবন্ধন ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। অন্তর্যামী ভগবান্ তাঁহার মনোভাব জানিয়া তাঁহার নিকট স্বীয় গৌরাবতারের রহস্য জ্ঞাপন করেন এবং তিনি যে এই ঔদার্য্যময় বিগ্রহরূপে কলিতে অবতীর্ণ হইবেন তাহাও তাঁহাকে বলেন।

শ্রীভগবানের বাক্য শ্রবণ করিয়া যাহাতে শ্রীগৌরসুন্দরের প্রকটলীলাকালে কলিযুগে তদীয় পার্ষদরূপে আবির্ভূত হইতে পারেন তজ্জন্য তাঁহার প্রাণ বড়ই ব্যাকুল হইয়া উঠিল। শ্রীগৌরহরি বিপ্রের মনোভাব জানিতে পারিয়া তাঁহাকে জানাইলেন যে, তাঁহার মনোবাসনা পূর্ণ হইবে। তিনি মহাপ্রভুর পার্ষদরূপে দ্বিজবাণীনাথ নামে পরিচিত হইয়া এই চম্পহট্ট গ্রামেই অবস্থান করিবেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রধান অষ্টসখীর অন্যতমা চম্পকলতা এই স্থানে চম্পকপুষ্পের মালা রচনা করিয়া শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা করিতেন বলিয়া এই স্থান মধুর-রসাশ্রিত ভক্তগণের প্রিয় ভজনস্থলী। কথিত আছে, লক্ষ্মণসেনের রাজত্বকালে অর্থাৎ দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ও ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম যুগে শ্রীগীতগোবিন্দ-রচয়িতা কবিবর শ্রীল জয়দেব গোস্বামী ঠাকুর চম্পকহট্টে পতিপরায়ণা পদ্মাবতীর সহিত অবস্থান করিয়া রাগমার্গে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের ভাবসেবা করিতে করিতে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের দর্শন লাভ করিয়াছিলেন। অন্যত্র শাস্ত্রেও আমরা এই চম্পকহট্টের উল্লেখ দেখিতে পাই। যথা—

"যথা চম্পাং সমাসাদ্য ভাগীরথ্যাং কৃতোদকঃ"

সমুদ্রগড়

ঋতুদ্বীপের দুইটী দর্শনীয় স্থান যাত্রিগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকে। তন্মধ্যে একটীর বিবরণ আমরা উপরে উল্লেখ করিলাম। দ্বিতীয় স্থানটী সমুদ্রগড়। ইহার প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে আমরা বর্ত্তমানে কিছু আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি। দ্বাপর যুগে সমুদ্রসেন নামক একজন কৃষ্ণভক্ত রাজা ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণপ্রাণ পাণ্ডুনন্দন ভীম দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া বঙ্গরাজ্যাভিমুখে সমুদ্রগড় আক্রমণ করিলে ভক্তবর সমুদ্রসেন মনে করিলেন শ্রীকৃষ্ণ দর্শন পাওয়ার সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবগণের অতিশয় প্রিয়। সুতরাং তিনি তাঁহাদের আপদে বিপদে তাঁহাদের নিকট উপস্থিত না হইয়া থাকিতে পারিবেন না। এখন যদি ভীমকে অপদস্থ করা যায় বা বিপদে ফেলা যায়, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণ নিশ্চয়ই তাঁহার রক্ষার নিমিত্ত এই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইবেন। মনে মনে এইরূপ বিচার করিয়া সমুদ্রসেন শ্রীকৃষ্ণ স্মরণ পূর্ব্বক ভীমের প্রতি বাণ নিক্ষেপ করিলেন। উক্ত বাণে ভীম ভীত হইয়া অতিশয় দৈন্য প্রদর্শন পূর্ব্বক নিজ রক্ষার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করিতে লাগিলেন। তৎকালে পাণ্ডবসখা শ্রীকৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। সমুদ্রসেন স্বীয় ইষ্টদেবকে সম্মুখে দেখিতে পাইয়া প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। তাঁহার কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হইল। আরও বিস্ময়ের বিষয় দেখিতে দেখিতে—

"কৃষ্ণের হইল সেই লীলা অদর্শন।
শ্রীগৌরাঙ্গরূপে দেখে ভরিয়া নয়ন॥
মহাসঙ্কীর্ত্তন-বেশ সঙ্গে ভক্তগণ।
নাচিয়া নাচিয়া প্রভু করেন কীর্ত্তন॥
সেইরূপ হেরি' রাজা নিজে মগ্ন মনে।
বহু স্তব করে তবে গৌরাঙ্গ-চরণে॥

সমুদ্রগড় সাক্ষাৎ গঙ্গাসাগর তীর্থ। ভক্তিরত্নাকর দ্বাদশ তরঙ্গে এই স্থানকে সমুদ্রগতি বা সমুদ্রগড় নামে অভিহিত করিয়াছেন। এই স্থান সম্বন্ধে ভক্তিরত্নাকর সমুদ্র ও জাহ্নবীর মধ্যে যে ইষ্টগোষ্ঠীর প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছেন, তাহা পাঠকগণকে উপহার না দিয়া থাকিতে পারিলাম না।

"একদিন সমুদ্র কহেন গঙ্গা প্রতি।
জগতে তোমা সম নাহি ভাগ্যবতী॥
পূর্ণব্রহ্ম শ্রীগৌরসুন্দর নদীয়ায়।
করিবেন প্রকট বিহার সবে গায়॥
তোমার তীরেতে হ'বে অশেষ আনন্দ।
গণসহ সদা বিলসিবে গৌরচন্দ্র॥
শুনিয়া জাহ্নবী নিজ অন্তর প্রকাশে।
সমুদ্রের প্রতি কহে সুমধুর ভাষে॥
করিয়া সন্ন্যাস প্রভু ছাড়িবে নদীয়া।
তোমার তীরেতে বাস করিবেন গিয়া॥
প্রভুর প্রকটাদি লীলা দেখিবার তরে।
চিন্তোদ্বেগে সিন্ধু কত কহিলা গঙ্গারে॥
গঙ্গাশ্রয় করিয়া আইসে নিতি নিতি।
দেখে গৌরচন্দ্রের বিহার রঙ্গে মাতি'॥
গঙ্গার সৌভাগ্য প্রশংসয়ে বার বার।
নিতি গতাগতি যাতে আশ্রয় গঙ্গার॥
গঙ্গা সহ গতিতে সমুদ্রগতি নাম।
এবে লোক কহয়ে সমুদ্রগড়ি গ্রাম॥

বিশেষ দ্রষ্টব্য

আগামী কল্য ২০শে মার্চ্চ ৬ই চৈত্র বুধবার শ্রীনদীয়া-প্রকাশের শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব সংখ্যা প্রকাশিত হইবেন। ইহাতে নবদ্বীপের বহু চিত্র ও পরমার্থ জগতে লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখকগণের বহু প্রবন্ধ থাকিবে। এই সংখ্যার ভিক্ষা ৴০ আনা। গৌরাবির্ভাব উৎসবোপলক্ষে ২ দিন প্রেস বন্ধ থাকিবে বলিয়া বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার নদীয়া-প্রকাশ প্রকাশিত হইবেন না।

ওঁ বিষ্ণুপাদপরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য-বর্য্যাষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্-ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-মহারাজস্য একপঞ্চাশত্তমাবির্ভাব-বাসরে

ক্ষুদ্রস্য বন্দন-চয়নম্

আগতং আগতং তেহদ্য হে শ্রীমাধব-পঞ্চমি।
শুদ্ধভক্তিপ্রচারার্থং যেহি ভুবং নমো নমঃ॥
নীলাদ্রি-তটে রম্যে পুরুষোত্তমধামনি।
বন্দনীয়ে সদাচার্য্যৈঃ পূজিতে সাত্বতৈস্তথা॥
অভূৎ যস্ত প্রকাশো হি
শুদ্ধভক্তিমতো গৃহে।
ভক্তিবিনোদদেবস্য ভক্তিসত্মা প্রবর্ত্তিনঃ॥
আবির্ভাবক্ষণং যো হি ব্রজজনপূজিতঃ।
ঊর্দ্ধপুণ্ড্রাঙ্কিতং ভালং সদাচারাচিহ্নিতম্॥
ধারয়ামাস বিপ্রাগীঃ যো নীলাচল-সিক্ত-সিক্তৌ।
অনন্তা প্রণতিস্তস্য তস্মৈ পদাম্বুজে॥
নিবাসোত্থিতিনিঃসৃতো নিবাসায়ুতরূপধৃক্।
রাধায়ুক্তো হি বাসার্হঃ পদ্মাযুক্তো হি বাসনঃ॥
কৃপাকরণার্থং যো দেব মানব-প্রার্থিতঃ।
যুগে যুগে হৃষীকেশঃ যথাগচ্ছতি মূর্ত্তিমান্॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবো যস্য ভূতলে॥
অতিগ্র-বলদেবোহসৌ কপট-নররূপধৃক্।
মায়াবাদ-প্রধ্বংসো ভক্তিধর্ম্মাধারকঃ॥
বিষ্ণুর্বৈ সদা সর্ব্ব-দুষ্টজনাভিলোপকঃ।
কুহুককোমলধৃক্ যো দয়ার্দ্রবদনঃ সদা॥
করুণা হি সমগ্রা বর্ত্তন্ বসতি নিত্যদা।
গৌরনেত্রে জয়তো হরিকীর্ত্তনশিখি॥
সঃ প্রদীপস্তু মে নিত্যং ভক্তগণসমর্পিতঃ।
শ্রীপাদভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী মহোদয়ঃ॥
যৎপ্রসাদবলেনৈব পঙ্গুনাপি বিলঙ্ঘ্যতে।
অনর্থপর্ব্বতাগ্রং হি তং প্রভুং সততং ভজে॥
যৎপ্রসাদকৃপাকণা অত্যজ্ঞোহপি সর্ব্ববিৎ।
মন্দবুদ্ধির্মনো দুর্গং সুবুদ্ধিখ্যাতিমাপ্নোতি॥
দৃষ্ট্বা ভক্তিপথং পূর্ণং প্রবোধবোধকাক্ষিতঃ।
মায়াবাদিগণক্লিষ্টং কোমলশ্রদ্ধেজনম্॥
জীব-দুঃখ-প্রমোক্ষায় বিরলা
হি সতাং মুখ্যাঃ।
জগতো হিতকামায় বিশ্বময়ং যাচিরে॥
তৎপ্রার্থনা-সুসিদ্ধয়ে ভক্তিবিঘ্নং বিনাশিতুম্।
নৃসিংহানন্দদায়িনী আবির্ভূতা সম্বতী॥
চৈতন্যকারুণ্যং বন্দে তস্যাং সুরবিস্ফুরিতাম্।
যৎকৃপাবিন্দু সম্প্রাপ্তো ভবতি ভুবনপাবন্॥
অচৈতন্যমিদং বিশ্বং তাবিনা তদগৌরবম্।
তথা চিন্তয়তে বিশ্বং পূর্ণং সুধায়তে সদা॥
দয়ামূর্ত্তিমতে। বাণি। চৈত্য প্রকাশয়িনি।
ত্রাণং দদাতে নিত্যং সীনস্য যাচকাধিনঃ॥
শ্রীধাম মায়াপুরস্থ-শ্রীচৈতন্যমঠবাসকস্য
বাণীসেবোভিলাষিণঃ
শ্রীরাধাগোবিন্দ দাসস্য

কপিল

(৩)

মাতার এই সুভাষিত মধুরবাক্যে আনন্দিত হইয়া কপিলদেব আবার কহিতে লাগিলেন ;—"মাতঃ, ভক্তি দুই প্রকার—সগুণ ও নির্গুণ। সকামিগণের ভক্তি সগুণ, আর সকলের হৃদয়বিহারী শ্রীহরির গুণগাথা শ্রবণমাত্রই যাঁহাদের মনোগতি সাগরগামিনী গঙ্গাজলধারার মত অনন্যগামিনী হইয়া অবিচ্ছিন্নভাবে সেই পুরুষোত্তম অধোক্ষজ শ্রীহরিপাদপদ্মেই ধাবিত হয়, তৎপ্রতি তাঁহাদের যে অহৈতুকী, অপ্রতিহতা, নিরবচ্ছিন্না ও নির্মলা আমার স্বাভাবিকী বৃত্তি তাহাই নির্গুণভক্তি। নির্গুণ ভক্তগণ মুক্তিকে 'পিশাচী' নামে অভিহিত এবং মুক্তিকেই প্রকার-ভেদমাত্র জ্ঞান করিয়া ত্যাগ করেন। তাঁহারা শ্রীভগবানের নিরন্তর সেবা ভিন্ন অন্য কিছুই চাহেন না। এই অহৈতুক ভক্তিযোগকেই 'আত্যন্তিক' বা শুদ্ধ ভক্তিযোগ বলা হয়। আবার এই ভক্তগণ আমার নাম-সঙ্কীর্তন, সাধুসেবা, সরলতার সহিত শ্রীবিগ্রহের অর্চন, ইন্দ্রিয়দমন, হরিকথাশ্রবণ, মহতের সম্মান, ভগবদ্ভক্তের সহিত মিত্রতা প্রভৃতি ভক্তির অনুকূল আচরণ দ্বারা অনায়াসে আমাকে প্রাপ্ত হন।

"যাঁহারা দ্বেষ-হিংসাদির বশে ইতর-ভোজন জন্য জীবগণের প্রতি নির্দয় আচরণ করে, অথচ আমার অর্চনার ছলনা করিয়া থাকে, তাহাদের ঐ অর্চনা বিড়ম্বনামাত্র। তাই যতদিন পর্যন্ত না জীব হৃদয়ে ও সর্বভূতে অবস্থিত আমার ভগবৎস্বরূপের উপলব্ধি হয় অর্থাৎ উত্তমাধিকার লাভ হয়, তাবৎকাল সাধুপথে শ্রীঅর্চাতে আমার পূজা-বিধান কর্তব্য।

"হে জননি, এই জগতে অনন্তকোটি জীব আছে। তন্মধ্যে মনুষ্য শ্রেষ্ঠ। মনুষ্য সকলের মধ্যে চতুর্বর্ণাত্মক বর্ণপ্রাপ্ত ভারতবাসী শ্রেষ্ঠ। তাঁহাদের মধ্যে বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ। ব্রাহ্মণের মধ্যে বেদজ্ঞ জন শ্রেষ্ঠ; বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণের মধ্যে স্বধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ। তাঁহা হইতেও যিনি সর্বকর্মফল অর্পণ করিয়া সর্বদা হরি-সাধনায় রত, তিনি শ্রেষ্ঠ। হরি-পরায়ণ ভাগবতজন হইতে শ্রেষ্ঠ জীব আর নাই। সকলের উপর হরিভক্তের আসন আছে।

"হরিভক্তিহীন হৃদয় নানা দুঃখ, অভাব ও দুর্ভাবযুক্ত জানিও। তাহা কদাচিৎ কোন অভীষ্ট লাভ করিলেও আমা হইতে পরিণামে ভয়ঙ্কর সন্তাপে দগ্ধ হয়। বহির্মুখ বিষয়ীরা মাতার জঠরে ত্রিতাপময় সংসারে এবং যম-দণ্ডে যন্ত্রণাময় নরকেই পুনঃপুনঃ যাতায়াত করে। গর্ভবাস-কালে তাহার আপন দুঃখ-দুর্গতির কথা মনে হয়; তখন সে শ্রীহরিকে স্মরণ করিয়া কত কাঁদে; বলে,—"শ্রীহরি হে, আমার দুঃখ দূর কর, আমাকে রক্ষা কর; আর আমি তোমার সেবা ভুলিয়া বিষয়সেবা করিব না, আমাকে এবার ক্ষমা কর।" কিন্তু ভূমিষ্ঠ হইলেই সে আবার সমস্ত ভুলিয়া যায়; আবার সেই বিষয়সুখেই মগ্ন হয়; হরিভজন করে না, হরিভক্তের নিকট যায় না, পরন্তু তাঁহার (ঐ হরিভক্তের) প্রতি দ্বেষ করে। সুতরাং তাহাকে (সেই হরিবিমুখ ভক্ত-দ্বেষী জীবকে) আবার সেই ভীষণ নরকেই যাইতে হয়। জন্ম-মৃত্যু-পথেই বৃথা যাতায়াত করিয়া কল্পকল্পকাল কঠোর ক্লেশ ভোগ করিতে হয়। কোনও পথে কেহ অনিত্য স্বর্গাদি উন্নত পদবী লাভ করিলেও পুণ্যক্ষয়ে আবার মাতৃগর্ভে প্রবেশ করিতে এবং নরকযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। তাই চতুর ব্যক্তি সাধুসঙ্গে ঐ সকল সংবাদ জ্ঞাত হইয়া অসৎসঙ্গ ত্যাগ করেন এবং সাধুসেবায় শুদ্ধ হইয়া পরমভক্তিযোগে হরিভজনে রত হ'ন। হরিভক্তই সকলকে অতিক্রম করিয়া আমার নিত্যানন্দপুরে প্রবেশ করিতে সম্পূর্ণ যোগ্যতা লাভ করেন।

ভগবান্ কপিলদেব নীরব হইলেন। ভাগ্যবতী দেবহূতি তাঁহার শ্রীমুখে এই পরমজ্ঞান লাভ করিয়া সম্পূর্ণ মায়াপাশমুক্ত হইলেন। তিনি পুত্রকে সাক্ষাৎ নারায়ণরূপে দেখিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া স্তব করিলেন।

দেবহূতি বলিলেন,—"হে ভগবন্, ধন্য, তোমার ভক্তগণই ধন্য! চণ্ডালও তোমার শরণগ্রহণ করিয়া তোমার একটীবার নাম গান করিবামাত্র ধন্য ও পবিত্র হয়। তোমার নাম যাঁহার রসনায় সদা বর্তমান তাঁহার কথা আর কি বলিব? আজ নীচকুলে আবির্ভূত হইলেও তিনিই সর্বপ্রকারে সর্বোত্তম। হে কপিলরূপধারী হরি, আমি তোমার চরণে বারবার প্রণাম করি।"

কপিলদেব কহিলেন,—"মা, আমি তোমাকে যে উপদেশ দিলাম, সেই উপদেশ মত তুমি এইবার সাধনা কর। এইরূপ সাধনা অর্থাৎ অহৈতুক ভক্তিযোগে শ্রীভগবানের আরাধনা হইতেই জীব আপন নিত্য স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া কৃতকৃত্য হয়।"

এই বলিয়া কপিলদেব জননীর নিকট বিদায় লইয়া প্রণাম করিলেন। তিনি উত্তর মুখে গিয়া প্রাকৃত লোকলোচনের অলক্ষ্যে অদৃশ্য হইলেন। যিনি এই কপিল চরিত্র শ্রবণ বা কীর্তন করেন তাঁহার কৃষ্ণে মতি দৃঢ়া হয়।

পরিক্রমা প্রসঙ্গ

তৃতীয় দিবসের বিবরণ

(৩)

এই দিবস যাত্রিগণ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসর্বস্ব গিরি মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসম্বল ভাগবত মহারাজের অনুগমনে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের পাদপদ্ম বন্দনা করিয়া প্রাতঃ ৭ ঘটিকার সময় গোদ্রুমদ্বীপ পরিক্রমার জন্য শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে বহির্গত হন। সরস্বতী বা খড়িয়া নদী পার হইয়া যাত্রিগণ শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্ম অনুসরণ করিতে করিতে সুবর্ণবিহারে উপস্থিত হন। এই স্থানে শ্রীপাদ গিরি মহারাজ শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য ও ভক্তিরত্নাকর হইতে সুবর্ণ-বিহার ও সুবর্ণসেন রাজার প্রসঙ্গ পাঠ করেন। ঐতিহাসিকগণ বিশেষরূপে অবগত আছেন, সুবর্ণ-বিহার গৌড়দেশের প্রাচীন রাজধানী। ইহা কিছুকাল পালরাজগণের রাজধানী ছিল। ভক্তিরত্নাকরে আমরা দেখিতে পাই—"ঐ দেখ দেখা যায় সুবর্ণ-বিহার" ইহা মহাপ্রভুর জন্মভিটা হইতে প্রদর্শিত হইয়াছিল। অদ্যাপি শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীযোগপীঠের উচ্চভূমি হইতে পূর্বদক্ষিণ কোণে জলঙ্গী নদীর অপর পারে উক্ত সুবর্ণ-বিহার দৃষ্ট হয়। এই সুবর্ণ-বিহারে সত্যযুগে শ্রীসুবর্ণসেন নামক এক বিশেষ প্রতিষ্ঠাশালী নৃপতি বৃদ্ধকাল পর্যন্ত সাম্রাজ্য সিংহাসন ভোগ করিয়া পূর্ব-সমার্জিত সুকৃতির ফলে বৈষ্ণববর শ্রীনারদের দর্শন পাইয়াছিলেন এবং তাঁহার নিকট জানিতে পারিয়াছিলেন যে সুবর্ণ-বিহার নবদ্বীপের অন্তর্গত। বৈষ্ণবসেবাপরায়ণ নৃপতি সুবর্ণসেন শ্রীনারদের মুখে শুদ্ধ উপদেশ শ্রবণ করিয়া এবং শ্রীনারদকে বীণাযন্ত্রে গৌরনাম-মাহাত্ম্য কীর্তন করিতে দেখিয়া নিজেও প্রেমভরে শ্রীগৌরাঙ্গ বলিয়া নৃত্য করিতে থাকেন। তৎচিত্তে শ্রীগৌরনাম-কীর্তনের ফলে একদিন নিদ্রাযোগে শ্রীগৌরসুন্দরের সাক্ষাৎলাভ করেন এবং পরে দৈববাণীতে জানিতে পারেন যে, তিনি গৌরলীলায় বুদ্ধিমন্তখানরূপে নবদ্বীপে আবির্ভূত হইবেন।

হরিহরক্ষেত্র

সুবর্ণবিহার হইতে পরিক্রমার যাত্রিগণ হরিহরক্ষেত্র গমন করেন। এই পুণ্যভূমি সরস্বতী নদীর তীরে অলকানন্দার পূর্বপারে অবস্থিত। এই স্থানে ভগবান্ নিজ প্রিয়তম সখা মহেশের দ্বারা জীবকুলকে জানাইবার জন্য প্রকটিত রহিয়াছেন। যাঁহারা শিবকে শ্রীহরির প্রিয়তম বলিয়া জানেন তাঁহারাই শ্রীহরির ভক্তির অধিকারী।

মহাবারাণসী

হরিহরক্ষেত্র হইতে যাত্রিগণ মহাবারাণসী যাত্রা করেন। মহাবারাণসী অলকানন্দার পশ্চিমে অবস্থিত। এই স্থানে বৈষ্ণববর মহেশ্বর বৈষ্ণবীশক্তি গৌরীসহ বিরাজিত থাকিয়া অনুক্ষণ গৌরকীর্তন করিতেছেন। গৌর-নাম-কীর্তন-পরায়ণ শম্ভুর কৃপায় ভাগ্যবান্ জীব এই স্থানে গৌরনাম সংকীর্তন করিতে করিতে শুদ্ধভক্তি লাভ করেন। তখন সহস্র বৎসর কাশীতে বাস করিয়া সন্ন্যাস ও জ্ঞানসিদ্ধিবলে মানবের যে মুক্তিলাভ হয় তাহা পিশাচীবৎ পরিত্যাজ্য বলিয়া মনে হইবে। এই মহাবারাণসীক্ষেত্রে শম্ভু নির্যাণ-সময়ে সকলের কর্ণে গৌরনাম প্রদান করেন।

দেবপল্লী

মহাবারাণসী হইতে যাত্রিগণ দেবপল্লীতে গমন করেন। সাধারণে তাহার দেবপল্লী দেপাড়া নামে অভিহিত। সত্যযুগে শ্রীনৃসিংহদেব হিরণ্যকশিপুকে বধ ও প্রহ্লাদকে কৃপা করিয়া এই স্থানে বিশ্রাম করিয়াছিলেন। ব্রহ্মাদি দেবগণ এই স্থানে মন্দাকিনীতটে অবস্থানপূর্বক টিলার উপরে স্ব স্ব পল্লী নির্মাণ করিয়াছিলেন। কালক্রমে এই স্থান হইতে মন্দাকিনী ও ভজনকুটীরসমূহ অন্তর্হিত হইলেও বহু উচ্চটিলা বর্তমান থাকিয়া প্রাচীন ঋষিগণের ভজনস্থলীর স্মৃতি দর্শকগণের হৃদয়ে জাগাইয়া দিতেছে। এখন দেবপল্লীতে সূর্য্যটিলা, ব্রহ্মটিলা, ইন্দ্রটিলা প্রভৃতি উচ্চভূমিসমূহ নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। শ্রীনৃসিংহকৃপাপাত্র অনৈক ভক্তবর এই স্থানে একটি বৃহৎ মন্দির নির্মাণ করিয়া শ্রীনৃসিংহদেবের সেবা প্রকাশ করিয়াছেন। এই মন্দিরটি এখনও দেবপল্লীতে দৃষ্ট হইয়া থাকে।

সাত্বত-বিধানে শ্রাদ্ধ

গত ১৪ই মাঘ শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যান-নিবাসী বিবাসী শ্রীযুক্ত অনন্ত বাসাধিকারী মহোদয়ের পত্নী তাঁহার পরলোকগত পিতার শ্রাদ্ধকার্য সাত্বতস্মৃতিবিধানানুসারে আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীপাদ সর্বেশ্বর ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রীজীর পৌরোহিত্যে যথাবিধি সম্পন্ন করিয়াছেন। এতদুপলক্ষে বহু ব্যক্তিকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছে।

স্বপনেও না কর ভাই স্ত্রী-সম্ভাষণ। গৃহে স্ত্রী ছাড়িয়া ভাই আসিয়াছ বন।

শুদ্ধভক্তি মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্য-মঠ

(আকর-মঠরাজ)

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ গজ উত্তর-পূর্বে শ্রীবাস-অঙ্গন অবস্থিত শ্রীচৈতন্যদেবের শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবন বিরাজমান। এই স্থান মায়াপুর-অন্তর্গত, শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের মাতুলালয়। এই মঠরাজে শ্রীগান্ধর্বিকা-গিরিধারী, শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ ও শ্রীরাধা-গোবিন্দ বিগ্রহ এবং শ্রীব্যাসাদি আচার্য্যগণের নিত্য সেবা হইতেছে। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র 'নদীয়া-প্রকাশ', সাপ্তাহিক সম্প্রচারিত ও সুপ্রাচীন প্রচারক-প্রচারকের 'নদীয়া-প্রকাশ' ব্যাপক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রায় প্রত্যহ শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন ও অন্যান্য ভক্তগোষ্ঠীর কীর্ত্তন-পাঠ প্রভৃতি মহামহোৎসব সর্বদা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্তী ষ্ট্রীট বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রচারিত শুদ্ধভক্তি-ধর্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই মঠমধ্যস্থানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীরাধা-গোবিন্দজীউ শ্রীবিগ্রহগণ নিত্য সেবিত হন। 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছে। শ্রীমঠে পাঠ, সংকীর্ত্তন, সংকীর্ত্তন-চতুর্মাস্যব্রত, শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি শাস্ত্র ও সঙ্গ প্রভৃতির নিয়মিত আলোচনা হয়। এই মঠ হইতে মহামহোপাধ্যায় সকল প্রকার প্রচার, মহোৎসব-সংকীর্ত্তন, বক্তৃতা, ব্যাখ্যা ও সংকীর্ত্তন-সভা-মহোৎসবাদি প্রচারের অনুষ্ঠান হয়। মঠরক্ষক মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-স্থান মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-সহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী সেবাকোবিদ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রঙ্গস্থলী এখানে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্তমান, রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্তমান। রক্ষক—গোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

(৭) কাজীর সমাধি-পাট

মুসলমান শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিআলোক।

(৮) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীবনবিহারী দাস অধিকারী।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীমদনমোহন ব্রহ্মচারী।

(১০) মোদদ্রুম-ছত্র "গৌড়ের নৈমিষ"

মাউগাছি, পোঃ ভারুইডাঙ্গা, (বর্দ্ধমান)। শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুরের শ্রীপাট। শ্রীগৌরনিত্যানন্দের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীকুঞ্জবিহারী ব্রহ্মচারী, ভক্তিভূষণ।

(১১) শ্রেতিয়া কুঞ্জকানন

শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী.

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীনবীনানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১২) কৃষ্ণকুটীর—পোঃ কৃষ্ণনগর,

নদীয়া। রক্ষক—শ্রীমধুসূদন অধিকারী

(১৩) ভাগবত আসন—পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

এই স্থান হইতে ভাগবত-প্রসঙ্গ প্রচারিত হয়। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিআলোক, ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৪) একায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ চাকদহ, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৫) মহেশ পণ্ডিতের পাট

ক্ষীরোদপুর, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীভক্তিকিশোর ব্রহ্মচারী।

(১৬) মাধ্বগৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, পোঃ ঢাকা

পূর্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা-গিরিধারীর সেবা বর্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ

(১৭) গোপালজীউর মঠ—কমলাপুর, ঢাকা

গোপালজীউর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান। রক্ষক—শ্রীরাধারমণদাস ব্রহ্মচারী,

(১৮) গদাই গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)।

এখানে শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীবনবিহারী ব্রহ্মচারী

(১৯) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীসুন্দর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২০) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাসুড়, (ঢাকা)

এখানে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীপাদকৃষ্ণদাস বনবাসী

(২১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রামনগর (বর্দ্ধমান)।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারীর নিত্য-সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীচৈতন্য দাসাধিকারী,

(২২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ফুলবাগান, পোঃ চিৎকুণ্ডা, (মানভূম)

এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী।

(২৩) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে গুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীসনাতনদাস ব্রহ্মচারী ভক্তিরত্ন।

(২৪) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী।

(২৫) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশপাল, পোঃ বক্সীবাজার, (কটক)

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদ-বনজীউর নিত্যসেবা বর্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর

(২৬) ভিক্ষু-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ কুমারের পুরী,

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন।

(২৭) পুরুষোত্তম মঠ

ভক্তিকুটী, পোঃ পুরী চটকপর্ব্বত।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীউর নিত্যসেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বর অধিকারী

(২৮) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌরাঙ্গনাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী দাসাধিকারী।

(২৯) রায়রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, জেলা গোদাবরী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্তমান। মঠরক্ষক—শ্রীনিমাইচরণ দাসাধিকারী ভক্তিলোচন।

(৩০) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪৭নং কবিরপুরা, বেনারস সিটি

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা-গিরিধারীর সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীসদাশিব ব্রহ্মচারী।

(৩১) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন [illegible]

(৩২) পরমহংস মঠ.

পোঃ মিশ্রিখ, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও গৌর-বিনোদ-বিনোদজীউর সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীসত্যনারায়ণ দাসাধিকারী।

(৩৩) কৃষ্ণচৈতন্য মঠ

পুরাণনগর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

এখানে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিত্য-সেবা হয়। রক্ষক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠ

বিশ্রামঘাট মথুরা

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ

(৩৫) ব্রজস্বানন্দ সুখদকুঞ্জ—শ্রীরাধাকুণ্ড

রক্ষক—শ্রীরাধারমণচরণদাস ব্রহ্মচারী

(৩৬) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৩৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ

শেখপাড়া, পোঃ গোচোল, জেলা গুজরাট (পাঞ্জাব) রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৩৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং ওয়ারান রোড, নিউ দিল্লী।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসম্বন্ধ তুর্য্যাশ্রমী

(৩৯) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল।

এখানে গৌরাঙ্গবেণুগোপালের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীনবীনগোপাল অধিকারী।

(৪০) সারস্বত-গৌড়ীয় মঠ

ভক্তিহার নারায়ণপুর, মউ, পি

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক গিরি

(৪১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ রয়াপেট্টা মাদ্রাজ।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীপাদ সদানন্দ ভক্তিবিকাশ।

(৪২) বোম্বে গৌড়ীয়-মঠ কার্য্যালয়

গোয়ালিয়র রোড, চৌটানি বিল্ডিং, ব্লক নং ১, বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মা মজুমদার।

(৪৩) অমরসি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমরসি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীযজ্ঞেশ্বর দাস অধিকারী

(৪৪) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী

(৪৫) পাটনা গৌড়ীয় মঠ

১০০ মিঠাপুর, পাটনা।

রক্ষক—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী ভাগবৎভূষণ

(৪৬) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠ বালেশ্বর

রক্ষক—শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৭) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয়

৩ গ্লষ্টার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, এস-ডব্লিউ ৭, লণ্ডন

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ।

(৪৮) বার্লিন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

Berlin W. 30

Eisenacher strasse 29 I

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্‌—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
দশম স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৵০
। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
। ভাষ্য-যুক্ত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৬৲
। [illegible] ৪৲
। বৈষ্ণবধর্ম্ম ২৲
। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরুদ্ধ-তত্ত্ব ।০
। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
। চৈতন্যোপনিষদ্‌ ।০
। [illegible] ।০
। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵০
। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৷৵০
। ভজন-রহস্য ।০
। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্‌ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্‌ এ (বাঁধা) ১৲
। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২১। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২
২২। গীতার কেবল মূল-ভাষা ।
২৩। বৃহদ্ভাগবতামৃত শ্রীগৌরভঃ সানুবাদ (মাত্র) ২৲
২৪। বেদান্তস্যমন্তক সানুবাদ (বাঙ্গালায়) ৷০
২৫। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৵০
ঐ (বাঁধা) ৸০
২৬। দীপ-নিদর্শন ৵০
২৭। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৵০
২৮। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
ঐ (আবাঁধা) ।৵
২৯। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩০। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩১। গীতমালা ৴১০
৩২। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৩। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
৩৪। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৫। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ।০
৩৬। শরণাগতি ৴০
৩৭। গীতাবলী ৴০
৩৮। চিত্রে নবদ্বীপ ১৷০
৩৯। প্রার্থনা ৴০
৪০। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৪১। নবদ্বীপশতক ।
৪২। অর্চ্চনপদ্ধতি ৴০
৪৩। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৪৪। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১০
৪৬। আত্মনিবেদন ৶১০
৪৭। বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (প্রথম ভাগ) ৩৲
৪৮। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৪৯। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫০। গৌড়ীয়বোধঃ ৸০
৫১। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫২। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৩। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৴০
৫৪। ঈশোপনিষদ্‌ (বলদেব ও বাঙ্গলাভাষা এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫৫। শ্রীকৃষ্ণনাম ৶০
৫৬। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৫৭। সাধুবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৮। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিজয়ঃ ।০
৫৯। সটিক-শিক্ষাষ্টকম্‌ ।০
৬০। [illegible] ।০
৬১। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্‌ ৵০
৬২। গৌড়ীয়মঠ পঞ্চিকা ৴০
৬৩। সারার্থবর্ষিণী ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৪। রায় রামানন্দ ৷০
৬৫। এ কিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ৷০
৬৬। নামভজন ।০
৬৭। বেদান্ত—ইটস্‌ মর্ফলজি এ্যাণ্ড অন্টলজি ।০
৬৮। থিয়েষ্টিক এপ্রোচ ৷৵০
৬৯। লাইফ এ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।০
৭০। বৈষ্ণবীজম
৭১। নোবাদ গৌড়ীয়মঠ ষ্ট্যাণ্ডস ফর ৴০
৭২। দি ভাগবত ।০
৭৩। থিয়েষ্টিক ফিলসফি এ্যাণ্ড মায়াবাদ ।০
৭৪। ব্রহ্ম-সংহিতা ২৷০
৭৫। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম ভাগ) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৭৬। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৭৭। সাধন-পথ ।০
৭৮। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৭৯। গীতাবলী ৴০
৮০। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮১। শরণাগতি ৴০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মনুষ্য পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ আনা, বড় বোতল ১৷৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত রাসায়নিক ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।
জে. বি, দত্ত এণ্ড কোং
কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার
কলিকাতা

আমাশয় ও পেটের পীড়ায়

শ্রীশ্যামানন্দ দাশ কবিরাজের আবিষ্কৃত

—গ্রহণী বজ্র—

ব্যবহার করুন

আমাশয়, রক্তামাশয় অতিসার, গ্রহণী, অজীর্ণ, পেটফাঁপা, বুকজ্বালা, সূতিকা ও শিশুর উদরাময় প্রভৃতি সকল প্রকার নূতন ও পুরাতন পেটের পীড়ায় গ্রহণী বজ্র প্রত্যক্ষ ফল প্রদ মহৌষধ।

যাহারা পেটের পীড়ায় নানারূপ চিকিৎসায় ক্লান্ত ও নিরাশ হইয়াছেন তাঁহারা গ্রহণী বজ্র ব্যবহার করিয়া ফল লাভ করিতে পারেন এবং তাঁহারা গ্রহণী বজ্র ব্যবহার করুন, উপকৃত হইবেন। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। মূল্য ... ৷০ আনা, ... ডাক মাশুল ।৵০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীকৃষ্ণ ঔষধালয়, ময়মনসিংহ।
ঢাকার এজেন্ট মেসার্স মহেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং
পাটুয়াটুলি, ঢাকা

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও
ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এস, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সুবর্ণ সুযোগ ! সুবর্ণ সুযোগ !

শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদরচিত গৌড়ীয়ভাষ্য সহিত

বিশুদ্ধ গ্রন্থ

শ্রীশ্রীচৈতন্য ভাগবত

গ্রন্থের আয়তন ঃ—ক্রাউন কোয়ার্টো ফুল ১০৯৬ পৃষ্ঠা, সূচীপত্র ২৪৪ পৃষ্ঠা, মোট ১৩৪০ পৃষ্ঠা

ভিক্ষা (বাঁধাই) মাত্র ৭৲ সাত টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা।

নদীয়া সার্টিফিকেট আদালতের নীলাম ইস্তাহার

কেস নং এবং কোর্টের নাম	নীলাম ইস্তাহার (A) (B) বা (C) ধারায় প্রকাশিত	ডিক্রীদার	দেনদার	যে দাবীর জন্য সম্পত্তি বিক্রয়ের আদেশ হইয়াছে	বিক্রয়ের স্থান তারিখ ও সময়	কি রকম জোত	থানা, মৌজার নাম ও গ্রাম	খতিয়ান নং প্লট (জানা থাকিলে) অথবা অন্য প্রয়োজনীয় বিবরণ	১০ জমির পরিমাণ (জানা থাকিলে)	১১ জমা (জানা থাকিলে)	১২ মন্তব্য
৮৩ P. M, ৩৪।৩৫ নদীয়া সার্টিফিকেট আদালত		রাধানাথ মুখোপাধ্যায়	যুগলকিশোর মুখোপাধ্যায় দিং	৩০।৶৩	৯।৫।৩৫	নিষ্কর মধ্যস্বত্ব ব্রহ্মত্তর	থানা চাকদহ মৌজে শিমুলিয়া	৩০।৩১ অধীন ৩১১ খতিয়ান	৩-৩৮শঃ	নিষ্কর মধ্যস্বত্ব চিরস্থায়ী	রাধানাথ মুখোপাধ্যায়
৮২ P. M, ৩৪।৩৫				১২৶৯	৯।৫।৩৫	নিষ্কর ব্রহ্মত্তর	থানা চাকদহ	৪০।৪১ অধীন ৯০ খতিয়ান	২-১৪শঃ	নিষ্কর ব্রহ্মত্তর	
৮৯ P. M, ৩৪।৩৫			যজ্ঞেশ্বর রায় দিং	২১৯	৯।৫।৩৫			১৩৫।১৪০ অধীন ৩০২ খতিয়ান	২-২২শঃ		
৯ P. M, ৩৩।৩৫	ঐ		ক্ষিতীশচন্দ্র দাস	৮৸৹	৯।৫।৩৫	মধ্যস্বত্ব মোকররী	ঐ	৭৭।৭৮ নং	২-৮৮শঃ	৪৷৵১০	
১১ P, M, ৩৪।৩৫			জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ দিং	১৬৸৩	১০।৫।৩৫	নিষ্কর ব্রহ্মত্তর	থানা করিমপুর মৌজে নতিডাঙ্গা	১৭।১৮ খতিয়ান	১ ২৬শঃ	নিষ্কর ব্রহ্মত্তর	ঐ
৩ N, ৩৪।৩৫		রায় বনিমালী রায় বাহাদুর	গোবিন্দচন্দ্র দাস দিং	৭১৶৩	১১।৫।৩৫	রায়তি স্থিতিবান	থানা কোতয়ালী মৌজে নওপাড়া	৪৫৩ খতিয়ান	৮-০৮শঃ	৩১৷৶৩	রায় বাহাদুর
৩৪ R, P, ৩৪।৩৫		আর পালচৌধুরী	কানাই কপালী	১৭৷৶৬	১১।৫।৩৫	ঐ	থানা নবদ্বীপ মৌজে মাজদিয়া	৩৫২।১৪ খতিয়ান	·২৯	১৯৶৹	আর পালচৌধুরী
৩২৯ R, P, ৩৩।৩৪		ঐ	বিনয়কুমার রায় দিং	৫৮৷৶৬	১৬।৫।৩৫	মধ্যস্বত্ব চিরস্থায়ী	থানা নবদ্বীপ মৌজে চাঁদপুর	৮৭৩ খতিয়ান	৩-৩৭	৮৸৶৪	ঐ
৩৩১ R, P, ৩৩।৩৪		ঐ	ঐ	৪৪৷৹	১৬।৫।৩৫		থানা ঐ মৌজে ঐ	৬৯০ খতিয়ান	৪-১৫	৬৸৶৩	
৩৩৫ R, P, ৩৩।৩৪			ঐ	৪১।৩	১৬।৫।৩৫		থানা ঐ মৌজে ঐ	৬৬৫ খতিয়ান	৩-১২	৬৷৶৯	ঐ
৩৩৩ R, P, ৩৩।৩৪				১৫৫৸৹	১৬।৫।৩৫		থানা ঐ মৌজে ঐ	৮৭৮ খতিয়ান	১১-০৮	১২৸৶৩	

শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসব-সংখ্যা

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১০ম বর্ষ | ৩০ গোবিন্দ গৌরাব্দ ৪৪৮, ৬ই চৈত্র বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ২০শে মার্চ্চ ইং ১৯৩৫ বুধবার | ১৭-১৮শ সংখ্যা

গৌর-প্রকট-পৌর্ণমাসী

[পরবিদ্যা পীঠের জনৈক ছাত্র]

(১)

গোলোকের পতি ভূলোকে আসিয়া,
গউড় গগনোপর ;
উদিল করুণা-কিরণ ঢালিয়া
মায়াপুর-সুধাকর।
দেখিল অপার এ ভব জগতে,
নিজ প্রিয়তম পারিষদ-সাথে,
যে-ছবি কত আসিয়া ভূমেতে,
মানব-আকারে ফেরে ;
ভকতের সাথে হেরে নানারূপে,
সে-লীলা হরষভরে।

(২)

(যবে) মনসা, বাশুলি, চণ্ডীর পূজনে,
হরিগুরু-পূজা ভুলে ;
মত্ত ছিল ধরা জড় অভিমানে,
ভোগের তীব্র কবলে।
করুণাপরতঃ যশোদা-তনয়,
শচীসুতরূপে এলেন সদয়,
মায়াপুরে ধামে শচীর আলয়,
পবিত্র করিল ছলে ;
কীর্তনবাসরে এল রূপ ধ'রে,
প্রেমময় এ ভূতলে॥

(৩)

অনন্ত ভুবনে যত সুরগণ
যবে এল ধরা ধ'রে ;
পৌর্ণমাসী নিশি পূত নিরমল,
মনোরম সাজে সেজে।
সকলঙ্ক চাঁদে রাহু গরাসিল,
অকলঙ্ক চাঁদ প্রকট হইল,
ঘোর কলিতমো দূরীভূত হ'ল,
মঙ্গল বাজনা বাজে,
গ্রহণের ছলে কীর্তনের রোলে,
শচীকোলে গোরা রাজে॥

শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-প্রচারিণী সভার সভাপতি মহামহোদয় বিষম-সমর-বিজয়ী
পঞ্চশ্রীক চন্দ্রবংশাবতংস স্বাধীন-ত্রিপুরাধিপতি ধর্ম্ম-ধুরন্ধর
মহারাজ বীরবিক্রমকিশোর দেব-বর্ম্ম মাণিক্য বাহাদুর
অদ্য শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতেছেন।

(৪)

কীর্তন পিতার এই অবতার,
কীর্তন-প্রচার-তরে ;
ইঙ্গিতে তাহাই কহিল এবার,
ভকত-হৃদয়-পুরে।
কত বার মুখে কৃষ্ণ-রাম-নাম,
নহে উচ্চারিত সেই অবিরাম,
প্রভুর প্রকট-বাসরে শ্রীনাম,
সাদরে গ্রহণ করে ;
হরি হরি ব'লে সবে কুতূহলে,
জাহ্নবী-সিনান করে॥

(৫)

রজনী তারার মালিকা গাঁথিয়া,
নিমাইর পদ-প্রান্তে ;
সুখে দিতে আসে বাতাসে দুলিয়া,
মেঘের বিমানপোতে।
মেঘের বিমানপোত অগণন,
মায়াপুরোপরি ছাইয়া গগন,
বিরাজিছে হ'য়ে দীন বরণ,
ভেটিতে শ্যামল গাতে,
কভি শন্ শন্ তরবে পবন
ফিরিছে একাকী পথে॥

(৬)

গোরার প্রকট-দিবসে হরিষে,
যোগাগত পূত প্রাণ ;
ভকত সমূহ মনের হরষে
গাহিছে গৌর-গান।
কোথায় "ভকতি-বিজয়-কেতন"
চুমিছে গরবে নীলিম গগন,
বিজলী আলোকে শোভে অনুপম,
শ্রীহরি-প্রকট-স্থান ;
কোটি রসনায়, আজিকে হেথায়,
গাহিছে গৌর-গান॥

(৭)

অদ্যাবধি সেই লীলা গোরারায়
করে ভকতের সনে :
ভাগ্যবান্ জন দেখিছে হেথায়
আঁখি বিশুদ্ধ নয়নে।
নদীয়া-চাঁদের নদীয়া-বিলাস,
লয়ে বুকে আজি "নদীয়া-প্রকাশ"
নদীয়া-প্রকাশ প্রভুর প্রকাশ,
রটিছে বিশ্বভুবনে ;
প্রচার-সঙ্গীত আচার সহিত
সাজে আপামর-কানে॥

(৮)

বিপুল প্রচার আজি হেথা হ'তে,
বিশ্বমাঝে গৌরনাম ;
প্রতি ঘরে নাম ধাইছে জগতে,
পূরাতে গৌর-কাম।
শ্রী-কৃ পক্ষি এবে পরম কটু,
অধোক্ষজ দেব হেথা আবির্ভূত,
প্রতীপ-প্রতাপ হ'ল প্রতিহত,
প্রকটিত নিজধাম,
ভকতিসিদ্ধান্ত- বাণী হ'তে পূত
বয়েছে এ প্রেমবান॥

"শ্রী" ও "৺"

[মহামহোপদেশক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ]

জীবিতব্যক্তির নামের পূর্ব্বে 'শ্রী' ও মৃতব্যক্তির নামের পূর্ব্বে '৺' দিবার প্রথা প্রদেশে প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়। গতানুগতিকভাবে আমরা প্রায় সকলেই এই প্রথার অনুকরণ করিয়া থাকি। আমরা শিশুকাল হইতেই নামোল্লেখ করিবার এই রীতিতে অভ্যস্ত হই।

উচ্চারণকালে '৺' এই চিহ্নটী 'ঈশ্বর' শব্দে উচ্চারিত হয়। জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ, পূজনীয় কল্যাণীয়, উচ্চ-নীচ, ধার্ম্মিক-অধার্ম্মিক, সাধু অসাধু যে কোনও মৃতব্যক্তির নামের পূর্ব্বে এইরূপ চিহ্ন প্রদান এবং নামোচ্চারণকালে তৎপূর্ব্বে 'ঈশ্বর'-শব্দ উচ্চারণ করিবার প্রথা আমরা বঙ্গীয় সমাজের সর্ব্বত্রই দেখিতে পাই। কেহ কেহ বলেন, ইহা বঙ্গদেশেরই নিজস্ব। সংস্কৃতসাহিত্যে 'স্বর্গীয়', 'পরলোকগত' কিংবা 'স্বর্গগত' প্রভৃতি শব্দ ব্যবহারের রীতি আছে।

'৺' চিহ্নটী যেন 'শ্রী'র বিপরীত বা প্রতিযোগী। এই চিহ্নটি কোন মনুষ্যের নামের পূর্ব্বে ব্যবহৃত হইলে তাহার মৃত্যু-বোধক হইয়া থাকে কিন্তু প্রচলিত সাহিত্যে দেবতার নাম, দেবতার স্থান বা তীর্থস্থানাদির পূর্ব্বে এই চিহ্নের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়, যেমন ৺দুর্গা, ৺বাণীদেবী, ৺চন্দ্রনাথ, ৺কাশীধাম প্রভৃতি। এইরূপ ব্যবহার দেখিয়া মনে হয়,—কেবল মনুষ্যের নামের পূর্ব্বে ব্যবহৃত হইলে উহা মৃত্যুবোধক, দেবতা বা তীর্থাদির নামের পূর্ব্বে তদ্রূপ নহে। কারণ কাশীধামাদি তীর্থস্থানের অস্তিত্ব সর্ব্বজন-প্রত্যক্ষ।

কেহ কেহ বলেন, '৺' এই চিহ্নটী ওঁকারের সংক্ষিপ্ত চিহ্ন। ওঁকার বা প্রণবের ওকার বিলুপ্ত হইয়া গেলে কেবল চন্দ্রবিন্দুটী অবশিষ্ট থাকে। মনুষ্য মৃত্যুর পর ওঁকার-স্বরূপ ব্রহ্মে লীন হইয়া যায়, তখন তাহার কোন রূপ থাকে না; তাহার নির্ব্বিশেষ অবস্থা বুঝাইবার জন্য '৺' রূপ একটী চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। মনুষ্য ঈশ্বরের সহিত একীভূত হইয়া ঈশ্বর হইয়া পড়ে; এজন্য মৃত ব্যক্তি মাত্রেরই নামের পূর্ব্বে ঈশ্বর শব্দের উচ্চারণ বা ঐরূপ চিহ্নের প্রয়োগ হইয়া থাকে।

মৃতব্যক্তির নামকে 'শ্রী'হীন, জীবিত-ব্যক্তির নামকে 'শ্রী'-যুক্ত করিবার প্রথা সাহিত্যে ও সমাজে চলিয়া আসিতেছে। সমাজের উত্তরোত্তর সহিত 'শ্রীযুক্ত', 'শ্রীযুক্তা' 'অথবা শ্রীমান্', 'শ্রী শ্রী', 'শ্রীশ্রীশ্রী', 'পঞ্চশ্রীক', '১০৮শ্রী' 'কোটিশ্রী' প্রভৃতি 'শ্রী'শব্দের সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার প্রথা আমরা সাহিত্য, দর্শনাদি, আচার, ব্যবহার ও পদ্ধতির মধ্যে দেখিতে পাই। দর্শশাস্ত্রের প্রয়োগসম্রাদির মধ্যে 'শ্রী'যুক্ত করিয়া নামোচ্চারণের বিধি রহিয়াছে। বিষ্ণুর নামের পূর্ব্বে 'শ্রী'শব্দের প্রয়োগ বিশেষভাবে দৃষ্ট হয়। 'শ্রীমূর্ত্তি'শব্দে বিষ্ণুমূর্ত্তির উল্লেখ হয়; কেবল মূর্ত্তি, প্রতিমা বা প্রতীক শব্দ বিষ্ণুবিগ্রহে প্রযুক্ত হয় না। বিষ্ণুর তীর্থাদি ও পর্ব্বাদি সর্ব্বদাই শ্রীযুক্ত, যেমন 'শ্রীবৃন্দাবন', 'শ্রীরামনবমী' প্রভৃতি। 'শ্রীমতী'-শব্দ শ্রীরাধিকাতেই রূঢ় অর্থাৎ প্রসিদ্ধার্থে রাধিকাকেই বুঝায়। "জয়শ্রী" বলিতেও একমাত্র শ্রীরাধিকাই লক্ষিতা হইয়া থাকেন। 'শ্রীমন্' বলিতে গুরু-বৈষ্ণব-ভগবান প্রভৃতির চিদানন্দদেহই লক্ষিত হয়। 'শ্রীধাম' 'শ্রীনাম', 'শ্রীকাম' প্রভৃতি শব্দের দ্বারা ভগবান্ বিষ্ণুর 'ধাম', 'নাম' ও 'অভীষ্ট'কে বুঝাইয়া থাকে। মহাপ্রসাদ, বৈষ্ণব প্রভৃতি শব্দের পূর্ব্বেও 'শ্রী'শব্দের প্রয়োগ হয়। গুরুদেবের নামোচ্চারণকালে তাঁহার নামের পূর্ব্বে শ্রী, প্রভৃতিশব্দ দিবার আদেশ পরমার্থশাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়—

যথা তথা যত্র তত্র ন গৃহ্নীয়াচ্চ কেবলম্।
অভক্ত্যা ন গুরোর্নাম গৃহ্নীয়াচ্চ যতাত্মবান্॥
প্রণবঃ শ্রীস্ততো নাম বিষ্ণুশব্দাদনন্তরম্।
পাদশব্দসমেতঞ্চ নতমূর্দ্ধাঞ্জলিযুতঃ॥

(হঃ ভঃ বিঃ ১।৭০ নারদপঞ্চরাত্র বচন)

নারদপঞ্চরাত্র বলেন, যতাত্ম ব্যক্তি যেখানে সেখানে অভক্তির সহিত গুরুদেবের নাম উচ্চারণ করিবেন না। মস্তক অবনত করিয়া ও কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রণব, বিষ্ণুপাদ, শ্রী ও তৎপরে শ্রীগুরুদেবের নামোচ্চারণ করিবেন।

বিষ্ণুর শক্তির নাম—'শ্রী'। ষড়ৈশ্বর্য্যশালী ভগবানের শ্রী অর্থাৎ সৌন্দর্য্যই তাঁহার সমগ্র ঐশ্বর্য্য, সমগ্র বীর্য্য, সমগ্র যশঃ, সমগ্র জ্ঞান ও সমগ্রবৈরাগ্যের মধ্যস্থলে স্থিত। যেমন শরীর অঙ্গী, হস্তপদাদি অঙ্গ তদ্রূপ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ ভগবানের 'শ্রী'ই অঙ্গী, আর ঐশ্বর্য্য বীর্য্য-যশঃ-শ্রী জ্ঞান-বৈরাগ্য গুণসমূহ অঙ্গ।

অবৈষ্ণবসম্প্রদায় অনেক সময় বৈষ্ণবগণকে বিদ্রূপ করিয়া বলেন,—"বৈষ্ণবগণ স্বাভাবিক শ্রীর পক্ষপাতী তাঁহারা 'শ্রীখণ্ড', 'শ্রীমহাপ্রসাদ', 'শ্রীবৈষ্ণব', 'শ্রীবিগ্রহ', 'শ্রীমূর্ত্তি' প্রভৃতি শ্রী-সংযুক্ত শব্দ প্রয়োগ করিয়াও ক্ষান্ত হন না; মৃত (?) ব্যক্তি বা দেবতার পূর্ব্বেও 'শ্রী' বসাইয়া থাকেন, যেমন 'শ্রীকৃষ্ণ', 'শ্রীচৈতন্য' শ্রীরামানুজ, শ্রীমধ্ব ইত্যাদি।" এক্ষণ আধুনিক প্রগতির যুগে সাহিত্যে ঐসকল নামকে সম্পূর্ণ শ্রীহীন না করিতে পারিলে সাহিত্য-প্রগতি যেন কুণ্ঠিত ও অচল হইয়া পড়ে! ঐসকল শ্রী যেন আবর্জ্জনা-সদৃশ!

সেদিন একজন বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও সংস্কৃতের প্রবীণ অধ্যাপক আমাদিগের প্রতি দোষারোপ করিয়াই যেন বলিতেছিলেন—"আপনারা মৃতব্যক্তির নামের পূর্ব্বে 'শ্রী'-শব্দ প্রয়োগ করিয়া থাকেন। সাহিত্যের ও সমাজের প্রগতি ও আচারের বিরুদ্ধে ঐরূপ ভাবে মৃতব্যক্তির নামের পূর্ব্বে 'শ্রী' লিখিবার আপনাদের কি যুক্তি আছে?" আমরা উত্তরে বলিলাম যে, আমরা কখনও মৃতব্যক্তির নাম 'শ্রী' শব্দের সহিত উল্লেখ করি না। এই উত্তরের প্রতিবাদে তিনি বলিলেন—আপনারা চৈতন্যকে 'শ্রীচৈতন্য', 'শ্রীশ্রীচৈতন্য'—বলেন না কি? 'শ্রীরূপ', 'শ্রীসনাতন' বলিয়া রূপসনাতনের উল্লেখ করেন নাকি? আমরা বলিলাম—তাঁহাদের নামের পূর্ব্বে একটী 'শ্রী' কেন, অগণিত শ্রীত নিত্যসিদ্ধরূপে বর্ত্তমান আছে। শ্রীচৈতন্যের পদনখ হইতেই 'শ্রী' প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীনিত্যানন্দ সমগ্র 'শ্রী'র মূলপুরুষ। কৃষ্ণের মাধুর্য্যময়ী সেবাশ্রী রূপ ধারণ করিয়া শ্রীরূপগোস্বামিরূপে প্রকটিত জগতে যে-সকল 'শ্রীমান' হইয়াছেন ও হইবেন, তাঁহারা শ্রীরূপের পদনখশ্রীর আংশিক আভাসের দ্বারাই পরিপূর্ণ হইতে পারেন। সামাজিক ও সাহিত্যিক গণ জাগতিক ব্যক্তিগণের নামের পূর্ব্বে যে 'শ্রী' শব্দ প্রয়োগ করেন, তাহা কিছুদিন পরে তাঁহারাই 'বি-শ্রী' করিয়া দেন। মৃত্যুর পরমুহূর্ত্তেই সামাজিকগণ সেই সকল ব্যক্তিকে 'শ্রী হীন' করিয়া ফেলেন। কিন্তু শ্রীচৈতন্যের শ্রী, শ্রীচৈতন্যদাসগণের শ্রী, শ্রীচৈতন্যের প্রকাশবিগ্রহগণের অর্থাৎ গুরুবর্গের শ্রী, শ্রীচৈতন্যভক্তির শ্রী, বৈষ্ণবগণের শ্রী বা শোভা নিত্য শ্রী। তাঁহাদের মৃত্যু নাই, তাই তাঁহাদের 'শ্রী'রও বিয়োগ নাই, তাঁহারা ভগবানের নিত্য সেবাশ্রীতে বিভূষিত।

সামাজিক প্রথানুসারে বহির্ম্মুখ ব্যক্তিকে তাহার জীবিতকালেও যে শ্রীযুক্ত করিয়া বলা হয়, তাহা বস্তুতঃ আপেক্ষিক ও অনিত্য-শ্রীর সংস্পর্শের দ্যোতক ও অধিকাংশস্থলে সামাজিক কপটতা-ব্যঞ্জক। দ্বিতীয়তঃ বহির্ম্মুখগণের জীবিতাবস্থাকালে যে তাহাদিগকে শ্রীহীন করিয়া 'ঈশ্বর' নামে অভিহিত করা হয়, তাহাও তদপেক্ষা পরিচায়ক। শ্রী-বিহীনকে 'ঈশ্বর' বলা—কিরূপ যুক্তি? শ্রীযুক্ত ব্যক্তিই—ঈশ্বর। শ্রীবিহীন ঈশ্বর (?) 'দরিদ্র নারায়ণ' শব্দের ন্যায় 'অজ্ঞ ও অদ্ভুত' বিরোধী শব্দাড়ম্বর নহে কি? দরিদ্র এবং নারায়ণ (লক্ষ্মীনাথ) যেরূপ বিরুদ্ধার্থ ও ব্যর্থ শব্দ, শ্রীবিহীন ঈশ্বরও সেরূপ ব্যর্থ ও বিরুদ্ধার্থ। সোণার পাথরের (?) বাটীর ন্যায় শ্রীবিহীন ঈশ্বর ও দারিদ্র্যযুক্ত নারায়ণ প্রভৃতি শব্দ মায়াবাদ এবং পরমেশ্বরের নিত্যসেবা-বিরোধের বিচার হইতে হরিবিমুখ সমাজে সুপ্রচারিত হইয়াছে। ঐশ্বর্য্যগুণের মধ্যে শ্রীই অঙ্গী বা প্রধান, সেই শ্রীকে পরিত্যাগ করিয়া ঈশ্বরত্ব বা কিরূপে সম্ভব?

আমাদের এই সকল কথা শুনিবার পর পূর্ব্বোক্ত সাহিত্যিক পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন, —আপনাদের অবস্থা ত' শুনিলাম, কিন্তু আপনাদেরই গৌড়ীয়-বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ প্রবীণ সাহিত্যিক ও আচার্য্য-সন্তান-নামে পরিচিত মহাশয় ব্যক্তি তাঁহার শ্রীচৈতন্যভাগবতের ব্যাখ্যায় প্রারম্ভেই তাঁহার স্বর্গগত পুত্রের নামের পূর্ব্বে '৺' এই চিহ্ন প্রয়োগ করিয়াছেন। ইহা ছাপার হরফে প্রকাশিত হইয়াছে, আপনি স্বচক্ষে দেখিতে পারিবেন।

আমরা সাহিত্যিক পণ্ডিতবরের এইরূপ নজিরের বাক্যের কথা পূর্ব্ব হইতে অবগত থাকিয়াও বলিলাম—আমরা কোন ব্যক্তিগত বিচার বা আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব না। সত্য ও আদর্শ বাক্য, তাহাই বলিলাম; কোন শুদ্ধ বৈষ্ণব মৃত ব্যক্তিকে 'ঈশ্বর' বলেন না। বহির্ম্মুখ ব্যক্তিগণকে শ্রীহীন করিয়া তাহাদের নামোল্লেখ করিতে পারেন, কিম্বা তাহাদের নামের পূর্ব্বে স্বর্গগত ইত্যাদি শব্দও প্রয়োগ করিতে পারেন। আর ইহ জগৎ হইতে অপ্রকট হওয়ার পরেও ভগবদ্ভক্ত্যা-শ্রিত বৈষ্ণবের নামের পূর্ব্বে শ্রী-শব্দই প্রযুক্ত হইয়া থাকে। কারণ, তাঁহারা ইহ জগৎ হইতে অন্য স্থানে গমন করিয়াও তাঁহাদের চেতনের বৃত্তি দ্বারা নিত্য হরিসেবাই করেন। তাঁহারা সেবা-শ্রী হইতে কোন দিনই বিচ্যুত হন না এবং উত্তরোত্তর সেবা-শ্রীযুক্ত হইয়া থাকেন। মহাভাগবত বৈষ্ণবের ত' কথাই নাই, তাঁহারা নিত্য অপ্রাকৃতধামে নিত্যলীলায় প্রবিষ্ট হইয়া অপ্রাকৃতদেহে ভগবানের নিত্যসেবা করিতে থাকেন। এজন্য তাঁহাদের সম্বন্ধে শাস্ত্র বলিয়াছেন—

যথা সৌমিত্রি-ভরতৌ যথা সঙ্কর্ষণাদয়ঃ।
তথা তেনৈব জায়ন্তে মর্ত্ত্যলোকং যদৃচ্ছয়া॥
পুনস্তেনৈব যাস্যন্তি তদ্বিষ্ণোঃ শাশ্বতং পদম্।
ন কর্ম্মবন্ধনং জন্ম বৈষ্ণবানাঞ্চ বিদ্যতে॥

(পাদ্মোত্তরখণ্ড ২৫৭।৫৭-৫৮)

যেরূপ সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ ও ভরত, যেরূপ সঙ্কর্ষণাদি ভগবদ্বিগ্রহসকল স্বতন্ত্রেচ্ছা-বশতঃ জগতে প্রাদুর্ভূত হন, ভগবৎপার্ষদ বৈষ্ণবগণও সেইভাবেই আবির্ভূত হন এবং পুনরায় সেই ভাবেই বিষ্ণুর সেই নিত্যধামে গমন করেন। বৈষ্ণবগণেরও বিষ্ণুর ন্যায় কর্ম্মবন্ধনজনিত জন্ম নাই।

যাঁহারা ব্রহ্মসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের নামের পূর্ব্বে নিত্যলীলা প্রাপ্ত ও 'প্রভৃতি', 'শ্রী' বা বহু-শ্রী সংযুক্ত করাই সমীচীন ও শাস্ত্রবিধি। যাহারা অপ্রকট তাঁহাদের নিত্য ভগবৎসেবক ও নিত্যসিদ্ধপার্ষদ বলিয়া মায়াবাদী ও কর্ম্মজড়বাদের বিচারের অনুকরণে তাঁহাদের নামের পূর্ব্বে ঈশ্বর শব্দ প্রয়োগ করা কেবল অযৌক্তিক নহে—পরন্তু পরমেশ্বরের বিরোধচেষ্টা। সাধারণ জীব ত' ঈশ্বর হইতেই পারে না, মুক্ত পুরুষগণও পরমেশ্বরেরই নিত্য সেবা করিয়া থাকেন—তাঁহারা ঈশ্বরের আসন অধিকার করেন না।

[অতঃপর ১৯ পৃষ্ঠায় শেষ কলমে দ্রষ্টব্য]

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৩০ গোবিন্দ বৃহস্পতিবার ৪৪৮

গৌর-প্রকট-পূর্ণিমা

গৌরবর্ষের সংক্রান্তি-বৈশিষ্ট্য

আজ ৪৪৮ গৌরাব্দের সংক্রান্তি-দিবস। গৌরবর্ষের সংক্রান্তিতে কর্ম্মিগণ স্বর্গ-সুখাশায় বিভিন্ন পুণ্যকর্ম্মের আবাহন করিয়া থাকেন এবং বিবিধ আমোদ-প্রমোদে প্রমত্ত হইয়া কৃত-পুণ্যের কিছু ফল সঙ্গে সঙ্গে ভোগ করিতে বদ্ধপরিকর হন। কিন্তু গৌরবর্ষের সংক্রান্তির সেবকগণ ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষাদির কাঙ্গাল নহেন বলিয়া এবং লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাদি তাঁহাদের চিত্তকে আলোড়িত করিতে না পারায় তাঁহারা বাসকোচিত আমোদ প্রমোদে সময় অতিবাহিত না করিয়া সঙ্কীর্ত্তন-পিতা শ্রীগৌরহরির আনন্দ-বিধানার্থ আহার-নিদ্রাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক ভগবৎপ্রসঙ্গ-কীর্ত্তনমুখে উপবাস বা ভগবৎসমীপে বাস করিয়া থাকেন। নাম ও অর্চ্চারূপে শ্রীগৌরহরির দ্বিবিধ অবতার। সুতরাং যাঁহারা নিরন্তর গৌর গুণ-গাথা কীর্ত্তন করেন, তাঁহারা ভগবান্ বিশ্বম্ভরের পাদপদ্মেই অবস্থান করেন। গৌরবর্ষের সংক্রান্তি কর্ম্ম-জীবনের অংশ নিরন্তর যোগ করিয়া কর্ম্মীর হৃদয়ে নিরাশার দীর্ঘ-শ্বাস উৎপাদন করে, পরন্তু গৌরবর্ষের সংক্রান্তি গৌর্ণমাসী পূর্ণ-তম-বস্তুর প্রকট বার্ত্তা বিজ্ঞাপন করিয়া অজ্ঞান অন্ধকারে স্থপ্রকট কিন্তু গৌরাঙ্গচন্দ্রে প্রান্ত পূর্ণতম-প্রেম ভাণ্ডারে আকৃষ্ট হইবার নিরাশাপ্রবণ মানবগণের চিত্ত পরিপূর্ণ করেন। সুতরাং গৌর-সংক্রান্তি নিরাশার নিদেশক নহে, ইহার প্রদেশ যথাযথরূপে জন বা গমন অর্থাৎ পরমার্থের সহিত ভক্তপাদপদ্মে প্রত্যাগমনের—Back to God and back to Home-এর গত।

প্রকট-পূর্ণিমার শিক্ষা

আজ গৌর-প্রকট-পূর্ণিমা; "অন্তঃকৃষ্ণ বহির্গৌরঃ" গৌরহরির আমার যে বিপ্রলম্ভের সমাবেশে পূর্ণতম স্বরূপ, তাহা তাঁহার আবির্ভাবতিথির দ্বিগুণ বিশেষ পুলক জানাইতেছেন।

"রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা দুই দেহ ধরি'"

এই দুই রূপের যে এক রূপের আবির্ভাব—বৃন্দাটবীতে, তিনি বিষয় বিগ্রহ; আর যে অপর রূপের আবির্ভাব নবদ্বীপে, তিনি আশ্রয়-তত্ত্ব। কৃষ্ণচন্দ্রে চন্দ্রের এক অংশ এবং বৃন্দাটবীতে পঞ্চদশাংশ দৃষ্ট হয়; কিন্তু পূর্ণিমার চন্দ্র ষোল কলায় বিকশিত হইয়া দৈন্য-অন্ধকারের বিদূরণের স্থান প্রদান করেন না। তাই বৃন্দাটবীতে আবির্ভূত শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শুধু বিষয়জাতীয় লীলা প্রকাশ করিয়াছেন এবং তাই বৃন্দাটবীতে আবির্ভূতা শ্রীবার্ষভানবী দেবী শুধু আশ্রয় জাতীয়-লীলা প্রদর্শন করিয়াছেন। আশ্রয়-বিগ্রহের সেবানন্দ কি-প্রকার, তাহা বিষয়-বিগ্রহ বুঝিতে পারেন নাই। পূর্ণতম গৌরাঙ্গচন্দ্রে বিষয়াশ্রয়ের সম্মিলন বশতঃ বিষয়-বিগ্রহের সেই অভিলাষ পূর্ণ হইয়াছে। সাধারণতঃ শ্রীগৌরহরির আশ্রয়জাতীয় স্বরূপ ও মহাভাব প্রকাশিত। কোন কোন ভাগ্যবানের নিকট তাঁহার 'রসরাজ'-রূপও আর গোপন করিয়া রাখিতে পারেন নাই।

রায় রামানন্দ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুকে বলিয়াছেন—

"পহিলে দেখিলুঁ তোমার সন্ন্যাসি স্বরূপ।
এবে তোমা দেখি মুঞি শ্যাম-গোপরূপ॥
তোমার সম্মুখে দেখি কাঞ্চন পঞ্চালিকা।
তাঁ'র গৌরকান্ত্যে তোমার সর্ব্ব অঙ্গ ঢাকা॥
তাহাতে প্রকট দেখি সবংশীবদন।
নানা-ভাবে চঞ্চল তাহে কমল-নয়ন॥"

—চৈঃ চঃ মঃ ৮।২৬৭-২৬৯

মহাপ্রভু স্বরূপ গোপন রাখিতে না পারিয়া অবশেষে—

"তবে হাসি' তাঁ'রে প্রভু দেখাইলা স্বরূপ।
'রসরাজ', 'মহাভাব'—দুই এক রূপ॥"

—চৈঃ চঃ মঃ ৮।২৮১

পৌর্ণমাসীর স্বরূপ

"অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ" শ্লোকোক্ত মহাপ্রভুর ভগবান অবতার পৌর্ণমাসী তাহা প্রকৃতি রাণীকে বসন্ত-রূপে ভূষিত করিয়া কোকিলের সুমধুর কুহু কুহু-কহ-কহ কলকণ্ঠ-কূজন ও সুর-তরঙ্গিনীর কল-কল-কলরব ধ্বনির সহিত আনন্দে বিভোর হইয়া কীর্ত্তন করিতেছেন। ঐ যে পুষ্পরাজ গোলাপের সুবাস, মালতীর সৌরভ, যুথিকার সুগন্ধ ভাসিয়া ভাসিয়া মলয়ানিলের মৃদু প্রবাহের সহিত ভাসিয়া ভাসিয়া বেড়াইতেছে, ঐ যে শিখিকুল সুরম্য শিখা বিস্তার করিয়া আনন্দে নৃত্য করিতেছে, ঐ যে বর্ণ-বিতান বিমণ্ডিত কুঞ্জে কুঞ্জে কুসুম-স্তবক হাস্যোৎসের বিপণি বিস্তার করিয়া মলয়-ভরে মৃদু আন্দোলিত হইতেছে, তৎসমুদয়ও কৃষ্ণচৈতন্যের বিজয়-বৈজয়ন্তী। এই বৈজয়ন্তী-দণ্ড বিশেষরূপে স্থাপিত হইয়াছে—শ্রীবিশ্বম্ভরের সর্ব্বব্যাপী উচ্চ হরিসঙ্কীর্ত্তনের সহিত প্রকট-প্রকাশলীলায়।

"বেদে প্রকাশিব পাছে"

শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস ঠাকুর শ্রীল বৃন্দাবনের ভবিষ্যদ্বাণী—

"শ্বেতদ্বীপ নাম, নবদ্বীপ গ্রাম,
বেদে প্রকাশিব পাছে।"

এই উক্তিতে আমরা সহজেই বুঝিতে পারি যে, শ্রীগৌরসুন্দর-লীলাক্ষেত্রই শ্রীধাম-নবদ্বীপ বা শ্বেতদ্বীপ। এই শ্বেতদ্বীপ আধ্যক্ষিকগণের ভোগময়ী ধারণার অতীত নহেন। শুদ্ধভক্ত সিদ্ধ মহাপুরুষগণ চিরদিনে অপ্রাকৃত নবদ্বীপ বা শ্বেতদ্বীপ দর্শন করিয়া থাকেন। সেই সিদ্ধমহাপুরুষগণ ব্যতীত অপর কেহই শ্রীধামের স্বরূপ বর্ণন বা শ্রীধামের অবস্থিতি নির্ণয় করিতে সমর্থ নহেন। মহাপ্রভুর লীলা সংগোপনের পর শ্রীধাম জনসাধারণকে যোগমায়ার আবরণ দ্বারা দেখাইলা তাঁহারই ইচ্ছায় লোকলোচনের অন্তরালে অন্তর্দ্ধানের পর কি প্রকারে পুনরায় বিশ্ববাসিগণের চিত্তের জন্য আবিষ্কৃত হইয়া স্বীয় সৌন্দর্য্য প্রকাশ করিবেন তাহার ইঙ্গিত আমরা স্পষ্টভাবেই শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের উক্ত ভবিষ্যদ্বাণীতে দেখিতে পাইতেছি।

"বেদে প্রকাশিব পাছে" বাণীর অর্থ আধ্যক্ষিকগণ নির্ণয় করিতে অসমর্থ। কিন্তু অধোক্ষজ দার্শনিকগণের নিকট তাহা সুস্পষ্ট। 'বেদ' শব্দের অর্থ চারি (৪)। "বেদে প্রকাশিব"-শব্দের অর্থ—যাঁহারা প্রকাশ করিবেন, তাঁহারা নিগুণময় মায়াকবলীকৃত জীব নহেন; কারণ, সেরূপ জীবগণের শ্রীভগবানের স্বপার্ষদ-ধাম দর্শনের সম্ভাবনা নাই। শ্রীভগবান অধোক্ষজপ্রেরিত যাঁহারা অধোক্ষজতত্ত্বে চতুর্থাবস্থায় পৌঁছিয়াছেন, তাঁহাদিগের দ্বারাই শ্রীধাম আবিষ্কৃত হইবে। গৌড়মণ্ডল, ক্ষেত্রমণ্ডল ও ব্রজমণ্ডলের একচ্ছত্র সম্রাট্ বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহাশয় ও বর্ত্তমান-যুগে শুদ্ধভক্তি-ভাগীরথীর ভগীরথ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ সেই চতুর্থবেদের অধিবাসী বলিয়া তাঁহারাই শ্রীধাম আবিষ্কার করিয়াছেন। এই শ্রীধামই যে সাক্ষাৎ শ্বেতদ্বীপ, তাহা শ্রীভগবানের অতীত রাজ্যের অধীশ্বর শ্রীশ্রীঅধোক্ষজ বিষ্ণু-বিগ্রহের প্রাকট্যে পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। এই প্রাকট্যের ৪৪৮ গৌরাব্দে যোগপীঠের সুবৃহৎ-মন্দিরের ভিত্তিস্থাপনের সময় হইয়াছে। এও ৪৪৮, অন্তরে 'বেদ' বা চারি সংখ্যার সহিত সম্বন্ধ-বিশিষ্ট। মহাপ্রভুর জন্মস্থান শ্রীযোগপীঠে যে সুবৃহৎ মন্দির প্রস্তুত হইয়াছে, যাহার প্রতিষ্ঠা-দিবসে আজ ভারতের সর্ব্বস্থান হইতে সাত্বত-সম্প্রদায়-চতুষ্টয়ের বৈষ্ণববর্গ এবং বিশ্ব সম্রাজ্ঞীর পক্ষে শ্রীল দ্বারভাঙ্গেশ্বরপ্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ শ্রীযোগপীঠে সমবেত হইয়াছেন। তাহাতেও আমরা "বেদে প্রকাশিব পাছে"—বাণীরই সার্থকতা বিশেষরূপে লক্ষ্য করিতেছি। তদ্ব্যতীত যাঁহারা গৌর-ধাম শ্রীমায়াপুরের লোকলোচনে পুনঃ প্রকাশিত হইবার ঐতিহ্য-সংবাদ অবগত আছেন, তাঁহারা বিশেষরূপে জানেন যে, ৪০০, ৪০৫, ৪০৮, ৪৪৪ ও বর্ত্তমান ৪৪৮ গৌরাব্দের সহিত সিদ্ধ মহাজনগণের শ্রীধাম-সেবার বিশেষ সম্বন্ধ রহিয়াছে।

৪০০ গৌরাব্দ

৪০০ গৌরাব্দে গৌরজনবর ঠাকুর শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ প্রভুবরের দ্বারে শ্রীমায়াপুর-নবদ্বীপের বার্ত্তা প্রকাশিত হইলে তিনি শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পুনঃ প্রকট করেন এবং ঐ বর্ষেই শ্রীমায়াপুর নবদ্বীপ-চন্দ্র ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাব-উৎসবাদি বিশেষরূপে পালনের প্রয়োজনীয়তার কথা জগতে প্রচার করেন। ইহার পূর্ব্বে বিশ্ববিগ্রহ শ্রীগৌরহরির প্রকটতিথিপূজার প্রয়োজনীয়তা জনসাধারণ অবগত ছিলেন না। ৪০০ গৌরাব্দেই শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা ও গৌরাব্দ প্রকাশ করেন এবং এই ৪০০ গৌরাব্দ হইতেই তাঁহা কর্ত্তৃক শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রকাশের শুভপাত দৃষ্ট হয়।

৪০৪ গৌরাব্দ

৪০৪ গৌরাব্দে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর নবদ্বীপের সমস্ত স্থান দর্শন ও যাবতীয় প্রমাণ অনুসন্ধানপূর্ব্বক শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-ধামমাহাত্ম্য গ্রন্থ প্রকাশ করেন। গ্রন্থ প্রণয়নে শাস্ত্রবাণী, মহাভাগবতগণের বচন ও বস্তুপ্রভুর আজ্ঞা এই তিনটীই তাঁহার সম্বল ছিল। যথা—

সেই নবদ্বীপ পরিক্রমা বিবরণ।
শাস্ত্র আলোচিয়া গাই, শুন সাধুগণ॥
শাস্ত্র নিধন আর বৈষ্ণব-বচন।
প্রভু-আজ্ঞা, এই তিন মম প্রাণধন॥
এ তিনে আশ্রয় করি' কহিব বর্ণন।
নদীয়া প্রবন্ধ-বিধি শুন সর্ব্বজন॥

(—শ্রীনবদ্বীপ ধাম-মাহাত্ম্য ৪র্থ অঃ)

৪০৮ গৌরাব্দ

৪০৮ গৌরাব্দের ফাল্গুন-পূর্ণিমায়, সিদ্ধ মহাজনগণ এবং বঙ্গ ও সমগ্র ভারতের বহু মনীষিবৃন্দ শ্রীধাম-মায়াপুর মহাযোগপীঠে (মহাপ্রভুর জন্মভিটায়) শ্রীমন্মহাপ্রভুর অর্চ্চাবিগ্রহ প্রকাশিত হন। এই সময়ে শ্রীধাম মায়াপুরে এক বিপুল আনন্দ সঞ্চারণ হইয়াছিল। ব্রজমণ্ডল, ক্ষেত্রমণ্ডল ও গৌড়মণ্ডলের সর্ব্বস্থান হইতে বহু সহস্র ভক্ত সাধু ও পণ্ডিতব্যক্তি এবং দেশ-দেশান্তর হইতে সহস্র সহস্র দর্শনার্থী শ্রীধামে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ঐ ফাল্গুন-পূর্ণিমাতে আবার চন্দ্রগ্রহণের যোগ ছিল; তাই অবস্রান্তী সংকীর্ত্তনধ্বনি ও বৈষ্ণবগণের আনন্দ-নৃত্য সঙ্গীত গৌরাবির্ভাবকালীন স্মৃতির উদ্দীপনার মধ্যে শ্রীগৌরহরি ভক্তগণের সেবাকালে অর্চ্চাবতাররূপে স্বীয় জন্মভিটায় প্রকটিত হন।

৪৪৪ গৌরাব্দ

৪৪৪ গৌরাব্দে দোলপূর্ণিমার প্রাক্কালে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর শ্রীধাম মায়াপুরে এক বিরাট্ প্রদর্শনী প্রকাশ করিয়া শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের প্রকৃত শিক্ষা এবং শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর পাদপদ্মের ও প্রেম-প্রচারণ-লীলা জনসাধারণের কল্যাণার্থ উপস্থিত করেন। এই সময় শ্রীচৈতন্যমঠে ভারতের বিভিন্ন মানচিত্র-অঙ্কন দ্বারা

যাবতীয় হিন্দুতীর্থস্থান এবং ব্রহ্মাণ্ড, বিরজা, ব্রহ্মলোক, বৈকুণ্ঠাদি চিদ্দেশে প্রদর্শন পূর্ব্বক শ্রীরূপ-শিক্ষা সুষ্ঠুরূপে প্রদর্শিত হইয়াছিল; অতঃপর শ্রীমঠের রাধাকৃষ্ণ সুধা আসর ভাগবতের সেবোন্মুখ প্রকাশিত হইয়াছিলেন। পাশ্চাত্যদেশ হইতে আগত বহু বিদ্বান ব্যক্তি, শিক্ষিত জনসাধারণ, [illegible] এই প্রদর্শনী দর্শন করিয়াছিলেন। এই প্রদর্শনী সার্বজনীন ছিল। প্রত্যহ [illegible] দর্শন করিয়া প্রীত হইতেছিলেন।

৪৪৮ গৌরাব্দ

বর্ত্তমান ৪৪৮ গৌরাব্দে শ্রীগৌরজন্মস্থলীর শ্রীমন্দিরে শ্রীগৌরবিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন।

শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্য মঠের মহোৎসবে শ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাব-তিথি উপলক্ষে শ্রীগৌর-পূর্ণিমা [illegible] বিরাট বিশ্ব-বৈষ্ণব-মহাসম্মেলন [illegible] সুসম্পন্ন করিবেন। পূজার পূর্ব্ব দিবসের রাত্রে যে এই পরিক্রমা পূর্ণ হইবার আবির্ভাব, তাহা তিনি এই কার্য্য দ্বারা সমগ্র জগৎকে বিশেষরূপে অবহিত করিবেন। শ্রীচৈতন্যদেবের ব্যাসদেবের অনুগ প্রবন্ধের কতক পর্য্যায় পরে গৌরধাম শ্রীমায়াপুরের আবির্ভাব ও সেবোন্মুখতা-বিধান-কার্য্যাদি "[illegible] প্রকাশিত পাছে" বাক্যের ভবিষ্যৎকালের কারণ নির্ণয় করিয়াছে।

গৌরপ্রকট-পূর্ণিমার মাহাত্ম্য

"অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সেই পূর্ণিমায় আমি [illegible] সকল॥"

—চৈঃ ভাঃ আদি ২।১১৬

আজ সেই সর্ব্বমঙ্গল ফাল্গুন পূর্ণিমা, যে পূর্ণিমায় ১৪০৭ শকাব্দে নদীয়া উদয়গিরিতে নিষ্কলঙ্ক গৌর সুধাকরের উদয় হইয়া সকল জগতের অন্ধকার দূর করিয়াছিল [illegible] নিশিকে উচ্চ-সঙ্কীর্ত্তন দ্বারা নিদ্রিত পিতার পাদপদ্ম অভিষেকের সুযোগ প্রদান করিয়াছিলেন। আজ সেই সর্ব্ব সুমঙ্গলনিলয় প্রকট পৌর্ণমাসী, যে পৌর্ণমাসীতে সর্ব্বসুন্দর শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবা বাসনায় হরিনামকীর্ত্তন-রসে নিমগ্ন হইয়া নিরন্তর [illegible] শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্রের শ্রীচরণ-কমল দর্শনপূর্ব্বক আনন্দ নিমগ্নচিত্তে শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোক বন্দনা করুন—

গৌরপাদপদ্মবন্দনা

"ধ্যেয়ং সদা পরিভবঘ্নমভীষ্টদোহং
তীর্থাস্পদং শিববিরিঞ্চিনুতং শরণ্যম্।
ভৃত্যার্ত্তিহং প্রণতপাল ভবাব্ধিপোতং
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্॥"

[হে প্রণতপাল মহাপুরুষ, আপনিই একমাত্র ভক্তজীবের নিত্য ধ্যেয় বস্তু, আপনিই জীবের মোহ-বিনাশক, আপনিই বাঞ্ছাপূরক, আপনিই নিখিল-তীর্থের আশ্রয়, শিব বিরিঞ্চির বন্দ্য, আপনিই সর্ব্বকারণ, আপনিই ভৃত্যগণের আর্ত্তির হরণকারী এবং ভবসমুদ্রের একমাত্র ভেলা-স্বরূপ। আমি আপনার পাদপদ্ম বন্দনা করি।]

শ্রীগৌরসুন্দরের লীলাবর্ণনকারক শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোকে আরও বন্দনা [illegible]...

"ত্যক্ত্বা সুদুস্ত্যজ সুরেপ্সিত-রাজ্যলক্ষ্মীং
ধর্ম্মিষ্ঠ আর্য্যবচসা যদগাদরণ্যম্।
মায়ামৃগং দয়িতয়েপ্সিতমন্বধাবদ্-
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্॥"

[হে মহাপুরুষ, যাঁহার কৃপাকটাক্ষ দেবগণেরও বাঞ্ছিত, আপনি আপনার সেই সুদুস্ত্যজ স্বর্গরাজ্যলক্ষ্মী বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকেও পরিত্যাগ করিয়া কোনও ব্রাহ্মণের শাপ-বাক্য সত্য করিবার লীলা প্রদর্শন ও বাহিরে সন্ন্যাসাশ্রমের বৈরাগ্যলীলা প্রদর্শন করিয়া অন্তরে মায়াবাদ প্রভৃতি মায়ামৃগ-গ্রাসে পতিত মায়াবাদী, যোগী, জ্ঞানী, তপস্বী, পাষণ্ড, অধম পড়ুয়া প্রভৃতি সংসারাসক্ত জনসমূহের পতিত উদ্ধারণার্থ সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া পুরুষোত্তমে উত্তর ও দক্ষিণভারতে গমন করিয়া ভগবদ্ভক্তি বিতরণপূর্ব্বক সেই কার্য্যসিদ্ধ জনগণকে কৃষ্ণপ্রেমসিন্ধুতে নিমজ্জিত করিয়াছেন; সেই মহাপুরুষ, আপনার চরণারবিন্দ বন্দনা করি।]

প্রার্থনা

নিঃশ্রেয়সকল্যাণপ্রদে গৌরপ্রকটপৌর্ণমাসি! তুমি যে গৌরসুধাকরের আবির্ভাব-স্মৃতি লইয়া,—আজ আসিয়াছ। [illegible] নির্দ্দেশস্বরূপ) কখনও প্রান্ত হইবার একমাত্র অবলম্বন করিয়া থাক, সেই সুধাকরের রশ্মি ইহজগতের সকলের আর শুধু বহির্দেশের অন্ধকার বিদূরিত করিয়াই ক্ষান্ত হন না, পরন্তু জীবচিত্ত গুহার নিভৃত কোণে অবস্থিত অজ্ঞান তিমির-রাশিও সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করেন। ভক্তিশাস্ত্রকথিত [illegible] ভক্তি-সদাচারের আলোকের নিকট দুষ্কৃতি ও অনাচার কখনও স্থান পায় না। তোমার শুভাগমনও গৌরকৃপাবৃষ্টি আমাদের অন্তরে [illegible] যাদের অন্তঃকরণের অকৃত্রিম কলুষ চিরতরে বিধৌত করে। সুতরাং তোমার করুণার তুলনা হয় না। আজ কি দিয়া তোমার চরণ পূজা করিব? আমি নিঃস্ব, অজ্ঞ, অকিঞ্চন; আমার যথেষ্ট আছে [illegible] তোমার পূজায় সম্ভবে না; বরং পূজায় বাধকরূপেই তাহারা বর্ত্তমান। শুনিয়াছি, সে-সকল কার্য্যে তোমার পাদপদ্ম শ্রীগৌরহরির বাণী বিশ্বময় প্রকাশিত হইবে—

"পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম।
সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥"

—বিশ্বম্ভরের এই ভবিষ্যদ্বাণীর সার্থকতা বিশ্বময় প্রদর্শন করে, তাহা শ্রবণে তুমি বড়ই আনন্দিতা হও; তাই সেই বিশ্বরাট, ক্ষুদ্র আমি—সার্ব্বভৌমবিহীন আমি যথার্থভাবে বর্ণনে প্রয়াস পাইব। শ্রীগৌরাঙ্গের নিজজনগণের প্রত্যেকেই ব্রহ্মাণ্ড ত্রাণ করিবার শক্তি ধারণ করেন; সুতরাং তাঁহাদের ঐ ভুবনমঙ্গল কার্য্যের বিপুলাংশ বর্ণন আমাকর্ত্তৃক সম্পাদিত হওয়া সম্ভবপর নহে। তথাপি তোমার পাদপদ্মপূজার বাসনা অন্তরে সঙ্কল্পরূপে উদিত হওয়ায় বামন হইয়াও চাঁদ ধরিবার প্রয়াস পাইতেছি। তুমি কৃপাপূর্ব্বক আমাকে বল প্রদান কর, যেন বিশ্বাসের নিগূঢ় প্রকাশ হইতেও তোমার সেবা হইতে বঞ্চিত না হই।

শ্রীল প্রভুপাদের প্রচারের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

গৌরসেবক শ্রীল প্রভুপাদ নিজ নব-নব উপায় উদ্ভাবন করিয়া সহজ সহজ ভাবে যে প্রকারে গৌরবাণী জগতে প্রচার করিয়া [illegible] স্থাপন করিয়াছেন, তাহা গৌরবাণী প্রচারের ইতিহাসে অভূতপূর্ব্ব ঘটনা, সন্দেহ নাই। লুপ্ততীর্থ-উদ্ধার, বিভিন্ন স্থানে মঠ, মন্দির ও শ্রীবিগ্রহাদি-প্রতিষ্ঠা, গ্রন্থ প্রণয়ন ও ভক্তিসদাচার প্রচারদ্বারা রূপানুগগণের আচারপ্রচার বিশ্বজনের প্রকৃত কল্যাণ সম্পাদন করিতেছেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নিকট হইতে শ্রীধাম মায়াপুরের সেবার প্রাপ্ত হইয়া তিনি উহার কি-প্রকার উজ্জ্বল বিধান করিয়াছেন, তাহা সুধী সজ্জনগণের কাহারও অবিদিত নহে। তাঁহারই পাদপদ্ম হইতে প্রেরণা লাভ করিয়া তত্রতিবাসী ধনাঢ্য জনগণকর্ত্তৃক শ্রীচৈতন্যমঠে, শ্রীঅদ্বৈতভবনে, শ্রীশ্রীবাসঅঙ্গনে, মহাপ্রভুর জন্মভিটা শ্রীযোগপীঠে, মুরারিগুপ্তের আবাস [illegible] বহু বহু স্থানে শ্রীমন্দির [illegible] প্রস্তুত হইয়াছেন ও হইতেছেন। যাত্রিগণের অবস্থানের জন্য ধর্ম্মশালাদিও নির্ম্মিত হইয়াছে। জনসাধারণ অনায়াসে [illegible] যাতায়াত নির্ম্মাণ করায় শ্রীধামের সৌকর্য্য বৃদ্ধি পাইতেছে। [illegible] বাড়ীতে পাঠাদির ব্যবস্থা হওয়ায় [illegible] সাধারণ ভগবৎ প্রসঙ্গের দুর্লভ সুযোগ পাইতেছেন। পরবিদ্যাপীঠ ও সংস্কৃত 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট' নামক উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় ছাত্রগণের শিক্ষাদানের অপূর্ব্ব ব্যবস্থা হইয়াছে। এই বিদ্যালয় ব্যতীত ভারতের আর কোনও বিদ্যালয়ে শ্রীগৌরসুন্দরের উপদেশানুযায়ী শিক্ষাদানের ব্যবস্থা নাই।

শ্রীল প্রভুপাদের লুপ্ততীর্থ-উদ্ধার-প্রসঙ্গে গোদাবরীতীরস্থ শ্রীরামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ, ব্রজমণ্ডলের সেবাপীঠস্থ গোষ্ঠবিহারী মঠ প্রভৃতি উল্লেখ করা যাইতে পারে। যে পবিত্রতম স্থানে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর সহিত শ্রীল রামানন্দ রায়ের মিলন হইয়া প্রেমমহানিধি প্রকাশিত হইয়াছিল, গৌড়ীয়-বৈষ্ণবের দৈবিদাস্ক্রমে তাহা বিস্মৃতিগর্ভে ডুবিয়া গিয়াছিল। শ্রীল প্রভুপাদ সেই স্থান আবিষ্কার করিয়া রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ স্থাপন করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠলীলার স্থানসমূহের অন্যতম—শ্রীগোবর্দ্ধন। কিন্তু এই স্থানও প্রায় বিস্মৃতির গর্ভে বিলীন হইবার উপক্রম হইয়াছিল। এই স্থানটী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর পাদস্পর্শেও অভিষিক্ত। শ্রীল প্রভুপাদ তথায় গোষ্ঠবিহারী মঠ স্থাপন করিয়া গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের কি-প্রকার কল্যাণ সাধন করিলেন, তাহা সহজেই অনুমেয়।

শ্রীমহাপ্রভু ভারতের প্রায় সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়া ভারতবাসিগণের কল্যাণসাধন করিয়াছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশে কয়েকশতাব্দীর মধ্যেই তথাকথিত গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের প্রচারের শৈথিল্যে ভারতের বহু স্থানের অধিবাসীই মহাপ্রভুর নাম পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ মঠাদি স্থাপন ও শ্রীচৈতন্যপাদপীঠ-পরিচালনা সেই লুপ্ত স্মৃতি পুনরুদ্দীপ্ত করিয়া জনসাধারণের প্রকৃত কল্যাণ সাধন করিতেছেন।

"গৌর আমার　　যে-সব স্থানে
করল ভ্রমণ রঙ্গে।
সে-সব স্থান　　হেরব আমি
প্রণয়ি-ভকত-সঙ্গে॥"

—এই মহাজন-বাণী শিরে ধারণ করিয়া যাঁহারা গৌর-পদাঙ্কপূত স্থানসমূহ দর্শনের অভিলাষী শ্রীল প্রভুপাদের ঐসকল অবদান তাঁহাদের যে কত সহায়ক হইবে, তাহা ভাষায় বর্ণন করিয়া শেষ করা যায় না।

শ্রীল প্রভুপাদ সমগ্র ভারতে ৬৪টী মঠ-ভক্তিকেন্দ্র স্থাপন করিয়া শ্রীশ্রীগৌর পার্ষদবিগ্রহগণের বিগ্রহ স্থাপন পূর্ব্বক [illegible] শ্রীগৌর আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী, শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী, শ্রীমদ্ভাগবতের বিবৃতি ও গৌড়ীয়ভাষ্য, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের 'অনুভাষ্য', 'Rai Ramananda', 'A few words on Vedanta Vedanta : its Morphology & Ontology' 'Relative worlds' প্রভৃতি বহু বহু গ্রন্থ গৌড়ীয়-সাহিত্য-সম্পদ উজ্জ্বল করিয়াছে।

শ্রীল প্রভুপাদ স্বয়ং বিভিন্ন স্থানে নিরন্তর শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের উপদেশবাণী কীর্ত্তন করিতেছেন এবং ভিন্ন ভিন্ন দেশে প্রচারক পাঠাইয়া ও বিভিন্ন ভাষায় পরমার্থ-পত্রিকাসমূহ প্রকাশ করিয়া যথাসম্ভব জনস্রোতে হরিকথা-প্রচার করিতেছেন। এই প্রচার শুধু ভারতেই আবদ্ধ নহে, সমগ্র বিশ্বে বিস্তৃত হইয়াছে। প্রচারকগণ শ্রীল প্রভুপাদের নির্দ্দেশানুসারে ভক্তিশাস্ত্র-পাঠ ও ব্যাখ্যা, বক্তৃতা, ভাষণ, ম্যাজিক, ছায়াচিত্রযোগে মহাপ্রভুর ও শ্রীকৃষ্ণের লীলা প্রদর্শন প্রভৃতি দ্বারা বিপুলভাবে প্রচার করিতেছেন

[অতঃপর ১৭ পৃষ্ঠার শেষ কলমে দ্রষ্টব্য

গৌরপ্রেষ্ঠ শ্রীল প্রভুপাদ

[অধ্যাপক মহামহোপদেশক শ্রীপাদ নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী, এম্‌-এ, সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, পঞ্চরাত্রাচার্য্য লিখিত]

৪৪৯ বৎসর পূর্ব্বে ফাল্গুনী পূর্ণিমার প্রদোষকালে শ্রীধাম মায়াপুরে মায়াপুরশশী শ্রীগৌরসুন্দর জগতের অজ্ঞানতমঃ নাশ করিয়া সমুদিত হইয়াছিলেন। সেই সময়ে চন্দ্রগ্রহণ হওয়ায় শ্রীধাম মায়াপুরের এবং সমগ্র নবদ্বীপের আবালবৃদ্ধবনিতা গঙ্গাতীরে স্নানের নিমিত্ত সমবেত হইয়া উচ্চকণ্ঠে শ্রীহরিসংকীর্ত্তন দ্বারা শ্রীগৌরসুন্দরের বাণীর আবাহন করিয়াছিলেন। এইরূপে শ্রীগৌরসুন্দর ও তাঁহার বাণী একই মুহূর্ত্তে জগতের ভাগ্যে আবির্ভাব-লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

"নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ।
মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ।"

নারদমুনি বাণীর সর্ব্বপ্রধান সেবক। "নারদমুনি বাজায় বীণা রাধিকারমণ নামে। নাম অমনি উদিত হয় ভকতগীত সামে।" গৌরবিহিত সংকীর্ত্তনের 'বিষয়' অভিন্ন ব্রজেন্দ্রনন্দন—শ্রীগৌরসুন্দর। 'বিষয়' হইয়াও তিনিই সংকীর্ত্তন-যজ্ঞের আশ্রয়ের ভাব ও কান্তি অঙ্গীকার করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভাব ও অঙ্গকান্তি দ্বারা তাঁহার বাণীই প্রকাশিত হইয়াছেন। নারদমুনি তাঁহার বীণা-যন্ত্রে যে নাম কীর্ত্তন করেন, সেই নামের প্রাণ-স্বরূপা, ধনিত-স্বরূপা "বেদ-সংহিতা" শ্রীচৈতন্যবাণীকে জগতে অবতরণ করাইবার—বাণীর সেবার সমুচিত সর্ব্বলোকের নিকট সম্যগ্‌রূপে প্রকাশিত করিবার নিমিত্ত শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং বাণীর মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া বাণীর কৃষ্ণানুসন্ধান-রূপা প্রেম-চেষ্টা-প্রদর্শন-লীলায় নিত্য অভিনয়-পরায়ণ।

বাণী কখনও নিজে সেবাগ্রহণ করেন না। বাণী 'স্বয়ংসেবাপরা'। বাণী মহাপ্রভুর অন্তর্লীলাময়-বিগ্রহের আনন্দস্বরূপা। মহাপ্রভু বাণীর সেবামুগ্ধ, বাণীর সেবারস-আস্বাদন-লোলুপ। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীস্বরূপদামোদর স্বরূপ ও রামরায়কে বাণীর আবাহনে নিযুক্ত করিয়া স্বয়ং বাণীর ভাবে বিভাবিত হইবার আদর্শ প্রদর্শন করেন।

গৌরপ্রেষ্ঠ শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবা জগতের সর্ব্বত্র প্রচার করিবার জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর ঔদার্য্য ও কারুণ্যের মূর্ত্তিমানরূপে এই জগতের দ্বারে অতিথি হইয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলায় প্রধানা সেবকরূপে আজ বাণী নিজেই নিজের সেবার প্রচার-কীর্ত্তনে নিযুক্তা। বাণী এই ব্যাপারে নিযুক্তা হইয়া যে আনন্দের সঞ্চার করিতেছেন, পাছে তাহা জগতে জানিতে পারিয়া তাঁহার নিজের অন্তরতম উদ্দেশ্যের প্রতি অনাদর প্রকাশ করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপা-বঞ্চিত হয়, তজ্জন্য শ্রীচৈতন্যবাণী সর্ব্বদা নিজের প্রকৃত মনোভাব গোপন রাখিতে অত্যন্ত ব্যগ্রা। শ্রীগৌরসুন্দর যেরূপ নিজেকে গোপন করিয়া বাণীর সেবার অনুমোদন প্রচার করেন, শ্রীচৈতন্যবাণীও তদ্রূপ তাঁহার সেবার লীলায় তাৎপর্য্য-প্রকাশে অভিলাষী হইয়াও স্বীয় সত্তাকে সর্ব্বতোভাবে সংগোপন করিতেছেন। এই চেষ্টা দ্বারা তাঁহার সেবা-সৌন্দর্য্য স্বীয় আশ্রিতবর্গের হৃদয়ে অধিকতর উজ্জ্বলভাবে প্রতিভাত হইতেছে।

শ্রীচৈতন্যবাণীর উৎকর্ষ সম্যক্‌রূপে কীর্ত্তন করিতে একমাত্র শ্রীচৈতন্যবাণীই সমর্থা। গৌরপ্রেষ্ঠ শ্রীল প্রভুপাদ কর্ত্তৃক বাণীর মহিমা-কীর্ত্তনের নিগূঢ় উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বহিঃপ্রজ্ঞাচালিত হইয়া অসম্যক্ কিংবা অযথা উপলব্ধির কাপট্যের আবাহন করিতে হইবে না। তাহা হইলে মহাপ্রভুর সেবার ছলনায় অনর্থযুক্ত (মহৎপ্রচ্ছোপাসনা) হইয়া যাইবে। শ্রীচৈতন্যবাণী শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবার ছলনায় কখনও নিজের সেবা অভিলাষ করেন না। ইহাই সংকীর্ত্তন-যজ্ঞে "কষ্টিকৈক-নিষ্ঠা" শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের পাদপদ্ম-পূজার বিশেষ বিধি। ভাগবতী বাণী সাক্ষাৎ বেদস্বরূপা।

"কালেন নষ্টা প্রলয়ে বাণীয়ং বেদসংজ্ঞিতা।
ময়াদৌ ব্রহ্মণে প্রোক্তা ধর্ম্মো যস্যাং মদাত্মকঃ॥"
(ভাঃ ১১।১৪।৩)

ভগবান্ বলিলেন,—হে উদ্ধব! প্রলয়ে বেদসংজ্ঞিতা বাণী অদৃশ্য হইয়াছিল। সেই বেদে আত্মরতিও ধর্ম্ম কথিত ছিল। কল্পারম্ভে ব্রহ্মাকে আমি সেই বেদ বলিয়াছিলাম। কিন্তু বেদ-সংহিতা অপ্রাকৃতবাণীর সেবা-সম্বন্ধে বিশেষ সতর্কতার আবশ্যক এতদ্বিষয়ে শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে বলিতেছেন—

শব্দব্রহ্মণি নিষ্ণাতো ন নিষ্ণায়াৎ পরে যদি।
শ্রমস্তস্য শ্রমফলো হ্যধেনুমিব রক্ষতঃ॥
(ভাঃ ১১।১১।১৮)

শব্দরূপ বেদবাক্যে নিষ্ঠা করিয়াও যদি বেদ-তাৎপর্য্যরূপ পরব্রহ্মে অবগাহন না করে, তবে বৎসহীন গাভীপালকের ন্যায় বেদবাক্যে তাহার শ্রম কেবল শ্রমফল উৎপাদন করে। আরও

শব্দব্রহ্ম সুদুর্ব্বোধং প্রাণেন্দ্রিয়মনোময়ম্।
অনন্তপারং গম্ভীরং দুর্ব্বিগাহ্যং সমুদ্রবৎ॥
(ভাঃ ১১।২১।৩৬)

বেদার্থবাদিগণ বেদার্থকে সাধারণ বলিয়া জ্ঞান করে, কিন্তু শব্দব্রহ্ম সুদুর্ব্বোধ। তাহা প্রাণেন্দ্রিয়-মনোময় হইয়াও অনন্তপার, গভীর ও দুর্ব্বিগাহ্য সমুদ্রের ন্যায় অবস্থিত।

"ভগবানেবগোচরঃ" (ভাঃ ৭।১৫।১৫)

পূর্ণ (স্বরূপভূত) ভগবান্ (স্বীয়ভাবে সর্ব্বদা) 'স্বরগোচর' (স্বর-রূপে অবস্থিত হইয়া ভক্তগণের আনন্দবৃদ্ধি করিতেছেন)।

বেদসংহিতা বাণীর আনুগত্যে ভগবৎসেবাই শ্রৌতপথ। ভগবদ্বাণী ভগবানের সেবা-প্রাপিকা। শব্দাত্মক মন্ত্র দ্বারা অর্চ্চন অর্থাৎ ভগবানের পরোক্ষসেবা এবং নামের দ্বারা ভগবানের সাক্ষাৎ সেবা সম্পাদিত হয়। শুদ্ধ আত্মার সকল চিদিন্দ্রিয়ের দ্বারা সেবাও বাণীর সাহায্যেই নিষ্পন্ন হয়। শ্রীল প্রভুপাদ সাক্ষাৎ শ্রীচৈতন্যবাণী। শ্রীচৈতন্যবাণীর অপ্রাকৃত স্বরূপ শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপা ব্যতীত জানিতে পারা যায় না। শ্রীচৈতন্যবাণী স্বরূপতঃ নিত্য শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন পরা—শ্রীচৈতন্যের লীলা-বিস্তারকারিণী—লীলা-উদ্বোধনী বেদসংহিতা শব্দ-শক্তি। শ্রীল প্রভুপাদ অপ্রাকৃত-শব্দ-বিজ্ঞানের যে সুষ্ঠু বিচার জগতে প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহা জগতের লোকের নিকট এতাবৎ সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল। অপ্রাকৃত শব্দ কখনও প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য কিংবা ভোগ্য নহেন। অপ্রাকৃত-শব্দ অপ্রাকৃত শব্দী হইতে অভিন্ন। অপ্রাকৃত শব্দীর অনুভূতি অপ্রাকৃত শব্দানুভূতি-সাপেক্ষ। অপ্রাকৃত শব্দ সদ্‌গুরুর শ্রীমুখে উচ্চারিত হইয়া শ্রদ্ধাযুক্ত শ্রোতার চিত্তে ঐকান্তিক প্রপত্তি উদয় করাইয়া থাকেন। একান্ত শরণাগত ব্যক্তি শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় পূর্ব্বক তাঁহার অহৈতুকী কৃপায় কৃষ্ণনাম ও মন্ত্রে দীক্ষিত হ'ন। সদ্‌গুরুর আশ্রয়ে মন্ত্রের দ্বারা অর্চ্চন অনুষ্ঠিত হইলে ক্রমে সংসার হইতে উদ্ধার পাওয়া যায়। তৎপরে অপরাধশূন্য হৃদয়ে নিরন্তর কৃষ্ণনাম-কীর্ত্তন দ্বারা শ্রীকৃষ্ণচরণে প্রীতি উৎপন্ন হয়।

ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী বেদোক্ত সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজনবিষয়ক সিদ্ধান্তবিরোধী যাবতীয় কুমত সম্পূর্ণরূপে নিরাস করিতে সুনিপুণা। এই জগতে অসত্য সত্যের সজ্জায় বহির্ম্মুখ জীবগণকে বঞ্চনা করিয়া তাহাদিগকে নির্ভয়ে অমঙ্গলের পথে অগ্রসর হইতে উৎসাহিত করিতেছে। জগতের জীবকে আত অমঙ্গলের হস্ত হইতে উদ্ধার করা ভগবান্ এবং তাঁহার নিজজন ব্যতীত অন্য কাহারও সাধ্য নহে। কিন্তু কলিহত বহির্ম্মুখ জীব মায়ার বিমুখমোহিনী শক্তি দ্বারা এরূপ আচ্ছন্ন রহিয়াছে যে, শ্রীচৈতন্যবাণীর ভক্তিসিদ্ধান্ত-কীর্ত্তন তাহার নিকট সত্যের অপলাপ বলিয়া বোধ হইতেছে। কোন কোন শিক্ষিতাভিমানী ব্যক্তিও অসদ্‌জ্ঞানরূপ অপসিদ্ধান্তসমূহের নিরাকরণ-চেষ্টাকে পরনিন্দা ও পরচর্চ্চা বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে কুণ্ঠিত হইতেছেন না। সত্য ও অসত্যের সমন্বয়প্রয়াসী নিরাস্তিক এবং কপটতাশ্রিতজনের শ্রীচৈতন্যবাণীর অসমজ্ঞান দৃষ্টিকরণ-চেষ্টা-দর্শনে ভীত হইয়া প্রকাশ্যভাবে অসত্যের পক্ষ অবলম্বন করিতেও পশ্চাৎপদ হইতেছে না। কিন্তু অসত্যের সম্যক্-নিরাকরণ-বিষয়ে উদাসীন ব্যক্তি কখনই সত্যের প্রতি আন্তরিক প্রীতিবিশিষ্ট নহে। পক্ষান্তরে অসত্যস্পৃহা সম্যক্ দূরীভূত না হওয়া পর্য্যন্ত জীবহৃদয়ে সত্যের প্রতি কিঞ্চিন্মাত্রও আসক্তি উদিত হইতে পারে না। নিরাবিল সত্য অসদ্‌ব্যক্তির নিকট সর্ব্বদাই অপ্রিয়রূপে প্রতীয়মান হইতে বাধ্য। মিশ্রসত্য প্রকৃতপক্ষে অসত্যেরই প্রকার-বিশেষ এবং খাঁটি অসত্য অপেক্ষাও অধিকতর ভয়াবহ। এই কারণেই কলিজীবের পক্ষে শ্রীল প্রভুপাদের শিক্ষা সম্যক্ বুঝিতে পারা ভগবৎকৃপা ব্যতীত দুঃসাধ্য।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অধস্তনে শ্রীচৈতন্যবাণীর ঐকান্তিককৃপাপ্রার্থী না হইলে এই ভুবনমঙ্গল তিথির প্রকৃত উপাসনা সম্ভব হইবে না। শ্রীগৌরসুন্দর-বিহিত সংকীর্ত্তন দ্বারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভুবনমঙ্গল জন্মতিথির আরাধনা তাঁহার নিত্যলীলারই অন্তর্গত ব্যাপার-বিশেষ। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচার গ্রহণ পূর্ব্বক শ্রীল প্রভুপাদ সংকীর্ত্তনযজ্ঞে শ্রীধাম মায়াপুরে গৌরাবির্ভাব-তিথির অপ্রাকৃত আরাধনার লীলা লোকলোচনের সমীপে পুনঃ প্রকটিত করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যবাণীর আনুগত্যে অন্তরঙ্গ আরাধনায় অধিকার লাভ হইলে মানবজন্ম সম্পূর্ণ সার্থক হইবে। কলিযুগে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত উপাসনাদ্বারাই অন্য সমুদয় উপাসনা-পদ্ধতির ফল পাওয়া যাইবে, যেহেতু ইহাই বেদোক্ত যুগধর্ম্ম। বর্ত্তমান যুগের যাবতীয় সমস্যার সম্যক্ সমাধান ইহা দ্বারাই সম্ভব এবং অবশ্যম্ভাবী। শ্রীল প্রভুপাদের আনুগত্যে গৌরবিহিত সংকীর্ত্তনধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে হইবে। যাবতীয় ধর্ম্মাদিককে ক্রোড়ীভূত করিয়া এই যুগধর্ম্মের উদয় হইয়াছে। সুতরাং ইহাই একমাত্র সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম। কিন্তু সার্ব্বজনীন ধর্ম্মের নামে যে অধর্ম্মের বা অপধর্ম্মের প্রশ্রয় দেওয়া হয় ইহাকে তজ্জাতীয় সেবার অভিনয় মাত্র বিবেচনা করিতে হইবে না। প্রকৃত ধর্ম্মজিজ্ঞাসু গৌরবিহিত সংকীর্ত্তন-যজ্ঞপালন দ্বারা যাবতীয় অনর্থের হস্ত হইতে অতি সহজেই চিরতরে মুক্ত হইতে পারিবেন।

শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রাকৃত বাণী শ্রদ্ধার সহিত চেতনের উন্মুক্ত কর্ণের দ্বারা সেবা করিতে হইবে। পক্ষান্তরে শ্রীচৈতন্যবাণীর অহৈতুক-কৃপাদ্বারাই আমাদের চেতনের কর্ণ উন্মুক্ত হইবে। নিরপেক্ষা যুক্তি সত্যের সেবিকা মাত্র, সত্যের প্রভু নহেন—ইহা সর্ব্বক্ষণ স্মরণ রাখিতে হইবে। নিরপেক্ষা যুক্তি বেদসংহিতা বাণীর আশ্রয়ে পরব্রহ্মের সেবার অধিকার লাভ করিতে পারেন।

শ্রীচৈতন্যবাণীর সম্যক্ আশ্রিত না হইলে বুদ্ধি কখনই পরমার্থের সন্ধান পাইতে পারে না।

বনং শ্রী বিষ্ণুপাদাব্জ কৃষ্ণপর্ণার তৃতয়ে।
শ্রীমতে ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বত্যৌ ত নাম্নিনে।
শ্রীবার্ষভানবীদেবীদয়িতায় কৃপাব্ধয়ে।
কৃষ্ণসম্বন্ধবিজ্ঞানদায়িনে প্রভবে নমঃ।
মাধুর্য্যোজ্জ্বলপ্রেমাঢ্য শ্রীরূপানুগভক্তিদ।
শ্রীগৌরকরুণাশক্তিবিগ্রহায় নমোঽস্তু তে।
নমস্তে গৌরবাণী শ্রীমূর্ত্তয়ে দীনতারিণে।
রূপানুগ-বিরুদ্ধাপসিদ্ধান্তধ্বান্তহারিণে।
নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ।

গুরুগৃহে বাসই প্রয়োজন

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমী]

শ্রীশ্রীরাধানাথের সেবাই জীবের পরম-প্রয়োজন। শ্রীরাধা বা শ্রীরাধাজনের আনুগত্যব্যতীত সেই সেবায় কাহারও অধিকার হয় না। শ্রীমতীর নিজজন বলিতে শ্রীগুরুপাদপদ্মকেই বুঝায়। শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করা আবশ্যক। আশ্রয় অর্থে প্রপত্তি। প্রপন্ন আধারেই গুরুকৃপা প্রতিফলিত হয়। শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মে প্রপত্তিই প্রয়োজন। তৎসমীপে অভিগমন করিতে হইবে। শ্রীগুরুদেবের সান্নিধ্য দরকার। তিনি শ্রীবার্ষভানবীর নিজজন; সুতরাং অপ্রাকৃততত্ত্ব। প্রাকৃত-ভাবধারা শ্রীগুরু-সামীপ্য লাভ হয় না। জড়বুদ্ধি সম্যক্ পরিত্যক্ত হইলেই তাঁহাকে পাওয়া যায়। শ্রীগুরুদেবের সহচরই তাঁহার সেবোদ্দেশ প্রাপ্ত হন। যে তাঁহার নিকটে নাই, যাহাকে তিনি দর্শন করেন না, তাহার ভাগ্যে দিব্যজ্ঞান লাভ হইবে কিরূপে? শ্রীগুরুদেবের দৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত হইবার যোগ্য হওয়া চাই। হ্লাদিনীশক্তির সেবিকার কোনও কুৎসিৎ দর্শন নাই। শ্রীগুরুধামে মলিনতার প্রবেশ নিষেধ। যে ব্যক্তি কুৎসিৎ সে গুরু-সেবা করিতে পারে না। শ্রীগুরুদেবের দর্শনলাভ করিতে হইলে উপাধির আবর্জ্জনা ছাড়িয়া সুন্দর হইতে হইবে। প্রাকৃতের স্বরূপ লইয়া অপ্রাকৃত গুরুধামে শ্রীরূপানুগের দরিয়াবে যাওয়া যায় না। শ্রীগুরুধাম—শ্রীগুরুগৃহ বা শ্রীমঠ একই তত্ত্ব।

শ্রীগুরুদেবের সেবা করিতে হইলে তাঁহার বাসে তাঁহার গৃহে বাস করিতে হইবে। শ্রীগুরুদেব কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ। তাঁহার নিবাস, নিকুঞ্জে আছে। সেখানে থাকিয়া তিনি নিরন্তর কৃষ্ণসেবা করিতেছেন। সেখানে তাঁহার নিজজন ব্যতীত অন্যের প্রবেশ নিষেধ। প্রাকৃতজন সেখানে প্রবেশ করিয়া কুঞ্জের শান্তিভঙ্গ করিতে পারে না। শ্রীগুরুদেব কৃপা করিয়া যাঁহাকে অধিকার দিয়াছেন, তবু তাঁহারই সেখানে বাস করিবার সম্ভাবনা। সেখানকার আবহাওয়ার সহিত যে নিজকে অনুকূল করিতে পারে নাই, যাহার সুরবোধ হয় নাই—যে তাল ঠিক করিয়া পা ফেলিতে জানে না সে সেই অপ্রাকৃত সুরধামের পথে চলিবে কিরূপে? শ্রীগুরুকৃপায় শ্রীগুরুতত্ত্ব যিনি উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন শ্রীগুরুদেবের মনোভিলাষ তিনিই অবগত আছেন, শ্রীগুরুধামের বৈশিষ্ট্যও তাঁহারই অন্তরে স্ফূর্ত্তি লাভ করিয়া থাকে, তিনিই শ্রীগুরুগৃহে বাস করিবার যোগ্য। অযোগ্য ব্যক্তিকে গুরুধামের কেরপাল বহিষ্কার করিয়া দেন।

গুরুগৃহে বাস করিতে হইলে শ্রীগুরুদেবের কৃপা ভিক্ষা করিতে হইবে। তাঁহার কৃপায় তাঁহাকে জানিতে হইবে। তিনি কি চাহেন—তাঁহার কি প্রয়োজন, তাহা বুঝিতে হইবে। তাহার মনোহভিলাষপূর্ত্তির বৎ হইতে হইবে। শ্রীবার্ষভানবীর নিজজনের কুঞ্জে বাস সম্পূর্ণরূপে তাঁহারই কৃপা-সাপেক্ষ। তিনি অধিকার না দিলে, তাঁহার সমীপে কেহ যাইতে পারে না। তাঁহারই সেবা ছাড়পত্র লইয়া তাঁহার গৃহে যাওয়া সম্ভব। শ্রীগুরুদেবকে লঙ্ঘন করিয়া বা প্রাকৃত ভূমিকায় থাকিয়া তাঁহার গৃহে বাস করিবার অভিলাষ অনধিকার-চেষ্টা বা বাতুলতা মাত্র।

শ্রীগুরুদেব শ্রীবার্ষভানবী-দয়িতদাস। তিনি মর্ত্ত্যবদ্ধ নহেন। বার্ষভানবীর রাজ্যেই তাঁহার বাস। তাঁহার গৃহ কোনও পার্থিব মাটির ঘর নহে। শ্রীগুরুপাদপদ্ম, তাঁহার সেবা, তাঁহার নিকেতন সকলই অপ্রাকৃত গোলোক-বস্তু। অপ্রাকৃতবস্তু প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের গোচরীভূত হয় না। এই জন্যই প্রাকৃত দৃষ্টিতে শ্রীগুরু-পাদপদ্মের দর্শনলাভ ঘটে না। মর্ত্ত্যবুদ্ধি লইয়া তাঁহার সমীপবর্ত্তী হওয়া সম্ভব নহে। শ্রীগুরুদেব জড় রক্তমাংসের পিণ্ড নহেন—তাঁহার ধাম জড় পৃথিবীর সামগ্রী নহে, তাঁহার গৃহও ইটপাথরের বাড়ী নহে; তাহা চিন্ময়। এই জন্যই প্রাকৃত বদ্ধজীবের গুরুগৃহে বাস সম্ভব হয় না। জড়বুদ্ধি লইয়া তাঁহাকে পাওয়া যায় না। হৃদয় নির্ম্মল হইয়া বিশুদ্ধ-সত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহাতে শ্রীগুরুপাদ-পদ্মের উদয় হয়। যে হৃদয়ে শ্রীগুরুদেব আবির্ভূত হন সে-হৃদয়ে তাঁহার সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই হৃদয়ই গুরুগৃহ। শ্রীগুরু-ধামেই বাস করিতে হইবে—কেন না তাহাই জীবের নিত্যধাম। শ্রীগুরুপাদপদ্ম বার্ষভা-নবীর নিত্যধামে অবস্থিত আছেন। সেই নিত্যধামে বাস করিয়া নিত্য শ্রীগুরুদেবের আনুগত্যে নিত্যবৃন্দাবনে রাধামাধবের সেবাই জীবের নিত্যবৃত্তি। সেই নিত্য-গুরুধাম-প্রাপ্তিই জীবের প্রয়োজনতত্ত্ব। শ্রীসেবার চমৎকারিতা-নিলয়। তাঁহার আরাধ্য বস্তু শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা-সুখ-চন্দ্রিকায় আপ্লুত। তাঁহার প্রতি ধূলিকণা সেবোন্মুখতায় মুকুলিত। সেখানে শ্রীরাধাকান্তের সেবাব্যতীত অন্য কথা নাই। সেখানকার গতিবিধি চলাফেরা তাঁহারই অভিমুখে। সেখানকার শব্দকোলাহল তাঁহারই নামকীর্ত্তন। সেখানকার সকল সত্তাই পরম কান্তের নাম, ধাম ও কামের সেবার জন্য উন্মুখ হইয়া আছে। পরম করুণাময় শ্রীগুরুদেব তাঁহার সেবামুখে নিত্য অবস্থিত থাকিয়া অখণ্ড জনগণকে তাঁহার পরম-দেবের সেবায় অধিকার প্রসাদ স্বরূপ বিতরণ করিতেছেন। সেই অধিকার শিরে ধারণ করিয়া কৃতাগণ কৃতার্থ হইয়া কখনও বা তাঁহার জয়গান করে, কখনও বা তাঁহার সেবার বৈচিত্র্য, ঐশ্বর্য্য ও পরিপাটী দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া যায়। শ্রীগুরুদেব সেবা-বিগ্রহ; তাই গুরুধাম সেবানিকেতন এবং তাঁহার অধিবাসী সকলেই সেবক। এইজন্য গুরুগৃহ বলিতে শ্রীরাধাকান্তের সেবাসদনই বুঝায়।

সেবাসদন সেবোন্মুখ জীবগণের আবাস-স্থলী। সেবকবৃন্দের সেবাকলরবে তাহা মুখরিত। সেখানে নিত্য নব নব সেবা-বৈচিত্র্য আবিষ্কৃত হইতেছে। সেখানকার অধিবাসিগণ সমবেত ও পৃথগ্‌ভাবে শ্রীগুরু-দেবের আনুগত্যে শ্রীশ্রীরাধাবল্লভের সেবায় নিয়োজিত। সকলেরই সেবা বিষয় একমাত্র রাধানাথ বলিয়া তথায় বৈষম্য বা প্রতি-দ্বন্দ্বিতার অবকাশ নাই, পরন্তু একই প্রাণ-কান্তের সেবাসৌষ্ঠবের জন্য পরস্পর সাহায্য, যুক্তিপরামর্শ বা সখ্যপ্রীতির-আদান প্রদানে মিত্র বান্ধব-গণের গোষ্ঠী আছে। সেবাসদনের একচ্ছত্র সম্রাট—শ্রীরাধাবল্লভ। সেখানকার সকল অধিবাসী সেই পুরুষপ্রবরের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার মাধুর্য্যে ইন্ধনস্বরূপ হইয়া আছেন। পরম করুণাময় শ্রীগুরুদেব সকলকেই সেবাধিকার বণ্টন করিয়া দেন। সকলেই আদেশের প্রতীক্ষায় উন্মুখ হইয়া থাকেন এবং শ্রীগুরুপ্রসাদ লাভ করিয়া সেবা-নন্দে মত্ত হন। পূর্ণতা লইয়া ব্যাপার বলিয়া তথায় কোনরূপ ক্ষোভ বা অভাববোধ নাই। শ্রীগুরুদেবের গৃহে শ্রীমাধবই এক-মাত্র নায়ক। তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়াই তথাকার যাবতীয় ব্যাপার। শ্রীগুরুদেব শ্রীবার্ষভানবীর প্রধানা সেবিকারূপে নিরন্তর মাধবতোষণকার্য্যে ব্যাপৃত আছেন। অনুচর-গণ তাঁহার আদেশে তাঁহার সহায়করূপে তাঁহারই সেবাপরিপাটী বিস্তার করিতে ব্যস্ত। তথায় কাহারও স্বার্থ নাই, রাই ব্যতীত রাজা নাই, রাইকান্ত যুগল ব্যতীত ভাব নাই। গুরুধামে নিজকে লইয়া কেহ ব্যস্ত নহে। নিজের বাসনা জলাঞ্জলি দিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মের তোষণ তৎপর শ্রীরাধামাধবের তোষণই তথাকার নিত্য। সদা এক, এই নিমিত্ত তথায় অনবধানতার স্থান নাই। শ্রীগুরুপাদপদ্ম নিত্য নব নব সেবাবৈচিত্র্য প্রদর্শন করিয়া সেবকগণকে তাহাতে আকৃষ্ট করিতেছেন। সেখানে আলাপের অর্থ সেবাশ্রবণ, প্রলাপের অর্থ বিপ্রলম্ভ স্ফূর্ত্তি, কথার অর্থ গুণকীর্ত্তন। প্রাকৃত অভিজ্ঞই সেখানে নাই।

শ্রীগুরুপাদপদ্মের গৃহ বৈকুণ্ঠের ঊর্দ্ধে গোলোকভূমিকায় অবস্থিত। মুক্তকুলও তাহা বাঞ্ছা করেন। জীবমাত্রেরই তাহা আকাঙ্ক্ষণীয় প্রয়োজনতত্ত্ব। বদ্ধ অনর্থযুক্ত জীব তথায় বাস করিবে কিরূপে? কিন্তু শ্রীগুরুপাদপদ্ম অসীম করুণাময়—পরম উদার। পতিত জীবের জন্য তিনি গোলোক অবজ্ঞা করিয়া তাহাদিগকে হাতে ধরিয়া নিজ ধামে লইয়া যান। তাহাদের সঙ্গে বহুভূমিকায় বিচরণ করিয়া তাহাদের বিমুখতা দূর করেন, স্বরূপার্থসিদ্ধির সন্ধান দেন—অনর্থীগণ, জনগণকেও সেবারস পান করান। তাঁহার এই ঔদার্য্যলীলাই আমার ন্যায় বদ্ধ জীবের ভরসাস্থল। তিনি পতিতপাবন—করুণাময়। আমার কিছুমাত্র যোগ্যতা নাই—তথাপি তিনি অহৈতুক স্নেহ-শীল। তিনি দয়াল—অনধিকারীকেও অধিকার বিতরণ করেন। এত দয়া লইয়া আসিয়াছেন বলিয়াই একদিন তাঁহার শ্রীচরণছায়াতলে স্থান পাইবার দুরাকাঙ্ক্ষা পোষণ করিবার সাহস হয়। নতুবা শ্রীগুরু-গৃহে বাস করিবার আশা করাও আমার ন্যায় বদ্ধ, পতিত, অনর্থগ্রস্ত জীবের পক্ষে ধৃষ্টতামাত্র চরম

"সরস্বতীজয় শ্রী"

[বৈষ্ণব-পত্র]

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের কৃপা যে-রূপে তাঁহার অনুগত ভক্তগণ উপলব্ধি করিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে। ভিক্ষা ৪ চারি আনা। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

পরমার্থ-রত্নরাজিতে সুশোভিত।
ভিক্ষা—প্রথম খণ্ড ১৲ এক টাকা।
দ্বিতীয় খণ্ড—৸৹ বার আনা।
প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর

সৎক্রিয়াসারদীপিকা

তৃতীয়-সংস্করণ
অচিরে প্রকাশিত হইতেছে। গ্রাহকগণ ত্বরায় অনুসন্ধান করুন।
গ্রন্থ-বিভাগ শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীচৈতন্যমঠের প্রাচীন মন্দির

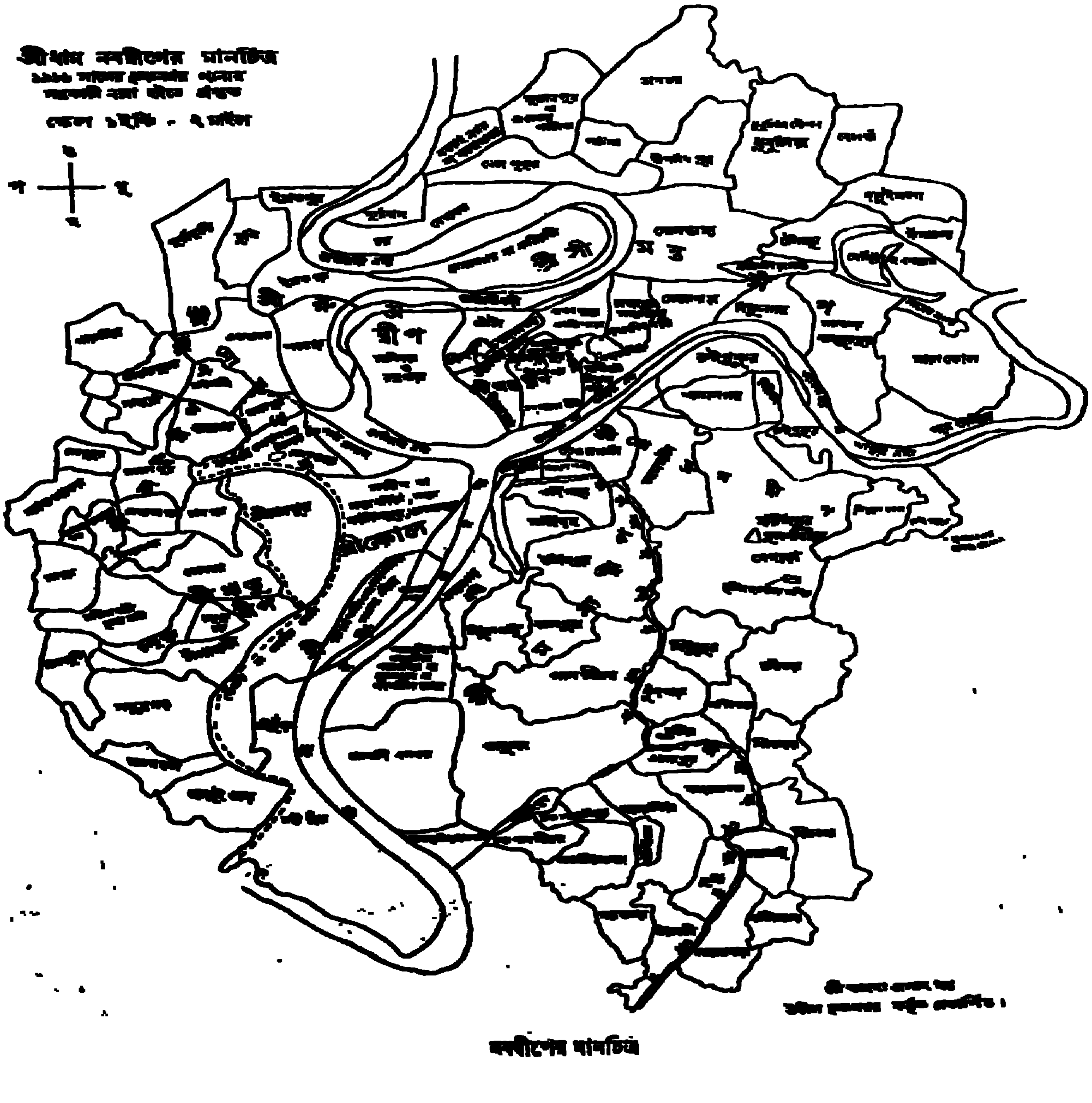

নবদ্বীপের মানচিত্র

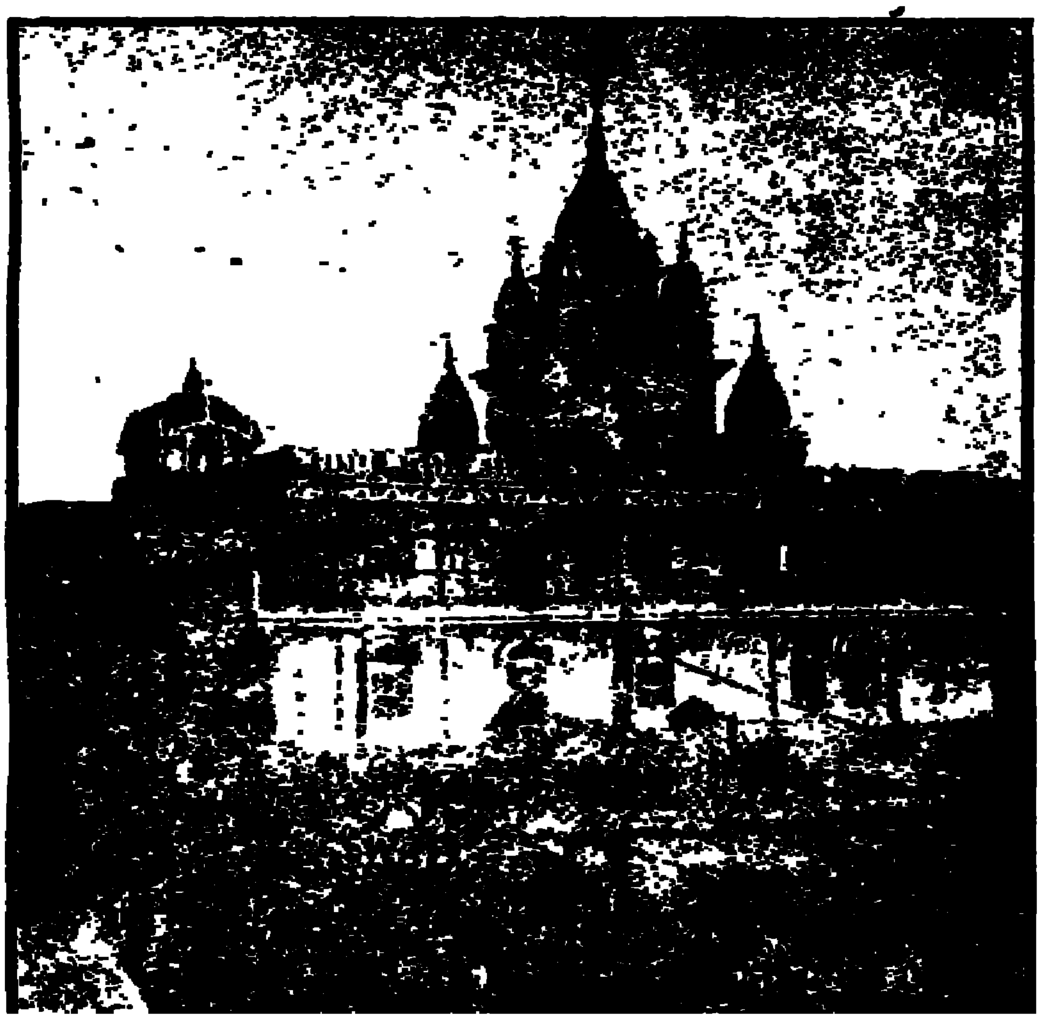

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, কলিকাতা (বাগবাজার)

শ্রীগৌড়ীয়মঠ (১নং উল্টাডিঙ্গিজংসন্ রোড, কলিকাতা) হইতে শ্রীল প্রভুপাদের আনুগত্যে নগরসংকীর্তনার্থ বহির্গমনের প্রাক্কালে

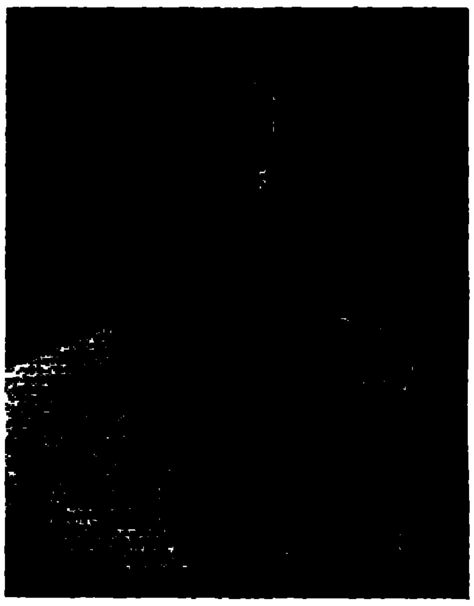

ত্রিদণ্ডিস্বামী পরিব্রাজক শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপতীর্থ
(কিছুদিন পূর্ব্বে বিলাত হইতে ফিরিয়া
আসিয়া রাজপুতনায় প্রচারকার্য্যে নিযুক্ত)

ত্রিদণ্ডিস্বামী পরিব্রাজক শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয়বন
(সম্প্রতি জার্ম্মাণীতে শুদ্ধভক্তি
সিদ্ধান্ত-বাণী প্রচারে নিযুক্ত)

শ্রীগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক উৎসব-উপলক্ষে (১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোডে)
কাঙ্গালীদিগকে মহাপ্রসাদ-বিতরণ

গত ৩০শে জ্যৈষ্ঠ (১৩৪১), ১৩ই জুন (১৯৩৪) বুধবার শ্রীধাম-নবদ্বীপ-মায়াপুর-যোগ-পীঠের নবনির্ম্মিত শ্রীমন্দিরের ভিত্তি খনন করিবার সময় এই চতুর্ভুজ বিষ্ণু-মূর্ত্তি ভূগর্ভ হইতে প্রকাশিত হইয়াছেন।

শ্রীগৌর-জন্মস্থলীতে আবির্ভূত 'অধোক্ষজ'

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের বিষ্ণুগৃহে এই শ্রীমূর্ত্তির অবস্থান ছিল, তাহারই আশ্চর্য্য নিদর্শন-স্বরূপ ইঁনি ভূগর্ভে প্রোথিত থাকিবার পরও অধুনা প্রকটিত হইয়া সকলের বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছেন।

বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল জগন্নাথ

অবধূত পরমহংসকুলচূড়ামণি ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর গোস্বামী প্রভুপাদ

ওঁবিষ্ণুপাদ
শ্রীজগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজের সমাধি

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি-কুঞ্জ
(স্বানন্দসুখদকুঞ্জ, গোদ্রুম)

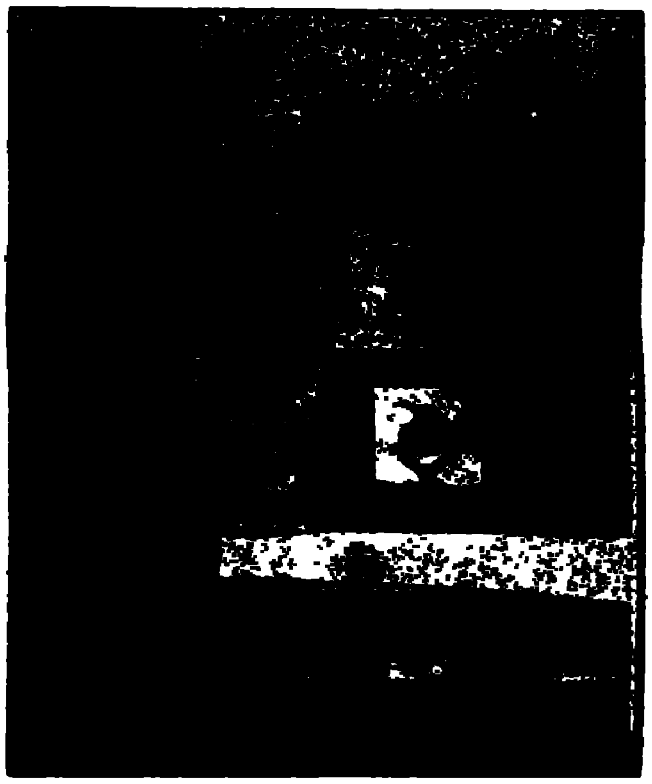

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুর সমাধি-কুঞ্জ
(বর্ত্তমানে শ্রীমায়াপুর • চৈতন্যমঠে রাধাকুণ্ডের তীরে স্থাপিত)

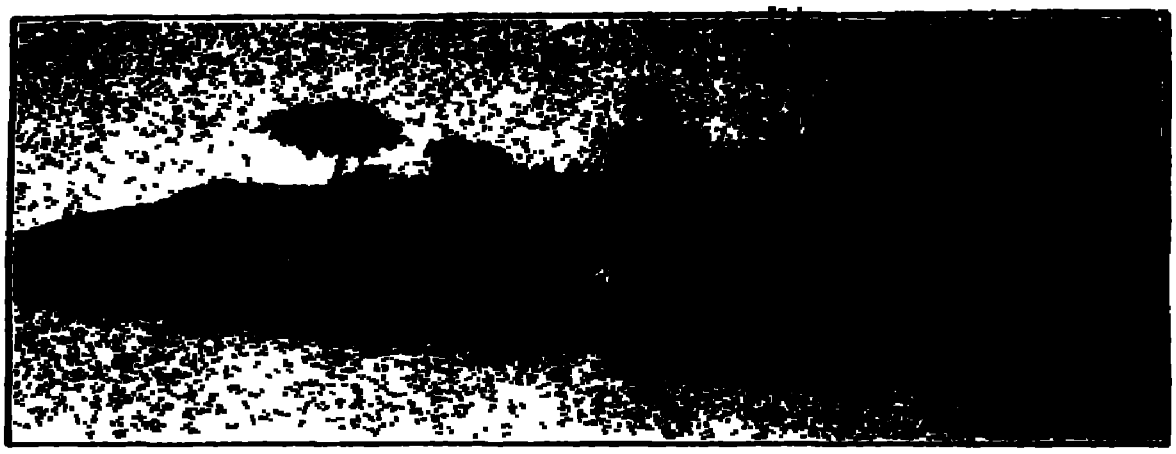

শ্রীধাম-মায়াপুর হইতে শ্রীনবদ্বীপ-পরিক্রমার যাত্রিসঙ্ঘ সরস্বতী নদী পার হইয়া গোদ্রুমে যাইতেছেন।

বিদ্যানগরে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের স্থানে শ্রীনবদ্বীপ-পরিক্রমাকারিগণ শ্রীচৈতন্যমঠের প্রচারকগণের মুখে বিদ্যানগরের ইতিবৃত্ত শ্রবণ করিতেছেন

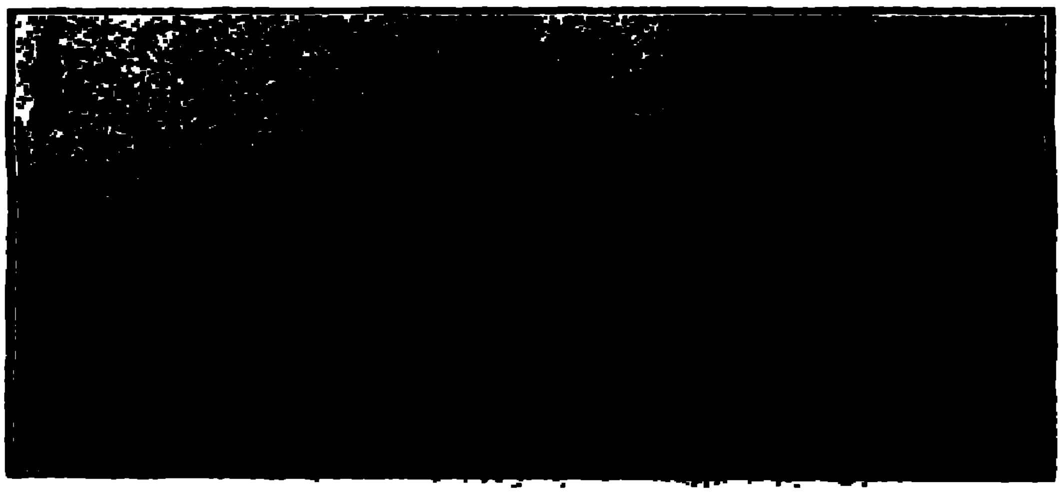

কুলিয়ার চড়ায় শ্রীনবদ্বীপ-পরিক্রমার হস্তী ও যাত্রিগণ ; হস্তীর উপরে হাওদাতে শ্রীমন্মহাপ্রভু

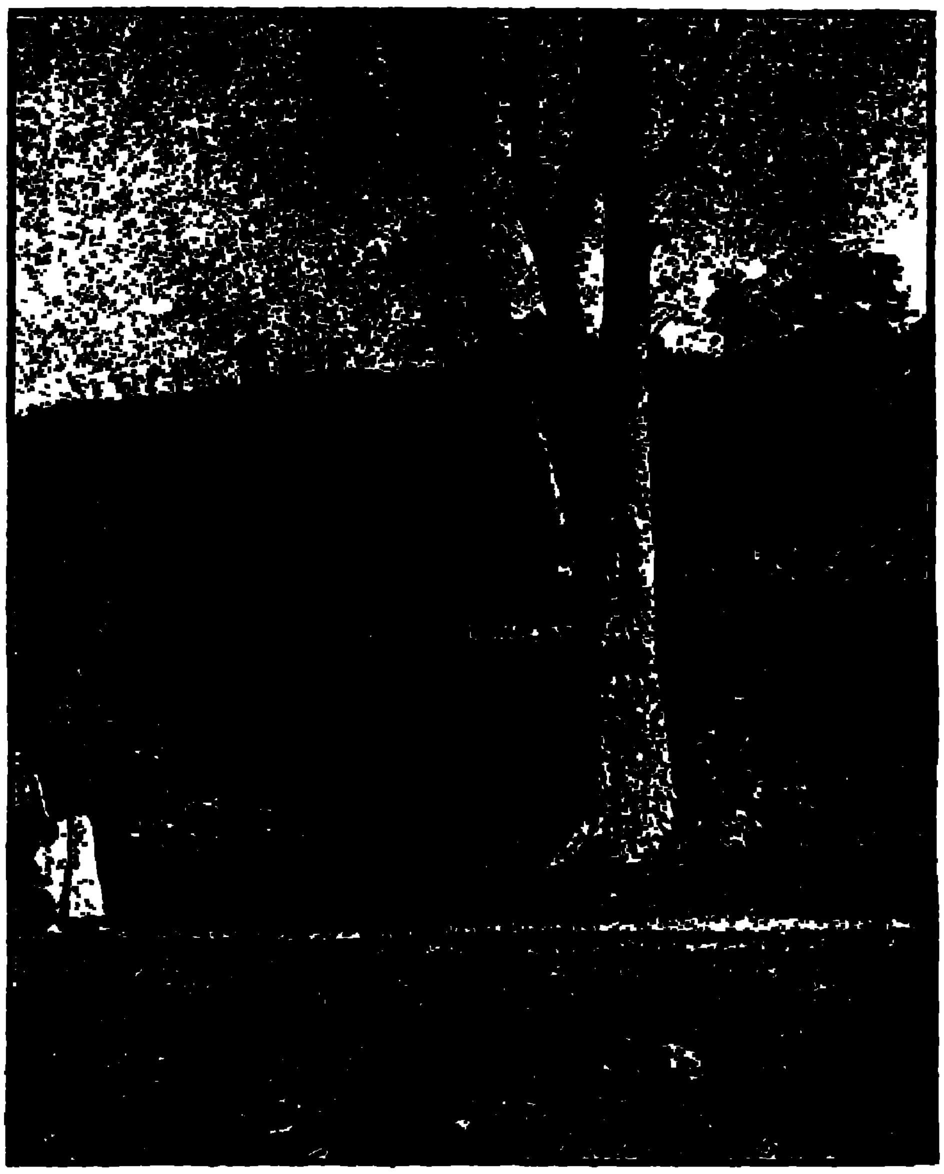

বল্লাল ঢিপি

বল্লাল দিঘী—দূরে শ্রীচৈতন্যমঠের শ্রীমন্দির

গোদ্রুমদ্বীপে বকুলতলায় শ্রীসার্ব্বভৌমের পাট ও পূজিত শ্রীবিগ্রহের শ্রীমন্দির
শ্রীচৈতন্যমঠের সেবকগণ পরিক্রমার পতাকাহস্তে

গোদ্রুমদ্বীপাভিমুখে যাত্রাকালে শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমাকারিগণ [illegible]

সাধুসঙ্গের ফল

[শ্রীমদ্ভক্তি প্রকাশ-লিখিত]

জীবের ভুবন-ভ্রমণ বৃত্তান্ত

শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস জীব স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার বশতঃ ত্রিগুণময়ী মায়াদেবীর মায়াজালে জড়ীয় প্রতিকূলতায় মোহবশতঃ পতিত হওয়ায় দুঃখঃখাদির উৎকট-উৎপীড়ন-ভোগ-বাসনায় সংসার পথে পৃথক্ পৃথক্ জীবদেহ লাভ করিয়া নানাপ্রকার বিভিন্নরূপে বিবিধ নামধারী হইয়া ভ্রমণ করিতে থাকে, তখন দাস, ধনিক, ব্রাহ্মণ চণ্ডাল, পিতা, পুত্র, শিষ্য, স্বদেশবাসী প্রভৃতি বাহ্যের সোপাধিক দাবী করিতেও তাহারা মোহেই বিমুখ হয় না—স্বরূপের ও কর্তব্যের চিন্তা তাহাদের হৃদয়ে কখনই স্থান পায় না।

এমতাবস্থায় অত্যন্ত ত্রাণাদিপীড়িত হইয়া মানব যখন দৈবের সীমা অতিক্রম করে, তখন তাহার কদাচিৎ কোনও সময়ে এই উদিত হয়,—

"কে আমি?—কেন মোরে জারে তাপত্রয়"

—এই প্রশ্নের উত্তরে মানবহৃদয় চঞ্চল হয় এবং ইহার সদুত্তর প্রাপ্তির জন্য মন অত্যন্ত আগ্রহবিশিষ্ট হয়। সেই অবস্থা কৌতূহল-নিবারণকল্পে অতিমাত্রায় চেষ্টিত হওয়া যদি "অতির্বাংবেগে বহুনাম কালের দৈবক্রমে জীবভাগ্যে" তার মানব কোনও প্রকৃত সাধুর সংস্পর্শ লাভ করে, তাহা হইলে সেই সাধুর নিকট হইতে "আমি কে?" ইহার প্রকৃত সন্ধান লাভ করিয়া তাপত্রয়-জ্বালা-নির্বাপণের উপায় অবগত হয়।

জীবের স্বরূপ

সাধু 'জীবতত্ত্ব' সম্বন্ধে অর্থাৎ "আমি কে?" প্রশ্নের উত্তরে বলেন—

"যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্তি-
এবমেবাস্মাদাত্মনঃ সর্ব্বে প্রাণাঃ।
সর্ব্বে লোকাঃ সর্ব্বে দেবাঃ সর্ব্বাণি
ভূতানি ব্যুচ্চরন্তি॥"

"কেশাগ্রশতভাগস্য শতাংশসদৃশাত্মকঃ।
জীবঃ সূক্ষ্মস্বরূপোঽয়ং সংখ্যাতীতো হি
চিৎকণঃ॥"

—যেমন, অগ্নি হইতে স্ফুলিঙ্গ সকল বহির্গত হয়, সেইরূপ আত্মা'র ইন্দ্রিয়, সুখ দুঃখাদি কর্মফল, সর্বদেবতা, ব্রহ্মাদি স্তম্ব পর্য্যন্ত সমস্ত প্রাণী পরমাত্মা পরমেশ্বর হইতে উদ্ভূত হয় এবং সেই জীব স্বরূপতঃ কেশাগ্রের শতভাগের শতাংশ-তুল্য সূক্ষ্ম আকৃতির হইলেও সেই জীব চিৎকণ ও অসংখ্য।

জীবের ত্রাপত্রয় ভোগের কারণ

স্বরূপে চিৎকণ জীব ভগবদ্দত্ত স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইয়া মায়াভূতের মোহ কর্তৃক কবলিত হয় এবং তদবস্থায় সে তাহার চিরাশ্রয়স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মের বিস্মৃত হওতঃ দুর্ভাগ্যকবলিত হয়, তাদৃশ দুর্দৈববশে হওয়া জীব সর্বদাই দুঃখ হইবে—

"সেই দোষে মায়া পিশাচী দণ্ড
করে তাঁ'রে।
আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয় তাঁ'রে
জারি' মারে॥"

এইরূপে অকস্মাৎ সাধুর সংস্পর্শ লাভ হইলে পরম দয়ালু সাধু মানবকে শুধু পূর্বোক্ত প্রশ্নদ্বয়ের উত্তর প্রদান করিয়াই ক্ষান্ত হন না পরন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকে ভবিষ্যুক্তির উপায়স্বরূপ তাঁহার অহর্নিশ কীর্তনীয় ও জীবাত্মস্বরূপ শ্রীহরিকীর্তন শ্রবণ করান। এইরূপ অমোঘ হরিকীর্তন-শ্রবণের ফলে বহু বহু জন্মার্জিত অনর্থসমূহ বিদূরিত হয়। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন—

"শৃণ্বতাং স্বকথাঃ কৃষ্ণঃ পুণ্যশ্রবণকীর্ত্তনঃ।
হৃদ্যন্তঃস্থো হ্যভদ্রাণি বিধুনোতি
সুহৃৎ সতাম্॥"

সাধুমুখে শ্রীহরিকথা-শ্রবণের ফলে অনর্থাপগমে ক্রমে যে ভগবৎসেবা প্রাপক শ্রদ্ধা রত্যাদির উদয় হয় তাহা ভগবান্ কপিলদেব নিজমুখে প্রকাশ করতঃ বলিয়াছেন,—

"সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি
শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি॥"

অর্থাৎ সাধুসঙ্গের প্রভাবে হইতে আমার (শ্রীভগবানের) মাহাত্ম্য-প্রকাশক যে সকল ভক্তহৃদয়কর্ণের প্রীতি-উৎপাদক কথা আলোচিত হয় তাহা শ্রবণ করিতে করিতে শীঘ্র অপবর্গস্বরূপ আমাতে (শ্রীভগবানে) প্রথমে শ্রদ্ধা, তৎপরে রতি ও অবশেষে প্রেমভক্তি উদিত হয়।

সাধুসঙ্গই নিত্যকল্যাণ প্রদানে সমর্থ

আত্যন্তিক মঙ্গললাভের বা তাপত্রয়-জ্বালা হইতে নিষ্কৃতির উপায় একমাত্র সাধুসঙ্গ ব্যতীত অপর, যাঁহারা সর্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণের অনুভাবস্বরূপ শ্রীচৈতন্যচরণকমলে সম্যক্ভাবে আত্মসমর্পণ করতঃ অসৎ বা অবিদ্যা বিষয় হইতে চিন্মুক্ত এবং ভক্তি-সিদ্ধান্ত বাণীতে অভিষিক্ত হইয়াছেন তাঁহারা বা তদ্ভিন্ন আর কেহই উপদেশ করিতে পারেন না। যেহেতু শ্রীগুরুদেবাদি বৈষ্ণবগণ ব্যতীত শ্রীহরিভক্ত ব্যতীত আর কেহই যথার্থ-সুহৃৎ, বন্ধু, উপদেশক, আচার্য্য বা মহদ্গুণ-রাজিবিমণ্ডিত নহে, সুতরাং নির্মল ও কৃপাময় ব্যক্তি যেরূপ মানবীয় হইতে পারে না সেরূপ দুর্গম উদ্ধারোক্তির মানব কিরূপে অন্যের পারিবিধান করিবে? হরিভক্ত সজ্জনগণই সর্ব্বোপাধিবিনির্মুক্ত আর অন্য সদ্গুণাবলী-বিহীন ও মঙ্গলোদ্দাবক। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন—

"যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা
সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্গুণা
মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ॥"

[ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুতে যাঁহার নিষ্কাম সেবাবৃত্তি বর্তমান, ধর্মজ্ঞানবৈরাগ্যাদি সমস্ত গুণের সহিত দেবতাগণ তাঁহাতে সম্যক্‌রূপে অবস্থান করেন। হরিভক্তি বিহীন ব্যক্তি অন্যাভিলাষ-কর্ম-জ্ঞান-যোগ-রত বা পুণ্যাদিতে আসক্ত; সুতরাং হরিতে তাহার ভক্তি নাই; মনোরথের দ্বারা সে অসদ্বিষয়ে ধাবিত; সুতরাং তাহাতে মহদ্গুণাশ্রয়ের সম্ভাবনা কোথায়?]

প্রকৃত সাধু কে?

সাধু বলিতে আবার আজকালকার যুগে এক বিকৃত ধারণা মানবমাত্রেরই হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়াছে। সাধু বলিতে আজকাল সাধারণতঃ লোটাকম্বল সম্বল মাত্র, উদর-চিন্তাপ্রপীড়িত, পরমুখাপেক্ষী, সামর্থ্যহীন, অর্থের ও বিত্তের কাঙ্গালকে মনে করা হয়; কিন্তু বস্তুতঃ 'সাধু' শব্দটি কি এইরূপ একটী নগণ্য অর্থের জন্যই শাস্ত্রে ব্যবহৃত হইয়াছে? যে সাধুর সম্বন্ধে দেবর্ষি নারদ হরির প্রাণ-প্রিয়তম ভক্ত, যাদব মহাজনের দ্বিতীয় স্থানে আসীন বলিতে কি সর্ব্বপ্রকারে ভগবত্তুল্য, সেই সাধু কি চীরধারী, অজ্ঞ, পরান্নে উদরভরণকারী দৈবীমায়ার তাপত্রয় কারাগারের সর্ব্বপ্রধান আসামী? যে সাধুর সম্বন্ধে নিরন্তর কামক্রোধ নিকৃষ্ট বেত্তাও পরম মহার্ঘ্য ও কৃষ্ণপার্ষদ হইতে পারে, সেই সাধু কি মহাশয় কামের তৃপ্তিসাধনে অবসন্ন-ক্লান্ত সাধুর বেশ-পরিহিত পরস্ত্রী-লোলুপ প্রতারকাধম হইয়া ব্রজপ্রণালীতে গোপী-আনুগত্যে ভজনের (?) নামে স্বয়ং ব্রজমোহনের আসনগ্রহণে তৎপর?

সাধুসঙ্গফলে শ্রীগুরুদেবের নিত্যসেবা বা নিত্যকল্যাণেচ্ছু ব্যক্তির প্রথমেই "সাধু কে?" তাহার সম্বন্ধে স্থির নিশ্চয়, সত্য সত্য ভগবদ্ভক্ত ও নিত্যমঙ্গল প্রদাতা হয় তাহা অনুধাবন ও নির্ণয় করা একান্ত প্রয়োজন। শ্রীভগবদ্গীতায় সপ্তম অধ্যায়ে ভগবান্ বলিয়াছেন, -

"বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্
মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ॥"

জীবসকল অনেক জন্ম সাধন করিতে করিতে জ্ঞানবান্ হন অর্থাৎ চৈতন্যবিশিষ্ট হন। চৈতন্যবিশিষ্ট হইবার সময়ে প্রথমে কিছু পরিমাণ অদ্বৈতবাদকালীন অদ্বৈত'-ভাব অবলম্বন করে; তখন জড়ীয় বিশেষের প্রতি ঘৃণা হেতুক বিশেষ ভেদের প্রতি উদাসীন হয়। চৈতন্যরূপে একটু অবস্থিত হইলেই চৈতন্যের যে নিত্য বিশেষ ধর্ম, তাহা জানিতে পারিয়া তাহাতে অনুরক্ত হয়; অনুরক্ত হইয়া পরম চৈতন্যরূপ ভগবানে প্রপত্তি স্বীকার করে; তখন উপলব্ধি হয় যে, এই জড়জগৎ স্বতন্ত্র নয়, চিজ্জগতের একটী হেয় প্রতিফলন মাত্র; ইহাতে বাসুদেব-সম্বন্ধ আছে অতএব সকলই 'বাসুদেবময়'। এইরূপ যাঁহাদের প্রপত্তি তাদৃশ সাধু মহাত্মা দুর্লভ।

'বাসুদেব সর্ব্বময়' এইরূপ জ্ঞানবান্, ভগবদ্ভক্তগণের সুদুর্লভত্ব কীর্তন করিয়া ভগবান্ অন্যত্র বলিয়াছেন

"মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং
বেত্তি তত্ত্বতঃ॥"

সহস্র সহস্র মনুষ্যের মধ্যে কেহ কেহ কল্যাণসিদ্ধির জন্য যত্ন করেন, সহস্র সহস্র সিদ্ধদিগের মধ্যে কেহ কেহ আমাকে অর্থাৎ ভগবৎস্বরূপকে তত্ত্বতঃ অবগত হন।

"বাসুদেব সর্ব্বময়"-জ্ঞান কিরূপ?

"বহূনাং জন্মনামন্তে" শ্লোকের উক্তিই জ্ঞানবানের যে 'বাসুদেব সর্ব্বময়' জ্ঞান তাহাই পুনশ্চ পরিস্ফুটরূপে বুঝাইতে শ্রীভগবান্ গীতায় ত্রয়োদশ অধ্যায়ে বলিয়াছেন যথা—

"অমানিত্বমদম্ভিত্বমহিংসা ক্ষান্তিরার্জ্জবম্।
আচার্য্যোপাসনং শৌচং স্থৈর্য্যমাত্ম-
বিনিগ্রহঃ॥
ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যমনহঙ্কার এব চ।
জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিদুঃখদোষানুদর্শনম্॥
অসক্তিরনভিষ্বঙ্গঃ পুত্রদারগৃহাদিষু।
নিত্যঞ্চ সমচিত্তত্বমিষ্টানিষ্টোপপত্তিষু॥
ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী।
বিবিক্তদেশসেবিত্বমরতির্জনসংসদি॥
অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্।
এতজ্জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং
যদতোঽন্যথা॥"

অর্থাৎ অমানিত্ব, দম্ভহীনত্ব, অহিংসা, ক্ষান্তি, আর্জ্জব অর্থাৎ সরলতা, আচার্য্যোপাসনা অর্থাৎ গুরুসেবা, শৌচ, স্থৈর্য্য, আত্মনিগ্রহ, ইন্দ্রিয়বিষয়ে বৈরাগ্য, অহঙ্কারশূন্যতা, জন্ম মৃত্যু-জরা ব্যাধি দুঃখ ও দুঃখের দোষ দর্শন, পুত্রাদিতে আসক্তিশূন্যতা, পুত্রাদির সুখদুঃখে উদাসীন্য, সর্ব্বদা সমচিত্তত্ব, আমাতে (শ্রীভগবানে) অনন্য ও অব্যভিচারিণী ভক্তি, নির্জ্জনস্থানে অবস্থিতি, জনতার্কীর্ণস্থানে অরতি অধ্যাত্মজ্ঞানে নিত্যত্ব বুদ্ধি, তত্ত্বজ্ঞানের প্রয়োজনরূপ মোক্ষ-দর্শন,—এই বিংশতি প্রকারই জ্ঞান এবং ইহার বিপরীত সকলই অজ্ঞান। যেরূপ জ্ঞান-

কৃষ্ণ আমায় পালে, রাখে' জান সর্ব্বকাল। আত্মনিবেদন-দৈন্যে ঘুচাও জঞ্জাল॥

দশায় একটী অদ্ভুত কবিত্ব জানবান্। সেইরূপ জ্ঞানবান অনেক কোটীসংখ্যকের মধ্যে কচিৎ একজন বহু বহু জন্ম ভজন-যাজন করিতে করিতে 'মুক্ত' পদবাচ্য হইয়া মুক্ত-কুলোপাস্য শ্রীনন্দনন্দনের চরণে নিরন্তর গ্রহণ করেন। তাই 'সেইরূপ সাধু কে?' প্রশ্নের উত্তরে উপদেশ করিয়াছেন—

নিরন্তর কৃষ্ণনাম যাহার বদনে।
সেই ত বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠ তাঁহার চরণে॥

সাধুসঙ্গের মঙ্গল-সম্বন্ধে শ্রীল কবিরাজগোস্বামীর উক্তি

প্রেমিক ভগবদ্ভক্তই শাস্ত্রবর্ণিত সাধু। তাঁহারই সঙ্গ সর্বকার্য সিদ্ধিপ্রদ। শ্রীল কবিরাজ শ্রীকৃষ্ণদাস গোস্বামী সাধুসঙ্গের ফল নির্ণয় করিয়া যে সমস্ত বাক্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহারই কয়েকটী বাক্যের পুনরাবৃত্তি করতঃ সাধুসঙ্গ ও তদানুষঙ্গিকরূপে আমরা সাধুসঙ্গের ফল সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণের প্রয়াস পাইব। তিনি বলিয়াছেন—

"সাধুসঙ্গ, কৃষ্ণকৃপা ভক্তির স্বভাব।
এ তিনে সব ছাড়ায় করে কৃষ্ণে ভাব॥
সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্বশাস্ত্রে কয়।
লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্বসিদ্ধি হয়॥
মহৎ-কৃপা বিনা কোন কর্মে ভক্তি নয়।
কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু সংসার নহে ক্ষয়॥
তপস্বী প্রভৃতি যত দেহারামী হয়।
সাধুসঙ্গে তপ ছাড়ি শ্রীকৃষ্ণ ভজয়॥"

অঙ্গসমূহের মধ্যেও সাধুসঙ্গের শ্রেষ্ঠ স্থান

ভক্তিমার্গাবলম্বীদিগের চতুঃষষ্টি প্রকার অঙ্গের মধ্যে সাধুসঙ্গ একটী বিশেষ অঙ্গ। অতএব সাধুসঙ্গ ভগবৎ আমাদের বিশেষ আদর ও একান্তরূপে গ্রহণীয়। সাধুসঙ্গ ব্যতীত কৃষ্ণপ্রেমলাভের সম্ভাবনা নাই; এতৎসম্বন্ধে চৈতন্যচরিতামৃত বলেন—

"সাধুসঙ্গ, নাম কীর্ত্তন, ভাগবত-শ্রবণ।
মথুরাবাস শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায় সেবন॥
সকল সাধন শ্রেষ্ঠ এই পঞ্চ অঙ্গ।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মায় এই পাঁচের অল্প সঙ্গ॥"

সুতরাং ভক্তিমার্গাবলম্বী ব্যক্তিমাত্রেরই আবশ্যকীয় সাধুসঙ্গের দ্বারা শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতবর্ণিত বাণীসমূহ গ্রহণ করাই যে অভিলাষ পূর্ণ হইবার শ্রেষ্ঠ উপায়, ইহা প্রমাণ। সুবীজ হইতে যেরূপ প্রকাণ্ড বৃক্ষের উৎপত্তি হইয়া থাকে ঐ বৃক্ষজাত ফল হইতে পুনরায় বীজই উহার পরিণামরূপে প্রাপ্ত হওয়া যায় সুতরাং বীজই বৃক্ষের আদি কারণ ও পরিণামাবস্থা। তদ্রূপ বৈষ্ণবে শ্রদ্ধা হইতে উদ্ভূত ভক্তিলতার বীজ সাধুসঙ্গ হইতে প্রাপ্ত হইয়া পরিণামে যে ভক্ত-কৃষ্ণপ্রেম হয় তাই সাধুসঙ্গই অর্থাৎ সাধুসঙ্গেই হইতে হয়, কারণ ভগবান সর্বকাল সাধু-সেবিত হইয়াই অবস্থান করেন, সাধুর হৃদয়েতেই ভগবদ্ অধিষ্ঠান; সুতরাং সাধুসঙ্গ প্রয়োজনসিদ্ধির একমাত্র প্রধান উপায় ও মূলকারণ।

সাধুসঙ্গফলেই বিশিষ্ট সুবর্ণ সুযোগ লাভ

আজ আমরা যে ধাম-পরিক্রমা, শ্রীধামে বাস, শ্রীধামবাসী বৈষ্ণবগণের শ্রীমুখ হইতে শ্রীহরিকথা শ্রবণ, শ্রীমূর্ত্তির দর্শন, শ্রীগৌর-প্রকটবাসরে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের লীলা-কথাদি শ্রবণ ও কীর্ত্তন সাধুর আনুগত্যে ভজনসেবন প্রভৃতি দুর্লভ সুবর্ণ সুযোগ লাভ করিতেছি তাহাও একমাত্র সাধুসঙ্গেরই ফল। সাধুগণ অহৈতুকী কৃপা করিয়া আমাদিগকে সঙ্গপ্রদান করিয়া কৃতার্থ করেন, নচেৎ আমাদের স্বকীয় সামর্থ্যে নির্ভর করিয়া আমরা সাধু কে বা সাধুকে চিনিতে পারি না; আমাদের অন্তরের সুবর্ণসুযোগ সাধুগণ অহৈতুকী কৃপাবশতঃ বিবরপ্রবৃত্ত আমাদিগের দুঃকারার দ্বারে গিয়া পুনঃ পুনঃ আঘাত করতঃ ভাগবতী গীতি কীর্ত্তন করিয়া আমাদিগের মোহঘোর অপসারণ প্রদান করিয়াছেন; তজ্জন্য তাঁহাদের অনেক তিরস্কার, অনেক অমূল্য সময় ব্যয় করিতে হইয়াছে—

"মহাজনকার এই তারিতে শরীর।
নিজকার্য নাই তবু যান পরের ঘর॥"

বস্তুতঃপক্ষে ইহা সর্বপ্রকারেই সত্য যে আমাদের যে কোনও প্রকার মঙ্গলের মূলবিধান—সাধুসঙ্গ—জীবকল্যাণের বিশেষ কারণ।

শ্রীগৌরপ্রকটবাসরে কৃত্য

শ্রীগৌর-প্রকট-পূর্ণিমা-বাসরে যেসকল শুদ্ধভক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি প্রবাসী সাধুগণের পদাঙ্কানুসরণপূর্বক শ্রীধাম নবদ্বীপ ভক্তিসিক্ত হৃদয় লইয়া পরিক্রমা দর্শন ও মাহাত্ম্যাদি শ্রবণ করিয়াছেন, যেসকল ব্যক্তি সৌভাগ্যবশে সজ্জনগণ আর শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর প্রকট লীলা বাসর-স্মৃতি সংরক্ষণপূর্বক শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর প্রকাশমূর্ত্তি শ্রীশ্রীরাধামাধবের মূর্ত্তিকে সাক্ষাৎ প্রকট সুদর্শনে দর্শন করতঃ শ্রীগৌর প্রকটবাসরে শ্রীগৌরধামে আসিয়া, তাঁহাদের শ্রীগৌর-প্রকটাপ্রকটে অবস্থান করিবার সুবর্ণ সুযোগের একান্ত কামনা গৌরবর্ণায়ে যে আকাঙ্ক্ষা তাহা চরিতার্থ করিয়াছেন, যাহারা শুদ্ধভক্তগণের সম্পাদিত শ্রীগৌরবিহিত সংকীর্ত্তনে আত্মহারা, যেসকল প্রেমাশ্রুপুলকিত ভক্তিবিশেষণসম্পন্ন গৌরভক্ত শ্রীগৌরের প্রকটমূর্ত্তি দর্শনাদি-দ্বারা শ্রীমায়াপুরের অপ্রাকৃত চিন্ময় ভূমিতে দর্শন করিয়া যে প্রেমে মগ্ন হইয়া, তাঁহারা শ্রীবিগ্রহ সেবা মায়াপুর-কুলাধর বিগ্রহের ন্যায় অবতীর্ণ অহৈতুকী অনবদ্য মধুর মূর্ত্তিদ্বয় ভুক্তি-মুক্তি-বাঞ্ছা-শূন্য প্রভৃতি দ্বারা পুষ্ট, শুদ্ধ ও নিরঞ্জিত এবং যেসকল সাধু শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের আদেশ বিশ্বব্যাপারে ভগবদ্ভক্তি উচ্চারণে এই অভিনব অনুষ্ঠান প্রকটকারী তাঁহাদের শ্রীচরণে কাঁদিয়া কাঁদিয়া কৃপাপূর্ণ প্রার্থনা করা এবং শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সর্বাপেক্ষা অধিক প্রিয়তম নিত্যানন্দাভিন্ন জগদ্গুরু শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মে কিঞ্চিন্মাত্র শ্রদ্ধা ভক্তি পাইবার জন্য আর্ত্তিভরে সর্বান্তঃকরণে আমার আজ শ্রীগৌরপ্রকট পূর্ণিমাবাসরের একমাত্র কৃত্য হউক।

"নামশ্রেষ্ঠং মনুমপি শচীপুত্রমত্র স্বরূপং রূপং তস্যাগ্রজমুরুপুরীং মাথুরীং গোষ্ঠবাটীম্। রাধাকুণ্ডং গিরিবরমহো! রাধিকা মাধবাশাং প্রাপ্তো যস্য প্রথিতকৃপয়া শ্রীগুরুং তং নতোঽস্মি॥"

"নিত্যানন্দমহং বন্দে প্রেমানন্দপ্রদায়কম্।
যেন ত্বং সততং বন্দে নিত্যানন্দং জগদ্গুরুম্॥"

"বন্দেঽহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুতপদকমলং শ্রীগুরূন্ বৈষ্ণবাংশ্চ
শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণরঘুনাথান্বিতং তং সজীবম্।
সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজনসহিতং কৃষ্ণচৈতন্যদেবং
শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদান্ সহগণললিতা-শ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ॥"

"নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ॥"

নীতি ও পরমার্থ

[আচার্য্য শ্রীপাদ কিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব বি-এল লিখিত]

শ্রীভগবৈষ্ণবগণ আমাদের বিচারের অতীত বস্তু নহেন। তাঁহারা কখন কি উদ্দেশ্যে কোন্ কার্য সমাধান করিবার জন্য ইচ্ছা করেন তাহা আমাদের ক্ষুদ্র ও সসীম বুদ্ধিদ্বারা বুঝিয়া লইবার সামর্থ্য নাই। তাঁহারা এক কার্য উপলক্ষ করিয়া তদ্দ্বারা অনেক কার্য সমাধা করিয়া থাকেন। সেই সকল ব্যাপার সাধারণের বোধগম্য হয় না। তবে এইটুকু আমাদের বুঝিয়া রাখা উচিত যে তাঁহারা যখন আমাদের দ্বারা কোন কার্য করাইয়া লইবার ইচ্ছা করেন, তাহাতে তাঁহাদের কোন স্বার্থ না থাকিলেও, আমাদিগেরই হিতকামনা পূর্ণমাত্রায় তাহাতে বর্ত্তমান। এই কথাটী উপলব্ধি না করা পর্যন্ত ভক্তবৈষ্ণবের আদেশ অবহেলা করিবার বা তদনুরূপ আদেশের আনুগত্যে সাধনরূপ কোন প্রকার কার্য করিবার প্রচেষ্টা আমাদের উচিত হইবে না; কারণ মহাজনগণের নিজের কোন কামনা না থাকিলেও তাঁহারা জীব কল্যাণার্থ এই সংসারে পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন।

এইরূপ আদেশের বশবর্ত্তী হইয়া আত্মশোধনের প্রয়াসের জন্য এবং জগতের মঙ্গলের নিমিত্ত এই প্রবন্ধ লিখিতে হইতেছে। "নীতি ও পরমার্থ" এই দুইটী এক জিনিষ বা এই দুইটীর একই উদ্দেশ্য কিম্বা পৃথক্ উদ্দেশ্য বা এই দুইএর মধ্যে কেহ এক বা পৃথক্ কিম্বা এই দুইটীর মধ্যে কোন্‌টীর অধিকতর আদর বা শ্রেষ্ঠত্ব বা কোন্‌টী গ্রহণীয় এবং কোন্‌টী পরিত্যাজ্য, এরূপ একটা সমস্যা সাধারণ বিচারে সাধারণের নিকট উপস্থিত হইতে পারে। বর্ত্তমান বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক যান্ত্রিক যুগে নীতির আদর কিছু কম নহে। যে যুগে প্রবল ভোগের বন্যায় মনুষ্যজাতিকে কোন অজানা রাজ্যে ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছে এবং দিশাহারা করিয়া সদসৎ বিচার করিবার পর্যন্ত সুযোগ দিতেছে না, সেইরূপ যুগে সুনীতিই যে নির্ভরের আশ্রয় করিয়া বসিবে তাহাতে আর বিচিত্র কি?

নীতি কাহাকে বলা যায়? জীবনযাত্রা সুষ্ঠুভাবে নির্বাহ করিবার জন্য মনুষ্যসমাজ কতকগুলি বিধির সৃষ্টি করিয়া থাকেন। সেই সকল বিধিকে 'নীতি' বলা হয়। ইহা হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে পাছে অনৈতিক জীবন যাপন করিলে মানবকুলের ভোগসুখে বাধা উৎপত্তি হয় বা পরস্পরের মধ্যে কোন প্রকার সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়া তাহাদিগের সুখের অভাব বা দুঃখ উপস্থিত হয় অথবা ভোগটাকে দীর্ঘকাল স্থায়ী করার পথে কোন প্রকার বাধা বিঘ্ন আসিয়া উপস্থিত হয়, তজ্জন্য নৈতিক জীবন যাপন করাটা মনুষ্যসমাজের উচিত। নীতিশূন্য বা নীতিবিবর্জিত মনুষ্যজীবন উচ্ছৃঙ্খলতায় পূর্ণ। পশাদির জীবনে নীতির কোন কথাই নাই, তাহারা স্বেচ্ছাভাবে আহার-বিহার ইন্দ্রিয়তর্পণ প্রবৃত্তিতে রত; কিন্তু মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া যাহারা নীতিহীন জীবনযাপনে রত তাহারা দ্বিপদ পশু ব্যতীত আর কিছুই নহে। কিন্তু ঐরূপ জীবন খুবই তুচ্ছ। তাই গীতায় "যুক্তাহার-বিহারস্য" শ্লোকে দুঃখনাশক যে যোগ কথা উল্লিখিত হইয়াছে।

সূক্ষ্মভাবে বিচার করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে মনুষ্যদের কেবল নৈতিক জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য একমাত্র নির্বিঘ্ন 'ধর্মাধিকার' লাভ ব্যতীত আর কিছুই নহে। যদি তাহাই হয়, তবে মনে মনে আমাদের বিচার করা উচিত যে এই দুর্লভ জনিয়া মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া কেবলমাত্র ধর্মাধিকার লাভেই নিশ্চিন্ত থাকা উচিত কি না? অন্যান্য মনুষ্যেতর জন্মে কি ঐপ্রকার নির্বিঘ্ন লাভ হয় না? শাস্ত্র ও সাধুমুখে শুনিতে পাই যে মানবই হরিভজনের মূল; কিন্তু সেই হরিভজনের কথা বাদ দিয়া কেবল 'নীতি' লইয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে আমাদিগের কর্ণরাজ্যে তথা ভগবানের পুণ্যীভূত কর্মের মানবযোনির উদ্দেশ্য যোগ্যতা, যথা পুনঃ ত্রিতাপ-ভোগ করা ব্যতীত আর কি সুবিধা হইতে পারে?

অতীতকাল হইতে ঐরূপ কর্মের সাগর দোলায় দুলিতে দুলিতে এই মনুষ্যদেহ লাভ করিয়াছি এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান এবং বিচার-শক্তি লাভ করিয়াছি। কিন্তু সেই জ্ঞান ও বিচারশক্তি কি নীতিপালনেই পর্যবসিত থাকিবে, নীতির উপর আর কিছু শ্রেষ্ঠ বস্তু আছে কি না, বা অন্য কিছুর সন্ধানে নিঃশ্রেয়স্ লাভের সুযোগ আছে কি না, তজ্জন্য কি অনুসন্ধানের চেষ্টা করিবে না? ধর্মার্থকামরূপ ত্রিবর্গে সাধারণ অর্থই নির্দিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু তদুপরি পরম অর্থ বা পরমার্থ বলিয়া একটী শ্রেষ্ঠ বস্তু আছে। সেই পরমার্থ কি বস্তু এবং তাহাই আমাদের বাঞ্ছনীয় বিষয় কিনা, সে-বিষয়ে কিছু আলোচনা হওয়া অবশ্য কর্তব্য। কর্ম-মার্গে সুখে স্বচ্ছন্দে ও নিরাপদে বিচরণ করিবার জন্য নীতির আবশ্যকতা থাকিলেও সেরূপ নৈতিকজীবন মনুষ্যজীবনের শেষ সীমা নহে। কেননা, তাহাতে মানবের আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তির কোন কথাই নাই।

দুর্ভাগ্যবশতঃ যাহারা পরমেশ্বর স্বীকার করে না, তাহারাও জীবনযাত্রা-নির্বাহের জন্য কতকগুলি বিধির ব্যবস্থা করিয়া থাকে। কিন্তু যে নীতিতে পরমেশ্বরের চিন্তার ব্যবস্থা নাই সে নীতি অন্য প্রকারে সুন্দর হইলেও শবদেহে অলঙ্কার-পরিধানের ন্যায় তাহার কোন আদর নাই বা তাহা মানবজীবনের সার্থকতা সম্পাদনে সমর্থ নহে। সে-নীতি —নিতান্ত বহির্মুখ নীতি। ঈশ্বরবিশ্বাস ও ঈশ্বরের প্রতি কর্তব্যকর্মের ব্যবস্থা যুক্ত হইলেই সেই নীতি মানবজীবনের বিধি বলিয়া আদৃত হয়। কিন্তু এরূপ ঈশ্বরবিশ্বাসের বা ঈশ্বরের প্রতি কর্তব্য কর্মের অন্তর্ভুক্ত যে নীতি তাহা শারীরিক, মানসিক, সামাজিক যে কোন প্রকারই হউক না কেন, মনুষ্যসমাজের বর্জনীয় নহে। ঈশ্বর-বিশ্বাস-যুক্ত বিধি গৌণ ও মুখ্যভেদে দুই প্রকার। কৃষ্ণপ্রীতি হইল যেখানে জীবনের একমাত্র তাৎপর্য, সেখানে যে বিধি উক্ত তাৎপর্যকে অব্যবহিতভাবে লক্ষ্য করে তাহাই মুখ্যবিধি। আর যে বিধি ঐরূপ ঈশ্বরের তুষ্টিবিধানকে ব্যবধানযুক্ত করিয়া লক্ষ্য করে তাহাই গৌণবিধি। যেমন শরীর সুস্থ থাকিলে ভগবদ্ভজনের সুবিধা হয়। এখানে ভগবদ্ভজনের নীতি একেবারে ব্যবধান-শূন্য হইল না; কারণ যার শরীর অসুস্থ হয় বা থাকে, তার আর ভগবদ্ভজনের অবকাশ হইল না। ঐরূপ ব্যবধান থাকায় ব্যাঘাতেরও প্রচুর সম্ভাবনা। কাজেই শরীরের যত্ন বা রক্ষণ যে বিধি তাহা গৌণ বিধি, মুখ্য নহে। কিন্তু মুখ্য বিধির সাক্ষাৎ লক্ষ্যই ভগবদারাধনা; এই বিধির মধ্যে আর কোন ব্যবধান নাই।

তাই আমরা শ্রীমদ্ভাগবতে দেখিতে পাই,—

নেহ যৎ কর্ম ধর্মায় ন বিরাগায় কল্পতে।
ন তীর্থপদসেবায়ৈ জীবন্নপি মৃতো হি সঃ॥

অর্থাৎ আমাদের কর্ম যদি ত্রিবর্গের জন্য উদ্দিষ্ট না হয়, সেই ত্রিবর্গ লাভ যদি কৃষ্ণেতর বিষয়ে বৈরাগ্য উৎপন্ন না করে, আবার সেই বৈরাগ্য যদি শ্রীহরির সেবাতেই পর্যবসিত না হয়, তবে আমাদের জীবন্মৃত অবস্থা বুঝিতে হইবে।

'অর্থ' বলিতে প্রয়োজন বুঝায়। মানবের সাধারণ অর্থ যে ধর্মার্থকাম তাহা নৈতিক জীবনের পর বৈধভক্ত-জীবন ও শেষে প্রেমভক্ত-জীবন লাভেই মনুষ্যজীবনের সার্থকতার শেষ সীমায় উপনীত হয়। আর সেই কৃষ্ণপ্রেমলাভই পঞ্চম পুরুষার্থ বা পরমার্থ। নরজীবন সেখানে না হইলে উহা যতদূর উচ্চ হউক না কেন, উহা কখনই পশুজীবন হইতে শ্রেষ্ঠ হইতে পারে না।

কর্মের সাগর দোলায় চাপিয়া কেবলমাত্র অর্থের প্রয়াসে আমরা লক্ষ লক্ষ বার এই ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণ করিতেছি, কিন্তু সেই পরমার্থের সন্ধানের কোনদিন সুযোগ হয় নাই। এখন মনুষ্যজন্ম পাইয়াছি। যদি আমরা সেই পরমার্থের সন্ধানে ব্যস্ত হই, তবে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের শিক্ষামৃত গ্রহণ করিতে হইবে। অনর্পিতচর দয়া বারিধি শ্রীমন্মহাপ্রভু সেই পরমার্থের সন্ধান দানের জন্য প্রায় ৪৫০ বৎসর পূর্বে ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথিতে এই শ্রীধাম মায়াপুরে শচীগর্ভ সিন্ধুমাঝারে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহার সেই শিক্ষামৃত ও পরমার্থের সন্ধান আমাদিগের পূর্বগুরু বৈষ্ণবচূড়ামণি শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর ভাষায় এইভাবে দেখিতে পাই—

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরুকৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ॥
মালী হঞা সেই বীজ করে আরোপণ।
শ্রবণ-কীর্তন-জলে করয়ে সেচন॥
উপজিয়া বাড়ে লতা 'ব্রহ্মাণ্ড' ভেদি' যায়।
'বিরজা' 'ব্রহ্মলোক' ভেদি'
'পরব্যোম' পায়॥
তবে যায় তদুপরি 'গোলোক বৃন্দাবন'।
'কৃষ্ণচরণ'-কল্পবৃক্ষে করে আরোহণ॥
তাহাঁ বিস্তারিত হঞা ফলে প্রেমফল।
ইহাঁ মালী সেচে নিত্য শ্রবণ-
কীর্তনাদি জল॥
● ● ● ●
'প্রেমফল' পাকি পড়ে, মালী আস্বাদয়।
লতা অবলম্বি' মালী 'কল্পবৃক্ষ' পায়॥
তাহাঁ সেই কল্পবৃক্ষের করয়ে সেবন।
সুখে প্রেমফল-রস করে আস্বাদন॥
এইত পরম ফল পরম-পুরুষার্থ।
যাঁর আগে তৃণতুল্য চারি পুরুষার্থ॥
(চৈঃ চঃ মঃ ১৯।১৫১-১৬৪)

'নীতির' বিশ্লেষণে দেখা যায় যে উহা জীবের স্থূল ও সূক্ষ্ম এই উপাধিদ্বয়ের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট। প্রকৃত জীবের সহিত উহার কোন সম্বন্ধ নাই। উক্ত উপাধিদ্বয়ের মঙ্গল সুবিধা ও স্বচ্ছন্দতার সুষ্ঠু বন্দোবস্ত করিয়া দিবার জন্যই জগতে নীতির আদর ও তাহার উপযোগিতা দৃষ্ট হয়। কিন্তু এই যে স্থূল ও সূক্ষ্ম উপাধিদ্বয়, ইহারাও অনিত্য, নশ্বর ও ক্ষণভঙ্গুর। নীতি যাহাকে আশ্রয় করিয়া থাকে, সেই বস্তু যদি অনিত্য ও ক্ষণভঙ্গুর হয়, তবে ঐরূপ নীতির আদর কতক্ষণের জন্য? প্রকৃত জীব নিত্য ও অবিনাশী। এই চৈতন্যময় জীবের নীতির সম্বন্ধ কতদূর তাহা প্রণিধান করা আবশ্যক। প্রাকৃত নীতি যদি চৈতন্যের সহিত সংশ্লিষ্ট না হয়, তাহা হইলে তাহার মূল্য অকর্মণ্যবৎ তুচ্ছ।

জীবের স্বরূপে কৃষ্ণদাস্য ব্যতীত অন্য কিছুই নাই। জীবের স্বরূপের নীতি যদি বলা হয়, তবে তাহা ভগবৎসেবাকেই লক্ষ্য করিবে। কিন্তু আমাদের কল্পিত নীতি সেরূপ নহে। উহাতে অন্যসেবাই পাই! ইহা আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছারূপ কামেরই তাবৎ পূজা বর্তমান। কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছারূপ প্রেমের বিষয়, যাহা জীবের একমাত্র পরমার্থ বা পরম প্রয়োজন তাহা জীবের স্বরূপেই পরিস্ফুট আছে। কিন্তু জীব বিপথগামী হইয়া স্বধর্মচ্যুত হওয়ায় স্বরূপধর্ম কৃষ্ণপ্রেম ভুলিয়া উপাধির ধর্মকে আত্মধর্ম বলিয়া গ্রহণ করিতেছে এবং নীতিপালনকেই ও নীতিতে আবদ্ধ থাকাকেই মনুষ্যের কর্তব্য বা মনুষ্যজীবনের শেষ ফল বা সার্থকতা বলিয়া ধরিয়া রাখিয়াছে, তদূর্ধ্বে আর উঠিতে চাহিতেছে না।

সেই পরমার্থ বা পরম ধর্মের স্বরূপ বর্ণনে শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—

স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো
ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

অর্থাৎ সেই অধোক্ষজ ভগবানে অহৈতুকী, অপ্রতিহতা ভক্তিই জীবের পরমধর্ম। এই ভক্তি যাহার মধ্যে উদিত হইলে আত্মা সম্যক্‌রূপে প্রসন্নতা লাভ করে সনাতন বস্তু যে আত্মা তাহার প্রসন্নতার জন্য লালায়িত না হইয়া যাহারা সেই আত্মার উপাধির বিষয়ে আগ্রহান্বিত হয় তাহারা অমল তণ্ডুল পরিত্যাগ করিয়া স্থূল তুষকেই আদর করিয়া থাকে। তাহাদিগের নীতি যতই সর্বাঙ্গসুন্দর হউক না কেন, তদ্দ্বারা নিত্যচেতন জীবের সার্থকতা নাই। অতএব 'নীতি' ও 'পরমার্থের' মধ্যে যে আকাশপাতাল ভেদ বর্তমান, তাহা উপলব্ধি পূর্বক মানবমাত্রেই কেবল

গৌর-প্রকট-পূর্ণিমা

(৮ম পৃষ্ঠার পর)

শ্রীল প্রভুপাদ [illegible] হইতে না পারিয়া স্থানে স্থানে [illegible] প্রদর্শনী উৎসবের [illegible] এক [illegible] লোক-কল্যাণের [illegible] আছেন। [illegible] মুদ্রা-[illegible] পূর্বক [illegible] মুদ্রিত করাইয়াছেন। [illegible] 'দৈনিক নদীয়া প্রকাশ' ও [illegible] 'গৌড়ীয়', ইংরেজী ভাষায় [illegible] 'হার্মনিষ্ট' বা 'সজ্জনতোষণী', [illegible] ভাষায় প্রকাশিত পত্রিকা [illegible] প্রকাশিত পত্রিকা "ভাগবত" ও [illegible] ভাষায় প্রকাশিত [illegible] পরমার্থ [illegible] শ্রীল প্রভুপাদের [illegible] প্রচারিত।

বর্ষ প্রথম মধ্য, [illegible] সাম্প্রদায়িক-[illegible] (পারমার্থিক?) [illegible] উদ্ভব-[illegible] শুদ্ধ-[illegible] শ্রীল প্রভুপাদ [illegible] পূর্বক বৈষ্ণব [illegible] সাধনপ্রণালী [illegible] অক্ষুণ্ণ থাকিবার জন্য [illegible] কবিয়াছেন [illegible] ১৩৩৮ বঙ্গাব্দের [illegible] শ্রীল প্রভুপাদ [illegible] শিক্ষাগণের [illegible] কি প্রকারে [illegible] প্রকারে বলিয়াছেন [illegible] বৃন্দাবন, [illegible] তাহা গৌড়-[illegible] পরিক্রমার [illegible] চেষ্টা [illegible]

নীতিতে আবদ্ধ না থাকিয়া [illegible] শুদ্ধভক্ত [illegible] অর্থাৎ কৃষ্ণেন্দ্রিয়-[illegible] আমি আত্মশোধন পূর্বক যাহাতে এই শিক্ষাই বরণ করিতে পারি, তাহাই শ্রীচৈতন্যের আদেশ।

হন শ্রীল প্রভুপাদ অধিকারী জনগণের নিকট কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। শ্রীল প্রভুপাদের প্রচারের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পুস্তাকার গৌড়ীয় সম্পাদক মহোদয় গত "ব্যাসপূজা-সংখ্যা" গৌড়ীয়ে একটী প্রবন্ধে প্রকাশ করিয়াছেন। এই সকল বার্ত্তা শুধু বাংলায় আবদ্ধ না থাকিয়া সমগ্র বিশ্বে যাহাতে প্রচারিত হইতে পারে তাহারও যত্ন হইতেছে। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ শ্রীল প্রভুপাদের নির্দ্দেশে দুই বৎসর ইংলণ্ডে প্রচার করিয়াছেন, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ ইউরোপের বিভিন্ন দেশের মনীষিবৃন্দকে মহাপ্রভুর বাণী যাহা যে প্রকারে শ্রুতিত করিয়াছেন তাহা বাঙ্গালার পাঠকগণের কাহারও নিকট অবিদিত নহে। আমরা শুনিতেছি, পাশ্চাত্যদেশের জন সাধারণের কল্যাণবিধান উদ্দেশে শ্রীল প্রভুপাদ শীঘ্রই তথায় কতিপয় সন্ন্যাসী ভক্ত সহ শুভবিজয় করিতেছেন। তিনি সমগ্র বিশ্বে মহাপ্রভুর বাণী কীর্ত্তন করিয়া ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন। বহুকাল তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম-দর্শন-সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত হইয়া দুঃখার্ণবে অবস্থান করিতে হইলেও আমাদের বিশ্ববাসী এ তুচ্ছ শ্রীল প্রভুপাদের করুণা-লাভের সুযোগ পাইবেন, ইহাই আমাদের বিশেষতর আনন্দ ও সান্ত্বনার বিষয়।

স্বাধীন ত্রিপুরেশ্বরের গৌরধাম সেবা

শ্রীযোগপীঠে শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হইবার সময় হইতে যাঁহারা শ্রীযোগপীঠের সেবা করিয়া আসিতেছেন এবং তথায় শ্রীশ্রীরাধা-মাধব-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করাইয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে ত্রিপুরার সেই বৈষ্ণবরাজগণের চরিত্র আলোচনা ও গৌরভক্তি নিদর্শনরূপেই আমরা লক্ষ্য করি। উক্ত রাজগণ বংশক্রমে শ্রীশ্রীনবদ্বীপ ধাম-প্রচারিণী সভার সভাপতির আসনে অলঙ্কৃত। বর্ত্তমান ত্রিপুরার বিষয় সমস্ত ত্রিপুরা পঞ্চ শ্রীক বীর বিক্রম কিশোর দেব বর্ম্মণ মাণিক্য বাহাদুর শ্রীযোগপীঠে—নবমন্দির-প্রতিষ্ঠোপলক্ষে অদ্য শ্রীধাম মায়াপুরে আগমন করিয়া গৌরভক্তির নিদর্শন প্রদর্শন করিতেছেন। তিনি নূতন গৌড়ীয় মিশন-সোসাইটীর সহকারী সভাপতির পদে অবস্থান করিয়া গৌর প্রচারের সহায় করিতেছেন। আমরা তাঁহাকে সাদরে অভিনন্দিত করিতেছি। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর তাঁহাকে দীর্ঘজীবী করুন।

শ্রীপাদ ভক্তি-প্রজ্ঞান প্রভুর আজন্ম সেবা

সেবি গৌরধামি। শ্রীল প্রভুপাদের মনোভাব অবগত হওয়া যাঁহারা শ্রীধামের সেবায় অর্থ নিযুক্ত করিয়াছেন ও করিতেছেন, শ্রীপাদ সখীচরণ রায় ভক্তিবিজয়ের ন্যায় তাঁহাদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয়। ইঁহাদের "ভক্তিবিজয়-ভবন"নামক শ্রীগুরুদেবের মন্দির, শ্রীযোগপীঠের নবনির্ম্মিত ধবধবে সুদৃশ্য শ্রীগৌরাঙ্গমন্দির, শ্রীযোগপীঠে ও শ্রীচৈতন্য-মঠের তড়িদালোক, (ইলেক্‌ট্রিক লাইট) দূরদেশের সহিত কথোপকথনের সুযোগ (টেলিফোন) প্রভৃতি "কনকের দাবে সেবহ মাধব" এই শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশের উজ্জ্বল বৈজয়ন্তীরূপে অবস্থান করিয়া ভক্তিবিজয় মহোদয়ের সেবাদর্শ জনসাধারণকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ পূর্ব্বক প্রদর্শন করিতেছেন। গৌড়ীয় সম্পাদক আমরা স্বতঃ গৌরধামে কিছু মাত্র সেবা করিতে পারিলাম না, তথাপি যত্ন প্রার্থনা করিতেছি। আশা করি, যাহারা কায়মনোবাক্যে শ্রীধাম ও ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের সেবা করেন তাঁহাদের গুণকীর্ত্তন যেন আমাদের জনমে, মরণে, শয়নে, স্বপনে আহারে বিহারে একমাত্র কৃত্য হয়

বিশ্বমাঝে গৌড়ীয়ের দান

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ]

'গৌড়ীয়' শব্দটি অপরিচিত ব্যক্তিগণের নিকট বিশেষ সন্তোষজনক নহে। যদিও 'গৌড়' শব্দ বঙ্গদেশ বা তাহার প্রাচীন রাজধানীর স্থান মাত্রের চিত্রপটে উদিত করে, কিন্তু অপেক্ষাকৃত শিক্ষিত ব্যক্তিগণ 'পঞ্চগৌড়' বা 'গৌড়পুর' ইত্যাদির পরিচয়ে এই শব্দের আরও কিছু বৈশিষ্ট্য অনুভব করিয়া থাকেন। আবার অপ্রাকৃত সজ্জনগণ 'গৌড়' শব্দে 'গৌর'—শ্বেতদ্বীপ, নবদ্বীপ—শ্রীগৌরহরির লীলাক্ষেত্র দর্শন করিয়া আনন্দ লাভ করেন।

যাহা হউক, যে কোনরূপেই হউক 'গৌড়ীয়' শব্দ শ্রীচৈতন্যানুগদিগের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ লাভ করিয়াছে। 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব' বলিলে বঙ্গদেশে অন্যান্য সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব থাকিলেও কেবল গৌরানুকম্পিত ব্যক্তিগণকেই বুঝায়। 'গৌড়ীয় সাহিত্য' 'গৌড়ীয় সমাজ' প্রভৃতিতেও সেই কথা। আবার উড়িষ্যা, বৃন্দাবন প্রভৃতি অন্য দেশবাসী শ্রীচৈতন্যভক্ত বৈষ্ণবগণও আপনাদিগকে 'গৌড়ীয়বৈষ্ণব' বলিয়া থাকেন; সুতরাং সাধারণ বিচারে 'গৌড়ীয়' শব্দে গৌড়দেশোদ্ভূত কোন ব্যক্তিকে ইঙ্গিত করিলেও শ্রীগৌরহরির অপ্রাকৃত লীলা ধাম ও বিজ্ঞানের পরিচয়জনগণের নিকট 'গৌড়ীয়' শব্দ শ্বেতদ্বীপ নবদ্বীপ বা শ্রীগৌরসুন্দরের কথাই সম্যগ্‌ভাবে প্রকাশ করিয়া থাকে।

বর্ত্তমান যুগে 'গৌড়ীয়' বলিতেই 'গৌড়ীয়মঠ' বা 'গৌড়ীয়'-পত্রিকা বা তাঁহাদের মূর্ত্তীভূত মহাপুরুষ ঠাকুর শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী প্রভুপাদের অতিমর্ত্ত্য বাস্তব ও ঐকান্তিক শ্রীচৈতন্যসেবার দিকটাই জনহৃদয়ে দেদীপ্যমান করে। গৌড়ীয়ের বিশ্বমাঝে দান সম্বন্ধে শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর যাহা অল্পকথায় বলিয়াছেন তাহা এই—

"আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থো মহান্
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরো নঃ পরঃ॥"

বিশ্বমাঝে শ্রীগৌড়ীয়ের দান, শ্রীচৈতন্যদেবের দান ও শ্রীমদ্ভাগবতের দান একই বস্তু। অমল প্রমাণ মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবত-প্রণেতা শ্রীব্যাসদেব গৌড়ীয়ের দানের অদ্বিতীয়ত্ব ও অসমোর্দ্ধত্ব ঐ মহাগ্রন্থের মঙ্গলাচরণেই অতি উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন। গৌড়ীয়ের দানের মাহাত্ম্য হৃদয়ঙ্গম করাইবার জন্যই শ্রীব্যাসদেবের '[illegible]' 'প্রোজ্ঝিত-কৈতবোঽত্র পরমঃ' 'কিম্বা পরৈঃ' প্রভৃতি বাক্য সমূহের বিন্যাসের অবতারণা।

— ···

কিন্তু ঐ দান গ্রহণের অধিকারী নির্ণয়ে ভগবদবতার শ্রীব্যাস বলিয়াছেন—'নির্মৎসরাণাং সতাং বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং।' জীব দেহে ঐ পরমদান গ্রহণ করিয়া অনুভব লাভ করুন আমাদের এই প্রকার অভিলাষ থাকিলেও সকলের পক্ষে বাস্তববস্তুর গ্রাহক অতি দুর্লভ। ইহা সাম্প্রদায়িকতা নহে, সার্ব্বকালিক নিয়মমাত্র। প্রত্যেক বিভাগেই উত্তরাধিকারিগণের সংখ্যা অতি অল্প, একটু লক্ষ্য করিলেই উহা উপলব্ধ করা যায়।

বিশ্বমাঝে অনেকেই অনেক দানের কথা ঘোষণা করিয়াছেন। কেহ কর্ম্মের আশ্রয়ে অবিরত ভোগ সংগ্রহের পরামর্শ দিয়াছেন। কেহ বা বিশ্বে অবিচ্ছিন্ন শান্তির সম্ভাবনা নাই বলিয়া অচিৎ ও চিৎ সীমারেখার আবরণ-সাধনকেই একমাত্র দুঃখনিবৃত্তির উপায় জানাইয়াছেন। কোন কোন আচার্য্য নিত্য নবনব চিদ্বৈচিত্র্য সচ্চিদানন্দবিগ্রহের উপাসনায় নিত্য শান্তির বার্ত্তা জ্ঞাপন করিয়াছেন। কিন্তু অণুচিৎ জীবের যাবতীয় ইন্দ্রিয়বৃত্তির যাবতীয় পিপাসার সম্পূর্ণ নিবৃত্তি বা শান্তি একমাত্র অখিলরসামৃতমূর্ত্তি শ্রীগোপীনাথের সেবাতেই লভ্য, ইহাই গৌড়ীয়াচার্য্যের বাণী।

যদি আত্মজ্ঞান ও বস্তু-বস্তুর সেবা আদরের বিষয় হইতে পারে, তবে অনন্তদেবের প্রভু শ্রীনন্দনন্দনের স্বরূপবোধ হইলে আর তাঁহার সেবার উপাদেয়তা বুঝিবার অসুবিধা থাকে না। যদি প্রাপঞ্চিক কৈশোর্য্য উপাদেয় ও আকাঙ্ক্ষণীয় বস্তু হয় তবে তাহার মূল আদর্শ অপ্রাকৃত পরম চমৎকার শ্রীগোপীনাথের পাদপদ্মসেবাই সকল বুদ্ধিমানের একমাত্র বরণীয় হওয়াই সর্ব্বতোভাবে বাঞ্ছনীয়।

নিত্য চিদানন্দময় সেবাবিলাসই বিশ্বমাঝে "গৌড়ীয়ের" দান। সর্ব্বনিয়ন্তা শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে অবিচ্ছিন্ন প্রগতিশীল আত্মদানই সেবা। সেবাই একমাত্র জীবকে নিত্য নূতন কৈশোররূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে। গৌড়ীয়ের মতে গোবিন্দ-প্রেষ্ঠের আনুগত্যে শ্রীগোবিন্দের সেবাই জীবের অনন্ত জীবনব্যাপী মহাব্রত বা অভিধেয়। শ্রীগোপীজনের সেবায় উত্তরোত্তর অবিকল যোগ্যতালাভই এই প্রেমের একমাত্র ফল বা প্রয়োজন। নিখিল সেবা-যজ্ঞের একমাত্র ভোক্তা ও প্রভু শ্রীমদনমোহনই এই নিত্য প্রেমের নিত্যাধিদেবতা। সংক্ষেপতঃ ইহাই বিশ্বমাঝে শ্রীগৌড়ীয়ের ও শ্রীগৌড়ীয়নাথ শ্রীচৈতন্যদেবের মহাদান।

শ্রীচৈতন্যের দর্শনবৈশিষ্ট্য

['গৌড়ীয়'-সম্পাদক-লিখিত]

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ-সম্পাদক-সজ্জন শ্রীগৌর জন্মোৎসবের বিশেষ সংখ্যার জন্য 'শ্রীচৈতন্যের দর্শন বৈশিষ্ট্য' সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ রচনার জন্য আদেশ করিয়াছেন। আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্ম ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্‌ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের মুঙ্গের টাউনহলের "বৈষ্ণব দর্শন" বক্তৃতা ও কলিকাতা এলবার্টহলের গৌড়ীয়দর্শন বক্তৃতা এবং তাঁহার অন্যান্য বহু প্রবন্ধে ও নিবন্ধে শ্রীচৈতন্যের দর্শন-বৈশিষ্ট্যের বিষয় বিবৃত আছে।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার বিবিধ গ্রন্থে শ্রীচৈতন্যদেবের দর্শন-বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে অনেক কথা গোস্বামি-শাস্ত্র হইতে মন্থন করিয়া আমাদিগকে জানাইয়াছেন।

কলিকাতা এলবার্টহলে প্রভুপাদের 'গৌড়ীয়দর্শন' শীর্ষক বক্তৃতা হইয়াছিল, তাহাতে প্রভুপাদ কোটিবাদের আলোচনায় শ্রীচৈতন্যের যে দর্শন-বৈশিষ্ট্যের প্রধান কথা জানাইয়াছেন, ষট্‌সন্দর্ভের অনুব্যাখ্যা সর্ব্বসম্বাদিনী গ্রন্থে এই কোটিবাদের বিচার আছে। কোটিবাদের কথাই চারি অধ্যায়ে ষোল পাদে কীর্ত্তন করিয়া ব্যাসদেব প্রথমে 'আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ' সূত্রের মধ্যে নিশ্চয় যে প্রকাশ করিয়াছেন ও শেষের 'অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ, অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ' এই চরম সূত্রের মধ্যে পরাকাষ্ঠা জানাইয়াছেন।

কাশীর মায়াবাদী সন্ন্যাসিগণকে যখন শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহার অর্থ আলোচনা করিয়া—

'মূর্খ তুমি তোমার নাহি বেদান্তে অধিকার। কৃষ্ণমন্ত্র জপ.........প্রভৃতি উক্তি তাহাতেই বলিয়াছিলেন, তখন স্ফোটতত্ত্ব যে বেদান্তের চরম কথা, তাহা জানিতে পারা যায়। শ্রীচৈতন্যদেব ইঙ্গিতে জানাইলেন যে, যাহারা শব্দব্রহ্মের স্ফোটতত্ত্বকে অনিত্য জ্ঞান করে, তাহারা বেদান্তাধিকারি রূপ হইয়াও মূর্খ। বস্তুতঃ শব্দব্রহ্মের নিরন্তর অনুশীলনকারী ও তাহার স্ফোটতত্ত্বে অভিজ্ঞ ব্যক্তিই বেদান্তের প্রকৃত অধিকারী। শ্রীনামই—অপ্রাকৃত রূপ, গুণ, পরিকরবৈশিষ্ট্য ও লীলারূপে স্ফূর্ত্তি বা প্রকাশিত হন, এই অভিজ্ঞান যে শিষ্যের গুরুর নিকট হইতে লাভ হইয়াছে, তিনিই প্রকৃত বৈদান্তিক।

ডক্টর এস্. কে দে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টকের মধ্যে কোন উচ্চ দার্শনিকতত্ত্বের সন্ধান পান নাই; কেবল তাহাতে হৃদয়ের ভাবতরঙ্গের উচ্ছ্বাস মাত্র তিনি দেখিতে পাইয়াছেন। বস্তুতঃ বেদও যে একমাত্র প্রণবকেই 'মহাবাক্য' বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবত শব্দব্রহ্মের যে স্ফোটতত্ত্বকেই বেদান্তের প্রতিপাদ্য জানাইয়াছেন, [illegible] নামের উদ্গান গাহিয়াছেন শ্রীচৈতন্যদেব সেই শব্দব্রহ্মের স্ফোটতত্ত্বকেই তাঁহার দর্শন-বৈশিষ্ট্যরূপে সর্ব্বোপরি স্থাপন করিয়াছেন—

"পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনম্"

জগতের ঋষি ও মনীষিগণের পরিকল্পিত ষড়্বিধ দর্শন তথা চারিজন সাত্বত বৈষ্ণব-আচার্য্যের দার্শনিক সিদ্ধান্ত শ্রীচৈতন্যের দর্শন-বৈশিষ্ট্যেরই ব্যতিরেক ও অন্বয়ভাবে ন্যূনাধিক সেবা ও শ্রীচৈতন্যের দর্শন বৈশিষ্ট্যের অসম্যক্ ও আংশিক দিগ্‌নির্দ্দেশ করিয়া ধন্য হইয়াছেন. শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যলীলা পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদে বৈদান্তিক সন্ন্যাসিগণের উক্তি উহার সাক্ষ্য দিতেছে। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ 'শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা' গ্রন্থে শ্রীবিষ্ণুস্বামীর শুদ্ধাদ্বৈতবাদ, শ্রীনিম্বার্কের দ্বৈতাদ্বৈতবাদ, শ্রীরামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ও শ্রীমধ্বের শুদ্ধ-দ্বৈতবাদ কিরূপ শ্রীচৈতন্যের দর্শন-বৈশিষ্ট্যের মধ্যে সর্ব্ব-চিৎসমন্বয় লাভ করিয়াছে, তাহা দেখাইয়াছেন।

সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহকার চার্ব্বাক, আর্হৎ, পাশুপত, নকুলীশ প্রভৃতি যে-সকল অবৈদান্তিক দার্শনিক মতবাদ সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহারাও শ্রীচৈতন্যের দর্শন-বৈশিষ্ট্যকে ব্যতিরেকভাবে উজ্জ্বল করিয়াছে।

কণভুক্‌মুনির বৈশেষিক-দর্শন জড়বিশেষের বিশ্লেষণ জানাইয়া শ্রীচৈতন্যের দর্শন বৈশিষ্ট্যের অপ্রাকৃত সবিশেষ বিচারের হেয়, খণ্ড, প্রতিফলিত প্রাকৃত বিশেষেরই নির্দ্দেশ করিয়া ব্যতিরেকভাবে শ্রীচৈতন্যের দর্শন-বৈশিষ্ট্যের ঔজ্জ্বল্য বিধান করিয়াছে। গৌতমমুনির ন্যায়দর্শন ও নিরীশ্বর কপিলের সাংখ্য দর্শনের কোথায় কোথায় কি কি অসম্পূর্ণতা ও বিকৃত বিচার আছে, তাহা শ্রীচৈতন্যের দর্শনবৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন। "প্রকৃতি কারণ নহে অজাগলস্তন" প্রভৃতি বাক্যে শ্রীচৈতন্যদেব সাংখ্যের দার্শনিক বিচারের ভ্রান্ত ও খণ্ড প্রতীতিকে সংশোধন করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতের সেশ্বর কপিলের বিচার হইতেও শ্রীচৈতন্যের দার্শনিক বিচারের বৈশিষ্ট্য কোথায়, তাহা আমরা ষট্‌সন্দর্ভের তত্ত্বসন্দর্ভ আলোচনা-কালে দেখিতে পাই।

বৌদ্ধ দর্শনের অচিন্মাত্রবাদ ও শঙ্কর-দর্শনের চিন্মাত্রবাদ শ্রীচৈতন্যের চিদ্বিলাস সিদ্ধান্তরূপ দর্শন-বৈশিষ্ট্যকে ব্যতিরেকভাবে সেবা করিয়াছে। বৌদ্ধদর্শন বিরজা পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াই অচিতের মধ্যে চেতনকে নির্ব্বাপিত ও সমাহিত করিয়াছে, আর শঙ্কর-দর্শন বিরজা অতিক্রম করিয়া জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মলোকের অসম্পূর্ণ কথা জানাইয়া চিন্মাত্র সাগরে চেতনকে চিরসমাহিত করিবার অসম্যক্ বিচার প্রদর্শন করিয়াছে। বস্তুতঃ বিরজা ও ব্রহ্মলোক ভেদ করিয়া যে পরব্যোমের বৈচিত্র্য আছে, আবার পরব্যোমের ঊর্দ্ধ প্রদেশে গোলোক-বৈচিত্র্যে যে চেতনের বিলাস আছে, তাহা অচিন্মাত্রবাদ ও চিন্মাত্রবাদ সন্ধান করিতে পারে নাই। প্রচ্ছন্ন-সম্ভোগবাদ হইতেই অচিতের গর্ভে নির্ব্বাণ কামনা ও দ্বিতীয় প্রকার প্রচ্ছন্ন সম্ভোগবাদ হইতেই কেবল চেতনের গর্ভে বিলাসহীন সমাধি লাভের ইচ্ছা জাগরিত হইয়া থাকে, কিন্তু 'যাবৎ দেহে অবস্থিতি'র ঐ দুইটী বিভিন্ন প্রকার হইতে "যুবৈরেষ্য জীবঃ পন্থা" ভাবে প্রতিষ্ঠিত সেবার সম্ভোগাবস্থা যে চেতনের বিলাস বৈচিত্র্য—যাহা চিদ্বিলাসী আলঙ্কারিকগণ 'বিপ্রলম্ভ'-পরিভাষায় অভিহিত করেন, তাহাই শ্রীচৈতন্যের দর্শনের বৈশিষ্ট্য। অতএব সকল ভাষার অন্যান্য দার্শনিক মতবাদকে সম্ভোগের চেষ্টামূলক দর্শন এবং শ্রীচৈতন্যের দর্শন-বৈশিষ্ট্যকে বিপ্রলম্ভ চেষ্টাময় দর্শনপূর্ণতা বলা যাইতে পারে।

অন্যান্য দার্শনিকগণ ব্রহ্মদর্শন বা পরমাত্ম দর্শনের চেষ্টা দ্বারা সম্ভোগময় অসম্যক্ ও আংশিক দর্শনের চেষ্টা করিয়াছে, বস্তুতঃ পূর্ণতম বস্তুর দর্শন পান নাই। দর্শন-চেষ্টা ও সাক্ষাৎ সর্ব্বাঙ্গের পূর্ণদর্শন এক নহে। কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেবের—"আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মামদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা। যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ॥" প্রভৃতি বিরহোন্মাদিনী বাণীতে ভগবানের পূর্ণতম স্বরূপের সর্ব্বাঙ্গীন দর্শন পাইয়াও এবং দর্শনের সার্থকতা লাভ করিয়াও 'অদর্শনাৎ মর্ম্মহতাং করোতু বা' বাক্যটীর মধ্যে তাঁহার দর্শনের বৈশিষ্ট্য জ্ঞাপিত হইয়াছে।

ব্রহ্মবাদী বা পরমাত্মবাদিগণ দর্শনের চেষ্টা করেন কিন্তু অঙ্গীর দর্শন পান না, আর পরমাত্মবাদী সাধকগণ অঙ্গীর অঙ্গকে ঐশ্বর্য্যের দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া অঙ্গীর নিত্য ব্যক্তিত্বের সম্যক্ দর্শনকে দূরে রাখেন।

কোন কান্তা যখন তাহার কান্তকে দর্শন করে, তখন কান্তকে দুই চক্ষে দেখিয়াই তাহার দর্শনকার্য্য শেষ হয় না। চক্ষুর ক্রিয়াই যেখানে দর্শন বলিয়া সীমাবদ্ধ, সেখানে দর্শন অপূর্ণ; আর সমস্ত ইন্দ্রিয় দ্বারা যে দর্শন, তাহাই দর্শনের সর্ব্বাঙ্গীন পূর্ণতা।

শ্রীচৈতন্যদেবের দর্শনের বৈশিষ্ট্য এই যে, সেখানে চেতনের চক্ষুর ন্যায় কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ ও সমস্ত কর্ম্মেন্দ্রিয়, সমস্ত চেতনের দেহ, চেতনের আনখকেশাগ্র কৃষ্ণদর্শন করিয়া কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি বিধান করে। যে ভগবদ্দর্শনে কেবল নিজ ইন্দ্রিয়তৃপ্তির কথা আছে, তাহা শ্রীচৈতন্যের দর্শন নহে। যে দর্শনে নাভির ঊর্দ্ধভাগ পর্য্যন্ত মাত্র দর্শন, নাভির নিম্নভাগ হইতে অচৈতন্য ভোগময় দর্শন, সে-দর্শন শ্রীচৈতন্যের দর্শন নহে। শ্রীচৈতন্যের দর্শনে সর্ব্বাঙ্গদ্বারা কৃষ্ণানুশীলনের কথা আছে। আবার সর্ব্বাঙ্গ দর্শন করিয়াও—সর্ব্বাঙ্গদ্বারা পূর্ণতম কৃষ্ণানুশীলন করিয়াও তাহাতে অতৃপ্তিজনিত তীব্রতম সেবা-ব্যাকুলতা একমাত্র শ্রীচৈতন্য-দর্শনেরই বৈশিষ্ট্য।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

পরমার্থ-সম্পুটের রত্নরাজি
ভিক্ষা :—১ম খণ্ড—৸০ ; ২য় খণ্ড —১৲ ; ৩য় খণ্ড ৸০ ; ৪র্থ খণ্ড—৸০

শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ

[সুললিত সংস্কৃত ভাষায় গৌড়ীয়ের প্রবন্ধের অনুবাদ]
মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত
ভিক্ষা ।০ মাত্র

শ্রীচৈতন্যদেব

'গৌড়ীয়'-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিতবর শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ প্রণীত সদ্য প্রকাশিত হইয়াছে

১০ খানি চিত্র ও মানচিত্র সংযুক্ত এবং সহজ সরল ভাষায় মহাপ্রভুর জীবনচরিত ও শিক্ষা-সমন্বিত। এত সহজ ভাষায় এবং এইরূপ সুন্দরভাবে বর্ণিত মহাপ্রভুর জীবনচরিত আজ পর্য্যন্ত হয় নাই। এণ্টিক কাগজে সুন্দর ও সুন্দর ছাপা। ভিক্ষা—১৲ মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—গ্রন্থবিভাগ, শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

"শ্রী" ও "৺"

(২য় পৃষ্ঠার পর)

'মায়াধীশ', 'মায়াবশ' ঈশ্বরে জীবে ভেদ।
হেন জীবে ঈশ্বর সহ কহ ত' অভেদ॥
গীতাশাস্ত্রে জীবরূপ 'শক্তি' করি' মানে।
হেন জীবে 'অভেদ' কর ঈশ্বরের সনে॥
(চৈঃ চঃ মঃ ৬।১৬২।১৬৩)

মায়াবাদ ও জগতের অপবাদ কিংবা বহির্ম্মুখতা যদি সমাজে ও সাহিত্যে সর্ব্বসাধারণে সংক্রামিত ও প্রচারিতই থাকে, তবেই যে তাহা গ্রহণীয় ও বরণীয় হইবে—এরূপ যুক্তি অধিকতর আত্মঘাতক। যদিও গতানুগতিকতার মোহ ও সংস্কারকতা সাধারণ লোক অতিক্রম করিতে পারে না, তথাপি জীবশ্রেষ্ঠ মানবজাতির পক্ষে সুযুক্তি-সমর্থিত সত্যের অনুসন্ধান আবশ্যক। শ্রীমদ্ভাগবতাদি সংস্কৃত-সাহিত্যে শ্রীচৈতন্য-ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি যাবতীয় বাঙ্গালা-বৈষ্ণব-সাহিত্যে বিষ্ণু, বৈষ্ণব, ভগবন্নাম, মহাপ্রসাদ, ভগবদ্ধাম, ভগবদ্ভক্তি—ইঁহাদিগকে সর্ব্বদা শ্রীযুক্ত করিয়াই বর্ণন করিবার বিধি আছে। নিত্য শ্রীযুক্তকে শ্রীহীন করিবার চেষ্টা কিরূপে সাহিত্যসংস্কারের মর্য্যাদা লাভ করিতে পারে,—তাহা সুধীগণের বিচার্য্য। আধুনিককালে যদি সমগ্র সমাজও মস্তকে শিখা-সংরক্ষণ অঙ্গে তিলক-অঙ্কন, কণ্ঠে তুলসী-মালিকা ধারণ প্রভৃতি ভক্তি শিষ্টাচারকে অসভ্যতা বলিয়া মনে করে এবং ঐরূপ শিষ্টগণকে বিদ্রূপ করে তাহা হইলেই যে তাহা সর্ব্বসাধারণসম্মত ব্যবস্থা বা শিষ্টাচার বলিয়া গৃহীত হইবে, ইহারই বা যুক্তি কি?

যখন বৈষ্ণব ও বৈষ্ণবোত্তমগণ 'শ্রীপাদ', 'শ্রীল', 'শ্রীমৎ', 'ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী' প্রভৃতি শ্রীযুক্তরূপে কীর্ত্তিত হন, তখন যাঁহাদের আরাধ্য সচ্চিদানন্দবিগ্রহ সর্ব্বকারণকারণ শ্রীচৈতন্য বা শ্রীনিত্যানন্দ বা শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু যে 'শ্রীযুক্ত' হইয়া নিত্য-কীর্ত্তিত হইবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? নির্ম্মল ভক্তগণ যাঁহাদের পদনখের সেবা-[illegible] কণা স্পর্শ করিতে পারিয়া আপনাদিগকে কৃতকৃতার্থ মনে করেন তাঁহারা শ্রীযুক্ত হইয়া অভিহিত হইবেন, ইহা বুঝিতে না পারাই বহির্ম্মুখতার চরম।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

(VOL. I)

মহামহোপদেশক অধ্যাপক আচার্য্য শ্রীনিশিকান্ত সান্যাল এম্. এ. ভক্তিশাস্ত্রী, [illegible] কর্ত্তৃক ইংরাজী ভাষায় লিখিত মহাপ্রভুর জীবন চরিত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দার্শনিকের মতের তুলনামূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা।

এই গ্রন্থ দর্শন সাহিত্যের এক অপূর্ব্ব রত্ন।
মূল্য ১০৲ টাকা মাত্র।
প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, কলিকাতা।

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"

[প্রধান-শিক্ষক লিখিত]

শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয় সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ অনর্পিতচরচির মূর্ত্তবিগ্রহরূপে বিশ্ববাসীকে যেসকল দান করিয়াছেন, করিতেছেন ও ভবিষ্যতে করিতে থাকিবেন, তন্মধ্যে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত এই "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট" অন্যতম। অনভিজ্ঞ ও প্রাকৃত জ্ঞানবিশিষ্ট ব্যক্তিগণের মনে প্রশ্ন ও সন্দেহ উদয় হইতে পারে যে, যখন ভারতে বা এই পৃথিবীতে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অভাব নাই, অধিকন্তু এই বিদ্যালয় হইতে শ্রেষ্ঠতর বহু বহু বিদ্যালয় জগদ্বাসীকে বিদ্যাদান করিয়া মানবজাতির যথেষ্ট উপকার সাধন করিতেছে, তখন এই বিদ্যালয়ের বৈশিষ্ট্য বা মাহাত্ম্য আমরা কি-জন্য স্বীকার করিব? ঠাকুর-ভক্তিবিনোদ-বিদ্যালয় হইতে অন্যান্য বিদ্যালয়সমূহ কিসে ন্যূন, তাহা বিচার করিবার প্রশ্ন আসিয়া পড়িয়াছে। অধিকন্তু সাধারণ বিচারে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, বিদ্যার্থিগণকে যাতায়াতের সুবিধা, খাওয়া দাওয়ার সুবিধা, তাহাদিগের ইন্দ্রিয়গণের সুবিধা, বাসের সুবিধা বা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপযোগী পাঠের সুবিধা অন্যান্য বিদ্যালয়সমূহ যে-ভাবে, যেরূপ সুযোগের সহিত ও রুচি-অনুযায়ী দিতেছেন বা দিবার ব্যবস্থা করিতেছেন, রুচির অনুকূল ততটা সুযোগ ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট দিতেছেন না বা দিবার ইচ্ছাও করিতেছেন না।

কালের স্রোতে জগতে যেমন এক পরিবর্ত্তন লক্ষ্য হয়, সেইরূপ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধি নিয়ম সম্বন্ধেও পূর্ব্বাপেক্ষা বহু পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করা যাইতেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠের ধারা পরিবর্ত্তিত হইয়া কয়েকবৎসর হইতে বিদ্যার্থিগণের রুচি অনুযায়ী পাঠের ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাহাতে বালকগণ বাল্যকাল হইতেই যাহার যে পাঠ্য বিষয়ে রুচি, সেই বিষয় গ্রহণ করিতে ও অন্য অরুচিকর পাঠ্যবিষয় পরিত্যাগ করিতে পারে। মনোধর্ম্মাবলম্বী মনুষ্যসমাজে ভাল ও মন্দের বিচার থাকিবেই এবং পরস্পর মতদ্বৈধও থাকিবে। ছাত্র-রুচি-অনুযায়ী পাঠের ব্যবস্থার পক্ষে ও বিপক্ষে লোকের অভাব নাই। সেই প্রকার সাধারণ-বিচারে দেখা যায় যে, সাধারণ ব্যক্তিসকল বিদ্যালয়ে বা তদধীন ছাত্রাবাসসমূহে ছাত্রগণের আহার বিহার-সম্বন্ধে কতকটা Free scope দিবার পক্ষপাতী। কিন্তু ঐসমস্ত বিষয়ে Free scope দিবার ফলে ছাত্রগণের ভবিষ্যৎ জীবন যে কিরূপ বিষময় হইয়া উঠিতেছে, তাহা বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিমাত্রেই লক্ষ্য করিতেছেন।

সংযম বলিয়া মনুষ্যেতর জন্তু হইতে মনুষ্যগণের যে একটী বিশেষ ধারা আছে, যথেচ্ছভাবে আহার-বিহারের ফলে তাহা ভাবিবার আদৌ সময় হইতেছে না। অধিকন্তু ছাত্রজীবন অসংযমী হইয়া ঘোর দুর্দ্দশাকে নিমন্ত্রিত করিতেছে।

পল্লীগ্রাম বা মফঃস্বলের স্কুলসমূহ হইতে সহরের স্কুলসমূহের ছাত্রগণের প্রলোভনের বিষয়সমূহ অধিক থাকায়, সংযম-শিক্ষার ছাত্রগণের অভাব নিবন্ধন তাহারা পাশ্চাত্ত্য কৃষ্টির কামাদি রিপুকুলের তাড়নায় তাড়িত হইয়া বিপদ্‌সাগরে নিমগ্ন হইতেছে। কৃষ্টির যেসকল চাকচিক্য ধারণ করিতে পারিলেই যেন ছাত্রগণ আপনাদিগকে ধন্য মনে করিতেছে এবং তাহাকেই পুরুষার্থ-লাভ বলিয়া তাহারা মনে করিতেছে। কিন্তু ঐ প্রকার কৃষ্টির অনুকূলে বা নিকৃষ্টভোগের স্রোতে গা ভাসাইয়া দিবার ফলে যে তাহারা কোথায় ভাসিয়া যাইতেছে, বা তাহাদের ভাবি-জীবন সুখময় কি দুঃখময় হইবে, তাহা চিন্তা করিবার সুযোগ তাহাদের ত' হইতেছেই না, অধিকন্তু তাহাদিগকে ঐরূপ বিপদ হইতে সাবধান করিবার কর্ণধারও বেশী দেখিতে পাওয়া যায় না।

বাল্যকাল হইতে ছাত্রজীবনে আহার-বিহার প্রভৃতি ব্যাপারে সংযমী হওয়া নৈতিক চরিত্র গঠিত করা যে একটা বিশেষ আবশ্যকীয় ব্যাপার তাহা অনেকেরই হৃদয়ে স্থান পাইতেছে না। অর্থকরী বিদ্যার ফলে যদি অর্থ লাভ হয়, তাহা হইলেই আমাদের দেশে, তাহাতে মানুষ চরিত্রবান্ হউক আর নাই হউক ততটা মাথা ঘামাইবার আবশ্যক নাই। এমনও দেখা যাইতেছে যে, সন্তান যদি অসচ্চরিত্র কিম্বা ব্যভিচারী হইয়াও প্রচুর অর্থাগমের সহায়ক হইতে পারে, তবে তাহার নৈতিক-চরিত্রহীনতার দোষও অনেক সময় পিতার নিকট মার্জ্জনীয় হইয়া যায় বা ততটা দোষের বলিয়া বিবেচিত হয় না। মনুষ্যগণের যদি মানুষের নৈতিকচরিত্রটুকুও গঠিত না হয়, তাহা হইলে পশুজীবন হইতে মনুষ্যজীবনের শ্রেষ্ঠতা কোথায়?

শিক্ষার ফল কি তবে এই বুঝিতে হইবে যে, মানুষ বিদ্যাশিক্ষালাভ করিয়া যথেচ্ছাচারী, মিথ্যাবাদী, অসংযমী, কামুক, মদ, নিজেন্দ্রিয়তর্পণরত, চরিত্রহীন হইবে? পরমার্থ ত' দূরের কথা নৈতিক চরিত্রটুকুও গঠিত করিবার জন্য যত্নবান্ হইবে না? বিদ্যাশিক্ষালাভ করিয়া চাতুরী কপটতা, মিথ্যাভাষণ ও অসদুপায় অবলম্বনে অর্থ রোজগার করাটাই কি মনুষ্যজীবনের সারবস্তু বলিয়া গৃহীত হইবে?

(ক্রমশঃ)

জার্ম্মাণ-দার্শনিকের পত্র

শ্রীল প্রভুপাদের নিকট লিখিত

বার্লিননিবাসী ডাঃ এম্ উইগার্ট পিএইচ-ডি, এল্-এল্ ডি মহোদয় জার্ম্মানীর একজন প্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত। তিনি শ্রীপাদ ভক্তিহৃদয় বন মহারাজের নিকট শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারবার্ত্তা শ্রবণপূর্ব্বক জার্ম্মাণ ভাষায় শ্রীল প্রভুপাদের নিকট যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহা সানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

Regierungsrat Dr. M· Weigert

Berlin N W 40 — Berlin, den 30. Januar 1935.

Berthovenstrahe 2, ii

Euer Gottliche Gnaden !

Dreissig Jahre habe ich mich fu die Lehren Indiens interessiert und in ihnen den Weg zu Gotrt gesucht. Mein Verdstand und mein Herz aber haben alleine die Grenzen transcendenten Erkennens nicht Uberschreiten konnen.

Durch Tridandi Swami B. H. Bon, den ich hier in Berlin durch seine Vortrage und im personlichen verkehr schatzen gelernt habe, habe ich die Boschaft der Gaudiya Mission vernommen und die Ueberzeugung gewonnen, dass an ihrer spitze ein wahrer gottlicher Meister steht.

Ich hege die innige Hoffnung dass Er nicht nur mir, sondern auch meinem Volke neue Wege weisen wird und dass durch Seine gottliche kraft und Sein transcendentes Wort auch mir der Weg zur transcendenten Erkenntnis und zur warmherzigen Liebe Gottes erschlossen wird, deren ich als leid - und sorggeplagter Mensch vielleicht mehr als viele andere Menschen bedarf.

Ich benutze die Gelegenheit des Geburtstages Euer Gottlichen Gnaden, um Ihnen meine Verehrung auszudrucken und sie zu bitten, mir aus der Fulle Ihrer Gute und Erkenntnis ein Weniges zu Spenden, in der Ueberzeugung, dass schenkende Gute die glucklichste Entfal tung Ihres Wesens ist.

In tiefer Ehrerbietung

Sd Dr. M Weigert

মর্ম্মানুবাদ

অতিমর্ত্ত্য আচার্য্যদেব!

গত ৩০ বৎসর যাবৎ আমি বিশেষ মনোযোগের সহিত ভারতীয় শিক্ষা অনুসরণপূর্ব্বক ভগবত্তত্ত্বজ্ঞানলাভের উপায় অনুসন্ধান করিতেছি। আন্তরিক বহু-বিচার-চেষ্টা সত্ত্বেও আমি অপ্রাকৃত জ্ঞানলাভে সমর্থ হই নাই।

এখানে (বার্লিনে) ত্রিদণ্ডিস্বামী বি, এইচ্, বন মহারাজের বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া ও তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়া তদীয় গুণে মুগ্ধ হইয়াছি এবং শ্রীগৌড়ীয়মিশনের বাণী অনুসরণপূর্ব্বক এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, এই মিশনের শীর্ষস্থানে বাস্তবসত্যের একজন অতিমর্ত্ত্য আচার্য্য বিরাজিত।

আমি অকপটভাবে হৃদয়ে এই আশা পোষণ করিতেছি যে, তিনি (আচার্য্যদেব) শুধু আমাকে নয়, আমার দেশবাসিগণকেও নূতন পথ প্রদর্শন করিবেন এবং তাঁহার অতিমর্ত্ত্য শক্তি ও অপ্রাকৃত বাক্যের সাহায্যে ভগবজ্জ্ঞান ও ভগবৎপ্রেমের পথ উন্মুক্ত হইবে। ঐ দুইটী বিষয়ে দুঃখতাপক্লিষ্ট ও মনঃক্লিষ্ট আমি নিজেকে অন্যান্য অনেক ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক অভাবগ্রস্ত বলিয়া মনে করিতেছি।

অদ্য আপনার এই আবির্ভাব-তিথি-দিবসের সুযোগ লাভ করিয়া আপনার প্রতি আমার শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপনপূর্ব্বক প্রার্থনা করিতেছি যে, আপনি আপনার পূর্ণ দয়া ও জ্ঞান-ভাণ্ডার হইতে যৎকিঞ্চিৎ আমাকে প্রদান করুন; আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, এইরূপ দান-বিতরণ আপনার স্বভাবেরই প্রীতিপ্রদ প্রাকট্য।

পাদপ্রান্তাবনত—

ডাঃ এম্ উইগার্ট

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'শ্রীপাট' নবদ্বীপ

দৈনিক

REG. C 1544

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্বত্র [illegible] — [illegible] একমাত্র মুখপত্র

১০ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৯ই চৈত্র, শনিবার ১৩৪১, ২৩শে মার্চ ১৯৩৫ [১৯শ সংখ্যা

চৈতন্যোপনিষদ্
বড় অক্ষরে মূল ও অনুবাদসহ প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি উত্তম। ভিক্ষা ।০ মাত্র
শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

"গৌড়ীয়"
১ম বর্ষ হইতে ১২শ বর্ষ পর্যন্ত প্রতি বর্ষ কাপড়ে বাঁধাই ভিক্ষা ৩।০ মাত্র।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ
বাগবাজার, কলিকাতা

বিবিধ সংবাদ

—:০:—

নদীয়ায় দাঙ্গা

কয়েকদিন হইল, নাকাশিপাড়া থানার অন্তর্গত পোলাডাঙ্গা গ্রামে হিন্দু মুসলমানে এক দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে। প্রকাশ, কলম বাজনার লইয়া এই গোলমালের সৃষ্টি। প্রথমে বচসা হইতে উঠিয়া শেষে মারামারিতে পরিণত হয়। পরস্পরের কয়েকজন আহত হয়। তন্মধ্যে ৪ জনকে কৃষ্ণনগর হাসপাতালে পাঠান হইয়াছে। মুসলমানদেরও একজনকে হাসপাতালে পাঠান হইয়াছে।

বীভৎস হত্যাকাণ্ড

করাচী হইতে প্রকাশ সম্প্রতি সিন্ধু নদীর চরে মৃত্তিকা মধ্য হইতে ৪ টি মৃতদেহ উদ্ধার করা হইয়াছে। প্রথমতঃ শুনা গিয়াছিল, মৃতদেহগুলি হিংলাজতীর্থযাত্রী হিন্দু বাঙ্গালীদের। পরে উহা মুসলমান তীর্থযাত্রীদের বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। সম্ভবতঃ একদল দুর্বৃত্ত অর্থলোভে সরল ধর্মপিপাসু তীর্থযাত্রীদিগকে হত্যা করিয়া তাহাদের গুপ্তভাবে গোপন রাখিবার জন্য মৃতদেহগুলি নির্জন নদীর চরায় পুতিয়া রাখিয়াছিল। সিন্ধুর গোয়েন্দা পুলিশের ডেপুটী সুপারিন্টেন্ডেন্ট খান সাহেব মহম্মদ ইয়াকুব ঘটনার তদন্ত করিতেছেন। প্রকাশ, পুলিশ কোন কোন জিনিষের সন্ধান পাইয়া এই সম্পর্কে চারিজন গাড়ীওয়ালাকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। ধৃত ব্যক্তিদিগকে তদন্ত সাপেক্ষ হাজতে আটক রাখা হইয়াছে।

অগ্নিপরীক্ষা

শ্রীহট্টের দায়রা জজ ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৩০ ধারামতে ঢুলারী সিং নামক এক ব্যক্তিকে দণ্ডিত করেন। দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তি উক্ত দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে প্রধান বিচারালয়ে বিচারপতি মিঃ নিয়ামত হাসানের নিকট আবেদন করিলে বিচারপতি আবেদন মঞ্জুর করেন এবং তাহাকে মুক্তি দেন।

মামলার বিবরণে প্রকাশ, আবেদনকারী তাহার চষের ক্ষেতে কাজ করিবার জন্য ৩ জন স্ত্রীলোক মজুর নিয়োগ করে। প্রকাশ, তাহার উক্ত ক্ষেত হইতে কিছু চষ চুরি যায়। আবেদনকারী উক্ত স্ত্রীলোকগণকে এই চুরির জন্য দোষী করে; কিন্তু তাহারা দোষ অস্বীকার করে। ইহাতে সে নাকি তাহাদিগকে গরম তেলে হাত ডুবাইতে বাধ্য করে এবং এইরূপে উক্ত অপহৃত চষ উদ্ধার সম্পর্কে কিছু তথ্য বাহির করিবার উদ্দেশ্যে তাহাদিগকে স্বেচ্ছায় নির্যাতন করে। আরও প্রকাশ, সে উক্ত স্ত্রীলোকদিগকে একটী পুকুর হইতে স্নান করিয়া আসিতে বলে এবং স্ত্রীলোকগণও তদনুযায়ী শপথ গ্রহণ করিবার পূর্বে ঐ পুকুর হইতে স্নান করিয়া আসে।

সরকার পক্ষের সাক্ষ্যে দেখা যায় যে, আবেদনকারী ও উক্ত স্ত্রীলোকগণ নানী গ্রামের অধিবাসী এবং ঐ গ্রামে নিজের নির্দোষিতা প্রমাণ করিবার জন্য গরম তেলে বা গরম জলে হাত ডুবাইবার প্রথা প্রচলিত আছে। উক্ত স্ত্রীলোকগণ যে স্বেচ্ছায় এই প্রথানুযায়ী কার্য্য করিয়াছে, তাহা তাহাদের বিবৃতিতে প্রমাণিত হয়। বিচারপতি উক্ত কারণে এইরূপ মন্তব্য করেন যে, ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৩০ ধারা মতে আবেদনকারীর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ আনা যাইতে পারে না; অতএব তিনি আবেদনকারীকে মুক্তি দেন।

হিন্দু মুসলমানে দাঙ্গা

বারবাঁকী জিলার সর্দারপুর হইতে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ যে ওয়ারিশ নগর থানার এলাকাধীন রামপুর গ্রামে হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে এক ভীষণ দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে। ফলে ৩ জন হিন্দু ও ৫ জন মুসলমান জখম হইয়াছে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে, মুসলমানেরা তাহাদের গোরস্থান বলিয়া একখণ্ড জমি দাবী করে; জমিখণ্ডের নিকটে হিন্দুদের একখণ্ড জমি আছে। হিন্দুরা এই দুইখণ্ড জমির মধ্যে একটা সীমা নির্দেশ করিয়া দিতেছিল এই সময় মুসলমানেরা হিন্দুদিগকে আক্রমণ করে বলিয়া প্রকাশ। অন্য কোন এক বিষয়ের তদন্তের জন্য ঐ সময় একদল পুলিশ ঘটনাস্থলের নিকট উপস্থিত ছিল। তাহারা সত্বর ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় এবং অবশেষে আক্রমণকারীদের আনে ও ১৯ জন লোককে গ্রেপ্তার করে।

মহকুমা হাকিমের আদেশ অনুসারে উভয় পক্ষের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদিগকে ফৌজদারী শাসন বিধির ১০৭ ধারা অনুযায়ী মুচলেকায় আবদ্ধ করা হইয়াছে। বর্তমানে উক্ত অঞ্চলে শান্তি বিরাজ করিতেছে।

দুঃসাহসিক ডাকাতি

যশোহর জেলার দাউদ নামক স্থান হইতে এক দুঃসাহসিক ডাকাতির সংবাদ আসিয়াছে। প্রকাশ যে, ডাকাতগণ চার ব্যক্তিকে নিহত এবং কয়েকজনকে আহত করিয়া নগদ ও অলঙ্কারাদিতে কয়েক সহস্র টাকার মাল লইয়া পলায়ন করিয়াছে।

মাতাল যুবকের পরিণাম

হুগলী জিলার তারকেশ্বরে এক জলাশয়ে বিশ বৎসর বয়স্ক একটী বাঙ্গালী যুবকের মৃতদেহ ভাসিতে দেখা যায়। দেহটী পরীক্ষার জন্য প্রাথমিক শবব্যবচ্ছেদাগারে প্রেরিত হইয়াছে। প্রকাশ যে, উক্ত যুবক অতিরিক্ত মদ্যপান করিয়া মাতাল অবস্থায় জলাশয়ে পড়িয়া যায়।

বিমান দুর্ঘটনায় শ্বেতাঙ্গের মৃত্যু

ত্রিচিনপল্লীতে সিংহল প্রাদেশিক কমিশনারের সিনিয়র এসিষ্ট্যান্ট মিঃ ব্যারণ বশেলের মৃত্যু হইয়াছে।

প্রকাশ ১৫ই মার্চ সন্ধ্যাকালে ত্রিচিনপল্লীর নিকট সামাবারম্ গ্রামে এক বিমান দুর্ঘটনায় তিনি মারা গিয়াছেন। তিনি প্রথমে একবার তাঁহার পত্নী ও ছেলেমেয়েদিগকে লইয়া বিমান-বিহার করেন। পরে আর একবার বিমানে উড্ডয়নের চেষ্টা করিবার সময় বিমান বিকল হওয়া যায় এবং মিঃ বশেল মারা যান। তাঁহার মৃতদেহ সেখানে এক হাসপাতালে নেওয়া হয়। বিমান দুর্ঘটনার ফলে মিঃ কেনেথ এন্টনি ব্যারণ বশেলের মৃত্যু সম্পর্কে যে বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে প্রকাশ, তিনি একখানা 'জিপসী মথ' বিমানে একাকী অবস্থানকালে এই দুর্ঘটনা ঘটে। তিনি ২০০০ ফুট উচ্চে উঠিয়াছিলেন। সেখান হইতে বিমানখানা ঘোরাইবার সময় উহা বিমানপোতের মাঠের সম্মুখস্থ ময়দানে পড়িয়া চুরমার হইয়া যায়। মিঃ বশেলকে ভগ্ন বিমানের একাংশে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। তাঁহার 'এ' শ্রেণীর পাইলটের লাইসেন্স ছিল এবং তিনি ইউরোপীয় মহাযুদ্ধ শেষ হওয়ার পূর্বে বিমান বাহিনীতে একজন সৈনিক ছিলেন। তাঁহার পিতা কর্ণেল ব্যারণ বশেল লণ্ডনের নিকটবর্তী কোন স্থানে বাস করেন। তাঁহার পত্নী ও দুই সন্তান এই দুর্ঘটনার সময় উপস্থিত ছিলেন।

লাহোর জেলায় ৩২ জন জমিদার গ্রেপ্তার

লাহোর হইতে প্রকাশ শান্তিভঙ্গের আশঙ্কায় কাংরা জেলার পুলিশ ফৌজদারী কার্যবিধির ১০৭।১৫১ ধারানুসারে লাহোর জেলার কয়োক নামক একটী গ্রামের ৩২ জন জমিদারকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

প্রকাশ যে, পাঞ্জাব সমবায় বিভাগ তাহার বিক্ষিপ্ত ক্ষুদ্র জমি সংযুক্ত করার পরিকল্পনানুযায়ী জমিদারদিগকে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে কয়োক গ্রামের কতিপয় জমিদারের কতকগুলি বিক্ষিপ্ত ক্ষুদ্র জমি নিজেদের দখলে আনিয়া পুনরায় ঐগুলি পূর্বানুপাতে বণ্টন করিয়া দেয়। কয়েকজন জমিদার এই পুনর্বণ্টন সমর্থন না করিয়া তাহাদের পূর্বের স্ব-স্ব জমি ফিরাইয়া দিবার দাবী উত্থাপন করে। জমিদারদের মধ্যে এই অসন্তোষ ক্রমেই ঘনাইয়া উঠে এবং অবশেষে এক কিত্তা জমির পূর্বতন মালিক নূতন বণ্টনে যাহাদিগকে ঐ জমি দেওয়া হইয়াছে তাহাদের চারিজনকে আক্রমণ করে। ফলে ৩ ব্যক্তি গুরুতররূপে জখম হয়। এই নূতন বণ্টন ব্যবস্থায় আরও কতিপয় জমিদার তাহাদের অসম্মতি জানায় এবং তাহাদের নিজেদের জমি ফিরাইয়া দিবার জন্য দাবী করে। অবস্থা দেখিয়া পুলিশ যে কোন মুহূর্তে শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা আছে বলিয়া ৩২ জন জমিদারকে গ্রেপ্তার করে। উক্ত জমিদারগণ পরস্পরে দাঙ্গা বাধাইবার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত ছিল বলিয়া প্রকাশ। ধৃত ব্যক্তিদিগকে একজন ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে উপস্থিত করা হয়; তিনি প্রত্যেককে ১০০০ টাকার মুচলেকায় খালাস দিয়াছেন।

আদালতে গুলীমারা কাণ্ড

কয়েকদিন পূর্বে কোটি মর্দানের আদালত হইতে এক গুলী মারা কাণ্ড ঘটিয়া গিয়াছে।

প্রকাশ এক খুনের মামলা সম্পর্কে দুই দল মোমান্দ উক্ত কোর্টে আসে। এক দলের এক মোমান্দ যুবক হঠাৎ অপর দলের এক মোমান্দ মালিককে পিস্তলের গুলীতে হত্যা করিয়া পলায়নের চেষ্টা করে। কোর্টের বিপরীত দিকেই থানা। থানার শাস্ত্রী তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিলে আততায়ী তাহাকেও গুলী করে। যাহা হউক শাস্ত্রী যুবককে গুলী করিয়া কাবু করিয়া ফেলে। ইহার পর ম্যাজিষ্ট্রেট থানাদার ও কোর্ট ইন্সপেক্টর তথায় উপস্থিত হন। আহত মোমান্দ যুবককে পুলিশে দেওয়া হইয়াছে। সে এখনও জীবিত আছে।

ডাকাতিতে দণ্ড

রেঙ্গুন দায়রার অতিরিক্ত জজ "ডানা" ডাকাতি মামলার রায় দিয়াছেন।

এই মামলার তিনজন আসামীর প্রত্যেক দশবৎসর এবং অপর তিনজনের প্রত্যেকে সাতবৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। উক্ত খা কোয়ে নামক জনৈক কাঠ ব্যবসায়ী ও রেঙ্গুনে শ্যামোতার অন্যতম ভূতপূর্ব আছ এবং অপর একজনের প্রত্যেকে তিন বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে।

১৯৩০ সালের ২৫শে জানুয়ারী রাত্রি ১১ঘটিকার সময় ইনবাইয়েব নিকটবর্ত্তী "ডানা" নামক মোটর বোটে এক সশস্ত্র ডাকাতি সম্পর্কে আসামীদিগকে গ্রেপ্তার করা হয়। সাতজন ডাকাত দুইটি রিভলভার হাতে লইয়া "ডানা"য় আরোহণ করে। আরোহীরা ও নাবিকেরা ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া পড়ে। তাহারা "ডানা"র কেরাণীকে রিভলভার দেখাইয়া নীরব থাকিতে বলে এবং টাকাকড়ি ও আরোহীদের মূল্যবান অলঙ্কার লইয়া পলায়ন করে। লুটের পরিমাণ ৫,১২৪ ৵৬ পাই নগদ অর্থ ও ৫০।

বঙ্গে সংক্রামক ব্যাধি

গত ১ই মার্চ্চ যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহে বঙ্গের বিভিন্ন স্থানে কোন্ রোগে কতজন আক্রান্ত হইয়াছে এবং কতজনের মৃত্যু হইয়াছে তাহার হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল :

কলেরা—আক্রমণ ২০৫৩ মৃত্যু ১০৭৪। বসন্ত—আক্রমণ ৮০১, মৃত্যু ১০১। ইনফ্লুয়েঞ্জা ৫৭ ও ১৩, সেরিব্রোস্পাইনাল ৮৬ ও ৩২।

আলোচ্য সপ্তাহে কোন রোগে কোনও জিলায় কতজনের মৃত্যু হইয়াছে, তাহার হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

কলেরা—বর্দ্ধমান ৪৪, বীরভূম ১৬, বাঁকুড়া ১৭, মেদিনীপুর ১৭৯, হুগলী ৮০, হাওড়া ৩০৪, চব্বিশপরগণা ১২৭ কলিকাতা ১০০ নদীয়া ১৬, মুর্শিদাবাদ ২, যশোহর ৩১, খুলনা ২০, রাজসাহী ৫, দিনাজপুর ৫, রংপুর ৪, বগুড়া ১, পাবনা ২, ঢাকা ২১, ময়মনসিংহ ১৪, ফরিদপুর ২১, বাখরগঞ্জ ৮০, চট্টগ্রাম ৮, ত্রিপুরা ১১ এবং নোয়াখালী ১২।

বসন্ত—বর্দ্ধমান ১, বীরভূম ৮, বাঁকুড়া ১, মেদিনীপুর ৮, হুগলী ৯, হাওড়া ৫, চব্বিশপরগণা ৪, কলিকাতা ৪৭, নদীয়া ২, মুর্শিদাবাদ ১ যশোহর ১, দিনাজপুর ১, রংপুর বগুড়া ১, পাবনা ১, মালদহ ৩, কুচবিহার ৪, ঢাকা ৬, ময়মনসিংহ ১, ফরিদপুর ১ এবং বাখরগঞ্জ ১০।

ইনফ্লুয়েঞ্জা - কলিকাতা ১৫।

সেরিব্রোস্পাইনাল—কলিকাতা ৩২।

ট্রেনে ভীষণ ডাকাতি

পাটনার সংবাদে প্রকাশ যে, ১নং আপ মেল ট্রেনে এক ডাকাতি হইয়াছিল। উক্ত ডাকাতকে পুলিশ গ্রেপ্তার করিয়াছে।

প্রকাশ, ট্রেনখানি হাজারীবাগ রোড ষ্টেশনটি ছাড়িয়া যাইবার ঠিক পর মুহূর্তেই একজন লোক তৃতীয় শ্রেণীর মহিলা-কামরায় লাফাইয়া উঠে এবং একখানি ছোরা ঘুরাইয়া ছয়জন মহিলা যাত্রীকে ভয় দেখায়। তাহারা ভয়ে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। এই অবসরে ডাকাতটি একজন মাড়োয়ারী মহিলার প্রতি জোর করে এবং মহিলাটী তাহার দেহ হইতে সমস্ত অলঙ্কার খুলিয়া দিতে বাধ্য হন। অতঃপর ডাকাত স্থির ভাবে গাড়ীর মধ্যে বসিয়া থাকে এবং পরবর্ত্তী গয়া ষ্টেশনে ট্রেন গাড়ী থামিবার সঙ্গে সঙ্গে লাফাইয়া পলায়ন করে। গ্রেপ্তারের পর তাহার নিকট হইতে ৫ হাজার টাকা মূল্যের সমুদায় অলঙ্কার উদ্ধার করা গিয়াছে।

অগ্নিবাণে অগ্নিকাণ্ড

তারকেশ্বর হইতে প্রকাশ, একটি সখের যাত্রার দলে অভিনেতা ইন্দ্রজিতের এক যুবক বাণের অভিনয় করিবার সময় নিজেদের বাসগৃহে না পোড়াইয়া অকস্মাৎ জ্বালাইয়া ফেলিয়াছে।

যুবকটী ইন্দ্রজিতের (রাবণের পুত্র) ভূমিকায় অভিনয়ের অভিনয় করিবার সময় একটী অগ্নিবাণ ছুড়িয়া অনল বাণটি তাহাদের বাড়ীর একখানা খড়ো ঘরের চালে যাইয়া পড়ে এবং ঘরখানা পুড়িয়া ভস্মসাৎ হয়।

দুর্দ্ধর্ষ বেলুচী দস্যু

১৯৩০ সালে যে চারিজন দুর্দ্ধর্ষ দস্যু কাবিরা-হেলের দেশীয় রাজ্যগুলিতে এবং শহরে উপদ্রব করিয়া অধিবাসীদের মনে ঘোরতর ত্রাসের সঞ্চার করিয়াছিল, বোম্বাই রাজ্যের পুলিশের ইন্সপেক্টর জেনারেল খাঁ বাহাদুর এম খান কোঠাওয়ালা এম বি ই তাহাদিগকে গ্রেপ্তারের চমৎকার বন্দোবস্ত করায়, খয়েরপুরের মহারাজা তাঁহাকে একটী স্বর্ণপদক পুরস্কার দিয়াছেন।

উক্ত দুর্দ্ধর্ষ দস্যু চারিজন কাবিরা-হেলের নানা স্থানে উপদ্রব করে এবং তাহাদিগকে গ্রেপ্তারের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দিয়া তাহারা বেলুচিস্থানে ফিরিবার উদ্দেশ্যে খয়েরপুর রাজ্যের এলাকায় প্রবেশ করে। এ সময় কর্ণেল ট্রেঞ্চ কাথিয়াবাড়ের দেশীয় রাজ্যগুলিতে গবর্ণর জেনারেলের এজেণ্ট ছিলেন। তিনি দস্যুদলের গতিরোধ করিতে খাঁ বাহাদুর এম খান কোঠাওয়ালাকে অনুরোধ করেন। খাঁ বাহাদুর কোঠাওয়ালা ২০ জন পুলিশের লোককে কচ্ছ খয়েরপুর সীমান্তে প্রেরণ করেন; তিনি জানিতেন, বেলুচিস্থানে যাইতে হইলে দস্যুরা নিশ্চয়ই ঐ পথ দিয়া যাইবে। দস্যুরা তথায় উপস্থিত হইলে পুলিশের সহিত প্রথম সংঘর্ষেই তাহাদের একজন গুলীতে নিহত হয়। কিন্তু বাকী তিন জন নিকটবর্ত্তী পাহাড়ে পলায়ন করিতে সমর্থ হয়। দস্যুরা উটে চড়িয়া পলায়ন করিয়াছিল। সুতরাং তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিতে খয়েরপুর পুলিশের বিশেষ বেগ পাইতে হয়। যাহা হউক, পুলিশ তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিতে থাকে। ডাকাত ও পুলিশের মধ্যে অনেকবার সংঘর্ষ হয় এবং একরূপে দেড়শত মাইল তাড়া করিবার পর পুলিশ তিন জন দস্যুকেই গ্রেপ্তার করিতে সমর্থ হয়। দস্যুদের সহিত শক্তিশালী রাইফেল বন্দুক ছিল, সুতরাং খয়েরপুর পুলিশেরও অনেকে আহত হইয়াছে। দস্যুদের সহিত বহু লুণ্ঠিত মাল পাওয়া গিয়াছে; ইহা যথাস্থানে ফেরত দেওয়া হইয়াছে।

হেড ক্লার্ক ও দারোয়ান

মেদিনীপুর এ ডি ম্যাজিষ্ট্রেট ১৬ই মার্চ্চ শ্রীযুত অশোকচন্দ্র রায় মেদিনীপুর মিউনিসিপালিটির ভূতপূর্ব হেড ক্লার্ক নবীনচন্দ্র দত্ত এবং মিউনিসিপালিটির অফিসের দারোয়ান প্রাণকৃষ্ণকে মিউনিসিপালিটির অর্থ আত্মসাৎ করিবার অপরাধে যথাক্রমে আত্মসাৎ করিবার অপরাধে যথাক্রমে ছয় ও তিন মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। মামলায় প্রকাশ, দুইটী লোকের নামে বেতন বাবদ টাকা লইয়া মিউনিসিপালিটিকে ঠকাইত।

সরকারী হিসাব পরীক্ষকের রিপোর্ট অনুসারে আসামীদের বিরুদ্ধে মামলা রুজু হয়। মিউনিসিপালিটির কমিশনারগণ তাহাদের পদত্যাগপত্র লইয়াই তাহাদিগকে অব্যাহতি দিয়াছিলেন। তাহাদের বিরুদ্ধে মামলা করেন নাই।

চায়ের সহিত বিষপ্রয়োগ

কলম্বো হইতে প্রকাশ, শহর ধনবাদ চিত্তি নামক স্থানের বস্তাংশ নামক জনৈক স্বর্ণকার এবং তাহার স্ত্রী মুসাম্মৎ পুষ্পকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩২৮ ধারা অনুসারে অভিযুক্ত করা হইয়াছে। অভিযোগে প্রকাশ যে, তাহারা চায়ের সহিত আর্সেনিক মিশ্রিত করিয়া কস্টেবল জেন্তা এবং অপর ছইটি অল্প বয়স্কা বালিকাকে বিষপান করাইয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

— পারমার্থিক পত্র —

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

১০ম বর্ষ ৩ বিষ্ণু গৌরাব্দ ৪৪৯, ১৯ই চৈত্র শকাব্দ ১৮৫৬, ২৩শে মার্চ্চ ইং ১৯৩৫ শনিবার ২ :ম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

পরিক্রমা

গঙ্গার পূর্ব্বপারের দ্বীপচতুষ্টয়ের পরিক্রমা বিবরণ ইতঃপূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে। পশ্চিমপারের দ্বীপপঞ্চক পরিক্রমার পাঁচ দিনে সঙ্কীর্ত্তন, বক্তৃতা, ভক্তিগ্রন্থ পাঠ প্রভৃতি সহযোগে অতি সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। সহস্র সহস্র যাত্রিগণের কেহই কোনরূপ বিষয়ে অসুবিধা ভোগ করেন নাই। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজের কার্য্যকুশলতা বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। পরিক্রমা-পরিচালন ও যথাসময়ে অনির্দ্দিষ্ট ও ক্রমবর্দ্ধমান যাত্রিসংখ্যার যত-প্রসাদাদির ব্যবস্থা যে কি-প্রকার দুরূহ কার্য্য তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেরই অনুধাবনের বিষয়। শ্রীপাদ ভারতী মহারাজের চেষ্টায় তাহা সুন্দররূপে সম্পন্ন হইয়াছে। যাত্রিগণ গত বুধবার পরিক্রমান্তে শ্রীচৈতন্যমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

চম্পহট্টে শ্রীমদ্ তীর্থ মহারাজের অভ্যর্থনা

পাঠকগণ অবগত আছেন, ত্রিদণ্ডিপ্রবর শ্রীপাদ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ বৎসরাধিক ইংলণ্ডে গৌরবাণী প্রচার করিয়া গত ১লা চৈত্র কোলদ্বীপ পরিক্রমার সময় পরিক্রমা-সঙ্ঘে যোগদান করেন। যাত্রিগণ তাঁহাকে পাইয়া আনন্দে অধীর হন এবং তাঁহার অনুগমন পূর্ব্বক চম্পহট্ট শ্রীগৌরগদাধর-মঠে উপস্থিত হন। এখানে পরিক্রমা সঙ্ঘ ও স্থানীয় সজ্জনবৃন্দ সমবেত হইয়া স্বামীজী মহারাজের সম্বর্দ্ধনার্থ এক বিরাট সভার অধিবেশন করেন। উক্ত সভায় স্বামীজীর গুণ বর্ণন করিয়া ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তি-সর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি মহারাজ দুইটী চিত্তাকর্ষক বক্তৃতা প্রদান করেন। তৎপরে শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজ বৈষ্ণবোচিত দৈন্য জ্ঞাপনান্তে তাঁহার পাশ্চাত্যদেশে প্রচার অভিজ্ঞতা একটী সংক্ষিপ্ত-সার বক্তৃতায় প্রকাশ করেন। স্বামীজীর আবেগময়ী বক্তৃতায় উপস্থিত জনমাত্রেরই মর্ম্মস্থল বিশেষভাবে স্পর্শ করিয়াছিল।

গৌরজন্মোৎসবের অধিবাস বাসর

শ্রীধাম মায়াপুরে বিরাট আয়োজনের সহিত শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। উৎসবের অধিবাস-বাসরে সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীচৈতন্যমঠের নাটমন্দির-প্রাঙ্গণ-মণ্ডপে একটি মহতী সভার অধিবেশন হইয়াছিল। উক্ত সভার প্রারম্ভে শ্রীপাদ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী নবধা ভক্তির পীঠস্বরূপ নবদ্বীপ ধাম-পরিক্রমার উদ্দেশ্য বর্ণন করিয়া আত্ম-নিবেদনাখ্য ভক্ত্যঙ্গ শ্রীধাম মায়াপুরের কৃপা শিরে ধারণ পূর্ব্বক শ্রীশ্রীগৌরহরির চরণে শরণাগত হইয়া কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তির অনুশীলন দ্বারা বিশুদ্ধ সত্ত্ব হইতে পারিলেই যে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের প্রকট-লীলা সন্দর্শনের অধিকার হয়, তাহা কয়েক মিনিট বক্তৃতা-মুখে বর্ণন করেন। তৎপর ঠাকুর ভক্তি-বিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের প্রধান শিক্ষক আচার্য্য শ্রীপাদ অশোকমোহন ভক্তিবান্ধব বি-এল ভাবগম্ভীর মনোহর দেড়ঘণ্টা ব্যাপী বক্তৃতা করিয়া মনুষ্যজীবন সার্থকতা সম্পাদনকরিবার উপায় বর্ণন করেন। তাঁহার বক্তৃতায় শ্রোতৃবৃন্দ বিশেষরূপে উপকৃত হইয়াছেন।

গৌরজন্মোৎসব

শ্রীধাম মায়াপুরে দিবসত্রয়ব্যাপী শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসব নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযোগপীঠে নব মন্দির প্রতিষ্ঠোৎসবে ত্রিপুরাধিপতি মহা মহোদয় এবং ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের বহু বিশিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তি যোগদান করিয়াছিলেন।

"ভক্তিশাস্ত্রী" পরীক্ষা

[গত বৃহস্পতিবার (১লা বিষ্ণু, ৪৪৯ গৌরাব্দ) তারিখে গৃহীত ভক্তিশাস্ত্রী পরীক্ষার প্রশ্ন-পত্র]

১। 'অনুকরণ' ও 'অনুসরণ' কাহাকে বলে? উভয়ের ফল কি? উভয়ের পার্থক্য না বুঝিলে কি প্রকার শুভ ফল উদিত হয়?

২। "প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ। অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥"—এই শ্লোকটীর বিচার না হইলে কি বিষয়ে ফল উৎপন্ন হয়?

৩। "তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা। অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥" এই শিক্ষা পালন না করিলে কি অসুবিধা হয়?

৪। (ক) 'অন্তর্য্যামী' ও 'ভগবান', (খ) 'ভক্তি' ও 'নারায়ণ', (গ) 'হরিজন' ও 'নীচজন', (ঘ) 'বিদ্যা' ও 'অবিদ্যা', (ঙ) 'প্রাকৃত' ও 'বাস্তব'। ইহাদের পার্থক্যমূলে ব্যাখ্যা।

৫। "বৈকুণ্ঠাজ্জনিতো বরা মধুপুরী তত্রাপি রাসোৎসবাদ্ বৃন্দারণ্যমুদারপাণিরমণাৎ তত্রাপি গোবর্দ্ধনঃ। রাধাকুণ্ডমিহাপি গোকুলপতেঃ প্রেমামৃতাপ্লাবনাৎ কুর্য্যাদস্য বিরাজতো গিরিতটে সেবাং বিবেকী ন কঃ॥"—এই কবিতার সার্থকতা কি?

৬। "শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য" অবলম্বনে ভক্তিগ্রন্থ-তালিকা ও গৌরভক্তগণের নাম, সংক্ষেপে গ্রন্থবর্ণিত বিষয় বিবরণ।

৭। "শ্রীমায়াপুর সম্বন্ধে বৃথা বিতর্ক-খণ্ডন। পরোক্ষ ভাষায় উচ্চারিত শব্দটির অপপ্রয়োগ প্রাকৃতিক যুক্তিসমূহ।

৮। শ্রীচৈতন্যচরিত ও লীলাবৈচিত্র্যের তাৎপর্য্য।

৯। জীবের ধর্ম্ম।

১০। শ্রীনামদেবার্চ্চন কিরূপে করিতে হয়? সপ্তাপচার ও ষোড়শোপচার কি?

১১। বৈষ্ণবের সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা আছে কি না? বৈষ্ণব হইবার পূর্ব্বে সংস্কার-গ্রহণে কিরূপ ফললাভ হয়?

১২। বেদ অপৌরুষেয় কিরূপ? ত্রিদণ্ডসন্ন্যাস গ্রহণ-পদ্ধতি কি?

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদ

নাম	আশীর্ব্বাদ
১। বাবু শ্যামাপদ শ্রীনবকুমার পাল	মহামতি ভক্তভূষণ
২। শ্রীগোপীকিশোরী দাস	ভক্তিবিনোদ
৩। শ্রীরোহিণীমোহন রায়চৌধুরী	সেবাব্রত
৪। শ্রীপ্রমথমোহন রায় চৌধুরী	ভক্তিপ্রকাশ
৫। শ্রীমাধব ব্রহ্মচারী উপদেশক ও	পাথেয়
৬। শ্রী অনুকূলচন্দ্র দাসাধিকারী	সেবাবিলাস
৭। শ্রীগোবিন্দ ব্রহ্মচারী	সদাব্রত
৮। শ্রীগোবিন্দ দাসাধিকারী	ভক্তিবন্ধু
৯। শ্রীমহেন্দ্রনাথ দেব	ভক্তিকোবিদ
১০। শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী	ভক্তিরত্ন
১১। শ্রীহরিনাথ গুপ্ত কবিরাজ	ভক্তিসুধাকর
১২। শ্রীসতীশচন্দ্র রায় ভক্তিকণ্ঠ সেবাব্রত	
১৩। শ্রীবিবেক দাসগুপ্ত	বিদ্যাবন্ধু
১৪। শ্রীসদানন্দ বাসুদেব দাস	সঙ্কীর্ত্তনসিন্ধু
১৫। শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী	ভক্তিকুসুম
১৬। শ্রীগোপানন্দ ব্রহ্মচারী	ভক্তিকমল
১৭। শ্রীমধুসূদন সিংহ রায় বাহাদুর	ভক্তিমার্ত্তণ্ড
১৮। শ্রীষোড়শী মোহন রায়চৌধুরী	ভক্তিভূষণ।

সুখ আমার পাশে, রাখে' আর সর্ব্বকাল। আত্মনিবেদন-দৈন্যে ঘুচাও জঞ্জাল॥

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৩ বিষ্ণু, গৌরাব্দ ৪৪৮

সেবাবিমুখতাই দুর্দ্দৈব

জগদ্বাসী আমরা প্রায় সকলেই দেহ-মনের পীড়া, দুঃখ, দারিদ্র্য, পুত্রশোক, অর্থাভাব প্রভৃতিকে দুর্দ্দৈব বলিয়া মনে করি এবং তাহা মোচনের জন্য নানা দেবদেবীর নিকট, কখনও বা ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়া থাকি। কিন্তু এই সকল ক্ষুদ্র দুঃখ দুর্দ্দৈব বা দৈবদুর্বিপাকের মূল অনুসন্ধান বা তদুন্মূলনে আমরা যত্নপরিকর হই না বলিয়া আমাদের সমস্ত চেষ্টা কর্ম্মে গর্দ্দভের ভারবহনে পর্য্যবসিত হয়। আমাদের পূজ্যপাদ শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু অতি সহজ ও সরল ভাষায় এই প্রশ্নের সমাধান করিয়াছেন—

"কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব অনাদি বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তা'রে দেয় সংসার-দুঃখ॥
কভু স্বর্গে উঠায়, কভু নরকে ডুবায়।
দণ্ড্যজনে রাজা যেন নদীতে চুবায়॥"

শাস্ত্রীয় আলোচনা করিতে গিয়া বা সাধুগুরুমুখে হরিকথা শ্রবণের সৌভাগ্য লাভ করিয়া আমরা বুঝিতে পারি যে, জীব ঈশ-বৈমুখ্যবশতঃ নশ্বর মায়ারাজ্যে আবদ্ধ হওয়ায় তাহার দুর্দ্দৈব উপস্থিত হইয়াছে। অন্যাভিলাষিতা, কর্ম্ম ও জ্ঞান বিবিধ যোগ-মার্গে বিচরণ করিতে গিয়া কৃষ্ণদাস হইয়া স্বরূপ-বিস্মৃতিবশতঃ কৃষ্ণ সাজিতে গিয়া অর্থাৎ কৃষ্ণভোগ্য জগৎকে ভোগ করিবার দুরাকাঙ্ক্ষাবেগে চালিত হওয়া ভোক্তার আসন-গ্রহণ করায় বস্তুতঃ জীব দুর্দ্দশাকে পাইয়া বসিয়াছে। স্বতঃস্বভাব অপরাধরহিত কৃষ্ণদাসাভিমান যেখানে আবৃত, সেইখানেই জীবের 'সেবোন্মুখ' বৃত্তির উদয় হয় না এবং সে তখন আধিভৌতিক কখনও প্রাকৃত সুখলাভে মত্ত, কখনও বা জড়ভুক্তির অতীত মুক্তিপ্রাপ্তির এবং কখনও যোগাভ্যাসের নিষ্ঠুর পথে গমন করিবার জন্য ধাবিত। ভগবান্‌কে জানিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিলেও জীবের এতাদৃশ দুর্দ্দৈব বা সংসার-দুঃখ আমরা উপলব্ধি করি।

— —

জীব অধোক্ষজ বস্তু বলিয়া এই জগতের কোন জড় ইন্দ্রিয় বা যন্ত্রাদির দ্বারা তাঁহাকে জানা যায় না, কৃষ্ণসেবোন্মুখতাই যে জীবের স্বরূপের নিত্য ধর্ম্ম একথাও ইন্দ্রিয় দ্বারা বুঝা যায় না। সেইজন্যই দুর্দ্দৈব-গ্রস্ত জীব অর্থাৎ সংসারের দুঃখ ভোগকারী জনগণ যতদিন থাকিবেন ততদিন সংসার-বিমুখ ও সেবোন্মুখ সাধুর নিরন্তর সঙ্গ করিবার কথা শাস্ত্রে লিখিত হইয়াছে। ভোগ ও ত্যাগের প্রবল স্রোত যখন জগতে প্রবাহিত হয় তখন জীবের কৃষ্ণ-সেবাবৃত্তি সুপ্তাবস্থায় থাকে। তখন সে কৃষ্ণস্বরূপ ভগবানের কথা ভুলিয়া গিয়া ইন্দ্রিয়-তর্পণের কথা চিন্তা করিতে করিতে সেবা-বিরোধী নানা আবর্জ্জনা দ্বারা আচ্ছাদিত-হৃদয় হইয়া অধোগামী হয়। তৎকালে সে ধর্ম্ম, অর্থ এবং কাম নামক ত্রিবর্গ-লাভে ব্যস্ত হয় অথবা অর্থ, অনর্থ ও কামনার তাড়না দ্বারা তাড়িত হইয়া ভগবৎ-সেবার ছলনা অর্থাৎ ভগবানকে নিজ দুঃখমোচনের একটী যন্ত্রবিশেষ বা কৃপা-বিশেষ মনে করিবার দুষ্টতা পোষণ করতঃ অমঙ্গলের অপরাধের আহ্বান করে। এতাদৃশ কপটতা বা ছলনা জীবের চৈতন্য-নাশ হওয়ারই কথা। উহা ক্রমশঃ বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হইয়া জীবকে সংসারে আবদ্ধ করে। এই সংসার-দাবাগ্নিতে দগ্ধ হইতে হইতে যদি ভাগ্যক্রমে জীবের সাধু-সঙ্গ লাভ হয় এবং সেই সাধুর নিকট শ্রীহরি ভগবানের নাম রূপ গুণ লীলা কথাদি আনুগত্য ও সংযোগ সহকারে শ্রবণ করেন তবে তিনি পুনঃ পুনঃ সংসার-ক্লেশ অনুভব করিতে করিতে তৎপ্রতি বিতৃষ্ণার উদয় হয় এবং পরবর্ত্তিকালে চিৎ-সংশ্লিষ্ট জীব হইয়া আসিলে শাস্ত্রাদেশ এবং সাধুবাক্যে নিজ মঙ্গলের জন্য সাধুজনের পিপাসা হৃদয়ে স্থান পায়। এইরূপ ভাগ্যবান ব্যক্তিগণের সদ্গুরুপাদপদ্ম আশ্রয়ের সুযোগ ঘটে এবং সেই কৃষ্ণভক্তবৎসল সেবক-ভগবান্ শ্রীগুরুদেবের শ্রীমুখে কৃষ্ণ শ্রবণ করিবার সৌভাগ্য হয়। আনুগত্যসহকারে শ্রবণ করিলে অর্থাৎ শুদ্ধভাবে মঙ্গলময় শ্রীচরণাশ্রয়ের জন্য ব্যগ্র হইলে জীবের অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয় এবং তখনই জীব কীর্ত্তন-মুখে গুরুসেবা করিবার সৌভাগ্য পাইয়া ক্রমশঃ নিরন্তর ভগবৎ-সেবা লাভ করিয়া থাকে। কারণ না করিলে গুরুর অযোগ্য ধামনিবাসী হইয়া শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর কীর্ত্তন-মুখে অনর্থমুখী চেষ্টা-বর্জ্জিত হইতে না পারিলে আত্যন্তিক মঙ্গললাভ করা জীবের ভাগ্যে ঘটে না। সেইজন্যই শ্রীমন্মহাপ্রভু একমাত্র সাধন ও সাধ্য, উপায় ও উপেয় শ্রীহরিনাম-সংকীর্ত্তনের বিজ্ঞাপন করিয়াছেন—

চেতোদর্পণ-মার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণম্।
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্॥
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং
পূর্ণামৃতাস্বাদনম্।
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ-
সংকীর্ত্তনম্॥

———

এই শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনই সাধন, এই শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনই সাধ্য অর্থাৎ নাম ও নামী অভিন্ন হওয়ায় শ্রীনামের নিকট কৃপাপ্রার্থী হইয়া শ্রীনাম-সেবায় উন্মুখ হইলে শ্রীনামই কৃপা-পূর্ব্বক নাম-রূপ-গুণ-লীলা সেবকের নিকট প্রকাশ করিয়া থাকেন। সুতরাং এই চরম সাধন শ্রীনামসংকীর্ত্তনের দ্বারা জীবের সর্ব্বার্থসিদ্ধি অবশ্যম্ভাবী। শ্রীনামসংকীর্ত্তন বিষয়ের সন্ধান হইলেই জীবের সমস্ত অসুবিধা, অবস্থা বা চিত্তমল বিদূরিত হয়। তখন জীব ভগবৎকৃপা উপলব্ধি করিতে পারে। অনর্থযুক্ত-থাকাকালে জীবের অবস্থা বা সেবার কথা কতকটা সদ্যোজাত বিড়াল-শাবকের মত। বিড়াল ছানা যেমন মাকে দেখিতে না পাইয়াও মাতার স্নেহ-মাখা স্বর ও পোষণ-চেষ্টায় মুগ্ধ হইয়া স্তন্যনীরের সন্ধান পায় ও তাহাতে আকৃষ্ট হয়, সম্বন্ধজ্ঞানহীন অজ্ঞানান্ধ আমরাও সেইরূপ সংসারে আমাদের নিত্য পিতা, পালক ও রক্ষকরূপী শ্রীগুরুদেবের পিতৃত্ব, পালকত্ব ও রক্ষকত্ব কথা উপলব্ধি করিতে পারি না, পরন্তু তাঁহার মনোমুগ্ধকারিণী চিত্তাকর্ষিণী চেষ্টাবলী বা প্রকৃত ব্যবহার ও পোষণ ব্যাপারে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার সেবায় ব্যাপৃত থাকি। মায়াবদ্ধ অবস্থাতেও নানা অনর্থ আমা-দিগকে সদ্গুরুপাদপদ্মে বাধা দিয়া কুবুদ্ধি প্রদান পূর্ব্বক শ্রীগুরুপাদপদ্ম-সেবা ছাড়াইয়া অন্য সুখ সন্ধান করিবার জন্য ব্যস্ত করে। বিড়াল-ছানার চক্ষু উন্মীলিত হইলে সে যেমন নিজ মাতা বিড়ালীকে চিনিয়া আনন্দে তৎসমীপে ধাবমান হয়, গুরুসেবা করিতে করিতে, শ্রীগুরুদেবের ছল ও সঙ্গ করিতে করিতে জীবের অনন্তকোটী জন্মের পুঞ্জীভূত অসুবিধা বা অনর্থ ক্ষীণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আশ্রিত উদয়ে গুরুর অযাচিত কৃপায় তাহার দিব্যচক্ষু বা দিব্যজ্ঞান লাভ হইলে জীব নিঃসংশয় হইয়া শ্রেয়ঃপথের অগ্রসর পথিক হইয়া আত্মোপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে সেব্য-সেবক-ভাবে বিভাবিত হ'ন। তখনই অনর্থ-মুক্তির পর শ্রীগুরুপাদপদ্মে নিষ্ঠাদির উদয়ে জীব নিষ্কপট শুদ্ধবৈষ্ণবের প্রধান হইয়া সেবা করিবার জন্য তৎপর হন এবং নিরন্তর কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুদেবের পশ্চাতে থাকিয়া সতত গুরুসেবা করেন।

— —

শ্রীনাম-সংকীর্ত্তনের মাহাত্ম্য শুনিয়া আমরা অনেক সময় তাহাতে যুক্ত হই বটে, কিন্তু শ্রবণ না হইলে কীর্ত্তন হয় না, এই শাস্ত্রবাণী আমাদের শ্রবণপথে না থাকায় আমরা কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের অভিনয় করিলেও তাহাতে অধোক্ষজ-তৃপ্তি হয় না, তাহাতে আমাদের মনের বা লোকচিত্তের তুষ্টি হয় মাত্র। সুতরাং সেবার জীবনস্বরূপ শ্রীগুরু-বৈষ্ণবানুগত্যের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা সাধকমাত্রেরই একান্ত অবশ্য কর্ত্তব্য; মনুষ্য নিজের খেয়ালে নাম করিলে শুদ্ধ-নামগ্রহণ হয় না; পরন্তু শ্রীনামের চরণে অপরাধই করা হয়। সেইজন্যই শাস্ত্রে সর্ব্বপ্রথম সদ্গুরুচরণাশ্রয়ের কথা লিপিবদ্ধ আছে এবং দশনামাপরাধ বর্জ্জন করিয়া শ্রীহরিনাম করিতে হইবে, একথা শ্রীগুরু-মুখেও উপদেশ পাওয়া যায়; সুতরাং নামাপরাধ বর্জ্জন পূর্ব্বক নিরন্তর শ্রীনাম-গ্রহণ করিতে করিতে সতত শ্রীগুরুসেবা, শ্রীনাম-সেবায় নিযুক্ত থাকিলে আর অপরাধের অবসর না হওয়ায় অপরাধের হস্ত হইতে নির্ম্মুক্ত হওয়া যায়।

নিজের অপরাধের অতিক্রম পূর্ব্বক ধার্ম্মিকতার ছলে ভুক্তি-পিপাসায় চালিত না হইয়া সম্বন্ধ-জ্ঞানে উদাসীন থাকিয়া নিজ মঙ্গলের জন্য যে শ্রীনামগ্রহণ, সেই শ্রীনাম-সেবনে সাবধানতার উচিত হয়। সেইকালে জীবের নামগ্রহণ হয় না, নামাভাস মাত্র হয়। নামাভাসের ফলে পাপক্ষালন হইতে মুক্তি লাভ করিয়া পরমুহূর্ত্তে হরিসেবা করিবার যোগ্যতা লাভ হয়। দুর্দ্দৈবযুক্ত পুরুষোত্তম-পদে শুদ্ধনাম গ্রহণে সুবিমল কৃষ্ণপ্রেমা লাভ করেন। বদ্ধজীবের দুর্গতি দেখিয়া ব্রজেন্দ্রনন্দন অনুরাগের অভাবরূপ দুর্দ্দৈবের উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু ঐরূপ দুর্দ্দৈবের মধ্যেও ভগবৎকৃপা বর্ত্তমান। নামাপরাধের হস্ত হইতে নির্ম্মুক্ত হইবার উপায় আছে। অপরাধের স্বরূপ জানিয়া অপরাধ করিতে প্রবৃত্ত না হইলে এবং নিরন্তর সেবায় প্রবৃত্ত থাকিবার জন্য সচেষ্ট থাকিলে অপরাধের অবসর হয় না। নামাভাসে মুক্ত অর্থাৎ বিষয়ে অভিনিবেশ ধ্বংস হয়, তৎপরেই শ্রীনামগ্রহণের অধিকার হয়। এই সকল সুযোগ ভগবানের দয়ার পরিচায়ক। হরি-বিমুখতাই যখন প্রধান দুর্দ্দৈব অর্থাৎ সমস্ত দুর্দ্দৈবের আকর-স্বরূপ, তখন সেবোন্মুখতাই এই দুরারোগ্য দুর্দ্দৈব-রোগের অব্যর্থ মহৌষধস্বরূপ। সুতরাং বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ নিজ সাধন-চেষ্টা ও গুরুকৃপা উভয়ের প্রতি সদ্দৃষ্টি রাখিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মে নির্ভরশীল হইলেই অনায়াসে এই দুর্দ্দৈবের হস্ত হইতে মুক্ত হইতে পারিবেন। শ্রীগুরু-পাদপদ্মে আত্মনিবেদন দ্বারাই এই দুর্দ্দৈব-নিবৃত্তির পূর্ণ সম্ভাবনা। তাই ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন,—

অহং মম শব্দ অর্থে যাহা কিছু হয়।
অর্পিলুঁ তোমার পদে ওহে দয়াময়॥

তুমি গৃহস্বামী আমি সেবক তোমার।
তোমার সুখেতে চেষ্টা এখন আমার॥
স্থূল লিঙ্গ-দেহে মোর সুকৃত দুষ্কৃত।
আর মোর নহে প্রভু আমি ত' নিষ্কৃত॥

এসকল কথা না শুনিয়া জগতের লোক দুর্দ্দৈব-মোচনের জন্য যতই চেষ্টা করুক

শ্রীহরিসেবার আদর্শ

শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন রায় চৌধুরী ভক্তিবর্দ্ধন, শ্রীযুক্ত রাইমোহন রায় চৌধুরী সেবাব্রত, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রমোহন রায় চৌধুরী ভক্তিভূষণ

ভোগময় সংসারে ভোগেরই আদর সর্ব্বত্র। কিন্তু ভোগের পারম্পর্য্যভাবে, ভোগদ্রব্যের অভাবে এবং ভোগে তৃপ্তির অভাবে অনেক সময় ভোগ অপেক্ষা ত্যাগের আদর দেখা যায়। কিন্তু ত্যাগ আদৃত হইলেও বিশেষ বিচার করিলে উহার ভিতর অন্তঃসলিলা ফল্গুনদীর ন্যায় সূক্ষ্ম ভোগেরই প্রবাহ দেখিতে পাওয়া যায়। 'সেবা'-শব্দে এই 'ভোগ বা ত্যাগ'-পর্য্যায় হইতে স্বতন্ত্র বস্তুকে বুঝায়। ভোগ-ত্যাগ ও ত্যাগ-ত্যাগ করিলে শ্রীভগবানের প্রতি সেবকের যে অবাধ গতিতে ইচ্ছার সুখানুসন্ধান, তাহাই সেবা-শব্দবাচ্য। আমরা আজ সেই সেবার আদর্শ পাঠকগণের সম্মুখে উপস্থাপিত করিব।

ঢাকা জেলায় বালিয়াটী একটী প্রসিদ্ধ গ্রাম। এই স্থানের বংশপরম্পরায় ভূস্বামি জমিদারগণ পূর্ব্বপুরুষানুক্রমে অতুল ঐশ্বর্য্যের মালিক হইয়াও ঐশ্বর্য্যমদে শ্রীভগবানের সেবা বিস্মৃত হন নাই। ধর্ম্ম-কর্ম্ম গৌরবে তাঁহারা সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। অধুনা বিশ্বব্যাপী শ্রীচৈতন্যমঠের আচার্য্য শ্রীচৈতন্যপ্রভুর আচরণ ও প্রচারের বিমল প্রেমধর্ম্মের কথায় আকৃষ্ট হইয়া তাঁহারা সেই ধর্ম্মপ্রচারেও প্রচুর উৎসাহ, চিত্ত-বলাদি প্রদর্শন করিতেছেন।

বালিয়াটীর পরলোকগত পুণ্যকীর্ত্তি জগবানচন্দ্র রায় চৌধুরীর সুযোগ্য জ্যেষ্ঠপুত্র ধর্ম্মপ্রাণ শ্রীযুক্ত রাইমোহন রায় চৌধুরী সর্ব্বগুণসম্পন্ন এবং দেবদ্বিজে ভক্তিমান। সময়ের ও অর্থের অপব্যবহার তাঁহার জীবনে কখনও দৃষ্ট হয় নাই। ইহা তাঁহার বুদ্ধিমত্তা ও সচ্চরিত্রের চরিত্রবত্তার পরিচায়ক। তাঁহার উপযুক্ত পুত্রত্রয়—শ্রীযুক্ত মুরলীমোহন রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন রায় চৌধুরী ভক্তিবর্দ্ধন ও শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রমোহন রায় চৌধুরী। তাঁহাদের আপ্রাণ চেষ্টায় এবং অর্থানুকূল্যে বালিয়াটীতে শ্রীচৈতন্যমঠের শাখামঠ শ্রীগদাই গৌরাঙ্গমঠ স্থাপিত হইয়া শুদ্ধ ও নিয়মিতভাবে প্রচার ও দৈনন্দিন শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা চলিয়া আসিতেছে। এতদ্ব্যতীত মঠের নাটমন্দির, সেবকগণের বাসগৃহ, তোরণ-দ্বার প্রভৃতি ইঁহাদেরই অর্থানুকূল্যে নির্ম্মিত হইয়াছে। ইঁহাদের জননী ভক্তিমতী শ্রীযুক্তা রাধাকুঞ্জেশ্বরী রায় চৌধুরাণী বালিয়াটীতে উক্ত মঠে বর্ত্তমান বৈষ্ণবগণের জন্য দালান নির্ম্মাণ করিয়া দিয়া জগতে অক্ষয় সেবাকীর্ত্তি স্থাপন করিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত ত্রয়ের আন্তরিক চেষ্টায় মহাপ্রাণ শ্রীযুক্ত রাইমোহন রায় চৌধুরী মহাশয় সম্প্রতি পূর্ব্ববঙ্গের প্রধান নগরী ঢাকা সহরে শ্রীচৈতন্যমঠের পূর্ব্ববঙ্গে প্রথম ও প্রধান ভক্তি-প্রচার-শাখাকেন্দ্র শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের শ্রীমন্দিরাদি চতুষ্কোণ-নিকেতন-নির্ম্মাণের জন্য ঢাকা সহরে ন্যারিক্সা রোডে প্রায় দুই বিঘা পরিমাণ জমি দশহাজার টাকা মূল্যে ক্রয় করিয়া দিলেন।

অর্থের দ্বারা যেরূপ অনর্থ উৎপাদিত হয়, অর্থদ্বারা সেইরূপ পরমার্থও সংসূচিত হয়।

শ্রীযুক্ত মুরলীমোহন রায় চৌধুরী

আজ এই সেবাকার্য্যে ভূলোকে গোলোকের সেবাস্থান ও সেবাদর্শ রচিত। মাতা, পিতা ও পুত্রগণ সকলে একমত হইয়া একপ্রাণে একরূপ হরিসেবার আদর্শ এ জগতে দুর্লভ। শাস্ত্রে আছে যেমন পতাকা ইঁহাদের সেই ভাবকে সেই ছন্দ ও আদর্শ যুক্ত হউক। ইঁহাদের এই সেবাকীর্ত্তি ভূলোক, গোলোক ও গোলোককে উদ্ভাসিত করিয়াছে। ইঁহাদের সাধুচরিত সকলের সেবাপ্রবৃত্তি উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলুক। দেশের ধনিক ব্যক্তিগণ, অর্থের অপব্যবহারকারীগণ এবং অর্থযুক্ত জনগণ ইঁহাদের আদর্শে কার্য্য করিয়া সমুজ্জ্বল আদর্শের স্থাপন করুন, ভগবানের নাম-ধাম-কাম-সেবায় প্রবৃত্ত হউন, ইহাই শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের চরণে প্রার্থনা।

(৮৭ পৃষ্ঠার পর)

না দেখ, তাহাতে তার যে চেষ্টা ফলবতী হইবে না, একথা উত্তমরূপে বুঝিয়া জগদ্বাসীর কোন পরামর্শ শ্রবণে পরাঙ্মুখ আমরা—শ্রৌত-সিদ্ধান্তে নির্ভরশীল আমরা সব ছাড়িয়া একনিষ্ঠতার আশ্রয়ে নিম্নলিখিত শ্লোকটী গান করিয়া অহঙ্কার মত বিচার করিতেছি।

"জ্ঞানিগণের স্বাভিমতে কারকদরো
ভবন্তু ভবতীতাঃ।
অহমিহ নন্দং বন্দে যস্যালিন্দে পরংব্রহ্ম॥"

কপিল

(৩)

বিশুদ্ধ ভক্তিযোগের বা অকৈতব ভাগবতধর্ম্মের উপদেশদাতা কপিলদেব শ্রীবিষ্ণুর আবেশ অবতার। তাঁহার উক্তির প্রত্যেক বাক্য ভগবদ্ভাব ভক্তিতে পূর্ণ। তিনি নিরীশ্বর-সাংখ্য-শাস্ত্রকর্ত্তা কপিল হইতে ভিন্ন। নিরীশ্বর-সাংখ্যপ্রণেতা কপিল অন্য একজন মহর্ষি। মহাভারতে উক্ত হইয়াছে,—

"কপিলং পরমর্ষিঞ্চ যং প্রাহুর্যতয়ঃ সদা।
অগ্নিঃ স কপিলো নাম সাংখ্যযোগ-
প্রবর্ত্তকঃ॥"

(বনঃ পর্ব্বঃ ২২০।২১)।

অত্র নীলকণ্ঠ টীকায়াম্,—"অতএব কপিলঃ সাংখ্যং নিরীশ্বরশাস্ত্রং তৎকর্ত্তা যোগস্তস্য প্রবর্ত্তকঃ॥" অনেকে ভ্রমবশে এই নিরীশ্বর জীবরূপ কপিলের সহিত বাসুদেব কপিলের ঐক্য দর্শন করিয়া গোলযোগ করেন। "তদাত্মবিষয়ে ন নিরীশ্বরত্বাৎ।"

শ্রীভগবানের "আবেশ" দ্বিবিধ—

(১) "স্বাংশাবেশ",—যথা, কপিল ও ঋষভদেব।

(২) "শক্ত্যাবেশ",—যথা, নারদ, ব্যাস, পৃথু, ব্রহ্মা, সনকাদি।

যাঁহাতে সর্ব্বশক্তিমান্ শ্রীভগবানের কোনও এক শক্তির বিশেষ কলা প্রকাশ হয়, তাঁহাকেই "শক্ত্যাবেশ" বলে। যেমন নারদে ভক্তিশক্তি; পৃথুতে পালনী-শক্তি; চতুঃসনে জ্ঞানশক্তি; ব্রহ্মায় সৃষ্টি-শক্তি ইত্যাদি। তাঁহাদের আপনাদিগকে 'ভগবদ্দাস' বলিয়া অভিমান হয়। মহত্তর জীবমাত্রেই শক্ত্যাবেশ ও তাঁহাদের অভিমান এইরূপ হইয়া থাকে।

ভগবান্ যে জীবে এই শক্তি অধিকতররূপে প্রকট হয়, তাহা তিনি আপনাকে শ্রীভগবান্ বলিয়াই অভিমান করেন। কপিলদেব ও ঋষভদেব আপনাদিগকে 'ভগবান্' বলিয়াই অভিমান করিতেন।

শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত কপিলদেবের মত ও 'নিরীশ্বর-সাংখ্যদর্শনপ্রণেতা' কপিলের মত ভিন্ন। শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠে জানা যায় যে, দেবহূতিনন্দন কপিলের বাক্যাবলি শ্রবণ ও কীর্ত্তন করেন, তাঁহার পরিচর্য্যক ভগবান্ শ্রীচৈতন্যের শাঁখা দেখিয়া তিনি ভগবৎ-পাদপদ্ম-সেবা লাভ করেন। কিন্তু নিরীশ্বর কপিলের মতে,—"ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ (সাংখ্যদর্শন ১।৯২), অর্থাৎ কোনও প্রমাণের দ্বারা ঈশ্বর-সিদ্ধ হয় না। ঈশ্বর মানিতে গেলে হয় তাঁহাকে 'মুক্ত' বলিতে, নয় 'বদ্ধ' বলিতে, ইহা ছাড়া আর কি বলিতে পার? মুক্ত ঈশ্বরের উপাধি নাই, বদ্ধ ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য নাই। (সাংখ্যদর্শন ১।৯৩)। যদি দুঃখপক হয়, তবে ঈশ্বর প্রতিপাদক শ্রুতির কি গতি হইবে?

স্বপনেও না কর ভাই স্ত্রী-সম্ভাষণ। গৃহে স্ত্রী ছাড়িয়া ভাই আসিয়াছ বন

শুদ্ধভক্তি মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ

(প্রধান মঠ)

প্রাচীন নবদ্বীপ, শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমহাপ্রভুর [illegible] ... শ্রীব্যাসপূজা [illegible] ... এই মঠ হইতে শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ... শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারীর ... আচার্য্য [illegible] বিষয়ের শিক্ষা দান হইতেছেন। এই মঠ হইতে পারমার্থিক দৈনিকপত্র 'নদীয়া-প্রকাশ', সাপ্তাহিক সজ্জনতোষণী ও ... [illegible] গ্রন্থ প্রকাশিত হইতেছে। প্রতি বৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমা ও অন্যান্য ... গৌরজন্মোৎসব [illegible] অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক —শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রচারিত সুনির্মল ভক্তিধর্ম-প্রচারোদ্দেশ্যে গৌড়দেশের সর্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই মঠ হইতে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদ-রাধাবিনোদ ... সেবিত হন। 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্তন, ... শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি লীলা ও তত্ত্বের সম্যক্ আলোচনা হয়। এই মঠ হইতে মহাপ্রভুর সত্য ও ... প্রচার, ... ক্রমশঃ ... হইতেছেন। ... অনুষ্ঠান ও ... মহামহোপদেশক আচার্য্যাদিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ মন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-স্থান মহাযোগপীঠ। এখানে ... শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীগুরুদেবের সেবা বর্তমান। রক্ষক —শ্রী... ... [illegible]।

(৪) শ্রীবাস অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার ... এখানে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্তমান, রক্ষক— শ্রীউপেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্তমান। রক্ষক—গোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

(৭) কাজীর সমাধি-পাট

প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপা-প্রাপ্ত শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তালোক।

(৮) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর গদাধর ও গান্ধর্বিকাগিরিধারীর সেবা বর্তমান। রক্ষক— শ্রী...বিহারী দাস অধিকারী।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীমদনমোহন ব্রহ্মচারী।

(১০) মোদদ্রুম ছত্র "গৌড়ের নৈমিষ"

মাউগাছি, পোঃ ভাণ্ডার, (বর্দ্ধমান)।

শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান। শ্রীগৌরনিত্যানন্দের সেবা বর্তমান। রক্ষক —শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী, ভক্তিভূষণ।

(১১) শ্রীজিয়া কুঞ্জকানন

শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক— শ্রীনরহরি ব্রহ্মচারী।

(১২) কুঞ্জকুটীর—পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া। রক্ষক—শ্রীঅচ্যুতানন্দ অধিকারী

(১৩) ভাগবত আসন—পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

এই স্থান হইতে ভাগবতসিদ্ধান্ত প্রচারিত হয়। রক্ষক— শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তালোক, কাব্যতীর্থ।

(১৪) একায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ রামঘাট, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী ভক্তিসার

(১৫) মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঁচড়াপাড়া, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রী...কিশোর ব্রজবাসী।

(১৬) মাধ্বগৌড়ীয় মঠ

১০নং নারিন্দপুর রোড, পোঃ ঢাকা

পূর্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ।

(১৭) গোপালজীউর মঠ—কমলাপুর, ঢাকা। গোপালজীউর আবির্ভাবের প্রাচীন সেবা বিদ্যমান। রক্ষক—শ্রীঅনন্তদাস ব্রজবাসী।

(১৮) মদনগোপাল-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, ঢাকা)।

এখানে শ্রীমদনগোপালের নিত্য সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(১৯) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক —মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীসতীশ চক্রবর্তী এম-এ, বি-এল।

(২০) প্রাচীনপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

বামুনপাড়া, পোঃ ... (ঢাকা)

এখানে ষড়ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্তমান। রক্ষক শ্রীনারায়ণদাস ব্রজবাসী

(২১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারীর নিত্য সেবা বর্তমান। রক্ষক —শ্রী...দাসাধিকারী।

(২২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ভুবনেশ্বরা, পোঃ ..., (মানভূম)

এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী।

(২৩) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে গুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্তমান। রক্ষক— শ্রীজগন্নাথদাস ব্রজবাসী ভক্তিবন্ধু।

(২৪) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক - শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী।

(২৫) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ বক্সীবাজার, (কটক)

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ বিনোদমদন-জীউর নিত্যসেবা বর্তমান। রক্ষক মহামহোপদেশক প্রভুপাদপদ্মাশ্রিত ভক্তিপ্রাণের

(২৬) ত্রিদণ্ডি গৌড়ীয় মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর পুরী,

শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ গান্ধর্বিকাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক শ্রীসদানন্দ বিদ্যারত্ন।

(২৭) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্বত, পোঃ পুরী টাউন।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমদনজীউর নিত্য-সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীগদাধর অধিকারী।

(২৮) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌরাঙ্গনাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা বর্তমান। রক্ষক——শ্রীরাধারমণবিহারী দাসাধিকারী।

(২৯) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ,

পোঃ কভুর, জেলা গোদাবরী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্তমান। মঠরক্ষক— শ্রীনিমাইচরণ দাসাধিকারী ভক্তিলোচন।

(৩০) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪২নং সোনারপুরা, বেনারস সিটি

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকাগিরিধারীর সেবা বর্তমান। রক্ষক——শ্রীসনাতন ব্রহ্মচারী।

(৩১) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ শ্রোতী

(৩২) পরমহংস মঠ,

পোঃ নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

এখানে শ্রীনৈমিষ পাঠশালা ও গৌর-বিনোদ-বিহারীজীর সেবা বর্তমান।

রক্ষক -শ্রীনারায়ণ দাসাধিকারী।

(৩৩) কৃষ্ণচৈতন্য মঠ

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

এখানে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিত্য-সেবা হয়। রক্ষক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠ

সতীবুরুজঘাট মথুরা

রক্ষক —ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ

(৩৫) ব্রজস্বানন্দ সুখদকুঞ্জ —শ্রীরাধাকুণ্ড। রক্ষক— শ্রীরাধারমণচরণদাস ব্রহ্মচারী

(৩৬) কুঞ্জবিহারী মঠ —শ্রীরাধাকুণ্ড

(৩৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ

সেকপাটী, পোঃ গোয়ালন, জেলা অমৃতসর (পাঞ্জাব) রক্ষক--শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৩৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪০নং ওয়ারিস রোড, নিউ দিল্লী।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্বিকাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিগৌরব বৈখানস মহারাজ

(৩৯) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্নাল।

এখানে গৌর-মনোমোহনের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীবনমালী অধিকারী।

(৪০) সারস্বত গৌড়ীয় মঠ

ভারতীয় মাধবপুর, ২ ড়, ...

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য

(৪১) মাদ্রাজ গৌড়ীয় মঠ

পোঃ পা ...মাদ্রাজ।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্বিকাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক শ্রীপাদ ...নন্দ ...কারন্দ।

৪২) বোম্বে-গৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়

পোর্টার রোড, চৌপাটি ..., বাঙ্গালো নং ১ বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রী...নাথ ... মজুমদার।

(৪৩) অম্বরীষ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমরদা, মেদিনীপুর

রক্ষক -শ্রীব্রজেশ্বর দাস অধিকারী

(৪৪) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্‌চকা, কামরূপ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী

(৪৫) পাটনা গৌড়ীয় মঠ

১০০ মিঠাপুর, পাটনা।

রক্ষক—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী রাসভূষণ

(৪৬) বালেশ্বর গৌড়ীয় মঠ বালেশ্বর

রক্ষক--শ্রীবনোয়ারী ব্রহ্মচারী

(৪৭) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয়

৩ ষ্টাইন হাউস, এলগিন পার্ক, এন-ডব্লিউ ৭, লণ্ডন

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ।

(৪৮) বার্লিন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

Berlin W. 30

Eisenacher strasse 29 I

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম স্কন্ধ হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ৷৵০
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। ভাষ্য-সমেত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
(৪র্থ সংস্করণ)
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী
৫। বৈষ্ণবধর্ম
৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার
৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা)
৮। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ৲
৯। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১০। মাধবকণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷০
১১। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ৷০
১২। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৩। চৈতন্যোপনিষদ্ ৷০
১৪। বাদন-আদ্যর ৷০
১৫। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
১৬। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵০
১৭। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৷৵০
১৮। ভজন-রহস্য ৷০
১৯। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও
শ্রীনবদ্বীপশতকম্ ৷ (বাঁধা)
২০। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ৲
২১। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
২২। গীতার কেবল মাত্র-ভাষা ৷০
২৩। বৃহদ্ভাগবতামৃতম্ সানুবাদ
(বাঁধা) ২৲
২৪। বেদান্তস্যমন্তক সানুবাদ
(অনামূত্রীয়) ৷০
২৫। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৵০
ঐ (বাঁধা) ৸০
২৬। দীপ-দিগ্দর্শন ৵০
২৭। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৶০
২৮। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
ঐ (আবাঁধা) ৷৵
২৯। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩০। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩১। গীতমালা ৵১০
৩২। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৩। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৪। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷০
৩৫। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ৷০
৩৬। শরণাগতি ৵০
৩৭। গীতাবলী ৵০
৩৮। চিত্রে নবদ্বীপ ১৷০
৩৯। সাধনকণ ৵০
৪০। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৵
৪১। নবদ্বীপশতক ৵০
৪২। অর্চ্চনপদ্ধতি ৵০
৪৩। সদাচারস্মৃতিঃ ৵০
৪৪। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৵১০
৪৫। আচারধর্ম ৲১০
৪৬। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি
(প্রথম ভাগখণ্ড) ৬৲
৪৮। ব্রহ্মসংহিতা ৷০
৪৯। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ৷০
৫০। গৌড়কৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫১। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ৷০
৫২। অনুভূতভাষ্যী বা মায়াবাদশতদূষণী ৷০
৫৩। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৵০
৫৪। ঈশোপনিষদ্ (মহাদেব ও মাধবভাষ্য
এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ৷০
৫৫। শ্রীকৃষ্ণমেধর ৶০
৫৬। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৫৭। মাধবমাধুরী ৵০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৮। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিজয়ঃ ৷০
৫৯। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্ ৷০
৬০। তত্ত্বসূত্রম্ ৷০
৬১। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৬২। গৌড়ীয়মঠ শান্তচঃ ৵০
৬৩। সারার্থদর্শনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৪। রায় রামানন্দ ৷০
৬৫। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন্ বেদান্ত ৷০
৬৬। বামনদেব ৷০
৬৭। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজি এণ্ড
অন্টোলজি ৷০
৬৮। সিলেকট্ ওয়ার্ড্‌স্ ৶০
৬৯। লাইফ এণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ৷০
৭০। বৈষ্ণবীজম্ ৷০
৭১। দোহাই গৌড়ীয় মঠ ইন্ ব্রীফ ৵০
৭২। দি ভাগবত
৭৩। চৈতন্যস্ প্রিসেপ্টস্ এণ্ড
আমেরিকান ডিপ্লোমাস ৷০
৭৪। ব্রহ্ম-সংহিতা ২৷০
৭৫। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম ভাগ) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৭৬। শ্রীশিক্ষাষ্টকভাষ্য ৷০
৭৭। সাধন-পথ ৷০
৭৮। কল্যাণ-কল্পতরু ৵১০
৭৯। গীতাবলী ৵০
৮০। শরণাগতি ৵

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮১। শরণাগতি ৵

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাঁচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মনুষ্য পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। জ্বরের প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার জ্বরবার সাধক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ আনা, বড় বোতল ১৷০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা
গিয়াছে এই কালি
ফাউন্টেনপেনের পক্ষে
অতি উৎকৃষ্ট। উহাতে
নিব বা কাগজ কোন
একমে নষ্ট হয় না।
মূল্য অতি সুলভ।
জে বি, দত্ত এণ্ড কোং
দরপাড়া—২নং রামকৃষ্ণ
লেন, বাগবাজার
কলিকাতা

আমাশয় ও পেটের পীড়ায়

শ্রীশ্যামানন্দ দাশ কবিরাজের আবিষ্কৃত

গ্রহণী বজ্র

ব্যবহার করুন

আমাশয়, রক্তামাশয় অতিসার, গ্রহণী, অজীর্ণ, পেটফাঁপা, মলকাঠিন্য, শূলিকা ও শিশুর উদরাময় প্রভৃতি সকল প্রকার নূতন ও পুরাতন পেটের পীড়ায় গ্রহণী বজ্র প্রত্যক্ষ ফল প্রদ মহৌষধ।

যাঁহারা পেটের পীড়ায় নানারূপ চিকিৎসার আশ্রয় ও ঔষধ ব্যবহার করিয়া ফল লাভ করিতে পারেন নাই তাঁহারা গ্রহণী বজ্র ব্যবহার করুন, তাহা হইলে মুক্ত হইবেন। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। মূল্য প্রতি শিশি ৷০ আনা, ৩ শিশি ১৷০ টাকা ডাক মাশুল ৷৵০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রী কৃষ্ণ ঔষধালয়, ময়মনসিংহ।
ঢাকার এজেন্ট মেসার্স মহেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং
পাটুয়াটুলি, ঢাকা

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও
ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ ও ভক্তশাস্ত্রী এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রীধাম-মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে। বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনাদি প্রতি মাসে মাত্র ৬ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের অতিরিক্ত সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতকরা ৬৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

(ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত)

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতের প্রধান পরীক্ষক অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত প্রভৃতি পণ্ডিতগণের প্রশংসা, ভাক্তারগণের অনুমোদিত ... অধ্যাপক নিশিকান্ত সান্যাল এম্-এ, বেদান্তের শ্রেষ্ঠ গবেষণা এবং পাণ্ডিত্য লেখনীর অদ্ভুত আবাহন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ঐতিহাসিক জীবনচরিত-পাঠে বহু তথ্য এই বিরাট্ আকারে ও অপ্রকাশিত বহু মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দার্শনিক প্রসঙ্গ সমূহের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক আলোচনা প্রথম খণ্ড ১০ম অধ্যায়ে। প্রায় সহস্র পৃষ্ঠার গ্রন্থ ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের লিখিত মুখবন্ধ (Foreward) প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সাজান শব্দসূচী (Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য—১৫ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—গৌড়ীয় মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে কথাসার ও শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST — প্রভুপাদ শ্রীলভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক পত্রিকা একাদিক্রমে প্রকাশিত হয়। প্রতি বর্ষে ৪ টাকা ভিক্ষায় কলিকাতা বাগবাজারস্থ গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

২। গৌড়ীয় মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩, ষাণ্মাসিক ১৸০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত তিনি ভাষায় একত্রে পারমার্থিক পাক্ষিক বৈদিকবাণী শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৸০

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ দাস-দেব সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৸০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ বিমানবিহারী বি-এস্সি, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া গৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১৸০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল শ্লোক অক্ষরে এবং তাহাতে বর্তমান যুগ পাঠকগণের জন্য মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। অতি সুন্দর ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১৩৩৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সমাপ্ত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোক সূচী, পদ্যসূচী, গানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়-সূচী, প্রমাণসূচী প্রভৃতি বহুত সূচী-পত্র। সম্প্রতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট সংস্করণ জগতের কোথায়ও আর কখনও প্রকাশিত হয় নাই। যাহাতে দরিদ্র পাঠক মাত্রেই একখানি গ্রন্থ ক্রয় করিতে পারেন, সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২ বারটাকা স্থলে—৬ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৪৬,	১০—৩১,	১৪—২২	১৭—৩৮,	২০—১৬
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৫,	১১—৩	১৪—০	১৮—৯,	২০—৫৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩০	১১—৩১,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—৫৫

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

				সংবাদ [illegible]			
নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৫৫	৯-১৫	১২-১০	১২-৩৫	১৫-৭৬	১৮-৫৫
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-২০	৯-৩০	১২-১১	১২-৪২	১৫-৪১	১৮-৫০
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২০	১০-৩	১২-৫১	১১-১২	১৬-১১	১৯-৩৫

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

		প্রথম ও দিনে		পরবর্ত্তি-সময়ে	
		সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা	সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা
প্রতিবার	প্রতি লাইন	।৹	৶৹	৶	।০
"	" ইঞ্চি	২	১।০	১।০	১
"	" সিকিকলম	৫	৪	৪	৩
"	" অর্দ্ধকলম	৮	৬	৬	৫
"	" ১ কলম	১২	১০	১০	

মাসিক হার

[যদি অন্ততঃ ১ বৎসরের জন্য চুক্তি করা হয়]

সংবাদ পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ৬, সিকি কলম ১৫, অর্দ্ধ কলম ২৫, এক কলম ৪০,
বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ৪।০, সিকি কলম ১২, অর্দ্ধ কলম ১৮, এক কলম ৩০ টাকা।

সাহায্যের হার

সডাক বার্ষিক ৯ নয় টাকা, ষাণ্মাসিক ৫ পাঁচ টাকা, ত্রৈমাসিক ২৸০ পৌনে তিন টাকা, মাসিক ১ এক টাকা মাত্র। নগদ প্রত্যেক সংখ্যা ৴৫

ম্যানেজার, দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, জেলা নদীয়া। টেলিগ্রাম—"শ্রীমঠ", নবদ্বীপ

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈ নি ক

REG. C 1544

চৈতন্যোপনিষদ্
নব কলেবরে মূল ও
অনুবাদসহ প্রকাশিত
হইয়াছে। কাগজ ও
ছাপা অতি উত্তম।
ভিক্ষা।০ মাত্র
শ্রীচৈতন্যমঠ,
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

"গৌড়ীয়"
৭ম বর্ষ হইতে
১১শ বর্ষ পর্যন্ত
প্রতি বর্ষ কাপড়ে
বাঁধাই
ভিক্ষা ৩৷০ মাত্র।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ
বাগবাজার, কলিকাতা

ভারতের পারমার্থিক আচার-প্রচার-সংবাদ-প্রদানে নদীয়ার একমাত্র মুখপত্র

১০ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১০ই চৈত্র, সোমবার ১৩৪১, ২৫শে মার্চ্চ ১৯৩৫ [২০শ সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

—:০:—

৪জনের দ্বীপান্তর ১জনের প্রাণদণ্ড

যশোহরের দায়রা জজ মিঃ কে, সি, দাশগুপ্ত বঃ বিঃ ৩০২ ও ১০৯ ধারা অনুসারে গোবিন্দপদ রায়কে প্রাণদণ্ডে ও যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল, নিশিভূষণ রায়, বলরাম মণ্ডল এবং অটল দালালকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত করেন। আসামীগণ উক্ত দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল করিলে, বিচারপতি মিঃ কষ্টেলো, এস সি ঘোষ এবং হাওয়ার্ড আপীল ডিসমিস করিয়া দেন।

অভিযোগে প্রকাশ, গত ৬ই এপ্রিল রাত্রি ৯-৩০ মিনিটের সময় নীরদমোহন রায় নামক একজন সম্পত্তিশালী লোক তাহার পাকাবাড়ীর পূর্ব্বদিকের কোঠায় বসিয়া মন্ত্রপাঠ করিতেছিলেন। এমন সময় পিছন দিক হইতে তাহাকে গুলী করা হয়। সঙ্গে সঙ্গে তিনি আহত হইয়া পড়িয়া যান।

বাড়ীর স্ত্রীলোক প্রভৃতি অন্যান্য আত্মীয় স্বজন আসিয়াই সঙ্গে সঙ্গে নীরদবাবুর মৃত্যু হয়। নীরদবাবুর পুত্র হরিপদ পটকার শব্দ শুনিয়া টর্চ লইয়া দৌড়িয়া বাহির হন, এবং উহার আলোকে দুইজন লোককে দৌড়াইয়া যাইতে দেখেন। উহাদের মধ্যে একজনকে সে গোবিন্দ বলিয়া চিনিতে পারে। পুলিশ তদন্তের সময় আর একজন সাক্ষী ও বর্ত্তমান আসামীদিগকে বিচারার্থ চালান দেয়। প্রকাশ, সম্পত্তি লইয়া আসামীদের শত্রুতা ছিল। আরও প্রকাশ, আসামীগণ নীরদকে হত্যা করিবার ষড়যন্ত্র করে এবং গোবিন্দ ঐরূপ অতর্কিতভাবে আসিয়া পিস্তলের গুলী করিয়া তাহাকে হত্যা করে।

আসামীগণ দোষ অস্বীকার করিয়া বলে, সাক্ষ্য প্রমাণ বিশ্বাসের অযোগ্য। ইমানআলী গাজীকে মুক্তি দেওয়া হয়।

শ্রীযুত সুরেশচন্দ্র তালুকদার, শ্রীযুত গৌরীন্দ্রমোহন মুখার্জ্জি এবং ভূপেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত বলরাম ও যোগেন্দ্রের পক্ষে, শ্রীযুত রবীন্দ্র চৌধুরী গোবিন্দের পক্ষে, শ্রীযুত শিবচন্দ্র দাশগুপ্ত নিশিভূষণ রায় ও অটল দালালের পক্ষে এবং শ্রীযুত প্রবোধচন্দ্র চ্যাটার্জ্জি সরকার পক্ষে উপস্থিত ছিলেন।

মজঃফরপুরে অগ্নিকাণ্ড

গত ১৯শে মার্চ্চ বরাবাজার মহল্লায় এক অগ্নিকাণ্ড হয়। অগ্নিশিখা ক্রমশঃ বিস্তৃত হইয়া পড়ে এবং তিনকোঠিয়া অঞ্চলে গিয়া পৌঁছে। তথায় প্রায় ৩০ খানি অস্থায়ী গৃহ ভস্মীভূত হইয়াছে। জোর বাতাস বহিতেছিল বলিয়া আগুন নিভাইবার চেষ্টায় কোন ফল হয় নাই।

বন্দীর সশ্রম দণ্ড

বরিশালের সুরেন্দ্রনাথ সরকার এবং বাঁকুড়ার অন্তর্গত শালুয়ের মৃত্যুঞ্জয় বাঁড়ুয্যের বিরুদ্ধে ডাকাতির মামলা আনা হয়। স্পেশাল ম্যাজিষ্ট্রেট রায় বাহাদুর এন সি বসু ঐ মামলায় রায় দিয়াছেন।

আসামীদের দুইজনকেই সাত বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হইয়াছে। তাহারা অন্যান্য রাজনৈতিক অপরাধে কারাদণ্ড ভোগ করিতেছিল। জেল হইতে তাহাদিগকে বিচারার্থ আদালতে আনা হয়। বর্ত্তমান মামলায় তাহারা আত্মপক্ষ সমর্থন করে নাই। গত ১৯৩৩ সালে মির্জাপুর নামক স্থানে ডাকাতি সম্পর্কে এই মামলা দায়ের করা হয়।

ভূমিকম্প

গত বৃহস্পতিবার সকাল ৬টার সময় কলিকাতায় সামান্য ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে। কোনও ক্ষতি হয় নাই।

২১শে মার্চ্চ সকাল ৬টা ৮মিনিটের সময় শিলং ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে। তিনবার কম্পন হইয়াছিল। মাঝের বারেই প্রবল হইয়াছিল। কম্পন ১৫ সেকেণ্ডকাল স্থায়ী হইয়াছিল।

লোকে ভয়ে বাড়ী ঘর ছাড়িয়া রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িয়াছিল এবং উচ্চৈঃস্বরে হৈ হৈ করিতেছিল।

কোনও বিশেষ ক্ষতির সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

গত ৯টি সপ্তাহ যাবৎ আবহাওয়া অতীব শুষ্ক। গত তিন দিন যাবৎ বায়ুর আর্দ্রতা মাত্র ২৭ যাইতেছে।

"নামে নামে যমে টানে"

শেখপুরা জেলার মন্দী নামক স্থানে দুই ব্যক্তির এক নাম থাকায় এক বিভ্রাট হইয়া গিয়াছে। উপরিউক্ত স্থানের এক মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয়ের পণ্ডিত রাম রাখিয়া নামক জনৈক শিক্ষককে আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান করার অপরাধে প্রায় ১১ মাস পূর্ব্বে কার্য্য হইতে বরখাস্ত করা হয়। কিন্তু পরে জানা যায় যে, যে ব্যক্তি কংগ্রেসের আন্দোলনে যোগদান করিয়াছিলেন এই শিক্ষক সেই ব্যক্তি নহেন। এক জেলারই পণ্ডিত রাম রাখায়ল নামক জনৈক ব্যক্তি নানকানা সাহেব নামক গ্রামে একটি ঔষধালয়ে কম্পাউণ্ডারী করেন এবং তিনি কংগ্রেস আন্দোলনে জেল খাটিয়াছেন। একই নাম হওয়ায় এই শিক্ষককে সেই ব্যক্তি বলিয়া ভ্রম করা হইয়াছে। স্থানীয় কংগ্রেসের কাগজপত্র পর্যবেক্ষণ করিয়া নির্দোষ প্রমাণিত হওয়ায় উক্ত শিক্ষককে কমিশনারের আদেশক্রমে ঐ বিদ্যালয়ে পুনরায় শিক্ষকের পদে গ্রহণ করা হইয়াছে।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, নানকানা সাহেব গ্রামের রামা পণ্ডিত একজন বিখ্যাত কংগ্রেস কর্ম্মী এবং তিনি একাধিকবার জেল খাটিয়াছেন।

রিক্সা হইতে ১৩,৮০০ টাকা উধাও

বাঙ্গালোর কোর্ট টাউনের অধিবাসী মিঃ নারায়ণ চেট্টি পুলিশে সংবাদ দিয়াছেন যে, তাঁহার ১৩,৮০০ টাকার নোট হারাইয়া গিয়াছে। নোটগুলি সমস্তই একশত টাকার। প্রকাশ, মিঃ চেট্টি নোটের তাড়াগুলি এবং কতকগুলি দলিলপত্র লইয়া রিক্সায় চড়িয়া উকীলের বাড়ী যাইতেছিলেন, এমন সময় হঠাৎ দেখিতে পান যে, উহা তাঁহার কোল হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে।

১,০১,০০০ টাকা আত্মসাতের অভিযোগ

লক্ষ্মৌয়ের কনষ্ট্রাকসন সিন্ধ এণ্ড এশিয়া কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ ডব্লিউ আর পাটোসনকে লক্ষ্মৌয়ের পুলিশ দণ্ডবিধির ৪০৯ ধারা অনুসারে বিচারার্থ চালান দিয়াছে। লক্ষ্মৌয়ের প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ শালিগ্রাম টাণ্ডনের আদালতে বিচার হইবে।

প্রকাশ, আসামী ঐ ব্যাঙ্কের নীলাম বিক্রেতা। নীলাম বিক্রয়লব্ধ প্রায় ১,০১,০০০ টাকা উক্ত আসামী আত্মসাৎ করিয়াছে।

অর্থ আত্মসাতের অপরাধে দণ্ডিত

শ্রীরামপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ কে ম [illegible] ১০০৲ ও একটি [illegible] আত্মসাতের অভিযোগে [illegible] ৩০৲ [illegible] অনাদায়ে ৯ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। তদনীং দায়রা আদালতে দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপীল করা হইলে তাহা জজ [illegible] বহাল রাখেন। অতঃপর আসামী হাইকোর্টে আপীল করে।

বিচারপতি ও মিঃ [illegible] কাজী [illegible] এবং জামিনানা আসামী [illegible] করিবার আদেশ দিয়াছেন।

অভিযোগে প্রকাশ, ফরিয়াদী [illegible] তিনকড়ির ১০০৲ ও একটি মোহর চুরি করে। তিনকড়ি তা জানিতে পারিয়া হৈ চৈ করিতে আরম্ভ করে। সেই সময় তাহার প্রতিবেশী [illegible] উপস্থিত হয়। ফরিয়াদী ভয় পাইয়া টাকা ফেরত দেয়। [illegible] বলে চুরি যখন হইয়াছে তখন থানায় সংবাদ দিতে হইবে এবং পুলিশের রিপোর্ট না আসা পর্যন্ত ঐ টাকা আসামীর নিকট থাকিবে। তখন তিনকড়ি এর [illegible] আসামীকে টাকা ফেরত দেয়। গ্রামের লোকজন এই সংবাদ জানিতে পারিয়া আসামীকে ঐ টাকা ফেরত দিতে বলে। আসামী ঐ টাকা ফেরত দেয় না এবং বলে যে, ঐ টাকা থানায় জমা দিতে হইবে। এই বলিয়া সে থানার দিকে রওনা হয়। তিনকড়ি টাকা না পাইয়া ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট দরখাস্ত করে। ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীকে উপরিউক্ত দণ্ড দান করেন।

আসামীর পক্ষে বলা হয় যে, সে যখন [illegible] চোদ্দিশ টাকা ও একটী মোহর পাইয়াছিল এবং তাহা ফেরত দেওয়া হইয়াছে। সে তাহা নিজকাজে ব্যবহার না করায় কোনও অপরাধ হয় নাই। মিঃ [illegible] আসামীর পক্ষ সমর্থন করেন।

— · —

চৌর্য্য সন্দেহে ১৭ জন লোক হাজতে

গত বৃহস্পতিবার চৌর্য্য সন্দেহে [illegible] [illegible] ২৭ জনকে গ্রেপ্তার করিয়া হাজতে রাখা হইয়াছিল। গত [illegible] সকলকেই পুনরায় প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে হাজির করা হয়। [illegible] পক্ষে [illegible] দরখাস্ত করা হয়। একজন উকীল বলেন যে, [illegible] ব্যক্তিদের মধ্যে অন্ততঃ ৮ জন উকীলের মোক্তার। সুতরাং তাহাদিগকে জামিনে মুক্তি দেওয়া হউক।

জামিনের দরখাস্ত সম্পর্কে আপত্তি করিয়া চীফ কোর্ট ইন্‌স্পেক্টর বলেন, আসামীদের পাছে পকেট মার, প্রতারণা, সাইকেল চুরি প্রভৃতি বহু অপরাধ করা হইয়াছে। পকেট মারিবার [illegible] তাহারা নিজের চেষ্টায় হইলেই তাঁহার কাউন্টেবলের ও অনেক বই চুরি গিয়াছে।

ম্যাজিষ্ট্রেট মন্তব্য করেন যে, চৌর্য্য প্রভৃতি [illegible] কেলেঙ্কারীজনক কথা শুনিতেছি। তিনি এতদ্বারা উল্লেখ সম্বন্ধে বহু পারকার হইয়াছেন।

অস্ত্র আইনে এক বৎসর

প্রবীন প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট অস্ত্র আইনের ১৯(চ) ধারা অনুসারে [illegible] আলীকে এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। প্রকাশ, জোহার [illegible] রোডে আসামীর নিকট লাইসেন্সবিহীন একটী [illegible] রিভলভার পাওয়া যায়।

আসামী পক্ষে বলা হয় আবদুল [illegible] নামক এক ব্যক্তি তাহাকে ঐ রিভলভার দেয়; কিন্তু আসামী ঐ লোককে আদালতে হাজির করিতে পারে না।

নিয়োগ ও বদলী

কলিকাতার গেজেটে প্রকাশ, বিদায়-ভোগী ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু [illegible] চৌধুরী ত্রিপুরা জেলার সদরে নিয়োগ হইয়াছেন।

পুলিশ বিভাগ

১১ই মার্চ তারিখের এক আদেশে বাখরগঞ্জের ডেপুটী পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট খানবাহাদুর আবদুল [illegible] খান [illegible] পর্য্যন্ত বীরভূমের পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট নিয়োগ হইয়াছেন।

বীরভূম অস্থায়ী পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট রায় সতীশচন্দ্র ব্যানার্জী বাহাদুর ও [illegible] সাময়িকভাবে ইষ্টার্ণ বেঙ্গল ও আসাম রেলওয়ের পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট হইয়া সৈয়দপুরে বদলী হইলেন।

১১ই মার্চ তারিখের এক আদেশে বিনাবেতনে [illegible] ডেপুটি পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট খানবাহাদুর আবদুল [illegible] খান সাময়িকভাবে বাখরগঞ্জ জিলার সদরে নিয়োগ হইয়াছেন।

গোয়েন্দা বিভাগের পুলিশ ইন্‌স্পেক্টর বাবু সুরেন্দ্রনাথ সরকার পুনরাদেশ পর্য্যন্ত উক্ত বিভাগে ডেপুটী পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট নিযুক্ত হইলেন।

বিচার বিভাগ

অস্থায়ী মুন্সেফ মৌঃ [illegible] সরকার বর্ত্তমানে ময়মনসিংহ ট্রেনিং ইন্‌স্পেক্টরের কার্য্য করিতেছেন, তিনি উক্ত বিভাগ হইতে অস্থায়ীভাবে বাবু কালীনারায়ণ ভট্টাচার্য্যের বিদায়কালীন অথবা পুনরাদেশ পর্য্যন্ত মুন্সেফ নিযুক্ত হইয়াছেন।

হাইকোর্ট

২১শে মার্চ হইতে মিঃ জে এস সিম্পসন আর সি এস হাইকোর্টের আপীল বিভাগের রেজিষ্ট্রার নিযুক্ত হইয়াছেন।

ইটালীতে চাঞ্চল্যকর ঘটনা

গত বুধবার প্রাতঃকালে ইটালী পুলিশ সার্জন রোডের কোন এক বাড়ীর প্রাঙ্গণ হইতে অনেক লোককে গ্রেপ্তার করিয়াছে এবং তাহার নিকট কতকগুলি মালপত্র পাইয়াছে। ঐ [illegible] কোন এক বাড়ী হইতে অপহৃত হইয়াছিল বলিয়া সন্দেহ হয়।

অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ যে ইটালী থানার এলাকাধীন অঞ্চলের বাসিন্দা অনেক বাঙ্গালা ভদ্রলোকের স্ত্রী ঘুম হইতে উঠিয়া তাহাদের ঘরের নিকটে অনেক লোককে সন্দেহজনক ভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখিয়া চীৎকার করিয়া উঠেন। তাহার স্বামী আগন্তুককে ঐ বেপাইবার উদ্দেশ্য পুছে [illegible] চোরের বলিয়া প্রকাশ। [illegible] তার পর দুই একজন লোককে পার্শ্বের বাড়ীতে লাফ দিয়া চলিয়া যাইতে দেখা যায় এবং তৎপরে সে দেওয়াল টপকাইয়া পর অন্য বাড়ীতে চলিয়া যায়। তাহার লোকজন তাহার পশ্চাদ্ধাবন করে কিন্তু উক্ত বাড়ীতে প্রবেশ করার পর তাহাকে আর দেখিতে পাওয়া যায় না। ইতোমধ্যে থানায় খবর দেওয়া হয় [illegible] এবং [illegible] স্থানীয় লোক জনের সাহায্যে উক্ত বাড়ীটি ঘেরাও করিয়া ফেলে। ভোর বেলা একটি তেতুল গাছের শাখার উপর সন্দেহ জনক লোকটিকে দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাকে গাছ হইতে নামিয়া আসিতে বাধ্য করা হয় এবং তাহার শরীর তল্লাসী করিয়া কতকগুলি জিনিষপত্র পাওয়া যায়। পরে ঐগুলি মিঃ [illegible] বলিয়া সনাক্ত করা হয়। সন্দেহ জনক লোকটী পুলিশের নিকট একটী জবানবন্দী প্রদান করে। ফলে আরও কয়েকস্থানে খানাতল্লাসী হয় এবং কতক মালপত্র পাওয়া যায়। এইগুলি পাঁচটি বিভিন্ন স্থানে চুরি হইয়া অপহৃত হইয়াছিল বলিয়া প্রকাশ। পুলিশ এই সম্পর্কে আরও দুইজন লোককে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

বিষাক্ত তাড়িপানের ফল

[illegible] এক সংবাদে প্রকাশ যে, [illegible] ১৩ই মার্চ মধ্যাহ্নে [illegible] গ্রামের [illegible], অধর ভূঞা ও পাচু ভূঞা নামক [illegible] বাড়ীর সম্মুখে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। তাহারা নাকি প্রচুর পরিমাণে তাড়ি পান করিয়াছিল। এরূপ অনুমান হয় যে, তাড়ির সহিত কোনও প্রকার বিষ মিশ্রিত করা হইয়াছিল। সম্ভবতঃ গাছে তাড়ি বা মধুর পূর্বে হাড়িতে [illegible] বিষ দিয়া রাখা হইয়াছিল। [illegible] সম্পর্কে [illegible] চলিতেছে। [illegible]

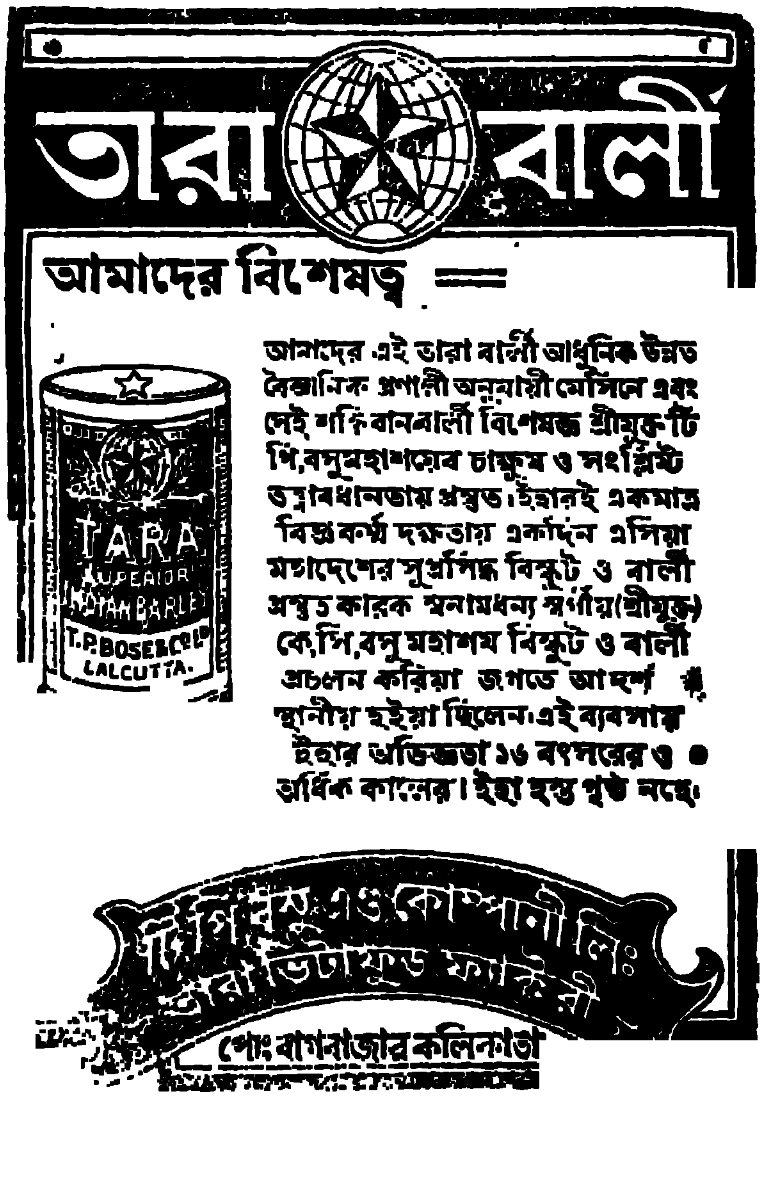

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়-
স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১০ম বর্ষ | বিষ্ণু গৌরাব্দ ৪৪৯, | চৈত্র বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ২৫শে মার্চ খৃঃ ১৯৩৫ সোমবার | ২০শ সংখ্যা

শ্রীধাম মায়াপুর দর্শনে স্বাধীন ত্রিপুরার মহারাজ

বিভিন্ন স্থানে সাদর সম্বর্দ্ধনা

স্বাধীন ত্রিপুরাধিপতি বিষম-সমর-বিজয়ী পঞ্চশ্রীক চন্দ্রবংশাবতংস বীরবিক্রমকিশোর দেববর্ম্ম মাণিক্য বাহাদুর গত ৬ই চৈত্র, ২০শে মার্চ বুধবার শ্রীধাম মায়াপুর দর্শনার্থ কলিকাতা হইতে পাত্রমিত্রগণসহ চিটাগং মেলে যাত্রা করেন। রাণাঘাটে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি সহ নদীয়া জেলাবোর্ডের চেয়ারম্যান রায় শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বাহাদুর মহারাজ মহোদয়কে অভ্যর্থনা করিয়া পুষ্পমাল্য প্রদান করেন। কৃষ্ণনগর সিটি ষ্টেশনে কৃষ্ণনগর মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান শ্রীসুধীর মৌলিক, গবর্ণমেন্ট প্লীডার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র বসু, প্লীডার সতীজীবন চট্টোপাধ্যায় এবং আরও বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ত্রিপুরাধীশ্বরকে সাদর সম্বর্দ্ধনা করেন; শ্রীযুক্ত সুধীর মৌলিক মহারাজের গলদেশে পুষ্পমাল্য প্রদান করেন। কৃষ্ণনগর হইতে মহারাজ মহোদয় পাত্রমিত্রসহ মোটরযোগে শ্রীধাম মায়াপুরে আগমন করেন। হুলোরঘাটে শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পক্ষ হইতে ত্রিদণ্ডিপাদ, অন্যান্য সাধুবৃন্দ ও শত শত ভদ্রমহোদয়সহ সভার সাধারণ সম্পাদক মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক পণ্ডিত শ্রীমৎ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ ভাগবতরত্ন মহোদয় ত্রিপুরাধিপতিকে অভ্যর্থনা করিয়া পুষ্পমাল্য প্রদান করেন। এই স্থান হইতে মহারাজ মহোদয় মোটরযোগে ভক্তিবিজয়-ভবনের দ্বারদেশে উপস্থিত হইলে শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পাত্ররাজ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করিয়া লইয়া যান। মহারাজের জন্য নির্দ্দিষ্ট স্থানে শ্রীল প্রভুপাদের সহিত মহারাজের কিছুকাল আলাপ হয়। মহারাজ মহোদয় পাত্রমিত্রসহ বেলা ১১টা ৫০ মিনিটের সময় ভক্তিবিজয়-ভবনে উপস্থিত হন।

শ্রীযোগপীঠে সভায় যোগদান

মহামান্য ত্রিপুরাধিপতি ভক্তিবিজয়-ভবনে মধ্যাহ্ন-প্রসাদ-সম্মানান্তে কিছুকাল বিশ্রাম করিয়া অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকার সময় শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের জন্মভিটা শ্রীযোগপীঠে আহূত বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার বিরাট সভায় শুভবিজয়পূর্ব্বক সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। তৎপূর্ব্বে শ্রীল প্রভুপাদ সভায় শুভ পদার্পণ করিলে উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণ দণ্ডায়মান হইয়া আচার্য্যবর্য্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন। ত্রিপুরাধিপতি উপস্থিত হইলে শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করিয়া লইয়া যান এবং সভার সকলেই দণ্ডায়মান হইয়া মহারাজকে যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করেন।

সভার উচ্চ বেদীতে দুইটী সুদৃশ্য সিংহাসন স্থাপিত হইয়াছিল—একটী মহারাজ মহোদয়ের এবং অপরটী শ্রীল প্রভুপাদের জন্য। তাঁহারা আসন গ্রহণ করিলে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ ত্রিপুরাধিপতির এবং মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিসারঙ্গ প্রভু শ্রীল প্রভুপাদের গলদেশে পুষ্পমালিকা অর্পণ করেন। সভামণ্ডপটী বিভিন্ন বর্ণের বস্ত্রে অতি সুন্দররূপে সজ্জিত হইয়াছিল।

[সম্বর্দ্ধনা-সঙ্গীত ৪র্থ পৃষ্ঠার শেষ কলমে দ্রষ্টব্য]

অভিনন্দন পত্র

সম্বর্দ্ধনা-সঙ্গীতের পর শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পক্ষ হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি মহারাজ, মহারাজ মহোদয়কে প্রদত্ত, বঙ্গভাষায় রচিত অভিনন্দন-পত্রটী পাঠ করেন। তৎপরে শ্রীনবদ্বীপ-ধাম প্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন এম-এ, বি এল মহোদয় সংস্কৃত অভিনন্দন-পত্র এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-প্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে ইংরেজী ভাষায় রচিত অভিনন্দন-পত্র পাঠ করেন।

সভাপতির অভিভাষণ

অভিনন্দন পাঠের পর সভাপতি স্বাধীন ত্রিপুরেশ্বর বিষম-সমরবিজয়ী পঞ্চশ্রীক বীরবিক্রমকিশোর দেববর্ম্ম মাণিক্য বাহাদুর নিম্নলিখিত অভিভাষণ পাঠ করেন।

শ্রদ্ধেয় সরস্বতী মহারাজ এবং সভ্য মহোদয়গণ,

অনেকদিন হইতে বঙ্গদেশের বিদ্যাপীঠ ও পুণ্যভূমি নবদ্বীপধাম দর্শনে আমার বিশেষ ইচ্ছা। আজ আপনাদের আহ্বানে ও ভগবৎকৃপায় সে অভিলাষ পূর্ণ হইল।

আমাদের পরিবার গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্ত, এজন্য শ্রীশ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর জন্ম ও লীলাস্থান আমার বিশেষ আদরের সামগ্রী। প্রায় ৪০ বৎসর পূর্ব্বে মদীয় পরমপূজনীয় প্রপিতামহ পুণ্যশ্লোক স্বর্গীয় মহারাজ বীরচন্দ্রমাণিক্য বাহাদুর শ্রীধাম-মায়াপুরে এই ভগবন্নিকেতন-স্থাপনে সহায়তা করিয়াছিলেন, এবং মদীয় পরমারাধ্য পিতামহ স্বর্গীয় মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্য বাহাদুর এই স্থানে শ্রীশ্রীরাধামাধব প্রতিষ্ঠা করেন। তাই আজ এই নবনির্ম্মিত বিরাট মন্দির প্রবেশ উৎসবে যোগদান করিয়া বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছি এবং এই নবনির্ম্মিত মন্দিরের ব্যয়ভার বহনকারী শ্রীযুক্ত সখীচরণ রায় মহাশয়ের সেবাচেষ্টা বিশেষভাবে অনুভব করিয়াছি।

আপনাদের কলিকাতা ও গৌড়ীয় মঠে সভবারে উপস্থিত হইয়া সমগ্র ভারতে ও ইউরোপে বিশুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্ম-প্রচারের সংবাদ অবগত হওয়া সুখী হইয়াছিলাম। অদ্য আপনাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও সাধনাজনিত কার্য্যকলাপের উপলব্ধি করিয়া বিপুল আনন্দ অনুভব করিতেছি। আপনাদের এই শুভ অনুষ্ঠানে আমার সম্পূর্ণ আন্তরিক সহানুভূতি আছে। ভগবৎ-সমীপে প্রার্থনা করি আপনাদের এই মহদুদ্দেশ্য সুফলপ্রসূ হউক। পরিশেষে আপনারা আমার অভ্যর্থনার নিমিত্ত যে আয়োজন করিয়াছেন, তজ্জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৫ বিষ্ণু, শনিবার, গৌরাব্দ ৪৪৮

মনু

শ্রীভগবানের পাদপদ্ম-ধ্যানরত স্বয়ম্ভুব আদি মনু ব্রহ্মার দেহ হইতে এবং শতরূপা বামাঙ্গ হইতে জন্মগ্রহণ করেন। স্বয়ম্ভু মনুকে সপ্তদ্বীপা বসুমতীর পৃথিবীর রাজপদে অভিষিক্ত করিয়া শতরূপাকে তাঁহার মহিষী করিলেন। মহাত্মা মনুর ঔরসে সাধ্বী শতরূপার গর্ভে দুই পুত্র ও তিন কন্যা উৎপন্ন হইল। পুত্রদ্বয়ের নাম,—প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ। আর কন্যাত্রয়ের নাম,—আকূতি, দেবহূতি ও প্রসূতি। মনু রুচির সহিত আকূতি, কর্দ্দম ঋষির সহিত দেবহূতি এবং দক্ষের সহিত প্রসূতির বিবাহ দিলেন। ইঁহাদের সন্তানেই জগৎ প্রজাপূর্ণ হইল পরম ভাগবত পুত্র প্রিয়ব্রতের সহিত বিশ্বকর্ম্ম-দুহিতা বর্হিষ্মতীর এবং উত্তানপাদের সহিত সুনীতি ও সুরুচি নাম্নী দুইটী কন্যার বিবাহ হয়। মনুর আজ্ঞায় তাঁহার দুই পুত্রই পৃথিবী পালন করিয়াছিলেন। পুত্রদ্বয়কে রাজ্য ভার দিয়া তিনি হরি-সাধনায় গমন করেন

মনুপুত্র উত্তানপাদের মহিষী সুনীতির গর্ভে পরম হরিভক্ত মহাত্মা ধ্রুবের জন্ম হয়। শ্রীভগবানের বরলাভের পর, ধ্রুব ভবনে ফিরিয়া যথাসময়ে পিতৃদত্ত রাজপদে অধিষ্ঠিত হইয়া রাজ্যপালন করিতেছিলেন। এই সময় তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা উত্তম মৃগয়া করিতে গিয়া এক মহাবল যক্ষ কর্ত্তৃক নিহত হন। ইহাতে ধ্রুব যক্ষগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। তিনি অলকায় গিয়া অযুত বিক্রমে যক্ষগণকে যুদ্ধে বধ করিয়া সংহার করিতে লাগিলেন। অসংখ্য যক্ষ তাঁহার হস্তে প্রাণত্যাগ করিলেন, তাঁহার পিতামহ মনু তখন বিষ্ণু-বিষ্ণু-জপাদর গৃহ হইতে স্বতন্ত্র হইয়া ঊর্দ্ধলোকে ঋষিগণ সহ শ্রীহরির আরাধনায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি ধার্ম্মিক ধ্রুবের এরূপ মাৎসর্য্যের সমাচার প্রাপ্ত হইয়া সত্বর মহাবীর পৌত্রের সকাশে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে ঐ অসৎ উদ্যম হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য সদুপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন।

মনু বলিলেন—"বৎস, তুমি এ কি করিতেছ? একের অপরাধে এত নিরপরাধ প্রাণীর প্রাণবধ করিতেছ! বুদ্ধিমান্ দেহে আত্মবোধ করিয়া পশু বা পশুবৎ প্রাণীরাই পরস্পরকে হিংসা করে, বধ করে, কিন্তু তোমার মত ব্যক্তির কি ইহা কর্ত্তব্য? শ্রীহরির শরণাগত সাধুদের কি এই পথ? তুমি সর্ব্বভূতের প্রাণ স্বরূপ সর্ব্বাত্মা শ্রীহরির আরাধনা করিয়া তাঁহার দুরারাধ্য পদ প্রাপ্ত হইয়াছ। হরিপরায়ণ সাধুগণ 'হরিভক্ত' বলিয়া তোমার গুণ কীর্ত্তন করেন। তুমি আমার মত আত্মজ হইয়া এমন অপকর্ম্মে রত হইলে কিরূপে? হরিভক্তের নিকট শত্রু, মিত্র, মান-অপমান, সম্পদ-বিপদ তুল্যরূপে দৃষ্ট হইয়া কোনরূপ মনঃক্ষোভ ঘটাইতে পারে না। সর্ব্বজীবে, সকল বিষয়ে তাঁহাদের সমদৃষ্টি। বৎস তাহাতেই সর্ব্বপ্রাণময় পরমেশ শ্রীহরি তাঁহাদের প্রতি প্রসন্ন। বৎস আরও দেখ দেখি কে কাহার আত্মীয়, কে কাহার পর, আর কেহ বা কাহাকে বধ করিতে পারে? শ্রীভগবানই সকলের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারের মূলীভূত কারণ। "রাখে হরি মারে কে? মারে হরি রাখে কে?" —এ-কথা যে বালকের মুখেও শুনা যায়। সকল জীবই স্ব-স্ব কর্ম্মের অধীন হইয়া কালচক্রে জন্মমৃত্যুমার্গে ভ্রমণ করিতেছে। তাহা অন্যথা করিবে কে? শ্রীহরিই এই অখিল বিশ্বের কর্ত্তা অদ্বিতীয় নিয়ন্তা। তাঁহার বিগুণা মায়াশক্তি বহির্জগতে কার্য্য করিতেছে। তাঁহার ঐ মায়া মৃত্যুরূপে হরিবিমুখজনকে গ্রাস করিতেছে, পুনঃ পুনঃ গিলিতেছে আবার উগরিতেছে। কিন্তু হরি স্বীয় ভক্তগণের পক্ষে অমৃতস্বরূপ হইয়া ঐ মৃত্যুরূপিণী মায়া-রাক্ষসীর করাল কবল হইতে তাঁহাদিগকে রক্ষা করিতেছেন। বিশ্বস্রষ্টা ব্রহ্মাদি দেবগণ, নাসিকায় রজ্জুবদ্ধ বলীবর্দ্দের ন্যায় তাঁহারই পূজা-উপহার সমস্ত মস্তকে বহন করিতেছেন।

> তমেব মৃত্যুমমৃতং তাত দৈবং
> সর্ব্বাত্মনোপেহি জগৎপরায়ণম্।
> যস্মৈ বলিং বিশ্বসৃজো হরন্তি
> গাবো যথা বৈ নসি দামযন্ত্রিতাঃ॥"
>
> (শ্রীভাঃ ৪।১১।২৭)

"বৎস,—পঞ্চবর্ষ বয়সে তুমি বিমাতার বাক্যবাণে বিদ্ধ হইয়া জননীকে ত্যাগ করিয়া যে পদ্মপলাশলোচন শ্রীহরির সর্ব্বসম্পৎপ্রদ শ্রীচরণে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলে এবং যাঁহার কৃপায় ত্রিলোকীর মস্তকে পরি পরম দুর্লভ স্থান লাভ করিয়াছ তাঁহারই আরাধনায় রত হও। সমগ্র জীব জগতের প্রাণ-স্বরূপ আত্মবন্ধু একমাত্র তিনিই। কাহাকে আত্মীয় ভাবিয়া মোহের বশে কি করিতেছ? এ চিত্তবিকার পরিত্যাগ কর। ক্রোধ জীবের পরম শত্রু। হিতকামী ব্যক্তির কদাচ ক্রোধের বশবর্ত্তী হওয়া উচিত নহে। আর দেখ ধনাধিপ কুবের পরম বৈষ্ণব ভগবান্ গিরীশের ভ্রাতা যক্ষগণ কুবেরেরই আশ্রিত। তুমি বৈষ্ণব অপরাধ করিতেছ। শীঘ্র যাও, সেই বৈষ্ণব-শিরোমণি শিব-সকাশে গিয়া তাঁহার পূজা ও পাদবন্দনা করিয়া প্রসাদ ভিক্ষা কর।"

মহাত্মা মনু এইরূপে পৌত্র ধ্রুবকে রক্ষা করিয়া স্বগণে স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। সাধুশীল ধ্রুব অবনতমস্তকে তাঁহার আদেশ পালন করিলেন।

মহাত্মা মনু যখন শতবর্ষব্যাপী কঠোর তপস্যায় হরি-আরাধনা করিতেছিলেন, তখন তিনি এই সকল কথা চিন্তা করিতেন,— "হায়, জীবগণ বিষয় লইয়া কত মুগ্ধ হইয়া আছে; যিনি অন্তরে বাহিরে সর্ব্বত্র আছেন, যিনি সকলের চৈতন্যস্বরূপ, যিনি সর্ব্বদা সকলকে রক্ষা করিতেছেন, যিনি মূলাধার-রূপে সকলকে ধারণ করিয়া আছেন, তাঁহার কথা একবারও তাহারা ভাবিতেছে না। অহো, জীবগণ তোমরা করিতেছ কি? নিজের জন্য লোকের বশে পরস্পর কত দ্বন্দ্ব করিতেছ! অমূল্য জীবন এমন বৃথা ক্ষয় করিতেছ কেন? যদি মঙ্গল ইচ্ছা কর, সেই সর্ব্বাশ্রয় স্বতন্ত্র শ্রীহরির আরাধনা কর। হরি হে, তোমার অনন্ত বৈভব, অপার মহিমা; তুমি সংসারাদি সকলের অতীত অধীশ্বর। তুমি স্বয়ং পরিপূর্ণ, স্বপ্রকাশ ও নিত্যস্বরূপ। প্রভো, আমি তোমার শরণাগত, আমাকে দেখা দাও। আমার জন্ম সফল কর।"

তপস্যারত মহাত্মা মনুকে অসহায় ও অবশ ভাবিয়া এক সময় তাঁহাকে কয়েকটী রাক্ষস গ্রাস করিতে উদ্যত হইলে শ্রীহরি তাহাদিগকে সংহার করিয়া স্বীয় শরণাগত ভক্তকে রক্ষা করিয়াছিলেন।

মহাত্মা মনুর দেবহূতি কন্যায় শ্রীকপিল এবং আকূতি কন্যায় যজ্ঞ এই দুইটী বিষ্ণুর অবতার প্রকটিত হইয়াছিলেন।

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

পরমার্থ-রত্নরাজিতে সুশোভিত

ভিক্ষা—প্রথম খণ্ড ১৲ এক টাকা।

দ্বিতীয় খণ্ড—৷৷৹ বার আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর

সৎক্রিয়াসারদীপিকা

তৃতীয়-সংস্করণ

প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা ১৷৹

নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন

গ্রন্থ-বিভাগ শ্রীচৈতন্যমঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

পরিক্রমান্তে নিবেদন

[শ্রীসজ্জনানন্দ দাস অধিকারী]

যাঁহার কৃপায়, এ মর ধরায়,
মোরা সব দেশবাসী,
বছরের শেষে, গৌরপুণ্য দেশে,
মিলিনু সকলে আসি';
যাঁহার আহ্বানে, সবর্ব সদনে,
দীন হীন আর্ত্তজন,
পঙ্গু কিংবা মূক, ত্যজি' দুঃখ-সুখ,
এমিল গৌরবন।
পিতা মাতা হ'তে, সকরুণ চিতে,
আশ্রয় প্রদানি' সবে,
উৎসবাদি দানে নাম-সংকীর্ত্তনে,
ভাসিবারে এই ভবে,
যেই মহাজন, অবতারণ,
নিবারিতে ভবক্ষুধা,
বিষয়ের নেশা, ভোগের পিপাসা,
বিতরিতে নাম-সুধা।
নিবৃত্তি-সমাধি- পথেরে আবেশি',
যেই গুরু গৌরজন,
দীনে উদ্ধারিতে, অশেষ বিশেষে,
করি' প্রেম বিতরণ।
যাঁহার ইঙ্গিতে প্রাণ পরিপাতে,
সেবাকারী জনগণ,
নবদ্বীপ দেশে ল'য়ে ভক্ত সাথে
করাইল পর্য্যটন।
সেই মহাজনে, তাঁহার চরণে,
কি দিয়ে পূজিব মোরা;
কি আছে মোদের এ সব দীনের,
তাই ভেবে আত্মহারা।
বিনা নয়নের, অশ্রু আনন্দের,
নীরবে বহিছে যাহা,
ফুটিতে সে-পদ, হ'য়ে গদগদ,
কি আর আছয়ে আহা।
যেবা অন্তর্যামী, হৃদয়ের স্বামী,
সকল জানেন যিনি,
বুকের ভরসা, একমাত্র আশা,
দীনের সম্বল যিনি।
অজ্ঞানান্ধ জনে, জ্ঞানাঞ্জন-দানে,
চক্ষু প্রদানিল যেই,
দুঃখেবী জনে, টেনে সন্ধানে,
বন্ধন খসাতে যেই।
পরিক্রমা ছলে, অতি সুকৌশলে,
কিংবা প্রদর্শনী-দ্বারে,
মোহ দূরভায়া, জগদ্ধাত্রী মায়া,
তাড়াইছে এ সংসারে।
বাচাল মূকেরে, অন্ধ অন্তরেরে,
করিল আক্রোশে যেই,
আর্ত্তে শান্তিদাতা, পাতকের ত্রাতা,
তাঁ'র পদ সদা সেবি;
চরণে তাঁহার, করি নমস্কার,
এই এক নিবেদন,
জন্মে জন্মে যেন, সদয় এমেন,
প্রভুতে রহয়ে মন।

কপিল

(৪)

ভক্তবরে আপত্তি করিয়া সাংখ্যকার বলিয়াছেন,—ঈশ্বর-বিষয়ক শাস্ত্রবাক্যসকল মুক্তাত্মাদিগের প্রশংসাসূচক অথবা অণিমাদি-সিদ্ধিযুক্ত ব্রহ্মাবিষ্ণুরুদ্রাদির উপাসনা-পর। ইহা ব্যতীত নিরীশ্বর-সাংখ্যদর্শনে ভাগবতীয় কপিলের অনেক বিরোধী মতসমূহ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। সাংখ্যদর্শন-লেখক নিরীশ্বর কপিলের মতে—জড়া প্রকৃতিই জগৎকারণ কিন্তু ভাগবতোক্ত দেবহূতি কপিলদেবের মত বা বেদের মত তাহা নহে। এইজন্য পদ্মপুরাণাদি শাস্ত্রে দুইজন কপিলের কথা উল্লেখ আছে যথা,—

কপিলো বাসুদেবাখ্যঃ সাংখ্যং তত্ত্বং
জগাদ হ।
ব্রহ্মাদিভ্যশ্চ দেবেভ্যো ভৃগ্বাদিভ্যস্তথৈব চ।
তথৈবাসুরয়ে সর্ব্বং বেদার্থৈরুপবৃংহিতম্।
সর্ব্ববেদবিরুদ্ধঞ্চ কপিলোহন্যো জগাদ হ।
সাংখ্যমাসুরয়েহন্যস্মৈ কুতর্ক-পরিবৃংহিতম্॥

সুতরাং কপিল দুই জন,—একজন ঈশ্বরাবতার, আর একজন নিরীশ্বর। ভগবান্ কপিল স্বায়ম্ভুবমন্বন্তরে কর্দ্দম বাসুদেবাংশ, তিনি ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণ, ভৃগু প্রভৃতি ঋষিবর্গ ও 'আসুরি' নামক ব্রাহ্মণ ও স্বীয় জননীকে সর্ব্ববেদার্থ সম্মত সাংখ্যতত্ত্ব উপদেশ করেন। আর নিরীশ্বর কপিল অগ্নিবংশজ; তাঁহার নিরীশ্বর সাংখ্যদর্শন প্রণয়ন করেন এবং বৌদ্ধমতাবলম্বী 'আসুরি' নামক অপর ব্রাহ্মণকে সর্ব্ববেদবিরুদ্ধ কুতর্ক পরিপূর্ণ সাংখ্যতত্ত্ব উপদেশ করেন। কর্দ্দম কপিল সত্যযুগে আবির্ভূত হন। অগ্নিবংশজ নাস্তিকবাদ প্রচারক কপিল ত্রেতাযুগে উদ্ভূত হ'ন। দেবহূতি-নন্দন কপিলই সেশ্বর সাংখ্যদর্শনের আবিষ্কর্ত্তা। তিনি যদিও 'সাংখ্যদর্শন' নামে কোনও বিশেষ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন নাই তথাপি তৎকৃত সাংখ্যমত শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থে সুস্পষ্টরূপে পাওয়া যায়। কপিলদেব মাতা দেবহূতিকে যে সাংখ্যমত বলিয়াছেন, তাহাতে অষ্টাঙ্গযোগেরও কথা পাওয়া যায়। এমন কি সালোক্যাদি মুক্তিকে পর্য্যন্ত তিনি নিঃস্বরূপে গর্হণ করিয়াছেন। **নিরীশ্বর কপিল পঞ্চবিংশতিতত্ত্ববাদী; ভগবদবতার** আদি কপিল ষড়্বিংশতি-তত্ত্ববাদী। ত্রেতাযুগের অগ্নিবংশজ কপিলই ভগবদবতার আদি-কপিলোক্ত সাংখ্যতত্ত্ব গ্রন্থ বিকৃত করিয়া 'সাংখ্যদর্শন' নামে প্রচার করেন। কিন্তু ত্রেতাযুগের অগ্নিবংশজ কপিলের পঞ্চবিংশতিতত্ত্বপ্রতিপাদক সাংখ্যদর্শনাদির সত্যযুগের আদি কপিলের ষড়্বিংশতিতত্ত্ব-প্রতিপাদক সাংখ্যমতের সহিত সমতুল্য হইলেও উভয়ে বহুপার্থক্য আছে। ঐরূপ মতই প্রতিবিম্ব নাস্তিক্যমত। পদ্মপুরাণে লিখিত আছে—

"অক্ষপাদপ্রণীত ন্যায়দর্শন, কণাদপ্রণীত বৈশেষিক দর্শন, কপিলপ্রণীত সাংখ্যদর্শন এবং পতঞ্জলিকৃত যোগদর্শনের শ্রুতিবিরুদ্ধ অংশসকল ব্রহ্মজ্ঞ সাধুগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত।" বিষ্ণুপুরাণে উক্ত হইয়াছে,—তত্ত্বতঃ নিরীশ্বরমত স্বীকার করিয়া সাংখ্যাদি শাস্ত্র যুক্ত হইয়াছে; অসুরগণের মোহনার্থ এরূপ কৌশল করা হইয়াছে। অতএব সুধীগণ উহাদের হেয়াংশ পরিত্যাগ করিয়া উপাদেয়াংশই গ্রহণ করিবেন

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"

(২)

টাকাই স্বর্গ, টাকাই ধর্ম্ম, টাকাই পরম তপঃ বলিয়া আদরণীয় হবে। জীবনকে সুখময় করিতে হইলে যে নৈতিক চরিত্রগঠনের বিশেষ আবশ্যকতা আছে, তাহা কি ছাত্রজীবনে লক্ষীকৃত বিষয় হবে না? ছাত্রজীবনে যদি তাহা লক্ষ্যের বিষয় না হয়, তবে হৃদয় এরূপ অসার হইয়া যায়, যে ভাবিকালে আর কোন প্রকার সদুপদেশ কার্য্যকরী হয় না।

বর্ত্তমানকালে যেরূপ শিক্ষার স্রোত প্রবাহিত হইতেছে তাহাতে কি বৃদ্ধ, কি প্রৌঢ়, কি যুবক, কি বালক ছাত্র সকলেই ভোগের স্রোতে গা ভাসাইয়া দিয়াছে ও দিতেছে। চাই কেবল ভোগ আর ভোগ! সংসারে বাস্তব অভাবের পরিমাণ অধিক না থাকিলেও, প্রত্যেকমুহূর্ত্তে আমরা ক'রত অভাবের অবতারণা করিতেছি এবং নিবারণ জন্য আপ্রাণ ও আজীবন চেষ্টা করিতে করিতে শেষে মৃত্যু বরণ করিতেছি; তাহাতেও কিন্তু আশার নিবৃত্তি হইতেছে না।

এখন মৃগতৃষ্ণিকার পশ্চাদ্ধাবনপূর্ব্বক বুঝিতে পারিতেছি না যে

'সুখের আশায় এ ঘর বাঁধিনু
আগুনে পুড়িয়া গেল।'

সুখী হইবার আশায় যে আগুন প্রজ্জ্বলিত করিলাম, সে আগুনেই আমাকে আত্মাহুতি দিতে হইল। ভোগবাদীর ভোগের পথে বিপদই এই যে, প্রত্যেক মুহূর্ত্তে নূতন নূতন অভাব সৃষ্ট হইতে থাকিবে, যাহার কোনদিন বিরাম হইবে না।

হায়! হায়! বাল্যকাল হইতে ছাত্রজীবন ভোগপথে ভাসিয়া যাইতেছে, কাণ্ডারীবিহীন নৌকার মত কোথায় যাইতেছে, সমুদ্রে কোথাও কোন কূল পাইব কি তাহা ভাবিয়া বিবেচনা সদুপদেশ দেখা যায় না। বিদ্যাশিক্ষা লাভ কর, বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠ উপাধিলাভ কর, প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন কর অর্থাৎ কনক, কামিনী এবং প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন কর, যাহাতে জগতের উপর প্রভুত্ব করিতে পার তজ্জন্য যত্নবান হও, তাহাতেই তোমার মনুষ্যত্ব বজায় থাকিবে। ইহাতে যদি তোমার নৈতিক চরিত্রের কিছু ন্যূনতা থাকিয়া যায় বা পারমার্থিকের পূর্ণ অভাবও দৃষ্ট হয়, তাহাতে বিশেষ কিছু আসে যায় না। তবে যদি ঐগুলির সঙ্গে সঙ্গে মনুষ্যসমাজের সামাজিক উপকার কিছু করিতে পার, তাহা হইলেই তোমার জয় জয়কার! ইহা হইলেই আর—

আহার-নিদ্রা-ভয়মৈথুনঞ্চ সামান্যমেতৎ
পশুভির্নরাণাম্।
ধর্ম্মোহি তেষামধিকো বিশেষো
ধর্ম্মেণ হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ

—এই সকল শাস্ত্রবাণী শ্রবণ বা লক্ষ্য করিবার কিছু আবশ্যক থাকিবে না।

ছাত্রজীবনে "হিতোপদেশ" পাঠকালে পড়া যায় বটে

"অজরামরবৎ প্রাজ্ঞো বিদ্যামর্থঞ্চ চিন্তয়েৎ
গৃহীত ইব কেশেষু মৃত্যুনা ধর্ম্মমাচরেৎ॥"

কিন্তু এই শ্লোকের প্রথম চরণের উপাদেয় বিবেচিত অর্থাৎ 'নিজেকে অজর, অমর মনে করিয়া বিদ্যা ও অর্থ চিন্তা করা উচিত' আমাদের জীবনের একমাত্র সাধ্য ও লক্ষ্য বিষয় হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু উক্ত শ্লোকের দ্বিতীয় চরণের উপদেশ নিত্য যে ধর্ম্মাচরণ তাহা একেবারেই উপেক্ষিত হইয়া যায় ইহার কারণ কি? কারণানুসন্ধানে দেখা যায় যে, ছাত্রজীবনে শিক্ষকগণের মধ্যেই ঐরূপ শিক্ষার অভাব। শিক্ষকগণই যদি সুষ্ঠুভাবে মনুষ্যত্বের সার্থকতা কি, মনুষ্যের ধর্ম্ম বা কি, এ সকল বিষয় অবগত না থাকেন, তবে ছাত্রগণ কি প্রকারে উন্নত বা শিক্ষিত হইতে পারে? শিক্ষকশ্রেণীর যদি প্রকৃত পথের সন্ধান জানা না থাকে, তাঁহারা যদি চক্ষুগ্রাহ্য বাহ্যবিষয়সমূহকেই বহুমানন করিয়া নিজ নিজ প্রকৃত স্বার্থের কথায় অজ্ঞ থাকিয়া স্বার্থের একমাত্র গতি শ্রীভগবানের তত্ত্ব না জানেন, তবে ছাত্রগণেরও এক অন্ধপঙ্গুর চালিত হইয়া অন্ধ অন্ধের ন্যায় পথে পতন ব্যতীত অন্য গতি নাই। তাই সংস্কৃতশাস্ত্রে আমরা দেখিতে পাই—

নতে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুং
দুরাশয়া যে বহিরর্থমানিনঃ।
অন্ধা যথান্ধৈরুপনীয়মানা-
স্তেঽপীশতন্ত্র্যামুরুদাম্নি বদ্ধাঃ॥
(ভাঃ ৭।৫।৩১)

কিন্তু বিশ্ববাসী ও সংস্কারের স্রোতে ভাসমান। Majority of votes এর যুগে সাধুর বাক্য ও যুক্তি কথা, শাস্ত্রবাণী বা শাস্ত্রশাসন ঐরূপ ভোটের সাংখ্যাধিক্যের অতল জলে ডুবাইয়া যাইতেছে। সাধু ও শাস্ত্রবাণী জনমতের অতল সমুদ্রে তলাইয়া যাইতে পারে কিন্তু জনমতের সম্মাননা এবং সাধুশাস্ত্রবাণীর অবমাননের ফলস্বরূপ জগদ্বহির্ম্মুখতার ক্রিয়াসকল পারস্পরিকের ন্যায় মনুষ্যশরীরে যে দেখা দিবেই দিবে, তাহা ও গোপন রাখিবার নহে! জগতের প্রত্যেক ব্যক্তিই যদি স্বয়ং ভোক্তা হইয়া জগৎ ভোগ করিবার জন্য লালায়িত হয়, তবে কলহ, সংঘর্ষ, যুদ্ধাদি ব্যাপার উপস্থিত হইয়া অশান্তির কারণ হইয়া দাঁড়ায়। বর্ত্তমান কালে সেরূপ অশান্তির অনল যে দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া বিশ্ব ছারখার করিতে উদ্যত হইয়াছে এবং মানুষের শত শত চেষ্টা সত্ত্বেও অনল নির্ব্বাপিত হইতেছে না, তাহা সকলেই অনুভব করিতেছেন। তবে বিশ্বের এইরূপ ঘোর দুর্দ্দিনে মনুষ্যসমাজের এরূপ বিপদপাতে, এইরূপ অশান্তির দাবানলে প্রপীড়িত রাজাসমূহে স্নিগ্ধ শান্তিবারিপ্রদানে জীবকুলের প্রতি প্রকৃত দয়ার্দ্র হইয়া তাঁহাদের নিত্যমঙ্গল বিধান করিবার জন্য কাহার প্রাণ কাঁদিয়াছে?

অভ্যর্থনা-সঙ্গীত

(৩য় পৃষ্ঠার ২য় কলমের পর)

সভার প্রারম্ভে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন এম্ এ, বি-এল, মহোদয় সুললিতস্বরে শ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে নিম্নলিখিত অভ্যর্থনা-সঙ্গীত কীর্ত্তন করেন—

পরম আনন্দে সবে গাও, ভাই।
যোগপীঠে অন্নপূর্ণা ঘরে আজি,
পালন বিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরবায়।
সঙ্গে শাক্তিরিকাভাগবতী,
বিপ্রাক্ষিত অশোকতর তায়।
উছলিছে আনন্দধারা,
প্রেমে প্লাবিত-ত্রিপুরা,
পঞ্চশ্রীক বিজয়'-কল্পের মালিকা যায়।
সাঙ্গ উপনীত আজি
শ্রীধামপ্রচারিণী সভায়।
একচত্বারিংশ বৎসর
"শাখাতে" পেয়েছি তায়।
শ্রীবংশীবদনে স্নেহবন্ধু-সনায়,
বংশ অনুক্রমে এ সভার প্রধান,
প্রেম-সমর-বিজয়ী মহামণ্ডল,
জয় শ্রীগৌরদেবায়।
হে বরেণ্য, শ্রীপাদ আজি বরণ
করিতে প্রস্তুত।
অশেষ আনন্দ হৃদয়ে সবার,
আজিকে সাজাই তোমায়।

শুদ্ধভক্তি মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ

(আকর মঠরাজ)

প্রাচীন নবদ্বীপ, শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমহাপ্রভুর ... প্রায় ৩০০ বর্ষ [illegible] ... এই স্থান [illegible] ... শ্রীমায়াপুর [illegible] ... ও অন্যান্য [illegible] ... আচার্য্য [illegible] ... এই মঠ হইতে পারমার্থিক দৈনিক 'নদীয়া-প্রকাশ', মাসিক ... সাপ্তাহিক ... প্রকাশিত হইতেছে। [illegible] বৎসর শ্রীধাম পরিক্রমা ও অন্যান্য [illegible] অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১নং বাগবাজার স্ট্রীট, [illegible] কলিকাতা। টেলিফোন নং, বড়বাজার ৪১১২

শ্রীমন্মহাপ্রভু [illegible] ... গৌড়দেশের ... নগরী কলিকাতায় ... বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছেন, এই ... শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ-শ্রীরাধা-গোবিন্দ-জিউ ... নিত্য সেবা হয়। 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছে। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, ... শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত লীলা ও গ্রন্থের সম্যক্‌ আলোচনা হয়। এই মঠ হইতে ... প্রচার, মহামন্ত্র-কীর্ত্তন, বক্তৃতা, পাঠ ও সঙ্কীর্ত্তন ... অনুষ্ঠান হয়। ... আচার্য্যাদিক শ্রীপাদ [illegible]।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান প্রাচীন [illegible] শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-স্থান মহাযোগ-পীঠ। এখানে ... ও ... শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা ও শ্রীগুরুদেবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী সেবকোত্তম।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস ও শ্রীগৌর-লীলার প্রকটস্থলী এখানে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান, রক্ষক—শ্রীজগন্নাথ দাসাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

(৭) কাজীর সমাধি-পাট

[illegible] (নদীয়া)

এই স্থানে শ্রীগৌরসুন্দর ... কাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীনন্দ ব্রহ্মচারী ...

(৮) শ্যামকুণ্ড-রাধাকুণ্ড

শ্রীমায়াপুর, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

[illegible] শ্রীগৌর-প্রসাদ ... বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবংশীবদন দাস অধিকারী।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

শ্রীগৌর-গদাধরের পরিত্যক্ত ... শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীমদন ... বর্ত্তমান।

(১০) মোদদ্রুম ছত্র শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব

মামগাছি, পোঃ জান্নগর, (বর্দ্ধমান)

শ্রীবাসুদেব ঠাকুর ... শ্রীগৌরনিত্যানন্দের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীমধুসূদন দাসাধিকারী ...

(১১) গোদ্রুম সুরভিকুঞ্জ

শ্রীস্বানন্দসুখদকুঞ্জ ...

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক শ্রীসনাতন ব্রহ্মচারী।

(১২) কুলিয়া ... —পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণানন্দ অধিকারী

(১৩) ভাগবত আসন—পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

এই স্থান হইতে ভাগবতপ্রচার ... প্রচারিত হয়। রক্ষক—শ্রীমধুসূদন ব্রহ্মচারী ...

(১৪) প্রকাশন মঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ [illegible] (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরামনাথ ... গোস্বামী ...

(১৫) মহেশ পণ্ডিতের পাট

চাকদহ, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক শ্রী ... ব্রহ্মচারী।

(১৬) মাধ্বগৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, পোঃ ঢাকা

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীরাধা-গোবিন্দের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—... বিশ্বকোষ বি ...

(১৭) গোপালজীউ—বল্লালপুর, ঢাকা

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিদ্যমান। রক্ষক—শ্রীপরমানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৮) শ্রীপ্রভাকর মোরাজ মঠ

পোঃ [illegible], ঢাকা

এখানে শ্রীমদ্‌গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীমদ্‌নারায়ণ ব্রহ্মচারী

(১৯) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

ময়মনসিংহ, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক ... শ্রীজগন্নাথ ... এম-এ, বি-এল।

(২০) প্রপন্নাশ্রম মঠ

বাসুদেবপুর, পোঃ ... (ঢাকা)

এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ শ্রীগৌরাঙ্গদেবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীমদ্‌নন্দদাস ব্রহ্মচারী

(২১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ বারুইপাড়া (বর্দ্ধমান)।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীকেশব দাসাধিকারী,

(২২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ভুবনেশ্বর, পোঃ [illegible], (মানভূম)

এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীমন্মাধব অধিকারী।

(২৩) ভাগবত জনানন্দ মঠ

[illegible], পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র ব্রহ্মচারী ভক্তিরত্ন।

(২৪) গোয়াড়ীগাঁ প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী।

(২৫) সচ্চিদানন্দ মঠ

বালেশ্বর, পোঃ বালীবাজার, (কটক)

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ বিনোদবিহারী জীউর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীমদ্‌ ... ব্রহ্মচারী ...

(২৬) উৎকল-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ [illegible] পুরী,

শ্রী ... শ্রীগুরু ... গান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীমদনানন্দ বিদ্যাবিনোদ।

(২৭) পুরুষোত্তম মঠ

[illegible], পোঃ পুরী উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদবিহারীজীউর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীমাধব অধিকারী,

(২৮) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরাধাবিনোদবিহারী দাসাধিকারী।

(২৯) প্রমানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভূর, মদের গোদাবরী

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী।

(৩০) মন্দিরগৌড়ীয় মঠ

৪২নং ... নাথসিটি, [illegible]

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীনবদ্বীপ ব্রহ্মচারী

(৩১) শ্রীরূপ গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—[illegible] শ্রীমদ্‌অক্ষয়বাবুর গোষ্ঠী

(৩২) পরমহংস মঠ,

পোঃ নৈমিষার, সীতাপুর

এখানে শ্রী ... পাদপীঠ ও গৌর-বিহার-বিনোদশ্রীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীমন্নারায়ণ দাসাধিকারী।

(৩৩) কৃষ্ণচৈতন্য মঠ

পুরাতন শহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

এখানে শ্রীশ্রীরূপ-গোস্বামীর বিলাস-শয্যা আছে। রক্ষক—শ্রীমধুসূদন ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠ

কৃষ্ণজন্মস্থান মথুরা

রক্ষক শ্রীপ্রভুপাদ শ্রীমদ্‌ কৃষ্ণাদীর মঠ

(৩৫) শ্রীস্বানন্দ সুখদকুঞ্জ—শ্রীরাধাকুণ্ড

রক্ষক—শ্রীরাধামোহনচন্দ্রমণ ব্রহ্মচারী

(৩৬) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৩৭) গোবর্দ্ধনাধারী মঠ

[illegible], পোঃ গোবর্দ্ধন, জেলা মথুরা (মথুরা) রক্ষক—শ্রীগোপালনাথ ব্রহ্মচারী।

(৩৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪০নং কুতুব রোড, নিউ দিল্লী।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—[illegible] শ্রীমদ্‌কৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(৩৯) বারাণসী গৌড়ীয় মঠ

[illegible], বাঙ্গালীটোলা, কাশী।

এখানে গৌরবিনোদবিহারী জীউর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীনন্দগোপাল অধিকারী।

(৪০) সারস্বত গৌড়ীয় মঠ

ওয়ালটেয়ার, নারায়ণপুর, ৪ষ্ঠ লেন

রক্ষক—[illegible] শ্রীমদ্‌কৃষ্ণকান্তি দাস

(৪১) মাদ্রাজ গৌড়ীয় মঠ

পোঃ রায়পেটা মাদ্রাজ।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীপাদ ... অধিকারী।

(৪২) বোম্বে-গৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়

গোড়ীর রোড, লোয়ার ... বোম্বে নং ১, বোম্বে ...

রক্ষক—শ্রীমধুসূদন দেবশর্ম্মা মজুমদার।

(৪৩) অমরাবতী গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমরাবতী, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীকেশবানন্দ দাস অধিকারী

(৪৪) সত্যভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চন্দ্রকোণা, কালনগর।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণমোহন ব্রহ্মচারী

(৪৫) পাটনা গৌড়ীয় মঠ

১০০ নিউ পুরা, পাটনা।

রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী ভাগবত

(৪৬) ধানবাদ গৌড়ীয় মঠ পোষ্টার

রক্ষক—শ্রীগোপালগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৪৭) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয়

৩ ... হাউস, ... গার্ডেন, এস-ডব্লিউ ৭, লণ্ডন

রক্ষক—ত্রিদণ্ডি স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ।

(৪৮) বার্লিন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

Berlin W. 30

Eisenacher strasse 29 [illegible]

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবত—সমগ্র ৪০্
প্রথম খণ্ড হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮্
একাদশ স্কন্ধ হইতে দ্বাদশ স্কন্ধ ৸৴০
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬্
৩। ভাষ্য-সমেত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৬্
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী ৪্
৫। জৈবধর্ম ২্
৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২্
৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২্
৮। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১্
৯। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১০। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷০
১১। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিবর্ত-তত্ত্ব ।০
১২। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৩। চৈতন্যোপনিষদ্ ।০
১৪। বামন-আদর্শ ।০
১৫। ভক্তিভাবের কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১্
১৬। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵০
১৭। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৷৵০
১৮। ভজন-রহস্য ৷০
১৯। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ ও (বাঁধা) ১্
২০। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২্
২১। গীতা (চক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
২২। গীতার কেবল মূল-ভাষা
২৩। বৃহন্মৃদঙ্গিকা অণ্যোন্যঃ সাম্বাদ (বাঁধা) ১্
২৪। বেদান্তদর্শনের অনুবাদ (রামানুজীয়) ৷০
২৫। প্রেমবিবর্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৶০
ঐ (বাঁধা) ৸০
২৬। দীন-দিগ্দর্শন ৵০
২৭। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৵০
২৮। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
ঐ (আবাঁধা) ।৶
২৯। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩০। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩১। গীতমালা ৴১০
৩২। শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৩। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
৩৪। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৫। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ
৩৬। শরণাগতি ৴০
৩৭। গীতাবলী ৴০
৩৮। চিত্রে নবদ্বীপ ১৷০
৩৯। সাধনকণা ৴০
৪০। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৪১। নবদ্বীপশতক ৴০
৪২। অর্চ্চনপদ্ধতি ৴০
৪৩। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৪৪। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১০
৪৬। আত্মবন্ধ ৴১০
৪৭। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম ভাগখণ্ড)
৪৮। ব্রহ্মসংহিতা
৪৯। মণিমঞ্জরী (অনুবাদ)
৫০। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ
৫১। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।।
৫২। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৩। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৴০
৫৪। ঈশোপনিষদ্ (বলদেব ও ভাষ্যভাষা এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫৫। শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ ৶০
৫৬। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৫৭। সারস্বতবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৮। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিজয়ঃ ।০
৫৯। সটীক শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৬০। [illegible] ।০
৬১। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম ৷৵০
৬২। গৌড়ীয়মঠস্থ পাঠচয়ঃ ৴০
৬৩। সারার্থবর্ষিণী ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৪। দি বেদান্ত ।
৬৫। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন্ বেদান্ত ।
৬৬। নামভজন ।
৬৭। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজি এ্যাণ্ড অন্টোলজি ।
৬৮। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ৷৵০
৬৯। লাইফ এ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।।
৭০। বৈষ্ণবিজম ।০
৭১। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ স্ট্যাণ্ডস্ ফর ৴০
৭২। দি ভাগবত
৭৩। এরোটিক প্রিন্সিপল এ্যাণ্ড আনএলয়েড ডিভোশন
৭৪। ব্রহ্ম-সংহিতা ২৷০
৭৫। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫্

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৭৬। শ্রীনামভজনাদর্শ ।০
৭৭। সাধন-পথ ।০
৭৮। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৭৯। গীতাবলী
৮০। শরণাগতি

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮১। শরণাগতি ৴০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেঙ্গল পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় রুগ্ন পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। [illegible] নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অব্যর্থ সাধক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ আনা, বড় বোতল ১৷৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে. বি. দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন একমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে. বি. দত্ত এণ্ড কোং
কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার
কলিকাতা

আমাশয় ও পেটের পীড়ায়

শ্রীশ্যামানন্দ দাশ কবিরাজের আবিষ্কৃত

—গ্রহণী বজ্র—

ব্যবহার করুন

আমাশয়, রক্তামাশয় অজীর্ণ, গ্রহণী, অজীর্ণ, [illegible] ও [illegible] পেটের উৎকট পীড়া সকল প্রকার নূতন ও পুরাতন পেটের পীড়ায় গ্রহণী বজ্র প্রত্যক্ষ ফল প্রদ মহৌষধ।

বাহারা পেটের পীড়ায় নানারূপ চিকিৎসায় [illegible] ফল লাভ করিতে পারেন নাই তাঁহারা গ্রহণী বজ্র ব্যবহার [illegible] হইবেন। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। মূল্য প্রতি শিশি ।০ আনা, [illegible] ডাক মাশুল ।৵০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীকৃষ্ণ ঔষধালয়, মহামন্দির:
ঢাকার এজেন্ট মেসার্স মহেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং
পাটুয়াটুলি, ঢাকা

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও
অঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম কাব্যশাস্ত্রী এম, এ, এস, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সান্নিকটে : বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের অতিরিক্ত সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

[ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

বহু প্রেসিডেন্সী কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল, ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিসুধাকর সরস্বতী-বেদান্তাচার্য্য এম-এ, মহোদয়ের স্রোতগবেষণা এবং পাণ্ডিত্য লেখনীর অদ্ভুত আবাহন কারক একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-গ্রন্থে এরূপ বৃহৎ এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ যাবতীয় ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা প্রথম খণ্ড ৩৩৭ অধ্যায়ে, প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় এবং ঐ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের লিখিত মুখবন্ধ (Foreward) প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সাজান প্রবন্ধ সূচীপত্র (Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—প্রকাশক গৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা ; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণে লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে কথাসার ও শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। প্রতি বর্ষ ৪৲ টাকা ভিক্ষায় কলিকাতা বাগবাজারস্থ গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাঙ্গলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। বৈনিবাসস্থ শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৷০

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিত্যানন্দ সেবাতীর্থ বি-এস্‌সি, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল শ্লোক অক্ষরে এবং তাহার বর্ত্তমান-যুগ শুদ্ধভক্তপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। অতি সুন্দর ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৯৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোকসূচী, পদ্যসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচীপত্র। সমগ্র শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট সংস্করণ জগতের কোথাও আর পূর্ব্বে প্রকাশিত হয় নাই, তবে বিদ্বৎসাধক পাঠক-মাত্রেই একবারেও দেখিতে পাইবেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে [illegible] টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	প্রথম ও দিনে		পরবর্ত্তি-সময়ে	
	সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা,	সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা
প্রতিবার প্রতি লাইন		৷৵০	৷৵	৷০
" " ইঞ্চি		১৷০	১৷০	১৲
" " সিকিকলম		৪৲	৪৲	৩৲
" " অর্দ্ধকলম		৭৲	৬৲	৫৲
" " ১ কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

মাসিক হার

[যদি অন্ততঃ ১ বৎসরের জন্য চুক্তি করা হয়]

সংবাদ পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ৩৲, সিকি কলম ১৫৲, অর্দ্ধ কলম ২৫৲, এক কলম ৪০৲
বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ২৷০, সিকি কলম ১২৲ অর্দ্ধ কলম ১৮৲, এক কলম ৩০৲ টাকা।

সাহায্যের হার

সডাক বার্ষিক ৯৲ নয়টাকা, ষাণ্মাসিক ৫৲ পাঁচ টাকা, ত্রৈমাসিক ৩৷০ পৌনে তিন টাকা, মাসিক ১৲ এক টাকা মাত্র। প্রতি সংখ্যা ৴৫

ম্যানেজার, দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, জেলা নদীয়া। টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম', মুড়াগাছা

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৪৬,	১০—৩১,	১৩—২২	১৭—৩৮,	২০—১৬
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৫,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—৫৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩০,	১১—৩১,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—৫৫

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

রবিবার [illegible]

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৩৪	৯-২৫	১২-১১	১২-৩৪	১৫-৩৪	১৮-৩৫
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫০	৯-৩০	১২-১১	১২-৫২	১৫-৫০	১৮-৫০
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২০	১০-৭	১২-৫১	১৩-১৯	১৬-১২	১৯-৩৪

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈ নি ক

REG. C 1544

নদীয়াপ্রকাশ
THE
NADIA-PRAKASH

চৈতন্যোপনিষদ্
বড় অক্ষরে মূল ও অনুবাদসহ প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি উত্তম। ভিক্ষা।৵ মাত্র
শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

"গৌড়ীয়"
১ম বর্ষ হইতে ১০শ বর্ষ পর্য্যন্ত প্রতি বর্ষ কাগজে, বাঁধাই ভিক্ষা ৩৷০ মাত্র।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ বাগবাজার, কলিকাতা

ভারতের সর্ব্বত্র মঙ্গল-প্রচারক —একমাত্র বাঙ্গালা দৈনিক

১০ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১২ই চৈত্র, মঙ্গলবার ১৩৪১, ২৬শে মার্চ্চ ১৯৩৫ [২১শ সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

ব্যবসায়ে লোকসান হওয়ায় আত্মহত্যা

এলাহাবাদ পেপার ট্রেডিং কোম্পানীর স্বত্বাধিকারী যতীন্দ্রনাথ বসুকে তাঁহার গৃহে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। উক্ত ব্যক্তির ঘরের ভিতর দিক হইতে খিল বন্ধ অবস্থায় দেখিয়া সন্দেহ হয়। পরে দেখা যায় তিনি উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করিয়াছেন। তাঁহার স্ত্রী বর্ত্তমানে কলিকাতায় আছেন। তিনি স্বামীর নিকট হইতে এক পত্র পাইয়াছেন। সম্ভবতঃ ব্যবসায়ে গত কয়েক মাস যাবৎ ক্ষতির জন্য যতীন্দ্রবাবুর মানসিক বৈকল্য ঘটায় তিনি এইরূপ শোচনীয়ভাবে আত্মহত্যা করিয়াছেন।

—

মৌচাক কাটিতে গিয়া নিরুদ্দেশ

প্রকাশ কয়েক দিন পূর্ব্বে ঠাকুরগাঁও মহকুমার অধীন বালিয়া গ্রামের আমির চাঁদ নামক কয়েক ব্যক্তি মৌচাক কাটিবার আছিলায় ডাকিয়া লইয়া যায়। তাহার পর হইতে আমির চাঁদের আর কোনও সন্ধান পাওয়া যায় নাই। তাহার ভাই কয়েকজন লোকের বিরুদ্ধে থানায় এজাহার দেয় এবং বলে যে, তাহারা আমিরচাঁদের স্ত্রীর সহিত অবৈধ সংসর্গে লিপ্ত। পুলিশ দিনাজপুর ও জলপাইগুড়ী জেলার মধ্যবর্ত্তী পাণ্ডয়ান নদীতে আমির চাঁদের মৃতদেহ ভাসমান অবস্থায় পায়। প্রকাশ এই সম্পর্কে তিন ব্যক্তি গ্রেপ্তার হইয়াছে।

—

চট্টগ্রামে প্রবল ঝড়

গত ২১শে মার্চ্চ রাত্রি ৯ ঘটিকার পর চট্টগ্রাম সহরের উপর দিয়া কালবৈশাখীর ঝড় বহিয়া গিয়াছে। ঝড়ের তাণ্ডব অনুমান অর্দ্ধঘণ্টাকাল স্থায়ী ছিল। বহু বৃক্ষ সমূলে উৎপাটিত হইয়াছে এবং বৈদ্যুতিক তারের যোগসূত্র ছিন্ন হইয়াছে। শিল্প প্রদর্শনীর মণ্ডপে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছিল। ঝড়ে প্রদর্শনী মণ্ডপের ছাদ উড়িয়া যায় এবং চালগুলির সমূহ ক্ষতি হয়। প্রদর্শনীক্ষেত্র হইতে সহস্র সহস্র লোক দিগ্‌বিদিক্‌জ্ঞানশূন্য হইয়া দৌড়াইয়া চলিয়া যাইতে থাকে।

কোনস্থান হইতে এপর্য্যন্ত হতাহতের সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

কান্দিতে ডাকাতের দৌরাত্ম্য

কিছুদিন পূর্ব্বে একদল সশস্ত্র ডাকাত বরবণ থানার এলাকায় চৈৎপুর গ্রামের শ্রীযুক্ত উমাপদ দাসের বাড়ীতে প্রবেশ করে। তাহাদিগকে উঠানে দেখিতে পাইয়া বাড়ীর লোকজন চীৎকার দিয়া উঠে। ইহাতে উমাপদ দাসের ভাই রামপদ বাহিরে আসে এবং ডাকাতদলকে বাধা প্রদান করে। দুর্বৃত্তগণ রামপদকে গুরুতরভাবে আহত করে এবং লুঠতরাজ না করিয়াই চলিয়া যায়। রামপদ মুমূর্ষু অবস্থায় কান্দি হাসপাতালে শায়িত আছে।

—

উন্মত্ত মহিষ কর্ত্তৃক বালক আক্রান্ত

ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলপথের বা ষ্টেশনের নিকট একটী বাদশ বর্ষীয় স্কুলের ছাত্রের শোচনীয়ভাবে মৃত্যু হইয়াছে।

প্রকাশ, চলন্ত গাড়ী হইতে একটী মহিষ উন্মত্ত হইয়া দৌড়াইতে থাকে এবং পথমধ্যে উক্ত বালককে আক্রমণ করে। বালকটীর তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয়। কাছাড়ের ডেপুটি কমিশনার এই ঘটনার অব্যবহিত পরেই তথায় আসেন। তিনি মহিষটীকে মৃত অবস্থায় দেখিতে পান। ঘটনাস্থলের প্রায় দেড়মাইল দূরে গ্রামবাসিরা গুলীর আঘাতে মহিষটীকে হত্যা করিয়াছিল।

ভারতীয় সরকারী রেলওয়ে

১৯৩৫ সনের ২৮া মার্চ্চ যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে ঐ সপ্তাহে ভারতের সরকারী রেলওয়েসমূহের মোট আয় হইয়াছে ১১৫ লক্ষ টাকা। ইহা পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহ হইতে ২লক্ষ টাকা এবং পূর্ব্ববৎসরের এই সপ্তাহের আয়ের তুলনায় ৭লক্ষ টাকা কম। ১৯৩২-৩৩ সালের ৫৩ সপ্তাহের আয় অপেক্ষা ইহা ১৪ লক্ষ টাকা অধিক।

১৯৩৪ সনের ১লা এপ্রিল হইতে ১৯৩৫ সনের ২রা মার্চ্চ পর্য্যন্ত উপরোক্ত বিভাগের আয়ের মোট পরিমাণ ৮২'২০ কোটী টাকা; অর্থাৎ পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা ৩১০ লক্ষ টাকা এবং ১৯৩২-৩৩ সনের তুলনায় ৫৫২ লক্ষ টাকা অধিক।

গ্যাসের আলো ফাটিয়া আহত

লক্ষ্ণৌ দাক্ষণ প্রান্তে অবস্থিত ভাবেয়ান নামক একটি ক্ষুদ্র গ্রামে কালীর আনন্দ উৎসব যখন জোর চলিতেছিল, তখন একটি গ্যাস ল্যাম্প ফাটিয়া যায়। ইহার ফলে প্রায় ২৪জন আহত হইয়াছে। তন্মধ্যে গুরুতর আঘাতপ্রাপ্ত ৫ ব্যক্তিকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। তথায় তাহারা ক্রমশঃ সারিয়া উঠিতেছে বলিয়া প্রকাশ।

ভ্রাতুষ্পুত্রকে হত্যা করিয়া নদীতে নিক্ষেপ

জব্বলপুরের সংবাদে প্রকাশ, কিছুদিন পূর্ব্বে নর্ম্মদা নদীতে ৪ বৎসর বয়স্ক একটি শিশুর মৃতদেহ ভাসমান অবস্থায় পাওয়া গিয়াছিল। এসম্পর্কে মুসম্মত দাসনিয়া নাম্নী একটী লোক রমণীকে গ্রেপ্তার করা হয়। নরহত্যার অভিযোগে তাহাকে দায়রা সোপর্দ্দ করা হইয়াছে।

অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ যে, উক্ত রমণী তাহার ভ্রাতৃবধূর সহিত কলহের প্রতিহিংসা লইবার জন্য তাহার শিশু পুত্রকে ভুলাইয়া লইয়া যাইয়া গলা টিপিয়া হত্যা করে এবং নদীতে ফেলিয়া দেয়।

ধনেশকে আশ্রয় দানের মামলা

পলাতক রাজবন্দী ধনেশ ভট্টাচার্য্যকে আশ্রয় দানের অভিযোগে ঢাকার স্পেশাল ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এস এন মুখার্জ্জি ভারতীয় দণ্ডবিধির ২১২ ধারা অনুসারে দুর্গাপ্রসন্ন বাড়ুজ্যে, প্রাণ প্রসন্ন বাঁড়ুজ্যে এবং পবিত্র ভট্টাচার্য্যকে দেড় বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

সংশোধিত ফৌজদারী আইনে গ্রেপ্তার

চণ্ডীপুর এইচ ই স্কুলের ছাত্র কেশবচন্দ্র মিত্র ওরফে লাল্টুকে (১৭ বৎসর) সংশোধিত বঙ্গীয় ফৌজদারী আইন অনুযায়ী গ্রেপ্তার করিয়া কুমিল্লা জেলে পাঠান হইয়াছে। তাহার উপর রামগঞ্জ ও বেগমগঞ্জ থানার এলাকায় প্রবেশ না করিবার আদেশ জারী হইয়াছিল।

রামগঞ্জ থানার অধীন গোমাতলী গ্রামের অমরনাথ সাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া নিকটবর্ত্তী জেলে বন্দী রাখিবার জন্য কাউন্সিল লাট কর্ত্তৃক সংশোধিত বঙ্গীয় ফৌজদারী আইন অনুযায়ী এক আদেশ প্রদত্ত হইয়াছিল। তিনি এতদিন পলাতক থাকিবার পর সম্প্রতি সদরে কোনও পুলিশ ইনস্পেক্টরের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। তাহাকে বন্দী অবস্থায় কুমিল্লা জেলে পাঠান হইয়াছে।

ভারতবর্ষে জালমুদ্রা

যদিও ট্রেজারীতে, রেলওয়ে ষ্টেশনে আদালতে প্রাপ্ত জাল মুদ্রার সংখ্যা এবৎসর কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি পাইয়াছে তথাপি পূর্ববৎসরের তুলনায় এবৎসর পাঞ্জাব, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, দিল্লী, ব্রহ্ম মধ্যপ্রদেশ এবং মাদ্রাজে প্রাপ্ত জাল মুদ্রা সংখ্যা অনেক হ্রাস পাইয়াছে। ১৯৩২-৩৩ সনে সর্বাপেক্ষা অধিক জাল মুদ্রা পাওয়া গিয়াছিল। পাঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে উহার পরিমাণ ছিল ১১২৯৮ টাকা; আর এবৎসর ঐস্থানে পাওয়া গিয়াছে ৩২৪৮৮ টাকা। পূর্ব বৎসর সর্বাপেক্ষা কম পাওয়া গিয়াছিল আসাম প্রদেশে; উহার পরিমাণ ছিল ২১০০ টাকা, আর ১৯৩৩-৩৪ সনে উক্ত প্রদেশে পাওয়া গিয়াছে ২৬০০ টাকা। পাঞ্জাব ও সীমান্ত প্রদেশের পরে পাওয়া যায় বোম্বাই ও সিন্ধু প্রদেশে ১৯৩২-৩৩ সনে উহার পরিমাণ ছিল ২৬৮১০ টাকা; ১৯৩৩-৩৪ সনে উহা বাড়িয়া দাঁড়াইয়াছে ৩১৬২৩ টাকায়। তৎপরে বাঙ্গলার কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই প্রদেশে ১৯৩২-৩৩ সনে পাওয়া যায়—২০১৭২ টাকা; আর ১৯৩৩-৩৪ সনে পাওয়া যায় ২৬১৮০ টাকা।

দুই ষ্টীমারে সংঘর্ষ

গত ৩রা ডিসেম্বর রাত্রিতে বরিশাল জিলার গাবখান খালে 'আবু' ও 'বেলিকা' নামক ষ্টীমারের কি প্রকারে সংঘর্ষ হয়, তৎসম্পর্কে গত শুক্রবার পোর্ট অফিসে এক স্পেশাল মেরাইন আদালত বসে।

প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট ঐ আদালতের প্রেসিডেন্ট ছিলেন এবং ক্যাপ্টেন কে মন, হারবার মাষ্টার মিঃ এইচ পি ভান্ডারীকে লইয়া আদালত গঠিত হয়। কলিকাতা ষ্টীম নেভিগেশন কোং লিঃর মেরাইন সুপারিন্টেন্ডেন্ট ক্যাপ্টেন এইচ এস বেল এবং বেঙ্গল আসাম ষ্টীম নেভিগেশন কোং লিঃ-র ম্যারাইন সুপারিন্টেন্ডেন্ট ক্যাপ্টেন এ জি জেম এসেসর ছিলেন।

সরকার পক্ষে ডেপুটি লিগ্যাল রিমেম্ব্রান্সার ছিলেন। গবর্ণমেন্ট ষ্টীমার "বেলিকা"র সারেং বলে তাহার বাখরগঞ্জ যাইবার কথা ছিল। গত ২রা ডিসেম্বর রাত্রি ৯ঘটিকার সময় সে গাবখান খাল দিয়া রোহিতপুর ষ্টেশনের নিকটে বালকাঠির দিকে যাইতেছিল। ঐ সময় ৩০০ ফুট দূরে সে "আবু" নামক জাহাজ দেখিতে পায়, উহার দুইদিকে ফ্ল্যাট বাঁধা ছিল। ঐ জাহাজ বালকাঠির দিক হইতে আসিতে ছিল। সে জাহাজে কু দেয় এবং তীরের দিকে ইঞ্জিন থামায় তৎপর সে জাহাজের খালাসীদিগকে ষ্টীমার বাঁধিবার জন্য তীরে ঝাঁপাইতে বলে এবং "আবু" জাহাজের মাষ্টারকে ডান দিকে জাহাজ রাখিতে বলে। কিন্তু সে কোনও উত্তর দেয় না। সে পূর্ববেগে জাহাজ চালাইতে থাকে। ফলে "আবু"র পার্শ্বের ফ্ল্যাটের সহিত "বেলিকা"র সংঘর্ষ হয় এবং 'বেলিকা'র ক্ষতি হয়। ঘটনাস্থলে খালটি ৩০০ ফুট চওড়া ছিল। জল ভাটা ছিল।

রেঙ্গুন আই ডি এন এণ্ড রেলওয়ে কোং লিঃ 'আবু' জাহাজের মালিক উক্ত জাহাজের মাষ্টার মুর্শিদ মিঞা বলে, জোয়ারের সময় সে 'হাঙ' ও 'পাকফোর্ট' নামক দুইখানি ফ্ল্যাট লইয়া ঝালকাঠি অভিমুখে যাইতেছিল। গত ২রা ডিসেম্বর ১০-৩০ মিনিটের সময় সে ৩০০ কি ৪০০ ফুট দূরে 'বেলিকা' নামক জাহাজকে ঝালকাঠির দিক হইতে আসিতে দেখে। সে খালের উত্তর পার দিয়া আসিতেছিল। সে একবার জাহাজে কু দিয়া জাহাজ থামাইয়া দেয়, কিন্তু জাহাজ স্রোতে আস্তে আস্তে চলিতে থাকে। 'বেলিকা'র একবার কু দেয় এবং আস্তে আস্তে চলিতে থাকে এমন সময় 'হাঙ' নামক ফ্ল্যাটের সহিত উহার সংঘর্ষ হয়।

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন

নবগঠিত নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন আগামী ২৪শে এবং ২৫শে এপ্রিল তারিখে জব্বলপুর হইবে। এই অধিবেশনে ৩০০০ জন প্রতিনিধি যোগদান করিবেন বলিয়া মনে করা যাইতেছে। এই ধরণের একটি নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির সভাধিবেশন ভারতীয় রাষ্ট্রীয় মহাসভার ইতিহাসে এক নূতনত্ব সৃষ্টি করিবে।

কংগ্রেস সভাপতি বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদ কলিকাতা বোম্বাই মেলযোগে ইটারসি হইতে এখানে আসিয়া পৌঁছিবেন এবং তিনিই নিখিল ভারত স্বদেশী প্রদর্শনীর উদ্বোধন করিবেন। কংগ্রেস সভাপতি ও অপরাপর নেতৃবৃন্দের যথাযোগ্য সম্বর্দ্ধনার আয়োজন চলিতেছে।

নব-গঠিত কংগ্রেস নিয়মতন্ত্র ও কার্য্য-সূচীর অপরাপর প্রয়োজনীয় বিষয়ের আলোচনার জন্য যথাসম্ভব সর্ব্বাগ্রে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির এক অধিবেশন সভাপতি কর্ত্তৃক আহূত হইয়াছে। ৩০শে মার্চ তারিখ পণ্ডিত রবীশঙ্কর শুক্লার সভাপতিত্বে উক্ত অধিবেশন হইবে।

২০ হাজার টাকা জামিনে মুক্তির আদেশ

পাব্লিক ট্রাষ্ট অফিসের ৩৮ হাজার টাকা তছরূপ করিবার অভিযোগে পাব্লিক ট্রাষ্ট অফিসের সিনিয়র এসিষ্ট্যান্ট নরেন্দ্রকুমার ব্যানার্জি ও অপর দুই ব্যক্তিকে প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে অভিযুক্ত করা হয়। বুধবার্ জমিন জাল করিবার অভিযোগেও তাহাদিগকে অভিযুক্ত করা হয়। এতদ্ব্যতীত দরখাস্তকারী ফৌঃ দঃ বিঃ ৪০৮ ধারা অনুসারেও অভিযুক্ত করা হয়। নরেন্দ্রকুমার ব্যানার্জির পক্ষে জামিনের প্রার্থনা করিয়া হাইকোর্টে দরখাস্ত করা হইলে বিচারপতি মিঃ লর্ট উইলিয়মস ও মিঃ জ্যাক ১০ হাজার টাকা করিয়া ২০ হাজার টাকার দুইটী জামিনে দরখাস্তকারীকে মুক্তি দিবার আদেশ দেন।

দরখাস্তে বলা হয় যে, আসামী একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। তাহার প্রকাণ্ড জমিদারী ও অগাধ সম্পত্তি আছে।

দুর্ব্বৃত্ত সন্দেহে গ্রেপ্তারের জের

ব্যাঙ্কশাল পুলিশ কোর্ট প্রাঙ্গণে বিনা কারণে লোককে গ্রেপ্তার করিবার অভিযোগে মনোরঞ্জন ঘোষ প্রভৃতি ২৭ জন লোককে প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশ অনুযায়ী হাজতে রাখা হয়। গত শুক্রবার তাহাদের পক্ষে হাইকোর্টের বিচারপতি লর্ট উইলিয়মস ও মিঃ জ্যাকের আদালতে এক দরখাস্ত করা হয়।

মিঃ এস সি তালুকদার এডভোকেট দরখাস্তকারীর পক্ষে বলেন, এইরূপ আদেশ অস্বাভাবিক ও আইনে অজ্ঞাত। তিনি বলেন যে, প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের ইহাদিগকে গ্রেপ্তার করিবার কিংবা হাজতে আটক রাখিবার কোনও অধিকার নাই। যদি তাহারা দুর্বৃত্ত হইয়া থাকে, তাহা হইলে ব্যবহারজীবী আছেন, তৎসম্পর্কে কি করিতে হইবে তাহার বিধানও রহিয়াছে।

প্রকৃত ঘটনা এই যে, ধৃত ব্যক্তিগণ সকলেই উকীলের মোহরার এবং সকলেই আদালতে কাজ করে। সুতরাং ইহাদিগকে গ্রেপ্তার করা এবং জেলহাজতে রাখা ম্যাজিষ্ট্রেটের এলাকা বহির্ভূত কাজ হইয়াছে। এইরূপ আদেশের একমাত্র যুক্তি এই হইতে পারে যে জোড়াবাগান ও ব্যাঙ্কশাল কোর্ট একত্র হইয়া যাওয়ায় ব্যাঙ্কশাল কোর্টে ভীষণ ভিড় হয়। এবং এই ভিড় কমাইবার জন্যই এইরূপ আদেশ দেওয়া হইয়াছে।

মিঃ খন্দকার দরখাস্তে আপত্তি করিয়া বলেন, আসামীদিগকে ফৌঃ দঃ বিঃ ৫৫ ধারা অনুসারে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। পুলিশ এই সম্পর্কে তদন্ত করিতেছে। পুলিশের তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত ধৃত ব্যক্তিদিগকে হাজতে রাখাই কর্ত্তব্য।

মানহানির দায়ে সম্পাদক

থিয়েটার ডিরেক্টর মিঃ এম অধিকারী জাহানারা বেগম ওরফে মিস কমলের বিরুদ্ধে 'খাদেম' নামক পত্রিকায় মানহানিকর প্রবন্ধ প্রকাশিত হওয়ায় উক্ত কোম্পানী পত্রিকার সম্পাদক এস এম কাকবীর বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণ দাবী করিয়া হাইকোর্টের বিচারপতি মিঃ প্যাংক্রিজের আদালতে এক মামলা দায়ের করেন। বিচারপতি বাদীকে ক্ষতিপূরণ বাবদ ডিক্রী দেন।

জাহানারা বেগমও উক্ত সম্পাদকের বিরুদ্ধে অনুরূপ অভিযোগ দায়ের করিয়াছিলেন। বিচারপতি তাঁহাকে ক্ষতিপূরণ বাবদ ১৫ হাজার টাকা ডিক্রী দিয়াছেন।

এলাহাবাদ-সিংহল টেলিফোন :

টেলিফোন কর্তৃপক্ষের সৌজন্যে 'লীডার' পত্রিকার কর্তৃপক্ষ 'সিলোন অবজারভার' পত্রিকার কর্তৃপক্ষের সহিত কয়েক মিনিট কথাবার্তা বলেন। কথাবার্তা বেশ স্পষ্ট ভাবে শুনিতে পাওয়া যায়। 'লীডার' পত্রিকার পক্ষ হইতে 'সিলোন অবজারভার' পত্রিকাকে জানান হয় যে, তাঁহারা এখানে সবেমাত্র কোন উৎসব সমাপন করিয়াছেন। 'সিলোন অবজারভার' পত্রিকা জানান যে, মেজর হিল নামে একজন বিশেষজ্ঞ আগামী এপ্রিল মাসে পাঞ্জাব হইতে তথায় যাইবেন (যিনি বর্ত্তমানে ভারতে আছেন) এবং সিংহলের ম্যালেরিয়া সমস্যা বিষয় পরীক্ষা করিয়া উহার প্রতিকারের জন্য কি করা প্রয়োজন, তাহা নির্দ্দেশ করিবেন। 'লীডার' পত্রিকার পক্ষ হইতে 'অবজারভারকে' বলা হয় যে, এই নূতন টেলিফোন ব্যবস্থার ফলে উভয় দেশের মধ্যে অনুশীলন ও বাণিজ্য বিষয়ে ঘনিষ্ঠতা সাধিত হইবে। ১৫শত মাইল দূরে অবস্থিত উভয় পক্ষের মধ্যে যে এই কথাবার্তা হয়, তাহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

অগ্নিকাণ্ড

যাদবপুর যক্ষ্মা চিকিৎসালয়ের সন্নিকটে পূর্ণচন্দ্র মণ্ডলের বাড়ীতে ১৫ই মার্চ আগুন লাগিয়া একখানি ঘর ভস্মীভূত হইয়াছে। বেলা অনুমান দশটার সময় আগুন লাগে। পল্লীর বহু লোক সংবাদ পাইয়া সত্বর ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় এবং সমবেত চেষ্টায় অপরাপর ঘরগুলি ও সম্পত্তি রক্ষা পায়। [illegible] দূর হইতে [illegible] কাটিয়া দেওয়ায় এবং প্রচুর পরিমাণ জল দেওয়ায় আগুন বিস্তার লাভ করিতে পারে নাই। কিরূপে আগুন লাগিল তাহা জানা যায় নাই।

মশার প্রকোপ

নদীয়ার কোনও কোনও স্থানে মশার অত্যন্ত প্রকোপ দেখা যাইতেছে; সত্বর প্রতীকারচেষ্টা না হইলে ভবিষ্যৎ অবস্থা শঙ্কাজনক হইবে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

— পারমার্থিক পত্র —

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

[illegible]

১০ম বর্ষ ৩ বিষ্ণু গৌরাব্দ ৪৪৯, ১২ই চৈত্র বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ২৬শে মার্চ্চ ইং ১৯৩৫ মঙ্গলবার ২১৩শ সংখ্যা

গৌরজন্মোৎসব-প্রসঙ্গ

গত ২০শে মার্চ্চ বুধবার গৌরসপ্তমী-বাসরে শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীযোগপীঠের নবমন্দির-প্রতিষ্ঠোপলক্ষে ত্রিপুরার মহারাজের সভাপতিত্বে যে মহতী সভার অধিবেশন হইয়াছিল, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ আমরা গতকল্য প্রকাশ করিয়াছি। সভাপতি মহারাজের অভিভাষণের পর মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিসারঙ্গ মহোদয় সভাপতি মহারাজকে ধন্যবাদ-প্রদান-মুখে একটী সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা প্রদান করেন। তৎপরে শ্রীনবদ্বীপধাম প্রচারিণী-সভার সুযোগ্য সভাপতি স্বাধীন ত্রিপুরাধিপতি বিষয়-বিজয়ী পঞ্চশ্রীক বীরবিক্রম কিশোর দেববর্ম্মা মাণিক্য বাহাদুর সহস্র সহস্র ব্যক্তির আনন্দ-হরিধ্বনির মধ্যে নব-মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন করেন। তদনন্তর দৃশ্য দর্শক-মাত্রেরই হৃদয়ে এক গভীর রেখাপাত করিয়াছে। সকলেই শ্রীবিগ্রহ-দর্শনের জন্য প্রবল উৎসাহান্বিত "শ্রীঅধোক্ষজ" বিগ্রহের দর্শনের জন্য তাঁহাদের ঔৎসুক্য প্রবলধারায় বৃদ্ধি পাইয়াছিল; পাওয়ারই কথা, কারণ বহুসহস্র জনগণের সুতর্ক নিরসনের জন্য যে পতিতপাবন বিগ্রহ স্বয়ং ভূগর্ভপ্রোথিত অবস্থা হইতে উত্থিত হইয়াছেন তাঁহার দর্শনের জন্য জনসাধারণের ঔৎসুক্য স্বাভাবিক। পরন্তু, শ্রীশ্রীগৌর-লক্ষ্মীপ্রিয়া-বিষ্ণুপ্রিয়া, শ্রীশ্রীরাধামাধব-বিগ্রহগণ নব-মন্দিরের নব সিংহাসনত্রয়ে আবির্ভূত থাকিয়া সিদ্ধবদনে জগজ্জীবকে আহ্বান করিয়া যেন বলিতেছিলেন, 'হে জগদ্বাসিগণ, তোমরা আমার অধোক্ষজ-বিগ্রহকে প্রাকৃত বলিয়া মনে করিও না। সর্ব্বদা মনে রাখিও—'প্রাকৃত করিয়া মানে বিষ্ণু-কলেবর। বিষ্ণুনিন্দা নাহি আর ইহার উপর॥'

শ্রীবিগ্রহের অলোকসম্ভব শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ আজ একযুগ যাবৎ প্রবলভাবে বিশ্বের সর্ব্বত্র প্রচার করিতেছেন। অধোক্ষজ-বিগ্রহের সাক্ষাৎ ঊর্দ্ধ্ব প্রচারকগণ গৌড়ীয়-ভক্তগোষ্ঠীর আরাধনার ফল, শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে আমরা দেখিতে পাই, শ্রীজগন্নাথ মিশ্র বিষ্ণুবিগ্রহের উপাসনা করিতেন। প্রত্নতাত্ত্বিকগণ ভূগর্ভপ্রোথিত অবস্থা হইতে উত্থিত উক্ত অধোক্ষজ বিগ্রহের সম্বন্ধে যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে জানা যায়, এই শ্রীবিগ্রহ শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের পূজিত শ্রীবিগ্রহ। শ্রীমন্দির-প্রতিষ্ঠার দিন হইতে প্রত্যহ বিভিন্ন স্থান হইতে দলে দলে জনগণ শ্রীবিগ্রহদর্শনের জন্য শ্রীধাম মায়াপুরে আসিতেছেন। শ্রীমন্দিরের বৈদ্যুতিক আলোকমালা বহু দূরবর্ত্তী স্থানের জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকে। "ভক্তিবিজয়-ভবন" নামক শ্রীগুরুদেবের মন্দির, শ্রীগৌরাঙ্গদেবের এই নবমন্দির, বৈদ্যুতিক আলো, টেলিফোন প্রভৃতি শ্রেষ্ঠাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত সর্ব্বাচরণ রায় ভক্তিবিজয় মহোদয়ের শ্রীধাম সেবার বৈজয়ন্তীরূপে বিরাজমান। ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ দেবজীবন ভক্তিনিকুঞ্জ মহোদয় এই নবমন্দিরের কার্য্য-পর্য্যবেক্ষণাদিতে যে উৎসাহ প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা বিশেষ প্রশংসনীয়। তিনি বিশ্রামাদির কথা সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইয়া দিনরাত্রি কঠোর পরিশ্রম পূর্ব্বক যে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা অতুলনীয় বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না। ত্রিপুরাধিপতি উক্ত নব মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটনের পর পাত্রমিত্রসহ শ্রীবাসঅঙ্গন, শ্রীঅদ্বৈতভবন, শ্রীমুরারিগুপ্তের আলয়, শ্রীচৈতন্যমঠ, পরমগুরুদেবের সমাধিমন্দির ও শুক চাঁদকাজির সমাধি দর্শন করিয়া ভক্তিবিজয়-ভবনে উপস্থিত হন। এই স্থানে তিনি কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে দর্শন প্রদান করিয়া তাঁহাদের সহিত কিছুকাল আলাপ করেন। তৎপর গঙ্গার পশ্চিমপারস্থ কোল-দ্বীপে (বর্ত্তমান সহর নবদ্বীপ) গিয়াছিলেন। তথা হইতে ভক্তিবিজয়ভবনে প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং রাত্রি ৭ ঘটিকার সময় ভক্তিবিজয় ভবন হইতে কলিকাতা যাত্রা করেন। মহারাজ মহোদয়ের সৌজন্য বিশেষ প্রশংসনীয়।

গৌরসপ্তমীবাসরে শ্রীযোগপীঠের নব-মন্দিরদ্বার-উদ্ঘাটনের পর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি মহারাজ তথায় জনমণ্ডলীর মধ্যে দার্শনিক গৌরধাম, গৌর-নাম ও গৌরকাম-সেবার সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। অপরাহ্ণ সভার সময় সংকীর্ত্তন সহযোগে মহাপ্রভুর ভোগরাগ হইয়াছে। ঐ দিবস রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছে।

মন্দির-দ্বারোদ্ঘাটনোৎসবে উপস্থিত সজ্জন-গণের মধ্যে স্বাধীন-ত্রিপুরাধীশ বিষয় সমর-বিজয়ী পঞ্চশ্রীক বীরবিক্রম কিশোর দেববর্ম্মা মাণিক্য বাহাদুর মহোদয়, ত্রিপুরারাজ্যের চীফ্ সেক্রেটারী মাননীয় রায় বাহাদুর, লেফ্টেনাণ্ট মহারাজ-কুমার বর্ম্ম কিশোর দেববর্ম্ম, লেফ্টেনাণ্ট মহারাজ-কুমার চন্দ্রকিশোর দেব বর্ম্ম, ক্যাপ্টেন কুমার পদ্মকুমার দেব, খাঁ বাহাদুর সাহেব জে, সি দেব বর্ম্ম, মিঃ সুরেশচন্দ্র মিত্র, মিঃ মনোমোহন বোস, মিঃ এস্ দত্ত আই-সি এস্, (নদীয়ার ম্যাজিষ্ট্রেট) মিঃ এস ঘোষ, নদীয়ার, পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ উপেন্দ্রকৃষ্ণ রায়, রায় নলিনাক্ষ দত্ত বাহাদুর, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল, মিঃ কে, এন্ মুখার্জ্জি, মিসেস্ বি ডাব্লু চীন, মিস্ অরোবিন্দ, মিস্ ম্যাকেথার, মেজর মিঃ এন্ সেন, মিঃ কে বি ঘোষ, ডাঃ রাই, মিঃ এ, এন রায়, শ্রীযুক্ত জগবন্ধু দাস বি এল শ্রীযুক্ত বেচারাম দাস(?), শ্রীযুক্ত সুধাংশু মৌলিক, (চেয়ারম্যান কৃষ্ণনগর মিউনিসিপ্যালিটি) মিঃ কে, এন বোস্ অধ্যাপক এম, এন বোস, মিঃ কে, এস ঘোষ, রায় শ্রীযুক্ত সর্ব্বাচরণ ভক্তিবিজয় শ্রেষ্ঠাধ্যক্ষ, শ্রীযুক্ত সত্যেশচন্দ্র দেব, শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন এম্ এ, বি-এল, শ্রীযুক্ত বিনয়ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত ভূতভূষণ সরকার বি-এল, প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

মহোপদেশক

শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভার এবার নিম্নলিখিত সজ্জনগণ "মহোপদেশক" আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন —

১। আচার্য্য শ্রীকৃষ্ণগোপাল(?) ভক্তি-বান্ধব, বাকাশালী(?), বি এল্

২। শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায় ভক্তি-বিলাস বি এ,

উপদেশক

নিম্নলিখিত সজ্জনগণ এবার শ্রীনবদ্বীপ-ধাম প্রচারিণী সভার "উপদেশক" গৌর-আশীর্ব্বাদ পত্র প্রাপ্ত হইয়াছেন।

[illegible] ভক্তিভূষণ

ভক্তিশাস্ত্রী

[illegible] ভক্তিশাস্ত্রী

[illegible] ভক্তিরত্ন

ভক্তিশাস্ত্রী

৬। [illegible] কাব্য-বিনোদ, ভক্তিরত্ন,

৫। শ্রী[illegible], ভক্তিশাস্ত্রী, রাগরত্ন

৬। [illegible]

৭। অধ্যাপক শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী

৮। শ্রীনিতাই দাস ব্রহ্মচারী,

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৬ বিষ্ণু, গৌরাব্দ ৪৪৮

বিষবৃক্ষ

কোন উপায়ে অঙ্কুর না হইলে বীজ অঙ্কুরিত হইবার পথে প্রবল বাধা পাইয়া থাকে। দৈবান্ গুরুপাদপদ্ম যে বীজ প্রদান করেন, তাহা হৃদয়ক্ষেত্রে পূর্ণ-বিকশিতাবস্থায় দেখিতে হইলে ত্রিগুণময়ী মায়ার মোহিনী ও আবরণাত্মিকা শক্তির প্রভাব সর্বক্ষণ স্মরণ-পথে থাকা একান্ত প্রয়োজনীয়। জগতের অজস্র সম্প্রদায়ের ক্রিয়া জনসাধারণকর্ত্তৃক বহুমানিত হইলেও ত্রিগুণাতীত অনীহ নৈষ্কর্ম্যের অধিবাসিগণ তাহা হইতে মুক্ত হইবার জন্য উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন। রজোগুণ ও তমোগুণে প্রভাবান্বিত হইবার উপদেশ যে বৈষ্ণবগণ কখনও দিতে পারেন না তাহা সহজেই অনুমেয়। মৎসরতা নামক কাষায়ী তমোগুণ সর্পের ফোঁস্ ফোঁস্ শব্দ ব্যতীত আর কিছুই নহে। নিজেকে শ্রেষ্ঠ স্থানে অধিষ্ঠিত প্রতিপন্ন করিবার জন্য অপরের সদ্গুণরাজি অপলাপ করিয়া কাহারও প্রতিদ্বন্দ্বিকে অপরের নিকট হীনরূপে প্রদর্শন করিবার যে হীনা চেষ্টা তাহা পরমার্থরাজ্যের জনগণের নিকট স্থান পাওয়া ত' দূরের কথা, সাধারণ নৈতিকগণও ঐ চেষ্টাকে সর্বদা ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকেন। তাহাতে অপরের অনিষ্ট কিছুই হয় না, যে ব্যক্তি ঐ হীনা চেষ্টা হৃদয়ে পোষণ করে তাহা তাহারই সর্বনাশের অঙ্কুররূপে সংযোজিত হইয়া থাকে। মৎসরতায় নিমজ্জিত থাকিলে নিরপেক্ষ ভাবেও ধর্ম বুঝিবার শক্তির অভাব থাকিবেই থাকিবে বলা বাহুল্য. মৎসরতা-কাষায়ী অবিদ্যার ক্রিয়া ব্যতীত আর কিছুই নহে। অবিদ্যা কিছু বিদ্যা নহে। অবিদ্যাগ্রস্ত ব্যক্তি কখনও পরবিদ্যা বা শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তির শিক্ষক হইতে পারেন না। "আমি কর্ত্তা" "আমি গুণশালী" "আমার মত কতগুণশালী ব্যক্তি আর কোথায় আছে" প্রভৃতি চিন্তাস্রোত অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মার পরিচায়ক। এই অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা হইতে অবরোহপন্থীর ক্রমশঃ মৎসরতার উৎপত্তি হইয়া থাকে। যাঁহারা পরমার্থ-পথ আশ্রয় করিতে চাহেন তাঁহারা সর্বদাই অপরাধ প্রভৃতির ঐ সকল প্রভাব হইতে সর্বদা নিজকে রক্ষা করিবার জন্য যত্ন করিবেন; নতুবা ভগবদ্ভজনে প্রবেশের কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই। তাই ভাগবত-ধর্ম্ম-উপদেশকের প্রথম সংকল্পবাণী —

"প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে॥"

শ্রীল প্রভুপাদ বক্তৃতাতে যখনই হরিকথা কীর্ত্তন করেন তখনই শ্রীগীতার এই শ্লোকটী প্রথমতঃ ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। "আমি কর্ত্তা", এই বিষবৃক্ষ হৃদয়ক্ষেত্র হইতে উৎপাটিত না করিলে প্রেমফল লাভ ত' দূরের কথা, তাহাতে কখনও ভক্তি-কল্পলতিকার উদয় সম্ভবপর নহে। এই বিষবৃক্ষই ভগবদ্ভক্তির অন্তরায় হইয়া জগতে অনন্ত-প্রকার অশান্তি-শাখা বিস্তার করিতেছে।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"

(৩)

বিশ্ববাসি বন্ধুগণ! তোমরা কি ইহা একবার চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখিবে না, বা এ বিষয়ে কোন চিন্তা করিবে না? যাঁহারা মনে করেন যে "আমরাও মৃত্যুর কবলে প্রায় কবলিত (One foot in the grave)" তাঁহারা কি একটুকু চিন্তা করিবেন না যে, তাঁহাদের পুত্র, কন্যা, বান্ধব বা আত্মীয়-স্বজনের ঐহিক বা পারত্রিক মঙ্গলের জন্য তাঁহারা কি ব্যবস্থা করিয়া যাইতেছেন!

"চৈতন্যচন্দ্রের দয়া করহ বিচার।
বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার॥"

চৈতন্যচন্দ্রের দয়া-বিতরণকারী বর্ত্তমান আচার্য্যদেবের ক্রিয়াকলাপের দিকে কি আমরা একবারেই তাকাইব না?

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট" স্থাপন করিয়া বাল্যকাল হইতে ছাত্রগণের নৈতিক ও পারমার্থিক জীবন গঠিত করিবার জন্য একসঙ্গে সঙ্গে শিক্ষকগণেরও পারমার্থিক জীবনকে সার্থকতা সিদ্ধির দিকে চালিত করিবার জন্য আচার্য্যদেব কলির জীবের প্রতি যে কিরূপ অহৈতুকী-দয়ার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা বর্ত্তমান-কালের মনুষ্যসমাজ ধারণা করিতে পারিতেছেন না। কর্ম্মকোলাহল-বিহীন ও পবিত্র শান্তিপূর্ণ প্রাকৃতিক স্থানসমূহের অন্যতম শ্রীধামে এই বিদ্যালয়টী স্থাপিত হওয়ায়, বারমাসী এবং তীর্থপর্যটনকারীর সাধুসঙ্গলাভ করিবার, এবং শ্রীধামের ধাম ও শ্রীধামের মালিকের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হইবার ছাত্রগণের পক্ষে মহা সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয় নির্দ্ধারিত শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রগণের নৈতিক ও পারমার্থিক জীবন গঠিত করিবার এবং পারমার্থিক জীবনলাভের সার্থকতা বা কি, শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের দয়ার বৈশিষ্ট্য বা কি, অবতার-দয়া ও অবতারী দয়ার মধ্যে পার্থক্য কি, কলিযুগের যুগধর্ম্ম বা কি, মনুষ্যের কর্ত্তব্য বা কি, বিদ্যাদানে শিক্ষাদাতার উদ্দেশ্য কি বা বিদ্যার ফল কি—প্রভৃতি বহু বিষয় শিক্ষক ও ছাত্রগণের জানিবার সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে।

— —

বর্ত্তমান বিদ্যালয়টী স্থাপিত হইবার অতি অল্প সময় মধ্যেই দেখা যাইতেছে যে এই স্কুল বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় ফল ও ছাত্র-মণ্ডলীর নৈতিক ও পারমার্থিক জীবনের সুফল দেখিয়া বহু দূর হইতেও অভিভাবকগণ তাঁহাদের পুত্র ও আত্মীয়-স্বজনকে অতি আগ্রহের সহিত এখানে পাঠাইতেছেন। আচার্য্যদেবের ইচ্ছা যে, যদি এই বিদ্যালয় হইতে একটী ছাত্রও শ্রীচৈতন্যের বাণীতে শিক্ষিত, দীক্ষিত ও অভিষিক্ত হইতে পারে, তবে সেই ব্যক্তি আবার শ্রীচৈতন্যের আদেশে 'গুরু হঞা তার এই দেশ' বাণী শিরোধার্য্য করিয়া কৃষ্ণমঙ্গল কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিতে পারিবে। এইরূপে ক্রমশঃ বিশ্ববাসীগণ শ্রীচৈতন্যদেবোক্ত 'পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম। সর্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম' প্রচারিত হইতে পারিবে।

যাঁহার শ্রীনাম প্রেমের বিজয়পতাকা লইয়া বর্ত্তমান আচার্য্যদেব বিশ্ববাসীর সমক্ষে দণ্ডায়মান, আজ তাঁহারই আবির্ভাব-তিথি-বাসর। এই বাণী ও বিজয় পতাকা লইয়া আচার্য্যদেব পাশ্চাত্যদেশে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন। আচার্য্যের পাশ্চাত্য-দেশে গুরুবিজয়-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া আজ লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম দর্শন-লালসায় শ্রীগৌরাবির্ভাব-বাসরে শ্রীধাম-মায়াপুরে সমাগত হইয়াছেন।

হে আচার্য্যদেব! প্রধান শিক্ষক হিসাবে আপনার শ্রীপাদপদ্মে আমার এই কাতর প্রার্থনা যে, যে কার্য্যের জন্য আপনি আমাকে নিযুক্ত করিয়াছেন, আপনার সেই মনোহভীষ্ট কোটিাংশের এক অংশও যেন সম্পাদন করিয়া আত্মমঙ্গল বরণ করিতে পারি। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর প্রকটতিথি-বাসরে প্রার্থনা, যিনি আমাদিগের মত শিক্ষক ও ছাত্রমণ্ডলীর নিকট মূর্ত্তবিগ্রহ প্রকট করিয়া শ্রীচৈতন্যদেবের বাণীকে আনাইতেছেন, সেই আচার্য্যদেব জয়যুক্ত হউন, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট জয়যুক্ত হউন, আচার্য্যদেবের আরাধ্য শ্রীগৌরসুন্দর জয়যুক্ত হউন। উক্ত ইন্‌ষ্টিটিউটের শিক্ষক ও ছাত্রগণ শ্রীচৈতন্যশিক্ষায় শিক্ষিত, দীক্ষিত হইয়া বিশ্বের দ্বারে দ্বারে শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত বিতরণ করিয়া আচার্য্য কৃপা ও আত্মমঙ্গল বরণ করুক এবং আচার্য্যের মনোহভীষ্ট পূরণ করিতে থাকুক, তাহা হইলেই উক্ত বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে এবং বৈশিষ্ট্যও সংরক্ষিত হইবে।

[গৌর প্রকট-তিথি-বাসরে লিখিত]

শান্তিসুখ

(শ্রীসনকানন্দ ব্রহ্মচারী)

শ্রান্ত ক্লান্ত হে পথিক, তুমি ফিরি চতুর্দ্দিক
কিসের সন্ধান কর তুমি?
বুঝি সুখ-প্রাপ্তি-আশে, বদ্ধ হ'য়ে মায়াপাশে
যাতনা পেতেছ শুধু বৃথা!
জিজ্ঞাসি তোমারে আমি,
সুখ কি পেয়েছ তুমি,
যাহা লাগি ছুটাছুটি কর,
বলিতেছ পাও নাই, তবু আশা আছে তাই,
সংসারে ভ্রমিয়া তুমি মর।
(কিন্তু) জেন' তাই সুনিশ্চয়,
সুখ কভু না মিলয়,
দুঃখময় ভব-কারাগারে;
মায়ার দাসত্ব ক'রে, শান্তিসুখ লভিবারে,
সমর্থ হইতে কেহ নারে।
মায়া যাঁ'র ছায়া শক্তি,
তাহে না করিলে ভক্তি,
বিনা তাঁ'র অহৈতুক সেবা,
অপ্রাকৃত শুদ্ধানন্দ, যার নাম প্রেমানন্দ,
কোন্ কালে পেয়েছে বা কেবা?
সেবাতেই পরম সুখ, ভোগেতে কেবল দুখ
অতএব ছাড়ি' ভোগবুদ্ধি,
হরি-গুরু-সেবা-মূলে ভক্তিপথে সদা চ'লে,
ক'রে লও আত্মচিত্তশুদ্ধি।
শুদ্ধ সুখ পেতে হ'লে,
'শ্রদ্ধা-মালা' প'রে গলে,
'সাধুসঙ্গে' করি' প্রণিপাত,
পরিশ্রম, সেবাধারে, প্রবেশি 'ভজন'-ঘরে,
'অনর্থেরে' ফেলহ পশ্চাৎ।
পরে পাবে 'নিষ্ঠা'-ধনে, নৈরন্তর্য্য রেখে মনে
'রুচি' লাভ হ'বে তারপর,
অতঃপর পাবে তুমি,
"আসক্তি" নামেতে ভূমি,
ভাব-পাবে হইয়া তৎপর।
সেথা হ'তে কিছু পরে,
যাইবে "ভাবের" ঘরে
যাতে তুমি লভিবে বিশ্রাম,
শ্রান্তি, ক্লান্তি সব' দূর ভাবে হ'য়ে ভরপুর,
শান্তিসুখ পাবে অবিরাম।
এই পথে না চলিলে, ভোগবাঞ্ছা হৃদে প'রে,
কুকর্ম্মাক্ত পারত্যাগ করি',
ত্রিতাপের যাতনায়, যাতে চিত্ত জ্বলে যায়,
অবিরেতে ভুলে যাবে তায়।
অন্তকালে সেই জন, নাহি ধরে সে-চরণ,
তা'র দশা না আছে অজানা,
নানা বিভীষিকা দেখি',
মিলনেও না পাবে স্বস্তি,
পাবে শেষে যমের যাতনা।
অতএব পায়ে ধরি', সবারে মিনতি করি,
শুন মোর এই নিবেদন,
(যদি) সত্য আনন্দ চাও,
ভোগবুদ্ধি ছেড়ে দাও
সদা সেব সে-রাধা-চরণ।

বৈরাগী ভাই গ্রাম্যকথা না শুনিবে কানে। গ্রাম্যবার্ত্তা না কহিবে যবে মিলিবে আনে॥

বিবুধসমরবিজয়ি-পঞ্চশ্রী-স্বাধীনত্রিপুরেশ্বর-শ্রীমদ্‌বীরবিক্রমকিশোর-দেববর্ম্ম-মাণিক্য বাহাদুর-প্রবর্ষপ্রভুবর্য্যাণাং মহাসভোদয়ায় প্রদত্তমভিনন্দনপত্রম্

পুণ্যশ্লোকচন্দ্রবংশাবতংসকুলালঙ্কারবরোত্তম !
স্বাধীনত্রিপুরানাধিপবর শ্রীমন্ মহারাজেন্দ্র !
শ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণীপরিষদঃ শ্রেষ্ঠং পতিং
ত্বাং বয়ং
সংপ্রাপ্যেহ মুদিতাঃ স্ম মনসা সম্ভাবয়ে
স্বাগতম্ ॥ ১ ॥

ত্বজ্জ্যেষ্ঠপ্রপিতামহো গুণনিধিঃ শ্রীশানচন্দ্রঃ
সুধীর্নিত্যানন্দকুলাশ্রয়াৎ সমভবৎ প্রাগ্
বৈষ্ণবো ভূপতিঃ।
তাতো যে পরিপালয়ন্ হরিজনান্
নানাবিধৈর্বৈষ্ণবৈঃ
কৃষ্ণৈকাস্বাদনে যথাবদবৎ প্রখ্যাতবন্তাং
ভূতলে ॥ ২ ॥

ত্বদ্‌ভ্রাতা প্রপিতামহস্তব নৃপঃ
শ্রীবীরচন্দ্রাভিধঃ
শ্রীমদ্‌ভাগবতাদ্যনেকসুমহাগ্রন্থান্
প্রকাশ্যাদরাৎ।
ভক্তেঃ পুণ্যতমাং কথাং ক্ষিতিতলে
সংস্থাপনে সমুৎসুকঃ
শ্রীনবদ্বীপপ্রচারিণীপরিষদ্‌ক্ষারঃ পতিঃ
সমভৌ ॥ ৩ ॥

তৎপুত্রস্ত পিতামহস্তব নৃপঃ
রাধাকিশোরঃ পতিঃ
শ্রীমান্ ধামপ্রচারিণীপরিষদঃ স্বামিত্বমাপ্তঃ
স্বয়ম্।
মায়াপুরবিগ্রহৌ সুললিতৌ শ্রীগৌরকৃষ্ণাবনৌ
সংস্থাপ্যাত্র তয়োশ্চ সেবনবিধৌ বুদ্ধিং
দধৌ সত্তমঃ ॥ ৪ ॥

শ্রীবীরেন্দ্রকিশোরকস্তব পিতা শ্রীমান্
পতিঃ সংসদ
আসীৎ পুণ্যতমালয়ঞ্চ বপুষা সংরক্ষিতঃ
সংস্থিতঃ।
ত্বেষাঞ্চ গুরুজনানাং শুভৈষণাবদনেন যথা
পত্ন্যা সংসদিহং বিভাতি নিতরাং সত্যাঞ্চ
সংরক্ষিতাঃ ॥ ৫ ॥

বিচৈত্রবর্য্যাঙ্কুলশ্রিয়াং সমূহঃ কাষ্ঠাং পরাং
সম্প্রত্যুদ্যোতত্র বহুতরমপি ন পুনঃ প্রার্থ্যং
কিঞ্চো কিঞ্চন।
আশীর্বাদং হিতকং শুভং সংপ্রার্থয়ে
সর্ব্বথা
কল্যাণং কুরুতাৎ স্বয়ং স ভগবান্
শ্রীগৌরচন্দ্রস্ত তে ॥ ৬ ॥

৪৪৯ গৌরাব্দীয়গৌর চৈত্রমাসস্য
ষষ্ঠদিবসে শ্রীধাম-মায়াপুরতঃ
বিনীত—
শ্রীনবদ্বীপধাম প্রচারিণী সভা-
সভ্যবৃন্দেন

অভিনন্দন পত্র

গৌরজন্ম-বার্ষিক-বাসরে শ্রীগৌর-জন্মস্থলী শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপে যোগপীঠের নবনির্ম্মিত শ্রীমন্দিরে ভগবৎ-প্রবেশোৎসবের অধিবেশনে মহারাজের সভাপতিত্ব ও শুভাগমনকে শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার পক্ষ হইতে আমরা অভিনন্দিত করিতেছি।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রতি শ্রীমন্মহারাজের স্বাভাবিক প্রীতি, শ্রদ্ধা, সহানুভূতি ও আকর্ষণ মহারাজাধিরাজ পিতৃপিতামহগণের আদর্শেরই উজ্জ্বল অনুরূপ। শ্রীমন্ মহারাজের প্রপিতামহের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃবরোধ মহারাজ ঈশানচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর শ্রীনিত্যানন্দবংশকে শ্রীগুরুদেব বরণ করায় আমরা তদানীন্তন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ বৈষ্ণব সার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজের সহিত মহারাজ ঈশানচন্দ্রের পারমার্থিক সম্বন্ধ দর্শন করিতে পারি।

শ্রীমন্মহারাজের প্রপিতামহ স্বনামধন্য মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ধর্ম্মের মূলগ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবত বিতরণ ও গৌড়ীয়-সাহিত্য-ভাণ্ডারের অধিকাংশ শাস্ত্রগ্রন্থ মুদ্রিতাকারে প্রকাশিত করাইয়া প্রত্যেক গৌড়ীয়-বৈষ্ণব ও সকল শ্রেণীর ধার্ম্মিক ও জনসাধারণের নিকট চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন। মহারাজ বীরচন্দ্র পুনঃ পুনঃ শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার পৃষ্ঠপোষকগণের মধ্যে অগ্রণী নৃপতি, উৎসাহদাতা ও আশ্রয়দাতা। মহারাজ বীরচন্দ্রই ১৩০০ বঙ্গাব্দে শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভার সভাপতির পদ বরণ, শ্রীধাম মায়াপুরের সেবা-প্রচার, বর্ত্তমান যুগে শুদ্ধভক্তি-প্রচারের মূলপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সম্পাদিত ও শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তিঠাকুর-কৃত গৌড়ীয়-ব্যাখ্যাসহ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার সংস্করণের প্রথম প্রকাশ, গোবিন্দভাষ্য মুদ্রিত আকারে প্রথম প্রচার এবং শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর ও শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজ-সভার বর্ত্তমান আচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের দ্বারা ত্রিপুরারাজ্যে শুদ্ধভক্তিকথা-প্রচারে উৎসাহ ও প্রীতি প্রদর্শন করিয়াছেন।

শ্রীমন্মহারাজের পিতামহ বৈষ্ণব-জনাশ্রয় কাশীবাস-প্রাপ্ত মহারাজ রাধাকিশোর দেববর্ম্ম মাণিক্য বর্ম্মরাজ বাহাদুর শ্রীধাম-মায়াপুর-যোগপীঠে শ্রীরাধামাধব-শ্রীবিগ্রহ পুনঃপ্রকাশের আনুকূল্য ও শ্রীমন্মহারাজের পিতৃদেব স্বনামধন্য মহারাজ বীরেন্দ্র কিশোর মাণিক্য বাহাদুর পিতৃপিতামহগণের আদর্শ অনুসরণ করিয়া শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভা ও শ্রীনবদ্বীপধাম প্রচারিণী সভাকে উৎসাহিত করিয়াছেন।

শ্রীধামমায়াপুরের শ্রীচন্দ্রশেখর-আচার্য্যভবনের অনন্ত সম্পদ শ্রীগৌরসুন্দরের দ্বারা প্রথম অভিনীত পারমার্থিক অভিনয়ের অভিনয়স্থল ও সঙ্কীর্ত্তনলীলার প্রথম পীঠ। এই স্থান হইতেই বিশ্বের সর্ব্বত্র মহাপ্রভুর কথা প্রচারের জন্য শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার বর্ত্তমান আচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের দ্বারা শ্রীচৈতন্য-মঠ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। তাঁহারই আনুগত্যে সর্ব্বক্ষণ হরিকথা-শ্রবণ কীর্ত্তন ও হরিসেবাব্রতীদিগের জন্য বহু সন্ন্যাসী, বানপ্রস্থ, ব্রহ্মচারী ও হরিসেবাপর গৃহস্থগণ এস্থানে ভক্তিসদাচার গ্রহণ করিয়াছেন। এই স্থান হইতে "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" নামক পারমার্থিক দৈনিক-সংবাদপত্র নিয়মিতভাবে দশবৎসর যাবৎ প্রকাশিত হইতেছেন। মহর্ষি পাণিনি-প্রোক্ত গৌড়পুরের সারস্বত-চর্য্য "পরবিদ্যাপীঠ" প্রতিষ্ঠা-বেদবিদ্যালয় ও "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্" নামক উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠায় আদর্শ পোষণ হইয়াছে।

শ্রীযোগপীঠের নবমন্দিরের ভিত্তিস্থাপনের সময় (গত ৩০শে জৈষ্ঠ, ১৩৩১) ভূগর্ভ হইতে শ্রীবিষ্ণুরের পূর্ব্বে অধিষ্ঠিত অধোক্ষজ শ্রীবিগ্রহ প্রকাশিত হইয়াছেন।

গত ১৫ই জানুয়ারী বঙ্গের মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর শ্রীগৌড়মণ্ডল সন্দর্শনকালে লণ্ডন-বৃটিশ-মিউজিয়াম ও ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরী হইতে সংগৃহীত মানচিত্রসহ বর্ত্তমান শ্রীধামের উদ্ধার ও ভাগীরথীর পূর্ব্বতীরে সপ্তদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত শ্রীধাম-নবদ্বীপের তাৎকালিক সংস্থানের প্রকৃষ্ট নিদর্শন দর্শন করিয়াছেন।

মহারাজ অদ্য শ্রীধাম-প্রচারিণী সভার সভাপতি-সূত্রে শ্রীগৌরজন্মস্থলী স্বয়ং সকলন ও পিতৃপিতামহগণের প্রতিষ্ঠিত সেবা-সদনের সেবা করিয়া 'সদ্‌গুরুক' নামের প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রদান করিলেন।

ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের ও তাঁহার নিজজনগণের সন্তোষকই অশেষ মহারাজের উপর বর্ষিত হউক। মহারাজ শ্রীধামের সেবায় উজ্জ্বলা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করিয়া সমস্ত সজ্জনগণের সুখানন্দ বর্দ্ধন করুন। আমরা মহারাজকে আন্তরিকভাবে অভিনন্দিত করিতেছি।

শ্রীধাম মায়াপুর,
শ্রীগৌরজন্মবাসর, গৌরাব্দ ৪৪৯

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার
সভ্যবৃন্দ।

ডাঃ দীনেশ সেনের পত্র

শ্রীশ্রীনবদ্বীপ ধাম-প্রচারিণী সভার সম্পাদকের নিকট লিখিত

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র নারায়ণ রায়,
প্রাজ্ঞ, এম-এ, মহোদয়,

সুহৃদ্‌বরেষু,

শ্রীনবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর যোগপীঠ হইতে আপনার সাদর আমন্ত্রণ পাইয়া কৃতার্থ হইয়াছি। এই যুগে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর ধর্ম্ম-প্রচারে গৌড়ীয়মঠ যেরূপ কার্য্য করিয়াছেন, বোধ হয় আর কোন প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মতালিকা সেরূপ গৌরবজনক হয় নাই। শ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এই স্থান হইতে জাতি ও শ্রেণী নির্ব্বিশেষে পাবন চরিত্র ও তত্ত্বজ্ঞান চারিদিকে ছড়াইয়া বিলাইয়া দিয়েছেন এবং এই পুণ্যধামকে কেন্দ্র করিয়া নানারূপ প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়া, যোগপীঠের প্রতিপত্তি ও মহিমা ক্রমেই বাড়াইয়া দিতেছে। ভগবানের কৃপায় সমস্ত বাধা অতিক্রম করিয়া এই কার্য্য সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আমি বৃদ্ধ ও অসুস্থ; এজন্য তথায় যাইতে না পারিয়া মর্ম্মান্তিক কষ্ট বোধ করিতেছি। বিশেষ প্রাচীনতম বংশ-গৌরবে যাঁহার স্থান, ভারতীয় রাজন্যবর্গের পুরোভাগে, সেই চন্দ্রবংশাবতংস শ্রীযুক্ত ত্রিপুরেশ মাণিক্য বাহাদুর এই উপলক্ষে নায়কত্ব গ্রহণ করিবেন—আমি তথায় উপস্থিত হওয়ার সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত হইয়া বিশেষ দুঃখিত হইয়াছি। আপনাদের এই মহদনুষ্ঠানের সঙ্গে সহযোগ জানাইয়া দূর হইতে আমি বিদায় লইতেছি।

স্বাঃ—দীনেশচন্দ্র সেন

"সরস্বতীজয় শ্রী"

[বৈষ্ণব-পত্র]

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের জন্য যে যে পাইবে তাঁহার অনুকূলে একপণ উপলব্ধি করিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে নিবদ্ধ হইয়াছে। ভিক্ষা ৪ টাকা মাত্র। প্রাপ্তিস্থান শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার কলিকাতা।

সৎক্রিয়াসারদীপিকা

দ্বিতীয় সংস্করণ
প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা ১৷০
শ্রীঘ্র নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন
গ্রন্থ-বিভাগ শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শুদ্ধভক্তি মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ

([illegible])

প্রাচীন নবদ্বীপ, [illegible] শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমায়াপুর [illegible] ... [illegible]

[illegible]

এখানে [illegible] অপ্রকাশিত ও [illegible] অপ্রাচীন [illegible] প্রকাশিত [illegible] হইতেছেন। [illegible] নিত্য সেবা [illegible] করা যাইবে। রক্ষক —শ্রীপাদ [illegible] ব্রহ্মচারী [illegible]।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১নং কালী প্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন [illegible]

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত শুদ্ধ ভক্তিধর্ম-প্রচারকেন্দ্র গৌড়ীয়দের সম্প্রদায় এখানে কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই মঠ হইতে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীরাধাগোবিন্দজীউর সেবা নিত্য হইয়া থাকে। 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। [illegible], [illegible], শ্রীমদ্ভাগবত, [illegible] আলোচনা হয়। এই মঠ হইতে [illegible] প্রচার, [illegible] ও [illegible] অনুষ্ঠান হয়। [illegible] আচার্য্যের শ্রীপাদ [illegible] বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীগৌরসুন্দরের জন্ম বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব স্থান [illegible]। এখানে [illegible] ও [illegible] শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও [illegible] শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা [illegible] শ্রীগৌর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক —শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী সেবাকোবিদ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহ এখানে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান, রক্ষক—শ্রী[illegible]নাথ অধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীকুঞ্জদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

(৭) কাজীর সমাধি পাট

[illegible] পোঃ [illegible] (নদীয়া)

[illegible] কাজীর সমাধি। রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী [illegible]।

(৮) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রী[illegible], পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

[illegible] শ্রীগৌর গদাধর ও [illegible] সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক - শ্রীবনবিহারী দাস অধিকারী।

(৯) শ্রীগৌর গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান)

[illegible] শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক— শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

১০) মোদদ্রুম ছত্র গৌড়ের বৈদিক

[illegible], পোঃ [illegible], (বর্দ্ধমান)।

শ্রী[illegible] স্থান।

শ্রী[illegible] সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক —শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী, [illegible]।

(১১) মেঘড়িয়া কুঞ্জকানন

[illegible] নিকটবর্ত্তী,

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক - শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

১২ । কৃষ্ণকুটীর পোঃ কৃষ্ণনগর,

নদীয়া। রক্ষক— [illegible] অধিকারী

(১৩) ভাগবত আসন—পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

এই স্থান হইতে ভাগবত-পত্রিকা প্রকাশিত হয়। রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী [illegible], [illegible]।

(১৪) একায়ন মঠ

গোপীনাথপুর, পোঃ [illegible], (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রী[illegible]নাথ [illegible] গোস্বামী অধিকারী।

(১৫ মহেশ পণ্ডিতের পাট

[illegible] পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(১৬) মাধ্বগৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, পোঃ ঢাকা

পূর্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীপাদ [illegible] বিদ্যাবিনোদ বি-এ।

(১৭, গোপালজীউর—কমলাপুর, ঢাকা)

গোপালজীউর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিদ্যমান। রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী,

(১৮) গদাই গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, ঢাকা)।

এখানে শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(১৯) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক - মহোপদেশক [illegible] শ্রীপাদ [illegible] অধিকারী এম-এ, বি-এল।

(২০) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ [illegible], ([illegible])

এখানে [illegible] শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধিকা-গিরিধারীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক — শ্রী[illegible] অধিকারী,

(২২ , চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ [illegible], ([illegible])

এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রী[illegible]নাথ অধিকারী।

(২৩) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিক্‌দহা, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে গুরু-গৌরাঙ্গ-রাধিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী [illegible]।

(২৪) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক— শ্রী[illegible] দাস অধিকারী।

(২৫ । সচ্চিদানন্দ মঠ

বালিয়াটি, পোঃ [illegible], (কটক)

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ বিনোদবিহারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক মহোপদেশক শ্রী[illegible] [illegible]

(২৬ , ত্রিদণ্ডি গৌড়ীয় মঠ

পোঃ [illegible] পুরী,

শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ [illegible] সেবা। রক্ষক শ্রী[illegible]।

(২৭) পুরুষোত্তম মঠ

[illegible], পোঃ পুরী [illegible]।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদ[illegible] নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(২৮) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌরাঙ্গের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক শ্রী[illegible] বিহারী অধিকারী।

(২৯) রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], জেলা গোদাবরী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ[illegible]-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—শ্রী[illegible] অধিকারী [illegible]।

(৩০) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং [illegible], বেনারস সিটি

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-[illegible]-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৩১) শ্রীরূপ গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-[illegible]-গিরিধারীর সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ [illegible] শ্রৌতী

(৩২) পরমহংস মঠ,

পোঃ [illegible], সীতাপুর

এখানে শ্রী[illegible] পাঠশালা ও গৌর-বিনোদ-বিনোদিনীর সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক — শ্রী[illegible] অধিকারী।

(৩৩) কৃষ্ণচৈতন্য মঠ

পুরাণমণ্ডি, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

এখানে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিত্য-সেবা হয়। রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠ

[illegible], মথুরা

রক্ষক - ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ [illegible]

(৩৫) ব্রজস্বানন্দ সুখদকুঞ্জ - শ্রীরাধাকুণ্ড

রক্ষক— শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৬ কুঞ্জবিহারী মঠ —শ্রীরাধাকুণ্ড

(৩৭) গৌড়ীয় সন্ন্যাসী মঠ

[illegible], পোঃ [illegible], জেলা [illegible] (পাঞ্জাব) রক্ষক— শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৩৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪০নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ [illegible]

(৩৯) বারাণসীগৌড়ীয় মঠ

[illegible], [illegible], [illegible]।

এখানে শ্রী[illegible] সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক— শ্রী[illegible] অধিকারী।

(৪০) সারস্বত গৌড়ীয় মঠ

[illegible], [illegible], [illegible]

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ [illegible]

(৪১) মান্দ্রাজ গৌড়ীয় মঠ

পোঃ [illegible]

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা।

রক্ষক শ্রী[illegible] অধিকারী।

(৪২) বোম্বে-গৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়

[illegible] রোড, [illegible], বাম্বে

রক্ষক—শ্রী[illegible] [illegible]।

(৪৩) কুরুক্ষেত্র গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], [illegible]

রক্ষক— শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

(৪৪) নরকোপ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], [illegible]।

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৫) পাটনা গৌড়ীয় মঠ

১০০ [illegible], পাটনা।

রক্ষক— শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী [illegible]

(৪৬) [illegible] গৌড়ীয়মঠ [illegible]

রক্ষক -শ্রী [illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৭) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয়

৩ [illegible], [illegible], লণ্ডন

রক্ষক—[illegible] মা শ্রীমদ্ [illegible]

(৪৮) বার্লিন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

Berlin W. 30

Eisenacher strasse 29

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবত—সমগ্র ৪০৲
প্রথম ৩টিতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধের প্রতিখণ্ড ৸৴০
২। ঠাকুর নিতাই শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। কবিরাজ-কৃত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৬৲
৪। মধ্ব-ভাষ্য ৪৲
৫। ত্রৈবর্ণ্য
৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ১৲
৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
৮। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
৯। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১০। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১১। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিপ্র-তত্ত্ব ।০
১২। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৩। চৈতন্যোপনিষদ্ ।০
১৪। বাদল-আন্দবর ।০
১৫। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
১৬। গৌড়ীয়-গৌরব ৸৴০
১৭। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৷৵০
১৮। ভজন-রহস্য ৷০
১৯। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ ও (বাঁধা) ১৲
২০। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ১৲
২১। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ১
২২। গীতার কেবল মূল-ভাষ্য
২৩। দুর্গমসঙ্গমনী অনেকান্তঃ সাদৃশ্যবাদ (বাঁধা) ১
২৪। বেদান্তসূত্রের সারব্যাখ্যা (রামানুজীয়) ।০
২৫। প্রেমবিবর্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸৵০
ঐ (বাঁধা) ৸০
২৬। দীপ-নির্ব্বাণ ৵০
২৭। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৵০
২৮। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
ঐ (আবাঁধা) ।৵
২৯। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩০। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩১। গীতমালা ৴১০
৩২। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৩। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৪। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৫। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ।০
৩৬। শরণাগতি ৴০
৩৭। গীতাবলী ৴০
৩৮। দিব্য নবদ্বীপ ১।০
৩৯। সাধনকণা ৴০
৪০। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৪১। নবদ্বীপশতক ৴০
৪২। অর্চ্চনপদ্ধতি ৴০
৪৩। মহাভাগবতঃ ৴০
৪৪। কল্যাণকল্পতরু (২য় সংস্করণ) ৴১০
৪৫। অর্চ্চনপথ ৷১০
৪৭। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম ভাগখণ্ড) ৩৲
৪৮। ব্রহ্মসংহিতা ৷০
৪৯। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫০। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫১। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫২। স্তবমুক্তাবলী বা সাধনামৃতচন্দ্রিকা ।০
৫৩। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৴০
৫৪। ঈশোপনিষদ্ (বলদেব ও মাধ্বভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫৫। শ্রীকৃষ্ণদেব ৶০
৫৬। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৫৭। সংখ্যাবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৮। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিধিকঃ ।০
৫৯। সটীক শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৬০। স্তবগুচ্ছম্ ।০
৬১। সানুবাদ শিক্ষাষ্টক ৷৵০
৬২। গৌড়ীয়মঠের পরিচয়ঃ ৴০
৬৩। মায়াবাদনির্ণয়ম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৪। রায় রামানন্দ ।০
৬৫। এ ভিউ অব ওয়ার্ক অন্ বেদাস্ ।০
৬৬। নামভজন ।০
৬৭। বেদাস্—ইটস্ মর্ফলজি অ্যাণ্ড অন্টোলজি ।০
৬৮। রিলেটিভ ওয়ার্ক্স ৷৵০
৬৯। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।০
৭০। বৈষ্ণবিজম ।০
৭১। [illegible] গৌড়ীয়মঠ [illegible] ৴০
৭২। দি ভাগবত ।০
৭৩। [illegible] প্রিন্সিপলস অ্যাণ্ড [illegible] ।০
৭৪। ব্রহ্ম-সংহিতা ২।০
৭৫। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৭৬। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৭৭। সাধন-পথ ।০
৭৮। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৭৯। গীতাবলী ৴০
৮০। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮১। শরণাগতি ৴০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কাবকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় বঙ্গ পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত জ্বরে নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অপব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৸৴০ আনা, বড় বোতল ১৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।
অথবা
পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত ম্যাজিকআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউন্টেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ। জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং নম্বর—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার কলিকাতা

আমাশয় ও পেটের পীড়ায়

শ্রীশ্যামানন্দ দাশ কবিরাজের আবিষ্কৃত

গ্রহণী বজ্র

ব্যবহার করুন

আমাশয়, রক্তামাশয় অতিসার, গ্রহণী, অজীর্ণ, পেটফাঁপা, অম্লরোগ, সূতিকা ও শিশুর উদরাময় প্রভৃতি সকল প্রকার নূতন ও পুরাতন পেটের পীড়ায় গ্রহণী বজ্র প্রত্যক্ষ ফল প্রদ মহৌষধ।

যাহারা পেটের পীড়ায় নানারূপ চিকিৎসায় অ্যালোপ্যাথি ও হোমিওপ্যাথিক ব্যবহার করিয়া ফল লাভ করিতে পারেন নাই তাঁহারা গ্রহণী বজ্র ব্যবহার করুন, রোগ অবশ্যই মুক্ত হইবেন। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। মূল্য প্রতি শিশি ।০ আনা, ৩ শিশি ১।০ বিনা ডাক মাশুল ।৵০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীকৃষ্ণ ঔষধালয়, ময়মনসিংহ।
ঢাকার এজেন্ট মেসার্স নরেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং
পাটুয়াটুলি, ঢাকা

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তসম্পতি-সম্পাদিত ও ডাঃ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ ভক্তিসুধাকর এম, এ, এম, কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সান্নিকটে : বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ সাত্ত্বিক ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনাদি প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিয়াছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের অতিরিক্ত সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

[ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কৃষ্ণনগর কলেজের সংস্কৃতের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সিদ্ধান্ত-বেদান্তাচার্য্য এম্‌-এ, মহোদয়ের স্রোতস্বিনী এবং গম্ভীর লেখনীর অনুপম সাধন করিয়া একাধারে দর্শন এবং সকল সময়ের জীবনচরিত-পাঠের জন্য ... এই বিরাট, ... ও প্রামাণ্য গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সমন্বিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সর্ব্ববিধ প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক আলোচনা ... প্রায় সহস্র পৃষ্ঠার ... ও বিদ্বৎপ্রিয় শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের স্বলিখিত মুখবন্ধ (Foreward) ... ভূমিকাদি (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সংস্কৃত শব্দের সূচীপত্র (Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে সূচীপত্র ও শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক পত্রিকা প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। প্রতি বর্ষ ৪৷৷ টাকা ভিক্ষায় কলিকাতা বাগবাজার গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

২। গৌড়ীয় মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক ... কাশী ... হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৷৷০

৪। সজ্জনতোষণী—শ্রীল ... ঠাকুর ... সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। ... মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—... পণ্ডিত ... বি-এল, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া ... হইতে প্রকাশিত অসমীয়া ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১৷৷০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল মোটা অক্ষরে এবং তাহাতে বর্ত্তমান যুগ ... ... জন্য মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। অতি সুন্দর ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ২০৩৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোক সূচী, পদ্যসূচী, গ্রন্থসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়-সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী-পত্র। এরূপ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের একখানি উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট সংস্করণ অদ্যাবধি কোথায়ও আর কখনও প্রকাশিত হয় নাই। যাহা নিরপেক্ষ পাঠক মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	প্রথম ও দ্বিতীয়ে সংবাদের পৃষ্ঠা	প্রথম ও দ্বিতীয়ে বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা	পরবর্ত্তি-সময়ে সংবাদের পৃষ্ঠা	পরবর্ত্তি-সময়ে বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা
প্রত্যেক প্রতি লাইন	।০	।৵০	।৶	
,, ,, ইঞ্চি		১॥০	১।০	১৲
,, সিকিকলম		৪৲	৩৲	২৲
,, অর্দ্ধকলম	৮৲	৬৲	৬৲	৪৲
,, ১ কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

মাসিক হার

[বাঁধা অন্ততঃ ১ বৎসরের জন্য চুক্তি করা হয়]

সংবাদ পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ৬৲, সিকি কলম ১৫৲, অর্দ্ধ কলম ২৪৲, এক কলম ৩৬৲
বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ৪॥০, সিকি কলম ১২৲ অর্দ্ধ কলম ১৮৲, এক কলম ৩০৲ টাকা।

সাহায্যের হার

সডাক বার্ষিক ৯৲ নয়টাকা, ষাণ্মাসিক ৫৲ পাঁচ টাকা, ত্রৈমাসিক ২৷৷০ পৌনে তিন টাকা, মাসিক ১৲ এক টাকা মাত্র। নমুনা প্রত্যেক সংখ্যা ৫

ম্যানেজার, দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, জেলা নদীয়া। টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম', নদীয়া

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৩৬,	১০—৫১,	১৩—২২	১৭—২৮,	২০—১৬
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—৩,	১৬—১	১৮—৯,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—২৬,	১১—৩১,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—৫৫

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

শনিবার অন্যান্যদিন

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১২-১০	১২-৩৪	১৫-৭৪	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫০	৯-৩০	১২-১৯	১২-৪২	১৫-৪০	১৮-৫০
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৫	১০-৩	১২-৫১	১১-১২	১৬-১২	১৯-৫৫

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈনিক

REG. C 1544

চৈতন্যোপনিষদ্
বড় অক্ষরে মূল ও অনুবাদসহ প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি উত্তম। ভিক্ষা ।০ মাত্র
শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

নদীয়াপ্রকাশ
THE
NADIA-PRAKASH

"গৌড়ীয়"
৭ম বর্ষ হইতে ১২শ বর্ষ পর্য্যন্ত প্রতি বর্ষ কাপড়ে বাঁধাই ভিক্ষা ৩।০ মাত্র।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ
বাগবাজার, কলিকাতা

ভারতের সর্ব্বত্র মঙ্গল-প্রচারের—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

১০ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১৩ই চৈত্র, বুধবার ১৩৪১, ২৭শে মার্চ্চ ১৯৩৫ [২২শ সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

নৃশংস হত্যাকাণ্ড

পাটনার উপকণ্ঠে একটী মাঠের মধ্যে সম্প্রতি জনৈক ব্যক্তির ছিন্নমুণ্ড যে একটী মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে, মজঃফরপুরের পুলিশ ঐ নৃশংস হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে এ পর্য্যন্ত তিনজনকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

প্রকাশ যে, মৃতদেহের নিকট যে একজোড়া জুতা পাওয়া যায়,—উহা উপলক্ষ করিয়া অনুসন্ধানের পর উক্ত তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। বিবরণে আরও প্রকাশ যে পুলিশ তদন্ত করিয়া জানিতে পারিয়াছে, মৃতব্যক্তি গয়া সহরের একজন 'হালুই' ছিল। তাহাকে নাকি বিবাহের প্রলোভন দেখাইয়া গয়া হইতে অলঙ্কারপত্রসহ মজঃফরপুর পর্য্যন্ত আনয়ন করা হয় এবং অবশেষে তাহার অদৃষ্টে এই শোচনীয় পরিণাম ঘটে।

গোয়ালন্দে ডাকাতি

গোয়ালিয়র রাজ্যের বালেকাপুরার এক সংবাদে প্রকাশ যে তথায় একটী সশস্ত্র ডাকাতি হইয়া গিয়াছে এবং কয়েকশত টাকা মূল্যের সম্পত্তি লুণ্ঠিত হইয়াছে।

প্রকাশ যে, প্রায় ১৫ জন সশস্ত্র ডাকাত একদিন শিবিয়া নামক জনৈক অবস্থাপন্ন মহাজনের বাড়ী আক্রমণ করে এবং কোথায় ধনরত্নাদি রাখা হইয়াছে তাহা বলিয়া দিবার জন্য গৃহবাসীদিগকে ধমকায়। গৃহবাসীরা তাহা প্রকাশ করিতে অস্বীকার করায় দুর্বৃত্তগণ তাহাদিগকে খুঁটির সহিত বাঁধিয়া উত্তপ্ত লৌহশলাকা দিয়া দাগাইয়া দেয়। অতঃপর তাহারা লুণ্ঠন করিয়া মালপত্রসহ পলায়ন করে। এই সম্পর্কে পুলিশ তদন্ত চলিতেছে।

হিন্দু মুস্লিমে দাঙ্গা

ভূপাল রাজ্যের টেওরা হইতে এই মর্ম্মে একটী সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে যে, তথায় এক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামার ফলে প্রায় ১২ জন হিন্দু মহিলা ও শিশু জখম হইয়াছে।

প্রকাশ, হোলি উৎসবের দিন উক্ত দাঙ্গা বাধে। দাঙ্গাকালে হিন্দুমন্দিরগুলি হইতে দেববিগ্রহ অপসারিত হইয়াছে। আহতদিগের মধ্যে একজনের অবস্থা সঙ্গীন। সংবাদ প্রাপ্তি মাত্র পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় এবং অবস্থা আয়ত্তে আনে।

ট্রেণে চাপা পড়িয়া ষ্টেশন মাষ্টারের মৃত্যু

আজিমগঞ্জ লুপ লাইনে মহেশপুর ষ্টেশনের ষ্টেশন মাষ্টার মিঃ এস্ কে গাঙ্গুলী কার্য্যে ব্যস্ত ছিলেন এমন সময় হঠাৎ তিনি একখানি মাল গাড়ীর সম্মুখে পড়িয়া যান। ঐ স্থানটি রেলওয়ে প্লাটফর্ম্মের সন্নিকটেই ছিল। পড়িয়া যাওয়ার পরই ট্রেণখানি তাঁহার উপর দিয়া চলিয়া যাওয়ায় অকস্মাৎ তাঁহার মৃত্যু হয়।

সুলতানগঞ্জ ও আকবর নগর ষ্টেশনের মধ্যেও আর একটী দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। ৬৫ বৎসর বয়স্ক এক বৃদ্ধ উক্তস্থানে রেললাইন পার হইবার চেষ্টা করে এবং হঠাৎ ট্রেণ আসিয়া পড়ায় তাহার মৃত্যু হয়। লোকটিকে কেহ সনাক্ত করিতে পারে নাই।

বীমা প্রতারণার ফল

গোয়ালন্দের মহকুমা হাকিম মিঃ এ এইচ আলী আই সি এস বীমা প্রতারণার অপরাধে কুষ্টিয়ার ডাক্তার সতীশচন্দ্র সাহা এম-বি কে এবং বিজেন্দ্রনাথ গোস্বামী নামক একজন বীমার দালালকে দুইবৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ড, দুইশত টাকা অর্থদণ্ড, অন্যথায় আরও ছয়মাস করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। আসামী রাজেন্দ্রলাল রায় কর্ম্মকার ১৮ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে, ১০০ অর্থদণ্ডে অন্যথায় আরও তিনমাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে।

মামলায় প্রকাশ, আসামী বিজেন্দ্রনাথ গোস্বামী সান লাইফ এসিওরেন্স কোম্পানীতে মথুরানাথ ঘোষ নামক এক ব্যক্তির জীবন ২০০০০৲ টাকায় বীমা করে। ডাঃ সতীশচন্দ্র সাহা মেডিক্যাল সার্টিফিকেট দিয়াছিলেন এবং আসামী রাজেন্দ্রলাল রায় কর্ম্মকার সাক্ষী ছিল। বীমাকারীর মৃত্যু হইলে দেখা যায়, বীমার প্রস্তাবপত্রে তাঁহার বয়স প্রকৃত বয়স অপেক্ষা কম লেখা হইয়াছে এতদ্ব্যতীত মেডিক্যাল সার্টিফিকেটে আরও অনেক মিথ্যা কথা লেখা ছিল।

প্রতারণার অভিযোগ

বাবু হারাণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী নামক আলীপুরের জনৈক দোকানের অভিযোগক্রমে আলীপুরের মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এন সি মজুমদার প্রতারণার অভিযোগে গোয়াবাগানের দুর্গানাথ বসু নামক এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে পরোয়ানা জারী করিয়াছেন।

অভিযোগে প্রকাশ, হারাণ বাবু একটী দেওয়ানী মামলায় ডিক্রীর টাকার জন্য আসামীর জামীন ছিলেন। এইরূপ সর্ত্ত ছিল যে, আসামী মামলাহীনের দরখাস্ত করিবে অথবা ডিক্রীর টাকা পরিশোধ করিবে। কিন্তু সে ইহার কোনটিই করে না। ফলে ডিক্রীদার ডিক্রীর টাকার জন্য দোকানের বিরুদ্ধে দরখাস্ত করে। ফরিয়াদী আসামীর অনুসন্ধান করিয়া কোন খোঁজ পায় না।

বাঙ্গালার ষড়যন্ত্র মামলার দ্বীপান্তর

সর্দ্দার কাপুর সিং ১৯১৭ সালের ২৭শে জুলাই বাঙ্গালার স্পেশাল ট্রাইবিউনাল কর্ত্তৃক ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২১ ও ১২১ (ক) ধারা অনুসারে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। ঐ মামলা বাঙ্গালার ষড়যন্ত্র মামলা নামে পরিচিত। সর্দ্দারজী ক্যান্সার রোগে ভুগিতেছেন; সুতরাং তাঁহাকে বোর্ষ্টাল সেণ্ট্রাল জেল হইতে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে।

প্রকাশ, তিনি আঠার বৎসর আন্দামানে থাকিবার পর গত বৎসর মাসে তাঁহাকে বোর্ষ্টাল সেণ্ট্রাল জেলে আনা হয়। সর্দ্দারজী পাঞ্জাবের লুধিয়ানা জেলার মোহী গ্রামের বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত বংশের লোক।

বিনা লাইসেন্সে রিভলভার রাখার জেল

অস্ত্রাগার আইনের ধারা বিনা লাইসেন্সে একটি ছয় নলা রিভলভার রাখার দায়ে মহম্মদ ইস্রাইল আলি নামক এক ব্যক্তি গত শনিবার প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক ২ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড ও ২০০৲ অর্থদণ্ড অনাদায়ে আরও ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

[illegible] ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট

[illegible]

[illegible] বিদ্যালয় [illegible] আবাসিক ছাত্রদের [illegible]

[illegible] ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট

[illegible] পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

[illegible] ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

[illegible] Foreword [illegible] Preface [illegible] Contents [illegible] Index Glossary [illegible]

শুদ্ধভক্তির অগ্রণী পত্র

THE HARMONIST

[illegible]

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

[illegible]

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব

[illegible]

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

[illegible]

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার ট্রেনের সময়

[illegible]

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার ট্রেনের সময়

[illegible]

সাহায্যের হার

[illegible] টাকা, [illegible] টাকা মাত্র। [illegible]

ম্যানেজার, দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ,

পোঃ শ্রীমায়াপুর, জেলা নদীয়া। টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম', নবদ্বীপ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

— পারমার্থিক পত্র —

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

[illegible]

১০ম বর্ষ | ৭ বিষ্ণু গৌরাব্দ ৪৬৯, ১৩ই চৈত্র বঙ্গাব্দ ১৩৬১, ২৭শে মার্চ্চ ইং ১৯৫৫ বুধবার | ২২৬ম সংখ্যা

শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-প্রচারিণী সভা

৬১শ বার্ষিক অধিবেশন

শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-প্রচারিণী সভার ৬১শ বার্ষিক অধিবেশন শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠের "অবিদ্যাহরণ"-নাট্যমন্দিরে গত ১লা বিষ্ণু (৪৬৯ গৌরাব্দ) বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৭ ঘটিকা হইতে রাত্রি ১০-৩০ ঘটিকা পর্য্যন্ত অনুষ্ঠিত হইয়াছে। [illegible] অপরাহ্ণে ঝটিকা বৃষ্টি প্রভৃতি দৈবদুর্বিপাক উপস্থিত হইলেও সভা নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়াছে। সর্ব্বমঙ্গলময় শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের [illegible] ইচ্ছায় অধিবেশনের ঠিক সময়ে দৈব-দুর্বিপাক অন্তর্হিত হইয়াছিল। বিকেলে নিদাঘের নিদারুণ গ্রীষ্ম বারিপাতে প্রশমিত হওয়ায় জনসাধারণ সুশীতল বাতাবরণে পরিতৃপ্ত হইয়া প্রফুল্লচিত্তে উক্ত সভায় যোগদান করিয়াছিলেন।

সভাপতি নির্ব্বাচন

সভায় উপস্থিত বৈষ্ণবগণ শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গবিগ্রহ ও গৌড়ীয়মঠের পাদপদ্ম বন্দনা করিলে পর ঢাকা জেলার সুপ্রসিদ্ধ বারদী গ্রামের [illegible] ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত অরুণকান্তি নাগ মহোদয়ের প্রস্তাবে এবং ঢাকা জগন্নাথ কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক, ঢাকা বারের প্রসিদ্ধ ব্যবহারজীবী শ্রীযুক্ত ভূপতিরঞ্জন নাগ এম এ বি-এল মহোদয়ের সমর্থনে ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই আসনটি বিবিধ বর্ণের বস্ত্রদ্বারা অলঙ্কৃত উচ্চ বেদীতে স্থাপিত হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত অরুণ বাবু সভাপতি-নির্ব্বাচন-প্রস্তাবের সময় সভাই বলিয়াছিলেন যে, যিনি সর্ব্বাংশে সকলের পূজ্য ও বরণীয়, যাঁহার অহৈতুককৃপায় সমগ্র বিশ্ব আজ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের নিত্যকল্যাণপ্রদ উপদেশ-বাণী শ্রবণের সৌভাগ্য পাইতেছেন যিনি [illegible] চেষ্টায় নিরন্তর শ্রীগৌরাঙ্গের মনোহভীষ্ট-প্রচারকার্য্য করিতেছেন সেই শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর ব্যতীত শ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণীসভার এই বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতির আসন পরিগ্রহ করিবার অধিকতর যোগ্য ব্যক্তি আর কেহ হইতে পারেন না।

উদ্বোধন-সঙ্গীত ও অভিনন্দন

উক্ত সুবৃহৎ অবিদ্যাহরণ [illegible]-মন্দির এবং তৎসংলগ্ন স্থানসমূহ জনমণ্ডলীতে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। অনেকে উপবেশনের স্থান না পাইয়া দণ্ডায়মান ছিলেন। সভাপতি-নির্ব্বাচনের পর মহোপদেশক শ্রীপাদ প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার মহোদয় সুললিতস্বরে "বৈষ্ণব ঠাকুর, দয়ার সাগর, এ দাসে করুণা করি'। দিয়া পদছায়া শোধহ আমারে, তোমার চরণ ধরি॥" এই উদ্বোধন সঙ্গীতটি কীর্ত্তন করেন। তৎপর উক্ত সভায় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজের পাশ্চাত্যদেশে বর্ষত্রয় শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারের পর প্রথম শ্রীধাম-মায়াপুরে শুভাগমন উপলক্ষে শ্রীচৈতন্যমঠের পক্ষ হইতে প্রদত্ত অভিনন্দন মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ মহোদয় পাঠ করেন। এই অভিনন্দনটি পঞ্চম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

অভিনন্দনের উত্তরে শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজ

অভিনন্দনের উত্তরে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজ আবেগময়ী ভাষায় একটী সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন। বিলাতের প্রচারের কথা সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণন করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন যে, বিলাসিতার বিলাসভূমি পাশ্চাত্য দেশ হইতে সর্ব্বক্ষণ শ্রীচৈতন্যমঠে প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য তাঁহার প্রাণ আকুল ছিল, তিনি শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে চট্টগ্রামে প্রচার-উদ্দেশ্যে গমনের সময় অশ্রুসিক্ত নয়নে এই স্থান পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যমঠের স্মৃতি বিদেশে তাঁহার সেই অশ্রু [illegible] করিয়াছিল। শ্রীচৈতন্যমঠে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া বৈষ্ণববৃন্দের সঙ্গপ্রাপ্তিতে তিনি আনন্দিত হইয়াছেন। শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজ দৈন্যভরে আরও বলিয়াছেন, "পিতার যে পুত্র কাহারো নিপুণ তাহার জন্য পিতার বিশেষ উদ্বেগ পাইতে হয় না, কিন্তু অকর্ম্মণ্য পুত্রকে বিশেষ রক্ষণাবেক্ষণে রাখিয়া থাকেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ পিতার সুপুত্র, তিনি সর্ব্বদেশে তথা প্রচারকার্য্য করিতেছেন; আমার অযোগ্যতা লক্ষ্য করিয়া শ্রীল প্রভুপাদ অহৈতুক-করুণার বশবর্ত্তী হইয়া আমাকে তাঁহার পাদপদ্মে টানিয়া আনিয়াছেন। আমি এই শ্রীচৈতন্যমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়াছি।

অজাতপক্ষা ইব মাতরং খগাঃ
স্তন্যং যথা বৎসতরাঃ ক্ষুধার্ত্তাঃ।
প্রিয়ং প্রিয়েব ব্যুষিতং বিষণ্ণা
মনোঽরবিন্দাক্ষ দিদৃক্ষতে ত্বাম্॥
(ভাঃ ৬।১১।২৬)

এই শ্লোকে ভগবদ্দর্শনের জন্য ভক্তের যে প্রকার আর্ত্তি দৃষ্ট হইতেছে আমার জন্যও শ্রীচৈতন্যমঠের বৈষ্ণবগণের সঙ্গ করিবার জন্য সেই প্রকার উদ্বেগ হইয়াছিল। অজাতপক্ষ পক্ষিশাবক যেমন মাতার আগমন প্রতীক্ষা করিয়া থাকে এবং যেরূপ ক্ষুধার পীড়নে কোন সময় স্তন্য পান করিবার জন্য উন্মুখ হইয়া থাকে, বিরহী প্রেয়সী পত্নী যেরূপ প্রবাসী পতির দর্শনলাভ [illegible], আমার চিত্ত সর্ব্বক্ষণ সেই প্রকার শ্রীল প্রভুপাদের ও তাঁহার সেবকগণের পাদপদ্ম দর্শনের জন্য বিশেষরূপে উদ্গ্রীব হইয়াছিল। পত্রে অবস্থানকালে আমার মনঃপদে উদিত হইত—

ন যত্র বৈকুণ্ঠকথাসুধাপগা
ন সাধবো ভাগবতাস্তদাশ্রয়াঃ।
ন যত্র যজ্ঞেশমখা মহোৎসবাঃ
সুরেশলোকোঽপি ন বৈ স সেব্যতাম্॥
(ভাঃ ৫।১৯।২৪)

শ্রীল প্রভুপাদের কৃপায় পাশ্চাত্যদেশে প্রচার করিবার সুযোগ পাইয়াছি, বৈষ্ণবগণের সংকীর্ত্তন শ্রবণের সুযোগ হইয়াছে, এখন পাশ্চাত্যের নিম্নলিখিত শ্লোক আমার হৃদয়ে অধিকার করিয়াছে।

"ধৌতাত্মা পুরুষঃ কৃষ্ণপাদমূলং ন মুঞ্চতি।
মুক্তসর্ব্বপরিক্লেশঃ পান্থঃ স্বশরণং যথা॥"
(ভাঃ ২।৮।৬)

শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের কৃপায় [illegible] পাদপদ্মে [illegible] আমার [illegible]।

[illegible]

([illegible])

কৃষ্ণ আমায় পালে, রাখে' যান সর্ব্বকাল। আত্মনিবেদন-দৈন্যে ঘুচাও জঞ্জাল॥

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

বিষ্ণু ভৃত্য অনিরুদ্ধ দাস

উন্নতি ও অবনতি

আমরা যে কোন পথ অবলম্বন করিয়া ... [illegible] ... আলোচনা করিতে ... [illegible]

সদ্গুরুর কৃপালাভ করিবার সৌভাগ্য যাঁহাদের হইয়াছে তাঁহারাই ... [illegible] ... লোক দেখা যায়—উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠ। কনিষ্ঠাধিকারীর কোমল শ্রদ্ধা ... [illegible] ... [illegible]

... [illegible] ... মধ্যমাধিকারী ব্যক্তি ... [illegible] ... অবলম্বন পূর্ব্বক উত্তমাধিকারী হইতে পারেন। মধ্যমাধিকারের ... [illegible] ... নিষ্কপট বুদ্ধিমান্ সাধকগণ উত্তমাধিকার ... [illegible] ... শিক্ষা লাভ করিয়া থাকেন। ... [illegible] ... নিত্যবস্তুর আশা নিষ্ফল হয় না।

শ্রীগুরুপাদপদ্মে সর্ব্বাত্মসমর্পণপূর্ব্বক ... [illegible] ... আমরা যতই সাধন করি না কেন, শ্রীগুরুদেবের কৃপা না হইলে ... [illegible] ... সুতরাং সাধন ও কৃপা যুগপৎ না হইলে ... [illegible] ... [illegible] ... সাধু সাবধান।

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদ পত্র

গত ১লা বিষ্ণু (৪৪৯ গৌরাব্দ), ৭ই চৈত্র (১৩৪১ বঙ্গাব্দ), ২১শে মার্চ ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দ বৃহস্পতিবার শ্রীশ্রীনবদ্বীপ ধাম-প্রচারিণী সভার ৪৩শ বার্ষিক অধিবেশন হইয়াছে। সেই অধিবেশনে উক্ত সভা হইতে বিভিন্ন গৌরাশ্রিতসেবাবৃত্তিভাক্‌গণকে নিম্নলিখিত গৌরাশীর্ব্বাদ-পত্রসমূহ প্রদত্ত হইয়াছে। প্রত্যেক আশীর্ব্বাদপত্রের শিরোদেশে

"শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতরাম্।
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম প্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ
শ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্"

এবং শেষে উক্ত সভার পক্ষে সভাপতি ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের স্বাক্ষর "শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী" সহ নিম্নলিখিত শ্লোকত্রয় আছে—

শশাঙ্ক ... [illegible] ... শরে।
শ্রীমায়াপুর-ধামস্থ ... [illegible]॥
... [illegible] ...
বিশ্বতে তথে।
ফাল্গুন পূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাব-বাসরে॥

(১)

বরিশাল ... [illegible] ... শ্রীযোগেন্দ্রমোহন ... [illegible]।
... [illegible] ...॥
ঢাকা-শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয়মঠস্থ ... [illegible]।
'ভক্তিভূষণ' ইত্যেতদুপাধিনা বিভূষিতঃ॥

(২)

শ্রীরঘুবীর সিং রাও বাহাদুরঃ মহাশয়ঃ।
... [illegible] ...॥
... [illegible] ...।
শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যে ... [illegible]॥
... [illegible] ... বিভূষিতঃ।
'ভাক্তবান্ধব' ইত্যেতদুপাধিনাত্র
সাদরম্॥

(৩)

শ্রীব ... [illegible] ... -ব্রহ্মচারী ... [illegible]।
... [illegible] ...॥
... [illegible] ...
... [illegible]।
শ্রীগুরুগৌরপাদাব্জ-মধুপিত ... [illegible]।
ধামপ্রচারিণী সভা ... [illegible]।
'ভক্তিকুসুম' ইত্যেতদুপাধিনাত্র সাদরম্॥

(৪)

শ্রী ... [illegible] ...।
... [illegible] ... মহাপ্রভুর ... [illegible]॥
... [illegible] ... ভক্তিধর্ম্মপ্রবর্ত্তনে।
শ্রীগৌড়ীয়মঠস্য ... [illegible]
ধামপ্রচারিণী সভা ... [illegible]।
'সজ্জনাবন্ধু' ইত্যেতদুপাধিনা
সাদরম্॥

(৫)

শ্রীমান্ দীনেশচন্দ্রো দেব ... [illegible]।
ঢাকা ... [illegible] ...॥

শ্রীমতঃ প্রভুপাদস্য পত্রাবলী-প্রকাশনে।
'অমৃত' প্রথমখণ্ড চিত্রাবলী-মুদ্রণে॥
গুরু-গৌরাঙ্গ-সেবায়াঃ ... [illegible] ...
'ভক্তিকোবিদ' ইত্যেতদুপাধিনা
বিভূষিতঃ॥

(৬)

শ্রীমঠে ... [illegible] ... ব্রহ্মচারিণে।
... [illegible] ...॥
শ্রীভাগবত-সম্প্রদায়-সেবাধিকারিণে।
উপাধিনাত্র 'ভক্তিমণ্ডন' ইতি
সাদরম্॥

(৭)

শ্রীধাম মায়াপুর যোগপীঠে শ্রীবিগ্রহ
... [illegible]।
... [illegible] ...
... [illegible]॥
... [illegible] ...।
শ্রীমান্ শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-পাদপদ্মার্পিতমানসঃ॥
... [illegible] ...।
'শ্রেষ্ঠাগ্রজ' ইতি বিখ্যাতো ... [illegible]
বিভূষিতঃ॥

(৮)

ব্রহ্মচারিবরঃ শ্রীমান্ সর্ব্বেশ্বর ... [illegible]।
... [illegible] ...॥
... [illegible] ...।
... [illegible] ...॥
... [illegible] ...।
উপাধিঃ সাদরং 'রাগরত্ন'
... [illegible]॥

(৯)

শ্রীগুরুগৌরচিত্তোহয়ং কুঞ্জকুটীর-সেবকঃ।
... [illegible] ... শ্রীমান্
... [illegible]॥
ধামপ্রচারিণী-সংসৎ ... [illegible]।
'সেবাবিলাস' ইত্যেতদুপাধিনাত্র
সাদরম্॥

(১০)

শ্রীমান্ গৌরেন্দুনামায়ং ব্রহ্মচারী ... [illegible]।
কলিকাতার গৌড়ীয়-মুদ্রাযন্ত্র সেবকঃ॥
... [illegible] ...
... [illegible]।
'সেবারত্ন' ইতি ... [illegible]
সাদরম্॥

(১১)

শ্রীমান্ নিবেদন ... [illegible]
... [illegible]।
যো ... [illegible] ...॥
... [illegible] ... শ্রীমদ্ গুরুগৌরাঙ্গ-সেবনে।
'অমৃত' ... [illegible] ...॥
... [illegible] ...।
'বিদ্যারত্ন' ইতি খ্যাত
উপাধিপ্রবরো ... [illegible]॥
(অতঃপর ... [illegible] ... দ্রষ্টব্য)

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিপাদাগ্রণী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজের পাশ্চাত্যপ্রদেশে ভক্তিবিনোদবাণী প্রচার পূর্ব্বক প্রথম ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন উপলক্ষে

অভিনন্দন পত্র

হে ভক্তিবিনোদবাণীর বিজয়পতাকাবাহি সেনাপতিপ্রবর! পাশ্চাত্যদেশে গৌড়ের পূর্ব্বাচলে সমুদিত শ্রীচৈতন্যবাণীর বিজয় বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিয়া আপনি শ্রীগৌর-জন্মস্থলী শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীচৈতন্যবাণীর পতাকিকে উপস্থিত হইয়াছেন, আমরা পুনরায় আপনাকে আমাদের মধ্যে প্রাপ্ত হইয়া আপনার সেবাবিজয়-কীর্ত্তি শ্রবণে যার পর নাই আনন্দ অনুভব করিতেছি। আপনার এই শুভ প্রত্যাবর্ত্তনকে যার আমরা অভিনন্দিত করিতেছি।

হে ভক্তিবিনোদবাণীর সেবকবর! শ্রীলঠাকুর ভক্তিবিনোদের একটী প্রধান মনোহভীষ্ট —"পাশ্চাত্যদেশে ও পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচার।" আপনি আমাদের প্রভুপাদ ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের আজ্ঞা-বাহিরূপে প্রচার করিয়া আপনার ভক্তিবিনোদ-কিঙ্কর নাম সার্থক করিয়াছেন—ভক্তিবিনোদের নামভক্তির প্রাবক বিপদি পাশ্চাত্যদেশের জড়ৈকসর্ব্বস্বতার অবৈদিক ও নাস্তিকতা চক্ষুদের আচার-ভিত্তির শ্রীচৈতন্য-সরস্বতীর কৃপায় বিধ্বস্ত করিয়া তথায় পরমার্থবীজ ও বস্তুলীলা-পুরুষোত্তম-নীতির দুইটী দিব্যচক্ষু প্রকাশের আভাস দিয়াছেন। ভক্তিবিনোদবাণী কমলবাসরূপে পুষ্পেন্দ্রের অপ্রাকৃত সেবাচেতনময় শ্রীরূপমেঘোৎসব প্রকট করিয়াছেন। তাঁহার নিকট মাংসযুক্ত জড় অবৈদিক ও নাস্তিকতা চক্ষু কতটা অধিকাংশের এবং বিরূপ ও বিশ্বনাশী প্রতিবিম্ব, তাহা আপনি শ্রীচৈতন্যবাণী কীর্ত্তন করিয়া পাশ্চাত্যদেশকে দিগ্‌দর্শন করাইয়াছেন।

হে পরিব্রাজক! লৌকিকতা ও অস্বাভাবিক কৃত্রিমতার আবেগের পারিপার্শ্বিকতার অবস্থান করিয়াও তথায় যে সদাচার ও শ্রীমন্মহাপ্রভু-কথিত বৈষ্ণব-আচারের আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা পারমার্থিক ইতিহাসে ভবিষ্যৎ প্রচারকগণের অনুসরণীয় আদর্শ বলিয়া স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। "সরস্বতী-জয়শ্রী"তে প্রকাশিত আপনার প্রতি প্রভুপাদের পত্রাবলী হইতে জানিয়াছি যে, আপনি পাশ্চাত্যদেশে হরিকথা-প্রচারার্থ প্রেরিত প্রচারক ও সেবকগণের তত্ত্বাবধায়ী ও সদাচারপালকরূপে নিয়োজিত হইয়াছিলেন। আপনি আপনার আদর্শ আচরণের দ্বারা প্রভুপাদের সেই নির্ব্বাচনের অকপট-সেবা করিয়াছেন।

লণ্ডনে অবস্থানকালে আপনি জন্মাষ্টমী-দিবসে উপবাস ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পারায়ণ ও হরিনামকীর্ত্তন প্রভৃতি ভজনাঙ্গ অনুষ্ঠান দ্বারা কেবল যে তদ্দেশবাসীর বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিলেন, শুধু তাহাই নহে, তাঁহাদিগের হৃদয়কেও হরিনামে আকৃষ্ট করিয়াছিলেন। লণ্ডনে নানা বিলাস ও আড়ম্বর-পরিপূর্ণস্থানে থাকিয়া তপস্বীর ন্যায় বাস করিয়া বিষয়ীর জীবনযাপনের আদর্শ একমাত্র ভক্তিবিনোদবাণীর আচারই প্রকাশ করিতে পারে। তাই আপনার প্রতি শ্রীল প্রভুপাদের পত্রে শুনিতে পাই —

The service of cooking is meant for the Supreme Lord Sree Krishna and His devotees like "গোপী"s who uttered 'নমঃ কৃষ্ণায়' etc and that the cooking should be done as for as possible by 'ভক্ত' in as much as it forms a part of 'অর্চন'। A devotee is a co-sharer of the remain of Krishna's dish while the worldly affairs of His devotees are also isolated for His service · 19 10 31)

আপনি শ্রীনবদ্বীপ-ধাম প্রচারিণীসভার কার্য্যকরী সমিতির সহকারী সম্পাদকের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। আপনার সেবার পদ্ধতির বিশেষ উজ্জ্বল্য লক্ষিত হইয়াছে। আপনি পাশ্চাত্য দেশে বিজয় করিলে এতদ্দেশে কার্য্যের জন্য উক্ত পদে অন্যান্য কেহ তাঁহাকে নিযুক্ত হইয়াছেন কিন্তু আপনি পাশ্চাত্যদেশে গমন করিয়াও তথায় তাঁহাদের সেবা করিয়াছেন।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের প্রধান শিক্ষকের পদ অধিকার করিয়া আপনি শিক্ষক ও ছাত্রসমাজে যে আদর্শ আচার করিয়া গিয়াছেন, সে-স্মৃতিতে এখনও শিক্ষক ও ছাত্রসমাজ সঞ্জীবিত রহিয়াছেন। আপনার সরলতা ও অকপটতা সকলের চিত্তের হৃদয়ে ভক্তিবিনোদ-বাণী সকলের জন্য অনবরত সেবা প্রত্যেকের হৃদয়কে আকর্ষণ করিয়া থাকে। পাশ্চাত্যদেশেও আপনার সেই মধুর ও সরল ব্যবহার মুগ্ধ করিয়াছে। আপনি আমাদের হৃদয়ে ভক্তিবিনোদবাণী-সেবার সেই সরলতা ও মধুরতা আপনার আশীর্ব্বাদ দ্বারা সঞ্চারিত করুন। আমরা যেন সকলে ভক্তিবিনোদবাণীর পতাকাতলে সরলচিত্তে সমবেত হইয়া অকপট ভক্তিবিনোদ-প্রচার করিতে পারি।

শ্রীগৌরজন্মোৎসবের অব্যবহিত পরেই শ্রীল প্রভুপাদের আজ্ঞায় আপনি পাশ্চাত্য প্রদেশে শুভযাত্রা করিয়াছিলেন। আজ দুই বৎসর পরে গৌরজন্মোৎসবের অব্যবহিত পূর্ব্বে আপনাকে আমাদের মধ্যে দর্শন করিয়া পুলকিত হইয়াছি। আপনি আমাদের এই ক্ষুদ্র অভিনন্দন গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে ভক্তিবিনোদবাণীর সেবায় নিযুক্ত করুন।

(৪র্থ পৃষ্ঠার পর)

(১২)

শ্রীমদ্রামানন্দ ব্রহ্মচারিণঃ সুধীঃ।
গুরুগৌরাঙ্গসেবা-কৃপা যুক্তো
নানা প্রদেশতঃ॥
শ্রীগৌড়ীয়মঠঃ নিত্যং
গোস্বামিপাদসংস্থিতম্।
সেবকৈঃ প্রভুনা সমাদৈঃ পালিকা-
ভুবনেশ্বরঃ॥
নামপ্রচারিণীসংসদ্‌স্টৈতাভৈশ্চ প্রদায়তে।
"ভক্তিকমল" ইত্যত্রোপাধিভূষণং শুভং॥

(১৩)

শ্রীহরিপদ দাসাধিকারী ভক্তিপরায়ণঃ।
শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরস্য সেবানিষ্ঠা-
প্রকাশকঃ॥
"ভক্তিবিধুর" ইত্যত্রোপনাম্না সাদরম্
নামপ্রচারিণীসংসদ্‌স্টৈঃ সমলঙ্কৃতঃ॥

(১৪)

বালিয়াটীনিবাসী শ্রীরাধামোহন সংজ্ঞকঃ।
ক্ষমাশীলঃ রায়চৌধুরীত্যুপনামকঃ॥
নিত্যবৈষ্ণব-সংপ্রীত্যর্থং নানা ধনাপ্রদঃ।
ঢাকা মাধ্বগৌড়ীয়মঠস্থ কৃ-প্রধানতঃ॥
নামপ্রচারিণী সংসৎ বৈষ্ণবদা বিশেষতঃ।
"শ্রেষ্ঠার্য্য" ইত্যুপাধ্যেনোপনাম্না
সমর্চ্চ্য॥

(১৫)

গোষ্ঠবিহারী দাসাখ্য শ্রীমতে নিজধামনে।
শ্রীরাধাকুণ্ডসেবাব্রতপ্রকাশনে।
নামপ্রচারিণীসংসদ্‌স্টৈশ্চ সমর্পিতে।
উপাধিভূষণং "ভক্তি-কান্ত" বাচ
সাদরম্॥

(১৬)

বৃন্দাবনাগতো বারাণসীন মহোদয়ঃ।
শ্রীমদ্‌মদনগোপাল সাহানী সংজ্ঞকঃ সুধীঃ॥
শ্রীরাধাকুণ্ড-সেবাধামশুশ্রুষা প্রদর্শনাৎ।
"ভক্তিভূষণ" ইত্যুপনাম্না
বিমণ্ডিতঃ॥

(১৭)

যঃ প্রাণাভিলাষেচিত্ত বিভবৈঃ স্বয়ং
স্বয়ং সমর্পন।
বিশ্ববৈষ্ণবপাঠাদিদ্বারা ভক্তিপ্রচারে
বিশেষত।
স্বনামধন্যশ্চ বিশ্ববৈষ্ণব নাম
কৃপালুঃ সদা।
শ্রীমদ্‌বিষ্ণুপরায়ণেষু চ শরণাপন্নঃ
সাধুভিঃ॥
তস্মৈ শ্রীমন্মাথুরনাথ দাসঅনুগ্রহ সাদরম্।
"ভক্তিচুড়ামণি"প্রথা উপাধিনা যুক্ত।

(১৮)

শ্রীমনোমোহনো রায়চৌধুরীত্যুপনামকঃ।
বালিয়াটীগ্রামবাসী কৃপাদি প্রবরঃ সুধীঃ॥
ঢাকা-শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠার্থবৈষ্ণবস্থলে।
শ্রীমন্নাথগৌরপদসেবনে যথা॥
নিত্যবৈষ্ণব-সন্তোষে আনুকূল্যমর্পিতং।
শ্রীপাদ প্রভুপাদ বিবিধ সেবনে রতঃ॥
নামপ্রচারিণীসংসদ্‌স্টৈশ্চ প্রদীয়তে।
"ভক্তিপ্রকাশ" ইত্যত্রোপাধিভূষণং
শুভং॥

মেডুলিতে শ্রীল প্রভুপাদ

গৌড়ীয়মঠাধ্যক্ষ প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর গত ২৪শে মাঘ রবিবার প্রায় ৪০ জন সেবকসহ মেডুলি গ্রামে শুভবিজয় করিয়াছেন। উক্ত গ্রামের ভক্তবৃন্দের আন্তরিক প্রার্থনায় শ্রীল প্রভুপাদের এই শুভবিজয়। ঐ স্থান হইতে তিনি কলসডাঙ্গাবাসী ভক্তবৃন্দের আগ্রহে তথায় শুভপদার্পণ করিবেন। তৎপর কলিকাতা গৌড়ীয়মঠ হইয়া শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে প্রত্যাবর্ত্তনের কথা। প্রত্যেক স্থানেই শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্ম অভিনন্দিত করিবার বিপুল আয়োজন হইয়াছে বলিয়া আমরা সংবাদ পাইয়াছি।

"সরস্বতীজয়শ্রী"

[বৈষ্ণব-পত্র]

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের কথা যে-রূপে তাঁহার সেবকগণ উপলব্ধি করিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ভিক্ষা ৩০ টাকা মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার কলিকাতা।

- - -

সৎক্রিয়াসারদীপিকা

তৃতীয় সংস্করণ

প্রকাশিত হইয়াছে ভিক্ষা ১

নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন

গ্রন্থ-বিভাগ শ্রীচৈতন্যমঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শুদ্ধভক্তি মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ

(আকর মঠরাজ)

প্রাচীন নবদ্বীপ, শ্রীধাম শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমহাপ্রভুর জন্মপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ গজ [illegible] শ্রীচৈতন্যমঠ [illegible]। এই স্থান [illegible] শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের [illegible] এবং এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী ও [illegible] শ্রীবিগ্রহগণের নিত্য সেবা হইতেছেন। এই মঠ হইতে পারমার্থিক দৈনিকপত্র 'নদীয়া-প্রকাশ', মাসিক [illegible] প্রাচীন গ্রন্থাবলী প্রচারকের [illegible] প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীধাম পরিক্রমা ও [illegible] সমস্ত প্রকাশ করা হয়। রক্ষক —শ্রীপাদ [illegible] ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রচারিত সুনির্ম্মল কৃষ্ণ-প্রচারকেন্দ্র গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ স্থাপিত আছেন। এই শ্রীমঠে শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ-শ্রীরাধাগোবিন্দজীউ সর্ব্বদা নিত্য সেবিত হন। 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, [illegible], শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত নানা ভক্তিগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হয়। এই মঠ হইতে মহাপ্রভুর সকল প্রকাশ, [illegible] ও [illegible] ব্যবস্থা হয়। রক্ষক [illegible] শ্রীপাদ [illegible] বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব-স্থান মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-সহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা [illegible] সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী সেবাকোবিদ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌর-রাসস্থলী এখানে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও গদাধরের সেবা বর্ত্তমান, রক্ষক— শ্রীউপেন্দ্রনাথ অধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক —শ্রীকৃষ্ণদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

(৭) কাজীর সমাধি-পাট

[illegible], বামনপুকুর (নদীয়া)

[illegible] কাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী [illegible]।

(৮) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

স্বরূপগঞ্জ, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক— শ্রীবনবিহারী দাস অধিকারী।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীমদনমোহন ব্রহ্মচারী।

(১০) মোদদ্রুম-ছত্র [illegible]

মামগাছি, পোঃ [illegible], (বর্দ্ধমান)।

শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান। শ্রীগৌরনিত্যানন্দের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক —শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী, [illegible]।

(১১) তেঘরিয়া কুঞ্জকানন

শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী.

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীনবীনানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১২) কুঞ্জকুটীর—পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া। রক্ষক —শ্রীঅনুপানন্দ অধিকারী

(১৩) ভাগবত আসন—পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

এই স্থান হইতে ভাগবত-সভার গ্রন্থাবলী প্রচারিত হয়। রক্ষক— শ্রীমদনানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, কাব্যতীর্থ।

(১৪) একায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ চাকদহ, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী ভক্তিশাস্ত্রী

(১৫) মহেশ পণ্ডিতের পাট

চাঁদপুর, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীঅভয়গোবিন্দ ব্রজবাসী।

(১৬) মাধ্বগৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, পোঃ ঢাকা

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীপাদ [illegible] বিদ্যাবিনোদ বি-এ।

(১৭) গোপালভিটা মঠ—কমলাপুর, ঢাকা

গোপালজীউ বিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিদ্যমান। রক্ষক— শ্রীভবতারণ ব্রজবাসী.

(১৮) সদাই গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)।

এখানে শ্রীমহাপ্রভু-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক— শ্রীমদ্দামোদর ব্রহ্মচারী

(১৯) জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] এম-এ, বি-এল।

(২০) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ ঐ, (ত্রিপুরা)

এখানে [illegible] বিগ্রহের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রজবাসী

(২১) আমলাজোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ পানাগড় (বর্দ্ধমান)।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্য সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক — শ্রীসনৎকুমার অধিকারী.

(২২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ [illegible], (মালদহ)

এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী।

(২৩) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুণিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে গুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক— শ্রীপ্রাণবল্লভ ব্রজবাসী ভক্তিরত্ন।

(২৪) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক —শ্রীরাধামোহন অধিকারী।

(২৫) সচ্চিদানন্দ মঠ

[illegible], পোঃ [illegible], (কটক)

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ বিনোদবিহারী জীউর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক মহোপদেশক শ্রী[illegible] অধিকারী

(২৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ [illegible] পুরী,

শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক - শ্রী[illegible] বিদ্যারত্ন।

(২৭) পুরুষোত্তম মঠ

[illegible], পোঃ পুরী [illegible]।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদানন্দজীউর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগদাধর অধিকারী

(২৮) [illegible]গৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রী[illegible] ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক— শ্রীবিপিনবিহারী অধিকারী।

(২৯) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ,

পোঃ কভুর, গোদাবরী

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—শ্রী[illegible] অধিকারী [illegible]।

(৩০) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

[illegible], বেনারস সিটি

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীসনাতন ব্রহ্মচারী।

(৩১) শ্রীরূপ গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি[illegible] শ্রৌতী

(৩২) পরমহংস মঠ,

পোঃ নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

এখানে শ্রী[illegible] ও গৌর-বিনোদ[illegible] সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রী[illegible] অধিকারী।

(৩৩) কৃষ্ণচৈতন্য মঠ

পুরাণমহল, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

এখানে শ্রীশ্রী[illegible] নিত্য সেবা হয়। রক্ষক— শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠ

বাঙ্গালীঘাট, মথুরা

রক্ষক - ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি[illegible]

(৩৫) ব্রজস্বানন্দ সুখদকুঞ্জ শ্রীরাধাকুণ্ড

রক্ষক— শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৬) কৃষ্ণবিহারী মঠ —শ্রীরাধাকুণ্ড

(৩৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ

[illegible], পোঃ কোটোয়ান, জেলা [illegible] (পাঞ্জাব) রক্ষক - শ্রীগোপালানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

[illegible] রোড, [illegible] দিল্লী।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি[illegible]

(৩৯) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল।

এখানে গৌর-মদনমোহনের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীনরোত্তম দাস অধিকারী।

(৪০) সারস্বত গৌড়ীয় মঠ

[illegible], মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি[illegible]

(৪১) মাদ্রাজ গৌড়ীয় মঠ

পোঃ [illegible], মাদ্রাজ।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা। রক্ষক - শ্রীপাদ [illegible] অধিকারী।

(৪২) বোম্বে-গৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়

[illegible] রোড, [illegible], বাম্বে

রক্ষক—শ্রী[illegible]।

(৪৩) অমরসি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমরসি, [illegible]

রক্ষক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

(৪৪) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ।

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৫) পাটনা গৌড়ীয় মঠ

[illegible], পাটনা।

রক্ষক —শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী [illegible]

(৪৬) বালেশ্বর গৌড়ীয় মঠ বালেশ্বর

রক্ষক —শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৭) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয়

[illegible], লণ্ডন

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি[illegible]।

(৪৮) বার্লিন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

Berlin W. 30

Eisenacher strasse 29

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

১৷ [illegible] প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্—সমগ্র ৪০৲

প্রথম খণ্ডের মূল্য [illegible] -৮০

[illegible] খণ্ডের মূল্য [illegible] ।৷৵০

২। [illegible] শ্রীচৈতন্য[illegible] ৭৲

৩। [illegible] শ্রীচৈতন্য[illegible] (৪র্থ সংস্করণ) ৭

৪। [illegible]-ভাষ্য ৪৲

৫। [illegible] ২৲

৬। গৌড়ীয়-[illegible] ৲

৭। শ্রীচৈতন্য[illegible] (বাঁধা) ২৲

৮। শ্রী[illegible] (বাঁধা)

১০। [illegible] (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷০

১১। বৈষ্ণব[illegible] ৷০

১২। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৷৷০

১৩। [illegible] ৷০

১৪। [illegible] ৷০

১৫। [illegible] (বাঁধা) ১৲

১৬। গৌড়ীয়-[illegible] ৷৵০

১৭। গৌড়ীয়-[illegible]

১৮। [illegible] ৷০

১৯। শ্রীচৈতন্য[illegible] ও শ্রীনবদ্বীপ[illegible] (বাঁধা)

২০। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲

২১। গীতা (চক্রবর্তী টীকাসহ) ২৲

২২। [illegible]

২৩। [illegible] (মাঘ) ২৲

২৪। [illegible] (বাঁধা) ৷০

২৫। প্রেমবিবর্ত ([illegible] ৷৷৵০

ঐ (বাঁধা) ৷৷০

২৬। [illegible]

২৭। [illegible] (তৃতীয়-সংস্করণ)

২৮। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০

ঐ (আবাঁধা) ৷৵

২৯। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৷৷০

৩০। [illegible] (নবদ্বীপ-[illegible])

৩১। [illegible] ১০

৩২। নবদ্বীপধাম-[illegible]

৩৩। ঐ [illegible]

৩৪। শ্রীনবদ্বীপ[illegible] ৷০

৩৫। [illegible] ৷০

৩৬। [illegible] ৵০

৩৭। [illegible] ৵০

৩৮। চিত্রে নবদ্বীপ ৷০

৩৯। [illegible] ৵০

৪০। [illegible] ৵০

৪১। [illegible] ৵০

৪২। [illegible] ৵০

৪৩। [illegible] ৵০

৪৪। [illegible] (৪র্থ সংস্করণ)

৪৬। [illegible]

৪৭। [illegible] (প্রথম খণ্ড)

৪৮। [illegible]

৪৯। [illegible] ([illegible])

৫০। [illegible]

৫১। [illegible]

৫২। [illegible] ৷০

৫৩। [illegible]

৫৪। [illegible]

৫৫। শ্রী[illegible] ৷৵০

৫৬। [illegible]

৫৭। [illegible] ৵০

[illegible] প্রকাশিত

৫৮। [illegible]

৫৯। [illegible] ৷০

৬০। [illegible] ৷০

৬১। [illegible]

৬২। [illegible] ৵০

৬৩। [illegible]

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৪। [illegible] ৷০

৬৫। [illegible] ৷০

৬৬। [illegible] ৷০

৬৭। [illegible] ৷০

৬৮। [illegible] ৷৵০

৬৯। [illegible] শ্রীচৈতন্য[illegible] ৷০

৭০। বৈষ্ণবীজ[illegible]

৭১। [illegible]

৭২। [illegible]

৭৩। [illegible]

৭৪। [illegible] ২৷০

৭৫। শ্রী[illegible] ৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৭৬। শ্রী[illegible] ৷০

৭৭। [illegible] ৷০

৭৮। [illegible] ৵১০

৭৯। [illegible] ৵০

৮০। [illegible] ৵০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮১। [illegible] ৵০

প্রাপ্তিস্থান - শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

কবিরাজ [illegible] কাব্যকণ্ঠ [illegible]

[illegible] পাচন

সর্ববিধ [illegible]

[illegible]

টিকানা [illegible] কলিকাতা।

অথবা

পোঃ [illegible] পরগণা।

[illegible]

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

[illegible] কলিকাতা

আমাশয় ও পেটের পীড়ায়

[illegible] আবিষ্কৃত

গ্রহণী বজ্র

[illegible]

[illegible]

প্রাপ্তিস্থান—[illegible]

ঢাকার এজেন্ট মেসার্স মহেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং

পাটুয়াটুলি, ঢাকা

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রী[illegible]নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, [illegible]-সম্পাদিত ও
ডাঃ [illegible], [illegible] এম, এস, এফ, কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সুবর্ণ সুযোগ ! সুবর্ণ সুযোগ !

শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদরচিত গৌড়ীয়ভাষ্য সহিত

বিরাট গ্রন্থ

শ্রীশ্রীচৈ[illegible]

গ্রন্থের আয়তন ঃ—ক্রাউন কোয়ার্টো মূল ১০৯৬ পৃষ্ঠা, সূচীপত্র ২৪২ পৃষ্ঠা, মোট—৩৩৮ পৃষ্ঠা

ভিক্ষা বাঁধাই মাত্র ৭৲ সাত টাকা

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা

নদীয়া সার্টিফিকেট আদালতের নীলাম ইস্তাহার

কেস্ নং এবং কোর্টের নাম	নীলাম ইস্তাহার (A) (B) বা (C) ধারায় প্রকাশিত	ডিক্রীদার	দেনদার	৫ যে দাবীর জন্য সম্পত্তি বিক্রয়ের আদেশ হইয়াছে	বিক্রয়ের স্থান তারিখ ও সময়	কি রকম জোত	থানা, মৌজার নাম ও গ্রাম	খতিয়ান নং প্রভৃতি (জানা থাকিলে) অথবা অন্য প্রয়োজনীয় বিবরণ	১০ জমির পরিমাণ (জানা থাকিলে)	১১ জমা (জানা থাকিলে)	১২ মন্তব্য
২১১ B, ৯৪।৩৫ নদীয়া সার্টিফিকেট আদালত		বিভূতি ভূষণ পালচৌধুরী	রোহিম শাহ্ ই	২১৪৷/১০	১৯।৫।৩৫	রায়তি স্থিতিবান	থানা নাকাশীপাড়া মৌজে জালসুকা	২৩১ খতিয়ান	.৮৪	২৸/	বিভূতি ভূষণ পালচৌধুরী
১৩ P, ৩৪।৩৫		প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়	একবর মল্লিক গং	৬৫৲১০		মধ্যস্বত্ব চিরস্থায়ী মোকররী	থানা চাকদহ মৌজে উচিৎপুর	৪০।৪৯ খতিয়ান	৩.১৫	১০।৭	প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়
১ N, ৩৯.৩৪		রায় নলিনাক্ষ বসু বাহাদুর	বিহারী দাস গং	৪০।৶৩	২৬।৪।৩৫	রায়তী স্থিতিবান	থানা কোতয়ালী মৌজে নওপাড়া	৫৮১ খতিয়ান	.৮৬	৩।/০	রায় নলিনাক্ষ বসু বাহাদুর
৩৯ N.R, ৩৪।৩৫		গৌরীশচন্দ্র রায় বাহাদুর	চন্দ্রভূষণ মিত্র	৬/৯	২৫।৪।৩৫	নিষ্কর	থানা কৃষ্ণনগর মৌজে বাহাদুরপুর	৪ নং	১.৪	নিষ্কর	
২২৫ N. R, ৩৩।৩৪		ঐ	[illegible]	৩৫৮।৶৩	২।৫।৩৫	রায়তি স্থিতিবান	থানা [illegible] মৌজে [illegible]	২২০ খতিয়ান	১৩.২৫	৭১২৷০	
২০৮ N, R, ৩৪।৩৫		ঐ	গোলাপসুন্দরী দেবী	১১৪৶৩	২৬।৪।৩৫	মধ্যস্বত্ব	থানা কৃষ্ণনগর মৌজে গোবিন্দসড়ক	১২৭ খতিয়ান	.১	১৶০	
১৫ N, R, ৩৪।৩৫		ঐ	[illegible] ঘোষ গং	৩১৸৶	৩৫।৩৫	মধ্যস্বত্ব চিরস্থায়ী মোকররী	থানা কৃষ্ণনগর	১৪১ খতিয়ান	৪.২৬	২৸০	
১৪ N, R, ৩৪।৩৫		ঐ	[illegible] দাসী গং	৪৩।৯	৬।৫।৩৫	রায়তি স্থিতিবান	থানা কৃষ্ণনগর মৌজে গোবরাপোতা	২২ খতিয়ান	৬.৭	১০।৶০	
২৮ N, R, ৩৪।৩৫		ঐ	গোবিন্দচন্দ্র দাস	৩৩৸/৯	৭।৫।৩৫		থানা কৃষ্ণনগর মৌজে [illegible]	৭৯ খতিয়ান	.৫৬	৫।৶৯	ঐ
২৪৯ N, R, ৩৪।৩৫			সুধীকান্ত দাস গং	১২৸৶৩	৮।৫।৩৫	মধ্যস্বত্ব	থানা ও মৌজে কৃষ্ণনগর	৫৮৭ খতিয়ান	.৫৮	২।০	ঐ
২১০ B, ৩৪।৩৫		বিভূতি ভূষণ পালচৌধুরী গং	গরীব [illegible]	৩০৶১০	৯।৫।৩৫	রায়তি স্থিতিবান	থানা নাকাশীপাড়া মৌজে জালসুকা	১৪৭ খতিয়ান	৪.৩১	৪৸৶০	বিভূতি ভূষণ পালচৌধুরী

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'শ্রীমায়' নবদ্বীপ

দৈনিক

REG. C 1544

মৈত্র্যোপনিষদ্
বড় অক্ষরে মূল ও
অনুবাদসহ প্রকাশিত
হইয়াছে। কাগজ ও
ছাপা অতি উত্তম।
ভিক্ষা ।০ মাত্র
শ্রীচৈতন্যমঠ,
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

নদীয়াপ্রকাশ
THE
NADIA-PRAKASH

"গৌড়ীয়"
৭ম বর্ষ হইতে
১১শ বর্ষ পর্য্যন্ত
প্রতি বর্ষ কাপড়ে
বাঁধাই
ভিক্ষা ৩।০ মাত্র।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ
বাগবাজার, কলিকাতা

ভারতের সর্বত্র প্রচল-প্রচার-প্রসার, জেলার একমাত্র মুখপত্র

১০ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১৪ই চৈত্র, বৃহস্পতিবার ১৩৪১, ২৮শে মার্চ্চ ১৯৩৫ [২৩শ সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

—:০:—

বিপ্লব দমন আইনে অভিযুক্ত

চুচুড়ার স্পেশাল ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে মনোরঞ্জন হাজরার বিরুদ্ধে বঙ্গীয় বিপ্লব দমন আইনের ৩৫ ও ৩৬ ধারা অনুসারে যে মামলা চলিতেছে, তাহার শুনানী কালে আসামীর পিতা গণেশ হাজরা ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা লক্ষ্মী হাজরাকে ফিল। ম্যাজিষ্ট্রেটের অভিযোগক্রমে একই অপরাধ সম্পর্কে আসামীরূপে আদালত প্রাপনেহাজির করা হইয়াছিল।

সরকার পক্ষের প্রথম সাক্ষী জনৈক সরকারী কর্মচারী সাক্ষ্য প্রসঙ্গে আসামীদের তিনজনকে সনাক্ত করিয়া তাহাদের পরস্পরের সম্বন্ধ বর্ণনা করেন।

তিনি বলেন, মনোরঞ্জনের পিতা চাঁপদানী চটকলে চাকুরী করিতেন। শ্রীরামপুর নিবেদিতা ক্লাব কোনও ক্লাবে সাক্ষী আসামী মনোরঞ্জনকে দেখিয়াছিলেন। উক্ত ক্লাব 'শান্তি পাঠাগার' নামে পরিচিত ছিল। একদিন সাক্ষী উক্ত ক্লাবে একখানি পুস্তক দেখিতে পান, তাহার মলাটে বিপ্লবের অঙ্কিত ছিল। সাক্ষী মনোরঞ্জনকে উক্ত পুস্তক বাজেয়াপ্তরূপে ঘোষিত হইয়াছে বলিয়া সতর্ক করিয়া দিলে সে উত্তর করে সহজেই উহা গোপন করিয়া রাখিয়া পুলিশের দৃষ্টি এড়াইতে পারা যাইবে। মনোরঞ্জন 'শান্তি পাঠাগারের' সম্পাদক ছিল এবং তথাকার যাবতীয় পুস্তকের উপর শান্তি পাঠাগারের রবার ষ্ট্যাম্পের ছাপ ছিল।

সরকার পক্ষের ২নং সাক্ষী বলেন, গণেশ হাজরার বাড়ীতে গত ৭ই সেপ্টেম্বর খানাতল্লাসীকালে তিনি তথায় উপস্থিত ছিলেন। উক্ত বাড়ীতে দুইখানি ঘর ছিল। তাহার একখানি শুইবার এবং অপর খানি খাবার জন্য ব্যবহৃত হইত। শুইবার ঘরে পুলিশের মধ্যে পুলিশ কতকগুলি বই পাইয়াছিল।

সাক্ষী এইগুলি সনাক্ত করেন। খানাতল্লাসীকালে গণেশ ও লক্ষ্মী উপস্থিত ছিল। মনোরঞ্জন অনুপস্থিত ছিল। পরবর্ত্তী সাক্ষী উপরিউক্ত দুইজন সাক্ষীর বিবৃতি সমর্থন করেন।

মিঃ হ্যারি গ্রান্টের মৃত্যু

চার দিন অসুখের পর গত ২১শে মার্চ্চ তারিখ ভাগলপুরে মিঃ হ্যারি গ্রান্টের মৃত্যু হইয়াছে। প্রকাশ যে এই সহর পত্তনের প্রথম হইতেই হ্যারি পরিবার এই সহরে বসবাস করিতে থাকে। মিঃ গ্রান্ট এই সহরের বিশিষ্ট নাগরিক এবং জমীদারদের অন্যতম ছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৫২ বৎসর হইয়াছিল। তিনি আগামী ২৮শে এপ্রিল ইংলণ্ডে যাত্রা করিবেন বলিয়া কথা ছিল।

শ্রমিক সভার গ্রেপ্তার

বরিশাল হইতে প্রকাশ, গত ২১শে মার্চ্চ ষ্টীমার কর্মচারীদের এক সভায় বক্তৃতা করিবার সময় নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক শিবনাথ ব্যানার্জ্জীকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১১৭ ধারা এবং ফৌজদারী কার্য্যবিধির ১৭ ধারা অনুসারে গ্রেপ্তার করা হয়। ইহাতে শ্রমিকদের মধ্যে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে। ইতিমধ্যেই প্রায় ২০০ শ্রমিক শ্রমিকসমিতির সভ্য শ্রেণীভুক্ত হইয়াছে।

ভারত হইতে স্বর্ণ রপ্তানি

২৫শে মার্চ্চ যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে উহাতে বোম্বাই হইতে ৩৬,৫৫,০৩৮৲ টাকা মূল্যের স্বর্ণ লণ্ডনে প্রেরিত হইয়াছে। বৃটেন স্বর্ণমান বর্জ্জন করিবার পর হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত বোম্বাই হইতে মোট ২২৫ ১১,১৩৬৫১ টাকা মূল্যের স্বর্ণ বিদেশে রপ্তানি হইয়াছে।

গবর্ণরের নিকট মুসলমান প্রতিনিধিদল

প্রকাশ যে, গত বকর ঈদের সময় অযোধ্যায় যে নিষেধাজ্ঞা জারী করা হইয়াছিল তৎসম্পর্কে যুক্ত প্রদেশের নেতৃস্থানীয় মুসলমানগণ এক ডেপুটেশনে গবর্ণরের সহিত সাক্ষাৎ করেন। তাঁহারা গবর্ণরকে ঐ আদেশ সম্পর্কে মুসলমান সম্প্রদায়ের মনোভাব জানান। স্বরাষ্ট্রসচিব, চীফ সেক্রেটারী এবং ফৈজাবাদের কমিশনার তথায় উপস্থিত ছিলেন। ডেপুটেশনের সদস্যগণ বলেন যে, মিউনিসিপ্যালিটি আইনের ২৩১ ধারা অনুসারে আদেশ জারী করিয়া অযোধ্যা মিউনিসিপ্যালিটির এলাকায় এক সপ্তাহ পর্য্যন্ত গোবধ নিষিদ্ধ হইয়া- কিন্তু ঐ আদেশে অযোধ্যার মুসলমানদের ইচ্ছানুসারে জলপানাওয়ালা কসাইখানায় গোবধ ব্যবস্থা না থাকাতে ২০ বৎসরের প্রচলিত প্রথায় বিঘ্নাচরণ করা হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, বকর-ঈদের সময় সাজাহানপুরে অনাবশ্যকভাবে ১৪৪ ধারা জারী করিয়া গরু জবাই বন্ধ করা হয়। প্রচলিত প্রথা সম্পর্কে অনুসন্ধান করিয়া ঐ নিষেধাজ্ঞা জারী করা হইলেও ঐ সম্পর্কে যথেষ্ট অনুসন্ধান করা হয় নাই।

লাট বাহাদুর বলেন যে, সরকারের অনুমোদন অনুসারে ফৈজাবাদের কমিশনার ঐ আদেশ জারীর ফলে অনেকের মনে ধারণা হইয়াছে যে, ঐ সম্পর্কে অযোধ্যায় এবং সম্ভবতঃ অন্যত্রও সরকারী নীতির পরিবর্ত্তন হইয়াছে। কিন্তু ঐ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। অযোধ্যা এবং তন্নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহের তৎকালীন অবস্থা বিবেচনা করিয়াই ঐ আদেশ জারী করা হইয়াছিল। ঐ আদেশে নূতন কোন বিষয়ে চূড়ান্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করার ইচ্ছা প্রকাশ করা হয় নাই। প্রতিনিধিগণের মতামত অনুসারে সমস্ত পরিস্থিতি সম্পর্কে অনুসন্ধান করিয়া সরকারের নিকট রিপোর্ট দাখিল করার নিমিত্ত কমিশনারকে এখন আদেশ দেওয়া হইবে।

গত বৎসর অযোধ্যায় যে দাঙ্গা হাঙ্গামা হয় তৎসম্পর্কে যে সকল দাঙ্গা, অগ্নিকাণ্ড এবং হত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত আসামী সম্প্রতি মুক্তি লাভ করিয়াছে তাহাদের বিরুদ্ধে আপীল দায়ের করার প্রশ্ন বিবেচনা করার জন্য ডেপুটেশনের সদস্যগণ গবর্ণরকে অনুরোধ করেন। সম্প্রতি সাজাহানপুরে যে দুইজন মুসলমান ১৪৪ ধারা অমান্য করার অপরাধে দণ্ডিত হইয়াছে তাহাদের দণ্ডকাল হ্রাস করার জন্য গবর্ণরের নিকট আবেদন করা হয়; লাটবাহাদুর উত্তরে বলেন যে, আপীল দায়ের করার প্রশ্ন সরকার কর্ত্তৃক বিশেষভাবে বিবেচিত হইয়াছে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত যাহারা খালাস পাইয়াছে তাহাদের বিরুদ্ধে আপীল দায়ের করার কোনই যুক্তি নাই। সাজাহানপুরের মুসলমানদের সম্পর্কে তিনি বলেন যে, বর্ত্তমান অবস্থায় সরকার তাহাদের অনুরোধ রক্ষা করিতে অক্ষম।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে : বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়.

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

(ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল, ভক্তিশাস্ত্রী বিদ্যাবাচস্পতি এম-এ, মহোদয়ের গ্রেষণাপূর্ণ এবং পণ্ডিত লেখনীর অনুপম আবাহন তাহারা একাধারে ধর্ম এবং বহু প্রমাণের জীবনচরিত-সারে দৃঢ় হইল এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-শোভিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রামাণ্য দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক আলোচনা প্রথম খণ্ডে করা হইয়াছে. প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় চিত্রা ও নিপুণ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreward) প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সাজান শব্দসূচী-সহ (Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা ; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST— প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। প্রতি খণ্ড ৷৷ টাকা ভিক্ষায় কলিকাতা বাগবাজার গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৬৲, ষাণ্মাসিক ৩৷৹ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। বৈষ্ণবাগ্রগণ্য শ্রীপদ্মমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৷৹।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত মধুসূদন মহারাজ সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৹ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিত্যানন্দ সেবাতীর্থ বি-এল, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১৷৹ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল শ্লোক অক্ষরে এবং তাহাতে বর্ত্তমান যুগে শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। অতি সুন্দর ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৯৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। তদ্ব্যতীত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোক সূচী, পদসূচী, গানসূচী, পদ্যসূচী, বিষয়-সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী-পত্র। সমগ্র শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট সংস্করণ জগতের কোথাও আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব".

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানি পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণে লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে বিষয়সার ও শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸৹ আনা।

প্রাপ্তিস্থান:—
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

		প্রথম ও দ্বিতীয়		পরবর্ত্তি-সময়ে	
		সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা	সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা
প্রত্যবার	প্রতি লাইন	।০	৵০	৵	
	,, ইঞ্চ	২৲	১৷০	১৷০	১৲
	,, সিকিকলম		৪৲	৩৲	২৲
	,, অর্দ্ধকলম		৭৲	৬৲	৪৲
	,, ১ কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

মাসিক হার

[যদি অন্ততঃ ১ বৎসরের জন্য চুক্তি করা হয়]

সংবাদ পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ৬৲, সিকি কলম ১৫৲, অর্দ্ধ কলম ২৪৲, এক কলম ৩০৲
বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ৪৷০, সিকি কলম ১২৲ অর্দ্ধ কলম ১৮৲, এক কলম ৩০৲ টাকা।

সাহায্যের হার

সডাক বার্ষিক ৯৲ নয় টাকা, ষাণ্মাসিক ৫৲ পাঁচ টাকা, ত্রৈমাসিক ২৸৹ পৌনে তিন টাকা, মাসিক ১৲ এক টাকা মাত্র। নগদ বর্ত্তমান সংখ্যা ৫

ম্যানেজার, দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, জেলা নদীয়া। টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম', নবদ্বীপ

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৪৬,	১০—৩১,	১৩—২২	১৭—৩৮,	২০—১৬
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—৩১,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—৫৫

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

রবিবার অন্যান্যদিন

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১২-১০	১২-৩৪	১৫-৩৪	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১২-১৯	১২-৪২	১৫-৪২	১৮-৫৩
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-৫১	১৩-১২	১৬-১২	১৯-৩৪

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১০ম বর্ষ | গৌরাব্দ ৪৪৯, ১৪ই চৈত্র বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ২৮শে মার্চ্চ ইং ১৯৩৫ বৃহস্পতিবার | ২৬৩তম সংখ্যা

বিভিন্ন মঠে শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব

শ্রীব্রহ্মানন্দ-গৌড়ীয়-মঠে

কলম্বো, ২১।৩।৩৫

বিগত ২০শে মার্চ্চ ৬ই চৈত্র বুধবার দিন শ্রীশ্রীগৌরবাদন্যবিলনন্দী গোস্বামী গোপাদকেব শ্রীচৈতন্যমঠ-শাখা শ্রীব্রহ্মানন্দ-গৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবোৎসব মহাসমারোহের সহিত সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। তদুপলক্ষে ব্রাহ্মমুহূর্তে মঙ্গলারাত্রিকের পর ভক্তিকীর্ত্তন, পাঠ, মহামন্ত্রাদি কীর্ত্তন ও অন্যান্য ভক্ত্যঙ্গসমূহ যথাবিধি অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। অপরাহ্নে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারী-শ্রীবিগ্রহ ভক্তেরা নানাপ্রকার সুবর্ণাভরণ ও বিবিধবর্ণের সুগন্ধ পুষ্পমাল্যের দ্বারা সুসজ্জিত হইয়া অপূর্ব্ব নয়নমনোভিরাম মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীমন্দির, সেবকগৃহ ও প্রাঙ্গণ নানা কারুকার্য্যখচিত আলিপনাদ্বারা ও বিবিধবর্ণের মসৃণ পতাকা ও সমুজ্জ্বল আলোকমালায় সুসজ্জিত হইয়াছিল। "জীব-দুঃখে দুঃখী পরমকরুণাময় পতিতপাবন শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর স্বয়ং চিৎ গোলোক-বিহারী হইয়াও এই অচিৎ জগতের পতিত জনকে উদ্ধার করিবার জন্য পরম পবিত্রতাময়ী এই ফাল্গুনী পূর্ণিমাতিথিতে প্রেমের ছলে হরিসংকীর্ত্তনে জগৎ সুবাসিত করিয়া ভূলোকে "নবধাভক্তি-স্বরূপ শ্রীনবদ্বীপধামে" শচীগর্ভ-সিন্ধুমধ্যে আবির্ভাবলীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন। অপ্রাকৃত গোলোকবৃন্দাবনের পরম মাধুর্য্যময় মধুরভাবে বিভাবিত হইয়া বৃন্দাবনেশ্বরীর ভাবকান্তিদ্বারা স্বীয় স্বরূপ আচ্ছাদন করতঃ বিপ্রলম্ভভাবে 'কোথা কৃষ্ণ প্রাণনাথ মুরলীবদন, কাঁহা যাও কাঁহা

শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভা

৪১শ বার্ষিক অধিবেশন

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

বীরবিক্রমকিশোর দেব বর্ম্ম মাণিক্য বাহাদুর বর্দ্ধমানের; চোলপুরের মহারাজ; কর্ণেল স্যার পণ্ডিত কৈলাস নারায়ণ হাক্সার; দেওয়ান সাহেব জয়গোপাল আভ্যাংগ, গোয়ালিয়র রাজ্যের কাউন্সিল মেম্বর; রাণা বোধজঙ্গ বাহাদুর, ত্রিপুরাধিপতির চীফ সেক্রেটারী; গজপতি রামচন্দ্র দেও, পুরীরাজ; মিঃ এস্ এম্, সাক্সেনা; ডাঃ নারায়ণ প্রসাদ আস্থানা—এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব ভাইস্ চেন্সেলার; রায় সর্দ্দার রাজ রঘুবর সিং বাহাদুর সি-আই-ই জয়পুর; মিঃ এস্ এন্ ব্যানার্জ্জি আই-সি-এস্, নদীয়ার ভূতপূর্ব্ব ম্যাজিষ্ট্রেট; মিঃ সি. সি, গুপ্ত, নদীয়ার সদর এস্-ডি-ও; রায় অরুণকুমার বোস বাহাদুর এম্-বি-ই, ম্যাজিষ্ট্রেট; ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ মুখার্জী কাণপুর; সুধীন্দ্রমোহন মৌলিক, কৃষ্ণনগর মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান; খান্-

পাণ্ড ব্রজেন্দ্রনন্দন' এই কৃষ্ণাবেশ-লীলা জগজ্জীবকে শিক্ষা দান করিয়াছিলেন। যে কৃষ্ণপ্রেম ব্রহ্মারও অত্যন্ত দুর্ল্লভ, সেই অনর্পিতচর কৃষ্ণপ্রেমে জগৎ প্লাবিত করিয়াছিলেন যে মহাবদান্য মহাপ্রভু, তাঁহারই আবির্ভাব-তিথি - সেই শুভদা ফাল্গুনী পূর্ণিমা-তিথি জীবের ভাগ্যে সদয় হইয়া আজ অতিথিরূপে আগমন করিয়াছেন। সুতরাং এই পরম মঙ্গলময়ী পুণ্যতিথিতে আমাদের আরাধনাই আমাদের নিত্যমঙ্গলের বিষয় হউক।" এই সকল বিষয় কীর্ত্তন করা হইয়াছে।

উল-উলেমা কামারুদ্দিন আহাম্মদ, কৃষ্ণনগর কলেজের প্রিন্সিপাল, মৌলভী মুজাফর আহাম্মদ বি-সি-এস, নদীয়ার জেলা ও সেসন জজ; সুরেশ চন্দ্র দে; বিনোদিনী দাসী; বামিনী সুন্দরী দাসী; রাসবিহারী ভক্তিভূষণ; নন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী; ক্ষীরোদা সুন্দরী দত্ত; লক্ষ্মীমণি দত্ত; আদের দাসী সাবো; সতীশচন্দ্র মিত্র, পুরীর কালেক্টর; স্যার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী; প্রত্নতত্ত্ববিৎ রায় রমাপ্রসাদ চন্দ বাহাদুর বি-এ; রাজর্ষি শশিভূষণ নারায়ণ রায় বেদান্তভূষণ, বিদ্যাভূষণ প্রাজ্ঞ, এম্-এ, ভুবনমঙ্গল, মিঃ জে, এন্, মুখার্জ্জি।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ নিম্নলিখিত সজ্জনগণের গুণাবলী উল্লেখ করিয়া নবদ্বীপ-ধাম-প্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছেন,—

ব্রজেশ্বরী প্রসাদ, এ্যাড্ভোকেট, পাটনা হাইকোর্ট, মধুমঙ্গল সহায়, নিধুরাণী দেবী, প্রভাবতী দেবী, শ্রীশ চন্দ্র গুহ, যোগমায়া দেবী।

শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-প্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত মহারাজ নিম্নলিখিত সেবাপ্রাণ সজ্জনগণের গুণগ্রাম উল্লেখ করিয়া তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছেন—

মহোপদেশক শ্রীপাদ নিত্যানন্দ সেবাতীর্থ ভক্তিশাস্ত্রী, কানাইচাঁদ দাসাধিকারী, রাধাচরণ দাসাধিকারী, শ্যামলাল দাসাধিকারী, কৃষ্ণচরণ দাসাধিকারী, গোপীরমণ দাসাধিকারী, চিন্তামণি নায়ক, বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ, ভক্তিশাস্ত্রী, গোপালদাস ব্রহ্মচারী, রাজগোপাল মুৎসুদ্দি, বাদলকোণ্ডা গঞ্জাম।

মহামহোপদেশক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ, ভাগবতরত্ন মহোদয় শ্রীনবদ্বীপধাম প্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে নিম্নলিখিত সেবৈকনিষ্ঠ সজ্জনগণকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছেন—

মহোপদেশক প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী, প্রত্নবিদ্যালঙ্কার, মহানন্দ ব্রহ্মচারী, ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী, প্যারীমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, উপদেশক, কীর্ত্তনানন্দ ব্রহ্মচারী, হরিচরণ ব্রহ্মচারী, নরসিংহ ব্রহ্মচারী, সজ্জনানন্দ ব্রহ্মচারী, রামকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী, বেদ্যানন্দ ব্রহ্মচারী, সুদর্শন ব্রহ্মচারী, গোরবিহারী ব্রহ্মচারী, শিবানন্দ ব্রহ্মচারী, রাগভূষণ, অধরণ ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, মধুবনী দাসাধিকারী, অচ্যুতানন্দ ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, পরেশচন্দ্র ব্রহ্মচারী, বরেণ্য গোবিন্দ ব্রহ্মচারী সেবাতীর্থ, জয়কৃষ্ণ বাবু, মদনগোপাল ব্রহ্মচারী, কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী, বিদ্যাবিনোদ ব্রহ্মচারী, নৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী, বিশ্বম্ভর অধিকারী, ভক্তিলোচন, রাধাগোবিন্দ অধিকারী, জগদানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিপ্রকাশ, কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী, সচ্চিদানন্দ দাস, এম্-এ, ভক্তিশাস্ত্রী মণ্ডল, রাসবিহারী ব্রহ্মচারী ভক্তিজ্যোতিঃ মণ্ডল, উপদেশক আচার্য্য পরমানন্দ বিদ্যারত্ন ভক্তিভূষণ, শ্রীরেবতী রমণ ব্রহ্মচারী ভক্তিনন্দন, শ্রীধাম-দাস অধিকারী। (ক্রমশঃ)

নবদ্বীপ পঞ্জিকা

৪৪৯ গৌরাব্দের শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা ৵০ প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৮ বিষ্ণু আদিবার গৌরাব্দ ৪৪৮

নিরপেক্ষ আলোচনার আবশ্যকতা

জীববন্ধু মহাজনগণ শাস্ত্র নিরপেক্ষভাবে যে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন তাহা পরমনিরপেক্ষ জীববন্ধু শ্রীগুরুপাদপদ্মের শ্রীমুখ হইতে শ্রবণ না করিয়া—আচার-মুখে নিরপেক্ষভাবে প্রচারের আবশ্যকতা বুঝিতে না পারিয়া আমরা অনেক সময় লোকরঞ্জনার্থ Sugor-coating দিয়া নিগূঢ় সত্য বাণীকে আবৃত করিবার চেষ্টা করি। এতাদৃশ কুকৌশলকল্পনাপূর্ণ প্রচারে জীবমঙ্গলের আশা খুবই কম। এ কথা শুনিয়া কেহ যেন মনে না করেন যে, আমি শিশুশ্রেণীর ছাত্রকে দশমশ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকের কথা উপদেশ করিতে বলিতেছি। যাহার যেমন অধিকার সেই অধিকারানুযায়ী তাহার নিকট ভগবানের কথা কীর্ত্তন করা উচিত। ভগবৎসেবাকে আবৃত করিয়া অন্য কোন কথার প্রয়াস যেন প্রচারবাণীতে পরিস্ফুট না হয়, প্রচার যেন অস্বাধীন না হয়, ইহাই আমাদের বক্তব্য বিষয়। অনধিকারীকে অধিকার-বহির্ভূত কোন ধর্মবিচারাদির কথা না বলাও এই নিরপেক্ষ আলোচনার অন্তর্ভুক্ত কার্য্যবিশেষ।

শ্রীনামভজনময় বা আচারময় জীবন লাভ না হইলে নিরপেক্ষ আলোচনা করিবার যোগ্যতা জীবের হয় না। সেইজন্যই মহাজনগণ বলেন, কোন নিরপেক্ষ আলোচনা করিতে হইলে শাস্ত্র সারগ্রাহী সাধুর বাক্য, শাস্ত্রের নির্দেশ, গুরুবর্গের আচরণ ও আদেশবাক্যকে সেবোন্মুখ হৃদয়ে উপলব্ধির সহিত বিচার আবশ্যক। সেবোন্মুখ বা অনুগত না হইলে ইহা উপলব্ধির বিষয় হয় না; পরন্তু সেবা-বিমুখ কুতর্কপরায়ণ হৃদয় সাধুশাস্ত্র ও গুরুবাক্যাবলীর মধ্যে পরস্পর ভেদ দর্শন করিয়া আরও অধিক তর্ক ও সন্দেহজালে আবদ্ধ হইয়া পড়ে। কিন্তু সেবোন্মুখ হৃদয় প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা-বৃত্তি লইয়া সাধু, শাস্ত্র ও গুরুদেবের বাক্যে অপূর্ব্ব সমন্বয় ও ঐকতান দর্শন করিতে পারিয়া শাস্ত্রযুক্তিতে সুনিপুণ ও দৃঢ়শ্রদ্ধাবিশিষ্ট হন।

নিরপেক্ষ আলোচনার দ্বারা সত্যের প্রতি দৃঢ়শ্রদ্ধা ও অসত্যে বীতস্পৃহা উদিত হয় বলিয়া আমরা এই নিরপেক্ষ আলোচনার জন্য—নিরপেক্ষ কথা আলোচনা সহকারে শ্রবণ-কীর্ত্তন করিবার জন্য করযোড়ে অনুরোধ করিতেছি। আমরা যদি অন্যান্য শ্রৌতবাণী বা নিরপেক্ষ গুরুবাণীর প্রতি উদাসীন হইয়া মনোধর্ম্মের দ্বারা চালিত হই তাহা হইলে আমাদের মঙ্গললাভ কোন কালেই হইবে না বলিয়া বাস্তবসত্যকথার প্রতি বন্ধুবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। ভক্তিতোষণই যে কথার চরম ফল তাহাই নিরপেক্ষ কথা; আর এই কুকৌশলবৃত্তির ন্যূনতা যে কথায় যে পরিমাণে পরিদৃষ্ট হয়, সেই সেই কথা তৎপরিমাণে নিরপেক্ষ-ধর্ম্মবিচ্যুত ও বঞ্চনা। নিজে নিরপেক্ষ না হইলে—শ্রীগুরুসেবায় আত্মনিয়োগ করিতে না পারিলে নিরপেক্ষ কথা বলা যায় না, এ কথাটিও আমাদের সতত স্মরণ রাখা উচিত। 'আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ' এই বেদান্তবাক্যে আমরা পুনঃ পুনঃ আলোচনার কথা দেখিতে পাই। পুনঃ পুনঃ আলোচনার দ্বারা সত্য হৃদয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে সত্যের প্রতি আমাদের আন্তরিক নিষ্ঠার উদয় হয় বলিয়া বেদান্তের এই উপদেশ। সাধুসঙ্গে নিষ্কপটে আলোচনার ফলে শুদ্ধভক্তিতে অনুরাগ ও ছলভক্তিতে বীতরাগ, সৎসঙ্গে আসক্তি ও অসৎসঙ্গে প্রগাঢ় উদাসীনতা সহজেই জন্মিয়া থাকে। এইজন্য ভক্তিপথ ভক্তিশাস্ত্রের উদ্ধারকর্ত্তা গোস্বামিপ্রভুগণ অনুকূল বিচারের আবশ্যকতা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথায় অধিকারে বিচার আবশ্যক। কনিষ্ঠাধিকার হইতে উত্তমাধিকারে যাইতে হইলে আমরা যথায় অধিকার অতিক্রম করিয়া একেবারেই উত্তম অধিকারে উপনীত হইতে পারি না। "বৈষ্ণবের নিন্দাকর্ম্ম নাহি পাড়ে কাণে। সবে কৃষ্ণ ভজন করে এইমাত্র জানে॥"—শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী প্রভুর এইরূপ আচরণ মহাভাগবতাধিকারের সহজ আচরণ। কনিষ্ঠাধিকারী বা মধ্যমাধিকারী কৃত্রিমভাবে কপটতা পূর্ব্বক ঐরূপ আচরণ অনুকরণ করিলে ভক্তিমার্গ হইতে বিচ্যুত হইয়া অপরাধ-পঙ্কে পতিত হইবেন। কেহ এইরূপ বিচারের ভাণ দেখাইলে তাহার হরিবিমুখ হৃদয়ের সহজবৃত্তি অনুসারে বৈষ্ণবে অবৈষ্ণব-বুদ্ধি এবং অবৈষ্ণবে বৈষ্ণব-বুদ্ধিরূপ অপরাধ বর্দ্ধিত তাহাকে নরকের পথে পাতিত করিবে। ঐ ব্যক্তি "সভায় নিন্দা"—এর সর্ব্বপ্রথম নাম-অপরাধটীর কবলে পতিত হইয়া কলিযুগের একমাত্র ভজন শ্রীহরিনাম-কীর্ত্তন হইতে বঞ্চিত হইবে। সুতরাং ভক্তিমার্গে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকিতে হইলে আমাদিগের নিরপেক্ষ আলোচনা বিশেষ আবশ্যক। অসৎ মনোধর্ম্মী ব্যক্তিগণের অসাধুতার ঐ নিরপেক্ষ আলোচনার দ্বারা উদ্ঘাটিত হয় বলিয়া অসৎব্যক্তিগণ নিরপেক্ষ আলোচনাকে 'নিন্দা' বলিয়া থাকে। প্রকৃতপক্ষে নিরপেক্ষ আলোচনা দুইতে

দেহরক্ষা

পারমার্থিকগণ হরিসেবার অনুকূল সমস্ত বস্তুই গ্রহণ করেন; আর্থিকের ন্যায় তাঁহারা আবশ্যিকতার্থে দেহের জন্য কোন বস্তু স্বীকার বা অস্বীকার করেন না। ভগবদ্ভক্তগণ ভোগাভিমানে কৃষ্ণের কোন বস্তু ভোগও করেন না, আবার বস্তুমাত্র হরিসেবার বস্তুকে ত্যাগও করেন না; পরন্তু যুক্তবৈরাগ্যাবলম্বনে কৃষ্ণসেবোপকরণ যাবতীয় বস্তুকে কৃষ্ণসেবায় নিয়োগ করেন এবং উচ্ছিষ্টভোজী কৃতাসুরে ভক্তসেবোপযোগী দেহটিকে রক্ষা করিবার জন্য যথাযোগ্য বিষয় গ্রহণ করিয়া থাকেন। সেইজন্যই বিলাস ও বিরাগ এ দুটীর কোনটিই পারমার্থিকগণের হৃদয়ে স্থান পায় না। কিন্তু কৃষ্ণের বিলাস ও কৃষ্ণেতে বিশিষ্ট রাগ সেবাবৃত্ত ভক্তগণের একমাত্র প্রয়োজন। যদি দেহ দ্বারা হরিসেবা না হয়, তাহা হইলে দেহরক্ষার্থ ঔষধাদি সেবন বৃথা দূরের কথা, এক কণ আহার্য্যবস্তু-গ্রহণেরও জীবের অধিকার নাই। হরিভজনের জন্যই কায়মনোবাক্য নিযুক্ত হওয়া উচিত। হরিভজনের আনুকূল্যের জন্যই দেহাদি-সংস্কার এবং দেহরক্ষা আবশ্যক; কিন্তু তন্মধ্যে যদি নিজের ভোগবাসনারূপ কপটতা থাকে, তাহা হইলে হরিভজনের নামে দেহ সুখ রাখিতে গিয়া জীব দেহারামী হইয়া পড়ে।

কনিষ্ঠাধিকারে সম্বন্ধজ্ঞানের অভাব পরিলক্ষিত হয়; কিন্তু মধ্যমাধিকারে বৈষ্ণব "কৃষ্ণই আমার একমাত্র প্রভু, পালক ও রক্ষাকর্ত্তা" এইরূপ সম্বন্ধজ্ঞানের সহিত অভিধেয়-ভক্তিপথের দ্বারা কৃষ্ণের প্রীতিলাভের জন্যই নিরন্তর যত্ন করেন। তাঁহারা গৌণভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করেন। তাঁহাদের জীবন সম্পূর্ণরূপে কৃষ্ণের ইচ্ছাধীন ও ভক্তির অনুকূল। যুক্তবৈরাগ্যই তাঁহাদের জীবনস্বরূপ। ভজন-পরিপাকের জন্যই তাঁহাদের জীবনের আশা। বস্তুমাত্র ইহ জগতে জীবিত থাকা, সুখ থাকা, বলবান্ হওয়া বা মুক্তিলাভ করিবার বাসনা তাঁহাদের নাই। অপর ভুক্তি-মুক্তি-কামীরই ঐসব মনোধর্ম্ম দেখিতে পাওয়া যায়। কাজেই যদি হরিভজনের অনুকূল হয় তাহা হইলে ভক্তগণ ভগবৎ-প্রেরিত বস্তুজ্ঞানে ঔষধাদি সেবন করিয়া থাকেন। তাঁহারা দেহারামিগণের ন্যায় কেবল শরীরচিন্তায় অস্থির হইয়া শরীরপুষ্টিকারক ঔষধের বিজ্ঞাপন খুঁজিয়া বিব্রত হইয়া মনোধর্ম্ম ও অজ্ঞানের দ্বারা অযোগ্য বিষ্ণু-বৈষ্ণবকে বাঁধিয়া লইবার চেষ্টা—পরচর্চ্চা, সাধুনিন্দা বা বৈষ্ণব অপরাধ।

দেখান না। শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং শ্রীমুরারি গুপ্ত এইরূপভাবেই আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি জানিতেন, ঈশ্বরবিশ্বাসহীন হইয়া কেবল খাওয়া-দাওয়া, ভোগবিলাসের সুবিধার জন্য বা ভণ্ডামী করিবার জন্য দুর্ব্বিষহ বাঁচিয়া থাকা বা তাহাতে প্রশ্রয় দেওয়া কখনই মঙ্গলপ্রদ কার্য্য নহে। তাই তিনি যাঁহাকে চিকিৎসা করিতেন তাঁহাকেও দেহরোগ ও ভবরোগ উভয় রোগ হইতেই নির্ম্মুক্ত করিতেন। তিনি লোকসমূহকে কেবল দেহরোগ হইতে নির্ম্মুক্ত করিবার পক্ষপাতী ছিলেন না—

"চিকিৎসা করেন যারে হইয়া সদয়।
দেহরোগ ভবরোগ দুই তা'র ক্ষয়॥"

রোগ, শোক, জরা, মৃত্যু প্রভৃতি সবই কর্ম্মফলে হইয়া থাকে। শ্রীগুরুকৃপা-বঞ্চিত জীবকে স্ব-স্ব কর্ম্মফলানে এ সব ভোগ করিতেই হইবে। সেইজন্য বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ নিজ সুখ-দুঃখের দিকে না তাকাইয়া কৃষ্ণকৃপা-প্রতীক্ষায় নিরন্তর সেবা করিয়া থাকেন এবং এই আনুগত্য সহকারে সেবা করিতে করিতে শ্রীগুরুকৃপায় মঙ্গলময় হইয়া ভজনসেবাপথে কৃতকৃতার্থ হন।

সারকথা

—:০:—

দুর্গতি ঘুচে কিসে?

"………অনেকে কহয়ে ভগবতী।
কৃষ্ণ না ভজিলে কারু না ঘুচে দুর্গতি॥"

ভঃ রঃ ৯ তঃ

জীবের শ্রেষ্ঠ কার্য্য কি?

"বিপ্রগণ কহে, শিব করিয়া আশ্চর্য্য।
কৃষ্ণ-পরিচর্য্যা বিনু নাই শ্রেষ্ঠ কার্য্য॥"

ভঃ রঃ ১২ তঃ

প্রভুর উপদেশ কি?

"প্রভু সেবক প্রতি কহে, যদি মোরে চাও।
তবে সবে নিরন্তর কৃষ্ণগুণ গাও॥"
অপরাধ-শূন্য হইয়া সর্ব্বক্ষণ।
সব ত্যাগ করি' কর নাম-সঙ্কীর্ত্তন॥
প্রাণপণ করি' সন্তোষিবা বৈষ্ণবেরে।
সদা সাবধান হ'বে বৈষ্ণবের দ্বারে॥"
"বৈষ্ণবের দোষকুটে হ'বে সাবধান।
নিরন্তর করিবে বৈষ্ণবের গুণ-গান॥"

ভক্তিরত্নাকর

ভক্তবাঞ্ছা কি অপূর্ণ থাকে?

"ভক্ত মনে যে হয় তা না হয় অন্যথা।
কৃষ্ণ সে করেন পূর্ণ ভক্ত-মনঃকথা॥"

ভঃ রঃ ৫ তঃ

কাম্যবনের কিভাবে বিলপায় হয়?

"কৃষ্ণকথা বিনে কেহ কহিতে না পারে।
বিষাদাদি ভাসে প্রেমসমুদ্র-পাথারে॥"

ভঃ রঃ ৯ তঃ

নবদ্বীপ-ধাম-প্রচারিণী সভা

৪১ বার্ষিক অধিবেশন

(২)

নবনির্বাচিত সভ্যবৃন্দ

শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজকে অভিনন্দন পত্র প্রদানের পর মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ প্রণবানন্দ প্রত্নবিদ্যালঙ্কার মহোদয় ১২শ বর্ষ গৌড়ীয় হইতে গত বৎসরের (৪০শ বার্ষিক অধিবেশনের) সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাঠ করেন। তৎপরে মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক পণ্ডিত কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ ভাগবত-ভূষণ মহোদয়ের প্রস্তাবে এবং মহোপদেশক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের সমর্থনে নিম্নলিখিত সজ্জনবৃন্দ শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভার সভ্যরূপে বৃত হন শ্রীঅভিলাষ সেনগুপ্ত (খড়্গপুর); শ্রীভূপতিরঞ্জন নাগ এম্-এ, বি এল্, (ঢাকা) মিঃ কে, এন, বসু (পার্কসেন, কলিকাতা); মিঃ ব্রজেশ্বরী প্রসাদ, অ্যাডভোকেট (পাটনা), শ্রীমধুসূদন সহায় (পাটনা) শ্রীঅশ্বিনীকুমার দাস, ইঞ্জিনিয়ার (ঢাকা-মিউনিসিপ্যালিটি) শ্রীআনন্দমোহন পোদ্দার এম্-এল্-সি (ঢাকা); শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র দাস মার্চেন্ট ও জমিদার (চট্টগ্রাম); রায় বাহাদুর বদ্রীপ্রসাদ সিং খাওজী সি আই-ই (ভরতপুর); শ্রীঅবনীমোহন মুখোপাধ্যায় (কলিকাতা); শ্রীনরেন্দ্রচন্দ্র সিংহ, জমিদার (বাজন); শ্রীযামিনীমোহন সরকার (নারায়ণগঞ্জ); শ্রীযুগপ্রসন্ন দাস, জমিদার (ঢাকা)।

অতঃপর, গত বৎসর যাঁহারা ভক্তিশাস্ত্রী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন, তাঁহাদের নাম পঠিত হয় (১৩ খণ্ড ২০শ সংখ্যা নদীয়া-প্রকাশ দ্রষ্টব্য)।

বিরহ প্রকাশ

তৎপরে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের পরলোকগমনে বিরহ-প্রকাশ করা হয়।

১। ডাক্তার প্রমথনাথ নন্দী, ২। জমিদার শরৎচন্দ্র পাল চৌধুরী, ৩। হরিদাস সাহা (মাধনাদি), ৪। গদাধর গোস্বামী, ৫। গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কাশীপ্রবাসী, ৬। ভক্ত বাবুলাল, ৭। ভক্ত উপেন্দ্র ৮। কবিরাজ শ্যামাদাস বাচস্পতি, ৯। চৈতন্যচাঁদ বনাধিকারী, ১০। যতীন্দ্রনাথ পাল ১১। রাজেন্দ্রনাথ পালচৌধুরী, ১২। ডাঃ একেন্দ্র ঘোষ, ১৩। ভক্ত শ্রীরাসবিহারী, ১৪। ভক্ত শ্রীকমলাকান্ত, ১৫। গাদীনাথ পিলাই, ১৬। ভক্ত কৃষ্ণদাস, ১৭। বৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ভক্তিভূষণ, ১৮। পনিকন্দু পিল্লে মহোদয়ের সহধর্ম্মিণী, ১৯। ডাঃ ব্রোয়েবে।

ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস

৪৪৮ গৌরাব্দে দুই জন ত্রিদণ্ডসন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন; উঁহাদের বর্ত্তমান নাম ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুধীর যাচক, সন্ন্যাসের তারিখ (২৫শে চৈত্র ১৩৪১) ও (২) ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমী (সন্ন্যাসের তারিখ—১লা অগ্রহায়ণ, ১৩৪১)। এতদ্ব্যতীত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ দাস বাবাজী মহারাজ গত ১৮ই আশ্বিন (১৩৪১) এবং শ্রীপাদ অদ্বৈতদাস বাবাজী ২৪শে ফাল্গুন (১৩৪১) তারিখে শ্রীল প্রভুপাদের নিকট 'বেষ'-প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইঁহাদের নাম শ্রীধাম-প্রচারিণী সভায় পঠিত হইয়াছে।

ধন্যবাদের পাত্রগণ

যে-সকল ব্যক্তি বিভিন্ন গৌরবিহিত সেবাকার্য্য করিয়াছেন, শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী-সভা তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছেন। শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন মহোদয় শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণের গুণ-বর্ণন করিয়া তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছেন।

১। শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজ—বিলাতে ও বিলাত হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে গৌরবাণী প্রচার। ২। শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ—লোকপ্রিয়তা, অমায়িক ব্যবহার, কার্য্যকুশলতা প্রভৃতি গুণসহ মহাপ্রভুর বাণী প্রচার এবং ঢাকা শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠের জন্য জমি সংগ্রহ ও মন্দিরাদি নির্ম্মাণের জন্য চেষ্টা। ৩। শ্রীপাদ বন মহারাজ—বহুদেশে নবীন উদ্যমে ইংলণ্ড, জার্ম্মেণী, অষ্ট্রিয়া, চেকোস্লোভেকিয়া প্রভৃতি পাশ্চাত্যদেশসমূহে গৌরবাণী প্রচারে প্রবীণতা; সম্রাট্-দর্শনপ্রাপ্তি। ৪। শ্রীপাদ নেমি মহারাজ—সন্ন্যাসিগণের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ ও অস্বাস্থ্য হইলেও অদম্য উৎসাহে চট্টগ্রাম, করাচী, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি স্থানে প্রচার। ৫। শ্রীপাদ গিরি মহারাজ—দিল্লীতে ও যুক্তপ্রদেশে এবং ব্রহ্মদেশে প্রচারসাফল্য। ৬। শ্রীপাদ শ্রৌতী মহারাজ—কাশী শ্রীসনাতন-গৌড়ীয়মঠের মঠরক্ষকরূপে কৃতিত্ব, ভাগবত-পাঠিকা পরিচালনে নৈপুণ্য, মেদিনীপুর জেলার বিভিন্নস্থানে প্রচার-সাফল্য। ৭। শ্রীমৎ সাগর মহারাজ—যুক্তিমান্ বৈরাগ্য; সর্ব্বক্ষণ কিছুমাত্র গ্রাহ্য না করিয়া বাধাদির অপেক্ষা না রাখিয়া সমগ্রভাবে ভ্রমণপূর্ব্বক বিভিন্ন স্থানে প্রচার। ৮। শ্রীপাদ শ্রীধর মহারাজ—মাদ্রাজ প্রদেশে গৌরবাণী প্রচারে সাফল্য, এবং মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠের শ্রীবৃদ্ধি-সাধনে তৎপরতা। ৯। শ্রীপাদ যাযাবর মহারাজ—উর্জ্জাব্রতকালে মথুরায় বিভিন্ন সেবাকার্য্য, দেবপল্লী গোষ্ঠবিহারী মঠের শ্রীবৃদ্ধির জন্য আপ্রাণ চেষ্টা এবং বর্ত্তমানে উড়িষ্যা প্রদেশে প্রচার। ১০। শ্রীপাদ ঔড়ুলোমী মহারাজ—অমায়িকতায়, মধুর ব্যবহার প্রভৃতি সদ্গুণাবলীর সহিত দিল্লীতে প্রচার। তৎপূর্ব্বে ব্রহ্মচারী অবস্থায় শ্রীপুরুষোত্তম-মঠের সেবা। ১১। শ্রীপাদ যাচক মহারাজ—পশ্চিমপ্রদেশে প্রচারে কৃতকার্য্যতা এবং ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের উন্নতিকল্পে বিশেষ যত্ন।

অতঃপর মহামহোপদেশক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহোদয় নিম্নলিখিত বৈষ্ণবগণের গুণবর্ণন করেন।

১। শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভু—ইনি গৃহস্থের বেশে অবস্থান করিলেও প্রকৃত প্রস্তাবে ত্রিদণ্ডিস্বামী। কারণ, ইনি কায়মনোবাক্যে সর্ব্বক্ষণ ভগবৎ-সেবায় নিযুক্ত। তাঁহার (ইংরেজীভাষায়) রচিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-গ্রন্থাগারের এক অমূল্য রত্ন এবং সমগ্র বিশ্বে পরমার্থপথ-প্রদর্শক। অক্লান্তভাবে হার্ম্মনিষ্ট বা সজ্জনতোষণীর সেবা। বিভিন্ন প্রকারে ইউরোপে প্রচারে সহায়তা। শিক্ষিত সমাজে বিশেষভাবে হরিকথা কীর্ত্তন। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠের উন্নতিকল্পে কঠোর পরিশ্রম। আচারে প্রচারে সামঞ্জস্য রক্ষা হেতু প্রকৃত আচার্য্য।

২। আচার্য্যত্রিক প্রভু—মথুরায় উর্জ্জাব্রত কালে সেবা-তৎপরতা, শ্রীযোগপীঠের নবমন্দির-নির্ম্মাণে শ্রীপাদ ভক্তিবিজয়প্রভুকে প্রেরণা ও উৎসাহ প্রদান।

৩। শ্রীপাদ অপ্রাকৃত প্রভু—মথুরায় ব্রতের সময়ে সেবা, গোয়ালন্দে প্রচার, বঙ্গের মাননীয় গবর্ণর বাহাদুর ও ভারতের মাননীয় বড়লাট গবর্ণর জেনারেল বাহাদুরের নিকট হরিকথা-কীর্ত্তন, দিল্লী গৌড়ীয়-মঠের সেবোজ্জ্বলকর চেষ্টা।

৪। শ্রীপাদ ভক্তিবিজয় প্রভু বর্ত্তমান ৪১শ বার্ষিক অধিবেশনে শ্রীপাদ সখীচরণ রায় ভক্তিবিজয় মহোদয়ের সেবা-চেষ্টা ও গুণগাথা বিশেষভাবে আলোচ্য। শ্রীযোগপীঠের অভ্রভেদী নবমন্দির, ভক্তি-বিজয়-বৈষ্ণবজীবনে উজ্জ্বল। তাঁর এই মন্দির ও "ভক্তিবিজয়ভবন" নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি মহারাজ প্রচারের সহায়তা ও বিভিন্ন সেবাকার্য্যের জন্য শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-প্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছেন,—

শেঠ কিষণচাঁদ দাসরাম গোয়েল (যুগলমূর্ত্তি প্রদান), রায় বাহাদুর লক্ষ্মীধর মহান্ত, লেজিস্লেটিভ কাউন্সিল; রায় বাহাদুর হরিহরপ্রসাদ সিং জমিদার রেঙ্গুণ, রায় বাহাদুর, কে, এন, বসু. রেঙ্গুণ, মিসেস্ এস্ বসু, পুণা; রায় বাহাদুর লোকনাথ মিশ্র; শেঠ মদনগোপাল বাগ্লা; সম্পৎ চেটি, চেটি সম্মেলনের সম্পাদক; মেজর জি, সি, টিএ লেবার ইন্‌ষ্টিটিউটের ডিরেক্টর, ডাঃ মহেশচন্দ্র চৌধুরী; জি. এম্. আর্, বাইচুং রেঙ্গুণ; ডাঃ এম্, এল, কুণ্ডু রেঙ্গুণ; মদনলাল খানের মাতা, সতীশচন্দ্র বসু, জামসেদপুর; মিঃ জি, সি, মিত্র ঘোষ; সতীশচন্দ্র বসু, কটকের ডেপুটি পোষ্টমাষ্টার; লালমোহন পট্টনায়ক, কটক; হনুমান খুঁটিয়া, পুরী; নবদ্বীপচন্দ্র দাস, জমিদার ও মার্চেন্ট চট্টগ্রাম; রসলাল সাহা,—ইনি মুরারিপুরের শ্রীমন্দির-নির্ম্মাণের সম্পূর্ণ অর্থানুকূল্য করিয়াছেন; মন্মথনাথ দাস,—শ্রীবাস-অঙ্গনের প্রবেশ-পথ নির্ম্মাণের অর্থানুকূল্যকারী; ফকিরচন্দ্র মণ্ডল—শ্রীবাস-অঙ্গনের মন্দির নির্ম্মাণে পূর্ণ অর্থানুকূল্য করিয়াছেন; ডাঃ বি, রায় এম্-বি, ডেন্টিষ্ট।

শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ নিম্নলিখিত সজ্জনগণের প্রশংসনীয় কার্য্য উল্লেখ করিয়া তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছেন—

অন্নদাকান্ত নাগ, ঢাকা; ভূপতিরঞ্জন নাগ, ঢাকা; অমৃতলাল চৌধুরী; অতুলচন্দ্র চৌধুরী; শ্রীযুক্তা প্রাণকুমারী দত্ত; শ্রীযুক্তা ধন্যাকরী দেবী; ডাঃ নগেন্দ্রগোপাল বিশ্বাস, এম-বি; উদ্ধব দাসাধিকারী; পূর্ণচন্দ্র কর্ম্মকার; লালমোহন রায়; রঘুনাথ মহাপাত্র; মহামহেশ্বর দাসাধিকারী; উদ্ধবদাস অধিকারী; কুঞ্জগোবিন্দ ব্রহ্মচারী; বাজিনাটির জমিদারগণ. অশ্বিনীকুমার দাস; মণীন্দ্রকুমার ধর; মদনমোহন দাস, দেবকীমোহন দাসাধিকারী—গ্রন্থপ্রকাশ ও শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের প্রস্তাবিত শ্রীমন্দিরের আনুকূল্য; ভক্তিবিজয়প্রভুর সহধর্ম্মিণী ও জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীমান্ প্রমথনাথ দাস; বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী; দীনবন্ধু দাসাধিকারী, ভক্ত নরেন্দ্র; দেবজীবন ব্রহ্মচারী, ভক্তিনিকুঞ্জ।

বিবিধ প্রশংসনীয় কার্য্যের জন্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে নিম্নলিখিত সজ্জনগণকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছেন—

শ্রীপাদ নিত্যানন্দ ব্রজবাসী সেবা-কোবিদ, শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী, সেবাবিগ্রহ, —মধুরবিনোদ ভক্তিমধুর, জগন্নাথ ভক্তিবান্ধব, জয়সিংহ ডাক্তারজীবন বি-এস্, অনাদিগোবিন্দ ও অচিন্ত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী, নিত্যগোপাল দাসাধিকারী; অনন্তদেব দাসাধিকারী; ভূদেব দাসাধিকারী, জয়গোবিন্দ দাসাধিকারী; ত্রিপুরারি মহারাজ, বিষ্ণুপদবিজয়ী পঞ্চতীর্থ

(অতঃপর ৩৪ পৃষ্ঠার ২য় কলমে দ্রষ্টব্য)

শুদ্ধভক্তি মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ

(আকর-মঠরাজ)

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ গজ উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে অষ্টোত্তর শৈখর দেবভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্যমঠ বিরাজমান। এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, সর্ব্ববিদ্যাপীঠ বা সুদর্শনাশ্রম। এই মঠাভ্যন্তরে শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের, দর্শন, বেদান্ত, স্মৃতি, পুরাণ ব্যাকরণাদি বেদাঙ্গসমূহের অধ্যাপনা এবং তদুপরি শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী ও সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের অর্চ্চন নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠ হইতে পারমার্থিক দৈনিকপত্র 'নদীয়া-প্রকাশ', সাপ্তাহিক সম্প্রদায়ে অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থাদি প্রকাশকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতি বৎসর শ্রীধাম পরিক্রমাবিধান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীসহ কীর্ত্তন-মহোৎসব মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—শ্রীপাদ মহাবির ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রচারিত সুবিমল ভক্তি-ধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্ত্যাবাসে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীরাধাগোবিন্দজীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, মঙ্গলারতি-চতুর্দ্দশ-বর্ষ, শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি লীলা ও গ্রন্থসমূহের সম্যক আলোচনা হয়। এই মঠ হইতে মহানগরীর সর্ব্বত্র হরিকথা-প্রচার, নগর-সংকীর্ত্তন, বক্তৃতা, ব্যাখ্যা ও সঙ্কীর্ত্তন-যাত্রা-মহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান হয়। মঠরক্ষক মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী সেবাকোবিদ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌর-লীলার রাসস্থলী এখানে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান, রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—গোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

(৭) কাজীর সমাধি-পাট

৺প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপা-প্রাপ্ত শ্রীচাঁদ-কাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীমঙ্গলানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক।

(৮) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও রাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবনবিহারী দাস অধিকারী।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীমদন-মনোহর ব্রহ্মচারী।

(১০) মোদদ্রুম-ছত্র "গৌড়ের নৈমিষ"

মাউগাছি, পোঃ জাহ্নগর, (বর্দ্ধমান)।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান। শ্রীগৌরনিত্যানন্দের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীমধুবিহারী ব্রজবাসী, ভাক্তভূষণ।

(১১) ভোজিয়া বৃন্দাবন

শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী,

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীনবীনানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১২) কুলকুটির—পোঃ কৃষ্ণনগর,

নদীয়া। রক্ষক—শ্রীমধুসূদন অধিকারী

(১৩) ভাগবত আসন—পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

এই স্থান হইতে ভাগবতবিগ্রহের গ্রন্থাবলী প্রচারিত হয়। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৪) একায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ রাণাঘাট, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীমন্মহানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী ভক্তিসার।

(১৫) মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঁচড়াপাড়া, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(১৬) মাধ্বগৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, পোঃ ঢাকা

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। এখানে শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ

(১৭) গোপালজীউর মঠ—কমলাপুর, (ঢাকা)

গোপালজীউ শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান। রক্ষক—শ্রীরাধারমণ ব্রজবাসী।

(১৮) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)।

এখানে শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীমনোবিনোদ ব্রহ্মচারী

(১৯) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বঙ্গবাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীমৎ ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২০) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাধু, (ঢাকা)

এখানে ষড়ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(২১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ পাণ্ডবেশ্বর (বর্দ্ধমান)।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(২২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

তুজুরেকোলা, পোঃ চিত্রকুড়া, (বাঁকুড়া)

এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী।

(২৩) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিত্তনিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে গুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবজ্জন ব্রজবাসী ভক্তিব্রত।

(২৪) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—শ্রীমদনমোহন দাসাধিকারী।

(২৫) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ বক্সীবাজার, (কটক)

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদবিহারী-জীউর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীবাসুদেবদাস ভক্তিসুধাকর

(২৬) ব্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর পুরী,

শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন।

(২৭) পুরুষোত্তম মঠ

ভক্তিকুটী, পোঃ পুরী উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদবিহারীজীউর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীশরণ অধিকারী

(২৮) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলমচণ্ডীর, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগোপীনাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী দাসাধিকারী।

(২৯) রায়ানন্দ-গৌড়ীয়মঠ:

পোঃ কভুর, জেলা গোদাবরী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—শ্রীনিতাইচরণ দাসাধিকারী ভক্তিলোচন।

(৩০) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪২নং কবিরপুরা, বেনারস সিটি

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীদেবেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(৩১) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী

(৩২) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও গৌর-বিনোদ-বিহারীজীর সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীসত্যনারায়ণ দাসাধিকারী।

(৩৩) কৃষ্ণচৈতন্য মঠ

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

এখানে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিত্য-সেবা হয়। রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠ

বিশ্রামঘাট মথুরা

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ

(৩৫) ব্রজস্বানন্দ সুখদকুঞ্জ—শ্রীরাধাকুণ্ড

রক্ষক—শ্রীরাধারমণচরণ ব্রহ্মচারী

(৩৬) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৩৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ

সেখপাড়ী, পোঃ গোতোল, জেলা গুরুদাসপুর (পাঞ্জাব) রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৩৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসম্বন্ধ তুর্য্যাশ্রমী

(৩৯) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল।

এখানে গৌর-বিনোদবিহারীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরাধাগোপাল অধিকারী।

(৪০) সারস্বত গৌড়ীয় মঠ

হরিদ্বার নারায়ণপুর, ইউ, পি

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি

(৪১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ রায়পেট্টা মাদ্রাজ।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীপাদ নন্দনন্দন ভক্তিবিজয়।

(৪২) বোম্বে-গৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়

গোয়ালিয়া টাঙ্ক রোড, চৌপাটি ব্যাণ্ড, ব্লক নং ১, বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মা মজুমদার।

(৪৩) অমরজি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমরজি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীযজ্ঞেশ্বর দাস অধিকারী

(৪৪) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্‌চকা, কামরূপ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী

(৪৫) পাটনা গৌড়ীয় মঠ

১০০ মিঠাপুর, পাটনা।

রক্ষক—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী বাসুদেব

(৪৬) রাজেশ্বর গৌড়ীয় মঠ রাজেশ্বর

রক্ষক—শ্রীমনোহরদাস ব্রহ্মচারী

(৪৭) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয়

৩ গ্লোষ্টার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, এস্‌-ডব্লিউ ৭, লণ্ডন

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ।

(৪৮) বার্লিন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

Berlin W. 30

Eisenacher strasse 29 I

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

গ্রন্থাকারে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্—সমগ্র	৪০৲
১। কাহাকে বলে ও কত প্রকার	২৮৲
২। বঙ্গভাষায় প্রবিষ্ট	৸৶০
গৌড়ীয় বিচারে শ্রীচৈতন্যভাগবত	৩৲
ভাষ্য-সমেত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ)	৩৲
সরস্বতী-জয়শ্রী	৪৲
বৈষ্ণব	২৲
গৌড়ীয়-কণ্ঠহার	২৲
শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা)	২৲
শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা)	১৲
হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	৸০
। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ)	।০
। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব	।০
। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব	৸০
। চৈতন্যোপনিষদ্	।০
। ব্রাহ্মণ-আলম্বন	।০
ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা)	১৲
। গৌড়ীয়-গৌরব	৸৶০
। গৌড়ীয়-সাহিত্য	৸৶০
। ভজন-রহস্য	॥০
। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ ও (বাঁধা)	১৲
। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)	২৲
। গীতা (চক্রবর্তি-টীকাসহ)	২৲
। গীতার কেবল মাত্র-ভাষা	॥০
। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু সংক্ষেপতঃ সানুবাদ (বাঁধা)	২৲
। বেদান্তদর্শনের সানুবাদ (রামানুজীয়)	॥০
। প্রেমবিবর্ত (তৃতীয়-সংস্করণ)	৸৶০
ঐ (বাঁধা)	৸০
। দীন-দিগ্দর্শন	৶০
। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ)	৶০
। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা)	॥০
ঐ (আবাঁধা)	৸৶
। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা	৸০
। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা)	৶০
। গীতমালা	⁄১০
। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য	৶০
। ঐ প্রমাণ-খণ্ড	৶০
। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	।০
। ব্রজগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ	।০
। শরণাগতি	⁄০
। গীতাবলী	⁄০
। চিত্রে নবদ্বীপ	১॥০
। সাধনপথ	⁄০
। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা	⁄০
৪১। নবদ্বীপশতক	⁄০
৪২। অর্চনপদ্ধতি	⁄০
৪৩। সদাচারসংগ্রহঃ	⁄০
৪৪। অধ্যাত্মকল্পদ্রুম (৫ম সংস্করণ)	⁄১০
৪৬। অর্চনকণ	৶১০
৪৭। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম সংখ্যা)	৩৲
৪৮। ব্রহ্মসংহিতা	॥০
৪৯। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ)	।০
৫০। লোকরঞ্জনোদয়ঃ	৸০
৫১। পুরুষার্থ-বিনির্ণয়	।০
৫২। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী	।০
৫৩। গৌড়ীয়গণ কি করেন?	⁄০
৫৪। ঈশোপনিষদ্ (বলদেব ও মাধবভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ)	।০
৫৫। শ্রীকৃষ্ণলেখর	৶০
৫৬। সিদ্ধান্তদর্পণ	৶০
৫৭। মাধ্বাবাণী	⁄০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৮। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিবিধঃ	।০
৫৯। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্	।০
৬০। তত্ত্বসূত্রম্	।০
৬১। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্	৸৶০
৬২। গৌড়ীয়মঠ পরিচয়ঃ	⁄০
৬৩। মায়াবাদনির্ণয়ম্	৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৪। রায় রামানন্দ	॥০
৬৫। এ কিউ ওয়ার্ডস্ অন্ বেদান্ত	॥০
৬৬। নামভজন	।০
৬৭। বেদান্ত—ইট্স্ মরফলজি অ্যাণ্ড অন্টলজি	॥০
৬৮। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড্স্	৶০
৬৯। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু	।০
৭০। বৈষ্ণবীজম্	।০
৭১। গোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং	⁄০
৭২। দি ভাগবত	।০
৭৩। থিওইস্টিক্ প্রিন্সিপ্ল্স্ অ্যাণ্ড ভাগবত প্রসেসন	।০
৭৪। ব্রহ্ম-সংহিতা	২॥০
৭৫। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড)	১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৭৬। শ্রীহরিনামচিন্তামণি	।০
৭৭। সাধন-পথ	।০
৭৮। কল্যাণ-কল্পতরু	⁄১০
৭৯। গীতাবলী	⁄০
৮০। শরণাগতি	⁄০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮১। শরণাগতি	⁄০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মৃতপ্রায় পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অধিবার সাধক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৸৶০ আনা, বড় বোতল ১৶০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত ফ্যান্সিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে. বি. দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউন্‌টেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। উহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে. বি, দত্ত এণ্ড কোং

কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার কলিকাতা

আমাশয় ও পেটের পীড়ায়

শ্রীশ্যামানন্দ দাস কবিরাজের আবিষ্কৃত

গ্রহণী বজ্র

ব্যবহার করুন

আমাশয়, রক্তামাশয় অতিসার, গ্রহণী, অজীর্ণ, পেটফাঁপা, দধকাসেল, সূতিকা ও শিশুর উদরাময় প্রভৃতি সকল প্রকার নূতন ও পুরাতন পেটের পীড়ায় গ্রহণী বজ্র প্রত্যক্ষ ফল প্রদ মহৌষধ।

যাহারা পেটের পীড়ায় নানারূপ চিকিৎসার আফিং ও ইনজেকসন্ ব্যবহার করিয়া ফল লাভ করিতে পারেন নাই তাহারা গ্রহণী বজ্র ব্যবহার করুন, উহার গুণে মুগ্ধ হইবেন। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। মূল্য প্রতি শিশি ॥০ আনা, ৩ শিশি ... টাকা ডাক মাশুল ৸৶০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীকৃষ্ণ ঔষধালয়, ময়মনসিংহ।

ঢাকার এজেন্ট মেসার্স মহেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং

পাটুয়াটুলি, ঢাকা

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীজতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও

ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এস, কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সুবর্ণ সুযোগ ! সুবর্ণ সুযোগ !

শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদরচিত গৌড়ীয়ভাষ্য সহিত

বিক্রাই গ্রন্থ

শ্রীশ্রীচৈতন্য ভাগবত

গ্রন্থের আয়তন :—ক্রাউন কোয়ার্টো মূল ১০৯৬ পৃষ্ঠা, সূচীপত্র ২৪৪ পৃষ্ঠা, মোট:৩৪০ পৃষ্ঠা

ভিক্ষা (বাঁধাই) মাত্র ৭৲ সাত টাকা

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা

নদীয়া সার্টিফিকেট আদালতের নীলাম ব...

১ কেস নং এবং কোর্টের নাম	২ নীলাম ইস্তাহার (A) (B) বা (C) ধারায় প্রকাশিত	৩ ডিক্রিদার	৪ দেনাদার	৫ যে দাবীর জন্য সম্পত্তি বিক্রয়ের আদেশ হইয়াছে	৬ বিক্রয়ের স্থান তারিখ ও সময়	৭ কি স্বত্ব জোত	নাম ও গ্রাম	খতিয়ান নং প্রভৃতি (জানা থাকিলে) অথবা অন্য প্রয়োজনীয় বিবরণ	১০		১২ মন্তব্য
১১১ B, ১৪।৩৫ ল্যা. সার্টিফিকেট আদালত		বিভূতি ভূষণ পালচৌধুরী	রোহিত পাড়ুই	২১৬৸১০	১৩।৫।৩৫	রায়তি স্থিতিবান	থানা নাকাশীপাড়া মৌজে [illegible]	২০৯ খতিয়ান	·৮৪	২৸৶	বিভূতি
১৬ P, ২৪।৩৫		কমলনাথ মুখোপাধ্যায়	একবর মল্লিক দিং	৩৫৸১০		মধ্যস্বত্ব চিরস্থায়ী মোকররী	থানা চাকদহ মৌজে উচিৎপুর	৪৮।১৯ খতিয়ান	৬.১৪	১০৸৭	
১ N, ৩৬।৩৪		রায় নলিনাক্ষ বসু বাহাদুর	বিশ্বম্ভর দাস দিং	৬০৸৶৯	২৬।৪।৩৫	রায়তী স্থিতিবান	থানা কোতয়ালী মৌজে নওপাড়া	৫৮১ খতিয়ান	·৮৬	৬।৶৩	রায় নলিনাক্ষ বসু বাহাদুর
৩৯ N.R, ৩৪।৩৫		গৌরীশচন্দ্র রায় বাহাদুর	চন্দ্রভূষণ মিত্র	৬৶৯	২।৫।৩৫	নিষ্কর	থানা কৃষ্ণনগর মৌজে বাজাপুর	৪ নং	১·৪	নিষ্কর	
২২৫ N, R, ৩৪।৩৪			বীনী [illegible]	৩৫৮৸৶৩	২।৫।৩৫	রায়তি স্থিতিবান	থানা [illegible] মৌজে [illegible]	২২০ খতিয়ান	১৩·২৫	৭১৸০	
২০৮ N, R, ৩৪।৩৫		ঐ	গোলাপসুন্দরী দেবী	১১৸৶০	৬।৫।৩৫	দখলকার	থানা কৃষ্ণনগর মৌজে গোবিন্দসড়ক	২২৭ খতিয়ান	·১	১৶৬	
১৫ N, R, ৩৪।৩৫			[illegible] ঘোষ দিং	৯৪৸৶	৬।৫।৩৫	মধ্যস্বত্ব চিরস্থায়ী মোকররী	থানা কৃষ্ণনগর	১৬০ খতিয়ান	৪·২৬	২৭৸০	
২৪ N, R, ৩৪।৩৫		ঐ	[illegible] দাসী দিং	৪৩।৫	৬।৫।৩৫	রায়তি স্থিতিবান	থানা কৃষ্ণনগর মৌজে [illegible]	২২ খতিয়ান	৬·৭	১০৸৶৬	
২৮ N, R, ৩৪।৩৫		ঐ	গোবিন্দচন্দ্র রায়	৩৬৸৶৯	৭।৫।৩৫	ঐ	থানা কৃষ্ণনগর মৌজে [illegible]	৩৯ খতিয়ান	·৫৬	৪৸৶৯	ঐ
৪৮৯ N, R, ৩৪।৩৫		ঐ	সুধীকান্ত দাস দিং	১৯৸৶৩	৮।৫।৩৫	দখলকার	থানা ও মৌজে কৃষ্ণনগর	৫৮৭ খতিয়ান	·৫৮	৪।৭	ঐ
১১০ B, ৩৪।৩৫		বিভূতি ভূষণ পালচৌধুরী দিং	গরীব সেখ	৩০৸৶১১	৯।৫।৩৫	রায়তি স্থিতিবান	থানা নাকাশীপাড়া মৌজে [illegible]	১৩৭ খতিয়ান	৪·৬১	৪৯৸৶	বিভূতি পালচৌধুরী

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'শ্রীনাম' নবদ্বীপ

দৈ নি ক

REG. C 1544

নদীয়াপ্রকাশ
THE
NADIA-PRAKASH

ঐতরেয়োপনিষদ্
বড় অক্ষরে মূল ও
অনুবাদসহ প্রকাশিত
হইয়াছে। কাগজ ও
ছাপা অতি উত্তম।
ভিক্ষা ।০ মাত্র
শ্রীচৈতন্যমঠ,
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

"গৌড়ীয়"
৭ম বর্ষ হইতে
১১শ বর্ষ পর্য্যন্ত
প্রতি বর্ষ কাপড়ে
বাঁধাই
ভিক্ষা ৩॥০ মাত্র।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ
বাগবাজার কলিকাতা

[illegible]

১০ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১৫ই চৈত্র, শুক্রবার ১৩৪১, ২৯শে মার্চ্চ ১৯৩৫ [২৪শ সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

—:০:—

পিতৃ হত্যা

হবেব নামক জনৈক লোক তাহার পিতাকে হত্যা এবং সৎমা তাকে সাংঘাতিকরূপে আঘাত করিবার অভিযোগে যথাক্রমে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ও ৩২৬ ধারানুযায়ী ঢাকার অতিরিক্ত দায়রা জজের এজলাসে অভিযুক্ত হয়। জুরীগণ আসামীকে নরহত্যার অভিযোগে নির্দ্দোষ সাব্যস্ত করিয়া তাহাকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩২৫ ধারানুযায়ী (উত্তেজনার দরুন হওয়ায় সাংঘাতিক ভাবে আঘাত করা) দোষী সাব্যস্ত করেন। জজ জুরীদের সহিত একমত হইতে না পারায় কলিকাতা হাইকোর্টের বিচার চাহিয়া পাঠান। কলিকাতা হাইকোর্টের মাননীয় প্রধান বিচারপতি, মাননীয় বিচারপতি কষ্টেলো ও মাননীয় বিচারপতি এম সি ঘোষের এজলাসে উক্ত রেফারেন্সের শুনানী হইয়া গিয়াছে।

অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ যে, আসামী এনাত খলিফার (বয়স ৭০ বৎসরের উপর) পুত্র এবং বেগমী বিবি (১৭) এনাতের চতুর্থ পক্ষের স্ত্রী ও আসামীর সৎমাতা। এনাতের পুত্র তাহার সৎমাতা অন্যান্য লোকের সহিত অবৈধ প্রণয়ে লিপ্ত হইয়াছে বলিয়া সন্দেহ করে এবং তাহার পিতাকে এই বিষয় জানায়, কিন্তু এনাতের মনোযোগ আকর্ষণে অসমর্থ হয়। ২৮শে ফেব্রুয়ারী রাত্রিতে আসামী তাহার পিতাকে বলে যে, সে তাহার সৎমাতাকে হাকিম নামক জনৈক লোকের সহিত অবৈধ প্রণয়ে লিপ্ত হইতে দেখিয়াছে। এই বিষয় লইয়া পিতা ও পুত্রের মধ্যে বচসা হয়; ফলে আসামীর মাতা, মৃতব্যক্তির ঘর হইতে টাঙ্গি বাহির করে ও একটী 'দাও' দ্বারা আঘাত করিয়া তাহাকে গুরুতরভাবে জখম করে। আসামীর পিতা তাহার সৎমাতার উদ্ধারার্থ আসিলে সে তাহাকে 'দাও' দ্বারা আঘাত করিয়া হত্যা করে। আসামী অপরাধ অস্বীকার করিয়া বলে যে, হাসেম নামক জনৈক লোক তাহার পিতাকে হত্যা করে। সে হাসেমকে হত্যা করিতে উদ্যত হইলে তাহার সৎ-মাতা আসিয়া বাধা দেয় এবং তাহার সৎমাতার উপর আঘাত লাগে।

মাননীয় বিচারপতিগণ আসামীকে তাহার পিতাকে হত্যা এবং সৎমাতাকে সাংঘাতিকরূপে আঘাত করিবার অভিযোগে যথাক্রমে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ও ৩২৬ ধারানুযায়ী দোষী সাব্যস্ত করেন এবং দণ্ড হ্রাস করিবার পক্ষে কোন প্রকার কারণ না থাকায় আসামীকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারানুযায়ী প্রাণদণ্ডে এবং ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩২৬ ধারানুযায়ী যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত করেন।

আসামী পক্ষে মিঃ এ কে বসু এবং সরকার পক্ষে মিঃ খগেন্দ্র চাটার্জ্জী উপস্থিত হইয়াছিলেন।

আত্মহত্যা

সম্প্রতি হংকং হইতে মেজর মেণর নামক এক সাহেব বোম্বাই আসিয়া বান্দ্রা পাড়ার হোটেলে অবস্থান করতেছিলেন। ২০শে মার্চ্চ প্রাতে হোটেলের শৌচাগারে তাঁহাকে মৃতাবস্থায় পাওয়া গিয়াছে।

একজন মেথর পায়খানা পরিষ্কার করিতে যাইয়া দেখিতে পায় যে, মেজর মৃতাবস্থায় পড়িয়া আছেন এবং তাঁহার নিকটেই একটী রিভলভার রহিয়াছে। তৎক্ষণাৎ পুলিশকে সংবাদ দেওয়া হয়। পুলিশ আসিয়া মৃতদেহটী লাসঘরে স্থানান্তরিত করে। মেজর চিঠি লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন যে, তিনি আত্মহত্যা করিয়াছেন।

১০০ ধারা জারি

নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের জেনারেল সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত শিবনাথ ব্যানার্জ্জি ২৩শে মার্চ্চ নারায়ণগঞ্জ আসিয়া পৌঁছিলেই তাঁহার উপর ১৪৪ ধারা জারী করিয়া তাঁহাকে ৬ ঘণ্টার মধ্যে নারায়ণগঞ্জ ত্যাগ করিতে ও নারায়ণগঞ্জে কোন সভা সমিতি না করিতে নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অভিমত এই যে তিনি মিলের কোম্পানীসমূহের কর্ম্মচারীদের মধ্যে অসন্তোষের বীজ ছড়াইতেছেন এবং উহার ফলে শান্তিভঙ্গ হওয়া সম্ভবপর।

মন্দিরে পূজানিরতদিগকে মারপিট, ১০।১২ জন আহত বিগ্রহাদি জলাশয়ে নিক্ষিপ্ত

গত ২০শে মার্চ্চ তারিখ হুগলীর কোইপাড়া নামক স্থানে এক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় শিশু ও স্ত্রীলোকে ১০।১২ জন লোক আহত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। প্রকাশ যে, কোই হিন্দুদের একটী দল হোলীর রাত্রে একটী মন্দিরে পূজা করিবার সময় একদল সশস্ত্র গুণ্ডা ঐ মন্দিরে হানা দেয় ও মন্দিরের লোকদিগকে লাঠি দ্বারা মারপিট করে ও মন্দিরের বিগ্রহ নিকটবর্ত্তী জলাশয়ে নিক্ষেপ করে। পুলিশ খবর পাইয়া অবিলম্বে ঐস্থানে গমন করে ও অবস্থা আয়ত্তে মধ্যে আনয়ন করে। যাহারা আহত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে একজনের অবস্থা গুরুতর।

রহস্যজনক নারী হত্যা

হবিগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত মাধবপুর থানার অধীন জনৈক হিন্দু সরকারী সাব ইন্‌স্পেক্টরকে এক রহস্যজনক নারী হত্যা সম্পর্কে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। পুরান্বাজারে এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়। আরোও প্রকাশ যে, তদন্ত সাপেক্ষে উক্ত পুলিশ কর্ম্মচারীকে সস্পেণ্ড করা হইয়াছে।

সর্প ও হিংস্র জন্তুর আক্রমণে ১৩৮০ জনের শোচনীয় মৃত্যু

গত ১৯৩৩ সালে বন্যজন্তুর আক্রমণে ও সর্প দংশনে মধ্যপ্রদেশ ও বেরারে ১৩শত ৮০ জনের মৃত্যু হয়। ব্যাঘ্রের আক্রমণে ২৫ জনের, চিতা বাঘ প্রভৃতির আক্রমণে ২৩ জনের মৃত্যু হয়। আর সর্প দংশনে ১২ শত ৯৩ জনের মৃত্যু হয়। নেকড়েবাঘ, বাইসন এবং শূকর প্রভৃতি অন্যান্য বন্যজন্তুর আক্রমণে ৩৯ জন মারা যায়। সর্পদংশনে সাগর জেলাতেই মৃত্যুর পরিমাণ অধিক। ঐ জেলায় প্রায় ১৭৩ জন লোক সর্পদংশনে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

চলন্ত গাড়ীতে দুঃসাহসিক ভাবে ডাকলুঠ

গত শনিবার রাত্রিতে ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ের নবাবগঞ্জ ও আমঝুপী ষ্টেশনের মধ্যে চলন্ত ট্রেণ হইতে ডাক লুঠ হইয়াছে। তিনটি বাঙ্গালী যুবক ডাকগাড়ীতে উঠিয়া রিভলভার ও ছোরা দেখাইয়া লোকজনকে কাবু করিয়া রাখে এবং ডাক লুঠ করিয়া পলায়ন করে।

সুবর্ণ-পদক উপহার—গত সোমবার ১৮ই মার্চ্চ তারিখে 'উদ্বোধন' সম্পাদক শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র রায় মহাশয় 'উদ্বোধন'-পরিচালনায় যে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, তজ্জন্য তিনি একটি স্বর্ণ-পদক উপহার পাইয়াছেন।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর —গঙ্গার সন্নিকটে। বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ সুশিক্ষিত ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনাদিতে প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম রূপে উত্তীর্ণ হইয়া আসিতেছে।

মেধাবী ছাত্রগণের অতিরিক্ত সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতকরা ৬০ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ মেধাবী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট
[illegible] পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

(ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

[illegible] কলেজের [illegible] প্রবীণ ও প্রসিদ্ধ অধ্যাপক [illegible] শাস্ত্রী [illegible] বিদ্যাভূষণ [illegible] এম্-এ, [illegible] গবেষণা এবং [illegible] লেখনীর [illegible] কায়দা [illegible] এবং [illegible] বিরাট, [illegible] চিত্র-সম্বলিত। [illegible] গ্রন্থ [illegible] মহাত্মা গান্ধী [illegible] আলোচনা [illegible] [illegible] প্রভুপাদের লিখিত মুখবন্ধ (Foreward), গ্রন্থকার ও [illegible] ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) [illegible] (Index Glossary) সহ [illegible] হইয়াছে। মূল্য—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—[illegible], [illegible]; শ্রীগৌড়ীয় মঠ, বাগবাজার কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানি পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, এবং বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত এতে [illegible] ও শ্লোক সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র [illegible] আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক পত্র [illegible] প্রকাশিত হয়। [illegible] টাকা। ভিক্ষায় কলিকাতা বাগবাজার গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

২। গৌড়ীয় —মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ [illegible] সম্পাদিত বাঙ্গলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা ৩৲, ষাণ্মাসিক ২।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত [illegible] ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক [illegible] মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক [illegible]

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত [illegible] সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ [illegible] বি-এস্, বি-টি সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া [illegible] হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১।০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল শ্লোক [illegible] এবং তাহাতে [illegible] অনুবাদ ও [illegible] শ্রীল [illegible] ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল [illegible] সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সম্বলিত হইয়াছে। অতি সুন্দর ছাপা। [illegible] আকারে ১০২৯ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। [illegible] ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোক সূচী, পদসূচী, গ্রন্থসূচী, [illegible] সূচী, [illegible] প্রভৃতি [illegible] সূচী-পত্র। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ [illegible] বিরাট সংস্করণ কোথাও আর কখনও প্রকাশিত হয় নাই, [illegible] পাঠক মাত্রেই একবারেই [illegible] গ্রন্থ [illegible] ভিক্ষা ১২৲ ও [illegible] টাকা [illegible] মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

		প্রথম ও দ্বিতীয়		পরবর্ত্তি-সমূহে	
		সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা	সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা
প্রত্যেকবার	প্রতি লাইন	।০	।৵০	।৶	
,,	,, ইঞ্চ	২৲	১।০	১।০	১৲
,,	,, সিকিকলম	৫৲	৪৲	৬৲	
,,	,, অর্দ্ধকলম	৮৲	৯৲	৯৲	
,,	,, ১ কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

মাসিক হার

[যদি অন্ততঃ ১ বৎসরের জন্য চুক্তি করা হয়]

সংবাদ পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ৬৲, সিকি কলম ২৫৲, অর্দ্ধ কলম ৪৯৲, এক কলম ৯০৲
বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ৪।০, সিকি কলম ১২৲, অর্দ্ধ কলম ১৮৲, এক কলম ৩০৲ টাকা।

সাহায্যের হার

সডাক বার্ষিক ৯৲ নয় টাকা, ষাণ্মাসিক ৫৲ পাঁচ টাকা, ত্রৈমাসিক ২।০ পৌনে [illegible] টাকা, মাসিক ১৲ এক টাকা মাত্র। নগদ বর্ত্তমান সংখ্যা [illegible]

ম্যানেজার, দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, জেলা নদীয়া। টেলিগ্রাম—'শ্রীমঠ', নদীয়া

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৪৬	১০—৫১,	১৩—২২	১৭—৩৮,	২০—১৬
স্বরূপগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৬,	১১—৩	১৪—০	১৮—৯,	২০—৫৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩০	১১—৩০,	১৪—৯	১৮—১৩,	২০—৫৫

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

রবিবার অপ্রচলিত

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১২-১০	১৩-৩৪	১৫-৩৮	১৮-৪৫
স্বরূপগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫০	৯-৩৪	১২-১১	১২-৫২	১৫-৪৩	১৮-৫০
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৬	১২-৫১	১১-১২	১৬-১৫	১৯-৩৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

— পারমার্থিক পত্র —

শ্রীচৈতন্য মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১০ম বর্ষ | বিষ্ণু গৌরাব্দ ৪৪১ ১৫ই চৈত্র | ২৯শে মার্চ ইং ১৯২৮ শুক্রবার | ২৪৩তম সংখ্যা

দেড়ুলীতে শ্রীল প্রভুপাদ

অভ্যর্থনার বিরাট আয়োজন

বিগত ৩রা চৈত্র রবিবার অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকার সময় পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীধাম মায়াপুর 'ভক্তিবিজয়-ভবন' হইতে যাত্রা করিয়া শ্রীকৃষ্ণনগরে শুভবিজয় করেন। সঙ্গে ছিলেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি মহারাজ, উপদেশক আচার্য্য শ্রীপাদ পরমানন্দ বিদ্যারত্ন ভক্তিভূষণ, উপদেশক আচার্য্য শ্রীপাদ কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ প্যারীমোহন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রমুখ ভক্তগণ। অতঃপর একসপ্ত সন্ধ্যা ৬ ঘটিকার সময় শ্রীধাম হইতে রওনা হইয়া কৃষ্ণনগর ষ্টেশনে পরমারাধ্যদেবের সমীপে উপস্থিত হন। কৃষ্ণনগর ষ্টেশন হইতে সপার্ষদ প্রভুপাদ বিশ্রাম করিয়া রাত্রি ৯ ঘটিকায় রাণাঘাট ষ্টেশনে উপস্থিত হন। তথায় শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী প্রমুখ কতিপয় ভক্ত শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মদর্শন লাভ করেন। এক ঘণ্টা ট্রেন বদল করিয়া গোয়ালন্দ মেলে পরমারাধ্যদেব রাত্রি ১১-৪৫ মিনিটের সময় বনগ্রামে উপস্থিত হন। তথায় কলিকাতা হইতে আগত ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ কতিপয় ভক্ত সমভিব্যাহারে শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্ম বন্দনা করিয়া অনুগমন করিতে থাকেন। এই স্থানে ট্রেন বদল করিয়া রাত্রি ৩-৩০ মিনিটের সময় ঝুনঝুনা ষ্টেশনে শ্রীল প্রভুপাদ ভক্তবৃন্দসহ ট্রেন হইতে অবতরণ করেন। এই স্থানে দেড়ুলী-গ্রামবাসী কতিপয় বিশিষ্ট ভদ্রলোক নানাবিধ উপাচারসহ শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্ম বন্দনা করেন। তথা হইতে ভক্তগণ বিভিন্ন মোটর যানে প্রভুপাদপূর্ণ 'শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী সংবর্দ্ধ' উপনীত হন। ঝুনঝুনা স্টেশনে অভ্যর্থনা একটী সুবিস্তৃত সজ্জাগণ-সমাবেশ সহকারে পরমারাধ্য জগদ্গুরুদেবের পাদপদ্ম অভিনন্দন করেন। প্রায় ৩ মাইল দূরবর্তী স্থান হইতে দেড়ুলী গ্রাম পর্য্যন্ত নানাবিধ কারুকার্য্যখচিত ৭টী সুদৃশ্য তোরণ নির্ম্মিত হইয়াছিল। বিচিত্রবর্ণের পতাকা ধারণ পূর্ব্বক গ্রামবাসী বহু বাল বৃদ্ধ যুবক এবং পূর্ণ কুম্ভ লইয়া পুরবাসিনীগণ যথাক্রমে শঙ্খধ্বনি ও হুলুধ্বনি সহকারে আচার্য্যদেবের পাদপদ্মে ভক্তিপ্রণতি নিবেদন করেন। ত্রিদণ্ডিপাদগণ, মঠসেবকগণ, বিভিন্ন কীর্ত্তন-সম্প্রদায় ও স্থানীয় ভক্তগণ উচ্চ-সংকীর্ত্তন-ধ্বনিতে দিঙ্মণ্ডল প্রকম্পিত করিয়া মধ্যাহ্নে 'দেড়ুলী' গ্রামে শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী মহাশয়ের বাসভবনাভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকেন। পশ্চাতে সুসজ্জিত মোটরযানে অবস্থিত আচার্য্যদেব হরি-সংকীর্ত্তনকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া বিপুল জনপ্রবাহের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। উভয় পার্শ্ব হইতে শত শত নরনারী পুষ্প লাজ খই বাতাসা প্রভৃতি পূজোপচার আচার্য্যদেবের উপর বর্ষণ করিয়া ধন্য হইলেন। তুরী, ভেরী, কাসর, সিঙ্গা, সানাই, মৃদঙ্গ, করতাল মুহুর্মুহুঃ নিনাদিত হইতে লাগিল। অতিমর্ত্ত্যচরিত গোস্বামী আচার্য্যের জয়ধ্বনি ঘোষণা করিয়া গগনভেদী রোলে দশদিক মুখরিত করিতে লাগিল। পূর্ব্বাহ্ণ ৮-৩০ মিনিটের সময় শ্রীল প্রভুপাদ দেড়ুলী গ্রামে শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী মহাশয়ের নবনির্ম্মিত গৃহে পদার্পণ করেন।

শ্রীল প্রভুপাদের সম্বর্দ্ধনার জন্য একটী সুবিস্তৃত মণ্ডপ সুসজ্জিত করা হইয়াছিল, তথায় বহু ব্যক্তি শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্ম দর্শনপূর্ব্বক কৃতকৃতার্থ হন। তৎপর ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ গ্রামবাসী ভক্তগণের সমস্ত অভ্যর্থনার আচার্য্যদেবের প্রীতি উৎপাদনের কথা সভামধ্যে জ্ঞাপন করেন এবং অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় সভার অধিবেশনের বার্ত্তা ঘোষণা করেন। পরিশেষে সস্ত্রীক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী মহাশয় পুষ্পমাল্য, চন্দনাদি দ্বারা পরমারাধ্য জগদ্গুরুদেবের পাদপদ্ম অর্চ্চন করিয়া গৃহপ্রবেশোৎসবের সার্থকতা সম্পাদন করেন। যে সকল ভক্ত শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্ম অনুসরণ পূর্ব্বক দেড়ুলী গ্রামে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল—

শ্রীপাদ ভক্তিবিবেক ভারতী, শ্রীপাদ ভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি, শ্রীপাদ ভক্তিস্বরূপ শ্রৌতী, শ্রীপাদ ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি, শ্রীপাদ ভক্তিশরণ পর্ব্বত, শ্রীপাদ ভক্তিসদন অরণ্য, শ্রীপাদ ভক্তিবৈভব সাগর, শ্রীপাদ ভক্তিসুধীর যাচক, শ্রীপাদ ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম প্রমুখ ত্রিদণ্ডিপাদগণ, মহোপদেশক শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ, মহোপদেশক শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী কাব্যতীর্থ, মহোপদেশক শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী, উপদেশক শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন, উপদেশক আচার্য্য শ্রীপাদ পরমানন্দ বিদ্যারত্ন, উপদেশক আচার্য্য শ্রীপাদ কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, উপদেশক শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ ভক্তিসার, উপদেশক শ্রীপাদ অপ্রমেয় দাসাধিকারী, উপদেশক শ্রীবিভাস দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত দাস দাসাধিকারী সেবাবিলাস, শ্রীমদ্‌ভজনানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী, শ্রীরাসগোবিন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত অক্ষয়নাথ দাসাধিকারী শ্রীকৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ, শ্রীহরিচরণ ব্রহ্মচারী, সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীসনাতন গোস্বামী, শ্রীনবগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, গৌরবিহারী ভক্তিভূষণ, শ্রীমৎ শরৎ দাসাধিকারী, শ্রীব্রজগোবিন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীরূপানন্দ ব্রহ্মচারী, অনুপমানন্দ ব্রহ্মচারী, গৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীনাথ ব্রহ্মচারী, শ্রীরাধারমণ ব্রহ্মচারী, শ্রীবনমালী দাসাধিকারী প্রমুখ বহুসংখ্যক ভক্ত।

শ্যামবাজারে বিরাট মেলা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের নিকট শ্যামবাজার নাম অপরিচিত নহে। ইহা বনগ্রামের অন্তর্গত এবং শ্যামবাজার গ্রামে একটী মেলার কোড়ল উৎসবের অন্তর্গত। গত ১লা চৈত্র বারুণী তিথিতে এই স্থানে বিরাট মেলার অধিবেশন হইয়াছিল। তথায় প্রায় ৮।১০ হাজার লোক উপস্থিত হইয়াছিল। শিশু ও অনেক গৌড়ীয়মঠ হইতে সমন পূর্ব্বক ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ গৌরবিহারীর নিকট হরিকথা শ্রবণ করিয়াছেন। পাঠকগণ বোধ হয় অবগত আছেন, এই গৌরবিহারী-মঠ উক্ত শ্যামসুন্দর শ্রীচৈতন্যদেবের শ্রীপাদপদ্ম। শ্যামবাজার শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠলীলার স্থান সমূহের অন্যতম এই স্থান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর পদাঙ্কে অঙ্কিত, এবং পূর্ব্বে সংরক্ষণ জন্য গৌড়ীয়-আচার্য্য প্রভু শ্রীল প্রভুপাদ তথায় গৌরবিহারী-মঠ স্থাপন করিয়াছেন। শ্যামবাজারের সংস্কার ও পারমার্থিক উন্নতির জন্য তাঁহার অনুগতগণ চেষ্টা করিতেছেন। এই কার্য্যে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। আমরা আশা করি বদান্য সজ্জনগণ অর্থের সদ্ব্যবহার দ্বারা ইহা সম্পাদনে অগ্রণী হইবেন এবং অক্ষয়কীর্ত্তি রাখিবেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১ বিষ্ণু রবি শ্রীগৌরাব্দ ৪৪৮

সেবাই আনন্দজননী

[illegible] এই আনন্দবৃত্তিকে তিন দিকের রূপে গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাকে সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ [illegible] এবং [illegible] ঐ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ স্বরূপ, সন্দেহ নাই।

যেরূপ অগ্নিকুণ্ড হইতে যেমন অনুপরিমিত স্ফুলিঙ্গসমূহ অনেকরূপে নির্গত হয়, সেইরূপ পূর্ণতম ভগবান হইতে সেইরূপ পৃথক্ পৃথক্ সত্তাবান্ অনন্তকোটি অংশ চিৎকণ জীব উৎপন্ন হইয়াছে। একটী কোনের আম-[illegible] সমগ্র অংশে বিভক্ত করিলে [illegible] অংশটী যেরূপ আম্রফলের স্বাদান্বিত পরিলক্ষিত হয়, জীবের স্বরূপ এবং গুণাদি সম্বন্ধে [illegible] ক্ষুদ্র হইলেও জীবের স্বরূপ যেমন অসীম মানব বুদ্ধির [illegible] নহে, সেইরূপ ভগবানের স্বরূপও অসীম বুদ্ধির [illegible] নহে। যদিও অসীম বুদ্ধির দ্বারা অণুচৈতন্য জীব ও বৃহচ্চৈতন্য ভগবানের স্বরূপ [illegible] করা সম্ভবপর হয় না তথাপি উভয় [illegible] এক, [illegible] তাঁহাদিগের মধ্যে অণুত্ব ও বৃহত্ত্বরূপ ভেদ বর্তমান আছে। যাঁহারা তত্ত্ব-[illegible] লাভ করিয়াছেন তাঁহারা এই [illegible] সমর্থ। ভগবৎকৃপা-বঞ্চিত [illegible] মায়াবাদিগণ জীবেশ্বরের ভেদ উপলব্ধি করিতে অসমর্থ হইয়া [illegible] "অহং ব্রহ্ম" ইত্যাকার [illegible] স্থাপনে প্রয়াসী।

[illegible] সৎ, চিৎ ও আনন্দ [illegible] বর্তমান; কিন্তু [illegible] বিভিন্ন [illegible] পূর্ণরূপে [illegible] [illegible] হইয়া থাকে। [illegible] তাঁহার এক [illegible] [illegible] অংশকে [illegible] চিৎ অংশকে [illegible] ভগবানের [illegible] [illegible] হইতে বিচ্ছিন্ন [illegible] জীবকে [illegible] বলা হয়। সুতরাং স্বীকৃত হইতেছে যে, যদিও ভগবানে [illegible] সৎ, চিৎ ও আনন্দরূপ সকল পূর্ণমাত্রায় বর্তমান থাকে, কিন্তু [illegible] জীবে তাহা সেই মাত্রায় অবস্থান করিতে পারে না অর্থাৎ তাহা অণুপরিমাণে অবস্থান করে। [illegible] সৎ, চিৎ ও আনন্দবৃত্তিকে কেহ জ্ঞান, বল ও ইচ্ছাশক্তি বলেন। ইংরেজী ভাষায় এই শক্তিত্রয়কে willing, knowing ও feeling faculty বলা হয়। যখন প্রত্যেক ব্যক্তিকে কোন না কোন বিষয় জ্ঞাত হইতে, কোন না কোন বিষয় লাভ করিবার ইচ্ছা করিতে ও কোন না কোন বস্তু নিজেদের সুখ বা দুঃখকে উপভোগ করিতে দেখা যায়, তখন মানবগণের যে জানিবার ইচ্ছা ও উপভোগ করিবার শক্তি বর্তমান আছে, তাহা কে না স্বীকার করিবে? জানিবার ইচ্ছা ও [illegible] করিবার শক্তি [illegible] দেখা যায় যে অনেক সময় মানবগণ যাহা জানিবার ও উপভোগ করিবার ইচ্ছা করেন তাহা জানিতে বা উপভোগ করিতে পারেন না। জানিতে বা উপভোগ করিতে পারিলেও [illegible] সেই বৃত্তিকে পোষণ করিতে সমর্থ হন না এবং অনেক সময় জ্ঞাত বা লব্ধ বিষয়কে পূর্ণভাবে জানিতে বা উপভোগ করিতে সমর্থ হন না। [illegible] ইহার কথা অনুসন্ধান করিলে জানা যায় যে, জীবচৈতন্য শক্তির অণুত্বই তাহার [illegible]।

[illegible] ঘটকে বৃহত্তর পরিমাণ করে, সেইরূপ ভগবানের [illegible] জীব [illegible] পরিমিত বলিয়া বুঝিতে হইবে। জলের [illegible] [illegible] যে পরিবিম্ব দৃষ্ট হয়, সেই জলাধারস্থ চন্দ্রের সম্বন্ধে যে জলাতিরিক্ত কোন পদার্থের সম্ভাবনা নাই এবং যেরূপ [illegible] বস্তু যেমন [illegible] ধাতু ব্যতীত পদার্থান্তরের দ্বারা গঠিত হয় না, সেইরূপ ভগবচ্ছক্তিজাত জীব নামক বস্তুর সত্তায় [illegible] ব্যতীত অন্য পদার্থের [illegible] অসম্ভব। সুতরাং জীব-[illegible] পরিকল্পনীয় পদার্থ [illegible] [illegible] বা [illegible] অন্য কোন পদার্থ মনে করা অনুচিত।

সূর্যের প্রকাশ করা যেমন কিরণ সমূহের মুখ্য উদ্দেশ্য এবং অন্যান্য পদার্থনিচয়কে [illegible] করা যেমন উহাদিগের আনুষঙ্গিক বা গৌণ উদ্দেশ্য মধ্যে গণ্য, সেরূপ [illegible] [illegible] স্বরূপে ভগবান ও তাঁহার সেবকগণ [illegible] তাহাদিগের মুখ্য কর্ম এবং ভগবানের পদার্থের [illegible] ও সেই [illegible] দ্বারা নিজ সুখসাধনাদি [illegible] তাহাদিগের গৌণ বা অবান্তর [illegible] বলিয়া নির্দিষ্ট হয়। অতএব [illegible] সেবাকার্যে যে কালে নিযুক্ত হন, সেই সময় জীবগণ আপনাদিগকে শক্তিতত্ত্বীয় সেবক জ্ঞান করেন ও শ্রীভগবানকে আপনাদিগের একমাত্র [illegible] বা সেব্যবস্তু বলিয়া অবগত হন অর্থাৎ সেব্য-সেবক বা আশ্রয়-আশ্রিত ভাব-সম্পূজিত এক অখণ্ড, দ্বিতীয়-সেব্যবস্তু-রহিত অবস্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকেন। যেহেতু অবস্থানে প্রতিষ্ঠিত হন, তন্নিমিত্ত তাঁহারা স্বরূপগত পূর্ণ চিন্ময়ত্ব বশতঃ ও অবাধে বিমল সেবানন্দ-সুখ চিরকাল আস্বাদন করিতে সমর্থ হন।

যে সময় জীবগণ আপনাদিগকে অখণ্ড অবস্থান হইতে বিচ্ছিন্নবৎ অনুভব করে সেই কালে তাহারা আপনাদিগকে ও অন্যান্য পদার্থসমূহকে পৃথক্ পৃথক্ স্বতন্ত্রভাবে অবস্থিত মনে করে ও শক্তিতত্ত্বীয় অভেদের পরিবর্তে আপনাদিগকে স্বতন্ত্র-বস্তু বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকে। এই অবস্থান হইতে দ্বৈতবুদ্ধি সংস্থাপিত হয়। দ্বৈতবুদ্ধি সংস্থাপিত হইলে মানবগণ ভেদ ও উপাদের [illegible] লক্ষ্য করে, যথা, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে -

"দ্বৈতে ভদ্রাভদ্র-জ্ঞান সব মনোধর্ম।
এই ভাল এই মন্দ এই সব ভ্রম॥"

অখণ্ড ও অবস্থানে সমুদয় পদার্থে ভগবৎসেবোপকরণবুদ্ধি প্রস্ফুটিত থাকায় প্রত্যেক বস্তুই সদা সদ্‌যোগ্যভাবে আস্বাদন করা'য়া থাকে, অর্থাৎ কোন পদার্থ ভেদ ভাবকে প্রকাশ করে না। অতএব স্বীকৃত হইতেছে যে, যতদিন হইতে ভেদ ভাব আবির্ভূত হয় ও [illegible] মূল নিদানের সাহায্য ব্যতিরেকে জীবতত্ত্ব-গত অনুপলব্ধি দ্বারা দূরীকৃত হইবার নহে।

জীবের স্বরূপে সুখাস্বাদনের যোগ্যতা আছে ও তজ্জন্য জীবগণ সুখান্বেষী হয়। অজ্ঞানতাবশতঃ বদ্ধ ব্যক্তিগণ জানিতে পারে না যে, তাহাদের অনুসন্ধিৎসা কোন্ জাতীয় সুখকে লক্ষ্য করিতেছে। সুখ বিবিধ উপায়ে লভ্য, যথা ইন্দ্রিয়াদি উপভোগসুখে ও ভগবৎ সেবাদিসুখে। বাহ্য বিষয়োপভোগ হইতে নিকৃষ্ট সিদ্ধ হয় আর সেবাসুখে ভগবানের প্রীতিই লক্ষিতব্য। [illegible] যাহারা সুখের অভাবে আত্ম-[illegible] বাহ্যবিষয়-[illegible] হয়, তাহারা অনেক সময় অনুপলব্ধি-হেতু বিকলমনোরথ হয় ও সুখের পরিবর্তে দুঃখের আবাহন করিয়া থাকে। মুক্তাবস্থায় যে সমস্ত ব্যক্তি শুদ্ধানন্দ লাভ করিতে সমর্থ হন, কেবল সেই সমুদয় ভাগ্যবান্ জীব ভগবৎকৃপায় অর্থাৎ পূর্ণ চিদ্বলের সাহায্যে ভগবৎসেবার্থী হন ও পরমাদ্ভুত চিন্ময়ানন্দ-প্রদ সেবায় যুক্ত নিত্যকাল সম্ভোগ করিয়া থাকেন।

সৎ, চিৎ ও আনন্দবৃত্তি পূর্ণমাত্রায় শ্রীভগবানে ক্রিয়াশীল বলিয়া তিনি সদা পূর্ণ রসে মগ্ন থাকেন। জ্ঞানশক্তির উৎকর্ষহেতু অজ্ঞানতা দুঃখপ্রদ কার্যে তাঁহাকে লিপ্ত হইতে হয় না। তাঁহার ইচ্ছাশক্তি পূর্ণমাত্রায় ক্রিয়া করিতে সমর্থ ও তজ্জন্য তিনি যাহা সঙ্কল্প করেন তৎক্ষণাৎ পরিপূর্ণ হয়। তাঁহাতে সর্বাবিদ্যা বা সর্ব-বিদ্যাবিদ্যা শক্তির প্রাচুর্যহেতু চরাচর যাবতীয় পদার্থ তাঁহা হইতে সৃষ্ট হইয়াছে। অন্যান্য পদার্থসমূহ তাঁহা হইতে সত্তা বা অস্তিত্ব লাভ করায় তাহাদিগের দ্বারা তাঁহার সত্তার অনস্তিত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। যেহেতু তিনি সর্বকারণের কারণ, তন্নিমিত্ত তিনি ইচ্ছা করিলেই অন্যান্য পদার্থের সত্তাকে অনস্তিত্বে পরিণত করিতে পারেন। সুতরাং যাহারা তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে উদ্যত, তাহারা অজ্ঞানতাবশে নিজ নিজ আত্মার ধ্বংস করিবার প্রয়াসী। সেবার দ্বারা তাঁহার প্রীতিবিধানে যাঁহারা উৎসুক, কেবলমাত্র সেই সেবকবৃন্দই নিত্যকাল নিজ সত্তাকে অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ।

যাঁহারা [illegible] আলোচনাশীল, তাঁহারা সংসারে বারংবার [illegible] কার্যে করিতে কোনকালে এক [illegible] লাভ করেন সেই সময় প্রভাবে সেবা-বুদ্ধিসম্পন্ন হইতে পারেন; কিন্তু যাঁহারা আমি এক [illegible] অন্যান্যভাবে আস্থাবান্ তাঁহারা [illegible] অমুক্তের ন্যায় প্রভাবহীন হইয়া যান ও নিজ সত্তা অনুভব করিতে সমর্থ হন না। [illegible] বশতঃ [illegible] যেমন কংসাদির ন্যায় ভগবৎজ্যোতিতে বিলীন হওয়ার কথা পুরাণাদি শাস্ত্রে বর্ণিত আছে, এই কঠোর সাধনাদির সাহায্যে আমি ব্রহ্ম ইত্যাকার [illegible]-পর মানবগণ সেইরূপ গতি লাভ করেন। অতএব বহুসংকারে "সোঽহংবাদ" রূপ [illegible] হাত হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিবার জন্য প্রস্তুত হওয়া উচিত।

পরকল্যাণের আকর ও চিন্ময়ানন্দময় শ্রীভগবানের সেবাবুদ্ধি লাভ করা নিজ কল্যাণ ও যথার্থ সুখলাভেচ্ছু ব্যক্তিমাত্রেরই উচিত। শ্রীগুরুদেবের চরণাশ্রয় ব্যতীত সেবা-বুদ্ধি লাভ করিবার সম্ভাবনা নাই। জগতে অনেক প্রকার কপট গুরু বিচরণ করেন-। কলির চক্রান্তে তাহাদের সঙ্গ পরিত্যাগ করা দিবেন। নচেৎ কপটগুরু। সুতরাং বেদের পন্থা হইতে না হইলেও সদ্‌গুরুর চরণে বিক্রীত হওয়া প্রয়োজন। কৃপা লাভ করিলে সেবাতে জীবন সম্যক্‌-রূপে অবিরামভাবে নিযুক্ত করিতে হইবে। অতএব হে নবদ-সুখাবেশী ভ্রাতৃবৃন্দ! আপনারা অজ্ঞানান্ধকার পরিত্যাগের জন্য উদ্‌গ্রীব হউন। দুঃখময় জীবন ভোগ-সুখের আশাকে বিসর্জন দিয়া বিমল কৃষ্ণ-সেবানন্দসুখের জন্য লালায়িত হউন। তাহা হইলে মিথ্যা[illegible] আর আপনাদিগকে ভ্রূকুটী প্রদর্শন করিতে সমর্থ হইবে না। ইহাই মানবজীবনের চরম লক্ষ্য ও প্রাপ্য বিষয়।

নবদ্বীপ পত্রিকা

৪৪৯ গৌরাব্দের সচিত্র নবদ্বীপ-পঞ্জিকা প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা ৵০ প্রাপ্তিস্থান — শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

পরিক্রমায় কি দেখিলাম

প্রত্যক্ষদর্শীর পত্র

মাননীয় 'নদীয়া-প্রকাশ' সম্পাদক
মহোদয়েষু।

মহাশয়,

আপনার বহু পঠিত দৈনিকপত্রে আমার এই ক্ষুদ্র পত্রিকাখানি প্রকাশ করিলে বাধিত ও অনুগৃহীত হইব। আমি সাম্প্রদায়িক বুঝি না, আমি আপনাদের পক্ষীয় বা বিপক্ষীয় লোক নহি। নিজ চক্ষে ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকিয়া যাহা দর্শন করিয়াছি, তাহাই এই পত্রে সন্নিবিষ্ট করিয়া সাধারণের নিকট পাঠাইবার জন্য প্রয়াস পাইতেছি। অবশ্য আমার বর্ণনে ত্রুটি নানাপ্রকার দোষ থাকিতে পারে, তাহা যদি অবিজ্ঞতে আপনাদের কৃপায় সংশোধিত হয়, সেরূপ প্রার্থনাও আমি রাখি। আর যদি এই পত্রে লিপিবদ্ধ বিবরণ পাঠে কোন ব্যক্তির কিছুমাত্র সুবিধা-লাভের সুযোগ হয়, তাহা হইলেও নিজেকে কৃতার্থ মনে করিব। তবে আমি লেখক নহি, লেখনীর দ্বারা সাধারণের মনোরঞ্জন করিবার শক্তি আমার নাই; কেবল আমার মাত্র নিজ মনোভাব প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছি। * * *

--

বহু দূরদেশে অবস্থান করিতে থাকিলেও শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থলী শ্রীধাম মায়াপুরের কথা বহুকাল হইতে কর্ণগোচর হইয়া আসিতেছে। কিন্তু আমি যেরূপ পুত্রাসক্ত, ভোগোন্মত্ত, বিষয়ভোগের দ্বারা জর্জ্জরিত, সংসারী ব্যক্তি, তাহাতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত সম্পর্ক বা সম্বন্ধ আমার খুব কমই আছে, সেই হিসাবে শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থলী শ্রীধাম মায়াপুরের সহিত পরিচিত হইবার কোন আবশ্যকতা বিশেষ উপলব্ধির বিষয় হয় নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থান শ্রীধাম-মায়াপুরে অবস্থিত শ্রীচৈতন্যমঠের কথা, সেখান হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত বিমল প্রেমধর্ম্মের কথা ভারতবর্ষে এবং ভারতের বাহিরেও প্রায় সংবাদপত্রাদিতে প্রকাশিত হইতে বহুবার দেখা সত্ত্বেও এই সমস্ত বিষয়ে আগ্রহান্বিত হইবার ইচ্ছা কোন দিন হয় নাই।

জন্মান্তরীণ অর্জ্জিত ভাগ্যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত বীর্য্যবতী চেতনবাণী এই অচেতন বিশ্বে কিছুকাল আত্মগোপন করিয়া থাকিয়া বর্ত্তমানে অচেতন জগৎকে কিরূপ জীবন্তভাবে মুগ্ধ করিয়া তুলিয়াছে এবং তাহার ফলে যাহা ভারতবর্ষে এবং সাত সমুদ্র তের নদীর পারাপারে পাশ্চাত্য দেশে পর্য্যন্ত সাড়া 'দিয়াছে,' তাহা অজ্ঞবিজ্ঞান-সম্বন্ধ ব্যক্তিগণের পক্ষেও জানিয়া উড়াইয়া দিবার বিষয় নয়। শ্রীচৈতন্যমঠের চেতন-বাণী মঠাচার্য্যের শ্রীমুখ হইতে নির্গত হওয়া সাধারণকে প্রকম্পিত করিয়া তুলিয়াছে। জড়জগতে দৈনন্দিন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিপ্লবের অবধি নাই। কিন্তু সেই সমস্ত বিপ্লবের ফল ক্ষণিক বা সাময়িক। আমি বহু দূর-দেশে অবস্থিত থাকিয়াও এই বিপ্লবের প্রকম্পনের হস্ত হইতে অব্যাহতি পাই নাই। যে সব কথা এতদিন জানিয়া উড়াইয়া দিয়াছি, আজ হঠাৎ সেই সব কথা যেন হৃদয়ে আঘাত করিয়াছে ও অন্তরে একটা সাড়া দিয়াছে; তাই এবার মাত্র কৌতূহল-নিবৃত্তির জন্য শ্রীমায়াপুর দর্শন করিবার জন্য সুযোগ অনুসন্ধান করিতেছিলাম।

সংবাদপত্রাদির স্তম্ভে ও বিভিন্ন বিজ্ঞাপনে এ বৎসর বঙ্গের সাত জন একত্র-সমবেত শ্রীমায়াপুর পরিদর্শনের কথা অবগত হইলাম। যে পরিক্রমায় বঙ্গদেশের বহু ব্যক্তি যাইবার জন্য ব্যগ্র হন, সেই পরিক্রমার বিষয় জানিবার জন্য আমারও কিছু কৌতূহল বৃদ্ধি হইল। এতদ্ব্যতীত রেলওয়ে কোম্পানীর বিজ্ঞাপনসমূহে এবং অন্যান্য বিজ্ঞাপনাদিতে আরও অবগত হইলাম যে, এবৎসর মহাপ্রভুর জন্মস্থানে কলিকাতার কোন ধনাঢ্য ব্যক্তি লক্ষাধিক মুদ্রা ব্যয় করিয়া মহাপ্রভুর জন্য অপরূপ একটী অত্যুচ্চ মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছেন এবং ফাল্গুনী পূর্ণিমার দিন খুব ধূমধাম সহকারে মহামহোৎসবের সহিত শ্রীবিগ্রহের শ্রীমন্দিরে প্রবেশ উৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। এই ঘটনা শ্রবণে আমার কৌতূহল প্রচুর পরিমাণে বর্দ্ধিত হইল, তাই নবদ্বীপধাম-পরিক্রমায় যোগদান করিবার জন্য দোল পূর্ণিমার কয়েক দিন পূর্ব্বে শ্রীধাম মায়াপুরে গিয়াছিলাম।

———

কি দেখিলাম! কি শুনিলাম! একথা যদি বিশ্ববাসীর কাছে না জানাই, তাহা হইলে আমার হৃদয় অতৃপ্ত থাকিয়া যায়। আনন্দেই হউক, বা দুঃখেই হউক, হৃদয় বেগের অভিব্যক্তিতে এরূপ আসিতে হয়। কিন্তু যাহা দেখিয়াছি বা যাহা শুনিয়াছি তাহা আমার পক্ষে ভাষায় বর্ণন করা দুষ্কর। আমার ভাষার কোন লালিত্য বা অলঙ্কার নাই যে তদ্দ্বারা সুন্দররূপে সমস্ত বর্ণন করিতে পারি। তবে যতটুকু সামর্থ্য ততটুকু লিখিয়া সাধারণকে জানাইব।

কূপমণ্ডূক যেরূপ সমুদ্রের ধারণা করিতে পারে না, অথবা কেহ সমুদ্রের বিস্তৃত আয়তনের কথা জানাইলে সে সমুদ্রকে তাহার নিজের ক্ষুদ্র কূপের অন্তর্গত বলিয়া ধারণা করে, সেরূপ মায়াপুরের পরিক্রমায় সংকীর্ত্তন-বাহিনীকেও কূপমণ্ডূকের মত আমি পল্লীগ্রামের নগর-কীর্ত্তনের মত এ যাবৎ ধারণা করিয়া রাখিয়াছিলাম। কিন্তু পরিক্রমার প্রথম দিনেই সহস্র সহস্র লোকের সমাবেশ দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। প্রথম দুই দিন বৃহৎ সংকীর্ত্তন-বাহিনী ভিন্ন ভিন্ন স্থানে পরিক্রমা করিয়া আবার মায়াপুরে ফিরিয়া আসিল। তৃতীয় ও চতুর্থ দিবসদ্বয় গোদ্রুম স্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ মঠ হইতে ভিন্ন ভিন্ন গৌরলীলা-স্থলী পরিক্রমা করিল। তারপর দুই দিন চাঁপাহাটীর গৌরগদাধর-মঠ হইতে, তারপর মামগাছি মঠ হইতে ভিন্ন ভিন্ন লীলাস্থলী পরিক্রমা করা হইল।

———

প্রথম দিনের পর হইতে প্রত্যহই যাত্রি-সংখ্যা বাড়িতে লাগিল। সন্ন্যাসী মহারাজগণ সংকীর্ত্তনবাহিনী চালনা করিয়া লইয়া যাইতে লাগিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে শত শত নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থভক্তগণের গগনভেদী হরিকীর্ত্তনধ্বনিতে যেন নবদ্বীপ-ধাম কীর্ত্তনধ্বনিতে কম্পমান হইল। এইরূপ সহস্র সহস্র যাত্রীর জন্য থাকিবার সুব্যবস্থা, তাঁহাদের জন্য মহাপ্রসাদের ব্যবস্থা, চলিতে অক্ষম ব্যক্তিগণের জন্য এবং এই সমস্ত সহস্র সহস্র যাত্রিগণের বিছানা পত্রাদি একস্থান হইতে অন্য স্থানে লইয়া যাইবার জন্য শত শত গোযানের ব্যবস্থা, অসুস্থ ও রোগী ব্যক্তিগণকে সঙ্গে সঙ্গে ঔষধাদি প্রদানের জন্য চিকিৎসকের ব্যবস্থা, যাত্রিগণের নানাপ্রকার অসুবিধা দূরীকরণের জন্য বহু স্বেচ্ছাসেবক নিযুক্তের ব্যবস্থা, চৈত্রমাসের মধ্যাহ্নতাপে তাপিত পরিক্রমা-কারিগণের জন্য পরিক্রমা-কালে স্থানে স্থানে পানীয় জল ও বাতাসাদির মহাপ্রসাদের ব্যবস্থা, বৃদ্ধপ্রকৃতির দুর্ব্বল ব্যক্তিগণের জন্য ... হইতে ... রক্ষা ... জন্য পাল্কির ব্যবস্থা এবং প্রত্যেক স্থানে পাঠ, কীর্ত্তন ও বক্তৃতাদির দ্বারা লীলা ও স্থানমাহাত্ম্য সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিগণের দ্বারা শ্রবণের ব্যবস্থা করা যে কিরূপ গুরুতর ব্যাপার, তাহা ভুক্তভোগী না হইলে বোধগম্য হইবার নয়।

— —

এই প্রকার বিরাট ব্যাপার মঠকর্তৃপক্ষগণের অক্লান্ত নির্দ্দেশে যে কিরূপ সুশৃঙ্খলভাবে ও নিঃশব্দে সম্পন্ন হইতেছে, তাহা দেখিবার ও চিন্তা করিবার বিষয় বটে। কেবল কর্ণে শ্রবণ না করিলে এইরূপ বিরাট ব্যাপারের ধারণা করা যায় না। পরিক্রমার যাত্রিগণ যাহাতে সময় পাইবার সময় তাঁহাদিগের মধ্যে স্থান বা অনাবৃত বস্তু শত শত সহস্র ব্যক্তি যে প্রসাদ পাইত, তাহার ইয়ত্তা কে করিবে? অবারিত দ্বার! মঠের হুকুম—মহাপ্রসাদ হইতে কোন ব্যক্তি যেন বঞ্চিত না হয়! কোথা হইতে দ্রব্যাদি আসিতেছে, কে দিতেছে বা কিরূপভাবে তাহা সংগৃহীত হইতেছে তাহার কোন খোঁজ খবর নাই। কেবল 'দীয়তাং' 'ভুজ্যতাং'-রব, আর প্রসাদসেবাকালীন মহাপ্রসাদ ও মহাপ্রভুর জয়ধ্বনি উচ্চৈঃস্বরে জয়কীর্ত্তন। সাধুসঙ্গে হরিকীর্ত্তন ও মহাপ্রসাদ সেবন ব্যতীত পরিক্রমাকারিগণের আর অন্য কৃত্য দেখা যায় না। শুনিলাম, পরিক্রমা-কালে এক এক বেলায় পঞ্চাশ হইতে ষাট মণ পর্য্যন্ত চাউলের অন্ন প্রস্তুত করিতে হইয়াছে। ইহা অভাবনীয়, অদৃষ্টপূর্ব্ব, অলৌকিক ও অদ্ভুত ব্যাপার। কে বিশ্বাস করিবে! যদি চক্ষুকর্ণের বিবাদ-ভঞ্জন করিয়া শ্রীচৈতন্যমঠের পরিক্রমা-ব্যাপার উপলব্ধি করিতে চান, তবে একবার মায়াপুরে আসিয়া ইহাতে যোগদান করুন। ইতঃপূর্ব্বে চাটাইএ শুইয়া যে লক্ষটাকার স্বপ্ন দেখিতেছিলাম, এখন সম্মুখে সেই লক্ষ টাকা দর্শন করিয়া স্বপ্ন ও বাস্তবতার মধ্যে বৈষম্য উপলব্ধি করিতেছি। যে বিভিন্ন উপলব্ধির বিষয়, তাহা সব সময়ে ভাষা দ্বারা বর্ণন করা যায় না।

———

তারপর পরিক্রমা শেষে শ্রীমায়াপুরে শ্রীগৌরজন্মোৎসব, বিরাট সভা ও নব-মন্দিরে শ্রীবিগ্রহ প্রবেশোৎসব। শ্রীমায়াপুরে নবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভার সভাপতি কাশীম বাজারের মহারাজের শ্রীবিগ্রহ-প্রবেশ-উৎসব উপলক্ষে সাড়ম্বর আগমন-পূর্ব্বক ধামপ্রচারিণী সভায় যোগদান, উক্ত সভায় সাত আট হাজার লোকের সমাবেশ, লক্ষ লক্ষ ব্যক্তিকে অকাতরে বিতরণ ব্যাপিয়া আকণ্ঠ পূর্ণ মহাপ্রসাদ বিতরণ প্রভৃতি যে কি অভাবনীয় বিরাট ব্যাপার তাহা নিজ চক্ষে না দেখিলে বোধগম্য হয় না। মায়াপুরের জন্য বাড়ী হইতে বাহির হইবার কালে মায়াপুর সম্বন্ধে যে ক্ষুদ্র সংকীর্ণ ধারণা লইয়া আসিয়াছিলাম, তাহা আর স্বচক্ষে দর্শন করায় ফলে বিধ্বস্ত হইল। মায়াপুর সম্বন্ধে আমার মত সংকীর্ণ ধারণা যদি কাহারও থাকে, তাঁহাদের সেই ধারণা অপনোদন করিবার জন্য শ্রীগৌরজন্মস্থলী শ্রীমায়াপুরের দর্শন, শ্রবণ ও আনন্দ বৃদ্ধি করিবার জন্য আমার চাক্ষুষ ইতিবৃত্ত বর্ণন করিলাম।

(ক্রমশঃ)

শুদ্ধভক্তি মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ

(আকর মঠ [illegible])

শ্রীধাম মায়াপুর, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রায় ৪০০ বর্ষ [illegible] শ্রীচৈতন্যদেবের [illegible] [illegible] [illegible] বর্তমান। এই স্থানে [illegible] [illegible] শ্রীমন্মহাপ্রভুর [illegible] [illegible] আছেন। এই মঠ হইতে [illegible] [illegible] [illegible] শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর [illegible] সেবা [illegible] আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের [illegible] [illegible] নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠ হইতে পারমার্থিক দৈনিকপত্র 'নদীয়া-প্রকাশ', [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] প্রকাশিত হইতেছেন। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত [illegible] [illegible] [illegible] অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক —শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬।২ কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রচারিত শুদ্ধভক্তি [illegible] [illegible]-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীগৌড়ীয়মঠ [illegible] [illegible] প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই মঠমধ্যে শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ-শ্রীরাধা-[illegible] [illegible] নিত্য সেবিত হন। 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। [illegible] [illegible], [illegible], [illegible] [illegible] [illegible], [illegible]-লীলা ও [illegible] [illegible] আলোচনা হয়। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ মন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে [illegible] ও [illegible] শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা [illegible] [illegible] [illegible] সেবা [illegible] রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী সেবাকোবিদ।

(৪) শ্রীবাস অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌর-[illegible] [illegible] [illegible] শ্রীগৌরবিনোদানন্দ ও [illegible] [illegible] সেবা বর্ত্তমান, রক্ষক—শ্রীচৈতন্য-[illegible] রামানিধকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর [illegible] এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—গোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

(৭) কাজীর সমাধি-পাট

[illegible] শ্রীমায়াপুর বামনপুকুর (নদীয়া)

এই স্থানে শ্রীগৌরসুন্দর [illegible] শ্রীচাঁদ-কাজীর [illegible]। রক্ষক—শ্রীমধুসূদন ব্রহ্মচারী [illegible]।

(৮) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে শ্রীশ্রীল [illegible] [illegible] ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও রাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবনবিহারী দাস অধিকারী।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীমদন মনোহর ব্রহ্মচারী।

(১০) মোদদ্রুম ছত্র গৌড়ের বৈদিক

মামগাছি, পোঃ ভাণ্ডার, (বর্দ্ধমান)।

শ্রীবাসুদেবের ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান। শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক —শ্রীকৃষ্ণদাস বাবাজী, [illegible]।

(১১) জেহিরা কুলপালন

শ্রীনৃসিংহদেব [illegible] [illegible], পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরাধানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১২) বুড়কুটীর—পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীযদুনন্দন অধিকারী

(১৩) ভাগবত আসন—পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

এই স্থান হইতে ভাগবত-পত্রিকা প্রথমে প্রচারিত হয়। রক্ষক—শ্রীমধুমঙ্গল ব্রহ্মচারী [illegible], [illegible]।

(১৪) একায়ন মঠ

গোয়ালপুর, পোঃ ভালুকা, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীধর্মদাস [illegible] (গোস্বামী) ভক্তিশাস্ত্রী

(১৫) মহেশ পণ্ডিতের পাট

[illegible]পুর, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীঅবিনোদ ব্রহ্মচারী।

(১৬) মাধবগৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, পোঃ ঢাকা

পূর্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—[illegible] শ্রীপাদ [illegible] [illegible] [illegible]।

(১৭) গোপালজীউ মঠ—[illegible], ঢাকা

গোপালজীউ ও [illegible] প্রাচীন সেবা বিদ্যমান। রক্ষক—শ্রীগৌরগোপাল ব্রহ্মচারী,

(১৮) নিতাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ [illegible] [illegible] ঢাকা।

এখানে শ্রীনিতাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীমধুসূদন ব্রহ্মচারী

(১৯) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ মৈমনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীসুন্দরানন্দ ব্রহ্মচারী এম্-এ, বি-এল।

(২০) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাস্থ, ([illegible])

এখানে মহাপ্রভুর শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোপেন্দ্রভূষণ ব্রহ্মচারী

(২১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ পানাগড় (বর্দ্ধমান)।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক —শ্রীবৈকুণ্ঠ মঠাধিকারী,

(২২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ফুলবেড়িয়া, পোঃ [illegible], (মানভূম)

এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরামানাথ অধিকারী।

(২৩) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকনিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে গুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান্দাস ব্রহ্মচারী ভক্তরত্ন।

(২৪) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন মঠাধিকারী

(২৫) সচ্চিদানন্দ মঠ

বালিয়াটি, পোঃ [illegible], (কটক)

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ বিনোদবিহারী জীউর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক - মহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর

(২৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ [illegible] পুরী,

শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন।

(২৭) পুরুষোত্তম মঠ

[illegible], পোঃ পুরী উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদানন্দজীউর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রসাদ [illegible]

(২৮) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌরাঙ্গনাথের ও শ্রীরাধাগোপী-নাথের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবিপিন-বিহারী মঠাধিকারী।

(২৯) রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, গোদাবরী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—শ্রী[illegible] মঠাধিকারী ভক্তিভূষণ।

(৩০) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

[illegible] [illegible], বেনারস সিটি

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীমাধব ব্রহ্মচারী।

(৩১) শ্রীরূপ গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ

(৩২) পরমহংস মঠ

পোঃ [illegible], নৈমিষারণ্য

এখানে শ্রীগৌরসুন্দর পাদপীঠ ও গৌর-বিনোদ-বিলাসজীউর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিরাঘব মঠাধিকারী।

(৩৩) কৃষ্ণচৈতন্য মঠ

গুলালপুরা, [illegible] [illegible], মথুরা

এখানে শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের নিত্য-সেবা হয়। রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠ

[illegible] মথুরা

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন

(৩৫) স্বানন্দ সুখদকুঞ্জ - শ্রীরাধাকুণ্ড

রক্ষক—শ্রীরাধারমণচরণ ব্রহ্মচারী

(৩৬) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৩৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ

[illegible], পোঃ [illegible], জেলা কর্ণাট (পাঞ্জাব) রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৩৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৬০নং [illegible] রোড, নিউ দিল্লী।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসাধক [illegible]

(৩৯) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, [illegible], পাঞ্জাব।

এখানে গৌর বনোয়ারীলালের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীঅনন্তপ্রসাদ অধিকারী।

(৪০) মাদ্রাজ গৌড়ীয় মঠ

[illegible] [illegible], [illegible], মি

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ গিরি

(৪১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ [illegible] [illegible]

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীপাদ [illegible] [illegible]।

(৪২) বোম্বে-গৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়

[illegible] রোড, [illegible], বাম্বে নং ১, বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রী[illegible]নাথ [illegible] মজুমদার।

(৪৩) অমরসিং গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমরসিং, মেদিনীপুর

রক্ষক - শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

(৪৪) মহাযোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চট্টগ্রাম, কামরূপ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী

(৪৫) পাটনা গৌড়ীয় মঠ

১০০ [illegible], প টনা।

রক্ষক —শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী [illegible]

(৪৬) [illegible] গৌড় মঠ [illegible]

রক্ষক—শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৭) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয়

৩ [illegible] [illegible], [illegible] [illegible], [illegible] - [illegible] ৭, লণ্ডন

রক্ষক—ত্রিদণ্ড যতি শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ।

(৪৮) বার্লিন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

Berlin W. 30

Eisenacher strasse 29

ভক্তি গ্রন্থমালা

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্—সমগ্র	৪০৲
২। [illegible]	২৮৲
৩। [illegible] প্রাণিবধ	।৶০
৪। [illegible] শ্রীচৈতন্যভাগবত	৬৲
৫। অনুভাষ্য-সমেত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৩য় সংস্করণ)	
৬। সজ্জনতোষণী	
৭। [illegible]	
৮। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার	
৯। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা)	
৮। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা)	
৯। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	৸
১০। সাধনকণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ)	৷
১১। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব	।০
১২। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব	৸০
১৩। চৈতন্যোপনিষদ্	।০
ব্রাহ্মণ-আলবর	।০
ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা)	১৲
। গৌড়ীয়-গৌরব	৸৶০
১৭। গৌড়ীয়-গাথিকা	৸৶০
১৮। ভজন-রহস্য	।০
১৯। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও	
শ্রীনবদ্বীপশতকম্ ৪ (বাঁধা)	১৲
গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)	২৲
১। গীতা (চক্রবর্তি-টীকাসহ)	২৲
২২। গীতার কেবল মূল-ভাষা	।০
২৩। দুর্গমসঙ্গমনী ভক্তিরসামৃতসিন্ধু অনুবাদ (বাংলা)	২৲
২৪। বেদান্তসূত্রের অনুবাদ (ব্রাহ্মণী)	।০
২৫। প্রেমবিবর্ত (তৃতীয়-সংস্করণ)	।৶০
ঐ (বাঁধা)	৸০
দীপ-[illegible]	৶০
। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ)	৶০
। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা)	।০
ঐ (আবাঁধা)	।৶
২৯। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা	৸০
০। [illegible] (নবদ্বীপ-পরিক্রমা)	৶০
। [illegible]মালা	৴১০
২। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য	৶০
৩০। ঐ প্রমাণ খণ্ড	৶০
৩৪। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	।০
৩৫। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ	।০
৩৬। শরণাগতি	৶০
৩৭। গীতাবলী	৴০
। চিত্রে নবদ্বীপ	১।০
। [illegible]	৴০
। [illegible]	৴০
৪১। নবদ্বীপশতক	৴০
৪২। অর্চ্চনপদ্ধতি	৴০
৪৩। সদাচারস্মৃতিঃ	৴০
৪৪। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ)	৴১০
৪৫। [illegible]	৷১০
৪৭। বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (প্রথম খণ্ড)	৬৲
৪৮। ব্রহ্মসংহিতা	।০
৪৯। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ)	।০
৫০। গোবিন্দভাষ্যম্	৸০
৫১। পুরুষার্থ-বিনির্ণয়	।০
৫২। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী	।০
৫৩। গৌড়ীয়মঠ কি করেন?	৴০
৫৪। ঈশোপনিষদ্ (বলদেব ও মাধ্বভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ)	।০
৫৫। শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব	৶০
৫৬। শিক্ষাষ্টকম্	৶০
৫৭। সাধ্যসাধন	৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৮। শিক্ষাষ্টক-সন্মতী টিপ্পনীঃ	।০
৫৯। সটীক শিক্ষাষ্টকম্	।০
৬০। [illegible]	।০
৬১। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্	৷৶০
৬২। গৌড়ীয়মঠের পাঠ্যঃ	৴০
৬৩। সারার্থবর্ষিণম্	৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৪। রায় রামানন্দ	।০
৬৫। এ ফিউ ওয়ার্ডস্ অন্ বেদান্ত	।০
৬৬। [illegible]	৷
৬৭। বেদান্ত—ইট্স্ মরফলজি অ্যাণ্ড অন্টলজি	।০
৬৮। [illegible]	।৶০
৬৯। [illegible] শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু	।০
৭০। বৈষ্ণবীজম্	।০
৭১। [illegible] গৌড়ীয়মঠ [illegible]	৴০
৭২। [illegible]	।০
৭৩। [illegible]	।০
৭৪। ব্রহ্ম-সংহিতা	২৷০
৭৫। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ফাস্ট ভল্যুম্)	১০৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৭৬। শ্রীনামনামাচার্য্য	।০
৭৭। সাধন-পথ	।০
৭৮। কল্যাণ-কল্পতরু	৵১০
৭৯। গীতাবলী	৴০
৮০। শরণাগতি	৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮১। শরণাগতি	৴০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় [illegible] [illegible] একমাত্র উপায় [illegible] কাটিতে অদ্বিতীয় [illegible]। [illegible] পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার [illegible]। ছোট বোতল ৷৶০ আনা, বড় বোতল ১৶০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার

কলিকাতা

আমাশয় ও পেটের পীড়ায়

শ্রীশ্যামানন্দ দাশ কবিরাজের আবিষ্কৃত

গ্রহণী বজ্র

ব্যবহার করুন

আমাশয়, রক্তামাশয় অতিসার, গ্রহণী, অজীর্ণ, পেটফাঁপা, [illegible], সূতিকা ও শিশুর উদরাময় প্রভৃতি সকল প্রকার নূতন ও পুরাতন পেটের পীড়ায় গ্রহণী বজ্র প্রত্যক্ষ ফল প্রদ মহৌষধ।

যাহারা পেটের পীড়ায় নানারূপ চিকিৎসায় [illegible] ও [illegible] ব্যবহার করিয়া ফল লাভ করিতে পারেন নাই তাহারা গ্রহণী বজ্র ব্যবহার করুন, [illegible] মুগ্ধ হইবেন। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। মূল্য প্রতি শিশি ৷০ আনা, ৩ শিশি ১৷০ টাকা ডাক মাশুল ।৶০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীকৃষ্ণ ঔষধালয়, গয়ম্নসিংহ।

ঢাকার এজেন্ট মেসার্স মহেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং

পাটুয়াটুলি, ঢাকা

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও ডাঃ কুঞ্জবিহারী ব্রহ্মচারী ভক্তিহৃদয় বনশাস্ত্রী এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সুবর্ণ সুযোগ ! সুবর্ণ সুযোগ !

শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদরচিত গৌড়ীয়ভাষ্য সহিত

বিখ্যাত গ্রন্থ

শ্রীশ্রীচৈতন্য ভাগবত

গ্রন্থের আয়তন :—ক্রাউন কোয়ার্টো মূল ১০৯৬ পৃষ্ঠা, সূচীপত্র ২৪৪ পৃষ্ঠা, মোট ১৩৪০ পৃষ্ঠা

ভিক্ষা বাঁধাই মাত্র ৭৲ সাত টাকা

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা

নদীয়া সার্টিফিকেট আদালতের নীলাম ইস্তাহার

১ কেস নং এবং কোর্টের নাম	২ নীলাম ইস্তাহার (A) (B) বা (C) যাহার প্রকাশিত	৩ ডিক্রিদার	৪ দেনদার	৫ যে দাবীর জন্য নীলাম বিক্রয়ের আদেশ	৬ বিক্রয়ের স্থান তারিখ ও সময়	৭ কি প্রকার স্বত্ব	৮ থানা, মৌজার নাম ও গ্রাম	৯ খতিয়ান নং প্লট (জানা থাকিলে) অথবা অন্য প্রয়োজনীয় বিবরণ	১০ জমির পরিমাণ (জানা থাকিলে)	১১ জমা (জানা থাকিলে)	১২ মন্তব্য
১১৬ B, ৩৪।৩৫ নদীয়া সার্টিফিকেট আদালত		বিভূতি ভূষণ পালচৌধুরী	বৈদ্য শেখ	৪২।/৯	৯।৫।৩৫	রায়তি স্থিতিবান	থানা নাকাশীপাড়া মৌজে জালশুকা	২৮৩ খতিয়ান	৮ ৬৩	১০৸/৯	বিভূতি ভূ… পালচৌ…
১১৭ B, ৩৪।৩৫		ঐ	বৈকুণ্ঠ মুচি	২২৸/৪	৯।৫।৩৫	ঐ	থানা নাকাশীপাড়া মৌজে জালশুকা	১৮১ খতিয়ান	৫-৩৭	৫।৶/৪	ঐ
৩০ R. P. ৩৩,৩৪		আর পালচৌধুরী	চৈতন্যমণি মণ্ডল	৫৪৸৵০	৯।৫।৩৫	ঐ	থানা হাঁসখালি মৌজে [illegible]	২৮ খতিয়ান	১-৩৫	৮৸৶/৩	আর পাল…
৫ R. P. ৩৪।৩৫		ঐ	সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ	৮২।/৬	৯।৫।৩৫	ঐ	থানা নবদ্বীপ মৌজে বাবলারী দেওয়ানগঞ্জ	৩২ নং	৮-৪৬	১২।৶০	ঐ
১৪০ N. R. ৩৩।৩৪		গৌরীশঙ্কর রায় বাহাদুর	বসন্তকুমার ভট্টাচার্য্য দিং	১৭৸৵০	১০।৫।৩৫	নিষ্কর	থানা শান্তিপুর মৌজে [illegible]	৬৩ খতিয়ান	৫-৮	নিষ্কর	গৌরী… রায় বা…
১৩৩ N. R. ৩৪।৩৫		ঐ	দেবযানী দেবী	৭৸/৩	১০।৫।৩৫	ঐ	থানা শান্তিপুর মৌজে [illegible]	১৩৮ খতিয়ান	১-৪৯	ঐ	
২২৮ N. R. ৩৪।৩৫		ঐ	সাতকড়ি মণ্ডল দিং	২১।৷০	১০।৫।৩৫	রায়তি মোকররী	থানা কৃষ্ণগঞ্জ মৌজে [illegible]	৬৮৩ খতিয়ান	৪ ২২	৮৸	
২০০ R. P. ৩৪।৩৫		আর পালচৌধুরী	ফকিরচাঁদ মল্লিক দিং	৩৪।০	১০।৫।৩৫	রায়তি স্থিতিবান	থানা চাপড়া	৫১৩,৫১,১১৩, ৩৪,১৭৩		৫/৩	আর পাল…
১৬৩ R. P. ৩৪।৩৫		ঐ	ভুবন শেখ দিং	৬৭৸৫	১১।৫।৩৫	ঐ	থানা কৃষ্ণনগর মৌজে [illegible]	১৭১ খতিয়ান	৫-৬৩	৫৬৸/৯	ঐ
৮০৭ R. P. ৩৪।৩৫		ঐ	মহেন্দ্র বিশ্বাস দিং	৮৩৲৫	১০।৫।৩৫	ঐ	থানা [illegible] মৌজে [illegible]	৩৩৫ খতিয়ান	১১-১৮	২২৲	ঐ
৫৭ R. P. ৩৪।৩৫		ঐ	ইয়ুপ আলি	৪৩।০	১১।৫।৩৫	ঐ	থানা হাঁসখালি মৌজে গোবিন্দপুর	৭৭১ খতিয়ান	১-৩২	৯৸৶/৯	ঐ

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—"গৌড়ীয়" নবদ্বীপ

দৈনিক

REG. C 1544

নদীয়াপ্রকাশ
THE
NADIA-PRAKASH

চৈতন্যোপনিষদ্
বঙ্গ অক্ষরে মূল ও অনুবাদসহ প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি উত্তম। ভিক্ষা ।০ মাত্র
শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

"গৌড়ীয়"
৭ম বর্ষ চলিতেছে
১০ম বর্ষ পর্যন্ত
প্রতি বর্ষ কাগজে বাঁধাই
[illegible] ৩৫০ মাত্র।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ
বাগবাজার, কলিকাতা

[illegible]

১০ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১৬ই চৈত্র, শনিবার ১৩৪১, ৩০শে মার্চ ১৯৩৫ ; ২৫শ সংখ্যা।

নীলাম ইস্তাহার

নীলামের দিন ৮ই এপ্রিল, ১৯৩৫

প্রথম মুন্সেফ আদালত

কৃষ্ণনগর

(১)

০ বাংলারী ৩৫ দাবী ৬৪৫৮৩

ডিঃ অনাথবন্ধু লাহিড়ী সাং দুগী

দেঃ গদাধর তালদার সাং গোয়াড়ী

১। থানা কোতয়ালীর বিপনগর গ্রামে ৬৬০ খং [illegible] নং জমী ৸৶৪ জমা দেঃ একের চা০ অংশমাত্র ২খানা ঘর ও রান্নাঘর মূল্য আঃ ৫০৲

২। ঐ গ্রামে বণিকগণদের সেবেস্তায় ২২৲ টাকা মেয়াদী পুষ্করিণী তাহাতে দেঃ ।০ অংশ মূল্য আঃ ৫৲

(২)

৮২০ বাংলারি ৩৪ দাবি ৮৩।৶০

ডিঃ রাজা হৃষিকেশ লাহা সি, আই, ই, বোং কাছারী গোয়াড়ী

দেঃ সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ দিং সাং পাবিগাছা

নবদ্বীপ থানার পাবিগাছা মৌজায় ৭২৯ খতিয়ানের ৪-২নং জমি ১৯।৶০ জমা মূল্য ৫০৲

(৩)

২০৮ বাংলারী ৩৪ দাবী ৩১৸৶০

ডিঃ উপেন্দ্রনাথ হালদার সাং গোয়াড়ী

দেঃ ভুবনবিহারী দিং সাং বেরিল পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালির অধীন বেরিল মৌজায় ডিক্রীদার অধীন ৩০ খতিয়ানের ৮৩ শতক জমি ৫৲ খাজনা ভিত্তিবান জমা মায় পাকা কোঠাঘর ১খানা আটচালা ঘর ১খানা ইন্দারা, গাছের ইত্যাদি মূল্য ৫০৲

(৪)

১০১৬ বাংলারী ৩৪ দাবি ১২৸৶৯

ডিঃ কালীকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় সাং মুগী

দেঃ আকবর সেখ দিং সাং পানিনালা পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালি থানার পানিনালা মৌজায় ৪৭০ খতিয়ানের ৫০ শতক জমি সালিয়ানা ৩।৶৪ জমা মূল্য ৫৲

২। ঐ থানার ঐ মৌজায় ১৪৪ খতিয়ানের ৮৭নং জমি ১০ জমা মূল্য ৫৲

(৫)

১০৩৯ বাংলারি ৩৪ দাবি ২৭। ০

ডিঃ রাধাবল্লভ চৌধুরী সাং মহেশগঞ্জ

দেঃ নবাবজান মণ্ডল সাং টেংরা পোঃ স্বরূপগঞ্জ

নবদ্বীপ থানার মাজদিয়া গ্রামে ডিঃ সরকারে ৬২ খতিয়ানের ৭-২৮শতক জমি ৮৸৶৩ দোফসলী জমা দেঃ কারের ৶০ অংশ মূল্য ১০৲

(৬)

১৩১৮ বাংলারি ৩৪ দাবি ২৮৸৶০

ডিঃ বিলাস বা ধনী দেবী সাং দেপ্রাম

দেঃ ফকির মহম্মদ সেখ সাং মিড়া পোঃ কালীগঞ্জ

কালিগঞ্জ থানার অধীন মিড়া মৌজায় ৬৩৯ খতিয়ানের ২ নং জমি ৩।০ জমা ডিক্রীদার সেরেস্তায় দিতে হয় মূল্য ৫৲

২। ঐ থানার ঐ মৌজায় ৫০২ খতিয়ানের ৩।০ জমা ডিক্রীদার সরকারে দিতে হয় মূল্য ৫৲

(৭)

১৪০৭ বাংলারি ৩৪ দাবি ৭৮।৶৯

ডিঃ কুমার অরুণচন্দ্র সিংহ বাহাদুর দিং সাং পাইকপাড়া রাজবাটী কলিকাতা

দেঃ ধর্মদাস মুখোপাধ্যায় সাং মানিকডিহি পোঃ কালীগঞ্জ

কালীগঞ্জ থানার মানিকডিহি গ্রামে বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় দিং অধীন ২০৩ খতিয়ানের ১-নং জমি ১০ জমা মায় উঠানের ও কুঠারী [illegible] [illegible] ইত্যাদি দেঃ কারের ৷০ অংশ মূল্য ১০০৲

২। ঐ মৌজায় ৫০২ খতিয়ানের ৩০ [illegible] শতক [illegible] জমি দেঃ ৷০ অংশ মূল্য ৫০৲

৩। ঐ থানার ঐ মৌজায় ৬২,৪৬,৬৬ খতিয়ানের ১৭০ দাগের পুষ্করিণীর ৪৫/ বিঘা জমি বাদনা প্রজাদেবী দিং সেরেস্তার বার্ষিক ৫২৲ খাজনী জমা দেঃ ৷০ অংশ মূল্য আঃ ২৫৲

(৮)

১৪৮৭ বাংলারী ৩৪ দাবি ১৪৷৹০

ডিঃ পাঁচুবালা দাসী দিং সাং [illegible]

দেঃ [illegible] দিং সাং পলাশী পোঃ পলাশী

কালীগঞ্জ থানার পলাশী গ্রামে ডিঃ অধীন ২৮৬ খতিয়ানের ০-৪৫নং জমি [illegible] বিঘা ৸০ নিরখে উঠবন্দী জমা মায় আকর ইত্যাদি মূল্য ৫৲

(৯)

১৪৮৬ বাংলারি ৩৪ দাবি ১৮৸৶০

ডিঃ ঐ

দেঃ সাধু সেখ দিং সাং গোকর্ণপুর পোঃ বেলডাঙ্গা

কালীগঞ্জ থানার পলাশী গ্রামে ডিক্রীদার সেরেস্তায় ১৩৮ খতিয়ানের -১১নং জমি প্রতি বিঘা ৸০ নিরিখে উঠবন্দি জমা মায় আকর আওলাত ইত্যাদি মূল্য ১০৲

(১০)

১৬৩৮ বাংলারি ৩৪ দাবি ৪২৸৶৩

ডিঃ দুর্গাদাস সরকার দিং সাং বাগালগাছি

দেঃ বেনুল ঘোষ সাং হুড়াগাছা পোঃ ঐ

কোতয়ালি থানার বাগালগাছি গ্রামে ডিক্রীদার [illegible] ও [illegible] মুখোপাধ্যায় দিং সরকারে ৫৯ খতিয়ানের ১৯নং জমি ১৯।৶৯ খাজনী দখলস্বত্ব জমা মায় আকর আওলাত ইত্যাদি ডিঃ [illegible] অংশ মূল্য ২৫৲

(১১)

২৬০ বাংলারী ৩৪ দাবী ১,৮৫৸৶৯

বাদী পদ্মনাথ ঘোষ

ডিঃ শ্রী/ গোপাল চট্টোপাধ্যায় সাং নাপিরা পোঃ চেঙ্কী

থানা চেঙ্কী নাপিরা গ্রামে ২০১ খতিয়ানে ২০ জমি ২৫৶৩ জমা দেঃ ।২ অংশ মূল্য আঃ ২৫৲

২। উক্ত গ্রামে ২৩২খং ১-২১নং জমি ২৫৲ জমা দেঃ ২ মূল্য আঃ ১০৲

৩। ঐ গ্রামে ২০৯ খং ১৩নং জমি নিষ্কর দেঃ ।২ মূল্য আঃ ৫৲

৪। ঐ গ্রামে ১২৩৮ খং ৫ ৬২নং জমি নিষ্কর দেঃ /০ মূল্য আঃ ১০৲

৫। ঐ গ্রামে ১৭-১৫ খং ১৭ ৮৭ জমি নিষ্কর দেঃ ।২ মূল্য আঃ ২৫৲

৬। [illegible] গ্রামে ৭৩ খতিয়ানে ২০ ২৭নং জমি নিষ্কর দেঃ । আঃ মূল্য ২৫

৭। ঐ গ্রামে [illegible] খতিয়ানে [illegible] নং জমি নিষ্কর দেঃ /০ অংশ মূল্য আঃ ২৲

৮। ঐ গ্রামে [illegible] খং ১ ২৬ জমি নিষ্কর দেঃ ।২ মূল্য আঃ ৫৲

৯। ঐ গ্রামে ১৩০০ খং ৩৯ জমি নিষ্কর দেঃ ।২ মূল্য আঃ ৫৲

১০। ঐ গ্রামে ২০০ খতিয়ানে ১-৪৪ নং [illegible] জমা দেঃ ।২ মূল্য আঃ ১০৲

১১। ঐ গ্রামে [illegible] খং [illegible] ১৭৶০ জমা দেঃ ।২ মূল্য আঃ ১০৲

১২। ঐ গ্রামে ৮৭১৭৭ ১০ ৬৬ নং জমি ১৭৷৶০ জমা দেঃ ।২ মূল্য আঃ ১০৲

১৭। ঐ গ্রামে ১৯০১ খতিয়ানে -১১নং ।৶০ জমা [illegible] মূল্য আঃ ২৲

(১১)

[illegible] বরিবারী ২৪ দাবী ২২৭৮৮৶৫

ডিঃ [illegible]

দেঃ [illegible] বিং সাং মেহেরপুর

১। থানা [illegible] মৌজার [illegible] মহাল [illegible] মূল্য আঃ ২০৲

২। জেলা নদীয়া কালেক্টরীর [illegible] তৌজীভুক্ত ও থানা চুয়াডাঙ্গা অধীন [illegible] বিগত [illegible] সাবেক মৌজা [illegible] পাইকপাড়া [illegible] বিভক্ত হিসাবে [illegible] তৌজির [illegible] বার্ষিক রাজস্ব নদীয়া কালেক্টরীতে দিতে হয়। উক্ত মালিকী স্বত্ব ও [illegible] মূল্য আঃ ৫০৫৲

৩। জেলা নদীয়া কালেক্টরীর [illegible] তৌজিখানা [illegible] সাবেক [illegible] কাদিহাটি বিং ও থানা [illegible] পূর্বের সামিল বারাসপুর [illegible] মৌজার পৃথক [illegible] তৌজির [illegible] টাকা [illegible] বার্ষিক রাজস্ব নদীয়া কালেক্টরীতে দিতে হয়। উক্ত মালিকী স্বত্ব [illegible] মূল্য আঃ ৩৪০৲

(১৩)

১৬৭৬ বরিবারী ২৪ দাবী ৭২৬৶৯

ডিঃ [illegible] ঘোষ

দেঃ [illegible] সাং পুঁটী

থানা কোতয়ালীর পুঁটী গ্রামে ১নং খতিয়ানে [illegible] জমি বিক্রয় [illegible] মূল্য আঃ ৫০৲

(১৪)

১৭১৩ বরিবারী ২৪ দাবী ৪২৶০

বাদী [illegible] বিশ্বাস

দেঃ [illegible] মণ্ডল বাগানপাড়া পোঃ [illegible]

থানা কালীগঞ্জের বাগানপাড়া গ্রামে [illegible] খতিয়ানে [illegible] জমি [illegible] মূল্য আঃ ৩৫৲

(১৫)

১৭৪৬ বরবারী ২৪ দাবী ১০২৸৩

ডিঃ [illegible]

দেঃ [illegible] মণ্ডল সাং [illegible]

থানা [illegible] কাঠা [illegible] মূল্য আঃ ৩০৲

(১৬)

১৫৩৭ [illegible] দাবি ৭৬৫৶৬

ডিঃ [illegible] কোম্পানী লিমিটেড

দেঃ [illegible] দাস কালীগঞ্জ পোঃ [illegible]

[illegible] থানা কালীগঞ্জের সাবিক [illegible] খতিয়ানের [illegible] জমি [illegible] মূল্য আঃ ২০০৲

(১৭)

১৭৪৬ [illegible] দাবি ৪৩৭৸৶৩

ডিঃ [illegible]

দেঃ [illegible] দাস সাং ও পোঃ নবদ্বীপ

থানা [illegible] অধীন [illegible] মৌজার [illegible] খতিয়ানের ১৭নং জমি [illegible] মূল্য আঃ ৫০৲

দ্বিতীয় মুন্সেফ আদালত

নীলামের দিন ৮ই এপ্রিল ১৯৩৫

(১)

৪২৩ সাং ৩৪ দাবী ১৭৭৶৩

ডিঃ [illegible] মণ্ডল বিং সাং [illegible]

দেঃ [illegible] বিং সাং [illegible]

পোঃ [illegible]

[illegible] থানার অধীন [illegible] মৌজা [illegible] খতিয়ানে ১৯ ২৬ [illegible] মূল্য আঃ ৫০৲

২। ঐ থানার ঐ মৌজার ঐ অধীন ৮০নং খতিয়ানে ১-৬১নং জমির জমা ২৲ মূল্য আঃ ১০৲

৩। ঐ থানার ঐ মৌজার ঐ অধীন ৭৮ নং খতিয়ানে ১১ ৯২ জমির জমা [illegible] মূল্য আঃ ৫০

৪। ঐ থানার ঐ মৌজার ঐ অধীন ৮০নং খতিয়ানে [illegible] জমির জমা [illegible] মূল্য আঃ ২০৲

৫। ঐ থানা ঐ মৌজার ঐ অধীন ১নং খতিয়ানে ২০নং জমির জমা [illegible] মূল্য আঃ ১০৲

৫০২ শাহেবালি ৩৪ দাবী ১০৯০।৩

ডিঃ [illegible] দাস সাং [illegible]

দেঃ [illegible] চৌধুরী বিং সাং [illegible] পোঃ কৃষ্ণনগর

নাকাশীপাড়া থানার নদীয়া কালেক্টরীর [illegible] মূল্য আঃ ৫০৲

(৩)

৪৪ বরিবারী ২৫ দাবী [illegible]

ডিঃ [illegible] দাসী

দেঃ [illegible] সাং [illegible] পোঃ নাকাশীপাড়া

থানা নাকাশীপাড়ার [illegible] গ্রামে [illegible] খতিয়ানে [illegible] জমি [illegible] মূল্য আঃ ২৫৲

(৪)

৪৫ বরিবারী ২৪ দাবী ১০০৸৶১০

বাদী [illegible]

দেঃ [illegible] বিং সাং বীরপুর পোঃ নাকাশীপাড়া

থানা নাকাশীপাড়ার অধীন [illegible] গ্রামে [illegible] জমি বিক্রয় [illegible] মূল্য আঃ ৫০৲

(৫)

২৬ বেদোবারি ২৫ দাবী ৪৬৯৲

ডিঃ [illegible]

দেঃ [illegible] সাং [illegible]

থানা কোতয়ালীর [illegible] কাঠা জমি [illegible] মূল্য আঃ ১০০৲

(৬)

১৪৩ বেদোবারী ২৫ দাবী [illegible]

বাদী কালীপদ বিশ্বাস সাং হরনগর

দেঃ [illegible] সাং পুঁটী নাকাশীপাড়া

থানা নাকাশীপাড়ার [illegible] গ্রামে ৮৩ নং খতিয়ানে ১-৭৪নং জমি [illegible] মূল্য আঃ ২৫৲

১। ঐ থানার পুঁটী গ্রামে [illegible] খতিয়ানে [illegible] জমি [illegible] মূল্য আঃ ৭৫৲

(৭)

১৪৩৩ বেদোবারী ২৪ দাবী ২৩২৫৶৩

ডিঃ [illegible] চট্টোপাধ্যায় সাং মুড়াগাছা

দেঃ [illegible] মুখোপাধ্যায় বিং সাং [illegible]

১। থানা নাকাশীপাড়ার সামিল [illegible] গ্রামে ২৬ [illegible] মূল্য আঃ ১০০৲

২। থানা [illegible] গ্রামে [illegible] মূল্য আঃ ১০০৲

৩। থানা নাকাশীপাড়ার [illegible] গ্রামে ১১ [illegible] মূল্য আঃ ৫৲

———

চাউলের দর

	প্রতি মণ
দাদখানি	৬৷০
বালা চাল	৫৸৶০
কাটারীভোগ	৫৷৶০-৫৸৶০
বাঁকতুলসী	৪৸৶০
বালাম	৩৸৶০
ঐ [illegible]	[illegible]৷০
[illegible] উৎকৃষ্ট	৪৲
[illegible]	৩৷৶০
[illegible]	২৸৶০
আতপ –	
নূতন আতপ	৩৶০-৩৸৶০
[illegible]	৮৷০ ৮৸০
[illegible] আতপ	[illegible]
ঐ [illegible]	[illegible]
[illegible] আতপ	[illegible]
[illegible]	৫৸০
ঐ [illegible]	২৸০

আটা ও ময়দার দর

পেটেন্ট ময়দা প্রতি মণ	৫৷৶০ ৫৷০
[illegible]	৪৸০ ৪৸৶০
আটা (১)	৪৸৶০ ৫৲
সুজী	৫৶০ ৫৷০
আটা (১)	৪৷৶০ [illegible]
„ (২)	৪ ৴০ [illegible]
„ (৩)	৪৷০ [illegible]
„ (৪)	[illegible]

তেলের দর

শ্রীকৃষ্ণ সরিষার তৈল	১৫।০ ১৫॥০
ঐ পুরাণ	১৬৲-১৬৸০
নারিকেল তৈল	১১॥০-১১৸০
রেড়ির তৈল	১০৸৶০-১১৸০

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
—পারমার্থিক পত্র—
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে।
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে।

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১০ম বর্ষ | ১০ বিষ্ণু গৌরাব্দ ৪৪৯ | ১৬ই চৈত্র বঙ্গাব্দ ১৩৪১. ৩০শে মার্চ্চ ইং ১৯৩৫ | শনিবার | ২৫তম সংখ্যা

বেঙ্কটেশ্বরের মন্দিরে
আন্ধ্র পণ্ডিতের বক্তৃতা

গত ২৩শে ও ২৪শে মার্চ্চ গঞ্জাম জেলার অন্তর্গত ব্রহ্মপুরের শ্রীবেঙ্কটেশ্বরের শ্রীমন্দিরে গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য ভাস্কর প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের আন্ধ্রদেশীয় শিষ্য ও শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃতের অনুবাদক উপদেশক পণ্ডিত ওয়াই জগন্নাথম্ পান্তুলু গারু বি-এ, ভক্তিতিলক মহোদয় স্থানীয় ভক্তব্যক্তিগণের অনুরোধে তেলেগু ভাষায় দুইটি মর্ম্মস্পর্শী বক্তৃতা দিয়া সভায় সভ্যগণের মন আকৃষ্ট করিয়াছিলেন। বক্তৃতার বিষয় ছিল—"ভুক্তি, মুক্তি ও ভক্তি"। ভক্তিতিলক মহোদয় প্রত্যহ তিন ঘণ্টা ধরিয়া অতীব প্রাঞ্জল ভাষায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন। সভাস্থলটি আন্ধ্র ও উৎকলদেশীয় শ্রোতৃবৃন্দে পরিপূর্ণ ছিল।

ভক্তিতিলক মহোদয় ব্ল্যাকবোর্ডে গোলোক, ব্রহ্মলোক, বিরজা ও ভূলোকের চিত্র অঙ্কন করিয়া প্রত্যেক স্থানের ব্যাখ্যা শ্রোতৃগণে বুঝাইয়া দেন। জীবসমূহ কিরূপে প্রভুদত্ত ইচ্ছাশক্তির অপব্যবহার করিয়া ভূলোকে জন্মগ্রহণ করে, কিরূপে মায়ার বশবর্ত্তী হওয়া কনক-কামিনী ও প্রতিষ্ঠার মধ্যে কবলিত হয় ও তৎসমুদ্ভূত বিষয়জালে আবদ্ধ হইয়া রৌরব-যাতনা ভোগ করে, তাহা অতি সরল ভাষায় ব্যাখ্যা করেন। ভুক্তি ভোগ নিত্য নহে। অতি আদরের কনক-কামিনী অকালকালে পরিত্যক্ত হয়; তখন জীবের একপ্রকার বৈরাগ্যের উদয় হয়, কিন্তু তাহা বহুক্ষণ স্থায়ী হয় না। তখন সে মায়ার হস্ত হইতে মুক্ত হইবার চেষ্টা করে কিন্তু উপযুক্ত সদ্গুরুর অভাবে কেহ সন্ন্যাসী, কেহ মায়াবাদী হইয়া, কেহ বা ফল্গু বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া ইহ-পরকালের সর্ব্বনাশ করে। আরোহবাদের বশবর্ত্তী হইয়া জীব ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত অগ্রসর হইতে পারে, কিন্তু পুনরায় পতন অবশ্যম্ভাবী। ভুক্তি বা মুক্তি-বাসনাদ্বারা জীবের কখনও মঙ্গল হয় না।

যদি জীব এই ত্রিতাপময় জগৎ হইতে উদ্ধার লাভ করিবার ইচ্ছা করে তাহা হইলে একটি পথ অবলম্বন করিতে হইবে। সেই পথটি ভক্তিমার্গ। উক্ত ভক্তিপথ বা একায়নপথ অবলম্বন করিলে পতনের আশঙ্কা থাকে না। পথপ্রদর্শক শ্রীগুরুদেবের প্রসাদে সে অচিরে মায়া-রাক্ষসীর হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করে। ভক্তিপথাবলম্বী জীব এই জগতে থাকিয়াও বৈকুণ্ঠ ও বৃন্দাবনের সুখানুভব করিতে সমর্থ হয়।

বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন প্রকার ভজনের প্রণালী শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে। কলিযুগে হরিনাম-সংকীর্ত্তনই সার। যথেচ্ছাচারিতায় হরিনাম হয় না। ব্যভিচারিণী বা নর্ত্তকীর নর্ত্তনাদির সঙ্গে খোল বাজাইয়া হরিনাম (?) নামভজন নহে, পরন্তু নামাপরাধ। প্রকৃত ভজনের মধ্যে অনেক স্তর আছে, যথা—দাস্য, সখ্য, বাৎসল্যাদি। নিত্যভাবে শ্রীগুরুমুখোক্ত নামভজন ও ভাগবত পাঠাদিদ্বারা ভক্ত ভক্তির শেষ স্তরে উপনীত হইয়া ভগবানের অপার করুণা লাভ করে।

শ্রীভক্তিতিলক মহোদয় গীতা ও ভাগবতের শ্লোক উদ্ধার করিয়া উক্ত বিষয়সমূহ এত সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন যে, তাহাতে শ্রোতৃবৃন্দ মুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারেন নাই। গঞ্জামস্থ আন্ধ্রদিগের মধ্যে শ্রীচৈতন্যশিক্ষা শ্রবণ এই প্রথম। উপস্থিত জনগণের মধ্যে মিঃ বি সীতারাম আয়া বি এ, বি-এল্; মিঃ এস্ কামু বাবু বি এ, বি-এল, ডিষ্ট্রিক্ট মুন্সেফ; মিঃ পি সুব্বারাও বি-এ, বি এল; মিঃ এন্ নরসিংহ স্বামী বি-এ, বি-এল; মিঃ এম্. এস্. শর্ম্মা; মিঃ বি, এন্, শর্ম্মা ও মিঃ কে জানকীরাম আয়া প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বোম্বে গৌড়ীয়মঠে মহোৎসব

গত ৬ই চৈত্র, ২০শে মার্চ্চ শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখামঠ শ্রীবোম্বে গৌড়ীয়মঠে কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মতিথি মহোৎসব সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে উক্ত দিবস প্রত্যূষে মঠবাসী ভক্তবৃন্দ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের জয়োচ্চারণ-মুখে 'গুর্ব্বষ্টক', 'পঞ্চতত্ত্ব', 'উদিল অরুণ পূরব ভাগে', 'শ্রীমন্মহাপ্রভুর শতনাম' এবং মহামন্ত্র কীর্ত্তন করেন। একখানি সুসজ্জিত উচ্চ কাষ্ঠাসনের উপর শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের অর্চ্চাবিগ্রহ স্থাপিত হইয়াছিলেন। শ্রীবিগ্রহের পূজার অতি সুন্দর হইয়াছিল। তৎপর শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে শ্রীশ্রীবিশ্বম্ভরের প্রকট, নামকরণ ও বাল্যলীলাদি পঠিত হয়। অপরাহ্ণ ৬ ঘটিকার সময় একটি সভার অধিবেশন হইয়াছিল; তাহাতে বহু সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত ব্যক্তি যোগদান করিয়াছিলেন। সভার প্রারম্ভে শ্রীহরিজনৈক-ভক্তের বন্দনাসহ 'গুর্ব্বষ্টক', গৌরবিষয়ক পদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তিত হয়। তৎপর "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের জীবনী ও শিক্ষা" সম্বন্ধে একটী ইংরাজী প্রবন্ধ পঠিত হয়। পুনরায় মহাজন-পদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তনান্তে সভা ভঙ্গ হয়। উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলীকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল।

শ্রীসচ্চিদানন্দ-মঠে
শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসব

শ্রীশ্রীগৌর প্রকট তিথি সম্বন্ধে পাঞ্জিকার বিধির কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠে গত ১০শে মার্চ্চ ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত হইতে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হইয়াছে। মধ্যাহ্নারাত্রিকের পর অপরাহ্নে একটী সভার অধিবেশন হইয়াছিল। তথায় প্রায় দুই শত ভদ্রলোক ও মহিলা উপস্থিত ছিলেন। সভার প্রারম্ভে মঙ্গলাচরণের পর শ্রীযুক্ত হরিদাস বসু গত বৎসরের শ্রীনদীয়াপ্রকাশ হইতে "শ্রীগৌরাঙ্গ ও বিশ্বমঙ্গল" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করেন।

তৎপরে শ্রীপাদ ভক্তিশেখর ব্রহ্মচারী পাক্ষিক গৌড়ীয় হইতে "কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীচৈতন্য" এবং শ্রীপাদ [illegible] মহোদয় শ্রীগৌড়ীয় হইতে "শ্রীগৌরতত্ত্ব" প্রবন্ধ পাঠ করেন। অনন্তর শ্রীপাদ [illegible] মহোদয় প্রাঞ্জল ভাষায় শ্রীগৌরতত্ত্ব সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন।

সভায় রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীধর মহান্তি, শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ পট্টনায়ক এম্-এ, বি-এল, মহামায়া স্কুলের হেডমাষ্টার শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ সরকার, উকীল শ্রীযুক্ত মনোমোহন রায়, ডেপুটী পোষ্ট মাষ্টার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বসু [illegible], শ্রীযুক্ত [illegible], শ্রীযুক্ত [illegible] 'সমাজ' সম্পাদক শ্রীযুক্ত রাধানাথ রথ, কর্ট্ক্লিফ শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র মিশ্র, [illegible] হেডমাষ্টার [illegible] ও শ্রীযুক্ত [illegible] প্রমুখ ভদ্রমহোদয়গণ সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। উপস্থিত সকলকেই সভান্তে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১০ বিষ্ণু [illegible] গৌরাব্দ ৪৪৮

সংসারীর গতি

হরিবিমুখ ব্যক্তিগণই সংসারী অর্থাৎ এই সংসার কারাগারের কয়েদী। অন্ত লোক ত' দূরের কথা, ব্রহ্মাদি দেবগণও ভগবানের ভজনাত্মা প্রবণতা নাশ হেতু বিমুখ হয় বা হইলে তাঁহারাও মায়ামুগ্ধ হইয়া এই সংসারে গমনাগমন করিতে বাধ্য হন। সংসারের হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা পর্য্যন্ত অনেক সময় দুর্ব্বিপাকে পড়িয়া না বলিয়াই তাহাতে উদ্ধার করাইবার জন্য বাধ্য হই। সেজন্য শাস্ত্র ইহার গতি বর্ণন করিয়া আমাদিগকে সাবধান করিয়া দিয়াছেন।

আমাদের চূড়ান্তনীতি কথাসকল যখন হৃষীকেশের সেবায় নিযুক্ত নয় তখন তাহারা যে ভগবদিতর বিষয়ে অর্থাৎ রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ স্পর্শাদি ভোগে গমন করিতেছে তাহাতে আর সন্দেহ কি? সুতরাং সুখদুঃখাদি বা সুখাদি ভুক্তের বাধ দিয়া যে স্পন্দনের বৃত্তি তাহাতে যে কেবল সুখের পরিবর্তে দুঃখমাত্র অবশ্য বা তাহা ভুক্তভোগীমাত্রেই অনুভব উপলব্ধি করিতে পারেন। যাহারা বিচারপরায়ণ তাঁহারা একটু স্থিরচিত্তে আলোচনা করিলে নিশ্চয় বুঝিতে পারিবেন যে, হরিবিমুখ-সংসারের সুখ অবিমিশ্র আনন্দ প্রদায়িনী ও দুঃখদা।

সংসারী ব্যক্তিগণ সুখে আছেন, কি দুঃখে আছেন— এ কথা ইহারা প্রায় সকলেই অল্পাধিক যে অবগত নহেন এ কথা আমরা স্বীকার করিতে চাহি না। তবে দুঃখময় সংসারে সুখ সন্ধানের দুরাশা তাহাদের অন্তরে স্থান লাভ করায় তাহারা তাহা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে না পারিয়া মরুভূমিতে জলান্বেষণের ন্যায় বারবার এই সংসারে সুখের স্বপ্ন দেখিতেছে, এ কথাটিও আমরা প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। সংসারে সুখ দুঃখের [illegible] চক্র কাটিতে গিয়া আমরা দেখিতে পাই যে, ভগবৎসেবাবিমুখ ব্যক্তিগণ নিজের স্বসুখ ও দেহসম্বন্ধীয় আত্মীয়স্বজনের সুখের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া অবশেষে শ্রান্ত ও ক্লান্ত হইয়া পড়ে। রাত্রিকালেও তাহাদের বিষয়সুখের কোনমতেই [illegible] থাকে না; কারণ রাত্রিতে তাহারা বাহ্যেন্দ্রিয় বিষয়ব্যাপার হইতে নিবৃত্ত হইয়া নিদ্রা যান বটে, কিন্তু দিবসে অসংখ্য কাম্যাবলীর চিন্তা বা নানা অসংখ্য দ্বারা বাধিত মনোরথ-রূপ স্বপ্নদর্শন দ্বারা ক্ষণে ক্ষণে তাহাদের নিদ্রাভঙ্গ হয়। তাহারা একমাত্র প্রয়োজনীয় বোধে অর্থোপার্জনের জন্য প্রবল উদ্যম প্রদর্শন করে উহাতেও তাহাদের আশাসিদ্ধি হয় না, পুনঃ পুনঃ ভবের দুঃখের কণ্টকসমূহ তাহার শান্তিরক্ষক-স্বরূপ হইয়া তাহাদের চেষ্টাকে নিষ্ফল করতঃ হৃদয়ে অশান্তিরোগ প্রবাহিত করে; তাই বলিতেছিলাম, এ সংসারে বা সংসারীর সুখ কোথায়?

শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজ

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-ইন্‌ষ্টিটিউটের অভিনন্দন

'অবিদ্যাহরণ' শ্রবণসদনে সভা

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের সর্ব্বপ্রথম প্রধান-শিক্ষক ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীপাদ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজের ইংলণ্ডে শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারের পর সম্প্রতি শ্রীধাম মায়াপুরে আগমন উপলক্ষে উক্ত উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ ও ছাত্রমণ্ডলী গত ২৭শে মার্চ বুধবার অপরাহ্নে শ্রীচৈতন্যমঠের সুবৃহৎ 'অবিদ্যাহরণ'-শ্রবণসদনে সমবেত হইয়া একটি মহতী সভার অধিবেশনপূর্ব্বক তাঁহাকে যথাক্রমে ইংরেজী ও বঙ্গভাষায় অভিনন্দন-পত্র প্রদান করিয়াছেন।

সভাপতি নির্ব্বাচন

ডাঃ কুঞ্জকান্ত ব্রহ্মচারীর প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র সরকার বি-এ মহোদয়ের সমর্থনে সর্ব্বসম্মতিক্রমে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ উক্ত সভার সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। সভাপতির আসন একটি উচ্চ বেদীতে স্থাপিত হইয়াছিল; সেই বেদীতে সভাপতি মহোদয়ের পার্শ্বে শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজের আসন নির্দ্দিষ্ট হয়। তাঁহারা সভায় উপস্থিত হইলে সমবেত জনগণ দণ্ডায়মান হইয়া শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের জয়ধ্বনিসহ হর্ষভরে তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করেন।

সভাপতির নাম প্রস্তাব করিবার সময় উক্ত ডাঃ ব্রহ্মচারী সংক্ষেপে "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট" এর বৈশিষ্ট্য, ছাত্র ও শিক্ষক-হৃদয়ে আনন্দপ্রদানের বৈশিষ্ট্য, পরমার্থ-শিক্ষা-প্রদানের মূল উদ্দেশ্য লইয়া স্থাপিত এবং নিখিল বঙ্গ কর্ত্তৃক আদৃত সভার [illegible] এই কার্য্যে উপযুক্ততার মূল সম্বন্ধে সভাপতি [illegible] বিষয়সমূহ সংক্ষেপে বর্ণন করিয়াছিলেন।

উদ্বোধন-সঙ্গীত ও অভিনন্দন

সভার প্রারম্ভে সভাপতি মহোদয়ের নির্দ্দেশানুসারে [illegible] ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ [illegible] "বৈষ্ণব ঠাকুর, দয়ার সাগর, এ দাসে করুণা করি', দিয়া পদছায়া শোধ হে আমারে, তোমার চরণ ধরি।" এই উদ্বোধন-সঙ্গীতটী কীর্ত্তন করেন। তৎপরে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের শিক্ষকগণের পক্ষ হইতে প্রথম ইংরেজী অভিনন্দন-পত্রটী প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব বি-এল, ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য মহোদয় পাঠ করেন। উহাতে শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজের আদর্শচরিত্র ও গুণাবলী, তৎপ্রদত্ত শিক্ষার বৈশিষ্ট্য, তাঁহার শিক্ষার প্রভাবে ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি, ইংলণ্ডে শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারে সাফল্য, উক্ত প্রচার ফলে আদর্শ বিদ্যালয় ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের উপযুক্ত ছাত্রগণের জন্য গৌড়ীয়-মিশন-সোসাইটীর প্রেসিডেন্ট The most Hon'ble Marquess of Zetland মহোদয় কর্ত্তৃক সার্টিফিকেট এবং রৌপ্য স্বর্ণপদক-প্রদানে প্রতিশ্রুতি প্রভৃতি বিষয়সমূহ উল্লিখিত হইয়াছে। অতঃপর ছাত্রগণের পক্ষ হইতে নিম্নলিখিত অভিনন্দন-পত্রটি শ্রীমান্ উত্তমানন্দ দাস পাঠ করে।

পরমপূজ্যপাদ পরিব্রাজক আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামি-মহারাজের ইংলণ্ড হইতে শ্রীধাম মায়াপুরে প্রত্যাগমনোপলক্ষে অভিনন্দন-পত্র

হে পরমারাধ্য শিক্ষক-প্রবর!

জানি না কত যুগ-যুগান্তরের পুণ্যফলে আমরা ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের ছাত্র হইয়া আপনার ন্যায় মহাপুরুষের প্রধান-শিক্ষকের পদপার্শ্বে উপবেশন করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলাম এবং ভোগ বিলাস-বহ্নিতে দগ্ধ জগতে অপরা বিদ্যার অন্বেষণে বঞ্চিত হইয়াও পরা-বিদ্যা-প্রদায়িনী, বিশ্বমঙ্গল-বিধায়িনী, নব-জাগরণোৎপাদিনী আদর্শ-শিক্ষা-লাভে সমর্থ হইয়াছিলাম। আপনার অধ্যাপনায় সমগ্র বিশ্বে যে নব-প্লাবনধারা প্রবাহিত, যে ধারা আমাদের অন্তঃকরণ সর্ব্বাগ্রে স্পর্শ করিয়াছিল— এই কথা যখনই ভাবি, তখনই হৃদয় গভীর আনন্দে আপ্লুত হইয়া উঠে। সামান্য কীটও যেমন পুষ্প সহযোগে দেবতার চরণ স্পর্শ করিতে সমর্থ হয়, আমরাও তেমনই আপনার সুশীতল পদচ্ছায়ায় অবস্থানপূর্ব্বক শত-বীণা-বিনিন্দিত-কণ্ঠ-নিঃসৃত সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের চিরকল্যাণবিধায়িনী, শাশ্বত-বাণী শ্রবণ করিয়া, শত-সহস্র জীবনের কঠোর-সাধনা-লব্ধ অভিবর্ত্তী আচার্য্যবর্য্যের কোটিচন্দ্রসুশীতল চরণ-সরোজের করুণা ও দর্শন-লাভে কৃতকৃতার্থ হইয়াছি।

হে গোস্বামি-চূড়ামণে!

যে পাশ্চাত্য-সভ্যতা ও শিক্ষালোক-সংস্পর্শে শিক্ষক ও শিক্ষিতগণ সমস্ত জগৎকে স্তম্ভিত করিয়া সগর্ব্বে শিক্ষকের চিরপবিত্র আসনে উপবেশন করিতে অগ্রসর হইয়াছিল, আপনার নিঃস্পৃহ শিক্ষাবাণী সপ্ত সমুদ্রের পরপারে [illegible] হইয়া তথাকথিত সেই শিক্ষিত ও শিক্ষকদের অন্তরে মহাশিক্ষা ও ভক্তির সঞ্চার করিল। তাঁহারা চিরার্পিতের ন্যায় আপনার আসন-পার্শ্বে অচল-অটল-ভাবে অবস্থান করিয়া আপনার [illegible] বাণীকে সাদর-সম্ভাষণ করতঃ, আপনাকে যখন সেই চির-বাঞ্ছিত ও পূজিত আসনে উপবেশন করাইয়া মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় দিবসের পর দিবস ভক্তিবিনোদ-বাণী-শ্রবণ-নিরতাবস্থায় [illegible] ভারতের সনাতন-ধর্ম্মের অশোক-অভয়-বিজয়পতাকা-তলে আশ্রয়গ্রহণ করা মানব-জীবনের একমাত্র কাম্য বস্তু বলিয়া স্বীকার করিলেন, তখন আমরা আপনার চিরাশ্রিত ছাত্ররূপে সেই গৌরবে সর্ব্বাগ্রে গৌরবান্বিত না হইয়া থাকিতে পারিলাম না।

হে সন্ন্যাসি-কুল-তিলক!

আপনাকে সুদীর্ঘ বৎসরান্তে বিজয়যাত্রা-[illegible] পুনঃ আমাদের মধ্যে প্রাপ্ত হইয়া, অন্তরে যে বিপুলানন্দ অনুভব করিতেছি, তাহা প্রকাশ করিবার উপযুক্ত ভাষা অন্বেষণ করিয়া পাইতেছি না, আজ যেন যুগপৎ শত বসন্ত আগমিত হইয়া নিখিলব্যাপী নন্দন-কানন-কল্প-পারিজাত-পরাগ-বিমিশ্রিত মলয়ানিল-সংযোগে আমাদের সুকোমল-হৃদয়-পটে নব-নব আনন্দের হিল্লোল সঞ্চার করিয়া, কি এক অপূর্ব্ব আনন্দ ও কল্লোলের সৃষ্টি করিয়াছে, আমরা তাহা বাক্যে প্রকাশ করিতে পারিতেছি না। আপনার ঐ রাতুল চরণ-যুগলে এ দীনহীন শিক্ষার্থি-নিচয়ের এই প্রার্থনা আমরা অজ্ঞানবশতঃ আপনার শ্রীচরণপার্শ্বে অনেক সময় যে সমস্ত অপরাধ [illegible] সঞ্চয় করিয়াছি, তাহা আপনার অনন্ত-সমাধিভাব-বিনিন্দিত প্রশস্ত-হৃদয়প্রদেশ হইতে স্নেহবারি কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া অচিরে অপসারিত হইবে এবং আপনার অমল-করুণা-চন্দ্রিকা আমাদের চিরাজ্ঞান-তমসাবৃত হৃদয়কে উদ্ভাসিত করিবে।

হে দেব!

তব পুণ্য তপোবনে ফুটি' ফুল সযতনে
তোমারেই করিতে অর্চ্চন।
তোমার ললিত ছন্দে তোমার পদারবিন্দে
চিত্ত চাহে করিতে বন্দন।

আপনার চিরাশ্রিত কৃপাপ্রার্থী—
ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের ছাত্রবৃন্দ।

বৈরাগী ভাই গ্রাম্যকথা না শুনিবে কানে। গ্রাম্যবার্ত্তা না কহিবে যবে মিলিবে আনে॥

দুইটী বক্তৃতা

অভিনন্দনপত্র পাঠ হইলে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামগোবিন্দ কাব্যতীর্থ, কাব্যবিনোদ, ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজের করুণার কথা বর্ণন করিয়া একটী সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা প্রদান করেন। তৎপরে ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিভূষণ মহোদয় শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজের আচারময় প্রচারের বিষয় বর্ণন করিয়া তাঁহার নির্ভীক প্রচারের ফলে পাষণ্ডদলিকা—বিশেষতঃ সহজিয়া প্রভৃতি অবৈধ-প্রকার অপসম্প্রদায়কর্ত্তৃক দলিতীকৃতচিত্ত জনগণ প্রথমতঃ অসহায় হইলেও মহামহোপদেশক শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, মহামহোপদেশক অধ্যাপক আচার্য্যত্রিক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল এম্-এ, ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্তিসুধাকর, শ্রীপাদ ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ, শ্রীপাদ [illegible] নাগর প্রমুখ সজ্জনগণ কি প্রকারে সর্ব্বপ্রথম তাঁহার কীর্ত্তিত ঐ শীলা বাণী শ্রবণপূর্ব্বক গৌড়ীয়াচার্য্যভাস্কর প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের শ্রীচরণ আশ্রয় করিয়া জীবন ধন্য করিয়াছেন এবং আচার্য্যবর্য্যের আদেশে সমগ্র বিশ্ববাসীর নিত্যকল্যাণ সাধনার্থ জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, তাহা সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণন করেন।

প্রত্যভিভাষণ

অতঃপর ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপতীর্থ মহারাজ অভিনন্দনপত্রের উত্তরে ছাত্র, শিক্ষক ও উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলীকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া বঙ্গদেশে তাঁহাদের আকাঙ্ক্ষা বর্ণনপূর্ব্বক ইংরেজী ভাষায় প্রায় এক ঘণ্টা ব্যাপী একটী সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতাটী অতি চমৎকার হইয়াছিল। মর্ম শীঘ্র প্রকাশ করিবার বাসনা আছে।

সভাপতির অভিভাষণ

তৎপরে সভাপতি ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসদন ভাগবত মহারাজ বৈষ্ণবোচিত দৈন্যে বিভূষিত নিম্নলিখিত অভিভাষণটী পাঠ করেন।

ওঁ অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

সমবেত সুধীমণ্ডলী ও প্রিয়তম ছাত্রবৃন্দ,

অদ্যকার এই মহতী সভায় আমার মত অযোগ্য এবং বিদ্যাবিভাগের সহিত সর্ব্বতোভাবে সম্বন্ধবর্জ্জিত, অভাজন ব্যক্তিকে সভাপতির পদে বরণ করিবার উদ্দেশ্য যে কি, তাহা আমি আমার এই ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে ধারণা করিতে পারিতেছি না। আমি বক্তা নহি এবং শিক্ষকও নহি। 'প্রচারক' নামধারণ করিয়াছি বটে, কিন্তু সেটা ঠিক ঐ "তালপুকুরের নাম আছে বটে, কিন্তু ঘটী ডোবে না"র মত। আপনাদের এই বিচারটী কি আমার উপর উপহাস, না কৃপা? আমার প্রতি আপনাদের উপহাসের কোন কারণ খুঁজিয়া পাই না। তাই মনে হয় যে, ইহা আমার প্রতি আপনাদের কৃপা ব্যতীত আর কিছু নয়। আমি ত্রিদণ্ডবেষ গ্রহণ করিয়াও কায়মনোবাক্যে ত্রিদণ্ডের মর্য্যাদাপূর্ব্বক ভজেন্দ্রিয়-সকলে আসক্ত; তাই আপনারা কৃপাপূর্ব্বক আমাকে বৈষ্ণবের গুণকীর্ত্তনে যোগ্যতা দিবার জন্য অদ্যকার এই সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিবার জন্য আদেশ করিয়াছেন। যাহাই হউক, আপনাদের কৃপায় এই সুযোগে যদি বৈষ্ণবের গুণকীর্ত্তনপূর্ব্বক আত্মশোধন করিয়া লইতে পারি তবেই আমার সভাপতিত্ব করার সার্থকতা হয়, নচেৎ কেবলমাত্র দাম্ভিকতা বৃদ্ধি করিয়া কোন লাভ নাই।

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপতীর্থ মহারাজের বিলাত হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর তাঁহার এই প্রথম শ্রীধাম-মায়াপুরে আগমন। আপনারা প্রায় সকলেই 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট'-সংক্রান্ত ব্যক্তি; যে বিদ্যালয় স্থাপিত হওয়া অবধি, তিনি শিক্ষক ও ছাত্রমণ্ডলীর হিতার্থে কয়েক বৎসর যাবৎ প্রাণপণে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, যে বিদ্যালয়ের জন্য তিনি কি সহরে, কি [illegible] অবিরাম ভিক্ষা করিয়াছেন, যে বিদ্যালয়ের ছাত্রগুলীকে তিনি স্নেহ-পুত্তলীর মত লালন-পালন করিবার জন্য নিরন্তর চেষ্টা করিয়াছেন, সেই বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রগণের পক্ষ হইতে শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজের প্রতি অদ্যকার এই অভিনন্দন অত্যন্ত যোগ্যতার পরিচায়ক হইয়াছে। আপনারা আপনাদের এই ক্ষুদ্রখানি অভিনন্দন পত্রে আপনাদের অন্তঃকরণের যে উদার ভাব, আশা ও আকুতি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা দেখিয়া আমার এই কঠিন হৃদয়ও দ্রবীভূত হইয়াছে। আপনাদের এই অভিনন্দন যোগ্য শিক্ষকের প্রতি যোগ্য শিক্ষক ও ছাত্রগণের যথাযোগ্য শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতাই প্রকাশ করিয়া দিয়াছে।

আমি মূর্খ ব্যক্তি, আমার ভাষার জ্ঞান নাই, ভাবও নাই যে সেই পূজ্যপাদ শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজের প্রতি যথাযোগ্য শ্রদ্ধা প্রদর্শন ভাষার দ্বারা ব্যক্ত করি। তাঁহার প্রতি আপনারা যে-সকল কথা বলিয়াছেন এবং তাঁহার যে-সকল গুণাবলী আপনারা সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহাতে কেবলমাত্র যে আপনাদের হৃদয়ের উদারতা ও শ্রদ্ধা প্রকাশ পাইয়াছে তাহা নহে, অধিকন্তু তাঁহার গুণকীর্ত্তনে আপনারা ধন্যও হইয়াছেন। কারণ বিষ্ণুবৈষ্ণবের গুণকীর্ত্তন করাই মনুষ্যজীবনের একমাত্র সার্থকতা।

আপনারা সংসারে দেখিতে পান যে কোনও অন্ধ ছেলের নাম 'পদ্মলোচন' রাখে। আমার অবস্থাটাও ঠিক সেই রকম হ'য়েছে। আমাকে একজন অবৈষ্ণব দেখে, শ্রীশ্রীগুরুদেব আমার নাম দিয়েছেন 'ভাগবত', আবার শুধু 'ভাগবত' নয়। নাম দিয়েছেন কিনা 'ভক্তিসদন ভাগবত', অর্থাৎ ভক্তি-মাত্রই যাহার সদন। কিন্তু আমি ত জানি যে আমার কেবলমাত্র 'অভক্তি' সদন। শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম থেকে একটা কথা শুনেছি যে, কাঁচপোকা যখন তেলাপোকাকে ধরে তখন তেলাপোকা ঐ কাঁচপোকার রূপ চিন্তা করতে করতে নাকি কাঁচপোকার রূপ পেয়ে থাকে। তাই মনে হয়, আমি যে একজন অ-ভাগবত, আমি যদি ক্রমাগত 'ভক্তিসদন ভাগবত' নাম চিন্তা করতে থাকি, তবে হয়ত কোন না কোন দিন ভাগবতগণের চরণরেণু শিরে ধারণ করিবার যোগ্যতা লাভ করিতে পারিব। এইরূপ নাম আমাকে দেওয়াটা শ্রীগুরুদেবের আমার প্রতি একটা করুণারই পরিচয় সন্দেহ নাই।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদবাণীর যোগ্য সেবক শ্রীমৎ তীর্থমহারাজের জীবনচরিত আলোচনা একটী দীর্ঘ ব্যাপার। সেই জীবনচরিত সম্যক্ আলোচনা করার সময় নাই; তদ্ব্যতীত সেইরূপ করিবার সামর্থ্যও আমার নাই। যোগ্য ব্যক্তিগণ সে কার্য্যের জন্য প্রস্তুত হইবেন। (ক্রমশঃ)

পরিক্রমায় কি দেখিলাম

(২)

দূর হইতে শ্রীচৈতন্যমঠের আচার্য্যের কথা আমরা অনেকেই শুনিয়া থাকি কিন্তু তাঁহাকে দর্শন করিবার সুযোগ কয়জনের ভাগ্যে ঘটে? যে মহাপুরুষের কৃপায় নিঃশব্দে এইরূপ বিরাট্ ব্যাপার বৎসরের পর বৎসর সম্পাদিত হইতেছে, যিনি বিশ্ব-বাসীর দ্বারে দ্বারে মহাপ্রভুর দয়ার বিষয় বিনামূল্যে প্রচার করিয়েছেন এবং (এই কয়েকদিনের অভিজ্ঞতায় যাহা বুঝিলাম) হরিভজনপ্রয়াসী ব্যক্তিগণকে যাবতীয় সুবিধা ও সুযোগ প্রদান করিতেছেন, সেইরূপ মহাপুরুষকে দর্শন করিবার ইচ্ছা না হওয়াটাই নিতান্ত দুর্ভাগ্যের পরিচয় সন্দেহ নাই। যাহা হউক, [illegible] না চাহিলেও ঘটনাচক্রে মহাপুরুষদর্শনলাভ ঘটিয়া গেল। মহাপুরুষের স্নিগ্ধ, সৌম্য, তেজোময়, মর্ম্মস্পর্শী ও নিরপেক্ষতাপূর্ণ মূর্ত্তি দেখিয়া মনে হইল যেন তিনি [illegible] আমাদের [illegible] বরণীয় [illegible] তাঁহার অন্তরঙ্গ [illegible], [illegible] কাহারও সহজেই যেন তাঁহাকে আপন [illegible] হয়, [illegible] নাই। তাঁহার মূর্ত্তি অপেক্ষা মুখনিঃসৃতবাণী যে আরও অধিক মর্ম্মস্পর্শী তাহা যাঁহারা তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছেন, তাঁহারাই উপলব্ধি করিয়াছেন। দেখিলাম, বহু বহু উচ্চ-শিক্ষিত ও অভিজাতসম্পন্ন ব্যক্তি তাঁহার চরণে মাথা বিকাইয়া দিবার জন্য লালায়িত।

তাই সব! যে দৃশ্য দেখিলাম, মহাপুরুষ দর্শনে যে ভাব অনুভব করিলাম, যে ধারণা লইয়া গৃহে ফিরিলাম তাহার একাংশও ভাষা দ্বারা বর্ণন করিতে পারিতেছি না। চৈতন্যমঠ বা মঠাচার্য্যের সহিত আমার কোন সম্বন্ধ না থাকিলেও কেন যে আমি তন্ময় হইয়া গেলাম, কেন যে আমি এত কথা লিখিয়া ফেলিলাম, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। মনে হয় যে, অনির্দ্দিষ্ট শক্তির উপর আমার কোন কর্তৃত্ব নাই; সেই শক্তিই আমাকে এইভাবে পরিচালিত করিয়াছে। আমরা পুস্তকাদিতে "সাতটী আশ্চর্য্যের" কথা শুনিতে পাই, কিন্তু শ্রীমায়াপুরে যে আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিলাম, তাহার তুলনায় যে ঐ সমস্ত আশ্চর্য্য হইতে কত কোটিগুণে অধিক, তাহা ভাষা দ্বারা বর্ণনযোগ্য নহে।

জানি না ঐ মহাপুরুষের বাণীতে যে কি মধু আছে যার জন্য বৎসর বৎসর সহস্র সহস্র ব্যক্তি তাঁহার চরণে আত্মসমর্পণ করিতেছেন। তাঁহার মুখে সাত দিন যাবৎ অনেক কথা শুনিলাম কিন্তু তাহা এক কাণ দিয়া ঢুকিয়া অন্য কাণ দিয়া বাহির হইয়া গেল। আমার মত কঠিন হৃদয়ে সেই বাণী স্থান পাইল না। শ্রীধাম মায়াপুরের মত ক্ষুদ্র পল্লীতে দিন দিন যেরূপ ঐশ্বর্য্য প্রকাশিত হইতেছে তাহাতে মনে হয় যে, মহাপ্রভুর শক্তিসঞ্চারিত কোন মহাপুরুষের চেষ্টা ব্যতীত ঐরূপ আদৌ সম্ভব হইতে পারে না। শ্রীচৈতন্যমঠের মঠবাসিগণের সহিত আলাপ করিয়া বুঝিলাম যে, তাঁহারা সম্পূর্ণভাবে গুরুগতপ্রাণ হইয়া গুরুদেবের সেবাই ভগবানের চরণসেবা বলিয়া জীবনের সারব্রত করিয়াছেন। আদর্শগুরু, আদর্শসেবকই বটে! ইঁহাদের সরলতা ও সেবাপ্রাণতাই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পরিশেষে আমার নিবেদন যে আমি এই সব কথা পত্রিকায় প্রকাশ করিতেছি, তাহা কেবল দর্শন ব্যতীত অন্য কিছু নহে। [illegible] কোন [illegible] করিবার জন্য কোন [illegible] নহে। আমার এই [illegible] ঐ মহাপুরুষ-[illegible] হয়, তাহা হইলে আমি নিজেকে ধন্য ও কৃতার্থ মনে করিব।

শ্রীঅখিলকান্ত গাঙ্গুলী বি-এ,
[illegible] ১৫।৩।৩৫

শুদ্ধভক্ত-মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ

(আকর-মঠরাজ)

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ হাত উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে শ্যামাবাজ শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ বিরাজমান। এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা শুদ্ধভক্তনগরী। এই মঠাভ্যন্তরে শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রভৃতি বৈষ্ণবসমূহের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী ও সাতটী সম্প্রদায়ের আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের শ্রীপাদ বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠহইতে পারমার্থিক দৈনিকপত্র 'নদীয়া-প্রকাশ', সাপ্তাহিক সম্প্রদায়ে অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থাদি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতি বৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমা ও অন্যান্য ভক্তগোষ্ঠীর কীর্ত্তন-প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি তত্রস্থ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট বাগবাজার কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রচারিত শুদ্ধভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশ্যে গৌড়দেশের মহাপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসন শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই শুদ্ধভক্তিমঠে শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদ-প্রাণ শ্রীরাধাগোবিন্দ নিত্য সেবিত হন। 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, শ্রীমদ্ভাগবত-চতুষ্ক-প্রবাহ, শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থাদি ও ভক্তিগ্রন্থের সম্যক আলোচনা হয়। এই মঠ হইতে মহাভাগবতের সকল উৎসব প্রচার, মহানগর-সঙ্কীর্ত্তন, বক্তৃতা, ব্যাখ্যা ও সঙ্কীর্ত্তন-মহা-মহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান হয়। মঠরক্ষক মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-স্থান মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও বিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীবলরামের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী সেবাকোবিদ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস ও শ্রীগৌরলীলার প্রসঙ্গী এখানে শ্রীচৈতন্যনিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান, রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—গোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

(৭) কাজীর সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক।

(৮) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও রাধাগোবিন্দের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রবণবিহারী দাস অধিকারী।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীমদনমনোহর ব্রহ্মচারী।

(১০) মোদদ্রুম-ছত্র "গৌড়ের বৈদিক

মাউগাছি, পোঃ কাদনর, (বর্দ্ধমান)।

শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান। শ্রীগৌরনিত্যানন্দের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক শ্রীকুঞ্জবিহারী ব্রজবাসী, ভক্তিভূষণ।

(১১) জেড়িয়া কুঞ্জকানন

শ্রীনৃসিংহদেব-পল্লী নিকটবর্ত্তী.

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীনবীনানন্দ ব্রহ্মচারী।

১২। কুঞ্জকুটীর—পোঃ কৃষ্ণনগর,

নদীয়া রক্ষক—শ্রীঅমৃতানন্দ অধিকারী

(১৩) ভাগবত আসন—পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

এই স্থান হইতে ভাগবতগ্রন্থাদি প্রচারিত হয়। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৪) একায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাসখালি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ অহিডাঙ্গা গোস্বামী ভক্তিসার

(১৫) মহেশ পণ্ডিতের পাট

চাঁচড়াপুকুর, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীচৈতন্যকিশোর ব্রজবাসী।

(১৬) মাধ্বগৌড়ীয় মঠ

৯নং নবাবপুর রোড, পোঃ ঢাকা

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাবিনোদ বি-এ।

(১৭) গোপালজীউমঠ— কমলাপুর, ঢাকা)

গোপালদেবের শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান। রক্ষক—শ্রীহরিদাস ব্রজবাসী,

(১৮) নিতাই গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)।

এখানে শ্রীনিতাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীমহাবিষ্ণু ব্রহ্মচারী

(১৯) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২০) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাছু, (ঢাকা)

এখানে মদনমোহন শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(২১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী.

(২২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ভুরকোণা, পোঃ চিত্রকুণ্ডা, (মানভূম

এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী।

(২৩) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকণিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে গুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান্‌দাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত।

(২৪) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী।

(২৫) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ বক্সীবাজার, (কটক)

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ বিনোদবাণী-গৌড়ীয় নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর

(২৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর পুরী,

শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন।

(২৭) পুরুষোত্তম মঠ

কাকটপুর, পোঃ পুরী উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদবাণীগৌড়ীয় নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীসনাতন অধিকারী

(২৮) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী দাসাধিকারী।

(২৯) রায়রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ.

পোঃ কভুর, হরেক্ গোদাবরী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—শ্রীবিশ্বনাথ দাস ভক্তিলোচন।

(৩০) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪২নং কবিরপুরা, বেনারস সিটি

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীমহেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(৩১) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন গোস্বামী

(৩২) পরমহংস মঠ.

পোঃ নিমসার, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও গৌরবিনোদ-বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীসত্যনারায়ণ দাসাধিকারী।

(৩৩) কৃষ্ণচৈতন্য মঠ

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

এখানে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিত্য-সেবা হয়। রক্ষক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠ

বঙ্গালীঘাট মথুরা

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ

(৩৫) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ—শ্রীরাধাকুণ্ড

রক্ষক—শ্রীরাধারমণচরণদাস ব্রহ্মচারী

(৩৬) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৩৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ

সেখপাড়া, পোঃ তোজোল, জেলা অমৃতসর (পাঞ্জাব) রক্ষক— শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৩৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং কুতব রোড, নিউ দিল্লী।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসম্বন্ধ তুর্যাশ্রমী

(৩৯) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল।

এখানে গৌরবিনোদবাণীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীনবগোপাল অধিকারী।

(৪০) সারস্বত গৌড়ীয় মঠ

কারবার সাভারণপুর, ৩উ, পি

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি

(৪১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ রায়পেট্টা মাদ্রাজ।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীপাদ কৃষ্ণানন্দ ভক্তিবিকাশ।

৪২) বোম্বে-গৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়

গোয়ালিয়র রোড, মোটালি বিল্ডিং, বাংলো নং ১, বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মা মজুমদার।

(৪৩) অমরাসি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমরাসি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীমহেশ্বর দাস অধিকারী

(৪৪) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্‌চকা, কামরূপ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী

(৪৫) পাটনা গৌড়ীয় মঠ

১০০ মিঠাপুরা, পাটনা।

রক্ষক—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী বাগভূষণ

(৪৬) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠ বালেশ্বর

রক্ষক—শ্রীবনোয়ারীলাল ব্রহ্মচারী

(৪৭) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয়

৩ গ্লষ্টার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, এস-ডাব্লিউ ৭, লণ্ডন

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ।

(৪৮) বার্লিন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

Berlin W. 30

Eisenacher strasse 29 I.

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্—সমগ্র ৪০৲
প্রথম স্কন্ধে দশম খণ্ড পর্য্যন্ত ২৮৲
প্রত্যেক স্কন্ধের প্রতিখণ্ড ৷৵০
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। ভাষ্য-সমেত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সজ্জনতোষণী ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড—৸০ ; ২য় খণ্ড—১৲ ; ৩য় খণ্ড—৸
৪র্থ খণ্ড ৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—১৲ ; ২য় খণ্ড ৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব—১৲
৮। সৎক্রিয়াসার—দীপিকা ও সংস্কার-দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণব ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিবর্ত্ত-তত্ত্ব ।
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ।০
১৮। বামন-আম্নায় ।০
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵০
২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৷০
২২। স্বধর্ম-তত্ত্ব ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ৲
২৬। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৪। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) ২৲
২৬। গীতার বেদান্ত ভাষ্য-ভাষা ।০
২৭। দুর্জ্জয়মায়িকা গুরুসেবকঃ পাঞ্চরাত্র ২৲
২৮। বেদান্তসূত্রম পাঞ্চরাত্র ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸
৩০। শরণাগতি ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা ৵১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি ৵০
৪১। গীতাবলী ৵০
৪২। চিত্রে নবদ্বীপ ১।০
৪৩। সাধনপথ ৵০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৵০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৵০
৪৬। অর্চ্চনপদ্ধতি ৵০
৪৭। মহাজনগীতি ৵০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (২য় সংস্করণ) ৵১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৷১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (১ম খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-নির্ণয় ।
৫৫। কৃষ্ণকর্ণামৃত বা সারাৎসারকৃত্যচ্ছবি ।০
৫৬। গৌড়ীয়গণ কি বলেন? ৵০
৫৭। ঈশোপনিষৎ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীগৌরপ্রার্থনা ৶
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। শরণাগতি ৵০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

চৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্য ।০
৬১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী ইতিহাসঃ ।০
৬২। সচ্চিত্ শিক্ষাষ্টকমূলম্ ।০
৬৩। স্তবপঞ্চক ।০
৬৪। সাক্ষাৎশিক্ষাষ্টকম ৵০
৬৫। গৌড়ীয়মঠস্থ গানেভঃ ৵০
৬৬। নামস্তবর্ণনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬। ... ।০
৬৮। এ রিভিউ অফ ... ।০
৬৯। ... ।০
৭০। বেদান্ত—ইট্স্ মর্ফলজি অ্যাণ্ড অন্টোলজি ।০
৭১। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ৶০
৭২। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস অফ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৭৩। বৈষ্ণবীজম ।০
৭৪। কোর্ট অফ গৌড়ীয় মঠ ৵০
৭৫। দি ভাগবত ।০
৭৬। থিয়োষ্টিক প্রিন্সিপল অ্যাণ্ড অ্যাপ্লায়েড ট্রেনিং ।০
৭৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২।০
৭৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৭৯। শ্রীগৌরমায়াবাদ ।০
৮০। সাধন-পথ ।০
৮১। কল্যাণ-কল্পতরু ৵১০
৮২। গীতাবলী ৵০
৮৩। শরণাগতি

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৪। শরণাগতি

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠভূষণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ দেহের মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বাঙ্গালীর ঘরের জিনিষ। ... একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। ... ছোট বোতল ৸০ আনা, বড় বোতল ১৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুপ্রসিদ্ধ ... কেমিষ্ট জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। কলমে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।
জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং
বাগবাজার—২ রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার
কলিকাতা

আমাশয় ও পেটের পীড়ায়

শ্রী শ্যামানন্দ দাস কবিরাজের আবিষ্কৃত

—গ্রহণী বজ্র

ব্যবহার করুন

আমাশয়, রক্তামাশয় অতিসার, গ্রহণী, অজীর্ণ, পেটফাঁপা, অম্লরোগ, শূলবেদনা ও ... সর্ব্ব প্রকার নূতন ও পুরাতন পেটের পীড়ায় গ্রহণী বজ্র প্রত্যক্ষ ফল প্রদ মহৌষধ।

বাঙ্গালা পেটের পীড়ায় নানারূপ চিকিৎসায় আশানুরূপ ফল লাভ করিতে পারেন নাই তাঁহারা গ্রহণী বজ্র ব্যবহার করুন, ... হইবেন। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। মূল্য ... শিশি ১০ আনা, ... শিশি ... টাকা ডাক মাশুল ৷৵০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীকৃষ্ণ ঔষধালয়, ময়মনসিংহ।
ঢাকার এজেন্ট মেসার্স মহেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং
পাটুয়াটুলি, ঢাকা

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও
শ্রী কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ ভাগবতশাস্ত্রী এম, এ, এম. কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে [illegible] বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের অবৈতনিক সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র মেধাবী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

[ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

[illegible] কলেজের [illegible] প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক [illegible] আচার্য্য শ্রীপাদ [illegible] সান্যাল [illegible] কর্তৃক [illegible] গবেষণা এবং পাণ্ডিত্য [illegible] ব্যাখ্যা করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে [illegible] বিরাট, আদর্শ ও আবশ্যকীয় গ্রন্থ [illegible] ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মনীষিগণের প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা প্রথম খণ্ডে [illegible] হইয়াছে। [illegible] পৃষ্ঠায় [illegible] শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের লিখিত মুখবন্ধ (Foreward) প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সাজান বিস্তৃত শব্দ-সূচী (Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মান্দ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা, মান্দ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণে লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপ। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে বিষয়সূচী ও শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST— [illegible] শ্রীল [illegible] গোস্বামী-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক পত্রিকা একাদশীতে প্রকাশিত হয়। প্রতি বর্ষ [illegible] টাকা ভিক্ষায় কলিকাতা বাগবাজার গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

২। গৌড়ীয় মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক [illegible] টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত [illegible] হিন্দি ভাষায় একাদশী-[illegible] পাক্ষিক [illegible] হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৷০

৪। পরমার্থী—উৎকল ভাষায় [illegible] সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—[illegible] পণ্ডিত শ্রীপাদ [illegible] সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া [illegible] হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় পাক্ষিক। ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রণীত সম্পূর্ণ গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল শ্লোক অক্ষরে এবং তাহার বর্ত্তমান যুগ শুদ্ধভক্তগণের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য, ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। অতি সুন্দর ছাপা। ডবল ক্রাউন অক্টেভো আকারে [illegible] পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ১১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোক সূচী, পদ্যসূচী, গ্রন্থসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়সূচী, [illegible] প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী-পত্র। [illegible] শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এতদ্রূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট সংস্করণ জগতে কোথাও আর কখনও প্রকাশিত হয় নাই, যাহা নিরপেক্ষ পাঠক মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সজ্জনগণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বার টাকা স্থলে—৯৲ নয় টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৪৬,	১০—৫১,	১৩—২২	১৭—৫৮,	২০—১৬
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পোঃ	৭—২০,	১১—৩১,	১৪—৯	১৮—১৬,	২১—৫৫

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

শনিবার [illegible]

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৪	৯-২৫	১২-১০	১২-৩৬	১৫-০৪	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫০	৯-৩০	১২-১১	১২-৫২	১৫-৪০	১৮-৫০
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২০	১০-০৩	১২-৫১	১৩-১২	১৬-১২	১৯-০২

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

		প্রথম ৩ দিনে		পরবর্ত্তি-সময়ে	
		সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা,	সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা
প্রত্যহ	প্রতি লাইন	।০	৷৴০	৷৴	।০
"	" ইঞ্চি		১৷০	১৷০	২৲
"	" সিকিকলম		৪৲	৭৲	৩৲
"	" অর্দ্ধকলম	৩৲	৭৲	৩৲	৪৲
"	" ১ কলম	১২৲	৩৲	১০৲	৩৲

মাসিক হার

[যদি অন্ততঃ ১ বৎসরের জন্য চুক্তি করা হয়]

সংবাদ পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ৬৲, সিকি কলম ১৫৲, অর্দ্ধ কলম ২৫৲, এক কলম ৪০৲
বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ৪।০, সিকি কলম ১২৲ অর্দ্ধ কলম ১৮৲, এক কলম ৩০৲ টাকা।

সাহায্যের হার

সডাক বার্ষিক ৯৲ নয় টাকা, ষাণ্মাসিক ৫৲ পাঁচ টাকা, ত্রৈমাসিক ২৷০ পৌনে তিন টাকা, মাসিক ১৲ এক টাকা মাত্র। নমুনা বর্ত্তমান সংখ্যা ৫

ম্যানেজার, দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, জেলা নদীয়া। টেলিগ্রাম—[illegible]

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'শ্রীনাথ' নবদ্বীপ

দৈনিক

REG. C 1544

চৈতন্যোপনিষদ্
মূল ও
অনুবাদসহ প্রকাশিত
হইয়াছে।
ভিক্ষা ৷৷০ মাত্র
শ্রীচৈতন্যমঠ,
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

"গৌড়ীয়"
৭ম বর্ষ হইতে
১১শ বর্ষ পর্যন্ত
প্রতি বর্ষ কাপড়ে
বাঁধাই
ভিক্ষা ৩৷৷০ মাত্র।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ
বাগবাজার, কলিকাতা

ভারতের সর্বত্র মঙ্গল-প্রচারক—সংবাদ—বাংলার একমাত্র মুখপত্র

১০ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১৮ই চৈত্র, সোমবার ১৩৪১, ১লা এপ্রিল ১৯৩৫ [২৬শ সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

—:০:—

পোলঘাটে ভীষণ অগ্নিকাণ্ড

২৪ পরগণার অন্তর্গত সোনারপুর থানার এলাকাধীন পোলঘাট গ্রামে এক ভীষণ অগ্নিকাণ্ড ঘটিয়াছে। গত শুক্রবার বেলা ১২টার সময় হঠাৎ উক্ত গ্রামে মুসলমান পল্লীতে আগুন লাগে। গ্রামের ঐ অংশে একদিকে বহুদূরব্যাপী উন্মুক্ত প্রান্তর। অনুকূল বায়ুর সাহায্যে আগুন দ্রুতবেগে বিস্তার লাভ করে। সে আগুন নিভান অসাধ্য হইয়া পড়ে। ফলে ২০টি সংসার সম্পূর্ণরূপে গৃহহীন হইয়া পড়ে। অনুমান ৭০ খানি ঘর একেবারে ভস্মীভূত হইয়াছে। বহু পরিমাণ ধান, চাউল, তৈজসপত্র পুড়িয়া গিয়াছে। চতুর্দিকে আগুন বিস্তার লাভ করায় অসংখ্য গোরু পুড়িয়া গিয়াছে এবং একটী গাভীর দেহের অর্দ্ধাংশ পুড়িয়া গিয়াছে। সংসারিক সকলেই গৃহহারা হইয়া উন্মুক্ত আকাশতলে দিনাতিপাত করিতেছে। গ্রামটি চাষী প্রধান—এ অবস্থায় তাহাদের দুরবস্থা অবর্ণনীয়।

৯জনের ৭বৎসর কারাদণ্ড

নোয়াখালির দায়রা জজ মিঃ দে, যে জুরীদের সহিত একমত হইয়া ঘোর কামাতা ডাকাতি মামলার নয়জন আসামীর প্রত্যেককে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৯৫ ধারা অনুযায়ী সাত বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

মামলার বিবরণে প্রকাশ যে বেগমগঞ্জ থানার অধীন দেব কামতা গ্রামের উপেন্দ্র রাজকুমার চক্রবর্ত্তীর বাড়ীতে এক সশস্ত্র ডাকাতি হইয়াছিল। প্রায় ৪০ জন ডাকাত বন্দুক, ছোরা, বল্লম প্রভৃতি লইয়া কাঠের দরজা ভাঙ্গিয়া রাজকুমার বাবুর বাড়ীতে প্রবেশ করে। অতঃপর তাহারা বাড়ীর লোকজনকে প্রহার করিয়া নগদ অর্থ ও গহনাপত্র লইয়া প্রস্থান করে। বাড়ীর লোকজন ডাকাতদের মধ্যে আসামী নয়জনকে চিনিতে পারিয়া অবিলম্বে পুলিশে এজাহার দেন। পুলিশ তদন্তের পর নয়জন আসামীর বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করে।

শ্রীহট্ট ডাকাতিতে কারাদণ্ড

শ্রীহট্টের অতিরিক্ত দায়রা জজ চাঞ্চল্যকর কামিনীপুর ডাকাতি মামলার রায় দিয়াছেন। এই মামলায় ২০ জন আসামীর বিরুদ্ধে দণ্ডবিধির ৩৯৫ ও ১২০বি ধারানুসারে চার্জ গঠিত হয়। আজম খাঁ, গোপী সাহা, কৈলাস সাহা, প্রহ্লাদ সাহা, মহম্মদ মোমিন, কুদরত, সরিয়তুল্লা এবং আমীরুল্লা এই ৮ জনকে জুরীরা একযোগে দোষী সাব্যস্ত করেন। জজ জুরীদের সহিত একমত হইয়া উক্ত ৮ জনের প্রত্যেকের প্রতি ৫ বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দেন।

আসামী ইসাকের সম্বন্ধে জুরীদের সহিত একমত হইতে না পারিয়া জজ ইসাকের মামলা হাইকোর্টে রেফার করেন। অবশিষ্ট আসামীদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

১৯৩৪ সালের ১০ সেপ্টেম্বর তারিখে কামিনীপুরের ধনী মহাজন সুবর্ণ হালদারের বাড়ীতে উক্ত ডাকাতি হয় এবং নগদ ও অলঙ্কারে ডাকাতেরা প্রায় দশ হাজার টাকা লইয়া চম্পট দেয়।

আবগারীর সন্ধানে বন্দুক বাহির

গত ১৯শে মার্চ বারাসতের সীমান্ত নিকটবর্ত্তী পাকড়া অঞ্চলে টাঁক থানার অধীন ভারার কালান গ্রামের কয়েকখানি গৃহে আবগারী বিভাগের পুলিশ হানা দিয়া অনেক গাঁজা, দুইটি দোনালা বন্দুক, একটি একনালা বন্দুক, ২টিন বারুদ এবং বন্দুকের বিভিন্ন অংশের ও যন্ত্রপাতির একটী তাড়া প্রাপ্ত হইয়াছে। পুলিশ সোভা সিং নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিয়াছে এবং অপর তিনজন সন্দেহভাজন ব্যক্তি দৌড়াইয়া পলায়ন করিয়াছে।

টিটাগড় অস্ত্র প্রাপ্তির জের

গত বৃহস্পতিবার গোয়েন্দাবিভাগের কর্মচারিগণ কলিকাতার আরও কয়েকটি বাটীতে খানাতল্লাস করে এবং দুইজন বাঙ্গালী যুবককে ইলিসিয়াম রোডে লইয়া যায়। উক্ত খানাতল্লাসী টিটাগড় অস্ত্রপ্রাপ্তি সম্পর্কে হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

বহরমপুরে খানাতল্লাসীর হিড়িক

গত ২৭শে মার্চ অপরাহ্নে বহরমপুর সহরের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রায় পাঁচটি বাড়ীতে খানাতল্লাস করা হয়। ৫ জন যুবককে থানায় লইয়া গিয়া তাহাদের জবানবন্দী গ্রহণ করা হয়। তৎপর তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। প্রকাশ যে, আগ্নেয়াস্ত্রের সন্ধানে ঐ সমস্ত বাড়ীতে খানাতল্লাস করা হইয়াছে, পুলিশ নাকি কতকগুলি কাগজ-পত্র লইয়া গিয়াছে।

---

২৬ জন গ্রেপ্তার

চীফ কোর্ট ইন্সপেক্টর মিঃ শান্তিপদ চক্রবর্ত্তীর আদেশ অনুসারে গত বুধবার পুলিশ কোর্ট প্রাঙ্গণে ২৬ জন লোককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। প্রকাশ, ঐ সব লোক ঘুরিয়া এবং বসিয়া বেড়ায় অথবা ঐ স্থানে থাকিবার কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ ছিল না। তদন্তের জন্য আসামীদিগকে হেয়ার ষ্ট্রীট থানায় পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

দুইটি পুলিশ কোর্ট সন্নিলিত হইবার পর দুর্বৃত্তদিগের অত্যাচার বৃদ্ধি পায় এবং ইহাতে মামলাকারীদের বড়ই অসুবিধা হইতেছিল।

যশোহরপুরে ডাকাতি

গত ফেব্রুয়ারী মাসে ২৪ পরগণার অন্তর্গত সোনারপুর থানার এলাকাধীন বাগেরখোল গ্রামের বিশ্বেশ্বর মুখার্জ্জীর বাড়ীতে এক ডাকাতি হয়। উক্ত ডাকাতি সম্পর্কে আলিপুর গোয়েন্দা বিভাগের অফিসারগণ সাতজন লোকের একটী দলকে গ্রেপ্তার করিয়াছেন। এরূপ প্রকাশ যে, ডাকাতেরা ডাকাতি করিবার সময় উক্ত বাড়ীর লোকজনদিগকে রিভলভার দেখাইয়া ভয় প্রদর্শন করে এবং নগদ টাকাকড়ি ও অনুমান ৮০০৲ টাকা মূল্যের অলঙ্কারপত্র লইয়া পলায়ন করে। পুলিশ বৈহালীর অন্তর্গত হালিসহর হইতে একজন লোককে গ্রেপ্তার করে। প্রকাশ যে উক্ত লোকটাকে ফেরার বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছিল এবং তাহাকে ৫ বৎসরের জন্য বাঙ্গলা দেশ হইতে বহিষ্কৃত করা হইয়াছিল। ধৃত ব্যক্তিদের মধ্যে অপরাপরকে উক্ত গ্রাম ও কলিকাতা হইতে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃত লোকদিগের মধ্যে তিন জন আলিপুরের জনৈক ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট স্বীকারোক্তি করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে ; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৯৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের অসাধারণ সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতকরা ৬৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিদেশী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

[ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কুচবিহার ভিক্টোরিয়া কলেজের ভূতপূর্ব প্রধান ও প্রবীণ অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয়-বিরচিত এম-এ, মহোদয়ের গ্রেষণাপূর্ণ এবং প্রাঞ্জল লেখনীর অনুপম আখ্যান দ্বারা একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-সাহিত্য এই বিরাট, অভিনব ও আত্মীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-শোভিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সর্বশ্রেষ্ঠ প্রামাণ্য গ্রন্থের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমহাপ্রভুর প্রচারিত, শিক্ষার সমাক আলোচনা প্রথম খণ্ড ওজন অধ্যায়ে, প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় লেখা ও বিভূষিত শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের লিখিত মুখবন্ধ (Foreward) প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে পারিভাষিক শব্দের অনুক্রমণিকা (Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে বিষয়সার ও শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীলভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-ঠাকুর-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক পত্রিকা একাদশীতে প্রকাশিত হয়। প্রতি বর্ষ ৪৷০ টাকা ভিক্ষায় কলিকাতা বাগবাজার গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্রিকা। শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৷০

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ দাস-দ্বারা সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ বিনোদ সেবাতীর্থ বি-এল, বি-টি সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া গৌরাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষার মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল শ্লোক অক্ষরে এবং তাহাতে বর্তমান যুগে শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। অতি সুন্দর ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৯৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোক-সূচী, পদ্যসূচী, গান-সূচী, পাত্রসূচী, বিষয়-সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী-পত্র। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা উৎসব ও সময় বিরাট গ্রন্থের জগতের কোথাও আর সমান প্রকাশিত হয় নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। জনসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৯৲ নয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

		প্রথম ও দিনে		পরবর্ত্তি-সময়ে	
		সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা	সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা
প্রত্যেকবার	প্রতি লাইন	৷০	৶০	৶	
,,	,, ইঞ্চি	২৲	১৷০	১৷০	১৲
,,	,, সিকিকলম	৫৲	৪৲	৯৲	৩৲
,,	,, অর্দ্ধকলম	৮৲		৭৲	
,,	,, ১ কলম	১৫৲	১০৲	১০৲	

মাসিক হার

[যদি অন্ততঃ ১ বৎসরের জন্য চুক্তি করা হয়]

সংবাদ পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ৬৲, সিকি কলম ১৫৲, অর্দ্ধ কলম ২৫৲, এক কলম ৪০৲
বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ৪৷০, সিকি কলম ১২৲ অর্দ্ধ কলম ১৮৲, এক কলম ৩০৲ টাকা।

সাহায্যের হার

সডাক বার্ষিক ৯৲ নয় টাকা, ষাণ্মাসিক ৫৲ পাঁচ টাকা, ত্রৈমাসিক ২৷০ আড়াই টাকা, মাসিক ১৲ এক টাকা মাত্র। নমুনা প্রত্যেক সংখ্যা ৫ ...

ম্যানেজার, দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, জেলা নদীয়া। টেলিগ্রাম—"শ্রীধাম", নবদ্বীপ ...

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৫৩	৯—৫১,	১২—১১	১৭—৫৮,	২০—১৩
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—১৬,	১১—৩	১৮—০	১৮—৯,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩০	১১—৩১,	১৪—৯	১৮—১৩,	২০—৫৫

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

[illegible]

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১২-১০	১২-৩৪	১৫-০৬	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১২-১১	১২-৪২	১৫-৪৯	১৮-৫৩
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২০	১০-০	১২-৫১	১১-১২	১৬-১২	১৯-০৪

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়-
স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১০ম বর্ষ { ১২ বিষ্ণু গৌরাব্দ ৪৪৯. ১৮ই চৈত্র বঙ্গাব্দ ১৩৪১. ১লা এপ্রিল ইং ১৯৩৫ সোমবার } ২৬৩তম সংখ্যা

বেড়ুলীতে শ্রীল প্রভুপাদ

বিগত ২৫শে মার্চ ১১ই চৈত্র সোমবার অপরাহ্ন ৫ ঘটিকার সময় বেড়ুলী গ্রামে একটী বিরাট্ সভার অধিবেশন হয়। শ্রীল প্রভুপাদ সভায় উচ্চ মঞ্চোপরি আসনগ্রহণ করিলে উপদেশক শ্রীপাদ নিতাইদাস ব্রহ্মচারী "এমন দুর্মতি সংসার ভিতরে" গীতিটী উদ্বোধন-সঙ্গীতরূপে গান করিলে মহামহোপদেশক শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের গলদেশে চন্দনসিক্ত সুগন্ধি পুষ্পমাল্য বিলম্বিত করেন এবং উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ বিনোদবিহারী কৃতিরত্ন প্রভু বিদ'গুপাদগণের গলদেশে মালা অর্পণ করেন।

তৎপরে শ্রীল আচার্য্যদেবের অনুকম্পিত রঘুনাথপুরবাসী শ্রীযুক্ত হরিপদ মজুমদার মহাশয় বেড়ুলী-গ্রামবাসীর পক্ষ হইতে একটী মুদ্রিত অভিনন্দন পাঠ করেন। অতঃপর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি মহারাজ ন্যূনাধিক একঘণ্টাকাল 'বৈষ্ণব-মহিমা ও শ্রীল প্রভুপাদের কৃপা' সম্বন্ধে ওজস্বিনী ভাষায় বিশেষ পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন। স্বামীজী বক্তৃতায় নিম্নোক্ত বিষয়গুলি বিশেষভাবে আলোচনা করেন।

"কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা", 'মদ্-বিধানং নৃনাং পুংসিনাং তীনচেতসাং', ন যৎবচশ্চিত্রপদং হরের্যশো, তুত্তিনিত্তং বর্ণকতে ভগবৎবর্ণমো, জগত্ ভাসৈঃ" এবং বৈষ্ণবধর্ম্মমর্ম্ম-প্রবন্ধের কথা।

অনন্তর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ "এমন ভক্তাদ্ বিমুক্ত বৈরাগ্য অবলম্বনীয় মুহুঃবিরক্ত অনুগ্রহণাদের চরিত্র নূনঃ স্বভাবি ভবানি করুণবন্ত" শ্লোকটী বিচারমূলে শ্রীল প্রভুপাদের অনুকম্পার কথা গবেষণাপূর্ণ যুক্তি সহকারে বজ্রগম্ভীর নিনাদে কীর্ত্তন করেন। এই সময় সভামধ্যে একটী সর্প প্রবেশ করায় সমবেত সভ্যগণ বিশেষ উদ্বিগ্ন হইয়া উঠেন কিন্তু সর্পটী কাহারও প্রতি হিংসা স্বভাব প্রকাশ করে নাই। সে যেন গৌরবাণী শ্রবণ ও গৌরজনের দর্শনার্থই তথায় আগমন করিয়াছিল। সভায় অসংখ্য হিন্দু ও মুসলমান প্রায় ৩০০০ হাজার শ্রোতার সমাগম হইয়াছিল। সভার প্রারম্ভে ও মধ্যে মধ্যে হরিধ্বনি ও করতালি সংযোগে উল্লাস জ্ঞাপিত হইয়াছিল। শ্রোতৃগণ বিশেষ নিবিষ্টচিত্তে বক্তৃতা শ্রবণ করিতেছিলেন। তদনন্তর ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কৃপাপূর্ব্বক একটী সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে।

ঔড়ুলোমী মহারাজের হরিকথা

[এম্-ডি-ও শ্রীযুক্ত মোহনলাল সিংহ মহাশয়ের পরিপ্রশ্নের উত্তরে গত ২রা ফেব্রুয়ারী তারিখে কীর্ত্তিতাংশের মর্ম্ম]

প্রঃ। মহারাজ! মনঃসংযোগের উপায় কি?

উঃ। আপনি উত্তম প্রশ্ন করিয়াছেন। শাস্ত্র বলেন—

"দানং স্বধর্ম্মো নিয়মো যমশ্চ
শ্রুতঞ্চ কর্ম্মাণি চ সদ্ব্রতানি।
সর্ব্বে মনোনিগ্রহলক্ষণান্তাঃ
পরো হি যোগো মনসঃ সমাধিঃ॥"
(ভাঃ ১১।২৩।৪৫)

দান, স্বধর্ম্মাচরণ, যম, নিয়ম, বেদাধ্যয়ন, সৎকর্ম্মানুষ্ঠান, ব্রতাদিপালন, এই গুলির উদ্দেশ্য মনকে নিগ্রহ করা। মন যদি সংযত হয় তবে সমস্তই সত্য, নতুবা সবই ব্যর্থ। সুতরাং মনের যে সমাধি তাহাই পরম সমাধি।

মনকে স্থির করিতে হইলে কৃষ্ণ-সান্মুখ্য-কারিণী নির্ম্মলা বা শুদ্ধা ভক্তির শরণগ্রহণ করা দরকার। শাস্ত্র বলেন—

"ভক্তিস্ত্বয়ি স্থিরতরা ভগবন্ যদি স্যা-
দ্দৈবেন নঃ ফলতি দিব্যকিশোরমূর্ত্তিঃ।
মুক্তিঃ স্বয়ং মুকুলিতাঞ্জলি সেবতেঽস্মান্
ধর্ম্মার্থকামগতয়ঃ সময়প্রতীক্ষাঃ॥"

হে ভগবন্! তোমাতে যদি আমাদের স্থিরা ভক্তির উদয় হয়, তা'হ'লে তোমার কিশোরমূর্ত্তি স্বতঃই আমাদের হৃদয়ে উদিত হন। তখন ধর্ম্ম, অর্থ, কামরূপ ত্রিবর্গ ও মুক্তিরূপ অপবর্গ-প্রার্থনার কিছুমাত্র প্রয়োজন হয় না; কেননা তখন স্বয়ং মুক্তিই কৃতাঞ্জলিপুটে আমাদের সেবা করিতে থাকে আর ধর্ম্ম ও অর্থকামের ফলসমূহ আমাদের আদেশ-কাল প্রতীক্ষা করিতে থাকে। তখন মনকে মনঃসংযোগ থেকে অবসর দেওয়ার জন্য বাহ্য চেষ্টার প্রয়োজন কি? তবে সম্বন্ধ-জ্ঞানাভিজ্ঞ অবস্থায় মনের চাঞ্চল্য দূর করবার যে চেষ্টা করা হয়, তদ্দ্বারা মনের একটা সাময়িক সাম্যভাব দেখা দিলেও তা'র পূর্ণাবস্থা লাভ করিতে বেশী বিলম্ব হয় না। কিন্তু সম্বন্ধজ্ঞানদাতা শ্রীগুরুদেবের কৃপায় যখন জীবের সহিত সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, তখন অবরোহপন্থায় শুদ্ধভক্তি অনুশীলন করিবার সুবিধা হয়। তৎপূর্ব্বে বা আরোহপন্থায় মূল বস্তুর সন্ধানে প্রবৃত্তি আসিলেও উপলব্ধি হয়।

অবরোহমার্গে পাঁচটী রস দেখা যায় এবং সেই সকল রসের বিষয়—শ্রীকৃষ্ণ। পঞ্চরস যথা—

শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। ছত্র, পাদুকা প্রভৃতি শ্রীভগবানের শান্তরসের সেবকগণ অশেষরূপে প্রভুর আনন্দবর্দ্ধন করিয়া থাকেন। যেখানে শান্তযোগ সেখানে প্রভু-দাস্যজ্ঞান, বিশ্রম্ভসখ্যে কৃষ্ণকে বন্ধুজ্ঞান, বাৎসল্যে সেবাবস্তুতে পুত্রবুদ্ধির উদয়, মাধুর্য্যে অপ্রাকৃত নায়িকাগণের কান্তসেবা-চাতুর্য্য পূর্ণ পঞ্চরসের সমাবেশ দেখা যায়।

প্রশ্ন। আনন্দলাভের উপায় কি?

উত্তর। শ্রীভগবান্—"রসো বৈ সঃ" বা আনন্দস্বরূপ। তাঁ'র বৈকুণ্ঠ নাটক সে-রূপ আমাদের আস্বাদনের বিষয় হয় না। আমরা কিছু আনন্দ পাব, ভগবান্ আমাদিগকে আনন্দ দান করুন, এটা সেবা নয়; পরন্তু নিজানন্দের আবাহন মাত্র। পরের আনন্দে বা পরেশের প্রতিকূলপক্ষে নিত্যানন্দ বর্ত্তমান, জড়ানন্দে নহে। জড়ানন্দেরই নাম আর পরানন্দটীই প্রেম।

"আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছা তা'রে ব'লি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম॥"

কাম এবং প্রেম দেখিতে ঠিক একরকম হ'লেও তদুভয়ের পার্থক্য হেম ও লৌহের ন্যায়।

স্বামীজী মহারাজের শ্রীমুখে এ সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়া এস্, ডি, ও শ্রীযুক্ত মোহনলাল সিংহ মহাশয় পরম আনন্দিত হন।

কৃষ্ণ আমার পাতা, যাবে' আমার সর্বস্বরূপ। আত্মনিবেদন-দৈন্যে সুচারু প্রকাশ।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১২ বিষ্ণু মধুসূদন সংখ্যা ৪৪৯

গৃহত্যাগে ভেদ

যাঁহারা ত্যাগ করেন তাঁহাদিগকে সাধারণতঃ ত্যাগী বলা হয়। কিন্তু শুদ্ধভক্ত বৈষ্ণবগণ কদাপি ত্যাগিত্ব স্বীকার করেন না বলিয়া তাঁহাদিগকে ত্যাগী বলা হয় না। কারণ তাঁহারা স্বসুখে উদাসীন হইয়া কৃষ্ণ-সুখবিধানের জন্য সাধন। সেইজন্য গৃহস্থ বা সাধুগণ বৈষ্ণবগণকে ত্যাগী বা ভোগী আখ্যা না দিয়া ভক্ত আখ্যা দিয়া থাকেন। বৈষ্ণবের গৃহত্যাগ ও অন্যকামী ত্যাগীর গৃহত্যাগ বাহ্যতঃ দেখিতে এক হইলেও তাহাতে আকাশপাতাল ভেদ বর্তমান। একজন স্বসুখের জন্য গৃহত্যাগ করেন আর অপর একজন কৃষ্ণসুখের জন্য গৃহত্যাগী। ভগবান্ নিজে দুইটী রূপ ধরিয়া সাধারণ ত্যাগের নিরর্থকতা এবং বৈষ্ণবের সংসারত্যাগের সার্থকতার কথা আমাদিগকে জানাইয়াছেন।

বুদ্ধদেব ও মহাপ্রভুর সংসারত্যাগের কথা বিশেষভাবে আলোচনা করিলে আমরা উভয়ের পার্থক্য অবধারণ করিতে সমর্থ হই। শ্রীমহাপ্রভু স্বয়ং ভগবান্ নিত্য আর শ্রীবুদ্ধদেব এই লোকের অবতারবিশেষ অন্তর্ম। শ্রীবুদ্ধদেব নির্বাণ-লাভরূপ স্বার্থের বশীভূত হইয়া সংসার ত্যাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু পরম নিরপেক্ষ শ্রীচৈতন্যদেবের সংসারত্যাগলীলার মধ্যে ঐরূপ স্বপরের কোন স্বার্থের লেশমাত্রও বিচিন্তনমাত্র। তাঁহার প্রত্যেক কার্যই কৃষ্ণানুশীলন-তৎপরতা-সেবাপরা। "পরবিধি এবান্" এই বাক্যানুসারে শ্রীচৈতন্যদেবের আদর্শানুসরণ বা শিক্ষা গ্রহণ করাই আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য।

শ্রীমহাপ্রভু সকল অবতারের অবতারী। তাঁহার চেয়ে শ্রেষ্ঠ বা তাঁহার সমান আর কেহ নাই। মানুষ যাহা জানিয়াছে বা জানিতে পারে, এমন কোনও কথা বলিবার জন্য শ্রীগৌরসুন্দর এ সংসারে আসেন নাই, পরন্তু যাহা নিত্য দুর্লভ অবতারে কখনও প্রকট হয় নাই তাহা আপামর সাধারণে প্রদান করিবার জন্য তাঁহার ভূলোকে আগমন। স্বয়ং ভগবান হইয়াও তিনি [illegible] করিয়া [illegible] নিত্যানন্দের শিক্ষার জন্য তাঁহার এই সন্ন্যাসলীলার অভিনয়। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ [illegible] শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইতে পারিলেই গৃহত্যাগের সার্থকতা বা সার্থকতা উপলব্ধি করিতে পারিয়া ধন্য হইবেন এবং ত্যাগী না হইয়া [illegible] হইবার সৌভাগ্য [illegible] কৃষ্ণের সুখ লাভ করিয়া থাকেন

সভাপতির অভিভাষণ

(২)

তিনি আমাদের মত গুরুদেবের জীবন ধর্ম্মের পূর্ণতম ভক্তিবিনোদ ও ভক্তিসিদ্ধান্ত বাণীর আশ্রয়ে সেই ভক্তিবিনোদ ও ভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণীর সেবা করাটাই মনুষ্য-জীবনের একমাত্র কর্ত্তব্য বলিয়া বহুকাল পূর্ব্বে বরণ করিয়া লইয়াছেন। তাঁহার মত সেরূপ বয়সে আমি কিন্তু সংসারক্ষেত্রে বর্তমান কারণ ভোগোন্মত্ত অবস্থায় কাটাইয়াছি। ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী শ্রবণ করিবার সৌভাগ্য সকলের ঘটে না। শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজ সর্ব্বাগ্রে সর্ব্বাপেক্ষা করাটাই অর্থাৎ ভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর দ্বারা শ্রীমৎ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতীর সেবা করাটাই যে "সর্ব্বা[illegible]" এই [illegible]-লোকের সার অনুশীলন, তাহা নিজ জীবনের আদর্শ আচরণ দ্বারা আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন ও দিতেছেন।

এই বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্র হিসাবে যাঁহারা তাঁহার সাক্ষাৎ সম্বন্ধেই হইবার সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহারা বাস্তবিকই ধন্য; কারণ আপনাদিগের হৃদয়ে প্রথম হইতেই তিনি যে ভক্তিবীজ বপন করিয়া দিয়াছেন, সেই বীজ উপযুক্ত হইবার যদি কোন দিন সুযোগ হয়, তবে তাহা একদিন মহীরুহে পরিণত হইয়া শ্রীভক্তি-বিনোদ-মনোহভীষ্ট তথা শ্রীচৈতন্যমনোহভীষ্ট-পূরণে সমর্থ হইবে এবং মহাপ্রভু কথিত বাক্যের সার্থকতা ঘটিবে —

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ॥
মালী হঞা সেই বীজ করে আরোপণ।
শ্রবণ কীর্ত্তন-জলে করয়ে সেচন॥
উপজিয়া বাড়ে লতা ব্রহ্মাণ্ড ভেদি' যায়।
বিরজা ব্রহ্মলোক ভেদি' পরব্যোম পায়॥
তবে যায় তদুপরি গোলোক বৃন্দাবন।
কৃষ্ণচরণ-কল্পবৃক্ষে করে আরোহণ॥

* * * *

তাঁহা সেই কল্পবৃক্ষের করয়ে সেবন।
সুখে প্রেমফল-রস করে আস্বাদন॥

সংসারের সর্বাপেক্ষা প্রিয়তম ত্যাগে দুঃখভোগের পর পুনরাবৃত্তির সম্ভাবনা থাকিয়া যায়। কিন্তু সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া স্বগৃহে বা গুরুগৃহে অবস্থানপূর্বক কৃষ্ণসেবা করিবার জন্য যে স্পৃহা সেই সেবানুকূল ত্যাগ ভক্তাঙ্গেরই অন্তর্গত। ভক্ত্যনুকূল ত্যাগ ও ভক্তিপ্রতিকূল ত্যাগের মধ্যে সর্ব্বতি আকাশ ও পাতালের ন্যায় দুঃখসাগরনিমজ্জিনী। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ উভয় ত্যাগের পার্থক্য লক্ষ্য করিয়া সাবধান হ'ন।

এই ত পরমফল পরম-পুরুষার্থ।
যার আগে তৃণতুল্য চারি-পুরুষার্থ॥

যে শ্রীগুরুপাদপদ্মের শিক্ষায় শিক্ষিত ও দীক্ষিত হইয়া তিনি শুধু ভারতে কেন, পাশ্চাত্যদেশেও মনীষিবৃন্দের নিকট বরেণ্য হইয়াছেন, তাঁহার শুভ সাধুসঙ্গে আপনারা সেই শিক্ষালাভ করিবার সুবর্ণসুযোগ লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছেন। এ দেশে বহু বহু বিদ্যালয় থাকিলেও ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের যে বৈশিষ্ট্য আছে, তাহা অন্য কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া যায় না। জগতে অপরা বিদ্যাশিক্ষার কেন্দ্রসমূহের অভাব নাই। কিন্তু সেই সকল বিদ্যালয়ে যে সকল শিক্ষা প্রদত্ত হইতেছে, তাহাতে সাময়িক কিছু সাময়িক সুবিধার সুযোগ দিতে পারিলেও, মানবের নিত্যকালের মঙ্গলের কিছু সুবিধা করিয়া দিতে পারে না।

আমরা জীব, অতএব নিত্য। নিত্য বস্তুর পক্ষে বা অনিত্য সুখসুবিধা লইয়া কি লাভ? নিত্যবস্তুর নিত্যমঙ্গল অনুসন্ধান করাটাই বুদ্ধিমানের পরিচয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সেইরূপ চেষ্টার জন্য অন্য কোন বিদ্যালয়ের আগ্রহ দেখা যায় না। পিতা যদি পুত্রের কেবলমাত্র আপাত ইন্দ্রিয়সুখের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া পুত্রকে নিত্যমঙ্গলের জন্য কঠোর শাসন হইতে বিরত থাকেন, তবে সে পিতা পুত্রের হিতৈষী নহেন, বরং তাহার শত্রু। সেইরূপ যে বিদ্যালয় কেবলমাত্র অপরা বিদ্যা শিক্ষা দিয়াই কান্ত হয়, পরবিদ্যা-দানের জন্য কোন চেষ্টা করে না, সেইরূপ বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ ছাত্রগণের প্রকৃত হিতৈষী নহেন। Godless educationএর ফল যে কি বিষময় হইতেছে, তাহা বর্তমান যুগের ছাত্রবৃন্দের আচার ব্যবহারে প্রচুর পরিমাণে দৃষ্ট হইতেছে। পিতাপুত্রে বিরোধ, স্বামী স্ত্রীতে বিরোধ, ভ্রাতায় ভ্রাতায় বিরোধ, বন্ধুতে বন্ধুতে বিরোধ, প্রতিবেশী প্রতিবেশীতে বিরোধ, দেশবাসী দেশবাসীতে বিরোধ, সর্বত্র কেবল বিরোধের তাণ্ডবনৃত্য, স্বার্থের বা ইন্দ্রিয়তর্পণের বাজার কেবলমাত্র সংঘর্ষ দেখা যাইতেছে। যে সুখ-শান্তির জন্য মানব জীবনব্যাপী প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে, সে সুখশান্তি কোথায়? আলেয়ার মত সুখের পশ্চাতে মানুষ ধাবিত হইয়া কোথায় চলিয়া যাইতেছে তাহা বুঝিতে পারিতেছে না। পরিণামে সুখের পরিবর্তে দুঃখই তাহাদের অদৃষ্টে জুটিতেছে।

সেই পরা বিদ্যার আলোক পাশ্চাত্যদেশে বিকীরণ করিবার জন্য তীর্থ মহারাজ আপনাদের ছাড়িয়া বিলাতে গিয়াছিলেন এবং তিনি যে সে-দেশে সফলকাম হইয়াছেন তাহা আপনারা অভিনন্দনপত্রে প্রকাশ করিয়াছেন। সে-সম্বন্ধে আমার অধিক কিছু বলা বাহুল্য মাত্র। আপনারা তাঁহার বিলাতযাত্রার সময় যে আনন্দ প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে বোম্বাইএ telegram করিয়াছিলেন, তাহাতে আপনাদের হৃদয়ের আর্ত্তি সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছিল। তিনি শ্রীগুরুপাদপদ্মের বাণী বিদেশবাসিগণকে শ্রবণ করাইয়া যেরূপ সফলকাম হইয়াছেন, তাহাতে আপনাদের কেন, নিরপেক্ষ ব্যক্তিমাত্রেরই আনন্দ হওয়াই স্বাভাবিক। জীবের নিত্যকল্যাণের বাণী যতই প্রচারিত হইবে, ততই দেশে সুখশান্তির আলোক দেখা যাইবে এবং বিরোধ, সংঘর্ষ, যুদ্ধাদি ব্যাপার প্রশমিত হইতে থাকিবে। অন্যথায় যুদ্ধাদি প্রশমনের অন্য কোন উপায় নাই। এ বিষয়টি পাশ্চাত্য দেশবাসিগণ এখনও ধরিতে পারিতেছে না।

শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজের প্রত্যাভিভাষণে আপনারা তাঁহার সুদীর্ঘ বিলাত প্রবাসের অনেক কথা, বিশেষতঃ তাঁহার কার্যাবলী এবং শিক্ষক ও ছাত্রমণ্ডলীর কর্ত্তব্যবিষয়ে বহু গবেষণাপূর্ণ উপদেশাবলী শ্রবণ করিলেন। তিনি তাঁহার দীর্ঘ জীবনে যে সরস্বতীবাণীর আনুগত্য করিয়া জীবন সার্থক করিতেছেন, সেই বাণীর আনুগত্যের ফল, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বৈশিষ্ট্য নির্ণয় ও তুলনামূলক গবেষণার ফল তিনি আমাদিগকে জানাইয়াছেন। তিনি সুদূর বিলাতে বাস করিলেও যে আপনাদিগকে এক মুহূর্তের জন্য ভুলিতে পারেন নাই। আপনাদিগের মঙ্গলের জন্য সর্বদাই চিন্তা করিয়াছেন, ইহা আপনাদের খুব সৌভাগ্যের পরিচয় সন্দেহ নাই। আমরা যদি বৈষ্ণবের চিন্তার গণ্ডীর মধ্যে অবস্থান করিতে পারি, তদপেক্ষা অধিক সৌভাগ্য আর কিছু নাই। কারণ আমরা যত অসুবিধার মধ্যে পড়ি না কেন, বৈষ্ণবের স্মরণ দ্বারা আমরা সুরক্ষিত হইতে পারিব। অতএব আপনারাই ধন্য।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে আমি ভাগবত নহি, ভাগবত শিক্ষা দিবার যোগ্য ব্যক্তিও আমি নহি, ভাগবতের দাসানুদাস হইবার জন্য আমার প্রয়াস, তাই আপনাদের জন্য এই সব কথা কীর্তন করিতেছি। ইহাতে আমার সঙ্গে সঙ্গে যদি আপনাদের কাহারও কিছুমাত্র উপকার হয়, তবে আমিও ধন্য হইব। আমি বক্তা বা শিক্ষক নহি, সেইজন্যই চিরকাল [illegible] হইয়াও, তদ্-যোগে থাকায় ও অবসরে নিমজ্জিত। আপনারা আমার শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবক, তাই "গুরুর সেবক হয় মান্য আপনার" বিচারে আপনারা পূজনীয়। আপনারা কৃপা করুন, আমি যেন শ্রীগুরুপাদপদ্মের বাণীর

বৈরাগী ভাই গ্রাম্যকথা না শুনিবে কানে। গ্রাম্যবার্ত্তা না কহিবে যবে মিলিবে আনে॥

নিত্যসেবক হইতে পারি। আমার জীবন প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, ভিক্ষাগ্রহণের অভিনয় করিয়াও আমি কায়, মন ও বাক্যকে দণ্ডিত করিতে না পারিয়া গুরুপাদপদ্মে অপরাধী হইতেছি। আপনারা সকলে কৃপা করুন, যেন আমি সেই অপরাধ হইতে মুক্ত হইয়া গুরুদেবের আপনাদের সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে পারি। সর্বশেষে, ইহাই প্রার্থনা করিতেছি, আবোল তাবোল বকিয়া আপনাদের বহুমূল্য অনেক সময় নষ্ট করিলাম। যদি কোথাও কোন ভাবে আপনাদের নিকট অপরাধ করিয়া থাকি বা কোন প্রকারে উদ্বেগ দিয়া থাকি, আপনারা নিজগুণে আমাকে মার্জনা করিবেন।

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ॥

ধন্যবাদ প্রদান

অতঃপর সভাপতিকে ধন্যবাদ-প্রদানমুখে সংস্কৃত কলেজের মহোপদেশক আচার্য শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব বি-এল মহোদয় নিম্নলিখিত মর্মে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন :—

ধন্যবাদ-প্রদানকার্যে সভাপতির গুণ ও প্রশস্তি বর্ণন করাই সাধারণ বিধি। সভাপতি যেখানে সাধারণ প্রাকৃত মানব সেখানে তাঁহার প্রশস্তিবর্ণনে কেবলমাত্র লৌকিকতা ও সৌজন্যতা ব্যতীত অন্য কোন উপকার হয় না। কিন্তু এই সভার যিনি সভাপতি তিনি সাধারণ জড়বদ্ধ মানব নহেন, তিনি 'ভক্তিসদন ভাগবত' বা 'শুদ্ধ বৈষ্ণব'। অতএব বৈষ্ণবের গুণ-বর্ণন করাই মাদৃশ বদ্ধ জীবের নিত্যমঙ্গললাভের একমাত্র উপায়। স্বয়ং সভাপতি মহোদয়ও তাঁহার অভিভাষণের মধ্যে ঐ কথাই অর্থাৎ বিষ্ণু-বৈষ্ণবের গুণ-কীর্তনের দ্বারা বদ্ধ জীবের চরম কল্যাণলাভের কথাই আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন। সাধু, শাস্ত্র ও গুরুবাক্যের মধ্যেও আমরা এই কথাই সর্বদা লক্ষ্য করিয়া থাকি। যথা—"জিহ্বা ফলং মাদৃশং গুণকীর্তনং চ।" যে জিহ্বা বিষ্ণু-বৈষ্ণবের গুণ-কীর্তন না করিয়া ইতর কথায় রত সে-জিহ্বা ভেক জিহ্বা-সদৃশ এবং তাহা নিজ মৃত্যুসদৃশ সর্পের আহ্বান করিয়া থাকে মাত্র। তাই শুদ্ধবৈষ্ণবগণ আমাকে ভেকের কথার মত দেখিয়া আমার প্রতি অহৈতুকী করুণার প্রকৃষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। সেই বৈষ্ণবের দাসত্বের বৈষ্ণবের গুণগাথা কীর্তন পূর্বক যেন আত্মশোধন করিতে পারি, আপনাদের সকলের চরণে ইহাই প্রার্থনা।

সভাপতি মহোদয়ের সাধারণ জাগতিক ব্যবহার যাঁহারা দেখিয়াছেন বা যাঁহারা তাঁহার সহিত ব্যবহার করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাঁহাদের অনেকেই জানেন যে, তিনি তাঁহার পূর্বাশ্রমে একজন চক্ষু-রোগের চিকিৎসক ছিলেন। বর্তমানে ত্রিদণ্ড বেশ গ্রহণ করিয়া তিনি উভরোগ ও ভবরোগ—দুই রোগেরই চিকিৎসক। যাঁহারা অন্তরঙ্গভাবে তাঁহার সহিত মিশিয়াছেন, তাঁহারা বেশ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন যে, যে 'ভক্তিসম্পত্তি' কোন একটি মানুষকে প্রমত্ত করিয়া নিত্যানন্দের সেবা হইতে বঞ্চিত করিতে পারে তিনি সেইরূপ 'ভক্তিসম্পত্তি'র প্রচুর অধিকারী হইয়াও তাহাদিগকে দূরভাবে করতঃ "এতাং সমাস্থায় পরাত্মনিষ্ঠামধ্যাসিতাং পূর্বতমৈ র্মহদ্ভিঃ। অহং তরিষ্যামি দুরন্ত-পারং তমো মুকুন্দাঙ্ঘ্রি-নিষেবয়ৈব॥"— এই ত্রিদণ্ডি-ভিক্ষুর গীতি অনুসরণ পূর্বক মুকুন্দসেবাব্রত গ্রহণ করিয়াছেন। অনেকে হয়ত বলিবেন যে, সভাপতি মহোদয় ত' প্রাচীন হইয়াছেন। উঁহার আর সংসারে কিসের মায়ামমতা? কিন্তু বন্ধুগণ, নিজেদের অন্তঃকরণ একবার অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারি যে, অন্যান্য অবস্থা অপেক্ষা বার্ধক্যেই স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, দেহ, গেহ, আত্মীয়-স্বজন ও অর্থাদির প্রতি অধিক মমতা বা আসক্তি লক্ষিত হয়। বার্ধক্যে সকল ইন্দ্রিয়ের সকল বস্তুই দুর্বল ও শিথিল হইতে থাকে, ইন্দ্রিয়সকলের ভোগের পিপাসা ততই বৃদ্ধি পাইতে থাকে। কিন্তু সভাপতি মহোদয়ের সম্বন্ধে এরূপ বিচার প্রযোজ্য নহে।

তিনি ৪০ বৎসরকাল চক্ষুরোগের চিকিৎসাকার্যে নিযুক্ত থাকিয়া বেশ বুঝিতে পারিলেন যে, কেবল দেহরোগের চিকিৎসা দ্বারা মনুষ্যসমাজের চরম কল্যাণের কোন সুবিধা করা যাইতে পারে না। এখন তিনি দেহসম্পর্কিত আত্মীয়স্বজনগণের সঙ্গ পরিত্যাগ পূর্বক 'আপনি আচরি' ধর্ম জীবেরে শিখায়' মহাপ্রভুর এই আদেশ অনুসরণ করিয়া ভবরোগের চিকিৎসা করিতেছেন এবং আমাদিগকেও সেই সনাতনধর্মের উপর শিক্ষা দিতেছেন। মানুষের মধ্যে কেহ দেখিয়া শিখে, কেহ শুনিয়া শিখে, আবার কেহ বা নিজে ভুক্তভোগী হইয়া শিক্ষালাভ করে। যাঁহারা সংসারের সুখ 'দিল্লীকা লাড্ডু' বোধ করিয়া তাহা পরিত্যাগ পূর্বক 'বয়োধর্ম্মাৎ বয়োজ্যেষ্ঠাঃ পরং দূরং' নিরস্তকুহক বিচারে পরমার্থতত্ত্ব শ্রেষ্ঠ জ্ঞানের আদর করার উপযোগিতা নিজ আচরণ দ্বারা শিক্ষা দেন, তাঁহারা আমাদের সর্বতোভাবে পূজনীয়।

"যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ততে॥"

গীতার এই বাণী সভাপতি মহোদয় মর্মে মর্মে অনুভব করিয়া স্বয়ং আমাদিগকে শিক্ষা দিতে তাঁহার মহত্ত্বের পরিচয় দিয়াছেন। তিনি তাঁহার অভিভাষণে যেরূপ দৈন্যের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা একমাত্র বৈষ্ণবেরই সম্ভব হয়। মহাপ্রভুর পাদপদ্মাশ্রয়কারী বৈষ্ণবগণই ঐরূপ দৈন্য প্রকাশ করিয়া থাকেন এবং অন্যের পক্ষে উহা কপটতা এবং দৈন্যের ছলনায় প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষারই প্রকার-ভেদ মাত্র।

তাঁহার সরল, অমায়িক ব্যবহার মনুষ্যমাত্রকেই আকৃষ্ট না করিয়া থাকিতে পারে না এবং তাঁহার তৃণাদপি সুনীচতা, অমানিত্ব ও মানদত্ব প্রভৃতি প্রকৃত বৈষ্ণবত্বেরই পরিচয় সন্দেহ নাই। তিনি যে কিরূপ বিষয়-বিরক্ত, তাহা যাঁহারা তাঁহার সহিত মিশিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহারাই উপলব্ধি করিয়াছেন। "বৈরাগ্যযুগ ভক্তগণের বৈরাগ্য-প্রধান। যাহা দেখি' প্রীত হন গৌর ভগবান্॥" তাঁহার বৈরাগ্য দেখিয়া বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, তিনি বাস্তবিকই মহাপ্রভুর ভক্তগণের অন্যতম। এরূপ না হইলে কি তিনি মুকুন্দপ্রেষ্ঠ শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রেষ্ঠ হইতে পারেন?

তাঁহার নিকট হইতে একান্তভাবে সভায় অভিভাষণ শুনিবার আমাদের কোনদিন সৌভাগ্য হয় নাই। তিনি বহুবর্ষ দৈন্যবশে এ বিষয়ে তাঁহার অযোগ্যতারই বিজ্ঞাপন দিয়া থাকেন। কিন্তু আজ তিনি যে অভিভাষণ দিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার স্বরূপ প্রকাশ করিয়া নিজেকে ধরা দিয়াছেন। সত্য কখনও না একদিন আত্মপ্রকাশ করিবেই করিবে। তাঁহার সম্বন্ধে ধন্যবাদ-মুখে অনেক কথাই বলা যাইতে পারে, কিন্তু সময় সংক্ষেপ বিধায় আমি সেই সভাপতি মহোদয়ের চরণে শুভেচ্ছাপূর্বক বিদায় গ্রহণ করিতেছি। সভার যে সকল বক্তৃবর্গ উপস্থিত হইয়া আমাদিগকে উৎসাহিত করিয়াছেন, তাঁহাদিগকেও যথাযোগ্য ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

"সরস্বতীজয়শ্রী"

[বৈষ্ণব-পর্ব]

প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের কৃপা যে-রূপে যাঁহার অন্তরে একরূপ উপলব্ধ করিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে। ভিক্ষা ৪ টাকা মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার কলিকাতা।

গৌড়ীয়মঠে শ্রীল প্রভুপাদ

জগদ্গুরু প্রভুপাদ শ্রী শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর গত ২০শে মার্চ শুক্রবার ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিবেক ভারতী, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবৈভব সাগর, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিস্বরূপ পর্বত, মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্তিসারঙ্গ, উপদেশক আচার্য শ্রীপাদ পরমানন্দ বিদ্যারত্ন ভক্তিভৃঙ্গ, মহোপদেশক শ্রীপাদ রাধারমণ ব্রহ্মচারী প্রমুখ সেবকগণ সহ রাত্রি ১১ ঘটিকার সময় কলিকাতা গৌড়ীয়মঠে শুভ পদার্পণ করিয়াছেন। শ্রীমঠের সেবকগণ শিয়ালদহ ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া সপার্ষদ শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্ম বন্দনা করিয়াছেন। ঐ দিবস মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্ত বাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুও শ্রীধামমায়াপুর হইতে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে শুভাগমন করেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসর্বস্ব গিরি, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিহৃদয় বন, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুধীর যাচক মহারাজ ও কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ গত ৩০শে মার্চ প্রাতে শ্রীগৌড়ীয়মঠে উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহারা শীঘ্রই বিভিন্ন প্রদেশে প্রচারে বহির্গত হইবেন।

সার কথা

প্রধান সাধনপঞ্চক কি?

সৎসঙ্গ, কৃষ্ণসেবা, ভাগবত, নাম।
ব্রজে বাস এই পঞ্চ সাধন প্রধান॥
এই পঞ্চ মধ্যে এক স্বল্প যদি হয়।
সুবুদ্ধি জনের হয় কৃষ্ণপ্রেমোদয়॥

—চৈঃ চঃ মধ্য ২৪শ

সাধকের পক্ষে বিষয়ীর অন্ন ত্যাজ্য কেন?

বিষয়ীর অন্ন খাইলে মলিন হয় মন।
মলিন মন হৈলে নহে কৃষ্ণের স্মরণ॥
বিষয়ীর অন্ন হয় রাজস নিমন্ত্রণ।
দাতা ভোক্তা দুঁহার মলিন হয় মন॥

চৈঃ চঃ অন্ত্য ৬ষ্ঠ

বৈষ্ণবোচ্ছিষ্ট গ্রহণের ফল কি?

(প্রভু) বৈষ্ণবের গুটা পাব
ছাড়ি সুধাভাণ্ড।
যাহা হইতে পাইবে বাঞ্ছিত সব কাম॥
কৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট হয় মহাপ্রসাদ নাম।
ভক্তশেষ হৈলে মহা-মহাপ্রসাদাখ্যান॥

চৈঃ চঃ অন্ত্য ১৬শ

স্বপনে ও না কর ভাই স্ত্রী-সম্ভাষণ। গৃহে স্ত্রী ছাড়িয়া ভাই আসিয়াছ বন॥

শুদ্ধভক্তি মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ

(আকর-মঠরাজ)

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ হাত উত্তর-পূর্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যের শ্রীচৈতন্যদেবের ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ বিরাজমান। এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, ব্রহ্মানন্দপীঠ বা মুক্তমঙ্গলমণ্ডলী। এই মঠ-মন্দিরে শ্রীগান্ধর্ব্বা-গোবিন্দ ... শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী ... আচার্য্য-চতুষ্টয় ... বিগ্রহের অর্চ্চন ... হইয়াছেন। এই মঠ হইতে সাপ্তাহিক দৈনিকপত্র 'নদীয়া-প্রকাশ', সাপ্তাহিক সম্বাদে অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থাদি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতি বৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমা ও অন্যান্য শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত কীর্ত্তন-প্রচারমুখে মহোৎসবাদি সকল অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—শ্রীপাদ ... ব্রহ্মচারী সেবাধিকারী।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত সুবিমল ও ... গৌড়দেশের সর্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে ... প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ... শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ-শ্রীরাধা-... সম্মুখে নিত্য সেবা হয়। 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, কীর্ত্তন, সঙ্কীর্ত্তন-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি লীলা ও গ্রন্থের সম্যক আলোচনা হয়। এই মঠ হইতে ... সমগ্র ভারতবর্ষে ... প্রচার, ব্যাখ্যা ও ... অনুষ্ঠান হয়। মঠরক্ষক ... ভক্তিবিবেক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ মন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-স্থান মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীজগন্নাথ ও শ্রীশচীদেবী ... শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীনারায়ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়ার সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবিদ্যানন্দ ব্রহ্মচারী সেবাকোবিদ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌর-লীলার প্রকাশস্থলী এখানে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান, রক্ষক—শ্রী... সেবাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—গোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

(৭) কাজীর সমাধি-পাট

মু বাড়ী - খাঁড়াপুর, বামনপুকুর নদীয়া)

এই স্থানে শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক - শ্রীবংশীধর ব্রহ্মচারী ভক্তালোক।

(৮) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীস্বরূপগঞ্জ, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর গদাধর ও রাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবনবিহারী দাস অধিকারী।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীমদন-মোহন ব্রহ্মচারী।

(১০) মোদদ্রুম-ছত্র শ্রীগৌড়ের বৈদিক

মামগাছি, পোঃ ভাণ্ডারা, (বর্দ্ধমান)।

শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর শ্রীবাসাঙ্গনের স্থান। শ্রীগৌরনিত্যানন্দের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীকুঞ্জবিহারী ব্রজবাসী, পঞ্চতীর্থ।

(১১) শ্রীদ্রুমিয়া কুঞ্জকানন

শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক— শ্রীনবীনানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১২) কৃষ্ণকুটীর—পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া। রক্ষক—শ্রীঅচ্যুতানন্দ অধিকারী

(১৩) ভাগবত আসন—পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

এই স্থান হইতে ভাগবতসিদ্ধান্ত প্রণালী প্রচারিত হয়। রক্ষক—শ্রীসত্যানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তালোক, ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৪) একায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ রানাঘাট, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীকেশবনাথ চট্টোপাধ্যায় গোস্বামী ভক্তিসার।

(১৫) মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরাজকিশোর ব্রজবাসী।

(১৬) মাধ্বগৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, পোঃ ঢাকা

পূর্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। এখানে শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ।

(১৭) গোপালজীউ মঠ —কমলাপুর, (ঢাকা)

গোপালজীউর বিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান। রক্ষক—শ্রীবনমালী ব্রজবাসী।

(১৮) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)।

এখানে শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক - শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(১৯) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বঙ্গবাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ভাগবতাচার্য্য এম-এ, বি-এল।

(২০) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ বাড়, (বাঁকুড়া)

এখানে শ্রীকুঞ্জবিহারী শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক শ্রীশচীনন্দন ব্রজবাসী

(২১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ বাঁকুড়া (বর্দ্ধমান)।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবিবেক ... সেবাধিকারী,

(২২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

কুড়ুরগোড়া, পোঃ চিঙ্কুড়া, (মানভূম)

এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীঅমোঘ অধিকারী।

(২৩) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকাঁসা, পোঃ রাজবল্লভপুর, মেদিনীপুর।

এখানে গুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীনারায়ণ ব্রজবাসী ভক্তিরত্ন।

(২৪) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন সেবাধিকারী।

(২৫) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশপাড়ি, পোঃ বালীবাজার, (কটক)

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ বিনোদবিহারী জীউর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর

(২৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর পুরী,

শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক- শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন।

(২৭) পুরুষোত্তম মঠ

ভক্তিকুটী, পোঃ পুরী (উড়িষ্যা)।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদবিহারীজীউর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীসনাতন অধিকারী

(২৮) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবিপিন-বিহারী সেবাধিকারী।

(২৯) রায়ানন্দ-গৌড়ীয়মঠ,

পোঃ কভূর, গোদাবরী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—শ্রীরঘুনাথ সেবাধিকারী ভক্তালোক।

(৩০) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

... কাশীপুরা, বেনারস সিটি

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীমহেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(৩১) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ

(৩২) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও গৌর-বিনোদ-বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীসদানন্দ সেবাধিকারী।

(৩৩) কৃষ্ণচৈতন্য মঠ

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

এখানে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিত্য-সেবা হয়। রক্ষক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠ

বিশ্রামঘাট মথুরা

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ

(৩৫) ব্রজস্বানন্দ সুখদকুঞ্জ – শ্রীরাধাকুণ্ড রক্ষক—শ্রীরাধারমণচরণদাস ব্রহ্মচারী

(৩৬) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৩৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ

সেরপাড়ী, পোঃ কোকোলা, জেলা অমৃতসর (পাঞ্জাব) রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৩৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং কুতুব রোড, নিউ দিল্লী।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক পুরী মহারাজ

(৩৯) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, পঞ্জাব।

এখানে গৌর'বিনোদলালের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবনগোপাল অধিকারী।

(৪০) সারস্বত-গৌড়ীয় মঠ

শ্রীধাম মাতারামপুর, মঠ, ন

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ গিরি

(৪১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ মাংগেরী মাদ্রাজ।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীপাদ ... ভক্তিবিনোদ।

৪২) বোম্বে-গৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়

মেরীন রোড, চৌপাটি ... বাঙ্গালোর নং ১, বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীসুন্দরনাথ দেবশর্মা ...।

(৪৩) অমরাবতী গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমরাবতী, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীমহেশ্বর দাস অধিকারী

(৪৪) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্চকা, কামরূপ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী

(৪৫) পাটনা গৌড়ীয় মঠ

১০০ মিঠাপুর, পাটনা।

রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী সাধুরত্ন

(৪৬) বালেশ্বর গৌড়ীয় মঠ বালেশ্বর

রক্ষক—শ্রীবংশীধারী ব্রহ্মচারী

(৪৭) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয়

৩ হলেন্ড হাউস, কিংসটন গার্ডেন্স, লণ্ডন ডব্লিউ ৭, লণ্ডন

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ।

(৪৮) বার্লিন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

Berlin W. 30

Eisenacher strasse 29 ৪.

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্—সমগ্র	৪০৲
প্রথম স্কন্ধ হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত	২৮৲
শ্রীমদ্ভাগবতে প্রতিবন্ধ	৷৶০
ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত	৬৲
ভাষ্য-ব্যাখ্যাসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত	৬৲
সরস্বতী-জয়শ্রী	৪৲
শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী	
১ম খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸	
ও ৸০	
শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী	
১ম খণ্ড—১৲; ২য় খণ্ড—৸০	
শ্রীচৈতন্যদেব—১৲	
সংক্রমসার—দীপিকা ও সংস্কার-দীপিকা	১।০
বৈষ্ণবধর্ম	২৲
গৌড়ীয়-কণ্ঠহার	২৲
শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা)	২৲
শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা)	১৲
হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	৸০
সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ)	৷০
বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব	।০
ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব	৸০
চৈতন্যোপনিষদ্	।০
ব্রাহ্মণ-আলেখ্য	।০
ভাগবতের কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা)	১৲
গৌড়ীয়-গৌরব	৷৶০
গৌড়ীয়-সাহিত্য	৷৶০
ভজন-রহস্য	
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ ও (বাঁধা)	৷৲
গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)	২৲
গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ)	২৲
গীতায় কেবল মায়া-ভাষ্য	
মুক্তাফলটীকা অনুবাদসহ সারার্থ	২৲
বেদান্তসূত্রের সারার্থ	৷০
প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ)	৸
দীন-চিন্তা দর্পণ	৶০
সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ)	৶০
গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা)	৷০
নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা	৸০
ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা)	৶০
গীতমালা	৴১০
নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য	৶০
ঐ প্রমাণ খণ্ড	৶০
শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	।০
শ্রীগৌরমণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ	।০
শরণাগতি	৴০
গীতাবলী	৴০
চিত্রে নবদ্বীপ	৩৷০
সাধনকণ	৴০
প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা	৴০
৪৫। নবদ্বীপশতক	
৪৬। অর্চ্চনপদ্ধতি	
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ	
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ)	৴১০
৪৯। আর্চ্চনম্	৫১০
৫০। বৈষ্ণবস্মৃতি সদাচার (১ম খণ্ড)	৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা	
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ)	।০
৫৩। গৌড়ীয়কণ্ঠহারঃ	৸০
৫৪। পুরুষার্থ-নির্ণয়	০
৫৫। শুদ্ধভক্তি বা মায়াবাদশতদূষণী	।০
৫৬। গৌড়ীয়গণ কি করেন?	৴০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ)	।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণবোধ	৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ	৶০
৬০। সাধ্যসাধন	৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যলীলামৃত সারঃ	।০
৬১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিদ্বিভঃ	।০
৬২। সটিক শিক্ষাষ্টকম্	।০
৬৩। তত্ত্বসূত্রম্	।০
৬৪। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্	৷৶০
৬৫। গৌড়ীয়মঠ পরিচয়	৴০
৬৬। সারস্বতনির্ণয়	৶

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৭। রায় রামানন্দ	৷০
৬৮। এ কিউ ওয়ার্ডস অব্ বেদান্ত	৷০
৬৯। বায়-নন্দন	।০
৭০। বেদান্ত—ইটস্ মর্ফলজি অ্যাণ্ড অন্টোলজি	৷০
৭১। সিলেক্টেড ওয়ার্ক্স	৷৶০
৭২। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু	
৭৩। বৈষ্ণবীজম্	।০
৭৪। কোটাট্ গৌড়ীয়মঠ ইন্ জুইক	৴০
৭৫। দি ভাগবত	।০
৭৬। রেয়োটিক প্রিন্সিপ্ল্স অ্যাণ্ড আবেনেন্ড ডিভোশন	।০
৭৭। ব্রহ্ম-সংহিতা	২৷০
৭৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড)	১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৭৯। শ্রীনামনামাচাৰ্যাণ	।০
৮০। সাধন-পথ	।০
৮১। কল্যাণ-কল্পতরু	৴১০
৮২। গীতাবলী	৴০
৮৩। শরণাগতি	৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৪। শরণাগতি	৴০

তেলগু ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত	৭৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় বঙ্গ-পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। বিভাগ প্লীহা, যকৃৎ কামলা এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অব্যর্থ সাধক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৶০ আনা, বড় বোতল ১৶০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউণ্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং
কারখানা—৩নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার
কলিকাতা

আমাশয় ও পেটের পীড়ায়

শ্রীশ্যামানন্দ দাস কবিরাজের আবিষ্কৃত

গ্রহণী বজ্র

ব্যবহার করুন

আমাশয়, রক্তামাশয় অতিসার, গ্রহণী, অজীর্ণ, পেটফাঁপা, অম্লরোগ, শূলিকা ও শিশুর উদরাময় প্রভৃতি সকল প্রকার নূতন ও পুরাতন পেটের পীড়ায় গ্রহণী বজ্র প্রত্যক্ষ ফল প্রদ মহৌষধ।

যাহারা পেটের পীড়ায় নানারূপ চিকিৎসায় আর, ও ঔষধাদি ব্যবহার করিয়া ফল লাভ করিতে পারেন নাই তাহারা গ্রহণী বজ্র ব্যবহার করুন, তাহার ফলে মুগ্ধ হইবেন। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। মূল্য প্রতি শিশি ৷০ আনা, ৩ শিশি ১।০ সিকা ডাক মাশুল ৷৶০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীকৃষ্ণ ঔষধালয়, ময়মনসিংহ।

ঢাকার এজেন্ট মেসার্স মহেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং

পাটুয়াটুলি, ঢাকা

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও
অঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী উপদেশক ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, এল. কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সুবর্ণ সুযোগ !   সুবর্ণ সুযোগ !

শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদরচিত গৌড়ীয়ভাষ্য সহিত

বিরাট গ্রন্থ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থের আয়তন :—ক্রাউন কোয়ার্টো মূল ১০৯৬ পৃষ্ঠা, সূচীপত্র ২৪৪ পৃষ্ঠা, মোট১৩৪০ পৃষ্ঠা

ভিক্ষা (বাঁধাই) মাত্র ৭৲ সাত টাকা

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা

নদীয়া সার্টিফিকেট আদালতের নীলাম ইস্তাহার

১ কেস্ নং এবং কোর্টের নাম	২ নীলাম ইস্তাহার (A) (B) বা (C) দ্বারায় প্রকাশিত	৩ ডিক্রিদার	৪ দেনদার	৫ যে দাবীর জন্য সম্পত্তি বিক্রয়ের আদেশ হইয়াছে	৬ বিক্রয়ের স্থান তারিখ ও সময়	৭ কি প্রকার জোত	৮ থানা, মৌজার নাম ও গ্রাম	৯ খতিয়ান নং প্লট (জানা থাকিলে) অথবা অন্য প্রয়োজনীয় বিবরণ	১০ জমির পরিমাণ (জানা থাকিলে)	১১ খাজনা (জানা থাকিলে)	১২ মন্তব্য
১১৬ B, ৭৭।৩৫ এস.ডি.ও সার্টিফিকেট আদালত		বিভূতি ভূষণ পালচৌধুরী	বৈবত সেখ	২২।/৯	৯।৫।৩৫	বাস্তভি ভিটিবাস	থানা নাকাশীপাড়া মৌজে জালশুকা	২৮৩ খতিয়ান	৮-৬৩	১০॥/৯	বিভূতি ভূ পালচৌধু
১১৭ B, ৩৩।৩৫		ঐ	বৈকুণ্ঠ মুচি	২২৸/৩	৯।৫।৩৫	ঐ	থানা নাকাশীপাড়া মৌজে জালশুকা	১৮১ খতিয়ান	৫-৬৭	৫।৶৩	ঐ
৬০ R. P. ৩৩,৩৪		আর পালচৌধুরী	তউহুপআলি মণ্ডল	৫৬৸৶৩	৯।৫।৩৫	ঐ	থানা হাসখালি মৌজে ফালিপাড়া	২৮ খতিয়ান	১-৩৫	৮৸৶৬	আর পালচৌ
৫ R. P. ৩৩।৩৫		ঐ	সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ	৮২৸/৩	৯।৫।৩৫	ঐ	থানা নবদ্বীপ মৌজে বাবলারী দেওয়ানগঞ্জ	৬২ নং	৮-৪৬	১২৸৶০	ঐ
১৭০ N. R. ৩৩।৩৪		গৌরীশঙ্কর রায় বাহাদুর	বসন্তকুমার ভট্টাচার্য্য গং	১৭৸৶০	১০।৫।৩৫	নিষ্কর	থানা শান্তিপুর মৌজে কৃষ্ণপুর	৬৩ খতিয়ান	৫-৮	নিষ্কর	গৌরীশ রায় বাহা
১৩৫ N. R. ৩৩।৩৫		ঐ	হেমবরণী দেবী	৭৸৶৩	১০।৫।৩৫	ঐ	থানা শান্তিপুর মৌজে আমপাড়া	১৯৮ খতিয়ান	১-৪১	ঐ	ঐ
১৯৮ N. R. ৩৪।৩৫		ঐ	শান্তকড়ি মণ্ডল গং	২১।৹	১০।৫।৩৫	বাস্তভি মোকররী	থানা কৃষ্ণগঞ্জ মৌজে চৌগাছা	৬৮৩ খতিয়ান	৪-৯২	৮৸	ঐ
২০০ R. P. ৩৪।৩৫		আর পালচৌধুরী	ফকিরচাঁদ সর্দ্দার গং	৩৪।৹	১০।৫।৩৫	বাস্তভি ভিটিবাস	থানা চাকদহ	৭১৩,৫১,১১৬, ৩৪,১৬৪		৫/৩	আর পালচৌ
১৮৩ R. P. ৩৪।৩৫		ঐ	সুধন্য সেখ গং	৬৭।৹	১০।৫।৩৫	ঐ	থানা কৃষ্ণনগর মৌজে আনন্দবাটী	১৭৯ খতিয়ান	৫-৬৩	৫৯৸/৯	ঐ
১৬৭ R. P. ৩৪।৩৫		ঐ	মহের বিশ্বাস গং	৮৬৸৶	১০।৫।৩৫	ঐ	থানা শান্তিপুর মৌজে নওপাড়া	৩৪৪ খতিয়ান	১১-১৮	৪১৲	ঐ
৩৭ R. P. ৩৩।৩৫		ঐ	ইদ্রিস আলি	৪৪।৷	১১।৫।৩৫	ঐ	থানা হাসখালি মৌজে গোবিন্দপুর	৭৭৮ খতিয়ান	১-৩২	৭৸৶৯	ঐ

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈনিক

REG. C 1544

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

চৈতন্যোপনিষদ্
বড় অক্ষরে মূল ও
অনুবাদসহ প্রকাশিত
হয়েছে। কাগজ ও
ছাপা অতি উত্তম।
ভিক্ষা ।০ মাত্র
শ্রীচৈতন্যমঠ,
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

"গৌড়ীয়"
৭ম বর্ষ হইতে
১১শ বর্ষ পর্যন্ত
প্রতি বর্ষ কাপড়ে
বাঁধাই
ভিক্ষা ৩৷০ মাত্র।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ
বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রীভক্তের অনুমতিক্রমে বাঙ্গালা পাতাঙ্ক

১০ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১৯শে চৈত্র, মঙ্গলবার ১৩৪১, ২রা এপ্রিল ১৯৩৫ [২৭শ সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

—:০:—

স্কুলের তহবিল তছরূপ

মির্জাপুর স্ট্রিট মহম্মদ শাকের স্বদেশী ইনষ্টিটিউটের তহবিল হইতে ২৪ হাজার ১৭৩ ৫৩ টাকা আত্মসাৎ করিবার অভিযোগে শুক্রবার চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট উক্ত স্কুলের সেক্রেটারী চৌধুরী গোলাম গফুর ও ক্যাসিয়ার মহম্মদ গোলাম রসুলকে যথাক্রমে দুই ও এক বৎসর হিসাবে সশ্রম কারাদণ্ড এবং হাজার ও ৫শত টাকা অর্থ-দণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। জরিমানা আদায় হইলে উহা ক্ষতিপূরণ বাবদ স্কুলকে দিবার আদেশ হইয়াছে। দীর্ঘ রায়প্রসঙ্গে ম্যাজিষ্ট্রেট মন্তব্য করিয়াছেন, প্রথম আসামী স্পষ্টই এই অপকার্যের জন্য প্রধানতঃ দোষী কিন্তু দ্বিতীয় আসামীর সহিত যোগাযোগ না থাকিলে এইরূপ তহবিল তছরূপ সম্ভব হইত না।

বোমা রিভলবার প্রভৃতিতে গ্রেপ্তার

প্রকাশ যে, মেদিনীপুর জেলার মাধবপুর নামক স্থানে তারাপদ রায় নামক এক ব্যক্তির গৃহে একটি বোমা রিভলবার পাওয়া গিয়াছে। ঐ সম্পর্কে তারাপদ বাবু এবং অপর একজন যুবককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। পুলিশ আরও তদন্ত করিতেছে।

হত্যার অভিযোগ

গত জানুয়ারী মাসে ত্রিপুরা দাস নামক এক ব্যক্তিকে হত্যার অভিযোগে ভাদনের দীননাথ দাস ও অপর ৩ ব্যক্তিকে আলীপুরের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এস এন সেনের এজলাসে অভিযুক্ত করা হয়।

অভিযোগে প্রকাশ, মামলা সম্পর্কে আসামীর সহিত মৃত ত্রিপুরা দাসের শত্রুতা ছিল। গত ২৩শে জানুয়ারী আসামী ত্রিপুরাকে রাস্তায় আক্রমণ করে এবং দা দ্বারা তাহার মস্তক ছেদন করে। প্রায় দেড় মাস পর কোন খালের নিকট একটি গর্ত হইতে ঐ বিচ্ছিন্ন মস্তক উদ্ধার করা হয়।

— —

নরহত্যায় সাত বৎসর কারাদণ্ড

আরামবাগ মহকুমার নৈসরাই গ্রামের কর্তা আলি নামক এক ব্যক্তিকে হত্যা করার অপরাধে চুঁচুড়ার দায়রা জজ মিঃ সুকুমার সেন, আই, সি, এস ঐ গ্রামের শুই খাঁন নামক এক ব্যক্তিকে সাত বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। জুরীগণ একবাক্যে আসামীকে দোষী সাব্যস্ত করেন। প্রকাশ যে, আসামী ও তাহার ভাইদের মধ্যে সম্পত্তি বাটোয়ারায় সালিশী করিতে যাইয়া কর্তা আলি আসামীর আক্রোশ-ভাজন হয়। গত ২রা জুন সন্ধ্যাবেলা সে আসামীর বাড়ীর নিকট দিয়া যাইতেছিল এমন সময় আসামী তাহাকে অতর্কিতে ছোরা দ্বারা আঘাত করিয়া মেদিনীপুরে পলাইয়া যায়। আঘাতের ফলে হাসপাতালে কর্তার মৃত্যু হয়।

—

বেলগাঁওএর নিকটে বিমান দুর্ঘটনা

২৮শে মার্চ প্রাতে বেলগাঁও হইতে ২০ মাইল দূরে লাটাবপি নামক স্থানে এক বিমানপোত দুর্ঘটনার ফলে বেলগাঁওস্থিত বার্মা শেল কোম্পানীর মিঃ লেয়ার্ড এবং বোম্বাইয়ের অন্যতম পাইলট মিঃ এণ্ডরুজ আহত হইয়াছেন। মিঃ লেয়ার্ডের আঘাত গুরুতর। উভয়কে বেলগাঁওএর বৃটিশ মিলিটারী হাসপাতালে ভর্তি করা হইয়াছে।

প্রকাশ যে, মিঃ এণ্ডরুজ তাঁহার বিমানপোতে দুইজন যাত্রী লইয়া সন্ধ্যায় লাটাবপি নামক স্থানে অবতরণ করিতে বাধ্য হন। কারণ তখন যথেষ্ট আলো ছিল না তথা হইতে মোটর যানে চড়িয়া মিঃ এণ্ডরুজ বেলগাঁও গমন করেন। কিন্তু রাতে মিঃ লেয়ার্ডকে সঙ্গে লইয়া লাটাবপি ফিরিয়া আসেন। কথা হয় যে উভয়েই বিমানপোতে চড়িয়া বেলগাঁও যাইবেন। বেলা আন্দাজ ৯ ১৫ মিনিটের সময় বিমানপোতখানি উপরে উঠিতেছিল। দৈবাৎ এক বৃক্ষের সহিত সংঘর্ষ হওয়ায় পোতখানি ভূপতিত হইয়া চূর্ণবিচূর্ণ হয়।

কারা-বাধ লঙ্ঘনের অভিযোগ

মেদিনীপুর হইতে প্রকাশ জেলের নিয়ম ভঙ্গ করার অভিযোগে ১৯ জন বিপ্লবী কয়েদী এবং অন্যান্য কয়েকজন কয়েদীর নামে মামলা করা হইয়াছিল। কারাবিধির ৫৭ ধারা অনুসারে তাহাদের বিরুদ্ধে চার্জ গঠন করা হয়। একমাত্র কৃষ্ণকুমার সোম ব্যতীত অন্যান্য সকলের প্রতিই এক বৎসর করিয়া কঠোর কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। কৃষ্ণকুমারের প্রতি একমাস কঠোর কারাদণ্ড হইয়াছে; সে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিল।

সরবতের সহিত বিষ মিশ্রিত করিয়া হত্যা

সরবতের সহিত বিষাক্ত দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া বীরেন্দ্র কুমার দাস নামক এক ব্যক্তির মৃত্যু ঘটাইবার অভিযোগে অতিরিক্ত প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট আশুতোষ বসুকে গত শুক্রবার হাইকোর্টের দায়রায় সোপর্দ করেন।

অভিযোগে প্রকাশ, বীরেন্দ্র ও আশুতোষ উভয়ে গত ২রা ফেব্রুয়ারী রাত্রিতে থিয়েটার দেখিবার জন্য মিনার্ভা থিয়েটারে যায়। অভিনয় শেষ হইলে রাত্রি ৩টার সময় তাহারা এক পানওয়ালাকে সরবৎ দিতে বলে। পানওয়ালা দুইটী গ্লাসে করিয়া সরবৎ দেয়। আসামীই বীরেনকে ঐ পানের দোকানে লইয়া যায় এবং উভয়েই সরবৎ পান করে। উভয়েই একখানা রিকসাতে যাইয়া উঠে। কিছুক্ষণ পরেই বীরেন্দ্র সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়ে। তাহাকে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হয়। পরদিন প্রাতে তাহার মৃত্যু হয়।

শব-ব্যবচ্ছেদ পরীক্ষায় তাহার পাকস্থলীতে পোটাসিয়াম সায়ানেড পাওয়া যায়।

শ্রীহট্ট সহরে চাঞ্চল্য

শ্রীহট্ট মিউনিসিপ্যালিটির বর্তমান চেয়ারম্যান মহম্মদ আবুবকর এবং বিনোদলাল দাস আসাম সরকার কর্তৃক বে-আইনীভাবে নিযুক্ত হইয়াছেন এই অভিযোগে স্থানীয় অতিরিক্ত মুন্সেফ মৌলবী সেকেন্দার আলির আদেশে উক্ত মিউনিসিপ্যালিটী তালাবদ্ধ রাখা হয়। মিউনিসিপ্যালিটীর কার্যকলাপ বন্ধ রাখার জন্য নিষেধ-বিধি জারী করা হইয়াছে।

স্মরণ থাকিতে পারে, উক্ত ব্যক্তিগণ নির্বাচনে ব্যর্থমনোরথ হওয়ার পর গত মে মাসে আসাম গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগকে মিউনিসিপ্যালিটীর সভ্য মনোনয়ন করেন। একবৎসর পরে বাবু যোগেশচন্দ্র আদিত্য উক্ত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে নালিশ রুজু করেন। অতিরিক্ত মুন্সেফ উক্ত ব্যক্তিদের নির্বাচন বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করেন।

৬০০০৲ টাকা আত্মসাতের অভিযোগ

দিল্লী এবং দিল্লীর মুসলিম কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক হইতে প্রায় ৬০০০৲ টাকা আত্মসাৎ করার অভিযোগে ভারত সরকারের দপ্তরের কেরাণী জহিরুল হাসনকে অভিযুক্ত করা হয়।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"

ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে, বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা লয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

দরিদ্র মেধাবী ছাত্রগণের আবশ্যক সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতকরা ৬০ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ মেধাবী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইং

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

[illegible] কলেজের [illegible] অধ্যাপক [illegible] শ্রীপাদ [illegible] [illegible] এবং [illegible] [illegible] ইহার [illegible] হইয়াছে। [illegible] শ্রীমদ্ভাগবত [illegible] [illegible] প্রায় সকল পুরাণ এবং ঐ [illegible] শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি- [illegible] (Foreward) [illegible] (Prefaces), [illegible] (Contents) [illegible] Index (Glossary) [illegible] হইয়াছে। মূল্য—১২৲ বার টাকা। [illegible] গৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জেলা—নদীয়া।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে বিষয়সূচী ও শ্লোক সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ১০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST - প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক পত্র একাদশীতে প্রকাশিত হয়। প্রতি বর্ষ ৪॥ টাকা ভিক্ষায় কলিকাতা বাগবাজারস্থ গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

২। গৌড়ীয় মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা, সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত- হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক নৈমিষারণ্য শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১॥০

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ দাস [illegible] সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এল, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত অমৃতগ্রন্থ

গ্রন্থের মূল শ্লোক অক্ষরে এবং [illegible] বর্ত্তমান যুগে শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সম্বলিত হইয়াছে। অতি সুন্দর ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৩৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোক-সূচী, পদ্যসূচী, গ্রন্থসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়-সূচী, অনুসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী-পত্র [illegible] শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য সংস্করণ [illegible] কোথাও আর কখনও প্রকাশিত হয় নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীচৈতন্যমঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

		প্রথম ও দ্বিতে		পরবর্ত্তি-সময়ে	
		সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা,	সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা
প্রতিবার	প্রতি লাইন	।০	।৵	।৵	
,,	,, ইঞ্চি	৩৲	১৷		২৲
,,	,, সিকিকলম	৫৲	৪৲	৩৲	৩৲
,,	,, অর্দ্ধকলম	৮৲	৭৲	৭৲	৪৲
,,	,, ১ কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

মাসিক হার

[যদি অন্ততঃ ১ বৎসরের জন্য চুক্তি করা হয়]

সংবাদ পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ৩৲, সিকি কলম ১৫৲, অর্দ্ধ কলম ২৪৲, এক কলম ৩৬৲

বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠায় - প্রতি ইঞ্চি ২॥০, সিকি কলম ১২৲ অর্দ্ধ কলম ১৮৲, এক কলম ৩০৲ টাকা।

সাহায্যের হার

সডাক বার্ষিক ৯৲ নয়-টাকা, ষাণ্মাসিক ৫৲ পাঁচ টাকা, ত্রৈমাসিক ২৸০ পৌনে তিন টাকা, মাসিক ১৲ এক টাকা মাত্র। নগদ বর্ত্তমান সংখ্যা ৴৫

ম্যানেজার, দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ,

পোঃ শ্রীমায়াপুর, জেলা নদীয়া। টেলিগ্রাম—'শ্রীমঠ', নবদ্বীপ

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—২৬,	১০—৩১,	১৩—১২	১৭—৪৮,	২০—১৬
স্বরূপগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩০,	১১—৩১,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—৫৫

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

রবিবার অন্যান্যদিন

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১২-১৩	১২-৩৪	১৫-৩৪	১৮-৪৫
স্বরূপগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১২-১১	১২-৪২	১৫-৪৩	১৮-৫৩
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-৪১	১৩-১২	১৬-১২	১৯-৩৪

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
...
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১০ম বর্ষ } ১৩ বিষ্ণু গৌরাব্দ ৪৪৯, ১৯শে চৈত্র বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ২রা এপ্রিল ইং ১৯৩৫ মঙ্গলবার ২৭তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

গত ৩০শে মার্চ সন্ধ্যাকালে শ্রীগৌড়ীয় মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ হরিকথা-শ্রবণ-পিপাসু হইয়া শ্রীচৈতন্যমঠে আগত চুয়াডাঙ্গা-নিবাসী শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ চৌধুরী বি-এল মহাশয়ের নিকট প্রায় দুই ঘণ্টা-কাল শ্রীহরিকথা কীর্ত্তন করেন। উকিল বাবু স্বামীজীর নিকট সুসিদ্ধান্তপূর্ণ হরিকথা শ্রবণ করিয়া পরমানন্দ প্রকাশ করিয়াছেন।

— — —

আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখামঠ প্রয়াগ শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠে গত ৬ই চৈত্র ২০শে মার্চ বুধবার দিবস কলিযুগ-পাবনাবতারী শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের আবির্ভাব মহামহোৎসব বিশেষ সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে।

সন্ধ্যারাত্রিকের পর হইতে স্থানীয় বহু শিক্ষিত বাঙ্গালী এবং হিন্দুস্থানী ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা শ্রীমঠে আগমন করেন। সন্ধ্যা সাত ঘটিকা হইতে কীর্ত্তন আরম্ভ হয়। কীর্ত্তনান্তে শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ইহ জগতে আবির্ভাবের কারণ শ্রোতৃমণ্ডলীকে বিশেষভাবে বুঝাইয়া দেওয়া হয়। শ্রোতৃবৃন্দ শ্রীমন্মহাপ্রভুর অতিমর্ত্ত্য আবির্ভাব-লীলা শ্রবণ করিয়া পরম প্রীত হন এবং শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার কার্য্যের ভূয়সী প্রশংসা করেন। অতঃপর রাত্রি প্রায় ন'টা ঘটিকার পর সভা ভঙ্গ হয়। তৎপরে সমাগত শত শত ব্যক্তিকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। যে সকল সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

গড়জয়পুরের রাজাবাহাদুর শ্রীযুক্ত ..... সিংহ দেও, রাজা শ্রীবিশ্বাম্বর সিংহ দেও বাহাদুর ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী, শ্রীকালি... মুখোপাধ্যায়, শ্রীসত্যসুন্দর সেন, শ্রীঅনিলকুমার লাহিড়ী, শ্রীগোপালচন্দ্র মিত্র, শ্রীপ্রহ্লাদচন্দ্র মুখার্জ্জী, শ্রীক্ষেত্রপাল ঘোষ, শ্রীবটকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

গত ৩১শে মার্চ রবিবার দিবস বৰ্দ্ধমানের মাননীয় মহারাজাধিরাজ বাহাদুর শ্রীমঠ পরিদর্শনার্থ কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে আগমন করিয়াছিলেন। মহারাজ বাহাদুর শ্রীমঠের নয়নমনোভিরাম শ্রীবিগ্রহ ও শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্ম দর্শন এবং গৌড়ীয়মঠের জগন্মঙ্গলকর মহৎকার্য্যাবলীর বিষয় অবগত হইয়া পরমানন্দ প্রকাশ করিয়াছেন। বিস্তৃত বিবরণ আগামীতে প্রকাশ করিব।

কাশী শ্রীসনাতন-গৌড়ীয়মঠের মঠরক্ষক উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সর্ব্বেশ্বর ব্রহ্মচারী বাগ্মিবর মহোদয় চাকদহ কাঠালপুলিস্থ মহেশ পাণ্ডিতের শ্রীপাটে গত মঙ্গলবার দিবস গমন করিয়া সন্ধ্যারাত্রিকের পর পাঠমুখে শ্রীমদ্ভাগবতের মাহাত্ম্য বর্ণন ও তৎপর দিবস কলিপাবনাবতারী সংবাদ পাঠ করিয়া সমাগত শ্রোতৃবৃন্দের চিত্তাকর্ষণ করিয়াছেন। ব্রহ্মচারীজী পাঠের আগে ও অন্তে সুললিত-স্বরে কীর্ত্তন করিয়া সজ্জনবৃন্দের আনন্দ-বিধান করিয়াছেন। তাঁহার সুললিতস্বরে কীর্ত্তন ও সুসিদ্ধান্তপূর্ণ পাঠ শ্রবণ করিয়া সকলেই পরমানন্দিত হন।

গত ১৫ চৈত্র বৃহস্পতিবার দিন ঢাকা জেলার মানিকগঞ্জী দক্ষিণগ্রাম থানার হরিসভার প্রধান পরিচালক ঐ গ্রাম-নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু সুরেন্দ্রনাথ দত্ত কর্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া আচার্য্য পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীন কৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের সেবক শ্রীপাদ রাধা-বল্লভ ব্রজবাসী ভক্তিললাম, শ্রীপাদ নব যোগেন্দ্র রামানুজী, ভক্ত শ্রীজগবন্ধু, শ্রীমহীন্দ্রচন্দ্র দত্ত এবং কমলাপুর গোপালজী মঠের মঠরক্ষক শ্রীপাদ কৃষ্ণপ্রেম ব্রহ্মচারী ও শ্রীকৃষ্ণবিনোদ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রীজী সহ উক্ত হরিসভায় যোগদান করতঃ একটি বিরাট সভায় "হরিসভা কাহাকে বলে, উহার উদ্দেশ্য ও কৃত্য কি" ইত্যাদি বিষয় বর্ণন-প্রসঙ্গে বহুলোক মিলিত হইয়া শুদ্ধভাবে হরিকীর্ত্তন করাই যে হরি-সভার একমাত্র উদ্দেশ্য এবং এই হরিকীর্ত্তনই কলিতে জীবের একমাত্র নিস্তারলাভের উপায়, তাহা বিবিধ শাস্ত্রযুক্তিমূলে প্রদর্শন করেন। এতদ্ব্যতীত পণ্ডিতজী শ্রীনামকীর্ত্তনের মহিমা, নাম, নামাভাস ও নামকীর্ত্তনের পার্থক্য প্রাঞ্জল ভাষায় কীর্ত্তন করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীর আনন্দবর্দ্ধন করেন। ভক্তি-শাস্ত্রীজীর মুখে এতাদৃশ সুসিদ্ধান্তপূর্ণ হরি-কথা শ্রবণ করিয়া সকলেই আকৃষ্ট হন। বক্তৃতার আদি ও অন্তে মহাজন-পদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন করা হয়।

— —

গৌড়ীয়-মঠাচার্য্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ বর্ত্তমানে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে অবস্থান পূর্ব্বক সমাগত শ্রোতৃমণ্ডলীর নিকট প্রত্যহই শ্রীহরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন। সজ্জনবৃন্দ তাঁহার শ্রীমুখে বীর্য্যবতী শ্রীহরিকথা শ্রবণ করিবার সৌভাগ্য পাইয়া কৃতকৃতার্থ হইতেছেন।

গ্রন্থ-পরিচয়

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃতসারঃ

গৌড়ীয়াচার্য্যগণ-গুরু সপ্তম শ্রী ঠাকুর ভক্তিবিনোদ সচ্চিদানন্দ ঠাকুরের পরমশ্রেষ্ঠ, মহামহোপদেশক পণ্ডিতপ্রবর শ্রীপাদ অনন্ত বাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ-কর্তৃক বেদ-ভারত ৪৩১ এবং মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজকর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও প্রকাশিত। বিশুদ্ধ অথচ প্রাঞ্জল সংস্কৃত ভাষায় মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের লীলানুসারে এই সর্ব্ব-প্রথম প্রকাশিত হইল। শ্রীমদ্ অনন্ত-বাসুদেব প্রভু ভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণীর বীণাযন্ত্র এবং বেদান্ত-প্রবর অপসম্প্রদায়-বিনিন্দুক শুদ্ধ-গৌড়ীয়বৈষ্ণব সমাজে বিশুদ্ধ সিদ্ধান্তের আধার বলিয়া সুপরিচিত; সুতরাং তাঁহার অধিক পরিচয় প্রদানের আর প্রয়োজন নাই। অকুমার ব্রহ্মচর্য্য পালন পূর্ব্বক বাল্যকাল হইতে গৌড়ীয়-আচার্য্যবর্য্যগণের সেবাফলে যে সিদ্ধান্ত-রাজ্য তাঁহার শুদ্ধহৃদয়কে আলোকিত করিয়া রাখিয়াছে, শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের বিতরিত সেই সিদ্ধান্তের রত্নমালা তিনি "শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃতসারঃ" গ্রন্থ দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন। এই গ্রন্থ আকারে বৃহৎ না হইলেও গৌড়ীয়-সাহিত্য-সম্পুটের এক অপূর্ব্ব রত্ন। সংস্কৃত ভাষাভিজ্ঞ জনগণ এই গ্রন্থ-পাঠে পরম তৃপ্ত হইবেন, সন্দেহ নাই। ইহার এন্টিক কাগজে সুন্দর স্পষ্ট উজ্জ্বল অক্ষরে মুদ্রিত। ভিক্ষা মাত্র ১০ আনা। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৩ বিষ্ণু, গৌরাব্দ ৪৪৯

আমরা কাঁহার উপাসক ?

কৃষ্ণ যখন স্বয়ং ভগবান্, সর্ব্বেশ্বরেশ্বর এবং সকলের একমাত্র প্রভু তখন জীবমাত্রই যে কৃষ্ণের উপাসক, কৃষ্ণের উপাসনাই যে আবশ্যক সকলেরই নিত্য কৃত্য, ইহাতে আর সন্দেহ কি ? তথাপি আধুনিক ব্যক্তিগণের কেহ কেহ কৃষ্ণোপাসনায় উৎসাহ প্রদর্শন করিয়া থাকেন, কৃষ্ণের প্রেমের ? জন্য নানাবিধ কীর্ত্তন চেষ্টা প্রদর্শন করেন। গৌড়ীয় মঠবাসী আমরা কিন্তু শুধু কৃষ্ণের সেবা করিবার জন্য ব্যস্ত নহি। যাঁহারা কেবল কৃষ্ণের সেবার জন্য ব্যস্ত তাঁহাদের সহিত আমাদের মতের পার্থক্য বর্ত্তমান। শ্রীচৈতন্যমঠবাসী ভক্তগণ কৃষ্ণের উপাসনার জন্য ব্যস্ত না হইয়া "শ্রীকৃষ্ণ"-ভজনের জন্য লালায়িত। শ্রীকৃষ্ণ—শ্রী+কৃষ্ণ ; শ্রী—লক্ষ্মী অর্থাৎ সকললক্ষ্মীগণের অংশিনী শ্রীমতী রাধিকা ; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ বলিতে রাধিকার সহিত বর্ত্তমান কৃষ্ণ অর্থাৎ শ্রীরাধাগোবিন্দই লক্ষ্যের বিষয়। শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী—সর্ব্বলক্ষ্মীশিরোমণি এবং জীবজগতে কৃষ্ণাবির্ভাবের মূলকারণ স্বরূপা। অন্যান্য পুনঃ পুনঃ আকর্ষণ সকলেই তাঁহার কায়ব্যূহ বা অংশ-স্বরূপ। তিনিই ভগবানকে তাঁহার একচেটিয়া সম্পত্তি রূপে সেবা প্রদানের একমাত্র মালিক ; সুতরাং রাধাকে বাদ দিয়া কৃষ্ণসেবার ছলনা প্রতারণা মাত্র। 'শ্রীকৃষ্ণ'-ভজন ছাড়িয়া অর্থাৎ শ্রীরাধাকে বাদ দিয়া শুধু কৃষ্ণের পৃথক স্বাধীনভাবে কৃষ্ণভজনের যে প্রচেষ্টা, তাহাকে সুরতুর্ব্বাসনাপ্লুতের ন্যায় কেবল পরিশ্রমই সার হয়, কৃষ্ণকৃপা কোনকালেই লাভ হয় না। ইহাই "শ্রীকৃষ্ণ-ভজন" ও "কৃষ্ণভজনের" বৈশিষ্ট্য।

এ জগতে ভোক্তা-ভোগ্যতা ও ভোগের আয়োজনরূপ নানা প্রকার বস্তু বিদ্যমান। শ্রীকৃষ্ণ অখিল রসের ও সর্ব্ব-সৌন্দর্য্যাদির মূল আশ্রয়। তিনি সমস্ত ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য ও জ্ঞানের মূলাশ্রয়। আবার সেই পূর্ণতম ভগবান্ যাঁহার আশ্রয় ও বিষয়, সেই স্বরূপটি যে কত বড়, তাহা মানবজ্ঞানের, এমন কি, অনেক মুক্তপুরুষগণেরও ধারণার অতীত। যে কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যে সমস্ত জগৎ লালায়িত ও মোহিত, যিনি নিজের মাধুর্য্যে নিজেই মোহিত সেই মদনমোহন ও মদনমোহন যাঁহার দ্বারা মোহিত হন, তিনি যে কত বড় বস্তু তাহা ভাষা দ্বারা বর্ণনা করা অসম্ভব। কৃষ্ণাপেক্ষা বৃষভানুনন্দিনী অশ্রেষ্ঠা নহেন। শ্রীকৃষ্ণ আমাদের ও আমাদিগকে নিত্যকালই ভৃত্য বলিয়া জানেন, সুতরাং শ্রীগুরুপাদপদ্ম ব্যতীত অন্য কেহ এই শ্রীকৃষ্ণভজন অর্থাৎ শ্রীরাধাকৃষ্ণ-ভজনের কথা জীবকে উপলব্ধি করাইতে পারেন না।

শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ পরস্পর অবিচ্ছেদ্য-সম্বন্ধবিশিষ্ট এবং এই শ্রীরাধাই কৃষ্ণের প্রাণ, জীবন ও ভূষণস্বরূপ। সুতরাং কৃষ্ণকে শ্রীহীন করিয়া অর্থাৎ রাধাবর্জ্জিত শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রতি ঐকান্তিক-নিষ্ঠা নিশ্চিত না হওয়া বা তাঁহাকে একমাত্র মঙ্গলকারী বন্ধু না জানিয়া কৃষ্ণভজনের প্রয়াস ভস্মে ঘৃতাহুতির ন্যায় পণ্ডশ্রম মাত্র। সুতরাং কৃষ্ণভজনে প্রবিষ্ট হইবার পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণভজনের কথা—কৃষ্ণের শ্রী অর্থাৎ প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তমের নিকট ভজনের কথা কায়মনোবাক্যে না করিলে মঙ্গলের আশা নিরাশায় পর্য্যবসিত হইবে। আশা করি, ভজন-প্রয়াসী ব্যক্তিগণ এ বিষয়ে স্থিরচিত্তে উপলব্ধি করিয়া ভজনপথে অগ্রসর হইবেন এবং ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদের বাণীটী কণ্ঠের করিয়া রাখিবেন।

"রাধাভজনে যদি মতি নাহি ভেলা।
কৃষ্ণভজন তব অকারণে গেলা॥
আতপ-রহিত সূর্য্য নাহি জানি।
রাধাবিরহিত মাধব নাহি মানি॥
কেবল মাধব পূজয়ে, সো অজ্ঞানী।
রাধা অনাদর করই অভিমানী॥
কবহি নাহি করব তাঁকর সঙ্গ।
চিত্তে ইচ্ছসি যদি ব্রজরস-রঙ্গ॥
রাধিকাদাসী যদি হোয় অভিমান।
শীঘ্রই মিলই তব গোকুল-কান॥
ব্রহ্মা, শিব, নারদ, শ্রুতি, নারায়ণী।
রাধিকা-পদরজঃ পূজয়ে মানি॥
উমা রমা সত্যা শচী চন্দ্রা রুক্মিণী।
রাধা-অবতার সবে আম্নায়-বাণী॥
হেন রাধা-পরিচর্য্যা যাঁকর ধন।
ভকতিবিনোদ তাঁর মাগয়ে চরণ॥"

শ্রীবৃষভানুনন্দিনী বা শ্রীগুরুদেবই সাক্ষাৎভাবে কৃষ্ণের সেবা করিতে সমর্থ, জীবের সে সামর্থ্য নাই। সুতরাং বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ এ বিষয়টী উপলব্ধি করিয়া শ্রীকৃষ্ণসেবার আশ্রয়াংশ্রই হলে আমরা পরমানন্দিত হইব ও তাঁহাদিগকে আমাদের প্রভু এক-জন বলিয়া জানিবার সৌভাগ্য পাইব।

সৎক্রিয়াসারদীপিকা

তৃতীয়-সংস্করণ

প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা ১।০

নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন

গ্রন্থ-বিভাগ শ্রীচৈতন্যমঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীল প্রভুপাদের প্রত্যভিভাষণ

[বেতুড়ি-গ্রামবাসিগণ কর্ত্তৃক প্রদত্ত অভিনন্দনের প্রত্যুত্তরে শ্রীল প্রভুপাদ গত বৎসর মার্চ্চ মাসে যে প্রত্যভিভাষণ প্রদান করেন তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম]

আমি সকলকে সম্মান দিচ্ছি। সব ব'লতে যা বুঝায়, সবের মালিক যিনি তাঁ'কে সর্ব্বপ্রকারে আশ্রয় করলে ও সম্মান দিলে সকলকেই সম্মান দেওয়া হয়। আমি যদি সেই ভগবান্ থেকে খানিকটা সম্মান আটক ক'রে রাখি, আর তাঁদের থেকে নিজেকে শ্রেষ্ঠ মনে ক'রে সম্মান-লাভে যত্নশীল হই, তবে সকলের মালিককে বাদ দিয়ে নিজের মাথে প্রতিষ্ঠার বোঝা অর্পণ করা হয়। আমি দিচ্ছি, আমি দাতা ইত্যাদি অভিমান থাকা-কাল পর্য্যন্ত অপরকে সম্মান দেবার অবসর হয় না। ভগবান্ Absolute, সম্পূর্ণ, কালবিচারে অপরিবর্ত্তনীয় চেতনের বিচারে পূর্ণজ্ঞানময় এবং আনন্দময়, তাঁতে অজ্ঞান কিছুই নাই। তাঁকে মান ক'রে সম্মান ক'রতে শিখলে সকলকেই সম্মান দেওয়া হয়।

বেতুড়ী-গ্রামবাসী ভক্তবৃন্দ আমাকে একটী অভিনন্দন দিলেন কিন্তু ক্ষুদ্র আমি তাহা গ্রহণে নিতান্ত অযোগ্য। অভিনন্দনমধ্যে ব'লেছেন মহৎ ব্যক্তি দীনচেতা গৃহীর বাড়ীতে যান, তাঁ'র কোন স্বার্থ নাই কিন্তু তাদের নিকট যান তাদের মঙ্গলবিধান ক'রবার জন্য, আর কিন্তু স্বার্থ-সিদ্ধিভাবে বিচরণ করছি সকলের নিকট কৃপা ভিক্ষা করবার জন্য। (এখানে শ্রীল প্রভুপাদ সবিস্তারে আরও অনেক কথা কীর্ত্তন দ্বারা তৃণাদপি শ্লোকের আদর্শ শিক্ষা প্রদান করেন) "একলা মানুষ আমি কতদিকে যাব" সুতরাং ভগবান্ দয়া ক'রে ভক্তগণকে পাঠিয়েছেন। কেহ বা গালবাদ্য বলেন, কেহ বা ভোক-বাক্যে প্রশংসা করেন। ভগবান্ পরম দয়াময়, তিনি অযোগ্য ব্যক্তিকেও দয়া ক'রে থাকেন। দয়ার প্রকার ভেদ আছে। আমরা মনে করি, অপরের প্রশংসা ও স্তবাদি করিলে মঙ্গল হয় কিন্তু যদি আমাদিগকে শাসন করা হয় তাতেই মঙ্গল নিহিত আছে। ভগবান্ আমাদিগকে পরীক্ষা ক'রবার জন্য ভক্ত লোকের মধ্যে সেবা করাইতেছেন। প্রশংসা, নিন্দা, সম্মানাদি তাঁদের নিকট থেকে লাভ করি। কিন্তু আমাদের মহতের নিকট যেতে হ'বে। মহৎ যাঁরা, তাঁরা আমাদের মঙ্গল করেন। আমরা নিজ মঙ্গল ও জগতের মঙ্গল ক'রতে এসেছি। ভোগী ব্যক্তিদিগের কথা আলোচনা ক'রতে আসি নাই। পারমেশ্বরের কথায় যাঁদের লোভ আছে তাঁদের নিকট তাঁর কথা আলোচনা ক'রতে এসেছি। বিরোধবর্গ এসে উপস্থিত হ'লে ভোগবর্গ হ'তে বিচ্যুত হই। ব্যক্তিবিশেষের সেবা ক'রলে সে-ব্যক্তি আমাদের উপর প্রসন্ন থাকেন। ভগবান্ অর্জ্জুনকে একটী কথা ব'লেছিলেন। আমাদের অধিষ্ঠান কি ? সেই শ্লোকটী আলোচনা করলে দেখতে পাই—

"প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি
সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥"

যেকাল পর্য্যন্ত ভোগ চাই ততকাল ভগবান্ অলক্ষ্য থাকেন। খুব ভোগ দিলে আমাদের সন্তোষ। ব্যক্তিবিশেষের ভোগের ব্যবস্থা করলে আমি তার আর ভোগের যদি ব্যাঘাত করি তবে বিরোধভাজন হ'য়ে পড়ি।

আমাদের অকিঞ্চনতার অভাবে ভগবদ্ জগতে নিন্দা, প্রশংসা বা অসুবিধা পাই। যে-কাল পর্য্যন্ত অকিঞ্চনতা না হয় ততদিন কোন মঙ্গলের আশা করতে পারি না। অপেক্ষাযুক্ত ভোগী জীব আমরা, দুটো পা বা চোখ থাকলে বা বুঝা যায়, তা'তে আবদ্ধ থাকলে সেবা হয় না।

নির্বিশেষ-সবিশেষ নিয়ে অনেক ঝগড়া সৃষ্টি হ'য়েছে। কেহ বলেন, নির্ব্বিশেষ আবশ্যক, কেহ বলেন সবিশেষ আবশ্যক। ভগবান্ পূর্ণবস্তু। অপূর্ণ ধারণা মাত্রে ভোগের ধারণা। বহির্জ্জগতের বস্তু আমাদিগকে পদে পদে প্রতারণা করে। চোখ দিয়া বুঝা বস্তুতে সত্যের উপস্থিত হয়। আমি যাকে ভাল বলি অন্য লোক তা'কে ভাল বলে না।

যা নিন্দা সমস্তুতাসাং তজ্জাং
অপর্ষি সংবরী।
যত্নাং অসাধিত ভূতানি না নিন্দা
শক্তো ভুবেৎ॥

ভূত জগতের উপর বহু রকমের বিচার-ভোগ নির্ম্মাণ হ'য়েছে এক পক্ষ একটা বিষয় গ্রহণ ক'রলে অপর পক্ষ সুখী হ'তে পারে না। এইরূপে নানাপ্রকার মতভেদ উপস্থিত হ'য়েছে। আমি চোখ দিয়া দেখি, মনের দ্বারা বিচার করি, আমি সর্ব্বজ্ঞ, আমার মত পণ্ডিত আর কেহ নাই। অনেক সময় আপনারা ম্যাজিসিয়ানের ভেল্কি দেখেন কিন্তু অসত্য বস্তুকে সত্য ব'লে মনে ক'রে ব্যবস্থা করা অকর্ত্তব্য। বাস্তব সত্য একই প্রকার। বাস্তব সত্যের সন্ধান চাই।

সবিশেষবাদী বলেন, আমরা সবিশেষভাবে ঈশ্বরকে আবদ্ধ রাখব। কিন্তু নির্ব্বিশেষবাদী তা'তে নারাজ। বিশেষ কোন বস্তুতে ঈশ্বর ধারণা করলে মোটা ঠিক হ'লো না। অতএব যাহ, পরমার্থ অনুভূতি ঈশ্বরের বাস্তব সত্তা অনুসন্ধান করা

আবশ্যক। জড়বিশেষ ও জড়-নির্ব্বিশেষ বর্গ থেকে পরিত্রাণ লাভ না করলে মরে পতিত হ'তে হ'বে। সাকার ও নিরাকার-বাদী উভয়েই ভ্রান্ত হন। কিন্তু বাস্তব বস্তুর তাতে ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। আমাদের বাস্তব বস্তুর অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য। শ্রৌতপন্থা দ্বারাই তাহা সম্ভব। আত্মম্ভরিতায় যে শ্রেষ্ঠত্ব আরোপ করি অপরের নিকট সেটি অধম। সেখান থেকে বৈষম্য উপস্থিত হ'য়েছে। মানুষ 'আমি কর্ত্তা' অভিমান দ্বারা যে ভোগ ও ত্যাগের আবাহন করছে, তা থেকে অব্যাহতি পেলে মঙ্গল হ'বে। ভোগ্য ও ভোগাতীত বস্তু ঈশ্বর নহে। ভগবদ্বস্তুর অনুশীলন হওয়া আবশ্যক। চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণের সদ্ব্যবহার হ'বে ভগবৎসেবায় কার্য্যে লাগ্‌লে।

বেহুলী-গ্রামবাসী 'ভক্তবৃন্দ' এই শব্দটী দেখে বড় আনন্দিত হ'য়েছি। 'ভক্ত' মানে ভগবানের সেবক। ভক্তিই আমাদের মঙ্গল। ভজনীয় বস্তুই আমাদের প্রাপ্য। মনুষ্যজাতি ভক্ত হ'লে খা'বে কি করে? সে খায়, না খেয়ে কি আত্মহত্যা করবে? যতকাল পর্য্যন্ত ভগবানের আলোচনা করে না, মায়ার সেবা ও জগতের সেবা ক'রে ব্যস্ত থাকে ততদিন দলাদলি সাম্প্রদায়িকতা প্রবল থাকে।

ভগবান্ আমাদের নিকট প্রকাশিত হ'চ্ছেন না কেন? তিনি অধোক্ষজ বস্তু। তিনি জীবের ভোগের বা ত্যাগের পদার্থ নন। অনেকে ভগবানের কথা ছেড়ে দিয়ে নাস্তিক হ'য়ে যান। জড়-সবিশেষবাদী বলেন, জগৎ পরমাণু-গঠিত, পরমাণুর সম্মিলনে হ'য়েছে। জড় নির্ব্বিশেষবাদী সকল বস্তুকে ত্যাগ ক'রে দেয়। কিন্তু ভক্ত বলেন, ভগবানের নিকট থেকে হ'বে। চক্ষু দিয়ে ভগবানের শ্রীমূর্ত্তিদর্শন, নাসাদ্বারা নির্ম্মাল্য আঘ্রাণ, কর্ণদ্বারা ভগবৎকথা-শ্রবণ ইত্যাদি দ্বারা ভগবানের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হওয়া চাই। ব্যবহারিক জীবনের যাবতীয় কার্য্য তাঁর সেবার সাধক হ'বে।

শ্রীচৈতন্যদেব বলেন, তৃণ হ'তে সুনীচ হও, আমি অকিঞ্চন, তৃণ হ'তেও নীচ। বিড়াল কুকুরে যে ঘাস মাড়িয়ে যায়, তদপেক্ষা নীচ—মাটির নীচের লোক আমি এরূপ হ'তে অভ্যাস কর। তুমি মুক্ত জগতের বস্তু, পশুর বস্তু, মানের বস্তু, ভোগী তুমি মনে করছ বাহিরের বস্তু ভোগ ক'রে বড় হ'ব। সমস্ত জগৎ, সমস্তকাল ভগবানের, মানবজাতি ভগবানের, তাঁর কোন জিনিষ গ্রহণ করলে তাঁর মালিকানা হ'তে বেইমানি করা হ'ল। আমার প্রাপ্য থেকে কিছু বেশী নিলে অসুবিধা হ'বে। আমরা এমন কোন জিনিষ গ্রহণ ক'রব না, যা ভগবান্ গ্রহণ করেন নি। কারণ যদি কুকুর থেকে সে যেমন মালিকের বস্তুটার অবশেষ পায়, আমি সেইরূপ ভগবানের প্রসাদ গ্রহণ করব। যারা ভগবানের কথায় নাচ তা'দের সঙ্গ করব না। ভোগী ও ত্যাগীর বিচার নিন্দ্য। আমাদের ভোগী ও ত্যাগী হ'তে হ'বে না। একটা পক্ষ সমর্থন আমাদের বিষয় নয়। সমস্ত জিনিষ তাঁর। তিনি খোদা, আমরা বান্দা। আমাদের শরীরটা চিরকাল থাকবে না। বিশেষ চিন্তাও থাকবে না। এ থেকে বিরত হ'তে হ'বে। যে-কোন কার্য্য করি, ভগবানের জন্য সব হওয়া দরকার। 'অনন্যা মমতা' ইতি মায়া, ইন্দ্রজালের বিচার ছেড়ে দিয়ে 'অনন্যাধিকা' বিচার হওয়া দরকার। আমরা সচ্চিদানন্দ-বস্তুকে পরিত্যাগ ক'রে পরস্পর ঝগড়া করলে সুবিধা হ'বে না।

ভগবান্ অখিলরসামৃত-মূর্ত্তি। তাঁ'তে বার প্রকার রস—(৫টী মুখ্য ও সাতটী গৌণ) একাধারে বর্ত্তমান। যিনি তাঁর সেবা করেন তাঁ'কে ভক্ত বলা যায়। খুব ভাল ছেলেরাই হোক আর খারাপই হোক, মূর্খই হউন বা পণ্ডিতই হউন, সকলেই সেই পরিপূর্ণ বস্তুর সেবার অধিকারী। সর্ব্বক্ষেত্রে ভেদ বর্ত্তমান। ভক্তিতে ভেদ নাই, আমরা পূর্ণের সেবাযুক্ত হ'ব। ঈশ্বরপরায়ণ হ'লে সর্ব্বত্র সর্ব্বতোভাবে এক মত থাকে, কোন মতভেদ থাকে না।

আমাদের সহ্য করার গুণ হওয়া দরকার। সকল দেশ হ'তে পরিত্রাণের উপায়—সেবা। এই গ্রামের কতিপয় ব্যক্তি ভক্তির পথ গ্রহণ ক'রেছেন, ইহা বড়ই সুখের বিষয়। এই বিচার যত প্রসারিত হ'বে তত Peace Problem শান্তির কথা আসিবে।

মঠ ও একেকটি কথা অভিনন্দনে লক্ষ্য ক'রেছি। প্রত্যেকটি কথা ভগবানের, আমি ক্ষুদ্র কাষ্ঠবিড়ালী তিনি যেরূপভাবে ব'লছেন আমি সেইভাবে খেটে দিয়ে যাচ্ছি। তাতে আমার কিছু নাই। ভোগী, কর্ম্মবীর, জ্ঞানবীর প্রভৃতির মত কথা আমার নাই। আমরা অকিঞ্চন, ভগবদ্বস্তুর আলোচনা হ'লে সংসারী ও সংসার ছাড়া লোক সকলের সুবিধা হ'বে। এ কথাগুলি দ্বারা মনুষ্যজাতির উপকার হ'ক। মনুষ্যমাত্রেরই মঙ্গল হ'ক। এখানকার তিক্ত অভিজ্ঞতা সকলেরই আছে। 'মানব,তার পরিণাম নিরাশা' 'সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু,আগুনে পুড়িয়া গেল।' বিচার উপস্থিত হ'লে মঙ্গল হ'বে। ভক্তের অনুসরণেই—ভগবানের শান্তিময় পাদপদ্ম আশ্রয় করলেই সব দিকে সুবিধা হ'বে। অনুকরণ করিলে—বাহিরে এক কথা ভিতরে এক কথা হ'লে—বিচ্ছিন্ন হ'লে অমঙ্গল আসবে। ভক্তির কথা আলোচনা করা কর্ত্তব্য। মানুষকে খাওয়ালে যেরূপ সন্তুষ্ট হন তাঁর সেবা করলে তিনি তদ্রূপ সন্তুষ্ট হ'বেন। 'তিনি নেই' এ বিচার নিয়ে মারামারি করা ভাল নয়। ভক্ত যে কাজ করেন, সকলে তা'তে সন্তুষ্ট হন।

'[illegible]' আমি কোন কাজ করেছি বা করতে পারি অভিমান করলে অমঙ্গল বাধা আসে। Nepolian Bonapart প্রভৃতি আজ কোথায়? কত বড় বড় পণ্ডিত, মনীষী, বৈজ্ঞানিক পরবর্ত্তিকালে নাকচ হ'য়ে গেছে। তৃণাদপি সুনীচ, 'তরুর ন্যায় সহিষ্ণু হ'য়ে ভগবানের কথা আলোচনা করব। 'চেতঃ-দর্পণের মার্জ্জন' বিচার। বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার'। জগতের বহু লোক বহু রকমের কথা ব'লেছে, সর্ব্বত্র আলোচনা হ'ক। জগতের বহু লোক বহু রকম উপদেশ দিয়াছেন, সর্ব্বত্র আলোচনা হ'ক তা'হ'লে দেখা যাবে, "হরি পূর্ণ দয়ানিধি, তাঁর দয়া অমন্দোদয়-দয়া।

"এতেষাং স্থির-দেহা বিশ্বস্তা
গোষ্ঠীশ্বাশ্রয়া
শাস্ত্রার্থজ্ঞ [illegible]
চিত্তাশ্রিতোহপ্যরম্যা।
সদ্ভক্তিমবিনোদনা স-মধুরা মাধুর্য্যমর্য্যাদয়া
শ্রীচৈতন্য দয়ানিধে, তব দয়া
ভূয়াদমন্দোদয়া॥"

কোন ব্যক্তি মহাপ্রভুকে নমস্কার করার সময় এই কথা ব'লেছেন। ভগবানের সেবাতেই সব। সেইটা ছাড়লেই বৈষম্যের উৎপত্তি ও নানা সমস্যা হয়। তাকে বাড়িয়ে দেওয়াতে মঙ্গল নাই। নিজের কোন পুরোহিত প্রভুকে সেবায় লাগান উচিত নয়। আত্মগ্লানি পরিত্যাগ ক'রে একমাত্র ভগবানের সেবা করা। প্রভুকে দিয়ে সেবা নিবে না, ইহাই বান্দার কার্য্য, ভগবদ্ভক্ত। আপনাদের অনেক সময় নিয়াছি সেজন্য ক্ষমা করবেন। আগামীতে আবার দেখা যাবে।

পরমহংস পরিব্রাজক-আচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের বেহুলাগ্রামে শুভপদার্পণোপলক্ষে

অভিনন্দন

আচার্য্যবর্য্য!

এই দীনা নগণ্যা পল্লী আপনার ন্যায় মহাপুরুষের চরণস্পর্শে আজ যে অভিষিক্ত হইল, তাহাতে আপনারই ঔদার্য্য-গৌরব প্রকাশিত হইতেছে,—

মহাজনানাং দুরিতং গৃহিণাং দীনচেতসাম্।
নিঃশ্রেয়সায় ভগবন্নান্যথা কল্পতে কচিৎ॥
মহান্ত-স্বভাব এই তারিতে পামর।
নিজ কার্য্য নাহি তবু যান তার ঘর॥

—এই উক্তি আজ অক্ষরে অক্ষরে সত্য হইয়াছে। কোন্ ভাগ্য ও সুকৃতিবলে আজ আপনার ন্যায় মহাপুরুষের পাদপদ্মের ধূলিতে এই স্থান রঞ্জিত হইল, তাহা আমাদের অপরিজ্ঞাত। তবে আপনার কৃপায় আজ আমাদের অন্তরে এই দৃঢ়প্রত্যয় উদিত হইয়াছে যে আপনার এই স্থানে আগমনের দুইটী কারণ আছে:—প্রথমতঃ পাষণ্ড-উদ্ধারের জন্য, দ্বিতীয়তঃ আপনার ভক্তবৃন্দের সেবাগ্রহণের জন্য। আপনি অতীর্থ স্থানকে আজ তীর্থীভূত করিয়াছেন।

হে পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য! আপনার কৃপায় আজ বিশ্বের সর্ব্বত্র নিত্য সনাতনধর্ম্ম প্রচারিত হইতেছে। পৃথিবীতে যত নগরাদি স্থান আছে, সর্ব্বত্রই আপনি শ্রীচৈতন্যের নাম ও শিক্ষা প্রচার করিতেছেন। আমাদের এই নগণ্য পল্লী পৃথিবীর গণ্ডীর বাহিরে নয় বলিয়াই বুঝি ইহা আপনার ভুবনপাবনী কৃপা হইতে বঞ্চিত হয় নাই, তাই আমাদের এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিবার সার্থকতা।

হে আচার্য্যবর্য্য! আপনিই এই ভক্তসম্প্রদায়ে অনাবিল ভক্তিধারার মন্দাকিনী-ধারা প্রবাহিত করিয়াছেন। দৈববর্ণাশ্রমধর্ম্ম সংস্থাপন, শাস্ত্রগ্রন্থ প্রচার, লুপ্ততীর্থ উদ্ধার, অসৎসঙ্গ-বর্জ্জনের জন্য ভক্ত্যালোক ও শুদ্ধভক্তিমঠ স্থাপন, [illegible] প্রতিষ্ঠা, [illegible] সুধীর ইংরাজী, হিন্দী প্রভৃতি ভাষায় [illegible] প্রচার, নবদ্বীপ-ধাম-পরিক্রমা, [illegible], সাধারণ ও বিশিষ্ট [illegible] প্রবণ-কীর্ত্তন ও [illegible] বিবিধ আদর্শ প্রকট করিয়া আপনি আপনার যথার্থ গৌরব-মণ্ডল আচার্য্যনামে সার্থক করিয়াছেন।

(অতঃপর ৩য় কলমের শেষে দ্রষ্টব্য)

(চতুর্থ কলমের পর)

আমরা জ্ঞানহীন, ভক্তিহীন, সেবাহীন, বিষয়াসক্ত, দেহগেহাসক্ত। আপনাকে পূজা করিবার যোগ্যতা বা উপায় আমাদের কিছুই নাই। তবে যদি আপনি নিজগুণে কৃপা করিয়া আমাদের অজ্ঞান-তিমির ছন্ন চক্ষুকে আপনার দিব্যজ্ঞান-অঞ্জন-শলাকাদ্বারা উন্মীলন করেন এবং আমাদিগকে আপনার পদাম্বুজে আত্মমনের সুবুদ্ধিযোগ দান করেন, তবে হয়ত' আমরা কোনও না কোনও দিন আপনার বাণী শ্রবণ ও মননের ফল বরণ করিতে পারিব। আপনি জগদ্গুরু, আমাদের মন্দমতি ও কুবুদ্ধি নিবৃত্ত করিয়া আপনার সদুপদেশ শ্রবণের জন্য আমাদিগকে যোগ্যতা দান করুন। ইহাই আপনার শ্রীচরণে আমাদের একমাত্র নিবেদন।

বেহুলীগ্রামবাসী ভক্তবৃন্দ.

স্বপনেও না কর ভাই স্ত্রী-সম্ভাষণ। গৃহে স্ত্রী ছাড়িয়া ভাই আসিয়াছ বন॥

শুদ্ধভক্তি মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ

(আকর মঠরাজ)

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমহাপ্রভুর প্রায় ৪৫০ বর্ষ উদয়-পূর্বে শ্রীপ্রদ্যুম্নের আগমনের শ্রীকৃষ্ণ-দেবের ভবনে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর বিরাজমান। এই স্থান সারস্বত-শ্রী পরিবার পীঠ বা সারস্বতকেন্দ্র। এই মঠ হইতে শ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণবরাজসভার যাবতীয় সেবাসমূহের পরিচালন ও অধ্যাপনা এবং তত্রস্থ শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারীর ও আচার্য্য সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য চতুষ্টয় ইঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠ হইতে পারমার্থিক দৈনিক 'নদীয়া-প্রকাশ', সাপ্তাহিক সম্প্রদায়ে অপ্রকাশিত সুপ্রাচীন গ্রন্থাদি প্রকাশ করেন এবং 'প্রকাশ' বিভাগ ও হইতেছেন। প্রতি বৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমার অনুষ্ঠান ও শ্রীগৌরাবির্ভাব-উৎসব মহামহোৎসব সমাজ দ্বারা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক —শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভু সমার্চিত প্রবিখ্যাত ভক্তমণ্ডল-প্রচারোদ্দেশ্যে গৌড়দেশের সর্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই গৌড়মণ্ডলমধ্যে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দজীউ সমাধিতে নিত্য সেবিত হন। 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, শ্রীমদ্ভাগবত-চৈতন্য-চরিতামৃত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যভাগবত ও গীতা ও ভক্তগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হয়। এই মঠ হইতে মহাপ্রভুর শুদ্ধ ভক্তিধর্ম্ম-প্রচার, মহামন্ত্র-সঙ্কীর্ত্তন, বক্তৃতা, যাত্রা ও সঙ্কীর্ত্তন মহা-মহোৎসবাদি ভক্তাদের অনুষ্ঠান হয়। রক্ষক মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া সহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীগুরু-ভক্তের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক —শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী সেবাকোবিদ।

(৪) শ্রীবাস অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী এখানে শ্রীগৌরবিধানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান, রক্ষক—শ্রীপ্রেমনাথ দাসাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—গোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

(৭) কাজীর সমাধি-পাট

প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) এই স্থানে গৌরলীলা-পাত্র চাঁদ-কাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীহরিনন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী।

(৮) শ্রীনন্দন-সুরভি-কুঞ্জ

স্বরূপগঞ্জ, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও রাধাগোবিন্দের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবনবিহারী দাস অধিকারী।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ শ্রীল বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীমদন-মোহন ব্রহ্মচারী।

(১০) মোদদ্রুম ছত্র গৌড়ের বৈদিক

মামগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)।

শ্রীবাসুদেবের ঠাকুর সারঙ্গের স্থান। শ্রীগৌরনিত্যানন্দের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবঙ্কুবিহারী ব্রজবাসী, অধিকারী।

(১১) শ্রীজিয়া কুঞ্জকানন

শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লী নিকটবর্ত্তী, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক— শ্রীনরোত্তম ব্রহ্মচারী।

(১২) কুঞ্জকুটীর

—পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া। রক্ষক—শ্রীসুন্দরানন্দ অধিকারী

(১৩) ভাগবত-আসন

—পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

এই স্থান হইতে ভাগবত-সম্পাদ প্রকাশিত হয়। রক্ষক— শ্রীসুন্দরানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, কাব্যতীর্থ।

(১৪) একায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ রামঘাট, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীযোগানন্দ ব্রহ্মচারী গোস্বামী ভক্তিশাস্ত্রী

(১৫) বক্রেশ্বর পণ্ডিতের পাট

কাঁচরাপাড়া, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(১৬) মাধ্বগৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, পোঃ ঢাকা

পূর্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাবিনোদ বি-এ।

(১৭) গোপালজীউ মঠ

—কাশিমপুর, ঢাকা

শ্রীগোপালদেবের প্রাচীন সেবা বিরাজমান। রক্ষক শ্রীমদনমোহন ব্রজবাসী।

(১৮) গদাই গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)।

এখানে শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবনমালী ব্রহ্মচারী

(১৯) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

রতনবাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীযতীশ্বর দাসগাথা, এম-এ, বি-এল।

(২০) প্রাপ্তপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ বারুহ, (ত্রিপুরা)

এখানে মহাপ্রভুর শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক - শ্রীপাদপদ্মদাস ব্রজবাসী

(২১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ বাঘবাড় (বর্দ্ধমান)।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক —শ্রীকেশব দাসাধিকারী.

(২২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ভুবনেশ্বর, পোঃ ভুবনেশ্বর, (পুরী)

এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরঘুনাথ অধিকারী।

(২৩) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে গুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবদ্দাস ব্রজবাসী ভাগবত।

(২৪) গোরাজপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক— শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী।

(২৫) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাগপড়ি, পোঃ বক্সীবাজার, (কটক)

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ বিনোদরাধা-জীউর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীমাধবানন্দ ভাগবতাচার্য্য

(২৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ কুশবেণী পুরী,

শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ গান্ধর্বা-গিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন।

(২৭) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপুরী, পোঃ পুরী উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদানন্দজীউর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীসদানন্দ অধিকারী

(২৮) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌরনিত্যানন্দের ও শ্রীরাধাগোবিন্দ-নাথের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবিপিন-বিহারী দাসাধিকারী।

(২৯) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, গোদাবরী জেলা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী।

(৩০) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪২নং কালিপুরা, বেনারস সিটি

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(৩১) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ,

এলাহাবাদ

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারীর সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ

(৩২) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও গৌর-বিনোদ-বিলাসজীউর সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীসত্যনারায়ণ দাসাধিকারী।

(৩৩) কৃষ্ণচৈতন্য মঠ

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

এখানে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিত্য-সেবা হয়। রক্ষক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠ

বিশ্রামঘাট মথুরা

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ

(৩৫) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ—শ্রীরাধাকুণ্ড

রক্ষক—শ্রীরাধারমণচরণদাস ব্রহ্মচারী

(৩৬) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৩৭) গোকুলবিহারী মঠ

সেবাগ্রাম, পোঃ গোবর্দ্ধন, জেলা অমৃতসর (পাঞ্জাব) রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৩৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪০নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্বিকাগিরিধারীর সেবা।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমী

(৩৯) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল।

এখানে গৌর-মনোহরের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪০) সারস্বত-গৌড়ীয় মঠ

ভারবার মাতারণপুর, চট্ট, সি

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি

(৪১) মান্দ্রাজ-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ রা রাপেট্টা মান্দ্রাজ।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা।

রক্ষক—শ্রীপাদ রামানন্দ আচার্য্য বিশারদ।

(৪২) বোম্বে-গৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়

গোয়ালিয়া রোড, চৌপাটি বিল্ডিং, ব্লক নং ১, বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীসুন্দরনাথ সেনগুপ্ত মজুমদার।

(৪৩) অমরবি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমরবি, মেদিনীপুর

রক্ষক - শ্রীসর্ব্বেশ্বর দাস অধিকারী

(৪৪) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্চকা, কামরূপ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী

(৪৫) পাটনা গৌড়ীয় মঠ

১০০ মিঠাপুর, পাটনা।

রক্ষক—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী বাসকৃষ্ণ

(৪৬) গালেশ্বর গৌড়ীয়মঠ বালেশ্বর

রক্ষক —শ্রীবনোয়ারী ব্রহ্মচারী

(৪৭) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয়

৩ ম্যার হাউস, সেণ্টজাম্‌স কোর্ট, এস-ডাব্লু ৭, লণ্ডন

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ বন মহারাজ।

(৪৮) বার্লিন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

Berlin W. 30

Eisenacher strasse 29

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ৩৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে শেষ পর্য্যন্ত ।৶০
২। অনুভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। অনুভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ... ৩—১৲; ৩য় খণ্ড—৸ :
৩ ৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—১৲; ২য় খণ্ড ৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব—১৲
৮। সৎক্রিয়াসার—দীপিকা ও সংস্কার-দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণবধর্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ২৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ।০
১৮। বারণ-আলবর ।
১৯। ... কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৶০
২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৷৶০
২২। ভজন-রহস্য
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ ও (বাঁধা)
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ)
২৬। গীতার কেবল মূল-ভাষা ৷০
২৭। বৃহদ্ভাগবতামৃতম্ সাহবাদ ২৲
২৮। বেদান্তদর্শনের সারাৰ্থ ৷০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸
৩০। দীপ-দিগ্দর্শন ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৶০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। ব্রজগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি ৴০
৪১। গীতাবলী ৴০
৪২। চিত্রে নবদ্বীপ ১।০
৪৩। সাধনকণ ৴০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৴০
৪৬। ... ৴০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। ...
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (১ম খণ্ড) ৫৲
৫১। প্রেমসম্পুটিকা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-... ০
৫৫। ... মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৴০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণবিজয় ৶০
৫৯। শিক্ষাষ্টক ৶০
৬০। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যলীলামৃত সারঃ ৷০
৬১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিজয়ঃ ।০
৬২। সটিক-শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৬৩। স্তবপঞ্চকম্ ।০
৬৪। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৷৶০
৬৫। গৌড়ীয়মঠস্য পাঠচয়ঃ ৴০
৬৬। সারার্থদর্শনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৭। রায় রামানন্দ ৷০
৬৮। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ৷০
৬৯। নামভজন ।০
৭০। বেদান্ত—ইট্স মরফোলজি অ্যাণ্ড অন্টোলজি ৷০
৭১। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ৷৶০
৭২। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।০
৭৩। বৈষ্ণবিজম ।০
৭৪। শর্ট গৌড়ীয়মঠ ইন ব্রিফ ৴০
৭৫। দি ভাগবত ।০
৭৬। এথেটিক প্রিন্সিপ্ল অ্যাণ্ড অ্যাবেলেড ডিভোশন ।০
৭৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২।০
৭৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৭৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।
৮০। ...
৮১। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৮২। গীতাবলী ৴০
৮৩। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৪। শরণাগতি ৴০

তেলগু ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

বিরাজ শশিভূষণ কাবকণ্ঠ ...এর

বেঙ্গলার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

...জ্বর-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণ ... দূর ... একমাত্র ... অধিক। ... একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার ... মূল্য ছোট শিশি ৷৶০ আনা, বড় বোতল ১৶০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং ... রোড, কলিকাতা
অথবা
পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

বিখ্যাত ক্যালিকো ... আবিষ্কার

ফাউন্‌টেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে. বি. দত্ত এণ্ড কোং
কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার
কলিকাতা

আমাশয় ও পেটের পীড়ায়

শ্রীশ্যামানন্দ দাস কবিরাজের আবিষ্কৃত

গ্রহণী বজ্র

ব্যবহার করুন

আমাশয়, রক্তামাশয় অতিসার, গ্রহণী, অজীর্ণ, পেটফাঁপা, যকৃতের, প্লীহা ও ... প্রভৃতি সকল প্রকার নূতন ও পুরাতন পেটের পীড়ায় গ্রহণী বজ্র প্রত্যক্ষ ফল প্রদ মহৌষধ।

যাহারা পেটের পীড়ায় ... অনেকেই ... ফল লাভ করিতে পারেন ... ইহার ... হইবেন। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। মূল্য ... ৩ শিশি ১৲ সিকা ডাক মাশুল ।৶০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীকৃষ্ণ ... ময়মনসিংহ।
ঢাকার এজেণ্ট মেসার্স মহেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং
পাটুয়াটুলি, ঢাকা

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও ... অধিকারী এম, এ, এল, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

স্বর্ণ সুযোগ ! স্বর্ণ সুযোগ !

শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদরচিত গৌড়ীয়ভাষ্য সহিত

বিরাট গ্রন্থ

শ্রীশ্রীচৈতন্য ভাগবত

পুস্তকের আয়তন :—ক্রাউন কোয়ার্টো মূল ১০৯৬ পৃষ্ঠা, সূচীপত্র ২৪৮ পৃষ্ঠা, মোট ১৩৪০ পৃষ্ঠা

ভিক্ষা-বাঁধাই মাত্র ৭॥ সাত টাকা

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা

নদীয়া সার্টিফিকেট আদালতের নীলাম ইস্তাহার

১ কেস্ নং এবং কোর্টের নাম	২ নীলাম ইস্তাহার (A) (B) বা (C) ধারায় প্রকাশিত	৩ ডিক্রিদার	৪ দেনদার	৫ যে দাবীর জন্য সম্পত্তি বিক্রয়ের আদেশ হইয়াছে	৬ বিক্রয়ের স্থান তারিখ ও সময়	৭ কি রকম জোত	৮ থানা, মৌজার নাম ও গ্রাম	৯ খতিয়ান নং প্লট (জানা থাকিলে) অথবা অন্য প্রয়োজনীয় বিবরণ	১০ জমির পরিমাণ (জানা থাকিলে)	১১ জমা (জানা থাকিলে)	১২ মন্তব্য
১১৬ B, ৩৪।৩৫ নং সার্টিফিকেট আদালত		বিভূতি ভূষণ পালচৌধুরী	বৈবত সেখ	৯৭।/৯	৯।৫।৩৫	রায়তি স্থিতিবান	থানা নাকাশীপাড়া মৌজে কালশুকা	১৮৩ খতিয়ান	৮.৬৩	১০৷৷৵৯	বিভূতি ভূষণ পালচৌধুরী
১১৭ B, ৩৪।৩৫		ঐ	বৈকুণ্ঠ মুচি	২৩।/৪	৯।৫।৩৫	ঐ	থানা নাকাশীপাড়া মৌজে কালশুকা	১৮১ খতিয়ান	৫.৬৭	৫।৷৵৪	ঐ
২০ R. P, ৩৩.৩৪		আর পালচৌধুরী	ওস্তাপজালি মণ্ডল	৫৪।৵৩	৯।৫।৩৫	ঐ	থানা চাকদহ মৌজে কাঁচরাপাড়া	২৮ খতিয়ান	১.৭৫	৮৮৷৵৬	আর পালচৌ:
৫ R, P, ৩৪।৩৫		ঐ	সুরেশ্বনাথ ঘোষ	৮২৷৵৬	৯।৫।৩৫	ঐ	থানা নবদ্বীপ মৌজে নাগদাবী দেবগ্রামগঞ্জ	৬২ নং	৮.৪৬	১২৷৷৵০	ঐ
১৫০ N, R, ৩৩।৩৪		গৌরীশচন্দ্র রায় বাহাদুর	নগেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য দিং	১৭৸৵০	১০।৫।৩৫	নিষ্কর	থানা শান্তিপুর মৌজে কুড়ুলপুর	৬৩ খতিয়ান	৫.৮	নিষ্কর	গৌরীশচন্দ্র রায় বাহাদুর
১৬৫ N, R, ৩৪।৩৫		ঐ	হেমবরণী দেবী	৭৸৵৩	১০।৫।৩৫	ঐ	থানা শান্তিপুর মৌজে আরপাড়া	১২৮ খতিয়ান	১.৪৯	ঐ	ঐ
২১৮ N, R, ৩৪।৩৫		ঐ	সাতকড়ি মণ্ডল দিং	২১।৩	১০।৫।৩৫	রায়তি মোকররী	থানা কৃষ্ণগঞ্জ মৌজে চোগাছা	৬৮৬ খতিয়ান	৪.৯২	৮৷৩	ঐ
২০০ R, P, ৩৪।৩৫		আর পালচৌধুরী	ফকিরচাঁদ সর্দ্দার দিং	৩৪।০	১০।৫।৩৫	রায়তি স্থিতিবান	থানা চাকদহ	২১৩,৫১,১১৬, ৩৪,১৬৪		৫/৩	আর পালচৌ:
১৮৬ R, P, ৩৪।৩৫		ঐ	সুবধন সেখ দিং	৬৭।০	১০।৫।৩৫	ঐ	থানা কৃষ্ণনগর মৌজে আমঘাটা	১৭৯ খতিয়ান	৫.৬৪	৫৯৷৵৯	ঐ
১৪৭ R, P, ৩৪।৩৫		ঐ	নহের বিশ্বাস দিং	৮৬৻৩	১০।৫।৩৫	ঐ	থানা শান্তিপুর মৌজে নওদা	৩৪২ খতিয়ান	১১.১৮	২১৲	ঐ
৫৭ R, P, ৩৪।৩৫		ঐ	ইছপ আলি	৪০।০	১১।৫।৩৫	ঐ	থানা হাঁসখালি মৌজে গোবিন্দপুর	৭৭৯ খতিয়ান	১.৩২	৭৸৵৯	ঐ

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'শ্রীনাথ' নবদ্বীপ

দৈনিক

REG. C 1544

চৈতন্যোপনিষদ্
বড় অক্ষরে মূল ও
অনুবাদসহ প্রকাশিত
হইয়াছে। কাগজ ও
ছাপা অতি উত্তম।
ভিক্ষা ।০ মাত্র
শ্রীচৈতন্যমঠ,
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

"গৌড়ীয়"
৭ম বর্ষ হইতে
১১শ বর্ষ পর্যন্ত
প্রতি বর্ষ বাঁধান
পাওয়া যায়
ভিক্ষা ৩।০ মাত্র।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ
বাগবাজার, কলিকাতা

[illegible]

১০ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২০শে চৈত্র, বুধবার ১৩৪১, ৩রা এপ্রিল ১৯৩৫ [২৮শ সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

—:০:—

কলিকাতা হাইকোর্টের নূতন জজ

মাননীয় বিচারপতি মিঃ সি. বার্টলে আগামী ২৭শে এপ্রিল হইতে ২৯শে আগষ্ট পর্য্যন্ত ছুটি লওয়ায় তাঁহার স্থলে আলীপুর জেলার সেসন্স ও দায়রা জজ মিঃ আর এফ লজ আই সি এস কলিকাতা হাইকোর্টের অস্থায়ী জজ নিযুক্ত হইয়াছেন।

—

গাঁজার সন্ধানে গিয়া প্রাণ হারাইবার উপক্রম

ত্রিপুরা রাজ্যের পুলিশের দারোগা শ্রীযুক্ত বীরেন মুখোপাধ্যায় সম্প্রতি কুকিদের হাতে নিদারুণ নির্য্যাতন ভোগ করিয়াছেন। পার্ব্বত্য অঞ্চলে ব্যাপকভাবে বে-আইনি গাঁজা উৎপাদনের কথা দীর্ঘকাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে। উক্ত দারোগা এই বে-আইনী গাঁজার বিরুদ্ধে কয়েকজন কনেষ্টবল লইয়া অভিযান করেন। তিনি দুই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেন এবং অনেক বে-আইনি গাঁজাও ধরা পড়ে উক্ত গাঁজা লইয়া ক্যাম্পে প্রত্যাবর্ত্তনের সময় হঠাৎ প্রায় একশত কুকি পুলিশ দলকে অতর্কিত ভাবে আক্রমণ করে এবং দারোগা ও দুই জন কনেষ্টবলকে নির্দ্দয় ভাবে প্রহার করিয়া আক্রমণকারীরা তাহাদিগকে পর্ব্বতোপরি উহাদের সর্দ্দারের নিকট বন্দী করিয়া লইয়া যায়। তথায় বন্দিগণকে এক অগ্নিকুণ্ডের পার্শ্বে রাখা হয়। উহার চতুর্দ্দিকে মণ্ডপাদের এক বৈঠকের বন্দোবস্ত হয়। প্রতিহিংসা গ্রহণের জন্য বন্দিগণকে হত্যা করা হইবে কিনা সে সম্বন্ধে উত্তেজনাপূর্ণ আলোচনা হয় অবশেষে বন্দিগণের প্রতি সদয় হইবার জন্য কুকিদলপতিকে এবং কুকিদের মধ্যে কয়েকজনকে ঘুষ দিয়া বন্দিগণকে মুক্তি দেওয়া হয়। এই ব্যাপারের সহিত সংশ্লিষ্ট কুকিদের সম্বন্ধে সমুচিত প্রতিবিধান করিবার জন্য ত্রিপুরা-রাজ দরবার ব্যবস্থা করিতেছেন।

স্বর্ণ রপ্তানি

৩০শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত বোম্বাই হইতে 'নবদূর্গা' জাহাজে ভারত হইতে ১ কোটি ২৯ লক্ষ ১৮ হাজার ২৭৪ টাকা মূল্যের স্বর্ণ বিদেশে রপ্তানী হইল। ইহার বেশীর ভাগ সোনাই লণ্ডনে চালান গেল। বর্ত্তমান বৎসরের পর হইতে এপর্য্যন্ত ২২৬ কোটি, ৬৮ লক্ষ, ৭২ হাজার ৫৫৯ টাকা মূল্যের স্বর্ণ বোম্বাই হইতে বিদেশে চালান গিয়াছে।

নৃশংস হত্যাকাণ্ড

লক্ষ্ণৌয়ের ১১ মাইল দূরে গোমতী নদীর মৃত্যুঞ্জয়ঘাটে পূর্ত্ত বিভাগের কনট্রাক্টর পণ্ডিত প্রসাদ নামে এক ব্যক্তি নৃশংসভাবে নিহত হইয়াছে বলিয়া সংবাদ আসিয়াছে। প্রকাশ, কতিপয় দুর্বৃত্ত গভীর রাত্রিতে কণ্ট্রাক্টরের খেয়া নৌকায় নদী পার হইতে চেষ্টা করে। উহাতে বাধা প্রাপ্ত হইয়া উহারা লাঠি লইয়া কণ্ট্রাক্টরকে আক্রমণ করে। ফলে সংগে সংগেই ঐ ব্যক্তির মৃত্যু হয়। তাঁহার [illegible] জীবন রক্ষার অগ্রসর হইলে সেও গুরুতর ভাবে আহত হয়। এবং একণে হাসপাতালে। তাহার অবস্থা সঙ্কটাপন্ন।

— —

কলিকাতা ও হাওড়ায় খানাতল্লাসী

গোয়েন্দা পুলিশ স্থানীয় পুলিশের সাহায্যে হাওড়ার বিভিন্ন স্থানে খানাতল্লাসী করে এবং বহুলোককে থানায় লইয়া যায়। প্রকাশ, অন্যতম একজন বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষয়িত্রীও আছেন। আপত্তিজনক কিছু পাওয়া যায় নাই। গোয়েন্দা পুলিশ কলিকাতার বহু স্থানে খানাতল্লাসী করিয়া ৪ জন যুবককে পুলিশের সদর অফিসে লইয়া যায়। প্রকাশ, টিটাগড় অস্ত্রপ্রাপ্তি মামলা সম্পর্কে খানাতল্লাসী করা হয়।

—

চোর ধরিবার জন্য চাষীর অদ্ভুত কৌশল

কান্দির নিকটবর্তী এক গ্রামের কোন চাষীর কলাবাগানে প্রত্যহ কলা চুরি হইত। চোর ধরিবার জন্য মিস্ত্রী এক অভিনব কৌশল আবিষ্কার করে। প্রকাশ, সে প্রত্যহ কলার ছড়ার উপর নিজের নামের প্রথম অক্ষরটী লিখিয়া রাখে। অতঃপর ঐ চিহ্নিত কলা বিক্রয়কারীর অনুসন্ধানের জন্য সে দুইজন গোয়েন্দা নিযুক্ত করে। তাহাদের মধ্যে একজন একদিন প্রাতঃকালে কলা চোরের সন্ধান পাইয়া পুলিশে সংবাদ দেয়। পুলিশ তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

বাঙ্গলার সংক্রামক ব্যাধি

১৯৩৫ সালের ২৩শে মার্চ্চ যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহের বাঙ্গালার সংক্রামক ব্যাধিসমূহের বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

আলোচ্য সপ্তাহে কলেরায় আক্রমণ ২৬৩১ ও মৃত্যু ১২৯৩; গত সপ্তাহে আক্রমণ ১৮৩১ ও মৃত্যু ৯০৯; গত বৎসরের এই সপ্তাহে আক্রমণ ১৫৩৭ ও মৃত্যু ৭০৮।

আলোচ্য সপ্তাহে বসন্তে—আক্রমণ ৫০৬ ও মৃত্যু ১২১; গত সপ্তাহে আক্রমণ ৪৩৭ ও মৃত্যু ১১৪ গত বৎসরের এই সপ্তাহে—আক্রমণ ৬৩৪ ও মৃত্যু ১৮৫।

আলোচ্য সপ্তাহে ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রমণ ৬৪ ও মৃত্যু ৯; গত সপ্তাহে আক্রমণ ৬৭ ও মৃত্যু ৮; গত বৎসরের এই সপ্তাহে আক্রমণ ৯৯ ও মৃত্যু ১৪। আলোচ্য সপ্তাহে মেনিনজাইটিসে আক্রমণ ৩৮ ও মৃত্যু ২২; গত সপ্তাহে আক্রমণ ৩৩ ও মৃত্যু ২৩; গত বৎসরের এই সপ্তাহে আক্রমণ ২০ ও মৃত্যু ১৬ আলোচ্য সপ্তাহে প্লেগে আক্রমণ ২ ও মৃত্যু ১।

জিলাসমূহের মৃত্যু সংখ্যা

কলেরা—বর্দ্ধমান ৪৯, বীরভূম ২২, বাঁকুড়া ১৩, মেদিনীপুর ১৩৩, হুগলী ৪৫, হাওড়া ৭৪, চব্বিশ পরগণা ২২৯, কলিকাতা ৬৮, নদীয়া ১৫, মুর্শিদাবাদ ১১, যশোহর ৪৩, খুলনা ৭২, রাজসাহী ১, দিনাজপুর ৪, রংপুর ২০, বগুড়া ২, পাবনা ২০, মালদহ ১৬, ঢাকা ৫০, ময়মনসিংহ ১১, ফরিদপুর ৪০, বাখরগঞ্জ ১৮৩ চট্টগ্রাম ৪৩, পার্ব্বত্য-চট্টগ্রাম ১০০, ত্রিপুরা ৮৮ ও নোয়াখালী ১১

বসন্ত—বর্দ্ধমান ২, বীরভূম ১, মেদিনীপুর ৫, হুগলী ১০, হাওড়া ১০, চব্বিশ পরগণা ৩, কলিকাতা ৩৩, নদীয়া ৩, যশোহর ১, খুলনা ৩, রংপুর ৭, পাবনা ৫, মালদহ ৩, কুচবিহার ৮, ঢাকা ৪, ময়মনসিংহ ৮, ফরিদপুর ১, বাখরগঞ্জ ১৮ ও নোয়াখালী ২৭।

ই আই রেলে ডাকাতি

গত ১৫ই মার্চ্চ গয়া ও হাজারিবাগ ষ্টেশনের মধ্যে ২নং আপ মেলে তৃতীয় শ্রেণীর মহিলাদের কামরায় যে ডাকাতি হইয়াছে, তৎসম্পর্কে বিস্তৃত সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। ঐ ডাকাতিতে কোনও মাড়োয়ারী মহিলাকে ছোরা দ্বারা ভয় প্রদর্শন করিয়া তাঁহার ৫ হাজার টাকা মূল্যের গহনা অপহৃত করা হইয়াছিল।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে ; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনাদিবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের অত্যন্ত সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

[ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কলিকাতা বেথুন কলেজের ইতিহাসের ভূতপূর্ব্ব প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল, ভক্তিশাস্ত্র ভাগবতরত্ন মহোপদেশক এম-এ, মহোদয়ের স্রোতস্বিনী গবেষণা এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ লেখনীর অনুভূতির প্রাঞ্জল ভাষায় একাধারে দর্শন এবং রূপ ও মহাবাদের জীবনচরিত-গ্রন্থ বহু বৃহৎ এই বিরাট্, আকারে ও আয়তনে গ্রন্থ সমাদৃত ও বিশিষ্ট চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সর্ব্বত্রই প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা প্রথম খণ্ড ৩০০ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় হইবে ঐ বিশ্বপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreward), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সাজান শব্দ-সূচী (Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মান্দ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা, মান্দ্রাজ ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার কলিকাতা ; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে বিষয়সার ও শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৮০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST— প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক পত্রিকা একাদশীতে প্রকাশিত হয়। বার্ষিক মূল্য ৪৲ টাকা বিদেশে কলিকাতা বাগবাজারস্থ গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। বৈষ্ণিবাদেশ শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৷০

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ বিনায়ক সেবাতীর্থ বি-এল, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া গদাধরাঙ্গন হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল শ্লোক অক্ষরে এবং আয়রে বর্ত্তমান যুগে শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। অতি সুন্দর ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৩৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোক সূচী, পদ্যসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়-সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী-পত্র। সভাষ্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অথচ বিরাট সংস্করণ জগতের কোথায়ও আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

		প্রথম ও দ্বিতীয়		পরবর্ত্তি-সময়ে	
		সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা	সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা
প্রত্যহ	প্রতি লাইন	।০	৵০	৵	
"	" ইঞ্চি	২৲	১৷০	১৷০	
"	" সিকিকলম	৫৲	৪৲	৬৲	৩৲
"	" অর্দ্ধকলম	৮৲	৭৲	৬৲	
"	" ১ কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

মাসিক হার

[যদি অন্ততঃ ১ বৎসরের জন্য চুক্তি করা হয়]

সংবাদ পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ৭৲, সিকি কলম ১৫৲, অর্দ্ধ কলম ২৫৲, এক কলম ৩৫৲
বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ৪৷০, সিকি কলম ১২৲ অর্দ্ধ কলম ১৮৲, এক কলম ৩০৲ টাকা।

সাহায্যের হার

সডাক বার্ষিক ৯৲ নয় টাকা, ষাণ্মাসিক ৫৲ পাঁচ টাকা, ত্রৈমাসিক ২৸০ পৌনে তিন টাকা, মাসিক ১৲ এক টাকা মাত্র। নগদ প্রত্যেক সংখ্যা ৵৫

ম্যানেজার, দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, জেলা নদীয়া। টেলিগ্রাম—'শ্রীপুর', নবদ্বীপ

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৮—৪৬,	১০—৫১,	১৩—২২	১৭—৩৮,	২০—১৬
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৯০,	১১—৩১,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—৫৫

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

শনিবার ব্যতীত প্রতিদিন

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৩৫	৯-২৫	১১-১০	১২-৩৪	১৫-৭৫	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৪০	১২-১১	১২-৫২	১৫-৪৯	১৮-৫৩
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-৪১	১৩-১২	১৬-১২	১৯-৩৪

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

—পারমার্থিক পত্র—

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১০ম বর্ষ ১৪ বিষ্ণু, গৌরাব্দ ৪৪৯ ২০শে চৈত্র ১৩৪১, ৩রা এপ্রিল ইং ১৯৩৫ বুধবার ২৮৩ম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

গত ৩রা চৈত্র ঢাকা নগরীর সন্নিকটবর্ত্তী দক্ষিণ-গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় কর্ত্তৃক আহূত হইয়া কমলাপুর গোপালজী মঠের মঠরক্ষক শ্রীপাদ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী স্থানীয় সভায় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীর চিত্তাকর্ষণ করেন। ব্রহ্মচারীজীর নিকট শ্রীমদ্ভাগবতের অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া সকলেই পরমানন্দিত হন। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজন-পদাবলী ও হরিনাম কীর্ত্তন হয়।

কাশী শ্রীসনাতন-গৌড়ীয়মঠের অন্যতম সেবক শ্রীরাধাকান্ত ব্রহ্মচারীজী শ্রীমঠে প্রায় ১৫ দিন যাবৎ শ্রীমদ্ভাগবত হইতে প্রহ্লাদ মহারাজের উপাখ্যান পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহার কীর্ত্তনে আকৃষ্ট হইয়া প্রত্যহ ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলার প্রায় আড়াই শত লোক পাঠে যোগদান করিয়া থাকেন। শ্রোতৃবৃন্দ ব্রহ্মচারীজীর পাঠশ্রবণে পরম উপকৃত হইয়াছেন জানিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম।

গত ৩১শে মার্চ্চ রবিবার দিবস ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের সাপ্তাহিক অধিবেশনোপলক্ষে শ্রীধাম মায়াপুরের আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠের আবাহন এবং প্রাঙ্গণে একটী মহতী সভা আহূত হইয়াছিল। এই সভায় স্কুলের শিক্ষক ও ছাত্রবৃন্দ, শ্রীধামবাসী সুধীবৃন্দ ও মঠবাসী ভক্তবৃন্দ প্রায় প্রত্যেকেই সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। সভার প্রারম্ভে গুর্ব্বষ্টক-বন্দনার পর উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধা-গোবিন্দ কাব্যতীর্থ, পুরাণতীর্থ, কাব্যবিনোদ, ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় সুললিতস্বরে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন করিলে পর এই স্কুলের প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের শ্রীপাদ কিশোরীমোহন তর্কবাগীশ বি-এ মহোদয় বহুক্ষণ শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজের গুণ-মহিমা বর্ণন করেন। অতঃপর সে-দিবস স্বামীজী মহারাজ শিক্ষক ও ছাত্রগণের পক্ষে অভিনন্দনের প্রত্যুত্তরে ইংরাজী ভাষায় যে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন, ভক্তিবান্ধব-প্রভু তাহার বঙ্গানুবাদ সভায় পাঠ করিয়া সকলের আনন্দবর্দ্ধন করেন।

অনন্তর এই বিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব প্রধান শিক্ষক ও সেক্রেটারী বিদ্যাপ্রাণ শ্রীমদ্ভক্তি-প্রদীপ তীর্থ মহারাজ শিক্ষক ও ছাত্র-মণ্ডলীকে উদ্দেশ করিয়া নিখিল জীবকল্যাণার্থ উদিত অবিচ্ছিন্ন-ধারা শ্রীচৈতন্যবাণীর প্রেরণায় চালিত হইয়া প্রাণের আবেগে যাহাতে বিভাগ করা শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মে চিত্ত নিয়োজন করিবার সুযোগ উপস্থিত হয়, যদ্দ্বারা প্রকৃত শিক্ষা লাভ করিয়া শুধু দেহ-গেহ ভরণপোষণ কেন, অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ড ভরণপোষণের যোগ্যতা লাভ হয়, সেই পরবিদ্যা—শ্রীগুরুকৃষ্ণসেবার কথা এবং ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের চরম লক্ষ্য যে শুধু মানবকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া উদরভরণের যোগ্য করিবার জন্য নহে তাহা প্রাঞ্জল ভাষায় ঘণ্টাধিক কাল কীর্ত্তন করেন। তৎপর মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তনান্তে সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজের কীর্ত্তন যাঁহারা শুনিবার সৌভাগ্য পাইয়াছেন, তাঁহারা তাঁহার অন্তরের সহিত কীর্ত্তিত জীবকল্যাণ-কারিণী উদ্দামবাণী কিরূপে দীনাদৃগণের হৃদয় আলোড়িত করতঃ স্বকীয় প্রভাব বিস্তারে সমর্থ তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিয়াছেন এবং প্রকৃত মঙ্গলের সুপ্রশস্ত রাস্তার অনুসন্ধান পাইয়াছেন।

বস্তুতঃ যাহা আমরা স্বচক্ষে দেখিবার সৌভাগ্য পাইয়াছি যে তিনি যখন জীবদুঃখে অত্যন্ত ব্যথিতহৃদয়ে করুণাবশতঃ উচ্চস্বরে তাঁহার পাদের বন্ধ শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর মাহাত্ম্যকীর্ত্তনে রত হন, তখন তাঁহাকে দেখিলে জাগতিক কোন মানব বলিয়া যে কোন নিরপেক্ষ সজ্জনের ধারণায় আসিবে না। কীর্ত্তনকালে তাঁহার আরক্তিম নিজকোমল সুপ্রশস্ত বদনমণ্ডল দর্শন করিলে এবং তাঁহার শ্রীমুখ উচ্চারিত ভুবনমঙ্গলময়ী পরমার্থদ শ্রীচৈতন্যবাণীর প্রতিধ্বনি শ্রবণ করিলে স্বতঃই মনে হয়—"ইনি অন্য কেহই নহেন, ইনি অবশ্যোক্ষা শ্রীভক্তিবিনোদ-ধারার পারবেশনকারী জনৈক বৈকুণ্ঠদূত। জীবকল্যাণার্থ ইনি ভূতলে বিচরণ করিতেছেন। আমরা শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী-গদার সারভূত এই মহাত্মাকে বারংবার প্রণতি জ্ঞাপন করিতেছি

সার কথা

—:o:—

প্রকৃত বৈদিক মত কি?

'মীমাংসক' কহে, 'ঈশ্বর হয় কর্ম্মের অঙ্গ'।
'সাংখ্য' কহে, জগতের প্রকৃতি কারণ॥'
'ন্যায়' কহে, পরমাণু হৈতে বিশ্ব হয়।
'মায়াবাদী' 'নির্বিশেষ ব্রহ্মে' 'হেতু' কয়॥
'পাতঞ্জল' কহে, ঈশ্বর হয় স্বরূপ জ্ঞান।
বেদমতে কহে তাঁরে স্বয়ং ভগবান্॥

—চৈঃ চঃ মধ্য ২৫শ

বেদান্তের মত কি?

ছয়ের ছয় মত ব্যাস কৈলা আবর্ত্তন।
সেই সব সূত্র লঞা 'বেদান্ত'-বর্ণন॥
'বেদান্ত'-মতে ব্রহ্ম 'সাকার' নিরূপণ।
নির্গুণ ব্যতিরেকে তিঁহো হয় ত 'সগুণ'।

—চৈঃ চঃ মধ্য ২৫শ

একমাত্র সেব্য শ্রোতমত কি?

পরম কারণ ঈশ্বরে কেহ নাহি মানে।
স্ব-স্ব মত স্থাপে পরমতের খণ্ডনে॥
তাতে ছয় দর্শন হৈতে 'তত্ত্ব' নাহি জানি।
'মহাজন' যেই কহে, সেই 'সত্য' মানি॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যবাণী—অমৃতের ধার।
তিঁহো যে কহয়ে বস্তু, সেই 'তত্ত্ব' সার॥
চৈতন্য-গোসাঞির যেই কহে, সেই মত সার।
আর যত মত, সেই সব ছারখার॥

—চৈঃ চঃ মধ্য ২৫শ

কর্ম্ম, যোগ ও জ্ঞানমার্গ কিরূপ?

এই ধনে আছে ধন বাহিরে খুঁজবে।
'জীবন্ত-ভিমরুলী' উঠিবে ধন না পাইবে॥
পশ্চিমে খুঁদলে তাঁহা 'যক্ষ' এক হয়।
সে বিঘ্ন করিবে ধন হাতে না পড়য়॥
উত্তরে খুঁদলে আছে কৃষ্ণ 'অজগরে'।
ধন নাহি পাবে, খুঁদিতে গিলিবে সবারে॥

—চৈঃ চঃ মধ্য ২০শ

কোন্ মার্গে ভগবৎসাক্ষাৎকার হয়?

পূর্ব্বদিকে তাতে মাটি অল্প খুঁদিতে।
ধনের ঝারি পড়িবেক তোমার হাতেতে॥
ঐছে শাস্ত্র কহে, কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ ত্যজি।
'ভক্ত্যে কৃষ্ণ বশ হয়, ভক্ত্যে তাঁরে ভজি';

—চৈঃ চঃ মধ্য ২০শ

পূর্ণ ভগবৎস্বরূপ কে?

স্বয়ং, কৃষ্ণ, 'গোবিন্দ' পর নাম।
সর্ব্বৈশ্বর্য্যপূর্ণ, যাঁর গোলোক নিত্যধাম॥
ব্রহ্ম অঙ্গকান্তি তাঁর নির্বিশেষ প্রকাশে॥
সূর্য্য যেন মূর্ত্ত-মধ্যে জ্যোতির্ময় ভাসে॥
পরমাত্মা যেঁহো তিঁহো কৃষ্ণের এক অংশ॥
আত্মার 'আত্মা' হন কৃষ্ণ সর্ব্ব-অবতংস॥

—চৈঃ চঃ মধ্য ২০শ

কৃষ্ণ আমার পালে, রাখে' জান সর্ব্বকাল। আত্মনিবেদন-দৈন্যে ঘুচাও জঞ্জাল

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৪ বিষ্ণু ভৃঃ অর্থবর্ষ ৪৪৯

গৃহস্থালী

গৃহস্থালীর খবর জগতের প্রায় শতকরা শতজনই জানেন বস্তু শতকরা গৃহস্থালীর সন্ধান অতি অল্প লোকেই রাখেন বলিয়া মনে হয়। গৃহস্থালী দ্বিবিধ—প্রাকৃত গৃহস্থালী ও অপ্রাকৃত গৃহস্থালী—মায়ার সংসার ও কৃষ্ণের সংসার। যে গৃহের মালিক ভোক্তাভিমানী, শিরাভিমানী ও কর্ত্তাভিমানী জীব, যেখানে জীবগণ মাতা-পিতা-স্ত্রী পুত্রাদি লইয়া পরস্পর ইন্দ্রিয়তর্পণে ব্যস্ত, আহার-বিহার মৈথুনাদিই যেখানের নিত্য-নৈমিত্তিক কার্য্য, সে-গৃহের গৃহস্থালী ভুক্তিবের জন্য, ভুক্তগণ এ বদ্ধের দাসস্বরূপ। সমস্ত বস্তুর একমাত্র মালিক লক্ষ্মীপতি নারায়ণকে বাদ দিয়া এই গৃহস্থালীর কার্য্য সম্পাদিত হয় বলিয়া সাধারণ সংসারে বা কৃষ্ণবিমুখ সংসারে এত অসুবিধা! এত কষ্ট! সুতরাং এতাদৃশ গৃহস্থালীতে প্রবৃত্ত না হইয়া অপ্রাকৃত গৃহস্থালীর কথা কৃষ্ণবিষয়ের বিষয়ী ভক্তগণের নিকট শিক্ষা করা উচিত। এ গৃহস্থালীর যাবতীয় কার্য্য কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে বা কৃষ্ণপ্রিয়তমের জন্য সংসাধিত। এখানে সকলেই কৃষ্ণের সেবক-সূত্রে পরস্পর প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ এবং সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণসুখবিধানের জন্য নানা কার্য্যে ব্যস্ত। নব-নবায়মানভাবে উপস্থিত কৃষ্ণসেবা-নন্দ-উৎসবের দ্বারা কৃষ্ণসংসারের পরিবার বর্গ সতত প্লাবিত। এই অপ্রাকৃত গৃহস্থালী সেবাগার বলিয়া আনন্দময় আর প্রাকৃত গৃহস্থালী ভোগাগার বলিয়া দুঃখের জননী-স্বরূপা।

সেবাবিমুখ বদ্ধজীবগণই এই প্রাকৃত-কূপ-সদৃশ গৃহস্থালী করিবার জন্য—আপাত-মনোরম সংসার গঠন করিবার জন্য যথেষ্ট আলোচন করিয়া থাকে এবং সতত দুশ্চিন্তায় ব্যাকুল হয়। কিন্তু অপ্রাকৃত গৃহস্থালীতে সেরূপ চিন্তার কোন কথা নাই। শরণাগত ব্যক্তি ব্যতীত কেহই এই গৃহস্থালী-ভুক্ত হইতে পারে না। কৃষ্ণ-সংসারের সংসারী অপ্রাকৃত গৃহস্থ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ এ বিষয় অতি অল্প কথায় আমাদিগকে অতি সুন্দরভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন।

অহং মম শব্দ অর্থে যাহা কিছু হয়।
অর্পিনু তোমার পদে ওহে দয়াময়॥
আমার আমি ত' নাথ না রহিনু আর।
এখন হইনু আমি কেবল তোমার॥
আমি শব্দে দেহী জীব অহংতা ছাড়িল।
ত্বদীয়াভিমান আজি হৃদয়ে পশিল॥
আমার সর্ব্বস্ব দেহ গেহ অনুচর।
ভাই বন্ধু দারা সুত দ্রব্য দ্বার ঘর॥
সে সব হৈল তব আমি হৈনু দাস।
তোমার গৃহেতে এবে আমি করি বাস॥
তুমি গৃহস্বামী আমি সেবক তোমার।
তোমার সুখেতে চেষ্টা এখন আমার॥
স্থূল লিঙ্গ দেহে মোর সুকৃত দুষ্কৃত।
আর মোর নহে প্রভু আমি ত' নিস্কৃত॥

প্রাকৃত গৃহস্থালীর লোক-সংখ্যা অধিক, আর অপ্রাকৃত গৃহস্থালী যাঁ'রা করেন, তাঁ'রা লোকোত্তর। কৃষ্ণের সংসারের মধ্যে কৃষ্ণসুখের জন্য নিজের দুঃখকে দুঃখ বলিয়া গণনা করেন না। নিজের ধন, নিজের অর্থ, নিজের কাম-পরিতৃপ্তি, নিজের নির্ব্বাণ প্রভৃতি কিছুই তাঁহারা ভুলক্রমেও চান না। কিন্তু ভোগাগার সংসারে ধর্ম্মার্থকামাদির অধিক্যবশতঃ ভগবান বা ভগবদ্ভক্তের কোনও সম্পর্ক নাই। হরি ও গুরু-বৈষ্ণবের সম্পূর্ণ অভাব।

মানুষ ধর্ম্মার্থকাম-মোক্ষের কথা—ভোগের কথা বা তদিপরীত ত্যাগের কথা সহজে বুঝিতে পারে—হয় গৃহাসক্ত হয়, না হয় সন্ন্যাসী হয়—এই দোজা কথা উভয়ই তাহাদের ধারণায় আসে কিন্তু অপ্রাকৃত রাজ্যের গৃহস্থালী—অপ্রাকৃত গৃহস্থের কথা তাহাদের মাথায় প্রবেশ করে না। কৃষ্ণের মত এত বড় আসক্ত গৃহস্থ আর কেহ নাই। তাই যাবতীয়ের কৃষ্ণের গৃহস্থালী সম্পূর্ণতা লাভ হয় নাই; একমাত্র এই বৈষ্ণবগণই কৃষ্ণের গৃহস্থালীর সার্থকতা সম্পাদন করিতে পারিয়াছেন। কৃষ্ণের এই গৃহস্থালী করাই জীবের ধর্ম। সুতরাং প্রকৃত গৃহস্থ হইতে না পারিলে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণসেবা-লাভ সম্পূর্ণ অসম্ভব। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ চৌর্য্যবৃত্তির নাটিয়া গৃহস্থালী ছাড়িয়া—গৃহত্রপূর্ণ বা স্ত্রীর স্বামী বা পুত্রের পিতা অভিমান ছাড়িয়া কৃষ্ণকে পতিত্বে বরণ পূর্ব্বক গৃহস্থ হওয়ার জন্য কৃষ্ণপ্রেমের পূর্ণতাই বা কৃষ্ণের গৃহস্থালীর সার্থকতা সম্পাদনে পরম লক্ষ্য শুদ্ধভক্তগণের আনুগত্য স্বীকার করেন। অন্যথা ব্যক্তিকে শ্রীগুরুদেব নিষ্কপটে বলিয়া গ্রহণ না করিয়া পারেন না।

"সরস্বতীজয়শ্রী"

[বৈশব পদ্য]

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের কৃপা যে-রূপে তাঁহার অনুগত ভক্তগণ উপলব্ধি করিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে। ভিক্ষা ৩ টাকা মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার কলিকাতা।

শ্রীধাম প্রচারিণীসভার ৪১শ বার্ষিক অধিবেশন

সভাপতি শ্রীল প্রভুপাদের অভিভাষণ

[১লা বিষ্ণু ৪৪৯ গৌরাব্দ ২১শে মাঘ তারিখে শ্রীচৈতন্যমঠের অধিবাসন নাটমন্দিরে প্রদত্ত]

আমি আপনাদের অধিক সময় গ্রহণ কর্‌ব না। মহাপ্রভু বিভিন্ন যোগ্য ব্যক্তির দ্বারা যে সকল কার্য্য গ্রহণ করিয়াছেন তা' আপনারা শ্রবণ ক'র্লেন। আমি গ বৎসর রোগগ্রস্ত হ'য়ে কোন সেবা ক'র্‌তে পারি নাই। তবে সকলের নিকট আমার বিনীত প্রার্থনা—মনুষ্যজীবন লাভ করবার পর যে সকল সৌভাগ্য পাওয়া গিয়েছে, তন্মধ্যে হরিসেবা করবার জন্য যে সৌভাগ্য তাহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। বহুপ্রকার পারদর্শিতা আছে তন্মধ্যে ভগবৎসেবানৈপুণ্যই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। সেজন্য প্রত্যেক বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির চেষ্টা করা প্রয়োজন। আমি অযোগ্য ব'লে আমার সর্ব্বদাই ইচ্ছা হয়, যাঁ'রা কৃতী ও যোগ্য, তাঁ'রা ভগবানের সেবাকার্য্যে নিরন্তর নিযুক্ত থেকে তাঁ'দের কৃতিত্ব প্রদর্শন করুন; তা' হ'লে আমরাও আদর্শ দেখবার সুযোগ পা'ব, নিতান্ত অযোগ্য হ'লেও যোগ্যতা-লাভের জন্য অনুপ্রাণিত হ'ব।

শ্রীবাসপণ্ডিত মহাপ্রভুর কীর্ত্তনসেবায়, গৃহস্থজীবনের আদর্শ সেবার কিরূপ আনুকূল্য ক'রেছেন, তা' আমরা শ্রীবাসের চরিত্রে দেখ্‌তে পাই। কৃষ্ণের লীলায় রাসস্থলী যেরূপ প্রয়োজনীয়, গৌর-লীলায় শ্রীবাসের স্থানও সেইরূপ পরম প্রয়োজনীয়। শ্রীযুক্ত মন্মথবাবু শ্রীবাসঅঙ্গনের কীর্ত্তন-প্রাঙ্গণে একটি স্থান করেছেন, তা' এখনও সম্পূর্ণতা-লাভ করে নাই—শীঘ্রই সম্পূর্ণতালাভ ক'র্‌বে। শ্রীবাস-অঙ্গনের সেই কৃত্য আমাদের সকলের আদর্শ হউক।

শ্রীবাসের চরণে আনুগত্যের দ্বারা জীবের সর্ব্বতোভাবে সাফল্য লাভ হয়। শ্রীবাস শ্রীগৌরসুন্দরের কীর্ত্তন প্রচারের আদি সহচর ছিলেন। আদর্শ আমাদের সর্ব্বতো-ভাবে বরণীয়। শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু যে-সময় গৌরসুন্দরের নিকট উপস্থিত হ'য়েছিলেন, তখন তিনি মহাপ্রভুকে প্রণাম ক'রে ব'লেছিলেন,

নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেম-প্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ॥

শ্রীকৃষ্ণ নিজ-মূর্ত্তি আবরণ ক'রে উপদেশকের মূর্ত্তি—কীর্ত্তনকারীর মূর্ত্তি—ভক্তমূর্ত্তি প্রকাশ ক'রেছিলেন। তাঁ'র আন্তিক সৌন্দর্য্য জগতের লোভনীয়, তাঁ'র চেষ্টাও ভুবনমঙ্গল প্রসবিনী। তাঁ'র আদর্শে অনুপ্রাণিত হ'য়ে জগতে যে সেবার চেষ্টা প্রকাশিত হয়, তাহাও পরমমঙ্গলময়ী।

মঙ্গলের বিঘ্ন অপসারিত ক'র্‌তে হ'লে শ্রবণ আবশ্যক। কর্ণই সর্ব্বাগ্রে আত্মার মঙ্গল বরণ ক'র্‌তে পারে; কিন্তু আত্মবস্তুর বিষয় কীর্ত্তিত না হ'লে অপরের শ্রবণের সুযোগ হয় না। কীর্ত্তিত বিষয় না শুনে থাকা যায় না। আবার কীর্ত্তিত বিষয় স্মরণ না হ'লেও যায় না। তাই শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ একতাৎপর্য্যপর। যদি ইহারা এক-তাৎপর্য্যপর না হয়, তা' হ'লে জান্‌তে হ'বে শ্রবণ কীর্ত্তন প্রভৃতির অনুশীলন হয় নাই।

যে বস্তু 'নিত্য, যাঁ'র সহিত সমস্ত বিচ্ছিন্ন হ'য়ে যায়, সেই বস্তু আমাদের স্মরণীয় হউক। কীর্ত্তনকারীর কৃপায় সেই বস্তুর শ্রবণ হ'লেই তা' স্মরণীয় হ'তে পারে। তাই কীর্ত্তনকারীর দান—মহাদান। তাঁ'র কীর্ত্তনে যে আনন্দ উদিত হয়, তা' অতুলনীয়। মহাবদান্য শ্রীচৈতন্য যে দান ক'রেছেন, সেই দানের সামগ্রী—শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন। সেরূপ অতি প্রয়োজনীয় বিষয়েও আমাদের ঔদাসী এসে উপস্থিত হয়। আমরা সেই বস্তুর প্রয়োজনীয়তা, সার্থকতা উপলব্ধি না ক'রে তা'তে অমনোযোগ থাকি। কিন্তু শ্রীচৈতন্যের দাসগণ প্রতিমুহূর্ত্তে স্মরণ করাইয়া দেন, যদি কীর্ত্তন কর, তবে জীবনে সমস্ত সমস্যার সমাধান হ'বে—তদ্দ্বারা পরের মঙ্গল ও তোমার নিজের মঙ্গল খুব বেশী পরিমাণে হ'বে। এক বিষয়ের কীর্ত্তনই শ্রবণের একমাত্র পরিচায়ক।

অনেকে মনে করেন,—ভগবানের কথা বর্ত্তমান সময়ে প্রয়োজনীয় বিষয় নহে। হরিকীর্ত্তনে ক্ষুন্নিবৃত্তি হ'চ্ছে না,—এরূপ মীমাংসা ক'রে অনেকে ইন্দ্রিয়তৃপ্তিজনক শ্রবণের জন্য ব্যস্ত হয়; কিন্তু ক্ষুন্নিবৃত্তির চেষ্টা সর্ব্বতোভাবে স্থায়ী নয়। পারিপার্শ্বিকতা আলোচনা করলে আমরা বুঝতে পারি, নিজের ইন্দ্রিয়তৃপ্তিদ্বারা অন্যের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির ব্যাঘাত হয়, তদ্দ্বারা প্রকৃতপ্রস্তাবে পরার্থিতা সাধিত হয় না।

সেবার বিষয়ে সেবকের যে সকল বৃত্তি পরিচালিত হওয়া আবশ্যক, তা' না হ'লে নিজের ও পরের প্রকৃত উপকার হয় না। এজন্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব সর্ব্বেন্দ্রিয়দ্বারা সেবা করবার কথা ব'লেছেন, তদ্দ্বারা নিজের ও জগতের মঙ্গল হয়। কৃষ্ণসেবায় সর্ব্বেন্দ্রিয় নিযুক্ত না হ'লে নিজের ও পরের অমঙ্গল

অবশ্যম্ভাবী। সর্ব্বেন্দ্রিয়দ্বারা নিজের বিলাস সংগ্রহ না ক'রে সর্ব্বেন্দ্রিয় কৃষ্ণ-বিলাস-সংগ্রহের চেষ্টাতে নিযুক্ত ক'রলেই আত্ম ও পরমমঙ্গল লাভ হয়। সকল কার্য্য অপেক্ষা ভগবানের সেবা-কার্য্যই সর্ব্বোত্তম। যাঁ'রা অনুক্ষণ সেই সর্ব্বোত্তম ভগবৎসেবাশীলনে ব্যস্ত, তাঁহাদের সেবা করাই সেবার সর্ব্বোত্তমতা।

'সেবা' বল্‌তে গিয়ে অনেকে স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরের সেবা মনে ক'রে থাকেন; কারণ, তাঁ'রা স্থূল ও সূক্ষ্মশরীর অতিক্রম ক'রে অন্য কিছু ধারণা করতে পারেন না। কিন্তু স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর পরিবর্ত্তনশীল,—ইহা প্রত্যক্ষ সত্য, যিনি সেবা গ্রহণ বা সেবা করবেন, তাঁ'দের স্থায়িত্বই যদি ক্ষণভঙ্গুর হয়, তা' হ'লে সেরূপ সেবাও অনিত্য। যে শরীর বিনষ্ট হ'য়ে যা'বে, যে জ্ঞান আগন্তুক জ্ঞান, তদ্বিষয়ের জন্য যে চেষ্টা, তা'র অধিক মূল্য দেওয়া যেতে পারে না। ঐ সকল চেষ্টা-দ্বারা আমাদের বাস্তবিক কোন মঙ্গললাভ হয় না।

বার্ষিক অধিবেশন ও ভগবানের শ্রীধামের সেবা সাঙ্গ ক'রে ভাগ্যবান্ হ'য়ে যখন ঘরে ফিরি শ্রীধামসেবা বঞ্চিত হ'য়ে যখন আবার গৃহমেধিধর্ম্মে লিপ্ত হই, তখনও যদি এই সকল কথা আমাদের স্মৃতিতে বিরাজিত থাকে, তা' হ'লে আমরা বুঝ্‌তে পারি,—কৃষ্ণকীর্ত্তন ব্যতীত আর কোন মঙ্গলময়ী কথা নাই—তা'র কোন শ্রেষ্ঠ লাভ নাই। যাঁ'রা সেই কৃষ্ণকীর্ত্তন করেন, তাঁ'দের দান কত বড়! তাঁ'দের সেবা কত শুভজনক! আমরা নানাপ্রকার অজ্ঞেয়তাবাদ, দুর্ব্বিবাদ প্রভৃতিতে অভিনিবিষ্ট থাকি; কিন্তু কৃষ্ণের সেবায় অভিনিবেশ কত অধিক মঙ্গলের সেতু!

আমরা নবধাভক্তির আলোচনার জন্য প্রতি বৎসর নবদ্বীপধাম পরিক্রমা করি। আমরা ভ্রমণ করবার জন্য দু'টি পা পেয়েছি; কিন্তু সেই পা দু'টি যদি কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত না, যদি কৃষ্ণের ধামের সেবার জন্য পা দুটোকে নিযুক্ত করি, তবেই পা থাকার পূর্ণ সার্থকতা। যে-সময় আমরা কৃষ্ণ-সেবায় ঔদাসীন্য প্রকাশ করি, সে-সময়ই অসুবিধা উপস্থিত হয়—আমরা বিচার-বিমূঢ় হ'য়ে যাই।

আমরা মহাপুরুষের চরিত্র আলোচনা করতে গিয়ে অনেক সময় অনুসরণের পরিবর্ত্তে অনুকরণ-প্রবৃত্তিতে বাধিত হই—মৎসর হই—কামক্রোধাদি ষড়্‌রিপু দ্বারা অভিভূত হই—শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় শ্লোকে যে নির্ম্মৎসর সাধুদের আচরণীয় ভাগবত-ধর্ম্মের কথা উক্ত হ'য়েছে, তা' আমরা তখন ভুলে যাই। সব বাধাবিঘ্ন অতিক্রান্ত হয়—সেই ভগবানের স্মরণে; কিন্তু শ্রুত বিষয়ের কীর্ত্তন ব্যতীত স্মরণ সম্ভব হয় না।

লৌকিক বাধা-বিঘ্ন অপসারিত করবার জন্য আমরা বিঘ্ন-বিনাশন গণদেবতার পূজা ক'রি; কিন্তু এক বিঘ্ন সরাতে গিয়ে যদি আর এক বিঘ্নেতে আট্‌কে যাই, তবে বিঘ্নবিনাশকের পূজা ক'রেই বা কি হ'লো? মুক্তিকামনা হ'তে মুক্তিলাভ না হওয়া পর্য্যন্ত পরমমঙ্গল লাভ হয় না।

"আদদানস্তৃণং দন্তৈরিদং যাচে পুনঃ পুনঃ।
শ্রীমদ্রূপপদাম্ভোজ-ধূলী স্যাং জন্মজন্মনি॥"

—এরূপ বিচার উদিত হ'লে প্রকৃত-প্রস্তাবে মানবের সেবা, দেবতার সেবা, অসুরেরও প্রকৃত সেবা, সকলের সেবা এবং সকলের মালিক কৃষ্ণের সেবা ক'র্‌তে পারব। শ্রীরূপের পদসেবার লোভ হৃদয়ে অধিকার ক'র্‌লেই আমরা মঙ্গললাভ ক'র্‌তে পারব।

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥

আমাদের প্রাতঃকাল হ'তে নিশীথকাল পর্য্যন্ত, এমন কি, নিদ্রাকালেও নিজেন্দ্রিয়-তৃপ্তিচেষ্টা দেখ্‌তে পাওয়া যায়। আমাদের ইন্দ্রিয়তোষণে যদি কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তোষণ ভুলে থাকি, তবে আমাদের কোন মঙ্গললাভ হয় না। জগতে নানাবিষয়ে নানাকার্য্যে লোক ব্যস্ত আছে, তা'তে কি ফলোদয় হ'চ্ছে? আমরা একটুকু অনুধাবন ক'র্‌লেই জান্‌তে পারব,—তা' অপ্রয়োজনীয়; ভগবানের সেবাই নিত্য কৃত্য। দ্বিতীয়াভিনিবেশ, স্বরূপ-বিভ্রম, হৃদয়দৌর্ব্বল্য ও অনর্থের মলিনতা হ'তে মুক্ত হ'বার জন্য সাধুর পদধূলিতে স্নান ক'রে আমাদিগকে ভগবানের ইন্দ্রিয়তর্পণে চেষ্টান্বিত হ'তে হ'বে। কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তর্পণের চেষ্টাই জ্ঞানের পূর্ণতা। কৃষ্ণ পূর্ণানন্দ লাভ ক'র্‌লে তদন্তর্গত আমরাও পূর্ণানন্দ লাভ ক'র্‌তে পারব।

শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভার সর্ব্ব-প্রধান কার্য্য হ'চ্ছে—শ্রীধামের সেবা, শ্রীধামে বাস—"শ্রী[illegible]"। আমরা স্বাস্থ্য-লাভ, শৈত্য বা গ্রীষ্ম নিবারণ, অথবা নানা-প্রকার ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য দেশ-বিদেশ-ভ্রমণে কিম্বা আরামদায়ক স্থানে বাসের চেষ্টা ক'রে থাকি; কিন্তু শ্রীধাম-বাস নিজেন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য নহে, সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণেন্দ্রিয়তৃপ্তির চেষ্টা নিয়ে সাধুসঙ্গে হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তন ক'র্‌তে ক'র্‌তে কৃষ্ণভক্তগণে স্বাভাবিকী প্রীতির সহিত বাসই যথার্থ শ্রীধাম-বাস।

অন্ধের রোদন

(১)

আমি অন্ধ আমি অন্ধ।
অজ্ঞান-তিমিরে,
এ পাপ আঁখিরে,
রেখেছে সতত বন্ধ॥

(২)

"সাধু-দরশন,"
"শ্রীগুরু বচন,"
এ দুই নয়ন,
আমার অন্ধ।
সে চোখ বিহনে,
দেখিব কেমনে,
চিত্ত-দরপণে,
শ্রীপদ দ্বন্দ্ব॥

(৩)

পথহীন ভবে,
পঙ্গু দুরাশয়,
ভক্তিপথ রোধ,
কাঁটায় বদ্ধ।
কাম ক্রোধ আদি,
দস্যু নিরবধি,
পথে রয় সাধি'
ছল প্রবন্ধ॥

(৪)

জুটেছে আমার,
এক সহচর,
'মোহ' নাম তার,
সেও চিরান্ধ।
তার সনে 'কবি',
কূপে ডুবে মরি,
না ভজিনু হরি,
হয়ে মদান্ধ॥

(৫)

'আমি করি সব'
'আমার বৈভব'
হেন অহো ভাব,
জাগে প্রচণ্ড।
'আমি সুগায়ক'
'কবি বা লেখক'
'পরম সেবক'
'সবার বন্দ্য'॥

(৬)

প্রতিষ্ঠাশা নারী,
শ্বপচ-কুমারী,
তার নাচে হেরি,
বিবিধ ছন্দ।
"মোর ধনাগার,
তোর অধিকার"
সদা তার কেন,
আশা বিবন্ধ॥

(৭)

ছিল যে যষ্টি,
শ্রীহরি নামটী,
হারিয়েছি সেটী,
আমি যে অন্ধ।
এবে কে ধরাবে,
কেঁদে যদি পড়ে
হাত এ অন্ধে,
নন্দনন্দ॥

(৮)

সুধীরব পথে,
রাখন কিছুতে,
প্রতিপদে পিছে,
যা' হে মন্দ।
দিব্য আঁখিযুত,
হে বৈকুণ্ঠসুত,
ধরে ধ'রে হাত,
কাঁদিছে অন্ধ॥

(৯)

অজ্ঞানতাহারী,
দিব্যজ্ঞানধারী,
চক্ষুদানকারী,
আনন্দ-কন্দ।
ভুবনমঙ্গল,
চির নির্ম্মল,
মাগি পদ-দল,
হে নিত্যানন্দ॥

(১০)

এ অন্ধ নাচারে,
ভিক্ষা মাগে দ্বারে,
দাও কৃপা ক'রে
পদারবিন্দ।
শ্রীচরণ-ছায়,
চোখ খুলে যায়,
দেখিয়া তোমায়,
পাব আনন্দ॥

(১১)

চোখের কামনা,
শুধু মিটিবে না,
মাগিব করুণা,
হে 'চন্দ্রবন্দ্য'।
"দাও কোটী আঁখি,
সতত নিরখি,
দেখ কমলাদি-
রূপ অনিন্দ্য।"

—শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

মহাজন যে পথে গিয়েছেন, আমরাও সে-পথে চ'ল্‌ব, তাঁ'র পদাঙ্কের অনুসরণ ক'র্‌ব, কিন্তু অনুকরণ ক'র্‌ব না। অনুকরণের দ্বারা প্রতিষ্ঠাশা সংগ্রহ হ'তে পারে, কিন্তু নিত্য-মঙ্গল লাভ হয় না—পূর্ব্বসঞ্চিত মঙ্গল হ'তেও অধঃপতিত হ'তে হয়।

স্বপনেও না কর ভাই স্ত্রী-সম্ভাষণ। গৃহে স্ত্রী ছাড়িয়া ভাই আসিয়াছ বন॥

শুদ্ধভক্তি মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ
(আকর-মঠরাজ)

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ শত উত্তর-পূর্বে শ্রীব্রজপত্তনে সপার্ষদ শ্রীচৈতন্যদেবের অবতার শ্রীশ্রীগান্ধর্বিকাগিরিধারী বিরাজমান। এই স্থান শারস্বত-তীর্থ, সর্বশাস্ত্রপীঠ বা শাস্ত্রচতুষ্কেন্দ্র। এই মঠ মধ্যে শ্রীজগন্নাথ ব্যাকরণাদি বেদান্তসমূহের, ধর্মশাস্ত্র ও অন্যান্য এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারী ও ১২০ পারমার্থিক-আচার্য-চতুষ্টয় ইঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবন হইতেছেন। এই মঠ হইতে পারমার্থিক দৈনিকপত্র 'নদীয়া-প্রকাশ', সাপ্তাহিক সজ্জনতোষিণী ও সুপ্রাচীন আকরগ্রন্থ প্রচারকল্পে নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতি বৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমা-উৎসব ও অন্যান্য ভক্তগোষ্ঠীসহ কীর্তন-প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি অকাতর অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্তী স্ট্রীট বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ২১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত শুদ্ধভক্তি প্রচারোদ্দেশ্যে গৌড়দেশের সর্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই মঠ-মধ্যে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দজীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সংকীর্তন, সপ্রমাণ-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি লীলা ও সদ্গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হয়। এই মঠ হইতে মহানগরীর সর্বত্র হরিকথা প্রচার, মহানগর-সংকীর্তন, বক্তৃতা, ব্যাখ্যা ও সঙ্কীর্তন-সভা মহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান হয়। মঠরক্ষক মহামহোপদেশক আচার্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও বিষ্ণুপ্রিয়া-সহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীশচী-জগন্নাথের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী সেবাকোবিদ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী এখানে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও গদাধরের সেবা বর্তমান, রক্ষক—শ্রীকৈলাসনাথ দাসাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্তমান। রক্ষক—গোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

(৭) কাজীর সমাধি-পাট

গ্রাম [illegible] শ্রীমায়াপুর বামনপুকুর (নদীয়া)

এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপা প্রাপ্ত শ্রীচাঁদ-কাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী।

(৮) আনন্দ সু-[illegible]-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি। শ্রীগৌর-গদাধর ও গান্ধর্বিকার সেবা হয়। রক্ষক—শ্রীবনবিহারী দাস অধিকারী।

(৯) শ্রীগৌর গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীমদন-মনোহর ব্রহ্মচারী।

(১০) মোদদ্রুম-ছত্র গৌড়ের বৈদিক

মাউগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)।

শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান। শ্রীগৌরনিত্যানন্দের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীকুঞ্জবিহারী ব্রজবাসী, ভক্তিভৃঙ্গ।

(১১) জেতিয়া কুঞ্জকানন

শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্তী, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীনবীনানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১২) কুঞ্জকুটীর

—পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া। রক্ষক—শ্রীঅদ্বৈতানন্দ অধিকারী

(১৩) ভাগবত আসন

—পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

এই স্থান হইতে ভাগবতাদিগ্রন্থ প্রকাশ্য প্রচারিত হয়। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৪) একায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ রাণাঘাট, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য গোস্বামী ভক্তিসুধাকর।

(১৫) মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঁচরাপাড়া, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রজবাসী।

(১৬) মাধ্বগৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড পোঃ ঢাকা

পূর্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বা-গিরিধারীর সেবা বর্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাবিনোদ বি-এ।

(১৭) গোপালজীউ

—কমলাপুর, ঢাকা

গোপালজীর বিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিদ্যমান। রক্ষক—শ্রীরাধানাথ ব্রজবাসী,

(১৮) গদাই গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)।

এখানে শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীনবীনকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(১৯) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য অধ্যাপক শ্রীসুন্দর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২০) ভাজনঘাট প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাড়ু, (ঢাকা)

এখানে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ শ্রীগোপালের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(২১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাণীগঞ্জ (বর্দ্ধমান)।

এখানে শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারীর নিত্য-সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীকেশব দাসাধিকারী,

(২২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

কুমুরহোলা, পোঃ ছিবড়া, (মানভূম)

এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী।

(২৩) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিৎলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে গুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীভক্তিবিলাস ব্রজবাসী ভক্তিরত্ন।

(২৪) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী।

(২৫) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ বক্সীবাজার, (কটক)

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদবিহারীজীউর নিত্যসেবা বর্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর

(২৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ কুঞ্জমেথর পুরী,

শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ গান্ধর্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন।

(২৭) পুরুষোত্তম মঠ

ভক্তিকুটী, পোঃ পুরী উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীউর নিত্য-সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীসনাতন অধিকারী

(২৮) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী দাসাধিকারী।

(২৯) রায়রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, জেলা গোদাবরী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্তমান। মঠরক্ষক—শ্রীনিমাইচরণ দাসাধিকারী ভক্তিকোবিদ।

(৩০) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪২নং কবিরপুরা, বেনারস সিটি

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকাগিরিধারীর সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীসর্বেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(৩১) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন

(৩২) পরমহংস মঠ

পোঃ নিমসার, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও গৌর-বিনোদ-বিলাসজীর সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীমদনগোপাল দাসাধিকারী।

(৩৩) কৃষ্ণচৈতন্য মঠ

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

এখানে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিত্য-সেবা হয়। রক্ষক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠ

বিশ্রামঘাট মথুরা

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ

(৩৫) ব্রহ্মানন্দ সুখদ কুঞ্জ—শ্রীরাধাকুণ্ড

রক্ষক—শ্রীরাধারমণচরণ ব্রহ্মচারী

(৩৬) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৩৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ

সেরগাছী, পোঃ গোয়েন্দা, জেলা অমৃতসর (পাঞ্জাব) রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৩৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্বিকাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্বস্ব গোস্বামী

(৩৯) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল।

এখানে গৌরবিনোদরায়ের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীবনগোপাল অধিকারী।

(৪০) সারস্বত-গৌড়ীয় মঠ

[illegible] নারায়ণপুর, [illegible]

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক গিরি

(৪১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ [illegible] মাদ্রাজ।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক শ্রীপাদ [illegible] ভক্তিবিলাস।

৪২) বোম্বে-গৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়

খোজীর রোড, চৌপাটি সীফেস, বাংলো নং ১, বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীসুরেশনাথ [illegible] মজুমদার।

(৪৩) অমরপি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমরপি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীঈশ্বর দাস অধিকারী

(৪৪) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী

(৪৫) পাটনা গৌড়ীয় মঠ

১০০ মিঠাপুর, পাটনা।

রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী বাগ্ভূষণ

(৪৬) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠ বালেশ্বর

রক্ষক—শ্রীবনোয়ারীলাল ব্রহ্মচারী

(৪৭) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয়

৩ গ্লাডস্টোন হাউস, কনওয়ার পার্ক, এন. ডাব্লিউ ৭, লণ্ডন

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ।

(৪৮) বার্লিন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

Berlin W. 30

Eisenacher strasse 29 Ⅱ.

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

গ্রন্থাকারে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্—সমগ্র ৪০৲
প্রথম স্কন্ধে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধে প্রতিখণ্ড ।৵০
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। ভাষ্য-সমেত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৩—১৲; ৩য় খণ্ড—৸
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—১৲; ২য় খণ্ড ৸৹
৭। শ্রীচৈতন্যদেব—১৲
৮। সৎক্রিয়াসার—দীপিকা ও সংস্কার-দীপিকা ১।৹
৯। বৈবর্ত্ত ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸৹
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।৹
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিবর্ত্ত-তত্ত্ব ।৹
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸৹
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ।৹
১৮। [illegible] ।৹
১৯। ভাগবতের [illegible] (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵৹
২১। গৌড়ীয়-গীতিকা ৷৵৹
২২। [illegible] ।৹
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
২৬। গীতার কেবল মূল-ভাষা ।৹
২৭। [illegible] মাহাত্ম্য ২৲
২৮। বেদান্তদর্শন মাহাত্ম্য ।৹
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸
৩০। দীপ-দিগ্দর্শন ৶৹
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৶৹
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।৹
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸৹
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶৹
৩৫। গীতমালা ৴১৹
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶৹
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶৹
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।৹
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ।৹
৪০ শরণাগতি /৹
৪১ গীতাবলী /৹
৪২ চিত্রে নবদ্বীপ ১।৹
৪৩ সাধনকণা /৹
৪৪ প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /৹
৪৫। নবদ্বীপশতক /৹
৪৬। অর্চ্চনকণ
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ /৹
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) /১৹
৪৯। [illegible] ৴১৹
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (১ম খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।৹
৫২ মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।৹
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸৹
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ৹
৫৫। [illegible] বা মায়াবাদশতদূষণী ।৹
৫৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? /৹
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।৹
৫৮। শ্রী[illegible] ৶৹
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶৹
৬০। সাধুবাণী /৹

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যলীলামৃত সারঃ ।৹
৬১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিবিধঃ ।৹
৬২। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্ ।৹
৬৩। তত্ত্বসূত্রম্ ।৹
৬৪। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৷৵৹
৬৫। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ /৹
৬৬। সারাৎসারনির্ণয়ম্ ৶৹

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৭। রায় রামানন্দ ।৹
৬৮। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন্ বেদান্ত ।৹
৬৯। [illegible] ।৹
৭০। বেদান্ত—ইট্‌স্ মরফলজি অ্যাণ্ড অণ্টোলজি ।৹
৭১। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ৷৵৹
৭২। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।৹
৭৩। বৈষ্ণবীজম ।৹
৭৪। [illegible] গৌড়ীয়মঠ [illegible] /৹
৭৫। দি ভাগবত ।৹
৭৬। [illegible] প্রিন্সিপ্‌ল অ্যাণ্ড অ্যাবেন্ডেড ভিজন ।৹
৭৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২।৹
৭৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ([illegible]) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৭৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।৹
৮০। সাধন-পথ ।৹
৮১। কল্যাণ-কল্পতরু /১৹
৮২। গীতাবলী /৹
৮৩। শরণাগতি /৹

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৪। শরণাগতি /৹

তেলগু ভাষায় প্রকাশিত

চৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
গৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মৃতপ্রায় পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়া ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। প্লীহা যকৃৎ সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ আনা, বড় বোতল ১৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউন্‌টেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন প্রকারে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং
কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার
কলিকাতা

আমাশয় ও পেটের পীড়ায়

শ্রীশ্যামানন্দ দাশ কবিরাজের আবিষ্কৃত

গ্রহণী বজ্র

ব্যবহার করুন

আমাশয়, রক্তামাশয় অতিসার, গ্রহণী, অজীর্ণ, পেটফাঁপা, [illegible], সূতিকা ও শিশুর উদরাময় প্রভৃতি সকল প্রকার নূতন ও পুরাতন পেটের পীড়ায় গ্রহণী বজ্র প্রত্যক্ষ ফল প্রদ মহৌষধ।

যাহারা পেটের পীড়ায় নানারূপ চিকিৎসায় আর [illegible] ইনজেকসন্ ব্যবহার করিয়া ফল লাভ করিতে পারেন নাই তাহারা গ্রহণী বজ্র [illegible] হইবেন। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। মূল্য প্রতি শিশি [illegible] আনা, [illegible] ডাক মাশুল ।৵০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীকৃষ্ণ ঔষধালয়, [illegible]।

ঢাকার এজেন্ট মেসার্স মহেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং
পাটুয়াটুলি, ঢাকা

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও
[illegible] কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, এল, কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সুবর্ণ সুযোগ ! সুবর্ণ সুযোগ !

শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদরচিত গৌড়ীয়ভাষ্য সহিত

[illegible] গ্রন্থ

শ্রীশ্রীচৈতন্য ভাগবত

গ্রন্থের আয়তন :—ডবল ক্রাউন কোয়ার্টো মূল ১০৯৬ পৃষ্ঠা, সূচীপত্র ২৪৮ পৃষ্ঠা, মোট১৩৪০ পৃষ্ঠা

[illegible] বাঁধাই। মাত্র ৭, সাত টাকা

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা

নদীয়া সার্টিফিকেট আদালতের নীলাম ইস্তাহার

কেস নং এবং কোর্টের নাম	নীলাম ইস্তাহার (A) (B) বা (C) ধারায় প্রকাশিত	ডিক্রীদার	দেনদার	যে দাবীর জন্য সম্পত্তি বিক্রয়ের আদেশ হইয়াছে	বিক্রয়ের স্থান তারিখ ও সময়	কি রকম জোত	থানা, মৌজার নাম ও গ্রাম	খতিয়ান নং প্লট (জানা থাকিলে) অথবা অন্য জোতের বিবরণ	জমির পরিমাণ (জানা থাকিলে)	জমা (জানা থাকিলে)	মন্তব্য
১১৮ B, ১৪।৩৫ নং সার্টিফিকেট আদালত		বিভূতি ভূষণ পালচৌধুরী	হৈবত সেখ	৮২।/৯	২।৫।৩৫	রায়তি স্থিতিবান	থানা নাকাশীপাড়া মৌজে কালশুকা	২৮৩ খতিয়ান	৮-৬৩	১০।./৯	বিভূতি ভূষণ পালচৌধুরী
১১৭ B, ৩০।৩৫			বৈকুণ্ঠ বুড়ি	২৭।/৪	৩।৫।৩৫	ঐ	থানা নাকাশীপাড়া মৌজে কালশুকা	১৮১ খতিয়ান	৫-৬৭	৫।./৪	
৭০ R. P. ৩৩.৩৪		আর পালচৌধুরী	ইউছুপআলি মণ্ডল	৫৪।৶৩	৩।৫।৩৫		থানা রানাঘাট মৌজে কালপাড়া	২৮ খতিয়ান	১-৩৫	৮৸৶৬	আর পালচৌধুরী
৫ R. P. ৩৪।৩৫			সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ	৮২।/৩	৩।৫।৩৫	ঐ	থানা নবদ্বীপ মৌজে বাবলারী দেওয়ানগঞ্জ	৬২ নং	৮-৪৬	১২।./৫	
১৪০ N. R. ৩৩।৩৪		গৌরীশচন্দ্র রায় বাহাদুর	বসন্তকুমার ভট্টাচার্য্য বিং	১৭৸৶০	১০।৫।৩৫	নিষ্কর	থানা শান্তিপুর মৌজে ফুলবপুর	৬৩ খতিয়ান	৫-৮	নিষ্কর	গৌরীশচন্দ্র রায় বাহাদুর
১৮৫ N. R. ৩৪।৩৫			হেমবরণী দেবী	৭৸৶৩	১০।৫।৩৫	ঐ	থানা শান্তিপুর মৌজে আরপাড়া	১৩৮ খতিয়ান	১-৪২		
২২৮ N. R. ৩৪।৩৫			সাতকড়ি মণ্ডল বিং	২১।১৩	১০।৫।৩৫	রায়তি মোকররী	থানা কৃষ্ণগঞ্জ মৌজে চৌগাছা	৬৮৩ খতিয়ান	৪-৯২	৮।৩	ঐ
২০০ R. P. ৩৪।৩৫		আর পালচৌধুরী	কবিরচাঁদ সর্দার বিং	৩৪।০	১০।৫।৩৫	রায়তি স্থিতিবান	থানা চাকদহ	২১৩,৫১,১১৬, ৩৪,১৬৪		৫/৩	আর পালচৌধুরী
১৮৩ R. P. ৩৪।৩৫		ঐ	সুবদন সেখ বিং	৬৭।০	১০।৫।৩৫	ঐ	থানা কৃষ্ণনগর মৌজে আমঘাটা	১৭৯ খতিয়ান	৫-৬৩	৩৯।/৯	
১৩৭ R. P. ৩৪।৩৫		ঐ	মহেন্দ্র বিশ্বাস বিং	৮৩৶৩	১০।৫।৩৫		থানা শান্তিপুর মৌজে গয়না	৩৪২ খতিয়ান	১১-১৮	২২,	
৫৭ R. P. ৩৪।৩৫			ইছপ আলি	৪৪।০	১১।৫।৩৫		থানা রানাঘাট মৌজে গোবিন্দপুর	৭৭৯ খতিয়ান	১-৩৯	৭৸৶৯	ঐ

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'শ্রীদাম' নবদ্বীপ

দৈনিক

REG. C 1544

বেদোপনিষদ্
গত আগষ্টে মূল ও অনুবাদসহ প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি উত্তম। ভিক্ষা ।০ মাত্র
শ্রীচৈতন্যমঠ,
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

"গৌড়ীয়"
৭ম বর্ষ ....
প্রতি বর্ষ কাগজে বাঁধাই
ভিক্ষা ৩।০ মাত্র।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ
বাগবাজার, কলিকাতা

ভারত-ভক্তিসূত্র মঙ্গল-প্রচারক —শ্রীশ্রীজেলার একমাত্র মুখপত্র

১০ম খণ্ড শ্রীমায়াপুর—২১শে চৈত্র, বৃহস্পতিবার ১৩৪১, ৪ঠা এপ্রিল ১৯৩৫ । ২১শ সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

:০:

প্রফুল্ল ঘোষের দান

প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুত প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট শতকরা বার্ষিক ৩॥০ টাকা সুদের ৩০ হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ দিয়াছেন। তাঁহার ইচ্ছা যে সংস্কৃত, পালি ও অন্যান্য প্রাচ্য ভাষায় লিখিত গ্রন্থাবলী বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিবার জন্য উক্ত টাকা দ্বারা একটি বিশেষ অর্থভাণ্ডার করা হউক। বিজ্ঞ পণ্ডিতগণ এই অনুবাদ কার্য সম্পন্ন করিবেন। যদি তিনি তাঁহার জীবিতকালে প্রস্তাবিত কার্য সন্তোষজনক হইতেছে দেখিতে পান, তাহা হইলে তিনি অর্থভাণ্ডার আরও বৃদ্ধি করিবেন।

অধ্যাপক ঘোষ নিম্নলিখিত সর্ত্তে বিশ্ববিদ্যালয়কে এই টাকা দিয়াছেন:—

(ক) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে অনূদিত পুস্তকাবলী মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিতে হইবে। অধ্যাপক ঘোষের পিতৃদেব শ্রীযুত ঈশানচন্দ্র ঘোষ একাকী ১৬ বৎসর কঠোর পরিশ্রম করিয়া পালি ভাষায় লিখিত সমগ্র জাতকের অনুবাদ করিয়াছেন এইজন্য অনূদিত পুস্তকাবলীর নাম ঈশান অনুবাদ মালা রাখিতে হইবে।

(খ) মূলভাষা অনুসারে পুস্তকাবলীর শ্রেণীবিভাগ করিতে হইবে।

শ্রীযুত ঈশান ঘোষ জাতকমঞ্জরী নামক একটি পুস্তক বিশ্ববিদ্যালয়কে উপহার দিয়াছেন। অধ্যাপক ঘোষের ইচ্ছা যে, এই জাতকমঞ্জরী বিক্রয়লব্ধ অর্থ পূর্ব্বোক্ত অর্থভাণ্ডারে দেওয়া হয়।

গত শনিবার সিনেট সভা অধ্যাপক ঘোষের দান গ্রহণ করিয়াছেন।

বোম্বাইয়ে মোটর দুর্ঘটনা

বোম্বাই ৩০শে মার্চ্চ রাত্রে একটি ভীষণ মোটর দুর্ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে। ওর্লি জেটিতে সমুদ্রের ধার দিয়া একটি মোটর যাইবার সময় হঠাৎ রেলিং ডিঙ্গাইয়া গিয়া সমুদ্রে পড়ে ফলে পাঁচজন আরোহীর জল একবারে আহত হয়। মোটর চালকের তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হইয়াছে। আরোহীদের মধ্যে তিনজন স্ত্রীলোকও ছিল।

আহত ব্যক্তিদিগকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে।

যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর

কুমিল্লা দায়রা ও বিভাগীয় জজ মাননীয় শ্রীযুত শৈলেন্দ্রনাথ গুহরায় আই সি এস মহোদয়ের এজলাসে বিশেষ জুরীসহ ডাকাতি ও নরহত্যার অপরাধে ৩৯৬- ৩০২ এবং ৩৯৫।১২০ বি ধারায় ১২ জন আসামীর বিচার সমাপ্ত হয়। জজ ও জুরীগণ একমত হইয়া আসামীগণকে দোষী সাব্যস্ত করেন এবং বিচারপতি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডের আদেশ প্রদান করেন। আসামীগণের নাম: ১। সাহেব আলী বাস্কর, ২। আলমদি, ৩। আসরাফ আলী বাস্কর, ৪। মুনসর আলী বাস্কর, ৫। মুলেমান বাস্কর, ৬। তাহমদিন ৭। আবদ আলী, ৮। আনসর আলী, ৯। কেরাতী ওরফে কেরামত আলী, ১০। পাঞ্জব আলী চৌকিদার, ১১। সরু আলী চৌকিদার, ১২। আলী আকবর বাস্কর।

মামলার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই—কোমনা থানার রঘুনাথপুর গ্রামের শ্রীযুত নিত্যানন্দ সাহার বাড়ী ১৯৩৪ সনের ৯ই সেপ্টেম্বর একদল ডাকাত ছোরা বন্দুক আগ্নেয়াস্ত্র প্রভৃতি লইয়া আক্রমণ করে এবং অলঙ্কার ও টাকাপয়সা লুঠ করে। নিত্যানন্দ বাবুর পুত্র বড়ীর চন্দ্র সাহা ডাকাতদলের প্রস্থানকালে তাহাদের চিনিতে পারিলে, দুর্বৃত্তগণ বন্দুকের গুলীতে তাঁহার বামবাহু বিদ্ধ করে। আসামীগণ সকলেই স্থানীয় বাসিন্দা।

— —

পুলিশ ও ডাকাতে সংঘর্ষ

গত ৩০শে মার্চ্চ শেরা নামক এক ডাকাতের সহিত গোয়া পুলিশের এক ভীষণ সংঘর্ষ হইয়া গিয়াছে। উভয় পক্ষে গুলী-বর্ষণ হয়। পরে শেরাকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাহার নিকট একটি বন্দুক ও কয়েকটী কার্তুজ পাওয়া গিয়াছে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, পুলিশ বহু ডাকাতি সম্পর্কে শেরাকে খোঁজ করিতেছিল, ঘটনার দিন গোয়া পুলিশ এই মর্ম্মে সংবাদ প্রাপ্ত হয় যে শেরা গোয়া হইতে ২০ মাইল দূরে অবস্থিত ...পুর গ্রামে আশ্রয় লইয়াছে। এই সংবাদ প্রাপ্তি মাত্র পুলিশ উক্ত গ্রামে উপস্থিত হয়। পুলিশ আসিবার সংবাদ পাইয়া শেরা পলায়ন করে। অনেক অনুসন্ধানের পর তাহাকে একটি গমক্ষেতে লুকাইয়া থাকিতে দেখা যায়। পুলিশ তথায় উপস্থিত হইলে শেরা পুলিশের প্রতি গুলীবর্ষণ করে তখন উভয়পক্ষে গুলীবর্ষণ চলিতে থাকে, কিন্তু কেহই আহত হয় না। শেরা পরাভূত ও ধৃত হয়। প্রকাশ তাহার নিকট হইতে একটী বন্দুক ও কয়েকটী কার্তুজ পাওয়া গিয়াছে।

—

গ্রামবাসী ও ডাকাতে সংঘর্ষ

নবাবশাহ জেলার কাজি গ্রাম হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে একদল সশস্ত্র ডাকাত ও গ্রামবাসীদের মধ্যে সংঘর্ষের ফলে ৮ জন গ্রামবাসী আহত হইয়াছে।

ডাকাত দলের নিকট বন্দুক ছিল। প্রথমে উহারা থানায় গিয়া পুলিশের লোকজনকে নিরস্ত্র করে এবং পরে লুঠতরাজ আরম্ভ করে। গ্রামবাসী ডাকাতদলকে বাধা প্রদান করে। তখন উভয় দলের মধ্যে সংঘর্ষের ফলে ৮ জন গ্রামবাসী ডাকাত দলের হস্তে আহত হয়। সংঘর্ষের পর দুর্বৃত্তগণ নগদ ও অলঙ্কারে প্রায় ১০ হাজার টাকা লুণ্ঠন করিয়া চম্পট দেয়।

নীলাম ইস্তাহার

নীলামের দিন ৮ই এপ্রিল, ১৯৩৫
প্রথম মুন্সেফ আদালত
কৃষ্ণনগর
(.)

৪২৬ খাঃ ৩৪ দাবী ৪৭৭৵০

ডিঃ আনারালী মণ্ডল দিং সাং বসরগোলা
দেঃ আসিরোদ্দেন দিং সাং বসরগোলা
পোঃ কালীগঞ্জ

১ কালীগঞ্জ থানার অধীন ৩৬নং মৌজা বসরগোলা জমিদার বাবু রাসবিহারী মণ্ডল দিং সেরেস্তায় ৭৭৮নং খতিয়ানে ১৯ ২৬ জমির জমা ২৮।০, জমিনদারগণের অংশ ।৵ ১৭৷— । মূল্য আঃ ৫০৲

। ঐ থানার ঐ মৌজায় ঐ অধীন ৮০নং খতিয়ানে ১ ৯১৭নং জমির জমা ২৲ মূল্য আঃ ১০৲

৩। ঐ থানায় ঐ মৌজায় ঐ অধীন ৭৮ নং খতিয়ানে ১১ ৯২ জমির জমা ২৷৵১০ মূল্য আঃ ২০৲

৪। ঐ থানায় ঐ মৌজায় ঐ অধীন ৮২নং খতিয়ানে ৫০ ডিসমিলে ৫০ শঃ জমির জমা ।৵১০ আনার অংশে মূল্য আঃ ২০৲

৫। ঐ থানা ঐ মৌজায় ঐ অধীন ১নং খতিয়ানে ২০শঃ ৫ দাগ জমা ৷৴১২। মূল্য আঃ ১০৲

'প্রবর্তক' সম্পাদকের ১বৎসর কারাদণ্ড

"প্রবর্তক" সম্পাদক [illegible] সত্যেন্দ্র মুখার্জ্জীকে [illegible] অপরাধে এক বৎসর [illegible] বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছে। [illegible] মাসে [illegible] ১২৪ক ধারা [illegible] বক্তৃতা দিবার অভিযোগে তাঁহাকে অভিযুক্ত করা হইয়াছিল। আর একটী রাজদ্রোহের অপরাধে পূর্ব্বে [illegible] আরও ১৮ মাস কারাদণ্ডের আদেশ হয় এবং [illegible] তিনি ঐ দণ্ড ভোগ করিতেছিলেন।

বিশ্বাসভঙ্গের অভিযোগ

১০০৲ টাকার আসবাবপত্র আত্মসাতের অভিযোগে [illegible] [illegible] ম্যাজিষ্ট্রেট [illegible] আসামী তাহার দোষ অস্বীকার করে।

ফরিয়াদিনী মিসেস [illegible] অভিযোগে বলে, [illegible] পূর্ব্বে সে আসামীর নিকট ২০০৲ আসবাবপত্র রাখিয়া যায়। [illegible] হইতে [illegible] করিয়া সে দেখিতে পায় যে, ঐ আসবাবপত্রের কিয়দংশ বিক্রয় করিয়া আসামী উহার টাকা আত্মসাৎ করিয়াছে।

১৭ বারের জেল ফেরতা ফেরারী দাগী [illegible]

একজন মুসলমানের পকেট মারিয়া দশ আনা পয়সা ও একখানি [illegible] অপরাধে [illegible] প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট [illegible] [illegible] নামক এক দাগী পাপীকে ১৮ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন।

পকেট মারার পর পুলিশ সার্জ্জেণ্ট কর্ত্তৃক [illegible] আসামী উক্ত পয়সা [illegible] দেয়। উহার নিকট [illegible] পাওয়া যায়। আসামী ইতোপূর্ব্বে ১৭বার কারাদণ্ড ভোগ করিয়াছে।

৫০০৲ আত্মসাতের অভিযোগ

পাঁচ শত টাকার কোম্পানীর কাগজ আত্মসাৎ করিবার অভিযোগে সুশীলচন্দ্র [illegible]কে অভিযুক্ত করা হইয়াছিল। ঐ [illegible] অভিযোগে [illegible] প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীকে মুক্তি দেন [illegible] আসামীকে ঐ কোম্পানীর কাগজ [illegible] নিকট [illegible] দিতে বলা [illegible]

প্রকাশ [illegible] উক্ত [illegible] বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হিসাবে কাজ করিয়া তাঁকে আসামীর নিকট নোট পাঠান।

১০,৭৫০ টাকা ডিক্রী

চুক্তিভঙ্গের জন্য ক্ষতিপূরণ দাবী করিয়া চৌধুরী [illegible] ইলেকট্রিক ষ্টোর্স কোম্পানীর অংশীদার শ্রী বাবু [illegible] বসু [illegible] এবং উক্ত কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর বাবু [illegible] চক্রবর্ত্তীর বিরুদ্ধে আলিপুরের [illegible] জজের আদালতে যে মামলা দায়ের করেন, সম্প্রতি [illegible] উক্ত মামলায় বাদীর অনুকূলে খরচা সহ ১০৭৫০৲ এবং ডিক্রীর টাকা আদায় [illegible] পর্য্যন্ত সুদ [illegible]

মামলার বিবরণে প্রকাশ, গত ১৯৩১ সালের [illegible] মাসে বিবাদী বাদী সহিত একরূপ চুক্তিতে আবদ্ধ হয় যে, ৫বৎসর পর্য্যন্ত বিবাদী তাহার কারখানার সমস্ত উৎপন্ন জিনিষ একমাত্র বাদীর নিকট বিক্রয় করিবে। কিন্তু ১৯৩৩ সালের মার্চ মাসে বিবাদী [illegible] অজুহাতে চুক্তি বাতিল করিয়া দেয় যে, বাদী তাহার মালের [illegible] অধিক দাম [illegible] বা তাহা [illegible] কারণও [illegible] হইয়াছিল। [illegible] অতঃপর বিবাদী [illegible] ক্রেতার নিকট মাল বিক্রয় করিতে আরম্ভ করে। অন্যায়রূপে চুক্তি বাতিল করায় বাদী এই মামলা দায়ের করেন।

বে-আইন [illegible] দণ্ডিত

বিনা লাইসেন্সে বন্দুক রাখা এবং [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ম্যাজিষ্ট্রেট [illegible] [illegible] নামক এক ব্যক্তিকে [illegible] মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

অভিযোগে [illegible] উক্ত [illegible] একজন [illegible] খানা [illegible] একটী [illegible] একখানি [illegible] নিকট [illegible] আসামীকে একটা [illegible] চামড়া [illegible] দেখে। [illegible] তল্লাস করিয়া একটী [illegible] চামড়া ও [illegible] বন্দুক পাওয়া যায়।

[illegible] প্রদর্শনের অভিযোগ

[illegible] প্রদর্শনের অভিযোগে আলিপুরের সদর মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে, [illegible] চাটার্জ্জী, পি এন [illegible] এবং [illegible] অভিযুক্ত করা হয়।

অভিযোগে প্রকাশ, বিশ্বনাথ [illegible] নামক এক ব্যক্তি [illegible] বিরুদ্ধে একটি [illegible] মামলা দায়ের করে। অতঃপর [illegible] উপর উক্ত আসামীর [illegible] ফরিয়াদীকে ঐ মামলায় সাক্ষ্য প্রদান করিতে [illegible] করে। কিন্তু তাহাতে কোনও ফল হয় না। ইহাতে আসামীগণ টালীগঞ্জ ইষ্ট ইণ্ডিয়া [illegible] কোম্পানীর [illegible] একত্রিত হইয়া ষড়যন্ত্র করে এবং ফরিয়াদীকে মিথ্যা মামলায় [illegible] করিয়া [illegible] করা হইবে বলিয়া ভয় প্রদর্শন করে।

চার্জ্জের পক্ষের কৌশুলী মিঃ [illegible] বলেন, তাঁহার মক্কেল [illegible] পীড়িত আছেন। সুতরাং তাঁহাকে আদালতে হাজির হওয়ার দায় হইতে রেহাই দেওয়া হউক। ম্যাজিষ্ট্রেট প্রার্থনা মঞ্জুর করেন।

ফরিয়াদী পক্ষের কৌশুলী মিঃ জে. সি মিত্র বলেন, আসামী ফরিয়াদীর সাক্ষী [illegible] [illegible] চেষ্টা করিতেছে। [illegible] [illegible] এই সম্পর্কে ডেপুটি কমিশনারের [illegible] আকর্ষণ করিতে বলেন। অপর [illegible] আসামী [illegible] আছে।

থানায় [illegible]

[illegible] সংবাদে প্রকাশ, ২২শে মার্চ [illegible] ডাকাতির সংবাদ পাইয়া [illegible] পুলিশ কর্মচারীদের সহিত ঘটনাস্থলে যাত্রা করেন। পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট [illegible] সঙ্গে ছিলেন। তিনি মোটরগাড়ীতে অবিলম্বে ঘটনাস্থলে গমন করেন।

যে স্থানে ডাকাতি হয় উহার নিকটবর্ত্তী কয়েক স্থানে খানাতল্লাস করা হয়। [illegible] প্রভৃতি [illegible] পর কয়েকজন [illegible] নবাবগঞ্জের [illegible] বাড়ীতে খানাতল্লাস করা হয়। কিন্তু আপত্তিকর কিছু পাওয়া যায় নাই বলিয়া প্রকাশ।

পাটকলে দুর্ঘটনা

কাটিহারে বেঙ্গল চামারিয়া পরিচালিত নূতন পাটকলে একটী গুরুতর দুর্ঘটনার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। প্রকাশ, এই মিলের জন্য যে নূতন বাড়ী তৈয়ারী হইতেছে উহার একটী [illegible] কড়ি উপরে তুলিবার সময় দৈবাৎ কপিকলটী নীচে পড়িয়া যায় এবং ফলে এক ব্যক্তি নিহত ও অপর [illegible] ব্যক্তি আহত হয়। আহত ব্যক্তিদিগকে [illegible] হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে।

কাটিহার হাসপাতালের এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন [illegible] ছুটিতে পূর্ণিয়ায় অবস্থান করিতেছিলেন। ভাবযোগে এই দুর্ঘটনার সংবাদ পাইয়া তৎক্ষণাৎ তিনি আহত [illegible] ব্যক্তির চিকিৎসার্থ কাটিহার হাসপাতালে চলিয়া আসেন।

গ্রেপ্তার

দিনাজপুর হইতে [illegible] মুকুন্দদাস নামক এক ব্যক্তির বাড়ীতে সশস্ত্র ডাকাতি সম্পর্কে [illegible] মিলের রাসায়নিক কেমেষ্ট চট্টোপাধ্যায় এবং রবি ভট্টাচার্য্য নামক কোনও কলেজের ছাত্রকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

পরে [illegible] ডাকাতির অভিযোগ হইতে [illegible] ডাকাদিগকে [illegible] কোনও আইন অনুযায়ী বন্দী রাখা হয়।

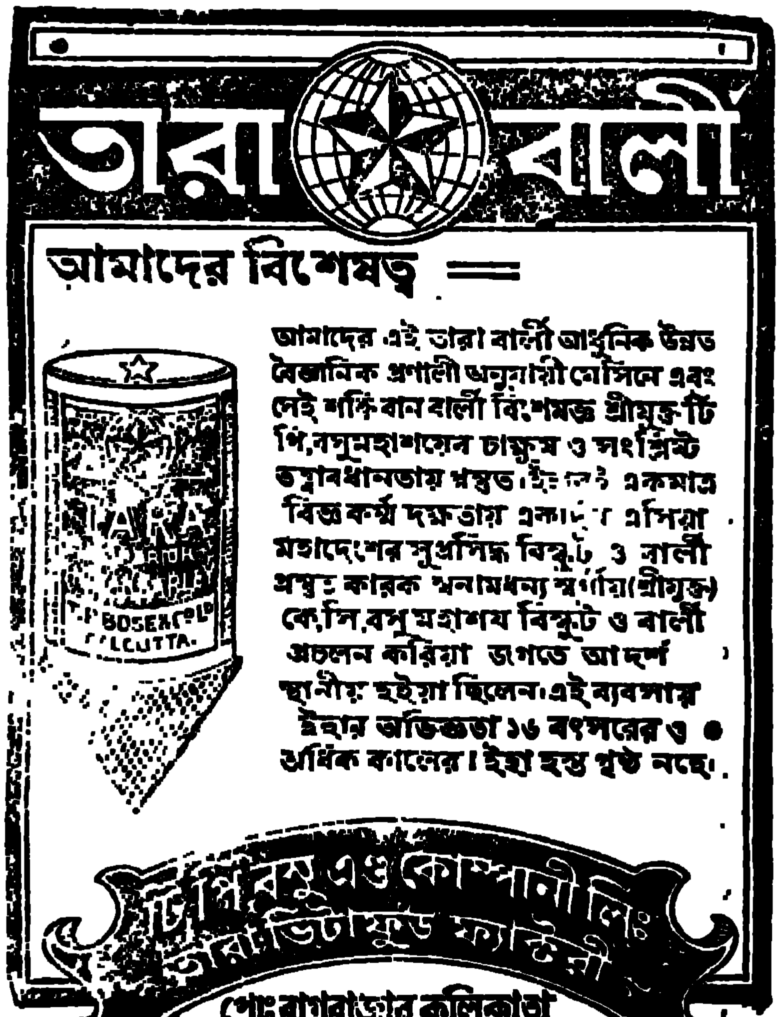

\ /

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রাপ্তব্য ।৵০
২। অনুভাষ্য বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। অনুভাষ্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড [illegible] ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸
৪ ৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—১৲; ২য় ৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সংস্কারদীপিকা—দীপিকা ও সংস্কার-দীপিকা
৯। বৈষ্ণবধর্ম
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ।০
১৮। প্রাকৃত-আদর্শ ।০
১৯। ভক্তাবলের কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵০
২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৷৵০
২২। ভজন-রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ ও (বাঁধা)
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
২৬। গীতার কেবল মাত্র-ভাষা ।০
২৭। মুক্তমল্লিকা অন্যগৌরবঃ সারবার ১৲
২৮। বেদান্তদর্শনের সারবার ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸
৩০। দীপ-বিশ্বদর্শন ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৶০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶
৩৫। গীতমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি ৴০
৪১। গীতাবলী ৴০
৪২। চিত্রে নবদ্বীপ
৪৩। সাধনকণ
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা
৪৫। নবদ্বীপশতক
৪৬। [illegible]
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। [illegible]
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (১ম খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সারার্থ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-নির্ণয়
৫৫। অর্থপঞ্চক বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৴০
৫৭। ঈশোপনিষদ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণবিজয় ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সাধ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত সারঃ
৬১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিজিতঃ
৬২। সটীক শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৬৩। তত্ত্বসূত্র ।০
৬৪। সাত্বত শিক্ষাষ্টকম্ ৷৵০
৬৫। গৌড়ীয়মঠের পরিচয় ৴০
৬৬। সারার্থদর্শনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৭। রায় রামানন্দ ।০
৬৮। এ কিউ ওয়ার্ডস অন্ বেদান্ত ।০
৬৯। নামভজন ।০
৭০। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজি অ্যাণ্ড অন্টলজি ।০
৭১। থিয়েটিক ওয়ান্ডস ৷৵০
৭২। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৭৩। বৈষ্ণবীজম ।০
৭৪। কোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৴০
৭৫। দি ভাগবত ।০
৭৬। থিয়েটিক প্রিন্সিপল অ্যাণ্ড আবেলেড ডিভোশন ।০
৭৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২।০
৭৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম ভাগ) ১৫

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৭৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮০। [illegible]
৮১। কল্যাণকল্পতরু ৴১০
৮২। গীতাবলী ৴০
৮৩। শরণাগতি ৴

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৪। শরণাগতি ৴০

তেলগু ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

কবিরাজ শ্যামভূষণ কাব্যকণ্ঠ [illegible]

[illegible]

সর্ব্ববিধ [illegible] মহৌষধ

[illegible]

ঠিকানা—১১নং [illegible] রোড, কলিকাতা।
অথবা
পোঃ [illegible], ২৪ পরগণা।

সুখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের
অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।
জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং
কারখানা—[illegible] রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার
কলিকাতা

আমাশয় ও পেটের পীড়ায়
শ্রীশ্যামানন্দ দাশ কবিরাজের আবিষ্কৃত

—গ্রহণী বজ্র—

ব্যবহার করুন

আমাশয়, রক্তামাশয় অতিসার, গ্রহণী, [illegible], মন্দাগ্নি, [illegible] ও শিশুর উদরাময় প্রভৃতি সকল প্রকার নূতন ও পুরাতন পেটের পীড়ায় গ্রহণী বজ্র প্রত্যক্ষ ফল প্রদ মহৌষধ।

[illegible]

ডাক মাশুল ।৵০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীকৃষ্ণ ঔষধালয়, ময়মনসিংহ।
ঢাকার এজেন্ট মেসার্স মহেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং
পাটুয়াটুলি, ঢাকা।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও
ডাঃ [illegible] ভক্তিকুসুম অধিকারী এল, এম, এফ, কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সুবর্ণ সুযোগ ! সুবর্ণ সুযোগ !

শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদরচিত গৌড়ীয়ভাষ্য সহিত

বিরাট গ্রন্থ

শ্রীশ্রীচৈতন্য ভাগবত

গ্রন্থের আয়তন :— ডবল ক্রাউন ৮ পেজি মূল ১০৯৬ পৃষ্ঠা, সূচীপত্র ২৪৮ পৃষ্ঠা, মোট ১৩৪০ পৃষ্ঠা

ভিক্ষা বাঁধাই মাত্র ৭৲ সাত টাকা

প্রাপ্তিস্থান :— শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা

নদীয়া সার্টিফিকেট আদালতের নীলাম ইস্তাহার

১ কেস্ নং এবং কোর্টের নাম	২ নীলাম ইস্তাহার (A) (B) বা (C) যাহার প্রকাশিত	৩ ডিক্রিদার	৪ দেনাদার	৫ যে দাবীর পরিশোধার্থে বিক্রয়ের আদেশ হইয়াছে	৬ বিক্রয়ের স্থান তারিখ ও সময়	৭ কি রকম স্বত্ব	৮ থানা, মৌজার নাম ও গ্রাম	৯ খাজনা, নং প্লট (জানা থাকিলে) খতের অনুসারে ... বিবরণ	১০ জমির পরিমাণ (জানা থাকিলে)	১১ জমা (জানা থাকিলে)	১২ মন্তব্য
১১৬ B, ৩৪।৩৫ সার্টিফিকেট আদালত		বিভূতি ভূষণ পালচৌধুরী	হৈবৎ সেখ	[illegible]	৯।৫।৩৫	রায়তি স্থিতিবান	থানা নাকাশীপাড়া মৌজে [illegible]	২০৩ খতিয়ান	৮.৬৩	১০৸৴৯	বিভূতি ভূষণ পালচৌধুরী
১১৭ B, ৩৪।৩৫		ঐ	বৈকুণ্ঠ মুচি	২০৷৴৪	৯।৫।৩৫	ঐ	থানা নাকাশীপাড়া মৌজে [illegible]	১৮১ খতিয়ান	৫.৬৭	৫।৶৯	ঐ
৫০ R. P, ৩৩.৩৪		আর পালচৌধুরী	রউহুশআলি মণ্ডল	৫৬৷৶৹	৯।৫।৩৫	ঐ	থানা [illegible] মৌজে [illegible]	২৮ খতিয়ান	১.৩৫	৮৷৴৩	আর পালচৌধুরী
৫ R, P, ৩৪।৩৫		ঐ	সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ	৮২৷৴৯	৯।৫।৩৫	ঐ	থানা নবদ্বীপ মৌজে [illegible]	৬২ খং	৮.৪৬	১২৷৷৹	ঐ
১৪০ N, R, ৩৩।৩৪		গৌরীশচন্দ্র রায় বাহাদুর	বসন্তকুমার ভট্টাচার্য্য দিং	১৭৸৴৹	১০।৫।৩৫	নিষ্কর	থানা শান্তিপুর মৌজে কুতুবপুর	৬১ খতিয়ান	৫.৮	নিষ্কর	গৌরীশচন্দ্র রায় বাহাদুর
১৩৪ N, R, ৩৪।৩৫		ঐ	হেমবরণী দেবী	৭৸৴৩	১০।৫।৩৫	ঐ	থানা শান্তিপুর মৌজে আরপাড়া	১৩৮ খতিয়ান	১.৪৯	ঐ	ঐ
২৯৮ N, R, ৩৪।৩৫		ঐ	সাতকড়ি মণ্ডল দিং	২১৷৹	১০।৫।৩৫	রায়তি মোকররী	থানা কৃষ্ণগঞ্জ মৌজে চৌধাছা	৬৬ খতিয়ান	৪.২২	৮৷৹	ঐ
২০০ R, P, ৩৪।৩৫		আর পালচৌধুরী	কফিরচাঁদ সর্দ্দার দিং	৩৪৷৹	১০।৫।৩৫	রায়তি স্থিতিবান	থানা চাকদহ	৫১৩,৫১,১১৬, ৩৪,১৬৪		৫/৩	আর পালচৌধুরী
১৮৩ R, P, ৩৪।৩৫		ঐ	সুরমন সেখ দিং	৬৭৷৹	১০।৫।৩৫	ঐ	থানা কৃষ্ণনগর মৌজে [illegible]	১৭৯ খতিয়ান	৫.৬৪	৫৯৷৴৯	ঐ
১৩৭ R, P, ৩৪।৩৫		ঐ	মহের বিশ্বাস দিং	৮৬৲	১০।৫।৩৫	ঐ	থানা শান্তিপুর মৌজে [illegible]	৩৪২ খতিয়ান	১১.১৮	২১৲	ঐ
৫৭ R, P, ৩৪।৩৫		ঐ	ইছুপ আলি	৪০৷৷	১১।৫।৩৫	ঐ	থানা হাঁসখালি মৌজে গোবিন্দপুর	৭৭৯ খতিয়ান	১.৩২	৭৸৴৯	ঐ

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈ নি ক

REG. C 1544

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

[illegible]

১০ম খণ্ড শ্রীমায়াপুর—১৯শে চৈত্র, মঙ্গলবার ১৩৪১. ২রা এপ্রিল ১৯৩৫ । ২৭৭শ সংখ্যা।

চৈতন্যোপনিষদ্ বঙ্গ অক্ষরে মূল ও অনুবাদসহ প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি উত্তম। ভিক্ষা ।০ মাত্র। শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

"গৌড়ীয়" ১ম বর্ষ হইতে ১১শ বর্ষ পর্য্যন্ত প্রতি বর্ষ কাপড়ে বাঁধাই ভিক্ষা ৩৷০ মাত্র। শ্রীগৌড়ীয় মঠ বাগবাজার, কলিকাতা

বিবিধ সংবাদ

—:০:—

স্কুলের তহবিল তছরূপ

মির্জাপুর ষ্ট্রীট মহম্মদ নায়েক স্কুবিলী ইনষ্টিটিউটের তহবিল হইতে ২৪ হাজার ৯শত ৫৩ টাকা আত্মসাৎ করিবার অভিযোগে শুক্রবার চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট উক্ত স্কুলের সেক্রেটারী চৌধুরী গোলাম গফুর ও ক্যাসিয়ার মহম্মদ গোলাম রসুলকে যথাক্রমে দুই ও এক বৎসর হিসাবে সশ্রম কারাদণ্ড এবং হাজার ও ৫শত টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। জরিমানা আদায় হইলে উহা ক্ষতিপূরণ বাবদ স্কুলকে দিবার আদেশ হইয়াছে। দীর্ঘ রায়প্রসঙ্গে ম্যাজিষ্ট্রেট মন্তব্য করিয়াছেন, প্রথম আসামী স্পষ্টই এই অপকার্য্যের জন্য প্রধানতঃ দোষী কিন্তু দ্বিতীয় আসামীর সহিত যোগাযোগ না থাকিলে এইরূপ তহবিল তছরূপ সম্ভব হইত না।

দেশী রিভলবার প্রভৃতিসহ গ্রেপ্তার

প্রকাশ যে, মেদিনীপুর জেলার রামগড় নামক স্থানে তারাপদ রায় নামক এক ব্যক্তির গৃহে একটি দেশী রিভলবার পাওয়া গিয়াছে। ঐ সম্পর্কে তারাপদ বাবু এবং অপর একজন যুবককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। পুলিশ আরও তদন্ত করিতেছে।

—

হত্যার অভিযোগ

গত জানুয়ারী মাসে ত্রিপুরা দাস নামক এক ব্যক্তিকে হত্যার অভিযোগে তাহাদের দীননাথ দাস ও অপর ৬ ব্যক্তিকে আলীপুরের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এস এন সেনের এজলাসে অভিযুক্ত করা হয়।

অভিযোগে প্রকাশ, মামলা সম্পর্কে আসামীর সহিত মৃত ত্রিপুরা দাসের শত্রুতা ছিল। গত ২৩শে জানুয়ারী আসামী ত্রিপুরাকে রাস্তায় আক্রমণ করে এবং দা দ্বারা তাহার মস্তক ছেদন করে। প্রায় দেড় মাস পর কোন খালের নিকট একটি গর্ত্ত হইতে ঐ বিচ্ছিন্ন মস্তক উদ্ধার করা হয়।

নরহত্যায় সাত বৎসর কারাদণ্ড

আরামবাগ মহকুমার নৈসরাই গ্রামের ফর্জ্জা আলি নামক এক ব্যক্তিকে হত্যা করার অপরাধে চুঁচুড়ার দায়রা জজ মিঃ সুকুমার সেন, আই, সি, এস ঐ গ্রামের ওই খাঁন নামক এক ব্যক্তিকে সাত বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। জুরীগণ একবাক্যে আসামীকে দোষী সাব্যস্ত করেন। প্রকাশ যে, আসামী ও তাহার ভাইদের মধ্যে সম্পত্তি বাটোয়ারায় সালিশী করিতে যাইয়া ফর্জ্জা আলি আসামীর আক্রোশভাজন হয়। গত ২রা জুন সন্ধ্যাবেলা সে আসামীর বাড়ীর নিকট দিয়া যাইতেছিল এমন সময় আসামী তাহাকে অতর্কিতে ছোরা দ্বারা আঘাত করিয়া মেদিনীপুরে পলাইয়া যায়। আঘাতের ফলে হাসপাতালে ফর্জ্জার মৃত্যু হয়।

—

বেলগাঁওএর নিকটে বিমান দুর্ঘটনা

২৮শে মার্চ্চ প্রাতে বেলগাঁও হইতে ২০ মাইল দূরে হাটাবগি নামক স্থানে এক বিমানপোত দুর্ঘটনার ফলে বেলগাঁওস্থিত বার্ম্মা শেল কোম্পানীর মিঃ লেয়ার্ড এবং বোম্বাইয়ের অন্যতম পাইলট মিঃ এণ্ডরুজ আহত হইয়াছেন। মিঃ লেয়ার্ডের আঘাত গুরুতর। উভয়কে বেলগাঁওএর বৃটিশ মিলিটারী হাসপাতালে ভর্ত্তি করা হইয়াছে।

প্রকাশ যে, মিঃ এণ্ডরুজ তাঁহার বিমানপোতে ৬জন পার্শী যাত্রী লইয়া সন্ধ্যায় হাটাবগি নামক স্থানে অবতরণ করিতে বাধ্য হন। কারণ তখন যথেষ্ট আলো ছিল না। তথা হইতে মোটর যানে চড়িয়া মিঃ এণ্ডরুজ বেলগাঁও গমন করেন। কিন্তু পাছে মিঃ লেয়ার্ডকে সঙ্গে লইয়া হাটাবগি ফিরিয়া আসেন। কথা হয় যে উভয়েই বিমানপোতে চড়িয়া বেলগাঁও যাইবেন। বেলা আন্দাজ ৯-১৫ মিনিটের সময় বিমানপোতখানি উপরে উঠিতেছিল। দৈবাৎ এক বৃক্ষের সহিত সজ্ঘর্ষ হওয়ায় পোতখানি ভূপতিত হইয়া চূর্ণবিচূর্ণ হয়।

কারা-বিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ

মেদিনীপুর হইতে প্রকাশ জেলের নিয়ম ভঙ্গ করার অভিযোগে ১৯ জন বিপ্লবী কয়েদী এবং অন্যান্য কয়েকজন কয়েদীর নামে মামলা করা হইয়াছিল। কারাবিধির ৫৭ ধারা অনুসারে ইহাদের বিরুদ্ধে চার্জ্জ গঠন করা হয়। একমাত্র কৃষ্ণকুমার ঘোষ ব্যতীত অন্যান্য সকলের প্রতিই এক বৎসর করিয়া কঠোর কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। কৃষ্ণকুমারের প্রতি একমাস কঠোর কারাদণ্ড হইয়াছে; সে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিল।

সরবতের সহিত বিষ মিশ্রিত করিয়া হত্যা

সরবতের সহিত বিষাক্ত দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া বীরেন্দ্র কুমার দাস নামক এক আত্মীয়ের মৃত্যু ঘটাইবার অভিযোগে অতিরিক্ত প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট আশুতোষ বসুকে গত শুক্রবার হাইকোর্টের দায়রায় সোপর্দ্দ করেন।

অভিযোগে প্রকাশ, বীরেন্দ্র ও আশুতোষ উভয়েই গত ২রা ফেব্রুয়ারী রাত্রিতে থিয়েটার দেখিবার জন্য মিনার্ভা থিয়েটারে যায়। অভিনয় শেষ হইলে রাত্রি ৩টার সময় তাহারা এক পানওয়ালাকে সরবৎ দিতে বলে। পানওয়ালা দুইটী গ্লাসে করিয়া সরবৎ দেয়। আসামীই বীরেনকে ঐ পানের দোকানে লইয়া যায় এবং উভয়েই সরবৎ পান করে। উভয়েই একখানা রিকসাতে যাইয়া উঠে। কিছুক্ষণ পরেই বীরেন্দ্র সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়ে। তাহাকে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হয়। পরদিন প্রাতে তাহার মৃত্যু হয়।

শব-ব্যবচ্ছেদ পরীক্ষায় তাহার পাকস্থলীতে পোটাসিয়াম সায়ানেড পাওয়া যায়।

শ্রীহট্ট সহরে চাঞ্চল্য

শ্রীহট্ট মিউনিসিপ্যালিটীর বর্ত্তমান চেয়ারম্যান মহম্মদ আবুবকর এবং বিনোদলাল দাস আসাম সরকার কর্ত্তৃক বে-আইনীভাবে নিযুক্ত হইয়াছেন এই অভিযোগে স্থানীয় অতিরিক্ত মুন্সেফ মৌলবী সেকেন্দার আলির আদেশে উক্ত মিউনিসিপ্যালিটী তালাবন্ধ রাখা হয়। মিউনিসিপ্যালিটীর কার্য্যকলাপ বন্ধ রাখার জন্য নিষেধ-বিধি জারী করা হইয়াছে।

স্মরণ থাকিতে পারে, উক্ত ব্যক্তিগণ নির্ব্বাচনে ব্যর্থমনোরথ হওয়ার পর গত মে মাসে আসাম গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগকে মিউনিসিপ্যালিটীর সদস্য মনোনয়ন করেন। একবৎসর পরে বাবু যোগেশচন্দ্র আদিত্য উক্ত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে নালিশ রুজু করেন। অতিরিক্ত মুন্সেফ উক্ত ব্যক্তিদের নির্ব্বাচন বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করেন।

৬০০৲ টাকা আত্মসাতের অভিযোগ

দিল্লী এবং [illegible] মুসলিম কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক হইতে প্রায় ৬০০ টাকা আত্মসাৎ করার অভিযোগে ভারত সরকারের দপ্তরের কেরাণী জহিরুল হাসনকে অভিযুক্ত করা হয়।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে। বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ আদর্শ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও দেবেন্দ্রনাথ প্রায় মাসে মাত্র [illegible] টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রত্যেক বৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের অতিরিক্ত সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতকরা [illegible] নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র মেধাবী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট

ব্রজপত্তন, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক পত্র, একাদশীতে প্রকাশিত হয়। বার্ষিক মূল্য [illegible] টাকা ভিক্ষায় কলিকাতা বাগবাজারস্থ গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক নৈমিষারণ্য উৎকল [illegible] হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৷০

৪। সজ্জনতোষণী—শ্রীযুক্ত [illegible] সম্পাদিত মাসিক পত্রিকা। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ বিনোদ সেবাতীর্থ বি-এস, বি-টি সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া গৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত অমৃতময় গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল শ্লোক অক্ষরে এবং তাহার বঙ্গানুবাদ [illegible] শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। আর উত্তম ছাপা। ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে ২০৩৮ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। [illegible] পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোক সূচী, পদ্যসূচী, গ্রন্থসূচী, শব্দসূচী, বিষয়-সূচী, ঘটনাসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচীপত্র। সমগ্র শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের একত্র [illegible] ও অমল, বিরাট [illegible] জগতের কোথাও এ ভাবে প্রকাশিত হয় নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সজ্জনদিগের সুবিধার জন্য ভিক্ষা [illegible] টাকা স্থলে—[illegible] টাকা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান – শ্রীচৈতন্যমঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

[ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত]

[illegible] কলেজের [illegible] প্রধান ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল, [illegible] এম্‌-এ, মহোদয়ের গবেষণা এবং পারদর্শী লেখনীর অনুভব [illegible] একাধারে [illegible] কষ্টি পাথরে হইল এই বিরাট, [illegible] [illegible] প্রচারিত, সিদ্ধান্তের সম্যক আলোচনা [illegible] [illegible] শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ বক্তব্য (Foreward), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকা (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে [illegible] Index Glossary সহ প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা—১৫, পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ [illegible], মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে উৎসুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) [illegible] ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে কথাসার ও শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র [illegible] আনা।

প্রাপ্তিস্থান —

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

		প্রথম ৩ দিনে		পরবর্ত্তি-সময়ে	
		সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা	সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা
প্রতিবার	প্রতি লাইন	৷০	৶০	৶	৷০
		২৲			১৲
	,, সিকিকলম	৫৲		৬৲	৫৲
,,	,, অর্দ্ধকলম	৮৲	৬৲	[illegible]	
,,	,, ১ কলম	১৫৲	১০৲	১০৲	

মাসিক হার

[হার অন্ততঃ ১ বৎসরের জন্য চুক্তি করা হয়]

সংবাদ পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চ [illegible], সিকি কলম [illegible], অর্দ্ধ কলম [illegible], এক কলম [illegible]

বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চ [illegible], সিকি কলম ১২৲ অর্দ্ধ কলম ১৮৲, এক কলম ৩০৲ টাকা।

সাহায্যের হার

সডাক বার্ষিক ৯৲ নয় টাকা, ষাণ্মাসিক ৫৲ পাঁচ টাকা, ত্রৈমাসিক ২৸০ পৌনে [illegible] টাকা, মাসিক ১৲ এক টাকা মাত্র। নমুনা প্রতি সংখ্যা [illegible]

ম্যানেজার, দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ,

পোঃ শ্রীমায়াপুর, জেলা নদীয়া। টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম', নবদ্বীপ

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

পরিবর্ত্তিত সময়-তালিকা

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	১২-৪২	[illegible]	[illegible]
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্—সমগ্র ৪০৲
প্রথম স্কন্ধ হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ১৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৶০
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৯৲
৩। ভাষ্য-সহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৭৲
৪। সজ্জনতোষণী ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—১৲; ২য় খণ্ড ৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব—১৲
৮। সংক্রিয়াসার—দীপিকা ও সংস্কার-দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণবধর্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিবর্ত-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ।০
১৮। বামন-আশ্রম ।০
১৯। ভাগবতের কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵০
২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৷৵০
২২। ভজন-রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ ও (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ১৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
২৬। গীতার কেবল মূল-ভাষা ।০
২৭। দুর্গমসঙ্গমনী ভক্তিরসামৃতসিন্ধু সারাংশ ১৲
২৮। বেদান্তদর্শন সারাংশ —
২৯। প্রেমবিবর্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸
৩০। শ্রীশিক্ষাষ্টক ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৶০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা ৵১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ।০
৪০। নবধাপাঠ ৵০
৪১। গীতাবলী
৪২। চিত্রে নবদ্বীপ
৪৩। সাধনপথ
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা
৪৫। নবদ্বীপশতক
৪৬। অর্চনকণ
৪৭। মহাজনবাক্যঃ
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ)
৪৯। আত্মনিবেদন ৫১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (১ম খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সারার্থ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-নির্ণয় ০
৫৫। শ্রীকৃষ্ণভাবনা বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। গৌড়ীয়গণ কি করেন? ৵০
৫৭। উপদেশামৃত (ভাষাবিবৃতি সহ) ।০
৫৮। শ্রীগুরুদেবের ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সারস্বতবাণী ৵০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যলীলামৃত সারঃ ৸০
৬১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিধিকঃ ।০
৬২। সটীক শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৬৩। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৪। সাধুসঙ্গ শিক্ষাষ্টকম্ ৷৶০
৬৫। গৌড়ীয়মঠ সংবাদঃ ৵০
৬৬। মায়াবাদনির্ণয় ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৭। বার্ ওয়ার্ক্ ।০
৬৮। এ কিউ ওয়ার্ডস্ অন্ বেদান্ত
৬৯। নামভজন ।০
৭০। বেদান্ত—ইটস্ মর্ফোলজি অ্যাণ্ড অন্টোলজি ।০
৭১। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ৷৵০
৭২। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৭৩। বৈষ্ণবীজম ।০
৭৪। কোয়ার্ট গৌড়ীয়মঠ ইন ইউরোপ ৵০
৭৫। দি ভাগবত ।০
৭৬। থিয়োটিক ফিলজফি অ্যাণ্ড আফেলাইড ইকোনমিক্স ।০
৭৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২৲
৭৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৭৯। শ্রীগৌরনামচিন্তামণি ।
৮০। সাধন-পথ ।
৮১। কল্যাণ-কল্পতরু ৵১
৮২। গীতাবলী
৮৩। নবধাপাঠ ৵০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৪। [illegible] ৵০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেঙ্গলোর পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের [illegible] অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া পালাজ্বর জীর্ণজ্বরে এবং [illegible] [illegible] জ্বর সারিতে অদ্বিতীয়। [illegible] শ্রীহা, যকৃৎ [illegible] পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার [illegible] ফল [illegible] ছোট বোতল ৷৵০ আনা, বড় বোতল ১৷৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং চক্রবেড়িয়া রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউন্টেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন প্রকারে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।
জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং
কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার
কলিকাতা

আমাশয় ও পেটের পীড়ায়

শ্রীশ্যামানন্দ দাশ কবিরাজের আবিষ্কৃত

গ্রহণী বজ্র

ব্যবহার করুন

আমাশয়, রক্তামাশয় আমাশয়, গ্রহণী, অজীর্ণ, পেট [illegible], বমনোদ্বেগ, সূতিকা ও শিশুর উদরাময় প্রভৃতি সকল [illegible] পুরাতন [illegible] পীড়ায় গ্রহণী বজ্র অব্যর্থ ফলপ্রদ মহৌষধ।

বাঁহারা পেটের পীড়ায় [illegible] গ্রহণী বজ্র [illegible] সম্পূর্ণ [illegible] হইবেন। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। মূল্য [illegible] ডাক মাশুল ৷৵০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীকৃষ্ণ ঔষধালয়, মহেশচন্দ্রভবন

ঢাকার এজেণ্ট মেসার্স মহেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং
পাটুয়াটুলি, ঢাকা

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও
অঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এম, এস, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রীমায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

[illegible] ইংরেজী বিদ্যালয়

[illegible] —গঙ্গার সন্নিকটে : বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক [illegible] শিক্ষকগণ [illegible] আদর্শচরিত্র বিশেষ ছাত্রগণের [illegible] সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। [illegible] মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের [illegible] মাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ [illegible]।

মেধাবী ছাত্রগণের অতিরিক্ত সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ [illegible] ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌[illegible]

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

[illegible] কলেজের [illegible] প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় [illegible] আচার্য্য [illegible] মহাশয়, [illegible] গবেষণা এবং [illegible] অনুসন্ধান [illegible] একাধারে [illegible] এবং [illegible] হইবে এই বিরাট [illegible] গ্রন্থ [illegible] চিত্র-সম্বলিত। [illegible] সমগ্র [illegible] আলোচনা প্রথম [illegible] খণ্ডে [illegible] শ্রীমৎ [illegible] গোস্বামী [illegible] মুখবন্ধ (Foreward) [illegible] ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) [illegible] শব্দসূচীপত্র (Index Glossary) [illegible] প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, [illegible], মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, [illegible], কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জেলা—নদীয়া।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণে লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্‌ গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে বক্তব্যসার ও শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—[illegible] শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক পত্রিকা একাদিক্রমে প্রকাশিত হয়। [illegible] টাকা [illegible] বাগবাজার গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

২। গৌড়ীয় [illegible] শ্রীপাদ [illegible] বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত [illegible] ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক [illegible] শ্রীপুরুষোত্তম মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৷০।

৪। সজ্জনতোষণী—[illegible] মহাশয় সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। কটক [illegible] মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক শ্রীপাদ [illegible] বি-এল, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া [illegible] হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল শ্লোক অক্ষরে এবং তাহাতে বর্ত্তমান-যুগে শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল [illegible] শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল [illegible] সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। অতি সুন্দর ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ২০৩৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোকসূচী, পদ্যসূচী, গ্রন্থসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়সূচী, [illegible] প্রভৃতি বিস্তৃত সূচীপত্র। নবাব শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমন্দ বিরাট সংস্করণ [illegible] আর [illegible] প্রকাশিত হয় নাই, তাই নিরপেক্ষ পাঠক মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। [illegible] জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৮৲ আটটাকা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

		প্রথম ৩ দিনে		পরবর্ত্তি-সময়ে	
		সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা	সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা
প্রত্যবার	প্রতি লাইন	।০	৷৵০	৷৵	
,,	,, ইঞ্চি	২৲	১৷০	১৷০	১৲
,,	,, সিকিকলম	৫৲	৪৲	৪৲	৪৲
,,	,, অর্দ্ধকলম	৮৲	৭৲	৬৲	৬৲
,,	,, ১ কলম	১২৲	১০৲	১০৲	

মাসিক হার

[যদি অন্ততঃ ১ বৎসরের জন্য চুক্তি করা হয়]

সংবাদ পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ৬৲, সিকি কলম ১৫৲, অর্দ্ধ কলম ২৪৲, এক কলম ৩৬৲
বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ৪৷০, সিকি কলম ১২৲ অর্দ্ধ কলম ১৮৲, এক কলম ৩০৲ টাকা।

সাহায্যের হার

সডাক বার্ষিক ৯৲ নয়-টাকা, ষাণ্মাসিক ৫৲ পাঁচ টাকা, ত্রৈমাসিক ২৸০ পৌনে তিন টাকা, মাসিক ১৲ এক টাকা মাত্র। নগদ বর্ত্তমান সংখ্যা ৫

ম্যানেজার, দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ,

পোঃ শ্রীমায়াপুর, জেলা নদীয়া। টেলিগ্রাম্—'শ্রীধাম', মায়াপুর

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৮—৪৬	১০—৫১,	১৩—২২	১৭—০৮,	২০—১৬
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—১০,	১১—৩১,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—৫৫

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

রবিবার অন্তর্গত

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১২-১০	১২-৩৪	১৫-৩৬	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৭	৯-৩৩	১২-১১	১২-৪২	১৫-৪১	১৮-৫০
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২০	১০-৩	১২-৫১	১১-১২	১৬-১২	১৯-০৫

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈনিক

নদীয়াপ্রকাশ

THE
NADIA-PRAKASH

REG. C 1544

চৈতন্যোপনিষদ্
বড় অক্ষরে মূল ও
অনুবাদসহ প্রকাশিত
হইয়াছে। কাগজ ও
ছাপা অতি উৎকৃষ্ট।
ভিক্ষা ।০ মাত্র
শ্রীচৈতন্যমঠ,
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

"গৌড়ীয়"
৭ম বর্ষ হইতে
১১শ বর্ষ পর্য্যন্ত
প্রতি বর্ষ কাপড়ে
বাঁধাই
ভিক্ষা ৩॥০ মাত্র।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ
বাগবাজার, কলিকাতা

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচারিত—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

১০ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২২শে চৈত্র, শুক্রবার ১৩৪১, ৫ই এপ্রিল ১৯৩৫ [৩০শ সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

—:০:—

রায় সাহেব বিনোদবিহারী সাধু খাঁয়ের পুত্রের দান

পরলোকগত রায় সাহেব বিনোদবিহারী সাধু খাঁয়ের পুত্র পুলনা সহরে একটি শিল্প ব্যবস্থা করিবার জন্য জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের হস্তে ৮ হাজার টাকার একখানি চেক প্রদান করিয়াছেন। স্থানীয় ক্লাবের ফণ্ডের অর্থ ঐ উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইতে পারিবে না, সাধারণের এক সভায় এইরূপ সিদ্ধান্ত হওয়ায়, রায় সাহেবের পুত্র ক্লাবের ফণ্ডে ৫০০৲ টাকা দিবার পরও উক্ত চেক প্রদান করিয়াছেন। পরলোকগত রায় সাহেব তাঁহার জীবনে সাধারণের হিতকর কার্য্যে প্রায় দেড় লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন।

বোম্বাইর মেয়র মিঃ কে এফ নরীম্যান

বোম্বাইর কংগ্রেস নেতা মিঃ কে এফ নরীম্যান বোম্বাইর মেয়র নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

সাধারণ নির্ব্বাচনের পর বোম্বাই কর্পোরেশনের প্রথম সভা হয়। পূর্ব্ব বৎসরের মেয়র মিঃ হুসেন আলি রহিমতুল্লা সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

মেয়র পদের জন্য মিঃ কে এফ নরীম্যান, মিঃ এম এ কত্রাওয়ালা, ডাঃ মোরার জোট্টা, মি বি এন করাঞ্জ এবং ডাঃ বৈরামজী জীজীভাই প্রার্থী ছিলেন। নির্ব্বাচন আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে ডাঃ বৈরামজী নামনিবেশপত্র প্রত্যাহার করেন। প্রথমবার ভোটে মিঃ নরীম্যান ৪৮, ডাঃ মোট্টা ৪৬, মিঃ করাঞ্জ ১৭ এবং কত্রাওয়ালা ১২ ভোট পান। সুতরাং মিঃ কত্রাওয়ালা বাতিল হন।

দ্বিতীয়বার ভোটে মিঃ নরীম্যান ৫৫, ডাঃ মোট্টা ৩৬ এবং মিঃ করাঞ্জ ১৭ ভোট পান। অপর প্রতিদ্বন্দ্বীদের মিলিত ভোট সংখ্যা অপেক্ষা অধিক হওয়ায় মিঃ নরীম্যান যথারীতি নির্ব্বাচিত বলিয়া ঘোষিত হন।

এই ঘোষণার সময় দর্শকদের মধ্য হইতে বিপুল হর্ষধ্বনি উত্থিত হয়।

অতঃপর মিঃ রহিমতুল্লা এবং বিভিন্ন সদস্যগণ নূতন মেয়রকে সম্বর্দ্ধনা করেন।

বাবাজীর পোড়শীর কলহ

রামপুর জিলার সাগর গ্রামে শুকদেব নামক এক ব্যক্তির বাস।

একদিন তাহার স্ত্রী তাহার মেয়েকে কোনও কারণে মারধর করে। শুকদেব তাহাতে স্ত্রীকে মন্দ বলে। ইহাতে সে রাগ করিয়া বলেন এসম্বন্ধে পুরুষের কথা না বলাই ভাল। শুকদেবের স্ত্রী মেয়েকে কোলে করিয়া বাপের বাড়ী চলিয়া যায়।

এই ভাবে কতক দিন গেল। শুকদেবের স্ত্রী স্বামীর এই উপেক্ষা আর সহ্য করিতে পারিল না। সে কাজেই প্রতিশোধ লইবার জন্য বদ্ধপরিকর হইল।

একদিন মেয়েটীকে পিঠে বাঁধিয়া সে একটী কূপার মধ্যে ঝাঁপ দিল। কিছুকাল পরে কয়েকজন লোক টের পাইয়া তাহাকে কূপার মধ্য হইতে তুলিল। দেখা গেল যে, মেয়েটি মারা গিয়াছে।

হাওড়ায় ডাকাতি

হাওড়া জেলার থানার অন্তর্গত কোনা গ্রামে একজন ধনী লোকের বাড়ীতে একটী ভীষণ ডাকাতি হইয়া গিয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, প্রায় ১২ জন লোক মারাত্মক অস্ত্র ও মশাল লইয়া বাবু কিশোরী মোহন ঘোষের দোকানের দরজায় ঘা দিতে থাকে। কিশোরী বাবু জাগ্রত হইয়া জিজ্ঞাসা করে তাহারা কেন দরজায় ঘা দিয়েছে। ইহাতে দুইজন ডাকাত ঐ দোকানের প্রবেশ পথ পাহারা দিতে থাকে এবং অপর ডাকাতগণ কিশোরী বাবুর বাড়ীর দিকে যায়। কিশোরী বাবুর পুত্র বাড়ীতে ছিল ডাকাতগণ তাহাকে ছোরা দেখাইয়া সমস্ত অলঙ্কারপত্রাদি কোথায় আছে তাহা দেখাইয়া দিতে বলে। সে বলে যে, সে সর্ব্বদা কলিকাতা বাস করে সুতরাং সে এই সম্পর্কে কিছু সংবাদ রাখে না। ইহাতে একজন ডাকাত তাহাকে হত্যা করিবার জন্য ছোরা বাহির করে। কিন্তু দলের অপর এক ব্যক্তি বাধা দেওয়ায় তাহার প্রাণরক্ষা হয়। ডাকাতগণ যাহা পায় তাহাই লইয়া যায়।

ক্রোকী পরোয়ানা জারি করিতে বিপত্তি

বরিশাল হইতে প্রকাশ, বাকী খাজনা আদায়ের উদ্দেশ্যে কোনও রায়তের উপর ক্রোকী পরোয়ানা জারি করিবার জন্য গত ২৭শে মার্চ্চ খাস মহলের জনৈক তহশীলদার কয়েকজন বরকন্দাজ ও একজন সশস্ত্র প্রহরীসহ মহিষমুণ্ডিয়া গ্রামে গিয়াছিলেন। তাঁহারা হঠাৎ রায়তগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হন। আক্রমণকারিগণ সশস্ত্র প্রহরীকে আহত করিয়া তাহার বন্দুক লইয়া পলায়ন করে। ঐ বন্দুক এখনও পাওয়া যায় নাই। পুলিশ ঘটনার তদন্ত করিতেছে। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত পলাতক ব্যক্তিগণ ধৃত হয় নাই। আহত সিপাহী হাসপাতালে আছে।

ভীষণ মোটর দুর্ঘটনা

গত ৩১শে মার্চ্চ রাত্রিতে আমেদাবাদ জেতলপুর গ্রামের নিকট একটী ভীষণ মোটর দুর্ঘটনার ফলে দুইজন আরোহী তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে এবং এগারজন গুরুতর রূপে আহত হইয়াছে। মৃত আরোহীদের মধ্যে একজন স্ত্রীলোক। আহতদের মধ্যে চারজনের অবস্থা বিশেষ আশঙ্কাজনক। তাহাদিগকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। প্রকাশ যে, মোটরচালক অতি দ্রুতবেগে মোটর চালাইতে থাকে এবং মোড় ঘুরাইতে অসমর্থ হইলে গাড়ীখানা একটী বৃক্ষে ধাক্কা প্রাপ্ত হয়। পুলিশ মোটরচালককে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

দুইজনের জীবন্ত সমাধি

সংবাদে প্রকাশ ভূকম্পনের ফলে তিন ব্যক্তির জীবন্ত সমাধি হইয়াছে। জীবন রক্ষকগণ ধ্বংসস্তূপের মধ্য হইতে ৮০ বৎসরের এক বৃদ্ধাকে জীবন্ত বাহির করিয়াছে; কিন্তু দুই যুবতীকে মৃতাবস্থায়ই বাহির করা হয়। ভূমিতে অনেক জায়গায় ফাটল ধরিয়া পড়িয়াছে বলিয়া বোধ হইতেছে। কয়েকদিন পূর্ব্বে এইরূপ আর একটি দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল এবং তাহার ফলে একই পরিবারের ৬ ব্যক্তি নিহত হয়।

জেলের মধ্যে আত্মহত্যা

আমেদাবাদের এক সংবাদে প্রকাশ একজন কয়েদী সবরমতী জেলে থাকিয়া দশ বৎসর কঠোর কারাদণ্ড ভোগ করিতেছিল। প্রকাশ যে, সে গলায় দড়ি দিয়া আত্মহত্যা করিয়াছে। এরূপ প্রকাশ যে, তাহাকে যে কম্বল দেওয়া হইত, তাহা হইতে সুতা বাহির করিয়া সে এই দড়ি তৈয়ারী করিয়াছিল।

বিস্ফোরক আইনে দণ্ড

আব্দুলবারি নামক জনৈক লোক মোরা-বাদির জনৈক স্পেশাল ম্যাজিষ্ট্রেট কর্তৃক বর্তীয় বিস্ফোরক আইনের ৩৬ ধারানুযায়ী এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়। এই দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে দায়রা জজের নিকট আপীল করা হয়। আপীলে দণ্ডাজ্ঞা বহাল থাকে। অতঃপর আবদুল বারি পক্ষ হইতে কলিকাতা হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি মিঃ উইলিয়াম ও মাননীয় বিচারপতি ম্যাকের এজলাসে আপীলের আবেদন করা হয়। মাননীয় বিচারপতিদ্বয় সরাসরি ভাবে আপীলের আবেদন নামঞ্জুর করিয়াছেন।

মামলার বিবরণে প্রকাশ যে, কোনক্রমে সংবাদ পাইয়া পুলিশ আপীলকারীর বাড়ী খানাতল্লাসী করে এবং হস্তলিখিত দুইখানি পুস্তক পায়। উক্ত পুস্তকের কতক অংশ নাকি আসামী কর্তৃক লিখিত হইয়াছিল বলিয়া প্রকাশ। আসামীপক্ষ হইতে বলা হয় যে, যে ঘরে খানাতল্লাসী হইয়াছিল সেই ঘরে শুধু আসামীই থাকিত না এবং উক্ত পাণ্ডুলিপিগুলি আসামীর বন্ধুগনের সঙ্গে মাল মিঃ নামক জনৈক লোক তথায় রাখিয়াছিল।

---

২০ বৎসর পরে মামলা নিষ্পত্তি

পরলোকগত গোপাল লাল শেঠের এষ্টেট বাঁটোয়ারা সম্পর্কে বহুদিন যাবৎ যে মামলা চলিতেছিল গত ২১শে মার্চ্চ তিনদিন শুনানীর পর উক্ত মামলার অবসান হয়।

গোপাল লাল শেঠের চতুর্থ। গোপাল লাল শেঠের চতুর্থ পুত্র ফণীন্দ্র শেঠের বিরুদ্ধে উক্ত ষ্টেট দুইভাগে বাটোয়ারার দাবী করিয়া এই মামলা দায়ের করেন। একভাগ বাদীগণ সকলে পাইবেন। অপর ভাগ বদীর পাইবেন। এষ্টেটে ৩০লক্ষ টাকার সম্পত্তি আছে। একমাত্র আলিপুর আদালতেই ১৭ বৎসর মামলা চলে। ঐ সময় উকিল বাবু বিজয়ক্রিষ্ণ ঘটক মোকদ্দমা পরিচালনার জন্য বড় বাবুকে অভিভাবিকা নিযুক্ত করা হয়। মোকদ্দমা চালান অবধি এষ্টেট রিসিভারদের হাতে থাকে বর্তমান রিসিভারদের মধ্যে তিনজন বাদী এবং এই মোকদ্দমায় তাহাদের স্বার্থ আছে। উভয় পক্ষের অনুসারে পরলোকগত মিঃ ক এচ কোনেগোনকে এষ্টেটের মূল্য নির্দ্ধারণের জন্য নিযুক্ত করা হয়, এবং তাহার নির্দ্ধারিত মূল্য অনুযায়ী এই মোকদ্দমায় নিযুক্ত কমিশনারগণ বাদী পক্ষের প্রার্থনা অনুযায়ী উক্ত এষ্টেটকে দুইভাগে বিভক্ত করেন। তদনুসারে ১৯০১ সালের ৩১শে মার্চ্চ বাটোয়ারা মামলার চূড়ান্ত ডিক্রী দেওয়া হয়। উক্ত ডিক্রীর বিরুদ্ধে তিনজন রিসিভার সহ ৫জন বাদী বর্ত্তমান আপীল দায়ের করেন।

প্রত্যর্থকারীদের পক্ষে বলা হয় যে মোকদ্দমা পুনরায় আলীপুর কোর্টে পাঠান দরকার। কারণ মিঃ কোনেগোন যে মূল্য নিরূপণ করিয়াছেন তাহা ভুল। অতএব দুইটি সম্পত্তি যে ভাবে বিভক্ত করা হইয়াছে তাহা অন্যায় ও গ্রহণের অযোগ্য।

উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে বিচারপতি মিঃ সি এন মিত্র ও মিঃ প্যাটারসন, বিবাদীর অংশে বিভক্ত সম্পত্তির পরিবর্ত্তে অবিভক্ত সম্পত্তি পাবার পূর্ব্বে ডিক্রী প্রদান করেন। বিচারপতিগণ আরও নির্দ্দেশ দেন যে রিসিভারদিগকে আগামী ১৪ই এপ্রিল বিবাদীর হাতে মোকদ্দমা পরিচালনার জন্য আদালত হইতে নিযুক্ত (অভিভাবিকা) সম্পত্তির দখল ছাড়িয়া দিতে হইবে এবং ৩০শে এপ্রিলের মধ্যে হিসাব দাখিল করিতে হইবে। ইহার পর তাহারা সমস্ত দায় হইতে মুক্ত হইবেন।

মিঃ সি সি বিশ্বাস মেসার্স এ পি মুখার্জি ও মিঃ এন মিত্র প্রত্যর্থকারীদের পক্ষ সমর্থন করেন, এডভোকেট জেনারেল মিঃ এ কে রায় এবং মেসার্স সতীশনাথ মুখার্জি ও সতীশচন্দ্র মুন্সী এবং বিবাদী প্রতিপক্ষের পক্ষে, মিঃ পরেশনাথ মুখার্জি ও মিঃ নিশেন্দু চক্রবর্ত্তী অপর বাদী প্রতিপক্ষের পক্ষ সমর্থন করেন।

ইংরাজ রাজনীতিকের মৃত্যু

কমন্স সভার সদস্য স্যার আর্থার শীল জেটল্যাণ্ডের পলক খেলিবার সময় হঠাৎ মৃত্যু হইয়াছে। স্যার একজন উদারনৈতিক দলভুক্ত ছিলেন এবং ইতোপূর্বে সরকারী উপদেশ সচিব এবং বাণিজ্যবোর্ডের পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী রূপে কাজ করিয়াছেন।

ডাকাতির অপরাধে ৬ মাস

হাওড়ার ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এ কে ফজলুল করিম ডাকাতির অপরাধে মোহন লাল মুখার্জ্জিকে ১ বৎসর ও মহ মিঞাকে ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন।

অভিযোগ প্রকাশ, গত ২৬শে ডিসেম্বর মঙ্গলা চাটার্জ্জি নামক একটি স্ত্রীলোক একটি দোকান হইতে ফিরিতেছিল এমন সময় আসামীরা তাহার সোনার চিরুণী ছিনাইয়া লইয়া যায়। সে চিৎকার করিয়া উঠে এবং আসামীদের পশ্চাৎ অনুসরণ করিতে থাকে। কিছুক্ষণ পর আসামীগণ যে বাড়ীতে যাইয়া আশ্রয় লয় বালিকা লোকজনকে ও পুলিশকে সেই বাড়ী দেখাইয়া দেয়। খানাতল্লাসী করিয়া প্রথম আসামীকে পাওয়া যায়। দ্বিতীয় আসামীকে পরে গ্রেপ্তার করা হয়।

কলিকাতার বাজার দর

চাউলের দর

	প্রতি মণ
বালাম	৬৷৷০
মাঝারি চাল	৫৷৵০
কাটারীভোগ	৫৷৷৵০-৫৷৷৵০
বাঁকতুলসী	৫৷৵০
নাগরা	৫৷৵০
ঐ পুরাতন	৭৷০
পাটনাই উৎকৃষ্ট	৪৲
একাদেশে কোরানিটি	৩৷৵০
মিহি রেঙ্গুণ	২৷৵০
আতপ -	
নূতন আতপ	৩৷৵০-৩৷৵০
পেশোয়ারী	৮৷০-৮৷০
বাঁকতুলসী আতপ	৪৷৵০-৪৷৵০
ঐ মাঝারি	৪৷০-৪৷০
পাটনাই আতপ	৪৷০-৪৷৵০
কাটারীভোগ	৫৷০
ঐ রেঙ্গুণ	২৷০

তেলের দর

উৎকৃষ্ট সরিষার তৈল	১৫৷০-১৫৷০
ঐ খুচরা	১৬৲-১৬৷০
নারিকেল তৈল	১১৷০-১১৷০
রেড়ির তৈল	১০৷৵০-১১৷০

ঘৃতের দর

বাঘনীতা প্রতি মণ	৫২৲
লক্ষ্মী গাওয়া	৫৭৲
রাণা গাওয়া	৪৪৷০
টেকা খুচরা	৪৬৷০

চিনির দর

সাদা কাশী রেডি	৯৷০-৯৷৵০
দেশী সাদা দানা	৮৷৵০-৯৷০
,, লাল ,,	৮৷৵০-৮৷৵০

সোণা-রূপা

		প্রতি ভরি
টাকশালের বার	,, ,,	৩৫৵০
বড়ালের বার	" "	৩৫৵০
গিনি	" ,	১২৵০
চাঁদির বার	প্রতি ১০০ ভরি	৬৫৲
ঐ খুচরা	,, ,, ,,	৬৷৷০

আটা ও ময়দার দর

পেটেণ্ট ময়দা প্রতি মণ	৫৷৵০	৫৷০
গৃহস্থালীর ব্যবহারোপযোগী	৪৷০	৫৷৵০
আটা (বি)	৪৷৵০-৫৲	
সুজী	৫৷৵০	৫৷০
আটা (এস)	৪৷৵০	৪৷০
,, (২)	৪৷৵০	৪৷৵০
,, (কে)	৪৷০	৪৷৵০
,, (?)	২৷৵০	৩৷০

লৌহ ও হার্ডওয়ার

	প্রতি হন্দর
টাটার তৈয়ারী	
লোহার কড়ি (জোড়া বা বীম মার্ক)	৩৷৵০-৬৷০
ঐ এ-টাকা হালকা ওজন	৫৷৵০-৫৷৵০
বরগা (টী অয়রণ)	৬৷০-৬৷৵০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৬৲-৬৷৵০

হেমেন্দ্রকুমার মল্লিক এণ্ড সন লিঃ
লোহাপট্টি, বড়বাজার, কলিকাতা

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
—পারমার্থিক পত্র—
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১০ম বর্ষ | ১৬ বিষ্ণু, গৌরাব্দ ৪৪৯, ২২শে চৈত্র বঙ্গাব্দ ১৩৪২, ৫ই এপ্রিল ইং ১৯৩৬ | শুক্রবার | ২০৩ম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

শ্রীল প্রভুপাদ বর্ত্তমানে শ্রীগৌড়ীয়মঠে অবস্থান পূর্ব্বক নিরন্তর গৌরবাণী কীর্ত্তন করিয়া সজ্জনবৃন্দকে নিত্যা ভক্তি অর্জ্জনের সুবর্ণ সুযোগ প্রদান করিতেছেন। তাঁহার শীঘ্রই ঢাকায় শুভবিজয় করিবার কথা আছে।

—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস আশ্রম মহারাজ এক্ষণে ঠাকুর মহাশয়ের জন্মস্থলী শ্রীখেতুরীধামে অবস্থান করিয়া সমাগত শ্রোতৃবৃন্দের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন।

গৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ কয়েক দিন যাবৎ শ্রীধামে অবস্থান পূর্ব্বক সজ্জন শ্রবণ-পিপাসু ব্যক্তিগণের নিকট গুর্ব্বাবলী ভাষায় হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন। মঠবাসিগণ, গৃহস্থ ভক্তবৃন্দ ও অন্যান্য সকলেই তাঁহার নিকট গৌরবাণী হরিকথা শ্রবণ করিয়া পরমোপকৃত ও আনন্দিত হইতেছেন।

-

ত্রিদণ্ডী গৌড়ীয়মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ [illegible] মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ [illegible] মহারাজ [illegible] ও [illegible] ব্যক্তিগণের নিকট [illegible] শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করিতেছেন। তাঁহাদের প্রচারে আকৃষ্ট হইয়া কেহ কেহ পাঠপ্রার্থী শ্রীমঠে আগমনও করিয়া থাকেন।

—

বাকুড়া? শ্রীগদাইগৌরাঙ্গমঠের মঠরক্ষক উপদেশক আচার্য্য শ্রীপাদ অনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী কাঞ্চনপল্লী প্রভৃতি স্থানে শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্র শ্রীমঠে পাঠকীর্ত্তনাদি করিয়া শ্রবণ-পিপাসু ব্যক্তিগণের তৃষ্ণা নিবারণ করিতেছেন। তাঁহার পাঠ ও ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া সকলেই আনন্দ অনুভব করিয়া থাকেন।

পরমহংস পরিব্রাজক আচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের [illegible]-মহাগ্রামে শুভবিজয়-উপলক্ষে তদীয় পাদপদ্মে শ্রদ্ধাঞ্জলি

পতিতপাবন প্রভো !

এই দীনা কৃষ্ণপল্লী যে কত সৌভাগ্যের ফলে আজ আপনার ন্যায় আদর্শ মহাপুরুষের পাদপদ্ম-রজঃ বক্ষে ধারণ করিবার যোগ্যতা লাভ করিয়া কৃতার্থ হইল, তাহা ভাষা দ্বারা ব্যক্ত করিবার নহে।

হে অমন্দোদয়-দয়ার মূর্ত্তবিগ্রহ ! আপনার এই জগতে অবতরণ লীলা কেবল পাষণ্ডোদ্ধার জন্য এবং জীবের প্রতি অহৈতুকী অমন্দোদয়-দয়া বিতরণের জন্য। কিন্তু প্রভো ! আমাদের দুর্দ্দৈব বশতঃ আমরা গৃহব্রতের ন্যায় সংসারে আসক্ত থাকিয়া আপনার লীলার মাধুর্য্য উপলব্ধি করিতে পারিলাম না।

হে পারমহংস্যধর্ম্মাচার্য্যবর্য্য ! আপনার নিজের কোন কার্য্য না থাকিলেও আপনি আমাদের মত দুর্গত জীবের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া আমাদের এই নগণ্য পল্লীতে পদার্পণ করিয়াছেন। "পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম। সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥" —এই শ্রীচৈতন্য-বাণী-প্রচারব্রত গ্রহণ করিয়া আপনি পৃথিবীর কি বৃহৎ নগর, কি কৃষ্ণপল্লীতে শ্রীচৈতন্যের কৃপাবচনবাণী প্রচার করিতেছেন। তাই বুঝি এই কৃষ্ণপল্লীও সেই সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত হয় নাই।

হে করুণাময় ! বিশ্ববাসীর প্রতি আপনার অহৈতুকী করুণার অন্ত নাই। এই ক'বৎসরের মধ্যে [illegible] যে শত মঠ মন্দির, শ্রীচৈতন্য পাদপীঠ, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট, ভাগবত-পাঠশালা, পরবিদ্যাপীঠ প্রভৃতি স্থাপন, শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-পরিক্রমা, শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা-প্রবর্ত্তন, গ্রামে গ্রামে শুদ্ধসদাচারবিশিষ্ট প্রচারক প্রেরণ, লুপ্ততীর্থ-উদ্ধার, পারমার্থিক প্রদর্শনী উদ্বোধন এবং সৎসঙ্গ বর্দ্ধন ও সৎসাহিত্যের সুযোগ প্রদান করিয়া জগদ্বাসীকে কৌশলে কৃষ্ণোন্মুখ করিবার জন্য হরিকথা-শ্রবণের সুযোগ দিতেছেন তাহা যথার্থই জগদ্গুরু আচার্য্যগণের সার্থকতা বটে।

হে জগদ্গুরো ! আপনি এক্ষণে ভাবিবার ছলে এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। কিন্তু আমরা জ্ঞানহীন, সেবাহীন এবং গৃহমেধী ও পতিত জীব ; আপনার শ্রীপাদপদ্ম-পূজা করিবার যোগ্যতা বা সম্বল আমাদের কিছুই নাই। তবে আমাদের একমাত্র ভরসা যে আপনি পরম করুণাময়। আপনি কৃপা পূর্ব্বক আমাদের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত করিয়া দিন, আপনার শ্রীপাদপদ্মে আকর্ষণ করুন যাহাতে আমরা সুদুর্ল্লভ মনুষ্য জন্মটা কিছু পরমার্থপ্রদ এই ভক্তসঙ্গের প্রকৃত কৃপা লাভ করিয়া নিঃশ্রেয়স লাভের অধিকারী হইতে পারি। আপনার শ্রীচরণে ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

আপনার শ্রীচরণরেণু-প্রার্থী
[illegible] গ্রামবাসী ভক্তবৃন্দ।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতা

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

নাস্তিক আস্তিকে লড়াই করলে কোন সত্য আবিষ্কৃত হবে না।

"[illegible] ।
[illegible]"

ঈশ্বরদর্শন হ'লে তর্কের আর কোন স্থান থাকে না। বিচারক [illegible] নিজের সেরূপ চিন্তা করে না। যাঁরা নিজের কর্ত্তৃত্ব স্থাপন করেন তাঁরা কিছুদিন পরেই জানতে পারবেন যে ওখানে তাঁদের কিছু স্থান হ'বে না।

এ সম্বন্ধে কথা অসংখ্য আছে কিন্তু সে কথায় যে আদিম [illegible] হয় না। যে বাজার করতে গেছে সে বাজারের জিনিষ পাওয়া দরকার। অতএব পরেই তা দিয়ে আমি কোথা থেকে বুঝবো [illegible] সেরূপ বাজার, তাদের কেমন একটা বাজার। যথা পদে ভূমিশয্যার মত এই দুনিয়ার কোন পদার্থ আছে তা ভগবান্ কৃপা করতে পারেন। ভগবৎসেবাবর্জিতের কোন গুণ নাই।

যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা
সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্গুণা
মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ॥

[illegible] প্রকৃতপক্ষে ভগবদ্‌গণের আবশ্যকতা নাই। নিজেদের [illegible] তাহা দেখা যায় তাহারই প্রচার করে। কিন্তু আমরা অনেক [illegible] আ-পুন ; [illegible] নিখুঁতের একটা [illegible] দরকার। আমরা বর্ত্তমানে জাপান, অষ্ট্রেলিয়া, আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড প্রভৃতি স্থানে লোক পাঠাবার চেষ্টা করছি। কিন্তু সম্বন্ধ আশ্রয় ক'রে ভগবৎসেবা দ্বারা নিজমঙ্গল-সাধন করাই বুদ্ধিমানের কাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৩ বিষ্ণু, তিথি [illegible] ৪৪৯

সাধকের কামনা

সকলের বুদ্ধি বা আত্মার চেতনতাকে জাগ্রত করিবার জন্য—সকলকে সর্বোপরে ভগবানের সেবা করিবার জন্য যাঁহারা অক্লান্ত ভাবে সতত চেষ্টা করিতে ছেন, নানাবিধ অনর্থ তাঁহাদিগকে সেই পথে বাধা প্রদান করিলেও যাঁহারা ভগবৈষ্ণব-সেবা হইতে বিচ্যুত না হইয়া বন্দেবের নিকট বল-প্রার্থনা-মুখে সেবায় উদ্যোগের উৎসাহ বিশিষ্ট করেছেন, কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতি-বাঞ্ছাই যাঁহাদের জীবনের এক হইয়া দাঁড়াইয়াছে, জগতের কাহারও কথা না শুনিয়া যাঁহারা শ্রৌতপথের প্রতি বা শ্রীগুরুপাদপদ্মে প্রতি আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে একমাত্র অবলম্বন করিতে পারিয়াছেন, অথচ শুদ্ধা সেবা লাভ করিতে পারেন নাই তাঁহারাই সাধক।

সাধকগণ সাধারণতঃ দুর্ব্বল হইলেও সাধিক্যাই তাঁহাদের মঙ্গলেচ্ছু বন্ধু হয় এবং সেই মঙ্গলপ্রার্থী আত্মীয় প্রভাবে তাঁহারা ভগবৈষ্ণবের সহায়কারী ও কৃষ্ণপ্রেম-দায়িনী কৃপালাভ লাভ করেন আত্মধর্মে প্রতিষ্ঠিত হইবার সৌভাগ্য পান।

জীবমাত্রেই বস্তুতঃ কৃষ্ণের নিত্য কিঙ্কর, কিন্তু অধুনা নিজ কর্মদোষে পতিত হইয়া স্থূল ও সূক্ষ্ম, কাম-ক্রোধাদি দুর্দ্দমনীয় শত্রুগণ কর্তৃক তাড়িত ও লাঞ্ছিত, রোগ ও দুশ্চিন্তা-সমূহের ঘাত-প্রতিঘাতে প্রপীড়িত এবং সেইরূপ প্রবল বায়ু দ্বারা সতত প্রচালিত ও ইতস্ততঃ ধাবিত। সংসার-সমুদ্রে এইরূপ কূপাকারে হইয়া ভাসিতে ভাসিতে কোথাও তৃণ, কাষ্ঠ ও তৃণখণ্ড তৃণখণ্ড আমাদের নয়নগোচর হইলে আমরা সেগুলিকে অবলম্বনস্বরূপ মনে করিয়া আশ্রয়ার্থে গমন করি বটে, কিন্তু তাদৃশ তৃণখণ্ডাবলী অবলম্বনের দ্বারা আমাদের আশা নিষ্ফলা হয়। এইরূপে অনন্ত কাল কোটি কল্প ধরিয়া ভব-সমুদ্রে ভাসমান অবস্থায় যখন অনন্যোপায় হইয়া "তমসং-ভূশা সংসার ভবসমুদ্রের পারাপারে যাইবার উপায় নাই" একমাত্র আত্মবস্তুর কাছে কাঁদিতে পারিয়া তাঁহাকে কাতরপ্রাণে ডাকি, তখন অহৈতুকী ভগবান কৃপাপূর্ব্বক আসিয়া এই ভব-সমুদ্রে পতিত জীবগণের একমাত্র প্রকৃত গুরুরূপে আবির্ভূত হন। যখন ভগবান্ এইরূপে আসেন তখন যদি আমরা ভগবানের সেবা শ্রীগুরুপাদপদ্মের এককালেই করি তাহা হইলে আমরা ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের নিরর্থকতা উপলব্ধি করিবার সৌভাগ্য পাই।

সাধকগণ কখনও কৃষ্ণের শ্রেয়ঃপথে গমনে নিবৃত্ত হন না। তাই তাঁহারা শ্রেয়ঃপথ-বিরোধী ধর্মার্থকামের কথা দূরের কথা, অপুনর্ভব-রূপ ভগবৎসাযুজ্য মুক্তিরও প্রার্থী হন না। তাঁহাদের মনের ধন, জন ও সুন্দরী কবিতা প্রভৃতির আশা স্থান পায় না—বর্ণ-শ্রমধর্ম্মাচরণ, ঐহিক ও পারত্রিক ভোগসুখের আশা ধন, ভুক্তিকামী ইন্দ্রিয়ের সুখের জন্য কাম ধন, নিজ শরীরের অনুগত স্ত্রী, পুত্র, দাস, দাসী, বান্ধব, পশু, গজ, অশ্ব প্রভৃতি অথবা গৃহ বা পরিষ্ঠা-দারা-পুত্র প্রভৃতি 'মমতা' যাহার অন্তরে স্থান পায় না। তাঁহার জন্ম মৃত্যু বা জন্মান্তর-রহস্যের নিবৃত্তি হইবে না; চেষ্টার দ্বারা হইতে পারে না; কারণ, তাহা কৃষ্ণের সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন। কৃষ্ণের ইচ্ছা হইলেই সকল সুযোগ সকল সুবিধা জীবের হইতে পারে—একথা তাঁহারা জানেন ব'লিয়া জন্ম প্রভৃতি নিবৃত্তি করতঃ সেবার পরিবর্তে অন্য কিছু না চাহিয়া কৃষ্ণের সেবার জন্য তাঁহারা সতত সেবা করিতে ব্যস্ত থাকেন এবং জন্মে জন্মে যাহাতে ভগবানের পাদপদ্মে অহৈতুকী ভক্তি-লাভ হয় নিত্যকাল তাঁহার পাদপদ্মে অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধবিশিষ্ট হইয়া তাঁহার পাদপদ্মে অবস্থানের সৌভাগ্য পান তজ্জন্য কাতরপ্রাণে প্রার্থনা জানান। সাধকগণ কি চান, তাহা নিম্নলিখিত শ্লোক দুইটী আলোচনা করিলেই আমরা জানিতে পারিব—

"না ধনং ন জনং ন সুন্দরীং
কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে
ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি॥"

"ন ধনং ন জনং ন বহুবিধং দৈব কামোপভোগম্
যদ্ যদ্ ভবাৎ ভবতু ভগবন্
পূর্ব্বকর্মানুরূপম্।
এতৎ প্রার্থ্যং মম বহুমতং জন্মজন্মান্তরেঽপি
ত্বৎপাদাম্ভোরুহযুগগতা নিশ্চলা ভক্তিরস্তু॥"

হে ভগবন্, আমি ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষাদি কিছুই চাহি না, আমি ধনধান্য কিংবা হরিকীর্ত্তন চাহি না, পূর্ব্ব কর্ম্মানুসারে আমার প্রতি তোমার যাহা হয় বিহিত তাহা হউক, আমি তৎপ্রতীকার প্রার্থনা করি না। আপনার নিকট আমার একমাত্র প্রার্থনা, যেন জন্মজন্মান্তরে আপনার পাদপদ্মে আমার অচলা ভক্তি থাকে।

"নাহং বন্দে তব চরণয়োর্দ্বন্দ্বমদ্বন্দ্বহেতোঃ
কুম্ভীপাকং গুরুমপি হরে নারকং নাপনেতুম্।
রম্যারামামৃদুতনুলতানন্দনে নাপি রন্তুং
ভাবে ভাবে হৃদয়ভবনে ভাবয়েয়ং
ভবন্তম্॥"

হে হরে! আমি দ্বিদ্বন্দ্ব-দুঃখের জন্য তোমার সেবা করি না কিম্বা অসহ্য নরক-যাতনা দূর করিবার জন্যও সেবা করি না। নন্দন-কাননে সুন্দরী সুরকামিনীদিগের সুকোমল তনুলতা-সমূহে বিহার করিবার জন্যও তোমার সেবা করি না; কিন্তু কেবল ভাবের আধিক্যে বিলাস করিবার জন্য হৃদয়মন্দিরে তোমার পাদপদ্ম চিন্তা করিয়া থাকি।

দেড়ুলীতে শ্রীল প্রভুপাদ

বিগত ২৬শে মার্চ্চ মঙ্গলবার দেড়ুলী গ্রামে পূর্ব্ব দিবসের ন্যায় আরও একটী বক্তৃতা সভার অধিবেশন হয়। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আদেশক্রমে সভারম্ভে শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব গোস্বামী প্রভু, ত্রিদণ্ডি ভিক্ষু-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুধাকর গিরি মহারাজ এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ আচার্য্যবর্য্যের আজ্ঞায় মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন করিবার পর ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ দেড়ঘণ্টা যাবৎ হরিকথামৃত পরিবেশন করেন। বক্তৃতার সারমর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতা

সংসারে দু'টী কথা আছে। একটী—যাহা আমাদের ভাল লাগে তাহা গ্রহণ করা এবং অপরটী—যা'তে মঙ্গল হয় তাহা। ইতিপূর্ব্বে আমাদের ভাল লাগে না কিন্তু খেলে উপকার নিরাময় হয়। প্রেয়ঃ-পন্থীর যেটা ভাল লাগে তাই গ্রহণ করে। আমার বস্তু বড় প্রিয়, জীবকে উদ্ধার করার কিছু পরমার্থের প্রতি আগ্রহ করে।

বালক খেলাধূলায়, যুবক ইন্দ্রিয়তর্পণে ব্যস্ত থাকে; বৃদ্ধ নিদ্রায় থাকে কিন্তু আত্মহিতের জন্য চেষ্টা করে না। প্রেয়ঃপন্থীর শাখা অনেক। কেহ মিষ্ট, কোন ব্যক্তি তিক্ত, কেহ টক, কেহ বা ঝাল ভালবাসে। এই সব বদলের প্রেয়ঃপন্থিগণের মধ্যে পাওয়া যায়। কেহ মনে করেন, অভুক্ত থাকা ভাল। আবার কেহ মনে করেন, প্রচুর প্রচুর খাওয়া ভাল। কিন্তু এটা বিচারের অধিকারের কথা। প্রেয়ঃবিচারে অনেক-গুলি মত আছে। পরস্পর (Reciprocal) অপেক্ষাযুক্ত যেমন কথা, তা'তে অনেক মতভেদ আছে। কিন্তু শ্রেয়ঃ ত্রিবিধের দ্বৈত, তৃতীয় বা চতুর্থ রকম বিচার হয় না। উহা আত্যন্তিক ও ঐকান্তিক বাস্তব সুখের প্রাপক, কেবল চেতনময় এবং নিত্যকাল স্থিতিমান।

"নাস্তি সন্তোষসমং সুখমত্র মানুষ্যমুত্তমমিতি প্রযতেত ধীরঃ।
তুঙ্গং বা মধ্যম পতেচ্ছ যুক্তাত্মা যা
নিঃশ্রেয়সায় বিষয় খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ॥"

আমরা যে ভাবে থাকি না কেন, নিত্য আমরা পাব অর্থাৎ শ্রেয়ঃপন্থার বা প্রয়োজন তা'র জন্য যত্নবান্ থাকি। বালক আমি স্কুল হ'তে পালাতে পারলে বা খেলাধূলা করতে পারলে ভাল লাগে কিন্তু তা'তে যে ভবিষ্যতে নানাপ্রকার অসুবিধা আছে তা জানি না। বুদ্ধিমান্ যাঁ'রা, তাঁ'রা এরূপ বিচার করেন না। শ্রেয়ঃপন্থাই চরম প্রয়োজনীয়। আজকাল বিচারপ্রণালী পরিত্যাগ ক'রে নিজস্বেচ্ছায় শ্রেয়োলাভ হয় যা'তে তাই বরণীয় হ'ক। বুদ্ধিমানের অনুগতগণ সেই বিচারই গ্রহণ করে। Civic guadianগণ বাস্তব উপকার যা'তে হয় তা'রই পরামর্শদাতা। যেমন guadian নিজের হিতাহিতের জন্য দায়ী।

বৈদেশিক বা ন্যায়-দর্শনের কথার সময় অতিবাহিত করতে করতে যখন শেষ নিঃশ্বাস এসে উপস্থিত হয় তবে আর শোধন করবার সময় থাকে না।

আমি ব'লে কিছু দিনের যার বিচার বৈষ্ণবা উপস্থিত হয় তবে অস্থাবধান হয়। আমার যাহা ভাল লাগে তা কখন সুবিধা আদায় করতে পারে না। যদি Cinema বা থিয়েটার গান হয় তবে লোক জুটে। গ্রামের লোকের কথায় parliament বসে যায়। যারা আমাদের কথা বুঝে না তা'রাও তা'দের কথায় বেশ আনন্দ লাভ করে। আনন্দের প্রয়োজন একটা জিনিষ। তা এসে যাওয়ার আগে সাধনারই দরকার আপাত ইন্দ্রিয়-তাড়নায় মানুষ প্রবলবেগে ধাবিত হয়। Civic gurdian থাকলে যথেচ্ছাচারিতার অবকাশ থাকে না। সময়ের ব্যবহারটা লোকসমূহের কাহারো ব্যবহার করা উচিত নয়। তাতে যথেচ্ছাচারিতাকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়। আমরা যদি পশুকুলে জন্মগ্রহণ করি তা'তেও যথেচ্ছাচারিতার হ'বে, মঙ্গলটা তা'হতে অনেক দূরে। শ্রেয়ের আর্ত্তী অনেকে নয়। হরীতকী ভাল নয় কিন্তু তিক্ত বেশ তিক্ত-প্রিয়। এইজন্য অনেকে তা'র প্রিয়। কিন্তু হরিতকীই ভাল। আমাদের প্রতিপত্তিকোণ শ্রেয়ের দিকে নিযুক্ত থাকা উচিত।

আমরা মনুষ্যকুলে জন্মগ্রহণ ক'রেছি। মানুষের হিতাহিত শিক্ষার আছে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব ব্যক্তির চরিত্র আলোচনার জন্য ইতিহাস আছে। যদি বাস্তব সত্যের অনুসন্ধান না করি তা'হলে যখন ইন্দ্রিয় জড় হ'য়ে যাবে, তখন আর শ্রেয়ের সুযোগ পাব কিনা সন্দেহ। যাতে প্রত্যেক ব্যক্তির মঙ্গল হয় সেই বিচারে ভুল ক'রে অন্যদের দুই ব্যাপারকে লোক-জানে আদর ক'রে থাকি। আমার নিজের স্বার্থপরতা প্রবল হ'লে অন্যের দিকে দৃষ্টি কম হ'বে। অমুক ব্যক্তি এই সুবিধা পেয়েছে আমি এটা কেন পাব না? শ্রেয়ঃ-পন্থী উহা বলে না। সে বলে, যে মঙ্গল অন্যে পেয়েছে আমি তা'তে বাধা করি না কেন? শ্রেয়ের কথা যদিও প্রথমে তিক্ত বোধ হয়, অনেকে ভাল না লাগে তথাপি অন্যায়ও মঙ্গল উৎপাদন করে। লোকসমূহ যারা সর্ব্বজন-হিতৈষী হয়, তা'তে নিজের ও পরের অবশ্য সাধিত হয়, এটা হচ্ছে শ্রেয়ঃপন্থীদের কথা। মঙ্গলটা তাহ'তে দূরে বাস করে। প্রেয়ঃবিচার দিনের জন্য বিচার না ক'রে অনাদ্যকুণ্ঠ

করা দরকার। বার বার শিক্ষক একটা কথা বললে ভুলে যায়। কিন্তু দণ্ডাঘাত বিধান করলে সেটা মনে থাকে। একজ Chastising rodটা ভাল জিনিষ। সমাজের মঙ্গল করলে নিজের মঙ্গল হ'বে। আর স্বেচ্ছাচারিতার লাগাম ছেড়ে দিলে অমঙ্গল এসে গ্রাস করবে। "পরার্থকে মঙ্গলময় বলা হয়। কিন্তু আমরা এই কথা ভুলে অমঙ্গলের অতীত বস্তুকে তোষা ক'রে বরণ করি। স্বার্থপরের সঙ্গে স্বার্থপরতাই বৃদ্ধি হ'বে। আমি কর্ত্তা এই মনে করায় এদের কাষ্য জগতে নাই বা না করি। কিন্তু কালবিলম্ব না ক'রে ভাবি মঙ্গলের চিন্তা করাও আবশ্যক। ধন সেই জনের একটা বৃত্ত বা রত্ন-পদাদি ধারণ ক'রে আমরা কি লাভ করব? তাৎকালিক না নিত্য আনন্দ, পূর্ণ বিজ্ঞান না অজ্ঞতা, নিরবচ্ছিন্ন না অনিত্য আনন্দ?

আমরা মানুষজন্ম লাভ ক'রে পঞ্চের মত রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শাদি বিষয় লাভ করবার যত্ন করছি। রূপ চক্ষুইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য, রস জিহ্বার আস্বাদ, শব্দ কর্ণেন্দ্রিয়গ্রাহ্য, গন্ধ ঘ্রাণেন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও স্পর্শ ত্বগিন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য। আপাতসুখের জন্য জগতে বহু বস্তু আছে এবং তজ্জন্য মানুষ ও পশু উভয়েই যত্ন করে কিন্তু মানুষের কাণ আছে, সে ভাল কথা শুনতে পায়, তারতম্য বিচার করতে পারে। চিকিৎসকের রকম রকম ব্যবস্থা আছে। কেহ বেদনাতে বিষ দিয়ে বেদনা ভাল করতে যত্ন করে কিন্তু তারপরে ঘা হ'য়ে যায়। এইরূপ এক ব্যাধি নিরাময় করতে গিয়ে আর এক ব্যাধির সৃষ্টি করে। মঙ্গলটা পরে ক'রে নিব বা বুদ্ধ বয়সে করব, এখন ভোগ করি, এর বিচার যতটা বাধাপ্রাপ্ত হয় ততই ভাল। পূজ্যবর বন্ধু শ্রৌতী মহারাজ বলেছেন —

ভক্তৈর্ধ্বং-কৃত-শ্রীবিষ্ণুবর্ণনাময়ঃ পুমান্।
দৈবাৎ ভাবিতাত্মা বৈ ধাৰ্ম্মিকজনগোচরম্।

উচ্চকুলে জাত না'ক বংশগৌরব বৃদ্ধি করার যত্ন করে। ঐশ্বৰ্য্যকামী ব্যক্তি ধনরত্ন-সংগ্রহে ব্যস্ত। পণ্ডিতগণ পাণ্ডিত্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে চেষ্টা করে। শ্রী — সৌন্দর্য্য বা রূপের জন্য অনেকে যত্ন করে। আমি বহুজনপ্রিয় হই, এই সকল চিন্তাস্রোত Aesthetic culture যাদের আছে — এই গুলি যাদের উপাস্য, তা'রা ঈশ্বর সেবাবিমুখ হ'য়ে যায়, ঈশ্বর-চিন্তা ভুলে নিজে ঈশ্বর সাজিতে চায়। জগতের ঐশ্বৰ্য্য কণভঙ্গুর। কুণ্ডলে বা কবি তাতে আনন্দ সর্ব্বক্ষণ থাকে না। যে রোগী সে নিজে ঔষধ দিলে অসুবিধা হয় এজন্য পরামর্শ নিতে হয়। রোগের ঔষধ অন্যের দ্বারা নেওয়াই ভাল। আমার যে বিষয়ে অভিজ্ঞতা নাই সে-বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তির নিকট পরামর্শ গ্রহণ করাই ভাল! Doctor উপাধিটা পাশ্চাত্যদেশে বিদ্যার চরমসীমায় অবস্থিত। দর্শনশাস্ত্র অপেক্ষা সাহিত্যের Doctor বড়। আমাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে আমাদের অবোধতা পরিপূরণের জন্য বরণ করাই ভাল।

নিজের মঙ্গলের জন্য এক মুহূর্ত্তকালও বিলম্ব না করা ভাল। আমার বাড়ীটা পুড়ে যাচ্ছে সে-দিকে দৃষ্টিপাত না ক'রে চরিত্রেও তদ্রূপ ভাল। আমার মানসম্ভ্রম বা আয়ু শরীরটা যতকাল থাকবে না একবার চিন্তা করা দরকার। অপরের পাণ্ডিত্য, বিত্ত বা সম্মান প্রভৃতিতে যদি লোভবিশিষ্ট হই তবে কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাশা আমাদের সর্ব্বনাশ করবে। যে দু'দিন চারদিনের তোষা বেওয়া কথা কয়, বড়শীতে টোপ দেখায়, বুদ্ধ মৎস্য পানে লোভের বশবর্ত্তী হ'য়ে খেতে গেলে তখন আমাকে বড়শীতে গেঁথে আমার মাংস খেয়ে ফেলে। আমাকে শীকার জন্য বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা চার ফেলে থাকে। কমবুদ্ধ লোক জগতের বহু চার দেখে তাদের গতিবর্তে অজ্ঞানে যুক্ত হ'য়ে যায়, তাদের কোন মঙ্গল হয় না। জগতে যে সুখ আছে তাহা অনিত্য। মানুষও বুঝতে পারে, বিচার করতে পারে — কোনটা নিত্য-সুখ। যদি সংযত ব্যক্তি হন তা'হলে বুঝতে পারেন। নচেৎ আগুনে পুড়ে প্রাণ হারায়। সেজন্য কালবিলম্ব না ক'রে পরম হিতাকাঙ্ক্ষীর নিকট যাওয়াই দরকার। বাস্তব সত্য যেখানে পাওয়া যাবে সেখানে যাওয়া দরকার

"তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ
শ্রেয় উত্তমম্।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্॥"

একশ্রেণী বিচারের মধ্যে প্রবিষ্ট না হ'য়ে, Cinema Theatre প্রভৃতিতে প্রবিষ্ট না হ'য়ে ভগবৎকথা শ্রবণ করাই ভাল।

"সতাং প্রসঙ্গান্ মম বীৰ্য্যসংবিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণ-রসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি
শ্রদ্ধারতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি॥"

Dogএর প্রতি ভক্তি করব, কুকুর পোষাই ভাল, কুকুর আমার সেবা করবে — Godএর সেবা করব না। বেগুন গাছে জল দিলে সত্ত্ব ফল পাওয়া যায়। তুলসী গাছে জল দেব না, — এই সকল ভোগপ্রবণ চিন্তাস্রোত প্রশংসনীয় নহে।

পাশ্চাত্যদেশের ত্যাগ স্বীকার যদি অন্যের জন্য হয় তবে ভাল, নিজের জন্য ভাল নয়। পাশ্চাত্যদেশের Utilitarian (সুবিধাবাদীরা) বর্হির্জগতের চিন্তাস্রোতে ব্যস্ত হ'লে এই সকল কথা শুনার অবকাশ পান নাই।

নিঃস্বজনের নিকট থেকে ধর্মকথা শুনা দরকার। বাস্তব সত্যের অনুকূল অনুশীলন করা উচিত। Absoluteএর অনু-সন্ধ করা কর্তব্য। এমন কোন জিনিষের প্রার্থনা করা আবশ্যক, যাহা ইহ জগতে নাই। বাস্তব সত্য কেবল জ্ঞানময় এবং নিরবচ্ছিন্ন আনন্দময়। যাঁরা তার জন্য প্রার্থী, তাঁহারা ইতরবস্তুর প্রলোভনে মুগ্ধ হন না। কুকুরে কুকুরে কামড়াকামড়ি বা চাগলের প্রণয়কে আদর্শ ক'রে তার অনুসরণ করলে মঙ্গল হ'বে না। সেইজন্য শ্রীমদ্ভাগবত বাস্তবসত্যের কথা ব'লেছেন : —

ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিত-কৈতবোঽত্র পরমো নির্ম্মৎসরাণাং সতাং
বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং
তাপত্রয়োন্মূলনম্।
শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিকৃতে কিং বা-
পরৈরীশ্বরঃ
সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ
শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ॥"

সাধারণ লোক সদোজন বিচারে ধর্ম-অর্থ-কামের আশা করেন কিন্তু ঐহিক ভোগ বা আমুষ্মিক লোকের কথার আবদ্ধ থাকা উচিত নয়। গণেশের পূজায় অর্থলাভ, সূর্য্যের পূজায় স্বাস্থ্য, শক্তি পূজায় কামলাভ এবং শিবের উপাসনায় মোক্ষলাভ প্রভৃতিকেই অনেকে ধর্ম ব'লে মনে করে। মোক্ষকামী ব্যক্তি নিজের অস্তিত্ব ধ্বংস করতে চায়। Pessimistরা সব ছেড়ে ছুড়ে দেয়। Optimistরা সুখের পর দুঃখ ও দুঃখের পর সুখের আশায় ধৈর্য্য-ধারণ করিয়া থাকে। কুকুরের লেজ সোজা করার চেষ্টাতে কেবল সময় নষ্ট করা হয়।

কতকগুলি লোক বলে, ব্যাধির হাত থেকে এড়াতে পারলেই ভাল কিন্তু ব্যাধি আবার হয়। কেহ কেহ মনে করেন, আত্মহত্যা করতে পারলে সকল দুঃখের অবসান হয়। জগত-জড়াতীত-বিচারের কেহ-কেহ এরূপ pantheistic মতের বিচার। বৈশেষিকের কথায় Molecular theory ও Electron theory গ্রহণ করবার আবশ্যক হয়। কিন্তু শ্রেয়ঃপন্থাতেই আমাদের মঙ্গল লাভ হয়।

যার মধ্যে দু'পয়সা আছে সে কি মঙ্গল ক'রে দিতে পারে? পূর্ণবস্তু ঈশ্বরই সেটা দিতে পারেন। তাৎকালিক অভাবপূরণ সকলে করতে পারে। কিন্তু বাস্তব-সত্যের অনুসন্ধান করাই দরকার। অধোক্ষজ সেবাতেই পূর্ণতা বিদ্যমান। "স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে" — শুকদেবের ধর্ম — অধোক্ষজের সেবা কিন্তু কণাদেরা চাই আমরা কুকুরের সেবা, স্ত্রীসেবা, জাত-সন্তান ইত্যাদিতেই ব্যস্ত থাকি।

ভূমির একাধিপ সম্রাট্ট কবি কৃষ্ণসেবন ব'লে একজন সম্রাট্ ছিলেন তিনি ব'লেছেন — "নাস্থা ধর্ম্মে ন বসুনিচয়ে নৈব কামোপভোগে যদ্ ভব্যং ভবতু ভগবন্ পূর্ব্বকর্ম্মানুরূপম্। এতৎ প্রার্থ্যং মম বহুমতং জন্মজন্মান্তরেঽপি ত্বৎপাদাম্ভোরুহযুগগতা নিশ্চলা ভক্তিরস্তু॥" "নাহং বন্দে তব চরণয়োর্দ্বন্দ্বমদ্বন্দ্বহেতোঃ কুম্ভীপাকং গুরুমপি হরে নারকং নাপনেতুম্। রম্যারামা-মৃদুতনুলতা-নন্দনে নাপি রন্তুং ভাবে ভাবে হৃদয়ভবনে ভাবয়েয়ং ভবন্তম্॥"

আমাদের মত কি? "জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস, কৃষ্ণের তটস্থা-শক্তি ভেদাভেদ-প্রকাশ" "কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব অনাদি-বহির্মুখ। অতএব মায়া তা'রে দেয় সংসার-দুঃখ॥" শ্রীচৈতন্যদেব এই কথা ব'লেছেন। তাঁ'র কথা মনে থাকলে অন্য কোন লোকের কথার প্রতিবন্ধকের অবকাশ থাকে না। নিজের মঙ্গলসাধনই দরকার। আমি ভগবানের দাস — এই কথা ভুলে গিয়ে নানারূপ প্রয়োজনের মধ্যে পড়ি। যিনি নিত্য সুখের সন্ধান দেন, তাঁ'র সঙ্গ করাই ভাল। আমাদের চিত্তবৃত্তি এমন আপেক্ষিক ধর্মে বিজড়িত যে তা'কে রক্ষা করা কঠিন। সেনকার বর্মে নিয়োজিতের ভগবান্ হ'লেও ... হ'য়েছেন। সেজন্য সজ্জনের জলের ছায় বাস করা এবং অপরের মঙ্গলের জন্য যত্ন করা কর্ত্তব্য।

ধৈর্য্য ধর্ম্ম করতে হ'বে না। নিত্য-কল্যাণপ্রদ জীবনাকাঙ্ক্ষার যাঁরা অনভিজ্ঞ হ'বেন, তাঁ'দের মঙ্গল হ'তে বিলম্ব আছে।

কতকগুলি সাধু কোন সময় শীতে কষ্ট পাচ্ছিল। একটা ভালুককে জলে ভেসে যেতে দেখে তা'রা কম্বল মনে ক'রে একজন সেটা আনবার জন্য জলে নেমেছিল; শেষে কম্বল ধরতে গিয়ে কম্বলরূপী ভালুকটা সাধুকে জড়িয়ে ধরে। তখন তীরস্থিত সাধুরা কম্বলটা ছেড়ে দেবার জন্য বলে কিন্তু সাধুটি বলে, "আমি কম্বল ছেড়ে দিয়েছি কিন্তু কম্বল আমাকে ছাড়ে না।" ইহ জগতের কথায় শাবক হ'লে শেষে সামলাতে পারা যায় না। বেণীরা যেমন ৩/০ মণ পাথর গর্ত্তের মুখে চাপা দেয়। শেষে কুমন হ'লে আর বেরুতে পারে না; পরে বেরুবার চেষ্টা হ'লে অনুতাপ করে। কিন্তু তখন আর সময় নাই।

[illegible] মানুষের কোন সুবিধা হ'বে না। ধর্ম মায়া ও জড়ের ক্রিয়া এক নহে। [illegible] পার্থক্য আছে। [illegible] জীবন ধন্য হ'য়েছে [illegible] দরকার। হরিকথার প্রবণকীর্ত্তন দরকার। আগে শ্রবণ, তৎপরে কীর্ত্তন ও পরে স্মরণ। যে কোন কার্য্য আমরা ক'র না কেন, তাহা যেন ভগবানের সেবায় লাগে। ভগবানের সেবায় লাগলে জীবকুলের কাজে লাগবে। শাক্ত-বৈষ্ণবে

(অতঃপর এর পৃষ্ঠার শেষ কলমে দ্রষ্টব্য)

স্বপ্নেও না কর ত্যাগ স্ত্রী-সম্ভাষণ। গুরু স্ত্রী ছাড়িয়া ছাই আসিয়াছ দন।

শুদ্ধভক্তি মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ

(আকর মঠরাজ)

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমদ্‌রোদ্রপল্লীর [illegible] প্রায় ৩০০ [illegible] উত্তর-পূর্বে শ্রী[illegible] [illegible] শ্রীচৈতন্যদেবের [illegible] [illegible]। এই স্থান [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] শ্রী[illegible] [illegible] [illegible] শ্রীগুরু [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বিগ্রহের সহিত নিত্য সে[illegible] হইতেছেন। এই মঠবাসে [illegible] 'নদীয়া-প্রকাশ', [illegible] সম্প্রদায় অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন [illegible] প্রচারের [illegible] [illegible] প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীচৈতন্য [illegible] এবং [illegible] [illegible] জীবন প্রচারের [illegible] [illegible] অবাধ [illegible] অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক —শ্রীপাদ [illegible] ব্রহ্মচারী সেবাধিরাজ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬।২ কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রচারিত শুদ্ধভক্ত ও [illegible]-প্রচার-কেন্দ্র গৌড়দেশের [illegible] প্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রী[illegible]-[illegible] শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই [illegible] শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রী[illegible]-[illegible] নিত্য সেবিত হন। 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। [illegible] পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, [illegible]-[illegible], শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও [illegible] ও [illegible] সম্বন্ধে আলোচনা হয়। এই মঠ হইতে মহানগরীর সর্ব্বত্র [illegible] প্রচার, [illegible]-[illegible], [illegible], [illegible] ও [illegible] [illegible] [illegible] অনুষ্ঠান হয়। রক্ষক [illegible] আচার্য্যিক শ্রী[illegible] [illegible] বিদ্যাভূষণ।

(৩) গোদ্রুম [illegible]

এই স্থান শ্রীগোদ্রুম [illegible] [illegible] শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব [illegible] [illegible]। এখানে [illegible] ও [illegible] শ্রীগৌর[illegible] এবং শ্রীচৈতন্য [illegible] শ্রীরাধা[illegible] নিত্য সেবা তথা শ্রীপাদ [illegible] সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক —শ্রী[illegible] [illegible]।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌর-লীলার রাসস্থলী এখানে শ্রীগৌরবিনোদানন্দ ও [illegible] সেবা বর্ত্তমান, রক্ষক— শ্রী[illegible] দাসাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—গোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

(৭) কাজীর সমাধি-পাট

[illegible] [illegible] [illegible] (নদীয়া)

এই স্থানে [illegible] [illegible] কাজীর সমাধি। রক্ষক- শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী [illegible]।

(৮) স্থানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রী[illegible], পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

[illegible] [illegible] [illegible] শ্রীমদ্ [illegible] ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর গদাধর ও রাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক— শ্রীবনবিহারী দাস [illegible]।

(৯) প্রগৌর-গদাধর মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

[illegible] [illegible] [illegible] শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীমদন-[illegible] ব্রহ্মচারী।

(১০) মোদক্রম ছত্র গৌড়ের বৈদিষ

[illegible], পোঃ [illegible], (বর্দ্ধমান)।

শ্রী[illegible] [illegible] [illegible] স্থান। শ্রীগৌর[illegible] সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক —শ্রীকুঞ্জবিহারী ব্রজবাসী, [illegible]।

(১১) জেতিয়া কৃষ্ণকানন

শ্রী[illegible] [illegible] [illegible].

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

১২। কুঞ্জকুটীর পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া রক্ষক—শ্রীমদ্[illegible] অধিকারী

(১৩) ভাগবত আসন—পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

এই স্থান হইতে ভাগবত[illegible] প্রচারিত হয়। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিলোক, [illegible]।

(১৪) একায়ন মঠ

গোপীনাথপুর, পোঃ রামঘাট, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীপ্রাণনাথ [illegible] গোস্বামী [illegible]

(১৫) মহেশ পণ্ডিতের পাট

শ্রী [illegible]. পোঃ চ [illegible] (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রজবাসী।

(১৬) মাধ্বগৌড়ীয় মঠ

৯০নং [illegible] রোড, পোঃ ঢাকা

পূর্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীপাদ [illegible] [illegible] [illegible]।

১৭, গোপালজীউ মঠ —কমলাপুর, ঢাকা)

গোপালের ও শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান। রক্ষক- শ্রী[illegible]দাস ব্রজবাসী,

(১৮) মদাই গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)।

এখানে শ্রীনিতাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(১৯) জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ

মঞ্জুবাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক [illegible] অধ্যাপক শ্রী[illegible] ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২০) ব্রহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রহ্মণপাড়া, পোঃ [illegible], ([illegible])

এখানে [illegible] [illegible] শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক - শ্রী[illegible]দাস ব্রজবাসী

(২১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)।

এখানে শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্য সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক — শ্রী[illegible] দাসাধিকারী.

(২২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ [illegible], ([illegible])

এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রী[illegible] অধিকারী।

(২৩) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকপিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে গুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রজবাসী [illegible]।

(২৪) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী।

(২৫) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ বক্সীবাজার, (কটক)

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ বিনোদবল্লভ-জীউর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক মহামহোপদেশক শ্রী[illegible] [illegible]

(২৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ [illegible] পুরী,

শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ [illegible]গিরিধারীর সেবা। রক্ষক শ্রী[illegible] বিদ্যারত্ন।

(২৭) পুরুষোত্তম মঠ

[illegible], পোঃ পুরী [illegible]।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদ[illegible]জীউর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(২৮) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক —শ্রী[illegible]বিহারী দাসাধিকারী।

(২৯) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], [illegible] গোদাবরী

শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী [illegible]।

(৩০) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪০নং হাড়িপুরা, বেনারস সিটি

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৩১) শ্রীরূপ গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রী[illegible] শ্রৌতী

(৩২) পরমহংস মঠ.

পোঃ নিমসার, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও গৌর-বিনোদ-বিলাসজীউর সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী।

(৩৩) কৃষ্ণচৈতন্য মঠ

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

এখানে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিত্য-সেবা হয়। রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠ

[illegible] মথুরা

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রী[illegible] [illegible] [illegible]

(৩৫) ব্রহ্মানন্দ সুখদ কুঞ্জ - শ্রীরাধাকুণ্ড

রক্ষক— শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৬) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৩৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ

[illegible], পোঃ [illegible], জেলা অমৃতসর (পাঞ্জাব) রক্ষক - শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৩৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪০নং [illegible] রোড, নিউ দিল্লী।

শ্রীগুরুগৌর গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্[illegible] [illegible]

(৩৯) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল।

এখানে গৌর-বিনোদ[illegible] সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রী[illegible]গোপাল অধিকারী।

(৪০) সারস্বত-গৌড়ীয় মঠ

[illegible] [illegible]পুর, [illegible], [illegible]

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্[illegible] গিরি

(৪১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ [illegible] মাদ্রাজ।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ[illegible] সেবা।

রক্ষক— শ্রীপাদ [illegible] [illegible]।

৪২) বোম্বে-গৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়

[illegible] রোড, [illegible], বান্দ্রা

[illegible]

রক্ষক- শ্রী[illegible] [illegible] মজুমদার।

(৪৩) অমরাম গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], মেদিনীপুর

রক্ষক- শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

(৪৪) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্‌চকা, কামরূপ।

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৫) পাটনা গৌড়ীয় মঠ

১০০ [illegible], পাটনা।

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী [illegible]

(৪৬) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠ বালেশ্বর

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৭) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয়

৩ [illegible] [illegible], [illegible] গার্ডেন্স, এল - [illegible] ৭. লণ্ডন

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্[illegible] [illegible] মহারাজ।

(৪৮) বার্লিন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

Berlin W. 30

Eisenacher strasse 29

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম স্কন্ধ হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ৷৵০
২। অনুভাষ্য সহিত শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। অনুভাষ্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খ৷০ ২—১৲; ৩য় খণ্ড—৸
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—১৲; ২য় খণ্ড ৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব—১৲
৮। সৎক্রিয়াসার—দীপিকা ও সংস্কার-দীপিকা ১৷০
৯। দৈববর্ণ ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা)
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিবর্ত্ত-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ।০
১৮। দ্বাদশ-আলবার ।০
১৯। ভক্তিবিনোদ কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵০
২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৷৵০
২২। ভজন-রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও
শ্রীনবদ্বীপশতকম্ ও (বাঁধা) ৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
২৬। গীতার কেবল মাত্র-ভাষা ।০
২৭। [illegible] ২৲
২৮। বেদান্তসূত্রের মাধ্বভাষ্য ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸
৩০। দীপ-দিগ্দর্শন ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌরমণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি /০
৪১। গীতাবলী /০
৪২। চিত্রে নবদ্বীপ ১৷০
৪৩। আম্নায় /০
৪৪। [illegible] /০
৪৫। নবদ্বীপশতক
৪৬। অর্চ্চনকণ
৪৭। মহাজনগ্রন্থঃ /০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (৪র্থ সংস্করণ) ৴১০
৪৯। আত্মতত্ত্ব ৴১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (১ম খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-নির্ণয় ০
৫৫। অমৃতকণাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? /০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণবেদব ৵০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৬০। সাধ্যবাণী /০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যলীলামৃত সারঃ
৬১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ
৬২। সটীক শিক্ষাষ্টকম্
৬৩। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৪। সামান্য শিক্ষাষ্টকম্ ৷৵০
৬৫। গৌড়ীয়মঠ পরিচয়ঃ /০
৬৬। সারাৎসারবর্ষিণম্ ৵০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৭। রায় রামানন্দ ।০
৬৮। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন্ বেদান্ত ।০
৬৯। নামভজন ।০
৭০। বেদান্ত—ইট্স্ মরফলজি য়্যাণ্ড অন্টলজি ।০
৭১। বিলেটেড ওয়ার্ড্স ৷৵০
৭২। লাইফ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।০
৭৩। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৪। [illegible] গৌড়ীয়মঠ [illegible] /০
৭৫। দি ভাগবত ।০
৭৬। [illegible] প্রিন্সিপল্স্ য়্যাণ্ড [illegible] ।০
৭৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২৷০
৭৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৭৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮০। সাধন-পথ ।০
৮১। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৮২। গীতাবলী /০
৮৩। শরণাগতি .

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৪। শরণাগতি /

তেলগু ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অবস্থার লাঘব হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ।৵০ আনা, বড় বোতল ১৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।
অথবা
পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত কালিআবিষ্কারক

অভিনব আবিষ্কার

ফাউন্টেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন প্রকারে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।
জে. বি. দত্ত এণ্ড কোং
কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার
কলিকাতা

আমাশয় ও পেটের পীড়ায়

শ্রীশ্যামানন্দ দাস কবিরাজের আবিষ্কৃত

গ্রহণী বজ্র

ব্যবহার করুন

আমাশয় রক্তামাশয় অজীর্ণ, গ্রহণী, অর্শ, পেটফাঁপা, যকৃতের, সূতিকা ও শিশুর উদরাময় প্রভৃতি সকল প্রকার নূতন ও পুরাতন পেটের পীড়ায় গ্রহণী বজ্র প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ মহৌষধ।

যাহারা পেটের পীড়ায় নানারূপ চিকিৎসায় আশা ও অর্থব্যয় করিয়া ফল লাভ করিতে পারেন নাই তাঁহারা গ্রহণী বজ্র ব্যবহার করুন, তাহার আশা পূর্ণ হইবে। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। মূল্য প্রতি শিশি ।০ আনা, ৩ শিশি ১৷০ সিকা ডাক মাশুল ।৵০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীকৃষ্ণ ঔষধালয়, ময়মনসিংহ।
ঢাকার এজেন্ট মেসার্স মহেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং
পাটুয়াটুলি, ঢাকা

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও
[illegible] কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ ভক্তিশাস্ত্রী এম্, এ, এম, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

স্বর্ণ সুযোগ ! স্বর্ণ সুযোগ !

ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদরচিত গৌড়ীয়ভাষ্য সহিত

বিরাট গ্রন্থ

শ্রীশ্রীচৈতন্য ভাগবত

গ্রন্থের আয়তন : ক্রাউন কোয়ার্টো মূল ১০৯৬ পৃষ্ঠা, সূচীপত্র ২৪৪ পৃষ্ঠা, মোট ১৩৪০ পৃষ্ঠা

ভিক্ষা বাঁধাই মাত্র ৭৲ সাত টাকা

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা

নদীয়া সার্টিফিকেট আদালতের নীলাম ইস্তাহার

১ কেস্ নং এবং কোর্টের নাম	২ নীলাম ইস্তাহার (A) (B বা (C) ধারার প্রকাশিত	৩ ডিক্রীদার	৪ দেনাদার	৫ যে দাবীর জন্য সম্পত্তি বিক্রয়ের আদেশ হইয়াছে	৬ বিক্রয়ের স্থান তারিখ ও সময়	৭ কি প্রকার জোত	৮ থানা, মৌজার নাম ও গ্রাম	৯ খতিয়ান নং প্লট (জানা থাকিলে) অথবা অন্য প্রয়োজনীয় বিবরণ	১০ পরিমাণ (জানা থাকিলে)	১১ জমা (জানা থাকিলে)	১২ মন্তব্য
৪৯ R, P. ৩৪।৩৫ নদীয়া সার্টিফিকেট আদালত		আর পালচৌধুরী	আলি এওয়া বিং	৬৬।৩	১১।৫।৩৫	রায়তি স্থিতিবান	থানা কোতয়ালী মৌজে স্বর্ণ বহার	২২৪ খতিয়ান	১৪ ৬৮	১১৲	আর পালচৌধুরী
৩৮ R, P, ৩৪।৩৫		ঐ	এরফান মণ্ডল	২৬৬৹	১৪।৫।৩৫	মধ্যস্বত্ব চিরস্থায়ী	থানা কৃষ্ণনগর মৌজে সুবর্ণবিহার	২২৪ খতিয়ান	.৮৮	৩।/০	ঐ
২০৯ R P. ৩৬।৩৫		ঐ	পূর্ণচন্দ্র কপালি	৪০।/৩	১৪।৫।৩৫	রায়তি স্থিতিবান	থানা নবদ্বীপ মৌজে [illegible]	৩০৫ খতিয়ান	.৯৩	৫৫৶০	ঐ
২০৯ R, P, ৩৩।৩৫		ঐ	ফতে বিবি	৮৩।৶৩	১৪।৫।৩৫	ঐ	থানা শান্তিপুর মৌজে পাঁচপোতা	৪৬৬ খতিয়ান	২৩.০৪	৩৫।৶৮	ঐ
১১৪ R, P, ৩৩।২৪		ঐ	আইন দ্দীন বিং	৪।৶৯	১৪।৫।৩৫	ঐ	থানা কৃষ্ণনগর মৌজে বাহাদুরপুর	১০৩ খতিয়ান	১৮ ৮১	১৪।৶৩	ঐ
৫২ p, N, ৩৪।৩৫		প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়	নবু মণ্ডল বিং	৩৯৲৭	১৫।৫।৩৫	রায়তি মোকররী জমা	থানা হরিণঘাটা	[illegible]	৩.২৭	৫৸০	প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়
৯৩৬ N, R, ৩৪।৩৫		গৌরীশচন্দ্র রায় বাহাদুর	জোনাবদ্দি মণ্ডল বিং	২১৸৩	৬।৫।৩৫	রায়তি মোকররী	থানা কৃষ্ণগঞ্জ মৌজে চৌগাছা	৯১৮ খতিয়ান	৩.৬০	১০৲	গৌরীশচন্দ্র রায় বাহাদুর
১২৩ P, ৩৪।৩৫		[illegible] ভট্টাচার্য্য	কৃষ্ণকিশোর ঘোষ বিং	৮৲৩	১৬।৫।৩৫	রায়তি স্থিতিবান	থানা চাকদহ মৌজে কালিপুর	১১৭ খতিয়ান	৭.১২	১২।৶৩	[illegible]
৮১ N, R, ৩৪।৩৫		গৌরীশচন্দ্র রায় বাহাদুর	উমানন্দিনী দেবী	৩১৪৷/৩	১৭।৫।৩৫	মধ্যস্বত্ব চিরস্থায়ী মোকররী	জীবননগর উমাপুর	১০৮ খতিয়ান	৪০.৮৮	৪৬৲	গৌরীশচন্দ্র রায় বাহাদুর
৪৩ B. ৩৪।৩৫		বিভূতিভূষণ পালচৌধুরী	বাহের সেখ	১৩৸৮	১৬।৫।৩৫	রায়তি স্থিতিবান	থানা নাকাশীপাড়া মৌজে [illegible]	২৩৫ খতিয়ান	১.৭৮	১৸৯	বিভূতিভূষণ পালচৌধুরী
৪৩ B, ৩৪।৩৫		ঐ	জন্নাতন বিবি	১২৸৩	১৬।৫।৩৫	ঐ	থানা নাকাশীপাড়া মৌজে গোবীপুর	৫৭ খতিয়ান	২.৩	১৸৩	ঐ

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈনিক

REG. C 1544

[illegible]

নদীয়াপ্রকাশ
THE
NADIA-PRAKASH

"গৌড়ীয়"
[illegible]
বাগবাজার, কলিকাতা

[illegible]

১০ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২৩শে চৈত্র, শনিবার ১৩৪১, ৬ই এপ্রিল ১৯৩৫ [৩১শ সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

—:০:—

ডাকগাড়িতে স্বর্ণ চুরি

রাওলপিণ্ডির সংবাদে প্রকাশ প্রায় একবৎসর পর পুলিশ একদল ডাকাতকে গ্রেপ্তার করে। প্রকাশ, গত বৎসর যে স্থানে অমৃতসর ও লাহোরের মধ্যবর্তী স্থানে [illegible] ডাকগাড়ী হইতে যে ৩০ হাজার টাকা মূল্যের স্বর্ণ চুরি যায়, এই ডাকাতগণই তাহার জন্য দায়ী। প্রকাশ, পুলিশ ঐ ডাকাতদের নিকট ২০০ তোলা ওজনের এক খণ্ড স্বর্ণ পায়। তাহাতে যে কার্যে ঐ স্বর্ণ প্রেরণ করে সেই কার্যের শিল মোহর আছে।

পুলিশ সংবাদ পায় যে, হাজরা জিলার স্থানে স্থানে স্বর্ণ বিক্রয় হইতেছে। এই সংবাদ পাইয়া ইন্সপেক্টর জেনারেল মিঃ স্কট একদল পুলিশ লইয়া হরিপুর নামক একটী [illegible] বাণিজ্য কেন্দ্রে গমন করেন। ঐ স্থানে যাইয়া তাঁহারা ডাকাতদের সন্ধান পান। দুইজন কর্মচারীর অধীনে একদল পুলিশ ঐ পার্বত্য দেশে প্রায় ১৫ মাইল পায়ে হাঁটিয়া একটী নদী পার হয় এবং [illegible] একটী পর্বতে আরোহণ করিয়া [illegible] নামক একটী গ্রাম ঘেরাও করে, তাহারা ঐ দলের নেতা বলিয়া এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে এবং ঐ ব্যক্তির নিকট ঐ ২০০ ভরি ওজনের সোনা পাওয়া যায়। ইহার পর পুলিশ বহু গ্রামে হানা দিয়া দলের সমস্ত লোককে গ্রেপ্তার করে। ঐ দলে ১০ জনের অধিক লোক ছিল। এই ব্যাপারে অমৃতসর ষ্টেশনের একজন কুলী জড়িত আছে সন্দেহে পুলিশ তাহাকেও গ্রেপ্তার করে। তাহার [illegible] আর একখণ্ড [illegible] পাওয়া যায়। রেলওয়ে পুলিশ একজন আসামীকে সঙ্গে করিয়া রাওলপিণ্ডি সিটির সদর বাজারের এক দোকানে খানাতল্লাসী করে এবং সেখানেও কিছু অপহৃত মাল পাওয়া যায়। পরে পুলিশ রাওলপিণ্ডির নিকট হাসানআবদালের দুইজন স্বর্ণকারকে গ্রেপ্তার করে।

ভবিষ্যতে আরও চমকপ্রদ ঘটনা প্রকাশিত হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

—

গৌহাটীতে জোড়া খুন

গৌহাটি হইতে প্রকাশ দুই পরিবারের বালকদের মধ্যে ঝগড়ার ফলে দুই ব্যক্তি নিহত হয়। গৌহাটির দায়রা জজ মিঃ [illegible] আর এক জুরের এজলাসে ঐ মামলার বিচারে মাধবপুর গ্রামের মহম্মদ সেখ এবং তাহার ১৫ বৎসর বয়স্ক পুত্র কেনা ঐ গ্রামের সমির ও তাহার মাতুলের মৃত্যু ঘটাইবার অভিযোগে অভিযুক্ত হয়।

জজ জুরীদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া মহম্মদের উপর যাবজ্জীবন দীপান্তরের আদেশ প্রদান করিয়াছেন। কেনার বয়স অল্প বলিয়া তাহাকে জামিন মুচলেকায় আবদ্ধ করা হইয়াছে।

মহম্মদের পত্নীও নরহত্যার অভিযোগে দায়রায় সোপর্দ হইয়াছিল। কিন্তু সে কয়েকদিন পূর্বে জেল হাজতে একটী সন্তান প্রসব করিয়াছে বলিয়া কিছুকাল পরে তাহার বিচার হইবে।

বাড়িতে অগ্নি প্রদান

করাচী হইতে প্রকাশ, [illegible] ফিরোজের এক মৌলবী সাহেব তথাকার হাকিমের আদালতে এক মামলা রুজু করিয়াছেন। তাঁহার বক্তব্য এই যে, তিনি নিজের বাটীতে শয়ন করিয়াছিলেন। এমন সময় ১২ জন ব্যক্তি তাঁহার কামরায় প্রবেশ করিয়া তাঁহার [illegible] বাড়িতে আগুন লাগাইয়া দেয়।

প্রকাশ যে, এই মৌলবী সাহেব সুন্নি সম্প্রদায়ের মুসলমান এবং আসামীগণ নাকি শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত। এই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বহুদিন ধরিয়া কলহ চলিতেছে।

আসামীদের বিরুদ্ধে পরোয়ানা বাহির হইয়াছে।

টিটাগড়ে সশস্ত্র ডাকাতি

কলিকাতা হইতে ১৪ মাইল দূরবর্তী টিটাগড়ে এক সশস্ত্র ডাকাতি হইয়াছে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে, সন্ধ্যার অব্যবহিত পর প্রায় ১২ জন ডাকাত লাঠি, ছোরা ও রিভলবার লইয়া টিটাগড়ের অন্তর্গত তালপুকুরের শ্রীযুক্ত সত্যচরণ সাধু খাঁর চাউলের কলে প্রবেশ করিয়া কয়েকজন কর্মচারীকে মারপিট করে। তাহারা লাঠি ও ছোরা ঘুরায় এবং বিভিন্ন লোককে লক্ষ্য করিয়া রিভলবার ধরে, কিন্তু গুলীবর্ষণ করে নাই।

ডাকাতগণ যে সমস্ত মূল্যবান্ দ্রব্যাদি পাইয়াছে, তৎসমুদয়ই লইয়া গিয়াছে। তাহারা নাকি প্রস্থান করিবার সময়ে রিভলবার ছুড়িয়াছিল। রিভলবারের গুলীতে মিলের কোনও কর্মচারী কিম্বা বাহিরের কোনও লোক আহত হইয়াছে কি না, এখনও জানা যায় নাই।

পুলিশ ঘটনার তদন্ত করিতেছে, কিন্তু এখনও কেহ ধৃত হয় নাই।

চলন্ত ট্রেণে চাঞ্চল্যকর চুরি

বোম্বাই হইতে প্রকাশ ই আই রেলওয়ের [illegible] ও [illegible] ষ্টেশনদ্বয়ের মধ্যে চলন্ত ট্রেণে চুরি হইয়া গিয়াছে। প্রকাশ যে, এই সময় একজন এংলো-ইণ্ডিয়ান যুবককে একখানি প্রথম শ্রেণীর কামরা হইতে একটী সুটকেস লইয়া নামিয়া যাইতে দেখা যায়। উক্ত সুটকেসে মূল্যবান্ কাপড় চোপড়, অলঙ্কারপত্র এবং নগদ অনুমান ৭৫০০ টাকা ছিল বলিয়া প্রকাশ।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে, মিঃ অর্জ্জুন সিং নামক জনৈক গবর্ণমেণ্ট ও আর্মি কণ্ট্রাক্টর তাঁহার স্ত্রীসহ এলাহাবাদ হইতে [illegible] প্যাসেঞ্জার ট্রেণযোগে লাহোর যাইতেছিলেন। এই সময় [illegible] ষ্টেশনে জনৈক এংলো-ইণ্ডিয়ান যুবক তাঁহাদিগকে জাগাইয়া দেয় এবং উক্ত কামরায় স্থান গ্রহণ করে। মিঃ অর্জ্জুন সিং ও তাঁহার পত্নী পুনরায় ঘুমাইয়া পড়েন। প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া তাঁহারা দেখিতে পান যে, উক্ত সুটকেশ ও যুবকটি নিখোঁজ হইয়াছে। পুলিশে সংবাদ দেওয়া হয়। পুলিশ এই ব্যাপারের তদন্ত করিতেছে।

মুসলমান কর্তৃক হিন্দু খুন

বোম্বাইএর সংবাদে প্রকাশ রাত্রিতে এক মুসলমানের হস্তে একজন হিন্দু নিহত হইয়াছে। প্রকাশ অভিযুক্ত মুসলমান পুলিশের নিকট বলিয়াছে যে, স্থানীয় কোনও সংবাদপত্রে প্রকাশিত এক ফটোগ্রাফের মধ্যে মহম্মদের নাম লিখিয়া তাহে এই হিন্দু তাহার ধর্ম বিশ্বাসের উপর আঘাত করিয়াছিল। তাহাতে ক্ষুব্ধ হইয়াই সে তাহাকে হত্যা করিয়াছে।

ট্রেণ লাইনচ্যুত

১লা এপ্রিল শিলিগুড়ি ও [illegible] ষ্টেশনের মধ্যে নর্থ বেঙ্গল এক্সপ্রেস ট্রেণখানি লাইনচ্যুত হইয়াছিল। ইহার ফলে ট্রেণখানি প্রায় একঘণ্টা আটক থাকে। কেহ হতাহত হয় নাই এবং এই দুর্ঘটনার কারণও জানা যায় নাই।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব মনোহর—গঙ্গার সান্নিকটে ; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ সুযোগ্য ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতকরা ৬৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিদেশী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—জগদ্‌গুরু শ্রীমদ্‌ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক পত্র একাদশীতে প্রকাশিত হয়। প্রতি বর্ষ ৩৲ টাকা ভিক্ষায় কলিকাতা বাগবাজার গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৸০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক নৈমিষারণ্য শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ২৲

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ দাস সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী বি-এস, বি-টি সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল শ্লোক অক্ষরে এবং তাহাতে বর্ত্তমান যুগ শ্রেষ্ঠাচার্য্যের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। আর্ট পেপারে ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজী আকারে ২০২৯ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। তদ্ব্যতীত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোক সূচী, পদ্যসূচী, গ্রন্থসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিবিধ সূচী-পত্র। সমগ্র শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট সংস্করণ জগতের কোথাও আর কখনও প্রকাশিত হয় নাই, ইহা নিঃসন্দেহে সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন। জনসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲, বারটাকা। ডাকব্যয়—৩৲ তিনটাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ

[illegible]

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

[ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্স কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল, ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী-সেবাচার্য্য এম-এ, মহোদয়ের গ্রেষণাবহুল এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ লেখনীর অমৃতফল আস্বাদন করিবার এইবারে সময় এবং অভ্যুদয় ও ভাবধারার জীবনচরিত-পাঠে এক নূতন যুগ এই বিরাট, আঁকাবাঁকা ও আড়ম্বরহীন বহু মানচিত্র ও রঞ্জিত চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত তুলনা-মূলক শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক আলোচনা প্রথম খণ্ডে ৩৩শ অধ্যায়ে, প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় ছাপা হইয়া ও বিশ্বপার্ষদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের স্বলিখিত মুখবন্ধ (Foreward) প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে শব্দের সংক্ষিপ্ত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে কথাসার ও শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৷৷০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

		প্রথম ও দিনে সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা	পরবর্ত্তি-সময়ে সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা
প্রতিবার	তিন লাইন	৷৷০	৷৷/০	৷৷/	
	" ইঞ্চি	২৲	১৷৷০	১৷৷০	
	" সিকিকলম	৩৲	৪৲	৪৲	৩৲
"	" অর্দ্ধকলম	৮৲	৬৲	৬৲	
"	" ১ কলম	১২৲	১০৲	১০৲	

মাসিক হার

[যাঁহ অন্ততঃ ১ বৎসরের জন্য চুক্তি করা হয়]

সংবাদ পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ৩৲, সিকি কলম ১৫৲, অর্দ্ধ কলম ২৪৲, এক কলম ৪০৲, বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ২৷৷০, সিকি কলম ১২৲ অর্দ্ধ কলম ১৮৲, এক কলম ৩০৲ টাকা।

সাহায্যের হার

সডাক বার্ষিক ৯৲ নয়টাকা, ষাণ্মাসিক ৫৲ পাঁচ টাকা, ত্রৈমাসিক ২৸০ পৌনে তিন টাকা, মাসিক ১৲ এক টাকা মাত্র। নগদ বর্ত্তমান সংখ্যা ৫

ম্যানেজার, দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ,

পোঃ শ্রীমায়াপুর, জেলা নদীয়া। টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম', নবদ্বীপ

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৪৬	১০—৫১,	১৩—২২	১৭—৫০,	১৯—৩৪	
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—৩	১৪—০	১৮—৫,	২০—০৫	
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৭৩	১১—৩০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—১২	

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

শনিবার অগ্রাহ্যদিন

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৮৫	৯-০৫	১২-১০	১২-৩৪	১৫-৩৪	১৮-০১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫০	৯-০০	১২-১১	১২-৪২	১৫-৪২	১৮-২৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-৫১	১৩-১২	১৬-১২	১৯-১১

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

১০ম বর্ষ | ১১ বিষ্ণু গৌরাব্দ ৪৪৮, ২৫শে চৈত্র বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ৮ই এপ্রিল ইং ১৯৩৫ | [illegible]বার | [illegible] সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

শ্রীল প্রভুপাদ খুলনা জেলার অন্তর্গত সেনহাটী ও কলাবাড়ী গ্রামদ্বয়ে শুভ পদার্পণ করিলে গ্রামবাসিগণ যেভাবে—হৃদয়ে যে আর্তির সহিত আচার্যদেবের পাদপদ্ম বন্দনা করিয়াছেন তাহা বিশেষ প্রশংসনীয়। তাঁহাদের আন্তরিক সেবার এই সৌভাগ্য-রাশির মূলে আমরা শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ দাস অধিকারী ও শ্রীযুক্ত রাস-বিহারী ভক্তিভূষণ—এই দুইজন সেবাপ্রাণ ব্যক্তিকে দেখিতে পাইতেছি। শ্রীল প্রভুপাদের কৃপাপাত্র ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রকাশ অরণ্য মহারাজের শুদ্ধভক্তি বাণী-প্রচারফলে এই গ্রামদ্বয়ের কি প্রকার উন্নতি হইয়াছে, তাহা সেদিন অনেকেই প্রত্যক্ষ-ভাবে দর্শনের সুযোগ হইয়াছিল। আচার্য-দেবের পাদপদ্ম-সম্বন্ধনায় যাঁহারা বিভিন্ন সেবাকার্যে আত্মনিয়োগ করিয়া ধন্য হইয়া-ছেন, তাঁহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ দাস অধিকারী মহাশয়, শ্রীযুক্ত রাসবিহারী ভক্তিভূষণ, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী, শ্রীযুক্ত বঙ্কবিহারী দাসাধিকারী, শ্রীযুক্ত সুধীর কুমার সাহা, শ্রীযুক্ত অধীর কুমার সাহা, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাসাধিকারী, শ্রীযুক্ত মতিলাল দাসাধিকারী, শ্রীযুক্ত হীরালাল চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার হালদার, শ্রীযুক্ত অমরনাথ বসু, শ্রীযুক্ত অমূল্যকুমার মিত্র, শ্রীযুক্ত শিবনাথ মিত্র, শ্রীযুক্ত হরিপদ হালদার, শ্রীযুক্ত কেশবলাল দাসাধিকারী, শ্রীযুক্ত বিজয়গোপাল দাসাধি-কারী, শ্রীযুক্ত শিবনাথ দাসাধিকারী, শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী, শ্রীযুক্ত অবিনাশ চন্দ্র হালদার, শ্রীযুক্ত বিজয়গোপাল বন্দ্যো-পাধ্যায় প্রমুখ ব্যক্তিগণের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সেনহাটী-সেবকগণের নিয়ামক মুন্সী মোবারক আলি কাজী ও তাঁহার পিতা মুন্সী আহামদী কবিরের যত্ন-চেষ্টাও বিশেষ প্রশংসনীয়।

———

চন্দনীমহালের শ্রীযুক্ত নবদ্বীপ বন্দ্যো-পাধ্যায় মহোদয় কোনও অনিবার্য-কারণে উপস্থিত হইতে না পারিয়া স্বীয় পুত্র শ্রীযুক্ত বিজয়গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়কে আচার্য-পাদপদ্ম-বন্দনার জন্য পুষ্পমাল্যাদি সহ ২৫শে মাঘ সেনহাটীতে পাঠাইয়াছিলেন।

———

শ্রীল প্রভুপাদ গত ২৫শে মাঘ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাসাধিকারীর, ২৭শে মাঘ শ্রীযুক্ত হরিপদ হালদারের, ২৮শে মাঘ শ্রীযুক্ত বঙ্কবিহারী দাসাধিকারীর, শ্রীযুক্ত কেশবলাল দাসাধিকারীর, শ্রীযুক্ত বিজয়গোপাল দাসাধি-কারীর, শ্রীযুক্ত শিবনাথ দাসাধিকারীর ও শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ দাসাধিকারীর এবং ২৯শে মাঘ শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী দাসাধি-কারীর ও শ্রীযুক্ত বঙ্কবিহারী দাসাধিকারীর গৃহে শুভ পদার্পণ করিয়াছিলেন। এই সকল ভাগ্যবান্ জন স্ব-স্ব গৃহে আচার্যদেবের পাদ পদ্মধূলি প্রাপ্ত হইয়া কৃতার্থ হইয়াছেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসর্বস্ব ভাগবত মহারাজ গত ২রা এপ্রিল মঙ্গলবার শ্রীপাদ মাধবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্তিভূষণ ও উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী, কাব্যভূষণ, ভক্তিশাস্ত্রী সহ হাঁসখালি গোবিন্দপুরের শ্রীএকায়ন মঠে শুভবিজয় করিয়াছিলেন। তথায় অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকা হইতে ৬ ঘটিকা পর্যন্ত পাঠ কীর্তনাদি হইয়াছে। পাঠক মহোদয় শ্রীচৈতন্য-ভাগবতের মঙ্গলাচরণ-সূত্র প্রথম-শ্লোকের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদের গৌড়ীয় ভাষ্যালোকে আশ্রয় ও বিষয়-বিগ্রহের পরস্পরের সম্বন্ধ, শ্রীগৌরসুন্দরের অবতারের মুখ্য ও গৌণ কারণ, অবতার ও অবতারীর লীলার বৈশিষ্ট্য, গোলোকনাথ [illegible] রামানন্দের গৌরকৃষ্ণের ও গৌরনাগরীর সাম্য, গৌরপদ ভক্তের সাধকত্ব, শ্রীগৌর-সুন্দরের পূর্ব বলিতে কি বুঝায় —গৌরপূর্ণ বলিতে তাঁহার স্বরূপ লক্ষণ এবং গৌরপূর্ণ বলিতে তাঁহার উদাসীন গোস্বামিগণকে বুঝাইতে পারে, বিশুদ্ধ বলিতে গৌরসুন্দর ও নিত্যানন্দ প্রভু—উভয়কেই বুঝাইতে পারে, কারণ উভয়েই বিশ্বাসিগণের শুভ ভাগ্যের সম্প্রদায়ক নাম-প্রেম প্রদান দ্বারা বিশ্ব-মঙ্গল গোবর্ধনাদির লীলা প্রকাশ করিয়াছেন প্রভৃতি বিষয়সমূহ বর্ণন করিয়াছেন। পাঠের আরম্ভে ও অন্তে [illegible]-ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ মাধবানন্দ প্রভু সুমধুর স্বরে [illegible] মহাজনপদ ও নাম কীর্তন করিয়াছেন। গোবিন্দপুরের আদর্শ গৃহস্থ-ভক্ত শ্রীপাদ কৃপাসিন্ধু দাস অধিকারী মহোদয় পূর্বে কোন সংবাদ না পাইলেও অতি অল্প সময়ের মধ্যে বহু সংখ্যক সজ্জন শ্রীমঠে উপস্থিত হইয়া বৈষ্ণব সেবার যে নিষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা বিশেষ প্রশংসনীয়। শ্রীপাদ [illegible] মহারাজ ভক্তিভূষণ প্রভু [illegible] সেই দিবসই সন্ধ্যায় কৃষ্ণনগর শ্রীকৃষ্ণকুটীর মঠে উপস্থিত হইয়াছেন। [illegible] সাধ্যবাদ্যরাত্রিকী শ্রীনাম-সংকীর্তন কীর্তন করিয়াছেন। বাঁহারা শত শত এপ্রিল শ্রীচৈতন্যমঠে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন।

বিশ্ব-[illegible] শ্রীপাদ [illegible] মহারাজ আজ [illegible] [illegible] গমন করিয়াছেন। [illegible] মহারাজের সঙ্গে [illegible] শ্রীমঠের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আমরা সংবাদ পাইয়াছি। যে স্থানে শুদ্ধভক্তের প্রচার বন্ধ করিবার জন্য [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কোন কোন গোস্বামী [illegible] [illegible], সেই স্থানে একরূপ [illegible] শুদ্ধভক্তের [illegible] প্রচারকের [illegible] [illegible] আমরা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. শ্রীশ্রীগৌর-সুন্দর [illegible] ইচ্ছা পূর্ণ হউক। [illegible] শক্তি কাহারও নাই। এবং তাহারা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পূজারাধ্য করে যাঁর।

বিদ্যাসাগরের আবিষ্কার

[illegible] [illegible] [illegible] একটী [illegible] [illegible] [illegible] শ্রীল [illegible] [illegible] করিয়াছেন —

[illegible] [illegible] পুষ্পাঞ্জলি
[illegible] কাহি যান।
[illegible] [illegible] আর
[illegible] হ'ল মন প্রাণ।

কৃষ্ণ আমায় পালে, রাখে' জান সর্বকাল। আত্মনিবেদন-দৈন্যে ঘুচাও জঞ্জাল।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৭ বিষ্ণু ৪৪৩ শ্রীগৌরাব্দ [illegible]

"শ্রীচৈতন্যদেব"

[illegible]

—

[illegible] সম্প্রদায়ের [illegible] উপনিষদের [illegible] পুরাণ [illegible] বাল্মী- [illegible] প্রভৃতি [illegible] দেখিয়া [illegible] ভগবান্ [illegible] দেখাইয়াছেন। সেই শ্রীচৈতন্যদেব আবার [illegible] সমগ্রী মূর্ত্তিতে প্রকটিত হইয়াছেন।

শ্রীমন্ মহাপ্রভুর লীলা-সম্বন্ধে মহাজন-গণের অনেক গ্রন্থ লিখিত হইয়াছেন। [illegible] পাঠ করিয়া [illegible] উপলব্ধি করিতে [illegible] ছেন। কিন্তু [illegible] শ্রীচৈতন্যদেবের বিদ্যা-সম্বন্ধে [illegible] সর্ব্বসাধারণের [illegible] বুঝা ও বালক, [illegible] শ্রী [illegible] তাঁহার [illegible] শ্রীমন্ মহাপ্রভুর একখানি জীবন-চরিত লিখিবার এই [illegible]

শ্রীল প্রভুপাদের কৃপাদেশে মহামহোপ-দেশক আচার্য্য শ্রীপাদ [illegible] ভক্তিসুধাকর মহোদয় ইংরাজী ভাষাকে [illegible] করিয়া ইংরাজী-ভাষাভিজ্ঞ জনগণের [illegible] "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য" গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ভক্তিসুধাকর প্রভুর এই গ্রন্থ বিদ্বজ্জনগণের নিকট বিশেষ আদর লাভ করিয়াছেন। শ্রীপাদ বিদ্যাবিনোদ প্রভু তাঁহার রচিত এক শ্রীচৈতন্যদেব-গ্রন্থ-খানিকে সকলে বোধ্য করিবার জন্য প্রাণপণ যত্ন করিয়াছেন এবং সাম্প্রতিকের মধ্যে এরূপ একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া যে কিরূপ [illegible] দিয়াছেন, তাহা আমার দ্বারা [illegible] করা যায় না। শ্রীগুরু-পাদপদ্মের [illegible] শক্তিশালী [illegible] [illegible] সহজেই [illegible] দেখা যাইতেছে।

[illegible]

[illegible] চাহিতেছে [illegible] বালক [illegible] পাঠ করিয়া [illegible] উপলব্ধি করিতে [illegible] শ্রীল ভক্তিসুধাকর [illegible] শ্রীচৈতন্যদেবের [illegible] প্রতিপাদ্য পাঠিকা [illegible]

[illegible] স্থলের বিদ্যালয়-সমূহে যেরূপ নিত্যের শিক্ষার পদ্ধতি [illegible] বালক, বালিকা, [illegible] উচ্চ্ছৃঙ্খল [illegible] কোন শিক্ষা বা জীবন-যাপন [illegible] প্রাথমিক হইবার [illegible] বাল-[illegible] বালকগণের [illegible] জীবন অন্ধকারময় হইবার ভয় থাকে না।

বিদ্যালয়ের পাঠ্যকাল হইতে অনেক মহৎ ব্যক্তির জীবন-চরিত আলোচনা করিবার সুযোগের অভাব নাই সত্য, কিন্তু সাধারণ মনুষ্যের জীবন চরিত পাঠ আর শ্রীচৈতন্য-দেবের জীবন চরিত পাঠ—এই দুই বিষয়ে স্বর্গ-নরক প্রভেদ। সাধারণ মানুষ যত মহৎই হউন না কেন, তিনি এই প্রপঞ্চের বস্তু ব্যতীত আর কিছুই নহেন। কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেব মানুষের মত লীলা করিলেও তিনি বৈকুণ্ঠ-বস্তু—মায়াতীত বস্তু। সাধারণ মহৎ ব্যক্তির জীবনচরিত আলোচনা দ্বারা মানুষ মায়ার হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইতে পারে না কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেবের জীবন-চরিত আলোচনা পূর্ব্বক সৎপাদপদ্মে আত্ম-সমর্পণ করিতে পারিলে জীব এই অনর্থময়ী দৈবী মায়ার কবল হইতে মুক্ত হইতে পারে। অতএব এই দুর্দ্দশার মায়ার হস্ত হইতে মুক্ত হইবার জন্য এরূপ একখানি পুস্তক স্কুল পাঠ্যরূপে গৃহীত হওয়া আবশ্যক।

————

যাঁহারা 'গৌড়ীয়ে'র সহিত পরিচিত বা যাঁহারা শ্রীগৌড়ীয়মঠের সহিত কিছুমাত্র পরিচিত আছেন, তাঁহাদের নিকট এই গ্রন্থকারের লেখনীর পরিচয় দিবার আবশ্যকতা নাই। তবে যাঁহারা তৎসম্বন্ধে কিছুমাত্র অবগত নহেন, তাঁহারা 'শ্রীগৌড়ীয়ে' বিচার গ্রহণ পূর্ব্বক শ্রদ্ধা ও [illegible] সহকারে পুস্তকখানি পুনঃ পুনঃ পাঠ করিতে পারিবেন। ঐকান্তিকভাবে পাঠ করিতে করিতে যদি কেহ শ্রীগুরুপাদ-পদ্ম ও সেবাবৃত্তি লইয়া ঐ পুস্তকের নিহিত বিষয়গুলি অনুশীলন করিতে থাকেন তাহা হইলে তিনি [illegible] জগন্নিগমের কৃপায় প্রকৃত তত্ত্ব উপলব্ধি করিয়া মনুষ্য-জীবনে চরম কল্যাণ লাভ করিতে পারিবেন এবং প্রত্যেকটি গ্রন্থকারের লেখনীর মাহাত্ম্য [illegible] তাঁহার শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-প্রাণতার মহিমা একাধারে প্রকাশ করিয়া দিয়াছে।

গ্রন্থকার তাঁহার এই সংক্ষিপ্ত পুস্তকে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বে দেশের তাৎকালিক রাজনৈতিক অবস্থা, অর্থ-নৈতিক অবস্থা, বিদ্যা ও সাহিত্য-চর্চ্চা, সামাজিক অবস্থা, ধর্মজগতের অবস্থা, সমসাময়িক পৃথিবীর অবস্থা, নবদ্বীপের সংস্থান প্রভৃতি অতি সুন্দরভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত তিনি শ্রীমন্ মহাপ্রভুর আবির্ভাব কাল হইতে তাঁহার অন্তর্লীলা পর্যন্ত সমুদয় লীলাকাহিনী অতি সংক্ষেপে ও সুন্দরভাবে গ্রথিত করিয়াছেন যথা উদ্ধার, দিগ্বিজয়ী জয়, গয়াযাত্রা, ঈশ্বরপুরীর [illegible] মিলন, শ্রীনিত্যানন্দ [illegible] স্বরূপ "সাধুসঙ্গ"-বলিয়া-কীর্ত্তন, সংকীর্ত্তন-চন্দ্রাদয়ের অত্যাবশ্যকতা প্রচার,

"নদীয়াতে কৃষ্ণ বই না বলিবে আর।"
"জগতের পিতা কৃষ্ণ যে না ভজে বাপ।
পিতৃদ্রোহী পাতকীর জন্মে জন্মে তাপ॥"

—প্রভৃতি বিচার, ঠাকুর হরিদাস দ্বারা নামপ্রচার, শ্রীমন্ নিত্যানন্দ প্রভুর দ্বারা উদ্ধারণপুরীর প্রভৃতি, জগাই-মাধাই-উদ্ধার, শ্রীমন্ মহাপ্রভুর সন্ন্যাসলীলার বিবরণ প্রভৃতি লীলাসমূহ অতি সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহিভাবে তাঁহার লেখনী-মুখে গ্রথিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থ-খানি এত উপাদেয় হইয়াছে যে, ইহা প্রত্যেক বালকের পাঠ করা উচিত এবং স্কুলের পাঠ্যপুস্তকরূপে গৃহীত হওয়া উচিত। ইহা অতি সুন্দর এন্টিক কাগজে মুদ্রিত হইয়াছে এবং গ্রন্থের উপাদেয়তা হিসাবে উহার [illegible] মাত্র এক টাকা অতি সামান্য [illegible] হইয়াছে। আশা করা যায়, এই গ্রন্থের বহুল প্রচার হওয়া মাত্র-সব যেন নিজকল্যাণ সাধন করিবে।

—-—

তীর্থ মহারাজের বক্তৃতা

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ শ্রীগুরুপাদপদ্মের আদেশে সুদূর ইংলণ্ডদেশে শ্রীগৌরবাণী-প্রচারের জন্য গমন করেন। তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন উপলক্ষে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউটের শিক্ষক ও ছাত্রবৃন্দ গত ২৭শে মার্চ্চ অপরাহ্ণে শ্রীচৈতন্যমঠস্থিত আবাহন-নাট্যমন্দিরে আহূত এক সভায় তীর্থ মহারাজকে ইংরেজী ও বাঙ্গালা ভাষায় দুইটি অভিনন্দন-পত্র প্রদান করেন। উত্তরে তীর্থ মহারাজ ইংরেজী ভাষায় যে একটী হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা প্রদান করেন, তাহার বঙ্গানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

মাননীয় সভাপতি মহোদয়, সম্মানিত শিক্ষক ও ছাত্রবৃন্দ! বিলাতে শ্রীচৈতন্য-বাণী প্রচার করিয়া আমার শ্রীধাম-মায়াপুরে প্রত্যাবর্ত্তন উপলক্ষে অদ্য আপনারা আমার প্রতি যে সম্মান প্রদর্শন করিলেন, তাহার জন্য আগে আপনাদিগকে অন্তরের সহিত কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। আপনাদের মত আমার নিকট তত প্রিয় ধন আর কিছুই নহে; সুদূর পাশ্চাত্য দেশে অবস্থান করিলেও আমার চক্ষুদ্বয় সর্ব্বদা আপনাদের পাদপদ্ম-সমীপে রত থাকিত।

ইংলণ্ডে আমি ছয় বৎসর বাস করিয়া অনেক নূতন বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি। তদ্দেশীয় অধিবাসিগণ জড়-বিজ্ঞান ও যান্ত্রিক সভ্যতার উন্নতির চরম সোপানে পৌঁছিয়াছেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তথায় সর্ব্বত্র সর্ব্বত্র নিউজিয়ম ও পুস্তকাগার আছে। ঐ সকল মিউজিয়ম ও গ্রন্থাগারে প্রত্যহ সহস্র সহস্র আবালবৃদ্ধ-বনিতা যাহাতে বিনাব্যয়ে যোগ্য অধ্যাপকগণের তত্ত্বাবধানে শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক শিক্ষালাভ করিতে পারেন, তাহার সুবন্দোবস্ত আছে। তথায় দৈনিক (অনেকে কতকগুলি দিনে [illegible] করিয়া মুদ্রিত) সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক, [illegible]

সাধারণ পত্র অকৃত্রিম-সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া থাকে। সুতরাং তথাকার বালকবালিকারাও যে এ দেশের বালক-বালিকা, এমন কি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণ হইতেও জাগতিক অভিজ্ঞান সম্বন্ধে সমৃদ্ধিমান্, ইহাতে সন্দেহ নাই।

অতীব সূর্য্য পূর্ব্বদিক হইতে উদিত হন ও পশ্চিম দিকে অস্ত যান। চিন্ময় শ্রীনাম-সূর্য্যও সেইরূপ পূর্ব্বগগনে উদিত হইয়াছেন—কিন্তু তিনি অস্ত যান না, চিরকাল অবিদ্যা-তিমির-অন্ধকারে সকল জীবের হৃদয়-গগনে বিরাজ করেন। এই চিন্ময় শ্রীনামসূর্য্যের প্রকাশবিগ্রহ আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্ম। তিনি "কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ" এই মহাবাক্যের মূর্ত্তিমান্ বিগ্রহ শ্রীচৈতন্যবাণী। শ্রীচৈতন্যবাণী নিত্য, তাঁহার সেবকবৃন্দও নিত্য। তাঁহারা শ্রীচৈতন্যবাণী আচারমুখে প্রচার করেন। সুতরাং এই বাণীবীজ যেখানেই উপ্ত হউক না কেন, উহা অচিরেই ফুলে-ফলে শোভিত বিশাল-মহীরুহে পরিণত হইয়া জগজ্জীবের নিত্য মঙ্গল বিধান করিবেন। কেবলমাত্র শ্রীগুরু-পাদপদ্মের অনুকম্পাতেই আমার মত একটী ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র নগণ্য জীবের পক্ষে পাশ্চাত্ত্য দেশে গমন করা ও তথায় শ্রীচৈতন্য-বাণী প্রচার করা সম্ভবপর হইয়াছে।

ইংলণ্ডের স্ত্রী-পুরুষ সকলেই স্বাধীন ও তাঁহাদের মধ্যে পরস্পরের অবাধ মিলনে কোন প্রতিবন্ধক নাই। তথায় সকলেই নির্ভয়ে স্বীয় মনোভাব ব্যক্ত করিতে পারেন। তথায় কাহারও চিন্তাস্রোত রাজনীতির গণ্ডীদ্বারা সীমাবদ্ধ নহে। এত স্বাধীনতা সত্ত্বেও কিন্তু তাঁহাদের সামাজিক চিরন্তনী আচারপদ্ধতিসমূহ রক্ষণশীলতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ। তাঁহারা কোন অপরিচিত ব্যক্তির সংস্রব বা দূরে থাকুক, সুপরিচিত পত্র ব্যতীত আলাপ করিতেও প্রস্তুত নহেন। এরূপ স্থানে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করা যে কতদূর দুঃসাধ্য, তাহা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু আমরা ভারতবর্ষের শাসনকর্ত্তৃবর্গ ও রাজন্যবর্গ হইতে পরিচয়-পত্র লইয়া গিয়াছিলাম; সুতরাং বিলাতের সম্ভ্রান্তবংশীয় গণ্যমান্য ও শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের সহিত আলাপ পরিচয় করিতে কিছুমাত্র বাধা-প্রাপ্ত হই নাই। তিনটী কারণে তাঁহাদের চিত্ত আমাদের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিল। (১) অপ্রাকৃত শ্রীচৈতন্যবাণী কীর্ত্তন (২) হৌলিক ব্যক্তির দ্বারা পাচিত শ্রীভগবন্নৈবেদ্যের সম্মান ও (৩) দেশীয় চতুর্থা-শ্রমোচিত সাধারণ পরিচ্ছদ দ্বারা শরীর-সংরক্ষণ। তাঁহারা প্রায়ই আমাদের মঠে শুভাগমন করিতেন এবং আমাদের কথা মনোযোগের সহিত শ্রবণ করিতেন। এই সকল মহাশয় ব্যক্তিদিগের সহানুভূতিতে এবং মহামান্য Marquess of Zetland এর সভাপতিত্বে আমরা লণ্ডনে "গৌড়ীয়-মিশন-সোসাইটি" সংস্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম।

আমাদের দেশে সনাতনধর্ম্ম দার্শনিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। যে ধর্ম্মের মূলে চিন্ময় বিজ্ঞান নাই, যে ধর্ম্ম চিন্ময় যুক্তির দ্বারা সুরক্ষিত নহে যে ধর্ম্ম বাস্তব-সত্যের সুদৃঢ় ভিত্তিতে সংস্থিত নহে, তাহা মনোধর্ম্ম বা সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম। আবার যে দর্শন ভগবৎশ্রীচরণে লক্ষিত নহে, যে দর্শন শুষ্ক-নির্বিশেষভাবে পর্য্যবসিত, তাহা নাস্তিকতারই প্রকারান্তর মাত্র। কিন্তু পাশ্চাত্ত্য দেশে দর্শন ও ধর্ম্মের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান রহিয়াছে। নিরপেক্ষ বাস্তব সত্যানুসন্ধিৎসুর পক্ষে সার্ব্বজনীন, সার্ব্বকালিক ও সার্ব্বদেশিক ধর্ম্মসম্বন্ধে অভিজ্ঞতা-লাভের জন্য সকল ধর্ম্মের তুলনামূলক গবেষণা করা কর্ত্তব্য। কলিযুগ-পাবনাবতার শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু শ্রীমদ্-ভাগবতোক্ত এই সার্ব্বজনীন পরমধর্ম্ম, যাহা জীবের স্বরূপের ধর্ম্ম, সেই শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন আচারমুখে প্রচার করিয়াছেন। আমরা সেই শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু-প্রবর্ত্তিত শ্রীনাম-সংকীর্ত্তনকারী শ্রীগুরুদেবের আজ্ঞাবহ ভৃত্য-স্বরূপে তাহা পাশ্চাত্ত্যদেশে প্রচার করিয়াছি। জগতের অন্যান্য ধর্ম্ম এই বৈষ্ণবধর্ম্মেরই এক সোপান, না হয় বিকৃত প্রতিফলন মাত্র।

আমাকে জনৈক দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "তোমাদের কি নূতন কিছু বলিবার আছে? না, তোমরা নিউক্যাসেলে কয়লা বহন করিতে আসিয়াছ?" উত্তরে আমি বলিলাম, "নিশ্চয়ই আমাদের কিছু নূতন কথা আছে যে কথা এ পর্য্যন্ত এদেশে কেহ কীর্ত্তন করেন নাই বা এতদ্দেশীয় কাহারও শ্রবণের সুযোগ হয় নাই, যে কথা আপনাদের স্থূলসূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়ের ধারণার বিষয় হইতে পারে না বা কখনও হওয়া সম্ভবপর নহে, সেই অতীন্দ্রিয় অপ্রাকৃত চিন্ময়রাজ্যের অপ্রাকৃত শ্রীচৈতন্যবাণীর বাহকরূপে আমরা আপনাদের নিকট উপস্থিত হইয়াছি। শ্রীভগবান্ যেমন এক এবং অদ্বিতীয়, তাঁহার ধর্ম্ম অর্থাৎ সেবাধর্ম্মও সেইরূপ এক ও অদ্বিতীয়। সেই সেবাধর্ম্ম একমাত্র শ্রীনাম সংকীর্ত্তনমুখে অধিগম্য। আপনারা দয়া করিয়া ধৈর্য্যের সহিত আমাদের নিকট সেই অপ্রাকৃত শ্রীচৈতন্যবাণী শ্রবণ করিলে আমরা কৃতার্থ হব।" পাশ্চাত্ত্য দেশবাসিগণ অন্ততঃ বাণী শ্রবণের জন্য ৩০ মিনিটের বেশী সময় ব্যয় করিতে রাজী নহেন। কিন্তু শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপায় এই অল্প সময়ের মধ্যেও শ্রীচৈতন্যদেবের অচিন্ত্য-ভেদাভেদতত্ত্ব কীর্ত্তনমুখে প্রচার করিয়া তৎপ্রতি সকলের চিত্ত আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। আমাদের সাফল্যের একমাত্র কারণ—শ্রীগুরুপাদপদ্মের অপার করুণা; তিনি আমাদের যেমন নাচাইয়াছেন, আমরাও তদ্রূপ নৃত্য করিয়াছি—যেমন বলাইয়াছেন, আমরাও তেমন বলিয়াছি—তিনি যন্ত্রী, আমরা যন্ত্র। আপনারা ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ বন মহারাজকে জানেন, তিনি একজন উচ্চ শ্রেণীর বক্তা—কিন্তু তাঁহাকে তুখান্ দেশের হায় এক ক্রমভাবে বক্তৃতা শেষ করিয়া কোনদিন হইত না, কারণ সময় মাত্র অর্দ্ধ ঘণ্টা। সে অধিকাংশ শ্রোতাই তাঁহার বক্তৃতার মর্ম্মার্থগ্রহণে অক্ষম হইয়া পুনরায় মঠে আমার নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিতেন ও আমি তাহা প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যাখ্যা করিয়া তাঁহাদের সংশয় দূর করিয়া দিতাম। ঐরূপে তাঁহাদের চিত্ত ... মঠের আচার-ব্যবহারের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল। ইংলণ্ডের রাজা ও রাণী আমাদিগকে তাঁহাদের রাজপ্রাসাদে আহ্বান করিয়া নিমন্ত্রিত হইয়া শ্রীচৈতন্যবাণী শ্রবণ করেন। ইতঃপূর্ব্বে কোন ভারতবাসী সন্ন্যাসীর ভাগ্যে এরূপ সম্ভাবনাও ঘটে নাই।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ভবিষ্যদ্বাণী—এমন দিন আসিতেছে যখন সাদা চামড়া ওয়ালা দেশের লোকেরা শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর পতাকার নীচে সম্মিলিত হইয়া শ্রীনাম সংকীর্ত্তন করিবেন ও প্রেমভরে পরস্পরকে আলিঙ্গন করিবেন—এই ভবিষ্যদ্বাণী অনতিবিলম্বে কার্য্যে পরিণত হইবে—ইহা আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের প্রায় অনুকরণমাত্র নহে। বর্ত্তমানে শিক্ষার ভিতরে যে সকল নাস্তিকতাবাদ পুঞ্জিভূত ভাবে স্থান লাভ করিয়াছে, তদ্দূরীকরণার্থ আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্ম শ্রীধাম মায়াপুরে এই বিদ্যালয়টী প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। আধুনিক শিক্ষার বিষময় ফল সকলেই অক্ষরে অক্ষরে অনুভব করিতেছেন। শিক্ষার অনুবন্ধ যে সাধনপন্থা মূলে অবহেলিত, তাহাতে অশান্তি কাহারও নিকটে পৌঁছাইতে শ্রীগুরুদেব শ্রীধাম মায়াপুরে এই বিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রণালী প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। অন্যান্য শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে পারমার্থিক শিক্ষার ব্যবস্থা কেবল এই প্রতিষ্ঠানেই আছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এই প্রতিষ্ঠান শিক্ষা জগতে অগ্রণী স্বরূপে শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত বিতরণ করিয়া জগতের নিত্যকল্যাণ বিধান করিবেন। জীবন মরণ ধৈর্য্যের সহিত এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পোষণে উন্মুক্ত। এই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকগণের আনুগত্যে ও আচরণ করা একান্ত আবশ্যক। যে শিক্ষাদ্বারা জীবের স্বরূপ-বিস্মরণ অজ্ঞানতা দূরীভূত হয় না, সে শিক্ষা শিক্ষাই নহে।

"তাহারে সে বলি বিদ্যা বিদ্যা অধ্যয়ন।
কৃষ্ণপাদপদ্মে যাহা স্থির করে মন॥"

(তাহারা) Marquess of Zetland এর কাহারও কথা শ্রবণ করিয়া এবার সর্ব্বোত্তম ছাত্রবরকে একটি স্বর্ণ ও একটি রৌপ্যপদক প্রদান করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। যাঁহার অসাধারণ এই প্রতিষ্ঠান বর্ত্তমানে চালিত হইতেছেন, তিনি আমাদের শ্রীযুক্ত ভক্তিবান্ধব প্রভু। তিনি সভা-সমাজে অনেক বন্ধু এবং আমার দৃঢ়বিশ্বাস এই যে, তাঁহার অধীনস্থ শিক্ষক ও ছাত্রগণ তাঁহার নির্দ্দেশানুসারে চালিত হইয়া নির্ব্বিঘ্নে সফলতায় পৌঁছিতে পারিবেন।

এই সভায় যিনি সভাপতিত্ব করিয়াছেন, আমার পূর্ব্বাশ্রমের ... হরি-সম্বন্ধ অবগত হইলেও এখন পরম ভাগবত মহাপুরুষ। আমি তাঁহার প্রতি যথাযোগ্য সম্মানপূর্ব্বক আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

আজ যে ছয়জন ব্রহ্মচারী তাঁহাদের উপস্থিতি দ্বারা এই সভা অলঙ্কৃত করিয়াছেন, তাঁহারা আমার পরমপূজ্য শিক্ষাগুরু—মহামহোপদেশক শ্রীপাদ অনন্ত বাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু ও শ্রীপাদ নরহরি সেবাবিগ্রহ প্রভু। তাঁহাদের প্রতি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ভক্তিজ্ঞাপন করিতেছি।

আপনারা আমাকে আজ বিলাতে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার সম্বন্ধে কীর্ত্তনের দ্বারা সেবা করিবার অধিকার দিলেন তজ্জন্য আমি আপনাদিগকে পুনঃপুনঃ ধন্যবাদ দিতেছি। আপনারা দয়া করিয়া আমাকে এই আশীর্ব্বাদ করুন, যেন আমি চিরকাল শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণপদ্ম-বিনিঃসৃত চৈতন্যবাণী পীযূষধারা শ্রবণ-কীর্ত্তনকারীর সুশীতল শ্রীচরণ-ছায়ায় আশ্রিত থাকিয়া বিশ্বের চেতন অচেতন জীবের নিকট তাহা অনুক্ষণ কীর্ত্তন করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারি।

"সাধুসঙ্গ কৃষ্ণনাম এইমাত্র চাই।
সংসার জিনিতে আর কোন বস্তু নাই॥
যেখানে তোমার বার্ত্তা-কীর্ত্তনাদি নাই।
ইন্দ্রলোক হইলেও তাহা নাহি চাই॥"

"সরস্বতীজয়শ্রী"

[বৈষ্ণব-পত্র]

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের ... তাঁহার অনুগত ভক্তগণ উপলব্ধি করিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে। ভিক্ষা ৩৲ টাকা মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার কলিকাতা।

শুদ্ধভক্তি মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ

(আকর-মঠরাজ)

প্রাচীন নবদ্বীপ, শ্রীমায়াপুর শ্রীধামমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমহাপ্রভুর ৪৩২ গৌ: ৩০০ মঠ উপর পথ, শ্রীচৈতন্যদেব আবির্ভাব স্থানের নিকটে বর্তমান। এই স্থান শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাঠ ও সাধন-ভজনস্থলী। এই মঠ হইতে শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর শুদ্ধভক্তি প্রচার ও শাস্ত্র সম্বন্ধীয় আচার্য্য-চতুষ্টয় উহাদের সম্বন্ধে নিত্য সেবক হইয়াছেন। এই মঠ হইতে পারমার্থিক দৈনিকপত্র 'নদীয়া-প্রকাশ', সাপ্তাহিক পারমার্থিক ও পত্রিকা প্রকাশ হইতেছেন। শ্রীমঠে শ্রীধাম প্রদর্শনী ও অন্যান্য উৎসব জগন্মোহন ভাবে প্রকাশিত হইয়া থাকে। রক্ষক —শ্রীপাদ [illegible] ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১° কাশীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন ব বড়বাজার ৬১:

শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রবর্ত্তিত শ্রীনাম ও কৃষ্ণ-প্রচারের সেবাকেন্দ্র সমগ্র প্রচারকেন্দ্র কলিকাতায় শ্রীশ্রীগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী জীউ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই স্থানে শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী জীউর নিত্য সেবা হয়। 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও গীতা ও ভক্তিগ্রন্থের সম্যক আলোচনা হয়। এই মঠ হইতে ভক্তিগ্রন্থের প্রচার ও প্রবন্ধ-প্রচার, ভক্তিগ্রন্থ-সঙ্কীর্ত্তন, বক্তৃতা, ব্যাখ্যা ও শ্রীগৌরলীলা মহোৎসবাদি অনুষ্ঠান হয়। মঠরক্ষক - মহোপদেশক আচার্য্যক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-সহ শ্রীগৌরাঙ্গ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীনৃসিংহদেবের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী সেবাকোবিদ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌর-লীলার রাসস্থলী এখানে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও [illegible] সেবা বর্তমান, রক্ষক—শ্রীচৈতন্যনাথ দাসাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

[illegible] শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

(৭) কাজীর সমাধি-পাট

শ্রীধাম মায়াপুর বামনপুকুর (নদীয়া)

[illegible] কাজীর সমাধি। রক্ষক শ্রীসনাতন ব্রহ্মচারী সেবাকোবিদ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ সুবর্ণ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সমাধি, শ্রীগৌর গদাধর ও শ্রীরাধামদনের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীনরহরি দাস ব্রহ্মচারী।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর মঠ

চাঁপাহাটী, [illegible] (বর্দ্ধমান)

শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক - শ্রীনন্দনন্দন ব্রহ্মচারী।

১০) মোদদ্রুম ছত্র শ্রীবাসের বৈদিক

মামগাছি, পোঃ ভাণ্ডারটিকুরী (বর্দ্ধমান)

শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুরের আবির্ভাব স্থান। শ্রীগৌর নিত্যানন্দের সেবা বর্তমান। রক্ষক —শ্রীকুঞ্জবিহারী দাস ব্রহ্মচারী, ভক্তিভূষণ।

(১১) শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয়মঠ জগন্নাথ

শ্রীনবদ্বীপ গোদ্রুম কুলিয়া পাহাড়,

কলিকাতা (নদীয়া)

রক্ষক— শ্রীনরোত্তমানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১২) কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(১৩) ভাগবত আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

এই স্থান হইতে 'ভাগবত' পত্রিকা প্রচারিত হয়। রক্ষক— শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৪) একায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ রাণাঘাট, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী ভক্তিভূষণ।

(১৫) মহেশ পণ্ডিতের পাট

চাকদহ পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরাধাবিনোদ ব্রহ্মচারী।

(১৬) মাধ্ব গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, পোঃ ঢাকা

পূর্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী জীউর সেবা বর্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ।

(১৭) গোপালজীউর মঠ —কমলাপুর, ঢাকা

গোপালজীউর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান। রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী।

(১৮) শ্রীগৌরাঙ্গ-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)।

এখানে শ্রীনিতাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীমনোহর ব্রহ্মচারী

(১৯) জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক —মহোপদেশক আচার্য্য পণ্ডিত শ্রীসুন্দর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২০) আমলাজোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

[illegible], পোঃ [illegible] ([illegible])

এখানে [illegible] শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্তমান। রক্ষক শ্রীপরমানন্দ ব্রহ্মচারী

(২১) আমলাজোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ পানাগড় (বর্দ্ধমান)।

এখানে শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্য-সেবা বর্তমান। রক্ষক —শ্রীরামেশ্বর দাসাধিকারী।

(২২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ফুটিকোলা, পোঃ [illegible], (মানভূম)

এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীরমানাথ দাসকারী।

(২৩) ভাগবতজনানন্দ মঠ

[illegible], পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্তমান। রক্ষক- শ্রীপরমানন্দ ব্রহ্মচারী শাস্ত্রী।

(২৪) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক- শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী।

(২৫) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশপাল, পোঃ বখীবাজার, (কটক)

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ বিনোদবিহারী জীউর নিত্যসেবা বর্তমান। রক্ষক মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর

(২৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ কুমারের পুর,

শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক - শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন।

(২৭) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদবিনোদজীউর নিত্য-সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীগৌরানন্দ দাসকারী

(২৮) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী দাসাধিকারী।

(২৯) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, জেলা গোদাবরী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্তমান। মঠরক্ষক—শ্রীবিধাইচরণ দাসাধিকারী ভক্তিলোচন।

(৩০) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪২নং কালিপুরা, বেনারস সিটি

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন

(৩২) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও গৌরবিনোদ-বিনোদজীউর সেবা বর্তমান।

রক্ষক—শ্রীনারায়ণ দাসাধিকারী।

(৩৩) কৃষ্ণচৈতন্য মঠ

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

এখানে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিত্য-সেবা হয়। রক্ষক—শ্রীজীবন ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠ

বিশ্রামঘাট মথুরা

রক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ

(৩৫) ব্রজানন্দ সুখদ কুঞ্জ — শ্রীরাধাকুণ্ড

রক্ষক—শ্রীরাধাকৃষ্ণচরণ ব্রহ্মচারী

(৩৬) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৩৭) গোষ্ঠ বিহারী মঠ

দেবনগরী, পোঃ [illegible], জেলা [illegible] (পাঞ্জাব) রক্ষক— শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৩৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪১নং কুইন্স রোড, নিউ দিল্লী।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি

(৩৯) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল।

এখানে গৌরবিনোদবিহারীর সেবা বর্তমান

রক্ষক—শ্রীনন্দগোপাল আধিকারী।

(৪০) সারস্বত-গৌড়ীয় মঠ

[illegible] মাদ্রাজ, [illegible]

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি[illegible]

(৪১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ [illegible] মাদ্রাজ।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

রক্ষক—শ্রীপাদ [illegible] ভক্তিবিলাস

(৪২) বোম্বে-গৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়

গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, চৌপাটি [illegible], বাংলো নং ১, বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ [illegible] মজুমদার

(৪৩) অমরদীপ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীরাধারমণ দাস অধিকারী

(৪৪) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্চকা, কামরূপ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী

(৪৫) পাটনা গৌড়ীয় মঠ

[illegible] মিঠাপুরা, পাটনা।

রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী [illegible]

(৪৬) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠ বালেশ্বর

রক্ষক—শ্রীবনোয়ারীলাল ব্রহ্মচারী

(৪৭) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয়

৩ গ্লস্টার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন্‌স, এস-ডব্লিউ ৭, লণ্ডন

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ।

(৪৮) বার্লিন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

Berlin W. 30

Eisenacher strasse 29

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
৮৭,৮ ভাষ্যের গ্রন্থ শব্দ পর্যায় ২৮৲
বাঁধান ভক্তদের প্রতিষ্ঠিত ।৵০
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। ভাষ্য-সহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ... খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৮০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—১৲; ২য় খণ্ড - ৮০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব—১৲
৮। সংস্কৃত সম্প্রদায়—দীপিকা ও সংস্কার-দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ।০
১৮। বামন-আনন্দ ।০
১৯। ভক্তিভবের কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵০
২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৷৵০
২২। ভজন-রহস্য
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ ও (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
গীতার কেবল মাত্র-ভাষা ৷০
ব্রাহ্মমঙ্গলিকা অনপোধ্যঃ সারবাস ২৲
বেদান্তসূত্রের সারবাস ৷০
প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸
দীপ-নিত্য দর্পণ ৵০
সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৵০
গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
গীতমালা ৴১০
নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
ব্রজগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ।০
শরণাগতি ৴০
গীতাবলী ৴০
চিত্রে নবদ্বীপ ১৷০
সাধকপথ ৴০
প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা .. ৴০
৪৫। নবদ্বীপশতক
৪৬। অর্চ্চনপদ্ধতি
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। অর্চ্চনকণ
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ৷০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌড়ভজনাৰ্ঘঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। অমৃতকণাবলী বা সাধারণপত্রমঞ্জুষী ।০
৫৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৴০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণসেবা ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যলীলামৃত সারঃ ।০
৬১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিজিতঃ ।০
৬২। সচিত্র-শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৬৩। উজ্জ্বলম্ ।০
৬৪। সাত্বত শিক্ষাষ্টকম্ ৷৵০
৬৫। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ৴০
৬৬। সারসংগ্রহনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৭। রায় রামানন্দ ৷০
৬৮। এ ভিউ অর্গান অব্ বোধ ৷০
৬৯। নামভজন ।০
৭০। বেদান্ত—ইট্স্ মরফলজি অ্যাণ্ড অন্টোলজি ৷০
৭১। বিলেটিভ ওয়ার্ল্ড্‌স ।৵০
৭২। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু
৭৩। বৈষ্ণবীজম ।০
৭৪। লোকাইট গৌড়ীয়মঠ উইথ ট্রুইং ৴০
৭৫। দি ভাগবত ।০
৭৬। বরোটিক প্রিন্সিপ্‌ল্স অ্যাণ্ড আবেন্দেন্ট ডিভোশন ।০
৭৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২৷০
৭৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম ভাগ) ১২৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৭৯। শ্রীগৌরবাণীচিন্তামণি ।০
৮০। সাধন-পথ ।০
৮১। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৮২। গীতাবলী ৴০
৮৩। শরণাগতি

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৪। শরণাগতি ৴০

তেলগু ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাঁচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মৃতপ্রায় পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিলে কিছুই অত্যুক্তি হয় না। ... পূর্ব্বে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার জ্বরের নাশক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ।৵০ আনা, বড় বোতল ১৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং ঊল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।
অথবা
পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

বঙ্গ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের
অভিনব আবিষ্কার

ফাউন্‌টেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।
জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং
কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার
কলিকাতা

আমাশয় ও পেটের পীড়ায়

শ্রীশ্যামানন্দ দাশ কবিরাজের আবিষ্কৃত

গ্রহণী বজ্র

ব্যবহার করুন

আমাশয়, রক্তামাশয় অতিসার, গ্রহণী, অজীর্ণ, পেটফাঁপা, বদহজম, সূতিকা ও ... প্রভৃতি সকল প্রকার নূতন ও পুরাতন পেটের পীড়ায় গ্রহণী বজ্র অব্যর্থ মহৌষধ।

যাহারা পেটের পীড়ায় নানারূপ চিকিৎসার পর ও ... ব্যবহার করিয়া ফল লাভ করিতে পারেন নাই তাঁহারা গ্রহণী বজ্র ব্যবহার করুন, ... মুক্ত হইবেন। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। মূল্য প্রতি শিশি ৷০ আনা, ৩ শিশি ১০ টাকা ডাক মাশুল ।৵০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীকৃষ্ণ ঔষধালয়, ময়মনসিংহ।
ঢাকার এজেন্ট মেসার্স মহেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং
পাটুয়াটুলি, ঢাকা

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও রাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এম, এস, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সুবর্ণ সুযোগ ! সুবর্ণ সুযোগ !

শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদরচিত গৌড়ীয়ভাষ্য সহিত

নিতাই গ্রন্থ

শ্রীশ্রীচৈতন্য ভাগবত

গ্রন্থের আয়তন :—ক্রাউন কোয়ার্টো মূল ১০৯৬ পৃষ্ঠা, সূচীপত্র ২৪৪ পৃষ্ঠা, মোট ১৩৪০ পৃষ্ঠা

ভিক্ষা বাঁধাই মাত্র ৭৲ সাত টাকা

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা

নদীয়া সার্টিফিকেট আদালতের নীলাম ইস্তাহার

কেস্ নং এবং কোর্টের নাম	নীলাম ইস্তাহার (A) (B) বা (C) ধারায় প্রকাশিত	ডিক্রিদার	৪ দেনাদার	৫ যে দাবীর জন্য সম্পত্তি বিক্রয়ের আদেশ হইয়াছে	বিক্রয়ের স্থান তারিখ ও সময়	কি স্বত্ব বা জোত	থানা, মৌজার নাম ও গ্রাম	খতিয়ান নং প্রভৃতি (জানা থাকিলে) অথবা অন্য প্রয়োজনীয় বিবরণ	১০ জমির পরিমাণ (জানা থাকিলে)	১১ জমা (জানা থাকিলে)	১২ মন্তব্য
৩৫ B, ২৪।৩৫ [illegible] সার্টিফিকেট আদালত		বিভূতিভূষণ পালচৌধুরী	অক্ষয়কুমার দে	১২৫/৪	১৬।৫।৩৫	রায়তি স্থিতিবান	থানা নাকাশীপাড়া মৌজে গোপীপুর	২৮ খতিয়ান	১-৭০	১॥৩০	বিভূতিভূষণ পালচৌধুরী
৫১ B, ৩৪।৩৫		ঐ	বাহের সেখ	৭৯/৮	১৬।৫।৩৫		থানা নাকাশীপাড়া মৌজে হরনগর	২৪৪ খতিয়ান	৫-১১	৪৫/১	
১০ N, ৩৫।৩৫		রায় মণিরাজকৃষ্ণ বাহাদুর	[illegible] সিং	৫৫।/১০	১৭।৫।৩৫		থানা [illegible] মৌজে [illegible]	৫০০ খতিয়ান	৮-৬০	১৭৲	রায় মণি[illegible] বাহাদুর
২৫৪ R, P, ৩৫।৩৫		আর পালচৌধুরী	[illegible] বিশ্বাস	২৫৮৶০	১৭।৫।৩৫		থানা কৃষ্ণনগর মৌজে [illegible]	১০০ খতিয়ান	২০-৯০	৫৭।০	আর পাল[illegible]
১৩ A, P, ৩৫।৩৫		এ, পালচৌধুরী	বিশ্বেশ্বর পাল	৮০৬/০	১৭।৫।৩৫		থানা নবদ্বীপ মৌজে [illegible]	১৫ খতিয়ান	২-৭৭	১৩৫/৬	এ, পাল[illegible]
১৭৭ R, P, ৩৫।৩৫		আর পালচৌধুরী	[illegible] মণ্ডল	১১৭।৯	২০।৫।৩৫		থানা চাপড়া? মৌজে গোবিন্দপুর	১৭১৫ খতিয়ান	৩-৩১	৪১৩/৬	আর পাল[illegible]
১৭১ R, P, ৩৫।৩৫			কালীদাসী	৫১৯/১	২০।৫।৩৫	ঐ	থানা শান্তিপুর মৌজে [illegible]	৯০ খতিয়ান	৬-১৬	১৭৸/৯	
২৩ R, P, ৩৫।৩৫			[illegible]	৭০।/০	২০।৫।৩৫	ঐ	থানা নবদ্বীপ মৌজে [illegible]	৬৩২ খতিয়ান	১-২৭	১১৸/০	
১৯ R, P, ৩৫।৩৫		ঐ	[illegible]	১০৭৸/৬	২১।৫।৩৫		থানা কৃষ্ণনগর মৌজে [illegible]	৫৩ খতিয়ান	১০-৮৩	৩৬,৫	ঐ
১৩৪ R, P, ৩৫।৩৫			[illegible] অধিকারী	১০৬/৯	২১।৫।৩৫	[illegible]	থানা শান্তিপুর মৌজে [illegible]	২৬০ খতিয়ান	৬-৩৮	[illegible]	ঐ
৪৬০ R, P, ৩৫।৩৫			[illegible] মণ্ডল গং	৭৫।/২	২২।৫।৩৫	রায়তি স্থিতিবান	থানা [illegible] মৌজে [illegible]	১৩৮,১৫৫,১৫৩, ১৯০,৩৬,৮০		[illegible]	ঐ

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'শ্রীনাথ' নবদ্বীপ

দৈনিক

REG. C 1544

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

শ্রীচৈতন্যশিক্ষা ... মূল্য ।০ মাত্র। শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

"গৌড়ীয়" ১ম বর্ষ হইতে ১৩শ বর্ষ পর্যন্ত প্রতি বর্ষ বাঁধান ... মূল্য ৩৷০ মাত্র। শ্রীগৌড়ীয় মঠ বাগবাজার, কলিকাতা

১০ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২৫শে চৈত্র, সোমবার ১৩৪১, ৮ই এপ্রিল ১৯৩৫ [৩২শ সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

শান্তিপুর মিউনিসিপ্যালিটীর কার্য্যোন্নয়ম

বর্ত্তমান শহরে ঘাটের রাস্তা বর্ষাকালে নীচু থাকায় বর্ষায় ডুবিয়া যাইত। গঙ্গায় স্নানার্থী পথিকদিগের পক্ষে যাতায়াত, ষ্টীমার হইতে মালপত্র আনয়নে গাড়ী যাওয়া আসা, শব লইয়া যাইতে কষ্ট প্রভৃতি নানাবিধ অসুবিধা ছিল। বর্ত্তমান মিউনিসিপ্যাল চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত ... সাহেবের উদ্যম ও চেষ্টায় মতিগঞ্জ-ঘাট রাস্তা, ... পাকা বাঁধাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে এবং ট্রাঙ্ক রোড সংস্কার প্রভৃতি বহুদিনের বহু অভাব অসুবিধা দূরীভূত হইয়াছে। তিনি ... হইতে বেশ আগ্রহী হইয়া জনসাধারণের অনেকটা কৃতকার্য্য হইয়াছেন।

নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহে বৃত্তির ... বর্দ্ধিত করিয়াছেন। পূর্ব্বকার বোর্ড যে সকল রাস্তার আলো উঠাইয়া দিয়াছিলেন, তাহার অধিকাংশ পুনঃ প্রবর্ত্তনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। মিউনিসিপ্যালিটির সাধারণ নির্ব্বাচনে তিনি প্রার্থী হন নাই। দেশবাসী জনসাধারণ তাঁহার অভাব অনুভব করিতেছেন। কারণ মিউনিসিপ্যালিটীর কার্য্যে জনসাধারণের সুখসুবিধা বৃদ্ধির জন্য তাঁহার আত্ম-নিয়োগের তুলনা এখানে বিরল। দেশের হিতার্থে তাঁহার কার্য্যোদ্যম যে প্রশংসনীয় তাহাতে সন্দেহ নাই।

— শ্রীগোপালচন্দ্র ভাদুড়ী

কাঁকড়াবিছার কীর্ত্তি

বিপদের সময় কাঁকড়াবিছাও স্বজাতীয় জীবকে ভক্ষণ করিতে পারে। ভুবনের অন্তর্গত গোড়ভার একৈক ডাক্তার এই বিষয়টি আবিষ্কার করিয়াছেন।

একটি কাঁকড়া বিছাকে একটি বোতলের মধ্যে পরীক্ষার জন্য রাখা হয়। দিন কয়েক পরে উক্ত কাঁকড়া বিছার পঞ্চাধিক সন্তান জন্ম গ্রহণ করে। অতঃপর সন্ত ... ক্ষুধার তাড়নায় বাচ্চা কাঁকড়া বিছাগুলি তাহাদের মাতাকে ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করে এবং দুই এক দিনের মধ্যেই বাহিরের খোলস ব্যতীত শরীরের সমস্ত অংশ ভক্ষণ করিয়া ফেলে।

গরুর গাড়ীতে ডাকাতি

উলাপাড়া থানার অন্তর্গত সানিপাড় গ্রামের নিকটবর্ত্তী বড় রাস্তার উপর এক চাঞ্চল্যকর রাহাজানির সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, বগুড়া নিবাসী এবাদ আলী ও কাসেম এবং চকন পাড়া নিবাসী আলীমুদ্দিন সরকার ও জহির উদ্দিন সরকার উলাপাড়া হাটে ধান বিক্রি করিয়া ফিরিবার পথে গরুর গাড়ীতে বাড়ী ফিরিতেছিল। তাহারা সানিপাড়ের বড় রাস্তার উপরে আসিলে রাত্রি ৮টার সময় ৮।৯ জন অজ্ঞাত লোক আক্রমণ করে এবং আলীমুদ্দিনের মাথায় লাঠির আঘাত করিয়া তাহার নিকট হইতে থলে সহ ২৪৲ টাকা লইয়া পলায়ন করে। প্রকাশ, ডাকাতদিগের মধ্যে সানিপাড়ার সাবিরের আজিমুদ্দিন সরকারকে ঘটনার সময় চিনিতে পারা গিয়াছে। পুলিশ আজিমুদ্দিনকে গ্রেপ্তার করিয়া জোর তদন্ত করে এবং মহির উদ্দিন বাপারী নামীয় এক ব্যক্তির বাড়ী হইতে একটি থলে উদ্ধার করে। মহির উদ্দিন ও আজিমুদ্দিন দুইজনকেই পুলিশ ৩৯৫ ধারা অনুযায়ী চালান দিয়াছে। ঘটনাটী চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছে।

বাঁদুড়াদের অদ্ভুত খেয়াল

অদ্যাবধি তিন পর্য্যন্ত কাশির পাগলা বাঁদুড়ার কাদেরের মাথায় এক অদ্ভুত খেয়াল চাপে এবং সে একটি দাও লইয়া কাশি সহরের প্রান্তভাগে অবস্থিত একটি নারিকেল গাছের মাথায় উঠিয়া বসিয়া থাকে। পিপাসা ও ক্ষুধা নিবারণের জন্য তাহাকে কখনও কখনও ডাব কাটিয়া জল পান করিতে দেখা গিয়াছিল। তাহার স্ত্রী, বন্ধুবান্ধব ও প্রতিবেশীদের অনুরোধ-উপরোধ ও থানার পুলিশের শাসানি এসব কিছুতেই সে নারিকেল গাছের ডগা হইতে নামিয়া আসিতে সম্মত হয় নাই। অবশেষে দড়ির সাহায্যে তাহাকে আটকাইয়া দেওয়া হইয়াছে এবং তাহার উপর দিবারাত্র লক্ষ্য রাখিবার জন্য চৌকিদার মোতায়েন করা হইয়াছে।

কিলাইহেড় মেল ডাকাতি

২রা এপ্রিল তারিখে কলিকাতা বগুড়া রোডে অপর একটি মেলডাকাতি হইয়া গিয়াছে বলিয়া কলিকাতার সংবাদ আসিয়াছে। বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় নাই। এরূপ প্রকাশ যে, ডাকহরকরা যখন কিলাইহেড় হইতে ডাক লইয়া গেণ্ডারিয়া ও বেদীহাটের দিকে যাইতেছিল সেই সময় সে সহসা তিনজন সশস্ত্র বাঙ্গালী যুবক কর্তৃক আক্রান্ত হয়। উক্ত যুবকদের মধ্যে দুইজন ডাকহরকরাকে বাঁধিয়া রাখে এবং অপর যুবকটি ডাকের ব্যাগগুলি ছিনাইয়া লয় ও ঐগুলি কাটিয়া খুলিয়া ফেলে। এরূপ প্রকাশ যে, ব্যাগগুলির মধ্যে মূল্যবান্ কিছুই ছিল না এবং বহু লোককে ঘটনাস্থলের দিকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া যুবকেরা সত্বর ঐ স্থান ত্যাগ করে।

রিভলবার পরিষ্কার করিতে বিপত্তি

দিল্লীর সংবাদে প্রকাশ একটি রিভলবার পরিষ্কার করিবার সময় ঐ রিভলবারের মধ্যে অসাবধান অবস্থায় রক্ষিত একটী কার্তুজ বিস্ফোরিত হইয়া একজন কনেষ্টবলের হাতের ভিতর দিয়া নিকটবর্ত্তী অপর একজন কনেষ্টবলের পাকস্থলীতে বিদ্ধ হয়। তাহাকে তখনই হাসপাতালে পাঠাইয়া তথায় কার্তুজটি বাহির করিয়া ফেলা হয়। আহত উভয়েই হাসপাতালে চিকিৎসিত হইতেছে।

কাল বৈশাখীর তাণ্ডব

কয়েকদিন হইল ... বেগে প্রবল ঝড়ে ... সিরাজগঞ্জের ... বাড়ীর ... ঘরের চাল ... উড়িয়া গিয়াছে। ... টেলিগ্রাফের ... অনেক স্থানে ... ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, উহা ছাড়া ... হইয়াছে।

অগ্নিকাণ্ডের ...

কালিকাপুর (...) অঞ্চলে গত ... সময় ... হঠাৎ আগুন লাগে ... বৎসর বয়স্ক একটি ছেলে ... আগুনে পুড়িয়া যায়। ... তাহার মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে।

প্রাপ্ত পত্র

ভক্তিষর্ণাভূষাণী—পরম কল্যাণবর শ্রীযুক্ত দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ সম্পাদক মহোদয় সমীপেষু—

গত ১১ই অগ্রহায়ণ তারিখের 'বঙ্গরত্ন' দেখিয়া অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হইলাম। শ্রীভোলানাথ পোদ্দার নামধেয় জনৈক ব্যক্তি 'যুবকের' কোন একটী কথার সামঞ্জস্য প্রতিবাদ করিতে যাইয়া যে নীচ রুচোচিত ভাবে ও হৃদয়ে অহেতুকী কুৎসা কালিমা লেপন করিয়াছেন তাহাকে 'বঙ্গরত্ন' বঙ্গ গৌরব করিয়া সাধারণ সম্পাদকীয় নীতির মর্যাদা রক্ষা করেন নাই। কোন পত্রিকার কিছু প্রতিবাদ করিতে হইলে সেই পত্রিকাতেই প্রকাশ করিবার সুযোগ পাইলে দেওয়া না হইলে তৎপর অন্য পত্রিকায় প্রকাশ করিতে হয়—ইহাই সম্পাদকীয় নীতি। কিন্তু 'বঙ্গরত্ন' সম্পাদকীয় নীতি রক্ষা করেন নাই; পরে প্রতিবাদ গ্রহণ করিবেন বলিয়া তাহাও পর্যন্ত প্রকাশ না করায় সাধারণ ভদ্রতার রীতিও রক্ষা করিলেন না। দেখিয়া আপনার সুবিখ্যাত দৈনিক নদীয়া-প্রকাশে প্রতিবাদটুকু প্রকাশ করিবার জন্য অনুরোধ করিব।

যাহাই হউক, উক্ত লেখায় 'যুবকের' বিরুদ্ধে ইতরোচিত অভদ্র ভাষা ও অশ্লীল গালি-বর্ষণ দেখিয়াও আমাদের মাত্র হাসি পাইয়া গেল। প্রত্যুত্তর করিবার মত মূল্যও উহার আছে বলিয়া মনে করি নাই। কিন্তু এক্ষণে জন কয়েক 'যুবক হিতৈষী' বন্ধু বান্ধবের সানুনয় অনুরোধে বিনীত ভাবে উক্ত লেখার সম্বন্ধে দুইটী কথা বলিতে হইল।

শান্তিপুরে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী খান বাহাদুর আজিজুল হক সাহেবের শুভাগমনে তথায় যে সকল সভা-সমিতি হইয়াছিল তাহারই একটী সংক্ষিপ্ত বিবরণী যুবকের শান্তিপুর সমাচার অংশে প্রকাশিত হইয়াছিল এবং সেই বিবরণীতে ভোলানাথ কি একটী কবিতা পাঠ করিয়াছিলেন তাহার উল্লেখ করা হয় নাই। এই অপরাধে ভোলানাথ বাবু ভদ্রতার বন্ধ বর্জন পূর্ব্বক একেবারে শালীনতা বিসর্জন দিয়া লজ্জিত হইয়া পত্রান্তরে অবতীর্ণ হইয়া পড়িয়াছেন। কিন্তু এই কথাটি বোধ হয় ভাবিয়া দেখেন নাই যে, ঘটনার গুরুত্ব ও পাঠকগণের অনুরাগী সংবাদ চয়ন করাই সম্পাদকের কার্য্য। 'নিরপেক্ষভাবে ছোট বড় সকল ঘটনার উল্লেখ করা না করা সম্পূর্ণ সম্পাদকের ইচ্ছা সাপেক্ষ।

ভোলানাথ বাবু স্বরচিত একটী কবিতা পাঠ করিয়া থাকিলেও কিন্তু উক্ত সংবাদটুকু অপেক্ষা উহাতে উল্লেখযোগ্য কিছুই পাই নাই। ইহাতে 'যুবক সত্যগোপনকারী ও মিথ্যাবাদী' কি করিয়া হইল তাহা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধির অগোচর। বিশেষতঃ শান্তিপুরের মিউনিসিপ্যাল অফিস, মিউনিসিপ্যাল স্কুলের পারিতোষিক বিতরণ, মাদ্রাসা ও আল ইস্লাম লাইব্রেরী পরিদর্শন জন্য শান্তিপুরে শুভাগমন করিয়াছিলেন। কোন ব্যক্তির কবিতা পাঠ শুনিবার জন্য আসেন নাই। কবিতা পাঠ শুনিবার প্রয়োজন হইলে শান্তিপুরে খ্যাতনামা সুকবির অভাব নাই। তাহাদের সুললিত কবিতা পাঠ করিবার ব্যবস্থা হইত। তাহারা কোনও কবিতা কোথাও পড়িবার অনুমতি পাইলেই তাহা উল্লেখযোগ্য। সাহিত্যিক-মর্যাদা লাভ মনে করেন না, যাহাই হউক এই ক্ষুদ্র ঘটনাটি অবলম্বন করিয়া ভোলানাথের কবি অসাধারণ কুৎসা রটনায় যে কতখানি বাহাদুর হইয়া উঠিয়াছে তাহাতে আমরা বিস্মিত হইয়াছি। অশ্লীল ভাষা ও অতিরঞ্জিত উক্তিকে ছাড়িয়া দিলে তাহার অভিযোগটী প্রধানতঃ দুই অংশে বিভক্ত করিয়া যথাযোগ্য ভাবে ও হায় উত্তর দিবার চেষ্টা করিলাম। প্রথমতঃ যুবক' দীনকায়, অনিয়মিত ও বার্ষিক ভিক্ষা সংগ্রহ করিয়া জীবন ধারণ করে এ অভিযোগ সত্য সন্দেহ নাই। একস্থলে বসিয়া সহস্র বাধা বিঘ্নের মধ্য দিয়া এই সুদীর্ঘ ৩৬ বৎসর কাল একখানি পত্রিকা সম্পাদন করিয়া আসা যে কতখানি যোগ্যতার ও কৃতিত্বের কথা তাহা অন্যোর অজানা থাকিলেও যুবক সম্পাদক মহাশয়ের আশা করি অজ্ঞাত নাই। ভোলানাথ বাবু অপেক্ষা যুবক অপেক্ষা নদীয়া জেলায় প্রাচীন ইহাদের কৃতিত্ব বঙ্গের পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশে যত আত্মপ্রসাদ লাভ করুন, অনসংখ্যা টাকা "বুচি চানুনীর" বিখ্যাত গল্পটির যথার্থ উপদেশ করিবে, বঙ্গরত্নসম্পাদক মহাশয় অন্ততঃ শুনিতে ক্ষমতাহিত হওয়া কর্ত্তব্য। বার্ষিক সংগ্রহ যুবকের জীবন রক্ষা হয় তাহাতে ক্ষতি নাই, যে ভদ্রলোকেরা যাহাকে অগ্রিম মূল্য বা বার্ষিক চাঁদা বলিয়া অভিহিত করেন ভোলানাথ তাহাকে ভিক্ষা বলিলে যুবক অপেক্ষা নিজেরই অসম্মান হওয়া অধিক হইবার সম্ভাবনা।

দ্বিতীয় কথা—যুবক শান্তিপুর অনাথ আশ্রমের ভিত্তিতে পরিচালিত বলিয়া বিজ্ঞাপিত হয় কিন্তু ভোলানাথ কয়নায় একটী মহাসত্য আবিষ্কার করিয়াছেন যে, উক্ত অনাথাশ্রম বহুকাল উঠিয়া গিয়াছে। সুতরাং তাহার মতে ঐ বিজ্ঞাপন আয়ের একটি অর্থ সংগ্রহের চলনা। অভিযোগ যদ্যপি নিঃসন্দেহ এবং সত্য হইলে আমাদের লজ্জার সীমা থাকিত না। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় যাহা উহা অনোচিত নীন বিদ্যা শোভা পাওয়ার কিছুই নহে। অনাথ আশ্রম যেখানে ছিল, সেখানেই আছে ও যথারীতি চলিতেছে। গত ডিসেম্বর মাসেও বর্দ্ধমান মিউনিসিপ্যাল চেয়ারম্যান মহোদয় উক্ত অনাথ আশ্রম পরিদর্শন করিয়া গিয়াছেন। গত ফেব্রুয়ারি মাসে মেহেরপুরের-চেতাঃ হাইকোর্ট এম-এ, মহোদয় অনাথ আশ্রম পরিদর্শন করিয়া গিয়াছেন। ইহা তাহার অস্তিত্বের প্রচুর প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে কিন্তু অপ্রয়োজন বোধে উহা ত্যাগ হইল। পরিশেষে ভোলানাথকে একটী নীতিবাক্য স্মরণ করাইয়া দিয়া এই অপ্রিয় প্রসঙ্গ শেষ করি যে কুৎসা রচনা অন্যায়, অহেতুকী কুৎসা রচনা আরও অন্যায় কিন্তু কোন জনহিতকর কার্যের অহেতুকী কুৎসা রটনা যে কতখানি অন্যায় তাহা তাহার জানা নাই।

শ্রীযোগানন্দ ভারতী,
(যুবক-সম্পাদক)
শান্তিপুর (নদীয়া)

সশস্ত্র ডাকাতি

মেহেরপুরের অন্তর্গত খোষকান্দা গ্রামের মহাজন ও তালুকদার শ্রীযুক্ত রাজকুমার চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের গৃহে সশস্ত্র ডাকাতি করার অভিযোগে কলিউদ্দীন, বাবু মিঞা, আবদুল হাকিম ইব্রাহিম, নূর আমেদ আলি কবির এনায়েতুল্লা মিঞা সিরাজুল হক এবং আমিনুল্লাকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাহারা জজ মিঃ কে, কে. কুশীরের অধিকাংশের সহিত একমত হইয়া আসামী দলের প্রত্যেককে সাতবৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। প্রকাশ যে, গত ১৯৩৯ সনের ৯ শে এপ্রিল শেষ রাত্রিতে প্রায় ৪০ জন ডাকাত বন্দুক, বর্শা সড়কি প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া রাজকুমার বাবুর ত্রিতল প্রাসাদ আক্রমণ করে এবং অলঙ্কারপত্র, দলিলাদি ও নগদ টাকা লইয়া প্রস্থান করে। ডাকাতগণ গৃহের লোক জনকে গুরুতরভাবে মারপিট করে, যে সমস্ত দলিলপত্র তাহারা আগুনে ধরাইয়া দেয়, তাহা লইয়া ক্ষতির পরিমাণ মোট প্রায় ১০,০০০৲ টাকা। একাশ যে ডাকাতদের অধিকাংশই স্থানীয় কৃষক সংঘের সভ্য। আরও প্রকাশ যে, তাহারা ডাকাতি সম্পর্কে ঠাকুরমহাশয়কে পূর্ব্বেই শাসাইয়াছিল। সাক্ষ্য প্রমাণে জানা যায় যে, আসামীগণ ঠাকুর মহাশয়ের নিকট ঋণগ্রস্ত এবং তাঁহার প্রজা। তাহারা অন্যান্য লোকজনের সহিত একত্রিত হইয়া গ্রামে একটি কৃষকসমিতি গঠন করিয়াছিল।

একদল সশস্ত্র কারাদণ্ড

সোমবার শেষ রাত্রিতে মুরারিপুরের শেখ যুক্ত প্রাণকৃষ্ণ দত্তের বাটীতে তিনজন লোক ছোরা ও অপরাপর অস্ত্রাদি লইয়া জোরপূর্ব্বক প্রবেশ করে এবং ছোরা দেখাইয়া মূল্যবান দ্রব্যাদি লইয়া চম্পট দেয়। প্রকাশ, যখন ঐ তিনজন লোক উক্ত বাড়ীর মধ্যে মূল্যবান দ্রব্যাদির সন্ধানে ব্যস্ত সেই সময় বাড়ীর লোকজনের নিদ্রাভঙ্গ হয়। তৎক্ষণাৎ ছোরা দেখাইয়া তাঁহাকে নীরব থাকিতে বাধ্য করা হয়। ডাকাতেরা একটি বাক্স লইয়া সরিয়া পড়ে। ঐ বাক্সটির মধ্যে বহু মূল্যবান দ্রব্য ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ছিল।

এই ঘটনার পরেই সন্নিহিত একটী বাগানের মধ্যে বাক্সটি পাওয়া যায়। বাক্সটির মধ্যে যে সকল মূল্যবান দ্রব্য ছিল তৎসমুদয় অপহৃত হইয়াছে। কেবল কাগজপত্রগুলি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পড়িয়াছিল। সাপক্ষেলা পুলিশ ঘটনাটী সম্পর্কে তদন্ত করিতেছে। পুলিশ সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কলিকাতার কতকগুলি পাড়াতে খানাতল্লাস করিয়াছে; কিন্তু এ পর্য্যন্ত কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই।

প্রাণদণ্ড

লাহোর হইতে প্রকাশ, মা সিং নামক এক ব্যক্তিকে হত্যার অপরাধে বাবরা অজু জান সিং, বাহাদুর সিং এবং উজাগর সিং নামক তিন ভাই ও চন্দ্র সিংকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন। আসামীগণ সেসন জজের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে প্রধান বিচারপতি ও বিচারপতি মিঃ আবদুল রসিদের এজলাসে আপীল দায়ের করিয়াছেন

অভিযোগে প্রকাশ, শেখুপুরা জিলার কোনও গ্রামে মুসাম্মৎ ভরো নাম্নী পিতৃমাতৃহীন ১০ বৎসর বয়স্কা একটী স্ত্রীলোক বাস করিত। সে কোনও সর্দ্দারের অধীনে ছিল এবং ঐ স্ত্রীলোকের অনুরোধক্রমে সর্দ্দার অমৃতসরের বৰ্দ্দল গ্রামের জান সিং ও মনা সিং নামক দুই ব্যক্তির নিকট ৮০৲ টাকায় তাহাকে বিক্রয় করে তাহাকে পুনরায় জান সিংহের আত্মীয় উধম সিংহের নিকট ৩২০৲ টাকায় বিক্রয় করা হয়। কিন্তু কয়েক দিন পর তারো মনা সিংহের নিকট ফিরিয়া আসে। মনা সিং পুনরায় তারোকে দেবা সিং নামক অপর এক ব্যক্তির নিকট বিক্রয় করে।

আসামী জান সিং মনা সিংহের নিকট যাইয়া তারোকে উধম সিংহের নিকট পাঠাইয়া দিতে বলে। কিন্তু মনা সিং ইহাতে রাজী হয় না। আসামী জান সিং হত্যার প্রতিশোধ লইবে বলিয়া মনা সিংকে ভয় দেখায়। গত ৬ই জুন মনা সিং যখন বাড়ী ফিরিতেছিল তখন সমস্ত আসামীগণ পথে তাহাকে আক্রমণ করিয়া হত্যা করে। মৃতদেহ পোড়াইতে যাইবার সময় গ্রামের কয়েকজন লোক আসিয়া পড়ায় আসামীগণ পলায়ন করে।

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে।
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে।

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
—পারমার্থিক পত্র—
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ।

১০ম বর্ষ | ১৯ বিষ্ণু গৌরাব্দ ৪৭৯, ২৫শে চৈত্র বঙ্গাব্দ ১৩৭১, ৮ই এপ্রিল ইং ১৯৬৫ | সোমবার | ৩২৩তম সংখ্যা

শ্রীল রঘুনাথ দাস
শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজের পাঠের মর্ম

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ গত ৬ই ও ৭ই এপ্রিল সন্ধ্যার পর শ্রীচৈতন্যদেবের 'আবির্ভাব' উৎসব-সময়ে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রসঙ্গ অবলম্বন করিয়া পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

"কৃপাগুণৈর্যঃ কুগৃহান্ধকূপা-
দুদ্ধৃত্য ভঙ্গ্যা রঘুনাথদাসম্।
ন্যস্য স্বরূপে বিদধেঽন্তরঙ্গং
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমমুং প্রপদ্যে॥"

—শ্লোকটি ব্যাখ্যাকালে স্বামীজী "কৃপা" শব্দটির প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলেন—"এই শব্দটি প্রয়োগের উদ্দেশ্য এই যে, শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী সাধারণ বদ্ধ জীব নহেন; তিনি সাধনসিদ্ধ জীবও নহেন; তিনি নিত্যসিদ্ধ ভগবৎপার্ষদ। সুতরাং তাঁহার কুগৃহান্ধকূপে পতনের সম্ভাবনা নাই। কুগৃহান্ধকূপে পতিত জনগণ যে-প্রকারে উদ্ধার লাভ করিতে পারে, তাহা প্রদর্শনের জন্যই তাঁহার কুগৃহান্ধকূপে পতন ও উদ্ধারের লীলাভিনয়। শ্রীভগবান্ নিজ পার্ষদগণকে শিক্ষাপ্রদানচ্ছলে জগৎকে শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন। শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর যুক্ত-বৈরাগ্য ও সাধনার আদর্শ বদ্ধজীবের অনুসরণের বিষয়।

শ্রীমন্মহাপ্রভু ভক্তগণের উৎকণ্ঠা-নিবারণ-সময়ে শ্রীল স্বরূপ দামোদর ও শ্রীল রায় রামানন্দ তাঁহাদের ভাবানুসারে যথাক্রমে কীর্ত্তন ও কৃষ্ণকথা-সংলাপ করিতেন—

"রামানন্দের কৃষ্ণকথা, স্বরূপের গান।
বিরহ-বেদনায় প্রভুর রাখয়ে পরাণ॥"

এই সময় শ্রীপাদ রঘুনাথ দাস গোস্বামী তথায় আসিয়া উপস্থিত হন। তিনি বহু দিবস হইতেই মহাপ্রভুর পাদপদ্ম আশ্রয়ের যত্ন করিতেছিলেন, মহাপ্রভু বৃন্দাবনে যাইবার ছলে যে-সময়ে শান্তিপুরে গেলেন, তখন রঘুনাথ তথায় যাইয়া তাঁহার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলে মহাপ্রভু তাঁহাকে যুক্ত-বৈরাগ্য আশ্রয় করিবার উপদেশ করেন। রঘুনাথ মহাপ্রভুর আদেশে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তাহাই করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে কোন ম্লেচ্ছ চৌধুরী রঘুনাথের পিতা হিরণ্যদাসের প্রতি হিংসা করিয়া গৌড় হইতে উজীর আনয়ন করায়, হিরণ্যদাস পলায়ন করিলেন। রঘুনাথের বুদ্ধিবলে তাঁহাদের সেই উৎপাত মিটিয়া গেল। তৎপরে এক বৎসর অতীত হইল। রঘুনাথের মন সংসারে আর কিছুতেই বসে না। তিনি পুনঃ পুনঃ সংসার ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে লাগিলেন, পুনঃ পুনঃ তাঁহার পিতা পথ হইতে তাঁহাকে ফিরাইয়া আনিতে লাগিলেন। অবশেষে রঘুনাথের মাতা রঘুনাথকে বাঁধিয়া রাখিবার জন্য পরামর্শ দিলেন। তদুত্তরে রঘুনাথের পিতা গোবর্দ্ধন বলিলেন—

"ইন্দ্রসম ঐশ্বর্য্য স্ত্রী অপ্সরা সম।
এসব বান্ধিতে নারিলেক যাঁর মন॥
দড়ির বন্ধনে তাঁরে রাখিবা কিমতে?
জন্মদাতা পিতা নারে 'প্রারব্ধ' খণ্ডাইতে॥
চৈতন্যচন্দ্রের কৃপা হঞাছে যাঁহারে।
চৈতন্যপ্রভুর 'বাতুল' কে রাখিতে পারে?"

রঘুনাথ একদিন গৃহত্যাগ করিয়া পানিহাটিতে শ্রীমন্ নিত্যানন্দ প্রভুর পাদপদ্মে উপস্থিত হইলেন। নিত্যানন্দ প্রভু তাঁহাকে দেখিয়াই বলিলেন—

"চোরা দিলি দরশন।
আয়, আয়, আজি তোরে করিমু দণ্ডন॥"

এই ভাবে রঘুনাথকে 'চোরা' বলিয়া সম্বোধন করিবার তাৎপর্য কি? শ্রীল মুরারি গুপ্তের চরিত্র আলোচনায় সহজেই উহার সমাধান হইবে। মুরারি একদিন শ্রীবাস-অঙ্গনে যাইয়া সর্ব্বপ্রথম মহাপ্রভুকে, তৎপরে নিত্যানন্দ প্রভুকে প্রণাম করিয়াছিলেন। তাহাতে মহাপ্রভু মুরারিকে কৌশলক্রমে শিক্ষা দিয়াছিলেন যে, অগ্রে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর পাদপদ্ম আশ্রয় ব্যতীত মহাপ্রভুর দর্শন পাওয়া যায় না। নিত্যানন্দ গৌরসুন্দরের প্রকাশ-বিগ্রহ; সুতরাং তাঁহার মাধ্যমেই গৌরসুন্দরের নিকট যাইতে হইবে। তাই সর্ব্ব প্রথমে নিত্যানন্দ প্রভুর পাদপদ্ম বন্দনা করিতে হইবে। শ্রীল রঘুনাথ পূর্ব্বে মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ মিলিত হইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু নিত্যানন্দ প্রভুর আনুগত্য ব্যতীত তাহা সম্ভব নহে; কারণ শ্রীগৌরসুন্দর নিত্যানন্দ প্রভুর হৃদয়ের ধন। সেই ধন নিত্যানন্দপ্রভুকে না জানাইয়া গ্রহণের চেষ্টা করিয়াছিলেন বলিয়া রঘুনাথকে শ্রীপাদ নিত্যানন্দ প্রভু 'চোরা' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। এই হিসাবেই পূর্ব্বোক্ত 'চোরা' শব্দ প্রযোজ্য। কারণ, এই বস্তু নিত্যানন্দ কৃপাব্যতীত রঘুনাথের নিকট প্রকাশিত হইতে পারে না। তাই তিনি 'চোরা'-শব্দে অভিহিত হইবার যোগ্য হইয়াছেন, অর্থাৎ আদি-গুরু-নিত্যানন্দ শ্রীগুরু-পাদপদ্মের আনুগত্য ব্যতীত যে ভক্তি-ধন লাভ সম্ভবপর নহে, তাহা জানাইবার জন্য রঘুনাথের এই লীলা এবং নিত্যানন্দ প্রভুর তাঁহাকে স্নেহভরে 'চোরা' বলিয়া সম্বোধন।

শ্রীপুরুষোত্তম মঠের ব্যাসপূজা
(৪র্থ পৃষ্ঠার পর)

সেইজন্য শ্রীচৈতন্যমঠ স্থাপন করিয়াছিলেন। সমগ্র বিশ্বে যেই শতাধিক মঠ স্থাপন করিয়াছিলেন, এই শ্রীচৈতন্যমঠই তাহার মূল মঠ।

পাশ্চাত্য দেশবাসী এই যে কলিযুগে উৎকলে পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে সমগ্র বিশ্বের সনাতন ধর্ম বিস্তৃত হবে। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহাদের ভবিষ্যদ্বাণী অবশ্যই পালন করেছেন। কি প্রকার পরমার্থ জীবন যাপন করা যায় শ্রীল প্রভুপাদ তাহা শিক্ষা প্রদান করেছিলেন। বিশ্বজনীন প্রেমধর্ম ব্যাখ্যা ও যাপন শাস্ত্রে প্রভুপাদ ভারতবর্ষের সমস্ত অংশের এবং ইংল্যাণ্ড, জার্মানী, আমেরিকা ও চেকোস্লোভাকিয়াতে প্রচারক পাঠিয়েছিলেন। তাঁর প্রেরিত প্রচারকদ্বয় প্রথম একটি প্রচারকেন্দ্র লণ্ডনে স্থাপন করেছিলেন। আমার গুরুদেব ও ভক্তিযোগের মহত্ব প্রচারে তাঁর সময় দিয়েছিলেন। এখানে এক আচার্য্য জীবের বাণী ও আদর্শ দ্বারা শাস্ত্র-সমূহের প্রকৃত অর্থ উদ্ঘাটন ও প্রচার করি সনাতন ধর্ম পুনঃ সংস্থাপন করেছি।

অতএব আমরা আজকের শুভ দিনে এই পবিত্র উৎসবে যোগ দিয়ে নিজেদের ধন্য মনে করছি। ... উদযাপন ... শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর সংকীর্ত্তন প্রেম-প্রচারের মহত্বের বিষয় সমগ্র বিশ্বে প্রচারিত হবে যেদিন শ্রীচৈতন্যদেবের পাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করবে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৯ বিষ্ণু ৪৪৭ শ্রীগৌরাব্দ ১৩৪০

সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি ?

এই পৃথিবী বা সংসার অপরাধী জীবগণের সংশোধনাগার বা পরীক্ষার স্থল। এই পৃথিবী 'নশ্বর' ও ক্ষণস্থায়ী। দুই বস্তু এই অচেতন ও অসৎ; ইহার সংস্পর্শে অসৎ বস্তুর প্রতি আসক্তিই নানা বিপত্তি বা সাংসারিক ক্লেশের কারণ। সেইজন্য জীব যা কিছু দুঃখ ভোগ করে, সেই অসৎ বস্তুর আসক্তির জন্য। অপরাধী জীবের নিজ স্বরূপ বিস্মৃতি বা আত্মা ও ভগবানের সম্বন্ধ বিস্মৃতি হইতে উদ্ভূত বিষয় সম্ভোগের বাঞ্ছা হইতেই নানা প্রকার অশান্তি। অতএব ভগবৎ পাদপদ্মে সম্যক্ আত্মসমর্পণের অভাবে নানা অশান্তি।

কিন্তু কখন কোন উপদেশ দিলে তাহারা তাহা ভুলিয়া যায় কিন্তু Chastising rod দ্বারা তাহাকে শাসন করিয়া শিক্ষা দিলে সে আর সে সব কথা সহজে ভুলে না। তাহাতে তাহার ভগবৎ-সেবার সাহায্য হয়। সুতরাং বিষয়ের নিকটে ভগবানের অপেক্ষা তাহার ঐ কি আসক্তিতে প্রবৃত্ত হইয়া তাহার প্রতি করুণার পরিচায়ক। জীব আমরা বহুবারে ক্রম বিস্মৃত—পরম নিকটস্থ ও পরম মঙ্গলময় ভগবৎসেবার উদাসীন। এমতাবস্থায় অনুকূল দিয়া আমাদিগকে অপ্রাকৃত সেবানন্দ হইতে বাস্তব স্বাধীনতা ভগবানের শ্রেষ্ঠ দানে বঞ্চিত হইতে দেখিয়া তিনি আমাদিগকে শোধন করিবার জন্য দুঃখপ্রদানরূপ Chastising rod ব্যবহার করিয়া থাকেন। ভগবানের এই মঙ্গলময় ব্যবহারের গূঢ় উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া তাঁহার প্রতি দোষারোপ করিতে যাওয়া উচিত নয়; পরন্তু অপরাধ-জ্ঞাপক

যে পথে বিচরণ করা জীবের নিত্য স্বধর্ম, সেই স্রোতপথ, সেবাপথ বা শ্রীগুরুপাদপদ্ম নির্দিষ্ট পথে না চলিয়া অন্য মন বা কোন আমাদি অপরাধ ঐ বিশ্বস্বরূপ ভগবানের ব্যবস্থা অনুসারে যদি আমরা অবলম্বন করিতে না পারি তবে নানা বিপত্তি আসিয়া আমাদিগের সর্ব্বনাশ সাধন করে—কখনও দুঃখ আবার কখনও সুখ আসিয়া আমাদিগকে বিপন্ন করে। সুখ ও দুঃখ পরস্পর আলো-আঁধারের ন্যায় অবস্থান করে। সেই ক্ষণিক সুখ অনুসন্ধান করিতে গিয়া অবশেষে দুঃখ আসিয়া সর্ব্বনাশের পথে লইয়া পড়ে। সেইজন্য প্রকৃত সুখ বা দুঃখ কোন কিছুর সন্ধান না করিয়া ভগবৎসেবার সন্ধানেই রত হওয়া উচিত।

সাংসারিক বিপত্তি, অনর্থ বা অসুবিধাগুলি সুবিধার অবস্থা বা উন্নতিপথের সোপান-স্বরূপ। যাহারা বুদ্ধিমান্, তাহারা স্ব স্ব কর্ম্মফল অপরিহার্যভাবে আসক্ত অনর্থ গুলিকে পরীক্ষার স্থল জানিয়া তাহা অতিক্রম করিবার জন্য যত্নপর হইয়া ক্রমশঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হন। নিজেকে অপরাধী বুঝিতে না পারিলে বা কেহ না থাকিলে কেহ কাহাকে ডাকে না। সেই জন্যই ভগবান্ তাঁহার সেবোন্মুখ জীবকে নিজের নিকট আনিবার জন্য কৃপা করিয়া আমাদিগকে নানা বাধা-বিপত্তির মধ্যে ফেলেন। সাংসারিক 'অসুবিধা' হইলেও ভগবান্ সেই সময় আমাদিগকে তাঁহার সেবার অধিকার দেন। শ্রীগীতা বলেন—

"চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ॥"

ভগবান দয়াময়। তাই আমাদিগকে পরীক্ষা করিবার জন্য ও আমাদের সুবিধার জন্য নানাপ্রকার অভাব 'অসুবিধা' এর প্রসঙ্গে স্থাপন করিয়াছেন। সুতরাং বাধাবিপত্তিগুলিকে আর দোষ মঙ্গলের কারণ জানিয়া ভগবৎ-সেবায় প্রবৃত্ত হওয়াই এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইলে।

যাঁহারা তাঁহার সেবা'ধিকার লাভ করিতে হইলে, যাঁহারা সতত ভগবানের সেবা করেন সেই মহাজনগণের নিকট হইতে উপদেশ শ্রবণ করিতে হইবে; কারণ অতিক্রমণসমাকুল এই জগতে মঙ্গলের পথ পাইতে হইলে শ্রবণই একমাত্র সহায়ক। যদি কেহ কর্ণেন্দ্রিয়-সাহায্যে মনোযোগ সহকারে প্রকৃত ও সেবারত-নিষ্ঠ হইয়া সে সব কথা শ্রবণ করে তাহা হইলে তাহার মঙ্গল না হইয়া পারে না। সুতরাং আমাদের যত অসুবিধাই আসুক না কেন, আমরা যেন অসুবিধার মধ্যেও ভগবৎকথা শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণে বিরত না হই। এই বাণী কায়মনোবাক্যে পালন করাই আমাদের সর্ব্বাবস্থায় কর্ত্তব্য। কর্ম্মানুসারে সুখ দুঃখ যখন আপনা হইতে আসিয়া উপস্থিত হয় তখন বৃথা তাহার জন্য ব্যস্ত না হইয়া ভগবৎ-সেবায় কেবল মনোনিবেশ করাই উচিত। তাই শ্রীমদ্ভাগবত বলেন এই শ্রেষ্ঠ আচরণ করিতে যত্নপর হইয়া জীবনযাপন করেন।

"তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো
ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্।
হৃদ্বাগ্বপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে
জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্॥"

ভক্তিসারঙ্গ প্রভুর বক্তৃতা

[গত ২৬শে মার্চ্চ বেলুনী গ্রামে মহা-মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিসারঙ্গ ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় অর্চ্চনাস্থলে যে বক্তৃতা প্রদান করেন তাহার সারমর্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল।]

সমবেত সজ্জনবৃন্দ,

জীবন দুর্ভিক্ষ উপস্থিত। অন্নাভাব নয়, জলাভাব নয়, ধনাভাব নয়, তদপেক্ষা আরও ভীষণতর কোন কিছু। দেশবাসীর নিকটে তুষ্টি, পুষ্টি বা ক্ষুৎপ্রবৃত্তির দুর্ভিক্ষের কথা বলিতেছি না, আর্থোপার্জনপ্রীতির অভাবের কথা বলিতেছি না, বহির্দেশের কথা বলিতেছি না, অন্তর্দেশের কথা বলিতেছি না। সজ্জন মহোদয়গণ, আপনারা অন্তরের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া দেখুন, কি ভীষণ রব যায় কি ভীষণ উৎপাত, কি ভীষণ দুর্দ্দিন উপস্থিত। দুর্দ্দিন ছাড়িয়া দুর্দ্দিনের সাগরে মগ্ন করুন, কি ভীষণ দুর্ভিক্ষ, কি ভীষণ অনাচার, কি ভীষণ অগ্নিকাণ্ড! জল, জল চাই, করুণার বারি চাই, ভবব্যাধির ঔষধ চাই, পথ্য চাই—চারিদিকে কেবল এক মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ, চারিদিকেই কেবল এই সকরুণ রব।

ঐ দেখুন, আমাদের আত্মা জীর্ণশীর্ণ, কঙ্কালসার, মৃতপ্রায়। 'জীবন্মৃত' ঘাটে, মাঠে, বাজারে, নগরে, নগরে, প্রান্তরে, অন্তরে, বাহিরে সর্ব্বত্র হাহাকার! সাম্প্রতিক অবস্থা। জীবন হইতে জীবন্মৃত অবস্থা। আমার অবস্থাও তাই।

জল চাই করুণার বারি চাই, একবিন্দু বারি। করুণার সাগর আপনারা অনেক মহাজন, অনেক সজ্জন এই সভায় উপস্থিত আছেন। আপনাদের কণামাত্র কৃপা ভিক্ষা চাই। আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ, আমার ধন নাই, ভিক্ষাই আমার সম্বল। আমায় উপেক্ষা করিবেন না—সকলের কাছে বারি আসিয়াছে। কিন্তু এ বার জলদে—এখন ও কিন্তু, মহাপ্রভু তিনি এক সময়ে আমাকে ভিক্ষা দিবার জন্য আমার দ্বারে অবতীর্ণ হইয়া আমার নিকট আসিয়াছেন। প্রাতঃস্মরণীয় ভগবান ভক্তগণ আমাকে শিক্ষা দিবার জন্য, আমাকে রক্ষা দিবার জন্য নিজেও কিছুক্ষণ থাকিয়াছেন এবং আমাকেও থাকিতেছেন। তাঁহার অনুসরণে ভিক্ষা চাই। তাঁহার কথা একটু শুনুন। Man should not live for himself alone. আত্মেন্দ্রিয় দিয়া বাঁচা কেবল আত্মপ্রবঞ্চনা। কোনও লোকের চাই না। তাঁহার 'আত্মা' আমার যাচে নাই। আমাকে ভিক্ষা আপনারা সকলেই দিতে পারেন, জাতি-বর্ণ-আশ্রম নির্বিশেষে আপনারা সকলেই আমাকে ভিক্ষা দিবার যোগ্য। একটু ধৈর্য ধরিয়া দিয়া আমার প্রাণের ঠাকুরের কথা শুনুন।

"যাহারে দেখ তারে কহ কৃষ্ণ-উপদেশ।
আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার এই দেশ॥"

তাহাতেই কি দুর্ভিক্ষ দূর উপশম হইবে? হাঁ হবে।

কৃষ্ণনাম হইতে হ'বে সংসার-মোচন।
কৃষ্ণনাম হইতে পাবে কৃষ্ণের চরণ॥

এ যেন কৃষ্ণনামের দুর্ভিক্ষ—চতুর্দ্দিকে। কৃষ্ণনাম শুনিবার, বুঝিবার, কীর্ত্তন করিবার লোক নাই। প্রায় কোলাহলে, রাজনৈতিক কোলাহলে, সামাজিক কোলাহলে, ধর্ম্মধ্বজার কোলাহলে আজ জগৎ ভরপূর। এই সমস্যাবাদের কোলাহলকে দূরীভূত করিয়া কৃষ্ণকোলাহলে জগৎ পরিপূর্ণ হউক, আবার জগৎ মাতিয়া উঠুক, দুঃখকে গোলোক প্রকটিত হউক, আমাদের জীবন সার্থক হউক।

"বিশ্বং পূর্ণ সুখায়তে বত কারণাকটাক্ষ-
বৈভবতাং বঃ গৌরমেব স্তুমঃ।

ঐ শুনুন, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য কি বলেন—
হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
ঐ শুনুন, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কি বলেন—
"নাম বিনা কিছু নাহিক আর
চৌদ্দভুবন মাঝে"।

মায়াশক্তির পরিণতি—এই জগৎ এই কারাগার। তুমি আমি, কুবুদ্ধি আমি এই জগতে বদ্ধ, বিপদগ্রস্ত। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর গাহিয়াছেন—"ধন মোর নিত্যানন্দ, পতি মোর গৌরচন্দ্র, প্রাণ মোর যুগলকিশোর। অদ্বৈত আচার্য্য বল, গদাধর মোর কুল, নরহরি বিলসই মোর।" জনমে জনমে বল অদ্বৈতাচার্য্য প্রভুর কৃপায় "শ্রীনাম" উপলব্ধি হইলেই জগৎ আমার মায়া ছাড়িয়া দিবে। নিত্যানন্দকে—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে দেখাইয়া দিয়া, তাঁহার স্বরূপ, নিজস্বরূপ ও পরস্বরূপ উপলব্ধি করাইয়া আমার দুর্ভিক্ষ নিবারণ করিবে।

নিত্যানন্দের পাদেষু সভাজাগতিকেষু মুক্তম্।
তব যং পুনর্ অপাদবুদ্ধ সত্ত্বাবস্থায় কৃতে॥

তখনই বুঝিতে পারিব—প্রাণ মোর যুগলকিশোর" তখনই বুঝিতে পারিব—"গোবিন্দভাবের জগৎ অতুল ভাবচন্দ্রম্" তখনই বুঝিতে পারিব—গৌরসুন্দরের নামই আমার বল, আমার জল, আমার অন্ন, আমার বস্ত্র, আমার ঔষধ, আমার পথ্য। তখনই সকল দুঃখের নিবৃত্তি।" "সব দুঃখ দূরে গেল ও-পদ-বরণে"। গৌরসুন্দরকে গোপ' করিবার চেষ্টা থাকিলেই পরিণামে দুঃখ। অতএব, "অভয় ও অনুশীলন" শ্রীগৌরসুন্দরের নামই মুক্তকণ্ঠ সুখ।

বৈরাগী ভাই গ্রাম্যকথা না শুনিবে কানে। গ্রাম্যবার্ত্তা না কহিবে যবে মিলিবে আনে॥

তাই বলি, জিহ্বার জড়তা পরিত্যাগপূর্ব্বক আপনারা সকলে মিলিয়া সেই গৌরজনের নামগ্রহণ করুন। (হরিধ্বনি)

ঐ শুনুন, শ্রীচৈতন্যদেব কি বলিতেছেন।

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥
"কৃষ্ণ ছাড়িয়া কর শ্রবণ-কীর্ত্তন।
অচিরাতে পাবে তবে কৃষ্ণপ্রেমধন॥
নীচজাতি নহে কৃষ্ণভজনে অযোগ্য।
সৎকুল বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য॥
যেই ভজে সেই বড় অভক্ত হীন ছার।
কৃষ্ণভজনে নাহি জাতি-কুলাদি বিচার॥
ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নব বিধা ভক্তি।
কৃষ্ণপ্রেম কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি॥
তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাম সঙ্কীর্ত্তন।
নিরপরাধে নাম লইলে পায় প্রেমধন॥"

বৃন্দাবনীয় সৃষ্টির জন্য যেরূপ অপ্রাকৃত [illegible] সেবাধিকার আবশ্যক, বৃন্দাবন-[illegible] জন্য যেরূপ বিবিধ উপকরণের আবশ্যক, আমার তুষ্টি, পুষ্টি ও ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য সেইরূপ প্রেম প্রয়োজন। সেই প্রেম কিরূপে লাভ হয়?

নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম সাধ্য কভু নয়।
শ্রবণাদি শুদ্ধচিত্তে করয়ে উদয়॥

এই পরিদৃশ্যমান জগতে দ্রষ্টা, দৃশ্য ও দর্শন পরিবর্ত্তনশীল। ভোক্তা, ভোগ্য ও ভোগ সমস্তই ক্ষণভঙ্গুর। এই পরিবর্ত্তনশীল ও ক্ষণভঙ্গুর জগতে পরিক্রমা করিতে করিতে যে সকল বুদ্ধিমান্ ও ভাগ্যবান্ জনগণ ইন্দ্রিয়ভোগাদিবিষয়-সমূহের হেয়তা ও অনুপাদেয়তা উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন তাঁহারাই নিত্য, শুদ্ধ ও সনাতন বস্তুর অন্বেষণে ব্রতী হন। সেই বস্তু আত্মা।

অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ।
নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ॥
[illegible]
নাত্রিয়া ধর্ম্মতি॥

মনু যাহা বলেন তাহা হইলেই আত্মজ্ঞান লাভ হয়। অনাত্ম বস্তুর হেয়তা আপনারা সকলেই উপলব্ধি করিতেছেন। আজ যে প্রফুল্লবদন শিশু, কাল সে যৌবনবান্ যুবা, তৎপরে সে প্রশান্তমূর্ত্তি প্রৌঢ়, পরে সে পলিতকেশ, গলিতদন্ত, কুঞ্চিতকপোল, শুক্লকেশ বৃদ্ধ এবং জরাতুর বৃদ্ধ ক্রমে মৃত্যু কবলে কবলিত।

আজ যেখানে গহনকানন, কাল সেখানে স্থলগর। আজ যেখানে নন্দনকানন, কাল সেখানে শ্মশান। আজ যেখানে অভ্রভেদী পর্ব্বতরাজি, কাল সেখানে অতল জলধি। নদীতীরস্থ জনপদ ক্রমে নিবিড়-অরণ্য-শ্রেণীতে পরিণত হইতেছে।

যেখানে ক্ষণে ক্ষণে এই পরিণতি, সেখানে সুখের আশা কোথায়?

'দুঃখং, হায় পরিণাম বিরামা'

[illegible]
ক্ষায়ামি ন ধর্ম্মস্য ক্ষায়ামি নিঃশ্রেয়সো
মুক্তিশ্চৈব
যেষাং তত্ত্বং যদি ন ক্ষণাৎ ন জন্ম
মোক্ষমার্গঃ।
উৎসন্নকুলধর্ম্মাণাং মনুষ্যাণাং জনার্দ্দন।
নরকেঽনিয়তং বাসো
ভবতীত্যনুশুশ্রুম।

যে সময় যখন আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করি, দেখি চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র, উপগ্রহ প্রভৃতি সকলকেই ঘুরি ঘুরি ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ভূলোকের চতুর্দ্দিকে যখন অবলোকন করি, দেখি সপ্তসাগরা পৃথ্বী সেইরূপ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। অতএব সমস্ত স্থূল জীব জীব ধর্ম্ম সেই কেন্দ্রের পরিক্রমা করিতে করিতে কেন্দ্রেরই গুণগাথা গান করিতেছে।

শুকশারী, ময়ূরময়ূরী, ভ্রমর-ভ্রমরী সকলকেই বিষয়ে নিয়োজিত করিয়াছে। কিন্তু হায়! হায়! "অগ্রে সকলই পাইল চরণ" অধম রহিল বাকি।

কেন? আমার ভাগ্যে। অন্তর বিক্ষেপ আদি দিতেছে কর্ম্ম অভিমান কারণ। কখনও ভূলোকে, দ্যুলোকে বা অন্তরীক্ষে জ্যোতিষাদির উপর কেন্দ্রস্থানে কিংবা সেই সকল Concentric ci.cles বা বৃত্তসমূহের মধ্যে ভ্রাম্যমাণ কারণে নানা অবস্থিত হইতেছি। কখনও বা পশ্চাতে কুমিরবাঘ জাত ফাঁসির বেশে আমরা অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা হইয়া "অহং ব্রহ্মাস্মি" মন্ত্রের অপব্যবহার করিয়া নির্ব্বিশেষ-গতি লাভ করিতেছি। যেখানেও আত্মবিনাশ।

এই অহঙ্কারজনিত প্রলয় হইতে রক্ষা করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু আমাদিগকে "তৃণাদপি সুনীচ" হইতে উপদেশ করিয়াছেন। "অহং ব্রহ্মাস্মি" মন্ত্রের বিপদ হইতে রক্ষা করিবার জন্য, counter balance করিবার জন্য, পতনোন্মুখ জীবের আত্মকেন্দ্র স্থির রাখিবার জন্য "তৃণাদপি সুনীচেন" বিচার দেখাইয়াছেন।

"অহং বাভিলেষাভাবাৎ অহং ভাবং
সর্ব্বস্য মঙ্গলা"
"যাহা যেন সদা নিত্যযুক্ত মনাং
পরং বীর্য্যং॥"

আমরা সেই গৌরসুন্দরের পাদপদ্ম ধ্যান করিব।

যেন যৎকর্ম্ম ধর্ম্ম ন বিপণায় ক্ষমতে।
ন তীর্থপাদসেবায়ৈ জীবন্নপি মৃতো হি সঃ।

অচেতন বা জীবন্মৃত আমরা তীর্থপাদ শ্রীচৈতন্যের পাদপদ্ম শ্রীধাম-মায়াপুর যোগপীঠে বাস করিতে করিতে নিষ্কপট চৈতন্যপাদপদ্ম লাভ করি। অন্যত্র আর কোনও উপায় নাই।

আচার্য্য ধর্ম্মং পরিচর্য্য বিষ্ণুং বিচার্য্য
তীর্থানি বিচার্য্য বেদান্।
বিনা ন গৌরপ্রিয়পাদসেবাং বেদাদি-
দুষ্প্রাপ্যপদং বিদন্তি।

আমরা সেই গৌরাঙ্গের নিত্যাদির চরণে শরণাগত হইয়াই কাতরনিষ্ঠ হইবে।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু জীবে দয়া করি'।
স্বপার্ষদ স্বীয় ধাম সহ অবতরি'॥
অত্যন্ত দুর্ল্লভ প্রেম করিবারে দান।
শিখায় শরণাগতি ভকতের প্রাণ॥"

শরণাগত [illegible] পাদপদ্মের জন্য অভিমান গৌরপদ [illegible] অবকাশ নাই। প্রকাশ্য হইয়া [illegible] হইয়া ডাকিতে হইবে। আর ডাক—হে প্রভো, "কৃপয়া তব পাদপঙ্কজং [illegible] বিচিন্তয়"।

ওঁ হরি ওঁ

শ্রীপুরুষোত্তম-মঠে ব্যাসপূজা

পুরী গৌড়ীয় মঠাবাসীর অভিভাষণ

গত ব্যাসপূজা দিন গৌড়ীয়মঠের উদ্যোগে গৌড়ীয়মঠের শাখা-মঠ পুরী পুরুষোত্তম মঠে এক বিপুল আয়োজন হইয়াছিল। এখানে মঠের মহন্ত মহারাজ, ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব ও এস, ডি, ও, প্রভৃতি বহু রাজ-কর্ম্মচারী ও বিশিষ্ট লোকে সভাতে যোগ দেইয়াছিলেন। বহু ছাত্র ও ভদ্রমহিলা সভা উপস্থিত ছিলেন। গৌড়ীয়মঠের আচার্য্য শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী এই সভাতে গোপীর সংক্ষিপ্ত গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা দেইছিলেন। ২৮ প্রকার অভিনন্দন ছাপা হোইছিলা সভাতে বণ্টন হোইথিলা। ১০ প্রকার সভাতে অভিনন্দন পাঠ হেলা। সভাপতি পণ্ডিত শ্রীশ্রীনাথচন্দ্র দেব গোস্বামী অভিভাষণ দেইথিলে তাহা নিম্নরে দিআগলা। সভাভঙ্গ হেবা পরে সমস্ত লোকঙ্কু মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হোইথিলা।

সভাপতির অভিভাষণ

শ্রদ্ধাস্পদ প্রভুপাদ, মাননীয় ও ভদ্রমহোদয়গণ,

আজি আপনমানে মোতে এত বড় অনুষ্ঠানরে সভাপতি করিবা পাই অনুগ্রহপূর্ব্বক আমন্ত্রণ করি যেউঁ উচ্চ সম্মান প্রদান করি আমকু সৌভাগ্য গৌরবান্বিত কলেণি, তাহা নিমন্তে প্রতি মুঁ অভিনন্দন পাঠ করা হেলা এবং আচার্য্যদেব কৃপাপূর্ব্বক যে প্রত্যুত্তর প্রদান কলে তাহা মুঁ অতিশয় আনন্দ সহিত শ্রবণ কলিছি।

[illegible] বা পরমার্থ-উপদেশ-গুরুঙ্কর উপাসনা ও শ্রীব্যাসপূজা। পরমার্থ-উপদেশকঙ্কর তাহার শিষ্য নিকটকু প্রকৃত সত্য আনে, এহা আমার ও শ্রীমৎ [illegible] শ্রীকৃষ্ণঙ্কর যে এক পরম্পরা [illegible] শ্রীব্যাসদেব তাহার চতুর্থ শিষ্য। [illegible] শিষ্য শ্রীমদ্ [illegible] পরম্পরা [illegible] শ্রীচৈতন্যদেব [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] প্রথম শ্লোকরে [illegible] শ্রীব্যাসদেবরে আচার্য্যমানঙ্কর উপাসনা প্রণালী এই প্রকার সরস্বতী [illegible] পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিঅছন্তি। পরমার্থ [illegible] প্রবেশ এবং উন্নতি পাইঁ এই 'ব্যাস'-পূজার একান্ত প্রয়োজনীয়তা অছি, আমেমানে তাহা ভুলিযাই থিলু। পরমার্থ রাজ্যরে প্রবেশ হেবার চাবিকাঠি এবং মনোজ্ঞ রাজ্যরে পহঞ্চিবার আলোক (Torch) আচার্য্যঙ্কর নিকটরে থাই, যাহা আমেমানে সেই আচার্য্যগুরুঙ্কর উপাসনাপূর্ব্বক সেবানন্দ কৃপা লাভর অধিকারী হেলেহিঁ তাহাঙ্কঠারু সনাতনধর্ম্মর প্রকৃত অর্থ আমমানঙ্কর বোধগম্য হেব নাহিঁ।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য আমমানঙ্কু শিক্ষা দেইঅছন্তি যে শ্রীকৃষ্ণ উপাসনা অপেক্ষা তাহাঙ্কর সেবকঙ্কর পূজা শ্রেষ্ঠ। শ্রীল প্রভুপাদ বিশ্বর সমস্ত প্রবৃত্তি [illegible] সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পণ্ডিত ও শ্রেষ্ঠ ভক্তিমন্ত নিকটরে শ্রীচৈতন্যদেবঙ্কর নাম প্রচার করি তাহাঙ্কর মহতী ইচ্ছা পালন করু অছন্তি। তাহারে আমেমানে জীবনর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গতি উপলব্ধি করিপারু অছুঁ। আমেমানে যদি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দেবঙ্কর শিক্ষা অনুসরণ করু তাহেলে আমমানঙ্কর যাবতীয় বাধাবিঘ্ন ও সমস্যার সমাধান হেব।

শ্রীজগন্নাথ দেবঙ্কর এই পবিত্র ধাম তীর্থরাজ হেলা সহাসকু চৈতন্যদেবঙ্কর অধিক বিশেষভাবরে সংশ্লিষ্ট থিবার গৌরব অনুভব করুছুঁ। শ্রীকৃষ্ণ প্রেম পরাকাষ্ঠা এই নগরীরে দেখাইলে। তাহাঙ্কর সন্ন্যাসরুই ও ব্রহ্মর্ষির পরম্পরা এই পুরী নগরীর প্রথমে দেইথিলে। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য নবদ্বীপর শ্রীমায়াপুররে আবির্ভূত হোইথিলে; কিন্তু সে সন্ন্যাসী প্রচারক বেশরে জীবনর অধিকাংশ সময় এই স্থানরে অবস্থান করিথিলে। আউ প্রভুঙ্কর প্রচার পাই [illegible] আমেমানে [illegible] আচার্য্যঙ্কর দর্শন পাইঅছুঁ। যে একটি নব পূর্ব্বে এহি পুরী নগরীর আবির্ভূত হোইথিলে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুঙ্কর আবির্ভাব-স্থান শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যশিক্ষা পুনঃপ্রচার করুঅছন্তি। সে

(অতঃপর ৩য় পৃষ্ঠ ২য় স্তম্ভে দ্রষ্টব্য)

শুদ্ধভক্তি মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ

(আকর মঠরাজ)

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ শত হস্ত দূরে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যের শ্রীচৈতন্যদেবের সহিত শ্রীগৌরসুন্দর বিরাজমান। এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, সর্ব্বদেশ-পীঠ বা সারস্বতাশ্রমণী। এই মঠ উর্দ্ধে শ্রীমন্দির-অভ্যন্তরে বাকপ্রাদি বেদান্তসমূহের, অগস্ত্য ও অভ্যাগত এবং চারিটি শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী ও সাতটি সাম্প্রদায়িক-আচার্য্যের মূর্ত্তি তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র 'নদীয়া-প্রকাশ', সাত্বত সম্প্রদায়ে অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থাদি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। প্রতি বৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমা ও অন্যান্য মহোৎসব, শ্রীগৌরজন্মোৎসব প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রকটিত সুবিমল ভক্তি-ধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে ইহা প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই শুদ্ধমঠবাসে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দজীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রদ্বান-চতুষ্টয়-দেবার্চ্চন, শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও গীতা ও বেদান্তের সম্যক আলোচনা হয়। এই মঠ হইতে মহাবিশ্বজনীন সমস্ত হরিকথা প্রচার, মহানগর-সঙ্কীর্ত্তন, বক্তৃতা, ব্যাখ্যা ও সঙ্কীর্ত্তন-মহা-মহোৎসবাদি ভক্তদের আশ্রয় হয়। মঠরক্ষক মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও বিষ্ণুপ্রিয়া সহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবিভাবানন্দ ব্রহ্মচারী সেবাকোবিদ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌর-লীলার রাসস্থলী এখানে শ্রীগৌরবিনোদানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান, রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবননাথ দাসাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—গোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

(৭) কাজীর সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

এই স্থানে শ্রীগৌরসুন্দর-শাস্ত শ্রীচাঁদ-কাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিআলোক।

(৮) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও রাধামদনের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবনবিহারী দাস অধিকারী।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরশাখার দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীমদন-মনোহর ব্রহ্মচারী।

(১০) মোদদ্রুম ছত্র "গৌড়ের বৈদিক

মাতাপুর, পোঃ ভারুইডাঙ্গা, (বর্দ্ধমান)।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান। শ্রীগৌরনিত্যানন্দের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবঙ্কুবিহারী ব্রজবাসী, ভক্তিভূষণ।

(১১) শ্রীজগন্নাথ কুঞ্জকানন

শ্রীবৃন্দাবন পল্লীর নিকটবর্ত্তী,

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীনরোত্তমানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১২) কৃষ্ণকুটীর

—পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া রক্ষক—শ্রীঅনন্তানন্দ অধিকারী

(১৩) ভাগবত আসন

—পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

এই স্থান হইতে ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচারিত হয়। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিআলোক, ভাগবতাশ্রী।

(১৪) একায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ রাণাঘাট, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী ভক্তিশাস্ত্রী

(১৫) মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঁচাড়াপাড়া, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীভক্তিবিনোদ ব্রজবাসী।

(১৬) মাধ্বগৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, পোঃ ঢাকা

পূর্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাবিনোদ বি-এ।

(১৭) গোপালজীউ মঠ

—কামারপাড়া, (ঢাকা)

গোপালজীউ শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিদ্যমান। রক্ষক—শ্রীকমলাকান্ত ব্রজবাসী।

(১৮) শ্রীনিতাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)।

এখানে শ্রীনিতাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীমন্নারায়ণ ব্রহ্মচারী

(১৯) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ এম-এ, বি-এল।

(২০) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাধুপুর, (ঢাকা)

এখানে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক শ্রীশ্যামসুন্দর ব্রজবাসী

(২১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ পানাগড় (বর্দ্ধমান)।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীকেশব দাসাধিকারী।

(২২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

জুমুরকোলা, পোঃ চেংকুয়া, (মানভূম)

এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী।

(২৩) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকনিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে গুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিরত্ন।

(২৪) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী।

(২৫) সচ্চিদানন্দ মঠ

বালিয়াটি, পোঃ বক্সীবাজার, (কটক)

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ বিনোদবিহারী-জীউর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর

(২৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর পুরী,

শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন।

(২৭) পুরুষোত্তম মঠ

ভক্তিকুটী, পোঃ পুরী উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদানন্দজীউর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগদাধর অধিকারী

(২৮) প্রথমগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌরলীলাদেব ও শ্রীরাধাগোপী-নাথের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবিপিন-বিহারী দাসাধিকারী।

(২৯) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ,

পোঃ কভুর, মহেন্দ্র গোদাবরী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—শ্রীনিবাইচরণ দাসাধিকারী ভক্তিসোপান।

(৩০) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪০নং অগস্ত্যকুণ্ড, বেনারস সিটি

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(৩১) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ

এলাহাবাদ শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন গোস্বামী

(৩২) পরমহংস মঠ

পোঃ নিমসার, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও গৌর-বিনোদ-বিনোদজীউর সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীসত্যনারায়ণ দাসাধিকারী।

(৩৩) কৃষ্ণচৈতন্য মঠ

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

এখানে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিত্য-সেবা হয়। রক্ষক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠ

বিশ্রামঘাট মথুরা

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ

(৩৫) ব্রজবাসনন্দ সুখদকুঞ্জ

—শ্রীরাধাকুণ্ড

রক্ষক—শ্রীরাধারমণচরণদাস ব্রহ্মচারী

(৩৬) কুঞ্জবিহারী মঠ

—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৩৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ

সেবগ্রাম, পোঃ কোটোল, জেলা গুরুদাসপুর (পাঞ্জাব) রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৩৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গোস্বামী

(৩৯) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল।

এখানে গৌর-বিনোদবিহারীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরাধাগোপাল অধিকারী।

(৪০) সারস্বত গৌড়ীয় মঠ

চারবাগ সাতারামপুর, কোট, সি-পি।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ গিরি

(৪১) মান্দ্রাজ-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ রা য়পেট্টা মান্দ্রাজ।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীপাদ সজ্জানন্দ ভক্তিবিলাস।

(৪২) বোম্বে-গৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়

খোজার রোড, চৌপাটি সিফেস, বাংলো নং ১, বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীসুন্দেশ্বনাথ দেবশর্ম্মা মজুমদার।

(৪৩) অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীব্রজেন্দ্র দাস অধিকারী

(৪৪) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্‌চকা, কামরূপ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী

(৪৫) পাটনা গৌড়ীয় মঠ

১০০ নিমাপুরা, পাটনা।

রক্ষক—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী রামকৃষ্ণ

(৪৬) বালেশ্বর গৌড়ীয় মঠ বালেশ্বর

রক্ষক—শ্রীবনোয়ারী ব্রহ্মচারী

(৪৭) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয়

৩ গ্লাডস্টোন, গ্লোস্টার রোড, এস্-ডব্লিউ ৭, লণ্ডন

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ।

(৪৮) বার্লিন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

Berlin W. 30

Eisenacher strasse 29 ॥

শুদ্ধভক্ত গ্রন্থমালা

বঙ্গভাষায় প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্—প্রথম ৪৲
প্রথম হইতে নবম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
প্রকাশ হইতেছে প্রতিখণ্ড ৸৵০
২। অনুভাষ্য বিবৃতি শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। অনুভাষ্য-যুক্ত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৯৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী ১ম খণ্ড॥০ ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৮
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী, ১ম খণ্ড—১৲; ২য় খণ্ড ৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব—১৲
৮। সৎক্রিয়াসার—দীপিকা ও সংস্কার-দীপিকা ১।০
৯। বৈধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ৩৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিবর্ত-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ।০
১৮। [illegible] ।০
১৯। ভাগবতের স্তবাবলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৸৵০
২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৸৵০
২২। অর্চ্চন-তত্ত্ব ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
২৬। [illegible] ।০
২৭। [illegible] ২৲
২৮। [illegible] মাহাত্ম্য ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸
৩০। [illegible] ৵০
৩১। [illegible] (তৃতীয়-সংস্করণ) ৵০
৩২। গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। [illegible] (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা ⁄১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ।৵০
৩৭। ঐ প্রমাণ খণ্ড ৵০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা বর্ণন
৪০। শরণাগতি
৪১। গীতাবলী
৪২। চিত্রে নবদ্বীপ ২।০
৪৩। [illegible] ⁄০
৪৪। [illegible] ⁄০
৪৫। নবদ্বীপশতক ⁄০
৪৬। [illegible] ⁄০
৪৭। [illegible] ⁄০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ⁄১০
৪৯। [illegible] ৫।০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম খণ্ড) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ১০
৫২। [illegible] (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-নির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ⁄০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। [illegible] ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৬০। [illegible] ⁄০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

[illegible] ।০
৬১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৬২। সটীক শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৬৩। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৪। [illegible] ।৵০
৬৫। গৌড়ীয়মঠ-পরিচয়ঃ ⁄০
৬৬। [illegible] ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৭। রায় রামানন্দ ।০
৬৮। [illegible] অব্ বেদাস্ ।০
৬৯। বেদান্ত ।০
৭০। বেদান্ত—ইটস্ মর্ফলজি অ্যাণ্ড অন্টোলজি ।০
৭১। [illegible] ।৵০
৭২। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু
৭৩। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৪। [illegible] গৌড়ীয়মঠ [illegible] ⁄০
৭৫। [illegible] ।০
৭৬। [illegible] অ্যাণ্ড [illegible] ।০
৭৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২।০
৭৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (অনুবাদ) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৭৯। [illegible] ।০
৮০। সাধন-পথ ।০
৮১। কল্যাণ-কল্পতরু ⁄১০
৮২। গীতাবলী ⁄০
৮৩। শরণাগতি ⁄০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৪। শরণাগতি ⁄০

তেলগু ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৸৵০ আনা, বড় বোতল ১৶০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।
অথবা
পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত গন্ধদ্রব্যবিজ্ঞানবিৎ ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউন্টেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। উহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।
জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং
গন্ধশালা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার
কলিকাতা

আমাশয় ও পেটের পীড়ায়

শ্রীশ্যামানন্দ দাস কবিরাজের আবিষ্কৃত

গ্রহণী বজ্র

ব্যবহার করুন

আমাশয়, রক্তামাশয় অতিসার, গ্রহণী, অজীর্ণ, পেটফাঁপা, অম্লরোগ, সূতিকা ও শিশুর উদরাময় প্রভৃতি সকল প্রকার নূতন ও পুরাতন পেটের পীড়ায় গ্রহণী বজ্র প্রত্যক্ষ ফল প্রদ মহৌষধ।

যাহারা পেটের পীড়ায় নানারূপ চিকিৎসার আশ্রয় ও নানারূপ ঔষধাদি ব্যবহার করিয়া ফল লাভ করিতে পারেন নাই তাহারা গ্রহণী বজ্র ব্যবহার করুন, নিশ্চয় রোগমুক্ত হইবেন। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। মূল্য প্রতি শিশি ॥০ আনা, ৩ শিশি [illegible] ডাক মাশুল ।৵০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীকৃষ্ণ ঔষধালয়, ময়মনসিংহ।
ঢাকার এজেণ্ট মেসার্স মহেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং
পাটুয়াটুলী, ঢাকা

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, [illegible]-সম্পাদক ও
ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভাগবত এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে : বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। অধ্যক্ষগণ মাধুকর ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বোর্ডিংখরচ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা নয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ [illegible] ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিয়াছেন।

দরিদ্র ছাত্রগণের অনেক সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর ঐরূপ সচ্চরিত্র মেধাবী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

[ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

[illegible] শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের [illegible] Foreward (Foreward) [illegible] (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) [illegible] (Index Glossary) [illegible] মূল্য ৫৲ [illegible] টাকা। প্রাপ্তিস্থান—[illegible], দার্জিলিং, [illegible], কলিকাতা ; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে উৎসুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে বর্ণানুক্রমিক শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸৹ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—

[illegible] ইংরেজী পাক্ষিক [illegible] একাধারে প্রকাশিত হয়। [illegible] টাকা [illegible] কলিকাতা বাগবাজার গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

২। গৌড়ীয়—[illegible] সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক মূল্য ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷৹ টাকা মাত্র।

৩। [illegible] [illegible] সম্পাদিত [illegible] হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৷৹

৪। পরমার্থী—[illegible] সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। [illegible] হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৹ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—[illegible] পাক্ষিক [illegible] সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া [illegible] হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় পাক্ষিক। ভিক্ষা সডাক ১৷৹ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত অমূল্য গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল শ্লোক অক্ষরে এবং তাহাতে বর্ত্তমান যুগ [illegible] মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও অনুভাষ্য শ্রীল [illegible] সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। অতি সুন্দর ছাপা। রয়াল অক্টেভ আকারে ২০২৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। তদ্ব্যতীত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোকসূচী, পদ্যসূচী, ভাবসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়সূচী, স্থানসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচীপত্র। সর্ব্বত্র শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমল বিরাট সংস্করণ কোথাও আর কখনও প্রকাশিত হয় নাই, যাঁহারা বাঙ্গলার পাঠক তাঁহারাই একবারে দেখিয়া আসিয়া থাকেন। [illegible] ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৪৬	১০—৫১,	১৩—২২	১৭—৫৯,	১৯—৩৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৬,	১১—৩	১৪—০	১৮—৩,	২০—০৫
স্বরূপগঞ্জ	পৌঃ	৭—৩৩	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৩	২০—১২

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

শনিবার অপরাহ্নে

স্বরূপগঞ্জ	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১২-১৩	১২-৩৪	১৫-৭৪	১৮-৫১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩০	১২-১১	১২-৪২	১৫-৫৩	১৮-০৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২০	১০-৩	১২-৫১	১৩-১২	১৬-১২	১৯-১১

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

		প্রথম ও দ্বিতীয়		পরবর্ত্তি-সময়ে	
		সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা	সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা
প্রতিবার	প্রতি লাইন	।০	।৵০	।৶	।০
,,	,, ইঞ্চ	২৲	১৷০	১৷০	১৲
,,	,, সিকিকলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
,,	,, অর্দ্ধকলম	৮৲	৬৲	৬৲	৪৲
,,	,, ১ কলম	১২৲		১০৲	

মাসিক হার

[ঘাঁহারা অন্ততঃ ১ বৎসরের জন্য চুক্তি করা হয়]

সংবাদ পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ৩৲, সিকি কলম ১৫৲, অর্দ্ধ কলম ২৫৲, এক কলম ৪০৲, বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ২৷০, সিকি কলম ১২৲ অর্দ্ধ কলম ২০৲, এক কলম ৩০৲ টাকা।

সাহায্যের হার

সডাক বার্ষিক ৯৲ নয় টাকা, ষাণ্মাসিক ৫৲ পাঁচ টাকা, ত্রৈমাসিক ৩৲ তিন টাকা, মাসিক ১৲ এক টাকা মাত্র। সমস্ত প্রকার সংবাদ ও

ম্যানেজার, দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ,

পোঃ শ্রীমায়াপুর, জেলা নদীয়া। টেলিগ্রাম—'[illegible]', নবদ্বীপ।

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈ নি ক

REG. C 1544

চৈতন্যোপনিষদ্
বড় অক্ষরে মূল ও
অনুবাদসহ প্রকাশিত
হইয়াছে। কাগজ ও
ছাপা অতি উত্তম।
ভিক্ষা ।০ মাত্র
শ্রীচৈতন্যমঠ,
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

নদীয়াপ্রকাশ

THE
NADIA-PRAKASH

"গৌড়ীয়"
৭ম বর্ষ হইতে
১১শ বর্ষ পর্য্যন্ত
প্রতি বর্ষ কাপড়ে
বাঁধাই
ভিক্ষা ৩া০ মাত্র।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ
বাগবাজার, কলিকাতা

ভারতের সর্ব্বত্র মঙ্গল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

১০ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২৬শে চৈত্র, মঙ্গলবার ১৩৪১, ৯ই এপ্রিল ১৯৩৫ [৩৩শ সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

—:০:—

কলিকাতায় নৃশংস হত্যাকাণ্ড

গত শুক্রবার অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকার সময় ৮৩ নং সার্কুলার গার্ডেন রীচ রোডে পোর্ট কমিশনারের ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার মিঃ আর এন ব্যানার্জ্জির বাটীতে একটি নৃশংস হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

প্রকাশ মিঃ ব্যানার্জ্জির মোটরচালক তাঁহার কন্যাকে স্কুল হইতে যখন বাটিতে লইয়া আসে এমন সময় একজন মুসলমান তাহার পশ্চাৎ মিঃ ব্যানার্জ্জির বাটীর উপরে উঠিতে আসে। মোটর চালক রিসালুদ্দীন সেই লোককে কি চাও জিজ্ঞাসা করে। তখন লোকটি তাহাকে আক্রমণ করে এবং দুজনে ধস্তাধস্তি করিতে করিতে একতলার সিঁড়ি পর্য্যন্ত নামিয়া পড়ে। লোকটি অতঃপর পলাইবার জন্য কোমর হইতে ছোরা বাহির করিয়া রিসালুদ্দীনের পেটে আঘাত করে, এবং পলাইতে থাকে। রিসালুদ্দীন পেট চাপিয়া ধরিয়াও তাহাকে তাড়া করে কিন্তু নীচের সিঁড়িতে নামিয়া পড়িয়া যায় এবং অজ্ঞান হইয়া পড়ে। তাহার নাড়ী ভুঁড়ি বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। তাহাকে এম্বুলেন্স করিয়া শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে পাঠান হয়। সেখানে তাহার মৃত্যু হইয়াছে। রিসালুদ্দীনের বয়স ৩০।৩২ বৎসর।

হত্যাকারী অতঃপর পলাইতে চেষ্টা করে এবং চীৎকার শুনিয়া অনেকে তাহার পশ্চাদ্ধাবন করে। পলাইবার সময় কম্পাউণ্ডের ভিতরে পোর্ট কমিশনারের রেল লাইনে হোঁচট খাইয়া আততায়ী পড়িয়া যায় এবং একজন ধুনী তাহাকে ধরিয়া ফেলে। আততায়ী ধুনীকেও ছোরা মারিয়া পলাইতেছিল কিন্তু গেটের নিকট সে ধরা পড়ে। আহত ধুনীকে শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে পাঠান হইয়াছে।

পুলিশ আততায়ীকে গ্রেপ্তার করিয়া হাজতে রাখিয়াছে। প্রকাশ, সে 'উলকবাগ' অঞ্চলের মুসলমান খালাসী। জাহাজটি গত ১৫।২০ দিন ধরিয়া ডকে আছে। আততায়ীর উদ্দেশ্য জানা যায় নাই, তবে সম্ভবতঃ দ্বিপ্রহরে কেহ নাই ভাবিয়া চুরি করিবার উদ্দেশ্যে সে আসিয়াছিল। এই লোমহর্ষণ ঘটনায় উক্ত অঞ্চলে বেশ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে।

দুইজন পুলিশ কর্ম্মচারী আহত

আজমীর হইতে প্রকাশ গত ৫ই এপ্রিল রাত্রি ১১টার সময় পুলিশের ডেপুটি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ ডগ্‌গা এবং সি আই-ডি সাব ইন্সপেক্টর খান্ বশিরুদ্দিন সিনেমা দেখিয়া ফিরিতেছিলেন। এমন সময় কাচারী রোডের উপর কোনও অজ্ঞাত ব্যক্তি তাঁহাদের উপর গুলী করে। ইহার ফলে উভয়েই আহত হইয়াছেন। প্রকাশ যে, আততায়ী অকস্মাৎ মাত্র এক গজ দূরে দাঁড়াইয়া সোজাসুজি গুলী ছুড়িতে আরম্ভ করে।

প্রথম গুলীটি মিঃ ডগ্‌গার ডান হাতে লাগে। তাহাতে তাঁহার হাত ভাঙ্গিয়া যায়। আততায়ী তখন দৌড়িয়া পলাইতে থাকে। মিঃ ডগ্‌গা সাহায্যের জন্য চীৎকার করিতে থাকেন। আততায়ী আবার ফিরিয়া দাঁড়ায় এবং তাঁহার উপর আরও দুইবার গুলী করে।

প্রথম বারের গুলীর পরই মিঃ ডগ্‌গা তাঁহার বাইসিকেল হইতে ভূমিতে পড়িয়া যান। এই সময় তাঁহার ক্ষতস্থান হইতে প্রচুর রক্তপাত হইতে থাকে।

অতঃপর খান্ বশিরুদ্দিন আততায়ীর পশ্চাদ্ধাবন করিবার চেষ্টা করেন। ইহাতে আততায়ী আর একবার তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া গুলী করে। ইহাতে বশিরুদ্দিনের ডান হাত খানি ভাঙ্গিয়া যায়, এবং আহত ব্যক্তিকে ভিক্টোরিয়া হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়। তথায় তাঁহাদের ক্ষত স্থানে ঔষধ দিয়া ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দেওয়া হয়।

সংবাদ পাইয়া পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এবং অন্যান্য পুলিশ কর্ম্মচারী ঘটনাস্থলে আগমন করেন। তৎক্ষণাৎ তদন্ত আরম্ভ হয়।

আসামীর একবারের কারাদণ্ড শেষ না হইতে পুনরায় দণ্ড

ভাদুড়ি বিশপ কোনও অলঙ্কার ব্যবসায়ী কারবারকে প্রতারিত করিবার অভিযোগে তিন মাস কারাদণ্ড ভোগ করিতেছে। সে কোনও কারবার হইতে প্রতারণা পূর্ব্বক প্রায় ৫০ টাকা মূল্যের একটি পোর্টেবল গ্রামোফোন লইয়া যাইবার অভিযোগে শুক্রবার চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক পুনরায় ৬ সপ্তাহ সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে।

আসামী অপরাধ স্বীকার করিয়া বলে যে, সে ঐ গ্রামোফোন বন্ধক রাখিয়াছিল। সে উক্ত কারবারের সর্ব্বাঙ্গক্রমে গ্রামোফোন গ্রহণ করিয়া কারবারকে উহার প্রাপ্য টাকার জন্য তাহার কাছারখ কোনও ট্রান্সপোর্ট কোম্পানীর আফিসে বিল পাঠাইতে বলিয়াছিল। তাহাদের নিকট বিল প্রেরিত হয়, কিন্তু পরে জানা যায় যে উক্ত ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানীর কর্ম্মচারী নহে।

ডাকিয়া নিয়া হত্যা

পাবনা জেলার উল্লাপাড়া থানার হাড়িভাঙ্গা গোপীনাথপুরের গোপাল উদ্দিন সরকার (৪০) নামক জনৈক মুসলমানকে ডাকিয়া নিয়া গলা-টিপিয়া হত্যা ও তাহার শব নদীতে নিক্ষেপ করিবার অভিযোগে সেকেন্দার, কেফাৎ, সোলেমন, নিজাম, হারেজালী, আবেদ, জাবেদ ও গফুর নামক আটব্যক্তি ভাঃ দঃ বিঃ ৩০২, ৩৬৪ ও ১২০ বি ধারামতে অভিযুক্ত হইয়া বিচারার্থ দায়রায় সোপর্দ্দ হয়। পাবনা ও বগুড়ার জিলা জজ বাহাদুর ৯জন জুরীর সাহায্যে বিচার করিয়া কোন কোন ধারামতে তাহাদের সর্ব্ববাদিসম্মত মত এবং কোন ধারাতে তাহাদের অধিকাংশের মত গ্রহণ এবং একমত হইয়া সকল আসামীকেই যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন, সেকেন্দার এবং কেফাতের বয়স ষোড়শী বলিয়া এবং সোলেমন ২০ অল্প বয়স্ক বলিয়া জজ্‌ বাহাদুর স্থানীয় গবর্ণমেণ্টকে তাহাদের দণ্ড কমাইয়া পাঠাইবার করিবার জন্য সুপারিশ করিয়াছেন।

দশহাজার টাকার অলঙ্কার চুরি

শ্যামবাজার ষ্ট্রীটের শ্রীযুক্ত কমলাক্ষ সরকারের ১০,০০০ টাকা মূল্যের গহনাপত্র সহ একটী বাক্স চুরি করার অভিযোগে তাঁহার ভৃত্য দাশরথি নামক ব্যক্তিকে অভিযুক্ত করা হয়। ৫ শুক্রবার তৃতীয় প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ওয়াজেদ আলী তাহাকে ১৮ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। অপহৃত দ্রব্যের কিছুমাত্র উদ্ধার করা যায় নাই।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—প্রভুর সান্নিধ্যে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ প্রাজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের অপূর্ব্ব সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র মেধাবী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

[ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক র‍্যাভেন্‌শা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল, ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয়—বেদান্তাচার্য্য এম্‌-এ, মহোদয়ের সুদীর্ঘ গবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অনুভূতির আয়োজন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্তি সম্বন্ধের জীবনচরিত-সাগরে লব্ধ হইয়া এই বিরাট, অনন্য ও আশ্চর্য্য গ্রন্থ সম্পাদিত ও বিচিত্র চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক আলোচনা প্রভৃতি বহু অধ্যায়ে, এবং সমস্ত পুরাণ হইতে ও বিস্তারিত শ্রীশ্রীমদ্ভাগবত-সম্বন্ধীয় সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreward) প্রকাশক ও গ্রন্থকার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সংস্কৃত শব্দের সূচীপত্র (Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের সমস্যার যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে কথাসার ও শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸৹ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক পত্রিকা একাদশীতে প্রকাশিত হয়। প্রতি বর্ষ ৪৲ টাকা ভিক্ষায় কলিকাতা বাগবাজারস্থ গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত, বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৸৹ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। বৈদিকবাণী শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ২৸৹।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ দাস-প্রভু সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৸৹ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ বিমানকৃষ্ণ সেবাতীর্থ বি-এল, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া গদাধরাঙ্গন হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১৸৹ দেড় টাকা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল শ্লোক অক্ষরে এবং তাহার বর্ত্তমান যুগে শুদ্ধভক্তপ্রবরের মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। অতি সুন্দর ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০২৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। তদ্ব্যতীত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোক সূচী, পদ্যসূচী, গ্রন্থসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়-সূচী, স্থানসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচীপত্র। সমগ্র শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমন বিরাট সংস্করণ জগতের কোথাও আর কখনও প্রকাশিত হয় নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে ৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৪৬	১০—৫১,	১৩—২২	১৭—৫৮,	১৯—৩৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—৩,	১৬—০		২০—০৫
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৯০,	১১—৩০,	১৪—৯	১৮—১৩,	২০—১২

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

স্বরূপগঞ্জের পরে

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-৩৫	১২-১০	১৩-৩৪	১৫-১৪	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৪০	১২-১৯	১২-৪২	১৫-৪৪	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২০	১০-০	১২-৫১	১৩-১২	১৬-১৫	১৯-১১

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

		প্রথম ৩ দিনে		পরবর্ত্তি-সময়ে	
		সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা	সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা
প্রতিবার	প্রতি লাইন		৶৹	৶	।৹
„	„ ইঞ্চি	৩৲	১।৹	১৷৹	১৲
„	„ সিকিকলম	৪৲	৩৲	৩৲	৩৲
„	„ অৰ্দ্ধকলম		৬৲	৬৲	৫৲
„	„ ১ কলম	১২৲	১০৲	১০৲	

মাসিক হার

[যদি অন্ততঃ ১ বৎসরের জন্য চুক্তি করা হয়]

সংবাদ পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ৬৲, সিকি কলম ১৫৲, অৰ্দ্ধ কলম ২৪৲, এক কলম ৩০৲
বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ৪।৹, সিকি কলম ১২৲ অৰ্দ্ধ কলম ১৮৲, এক কলম ৩০৲ টাকা।

সাহায্যের হার

সডাক বার্ষিক ৯৲ নয় টাকা, ষাণ্মাসিক ৫৲ পাঁচ টাকা, ত্রৈমাসিক ৩৷৹ পৌনে তিন টাকা, মাসিক ১৲ এক টাকা মাত্র। নগদ বর্ত্তমান সংখ্যা ৴৫

ম্যানেজার, দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, জেলা নদীয়া। টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম', নদীয়া।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১০ম বর্ষ } ২০ বিষ্ণু গৌরাব্দ ৪৪৯, ২৬শে চৈত্র বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ৯ই এপ্রিল ইং ১৯৩৫ মঙ্গলবার ৩০৩তম সংখ্যা

ঢাকায় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ

নারায়ণগঞ্জে ও ঢাকা-ষ্টেশনে বিরাট্ সম্বর্দ্ধনা

ঢাকা ৭।৪।৩৫

ঢাকা নগরীতে সংপ্রতিষ্ঠিত শ্রী-শ্রীমন্দিরে শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের বিগ্রহ-স্থাপনের জন্য শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সভাপতি প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর, শ্রীগৌড়ীয়মঠের সম্পাদক মহোপদেশক আচার্য্যত্রিক পণ্ডিত শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ ভাগবতরত্ন, মহোপদেশক পণ্ডিত-প্রবর শ্রীপাদ অনন্ত বাসুদেব বিদ্যাভূষণ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ, মহোপদেশক শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিসারঙ্গ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ, শ্রীচৈতন্যমঠের শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ, উপদেশক আচার্য্য শ্রীপাদ পরমানন্দ বিদ্যারত্ন ভক্তিভূষণ, মহোপদেশক আচার্য্য শ্রীপাদ বিনোদমোহন ভক্তিবান্ধব [illegible], উপদেশক শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন, [illegible] শ্রীপাদ সর্ব্বেশ্বর দাস ভক্তিবিজয়, শ্রীপাদ বেদকৌস্তুভ ব্রহ্মচারী ভক্তিবিনোদ, শ্রীপাদ [illegible] ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, উপদেশক আচার্য্য শ্রীপাদ কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ [illegible] সেবা-প্রধান ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ সত্য-গোবিন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ [illegible] দাস অধিকারী, [illegible] রায়, শ্রীপাদ [illegible] ভক্তিমধুপ প্রভৃতি বহু সেবক-সমভিব্যাহারে অদ্য বেলা [illegible] ঘটিকার সময় ঢাকা পৌঁছিয়াছেন।

ঢাকা মেল শ্রীধাম নারায়ণগঞ্জ ষ্টেশনে পৌঁছিলে তথাকার বহু গণ্যমান্য ও বিশিষ্ট ব্যক্তি শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সাদর অভ্যর্থনা করেন। বেলা ১-৩০ সময় ট্রেন ঢাকা ষ্টেশনে পৌঁছিলে বিপুল জনতা ও বিরাট আনন্দধ্বনি উত্থিত হয়। শ্রীল প্রভুপাদের আগমন-সংবাদে ষ্টেশনটী সুসজ্জিত হইয়াছিল। শ্রীল প্রভুপাদ ট্রেন হইতে অবতরণ করিলে পুনঃ পুনঃ জয়ধ্বনি ও শঙ্খধ্বনি মধ্যে বহু ব্যক্তি পুষ্পমাল্য দ্বারা তাঁহার বন্দনা করেন। চতুর্দ্দিক হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতে থাকে। ট্রেনের অন্যান্য যাত্রিগণ অবাক্ হইয়া নির্নিমেষ-নেত্রে এই দৃশ্য দর্শন করিতে থাকেন। শ্রীল প্রভুপাদের সম্বর্দ্ধনার জন্য ষ্টেশন প্ল্যাটফর্ম পুষ্প পত্রে সুসজ্জিত হইয়াছিল। ঢাকা শহরের বহু সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয় আচার্য্যদেবের সাদর সম্বর্দ্ধনা করিয়া সুসজ্জিত মোটর-যোগে শ্রীল প্রভুপাদকে সুরম্য [illegible] রায় মহাশয়ের সুসজ্জিত ভবনে লইয়া যান। রায় মহাশয়ের পরিবারবর্গ সকলেই আচার্য্যদেবকে পাইয়া নিজদিগকে কৃতার্থ জ্ঞান করেন। শ্রীল প্রভুপাদের সম্বর্দ্ধনার্থ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজের এই প্রকার তৎপরতা অসাধারণ ও বিশেষ প্রশংসনীয়।

বৈষ্ণবনিন্দা ও বৈষ্ণব-সম্মান

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

"ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতাবীজ॥
মালী হঞা সেই বীজ করয়ে রোপণ।
শ্রবণ-কীর্ত্তন-জলে করয়ে সেচন॥
উপজিয়া বাড়ে লতা ব্রহ্মাণ্ড ভেদি' যায়।
বিরজা ব্রহ্মলোক ভেদি' পরব্যোম পায়॥
তবে যায় তদুপরি গোলোক বৃন্দাবন।
কৃষ্ণ-চরণ-কল্পবৃক্ষে করে আরোহণ॥
তাহা বিস্তারিত হঞা ফলে প্রেমফল।
ইহা মালী সেচে নিত্য শ্রবণ কীর্ত্তনাদি
জল॥
যদি বৈষ্ণব অপরাধ উঠে হাতী মাতা।
উপাড়ে বা ছিঁড়ে তার শুখি যায় পাতা॥
তাতে মালী যত্ন করি' করে আবরণ।
অপরাধ-হস্তী যৈছে না হয় উদ্গম॥"

সুতরাং ভক্তিলতামালীগণ উক্ত অপরাধ-হেতু সতর্ক হইয়া ভক্তিলতার চতুস্পার্শ্বে বেড়া দিবেন। কারণ ভক্তিলতাসংরক্ষণোপযোগী আবরণ বা বেড়া না থাকিলে অনবধানতাবশতঃ বৈষ্ণব-অপরাধরূপ মত্তহস্তী-কর্ত্তৃক ভক্তিলতা উৎপাটিত বা বিনষ্ট বা ছিন্ন হইবেই। সুতরাং তাহা হইতে যাহাতে সাবধান হওয়া সাধকের নিতান্ত আবশ্যক।

বৈষ্ণবনিন্দা সর্ব্বাপেক্ষা নামাপরাধের অন্যতম

অতএব অনন্ত নামাপরাধের মধ্যে [illegible] নামাপরাধের মধ্যেও সর্ব্বপ্রধান অপরাধ এই সাধুনিন্দা; কারণ ভুবনপাবনাবতার শ্রীনাম [illegible] যে বৈষ্ণবগণ। অতএব [illegible] শ্রীনামপ্রভু জগতে প্রচারিত ও কীর্ত্তিত হইয়া জগন্মঙ্গলবিধান করেন; সুতরাং শ্রীনামপ্রভু কিরূপে সেই একান্ত সেবকের নিন্দা বা অবমাননা সহ্য করিবেন? অতএব মঙ্গলকামী ব্যক্তিগণের সর্ব্বতোভাবে এরূপ ভীষণ অনর্থের হস্ত হইতে সর্ব্বদা বিমুক্ত থাকা উচিত।

বৈষ্ণব-অপরাধ হইতে মুক্তির উপায়

শাস্ত্রদৃষ্টি হইতে উহাদের একমাত্র উপায়—যে ভক্তের নিন্দা বা যে ভক্তের নিকট অপরাধ অনুষ্ঠিত হয়, সেই ভক্তপাদপদ্মে নিষ্কপট হইয়া সর্ব্বতোভাবে শরণাপন্ন হওয়া ও তাঁহার কৃপা প্রার্থনা করা। যে বৈষ্ণবের পাদপদ্মে অপরাধ উপস্থিত হয় একমাত্র তাঁহার কৃপাব্যতীত বৈষ্ণব অপরাধের হস্ত হইতে নিস্তারের অন্য কোনও উপায় নাই। শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বলিয়াছেন—

'যে বৈষ্ণব স্থানে অপরাধ হয় যার।
পুনঃ সেই ক্ষমিলে সে ঘুচে, নহে আর॥'

সুতরাং [illegible] আমাদের [illegible] এবং বৈষ্ণব-অপরাধের হস্ত হইতে পরিত্রাণের জন্য সদা কাতরে প্রার্থনা করিবে—

[illegible]
[illegible]

যে [illegible] আমরা [illegible] প্রার্থনা করিব—

"[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]"

—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২০ বিষ্ণু, মাঘ ৪৪৯ ৪৪২

সাত্বত-স্মৃতি

কোন্ যুগে যে দেশে নিঃশ্রেয়স পরিণাম লাভের জন্য ... নাই এরূপ মনুষ্যের সংখ্যা খুব অধিক হইবে। কর্মফলের নিকট ... অনন্ত ক্লেশ পরিহার করিবার কথা আমরা সর্বদা সংবাদপত্রে দেখিতে পাই। দুর্ভাগ্যের কারণ এই যে, বহু জন্মের পরে একবার মনুষ্যজন্ম পাওয়া যায়। এরূপ অনিত্য ও দুর্লভ মনুষ্যজন্মে সার্থকতা লাভ না হইলে যে ক্ষতি হয় অন্য কোন জন্মে তাহার পরিপূরণ হয় না। কারণ, নিত্যানন্দ-ধামে গমনের সুযোগ একমাত্র মনুষ্য-জীবনেই হইয়া থাকে। দেবযোনিতে অর্থাৎ ভূঃ ভুবঃ, স্বঃ মহঃ, জন, তপঃ ও সত্য এই ঊর্দ্ধ সপ্ত লোক এবং তল, অতল, বিতল, সুতল, তলাতল, রসাতল, পাতাল এই সপ্ত নিম্নলোক, সর্বসমেত এই চতুর্দশ ভুবনে প্রকৃত আনন্দ নাই; আনন্দের অভাব দুঃখের বোঝার মত সকল সময় চাপিয়া থাকে যায়। কিন্তু প্রাণীমাত্রেই আনন্দের প্রার্থী। দুঃখের বিষয় সকলে প্রকৃত চেষ্টা সত্ত্বেও আনন্দের পরিবর্তে আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক—এই ত্রিবিধ তাপই তাহাদের ভাগ্যে উপস্থিত হইয়া থাকে মাত্র। এই ত্রিতাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করা নিত্যানন্দ লাভ করিতে হইলে নিত্যানন্দ-ময় শ্রীভগবানের আশ্রয় ব্যতীত উপায়ান্তর নাই। শ্রীভগবান্ আনন্দ-লীলাময়-বিগ্রহ; তাঁহার আনন্দ-সেবাতেই নিত্যানন্দ আপনা হইতেই আনন্দে আলোকিত করিয়া থাকে। শ্রীভগবানের সেবার সুযোগ মনুষ্যজীবনে যে-প্রকার পাওয়া যায়, অন্য জন্মে তাহা সুলভ নহে; কারণ, মনুষ্যেতর জন্মে বিবেক-বুদ্ধির অভাববশতঃ ভগবৎসেবার প্রবৃত্তি প্রায় জাগরিত হয় না। পক্ষান্তরে স্বর্গীয় উচ্চলোকবাসিগণের ভোগে বিভোর হওয়ায় ভগবৎ-সেবার বিষয় বিস্মৃত হন।

কেহ কেহ বলেন, জীবনের চতুর্থভাগ বার্দ্ধক্যই হরি-ভজনের উপযুক্ত সময়; সেই সময়ে এই সকল বিষয়-চিন্তা করা যাইবে। কৈশোরে ও যৌবনে ভগবদ্ভজনের কোনও প্রয়োজনীয়তা নাই। কিন্তু বুদ্ধিমান ব্যক্তি এই কথায় বিশ্বাস করেন না, কারণ, জীবন কখন যাইবে তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই এবং কখন মৃত্যু যে কত বয়সে হইবে তাহা কেহ বলিতে পারে না। কেহ গর্ভে বিনষ্ট হইতেছে, কেহ ভূমিষ্ঠ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রাণত্যাগ করিতেছে, কাহারও বাল্যে, কেহ চারিদিন বয়সে, কেহ কুড়ি-ত্রিশ বয়সে, কেহ পঞ্চাশের বয়সে, কেহ বা আরও কিছু অধিক বয়সে জগৎ ত্যাগ করিতেছে। নিঃশ্বাসের যখন বিশ্বাস নাই, আর মনুষ্যজীবন ব্যতীত যখন অন্য কোনও জন্মে চতুর্বর্গ হইবে উহাদের নিশ্চয়তা নাই, তখন আর গোস্বামীদের বিচার ... বিচার করা ... যে মুহূর্তে ... মনুষ্যজীবন লাভ করেন, সেই মুহূর্তেই ভগবদ্ভজনে মনোনিবেশ করিবেন। এতদর্থে শ্রীমদ্ভাগবতের উপদেশ—

"লব্ধ্বা সুদুর্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে
মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ।
তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাবৎ
নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্বতঃ স্যাৎ।"

"নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্লভং
প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারম্।
ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং
পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা।"

ভগবদ্ভজনই যখন মনুষ্যজীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ এবং একমাত্র কৃত্য বলিয়া নির্দ্ধারিত হইল তখন ... ভজনের প্রণালীর অনুসন্ধান করা। শাস্ত্রকারগণ বলেন যে, গুরুদেবের কোন প্রকার সাহায্য ব্যতীত শ্রীভগবানকে জানিতে পারেন না, তাঁহাকে না জানিতে পারিলে তাঁহার উপাসনা কি প্রকারে সম্ভব? এই প্রকার একটি পূর্বপক্ষ আমাদের হৃদয়ে জাগিতে পারে। ইহার উত্তর এই যে, আমরা আমাদের ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে ... শ্রীভগবানকে জানিতে পারি না বলিয়াই করুণাময় শ্রীভগবান্ গুণাবতাররূপে তাঁহাকে জানিবার উপায় স্বয়ং নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, যাহাতে আমরা সহজেই তাঁহার পাদপদ্মে পৌঁছিতে পারি তজ্জন্য আমাদিগকে হাতে ধরিয়া লইয়া যাইবার জন্য তাঁহার সকল-বিষয়েতে ইহলোকে প্রেরণ করিয়া থাকেন। গুরুর প্রকৃত তত্ত্ব আমাদের ইন্দ্রিয়বোধ্য নহে, তাই ভগবৎ-প্রেরিত ... আমাদিগকে উক্ত তত্ত্ব শিক্ষা প্রদান করিয়া থাকেন। বহিঃ প্রকৃত উহাদের অপ্রাকৃত ভজন সম্বন্ধে সম্যকরূপে প্রবেশ হইতে পারে না। ইহা বিষয়টি সহজবোধ্য করিবার জন্য একটি সাধারণ উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। আমাদের বিদ্যা-বুদ্ধি আছে বটে, কিন্তু রসায়ন বা পদার্থ-বিজ্ঞান কি সম্বন্ধে কিছু আবিষ্কার সম্ভবপর নহে। কিন্তু ঐ সকল বিজ্ঞানাচার্যগণের আনুগত্য করিলে এবং তাঁহাদের নির্দিষ্ট উপদেশানুসারে কার্য করিতে থাকিলে আমরা, আবিষ্কার

বৈষ্ণব-নিন্দা ও বৈষ্ণব-সম্মান

বৈষ্ণবের গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য

"তোমার হৃদয়ে সদা গোবিন্দ-বিশ্রাম।
গোবিন্দ কহেন মম বৈষ্ণব-পরাণ।।"

বৈষ্ণব যে কত বড় বস্তু, তাহা শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের এই বাক্যের দ্বারা আমরা সংক্ষিপ্ত বিশদরূপে বর্ণনা করিতে সমর্থ হই। ত্রিজগতের ঈশ্বর, সর্বজীবনাথ, সর্বজীবের একমাত্র আশ্রয়, যিনি ধ্যানে উদয় অর্থাৎ হৃদয়ে সদা আসনে বা যাঁহার উচ্চ কেহই নাই, এমন অদ্বিতীয় যে পরমপুরুষ পরমেশ্বর, তিনিও যাঁহার ... বিশ্রামস্থলে সমর্থ হইতে পারি। যেরূপ প্রকার প্রাকৃত জনে অপ্রাকৃত ভগবানের সেবা সম্ভবপর নহে তথাপি ঐ সকল নিত্যযুক্ত মহাপুরুষ শ্রীভগবানকে এ সংসারে জন্ম ইহজগতে আনয়ন করেন, তাঁহাদের উপদেশ অনুসারে চলিলে শ্রীভগবানকে জানিতে পারা যায় এবং তাঁহার ভজনের সম্ভাবনা হয়।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আমরা দেখিতে পাই, শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর পশ্চিমের লোকদিগকে ভক্তিসদাচারে প্রবৃত্ত করিবার জন্য বৃন্দাবনে শ্রীল রূপ ও শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুকে তথায় পাঠাইয়াছিলেন। মহাপ্রভুর আদেশে এই গোস্বামী-দ্বয় তথায় ভক্তিসদাচার প্রচার করিয়াছিলেন।

"এ দুয়ের লোক সব মূঢ় অনাচার।
তাহে প্রবর্তাইল দুঁহে ভক্তিসদাচার।।"

মহাপ্রভুর পার্ষদগণের মধ্যে যাঁহারা স্বয়ং ভজন করিয়া অপরকে ভজনশিক্ষা দিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে ছয়জন বড় গোস্বামীর নাম বিশেষরূপে দেখিতে পাই। শ্রীল রূপ ও শ্রীল সনাতন গোস্বামি-চরণদ্বয় তাঁহাদের শীর্ষস্থানীয়। শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট, শ্রীল রঘুনাথ দাস, শ্রীল জীব ও শ্রীল গোপাল ভট্ট—এই গোস্বামি-চতুষ্টয় তাঁহাদের অনুগতভাবে আচার ও প্রচার-লীলা প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামী প্রভু সাধুর আচরণের উদ্দেশ্যে ... শ্রীল সনাতন গোস্বামীর সাহায্যে শ্রীহরিভক্তিবিলাস নামক সাত্বত স্মৃতি বা বৈষ্ণব-স্মৃতিগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। পূজ্যপাদ শ্রীল সনাতন গোস্বামী স্বয়ং এই গ্রন্থের দিগ্দর্শিনী নাম্নী টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন। যাঁহারা ভক্তিসদাচারসম্পন্ন হইতে ইচ্ছা করেন তাঁহাদের এই গ্রন্থের মর্ম আলোচনা করা একান্ত কর্তব্য। অদ্য আমরা শ্রীহরিভক্তিবিলাস এবং কিছু কিছু স্মৃতি-বাণী প্রকাশ করিব। আশা করি, তাহাতে সকলেরই কল্যাণ সাধিত হইবে।

প্রাণস্বরূপ, যাঁহার একটি লোমকূপে অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের স্থিতি, সেই বিরাট্স্বরূপ বিষ্ণুও যাঁহার হৃদয়-কন্দরে অবস্থান করেন, সেই বিষ্ণুপ্রিয় বৈষ্ণবের গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য যে কত অধিক, তাহা আমাদের এই ক্ষুদ্রপ্রমাণ ক্ষুদ্র পরিমাণ ... কিরূপে উপলব্ধি করিব? শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

"অহং ভক্তপরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ।
সাধুভির্গ্রস্তহৃদয়ো ভক্তৈর্ভক্তজনপ্রিয়ঃ।।"

"সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহম্।
মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি।।"

—ভাঃ ৯।৪।৬৩,৬৮

হে দ্বিজ! আমি ভক্ত-পরাধীন, অতএব অস্বতন্ত্র। পরম ... সাধুগণ আমার হৃদয় সম্পূর্ণ অধিকার করিয়া আছেন। আমি ভক্ত-জন-প্রিয়। সাধুগণই আমার হৃদয় এবং আমিও সাধুগণের হৃদয়। তাঁহারা আমা ব্যতীত আর কাহাকেও জানেন না, আমিও তাঁহাদের ... অন্য কাহাকেও আমার বলিয়া জানি না।

বৈষ্ণব—পতিতপাবন

বস্তুতঃ শ্রীভগবান্ সমস্ত ভক্তগণকে সম্মান করেন বলিয়া তাঁহারা পতিতপাবন হইয়াছেন। বৈষ্ণবচরিত্র কীর্তন করিতে গিয়া শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলিয়াছেন,—

"বৈষ্ণব-চরিত্র, সর্বদা পবিত্র,
যেই নিন্দে হিংসা করি'।
ভকতিবিনোদ, না সম্ভাষে তা'রে,
থাকে সদা মৌন ধরি'।।"

বলিতে কি ভক্তগণ পবিত্রতাগুণে পাপীর পাপময় তীর্থসমূহকেও পবিত্র করেন। পতিতপাবনী সুরধুনী যাঁর স্পর্শ দ্বারা জীবোদ্ধারে সমর্থা, কিন্তু পতিতপাবন ভক্তগণ দর্শনের দ্বারাই তাদৃশ ফলদান করেন।

তিনি যত বড় হউন, ভগবান্ ও ভক্তিযুক্ত তাঁহার সম্মান তত অধিক, ইহা আমরা লৌকিক বিচারেও দেখিতে পাই; সুতরাং ভগবদ্ভক্তনিষ্ঠ ভক্তের সম্মান যে কত অধিক অর্থাৎ যাঁহার তুলনা বা উপমা আমরা পাই না, তিনি যে আমাদের কত সম্মানার্হ, পূজনীয়, বন্দনীয় বা সেবনীয়, তাহার সীমা আমরা কোথায় পাইব? তাই শ্রীভগবান্ স্বয়ং আমাদিগকে বৈষ্ণবের মর্যাদা কত বেশী, তাহা একটি আখ্যান দ্বারা শিক্ষা দিয়াছেন, উহাই আমরা বৈষ্ণব-সম্মানের নিদর্শনরূপে এস্থলে আলোচনা করিতেছি।

ভগবান্‌ও বৈষ্ণবসম্মান প্রদান করেন

পুরাকালে একদা সরস্বতী-তীরে ঋষিগণ এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তখন ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব, এই দেবত্রয়ের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ?—এই বিষয়ে তাঁহাদের মধ্যে বিতর্ক উপস্থিত হইয়াছিল। মুনিগণের উপনীত হইতে না পারিয়া তাঁহারা সকলের মধ্য হইতে ব্রহ্মপুত্র ভৃগুকে যথার্থ তত্ত্ব অনুসন্ধানার্থ প্রেরণ করিলে তিনি প্রথমতঃ স্বীয় পিতা ব্রহ্মার সভায় উপস্থিত হইলেন। ভৃগু তৎকালে বস্তু প্রভাব পরীক্ষার জন্য তাঁহার উদ্দেশ্যে প্রণাম বা কোনরূপ স্তুতিবাক্য উচ্চারণ না করায় তিনি স্বীয় তেজে প্রজ্বলিত হইয়া ভৃগুর প্রতি অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন। কিন্তু যে আত্মজ উৎপাদক কারণ, সেই জন্য তাঁহার ক্রোধ শোষণ করিয়া নিজ পুত্রকে প্রশমিত হইয়া [illegible] শান্ত হইলেন। ভৃগু তথা হইতে কৈলাসধামে গমন করিলে, মহেশ্বর আসন হইতে উত্থিত হইয়া আনন্দিতচিত্তে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইলেন। তখন ভৃগু "তুমি অপথগামী"—এই কথা বলিয়া তাঁহার আলিঙ্গন গ্রহণে সম্মত হইলেন না। মহাদেব তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া ত্রিশূল উত্তোলন করতঃ ভৃগুকে বধ করিতে উদ্যত হইলে পার্বতী তাঁহার পদযুগলে পতিত হইয়া বিনয়বাক্যে তাঁহাকে শান্ত করিলেন। অনন্তর ভৃগু ভগবান্ শ্রীহরির আবাসস্থান বৈকুণ্ঠে গমন করিলেন। তিনি তথায় লক্ষ্মীদেবীর ক্রোড়দেশে শয়ান ভগবান্ শ্রীহরির বক্ষঃস্থলে পদাঘাত করিলে সাধুবৎসল ভগবান্ তাঁহাকে কিছুমাত্র ক্রোধ বা বিরক্তি প্রকাশ না করিয়া লক্ষ্মীদেবীর সহিত উত্থিত এবং শয্যা হইতে অবতীর্ণ হইয়া মস্তকদ্বারা প্রণাম করিয়া ভক্তের সম্মান যে কত অধিক, তাহা প্রকাশ করতঃ বলিয়াছিলেন,—

"অদ্য তে স্বাগতং ব্রহ্মন্ নিষীদাত্রাসনে ক্ষণম্।
অজানতামাগতান্ বঃ ক্ষন্তুমর্হথ নঃ প্রভো॥
পুনীহি সলোকং মাং লোকপালাংশ্চ মদ্গতান্।
পাদোদকেন ভবতস্তীর্থানাং তীর্থকারিণা॥
অদ্যাহং ভগবন্ লক্ষ্ম্যা আসমেকান্তভাজনম্।
বৎস্যত্যুরসি মে ভূতির্ভবৎপাদহতাংহসঃ॥"
— ভাঃ ১০।৮৯।১০-১১

—"হে মুনিবর, আপনার সুখে আগমন হইয়াছে ত? হে ব্রহ্মন্, এই আসনে ক্ষণকাল উপবেশন করুন। হে প্রভো! আমরা আপনার আগমন জানিতে না পারায় আমাদের যে অপরাধ হইয়াছে, তাহা ক্ষমা করুন। আপনার পাদোদক তীর্থসমূহেরও তীর্থ করে, আপনি আপনার পাদোদকদ্বারা আমাকে, এই বৈকুণ্ঠলোককে এবং আমার আশ্রিত লোক-পালগণকে পবিত্র করুন। হে ভগবন্, অদ্য আমি লক্ষ্মীদেবীর একমাত্র আশ্রয় হইলাম, আপনার পাদস্পর্শে আমার সকল পাপ (?) বিনষ্ট হওয়ায় লক্ষ্মীদেবী অতঃপর আমার বক্ষঃস্থলে নিশ্চলা হইয়া বাস করিবেন"।

ভগবদিচ্ছা ব্যতীত সেবাপ্রাপ্ত অপরাধ হয় না

এস্থলে আমাদের সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে যে যিনি শ্রীভগবানের সেবক, তিনি ত কখনও ভগবানের ইচ্ছার বিরুদ্ধে একটী তৃণ পর্যন্ত স্পন্দিত করেন না; বিশেষতঃ যাঁর ভগবৎসেবা-প্রদর্শন জন্য ভগবৎপাদপদ্মসেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, এরূপ সর্বাত্মসমর্পণকারী একান্ত সেবক কিরূপে ভগবদ্বাক্য অতিক্রম করতঃ হৃদয়ে পদাঘাত বা অসদ্ব্যবহার দ্বারা তাঁহার অপমানজনক বিরুদ্ধাচরণ করিবেন? কিন্তু আবার বিশেষরূপে আলোচনা করিলে বুঝিতে পারি যে, যখন কোন কার্য্যই ভগবানের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বা তাঁহার ব্যতিক্রমে সংঘটিত হয় নাই, সমস্তই তাঁহার নির্দিষ্ট ইচ্ছার নিঃশেষে পরিপূর্ণরূপে সম্পন্ন হইয়াছে; কারণ, ভগবদিচ্ছা ব্যতীত কাহার সাধ্য একটী কেশাগ্র পর্যন্ত স্পন্দিত করে? তিনিই একমাত্র প্রভু; জীব বা অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড তাঁহার সেবার উদ্দেশ্য, তিনি ও স্বাধীন।

"একলা ঈশ্বর কৃষ্ণ আর সব ভৃত্য।
যারে যৈছে নাচায় সে তৈছে করে নৃত্য॥"

ইহা কেবল ভগবানের অলৌকিক বিচিত্রতাময় লীলা-পারিপাট্য। পরন্তু ভগবান্ এতদ্বারা আমাদিগকে "তাঁহার ভক্ত বা নিত্যসিদ্ধের সম্মান কত অধিক, সেই ভক্তের নিত্য-সেবা, সেই নিত্য কিঙ্করের নিকট বৈকুণ্ঠপতি ভগবানের সম্মান বা মর্যাদা যে কত অধিক" তাহা শিক্ষা দিয়া আমাদিগকে তাঁহার অশোক অভয় পাদপদ্মে আকর্ষণ করিবার একটী কৌশলজাল বিস্তার করিয়াছিলেন মাত্র।

ভগবান্ বৈষ্ণবনিন্দা সহ্য করেন না

ভক্ত-মাহাত্ম্য অবগত হইয়া তাঁহাকে যথোচিত সম্মান প্রদান করা যেরূপ কর্তব্য ও নিত্যমঙ্গলপ্রদ, ভক্তের নিন্দা বা অসম্মানও তদ্রূপ নিত্য অমঙ্গলবিধায়িনী ও অনন্ত নিরয়প্রদ। ভক্ত মানব, নিরভিমান, ক্ষমাগুণযুক্ত, নিরপেক্ষ প্রভৃতি গুণে সমস্ত গুণবিশিষ্ট হওয়ায় তিনি কখনও তাঁহার নিজের অবজ্ঞা বা নিন্দাকারীকে কোনও প্রকার কুদৃষ্টিতে দর্শন বা তৎপ্রতি কোনও বিরুদ্ধাচরণ করেন না বটে, কিন্তু শ্রীভগবান্ কখনও স্বীয় ভক্তের কিঞ্চিন্মাত্র নিন্দা বা অবজ্ঞা সহ্য করেন না; তাঁহার সুদর্শন-চক্র সতত ভক্তরক্ষার্থে ত্রিলোকে ধাবমান। ভক্ত-নিন্দকের সেবা-পূজা, তাহার প্রদত্ত নৈবেদ্য, স্তব-স্তুতি কিছুতেই ভক্তের শ্রীতত্ত্ব করাইতে সমর্থ হয় না।

বৈষ্ণব-নিন্দকের দুর্গতি

তাই শাস্ত্র বলেন,—

"ভক্তপদাব লক্ষ্যের পূজা করে।
কৃষ্ণপদার ভক্তনিন্দা সহিতে না পারে॥"

"বিদ্যা, কুল, তপ, সব নিষ্ফল তাহার।
বৈষ্ণবেরে নিন্দে যে পাপী দুরাচার॥
পূজাও তাহার কৃষ্ণ না করে গ্রহণ।
বৈষ্ণবেরে নিন্দা করে যে পাপিষ্ঠ জন॥"

•　　•　　•

"যে পাপিষ্ঠ বৈষ্ণবের পক্ষ হিংসা করে।
সুদর্শন-অগ্নিতে সে পাপী পুড়ি' মরে॥
বিষ্ণুচক্র সুদর্শন রক্ষক যাহার।
কা'র শক্তি আছে বৈষ্ণবেরে লঙ্ঘিবার॥"

বৈষ্ণবনিন্দাকারী যতই প্রভাবশালী (?) হউক, যতই সাধু (?) বা পণ্ডিত (?), আচার্য্য (?) বা পদাধিকারী (?) তিনি থাকুন না কেন, সে সমস্ত নিরর্থক—যোগ্য নিষ্কপটজনের দ্বারা নিন্দাপ্রবাহিনী দ্বারা সুপোষিত কাপট্যের ন্যায় বৃথা মাত্র। বৈষ্ণবনিন্দকের কোন গতি নাই। তাহার বলিয়া রক্ষা "বলাৎ তমোগুণে হারিকরা" স্রোতস্বিনীতে লোকের আকর্ষণ। তবে অভক্ত বৈষ্ণবনিন্দকের যে অত শাস্তিস্থানাদি দণ্ড পরিদৃষ্ট হয় সেগুলি অল্পস্থায়ী নহে; পরন্তু ভক্তদ্বেষ যেমন দুঃখেরই চরম-স্বরূপ, অভক্তের ভগবানের তদ্রূপ লোকের বাহন বা বন্ধুজনীয়। ভক্তনিন্দার এই ফলে অপরাধ-অনলে দগ্ধ হইতে কেহই বৈষ্ণবনিন্দককে রক্ষা করিতে সমর্থ হয় না। ভক্তনিন্দক পুত্র পৌত্র পিতৃপুরুষগণসহ মহারৌরবে নিপতিত হয়। ভক্তনিন্দকের মুখদর্শনও শাস্ত্রনিষিদ্ধ। কারণ, ভক্তনিন্দকের পাপ-বদন দর্শনে পুণ্যরাশি বিনষ্ট হয়। তাই মঙ্গলকামী শাস্ত্র শাস্ত্রসমূহ পুনঃ পুনঃ সতর্ক করিয়া বলিয়াছেন,—

"পূর্বাদি সব যত বৈষ্ণবের নিন্দে।
তপ-সব নাশ পায় বলে শাস্ত্রবৃন্দে॥"

•　　•　　•

"যো হি ভাগবতং লোকমুপহাসং নৃপোত্তম।
করোতি তস্য নশ্যন্তি অর্থধর্মযশঃসুতাঃ॥
নিন্দাং কুর্বন্তি যে মূঢ়া বৈষ্ণবানাং
মহাত্মনাম্।
পতন্তি পিতৃভিঃ সার্দ্ধং মহারৌরব-
সংজ্ঞিতে॥"

•　　•　　•

"পূর্বে নিন্দায় কুষ্ঠিকেশঃ শতকং
পুরাকৃতিপিণ্ডম্॥
মৃত-ভক্তাদিভিঃ পুনঃ যেষাং নরাধি-
নিষ্কৃতম্॥
যে পতন্তি মহাঘোরে কুম্ভীপাকে
ভয়ানকে।
ভক্তিস্তু বৈষ্ণব বাধকারিণাং কৌ॥"

বৈষ্ণবনিন্দকের জিহ্বা ছেদনযোগ্য এবং তৎস্থানে প্রাণ-বিসর্জন কর্তব্য

কোন স্থানে যদি কেহ বৈষ্ণবের নিন্দা করিতে আরম্ভ করেন তখন তাহার সেই নিন্দকের জিহ্বা ছেদন করিতে যদি কাহারও সামর্থ্য না থাকে, তাহা হইলে কর্ণদ্বয় হস্তদ্বারা আবৃত করতঃ সেই স্থান হইতে প্রস্থান করা কর্তব্য। আর যদি সামর্থ্য থাকে তাহা হইলে ঐ অসতের অর্থাৎ বৈষ্ণবনিন্দাকারীর জিহ্বা ছেদন করিয়া দিবে এবং তদনন্তর স্বীয় প্রাণ পরিত্যাগ করা উচিত। সতী দেবী শ্রীশিব-নিন্দা শ্রবণে উহার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি যখন দক্ষযজ্ঞে উপস্থিত হইয়া স্বীয় পিতৃমুখে পরমবৈষ্ণব পতি শম্ভুর বহু নিন্দা শ্রবণ করিয়াছিলেন, তখন প্রাণ-পরিত্যাগে কৃতসংকল্প হইয়া অত্যন্ত ক্রোধে প্রজ্বলিত তাঁহার নেত্রযুগল ঘূর্ণিত করিয়া শোকাতুরা হইয়া বৈষ্ণবনিন্দক পিতাকে স্পষ্টভাবে বলিয়াছিলেন—

"কর্ণৌ পিধায় নিরয়াদ্ যদকল্প ঈশে
ধর্ম্মাবিতর্য্যসৃণিভির্নৃভিরস্যমানে।
ছিন্দ্যাৎ প্রসহ্য রুশতীমসতীং প্রভুশ্চে-
জ্জিহ্বামসূনপি ততো বিসৃজেৎ স ধর্ম্মঃ॥"

—"শিবনিন্দাকারী আপনার উৎপাদিত আমার এই দেহকে আমি আর ধারণ করিব না। যদি অজ্ঞানবশতঃ কেহ কোনও নিষিদ্ধ বস্তু ভক্ষণ করিয়া ফেলে, তাহা হইলে বমনদ্বারাই তাহার নিষ্কৃতি হইতে পারে, তাহার শুদ্ধি বা পবিত্রতা লাভ করে।" এই বলিয়া সতী দেবী শরীরত্যাগের যোগাবলম্বন পূর্বক স্বীয় দেহ ত্যাগ করিয়াছিলেন।

বৈষ্ণব-অপরাধে ভক্তি-অন্তর্দ্ধানী

[illegible]

(অবশেষ ৩য় পৃষ্ঠায় ২য় কলমে দ্রষ্টব্য)

স্বপনেও না কর ভাই স্ত্রী-সম্ভাষণ। গৃহে স্ত্রী ছাড়িয়া ভাই আসিয়াছ বন॥

শুদ্ধভক্তি মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ

(আকর-মঠরাজ)

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীব্যাসপূর্ণিমা হইতে প্রায় ৩০০ বর্ষ উত্তর-পূর্ব শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যদেব শ্রীগুরু-দেবের ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্যমঠ বিরাজমান। এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, নবদ্বীপ-পীঠ বা আম্নায়-মঠ। ... শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীগৌরপাদপদ্ম এবং শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী ... বর্তমান। এইস্থানে সাপ্তাহিক দৈনিক 'নদীয়া-প্রকাশ', সাপ্তাহিক 'গৌড়ীয়' ও সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর প্রাচ্যবাণী 'নদীয়া-প্রকাশ' প্রভৃতি প্রকাশিত হইতেছে। প্রতি বৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমা ও ... শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-প্রচারিণী সভা-উৎসব প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ২১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত শুদ্ধভক্তি ও ভক্ত-প্রচারকেন্দ্র গৌড়দেশের সর্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীবৃন্দাবন-আনন্দে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই শুদ্ধ-ভক্তিমঠে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী সর্ব্বতোভাবে নিত্য সেবিত হন। 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সংকীর্তন, নগর-সংকীর্তন, প্রদর্শনী, শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও গীতা ও বহুগ্রন্থের নিয়ম আলোচনা হয়। এখানে প্রতিবৎসর সপ্ত প্রকার-উৎসব, মহাসম্মেলন, বক্তৃতা, ব্যাখ্যা ও সংকীর্তন-সভা-মহোৎসবাদি অনুষ্ঠান হয়। রক্ষক মহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ মন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি বলিয়া প্রসিদ্ধ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও বিষ্ণুপ্রিয়া সহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীঅধোক্ষজ ও শ্রীমায়াপুরচন্দ্রের নিত্য সেবা হয়। শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী সেবাবিগ্রহ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্তন-বিলাস বা শ্রীগৌর-লীলার রাসস্থলী এখানে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্তমান, রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণদাস অধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্তমান। রক্ষক—গোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

(৭) কাজীর সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপা-প্রাপ্ত শ্রীচাঁদ-কাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীসদানন্দ ব্রহ্মচারী 'ভক্তালোক'।

(৮) শ্রীনন্দন-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর গদাধর ও শ্রীরাধামদনের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীবনবিহারী দাস অধিকারী।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীমদনমোহন ব্রহ্মচারী।

(১০) মোদদ্রুম-ছত্র "গৌড়ের নৈমিষ"

মামগাছি, পোঃ ভাণ্ডারদহ, (বর্দ্ধমান)।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান। শ্রীগৌরনিত্যানন্দের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণবিহারী ব্রজবাসী, ভক্তভূষণ।

(১১) ভেটিয়া কুঞ্জকানন

শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী,

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক- শ্রীনরহরি ব্রহ্মচারী।

(১২) কৃষ্ণকুটীর—পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীযদুনন্দন অধিকারী

(১৩) ভাগবত আসন—পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

এই স্থান হইতে ভাগবতাসনের গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হয়। রক্ষক—শ্রীসদানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তালোক, ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৪) একায়ন মঠ

গোয়াড়ীপুর, পোঃ রানাঘাট, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীমন্নাথ ভট্টাচার্য গোস্বামী ভক্তিসার।

(১৫) মহেশ পণ্ডিতের পাট

বাঁশগাড়ি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরাধাবিনোদ ব্রজবাসী।

(১৬) মাধ্বগৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, পোঃ ঢাকা

পূর্ববঙ্গের প্রচার কেন্দ্র। এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্তমান। রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ।

(১৭) গোপালজীউ-মঠ—কমলাপুর, ঢাকা

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিদ্যমান। রক্ষক—শ্রীনন্দলাল ব্রজবাসী,

(১৮) গদাই গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)।

এখানে শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস ব্রহ্মচারী

(১৯) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীযতীন্দ্র ভক্তশাস্ত্রী এম্-এ, বি-এল।

(২০) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাধ্ব, (ঢাকা)

এখানে মহাপ্রভুর শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্তমান। রক্ষক শ্রীগোবিন্দদাস ব্রজবাসী

(২১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ বাকসাড়া (বর্দ্ধমান)।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্য সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীচৈতন্যদাস অধিকারী,

(২২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্রোয়া, পোঃ চিংকুরা, (বাঁকুড়া)

এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ অধিকারী।

(২৩) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে গুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীরাধানাথ দাস ব্রজবাসী ভক্তিরত্ন।

(২৪) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী।

(২৫) সচ্চিদানন্দ মঠ

বীরপাড়া, পোঃ বালীবাধার, (কটক)

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদবিহারী-জীউর নিত্যসেবা বর্তমান। রক্ষক—মহা-মহোপদেশক শ্রীপাদ ... ভক্তিপ্রদীপ

(২৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ কৃষ্ণরাম পুরী,

শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন।

(২৭) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদপ্রাণধনজীউর নিত্যসেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীসনাতন দাস ভক্তিবৈভব

(২৮) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীশ্রীগোপীনাথের ও শ্রীরাধাগোপী-নাথের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীবিনোদ-বিহারী দাসাধিকারী।

(২৯) রায়রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, জেলা গোদাবরী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীরামকৃষ্ণ দাসাধিকারী ভক্তিমোহন।

(৩০) মাদ্রাজ-গৌড়ীয় মঠ

১১নং কাবেরীপুরা, মেরোনম্ সিটি

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীমধুসূদন ব্রহ্মচারী।

(৩১) শ্রীরঙ্গ-গৌড়ীয়মঠ, কাবেরীতীর

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুসুম শ্রমণ মহারাজ

(৩২) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও গৌর-বিনোদ-বিলাসজীর সেবা বর্তমান।

রক্ষক—শ্রীমদ্রামাবতার দাসাধিকারী।

(৩৩) কৃষ্ণচৈতন্য মঠ

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

এখানে শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দের বিগ্রহ-সেবা হয়। রক্ষক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠ

বঙ্গালীঘাট মথুরা

রক্ষক - ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ মাধব

(৩৫) শ্রীরাধাকুণ্ড সুখদকুঞ্জ—শ্রীরাধাকুণ্ড

রক্ষক—শ্রীরাধারমণচরণদাস ব্রহ্মচারী

(৩৬) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৩৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ

সেবাপল্লী, পোঃ কোটোপ, জেলা আলমোড়া (পাঞ্জাব) রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৩৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

১০নং রমজান রোড, নিউ দিল্লী।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ

(৩৯) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল।

এখানে গৌরবিনোদবিহারীর সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীরাধাগোপাল অধিকারী।

(৪০) সারস্বত-গৌড়ীয় মঠ

তাহার সাহারণপুর, ইউ, পি

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি

(৪১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ রা য়পেট্টা মাদ্রাজ।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীপাদ ... ভক্তিবিলাস।

(৪২) বোম্বে-গৌড়ীয়-মঠ কার্য্যালয়

মোরারজী রোড, চোপাটি শিক, বাম্বে নং ১, বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত অনুপময়।

(৪৩) আসাম গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অসম, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীরমেশ দাস অধিকারী

(৪৪) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্চকা, কামরূপ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী

(৪৫) পাটনা গৌড়ীয় মঠ

১০০ মিঠাপুর, পাটনা।

রক্ষক—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী সাংখ্যতীর্থ

(৪৬) কাশীর গৌড়ীয় মঠ কাশী

রক্ষক—শ্রীবনোয়ারীলাল ব্রহ্মচারী

(৪৭) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয়

৩ গ্ল্যাডস্টন রোড, ও্যার্লস্ কোর্ট, এস্. ডব্লিউ ৭, লণ্ডন

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ।

(৪৮) বার্লিন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

Berlin W. 30

Eisenacher strasse 29 A.

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ১৷৷/০
২। অনুভাষ্য সহিত শ্রীচৈতন্যভাগবত ৯৲
৩। অনুভাষ্য সহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৯৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী ৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৷
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—১৲; ২য় খণ্ড - ৷৷০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব—১৲
৮। সংক্ষেপ—দীপিকা ও সংস্কার-দীপিকা ১৷০
৯। বৈষ্ণবধর্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা)
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৷৷০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ৷০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৷৷০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ৷০
১৮। সাধন-সাধ্য
১৯। ভাক্তাবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৷/০
২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য
২২। ভজন-রহস্য
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
২৬। গীতার কেবল মূল-ভাষ্য ৷০
২৭। ব্যাকরণিকা অনুষ্টোকঃ সারস্বত ২৲
২৮। বেদান্তদর্শনের সারস্বত ৷০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৷
৩০। দিন-দিশ দর্শন ৷/০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷/০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৷৷০
৩৪। ভক্তিপ্রদীপ (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৷/০
৩৫। গীতমালা /১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৷/০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৷/০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ৷০
৪০। শরণাগতি /০
৪১। গীতাবলী /০
৪২। চিত্রে নবদ্বীপ ২৷০
৪৩। সাধনপথ /০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /০
৪৫। নবদ্বীপশতক /০
৪৬। কল্যাণকল্পতরু /০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ /০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (বাঁধা) [illegible]
৪৯। অর্চ্চনপদ্ধতি
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ৷০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ৷০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৷৷০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ৷০
৫৫। তত্ত্বসূত্রাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ৷০
৫৬। গৌড়ীয়গণ কি করেন? /০
৫৭। উপদেশামৃত (অনুবাদসহ) ৷০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণবোধ ৷/০
৫৯। শিব পুরাণ ৷/০
৬০। শাস্ত্রবাণী /০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যলীলামৃত সারঃ ৷০
৬১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিজিতঃ ৷০
৬২। সটিক শিক্ষাষ্টকম্ ৷০
৬৩। তত্ত্বসূত্রম্ ৷০
৬৪। সারস্বত শিক্ষাষ্টকম্ ৷৷/০
৬৫। গৌড়ীয়মঠ পরিচয়ঃ /০
৬৬। সারাংশবর্ণনম্ ৷/০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৭। রায় রামানন্দ
৬৮। এ বিউটিফুল সাইট অব বেদান্ত
৬৯। নামভজন
৭০। বেদান্ত—ইট্‌স্ মরফলজি অ্যাণ্ড অন্টলজি ৷০
৭১। ভিসেটিক থিয়রিস ৷৷/০
৭২। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ৷০
৭৩। বৈষ্ণবীজম ৷০
৭৪। কোঅর্ডিনেট গৌড়ীয়মঠ ইন ব্রিটেন /০
৭৫। দি ভাগবত ৷০
৭৬। ইসোটেরিক প্রিন্সিপল অ্যাণ্ড ফিলোসফি অব... ৷০
৭৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২৷০
৭৮। শ্রীশ্রীচৈতন্য (অনুবাদ ভাষায়) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৭৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷০
৮০। সাধন-পথ ৷০
৮১। কল্যাণ-কল্পতরু /১০
৮২। গীতাবলী /০
৮৩। শরণাগতি /০

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৮৪। শরণাগতি /০

তেলুগু ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

মহাগৌর পাঁচন

সর্ববিধ জ্বরের সর্বশ্রেষ্ঠ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু ... [illegible] ... উপায় নাই ... কার্য্যে অত্যন্ত অধিক। ... [illegible] ... একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার ... [illegible]। মূল্য ছোট বোতল ৷৷/০ আনা, বড় বোতল ১৷/০ আনা। পাইকারী ... [illegible]।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুপ্রসিদ্ধ কালিঅ্যাসিড ... ব্যবসায়ী জে. এন. দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউন্টেনপেন ইঙ্ক

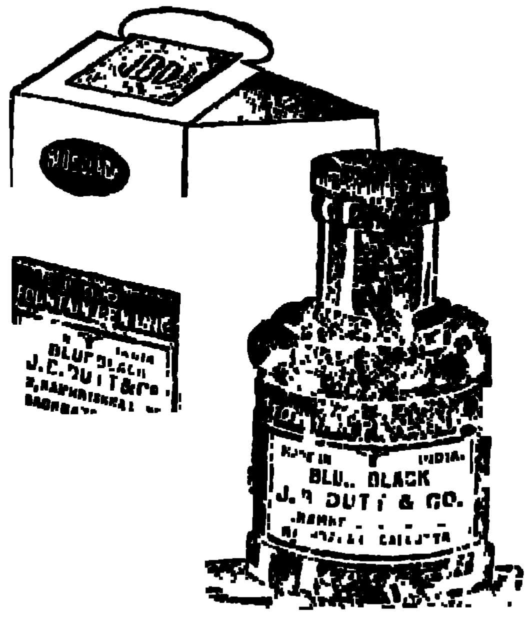

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। উহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।
জে. এন. দত্ত এণ্ড কোং
... [illegible] ... লেন, বাগবাজার
কলিকাতা

আমাশয় ও পেটের পীড়ায়
শ্রীশ্যামানন্দ দাশ কবিরাজের আবিষ্কৃত

গ্রহণী বজ্র

বাংলার রত্ন

আমাশয়, রক্তামাশয় অতিসার, গ্রহণী, অজীর্ণ, ... [illegible] ... শিশুর উদরাময় প্রভৃতি সকল প্রকার নূতন ও পুরাতন পেটের পীড়ায় ... বজ্র প্রত্যক্ষ ফল প্রদ হইবে।

... [illegible] ... একবার গ্রহণী বজ্র ব্যবহার ... [illegible] ... হইবেন। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। মূল্য ... [illegible] ... ডাক মাশুল ৷/০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীকৃষ্ণ ঔষধালয়, ময়মনসিংহ।
ঢাকার এজেন্ট মেসার্স মহেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং
পাটুয়াটুলি, ঢাকা

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅভীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও ... ব্রহ্মচারী ভক্তিসুধা ভক্তশাস্ত্রী এম. এ., এল. কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সুবর্ণ সুযোগ!   সুবর্ণ সুযোগ!

শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদরচিত গৌড়ীয়ভাষ্য সহিত

বিরাট গ্রন্থ

শ্রীশ্রীচৈতন্য ভাগবত

গ্রন্থের আয়তন:—ক্রাউন কোয়ার্টো মূল ১০৯৬ পৃষ্ঠা, সূচীপত্র ২৪৪ পৃষ্ঠা, মোট ১৩৪০

ভিক্ষা বাঁধাই মাত্র ৭৲ সাত টাকা

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা

নদীয়া সার্টিফিকেট আদালতের নীলাম ইস্তাহার

কেস নং এবং কোর্টের নাম	নীলাম ইস্তাহার (A) (B) বা (C) যাহার প্রকাশিত	ডিক্রিদার	দেনাদার ৪	যে দাবীর জন্য সম্পত্তি বিক্রয়ের আদেশ হইল ৫	বিক্রয়ের স্থান তারিখ ও সময়	কি স্বত্ব ক্রোক	থানা, মৌজার নাম ও গ্রাম	খতিয়ান নং প্লট (জানা থাকিলে) অথবা অন্য প্রয়োজনীয় বিবরণ	জমির পরিমাণ (জানা থাকিলে) ১০	জমা (কোন থাকিলে) ১১	মন্তব্য ১২
১৪৪ R. p, ৩৩।৩৪ নদীয়া সার্টিফিকেট আদালত		আর পালচৌধুরী	বিনয়কৃষ্ণ সেখ দিং	৬৭৮	২৩।৫।৩৫	রায়তি খতিয়ান	থানা শান্তিপুর মৌজে মথুরা	২১৯ খতিয়ান	১.৪১	২৶০	আর পালচৌধুরী
১০৬ R, P. ৩৪।৩৫			নিতাই মণ্ডল	৩০৲	২৭.৫।৩৫		থানা ঐ মৌজে ঐ	২৮১ খতিয়ান	১-২২	২৭৷৶০	
৩৩৬ N, R, ৩৪।৩৫		গৌরীশচন্দ্র রায় বাহাদুর	সুরেন মণ্ডল দিং	১১৭৷০	২৪।৫।৩৫	রায়তী মোকররী	থানা কৃষ্ণগঞ্জ মৌজে চৌগাছা	২০৮ খতিয়ান	৩৮-৮৯	৫৩৷/২	গৌরীশচন্দ্র রায় বাহাদুর
৫৮ N, R, ৩৪।৩৫			হরিপদ রায় দিং	৪১৵৩	২৭.৫।৩৫	নিষ্কর	থানা জীবননগর মৌজে উথলীপুর	১০২৮ খতিয়ান অধীনস্থ ১০২৯	১৩-৬০	নিষ্কর	ঐ
২ R, P, ৩৪।৩৫		আর পালচৌধুরী	কমলাসী	৪১।০	২৭।৫।৩৫	রায়তি খতিয়ান	থানা নবদ্বীপ মৌজে বেলপুকুর	১৩১ খতিয়ান	৫.৫১	৸৶৯	আর পালচৌধুরী
২০৫ B, ৩৪।৩৫		বিভূতিভূষণ পালচৌধুরী	কালীদাসী	৩০.১০	২৮।৫।৩৫		থানা হাঁসখালী মৌজে বেতেরপুর	১৯৩৬ খতিয়ান	.৪২	১৶০	বিভূতিভূষণ পালচৌধুরী
১৯০ B, ৩৪।৩৫			মধুসূদন মণ্ডল গং	১১।০	২৮।৫।৩৫		থানা হাঁসখালী মৌজে [illegible]	১৩৩৪ খতিয়ান	.৩৩		ঐ
৯০ R, P. ৩৪।৩৫		আর পালচৌধুরী	কৃষ্ণগোপাল ভট্টাচার্য দিং	৩৯।৶০	২৮।৫।৩৫	মধ্যস্বত্ব চিরস্থায়ী	থানা কৃষ্ণনগর মৌজে বানিপোতা	৮০ খতিয়ান	৮-১১	নিষ্কর	আর পালচৌধুরী
২৪৪ R, P, ৩৪।৩৫		ঐ	এককড়ি মণ্ডল	২৮৩৯	২৯।৫।৩৫	ঐ	থানা কৃষ্ণনগর মৌজে ভীমপুর	৪৪০ খতিয়ান	২৫-৬০		ঐ
২৫১ R. p, ৩৪।৩৫				১৪।৵৩	২৯।৫।৩৫	ঐ	থানা নবদ্বীপ মৌজে ব্রাহ্মণপুর	৮১ খতিয়ান	৯-১৮	৩৶৩	ঐ
৪৪ R, P, ৩৪।৩৫			কাদের সর্দার	১২৶০	২৯।৫।৩৫		থানা কৃষ্ণনগর মৌজে শিমুলতলা	৭৫ খতিয়ান	৩-৪৯	১৸০	

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'শ্রীনাম' নবদ্বীপ

দৈনিক

REG. C 1544

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

[illegible]

১০ম খণ্ড শ্রীমায়াপুর—২৭শে চৈত্র, বুধবার ১৩৪১, ১০ই এপ্রিল ১৯৩৫ [৩৪শ সংখ্যা

চৈতন্যোপনিষদ্
বড় অক্ষরে মূল ও অনুবাদসহ প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি উত্তম। ভিক্ষা ।০ মাত্র। শ্রীচৈতন্য মঠ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

"গৌড়ীয়"
৭ম বর্ষ হইতে ১২শ বর্ষ পর্য্যন্ত প্রতি বর্ষ কাপড়ে বাঁধাই ভিক্ষা ৩।০ মাত্র। শ্রীগৌড়ীয় মঠ বাগবাজার, কলিকাতা।

বিবিধ সংবাদ

—:০:—

চার আনার জন্য ১৪ মাসজেল

ডায়মণ্ডহারবার মহকুমার কোন এক পরিবারের নিকট হইতে চার আনা পূর্ণ একটী থলে চুরি করার অভিযোগে রামচন্দ্র বেলিয়া নামক জনৈক লোক গত শনিবার শিয়ালদহের পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে অভিযুক্ত হয়। আসামী ইতোপূর্বে আরও দশ বার দণ্ডিত হইয়াছে বলিয়া স্বীকার করে। ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীকে ১৪ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন এবং কারাগার হইতে মুক্তিলাভের পর তাহাকে চার বৎসরকাল পুলিশের নজরবন্দী হইয়া থাকিবার আদেশ দিয়াছেন।

কার্ত্তুজ প্রাপ্তি মামলা

বিগত ৪ঠা এপ্রিল বিষ্ণুপুর কার্ত্তুজ প্রাপ্তির মামলার রায় প্রদান করা হইয়াছে। বিষ্ণুপুর মহকুমা হাকিম অভয়োর কর্ম্মকারকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া ৫ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

ঘটনার বিবরণ এই যে, গত মাসে স্থানীয় পুলিশ বিষ্ণুপুর কাঁসারীপাড়ায় অভয়োর কর্ম্মকারের বাড়ী খানাতল্লাস করে। খানাতল্লাসের ফলে তাহার নিকট রিভলভারের কয়েকটি কার্ত্তুজ পাইলে পুলিশ তাহাকে গ্রেপ্তার করে এবং তাহার বিরুদ্ধে বিষ্ণুপুর মহকুমা হাকিমের নিকট ভারতীয় অস্ত্র আইনের ১৯ (চ) ধারা অনুসারে অভিযোগ আনয়ন করে।

বোট চড়াও হইয়া মারপিট

ডায়মণ্ডহারবার হইতে ভাদড় পর্য্যন্ত যাত্রী-মোটর বোট খালের উপর দিয়া যাতায়াত করে। গত শুক্রবার ২২শে মার্চ্চ সন্ধ্যার সময় 'মঙ্গলচণ্ডী' নামক মোটর বোটটী ডায়মণ্ডহারবার হইতে যাত্রী লইয়া যখন [illegible] নামক স্থানে পৌঁছে, সেই সময় অনেক লোক বড় বড় লাঠি লইয়া সেই বোট চড়াও করে এবং যাত্রীদিগকে প্রহার করিতে থাকে। অনেকের শরীরের অনেক স্থানে আঘাত লাগে এবং মাথা ফাটিয়া যায় একজন মুসলমান যাত্রীর তলপেটে ছুরী মারে। সকলে প্রাণের ভয়ে জলে লাফাইয়া পড়িতে থাকে। যাত্রীরা সংখ্যায় ৩০।৩৫ জন ছিলেন এবং তাঁহাদের মধ্যে ডাঃ শশিমোহন ঘোষ মুখে এবং শরীরের অন্যান্য স্থানে আহত হন। প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা পরে দুর্বৃত্তেরা চলিয়া যায় এবং পরে ড্রাইভার ও অন্যান্য যাত্রী জল হইতে উঠিয়া ভাদড় গমন করে। যে ব্যক্তির তলপেটে ছুরি আঘাত লাগিয়াছিল তাহাকে পরে কলিকাতা পুলিশ হাসপাতালে পাঠান হয়।

ডাকিনী সন্দেহে নারী হত্যা

আসাম উপত্যকার অতিরিক্ত দায়রা জজ মিঃ সি এন বড়ুয়া জুরীদের সহিত একমত হইয়া মাঙ্গুর [illegible] আকলু নামক এক ব্যক্তিকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। আকলু তাহার বাড়-বধু বুধনীকে হত্যা করিবার অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়াছিল।

অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ যে, আকলুর মেয়ে সুকেশমণি রোগে মারা যায়। সে সময় অর্জ্জুন এবং মধু নামক দুই জন ওঝাকে ডাকা হয়। তাহারা বলে যে, বুধনী একজন ডাকিনী; তাহার আয়ত্তে একটি ভূত আছে। সেই ভূতই মেয়েটিকে মারিয়াছে। বুধনী বিধবা। সে আকলুর বাড়ীতেই থাকিত। যে দিন সুকেশমণি মারা যায়, সেই দিন গভীর রাত্রিতে এক খানি দা লইয়া আকলু বুধনীকে আক্রমণ করে এবং কয়েকটি কোপ দেয়। বুধনীর তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয়। পরদিন সকালে আকলু বাড়ীর তালা বন্ধ করিয়া চলিয়া যায়। প্রতিবেশীগণ সন্দেহ ক্রমে দরজা খুলিয়া দেখিতে পায় যে, সুকেশমণির মৃতদেহের নিকট বুধনীর মৃতদেহ গলা কাটা অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে।

মেলায় বীভৎস হত্যাকাণ্ড

মীরাট হইতে সংবাদ প্রকাশ, নওচণ্ডী মেলায় গত ৪ঠা এপ্রিল রাত্রে এক বীভৎস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়। একটি মুসলমান যুবক আর একজন মুসলমান যুবকের পেটে ছোরা মারে এবং আহত ব্যক্তি সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। যতদূর জানা গিয়াছে তাহাতে প্রকাশ, নারী সম্পর্কীয় বিরোধ বশেই এই হত্যাকাণ্ড সাধিত হইয়াছে। আসামী ও নিহত ব্যক্তি উভয়েই মীরাটের বাসিন্দা। উহারা ব্যবসায় ব্যপদেশে লাহোরে থাকে এবং নওচণ্ডীর মেলা দেখিতেই উভয়ে মীরাট আসে।

সর্পাঘাতে ওঝার মৃত্যু

যশোহর সংবাদে প্রকাশ গত ১১ই চৈত্র উজিরডাঙ্গা গ্রামের ভোলানাথ সর্দ্দার প্রভৃতি কয়েকজন [illegible] বাজার হইতে বাড়ী আসিতেছিল। তাহাদের বাড়ীর কয়েক হাত দূরে উপস্থিত হইলে ভোলানাথ সর্দ্দারকে এক বিষধর সর্প দংশন করে। ভোলানাথ তাহাদের বলে যে তাহাকে কিসে কামড়াইয়াছে, এ কথা তখন কেহই বর্ণনা করে না। বাড়ী পৌঁছার অল্পক্ষণ পরেই তাহার অবস্থা ক্রমেই অত্যন্ত খারাপ হইয়া উঠে। তখন সকলে ওঝা ডাকে ও তাহার পা বাঁধিয়া বহু রকম প্রক্রিয়া করিতে থাকে কিন্তু তাহাদের সমস্ত চেষ্টা বিফল হয় ও শেষ রাত্রে তাহার মৃত্যু হয়।

ঐ ব্যক্তি জনৈক ওঝার সাকরেদ ছিল এবং সাপ ধরিয়া খেলা দেখাইয়া বেড়াইত। তাহার বয়স মাত্র ৩২ বৎসর। তাহার মত সাহসী জোয়ান ব্যক্তি ও অঞ্চলে খুব কম ছিল।

কাণপুরে অগ্নিকাণ্ড

গত ৩রা এপ্রিল রাত্রি প্রায় ১০টার সময় মলরোডস্থিত ইণ্ডিয়ান আর্ট এম্পোরিয়ামে অগ্নিকাণ্ডের ফলে প্রায় ৩০ হাজার টাকা ক্ষতি হইয়াছে। অগ্নিকাণ্ডের ফলে [illegible] অট্টালিকায় অবস্থিত ইণ্ডিয়ান আর্ট এম্পোরিয়াম এবং মেসার্স ক্লার্ক এণ্ড কোম্পানীর দোকান ভস্মীভূত হওয়ায়, প্রাচীন শিল্পের বহু নিদর্শন এবং মূল্যবান আসবাবপত্র নষ্ট হইয়াছে। প্রথমে মেসার্স ক্লার্ক কোম্পানীর দোকানে আগুন দেখা যায়। ৯টি দমকল এক ঘণ্টা চেষ্টার পর অগ্নি আয়ত্ত করে। দমকলের লোকজন ও সৈন্যদের চেষ্টায় অগ্নি বিস্তৃত হইতে পারে নাই। [illegible]

খাইবার গিরিপথ খুলিল

পেশোয়ার হইতে সংবাদ গত ২রা এপ্রিল মঙ্গলবার হইতে খাইবার গিরিপথ পথিক ও পর্য্যটকদের জন্য উন্মুক্ত হইয়াছে।

শ্রীধাম মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে। বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা লয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের জন্য বিশেষ সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতকরা ৭০ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ [illegible] বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

[ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

[illegible] কলেজের [illegible] অধ্যাপক [illegible] শ্রীপাদ [illegible] মহারাজ [illegible] সঙ্কলিত। [illegible] এবং [illegible] শ্রীচৈতন্যদেবের [illegible] একটি [illegible] [illegible] [illegible] (Foreward) [illegible] (Preface), বিষয় সূচিপত্র (Contents) [illegible] Index (Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা—১২ [illegible] টাকা। প্রাপ্তিস্থান—[illegible] গৌড়ীয়মঠ, [illegible]; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জেলা—নদীয়া।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। [illegible] পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপ। ১৮৩ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে [illegible] ও শ্লোক-সূচী [illegible] হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৬০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শুদ্ধভক্তির [illegible] পত্র

১। THE HARMONIST— [illegible] শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক পত্রিকা [illegible] হইতে প্রকাশিত হয়। [illegible] টাকা। [illegible] কলিকাতা বাগবাজার গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

২। গৌড়ীয়—[illegible] শ্রীপাদ [illegible] বিদ্যাবিনোদ বি-এ [illegible] সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক [illegible] ৬৲, ষাণ্মাসিক ৩॥০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত [illegible] ভাষায় [illegible] পাক্ষিক। [illegible] শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ২॥০

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত [illegible] সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। [illegible] শ্রীপুরুষোত্তম মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—[illegible] শ্রীপাদ [illegible] বি-এল, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া [illegible] হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

[illegible] বর্ত্তমান যুগ [illegible] শ্রীল [illegible] ঠাকুরের অনুভাষ্য [illegible] শ্রীল [illegible] সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সম্বলিত হইয়াছে। [illegible] ছাপা। [illegible] আকারে ১০২৬ পৃষ্ঠায় [illegible] সম্পূর্ণ হইয়াছে। [illegible] ২১৮ পৃষ্ঠায়, [illegible] শ্লোক-সূচী, পদ্যসূচী, গানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়-সূচী, [illegible] বিশদ সূচী-পত্র। মহাত্মা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমল বিরাট সংস্করণ জগতের কোথাও আর দ্বিতীয় প্রকাশিত হয় নাই। ইহা নিত্যপাঠ্য [illegible] প্রত্যেক গৃহের [illegible] থাকে। সজ্জনগণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

		প্রথম ও দিনে		পরবর্তি-সময়ে	
		সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা	সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা
প্রতিবার	প্রতি লাইন	।০	।৵০		
"	" ইঞ্চি		১॥০	১॥০	১৲
"	" সিকিকলম	৫৲	৪৲	৩৲	২৲
"	" অর্দ্ধকলম	৮৲		৬৲	৪৲
"	" ১ কলম	১৫৲	১০৲	১০৲	৮৲

মাসিক হার

[যদি অন্ততঃ ১ বৎসরের জন্য চুক্তি করা হয়]

সংবাদ পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ৬৲, সিকি কলম ২৫৲, অর্দ্ধ কলম ২৫৲, এক কলম ৪০৲
বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ॥০, সিকি কলম ১২৲, অর্দ্ধ কলম ১৮৲, এক কলম ৩০৲ টাকা।

সাহায্যের হার

সডাক বার্ষিক ৯৲ নয়-টাকা, ষাণ্মাসিক ৫৲ পাঁচ টাকা, ত্রৈমাসিক ২॥০ পৌনে তিন টাকা, মাসিক ১৲ এক টাকা মাত্র। নগদ বর্তমান সংখ্যা ৫

ম্যানেজার, দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ,

পোঃ শ্রীমায়াপুর, জেলা নদীয়া। টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম', নবদ্বীপ

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৫৬,	১০—৫১,	১৩—২	১৭—৫৮,	১৯—৩৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—৩	১৬—০	১৮—২,	২০—০৫
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৫০	১১—১০	১৪—৯	১৮—১৩,	২০—১২

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

[illegible]

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১২-১০	১৩-৩৬	১৫-৭৬	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫০	৯-৩৬	১২-১৯	১২-৪২	১৫-৪৩	১৮-৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২০	১০-৩	১২-৫১	১৩-১২	১৬-১২	১৯-১১

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১০ম বর্ষ | ১ বিষ্ণু, গৌরাব্দ ৪৪৩, ২৭শে চৈত্র | ১০ই এপ্রিল ইং ১৯২৯ | বুধবার | ২৪৩ম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

গত পরশ্ব ঢাকা নগরীতে শ্রীশ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণবরাজসভার পাত্ররাজ প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখামঠ শ্রীশ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের জন্য সংগৃহীত সুবিস্তৃত ভূ-খণ্ডে বিরাট্ সংকীর্ত্তনের মধ্যে শ্রীমঠের ভিত্তি-স্থাপন করিয়াছেন। অদ্য শ্রীল প্রভুপাদ ময়মনসিংহ শ্রীজগন্নাথগৌড়ীয়-মঠে শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিবেন। তাঁহার এ মাসের প্রথম সপ্তাহে বিশ্বভ্রমণে বহির্গত হইবার কথা।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ কতিপয় ব্রহ্মচারী ও বানপ্রস্থসহ গত ২৭শে চৈত্র কলিকাতা গৌড়ীয়-মঠ হইতে যাত্রা করিয়া গৌরবাণী প্রচারার্থ ২৪পরগণা জেলার অন্তর্গত গোপালপুরে উপস্থিত হইয়াছেন। তথায় [illegible] ষ্টেটের সুযোগ্য নায়েব শ্রীযুক্ত শশিভূষণ ঘোষ মহাশয় স্বামীজীকে স্বগৃহে স্থান প্রদান করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত বিনোদ [illegible] সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রাসহ স্বামীজীকে অভ্যর্থনা করিয়াছেন।

———

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের পঞ্চমী-অধিবেশনে উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ শ্রীনিবাস ভক্তিবন্ধু ভক্তিশাস্ত্রী গত রবিবার শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে ঠাকুর হরিদাস-প্রসঙ্গ পাঠ করিয়া শ্রীনামতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যমঠে প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় পণ্ডিত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীচৈতন্যভাগবত ব্যাখ্যা হইয়া থাকে। পাঠের আদিতে ও অন্তে উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ বাবা গোবিন্দ দাস ব্যাকরণতীর্থ, কাব্যবিনোদ ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় সুললিতস্বরে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

শ্রীযুক্ত ত্রিপুরাচরণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যারাত্রিকের পর কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠে ভক্তিগ্রন্থাদি পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয়ের পর তদবধি হরিকীর্ত্তনে সমস্ত কালাতিপাত করাই যে একান্ত কর্ত্তব্য তাহা ভট্টাচার্য্য মহাশয় স্বয়ং আচরণ পূর্ব্বক শিক্ষা প্রদান করিতেছেন।

গত ৩০ চৈত্র পুরী শ্রীপুরুষোত্তম মঠে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবোৎসব সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। কলিকাতা শ্যামবাজার নিবাসী শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় এই উৎসবে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। সংবাদদাতার পত্রে প্রকাশ, অতুল বাবু একজন সজ্জন এবং তাঁহার সহধর্ম্মিণীও সদ্ধর্ম্মে বিশেষ অনুরাগ-বিশিষ্টা। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর তাঁহাদিগকে আত্ম-কল্যাণের পথে চালিত করুন।

শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজের বিদ্যালয়-পরিদর্শন

লণ্ডন হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ গত ৫ই এপ্রিল শ্রীধাম মায়াপুরের নিম্ন-প্রাথমিক বিদ্যালয় সুস্থাবস্থ বালক ও বালিকাগণকে ভগবদ্ভজন বিষয়ে উৎসাহিত করিবার জন্য কৃপাপূর্ব্বক উক্ত বিদ্যালয়ে শুভ পদার্পণ করিয়াছিলেন। বালকগণ কদলী বৃক্ষাদি দ্বারা বাংলোর সুসজ্জিত করিয়াছিল। অধিকন্তু তাহারা স্বামীজীকে একটী অভিনন্দন পত্র প্রদান করিয়াছে। বালিকা [illegible] অসহায়া বালিকারা [illegible] গান সমস্বরে আবৃত্তি করিয়াছিল। স্বামীজী [illegible] সরল ও সহজ ভাষায় তাহা বালকে বুঝাইয়া দিয়াছেন। নিম্ন-প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রীযুক্ত [illegible], শ্রীযুক্ত যাদবেশ দাসাধিকারী ও শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী যে প্রকার প্রণালীতে শিশুগণকে শিক্ষা দিতেছেন, তাহাতে আশা করা যায়, এই সকল শিশু ভবিষ্যতে [illegible] নাস্তিকতা মূলক শিক্ষার হেয়তা দূরীকৃত করিতে সমর্থ হইবে। বালকগণ শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজের পাদপদ্ম আনন্দিত করিবার জন্য যে উৎসাহ প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা সর্ব্বতোভাবে প্রশংসনীয়। কুমারী [illegible] দেবী স্বামীজীর অভিনন্দন [illegible] একটী সুন্দর আধার [illegible] প্রস্তুত করিয়াছিল।

———

শ্রীল রঘুনাথ দাস
শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজের পাঠের মর্ম্ম

(গত ২৩ সংখ্যার প্রকাশিতাংশের পর।)

পানিহাটীতে [illegible] প্রভুর আদেশে চিড়া-মহোৎসবের [illegible] সেই মহোৎসবের পরদিন নিত্যানন্দ প্রভু কৃপা করিয়া রঘুনাথকে চৈতন্যচরণ পাইবার আশীর্ব্বাদ করিলেন। উৎসবের পর রঘুনাথ গৃহে আসিলেন। [illegible] বাসুদেব দত্ত ঠাকুরের অনুগৃহীত এবং [illegible] পুরোহিত শ্রীযদুনন্দন আচার্য্য তাঁহার গুরু [illegible]। রঘুনাথ তাঁহার সহিত কিছুদূর যাইয়া কৌশলে পলাইয়া গেলেন এবং গুপ্তপথ দ্বারা ১২ দিনে পুরুষোত্তমে যাইয়া মহাপ্রভুর পাদপদ্মে উপস্থিত হইলেন। মহাপ্রভু তাঁহাকে "স্বরূপের রঘু" এই নাম দিয়া স্বরূপ গোস্বামীর হস্তে সমর্পণ করিলেন।

"রঘুনাথের বৈরাগ্য যেন পাষাণের রেখা।" তিনি ৫ দিবস প্রসাদ পাইয়া বহুদিন সিংহদ্বারে অযাচকবৃত্তি অবলম্বন করিলেন। পরে ছত্রে [illegible] মাগিয়া খাইতে লাগিলেন। রঘুনাথের পিতা সংবাদ পাইয়া মনুষ্য ও অর্থ পাঠাইলে রঘুনাথ নিজের [illegible] জন্য তাহাদের নিকট হইতে কিছুই গ্রহণ করিলেন না। মহাপ্রভু তাঁহার ছত্রে ভিক্ষার কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে স্বীয় গুঞ্জামালা ও গোবর্দ্ধনশিলা দান করিলেন।

———

রঘুনাথের বৈরাগ্য ক্রমশঃই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তিনি ছত্রে ভিক্ষা করাও ছাড়িয়া দিলেন এবং [illegible] তাহার [illegible] করিলেন। [illegible]

[illegible] শ্রীল রঘুনাথ দাস [illegible] নিকট [illegible] করিতে থাকেন।

———

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২১ বিষ্ণু ৬৫ অনিরুদ্ধ ৪৪৩

বৈকুণ্ঠে যাইবার রাস্তা

পথ না থাকিলে কোন স্থানেই যাওয়া যায় না। সুতরাং এ জগৎ হইতে পরজগতে যাইবার যে একটা রাস্তা আছে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? কিন্তু বৈকুণ্ঠ এ জগতের ন্যায় কোন প্রাকৃত বস্তু না হওয়ায় তথায় গমনের রাস্তারও বৈশিষ্ট্য, অধোক্ষজত্ব বা অপ্রাকৃতত্ব আছে। এই বৈকুণ্ঠপথ অধোক্ষজ বস্তু হওয়ায় তাহা চর্ম্মচক্ষু বা বিদ্যা, বুদ্ধি অথবা গবেষণার দ্বারা জানা যায় না। সুতরাং বৈকুণ্ঠে যাইবার রাস্তা এই কথাটী বলিতে বা শুনিতে যত সহজ ও লোভোৎপাদক, ইহার অনুসন্ধান করা কিন্তু খুব কঠিন ও পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সুকৃতিসাপেক্ষ। মহাভাগ্যবান্ না হইলে এই দিব্যপথের সন্ধান মিলে না এবং মিলিলেও এই পথের পথিক হইবার সৌভাগ্য সকলের হয় না।

এ জগতের প্রায় সকলেই ভোগ অথবা ত্যাগে রত, জাগতিক উন্নতিলাভ করিবার জন্যই সকলে ব্যস্ত। পরলোকে যাইবার কথায় ব্যস্ত খুব কম লোকেই আছেন। এ জগতে যে সব রাস্তা আছে, সে সমস্তই এই পৃথিবীতে বা চতুর্দ্দশভুবনে বিচরণের রাস্তা। এ-সব রাস্তা দিয়া চলিতে আরম্ভ করিলে অর্থাৎ কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, অন্যাভিলাষ প্রভৃতি পথে সমবেত হইলে ভগবানের নিকট যাওয়া যাইবে না—পরম করুণাময় পরমবন্ধু কৃষ্ণের শ্রীচরণকমল-দর্শনের সৌভাগ্য আমাদের হইবে না, মায়ার কুহক জালে বা নরকদ্বারই আমাদিগকে তাহার নরক ভরিয়া ত্রিতাপ ভোগ করাইবে—আর মাত্র প্রভু সাজাইয়া আমাদের দ্বারা তুচ্ছ কাম্য করাইয়া লইবে, মায়ার দীক্ষ মুক্তি আমাদিগকে জড়জালে ব্রহ্ম-পাশে এক করিয়া আমাদের সর্ব্বনাশ সাধন করিবে। তাই আজ শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত মুক্ত মহাত্মগণের বৈকুণ্ঠে ফিরিয়া যাইবার রাস্তার অনুসন্ধানে ব্রতী হইয়াছি। যে পথের পথিক হইতে পারিলে আমরা নিশ্চয়ই সেই পথের পথিকগণের সহিত আমাদের একমাত্র আত্মীয় সর্ব্বাকর্ষক শ্রীকৃষ্ণের নিকট ফিরিয়া যাইতে পারিব—নিজ স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া সতত তাঁহার সেবায় নিযুক্ত থাকিয়া নিত্য নবনবায়মান সেবানন্দে আত্মহারা হইতে পারিব, সেই পথের প্রকৃত সন্ধান—যাহা শ্রীচৈতন্যমঠবাসী আমরা সৌভাগ্যক্রমে পাইয়াছি, তাহার নির্দ্দেশ বহুভাবে করিতে পারিয়া যেন সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণের কিছু সাহায্য করিয়া শ্রীগুরুবৈষ্ণবের কৃপাভাজন হইতে পারি, নিজেকে তাঁহাদের তাঁবেদার বলিয়া জানিতে পারি, তজ্জন্য আজ শ্রীগুরুবৈষ্ণবচরণে আমাদের সকাতর নিবেদন

এ জগতে যে সব রাস্তা আছে, তন্মধ্যে বৈকুণ্ঠে যাইবার রাস্তা একটী বই দুইটী নাই। ভগবান্ একঅদ্বয়, ভগবানের নিকটে যাইবার বা তাঁহাকে পাইবার রাস্তাও একটী এবং এই রাস্তার সন্ধানদাতাও একজন। এই পথের নাম—শ্রৌতপথ, অবরোহপথ, আম্নায়পথ, শ্রেয়ঃপথ বা ভক্তিপথ। এই সেবাপথ কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণপর, চেতন, নিত্য অবিনশ্বর ও কৃষ্ণোন্মুখী। এই সেবাপথে চলিবার সময় নানা বাধাবিঘ্ন আসিয়া উপস্থিত হয়। সমগ্র জগৎ, এমন কি কৃষ্ণভক্ত দেবতাগণও এই পথে বাধাপ্রদান করিবার জন্য কনক, কামিনী ও প্রতিষ্ঠার রূপ ধরিয়া আমাদিগকে প্রলুব্ধ করিবার চেষ্টা করিয়া থাকে। কিন্তু সত্য সত্য যদি আমাদের বৈকুণ্ঠে ফিরিয়া যাইবার প্রবল বাসনা বা আর্ত্তি থাকে, আমরা যদি ঐকান্তিকতার সহিত চক্ষু মুদ্রিত করিয়াও এই সেবাপথে গমন করি অর্থাৎ কৃষ্ণসুখ ধরিই জীবনযাপনে অভিলাষী হই, তাহা হইলে পরম করুণাময় সর্ব্বজ্ঞ শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীগুরুদেব আমাদিগকে নিশ্চয়ই বঞ্চনা করিবেন না। এই পথের সন্ধান পাইলে স্বরূপোপলব্ধি বা কৃষ্ণের শুদ্ধ সেবালাভ অতি সহজ হইয়া পড়ে—এ কথা সত্য; কিন্তু এই পথটী গোলোক বৃন্দাবন হইতে অবতরণ করিয়া এ জগতের কোথায় অবস্থান করিতেছেন বা জগতের কোন্ নিভৃত স্থানটী এই পথের সেবপ্রান্ত, ইহার শুদ্ধ সন্ধান যদি আমরা না পাই তাহা হইলে আমরা অসংখ্য অভক্তিপথের যে কোন একটীকে ভক্তিপথ বলিয়া বরণ করতঃ ধর্ম্মার্থ-কাম এবং মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গলাভেই—স্বেন্দ্রিয়তর্পণের আবর্ত্তে হইয়া পড়িব, সর্ব্বানন্দবিধায়ী কৃষ্ণসেবা-সুখের কোটাংশের এক অংশও আমাদের ধারণার বিষয় হইবে না; ফলতঃ ভক্তাভাসকেই সেবানন্দ মনে করিয়া ক্ষান্ত হইব

সেবক-ভগবান্ শ্রীগুরুদেবের দর্শন, শ্রবণ, স্মরণ, সহ কথোপকথন সবই সেবাময়। তিনি যে পথে বা যে ভাবে চলেন, তাহাও সেবাময়; সুতরাং তদুপ্রদর্শিত, তৎকথিত বা তদবলম্বিত ভক্ত্যঙ্গই পথই ভক্তিপথ-পদবাচ্য এবং শ্রীগুরুদেবই এই ভক্তিপথে প্রবেশাধিকার দিবার একমাত্র মালিক। কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপা ব্যতীত এই পথের সন্ধান পাওয়া অসম্ভব। তাই শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু লিখিয়াছেন "ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব। গুরুকৃষ্ণ প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ॥" সুতরাং কৃষ্ণ বা কৃষ্ণপ্রেষ্ঠগণ যদি এজগতে কৃপা পূর্ব্বক আসিয়া এই সেবাপথ আমাদিগকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক না দেখাইয়া দেন তাহা হইলে আত্মজগতে কেহই বৈকুণ্ঠে যাইবার রাস্তার সন্ধান পাইতে পারে না। তাই শাস্ত্র বলেন—

'নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য-
স্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্॥"

(কঠ ২।২৩)

জগতের লোক এ বিষয়ের সন্ধান কেহ জানেন বলিয়া আমাদের ধারণা নাই; কারণ, সকলেই অভক্তির প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্যভাবে অন্যাভিলাষী—সদ্গুরুর কৃপা লাভে বঞ্চিত। আমরা ঠেকিয়া শিখিয়াছি বলিয়া, কৃষ্ণ কৃপা করিয়া আমাদিগকে গুরুরূপে এ পথের সন্ধান দিয়াছেন বলিয়া, শ্রীচৈতন্যমঠবাসী আমরা অনন্বয় বা অভক্তির কবল প্রায় হইতে কৃষ্ণকৃপায় মুক্তি লাভ করত সদ্গুরু-পাদপদ্মের আশ্রিত হইয়া কৃপাভিলাষী। তজ্জন্য আমাদের হৃদয়ের নির্ভীক সত্যকথা নাস্তিক ও সন্দিহানচিত্ত ব্যক্তিগণ বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, তাহাতে আমাদের কিছু আসে যায় না; কিন্তু যাহাদের নিজের পায়ে নিজে কুঠারাঘাত করিবার ইচ্ছা নাই, এতাদৃশ মঙ্গলকামী ব্যক্তিগণের জন্যই আমরা আজ সাধারণ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অতি সত্য কথাটীর প্রকাশ পূর্ব্বক বন্ধুবর্গের মঙ্গলাশা হৃদয়ে পোষণ করিতেছি। তাই বলিতেছি যে, এই ভক্তিপথ কলিযুগপাবন শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মস্থান শ্রীমায়াপুর পর্য্যন্ত আসিয়া গুরুপদাশ্রিতদিগের কণ্ঠদেশে জগজ্জীবকে আহ্বান করিবার জন্য ক্রন্দন ও চীৎকার করিতেছে। শ্রীধাম মায়াপুরস্থিত শ্রীচৈতন্যমঠ বা শ্রীভক্তিবিনোদ-ভবন এই ভক্তিপথের সেবপ্রান্ত বা প্রবেশদ্বার। ভাগ্যবান্ জনগণ যদি এই রাস্তার সন্ধানে বিবস্ত্র হইয়া অনুক্ষণ দিব্যজ্ঞান-লাভের বা কৃষ্ণসেবাপ্রাপ্তির আশায় প্রয়াসী হন তাহা হইলে সর্ব্বদাই তাঁহাদের ভাগ্যোদয় হইয়া থাকিবে। আমরা ইহাও জানি যে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের পুঞ্জীভূত সুকৃতি না থাকিলে কেহই স্বকপোলকল্পিত আমাদের এই কথায় কর্ণপাত করিতে বা মনোযোগ দিতে পারিবেন না। সুকৃতিবানের জন্যই এসকল কথা বলা হইতেছে—ইহা সকলেই মনে রাখিবেন। তাই বলি, হে আমার বন্ধুবর্গ, আপনারা এই মঙ্গলের পথ গ্রহণ করিবার সৌভাগ্য পান আর নাই পান, আপনারা কৃপাপূর্ব্বক আমাদের এই প্রলাপবাক্যগুলির সত্যতার সন্ধানে তৎপর হইয়া আমাদের প্রভুর নিকট এসব কথা শ্রবণ করুন, ইহাই আপনাদের ন্যায় সজ্জনগণের নিকট আমাদের একমাত্র প্রার্থনা।

বক্তের দোষ লইয়া আমরা বন্ধুবর্গকে বঞ্চনা করিবার জন্য বা নিজের দল ভারি করিবার জন্য এসব কথা বলিতে বসি নাই। আমরা যে মহাপুরুষের অযাচিত কৃপায় অনর্থ উপকৃত হইয়াছি এবং আরও অধিকতর উপকৃত হইবার প্রবল আশা ও ভরসা হৃদয়ে পোষণ করিতেছি, তাহারই কথাংশ অংশভাগী করিবার জন্যই শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ধনী-দরিদ্র, পণ্ডিত-মূর্খ সকলের নিকট আমাদের এই কাতরোক্তি-প্রকাশের ক্ষীণ চেষ্টা। এতক্ষণ কেবল ভক্তিপথের সন্ধানের কথাই অর্থাৎ শ্রীমায়াপুরাচার্য্যের পাদপদ্মে আশ্রয়গ্রহণের কথাই বলিলাম। এক্ষণে ইহার কণ্টক-মর্দ্দনে নিযুক্ত হইতেছি। তাই বলি, এই স্থানেই নব জীবন বা অপবর্গের আরম্ভ। এর পূর্ব্বে সাধনের কতই প্রয়াস করি না কেন, তাহার মূল্য অন্ধ-কপর্দ্দক-সদৃশ। কারণ ভক্তিপথে প্রবেশ না করিলে—সদ্গুরুচরণাশ্রয় না করিলে ভগবৎসেবা করা ত দূরের কথা, তৎ সেবার দ্বারে প্রবেশেরও অধিকার নাই। সৌভাগ্যক্রমে শ্রীগুরুপাদপদ্মকে প্রভু বলিয়া জানিবার সৌভাগ্য যাঁহার হয়, সেই ব্যক্তিই তখন আর শাস্ত্রের কথা না কপ্‌চাইয়া গুরুপাদপদ্মকে আত্ম-ভাবে নিজকে গুরুসেবায় নিয়োগ করিয়া নিশ্চিন্তে বৈকুণ্ঠের রাস্তায় গমন করেন। সেই ভাগ্যবান ব্যক্তি বা তাঁহার সতীর্থই—কিভাবে বৈকুণ্ঠপথে যাইতে হয়, একথা বলিতে সমর্থ, পরের দুঃখ তাঁহাদেরই একচেটিয়া সম্পত্তি বা উপলব্ধির বিষয়। গুরুকৃপালোক না পাইলে তাঁহার ঘরে সাপ ধরার ন্যায় অন্তরে শান্তিমঙ্গল উপস্থিত হয় বা অন্তরে অপ্রসন্ন হওয়া যায় না। আবার ইহা পাইতে হইলে গুরুকৃপালোকপ্রাপ্ত সাধুর সঙ্গ বা কৃপাই একমাত্র প্রয়োজন। তাই বলি, হে সজ্জনবৃন্দ, আপনারা প্রথমে বৈকুণ্ঠে যাইবার রাস্তা ঠিক করুন, পরে বৈকুণ্ঠবিহারের কথা সেবামুখে উপলব্ধি করিবার সুযোগ পাইবেন। মনোধর্ম্মের মধ্যে এ সকল কথার মিল হইবে না বলিয়া কেহ যেন অবজ্ঞা পড়িয়াই মনের খুঁৎকেই একতরফা Decree dismiss না করেন, পরন্তু তাঁহারা যেন শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ—এই দু'য়ের পার্থক্যাবধারণে তৎপর হন এবং সাত্বত-শাস্ত্রে নির্দ্দেশিত দিক্‌বারা গাম্ভীর্য্যের আলোচনা করেন, ইহাই আমাদের শেষ প্রার্থনা।

"শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেত-
স্তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ।
শ্রেয়ো হি ধীরোঽভিপ্রেয়সো বৃণীতে
প্রেয়ো মন্দো যোগক্ষেমাদ্ বৃণীতে॥"

(কঠ ১।২।২)

শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ—এই দুইটিই মনুষ্যকে আশ্রয় করিয়া থাকে। কিন্তু ধীর ব্যক্তি ঐ দুইটির তত্ত্ব সম্যগ্‌রূপে অবগত হইয়া একটি—মুক্তির কারণ, অপরটি বন্ধনের কারণ—এইরূপ বিচার করেন। তাই তাঁহারা প্রেয়ঃ পরিত্যাগ করিয়া শ্রেয়কে বরণ করেন আর বিবেকহীন অজ্ঞ ব্যক্তি যোগ অর্থাৎ অলব্ধ বস্তুর লাভ ও ক্ষেম অর্থাৎ লব্ধ বস্তুর সংরক্ষণ এতদুভয়াত্মক প্রেয়কে প্রার্থনা করেন।

"লব্ধ্বা সুদুর্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে
মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ।
তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাবৎ
নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ॥"

(ভাঃ ১১।৯।২৯)।

—অনেক জন্মের পর এই মানবজন্ম লাভ হইয়াছে। সুতরাং ইহা অত্যন্ত দুর্লভ। এই জন্ম অনিত্য হইলেও পরমার্থপ্রদ। অতএব ধীর ব্যক্তি যে পর্য্যন্ত মৃত্যু নিকটস্থ না হয়, তৎকাল মধ্যে অনবরত বিলম্ব না করিয়া চরম কল্যাণ লাভের জন্য চেষ্টা করিবেন।

শ্রীমায়াপুর-প্রসঙ্গঃ

অস্তি মায়াপুরং ক্ষেত্রং শ্রীনবদ্বীপমণ্ডলে।
পুণ্যং জন্মস্থলং ভূমৌ শ্রীগৌরাঙ্গ-
মহাপ্রভোঃ ॥ ১ ॥

সন্ন্যাসঃ শৌক্লপক্ষেণ ভুবনমঙ্গলেচ্ছয়া।
জন্মভূমিঃ পাবনাত্মা পাবকয়া বভূব সা ॥২॥
শ্রীমতী জাহ্নবীদেবী গৌরপাদ-
বিনিঃসৃতা।

তস্যা পশ্চতঃ পুণ্যাং নদ্যং
ভক্তজনাশ্রয়ো ॥ ৩ ॥

তস্যাঃ প্রচণ্ডবেগেন তৎকালাবক্রগতঃ।
গৌরধামং বিধাতুং ক্ষেত্রং
মগ্নমভূজ্জলে ॥ ৪ ॥

তৎস্থলবাসিনঃ সর্ব্বে নষ্টবাসাঃ স্থলান্তরম্।
যযুর্দৈবানুকূল্যেন বৈষ্ণবৈঃ সর্ব্বৈঃ সহ ॥৫॥
কালান্তরে নদীদেব্যাঃ পশ্চাদ্‌গমনাৎ পুনশ্চ তৎ।
দ্বীপরূপেণ তৎ ক্ষেত্রং মানবৈঃ
সমদৃশ্যত ॥ ৬ ॥

বৈষ্ণবপ্রবরো নাম্না ''শ্রীভক্তি-
বিনোদা''খ্যকঃ।

"বাবনসুখং কুরু" আশীষা
মহামতিঃ ॥ ৭ ॥

আবিষ্টঃ শ্রীমতা গৌরধাম্নৈ স মহাত্মনঃ।
পূজাং সমাপ যো বশে পুনর্নারী-কৃতং কৃষ্ণ শ্রী
ভক্তানাং মহাস্যৈর্বোপাদানমবিষ্টৈঃ।
সর্ব্বসাধন-সম্ভারা ধামবাসিকৃতং হি তত্ ॥৯॥

বিরাজঃ স্থাপিতশ্চাত্র নির্ম্মিতে চমৎকৃতে।
সম্পর্ক্ষ্য গৌরনাম্ভা ভক্তসেবা-মনোহরঃ ॥১০॥
ধামপ্রচারিণীসভয়া যেন সংস্থাপিতা পুনঃ।
যয়াঃ শ্রীবর্দ্ধনে সম্যগ্ বর্দ্ধিতা
বভূব সা ॥ ১১ ॥

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী মহোদয়ঃ।
স্থাপিতবাংশ্চ চৈতন্যমঠঞ্চ মহাপ্রভুঃ ॥১২॥
ধাম-পরিক্রমা পুণ্যা ক্রিয়া যেন
প্রবর্ত্তিতা।

প্রতিবর্ষং সহস্রাণাং যত্র ভক্তিমুক্তিং
নৃণাম্ ॥ ১৩ ॥

যত্রাযোজ্যৈঃ সর্বত্রাঃ প্রতিদীপং প্রকাশতে।
নানাপ্রৌঢ়িক সম্পত্তিঃ সমৃদ্ধঃ
সম্পন্নৈস্তথা ॥ ১৪ ॥

গায়ন্তি হরিনামানি বৈষ্ণবপ্রবরা বুধা।
শ্রীমদ্ভাগবতকাব্যে পঠন্তি জনসংসদি ॥১৫॥
অপ্রাকৃতসুধাম্বুধং প্রকাশয়ন্তি কেচন
ভাক্তসিদ্ধান্তসম্পন্নাঃ সম্পন্নাঃ সর্ব্বদর্শিনঃ ॥১৬॥
কেচিচ্চতুর্বিধং বিধাং ষট্-সুরস-সমন্বিতম্।
বিতরন্তি চ লোকেভ্যো মহাপ্রসাদ-
মাদরাৎ ॥ ১৭ ॥

আনন্দামৃতসম্পূর্ণং দুঃখবিবর্জ্জিতম্।
ক্ষেত্রং বৈকুণ্ঠবত্তাতি ভক্তলেখেষু সর্ব্বদা ॥১৮॥
ধামপ্রচারিণীসংজ্ঞিতা সা
ক্রিয়তিথিদৈবত্যর্হিভিঃ সুসংস্কৃতাঃ।
বিভাতি সংসৎসনকাদিভিশ্চাং
সদা বিশেষপূজনয়া লোকে ॥ ১৯ ॥
তদ্‌ভূমি সংসার-সমুদ্র-মগ্না
প্রভোর্নরাঃ সান্দ্রবনেন পূতাঃ।
ত্রিতাপ পাপাকুলিতাঃ স যেতা
শ্রীধাম মায়াপুরমাশ্রয়ন্তু ॥ ২০ ॥
মুক্তা ভবন্তি যাতনাঃ পাপুন্যত্র
স্থিতিম্।

চৈতন্যস্য কৃপাপি চেৎ বাঞ্ছাবান্-সাধনে
কৃতা ॥ ২১ ॥

ইতি মত্বা মহোদোষাঃ যাজকোত্তম
বিভাবকাঃ।

অস্তি চেৎ কিঞ্চন দোষোদ্ধর্ষিতশ্চ পদে
বিভোঃ ॥ ২২ ॥

অহো বিজ্ঞপ্তিং বক্ষিতোহহং যথামতি।
দৃষ্টিবিচিত্রবংশতো দুষ্টৈষং ক্ষমতু-মম্ ॥২৩॥
শ্রীমদ্ গদাধরেণ শ্রীগৌরকৃপাভিধা
প্রত্যাশয়াস্ত্রেণ সদাপি হীনবুদ্ধিনা ॥২৪॥

—শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, বি-এ

চিরকল্যাণ

(শ্রীযুক্ত শিবেন্দ্রনাথ বাগচী বি এ)

বর্ত্তমানে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়-সমূহে যে শিক্ষার ব্যবস্থা আছে, তাহাতে আমাদের চিরকল্যাণের বিষয় আদৌ আলোচিত হয় না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহার কারণ অনুসন্ধানে জানা যায়, যাঁহারা শিক্ষার কর্ণধার, তাঁহাদের আত্মকল্যাণের ধারণা অতীব ক্ষীণ; অথচ মানবের যা কিছু উন্নতি ও চেষ্টা সমস্তই তাঁহাদের মনের উদ্দেশ্যেই কল্পিত হইয়া থাকে।

চিরকল্যাণ বলিলে নিত্যকল্যাণ বুঝায়। যাহা নিত্য, তাহা শাশ্বত, অবিনাশী ও চিরস্থায়ী। তাহা কালের কোন পরিবর্তনে পরিবর্ত্তিত হয় না। নিত্যকল্যাণ কিসে হয়, তাহার আলোচনা করিতে হইলে নিত্য বস্তুর নিরূপণ প্রয়োজন। আমরা ইন্দ্রিয়দ্বারা যে সকল বস্তু দেখিতে পাই অর্থাৎ যে সকল পদার্থ আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, তাহা সকলই অনিত্য। ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম এই পঞ্চভূতে গঠিত সমগ্র জগৎ এবং মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়—এসকলই জড় এবং অনিত্য। অথচ মানবজাতি এই সকল পদার্থের অনুশীলনেই ব্যস্ত। তাহারা মনকে কর্ত্তা জানিয়া তাহার তুষ্টিবিধানের জন্য সতত প্রয়াসী। জড়বিজ্ঞান যতই উন্নত হউক না কেন, সেই পরিবর্তনশীল বস্তু কখনও মনোরাজ্য অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে না, অনিত্য রাজ্যে বিচরণ করে মাত্র। আত্মা নিত্য ও শাশ্বত। আত্মার আত্মকল্যাণই চিরকল্যাণ। কিন্তু বর্ত্তমানে আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধেই সন্দেহ উপস্থিত হয়, কাজেই তাহার আত্মা বা অনাত্মার কথা কোন দিন আমাদের আলোচনার বিষয় হয় না। আমরা ভাবি যে, আত্মা বলিয়া যে একটি বস্তুর কথা শুনিতে পাই—তাহা থাকিলেও তিনি আছেন মাত্র, কিন্তু তাঁহার কোন ক্রিয়া নাই। তাঁহার সত্তা-মাত্রেই মন বুদ্ধি প্রকৃতি কার্য্য করিতেছে; সুতরাং এই ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া ব্যতীত আত্মার নিজের কোন কার্য্য নাই। কিন্তু যাঁহারা তত্ত্বদর্শী, যাঁহারা বিজ্ঞান-সমন্বিত জ্ঞানলাভ করিয়াছেন, তাঁহারা আমাদিগকে জানাইয়াছেন যে, আত্মাই বাস্তব বস্তু, আত্মাই চেতন এবং আনন্দ আত্মারই নিজস্ব সম্পত্তি। আমিই আত্মা। আত্মা চেতনধর্ম্মবিশিষ্ট হওয়ায় তাহা নিত্য ক্রিয়াশীল, তাঁহার কার্য্য চেতনরাজ্যে এবং চেতনবস্তুকে আশ্রয় করিয়া সম্পন্ন। জড়ের সহিত তাঁহার কোন সম্বন্ধ নাই। বর্ত্তমানে কোন কারণ বশতঃ তাঁহার কার্য্য স্তব্ধ হইয়া আছে। তাই তাঁহার এই অবস্থা। ইহাই তাঁহার অশান্তি। এ অবস্থায় জড়-প্রকৃতির অন্তর্গত মন কর্ত্তা সাজিয়া সুখ-দুঃখাদি ভোগ করিতেছে। মনে চেতনের আভাসমাত্র আছে, কিন্তু তাহাতে চেতনের কার্য্য নাই। মন সুখ-দুঃখাদির ভোক্তা অভিমানে দুঃখের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া সুখ-সমৃদ্ধি বা অবিমিশ্র সুখের জন্য নানা প্রকার যত্ন করিতেছে, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছে না, ক্ষণকালের জন্য কিছু সুখের আস্বাদ পাইলেও পুনরায় দুঃখ [illegible] সংশ্লিষ্ট হইতেছে। সুতরাং চিরকল্যাণ বা নিত্যকল্যাণ লাভ করিতে হইলে চেতনময় নিত্যবস্তুর অনুসন্ধান প্রয়োজন। আমি স্বরূপতঃ অণুচেতন এবং পূর্ণচেতনের সহিত আমার সম্বন্ধ। সেই সম্বন্ধ হইতে চ্যুত হওয়ায় বর্ত্তমানে আমার এই অবস্থা ঘটিয়াছে।

এখন প্রশ্ন হইবে, আমি কি প্রকারে বিভু-চেতনের সম্বন্ধ হইতে ভ্রষ্ট হইলাম? তাহার উত্তর শ্রীল জগদানন্দপ্রভু 'শ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত' গ্রন্থ হইতে উদ্ধার করিতেছি।

"চিৎকণ—জীব, কৃষ্ণ চিন্ময় ভাস্কর।
নিত্য কৃষ্ণে দেখি' কৃষ্ণে করেন আদর॥
কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ হৈয়া ভোগবাঞ্ছা করে।
নিকটস্থ মায়া তারে জাপটিয়া ধরে॥
পিশাচী পাইলে যেন মতিচ্ছন্ন হয়।
মায়াগ্রস্ত জীবের হয় সে ভাব উদয়॥
'আমি নিত্য কৃষ্ণদাস' এই কথা ভুলে।
মায়ার নফর হৈয়া চিরদিন বুলে॥
কভু রাজা, কভু প্রজা, কভু বিপ্র শূদ্র।
কভু দুঃখী, কভু সুখী, কভু কীট ক্ষুদ্র॥
কভু স্বর্গে, কভু মর্ত্ত্যে, নরকে বা কভু।
কভু দেব, কভু দৈত্য, কভু দাস, প্রভু॥
এইরূপ সংসার ভ্রমিতে কোন জন।
সাধুসঙ্গে নিজতত্ত্ব অবগত হন॥
নিজতত্ত্ব জানি আর সংসার না চায়।
কেন বা ভজিনু মায়া করে হায় হায়॥
কেঁদে বলে, 'ওহে কৃষ্ণ, আমি তব দাস।
তোমার চরণ ছাড়ি হৈল সর্ব্বনাশ'॥
কাকুতি করিয়া কৃষ্ণে ডাকে একবার।
কৃপা করি' কৃষ্ণ তারে ছাড়ান সংসার॥
মায়াকে পিছনে রাখি কৃষ্ণ পানে চায়।
ভজিতে ভজিতে কৃষ্ণ-পাদপদ্ম পায়॥
কৃষ্ণ তারে দেন নিজ চিচ্ছক্তির বল।
মায়া আকর্ষণ ছাড়ে হৈয়া দুর্ব্বল॥
"সাধুসঙ্গে কৃষ্ণনাম" এইমাত্র চাই।
সংসার জিনিতে আর কোন বস্তু নাই॥"

শ্রীল জগদানন্দ প্রভুর এই কয়টী ছত্র এক সারগর্ভ যে, ইহাতে আমরা সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন এই তিন তত্ত্বের কথা একস্থানে সন্নিবিষ্ট দেখিতে পাই। ইহাতে আমি কেন এই অবস্থায় পতিত, কেমন করিয়া এ দশা কাটাইতে পারিব এবং কিরূপ অবস্থায় আমি [illegible] উঠিতে পারিব, তাহার সমস্তই বলিয়া দিয়াছেন। আমি নিত্য চেতনময় বস্তু; সম্বন্ধজ্ঞানের অভাবে শ্রীকৃষ্ণ সেবায় আমার দশা 'কভু স্বর্গে কভু নরকে' ভ্রমিয়া ভোগ-বাঞ্ছার দাস্যে আমার এ অবস্থা। আমি পুনরায় সেবোন্মুখ হইয়া নিত্যচেতনে প্রতিষ্ঠিত সাধুসঙ্গের চরণ আশ্রয় পূর্ব্বক আমার প্রভুকে আর্ত্তির সহিত ডাকিলেই তিনি আমাকে উদ্ধার করিবেন।

স্বপনেও না কর ভাই স্ত্রী সম্ভাষণ। গৃহে স্ত্রী ছাড়িয়া ভাই আসিয়াছ বন

শুদ্ধভক্তি মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ

(আকর-মঠরাজ)

প্রাচীন নবদ্বীপ, শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া। শ্রীমহাপ্রভুর জন্মস্থান হইতে প্রায় ৩০০ গজ [illegible] শ্রীচৈতন্যমঠ [illegible] এই স্থান [illegible] এই মঠাধীশ শ্রীভক্তি- [illegible] শ্রীগৌর-[illegible] [illegible] তাঁহাদের [illegible] নিত্য সেবিত হইতেছে [illegible] দৈনিকপত্র 'নদীয়া-প্রকাশ', সাপ্তাহিক [illegible] [illegible] 'নদীয়া-প্রকাশ' [illegible] [illegible] বর্ষে শ্রীধাম পরিক্রমা [illegible] [illegible] মহামহোৎসবাদি [illegible] রক্ষক—শ্রীমদ্ [illegible] সেবাবিগ্রহ।

২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রকাশিত শ্রীবিগ্রহ [illegible] প্রাক্তন [illegible] গৌড়ীয়গণের [illegible] নগরী কলিকাতায় [illegible] প্রতিষ্ঠিত আছেন। [illegible] শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ-শ্রীগান্ধর্বিকা-গিরিধারী সমভিব্যাহারে নিত্য সেবিত হন। 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক [illegible] নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। [illegible] পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, [illegible] [illegible] [illegible] নিয়মিত আলোচনা হয়। এই মঠ হইতে [illegible] [illegible] নগর-সঙ্কীর্ত্তন, [illegible] [illegible] অনুষ্ঠান হয়। মঠ-রক্ষক মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রী [illegible] বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ মন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের [illegible] শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি [illegible] এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া সহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা [illegible] সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক - শ্রী [illegible] ব্রহ্মচারী সেবাকোবিদ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌর-লীলার [illegible] এখানে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও [illegible] সেবা বর্ত্তমান, রক্ষক—শ্রী [illegible] অধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রী [illegible] দাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

(৭) কাজীর সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর বামনপুকুর (নদীয়া) এই স্থানে [illegible] কাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রী [illegible] ব্রহ্মচারী [illegible]।

(৮) [illegible]-কুণ্ড

[illegible], পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া) এখানে [illegible] ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর [illegible] [illegible] সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রী [illegible] দাস অধিকারী।

(৯) শ্রীগৌর গদাধর মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান) [illegible] শ্রীগৌর-গদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রী [illegible] ব্রহ্মচারী।

(১০) মোদদ্রুম ছত্র গৌড়ীয় বৈদিক

মাউগাছি, পোঃ [illegible], (বর্দ্ধমান)। [illegible] ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান। শ্রীগৌরনিত্যানন্দের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রী [illegible] ব্রজবাসী, [illegible]।

(১১) তেঘরিয়া কৃষ্ণকানন

নিকটবর্ত্তী, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া) রক্ষক শ্রী [illegible] ব্রহ্মচারী।

(১২) কুঞ্জকুটীর

-পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া। রক্ষক—শ্রী [illegible] অধিকারী

(১৩) ভাগবত-আসন

—পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া) এই স্থান হইতে ভাগবতাদির গ্রন্থাবলী প্রচারিত হয়। রক্ষক—শ্রী [illegible] ব্রহ্মচারী [illegible]।

(১৪) একায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ [illegible], (নদীয়া) রক্ষক— [illegible] গোস্বামী [illegible]।

(১৫) মহেশ পণ্ডিতের পাট

[illegible], পোঃ চাকদহ (নদীয়া) রক্ষক—শ্রী [illegible] ব্রজবাসী।

(১৬) মাধ্বগৌড়ীয় মঠ

৯০নং [illegible] রোড, পোঃ ঢাকা পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীপাদ [illegible] বিদ্যাবিনোদ বি-এ।

(১৭) গোপালজীউ—

[illegible], (ঢাকা) গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিদ্যমান। রক্ষক—শ্রী [illegible] ব্রজবাসী।

(১৮) নিতাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ [illegible], (ঢাকা)। এখানে শ্রীনিতাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রী [illegible] ব্রহ্মচারী

(১৯) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ ময়মনসিংহ রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য [illegible] শ্রী [illegible] বি-এল।

(২০) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

[illegible] এখানে [illegible] সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক শ্রী [illegible] ব্রজবাসী

(২১) আমলাজোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)। এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রী [illegible] অধিকারী,

(২২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ [illegible], (মানভূম) এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রী [illegible] অধিকারী।

(২৩) ভাগবতজনানন্দ মঠ

[illegible], পোঃ [illegible], মেদিনীপুর। এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক শ্রী [illegible] ব্রজবাসী [illegible]।

(২৪) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক— শ্রী [illegible] অধিকারী।

(২৫) সচ্চিদানন্দ মঠ

[illegible], পোঃ [illegible], (কটক) এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-[illegible] নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক মহামহোপদেশক শ্রী [illegible] [illegible]

(২৬) ত্রিদণ্ডি গৌড়ীয় মঠ

পোঃ [illegible] পুরী, শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রী [illegible] বিদ্যারত্ন।

(২৭) পুরুষোত্তম মঠ

[illegible], পোঃ পুরী [illegible]। এখানে শ্রীগৌর-বিনোদবিহারীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রী [illegible]

(২৮) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী) শ্রীগোপীনাথের ও শ্রীরাধাগোপী-নাথের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রী [illegible] অধিকারী।

(২৯) রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible] শ্রী শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রী [illegible] অধিকারী [illegible]।

(৩০) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

[illegible], [illegible] শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-[illegible] সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রী [illegible] ব্রহ্মচারী।

(৩১) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ

[illegible] শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ [illegible]

(৩২) পরমহংস মঠ

পোঃ [illegible], সীতাপুর এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও গৌর-বিনোদ-বিদ্যামন্দির সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রী [illegible] অধিকারী।

(৩৩) কৃষ্ণচৈতন্য মঠ

[illegible], শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা এখানে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিত্য-সেবা হয়। রক্ষক—শ্রী [illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠ

[illegible] রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী [illegible]

(৩৫) ব্রজস্বানন্দ সুখদ কুঞ্জ—শ্রীরাধাকুণ্ড

রক্ষক—শ্রী [illegible] অধিকারী

(৩৬) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৩৭) গোপীনাথ মঠ

[illegible], পোঃ [illegible], জেলা [illegible] (পাঞ্জাব) রক্ষক— শ্রী [illegible] ব্রহ্মচারী।

(৩৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং [illegible] রোড, নিউ দিল্লী। শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ [illegible]

(৩৯) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, [illegible], কর্ণাল। এখানে [illegible] সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রী [illegible] অধিকারী।

(৪০) সারস্বত গৌড়ীয় মঠ

[illegible] [illegible] শ্রীমদ্ [illegible]

(৪১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয় মঠ

[illegible] মাদ্রাজ। শ্রীশ্রীগুরু গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা। রক্ষক— শ্রীপাদ [illegible] [illegible]।

৪২) বোম্বে-গৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়

[illegible] রোড, [illegible], [illegible] নং [illegible], বোম্বে ৭ রক্ষক-- শ্রী [illegible] [illegible]

(৪৩) অমরগি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], মেদিনীপুর রক্ষক—শ্রী [illegible] দাস অধিকারী

(৪৪) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], কামরূপ। রক্ষক—শ্রী [illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৫) পাটনা গৌড়ীয় মঠ

[illegible], পাটনা। রক্ষক—শ্রী [illegible] ব্রহ্মচারী [illegible]

(৪৬) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠ বালেশ্বর

রক্ষক- শ্রী [illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৭) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয়

৩ [illegible], [illegible] গার্ডেন, [illegible] ৭, লণ্ডন রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ [illegible] মহারাজ।

(৪৮) বার্লিন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

Berlin W. 30

Eisenacher strasse 29 I.

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্—প্রথম ৪৲
প্রথম চইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ১৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৶০
২। অনুভাষ্য বিবৃতি শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। অনুভাষ্য সহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড —১৲; ৩য় খণ্ড—৮
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—১৲; ২য় খণ্ড ৮০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব—১৲
৮। সৎক্রিয়াসার—দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণব ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা)
। শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা)
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ খণ্ড ।।
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ।০
১৮। প্রমেয়-আম্নায় ।০
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৸৵০
২১। গৌড়ীয়-মাহাত্ম্য ৸০
২২। তত্ত্ব-রত্ন
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ ও (বাঁধা)
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ)
২৬। গীতার কেবল মূল-ভাষা ৪০
২৭। বৃহদ্ভাগবতামৃত তলমোখণ্ডঃ মাঙ্গলিক ২৲
২৮। বেদান্তদর্শন সাক্ষাৎ ৪০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸
৩০। দীন-বিলাপ ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ১০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা ৵১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ
৪০। শরণাগতি
৪১। গীতাবলী
৪২। চিত্র নবদ্বীপ ১।০
৪৩। সাধনকণা
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা
৪৫। নবদ্বীপশতক
৪৬। অর্চ্চনপদ্ধতি
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৵০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (৪র্থ সংস্করণ)
৪৯। আর্চনা
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (১ম খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ)
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয়
৫৫। ভক্তিতত্ত্বমালা ও সারার্থদর্শিনী
৫৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন?
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণবিজয় ৶০
৫৯। বিদ্যাবিনোদ ৶০
৬০। ... ৵০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতম্ মহাকাব্যম্
৬১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী স্মরিকাঃ
৬২। সটিক শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৬৩। হরিভক্তম্ ।০
৬৪। সাত্বত শিক্ষাষ্টকম্ ।৶০
৬৫। গৌড়ীয়মঠ সংবাদঃ ৵০
৬৬। নারদপঞ্চরাত্রম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৭। রায় রামানন্দ ।০
৬৮। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ।০
৬৯। নামভজন ।০
৭০। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজি অ্যাণ্ড অন্টলজি ।০
৭১। ভিক্টোরিয়া ওয়ার্ড্‌স ৷৵০
৭২। শ্রী হ্যাপি প্রেজেন্টেশন অব শ্রীচৈতন্যভাগবত ।০
৭৩। বৈষ্ণবীজম ।০
৭৪। কোয়াইট গৌড়ীয়মঠ ইন ব্রুসেলস ৵০
৭৫। দি ভাগবত ।০
৭৬। ডেডিকেটরি প্রিলিপ্‌স অ্যাণ্ড আনেক্স ডিরেকশন ।০
৭৭। ব্রহ্ম-সংহিতা
৭৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৭৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮০। সাধন-পথ ।০
৮১। কল্যাণ-কল্পতরু ৵০
৮২। গীতাবলী ৴
৮৩। শরণাগতি ৴

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৪। শরণাগতি ৵০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠ মহাশয়ের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের মহৌষধ

... জ্বর-প্লীহা-সংযুক্ত জীর্ণ জ্বরে এই পাচন এবং ... জ্বর ... অদ্বিতীয় ঔষধ। ... মূল্য ছোট বোতল ৸০ আনা, বড় বোতল ১৷০ আনা। ...

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড ... কলিকাতা।
অথবা
পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

শ্রীশ্রীব্যাঘ্র ... কর্ত্তৃক ...

আভিনব আবিষ্কার

ফাউন্টেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন বস্তু নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।
জে বি, দত্ত এণ্ড কোং
কারখানা—... বাগবাজার লেন, বাগবাজার

আমাশয় ও পেটের পীড়ায়

শ্রীশ্যামানন্দ দাশ কবিরাজের আবিষ্কৃত

গ্রহণী বজ্র

ব্যবহার করুন

আমাশয়, রক্তামাশয়, অতিসার, অরুচি, অজীর্ণ, পেটফাঁপা, বুকজ্বালা, কুষ্ঠিকা ও শিশুর উদরাময় প্রভৃতি সকল প্রকার নূতন ও পুরাতন পেটের পীড়ার গ্রহণী বজ্র প্রত্যক্ষ ফল প্রদ মহৌষধ।

... আমাদের গ্রহণী বজ্র ব্যবহার করিয়া ফল লাভ করিতে পারেন ... পরীক্ষা প্রার্থনীয়। মূল্য ... আনা, ... ডাক মাশুল ৵০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীকৃষ্ণ ঔষধালয়, ময়মনসিংহ।
ঢাকার এজেন্ট মেসার্স মহেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং
পাটুয়াটুলি, ঢাকা

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তসাহিত্যতীর্থ কর্ত্তৃক ও ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

স্বর্ণ সুযোগ ! স্বর্ণ সুযোগ !

শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদরচিত গৌড়ীয়ভাষ্য সহিত

বিরাট্ গ্রন্থ

শ্রীশ্রীচৈতন্য ভাগবত

গ্রন্থের আয়তন ঃ—ক্রাউন কোয়ার্টো মূল ১০৯৬ পৃষ্ঠা, সূচীপত্র ২৪৪ পৃষ্ঠা, মোট ১৩৪০ পৃষ্ঠা

ভিক্ষা (বাঁধাই) মাত্র ৭৲ সাত টাকা

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা

নদীয়া সার্টিফিকেট আদালতের নীলাম ইস্তাহার

১ কেস নং এবং কোর্টের নাম	২ নীলাম ইস্তাহার (A) (B) বা (C) ধারায় প্রকাশিত	৩ ডিক্রিদার	৪ দেনাদার	৫ যে দাবীর জন্য সম্পত্তি বিক্রয়ের আদেশ হইয়াছে	৬ বিক্রয়ের স্থান তারিখ ও সময়	৭ কি রকম জোত	৮ থানা, মৌজার নাম ও গ্রাম	৯ খতিয়ান নং প্লট (জানা থাকিলে) অথবা অন্য প্রয়োজনীয় বিবরণ	১০ জমির পরিমাণ (জানা থাকিলে)	১১ জমা (জানা থাকিলে)	১২ মন্তব্য
৩৫৪ R. P. ৩৩।৩৪ নদীয়া সার্টিফিকেট আদালত		আর পালচৌধুরী	জিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী	১৩৸৵০	২৯.৫.৩৫	মধ্যস্বত্ব চিরস্থায়ী	থানা কৃষ্ণনগর মৌজে চটনা	৫৫৯ খতিয়ান	০-১৩	নিষ্কর সেস ৷৵০	আর পালচৌধুরী
২০৯ R. P. ৩৩।৩৫		ঐ	এবাদান মণ্ডল	৩৮৮৵৯	৭।৫।৩৫	রায়তি স্থিতিবান	থানা নবদ্বীপ মৌজে মাজদিয়া	২৮০ খতিয়ান	১৪-৭০	২৬৸৬	ঐ
২৪৮ R. P. ৩৪।৩৫		ঐ	ঐ	২৬৸৬	৩০।৫।৩৫	মধ্যস্বত্ব চিরস্থায়ী মোকররী	থানা কোতয়ালী মৌজে উলিনপুর	২৭ খতিয়ান	১১-২০	১২৲	ঐ
২৫১ R. P. ৩৪।৩৫		ঐ	ঐ	৭৸৵৩	৩০।৫।৩৫	মধ্যস্বত্ব চিরস্থায়ী	থানা নবদ্বীপ মৌজে মাজদিয়া	১৩৪ খতিয়ান	৪-৫৭	৸৵০	ঐ
২১১ R. P. ৩৪।৩৫		ঐ	গয়ারাম সিং	৯১/১	৩১।৫।৩৫	রায়তি স্থিতিবান	থানা শান্তিপুর মৌজে পাঁচপোতা	৫৯১ খতিয়ান	২-১	৩৸৵৬	ঐ
১৪ A. D. ৩৪।৩৫		এ. পালচৌধুরী	আবদুল বারিক	১৮৪।৯	৩০।৫।৩৫	ঐ	থানা হাঁসখালি মৌজে দক্ষিণপাড়া	৩৭৬ খতিয়ান	১১-৩৫	২৪৸৵০	এ. পালচৌধুরী
১০ A. D. ৩৪।৩৫		ঐ	আবুবক্কর বিশ্বাস দিং	১৮১৩৵৯	৩১।৫।৩৫	ঐ	থানা ঐ মৌজে ঐ	৪১৪ খতিয়ান অনীপ ৪১৭,৪০৭ ৮০০,৮১১,৯৫৯, ৯৩৪,	১১-৬৬	২৫৲৫	ঐ
১১ A. D. ৩৪।৩৫		ঐ	রাজকুমারী বিবি দিং	১৫২।৵৬	৪।৬।৩৫	ঐ	থানা ঐ মৌজে ঐ	১৫০ খতিয়ান	-৬	৷৵৬	ঐ
৬৩০ R. P. ৩৩।৩৪		আর পালচৌধুরী	একরাম মণ্ডল দিং	৫৸৵৩	৮।৬।৩৫	মধ্যস্বত্ব চিরস্থায়ী	থানা নবদ্বীপ মৌজে মাজদিয়া	১৬১ খতিয়ান	-৩৮	নিষ্কর	আর পালচৌধুরী
৬২৮ R. P. ৩৩।৩৪		ঐ	ঐ	৩৸৵৩	৮।৬।৩৫	ঐ	থানা কৃষ্ণনগর মৌজে উলিনপুর	৮৫২ খতিয়ান	১-৭৭	১৵০	ঐ
৬২০ R. P. ৩৩।৩৪		ঐ	ঐ	১০৸৵০	৮।৬।৩৫	ঐ	থানা কৃষ্ণনগর মৌজে উলিনপুর	৯২৫ খতিয়ান	০-০৩	নিষ্কর	ঐ

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'নদীয়া' নবদ্বীপ

দৈনিক

REG. C 1544

চৈতন্যোপনিষদ্ ... মূল্য ।০ মাত্র। শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

নদীয়া-প্রকাশ
THE NADIA-PRAKAS

"গৌড়ীয়" ৭ম বর্ষ হইতে ১১শ বর্ষ পর্য্যন্ত প্রতি বর্ষ বাঁধান মূল্য ৩০ মাত্র। শ্রীগৌড়ীয় মঠ বাগবাজার, কলিকাতা

১০ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২৮শে চৈত্র, বৃহস্পতিবার ১৩৪১, ১১ই এপ্রিল ১৯৩৫ [৩৫শ সংখ্যা

অমৃতবাজার পত্রিকার মামলা

—:০:—

সম্পাদকদ্বয়ের তিনমাস ও মুদ্রাকরের এক মাস দণ্ড

গত ২৫শে মার্চ্চ তারিখে, অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত 'কলিকাতা হাইকোর্ট' শীর্ষক এক প্রবন্ধ সম্পর্কে অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুত তুষারকান্তি ঘোষ গত ২৫শে চৈত্র সোমবার কলিকাতা হাইকোর্টের স্পেশাল বেঞ্চ কর্ত্তৃক আদালত অবমাননার অপরাধে তিনমাস বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

মুদ্রাকর শ্রীযুত তড়িৎকান্তি বিশ্বাসও এই সম্পর্কে একমাস বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

আদালত রায় দিবার পর তাঁহাদিগকে প্রেসিডেন্সি জেলহাজতে রাখা হইয়াছে।

১২ জনের ফাঁসি ১১ জনের দ্বীপান্তর

হায়দ্রাবাদ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি নবাব মির্জা ইয়ার জং ... এক চাঞ্চল্যকর হত্যার মামলার রায় প্রদান করিয়াছেন। ওয়াহেদেশ ... হত্যার অপরাধে রাম রেড্ডী প্রভৃতি ১৭ জন লোককে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন এবং পদ্মনাভ রেড্ডী প্রভৃতি ২৪ জনকে তাহারা ... ১২৩, ১২৪, ৩৬৮ এবং ৩৬৯ ধারা অনুসারে ১৪ বৎসর ... সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। উক্ত দণ্ডাদেশে অনুমোদনের জন্য মামলা হাইকোর্টে প্রেরিত হইলে প্রধান বিচারপতি রায় ... প্রভৃতি তিন জনকে প্রাণদণ্ড ও ৫০০৲ টাকা জরিমানা অপর ৯ জনকে প্রাণদণ্ড এবং যোগলা ... প্রভৃতি ১১ জনকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত করেন। ... প্রভৃতি ৭ জনকে মুক্ত দেওয়া হয়।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, প্রায় ১২।১৪ বৎসর যাবৎ রেড্ডি সমাজের কয়েকজন লোক প্রথমতঃ বৃটিশ ভারত হইতে আসিয়া মিরলী গ্রামে বাস করিতে থাকে। সর্ব্বপ্রথম বেঙ্কায়া নামক একব্যক্তি আসিয়া বসবাস করে। তাহার প্রতিপত্তি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে তাহার শ্যালক রামায়া ও সুব্বায়াকে নিয়া আসে। তাহারা গবাদি পশু বিক্রয়ের ব্যবসা করিত। ক্রমশঃ অন্যান্য আত্মীয়স্বজন আসিয়া তাহাদের সঙ্গে যোগদান করে। পেরু ... জাতির এই সব লোক ঐ রেড্ডি পরিবারের প্রতি তাহাদের পক্ষ ... । আংশিক এই কারণে এবং রেড্ডি পরিবারের কোন কোন স্ত্রীলোকের সহিত উহাদের অবৈধ সংসর্গ থাকায়, দেশীয় লোকদের সহিত বহিরাগতদের মনোমালিন্য ঘটে। ১৯৩১ সালের অক্টোবর মাসে ... নামক এক জন বিদেশীয় শক নামক বেঙ্কট রেড্ডী ... চলিতে যায় এবং ... হয়। উহার দুইদিন পর ঐ গ্রামের কতিপয় লোক রামলিঙ্গা এবং পদ্মারাম নামক দুইজন বিদেশীকে আক্রমণ করে। উহারা তাহাদের আত্মীয়বাড়ীতে যাইয়া আশ্রয় লয়। অতঃপর ৬০।৭০ জন লোক লাঠি লইয়া ঐ বাড়ী আক্রমণ করে এবং উহাদের বাড়ীতে আগুন ধরাইয়া দেয়। স্ত্রীলোকদিগের অনুরোধে ... রেড্ডির নিকট এবং পুলিশ প্যাটেলের নিকট কথা প্রদান করে এবং এইভাবে তাহাদের জীবন রক্ষার চেষ্টা করে। রাম রেড্ডী রামায়াকে তাহার লাঠি ত্যাগ করিয়া ক্ষমা চাহিবার জন্য মাথা অবনত করিতে বলে। রামায়া মস্তক অবনত করিলে, রাম রেড্ডী লাঠি ও মুষল দ্বারা রামায়ার মস্তকে আঘাত করিয়া তাহাকে হত্যা করে। অন্যান্য আক্রমণকারী অবশিষ্ট ৪ জনকে হত্যা করে। অতঃপর তাহারা সমস্ত মৃতদেহ একত্রিত করিয়া তাহাতে অগ্নি সংযোগ করে। মৃতদেহ এমনভাবে পুড়িয়া যায় যে পরে তাহা সনাক্ত করা সম্ভব হয় না। আততায়িগণ শিশুদিগকে রেহাই দেয় বটে, কিন্তু যেসব স্ত্রীলোক তাহাদের স্বামীদিগকে সাহায্য করিয়াছিল তাহারা সেই সব স্ত্রীলোকদিগকে আক্রমণ করে। স্ত্রীলোকগণ ভয়ে দৌড়াইয়া পলায়ন করে।

—

শিলচরে রাহাজানি

গত ১লা এপ্রিল শিলচরের নিকটবর্ত্তী ... নামক স্থানে একটি রাহাজানি হইয়া গিয়াছে।

শিলচরের শ্রীযুত ... দাস মোটর চালাইয়া ... আসিবার সময় পথে একটী ... অবস্থায় দেখিতে পান। ... তুলিয়া লন এবং থানার ... নিকট সমর্পণ করেন।

... নিকট হইতে জানা যায় যে, সে কাছাড় হইতে বদরপুরের মেলা দেখিয়া সাইকেলে শিলচর আসিতেছিল। পথে কয়েকজন লোক নাকি তাহাকে সাইকেল হইতে নামাইয়া ... ১১৲ ছিনাইয়া লয় ও তাহার পা বাঁধিয়া নিকটবর্ত্তী পথে ফেলিয়া দেয়।

পল্লীগ্রামে ডাকাতি

চাকদহ থানার অন্তর্গত ... গ্রামে এক ডাকাতি হইয়াছে বলিয়া সংবাদ আসিয়াছে, প্রকাশ যে, শনিবার দিন অতি প্রত্যুষে প্রায় ১৪ জন লোক উক্ত গ্রামের শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র ঘোষের বাড়ীতে জোর করিয়া প্রবেশ করে এবং তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া কিছু নগদ টাকা ও গহনাপত্র লইয়া চম্পট দেয়। ডাকাতদিগকে দেখিয়া পশ্চিমা হিন্দুস্থানী বলে মনে হইয়াছিল। তাহাদের হাতে লাঠি, ছোরা এবং অন্যান্য মারাত্মক অস্ত্র ছিল বলিয়া প্রকাশ। স্থানীয় পুলিশ তদন্ত করিতেছেন।

দুইদল কাবুলীতে ভীষণ দাঙ্গা

চাপড়া ... থানার অন্তর্গত ... গ্রামে দুইদল কাবুলীর মধ্যে এক ভীষণ দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে ফলে ৪ জন কাবুলী আহত হয়।

প্রকাশ, একদল কাবুলী টাকা আদায় করিতে বাহির হইলে আর একদল কাবুলী ছোরা ও লাঠি লইয়া তাহাদিগকে পথিমধ্যে আক্রমণ করে। ফলে দুইজন কাবুলী আহত হয়। আহত ব্যক্তিদ্বয় ... পার্শ্ববর্ত্তী এক ... আশ্রয় লয়। অপর দলের দুই ব্যক্তিও আহত হয়।

—

অবতরণকালে বিমান দুর্ঘটনা

গত ৩০।৩১এ মার্চ্চ ... এয়ার ফোর্সের একখানি বিমান ... হইতে ... আসিবার পথে ... নিকট একটি ... অবতরণের সময় ... একটী খুঁটির সহিত ... লাগিয়া ... ছিন্ন হইয়া যায়। ঘটনার সময় বিমানখানি চালাইয়া আসিয়া ... কেহই আহত হয় নাই এবং বিমানের কল চালকই ... মেরামত করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

শ্রীধাম—মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে ; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও সচ্চরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা লয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

দরিদ্র মেধাবী ছাত্রগণের জন্য সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র মেধাবী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

[illegible] কলেজের [illegible] অধ্যাপক [illegible] আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল [illegible] এম-এ, [illegible] গ্রন্থ [illegible] এবং [illegible] আলোচনা ও বিচার [illegible] শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা [illegible] শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের লিখিত মুখবন্ধ (Foreward) প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে [illegible] Index Glossary [illegible] ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—[illegible] গৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা ; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে কথাসার ও শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

প্রাপ্তব্য:—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। প্রতি বর্ষ ৪৲ টাকা ভিক্ষায় কলিকাতা বাগবাজার গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত [illegible] পারমার্থিক পাক্ষিক [illegible] হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১।০

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহা-পাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—[illegible] পাক্ষিক শ্রীপাদ [illegible] বি-এল, বি-টি সম্পাদিত [illegible] হইতে [illegible] আসামী ভাষায় পাক্ষিক। ভিক্ষা সডাক ১।০ টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ

প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল শ্লোক অক্ষরে এবং তাঁহার বর্ত্তমান যুগ শুদ্ধভক্তগণের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। অতি সুন্দর ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজ আকারে ১০২৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। তদ্ব্যতীত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোক সূচী, পদ্যসূচী, গানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়-সূচী, স্থানসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী-পত্র। সমগ্র শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অভিনব বিরাট সংস্করণ জগতের কোথায়ও আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই, ইহা নিঃসন্দেহে পাঠক মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন। মহামহিমগণের প্রতি : মূল্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা, অন্য—৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ

[illegible]

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৪৬	১০—৫১,	১৩—৩	১৭—৮,	১৯—৩৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—৩	১৪—০	১৮ ৯,	২০—০৫
নবদ্বীপঘাট	পোঃ	৭—৩০,	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—১২

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

মায়াপুর অভিমুখে

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১২-১০	১৩-৩৪	৫-৭৪	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫০	৯-৩০	১২-১৯	১৩-৪২	৫-৫৩	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পোঃ	৬-২০	১০-৩	১২-৫.	১৮-.৩	১৩-১২	১৯-১১

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	প্রথম ও দিনে: সংবাদের পৃষ্ঠা	প্রথম ও দিনে: বিজ্ঞাপন পৃঃ	পরবর্ত্তি-সময়ে: সংবাদের পৃষ্ঠা	পরবর্ত্তি-সময়ে: বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা
প্রত্যেকবার প্রতি লাইন		।৵০	।৶	
" " ইঞ্চি		১।০	১৷০	
সিকিকলম		৩৲		২৲
" " অদ্ধকলম	৮৲	৬৲	৬৲	
" " ১ কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

মাসিক হার

[যদি অন্ততঃ ১ বৎসরের জন্য চুক্তি করা হয়]

সংবাদ পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ৬৲, সিকি কলম ১৫৲, অদ্ধ কলম ২৫৲, এক কলম ৪০৲
বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ৪।০, সিকি কলম ১২৲ অদ্ধ কলম ১৮৲, এক কলম ৩০৲ টাকা।

সাহায্যের হার

সডাক বার্ষিক ৯৲ নয়টাকা, ষাণ্মাসিক ৫৲ পাঁচ টাকা, ত্রৈমাসিক ৩০ পৌনে তিন টাকা, মাসিক ১৲ এক টাকা মাত্র। নগদ প্রত্যেক সংখ্যা [illegible]

ম্যানেজার, দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ,

পোঃ শ্রীমায়াপুর, জেলা নদীয়া। টেলিগ্রাম—"[illegible]", নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১০ম বর্ষ বিষ্ণু [illegible] ১৮শে চৈত্র [illegible] ১৩৪১, [illegible] বুধবার [illegible] সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

বিগত ২০শে মার্চ্চ বুধবার 'দিল্লী-গৌড়ীয় মঠে' শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব-তিথি-পূজা গৌরবিহিত কীর্ত্তন ও বিবিধ ভক্ত্যঙ্গ-যাজনমুখে বিশেষ সমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। ঐ দিবস প্রাতে দিল্লী গৌড়ীয়-মঠের সেবকগণ মঙ্গলারাত্রিকের পর গৌর-বিহিত কীর্ত্তনদ্বারা মঠপ্রাঙ্গণ মুখরিত করিয়া বহু ব্যক্তিকে শ্রীমঠে আকর্ষণ করিয়াছিলেন। বহুক্ষণ কীর্ত্তন হইবার পর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমী মহারাজ শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে শ্রীমহাপ্রভুর প্রকটের পূর্ব্বে দেশের দুরবস্থা, শ্রীভগবন্নাম-কীর্ত্তনের দুর্ভিক্ষ, ত্রিবিধ দুঃখপ্রস্ত জীবের উদ্ধারের জন্য শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর গঙ্গাজল তুলসীদ্বারা উচ্চ হুঙ্কার করিয়া শ্রীমহাপ্রভুকে প্রপঞ্চে প্রকট-করণ প্রভৃতি বিষয় ১৷ ঘণ্টা যাবৎ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

উৎসবোপলক্ষে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সুউচ্চ সিংহাসন বিচিত্র বর্ণের নানা সুগন্ধি পুষ্পাদির দ্বারা অতি সুন্দরভাবে সজ্জিত করা হইয়াছিল। সমস্ত দিবসব্যাপী বহু ব্যক্তি শ্রীমঠে আগমন-করতঃ শ্রীবিগ্রহ দর্শন ও ত্রিদণ্ডিপাদগণের নিকট শ্রীমহাপ্রভুর মহাবদান্য লীলার কথা শ্রবণ করিয়া কৃতকৃতার্থ হইয়াছিলেন।

সন্ধ্যারাত্রিকের পর পুনরায় কীর্ত্তন হয় এবং কীর্ত্তনান্তে পূর্ব্বোক্ত ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব ও তাঁহার পরম ঔদার্য্য-লীলার কথা সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় সকলকে বুঝাইয়া দেন। পাঠের পর কীর্ত্তনান্তে উপস্থিত সকল ব্যক্তিকে প্রচুর [illegible] বিচিত্র মহা প্রসাদ প্রদান করা হয়।

উক্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে নিম্নে কয়েক জনের নাম প্রদত্ত হইল ডাঃ কে. কে. সেন; শ্রীযুক্ত মনোমোহন দাস গুপ্ত, হাণ্ডিঞ্জ কলেজের প্রিন্সিপাল মিঃ এন চৌধুরী; ডি, জি, পি, টি অফিসের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ সেন; শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র বসু; মিঃ [illegible] প্রভৃতি।

দিল্লী গৌড়ীয়মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসর্ব্বস্ব তুর্য্যাশ্রমী মহারাজ ও শ্রীপাদ ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমী মহারাজ প্রত্যহই দিল্লীবাসীর দ্বারে দ্বারে যাইয়া শ্রীমহাপ্রভুর বিমল প্রেমধর্ম্মের কথা, জীবের স্বরূপ ও স্বরূপাবস্থিত জীবের কৃত্য প্রভৃতি বিষয় কীর্ত্তন করিতেছেন।

গত ২৫।৩।৩৫ তারিখে ত্রিদণ্ডিপাদদ্বয় বাবু রঘুনাথ বাগোরিয়া এম্-এস্-এ মহোদয়ের নিকট বহুক্ষণ যাবৎ শ্রীগৌড়ীয়-মঠের প্রচারের বৈশিষ্ট্য ও বদ্ধজীবগণের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে কীর্ত্তন করিয়াছেন। বাগোরিয়া মহোদয় অতিশয় সজ্জন। তিনি গৌড়ীয়মঠের প্রচারের কথা শুনিয়া বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছেন।

গত ২৭।৩।৩৫ তারিখে স্বামীজীদ্বয় উড়িষ্যা প্রদেশ হইতে আগত রুরালবোর্ড মিঃ [illegible], এম্-এল্-এ মহোদয়ের নিকট বহুক্ষণ যাবৎ শ্রীমহাপ্রভুর বাণী কীর্ত্তন করিয়াছেন। মিঃ [illegible] বহুদিন হইতেই শ্রীগৌড়ীয়মঠের সহিত পরিচিত ও বাস্তবভাবে মঠের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন [illegible] সজ্জনতা বিশেষ প্রশংসনীয়।

বিগত ২০।৩।৩৫ তারিখে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ঔড়ুলোমী মহারাজ মাদ্রাজ প্রদেশ হইতে আগত মিঃ সি, এন্, মাধুবন মুদালিয়ার এম্, এল্, এ মহোদয়ের নিকটেও শ্রীমহাপ্রভুর প্রচারিত বিশুদ্ধ প্রেমধর্ম্মের কথা এবং শ্রীগৌড়ীয়মঠই যে বাস্তবিক শ্রীমহাপ্রভুর ধর্ম্ম প্রচারের জন্য সর্ব্বপ্রকারে চেষ্টা করিতেছে তাহা বিশেষভাবে বুঝাইয়া দেন। মুদালিয়ার মহোদয় মাদ্রাজেও আমাদের বিশাল প্রচারকেন্দ্র আছে জানিয়া বিশেষ সন্তুষ্ট হন।

গত ৩।৪।৩৫ তারিখে স্বামীজীদ্বয় মাদ্রাজ প্রদেশ হইতে আগত এম্, আর, আর ওয়াই, স্বামী বেঙ্কটাচালাম চেট্টি গারু এম্, এল্, এ, মহোদয়ের নিকটও শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারের বৈশিষ্ট্য কীর্ত্তন করেন। ভারতে এবং ভারতের বাহিরেও প্রচারকেন্দ্র স্থাপন করিয়া এবং বিভিন্ন দেশে স্থায়ী ভাবে সুনিপুণ প্রচারকবৃন্দ প্রেরণ করিয়া এবং স্থানে স্থানে পারমার্থিক প্রদর্শনী প্রভৃতি উদ্ঘাটন দ্বারা শ্রীগৌড়ীয়মঠ যেভাবে জগতের সাধারণ লোককে পারমার্থ উপলব্ধি করিবার সুযোগ প্রদান করিতেছেন তাহা এ জগতের ইতিহাসে সম্পূর্ণ অভিনব ব্যাপার। মিঃ চেট্টি স্বামীজীর নিকট গৌড়ীয়মঠের প্রচার চেষ্টার বিষয় অবগত হইয়া বিশেষ আনন্দ ও সহানুভূতি প্রকাশ করেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিকুমুদ সন্ত মহারাজ কয়েক [illegible] হইল কলিকাতা গৌড়ীয়মঠ হইতে কাশী শ্রীসনাতনগৌড়ীয়-মঠে গমন করিয়াছেন। তথা হইতে

শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ

শ্রীল প্রভুপাদ কর্ত্তৃক ভিত্তি-স্থাপন

নারায়ণগঞ্জ হইতে প্রেরিত গত ৮ই এপ্রিলের নিজস্ব সংবাদদাতার তারে প্রকাশ, গৌড়ীয়াচার্য্যভাস্কর প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর কর্ত্তৃক উক্ত দিবস বেলা ১১ ঘটিকার সময় ঢাকায় সংগৃহীত সুবিস্তৃত ভূ-খণ্ডে উক্ত সংকীর্ত্তনের মধ্যে শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন। ঢাকার বিভিন্ন কেন্দ্র হইতে শ্রীল প্রভুপাদকে চারিখানা অভিনন্দন পত্র প্রদান করা হইয়াছে। একটী পরম রমণীয় সুসজ্জিত সুবৃহৎ মণ্ডপে প্রায় এক সহস্র ব্যক্তি সমবেত হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে ঢাকার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট, জেলা ও সেসন জজ এবং অন্যান্য বহু উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী, অধ্যাপক, হাইকোর্টের উকিল, জমিদার ও প্রায় ছয়শত শিক্ষিতা ভদ্রমহিলা উপস্থিত ছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ একটী সংক্ষিপ্তসার বক্তৃতায় শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর বাণীপ্রচারার্থ শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের শ্রীমন্দিরের প্রয়োজনীয়তা সকলকে অতি সুন্দররূপে বুঝাইয়া দেন। এইসকল বিষয়-[illegible] সুবৃহৎ অভিবেদন অতি অল্প দূর [illegible]। ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীপাদ ভক্তি [illegible] মহারাজের অক্লান্ত উদ্যম [illegible] শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় [illegible] সম্পন্ন হইয়াছে।

প্রচারকগণের [illegible] ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজের [illegible] প্রচারে যাইবার কথা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২২ বিষ্ণু, আদি কার্য্যালয়ে ৪৪৯

পাগলের ডাক কৃষ্ণ শুনেন না

পাগল হইলে বা মস্তিষ্ক বিকৃত হইলে মনশ্চাঞ্চল্য অথবা উন্মত্ততা হয়, চিন্তাশক্তি ঠিক থাকে না, ভালমন্দের বিচার করিবার ক্ষমতা লুপ্ত হয় এবং সেই ব্যক্তি আবোল তাবোল বকে। অসংখ্য চিন্তাপ্রবাহ অসংযমিত হইয়া তাহার হৃদয়কে উদ্বেলিত করে, স্বাভাবিক শান্তির লেশমাত্রও তাহার হৃদয়ে স্থান পায় না। মানুষ পাগল হইলে অকালেই মরিয়া যায়, চিকিৎসা একেবারে হারায় এবং অজ্ঞানতা-প্রাপ্ত হয় বলিয়া তাহার বন্ধু-বান্ধবগণ বা অন্য কেহই তাহার কথায় বিশ্বাস করিতে পারে না বা সেই পাগলের প্রলাপোক্তি অনুযায়ী কার্য্য করে না, পাগলের প্রলপিত বাক্যের কোনও মূল্য নাই বলিয়া তাহার কথায় কেহ কাণ দেয় না, তাহার ডাক কেহ শুনিয়াও শুনে না। কিন্তু এই মস্তিষ্ক-বিকৃতি-রোগ ক্রমেক্রমে যখন দূরীভূত হয়, তখন আর কেহ সে ব্যক্তির উপর উদাসীন থাকে না; পরন্তু তাহার কথা বা আদেশ পালন করিতে তৎপর হয়। রোগ না সারিলে বা প্রকৃতস্থ না হইলে—পূর্ব্বজ্ঞান বা পূর্ব্বাবস্থা ফিরিয়া না আসা পর্য্যন্ত পাগলের সমস্ত চেষ্টা বা কাতর আহ্বান যেমন ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয়, ভবরোগ-আক্রান্ত মনুষ্যগণ বা বিষয়-পাগল আমাদের অবস্থা তদনুরূপ-হেতু আহ্বান অভিভূত হওয়ায় সেইরূপ হইয়াছে। কৃষ্ণের সেবক আমরা বিস্মৃতিপ্রাপ্ত হওয়া এখানে পাঞ্চভৌতিক কুম্ভীপাকে বাস বা সেবাত্যাগ করিয়া ভোগের মার্গে কাম-ক্রোধাদি-ষড়্‌রিপুর কবলে কবলিত হইয়া কষ্ট পাইতেছি এবং বিষয়োন্মত্ত হইয়া রূপ, রসাদি বিষয়ের প্রান্তরে বিচরণ করিবার জন্য ব্যস্ত হইতেছি, স্বরূপের কথা ভুলিয়া মোহমুগ্ধ হইয়াছি, পাগলের ন্যায় কত কি প্রলাপ বকিতেছি—কখন নিজেকে রাজা বা মন্ত্রী বলিতেছি, কখনও স্ত্রী বা পুরুষ অভিমান করিতেছি আবার কখনও নিজেকে পিতার পুত্র, স্ত্রীর স্বামী, পুত্রের পিতা এবং পরিবারবর্গের পালক ও রক্ষাকর্ত্তা মনে করিয়া অহঙ্কারে প্রমত্ত হইয়াছি, যেখানকার বন্ধুবান্ধবের সন্তান ব্যতীত বা তাঁহাদের প্রীতিবিধান ব্যতীত নিজের ঘর কিছুই রাখিতেছি না এবং আমি তাহার, সেই ভগবানের প্রতি শ্রীগুরুদেবের কথা কেহ … করিয়া তাঁহার সঙ্গে … উদাসীন প্রদর্শন করিতেছি।

আমরা কেমন আমরা আত্মা। আমাদের নিত্যধর্ম্ম কৃষ্ণসেবা করা, তাহা ভুলিয়াছি। যেদিন হইতে আমরা ভগবৎ-বিমুখ হইয়াছি সেই দিন হইতে আমাদের চিত্তবৃত্তি বা অহঙ্কার আসিয়া আমাদিগকে আক্রমণ করিয়া ফেলিয়াছে, আমাদিগকে পাগল বানাইয়াছে। তাই আমরা মঙ্গলামঙ্গল বা ভালমন্দ কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। সাধারণ বা অন্যবিধ রকম দুষ্কর্ম্মের দ্বারা আক্রান্ত হইলে জীবের মস্তিষ্কের বিকার হয় এবং জীব বিভ্রান্ত অত্যন্ত উৎপীড়িত হইতে থাকে, এই পাগলাবস্থায় জীবের মঙ্গলের পথ ঠিক করা সম্পূর্ণ অসম্ভব বলিয়া ভগবান কৃপাপূর্ব্বক বৈদ্যরূপে আমাদের নিকট আগমন করেন। তখন আমাদের রোগ সারাইবার যত্ন করেন এবং এই ভবরোগ বা পাগলামী নিবারণের একমাত্র অব্যর্থ মহৌষধ স্বরূপ শ্রীনাম-মন্ত্র ও … শ্রীমহাপ্রসাদাদি অকাতরে অযাচিতভাবে দিয়া চিকিৎসা … বিতরণ করেন। সেই ভববৈদ্য … ঔষধ সেবন করিলে রোগ ক্রমশঃ সারিয়া যায়, … সেবারূপ বা সাধুসঙ্গরূপ সংযোগকারী ও আপৎকালের ঔষধ সেবন ফলে ভবরোগী বা আত্মবিস্মৃত পাগলা জীব প্রকৃতিস্থ হইয়া স্ব-স্বরূপের সন্ধান পাইয়া আত্মমঙ্গলের জন্য উদ্গ্রীব হয়। তখনই জীব ক্রমশঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হওয়ার … হইয়া চলিবার সুযোগ পায় এবং ভগবানকে কাতরপ্রাণে ডাকা ছাড়া তাহার আর কোন কাজ নাই বুঝিতে পারিয়া ভগবানের সেবার জন্য … ভগবান্‌কে ডাকিয়া থাকে অর্থাৎ গুরুবৈষ্ণবের বাণীর কীর্ত্তনে রত হইয়া নিজ … সাধনে রত হয়।

কোন পাগল যদি সাধারণ কোন আত্মীয়কে ডাকে বা কোন … তাহার ডাকে কেহ সাড়া দেয় না। … কেহ বা ত্যাগী হইয়া ভজন করিতে … যখন আমরা কৃষ্ণকে ডাকি, কৃষ্ণ তখন আমাদের ন্যায় পাগলের কথার কোন মূল্য নাই বলিয়া উদাসীনভাবে থাকেন; সুতরাং প্রকৃতিস্থ না হইলে—সেবোন্মুখ বা শরণাগত না হইলে আমাদের কথা কৃষ্ণ শুনিবেন না; পরন্তু তাঁহাকে ডাকিয়া—… চীৎকারাদি দ্বারা কেবল … হওয়া হইবে; সুতরাং পাগলের … বৃথা চীৎকার বা ক্রন্দন … করিয়া সাধুসঙ্গ অর্থাৎ আত্মধর্ম্মে … প্রতিষ্ঠিত ভগবৎসেবানিযুক্ত সাধুর সঙ্গে থাকিয়া ভগবানকে ডাকা উচিত বা সাধু বা গুরু পাদপদ্মে নিষ্কপট বা আত্মনিবেদন দ্বারা স্বীয় কথা কৃষ্ণের নিকটে পাঠাইবার যত্ন করা দরকার।

শরণাগত না হইলে—শ্রীগুরুপাদপদ্মে সর্ব্বাত্মসমর্পণ না করিলে কৃষ্ণ আমাদের এই উন্মত্ততা ও … বিষয়ক ডাক শুনিয়া আমাদের উপকারী করিতে প্রস্তুত নহেন। সেইজন্য আমাদিগকে প্রথমে তাঁহার উপযোগী হইবার জন্য যত্ন করিতে হইবে, গুরু বিগ্রহ সেবানন্দ করিবার জন্য প্রাণপাত পরিশ্রম করিতে হইবে। ভবরোগ বা পাগলামী … দূর করিতে হইবে ও আত্মসমর্পণ মুখে চিন্ময়-সঙ্গপ্রয়াসী হইয়া গুরুপাদপদ্মে জীবনকে ধন্য করিতে হইবে। আগে শুদ্ধ হইয়া কৃষ্ণের কাছে ক্রন্দন করিলে কৃষ্ণ আমাদের ডাক শুনিয়া আমাদের প্রতি কৃপাদৃষ্টি করিবেন। সুতরাং পাগলামী ছাড়িয়া সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে হইবে, সেবায় সতত নিযুক্ত থাকিতে হইবে; নতুবা কৃষ্ণ ডাক শুনিবেন না। পরের কথায় কৃষ্ণ কর্ণপাত করিবেন না। তাই শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গাহিয়াছেন,—

"দৈন্য আত্মনিবেদন গোপ্তৃত্বে বরণ।
অবশ্য রক্ষিবে কৃষ্ণ বিশ্বাস পালন॥
ভক্তি-অনুকূল মাত্র কার্য্যের স্বীকার।
ভক্তি-প্রতিকূল ভাব বর্জ্জনাঙ্গীকার॥
ষড়ঙ্গ শরণাগতি হইবে যাহার।
তাহার প্রার্থনা শুনে শ্রীনন্দকুমার॥"

শরণাগত না হ'লে কৃষ্ণ আমাদের কোন কথাই শোনেন না, তাই আমরা তাঁহাকে … ডাকিয়াও পাই না, তাঁহার জন্য এত … অভিনয় করিয়াও বা তাঁহার সেবা-পূজা করিয়াও তাঁহার কোন সাড়া পাই না, তিনি অত্যন্ত বাধ্য হইয়া শ্রীমন্দিরে বৃক্ষের ন্যায় দাঁড়াইয়া থাকেন, শরণাগত হইলে … করেন। নিজের আত্মীয় বা পরম বন্ধু যদি তাঁহাকে এত করিয়া ডাকিতে হয় না। একবার ডাকিলেই চলে। কিন্তু আমরা শরণাগত না হইয়া নিজকে ভগবানের সেবক মনে করিয়া সঙ্কটাবস্থায় কৃষ্ণকে ডাকি বলিয়াই আমাদের এত দুরবস্থা! এত কষ্ট! তাই কৃষ্ণের নিত্যদাস ও পরম শ্রেষ্ঠ শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন—

"কৃষ্ণ তোমার হঙ যদি বলে একবার।
মায়াবন্ধ হৈতে কৃষ্ণ তা'রে করে পার॥"

তাই বলি, হে আমার বন্ধুবর্গ, আপনারা … নির্ম্মুক্ত হইয়া—অর্থাৎ বিষয়-পাগলামী হইতে মুক্ত হইয়া ভগবানকে ডাকুন—… শ্রীনামের সেবায় আত্মনিয়োগ করুন। তৎপূর্ব্বে ভগবানের … না করিয়া শ্রীগুরুদেবের বিগ্রহ সেবা-দ্বারা রোগনির্ম্মুক্ত হইতে চেষ্টা করুন, কৃষ্ণ-সেবোন্মুখ হউন, তাহা হইলে কৃষ্ণ আপনাদের ডাক শুনিবেন এবং … কৃষ্ণভজনই জীবের একমাত্র কর্ত্তব্য—'কাহে কৃষ্ণ ভজে … সেবন' প্রভৃতি বাক্য আপনাদের উপলব্ধ হইবে।

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

[গত ২৭।১১।৩৪ তারিখে শ্রীল প্রভুপাদ … দিল্লীপ্রবাসী বহু উচ্চপদস্থ ও উচ্চশিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নিকট যে হরিকথা কীর্ত্তন করেন তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম]

গীতা সর্ব্বশাস্ত্রের একটী শিক্ষাগ্রন্থ। গীতার চরম শ্লোক সম্বন্ধেই আলোচনা হওয়া উচিত। ভগবান্ বলেছেন, তিনি এক, তাঁ'র সেবাই কর্তে হ'বে। কিন্তু আমরা এ জগতে … দেখে এ সব সম্বন্ধে উদাসীন হ'য়ে যাচ্ছি। "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥" গীতার এই চরম শ্লোকে ভগবান্ ব'লেছেন, 'সকল ধর্ম্ম পরিত্যাগ ক'রে একমাত্র আমারই শরণ গ্রহণ কর, আমি তোমাদিগকে সমস্ত অসুবিধার হাত থেকে রক্ষা কর্‌বো। সকল ধারণা পরিত্যাগ ক'রে আমার শরণ গ্রহণ করা বিষয়ে তোমার যে সন্দেহ উপস্থিত হ'চ্ছে, তজ্জন্য শোক কর্তে হ'বে না। আমাদের আলোচ্য বিষয় বহু হওয়ায় আমাদের ধারণাও বহু হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। তাই আমাদের সন্দেহ উপস্থিত হ'চ্ছে। শরণ-গ্রহণ কর্‌লেই সব অসুবিধা কেটে যাবে? সুতরাং সন্দেহ-চিত্ত না হ'য়ে তোমার কাজ তুমি কর—তুমি মাত্র শরণ-গ্রহণ কর। আমার কাজ আমি কর্‌ব; তজ্জন্য তোমাকে চিন্তা কর্তে হ'বে না। আমার কাছে এসেও তোমার অভাব থাক্‌বে—এ কথা মনে ক'রো না, এখানে এলে সব পাবে—কোন অভাব বা অসুবিধা থাক্‌বে না।' আমরা ভগবানের নিকট এত আশা-ভরসা পেয়েও যদি তাঁ'র শরণ গ্রহণ না করি, তাঁ'কে ছেড়ে দি, তা'হলে কেউ আমাদের বুদ্ধির প্রশংসা কর্‌বে না।

মানুষ যেসব কাজ করে তা'তে কেবল বন্ধনই হয়, কোন্ কাজ কর্‌লে বন্ধমোচন হয়, আর কোন্ কাজ কর্‌লে বন্ধন …

যায়, তা' জানা দরকার। আমরা এখানে যেরকম কাজ করছি, তা'তে বন্ধন হয় ব'লে সব ছেড়ে ভাগবত-ধর্ম—ভগবানের উদ্দেশ্যে যে ধর্ম তা' গ্রহণ করবার কথা পুরুষোত্তম ব'লেছেন। যে সব ছাড়তে পারে তা'রই সম্বন্ধে একথা বলা হ'য়েছে। সমস্ত ছাড়তে হ'বে না, একথা পুরুষার্থ ও পুরুষার্থবাদিগণ ব'লে থাকেন; কিন্তু পুরুষোত্তম ব'লেছেন, আমি তোমাদের সব ভার নেব। তিনি আরও ব'লেছেন—

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব
ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥"
(গীঃ ৪।১১)

কর্ত্তৃত্বাভিমানী ব্যক্তিসকল যত কাজ ক'রছে, তা'রা সকলে আমারই কাজ ক'রছে; তবে যে যেভাবে আমার সেবা করে, আমি সেইভাবে তার সেবা গ্রহণ ক'রে থাকি। যারা যথার্থ-কায়-বাক্যে 'আমি ভোক্তা, আমি ভোগ ক'রব', এতেই তা'দের সন্তোষ হয় ব'লে আমি তা'দের তাই দেই। এ ছাড়া যদি কেউ মোক্ষ চায় তা'দের আমি বিমুখ করি না। যারা আমার ভক্ত, তারা কিছু চায় কিছু চায় না, আমার সেবাতেই তা'দের আনন্দ। তাই তারা অভয়, অশোক, আনন্দময়। গীতা ব'লেছেন, আর্ত্ত, অর্থার্থী, জিজ্ঞাসু ও জ্ঞানী—ইঁহারা ভগবানের ভজনা করেন অর্থাৎ সাধনা [illegible] থেকে অপসারিত হ'লেও সৌভাগ্যবান হন। জন্ম, ঐশ্বর্য, শ্রুত, শ্রী,—এই চারিটীর কিছু যাঁদের আছে, তাঁ'রা ভগবানের সন্ধান করতে চায় না। যাদের নাই, তা'রাই এ বিষয়ের খোঁজ নেয়। তাই ভাগবত ব'লেছেন—

"জন্মৈশ্বর্য্য-শ্রুত-শ্রীভিরেধমানমদঃ পুমান্।
নৈবার্হত্যভিধাতুং বৈ ত্বামকিঞ্চন-
গোচরম্॥"
(ভাঃ ১।৮।২৬)

যারা নিষ্কপটে আমার ভজন করে, তাদের অপ্রাপ্য কিছু থাকে না কিন্তু যারা আমার সেবা না ক'রে অন্যের সেবায় যায়, তা'রা আমাকে পায় না। ভক্ত যেভাবে আমার ভজন করে অপরে তা' বুঝতে পারে না। আর্ত্ত যে কষ্ট পাচ্ছে সেই আর বলছে, ভগবান, আমার কষ্ট দূর ক'রে দাও। অর্থার্থী ধন-অর্থ-কাম চাচ্ছে। জগৎ অকিঞ্চিৎকর, ভোগে সুখ নাই সুতরাং উহার কোন প্রয়োজনও নাই—জ্ঞানী এই ব'লে প্রার্থনা কর্ছে। আর জিজ্ঞাসু—আমি কিছু বুঝতে পারছি না ব'লে আশ্রয়গ্রহণ ক'রছে। তাই সে কখনও Agnostic আবার কখনও Sceptic হ'য়ে সন্দেহভাবে প'ড়ে কষ্ট পাচ্ছে। এই চারি প্রকার ব্যক্তিকে শাস্ত্র সুকৃতিমান্ ব'লেছেন। যাদের ভাগ্য ভাল নয়, সেই সকল লোকই পৃথিবীর কথায় ব্যস্ত এবং তা'তেই তাদের সন্তোষ। ভাগ্য ভাল হ'লে গীতার এই চরম কথার গূঢ় উদ্দেশ্য জীব বুঝতে পারে। সুকৃতিমান্ ছাড়াও এরূপ ভাগ্যোদয়ের সম্ভাবনা। আর্ত্ত গজেন্দ্র কুম্ভীরের কবলে প'ড়ে ভগবানের শরণাগত হ'লে ভগবান্ তা'কে উদ্ধার ক'রলেন। রাজ্য পা'বার জন্য তপস্যাচরণ ক'রতে গিয়ে অর্থার্থী ধ্রুব ভগবানের কৃপা পেয়েছিলেন। জিজ্ঞাসু শৌনকাদি ঋষিগণ নৈমিষারণ্যে সূত গোস্বামীকে ভগবৎকথা প্রশ্ন ক'রে ভগবানের কৃপা পেয়েছিলেন। জ্ঞানী সনকাদি মুনিগণেরও ভগবদ্দর্শনের সৌভাগ্য হ'য়েছিল।

আমরা বর্ত্তমানে যে জগতে বাস ক'রছি এ জগৎ কোন কাজের নয়। স্বপ্নের বা সত্যের ন্যায় অকিঞ্চিৎকর। জাগ্রত-অবস্থায় স্বপ্নের অলীকত্ব উপলব্ধি হয়; যখন আত্মা জেগে উঠবে তখন এ সব বিষয় বুঝতে অসুবিধা হ'বে না। বর্ত্তমানে আমাদের মায়াশিক্ষা, মনুষ্যজন্ম প্রভৃতি অনিত্য পদার্থের সঙ্গে দেখা হ'চ্ছে, নিত্য বস্তু ও অবিদ্যাবর্গের সঙ্গে সাক্ষাৎ হ'চ্ছে। স্বপ্নে আমি সাপ দেখছি বা টাকা কড়ি পাচ্ছি, তা'তে কখনও ভয় হ'চ্ছে, আবার কখনও আনন্দ হ'চ্ছে; কিন্তু ঘুম ভাঙলে ও সব বস্তুর অস্তিত্ব দেখা যায় না—ভয় বা আনন্দ কিছুই থাকে না। যথাবস্থার পরিবর্ত্তনশীল বস্তুর সঙ্গে যে দেখা হ'চ্ছে বা আত্মীয়তা হ'চ্ছে তা' অল্পকাল-স্থায়ী। কারও সাধুসঙ্গ বা সেবা না করিলে তাদের এই দুর্ভোগ কাটে না। সাধুসঙ্গের ফলে জীব জান্‌তে পারে যে, আমি জেগে উঠেছি। এ সব বিষয় একটু আলোচনা করলে সকলেই দেখতে পাবে যে, যেসব জিনিষ আমাদের কাছে উপস্থিত হ'য়েছে, সে সব নষ্ট হ'য়ে যাবে বা যাচ্ছে। বাল্যকাল থেকে আমরা যে যত সঞ্চয় করি, বৃদ্ধ হ'লে সে সব চ'লে যায়, পরে আমরাও মরে যাই। যাদের সংসারটা দুই একঘণ্টার জন্য স্থায়ী হয় আর বহুদূর না হয় একশ বছরের জন্য। সুতরাং সেবা ছেড়ে বৃথালোচনায় দিন কাটান উচিত নয়। আমরা যা' দেখছি সেগুলি নিত্য নয়; যে কাটা দিন শরীরটা আছে তদ্দিন অন্যের সহিত মিলন হ'চ্ছে বা অন্য বস্তুর প্রতীতি হ'চ্ছে। মৃত্যুর পর আমাদের খোলসটা প'ড়ে থাকবে। এগুলো সব অনাত্ম-জাতীয়। গীতায় ভগবান্ ব'লেছেন

"ভূমি[illegible]লো বায়ুঃ [illegible]
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না [illegible]ধা॥
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে
পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে
জগৎ॥"

ভগবানকে ভুলে যাওয়ার জন্যই অনাত্মজাতীয় বস্তুকে আত্মজাতীয় ব'লে মনে হ'চ্ছে। আত্মার রূপ আছে—চেতনের ধর্ম আছে। এই আত্মজ্ঞান একপ্রকার আর অনাত্মজ্ঞান অন্য প্রকার। ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশাদি সমস্তই বহিরঙ্গা-শক্তিজাত। জীব- চেতন; প্রাকৃত-সত্ত্বে জড়জগতের বস্তুগুলিকে ভোগ্যরূপে গ্রহণ ক'রছে যে, সেইটাই জীব। এই জীব মনের দ্বারাই ভোগ কর্ছে। যেমন মন থেকে জীব স্বতন্ত্র। জীব পরা প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত ও চৈতন্যস্বরূপ। পরা প্রকৃতি জীব যখন পরমাত্মাকে গ্রহণ করবার—তাঁ'র সেবা করবার যত্ন ক'রছে, তখনই তা'র মঙ্গলের পথ নির্দ্দিষ্ট হ'চ্ছে। বহির্ম্মুখ জীব এ বিষয়ে উদাসীন থেকে বহিরঙ্গা বস্তুসমূহকে গ্রহণ করতে তৎপর। সে ঐসকল বিষয়ে আসক্ত হ'য়ে অর্থের জোরে যদি শ্রীকৃষ্ণকে জানতে পারে না। তাই প্রহ্লাদ মহারাজ ব'লেছেন—

"ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুং
দুরাশয়া যে বহিরর্থমানিনঃ।
অন্ধা যথান্ধৈরুপনীয়মানাস্তে-
ঽপীশতন্ত্র্যামুরুদাম্নি বদ্ধাঃ॥"

বিষ্ণুই জীবের একমাত্র স্বার্থগতি ও সকলের সেব্যবস্তু। তিনি ভোগ্য নহেন, তাঁ'কে ভোগ করা যায় না। একথা না জেনে ভগবান্‌কে ও ভগবৎ-সেবোপকরণ বস্তুগুলিকে ভোগ করতে গেলে তাতে মায়ার দণ্ড হয়। বিষ্ণুকে মাপা যায় না; তাই তাঁ'কে মাপতে গিয়ে আমরা [illegible] [illegible] বিষয়গুলিকে চরণ কারণ [illegible] প্রবৃত্ত হ'য়ে থাকি।

আমরা প্রায় সকলেই [illegible] বহু কাজ, অথচ ভগবানের দিকে আমাদের আদৌ দৃষ্টি নাই। যদি একের দিকে মুখটা ফিরিয়ে নিতে পারি, তবে সুবিধা হয়। একমুখী না হ'য়ে এক ভজার বিচার বা সর্ব্বেশ্বর-নিরীশ্বর-কের মত হ'য়ে থাকবার বিচার গ্রহণীয় নয়। বাস্তবিক নিজেকে-ব'লে আমি—কৃষ্ণ, এটা প্রয়োজন নয়। আমরা ভগবানের সেবক, এই বিচার গ্রহণ করাই প্রয়োজন। আর্ত্ত, অর্থার্থী প্রভৃতি চারি প্রকার লোক ভগবদ্ভজন করবার যত্ন করে। সকলোকের যত কথা [illegible] তা' না ক'রে যদি সব-[illegible] হ'তে যাই তা হ'লেই অসুবিধা। আমরা যদি ভগবানের সেবা করতে না বসি, তা'হ'লে কপাল পুড়ে গেল—ভক্ত না হ'লেই দুঃখ এসে গেল, ভক্ত না হ'লেই অভক্ত হ'য়ে যেতে হ'ল। সেবা ছেড়ে যদি আমরা কেবল জ্ঞান আলোচনায় ব্যস্ত হই তা'হ'লে পতন হ'য়ে যাবে।

'যেহন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন-
স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥

ভক্ত না হ'লে সবাই অভক্ত হ'য়ে গেলাম; তখন কি ক'রে ভক্ত হওয়া যায় এটা জানা দরকার। ভক্তের সঙ্গ করলেই ভক্ত-পদবী লাভ করা যায়; এ ছাড়া অন্য কোন উপায় নাই। আমরা এক-সমাধিবিষয়ী আক্রান্ত হ'লে পদে পদে আমাদের ভুল হ'চ্ছে। ভক্তের উপর মান হ'য়েছে আছে কিন্তু সোজা হ'চ্ছে না; তা' পূর্ব্বে থেকেই চলা যেতে পারে নচেৎ ভেসে যাব। এই সংসার সমুদ্র বা কূপাদ্যাদিক সংসার-কূপের উপর দিয়ে [illegible] চলতে না পারলে [illegible]। সুতরাং [illegible] বিবেকপ্রয়াসী চলাই শ্রেয়ঃ। [illegible] ক'রে [illegible] একমাত্র ভক্তি একমাত্র অবলম্বন। [illegible] অবলম্বন না করে মনকে স্থির করা যাবে না। তাই শ্রীমদ্ভাগবত ব'লেছেন—

যমাদিভির্যোগপথৈঃ কামলোভহতো মুহুঃ।
মুকুন্দসেবয়া যদ্বত্তথাত্মাদ্ধা ন শাম্যতি॥

সাক্ষাৎ ভগবানের সেবা করলেই সুবিধা। আমি ফল লাভ করব, এটা ভোগের বিচার। আমি সেবা করব এবং সমস্ত ফল তিনি গ্রহণ করবেন—এটাই সেবকের বিচার। আমি নিজে [illegible] [illegible] যথা [illegible] না যা [illegible] সেবার সাহায্য করব না এরূপ বুদ্ধি [illegible] মহাপুরুষ উপকার করতে পারে না। আমি কেবল নিজের [illegible] [illegible] [illegible] না ক'রে নিজের [illegible] হ'বে না। "যারে দেখ তারে কহ কৃষ্ণ-উপদেশ। আমার আজ্ঞায় [illegible] তার এই দেশ॥" মহাপ্রভুর [illegible] বাণী পালন করা হ'বে। যারা বৈষ্ণবদের কৃপা পেয়েছেন, তাঁ'রাই পরোপকার করতে সমর্থ। [illegible] অন্যের [illegible] আর কারো নাই।

(ক্রমশঃ)

স্বপনেও না কর ভাই স্ত্রী-সম্ভাষণ। গৃহে স্ত্রী ছাড়িয়া ভাই আসিয়াছ বন॥

শুদ্ধভক্তি মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ

(আকর-মঠরাজ)

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ গজ দূরে চন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীচৈতন্যদেব বিরাজমান। এই স্থান শারদা-ধাম, ব্রজপত্তন, অপ্রাকৃত শ্রীহরি-মন্দির। এই মঠের শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারীর সেবা এবং শ্রীব্যাসাসন বর্তমান। এখানে মঠরক্ষক ব্রহ্মচারী, ত্রিদণ্ডী ও গৃহস্থ ভক্তগণ নিত্য সেবা করিতেছেন। এই মঠ হইতে পারমার্থিক দৈনিকপত্র 'নদীয়া-প্রকাশ', সাপ্তাহিক প্রবন্ধ প্রকাশিত ও পূর্বপ্রচারিত প্রাচীন গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হইতেছে। প্রতি বৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমা ও শ্রীগৌরজন্মোৎসব কীর্তন-মহোৎসব ও মহোৎসব প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৪

শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত শুদ্ধভক্তি-প্রচারোদ্দেশ্যে গৌড়দেশের সর্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারী প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই মঠে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দজীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছে। শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, সংকীর্তন, সংপ্রকার-প্রচার-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি শাস্ত্রের সম্যক্ আলোচনা হয়। এই মঠ হইতে মহানগরীর সর্বত্র হরিকথা-প্রচার, নগর-সংকীর্তন, বক্তৃতা, ব্যাখ্যা ও সংকীর্তন-সভা-মহোৎসবাদি অনুষ্ঠান হয়। মঠরক্ষক—মহোপদেশক সম্পাদক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ মন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীবিনোদানন্দ ব্রজবাসী সেবাকোবিদ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরকীর্তন স্থলী। এখানে শ্রীগৌরবিনোদানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্তমান, রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবন বাসাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্তমান। রক্ষক—গোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

(৭) কাজীর সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

এই স্থানে শ্রীগৌরহরি-দ্বারা উদ্ধারপ্রাপ্ত কাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীমধুসূদন ব্রহ্মচারী ভক্তশাস্ত্রী।

(৮) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্‌ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও রাধামাধবের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান দাস ব্রহ্মচারী।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌড়েশ্বর দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীঠাকুরদাস নাথ বাসাধিকারী

(১০) মোদদ্রুম-ছত্র "গৌড়ের নৈমিষ"

মামগাছি, পোঃ ভাণ্ডারা, (বর্দ্ধমান)।

শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান। শ্রীগৌরনিত্যানন্দের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী, ভক্তিতীর্থ।

(১১) শ্রীজগন্নাথ কুঞ্জকানন

শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী,

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক শ্রীনরোত্তমানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১২) কুঞ্জকুটীর—পোঃ কৃষ্ণনগর,

নদীয়া রক্ষক—শ্রীমধুসূদন অধিকারী

(১৩) ভাগবত আসন—পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

এই স্থান হইতে ভাগবতমুদ্রাযন্ত্র গ্রন্থাদি প্রচারিত হয়। রক্ষক—শ্রীমদ্‌নন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তবান্ধব, ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৪) একায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ চামবাদি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীবলরাম ভট্টাচার্য গোস্বামী ভক্তিবান্ধব

(১৫) সারঙ্গ মুরারির পাট

জাহ্নবীপুর, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরাধাকিশোর ব্রজবাসী।

(১৬) মাধ্বগৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, পোঃ ঢাকা

পূর্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বা-গিরিধারীর সেবা বর্তমান। রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ।

(১৭) গোপালজীউমঠ—কমলাপুর, ঢাকা

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান। রক্ষক—শ্রীবলরাম ব্রজবাসী,

(১৮) মধ্যাই গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি (ঢাকা)।

এখানে শ্রীমধ্যাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা হয়। রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(১৯) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

রমনাবাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীসুন্দর ভাগবতী এম-এ, বি-এল।

(২০) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাস্থ, (ঢাকা)

এখানে গুরু-কৃষ্ণ শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীনারায়ণদাস ব্রজবাসী।

(২১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারীর নিত্য সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীবেদব্রত বাসাধিকারী,

(২২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

কুমারকোলা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রী ...নাথ অধিকারী।

(২৩) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরাগ, পোঃ নারায়ণপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীনবীননাথ ব্রজবাসী ভক্তিরত্ন।

(২৪) গোরাজপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন বাসাধিকারী।

(২৫) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশপলি, পোঃ বক্সীবাজার, (কটক)

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণ-জীউর নিত্যসেবা বর্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর

(২৬) জিয়ড়নৃসিংহ গৌড়ীয় মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর পুরী,

শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ গান্ধর্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন।

(২৭) পুরুষোত্তম মঠ

ভক্তিকুটী, পোঃ পুরী উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীউর নিত্য-সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীমাধব অধিকারী

(২৮) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীআলালনাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী বাসাধিকারী।

(২৯) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ,

পোঃ কভুর, জেলা গোদাবরী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্তমান। মঠরক্ষক—শ্রীনরহরি বাসাধিকারী ভক্তকোবিদ।

(৩০) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪৭নং কবিরপুরা, বেনারস সিটি

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) শ্রীরূপ গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ

(৩২) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও গৌর-বিনোদ-বিলাসমঠীর সেবা বর্তমান।

রক্ষক—শ্রীমন্নারায়ণ বাসাধিকারী।

(৩৩) কৃষ্ণচৈতন্য মঠ

পুরাণবাজার, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

এখানে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিত্য-সেবা হয়। রক্ষক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠ

বিশ্রামঘাট মথুরা

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ

(৩৫) ব্রজপত্তন সুখদকুঞ্জ—শ্রীরাধাকুণ্ড

রক্ষক—শ্রীরাধারমণচরণ সেবক ব্রহ্মচারী

(৩৬) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৩৭) গৌড়বিহারী মঠ

সেবাগ্রাম, পোঃ কোডোল, জেলা কুর্ণুল (মাদ্রাজ) রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৩৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪০নং কুতুব রোড, নিউ দিল্লী।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্বিকাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুধাকর বৈষ্ণব ভুমারণী

(৩৯) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল।

এখানে গৌরবিনোদরায়ের সেবা বর্তমান।

রক্ষক—শ্রীনবীগোপাল অধিকারী।

(৪০) মাধ্বগৌড়ীয় মঠ

চারবাগ মাল্যবন্তপুর, চট্ট, পি

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস ভারতী

(৪১) মাদ্রাজ গৌড়ীয় মঠ

পোঃ এগমোর মাদ্রাজ।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীপাদ ভক্তানন্দ ভক্তিবিনোদ।

৪২) বোম্বে-গৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়

প্রোটার রোড, চৌপাটি সীফেস, বাংলো নং ১, বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীনৃসিংহনাথ দেবশর্মা মজুমদার।

(৪৩) আসাম গৌড়ীয়মঠ

পোঃ সরভোগ, কামরূপ

রক্ষক—শ্রীসর্বানন্দ দাস অধিকারী

(৪৪) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্চকা, কামরূপ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী

(৪৫) পাটনা গৌড়ীয় মঠ

১০০ নিডাপুরা, পাটনা।

রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী ভাগবত

(৪৬) বালেশ্বর গৌড়ীয় মঠ বালেশ্বর

রক্ষক—শ্রীবনোয়ারী ব্রহ্মচারী

(৪৭) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয়

৩ ম্যার রোড, সাউথ কেনসিংটন, এস-ডবলিউ ৭, লণ্ডন

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ।

(৪৮) বার্লিন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

Berlin W. 30

Eisenacher strasse 29 I.

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্—সমগ্র ৪০্
প্রথম স্কন্ধ হইতে দশম স্কন্ধ পর্যন্ত ২৮্
একাদশ স্কন্ধ হইতে দ্বাদশ স্কন্ধ ।৶০
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬্
৩। ভাষ্যসহ বৃহৎ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬্
৪। সৎক্রিয়া-সারদীপিকা ৪্
৫। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড —১্; ২য় খণ্ড—৮
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—১্; ২য় খণ্ড ৮০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব—১্
৮। সৎক্রিয়াসার—দীপিকা ও সংস্কার-দীপিকা ১।০
৯। জৈবধর্ম ২্
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২্
১১। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (বাঁধা) ২্
১২। শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১্
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ।০
১৮। [illegible] ।০
১৯। ভক্তিবিবেক ভূষণাঞ্জলি (বাঁধা) ১্
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৸৵০
২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৸৵০
২২। [illegible] ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ ও (বাঁধা) ১্
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২্
২৫। গীতা (চক্রবর্তি-টীকাসহ) ২্
২৬। [illegible] ।০
২৭। [illegible] ২্
২৮। [illegible] ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸
৩০। শ্রীনাম-[illegible]
৩১। [illegible] (তৃতীয়-সংস্করণ) ৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। [illegible]-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিবৃক্ষ ও (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। শ্রীনবমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপের মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ [illegible] ৵০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। [illegible] ।০
৪০। [illegible] ৴০
৪১। [illegible] ৴০
৪২। [illegible] নবদ্বীপ ৷।০
৪৩। [illegible] ৴০
৪৪। [illegible] ৴০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৴০
৪৬। অর্চনপদ্ধতি ৴০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। [illegible] ৷৴০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম খণ্ড) ৩্
৫১। [illegible]
৫২ মণিমঞ্জরী (সানুবাদ)
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয়
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী।
৫৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৴০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণবোধ ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। [illegible] ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যলীলামৃত সারঃ ।০
৬১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিবিধাঃ ।০
৬২। সটিক-শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৬৩। [illegible] ।০
৬৪। [illegible] ৸৵০
৬৫। গৌড়ীয়মঠ পরিচয়ঃ ৴০
৬৬। [illegible] ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৭। রায় রামানন্দ ।০
৬৮। এ ফিউ ওয়ার্ডস্ অন্ বেদান্ত ।০
৬৯। [illegible] ।০
৭০। বেদান্ত—ইট্স্ মরফলজি অ্যাণ্ড অন্টলজি ।০
৭১। [illegible] ৸৵০
৭২। [illegible] অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।০
৭৩। বৈষ্ণবিজম ।০
৭৪। [illegible] গৌড়ীয়মঠ [illegible] ৴০
৭৫। [illegible] ।০
৭৬। [illegible] প্রিন্সিপল্স অ্যাণ্ড [illegible] ।০
৭৭ ব্রহ্ম-সংহিতা ২।০
৭৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫্

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৭৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮০। [illegible] ।০
৮১। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৮২। গীতাবলী ৴০
৮৩। [illegible] ।০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৪। [illegible] ৴০

তেলগু ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২্

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠ গুপ্তের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পরীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই [illegible] অত্যন্ত অধিক। [illegible] সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৸০ আনা, বড় বোতল ১৶০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।
অথবা
পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে. বি. দত্তের

আভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউণ্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। উহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।
জে. বি. দত্ত এণ্ড কোং
সদরখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার
কলিকাতা

আমাশয় ও পেটের পীড়ায়

শ্রীশ্যামানন্দ দাস কবিরাজের আবিষ্কৃত

গ্রহণী বজ্র

ব্যবহার করুন

আমাশয়, রক্তামাশয় অতিসার, গ্রহণী, অজীর্ণ, পেটফাঁপা, [illegible], সূতিকা ও শিশুর উদরাময় প্রভৃতি সকল প্রকার নূতন ও পুরাতন পেটের পীড়ায় গ্রহণী বজ্র সত্বর ফল প্রদ মহৌষধ।

যাহারা পেটের পীড়ায় নানারূপ চিকিৎসায় আফিং ও ইনজেকশন ব্যবহার করিয়া ফল লাভ করিতে পারেন নাই তাহারা গ্রহণী বজ্র ব্যবহার করুন, [illegible] আরোগ্য হইবেন। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। মূল্য প্রতি শিশি ৷০ আনা, ৩ শিশি ১।০ সিকা ডাক মাশুল ।৶০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীকৃষ্ণ ঔষধালয়, ময়মনসিংহ।
ঢাকার এজেণ্ট মেসার্স মহেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং
পাটুয়াটুলি, ঢাকা

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদক ও
শ্রী কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ ও [illegible] এম, এ, এল, কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সুবর্ণ সুযোগ ! সুবর্ণ সুযোগ !

শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদরচিত গৌড়ীয়ভাষ্য সহিত

[illegible]

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থের আয়তন :- ক্রাউন কোয়ার্টো মূল ১০২৬ পৃষ্ঠা, সূচীপত্র ২৪৪ পৃষ্ঠা, মোট ১৩৭০ পৃষ্ঠা

[illegible] টাকা

[illegible] কলিকাতা

নদীয়া সার্টিফিকেট আদালতের নীলাম ইস্তাহার

১ কেস নং এবং কোর্টের নাম	২ নীলাম ইস্তাহার (A) (B) বা (C) যাহার প্রকাশিত	৩ ডিক্রীদার	৪ দেনদার	৫ [illegible]	৬ বিক্রয়ের স্থান তারিখ ও সময়	৭ কি রকম স্বত্ব	৮ থানা, মৌজার নাম ও গ্রাম	৯ খতিয়ান নং ও প্রতি (জানা থাকিলে) অথবা অন্য প্রয়োজনীয় বিবরণ	১০ জমির পরিমাণ (জানা থাকিলে)	১১ জমা (জানা থাকিলে)	১২ মন্তব্য
৬২২ R. P. ৩৩-৩৪ নদীয়া সার্টিফিকেট আদালত		আর পালচৌধুরী	এরফান মণ্ডল বিং	৪।০/৯	৬।৬।৩৫	যথাস্বত্ব	থানা কৃষ্ণনগর মৌজে উদিনপুর	৪২৭ খতিয়ান	২-০২	বিক্রয়	আর পালচৌধু
৬৩৭ R. P. ৩৪।৩৫		ঐ	নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বিং	৪১১০	৭।৬।৩৫	যথাস্বত্ব চিরস্থায়ী	থানা হাসখালি মৌজে গোবিন্দপুর	১০৮১ খতিয়ান	১১-৭৫	ঐ	ঐ
৭২৯ A. P. ৩৩-৩৪		এ, পালচৌধুরী	পাঁচকড়ি মণ্ডল	১৫৪৯/৬	৭।৬।৩৫	রায়তি স্থিতিবান	থানা হাসখালি মৌজে বাকসা[illegible]	৭৭২ খতিয়ান	-০২	৩৭২	এ, পালচৌধু
৫৪ P. N. ৩৪।৩৫		রমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	শরৎচন্দ্র মণ্ডল বিং	২৩৬৯	৫।৬।৩৫	ঐ	থানা নবগ্রাম মৌজে গোপীনাথপুর	৩৭৪ খতিয়ান	১-০	২৬/৫	রমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যা
৬৯ N. R. ৩৪।৩৫		গৌরীশচন্দ্র রায় বাহাদুর	জনাবুল্লেসা বিবি	১২৩৬	১৫।৬।৩৫	রায়তি মোকররী	থানা কৃষ্ণনগর মৌজে পারাখালী	৯১ খতিয়ান	১৩ ৯	১৬৮/৫	গৌরীশচন্দ্র রায় বাহাদু
৫২০ N. R. ৩৪।৩৫		ঐ	মেনহার খাঁ বিং	১৭৯/০	১৬।৬।৩৫	দখলকার	কৃষ্ণনগর গোবিন্দপুর	২৬৩ খতিয়ান	-১৩	৬৬/৭	ঐ
১২৫ R. P. ৩৪।৩৫		আর পালচৌধুরী	বাবু শাহার বিং	৭/০	২০।৬।৩৫	রায়তি স্থিতিবান	থানা কৃষ্ণনগর মৌজে ভাদুরা	৭৭৫ খতিয়ান	-০৯	৩৮/০	আর পালচৌ
৭৮ N. R. ৩৪।৩৫		গৌরীশচন্দ্র রায় বাহাদুর	রজিবর বিশ্বাস বিং	৩৮৬/৬	২৩।৬।৩৫	রায়তী মোকররী	থানা জীবননগর মৌজে নাথায়ীয়া	৪৮১ খতিয়ান	৭-২১	৪১৩/৬	গৌরীশচ রায় বাহা
১৮৭ A. ৩৪।৩৫		মণীন্দ্রমোহন আচার্য বিং	রহমান সেখ	১৩৫/২	২৪।৬।৩৫	রায়তী স্থিতিবান	থানা জীবননগর মৌজে গৌরাঙ্গপুর	১১০৭ খতিয়ান	-৬৯	৩৲	মণীন্দ্রমো আচার্য
১৭৮ A. ৩৪।৩৫		ঐ	করিম প্রামানিক	১৬৮/১১	২৪।৬।৩৫	ঐ	থানা ঐ মৌজে ঐ	১৮৮০ খতিয়ান			ঐ
১৭৭ A. ৩৪।৩৫		ঐ	কাদের মালিতা বিং	১৮৮/৪	২৪।৬।৩৫	রায়তী স্থিতিবান	থানা ঐ মৌজে ঐ	১৮৬১ খতিয়ান	-৮৪		ঐ

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'শ্রীমায়া' নবদ্বীপ

দৈ নি ক

REG. C 1544

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

[illegible]

১০ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২১শে চৈত্র, শুক্রবার ১৩৪১, ১২ই এপ্রিল ১৯৩৫ [৩৬শ সংখ্যা

চৈতন্যোপনিষৎ
বহু বৎসরে মূল ও অনুবাদসহ প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি উত্তম। ভিক্ষা ।০ মাত্র
শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

"গৌড়ীয়"
১ম বর্ষ হইতে ১১শ বর্ষ পর্যন্ত প্রতি বর্ষ কাগজে বাঁধাই ভিক্ষা ৩।০ মাত্র।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ
বাগবাজার, কলিকাতা

বিবিধ সংবাদ

—:০:—

হস্তপদ বদ্ধভাবে ৩২। ঘণ্টা সন্তরণ

হস্ত পদ বদ্ধ অবস্থায় ৩০ ঘণ্টা সাঁতার কাটিবার উদ্দেশ্যে বাঙ্গলার সন্তরণ বীর প্রফুল্লকুমার ঘোষ গত শনিবার প্রাতে ৭-৩০ মিনিটের সময় কলিকাতা কর্ণওয়ালিশ স্কোয়ারের পুকুরে অবতরণ করেন। কিন্তু তিনি তাঁহার সংকল্পের চেয়ে আড়াই ঘণ্টা অধিক সন্তরণ করিলেন। ৩২। ঘণ্টা সাঁতার কাটিয়া (হস্ত পদ বদ্ধ করে) ঘোষ সোমবার রাত্রি ১০টা ০ মিনিটের সময় সন্তরণে বিরত হন। নারায়ণ দাস [illegible] রেঙ্গুনে খোলা হাতে ক্রমাগত ৩২ ঘণ্টা সন্তরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু শ্রীযুক্ত ঘোষ বদ্ধ অবস্থায় ৩২। ঘণ্টা সাঁতরাইয়া সেই রেকর্ড অতিক্রম করিলেন।

সোমবার রাত্রি ১০-৩ মিনিটের সময় ঘোষ জল হইতে উঠিয়া আসিলে পর শ্রীযুক্তা বেলা সেনগুপ্তা তাঁহার হাতকড়ি খুলিয়া দেন। তখন ঘোষ পুনরায় পুকুরে গিয়া [illegible] ও জন বিখ্যাত সাঁতারুর সহিত সাঁতার দিয়া তাঁহাদের অনেক পরে পুকুরে নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছান। তৎপর [illegible] তিন নম্বর [illegible] উঠিয়া শান্তি পান ও শ্রীযুক্তা সেনগুপ্তার সহিত করমর্দন করেন। পরে তাঁহাকে স্ট্রেচারে করিয়া সেন্ট্রাল সুইমিং ক্লাবের সন্নিহিত 'প্যাভিলিয়নে' লইয়া যাওয়া হয়। তখন বন্ধুগণের সহিত তিনি স্বাভাবিক অবস্থায় বেশ হাসি-তামাসা করিতে থাকেন।

৭।৩০ মিনিটের সময় সন্তরণের ৩০ ঘণ্টা পূর্ণ হইলে পর বন্দুকের আওয়াজ করা হয়।

ভীষণ বিস্ফোরণ

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, গত ৭ই এপ্রিল ওয়াদিতে অবস্থিত [illegible] কারখানায় একটা বিস্ফোরণের ফলে ১২ জন নিহত এবং ৬ জন গুরুতর আহত হইয়াছে। গত অক্টোবর মাসে বোম্বাইয়ে কংগ্রেসের অধিবেশনের সময়েও এই কারখানায় একটি ভীষণ বিস্ফোরণ হইয়াছিল। তাহার ফলে ১১ জন নিহত এবং ৬ জন লোক আহত হইয়াছিল।

কারখানার একাংশে বিস্ফোরক দ্রব্য সংমিশ্রণের কাজ চলিতেছিল—এমন সময় বিস্ফোরণ হয়।

যাহারা নিহত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে পাঁচটি বালক, একটি বালিকা, দুইজন স্ত্রীলোক এবং চারজন পুরুষ আছে। মৃতদেহগুলি বিস্ফোরণের ফলে একেবারে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া ৫০০ গজ দূরে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল।

বোম্বাই কর্পোরেশনের মেয়র মিঃ কে এফ নরীম্যান ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। তিনি তৎক্ষণাৎ পুলিশে সংবাদ দেন এবং এম্বুলেন্স ডাকিয়া পাঠান। আহত লোকদিগকে হাসপাতালে পাঠান হইয়াছে।

কুটিরগুলি ভূমিসাৎ

ইদানীং অনেক বৎসরের মধ্যে এরূপ একটা বিস্ফোরণ আর হয় নাই। বিস্ফোরণের পর [illegible] এমন বেগে বায়ু প্রবাহিত হইয়াছিল যে, নিকটবর্তী কুটিরগুলি ভূমিসাৎ হইয়াছে এবং ছোট ছোট বাড়ীগুলিতে ফাটল ধরিয়াছে। যে সকল শিশু হতাহত হইয়াছে, তাহারা কারখানার সহিত যুক্ত ছিল না। কারখানার নিকটে তাহারা খেলা করিতেছিল। কারখানার একদিকে যখন বিস্ফোরক দ্রব্যাদি মিশ্রিত করা হইতেছিল তখন হঠাৎ তাহাতে আগুন ধরিয়া যায়। এই অগ্নিকাণ্ডে অপর একাংশেও বিধ্বস্ত হইয়া পড়ে। ইহাতে একটা অগ্নিশিখা উৎপন্ন হয়। চতুর্দিকের অনেক মাইল দূর হইতে বিস্ফোরণের ভীষণ শব্দ শোনা গিয়াছিল।

বিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গেই ৯ জন নিহত হয়। এই নয়টি মৃতদেহের মধ্যে মাত্র দুইটি দেখিয়া চেনা যায়; বাকীগুলি একেবারে ছিন্নবিচ্ছিন্ন ও দগ্ধ হইয়া গিয়াছে।

পুলিশ কর্তৃক তদন্ত

রবিবারের ভীষণ বিস্ফোরণ সম্পর্কে পরে তদন্ত করিয়াও জানা যায় নাই, কি কারণে এবং কোন কোন রাসায়নিক পদার্থের দরুণ ঐ বিস্ফোরণ হইয়াছে। ঐ সম্পর্কে যাহারা কিছু জানে তাহারা হয় বিস্ফোরণের ফলে মারা গিয়াছে, অথবা হাসপাতালে মরণাপন্ন অবস্থায় আছে।

প্রকাশ, ৭ই এপ্রিল প্রত্যুষে [illegible] আরম্ভ হইয়াছিল। যে ব্যক্তি ঐ কারখানা ঘর পাহারা দিতেছিল, প্রতিবেশী। তাহাকে তাহার বিস্ফোরক পদার্থ সংগ্রহ করিতে নিষেধ করিয়া বলে, উহা বিপজ্জনক। কিন্তু সে তাহাদের কথায় কর্ণপাত না করিয়া তাহার অন্যান্য সহকারী লোকের [illegible] যায় এবং তাহারা কাজ আরম্ভ করিলে উক্ত ভীষণ দুর্ঘটনা ঘটে। সেই ব্যক্তিও মারা গিয়াছে। বিস্ফোরণের ফলে বিস্তর আর্থিক ক্ষতিও হইয়াছে।

দুর্ঘটনার পর [illegible] থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী রাও সাহেব [illegible], ইন্সপেক্টার ও অন্যান্য পুলিশ কর্মচারী ঘটনাস্থলে গিয়া তদন্ত করেন।

১১টি শব সনাক্ত

করোণার্স কোর্ট আদালতে যে ১২ জন লোক নিহত হয় তন্মধ্যে ১১ জনের শব সনাক্ত হইয়াছে। হস্তপদাদি, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন ১২টি শবে শব-ব্যবচ্ছেদাগারটি বীভৎস আকার ধারণ করিয়াছিল। আরও পুলিশ তদন্ত সাপেক্ষ ঘটনা সম্বন্ধে তদন্ত আগামী ১৭ই এপ্রিল পর্যন্ত মুলতুবী রহিয়াছে। কারখানাসমূহের ইন্সপেক্টর [illegible] পুনা হইতে এখানে পৌঁছিয়াছেন।

২০০৲ টাকার [illegible] আত্মসাৎ

প্রায় দুইশত টাকার [illegible] আত্মসাৎ করার [illegible] এক ব্যক্তি যে [illegible] ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ [illegible] আদালতে অভিযুক্ত হয়।

অভিযোগে প্রকাশ, ফরিয়াদী [illegible] আসামীর নিকট [illegible] দেন। কিন্তু আসামী [illegible] ফরিয়াদীকে [illegible] দেয় না; সে [illegible] নিকট উহা বিক্রয় করিয়া দেয়। ফরিয়াদীর আবেদনক্রমে ম্যাজিষ্ট্রেট উক্ত দ্রব্য [illegible] আটক করিবার জন্য আদেশ দেন। [illegible] প্রেরণ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছিল। তিন জন সাক্ষীর সাক্ষ্যগ্রহণের পর মামলার শুনানী স্থগিত থাকে।

করাচিতে ভীষণ শিলাবৃষ্টি

করাচী, হইতে প্রকাশ সিন্ধু ও বেলুচিস্থানের উপর দিয়া কালবৈশাখীর ঝড় প্রবাহিত হইয়াছে। ৭ই এপ্রিল ওখানে ভীষণ শিলাবৃষ্টি হইয়াছে; ইহার ফলে আম ও শাকসব্জীর বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে এবং বহু পক্ষী ও কতিপয় গো মহিষের মৃত্যু ঘটিয়াছে। কয়েকটি গ্রামে [illegible] শিলাপাত হইয়াছে বলিয়া [illegible] গেছে।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ [illegible] ও আদর্শচরিত্র [illegible] ছাত্রগণের জন্য [illegible] সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনাদি প্রতি মাসে মাত্র [illegible] টাকা মাত্র। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ [illegible] ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় [illegible] প্রদর্শন করিয়াছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আশ্চর্য্য সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতকরা [illegible] নম্বর রাখিতে পারিবে, [illegible] ও [illegible] শ্রেণীর এরূপ [illegible] ছাত্রগণকে [illegible]

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

"শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য"

[ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

[illegible] Foreward [illegible] (Prefaces), [illegible] (Contents) [illegible] Index Glossary) [illegible] মূল্য—১৫, [illegible] টাকা। প্রাপ্তিস্থান—[illegible] গৌড়ীয় মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের বাদময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে বর্ণানুক্রমে শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৮০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

আমাদের বিশেষত্ব

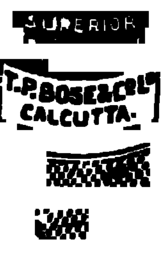

আমাদের এই তারা বার্লী আধুনিক উন্নত বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুযায়ী মেসিনে এবং সেই শক্তিবান বার্লী বিশেষজ্ঞ শ্রীযুক্ত টি পি,বসু মহাশয়ের চাক্ষুষ ও সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধানতায় প্রস্তুত। ইহারই একমাত্র বিজ্ঞ কর্ম্ম দক্ষতায় একদিন এসিয়া মহাদেশের সুপ্রসিদ্ধ বিস্কুট ও বার্লী প্রস্তুত কারক স্বনামধন্য স্বর্গীয়(শ্রীযুক্ত) কে,সি,বসু মহাশয় বিস্কুট ও বার্লী প্রচলন করিয়া জগতে আদর্শ স্থানীয় হইয়া ছিলেন। এই ব্যবসায় ইহার অভিজ্ঞতা ১৬ বৎসরের ও অধিক কালের। ইহা হস্ত পৃষ্ট নহে।

বাগবাজার কলিকাতা

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার ট্রেনের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
নবদ্বীপঘাট	পোঃ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর [illegible] সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	[illegible]			

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

		প্রথম ও দ্বিতীয় সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা	পরবর্ত্তি-সময়ে সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা
প্রতিবার	প্রতি লাইন	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
,,	,, ইঞ্চি	২,	[illegible]	[illegible]	[illegible]
,,	,, সিকিকলম	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
,,	,, অর্দ্ধকলম	[illegible]	[illegible]		[illegible]
,,	,, ১ কলম	১২,	১০,	১০,	[illegible]

মাসিক হার

[[illegible] বৎসরের জন্য চুক্তি করা হয়]

সংবাদ পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি [illegible], সিকি কলম [illegible], অর্দ্ধ কলম [illegible], এক কলম [illegible]
বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি [illegible], সিকি কলম ১২, অর্দ্ধ কলম [illegible], এক কলম [illegible] টাকা।

সাহায্যের হার

[illegible] বার্ষিক [illegible] টাকা, ষাণ্মাসিক [illegible], পাঁচ টাকা, ত্রৈমাসিক [illegible] তিন টাকা, মাসিক ১, এক টাকা মাত্র। নগদ প্রতি সংখ্যা [illegible]

ম্যানেজার, দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, জেলা নদীয়া। টেলিগ্রাম—"[illegible]", নবদ্বীপ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

—পারমার্থিক পত্র—

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১০ম বর্ষ — ২৩ বিষ্ণু গৌরাব্দ ৪৪৮, ২৯শে চৈত্র বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ১২ই এপ্রিল ইং ১৯৩৫ — ২৬৩তম সংখ্যা

মায়াপুরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর মন্দির

ত্রিপুরার মহারাজা কর্তৃক দ্বারোদ্ঘাটন

অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা

[২২শে মার্চ তারিখের 'Advance' পত্রে প্রকাশিত সংবাদের বঙ্গানুবাদ]

বুধবার অপরাহ্নে নদীয়া জেলাস্থিত শ্রীধাম মায়াপুরে যখন ত্রিপুরার মহারাজা মহামান্য বীরবিক্রমকিশোর দেব বর্ম্মণ মাণিক্য বাহাদুর কর্তৃক শ্রীমন্মহাপ্রভুর মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন-কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়, তখন প্রগাঢ় উৎসাহ ও ধর্ম্মানুরাগের দৃশ্য-সমূহ নয়নগোচর হইয়াছিল।

নিকটবর্ত্তী মন্দিরসমূহ হইতে শীর্ষ মস্তক উচ্চ করিয়া দণ্ডায়মান—পুণ্যসলিলা ভাগীরথীর তটে, যেখানে ৪৫০ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীচৈতন্যদেব জন্মগ্রহণ করেন ঠিক সেইস্থানে এই অসাধারণ মন্দির চতুর্দ্দিকস্থ বহু সুবর্ণী বৃক্ষের উপর আধিপত্য করিতেছেন। ইহা বিশুদ্ধ হিন্দু-স্থপতি-বিদ্যার নিদর্শনস্বরূপ এবং উচ্চতায় প্রায় ১৬০ ফুট; এতদ্রূপ উচ্চ মন্দির সচরাচর দৃষ্ট হয় না। অল্প দিন পূর্ব্বে নির্ম্মিত এই বিশাল প্রাসাদোপম দেবালয় বঙ্গদেশস্থ বৃহত্তম মন্দিরসমূহের অন্যতম। কলিকাতা মহানগরীর বিখ্যাত ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত জগবন্ধু দাস এই মন্দির-নির্ম্মাণ-কার্য্যের সমগ্র ব্যয়ভার বহন করিয়াছেন।

[illegible] সমস্ত দেশের [illegible] পূর্ব [illegible] উৎ[illegible] অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছিলেন এবং সংকীর্ত্তন অনুষ্ঠান সমাপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জনমণ্ডলী হইতে গভীর আনন্দধ্বনি উত্থিত হইয়াছিল।

মহারাজকে অভিনন্দনপত্র প্রদান

অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকার সময় দেবমন্দিরের সম্মুখস্থিত অট্টালিকা বেষ্টিত প্রাঙ্গণে যে সভার অধিবেশন হইয়াছিল তাহাতে মহারাজকে কয়েকটি অভিনন্দন পত্র প্রদান করা হয়। শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভার সভ্যগণ, তাঁহাদের প্রতিষ্ঠানের প্রতি ত্রিপুরার রাজবংশ প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী যাবৎ যে আনুকূল্য প্রদর্শন করিয়া আসিতেছেন, তাহা বর্ণন করিয়া মহারাজকে বলেন—"১৩০০ বঙ্গাব্দে আপনার বৃদ্ধ পিতামহ মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর এই সভার সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। তিনিই সর্ব্বপ্রথম 'শ্রীমদ্ভাগবত' বিনামূল্যে বিতরণের আনুকূল্য এবং সংস্কৃত-গ্রন্থ-মুদ্রণের ব্যবস্থা করিয়া বিদ্বৎসমাজকে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় আলোচনাতে উৎসাহিত করেন মহারাজ শ্রীযুক্ত রাধাকিশোর দেববর্ম্মণ মাণিক্য বাহাদুর এই পবিত্র স্থানে শ্রীরাধা-মাধববিগ্রহ পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেন।" মহারাজ, রায় ডব্লিউ কর্তৃক সমগ্র-গৌড়ীয়-বিশ্ব-বৈষ্ণব-সোসাইটীর সহকারী সভাপতির পদ গ্রহণ করায় তাহাদের বাহিরে বৈষ্ণবধর্ম্ম-প্রচারকার্য্যে বিশেষভাবে সাহায্য করিবে তাহা উল্লেখ করিয়া সভ্যগণ আনন্দ প্রকাশ করেন।

মহারাজ বাহাদুরকে সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষায় আরও দুইটি অভিনন্দন পত্র প্রদান [illegible] হয়।

বিদ্যার কেন্দ্রস্থান

[illegible] সমূহের উত্তরে মহারাজা বলিলেন, প্রাচীন বঙ্গদেশের বিদ্যার কেন্দ্রস্থান পূণ্যধাম নবদ্বীপধাম-দর্শনের একান্ত স্পৃহা বহুদিন যাবৎ অন্তরে পোষণ করিতেছিলেন এবং ভগবদ্ভক্তি ও শ্রীধাম-প্রচারিণী সভার সভ্যগণের নিমন্ত্রণে তাঁহার সেই বাসনা পূর্ণ হওয়ায় তিনি খুবই সন্তোষ লাভ করিয়াছেন। তিনি আরও বলিলেন,—"আমাদের পরিবার গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ভুক্ত, এই জন্য শ্রীশ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর জন্ম ও লীলাভূমি আমার বিশেষ শ্রদ্ধার বিষয়। প্রায় ৬০ বৎসর পূর্ব্বে আমার পরমারাধ্য পূণ্যশ্লোক পরলোকগত বৃদ্ধ পিতামহ মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্যবাহাদুর ভগবানের আলয়-প্রতিষ্ঠাকার্য্যে সাহায্য করেন এবং আমার পরম পূজনীয় পরলোকগত মহারাজা রাধাকিশোর মাণিক্য বাহাদুর এই পবিত্র স্থানে শ্রীশ্রীরাধামাধবের প্রতিষ্ঠা স্থাপন করেন। এই সকল কারণে অদ্য এই সুবৃহৎ নবনির্ম্মিত দেবালয়ের প্রবেশোৎসবে যোগদান করিতে পারিয়া আমি বড়ই আপ্যায়িত হইয়াছি; আমি এই মন্দির-প্রদাতা শ্রীযুক্ত জগবন্ধু রায় মহাশয়কে তাঁহার অক্লান্ত ভক্তিভাবের জন্য ভূয়োভূয়ঃ প্রশংসা করিতেছি।"

সভাপতি মহোদয় যে কষ্ট স্বীকার করিয়া সম্মেলনের কার্য্যসম্পাদন করিলেন, তজ্জন্য মিঃ এ, সি, বাগবাজী [illegible] ধন্যবাদ প্রদান করেন।

নবদ্বীপ পঞ্জিকা—৪৪৯ গৌর বর্ষ শুদ্ধ বৃহৎ নবদ্বীপ পঞ্জিকা [illegible] গৌড়ীয়মঠে পাওয়া য[illegible] [illegible]

আচার্য্যাগমনে

[৫ম পৃষ্ঠার পর]

বিরুদ্ধে যত বিরোধ বা বিরুদ্ধ চেষ্টা, তাহার পরিণামে সত্যেরই মাহাত্ম্য ও মাধুর্য্যই প্রকাশ করিয়া থাকে। আজ শ্রীল প্রভুপাদের অভ্যর্থনায় ঢাকা সহরবাসীর হৃদয়ের এরূপ স্বাভাবিক ব্যাকুলতা ও আর্ত্তিপ্রকাশ দ্বারা সেই সত্যেরই মহিমা ও উদ্দেশ্য বিশ্বাসের—ভিন্নবিশ্ব-ভাবে বিশ্ববাসীর চক্ষে প্রতিভাত হইল, ইহাতে আর কোন সন্দেহ নাই।

ঢাকা ষ্টেশনে যে সকল ভদ্রমহোদয়গণ শ্রীল প্রভুপাদকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেবলমাত্র কয়েকজনের নাম নিম্নে লিখিত হইল :—

রায় মনোমোহন নিয়োগী বাহাদুর, অবসরপ্রাপ্ত সবজজ; মহম্মদ সাদেক খাঁ, এম্ এ, বি-এল, ঢাকাবিভাগের কমিশনারের পার্সোন্যাল অ্যাসিষ্টান্ট; শ্রীঅশ্বিনীকুমার দাস বি-এ, ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান; শ্রীনগেন্দ্রকুমার গুহ, বি-এ, ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটির সেক্রেটারী; অধ্যাপক সুরেন্দ্র কুমার বসু, এম্ এস্সি; শ্রীশশাঙ্ক কুমার গুপ্ত; শ্রীজ্ঞানরঞ্জন ঘোষ চৌধুরী, এম্-এ, বি-এল, গভর্ণমেণ্ট প্লীডার, শ্রীঅমৃত লাল চৌধুরী, উকীল ও জমিদার; শ্রীচুণী লাল চৌধুরী, এম-এ, বি-এল; মিঃ এম্ সি চৌধুরী, এম্ এস্সি, এ-আর-টি-সি; শ্রীনগেন্দ্র মোহন ঘোষ, জমিদার; শ্রীদেবেন্দ্র মোহন ঘোষ, জমিদার; শ্রীকুমুদানন্দ দাস, এম্-এ, বি-এল, অ্যাডভোকেট; শ্রীরাধাকান্ত দাস, বি-এ, মার্চ্চেণ্ট; শ্রীরাধাবল্লভ দাস, মার্চ্চেণ্ট; শ্রীবংশীবদন দাস, জমিদার; শ্রীরূপতি রঞ্জন নাথ, এম্-এ, বি-এল; অধ্যাপক হারাধন মণ্ডল।

[illegible] পাতে, ২য় স্তম্ভে দ্রষ্টব্য

[illegible] পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ক্রমশঃ

২৭ বিষ্ণু ... ৪৪১

বৈষ্ণব স্মৃতি

গুরুপাদপদ্ম আশ্রয়ের প্রয়োজনীয়তা

চতুর্দশ ব্রহ্মা ও কল্পের যে নাগরদোলা ঘোলায়িত হইয়া জীবগণকে নিরন্তর ত্রিতাপে জর্জরীভূত করিতেছে, তাহা হইতে উদ্ধারলাভ করিতে হইলে ভগবৎ-পাদপদ্মাশ্রয় ব্যতীত গত্যন্তর নাই। কিন্তু শ্রীভগবান্ কিছু আমাদের প্রত্যক্ষের বিষয় নহেন। শাস্ত্র তাঁহাকে অধোক্ষজ-সংজ্ঞায় আখ্যাত করিয়াছেন। অধোক্ষজ শব্দের অর্থ জীবগণের ইন্দ্রিয়জ্ঞান যাঁহার স্বরূপ হইতে সর্বক্ষণ অধঃপ্রদেশে অবস্থিত অর্থাৎ যিনি জীবগণের ইন্দ্রিয়জ্ঞান অতিক্রম করিয়া অবস্থিত। শ্রীভগবান্ আমাদের প্রাকৃত জ্ঞানগম্য নহেন বলিয়া নিরাশার কোনও কথা নাই। তিনি কৃপাময়, সুতরাং জীবগণ যাহাতে তাঁহার পাদপদ্ম লাভ করিতে পারেন তন্নিমিত্ত তাঁহার শ্রেষ্ঠ সেবককে মহৎস্বরূপে জগতে প্রেরণ করেন। শ্রীগুরুপাদপদ্ম শ্রীভগবানের প্রকাশবিগ্রহ। ইনি সর্বক্ষণ শ্রীভগবানের সেবা করিয়া জীবগণকে ভগবৎপ্রাপ্তির উপায় শিক্ষা প্রদান করেন। তিনি প্রাকৃত জীব নহেন, অপ্রাকৃত জগতের অধোক্ষজবাস্তবাসী। তিনি জীবগণের প্রাকৃত জ্ঞানবিধা অঙ্গীকৃত করিয়া সর্বশক্তিমান কিরূপে ভগবৎসেবা লাভ করিতে হয় তাহারই শিক্ষক। সুতরাং ভবসাগর হইতে বা ত্রিতাপ হইতে রক্ষা পাইতে হইলে সদ্গুরুর পাদপদ্ম অবশ্য আশ্রয় করিতে হইবে। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন—

"নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্লভং
প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারম্।
ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং
পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা॥"

মনুষ্যদেহ ব্যতীত বিবেকবুদ্ধির অভাবে ত্রিতাপ নাশের একমাত্র উপায় শ্রীভগবানের ভজন আচরণের অবকাশ নাই। বিষয়ে রত না থাকিয়া লোকে চৌরাশী লক্ষ অধঃ যোনি ভ্রমণের পর একবার মনুষ্য জন্মলাভের সুযোগ হয় বলিয়া ইহা সুদুর্লভ। আবার আমরা ভগবৎকৃপায় এই মনুষ্যজন্ম পাইয়াছি বলিয়া বর্তমানে ইহা আমাদের

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

(১)

শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভু ব'লেছেন—

বৈরাগ্যযুগ্ভক্তিরসং প্রযত্নৈ-
রপায়য়ন্মামনভীপ্সুমন্ধম্।
কৃপাম্বুধির্যঃ পরদুঃখদুঃখী সনাতনং তং
প্রভুমাশ্রয়ামি॥

ভোজনে যেমন যুগপৎ পুষ্টি, তুষ্টি ও ক্ষুন্নিবৃত্তি হয়, তেমনি ভজনের দ্বারা পরেশানুভূতি ও কৃষ্ণেতর বিষয়ে বিরক্তি আপনা হ'তেই উপস্থিত হয়। সনাতন-অভিন্ন শ্রীগুরুপাদপদ্মই ভক্তিরসামৃত আমাদিগকে ভক্তিরস পান করাতে সমর্থ, অপরে নহে। আমি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ভোগ করব, এর নাম বিলাস। আর আমি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রহণ ক'রবো না, এর নাম বিরাগ। ভক্তের এ দু'টোর দরকার নাই। তাই শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু ব'লেছেন—

ন নির্বিণ্ণো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোহস্য সিদ্ধিদঃ।

যদি অত্যন্ত বৈরাগী হ'য়ে যাই তা'হলে অন্ন গোপাল প'রে অত্যন্ত ভোগী হ'য়ে পড়ব, আর যদি ভোগমুখী ভোগী হ'য়ে যাই, তা'হলে ত' কথাই নাই। সুতরাং ভোগী ও ত্যাগী না হ'য়ে যথাযোগ্য বিষয়-ভোগ করাই দরকার। নিজের উপকার করব আর পরের উপকার করব না এরূপ যা'র বুদ্ধি, সে কখনও ভগবান্ ও ভক্তগণ পান না। অত্যন্ত ভোগ বা অত্যন্ত বৈরাগ্য অজ্ঞতার লক্ষণ। যারা এদু'টোতে আবদ্ধ, তাদের পতন হয়। কোন বস্তু ত্যাগের নাম বৈরাগ্য নয়; তা' ফল্গু-বৈরাগ্য; ভগবৎসেবাকালে কৃষ্ণেতর বিষয়ে যে বিরক্তির উদয় হয়, তাহাই প্রকৃত বৈরাগ্য। সেবায় রুচি বৃদ্ধি হ'লে কৃষ্ণেতর বস্তুতে বিরাগ আপনা থেকে উপস্থিত হয়, আলাদা ক'রে বৈরাগ্য কর্তে হয় না। তবে যথাযোগ্য বিষয়-ভোগের দিকে লক্ষ্য রাখা দরকার— ভাল খাবার পরার দিকে নজর না ক'রে আবশ্যক মত গ্রহণ করাই

উচিত হয়েছে। সংসার-সমুদ্র উত্তীর্ণ হবার উপায় সুদৃঢ় নৌকা। শ্রীগুরুপাদ-পদ্ম কর্ণধার। এমন কর্ণধার ও অনুকূল বায়ু থাকা সত্ত্বেও এরূপ লোক যদি সংসার-সমুদ্র পার হ'তে চেষ্টা না করেন, তিনি আত্মঘাতী। কোনও বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিই আত্মঘাতী হ'তে ইচ্ছুক নহেন, সুতরাং গুরুকর্ণধারের শ্রীপাদপদ্মে সুদৃঢ় ভক্তি অর্পণ করা প্রত্যেকেরই অবশ্য কর্তব্য।

কর্তব্য। মহাপ্রভুর এই উপদেশটী মনে রাখা আবশ্যক।

"ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে।
হৃদয়েতে রাধাকৃষ্ণ সতত সেবিবে॥"

মনুষ্যমাত্রেরই নিজের ও পরের মঙ্গলের জন্য ব্যস্ত হওয়া দরকার। কখন মৃত্যু হয় বলা যায় না; সেই জন্য পূর্ব হইতেই সাবধান হওয়ার কথা শাস্ত্র ও সাধুগণ ব'লেছেন। নিজে কৃষ্ণসেবা করা এবং যে কৃষ্ণসেবা কর্ছে, তা'কে সাহায্য করা এদু'টোর কোনটাই ছাড়্লে চলবে না; বেতন না নিয়ে সকলের উপকার কর্তে হবে—সকলকে কৃষ্ণভজনের সুযোগ দিতে হবে—সকলকে আত্মধর্মে উদ্বুদ্ধ করবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা কর্তে হ'বে। তাই গৌড়ীয়মঠ নিজের সুখের জন্য ব্যস্ত নন— আমাদের পক্ষের বা বিরুদ্ধ পক্ষের লোক সকলেরই মঙ্গল হোক্ ইহাই আমাদের আন্তরিক ইচ্ছা। শাস্ত্র ব'লেছেন—

ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ।
প্রেম-মৈত্রী-কৃপোপেক্ষা যঃ
করোতি স মধ্যমঃ॥

ঈশ্বরে প্রেম, তদধীন ভক্তে মৈত্রী, অজ্ঞ বালিশ জনগণের প্রতি কৃপা ও হরিবিদ্বেষীর প্রতি উপেক্ষা কর্তে হ'বে। কিন্তু গাছে না উঠতে যদি এঁচড়ে পেকে যাই, তা'হলেই অসুবিধা। অসময়ে জোর করে কিছু কর্তে নাই, এটা উচিত নয়। সেইজন্য শাস্ত্রে "অর্চায়ামেব হরয়ে যঃ পূজাং শ্রদ্ধয়েহতে। ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ॥" ভগবানের এই উপদেশ মত লৌকিক প্রথানুসারে অর্চা-মূর্তিতে হরিপূজা কর্তে হ'বে—শ্রীবিগ্রহ-অর্চন করতে হ'বে। তা' না কল্লে হরিভক্ত বা অন্য জীবের প্রতি শ্রদ্ধা বা দয়া আসবে না। সদ্গুরুপাদাশ্রয়পূর্বক শ্রীবিগ্রহের সেবা এবং সাধুমুখে হরিকথা শ্রবণ কর্তে কর্তে ঈশ্বরে প্রীতি, (মধ্যম নহে) ভক্তের সহিত মৈত্রী প্রভৃতি করিবার যোগ্যতা হ'বে। ভক্তসেবা সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ। সুতরাং অন্য চিন্তা ছেড়ে আপনারা ভক্তের সেবায় সাহায্য করুন। যা'রা হরিভজন করবে না, কপট অলস হ'য়ে ব'সে থাকবে, তাদের সঙ্গ ছেড়ে দিয়ে যারা সত্য সত্য হরিভজন ক'রবে, প্রাণপণে তাদের সাহায্য করুন। বৃন্দাবনের বহু লোক মালা টেনে বৃথা সময় নষ্ট করছে। দুর্ভাগ্য-বশতঃ মহাপ্রভুর কথা তারা বুঝতে পারছে না এবং হরিভজন করবার বাস্তবিক ইচ্ছাও তাদের নাই; তাই তা'রা গৌরের কৃপা-লাভে বঞ্চিত হ'চ্ছেন।

আমরা যদি পরমকরুণাময় শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রের অমৃতোপদেশাবলীর একটু আলোচনা করি, তা'হলে বিস্মিত হব একটা নূতন আলোক পাব। শিক্ষিত সমাজে যদি এসব কথা আলোচিত হয়, তা' হ'লে সমাজের মঙ্গল হ'বে। এতদ্ব্যতীত মনুষ্যজাতির আর মঙ্গলের কোন উপায় বোধ হয় না। মহাপ্রভুর এই বাণীটি আমাদের কণ্ঠহার হওয়া উচিত।

"ভারত-ভূমিতে হৈল মনুষ্যজন্ম যার।
জন্ম সার্থক করি' কর পর-উপকার॥"

হরিভজন ক'রে উপকার কর্তে হ'বে। উপকৃত না হ'লে পরের উপকার করা যায় না। তাই মঙ্গলকামী ব্যক্তিগণ নিজের জন্য কিছু না ক'রে, ভগবানের সেবার জন্য যারা চেষ্টা করছে তা'দের সাহায্য করবার জন্য প্রস্তুত হন। যদি প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি, বাক্যের দ্বারা সর্বতোভাবে সেবা না ক'রে স্বরূপ ভুলিয়া জগতের নিকট সেবা গ্রহণ কর্তে যাই, তা'হলে অসুবিধা হ'ল—সেবক-অভিমান লুপ্ত হ'য়ে সেব্যাভিমান প্রবল হওয়ায় জীব অসুবিধায় পড়ল— সেবাপথ ছাড়িয়ে ভোগ বা ত্যাগপথের পথিক হ'য়ে গেল। সেদিকে সেবকগণের অবস্থা না হয়, এ বিষয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। সেবা ছেড়ে বিলাসী হ'বারও দরকার নাই, আবার শুষ্ক বৈরাগীও হ'তে হ'বে না। "নাতিকোমলচিত্তেন ন মনাগ্ ভোগমিচ্ছতা" প্রভৃতি উপদেশ প্রবীণ হ'লেই মঙ্গলের সম্ভাবনা। মহন্ত বা সেবাপনগণ এসব কথা বুঝতে পারে না; ভক্তগণই এসব কথা বুঝতে পারেন। তাই তাঁ'রা মহন্ত বা সেবাইত চেয়েও বুদ্ধিমান্।

কনিষ্ঠাধিকার থেকে মধ্যমাধিকারে যেতে হ'বে উন্নতির দিকে লক্ষ্য রাখতে হ'বে। আমি ভাল হ'য়েছি বুদ্ধি হ'লেই সর্বনাশ। সুতরাং আমার দুর্বুদ্ধি নষ্ট হোক্ ভক্তের প্রার্থনা জানাতে হ'বে। মঙ্গল না হ'লে অমঙ্গল আপনা থেকে এসে উপস্থিত হবে। মঙ্গলকামী হ'য়ে ভাল মন্দ বিচার কর্তে হ'বে। মহাভাগবতের অনুকরণে বিচার ছেড়ে দিলে অসুবিধার হাত থেকে এড়ান যাবে না। সেবা কর্তে কর্তে ভক্তের সহিত মিত্রতা হ'বে এবং উন্নতাবস্থায় সকলের সহিত মিত্রতা করবার সুযোগ ঘটবে। ভক্তসঙ্গ ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে তা' হয় না। মিত্রতা কিন্ত প্রকারে কর্তে হ'বে এবং তা'র সাথে কিরূপ ব্যবহার কর্তে হ'বে, সে কথা শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু আমাদের জানিয়েছেন—

"ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति।
भुङ्क्ते भोजयते चैव षड्विधं प्रीतिलक्षणम्॥"

"দদাতি প্রতিগৃহ্ণাতি গুহ্যমাখ্যাতি পৃচ্ছতি।
ভুঙ্‌ক্তে ভোজয়তে চৈব ষড়্‌বিধং প্রীতিলক্ষণম্॥"

(উপদেশামৃত)

ভগবানের কথায় কানে না, কেবল [illegible] বস্তুতে, বাক্যে বা আত্মায়, প্রকৃতপক্ষে [illegible] মাত্র কৃপা। এই জ্ঞান লাভ হ'য়েছে তাহ্বা রাধাপ্রভৃতিকে সম্পর্কযোগে মনে মনে আদর করতে হ'বে। বিবাহ-কালে যাঁর লাভ হ'য়েছে সেই দীক্ষিত, বয়োধিকে প্রভুর ও সমন্বয়বিচারক যথাবিধি [illegible] প্রণালী যারা আদর করতে হ'বে। আর যাঁরা বিভাগাতিরিক্ত-রহিত হ'য়ে অনন্যাশ্রিতা কৃপণ, সেই শ্রেষ্ঠ সাধু-গণকে প্রণিপাত ও সেবাদ্বারা সন্তুষ্ট করতে হ'বে—তাঁদের নিকটে নত হ'তে হ'বে।

কৃষ্ণনাম করতে কিছু রূপমূর্ত্তি হয় নাই, এমন লোক যার নারায়ণের রূপাদির চিন্তা করতে যায়, তা'হলে নাম পাবার চিন্তা এসে বস্তুতের কথা পর্যন্ত সরাবে। এর নাম কৃষ্ণচিন্তা নয়। সেইজন্য রূপানুগতভাবে স্মরণের পথ ছেড়ে যায় প্রথমে শ্রবণ-কীর্তন করতে ব'লেছেন। সাধুমুখে কৃষ্ণকথা শ্রবণ ও অনুকীর্তন করতে করতে স্মরণ আপনা থেকে উদিত হ'বে। তাই শ্রীল জীব-গোস্বামী প্রভু ভক্তিসন্দর্ভে লিখিয়াছেন

"প্রথমং নাম্নঃ শ্রবণমন্তঃকরণ-শুদ্ধ্যর্থমপেক্ষ্যম্।

শুদ্ধে চান্তঃকরণে রূপ-শ্রবণেন তদুদয়-যোগ্যতা ভবতি।"

হরিনাম-সংকীর্তনই কলিযুগের ধর্ম; তাই অনেকে কৃষ্ণনাম ক'রে থাকেন। কিন্তু কৃষ্ণনাম কি ক'রে হয়, এ সব কথা তারা জানে না। তাই গৌড়ীয়রাই ব'লেছেন—এস, তোমরা বড় ভাল লোক; কারণ, তোমরা কৃষ্ণ বলতে শিখেছ। এখন অনর্থগুলি কৃষ্ণভজন ছেড়ে মহাজনের পথ ধর, তোমাদের মঙ্গল হ'বে। মহাজনের কথা না [illegible] কাউকে শ্রীনামকে পথ মনে ক'রে; তা'হ'লে সর্ব্বনাশ হ'ল। যদি এরূপ মনের ভাবনা এসে যায় তবে মুক্তি হ'বে, কোনদিন নাম করেও সুবিধা হ'বে না—মঙ্গল হবে না।

কৃষ্ণনাম করা যাবে—কেবল সাক্ষাৎ চিন্ময় সেবা করা। লোককে বাজারে যেমন তার সুখ হয়, অথবা সেবা করলেও ভগবানের অপেক্ষা বেশী সুখ হ'য়ে থাকে। নামভজন করা ও নামোচ্চারণ করা আলাদা জিনিষ। সেবোন্মুখ হ'লে শ্রীনাম-ভজন করাই দরকার। যদি এখন দুর্লভ জন্ম পেয়েও কৃষ্ণসেবা না হয়, তা'হলে যাঁ [illegible] ভাল। কৃষ্ণনাম ও অন্যের চিন্তা বর্জনের আর কোন জিনিষ নাই। কৃষ্ণ আমাদের দাসী নন বা প্রজা নন্ যে,

ঠিকে আমরা ছেড়ে দেব না, উনি ও যেন যা [illegible] করব। কৃষ্ণ না আসলে [illegible] যায় না। আমরা যদি তাঁর [illegible] প্রাপ্ত হব, তা'হলে [illegible] কৃপা করতে পারেন। নিজের [illegible] এখন, তিনি কৃপা করেন না ব'লে তাঁর উপর চটলেই দুঃখিত হ'য়ে যাবে [illegible] এসে উপস্থিত হবে। সুতরাং অভিজ্ঞানাদি সেবা-সুখ বরণ ক'রে সর্বক্ষণ ভক্তিপ্রবৃত্তই প্রেমঃ। জীবন কাটা দরকার কিছু আমরা যেন কেবল নিয়ে জীবন না করি। এসব অবাস্তব বাদ্যের দ্বারা ভক্তিসঞ্চার হয় না, তাতে সেবাও হয় না, সেবার জন্যই বহু কিছু হ'য়ে যায়। সকলের কাছে এইকথা বলাই গৌড়ীয়ের উদ্দেশ্য। গৌড়ীয়ের সেবকসূত্রে আমাদের কার্য্য হচ্ছে—যারা এ সব কোন খবর রাখে না, তা'দিগকে এ সব কথা জানিয়ে দেওয়া। এ সব কথা জানবার সুযোগ পেয়েও যদি কেউ মানতে না চায়, তা'হলে সেইরূপ কপট আত্ম-বঞ্চিত জনবিশেষের নিকট থেকে তফাৎ থাকতে হ'বে। প্রচারিকের উপদেশ দিতে হ'বে না। এর নিত্য সহরে মহাপ্রভুর কথা আলো

ভাবে lecture দেন। যাঁরা যাঁরা সময় দেবেন, সেই সেই সজ্জনগণকে এ বিষয়ে সাহায্য করা যায় [illegible] মূলেই সব আছে। অসৎসঙ্গদোষে জীবের সেবাবৃত্তি সুপ্ত হ'য়ে পড়ে যায়। সাধু-মুখে ভগবানের কথা শ্রবণ করলেই আবার সেই বৃত্তি জেগে উঠবে—জীব অমৃতিত্বার [illegible] হ'তে পারে। যুক্তকৌ কর্ম ভক্তের কার্য্য নয়। কীর্তন কর—সকলের নিকট কেবল কীর্তন করাই তাঁদের একমাত্র কৃত্য। তাই তাঁহারা আমাদের বুঝবার জন্য মহাপ্রভু বলেন—

"উচ্চৈঃ ভাষিত প্রাণ্য বহুন্ নিবেদ্য।

দুরন্ত যাহা বিনিত্যা দুরাত্মা [illegible]"

মানুষের এই মহৎ কথা না শুনলে মঙ্গল হ'বে না। তারা বড় বড় শ্রেষ্ঠত্ব দিতে বলেছেন, প্রকৃত আচার্য্যের নিকট সংযুক্ত হ'তে বলেছেন। আমরা যদি তাঁর কথা শুনে [illegible] আমাদের অন্তঃকরণ শুদ্ধ [illegible] অন্তঃকরণ শুদ্ধ না [illegible] আত্ম-মঙ্গল করে না পা'র, তা'হলে "এ ঠাকুর কাজের না পারবেন, এ ঠাকুর কোন্ ভাবে [illegible]" বুদ্ধি আসবে। এ সব কুবুদ্ধি না গেলে মঙ্গলের আশা নাই। কুবুদ্ধিবিশিষ্ট আমরা কেবল পাপপুণ্যে বিষয় [illegible] আবার অনেক প্রকৃত [illegible] ভাগ্যদ্বারা হ'য়ে অমঙ্গল বরণ করছি।

এ সব অমঙ্গলের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া দরকার। তাই ভাগবত বলেছেন "বৈকুণ্ঠ [illegible] বিষ্ণুঃ।" বৈকুণ্ঠনাম-গ্রহণ করলে সব অসুবিধা কেটে যাবে। সুতরাং সব ছেড়ে কৃষ্ণ-অনুসন্ধান করাটাই এখন আমাদের দেশের দরকার হ'য়ে পড়েছে। অতএব আপনারা বহুর দিকে না তাকিয়ে একের সন্ধান করুন, নিজের সহিত ও অন্যান্য জিনিষের সহিত কৃষ্ণের কি সম্বন্ধ আছে, তা জানতে চেষ্টা করুন। তা'হলে মঙ্গলের রাস্তা ক্রমশঃ পরিষ্কার হ'বে।

আচার্য্যানুগমনে

[ডাকযোগে প্রাপ্ত]

১৩৩৫ সালের আজ ১ই এপ্রিল রবিবার। ঢাকা নগরী আজ আনন্দ-উৎসবে মগ্ন। ঢাকা ষ্টেশনটি সুসজ্জিত অবস্থায় আনন্দের মূর্ত্তি ধারণ করিয়া যেন কাহার আগমনের প্রতীক্ষায় উদ্গ্রীব হইয়া অবস্থান করিতেছে। এমন সময় নারায়ণগঞ্জ হইতে ট্রেনখানি আচার্য্যপাদপদ্ম বক্ষে ধারণ পূর্ব্বক আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে ঢাকা ষ্টেশন প্লাটফরমে উপস্থিত হইতে না হইতেই সমগ্র কণ্ঠ হইতে কীর্তন-রোলে গগনমণ্ডল মুখরিত [illegible] শত শত মহিলা কণ্ঠের হুলুধ্বনিতে গগন-পবন মুখরিত হইয়া উঠিল।

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ গতকল্য ৩০ই এপ্রিল শনিবার কলিকাতা হইতে [illegible] ঢাকা মেলে কলিকাতা হইতে রওনা হইয়া [illegible] টার সময় নারায়ণগঞ্জে পৌঁছেন। কাঁচপুর নিবাসী নারায়ণগঞ্জ-[illegible] শ্রীল প্রভুপাদকে অভ্যর্থনা করেন। এই স্থানে [illegible] শ্রীল প্রভুপাদের একটী [illegible] গ্রহণ করা হয়।

নারায়ণগঞ্জ হইতে শ্রীল প্রভুপাদ ঢাকা ষ্টেশনে আসিয়া পৌঁছিলেন। পূর্ব্ব হইতেই শ্রীমদ্ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ ঢাকা ষ্টেশনের platformটী সজ্জিত করিয়া রাখিয়া-ছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদকে সম্বর্দ্ধন ও আচার্য্যোচিত অভ্যর্থনা করিবার জন্য ঢাকা সহরের প্রায় [illegible] বিশিষ্ট, শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত [illegible] পুরুষ ও মহিলা সমবেত হইয়া-ছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ ট্রেন হইতে অবতরণ করিবামাত্র তাঁহাকে সংকীর্তন সহযোগে অভ্যর্থনাপূর্ব্বক প্লাটফরমের উপর সজ্জিত আসনে [illegible] যাওয়া হয়, তৎপরে সহরের বহু ব্যক্তি শ্রীল প্রভুপাদের [illegible]

সুন্দর সুন্দর পুষ্পমাল্য [illegible] করেন এবং চতুর্দ্দিক [illegible] পুষ্পবৃষ্টি হইতে থাকে। [illegible] ট্রেন [illegible] প্লাটফরমে অবস্থান করেন এবং আচার্য্যের প্রতি এরূপ সম্মান-আদর্শ প্রদর্শন করিয়া অতীব মুগ্ধ হন

তৎপরে সহরের অনুগত শ্রীল প্রভুপাদকে সংকীর্তনের [illegible] করিয়া ষ্টেশন হইতে প্রায় এক মাইল দূরে অবস্থিত শ্রীযুক্ত বাবু [illegible] দাস ও শ্রীযুক্ত বাবু [illegible] দাস মহোদয়দের বাড়ীতে লইয়া যান। তথায় সহরের বহুশিক্ষিত ভদ্রলোক ও মহিলা আচার্য্যপাদপদ্ম বন্দনা করিবার জন্য পূর্ব্ব হইতেই উপস্থিত হইয়াছিলেন। ষ্টেশনের আচার্য্যের অভ্যর্থনা জন্য এত ভদ্র ও শিক্ষিত মহিলাবৃন্দের সমাবেশ সাধারণতঃ দেখা যায় না। [illegible] বাবু ও তাঁহার পুত্র [illegible] বাবুর তাঁহাদের বাড়ীতে শ্রীল প্রভুপাদ ও তাঁহার অনুগমনকারী ব্যক্তিগণের প্রতি শ্রদ্ধা ও যত্ন প্রশংসার্হ।

এমন একদিনের কথা শোনা যায় যখন ঢাকায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেমধর্মের নাতিপ্রচার্য্য আচার্য্যবর্য্য শ্রীল প্রভুপাদের প্রেরিত বিশ্ববিখ্যাত শ্রীমদ্‌ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ ও তাঁহার অনুগমনকারী ব্যক্তিগণ কাহারও বাটীতে একটু থাকিবার স্থান পর্য্যন্ত পান নাই; তাঁহারা অন্যান্যের [illegible] [illegible], এই প্রকার উদ্দেশ্যে বাকি কোন কোন [illegible] ছিল। আবার উপকৃত বৎসর পূর্ব্বেও এমন দিন গিয়াছে, যখন শ্রীল প্রভুপাদ ঢাকানগরে একটী পারমার্থিক সংশিক্ষা প্রদর্শনী উদ্বোধন করিয়াছিলেন, তখন আচার্য্যের ভুবনমঙ্গল কার্য্যে যোগদান করিয়া কোন কোন ব্যক্তি তাহার বিরুদ্ধে প্রচুর পরিমাণে বাধা দিয়াছেন।

কিন্তু আজ ঢাকা-নগরবাসিগণ ধন্য! আচার্য্যের অপার করুণা আজ সর্বতো-ভাবে অনুভূত। আজ শিক্ষিত ঢাকা-নগরবাসী আচার্য্যবর্য্যের উপদেশ করিয়া—তাঁহার ভুবনমঙ্গল অতিমর্ত্ত্য বাণীর উপাদেয়তা উপলব্ধি করিয়া তাঁহাদের সহরে শ্রীল প্রভুপাদকে হৃদয়ের সহিত অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করিবার জন্য [illegible] আগ্রহপূর্ব্বক ষ্টেশনে সমবেত হইয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, আজ যাহাকে তাঁহাদের সহরের মধ্যে শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের শ্রীমন্দির প্রভৃতি নির্ম্মিত হয় তজ্জন্য সকলে প্রচুর উৎসাহের সহিত সমবেত হইয়াছেন। সত্য বটে আজ একদিন যাঁহারা [illegible] দিন আত্মমঙ্গল ধ্বংসেই ভাবিবে। সর্ব্বোপরি

(৮ পৃষ্ঠার শেষ কলমে দ্রষ্টব্য)

শুদ্ধভক্তি মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ
(আকর-মঠরাজ)

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয় হইতে প্রায় ৩০০ বর্ষ [illegible]-পূর্বে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীচন্দ্রশেখর ভবনে [illegible] [illegible]। এই স্থান [illegible], [illegible] বা [illegible]। [illegible] শ্রীভক্তি- [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]-গৌরাঙ্গ- [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। এই [illegible] [illegible] 'নদীয়া- [illegible]', [illegible] প্রকাশিত ও [illegible] প্রাচীন [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতি [illegible] শ্রীধাম-পরিক্রমা [illegible] ও [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইয়া থাকে। রক্ষক—শ্রীপাদ [illegible] ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রচারিত সুবিমল ভ-[illegible] প্রচারোদ্দেশ্যে গৌড়দেশের মধ্যপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে [illegible] প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভজনাগারে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীরাধাগোবিন্দজীউ সপার্ষদে [illegible] সেবিত হন। 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্তন, সৎপ্রসঙ্গ-[illegible] বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত'র [illegible] ও ভক্তগ্রন্থের নিয়ত আলোচনা হয়। এই মঠ হইতে মহাপ্রভুর সত্য [illegible]-প্রচার, মহানাম-সঙ্কীর্তন, বক্তৃতা, ব্যাখ্যা ও সঙ্কীর্তন-[illegible] [illegible] অনুষ্ঠান হয়। মঠরক্ষক [illegible] আচার্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-স্থান মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া সহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীজগন্নাথের সেবা বর্তমান। রক্ষক – শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী সেবাকোবিদ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভু [illegible] শ্রীগৌর- [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] শ্রীকৃষ্ণ [illegible]

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্তমান। রক্ষক —গোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

(৭) কাজীর সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপা-প্রাপ্ত শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীমঙ্গলানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক।

(৮) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর গদাধর ও শ্রীরাধামদনের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান দাস ব্রহ্মচারী।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌড়পার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(১০) মোদদ্রুম ছত্র গৌড়ের বৈদিক

মাউগাছি, পোঃ মাজদিয়া, (নদীয়া)।

শ্রীবাসুদেবাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান। শ্রীগৌরনিত্যানন্দের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীমধুসূদন ব্রজবাসী, ভক্তিভূষণ।

(১১) জেড়িয়া কুঞ্জকানন

শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্তী, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীনরোত্তম ব্রহ্মচারী।

(১২) কুঞ্জকুটীর—পোঃ কৃষ্ণনগর,

নদীয়া। রক্ষক—শ্রীমধুসূদন অধিকারী

(১৩) ভাগবত-আসন—পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

এই স্থান হইতে ভাগবতসিদ্ধান্ত প্রচারণী প্রচারিত হয়। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভাক্তশাস্ত্রী।

(১৪) একায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ রানাঘাট, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীবনমালী মহারাজ গোস্বামী ভক্তিভূষণ

(১৫) মহেশ পণ্ডিতের পাট

শ্রীপাটপুর, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(১৬) মাধ্বগৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, পোঃ ঢাকা

পূর্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা-গিরিধারীর সেবা বর্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাবিনোদ বি-এ।

(১৭) গোপালজীউ মঠ—কমলাপুর, (ঢাকা)

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিদ্যমান। রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রজবাসী.

(১৮) মধ্যম গৌড়ীয় মঠ

পোঃ [illegible] [illegible]

এখানে [illegible] [illegible] সেবা বর্তমান।

(১৯) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীযতীন্দ্র [illegible] এম-এ, বি-এল।

(২০) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাধ, (ঢাকা)

এখানে দধিমুদ্রা শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্তমান। রক্ষক শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(২১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্য-সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীযতীন্দ্র দাসাধিকারী.

(২২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ক্ষুদ্রকোলা, পোঃ চকৃতা, (মানভূম)

এখানে শ্রীগুরু[illegible] [illegible] বর্তমান। রক্ষক—শ্রীজনার্দন

(২৩) ভাগবত [illegible] মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে গুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিরত্ন।

(২৪) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী।

(২৫) সচ্চিদানন্দ মঠ

বালিয়াটি, পোঃ বক্সীবাজার, (কটক)

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদবনজীউর নিত্যসেবা বর্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর

(২৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ কুমারের পুরী,

শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বা গিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন।

(২৭) পুরুষোত্তম মঠ

ভক্তিকুটী, পোঃ পুরী উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীউর নিত্য-সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীগদাধর অধিকারী

(২৮) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগোপীনাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী দাসাধিকারী।

(২৯) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ;

পোঃ কভুর, জেলা গোদাবরী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্তমান। মঠরক্ষক—শ্রীনিমাইচরণ দাসাধিকারী ভক্তিলোচন।

(৩০) [illegible]-গৌড়ীয় মঠ

[illegible], [illegible] [illegible] সিটি

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বোন

(৩২) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর

এখানে শ্রীগৌরহরি [illegible] ও গৌর-বিনোদ-বিহারীজীউর [illegible] [illegible]

রক্ষক—শ্রী[illegible] [illegible]অধিকারী।

(৩৩) [illegible]

পুরাণসহর, [illegible] – [illegible], মথুরা

এখানে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ [illegible] নিত্য-সেবা হয়। রক্ষক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠ

বিশ্রামঘাট মথুরা

রক্ষক [illegible] স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ

(৩৫) রাধা-কুণ্ড-স্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ—শ্রীরাধাকুণ্ড

রক্ষক—শ্রীরাধারমণচরণদাস ব্রহ্মচারী

(৩৬) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৩৭) গৌরবিহারী মঠ

সেখপাড়া, পোঃ তেজোলা, জেলা গুরদাসপুর (পাঞ্জাব) রক্ষক—শ্রীগৌরবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৩৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং কুতুব রোড, নিউ দিল্লী।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ [illegible]

(৩৯) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল।

এখানে গৌরবিনোদবিহারীর সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীনীলগোপাল অধিকারী।

(৪০) সারস্বত-গৌড়ীয় মঠ

তারকার সারায়ণপুর, [illegible], দি

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক [illegible]

(৪১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ রাযপেট্টা মাদ্রাজ।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীপাদ ভগবান্ ভক্তিবিলাস।

(৪২) বোম্বে-গৌড়ীয়-মঠ কার্য্যালয়

গোয়ালিয়র রোড, চৌপাটি বিচ, বাংলো নং ১, বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ দেবশর্মা মজুমদার।

(৪৩) অবন্তি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমরাম, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীরাজেন্দ্র দাস অধিকারী

(৪৪) সরস্বতী গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকুতা, কামরূপ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী

(৪৫) পাটনা গৌড়ীয় মঠ

১০০ মিঠাপুর, পাটনা।

রক্ষক—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী রামকৃষ্ণ

(৪৬) খালেশ্বর গৌড়ীয়মঠ খালেশ্বর

রক্ষক—শ্রীবনোয়ারী ব্রহ্মচারী

(৪৭) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয়

৩ গ্লাডস্টন, [illegible] পার্ক, এন-ডব্লিউ ৭, লণ্ডন

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ।

(৪৮) বার্লিন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

Berlin W. 30

Eisenacher strasse 29 8.

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্—প্রথম	৪০
প্রথম স্কন্ধে সপ্ত খণ্ড পর্যন্ত	২৮
একাদশ স্কন্ধের প্রতিখণ্ড	৷৵০
২। অনুভাষ্য সহিত শ্রীচৈতন্যভাগবত	৩
৩। অমৃত-প্রবাহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত	৩
৪। নবদ্বীপ-পঞ্জী	৩
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী ১ম খণ্ড ৩—১, ২য় খণ্ড—৸	
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী ১ম খণ্ড—১; ২য় খণ্ড ৸০	
৭। শ্রীচৈতন্যদেব—১	
৮। সংস্কারণায়—দীপিকা ও সংস্কার-দীপিকা	১।০
৯। বৈষ্ণবধর্ম	২
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার	২
১১। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (বাঁধা)	২
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা)	১
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	৸০
১৪। সাধকপ্রকাশিকা (দ্বিতীয় সংস্করণ)	।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিচার-তত্ত্ব	
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব	
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্	
১৮। ব্রাহ্মণ-আম্নায়	
১৯। আত্মনিবেদন কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা)	১
২০। গৌড়ীয়-গৌরব	৷৵০
২১। গৌড়ীয়-গাথিকা	৷৵০
২২। অপ্রাকৃত-রস	।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীনবদ্বীপধাম (বাঁধা)	১
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)	২
২৫। গীতা (চক্রবর্তি-টীকাসহ)	২
২৬। গীতার কেবল মূল-ভাষা	।০
২৭। দ্বাদশ টীকা অনুশীলনঃ মাহাত্ম্য	২
২৮। বেদান্তসূত্রের ভাষ্য	।০
২৯। প্রেমবিবর্ত (তৃতীয়-সংস্করণ)	৸
৩০। দীন-হীন গণ	৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ)	৶০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা)	
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা	৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা)	৶০
৩৫। শীতমালা	/১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য	৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ খণ্ড	৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ	।০
৪০। শরণাগতি	/০
৪১। গীতাবলী	/০
৪২। হিতে নবীন	১৷০
৪৩। সাধনপথ	/০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা	/০
৪৫। নবদ্বীপশতক	/০
৪৬। অর্চনপথ	৵০
৪৭। সদাচারদর্পণঃ	/০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ)	/১০
৪৯। অর্চনপথ	৻১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম খণ্ড)	৩
৫১। ব্রহ্মসংহিতা	।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ)	।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ	৸০
৫৪। পুরুষার্থ-নির্ণয়	০
৫৫। কৃষ্ণকর্ণামৃত বা মাধবমহোৎসব	।০
৫৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন?	/০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ)	।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণবোধ	৶০
৫৯। শিক্ষাষ্টক	৵০
৬০। নাম্বাবলী	/০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মাধুঃ	।০
৬১। সিদ্ধান্ত-দর্পণঃ টিপ্পনী	।০
৬২। সটীক শিক্ষাষ্টকম্	।০
৬৩। তত্ত্বসূত্রম্	।০
৬৪। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্	৷৵০
৬৫। গৌড়ীয়মঠ পাঞ্জী	/০
৬৬। নারায়ণবর্ণনম্	৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৭। রায় রামানন্দ	।০
৬৮। এ ফিউ ওয়ার্ডস্ অন্ বেদান্ত	।০
৬৯। ব্রাহ্মণত্ব	।০
৭০। বেদান্ত—ইট্‌স্ মরফলজি অ্যাণ্ড অন্টোলজি	।০
৭১। বিশেষত্ব অ্যাফেয়ার্স	৷৵০
৭২। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু	।০
৭৩। বৈষ্ণবীয়	।০
৭৪। শ্রীল গৌড়ীয়মঠ ইন্ ফুটস	/০
৭৫। দি ভাগবত	।০
৭৬। ভক্তিবিনোদ ঠাকুর অ্যাণ্ড তাঁর উপদেশ	।০
৭৭। ব্রহ্ম-সংহিতা	২।০
৭৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (অনুবাদ)	১৫

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৭৯। শ্রীগৌরাঙ্গলীলামৃত	।০
৮০। সাধন-পথ	।০
৮১। কল্যাণ-কল্পতরু	/১০
৮২। গীতাবলী	৵০
৮৩। শরণাগতি	৵০

আসাম ভাষায় প্রকাশিত

৮৪। শরণাগতি	৶০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত	২

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কাবকণ্ঠ দের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মরণাপন্ন পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষায় একমাত্র উপায় বলিয়াছে অত্যধিক। লক্ষণ প্রীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অবস্থায় সাধক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ আনা, বড় বোতল ১৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত ফাউন্টেনপেন কালি আবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন একরূপে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং
কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার
কলিকাতা

আমাশয় ও পেটের পীড়ায়

শ্রীশ্যামানন্দ দাস কবিরাজের আবিষ্কৃত

গ্রহণী বজ্র

ব্যবহার করুন

আমাশয়, রক্তামাশয় অজীর্ণ, গ্রহণী, অজীর্ণ, পেটফাঁপা, অম্বলাদি, সূতিকা ও শিশুর উদরাময় প্রভৃতি সকল প্রকার নূতন ও পুরাতন পেটের পীড়ায় গ্রহণী বজ্র প্রত্যক্ষ ফল প্রদ মহৌষধ।

যাহারা পেটের পীড়ায় নানাবিধ চিকিৎসায় আফিং ও ক্লোরোডাইন্ ব্যবহার করিয়া ফল লাভ করিতে পারেন নাই তাঁহারা গ্রহণী বজ্র ব্যবহার করুন, উহার গুণে মুগ্ধ হইবেন। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। মূল্য প্রতি শিশি ।০ আনা, ৩ শিশি ১।০ সিকা ডাক মাশুল ৷৵০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীকৃষ্ণ ঔষধালয়, ময়মনসিংহ।

ঢাকার এজেন্ট মেসার্স মহেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং

পাটুয়াটুলি, ঢাকা

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্ এ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত ও

অঃ সম্পাদক শ্রীমৎ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ ও কৃপাসিন্ধু এম, এ, এম

সুবর্ণ সুযোগ !   সুবর্ণ সুযোগ !

শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদরচিত গৌড়ীয়ভাষ্য সহিত

নিতাই গ্রন্থ

শ্রীশ্রীচৈতন্য ভাগবত

গ্রন্থের আয়তন :—ক্রাউন কোয়ার্টো মূল ১০৯৬ পৃষ্ঠা, সূচীপত্র ২৪৪ পৃষ্ঠা, মোট ১৩৪০ পৃষ্ঠা

ভিক্ষা (বাঁধাই) মাত্র ৭ সাত টাকা

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা

নদীয়া সার্টিফিকেট আদালতের নীলাম ইস্তাহার

১ কেস্ নং এবং কোর্টের নাম	২ নীলাম ইস্তাহার (A) (B) বা (C) কাহার প্রকাশিত	৩ ডিক্রিদার	৪ দেনাদার	৫ যে দাবীর জন্য সম্পত্তি বিক্রয়ের আদেশ হইয়াছে	৬ বিক্রয়ের স্থান তারিখ ও সময়	৭ কি প্রকার স্বত্ব	৮ থানা, মৌজার নাম ও গ্রাম	৯ খতিয়ান এবং প্লট (জানা থাকিলে) অথবা অন্য প্রয়োজনীয় বিবরণ	১০ জমির পরিমাণ (জানা থাকিলে)	১১ জমা (জানা থাকিলে)	১২ মন্তব্য
৩২০ A, ৩৪।৩৫ নদীয়া সার্টিফিকেট আদালত		মণীন্দ্রমোহন আচার্য্য দিং	গোপেন্দ্র প্রামাণিক	২৬।৭	২৫।৫।৩৫	রায়তি স্থিতিবান	থানা মীরপুর	৭০০ খতিয়ান			মণীন্দ্রমোহন আচার্য্য দিং
২২৯ A, ৩৪।৩৫		ঐ	বাবুবালা দাসী দিং	১৭৸৶	২৫।৫।৩৫		থানা দৌলতপুর	৪৪১ খতিয়ান			ঐ
৯৪ A, ৩৪।৩৫		ঐ	বেছু মল্লিক	১০।৶৮	২৫।৫।৩৫	রায়তি দখলীস্বত্ব	থানা মীরপুর	৭০৮ খতিয়ান	·২২		ঐ
৫৩২ N. R, ৩৪।৩৫		গৌরীশঙ্কর রায় বাহাদুর	জহির বিশ্বাস দিং	৪৭৶৩	২৫।৫।৩৫	রায়তি স্থিতিবান	থানা কৃষ্ণগঞ্জ মৌজে [illegible]	৯৮০ খতিয়ান	৫-৯৭	২১৮৶১	গৌরীশঙ্কর রায় বাহাদুর
২৫৩ N. R, ৩৪।৩৫		ঐ	জোনাব মণ্ডল দিং	২৪৸৶৯	২৫।৫।৩৫	ঐ	থানা ঐ মৌজে ঐ	৯৮১ খতিয়ান	৩-২৫	১৫৸৶২	ঐ
৮১ A, ৩৪।৩৫		মণীন্দ্রমোহন আচার্য্য দিং	হরিপদ্ম নাথ	১১৸৶৭	২৭।৫।৩৫	ঐ	থানা ও মৌজে মীরপুর	৭৯০ খতিয়ান			মণীন্দ্রমোহন আচার্য্য
৮৪ A, ৩৪।৩৫		ঐ	ঐ	১১৶৪	২৭।৫।৩৫	ঐ	থানা ও মৌজে মীরপুর	৭৮৮ খতিয়ান	·১২	১৶৩	ঐ
৭৮ A, ৩৪।৩৫		ঐ	শাকি মল্লিক	৯।০	২৭।৫।৩৫	ঐ	থানা ও মৌজে মীরপুর	৬১৮ খতিয়ান	·১৪	৷৶৩	[illegible]
১১৯ A, ৩৪।৩৫		ঐ	মোকাদ্দম সেখ দিং	১২৶৯	২৭।৫।৩৫	রায়তী দখলীস্বত্ব	থানা দৌলতপুর মৌজে দুর্গাপুর	১৫৩ খতিয়ান	·২২	১৮৸৶১০	ঐ
১০৪ A, ৩৪।৩৫		ঐ	মহিম মল্লিক	২৩৸৶	২৭।৫।৩৫	ঐ	থানা মীরপুর	৭৩০ খতিয়ান	২-৩৯	৬৸৶৪	ঐ
৩০ A. D, ৩৪।৩৫		এ, পালচৌধুরী	চৌধুরী [illegible]	২২১।৶৩	২১।৫।৩৫	রায়তী স্থিতিবান	থানা নাকিপুর মৌজে গোপালিনা	২২৮ খতিয়ান	৪৪-৫১	১১২৸৶৩	এ, পাল[illegible]

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'শ্রীনদ' নবদ্বীপ

R.N. C 1544

নদীয়া-প্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা

১০ম খণ্ড শ্রীমায়াপুর—৩০শে চৈত্র, শনিবার ১৩৪১, ১৩ই এপ্রিল ১৯৩৫ ৩৭শ সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

ডাকাত ও সৈন্যদলে সংঘর্ষ

গোয়ালিয়র ষ্টেটের খবরে প্রকাশ, কুখ্যাত দস্যু সর্দার কৃপৎ সিংহের ৫ জন সহচরকে গত সপ্তাহে কৃপৎ সিংহের সুরক্ষিত বসতবাটিতে গুলী করিয়া মারা হইয়াছে। কৃপৎ সিংহকে এই ডাকাত সম্পর্কে খোঁজ করা হইতেছিল।

প্রকাশ, কৃপৎ সিং তাঁহার বাড়ীর চতুর্দিকে সুদৃঢ় প্রাচীর নির্মাণ করে। ঐ প্রাচীরের গায়ে গুলী ছুড়িবার ছিদ্র রাখা হইয়াছিল।

এইরূপ সুরক্ষিত অবস্থায় দস্যুসর্দার কৃপৎ সিং বাস করে বলিয়া ষ্টেট পুলিশ মনে করে যে, তাহারা ঐ দস্যু সর্দারকে দলবলসহ গ্রেপ্তার করিতে পারিবে না। এই জন্য দুইদল পদাতিক সৈন্য পাঠাইয়া কৃপৎ সিংহের বাড়ী অবরোধ করা হয়। কর্তৃপক্ষ দস্যু সর্দারকে আত্মসমর্পণ করিতে বলা সত্ত্বেও সে ঐ দুর্গে বাটীর আশ্রয় লয়। আক্রমণকারিগণ গুলি বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলে ডাকাতগণও গুলী ছুড়িতে আরম্ভ করে। দিনের বেলা দুইবার ঐ বাড়ী আক্রমণ করা হয় এবং দুইবারই তাহাদের চেষ্টা ব্যর্থ হয়। এই জন্য রাত্রিতে আরও নিকট হইতে আক্রমণ করা হইবে বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হয়। রাত্রিতে আক্রমণের ফলে এক- ... নায়কের জীবনান্ত হয় এবং দুই ব্যক্তি আহত হয়। ঐ বাড়ীতে কয়েকটি বোমা নিক্ষিপ্ত হইলে দস্যুদের বাড়ীতে আগুন লাগিয়া যায় ... হয়। তিনজন ডাকাত ... ভিতর দিয়া পলায়ন করিতে চেষ্টা করিলে তাহাদিগকে গুলি করিয়া নিহত করা হয়। পরে আর একজনকে নিহত করা হয়। অবশিষ্টের মধ্যে স্ত্রীলোক ও ছোট ছোট বালক, বালিকা বাহির হইয়া আসিলে তাহাদিগকেও গ্রেপ্তার করা হয়। অন্ধকারে পিছনের দরজা দিয়া কৃপৎ সিং পলায়ন করে। কৃপৎ সিংহের তিনজন স্ত্রী এবং সাত বৎসর বয়স্ক পুত্রকে গ্রেপ্তার করা হয়। মোট ৬জন ডাকাত নিহত হয় এবং দুইজন পুরুষ, ১৪ জন মহিলা এবং ৬টি শিশুকে গ্রেপ্তার করা হয়।

নোয়াখালিতে ঝড় ও শিলাবৃষ্টি

গত ৬ই এপ্রিল সন্ধ্যায় নোয়াখালিতে ভয়ানক ঝড় ও শিলাবৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। এই প্রবল ঝড় ও শিলাবৃষ্টি প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা কাল স্থায়ী হইয়াছিল। ... মাঠ এবং বেলার স্থান ... প্রায় ৬ ইঞ্চি শিলা জমিয়া শুভ্র আকার ধারণ করে, সম্প্রতি এরূপ প্রবল ঝড় ও শিলাবৃষ্টি এ অঞ্চলে দেখা যায় নাই। ... গাছ পালাতেই আর ... পালা কিছুই নাই। ... ছিন্ন পত্রে একরূপ ... বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আম, লঙ্কা এবং অন্যান্য ফসলের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে।

পুলিশ ও ডাকাতে লড়াই

বহু ডাকাতি সম্পর্কে ... সিং নামক এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে হুলিয়া জারী করা হইয়াছিল। ৯ই এপ্রিল রাত্রিতে এলাহাবাদ হইতে ৩০ মাইল দূরে বহুক্ষণ লড়াইয়ের পর তাহাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। উভয় পক্ষেই গোলাগুলি ব্যবহার করা হয়। ... সিং আহত হয়। তাহার নিকট একটি রিভলভার ও কয়েকটি কার্তুজ পাওয়া গিয়াছে।

বাংলা জিলায় ঝড় ও শিলাবৃষ্টি

স্টেটসম্যান পত্রিকায় প্রকাশ, এই সপ্তাহের শেষের দিকে বাংলা জিলায় ভীষণ ঝড় ও শিলাবৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। উহা প্রায় ৮ মাইল স্থান ব্যাপী হয়। ঝড়ের সময় ক্রিকেট বলের মত বড় বড় শিলা পড়ে। শিলাঘাতে বহু গরু বাছুর মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ঝড়ে বহু বৃক্ষাদি উৎপাটিত হয় এবং টালির ঘরের ছাদ উড়াইয়া লয়। প্রায় ২৪ ঘণ্টাকাল যানবাহনাদির চলাচল বন্ধ ছিল। কোন নদীর উপরের সেতুটি বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় যানবাহনাদির চলাচলের বিশেষ অসুবিধা হয়। দুইখানি নৌকা জলমগ্ন হইয়াছে। কাহারও মৃত্যু সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

বাংলায় সংক্রামক ব্যাধি

গত ৩০শে মার্চ্চ যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, ঐ সপ্তাহের সংক্রামক ব্যাধির আক্রমণ ও মৃত্যুর হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

কলেরায় আক্রান্ত হয় ২৪৬৮, মারা যায় ১২২৫। বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয় ৬৯৪, মারা যায় ২১০। ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত হয় ৬৭, মারা যায় ১০। সেরিব্রো-স্পাইনাল মেনিঞ্জাইটিসে আক্রান্ত হয় ৫১, মারা যায় ২৭। প্লেগ রোগে আক্রান্ত হয় ., মারা যায় ১।

কলেরা: বর্দ্ধমান ৫৩, বীরভূম ..., বাঁকুড়া .২, মেদিনীপুর ৬৯, হুগলী ৬৪, হাওড়া ৮৭, চব্বিশপরগণা ১২৪, কলিকাতা ৭৯, নদীয়া ২১, মুর্শিদাবাদ ৭, যশোহর ৫০, খুলনা ৫৩, রাজসাহী ৩, দিনাজপুর ১৪, রংপুর ৫, বগুড়া ১, পাবনা ১১, মালদহ ৪, ঢাকা ৪৯, ময়মনসিংহ ২৩ ফরিদপুর ৪৪, বাখরগঞ্জ ১৫৮ চট্টগ্রাম ১০, পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম ২, ত্রিপুরা ১৩২, নোয়াখালী ৭২।

বসন্ত:— বর্দ্ধমান ৪, বীরভূম ৫, বাঁকুড়া ১, মেদিনীপুর ৯ হুগলী ২, হাওড়া ১২, চব্বিশ পরগণা ৫, কলিকাতা ৮০ নদীয়া ৭ মুর্শিদাবাদ ১, খুলনা ২, দিনাজপুর ৬, রংপুর ৮, বগুড়া ৪, পাবনা ৯, মালদহ ৫, কুচবিহার ১৬, ময়মনসিংহ ৫, বাখরগঞ্জ ২৬, ত্রিপুরা ১, নোয়াখালী ২।

ইনফ্লুয়েঞ্জা:— কলিকাতা ১০।

প্লেগ:—বর্দ্ধমান ১।

মেনিঞ্জাইটিস: - হাওড়া ৫, কলিকাতা ২২।

বীমা প্রতারণার অভিযোগ

জেনারেল এসিওরেন্স সোসাইটীর চীফ এজেন্ট মিঃ এস বৈদ্যের অভিযোগ ক্রমে উক্ত কোম্পানীকে ঠকাইবার ষড়যন্ত্রের অভিযোগে পুলিশ চারজন পুরুষ ও একটি স্ত্রীলোককে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

অভিযোগে প্রকাশ, একজন পুরুষ আসামী ও স্ত্রীলোক আসামী স্বামীস্ত্রী বলিয়া পরিচয় দিয়া এক সাব এজেন্টের মারফৎ ৬০০০৲ টাকার সুদ্ধ বীমা করে। কিছুদিন পর উক্ত পুরুষ আসামী তাঁহার স্ত্রীর মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ করিয়া বীমার টাকা দাবী করে। অবশেষে প্রকাশ পায় যে, স্ত্রীলোকটি মরে নাই। সে ..., এক ... এবং পুলিশ ... যে মৃত্যুর সার্টিফিকেট দিয়াছে তাহা মিথ্যা।

রেল ডাকাতি সম্পর্কে গ্রেপ্তার

নদীয়া জেলার কুষ্টিয়া থানার অধীন বারখাদা গ্রামের শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ চৌধুরীর পুত্র ... চৌধুরী ওরফে মণ্টুকে বিনাটিকিট শৈলকুপা রোডের রেল ডাকাতি সম্পর্কে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

৬০০০, চুরি

সম্প্রতি কালীঘাটে চকবেড়ী ষ্ট্রীটের শ্রীযুক্ত রাজকুমার মুখোপাধ্যায়ের বাড়ী হইতে ডুইংরুমের ভিতর টাকার নোট ও গহনাপত্রে প্রায় ৬ হাজার টাকা চুরি হইয়াছে। সোমবার পুলিশ সম্পর্কে রামচন্দ্র, কুমার এবং অপর চারি ব্যক্তিকে উহার নিকটের ঘেস্পুটি পুলিশ কমিশনারের দপ্তরে উপস্থিত করে। তাহাদের একজন স্ত্রীলোক।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে রাজকুমার বাবু একজন ব্যবসায়ী। ঘটনার দিন রাত্রি তাঁহার কার্য্যের হিসাবপত্র পরীক্ষা করিয়া অনেক রাত্রিতে বাড়ীতে ফিরিয়া দেখেন যে, বাড়ীর মধ্যে সিন্দুকের দিক হইতে বন্ধ এবং উপরে তাহার ঘর আলো জ্বলিতেছে। ডাকাডাকি করিয়া কোনও সাড়া না পাওয়ায় ... সন্দেহ জন্মে ... তিনি সাহায্যের চীৎকার করেন, ... লোকজন আসিবার পূর্ব্বেই চুরিকারী ... পলাইয়া অপহৃত জিনিষপত্রসহ ... ষ্ট্রীটের দিকে দৌড়াইতে থাকে। তাহারা পশ্চাদ্ধাবন কারীদের প্রতি ইট ছুঁড়িতে ছুঁড়িতে পলায়ন করে।

... থানার ইনস্পেক্টর ... তদন্তে প্রবৃত্ত হইয়া ... ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেন। ধৃত ব্যক্তিদিগকে ... অবস্থায় পুলিশের হেফাজতে রাখা হইয়াছে।

শিলাবৃষ্টিতে ২০ জন আহত

... হইতে প্রকাশ গত ১৮ এপ্রিল সন্ধ্যার প্রায় ১৫ মিনিট কাল অবিরাম শিলাবৃষ্টি হইয়াছিল। ইহার ফলে ২০ জন লোক আহত হয়। তন্মধ্যে ১০ জনকে হাসপাতালে ... চিকিৎসা করিতে হইয়াছিল। শিলাগুলির মধ্যে এক একটি প্রায় এক পোয়া ওজনের ছিল। ... শহর হইতে ... মাইল দূরে ... লোহারডাঙ্গার নিকটে প্রায় ... মাইল বিস্তৃত স্থানে এরূপ ... শিলাবৃষ্টি হইয়াছে। ... বিস্তর ক্ষতি হইয়াছে।

২ খানি চেকসহ গ্রেপ্তার

সম্প্রতি কলিকাতা ও দার্জিলিং এর মধ্যে টেলিফোন লাইন খোলা হইয়াছে। ইহাতে পুলিশের কার্যের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। সাধারণের জন্যও শীঘ্রই খোলা হইবে।

প্রকাশ, দার্জিলিংয়ে নবাগত কনৈক ব্যক্তির জিনিষপত্র খানাতল্লাস করিয়া দুই খানি চেক পাওয়া যায়। উহা অপহৃত চেক বলিয়া পুলিশের সন্দেহ হওয়ায় পুলিশ উক্ত ব্যক্তিকে আটক করে এবং টেলিফোনযোগে কলিকাতার পুলিশে খবর দেয়। সংবাদ প্রাপ্তিমাত্র কলিকাতা পুলিশ ঐ ব্যাপারের তদন্ত পূর্ব্বক দার্জিলিং পুলিশে টেলিফোনযোগে খবর দেয় যে, উক্ত সন্দেহভাজন ব্যক্তির চেকগুলি বস্তুতঃ কলিকাতার কনৈক ভদ্রলোকের একজন চাকরকে পাওয়া যাইতেছে না এবং চাকরটি উধাও হইবার সাথে সাথেই উক্ত ভদ্রলোকটির ২ খানি চেক ও কতক দ্রব্যাদিও অপহৃত হইয়াছে। ... উক্ত সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে ... তাহাকে বিচারার্থ শীঘ্রই কলিকাতায় প্রেরণ করা হইবে। টেলিফোনযোগে পুলিশের কার্য্য এই প্রথম।

চেয়ারম্যান ও ভাইস-চেয়ারম্যান নির্ব্বাচন

সোমবার ... পরিচালন সমিতির এক ... এম সি সেন ও প্রফুল্ল ... ক্রমে ১৯৩৫ সালের জন্য যথাক্রমে ... চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

কন্যা হত্যার চেষ্টা ব্যর্থ হওয়া—আত্মহত্যার চেষ্টা

অমৃতসরের এক সংবাদে প্রকাশ যে এক মারাঠা যুবতী ও তাহার পিতাকে ... আঘাতে গুরুতর আহত অবস্থায় ... হাসপাতালে ভর্ত্তি করা হইয়াছে। প্রকাশ যে, যুবতী তাহার স্বামী কর্তৃক পরিত্যক্ত হওয়ায় তাহার পিতা তাহাকে হত্যা করিতে চেষ্টা করে। যুবতীর চীৎকারে বহু লোক সমবেত হইলে কন্যাকে হত্যার চেষ্টা ব্যর্থ হইল দেখিয়া পিতা আত্মহত্যা করিবার উদ্দেশ্যে আপনার গলদেশে ... বসাইয়া দেয়। কিন্তু অবশেষে তাহার হাত হইতে অস্ত্রখানি কাড়িয়া লওয়া হয়।

মোটর দুর্ঘটনা

... নিকটবর্ত্তী ... নিকটে এক ... মোটর দুর্ঘটনার ফলে কয়েক ব্যক্তি গুরুতরভাবে আহত হইয়াছে বলিয়া সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

সোনামুখী থানায় ডাকাতি

সোনামুখী থানার অন্তর্গত ... গ্রামে ... জাতীয় এক বিধবা স্ত্রীলোকের বাড়ীতে এক ডাকাতির সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, ডাকাতগণ আবক্ষ ... উক্ত বিধবার গৃহে প্রবেশ করিয়া তাহাকে ও তাহার অপর ভগিনীর পুত্রকে প্রহার করে। ... সিন্দুক ভাঙ্গিয়া জিনিষপত্র নিয়া পলায়ন করে।

বৈধব্যের আশঙ্কায় আত্মহত্যা

... প্রকাশ, বৈধব্যের আশঙ্কায় এবং স্বামীর মৃত্যুতে তাহার ... বিচ্ছেদের আশঙ্কায় আতঙ্কিত হইয়া পঞ্চ বার্ষিকী এক যোড়শী বিধবা বালিকা সাংঘাতিকভাবে কেরোসিন খাইয়া আত্মহত্যা করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। কিন্তু তাহার স্বামী এক্ষণঃ আরোগ্যলাভ করিতেছে। মেয়েটির মৃত্যুর ... সংবাদ যথারীতি তদন্তের পর পুলিশ মৃতার আত্মীয়গণের হস্তে শব প্রদান করে।

নোয়াখালিতে ভীষণ অগ্নিকাণ্ড

নোয়াখালি জেলার বড়কলী গ্রামে এক ... ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে এবং ১৫ খানি বাড়ী ... হইয়াছে। তিনটি গর্ভবতী গাভী ... দগ্ধ হইয়াছে; এক ব্যক্তির একটি ... পুত্র বিশেষভাবে দগ্ধ ... হওয়ায় তাহার অবস্থা সঙ্কটাপন্ন।

... হস্তে মৃত্যু

... থানার অন্তর্গত আমলপুর ... ঘোড়া ঘোড়া ... খেলা করিতে করিতে ... হঠাৎ ... পড়ে। ... ১০।১১ বৎসর বয়স্ক একটী বালকের মাথা কাটিয়া ফেলে এবং সেই ... নাড়িতে নাড়িতে গ্রামের মধ্যে ... করে। পরে ... ধরিয়া ...

কলিকাতার বাজার দর

চাউলের দর

	প্রতি মণ
বালাম	৬৸০
মোটা চাল	৫৸/০
কাটারীভোগ	৫৸/০-৫৸/০
বাঁকতুলসী	৪৸/০
দাদখানি	৬৸/০
ঐ পুরাতন	৬।০
পাটনাই উৎকৃষ্ট	৲
এঁড়ের কোয়ালিটি	৩৸/০
সিদ্ধ রেঙ্গুন	২৸/০
আতপ —	
নূতন আতপ	৩৸/০-৩৸/০
পেশোয়ারী	৮।০-৮।০
বাঁকতুলসী আতপ	৪৸/০-৫৸/০
ঐ বাবাদি	৪।০-৪।০
পাটনাই আতপ	৮।০-৪৸/০
কাটারীভোগ	৫৸০
ঐ রেঙ্গুন	২৸০

আটা ও ময়দার দর

পেটেন্ট ময়দা	প্রতি মণ	৫।/০ ৫।০
পূজারী ব্যবসায়োপযোগী		৪৸০ ৪৸/০
আটা (বি)		৪৸/০-৫৲
সুজী		৫৸/০ ৫।০
আটা (এ)		৪।/০ ৪।০
,, (২)		৪।/০ ৪৸/০
,, (কে)		৪।০ ২৸/০
,, (৩)		৩৸/০ ৪৸০

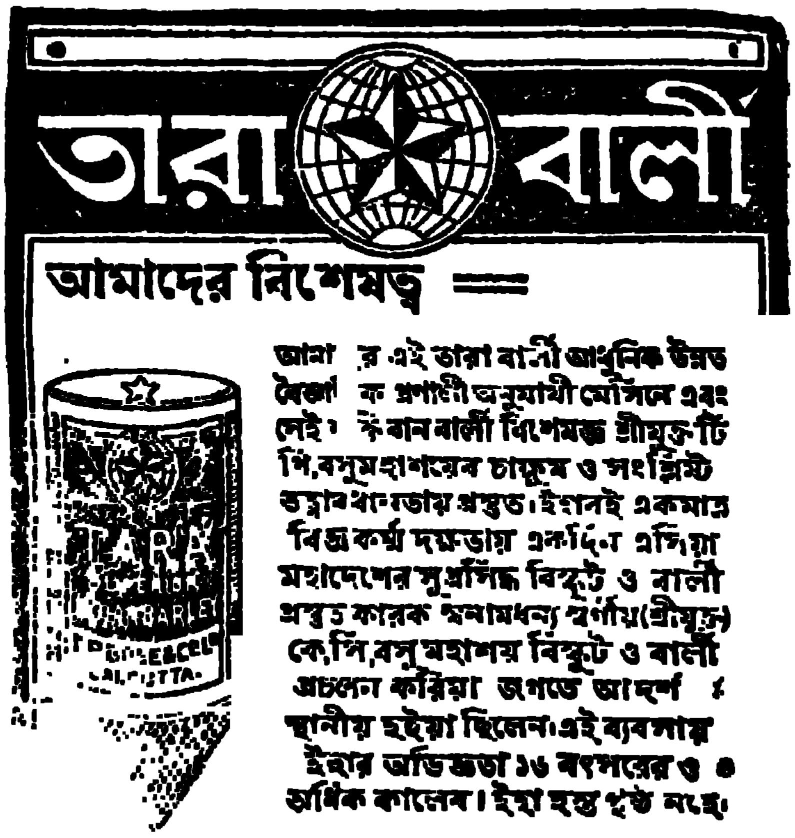

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ
বিশ্বে একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্র
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

১০ম বর্ষ | বিষ্ণু [illegible] ৩০শে চৈত্র | ১৩ই এপ্রিল ইং ১৯৩৫ | শনিবার | [illegible] সংখ্যা

প্রচার প্রসঙ্গ

মন্ত্রী-ভবনে হরিকথা

মাননীয় ডাঃ স্যর গণেশচন্দ্র দত্ত সিংহ কে-টি মহোদয় বিহার প্রদেশের মন্ত্রী এবং কাউন্সিলের একজন সদস্য। তিনি হরিকথা-শ্রবণ-পিপাসু হইয়া গত ৬ই এপ্রিল সন্ধ্যার পূর্ব্বে পাটনা-গৌড়ীয়মঠ-রক্ষক ও তাঁহার অনুগত জনগণের জন্য নিজের মোটর উক্ত মঠে পাঠাইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী রাগভূষণ মহোদয় ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত একেশ্বরী প্রসাদ, শ্রীযুক্ত মধুমঙ্গল দাস শ্রীযুক্ত নারায়ণ দাস ও ভক্ত প্রতাপ সহ উক্ত মোটরে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের বাংলোতে উপস্থিত হন। মন্ত্রী মহোদয় বৈষ্ণবগণকে যথাযোগ্য সাদর সম্বর্দ্ধনা করেন। রাগভূষণ মহোদয় মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তনের পর শ্রীগৌড়ীয়মঠের উদ্দেশ্য, অমন্দোদয়দয়া বিতরণ, জীবাত্মার নিত্যবৃত্তি, অবিদ্যাগ্রস্ত প্রাণিবৃন্দের ত্রিতাপ-ভোগ, ত্রিতাপ হইতে উদ্ধার পাইবার উপায় প্রভৃতি বিষয়সমূহ প্রায় দেড়ঘণ্টাকাল হিন্দী ভাষায় বর্ণন করেন। তৎপর ভক্তগণ সমবেতকণ্ঠে মহামন্ত্র কীর্ত্তন করেন। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় হরিকথা শ্রবণ করিয়া অতিশয় আনন্দ প্রকাশ করেন এবং আরও শ্রবণের জন্য রাগভূষণ মহোদয়কে পুনরায় নিমন্ত্রণ করিয়াছেন।

গত ৭ই এপ্রিল রবিবার বেলা আড়াই ঘটিকা [illegible] অনারেবল স্যর গণেশচন্দ্র দত্ত [illegible] মহোদয় পুনরায় তাঁ[illegible] নিজে [illegible] পাটনা গৌড়ীয় [illegible] প্রচা[illegible] [illegible] রাগভূষণ মহোদয়কে স্ব স্ব বাসস্থানে লইয়া যান। ব্রহ্মচারীজী প্রথমে ব্রহ্ম-ভক্তে পরব্রহ্ম ও শব্দ-সাধারণের পার্থক্য, শুদ্ধনাম, নামাভাস ও নামাপরাধের পার্থক্য, শুদ্ধনাম-নামীর অভিন্নত্ব, নামগ্রহণে সদ্গুরু ও অসদ্গুরুর পার্থক্য, অনর্থ, অর্থ ও পরমার্থের পার্থক্য, মায়াশক্তি, জীবশক্তি ও চিচ্ছক্তির পার্থক্য, শ্রৌতপথ ও তর্কপথের পার্থক্য, কর্ম্মী, জ্ঞানী ও যোগী হইতে একান্ত ভক্তের শ্রেষ্ঠত্ব, কাম ও প্রেমের পার্থক্য, অমন্দোদয়-দয়া ও মন্দোদয়-দয়ার প্রভেদ, পরা ও অপরা বিদ্যার পার্থক্য, আচারমুখে প্রচারের বিশেষত্ব, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার-বৈশিষ্ট্য ও সাফল্য, বাস্তব ও পাষণ্ড ভক্তের পার্থক্য, প্রভৃতি বিষয়সমূহ হিন্দী ভাষায় দুই ঘণ্টাধিক কাল শাস্ত্রযুক্তিমূলে বর্ণন করিয়াছেন। এই সকল শ্রৌতবাণী শ্রবণ করিয়া মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অতিশয় আনন্দিত ও বিস্মিত হন।

বালিয়াটীতে প্রচার

গত ১৬ই ও ১৭ই চৈত্র দিবসদ্বয় বালিয়াটী শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ-মঠের রক্ষক উপদেশক আচার্য্য শ্রীপাদ অনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় শ্রীযুক্ত বিনোদ বিহারী অধিকারী মহাশয়ের গৃহে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। প্রথম দিবস দৈত্যবালকগণের প্রতি প্রহ্লাদের উপদেশ ব্যাখ্যা করিয়া কৌমার হইতেই যে ভগবদ্ভজন করা কর্ত্তব্য, ভোগস্পৃহা যে নিতান্ত হেয়, মুকুন্দপাদপদ্মসেবাই যে পরম উপাদেয়, [illegible] আত্যন্তিক পুরুষার্থ [illegible] ব্যাখ্যা বর্ণিত হইয়াছে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বর্ণন করিয়াছেন।

[illegible] ব্রহ্মচারীজী অতীব মহা[illegible] পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সমস্তক্রমে হরিবাসর-মাহাত্ম্য, হরিবাসর-সদাচারবিধি, উপবাস-তাৎপর্য্য প্রভৃতি বিষয়সমূহ ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং অতীব মহাদানের যুক্তবৈরাগ্যের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। উভয় দিবসই স্থানীয় জমিদার ও বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ব্রহ্মচারীজীর পাঠ শ্রবণ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন।

গত ৬ই চৈত্র তারিখে কাশী শ্রীসনাতন-গৌড়ীয়মঠে সমারোহে শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। সমস্ত দিন গৌরবিহিত কীর্ত্তন হইয়াছে। অপরাহ্ণে একটী মহতী সভার অধিবেশন হইয়াছিল; তাহাতে শ্রীপাদ রাধারমণ ব্রহ্মচারী ভক্তিপ্রদীপ শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ করিয়া মহাপ্রভুর আবির্ভাবের কারণাদি বর্ণন করিয়াছেন। সন্ধ্যার পর মহাপ্রভুর ভোগরাগ হইলে সমবেত ভক্তগণকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ প্রদান করা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত অনন্তকুমার চক্রবর্ত্তী ও শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়দ্বয়ের সেবাচেষ্টা প্রশংসনীয়া।

গত ৬ই চৈত্র বুধবার বালিয়াটী শ্রীগদাইগৌরাঙ্গমঠে শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের জন্মোৎসবোপলক্ষে উক্ত মঠে মঙ্গলারাত্রিকের পর উষঃকীর্ত্তন হয়। অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকার সময় মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তনের পর শ্রীপাদ হরিবল্লভ ব্রহ্মচারীজী শ্রীচৈতন্যভাগবতের আদি লীলা দ্বিতীয় অধ্যায় হইতে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের জন্মলীলা [illegible] সন্ধ্যাকাল। [illegible] পাঠ করেন। পাঠের মহাজন-পদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়। অতঃপর সন্ধ্যারাত্রিক-সমাপনান্তে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের অভিষেক-ক্রিয়া ও ভোগরাগাদির পর সমাগত বহু সজ্জন ব্যক্তি এবং আবালবৃদ্ধবনিতা সকলকে আকণ্ঠ পূরিয়া মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

২৪পরগণা জেলায় প্রচার

২৪পরগণা জেলার অন্তর্গত গোপালপুর নামক গ্রামের শ্রীযুক্ত শশিভূষণ ঘোষের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত বিদ্যুৎ কুমার ঘোষের উদ্যোগে তাঁহাদের গৃহ-প্রাঙ্গণে গত ২২শে চৈত্র সন্ধ্যাকালে একটী সভার অধিবেশন হয়। বহু ব্যক্তি উক্ত সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ উক্ত সভায় কর্ম্মী, জ্ঞানী ও ভক্তের পরস্পর পার্থক্য সম্বন্ধে হিন্দী ভাষায় একটী বক্তৃতা প্রদান করেন।

গত ২৩শে চৈত্র তারিখেও একটী সভা আহূত হইয়াছিল। এ দিবস পূর্ব্ব দিবসের মত বহু ভদ্রলোক এবং ছাত্রমণ্ডলী সভায় যোগদান করেন। স্বামীজী বৈষ্ণব জ্ঞান ও ভগবদ্ভজনে ভক্তির [illegible], তাহা বিশেষভাবে বুঝাইয়া দেন। স্বামীজী মহারাজের পূর্ব্বে তাঁহার ইচ্ছাক্রমে শ্রীমান্ [illegible] ব্রহ্মচারী [illegible] প্রায় অর্দ্ধঘণ্টাকাল পুরাণের [illegible] সম্বন্ধে কিছুক্ষণ কীর্ত্তন করেন। স্বামীজীর বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃবর্গ পরমানন্দিত হইয়াছেন। বক্তৃতার আদি ও অন্তে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হয়।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৪ বিষ্ণু সংবৎ শ্রীগৌরাব্দ ৪৪৯

খট্বাঙ্গ রাজা

ভগবানের শরণাগত হইতে পারিলে—আত্মনিবেদন হইতে পারিলে এক দণ্ড ত' দূরের কথা মুহূর্ত মধ্যেও জীবনের সার্থকতা সম্পাদন করা যায় বা ভগবানের শুদ্ধ-সেবানন্দের সৌভাগ্য লাভের জন্য, একথা আমরা খট্বাঙ্গ রাজার উপাখ্যানের মধ্যে দেখিতে পাই।

বশিষ্ঠের উপদেশে সৌদাস পত্নী মদয়ন্তীর গর্ভে অশ্মক জন্মগ্রহণ করেন। মদয়ন্তী সপ্ত বৎসর যাবৎ গর্ভধারণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তখনও পুত্র প্রসূত না হওয়ায় বশিষ্ঠ তাঁহার উদর প্রস্তর দ্বারা আহত করিয়াছিলেন। এইজন্য মদয়ন্তীর পুত্র অশ্মক নামে বিখ্যাত হন। অশ্মক হইতে বালক রাজার উৎপত্তি হয়। এই বালক স্ত্রীগণ দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া পরশুরামের কোপ হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন। পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয়া হইলে ইনি ক্ষত্রবংশের মূল হইয়াছিলেন। অশ্মকের পুত্র বালিক—বালিকের পুত্র দশরথ, দশরথের পুত্র ঐড়বিড়ি, তৎপুত্র বিশ্বসহ। এই বিশ্বসহের পুত্র—রাজচক্রবর্তী খট্বাঙ্গ। খট্বাঙ্গ রাজা অতি প্রবল পরাক্রান্ত নৃপতি ছিলেন। তিনি দেবতাদিগের পক্ষে দৈত্যগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। তাঁহার সাহায্যে দৈত্যগণ হত হইলে দেবগণ সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বর দিতে চাহেন; কিন্তু তিনি অন্য কোন বর প্রার্থনা না করিয়া দেবতাদিগকে তাঁহার অবশিষ্ট পরমায়ুঃ-কাল জিজ্ঞাসা করেন। দেবতাগণের নিকট তাঁহার পরমায়ুঃ মুহূর্তমাত্র অবশিষ্ট আছে জানিয়া, তিনি দেবগণের প্রদত্ত বিমানযোগে অতি সত্বর স্বীয় পুরে আগমনপূর্বক পরমেশ্বর শ্রীহরিতে চিত্ত সন্নিবিষ্ট করিলেন। তিনি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবতাগণের আরাধনা ও তাঁহাদের প্রদত্ত বর নশ্বরজ্ঞানে পরিত্যাগ করতঃ ভগবন্নিষ্ঠ-বুদ্ধিদ্বারা চিত্তকে স্থির করেন এবং দেহাত্ম-বুদ্ধির অজ্ঞান পরিহারপূর্বক স্ব-স্বভাবে অর্থাৎ ভগবৎসেবায় নিযুক্ত হইবার সৌভাগ্য পান। এই খট্বাঙ্গ রাজার পুত্র দীর্ঘবাহু, দীর্ঘবাহুর পুত্র মহাযশস্বী রঘু। রঘুর তনয় অজ। অজ হইতে মহারাজ দশরথ এবং দশরথের পুত্র শ্রীরামচন্দ্র। ইহা হইতে জানিতে পারা যায় যে, এই খট্বাঙ্গরাজার বংশেই ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র প্রকটিত হইয়াছিলেন।

মরণকালেও ভয় নাই, অন্তকালেও শরণগ্রহণ করিয়া অনেকে ভগবৎ-কৃপা-লাভ করিয়াছেন তাঁহার আদর্শ আমাদের সম্মুখে সতত জাজ্জ্বল্যমানভাবে থাকিলেও আমাদের চক্ষুষ্পাতে বা সন্নিহিতে আশার সঞ্চার হয় না। এমনি আমাদের দুর্ভাগ্য! সন্দেহযোগই ইহার প্রধান প্রতিবন্ধক। তাই শাস্ত্র বলেন—"সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।" সৌভাগ্যে, শাস্ত্রে বা গুরু-বাক্যে যাঁহাদের দৃঢ়বিশ্বাসের অভাব, তাঁহাদের মঙ্গলের আশা নাই। সুতরাং সন্দিগ্ধচিত্ত আমরা যদি গুরুকৃপায় সন্দেহ-নির্মুক্ত বিশ্বাসী বলবান্ সাধুর সঙ্গ না করি, তাহা হইলে এমন সুন্দর জন্ম বৃথাই গেল। তাই বলিতেছিলাম, ভক্তের পক্ষে সংশয়রহিত মূল। এই সংশয়াদির অভাব যেখানে সেখানেই সৌভাগ্যের অভাব—অনাস্থার [illegible]

সাত্বত-স্মৃতি

গুরুদেবের লক্ষণ

শ্রীগুরুপাদপদ্মের আশ্রয় ব্যতীত যে ভগবদ্-ভজন কিছুতেই হইতে পারে না, তাহা আমরা ইতঃপূর্বে আলোচনা করিয়াছি। এক্ষণে যিনি আমাদিগকে গুরুপাদপদ্ম দিতে পারিবেন, সেই পতিতপাবন শ্রীগুরুদেবের লক্ষণ কি, তাহাই আলোচ্য। দেশের দুর্ভাগ্যবশতঃ বর্তমানে কুলগুরু প্রথা সর্বত্র প্রচারিত থাকায় ইন্দ্রিয়তর্পণকারী অধিকার-সংকোচে আত্মগুরুত্বাভিমানতায় রহিয়াছে। ভক্তি-বিরোধী ও প্রাকৃত গুরুদেবের কার্যে অধিকার প্রভেদ বর্তমান। চিকিৎসকের পুত্র চিকিৎসা-শাস্ত্রে নিপুণ না হইলে যেমন চিকিৎসক হইতে পারেন না, অধ্যাপকের পুত্র মূর্খ হইলে যে প্রকার অধ্যাপকের আসনগ্রহণে অযোগ্য, ব্যবহারজীবীর পুত্র আইন বিষয়ে অনভিজ্ঞ হইলে যেমন ব্যবহারজীবী হইতে পারেন না, সেই প্রকার কোন গোস্বামিবংশে জন্মগ্রহণ করিলেই প্রকৃত গোস্বামী হওয়া যায় না; যাঁহার ইন্দ্রিয়কে ভগবৎসেবায় নিযুক্ত করিবার ক্ষমতার অভাব, তাঁহার গোস্বামি-উপাধিগ্রহণ নিতান্ত বিগর্হিত কার্য। এই শ্রেণীর ব্যক্তি গুরুর আসনে উপবিষ্ট হইবার সম্পূর্ণ অযোগ্য। কুলগুরুপ্রথার ফলে এক অন্ধ অপর অন্ধকে চালিত করায় উভয়েই অজ্ঞান-গহ্বরে পতিত হইতেছে মাত্র। এজন্য নিষ্কপট শাস্ত্র-লক্ষণানুসারে শ্রীগুরু-পাদপদ্মের অনুসন্ধান করিবেন। শ্রীমদ্-ভাগবত বলিতেছেন—

"তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্॥"
(ভাঃ ১১।৩।২২)

যিনি শব্দব্রহ্মে অর্থাৎ বেদশাস্ত্র-সিদ্ধান্তে সুনিপুণ এবং যিনি পরব্রহ্মে নিষ্ণাত অর্থাৎ যিনি অপরোক্ষ-অনুভূতি লাভ করিয়া কৃষ্ণৈকশরণতাক্রমে সর্বক্ষণ ভগবদ্ভজনে নিযুক্ত এবং তজ্জন্য যিনি কোনও প্রাকৃত ক্ষোভের বশীভূত নহেন, তিনিই সদ্গুরু। কর্তব্যাকর্তব্য-জিজ্ঞাসু ব্যক্তি উত্তম শ্রেয়ঃ অবগত হইবার জন্য তাঁহার পাদপদ্মই আশ্রয় করিবেন।

শব্দব্রহ্ম

"সেই নাম সেই কৃষ্ণ, ভজ নিষ্ঠা করি'।
নামের সহিত আছেন আপনি শ্রীহরি॥"

জড়জগতে শব্দ এবং শব্দীতে অর্থাৎ শব্দ ও শব্দের উদ্দিষ্ট বস্তুতে পার্থক্য রহিয়াছে। কিন্তু অপ্রাকৃত জগতে এই পার্থক্য নাই। কৃষ্ণনাম ও স্বয়ং কৃষ্ণ—উভয়ে একই বস্তু। কৃষ্ণনামে কৃষ্ণের রূপ, কৃষ্ণের গুণ, কৃষ্ণের পরিকর ও কৃষ্ণের লীলাদি সকলই বিদ্যমান। কৃষ্ণনাম যে ভাগ্যবানকে কৃপা করেন, তাঁহার নিকট তিনি পূর্ণবিকশিত হইয়া তাঁহাকে স্বীয় নাম-রূপ-গুণ-পরিকর-লীলাত্মক স্বরূপ প্রদর্শন করেন। শব্দব্রহ্মের এই সকল রহস্য যিনি উপলব্ধি করিয়াছেন, তিনিই শ্রীগুরুপাদপদ্ম। গুরুপরম্পরাক্রমে এই শব্দব্রহ্ম শ্রোতপথে অবতীর্ণ হইয়া বিশ্বকে পবিত্র করেন। এক কথায় কৃষ্ণৈকশরণতাই শ্রীগুরুদেবের সর্ব লক্ষণ। তিনি ২৪ঘণ্টার মধ্যে ২৪ ঘণ্টাই শব্দব্রহ্মের সেবা করিয়া থাকেন। মহাপ্রভু-প্রদত্ত মহামন্ত্রের কীর্তন ব্যতীত তাঁহার অন্য কোনও কৃত্য নাই।

পরব্রহ্ম

পরব্রহ্ম জড়জগতের অবস্তু হইতে স্বীয় বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ করিয়াছেন। "অধোক্ষজ" বিশেষণটী পরব্রহ্মের বৈশিষ্ট্য কীর্তন করিতেছেন। "অধঃকৃতং (অতিক্রান্তং) জীবানাং ইন্দ্রিয়জং জ্ঞানং যেন সঃ অধোক্ষজঃ।" জীবগণের ইন্দ্রিয়সাহায্যে লব্ধ-জ্ঞান যাঁহাকে জানিতে পারে না, তাহাই অধোক্ষজ। অর্থাৎ শ্রীভগবান্ জীবগণের চিন্তাধারার ঊর্ধ্বে অবস্থিত। সূর্যের রশ্মিদ্বারাই যে প্রকার সূর্যকে দেখা যায়, সেই প্রকার শ্রীভগবানের কৃপারশ্মিবিগ্রহ শ্রীগুরুপাদপদ্মের করুণাতেই অধোক্ষজ ভগবানের সেবালাভ সম্ভবপর। যিনি শব্দব্রহ্ম ও পরব্রহ্মের মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়া জীবহৃদয়ের যাবতীয় সংশয় ছিন্ন করিতে সমর্থ, তিনি সদ্গুরুপাদপদ্ম। শব্দব্রহ্ম ও পরব্রহ্মে নিষ্ণাত শ্রীগুরুপাদপদ্ম নিত্যধামের বৈকুণ্ঠ-লোকের অধিবাসী বলিয়া তিনি কখনও ক্ষোভের বশীভূত হইতে পারেন না। শ্রীমদ্-ভাগবতে শ্রীভগবান স্বয়ং বলিয়াছেন—

"মদভিজ্ঞং গুরুং শান্তমুপাসীত মদাত্মকম্।"
ভাঃ ১১।১০।৫

শ্রীভগবানের এই উক্তি হইতে আমরা জানিতে পারি যে, যিনি শ্রীভগবানের ভক্ত-বাৎসল্যাদি মাহাত্ম্য অবগতপূর্বক তাঁহাকে জানেন এবং তাঁহাতে চিত্ত সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন, এই প্রকার শান্তস্বভাব গুরুদেবের উপাসনা করিতে হইবে। বিষ্ণু-স্মৃতিতে গুরুর লক্ষণ সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে

"পরিচর্যাযশোলাভলিপ্সুঃ শিষ্যাদ্ গুরুর্ন হি।
কৃপাসিন্ধুঃ সুসম্পূর্ণঃ সর্বসত্ত্বোপকারকঃ॥
নিঃস্পৃহঃ সর্বতঃ সিদ্ধঃ সর্ববিদ্যাবিশারদঃ।
সর্বসংশয়সংচ্ছেত্তাঽনলসো গুরুরাহৃতঃ॥"

যে ব্যক্তি শিষ্যের নিকট হইতে সেবা, যশঃ ও ধনাদি লাভের ইচ্ছা করে, সে কখনও 'গুরু' হইতে পারে না। পক্ষান্তরে যিনি কৃপাসিন্ধু, কেবল অহৈতুক করুণাবশতঃই জগতের নিত্যকল্যাণ-সাধনে তৎপর, সর্ব-গুণালঙ্কৃত, সর্বপ্রাণীর উপকারক, নিঃস্পৃহ, সর্বতোভাবে সিদ্ধ, সর্ববিদ্যাবিশারদ, সর্ব-সংশয়চ্ছেদনে সমর্থ এবং আলস্য-রহিত, তিনিই 'গুরু' শব্দবাচ্য।

শ্রীগুরুপাদপদ্মের লক্ষণ পদ্মপুরাণে বলিতেছেন—

"মহাভাগবতশ্রেষ্ঠো ব্রাহ্মণো বৈ গুরুর্নৃণাম্।
সর্বেষামেব লোকানামসৌ পূজ্যো যথা
হরিঃ॥
মহাকুলপ্রসূতোঽপি সর্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ।
সহস্রশাখাধ্যায়ী চ ন গুরুঃ স্যাদবৈষ্ণবঃ॥
গৃহীত-বিষ্ণুদীক্ষাকো বিষ্ণুপূজাপরো নরঃ।
বৈষ্ণবোঽভিহিতোঽভিজ্ঞৈরিতরোঽস্মাদ-
বৈষ্ণবঃ॥"

যেমন কোটী মুদ্রায় এক টাকা আছে, সেই প্রকার বৈষ্ণবতায় ব্রাহ্মণত্ব অনুস্যূত। কিন্তু বর্ণ ও আশ্রমের অতীত বৈষ্ণবতা বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণে না থাকিতেও পারে। যিনি ব্রাহ্মণ-শ্রেষ্ঠ মহাভাগবত, তিনি সর্বসমাজেরই গুরু। তিনি শ্রীহরির ন্যায় সমুদয় লোকের পূজনীয়। কিন্তু মহাকুলজাত অর্থাৎ ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিলেও, সর্বযজ্ঞে দীক্ষিত হইলেও এবং সহস্র শাখা অধ্যয়ন করিলেও যদি বৈষ্ণব না হন, তিনি গুরু হইতে পারেন না। যিনি বিষ্ণুদীক্ষা গ্রহণ করিয়া বিষ্ণুপূজায় তৎপর, পণ্ডিতগণ তাঁহাকেই বৈষ্ণব বলিয়া থাকেন, আর সকলে অবৈষ্ণব।

সৎক্রিয়াসারদীপিকা

দ্বিতীয়-সংস্করণ
প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা ১।০
নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন
গ্রন্থ-বিভাগ শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

গৌড়ীয়-আচার্য্য-ভাস্করের পাদপদ্মে অভিনন্দন

ঢাকায় বিরাট্ সভা

ঢাকা ৮।৪।৩৫

(সংবাদদাতার পত্র)

আজ ঢাকা-সহরবাসীর তথা পূর্ব্ববঙ্গবাসীর এক অতীব আনন্দের দিন। শ্রী-ব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক আচার্য্যবর্য্য শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ঢাকায় আসিয়াছেন শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের শ্রীমন্দিরের ভিত্তি সংস্থাপন করিয়া, সেই শ্রীমঠ হইতে অচৈতন্য জীবের হৃদয়ে শ্রীচৈতন্যদেবের চেতনবাণী সঞ্চারিত করিয়া উপনিষদের বাণী উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত। ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া। দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি।" সার্থকতা মণ্ডিত করিবার জন্য।

শ্রীমঠ ও মন্দিরের জন্য সংগৃহীত জমির অতি সন্নিকটে একটী 'বস্ত্র' দিয়ে একটী অতি সুন্দরভাবে সজ্জিত মণ্ডপ একটি মহতী সভার আয়োজন হইয়াছিল প্রাতঃকাল ৮টার সময় সভার সময় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। সভাস্থলটি বিচিত্র[illegible] বস্ত্রাদি দ্বারা সজ্জিত হইয়াছিল এবং শ্রোতৃবৃন্দের প্রায়ের ভাগ বিরাজ[illegible] সকলে [illegible] হয়েছে। [illegible] একটী উচ্চ সজ্জিত [illegible] শ্রীল প্রভুপাদের বসিবার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। সভা আরম্ভ হই [illegible] হইতে সভাস্থলটি শিক্ষিত ও সজ্জন ভদ্র পুরুষ ও মহিলাবৃন্দের দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়াছিল। সভায় প্রায় এক সহস্র ব্যক্তির সমাবেশ হইয়াছিল। তন্মধ্যে শিক্ষিতা মহিলাবৃন্দের সংখ্যা অন্যূন দুই শত হইবে। কয়েকজন শিক্ষিত মুসলমান ভদ্রলোককে সভায় যোগদান করিতে দেখা গিয়াছিল। এতদ্ব্যতীত ঢাকা জেলার ডিঃ জজ ও ডিঃ ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুরগণও আনন্দের সহিত শুধু সভায় যোগদান করিয়াছিলেন তাহা নহে, এমন কি এই দারুণ রৌদ্রের উত্তাপ সহ্য করিয়াও সভাভঙ্গের পর [illegible] বাহনাদি [illegible] সময়েও [illegible] স্থানে উপস্থিত থাকিয়া সকলকে উৎসাহিত করিয়াছেন। বর্ত্তমানে ডিঃ ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুরের নাম মিঃ ব্লেয়ার (Mr Blair) এবং ডিঃ জজ বাহাদুরের নাম মিঃ [illegible]।

সভায় প্রারম্ভে ভক্তমণ্ডলী কীর্ত্তন-সহযোগে শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ হইতে শ্রীল প্রভুপাদের অনুগমনে শোভাযাত্রা করিয়া সভাস্থলে উপস্থিত হয়েন। শ্রীল প্রভুপাদ মোটর হইতে অবতরণ করিলে তথায় একটি গ্রুপ আলোকচিত্র গৃহীত হয় এবং উপস্থিত সমস্ত সজ্জনমণ্ডলীর মধ্য হইতে শ্রীল প্রভুপাদের জয়ধ্বনি ঘোষিত হয়। পরে শ্রীল প্রভুপাদ সভায় আসন গ্রহণ করিলে তাঁহার পার্শ্বে মাননীয় জজ ও ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর ও ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান ও ভাইসচেয়ারম্যান উপবেশন করেন। অতঃপর [illegible] পুনর্ব্বার [illegible] আলোকচিত্র গৃহীত হইবার পর [illegible] হয়। শ্রীল প্রভুপাদ আসনগ্রহণ [illegible] পর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ তাঁহার গলদেশে পুষ্পমাল্য বিভূষিত করেন। সকলে করতালি প্রদান এবং [illegible] আচার্য্যদেবের জয়ধ্বনি করেন।

মহামহোপদেশক শ্রীপাদ [illegible] বাসুদেব বিদ্যাভূষণ বি-এ মহোদয়

"কবে হ'বে বল সে-দিন আমার।
আমার অপরাধ ঘুচি, শুদ্ধনামে রুচি,
কৃপা-বলে হ'বে হৃদয়ে সঞ্চার।"

—এই উদ্বোধন-সঙ্গীত সুমধুর স্বরে কীর্ত্তন করেন।

উদ্বোধন-সঙ্গীত কীর্ত্তিত হইবার পর মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামীপ্রভু উপস্থিত সভাপতি,পুরুষ মহিলা ও সভাবৃন্দকে সম্বোধন করিয়া ইংরাজী ভাষায় একটি হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা করিয়া তাহাতে শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের আদি ইতিবৃত্ত হইতে ক্রমশঃ শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ হইতে মহাপ্রভুর বাণী প্রচারের প্রচারের সার্থকতা এবং তৎকালে আজ বাণিয়াটী জমীদার মহোদয়গণের শ্রীমন্দির-নির্ম্মাণে প্রেরণা ও প্রচুর অর্থানুকূল্য, মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য এবং মহাপ্রভুর প্রচারিত ধর্ম্মই যে একমাত্র সনাতন বা ভাগবতধর্ম্ম বা অদ্বৈতবর্ম্ম তৎসম্বন্ধে একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করেন এবং এই দারুণ গ্রীষ্মের রৌদ্রে এত ক্লেশ স্বীকার করিয়া সভাতে যোগদান করার জন্য মাননীয় ডিঃ জজ, ডিঃ ম্যাজিষ্ট্রেট, ঢাকা মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যান রায় বাহাদুর সত্যেন্দ্রকুমার দাস এম্, এল্, সি, ভাইসচেয়ারম্যান নবাবজাদা খাজা নসিরুল্লা, ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত বাবু অশ্বিনী কুমার দাস মহোদয়কে এবং শ্রীযুক্ত বাবু অরুণচন্দ্র নাগ ও শ্রীযুক্ত বাবু সুশীলরঞ্জন নাগ প্রভৃতি মহোদয়গণকে অত্রকার কার্য্যে উৎসাহপ্রদান জন্য শ্রীমঠের পক্ষ হইতে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করেন। অবশেষে প্রার্থনা জানাইয়া বলেন যে, আশা করা যায়, এই নূতন শ্রীমন্দির পূর্ব্ববঙ্গবাসিগণের হৃদয়ে শ্রীচৈতন্যদেবের চেতনবাণীর বিজয়-বৈজয়ন্তীর অঙ্গে ক্রমশঃ আকৃষ্ট করিতে থাকিবে।

অতঃপর মহামহোপদেশক শ্রীপাদ অনন্ত বাসুদেব বিদ্যাভূষণ বি-এ, মহোদয় সাত্বতশ্রবণ-সদনের সভাবৃন্দের পক্ষ হইতে সংস্কৃত ভাষায় লিখিত একখানি অভিনন্দন পত্র পাঠ করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মে অর্পণ করেন।

অতঃপর ঢাকা-বাসিনী মহিলাবৃন্দের পক্ষ হইতে বিদুষী মহিলা শ্রীমতী সরোজবালা শ্রীল প্রভুপাদকে পদ্যে রচিত একখানি অভিনন্দন পত্র পাঠ করিয়া প্রভুপাদের পাদপদ্মে অর্পণ করেন।

তারপর শ্রীযুক্তবাবু সুশীলরঞ্জন নাগ এম-এ, বি এল মহোদয় ঢাকা নাগরিকগণের পক্ষ হইতে শ্রীল প্রভুপাদকে একখানি অভিনন্দন পত্র পাঠপূর্ব্বক প্রদান করেন।

সর্ব্বশেষে মহামহোপদেশক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, মহোদয় শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের সেবকবৃন্দের পক্ষ হইতে একখানি অভিনন্দনপত্র পাঠপূর্ব্বক প্রভুপাদপদ্মে অর্পণ করেন।

এই সমস্ত অভিনন্দন পত্র একটী রৌপ্য-নির্ম্মিত ও সুচারুরূপে কারুকার্য্য-খচিত ক্যাসকেটে রক্ষিত করিয়া শ্রীল প্রভুপাদকে শ্রদ্ধাসহকারে অর্পণ করা হয়।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতা

অভিনন্দনপত্র সকল পাঠ হইবার পর আচার্য্যবর্য্য শ্রীল প্রভুপাদ দণ্ডায়মান হইয়া তৈর্থকরে উপস্থিত ভদ্র পুরুষ ও মহিলাবৃন্দকে সম্বোধনপূর্ব্বক একটী নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে।

আমাদের অদ্যকার যে কৃত্য আছে, সেই কার্য্য সম্পন্ন করিবার সময় আগত প্রায়। আমি দীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া আপনাদের মূল্যবান্ সময় নষ্ট করিতে ইচ্ছা করি না। আমি একজন অযোগ্য ব্যক্তি। আপনারা আমার মত একজন অযোগ্য ব্যক্তিকে যেরূপ সম্মান প্রদান করিয়াছেন, আপনাদের সেই সকল অভিনন্দনের সম্মান করিবার ক্ষমতা আমার নাই।

আপনারা আমাকে যে সেবা-কার্য্য করিবার জন্য আহ্বান করিয়াছেন, তাহাতে আমি খুব প্রীত হইলাম। সেই কার্য্যে আমার বিশেষ যোগ্যতা না থাকিলেও, আমি তাহাতে উদাসীন হইব না। আমার ক্ষুদ্র চেষ্টা ভক্তিপথের অনুপযোগী হইলেও আমি জানি, [illegible] আমার এই বিনীত [illegible] আমার প্রভুর শ্রীগৌরসুন্দর। এ বড় [illegible] চিত্তে যদি বিরহের [illegible]"

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব জীবের সকল বিবাদ বিসম্বাদের একমাত্র মীমাংসক। তিনিই একমাত্র শান্তির দ্বারা জগতে বিতরণ করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার কথা যাঁহারা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রবণ করিবেন এবং তদনুযায়ী কার্য্য করিবেন, তাঁহারাই মানবজাতির মধ্যে প্রেম বিতরণ করিবেন। মানবজাতির এক মহা অশান্তির মধ্যে পড়িয়া গিয়াছে। জগদ্গুরুর শিক্ষা সেবা দ্বারা সেই অশান্তি দূরীভূত করিবার চেষ্টা করা দরকার।

— —

ভগবৎপ্রীতির কথা অতি দুর্ল্লভ বস্তু; [illegible] আশা, তাঁহার সেবায় নিযুক্ত থাকিলে একদিন না একদিন সেই আশা পূর্ণ হইতে পারে। তাঁহার সেবায় ঔদাসীন্য প্রকাশ করা উচিত নয়। ভগবৎ-সেবায় ঔদাসীন্য বশতঃ অসুবিধার মধ্যে পড়িয়া গিয়াছি। আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় আমরা [illegible] জানি না বা তাহা লাভ করিবার ইচ্ছাও করি না; অধিকন্তু অমঙ্গলকেই মঙ্গল বলিয়া গ্রহণ করিতেছি। আমাদের অসুস্থতাকেই মঙ্গল বলিয়া মনে করিতেছি, তাহাতে অশান্তিসুবিধা যাহা তাহাই আমাদের বিচার্য্য বিষয় হইয়াছে। তাহাতে আমরা প্রেয়ের পক্ষপাতী, শ্রেয়ঃ কিন্তু ঠিক নয়। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ প্রেয়ঃ পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রেয়ঃকেই গ্রহণ করেন।

আমার প্রতি স্নেহ-প্রদর্শনকারী উপস্থিত বন্ধুসকল ও 'মা' সকল, আপনারা সকলে আমার প্রতি স্নেহ প্রদর্শন করুন। আমি অতি দুর্ব্বল, আপনারা আমাকে কৃপা করুন। অজ্ঞতা-প্রযুক্ত আমাদের মধ্যে বাদবিসম্বাদ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে এবং নানা প্রকারের চিত্তক্ষোভের মধ্যে আমরা আসিয়া পড়িয়াছি, তাহার ফলে আমরা চরম মঙ্গলের কথা আদৌ আলোচনা করি না। মনুষ্যজাতি যে রকম শান্তির কথা বলিতেছেন, প্রকৃত শান্তি ঠিক ঐ রকমের বস্তু নয়। বাস্তব শান্তি মানুষের প্রার্থিত শান্তির মত নহে। মানুষ ভুক্তি ও মুক্তির মধ্যে শান্তি অনুসন্ধান করিতেছে। কিন্তু ঐ দুই ব্যাপারের মধ্যে শান্তির সন্ধান নাই। ভুক্তি ও মুক্তি এ দুটীই পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রকৃত [illegible] লাভ [illegible]। [illegible] [illegible]দর্শনে আমাদের বাধ্য হইয়াছে। ভগবানের [illegible], তাহা সত্য, [illegible] পারি, তাহলে প্রকৃত মঙ্গল লাভ করিতে পারিব।

(ক্রমশঃ)

শুদ্ধভক্তি মঠসমূহ

১ শ্রীচৈতন্যমঠ

(আকর-মঠরাজ)

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ গজ উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে অচ্যাপাত শ্রীচৈতন্য-দেবের-ভবনে শ্রী গৌরসুন্দর বিরাজমান। এই স্থান সারস্বত-চতুষ্পাঠী, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বতশাস্ত্রশালা। এই মঠ ... শ্রীহরি-নামামৃত ব্যাকরণাদি বেদান্তসমূহের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও শাস্ত্র সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠ হইতে পারমার্থিক দৈনিক 'নদীয়া-প্রকাশ', সাপ্তাহিক সম্প্রদায়ে অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থাদি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতি বৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমাগ্রহণে ও অখণ্ড গৌরগোবিন্দ কীর্ত্তন-শতমুখে মহামহোৎসবাদি উহাতে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত স্থানসমূহ ও কৃষ্ণ-প্রচারোদ্দেশ্যে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই শ্রীমন্দিরে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীরাধাগোবিন্দজীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সদ্গ্রন্থ-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হয়। এই মঠ হইতে মহাজনগণের সমগ্র চরিতকথা-প্রচার, মহাজন-সঙ্কীর্ত্তন, বক্তৃতা, ব্যাখ্যা ও সঙ্কীর্ত্তন-সভা-মহোৎসবাদি অনুষ্ঠানের অনুষ্ঠান হয়। মঠরক্ষক মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন ও শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব স্থান মহাযোগ-পীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া সহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীক্ষেত্র ভক্তের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী সেবাকোবিদ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস ও শ্রীগৌর-লীলার প্রকাশ... এখানে শ্রী...
ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা ...
শ্রী ...

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—গোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

(৭) কাজীর সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপা প্রাপ্ত শ্রীচাঁদ-কাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্ম-চারী ভক্তালোক।

(৮) শ্রী... -সুবর্ণ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও রাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান দাস ব্রহ্মচারী।

(৯) শ্রীগৌর-...

চাঁপাহাটি, পোঃ ...
গৌরপার্ষদ দ্বিজ ...
শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। ...
নাথ দাসাধিকারী।

১০) মোদদ্রুম-ছত্র "গৌড়ের নৈমিষ

মাউগাছি, পোঃ ভাণ্ডারা, (বর্দ্ধমান)।

শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান। শ্রীগৌরনিত্যানন্দের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীকুঞ্জবিহারী ব্রজবাসী, ভক্তভূষণ।

(১১) শেভিয়া সুবর্ণকানন

শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী,

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীনবীনানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১২) কুলকুটীর—পোঃ কৃষ্ণনগর,

নদীয়া। রক্ষক—শ্রীঅমৃতানন্দ অধিকারী

(১৩) ভাগবত আসন—পোঃ কৃষ্ণ-নগর (নদীয়া)

এই স্থান হইতে ভাগবতসিদ্ধান্ত প্রদা-য়িনী প্রচারিত হয়। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্ম চারী ভক্তালোক, ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৪) একায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ কামখালি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী ভক্তিশাস্ত্রী

(১৫) মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(১৬) মাধ্বগৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, পোঃ ঢাকা

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাবিনোদ বি এ

(১৭) গোপালজী ... ৱ..পুর, ঢাকা)

গোপালজী ... সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক ... ব্রজবাসী.

(১৮) ... গৌড়ীয় মঠ

পোঃ নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা।

এখানে শ্রীনিতাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা হয়। রক্ষক—শ্রীমদ্বাসুদেব ব্রহ্মচারী

(১৯) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ভক্তিশাস্ত্রী এম্ এ, বি-এল।

(২০) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, ... (ত্রিপুরা)

এখানে শ্রীগুরু ... গৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক শ্রীপরমানন্দ ব্রহ্মচারী

(২১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ পাণ্ডবেশ্বর (বর্দ্ধমান)।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রী... দাসাধিকারী.

(২২) ...চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

...পোঃ চিত্রকুঠা, (মালদহ)

এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী।

(২৩) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে গুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরি-ধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তরত্ন।

(২৪) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী।

(২৫) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁধগলি, পোঃ বক্সীবাজার, (কটক)

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদবিহারী-জীউর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক - মহা-মহোপদেশক শ্রীমাধবানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী:

(২৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর পুরী,

শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন।

(২৭) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদবিহারীজীউর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগদাধর অধিকারী।

(২৮) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলারনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগোপীনাথের ও শ্রীরাধাগোপী-নাথের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবিপিন-বিহারী দাসাধিকারী।

(২৯) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ,

পোঃ কভুর, জেলা গোদাবরী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—শ্রী... দাসাধিকারী ভক্তালোক

(৩০) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

৪২নং কালভৈরব, বেনারস সিটি

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীমাধব ব্রহ্মচারী।

(৩১) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন গোস্বামী

(৩২) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পারায়ণ ও গৌর-বিনোদ-বিহারীজীর সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীসত্যনারায়ণ দাসাধিকারী।

(৩৩) কৃষ্ণচৈতন্য মঠ

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

এখানে শ্রীশ্রী... নিত্য-সেবা হয়। রক্ষক—শ্রী... অধিকারী

(৩৪) শ্রীরূপ... গৌড়ীয়মঠ

...

রক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি... পাঠক

(৩৫) ব্রজস্বানন্দ সুখদকুঞ্জ— ...

রক্ষক—শ্রী... ব্রহ্মচারী

(৩৬) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রী...

(৩৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ

...পোঃ কোকোনাদ, জেলা গোদাবরী (মাদ্রাজ) রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৩৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩এ, হনুমান রোড, নিউ দিল্লী।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ প্রভৃতি

(৩৯) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল।

এখানে গৌর-বিনোদবিহারীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবনমালী অধিকারী।

(৪০) ... গৌড়ীয় মঠ

...পুর, চট্ট, সি

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি... গিরি

(৪১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ রয়াপেঠা মাদ্রাজ।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বা-গিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীপাদ ... ভক্তিবিনোদ।

৪২) বোম্বে-গৌড়ীয়-মঠ কার্য্যালয়

গোয়ালিয়া টেঙ্ক, ... বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রী... দেবশর্ম্মা ...।

(৪৩) অমরাবতী গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমরাবতী, গোদাবরী

রক্ষক—শ্রী... দাস অধিকারী

(৪৪) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্‌চকা, কামরূপ।

রক্ষক—শ্রী... ব্রহ্মচারী

(৪৫) পাটনা গৌড়ীয় মঠ

১০০ নিচামহল্লা, পাটনা।

রক্ষক—শ্রী... ব্রহ্মচারী ...

(৪৬) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠ বালেশ্বর

রক্ষক - শ্রীবনোয়ারীলাল ব্রহ্মচারী

(৪৭) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয়

৩ ... চ্যাপ্টর ৭, লণ্ডন

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ।

(৪৮) বার্লিন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

Berlin W. 30

Eisenacher str. ...

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম স্কন্ধে প্রথম খণ্ড পর্য্যন্ত ২৮৲
প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য ৸৶০
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। ভাষ্য-সমেত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সজ্জনতোষণী ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড [illegible] ৩—১৲; ৩য় খণ্ড—৷৷
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—১৲; ২য় খণ্ড ৷৷০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব—১৲
৮। সৎক্রিয়াসার—দীপিকা ও সংস্কার-দীপিকা ১৷০
৯। জৈবধর্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৷৷০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিবর্ত্ত-ভয় ৷০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৷৷০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ৷০
১৮। বামন-[illegible] ৷০
১৯। ভাগবতের কৃষ্ণলীলা (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গীতি ৸৶০
২১। গৌড়ীয়-মাহাত্ম্য [illegible]
২২। [illegible] ৷০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও শ্রীনবদ্বীপশতক ৎ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (বলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি টীকাসহ) ২৲
২৬। গীতার কেবল মূল-[illegible] ৷০
২৭। প্রাকৃতবিভ্রান্তি [illegible] ২৲
২৮। [illegible] ৷০
২৯। প্রেমবিবর্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৷
৩০। [illegible] ৶০
৩১। [illegible] (তৃতীয়-সংস্করণ) [illegible]
৩২। গোস্বামী [illegible] (বাঁধা) ৷০
৩৩। [illegible] ৷৷০
৩৪। [illegible] (নবীন-পাঠকগণ) ৶০
৩৫। শ্রীমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ ৷০
৩৯। [illegible] ৷০
৪০। [illegible] ৴০
৪১। [illegible] ৴০
৪২। চিত্রে নবদ্বীপ ৷৷০
৪৩। [illegible]
৪৪। প্রেমবিবর্ত্ত [illegible]
৪৫। নবদ্বীপশতক
৪৬। অর্চ্চন-[illegible]
৪৭। মহাজনবাক্য [illegible]
৪৮। [illegible] (২য় সংস্করণ) [illegible]
৪৯। অষ্টক [illegible]
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম খণ্ড) ৩৲
৫১। [illegible] ৷০
৫২। দামবন্ধনী (মাধুর্য্য) ৷০
৫৩। গৌড়ীয়-[illegible] ৷৷০
৫৪। পুরুষার্থ-নির্ণয়
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী।
৫৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৴০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ৷০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণবোধ ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সাধ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যলীলামৃত সারঃ ৷০
৬১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী [illegible] ৷০
৬২। সটিক শিক্ষাষ্টকম্ ৷০
৬৩। [illegible] ৷০
৬৪। সাধুসার শিক্ষাষ্টকম্ ৷৶০
৬৫। গৌড়ীয়মঠ পরিচয়ঃ ৴০
৬৬। মায়াবাদ[illegible] ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৭। [illegible] ৷০
৬৮। এ [illegible] ৷০
৬৯। [illegible] ৷০
৭০। বেদান্ত—ইটস্ মর্ফলজি অ্যাণ্ড অন্টলজি ৷০
৭১। [illegible] ৶০
৭২। [illegible] শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু [illegible]
৭৩। বৈষ্ণবীজম্ ৷০
৭৪। [illegible] গৌড়ীয়মঠ [illegible] ৴০
৭৫। [illegible] ৷০
৭৬। [illegible] [illegible]
৭৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ১৷০
৭৮। শ্রীকৃষ্ণ[illegible] (প্রথম ভাগ) ১৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৭৯। শ্রীচৈতন্যভাগবত ৷০
৮০। [illegible] ৷০
৮১। [illegible] ৴১০
৮২। [illegible] ৴০
৮৩। [illegible] ৴০

হিন্দী ভাষায় প্রকাশিত

৮৪। [illegible] ৴০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

কবিরাজ [illegible]

[illegible] পাচন

সর্ব্বরোগ [illegible] মহৌষধ

[illegible]

ঠিকানা—[illegible], কলিকাতা।

অথবা

পোঃ [illegible], ২৪ পরগণা।

[illegible]

[illegible] আবিষ্কার

ফাউন্টেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। উহাতে নিব বা কলম কোন কালে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।
জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং
[illegible] লেন, বাগবাজার
কলিকাতা

আমাশয় ও পেটের পীড়ার

[illegible] আবিষ্কৃত

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

প্রাপ্তিস্থান—[illegible]।
ঢাকার এজেণ্ট [illegible] এণ্ড কোং
[illegible], ঢাকা

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে [illegible] ও
[illegible] ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ [illegible] এম, এ, এল, [illegible] মুদ্রিত ও প্রকাশিত

স্বর্ণ সুযোগ। স্বর্ণ সুযোগ!

শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদকৃত গৌড়ীয়ভাষ্য সহিত

বিরাট গ্রন্থ

শ্রীশ্রীচৈতন্য ভাগবত

গ্রন্থের আয়তন :-ডবল ক্রাউন ১৬ পেজী মূল ১০৯৬ পৃষ্ঠা, সূচীপত্র ২৪৪ পৃষ্ঠা, মোট ১৩৪০ পৃষ্ঠা

কাপড়ে বাঁধাই মাত্র ৭ সাত টাকা

প্রাপ্তিস্থান— গৌড়ীয় মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা

নদীয়া সার্টিফিকেট আদালতের নীলাম ইস্তাহার

কেস নং এবং কোর্টের নাম	নীলাম ইস্তাহার (A) (B) বা (C) ধারায় প্রকাশিত	ডিক্রিদার	দেনাদার	যে তারিখ পর্যন্ত সুদ সমেত দেনার পরিমাণ	বিক্রয়ের তারিখ	কি স্বত্ব	থানা, মৌজার নাম ও গ্রাম	খতিয়ান নং ও প্লট (জানা থাকিলে) অথবা অন্য প্রকার বিবরণ	জমির পরিমাণ (জানা থাকিলে)	১১ জমা (জানা থাকিলে)	১২ মন্তব্য
১৪২ N, R, ৩৪।৩৫ নদীয়া সার্টিফিকেট আদালত		গৌরীশচন্দ্র রায় বাহাদুর	ভোলানাথ বসু দিং	১৬।৯	২৭।২।৩৫	।১৬৪	থানা শান্তিপুর মৌজে গোবিন্দপুর	৪৯৯ খতিয়ান	৩-৩১	৸৴৯ সের	গৌরীশচন্দ্র রায় বাহাদুর
১৩৩ N, R, ৩৩।৩৫			অজয় ভান	৩৬৬।/	২৮।৫।৩৫	রায়তি স্থিতিবান	থানা শান্তিপুর মৌজে ফুলিয়া	৬৩।৬৬ খতিয়ান	১৫-২০	৫৭৸৮	ঐ
৫৭ P, N, ৩৪।৩৫		প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়	নীচু বসু দিং	৬৯৶	২৮।৫।৩৫	যথাযথ	থানা হরিণঘাটা	১৪ নং	৩-৫৪	৮।০	প্রমথ নাথ মুখোপাধ্যায়
৫৫ A, D, ৩৪।৩৫		এ, পাল চৌধুরী	বাবু মণ্ডল দিং	২৭৫৶৯	২।৬।৩৫	রায়তি স্থিতিবান	থানা হাঁসখালী মৌজে ফুলবাড়ী	৩২৪ খতিয়ান	১৮-০২	১৩৶১	এ, পালচৌধুরী
১৭৩ A, ৩৩।৩৪		মণীন্দ্রমোহন আচার্য্য দিং	নজের সেখ	১৭৸/০১	৬।৬।৩৫	ঐ	থানা দৌলতপুর মৌজে বাউরিয়া	২৪ খতিয়ান	-২১	২৶৭	মণীন্দ্রমোহন আচার্য্য দিং
১৩৯ A, ৩৪।৩৪			আবদুল ফকির	১৩৸/১১	৩।৬।৩৫		থানা দৌলতপুর মৌজে লক্ষ্মীকোলা	৭২ খতিয়ান	১-৫৩	৩৸/৮	
১৭০ A, ৩৩।৩৪		ঐ	ফেলান মণ্ডল	১১৸৶	৩।৬।৩৫	রায়তি স্থিতিবান	থানা ও মৌজে	১১০১ খতিয়ান	-২৫	১৸৶৬	
৩০৩ N, R, ৩৩।৩৫		গৌরীশচন্দ্র রায় বাহাদুর	বিশ্বম্ভর বাগী দাস দিং	১৪।৯	৩।৬।৩৫	রায়তী স্থিতিবান	থানা শান্তিপুর মৌজে হরনগর	৯৩ খতিয়ান	-১৬	২।০	গৌরীশচন্দ্র রায় বাহাদুর
৩৫ N, R, ৩৪।৩৫		ঐ	আনন্দ মোহন চৌধুরী	৮।০	৪।৬।৩৫	নিষ্কর	থানা কৃষ্ণনগর মৌজে পশ্চিম ভাতজাংলা	১২৮ খতিয়ান	১-১৫	নিষ্কর	ঐ
১২৪ N, R, ৩৩।৩৫			পাচু মণ্ডল	২৩৸/৯	৪।৬।৩৫	মধ্যস্বত্ব	থানা শান্তিপুর মৌজে চন্দ্রবিপুর	২৮৩ খতিয়ান	-৩৩	৩৶০	
১২৩ A, ৩৩।৩৪		মণীন্দ্রমোহন আচার্য্য দিং	মুই আবদুল	১৩।১১	৪।৬।৩৫	রায়তী স্থিতিবান	থানা দৌলতপুর মৌজে কামরাঙ্গী ও দুর্গাপুর	কামরাঙ্গী দাগ ৫১ দুর্গাপুর দাগ ২০	১-৭৭	৫।৪	মণীন্দ্রমোহন আচার্য্য দিং

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'শ্রীমায়া' নবদ্বীপ

দৈনিক

REG. C 1544

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

[illegible]

ত্রৈংশোপনিষদ্ [illegible] অনুবাদসহ প্রকাশিত [illegible] ডাক মাশুল সহ ১০ মাত্র শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

"গৌড়ীয়" ১ম বর্ষ হইতে ১১শ বর্ষ পর্য্যন্ত প্রতি বর্ষ বাঁধাই ভিক্ষা ৩॥০ মাত্র। শ্রীগৌড়ীয় মঠ বাগবাজার, কলিকাতা

১০ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২রা বৈশাখ, সোমবার ১৩৪২, ১৫ই এপ্রিল ১৯৩৫ [৩৮শ সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

—:০:—

রাণাঘাটে ভীষণ অগ্নিকাণ্ড

গত পূর্ব্ব রবিবার একটার সময় রাণাঘাট হইতে ৫ মাইল দূরে তারাপুর গ্রামে আগুন লাগে। কয়েকঘণ্টা যাবৎ অগ্নির তাণ্ডবলীলা চলিতে থাকে। উক্ত গ্রামের বটকৃষ্ণ নামক এক ব্যক্তির খড়ের গাদায় আগুন লাগিয়া এই কাণ্ড ঘটে। কোনও পথিক তামাক খাইয়া কলিকার অগ্নি নিক্ষেপ করায় উক্ত খড়ের গাদায় আগুন লাগে। গ্রামে ৭৫ খানি গৃহ ছিল। একখানি গৃহও অগ্নির কবল হইতে রক্ষা পায় নাই। মাত্র মাটির দেওয়ালগুলি দাঁড়াইয়া আছে। গ্রামে যতগুলি ধানের মরাই ছিল, তৎসমুদয়ই ভস্মীভূত হইয়াছে। এমন কি গো ধান, বাদ আদম, নারিকেল গাছ, বাঁশঝাড় প্রভৃতিও ভস্মীভূত হইয়াছে। গ্রামবাসীরা সম্পূর্ণ নিরাশ্রয় হইয়া অনশনে উন্মুক্ত স্থানে পড়িয়া আছে।

—

শিশিরিটে আগুন লাগিয়া ভীষণ দুর্ঘটনা

এলাহাবাদ হইতে প্রকাশ, বালিয়া জিলার মনরায় একটী ভীষণ অগ্নিকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। প্রকাশ, অগ্নিকাণ্ডের ফলে দুইটি বালিকার মৃত্যু হইয়াছে এবং দুইটি শিশু ও একজন বৃদ্ধার অবস্থা সঙ্কটাপন্ন। ঘটনার প্রকাশ, একটী ১৩ বৎসর বয়স্কা বালিকা একটী পেট্রোমাক্স বাতি জ্বালাইতেছিল। ঐ বাতি জ্বালাইয়া বালিকাটি দিয়াশলাইয়ের কাঠিটা ফেলিয়া দেয়। কিন্তু দৈবক্রমে ঐ কাঠি স্পিরিটের শিশিটের মধ্যে গিয়া পড়ে এবং আগুন ধরিয়া যায়। ঐ বালিকাটী তাহার ১১ বৎসর বয়স্কা একটি বোন, ৭ বৎসর ও ৬ মাস বয়স্ক দুইটি ভাই ও তাহার বৃদ্ধা ঠাকুরমার সর্ব্বাঙ্গ ভীষণ ভাবে পুড়িয়া যায়। বালিকা দুইটির মৃত্যু হইয়াছে। যে ঘরে এই ঘটনা ঘটে তাহা ভিতর হইতে বন্ধ ছিল এবং বাড়ীতে তখন কোনও পুরুষ ছিল না।

মাদ্রাজে উপনির্ব্বাচন

মাদ্রাজ হইতে প্রকাশ, মিঃ বঙ্গ রামানুজমকে পরাজিত করিয়া শ্রীমতী রুক্মিণী-লক্ষ্মীপতি মাদ্রাজ ব্যবস্থাপক সভার সদস্যা নির্ব্বাচিত হওয়ায় আবার কংগ্রেসের নিকট জাষ্টিস দলের পরাজয় হইল। শ্রীমতী লক্ষ্মীপতি ৭৩৯৭ ভোট এবং মিঃ বঙ্গ রামানুজম মাত্র ১৬৮২ ভোট পাইয়াছেন। ১৮৮টি ভোট বাতিল হইয়াছে।

ডাঃ বি এস মাল্লয়ের মৃত্যুতে এই উপ-নির্ব্বাচন হইল। মাদ্রাজ ব্যবস্থাপক সভার সদস্য মিঃ স্বামী ভেংটাচলম চেট্টি ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য নির্ব্বাচিত হওয়ায় ডাঃ বি এস মাল্লয় তাঁহার স্থানে নির্ব্বাচিত হন কিন্তু নির্ব্বাচনের কিছুদিন পরই ডাঃ মাল্লয়ের মৃত্যু হয়।

মিঃ বঙ্গ রামানুজমের পরাজয় জাষ্টিস পার্টির পক্ষে মর্ম্মান্তিক হইবে; কারণ মিঃ বঙ্গ রামানুজমের সমর্থনে মাদ্রাজের মন্ত্রিমণ্ডল পর্য্যন্ত প্রচার কার্য্যে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এইরূপ কয়েকটি সভায় মাদ্রাজের প্রধান মন্ত্রী ও জাষ্টিস পার্টির নেতা ববিলির রাজা, স্যার এ পি পাত্র এবং দেওয়ান বাহাদুর এ রামস্বামী মুদালিয়র বক্তৃতা করিয়াছেন।

দ্বারভাঙ্গার মহারাজা প্রহৃত

নয়াদিল্লী হইতে প্রকাশ ১২ই এপ্রিল রাষ্ট্র পরিষদের অধিবেশন অবকাশের জন্য কিছুক্ষণ মুলতুবী রাখা হইলে পরিষদ ভবনের সম্মুখে দ্বারভাঙ্গার মহারাজাধিরাজ যখন রাজা চরণজিৎ সিংহের সহিত মোটরে আরোহণ করিয়া তাঁহার কোনও পার্শ্বচরের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন, তখন নাকি এক বৃদ্ধ হিন্দু মোটরে আরোহণ করিয়া মহারাজাধিরাজকে মারপিট করে এবং গালি দেয়। মহারাজার পার্শ্বচর অবিলম্বে তথায় উপস্থিত হইয়া আক্রমণকারীকে ধরিয়া পুলিশের হস্তে সমর্পণ করেন। মহারাজা লিখিত অভিযোগ পেশ করিয়াছেন। তদনুসারে পুলিশ যথাবিহিত ব্যবস্থা করিতেছে।

গো-শকটে পৃথিবী ভ্রমণ

কাঁচি হইতে প্রকাশ, মিঃ সিডিন, এ, ঘোষ বসো, তদীয় পত্নীসহ মাত্র একটি বলদ যুক্ত একখানা গাড়ীতে সমগ্র পৃথিবী পরি-ভ্রমণ করার সঙ্কল্প করিয়াছেন। সম্প্রতি তাঁহারা প্রায় ছয় হাজার মাইল ভ্রমণ করিয়া রাঁচিতে উপস্থিত হইয়াছেন। গাড়ী খানা ভ্রমণের জন্য বিশেষভাবে তৈয়ার করা হইয়াছে। উহাতে বাঁশের ছাউনী আছে এবং উহার মধ্যে এই এ্যাংলোইণ্ডিয়ান দম্পতির যাবতীয় জিনিষপত্র রাখা হইয়াছে। বলদটীর নাম বাহাদুর, বয়স মাত্র তিন বৎসর তাঁহাদের একমাত্র সঙ্গী 'ডিন'। এই কুকুরটিকে তাঁহারা কিছুদিন পূর্ব্বে সংগ্রহ করিয়াছেন। মিঃ ঘোষ বসো অবসর সময় ঘোড়দৌড়াদি শিক্ষা করেন। স্ত্রীর পুত্রী গাড়ী তৈয়ারী করিয়া ভ্রমণের খরচ নির্ব্বাহ করেন। মিঃ ঘোষ বসোর জীবন বৈচিত্র্য-ময়। তিনি মহাযুদ্ধে যোগদান করিয়াছিলেন তৎপর তিনি একজন মোটর ইঞ্জিনীয়ার নিযুক্ত হন। পরে, তিনি গোয়েন্দা, সার্কাস-কারী, কাপিতানের ম্যানেজার এবং বক্তা প্রভৃতি বিভিন্ন কার্য্যে যোগদান করেন। মাদ্রাজের একটী চাকুরী হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া তিনি বাঙ্গালোর জিলার হুবলীতে একস্থানে গমন করেন; সেখানে তিনি পৃথিবী পরিভ্রমণের সঙ্কল্প করেন। তাঁহারা ১৯৩৪ সালের ৮ই এপ্রিল হুবলী ত্যাগ করেন। এ পর্য্যন্ত তাঁহারা বাঙ্গালোর, মাদ্রাজ বেজোয়াদা, কটক, কলিকাতা, বর্দ্ধমান, আসানসোল, হুগলী, দিল্লি প্রভৃতি স্থান পরিভ্রমণ করিয়াছেন। তাঁহারা ভারত ভ্রমণ শেষ করিয়া সিংহলে যাত্রা করিবেন। সিংহলে তিন মাস থাকার পর তাঁহারা ইউরোপ যাত্রা করিবেন। দুর্ভিক্ষ হইতে তাঁহাদের ইউরোপ যাত্রা আরম্ভ হইবে। তাঁহারা জাহাজযোগে দুর্ভিক্ষ [illegible] বেন। বনের মধ্য দিয়া ভ্রমণ করার সময় তাঁহারা অনেক বোম্বাককর অবস্থায় পতিত হন। হায়দরাবাদের পুলিশ তাঁহাদিগকে সন্দেহ-ক্রমে গ্রেপ্তার করার চেষ্টা করে। উড়িষ্যার ভদ্রকের নিকট বৈতরণী নদী পার হওয়ার সময় তাঁহাদের গাড়ী পথভ্রষ্ট হইয়া পড়ে। উহা নববর্ষের প্রথম দিন ছিল। তাঁহা-দিগকে দুইদিন উপবাসে কাটাইতে হইয়াছে। তাঁহারা কটকে একটি কুক-ডঙ্গে বড়দিনের উৎসবদিন উদ্‌যাপন করেন।

—

বিশেষ দ্রষ্টব্য—অদ্য নববর্ষোপলক্ষে প্রেস বন্ধ থাকায় আগামী কল্য শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রকাশিত হইবে না।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে ; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আশ্চর্য্য সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

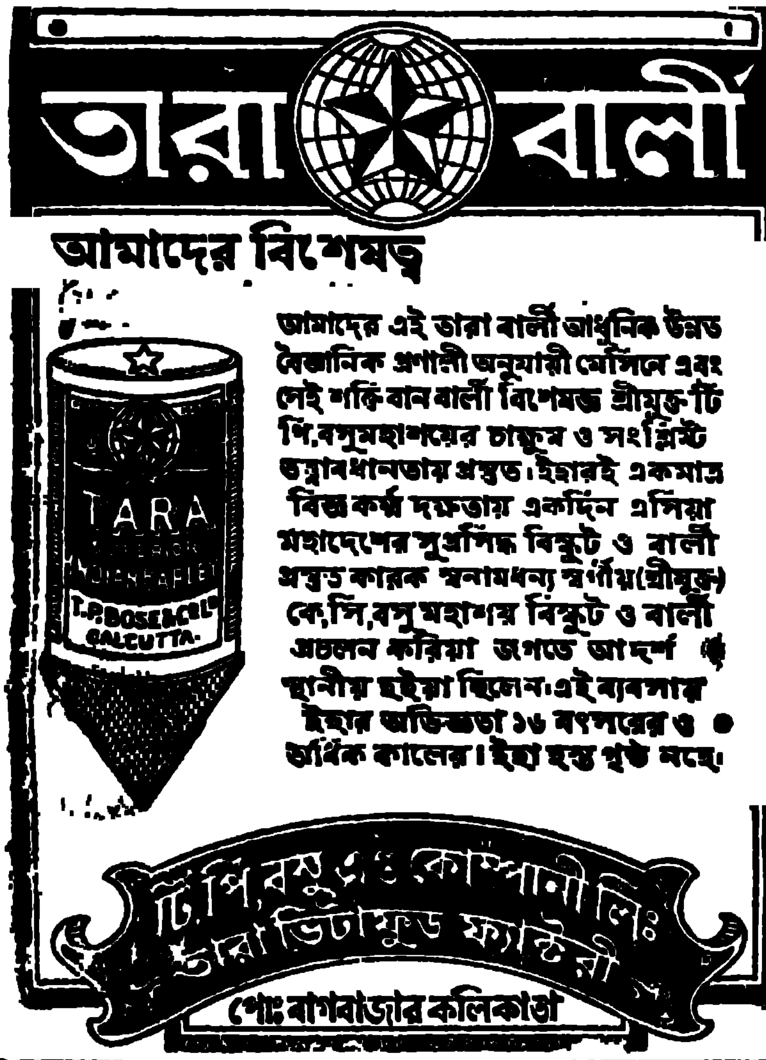

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৪৩,	১০—৩১,	১৩—২২	১৭—৫৮,	১৯—৩৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—৩,	১৪—০	১৮—২,	২০—০৫
স্বরূপগঞ্জ	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—১২

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

রবিবার ব্যতীত

স্বরূপগঞ্জ	ছাঃ	৫-৩৫	৯-২৫	১২-১০	১২-৩৪	১৫-৭৪	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১২-১৯	১২-৫২	১৫-৪১	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-৫১	১৩-১২	১৬-১২	১৯-১১

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

[ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

ঢাকা বেথুন কলেজের অধ্যাপক প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক ... ... আচার্য্য শ্রীমৎ নিশিকান্ত সান্যাল ... কর্ত্তৃক লিখিত। ... প্রথম খণ্ড ... ... চিত্রাবলী ... ... প্রণীত, ... (Foreward) ... ... ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে ... (Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—গৌড়ীয় মঠ, ... কলিকাতা ; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে বর্ণানুক্রমিক শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸৹ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

		প্রথম ৩ দিনে		পরবর্ত্তি-সময়ে	
		সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা	সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা
প্রত্যহ	প্রতি লাইন	।০	৶৹	৶	
”	” ইঞ্চি	২৲	১৷৹	১৷০	
	” সিকিকলম	৫৲	৪৲		৲
	” অর্দ্ধকলম	৮৲	৬৲		
	” ১ কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৲

মাসিক হার

[যদি অন্ততঃ ১ বৎসরের জন্য চুক্তি করা হয়]

সংবাদ পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ৬৲, সিকি কলম ১৫৲, অর্দ্ধ কলম ২৫৲, এক কলম ৩৫৲ বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ৪৷০, সিকি কলম ১২৲ অর্দ্ধ কলম ১৮৲, এক কলম ৩০৲ টাকা।

সাহায্যের হার

সভ্যক বার্ষিক ২৲ দুই টাকা, ষাণ্মাসিক ৫৲ পাঁচ টাকা, ত্রৈমাসিক ৩৷০ পৌনে তিন টাকা, মাসিক ১৲ এক টাকা মাত্র। নগদ মূল্যের সংখ্যা ৫

ম্যানেজার, দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, জেলা নদীয়া। টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম', নবদ্বীপ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

— পারমার্থিক পত্র —

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

[illegible]

১০ম বর্ষ } ২৬ বিষ্ণু গৌরাব্দ ৪৪৯, ২রা বৈশাখ বঙ্গাব্দ ১৩৪২ ১৫ই এপ্রিল ইং ১৯৩৫ সোমবার } ৮৬তম সংখ্যা

ময়মনসিংহে শ্রীল প্রভুপাদ

ষ্টেশনে সহস্রাধিক ব্যক্তিকর্তৃক অভ্যর্থনা

ময়মনসিংহ, ১৪ এপ্রিল

কলিকাতা গৌড়ীয়মঠের প্রেসিডেণ্ট-আচার্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর বহু সেবক-সমভিব্যাহারে ঢাকা হইতে যাত্রা করিয়া অদ্য ভোর ৫-৩০ মিনিটের সময় ময়মনসিংহ ষ্টেশনে শুভ পদার্পণ করেন। ময়মনসিংহের সহস্রাধিক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এবং জনসাধারণ উল্লাসভরে জয়ধ্বনি প্রদানপূর্ব্বক আচার্য্যদেবের পাদপদ্ম বন্দনা করিয়া শত শত মাল্য নিক্ষেপ করেন। অভ্যর্থনাকারিগণের মধ্যে বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি ছিলেন। উপস্থিত জনগণ সুসজ্জিত মোটরযানে আচার্য্যদেবকে আরোহণ করাইয়া বিরাট সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা সহকারে সমাগত ভক্তগণের [illegible] "[illegible]"এ লইয়া যান। এই "[illegible]" ময়মনসিংহের মহারাজা বাহাদুরের নিকেতন। তিনি গৌড়ীয় আচার্য্যদেবের অবস্থানের জন্য উহা প্রদান করিয়াছেন।

অদ্য পূর্ব্বাহ্ণ ৮টা ৩০ মিনিটের সময় শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর যুগল সান্নিধ্যের মধ্যে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। অপরাহ্ণে ৫ ঘটিকার সময় আচার্য্যদেবের সম্মানে অভিনন্দন পত্রার্পণ [illegible] সজ্জিত একটী সুবৃহৎ মণ্ডপে একটী বিরাট সভার অধিবেশন হয়। [illegible] শ্রীপাদ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত [illegible] এম এ বি-এল এবং ময়মনসিংহের অন্যান্য [illegible] সেবাচেষ্টা ও শ্রীল প্রভুপাদের সম্বর্দ্ধনার জন্য সুবন্দোবস্ত বিশেষ প্রশংসনীয়।

শ্রীরামনবমী-উৎসব

গত ১২ই এপ্রিল শুক্রবার শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীল প্রভুপাদের আদেশে এবং [illegible] শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রী [illegible] তিথি উপলক্ষে শ্রীরামনবমী [illegible] সংকীর্ত্তন-সহযোগে পূজিত হইয়াছেন। শ্রীচৈতন্যমঠের সেবকবৃন্দ [illegible] সংকীর্ত্তনমুখে শ্রীমূর্ত্তি ভবনের আলয়ে গমন করেন। তথায় ব্রহ্মচারী শ্রীরাম-বিহারী ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দলাল [illegible] বহুক্ষণ ব্যাপিয়া মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হয়। তৎপর উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ [illegible] ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে শ্রীল মুরারি-গুপ্তের রামাষ্টক-প্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। [illegible] শ্রীরামচন্দ্রের [illegible] বিনাশপূর্ব্বক [illegible] প্রদান [illegible] রামচন্দ্র ও [illegible] উপদেশ [illegible]। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র অবতারী, রামচন্দ্র অবতার। অবতারী ও অবতারের যে পার্থক্য উহা [illegible] উপলব্ধির বিষয় হয়, তৎসম্বন্ধেও কিছু ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

অবতারী শ্রীকৃষ্ণে সকল অবতারের অবস্থিতি। অবতারগণ শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ-বিগ্রহ [illegible] শ্রীকৃষ্ণের প্রভুর অংশ বা কলা। [illegible] অবতারগণ অবতারীর অংশ বলিয়া, [illegible] যে অর্থে ব্যবহৃত হয় তাহা নহে। [illegible] "পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে" এই বাণীর অর্থ [illegible] করিতে পারিবেন, তিনি অবতারী ও অবতারের পরস্পর সম্বন্ধ বুঝিতে পারিবেন।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণেরই ঔদার্য্যলীলাময় বিগ্রহ; উভয়ে একই বস্তু এবং উভয়েই অবতারী। অবতারীর অবতারগণের অবস্থিতি [illegible] শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীবাস-অঙ্গনে মহাপ্রকাশের সময় শ্রীমুরারি গুপ্ত তাঁহাকে সাক্ষাৎ [illegible] রূপে দর্শন-সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন।

"[illegible] দেখে সেই বিশ্বম্ভর।
[illegible] বসিয়াছে মহা-ধনুর্দ্ধর॥
জানকী লক্ষ্মণ [illegible]
চৌদিক্ করয়ে স্তুতি বানরেন্দ্রগণে॥"

অবতারীতে অবতারগণের [illegible] বলিয়াই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন—

"কৃষ্ণকে কহয়ে কেহ নর-নারায়ণ।
কেহ কহে কৃষ্ণ হয় সাক্ষাৎ বামন॥
কেহ কহে কৃষ্ণ ক্ষীরোদশায়ী অবতার।
[illegible] সত্য এহো বচন সবার॥
কেহ কহে পরব্যোমে নারায়ণ হরি।
সকল সম্ভবে কৃষ্ণে যাতে অবতারী॥"

[illegible] সময় [illegible] ব্যাখ্যা করা হইয়াছিল। "[illegible] যাহা মনে লয়।" সুতরাং যিনি যে ভাবে [illegible] সেই ভাবেই [illegible] তবে [illegible] তাঁহারা [illegible] করিবেন।

[illegible] উপলক্ষে এই দিবস শ্রীচৈতন্যমঠ [illegible] প্রকাশ [illegible] সংখ্যা হইতে শ্রীল মুরারিগুপ্তের চরিত্র পাঠ ও ব্যাখ্যা হইয়াছে। [illegible] শ্রীচৈতন্য [illegible] অনুসারে [illegible] হইয়াছে।

চম্পাহাটী শ্রীগোপীনাথ-মঠে 'সর্ব্বভাবী' শ্রীপাদ ভক্তিপ্রদীপ [illegible] মহারাজের নিয়ামকত্বে শ্রীরামনবমী উৎসব সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। এই উৎসব সম্পাদনের [illegible] স্বামীজী [illegible] পূর্ব্বেই তথায় শুভবিজয় করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে [illegible] শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ [illegible] উৎসবে [illegible] ও সংকীর্ত্তন [illegible] মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন করিয়াছেন।

[illegible]

[illegible] একটী [illegible] "[illegible]" [illegible] একটী বক্তৃতা করেন। [illegible]

[illegible] ভক্তিযোগে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গলীলা প্রদর্শিত হয়। [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] এবং তাঁহার পুত্রগণের সেবাচেষ্টা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৬ বিষ্ণু শনিবার শ্রীগৌরাব্দ ৪৪৯

সাধন-রজ্জু দ্বারা কি কৃষ্ণকে বাঁধা যায় ?

সদ্গুরু পদাশ্রয় করিয়া যাঁহারা সাধনানুষ্ঠান করেন, তাঁহারাই সাধক। সদ্গুরু-চরণাশ্রয় না করিয়া যেখানে সাধনের প্রয়াস সেখানে সাধ্য, সাধন ও সাধক এই তিনটী বিষয় স্বীকৃত না হওয়ায় তাহা সাধন-পদবাচ্য নহে। তবে নিষ্কপটে যদি কেহ গুরুকৃপালাভের জন্য পারমার্থিক পাঠ, শ্রীনামকীর্ত্তন, তীর্থপর্য্যটন বা অন্যান্য সাধন করেন, তাহাতে তাঁহার অজ্ঞাত সুকৃতি সঞ্চিত হয় এবং সেই সুকৃতিফলেই তাঁহার ভগবৎ-সেবা করিবার ইচ্ছা হৃদয়ে উদিত হইয়া তাঁহাকে সেবানুকূল্য শ্রীগুরুপাদপদ্মের সন্ধান প্রদান করে। সুতরাং নিষ্কপটতা সরলতা ও আন্তরিকতাই শ্রেয়ঃপথের প্রদর্শক।

ভক্তিসাধনরাজ্যে প্রবেশের অধিকার যাহাদের হয় নাই, যাহারা ভোগী, ত্যাগী, যোগী, অভিলাষী, কপট, সাধুরূপ বা গুরুরূপে পরিচিত যে কোন একটী শ্রেণীভুক্ত। সুতরাং তাহাদের পক্ষে ভগবৎ-সেবা-লাভ ত' দূরের কথা, ভগবানের কিঞ্চিন্মাত্র সন্ধানপ্রাপ্তিও সুদূরপরাহত; যেহেতু তাহাদের জীবন পশুজীবন-সদৃশ ও নরকাবস্থী। যাঁহারা সদ্গুরু-চরণাশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে শ্রীগুরুদেবের 'নিত্যসঙ্গী' হইয়াছেন বা সেই পরম দুর্লভরত্নে ধনী হইবার জন্য হৃদয়ে সত্ত্ব পোষণ করেন এমন লোকের সংখ্যা খুব কম। তবে এই সুবর্ণ সুযোগ গ্রহণ না করিয়া অর্থাৎ গুরুপাদপদ্মে সর্ব্বাত্মসমর্পণ করিতে উদাসীন হইয়া নিজেকে নিত্যসঙ্গী বিনা ভৃত্য না জানিয়া কেহ যদি গুরুদেবের আকারে বর্ত্তমান থাকেন বা সাধনের উপর জোর দিয়া গুরুসেবার জন্য লালায়িত হন তাহা হইলে তিনি গুরুর নিত্যসঙ্গী নহেন অর্থাৎ সেইটুকু নিষ্ঠা নিত্য প্রভু শ্রীগুরুদেবের সঙ্গে সেবা-সেবকভাবে অবস্থান করিবার সৌভাগ্য পাইবেন কিনা, এ বিষয়ে সন্দেহ আছে। সেইজন্য তাদৃশ ব্যক্তিগণকে গুরুর নিত্য সঙ্গী না বলিয়া গুরুভক্ত বলা যাইতে পারে। তাই বলিতেছিলাম, গুরুর ভক্ত অনেক থাকিতে পারে কিন্তু গুরুর নিত্যসঙ্গীর সংখ্যা অল্প। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ লৌকিক গুরুভক্ত-সংজ্ঞায় আবদ্ধ না থাকিয়া গুরুসঙ্গী হইবার জন্য ব্যাকুল হইলে অর্থাৎ গৌরবাণী বা গুরুবাণীর অনুগত সেবক বা বৈকুণ্ঠদেশবাসী হইলে আমরা পরমানন্দিত হইয়া তাঁহাদের আদর্শানুসরণ পূর্ব্বক সেবোৎসাহিত হইব।

গুরু চরণাশ্রয় করিয়া আমরা মনে করি যে, শ্রীগুরুদেব যে সাধনের উপদেশ দিয়াছেন তদনুসারে কার্য্য করিলে সেই সাধন-চেষ্টা বা সাধনরজ্জু দ্বারা সর্ব্বশক্তি কৃষ্ণকে বা ভক্তপ্রাণ কৃষ্ণকে বাঁধিতে পারা যাইবে। এইরূপ অসৎচিন্তা যে হৃদয়ে আসন পাইয়াছে, শ্রীগুরুপাদপদ্মে নির্ভরশীলতার অভাব সেই হৃদয়-যন্ত্রের যোগ্যতারূপে যুক্ত হওয়ায় স্বতন্ত্র সাধনের উপর নির্ভর করায় শ্রীগুরুপাদপদ্মে পরমাশ্রয় বা অবলম্বনকে অস্বীকার করিবার জন্য বদ্ধ দেখাইয়া থাকে। যেখানে "সাধনার দায়" ও "শরণাগতি" উপেক্ষা করিয়া কখনও সাধনের উপর জোর, আবার কখনও আলস্যবশে গুরুকৃপার উপর অধিক নির্ভরতা আসিয়াছে; এবং ইত্যাদি-বিচার মধ্যে মধ্যে হৃদয়াকাশে চমৎকৃত হইতেছে, সেখানে উদ্ধারের আশা নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তবে যেখানে শ্রীগুরুবৈষ্ণবের পূর্ণাশ্রয়তা স্বীকার পূর্ব্বক সাধনমুখে কৃপা-প্রার্থনার কথা বর্ত্তমান, যেখানে লক্ষ্য শ্রীগুরুপাদপদ্মের ইচ্ছার সম্পূর্ণ অনুগত ও আশ্রিত বা অধীন, সেইখানেই আত্মবিকাশের ক্রমোন্নতি-লাভ সম্ভব। শ্রীগুরুপাদপদ্ম আমার ন্যায় অযোগ্য নরাধম পাপীকে সেবাধিকার দিয়া নিজে স্বয়ং রূপে অধীন বন্ধুরূপ আমাকে চালাইতেছেন, "আমি গুরুসেবা করিতেছি" এই কর্তৃত্বভাব গুরুসেবা প্রভাবে বিদূরিত করিয়া শ্রীগুরুদেব কৃপাপূর্ব্বক আমাদ্বারা তাঁহার প্রাণনাথের সেবা করাইবার অভিলাষ হৃদয়ে পোষণ করিতেছেন—এই আত্মধর্ম্মের কথা যেখানে অস্ফুট ও আবৃত সেখানে অন্তরায় হইয়াছে কিনা বা শ্রীগুরু বৈষ্ণবের শ্রীচরণে অভাব পরিলক্ষিত হইতেছে কি না, এ কথা সাধকগণ নিজে নিজে বিচার করিলেই ভাল হয়। গুরুদেবের আসন হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় যে হৃদয়ে সাধন-আড়ম্বরের মণ্ডপ রচিত হইয়াছে, সেখানে সেবা-শান্তির অভাব অনিবার্য্য—ইহাই গুরুদেবের বাণী। এই গুরুদেবের বাণী সকলের আলোচনা করা উচিত।

আমরা শাস্ত্রালোচনা, গুরুসেবাদি শিক্ষা, হরিকথার প্রচার বা তদতিরিক্ত যে কোনও কার্য্য করি সে সমস্ত সাধনের চরমফল যে শ্রীগুরুপাদপদ্মে অহৈতুকী ও দৃঢ় ভক্তি—পূর্ণাশ্রয়তায় সেবামুখে শ্রীগুরুপাদপদ্মের সন্তুষ্টিবিধান—এই কথাটী সুস্পষ্টভাবে জানা না থাকিলে সাধন-রজ্জু দ্বারা ভগবান্‌কে বাঁধিবার বা তাঁহাকে লাভ করিবার দুরাশা হৃদয়ে স্থান পাইয়া কৃষ্ণকৃপা লাভের একমাত্র উপায় শ্রীগুরু-সেবা হইতে বঞ্চিত করিবে। সুতরাং যাহা শ্রীগুরু-প্রীতিবিধানমুখে সাধিত, সেই সাধনের উপর জোর দিয়া অর্থাৎ গুরুসেবা পথের পথিক বা গুরুসেবকগণের অনুগত হইয়া সেবায় নিযুক্ত হইলে শ্রীগুরুদেবের বিশ্রম্ভ-সেবাফলে আমার নিত্য বুদ্ধি ভক্তি নিশ্চয়ই কোন না কোন দিন প্রকাশিত না হইয়া পারিবে না। তাই বলিতেছিলাম, গুরুকৃপারজ্জুই দুর্দ্দমনীয় কৃষ্ণকে হৃদয়ে বাঁধিয়া রাখিবার একমাত্র উপায়, স্বতন্ত্র সাধন-রজ্জু সেখানে সম্পূর্ণ নিষ্ফল ও অবশক্তি-বদ্ধস্বরূপ।

আমাদের প্রায় শতকরা শত জনেরই ধারণা যে, আমরা যখন ভক্ত্যঙ্গগুলি সাধন করিতেছি তখন আমাদের এই সাধনের দ্বারা সেবালাভ হইবে না কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা বলিতে চাই যে, গুরুকৃপা-প্রাধান্য ও সাধনাগ্রহ এই দুইটী বিষয়ের মধ্যে যদি মঙ্গলের মূলকারণ ও অদ্বিতীয় পন্থা গুরুকৃপার প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভরতা বা চাতকের ন্যায় আমাদের গুরুকৃপা-বারিতে জীবনধারণের আশা ঐকান্তিকী না হইয়া থাকে এবং কেবল সাধনের প্রতি ঐকান্তিক-ভাব অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্যভাবে উঁকি মারে তাহা হইলে সেখানে শুদ্ধাশ্রয়তার স্থান কতটুকু তাহা সাধকগণ বিচার করিবেন। সাধনের উপর ভরসা ত দূরের কথা, কৃষ্ণের উপর নির্ভরতা সম্বন্ধে উদ্ধতঃ-ভাবাপন্ন হইয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মে পূর্ণ নির্ভরতা-রত্ন অর্জ্জন করিতে না পারিলে আমরা সেবালোকে উদ্ভাসিত হইতে পারিব না, কৃষ্ণকৃপা-লাভ আমাদের কোন কালেই হইবে না। কৃষ্ণকে দিতে আসিয়াছেন যিনি সেই কৃষ্ণের নিত্যসঙ্গী ও প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম প্রভুপাদপদ্মকে হৃদয়-দেবতা বলিয়া জানিয়া তাঁহাতে উত্তরোত্তর প্রত্যাবিষ্ট হইতে না পারিলে, "যাহা—ভবে যায় যদি বাদি কোলা। কৃষ্ণভজন ভব অকারণে গেলা॥" এই বাণী হৃদয়ে বদ্ধ না হইলে, শ্রীগুরুপাদপদ্মকে ভগবান্ ও গৌরসুন্দরকে স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া জানিবার সৌভাগ্য না হইলে, গুরুমুখে—'ভগবানের মুখে বাস' তাহা গুরু ভগবানে প্রপন্ন হইতে না পারিলে, গুরুকৃপারজ্জু ধরিবার জন্য ব্যাকুল না হইলে বা আর্ত্তি না জানাইলে জীবের কৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধ-স্থাপনের আবার আশা কোথায়? গুরুকৃপাই যদি কৃষ্ণকৃপা-লাভের একমাত্র উপায় না হইত, তাহা হইলে আদৌ সদ্গুরু-চরণাশ্রয়ের বা কৃষ্ণের বাঁধিবার সাধকতা কোথায়? শ্রীগুরুদেব বা শ্রীগুরুসেবা ব্যতীত যদি কেহ বা কোন কিছু ভগবানকে আত্মবশে উদ্বুদ্ধ বা প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে তবে গুরুসেবা ব্যতীত অন্য কোন সাধন যদি ভক্তিপথে প্রবেশাধিকার দিত, তাহা হইলে সদ্গুরুকৃপা-বঞ্চিত অপরাধীর হৃদয়াসনে নির্ভরতা কোথায়? তাই বলিতেছিলাম, যে যতই সাধন করুক, অনন্ত কোটিকাল সাধনে জীবন অতিবাহিত করুক, আমার প্রভুপাদপদ্মে যদি কেহ শরণাগত না হয়, সাধনমুখে আর্ত্ত ও কৃপাপ্রার্থী না হয়, সমস্ত সাধন যদি শ্রীগুরুপাদপদ্মের ও ভক্তগণের প্রীতিবিধানে পর্য্যবসিত না হয়, তাহা হইলে জীব তাহার যাবতীয় পরিশ্রমের ফলস্বরূপে কনক, কামিনী ও প্রতিষ্ঠাকে বরণ করিয়া এই জাগতিক ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইবেই হইবে। গুরুভ্রাতৃ বন্ধুবর্গের নিকট আমার প্রার্থনা, তাঁহারা যেন অলস না হইয়া গুরুসেবা-বৈষ্ণবসেবা প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য হৃদয়দেবতা ও মন্দির ঠাকুরটীকে সঙ্গে করিয়া আমাদের ন্যায় গুরুকৃপাভিখারী বালকগণের হৃদয়ে আনন্দ-উৎস প্রবাহিত করেন।

আমরা যে ভগবানের জন্য আর ব্যাকুল, সেই ভগবান্‌ই যে আজ কৃপাপূর্ব্বক আমাদের নিকট গুরুরূপে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন এবং চরণপ্রান্তে স্থান দিয়াছেন, সেই নিজ পিতার বাড়ীতে সন্তোষ বিধান করিতে পারি; তাঁহাকেই একমাত্র সেব্য বলিয়া জানিবার বাড়ীতে আমাদের সৌভাগ্য হয়, আমাদের প্রভুর বা গুরুর আসনে যেন অন্য কেহ আসিয়া না বসে, শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মনিবেদন যেন আমাদের ক্ষণিক না হয়, নিজ বল-চেষ্টার প্রতি ভরসা ছাড়িয়া যেন আমাদের একমাত্র ভরসাস্থল শ্রীগুরু-পাদপদ্মকেই জীবনের জীবন জানিয়া তাঁহার নিত্যকিঙ্করত্ব হৃদয়ে প্রতি মুহূর্ত্তে উপলব্ধি করিতে পারি, কৃপাবঞ্চিত হইলেও কৃপা-ভিখারী আমরা শ্রীগুরুবৈষ্ণবচরণে ইহাই প্রার্থনা জানাইতেছি। কৃষ্ণকে যে সাধন-রজ্জু দ্বারা বাঁধা যায় না, তৎসম্বন্ধে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর যে বাণী কীর্ত্তন করিয়াছেন, আমরা তাহার অনুকীর্ত্তন করিয়া অদ্যকার মত বিদায় লইতেছি

"তুমি সর্ব্বেশ্বরেশ্বর ব্রজেন্দ্রকুমার।
তোমার ইচ্ছায় বিশ্বে সৃজন সংহার॥
তব ইচ্ছামত ব্রহ্মা করেন সৃজন।
তব ইচ্ছামত বিষ্ণু করেন পালন॥
তব ইচ্ছামতে শিব করেন সংহার।
তব ইচ্ছামতে মায়া সৃজে কারাগার॥
তব ইচ্ছামতে জীবের জনম মরণ।
সমৃদ্ধি-নিপাতে দুঃখসুখ সংঘটন॥
মিছে মায়াবদ্ধ জীব আশাপাশে ফিরে।
তব ইচ্ছা বিনা কিছু করিতে না পারে॥
তুমি ত রক্ষক আর পালক আমার।
তোমার চরণ বিনা আশা নাহি আর॥
নিজ বল চেষ্টা প্রতি ভরসা ছাড়িয়া।
তোমার ইচ্ছায় আছি নির্ভর করিয়া॥
ভক্তিবিনোদ অতি দীন অকিঞ্চন।
তোমার ইচ্ছায় তার জীবন-মরণ॥"

শুদ্ধা ভক্তি ও সেবৈক-প্রাণতা

(শ্রীমন্মোহন ব্যাসবিদ্যারত্নী লিখিত)

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু-গ্রন্থ-প্রণেতা শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভু আমাদিগকে জানাইয়াছেন,শুদ্ধা বা উত্তমা ভক্তিতে অন্যাভিলাষিতার স্থান নাই ; অহৈতুকী কৃষ্ণানুশীলন-ব্যাপারই তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায়। তথায় সেবকমাত্রেই সেই একই লক্ষ্যের অনুপ্রাণিত। সেখানে আত্মেন্দ্রিয়তৃপ্তি-জনিত বিপুলা লিপ্সা কামপ্রবৃত্তির অভাব। বিষ্ণুকৃপাবলে সর্বপ্রকারে অহৈতুকী সেবাই তাহাদের অনুষ্ঠান। শুদ্ধ-ভক্তির অনুশীলনে সেবকগণের পরস্পরের মধ্যে অকপট প্রীতি সর্বদা বিদ্যমান। সে প্রীতিবন্ধনের ফলে, তাঁহাদের সকলের নিখুঁত অবাধিত সেবা-প্রবৃত্তির স্রোত একই খাতে প্রবাহিত। পুণ্যসলিল ভাগীরথীর নদীর গতি যেমন সাগরের দিকে, তদ্রূপ যাবতীয় সেবকাভিমানী ব্যক্তিমাত্রেরই প্রচেষ্টা একমাত্র ভগবৎ-সেবার দিকে প্রধাবিত। সে সেবার গতি সম্পূর্ণ অহৈতুকী ও অপ্রতিহতা। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গোপীগণের আচরণে সে সেবার আদর্শ প্রকটিত। তাহাতে লোকধর্ম-সংরক্ষণে, বেদধর্ম-প্রতিপালনে, প্রতিষ্ঠাশা-পোষণে বা আত্মসুখ-বিধানে বিন্দুমাত্রও প্রয়াস বা লক্ষ্য নাই। আত্মসুখদুঃখের বিচার সেখানে বিন্দুমাত্র স্থান পায় না। ভগবৎ-প্রীতিবিধানই তথায় জীবনের সার্থকতা। আর সকলেরই উদ্দেশ্যের একতা-প্রযুক্ত সেখানে প্রাধান্য-স্পৃহা বা মহত্ত্বলাভের আকাঙ্ক্ষা নাই। শুদ্ধভক্তমাত্রেই এই আদর্শে সদা সর্বদা পরিচালিত। কিন্তু কোন প্রকারে সে আদর্শের বিন্দুমাত্রও অভাব ঘটিলেই অন্যাভিলাষিতা নাম্নী মায়া-প্রেরিতা পিশাচিনী প্রাকৃতাভিমানী জীবের আসনে আসিয়া বসে এবং মূল লক্ষ্য হইতে এই সকলকে আমাদিগকে বিপথে চালিত করিয়া দেয়। তখন সেবাকার্যের পরস্পরের সমন্বয়ের পরিবর্তে প্রাকৃতাহঙ্কার ও বিদ্বেষভাবের মূর্তিগ্রহ প্রকটিত হইয়া পড়ে। বস্তুবিচ্ছেদ ইত্যাদি অপরাধজনক ও সেবাবুদ্ধির অভাবই তাহার পরিণতি। যে সেবৈক-পরায়ণতা ভক্তবৃন্দের একমাত্র নিদর্শন ও আত্মমঙ্গল-উদ্দেশ্যের একমাত্র কারণ, তাহার অভাবে বা ন্যূনতায় ভগবৎসেবকগণের যে কি ক্ষতি ও অভিসৌষ্ঠবের কি অমঙ্গল অবাধে সম্পাদিত হয় তাহা অবর্ণনীয় ও বিচার সাপেক্ষ।

বিচক্ষণ ব্যক্তিগণকেও অনেক সময় বহুরূপধারিণী, অঘটনঘটনপটীয়সী, মোহিনী মায়ার চৈতন্যিক শক্তি অনাহত প্রভাব করে না। এমন কি, যে আত্মপরীক্ষা-কার্যের অনুশীলন শুদ্ধ-সাধকগণের প্রধানতম অবলম্বন ও অনুকূলপথের অনুসন্ধান দিশাহারা নাবিকের দিক্‌নির্ণয় যন্ত্র (compass) তুল্য,পরমার্থপথ-নির্ণয়ে পথের সহায়, সেই আত্মপরীক্ষা-প্রবৃত্তি অলক্ষ্যে লোপ পায় না। ফল—আত্মদোষসংশোধনে অপ্রবৃত্ত ও পরদোষোদ্ঘাটনে পরমোৎসাহ। ইহার অনিবার্য্য অবশ্যম্ভাবী ফল আত্মদুঃখের উৎসবসাধিনী সেবাপরায়ণতা হইতে বিচ্যুতি লাভ এবং ইহাতেই সর্বনাশ। শ্রেয়ঃকামিমাত্রেরই এ বিষয়ে সর্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখা উচিত। অন্যথায় পতন অনিবার্য। অলমিতি বিস্তরেণ।

গৌড়ীয়-আচার্য-ভাস্করের পাদপদ্মে অভিনন্দন

—:০:—

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতা

(২)

সেদিন সন্ধ্যায় ভারত জন এণ্ডারসন বড়োদের শ্রীবাস বাগবাজারে গিয়েছিলেন, সেখানে সভায় তিনি বলেছিলেন যে,সকল সম্প্রদায়ের মধ্যের জন্য যদি মহাপ্রভুর কথা প্রচারিত হয়, তবে ইহা যে সকলে আদর লাভ করবে তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। বঙ্গেশ্বর বাহাদুরের উপদেশ খুব মূল্যবান্ বটে। কোন ব্যক্তিবিশেষের প্রতি আমাদের কোন বিদ্বেষ নাই। যদি ভগবৎ-সেবাকে অগ্রসর করে থাকি, তবে বাস্তব সার্থক হওয়া সম্ভব হবে। নচেৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থের খাত-প্রতিঘাতে সৌভাগ্য খুঁজিয়া পাওয়া যাবে না। যিনি সৃষ্টিকর্তা যিনি সমস্ত ব্যাপারের নিয়ামক, যিনি সমস্ত মানবজাতির, সমস্ত প্রাণীর মঙ্গলের জন্য যাহা উপদেশ করেছেন, তাহা আমাদের বিচার করা দরকার। শুধু তাই নয়, তাঁর নিজের যে সকল কথা আছে, তাহাও জানা দরকার। সম্যগ্‌ভাবে তাঁহাকে অনুসরণ করা দরকার। সামান্য কারণে ক্ষুদ্র হয়ে নিজেদের ভিতর অশান্তি আনয়ন করব, এরূপ বিচার গ্রহণ করা উচিত নয়। কর্মীর বিচার—আমাদের নিজেদের সুবিধা হউক—এ জগতে এবং পরজগতে। নৈতিক নিয়মগুলি পালন করে ইহ ও পরকালে যা'তে নিজেদের কিছু সুবিধা ক'রে নিতে পারা কর্মীর এই চেষ্টা। জ্ঞানীর বিচার অন্যরূপ তাঁরা জাগতিক সুখ দুঃখ হইতে মুক্ত হ'তে চেষ্টা করিয়া প্রকৃতিতে লীন হ'বার চেষ্টা করে। তাঁহাদের বিচার Pantheistic school এর বিচারের মত। উভয় দলের উদ্দেশ্য একেবারের কিছু সুবিধা করিয়া লওয়া। শ্রীচৈতন্যদেব কিন্তু এই দুই দলের কোন কথাই বলেন নাই।

সুখদুঃখকে ছাড়িয়া দিয়া ভগবানের পালন করা মঙ্গলের বিষয় নয়। আমরা ত সুখদুঃখের মালিক নাই ; অতএব সুখদুঃখের বিচার আমরা কেন করিতে যাই ? ভগবান্ আমাদিগের প্রতি সুখদুঃখের বিচার করিয়া দিয়াছেন। অতএব তাহাতে প্রতিবাদ করিতে যাওয়া আমাদের উচিত নয়। আমাদের সেবা (ভগবৎ-সেবাই) একমাত্র লক্ষ্য হওয়া দরকার, তাহাতে সুখই থাকুক্ বা দুঃখই থাকুক্। তাহাতেই আবার যেন সুখ সুবিধা হয়ে যাবে। মহাপ্রভুর কথাই, যাহা প্রচারিত হয় তাহা সকল হবে, সুখশান্তি বাড়বে। নচেৎ নিজ নিজ বিচারে যেন উদ্যম করবে এবং তাহাতে অশান্তি আনয়ন করবে। নাস্তিকতাবাদের বিচার গ্রহণ করাটা উচিত নয়।

আমরা আপাত-মনোরঞ্জনীয় বিষয়গ্রহণ ক'রলে মনে হয় সব সুবিধা হইয়া যাইবে। তৃণাদপি সুনীচ বিচারে "কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ" সম্ভব। সাধু হ'লে হবে, তাতে সুবিধা আমরা নিবে, মানব হতে হবে। সকলের স্নেহ পাওয়াও দরকার। ভগবানের সেবা করিবার জন্য ব্যস্ত থাকিলেই সমস্তই আপনা আপনি এসে যাবে। শ্রীহরিই যখন জগতের মালিক,তখন তাঁর সঙ্গে সম্বন্ধ কার্য্য সেই পূর্ণ বস্তুর জন্য নিযুক্ত হওয়া দরকার। আমরা বস্তুর জন্য সমস্ত চেষ্টা নিয়োজিত হ'লে সব সুবিধা হ'তে পারবে। যদি দেখা যায় যে, আমরা মূল বস্তুর জন্য ব্যস্ত হ'য়েছি, তবে আমাদের নিত্য মঙ্গলের সুবিধা হয়েছে বুঝতে হ'বে। আমরা যদি নিজেদের মঙ্গলবিধান কর্‌তে পারি, তবে তাহাতে জগতের মঙ্গলও হ'তে পারবে।

আপনাদের মূল্যবান্ অনেক সময় আমি নষ্ট করলাম। উপস্থিত জেলা জজ বাহাদুর, জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর, মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান ও ভাইস্‌চেয়ারম্যান মহোদয়গণ এবং যাঁহারা—যাঁরা কষ্ট স্বীকার ও ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্বক এতক্ষণ আমার কথা শ্রবণ করছেন, তাঁহাদিগকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এক্ষণে আসুন, আমরা কীর্ত্তনমুখে শ্রীমন্দিরের শিলান্যাসকার্য্য সম্পন্ন করি।

অতঃপর সকলে মিলিত হইয়া উপস্থিত হইলে শ্রীল প্রভুপাদ ভক্তবৃন্দসহ ঐ কার্য্য সম্পন্ন করেন। সেখানে ভিত্তিস্থাপন হইল সেই স্থানে একটি কাপড়ের দ্বারা পিতল সাংচায়ো ভিত্তিপ্রস্তর খানি উঠাইয়া ধীরে ধীরে মৃত্তিকাভ্যন্তরে বসাইয়া দেওয়া হয়। অতঃপর আচার্য্যদেবের জন্মোৎসবে তাহা সমাধা করা হয়।

সভায় উপস্থিত বহু গণ্য বিশিষ্ট সম্মানিত ব্যক্তিগণের মধ্যে নিম্নে মাত্র কয়েকজনের নাম উল্লিখিত হইল—

দেওয়ান বাহাদুর সাহেবলাল সেন, রিটায়ার্ড ডিষ্ট্রিক্ট জজ। রায় বাহাদুর দুর্গামোহন নিয়োগী রিটায়ার্ড সবজজ। রায় বাহাদুর শিবচন্দ্র নাগ। শ্রীযুক্ত সৈরেন্দ্র চন্দ্র রায়, জমিদার। রায় বাহাদুর সত্যেন্দ্রকুমার রায়। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র দত্ত, কলোনেট্ স্কুলের হেডমাষ্টার। গ্রামমোহন দেবেন্দ্রকুমার রায়। শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ দত্ত মণিপুর রাজ। শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ চৌধুরী, জমিদার। শ্রীযুক্ত সম্পাদক 'ঢাকা প্রকাশ' ইষ্টার্ণ পোর্টোনীতার। শ্রীযুক্ত প্রাণনাথ দত্ত, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্। মৌলবী সাহেব খাঁ ঢাকা ডিভিশনের কমিশনারের পার্শোন্যাল এসিষ্ট্যাণ্ট। ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান্ ও ভাইস্‌চেয়ারম্যান্। শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র নাগ জমিদার। শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র নন্দী প্লীডার। শ্রীযুক্ত মনোমোহন ঘোষ চৌধুরী। শ্রীযুক্ত সুধাংশুমোহন বসু প্রফেসার। শ্রীযুক্ত কালিপদ বসু প্রফেসার। শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন ঘোষ ম্যাজিস্ট্রেট ;

আসামবাসীগণের শ্রীল প্রভুপাদের অভিনন্দন

গত ৮ই অগ্রহায়ণ অপরাহ্ণ চৌর সময় নারায়ণগঞ্জবাসিগণ তথায় "বাণী থিয়েটার" হলে একটী বিরাটসভায় শ্রীল প্রভুপাদকে একটী অভিনন্দনপত্র প্রদান করেন। থিয়েটারের হলটী গ্রন্থ ও বহুলোকে ভর্ত্তি হইয়া শ্রোতৃবৃন্দে পরিপূর্ণ হইয়াছিল এবং অনেককে দাঁড়াইয়া থাকিতে হইয়াছিল।

৮ম মাত্র বয়সের একটি বালিকা উদ্বোধন-সঙ্গীত কীর্তন করিলে পর শ্রীযুক্ত বাবু [illegible] এম্ এ, বি-এল্, এম্-এল্ মহোদয় অভিনন্দন-পত্রটি পাঠ করেন। ইহার পর শ্রীল প্রভুপাদ সেই অভিনন্দনের উত্তরে একটি প্রাঞ্জল বক্তৃতা প্রদান করেন।

এই অভিনন্দন-সভার বিবরণ নারায়ণগঞ্জের পরের সংখ্যায় আমাদের অনুগামী পাঠকগণের বিজ্ঞপ্তির জন্য প্রকাশিত হইবে। [illegible]

শুদ্ধভক্তি মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ

(আকর-মঠরাজ)

প্রাচীন নবদ্বীপ, অন্তর্দ্বীপ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব-পীঠ হইতে প্রায় ৩০০ হস্ত উত্তর-পূর্বে শ্রীব্রজপত্তনে মাধবীকুণ্ডে চতুস্তম্ভ-মন্দিরে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ বিরাজমান। এই স্থান সারস্বত-শ্রীপাট, সারস্বতপীঠ বা শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তকুঞ্জ। এই মঠ হইতে শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভা এবং অন্যান্য বৈষ্ণব-সমিতির শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-পাদপদ্মাশ্রিত সাধু সম্প্রদায়ের আচার্য-প্রবর তাঁহাদের উপায় বিষয়ের কার্য্য নিত্য যোজন হইতেছেন। এই মঠ হইতে পারমার্থিক বৈদিকপত্র 'নদীয়া-প্রকাশ', সাধক-সম্প্রদায়ে অপ্রকাশিত প্রাচীন ভক্তিগ্রন্থ 'শ্রীমায়াপুর-প্রকাশ' প্রভৃতি প্রকাশিত হইয়াছেন। প্রতি বৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমার ও ফাল্গুনী পূর্ণিমায় শ্রীগৌর-জন্মোৎসবে মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। রক্ষক—শ্রীপাদ বনমালি ব্রহ্মচারী সেবাধ্যক্ষ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬।২ কালী প্রসাদ চক্রবর্তী স্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত শুদ্ধভক্তি-প্রচারোদ্দেশ্যে গৌড়দেশের প্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই মঠ-মন্দিরে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীরাধাগোবিন্দজীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। নিয়মিত পাঠ, সঙ্কীর্তন, ধর্মপ্রচার-উদ্বোধন, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি শাস্ত্রের সম্যক্ আলোচনা হয়। এই মঠ হইতে মহানগরীর সর্বত্র হরিকথা-প্রচার, মহামন্ত্র-সঙ্কীর্তন, নগর, পাড়া ও সঙ্কীর্তন-মহা-মহোৎসবাদি অনুষ্ঠিত হয়। মঠরক্ষক মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ মন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব স্থান মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও বিষ্ণুপ্রিয়া সহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী সেবাকোবিদ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্তন-বিলাস ও শ্রীগৌর-লীলার প্রসিদ্ধ স্থানে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্তমান, রক্ষক—শ্রীমধুসূদন দাসাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্তমান। রক্ষক—গোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

(৭) কাজীর সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীমঙ্গল ব্রহ্মচারী ভক্তালোক।

(৮) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর গদাধর ও রাধামাধবের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান দাস ব্রহ্মচারী।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীচৈতন্য নাথ দাসাধিকারী।

(১০) শ্রীব্রজপত্তন-মঠ "গৌড়ের বৈকুণ্ঠ"

মামগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)।

শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুরের বৃন্দাবনের স্থান। শ্রীগৌরনিত্যানন্দের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণবিহারী ব্রজবাসী, ভক্তভূষণ।

(১১) তোতা কুঞ্জকানন

শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্তী, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীনবীনানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১২) কুঞ্জকুটীর—পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া। রক্ষক—শ্রীঅনুভবানন্দ অধিকারী

(১৩) ভাগবত-আসন—পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

এই স্থান হইতে ভাগবতাসনের গ্রন্থাবলী প্রচারিত হয়। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তালোক, ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৪) একায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাসনাবাদ, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীব্রজনাথ ভট্টাচার্য গোস্বামী ভক্তিভবন

(১৫) মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঁচড়াপাড়া, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরাধিকেশের ব্রজবাসী।

(১৬) মাধবগৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, পোঃ ঢাকা

পূর্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বা-গিরিধারীর সেবা বর্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীপাদ কুঞ্জানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ।

(১৭) গোপালজীউর—কমলাপুর,(ঢাকা)

গোপালজীউর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীমদনগোপাল ব্রজবাসী।

(১৮) পাঁচাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ পাঁচদোনা (ঢাকা)।

এখানে শ্রীপাঁচাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীশ্যামানন্দ ব্রহ্মচারী

(১৯) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

রায়সাহেব বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ এম-এ, বি-এল।

(২০) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাস্, (ঢাকা)

এখানে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্তমান। রক্ষক শ্রীপাদ প্রধান ব্রজবাসী

(২১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ আমলাযোড়া (বর্দ্ধমান)।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বা-গিরিধারীর নিত্য-সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীকেশব দাসাধিকারী।

(২২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ভুবনেশ্বর, পোঃ ভুবনেশ্বর, (মানভূম)

এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীঅমৃতনাথ অধিকারী।

(২৩) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরাঙ্গদা, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীজগবন্ধু ব্রজবাসী ভক্তরত্ন।

(২৪) সোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী।

(২৫) সচ্চিদানন্দ মঠ

বালিয়াটি, পোঃ সুবর্ণবাজার, (কটক)

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ বিনোদবিহারী জীউর নিত্যসেবা বর্তমান। রক্ষক মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর

(২৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ কৃষ্ণক্ষেত্র পুরী,

শ্রীশ্রী গুরু গৌরাঙ্গ গান্ধর্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন।

(২৭) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্বত, পোঃ পুরী শহর।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদবিহারী জীউর নিত্য-সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রমোদ অধিকারী

(২৮) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌরাঙ্গদেব ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীবিপিন-বিহারী দাসাধিকারী।

(২৯) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, গোদাবরী

শ্রীশ্রী গুরুগৌরাঙ্গ গান্ধর্বা-গিরিধারীর সেবা বর্তমান। মঠরক্ষক—শ্রীরাধাচরণ দাসাধিকারী ভক্তিকৌমুদী।

(৩০) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪৭নং ভদৈনী, বেনারস সিটি

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্বাগিরিধারীর সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীকেশব ব্রহ্মচারী।

(৩১) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন

(৩২) পরমহংস মঠ।

পোঃ নিমসার, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর-বিনোদবিহারী জীউর সেবা বর্তমান।

রক্ষক—শ্রীসত্যনারায়ণ দাসাধিকারী।

(৩৩) কৃষ্ণচৈতন্য মঠ

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

এখানে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিত্য-সেবা হয়। রক্ষক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠ

'সর্বাবধূত' মথুরা

রক্ষক - ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ

(৩৫) ব্রজস্বানন্দ সুখদকুঞ্জ—শ্রীরাধাকুণ্ড

রক্ষক—শ্রীনারায়ণচন্দ্রদাস ব্রহ্মচারী

(৩৬) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৩৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ

সেরপাড়া, পোঃ গোগোল, জেলা গুর্দাসপুর (পাঞ্জাব) রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৩৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং বেয়ারার রোড, নিউ দিল্লী।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসম্ভব কুমারশ্রী

(৩৯) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল।

এখানে গৌর বনোয়ারীর সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীবনমালী অধিকারী।

(৪০) সারস্বত-গৌড়ীয় মঠ

ওয়েষ্ট মাম্বালাম, মাদ্রাজ, এস. সি

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ গিরি

(৪১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ রায়পেটা মাদ্রাজ।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্বা-গিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীপাদ সদানন্দ ভক্তিবিলাস।

(৪২) বোম্বে-গৌড়ীয়-মঠ কার্যালয়

খেতওয়াড়ি রোড, ঠাকুরদ্বার, বাড়ী নং ১, বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনবিহারী সেবকরত্ন।

(৪৩) অমরনাথ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমরনাথ, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীচৈতন্য দাস অধিকারী

(৪৪) সত্যভামা গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ১৬০৩, রাজগৃহ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী

(৪৫) পাটনা গৌড়ীয় মঠ

১০০ নিমপুর, পাটনা।

রক্ষক—শ্রীপরমানন্দ ব্রহ্মচারী রামকৃষ্ণ

(৪৬) বালেশ্বর গৌড়ীয় মঠ বালেশ্বর

রক্ষক—শ্রীবনোয়ারীলাল ব্রহ্মচারী

(৪৭) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ-কার্যালয়

৫ গ্লাডিং কোর্ট, সাউথ কেনসিংটন, এস-ডব্লিউ ৭, লণ্ডন

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ।

(৪৮) বার্লিন গৌড়ীয়মঠ কার্যালয়

Berlin W. 30

Eisenacher strasse 29 .I.

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে দ্বাদশ ॥৶
২। আমুনায় বিবৃতি শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। অনুভাষ্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। নবদ্বীপ-পঞ্জিকা ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৩—১৲; ৩য় খণ্ড—৷৹
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—১৲; ২য় খণ্ড ৷৹
৭। শ্রীচৈতন্যদেব—১৲
৮। সংস্কারদীপিকা—দীপিকা ও সংস্কার-চন্দ্রিকা ১
৯। বৈষ্ণব ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমদ্ভাগবত শিক্ষা (বাঁধা) ২৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৷৹
১৪। সাধকণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।৹
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।৹
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৷৹
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ।৹
১৮। প্রেম-প্রদীপ ।৹
১৯। ভক্তিবিনোদ মুক্তাবলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৶৹
২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৷৶৹
২২। ভজন-রহস্য ।৹
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও
শ্রীনবদ্বীপশতকম্ ও (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
২৬। গীতার কেবল বঙ্গ-ভাষা ।৹
২৭। প্রাকৃতরসশতদূষণী সারার্থ ২৲
২৮। বেদান্তদর্শনের সারার্থ ।৹
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৹
৩০। নাম-ভিন্ন রূপ ৶৹
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৶৹
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।৹
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৷৹
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶৹
৩৫। গীতমালা ⁄১৹
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶৹
৩৭। ঐ প্রমাণ খণ্ড ৶৹
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।৹
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ।৹
৪০। শরণাগতি ⁄৹
৪১। গীতাবলী ⁄৹
৪২। ছিয়ে নবদ্বীপ ⁄১৹
৪৩। কল্যাণকল্পতরু
৪৪। জৈবধর্ম্মচন্দ্রিকা ⁄৹
৪৫। নবদ্বীপশতক ⁄৹
৪৬। অর্চ্চনপদ্ধতি ⁄৹
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ⁄৹
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ⁄১৹
৪৯। অমৃতবাণী ⁄১৹
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা
৫২। মণিমঞ্জরী (সামুবাদ)
৫৩। গৌড়কৃষ্ণোদয়ঃ
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ৹
৫৫। প্রশ্নোত্তরাবলী বা সারাসারসংগ্রহ ।৹
৫৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ⁄৹
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।৹
৫৮। শ্রীকৃষ্ণলেখ ৶৹
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶৹
৬০। সারস্বতবাণী ⁄৹

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত সারঃ ।৹
৬১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী কারিকাঃ ।৹
৬২। সক্রিয়-বিকাশনমূলম্ ।৹
৬৩। উপদেশম্ ।৹
৬৪। সম্বন্ধ বিকাশিকা ৷৶৹
৬৫। গৌড়ীয়মঠ পাঠঃ ⁄৹
৬৬। সারার্থবর্ষিণম্ ৶৹

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৭। ভাষ্য রামানন্দ ।৹
৬৮। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন্ বেদান্ত ।৹
৬৯। নামভজন ।৹
৭০। বেদান্ত—ইট্স্ মরফলজি অ্যাণ্ড অণ্টলজি ।৹
৭১। বিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ৷৶৹
৭২। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।৹
৭৩। বৈষ্ণবীজম ।৹
৭৪। সোসাইটি গৌড়ীয়মঠ ইন্ ব্রিফ ⁄৹
৭৫। দি হারমনিস্ট ১
৭৬। ভেদাভেদ ফিলজফি অ্যাণ্ড আবেষেবেণ্ড ডিভোশন
৭৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ৷৹
৭৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ৩৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৭৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।৹
৮০। সাধন-পথ ।৹
৮১। কল্যাণ-কল্পতরু ⁄১৹
৮২। গীতাবলী ⁄৹
৮৩। শরণাগতি ৹
৮৪। শরণাগতি ⁄৹

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৮৪। শরণাগতি ⁄৹

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। নূতন প্লীহা যকৃৎ জ্বরাদির এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অবস্থায় সাধক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৶৹ আনা, বড় বোতল ১৶৹ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং ইণ্টালি ডিহি রোড, কলিকাতা।
অথবা
পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালি আবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

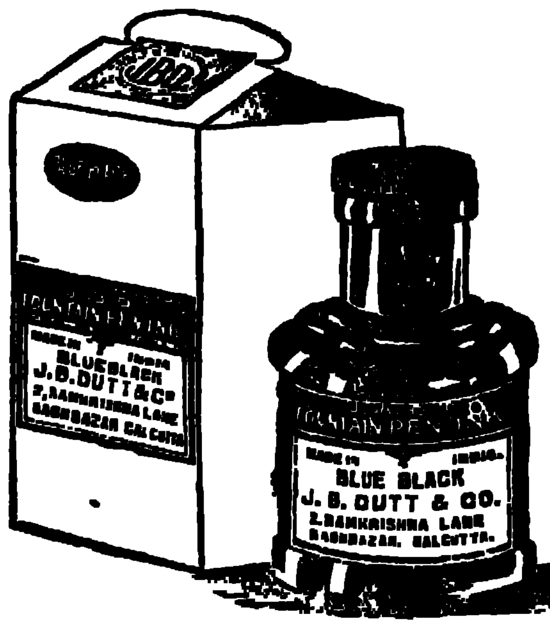

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।
জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং
কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার
কলিকাতা

আমাশয় ও পেটের পীড়ায়

শ্রীশ্যামানন্দ দাস কবিরাজের আবিষ্কৃত

—গ্রহণী বজ্র—

ব্যবহার করুন

আমাশয় প্রভৃতির আমাশয়, গ্রহণী, অজীর্ণ, পেটফাঁপা, অরুচি, শূলবেদনা ও নিদ্রা ইত্যাদির সকল প্রকার নূতন ও পুরাতন পেটের পীড়ায় গ্রহণী বজ্র প্রত্যক্ষ ফল প্রদ মহৌষধ।

যাঁহারা পেটের পীড়ার নানাবিধ চিকিৎসায় আশু ও স্থায়ীফল ব্যর্থ হইয়া ফল লাভ করিতে পারেন নাই তাঁহারা গ্রহণী বজ্র ব্যবহার করুন, ইহার ফলে তুষ্ট হইবেন। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। মূল্য প্রতি শিশি ২৷৹ আনা, ৩ শিশি ২৷৹ টাকা ডাক মাশুল ৷৶৹ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীকৃষ্ণ উষধালয়, ময়মনসিংহ।
ঢাকার এজেন্ট মেসার্স মহেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং
পাটুয়াটুলি, ঢাকা

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সেক্রেটারী-সম্পাদিত ও
ডাঃ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ ব্রহ্মচারী এম, এ, কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

স্থবর্ণ স্থযোগ !

শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদরচিত গৌড়ীয়ভাষ্য সহিত

স্থবর্ণ স্থযোগ !

বিরাট গ্রন্থ

শ্রীশ্রীচৈতন্য ভাগবত

গ্রন্থের আয়তন :—রয়্যাল কোয়ার্টো মূল ১০৯৬ পৃষ্ঠা, সূচীপত্র ২৪৪ পৃষ্ঠা, মোট১৩৪০ পৃষ্ঠা

ভিক্ষা (বাঁধাই) মাত্র ৭, সাত টাকা

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা

নদীয়া সার্টিফিকেট আদালতের নীলাম ইস্তাহার

কেস নং এবং কোর্টের নাম	নীলাম ইস্তাহার (A) (B) বা (C) ধারার ...	ডিক্রীদার	দেনাদার	যে দাবীর জন্য সম্পত্তি বিক্রয়ের আদেশ হইয়াছে	বিক্রয়ের স্থান তারিখ ও সময়	কি স্বত্ব জোত	থানা, মৌজার নাম ও গ্রাম	পরিমাণ ও খতিয়ান (জানা থাকিলে) অথবা অন্য সনাক্তকারী বিবরণ	১০ জমির খাজনা (জানা থাকিলে)	১১ জমা (জানা থাকিলে)	১২ মন্তব্য
২৪৯ A, ৩৩/৩৪ নদীয়া সার্টিফিকেট আদালত		নগীন্দ্রমোহন আচার্য্য সিং	শশি সর্দার	২৩,	৪।৬।৩৫	রায়তি স্থিতিবান	থানা চৌগাছপুর মৌজে [illegible]	৩০৩ খতিয়ান	·৪৫	৮৮/১০	নগীন্দ্রমোহন আচার্য্য সিং
২২৪ A, ৩৩/৩৪		ঐ	দেবেন্দ্রনাথ প্রামানিক	১৮৯/০	৪।৬।৩৫	ঐ	থানা ঐ মৌজে ঐ	১৩ খতিয়ান	·৭০	২।৯/০	
২৩৩ A, ৩৩/৩৪		ঐ	ইমাম মোল্লা	১০৮/৩	৪।৬।৩৫	ঐ	থানা চৌগাছপুর মৌজে [illegible]	৩৩৩ খ	·৩১	১,	
৩৭ N, R, ৩৩/৩৫		গৌরীশঙ্কর রায় বাহাদুর	[illegible]চন্দ্র দাস	২৮।৮/৯	৪।৬।৩৫	ঐ	থানা কৃষ্ণনগর মৌজে [illegible]	১২০।০ খতিয়ান	১·৬৫		গৌরীশঙ্কর রায় বাহাদুর
৫২৯ R, P, ৩৩/৩৪		রায় পালচৌধুরী	[illegible] মণ্ডল	৫৬/০	৫।৬।৩৫	মধ্যস্বত্ব স্থিতিবান	থানা কোতয়ালী মৌজে ব্রাহ্মণপুর	৮১ খতিয়ান	১·১৮	৩০/৩	রায় পালচৌধুরী
৫৩০ R, P, ৩৩/৩৪		ঐ		১৬৬/০	৫।৬।৩৫	ঐ	থানা কোতয়ালী মৌজে আমঘাটা	৩০৫ খতিয়ান	৪·৭২	১৯৮/৯ সেস	
৯৯০ R, P, ৩৩/৩৪		ঐ		১৭।০/৯	৫।৬।৩৫		থানা কৃষ্ণনগর মৌজে [illegible]	৭২ খতিয়ান	৫·০০	বিক্রয়	
৩৫৬ R, P, ৩৩/৩৪		ঐ		১৩,	৫।৬।৩৫	ঐ	থানা কোতয়ালী মৌজে কোতয়ালী	২০৪ খতিয়ান	৪·৭৫	৮/৩সেস	
১৩০ A, ৩৩/৩৪		নগীন্দ্রমোহন আচার্য্য সিং	ভজিমদি মোল্লা সিং	২৩,১১	৬।৬।৩৫	রায়তি স্থিতিবান	থানা চৌগাছপুর মৌজে নওদাই	৩৯১ খতিয়ান	১·২৮	৩/৯	নগীন্দ্রমোহন আচার্য্য সিং
৯৫ A, ৩৩/৩৪		ঐ	[illegible] প্রামানিক	১০।৫/৩	৬।৬।৩৫	রায়তি স্থিতিবান	থানা ও মৌজে চৌগাছপুর	৫৩৭ খতিয়ান	১·৭		ঐ
৩৬ A, ৩৩/৩৪			[illegible] মণ্ডল	৪৭৮/১	৬।৬।৩৫	রায়তি স্থিতিবান	থানা ও মৌজে চৌগাছপুর	১৫০৬ খতিয়ান			

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'শ্রীনাম' নবদ্বীপ

দৈনিক

REG. C 1544

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA PRAKASH

ছান্দোগ্যোপনিষদ্
বঙ্গাক্ষরে মূল ও
অনুবাদসহ প্রকাশিত
হইয়াছে। কাগজ ও
ছাপা অতি উত্তম।
ভিক্ষা ।॰ মাত্র
শ্রীচৈতন্যমঠ,
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

"গৌড়ীয়"
৭ম বর্ষ হইতে
১০ম বর্ষ পর্যন্ত
প্রতি বর্ষ কাপড়ে
বাঁধাই
ভিক্ষা ৩॥॰ মাত্র।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ
বাগবাজার, কলিকাতা

ভারতের সর্বত্র একমাত্র প্রচার পরায়ণ নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

১০ম খণ্ড শ্রীমায়াপুর—৪ঠা বৈশাখ, বুধবার ১৩৪২. ১৭ই এপ্রিল ১৯৩৫ [৩৯শ সংখ্যা

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

—:০:—

সম্রাটের রজত জুবিলি উৎসব

পারিতোষিক মুদ্রা বিক্রয়

১৯৩৫ সনের ৬ই মার্চ তারিখে প্রকাশিত 'রাজকীয়-সংবাদে' জ্ঞাত করান হইয়াছে যে, সম্রাটদম্পতীর রাজত্বের পঁচিশতিতম বৎসরের স্মৃতি-রক্ষার্থ এক পারিতোষিক মুদ্রা দুই আকারে মুদ্রিত করিয়া বিক্রয় করা হইবে মুদ্রার প্রধান চিহ্নাঙ্কিত পৃষ্ঠে রাজমুকুটযুক্ত সম্রাটদম্পতীর প্রতিমূর্তি ও রোমান্ অঙ্ক MCMX-MCMXXXV এবং বিপরীত পৃষ্ঠে Windor Castle খোদিত থাকিবে। সর্বসাধারণের সুবিধার জন্য ইহা স্থির করা হইয়াছে যে স্থানীয় জুবিলি কমিটি সকল তাহাদের সভ্যগণের দ্বারা বিক্রয়ার্থ পরিতোষিক মুদ্রা সরবরাহের জন্য আবেদনপত্র ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের দ্বারা কলিকাতার মিন্ট মাষ্টারের নিকট পাঠাইতে পারিবেন। বর্তমান পারিতোষিক মুদ্রার জন্য আবেদন করা হইবে তাহার মধ্যে শতকরা ৫০ ভাগের অনধিক সংখ্যক অবিক্রীত মুদ্রা ফেরৎ দেওয়া যাইবে। নূতন পক্ষে বড় আকারের ৫০টী ও ছোট আকারের ১০টী মুদ্রা একের জন্য দরখাস্ত গ্রহণ করা হইবে। বিক্রেতাগণকে নির্দ্দিষ্টহারে কমিশন দেওয়া হইবে।

--

পিতা কর্তৃক কন্যা খুন

হাওড়া জিলার বেউলা গ্রাম হইতে বাগনান থানায় এই মর্ম্মে এক সংবাদ আসিয়াছে যে, এক ব্যক্তি তাহার ৪ বৎসর বয়স্কা কন্যাকে হত্যা করিয়াছে।

প্রকাশ, অস্বাভাবিক গরমের জন্য বালিকার পিতা বারেন্দায় শয়ন করে এবং বালিকার মাতা বালিকাকে সঙ্গে করিয়া ঘরের ভিতর নিদ্রা যায়। শেষ রাত্রিতে বালিকার পিতা বালিকাকে তাহার নিকট লইয়া আসে এবং উভয়েই নিদ্রিত হইয়া পড়ে। ভোর হইলে ঐ ব্যক্তির স্ত্রী গোঙ্গান শব্দ শুনিয়া বারেন্দার দিকে যাইয়া দেখে যে তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তাহার কন্যাকে কাটিতেছে। সে বাটীতে না যাইতে বালিকার প্রাণবিয়োগ ঘটে। বালিকার পিতার সাময়িক মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটে। সে উলুবেড়িয়া ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট স্বীকারোক্তি করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

বরিশালে ভীষণ ঝড়

বরিশাল হইতে প্রকাশ, গত অপরাহ্নে বরিশাল সহরের উপর দিয়া ভীষণ ঝড় বহিয়া গিয়াছে। ঝড়ের বেগ এত প্রবল ছিল যে, বি এম কলেজের মুসলমান ছাত্রদের হোষ্টেলের চাল কম্পমান এবং হিন্দু হোষ্টেলের ছাদ উড়াইয়া দেয়। মুসলমান হোষ্টেলের দেওয়ালও পড়িয়া যায়। লেকচার-রুমের টালী পড়িয়া প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর বহু ছাত্রী গুরুতরভাবে আহত হয়। টেকনিক্যাল স্কুলের বাড়ীরও যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে, বহু বৃক্ষ উৎপাটিত হইয়াছে এবং নদীতে বহু নৌকা জলমগ্ন হইয়াছে। ক্ষতির পরিমাণ ২০ হাজার টাকা হইবে। গ্রীষ্মাবকাশের জন্য কলেজ যথা সময়ের পূর্ব্বেই ছুটী দিতে হইবে।

মফঃস্বলের কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

কার্তুজভরা কলসী প্রাপ্তি

প্রকাশ, গত ১১ই এপ্রিল সন্ধ্যাকালে কালীতলার উত্তর দিকে কাচাইবালায় এক মাটির কলসীতে কতকগুলি বারুদ এবং কতকগুলি তাজা কার্তুজ পাওয়া গিয়াছে।

প্রকাশ কয়েকটি বালক মাছ ধরিতে গিয়া কলসীটির সন্ধান পায়। কলসী তুলিয়া যখন দেখা যায় যে, উহার মধ্যে কার্তুজ রহিয়াছে, তখনই পুলিশে সংবাদ দেওয়া হয়। পুলিশ আসিয়া কলসীটি ও কার্তুজগুলি লইয়া গিয়াছে।

শালিখার ভীষণ অগ্নিকাণ্ড

গত শনিবার হাওড়া শালিখায় শ্রীগণেশ জুট মিলসে এক ভীষণ অগ্নিকাণ্ড হইয়া গিয়াছে।

প্রকাশ যে, শনিবার বেলা অনুমান ৩ টার সময় শ্রীগণেশ জুট মিলস্এর এক দোতালা পাট গুদামে আগুন লাগে। আগুন লাগা মাত্রই দমকলে সংবাদ দেওয়া হয়। ১৮টি দমকল সারাদিন কাজ করিয়াও আগুন নিবাইতে পারে নাই।

গুদামটি একেবারে ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে। ক্ষতির পরিমাণ জানা যায় নাই।

এক পরিবারের সর্বস্ব ভস্মীভূত

বগুড়া জেলায় মুরাইল গ্রামে অগ্নিকাণ্ডের ফলে এক পরিবারের ছয়খানি ঘর, তাঁহাদের বহু মূল্যের স্বর্ণালঙ্কার এবং অন্যান্য অস্থাবর সম্পত্তি ভস্মীভূত হইয়াছে। দুইটি গাভীও পুড়িয়া মরিয়াছে।

শিশুপুত্র সহ বিধবার আত্মহত্যা

সিউড়ী হইতে প্রকাশ, জনৈক ভাগ্যবানের কর্মচারীর এক কন্যা সম্প্রতি বিধবা হন। সিউড়ী সহরের প্রায় ১৮ মাইল দূরবর্তী হেতমপুরে এক পুষ্করিণীতে তাঁহার ৪ বৎসর বয়স্ক পুত্রকে লইয়া তিনি আত্মহত্যা করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। তাঁহার শিশু পুত্রটি একখানি কাপড় দ্বারা তাঁহার বুকের সহিত জড়াইয়া বাঁধা ছিল।

নৃশংস হত্যা-কাণ্ড

ঢাকার প্রথম অতিরিক্ত দায়রা জজ মিঃ বি মজুমদার জুরীর সঙ্গে একমত হইয়া ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩০২।১২০ ক, ৩৬৪, ৩৬৪।১২০ ক, ধারা মতে রায়পুরা থানার অন্তর্গত মানুপুর গ্রামের মবারক খানকে খুন করার অপরাধে ঐ গ্রামেরই আমিরুদ্দিন, তাহার পুত্র গাপু শেখ, নায়েব আলী এবং আবদুল আজিজ এই চারি জনের প্রত্যেককে যাবজ্জীবন নির্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। অভিযোগে প্রকাশ, বিগত ১২ই ডিসেম্বর তারিখে সন্ধ্যা সাড়ে ছয় ঘটিকার সময় আসামী আবদুল আজিজ এবং অপর এক ব্যক্তি মবারককে তাহার বাড়ী হইতে ডাকিয়া আনিয়া উহাকে এক মাঠে লইয়া যায়; তথায় আসামীগণ এবং আর চারি ব্যক্তি উহারা এখনও পলাতক আছে। উহাকে খুন করে। শবব্যবচ্ছেদ পরীক্ষার ফলে নিহত ব্যক্তির শরীরে ১৬টি আঘাত দেখিতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে ১০টি আঘাত মাথা হইতে গর্দ্দানের মধ্যে হইয়াছিল। দায় আঘাতে মস্তিষ্ক মাথারখুলি হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছিল, গর্দ্দান কাটিয়া গিয়াছিল, একটা চক্ষু সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল এবং গণ্ডদেশ কাটিয়া গিয়াছিল। পূর্ব্বোক্ত ধারা সমূহ ছাড়া, ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩০ ।১৪৯ ধারার অভিযোগও আসামীদের বিরুদ্ধে ছিল; কিন্তু এক দোষোক্ত থাকায় দুই জন আসামীদিগকে নিষ্কৃতি দেন।

অশ্ব হইতে পতনে ম্যাজিস্ট্রেটের মৃত্যু

গত ১০ই এপ্রিল ভোরে ফরিদপুরের জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ এস্ ব্যানার্জি আই সি এস্, অশ্বারোহণে ভ্রমণকালে অশ্ব হইতে পড়িয়া যাওয়ার গুরুতররূপে আহত হইয়াছেন। ঘোড়াটি যখন দ্রুতবেগে দৌড়াইতেছিল, তখন সম্মুখে একটি মোটর পড়ে। মিঃ ব্যানার্জি লাগাম কসেন; এই অবস্থায় ঘোড়াটি লাফাইয়া উঠে ও তিনি রাস্তায় পড়িয়া যান এবং তাঁহাকে সত্বর ঘটনাস্থল হইতে ডিস্ট্রিক্ট জেলের কুঠিতে স্থানান্তরিত করা হয়। ডাক্তারগণের যথাসাধ্য চেষ্টা সত্বেও শনিবার পর্য্যন্ত তাঁহার জ্ঞান হয় নাই। ডাক্তারগণ অবস্থা গুরুতর বলিয়া মনে করেন। ১১ই এপ্রিল চিটাগাং মেলযোগে কলিকাতা হইতে লেঃ কর্ণেল এণ্ডারসন আসিয়াছিলেন এবং তিনি ঢাকা মেলযোগে তাঁহাকে কলিকাতায় লইয়া আসিয়াছিলেন। ম্যাজিস্ট্রেটকে ডিস্ট্রিক্ট জজ মিঃ এস্ কে গুপ্ত ও তাঁহার পত্নী আপ্রাণ সেবা শুশ্রূষা করিয়াছেন এবং স্থানীয় ভদ্রলোকগণও যথাসাধ্য সাহায্য করিয়াছিলেন।

হাসপাতালে মৃত্যু

অজ্ঞান অবস্থায়েই মিঃ ব্যানার্জিকে কলিকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে লইয়া আসা হইয়াছিল। গত শুক্রবার রাত্রে তথায় তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

অধ্যাপকের দুর্মতি

অখিল মিস্ত্রী লেনের প্রসিদ্ধ কয়লা ব্যবসায়ী শ্রীযুত উমেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের দৌহিত্র শ্রীমান সমরেশ মুখোপাধ্যায় এ-বার রিপন কলেজ হইতে বি. এ পরীক্ষার্থী ছিল। ঘটনায় প্রকাশ, তাহার পাঠ্যের রিপন কলেজের অঙ্ক শাস্ত্রের অধ্যাপক জনৈক অধিনী গুপ্ত হলঘরে ছাত্রের হইয়া আশুতোষ হলে পরীক্ষা পত্র লিখিবার সময় ধরা পড়েন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেট এই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, উক্ত অধ্যাপক ও ছাত্র উভয়কে ফৌজদারী সোপর্দ্দ করিবার জন্য পুলিশের উপর ভার অর্পণ হউক। আরও প্রকাশ যে রিপন কলেজের কর্তৃপক্ষ উক্ত অধ্যাপককে পদচ্যুত করিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ আরও নির্দ্দেশ দিয়াছেন যে, উক্ত অধ্যাপক অতঃপর আর কোনও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে কাজ করিতে পারিবেন না।

বানরওয়ালা ডাকাতদল

ভাওয়াল পরগণায় (ঢাকা) এক অদ্ভুত ডাকাতের দল ধরা পড়িয়াছে। ইহাদের কর্ম পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য ছিল যে, ইহারা সকল বাড়ী... [illegible]

সকল বাড়ীতে বিনা আগ্নেয়াস্ত্রে ডাকাতি করিয়া অন্যান্য লুণ্ঠিত দ্রব্যের সহিত বন্দুকও লুণ্ঠন করিত; এইরূপে ডাকাতি করিয়া যখন ইহারা দুইটি বন্দুক সংগ্রহ করিয়াছে, তখন কালীগঞ্জের পুলিশ ইহাদের সন্ধান পাইয়া এই দলের প্রধান ব্যক্তিকে ধরিয়া ফেলিয়া বিচারের জন্য ঢাকাতে চালান দেয়। ইহাদের দলপতির একটি সুশিক্ষিত বানর ছিল; ঐ বানরটি লইয়া সে গ্রামে গ্রামে বানর নাচাইয়া বেড়াইত এবং এই উপায়ে অপরের সন্দেহের উদ্রেক না করিয়া গ্রামের পথঘাট বাড়ীঘর চিনিয়া লইত এবং ছোট ছোট ছেলেদের সঙ্গে আলাপ করিয়া কোন্ বাড়ীতে, কোন্ ঘরে বন্দুক আছে ইত্যাদি সংবাদ সংগ্রহ করিত। ধৃত ব্যক্তিদের মধ্যে আরেতালি ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট স্বীকারোক্তি করে এবং পরে সে বিচারার্থ দায়রা সোপর্দ্দ হইলে জজ সাহেবের নিকটও নিজের দোষ স্বীকার করে। ঢাকার দ্বিতীয় অতিরিক্ত সেসন জজের আদালতে এই মোকদ্দমার বিচার হয়; বিচারে স্বীকারোক্তিকারী আরেতালির চারি বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হয়; বাকী আসামী হোসেনালি, জহর, বুইটা ও নায়েব আলি ইহাদের প্রত্যেকের প্রতি পাঁচ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়।

দাক্ষিণাত্যের নামজাদা ডাকাত

পুনা হইতে প্রকাশ, কোলাপুরের পুলিশ কর্তৃক ধৃত এতদঞ্চলের নামজাদা ডাকাত সখারাম বাওয়েকে চিকিৎসার্থ ষ্টেট হাসপাতালে রাখা হইয়াছিল। গত পূর্ব্ব সোমবার রাত্রিকালে সে হাসপাতাল হইতে পলায়নের চেষ্টা পায়। দুই ঘণ্টা ধরিয়া প্রবল পরিশ্রমের পর পুলিশ তাহাকে পুনরায় গ্রেপ্তার করিতে সক্ষম হইয়াছে।

— —

রক্তাক্ত কলেবরে পাঞ্জাবী

গত শনিবার প্রাতে আজব সিং নামক জনৈক পাঞ্জাবী রক্তাক্ত অবস্থায় হাপাইতে হাপাইতে ভবানীপুর থানায় উপস্থিত হয় এবং বলে যে, সে তাহার বড়ভাই মেজা সিংকে খুন করিয়াছে। পুলিশ তাহাকে তৎক্ষণাৎ গ্রেপ্তার করে।

অনুসন্ধানে জানা যায় যে শনিবার দিন প্রাতে দুই ভাইয়ের মধ্যে একটি স্ত্রীলোক ঘটিত ব্যাপার লইয়া বচসা হয়। এই বচসা পরে তরবারিতে পরিণত হয়। আজব সিং নাকি কৃপাণ দ্বারা মেজা সিংয়ের গলা প্রায় অর্দ্ধেক কাটিয়া ফেলিয়াছে। ভবানীপুর থানার ইন্সপেক্টর মিঃ কে এইচ মেজা এই বিষয়ে তদন্ত করিতেছেন।

শনিবার দিন প্রাতে এই ঘটনায় ভবানীপুরে খুব চাঞ্চল্য সৃষ্টি হইয়াছিল।

শিকার করিতে যাইয়া নিজের প্রাণনাশ

জব্বলপুর হইতে প্রকাশ, রেভারেণ্ড সি. এল, টেরী নামক জনৈক আমেরিকান খৃষ্টধর্ম-প্রচারক গত ১১ই এপ্রিল অপরাহ্নে যখন শিকার করিয়া ফিরিতেছিলেন, তখন হঠাৎ তাঁহার বন্দুক হইতে গুলী বাহির হইয়া তাঁহার শরীরে বিদ্ধ হওয়ায় তাঁহার মৃত্যু ঘটিয়াছে। জব্বলপুর হইতে প্রায় ৩০ মাইল দূরবর্ত্তী সোহাগপুর গ্রামের নিকট ঐ দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে।

ফাউণ্টেন পেন চুরিতে দুই বৎসর কারাদণ্ড

শেয়ালদহ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট বরিক্রম নাম্নী এক নারীর প্রতি দুই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিয়াছেন। এই রমণীর বয়স ৫০ বৎসর এবং চুরি এর পেশা। দুইটি ফাউণ্টেন পেন চুরি করায় তাহার প্রতি উক্তরূপ দণ্ডাদেশ হইয়াছে। ইতোপূর্ব্বে তাহার আরও ছয়বার দণ্ড হইয়াছিল, একথা সে স্বীকার করিয়াছে।

গোরক্ষপুরে ট্রেণ সংঘর্ষ

গোরক্ষপুরের এক সংবাদে জানা গিয়াছে যে, গত ১২ই এপ্রিল রাত্রি আটার সময় সাইন সরাই ষ্টেশনে ১১নং আপ প্যাসেঞ্জার ট্রেণের সহিত একখানি ডাউন ট্রেণের সংঘর্ষ হয়, ফলে ডাউন ট্রেণে জনৈক ক্রুম্যান নিহত ও অপর ১জন আহত হইয়াছে

কলিকাতার বাজার দর

চাউলের দর

	প্রতি মণ
বালাম বাদি	৬৷৷০
মোটা চাল	৫৷৷৵০
কাটারীভোগ	৫৷৷৵০-৫৷৷৶০
বাঁকতুলসী	৪৷৶০
নাগরা	৩৷৷৶০
ঐ পুরাতন	৪৷০
পাটনাই উৎকৃষ্ট	৪৲
এক্সরেক কোয়ালিটি	৩৷৷৵০
সিদ্ধ রেঙ্গুণ	২৷৶০
আতপ -	
নূতন আতপ	৩৷৷৵০-৩৷৷৶০
পেশোয়ারী	৮৷০-৮৷৷০
বাঁকতুলসী আতপ	৪৷৷৵০-৬৷৷৶০
ঐ বাদাবি	৪৷০-৪৷৷০
পাটনাই আতপ	৪৷০-৪৷৷৵০
কাটারীভোগ	৫৷৷০
ঐ রেঙ্গুণ	২৷৷০

আটা ও ময়দার দর

পেটেন্ট ময়দা প্রতি মণ	৫৷৵০-৫৷৷০
গৃহস্থালীর ব্যবহারোপযোগী	৪৷৷০-৪৷৷৶০
আটা (বি)	৪৷৷৵০-৫৲
সুজী	৫৵০-৫৷০
আটা (এস)	৪৷৵০-৪৷৷০
,, (২)	৪৷৵০ ৪৷৷৵০
,, (কে)	৪৷০ ৮৷৵০
,, (৩	৩৷৷৵০ ৩৷৷০

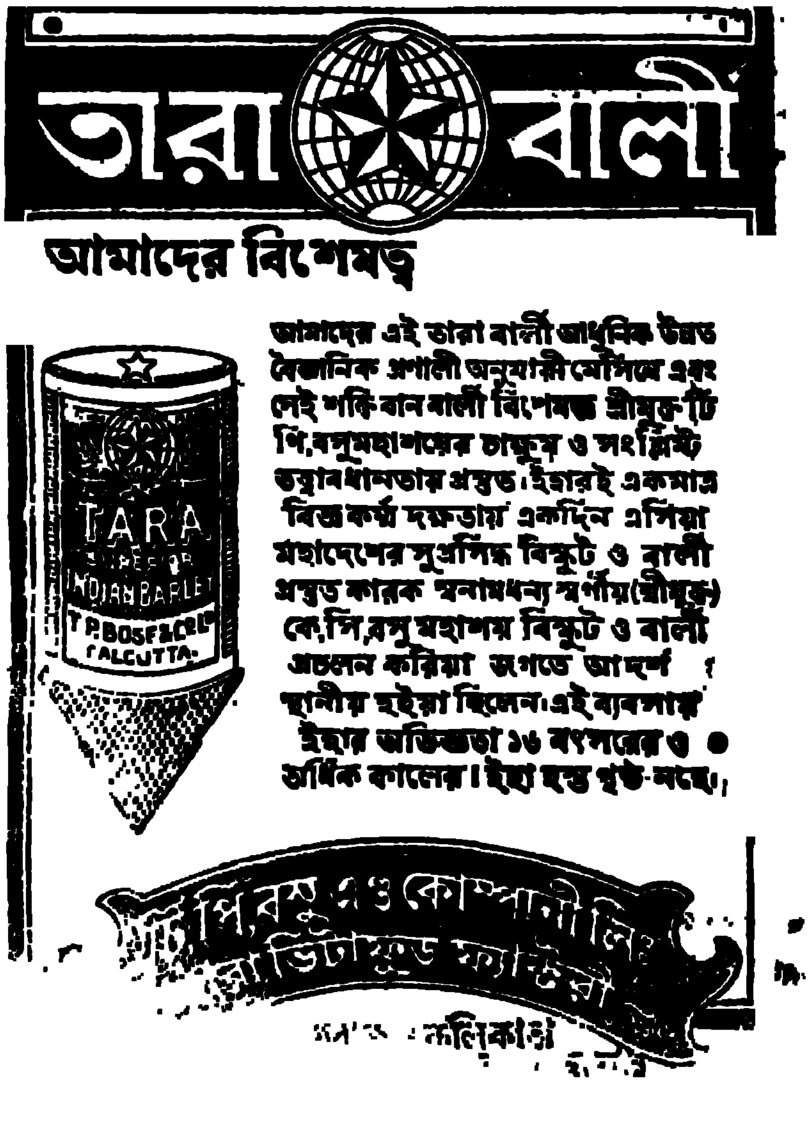

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ।

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১০ম বর্ষ | ২৮ বিষ্ণু গৌরাব্দ ৪৪৯ ৪ঠা বৈশাখ বঙ্গাব্দ ১৩৪২, ১৭ই এপ্রিল ইং ১৯৩৫ | বুধবার | ৩১তম সংখ্যা

প্রভুপাদ

ময়মনসিংহ ১৪।৪।৩৫

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের মুকুটমণি প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর ঢাকা হইতে আসিয়া আজ দিবস চতুষ্টয় যাবৎ ময়মনসিংহে আছেন। তাঁহার সঙ্গে তাঁহার বহু সেবকও আসিয়াছেন। আনন্দ-লীলাময়বিগ্রহ শ্রীগৌরহরির প্রকাশবিগ্রহের আগমনে এই কয়েক দিবস ময়মনসিংহ হরি-সংকীর্ত্তন-প্লাবনে আনন্দে ভাসিতেছে। অনুক্ষণ পাঠ-কীর্ত্তন, বক্তৃতা-শ্রবণ প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হইতেছে। বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি শ্রীল প্রভুপাদের পদাব্জিকে উপস্থিত হইয়া হরিকথা শ্রবণ করিতেছেন। শ্রীল প্রভুপাদও বিশ্রামাদির কথা সম্পূর্ণভাবে বিস্মৃত হইয়া দর্শনার্থী জনগণকে হরিকথামৃতে আপ্যায়িত করিতেছেন। প্রকৃত বিদ্বান্ ও প্রাকৃত পণ্ডিত বা অবিদ্বান্ জনগণের পার্থক্য প্রদর্শন করিয়া সহজসরলভাবে ভগবদ্ভজন করাই যে জীবমাত্রেরই একমাত্র কর্ত্তব্য, তাহা তিনি বিশেষ করিয়া সকলকে বুঝাইয়া দিতেছেন যাহারা অবিদ্যায়ারা জড়া প্রকৃতিতে আবদ্ধ, সেই সকল অজ্ঞানবিমূঢ় ব্যক্তি যাবতীয় কার্য্যে ঈশ্বরের আবশ্যকতা বুঝিতে না পারিয়া নিজদিগকে কর্ত্তাকার্য্যের কর্ত্তা বলিয়া অভিমান করে, ইহা অজ্ঞানের লক্ষণ মাত্র। যে ব্যক্তি গুণ-কর্মবিভাগের তত্ত্ববিৎ, তিনি সমস্ত প্রাকৃতকার্য্যে আসক্ত হন না; তিনি জানেন, শুদ্ধ জীবাত্মা ভগবদ্ভজনরূপ বিজ্ঞান-আনন্দস্বরূপ। সেই আত্মা স্বরূপ-ভ্রমে প্রাকৃত অহঙ্কারবদ্ধ হইয়া জড় কার্য্য স্বীকার করিতেছে। বস্তুতঃ শুদ্ধ আত্মা সেরূপ কার্য্য করেন না। আত্মার উপাধি যে মন প্রাকৃত অহঙ্কার বা ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা বিষয় কার্য্য করে। সুতরাং সমস্ত প্রাকৃত কার্য্যে জীবের যেরূপ অভিমান, প্রকৃতি ও প্রকৃতি নিয়ন্তা পরমাত্মা এই ত্রিবেণীর কর্তৃত্ব। যাঁহারা নিত্যকল্যাণপ্রদ আত্মধর্ম্মের অনুশীলনাকাঙ্ক্ষী, তাঁহারা অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সদ্গুরুর পাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ভগবদ্ভজনে নিযুক্ত হইবেন। তিনিই তাঁহাদের ক্রীড়াকৃতি এই ভব-জলধি উত্তীর্ণ হইতে হইলে মনুষ্যতনুরূপ সুপটু নৌকা সদ্গুরু-কর্ণধারের চালনাধীনে স্থাপন পূর্ব্বক ভগবৎ কৃপানিল-প্রবাহে চালিত করিতে হইবে। তদ্ব্যতীত গত্যন্তর নাই। যাঁহারা মনুষ্যদেহ লাভ করিয়াও ভব-সাগর হইতে উত্তীর্ণ হইবার জন্য চেষ্টা না করেন তাঁহারা বাস্তবিকই আত্মঘাতী। এসকল কথা শ্রীল প্রভুপাদ অহরহঃ কীর্ত্তন করিতেছেন। তদ্ব্যতীত রূপানুগ-ভজনবৈশিষ্ট্যের বিষয়, ভজনের ক্রমোন্নতিপথে এক-বায়ুতে, লক্ষ্মীনারায়ণ, রামসীতা ও শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের ভজন চমৎকারিতাও শ্রীল প্রভুপাদ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। শ্রীশ্রীগোপীজনবল্লভের ভজন-কারিগণ ভজন-রাজ্যের শীর্ষদেশে অবস্থিত কেন, তাহাও শ্রীল প্রভুপাদ সুযুক্তি সহকারে কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। শ্রীল প্রভুপাদ আজ ময়মনসিংহ পরিত্যাগ করিতেছেন, তাই ভক্তবৃন্দ ও জনসাধারণ তাহা চিন্তা করিয়া দুঃখভারাক্রান্ত হইয়াছেন।

শ্রীগৌরগদাধর মঠে রামনবমী উৎসব

চাঁপাহাটী ১৩।৪।৩৫

গত ২৯শে চৈত্র শুক্রবার শ্রীরামনবমী তিথি উপলক্ষে চাঁপাহাটী শ্রীশ্রীগৌরগদাধর-মঠে মহোৎসব নির্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে। উক্ত উপলক্ষে শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে এবং অন্যান্য বিভিন্ন স্থান হইতে বৈষ্ণববৃন্দ যোগদান করিয়া আনন্দবর্দ্ধন করেন।

গত ২৮শে চৈত্র বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার সময় শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দদেবকে নানাবিধ সুগন্ধি পুষ্পমাল্যাদি দ্বারা বিভূষিত করিয়া দোলমঞ্চে আরোহণ করাইয়া অর্চ্চন হয়। ঐ আরাত্রিকের সময় চতুর্দ্দিক শঙ্খ, ঘণ্টা, কাঁসর, মৃদঙ্গাদির মাঙ্গলিক নিনাদে মুখরিত হইতে থাকে। ভক্তগণ সমবেত-কণ্ঠে মহামন্ত্র কীর্ত্তন হইতে থাকে; এইরূপে অধিবাস শেষ হইলে পুনরায় শ্রীবিগ্রহ-যুগল শ্রীমন্দিরে গমন করেন। সন্ধ্যার পর 'শ্রী'ওয়ারী পরমহংস আশ্রম মহারাজ শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে মহাপ্রভুর বাল্য-লীলা পাঠ করেন।

--

পর দিবস শ্রীরামচন্দ্রের জন্মোৎসব-দিবস শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে বিরক্ত ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ সর্ব্বকারানন্দ, উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ কাব্যপুরাণতীর্থ কাব্য-বিনোদ ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপুরুষোত্তম ব্রহ্মচারী, শ্রীমান্ গুরুজ্ঞ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণগণ এবং সেরপুর শ্রীসনাতন-মঠ হইতে শ্রীঅদ্বৈতদাস বাবাজী প্রভৃতি বহু ভক্ত যোগদান করিয়া মহোৎসবটী সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন করেন। শ্রীশ্রীগৌরগদাধর, শ্রীশ্রীরাধা গোবিন্দদেবের অপূর্ব্ব পূজার সৌষ্ঠব দেখিয়া দর্শকবৃন্দ বিশেষ আনন্দ লাভ করেন। প্রাতঃকালে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হইয়াছে। মধ্যাহ্নে নানাবিধ ব্যঞ্জনাদি দ্বারা ভোগরাগান্তে ভোগ আরতি কীর্ত্তন হয়। অপরাহ্নে শ্রীমৎ আশ্রম মহারাজ শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত আদি লীলা ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ হইতে শ্রীগৌরজন্ম-লীলা পাঠ করেন ও প্রসঙ্গক্রমে শ্রীরামচন্দ্রের জন্ম, অন্যের অনুকাহিনী ও রঘুনাথের চরিত্র প্রভৃতি বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হয়। অপরাহ্নে ভক্তগণকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ প্রদান করা হয়। প্রায় বহু নরনারী এই উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী উৎসব উপলক্ষে যে-প্রকার কঠোর পরিশ্রম করিয়া সেবা-কার্য্যাদি করিয়াছেন তাহা বিশেষ প্রশংসনীয়। শ্রীপাদ সর্ব্বকারানন্দ ও পণ্ডিত কাব্যপুরাণতীর্থ মহাশয় আবেগভরে মহাজন-পদাবলী সুমধুরস্বরে কীর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রীশ্রীগৌরগদাধরের শ্রীমন্দির সমস্ত দিন পাঠকীর্ত্তনাদিতে মুখরিত ছিল। তৎপর দিবস প্রাতঃকালেও 'ভজরে ভজরে আমার মন অতি মন্দ' কীর্ত্তনে সমস্ত চম্পহট্ট প্রায় মুখরিত হইয়াছিল। উৎসব-দিবস সন্ধ্যার পর বাবাজী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য খণ্ড পরিচ্ছেদ হইতে রামদাস বিপ্রের উপাখ্যান পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

শ্রীচৈতন্যমঠের অক্লান্ত প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তি স্বরূপ পর্ব্বত মহারাজ গত ৯০শে চৈত্র শনিবার মেদিনীপুর জেলার কাঁথি-প্রাণবল্লভপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ নন্দ মহাশয়ের গৃহে শুভাগমন করিয়া শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে ভাবভক্তি সহকারে পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

নবদ্বীপ পঞ্জিকা—৪৪৯

গৌরাব্দ সাতশ সুন্দর নবদ্বীপ পঞ্জিকা বাগবাজার গৌড়ীয়মঠে পাওয়া যাইবে। ভিক্ষা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৮ ভূত অগ্রহায়ণ ৪৪৯

১৩৪১ বঙ্গাব্দ

১৩৪১ বঙ্গাব্দ কালের করাল-কবলে চিরকালের জন্য অন্তর্হিত হইয়াছে। 'আনন্দবাজার' বিগত ৩০ শে চৈত্র তারিখের অগ্রলেখে বলিয়াছেন "১৩৪১ সাল কি-ভাবে কাটিল, এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে যে সাধারণ বাঙ্গালী সমস্বরে বলিবে, দুঃসময়। কৃষক বলিবে, ফসলের মূল্য নাই, জমিদারের খাজনা দিতে পারি না, মহাজনের দাবায় প্রাণ কণ্ঠাগত। আমাদের বাণিজ্যেও বড় বড় বাণী বেশ আছে, খাজনা দিবার সামর্থ্য নাই, আমার চলে কি করে? বিদ্যার্থী শিক্ষা-শাসক দিতে পারি না; অসচ্ছলতা বশতঃ মাহিনা দিতে পারি না। শিক্ষালয়ের উৎসব বন্ধ করিতে হইয়াছে। যে সরকারী দপ্তরে আমাদের মান-সম্ভ্রম, অধ্যক্ষ-অধ্যাপকদের ছিল, আজ তাহারা কথা শুনাইয়া বলে,—নিজের কর্মদোষে মরিতেছ, আমরা করিব কি? মজুর বলে,—সুখ চাই না বাপু, আমরা আধপেট খাইয়া বাঁচি। গৃহস্থ বুঝিয়া কি ফল পাইব? ব্যবসায়ী বলে, বিক্রী নাই। উকীল বলে,—মক্কেল নাই; ডাক্তার বলে,—রোগী আছে, পয়সা নাই; শিক্ষিত বেকার যুবক বলে, চাকরী নাই; সকলে—নাই! নাই! এই হাহাকার চৈত্রের দমকা হাওয়ার মতই হাহা করিয়া উঠে" ইত্যাদি।

— —

এই নাই-এর শুধু যে বঙ্গে, তাহা নহে, সমগ্র বিশ্বে 'নাই-নাই'র হাহাকার এক প্রচণ্ড ঘূর্ণীবাত্যা সৃষ্টি করিয়াছে। জনসাধারণের জীবনযাত্রা-নির্বাহের জন্য প্রয়োজন—অন্নের ও পরিধানের বস্ত্র। সমগ্র বিশ্বে যে খাদ্যদ্রব্য উৎপন্ন হয় এবং যেরূপ পরিধেয় নির্মিত হইতে পারে তাহাতে কি বিশ্বজগতের সঙ্কুলান হয় না? কোথাও সর্বস্বসম্পন্ন ধনের চাইতেও অধিক ঐশ্বর্য ও কৌটালি প্রবেশ করিয়া স্বচ্ছন্দে বিহার করিতেছে, আবার তাহার পার্শ্বে পর্ণকুটীরবাসী বস্ত্র ও অনাহারে প্রাণত্যাগ করিতে বসিয়াছে। কাহারও বাক্যাদি বয় বরে না, আবার তাহারই পার্শ্ববর্তী দরিদ্র গৃহস্থ সাধ-আহ্লাদের দারুণ শীতের সংবাদে জর্জরিত হইতেছে। এই সকল অসামঞ্জস্য দূর করিবার জন্য বলশেভিক বাদীরা উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা দুঃখের মাত্রা কতটুকু লাঘব করিতে পারিয়াছেন, তাহা বিবেচ্য। জগৎ-সমস্যা-নির্ণিত অবস্থার বিশ্লেষণ করিলে উহার আবার কোনও সম্ভাবনা নাই। তাই আমরা দেখিতে পাইতেছি, বিশ্বে সাম্যবাদের জন্য যে চেষ্টা হইতেছে, জনসাধারণের আনন্দস্ফূর্তির জন্য বহুত ক্রীড়াকৌতুক আবিষ্কৃত হইতেছে, কিন্তু বিজ্ঞাপনপ্রচার হইতে নিষ্কৃতিপ্রাপ্তদের অধিকার কাহারও লাভ হইতেছে না। শুধু ১৩৪১ বঙ্গাব্দ কেন, যে কোন অব্দ বা যুগ সূক্ষ্মভাবে আলোচনা করা যায় তাহা হইলে দেখা যাইবে বিজ্ঞাপনের কোন অব্দও কম নহে। কাল-ধর্ম জগতের তাণ্ডব সৃষ্টি করিয়া প্রাণীকে কোথায় নিয়ন্ত্রিত করিতেছে তাহার সন্ধান পাওয়া সম্ভবপর নহে।

———

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে কবিরাজ গোস্বামী জগতের অবস্থা বর্ণনের জন্য বলিয়াছেন—

"কভু স্বর্গে উঠায় কভু নরকে ডুবায়।

দণ্ড্যজনে রাজা যেন নদীতে চুবায়॥"

কোনও ব্যক্তি অন্যায় কার্য করিলে, রাজা তাহাকে সেই কার্যের জন্য শাস্তি বিধান করিয়াছেন যে, অপরাধী ব্যক্তিকে কিছুকালের জন্য জলের নিচে ডুবাইয়া রাখিতে হইবে, যখন তাহার প্রাণ যায় যায় অবস্থা হয় তখন তাহাকে শ্বাসগ্রহণের জন্য ক্ষণকালের নিমিত্ত উঠাইতে হইবে, পুনরায় জলে ডুবাইতে হইবে, এই প্রকারে তাহাকে সুদীর্ঘকাল শাস্তি দিতে হইবে। এই দণ্ডিত ব্যক্তির প্রতি লক্ষ্য করিলে আমরা দেখিতে পাই, সে যখন জলের নীচে থাকে তখন অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব করে, আবার যখন উত্তোলিত হয় তখন শ্বাস ছাড়িতে পাইয়া শান্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া থাকে, এবং মনে করে যে আনন্দলাভ করিয়াছে। কিন্তু বস্তুতঃপক্ষে উহা কি তাহার শান্তি—আনন্দ, না দুঃখের ক্ষণিক বিরতি মাত্র? ঐ শান্তির নিঃশ্বাস কি বস্তুতঃপক্ষে তাহার পুনরায় জলে নিমজ্জিত হইবারই সূচনা করিতেছে না? একটু স্থিরচিত্তে আলোচনা করিলে দেখিতে পাইব, জগৎসংসারে দুঃখসুখের যে নাগর-দোলা ক্রমাগত অনবরত ঘুরিতেছে তাহাতে আরূঢ় জনগণ প্রকৃত সুখ-শান্তির বসন কখনোই জন্মও ভাগ্য-সৌভাগ্য পাইতেছে না। বস্তুতঃ যে-প্রকার জল পাইবার সম্ভাবনা নাই, সেই প্রকার এই অশান্তির নিলয় মায়ার কারাগারে শান্তিলাভের আশা বিন্দুমাত্রও নাই। আমরা যতই হাহাকার করি না কেন, যতই আকুল-ক্রন্দনে বুক ভাসাই না কেন, ভগবানকে ভুলিয়া যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা ভোগের আসন টানাটানি করিতে থাকিব, ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত শান্তি আমাদিগের নিকট হইতে সহস্র যোজন দূরে থাকিবে। প্রত্যেক নূতন আর প্রত্যেক বন্দর, মানবই নূতন আর শান্তিও নূতন, জমিদারই নূতন আর রাজত্বই নূতন, চিকিৎসকই নূতন আর রোগীই নূতন, মহাজনই নূতন আর দেনদারই নূতন,—প্রত্যেকেই অশান্তির অনুসন্ধান করুন, দেখিতে পাইবেন, ভগবদ্বিমুখ প্রত্যেকের মধ্যে ত্রিতাপানল দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে।

উভয়পক্ষে আমরা প্রত্যেকেই ভোক্তার আসন গ্রহণ করিয়া অপরকে ভোগ্যবস্তুরূপে পরিণত করিতে চেষ্টাপর। ফলে একের স্বার্থ অপরের স্বার্থকর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায় কলহানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু যাহারা শুদ্ধভক্তগণের পদরেণুর সেবায় নিযুক্ত আছেন, তাঁহারা বিশেষরূপে অবগত আছেন যে, ভোক্তা একমাত্র পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ। তাঁহার ভোগোপকরণ-সংগ্রহই প্রত্যেকের একমাত্র কৃত্য। তাই তাঁহারা সকলেই শ্রীভগবানের প্রীতি-উৎপাদনে বদ্ধপরিকর। এখানে একের স্বার্থ অপরের স্বার্থকর্তৃক প্রতিহত হইবার সম্ভাবনা নাই বলিয়া অশান্তি প্রবেশ করিতে পারে না; পক্ষান্তরে শ্রীভগবান্ আনন্দলীলাময়বিগ্রহ বলিয়া তাঁহার সেবকগণ স্ব-স্ব-সুখের জন্য তৎপর না হইলেও শ্রীভগবানের ভক্তবাৎসল্যলীলায় আনন্দ আপনা হইতেই তাঁহাদের হৃদয়ে আধিকার করে। বিশ্বের আনন্দপ্রার্থিগণ অতীতের অভিজ্ঞতা স্মরণপূর্বক বিপরীত পথে প্রধাবিত না হইয়া নববর্ষের প্রারম্ভে নবীনমাধবের সেবা বিজ্ঞান অনুসরণপূর্বক নব নব উল্লাসে ভগবৎ-প্রীতির জন্য যত্নপর হউন, দেখিবেন বিপদের দংশনে আর জর্জরিত হইতে হইবে না, অপরকে শত্রু মনে করিয়া প্রতিযোগিতার ভাবনাযুক্ত হইতে হইবে না, দেখিবেন—স্বরূপবিচারে সকলেই সকলের আত্মীয় এবং প্রতিবেশী। আত্মীয় সম্পর্কে সম্বন্ধ উদিত হইলে আর কি শত্রুভাব কখনও হৃদয়ে স্থান পাইতে পারে?

— —

ভগবদ্বহির্মুখতার তাণ্ডবনৃত্য দর্শন করিয়া শ্রীনবদ্বীপপ্রকাশ আজ দশ বৎসর যাবৎ বিভিন্নভাবে এই সেবাপ্রচারের কীর্তন করিতেছেন। শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপায় তাঁহাদের সেবা-চেষ্টা যে সার্থকতা-মণ্ডিত হইয়াছে, তাহা শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-প্রচারিণী সভার বার্ষিক অধিবেশন-বিবরণী পাঠ করিলে আমরা বিশেষরূপে জানিতে পারি। ১৩৪১ বঙ্গাব্দের হিসাবে আমরা দেখিতে পাই, আলোচ্য বর্ষে গৌড়ীয়াচার্যভাস্কর প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের তত্ত্বাবধানে মথুরা, সেবাকুঞ্জ, কৃষ্ণনগর কুঞ্জকুটীর, রাধাকুণ্ড, পুরী চটক পর্বত, বার্লিন প্রভৃতি স্থানে ভক্তিপ্রচার-কেন্দ্র বিস্তৃত হইয়াছে। ঢাকায় শ্রীল মনোহর ঠাকুরের মঠের স্থায়ী মন্দিরের ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে। ময়মনসিংহে শ্রীজগন্নাথ-গৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, খুলনায় দৌলতপুর ও কোলঘাটে যথাক্রমে সত্যবিদ্যাপীঠ ও রাসবিহারী মঠ পরিচালিত হইবার সূচনা হইয়াছে। গৌড়মণ্ডল, ক্ষেত্রমণ্ডল ও ব্রজমণ্ডল ব্যতীত ভারতের বহু স্থানের অধিবাসিগণ শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্ম সন্দর্শনের সৌভাগ্য পাইয়াছেন, তাঁহার মায়াপুরে শ্রীল মুরারিগুপ্তের আলয় প্রকটিত হইয়াছেন, তথায় শ্রীবিগ্রহগণ পূজিত হইতেছেন। চট্টগ্রামে, গুলহাটে, উড়িষ্যা, বাঙ্গালা, বোম্বে প্রেসিডেন্সী প্রভৃতি প্রদেশসমূহের বিভিন্ন কেন্দ্র-স্থানে মেলায়, এবং লাহোর, কেকো হাওয়াকিয়া, প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশসমূহে শ্রীগৌরাঙ্গের বিরহ-বৈভব বিশেষভাবে জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। কুরুক্ষেত্রে অগ্রণী সুবৃহৎ বাক্য ভক্তিবিরহ-বৈভবমূর্তিরূপে প্রকটিত হওয়া শ্রীগৌরাঙ্গের মধুর লীলার প্রতি সকলের চিত্তবৃত্তি আকর্ষণ করিয়াছেন। পাবনা সহর ও বর্ধমান এই শ্রীমন্দিরের ভিত্তিস্থাপনকালে অপেক্ষা শ্রীবিগ্রহ প্রকটিত হইয়াছেন। বঙ্গের মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর ভারতের কৃতিসন্তান স্যার বি. এল মিত্র, স্বাধীন ত্রিপুরার মহারাজাধিরাজ প্রমুখ বিশিষ্ট জনগণ শ্রীধাম মায়াপুর দর্শন করিয়া ইহার পবিত্র আবহাওয়ায় মুগ্ধ হইয়াছেন। বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্ম আশ্রয় করিয়া মহাপ্রভুর বাণী প্রচারার্থ জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। গ্রন্থাদির বিশেষরূপে শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। 'শ্রীচৈতন্যলীলামৃত-সার', 'সৎক্রিয়া-সার-দীপিকা' ও 'সংস্কার-দীপিকা', 'শ্রীচৈতন্যদেব' 'ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব'—২য় সংস্করণ, 'প্রভুপাদের পত্রাবলী—দ্বিতীয়খণ্ড', তেলেগুভাষায় "শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত", "পাক্ষিক প্রাপ্তপত্র", প্রভৃতি নূতন গ্রন্থমালা ও পত্র আলোচ্যবর্ষে গৌড়ীয়-সাহিত্য সম্পুটের শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছেন।

"অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া।

চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

"আনন্দলীলাময়-বিগ্রহায় হেমাভ-

দিব্যচ্ছবিসুন্দরায়।

তস্মৈ মহাপ্রেম-রসপ্রদায় চৈতন্যচন্দ্রায়

নমো নমস্তে॥"

সৎক্রিয়াসারদীপিকা

তৃতীয়-সংস্করণ

প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা ১॥০

ম্যানেজার, গ্রন্থ-বিভাগ, শ্রীচৈতন্যমঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সম্বন্ধ-জ্ঞানই দীক্ষা

প্রাকৃত জগতের সহিত বর্ত্তমানে যে সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে তাহা সম্বন্ধ নহে, পরন্তু বন্ধনের কারণ। ভগবান্ কৃষ্ণের সহিতই আমার নিত্য সম্বন্ধ—এই সম্বন্ধজ্ঞানের কথা যিনি ভক্তিরসপানে অনভিজ্ঞ অন্ধ আমাকে কৃপা পূর্ব্বক জানাইয়াছেন সম্বন্ধ-জ্ঞানালোচনার পূর্ব্বে আমি আমার সেই নিত্যপ্রভু ও একমাত্র সেব্য সেই সনাতনাভিন্ন শ্রীল গুরুপাদের পাদপদ্ম-স্মরণানুখে তাঁহার দাসগণের সেবাধিকারের জন্য কৃপা ভিক্ষা করিতেছি। এই সম্বন্ধজ্ঞানের কথা স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভু আমাদের পূর্ব্ব গুরু শ্রীল সনাতন গোস্বামি-প্রভুর উপদেশ-প্রদানচ্ছলে জগজ্জীবকে শিক্ষা দিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে সেই সম্বন্ধের কথা আলোচনা করিতে গিয়া আমরা দেখিতে পাই,—

"জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।
কৃষ্ণের তটস্থা-শক্তি ভেদাভেদ-প্রকাশ॥
কেহ মানে না মানে সবে কৃষ্ণদাস।
যে না মানে তার হয় সেই পাপে নাশ॥"

সম্বন্ধের নামে যে বন্ধনজাল বা মায়াজাল আমাদিগকে দিন দিন অতল সংসার জলধি-গর্ভের দিকে আকর্ষণ করিতেছে, সেই নরকযন্ত্রণা অনিবার্য্য শাস্তিকে বিদূরিত করিতে হইলে সম্বন্ধজ্ঞান বা দিব্যজ্ঞানের একান্ত প্রয়োজন। কারণ, শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম-যুগলের অনুক্ষণ স্মৃতি ব্যতীত জীবের যাবতীয় অভদ্র বা অমঙ্গল বিনষ্ট করিয়া অশেষ মঙ্গলাধিকারের বা সেবকাভিমান পুনঃপ্রাপ্তির আর দ্বিতীয় কোন উপায় নাই; সুতরাং তাহা লাভ করিতে হইলে, নিজের আশ্রয় স্বরূপ শুদ্ধবৈষ্ণবের সহিত সুপরিচিত হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। ভক্তি শাস্ত্রে আরো সম্বন্ধজ্ঞানের কথা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। "আমি কৃষ্ণের সেবক" এবং "কৃষ্ণই আমার একমাত্র প্রভু ও সেব্য"—এতাদৃশ জ্ঞানই সম্বন্ধজ্ঞান। এই সম্বন্ধ নিত্য ও অবিচ্ছেদ্য বলিয়া পরমানন্দপ্রদ। এই সম্বন্ধজ্ঞানের অপর নাম—দিব্যজ্ঞান বা দীক্ষা। যেখানে বস্তুর একত্বের অভাব, যেখানে প্রভু ও ভৃত্যের যথাযোগ্য সমাবেশ, সেইখানেই পরস্পরের সম্বন্ধভাব বিদ্যমান—সেখানেই সেব্য-সেবকভাব নিত্য বিরাজিত। এই নিত্যানন্দপ্রদ সম্বন্ধজ্ঞান বা দিব্যজ্ঞান সদ্গুরুপাদাশ্রয় হইতেই লাভ হয়। এই দীক্ষার স্বরূপ বর্ণন করিতে গিয়া শ্রীহরিভক্তিবিলাস বলেন,—

"দিব্যং জ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্য্যাৎ
পাপস্য সংক্ষয়ম্।
তস্মাৎ দীক্ষেতি সা প্রোক্তা
দেশিকৈস্তত্ত্বকোবিদৈঃ॥"

—দীক্ষা বা দিব্যজ্ঞান লাভ হইলে স্বরূপের স্ফূর্ত্তি হওয়ায় পাপ, পাপবীজ ও অবিদ্যা সমূলে বিনষ্ট হইয়া থাকে এবং তখন জীব শুদ্ধ হইয়া চিদ্বিগ্রহের দ্বারা সচ্চিদানন্দ ভগবানের সেবা করিবার সৌভাগ্য লাভ করতঃ সেবানন্দে আত্মহারা হন। নিজেকে নিজে বুঝিতে পারেন বা স্ব-স্বরূপ দেখিতে পান এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে ভগবদ্রূপলব্ধি-রত্ন তাঁহার হৃদয়ে থাকিয়া বিরাজ করত হৃদয়স্থ কুহকগুলিকে বিতাড়িত করে।

এই দীক্ষা সাধারণতঃ দ্বিবিধ—বৈদিকী ও বৈষ্ণবী। বৈষ্ণবী দীক্ষা আবার দ্বিবিধ পৌরাণিকী ও পাঞ্চরাত্রিকী। যোগ্য-জনে সংস্কৃত দ্বিজের বৈদিকী দীক্ষা, অযোগ্য-জনে অধিকারিজনে পৌরাণিকী দীক্ষা এবং অনধিকারি-বিচারে জাত-যোগ্যতা-লাভের উদ্দেশে পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষার কথা শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ আছে। কলিকালে নিরবচ্ছিন্ন সাত্ত্বিক বর্ণ সংস্কারের অভাব বলিয়া শ্রীহরিভক্তিবিলাস এই যুগে বৈদিকী দীক্ষার সম্ভাবনা নাই বলিয়াছেন। শ্রীহরিভক্তিবিলাস পৌরাণিকী দীক্ষার বিস্তৃত পদ্ধতির মধ্যে যোগ্যতা বিবেচনা করিয়াই বর্ণ সংস্কারের বিধান উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু ক্রমদীপিকা, সারদা-তিলক, রামার্চ্চন-চন্দ্রিকা প্রভৃতি অনুসারে লিখিত বিধি মধ্যে উহা বর্ণন করেন নাই এবং উহা থাকার অনুকূলে আগমবিধির কথা সমর্থন করিয়া 'তত্ত্বসাগর' বচন উল্লেখ করিয়াছেন।

"যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং
রসবিধানতঃ।
তথা দীক্ষাবিধানেন দ্বিজত্বং
জায়তে নৃণাম্॥"

শাস্ত্রালোচনা করিতে গিয়া আমরা দেখিতে পাই যে, দীক্ষাবিধানের অন্তর্গত প্রণালীর মধ্যে বৈদিক উপনয়ন-সংস্কার নিহিত থাকে। প্রাপ্তাধিকারী সাধকের দীক্ষাতে দ্বিজত্ব-লাভ সিদ্ধ হয়। আচার্য্য গুরু পাঞ্চরাত্রিক মন্ত্র প্রদান করায় সেই মন্ত্রপ্রভাবে শিষ্যের পুনর্জ্জন্ম হয়। মন্ত্রকামী জীব তখনই নিত্য গুরুপিতার নিত্য পুত্র বা নিত্য প্রভুর নিত্য ভৃত্যরূপে দীক্ষার কার্য্য গুরু-গৃহে অবস্থান পূর্ব্বক অনন্যমনা হইয়া নিরন্তর গুরুসেবায় আত্মনিয়োগ করেন। যাহারা শ্রীগুরুর বিশ্রম্ভ সেবাপ্রভাবে তাঁহার বিনীত পুত্র বা শিষ্যাভিষিক্ত হইতে পারেন, তাঁহারাই মন্ত্রের গূঢ়ার্থ উপলব্ধি করতঃ মনোধর্ম্ম হইতে চিরতরে পরিত্রাণ পাইয়া সম্বন্ধজ্ঞানে উদ্ভাসিত হন। 'জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ' এই শাস্ত্রবাক্যের দ্বারা আমরা জানিতে পারি যে, কৃষ্ণবিমুখ জীবগণ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য, শূদ্র যে কোন কুলে জন্মগ্রহণ করুক না কেন, তাহারা সকলেই শূদ্র-পদবাচ্য। বদ্ধ জীবগণ দ্বিতীয়াভিনিবেশ বশতঃ শোক-ভয়াক্রান্ত বলিয়া এই সংজ্ঞা তাহাদের উপর প্রযোজ্য। অতএব ব্রাহ্মণের সন্তানকে ব্রাহ্মণ মনে করা যুক্তিবিরুদ্ধ। তবে ভগবদুপাসক ব্রাহ্মণের কোনও তনয় যদি উপনয়ন-সংস্কার প্রাপ্ত হন তাহা হইলে তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলা যায় বটে কিন্তু তিনি যদি ব্রহ্মণ্যদেবের উপাসনায় মনোনিবেশ না করিয়া উদাসীন থাকেন, তবে তাঁহার উপনয়ন সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা বা ব্রাহ্মণতা কোথায়? বিবাহের পূর্ব্বে কন্যাকে তাহার বাল্য বিবেকের ন্যায় অষ্টম বর্ষের অনুপনীত ব্রাহ্মণ তনয়কে বা উপ-কার্য্যার্থ উপনীত ব্রাহ্মণ-তনয়কে ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বীকারের যে প্রথা জগতে চলিতেছে তাহা জন্মাবিষ্ট বা নামে মাত্র ব্রাহ্মণতা ব্যতীত আর কি? সেইজন্য শাস্ত্র-পঞ্চরাত্র সদ্গুরুচরণাশ্রিত দীক্ষিত বৈষ্ণবকে বাস্তবিক বৈদিক ব্রাহ্মণ বা প্রকৃত ব্রাহ্মণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন। হরিভক্তিসুধোদয়-রূপ সরলতা বা নিষ্কপটতা ব্রাহ্মণতার পরিচায়ক। কারণ, সরল ও নিষ্কপট ব্যক্তি ব্যতীত বৈষ্ণবদিগের চরণাশ্রয়কে আশ্রয় করিবার যোগ্যতা কাহারও নাই। সেইজন্য শাস্ত্র যে কোন কুলোদ্ভূত পুরুষের দীক্ষার পূর্ব্বে সরলতা ও সত্যবাদিতা বা চরিত্রসম্পদ দর্শন করতঃ সেই ব্যক্তির পারমার্থিক ব্রাহ্মণতায় অধিকার কীর্ত্তন করিয়াছেন।

জগতে সদ্গুরু ও অসদ্গুরু বলিয়া দুইটী কথা চলিলেও যেমন সদ্গুরুর স্বরূপ স্বীকৃত সেইরূপ লৌকিক ব্রাহ্মণতা ও পারমার্থিক ব্রাহ্মণতা মধ্যে পারমার্থিক ব্রাহ্মণগণকেই প্রকৃত ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বীকার করা বুদ্ধিমান্ ও বিচারপরায়ণ ব্যক্তিমাত্রেরই কর্ত্তব্য। সুতরাং সদ্গুরুচরণাশ্রয় করিবার সৌভাগ্য না হইলে যে কেহই ব্রাহ্মণ হইতে পারে না—একথা নিরপেক্ষ শাস্ত্রযুক্তিতে বিচার করিলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন যে, জগতে কৃষ্ণভক্ত বা বৈষ্ণব থাকা ত' দূরের কথা, ব্রাহ্মণতার অভাবও প্রায় সর্ব্বত্র পরিলক্ষিত। সদ্গুরুর নিকট দীক্ষালাভ-পূর্ব্বক ব্রাহ্মণ হইয়া গুরুর অনুগত সতী হইবার জন্য যে আন্তরিক প্রচেষ্টা তাহাই বৈষ্ণবাধিকার বা সম্পূর্ণ দীক্ষালাভের—ভক্ত্যাধিকারে প্রবিষ্ট হইবার একমাত্র উপায়। তাই কেহ কেহ শ্রীগুরুদেবের সঙ্গিগণকে বৈষ্ণব এবং গুরুভক্তগণকে ব্রাহ্মণ বলিয়া থাকেন।

আমরা শ্রীগুরুদেবের নিকট মন্ত্রের উপদেশমাত্র গ্রহণ করিয়া যদি বসিয়া থাকি অর্থ ও [illegible], যদি আমাদের দিব্যজ্ঞান লাভ না হয় অর্থাৎ আমি শ্রীগুরুগোস্বামীর সেবক—এই বিশ্বাস উপলব্ধি না হয় তাহা হইলে আমার দীক্ষা হইল কোথায়? দিব্যজ্ঞানের অভাব যেখানে, সেখানেই মায়ার দ্বারা জীব আক্রান্ত; সুতরাং দীক্ষা বা দিব্যজ্ঞানের শেষ বা নিবৃত্তি আছে বলা বুদ্ধিমানের পরিচয় নয়। আমাদের সকলের মনে রাখা উচিত যে, শুধু কানে মন্ত্র শুনিলেই দীক্ষা নহে, যাহাতে দিব্যজ্ঞানলাভ হয় তাহারই নাম—দীক্ষা। এই দীক্ষালাভ না হওয়া পর্য্যন্ত জন্মমৃত্যু অবশ্যম্ভাবী ও দ্বিতীয়াভিনিবেশ-জনিত অর্থাৎ শ্রীগুরুদেব আমার প্রভু ও আমি তাঁহার ভৃত্য—এই জ্ঞানে উদ্ভাসিত না হইলে জীবের আবার মঙ্গল কোথায়? এই জন্যই গুরুসেবায় দীক্ষিত সাধুগণের সঙ্গই সঙ্গ না করিলে নিজে শত শত গ্রন্থ পাঠ করিয়া বা নিজের মনোমত অর্থের আবিষ্কার করিয়া পরম মঙ্গলোদয় হয় না। তাই বলি, ভাই সব, "[illegible] সাধো সঙ্গঃ সতো বরে" বাক্যের অনুসরণ করিয়া প্রকৃত দীক্ষালাভের জন্য যত্নপর হইবেন।

সারকথা

বৈষ্ণবশিষ্য কি অভোজ্যান্ন?

যদ্যপি 'সনোড়িয়া' হয় সেই ত' ব্রাহ্মণ।
সনোড়িয়া-ঘরে সন্ন্যাসী না করে ভোজন॥
তথাপি পুরী দেখি' তাঁ'র 'বৈষ্ণব-আচার'।
'শিষ্য' করি' তাঁ'র ভিক্ষা কৈল অঙ্গীকার॥
— চৈঃ চঃ মধ্য ১৭।১৭৯-১৮০

ধর্ম্ম-সংস্থাপন-হেতু কি?

প্রভু কহে,—শ্রুতি, স্মৃতি, যত ঋষিগণ।
সবে 'এক' মত নহে, ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম॥
ধর্ম্ম স্থাপন-হেতু সাধুর ব্যবহার।
পুরী-গোসাঞির যে আচরণ,
সেই ধর্ম্ম সার॥
চৈঃ চঃ মধ্য ১৭।১৮৪-১৮৫

পরমহংস কি সমালোচনা-যোগ্য?

অবধূতের যে আচার কেন কর্ম্ম।
অধিকারী বৈষ্ণবে করে সে কর্ম্ম॥
কৃষ্ণের কৃপায়—ইহা জানিবারে পারে।
এ সব সংকটে কেহ মরে, কেহ তরে॥
— চৈঃ ভাঃ মধ্য ৯।৩০৮-৯

গুরুর সেবক কি মান্য?

প্রভু কহে, ভট্টাচার্য্য করহ বিচার।
গুরুর কিঙ্কর হয় মান্য আমার॥
চৈঃ চঃ মধ্য ১০।১৪২

শুদ্ধভক্তি মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ

(আকর-মঠরাজ)

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীনবদ্বীপধামের হৃদয়ে প্রায় ৩০০ বর্ষ উত্তর-পূর্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যবর্য্য শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্যমঠ বিরাজমান। এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, পরাবিদ্যাপীঠ বা সাত্বতবরপত্তনী। এই মঠাট্টালিকে শ্রীভক্তিসারস্বত ব্যাকরণাদি বেদান্তসমূহের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের অর্চ্চন নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠ হইতে পারমার্থিক দৈনিকপত্র 'নদীয়া-প্রকাশ', সাত্বত-সম্প্রদায়ে অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থাদি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় স্থাপিত হইয়াছেন। প্রতি বৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমায়জ্ঞান ও অখণ্ড শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন কীর্ত্তন-প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি উক্তাদ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালী প্রসাদ চক্রবর্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রচারিত বিমল ভক্তিধর্ম-প্রচারোদ্দেশ্যে গৌড়দেশের সর্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই শুভসম্মেলনে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দকৌট সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সংকীর্ত্তন, প্রদর্শনী-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক আলোচনা হয়। এই মঠ হইতে মহানগরীর সর্বত্র হরিকথা-প্রচার, মহানগর-সংকীর্ত্তন, বক্তৃতা, ব্যাখ্যা ও সংকীর্ত্তন-মহা-মহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান হয়। মঠরক্ষক মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-স্থান মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া সহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী সেবাকোবিদ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী এখানে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্তমান, রক্ষক শ্রীগোবিন্দ দাস [illegible]।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্তমান। রক্ষক—গোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

(৭) কাজীর সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক।

(৮) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও রাধামাধবের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান দাস ব্রহ্মচারী।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

১০) মোদদ্রুম-ছত্র "গৌড়ের নৈমিষ

মাতাপুর, পোঃ ভাণ্ডারা, (বর্দ্ধমান)।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান। শ্রীগৌরনিত্যানন্দের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীবঙ্কুবিহারী ব্রজবাসী, ভক্তিভূষণ।

(১১) শ্রেত্রিয়া কুঞ্জকানন

শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্তী,

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক- শ্রীনবীনানন্দ ব্রহ্মচারী।

১২) কুঞ্জকুটীর—পোঃ কৃষ্ণনগর,

নদীয়া রক্ষক—শ্রীঅমৃতানন্দ অধিকারী

(১৩) ভাগবত-আসন—পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

এই স্থান হইতে ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচারিত হয়। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৪) একায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ রাসখালি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী ভক্তিশেখর

(১৫) মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীঅবিকিশোর ব্রজবাসী।

(১৬) মাধবগৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, পোঃ ঢাকা

পূর্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বা-গিরিধরের সেবা বর্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ।

(১৭) গোপালজীউমঠ—কমলাপুর,(ঢাকা)

গোপালজীউ শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান। রক্ষক—শ্রীবনমালী দাস ব্রজবাসী,

(১৮) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

এখানে শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের [illegible] সেবা [illegible] শ্রী[illegible]

(১৯) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীসুন্দর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২০) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাহু, (বাঁকুড়া)

এখানে বহু ত্রিমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্তমান। রক্ষক শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(২১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারীর নিত্য-সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীচৈতন্য দাসাধিকারী,

(২২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ভুবনেশ্বর, পোঃ চকৃতা, (মানভূম)

এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী।

(২৩) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে গুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান্দাস ব্রজবাসী ভক্তিরত্ন।

(২৪) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী।

(২৫) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ বক্সীবাজার, (কটক)

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদমদনজীউর নিত্যসেবা বর্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর

(২৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর পুরী,

শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ গান্ধর্বা গিরিধরের সেবা। রক্ষক- শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন।

(২৭) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীউর নিত্যসেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীগদাধর অধিকারী

(২৮) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগোপীনাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী দাসাধিকারী।

(২৯) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ;

পোঃ কভুর, গোদাবরী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্তমান। মঠরক্ষক—শ্রীনিতাইচরণ দাসাধিকারী ভক্তিলোচন।

(৩০) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৩০নং কবিলপুরা, বেনারস সিটি

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকাগিরিধরের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীমহেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(৩১) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বাগিরিধরের সেবা। [illegible] শ্রীরূপ কর্তৃক [illegible]

(৩২) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও গৌরবিনোদ-বিহারীজীউর সেবা বর্তমান।

রক্ষক—শ্রীসত্যনারায়ণ দাসাধিকারী।

(৩৩) কৃষ্ণচৈতন্য মঠ

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

এখানে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিত্যসেবা হয়। রক্ষক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠ

স্বামীঘাট মথুরা

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন

(৩৫) ব্রজানন্দ-সুখদকুঞ্জ—শ্রীরাধাকুণ্ড

রক্ষক—শ্রীরাধারমণচরণদাস ব্রহ্মচারী

(৩৬) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৩৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ

দেবগ্রাম, পোঃ গোকুল, জেলা গুরদাসপুর (পাঞ্জাব) রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৩৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্বিকাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসম্বন্ধ তুর্যাশ্রমী

(৩৯) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল।

এখানে গৌরবিনোদবিহারীর সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীনবগোপাল অধিকারী।

(৪০) সারস্বত-গৌড়ীয় মঠ

তারঘাট সাতারণপুর, ইউ, পি

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ গিরি

(৪১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ রায়পেটা মাদ্রাজ।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক - শ্রীপাদ সদানন্দ ভক্তিবিকাশ।

৪২) বোম্বে-গৌড়ীয়-মঠ কার্য্যালয়

গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, চৌপাটি বিল্ডিং, বাংলো নং ১, বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ দেবশর্মা মজুমদার।

(৪৩) অমরজি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমরজি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীমহেশ্বর দাস অধিকারী

(৪৪) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী

(৪৫) পাটনা গৌড়ীয় মঠ

১০০ মিঠাপুরা, পাটনা।

রক্ষক—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী রাগভূষণ

(৪৬) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠ বালেশ্বর

রক্ষক—শ্রীবনোয়ারীবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৭) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয়

৩ মেডোর হাউস, গ্লাডস্টোন পার্ক, এস-ডব্লিউ ৭, লণ্ডন

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ।

(৪৮) বার্লিন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

Berlin W. 30

Eisenacher strasse 29 1

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—পঞ্চম ৪০
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮০
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রাপ্তব্য ।৩/০
২। ভাষ্যসহ বিবৃতি শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬০
৩। ভাষ্য সহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬০
৪। সংবতী-বাণী ৪০
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড—১০; ২য় খণ্ড—১০; ৩য় খণ্ড—৸০

৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—১০; ২য় খণ্ড ৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব—১০
৮। অর্থরত্নাকর—দীপিকা ও সংক্ষেপ-দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণব ১০
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২০
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২০
১২। শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১০
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধকজ্ঞানমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিচার তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ।০
[illegible] ।০
১৯। ভক্তিদেবের কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵০
২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৷৵০
২২। ভজন-রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ ও (বাঁধা) ১
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২০
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২০
[illegible] গীতার কেবল মূল-ভাষা ।০
২৭। শ্রীকৃষ্ণবিজয় [illegible] ২০
২৮। [illegible] ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸০
৩০। [illegible] ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৶০
[illegible] গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
[illegible] নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা ৵১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। [illegible] ।০
৪০। শরণাগতি ৵০
৪১। শ্রীগীতাবলী ৵০
৪২। চিত্রে নবদ্বীপ ।০
৪৩। সাধনকণা ৵০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৵০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৵০
৪৬। অর্চ্চনপদ্ধতি ৵০
৪৭। [illegible] ৵০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৵১০
৪৯। আত্মবোধ ৶১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম খণ্ড) ৩০
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয় ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ০
৫৫। [illegible] ।০
৫৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৵০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণবোধ ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। [illegible] ৵০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত সারঃ ।০
৬১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী [illegible] ।০
৬২। সটিক শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৬৩। [illegible] ।০
৬৪। সাত্ত্বত শিক্ষাষ্টকম্ ৷৵০
৬৫। গৌড়ীয়মঠ [illegible] ৵০
৬৬। [illegible] ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৭। রায় রামানন্দ ।০
৬৮। এ ফিউ ওয়ার্ডস্ অন্ বেদান্ত ।০
৬৯। নামভজন ।০
৭০। বেদান্ত—ইটস্ মর্ফোলজি অ্যাণ্ড অন্টোলজি ।০
৭১। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস্ ৷৵০
৭২। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।০
৭৩। বৈষ্ণবিজম ।০
৭৪। কোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৵০
৭৫। দি ভাগবত ।০
৭৬। বৈদিক থিজম্ অ্যাণ্ড অ্যাবেন্ডেন্ট [illegible] ।০
৭৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২।০
৭৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১০০

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৭৯। শ্রীশিক্ষাষ্টকাচার্য্য ।০
৮০। সাধন-পথ ।০
৮১। কল্যাণ-কল্পতরু ৵১০
৮২। গীতাবলী ৵০
৮৩। শরণাগতি ৵০

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৮৪। শরণাগতি ৵০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠভিষগ্রত্নের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ আনা, বড় বোতল ১৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।
অথবা
পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউন্টেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। উহাতে নিব বা কাগজ কোন প্রকারে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।
জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং
কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার
কলিকাতা

আমাশয় ও পেটের পীড়ায়

শ্রীশ্যামানন্দ দাশ কবিরাজের আবিষ্কৃত

গ্রহণী বজ্র

ব্যবহার করুন

আমাশয়, রক্তামাশয় অতিসার, গ্রহণী, অজীর্ণ, পেটফাঁপা, রক্তবাহে, শূলবেদনা ও শিশুর উদরাময় প্রভৃতি সকল প্রকার নূতন ও পুরাতন পেটের পীড়ায় গ্রহণী বজ্র প্রত্যক্ষ ফল প্রদ মহৌষধ।

যাহারা পেটের পীড়ায় নানাপ্রকার ডাক্তারি ঔষধ ও ইঞ্জেক্সন ব্যবহার করিয়া ফল লাভ করিতে পারেন নাই তাঁহারা গ্রহণী বজ্র ব্যবহার করুন, ইহার গুণে মুগ্ধ হইবেন। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। মূল্য প্রতি শিশি ৷০ আনা, ৩ শিশি ১৷০ টাকা ডাক মাশুল ৷৵০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীকৃষ্ণ ঔষধালয়, ময়মনসিংহ।
ঢাকার এজেণ্ট মেসার্স নরেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং
পাটুয়াটুলী, ঢাকা

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায় [illegible] কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও
[illegible] ব্রহ্মচারী ভক্তি[illegible] কাব্যতীর্থ এম. এ. বি. এল. কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সুবর্ণ সুযোগ ! সুবর্ণ সুযোগ !

শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদরচিত গৌড়ীয়ভাষ্য সহিত

বিক্রয় গ্রন্থ

শ্রীশ্রীচৈতন্য ভাগবত

গ্রন্থের আয়তন :- ক্রাউন কোয়ার্টো মূল ১০৯৬ পৃষ্ঠা, সূচীপত্র ২৪৪ পৃষ্ঠা, মোট ১৩৪০ পৃষ্ঠা

ভিক্ষা (বাঁধাই) মাত্র ৭৲ সাত টাকা

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা

নদীয়া সার্টিফিকেট আদালতের নীলাম ইস্তাহার

কেস্ নং এবং কোর্টের নাম	নীলাম ইস্তাহার (A) (B) বা (C) ধারায় প্রকাশিত	ডিক্রীদার	দেনদার	যে দাবীর জন্য সম্পত্তি বিক্রয়ের আদেশ হইয়াছে	বিক্রয়ের স্থান তারিখ ও সময়	কি স্বত্ব জোত	থানা, মৌজার নাম ও গ্রাম	খতিয়ান নং প্লট (জানা থাকিলে) অথবা অন্য প্রয়োজনীয় বিবরণ	১০ জমির পরিমাণ (জানা থাকিলে)	১১ জমা (জানা থাকিলে)	১২ মন্তব্য
৭০ A, ৩৩।৩৪ নদীয়া সার্টিফিকেট আদালত		মণীন্দ্রমোহন আচার্য্য দিং	রণজিৎ বিশ্বাস	১৬৶৮	৯।৬।৩৫	রায়তি স্বত্বনীবর	থানা ও মৌজে দৌলতপুর	১৩৩৭ খতিয়ান	১-৪৮		মণীন্দ্রমোহন আচার্য্য দিং
১৩১ A, ৩৪।৩৫			মরেলা বিবি ওঃ বিকুমণ্ডল	১৩৶১১	৭।৬।৩৫	রায়তি স্থিতিবান	থানা ও মৌজে দৌলতপুর	১১২৯ খতিয়ান	-৫৩	২৲২	
১৪৯ A, ৩৪ ৩৫			সত্যেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী দিং	১৩৷৮	৭।৬।৩৫		থানা ঐ মৌজে লক্ষ্মীকোলা	৭৭৩ নং	-৫৬	১৷৶১	
১২০ A, ৩৪।৩৫			নেপাল মণ্ডল	৮৸৶৭	৭।৬।৩৫	রায়তি স্বত্বনীবর	থানা ঐ মৌজে ঐ	১০৬ খতিয়ান	-৬৮	১৷৶৩	ঐ
৬৪ A, ৩৪।৩৫			পলান মণ্ডল	৯৶১	৮।৬।৩৫	রায়তি স্থিতিবান	থানা দৌলতপুর মৌজে আমবর	২০১ খতিয়ান	-১৪	৸৶১০	
৭৩ R, P, ৩৪।৩৫		আর পাং চৌধুরী	মহম্মদ মোল্লা	৩৮৸৶৯	৮।৬।৩৫	ঐ	থানা কালীগঞ্জ মৌজে পবিত্রপুর	৫৯৭ খতিয়ান	২-১০	৭৸৶৩	আর পাং চৌধুরী
২৪৭ R, P, ৩৪।৩৫			এবাদৎ মণ্ডল	২০৲০	৮।৬।৩৫	মধ্যস্বত্ব চিরস্থায়ী	থানা কৃষ্ণনগর মৌজে ভীমপুর	৪২৯ খতিয়ান	১৩-৩৪	নিষ্কর	ঐ
২০৮ R, P, ৩৪।৩৫			ছক্কুন সেখ	২৸৶০	১০।৬।৩৫	রায়তি স্থিতিবান	থানা শান্তিপুর মৌজে পাঁচপোতা	৪৭০ খতিয়ান	-৬২	১৸৶০	ঐ
৮২ R, P, ৩৪।৩৫			গুণিরাম মালি দিং	১০৸৶০	১১।৬।৩৫		থানা কৃষ্ণনগর মৌজে রাধাপোতা	৬২ খতিয়ান	২-৮৮	১০৷৶৩	
৪৬ R, P, ৩৪।৩৫			মনীবালা দাসী	৭১৸৶৯	১১।৬।৩৫	মধ্যস্বত্ব চিরস্থায়ী	থানা কৃষ্ণনগর মৌজে শিমুলতলা	১৮৩ খতিয়ান	১৪-৩৩	১৪৷০	
৩৮১ R, P, ৩৪।৩৫			কাজী সেখ দিং	৪৸৶০	১৩।৬।৩৫	রায়তি স্থিতিবান	থানা নবদ্বীপ মৌজে ভালুকা	১৭২ খতিয়ান	-৫৯	৩৸৶০	

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈনিক

REG. C 1544

চৈতন্যোপনিষদ্ ... অক্ষরে মূল ও অনুবাদসহ প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি উত্তম। ভিক্ষা ।০ মাত্র। শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

"গৌড়ীয়" ৭ম বর্ষ হইতে ১১শ বর্ষ পর্যন্ত প্রতি বর্ষ কাগজে বাঁধাই ভিক্ষা ৩।০ মাত্র। শ্রীগৌড়ীয় মঠ বাগবাজার, কলিকাতা

নদীয়া-প্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

[illegible]

১০ম খণ্ড শ্রীমায়াপুর—৫ই বৈশাখ, বৃহস্পতিবার ১৩৪২, ১৮ই এপ্রিল ১৯৩৫ [৪০শ সংখ্যা

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

নদীয়ায় প্রবল ঝটিকা
কালবৈশাখীর প্রচণ্ড তাণ্ডব

গত সোমবার অপরাহ্ন প্রায় ৪ ঘটিকা হইতে আরম্ভ করিয়া দুই ঘণ্টাকাল যাবৎ নদীয়াজেলার বিভিন্ন স্থানে প্রবল ঝটিকা-প্রবাহ বহিয়া গিয়াছে। বায়ুর বেগ-প্রাবল্যের সঙ্গে সঙ্গেই প্রথম স্থানে ঐ দিবস খুব খুব শিলা পতন আরম্ভ হয় এবং ক্রমশঃ তাহা বৃহদাকার ধারণ করতঃ অনবরত ভাবে পতিত হইয়া বিবিধ শস্যাদির ক্ষতি-সাধন করিতে থাকে। স্থানে স্থানে শিলার স্তূপ ক্ষুদ্র দ্বীপ (?) বলিয়া মনে হইতেছিল। বহু বৃক্ষ, তোরণ, প্রাচীরাদি ভূমিসাৎ হইয়াছে। কোনও প্রাণহানির সংবাদ এ পর্যন্ত আমরা পাই নাই।

চৌকিদারের আত্মহত্যা

গোয়ালন্দ মহকুমার অধীন বালিয়াকান্দী থানার গোবিন্দপুর গ্রামে এক মর্মন্তুদ ঘটনা হইয়া গিয়াছে।

প্রকাশ, ঐ গ্রামের শরৎচন্দ্র বাগচী নামক ৬২ বৎসর বয়স্ক এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ চৌকিদারী করিতেন। চাকুরীর বয়স কেন তাঁহার অবসর গ্রহণ করিতে হইবে না তাহার কারণ দেখাইতে আদিষ্ট হইয়া তিনি মহকুমা হাকিমের নিকট হাজির হইয়া কারণ দেখান। অতঃপর চাকুরী যাইবে না ভাবিয়া তিনি বাটীতে গৃহে প্রত্যাগমন করেন। গত ১লা এপ্রিল তারিখে থানায় হাজিরা দিতে গিয়া তিনি দেখিতে পান, তাঁহার চাকুরী গিয়াছে। অতঃপরে তিনি থানা হইতে ফিরিয়া আসেন এবং সন্ধ্যার পর গ্রামে পৌঁছিয়া পাগড়ীর সাহায্যে এক গাছের ডালে ফাঁসি লটকাইয়া আত্মহত্যা করেন।

ছোরা মারিয়া বিতর্কের অবসান

তোমাদের পার্শ্বস্থী জলঢাকা থানার অন্তর্গত বসপাল গ্রামে গত ১০।৪।৩৫ তারিখে একটি ভীষণ খুন হইয়া গিয়াছে। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, হামিরুদ্দিন নামক জনৈক গৃহস্থের বাড়ীতে উক্ত তারিখে বেলা ১০টার সময় নিকটবর্ত্তী বাড়ী হইতে তাহার জ্যেঠাইমা আসে। পূর্ব্ব হইতে নানা কারণে তাহার জ্যেঠাইমার সহিত তাহাদের মনোমালিন্য ছিল। বাড়ীতে আসিলে পর তাহার জেঠাইমার সহিত তাহার বাবার কথা কাটাকাটি হইতেছিল। প্রকাশ যে, সেই সময় তাহার জেঠাইমার সৎছেলে পালাহু মহম্মদ আসিয়া হঠাৎ উক্ত হামিরুদ্দিনকে ছোরা দ্বারা পেটে এক ভীষণ আঘাত করে। ঘটনার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার আত্মীয় স্বজনেরা উক্ত ঘাতক পালহু মহম্মদকে গ্রেপ্তার করিয়া জলঢাকা থানার সোপর্দ্দ করে। আহত হামিরুদ্দিনকে অনতিবিলম্বেই জোমার হাসপাতালে লইয়া আসা হয়। বর্ত্তমানে তাহার অবস্থা সঙ্কটজনক।

বাস দুর্ঘটনা

ঢাকার এক সংবাদে প্রকাশ, নাগমাইলের নিকটে একটি বৃক্ষের সহিত একখানি মোটরবাসের ধাক্কা লাগার ফলে ৮য় ব্যক্তি আহত হইয়াছে। আহতদের মধ্যে একজন স্ত্রীলোকও আছে এবং তিন জনের আঘাত গুরুতর। আহত ব্যক্তিগণকে হাসপাতালে প্রেরণ করা হইয়াছে। তন্মধ্যে মোটর চালকের ও অপর দুইজনের মৃত্যুকালীন জবানবন্দী গৃহীত হইয়াছে।

অত্যধিক প্রহারের ফলে মৃত্যু

প্রকাশ যে, কিশোরগঞ্জ থানান্তর্গত যশোদল ইউনিয়ন বোর্ডের এলাকাধীন সেখ হাফিজ নামক জনৈক ধনী ব্যক্তির বাড়ীতে সনাতন দাসের ক্ষণমালী নামক এক ব্যক্তি চুরি করিতে যাইয়া ধরা পড়ে এবং থানায় আনিবার পথেই উহলীলা সংবরণ করে। অভিযোগ এই যে, ধৃত হওয়ার পর অত্যধিক প্রহারের ফলে তাহার মৃত্যু হইয়াছে। স্থানীয় ফৌজদারী আদালতে চুরি ও খুন উভয় পাল্টা মোকদ্দমাই চলিতেছে।

ঐ যশোদলের অন্তর্গত বৈরাগীরচরে ঐ একই রাত্রিতে চোরাই মালসহ চোর ধরিতে যাইয়া ঐ ইউনিয়নের চৌকীদার অভয় নমঃদাস ও অপর কাঁপ্যার চৌকীদার আহত হ বলিয়া প্রকাশ। পরদিন থানার এক পুলিশ ফৌজ বৈরাগীরচরের মধ্যিত কতিপয় স্ত্রী-পুরুষকে গ্রেপ্তার করিয়া থানায় আনিয়াছিল। কয়েকজনের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা চলিতেছে।

হাজারীবাগে দাঙ্গা

গত ১৩ই এপ্রিল হাজারীবাগমাহেশো মহেশ সিং এবং অপর প ১জন হিন্দুকে আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হইয়াছে। প্রকাশ, তাহারা রামনবমী উপলক্ষে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামায় আহত হইয়াছে।

প্রকাশ, রামনবমী উপলক্ষে হিন্দুরা মহাবীর অঙ্কিত পতাকাসহ মিছিল বাহির করে। কিন্তু মুসলমানেরা হিন্দুদের মিছিলের মহল্লীতে আপত্তি করিয়া বলে, মহরম উপলক্ষে তাহারা 'পাইকা' লইয়া বাহির হইবে। সুতরাং হিন্দুদের মিছিল বাহির হইলে তাহাদের নিশানের সংস্পর্শে 'পাইকা' অপবিত্র হইবে। কিন্তু স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ আদেশ দেন যে, সন্ধ্যাকালে হিন্দুদের মিছিল চলিয়া যাইবার পূর্ব্বে মুসলমানেরা 'পাইকা' বাহির করিতে পারিবে না।

উভয় পক্ষের হাঙ্গামায় বেপরোয়া লাঠি চলে এবং ইট পাটকেল ছোড়া হয়। শ্রীমতী সরস্বতী দেবী নাম্নী এক জননেত্রী হাঙ্গামা না করিতে উভয় পক্ষকে অনুরোধ করেন। ডেপুটী কমিশনার পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট এবং একজন ডিপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট একদল পুলিশ লইয়া ঘটনাস্থল পরিদর্শন করি। অবস্থা যখন আয়ত্তের মধ্যে আসে তখন কংগ্রেসনেতা শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবল্লভ সহায়কে এখানে আসিতে ভার দেওয়া হইয়াছে।

বহুমূল্য অলঙ্কারাদি লুঠ

মৌলবীবাজার হইতে প্রকাশ শ্রীমঙ্গল থানার অন্তর্গত ... গ্রামে শ্রীযুত সুরেন্দ্রচন্দ্র ... বাড়ীতে গভীর রাত্রে এক দুঃসাহসিক ডাকাতি হইয়া গিয়াছে।

প্রায় ১৫।১৬ জন ডাকাত লাঠি সোটা ... বাড়ীর মধ্যে ... প্রবেশ করে এবং ... লোকজনকে ... দিয়া বাঁধিয়া ফেলে ... ডাকাতেরা ৬০ বৎসরের এক বৃদ্ধ ও ... লোকজনকে খুন প্রহার ... টাকা ও ... হাজার টাকা মূল্যের অলঙ্কারাদি লইয়া চম্পট দেয়। চোর ... এখনও কাহাকেও গ্রেপ্তার করা যায় নাই।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে : বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র মেধাবী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST — প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। প্রতি বর্ষ ৩৲ টাকা ভিক্ষায় কলিকাতা বাগবাজারস্থ গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। বৈদিবারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১।০

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ দাস-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক উৎসাহোনন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ বিদ্যানন্দ সেবাতীর্থ বি-এল, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া শ্রীগদাধর মঠ হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষার মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১।০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল শ্লোক অক্ষরে এবং তাহাতে বর্ত্তমান যুগ শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। অতি সুন্দর ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৩৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোক সূচী, পদ্যসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচীপত্র। সমগ্র শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট সংস্করণ জগতের কোথায়ও আর দ্বিতীয় প্রকাশিত হয় নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময় ·

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৪৬,	১০—৩১,	১৩—২২	১৭—৩৮,	১৯—৩৪
স্বরূপগঞ্জ	ছাঃ	৭—৩৪,	১১—৩	১৪—০	১৮—৯,	২০—০৫
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩০,	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—১২

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

রবিবার ব্যতীত

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৩৫	৯-২৫	১৩-১০	১২-৩৪	১৫-৪	১৮-৩১
স্বরূপগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১২-১১	১২-৪২	১৫-৪৩	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-৩১	১৩-১২	১৬-১২	১৯-১১

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

(ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

মহিষাদলের কলেজের ইতিহাসের ভূতপূর্ব্ব প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল, ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম-এ, মহোদয়ের গ্রেষণাকাবলী এবং পাণ্ডিত্য লেখনীর অদ্ভুতশক্তি আশ্রয় করিয়া একাধারে ৩৫০ এবং ৬৫০ পৃষ্ঠায় জীবনচরিত-পাঠে বহু চিত্র ও চিত্র, অতি উৎকৃষ্ট ও আকৃতীয় গ্রন্থ সাজান ও বিবিধ চিত্র-সমন্বিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দার্শনিক প্রসিদ্ধ মতের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক আলোচনা প্রথম খণ্ডে ৩৫০ অধ্যায়ে, প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় হইবা ও বিশ্বপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের স্বকীয় মুখবন্ধ (Foreward) গ্রন্থকার ও প্রকাশকের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে শব্দসূচী অতি বিস্তৃত পরিভাষা (Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা, মাদ্রাজ ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা ; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণে লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে কথাসার ও শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	প্রথম ও দ্বিতীয়		পরবর্ত্তি-সময়ে	
	সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা,	সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা
প্রত্যেক প্রতি লাইন	।০	৷৵০	৷৵	।০
" " ইঞ্চি	২৲	১।০		১৲
" " সিকিকলম	৫৲	৪৲	৩৲	
" " অর্দ্ধকলম	৮৲	৬৲	৫৲	
" " ১ কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

মাসিক হার

[যদি অন্ততঃ ১ বৎসরের জন্য চুক্তি করা হয়]

সংবাদ পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ৮৲, সিকি কলম ১৫৲, অর্দ্ধ কলম ২৫৲, এক কলম ৪০৲

বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠায় - প্রতি ইঞ্চি ৪।০, সিকি কলম ১২৲ অর্দ্ধ কলম ১৮৲, এক কলম ৩০৲ টাকা।

সাহায্যের হার

সডাক বার্ষিক ৯৲ নয় টাকা, ষাণ্মাসিক ৫৲ পাঁচ টাকা, ত্রৈমাসিক ২৸০ পৌনে তিন টাকা, মাসিক ১৲ এক টাকা মাত্র। নগদ বর্ত্তমান সংখ্যা ৫

ম্যানেজার, দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ,

পোঃ শ্রীমায়াপুর, জেলা নদীয়া। টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম', নবদ্বীপ

৩৭ সংখ্যা

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১০ম বর্ষ | ২৯ বিষ্ণু গৌরাব্দ ৪৪৯, ৫ই বৈশাখ | ১৮ই এপ্রিল ইং ১৯৩৫ বৃহস্পতিবার | ৪০তম সংখ্যা

শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ

গৌড়ীয়াচার্য্যভাস্কর প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর গত ২রা বৈশাখ, ১৫ই এপ্রিল, সোমবার ময়মনসিংহ হইতে মহোপদেশক পণ্ডিত-প্রবর শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ বি-এ, উপদেশক আচার্য্য শ্রীপাদ সদানন্দ বিদ্যারত্ন ভক্তিভূষণ, রায় শ্রীযুক্ত সতীচরণ ভক্তিবান্ধব প্রমুখ কতিপয় অনুকম্পিত জনসহ যাত্রা করিয়া তৎপর দিবস প্রাতঃ ৭-৩৪ মিনিটের সময় কলিকাতা পৌঁছেন। ষ্টেশনে পদার্পণ করিলে কলিকাতার অধিবাসী ও প্রবাসী ভক্তবৃন্দ গুরু-গৌরাঙ্গের জয়ধ্বনিসহ পুষ্পমাল্যাদি দ্বারা আচার্য্য-বর্য্যের পাদপদ্ম বন্দনা করিয়া মোটরযানে বাগবাজারস্থ গৌড়ীয়মঠে লইয়া যান

শ্রীল প্রভুপাদের চলিয়া আসিবার সময় ময়মনসিংহ ষ্টেশনে বহু ব্যক্তি উপস্থিত হইয়া অশ্রুসিক্তনয়নে অবস্থান করিতে-ছিলেন। ট্রেণ যখন ষ্টেশনে উপস্থিত হইল তখন মুষলধারে বৃষ্টি হইতেছিল; যেন বা আজও যেন ময়মনসিংহবাসিগণের পক্ষ হইতে আচার্য্যপাদপদ্ম ছাড়িয়া দিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিতেছিলেন। নিসর্গও যেন আচার্য্যবর্য্যের চলিয়া যাইবার আশঙ্কায় আকুল-ক্রন্দনে বক্ষঃ ভাসাইতেছিল। আবার আচার্য্যদেব যে মহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত পন্থায় বিপ্রলম্ভরসে ভজনের চমৎকারিতাই প্রচার করিয়া থাকেন, তাহা বারিপাতের দ্বারাও যেন বিশেষ করিয়া ব্যক্ত করিয়া গেলেন।

ময়মনসিংহ ষ্টেশনের [illegible] পরেই [illegible] ষ্টেশন। এই স্থানে ট্রেণটি [illegible] ৪-১৭ মিনিটের সময় পৌঁছিলে বহু ব্যক্তি পুষ্পমাল্যাদিদ্বারা আচার্য্যপাদপদ্ম বন্দনা করেন।

শ্রীচৈতন্যমঠরক্ষক শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউটের প্রধান শিক্ষক মহোপদেশক আচার্য্য শ্রীপাদ কিশোরী মোহন ভক্তিবান্ধব ভক্তিশাস্ত্রী প্রমুখ কতিপয় বৈষ্ণব শ্রীল প্রভুপাদের সহিত ময়মনসিংহ হইতে আসিয়া রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করেন এবং গত মঙ্গলবার বেলা ৮-৪৫ মিনিটের সময় শ্রীধাম মায়াপুরে পৌঁছেন।

ঢাকা-প্রসঙ্গ

গত ৯।৪।৩৫ তারিখ মঙ্গলবার শ্রীযুক্ত বাবু ভূপতিরঞ্জন নাগ মহাশয়ের শ্বশুর শ্রীযুক্ত বাবু অমৃতলাল চৌধুরী মহাশয়ের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ ও কাতর প্রার্থনায় শ্রীল প্রভুপাদ কয়েকজন ভক্ত সমভিব্যাহারে তাঁহার বাটীতে প্রাতঃ ৮॥ টার সময় শুভবিজয় করেন। প্রভুপাদ তথায় কিয়ৎকাল অবস্থান এবং হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া পুনরায় বেলা ১০টার পূর্ব্বে ভূপতি বাবুর বাড়ীতে ফিরিয়া আসেন।

ঢাকা-নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু বিরাজমোহন ভক্তিভূষণ ও শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র ভক্তিবোধ ভক্তিকোবিদ মহোদয়দ্বয়ের কাতর আহ্বানে শ্রীল প্রভুপাদ ঐ ৯।৪।৩৫ তারিখের অপ-রাহ্ণ ৫টার সময় কমলাপুর শ্রীগোপালজী মঠে বহু ভক্ত সমভিব্যাহারে গমন করেন। তথায় কিছুক্ষণ অবস্থান পূর্ব্বক শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র ভক্তিবোধ মহাশয়ের প্রার্থনায় তাঁহার বাটীতে শুভবিজয় করেন এবং তথায় সন্ধ্যায় কিছুক্ষণ পর পর্য্যন্ত অপেক্ষা করেন। ভক্তিবোধ মহাশয় একটী মহোৎসবের আয়োজন করিয়াছিলেন; প্রভুপাদের সঙ্গে প্রায় ৪০ জন ভক্ত অনুগমন করেন। ভক্তি-বোধ মহাশয় উপস্থিত প্রায় দুই শত ভক্ত ও অন্য মহোদয়গণকে চতুর্ব্বিধ রসসমন্বিত মহাপ্রসাদ প্রদান করেন।

অতঃপর তথা হইতে শ্রীল প্রভুপাদ তদীয় ভক্ত শ্রীপাদ কৃষ্ণকিশোর দাসাধিকারী মহোদয়ের বাটীতে পদার্পণ করেন। তাঁহার বাটীতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীবিগ্রহ প্রত্যহ পূজিত হইয়া থাকেন। সেখান হইতে রাত্রি ৭টার সময় প্রভুপাদ বাসায় প্রত্যা-বর্ত্তন করেন।

সন্ধ্যার সময় হইতে ভূপতি বাবুর গৃহে বহু শিক্ষিত সজ্জন ব্যক্তি শ্রীল প্রভুপাদের দর্শন ও তাঁহার নিকট হইতে হরিকথা শ্রবণোদ্দেশ্যে সমবেত হইয়াছিলেন। ঐস্থানে কয়েকজন কলেজের অধ্যাপকও উপস্থিত ছিলেন। তন্মধ্যে জগন্নাথ কলেজের সংস্কৃতাধ্যাপক শ্রীযুক্ত অভয় চরণ চক্রবর্ত্তী এম্-এ, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র কুমার বসু এম্ এ, ডাঃ শ্রীযুক্ত কালিপদ বসু এম্ এ, পি এচ ডি, প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সাধু-সন্দর্শন ও সাধুমুখ-বিগলিত হরিকথামৃত পান করিবার জন্য ঢাকানিবাসী এবং স্কুলকলেজের বহু শিক্ষিতা মহিলা এইরূপ সভায় প্রত্যহই আগমন করিতেন।

অধ্যাপক অভয় বাবুর প্রশ্ন ছিল যে, মানুষ কিপ্রকার নীতি অবলম্বন করিলে এই সংসারে নিশ্চিন্তে সুখে-স্বচ্ছন্দে বসবাস করিতে পারে। অভয় বাবুর প্রশ্নে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত —

যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্গুণাঃ মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ॥

এই শ্লোকটী ব্যাখ্যামুখে অনেক উপ-দেশ প্রদান করেন এবং বলেন, মানুষ সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ শান্তি যে হরিভজন, সেই কার্য্যে ব্রতী হইলেই এই শোকমোহভয়াপহ পাদপদ্ম লাভ করিয়া সুখে বাস করিতে পারে।

"যস্যাং বৈ শ্রূয়মাণায়াং কৃষ্ণে পরমপূরুষে।
ভক্তিরুৎপদ্যতে পুংসঃ শোকমোহভয়াপহা॥"

গত ১০।৪।৩৫ তারিখ বুধবার প্রাতঃ ৮টার সময় শ্রীল প্রভুপাদ স্থানীয় জগন্নাথ কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র কুমার বসু ও তদীয় ভ্রাতা ডাঃ শ্রীযুক্ত কালিপদ বসু পি এচ-ডি মহোদয়দ্বয়ের প্রার্থনায় তাঁহাদের বাটীতে শুভবিজয় করেন। প্রায় ৫০ জন ভক্ত শ্রীল প্রভুপাদের অনুগমন করিয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ তথায় উপস্থিত হইলে সুরেন্দ্র বসু ও কালিপদ বসু তাঁহাকে আচার্য্যোচিত সম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক সপরিবারে তাঁহার পাদপদ্ম পুষ্প-চন্দন দ্বারা বন্দনা করেন। তাঁহারা শ্রীল প্রভুপাদের নিকট 'গৃহস্থের কর্ত্তব্য' বিষয় জানিতে চাহিলে শ্রীল প্রভুপাদ গৃহস্থ ও গৃহত্যাগী ব্যক্তিগণের একই কর্ত্তব্য জানাইয়া বলেন যে -

"আরাধনানাং সর্ব্বেষাং
বিষ্ণোরারাধনং পরম্।
তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চ্চনম্॥"

জীব যখন নিত্য, তখন বিষ্ণুর দাস্য থাকিয়া জীবন অতিবাহিত করিয়া চলিয়া যাওয়াটা গৃহস্থের কর্ত্তব্য নয়। "[illegible]" এই শ্লোকটী সংক্ষেপে গৃহস্থের বিচার্য্য বিষয় হওয়া উচিত। (ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৯ আশ্বিন বৃহস্পতিবার ৪৪১

বিষ্ণুমন্দির-নির্ম্মাণকারীর গতি

আমরা গৃহ স্থাপন করা পর্য্যন্তই আমাদের তথাকথিত আত্মীয়স্বজনগণের প্রতি প্রীতি-বিশিষ্ট বলিয়া তাঁহাদের বাসের জন্য সাধ্যানুসারে গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়া থাকি এবং এই গৃহকে সোপানের পারিপাট্য করিয়া অবশেষে সপরিবারে নরকগমনের রাস্তা পরিষ্কার করি। তাই শাস্ত্র বা সাধুগণ এরূপ হরিবিমুখ স্বজনসমাকুল গৃহকে নরকের দ্বার-স্বরূপ বলিয়াছেন।

আমরা এইরূপ গৃহ-বাসের কুপরিণাম বা বিষময় ফল বোধ থাকিলেও তাহাতে আবদ্ধ থাকিবার জন্য ব্যস্ত হই। সেইজন্য সাধুগণ আমাদের প্রতি কৃপা-পরবশ হইয়া এই অন্ধকূপসদৃশ গৃহের আসক্তি হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য ভগবন্মন্দিরাদি-নির্ম্মাণের পরম সুযোগ প্রদান করিয়া থাকেন। যেসকল ভাগ্যবান্ ব্যক্তি সাধুর সেই মঙ্গলময়ী বাণী শ্রবণপূর্ব্বক বিষ্ণুমন্দিরনির্ম্মাণে ব্রতী হন, তাঁহাদের যে কি পরমা গতি লাভ হয়, তদ্বিষয়ে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিবার জন্য আজ আমরা এই প্রবন্ধের সূচনা করিয়াছি।

ভগবান্‌কে সুখে রাখিবার চেষ্টা যাঁহাদের হৃদয়ে উদিত, তাঁহারা বাস্তবিকই ভাগ্যবান্। ভাগ্যবান্ না হইলে কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতির কথা কাহারও বুঝিবার সাধ্য নাই। তবে এই সাধনা বা সদ্বুদ্ধি সাধুসঙ্গের ফলেই উদিত হয়। যে ব্যক্তি নিজের আত্মীয়স্বজনকে সুখে রাখিবার জন্য ব্যস্ত থাকেন, সেই ব্যক্তি যে তাঁহার আত্মীয়-স্বজনকর্ত্তৃক বিশেষ আদৃত বা তাঁহাদের ভালবাসার পাত্র না হইয়া পারেন না, একথা বোধ হয় আমরা সকলেই অল্পবিস্তর জানি। সুতরাং আমরা যদি সরলভাবে কৃষ্ণসুখার্থ কৃষ্ণাবস্থানাগার বা সেবাগার মঠ-মন্দিরাদি-নির্ম্মাণে বাস্তবিকই তৎপর হই, তাহা হইলে আমরা যে ভগবানের কৃপা পাইতে পারিব, তাহাতে আর সন্দেহ কি? তাই বলি, যাঁহারা বিষ্ণুমন্দির বা ভক্তাবাসাদি নির্ম্মাণ করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন—নির্ম্মাণ করিয়াছেন বা করিবেন, তাঁহাদের গতি যে বৈকুণ্ঠমুখিনী, এ কথা সাধু ও শাস্ত্র তারস্বরে কীর্ত্তন করিয়াছেন। যাঁহারা ভগবানের জন্য ব্যস্ত, সেই সাধুভক্ত-সেবারত বিষ্ণুমন্দির-নির্ম্মাণকারিগণ কখনও যমদণ্ড্য নহেন। শাস্ত্র বলেন, যাঁহারা দেবমন্দির নির্ম্মাণ করেন, তাঁহারা পাপিগণের ন্যায় যমালয়ে যান না বিষ্ণুদূতগণ কর্ত্তৃক বৈকুণ্ঠে নীত হন

ভগবানের সেবক আমাদের যখন গুরু-কৃপায় এতাদৃশ পরম সুযোগবরণের সৌভাগ্য উপস্থিত হয় তখন যদি আমরা বিলম্ব না করিয়া গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজার ন্যায় নারায়ণ-প্রদত্ত ধনাদি দ্বারা শ্রীবিষ্ণুমন্দিরাদি নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হই তাহা হইলে অনর্থের মূলস্বরূপ এই অর্থের দ্বারাও আমাদের পরম মঙ্গল সাধিত হয়। সেইজন্য বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ এ বিষয়ে তৎপর হইয়া মৃত্যুর পূর্ব্বমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত এরূপ মঙ্গলময় কার্য্যে ব্রতী হইবার জন্য চেষ্টা করেন। ছান্দোগ্য বলেন, "পৃথিবী পরিত্যাগের পূর্ব্বে যাঁহাদের ভগবজ্-জ্ঞান লাভ ঘটে এবং ভগবৎসেবাপ্রবৃত্ত হয়, তাঁহারাই ব্রহ্মজ্ঞ বা ব্রাহ্মণ, তাঁহারাই ব্রহ্মপুরে নীত হন।" সাধুগুরুর সেবা নিষ্কপটে না করিলে বা তাঁহাদের আদেশানুযায়ী ভগবৎসেবায় নিযুক্ত না হইলে ভগবৎ-সেবাবৃত্তি জাগে না। সাধুসঙ্গ করিলেই ভগবৎসেবা করিবার লোভ হৃদয়ে স্থান পায় এবং তখনই জীবগণ প্রেয়ঃ অপেক্ষা শ্রেয়ঃকে শ্রেষ্ঠ বুঝিয়া ভগবৎসেবাসাধনে ব্যস্ত হন এবং ইহকালে তাঁহারা অমৃত মৃত্যুকেও অকৃপাবলে জয় করিতে পারেন। বিষ্ণুমন্দির-নির্ম্মাণকারী সদ্গুরু-চরণাশ্রিত ব্যক্তি যে যমদণ্ড্য নহেন—গুরুপাদপদ্ম যে তাঁহাদিগকে যমের হস্ত হইতে নিত্যকালের জন্য রক্ষা করেন তাহা গৌড়ীয়মঠাশ্রিত আমাদের দেখিবার সৌভাগ্য হইয়াছে। গুরুভক্তির প্রভাব বর্ণন করিয়া শ্রীমদ্ভাগবতও বলিয়াছেন,—"গুরুর্ন স স্যাৎ...... ন মোচয়েদ্ যঃ সমুপেতমৃত্যুম্" অর্থাৎ যিনি যমের হস্ত হইতে রক্ষা করিতে পারেন না, তিনি গুরুপদবাচ্য নহেন। শ্রীমদ্ভাগবতের এই নির্দ্দেশ ও হতাশপ্রাণে আশা-সঞ্চারী বাক্যের দ্বারা আমরা স্পষ্টই বুঝিতে পারি যে, সদ্গুরুচরণাশ্রিতের মৃত্যুভয় নাই, তাঁহারা যমদণ্ড্য নহেন; পরন্তু যাহারা গুরুসেবা করে না, বিষ্ণুমন্দির বা ভক্তাবাসাদি নির্ম্মাণ করে না, তাহারাই যমদণ্ড্য, তাহাদিগকেই যম শাসন করিয়া থাকেন।

বিষ্ণুমন্দির-নির্ম্মাণকারীর এতাদৃশী পরমা গতির কথা শ্রবণ করিয়া অনেকেরই হৃদয়ে প্রশ্ন জাগিতে পারে যে, যদি কোন পাপী ব্যক্তি পাপার্জ্জিত অর্থের দ্বারা পাপনিষ্কৃতি বা পুণ্যলাভের আশায় বিষ্ণু-মন্দিরাদি নির্ম্মাণ করেন তাহা হইলে তাঁহারাও কি এই একই গতি লাভ করিবেন? অথবা বৃন্দাবনে যে সাত-আট মন্দির, নানাস্থানে মন্দির প্রভৃতি আছে, তাঁহারা কি সকলেই বৈকুণ্ঠে গিয়াছেন? এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা বলিতে চাই যে, উদ্দেশ্যানুসারেই জীবের ফললাভ ঘটিয়া থাকে। তবে ইহাও সত্য যে, যদি এই সকল কার্য্য সদ্গুরুর আনুগত্যে সম্পাদিত না হয়, তা'হলে উহার ফল—ধর্ম্মার্থকাম বা মোক্ষ কিন্তু সদ্গুরুর আশ্রিত ব্যক্তির কৃষ্ণপ্রীত্যর্থে যে বিষ্ণুমন্দির-নির্ম্মাণ-কার্য্য তাহা বৈকুণ্ঠগতি-দায়ক। সুতরাং মঙ্গলকামী ব্যক্তিগণের কর্ত্তব্য—চিরদিনই কর্ম্মকাণ্ড বা অসৎসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া সদ্গুরুর আনুগত্যে সতত ভগবানের সেবা করিবার জন্য ব্যস্ত হওয়া। এতদ্ব্যতীত মঙ্গলের দ্বিতীয় রাস্তা আর নাই। তাই বলি, সাধু সাবধান!

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতা

[গত ৮ই এপ্রিল সোমবার অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময় নারায়ণগঞ্জ "বাণী থিয়েটার" হলে নারায়ণগঞ্জবাসীর অভিনন্দনপত্রের প্রত্যুত্তরে শ্রীল প্রভুপাদ যে অভিভাষণ প্রদান করেন, তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম]

সমবেত সজ্জনমণ্ডলি!

আজ আপনারা মাদৃশ অযোগ্যের প্রতি অভিনন্দন-পত্রে যে প্রীতি প্রদর্শন করলেন সেই প্রীতি গ্রহণ করবার যোগ্যতা আমার নাই। আপনারা শ্রীচৈতন্যের দয়ার কথা উল্লেখ ক'রেছেন। শ্রীচৈতন্যের দয়া অমন্দোদয়-দয়া, তাহা মানুষকে ভক্তিপথে গমনে উৎসাহ প্রদান করে। জগতে মানবের বাসনা নানাপ্রকার এবং তাঁহাদের উন্নতির চেষ্টা ও মঙ্গললাভের চেষ্টাও বহু-প্রকার দেখা গিয়া থাকে। বহির্ম্মুখিনী উন্নতির চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়া মানুষ শ্রীচৈতন্যের দয়া উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয় না। তাই সেপ্রকার দয়া-দ্বারা মানব অল্পকালস্থায়ী সুখ লাভ করতে পারে, সেইরূপ দয়াকেও বহুমানন করিয়া থাকে।

চৈতন্যচন্দ্রের দয়া করহ বিচার।
বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার॥

তাৎকালিক অভাব ও তাহা মোচনের বা তাহা হইতে উদ্ধারলাভের জন্য যে দয়া, তাহা অন্যত্র বহুস্থানে দেখ্‌তে পাওয়া যায়। কিন্তু শ্রীচৈতন্যের দয়ার মত দয়া অন্য দেখা যায় না। শ্রীচৈতন্যদেব ভক্তির কথা ব'লেছেন; ভক্তি—মুমুক্ষু এবং বদ্ধ-জীবের একমাত্র নিত্য প্রয়োজনীয় বিষয়। একমাত্র ভজনীয় বস্তুর সেবার কথাই তিনি আমাদিগকে জানিয়েছেন। কোন্ বস্তু ভজনীয় হ'বেন? একমাত্র ভগবদ্বস্তু ব্যতীত অন্য কিছুই ভজনীয় বস্তু হ'তে পারেন না। তিনিই একমাত্র ভোক্তা—সকল প্রকার রসের ভোক্তা। পূর্ণ রসময়-বিগ্রহ—'রসো বৈ সঃ'।

ভগবদ্বস্তু যে রসের রসময়বিগ্রহ, সেই অপ্রাকৃত রস আর জড়রস এক নহে। চিদ্রসে কোন প্রকার অভাব বা অপূর্ণতা নাই বা বাধকতা নাই। জড় রসে নানা-প্রকার অভাব এবং অপ্রয়োজনীয় বিষয় থাকার দরুণ আমাদের আনন্দের অভাব হয়। অপ্রাকৃত রস অতি সুনির্ম্মল বস্তু। রসের আংশিকতা আমাদের মধ্যে দেখা যায়। ইহজগতে আনন্দের অন্বেষণ করতে গিয়া আমরা আনন্দের অভাব লক্ষ্য ক'রে থাকি। ভগবান পূর্ণ, চেতন-ময় ও রসময়বিগ্রহ। অচেতনের আধারে রস অপ্রয়োজনীয়। জড় রস শিথিল হ'তে থাকিলে ভগবদ্-রসের উদ্দীপনা হ'তে পারে। একমাত্র জীবন আদৌ বাঞ্ছনীয় নয়। সকলেই রসের অন্বেষণ করেন।

জড়রসের অন্বেষণ করতে গিয়ে যে সকল কার্য্য আমরা করিয়া থাকি, অপূর্ণ অবস্থায় থাকার দরুণ ঐসকল কার্য্যদ্বারা আমাদের অসুবিধা হয়। যেখানে রসের হানির সম্ভাবনা আছে, সে রসের বৃদ্ধিতেও দোষ আছে। ভগবান্ সে-প্রকার রস নন্। তাঁহাতে কোন প্রকার অভাব নাই। আবার সময়ে সময়ে রসরহিত অবস্থাটা মনে হয়, বুঝি ভাল। কিন্তু সেটা ঠিক নয়। ব্রহ্মজ্ঞানীর নির্ব্বিশেষ বিচারটা ভাল নয়। যেখানে রসও নাই, বিচিত্রতাও নাই, আবার রস আস্বাদনের লোকও নাই।

প্রীতির অভাবে নানাপ্রকার বিবাদ-বিসম্বাদ ও প্রাতদ্বন্দ্বিতা দেখা যায়। যেখানে বিচিত্রতা নাই, সেই স্থানটাকে শান্তস্থান মনে করি। মনে করি, সেখানে পৌঁছিলে শান্তি পাইব। অশান্তি কেহ প্রার্থনা করে না। কিন্তু নির্ব্বিশিষ্ট বিচিত্রতার অভাব যদি চরম কথা হয়, তাহ'লে বুঝতে হ'বে রসের আবিষ্কার সেখানে নাই, সেখানে রসের আদর নাই। যাঁহারা রসময়বিগ্রহের সংবাদ রাখেন, তাঁহারা স্বীকার করেন যে, তিনিই বেদান্তের উদ্দিষ্ট পদার্থ। সেখানে যে রসের কথা আছে তাহা এ দেশে কোন কোন সময়ে আগমন করেন, তা' থেকে সময়ে সময়ে আমাদের চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়। তখন বোধ যে, একটা সুখপ্রদ অনেক বাধা দিচ্ছে। শান্তি আনার জন্য যে-সকল অনুসন্ধান চলছে, তা' থেকে মুক্তি পাওয়া দরকার।

ভগবান্‌কে অনেকে রসরহিত বলিয়া মনে করেন। শ্রীচৈতন্যদেব জীবকে এই বিপদ্ হইতে উদ্ধার ক'রেছেন। তিনি বাদগরায়ণ রসের সহিত সেবিত হন। রসের প্রতিকূল বিচারটা গ্রহণীয় নয়

ব'লে তাঁকে নির্বিশেষ-ভাবে প্রতিষ্ঠিত ক'রে থাকি। যে জগতে পূর্ণশক্তি বিরাজমান, তাহা ব্যাখ্যা করিতে গিয়া ব'লে থাকি যে উহা বলবর্জিত হ'য়ে গিয়েছে। অচিন্ত্যের স্থান এই জগৎ আমাদের নিত্য বসতিস্থল নয়।

বাস্তব বস্তুর অভিলাষ পরিত্যাগ করিয়া যাহা অবাস্তব বস্তু বলিয়া প্রতীত হয়, তাহাই আমাদিগকে এই জগতে আবদ্ধ করিয়া ফেলে। সকল পুরুষের যিনি উত্তম, যিনি পুরুষোত্তম; সেই পুরুষোত্তমের রাজ্যে সকলকে প্রবেশ করতে হবে। সেখানে তাঁহার অবাধ্য কোন ব্যক্তি নাই অথচ সেখানে রসের স্রোত প্রবল। বিদ্যাপতি গান ক'রেছেন, "মাধব তুয়া পরিণাম নিরাশা।" সেই-রকম কথাটা না জানার জন্য অমঙ্গলটা এসে উপস্থিত হ'য়েছে, নানা প্রকার অন্যাভিলাষও এসেছে।

দ্বিতীয় আত্মনিবেশের ফলে অমঙ্গল এসে পড়েছে "ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাৎ" ইত্যাদি বিচারে অজ্ঞানতার ফলে শোক, মোহ ও ভয় এই ত্রিবিধ অসুবিধা দ্বারা আক্রান্ত হ'য়ে পড়েছি। আপনাদের অভিনন্দনপত্রে একটা কথা পাচ্ছি। আমরা সনাতনধর্মের কথা প্রচার করছি— এই কথা আপনারা ব'লেছেন। শ্রেয়ঃপন্থী ও প্রেয়ঃপন্থী দুই প্রকারের বিচার আছে। প্রেয়ঃপন্থীদের বিচার—সাধনের অনুসন্ধান দ্বারা তাৎকালিকী সুবিধা করিয়া লওয়া। কিন্তু সেইরূপ পন্থায় নিত্য সুখের কোন কথা নাই। নিঃশ্রেয়স বিচার-পরায়ণ ব্যক্তি জড়-রস-রহিত হ'য়ে গেলে সুবিধা হ'বে মনে করেন।

মানবজাতির বুদ্ধি কি এতই দুর্বল যে, তাঁহারা সনাতন ধর্ম পরিত্যাগ ক'রে অন্য ধর্ম অবলম্বন করবার জন্য ব্যস্ত হয়েছে। ইহা খুবই বিচার-দৌর্বল্যের বিষয় সন্দেহ নাই। ভক্তির বিরোধী দল জগদ্ধিতের চেষ্টা বা ধর্মের আদর্শ কতটুকু সম্পাদন করতে পারবে? ভক্তি কাহাকে বলে? শ্রীল রূপপ্রভু তাহার সংজ্ঞায় বলিয়াছেন—
"অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥"

ভক্তির তত্ত্ব বিচারে কৃষ্ণের অনুকূল অনুশীলন দ্বারা উত্তমা ভক্তি লভ্যা। সেখানে ফল-কামনা কিছু নাই, কিন্তু স্বার্থপরতা কিছু নাই। যেখানে হৃষীকেশের ইন্দ্রিয়তর্পণের কথা কিছুই নাই, তাহা বুদ্ধিমানের কথা বলিয়া মনে করি না। সেখানে সর্বস্থলেই আমরা নিজ নিজ ইন্দ্রিয়-তর্পণের ব্যবস্থাই আছে; সেখানে ভক্তিপথ রুদ্ধ। কর্মফল-ভোগ বা ত্যাগ, এই দুইটিতেই ভগবদিন্দ্রিয়তর্পণের কোন কথাই নাই। ভগবদ্ভক্তিই প্রয়োজনীয়—ইহাই সনাতন ধর্ম। [illegible] ব্যাখ্যা ঠিক নয়। ভক্তি আত্মার ধর্ম; আত্মা নিত্য, অতএব উহা নিত্যকালের ধর্ম।

আমাদের ভগবৎসেবা-বিমুখতার জন্য এই জগৎ সৃষ্ট হ'য়েছে এবং আবার জীবকে ভগবদুন্মুখ করবার জন্য [illegible] ব্যবস্থা রয়েছে। ভক্তির দ্বারা আত্মার নিত্যবৃত্তি জাগরিত হ'লে জীব এই জগতের আবদ্ধ দশা হইতে মুক্ত হ'তে পারেন। আমাদের সেবা বস্তু নির্ণীত হওয়া চাই। সেবা যদি অল্পকাল স্থায়ী হয়, তবে সেই সেবা ক'দিন টি'কতে পারে? আমরা যদি অন্যান্য দর্শনের কথায় আবদ্ধ থাকি, তবে transcend (জড়-বিচার অতিক্রম) ক'রতে পারব না। জাগতিক আনন্দের পরই নিরানন্দ বর্তমান আছে।

ভক্তিধর্ম আংশিক নহে, পরমাশ্রয় বস্তুর অনুশীলন বা সেবা পথ নিত্য। ভক্তি ত্রিগুণাতীত সরস, নীরস পদার্থ নহে। কর্মাদি কখনও শুষ্ক, কখনও সরস; জ্ঞান চিরকালই শুষ্ক। কৃষ্ণ রসময় বিগ্রহ। পাশ্চাত্যদেশে জড়রসের কথা আলোচিত হয়। কিন্তু এই রস কতদিন চলিবে?

"সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো
মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥"
"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং
স্তথৈব ভজাম্যহম্।"

এই সকল কথা ভারতে প্রচুর আলোচিত হইতেছে, কিন্তু তাহার উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারায় মানুষের অসুবিধা হইতেছে এবং তাহার ফলও ভোগ করিতেছে। অতএব ভক্তিরসে যে মঙ্গল, সেইটাই আমাদের প্রয়োজনীয় বিষয়। শ্রীচৈতন্যদেবের কথায় কোন খাদ নাই। নিত্য আনন্দ প্রদান করিবার জন্য তিনি যে-সকল কথা বলিয়াছিলেন, সেগুলি আলোচনা করা দরকার। আমরা দীন ও ক্ষুদ্র এবং আমিও বদ্ধ। শ্রীচৈতন্যদেবের ঐসকল কথা আপনারা যদি আলোচনা করেন, তবে আমার প্রতি কৃপা করা হ'বে।

Iconoclast (শ্রীমূর্তি-বিরোধী) এক শ্রেণীর লোক আছে। শ্রীমূর্তিতে তাঁহাদের বিশ্বাস নাই। তাঁহারা জানে না যে, নিত্য বস্তুর রূপ, গুণ প্রভৃতি কাল্পনিক বস্তু নহে। বাস্তব সত্যের কথা যাহা আমরা জানি না, তাহাকে আমাদের ঐরূপ হঠকারিতা করিতে যাওয়া ঠিক নয়। মহাপ্রভু শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুকে "ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব। গুরুকৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ॥" প্রভৃতি যে সব শিক্ষা দিয়াছিলেন, সেগুলি শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে লিপিবদ্ধ আছে। সেগুলি আলোচনা করা উচিত। মহাপ্রভু কোন মতবাদ সৃষ্টি করিবার জন্য কোন মানুষের উদ্ভাবিত প্রণালীর মত কোন একটা কথা বলেন নাই। তাঁহার দয়া—অমন্দোদয়-দয়া।

"জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্তাং" শ্লোক অনুধাবন করিলে ঐ সকল কথা বুঝতে পারব এবং পরা ভক্তির কথাটা ধরতে পারব। এখানে সকলেই প্রভু হবার জন্য ব্যস্ত, মূল প্রভুর সেবার কোন কথা এখানে নাই। শ্রেষ্ঠ হবার জন্য যতই না কেন বুদ্ধিবৃত্তি চালনা করি, তাহাতে মঙ্গল হবে না। ভজনীয় বস্তুকে চতুর্দশ ভুবনের কোথাও পাওয়া যাইবে না, বিরজা-ব্রহ্মলোকেও পাওয়া যাবে না। বৈকুণ্ঠ ও গোলোকে তাঁহাকে পাওয়া যাইবে। বৈকুণ্ঠে দুই প্রকার রসে তিনি সেব্য আর গোলোকে পূর্ণ ৫ প্রকার রস বর্তমান, সেখানে ৫ প্রকার রসের তিনি সেব্য।

আপনারা দয়া করিয়া আমার প্রতি যে সকল বাক্য প্রয়োগ করেছেন, সে সকলের যোগ্য আমি নহি। যাঁহারা ঐসকল কথা প্রয়োগ করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রতি ঐ সকল প্রযোজ্য।

সভাশেষে শ্রীযুৎ তীর্থ মহারাজ নারায়ণগঞ্জবাসী অভিনন্দন-পত্রপ্রদানকারিগণকে শ্রীমঠের পক্ষ হইতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং বলেন যে, তাঁহারা যখন নারায়ণগঞ্জবাসী তখন তাঁহারা বৈকুণ্ঠ-রাজ্যের সেবক, তাঁহারা বৈকুণ্ঠদূতের প্রতি যে অভিনন্দন প্রদান করিয়াছেন তাহা তাঁহাদের যোগ্যই হইয়াছে। শ্রীযুৎ তীর্থ মহারাজ ঢাকাকে গোলোক-বৃন্দাবনের সহিত এবং শীতলাক্ষাকে বিরজার সহিত তুলনা করিয়া উপসংহার করেন।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহোদয়ের আগমনোপলক্ষে

দেব!
শুনিয়া ছিলাম ভুবন-বিদিত
দেখিতে বাসনা ক'রে।
তাই বুঝি এলে বৈকুণ্ঠসম্রাট্
দেখা দিতে মো সবারে॥
তুমি মহাজন পুরুষপ্রধান
আমরা অবোধ নর।
কি দিয়ে পূজিব কি আছে মোদের
তব যোগ্য উপচার॥
দেবতা লয়েন মনের ভকতি
জানিয়াছি সাধুমুখে।
(তাই) ভকতি-মিশ্রিত পুষ্প-উপহার
অর্পিনু চরণে সুখে॥

ভবদীয় কৃপাধন্য উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের
"ছাত্রবৃন্দ"

নিবেদন
(১)

গুরুদেব!
দুর্লভ জনম লভিয়া এ জন
বিষয়-ভোগেতে রত।
অকূল পাথারে ভাসি দুঃখভরে
কাঁদি প্রভু অবিরত॥
নেহারি আমারে দুঃখ-পারাবারে
তুমি হে করুণাময়।
যেন অকূলেতে মোরে কূল দিতে
দিতে এলে পদাশ্রয়॥
দয়া করি' মোরে অতি স্নেহভরে
টানিলা আপন পাশে॥
করিতে প্রদান স্বভাব সন্তান
যাচাতে অভাব নাশে॥
ওরে দীন জন কেন দুর্মন
শুনরে অভয়বাণী।
দুর্লভ জনম পেয়েছ যখন
প্রেমধনে হও ধনী॥
বৈষ্ণবচারণ- সুধা অবিরত
প্রাণ ভরি' কর পান।
শ্রীবিষ্ণু-মহিমা বৈষ্ণব-গরিমা
উচ্চকণ্ঠে কর গান॥
শ্রীহরির নাম শ্রীহরির ধাম,
কর সদা প্রচার।
শ্রীহরির কাম, করিলে পূরণ
সমাদরে প্রেমধার॥
কিন্তু হায় দেব! অতীব দুর্দৈব
রহে মোর নিরন্তর।
নাহিক শকতি সদা জড়মতি
নানা পাপে জরজর॥
শ্রবণ কীর্তন করিয়া বর্জন
সতত অসতে রত।
যোগ্যতাবিহীন এ ভার অধম
কিসে নাম-রূপ পায়॥
ওগো মহান্ ও দাও গো শকতি
দীনজনে কৃপা করি'॥
তোমার কীর্তন করিয়া শ্রবণ
পা'ক যেন সদা তায়॥
ও-রাঙা-চরণ কর গো অর্পণ
দাও কৃপাশীষ্ দিয়ে।
যেন নাম ধাম মহিমা-কীর্তন
গাই নিত্য দ্বারে দ্বারে॥
[illegible] ধন যাচতে কীর্তন
তোমার করুণা সার।
তুমি মহাজন আমি দীনজন
নাম পথে বার বার॥
—শ্রীজয়দেব চট্টোপাধ্যায়

নবদ্বীপ পঞ্জিকা—[illegible] গৌরাব্দের সচিত্র সুবৃহৎ নবদ্বীপ পঞ্জিকা কলিকাতা বাগবাজারস্থ গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যাইবে। ভিক্ষা ৵০

সুপথেও যা কর তাই স্ত্রী-সম্ভাষণ। গৃহে স্ত্রী ছাড়িয়া তাই আসিয়াছ বন॥

শুদ্ধভক্তি মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ

(আকর-মঠরাজ)

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ গজ উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যবর্য্য শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্যমঠ বিরাজমান। এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বতজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি বেদাঙ্গসমূহের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠ হইতে পারমার্থিক দৈনিকপত্র 'নদীয়া-প্রকাশ', সাত্বত-সম্প্রদায়ে অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থাদি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতি বৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীসহ কীর্ত্তন-প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত সুবিমল ভাগবত-ধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্তমন্দিরে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দজীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সজ্জন-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হয়। এই মঠ হইতে মহানগরীর সর্ব্বত্র হরিকথা-প্রচার, মহানগর-সঙ্কীর্ত্তন, বক্তৃতা, ব্যাখ্যা ও সঙ্কীর্ত্তন-মহা-মহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান হয়। মঠরক্ষক—মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া সহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী সেবাকোবিদ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাজধানী এখানে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান, রক্ষক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—গোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

(৭) কাজীর সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক।

(৮) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও রাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান দাস ব্রহ্মচারী।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(১০) মোদদ্রুম-ছত্র "গৌড়ের নৈমিষ"

মামগাছি, পোঃ [illegible], (বর্দ্ধমান)।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান। শ্রীগৌরনিত্যানন্দের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবঙ্কুবিহারী ব্রজবাসী, ভক্তিভূষণ।

(১১) ভেতিয়া কুঞ্জকানন

শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীনদীয়ানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১২) কুঞ্জকুটীর—পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া। রক্ষক—শ্রীঅনুভবানন্দ অধিকারী

(১৩) ভাগবত-আসন—পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

এই স্থান হইতে ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচারিত হয়। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৪) একায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাসখালি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী ভক্তিসার

(১৫) মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রী[illegible]কিশোর ব্রজবাসী।

(১৬) মাধ্বগৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, পোঃ ঢাকা

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীপাদ [illegible] বিদ্যাবিনোদ বি-এ।

(১৭) গোপালজীউমঠ—কমলাপুর, (ঢাকা)

গোপালজীউর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান। রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রজবাসী।

(১৮) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)।

এখানে শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(১৯) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রী[illegible] ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২০) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ [illegible], ([illegible])

এখানে [illegible] শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(২১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী।

(২২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ [illegible], (মানভূম)

এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী।

(২৩) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকনিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে গুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রজবাসী ভক্তিরত্ন।

(২৪) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী।

(২৫) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ বক্সীবাজার, (কটক)

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদবল্লভজীউর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর

(২৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর পুরী,

শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন।

(২৭) পুরুষোত্তম মঠ

ভক্তিকুটী, পোঃ পুরী উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীউর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগদাধর অধিকারী

(২৮) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী দাসাধিকারী।

(২৯) রায়ানন্দ-গৌড়ীয়মঠ;

পোঃ কভুর, জেলা গোদাবরী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—শ্রীনিতাইচরণ দাসাধিকারী ভক্তিলোচন।

(৩০) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪২নং [illegible], বেনারস সিটি

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৩১) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী

(৩২) পরমহংস মঠ.

পোঃ নিমসার, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও গৌর-বিনোদ-বিহারীজীর সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীসত্যনারায়ণ দাসাধিকারী।

(৩৩) কৃষ্ণচৈতন্য মঠ

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

এখানে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিত্য-সেবা হয়। রক্ষক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠ

বঙ্গালীঘাট মথুরা

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রী[illegible]

(৩৫) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ—শ্রীরাধাকুণ্ড

রক্ষক—শ্রীরাধারমণচরণদাস ব্রহ্মচারী

(৩৬) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৩৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ

[illegible], পোঃ [illegible], জেলা [illegible] (পাঞ্জাব) রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৩৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং [illegible] রোড, নিউ দিল্লী।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসম্বন্ধ তুর্য্যাশ্রমী

(৩৯) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল।

এখানে গৌর-মদনমোহনের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪০) সারস্বত-গৌড়ীয় মঠ

[illegible] নারায়ণগুড়া, ডি, সি

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি

(৪১) মান্দ্রাজ-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ রায়পেট্টা মান্দ্রাজ।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা।

রক্ষক—শ্রীপাদ [illegible] ভক্তিবিকাশ।

৪২) বোম্বে-গৌড়ীয়-মঠ কার্য্যালয়

[illegible] রোড, ছোটানি বিল্ডিং, ব্লক নং ১, বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মা মজুমদার।

(৪৩) অমরজি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমরজি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

(৪৪) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী

(৪৫) পাটনা গৌড়ীয় মঠ

১০০ মিঠাপুর, পাটনা।

রক্ষক—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী রাগভূষণ

(৪৬) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠ বালেশ্বর

রক্ষক—শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৭) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয়

৩ [illegible] হাউস, [illegible] গার্ডেন্স, এস-ডব্লিউ ৭, লণ্ডন

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ।

(৪৮) বার্লিন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

Berlin W. 30

Eisenacher strasse 29

ভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্—সমগ্র ৪০৲
প্রথম স্কন্ধ হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ৷৵০
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। ভাষ্য-বাসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড — ১৲; ৩য় খণ্ড—৷০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—১৲; ২য় খণ্ড ৷০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব—১৲
৮। সংস্কারাদর্শ—দীপিকা ও সংস্কার-দীপিকা ১৷০
৯। বৈষ্ণবধর্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৷০
১৪। সাধকক[illegible]মালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ৷০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৷০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ৷০
১৮। বামন-বালক ৷০
১৯। ভাব[illegible] কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵০
২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৷৵০
২২। ভজন-রহস্য ৷০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ ৩ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
২৬। গীতার কেবল মূল-ভাষা ৷০
২৭। বৃহদ্ভাগবতামৃত ও [illegible] ২৲
২৮। [illegible] ৷০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷০
৩০। নাম-ভজন ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
৩৩। [illegible] ৷০
৩৪। ভক্তিতত্ত্বাদর্শ (নবীন-পাঠকদের) ৵০
৩৫। গীতমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
৩৭। ঐ প্রমাণ খণ্ড ৵০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷০
৩৯। [illegible] ৷০
৪০। শরণাগতি ৴০
৪১। গীতাবলী ৴০
৪২। চিত্রে নবদ্বীপ ১৷০
৪৩। সাধনকণা
৪৪। ক্লেশঘ্নভক্তি ৴০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৴
৪৬। অর্থপঞ্চক ৴০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। অর্চ্চনপদ্ধতি ৷১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (১ম খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ)
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয়
৫৫। [illegible] ৷০
৫৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৴০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ৷০
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৵০
৫৯। শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৬০। সাধ্যসাধন ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যলীলামৃত সারঃ ৷০
৬১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিবিধম্ ৷০
৬২। সচ্চিৎ-শিক্ষামৃতম্ ৷০
৬৩। [illegible] ৷০
৬৪। সাধ্য[illegible] ৷৵০
৬৫। গৌড়ীয়মঠ পাঠ্যঃ ৴০
৬৬। [illegible] ৵০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৭। রায় রামানন্দ ৷০
৬৮। এ কিউ ওয়ার্ডস অব্ বেদান্ত ৷০
৬৯। বামনদেব ৷০
৭০। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজি এণ্ড অন্টোলজি ৷০
৭১। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ৷৵০
৭২। লাইফ এণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ৷০
৭৩। বৈষ্ণবীজম ৷০
৭৪। [illegible] ৴০
৭৫। দি ভাগবত ৷০
৭৬। [illegible] ৷০
৭৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২৷০
৭৮। শ্রীচৈতন্য (কনম স্তব) ১২৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৭৯। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ৷০
৮০। সাধন-পথ ৷০
৮১। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৮২। গীতাবলী ৴০
৮৩। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৪। শরণাগতি ৴০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠভূষণের

ম্যালেরিয়ার পাচন

সর্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় বঙ্গীয় পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। জ্বরের প্লীহা সংযুক্ত [illegible] এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ আনা, বড় বোতল ১৷০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালিআনিশ্যাবরক ও বাগবাজারের জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে খুব উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।
জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং
কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার
কলিকাতা

আমাশয় ও পেটের পীড়ায়

শ্রীশ্যামানন্দ দাস কবিরাজের আবিষ্কৃত

গ্রহণী বজ্র

ব্যবহার করুন

আমাশয়, রক্তামাশয়, অজীর্ণ, অম্বল, পেটফাঁপা, বদহজম, [illegible] ও শিশুর উদরাময় প্রভৃতি সকল প্রকার নূতন ও পুরাতন পেটের পীড়ায় গ্রহণী বজ্র সেবনে আশু ফল লাভ হয়।

[illegible] পেটের পীড়ায় [illegible] ফল লাভ করিতে পারেন এই হেতু গ্রহণী বজ্র [illegible] হইবে। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। মূল্য [illegible] শিশি [illegible] আনা, [illegible] শিশি ১৲ টাকা ডাক মাশুল ৷৵০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীকৃষ্ণ ঔষধালয়, ময়মনসিংহ।

ঢাকার এজেন্ট মেসার্স মহেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং
[illegible], ঢাকা

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় [illegible] ও
ব্রহ্মচারি ভক্তিভূষণ [illegible] এম, এ, বি, এল, [illegible]

সুবর্ণ সুযোগ !

সুবর্ণ সুযোগ !

শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদরচিত গৌড়ীয়ভাষ্য সহিত

বিক্রাই গ্রন্থ

শ্রীশ্রীচৈতন্য ভাগবত

গ্রন্থের আয়তন :—ক্রাউন কোয়ার্টো মূল ১০৯৬ পৃষ্ঠা, সূচীপত্র ২৪৪ পৃষ্ঠা, মোট ১৩৪০ পৃষ্ঠা

[illegible] বাঁধাই। মাত্র ৭, সাত টাকা

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা

নদীয়া সার্টিফিকেট আদালতের নীলাম ইস্তাহার

দ্ নং এবং সার্টিফিকেট	নীলাম ইস্তাহার (A) (B) বা (C) অনুসারে প্রকাশিত	ডিক্রীদার	দেনদার	যে তারিখে বিক্রয়ের আদেশ হইয়াছে	বিক্রয়ের তাং, তারিখ ও সময়	কি স্বত্ব	থানা, মৌজার নাম ও গ্রাম	খতিয়ান নং প্রভৃতি	জমির পরিমাণ	জমা (যদি থাকিলে)	মন্তব্য
৮ A, ১৯৩৩ সার্টিফিকেট আদালত		নবীন [illegible] আচার্য্য দিং	[illegible]	১২৫/৮	[illegible]	[illegible]	থানা ও মৌজা দৌলতপুর	১০৬৭ খতিয়ান	১-৮৮		নবীনমোহন আচার্য্য দিং
৯ A, ১৯৩৫			বরেন্দ্র [illegible]	১৩/১:	৭ [illegible]	[illegible] স্থিতিবান	থানা ও মৌজে দৌলতপুর	১১২০ খতিয়ান	·৪০	২৫২	
১০ A, ১৯৩৫	ঐ		সত্যেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী দিং	১৯/৮	[illegible]	ঐ	থানা ঐ মৌজে [illegible]	৭৭৩ নং	·৫৬	১৬/১	
A, ১৯৩৫	ঐ		[illegible] মণ্ডল	৮৬/০	[illegible]	[illegible]	থানা ঐ মৌজে ঐ	১০৬ খতিয়ান	·৫৮	১/৩	ঐ
৭ R, P, ১৯৩৫	আর [illegible]		[illegible] মণ্ডল		[illegible]	[illegible] স্থিতিবান	থানা দৌলতপুর মৌজে [illegible]	২০০ খতিয়ান	·১৩	[illegible]	
৭ R, P, ১৯৩৫			[illegible]	[illegible]	[illegible]	ঐ	থানা [illegible] মৌজে [illegible]	৫৩৭ খতিয়ান	২-১০	১২/৩	আর [illegible]
৮ R, P, ১৯৩৫	ঐ		[illegible]	২০/০	[illegible]	রায়তী স্থিতিবান	থানা [illegible] মৌজে [illegible]	৫০১ খতিয়ান	১৩-৫৪	[illegible]	ঐ
৯ R, P, ১৯৩৫			[illegible]	২৮০	[illegible]	রায়তি স্থিতিবান	থানা [illegible] মৌজে [illegible]	৪৭০ খতিয়ান	·৩২	১৮/০	ঐ
৬ R, P, ১৯৩৫	ঐ		[illegible]	[illegible]	[illegible]	ঐ	থানা [illegible] মৌজে [illegible]	৭২ খতিয়ান	২-৮৮	১০/৬০	
৮১ R, P, ১৯৩৫	ঐ		[illegible]	৭৭/০	[illegible]	মধ্যস্বত্ব স্থিতিবান	থানা [illegible] মৌজে [illegible]	১৮৩ খতিয়ান	১৩ ৫৩	২৫১০	
	ঐ		কালী [illegible]	৪০/০	১৩ [illegible]	রায়তী স্থিতিবান	থানা [illegible] মৌজে [illegible]	১৭০ খতিয়ান	·৫৩	৩০/০	ঐ

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈনিক

REG. C 1544

চৈতন্যোপনিষদ্
বড় অক্ষরে মূল ও
অনুবাদসহ প্রকাশিত
হইয়াছে। কাগজ ও
ছাপা অতি উত্তম।
ভিক্ষা।॰ মাত্র
শ্রীচৈতন্যমঠ,
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

"গৌড়ীয়"
১ম বর্ষ হইতে
১১শ বর্ষ পর্য্যন্ত
প্রাপ্ত বর্ষ কাপড়ে
বাঁধাই
ভিক্ষা ৩৷৷॰ মাত্র।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ
বাগবাজার, কলিকাতা

ভারতের সর্ব্বত্র একল-প্রচার পদাঙ্কী ভাষার একমাত্র মুখপত্র

১০ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৬ই বৈশাখ, শুক্রবার ১৩৪২, ১৯শে এপ্রিল ১৯৩৫ [৪১শ সংখ্যা

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

—:•:—

বড়লাটের শাসন পরিষদ

অতিরিক্ত সংবাদে জানা গিয়াছে প্রকাশ, ১৩ই এপ্রিল অপরাহ্ন হইতে বড়লাটের শাসন পরিষদের অন্যতম সদস্য চৌধুরী জাফরউল্লা খাঁ রেলওয়ে ও কমার্স বিভাগের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। এই বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সদস্য স্যার জোসেফ ভোরকে বিশেষ কর্ত্তব্য পালনে নিযুক্ত করা হইয়াছে। তিনি সম্রাটের রজত জয়ন্তী উৎসবে ভারতের প্রতিনিধিরূপে যোগদান করিবার জন্য বিলাতে যাইতেছেন।

হিন্দু-মুসলমানে তুমুল সংঘর্ষ

গত ১৪ই এপ্রিল সকাল বেলা আন্দাজ ৮টা হইতে ৯টার মধ্যে ফিরোজাবাদ সহরে মুসলমানদের 'বুরাক' মিছিল বাহির হইয়াছিল। প্রকাশ যে, মিছিলটি প্রধান বাজারের দক্ষিণে রাধাকৃষ্ণের মন্দির অতিক্রম করিয়া যাইবার পর ছাদের উপর হইতে ঢিল নিক্ষিপ্ত হয়। ইহাতে মিছিলকারীদের মধ্যে ভীষণ উত্তেজনা দেখা দেয়। তাহাদের মধ্যে কয়েকজন প্রধান বাজার ছাড়িয়া বাহির হইয়া আসে এবং পার্শ্ববর্ত্তী গলিতে প্রবেশ করিয়া দাঙ্গাহাঙ্গামা শুরু করে। তাহারা ডাঃ জীবরামের বাড়ীতে এবং তৎসংলগ্ন রাধা কৃষ্ণের মন্দিরে আগুন ধরাইয়া দেয়।

ডাঃ জীবরামের বাড়ীর লোকেরা ভীত হইয়া দরজা জানালা বন্ধ করিয়া বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। এই অবস্থায় তাঁহারা তাঁহারা-মারা গিয়াছেন।

ইতোমধ্যে সংবাদ পাইয়া মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট একদল পুলিশ সঙ্গে লইয়া ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন। তিনি জনতাকে ছত্রভঙ্গ হইয়া যাইবার আদেশ দেন। ইহাতে কোন ফল না হওয়ায় এক দফা গুলীবর্ষণের আদেশ দিতে বাধ্য হন। ফলে একজন মুসলমান দাঙ্গাকারী নিহত এবং অপর কয়েকজন আহত হয়।

ডাঃ জীবরামের বাড়ীতে আগুন জ্বলিতেছিল। এই বাড়ীর ভিতর হইতে লোকগুলিকে বাহির করিবার চেষ্টা করা হইয়াছিল। কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় নাই।

যাহাই হউক, ইতোমধ্যে সহরের নানাস্থানে দাঙ্গা আরম্ভ হইয়া যায়। দুইটি স্থানে সতর্ক করিয়া দেওয়া সত্ত্বেও জনতা ছত্রভঙ্গ না হওয়ায় পুলিশ গুলী করিতে বাধ্য হয়।

বেলা ১১-৩০ মিনিটের সময় জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট এবং পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট প্রভৃতি সদলবলে ঘটনাস্থলে আসিয়া উপস্থিত হন। পুনরায় শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁহারা যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। তৎপর সবত্রই শান্ত হয়।

একটি সান্ধ্যআইনের আদেশ জারী হইয়াছে। ১৪৪ ধারা জারী করিয়া জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট আদেশ দিয়াছেন, অস্ত্রশস্ত্র হাতে করিয়া কেহই রাজপথে বাহির হইতে পারিবে না, কিম্বা রাস্তার উপর জনতা করিতে পারিবে না।

ঘটনার সংবাদে প্রকাশ পুলিশের গুলীতে একজন মুসলমান নিহত এবং হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সাতজন আহত হইয়াছে। দাঙ্গাকারীদের হাতে একজন হিন্দু নিহত এবং উভয় সম্প্রদায়ের ৩৫ জন আহত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন ডাঃ জীবরামের বাড়ীতে ১১জন হিন্দু দগ্ধ হইয়া মারা গিয়াছে। তন্মধ্যে তিনটি শিশু।

মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ মাসুদ আলী খাঁ হাতের উপর জখম হইয়াছে। সার্কেল ইন্সপেক্টার মিঃ আর এস ঠাকুর রঘুনন্দন সিংহও আহত হইয়াছেন।

বাকুড়ায় ডাকাতি

জেলা বাঁকুড়ার অন্তর্গত কোতলপুর থানার মদনমোহনপুর ইউনিয়নের লালকা নামক গ্রামে গত ২রা এপ্রিল তারিখে শ্রীগগন বিহারী ঘোষের বাড়ীতে একটি ভীষণ ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। প্রকাশ রাত্রি প্রায় ১০ টার সময় হঠাৎ ডাকাতগণ আসিয়া প্রাচীর টপকাইয়া বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করে এবং ঘরের দরজা ভাঙ্গিয়া ঘরে ঢুকিয়া বাক্স তোরঙ্গ প্রভৃতি ভাঙ্গিয়া নগদ ও অলঙ্কারে বহু টাকা লইয়া গিয়াছে, প্রকাশ যে, গগন ঘোষ তাঁহার ভ্রাতা পশুপতি ঘোষ এবং তাহাদের ভ্রাতৃজায়াকে অত্যন্ত মারপিট করা হইয়াছে। ডাকাতি করা সন্দেহে পুনবাদীর গুণ্ডা হাঁড়ি, পালবাধার উপেন্দ্র মাঝি এবং বাসুলাহিরী ইউনিয়ন বোর্ডের ভাইস প্রেসিডেন্ট বাবু গোষ্ঠবিহারী পাত্র মহাশয়ের বাড়ীর চাকর পশুপতি মাঝিকে গ্রেপ্তার করিয়া পুলিশ বিষ্ণুপুরে চালান দিয়াছেন। এই ডাকাতি সম্পর্কে পশুপতিকে চাকর রাখার জন্য গোষ্ঠ বাবুর বাড়ী ও অন্যান্য কয়েকটি বাড়ীতে পুলিশখানাতল্লাসে সন্দেহ জনক কোন জিনিষ পাওয়া যায় নাই।

দিনাজপুরে গ্রেপ্তার

নিষিদ্ধ পুস্তকাদি রাখার অভিযোগে বালুরঘাটের নিবারণ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য নামক জনৈক যুবককে গ্রেপ্তার করিয়া বিচারার্থ সদর মহকুমা হাকিমের আদালতে পাঠান হইয়াছে।

প্রকাশ, কয়েকদিন পূর্ব্বে পুলিশ আসামীর বাড়ীতে খানাতল্লাস করিতে (দিনাজপুর সদর ডাকাতি সম্পর্কে) যাইলে আসামী বাড়ী ঘেরাও হওয়ার পূর্ব্বেই একটী সুটকেস হাতে করিয়া ছুটিয়া পালায়। কিন্তু পুলিশ শীঘ্র তাহাকে ধরিয়া ফেলে। সুটকেশ খোলা হইলে তন্মধ্যে ১০ খানা পুস্তক পাওয়া যায়। ঐ সকল পুস্তকের মধ্যে "ফাঁসির আশীর্ব্বাদ" ও মিসেস এ আইরিশ বিদ্রোহ নামক ৬খানি নিষিদ্ধ পুস্তক পাওয়া যায়। সুটকেশটির মধ্যে একখানি ছোরাণী এবং দুইখানি বর্ণীর ফলকও পাওয়া যায়।

যুবকটিকে গ্রেপ্তার করিয়া বিচারার্থ চালান দেওয়া হয়।

রেঙ্গুনে গ্রেপ্তার

চট্টগ্রাম জেলার কাটিরহাটী গ্রামের বন্দী গোপাল চক্রবর্তীকে গ্রেপ্তার করিয়া রেঙ্গুন হইতে চট্টগ্রামে পাঠান হইয়াছে। চট্টগ্রাম পুলিশ সংশোধিত বঙ্গীয় ফৌজদারী আইনের এক মামলা সম্পর্কে তাহার অনুসন্ধান করিতেছিল।

জাতীয় নেতৃবর্গের সম্বর্দ্ধনার আয়োজন

জব্বলপুর, ১০ই এপ্রিল নিখিল ভারত জাতীয় সমিতির অধিবেশনে যোগদানের জন্য যে সকল জাতীয় নেতা জব্বলপুরে আসিয়াছিলেন তাঁহাদিগকে যথাযোগ্য ভাবে সম্বর্দ্ধিত করিতে শেঠ গোবিন্দদাসের সভাপতিত্বে প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিগণকে লইয়া এখানে একটি অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হইয়াছিল।

শিয়ালদহে অগ্নিকাণ্ড

গত সোমবার অপরাহ্ণে নারিকেল ডাঙ্গার নিকটে শিয়ালদহের রেলওয়ে ইয়ার্ডে এক গুরুতর অগ্নিকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। ফলে নয়খানি লুপ বগি গাড়ী সম্পূর্ণরূপে ভস্মীভূত হইয়াছে। ডাউন আসাম মেলের রেষ্টুরেন্টগাড়ী, আর মেল গাড়ী একখানি প্রথম শ্রেণীর বগিগাড়ী ও অন্য একখানি যাত্রী ট্রেনের দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর ৫ খানি বগি গাড়ী এই অগ্নিকাণ্ডে ধ্বংস হইয়াছে। আরও প্রকাশ যে, উহার নিকটেই যে একখানি পার্শ্বেলী গাড়ী ছিল, তাহাও এই অগ্নিকাণ্ডের ফলে আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

প্রকাশ বেলা, ১২-৫১ মিনিটের সময় (রেলওয়ে সময়) ডাউন আসাম মেল পৌঁছিলে যথারীতি যাত্রীরা অবতরণ করিবার পর উহা ইয়ার্ডে লইয়া যাওয়া হয়। সে সময় উহাতে সন্দেহজনক কিছুই লক্ষ্য হয় না।

ইহার কিছুক্ষণ পরে বেলিয়াঘাটা ষ্টেশন হইতে একখানি মালগাড়ী নারিকেল ডাঙ্গার দিকে লইয়া যাইবার সময় জনৈক গার্ড ডাউন আসাম মেলের রেষ্টুরেন্ট গাড়ীর জানালা দিয়া অনেক ধূম নির্গত হইতে দেখিতে পান। উক্ত গার্ড অবিলম্বে মালগাড়ী থামাইয়া ব্যাপার কি অবগত হইবার জন্য গাড়ী হইতে অবতরণ করেন। তখন তিনি দেখিতে পান যে, রেষ্টুরেন্ট গাড়ী খানি এবং উহার সংলগ্ন দুইখানি বগি গাড়ীতে আগুন ধরিয়াছে এবং আগুন ক্রমে আর একখানি যাত্রীগাড়ীর বগিগাড়ীর দিকে অগ্রসর হইতেছে। এই যাত্রী গাড়ীখানি অন্যান্য গাড়ীগুলির পাশাপাশি দাঁড়াইয়া ছিল। উক্ত গার্ড তৎক্ষণাৎ শিয়ালদহ ষ্টেশনে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া অগ্নিকাণ্ডের কথা ষ্টেশনের কর্তৃপক্ষকে জানান। কিন্তু ইতিমধ্যেই অগ্নিশিখা প্রবল বায়ু ভরে অবিলম্বে ভীষণাকার ধারণ করিয়া নিকটবর্তী যে সকল গাড়ীগুলি দাঁড়াইয়া ছিল তাহার বগিগুলিতে বিস্তৃত হইয়া পড়ে।

সংবাদ পাইবামাত্র ষ্টেশনের কর্তৃপক্ষ ঘটনাস্থলের দিকে গমন করেন ও টেলিফোন যোগে দমকলের সদরে এই অগ্নিকাণ্ডের সংবাদ প্রদান করেন। দমকলের কর্তৃপক্ষও এই অগ্নিকাণ্ডের সংবাদ পাইয়াই ৪ খানি দমকল লইয়া অবিলম্বে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন। কিন্তু তাঁহারা উপস্থিত হইয়া দেখিতে পান যে, আগুন ভীষণাকার ধারণ করিয়াছে এবং যে সকল গাড়ীতে আগুন ধরিয়াছে, তাহার দরজা জানালা দিয়া অগ্নির লেলিহান জিহ্বা সবেগে বাহির হইতেছে।

অতঃপর তৎপরতার সহিত দমকলগুলি তাহাদের কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। যে সকল গাড়ীতে আগুন লাগিয়াছিল, তাহার চতুর্দিক হইতে উহারা বিরত বারিবর্ষণ করিতে থাকে। এইরূপ প্রায় দুইঘণ্টা বারিবর্ষণের পর উহারা অগ্নি দমিত করিতে সমর্থ হয়। প্রবল বায়ুর অগ্নি প্রবলাকার ধারণ করে এবং দুইঘণ্টা পরিশ্রম করিবার পর উহা নির্বাপিত করা সম্ভব হয়। কিন্তু ইতোমধ্যেই ৯ খানি বগিগাড়ী সম্পূর্ণরূপে ভস্মীভূত হয়। কেবলমাত্র উহার লোহার কাঠামো অবশিষ্ট থাকে।

রেলকর্তৃপক্ষের নিকট হইতে জানা যায় যে, এই অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতির পরিমাণ বেশ সমধিক হইয়াছে। সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, বগি গাড়ীগুলিতে যাত্রী ছিল না এবং কোন ব্যক্তির কোন ক্ষতি হয় নাই।

শ্রীঃ.খিয় কোম্পানীর কীর্ত্তি

কাঁথির কাছে বার কানাই ১লা এপ্রিল হইতে নারিকেল গাছের উপর বাসা বাঁধিয়া থাকে। উক্ত তারিখ পর্য্যন্ত সম্ভবতঃ মনে হয় সে এইভাবে বসিয়া আছে। মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিয়া তাহাকে নামাইবার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। তাহার আত্মীয় স্বজন ও প্রতিবেশীগণ তাহার জন্য উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছে।

তাহাকে নামিতে বাধ্য করার জন্য তাহার খাদ্য বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু তাহাতেও সে বিচলিত হয় নাই, সে কয়দিন ডাব খাইয়া কাটাইয়াছে। এখন খাবার খাদ্য দেওয়া হইতেছে। এদিকে গাছে যে কয়টি ডাব ছিল তাহার প্রায় সব কয়টি সে সাবাড় করিয়াছে।

কানাইর আত্মীয়গণ মনে করিতেছে যে তাহাকে ভূতে পাইয়াছে। ভূত ছাড়াইবার জন্য তাহারা কয়েকজন রোজা ডাকিয়া আনিয়াছিল। রোজা আসিয়া মন্ত্র আওড়াইতে আওড়াইতে নারিকেল গাছটির চতুর্দ্দিকে ঘুরিতে থাকে। সে সময় কানাই অকস্মাৎ গাছের উপর হইতে বিকট শব্দ করে। তখন রোজা কানাইকে নমস্কার করিয়া ফিরিয়া যায়। রোজা বলে যে, কানাইয়ের উপর যে ভূত ভর করিয়াছে তাহা ছাড়ান রোজার সাধ্য নহে।

কানাই কেন এই অসাধ্য কার্য্য করিতেছে এই প্রশ্ন লইয়া নানাস্থানে জল্পনা এবং আলোচনা হইতেছে। একটা গুজব এই যে, কানাই বৈবার্ত্ত শুনিতে পায় যে, কতদিন যদি সে পৃথিবী হইতে দূরে না থাকে তাহা হইলে শীঘ্রই তাহার মৃত্যু হইবে। মৃত্যুর আশঙ্কা সহজেই নষ্ট হইয়া যাইবার আশঙ্কায় কানাই ভাবিতে লাগিল কি করা যায়। ভাবিতে ভাবিতে সে স্থির করিল যে, সে যদি নারিকেল গাছের উপর যত দিন থাকে তাহা হইলেই চাকর পায়। যদি বেশী দিন ধরিয়া গাছে থাকিলে পৃথিবী হইতে দূরে থাকাও হবে অথচ খাওয়ার ভাবনা ভাবিতে হবে না।

আর একটি গুজব এই যে, কানাইএর সহিত তাহার ভাইএর কলহ হইয়াছিল। সেই সময় ভাই কানাইকে মারিয়া ফেলিবে বলিয়া ভয় দেখাইয়াছিল। কাজেই কানাই একটি ধারাল অস্ত্র হাতে লইয়া এই সুরক্ষিত স্থানে বসিয়া আছে।

কানাই নাকি বলিয়াছে যে, দেবতার আদেশ অনুসারে সে ৪১ দিন বা ৫০ দিন পর গাছ হইতে নামিয়া আসিবে।

ঢাকা বাজার দর

চাউলের দর

	প্রতি মণ
দাদখানি	[illegible]
বালাম চাল	৫৸৴০
কাটারীভোগ	৯৵০-১০৸৵০
বাঁকতুলসী	১৸৵০
বালাম	৬৸৵০
ঐ পুরাতন	৭।০
পাটনাই উৎকৃষ্ট	৮৲
রেঙ্গুন কোয়ালিটি	৬৸৵০
সিদ্ধ রেঙ্গুন	২৸৵০
আতপ —	
নূতন আতপ	৩৸৵০-৩৸৵০
গোসাইভোগ	৮।০ ৮।০
বাঁকতুলসী আতপ	৪৸৵০-৪৸৵০
ঐ বালাম	
চিনাই আতপ	১০-৪৸৵০
চিনিভোগ	৫৸০
রেঙ্গুন	৪৸০

আটা ও ময়দার দর

খটেটী ময়দা	প্রতি মণ	৫৸৵০ ৫।০
হলাণ্ডীর বাদরাপোকগাওয়া		৪৸০-৪৸৵০
আটা (বি)		৪৸৵০-৫৲
ফী		৫৵০-৫।০
আটা (এন)		৪৸৵০ ৪৸০
(২)		৵০ ৪৸৵০
(কে)		৪।০ ৭৸৵০
(৩)		৪৸৵০-৫৸০

উৎকৃষ্ট সরিষার তৈল	১৫।০-১৫৸০
ঐ খুচরা	১৩৲-১৩৸০
নারিকেল তৈল	১১।০-১১৸০
তিসির তৈল	১০৸৵০-১১৸০

গুড়ের দর

মিহিদানা প্রতি মণ	৫৭৲
খাঁটী পাটালী	৬৭৲
ঢেলা পাটালী	৪৫।০
চাক খুচরা	৪৬৸০

সোনা-রূপা

			প্রতি ভরি
গিনির বার	,,	,,	৩৫৵০
রূপার বার	,,	,,	৩৫৴০
গিনি	,,	,,	৩২৵০
রূপার বার	মাত ১০০ তোলা		৩৯৲
ঐ খুচরা			

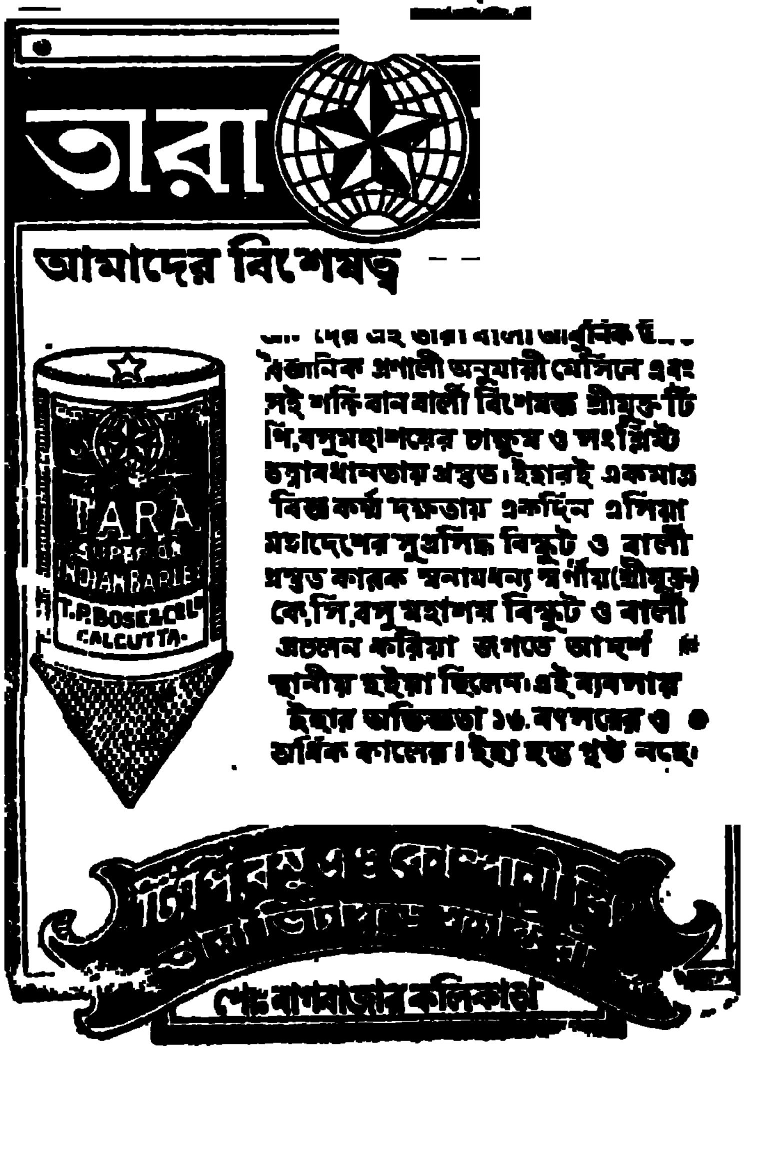

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

—পারমার্থিক পত্র—

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১০ম বর্ষ | ১ মধুসূদন গৌরাব্দ ৪৪৯, ৬ই বৈশাখ বঙ্গাব্দ ১৩৪২, ১৯শে এপ্রিল ইং ১৯৩৫ শুক্রবার | ৪১৩ম সংখ্যা

ময়মনসিংহ-প্রসঙ্গ

(ডাকযোগে প্রাপ্ত)

গত ১২।৪।৩৫ তারিখ শুক্রবার প্রাতঃকাল ৫॥ টার সময় ময়মনসিংহ রেল ষ্টেসনে শ্রীল প্রভুপাদকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য যে সকল বিশিষ্ট ভদ্রলোক উপস্থিত হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে নিম্নে কয়েকজনের নাম সন্নিবেশিত হইল।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ, মহোপদেশক শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, মহোপদেশক শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, আনন্দমোহন কলেজের প্রিন্সিপ্যাল শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবন্ধু চক্রবর্ত্তী, অধ্যাপক শ্রীযতীন্দ্রমোহন ঘোষ, ময়মনসিংহ মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান রায় বাহাদুর শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র চাক্লাদার, ভূতপূর্ব্ব চেয়ারম্যান ডাঃ বিপিনবিহারী সেন এম-এম-এস, অধ্যাপক শ্রীহরিদাস মণ্ডল, পাবলিক প্রসিকিউটার শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মজুমদার, শ্রীসুরেশচন্দ্র গুহ, শ্রীঅধরচন্দ্র ঘোষ, শ্রীধর্ম্মদাস গুহ বি-এল, শ্রীরাজেন্দ্রকুমার মুখার্জ্জি প্রভৃতি। রায় উপেন্দ্রচন্দ্র চাক্লাদার বাহাদুর শ্রীল প্রভুপাদের গলায় পুষ্পমালিকা প্রদান করিয়াছিলেন।

গত ১৩ই এপ্রিল শনিবার প্রাতঃকাল হইতেই ময়মনসিংহের মহারাজের প্রাসাদে শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মে বহু শিক্ষিত সজ্জন ভক্তবৃন্দ হরিকথা শুনিতে আসিতে লাগিলেন। বহু সম্ভ্রান্ত মহোদয় ও মহিলা হরিনাম-মহামন্ত্র ও দীক্ষা-প্রার্থী হইয়া সমবেত হইয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ সকাল ৭টা হইতে বেলা ১১টা পর্য্যন্ত সমবেত সজ্জনমণ্ডলীর নিকট হরিকথামৃত বিতরণ করিতেছিলেন। অভিমর্ত্ত্য পুরুষের অভিমর্ত্ত্য বাণী শ্রবণ পূর্ব্বক সকলেই মুগ্ধ হইতে লাগিলেন। ময়মনসিংহবাসী বহুকাল হইতে জগদ্গুরু আচার্য্যের নামমাত্রই শ্রবণ করিয়া আসিতেছিলেন কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাঁহার শ্রীচরণ দর্শন বা তাঁহার শ্রীমুখ হইতে বৈকুণ্ঠবাণী শ্রবণ করিবার সৌভাগ্য বরণ করিতে পারেন নাই। তাই আজ তাঁহার ময়মনসিংহ-শুভবিজয়ে দলে দলে পুরুষ ও মহিলাবৃন্দ দূরস্থান হইতে বৈকুণ্ঠের দূতের দর্শন লাভ করিয়া নিজকে কৃতার্থ মনে করিতে লাগিলেন। ভগবানের শ্রীমূর্ত্তি ও ভগবানের নিজজনগণকে দর্শন করাই জীবের চক্ষুদ্বয়ের সার্থকতা। যাঁহারা আজ প্রাণের আবেগে ভগবানের শ্রেষ্ঠ নিজজন প্রভুপাদপদ্ম দর্শন করিবার জন্য অর্থব্যয়, পরিশ্রম ও কষ্ট স্বীকার করিয়া ময়মনসিংহে আসিয়াছিলেন, তাঁহারাই তাঁহাদের চক্ষুঃ সার্থক করিয়া লইলেন। মহাপুরুষ-দর্শন সকলের ভাগ্যে ঘটে না।

— —

প্রভুপাদের হরিকথা

[গত ৪০ সংখ্যার ৩য় পৃষ্ঠার পর]

খাওয়া দাওয়া বা কাপড় চোপড়, কামিনী, প্রতিষ্ঠা সমস্তই দেহের সঙ্গ সঙ্গেই বিলুপ্ত হইয়া যাইবে; তাহাতে আমাদের আত্মা নিত্য মঙ্গলের কোন সম্পর্কই নাই। আতুরের সেবা করাটাও প্রত্যেক মনুষ্যেরই কর্ত্তব্য, কিন্তু উহাতে আর বৈশিষ্ট্য কি আছে? উহা ত পশুতেও দেখা যায়। জীবের ধর্ম্ম যে আত্মা, সেইটাই আমাদের নিত্যধর্ম্ম, তাহাতেই আমাদের মনোযোগ দেওয়া দরকার। কারণ সেইটাই আমাদের পরম প্রয়োজনের বস্তু। সামাজিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র altruistic বিচারে আবদ্ধ থাকাটা মনুষ্যের কর্ত্তব্য নয়। 'চাচা আপন বাঁচা' একথাটাও আমাদের লক্ষ্য বা বিবর হওয়া উচিত। নিদান ধরিয়া চিকিৎসা করাটাই দরকার; নচেৎ রোগের মূল উৎপাটিত না হইলে রোগ নিবারণ করা দুরূহ ব্যাপার। একমাত্র হরিভজনের দ্বারা, হরিস্মৃতির দ্বারা সেই রোগমূল ধ্বংস হইতে পারে। আর সেই হরিভজনের সুযোগ দেওয়াটাই জীবের প্রতি অমন্দোদয়-দয়া, নচেৎ মন্দোদয়দয়া দ্বারা জীবের নিত্য মঙ্গল হয় না। শ্রীচৈতন্যদেব সেই অমন্দোদয় দয়া বিতরণ করিবার জন্য আদেশ করিয়াছেন।

—

সুপতি বাবুর সৌজন্য

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

সুপতি বাবুর শ্বশুর মহাশয় শ্রীযুক্ত বাবু অমৃতলাল চৌধুরী ঢাকা সহরের একজন শিক্ষিত ও বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং অভিজাতও বটেন। তিনি এবং তাঁহার পরিবারবর্গ প্রায় সকলেই শ্রীল প্রভুপাদের সেবার জন্য ব্যস্ত ছিলেন। তিনি বয়সে প্রাচীন হইলেও তাঁহার বৈষ্ণব-সেবায় আগ্রহ উৎসাহ ও চেষ্টা অতীব প্রশংসনীয়া। সুপতি বাবুর বাড়ি হইতে তাঁহার বাড়ি অনেক দূরে অবস্থিত থাকিলেও তিনি প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত সপরিবারে ঐস্থানে অবস্থান করিয়া বৈষ্ণবদিগের সেবাকার্য্যে নিযুক্ত থাকিতেন। এতদ্ব্যতীত তিনি শ্রীল প্রভুপাদের মুখ-নিঃসৃত বীর্য্যবতী বাণী শ্রবণ করিবার জন্য সদাই উদ্গ্রীব থাকিতেন। তিনি একদিন দুঃখ করিয়া শ্রীল প্রভুপাদকে বলিয়াছিলেন যে, আমাদের বালক বালিকাদিগের যেরূপ শিক্ষাস্রোত চলিতেছে তাহাতে ভবিষ্যতে যে একটা ভীষণ দুর্দ্দিন আসিতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই। অতএব অভিভাবকমাত্রেরই সতর্ক হওয়া উচিত এবং তাহাদের ভাবি-মঙ্গলের জন্য যত্ন করা আবশ্যক। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্ এই উদ্দেশ্যে স্থাপিত হইয়াছে, ইহা বড়ই আনন্দের বিষয়।

শ্রীযুক্ত সুপতি বাবু বহু বৈষয়িক কার্য্যে ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও যেরূপ মনপ্রাণ ঢালিয়া শ্রীল প্রভুপাদের সুখ-স্বচ্ছন্দতার জন্য ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহা বাস্তবিকই প্রশংসনীয়। কয়েক দিন তাঁহার বাড়ীতে বিরাট্ মহোৎসব চলিয়াছিল। প্রত্যহ দুই বেলা শত শত ব্যক্তি, যাঁহারা দর্শনপ্রার্থী হইয়া শ্রীল প্রভুপাদের নিকট আসিতেন, সুপতি বাবু তাঁহাদিগকে অতি আদর ও যত্নের সহিত আকণ্ঠ পূরিয়া মহাপ্রসাদ প্রদান করিতেন। সুপতি বাবুর বিনয়-নম্র ব্যবহার, সৌজন্য, আতিথেয়তা ও আগ্রহ এবং ভক্তবৈষ্ণবসেবার আদর্শ জগদ্বাসীর শিক্ষণীয় বিষয় হউক।

তোমার সেবায়, দুঃখ হয় যত,
সেও ত পরম সুখ।
সেবা-সুখ-দুঃখ, পরম সম্পদ,
নাশয়ে অবিদ্যা দুঃখ॥"

এই মহাজনবাণী তাঁহাদের আচরণে যেন মূর্ত্তিমন্তরূপে বিরাজিত হইয়াছিল। ধন্য অমৃত বাবু, ধন্য সুপতি বাবু, ধন্য আপনাদের সৌভাগ্য, ধন্য আপনাদের গৃহ ও পরিবারবর্গ, ধন্য আপনাদের উপার্জ্জিত অর্থ, ধন্য আপনাদের বিদ্যা। আপনারা গৃহে বস্তু হইয়া বহু ব্যক্তিকে হরিকথা-শ্রবণের সুযোগ দিয়া তাঁহাদিগকেও ধন্য করিতেছেন। অধম আমি আপনাদের কথা কীর্ত্তন করিয়াও নিজেকে ধন্য মনে করিতেছি।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১ মধুসূদন তিথি গৌরাব্দ ৪৪৯

সাত্বত-স্মৃতি

শিষ্যের লক্ষণ

তুলসীদাসের একটি দোহায় দেখিতে পাই—"গুরু মিলে লাখ লাখ, চেলা না মিলে এক।" গুরোপদেশে পাণ্ডিত্য-প্রকাশ অনেকেই করিতে পারেন, কিন্তু সদ্গুরুর নির্দেশানুসারে চলিয়া জীবন সার্থক করিতে পারেন, এইরূপ শিষ্যের সংখ্যা অত্যন্ত দুর্লভ। বিশ্ববাসী আমরা নিজ নিজ স্বরূপ বিস্মৃত হইয়া প্রত্যেকেই অপরের উপর প্রভুত্ব করিবার জন্য ব্যস্ত; এই প্রভুত্ব করিবার বুদ্ধিই বদ্ধাবস্থার প্রকৃষ্ট লক্ষণ। সদ্গুরুর পাদপদ্ম আশ্রয় করিলে এই প্রবৃত্তি দূরীভূত হইয়া থাকে। সদ্গুরু-পাদপদ্মের আচারময় জীবন শিক্ষা দেয়—"নিজেকে 'গুরু'-জ্ঞান করা অবৈধকার্য।" সদ্গুরু কাহাকেও 'শিষ্য' মনে ক'রে। তাঁহার উপর প্রভুত্ব করিবার জন্য বদ্ধপরিকর নহেন; পক্ষান্তরে শিষ্যবর্গের নিকট হরিকথা কীর্ত্তনের সুযোগ হয় বলিয়া তাঁহাদিগকে নিজ বান্ধব-জ্ঞান করেন এবং কীর্ত্তনকালের শ্রোতা মিলিয়েছেন বলিয়া তাঁহাদিগকে গুরুবর্গ বলিয়াও নির্দেশ করেন। অতএব উক্ত দোহায় লাখ লাখ গুরু বলিতে গুরু-ব্রুবগণকেই বুঝাইতেছে। ঐ প্রকার গুরুব্রুব হওয়ার চেষ্টা শিষ্য-বঞ্চনার চেষ্টা ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। 'শিষ্য' না হইতে পারিলে—সদ্গুরুর আনুগত্য না করিতে পারিলে কেহই 'গুরু' হইতে পারেন না।

শিষ্যের লক্ষণ বর্ণনে মন্ত্রমুক্তাবলী বলিয়াছেন শুদ্ধবংশোদ্ভব, শ্রীমান্, বিনীত, প্রিয়দর্শন, সত্যবাদী, সদাচারসম্পন্ন, বুদ্ধিমান্ অথচ দম্ভরহিত কাম-ক্রোধাদি পরিত্যাগী, গুরুপাদপদ্মে যে ভক্তিমান্, দিবারাত্র কায়মনোবাক্যে সেবায় শক্তিযুক্ত, রোগহীন, অশেষ পাতক-রহিত, শ্রদ্ধান্বিত, বিষ্ণু বৈষ্ণবে প্রতিষ্ঠিত, বুদ্ধ অথচ চরিত্রবান এবং যথোচিত ধর্ম্মাকার্য্য অধিকারী।

শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।১০।৬) উদ্ধবের প্রতি ভগবদ্বাক্য—

"অমান্যমৎসরো দক্ষো নির্ম্মমো দৃঢ়সৌহৃদঃ।
অসত্বরোঽর্থ-জিজ্ঞাসুরনসূয়ুরমোঘবাক্ ॥"

—শিষ্যের লক্ষণ এই যে, তিনি নিরভিমান, মাৎসর্য্যহীন, দক্ষ অর্থাৎ অনলস, নির্ম্মম অর্থাৎ জায়া প্রভৃতিতে মমতাশূন্য, গুরুতে দৃঢ়-

দেড়্লীতে শ্রীল প্রভুপাদ

[তৃতীয় দিবস—১৭।৩।৩৩]

গৌড়ীয়াচার্য্যবর্য্য পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের নির্দ্দেশক্রমে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ ও শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ কিছুক্ষণ হরিকথা কীর্ত্তন করিবার পর শ্রীল প্রভুপাদ প্রায় দেড় ঘণ্টাকাল বক্তৃতা করেন; বক্তৃতার মর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

আজকে আমাদের শেষ দিবস। এখান হ'তে বিদায়ের কথা আজ। বিদায়ের শেষ মুহূর্ত্তে ব্যক্তি-বিশেষের কথা আলোচনার পূর্ব্বে আমি বলি—"ন তৈব পুংসাং পদবো যথেষ্ট হত্তো ভক্তিযোগতে।" 'অধোক্ষজ' একটী শব্দ, অধঃকৃতং (অতিক্রান্তং, জৈবানাং অক্ষজং (ইন্দ্রিয়জং) জ্ঞানং যেন। 'ঈশ্বর'-শব্দ নিরপেক্ষ-বাচক নয় অথবা বিচারে কেহ যা ভুল করে, তবে তা'র বুদ্ধির প্রশংসা করা যায় না। মানুষ চক্ষু, কর্ণ, নাসা, জিহ্বা ও ত্বক্ দ্বারা যাহা চিন্তা করে, তাহা ভগবান্ নহেন। ভগবত্তত্ত্বের সংজ্ঞা যদি আলোচনা করা যায় তবে বলব, যিনি প্রাকৃত-ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহেন—Godhead is He, Who has reserved the right of not being exposed to human senses. এই বস্তুকে অধোক্ষজ, হরি, কৃষ্ণ বা রাম বলা যায়। ইহাদিগের তত্ত্ব অপ্রাকৃত। ভাঃ মার্কিনফল প্রভৃতি কতকগুলি লোক সাকারবাদের উপাসনাকে বড় এবং নিরাকারবাদের উপাসনাকে ছোট জ্ঞান করে। দশ-দিকের মনুষ্যজাতির মত কথা আছে, যে সকল বিচার আছে, সেইসকল যা দ্বারা ঈশ্বরকে যেন ছোট করা না হয়। ঈশ্বর আছেন বস্তুকে চিন্তা করা, মাটী, পাথর জ্ঞান করা যায়, তবে বৃহৎপরম হ'য়ে যায়। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান সকলে নিজের নিজের কথা বলতে বলেছে কিন্তু আমরা সে কথার মধ্যে আবদ্ধ নই। শাক্ত-বৈষ্ণবের লড়াই (ম সম্প্রদায়ের কথার মধ্যে শুনেছি) বা মৌলোকের ভাষায় যে সব কথা, তা'তে আমাদের প্রয়োজন কিছুই নাই। কাল যতদিন থাকবে শুধু ততদিন কেন, কাল নষ্ট হ'বার পরেও আমাদের কথা নষ্ট হ'বে না। খ্রীষ্টানদের যে প্রেমধর্মের কথা ব'লেছেন, সেটী জানা হ'লে গেলে আর ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণতা থাকে না। পাথর কাঠ হ'য়ে গেলে অভাব ব'লে একটী বিষয় আসে। মানবজাতির দ্বারা বিচার

—————

সৌহৃদ, অলস, অর্থ-জ্ঞানু অর্থাৎ তত্ত্বজিজ্ঞাসায় অভিলাষী, অসূয়াশূন্য ও ব্যর্থালাপ বা প্রজল্পাদি-রহিত হইবেন।

করলে বৃহৎপরম হ'য়ে যায়। যে জিনিষটা আমার দেখা, তা'তে ঈশ্বরত্ব আরোপ করা ঠিক নয়। ঈশ্বরকে খণ্ডিত ও নির্ব্বিশিষ্ট করার বুদ্ধি ভাল নয়। তিনি ব্যাপক বস্তু, তাঁ'র ক্ষমতা নাই বললে ঈশ্বর বলা হচ্ছে না।

কতকগুলি লোকের বিচার ভগবানের নাস্তিকের থেকে উচ্চাসনের সেবা করা উচিত। কিন্তু তা'তে পুরুষ, কারণ, বস্তু প্রভৃতি অস্বীকার হ'য়েছে। তা'রা যে-সব কথা বলেন, তা'তে ভগবান্ একটী অপূর্ব্ব বস্তু হ'য়ে যান। জড় নিরাকারত্ব বা সাকারত্ব নিয়ে বিবাদ আছে, তা'তে প্রবিষ্ট হওয়া উচিত নয়। মানুষ যদি এই ধারণা থেকে মুক্ত হ'তে না পারে, তবে সঙ্কীর্ণতা, সাম্প্রদায়িকতা বা দম্ভ এসে উপস্থিত হয়। মানুষের বুদ্ধি ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা ও করণাপাটবের অন্তর্ভুক্ত। এই রকম ধরণের Anthropomorphic, Zoomorphic, Phytomorphic idea নিয়ে বিচার করলে জড়ে আবদ্ধ থাকবার। চিন্তার বাহিরের বস্তুকে চিন্তার মধ্যে এনে পূর্ণতো সুবিধা হ'বে না। মনুষ্যের চিন্তা-স্রোত কি এতই বড় যে, সে ভগবান্‌কে মেপে নেবে? Apparent side (আপাত দর্শনের দিক্) টাকে বড় কথা ব'লে মনে করা ঠিক নয়। আমি সর্ব্বদাই একটী কথা ব'লে থাকি। কোন মাতৃ-বিধবা সন্তানকে শিক্ষা দিয়ে পড়াচ্ছ। সে প্রথমে A B C, D, পড়া আরম্ভ করে। দশ বৎসর পরে Geometry পড়তে দিলে Let A.B, C be a triangle বলিলে বিধবা জানে যে, এতদিন ধরে আমি পড়াচ্ছি, কিন্তু A. B. C. পড়াই শেষ হ'ল না। তা'র বিচারে ভ্রান্তি হচ্ছে, সে বুঝতে পারছে না যে, দুই A, B C. একরূপ নয়। যে বস্তুর আলোচনা হচ্ছে, তা'কে খণ্ডিত করে বিচার করা ঠিক নয়। খৃষ্টানেরা বলেন, Don't take God's name in vain. ঈশ্বরের নিকট কিছু প্রার্থনা করলে তাঁ'কে বাধ্য করা হ'ল—অধীন করা হ'ল। আমার কাজের জন্য তাঁ'কে ডাকা লোভের বিষয়। কিন্তু তাঁ'র নামকীর্ত্তন করাই আমাদের ধর্ম্ম।

বাহিরে যা' দেখা যাচ্ছে, তাহাই ভিতরের কথা নয়। খামটা দেখে চিঠিতে কি আছে বুঝা যায় না। অধোক্ষজ বস্তু ৮ প্রকারে আত্মপ্রকাশ ক'রে থাকেন। নাস্তিক্যবাদের চারিপ্রকার ভেদ আছে—১। নাস্তিকতা, ২। সন্দেহ, ৩। অজ্ঞেয়তা ও ৪। নির্বিশেষ ব্রহ্ম। আস্তিক্য-বিচারে আর চারিপ্রকার-১। পুরুষোত্তম, ২। লক্ষ্মীনারায়ণ, ৩। সীতারাম ও ৪। রাধাকৃষ্ণ।

"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে,
যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রয়ন্ত্যভি-
সংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদেব ব্রহ্ম।"

যাহা মূল আকর বস্তু, যা'তে সমস্ত জিনিষ উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় হচ্ছে, সেই Substratum fountain head trace (আকর বস্তুর অনুসন্ধান) করলে জানতে পারি Sensuous observation (ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান) থেকে যাহা জানা যায়, তাহা ব্রহ্ম নয়। পাঁচটা রাস্তার যাহা reciprocal situation (পরস্পর অবস্থান)-এ বিরোধ সম্বন্ধে বিষয়ের পরিচয় হ'য়ে থাকে। কিন্তু ইন্দ্রিয়জ্ঞানের প্রদীপ; এটা sensuous exploitation (ইন্দ্রিয়জ অনুসন্ধান)। যদি আমাদের ঐরকম ধরণের বিচার হয় যে, চক্ষু-কর্ণে যাহা বুঝি সেইটাই ব্রহ্ম, তা হ'লে ভগবান এসে উপস্থিত হ'ন। বাপকথা বুঝাবার জন্য তাঁ'কে আকারবর্জিত করা হ'য়েছে। এ থেকে'আমি যোষা'প্রচারকদের উদয় হয়েছে। এটা ইন্দ্রিয়জ-আলোক—আধ্যাত্মিক। আলোকিয়া প্রভৃতি Old Testament-এ It God, Neuter God (ক্লীব-ব্রহ্ম)-এর কথা ব'লেছেন। Empericism (ইন্দ্রিয়জজ্ঞান) ভূমিকায় উপর দোষ স্থাপন ক'রে যাঁরা বিচার করেন—ঈশ্বরের কর্ণ, নাসা প্রভৃতি দেখব ক'রে দিতে হ'বে, আর সব আমাদের থাকবে, তা'তে Sexological বিচার এসে পড়েছে। বিশ্বের দুটো face (দিক)—Predominating ও Predominated—বিষয় ও আশ্রয়। অচেতন বস্তু আধ্যাত্মিকতা দাবী করতে পারে, কিন্তু চেতন বস্তুর সম্মুখীন হ'তে পারে না। ঈশ্বর চেতন পদার্থ, যাঁ'র এই বিচার আসে তবে তা'তে প্রভুত্ব ও দাসত্ব, খোদা ও বান্দা দুটো দিক্ থাকবে।

বেদোপনিষদে বিচার ছিল—যাঁদের হৃদয়ে প্রাণ নাই, কিন্তু এখন বিচার হচ্ছে তা'দেরও প্রাণ আছে। অচেতন বস্তু দর্শনীয়। ঈশ্বরকে ঐ রকম জিনিষ মনে করলে কাঠ, পাথর-জ্ঞান করা হচ্ছে বা জড়নিষ্ঠতা এসে যাচ্ছে।

জল থেকে দুধ হয় না, দুধ থেকে দৈ হয়, চাটাই পাওয়া করা যায়। জড়বস্তু হ'তে চেতনের সৃষ্টি হয় না; কিন্তু সকল দেহ পূর্ণ চেতনের অনন্ত প্রকাশ। তাঁর মধ্যে বহু বৈচিত্র্য আছে। তা'তে ১২ প্রকার রস আছে—পঞ্চ মুখ্য ও সপ্ত গৌণ রস। বিভাব, অনুভাব, সাত্বিক ও সঞ্চারী বা ব্যভিচারী প্রভৃতি ভাবসমূহের সংযোগে স্থায়ী ভাব হয়।

নদমগীর হ'তে উদ্ভূত বস্তু 'জীবন' সম্বন্ধ বলেন, একথা খুব ঠিক; যাদের apotheotic (মানুষে দেবত্বারোপ) দোষ

নয়। ঈশ্বরবিমুখ জীবগণ চাতুর্য্যাদের মধ্যে নিয়ে আসে, তাঁকে ঈশ্বর বা ঈশ্বর-প্রেরিত বলা হ'বে না; তাঁ'রা ভগবৎকথাবাদী জীবমাত্র। কেহ মানুষকে ঈশ্বর বললে চৈতন্যভাগবতের ভাষায় আমরা তাঁ'কে 'পিশাচ' ব'ল, যোগ্য ব্যক্তিকে অযোগ্যের সামিল করা Philanthrophy. ঈশ্বরে শ্রীভগবান্ বলেন—

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং

তনুমাশ্রিতম্।

পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্॥

মনুষ্যজ্ঞানের অন্তর্গত কাল বা স্থানের অন্তর্গত পদার্থের মধ্যে ঈশ্বরকে পূরে দিলে তাঁর পূর্ণতার হানি করা হয়। সাকার-নিরাকারবাদীদের ঝগড়া নিরস্ত হওয়া উচিত।

'হরে কৃষ্ণ' বা 'হরে রাম' শব্দে কা'কে বুঝাচ্ছে—এ বিষয় ভাল ক'রে না জেনে বিচার করতে গেলে ব'ঙ্কম বাবুর কৃষ্ণচরিত্র লেখার মত প্রয়াস হ'বে, কিন্তু ঈশ্বর তা' নন—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্॥"

'কৃষ্ণ' শব্দে যে পূর্ণতার কথা আছে, তা বুঝাবার জন্য পাশ্চাত্যদেশে প্রচারক পাঠিয়েছি। খণ্ড-খণ্ডভাবে ভেদ করলে পূর্ণতার হানি হয়। জগতের মনুষ্য-জাতির মধ্যে আমার এই প্রশ্ন যে, তাঁ'রা 'ঈশ্বর' শব্দে পূর্ণবস্তু বুঝেছেন কি না? আমি ভাল বুঝি, এরূপ বললে আমা হ'তে আরও বেশী বুঝবার এসে আমার বিচার খণ্ডন ক'রে দেবে।

তিনি কি কেবল বিষয়? তাঁ'তে আশ্রয় থাকবে না? বোধের কি বাধা থাকবে না? Predominating ও Predominated,—Subject ও object ব'লে দুটী বস্তু আছে। যেখানে স্ত্রীপুরুষ-মিলিত বিচার, সেখানে বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, তদুপরে লক্ষ্মীনারায়ণ, সীতারাম ও রাধাকৃষ্ণের কথা আছে। কৃষ্ণ একলা পুরুষ আর বহু কান্তা তাঁর সেবা করছেন। তাঁ'র পাঁচ প্রকার সেবক আছেন। যাঁ'রা পরমেশ্বরের সাক্ষাৎ পান না, তাঁ'রা দূর থেকে ঝগড়া করেন মাত্র। তাঁ'র নিকট জ্ঞানের সাহায্যে বিষয়ের মালিক হ'য়ে থাকে। ঈশ্বর একটী আলাদা বস্তু, অমিশ্র পৃথক্ বস্তু, মাঝখানে যা আছে তা devotion (ভক্তি); তদ্দ্বারাই তাঁকে জানা যায়। কর্ম্ম ও জ্ঞানের পথ পরিত্যাগ করা উচিত। উহারা বাস্তববস্তু-লাভে বাধা দিচ্ছে। মধ্যস্থলে opaque (অস্বচ্ছ) বস্তু এসে উপস্থিত হ'লে তাঁকে জানতে বাধা হ'বে। জড়-পরমাণুবাদ মধ্যবর্ত্তী স্থানে এসে ঈশ্বর-দর্শনে ব্যাঘাত হ'য়ে থাকে। যেগুলো বিচারের অন্তর্গত হয়, হরি বা কৃষ্ণ নহেন। যা জড় চোখে দেখা যায়, তা ঈশ্বর নয়। যেটার অধিকার আমাদের নেই তা'র বিচার করতে না যাওয়াই ভাল। যুক্তিগুলি যেখানে পৌঁছায় না, সত্য কথা হ'লে পৌঁছবে। আমি এই পর্য্যন্ত জানি—ভগবান্ যখন যাঁ'র হৃদয়ে প্রকাশিত হন, তিনি তখন ভগবান্‌কে জানতে পারেন। মানুষের সিঁড়ি বাঁধা হয় দিয়ে সেখানে পৌঁছান যাবে না। আমাদের কাম-ক্রোধ-মদমাৎসর্য্যাদি সরিয়ে দিলে তিনি আমাদের নিকট আসতে পারেন।

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ
আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্॥

তিনি দয়া ক'রে জানালে আমরা তাঁকে জানতে পারব; নচেৎ নহে। মন-পদার্থ-বিগলিত কর্ম্মফলভোগযুক্ত মানব তাঁকে তৈরী ক'রে নিতে পারেন না।

আনন্দলীলাময়বিগ্রহের লীলাপ্রকাশক মতে বলিলে গোলা-শক্তি অপূর্ব্ব; কিন্তু কৃষ্ণ, রাম বা নারায়ণের পূর্ণতা আছে। গোলাকে অচেতন পদার্থ বিচার করলে অসুবিধা হ'বে না। তাঁর হাত, পা, নাক, কান, মুখ, চোখ বিনাশ ক'রে দেওয়ার বিচার ভাল নয়। তিনি সর্ব্বেন্দ্রিয়-বিশিষ্ট হয়েছেন। তিনি দ্রষ্টা, শ্রোতা সবই। এইগুলি বোধের না থাকলে ছোট ছোট বোধ যে আমরা পেয়েছি, আমাদের ও-সব থাকবে না। Agnosticরা বলেন, আমরা হয় বুঝি না অথবা স্বীকার করব না, তাতে বোধের কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। নিজের তাঁকে মাপতে যাওয়া মূর্খতা। সূর্য্যদর্শনে আলোর সাহায্য দরকার হয় না। New Castleএ কয়লা নিয়ে যাওয়ার দরকার নাই। আমরা Sulphuric acid বা urine examine করা দ্বারা নিয়ে বোধের বিচার করতে পা'র না। বোধ আমার মালী হ'য়ে ফুল নিয়ে আমার নিকট আসবেন, কি আমি তাঁর মালী হ'য়ে ফুল নিয়ে তাঁ'র কাছে যা'ব? নিরপেক্ষ,উদার না হ'লে, হিংসা না কমালে তাঁ'র নিকট যেতে পারব না। মুক্তবাদী বা ভুক্তিবাদী কখনই ঈশ্বরের সন্ধান পাবে না। ঈশ্বর অচেতন ও চেতনের আকর। কপিল, শাক্যসিংহ, বর্দ্ধমানস্বামী প্রভৃতির মতে ঈশ্বর নাই। চিদচিদ্‌বাদীর মতে ঈশ্বর অপূর্ণ, অলোকবাদ, চিদ্বিলাসের কথা তাঁ'রা জানেন না। ভগবানের আলোচনা হ'লে জগৎকে আর এক রকম দেখা যাবে।

বহ্মাণ্ডবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে
স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ।
যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচি-
জ্জনেষ্বভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ॥

—তাঃ ১০।৮৪।১৩

সুপতি বাবুর সৌজন্য

ঢাকা ১২।৪।৩৫

গত ৭ই এপ্রিল রবিবার দ্বিপ্রহরে ঢাকা সহরে পৌঁছিয়া শ্রীগৌড়ীয়াচার্য্যবর্য্য শ্রীল প্রভুপাদ বাহাদুর জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু অরুণকান্ত নাগ ও তাঁহার কৃতিমান্ পুত্র শ্রীযুক্ত বাবু সুপতিরঞ্জন নাগ এম্ এ, বি-এল্ মহোদয়ের ঢাকা পুরাণ পল্টনের সন্নিকটস্থ একটী রম্য ভবনে সপার্ষদে অবস্থান করিয়াছিলেন। অরুণ বাবু ও সুপতি বাবু সপার্ষদ আচার্য্যের অবস্থানের জন্য তাঁহাদের প্রাসাদোপম অট্টালিকাটী নিয়োজিত করায় নিজদিগকে ধন্য মনে করিয়াছেন। তাঁহারা পরিবারবর্গসহ এই বাড়ী পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্য স্থানে আশ্রয় লইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা স্থানান্তরে বসবাস করিলেও, তাঁহারা স্বয়ং এবং তাঁহাদের সমস্ত পরিবারবর্গ গুরু-বৈষ্ণবগণের সেবার জন্য সর্ব্বক্ষণ আচার্য্য-সন্নিধানে উপস্থিত থাকিয়া যাহাতে তাঁহাদের কোন প্রকার অভাব অসুবিধা না ঘটে, তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টিত ছিলেন।

শ্রীল প্রভুপাদের আগমনে সুপতিবাবুর ভবন বৈকুণ্ঠে পরিণত হইয়াছিল। যেখানে শ্রীভগবানের প্রকাশবিগ্রহ অবস্থান করেন এবং যেখানে অহরহঃ আচার্য্যের শ্রীমুখ-নিঃসৃত বৈকুণ্ঠবাণী কীর্ত্তিত হয়, সে-স্থান বৈকুণ্ঠ ব্যতীত আর কি হইতে পারে? শ্রীভগবানের নিজমুখবাণী হইতে আমরা এ কথাটি স্পষ্ট উপলব্ধি করিতে পারি—

নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং

হৃদয়ে ন চ।

মদ্ভক্তাঃ যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ॥

আচার্য্যদেবের আগমনে সুপতিবাবুর বাটীতে ৭০ শত শিক্ষিত ব্যক্তি, বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের অধ্যাপকগণ, উকীলগণ, মিউনিসিপ্যালিটীর কমিশনারগণ, ব্যারিষ্টার, সেক্রেটারী, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি বহু ভদ্র মহোদয় ও মহিলা যাতায়াত করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের নিকট হরিকথা শ্রবণ করিয়াছেন।

ইতঃপূর্ব্বেও এরূপ সুযোগ ঢাকাবাসীর ভাগ্যে অনেকবার আসিয়াছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ অতি অল্পসংখ্যক ব্যক্তিই সেই সুযোগ গ্রহণ করিতে পারিয়াছিলেন। কয়েক দিন পূর্ব্বে একজন এড্‌ভোকেট বলিলেন,—"ইতঃপূর্ব্বে যখন সত্যবক্তা-প্রদর্শনীর জন্য শ্রীল প্রভুপাদ ঢাকায় আসিয়াছিলেন, তখন আমরা শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠের আচার্য্যকে বিদ্বেষের চক্ষেই দেখিয়াছিলাম। কিন্তু এবারে আর আমাদের অনেকেরই সে ভাব নাই। বাস্তব-সত্যের বাণী শুনিলে না একেবারে আত্ম-প্রকাশ ক'রতে পারে। তাই আমরা আচার্য্যদেবকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য ঢাকা ষ্টেশনে গিয়াছিলাম এবং দিন দিন আচার্য্য-সন্নিধানে হরিকথা শ্রবণ-মানসে এই স্থানে (সুপতি বাবুর বাটীতে) সমবেত হইতেছি।

(অতঃপর ২০ পৃষ্ঠার শেষ কলমে দ্রষ্টব্য।)

"হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।
তত্ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে॥
পূষন্নেকর্ষে যম সূর্য্য প্রাজাপত্য

ব্যূহ রশ্মীন্ সমূহ।

তেজো যৎ তে রূপং কল্যাণতমং

তত্তে পশ্যামি॥"

ঈশোপনিষৎ (১৫ ও ১৬ মন্ত্র)

বাস্তব সত্যে কোন ভেদ নাই। আমাদের ব্যাপ্ত ক'রে যেখানে impersonal করার বিচার সেখানে আমাদের কোন কথা নাই।

আমরা আপনাদের কায়িক, মানসিক ও বাচনিক অনেক প্রকারে উদ্বেগ দিলাম। তজ্জন্য আমরা যথেষ্ট লজ্জিত। উপেন্দ্র বাবু আমাদের বহু যত্ন ক'রেছেন। তিনি সাধারণ পাত্র নহেন, অন্যের কথা আর তাঁ'র কথা এক নহে। তিনি মহাপাত্র। (অতঃপর শ্রীল প্রভুপাদ উপেন বাবুকে "মহাপাত্র" উপাধিতে বিভূষিত করিয়া একটী গোবর্দ্ধনমাল্য পর তাঁহার গলে প্রদান করেন।) পুনশ্চ বক্তৃতা। আমরা মঙ্গলের জন্য যে চেষ্টা করছি, তা'তে উপেন বাবু অনেক সাহায্য ক'রেছেন। এখানে শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীচরণ উপেন বাবুর রোপণ করলেন। বৈষ্ণব-সেবা করলে ভগবান সন্তুষ্ট হন।

কাঁঠালের রক্ষিত মধু বাহিরে থেকে মধুর ফল পান ক'রে কেউ মনে করে কিছু পান না—আমাদেরকে আপাত ব্যবহার বিচারও এরূপ।

বাস্তবকে মনুষ্যজ্ঞান—প্রাকৃতিক ব্যক্তিবিশেষের জ্ঞান—এসব বিচার-রহিত হ'য়ে শরণাগত হওয়া দরকার, যাঁ'রা শরণাগত না হচ্ছেন, তাঁ'রা বিপদ্ ডেকে নিচ্ছেন। তর্কপথ ও শ্রৌতপথ দুটী দিক্। নিউটন অনেকদিন তর্কপথে জানতে চেষ্টা ক'রেছিল, শেষে অপারগ হ'য়ে পড়ল। শ্রৌতপথ অবলম্বন করলে তাঁকে জানতে পারব। সূর্য্য আলো না দিলে সূর্য্যদর্শন হয় না। ভগবান্ স্বতঃপ্রকাশময়। যতরকম যুক্তিতর্ক লাগাও না কেন, কাটা-কাটা হ'য়ে যাবে। শরণাগত হ'লে তিনি দেখা দেবেন।

ঈহা যস্য হরের্দাস্যে কর্ম্মণা মনসা গিরা।
নিখিলাস্বপ্যবস্থাসু জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে॥

স্বপনেও না কয় তাই স্ত্রী-সম্ভাষণ
গৃহে স্ত্রী ছাড়িয়া তাই আসিয়াছ বন।

শুদ্ধভক্তি মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ

(আকর-মঠরাজ)

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীবংশীবোদপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ গজ উত্তর-পূর্বে শ্রীব্রজপত্তনে মাচাগারের উচ্চ-শেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব বিরাজমান। এই স্থান সাধনপীঠ, পরাবিদ্যাপীঠ বা ভাগবতজনসভা। এই মঠাঙ্গনে শ্রীচৈতন্য ... বাৎসরিক সেবাসমূহের, অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের অর্চ্চন নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠ হইতে পারমার্থিক দৈনিকপত্র 'নদীয়া-প্রকাশ', সাত্বত-সম্প্রদায়ে অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থাদি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতি বৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমা উৎসব ও অন্যান্য ভক্তগোষ্ঠীর কীর্ত্তন-প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক —শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত শুদ্ধভক্তি-ধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশ্যে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্তমন্দিরাভ্যন্তরে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দকৌড় সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্তাহ-চতুর্মাস্য-ব্রত, শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হয়। এই মঠ হইতে নগরকীর্ত্তন সমস্ত ভারতবর্ষে প্রচারার্থ মহাসমর-সঙ্কীর্ত্তন, বক্তৃতা, ব্যাখ্যা ও সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞ-মহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান হয়। মঠরক্ষক - মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া সহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীগর্ভস্থরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক —শ্রীবিদ্যানন্দ ব্রহ্মচারী সেবাকোবিদ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌর-লীলার রাসস্থলী এখানে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান, রক্ষক—শ্রীমদ্‌গিরিধর দাসাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক —গোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

(৭) কাজীর সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

এই স্থানে শ্রীগৌরহরি-পদাশ্রিত চাঁদ-কাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীমধ্বানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক।

(৮) শ্যামল-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর গদাধর ও রাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান দাস ব্রহ্মচারী।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক —শ্রীইন্দ্র নাথ দাসাধিকারী।

(১০) মোদদ্রুম-ছত্র "গৌড়ের বৈকুণ্ঠ"

মাউগাছি, পোঃ ভাণ্ডার, (বর্দ্ধমান)।

শ্রীবাসানুজ-ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান। শ্রীগৌরনিত্যানন্দের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক —শ্রীমদ্ বিহারী সন্ন্যাসী, ভাগবতভূষণ।

(১১) ভেড়িয়া কুঞ্জকানন

শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী,

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীনবীনানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১২) কুঞ্জকুটীর—পোঃ কৃষ্ণনগর,

নদীয়া রক্ষক—শ্রীঅনুমানন্দ অধিকারী

(১৩) ভাগবত-আসন—পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া)

এই স্থান হইতে ভাগবতাচার্য্যের প্রথা প্রচারিত হয়। রক্ষক— শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৪) একায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ চাপরাজ, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরামনাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী ভক্তিশাস্ত্র

(১৫) মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিবিনোদ ব্রজবাসী।

(১৬) মাধবগৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, পোঃ ঢাকা

পূর্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধিকা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ।

(১৭) গোপালজীউমঠ—কমলাপুর,(ঢাকা)

গোপালজীউ শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান। রক্ষক—শ্রীনয়নানন্দ ব্রজবাসী.

(১৮) মদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)।

এখানে শ্রীমদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(১৯) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীঅক্ষয় ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২০) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ নাড়ু, (ত্রিপুরা)

এখানে শ্রীকৃষ্ণমাধব শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক- শ্রীপাবনদাস ব্রজবাসী

(২১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ পাণ্ডবেশ্বর (বর্দ্ধমান)।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক —শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী.

(২২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ভুবনেশ্বর, পোঃ চিংড়িয়া, (মাদ্রাজ)

এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীকেশবানন্দ অধিকারী।

(২৩) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকনিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে গুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক— শ্রীঅনন্তরাম ব্রজবাসী ভক্তিবৈভব।

(২৪) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী।

(২৫) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ বক্সীবাজার, (কটক)

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ বিনোদরমণজীউর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীহয়গ্রীবদাস ভক্তিশাস্ত্রী।

(২৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর পুরী,

শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ গান্ধর্বিকাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন।

(২৭) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীউর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগদাধর অধিকারী

(২৮) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌরাঙ্গনাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক —শ্রীবিপিন-বিহারী দাসাধিকারী।

(২৯) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, গোদাবরী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—শ্রীনিমাইচরণ দাসাধিকারী ভক্তিসোপান।

(৩০) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪১নং দশাশ্বমেধ, বেনারস সিটি

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকাগিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক--শ্রীমধুসূদন ব্রহ্মচারী।

(৩১) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ

(৩২) পরমহংস মঠ.

পোঃ নিমসার, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও গৌর-বিনোদ-বিদ্যাপীঠের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীমদ্‌ নারায়ণ দাসাধিকারী।

(৩৩) কৃষ্ণচৈতন্য মঠ

পুরাণমণ্ডল, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

এখানে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিত্য-সেবা হয়। রক্ষক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠ

সত্যনারায়ণ-ঘাট মথুরা

রক্ষক –ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ

(৩৫) ব্রজস্বানন্দ সুখদকুঞ্জ—শ্রীরাধাকুণ্ড

রক্ষক— শ্রীরাধারমণচরণ ব্রহ্মচারী

(৩৬) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৩৭) গোড়াবিহারী মঠ

সেবপাড়া, পোঃ গোড়োল, জেলা গুরুদাসপুর (পাঞ্জাব) রক্ষক—শ্রীগোরাবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৩৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং ওয়ারিস রোড, নিউ দিল্লী।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্বিকাগিরিধারীর সেবা।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব ভূষাচারী

(৩৯) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল।

এখানে গৌর-বিনোদবিহারীর সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীবনগোপাল অধিকারী।

(৪০) সারস্বত-গৌড়ীয় মঠ

চারঘাট নারায়ণপুর, সিউ, পি

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি

(৪১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ রায়পেট্টা মাদ্রাজ।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্বিকাগিরিধারীর সেবা।

রক্ষক—শ্রীপাদ ভগবান্ ভক্তিবিকাশ।

(৪২) বোম্বে-গৌড়ীয়-মঠ কার্য্যালয়

প্রোক্টার রোড, চোটানি বিল্ডিং, বাংলো নং ১, বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মা মজুমদার।

(৪৩) অমরাসি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমরাসি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীনরোত্তম দাস অধিকারী

(৪৪) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্চকা, কামরূপ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী

(৪৫) পাটনা গৌড়ীয় মঠ

১০০ মিঠাপুর, পাটনা।

রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী বাগভূষণ

(৪৬) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠ বালেশ্বর

রক্ষক —শ্রীবনোয়ারীলাল ব্রহ্মচারী

(৪৭) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয়'

৩ ম্যার রাউন, গ্লস্টার গার্ডেনস, এন-ডব্লিউ ৭, লণ্ডন

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ।

(৪৮) বার্লিন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

Berlin W. 30

Eisenacher strasse 8 I,

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্—সমগ্র ৪০৲
প্রথম চারিটে স্কন্ধ ছয় খণ্ড পর্য্যন্ত ২৮৲
প্রকাশন হইতেছে প্রতিখণ্ড ।৶০
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। ভাষ্য-সমেত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৩—১৲; ৩য় খণ্ড—৮
৩—৮০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—১৲; ২য় খণ্ড ৮০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব—১৲
৮। সংকীর্ত্তনাগার—দীপিকা ও সংস্কার-দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণবধর্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ২৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিবর্ত্ত-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ।০
১৮। বাদন-খণ্ডন ।০
১৯। ভাষ্যদেবের কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৶০
২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৷৶০
২২। ভজন-রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ ও (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
২৬। গীতার কেবল মূল-ভাষা ।০
২৭। বৃহদ্ভক্তি তত্ত্বসারঃ সারার্থ ২৲
২৮। বেদান্তসূত্রের সারার্থ ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸
৩০। জাগ-বিগ্রহ /০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) /০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা /১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি /০
৪১। গীতাবলী /০
৪২। চিত্রে নবদ্বীপ ১।০
৪৩। সাধনপথ /০
৪৪। বেদান্তাধিকরণমালিকা /০
৪৫। নবদ্বীপশতক /০
৪৬। অর্চ্চনপদ্ধতি /০
৪৭। সদাচারস্মৃতি /০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) /১০
৪৯। অজ্ঞানকণ ৷১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম খণ্ড) ২৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ)
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? /০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণবোধ ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সাধ্যবাণী /০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যলীলামৃত সারঃ ।০
৬১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিধিবদ্ধঃ ।০
৬২। সটীক শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৬৩। উপদেশামৃতম্ ।০
৬৪। সাত্বত শিক্ষাষ্টক ৷৶০
৬৫। গৌড়ীয়মঠের পরিচয়ঃ /০
৬৬। সাধনসর্ব্বস্বম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৭। রায় রামানন্দ ।০
৬৮। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ।০
৬৯। নামভজন ।০
৭০। বেদান্ত—ইটস্ মর্ফলজি অ্যাণ্ড অন্টোলজি ।০
৭১। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ৷৶০
৭২। লর্ড অ্যাণ্ড প্রেসেপ্টর অব শ্রীচৈতন্যমঠ
৭৩। বৈষ্ণবিজম ।০
৭৪। গোল্ডেন গৌড়ীয়মঠ ফর ইউ /০
৭৫। দি ভাগবত ।০
৭৬। রয়েটিক্ প্রিন্সিপল অ্যাণ্ড অ্যাডেস্ট্রেন্ট ডিভোশন
৭৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ১৷০
৭৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ৬৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৭৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮০। সাধন-পথ ।০
৮১। কল্যাণ-কল্পতরু /১০
৮২। গীতাবলী /০
৮৩। শরণাগতি /০

আসামিয়া ভাষায় প্রকাশিত

৮৪। শরণাগতি /০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই চতুর্দ্দিকে ইহার আদর। প্লীহা যকৃত কামলারোগ এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৶০ আনা, বড় বোতল ১৶০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে.বি. দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

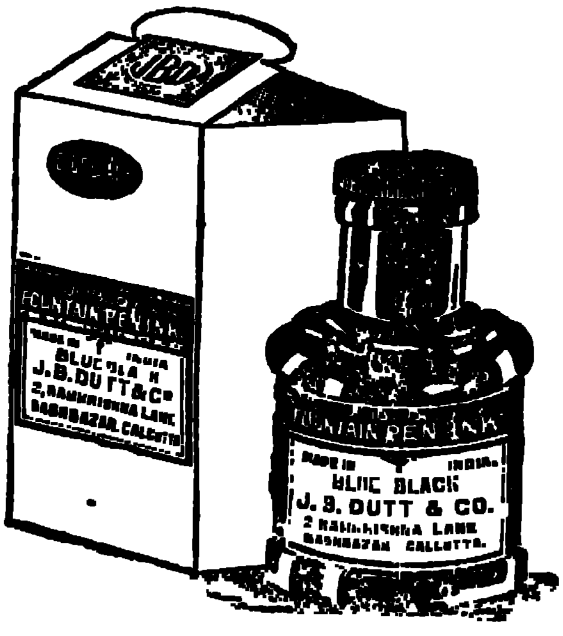

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউণ্টেনপেনের পক্ষে খুব উৎকৃষ্ট। উহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে. বি. দত্ত এণ্ড কোং
সওদাগর,—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার
কলিকাতা

আমাশয় ও পেটের পীড়ায়

শ্রীশ্যামানন্দ দাস কবিরাজের আবিষ্কৃত

—গ্রহণী বজ্র—

ব্যবহার করুন

আমাশয়, রক্তামাশয় অতিসার, গ্রহণী, অজীর্ণ, পেটফাঁপা, অম্লরোগ প্রভৃতি ও শিশুর উদরাময় প্রভৃতি সকল প্রকার নূতন ও পুরাতন পেটের পীড়ার প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ মহৌষধ।

নানাপ্রকার পেটের পীড়ার চিকিৎসায় হতাশ হইয়া বহু রোগী গ্রহণী বজ্র ব্যবহার করিয়া আশ্চর্য্য ফল লাভ করিয়াছেন। বজ্র ব্যবহার করিলে পরীক্ষা প্রার্থনীয়। মূল্য প্রতি শিশি ৷০ আনা, ৩ শিশি ১৲ টাকা। ডাক মাশুল ।০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীকৃষ্ণ ঔষধালয়, ময়মনসিংহ।
ঢাকার এজেন্ট মেসার্স মহেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং
পাটুয়াটুলি, ঢাকা

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীযতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তশাস্ত্রী-সম্পাদিত ও
শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ কাব্যতীর্থ এম্. এ., এল্. কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে ; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের অশেষ সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক পত্রি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। বার্ষিক ৩৷০ টাকা ভিক্ষায় কলিকাতা বাগবাজার গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

২। গৌড়ীয়—বহুগ্রন্থপ্রণেতা পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৬৲, ষাণ্মাসিক ৩৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। বৈষ্ণবতীর্থ শ্রীপ্রয়াগ মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৷০

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—বহুগ্রন্থপ্রণেতা পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এস. বি-টি. সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া শ্রীমঠ হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল শ্লোক অক্ষরে এবং ভাষ্যে বর্ত্তমান যুগে শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। অতি সুন্দর ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৯৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। তদ্ব্যতীত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোক-সূচী, পদসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী-পত্র। সমগ্র শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট সংস্করণ জগতের কোথাও আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই, উহা অনেক পাঠক-পাঠিকাই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। জনসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৮৲ আটটাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৪৬,	১০—৩১,	১৩—২২	১৭—০৮,	১৯—০৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—৩,	১৪ ০	১৮—২,	২০—০৫
স্বরূপগঞ্জ	পোঃ	৭—৫৩,	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—১২

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

রবিবার ব্যতীত প্রত্যহ

স্বরূপগঞ্জ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-০৫	১২-১০	১২-৩৪	১৫-৭৪	১৮ ৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫০	৯-০০	১২-১১	১২-৪২	১৫-৪২	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পোঃ	৬-২০	১০-০	১২-৫১	১৩-১৪	১৬-১২	১৯-১১

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

[ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্‌শ কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রবীর অধ্যাপক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ বিদ্যাকর যতি মহারাজ কর্ত্তৃক লিখিত। প্রথম খণ্ডে শ্রীচৈতন্যদেবের পূর্ব্ববর্তী যুগের অবস্থা এবং ১৮শ অধ্যায়ে জীবনচরিত-গাথা প্রদত্ত হইয়াছে। এই বিরাট গ্রন্থে অভিনব ও আকর্ষণীয় বহু মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্ভার। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সমাক আলোচনা প্রথম খণ্ডে অধ্যায়ে। প্রায় ৬০০ পৃষ্ঠায় বাঁধা ও বিবিধ চিত্রে শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের ভূমিকা (Foreward) প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সংক্ষিপ্ত বিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা, মাদ্রাজ ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা ; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে কথাসার ও শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৵৹ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

		প্রথম ও দ্বিতীয়ে		পরবর্ত্তি-সময়ে	
		সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা,	সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা
প্রত্যবার	প্রতি লাইন	৷০	৷৵০	৷৵	৷০
„	„ ইঞ্চি	২৲	১৷০	১৷০	১৲
	„ সিকিকলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
„	„ অৰ্দ্ধকলম			৭৲	৬৲
„	„ ১ কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

মাসিক হার

[যদি অন্ততঃ ১ বৎসরের জন্য চুক্তি করা হয়]

সংবাদ পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ৬৲, সিকি কলম ১৫৲, অৰ্দ্ধ কলম ২৫৲, এক কলম ৩৫৲
বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ৷৷০, সিকি কলম ১২৲ অৰ্দ্ধ কলম ১৮৲, এক কলম ৩০৲ টাকা।

সাহায্যের হার

সডাক বার্ষিক ৯৲ নয় টাকা, ষাণ্মাসিক ৫৲ পাঁচ টাকা, ত্রৈমাসিক ২৷৷০ পৌনে তিন টাকা, মাসিক ১৲ এক টাকা মাত্র। নগদ প্রত্যেক সংখ্যা ৴৫

ম্যানেজার, দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, জেলা নদীয়া। টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম', নবদ্বীপ

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'শ্রীনাথ' নবদ্বীপ

দৈনিক

REG C 1544

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্বত্র একাল-প্রচার-প্রচারী জগতের একমাত্র মুখপত্র

১০ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৭ই বৈশাখ, শনিবার ১৩৪২, ২০শে এপ্রিল ১৯৩৫ [৪২শ সংখ্যা

ঐতরেয়োপনিষদ্
বড় অক্ষরে মূল ও
অনুবাদসহ প্রকাশিত
হইয়াছে। কাগজ ও
ছাপা অতি উত্তম।
ভিক্ষা ।০ মাত্র
শ্রীচৈতন্যমঠ,
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

"গৌড়ীয়"
১ম বর্ষ হইতে
১২শ বর্ষ পর্য্যন্ত
প্রতি বর্ষ কাপড়ে
বাঁধাই
ভিক্ষা ৩॥০ মাত্র।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ
বাগবাজার কলিকাতা

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

—:০:—

৩১২ খানি কুটীর ভস্মীভূত

রাণাঘাটের এক সংবাদে প্রকাশ, গত রবিবার দ্বিপ্রহরে রাণাঘাটের নিকটবর্তী তারাপুর গ্রামে অগ্নি সংযোগে ৩১২ খানি পর্ণকুটীর ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে। এক সংবাদে ভ্রম ক্রমে ভস্মীভূত গৃহের সংখ্যা ৭৫ প্রকাশিত হইয়াছে। ৭৫টি গৃহস্থের গৃহ সংখ্যা ৩১২ খানি। প্রায় এক সহস্র ব্যক্তি গৃহহীন, অন্নহীন, নিরাশ্রয় হইয়া পুত্র পরিবারসহ পাদপহীন উন্মুক্ত নীলাকাশতলে এই দারুণ গ্রীষ্মের মার্তণ্ড তাপ এবং রজনীর হিমবর্ষণ সহ করিতেছে। দ্বিপ্রহরে অগ্নির তাণ্ডব লীলায় যখন তাহাদের সর্বস্ব ভস্মীভূত হইতেছিল, তখন গ্রামের পুরুষগণ মাঠে কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত ছিল। সুতরাং গ্রামবাসীর কাহারও দ্বিতীয় বস্ত্রখানিও রক্ষা পায় নাই। অগ্নি প্রায় ১২ ঘণ্টা জ্বলিয়া ইন্ধনের অভাবে আপনিই নির্বাপিত হইয়াছে, গ্রামবাসিগণের বীজধান পর্য্যন্ত রক্ষা পায় নাই।

রাণাঘাটের সাব ডিভিসনাল অফিসার এবং নদীয়া জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান রায় নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বাহাদুর এই গ্রাম পরিদর্শন করিয়া আসিয়া এই নিরাশ্রয় গ্রামবাসিগণের দুর্দশা বর্ণনা করিতে গিয়া অশ্রুরোধ করিতে পারেন নাই। নগেন্দ্র বাবু ৫০ খানি বস্ত্র এবং শ্রীযোগেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী মহাশয় ১০০৲ টাকার বস্ত্র দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। কিন্তু ইহা সমুদ্রে বিন্দুবৎ। সহৃদয় দেশবাসিগণের কর্তব্য—অবশ্য কর্তব্য অবিলম্বে এই দৈব বিপন্নার্ত ব্যক্তিগণকে যথাসাধ্য সাহায্য করা।

দিনের বেলায় মেলব্যাগ লুঠের চেষ্টা

ফরিদাবাদ জেলার কোনও ব্রাঞ্চ পোষ্ট আফিসে দিনের বেলা বেশ ডাকাতির চেষ্টা হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। প্রকাশ যে, এক পিয়ন যখন মেলব্যাগ লইয়া যাইতেছিল, তখন সে দুইজন অপরিচিত লোক কর্তৃক আক্রান্ত হয়। আক্রমণকারীদ্বয় মেলব্যাগ কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করে। পিয়ন মেলব্যাগ আঁকড়াইয়া ধরিয়া চীৎকার করায় কয়েকজন লোক ঐস্থানে উপস্থিত হয়। আক্রমণকারীদ্বয় তাহাদের চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে দেখিয়া পিয়নকে প্রহার করিয়া পলায়ন করে।

সাধুর বেশে প্রতারক

চুচুড়ায় এক অপরিচিত সাধু (?) অদ্ভুত কৌশলে জনৈক স্বর্ণকারের বাড়ী হইতে নগদ অর্থ ও গহনাপত্রে প্রায় ১৫ শত টাকা লইয়া উধাও হইয়াছে। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে, সে স্বর্ণকারকে কোনও অলঙ্কার তৈয়ার করাইবার অর্ডার দিয়া তাহার বিশ্বাসভাজন হয়। সাধু ঐ অলঙ্কার লইয়া যাইবার সময়ে স্বর্ণকারকে গ্রহশান্তির জন্য হোম করাইতে বলে। স্বর্ণকার উহাতে সম্মত হয়। অতঃপর তাহার বাড়ীতে যখন হোম হইতেছিল তখন সাধু তাহাকে কিছু তরল পদার্থ পান করিতে দেয়। সে উহা পান করিয়া সংজ্ঞা হারায়। সে সংজ্ঞা লাভ করিয়া দেখে যে, তাহার লোহার সিন্দুক খোলা, উহার ভিতরে প্রায় ১৫০০ টাকা মূল্যের যে সমস্ত জিনিষ ছিল তৎসমুদয় নাই। সাধুকে আর চুচুড়ায় দেখা যায় নাই। পুলিশ ঘটনার তদন্ত করিতেছে।

বন্য মহিষের কবলে ভ্রাতৃদ্বয়

ডিব্রুগড় হইতে ২০ মাইল দূরে, ব্রহ্মপুত্র নদের উত্তর তীরে ছাপাগুড়ী গ্রামে বন্য মহিষের শিংএর গুতায় একজনের প্রাণহানি ঘটিয়াছে এবং একজন গুরুতর আহত হইয়াছে।

ঘটনার বিবরণ এরূপ, মধু মিরি ও শীতল মিরি দুই ভাই বনের পার্শ্বে গরু চরাইতেছিল। মধু তৃষ্ণার্ত হইয়া পার্শ্বস্থ নদীতে জল খাইতে যায়, ফিরিয়া আসিবার পথে সে একটি বন্য মহিষের কবলে পড়ে উহার শিংএর গুতায় তৎক্ষণাৎ তাহার মৃত্যু হয়। শীতল ভ্রাতার আর্তনাদ শুনিতে পাইয়া অনতিবিলম্বে ঘটনা স্থলে উপস্থিত হইলে মহিষটি তাহার উরুতে আঘাত করে, কিন্তু একটা বড় গাছের আড়ালে যাইয়া সে কোনমতে প্রাণ বাঁচায়।

মোটর দুর্ঘটনা

গত ১৬ই রাত্রিতে জব্বলপুর হইতে প্রায় মাইল দূরে দামোহ-জব্বলপুর রোডে পাহেরা নামক স্থানে এক মোটর দুর্ঘটনায় গোয়ালিয়র রাজ্যের সিভিল সার্জন ডাঃ বি, এন গোখলে মৃত্যুমুখে পতিত এবং তাঁহার পত্নী, দুইটি সন্তান, ভৃত্য এবং মোটরচালক আহত হইয়াছেন।

ডা. গোখলে বোম্বাইয়ে তাঁহার ভ্রাতা ব্যারিষ্টার ওয়াই. জি গোখলের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য মোটরে গোয়ালিয়র হইতে যাত্রা করিয়াছিলেন। তিনি পথিমধ্যে জব্বলপুরে থাকিয়া মার্বেল পাহাড় ও জলপ্রপাত দর্শনের সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। তাহেরা হইতে যাত্রা করিবার সময়ে তাঁহার মোটরের পিছনের টায়ার হঠাৎ ফাটিয়া মোটর উল্টাইয়া যায়। উহার ফলে ডাঃ গোখলে তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হন। মোটরচালক গুরুতর ভাবে আহত হইয়াছে, অপর সকলে সামান্য জখম হইয়াছেন। রাস্তার যাতায়াতকারী মোটর বাসসমূহ তাঁহাদিগকে উদ্ধার করিয়া মৃতদেহ সহ জব্বলপুর হাসপাতালে লইয়া আসিয়াছে।

চুরি মামলার গুপ্তকথা প্রকাশ

পেশোয়ারের এক সংবাদে প্রকাশ যে, তথায় এক চুরি মামলার বিচারের সময় অপহৃত বহু মূল্যবান মণি মুক্তাদির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। মামলার আসামী নজর বিচারের সময়ে স্বেচ্ছায় অপহৃত মণি-মুক্তাদির সন্ধান জানাইতে স্বীকৃত হয়। সে বলে যে, তাহার বাড়ীর নিকটে এক প্রস্তর স্তূপের নীচে গর্ত্তের ভিতরে বহু মূল্যবান মণিমুক্তা রাখা হইয়াছে। তদনুসারে ঐ স্থানে অবিলম্বে একদল পুলিশ প্রেরিত হয়। তাহারা প্রায় তিন চারি ফুট খনন করিয়া একটি রূপার বাক্স প্রাপ্ত হয়। উহার ভিতরে কয়েক ডজন বহুমূল্য প্রস্তর এবং ৩ হাজার টাকা মূল্যের এক জোড়া মুক্তার নেকলেট পায়।

আসামী এখনো গ্রেপ্তার হইয়াছে। কিছুকাল পূর্বে নেপালের সিপাহ সালার সমসের সিংহ বাহাদুর বাসায় ৫০ হাজার টাকা মূল্যের জহরত চুরি হইয়াছিল। ঐ সম্পর্কে এই মামলা চলিতেছে।

প্রতারণার অভিযোগে গ্রেপ্তার

নাগপুরে সংবাদে প্রকাশ, গভর্ণমেণ্ট হোশাঙ্গাবাদের প্রাক্তন ডেপুটি কমিশনার মিঃ ডব্লু এইচ দি ডিপার্টমেণ্টের এস ডি ও সৈয়দ ও মহম্মদ আমেদ শোঁসোয়ার মহম্মদ এবং কন্ট্রাক্টর কামদকে কোনও কণ্ট্রাক্ট সম্পর্কে প্রতারণার অভিযোগে অভিযুক্ত করিবার অনুমতি প্রদান করিয়াছেন। সম্প্রতি আসামীদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া জামিনে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে।

গ্রামবাসীদের অপূর্ব সাহস

লক্ষ্ণৌ, ১৩ই এপ্রিল খয়েরপুর জিলার নিযবাট গ্রাম হইতে এই মর্ম্মে এক সংবাদ আসিয়াছে যে একদল ডাকাতের সহিত গ্রামবাসীদের একটা খণ্ড যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। গ্রামবাসিগণ সংবাদ পায় যে, আহান সিং নামক একজন নামজাদা ডাকাতের নেতৃত্বে নিকটবর্ত্তী একটি ঝোপে একদল ডাকাত লুকাইয়া আছে। এই সংবাদ পাইয়া তাহারা লাঠি লইয়া ডাকাতদলকে ধৃত করিবার জন্য রওনা হয়। ঐ ঝোপের নিকট যাইয়া তাহারা দেখে যে, ডাকাতগণ সামরিক কায়দায় সজ্জিত হইয়া আছে এবং একজন বন্দী তাহাদিগকে পাহারা দিতেছে। ঐ বন্দী তাহাদিগকে প্রশ্ন করিলে গ্রামবাসিগণ সকলে সমবেতভাবে তাহাদিগকে আক্রমণ করে। ইহাতে ঐ বন্দী গুলি করিয়া একজনকে আহত করে। এইরূপ সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় সৌভাগ্যক্রমে ঐ বন্দীর বন্দুকটি অকেজো হইয়া যায়। ইত্যবসরে ঐ বন্দীর অন্যান্য সঙ্গীগণ আসিবার পূর্ব্বেই তাহারা তাহাদিগকে ঘিরিয়া ফেলিয়া ধৃত করে। এই বিষয় তদন্ত করিবার জন্য পুলিশ সাহেব নিযবাট গ্রামে গিয়াছিলেন।

আরামবাগে ডাকাতি

আরামবাগ থানার অধীন আবনপুর গ্রামের শ্রীযুক্ত নটবর পুরকায়েতের বাড়ীতে এক ডাকাতি হইয়াছে। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে নটবর বাবুর পত্নী মধ্য রাত্রিতে উঠানে পা-শব্দ শুনিয়া জাগিয়া দেখেন যে, কুঠার, বল্লম, লাঠি, সাবল প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত প্রায় ১৫ জন লোক ঘরের দরজায় আঘাত করিতেছে। দরজা ভাঙ্গিয়া গেলে তাহাদের মধ্যে প্রায় ১০ জন ঘরে প্রবেশ করে; অবশিষ্ট ব্যক্তিগণ পাহারা দিতে থাকে। নটবরবাবু ধনসম্পত্তি কোথায় আছে তাহা বলিতে অসম্মত হওয়ায় দস্যুগণ তাঁহাকে মারপিট করে। অতঃপর তাহারা বাক্স, সিন্দুক, আলমারী প্রভৃতি ভাঙ্গিয়া অর্থ ও মূল্যবান দ্রব্যাদি হস্তগত করে। নটবর বাবুর পত্নী ঘরের এক কোণ হইতে একটি ছোরা উঠাইয়া লইয়া উহাদ্বারা ডাকাতদের মধ্যে একজনকে আহত করে। অবশেষে ডাকাতগণ লুণ্ঠিত দ্রব্যাদিসহ প্রস্থান করে।

যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

যোধপুর চীফ কোর্টে স্বামী কর্ত্তৃক পত্নী-হত্যার এক মামলার বিচার হইয়াছে। অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ যে মুসম্মৎ জান্নী তাহার স্বামী নাথুর সহিত সংবাস করিতে অসম্মত হওয়ায় গত ২৩শে জুন তারিখে নাথু তাহাকে নিদ্রিত অবস্থায় শ্বাসরোধ করিয়া হত্যা করে। তৎপর সে তাহার পত্নীর মৃতদেহ তাহার অধিকারভুক্ত পার্শ্ববর্ত্তী অপর এক বাড়ীতে কাঠ কয়লার নীচে রাখিয়া দেয়। পরদিন সে পুলিশে এই মর্ম্মে এক লিখিত এজাহার দেয় যে, তাহার পত্নীকে ভোর হইতে পাওয়া যাইতেছে না। ২৬শে জুন পর্য্যন্ত তাহার পত্নীর কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। ২৭শে জুন তারিখে নাথু পুনরায় পুলিশকে জানায় যে, তাহার পত্নী তাহার বাড়ীর নিকটবর্ত্তী কোনও বাড়ীতে আছে। তদনুসারে পুলিশ নাথুর সহিত গমন করিয়া কয়লার মধ্যে অনুসন্ধান করিয়া নাথুর পত্নীর মৃতদেহ প্রাপ্ত হয়। পরে আসামী স্বীকার করে যে, সে তাহার পত্নীর চরিত্রে সন্দিহান হইয়া শ্বাসরোধ করিয়া তাহাকে হত্যা করিয়াছে।

আদালত আসামীর অপরাধের বিষয় বিবেচনা করিয়া তাহার প্রতি যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ দিয়াছেন।

দ্বারভাঙ্গার মহারাজাকে প্রহারের জের

নয়াদিল্লী হইতে প্রকাশ গত ১১ই এপ্রিল আইন সভাগৃহের ফটকে দ্বারভাঙ্গার মহারাজকে প্রহার করার অভিযোগে কলিকাতার সুরজ প্রসাদ নামে এক ব্যক্তিকে অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ পুলের নিকট হাজির করা হয়। মহারাজকে প্রহার করার কথা এই ব্যক্তি স্বীকার করে কিন্তু সে বলে যে সে পাগল নহে। আসামীর উপর ১০ দিবস নজর রাখার জন্য ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাকে পাগলা হাসপাতালে প্রেরণের আদেশ দিয়াছেন। আসামী কলিকাতায় এক বাসের চালক ছিল।

ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদ

নয়াদিল্লীর এক সংবাদে প্রকাশ ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশন কিছু দিন হয় শেষ হইয়াছে—গবর্ণর জেনারেল অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করিয়াছেন, ইহার ফলে কেবলমাত্র বিলগুলি ব্যতীত অপরাপর প্রস্তাব ও প্রশ্নগুলি সম্পর্কে আলোচনার জন্য উৎসুক হইলে বে-সরকারী সদস্যগণকে পুনরায় নোটিশ দিতে হইবে।

ট্রেণে রিভলবার প্রাপ্তি

[illegible] হইতে প্রকাশ, পুলিশ ইন্সপেক্টার শ্রীযুক্ত [illegible], শান্তি কুমার [illegible] এক রেলগাড়ীর কামরার মধ্যে একটি রিভলবার ও কয়েকখানি পুস্তক পাইয়াছেন। বীরেন্দ্রচন্দ্র নামে জনৈক ব্যক্তিকে সন্দেহ ক্রমে গ্রেপ্তার করিয়া পুলিশ পাহারায় এখানে আনয়ন করা হইয়াছে। এখানকার তিনটী দোকানে ও কয়েকখানি বাড়ীতে পুনঃ খানাতল্লাস করা হয়। এই সম্পর্কে ভূপেন পুরকায়স্থ, মেলাম বাগচী, প্রমথেশ চক্রবর্ত্তী ও প্রফুল্লচন্দ্র নামকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

ডিব্রুগড়ে পাঁচজন গ্রেপ্তার

ডিব্রুগড়ের সংবাদে প্রকাশ ডুমডুমা অন্তর্গত পানিতোলা গ্রামে সম্প্রতি পাঁচ ছয় জন লোক জনৈক ডাকহরকরাকে আক্রমণ করিয়া তাহার উপর মারপিট করে এবং কিছু টাকা ও অন্যান্য জিনিষপত্র কাড়িয়া লয়। উক্ত ডাকহরকরা তখন চিঠিপত্র বিলি করিতে যাইতেছিল।

এই সম্পর্কে পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। তাহাদিগকে ডিব্রুগড় হাজতে রাখা হইয়াছে।

কলিকাতার বাজার দর

চাউলের দর

এজাহেও কোয়ালিটি	৬৸৵০
সিদ্ধ রেঙ্গুণ	২৸৵০
আতপ -	
নূতন আতপ	৬৸৵০-৬৸৶
পেশোয়ারী	৮।০-৮৸৶
বাঁকতুলসী আতপ	৪৸৵০-৪৸৵০
ঐ মাঝারি	৪।০-৪৸০
পাটনাই আতপ	৬৷০-৪৸৵০
কাটারীভোগ	৫৸০
ঐ রেঙ্গুণ	২৸০

আটা ও ময়দার দর

পেটেন্ট ময়দা প্রতি মণ	৫৸৵০-৫৸০
বৃহত্তাপীর ব্যবহারোপযোগী	৪৸০-৪৸৵০
আটা (বি)	৪৸৵০-৫৲
সুজী	৫৵০-৫।০
আটা (এস)	৪।৵০-৪৸০
„ (২)	৪৵০ ৪৸৵০
„ (কে)	৪।০-৪।৵০
„ (এ)	৩৸৵০-৩৸০

তেলের দর

শ্রীকৃষ্ণ সরিষার তৈল	১৫।০-১৫৸০
ঐ খুচরা	১৬৲-১৬৷০
নারিকেল তৈল	১১৷০-১১৸৶
রেড়ির তৈল	১০৸৵০-১১৸০

ঘৃতের দর

বাঘমার্কা প্রতি মণ	৫৫৲
দম্বী গাওয়া	৫৭৲
খাস গাওয়া	৪৫৸০
চৈকা খুচরা	৪৬৸০

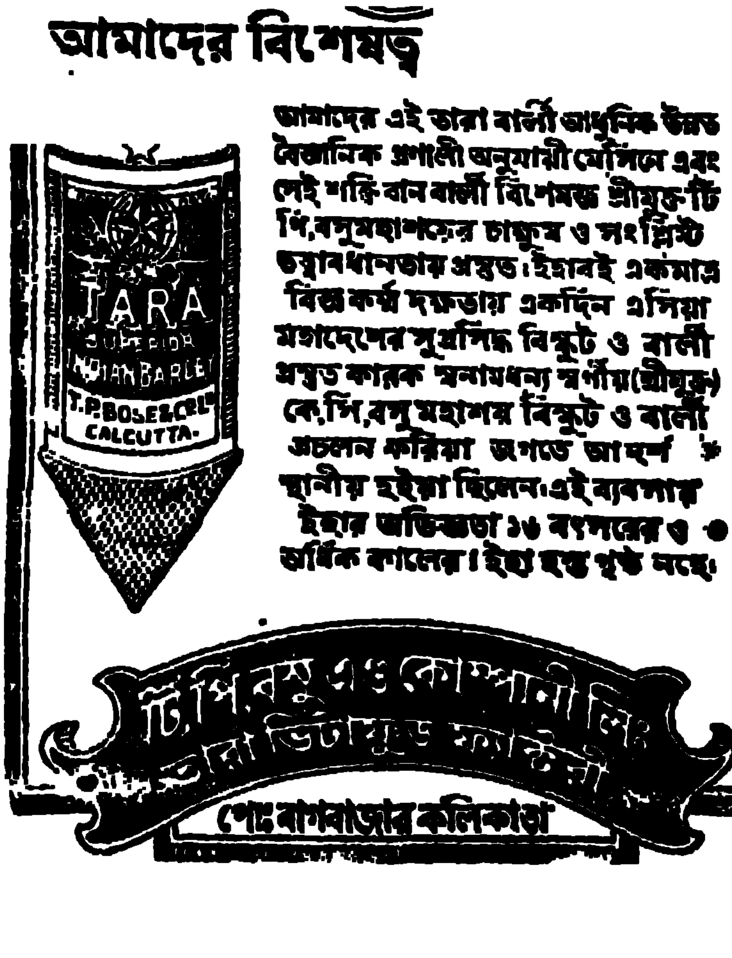

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

—পারমার্থিক পত্র—

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

[illegible]

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১০ম বর্ষ | মধুসূদন গৌরাব্দ ৪৪৯, ৭ই বৈশাখ বঙ্গাব্দ ১৩৪২, ২০শে এপ্রিল ইং ১৯৩৫ | শনিবার | ৪১তম সংখ্যা

ময়মনসিংহ টাউনহলে সভা

ময়মনসিংহবাসিগণ আচার্য্যবর্য্য শ্রীল প্রভুপাদকে একটী অভিনন্দন প্রদান করিবার জন্য টাউনহলে গত ১৩ই এপ্রিল একটী মহতী সভার আহ্বান করিয়াছিলেন। এই সভায় যোগ দানের জন্য শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী, আনন্দমোহন কলেজের প্রিন্সিপ্যাল শ্রীযুক্ত কুমুদবন্ধু চক্রবর্ত্তী, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীঅমিয়চন্দ্র রায় পূর্ব্বেই সর্ব্বসাধারণের নিকট নিমন্ত্রণপত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন।

উক্ত সভায় অবসরপ্রাপ্ত সবজজ শ্রীযুক্ত বাবু মনোমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়-মহাশয় সভাপতি নির্ব্বাচন প্রস্তাব করেন। সভাপতি মহোদয় শ্রীল প্রভুপাদের গলদেশে পুষ্পমাল্য অর্পণ করেন। অতঃপর সভার কার্য্য আরম্ভ হয়।

সভাপতির অভিভাষণ

সমবেত ভদ্রমণ্ডলী ও ভদ্রমহোদয়গণ,

অদ্যকার এই অভ্যর্থনা-সভার সভাপতি নিযুক্ত হওয়াতে আমি নিজেকে বিশেষ গৌরবান্বিত মনে করিলেও আপনাদের সভাপতি মনোনয়নের প্রশংসা করিতে পারিতেছি না। কারণ, আমি এই কার্য্যের জন্য নিতান্ত অনুপযুক্ত। অনুপযুক্ত ব্যক্তির হাতে গুরুভার অর্পণ করিলে ত্রুটী ও বিচ্যুতি সম্ভাবনা। তবে আমার ভরসা এই যে, আপনারা নিজগুণে আমার ত্রুটী ও বিচ্যুতি মার্জ্জনার চক্ষে দেখিবেন।

যে মহাপুরুষের অভ্যর্থনার জন্য আজ আমরা এখানে সমবেত হইয়াছি, তিনি শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অর্থাৎ গৌড়ীয়-মিশনের পাত্ররাজ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ। তাঁহার নাম আজ বিশ্ববিশ্রুত। তিনি [illegible] তাঁহার বিশাল পৃথিবীময় শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভুর নাম ও প্রেমধর্ম্ম প্রচার করতঃ "গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে প্রচার হইবে মোর নাম" শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই বাণী সফল করিবার জন্য বহুপ্রকার চেষ্টা এবং স্থানে স্থানে তাঁহাদের মঠের শাখা স্থাপিত করিয়া পরম উৎসাহে প্রচারকার্য্য চালাইতেছেন। তাঁহারা শ্রীভগবানের অমন্দোদয়দয়ার কথা বলিয়া ও কৃষ্ণ-কোলাহলে দিঙ্মণ্ডল মুখরিত করিয়া মানবগণকে প্রবোধিত ও শান্তির পথে প্রধাবিত করিতে চেষ্টা করিতেছেন।

যে মহাপুরুষ এই প্রচেষ্টার কেন্দ্রীভূত, বহু দেশের রাজন্যবর্গ ও নৃপতিবৃন্দ যাঁহার সম্বর্দ্ধনায় অগ্রগামী, এবং ইংলণ্ডের যাঁহার প্রেরিত প্রচারকগণের বাণী আগ্রহ-সহকারে শ্রবণ করিয়াছেন এবং অপর পাশ্চাত্য মনীষী ও দার্শনিকগণ যাঁহার শুভাগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন, আপনাদের নিকট তাঁহার নূতন পরিচয় প্রদান করিবার ক্ষমতা আমার নাই। তবে আপনাদের পক্ষ হইতে তাঁহাকে সম্বর্দ্ধিত করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়া নিজেকে ধন্য মনে করিয়া পরম আনন্দ লাভ করিলাম।

অভিনন্দন পাঠ

সভাপতি মহোদয়ের অভিভাষণ শেষ হইলে পর ময়মনসিংহ মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত বাবু উমেশ-চন্দ্র চাকলাদার মহাশয় বঙ্গভাষায় লিখিত একটী অভিনন্দন পাঠ করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মে অর্পণ করেন।

শ্রীল প্রভুপাদের ও তীর্থ মহারাজের বক্তৃতা

অভিনন্দন-পত্র পাঠ করিবার পর শ্রীল প্রভুপাদ দণ্ডায়মান হইয়া একটী দীর্ঘ সারগর্ভ অভিভাষণ প্রদান করেন। তৎপর সভাপতি মহাশয়ের ইচ্ছায় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি প্রদীপ-তীর্থ মহারাজ [illegible] তাঁহার ইংলণ্ডের অভিজ্ঞতা বিষয়ে একটী নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন।

ধন্যবাদ জ্ঞাপন

তৎপরে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতি মহোদয়কে এবং শ্রীল প্রভুপাদকে ও তাঁহার অনুগমনকারী ব্যক্তিগণকে ধন্যবাদ-প্রদান-মুখে বলেন যে, সভার পক্ষ হইতে আমি ইঁহাদিগকে আর কি আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিব, ভগবান্ যাঁহাদিগকে ধন্য করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে আমার মত ব্যক্তির ধন্যবাদ দিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র।

উপস্থিত জনগণ

সভায় উপস্থিত জনগণের মধ্যে নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নাম উল্লেখযোগ্য। সভাপতি শ্রীযুক্ত মনোমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়; অবসরপ্রাপ্ত সবজজ; আনন্দমোহন কলেজের প্রিন্সিপ্যাল শ্রীযুক্ত কুমুদবন্ধু চক্রবর্ত্তী; অধ্যাপক শ্রীঅক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়; অধ্যাপক শ্রীনগেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি; অধ্যাপক শ্রী[illegible] মজুমদার; অধ্যাপক শ্রীযোগেন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্ত্তী; অধ্যাপক শ্রী[illegible]নাথ গোস্বামী; অধ্যাপক শ্রীমন্মথ রায়; অধ্যাপক শ্রীনলিনীরঞ্জন চৌধুরী; রায় বাহাদুর শ্রীউমেশচন্দ্র চাকলাদার, মিউনিসিপ্যাল চেয়ারম্যান; অধ্যাপক শ্রী[illegible] রায়, ভাইস্‌চেয়ারম্যান; অধ্যাপক শ্রী[illegible]মোহন ঘোষ; অধ্যাপক শ্রী[illegible]; শ্রীচারুচরণ মজুমদার, [illegible]; শ্রীরাধাবল্লভ গুহ উকীল, শ্রীরাজেন্দ্রনাথ [illegible]; [illegible] অক্ষয়কুমার মজুমদার [illegible]; [illegible] উকীল সরকার [illegible]; [illegible] ঘোষ; প্রমথনাথ বসু; [illegible] চক্রবর্ত্তী, [illegible] চক্রবর্ত্তী, [illegible] দাস, মোক্তার [illegible] কুমার [illegible], [illegible] কুমার চৌধুরী; [illegible] কুমার [illegible], মার্চেন্ট [illegible] রায়; ডাক্তার [illegible] রায়; ডাক্তার বিপিন বিহারী সেন; মার্চেন্ট [illegible] ঘোষ; উকীল [illegible] দে; [illegible]মোহন মুখার্জ্জি; [illegible]; মনোমোহন চৌধুরী; উকীল [illegible] ঘোষ; [illegible]চন্দ্র [illegible]; উকীল [illegible]কুমার ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি।

প্রভুপাদ দর্শনে কতিপয় ব্যক্তি

গত ১৩ই এপ্রিল শনিবার অপরাহ্ণ ৬টায় সময় নিম্নলিখিত [illegible] শ্রীল প্রভুপাদের দর্শন ও তাঁহার শ্রীমুখ-নিঃসৃত [illegible] শ্রবণ করিবার জন্য আসেন।

[illegible] [illegible]; [illegible]; [illegible], [illegible]; শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার চৌধুরী মোক্তার, ইঁহাদের সঙ্গে অন্যূন আরও ৩০।৪০ জন ভদ্রলোক আসিয়াছিলেন।

কৃষ্ণ আমার পালে, রাখে' জান সর্ব্বকাল। আত্মনিবেদন-দৈন্যে ঘুচাও জঞ্জাল।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২ অগ্রহায়ণ অগ্রহায়ণ শ্রীগৌরাব্দ ৪৪৯

সাত্বত-স্মৃতি

গুরু-শিষ্য পরীক্ষা

ইংরাজীতে একটী কথা আছে,—All that glitters is not gold. যে সকল জিনিষ চক্‌চক্ করে, তাহাই যে স্বর্ণ, তাহা নহে। [illegible] বিশেষ-সংযোগে [illegible] হয়; অসাধু ব্যক্তিগণকে [illegible] অতএব খাঁটি জিনিষ পরীক্ষা করিয়া লওয়াই বুদ্ধিমানের কার্য্য।

প্রত্যেক-কাম টী যে প্রণালী-বাজারে চলিতেছে তাহা নহে, গুরু-শিষ্য ঐ কার্য্যের [illegible]; এই প্রকারের প্রতারণা সর্বাপেক্ষা অধিক অপূর্ব্ব ও সাংঘাতিক। কারণ, পারমার্থিক জগতের বস্তুর মূল্য কিছু [illegible] আর্থিক অর্থে জীবন [illegible] হয় না—জীব জন্ম-মরণ-মালার কবল হইতে নিষ্কৃতি পায় না; পরমার্থের অধিকারী এই সকলের অধীন নহেন; তিনি নিত্যানন্দ-ধাম গোলোক বৈকুণ্ঠের অধিবাসী হইয়া নিত্য ভগবানের নিত্য সেবায় নিযুক্ত থাকেন; সুতরাং তিনি নিত্য সেবানন্দে নিমজ্জমান। এই নিত্যানন্দ-ধামের পথ-প্রদর্শকের সন্ধান শ্রদ্ধাপূর্ব্বক যদি কেহ প্রতারণাকারী আত্মনিয়োগ করে, অর্থাৎ নিত্যানন্দধামের কিছুমাত্র সন্ধান না রাখিয়াও অর্থলোভে যদি কেহ সেই ধামের পথ-প্রদর্শকরূপে আত্মপরিচয় প্রদানপূর্ব্বক গুরুর আসন গ্রহণ করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি—যাহার নিকট শিষ্য হইবার জন্য আগত ব্যক্তির কি-প্রকার অনিষ্ট সাধন করে, তাহা সহজেই অনুমেয়। এই শ্রেণীর প্রতারক যে জগতে [illegible] তাহা নহে, তাই মহর্ষি পাতঞ্জলকে বলিয়াছেন—

গুরবো বহবঃ সন্তি শিষ্যবিত্তাপহারকাঃ।
দুর্লভঃ সদ্‌গুরুর্দেবি শিষ্যসন্তাপহারকঃ॥

—হে দেবি, শিষ্যের বিত্ত অর্থাৎ ধনাপহারক বহু গুরু আছেন, কিন্তু শিষ্যের সন্তাপহারক সদ্‌গুরু দুর্লভ।

এক অন্ধ অপর অন্ধ কর্ত্তৃক চালিত হইলে অন্ধকূপে পতিত হওয়াই স্বাভাবিক; সেই প্রকার পরমার্থে অজ্ঞ ব্যক্তিকে গুরুপদে বরণ করিয়া তৎকর্ত্তৃক চালিত হইলে অধঃপতন ভিন্ন আর কি গতি হইতে পারে? প্রতারিত হইতে কেহই চাহেন না; প্রতারিত হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে। পরমার্থ-লাভ-বিষয়ে যাহাতে প্রতারিত হইতে না হয় তজ্জন্য শাস্ত্র বিধান করিতে-ছেন যে, যাঁহাকে গুরুপদে বরণ করিতে হইবে, অন্ততঃ এক বৎসর তাঁহার নিকট থাকিয়া তিনি কৃষ্ণৈকশরণ কিনা তাহা পরীক্ষা করিতে হইবে এবং গুরুও— যে ব্যক্তি শিষ্য হইতে আসিয়াছে সে শিষ্য হইবার উপযুক্ত কিনা, তাহা এক বৎসর পরীক্ষা করিবেন। অযোগ্য ব্যক্তিকে শিষ্য করিলে গুরুকেও দুর্গতি প্রাপ্ত হইতে হয়। যথা, সারসংগ্রহে—

রাজ্ঞি চামাত্যজা দোষাঃ পত্নীপাপং স্বভর্ত্তরি।
তথা শিষ্যার্জ্জিতং পাপং গুরুঃ প্রাপ্নোতি নিশ্চিতম্॥

অমাত্যজনিত দোষসমূহ যেপ্রকার রাজায় এবং পত্নীর পাপসমূহ যে-প্রকার পতিতে প্রবেশ করে, সেই প্রকার গুরু শিষ্যার্জ্জিত সমুদয় পাপ নিশ্চয়ই পাইয়া থাকেন। এইজন্য শাস্ত্র নির্দ্দেশ করিতেছেন —"নাসম্বৎসরবাসিনে দেয়াৎ" যে সম্বৎসর সমীপে বাস করে নাই, তাহাকে মন্ত্র প্রদান করিতে হইবে না। মনুসংহিতায় বলিয়াছেন—

তয়োর্বৎসরবাসেন জ্ঞাতান্যোন্যস্বভাবয়োঃ।
গুরুতা শিষ্যতা চেতি নান্যথৈবেতি নিশ্চয়ঃ॥

এক বৎসর বাস পূর্ব্বক পরস্পর স্বভাব অবগত হইলে, গুরুভাব ও শিষ্য ভাব জানিতে পারা যায়; অন্য প্রকারে হয় না, ইহাই নিশ্চয়।

প্রকৃত গুরুদেবের আত্মপ্রদর্শনের জন্য সেবা, ধন ও প্রশংসা পাইবার স্পৃহা বিন্দুমাত্র নাই; তাঁহারা কৃপাসিন্ধু, অহৈতুক-দয়া-প্রদর্শন, সর্বসন্দেহ-বিদূরণ, জীবদুঃখকাতরতা, সর্ব্ববিদ্যাবিশারদত্ব, সর্ব্ব-সংশয়-ছেদন ক্ষমতা, অনাসক্তি প্রভৃতি গুণসমূহ কৃষ্ণৈকশরণতাকে বেষ্টন করিয়া অবস্থান পূর্ব্বক গুরুর গুণ নিষ্কপট দীক্ষাপ্রার্থীকে প্রদর্শন করিয়া থাকে।

অগস্ত্যসংহিতা বলেন—অলস, মলিন, বৃথা ক্লেশকারী, দাম্ভিক, কৃপণ, রোগী, ক্রন্দনশীল, বিষয়াসক্ত, লুব্ধ, অস্থিরাশয়, হৃদয়হীনভাব, শঠ, কুকর্ম্মী, অসদুপায়ে ধনোপার্জ্জনকারী, পরদাররত, বেদাধ্যয়ন-বুদ্ধিসম্পন্ন পণ্ডিতদিগের নিন্দক, অত্যন্ত অধিক ভোজনপর, নিষ্ঠুর, পরছিদ্রান্বেষী, পরপীড়ক, অনেক-আহারকারী, ক্রুরকর্ম্মা, দুরাত্মা ও নিন্দিত ব্যক্তিগণ বিশেষতঃ যাহাদিগকে সদুপদেশ দিতে নিযুক্ত করা যায় না ও যাহারা গুরুদেবের শাসন সহ্য করিতে পারে না সেই সকল ব্যক্তি শিষ্য হইবার সম্পূর্ণ অযোগ্য। নিরভিমান, নিষ্কপট, অনলস, কাম-ক্রোধ-লোভ রহিত, সুশীল, স্বল্পভাষী, ইন্দ্রিয়জয়ী, শৌচাচারী, অপরাধশূন্য, বিনয়ী অথচ স্বীকারোক্তিতে সত্যবাদী, সেবাপরায়ণ ও শ্রদ্ধাপরায়ণ ব্যক্তি শিষ্য হইবার উপযুক্ত পাত্র।

মুন্সী মবারক আলি ফকিরের বক্তৃতা

(গত ২৭.৩.৩৫ তারিখে শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতার পর পুনরায় মুসলিম উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের শিক্ষক মুন্সী মবারক আলি ফকির নিম্নলিখিত বক্তৃতা প্রদান করেন)

অতি দীন, নগণ্য, অযাচ্যজনহীন আমি; কোন কিছু প্রকাশ করার শক্তি আমার নাই, তথাপি প্রাণের ভিতর থেকে যে আবেগ-স্রোত আসছে, তা রোধ করতে না পেরে এই দুঃসাহস করছি। পতিত-পাবন বৈষ্ণবঠাকুরগণ, কোনরূপ দোষ বা ত্রুটী গ্রহণ ক'রে আমাকে অপরাধী করবেন না। দেবুলীর হিন্দু যুবকবৃন্দের সঙ্গে সামিলিত হ'য়ে সেবা করতে গিয়ে বৈষ্ণবের চরণে জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে অনেক অপরাধ ক'রেছি, তজ্জন্য করযোড়ে ক্ষমা ভিক্ষা করছি।

প্রথমতঃ আমার ইচ্ছা—আমি সাম্প্রদায়িক কোন কথা বলব না। মানবধর্ম্মের যত কথা শুনেছি, শুনছি বা শুনব, তাতে নিজের আত্মাকে উন্নত করব—মধুমক্ষিকার মত প্রত্যেক গ্রন্থের মধ্য থেকে সার সংগ্রহ ক'রে নিজের ভাণ্ডারে সঞ্চিত রাখব কিন্তু ব্রহ্মচর্য্যরহিত ও অশিক্ষিত জীব এবং পল্লীতে বাস নিবন্ধন সমস্ত কথা বুঝতে পারি না, যা কল্পনা করি তা' প্রকাশ করতে পারি না। এক কথা বলতে গিয়ে অন্য কথা ব'লে বসি।

শাস্ত্রের উক্তি এবং শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখবাণী হ'তে শুনেছি ভগবান্ হ'তে ভক্তের আসন উচু। ভক্ত যেখানে গমন করেন, সেই স্থানটী উন্নত ও পবিত্র হ'য়ে পড়ে। তাঁরা আজ দয়া ক'রে এই দেবুলী গ্রামে এসে সকলকে ধন্য করেছেন, মুক্তির পথে নির্দ্দিষ্ট ক'রেছেন। এজন্য আমরা নিজেদের বিশেষ গৌরবান্বিত মনে করি।

প্রভুপাদের কথায় শুনলাম, ভগবান্ অপেক্ষা ভক্তের সেবাই অধিক প্রয়োজন ও সাফল্যের নিদান। ভগবদ্ধর্ম্ম-প্রদর্শন-কারীর যে শুভ আগমন, তাতে আজ মনের ভিতর একটী বৈরাগ্য উপস্থিত হয়েছে, অন্যান্যের কথা নিষ্প্রয়োজন। আজ বক্তার শেষে বৃষ্টি হ'ল কেন? অনেকে অনেক রকম মনে করতে পারেন কিন্তু আমার মনে হয়—এ বৃষ্টির আবির্ভাব শুধু আমাদের প্রাণের হাহাকার প্রভুপাদের পাদপদ্মে নিবেদন করছে। দেবুলী-গ্রামবাসি, এখনও বুঝতে পারছ না? এখনও বৃষ্টি-ধারার মত প্রভুপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করতে পারছ না? বৃষ্টিধারার ন্যায় অশ্রু-ধারায় প্রভুর চরণ সিক্ত ক'রে দিতে পারছ না? আজ-বিদায় দিনটীর দিনে শ্রীল প্রভুপাদের এখান হ'তে বিদায়ের পূর্ব্বে তফাৎ হ'য়ে বসে না থেকে তাঁর পদে আত্মসমর্পণ করাই আমাদের শেষ কথা।

আমি পিতার নিকট শুনেছি—সকল ধর্ম্মের দাতা বাতীত উপায় নাই। তীর্থের, তখনই সময় হয়, যখন ভগবানের ইচ্ছা হয়। এতদেশের ভক্তগণের নিকট শুনেছিলাম—একবার নবদ্বীপ গিয়ে প্রভুপাদের দর্শন ও শ্রীমুখ থেকে উপদেশ নেওয়া দরকার। কিন্তু আজ তিনি কৃপা ক'রে আমাদের সকলকেই দর্শন দান ক'রে ধন্য ক'রেছেন—আজ দেখছি, এই দেবুলী গ্রাম নবদ্বীপ, শুধু নবদ্বীপ নয় সর্ব্বধর্ম্মের পীঠের সমন্বয়-ক্ষেত্র হ'য়েছে। প্রভুপাদের পাদপদ্ম-স্পর্শে আজ মহাতীর্থে পরিণত হ'য়েছে। আজ যাঁ'রা এই স্থানকে ধর্ম্মক্ষেত্র ক'রেছেন, তাঁ'দের কোন্ প্রাণে ছেড়ে দেব?

আজ এক মহোৎসবে আজ—গ্রামবাসী সমিতির ও দেশের পক্ষ থেকে প্রভুপাদ প্রমুখ বৈষ্ণববৃন্দকে অভিনন্দিত করছি। তাঁ'রা যেন আমাদের কোন ত্রুটী গ্রহণ না করেন এবং সর্ব্বতোভাবে ক্ষমা করেন। আরও অনেক কথা প্রাণের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসতে চাচ্ছে। কিন্তু কণ্ঠ রুদ্ধ হ'য়ে আসছে আর বলতে পাচ্ছি না, এই খানেই শেষ ক'লাম।

পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য-বর্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী চিদ্‌-বিলাস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের

শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের শ্রীমন্দিরের ভিত্তি-সংস্থাপনার্থ শুভবিজয়োপলক্ষে

ভক্ত্যর্ঘ্য

পতিতপাবন প্রভুপাদ, যে বৎসর পূর্ব্ববঙ্গের প্রবল ঝড় সকলের হৃদয়কেই পার্থিব বিষয়ের ক্ষণভঙ্গুরতার উপলব্ধিতে স্বাভাবিক আলোড়িত করিয়াছিল, সেই ঝড়ের অব্যবহিত পরেই মাধুর অবতার শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের জন্মতিথির আরাধনা-উপলক্ষে ১৩২৬ বঙ্গাব্দের ৪ঠা কার্ত্তিক (১৯১৯, ২১শে অক্টোবর) শুভ জয়োবতী তিথিতে আপনি পূর্ব্ববঙ্গের প্রধানা নগরী ঢাকাতে প্রথম পদার্পণ করেন।

হে গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈকরক্ষক, বর্ত্তমান যুগে শুদ্ধভক্তিস্রোত পুনঃপ্রবাহের মূল-পুরুষ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদরেণুও ইংরাজী ১৮৮৮ সালে এই ঢাকা নগরী বিভূষিত করিয়াছিল। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ঢাকার নর্থব্রুক হলে ভাগবতধর্ম্মের বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন। ঠাকুর ঢাকায় যে

শুদ্ধভক্তির বীজ রোপণ করিয়া গিয়াছেন, তাহা বিদ্ধভক্তি ও মিশ্র ভক্তির আবহাওয়ার প্রাবল্যে কিছুকাল সুপ্ত থাকিলেও আপনার শুদ্ধভক্তিবাদবাহিনীর সেচনে অঙ্কুরিত, মঞ্জরিত ও পল্লবিত হইয়াছে।

পরিব্রাজকরূপে, ইংরাজী ১৯২১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে আপনি দ্বিতীয়বার ঢাকায় পদার্পণ করিয়া ঢাকার বাব লাইব্রেরীতে ও বিভিন্ন স্থানে শুদ্ধভক্তির বার্তা প্রচার করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান সময় হইতে প্রায় চৌদ্দ বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গাব্দ ১৩২৮ সনের ২৭শে আশ্বিন (১৯২১, ১৩ই অক্টোবর) আপনি তৃতীয়বার ঢাকায় শুভাগমনপূর্ব্বক শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ প্রতিষ্ঠা এবং ১৪ই কার্ত্তিক (৩১ শে অক্টোবর) শ্রীগোবর্দ্ধনপূজা ও অন্নকূট-মহোৎসবের দিবস শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের শ্রীমূর্ত্তি প্রকাশ করিয়াছেন। সেই সময় 'শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ' শব্দটি অনেকের নিকট এক অভিনব শব্দ এবং মঠের প্রচার পদ্ধতির চিন্তাধারা বিস্ময় আনয়ন ও অকৃত্রিম সত্যানুসন্ধিৎসু-গণের জীবন-স্রোতের গতি পরিবর্ত্তন করিয়াছিল। এই সময় আপনি ঢাকায় বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবতের "জন্মাদ্যস্য" শ্লোকের ত্রিশদিনব্যাপী ভিন্ন প্রকার ব্যাখ্যা দ্বারা এক অনপিতচরী কৃপা প্রকাশ করিয়াছেন। তাহার কিছুকাল পূর্ব্বে আপনারই পতাকাবাহী প্রচারপ্রবর ত্রিদণ্ডিপাদাশ্রমী পরমপূজনীয় শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ—যিনি যুরোপে মহাপ্রভুর কথা সাফল্যের সহিত প্রচার করিয়া সম্প্রতি ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন, তিনি যথার্থ ত্রিদণ্ডীর আদর্শ ও অসীম সহিষ্ণুতার সহিত ঢাকা নগরীর দ্বারে দ্বারে হরিকথা কীর্ত্তন-পূর্ব্বক ঢাকা নগরীর অনেক ব্যক্তির আবৃতাবস্থাকে উন্মুক্ত ও তাঁহাদিগকে শ্রীচৈতন্যবাণী শ্রবণে উন্মুখ করিয়াছিলেন।

বর্ণাশ্রমধর্ম্মের পুনঃসংস্থাপক রূপেই, ১৯২২ সালের অক্টোবর মাসে আপনি চতুর্থবার ঢাকায় পদার্পণ করিয়া শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-শাস্ত্র-সম্মত দৈব-বর্ণাশ্রমধর্ম্মের পুনঃসংস্থাপনের বাণী নির্ভীককণ্ঠে প্রচার করিয়াছিলেন এবং ১৯২৩ সালের অক্টোবর মাসে পঞ্চমবার ঢাকায় শুভাগমন-পূর্ব্বক শ্রীবাস্তব-দর্শন-সম্বন্ধে ক্রমিক অভিভাষণ প্রদান করিয়াছিলেন। দুর্দ্দৈব-বিমোহিত, অতত্ত্ব আবৃতচেতন আমাদিগকে শুদ্ধভক্তির অপ্রাকৃত বিচার-সমূহ ধারণা করাইবার জন্য আপনি ঢাকা নগরীতে ১৯৩২ সালের ২১শে ডিসেম্বর ষষ্ঠবার ঢাকায় শুভাগমন করেন এবং ১৯৩৩ সালের জানুয়ারী মাসে ঢাকার 'পুরাণ-পল্টনে'র মাঠে এক অভূতপূর্ব্ব ভাগবত-প্রদর্শনী উদ্ঘাটন করিয়া নগরীর একমাস কাল স্বয়ং অবিরাম হরিকথা কীর্ত্তন ও ব্রাহ্মণসম্প্রদায় নিরপেক্ষ বাণী প্রচার করিয়াছিলেন। যাঁহারা নিরপেক্ষ ব্রাহ্মণসমূহের সকল ভাবধারা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই তাঁহারাও কৃপা করে সত্যের বাণী শ্রবণ করিয়া কোনও না কোনদিন ব্রাহ্মণ-সভা বলে যোগ্য হইবেন,—এই মঙ্গল কামনা করিয়াই আপনি আপনার ত্রিদণ্ডী পরিব্রাজকগণকে ঢাকা-নগরীতে অনুক্ষণ অনাবৃত রাখিবার জন্য আজ এই শুভমুহূর্ত্তে শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের নবমন্দিরের ভিত্তি-সংস্থাপন করিলেন। ঢাকা নগরী সম্প্রতি আপনার শুভাগমনে হরিকীর্ত্তন-মুখরিত হইয়া মহাতীর্থে পরিণত হইয়াছে। আপনার কৃপায় শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী, শ্রীপাদ তীর্থ প্রমুখ মহারাজের সেবা-চেষ্টায় বাংলাটি শ্রীধাম-গৌড়ীয়মঠের সেবক পরমভাগবত কুমারকান্তিগণ শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের ভূমি ও নূতন মন্দিরের জন্য অর্থানুকূল্য করিয়া মহাপ্রাণতার পরিচয় দিয়াছেন।

হে আচার্য্যবর্য্য, আপনার কৃপায় ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ হইতে কএক বৎসরের মধ্যে শ্রীচৈতন্যবাণীর বৃহৎ মানব-বাহন-স্বরূপ কতিপয় অমূল্য শাস্ত্র ও বঙ্গাক্ষর-গ্রন্থরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। সর্ব্বপ্রথমে এই স্থান হইতে আপনার আজ্ঞাপতাকাবাহী শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজের চেষ্টায় শ্রীরূপের 'উপদেশামৃত' ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর 'শিক্ষাষ্টক'-সম্বলিত রূপানুগ শিক্ষাগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। তাহার পর হইতে 'শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত', 'শ্রীচৈতন্যভাগবত', 'ভক্তিতত্ত্ব', 'ব্রহ্মসংহিতা', 'মণিমঞ্জরী', 'শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা', 'হরিভক্তিকল্পলতিকা', 'প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ খণ্ড', 'প্রভুপাদের পত্রাবলী ১ম ও ২য় খণ্ড', 'বৈষ্ণব', 'চৈতন্যোপনিষদ', 'ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব', 'দ্বাদশ আলবর', 'সরস্বতী-জয়শ্রী', 'সৎক্রিয়াসারদীপিকা ও সংস্কারদীপিকা', 'শ্রীচৈতন্যদেব' প্রভৃতি বহু ভক্তিগ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছেন ও হইতেছেন।

শ্রীরূপের 'উপদেশামৃত' ও স্বয়ংরূপের 'শিক্ষাষ্টক'-সম্বলিত 'সাধনপথে' আপনি যে শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের ভিত্তি সংস্থাপন করিয়াছিলেন, সেই ভিত্তির উপরই শ্রীচৈতন্যমঠানুগ শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের বিরজা-ব্রহ্মলোকভেদিনী গোলোকস্পর্শিনী চূড়া ও সুদর্শনচক্রসমন্বিত বৈজয়ন্তী উড্ডীন হইবে। সেই মন্দিরের অভ্যন্তরে অবস্থিত শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের শ্রীবিগ্রহ ও শ্রীবিনোদ-যুগলকে শ্রীচৈতন্যবাণী কীর্ত্তনদ্বারা নিত্য আরাধিত করিতে পারিলেই আপনার মনোহভীষ্ট-পূরণ-সেবা হইবে,—ইহা জানাইবার জন্যই কি আজ আপনার শুভাগমন ও ভিত্তি-সংস্থাপনের অভিনয়?

"পৃথিবী পর্য্যন্ত যত আছে দেশ গ্রাম।
সর্ব্বত্র সঞ্চার হইবেক মোর নাম॥"

—এই শ্রীচৈতন্যবাণীর সেবার জন্য আপনি আপনার প্রতিষ্ঠিত তৃতীয় মঠরূপে অর্থাৎ আকর-মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠ ও তাঁহার প্রথম শাখা শ্রীগৌড়ীয়মঠের পরেই এই শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ কেবল পূর্ব্ববঙ্গের নহে—বৃহত্তর বঙ্গের—বৃহত্তম বঙ্গের অর্থাৎ সমগ্র গৌড়ীয়ের,—এ কথা যেন আমরা বিস্মৃত না হই। আপনার কৃপাকেতন শিরে ধারণ করিয়া আমরা যেন সপার্ষদ মাধ্বগৌড়ীয়েশ্বরের সেবায় সুদীক্ষিত হইতে পারি,—ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

আপনার চিরকৃপাভিলাষী দীন অযোগ্য
শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ
৮।৪।৩৫

প্রভুপাদপদ্মে অভিনন্দন

করুণাসাগর হে আচার্য্যবর! কৃপার
তোমার তুলনা নাই।
পতিতে তারিতে এসেছ হেথায়,
পতিতপাবন নামটী তাই॥
শ্রীগুরু-গৌরময়ী ঢাকা নগরীর ভাগ্যের
আজি নাহিক শেষ।
তব পাদপদ্মরাগে রাঙ্গা হ'য়ে অসীম
ভরেছে মানস দেশ॥
(তব) চরণকমল পরশ লভিয়া অতীর্থ
সকল তীর্থ হয়।
করুণা-প্রভায় উঠে বিকশিয়া শ্রীহরিসেবার
কুসুমচয়॥
ভুবনমঙ্গল হরিনামসুধা জগতে ভরিয়া
দিবারে চায়।
গোলোক হইতে নিজ জোয়ার, প্রতাপ
শিরোমণি কৃপা-নিধান!
মোরা তো অধম দুরাচার অতি সেবা-
উপাদান নাহি যে কিছু।
সংসার-সেবায় রহিয়া মগন ধাইতেছি
সদা মায়ার পিছু॥
করুণা তোমার অসীম উদার ছুটিয়া
এসেছে দ্বা'রেতে দ্বারে।
সবার অধম দীনহীন যা'রা,—কাটায়
অন্ধকারে
কৃপা কর প্রভো হে দীন-শরণ! বাণীতে
তোমার জা'গিয়া উঠে।
অপরূপা শ্রীপদ-ছায়ায় আত্ম নিবেদিতে
পারিতে ছু'টে॥
অসীম কৃপায় এসেছ হেথায় দীন
আমাদের উদ্ধার লাগি'।
পতিত অধমে রেখো পদামুজে ইহাই
সতত ভিক্ষা মাগি॥
দেব! করুণার তব কোটি যে কুসুম
গাঁথি॥ ভক্তি-মালা।
পূত প্রভাব অনু-চন্দনে সাজায়ে সুন্দর
অর্ঘ্য ডালা॥
ইন্দু-সুশীতল চরণকমলে কোটি প্রণাম
মোদের আজ।
কৃপা ক'রে লও গো কৃপাময়! দীনের
ভকতি-পদ্মরাজি॥
দীনাতিদীনা—
ঢাকাবাসিনী (জনৈক) মহিলাবৃন্দ

দ্বাদশ আলবর্

পূর্ব্বাভাস

[শ্রীনবদ্বীপ চট্টোপাধ্যায়]

নারায়ণ-পরায়ণ দ্রাবিড়দিগের,
দিব্য দেশ বলে যাহা দ্রাবিড় নাম যার।
দক্ষিণ ভারতের সেই সকল দেশে,
'আড়বার' 'আলবর' প্রসিদ্ধ যাহার॥
বিশিষ্ট-অদ্বৈতবাদ সম্প্রদায়ে যত,
প্রাচীন সাধক শিষ্য ভক্ত আচার্য্যগণ।
আলবর নামে খ্যাত হ'য়ে গিয়াছেন,
ক'রেছিল এ ভারতে ভক্তি-প্রচারণ॥
এই আলবর সংখ্যা দ্বাদশ জন,
অথবা দ্বাদশ নাম কোন মতে কয়।
শ্রীপ্রভু-পাদের সেবে ভক্ত গুণীজন,
রামানুজ-সম্প্রদায় শাস্ত্র দৃষ্ট হয়॥
এ দ্বাদশ নারায়ণ পার্ষদ সকলে,
পুণ্যতীর্থ ভারতের দক্ষিণ-প্রদেশে।
ভিন্ন ভিন্ন সময়েতে ভিন্ন ভিন্ন স্থলে,
হ'য়েছিল অবতীর্ণ আলবর-বেশে॥
কৃপা করি' অধমের আত্ম-পবিত্রিতে,
আলবর-গাথা তাই গুরুদেব বোলে।
আজ্ঞা দিলা আলবর-চরিত গাহিতে,
উদ্ধারিতে এ পামরে ভব-মায়া-ভোলে॥
গুরু কৃপাবলে পঙ্গু গিরি উল্লঙ্ঘয়,
গুরু-কৃপা পা'ক' মূক হয় গো বাচাল।
সেই গুরু-পদে যেন নিত্য মতি রয়,
গুরুপাদ অনুকূল হোক সর্ব্বকাল॥
ধরি' শিরে গুরু আজ্ঞা গুরুপদধূলি।
যা লিখাও গুরুদেব তাহ লিখি আমি।
মূর্খ আমি মূঢ় আ'র না'হি জ্ঞান, বুদ্ধি,
দাও দেব কৃপাবিন্দু, পুনঃ পুনঃ নমি॥

ময়মনসিংহ-সংবাদ

যাঁহারা গত ১৩ই এপ্রিল শনিবার অপরাহ্ণে ময়মনসিংহ পল্লী-তে শ্রীল প্রভুপাদের নিকট কথা-শ্রবণার্থ আসিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি শ্রীমূর্ত্তি-পূজার উপকারিতা সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে শ্রীল প্রভুপাদ শাস্ত্র-শাস্ত্র বাক্যানুসারে তাঁহাকে অপ্রাকৃতের বিচারসমূহ অত্যুজ্জ্বল বুঝাইয়া দেন।

মিঃ কিরণচন্দ্র দে মহোদয় 'বৈষ্ণব ও শাক্তের' মধ্যে কেহ বা পাৰ্থক্যবিষয়ে প্রশ্ন করিলে শ্রীল প্রভুপাদ তৎসম্বন্ধে বলিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু অপরাহ্ণ ৬টায় সময় ময়মনসিংহ টাউনহলে শ্রীল প্রভুপাদকে অভিনন্দন প্রদানোপলক্ষে সভার সময় নির্দ্দিষ্ট থাকায় ঐ বিষয়ের আলোচনার আর অবসর হয় নাই। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহাকে তৎপরদিবস আসিবার জন্য বলিলেন।

শুদ্ধভক্তি মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ

(আকর-মঠরাজ)

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ গজ ঈশান-পূর্বে শ্রীব্রজপত্তন অর্থাৎ শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্যমঠ বিরাজমান। এই স্থান শ্রীব্রজ-পত্তন পরম্পরাপীঠ বা সম্ভোগকুঞ্জস্থলী। এই মঠমধ্যে শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর বৈষ্ণবসমূহের প্রধান অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর ও সাত সম্প্রদায়িক আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠ হইতে পারমার্থিক দৈনিক পত্র 'নদীয়া-প্রকাশ', সাপ্তাহিক সম্প্রদায়ে অপ্রকাশিত গ্রন্থাবলী প্রকাশকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতি বৎসর শ্রীধাম পরিক্রমাদুষ্ঠান ও অন্যান্য শ্রীগৌরজন্মোৎসব কীর্ত্তন-প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক —শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১২

শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রচারিত শুদ্ধভক্তি-প্রচার-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভজনমন্দিরে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দজীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। প্রত্যহ মঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সত্প্রসঙ্গ-চতুর্দ্দশ-বোধাদি, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি গ্রন্থ ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হয়। প্রতি বৎসর মঠরাজের সহিত উৎসব-প্রচার, মহাসঙ্কীর্ত্তন, বক্তৃতা, ব্যাখ্যা ও সঙ্কীর্ত্তন-সভা-মহোৎসবাদি ভক্তদের অনুষ্ঠান হয়। মঠরক্ষক—মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-স্থান মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া সহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক —শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী সেবাকোবিদ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী এখানে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান, রক্ষক— শ্রীনরহরি অধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—গোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

(৭) কাজীর সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপা-প্রাপ্ত শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তালোক।

(৮) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও রাধারমণের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রণবানন্দ দাস ব্রহ্মচারী।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(১০) মোদদ্রুম-ছত্র "গৌড়ের নৈমিষ

মাউগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)।

শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান। শ্রীগৌরনিত্যানন্দের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক —শ্রীমদ্‌বিহারী ব্রজবাসী, ভাগবতভূষণ।

(১১) স্বানন্দ-কুঞ্জকানন

শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী,

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক— শ্রীনরোত্তমানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১২) কুঞ্জকুটীর—পোঃ কৃষ্ণনগর,

নদীয়া। রক্ষক—শ্রীঅমৃতানন্দ অধিকারী

(১৩) ভাগবত-আসন—পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

এই স্থান হইতে ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হয়। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তালোক, ভাগবতী।

(১৪) একায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ রানাঘাট, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৫) মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঁচড়াপাড়া, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরবিকিশোর ব্রজবাসী।

(১৬) মাধ্বগৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, পোঃ ঢাকা

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ।

(১৭) গোপালজীউমঠ—কমলাপুর,(ঢাকা)

গোপালজীউ শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান। রক্ষক—শ্রীশ্যামদাস ব্রজবাসী,

(১৮) নিতাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)।

এখানে শ্রীনিতাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(১৯) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

রমনাবাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীযতীন্দ্র ভাগবতী এম-এ, বি-এল।

(২০) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাধ্ব, (ত্রিপুরা)

এখানে মঠ-কুঞ্জ শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক— শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(২১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক —শ্রীভবেশ দাসাধিকারী,

(২২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

জুড়ুরকোলা, পোঃ চিৎকুড়া, (মানভূম)

এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীনয়নাথ অধিকারী।

(২৩) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকনিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে গুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক— শ্রীপদ্মনাভদাস ব্রজবাসী ভাগবত।

(২৪) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক— শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী।

(২৫) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশপাল, পোঃ বড়ীবাগর, (কটক)

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীউর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক —মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর

(২৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর পুরী,

শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীপদ্মনাভ বিদ্যারত্ন।

(২৭) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীউর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপদ্মনাভ অধিকারী

(২৮) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌরালনাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবিপিন-বিহারী দাসাধিকারী।

(২৯) রায়ানন্দ-গৌড়ীয়মঠ;

পোঃ কভুর, তটের গোদাবরী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—শ্রীবিনোদচরণ দাসাধিকারী ভক্তিলোচন।

(৩০) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪২নং কালিদহ, বেনারস সিটি

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীমধেশর ব্রহ্মচারী।

(৩১) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন গোস্বামী

(৩২) পরমহংস মঠ,

পোঃ বিন্ধ্যাচল, মীর্জাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পারায়ণ ও গৌরবিনোদ-বিনোদজীউর সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীনারায়ণ দাসাধিকারী।

(৩৩) কৃষ্ণচৈতন্য মঠ

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

এখানে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিত্য-সেবা হয়। রক্ষক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠ

সপ্তঋষিঘাট মথুরা

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ

(৩৫) ব্রজস্বানন্দ সুখদকুঞ্জ—শ্রীরাধাকুণ্ড

রক্ষক— শ্রীরাধারমণচরণদাস ব্রহ্মচারী

(৩৬) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৩৭) গোস্বামীমঠ

দেবনাথী, পোঃ কোহোন, জেলা শুরদাসপুর (পাঞ্জাব) রক্ষক— শ্রীগোপবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৩৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং কুইন্স রোড, নিউ দিল্লী।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসম্বন্ধ তুর্য্যাশ্রমী

(৩৯) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল।

এখানে গৌর-মদনমোহনের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪০) সারস্বত-গৌড়ীয় মঠ

চারবাগ সারস্বতপুর, লক্ষ্ণৌ, পি

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি

(৪১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ রায়পেট্টা মাদ্রাজ।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীপাদ অনন্তানন্দ ভক্তিবিকাশ।

৪২) বোম্বে-গৌড়ীয়-মঠ কার্য্যালয়

ক্রোস্টার রোড, চৌপাটি বিচ, বাংলো নং ১, বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মা মজুমদার।

(৪৩) অমরসি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমরসি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীব্রজেশ্বর দাস অধিকারী

(৪৪) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্চকা, কামরূপ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী

(৪৫) পাটনা গৌড়ীয় মঠ

১০০ মিঠাপুর, পাটনা।

রক্ষক—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী রামকৃষ্ণ

(৪৬) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠ বালেশ্বর

রক্ষক—শ্রীবনোয়ারী ব্রহ্মচারী

(৪৭) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয়

৩ প্লুডার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন, এস্-ডাব্লু ৭, লণ্ডন

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ।

(৪৮) বার্লিন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

Berlin W. 30

Eisenacher strasse 29

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্—মহা ৪০৲
প্রথম ৩৩৫তে দশম স্কন্দ পর্যন্ত ২৮৲
একাদশ দ্বাদশতে প্রতিখণ্ড ৸৵০
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। ভাষ্য-বচনসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী ৬৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸৹;
৪র্থ—৸৹
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—১৲; ২য় খণ্ড ৸৹
৭। শ্রীচৈতন্যদেব—১৲
৮। সংকীর্তনাবলীর—দীপিকা ও সংস্কার-দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণবধর্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸৹
১৪। মাধবকণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবমাহাত্ম্য বিচার খণ্ড ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸৹
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ।০
১৮। জাতক-খাদ্য-ভক্ত ।০
১৯। ভাগবতের কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৸৵০
২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৸৵০
২২। ভজন-রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও শ্রীনবদ্বীপশতক ৩ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্তি-টীকাসহ) ২৲
২৬। গীতার কেবল মূল-ভাষা ।০
২৭। বৃত্তিমঞ্জরিকা অবসোধক প্রাকৃত ২৲
২৮। বেদান্তসূত্রের প্রাকৃত ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸
৩০। বাপ-বিন্দু-দর্শন ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৶০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶
৩৫। গীতমালা ৵১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি ৵০
৪১। গীতাবলী ৵০
৪২। ফিরে নবদ্বীপ ।১০
৪৩। সাধনকণা ৵০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৵০
৪৫। নবদ্বীপশতক
৪৬। অর্চনপদ্ধতি
৪৭। সদাচারস্মৃতি: ৵০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ ৵১০
৪৯। অর্চনকণা ১।০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম ৪র্থ ও) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (মাতৃকা) ।০
৫৩। গোস্বামিকোষ: ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। জয়মঙ্গলাবলী বা প্রাকৃতরসশতদূষণী ।০
৫৬। গৌড়ীয় কি করেন? ৵০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণদেবের ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সারস্বতী ৵০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যলীলামৃত সার: ।০
৬১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিজিতঃ ।০
৬২। সটিক-শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৬৩। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৪। প্রাকৃতরস শিক্ষাদিক ৵০
৬৫। গৌড়ীয়মতম্ সংগ্রহ: ৵০
৬৬। সারস্বতবর্ণনম ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৭। রায় রামানন্দ ।০
৬৮। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ।০
৬৯। নামভজন ।০
৭০। বেদান্ত—ইটস্ মর্ফলজি অ্যান্ড অন্টোলজি ।০
৭১। ভিসিটিং ভাইকাউন্ট ৸৵০
৭২। লাইফ অ্যান্ড প্রিসেপ্টস অব্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৭৩। বৈষ্ণবিজম ।০
৭৪। কোয়াট গৌড়ীয়মঠ ডাজ ৵০
৭৫। দি ভাগবত ।০
৭৬। ভেদিক প্রিন্সিপলস অ্যান্ড অ্যাপেন্ডেড ইন্ডোলজি ।০
৭৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২।০
৭৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (অনুবাদ) ২৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৭৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮০। সাধন-পথ ।০
৮১। কল্যাণ-কল্পতরু ৵১০
৮২। গীতাবলী ৵০
৮৩। শরণাগতি ৵

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৪। শরণাগতি ৵

তেলুগু ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কীর্তি অতীব ব্যাপক। প্লীহা যকৃৎ সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অবস্থার সাধক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৸৵০ আনা, বড় বোতল ১৶০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউন্টেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে খুব উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য খুব সুলভ। জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার কলিকাতা

আমাশয় ও পেটের পীড়ায়

শ্রীশ্যামানন্দ দাশ কবিরাজের আবিষ্কৃত

—গ্রহণী বজ্র

ব্যবহার করুন

আমাশয়, রক্তামাশয় অতিসার, গ্রহণী, অজীর্ণ, পেটফাঁপা, অম্লরোগ, সূতিকা ও শিশুর উদরাময় প্রভৃতি সকল প্রকার নূতন ও পুরাতন পেটের পীড়ায় গ্রহণী বজ্র প্রত্যক্ষ ফল প্রদ মহৌষধ।

যাহারা পেটের পীড়ায় নানারূপ চিকিৎসায় ব্যাপৃত ও ঔষধাদি ব্যবহার করিয়া ফল লাভ করিতে পারেন নাই তাহারা গ্রহণী বজ্র ব্যবহার করুন, উহার গুণে মুগ্ধ হইবেন। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। মূল্য প্রতি শিশি ।০ আনা, ৩ শিশি ১।০ টাকা ডাক মাশুল ।৵০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীকৃষ্ণ ঔষধালয়, ময়মনসিংহ।
ঢাকার এজেন্ট মেসার্স মহেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং
পাটুয়াটুলি, ঢাকা

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও
শ্রীমৎ ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ ভারতী এম, এস, এম, কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে ; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। প্রতি বর্ষ ৩৲ টাকা ভিক্ষায় কলিকাতা বাগবাজার গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৸০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। বৈদিকবাণী শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৸০

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত মধুসূদন মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৸০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ বিনোদ সেবাতীর্থ বি-এল, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত অসমীয়া ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১৸০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ
প্রণীত অমূল্য গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল মোটা অক্ষরে এবং তাহাতে বর্ত্তমান যুগে শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। অতি সুন্দর ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৩৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোকসূচী, পদ্যসূচী, গানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিবৃত সূচীপত্র। সকল শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট সংস্করণ জগতের কোথায়ও আর পূর্ব্বে প্রকাশিত হয় নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৪৫,	১০—৩১,	১৩—২২	১৭—৩৮,	১৯—৩৪.
মহেশগঞ্জ	আঃ	৭—২৪,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—০৫
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩০,	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—১২

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

[illegible]

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১২-১০	১২-৩৪	১৫-৩৪	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	আঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১২-১৯	১২-৪২	১৫-৪২	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-৫১	১৩-১২	১৬-১২	১৯-১১

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

[ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত]

কটক রেভেন্সা কলেজের, উড়িষ্যার প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল, ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিসুধাকর সরস্বতী-বেদাচার্য্য এম্-এ, মহোদয়ের শ্রৌতগবেষণা এবং পাণ্ডিত্য লেখনীর অনুভব আবাহন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে বহু দুর্লভ এই বিরাট, অভিনব ও আদর্শ গ্রন্থ প্রণীত ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য গবেষণার প্রাসঙ্গিক তথ্যের সহিত তুলনামূলে ঐতিহাসিক প্রচারিত, সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা প্রথম খণ্ডে ৩৩শ অধ্যায়ে, প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় এইস্থ, ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের পুণ্য মুখবন্ধ (Foreword) প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত শব্দ ও সূচীপত্র (Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা ; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে কথাসার ও শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

		প্রথম ও দ্বিতীয়		পরবর্ত্তি-সময়ে	
		সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা,	সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা।
প্রতিবার	প্রতি লাইন	।০	৷৵০	৷৴	
	,, ইঞ্চি	২৲	১৷০	১৷০	১৲
	,, সিকিকলম		৬৲	৬৲	৫৲
	,, অর্দ্ধকলম		৯৲	৯৲	৮৲
	,, ১ কলম	১২৲	১০৲		৮৲

মাসিক হার

[যদি অন্ততঃ ১ বৎসরের জন্য চুক্তি করা হয়]

সংবাদ পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ৩৲, সিকি কলম ১৫৲, অর্দ্ধ কলম ২৫৲, এক কলম ৩৫৲
বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ২৷০, সিকি কলম ১২৲, অর্দ্ধ কলম ১৮৲, এক কলম ৩০৲ টাকা।

সাহায্যের হার

সডাক বার্ষিক ৯৲ নয় টাকা, ষাণ্মাসিক ৫৲ পাঁচ টাকা, ত্রৈমাসিক ২৸০ পৌনে তিন টাকা, মাসিক ১৲ এক টাকা মাত্র। নগদ বর্ত্তমান সংখ্যা ৵.

ম্যানেজার, দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, জেলা নদীয়া। দৈনিক... শ্রীধাম, নবদ্বীপ

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া,
টেলিগ্রাম—'শ্রীমায়' নবদ্বীপ

দৈনিক

REG. C 1544

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বপ্রথম বঙ্গল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

১০ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৯ই বৈশাখ, সোমবার ১৩৪২, ২২শে এপ্রিল ১৯৩৫ [৪৩শ সংখ্যা

চৈতন্যোপনিষদ্

বড় অক্ষরে মূল ও অনুবাদসহ প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি উত্তম। ভিক্ষা ।০ মাত্র শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

"গৌড়ীয়"

১ম বর্ষ হইতে ১১শ বর্ষ পর্য্যন্ত প্রতি বর্ষ কাপড়ে বাঁধাই ভিক্ষা ৩॥০ মাত্র। শ্রীগৌড়ীয় মঠ বাগবাজার, কলিকাতা

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

—:০:—

হজ্ব না হত্যা?

লণ্ডনের সংবাদে প্রকাশ যে, গত ১৬ই এপ্রিল বাহরিণ দ্বীপের (আরব) এক স্থানে অতিরিক্ত লোকের ভিড় হওয়ায় উহার চাপে ১৫ জনের মৃত্যু হইয়াছে। মৃত ব্যক্তিদের অধিকাংশই স্ত্রীলোক এবং শিশু ছিল।

একজন ইরাণ বণিক দরিদ্রদিগকে সাহায্য প্রদান করিতেছে সংবাদ পাইয়া প্রায় ২০০০ ভিক্ষুক আসিয়া তাহার বাড়ীতে সমবেত হয়। তাহারা একটি সরু রাস্তায় আসিয়া ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। আর অতিরিক্ত লোক যাহাতে প্রবেশ করিতে না পারে তজ্জন্য ঐ রাস্তার অপর দিকের দরজা তালাবদ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। এই অবস্থায় ভিড়ের মধ্যে আতঙ্ক উপস্থিত হয় এবং বাহিরের দিক হইতে দরজা ভাঙ্গিবার পূর্ব্বেই উপরিউক্ত সংখ্যক লোকের মৃত্যু হয়।

একজন বৃটিশ মেডিকেল অফিসার ও একজন আমেরিকান মিশনারী ডাক্তার এই ব্যাপারে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। বাহরিণের সেখ সাহেব মৃত ব্যক্তিদের আত্মীয় স্বজনের সাহায্য করে একটী সাহায্যের তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন।

ময়শস্ত্র ডাকাতি

গত ১১ই এপ্রিল রাত্রিতে হাইলাকান্দি সহর হইতে ৪ মাইল দূরে ভাটিয়ারপুর গ্রামের শরৎচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের বাড়ীতে একটি ভীষণ সশস্ত্র ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। প্রকাশ, ৩০—৪০ জন লোক বন্দুক, ছোরা ইত্যাদি সহ দরজা ভাঙ্গিয়া শরৎচন্দ্রের বাড়ীতে প্রবেশ করে। বাড়ীর লোকজন গোলমাল শুনিয়া জাগিয়া উঠে। শরৎচন্দ্র তাহাদিগকে বাধা দিতে চেষ্টা করিলে গুরুতররূপে আহত হন। তাহার স্ত্রীও আহত হয়। শরৎচন্দ্রের এক আত্মীয়ের নিকট একখানি দাও ছিল, সে একজন ডাকাতকে উহা দ্বারা গুরুতররূপে আহত করে। প্রতিবেশী কেহ আসিবার পূর্ব্বে তাহারা অলঙ্কার ও টাকা পয়সা লইয়া প্রস্থান করে।

শরৎচন্দ্র হাসপাতালে আছে। তাহার অবস্থা সঙ্কটাপন্ন। ২ জন লোককে সন্দেহ ক্রমে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা

গত ১৬ই এপ্রিল বিকালবেলা বড়বাঁকীর ২১ মাইল দূরে এক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়। মস্জিদের নিকট দিয়া তাজিয়ার মিছিল চালানো সম্পর্কে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে দাঙ্গা হইয়াছিল। দাঙ্গার ফলে কয়েকখানি হিন্দুবাড়ীর ঘরের চাল পুড়িয়াছিল। পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম হইতে একদল লোক দাঙ্গায় যোগ দিতে আসিতেছিল কাহারও কাহারও নিকট লাইসেন্স বন্দুক ছিল। বাড়ীর নিকট হইতে একটি বন্দুক আনিয়া দূর হইতে জনতার উপর গুলী করে। গুলীর ফলে কেহ হত বা আহত হইয়াছে বলিয়া জানা যায় নাই। ঔষধ সম্বন্ধে ডেপুটী কমিশনার ও পুলিশের সুপারিন্টেণ্ডেন্ট ঘটনাস্থলে গমন করেন। অবস্থা এখন সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত হয়। কতজন আহত হইয়াছে তাহা জানা যায় নাই। তবে মনে হয় আহতের সংখ্যা ১২ জনের বেশী হইবে না

দুর্দ্দান্ত দস্যু ধৃত

গোয়ালিয়র রাজ্যের নামজাদা ডাকাত দস্যু উমরাও উক্ত রাজ্যের সখা গ্রামের নিকট একস্থানে গ্রেপ্তার হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। গোয়ালিয়রের এবং বৃটিশ ভারতের পুলিশ এই দস্যুর সন্ধান করিতেছিল। যুক্ত-প্রদেশের এটোয়ার পুলিশ উহার গ্রেপ্তারের জন্য ৫ শত টাকা পুরস্কারও ঘোষণা করে। প্রকাশ, গ্রামের সীমায় কতিপয় হিন্দু স্ত্রীলোক পূজা করিবার সময় উক্ত দস্যু সেই স্থানে উপস্থিত হয় এবং তাহার সঙ্গীদের সহায়তায় হঠাৎ উক্ত স্ত্রীলোকদিগকে আক্রমণ করিয়া তাহাদের অলঙ্কারাদি অপহরণ করে। সংবাদ পাইয়া পুলিশ দল তথায় সত্বর উপস্থিত হয় ও দস্যুদলকে তাড়া করে। শেষ পর্য্যন্ত পুলিশদল নামজাদা দস্যু দলপতি উমরাওকে গ্রেপ্তার করিতে সমর্থ হয়।

উক্ত দস্যুর নিকট একটি দোনালা বন্দুক, অনেক গুলী বারুদ ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র পুলিশ পাইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। ধৃত দস্যুটিকে আরও ভয়ঙ্করভাবে জেল হাজতে রাখা হইয়াছে।

সাইকেল হইতে পড়িয়া মৃত্যু

জব্বলপুর হইতে প্রকাশ, ১৭ই এপ্রিল প্রাতে মিস ডলশী মুন্নী নাম্নী একটী ১৭ বৎসর বয়স্কা বালিকা সাইকেল হইতে পড়িয়া আঘাত পাওয়ার ফলে মারা গিয়াছে প্রকাশ যে, ১৭ই এপ্রিল সকাল ৭-৩০ মিনিটের সময় মিস মুন্নী ও তাহার ভগ্নী মিসেস ডলসন একত্রেই একটী সাইকেলে চড়িয়াছিল। পথের মধ্যে সাইকেলটি নরম মাটিতে পিছলাইয়া পড়ে এবং মিস মুন্নী ছিটকাইয়া একটী খড়ে পড়িয়া যায়। তাহাকে অজ্ঞান অবস্থায় গৃহে লইয়া যাওয়া হয়। সে মাথায় অত্যন্ত ব্যথা অনুভব করে এবং চীৎকার করে। বাগানের দিকে যাইতে থাকে। সাড়ে ৯টার সময় তাহার মৃত্যু হয়। মিস মুন্নীর মা পাঞ্জিয়া গোয়ালিয়র আছেন। সে জব্বলপুরে তাহার ভগ্নীর নিকট ছিল।

প্রতারণার দায়ে সরকারী কর্ম্মচারী

মধ্যপ্রদেশের পূর্ত্ত বিভাগের এক জন ওভারসিয়ার এবং আর একজন ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগে হোসেঙ্গাবাদের প্রথম শ্রেণী ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে মামলা চলিতেছে। প্রকাশ আসামী বুধিমর্দী হোসেঙ্গাবাদে এস ডি ও দপ্তর হইতে ওভারসিয়ারের মধ্যবর্ত্তী দাম ও ঠিকানার ভুয়া সম্পাদক বিলপত্র প্রস্তুত করিয়া পুরস্কার অর্থ আত্মসাৎ

শিশু সন্তান হত্যার অভিযোগ

ভবানীপুর পুলিশ কয়েকদিনের রাজনগরী ৩০ বৎসর বয়স্কা এক স্ত্রীলোককে তাহার শিশু সন্তানকে হত্যা করার অভিযোগে চালান দিয়াছে। অভিযোগ প্রকাশ, উক্ত স্ত্রীলোক হাসপাতালে একটি সন্তান প্রসব করে। সে হাসপাতাল হইতে ... সে সন্তানটিকে লইয়া চলিয়া যায়। পর তাহার সন্তানটিকে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। ... আঘাতের চিহ্ন ছিল। ঐ নারীকে আলিপুরে ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে উপস্থিত করা হবে।

নানাস্থানে ভীষণ অগ্নিকাণ্ড

রেঙ্গুনে

রেঙ্গুন, চট্টগ্রাম প্রকাশ [illegible] সন্নিকটস্থ সমস্ত কিয়াদিন প্রায়খানি ও বিয়াংমিয়াং পোদিয়াথিন একেবারে অগ্নিসাৎ হইয়াছে। ক্ষতির পরিমাণ অনুমান প্রায় ৮ লক্ষ টাকা।

(জোয়ারা। পাবনা)

পার্শ্ববর্তী [illegible] গ্রামে গত ১৭শে চৈত্র দ্বিপ্রহরে এক ভীষণ অগ্নিকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। কোন প্রকারে একগৃহে আগুন লাগিয়া প্রবল বায়ুর চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। ফলে প্রায় [illegible]খানি গৃহ একেবারে ভস্মীভূত হইয়াছে। এ বৎসর সম্পূর্ণরূপে কৃষক নহে আমার গ্রাম। বহু বাবে প্রাপ্ত চাষীর গৃহে প্রচুর পরিমাণে চৈতালী ফসল মজুত [illegible] সময়ের চেয়ে ক্ষতির পরিমাণ অনেক বেশী হইয়াছে। মোটামুটি ক্ষতির পরিমাণ [illegible] হাজার টাকার কম নহে বলিয়া অনুমান হয়। এই ভীষণ দুর্দিনে এইরূপ বিপদে সর্বহারা কৃষকদিগের দুর্দশা যে, কিরূপ চরমে উঠিয়াছে তাহা সকলেই অনুমেয়।

সিরাজগঞ্জে

বিগত ১০ই এপ্রিল তারিখে উল্লাপাড়া থানার অন্তর্গত সোনাতলা গ্রামে দ্বিপ্রহরের সময় আগুন লাগিয়া [illegible] খানি বাড়ী ভস্ম হইয়াছে। [illegible] কয়েকটি গরু বাছুর পুড়িয়া গিয়াছে।

[illegible]

[illegible]

অদ্যকুল [illegible] ভারাদি মোকদ্দমা

[illegible]

[illegible] হইয়াছে।

নানাস্থানে ঝটিকার প্রচণ্ড তাণ্ডব

ডায়মণ্ডহারবারে

গত মঙ্গলবার বেলা শেষ ঝটিকার সময় ডায়মণ্ড হারবার অঞ্চলে এক ভীষণ ঝড় হইয়া গিয়াছে। ঐ সময় অকস্মাৎ দিঙমণ্ডল কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে এবং [illegible] একটি [illegible] অনন্ত ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইতে দেখা যায়। কিছুদূর উঠিয়া জলস্তম্ভটি ভাঙ্গিয়া পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে প্রবলবেগে ঝড় বহিতে থাকে। [illegible] নামক একটি গ্রামের উপর দিয়া এই ঝড় বহিয়া যায় এবং মুহূর্ত মধ্যে ঐ গ্রামের সমস্ত বাড়ীঘর ভূমিসাৎ করিয়া ফেলে। বহু চালা উড়িয়া যায়। একটি মাহিষ্য-দম্পতি মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। কয়েকটি বালক বালিকাকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। একটি [illegible] ঝড়ে উড়াইয়া প্রায় ৪০ গজ দূরে নিয়া ফেলিয়াছে।

মৌলবীবাজারে

গত ১৪ই এপ্রিল মৌলবীবাজার সহর ও মফঃস্বলের উপর দিয়া প্রবল ঝড় বহিয়া গিয়াছে। উহার ফলে [illegible] পাছ, [illegible] চৌমাথা ও [illegible] পরগণায় সর্বাপেক্ষা অধিক ক্ষতি হইয়াছে। বহু গৃহ ও বৃক্ষ ভূমিসাৎ হইয়াছে। ১৪ই এপ্রিল মৌলবীবাজার [illegible] চারি ব্যক্তির মৃতদেহ [illegible] গিয়াছে। [illegible] মৃত্যু ঘটিয়াছে। এক নারী তাহার শিশু সন্তান কোলে লইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। [illegible] ব্যক্তিদের সঠিক সংখ্যা [illegible]

ত্রিপুরায়

গত [illegible] এপ্রিল বেলা ১১টার সময় ত্রিপুরার [illegible] চুটা এবং পার্শ্ববর্তী [illegible] উপর দিয়া [illegible] প্রবাহিত হয়। ফলে একটি [illegible] উড়িয়া যায় এবং চুটা [illegible] [illegible] সহ [illegible] ছাদ উড়িয়া [illegible] [illegible] টিন উড়িয়া গিয়াছে। [illegible] [illegible] বিদ্যালয় দুটী থাকায় [illegible] উপস্থিত ছিল না। [illegible] কেহ হতাহত হয় নাই।

[illegible] এই [illegible] [illegible] উপস্থিত হইয়াছে।

খুলনায়

গত ১৪ই এপ্রিল অপরাহ্ণে খুলনায় [illegible] ঘণ্টার অধিককাল ভীষণ ঝড়-বৃষ্টি হইয়াছে। [illegible] একটি গরু মরিয়াছে এবং কিছুদূরে উপবিষ্ট এক ব্যক্তির মুখ পুড়িয়া গিয়াছে। [illegible] নদের অপর পারে একটি দোতালা অট্টালিকায় বজ্রপাত হইয়াছে। উহার ফলে ঐ অট্টালিকার বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। মুষলধারায় বৃষ্টিপাত হওয়ার সহরের রাস্তাসমূহে এক হাঁটু জল হইয়াছিল।

ভিত্রগঞ্জে

১৫ই এপ্রিল ভিত্রগঞ্জে রাত্রিকালে ভীষণ ঝড়, বৃষ্টি এবং শিলাপাত হইয়া গিয়াছে। এই প্রচণ্ড ঝড়ের চিহ্ন সর্বত্র পরিলক্ষিত হইয়াছিল। প্রায় দুই ঘণ্টা ধরিয়া প্রচণ্ড বেগে ঝড় বহিয়াছিল। অনেক বাড়ীর ছাদ উড়িয়া গিয়াছে। বড় বড় গাছ পালা উৎপাটিত হইয়াছে। কোন কোন গৃহের ঢেউ টিন বাতাসে উড়াইয়া নিয়া প্রায় ৩০০ গজ দূরে ফেলিয়াছে। বোর্ড কোয়ার্টার মোড়কা ল [illegible] ডাঃ আর এন সেনের বাসায় যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে। বাবু [illegible] সাহেবের কারখানাও যথেষ্ট পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। কয়েকখানি ছন বাঁশের ঘর ভূমিসাৎ হইয়াছে। আমের ফসল এবং অন্যান্য রবিশস্যের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। [illegible] নামক স্থানে কয়েকটি গবাদি পশু মারা গিয়াছে।

কুমিল্লায়

বিগত ১০ই এপ্রিল শুক্রবার দুপুর বেলা বেলা প্রায় ১২ ঘটিকার সময় এক ঘূর্ণী বাত্যা প্রবল ঝড় [illegible] কুমিল্লার উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে। সঙ্গে প্রবল বৃষ্টিও ছিল। বহু গৃহের টিনের ছাউনি উড়িয়া গিয়াছে এবং বহু গৃহ ভূমিসাৎ হইয়াছে। বহু বৃক্ষশাখা ভাঙ্গিয়া পড়িয়া রাস্তা প্রভৃতি প্রায় বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। কালীকচ্ছ গ্রামের ৺ব্রাহ্মণমন্দিরের চাল ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। চন্দ্রপুর, কালীকচ্ছকুটী বাহিরবার, [illegible] অঞ্চলেই ঝড়ের প্রকোপ অধিক হইয়াছে। শুনা যায়, বহু লোক বাড়ি চাপা পড়িয়া আহত হইয়াছে।

নববর্ষের ১ম দিন হইতেই কুমিল্লা সহর এবং তাহার আশেপাশে ঝড় এবং বৃষ্টি হইতেছে। প্রায় সকল সময়ই আকাশ মেঘাচ্ছন্ন দেখা যায়। ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন পাহাড়িয়া অঞ্চলে নাকি বেশ বৃষ্টি হইতেছে। গোমতী নদীতে কিছু জল বৃদ্ধি পাইয়াছে।

সন্দীপে

গত ১০ই এপ্রিল, শনিবার রাত্রি প্রায় দশটার সময় এক ভীষণ ঘূর্ণিবাত্যা সন্দীপের কাটঘর, বাটাজোড়া, কালাপানিয়া, হরিশপুর, সারিকাইত ও আমানুল্লা প্রভৃতি গ্রামের উপর দিয়া ভীষণ বেগে প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে। ফলে কত লোক যে গৃহহীন হইয়াছে তাহার সীমা নাই। প্রবল বায়ুবেগে অনেক বিরাটকায় বৃক্ষ কোথায় ভাঙ্গিয়া কোথায় লইয়া গিয়াছে, তাহার চিহ্নও নাই। ঐ সঙ্গে প্রবল বারিপাতে আউশ ধান্যের ও স্থানে স্থানে রবিশস্যের অনেক ক্ষতি হইয়াছে। কাহারও প্রাণ হানির কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

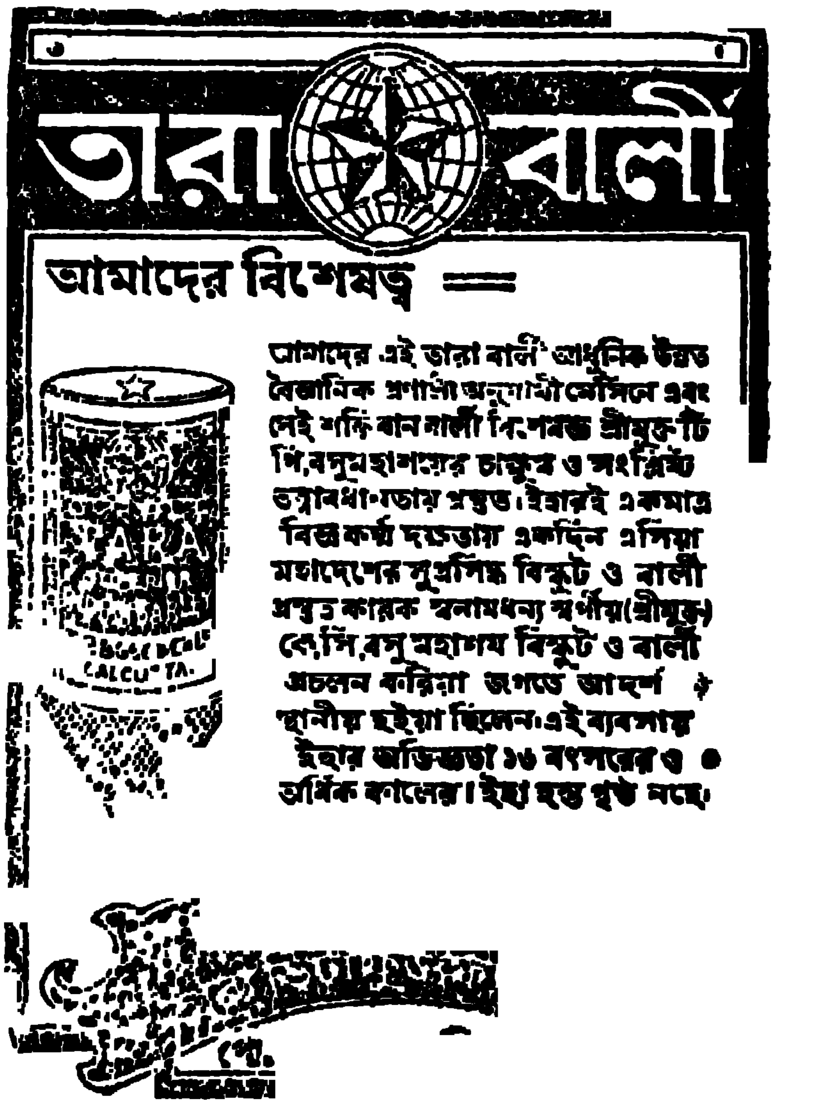

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ

১০ম বর্ষ } ৪ মধুসূদন গৌরাব্দ ৪৪৯, ৯ই বৈশাখ বঙ্গাব্দ ১৩৪২, ২২শে এপ্রিল ইং ১৯৩৫ সোমবার } ৪৬তম সংখ্যা

গয়াতে শ্রীল প্রভুপাদ

পাঠকগণ অবগত আছেন, শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর গয়াতে শ্রীল ঈশ্বরপুরীপাদের নিকট হইতে দীক্ষা-গ্রহণের লীলাভিনয় করিয়াছিলেন। মহাপ্রভুর পদযুগে অভিষিক্ত, গদাধরের পাদপদ্ম বক্ষে ধারণকারী এই সুপবিত্র তীর্থে মহাপ্রভুর পাদপীঠ-স্থাপনোদ্দেশ্যে গৌড়শ্রেষ্ঠ জগদ্গুরু গৌড়ীয়াচার্য্যভাস্কর প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর গত ৫ই বৈশাখ, ১৮ই এপ্রিল বৃহস্পতিবার মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক পণ্ডিত শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ ভাগবতরত্ন, মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি, মহোপদেশক শ্রীপাদ প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার, মহোপদেশক শ্রীপাদ শিবস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ প্যারী মোহন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, কাব্যকোবিদ, শ্রীপাদ কীর্ত্তনানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ ভক্তিসৌধ ভক্তিবৈভব, শ্রীনিতাই দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনঙ্গমোহন দাসাধিকারী, শ্রীকৃষ্ণপদ দাসাধিকারী, শ্রীরমানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীকৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী, শ্রীকেশব ব্রহ্মচারী প্রমুখ বহু ভক্তিসিক্ত জনগণসহ কলিকাতা গৌড়ীয়মঠ হইতে যাত্রা করিয়া দিল্লী কাল্কা মেলে প্রাতঃ প্রায় ৫ ঘটিকার সময় গয়া ষ্টেশনে শুভবিজয় করেন।

উক্ত ট্রেনটি হাওড়া ষ্টেশন হইতে রাত্রি ৯-৪৫ মিনিটের সময় ছাড়ে। তাহার বহু পূর্ব্বে বহু ভক্ত এই ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে উপদেশক আচার্য্য শ্রীপাদ পরমানন্দ বিদ্যারত্ন ভক্তিভূষণ, শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসার বি এ, মিঃ এন্‌-বি ঘোষ, শ্রীপাদ কবিভূষণ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নবকিশোর দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রমুখ সেবকগণও ছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ আচার্য্যত্রিক বিদ্যাভূষণ মহোদয় সহ ষ্টেশনে উপস্থিত হইলে ভক্তমণ্ডলী আবেগে আচার্য্যবর্য্যের অভ্যর্থনা প্রদান করেন এবং পুষ্পমাল্যাদি দ্বারা তদীয় পাদপদ্ম অভিনন্দিত করেন। ট্রেন ছাড়িবার সময়ও ভক্তবৃন্দ পুনঃ পুনঃ গুরুগৌরাঙ্গের জয়ধ্বনি প্রদান করিয়াছিলেন।

সাধারণতঃ জনগণ শ্রাদ্ধাদি কর্ম্মকাণ্ডের আচরণের জন্য গয়ায় গমন করিয়া থাকেন। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত বলেন, মানবগণ যেন পথভ্রষ্ট কর্ম্মকাণ্ডের প্রশ্রয় দেন, যে পথ দ্বারা তাঁহারা ভগবৎকথায় প্রত্যাবিষ্ট হন। ভগবৎকথার শ্রদ্ধা উদিত হইলে কর্ম্মকাণ্ড আর হৃদয়ে স্থান পায় না। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেব পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষ করিয়া গয়ায় গমন পূর্ব্বক সাধকের লীলাভিনয়ে ঈশ্বরপুরীপাদের চরণদর্শনাবসরে যাহা বলিয়াছিলেন তাহাতে শ্রীমদ্ভাগবতের উক্ত বাণীর অনুরূপ আদর্শ দেদীপ্যমান রহিয়াছে।

প্রভু বলে—গয়াযাত্রা সফল আমার।
যতক্ষণে দেখিলাঙ চরণ তোমার॥
তীর্থে পিণ্ড দিলে সে নিস্তরে পিতৃগণ।
সেহ যারে পিণ্ড দেয় তরে সেই জন॥
তোমা' দেখিলেই মাত্র কোটি-পিতৃগণ।
সেইক্ষণে সর্ব্ববন্ধ পায় বিমোচন॥
অতএব তীর্থ নহে তোমার সমান।
তীর্থেরো পরম তুমি মঙ্গল-প্রধান॥
সংসার-সমুদ্র হৈতে উদ্ধারহ মোরে।
এই আমি দেহ সমর্পিলাম তোমারে॥
কৃষ্ণপাদ-পদ্মের অমৃত-রস পান।
আমারে করাও তুমি',—এই চাহি দান॥"

—চৈঃ ভাঃ আঃ ১৭।৫০-৫৫

গৌড়শ্রেষ্ঠ শ্রীল প্রভুপাদ জগদ্বাসীকে কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডরূপ বিষভাণ্ড পরিহারপূর্ব্বক কি প্রকারে শুদ্ধভক্তির আশ্রয়ে একনিষ্ঠভাবে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের উপাসনা করিতে হয়, তাহার শিক্ষাপ্রদান করিতেছেন। গয়াতেও তিনি সেই সকল বাণী কীর্ত্তন করিবেন, সুতরাং যাঁহারা তথায় শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখ-নিঃসৃত উপদেশামৃত-শ্রবণের অধিকারী হইবেন, তাঁহারা বাস্তবিকই ভাগ্যবান্।

পাটনা-গৌড়ীয়মঠ-দর্শনে মাননীয় মন্ত্রী সার গণেশ দত্ত সিংহ

গত ১৫ এপ্রিল অপরাহ্ণ ৪-৩৫ মিনিটের সময় বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশের স্বায়ত্ত-শাসন-বিভাগের মন্ত্রী সার গণেশ দত্ত সিং শ্রীগৌড়ীয় মঠের শাখারূপে সুপ্রতিষ্ঠিত পাটনা গৌড়ীয়মঠে শুভাগমন করিয়াছিলেন। তিনি মঠবাসিগণের সহিত ও মঠাশ্রমে উপস্থিত ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজের সহিত ১॥ ঘণ্টাকাল হরিকথালোচনায় অতিবাহিত করেন। তিনি গৌড়ীয়-বিগ্রহের প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন করেন এবং বেলা ৫-৩০ টার সময় গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

নিউ দিল্লীতে প্রচার

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ ও শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমী মহারাজদ্বয় নিউদিল্লীর বিভিন্ন স্থানে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করিতেছেন। শিক্ষিত বাঙ্গালীগণ তাঁহাদের নিকট শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা শুনিয়া উত্তরোত্তর আকৃষ্ট হইতেছেন।

শ্রীব্যাসপূজা

গত ১১ই ফাল্গুন (১৩৪১) শনিবার দিবস উৎকল শ্রীপুরুষোত্তম মঠে শ্রীব্যাসপূজা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। পুরুষোত্তম শ্রীমঠবাসীদের নিত্যসেবকের অভিনয় করিয়া নিরপেক্ষ জগদ্গুরু শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর স্বয়ং শ্রীব্যাসপূজা করিয়াছেন এবং এইরূপ অনুষ্ঠানে ভক্তবৃন্দ শ্রীগুরুদেবের পূজা করিয়া নিজেদিগকে ধন্য মনে করিয়াছেন। এতদুপলক্ষে চটকপর্ব্বতে এক বিশাল মণ্ডপ নির্ম্মিত হইয়াছিল। তথায় সমবেত ভক্তগণ এ শ্রীব্যাসপূজা সম্পাদন করিয়াছেন যাঁহারা ব্যাসপূজায় যোগদানের সুযোগ পাইয়াছেন তাঁহারা প্রকৃতই ভাগ্যবান। শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও বহু ভক্তের সমবেত সংকীর্ত্তন সহযোগে স্বয়ং তাঁহার পার্ষদগণকে সেবন করেন। বহুলোকের দুর্দ্দশার বাস্তব অবস্থা ভাবিয়া সকলেই শ্রীভগবানের নিকট তাঁহাদের জন্য যে চেষ্টা করেন তাহার সুফল লক্ষ্য।

—স্বায়ত্ত-শাসন পত্রিকা ৫ম সংখ্যা

শ্রীধামে হরিকথা

গত ১২শে এপ্রিল শুক্রবার ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস আশ্রম মহারাজ সন্ধ্যারতির পর শ্রীধাম শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। স্বামীজীর সুমধুর পাঠ ও ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃবৃন্দ পরিতুষ্ট ও আনন্দিত হইয়াছেন। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হয়।

কৃষ্ণ আমায় পালে, রাখে' জান সর্ব্বকাল। আত্মনিবেদন-দৈন্যে ঘুচাও জঞ্জাল।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৪ মধুসূদন মঙ্গলবার গৌরাব্দ ৪৪৯

সাত্বত-স্মৃতি

শিষ্য পরীক্ষা-কাল

সাধারণতঃ গুরু-শিষ্য-পরীক্ষা-কাল এক বৎসর। কোন কোন ঋষি বলিতেছেন—গুরুদেব ব্রাহ্মণ-স্বভাববিশিষ্ট ব্যক্তিকে ৩ বৎসর, ক্ষত্রস্বভাববিশিষ্ট ব্যক্তিকে ৬ বৎসর, বৈশ্যকে ৯ বৎসর এবং তাহাদের মধ্যে যে পাপী তাহাকে দ্বাদশ বৎসরকাল পরীক্ষা করিবেন। 'সারদাতিলক'াদি গ্রন্থ বলিতেছেন—১ বৎসর বিপ্রের, ২ বৎসর রাজার, ৩ বৎসর বৈশ্যের এবং ৪ বৎসর শূদ্রের পরীক্ষা-কাল।

শিষ্যের কর্তব্য

পরীক্ষণ-কালে মন্ত্রার্থীর কর্তব্য সম্বন্ধে 'ক্রমদীপিকা' বলিতেছেন যে, সরল ও আত্মচিন্তারহিত হইয়া তিন বৎসর কায়, মন ও অনুকূলবাক্যদ্বারা গুরুদেবকে ভগবদ্‌বুদ্ধিতে সন্তুষ্ট করিতে হইবে। গুরুদেব সন্তুষ্ট হইলে মন্ত্রদীক্ষার জন্য তাঁহার পাদপদ্মে প্রার্থনা জ্ঞাপন করিতে হইবে।

কূর্মপুরাণস্থ শ্রীব্যাসগীতা বলিতেছেন,—সর্বদা গুরুদেবের পত্রকাষ্ঠাদি, জলকুম্ভ, কুশ, সমিধ্‌ প্রভৃতি আহরণ করিতে হইবে। নিত্য গুরু-গৃহ-মার্জ্জন, তদীয় অঙ্গে চন্দন-বিলেপন এবং তাঁহার বস্ত্রাদি প্রক্ষালন অবশ্য কর্তব্য। গুরুদেবের নির্মাল্য, শয্যা, পাদুকা, আসন, ছায়া ও ভোজন-পাত্রাদি কদাচ লঙ্ঘন করিতে হইবে না। নিজকৃত কর্মের কথা শ্রীগুরুপাদপদ্মে নিবেদন করিতে হইবে। শ্রীগুরুদেবকে জিজ্ঞাসা না করিয়া কোথায় যাইতে হইবে না। সর্বদা গুরুদেবের প্রিয় ও হিতকার্যে রত থাকিতে হইবে। গুরুদেবের অগ্রে কদাচ পদপ্রসারণ করিতে হইবে না। গুরুদেবের সম্মুখে হাইতোলা, হাস্য করা, উচ্চৈঃভাষণ দ্বারা কণ্ঠ আচ্ছাদন ও অঙ্গুলি প্রভৃতির আস্ফোটন সর্বদা পরিত্যাজ্য। গুরুদেব-সম্পর্কীয় জনগণকে যথাযোগ্য সম্মান দিতে হইবে। গুরুদেব অনুমতি না দিলে স্বীয় পিতা-মাতা প্রভৃতি গুরুবর্গকেও অভিবাদন করিতে হইবে না।

দীক্ষিত শিষ্যের বিশেষ কৃত্য

নারদপঞ্চরাত্র বলেন, যেখানে সেখানে যেমন তেমন করিয়া গুরুদেবের নামগ্রহণ করিবে না। বিধিবিহিত প্রণামে কৃতাঞ্জলি-পুটে "প্রণবযুক্ত বিষ্ণুপাদ শ্রী" শব্দে উচ্চারণ করিয়া তবেই শ্রীগুরুপাদপদ্মের নামগ্রহণ করিতে হইবে। গুরুদেবকে মোহের

প্রভুপাদের অভিভাষণ

(গত ১২।৪।৩৫ তারিখ শুক্রবার সন্ধ্যা ৬টার সময় ময়মনসিংহ শ্রীজগন্নাথগৌড়ীয়-মঠের সেবকবৃন্দ শ্রীল প্রভুপাদকে একটী অভিনন্দন প্রদান করেন; শ্রীল প্রভুপাদ তাহার প্রত্যুত্তরে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম নিম্নে প্রকাশিত হইল।)

সমবেত সজ্জনমণ্ডলীর চরণে প্রণিপাত, শ্রীজগন্নাথগৌড়ীয়মঠের সেবকগণ ও অন্যান্য যাঁহারা আমার মত নগণ্য জনগণেরও নির্গুণ জীবের প্রতি স্নেহসূচক বাক্যের দ্বারা আমাকে উৎসাহিত করিয়াছেন তাঁহাদিগের কথাগুলি গ্রহণ অথবা প্রত্যর্পণ করিবার যোগ্যতা আমার নাই। আমি সর্বতোভাবে অযোগ্য কিন্তু স্নেহ এমন জিনিষ, যাহা অযোগ্যের প্রতিও বর্ষিত হয়। সেই স্নেহ আজ আমারও প্রাপ্য বিষয় হইয়াছে।

কয়েক বৎসর পূর্বে এই মঠের প্রতিষ্ঠান আরম্ভ হইয়াছে। কতিপয় ব্যক্তি করুণা-প্রকাশ করিয়া আমাদের বাসনা—ভগবদ্ভক্তি যাহাতে সকল হৃদয়ে প্রবৃদ্ধ লাভ করে তজ্জন্য যত্ন করিয়াছেন। আমার ভাষা নাই, যাহাতে সেই কৃতজ্ঞতা জানাইতে পারি।

আমরা মানুষ। মানুষ বলিলে যাহা বুঝায়, তাহাতে সাধারণ মানুষের যে-সকল অভাব আছে, তদপেক্ষা উন্নত ব্যক্তি বলিয়া মনে করি। মানুষ বলিলে দেবতা প্রভৃতিকে বুঝায় না। মানুষ বলিলে দেবতা অপেক্ষা নিম্নশ্রেণী মনে করা যায়। এই মানুষের কৃত্য-বিচারে লক্ষ্য করা যায় যে, তাঁহারা স্থান, কাল ও পাত্রবিষয়ে অধিক আলোচনা করিয়া থাকেন। মানুষের সম্বন্ধে এইরূপ আমরা লক্ষ্য করি যে, তাহারা অন্যান্য প্রাণী অপেক্ষা ভাবচিন্তা অধিক করিয়া থাকে।

স্বতন্ত্র হইয়া কোন বিষয়ে আজ্ঞা করা বা তাঁহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করা ভীষণ অন্যায়। গুরুদেবকে নিবেদন না করিয়া কোন বস্তু ভোজন করিতে হইবে না। গুরুদেব প্রসাদরূপে না দিলে গুরুদেবের কোন দ্রব্য ভোজন নিশ্চয় অন্যায়।

শাস্ত্রে দেখা যায়, গুরুদেব আগমন করিতেছেন দেখিলে তাঁহার সম্মুখে যাইতে হইবে। তিনি গমন করিলে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে হইবে। গুরুদেবের অগ্রে আসনে বা শয্যায় অবস্থান করা অন্যায়।

বিষ্ণুস্মৃতি বলেন,—গুরুদেব তাড়ন বা পীড়ন করিলেও তাঁহার বাক্য অনাদর করিবে না। যিনি কায়, মন, বাক্য, প্রাণ ও অর্থাদি দ্বারা গুরুদেবের সেবা করেন, তিনি পরমা গতি প্রাপ্ত হন।

আবার দেবতারা মানুষের অপেক্ষা অধিক পরমায়ুঃ লাভ করেন। তাঁহাদেরও কতকগুলি অসুবিধা আছে; তার চেয়ে মানুষের কিছু সুবিধা আছে। মানুষ দেবতার ন্যায় বা ইতরের মত ভাবনা চিন্তার অবসর পাইয়াছে। মানুষ যদি ঐশ্বর্য্য-সংগ্রহেই ব্যস্ত হয়, তবে নিজের মঙ্গল-চিন্তা-বিষয়ে নানাপ্রকার ব্যাঘাত উপস্থিত হয়। তবে কি এগুলি পরিত্যাগ করিতে হইবে? এগুলিকে পরিত্যাগ করিতে হইবে না। জীবপ্রকৃতির ব্যক্তি-সকল ইহা হইতে একটী লাভ করিতে পারেন। যে সুবিধা আমা সকল ঐশ্বর্য্য সম্ভোগের অনুপাদেয়তা আমাদিগকে প্রতিক্ষণে জানাইয়া দিতেছে এবং অমঙ্গলের পুরস্কার স্মরণ করাইয়া দিতেছে, তাহাতে আমরা নিজের মঙ্গলচিন্তা করিতে পারি—কোন্‌টি মঙ্গল, কোন্‌টি বা অমঙ্গল তাহা জানিতে পারি।

বিষয়ভোগে আমাদের মধ্যে মাৎসর্য্য উপস্থিত হয়। মনোগত বৃত্তির মধ্যে আমরা দেখিতে পাই যে, আনুগত্য বা ভক্তিধর্ম ত্যাগ করিলে নানাপ্রকার বাসনার উদয় হইতে থাকে। আমরা এখানে অভাবের রাজ্যে বাস করি, সেজন্য অভাবপূরণ করাটা আমাদের স্বাভাবিক-বৃত্তি। সেই অভাবপূরণ-সমস্যা-সমাধানের জন্য আমরা সর্বদাই ব্যস্ত হই এবং ভাবি—যদি এই সম্বন্ধে বিভিন্ন লোকের প্রস্তাব উপস্থিত হয়, তবে যেটী আমাদের ভাল লাগে আমরা সেইটিকে গ্রহণ করিব।

শুধু অভাব-পূরণ হইলে আমাদের কি সুবিধা হইল? তাহার পরে কি আছে, তাহা চিন্তা করা দরকার। আধ্যাত্মিক যাঁহারা, তাঁহারা নির্ভেদব্রহ্ম-মুক্তির কথা বিচার করেন; তাঁহারা মুমুক্ষু,—ভোগেচ্ছা-বিশিষ্ট। অন্য ভাষায় কর্মের সুষ্ঠু করা ও প্রাপকস্থলে আমাদের যে-সকল কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়, তাহাদের ফল আমরা পাইব।

একজনের বিচারের সঙ্গে অন্যের বিচারের মিল নাই। পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগিতার ফলে হিংসা আসিয়া উপস্থিত হয়। হিংসার রাজ্যে কাম, ক্রোধ, লোভ, মদ, মোহ প্রভৃতি অপ্রয়োজনীয় ব্যাপার আসিয়া উপস্থিত হয় তখন সেগুলির সেবাকার্য্যে আমরা ব্যস্ত হইয়া পড়ি। যখন তাহাতে বৈরাগ্য আসিয়া উপস্থিত হয় বা অকর্মণ্য হই, তখন পরার্থপরতার কথা আসিয়া পড়ে। প্রত্যেকে যদি পরোপকারিতার জন্য ব্যস্ত হন, তাহাতে আমরা প্রত্যেকে কিছু অধিকার হইতে পারি। কিন্তু এক ব্যক্তির দ্বারা কতটুকু পরার্থপরতা হইতে পারে?

অনেক ধর্ম-সম্প্রদায়ের তাৎপর্য্য—মানুষের হিতসাধন করা। এমন কি, পশুদের অপকার করিয়াও মানুষের উপকার করা যাউক, এইরূপ বিচার। কিপ্রকারে আমাদিগের অধিক মঙ্গল হইবে, তাহা আমরা আলোচনা করি না। জাগতিক উন্নতির জন্য আমরা ব্যস্ত আছি। তাই জাগতিক ক্ষণভঙ্গুরতার বিচার আমরা ছাড়িয়া দিই এবং ক্রমশঃ উন্নতির জন্য চেষ্টাবিশিষ্ট হই। আমাদিগের বিদ্যা ও অবিদ্যা বিচারে দোষ প্রবেশ করিয়াছে। অনেক সময় অবিদ্যার বিচার পরিত্যাগ করিয়া এ জগতের বিচিত্রতা বন্ধ করা দরকার মনে করি।

ঢাকের বাদ্য বন্ধ হইলেই সুখ হয়। ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের দ্বারা সুখ অনুভূতি আছে এবং বস্তুজ্ঞানের যৎকিছু বিচার সব পূর্ণতার বিচারের নিকট নষ্ট হইয়া যায়। অনেক সময় এই জড়জগতের নিঃশ্রেয়স ভাবটাই পরম আদরের এই বিচার আসিয়া পড়ে। যেখানে জড়জগতের সাম্যাবস্থা, যেখানে চেতনধর্মের লীন অবস্থা, সেইটাই আমাদের প্রাপ্য হউক, এইরূপ বাঞ্ছা হয়। বাসনাদ্বারা চালিত হইয়া আমরা অন্ধকারাগারে অবস্থান করিতেছি। এখন মনে করি, ভোগের রাজ্য হইতে কিছু তফাৎ থাকিব, তখনই বোধরাহিত্য অবস্থায় থাকার প্রবৃত্তি উদয় হয়। নিবৃত্ত জীবন যখন আরম্ভ করি, তখন সুখ ও দুঃখ উভয়ই ধ্বংস হউক, এইরূপ চেষ্টার উদয় হয়। ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানটা নষ্ট করিয়া দিতে পারিলে আমাদিগের কর্মসিদ্ধি হইতে পারে। কিন্তু সিদ্ধিতে বোধের ধর্মটা থাকা আবশ্যক, নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ থাকা উচিত।

আমরা আমিত্ব যদি পরিত্যাগ করি, তাহা হইলে ঐ প্রকারে নির্বিশিষ্ট বিচারে উপস্থিত হয়। এই প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের "জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্তাম্। স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্‌মনোভির্যে প্রায়শোঽজিত জিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্॥" বিবেচ্য। ভোগী, ভোগ্য ও ভোগ এই তিন বস্তু ভোগরাজ্যে থাকা দরকার। পরমার্থরাজ্যেও সেইরূপ সেব্য, সেবা ও সেবক এই তিনটী বস্তু থাকা দরকার। দেশ, কাল ও পাত্রের মধ্যে আবদ্ধ থাকা কালে বর্ত্তমানের কথাই আলোচ্য বিষয়। এইরূপ অবস্থায় থাকা কালে পরতত্ত্ব কি, এবিষয়ে যাহা সিদ্ধান্ত করা যায়, তাহা ঠিক হয় না।

মহাভারতে ভীষ্মপর্বে কৃষ্ণের গীত আলোচনা করিলে আমরা বুঝিতে পারি যে, আমাদের সমস্ত সিদ্ধান্ত দোষ-চতুষ্টয়-যুক্ত। পুরুষোত্তমের উপদেশ গ্রহণ করিলে লক্ষ্য করা যায়,—

"সর্বধর্মান্‌ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ"

শ্রীভগবানের এই উপদেশই আমাদের শিরোধার্য্য করা উচিত। আমাদের

অজ্ঞতার জন্য যে সমস্ত ব্যাঘাত উপস্থিত হইয়াছে, তাহারা যদি চালিত হই, তবে আমাদের সিদ্ধান্ত অসম্পূর্ণ হইবে। অতএব ভগবানের কথাই গ্রহণ করা ভাল, অপৌরুষের যে বাণী, তাহাই গ্রহণ করা ভাল।

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্ ॥
(গীতা ৯।১১)

শ্রীভগবানের এই উক্তি হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে, তিনি প্রকৃতির অন্তর্গত কোন প্রাকৃত পুরুষ নহেন। তিনি প্রকৃতির অতীত অধোক্ষজবস্তু। তাই শ্রীমদ্ভাগবত উপদেশ করিয়াছেন,—

"স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।" ইত্যাদি
ভাঃ ১।২।৬

"বৃত্যাং বৈ স্বরধামায় কৃষ্ণে পরমপূরুষে"
"সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেবশব্দিতং যদীয়তে তত্র পুমানপাবৃতঃ"

গীতার "সকলধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য" শ্লোক আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, কুক্ষেত্র অংশের বস্তুর দাস্য করা অপেক্ষা পূর্ণবস্তুর দাস্য করাই ভাল। তাহাতে ভুক্তি ও মুক্তির কামনিক বাঞ্ছা হইতে মুক্ত হইতে পারি। ঐরূপ অবস্থায় জানিতে পারি,—ভজনীয় বস্তুই বা কি এবং ভজনীয় বস্তুর সেবাই বা কি জিনিষ।

যিনি পঞ্চ ভূত বা অপ্রাকৃতকে আশ্রয় করিয়া পরিচয় দেন না, তিনি সচ্চিদানন্দবিগ্রহ; তিনি অবতার নহেন, কিন্তু স্বয়ং অবতারী। তিনি জড়জগতের বস্তু-বিশেষ নহেন। "পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্" বিচারে জড় বস্তুর মত তাঁহাকে দর্শন করিতে হইবে না। তিনি অবিকৃত বস্তু; কিন্তু আমাদের যোগ্যতার অভাবে যে অসুবিধা ঘটিয়াছে, তাহাতে সম্পূর্ণ দোষ আমাদেরই। সেই সমস্ত অসুবিধা ঘুচিতে পারে—যদি সেই পুরুষোত্তমের কথা আমাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিতে থাকে।

ভক্তিযোগো ময়োক্তায় নির্বিণ্ণস্য সর্ব্বকর্ম্মসু।
বেদ দুঃখাত্মকান্ কামান্ পরিত্যাগে-ঽপ্যনীশ্বরঃ ॥
ততো ভজেত মাং প্রীতঃ শ্রদ্ধালু-র্দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
জুষমাণশ্চ তান্ কামান্ দুঃখোদর্কাংশ্চ গর্হয়ন্ ॥
প্রোক্তেন ভক্তিযোগেন ভজতো মাসকৃন্মুনেঃ।
কামা হৃদয্যা নশ্যন্তি সর্ব্বে ময়ি হৃদি স্থিতে ॥
ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি ময়ি দৃষ্টে ঽখিলাত্মনি ॥
(ভাঃ ১১।২০।২৭-৩০)

অতএব সেই বস্তুর সান্নিধ্য লাভ ঘটিলে সব অসুবিধা অনায়াসে দূরীভূত হইবে।

"অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ ॥"

"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো" প্রভৃতি শ্লোক বিচার করা দরকার।

ঈশ্বর যদি অচেতন পদার্থ হন, তখন তাঁহাকে সৃষ্টি করা আবশ্যক হয়। মনোধর্ম্মের অনুকূলে যে সকল ঈশ্বরপ্রতীতি, সেগুলি সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করা দরকার। ভগবান্‌কে ইন্দ্রিয়জ্ঞানের অধীন মনে করিলে মঙ্গল হইবে না। তাহাতে "ন মানুষেনান্তিকমিতি বিদ্বান্" এই বিচারের মত বিচার করা হইবে। ভাগবতের "শ্রেয়ঃসৃতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো" ইত্যাদি শ্লোকের বিচার গ্রহণ করা উচিত। যদি ভগবানের উপর পূর্ণ আস্থা স্থাপন করিতে পারি, যদি তাঁহার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করি অর্থাৎ তাঁহাতে পূর্ণভাবে শরণাগত যদি হইতে পারি, তখন জানিতে পারিব, কিসে আমাদের মঙ্গল হইতে পারে। তখনই "দেহস্মৃতিবিনাশ নিযুক্তমানিনঃ" প্রভৃতি শ্লোক বুঝিতে পারিব এবং 'তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত', 'জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য' শ্লোক তখনই আমাদের বোধগম্য হইবে। তখনই অক্ষজ্ঞানের ব্যাপার বা জ্ঞানকর্ম্মের হাত হইতে উদ্ধার পাইয়া ভক্তির কথা বুঝিতে পারিব।

(ক্রমশঃ)

বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পাত্ররাজ
গৌড়ীয়মঠাচার্য্য পরমহংস

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের

ঢাকা নগরীতে শুভাগমনোপলক্ষে

অভিনন্দন

হে পরিব্রাজকপ্রবর গোস্বামি মহারাজ, পূর্ব্ববঙ্গের প্রধানা ও কীর্ত্তিকলাপমণ্ডিতা প্রাচীনা নগরী ঢাকাতে আপনার শুভাগমনকে আমরা অভিনন্দিত করিতেছি। আপনার ন্যায় মহাপুরুষের শুভপদার্পণে ঢাকাবাসী আজ গৌরবান্বিত হইয়াছেন। শুনিলাম, আপনি অতি শীঘ্রই পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে ভুবনমঙ্গলময়ী বাণী প্রচারের জন্য সুযোগে যাত্রা করিবেন। পাশ্চাত্যদেশে আত্মার সেবায় প্রাক্কালে শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের নবপরিকল্পিত মন্দিরের ভিত্তি সংস্থাপনের জন্য আপনার শুভাগমন ঢাকাবাসীর সৌভাগ্যজনক হইয়াছে। তাঁহারা এই মঙ্গল-মুহূর্ত্তে আপনার দর্শন ও বাণী শ্রবণ করিয়া কৃতকৃতার্থ হইয়াছেন।

হে আচার্য্য, আমরা বিষয়ী ও সংসারী। পার্থিব ব্যাপারেই আমাদের অধিকাংশ সময় নিযুক্ত। আমরা আপনার ন্যায় মহাপুরুষের মহত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি বা আপনার প্রতি যোগ্য শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে পারি,—এরূপ কোন সম্বল আমাদের নাই। তবে শুনিয়াছি,—

মহান্ত-স্বভাব এই তারিতে পামর।
নিজ কার্য্য নাই তবু যান তা'র ঘর ॥

ঢাকাবাসী অথবা পূর্ব্ববঙ্গবাসিগণের পরম মঙ্গলের জন্য আপনি এই ঢাকা নগরীতে প্রায় চৌদ্দবৎসর পূর্ব্বে 'শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ' নামে যে ভক্তি-প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তাঁহার উদ্দেশ্য ও প্রচার্য্য বিষয় ক্রমে ক্রমে ঢাকাবাসীর হৃদয়ে সঞ্চারিত হইয়াছে। তাহার সাক্ষ্য আমরা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের ভক্তিভবনের এই নূতন আবাসের পত্তনের মধ্যেই দেখিতে পাই। ঢাকাবাসী অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি এই প্রতিষ্ঠানে যোগদান করিয়াছেন ও ইহার প্রতি অনুরাগী হইয়াছেন। শুনিয়াছি, আপনারই শিক্ষা-দীক্ষায় শিক্ষিত-দীক্ষিত ও কৃপা-সমন্বিত যে চতুরঙ্গ সন্ন্যাসী ও সুশিক্ষিত প্রচারক ইংলণ্ড ও জার্ম্মাণীতে শুদ্ধবৈষ্ণবসম্প্রদায়ের সুন্দর গৃহ দৃঢ় করিয়া আপনার কৃপায় চৈতন্যদেবের বিজয় প্রচার করিতেছেন, তাঁহারা পূর্ব্বাশ্রমে এই ঢাকা জিলারই সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত বংশের অধিবাসী ছিলেন। এতদ্ব্যতীত আরও কতিপয় উচ্চশিক্ষিত সন্ন্যাসী-প্রচারক ঢাকা ও পূর্ব্ববঙ্গ হইতে এই প্রতিষ্ঠানে সর্ব্বতোভাবে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। আমরা তাঁহাদের গৌরবে আমাদিগকে গৌরবান্বিত এবং তাঁহাদের উচ্চ আদর্শকে বাস্তবিকই প্রশংসনীয় বিচার করিতেছি। আজ ঢাকা জেলার বালিয়াটি গ্রামের প্রাতঃস্মরণীয় জমিদারগণ শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের মন্দির ও ভূমির জন্য অর্থানুকূল্য করিয়া ঢাকাবাসিগণের গৌরব ও ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। আমরা আপনাকে ভগবানের আবির্ভাব শক্তিশালী মহাপুরুষ বলিয়া অনুভব করিতেছি।

হে গোস্বামি মহারাজ, শ্রীচৈতন্যদেব যেরূপ শ্রীরূপ-সনাতনের দ্বারা জগতে চারিটী বিশিষ্ট কার্য্য করাইয়াছিলেন, আপনার দ্বারাও আজ তাহাই করাইতেছেন—(১) লুপ্ততীর্থ উদ্ধার, (২) লুপ্তশাস্ত্র উদ্ধার ও প্রকাশনা, (৩) ভগবানের সেবা-প্রচার ও (৪) জীবের নিত্যমঙ্গল প্রচার। আপনার দ্বারা বর্ত্তমানকালে পৃথিবীর সর্ব্বত্র সার্ব্বজনীন প্রেমধর্ম্মের কথা প্রচারিত হইতেছে, ইহা আমরা সকলেই শ্রবণ ও প্রত্যক্ষ করিয়া আসিতেছি। সকল দেশের—সকল শ্রেণীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্মানিত ও সাধারণ ব্যক্তি আপনার সত্যবাণী ও আদর্শে আকৃষ্ট হইয়াছেন।

প্রভুপাদ মহারাজ, ঢাকায় বৈষ্ণবধর্ম্মের আচার ও অনুষ্ঠানের কঙ্কাল বিরাজিত থাকিলেও বৈষ্ণবধর্ম্মের পরিপূর্ণ স্বরূপ, অনাবিলতা ও সার্ব্বজনীনতা শিক্ষিত সাধারণের নিকট বিকৃতরূপেই প্রকাশিত ছিল। আপনি বৈষ্ণবধর্ম্মের যথার্থ স্বরূপ, শুদ্ধভাব, সার্ব্বজনীনতা, বৈষ্ণবধর্ম্মের আচার ও প্রচারকারী ব্যক্তিগণের আদর্শ, পরমপবিত্র চরিত্র, সুশিক্ষা, আত্মসমর্পণ, অকৃত্রিম সেবাময় জীবন, জীবনে-মরণে ভগবৎসেবাসর্ব্বস্ব চিত্তবৃত্তিসমূহ জীবন্ত মূর্ত্তিতে প্রকাশ করিয়া সার্ব্বজনীন বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রতি কেবল ঢাকাবাসীর নহে, সমগ্র পৃথিবীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছেন। তাই আজ ঢাকায় আপনার এই শুভাগমনকে আমরা ঢাকার সজ্জনবৃন্দের পক্ষ হইতে অভিনন্দিত করিতেছি। আপনি কৃপাপূর্ব্বক আমাদের এই ক্ষুদ্র অভিনন্দন-পত্র স্বীকার করিয়া আমাদিগকে মহাপুরুষের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের সৌভাগ্য দান করুন।

বিনয়াবনত—

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ রায়, শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু (রায় বাহাদুর), শ্রীসারদাপ্রসাদ সেন (দেওয়ান বাহাদুর) শ্রীভবানীপ্রসাদ নিয়োগী, শ্রীগিরিশচন্দ্র দাস, শ্রীজ্ঞানচাঁদ বসাক, শ্রীশুকপ্রসাদ মিত্র (রায় বাহাদুর) শ্রীমনোরঞ্জন ঘোষ চৌধুরী, শ্রীসুরেশচন্দ্র বসু, শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার দাস (রায়বাহাদুর) শ্রীমহিমচন্দ্র (চৌধুরী দেওয়ান বাহাদুর), শ্রীঅমৃতলাল চৌধুরী, শ্রীচিন্তাহরণ মজুমদার শ্রীউমেশচন্দ্র দত্ত, শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস, শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ মিত্র, শ্রীপূর্ণচন্দ্ররঞ্জন নাগ, শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

দ্বাদশ আলবর

শ্রীকাসার ভূতযোগী মহদ্‌যোগী আর,
পরাঙ্কুশ বা শঠকোপ প্রভুকুলশেখর;
বিষ্ণুচিত্ত শ্রীভক্তাঙ্ঘ্রিরেণু হয় আর,
মুনিবাহ চতুষ্ক'সনে আলবর।
দক্ষিণ বিদ্যাপুরী সত্যব্রত-ক্ষেত্রে,
এঁদের আর চারি জন কেহ কেহ কয়।
গোদাদেবী যামুন আর নাথমুনিরে,
এ দ্বাদশ আলবর শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়।
কেহ কেহ নিত্য যোগী আলবরগণে,
বিষ্ণুপার্ষদ গোদাদেবী সাক্ষাৎ করি';
শ্রীমধুর কবি শেষে একাদশ জানে,
আলবার বলি' সার শাস্ত্রমত ধরি'।

—শ্রীঅনন্ত চট্টোপাধ্যায়

শুদ্ধভক্তি মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ

(আকর মঠরাজ)

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ হস্ত উত্তর-পূর্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্যবর্য শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্যমঠ বিরাজমান। এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, সরস্বতীপীঠ বা সারস্বতজনতলী। এই মঠতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি সেবাসমূহের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারী ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের অর্চিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পাক্ষিক দৈনিক 'নদীয়া-প্রকাশ', সাত্বত-সম্প্রদায়ে অপ্রকাশিত ও অপ্রাচীন গ্রন্থাদি প্রকাশকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতি বৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অখণ্ডিত সংকীর্তন-মহোৎসবাদি অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—শ্রীপাদ বহুভক্তি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫

শ্রীমহাপ্রভু-প্রচারিত শুদ্ধ নির্মল ভক্তিসিদ্ধান্ত-প্রচারোদ্দেশ্যে গৌড়দেশের সর্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে এই মঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই মঠরাজে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দবাটী সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। এই মঠে পাঠ, সংকীর্তন, সপ্তাহ-চতুষ্টয়-যোগে, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি লীলা ও তত্ত্বের সম্যক আলোচনা হয়। এই মঠ হইতে বঙ্গদেশীয় সকল তীর্থ-পাঠ, মহাজন-সঙ্কীর্তন, নগর, গ্রামে ও পল্লীতে মহা-মহোৎসবাদি প্রভৃতির অনুষ্ঠান হয়। মঠরক্ষক—মহামহোপদেশক আচার্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-স্থান মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া সহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী সেবাকোবিদ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রঙ্গস্থলী এখানে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্তমান, রক্ষক—শ্রীকমিত্র দাসাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্তমান। রক্ষক—গোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

(৭) কাজীর সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীবামনপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীমধ্বানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তশাস্ত্রী।

(৮) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও রাধামাধবের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীজগবান দাস ব্রহ্মচারী।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(১০) মোদদ্রুম-ছত্র গৌড়ের নৈমিষ

মাউগাছি, পোঃ ভাণ্ডর, (বর্দ্ধমান)।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান। শ্রীগৌরনিত্যানন্দের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীকুঞ্জবিহারী ব্রজবাসী, ভক্তিভূষণ।

(১১) তেতিয়া বৃন্দাবন

শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্তী,

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীনবীনানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১২) কুঞ্জকুটীর—পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া রক্ষক—শ্রীমধুসূদন অধিকারী

(১৩) ভাগবত-আসন—পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

এই স্থান হইতে আনন্দতীর্থ গ্রন্থাবলী প্রচারিত হয়। রক্ষক—শ্রীমধ্বানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তশাস্ত্রী, ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৪) একায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ তারপালি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীযোগানন্দ ব্রহ্মচারী গোস্বামী ভক্তিসুধাকর

(১৫) মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিবিনোদ ব্রজবাসী।

(১৬) মাধ্বগৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, পোঃ ঢাকা

পূর্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধাকৃষ্ণ-গিরিধারীর সেবা বর্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাবিনোদ বি-এ।

(১৭) গোপালজীউমঠ—কমলাপুর, (ঢাকা) গোপালজীউর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রজবাসী।

(১৮) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)।

এখানে শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(১৯) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বক্সীবাজার, পোঃ রমনাবাজার

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য অধ্যাপক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ এম-এ, বি-এল।

(২০) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাড়, (ত্রিপুরা)

এখানে মঠ কুঞ্জবিহারী শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(২১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ মানকর (বর্দ্ধমান)।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারীর নিত্য-সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীচৈতন্যকৃষ্ণ দাসাধিকারী।

(২২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ভুবনেশ্বর, পোঃ চিলকা, (মানভূম)

এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণনাথ অধিকারী।

(২৩) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিতলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে গুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীপরমানন্দ ব্রজবাসী ভক্তিব্রত।

(২৪) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী।

(২৫) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশপালি, পোঃ বক্সীবাজার, (কটক)

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদবল্লভজীউর নিত্যসেবা বর্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর

(২৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ কুলেশ্বর পুরী,

শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ গান্ধর্বিকাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন।

(২৭) পুরুষোত্তম মঠ

ভক্তিকুটী, পোঃ পুরী পড়িয়া।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদানন্দবাটীর নিত্য-সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রবাস অধিকারী

(২৮) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী দাসাধিকারী।

(২৯) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভূর, জেলা গোদাবরী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্তমান। মঠরক্ষক—শ্রীঅনন্তশ্রী দাসাধিকারী ভক্তলোচন।

(৩০) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৭২নং কালিদপুরা, বেনারস সিটি

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকাগিরিধারীর সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীসর্বেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(৩১) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন যোগী

(৩২) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও গৌরবিনোদ-বিদ্যামন্দির সেবা বর্তমান।

রক্ষক—শ্রীসত্যনারায়ণ দাসাধিকারী।

(৩৩) কৃষ্ণচৈতন্য মঠ

পুরাণপাড়া, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

এখানে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিত্য-সেবা হয়। রক্ষক—শ্রীজনার্দন ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠ

বিশ্রামঘাট মথুরা

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ

(৩৫) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ—শ্রীরাধাকুণ্ড

রক্ষক—শ্রীরাধারমণচরণদাস ব্রহ্মচারী

(৩৬) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৩৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ

সেবাকুঞ্জ, পোঃ গেহোয়া, জেলা গুরদাসপুর (পাঞ্জাব) রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৩৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৯৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্বিকাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুধাকর স্বামী

(৩৯) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল।

এখানে গৌরবিনোদানন্দের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীনবগোপাল অধিকারী।

(৪০) সারস্বত-গৌড়ীয় মঠ

হরিদ্বার সাহারণপুর, ইউ, পি

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্বস্ব গিরি

(৪১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ মাইলাপুর মাদ্রাজ।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্বিকাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীপাদ পরমানন্দ ভক্তিবিনোদ।

৪২) বোম্বে-গৌড়ীয়-মঠ কার্যালয়

প্রোক্টার রোড, চৌপাটি ঝিন্দে, বাংলো নং ১, বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীসুপ্রকাশ সেনশর্মা মজুমদার।

(৪৩) অমরসি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমরসি, মেদিনীপুর

রক্ষক- শ্রীসর্বেশ্বর দাস অধিকারী

(৪৪) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী

(৪৫) পাটনা গৌড়ীয় মঠ

১০০ মিঠাপুর, পাটনা।

রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী রামকৃষ্ণ

(৪৬) আসাম সরভোগ গৌড়ীয় মঠ আসামের রক্ষক—শ্রীনবগোপাল ব্রহ্মচারী

(৪৭) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ-কার্যালয়

৩ গ্ল্যাডস্টোন হাউস, কলম্যান গার্ডেনস, এস - ডাব্লিউ ৭, লণ্ডন

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ।

(৪৮) বার্লিন গৌড়ীয়মঠ কার্যালয়

Berlin W. 30

Eisenacher strasse 29 ॥]

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্‌—সমগ্র ৪০৲
প্রথম স্কন্ধে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে শ্রীভাগবত ।৶০
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৯৲
৩। অনুভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৯৲
৪। সজ্জনতোষণী ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড — ১৲; ৩য় খণ্ড — ৷৷
৪ ৷৷০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—১৲; ২য় খণ্ড ৷৷০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব—১৲
৮। সংক্রান্তির দীপিকা ও সংস্কৃত দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণব ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার [illegible]
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। সাধকঠাকুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৷৷০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত নির্ণয় ১
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৷৷০
১৭। চৈতন্যোপনিষৎ ।০
১৮। প্রেমবিবর্ত্ত ।০
১৯। ভক্তিবিনোদ কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয় গীতি ৷৶০
২১। গৌড়ীয়-ব্যাখ্যা [illegible]
২২। [illegible] ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচরণামৃত ও শ্রীনবদ্বীপধাম (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীধরের টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
২৬। গীতার ভৌম পাদ-পদ্ম ।০
২৭। বৃন্দাবন-শ্রীমন্মহাপ্রভুর সাক্ষাৎকার ২৲
২৮। গোবিন্দভাষ্যের সারাংশ ।০
২৯। প্রেমামৃত (ভূমিকা-সহ) [illegible]
৩০। [illegible] ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) [illegible]
৩২। গোস্বামী সনাতন ধাম (বাঁধা) ৷০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৷৷০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। শিক্ষামালা ৵১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। [illegible] ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপধামতত্ত্ব ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা খণ্ড ।০
৪০। নবদ্বীপাষ্টক /০
৪১। শ্রীমন্ত্রার্থ /০
৪২। চিত্রে নবদ্বীপ ৷০
৪৩। সাধনপথ /০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /০
৪৫। নবদ্বীপশতক /০
৪৬। অর্চ্চনপদ্ধতি /০
৪৭। সদাচারস্মৃতি: /০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (৩য় সংস্করণ) /১০
৪৯। অমৃতকথা ৷১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। শ্লোকসংগ্রহঃ ৷৷০
৫৪। পুরুষার্থ-নির্ণয়
৫৫। [illegible]
৫৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন?
৫৭। উপদেশামৃত (অনুবাদসহ)
৫৮। শ্রীনবদ্বীপ ৶০
৫৯। শিক্ষাষ্টক ৶০
৬০। সারস্বতী /০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত সারঃ ।০
৬১। সিদ্ধান্ত সরস্বতী বিশিষ্টঃ
৬২। সটিক শিক্ষাষ্টকম
৬৩। ভক্তিধর্ম
৬৪। সম্বন্ধতত্ত্ব বিচারিকাম ৶০
৬৫। গৌড়ীয়মঠ পরিচয়ঃ /০
৬৬। সারার্থদর্শন ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৭। রায় রামানন্দ ।০
৬৮। এ রিভিউ অফ [illegible] ৷০
৬৯। [illegible] ।০
৭০। [illegible] ।০
৭১। [illegible] ৶০
৭২। [illegible] শ্রীচৈতন্যমঠ ।০
৭৩। বৈষ্ণবীজম ।০
৭৪। [illegible] গৌড়ীয়মঠ [illegible] /০
৭৫। [illegible] ।০
৭৬। [illegible] ।০
৭৭। [illegible] ৷।০
৭৮। শ্রীনবদ্বীপ (জন্মস্থান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৭৯। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুমাহাত্ম্য ।০
৮০। সাধন-পথ ।০
৮১। কল্যাণ-কল্পতরু /১০
৮২। সারাবলী /০
৮৩। নবদ্বীপাষ্টক /০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৪। নবদ্বীপাষ্টক /০

তেলগু ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠ মহাশয়ের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্লীহাযুক্ত জীর্ণ জ্বরে [illegible] একমাত্র উপায় বলিয়াই [illegible] অত্যন্ত আদৃত। [illegible] এবং [illegible] পুরাতন [illegible] একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার [illegible] মূল্য ছোট বোতল ৷৶০ আনা, বড় বোতল ১৶০ আনা। [illegible]

ঠিকানা—১১নং [illegible] রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

[illegible] কালি [illegible]

অভিনব আবিষ্কার

কাউন্টেনপেন ইঙ্ক

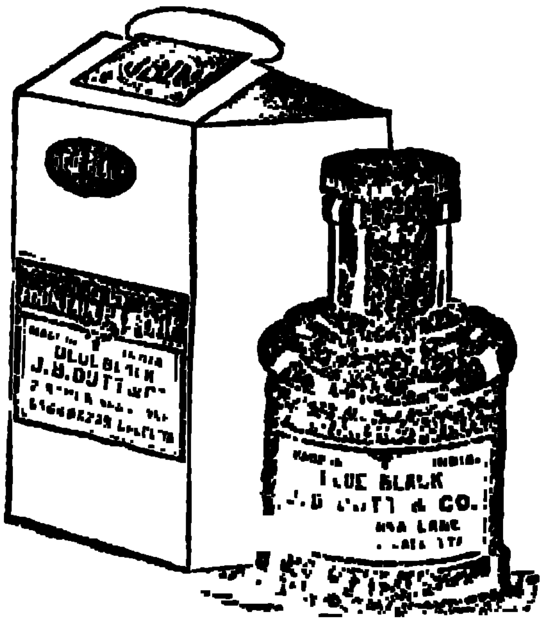

[illegible]

আমাশয় ও পেটের পীড়ায়

[illegible] কবিরাজের আবিষ্কৃত

গ্রহণী বজ্র

ব্যবহার করুন

আমাশয় [illegible] অজীর্ণ, গ্রহণী, অরুচি, পেটফাঁপা, [illegible] ও শিশুর [illegible] সকল প্রকার নূতন ও পুরাতন পেটের পীড়ায় গ্রহণী বজ্র [illegible]

[illegible] গ্রহণী বজ্র [illegible] পরীক্ষা প্রার্থনীয়। মূল্য [illegible] আনা, [illegible] ১।০ [illegible] ডাক মাশুল ।৶০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীকৃষ্ণ [illegible]
ঢাকার এজেন্ট মেসার্স মহেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং
পাটুয়াটুলী, ঢাকা।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅনন্তবাসুদেব ব্রহ্মচারী [illegible] ও
পোঃ কলকাতা [illegible] ভক্তিভূষণ ভাগবতশাস্ত্রী [illegible] কর্ত্তৃক মুদ্রিত [illegible]

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে ; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রশংসা অর্জন করিয়াছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের অশেষ সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতকরা ৬০ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ মেধাবী ছাত্রগণকে বিনা বেতনে পড়িবার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

"শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য"

[ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত]

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রধান ও প্রবীণ অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীনিশিকান্ত সান্যাল, এম-এ, মহোদয়ের গ্রন্থ। গবেষণা এবং পাণ্ডিত্য লেখনীর অদ্ভুত স্বাভাবিক ব্যাখ্যা প্রকাশিত হইল। [illegible] এক বিরাট, প্রামাণ্য ও আশ্চর্য্য গ্রন্থ [illegible] চিত্র-সম্বলিত। পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য মনীষী [illegible] তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ড ১০৭ অধ্যায়ে, প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় এবং [illegible] শ্রীমদ্ভাগবত [illegible] মহারাজের লিখিত মুখবন্ধ (Foreward), লেখক ও গ্রন্থকারের ভূমিকা (Preface), বিষয় তালিকা (Contents), গ্রন্থের শেষভাগে [illegible] সংস্কৃত শব্দের অর্থসূচী Index Glossary। [illegible] মূল্য—১২, দশ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—গৌড়ীয় মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা ; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জেলা—নদীয়া।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের সমস্যামূলক যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণ লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবশ্যই এই গ্রন্থখানা সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে কথাসার ও শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸৹ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—

প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক পত্রিকা একাদশীতে প্রকাশিত হয়। প্রতি বর্ষ ৩৲ টাকা ভিক্ষায় কলিকাতা বাগবাজার গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷৹ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দী ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। বৈমিষারণ্য শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৷৹।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত [illegible] সম্পাদিত উড়িয়া পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৹ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—[illegible] পণ্ডিত শ্রীপাদ [illegible] বি-এল, [illegible] সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া [illegible] হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১৷৹ দেড় টাকা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ-প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল শ্লোক অক্ষরে এবং তাহাতে বর্ত্তমান যুগে শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। অতি সুন্দর ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ২০৪৮ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সমাপ্ত হইয়াছে। অতিরিক্ত ৩১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোক সূচী, পদ্যসূচী, গানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়-সূচী প্রভৃতি বিষয় আছে। এতাদৃশ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের সংস্করণ ইহার পূর্ব্বে কোথাও প্রকাশিত হয় নাই, যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন তাঁহারাই জানিতে পারেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

		প্রথম ও দিনে		পরবর্ত্তি-সময়ে	
		সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা	সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা
প্রত্যেক	প্রতি লাইন	।০	।৵০	।৴	।০
,,	,, ইঞ্চ	২৲	১৷০	১৷০	
,,	,, সিকিকলম	৫৲	৪৲	৪৲	
,,	,, অর্দ্ধকলম	৮৲	৭৲	৬৲	
,,	,, ১ কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

মাসিক হার

[যদি অন্ততঃ ১ বৎসরের জন্য চুক্তি করা হয়]

সংবাদ পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চ ৬৲, সিকি কলম ১৫৲, অর্দ্ধ কলম ২৫৲, এক কলম ৪০৲

বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চ ৪৷০, সিকি কলম ১২৲, অর্দ্ধ কলম ১৮৲, এক কলম ৩০৲ টাকা।

সাহায্যের হার

সডাক বার্ষিক ৯৲ নয় টাকা, ষাণ্মাসিক ৫৲ পাঁচ টাকা, ত্রৈমাসিক ২৷০ পৌনে তিন টাকা, মাসিক ১৲ এক টাকা মাত্র। নগদ বর্ত্তমান সংখ্যা ৴৫

ম্যানেজার, দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ,

পোঃ শ্রীমায়াপুর, জেলা নদীয়া। টেলিগ্রাম—"শ্রীধাম", নবদ্বীপ

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৪৬,	১০—৫১,	১৩—২২	১৭—৩৮,	১৯—৩৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—১৪,	১১—৬	১৬ ০	১৮—৯,	২০—০২
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩০	১১—২০,	১৪—৬	১৮—১৬	২০—১১

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

স্থানীয় সময়ানুযায়ী

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-০২	১৩-১০	১২-৩৮	১৫-৬	১৮-৫১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-০৫	১৩-১৯	১২-৪২	১৫-৪৭	১৮-০৬
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-০৩	১২-৫১	১৩-১২	১৬-১২	১৯-১১

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'শ্রীনাথ' নবদ্বীপ

দৈ নি ক

REG. C 1544

নদীয়াপ্রকাশ
THE
NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র একল-প্রচারক নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

ছান্দোগ্যোপনিষদ্
বড় অক্ষরে মূল ও
অনুবাদসহ প্রকাশিত
হইয়াছে। কাগজ ও
ছাপা অতি উত্তম।
ভিক্ষা ।০ মাত্র
শ্রীচৈতন্যমঠ,
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

"গৌড়ীয়"
৭ম বর্ষ হইতে
১১শ বর্ষ পর্যন্ত
প্রতি বর্ষ কাপড়ে
বাঁধাই
ভিক্ষা ৩।০ মাত্র।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ
বাগবাজার, কলিকাতা

১০ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১০ই বৈশাখ, মঙ্গলবার ১৩৪২, ২৩শে এপ্রিল ১৯৩৫ [৪৪শ সংখ্যা

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

—:০:—

বুভুক্ষার বালকের মৃত্যু

লাহোরের সংবাদে প্রকাশ কাসুরের অন্তর্গত মীনহালা গ্রামে সম্প্রতি যে বোমা বিস্ফোরণ হইয়াছে তৎসম্পর্কে অনুসন্ধানের পর জানা গিয়াছে আহত বুভুক্ষু বালকটি নিকটস্থ থানায় স্থানান্তরিত হওয়ার পর মারা গিয়াছে।

স্থানীয় পুলিশ পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করিয়াছে; তন্মধ্যে শের সিং নামক এক জন সৈনিক আছে। পাঁচটি তাজা বোমা তৈয়ারীর মালমশলা ধৃত ব্যক্তিদের গৃহ খানাতল্লাসীর পর পাওয়া গিয়াছে। আরও অন্য সাতকে ধৃত ব্যক্তিদিগকে হাজতে রাখা হইয়াছে।

উত্তপ্ত আলকাতরায় দুইজনের মৃত্যু

শেখপুরার সংবাদে প্রকাশ, রাস্তা মেরামতের জন্য আলকাতরা পূর্ণ টিনের একটি বড় পিপা গরম করিবার সময় বিদীর্ণ হইয়া যায়। ফলে দুই জন যুবক পুড়িয়া মারা যায়। একজন শ্রমিকের মুখ, পা ও হাত ভীষণভাবে দগ্ধ হইয়া যায় এবং আর কয়েকজন শ্রমিকের দেহের বিভিন্ন স্থান সামান্যরূপ দগ্ধ হয়। পিপাটি বিদীর্ণ হইবার সময় ভীষণ আওয়াজ হইয়াছিল এবং উহার ভিতর হইতে ফুটন্ত আলকাতরা চারিদিকে সজোরে উৎক্ষিপ্ত হইয়াছিল।

দিনাজপুরে একজন যুবক গ্রেপ্তার

দিনাজপুরে কালীকুমার উকীল মহাশয়ের পুত্র সুকুমার সেনের বাড়ীতে গত ১১ই এপ্রিল সন্ধ্যার সময় পুলিশ খানাতল্লাস করে। খানাতল্লাসের পর পুলিশ সুকুমার বাবুর ভ্রাতা সুশীলকুমার সেনকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে। খানাতল্লাসের ফলে কিছুই পাওয়া যায় নাই।

ব্যাঘ্রের অত্যাচার

কাটিহারের নিকটবর্ত্তী মানসাই গ্রামে গত ১৬ই এপ্রিল, একটি বাঘ তের জন লোককে ক্ষত বিক্ষত করে। দুই জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। তাহারা এখন কাটিহারের দাতব্য চিকিৎসালয়ে আছে। কয়েকজন ইউরোপীয়ান তথায় গিয়া বাঘটিকে গুলী করিয়া বধ করিয়াছে।

নিশীথে বিস্ফোরণ

[illegible] (ঢাকা) বিগত ১২ই এপ্রিল মধ্যরাত্রে হঠাৎ গুরুতর বিস্ফোরণের শব্দে আতঙ্ক উপস্থিত হয়। পরে থানার দারোগা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া তদন্ত করেন। তদন্তে প্রকাশ পায় বর্ণাশ্রম স্বরাজ্য সঙ্ঘের স্থানীয় শাখার সুযোগ্য সভাপতি শ্রীযুক্ত রমণীমোহন রায় মহাশয়কে ভীতি প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত কে বা কাহারা তাঁহার ঘরের ভিতরে পটকা নিক্ষেপ করিয়াছে জানা যায়।

অন্তরীণ আইন ভঙ্গের অভিযোগ

ময়মনসিংহ হইতে প্রকাশ, আলতাফ আলী ওরফে আবদুল মজুমদার নামক জনৈক মুসলমান যুবকের বিরুদ্ধে ১৯৩০ সালের বঙ্গীয় সংশোধিত ফৌজদারী আইনের ৩ (১) ধারার অভিযোগে যে মামলা আনয়ন করা হইয়াছিল, সদর অতিরিক্ত ম্যাজিষ্ট্রেট ঐ মামলার রায় প্রদান করিয়াছেন। আলতাফ আলী ময়মনসিংহ সহরের উপকণ্ঠে সেহোরা গ্রামে তাহার গৃহে অন্তরীণাবদ্ধ ছিল। ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাকে দোষী সাব্যস্ত করেন এবং ২ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দেন।

এই জেলার উপরিউক্ত অভিযোগে একজন মুসলমান এই প্রথম দণ্ডিত হইয়াছে।

আলতাফ আলী ১৯৩৪ সালের এপ্রিল মাসে সেহোরাতে অন্তরীণাবদ্ধ হইয়াছিল। মামলার বিবরণে প্রকাশ যে, গত ২৫শে জানুয়ারী পুলিশ যখন সেহোরাতে আসামীর বাড়ীতে খানাতল্লাস করিতে যায়, তখন তাহারা দেখে, আসামী অন্তরীণ আইনের নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া ভিন্ন গ্রামবাসী প্রতাপ চক্রবর্ত্তী নামক এক ব্যক্তির সহিত কথা বলিতেছে। প্রতাপ এবং আলতাফ উভয়কেই গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল; কিন্তু প্রতাপকে পরে ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

পল্লী উন্নয়নকার্য্যে ৫ লক্ষ টাকা

নাগপুর হইতে প্রকাশ, ভারত গবর্ণমেণ্ট পল্লী উন্নয়ন কার্য্যের জন্য বিভিন্ন প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টকে যে এক কোটি টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন, তন্মধ্যে মধ্যপ্রদেশ গবর্ণমেণ্ট ৫ লক্ষ টাকা পাইবেন বলিয়া প্রকাশ। ঐ টাকা কি ভাবে ব্যয় করা হইবে, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট তৎসম্পর্কে প্ল্যান স্থির করিতে ব্যস্ত আছেন। অনুসন্ধানের ফলে জানা গিয়াছে যে, গবর্ণমেণ্ট জল সরবরাহ বোর্ড স্থাপন, গ্রামে নলকূপ বসাইবার জন্য সার বীজাদির সুব্যবস্থা করা, ঋণ শোধ করিবার জন্য কোন কৃষক কত টাকা পাইবে, তাহা নির্দ্ধারণ করা ও সাধারণ কৃষিকার্য্যে সাহায্য করিবার জন্য টাকা মঞ্জুর করা প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে স্থির করিতেছেন।

ছায়াচিত্র দেখিয়া পলায়নের উপায় উদ্ভাবন

লাহোর, পাঁচসা আখবর থানার একজন হত্যা চুরির অভিযোগে অভিযুক্ত একজন মুসলমান হাজতীর ঘর পরিষ্কার করিতে যাইয়া দেখে যে দেওয়াল হইতে কয়েকখানা ইট খসান হইয়াছে। আরও অনুসন্ধানের ফলে দেখা যায় যে দেওয়ালের নীচে প্রায় ৭ ফুট গভীর একটি গর্ত করা হইয়াছে। গোপনে দেওয়ালের অপরদিকে যাইবার উদ্দেশ্যে আসামী ঐরূপ করিয়া থাকিবে।

আরও প্রকাশ, লাহোরের কোন ছায়াচিত্র দেখিয়াই হত্যা আসামী ঐ ভাবে পলায়নের ইঙ্গিত পাইয়া থাকিবে। সম্প্রতি লাহোরে যে এক চিত্র দেখান হইয়াছে। তাহাতে নায়ক জেলের দেওয়ালের নীচে সুরঙ্গ কাটিয়া পলায়নের চেষ্টা করিতেছে—এইরূপ দেখান হইয়াছে।

কলেজের ছাত্রসহ তিনজন গ্রেপ্তার

গত ১৮ই এপ্রিল ঢাকায় পুলিশ একটি কলেজের ছাত্রের বাড়ী, একটি ঔষধালয় ও অপর একটি বাড়ী খানাতল্লাসী করিয়া তিনজন যুবককে গ্রেপ্তার করে। তন্মধ্যে একজন কলেজের ছাত্র আছে। প্রকাশ, কোন রাজনৈতিক অপরাধে তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

৩৩জন লোক মৃত ও আহত

নেপাল রাজ্যের সীমান্তে মধুবনী মহকুমায় সম্প্রতি ১০টি চুরি ও ডাকাতি দিগকে সাহায্য করিবার জন্য জনৈক নেপাল রাজকর্ম্মচারীও বিভিন্ন কর্ম্মচারীগণ একযোগে কাজ করিতেছেন। এপর্য্যন্ত ৩৩ জন লোক মৃত ও আহত হইয়াছে। প্রকাশ ৩ জন গ্রামের রাম বাবু নামক একব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

বজ্রাঘাতে মৃত্যু

বাঁকুড়া সহর হইতে ৪০ মাইল দূরে সিমলাপুর নামক স্থানে বজ্রাঘাতে ১ জন পুরুষ ও ২জন স্ত্রীলোক মারা গিয়াছে বলিয়া সংবাদ প্রকাশ।

প্রকাশ, এক ব্যক্তি স্নান করিবার জন্য কূপের মধ্যে নামিলে বজ্রাঘাতে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। উক্ত স্ত্রীলোকদ্বয়ের একজন এই দুর্ঘটনার সময় বারান্দায় দাঁড়াইয়াছিল।

মাদ্রাজ 'ল' কলেজ

মাদ্রাজ সার্ভিস কমিশন এইরূপ একটি প্রস্তাব করিয়াছেন যে, মাদ্রাজ প্রাদেশিক 'ল' কলেজে আংশিকভাবে কাজ করিবার জন্য অধ্যাপক পদপ্রার্থী হইবেন তাঁহাদিগকে একটি পরীক্ষা দিতে হইবে। উক্ত প্রস্তাব সম্পর্কে তীব্র অসন্তোষ জানাইয়া শ্রীযুক্ত এস সত্যমূর্তির সভাপতিত্বে এক সভা হইয়া গিয়াছে। বলা হইয়াছে যে, ইহা একটি অভিনব প্রস্তাব। এরূপ পরীক্ষার ব্যবস্থার ফলে অভিজ্ঞ আইন ব্যবসায়ীদের আত্মসম্মানে আঘাত লাগিবে।

আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়

আলিগড় হইতে প্রকাশ যে, ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের ডাঃ জিয়াউদ্দীন আমেদ ১৯শে এপ্রিল নবাব মহম্মদ ইসমাইলকে ৭১ ৬৩ ভোটে পরাজিত করিয়া আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার নির্বাচিত হইয়াছেন।

কুলাউড়া ষ্টেশনে

কুলাউড়া (শ্রীহট্ট) রেলষ্টেশনে গোয়েন্দা পুলিশ জনৈক যুবককে গ্রেপ্তার করিয়াছে। প্রকাশ খানাতল্লাস কালে উক্ত যুবকটির নিকট হইতে কয়েকখানি বাজেয়াপ্ত পুস্তক ও কয়েকটি রিভলবার পাওয়া গিয়াছে। কড়া পুলিশ পাহারায় তাহাকে শ্রীহট্টে প্রেরণ করা হইয়াছে।

নিষিদ্ধ পুস্তক উদ্ধার

সিরাজগঞ্জ সহরে ও চতুর্দিকস্থ গ্রামসমূহে একযোগে খানাতল্লাসী হইয়া গিয়াছে। স্থানীয় বাবসায়ীর ও শিক্ষকদের গৃহে এবং অন্যান্য স্থানে পুলিশ হানা দিয়াছে। প্রকাশ, স্থানীয় স্কুল কতকগুলি নিষিদ্ধ পুস্তক পাওয়া গিয়াছে এবং কয়েকজনের জবানবন্দী লিখিয়া লওয়া হইয়াছে।

প্লেগের প্রাদুর্ভাব

অমৃতসরে এবং পাশবর্তী গ্রামসমূহে প্লেগ-রোগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। এতদঞ্চলে অতিবৃষ্টি হওয়ার দরুই নাকি এই রোগ দেখা দিয়াছে। নানাস্থানে হইতে ইঁদুর মরার সংবাদও পাওয়া যাইতেছে।

পাটনায় বোমা বিস্ফোরণ

পাটনা সহরের গান্ধাঘাট অঞ্চলের একটি দর্জির দোকানে কিছুদিন পূর্বে যে রহস্যজনক বোমা বিস্ফোরণ হয় তৎসম্পর্কে তদন্ত করিবার জন্য বিস্ফোরক দ্রব্যের ইন্সপেক্টার ডাঃ বৈধ এখানে আগমন করিয়াছিলেন। তিনি সেদিন ঘটনাস্থল পরিদর্শন করিয়া এরূপ মত প্রকাশ করেন যে উহা বোমা নহে, ডিনামাইট। তিনি সিটি ম্যাজিষ্ট্রেট, পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট প্রভৃতির উপস্থিতিতে উক্ত দর্জির দোকানের প্রাচীরের ছটি ডিনামাইট বিস্ফোরণের দ্বারা পরীক্ষা করিয়া দেখান যে ইহার ফল পূর্ববর্তী বিস্ফোরণের ন্যায়। পরীক্ষা করিতে ১৫ মিনিট সময় লাগে। ঐসময়ে যানবাহনাদির চলাচল বন্ধ ছিল।

নার্সগণের ধর্মঘট

গত শুক্রবার চিত্তরঞ্জন সেবাসদনের নার্সগণ ধর্মঘট করিয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

ধর্মঘটের কারণ কি জানিতে চাওয়া হইলে সেবাসদনের কর্তৃপক্ষ তাহা জানাইতে অক্ষমতা জ্ঞাপন করিয়াছেন।

শিবসাগরে লৌহ সেতু

শিবসাগর, ১৮ই এপ্রিল দিখাউ ও দিহিং নদীর উপর আমগুড়ি ও দোয়াং ঘাটে দুইটি লৌহ সেতু নির্মাণ হইতেছে। পূর্ব ঘাটটী বর্তমান শিবসাগর সহর ও রংপুরের সীমানায়। বৃটিশ আগমনের পূর্বে রংপুর অহোম রাজাদিগের পুরাতন রাজধানী ছিল। ঐ সেতু নির্মাণ হইলে ডিব্রুগড় হইতে অন্যান্য স্থানে যাইবার জন্য যানবাহন চলাচলের পক্ষে বিশেষ সুবিধা হইবে।

জাল তামাদীর জের

রাজসাহী, ১৯শে এপ্রিল এই বৎসর রাজসাহীতে ৩১০০টি তামাদির মামলা হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

সোলিসিটর বিদ্রোহ

ফিলেন্ডার সংবাদে প্রকাশ, বিগত ১৯৩৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের সোসিয়ালিষ্ট বিদ্রোহ সম্পর্কে আভিযুক্ত নেতা আলেকজেন্ডার ইকনার এবং কার্লেন ক্রজনক সোং—এই দুই জন নেতার প্রতি ১৮ বৎসর এবং ১৫ বৎসর কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন আরও ১৮ জনের প্রতি এক হইতে দশ বৎসর পর্য্যন্ত কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। আসামীরা সকলেই সকলেই সোসিয়ালিষ্ট ডিফেন্স কোরের নেতা ছিলেন। তাঁহাদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আনয়ন করা হইয়াছিল যে তাঁহারা রাষ্ট্রের প্রতি দ্রোহিতা বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছেন মামলার শুনানীর সময় বলা হইয়াছিল যে, আসামীরা বহু দিন হইতেই মতলব করিয়া গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছিল। সোসিয়ালিষ্ট দলের খবরের কাগজে অফিসের বিদ্রোহীরা দখল করিয়াছিল। আসামীরা কিন্তু সকলেই বলিয়াছিল যে, তাহারা নির্দোষ।

সশ্রমদণ্ড

নোয়াখালি, ১৮ই এপ্রিল অশ্লীল আইনভঙ্গের অভিযোগে বঙ্গীয় সংশোধিত ফৌজদারী আইনের ৩ (১) ধারা অনুযায়ী নোয়াখালির অতিরিক্ত ম্যাজিষ্ট্রেট মৌলবী সালেহ আমেদ শ্রীযুক্ত পুলকেশ দেকে ২ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

আসামী এই জেলার লক্ষ্মীপুর থানার এলাকায় অন্তরীণাবদ্ধ রাজবন্দী ছিলেন। প্রত্যহ সকাল ৯ টায় নিকটবর্তী থানার নিকে গিয়া সংবাদ দিয়া আসার জন্য সরকার আসামীকে আদেশ দিয়াছিলেন। থানায় উপস্থিত না হওয়া আসামী নাকি উপরিউক্ত আদেশ অমান্য করেন। আসামী বলেন যে, তখন তিনি অসুখে ভুগিতেছিলেন এবং শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধনেই তিনি থানায় হাজির হইতে পারেন নাই।

ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীকে দোষী সাব্যস্ত করেন এবং উপরিউক্ত দণ্ডের আদেশ দেন।

ফিরোজাবাদ হাঙ্গামার জের

১৯শে এপ্রিল পুলিশ ফিরোজাবাদ দাঙ্গা সম্পর্কে এ পর্য্যন্ত প্রায় ৮০ জন লোককে গ্রেপ্তার করিয়াছে। প্রকাশ, কতিপয় ধৃত ব্যক্তি জামীনে খালাস আছে। যাহাতে কেহ সন্ধ্যা ৭-৩০ মিনিটের পর বাহির হইতে না পারে তজ্জন্য সান্ধ্য আইন এখনও বলবৎ আছে। কয়েকজন বিশিষ্ট নাগরিককে স্পেশাল কনেষ্টবলের তালিকাভুক্ত করা হইয়াছে। ডাঃ জীবরামের পত্নী ও তাহার নাতবধুর মৃত্যুকালীন জবানবন্দীতে ফিরোজাবাদের কয়েকব্যক্তির বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ করেন। তাহারা বর্তমানে আরোগ্যের পথে।

চুক্তিভঙ্গের অভিযোগ

নাগপুর হইতে প্রকাশ, টিকাদার আমির্হাদের পুত্র আমিরুদ্দিন অতিরিক্ত জিলা জজ মিঃ আরকে পল্লের এজলাসে ভারত সচিবের বিরুদ্ধে চুক্তি ভঙ্গের অভিযোগে এক লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণের দাবীতে দেওয়ানী মামলা দায়ের করিয়াছে।

বাদী পক্ষের অভিযোগ সামরিক কর্তৃপক্ষ ১৯৩০ সালের ডিসেম্বর মাসে পাঁচশত টাকা সেলামী লইয়া সীতাবলদী দুর্গ অঞ্চলে বাদীকে পাঁচ বৎসরের জন্য পাথর কাটিবার বন্দোবস্ত দিয়াছিল। সর্ত ছিল, প্রকৃত সামরিক প্রয়োজন উপস্থিত হইলে ছয় মাসের নোটিশ ইজারা বাতিল করা চলিবে। কিন্তু কর্তৃপক্ষ মার্চ মাসে যথাযথ কারণ ব্যতীত ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের দুই মাসের নোটিশ দিয়া বাদীকে ইজারা হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন।

কলিকাতার বাজার দর

চাউলের দর

	প্রতি মণ
বালাম	৬।০
মোটা চাল	৫৸৵০
কাটারীভোগ	৫৸৵০-৫৷৵০
বাঁকতুলসী	৪৷৵০
বাঁশফুল	৩৸৵০
ঐ পুরাতন	৪।০
পাটনাই উৎকৃষ্ট	৪৲
এক্কারের কোয়ালিটি	৩৸৵০
সিদ্ধ রেঙ্গুণ	২৸৵০
আতপ –	
নূতন আতপ	৩৸৵০-৩৸৵০
পেশোয়ারী	৮।০-৮৷০
বাঁকতুলসী আতপ	৪৸৵০-৪৷৵০
ঐ মাঝারি	৪।০-৪৷০
পাটনাই আতপ	৪।০-৪৸৵০
কাটারীভোগ	৫৷০
ঐ রেঙ্গুণ	২৷০

আটা ও ময়দার দর

পেটেন্ট ময়দা প্রতি মণ	৫৸৵০ ৫।০
গৃহস্থালীর ব্যবহারোপযোগী	৪৷০-৪৸৵০
আটা (বি)	৪৸৵০-৫৲
সুজী	৫৵০-৫।০
আটা (এস)	৪৸৵০-৪৷০
,, (২)	৪৸৵০ ৪৸৵০
,, (কে)	৪।০-৪।৵০
,, (৩)	৩৸৵০-৩৷০

তেলের দর

বিশুদ্ধ সরিষার তৈল	১৫।০-১৫৷০
ঐ খুচরা	১৬৲-১৬৷০
নারিকেল তৈল	১১।০-১১৷০
রেড়ির তৈল	১০৸৵০-১১৷০

ঘৃতের দর

বাঘমীতা প্রতি মণ	৫২৲
লম্বা গাওয়া	৪৭৲
মোটা গাওয়া	৪৫।০
টেকা খুচরা	৫৩।০

সোণা-রূপা

	প্রতি ভরি
টাকশালের বার ,, ,,	৩৫৵০
বড়ালের বার ,, ,,	৩৫৵০
গিনি ,, ,,	২২৵০
চাঁদির বার প্রতি ১০০ ভরি	৬৪৲
ঐ খুচরা ,, ,, ,,	৬৪।০

লৌহ ও হার্ডওয়ার

	প্রতি হন্দর
টাটার তৈয়ারী	
লোহার কড়ি (জোষ্ট বা বীম মার্ক	৬৵০-৬।০
ঐ বে-মার্কা হালকা ওজন	৫৸৵০-৫৸৵০
বরগা (টী আয়রণ)	৬।০-৬৸৵০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৬৲ ৬৸৵০

সরোজকুমার মল্লিক এণ্ড সন্স লিঃ
লোহাপটি, বড়বাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
তত্রাদরো নঃ পরঃ।

১০ম বর্ষ ৫ মধুসূদন গৌরাব্দ ৪৪৯, ১০ই বৈশাখ বঙ্গাব্দ ১৩৪২, ২৩শে এপ্রিল খৃঃ ১৯৩৫ মঙ্গলবার ৮৭৩তম সংখ্যা

ময়মনসিংহ-সংবাদ

১৪।৪।৩৫

গত ১৪।৪।৩৫ তারিখে শ্রীল প্রভুপাদের বাসস্থান 'মনীলজে' প্রাতঃকাল হইতে বহু শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উপস্থিত হইয়া আসিতে থাকেন। তাঁহাদিগের বহু দিনের আশা একবার মহাপুরুষ দর্শন করিয়া জীবন সার্থক করিবেন। মহাপুরুষের সংবাদ সহজ কথা নহে। দীর্ঘকাল ধরিয়া তাঁহারা সমাজের তাঁহাদের হৃদয়ে যেসকল কুসংস্কার ও কুতর্ক বা সন্দেহাদি পোষণ করিয়াছিলেন, আজ প্রত্যেকেই তাহার সেই সমস্ত অন্তর্নিহিত কথাগুলি লইয়া শ্রীগুরু-চরণে আসিয়াছেন এবং প্রত্যেকেই সভাতে প্রশ্ন উত্থাপন করিতেছেন। শ্রীল প্রভুপাদও যেন সভামধ্যে প্রত্যেকের কথায় তাঁহাদের প্রশ্নের সুসমাধান করিয়া দিতেছেন।

শ্রীল প্রভুপাদের নিকট এত লোক-সংঘট্ট হইতেছে যে সকল ব্যক্তি তাঁহাদের প্রশ্ন সমাধানের সুযোগ না পাইয়া পৃথক্ পৃথক্ ভাবে শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজ, শ্রীপাদ বাসুদেব প্রভু, শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ প্রভু, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ প্রভু প্রভৃতির নিকট হইতে হরিকথা শ্রবণ করিতেছেন এবং তাঁহাদের নিত্য কর্তব্যের কথা অবগত হইতেছেন। মহারাজের যে রাজপ্রাসাদ অস্থায়ী সময় জেলার অধিবাসীগণ হইতে গোপিবিনোদের ভাগ্যবান সজ্জনগণ থাকে, আজ সেই প্রাসাদ [illegible] শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মরাগে রঞ্জিত এবং অনবরত বৈকুণ্ঠবাণীর উচ্চ ধ্বনি দ্বারা মুখরিত ও কৃষ্ণসেবনময় [illegible] না। যে প্রাসাদে বাহিরের মানুষ প্রবেশ করিবার অধিকার ছিল না, আজ আচার্যদেবের কৃপায় সেই রাজপ্রাসাদে সর্বসাধারণ কি বালক কি পুরুষ কি বালক কি বৃদ্ধ, কি শিক্ষিত কি অশিক্ষিত, কি ধনী কি নির্ধন সকলেরই অবারিত দ্বার। দলে দলে লোক আসিতেছেন, হরিকথা এবং শুদ্ধভক্তি [illegible] আচার্যদেবের মুখোদ্গীর্ণ হরিনাম-মহামন্ত্র শ্রবণ পূর্বক জীবন ধন্য করিতেছেন। এই অভাবনীয়, অদ্ভুতপূর্ব ও অত্যাশ্চর্য দৃশ্য দেখিয়া সাধারণের বিস্মিত না হইয়া থাকিতে পারে না। ময়মনসিংহবাসী যাহা কোনদিন কল্পনা করেন নাই, সেই অসম্ভব আজ সম্ভব হইল।

শ্রীল প্রভুপাদের বাসস্থানের [illegible] মহারাজের পুকুরের ব্রহ্মপুত্র [illegible] প্রবাহিত। স্নান ও কোন [illegible] সংবাদপত্রে জনৈক যাত্রী 'ব্রহ্মপুত্র' স্নান করিবার জন্য দেশ-বিদেশ হইতে ময়মনসিংহে আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মঠের সংকীর্তন প্রচারকারী [illegible] শ্রীল প্রভুপাদের ময়মনসিংহে আগমন-বার্তা শ্রবণ করিয়া তথায় অবস্থান করিতেছিলেন এবং মহাপুরুষের দর্শন লাভের অপেক্ষা করিতেছিলেন। প্রভুপাদের সমীপে আগমন করিয়া তাঁহারা জানিতে পারিলেন যে, কর্মকাণ্ডের দ্বারা কুম্ভ-গৌরবে ব্রহ্মপুত্র-স্নানের মাহাত্ম্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের [illegible] 'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য' বিরুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণ-সমাশ্রয়'এর নিকট কত হেয় ও আকিঞ্চিৎকর। তাঁহারা আরও বুঝিলেন যে পঞ্চাশিকা-স্রোতে মানব না ভাসাইয়া [illegible] পথ ছুটিতেছে, [illegible] উদ্ধার করিবার জন্য একমাত্র শ্রীগৌরসুন্দরের আচার্য [illegible] এমন শ্রীরূপানুগ পুরুষ জগতে আর দ্বিতীয় নাই। তাই তাঁহারা একবাক্যে বলিয়াছেন যে, এবার আমাদের ব্রহ্মপুত্রে স্নান সফল; কারণ এবার ব্রহ্মপুত্রে স্নান করিতে আসিয়া নিষ্কপট সাধুসঙ্গ লাভ ঘটিল।

সাধুসঙ্গ ও সাধুর কৃপায় তাঁহাদের কিছু কিছু জ্ঞান হওয়ায় তাঁহারা বুঝিয়াছেন যে,—

মহৎকৃপা বিনা কোন কর্মে ভক্তি নয়।
কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু, সংসার নহে ক্ষয়॥
সাধুসঙ্গ, সাধুসঙ্গ সর্বশাস্ত্রে কয়।
লব মাত্র সাধুসঙ্গে সর্বসিদ্ধি হয়॥

এই সংসারে পঞ্চাশিকা-স্রোতে ভাসিয়া তাঁহারা যদি সাধুসঙ্গ না আশ্রয় করিতেন, তবে দুর্লভ মনুষ্য জীবনের অধিকাংশ সময় বৃথায় নষ্ট হইয়া যাইত না।

গত ১৪।৪।৩৫ রবিবার [illegible] দিন। বেলা ১টার সময় শ্রীল প্রভুপাদ ময়মনসিংহ-নিবাসী [illegible] আন্তরিক আহ্বানে তাঁহাদের গৃহসমূহ তাঁহার পাদপদ্মকে অলঙ্কৃত করেন। [illegible] সেবা-নিবাসী শ্রীপাদ উকিল [illegible] দাশ মহাশয়ের গৃহে, তৎপর শ্রীপাদ [illegible] বাসাধিকারী গুহের গৃহে এবং শেষে শ্রীপাদ মহেন্দ্র বাসাধিকারী মহাশয়ের গৃহে পদার্পণ করেন এবং তাঁহাদের বাসস্থানী সমূহকে পবিত্রীকৃত করেন। তাঁহারা সপরিবারে শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মে [illegible] পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিবার পরম সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদের সহিত [illegible] অনুগমনকারী ভক্ত তথায় গিয়াছিলেন।

অপরাহ্ণ ৩টা হইতে আবার দলে দলে লোকসকল শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মে আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিলেন। এইরূপ [illegible] ব্যক্তি [illegible] সম্ভবে [illegible] করিতে পারিল। [illegible] বাক্য [illegible] প্রবণ করিতে পারে না।

[illegible] শ্রীল প্রভুপাদ [illegible] বলেন, [illegible] বলেন, [illegible] সম্পূর্ণ [illegible] বলেন। [illegible] হইল যে তাহারা [illegible] হইয়া [illegible]।

পাঠশালা প্রদর্শন

[illegible] পাঠশালা [illegible] শ্রীল প্রভুপাদ [illegible] সম্পূর্ণ [illegible] পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠশালা [illegible] 'হরিনাম' [illegible] [illegible] কৃষ্ণের [illegible] প্রদান করিয়াছিলেন। [illegible] করিবার [illegible] সঙ্গ নষ্ট হইতে [illegible] কীর্তন করা

কৃষ্ণ আমায় পালে, রাখে' জান সর্বকাল। আত্মনিবেদন ইহা [illegible]

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৫ মধুসূদন গৌরাব্দ ৪৪২

পুরুষ

সমস্ত বেদ-বেদের বেত্তা যিনি, সমস্ত শক্তির শক্তিমান্ যিনি, অশেষগুণ সমস্ত যাঁহার ভোগ্য বা সেবোপকরণ, সেই ভোক্তা সর্বজীবগণের প্রভু একমাত্র পুরুষ। তিনি নানারূপে তাঁহার সেবকগণের নিকট হইতে সেবাগ্রহণ করিয়া সতত ক্রীড়ারত। অর্জ্জুন গীতায় বলিয়াছেন—

"ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং
ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
ত্বমব্যয়ঃ শাশ্বতধর্মগোপ্তা
সনাতনস্ত্বং পুরুষো মতো মে॥"
(গীতা ১১।১৮)

[তুমি পরম জ্ঞাতব্য অক্ষর ব্রহ্ম, তুমি এই বিশ্বের পরম আশ্রয়, তুমি অব্যয়, তুমি সনাতনধর্মরক্ষক এবং সনাতন—পুরাণ পুরুষ]

পুরুষ—এক, অদ্বিতীয়। যাঁহার নিত্য সেবায় স্বীকৃত, যিনি সকলের নিকট হইতে নিত্যকাল সেবা গ্রহণ করিবার যোগ্য, যিনি সকলের হৃদয়ে প্রার্থনানুসারে পবিত্র আসন অধিকার করিতে একমাত্র সমর্থ, সেব্যাভিমান বা ভোক্তাভিমান যাঁহাতে পূর্ণমাত্রায় অবস্থিত বা যাঁহাকে কেন্দ্র করিয়াই সেব্যাভিমান শোভিত বা বিরাজিত, তিনিই পুরুষ। সেই পুরুষের ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্য পুরুষানুগত, পুরুষাধীন সেবকগণ—সেবকাভিমানিগণ সতত ব্যস্ত এবং পুরুষের ভোগের উপকরণ-স্বরূপ হওয়াই সেবকগণের একমাত্র কৃত্য এবং তাঁহার সেবাতেই বিমলানন্দ অনুভূত বলিয়া পুরুষোত্তমের ইন্দ্রিয়তর্পণার্থ করিবার অভিলাষযুক্ত নিত্য-দাসের আকর বা উৎস। যেখানে পুরুষের অধীনতা বা আনুগত্যের অভাব, পুরুষের সুখাবহ সেবোন্মুখতা সেখানেই দুঃখের অনিবার্য্য স্রোত প্রবাহিত। সেব্যাভিমান হইয়া যেখানে ভোক্তাভিমান বা সেব্যাভিমানের প্রাবল্য, সেইখানে পুরুষ-সেবকদের আসন টলিত। কৃষ্ণই একমাত্র পুরুষ এবং আর যাবতীয় সব নাই তাঁহার ভোগ্য—এই সত্যবিচার যেখানে কুণ্ঠিত, অজ্ঞতার অপব্যবহারক্রমে আবৃত বা লুপ্ত, সেখানেই সেবক জীবের পুরুষাভিমানের উদয়। সেইখানেই সেবক আর সেবা স্বীয় অপরের নিকট হইতে সেবাগ্রহণে ব্যস্ত, পুরুষ সাজিয়া ভোগপ্রমত্ততাকে ব্যাপৃত। ইহা ও নাম স্বতন্ত্রতা বা হরিবিমুখতা।

বদ্ধজীবগণ যখন এই জড় ব্রহ্মাণ্ডে বা জড়াতীতের কোন বিচারের আশ্রয় লইয়া নিজে স্বরূপতঃ ভোগ্য হইয়াও প্রকৃতিকে অন্তর বা বাহ্যরেখাতে আলিঙ্গন করিতে ব্যস্ত বা আলিঙ্গনে রত, তখনই তাহার পুরুষাভিমান, প্রকৃতি-অভিমান বা প্রাকৃত-পুরুষ ও নপুংসক-অভিমান সমস্ত পুরুষাভিমানে অর্থাৎ ভোক্তাভিমানে পর্য্যবসিত। বদ্ধজীবমাত্রেই পুরুষাভিমানী—ভোগলোলুপ; সুতরাং তাহারা পুরুষদেহধারীই হউক বা স্ত্রীদেহধারীই হউক, তাহাদের জগতের সব ভোগের দিকে প্রধাবিত। তবে কেহ পুরুষের সাজে অন্তরে ও বাহিরে পুরুষ-অভিমান পোষণ করে আবার কেহ স্ত্রীর সাজে সাজিয়া পুরুষাধীনত্ব বা সেবার কাচ কাচিয়া অন্তরে পুরুষাভিমান পোষণকারী—নিজেন্দ্রিয়তর্পণে ব্যস্ত। আমরা বদ্ধজীবের এই অপরিহিত ভাবটী যদি স্থিরচিত্তে আলোচনা করি তাহা হইলে জানিতে পারিব যে, স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই পুরুষ। তবে কেহ প্রকাশ্যে পুরুষদেহধারী লোক আর কেহ অপ্রকাশ্যে স্ত্রীদেহধারী লোক বা পুরুষ—এইটুকু পার্থক্য। এ নিগূঢ় সারামর্ম্ম আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। সেইজন্য পতিপত্নীর সংসার বা কামের সংসারে না থাকিয়া আমরা সংসার বা দুইটি প্রকৃতিতে সংসার করিবার আশা হৃদয়ে পোষণ করতঃ তাহাতে প্রবৃত্ত হই। তাই আমাদের এত কষ্ট! এত দুর্দ্দশা! দুইটী প্রকৃতিসম্পন্নের সম্মান-সম্মতির সম্ভাবনা নাই বলিয়াই পুরুষবর্তী প্রকৃতি ও স্ত্রীরূপী প্রকৃতির সম্মিলনে শান্তিতে বা আসক্তিতে সুখ বা শান্তিলাভের অভাব পরিলক্ষিত—সেই সংসার সুখে সুখ শান্তিপূর্ণ পুত্র-কন্যার বড়ই অভাব। তাই সেখানে এত বিবাদ! এত অশান্তি! সুখ-শান্তিলাভের আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও ব্যর্থতা! সেইজন্য দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন সাধুগণ বলেন, পুরুষ প্রকৃতিকে সেবা করিয়া যেমন ভোক্তাভিমানে পাগল হইয়া পড়ে, প্রকৃতিও তেমনি পুরুষকে ভোগ্যরূপে পুরুষ-সংজ্ঞা স্বীকারপূর্ব্বক কার্য্যতঃ তাহার প্রভুত্ব পুরুষকে নিজ ভোগ্য বা সেবায় পরিণত করিয়া নিজেই পুরুষ হইয়া পড়ে। সেই জন্য কখনও প্রকৃতির উপর পুরুষ আরোহণ করিয়া নিজের বিকৃত পুরুষাভিমান হৃদয়ে পোষণ পূর্ব্বক অন্তর্বিবাদ পাইতেছে, আবার কখনও পুরুষের উপর প্রকৃতি আরোহণপূর্ব্বক নিজেকে পুরুষ মনে করতঃ ভোগের আনন্দলাভ চালাইতেছে এবং তজ্জন্য অশান্তি দুঃখ বা অশান্তি নামক সন্তান সন্ততিগণ স্বাভাবিকভাবে আসিয়া সেই বদ্ধজীবগণকে অনন্ত-অনন্তরূপে বরণ করিতেছে।

বদ্ধজীব আমরা সতত অসুখী বলিয়া সুখের জন্য ব্যস্ত হই; কিন্তু সুখদ কৃষ্ণকে সুখ না দিলে বা তাঁহার ইন্দ্রিয়প্রীতিবিধান করিতে না পারিলে নিত্যসুখলাভ সম্পূর্ণ অসম্ভব। সুতরাং সব লোক স্ত্রী-দেহের পতি অভিমান বা শৃগাল-কুকুর-ভক্ষ্য পুংদেহাভিমান ত্যাগ পুরুষদেহের স্ত্রী-অভিমান পরিত্যাগপূর্ব্বক একমাত্র পুরুষ কৃষ্ণকে পতিত্বে বরণ করা বা তাঁহার প্রীতিবিধান করাই জীবমাত্রের একান্ত আবশ্যক এবং ইহাই চেতনজীবগণের একমাত্র অর্থ বা প্রয়োজন।

প্রভুপাদের অভিভাষণ

(২)

মধ্বাচার্য্যের কথা আপনারা শুনিয়াছেন। তিনি দুইটি কথা বলিয়াছেন। শ্রোতপথ গ্রহণ এবং তর্কপথ পরিত্যাগ। শ্রবণীয় ব্যাপারে আমাদের 'বৈকুণ্ঠনামই' একমাত্র শ্রোতব্য। বৈকুণ্ঠ-কথাগুলি আমাদের 'দেখে নেওয়া' ব্যাপারের অন্তর্গত নহে। আমরা জগন্নাথ-গৌড়ীয়-মঠে এসেছি। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনগুণের দ্বারা চালিত হ'য়ে জগন্নাথ-সেবা হয় না এবং আংশিকভাবেও তাঁর সেবা হয় না, জগন্নাথ আংশিক সেব্য নহেন। কেবলা ভক্তির আশ্রিত ব্যক্তি বলেন, একমাত্র ভগবানের সেবা করা দরকার।

চিৎ ও অচিৎ এই দুই জগতের মধ্যে তুলনা করা দরকার। যাঁহারা তাহা না করেন, তাঁহারা আধ্যক্ষিক। আধ্যক্ষিকগণ অধোক্ষজের কথা জানেন না। না জানার জন্য অসুবিধা হইয়া যাইতেছে, তাহারা প্রত্যক্ষবাদী ও আনুমানিক হইয়া যাইতেছেন। চিন্ময় জগতের বৈশিষ্ট্য এই যে, সেখানে নাম ও নামীর মধ্যে কোন ভেদ নাই। এ জগতে কর্ম্মের ফল কর্ম্মী পাইয়া থাকেন বা ভোগ করেন কিন্তু পরজগতে ভক্তির ফল অন্য পায় না।

বৈকুণ্ঠনাম দ্বারা এরূপ অসম্ভব সম্ভব হইতে পারে, তাহা সহজে বিশ্বাসযোগ্য হয় না। জড়নাম দ্বারা কি সম্ভব হয়, তাহা ঐ পথে অনভিজ্ঞ ব্যক্তির বিশ্বাস করিতে পারে না। তাই আমেরিকার একটী কৃষকের গল্প বলিতেছি। কৃষক নিরক্ষর। একখানা চিঠিতে লিখে একজন একখানা কাপড় আনিবার জন্য কোন একটি লোকের নিকট যাইতে বলিলেন। তাহাতে কৃষক বলিল, এই চিঠিতে এমন কি আছে যে দেখেই একটা কাপড় সেই লোকটী আমাকে দিবে, ইহা বিশ্বাস হয় না। কৃষক কিন্তু সেখানে গিয়া যখন পত্রখানা দিল, তখন সেই ব্যক্তি পত্র পাঠ করিয়া কাপড়খানি কৃষককে অর্পণ করিল। কৃষক সেই পত্রশক্তি দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেল। একটা লেখার দ্বারা একটা জিনিষ আসিতে পারে, এ জ্ঞানটা কৃষকের ছিল না। তার পক্ষে সেটা একটা বিষম আশ্চর্য্য ব্যাপার। বৈকুণ্ঠনাম সম্বন্ধেও আমাদের অবস্থা ঠিক সেইরূপ। অতএব বৈকুণ্ঠনাম সর্ব্বদাই আলোচিত হওয়া দরকার।

আমরা জগন্নাথ গৌড়ীয় মঠে আসিয়াছি। মঠ কাহাকে বলে? মঠন্তি বসন্তি ছাত্রাঃ যস্মিন্ তৎ। চৈতন্যকথার বড়ই দুর্ভিক্ষ হইয়াছে। তাই শ্রীচৈতন্যদেবের মনোঽভীষ্ট যাহাতে আলোচিত হয়, তাঁহার কথা প্রচারিত হয়, তাঁহার সেবা করিবার জন্য যে কার্য্যের অনুষ্ঠান হইয়াছে তাহাতে পাঞ্চরাত্রিক বিচারমতে শ্রীমূর্ত্তির সেবন-কার্য্য যাহাতে সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হয়, হরিকথা যাহাতে প্রচুর পরিমাণে আলোচিত হয় তাহার সুযোগ যাঁহারা দিবেন, তাঁহারাই ভগবান্ ও ভক্ত। শ্রীমূর্ত্তিকে কোন প্রাকৃত পদার্থ বলিয়া মনে করিতে হইবে না; যদি ঐরূপ করি, তাহা হইলে আমাদের কোন মঙ্গল হইবে না। মন্ত্রের দ্বারা ভগবানের পূজা হয়। কোমলশ্রদ্ধ ব্যক্তিগণ অনেক অসুবিধায় পড়িয়া থাকে। যাহাতে কোমলশ্রদ্ধ ব্যক্তিগণ আচার-বন্ধন সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিতে পারেন, পাঞ্চরাত্রিক বিধানমতে অর্চ্চনমার্গে তাহাদের ব্যবস্থা আছে। পঞ্চরাত্র ও ভাগবত একই গান করেন।

"[illegible] পাদারবিন্দয়োঃ
[illegible]" ইত্যাদি

শ্রীমদ্ভাগবতের এই সকল কথা সকলেরই আলোচনা করা দরকার। যাহার কথায় যে সমস্ত উচ্চাবচ ভাব, তাহাতে মৎসরতা-দোষ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হয়। [illegible] লোকের অবধারণা। কেবলা ভক্তির অনুশীলন করিলে পরমমঙ্গল লাভ হইবে। আপনাদের অনেক সময় নষ্ট করিলাম, তজ্জন্য ত্রুটি মার্জ্জনীয়।

"সরস্বতীজয়শ্রী"

[বৈভব-খণ্ড]

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের কৃপা যে-ভাবে তাঁহার অনুগত ভক্তগণ উপলব্ধি করিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ভিক্ষা ৩ টাকা মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার কলিকাতা।

পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য-বর্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের

শ্রীজগন্নাথগৌড়ীয়মঠে শুভবিজয়োপলক্ষে ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি

পরমারাধ্য প্রভুপাদ, ময়মনসিংহ "শ্রীজগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠে" আপনার প্রথম শুভাগমন আমাদের হৃদয়ে আজ অতীতের কএকটী স্মৃতি জাগাইয়া দিয়েছে। শ্রীল জগন্নাথ প্রভুর আজন্ম-ভক্ত ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সম্বন্ধে এক সময় এই প্রদেশ অলঙ্কৃত হইয়াছিল। ইংরেজী ১৮৮৮ সালে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ময়মনসিংহ সহরে, নেত্রকোণায় ও টাঙ্গাইলে শুভবিজয় করিয়াছিলেন। ঠাকুর কর্ম্মগত ভিন্ন ভিন্নকাল নেত্রকোণায় অবস্থান ও এই প্রদেশের নানা স্থানে বিচরণ করেন। এই সময় ঠাকুরের কৃপায় পাপিগণ ও পাষণ্ডিগণ পর্য্যন্ত তাঁহার সন্দর্শনে যোগদানের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিল এবং শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীপাদপদ্মে আকৃষ্ট হইয়াছিল। তৎপরে বাঙ্গালা ১৩১৮ সালের ২৭শে অগ্রহায়ণ (ইংরেজী ১৯২১, ২৩শে নবেম্বর) বুধবার আপনি ময়মনসিংহে শুভাগমন করিয়া শ্রীমদ্ভাগবতের 'বিষ্ণুগীতি' পাঠ করিয়াছিলেন। সে-বৎসরও শ্রীজগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠের প্রতিষ্ঠা ও মঠের প্রথম উৎসব-সমারোহ পরেও ময়মনসিংহে আপনার শুভবিজয় হইয়াছিল।

পতিতপাবন প্রভুপাদ, সেই সময় আপনি সপার্ষদে ময়মনসিংহে পদার্পণ করিয়া বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথ প্রভু ও তাঁহার আত্মজবর ঠাকুর ভক্তিবিনোদের যে বাণীবাজ বিস্তার করিয়া গিয়াছিলেন, তৎফলে আপনার নিয়ামকত্বে আকর-মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠের শাখামঠরূপে শ্রীজগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সেই মঠের অধীশ্বররূপে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর শ্রীবিগ্রহ এই মঙ্গলমুহূর্ত্তে আপনার দ্বারা প্রকটিত হইলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর মনোভীষ্ট অনুসারে শ্রীরূপ-সনাতন প্রভু যে 'শ্রীমূর্ত্তি শ্রদ্ধায় সেবন' ('শ্রীমূর্ত্তেরঙ্ঘ্রিসেবনে') শ্রেষ্ঠ ভক্ত্যঙ্গরূপে অন্তরঙ্গ ভক্তদের অনুশীলন প্রচার করিয়াছেন, কৃপাপূর্ব্বক আপনিও সেই বাণী প্রচার ও আমাদের ন্যায় ভগবৎসেবা-বিমুখগণের সেবাকর্ষণ করিবার জন্য দেশে-বিদেশে হরিকীর্ত্তনমুখে শ্রীমূর্ত্তি-সেবা প্রকাশ করিতেছেন। এমন কি, আপনি সমুদ্রবেষ্টিত পাশ্চাত্যদেশের পল্লীগ্রামেও পতিতপাবন শ্রীজগন্নাথ এবং শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীমূর্ত্তিস্থাপনের অভিপ্রায়, পাশ্চাত্যদেশবাসীর সদাচার উদ্বোধন ও তাঁহাদের নিত্যমঙ্গল বিধানের ইচ্ছা করিয়াছেন। অন্যায় স্থূলবুদ্ধি অসদাচারী ব্যক্তিগণের প্রতি কৃপাবিস্তারকারী ভগবানই অর্চ্চাবতাররূপে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার পুনরাগমনের ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে 'নাম' ও 'অর্চ্চাবতার'-রূপে জগতে প্রকাশিত হইয়াছেন। গৌরপ্রকাশ-বিগ্রহ আপনি সেই বদান্যাবতার নিতাই গৌরসুন্দরের নাম ও অর্চ্চা জগতে প্রকাশ করিতেছেন।

লোকশিক্ষক আচার্য্যবর, শ্রীঅর্চ্চাবতার-প্রকাশ ও প্রচারের সহিত আপনার কণ্ঠে, বদনে ও হৃদয়ে—এই ত্রিবিধ আধারের কথা যেরূপভাবে কীর্ত্তন ও আপরাধিক অর্চ্চাবিগ্রহে প্রাকৃতবুদ্ধি নিরাসের জন্য 'অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীর্গুরুষু নরমতিঃ' প্রভৃতি যে ভাগবতী বাণী কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, এই উভয় শিক্ষাই আমাদের প্রাণধনের বিষয়। গোস্বামীদের বিগ্রহ-মন্দির বৈষ্ণবের সেবা পরিত্যাগ করিয়া বিষ্ণু-সেবার ছলনা দাম্ভিকতা; আত্মসমর্পণ ও হরিকীর্ত্তন পরিত্যাগ করিয়া অর্চ্চনের অনুষ্ঠান বাহ্য, ধারণা, ইহা গৌড়ীয় বিদ্বৎসমাজের অভিমান, না হয় প্রাকৃত বিচারের সেতু—ইহা আপনি আমাদিগকে জানাইয়াছেন। বস্তুতঃ শুদ্ধবৈষ্ণবানুগত্যে হরিকীর্ত্তনমুখেই সকল ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠেয়।

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল জগন্নাথ প্রভুর অভিন্নহৃদ্ ভক্তিবিনোদ-বাণীর পদার্পণ ও কীর্ত্তন-প্রভাবে এই স্থান মহাতীর্থে পরিণত হইয়াছে। অন্যাভিলাষিতাশূন্য ভোগত্যাগকামী, অহঙ্কারী কর্ম্ম-সম্প্রদায়ের ও আমাদের ভগবৎসেবা-বিমুখিনী দুর্ব্বুদ্ধি অপনোদনের জন্য আপনি শ্রীধামবর্ত্মে শ্রীজগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠে শ্রীবিগ্রহ-সেবা প্রকাশ করিয়া অন্যাভিলাষ বর্জ্জনপূর্ব্বক হরিগুরুবৈষ্ণব-সেবার শ্রেষ্ঠত্ব জ্ঞাপন করিলেন। বস্তুতঃ হরিগুরুবৈষ্ণব-সেবা-দ্বারাই অশোক, অভয় ও অমৃত লাভ হওয়া যায়। বদ্ধজীবের নিবৃত্তি ও নূতন বদ্ধাবস্থা প্রবৃত্তির সন্ধিক্ষণে আপনার এই কৃপার দান পারমার্থিক ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায় আবিষ্কার করিল।

হে আচার্য্যবর, আমরা যেন নিষ্কপট হরিগুরুবৈষ্ণব-সেবায় এক-তাৎপর্য্যপর হইয়া আপনার মনোভীষ্ট-পূরণের চিত্তবৃত্তি লাভ করিতে পারি। শ্রীজগন্নাথ মঠ সম্বন্ধে ও বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম শ্রীজগন্নাথ প্রভুর ভক্তিবিনোদবাণী কেবল প্রাদেশিকতার গণ্ডীতে আবদ্ধ না রাখিয়া আমরা যেন শ্রীজগন্নাথ-গৌড়ীয় মঠের সেবকসূত্রে জগতের সর্ব্বত্র আপনার কথা আপনার পূর্ণ অধিকারকত্বে সমগ্র জগতে কীর্ত্তন করিবার যোগ্য হইতে পারি। আপনি আমাদিগকে সেই শুভাশীর্ব্বাদ প্রদান করুন।

আপনার চিরকৃপাভিলাষী অতি অযোগ্য
শ্রীজগন্নাথগৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ
১২।৪।৩৫

গৌড়ীয়মঠাচার্য্য পাদপদ্মে হার্দ্দপ্রীতিবিজ্ঞপ্তিঃ

শ্রীমচ্চৈতন্যচন্দ্রাবির্ভাবকুণ্ডঃ সারস্বত তীর্থাৎ গৌড়পুরাপরনামঃ শ্রীমন্নবদ্বীপ-ধামোদ্ভূতাৎ ঢাকা-নগর্য্যাং শুভাগমনাৎ সহযোগে এব পরমহংসাবরোহণাৎ হৃদয়বিহিত সংসারাব্ধিকাবরিত সান্দ্র-ভক্তিবর্ত্তিত কাঙ্ক্ষিতং হৃদয়কোষঃ-প্রবোধ-দীপ্তম্।

শ্রীমদ্গৌরসুন্দরাৎ তত্ত্বভাষায় শ্রীধাম-মায়াপুরাভিধানস্থিতৈঃ সংস্থাপিতঃ পরবিদ্যাপীঠঃ শাস্ত্রানুশীলনপর গুরুকুলাদর্শস্থ কাল-প্রভাববিলীনস্থান-পুরাতন নবদ্বীপ-বিশ্ববিদ্যালয়পীঠ-গৌরবং পুনস্থাপয়িতুং সমুদ্যোগিতঃ।

সংস্থাপিতানি ভবচ্চরণৈর্দ্দিব্যবিদ্বদ্বরৈ ভাগবতবিদ্যালয়ঃ, পরবিদ্যাপীঠশাখা-প্রচার-স্থানানি চ প্রায়ঃ সর্ব্বত্রৈব ভারতবর্ষে, পৃথিব্যাং বিদ্বৎসমাজেষু, চিৎসাৎ কর্ণধারবন্নেহপি মুখ্যেষু বিশ্ববিদ্যাপীঠেষু চ।

বিদ্যাবধূজীবনং শ্রীভক্তিবিনোদমহাজনং বিজয়তে সুতরাং তদধ্যাপিতবিদ্যাং সংসেব্যমানম্। যথার্থত এব মূর্ত্তিমত্যা ভক্তিসিদ্ধান্তবৎস্তোত্রসংপ্রতিপক্ষেষু পরবিদ্যোৎসাহ-বর্দ্ধন ভবৎপাদেষু। অনেকধাপি ভবাদৃশানাং শুভাগমনেনাত্র সফলতাং গতাং নঃ সরস্বতী বিদ্যোঃ। ইতি।

সারস্বতশ্রবণসঙ্ঘ-সভ্যবৃন্দানাম্
(ময়মনসিংহ)

প্রভুপাদপদ্মে অভিনন্দন

শরতের জোছনা সম, দিগ্দিগন্ত নিরুপম
স্ববিমল যশঃ-গাথা যাঁর,
দশদিক পূর্ণ করি', অযো মোহ দূর করি',
সর্ব্বত্র হ'তেছে বিস্তার।
মঙ্গল বারতা যাঁর, অতিক্রমি' পারাবার,
বিশ্বময় হ'তেছে প্রচার,
প্রতীচ্যের অধিবাসী, বিদ্বজ্জন অভিলাষী
হেরিবারে পদাম্বুজ যাঁর।
শতবর্ষ কাল ধ'রে, যোরা ব্রহ্মপুত্র-তীরে,
পূর্ব্বোদিত হয়েছে আশ,
বৈষ্ণব উর সেই যুগে, নবাখরা এই স্থানে
চিত্তের কত্তর কার নাশ।
বহু সুকৃতির ফলে, বহু সৌভাগ্যের বলে,
পেয়ে আজি দরশন তাঁর,
যোরা পুলকিত চিতে, ভক্তি-অর্ঘ্য ল'য়ে হাতে
ন'ম সবে চরণে তাঁহার।
গোলোকের যেই ধন, ক'র' আত্মসংগোপন,
নরবপু করিলা ধারণ,
প্রাকৃত-মানব-বেশে, শাস্ত্রবাক্য উপদেশে,
তারিছেন আপামর জন।
চৈতন্যের দশবাণী, যাহা অমৃতের খনি,
গুপ্তপ্রায় এত কাল ছিল,
লুপ্ত তীর্থ ছিল যত, শাস্ত্রবাক্য অবিরত,
সেই সব যেবা উদ্ধারিল।
লুপ্ত গ্রন্থ প্রকাশিয়া, বহু মঠ সংস্থাপিয়া,
নিয়োজিয়া প্রচারকগণ,
মায়াগ্রস্ত বদ্ধজীবে, মাতাইয়া হরিকোলাহলে,
আবিষ্কার কৈল উৎসাদন।
প্রদর্শনী, পরিক্রমা, যাহার তুলনা সীমা,
কেহ কভু দেখে নাই কোথা',
অবিরত পদ্মা করে, অপসারি' চিত্তভ্রমে,
ঘুচাইছে যেবা ক্লেশ ব্যথা।
সেই দেবে পূজিবারে, যথাযোগ্য উপচারে,
যদিও না আছে কিছু শক্তি,
রাতুল চরণে তাঁর প্রণমিয়া বার বার,
সকল আনন্দে করি ভক্তি।
(মোরা ময়মনসিংহবাসী, তাঁর পদতলে বসি'
এই ভিক্ষা চাহি যোড়করে,
জন্মে জন্মে তাঁর পদে, সম্পদে কি বিপদে,
চিত্ত যেন রহে অবিকারে।

প্রথম আল্বর্

'কাসার মুনি'

'শ্রীকাঞ্চীপুরম্' স্থানে দাক্ষিণাত্য দেশে,
যেন সরোবরে তথা পাদ্মৃ গুৎ;
দিব্য এক শ্রীবৎসর পোষে চামবেশে,
তাঁর অভ্যন্তরে এক সাধুমূর্ত্তি হয়।
কাসার মুনির মূর্ত্তি হতে সমুদ্ভব,
প্রথমই আল্বর্ তাঁর অন্য নাম;
মঙ্গির মাঝারে তাঁরে করে সেবার্জ্জন,
সাধুর সেবনে যায় দূরে অন্ধকার।
প্রথমই আল্বর্ দ্বাপর যুগেতে,
শ্রবণা-নক্ষত্রে তিথি' কার্ত্তিক মাসেতে;
দেব-সরোবর-মধ্যে স্বর্ণপদ্ম হ'তে,
প্রকটিত হ'য়েছিল শ্রীকাঞ্চীপুরেতে।
শ্রীবিষ্ণুর করে শোভে 'পাঞ্চজন্য' নাম।
দিব্য এক মহাশঙ্খ উচ্চনাদকারী;
তাঁর অংশে অবতীর্ণ এ ভগবান,
চক্রান্তর শঙ্কর সাধুত্রাণকারী।
দু' পাশে কবি-ক'র পার্শ্বের সাথেতে,
বেদাদির পারঙ্গত উদ্ধার কার;
কৈশোরিক কৌরবের করে মধ্যে,
গিয়াছিল পথ তব সবার বিবরি।
সেই মত প্রথমই আল্বর্-বাণী,
ক'হিতা পদসত্ত্ব গ্রথিত শির।
দিব্যে কবিঃ সঙ্গ সাধিত-পরাণ,
কহিছেন সব পথ সেই মত দ্বার।
দেব সরোবর মধ্যে সকিলন বিন,
মহামন্ত্র পাঁকতন হ'ও-সমানেতে,
সে কারণে সেই দেব জন্মাবেশ খনি,
সরোবরে ঘঁর নাম পাঞ্চ জলেতে।
মহামন্ত্র স্বামী যেন চাপ-কোলাহলে,
না জানি কেবলের পাঞ্চজন্য-ধ্বনি;
শুভ্র ও চৈতন্যবাণী শ্রীবাদের মধ্যে,
আশ্রয় করহ এক স্বরূপ চিন্তনি।

—শ্রী নরদেব চট্টোপাধ্যায়

শুদ্ধভক্তি মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ

(আকর-মঠরাজ)

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমদাচার্য্যপাদ প্রায় ৫০০ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-স্থান শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীচৈতন্যদেবের সেবা বর্ত্তমান। এস্থান শ্রীমন্মহাপ্রভুর পীঠ, শ্রীচৈতন্যমঠ বা মায়াপুরচন্দ্রোদয় মঠ। এই মঠে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা এবং শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর ও মায়াপুর মঠের আচার্য্য চতুষ্টয় শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের উপাস্য বিগ্রহের সেবা প্রকাশিত হইয়াছেন। এই মঠ হইতে পারমার্থিক দৈনিক ‘নদীয়া-প্রকাশ’, মাসিক সজ্জনতোষণী ও ভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থ প্রচারকল্পে ‘নদীয়া-প্রকাশ’ যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রীধাম-পরিক্রমায় শ্রীগৌর-জন্মোৎসব উৎসবে কীর্ত্তন-মহোৎসব সমাপ্তি পর্য্যন্ত অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫

শ্রীমদ্ভাগবত-প্রতিষ্ঠিত শ্রীবিগ্রহ ও পাঞ্চ-রাত্র-প্রচারোদ্দেশ্যে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীকৃষ্ণবিনোদ-বাগানে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত অবস্থা। এই ভক্তমন্দিরে শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ-শ্রীগান্ধর্ব্বা-গোবিন্দ সেবিত হন। ‘গৌড়ীয়’ সাপ্তাহিক পত্র নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। মঠে পাঠ, কীর্ত্তন, সঙ্কীর্ত্তন চতুষ্পাঠী-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি গ্রন্থ ও সদ্গ্রন্থের সম্বন্ধে আলোচনা হয়। এই মঠ হইতে মহোৎসব ও নগর কীর্ত্তন-পার্ষদ, সম্পাদক-সঙ্কীর্ত্তন, পূজা, পাঠ ও সঙ্কীর্ত্তন-মহোৎসবাদি হইয়াছে। রক্ষক মহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থান বা শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের আবির্ভাব-ভূমি যোগপীঠ। এখানে শ্রীজগন্নাথ মিশ্র ও শচীমাতা এবং শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়ার নিত্য সেবা এবং শ্রীকৃষ্ণ-ক্ষেত্রে সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী সেবাকোবিদ।

৪। শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌর লীলার প্রধানী স্থানে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও গদাধরের সেবা বর্ত্তমান, রক্ষক—শ্রীনরহরি ধামাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—গোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

(৭) কাজীর সমাধি-পাট

ঐ প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদ-কাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীমদানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক।

(৮) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া) এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও রাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান দাস ব্রহ্মচারী।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান) গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্র নাথ ধামাধিকারী।

(১০) মোদদ্রুম-ছত্র শ্রীগৌড়ের বৈদিক

মামগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)। শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান। শ্রীগৌরনিত্যানন্দের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীকুঞ্জবিহারী ব্রজবাসী, ভক্তিভূষণ।

(১১) শ্রীভক্তিকুটীর কুঞ্জকানন

শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী. পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া) রক্ষক শ্রীরামানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১২) কুঞ্জকুটীর—পোঃ কৃষ্ণনগর,

নদীয়া। রক্ষক—শ্রীরঘুনন্দন অধিকারী

(১৩) ভাগবত আসন—পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

এই স্থান হইতে ভাগবতসিদ্ধান্ত প্রচারিত হয়। রক্ষক—শ্রীমদানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৪) একায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ চামরাল, (নদীয়া) রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী ভক্তিশাস্ত্রী

(১৫) নরহরি পণ্ডিতের পাট

কাঞ্চনপল্লী পোঃ চাকদা (নদীয়া) রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী।

(১৬) মাধ্বগৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, পোঃ ঢাকা পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ।

(১৭) গোপালজীউ মঠ—কমলাপুর,(ঢাকা)

গোপাল জীউ শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান। রক্ষক—শ্রীরাধাচরণ দাস ব্রজবাসী.

(১৮) গদাই গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটী (ঢাকা)। এখানে শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(১৯) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

মহুয়াবাজার, পোঃ ময়মনসিংহ রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীমদ্ভক্তি সারঙ্গ এম-এ, বি-এল।

(২০) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাহু, (ত্রিপুরা) এখানে শ্রী শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক - শ্রীপাদকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(২১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)। এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বর ধামাধিকারী.

(২২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

কুমারখোলা, পোঃ চিংড়ীপোতা, (মানভূম) এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণনাথ অধিকারী।

(২৩) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর। এখানে গুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তরত্ন।

(২৪) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক— শ্রীরাধামোহন ধামাধিকারী।

(২৫) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগড়ি, পোঃ বক্সীবাজার, (কটক) এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদবল্লভ-জীউর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর

(২৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ স্বর্গদ্বার পুরী. শ্রী শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বা-গিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন।

(২৭) পুরুষোত্তম মঠ

আঠারনালা, পোঃ পুরী উড়িষ্যা। এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীউর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগদাধর অধিকারী

(২৮) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী) শ্রীগৌড়েশ্বর ও শ্রীরাধাগোপী-নাথের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবিপিন-বিহারী ধামাধিকারী।

(২৯) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ;

পোঃ কভূর, গোদাবরী শ্রী শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—শ্রীরামচন্দ্র ধামাধিকারী ভক্তিকোবিদ।

(৩০) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

৪২নং কালীপুরা, বেনারস সিটি শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(৩১) শ্রীরূপ গৌড়ীয়মঠ. এলাহাবাদ

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা-গিরিধারীর সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন শ্রৌতী

(৩২) পরমহংস মঠ.

পোঃ নিমসার, সীতাপুর এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও গৌর-বিনোদ-বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীসত্যনারায়ণ ধামাধিকারী।

(৩৩) কৃষ্ণচৈতন্য মঠ

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা এখানে শ্রী শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিত্য-সেবা হয়। রক্ষক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠ

বিশ্রামঘাট মথুরা রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ

(৩৫) ব্রজানন্দ সুখদকুঞ্জ—শ্রীরাধাকুণ্ড

রক্ষক—শ্রীরাধারমণচরণ দাস ব্রহ্মচারী

(৩৬) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৩৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ

সেখপাড়া, পোঃ হোডেল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব) রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৩৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী। শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসম্বন্ধ তুর্য্যাশ্রমী

(৩৯) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল। এখানে গৌরবিনোদরায়ের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবনমালী অধিকারী।

(৪০) সারস্বত-গৌড়ীয় মঠ

রবিবার সাধারণপুর, ইউ, পি রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক গিরি

(৪১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ মাউন্টরোড মাদ্রাজ। শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক - শ্রীপাদ নারায়ণ ভক্তিসিদ্ধান্ত।

(৪২) বোম্বে-গৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়

প্রোক্টার রোড, গোডফ্রি গার্ডেন, বাংলো নং ১, বোম্বে ৭ রক্ষক—শ্রীনৃসিংহনাথ দেবশর্ম্মা মজুমদার।

(৪৩) অমরসি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমরসি, মেদিনীপুর রক্ষক— শ্রীমহেশ্বর দাস অধিকারী

(৪৪) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ সরভোগ, কামরূপ। রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী

(৪৫) পাটনা গৌড়ীয় মঠ

১০০ মিঠাপুর, পাটনা। রক্ষক—শ্রীনবানন্দ ব্রহ্মচারী বাগভূষণ

(৪৬) ঢাকুরিয়া গৌড়ীয়মঠ বাংলা

রক্ষক - শ্রীমনোহরদাস ব্রহ্মচারী

(৪৭) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয়

৩ গ্লাউর রোড, কেনসিংটন গার্ডেন্স, লণ্ডন ডব্লিউ ৭, লণ্ডন রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ।

(৪৮) বার্লিন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

Berlin W. 30

Eisenacher strasse 29 I;

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—প্রথম ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৶০
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। ভাষ্য-বঙ্গসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸৹
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—১৲; ২য় খণ্ড ৸৹
৭। শ্রীচৈতন্যদেব—১৲
৮। সৎক্রিয়াসার—দীপিকা ও সংস্কার-দীপিকা ১।০
৯। দৈববর্ণ ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ২৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিচার-গুণ ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ।০
১৮। বামন-আল্‌বর ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৸৵০
২১। গৌড়ীয়-সাধনা ৸৵০
২২। ভজন-রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য ও (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
২৬। গীতার কেবল মূল-ভাষা ।০
২৭। বৃহদ্‌ভক্তিক ভাগবতের সারার্থ ২৲
২৮। বেদান্তস্যমন্তক সারার্থ ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸
৩০। দীপ-নির্ব্বাণ ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৶০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা ৵১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপধামতত্ত্ব ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা তপন ।০
৪০। শরণাগতি ৵০
৪১। গীতাবলী ৵০
৪২। চিত্রে নবদ্বীপ ।।০
৪৩। সাধনপথ ৵০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৵০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৵০
৪৬। সর্ব্বদর্শক ৵০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৵০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৵১০
৪৯। অর্চনকণ ৵১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয়
৫৫। রসকুসুমাবলী বা সাধারণসম্পূটী ।০
৫৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৵০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীগৌরনেত্র ৶০
৫৯। শিক্ষাষ্টক ৶০
৬০। সংখ্যাবাণী ৵০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত সারঃ ।০
৬১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিধিতঃ ।০
৬২। সটীক শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৬৩। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৪। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৷৶০
৬৫। গৌড়ীয়মঠ পরিচয়ঃ ৵০
৬৬। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৭। রায় রামানন্দ ।
৬৮। এ কিউ ওয়ার্ডস্ অন্ বেদান্ত ।০
৬৯। নাম-ভজন ।০
৭০। বেদান্ত—ইট্‌স্ মরফলজি অ্যাণ্ড অণ্টলজি ।০
৭১। বিলেটিন ওয়ার্ডস ৸৵০
৭২। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।০
৭৩। বৈষ্ণবীজম ।০
৭৪। কোয়াট গৌড়ীয় মঠ ইজ ডুইং ৵০
৭৫। দি ভাগবত ।০
৭৬। হিরোইক প্রিচিং অ্যাণ্ড আপেক্সড মিশন ।০
৭৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২।০
৭৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম ভাগ) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৭৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮০। সাধন-পথ ।০
৮১। কল্যাণ-কল্পতরু ৵১০
৮২। গীতাবলী ৵০
৮৩। শরণাগতি ৵০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৪। শরণাগতি ৵০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মৃতপ্রায় পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। পিলার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অব্যর্থ সাধক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৸৵০ আনা, বড় বোতল ১৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত গন্ধিদ্রব্যনির্ম্মাতা ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউন্‌টেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং
গন্ধশালা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার
কলিকাতা

আমাশয় ও পেটের পীড়ায়

শ্রীশ্যামানন্দ দাস কবিরাজের আবিষ্কৃত

—গ্রহণী বজ্র—

ব্যবহার করুন

আমাশয়, রক্তামাশয় অতিসার, গ্রহণী, অজীর্ণ, পেটফাঁপা, অম্লরোগ, কুড়িকা ও শিশুর উদরাময় প্রভৃতি সকল প্রকার নূতন ও পুরাতন পেটের পীড়ায় গ্রহণী বজ্র প্রত্যক্ষ ফল লাভ করিবেন।

যাঁহারা পেটের পীড়ায় নানারূপ চিকিৎসায় অ্যালোপ্যাথি ও হোমিওপ্যাথি ব্যবহার করিয়া ফল লাভ করিতে পারেন নাই তাঁহারা গ্রহণী বজ্র ব্যবহার করুন, তবে ফলে মুগ্ধ হইবেন। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। মূল্য প্রতি শিশি ।০ আনা, ৩ শিশি ১।০ সিকা ডাক মাশুল ।৵০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীকৃষ্ণ ঔষধালয়, ময়মনসিংহ।
ঢাকার এজেন্ট মেসার্স মহেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং
পাটুয়াটুলি, ঢাকা

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীযতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সেবাসুব্রাচম্পতি-কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও
ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ শাস্ত্রী এম, এম, এস, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে : বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ আস্তিক ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আশাতীত সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

[ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কৃষ্ণনগর গভর্ণমেন্ট কলেজের ভূতপূর্ব প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক [illegible] পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল, [illegible] ভক্তিশাস্ত্রী [illegible] এম-এ, মহোদয়ের গ্রেষণাপূর্ণ এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ লেখনীর অনুপম [illegible] একাধারে [illegible] এবং [illegible] জীবনচরিত-সাহিত্য [illegible] এই বিরাট, অভিনব ও আদর্শ গ্রন্থ [illegible] চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য নবদ্বীপ প্রসঙ্গ [illegible] তুলনা-মূলে শ্রীধামপ্রকাশ প্রচারিত, সিদ্ধান্ত সমাজ আলোচনা প্রবন্ধ [illegible] অধ্যায়ে, প্রায় সমস্ত পৃষ্ঠায় টীকা ও টিপ্পনীর শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের লিখিত মুখবন্ধ (Forward) প্রকাশক ও গ্রন্থকার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে [illegible] শব্দ-সূচী (Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—[illegible], বাগবাজার, কলিকাতা ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা ; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে কথাসার ও শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। প্রতি খণ্ড [illegible] টাকা ভিক্ষায় কলিকাতা বাগবাজার গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক বৈদিক [illegible] হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৷০

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত [illegible] মহা-[illegible] সম্পাদিত উড়িয়া পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ বিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এল, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া [illegible] হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত অমৃতময় গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল বোল্ড অক্ষরে এবং তাহাতে বর্ত্তমান যুগে শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। অতি সুন্দর ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০২৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোক সূচী, পদ্যসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়-সূচী, অক্ষরসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী-পত্র। সমগ্র শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ সংস্করণ ও অমূল্য বিরাট গ্রন্থের কোথাও আর সম্যক্ প্রকাশিত হয় নাই, যাহা নিরপেক্ষ পাঠক মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৪৬,	১০—৩১,	১৩—২২	১৭—৩৮,	২৯—৩৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—০৫
স্বরূপগঞ্জ	পোঃ	৭—৪০,	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—১২

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

ধাবড়ার অন্তর্গত

স্বরূপগঞ্জ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১২-১০	১২-৩৬	১৫-৪	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৭	৯-৩৩	১২-১১	১২-৪২	১৫-৪৭	১৮-৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পোঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-৪১	১৩-১২	১৬-১২	১৮-৬১

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

		প্রথম ৩ দিনে		পরবর্ত্তি-সময়ে	
		সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা	সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা
প্রত্যহ	প্রতি লাইন	৷০	৶০	৶	৷০
,,	,, ইঞ্চি	২৲	১৷০	১৷০	১৲
,,	,, সিকিকলম	৫৲	৪৲	৩৲	২৲
,,	,, অৰ্দ্ধকলম	৮৲	৭৲	৬৲	৪৲
,,	১ কলম	১২৲	১০৲	১০৲	

মাসিক হার

[যদি অন্ততঃ ১ বৎসরের জন্য চুক্তি করা হয়]

সংবাদ পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ৬৲, সিকি কলম ১৫৲, অৰ্দ্ধ কলম ২৫৲, এক কলম ৫০৲

বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ৪৷০, সিকি কলম ১২৲ অৰ্দ্ধ কলম ১৮৲, এক কলম ৩০৲ টাকা।

সাহায্যের হার

সডাক বার্ষিক ৯৲ নয় টাকা, ষাণ্মাসিক ৫৲ পাঁচ টাকা, ত্রৈমাসিক ৩৷০ [illegible] তিন টাকা, মাসিক ১৲ এক টাকা মাত্র। নমুনা বর্ত্তমান সংখ্যা ১৫

ম্যানেজার, দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ,

পোঃ শ্রীমায়াপুর, জেলা নদীয়া। টেলিগ্রাম—'শ্রীমঠ', নদীয়া

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

REG. C 1544

দৈ নি ক

নদীয়াপ্রকাশ

THE

NADIA-PRAKASH

বিজ্ঞাপনাদির প্রকাশিত ... মূল্য ... ৷

"গৌড়ীয়" ৭ম বর্ষ হইতে ১১শ বর্ষ পর্য্যন্ত প্রতি বর্ষ বাঁধাই ভিঃপিঃ ৩৷০ মাত্র। শ্রীগৌড়ীয় মঠ বাগবাজার, কলিকাতা

১০ম খণ্ড শ্রীমায়াপুর—১১ই বৈশাখ, বুধবার ১৩৪২, ২৪শে এপ্রিল ১৯৩৫ [৪৫শ সংখ্যা

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

—:০:—

তিনখানি গ্রাম অগ্নিতে ধ্বংস

বাঁশবেড়িয়ার নিকটস্থ তিন খানি গ্রামে ভীষণ অগ্নিকাণ্ডের ফলে একজন বৃদ্ধ গ্রামবাসী পুড়িয়া মারা গিয়াছে এবং দুইটী শিশুর কোন খোঁজ পাওয়া যাইতেছে না। তিনশতখানির অধিক গৃহ ভূমিসাৎ হইয়াছে অসংখ্য গরু, বাছুর, কুকুর ও পাখী ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে। প্রায় বিশ হাজার টাকা মূল্যের কাঠ ভস্মীভূত হইয়াছে। আগুন কিরূপে লাগিয়াছিল তাহা জানা যায় নাই।

লালগোলা স্টেশনে দুর্ঘটনা

গত ১৮ই এপ্রিল সন্ধ্যাকালে লালগোলা স্টেশনে ট্রেন সংঘর্ষের ফলে একখানি প্রথম শ্রেণীর যাত্রী গাড়ী ক্ষতি হইয়াছে। কেহ আহত হয় নাই। প্রকাশ যে একখানি ডাউন ট্রেন ভগবানগোলা হইতে আসিবার সময় ঠিক লাইন দিয়া না যাইয়া অপর লাইনে প্রবেশ করে। সেই লাইনের উপর প্রথম শ্রেণীর একখানা গাড়ী দাঁড়াইয়াছিল তাহার সহিত সংঘর্ষ হয়।

যুদ্ধ ও বেকারের সংস্থান

বেকার বীমা এবং বার্দ্ধক্য ভাতা প্রভৃতি বাবতে যাবতীয় যত ব্যয় হয় তন্মধ্যে সরকারী ... বিলাতী যুদ্ধ ঋণের ... স্থগিত হইয়া গিয়াছে। এই ... প্রতি বৎসরের জন্য ২ কোটি পাউণ্ড এবং পরবর্ত্তী প্রত্যেক বৎসরের জন্য ৪ কোটি পাউণ্ড ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে।

বিলাতী বর্ত্তমানে সেনেটে বিবেচনার জন্য প্রেরিত হইয়াছে।

শরীর চর্চ্চা

শ্রীবসন্তকুমার আগার্জী

কয়েক বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বাঙ্গলার সর্ব্বত্র ও কলিকাতায় যে 'আগার্জী সার্কাস' সুপরিচিত ছিল, সেই সার্কাসের স্বত্বাধিকারী স্বর্গীয় রাধাকৃষ্ণ আগার্জী মহাশয়ের ইনি সুযোগ্য পুত্র। বাল্যকাল হইতেই ইনি পিতার উৎসাহে ব্যায়াম চর্চ্চা করিতে আরম্ভ করেন। এরূপ নিয়মিত ব্যায়াম চর্চ্চার ফলেই ইনি বর্ত্তমানে সুগঠিত ও সুদৃঢ় দেহ লাভ করিয়াছেন। ইহার বর্ত্তমান বয়স মাত্র ১৯ বৎসর। এই বয়সেই ইনি কাটার উপর শুইয়া বুকের উপর পাঁচমণের ভার গ্রহণ, হস্ত ও কণ্ঠনালী সাহায্যে লৌহদণ্ড বক্রকরণ প্রভৃতি কৌশলে পারদর্শী, ইহা ছাড়া, সাইকেল জাম্প (১৫ ফিট পর্য্যন্ত) 'এ্যাক্রোব্যাটিক' ক্রীড়াকৌশল, প্যারালেল্‌বারের খেলাও অতি সুন্দরভাবে দেখাইতে পারেন। উপরিউক্ত কৌশলসমূহ দেখাইয়া ইনি বহু পুরস্কার ও পদক লাভ করিয়াছেন। বর্ত্তমানে ইনি খিদিরপুর মেটেবুরুজে ব্যায়াম শিক্ষকতা করিয়া থাকেন।

শ্রীমধুসূদন আচার্য্য

ইনি কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। বর্ত্তমান বয়স ১৯ বৎসর। বাল্যকালে খুব কৃশ ছিলেন এবং নানা সময় বিকল থাকা সত্ত্বেও নিজের উদ্যোগে মাত্র এক বৎসর কাল নিয়মিতভাবে ব্যায়াম করিয়া সুন্দর স্বাস্থ্যলাভ করিয়াছেন ইনি অনেক স্থানে খেলা দেখাইয়া শারীরিক শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। মাংসপেশী সঞ্চালন ও সংকোচনে ইনি বিশেষ পারদর্শী।

খানাতল্লাস

গত ৩রা এপ্রিল খানাকুল থানার অন্তর্গত লাঙ্গুলপাড়া গ্রাম নিবাসী বিশিষ্ট কংগ্রেস কর্ম্মী শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ মিত্র মহাশয়ের বাড়ী খানাতল্লাসী হইয়া গিয়াছে। পুলিশ রাত্রি হইতে বাড়ী ঘেরাও করিয়া থাকে। ভোর বেলা হইতে তল্লাসী আরম্ভ হইয়া বেলা ১১টা পর্য্যন্ত তল্লাসা চলিতে থাকে। সন্দেহজনক কিছুই না পাইয়া পুলিশ বিফল মনোরথ হইয়া ফিরিয়া গিয়াছে।

বৈতালিক দল গ্রেপ্তার

প্রতি বৎসরই নববর্ষের দিন চরিরপুর (বরিশাল) গ্রামে একটি বৈতালিক দল প্রত্যুষ হইতে সমস্ত গ্রাম পরিক্রমণ করে। যথানিয়মে এবৎসরও বৈতালিক দল বাহির হইয়াছিল। গ্রাম পরিক্রমণ কালে একটি অপরিচিত লোক হঠাৎ আসিয়া ঐ দলস্থিত শ্রীভূপেশচন্দ্র সরকারকে গ্রেপ্তার করে এবং বৈতালিকের শেষ পর্য্যন্ত বহু অনুরোধ সত্ত্বেও অপেক্ষা করিতে রাজী না হইয়া তখনই তাহাকে নদীতীরে পুলিশের নৌকায় লইয়া যায়। গ্রেপ্তারের কারণ জানা যায় নাই। প্রকাশ, তাহার বাড়ী খানাতল্লাস করিয়া আপত্তিজনক কিছুই পাওয়া যায় নাই। সম্ভবতঃ সং কোঃ আইনে এই গ্রেপ্তার। পুলিশ নাকি কিছুদিন হইতে ভূপেশচন্দ্রের খোঁজ করিতেছিল। ভূপেশ বরিশাল বি-এম কলেজের দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র ছিল।

সং কোঃ আইনে গ্রেপ্তার

রাজসাহীর খেতুর গৈরি থানাধীন ... নামক এক যুবক সংশোধিত ফৌজদারী আইনে গ্রেপ্তার হইয়াছে। সে এইবার আই-এ পরীক্ষা দিয়াছে। গ্রেপ্তারের পূর্ব্বে তাহার গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত করা হইয়াছিল।

নলিন সরকার ওরফে ... এবার বি এস-সি পরীক্ষার কয়েকদিন উপস্থিত হইয়াছে। তাহাকে সংশোধিত ফৌজদারী আইনে গ্রেপ্তার করিয়া মালদহে আটক রাখা হইয়াছে।

মোটর দুর্ঘটনা

গত ১৪ই এপ্রিল আনুমানিক বেলা ... ঘটিকার সময় ডোমকল অঞ্চল হইতে ডাকবাহী "রয়াল মেল" নামক মোটরবাস বহরমপুর আসিবার সময় বালীরঘাট-বহরমপুর পথে চাঁপাপুকুরের নিকট গোকুলপুর নিবাসী হসন সেখের দশম বৎসর বয়স্ক পুত্র ইসুব সেখকে চাপা দেয়, ফলে ছেলেটির পা ভাঙ্গিয়া যায়। তাহাকে চিকিৎসার্থ বহরমপুর সদর হাসপাতালে প্রেরণ করা হইয়াছে। বর্ত্তমানে একটু সুস্থ আছে।

১০৭ ধারায় গ্রেপ্তার

গত ১৪ই এপ্রিল তারিখে মহেশপুরের নিকটে গোলমালের সম্ভাবনা দেখা দিয়াছিল। সময় থাকিতে পুলিশ আসিয়া পড়ায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয় নাই। পুলিশ এই ঘটনা সম্পর্কে একজন ... এবং ১৮ জন মুসলমানকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। প্রকাশ যে, ইহাদিগকে ফৌজদারী কার্য্য বিধির ১০৭ ধারা অনুসারে অভিযুক্ত করা হইবে।

অষ্ট্রেলিয়া হইতে ইংলণ্ড

মাত্র গতকাল ১২শে এপ্রিল প্রথম অষ্ট্রেলিয়া হইতে ইংলণ্ডগামী বিমানপোত যাত্রা করেন। উক্ত দিবস প্রাতে ৬ ঘঃ মিনিটের সময় এই বিমানপোত ডারুইন ত্যাগ করিয়াছে।

ভূকম্প-বিধ্বস্ত মন্দির-সমূহের পুনর্নির্মাণের ব্যবস্থা শেঃ যুগলকিশোরের লক্ষাধিক টাকা দান

২০শে এপ্রিল অপরাহ্ণ সাড়ে পাঁচ ঘটিকার সময় কাণপুর ফুলবাগ পার্কে নিখিল ভারত হিন্দু মহাসভার পূর্ণ অধিবেশন আরম্ভ হয়। বরোদা হইতে সমাগত বালক গণ কর্তৃক প্রার্থনা এবং তিনজন এক শ্রেণীর স্ত্রী কর্তৃক বেদ পাঠের পর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত বিক্রেতা স্বরূপ তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন। তাহার পর তিনি সম্মেলনের সভাপতিত্ব করিবার জন্য হিন্দু উদ্ধের নাম প্রস্তাব করেন।

রাজা নরেন্দ্রনাথ, শ্রীযুক্ত বিজয়রাঘব আচারিয়া ডিরোপার রাজা দুর্গানারায়ণ সিং শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, পণ্ডিত দৈন, ভিক্ষাও শাস্ত্রী, বিশ্বনাথ, পণ্ডিত জগৎনারায়ন লাল, আরফানিস, শরৎকুমার রায় চৌধুরী ডাঃ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, ষ্টি ভাকরে ও ভাই পরমানন্দ প্রস্তাবের সমর্থন করেন।

হিন্দু উচ্চকে পুষ্পমাল্যে ভূষিত করা হয়। তৎপরে তিনি সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন।

অতঃপর পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য, শ্রীযুক্ত সি ভাই চিন্তামণি, জয়াকর, আণে, স্যার ভি পার, প্রধান ডাঃ গোকুলচন্দ্র নারাং, কুমার গঙ্গানন্দ সিংহ, শ্রী মুলকুমারী, সিকিমের মহারাজ মিকসের শাসনকর্তার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা প্রভৃতির নিকট হইতে প্রাপ্ত শুভেচ্ছা জ্ঞাপক তার সমূহ পঠিত হয়।

৬। অতঃপর সভাপতি মহাশয় বিহার ভূমি-কম্পে বিধ্বস্ত মন্দিরসমূহের পুনর্নির্মাণ জন্য শেঠ যুগল কিশোর বিড়লা কর্তৃক এক লক্ষ টাকা এবং কাণপুরে একটি শিবমন্দিরের জন্য ৫ হাজার টাকা দান ঘোষণা করেন।

কালকাঙ্করের রাজা, ঠাকুর রামপাল সিং দেবরাও ঠাকুর ভিক্ষারী সিংহ, কৃপানন্দ ও নাথুরাম মহারাজের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিয়া সভাপতি মহাশয় কর্তৃক উপস্থাপিত প্রস্তাব সমূহ সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

অধিবেশনে ৫ হাজার প্রতিনিধি যোগদান করিয়াছিল। দর্শকের সংখ্যা ৫ হাজারের অধিক।

নিখিল-ভারত গ্রন্থাগার সম্মেলন

১০শে এপ্রিল লক্ষ্ণৌ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শুভার বিজ্ঞানাগারে নিখিল-ভারত গ্রন্থাগার সম্মেলনের উদ্বোধন হয়। পাঞ্জাব বিশ্ব বিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার ডাঃ এ সি উলনার সভাপতিত্ব করেন। ভারতবর্ষের বড় বড় শহরের সমস্ত গ্রন্থাগার হইতেই বহু প্রতিনিধি এই সম্মেলনে যোগদান করেন।

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ডাঃ আর পি পরাঞ্জপে প্রতিনিধিদিগকে সাদর সম্ভাষণ জ্ঞাপন করিলে সভাপতি ডাঃ উলনার তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন। বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলেন যে, কোন কোন স্থানে গ্রন্থাগারকে বিদ্বান ব্যক্তিদের বিলাসের সামগ্রী অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্টাফিসের সাজাহুসজ্জিক ব্যবস্থা বলিয়াই মনে করা হয়। তিনি আরও ভাল ভাল গ্রন্থাগার বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তার উপর বিশেষ জোর দেন। তিনি বলেন, গ্রন্থাগারের দাবী মিটানই শুধু কাজ নহে, দাবী বৃদ্ধি করিয়া সাধারণের পাঠাভ্যাস সৃষ্টি করাও কাজ। তিনি দেশে অধিকতর শিক্ষা বিস্তারের প্রয়োজনীয়তার কথাও উল্লেখ করেন। এই সম্পর্কে তিনি বলেন যে পাঠক বিহীন বড় বড় গ্রন্থাগার একটা স্বাস্থ্যরক্ষার মত। ভবিষ্যৎ বৎসর গবর্ণমেন্ট ইমপিরিয়াল কাউন্সিলে ব্যস্ত থাকিবে তিনি আশা করেন যে এই সম্মেলন লাইব্রেরী সংক্রান্ত আইন প্রণয়নের জন্য গবর্ণমেন্টকে অনুরোধ করিবেন।

চুরির অভিযোগ

তালতলা (ঢাকা), হইতে প্রকাশ চুরি সম্পর্কে পুলিশ হেমন্ত দাস ও ইয়াসিন নামক দুইজন লোককে মুন্সীগঞ্জে চালান দিয়াছে। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, গত অগ্রহায়ণ মাসে তালতলা বাজারের পাট ব্যবসায়ী সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় পাটের অফিসের লোহার সিন্দুক হইতে প্রায় তিন হাজার টাকা চুরি যায় এবং সন্দেহক্রমে হেমন্তদাস নামক পরবর্তী কাঠের গোলার মালিককে গ্রেপ্তার করা হয়। কিন্তু প্রমাণাভাবে তাহাকে খালাস দেওয়া হয়। ইতোমধ্যে সন্দেহ উদ্রেক হওয়ায় পুলিশ ইয়াসিন নামক এক লোকের গৃহে খানাতল্লাস করিয়া আড়াই হাজার টাকার নোট প্রাপ্ত হয়। নোটগুলি নাকি চিহ্নিত ছিল। প্রকাশ, ইয়াসিন বলে যে, তাহার বাড়ীর একজন স্ত্রীলোক হেমন্তদাসের বাগানে পায়. পুকুরটার সময় উহা প্রাপ্ত হইয়াছে।

ব্রাহ্মণ ও চাষাদের বিরোধ

এলাহাবাদ জেলার চিলা গ্রামের চাষাদের ও ব্রাহ্মণদের মধ্যে বিরোধ চলিতেছে। প্রকাশ যে, এই বিরোধ হইতে এক দাঙ্গার সূত্রপাত হয়। ফলে একজন নিহত এবং কয়েকজন আহত হইয়াছে। পুলিশ এবিষয়ে তদন্ত করিতেছে।

সন্দ্বীপে লবণ তৈয়ার

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, নোয়াখালি জেলার সন্দীপ দ্বীপে সূর্য্যের উত্তাপে জল বাষ্প করিয়া লবণ তৈয়ারী করা যাইতে পারে। সিম্পস হার্মিং ষ্ট্রোডস এবং ব্যাঙ্কিং কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ দেব উক্ত কোম্পানীর নামে এই জেলার লবণ তৈয়ারীর লাইসেন্স পাও যায় এতদঞ্চলে সমুদ্রের জলে কি পরিমাণ লবণ আছে, উহা পরীক্ষা করিয়াছেন এবং রাসায়নিকগণ দ্বারা লবণ প্রস্তুতের বিভিন্ন প্রণালী প্রয়োগ করিয়া দেখিতেছেন। অন্য দেশীয় প্রণালী এবং সূর্য্যের উত্তাপে জল বাষ্প করিয়া ইত্যাদি দিয়া এই উভয় প্রকারেই সন্দ্বীপে লবণ প্রস্তুত করা সম্ভব। এই উপায়ে প্রস্তুত লবণের রাসায়নিক পরীক্ষা করিয়া দেখার পর অধিক পরিমাণে লবণ প্রস্তুত আরম্ভ করা হইবে।

আপত্তিকর পুস্তক

আপত্তিকর পুস্তক রাখার অপরাধে দিনাজপুর বালুবাড়ীর নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য নামক এক যুবক সদর মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট কর্তৃক ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে।

কলিকাতার বাজার দর

চাউলের দর

	প্রতি মণ
দাদখানি	৬৷০
মাঝারি চাল	৫৸৵০
কাটারীভোগ	৫৸৵০-৫৸৵০
বাঁকতুলসী	৫৸৵০
বালাম	৪৸৵০
ঐ পুরাতন	৪৸০
পাটনাই উৎকৃষ্ট	৪৲
এক্সপ্রেস কোয়ালিটি	৩৸৵০
সিদ্ধ বেঙ্গুন	২৸৵০
আতপ —	
নূতন আতপ	৩৸৵০-৩৸৵০
পেশোয়ারী	৮৷০-৮৷০
বাঁকতুলসী আতপ	৪৸৵০-৪৸৵০
ঐ মাঝারি	৪৷০-৪৷০
পাটনাই আতপ	৪৷০-৪৸৵০
কাটারীভোগ	৫৸০
ঐ রেঙ্গুন	২৸০

আটা ও ময়দার দর

পেটেন্ট ময়দা প্রতি মণ	৫৷৵০ ৫৷০
গৃহস্থালীর ব্যবহারোপযোগী	৪৸০-৪৸৵০
আটা (বি)	৪৸৵০-৫৲
সুজী	৫৵০-৫৷০
আটা (এস)	৪৷৵০ ৪৷০
„ (২)	৪৵০ ৪৷৵০
„ (কে)	৪৷০-৮৷৵০
„ (৩)	৩৸৵০-৩৸০

তেলের দর

উৎকৃষ্ট সরিষার তৈল	১৫৷০-১৫৷০
ঐ খুচরা	১৬৲-১৬৷০
নারিকেল তৈল	১১৷০-১১৸০
রেড়ীর তৈল	১০৷৵০-১১৸০

চিনির দর

সাদা জাভা রেডি	৯৷০-৯৷৵০
দেশী সাদা দানা	৮৷৵০-৯৷০
„ লাল „	৮৷৵০ ৮৸৵০

তারা বার্লী

আমাদের বিশেষত্ব

আমাদের এই তারা বার্লী আধুনিক উন্নত বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুযায়ী মেসিনে এবং সেই শক্তিবান বার্লী বিশেষজ্ঞ শ্রীযুক্ত টি পি,বসুমহাশয়ের চাক্ষুষ ও সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধানতায় প্রস্তুত। ইহারই একমাত্র বিজ্ঞ কর্ম্ম দক্ষতায় একদিন এশিয়া মহাদেশের সুপ্রসিদ্ধ বিস্কুট ও বার্লী প্রস্তুত কারক স্বনামধন্য স্বর্গীয় (শ্রীযুক্ত) কে,সি,বসু মহাশয় বিস্কুট ও বার্লী প্রচলন করিয়া জগতে আদর্শ স্থানীয় হইয়া ছিলেন। এই ব্যবসায় ইহার অভিজ্ঞতা ১৬ বৎসরের ও অধিক কালের। ইহা হস্ত স্পৃষ্ট নহে।

পোঃ বাগবাজার কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

— পারমার্থিক পত্র —

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৯ম বর্ষ ৬ মধুসূদন গৌরাব্দ ৪৪৯. ১১ই বৈশাখ বঙ্গাব্দ ১৩৪২. ২৪শে এপ্রিল খৃঃ ১৯৩৫ বুধবার ৪৫তম সংখ্যা

ময়মনসিংহে প্রচার

গত ১৩।৪।৩৫ তারিখ রবিবার অপরাহ্ণ ৫। টার সময় ময়মনসিংহ বিবেকানন্দ ব্যায়াম বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষগণ তাঁহাদের বিদ্যালয়ে 'গীতার উপদেশ' সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা দিবার জন্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজকে আহ্বান করিয়াছিলেন। সভার নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্ব হইতেই সভাস্থানটী শ্রোতৃবর্গের দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়াছিল। তথায় পুরুষ ও মহিলা উভয় প্রকার শ্রোতারই সমাবেশ হইয়াছিল।

সভার প্রারম্ভে শ্রীপাদ মধুসূদন ভক্তিবান্ধব প্রভু সুললিতস্বরে মৃদঙ্গকরতাল-যোগে কীর্ত্তন করেন। অতঃপর শ্রীযুক্ত কিশোরী মোহন ভক্তিবান্ধব বি-এল মহোদয় গৌড়ীয়মঠের বক্তা শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজের পরিচয়-প্রদানমুখে বলেন যে আজ জগৎ উদ্ধার করিবার জন্য যে মহাপুরুষ (অর্থাৎ ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর) জগতে অবতীর্ণ হইয়া সমস্ত বিশ্বে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করিতেছেন, সেই মহাপুরুষের পাদপদ্ম-রজে অভিষিক্ত ও তাঁহারই অন্তরঙ্গ জনগণের মধ্যে শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজ অন্যতম।

শ্রীল প্রভুপাদের শক্তি লাভ করিয়া তিনি ভারতবর্ষের বহু স্থানে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর চৈতন্যবাণী প্রচার করিয়া আসিতেছেন এবং তাঁহার কৃপায় ও তাঁহারই [illegible] চৈতন্যবাণী-শ্রবণে আজ শ্রীগৌড়ীয়মঠের বহু মনীষী উদ্বুদ্ধ হইয়া শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্ম আশ্রয়পূর্ব্বক শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের মনোহভীষ্ট প্রচারে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন।

যোগ্যতম বালকগণের হৃদয়ে শ্রীচৈতন্যবাণীর বীজ বপন করিবার উদ্দেশ্যে শ্রীল প্রভুপাদ গৌরজন্মস্থলী শ্রীধাম মায়াপুরে "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট" নামক একটী হাইস্কুলের কর্ণধাররূপে শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজকে প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত করেন। কয়েক বৎসর যাবৎ তিনি যোগ্যতার সহিত ঐ কার্য্য পরিচালনা করিয়াছিলেন। তারপর আবার শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহাকে ভোগবিলাসময় পাশ্চাত্যদেশে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারের জন্য যোগ্য বিবেচনা করিয়া ইংলণ্ডে প্রেরণ করেন। তিনি দুই বৎসর কাল ইংলণ্ডে অবস্থান করিয়া বহু শিক্ষিত ও অভিজাতসম্প্রদায় ব্যক্তির হৃদয়ে চৈতন্যবাণী সঞ্চারিত করিয়া স্বদেশে সম্প্রতি ফিরিয়া আসিয়াছেন।

"গীতার উপদেশ" সম্বন্ধে বক্তৃতা দিবার জন্য আপনারা যে শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজকে আহ্বান করিয়াছেন, আপনাদের এই বিষয় খুব যোগ্যই হইয়াছে। তিনি শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে কর্ণপুটে যে সকল শ্রৌতবাণী গ্রহণ করিয়াছেন সেই সকল শ্রৌতবাণী ও গীতার প্রকৃত ব্যাখ্যা আজ আপনারা শ্রবণ করিবার সুযোগ পাইবেন। তিনি কপটতাশূন্য আচার্য্যবর্গের অন্যতম পার্ষদ। অতএব তাঁহার শ্রীমুখ হইতে গীতার উপদেশ শ্রবণ করিয়া আশা করি সকলেই ধন্য হইবেন।

অতঃপর শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজ এক-ঘণ্টাব্যাপী অতি সুন্দর একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতা-প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, গীতার উপদেশ নিত্য বস্তু। "গীতা সুগীতা কর্ত্তব্যা কিমন্যৈঃ শাস্ত্রবিস্তরৈঃ। যা স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখপদ্মাদ্বিনিঃসৃতা॥" গীতা স্বয়ং পদ্মনাভ ভগবানের শ্রীমুখারবিন্দ হইতে প্রথমে আমাদিগের অভিভাবক ব্রহ্মার হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিল। অতএব সেই ব্রহ্মার আনুগত্যে গীতার উপদেশ শ্রবণ করা আমাদের কর্ত্তব্য। যে অর্জ্জুনের প্রতি গীতার উপদেশ কৃষ্ণকর্ত্তৃক প্রদত্ত হইয়াছিল, সেই পার্থও ঐ ব্রহ্মার অনুগত।

অতএব শ্রীগীতার উপদেশ বুঝিতে হইলে শ্রীব্রহ্মসম্প্রদায়ের অনুগত হইতে হইবে এবং তদানুগত্যে [illegible] শ্রীব্যাস হইতে আগত গীতার প্রকৃত উপদেশ শ্রবণ করিতে হইবে। আমরা অনেকে বাহ্যচক্ষে দেখিব যে, অর্জ্জুন কুরুক্ষেত্র-সমরে যোদ্ধা। কিন্তু বাস্তব তাহা নহে। অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের সখ্যরসের পরম ভক্ত, তাঁহার যে মোহের অভিনয় তাহা আমাদের মত বদ্ধজীবের শিক্ষার জন্য।

গীতার উপদেশ বুঝিতে হইলে, ভগবানের উপদেশ বুঝিতে হইলে, অর্জ্জুনের মত হইয়া আমাদিগকে প্রশ্ন করিতে হইবে অর্থাৎ "শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্" এই রকম শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে হইবে, নচেৎ গীতার উপদেশ বুঝিবার অধিকার কাহারও হইবে না। উদ্ধারের পথ কী? ইহা জানিতে গেলে সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন এই তিনটী বস্তুর আবশ্যক, ইহাই গীতার উপদেশ। বেদের শিরোভাগ উপনিষদ্, আবার উপনিষদের সারভাগ গীতায় সন্নিবিষ্ট।

গীতায় জ্ঞান, অষ্টাঙ্গ ও ভক্তি 'সর্ব্ব' শাস্ত্রবোধক হইয়াছে। গীতায় কর্ম্মের উপদেশ আছে, জ্ঞানের উপদেশ আছে, আবার ভক্তির উপদেশও আছে। কোন পুস্তকের যেমন দুই পাশের দুইখানি মলাট তাহার মধ্যে পুস্তকের বিষয় নিহিত থাকে, অর্থাৎ যেমন দুই দিকের আবরণের মধ্যে অন্তর্ভাগে আসল বস্তু সন্নিবিষ্ট থাকে, সেইরূপ গীতাতে কর্ম্ম ও জ্ঞানের আচ্ছাদনে গীতার অন্তরঙ্গ বস্তু ভক্তির উপদেশ সন্নিবেশিত হইয়াছে। অতএব যাহারা বহিরাবরণ দেখিয়া তাহাতেই মত্ত হইয়া যায় তাহারা কর্ম্মী, না হয় জ্ঞানী হইয়া প্রকৃত মঙ্গলের পথ যে ভক্তিপথ তাহা হইতে বিচ্যুত হইয়া যায়।

গীতার উপদেশ হইতে আমরা আমাদের স্বরূপের বিষয়ে উদ্বুদ্ধ হইতে পারি। 'কে আমি', আমার সহিত ভগবানের সম্বন্ধ কি, আমি কি এই দেহ ও মন—অবিদ্যা বশ, না আমার নিত্য অস্তিত্ব আছে, এই সব বিষয় জানিতে পারি। গীতার কর্ম্মের উপদেশ শুনিয়া আমরা ব্যস্ত হই, কিন্তু শ্রীভগবান যে কিরূপ কর্ম্মের কথা বলিয়াছেন, তাহা চিন্তা করি না। শ্রীভগবান্ 'যৎ করোষি' শ্লোকে এবং বিষ্ণুর প্রীত্যর্থ কর্ম্ম করিবার জন্য উপদেশ আমাদের নিকট-কার্য্য নৈষ্কর্ম্মপথ অবলম্বন করিতে হইবে তাহাও উপদেশ করিয়াছেন। আবার 'এক-[illegible]' শ্লোকে কিরূপে জীব মঙ্গল লাভ করিয়া ভগবৎপ্রেম লাভ করেন তাহাও জানাইয়াছেন।

বর্ত্তমান মায়ার হস্তে নিক্ষিপ্ত আবদ্ধ জীব নানা প্রকারে ক্লেশ ভোগ করিতেছে। ত্রিগুণ-মায়া দৈবী, তাহার কবল হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য আমরা কত না রকমের চেষ্টা ও উপায় নির্দ্ধারণ করিয়াছি। কিন্তু এই গুণময়ী দৈবী মায়ার কবল হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য গীতায় 'দৈবী হ্যেষা গুণময়ী' শ্লোকের অবতারণা। অতএব একমাত্র শ্রীভগবানের শরণাগতি ব্যতীত মায়ার কবল হইতে পরিত্রাণ পাইবার আর কোন উপায় নাই। প্রকৃত পক্ষে গীতা ভক্তির গ্রন্থ।

(অতঃপর ৫ম পৃষ্ঠার ২য় কলমে দ্রষ্টব্য)

কৃষ্ণ আমায় পালে, রাখে' জান সর্ব্বকাল। [illegible]

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৬ মধুসূদন গুপ্ত অবিষ্ট ৪৪১

সিংহের শাবক

পূর্ণতম ভগবান অসুরের আধার বা অংশী অসুর নহে তাঁহার সাক্ষাৎ শ্রীরূপ পূর্ণতত্ত্বাত্মা তাঁহার সর্বশক্তিমত্তাবিগ্রহ। তাই তাঁহার কর, চরণ, চক্ষু সর্ব অঙ্গ প্রত্যেকটি ভোগ, দৃশ্য, শ্রবণ, গ্রহণ, ভোজন, বিশ্রামাদি করিতে সমর্থ। এই অদ্ভুত-শক্তিবিশিষ্ট, পরমকরুণাময় অলৌকিক ভগবান্ আর কেহই নহেন, তিনি আমার প্রভুর প্রভু—শ্রীগৌরসুন্দর এবং আমরা সকলেই সেই অমৃতের পুত্র—অমৃতের অধিকারী, কলিকলুষনাশী শ্রীচৈতন্য-সিংহের পাল্য শাবক বা চেতন সেবক-সম্প্রদায়। শ্রুতি বলেন—আমরা অমৃতের সেবক, "শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ" (শ্বেতাশ্বঃ ২।৫) আমরা অমৃতের সন্তান হইয়াও, চেতন হইয়াও, অর্থাৎ সিংহের শাবক—ভগবানের পুত্র হইয়াও দুর্ভাগ্যবশতঃ ভগবৎ সেবার কথা বিস্মৃত হইয়াছি, পিতার সঙ্গ বিচ্যুত হওয়ায় এরূপ দুর্দশা ঘটিয়াছে, বলবান্ সঙ্গের সঙ্গ ছাড়িয়া অনাত্মীয় অসদ্বস্তুর সঙ্গলাভের ইচ্ছা হৃদয়ে স্থান পাওয়ায় নিজ স্বরূপ ভুলিয়া বর্তমানে দুর্বল হইয়া পড়িয়াছি। মায়া আসিয়া আমাকে অসৎ অবস্থায় পাইয়া অনন্তকাল অবিদ্যার নানা বিচিত্র বন্ধন দেহ-গেহাদির মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখায় বর্তমানে আমি পারিবার-পরিজনাদির সেবক হইবার কর্মে সদা ব্যস্ত আছি—ভগবৎ-সেবার অভাবে নিজেকে বড়ই দুর্বল মনে করিতেছি। সুতরাং এতাদৃশ অবস্থায় আমার বলকারক হরিকথা ঔষধ ও মহাজনগণের পদাশ্রয় গ্রহণ করা বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে।

জীবের এতাদৃশ দুর্দশা ও বিস্মৃতিবিষয় বুঝিবার নিমিত্ত একটী কথা বলিতে মনে উচিত হয়। দৈবক্রমে একটী সিংহশাবক শৈশব অবস্থায় তাহার মাতাপিতার সঙ্গচ্যুত হইয়া অসহায় অবস্থায় একাকী বনে ভ্রমণ করিতেছিল। একদিন জনৈক মেষপালক সেই পথে যাইতে যাইতে অতি অসহায় দুর্বল সিংহশিশুটীকে দেখিয়া তাহাকে মেষপালের মধ্যে রাখিয়া লালন-পালন করে। মেষের সহিত বাস করিতে করিতে সেই সিংহশিশু তাহাদের স্বভাবের স্বরূপ ভুলিয়া মেষ-শাবকের ন্যায় অবস্থা প্রাপ্ত হয়। তাহার সিংহের ভাব বা হিংসা প্রবৃত্তি দূর হওয়ায় সে ভীত ও তৃণভোজী হইয়া পড়ে; কিন্তু একদিন অকস্মাৎ একটী সিংহ সেই পথে যাইতে যাইতে মেষদলের মধ্যে সিংহশিশুটীকে দেখিতে পায় এবং নানা কৌশলে তাহাকে নিজ করায়ত্ত করিয়া নিজ তাহার অন্যান্য শাবকের নিকট রাখে। সিংহশাবকের সঙ্গে থাকিতে থাকিতে সেই মেষত্বপ্রাপ্ত অপহৃত-জ্ঞান সিংহশিশুটী ক্রমশঃ নিজস্বরূপ জানিতে পারে এবং তদুপযোগী আহারগ্রহণ ও বলবান্ সিংহ-শিশুগণের সহিত বিচরণ করিতে করিতে সেই দুর্বল সিংহশিশুটীও ক্রমশঃ বলবান্ হইয়া নিজ স্বরূপ ফিরিয়া পায়—সে তখন নিজেকে পশুরাজ সিংহের শাবক জানিয়া নির্ভয় ও নিশ্চিন্ত হইয়া বিচরণ করিতে থাকে। চেতন জীব আমরা—চৈতন্যমহাপ্রভুর পুত্র বা সেবক আমরা ভগবদ্বিমুখতাবশতঃ বর্তমানে ভবব্যাধিক্লিষ্ট, দুর্বল ও নিরুৎসাহী হইয়া পড়িয়াছি। অসৎ বহু জীবগণের সঙ্গ করিয়াছি বলিয়া আমাদের অবস্থাও বর্তমানে কতকটা এরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পূর্বোক্ত সিংহশাবকটী যেমন নিজেকে মেষশাবক-জ্ঞানে জীবনযাপন করিতেছিল আমরাও তদ্রূপ নিজেকে এ জগতের কোনও একজন মনে করিয়া বহুজীবচালক মায়াদেবীর অধীনে বাস করিতেছি। এইরূপ ভাবে আমাদের বহু জন্ম কাটিয়া গিয়াছে, কিন্তু কালক্রমে স্বামী আচার্যপ্রবর আজ সিংহরূপে জগৎ প্রকাশিত করিয়া আমাদের ন্যায় বিরূপপ্রাপ্ত দুর্বল পুত্রগণকে সবল করিবার জন্য, নিজ স্বরূপে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য—নিজ পুত্রগণকে আহ্বান করিবার জন্য সকরুণ হইয়া জীবন কাটাইতেছেন। সুতরাং চেতন জীবগণের নিকট অমৃত বা জীবন আসিয়া যখন উহাদিগকে সবল করিবার চেষ্টা শ্রীগুরুপাদপদ্ম যেখানে যখন যদি আমরা শিষ্য শ্রীমুখনিঃসৃত সঞ্জীবনী সুধা মেঘোন্মুখ শ্রবণপুটে পান করি বা সাধু ভাব গ্রহণ করি—নিজ নিজ-শক্তির দুর্বলতা পরিত্যাগ করিয়া সেই দেবতা-সর্বশক্তিমান্ দর্শনানন্দ অচ্যুত শ্রীগুরুপদাশ্রয় অবশ্য তাহা হইলে আমরা দ্বিতীয়াভিনিবেশ-ক্লিষ্ট নিজেকে ও নিজ আত্মার হরিসেবকত্বকে চিনিতে পারি। এই সেবকত্বের সৌভাগ্য লাভ হইলে আর আমাদিগকে এ জড় প্রাকৃত জীব বলিয়া থাকিতে হইবে না। পরন্তু আমরা অমৃতের পুত্র বা চৈতন্যসিংহের শাবক—এই জীবাত্মস্বরূপ কথা হৃদয়ে স্থান পাইয়া মেষপালক বা নিজ আত্মীয়স্বজনের ন্যায় আমাদের হৃদয়কে দমন করে। সিংহের পক্ষে যেরূপ সিংহশাবকের ভক্ষণ-গ্রাস অসম্ভব, জীবের পক্ষেও সেইরূপ ভক্তবৎসলের সঙ্গ বা তাঁহাদের কর্ণপটহভেদী হুঙ্কারধ্বনি শুনাইলেই দূর জীবগণকে আকৃষ্ট করিবার একমাত্র পন্থা—শ্রীচৈতন্য-সিংহের সেবকগণের অবিচ্ছিন্ন চরণোপাসনা।

চৈতন্যসিংহের শাবক হইয়া নিজেকে অচৈতন্য জগতের বা মায়ার একজন প্রজা বলিয়া মনে করিয়া ব্যস্ত হওয়া উচিত কিনা বুদ্ধিমান্ পাঠকগণ বিচার করিবেন। শ্রীচৈতন্যের সেবক হইয়া অচৈতন্য জগতের খোশামোদী করা, এমন কি আচার্য-সিংহ এসব কথা আমাদিগকে পুনঃ পুনঃ জানাইয়া দিবার জন্য চেষ্টা করিলেও তাহাতে কর্ণপাত না করা, ইহা কি আমাদের প্রভু-সেবার পরিচায়ক? সিংহশাবকের শৃগালের সেবা করা কি মনুষ্যজীবনের কর্তব্য? ভগবানের সেবক হইয়া মায়ার বাড়ীওয়ালী সেবায় কি আমাদের উচিত? আমরা সিংহের শাবক, চৈতন্য মহাপ্রভুর পুত্র বা দাস, এই নিত্য স্বরূপ অভিমান হৃদয়ে সংস্ফূর্তি করার জন্য বহুগণ হওয়া কি আমাদের উচিত নয়? মহাজন নিত্যাচরিত 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত' বাণীর উদ্বুদ্ধ হওয়া কি আমাদের কর্তব্য নয়? এ সকল কথা স্থিরচিত্তে বিচার করিয়া অদ্যকালে অবহিত হইবার জন্য একবার চেষ্টা কি কেউ করিবে না? আচার্যসিংহের গুরুবাণীর সৌভাগ্য কি কাহারও ঘটিবে না? জগতের কেউ কি আচার্যের অযোগ্য দাস আমাদিগকে তাঁহাদের জাত বলিয়া গ্রহণ করিবে না? আমরা কি এত মনঃকথা বা হৃদয়-ব্যথা লইয়াই এই পথ দিন কাটাইয়া দিব? গৌর! গৌর হে! তোমাদের শ্রীচরণে আত্মনিবেদন করিয়া জগৎ কি চৈতন্যকীর্তনে ব্রতী হইয়া আমাদের দুঃখদারিদ্র্য—তোমার ভৃত্যের আশা সফল করিবে না? তাই বলি, বৈষ্ণবগণ কৃপা করুন।

"সরস্বতীজয়শ্রী"

[বৈষ্ণব-পত্র]

প্রভুপাদ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের কথা যে ভাবে তাঁহার অনুগত ভক্তগণ উপলব্ধি করিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে। ভিক্ষা ৪ চারি টাকা। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার কলিকাতা।

নবদ্বীপ পঞ্জিকা—৪৪১ গৌরাব্দের সচিত্র বৃহৎ নবদ্বীপ পঞ্জিকা কলিকাতা বাগবাজার গৌড়ীয়মঠে পাওয়া যাইবে। ভিক্ষা ৵০

রুদাঘরার প্রভুপাদের অভিভাষণ

[ভাষণ—১৯।৩।৩৪]

সজ্জন মহোদয়গণ, আমি কতকগুলি কথার অবতারণা করছি, সেগুলি আমার কথা নয়, আমি আলোচনা করছি মাত্র। আমি শ্রদ্ধালোক হ'তে আমার এক জনা আছে যে, "আমার প্রভুর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর", আমি আমার কথা বলতে আসি নাই, তা' হ'লে স্বতঃস্ফূর্ত হ'তে অন্য ব্যক্তি একটা বিরুদ্ধ কথা বলতে পারবে। আমি শুনতে এসেছি। কা'র নিকট শুনতে হ'বে, অধিকার নির্ণয় করা আবশ্যক। এক শাস্ত্রের বিচার হ'বেন, তাঁ'র উভয় পক্ষের কথা কি বুঝা দরকার। আমার কথা—"কে আমি, কেন মোরে জারে তাপত্রয়!" একজন মৌলবী এই কথা ব'লেছিলেন, তিনি বাংলার শাসনকর্তা হোসেন শাহের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। হরিদাস ও সাকর-মল্লিক এই কথা প্রচুর পরিমাণে আলোচনা ক'রেছিলেন। অনুপাধিকের দ্বারা এ জিনিষ লাভ হয় না। পাশ্চাত্ত্য পাণ্ডিত্যের দ্বারা যদি এ জিনিষ লাভ হ'ত, তবে চার্বাকের কথায় অনেক লাভ হ'ত। চার্বাক—চার্বাক "ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ" যা'র যা'র খুব, কাঁদী খাইয়ে দিন কাটা'ব। এ রকম বিচারে কিছু বিশেষ সুবিধা হ'বে না। Altruistic চিন্তাস্রোত বর্তমানে প্রচুর পরিমাণে হ'চ্ছে আমি মনুষ্য, আমার উপকার হোক্—অপরের রক্ত শোষণ ক'রে। তাতে জগতের শান্তি হয় না। পরের জিনিষ নিয়ে, পরের অধিকার দাবী ক'রে নিজের সুবিধা হয় না। দুর্বলের মনুষ্যকে অন্য একম বিচারে প্রতারিত করে। উভয় পক্ষের কথা যাঁ'রা বুঝতে পারেন, তাঁ'দের সঙ্গে আলোচনা হওয়া ভাল। মনুষ্যজাতির সুবিধা হোক্ পশুজাতিকে খেয়ে ফেলা হোক্—এই মনোবৃত্তি-দ্বারা প্রবল থাকা কালে দুঃখদের অন্ত বুঝা যায় না। শ্রীমদ্ভাগবতে "দ্যূতং পানং স্ত্রিয়ঃ সূনা"—এই চারিটী অসুবিধার কথা ব'লেছেন। একপক্ষের এই চারিটী সম্বল। কা'র কাছ থেকে শুনতে হ'বে, কে শুনবে, প্রভৃতির বিচার করা দরকার।

"তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥"
গীতা ৪।৩৪

যেখানে নিজেই বক্তা এবং অন্য লোককে শুনাবার ইচ্ছা নেই, আত্মবঞ্চনা।

যাঁ'রা কুলীন, মানে জ্যেষ্ঠ, তাঁ'দের সঙ্গে আলাপ করার সময় হয়। যাঁ'রা সেটা বলেন, সেটা অ্যাডোপশন—

তা' ব'লে সময় নষ্ট করার দরকার নাই। বাস্তববাদের কথাটী শোনা দরকার। শব্দের ছাড়া আর কোন কথা নাই। তর্কের পথায় যাহা উৎপাদিত হয়, সেটা আবার দুই কথা। ঈশ্বর শব্দের অর্থ প্রভু। বস্তু—ঈশ্বরাধীন; যেরোবাদী ক'রে ঈশ্বরকে বুঝে নেবার চেষ্টা করলে ঈশ্বর-শব্দের ব্যাঘাত করা হয়। প্রাকৃত ব্যক্তি বা স্বভাব প্রকৃতিতে যে ঈশ্বর-শব্দের ব্যবহার, সেটা ভুল। নির্বিশেষকে ঈশ্বর কল্পনা ক'রে ডালপালা বাড়লে অসুবিধা হ'বে। বহু অর্দ্ধকুক্কুটিন্যায়' পৃথিবীতে থেকে যা'র যা'র বিচারে যারা সময় নষ্ট করবে, তা'রা থাকা সাবধানে।

জাতশ্রদ্ধো মৎকথাসু নির্বিণ্ণঃ
সর্বকর্মসু।
বেদ দুঃখাত্মকান্ কামান্ পরি
ত্যাগেঽপ্যনীশ্বরঃ॥
ততো ভজেত মাং প্রীতঃ শ্রদ্ধালু-
র্দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
জুষমাণশ্চ তান্ কামান্ দুঃখোদর্কাংশ্চ
গর্হয়ন্।
প্রোক্তেন ভক্তিযোগেন ভজতো
মাসকৃন্মুনেঃ।
কামা হৃদয্যা নশ্যন্তি সর্বে ময়ি
হৃদি স্থিতে॥
ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি ময়ি
দৃষ্টেঽখিলাত্মনি॥

(ভাঃ ১১।২০।২৭-৩০)

এই সকল বিচার বুঝতে পারলে তবে পরমেশ্বরকে জানতে পারা যা'বে। অধিরোহবাদ বা অনুমান দ্বারা ভগবান্‌কে জানা যায় না। সূর্য্যের আলোক আমাদের নিকটে এলে আমরা চোখ দিয়ে দেখতে পারি, সেই প্রকার ভগবানের কৃপায় ভগবান্‌কে জানতে পারা যায়। ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানে যা' বুঝেছ, সেগুলোকে ব্যবহার করা অবান্তরকথা। আমি বেশী বুঝি, এটা নরকে যাবার মূল। বলা হ'য়েছে—

জানন্ত এব জানন্তু কিং বহূক্ত্যা ন মে
প্রভো।
মনসো বপুষো বাচো বৈভবং তব গোচরঃ।

আরোহবাদ অবলম্বন ক'রে বিষয়ের মীমাংসা হয় না। ঈশ্বরজাতীয় জিনিষকে বস্তু বা ইতর জিনিষের সমজাতি করলে ভুল হ'য়ে যায়। আমরা ছোট—ক্ষুদ্র মাপের মধ্যে বাস করি। কিন্তু, যেথা প্রকৃতির বিচার বুঝতে পারি, কিন্তু অপ্রাকৃতের কথা মানব আলোচনা করতে পারে না। আমার বুদ্ধিতে বুঝে নেবার চেষ্টা Anthropomorphism. মানুষের ঈশ্বরে আরোপের প্রধান বুদ্ধিবৃত্তির পরিচায়ক। মানুষের পার্থিব জ্ঞানে ঈশ্বরের জ্ঞান হয় না। অবতার-সমষ্টি কা'কে সম্পৃক্ত হ'বে? মৎস্যের, সন্তানের, বামনদেবের না অন্যের অবতার? ঈশ্বরের যদি অবতার হয়, তা'হলে তিনি প্রভু এবং যাঁহারা তাঁর সেবা করেন, তাঁ'তে বিলাস আছে। যাঁ'রা চিদ্বিলাস বুঝতে পারেন না, তাঁ'রা নিরাকার বাদ সৃষ্টি ক'রেছেন। কিন্তু নিরাকার মানে—জড় আকার-রহিত। চিদাকার, অচিদাকার ও চিদ্বিলাস—তিনটা বিষয় জানা দরকার। যাঁ'রা একটা ঈশ্বরের কথা ছাড়া আর কিছুই জানেন না, তাঁ'দের ভাব, ভাষা, চিন্তাস্রোত আলাদা। তাঁ'দের বিদ্যাবিত্ত, চিৎ-চিৎ, আনন্দ-নন্দ মধ্যের বিবেক হ'য়েছে। Conventional একটা পথ। তাহা মানব-প্রণীত কৃত্রিম, কিন্তু বাস্তবসত্তা আর একটা জিনিষ।

"যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন-
স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ।
পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥"
"জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্তাম্।
স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্‌মনোভি-
র্যে প্রায়শোঽজিত জিতোঽপ্যসি
তৈস্ত্রিলোক্যাম্॥"
"ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন
কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্॥"

ঈশ্বরকে ভোগ করব, বা ত্যাগ করব, যা'রা বলছে, তা'দের কাছে কোন কথা শুনতে হ'বে না। শুনলে সময় নষ্ট হ'বে। Angular vision থেকে যেটুকু দেখা যায় তা'তে পূর্ণের ধারণা হয় না। যেমন অন্ধের হাতী দেখা।

(ক্রমশঃ)

ময়মনসিংহে প্রচার

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

তাহা বুঝাইবার জন্য বক্তা মহোদয় "[illegible]" এই, শ্লোকটী সম্যক্‌প্রকারে বুঝাইয়া দেন, অতএব শ্রীগীতার চরম শ্লোকের উপদেশ "সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য ইত্যাদি" আমাদের বিচার্য্য হওয়া উচিত। গীতার সারমর্ম যদি বুঝিতে ইচ্ছা হয় তবে এই চরম শ্লোকের পূর্ব্বাপর আলোচনা আবশ্যক। জগতে মানবের যত কিছু ধর্ম আছে, সমস্ত পরিত্যাগপূর্ব্বক একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মে শরণ গ্রহণ করাটাই গীতার সার উপদেশ। কারণ তাহাতে অন্যান্য ধর্ম-পরিত্যাগ-জন্য যে পাপ তাহা হইতে শ্রীভগবান রক্ষা করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পাত্ররাজ গৌড়ীয়মঠাচার্য্য পরমহংস শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের

ময়মনসিংহ নগরে শুভাগমনোপলক্ষে অভিনন্দন

হে পরিব্রাজকবর গোস্বামি মহারাজ, এই বারবার এ নগরে আপনার শুভাগমনকে আজ আমরা সানন্দে অভিনন্দিত করিতেছি। আপনার ন্যায় মহাপুরুষের দর্শন ও সান্নিধ্য লাভ করিয়া ময়মনসিংহবাসী আমরা হৃদয়ে গভীর আনন্দ অনুভব করিতেছি। আপনি আমাদের অভিবাদন গ্রহণ করুন।

হে আচার্য্যবর, মহাপুরুষের যথাযথ সম্মানপূর্ব্বক যোগ্য শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা আমাদের মত বিষয়লিপ্ত নিঃসম্বল ব্যক্তিগণের পক্ষে সম্ভবপর নহে। তবে জগৎ-পবিত্র প্রেমার্দ্রচিত্ত মহাপুরুষগণ লোকের শ্রদ্ধা ও অশ্রদ্ধা, প্রশংসা ও নিন্দা, সম্মান ও অসম্মান সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন হইয়া নিরপেক্ষভাবে সতত পরদুঃখদুঃখিত্বপূর্ব্বক সকল শ্রেণীর লোকেরই নিত্য কল্যাণ সাধন করিয়া থাকেন ইহা আমরা সাধুশাস্ত্রমুখে অবগত আছি। প্রায় চৌদ্দ বৎসর পূর্ব্বে আপনি সশিষ্য যুক্ত হইয়া এই নগরে সর্ব্বপ্রথম শুভপদার্পণপূর্ব্বক যে কল্যাণবীজ বপন করিয়া গিয়াছিলেন এবং তৎপরবর্ত্তি-কালে আচার্য্যচরিত্র যোগ্য প্রচারকবর্গকে সময়ে সময়ে প্রেরণ করিয়া যে বীজে জলসিঞ্চন করিয়াছেন, তাহা কালক্রমে অঙ্কুরিত হইয়া সম্প্রতি শ্রীজগন্নাথগৌড়ীয় মঠের সুপ্রতিষ্ঠায় ময়মনসিংহবাসীর কল্যাণবৃক্ষের সূচনা করিয়াছে। আজ এই নগরের শ্রী ভক্তবৃন্দের সাগ্রহ আহ্বানে আপনি কৃপাপূর্ব্বক পুনরায় শুভাগমন করিয়া সেই কল্যাণের পুষ্টি বিধান করিতেছেন। আপনি অযাচিত ভাবে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ও শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা প্রকাশ করিয়া এই নগরের অধিবাসিগণকে সনাতন ভাগবত-ধর্ম্মের তত্ত্ববিজ্ঞান ও সাধনাঙ্গ-শীলনের যে পরম সুযোগ প্রদান করিলেন, তজ্জন্য ময়মনসিংহবাসিগণ কৃতজ্ঞ।

হে প্রচারকবর, বাঙ্গালা'র প্রাণের দেবতা শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু যে বিশ্বজনীন প্রেমধর্ম্মের মধুর আদর্শ ও সহজ সাধনা বিশ্বমানবের সমক্ষে উপস্থিত করিয়া সকল প্রকার সাম্প্রদায়িক, জাতিগত ও সম্প্রদায়গত দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষের নিঃশেষে নিরাকরণের পথ প্রদর্শন করিয়াছিলেন এবং দুর্ভাগ্যক্রমে যেগুলা কালধর্ম্মবশে [illegible] হইয়া পড়িয়াছিল, [illegible] আপনি সুদীর্ঘ [illegible] সংস্কারপূর্ব্বক তাহাকে [illegible] প্রচার করিয়াছেন, আপনার সেই [illegible] সর্ব্বত্র [illegible] পুনঃ সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার নিত্যকল্যাণব্রত গ্রহণ করিয়াছেন। এজন্য বাঙ্গালী আমরা আপনার নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ এবং আমরা বিশ্বাস করি যে, শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী যথাযথরূপে বিশ্বমানবের হৃদয়দ্বারে উপস্থিত হইলে অশেষ সমস্যাসমাকুল বর্ত্তমান যুগের এই সমস্যার সুচারু সমাধান করিয়া সমগ্র মানবজাতিকে কৃতজ্ঞতা ও প্রেমের বাঁধনে সংযুক্ত করিবে।

হে মহাপুরুষবর, আপনার এই কল্যাণানুষ্ঠান মাত্র কতিপয় বৎসরের মধ্যে যে বিপুল প্রসার ও সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছে, তাহাতে আপনি সমগ্র বঙ্গের, সমগ্র ভারতের এবং বিশ্ববাসীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছেন। প্রতীচ্য-জগতে আপনার প্রচারিত শ্রীচৈতন্যবাণী সমাদর লাভ করিতেছে জানিয়া আমরা আন্তরিক আনন্দিত। আপনি অল্পকাল মধ্যে ভূমণ্ডলে বর্ত্তিত হইয়া জগতের সর্ব্বত্র শ্রীচৈতন্যের প্রেমভক্তির কথা বিঘোষিত করিবার সুমহান্ সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছেন শুনিয়া আমাদের হৃদয়ে আশার ও উৎসাহের সঞ্চার হইতেছে।

হে বঙ্গগৌরব, বাঙ্গালার প্রেমধর্ম্মের গৌরবসিংহাসন সর্ব্বজগতের হৃদয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত হউক, আপনার বিশ্বাভিযান সমগ্র পৃথিবীকে বিষ্ণু-বৈষ্ণবসেবায় উজ্জীবিত করিয়া বাঙ্গালার ও প্রত্যেক বঙ্গবাসীর মুখ গৌরব-শ্রীমণ্ডিত করিয়া তুলুক—ইহা আমাদের আন্তরিক কামনা। আমরা আপনাকে পুনঃ পুনঃ অভিনন্দিত করিতেছি। আপনি কৃপাপূর্ব্বক আমাদের এই ক্ষুদ্র শ্রদ্ধা-উপহার গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে মহাপুরুষের সম্মান প্রদর্শন করিবার সৌভাগ্য দান করুন

বিনীত—

শ্রীপ্রমথনাথ চক্রবর্ত্তী (রায়বাহাদুর), শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী (রায় বাহাদুর), শ্রী[illegible]নাথ রায় (রায় বাহাদুর), শ্রীহরিশ্চন্দ্র রায়, শ্রীযোগেন্দ্রকুমার ঠাকুর, শ্রীঅবিনাশচন্দ্র [illegible], শ্রীদীনেশচন্দ্র রায়, শ্রীমহেশচন্দ্র ধর, শ্রীকুমুদচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শ্রীঅমরকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীশরৎচন্দ্র পাল, শ্রীকামিনীকুমার চৌধুরী, শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ রায়, শ্রীসুরেশচন্দ্র রায় চৌ, শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র সাহা, শ্রীমধুসূদন বন্দ্যোপাধ্যায়।

স্বপনেও না কর ভাই স্ত্রী-সম্ভাষণ   গৃহে স্ত্রী ছাড়িয়া ভাই আসিয়াছ বন॥

শুদ্ধভক্তি মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ

(আকর-মঠরাজ)

প্রাচীন নবদ্বীপ, শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমদ্ভাগবতপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ বৎসর উত্তর-পূর্বে শ্রীবল্লালসেনের সমাধিস্থল শ্রীচৈতন্য দেবের ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ বিরাজমান। এই স্থান নবদ্বীপ-তীর্থ, সর্বপ্রধানপীঠ বা অন্তর্দ্বীপবন্দী। এই মঠরাজে শ্রীগান্ধর্বিকা-গিরিধারী ও শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিগ্রহ এবং শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারী ও শ্রীমৎ সম্প্রদায়াচার্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠ হইতে পারমার্থিক দৈনিকপত্র 'নদীয়া-প্রকাশ', সাপ্তাহিক অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন পারমার্থিক পত্রিকা 'নদীয়া-প্রকাশ' বহুদিন প্রকাশিত হইতেছে। প্রতি বৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমা ও অপরাপর জন্মোৎসবাদি [illegible] সম্পন্ন হইয়া থাকে। রক্ষক—শ্রীপাদ [illegible] ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্তী স্ট্রীট বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রচারিত শুদ্ধভক্ত্যঙ্গ-ধর্ম-প্রচারোদ্দেশ্যে গৌড়দেশের সর্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই শুদ্ধভক্তাশ্রমে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীরাধা-গোবিন্দজীউ সম্যক্‌রূপে নিত্য সেবিত হন। 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছে। শ্রীমঠে পাঠ, কীর্তন, সঙ্গান-চতুষ্ট-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদির লীলা ও গ্রন্থের সম্যক আলোচনা হয়। এই মঠ হইতে নগরসমূহে নগর-সংকীর্তন, বক্তৃতা, প্রদর্শনী ও সংকীর্তন-মহামহোৎসবাদি অনুষ্ঠান হয়। মঠরক্ষক—মহামহোপদেশক আচার্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীজগন্নাথ ও শচীদেবী সহ শ্রীগৌরনারায়ণ শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী সেবাকোবিদ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার প্রধান স্থলী এখানে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্তমান, রক্ষক—শ্রী[illegible] ধামাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্তমান। রক্ষক—গোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

(৭) কাজীর সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপা-প্রাপ্ত শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীমধুসূদন ব্রহ্মচারী ভক্তালোক।

(৮) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও গান্ধর্বিকাগিরিধারীর সেবা বর্তমান। রক্ষক-শ্রীভগবান দাস ব্রহ্মচারী

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রনাথ ধামাধিকারী।

(১০) মোদদ্রুম ছত্র গৌড়ের বৈদিক

মাউগাছি, পোঃ কালনা, (বর্দ্ধমান)।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান। শ্রীগৌরনিত্যানন্দের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীমদ্ রাধাবিনোদ ব্রজবাসী, ভক্তিভৃঙ্গ।

(১১) শ্রীতীর্থ কৃষ্ণনগর

শ্রীনৃসিংহদেব পল্লীর নিকটবর্তী.

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক— শ্রীনরোত্তম ব্রহ্মচারী।

(১২) কুঞ্জকুটীর—পোঃ কৃষ্ণনগর,

নদীয়া। রক্ষক—শ্রীসুন্দরানন্দ অধিকারী

(১৩) ভাগবত-আসন—পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

এই স্থান হইতে ভাগবতগ্রন্থাদি গ্রন্থাবলী প্রচারিত হয়। রক্ষক—শ্রীমধ্বানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তালোক, ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৪) একায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ চামখালি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীবাসুদেব ভট্টাচার্য গোস্বামী ভক্তিসার

(১৫) মহেশ পণ্ডিতের পাট

চাঁচড়াপাড়া, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(১৬) মাধবগৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, পোঃ ঢাকা

পূর্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ।

(১৭) গোপালজীউ মঠ—কমলাপুর, ঢাকা

গোপালজীউ শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান। রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রজবাসী।

(১৮) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি (ঢাকা)।

এখানে শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীমন্নারায়ণ ব্রহ্মচারী

(১৯) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

মহুয়াখোলা, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ভাস্করাচার্য এম-এ, বি-এল।

(২০) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ বালু, (চাকদা)

এখানে বহু পুরাতন শ্রীগৌরাঙ্গদেবের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রজবাসী

(২১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারীর নিত্য-সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীবেদেকৃষ্ণ ধামাধিকারী,

(২২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ভুবনকোণা, পোঃ ছেঁকুরা, (বাঁকুড়া)

এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীবনমালী অধিকারী।

(২৩) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিত্রানদী, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে গুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিরত্ন।

(২৪) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন ধামাধিকারী।

(২৫) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ বক্সীবাজার, (কটক)

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদবন্ধু জীউর নিত্যসেবা বর্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রী[illegible] ভক্তিসুধাকর

(২৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর পুরী,

শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ গান্ধর্বিকাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন।

(২৭) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্বত, পোঃ পুরী উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদবিহারীজীউর নিত্যসেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীশরণাগত অধিকারী

(২৮) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌরাঙ্গনাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ধামাধিকারী।

(২৯) রায়রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভূর, গোদাবরী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্তমান। মঠরক্ষক—শ্রীনবাইচরণ ধামাধিকারী ভক্তলোচন।

(৩০) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪৮নং কবিরপুরা, বেনারস সিটি

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকাগিরিধারীর সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৩১) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন গোস্বামী

(৩২) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও গৌর-বিনোদ-বিহারীজীর সেবা বর্তমান।

রক্ষক—শ্রীমদ্‌নারায়ণ ধামাধিকারী।

(৩৩) কৃষ্ণচৈতন্য মঠ

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

এখানে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিত্য-সেবা হয়। রক্ষক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠ

স্বামীঘাট মথুরা

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ

(৩৫) ব্রজস্বানন্দ সুখদকুঞ্জ—শ্রীরাধাকুণ্ড

রক্ষক—শ্রীরাধারমণচরণ ব্রহ্মচারী

(৩৬) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৩৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ

দেবদাসী, পোঃ গোভোন, জেলা গুরুদাসপুর (পাঞ্জাব) রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৩৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং চন্দ্রায়ন রোড, নিউ দিল্লী।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্বিকাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসম্বন্ধ তুর্যাশ্রমী

(৩৯) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল।

এখানে গৌরবিনোদরায়ের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীবনগোপাল অধিকারী।

(৪০) সারস্বত-গৌড়ীয় মঠ

রবিবার সারেঙ্গপুর, ইউ. পি

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্বস্ব গিরি

(৪১) মাদ্রাজ গৌড়ীয় মঠ

পোঃ রায়পেট্টা মাদ্রাজ।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্বিকাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীপাদ ভক্তানন্দ ভক্তিবিলাস।

(৪২) বোম্বে-গৌড়ীয়-মঠ কার্যালয়

গ্রোভার রোড, চৌপাটি বিল্ডিং, ব্লক নং ১, বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দেবশর্মা মজুমদার।

(৪৩) অমরসি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমরসি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীমনোহর দাস অধিকারী

(৪৪) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী

(৪৫) পাটনা গৌড়ীয় মঠ

১০০ দিঘাপুরা, পাটনা।

রক্ষক—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী বাগভূষণ

(৪৬) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠ বালেশ্বর

রক্ষক—শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৭) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ-কার্যালয়

৩ গ্লস্টার হাউস, কর্নওয়াল গার্ডেন্স, এস. ডব্লিউ ৭, লণ্ডন

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ।

(৪৮) বার্লিন গৌড়ীয়মঠ কার্যালয়

Berlin W. 30

Eisenacher strasse 29 ম]

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
পৃথক [illegible] ২৮৲
[illegible] ৷৶৹
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৯৲
৩। ভাষ্য সমেত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৯৲
৪। [illegible] ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড [illegible]—১৲; ৩য় খণ্ড— ৸৹
৪ ৸৹
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—১৲; ২য় খণ্ড ৸৹
৭। শ্রীচৈতন্যদেব—১৲
৮। সৎক্রিয়াসার—দীপিকা ও সংস্কার-দীপিকা ১৷৹
৯। জৈবধর্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ৩৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸৹
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷৹
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিশ্ব [illegible] ৷৹
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸৹
১৭। চৈতন্যোপনিষৎ ৷৹
১৮। [illegible] ৷৹
১৯। ভাগবতের কৃষ্ণলীলা (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৶৹
২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৵৹
২২। ভজন-রহস্য ৷৹
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ ও (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-গীতা-ভাষ্য) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি টীকাসহ) ২৲
২৬। গীতার কেবল মূল-ভাষা ৷৹
২৭। [illegible] ২৲
২৮। [illegible] ৷৹
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸
৩০। [illegible] ৶৹
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৵৹
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷৹
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸৹
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶৹
৩৫। গীতমালা ৴১৹
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶৹
৩৭। ঐ প্রমাণ খণ্ড ৶৹
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷৹
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ৷৹
৪০। শরণাগতি ৴৹
৪১। গীতাবলী ৴৹
৪২। চিত্রে নবদ্বীপ ৩৷৹
৪৩। [illegible] ৴৹
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴৹
৪৫। [illegible]
৪৬। অর্চনপদ্ধতি
৪৭। [illegible] ৴৹
৪৮। [illegible] (৫ম সংস্করণ) ৴৷৹
৪৯। [illegible] ৴৷৹
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ৷৹
৫২। [illegible] ([illegible]) ৷৹
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸৹
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ৹
৫৫। [illegible] ৷৹
৫৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৴৹
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ৷৹
৫৮। [illegible] ৶৹
৫৯। শিক্ষাষ্টকম্ ৵৹
৬০। [illegible] ৴৹

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যলীলামৃত সারঃ ৷৹
৬১। সিদ্ধান্ত-[illegible] ৷৹
৬২। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্ ৷৹
৬৩। তত্ত্বসূত্রম্ ৷৹
৬৪। [illegible] ৷৶৹
৬৫। গৌড়ীয়মত [illegible] ৴৹
৬৬। [illegible] ৶৹

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৭। রায় রামানন্দ
৬৮। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত
৬৯। [illegible] ৷৹
৭০। বেদান্ত—ইটস্ মর্ফলজি অ্যাণ্ড অন্টোলজি ৷৹
৭১। রিলেটিভ ওয়ার্কস ৷৶৹
৭২। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ৷৹
৭৩। বৈষ্ণবীজম ৷৹
৭৪। [illegible] গৌড়ীয় [illegible] ৴৹
৭৫। দি ভাগবত ৷৹
৭৬। [illegible] ৷৹
৭৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২৷৹
৭৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৭৯ শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷৹
৮০। সাধন-পথ ৷৹
৮১। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১৹
৮২। গীতাবলী ৴৹
৮৩। শরণাগতি ৴৹

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৪। শরণাগতি ৴৹

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় রুগ্ন পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। ইহার গুণ সম্বন্ধে কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হইবে। মূল্য ছোট বোতল ৸৵০ আনা, বড় বোতল ১৷০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।
অথবা
পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুপ্রসিদ্ধ ফাউন্টেনপেন ইঙ্ক আবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে. বি. দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।
জে. বি. দত্ত এণ্ড কোং
কারখানা—[illegible] লেন, বাগবাজার
কলিকাতা

আমাশয় ও পেটের পীড়ায়

শ্রীশ্যামানন্দ দাস কবিরাজের আবিষ্কৃত

গ্রহণী বজ্র

ব্যবহার করুন

আমাশয়, রক্তামাশয় অতিসার, গ্রহণী, অজীর্ণ, পেটফাঁপা, [illegible], শূলিকা ও পিত্ত উদরাময় প্রভৃতি সকল প্রকার নূতন ও পুরাতন পেটের পীড়ায় গ্রহণী বজ্র প্রত্যক্ষ ফল প্রদ মহৌষধ।

যাহারা পেটের পীড়ায় নানারূপ চিকিৎসায় [illegible] কোন ফল লাভ করিতে পারেন নাই তাঁহারা গ্রহণী বজ্র ব্যবহার করুন, তাহার অব্যর্থ গুণে মুগ্ধ হইবেন। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। মূল্য প্রতি শিশি ৷০ আনা, ৩ শিশি ১৷০ [illegible] ডাক মাশুল ।৵০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান,—শ্রীকৃষ্ণ ঔষধালয়, ময়মনসিংহ।
ঢাকার এজেন্ট মেসার্স মহেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং
পাটুয়াটুলি, ঢাকা

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, [illegible] ও
[illegible] ভক্তিভূষণ [illegible] এ, এম, এম, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-ইনষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সান্নিকটে ; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

[ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

[illegible] কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল [illegible] এম্-এ, মহোদয়ের গ্রেষণাপূর্ণ গবেষণা এবং পাণ্ডিত্য লেখনীর অবদান। [illegible] একাধারে দর্শন এবং তত্ত্ব ও অবতারের জীবনচরিত-গ্রন্থ [illegible] বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। [illegible] প্রথম খণ্ডের মধ্যে [illegible] শ্রীমদ্ভাগবত প্রচারিত, সিদ্ধান্তের সম্যক আলোচনা প্রথম খণ্ড [illegible] অধ্যায়ে, প্রায় [illegible] পৃষ্ঠায় এবং বিশ্বপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের প্রণীত মুখবন্ধ (Foreward) প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে সম্পূর্ণ [illegible] সূচীপত্র (Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা ; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণে লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে কথাসার ও শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৷৹ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST— প্রভুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। প্রতি বর্ষ ৩৲ টাকা ভিক্ষায় কলিকাতা বাগবাজারস্থ গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাঙ্গলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷৹ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত [illegible] ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক দৈনিক্যান্ত্রী [illegible] হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৷৹

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ ব্রহ্ম-[illegible] সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৹ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ [illegible] সেবাতীর্থ বি-এল, বি টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষার মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১৷৹ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল গোল্ড অক্ষরে এবং তাহার বর্ত্তমান যুগের শুদ্ধভক্তগণাচার্য্যের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। অতি সুন্দর ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৯৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোক সূচী, পদ্যসূচী, স্থানসূচী, গ্রন্থসূচী, নামসূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী-পত্র। সমগ্র শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অপূর্ব্ব বিরাট সংস্করণ জগতের কোথাও আর প্রকাশিত হয় নাই, ইহা নিঃসন্দেহে পাঠকমাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

		প্রথম ৩ দিনে		পরবর্ত্তি-সময়ে	
		সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা	সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা
প্রতিবার	তিন লাইন	।০	।৵০	।৵	।০
	" ইঞ্চি	২৲	১৷০	১৷০	১৲
	" সিকিকলম	৫৲	৪৲	৩৲	২৲
	" অর্দ্ধকলম	৮৲	৭৲	৬৲	৪৲
	" ১ কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

মাসিক হার

[যদি অন্ততঃ ১ বৎসরের জন্য চুক্তি করা হয়]

সংবাদ পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ৩৲, সিকি কলম ১৫৲, অর্দ্ধ কলম ২৫৲, এক কলম ৪০৲
বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ২৷০, সিকি কলম ১২৲, অর্দ্ধ কলম ১৮৲, এক কলম ৩০৲ টাকা।

সাহায্যের হার

সডাক বার্ষিক ৯৲ নয় টাকা, ষাণ্মাসিক ৫৲ পাঁচ টাকা, ত্রৈমাসিক ৩৷০ সোয়া তিন টাকা, মাসিক ১৲ এক টাকা মাত্র। নগদ বর্ত্তমান মূল্য [illegible]

ম্যানেজার, দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, জেলা নদীয়া। টেলিগ্রাম—'ভক্তি', [illegible]

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার ট্রেনের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—২৬,	১০—৫১,	১৩—২২	১৭—৩৮,	১৯—৩৫
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—৩	১৪—০	১৮—৯,	২০—০৫
স্বরূপগঞ্জ	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—১২

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার ট্রেনের সময়

সাপ্তাহিক অক্তাবর্ত্ত

স্বরূপগঞ্জ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১২-১০	১২-৫৪	১৫-৩	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১২-১৯	১২-৫২	১৫-৪২	১৮-৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০০৩	১২-৫১	১৩-১২	১৬-১২	১৯-১১

টেলিগ্রাম—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—"শ্রীনাথ" নবদ্বীপ

দৈনিক

REG. C 1544

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গবিধৃত্

[illegible] প্রকাশিত [illegible] মূল্য অতি উচ্চ। [illegible] শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

"গৌড়ীয়"
[illegible] শ্রীগৌড়ীয় মঠ বাগবাজার, কলিকাতা।

[illegible]

১০ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১২ই বৈশাখ, বৃহস্পতিবার ১৩৪২ ২৫শে এপ্রিল ১৯৩৫ [৪৬৭ সংখ্যা

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

—:০:—

[illegible] আইনে ও বৎসর

আলীপুরের স্পেশ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এস্ পি ঘোষ একটী [illegible] আইনের ৩ ধারা অনুসারে [illegible] বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। আসামী [illegible] বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল করিলে বিচারপতি মিঃ [illegible] ও মিঃ [illegible] দণ্ড হ্রাস করিয়া তিন বৎসর করেন। অভিযোগে প্রকাশ, [illegible] এবং তাহাকে প্রেসিডেন্সী জেলে আটক রাখা হয়। গত ১লা সেপ্টেম্বর [illegible] চিকিৎসার জন্য তাহাকে [illegible] হাসপাতালে পাঠান হয়। [illegible] শেষ হওয়া [illegible] সংবাদ [illegible] ছিল এবং [illegible] কোথাও [illegible] করিয়াছিল। কিন্তু আসামী হাসপাতাল হইতে পলায়ন করে। গত ৩রা সেপ্টেম্বর [illegible] সঙ্গে [illegible] বিচারার্থ চালান দেওয়া হয়।

[illegible] পরে [illegible] এবং [illegible] থাকে। [illegible]

[illegible] প্রবীণ [illegible]

[illegible] মৃত্যু [illegible] মিঃ [illegible] নামক এক [illegible] করেন এবং [illegible] মাসিক [illegible] মৃত্যুকালে [illegible] হাইকোর্টের [illegible] পার্লে [illegible] বাবু [illegible], [illegible] মিঃ [illegible] মৃত্যু

[illegible] ব্যক্ত করেন। আসামীগণ [illegible] বিরুদ্ধে হাইকোর্টে যে আপীল করে বিচারপতিগণ তাহা ডিসমিস করিয়া দেন।

অভিযোগে প্রকাশ, মৃত ইসলাম বক্স পাঠোয়ারী নামক একজন সবজিপুর লোকের সহিত [illegible] পিতার বহুদিন যাবৎ শত্রুতা ছিল এবং তাহাদের মধ্যে অনেক মামলা মোকদ্দমা হয়। একটী [illegible] ঘটনার সময় তাহাদের মধ্যে একটী [illegible] চলিতেছিল।

গত জুলাই মাসে একদিন সে যখন তাহার [illegible] সঙ্গে করিয়া বাড়ী ফিরিতেছিল এমন সময় ১০।১২ জন লোক তাহাকে আক্রমণ করিয়া কাটিয়া ফেলে। [illegible] আসামীকে সে চিনিতে পারে। পুলিশ তদন্তক্রমে [illegible] আসামীকে চালান দেয়। জুরীগণ সর্বসম্মতিক্রমে আসামীদিগকে দোষী সাব্যস্ত করে।

শিশু-নির্য্যাতন-মামলা

সম্প্রতি উত্তর বিভাগীয় পুলিশ কোর্টে পঞ্চম প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ [illegible] আদালতে এজলাসে মিস [illegible] বিরুদ্ধে আনীত মামলার শুনানী হয়। অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ যে, গত ২৭শে জানুয়ারী হইতে ১৩ই ফেব্রুয়ারীর মধ্যে আসামী ৩ নং [illegible] লেনের মিঃ এস এণ্ডার্সনের [illegible] বৎসরের কন্যা [illegible] উপর [illegible] করিয়াছে।

লেডী ডাফরিন হাসপাতালের [illegible] ডাঃ মিস [illegible] সাক্ষ্য দেন যে, গত ১৩ই ফেব্রুয়ারী শিশু [illegible] এণ্ডার্সনকে হাসপাতালে আনা হয়। ১৭ই মার্চ তাহার মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পূর্বে শিশুটির [illegible] হইয়াছিল। তাহার শরীরে অনেকগুলি আঘাতের চিহ্ন ছিল। আসামী পক্ষের এডভোকেট মিঃ এন সি [illegible] জেরায় সাক্ষী বলেন যে, হাসপাতালে ভর্তি করার সময় শিশুটির শরীরে কোন দাগ ছিল কিনা তাহা তিনি বলিতে পারেন না। শিশুর মৃত্যুর সময় সাক্ষী উপস্থিত ছিলেন।

ডাঃ পি আর মিত্র বলেন, ২৫।ফেব্রুয়ারী বেলা ১-৫০ মিনিটের সময় শিশুটিকে মেডিক্যাল কলেজে আনা হয়। শিশুর গায়ে ৩টী দাগ ছিল। ১৩ই ফেব্রুয়ারী তারিখ তাহাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তাহার পিতা [illegible] করিয়া নিজ বাড়িতে শিশুকে পুনরায় লইয়া আসেন। ১৬ই তারিখে বেলা সাড়ে ১১টায় পুনরায় শিশুকে হাসপাতালে আনা হয়। ঐ সময় শিশুর গায়ে অনেকগুলি দাগ ছিল। [illegible] অস্ত্রের আঘাতে বা [illegible] উপর টানিবার ফলে ঐরূপ দাগ হইতে পারে। জেরার উত্তরে সাক্ষী বলেন কোন স্থান হইতে পড়িবার ফলে দাগ থাকিতে পারে। হাসপাতাল হইতে শিশুকে লইয়া যাওয়ার সময় সাক্ষী উপস্থিত ছিলেন না।

মিঃ সি এইচ বি [illegible] বলেন, তিনি ১৩নং [illegible] লেনে থাকেন। সাক্ষী আসামীকে মিসেস এণ্ডার্সন বলিয়া জানেন। ঐ শিশুটিকে লইয়া আসামী মিঃ এণ্ডার্সনের সহিত থাকিতেন। মিঃ এণ্ডার্সন [illegible] বাহির হইলে শিশুটি [illegible] আসামীর শিশুর মা বলিয়াই সাক্ষী জানেন। কিন্তু [illegible] উঠিলে আসামী তাহার মুখ চাপিয়া ধরিত। শিশুর উপর আসামীর [illegible] করায় সম্বন্ধে সাক্ষীর [illegible]। একদিন শিশুকে তাহার পিতা [illegible] গৃহ হইতে আনিয়া সাক্ষীর কাছে দেখান। তখন শিশুর শরীরে দুইটি [illegible] দেখিয়া সাক্ষী মন্তব্য করিয়াছিলেন যে, এই ব্যাপার শিশুরক্ষা [illegible] সমিতির [illegible] উচিত। জেরার উত্তরে সাক্ষী বলেন যে, [illegible] শিশুর উপর [illegible]। [illegible] কেন [illegible] পড়িয়া [illegible] কিনা তাহা সাক্ষী জানেন না।

[illegible] দণ্ডিত

পঞ্চম প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ [illegible] আদালতের বিচারে [illegible] নামে এক দাগী আসামী দুই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। মুক্তির পর [illegible] তাহাকে পুলিশের নজরে থাকিতে হইবে। আসামী [illegible] পকেট [illegible] এবং কিছু টাকা [illegible] কোটি [illegible] করিয়াছিল।

ট্যাক্সিচালকের বিরুদ্ধে অভিযোগ

[illegible] নামক জনৈক লোককে [illegible] অভিযোগে [illegible] ব্যারাকপুরের মহকুমা হাকিম মিঃ [illegible] তদন্ত হয়।

অভিযোগে [illegible] প্রকাশ যে, [illegible] হইবার সময় [illegible]। [illegible] আসামী [illegible] (ট্যাক্সিচালক) [illegible] টাকা [illegible] না পাওয়ায় [illegible] হয়। [illegible] ট্যাক্সিচালক [illegible] এবং [illegible] আসামীকে [illegible]।

দ্রুতবেগে ও অসতর্কভাবে মটর চালনা

গত ২৮শে ডিসেম্বর এস সিং নামক একজন ট্যাক্সিচালক কর্ণওয়ালিস রোড দিয়া দ্রুতবেগে ও অসতর্কভাবে মোটর চালনা করার ফলে একটি [illegible] আহত হইয়া হাসপাতালে নীত হয়। হাসপাতালে [illegible] দিন পরে তাহার মৃত্যু হইয়াছে।

উক্ত অপরাধে ট্যাক্সিচালক আলিপুরের পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ [illegible] নিকট [illegible] অভিযুক্ত হয়। ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাকে ৩ বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করে।

চক্ষু হারাইবার অভিযোগ

অসতর্কভাবে [illegible] চিকিৎসা করিয়া [illegible] নামক এক ব্যক্তির চক্ষু [illegible] অভিযোগে [illegible] নামক জনৈক [illegible] ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ [illegible] অভিযুক্ত হয়। [illegible]

[illegible] আসামী সকল প্রকার চক্ষুরোগ সম্পর্কে তাহার যে সকল ঔষধ আছে [illegible] পাবে [illegible] থাকে এবং [illegible] চক্ষুরোগ [illegible] দিয়ে [illegible] প্রদান করে। সে [illegible] নিকট হইতে ২০ টাকা [illegible] এক [illegible] দেয়। কয়েকবার ঔষধ দিবার [illegible] একেবারে কানা হইয়া যায় এবং [illegible] চক্ষুও বিশেষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

আসামী [illegible] একজন [illegible] বলিয়া [illegible] প্রচার করে এবং বলে যে, সে [illegible] চিকিৎসা করে। [illegible] তাহাকে [illegible] দিয়া আসামীর বাড়ীতে যায় [illegible] পর [illegible] আসামীকে পরোয়ানা [illegible] তাহাকে [illegible] জানে না।

[illegible] আসামী [illegible] বলিয়া সনাক্ত করে। আসামীকে ১২০০ টাকার জামীনে মুক্ত দেওয়া হইয়াছে।

স্ত্রী ও জীবন

[illegible] মোমেন আলী নামক এক ব্যক্তির মৃত্যু সম্পর্কে করোণার মিঃ [illegible] তদন্ত [illegible] "[illegible] আমার স্ত্রী। [illegible] মৃত্যু হইয়াছে [illegible] আসামী [illegible]" এই মর্ম্মে রায় প্রদান করেন।

অভিযোগে প্রকাশ, গত ৩রা এপ্রিল ১১-৩০ মিনিটের সময় সকালে বাস দেখিবার জন্য ফোর্টে অনেক লোক জমা হয়। পোর্ট কমিশনার্স অফিসের কর্মচারী লোকজন যে সকল লোকদিগকে পণ্টুনে হাটিয়ে চলিয়া যাইতে বলেন। [illegible] সকলেই চলিয়া যায় কিন্তু ঘাটের [illegible] জিজ্ঞাসা করেন এখানে এত ভিড় কেন? তিনি পণ্টুনে উক্ত লোক সমূহকে চলিয়া যাইবার জন্য বলেন এবং কয়েকজনকে ধাক্কা দেন। ইহাতে [illegible] নামক এক ব্যক্তি 'মারো শালা' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠে। এমন সময় [illegible] একটি লোহার ডাণ্ডা লইয়া মোমেন আলীর মস্তকের পিছন দিকে আঘাত করে। মোমেন পড়িয়া যায়। [illegible] এক [illegible] পিট করা হয় এবং সেও পড়িয়া যায়। আসামী পলায়ন করে। মোমেন আলীর হাসপাতালে মৃত্যু হয়।

আর্টিকেল ক্লার্কের শোচনীয় মৃত্যু

করোণার মিঃ [illegible] বার-এট-ল [illegible] শিবদাস ঘোষাল (২৭) নামক জনৈক যুবকের মৃত্যু সম্পর্কে তদন্ত করেন। করোণার ও জুরীগণ শিবদাস স্বেচ্ছায় আফিম গ্রহণ পূর্ব্বক আত্মহত্যা করিয়াছে বলিয়া মত প্রকাশ করেন।

শিবদাস ঘোষাল জনৈক এটর্নীর অধীনে আর্টিকেল ক্লার্ক ছিল। সে বি এ, ও আইনের প্রাথমিক পরীক্ষা পাশ করিয়াছিল। সে [illegible] ষ্ট্রীটে বাস করিত এবং অবিবাহিত ছিল। [illegible] সময় শিবদাস ঘোষালকে তাহার ঘরে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় [illegible] পাওয়া যায়। তাহাকে তৎক্ষণাৎ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। তথায় তাহার মৃত্যু হয়। সে তাহার [illegible] একটি পাতা ছিড়িয়া নিম্ন লিখিত চিঠিখানা লিখিয়া রাখিয়া যায়। তাহার পিতা উহা তাহার হস্তাক্ষরে লিখিত বলিয়া সনাক্ত [illegible] এবং আদালতে উহা পাঠ করেন :

"[illegible] যাহা করিয়াছি তাহা স্বেচ্ছায় [illegible]। আমি এই জীবন সম্বন্ধে বিতৃষ্ণ হইয়াছি। এই জীবনের প্রতি আমার [illegible] নাই। অচিরে সম্ভব সময় এই জীবনের অবসান ঘটাইতে হইবে। এই ব্যাপারের সঙ্গে [illegible] কোন সম্পর্ক নাই। [illegible]"

[illegible] ডাঃ [illegible] মেডিক্যাল কলেজে কাজ করিতেন। [illegible] অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। করোণার রাসায়নিক পরীক্ষকের রিপোর্ট [illegible] করেন। উক্ত রিপোর্ট [illegible] শিবদাস ঘোষালের পাকস্থলীতে আফিম পাওয়া গিয়াছিল বলিয়া জানা যায়।

অতঃপর [illegible] শিবদাস ঘোষালের জনৈক অন্তরঙ্গ বন্ধুকে সাক্ষীর কাঠ গড়ায় হাজির করা হয়। তাহাকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়

করোণার :—সে "উক্ত পত্রে পরিবারকে জড়াইও না" বলিয়া আপনার নাম উল্লেখ করিয়াছেন কেন?

আমি জানি না।

করোণার—আপনি তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধু। সে কেন তাহার জীবনের প্রতি বিরূপ হইয়া উঠিয়াছিল তাহা কি আপনি জানেন না?

—না, আমি বলিতে পারি না।

করোণার—আপনি তাঁহার সহিত প্রায় এক ঘণ্টা কাল পার্কে ছিলেন এবং আপনি বলিতেছেন যে পার্ক হইতে তাহার বাড়ী যাইতে কেন এত দেরী হইল—আপনাদের এই কথাবার্ত্তা হইয়াছিল?—হাঁ।

করোণার—আপনাদের মধ্যে কি শুধু মাত্র উক্ত প্রকার কথাবার্ত্তাই হইয়াছিল?

—এই সময় কয়েকজন বন্ধু আসিয়া উপস্থিত হওয়ায় কথাবার্ত্তায় বাধা উপস্থিত হয়।

করোণার—সে এত প্রচুর আফিম কোথায় পাইল?

—আমি জানি না।

করোণার—উক্ত পত্রে আপনার নাম উল্লেখ করা হইয়াছিল কেন?

—আমি বলিতে পারি না।

করোণার—ইহা কাহার ডায়েরী?

—ইহা শিবদাস ঘোষালের ডায়েরী?

করোণার (সাক্ষীর প্রতি) আমার এবং জুরীদের মনে এই যে আপনি এই বিষয়ে অনেক কিছু জানেন কিন্তু তাহা প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করেন না।

[illegible] আইন

গত [illegible] তারিখ [illegible] সময় [illegible] সহরে [illegible] ব্যারিষ্টার মিঃ [illegible] পরলোক গমন করিয়াছেন। হঠাৎ হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ায় তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। গত [illegible] মাস যাবৎ তিনি [illegible] রোগে ভুগিতেছিলেন। কিন্তু এত হঠাৎ যে তাঁহার মৃত্যু হইতে পারে তাহা কেহই মনে করিতে পারে নাই।

মিঃ [illegible] প্রায় ১৫ বৎসর কাল [illegible] প্রবাসী। তিনি তাঁহার ব্যবসায়ে বেশ উন্নতি করিয়াছিলেন। বিশেষতঃ তাঁহার ব্যবহার এবং লোকের সঙ্গে মিশিবার [illegible] সকলকে আপনার করিয়া লইবার এমন একটা শক্তি ছিল [illegible] প্রবাসী বাঙ্গালী মাত্রই সেই জন্য তাঁহাকে পূর্ব্ব [illegible] চক্ষে দেখিতেন।

কলিকাতার বাজার দর

চাউলের দর

	প্রতি মণ
[illegible]	[illegible]
বালাম চাল	[illegible]
কাটারীভোগ	[illegible]
বাঁকতুলসী	[illegible]
[illegible]	[illegible]
ঐ পুরাতন	[illegible]
[illegible] উৎকৃষ্ট	[illegible]
[illegible]	[illegible]
সিদ্ধ [illegible]	[illegible]
আতপ -	[illegible]
নূতন আতপ	[illegible]
পেশোয়ারী	[illegible]
বাঁকতুলসী আতপ	[illegible]
ঐ মাঝারি	[illegible]
পাটনাই আতপ	[illegible]
কাটারীভোগ	[illegible]
ঐ [illegible]	[illegible]

আটা ও ময়দার দর

পেটেন্ট ময়দা প্রতি মণ	[illegible]
গৃহকার্য্যে ব্যবহারোপযোগী	[illegible]
আটা (বি)	[illegible]
সুজী	[illegible]
আটা (এম)	[illegible]
„ (২)	[illegible]
„ (কে)	[illegible]
„ (৩)	[illegible]

তেলের দর

উৎকৃষ্ট সরিষার তৈল	[illegible]
ঐ পুরাণ	[illegible]
নারিকেল তৈল	[illegible]
[illegible] তৈল	[illegible]

চিনির দর

সাদা [illegible]	[illegible]
দেশী সাদা দানা	[illegible]
„ লাল „	[illegible]

গুড়ের দর

[illegible] প্রতি মণ	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]

সোণা রূপা

	প্রতি ভরি
টাকশালের বার „	[illegible]
[illegible] বার „	[illegible]
গিনি „	[illegible]
রুপার বার প্রতি ভরি	[illegible]
ঐ পুরাণ	[illegible]

লৌহ ও হার্ডওয়ার

টাটার তৈয়ারী	প্রতি হন্দর
[illegible]	[illegible]
ঐ [illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]

[illegible] এণ্ড কোং লিঃ
[illegible], বড়বাজার, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১০ম বর্ষ | ৭ মধুসূদন গৌরাব্দ ৪৪৯, ১২ই বৈশাখ বঙ্গাব্দ ১৩৪২, ২৫শে এপ্রিল ইং ১৯৩৫ বৃহস্পতিবার | ৪৬৩ম সংখ্যা

প্রচার-প্রসঙ্গ

ময়মনসিংহে

গত ১৩ই এপ্রিল ময়মনসিংহ-মহারাজের সাদর আহ্বানে শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজ তাঁহার রাজপ্রাসাদে সন্ধ্যা ৭॥ টার সময় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিবার জন্য গমন করেন। সেখানে তিনি সন্ধ্যা ৭টা হইতে রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত মহারাজ ও মহারাণীর নিকট (অন্দরমহলে) শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহারা আচার্য্যবান্ প্রচারক শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজের ভাগবত-ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত [illegible] হইয়াছেন।

গত ১৫।৪।৩৫ তারিখ সোমবার শ্রীল প্রভুপাদ ময়মনসিংহ পরিত্যাগ করিবেন শ্রবণ করিয়া প্রাতঃকালে বহু ব্যক্তি আগ্রহ-বিশিষ্ট ও উন্মুখ হইয়া হরিকথামৃত পান করেন। ঐ সময় [illegible] প্রভৃতি বহু [illegible] প্রভুপাদ-পদ্মে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন।

ময়মনসিংহ-বাসীর ভাগ্যের আর পরিসীমা নাই। শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ, শ্রীপাদ [illegible] প্রভু, শ্রীপাদ [illegible] প্রভু প্রভৃতির চেষ্টায় ময়মনসিংহে শ্রীল প্রভুপাদের যে লীলার আরম্ভ হইল তাহাতে কত শত শত নরনারীর যে সৌভাগ্যের উদয় হইল এবং মানুষকে হরিকীর্ত্তন শ্রবণ করিবার সুযোগ দান করিয়া কত লোক যে ধন্য ও কৃতার্থ হইল তাহা যাহারা স্বচক্ষে না দেখিয়াছেন, তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন না। সংবাদপত্রে এমন ভাষা নাই যে, প্রকৃত দৃশ্য ভাষার দ্বারা বর্ণন করিয়া সাধারণকে তাহার উপলব্ধি করাইতে পারে। তাই মহাজনের ভাষা ও শব্দ আশ্রয় করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের নিকট বার্ত্তা সমাপ্ত করা হইল।

উঠাইল প্রেম বন্যা চৌদিকে বেড়ায়।
স্ত্রী-বৃদ্ধ-বালক-যুবা সকলে ডুবায়॥

কটকে

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমৎ [illegible] মহারাজ কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠে বিশেষ সংকীর্ত্তন, প্রাতে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও সন্ধ্যায় শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি সরল ও সহজ ভাষায় পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন। ঐ সকলের পাঠ শ্রবণ করিয়া সকলেই পরমানন্দ লাভ করিতেছেন। অনেক প্রধান ব্যক্তি পাঠে যোগদান করিয়া পরমে পরিতৃপ্ত হইতেছেন।

শ্রীধামে

গত [illegible] সোমবার প্রাতে উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ [illegible] কাব্য-পুরাণতীর্থ, [illegible], ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ আকর-মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পণ্ডিতজীর সুমধুর পাঠ ও কীর্ত্তন শুনিয়া সকলেই পরমানন্দিত হন।

২৪ পরগণায়

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ গত ২৮শে চৈত্র, ১১ই এপ্রিল বৃহস্পতিবার দিবস ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত গোপালপুর গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বিশেষ আগ্রহে ঐ দিবস সন্ধ্যায় তাঁহার গৃহে "ভাগবতধর্ম" সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতামুখে স্বামীজী বলেন জগতে যতপ্রকার ধর্ম আছে তাহা সমস্তই কৈতবপূর্ণ অর্থাৎ ধর্ম, অর্থ, কাম অথবা মোক্ষের কথাই ঐ সমস্ত ধর্মে আলোচিত হইয়াছে। ঐ সমস্ত ধর্ম জীবের শ্রেয়ঃ-কামনামূলক উক্তি হইয়াছে। বাস্তবিক তাহারা জীবের মঙ্গল লাভ হওয়া দূরে থাকুক, অনেক অমঙ্গলই হইয়া থাকে। ভাগবতধর্ম্ম সাধারণতঃ আমাদের [illegible] না। কারণ উহাতে আমাদের ইন্দ্রিয়তর্পণের কোন কথা নাই; বরং একমাত্র স্বরাট্ বস্তু শ্রীভগবানের ইন্দ্রিয়তর্পণের কথাই উহাতে প্রচুর পরিমাণে আলোচিত হইয়াছে। উহাতে লোকসাধের কোন প্রশ্রয় দেওয়া হয় নাই এবং লোকসাধের হাত হইতে ছুটি করাইয়া ভগবানের সেবায় উদ্বুদ্ধ করার কথা উক্ত হইয়াছে। ইহা কোন সাময়িক, সম্প্রদায়গত বা দেশগত ধর্ম নহে, ইহাই একমাত্র সার্ব্বজনীন ধর্ম।

যেদিন হইতে আমরা এই সনাতন ধর্ম বা আত্মধর্ম্মের মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে অক্ষম হইয়া তাহাকে অন্যান্য দেহমনোধর্ম্মের সমপর্য্যায়ে গণিত করিয়াছি সেইদিন হইতে আমরা এই সনাতনধর্ম্মের কথা বুঝিতে অসমর্থ হইয়াছি এবং আমাদের নিজের নানা অমঙ্গলের সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু জীবের ধর্ম-জিজ্ঞাসার উদয় হইলে পরে তাহাকে সদ্গুরুর নিকট আশ্রয়ণ করিবার উপদেশ করা হইয়াছে। সদ্গুরু শাস্ত্রবিচার দ্বারা শিষ্যকে দেহমনোধর্ম্মের অনিত্যতা উপলব্ধি করাইয়া তাহাকে নিত্যধর্ম্মের উপদেশ করেন। এই নিত্যধর্ম ভাগবতধর্ম অর্থাৎ ভগবানের সহিত জীবের নিত্যসম্বন্ধ। ভগবান্ নিত্য এবং জীবও নিত্য। স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার-ফলে জীব যখন ভগবদ্-বহির্মুখতার বশবর্ত্তী হয় তখন সে মহামায়াকে আশ্রয় করে।

পরে স্বামীজী [illegible] সম্বন্ধ-বিশিষ্ট হইয়া গুরুকুলে বাস করিয়া ভাগবত-জ্ঞান লাভ করিতেন। তাঁহারা আলোচনা করিতেন এবং বর্ণাশ্রমধর্ম্ম প্রতিপালন করিতেন; কিন্তু বর্ত্তমানে [illegible] আমরা বুঝিতে অসমর্থ হইয়াছি। [illegible] বিষ্ণু-সম্বন্ধ [illegible] বিষ্ণু-সম্বন্ধীয় বুদ্ধি [illegible] আসুরিক ভাব প্রবল হয়। পুনরায় [illegible] আমাদের [illegible] প্রয়োজন। [illegible] মহারাজ বিশেষ-[illegible] এবং [illegible] সহিত [illegible] করিয়া হন।

শ্রীপাট-[illegible]

শ্রীপাদ [illegible] মহারাজ শ্রীচৈতন্যমঠের [illegible] শ্রীগৌড়ীয়মঠের [illegible] সোমবার [illegible] ও [illegible] করিয়াছেন। [illegible] শ্রীগৌড়ীয়মঠের [illegible] পরমানন্দিত হইয়াছেন এবং [illegible] নিকট [illegible] করিয়াছেন।

কৃষ্ণ আমায় পালে, রাখে' জান সর্ব্বকাল। আত্মনিবেদন-দৈন্যে ঘুচাও জঞ্জাল॥

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৭ মধুসূদন আদি কার্য্যোদ্যমী ৪৪১

হতভাগা ভারত !

ভারতবর্ষ, তুমি ধন্য, তুমি পবিত্রা, তুমি মহা-ভাগ্যবতী। মনুষ্য ত দূরের কথা, দেবতাগণও তোমার এই ভাগ্যের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারেন না। তোমার বক্ষে ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তগণ বিচরণ করেন বলিয়াই আজ তোমার এত গৌরব, আজ তুমি এত ভাগ্যবতী! কিন্তু তোমার চির ধন্য, পরম পবিত্র ও গৌর-গৌরবজন সেবাপরা জননীর পুত্র কন্যা ভারতবাসী আজ তোমাকে কোথায় টানিয়া চালাইতেছে. ভগবানের সেবাকে চিরতরে নির্বাসিত করিবার জন্য দৃঢ়বদ্ধ হইয়া আত্মেন্দ্রিয়তর্পণকে যথাসর্ব্বস্ব করিয়া তুলিয়াছে. আত্মমুক্তির কথা একবিন্দুও চিন্তা না করিয়া পঙ্কবৎ প্রায় পঙ্কিল ইন্দ্রিয়তর্পণস্রোতের অবাধগতিতে অনেকের যাত্রী হইবার জন্য চেষ্টা করিতেছে এবং সকলকে সেই পথের যাত্রী করিবার জন্য সাদর আহ্বান করিতেছে. তাহাদের এই পাপ-পঙ্কিল জগতের কুচিন্তাস্রোতকে পরিবর্ত্তিত করিবার জন্য কেহ চেষ্টা করিলেও তাহারা তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া নিজের স্বেচ্ছাচারিতাকে প্রবল করিয়া অর্জিত পথে ধাবমান হইয়া তাহাদিগকে পতিত বা মূর্খ বলিয়া মনে করিতেছে। তাই আজ আমরা তাহাদের সে শোচনীয় পরিণাম বা দুঃখের কথা অনুচিন্তন করতঃ হইতে পারিয়া তাহাদের দুঃখে দুঃখিত হইয়া 'হতভাগা ভারত' শব্দ ব্যবহার পূর্ব্বক তাহাদের দুর্ভাগ্যের কথা না ভাবিয়া পারিতেছি না।

———

ভারতবাসি! ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তের সেবায় জন্যই তোমাদের গৌরব এবং এইজন্যই এই ভারতভূমি ধন্যা, পবিত্রা; কিন্তু তোমরা সেই ভারতজননীর পুত্র হইয়া—মহাত্মা পুত্র হইয়া অনন্যভক্তিশালী নিত্য নিত্য ভগবানের সেবা কি চিরকাল ভুলিয়া থাকিবে? তোমরা কি এই ভগবৎ-সেবাপ্রবৃত্তির কথা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করিয়া তাহা নিজ জীবনে আচরণ পূর্ব্বক 'ভারত ভূমিতে হৈল মনুষ্যজন্ম যার। জন্ম সার্থক করি' কর পর উপকার॥' এই বাণীর সার্থকতা করিবে না? তোমরা কি ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষের প্রয়োজন-বোধে জীবের একমাত্র পরম প্রয়োজন কৃষ্ণপ্রেম-লাভের একমাত্র উপায় ভক্তি-পথ-রত্নে অভিষিক্ত হইবে না? তোমাদের এ অন্ত-বিষয়াবেশ পরিত্যাগ কি গৌরজনপাদ-পদ্মে নত হইয়া এই পুণ্যময় ভারতের সম্মান রক্ষা করিবে না? ভগবান্ আজ তোমাদের দ্বারে ভিখারী হইলেও—নররূপে, ভক্তরূপে অল্পকিছু ভিক্ষার ছলে সর্ব্বস্ব আত্মসাৎ করিবার জন্য ব্যগ্র হইলেও কি তোমরা বলি মহারাজের অনুসরণে তোমাদের সর্ব্বস্ব তাঁহাকে দিয়া তোমাদের ত্রিতাপ-জ্বালা নির্ব্বাপিত করিবে না? তোমরা কি অন্তরের মধ্যে পরিশোধিত হইয়া "অব-জানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্। পরং ভাবমজানন্তো মম ভূত-মহেশ্বরম্॥" এই ভগবদ্বাণীর অর্থ বুঝিবে না? ভগবানের নররূপ বা ভক্তরূপ দেখিয়াও কি তোমরা অসুরগণের ন্যায় বঞ্চিত থাকিবে, বৈকুণ্ঠাভিযানের কথা কি তোমাদের হৃদয়ে একবারও জাগিবে না? তোমাদের অনিত্য বাসস্থানকে কি তোমরা নিত্য-বাসস্থান মনে করতঃ নিত্য নূতন মাটীর ঘর বাঁধিবার জন্য ব্যস্ততা দেখাইবে? বৈকুণ্ঠে ফিরিয়া যাওয়া জীবের পক্ষে অসাধ্য. একথা সত্যসত্য কিন্তু তোমাদের হৃদয়-বন্ধু কোন বৈকুণ্ঠজন তোমাদিগকে হাতে ধরিয়া লইয়া যাইবার জন্য এত অনুরোধ করিলেও—তোমাদের দুঃখে দুঃখিত হইয়া তোমাদের জন্য ক্রন্দন করিলেও, তোমরা একজনও কি সত্য সত্য তাঁহার কাতর আহ্বানে সাড়া দিয়া উঠিবে না বা একজনও কি তাঁর সঙ্গে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইবে না? এই কি তোমাদের কৃতজ্ঞতা? এই কি তোমাদের অনন্তকালের গবেষণার ফল? এই কি তোমাদের বুদ্ধির বাহাদুরী? তাই বলি, তোমরা কি কপটতার চরম সীমায় উঠিয়া ভগবানের সঙ্গেও কপটতা করিতে ছাড়িবে না? ভগবানকে ঠকাইয়া লইবার দুর্ব্বুদ্ধি কি তোমাদের হৃদয় হইতে কখনও যাইবে না? হতৈদ্বাত্ত্ব ভারত! এখনও সময় আছে, তোমরা এ বিষয় চিন্তা কর। তাই আজ গৌর-গৌরজনোচ্ছিষ্টভোজী আমাদের এত চীৎকার! পাছে নিজের দোষ দেখিতে না পাইয়া বরাবর ভগবানের ঘাড়ে নিষ্ঠুর বলিয়া দোষ চাপাইয়া অধঃপতনের পথে, এই ভয়ে প্রকাশ আমরা আজ প্রভুপদে বা বন্ধুস্বরে তোমাদিগকে সাবধান করিবার ক্ষীণ চেষ্টা দেখাইতেছি।

— · —

বাল্যকাল হইতে শুনিয়া আসিতেছি যে, ভগবান্ ভগবদ্ভক্তবিদ্বেষী দুষ্কৃতগণের বিনাশের জন্য পরমপদ হইতে নামিয়া আসেন—অবতীর্ণ হন। শাস্ত্রের নিগূঢ় সত্য কথা জানিবার সৌভাগ্য যে একেবারেই আমাদের হয় নাই তাহা নয়, এমন কথা জানিবার সৌভাগ্য ভগবান্ গুরুরূপে আজ আমাদিগকে দিয়াছেন এবং আমরা তাঁহার অমৃতময়ী বাণী শ্রবণে অমৃতের উপকৃত হইয়াছি বলিয়াই আজ সেই জগন্মঙ্গলময়ী অমৃতকথা তোমাদের কাছে না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না। এই যে আমাদের বলিবার চেষ্টা বা যত্ন তাহাও আমাদের স্বাধীনেচ্ছাপ্রসূত নহে পরন্তু গৌরজনের পাদপদ্মাশ্রিতবৃন্দে ভগবান্ গৌরের আদেশ-পালনের জন্য সমুদ্রবক্ষে কাঠবিড়ালীগণের সেবার ন্যায় আমাদেরও সেইরূপ একটা প্রয়াস। তাই মহাপ্রভুর "যারে দেখ তারে কহ কৃষ্ণ-উপদেশ। আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার এই দেশ॥" এই বাণী শিরে ধারণ করিয়া বলিতে বাধ্য হই—

"প্রভুর আদেশে তাই মাগি এক ভিক্ষা।
বল কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ কর কৃষ্ণশিক্ষা॥"

———

হে ভারতবাসি! তোমরা যাঁহার, যিনি ব্যতীত তোমাদের আর কেহ নাই, সেই জগৎপিতা ভগবানের সন্ধান করিবার জন্য তোমরা প্রস্তুত হও। আচার্য্যের আহ্বান আসিয়াছে—বৈকুণ্ঠের আবার আসিয়াছে। মহাপ্রভুর প্রচারিত শুদ্ধ সনাতন-ধর্ম্ম আবার মাথা তুলিয়া ভক্ত গম্ভীরস্বরে চেতনবাণী বা শব্দ-ব্রহ্মের আনুগত্য করিবার কথা বলিতেছে। সুতরাং সেই বৈকুণ্ঠাগত মহাজনের চরণতলে গুরুরূপী ভগবানের আনুগত্যে শব্দরূপী ভগবানের সেবা করিবার জন্য তোমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হও। তাহা হইলে নিশ্চয় কোন দিন না কোনদিন মঙ্গলের পথ দেখিতে পাইয়া পাগল হইবে আর বলিবে—

"কিবা মন্ত্র দিলা গোসাঞি কিবা তার বল।
জপিতে জপিতে মন্ত্র করিল পাগল॥"

———

ভারতবাসি, আজ পৃথিবী গৌরকীর্ত্তনে মুখরিত হইয়াছে দেখিয়াও কি তোমরা ঘুমাইবে? গুরুরূপী ভগবানের অলৌকিক শক্তিমত্তায় সমস্ত জগৎ মুগ্ধ ও বশীভূত হইতেছে দেখিয়াও কি তোমরা আপন মনে দুর্বিবরকোণে মাতোয়ারা থাকিবে? তাই বলি, সমস্ত অপরের মুখে ছাই দিয়া পরম-ভাগবত মহাপুরুষের বাণী শ্রবণ কর। যদি গুরুরূপী ভগবানের বাণী শ্রবণ করিবার লালসা হৃদয়ে পোষণ কর তাহা হইলে এই বিশ্বাসঘাতক বিশ্বের হস্ত হইতে নির্মুক্ত হইতে পারিবে—এই দুঃখময় বিশ্বে আর থাকিতে হইবে না। কিন্তু তোমাদের সেই পুরাণ কুকুর-শৃগাল পূতিগন্ধময় দেহ বা অন্য যাহা কিছু আছে তৎসমুদয় তাঁহাকে না দিয়া যদি কিঞ্চিৎও রাখিবার প্রয়াস কর, একমাত্র আচার্য্য ও আচার্য্য শ্রেষ্ঠগণে সঙ্গিত পূর্ণ বন্ধুত্ব স্থাপন করিতে না পারিয়া অপর কাহাকেও যদি স্বপ্নেও বন্ধু বলিয়া মনে কর তাহা হইলে এ জন্মে আর মঙ্গলের বাতাস হইবে না। ঐ বিজনভজনের ভূত যতই এ জগতে পুনরায় বাস করিয়া অশেষ দুঃখ বরণ করিতে হইবে। সুতরাং আর অবুঝের মত কাজ না করিয়া একটুকু বুদ্ধিমানের মত কাজ কর, সময় বুঝিয়া চল এবং আমাদের এই বিজ্ঞাপিত মঙ্গল-গীতিটী মন দিয়া শুন। আমাদের কাজ আমরা করিলাম, তোমাদের কাজ তোমরা করিও - ইহাই তোমাদের নিকট আমাদের বিনীত শেষ প্রার্থনা। দেখিও দেখে যেন আমাদিগকে দোষ না দাও, এই কথাটি বলিয়াই অদ্যকার মত বিদায়।

"আর কেন মায়াজালে পড়িতেছ জীব-মীন!
নাহি জান বদ্ধ হ'য়ে র'বে তুমি চিরদিন॥
অতি তুচ্ছ ভোগ-আশে,
বন্দী হ'য়ে মায়াপাশে,
রহিবে বিকৃতভাবে দণ্ড্য যথা পরাধীন।
এখনও ভক্তি-বলে কৃষ্ণপ্রেম-সিন্ধু জলে,
ক্রীড়া করি' অনায়াসে থাক তুমি কৃষ্ণাধীন॥"

রুদাঘরায় শ্রীল প্রভুপাদের অভিভাষণ

(২)

যদবধি মম চেতঃ কৃষ্ণপদারবিন্দে
নবনবরসধামন্যুদ্যতং রন্তুমাসীৎ।
তদবধি বত নারীসঙ্গমে স্মর্য্যমানে
ভবতি মুখবিকারঃ সুষ্ঠু-নিষ্ঠীবনঞ্চ॥

যৌবনের তাড়নায় স্ত্রীসঙ্গে মত্ত হ'বার কথা তিনি বলেন নাই বা শুক্রশোণিতে জাত কোন বস্তুর কথা বলেন নাই। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকে পরমেশ্বর ব'লে কতক-গুলি লোক বলেন, কিন্তু তিনি পরস্ত্রী-চর্চ্চা'য় কর্তে পারেন, এরূপ বাজে কথার খণ্ডিবার হওয়া দরকার। শালগ্রাম ও পাথর, অন্য পাথর ও পাথর এরূপ বিচার অন্যায়। অাকৃতিকে দিয়ে বিগ্রহ প্রমাণ করার আবশ্যক নাই। যে দুনিয়াদারীতে ব্যস্ত নয়, তাঁ'র কাছে এসব কথা শুন্তে হ'বে। আমরা অনেক বিষয় না জেনেও বক্তা সেজে বসি। ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের কথা বা গ্রাম্যকথা না থাম্‌লে ভগবৎকথা শোনার ফল হ'বে না। অনেক বাজে কথা কাণের মধ্যে ঢুকেছে, সে-গুলো পরিষ্কার করা দরকার। গ্রাম্য, ধর্ম্মোক্তি, মানুষী, পুরুষা ইত্যাদি তাদের যত শব্দ আছে, তা' আমাদের আলোচ্য নয়; সেখান হইতে যে কথা আসে, তাহ আলোচনা করব। 'ভক্ত-স্বরূপ মৎকথায়' বাস্তবিক অভিজ্ঞতার বাহ্য বিচারের কথার কোন মূল্য নাই। ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-কামী বা মোক্ষকামিগণ ধর্ম্ম-জগতের কোন কথা জানেন না। ঐ গুলো থেকে গেলে তবে শোনবার যোগ্যতা হয়।

বিশুদ্ধ সত্ত্বে ভগবানের প্রকাশ, সেখানে ভজভজোগণের পারিপার্শ্বিকতা নাই। গোবিন্দজীর ৭ তলা মন্দির ছিল। কিন্তু ঔরঙ্গজীব তা দেখে সহ্য করতে পারলেন না, তিন চারটা তলা ভেঙে দিলেন। মন্দিরভাঙ্গার দরুণ অনেকে দুঃখিত হ'ল। গোবিন্দজী নিজের মন্দির রক্ষা করতে পারলেন না। ক্লেচ্ছ রাজের হাতে অত্যাচার (?) হ'লো, রাবণ সীতাকে হরণ করে নিয়ে গেল—এ সমস্ত বিচার এলে ঈশ্বরে বিশ্বাস নাই বুঝতে হ'বে। যেখে নেওয়া ধর্মের কথার মধ্যে ঈশ্বর নাই, এ সকল বাবার কথা। মনোধর্মীর কথা, যাদের ভাল লাগে তাঁ'রা তাব! খেলে দিন কাটাচ্ছে। মানুষ আসল কথা না শুনে লক্ষ লক্ষ বাজে কথায় ভরপুর হ'য়ে আছে। অবতারবাদই ধীকার্য, অহিংসাবাদ স্বীকার্য নহে। কিন্তু এ সকল কথা বুঝবার বা বলবার কোন লোক নাই।

সকল কার্য্যের কর্তৃত্ব হ'তে যদি তফাৎ হওয়া যায়, 'ভক্তো ভবেৎ মাং ভক্তা' শ্রীভগবানের এই বাক্য শিরোধারণপূর্ব্বক যদি ভক্তিপূর্ব্বক ভগবৎ-সেবা করি, তা' হ'লে আমাদের সংশয় দূর হ'বে। চব্বিশ ঘণ্টা ঈশ্বর-সেবা ব্যতীত আর কিছু করতে হ'বে না। ঈশ্বর-ধাম—বৈকুণ্ঠ; তাতে কুণ্ঠা-ধর্ম নাই। তাঁর Merit আমার আয়ত্তের অধীন নয়। দুনিয়াতে যে সব কাজ আছে, ইন্দ্রিয়তৃপ্তিটাই যাতে প্রয়োজনীয় বিষয় হ'য়ে পড়েছে তা'তে আবদ্ধ থাকায় অনেক সময় নষ্ট হ'য়ে যাচ্ছে। এ সব বাজে কথা পরিত্যাগ ক'রে ভগবৎ কথা শুনা দরকার, গ্রাম্যকথার দরকার নাই। লায়লা মজনু বা বিদ্যাসুন্দরের প্রেমের কথা (?) শুনবার দরকার নাই। গুরুপাদপদ্ম হ'তে ভগবৎ-কথাই শুনতে হ'বে, তা'র দ্বারাই পরমমঙ্গল লাভ হ'বে।

"সরস্বতীজয়শ্রী"

[বৈভব-পর্ব]

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের কৃপা যে-রূপে তাঁহার অনুগত ভক্তগণ উপলব্ধি করিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে ভিক্ষা ৩৲ টাকা মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার কলিকাতা।

নবদ্বীপ পঞ্জিকা—৪৪৯ গৌরাব্দের সচিত্র সুবৃহৎ নবদ্বীপ পঞ্জিকা কলিকাতা বাগবাজারস্থ গৌড়ীয়মঠে পাওয়া যাইবে। ভিক্ষা ৵০

"পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে"

"শ্রীভক্তিমার্গ ইহ কণ্টককোটিরুদ্ধঃ"

—এই বাক্যটী শুনিয়া আমরা অনেকে ভীত হই এবং শ্রীভক্তিমার্গাবলম্বিগণের চরম কামনার এইরূপ সন্ধান যখন প্রাপ্ত হই যে—"ইহাতে কর্ম্মী, জ্ঞানী প্রভৃতির ন্যায় "বসং দেহি ধনং দেহি" প্রভৃতি ঐহিক সুখকর দেহি-পিপাসা-তৃপ্তির জন্য আকুল হইতে হইবে না পরন্তু পরমাত্মার নিত্য সেবক (বর্ত্তমানে যিনি মায়িক আবরণে আবরিত) এই দেহস্থিত সেই শুদ্ধ-চৈতন্য দেহীর পিপাসা-তৃপ্তির জন্য আকুল হইতে হইবে অর্থাৎ দেহাস্থিত শুদ্ধ আত্মার বৃত্তি—শুদ্ধকৃষ্ণসেবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে এবং 'ধনং দেহি, জনং দেহি', 'যশো দেহি,' 'বিদ্যাং দেহি,' 'মনোরমাং ভার্য্যাং দেহি' ইত্যাদি ভোগবাঞ্ছাজ্ঞাপক প্রলাপের পরিবর্তে "ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে" ইত্যাদি আপাত-কর্কশ উপদেশ-পালনের দ্বারা সনাতন হইতে প্রাপ্ত পাইয়া বিষয়-আশায় কবল কবল হইতে মুক্তিলাভপূর্ব্বক স্বীয় সুখ-পুষ্টিকারক ইতর বাসনা পরিত্যাগ করতঃ দন্তে তৃণ ধরিয়া করিয়া নিষ্কপটে প্রার্থনা করিতে হইবে

মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি।'

তখন অনেকে ভক্তিমার্গকে দূর হইতে দণ্ডবৎ জ্ঞাপনপূর্ব্বক তাহা হইতে বিদায়-নিবেদন জানান, কিন্তু তাঁহারা জানেন না যে, ভক্তিমার্গই সর্ব্বাপেক্ষা সরল ও সুখসাধ্য সর্ব্বাপেক্ষা এবং ইহার অল্পমাত্রও কাহারও কর্তৃক অনুষ্ঠিত হইলে তাহার আর পতনাশঙ্কা থাকে না; পক্ষান্তরে যোগ-জ্ঞানাদি-মার্গে বহু কৃচ্ছ্র সাধনপূর্ব্বক ব্রহ্মলোক-প্রাপ্তি, বিভূত্যাদি লাভ, অথবা সর্ব্ববিধা মুক্তিলাভ হইলেও পতন অবশ্যম্ভাবী। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় উক্ত হইয়াছে—

"আব্রহ্ম-ভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জ্জন্ম ন
বিদ্যতে॥"

—ব্রহ্মলোকপ্রাপ্ত কর্ম্মী, জ্ঞানী বা যোগীরাও পুনরাবর্তনশীল। কিন্তু হে অর্জ্জুন, আমাকে প্রাপ্ত বা আমার সেবা-ভূমিকায় উপস্থিত সুকৃতিজন তাদৃশ পুনরাবর্তনের আশঙ্কী নহেন। তাঁহারা সেবা-সেবকভাব লইয়া পতনাশঙ্কা-রহিত বৈকুণ্ঠ ধামের নিত্য অধিবাসী। পক্ষান্তরে যম-নিয়মাদি দ্বারা আরোহপন্থায় জীবন্মুক্তাদি অভিমান সংগ্রহ করতঃ কৃষ্ণবিমুখ জ্ঞান-যোগাবলম্বিগণের গতি পরম শোচনীয়। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

"যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন-
স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥"

—হে পুণ্ডরীকাক্ষ আপনার "ভক্ত" (কর্ম্মী বা যোগী নহে) ব্যতীত অন্য যাহারা আপনাদিগকে বিমুক্ত বলিয়া অভিমান করে, আপনার প্রতি ভক্তি না থাকায় তাহাদের বুদ্ধি শুদ্ধ নহে। তাহারা শম-দমাদি অত্যন্ত কৃচ্ছ্রসাধনের ফলে আপনাদিগকে জীবন্মুক্ত বলিয়া অভিমান করিয়াও চিদাশ্রয়স্বরূপ আপনার চরণযুগলকে অনাদর করতঃ অধঃপতিত হয় অর্থাৎ পুনরায় অধিকতর হীনাবস্থা প্রাপ্ত হয়।

শ্রীঅর্জ্জুন জীবশিক্ষাকল্পে যখন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "হে কৃষ্ণ, কর্ম্মযোগ অথবা জ্ঞান যোগাদির দ্বারা যাহারা তোমার উপাসনা করে এবং যাহারা শুদ্ধভক্তিযোগে তোমার পাদপদ্ম একান্ত আশ্রয় করে"—এই দুইজনের মধ্যে কে যোগবিত্তম অর্থাৎ কাহার যোগধারা তোমার পাদপদ্মে চিত্ত-সংযোগ শ্রেষ্ঠরূপে হয়? তদুত্তরে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

"ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা
উপাসতে।
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ॥"

অর্থাৎ যিনি আমার দেবকীনন্দনাদি সবিশেষস্বরূপে একান্তভাবে মনোনিবেশ করতঃ দৃঢ় শ্রদ্ধাসহকারে একমাত্র ভক্তি-যোগকেই অবলম্বনীয় জানিয়া শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভজনাঙ্গ নিত্য যাজন করেন তিনিই যুক্ততম অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ। আবার জ্ঞান-যোগাদির কৃচ্ছ্রতার উল্লেখ করিয়া এবং দেহধারীর পক্ষে শুষ্কমার্গাবলম্বনে অর্থাৎ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মচিন্তনাদি ব্যাপারে শুধু দুঃখই লাভ হয়, তৎসম্বন্ধেও শ্রীভগবান্ তৎপরেই স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন—

ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে॥

বস্তুতঃ জীব চৈতন্যস্বরূপ ও চিদ্বৈশিষ্ট্য-বিশিষ্ট। অব্যক্তভাব জীবের স্বরূপ-বিরোধী হওয়ায় তাহা স্বাভাবিক বা সহজবৃত্তি নহে বলিয়াই দুঃখজনক। সুতরাং "কৃষ্ণের যতেক খেলা, সর্ব্বোত্তম নরলীলা, নরবপু তাঁহার স্বরূপ।"

ভজনাঙ্গ-যাজনকালে উচ্চাবস্থায় উপস্থিত হইতে না পারিয়াও যদি কেহ দেহত্যাগ করে তথাপি তাঁহার সেই ভজনাঙ্গের স্বল্পত্বে তাঁদের ফলও বিনষ্ট হয় না; অধিকন্তু সেই স্বল্প ভজনাঙ্গযাজনফলেও তাহার পুনর্জ্জন্মে সেই ভক্তি-ভাব প্রবল হইয়া থাকে এবং তাহাকে ক্রমশঃ সত্ত্বোপাধি বিনির্ম্মুক্ত বিশুদ্ধা ভক্তি প্রদান করতঃ সুদুর্লভ শ্রীভগবৎ-পাদপদ্ম-সেবায় অধিকার প্রদান করে এবং ভক্ত সেই অশোক অভয় পাদপদ্মসেবায় অধিকার প্রাপ্ত হইয়া এশ্বর্য্যকীর্ত্তনে অধিকার লাভ করতঃ আনন্দাম্বুধি মধ্যে নিত্য নিমজ্জিত থাকেন। পক্ষান্তরে যোগজ্ঞানাদির দ্বারা তৎপদ নিত্যপ্রাপ্য নহে বলিয়াই মুমুক্ষু কৃষ্ণভক্তগণ তাহার আদর করেন না। ভক্তগণ জানেন—

"যমাদিভির্যোগপথৈঃ কামলোভহতো মুহুঃ।
মুকুন্দসেবয়া যদ্বৎ তথাদ্ধাত্মা ন শাম্যতি॥"

—মুকুন্দসেবাদ্বারা যথা কাম-লোভাদি-রিপুবর্গ হইতে অশান্ত মন যেমন সহজে নিগৃহীত হয়, যম-নিয়মাদি অষ্টাঙ্গযোগমার্গ অবলম্বনদ্বারা তাহা তেমন নিরুদ্ধ বা শান্ত হয় না। প্রকৃতপক্ষে অবরোহ-পন্থায় কাহারও কোনও অসুবিধা লক্ষ্য হয় না, সুতরাং সহজ বা স্বাভাবিক বৃত্তি কৃষ্ণদাস্য স্বীকার করাই প্রয়োজন। শ্রীবর্দ্ধকিবিনোদ ঠাকুর আরোহ পন্থা সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ পূর্ব্বক আমাদিগকে যে আদর্শে অনুপ্রাণিত করিবার জন্য নিম্নলিখিত পদটী কীর্ত্তন করিয়াছেন তাহা আমাদের চির অনুসরণীয় হউক

গোপীনাথ। মন যে পাগল মোর।
না মানে শাসন, সদা অচেতন,
বিষয়ে রয়েছে ভোর॥
গোপীনাথ! হার যে মেনেছি আমি।
আমার সকল যতন, হইল বিফল,
এখন ভরসা তুমি॥

—শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

দ্বিতীয় আল্বর্

'ভূতযোগী'

দ্রাবিড় দাক্ষিণাত্যে লোকে কয় যাঁর,
'তিরুবরুদ্ ম্যলাই' বা 'মহাপুরী' নামে,
'ভূতযোগী' এই স্থানে অবতীর্ণ হ'ন,
প্রচারিতে সত্যবাণী এ ভারতভূমে।

দ্বাপরে কার্ত্তিক মাসে ধনিষ্ঠা-নক্ষত্রে,
শ্রীবিষ্ণুর 'কৌমোদকী' গদার অংশেতে;
পণ্ডিত ভূতযোগী দিব্যসূচ-ক্ষেত্রে,
প্রসিদ্ধ দক্ষিণে তিনি 'পূতত্ত্ব'-নামেতে।

নিরাযোগী পুষ্পের লোভার প্রভাবে,
বীরাবতী শ্রীবিষ্ণুর বাঞ্ছ পরাস্বাদে;
নাস্তিক পাষণ্ড অকিঞ্চন জন সব,
ভ'রে গেল জীবন আবিষ্ট স্রোতেতে।

অহঙ্কারী অকিঞ্চন হত সম্প্রদায়,
চ'লে গেল উদ্ধত দম্ভ-পদাঘাতে,
পাষণ্ডীর মত হয়ে ভক্তি লুকায়,
বিষ্ণুভক্ত-সুধাস্রোত বাহিল জগতে।

অভিমানী আদি এত দুঃখাদ্য সব,
কর যোর অভিমান-মদ-উৎসব;
অনুক্ষণ অভিমান জাগে দুঃখ যত,
ঘুচাতে যাদের হাত দিন পদ্মধন॥

— শ্রীঅনাদেব চট্টোপাধ্যায়

স্বপনেও না কর ভাই স্ত্রী-সম্ভাষণ। গৃহে স্ত্রী ছাড়িয়া ভাই আসিয়াছ বন।

শুদ্ধভক্তি মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ
(আকর-মঠরাজ)

প্রাচীন নবদ্বীপ, অন্তর্দ্বীপ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ গজ উত্তর-পূর্বে শ্রীব্রজপত্তন নামক শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্যমঠ বিরাজমান। এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, শ্রীযোগপীঠ ও শ্রীবাসাঙ্গনের নিকটবর্তী। এই মঠ হইতে শ্রীউপ-নাম্নায় ব্যাকরণাদি বেদান্তসমূহের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের বিগ্রহ স্থাপনের পর অর্চন নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠ হইতে পারমার্থিক বৈদিকপত্র 'নদীয়া-প্রকাশ', সাত্বত-সম্প্রদায়ে অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থাদি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতি বৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমা ও অন্যান্য ভক্তগোষ্ঠীর জীবন-সংরক্ষণ মহামহোৎসবাদি সমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬নং কালী প্রসাদ চক্রবর্তী ষ্ট্রীট বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত সুবিমল ভাগবত-ধর্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভজনাগারে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দজীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সমাক আলোচনা হয়। এই মঠ হইতে নগরসমূহে সঙ্কীর্তন-প্রচার, নগরসঙ্কীর্তন, বক্তৃতা, পাঠ ও সঙ্কীর্তন-যজ্ঞ-মহোৎসবাদি অনুষ্ঠান হয়। মঠরক্ষক—মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির
এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-স্থান মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া সহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীবাসুদেবের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী সেবাকোবিদ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন
শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী এখানে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্তমান, রক্ষক—শ্রীমদ্বিহারী দাসাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন
এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্তমান। রক্ষক—গোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

(৭) কাজীর সমাধি-পাট
সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর বামনপুকুর (নদীয়া)

এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপা-প্রাপ্ত চাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তালোক

(৮) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও রাধামাধবের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান দাস ব্রহ্মচারী।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ
চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(১০) মোদদ্রুম-ছত্র "গৌড়ের নৈমিষ
মামগাছি, পোঃ ভাণ্ডারটিকুরী, (বর্দ্ধমান)।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান। শ্রীগৌরনিত্যানন্দের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীবঙ্কুবিহারী ব্রজবাসী, ভক্তভূষণ।

(১১) ভেতিয়া কুঞ্জকানন
শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্তী,

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীনদীয়ানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১২) কুঞ্জকুটীর—পোঃ কৃষ্ণনগর,
নদীয়া। রক্ষক—শ্রীঅমৃতানন্দ অধিকারী

(১৩) ভাগবত-আসন—পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
ই স্থান হইতে ভাগবতসিদ্ধান্ত প্রদর্শনী প্রচারিত হয়। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তালোক, ভক্তশাস্ত্রী।

(১৪) একায়ন মঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ চাকদহ, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী ভক্তিশাস্ত্রী

(১৫) বক্রেশ্বর পণ্ডিতের পাট
কাঁচড়াপাড়া, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরবিকিশোর ব্রজবাসী।

(১৬) মাধ্বগৌড়ীয় মঠ
১০নং নবাবপুর রোড, পোঃ ঢাকা

পূর্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বা-গিরিধারীর সেবা বর্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ।

(১৭) গোপালজীউমঠ—কমলাপুর, (ঢাকা)
গোপালজীউ শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান। রক্ষক—শ্রীমধুসূদন দাস ব্রজবাসী.

(১৮) মদনাই-গৌরাঙ্গ মঠ
পোঃ বালিয়াটী, ঢাকা)।

এখানে শ্রীমদনাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(১৯) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ
বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীযতীন্দ্র ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২০) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ
ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ বাঘ, (ঢাকা)

এখানে মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্তমান। রক্ষক শ্রীপাদকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(২১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ
পোঃ বাঁকুড়া (বর্দ্ধমান)।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারীর নিত্য-সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীবেদেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(২২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
ভুবনেশ্বর, পোঃ ভিকৃডা, (মাদ্রাজ)

এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী।

(২৩) ভাগবতজনানন্দ মঠ
চিকলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্তমান। রক্ষক শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিরত্ন

(২৪) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী।

(২৫) সচ্চিদানন্দ মঠ
বালিয়াটি, পোঃ বালিয়াবাজার, (কটক)

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদানন্দজীউর নিত্যসেবা বর্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর

(২৬) ত্রিদণ্ডি গৌড়ীয় মঠ
পোঃ গুণ্ডিচা পুরী,

শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ গান্ধর্বিকা-গিরিধারীর সেবা রক্ষক - শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন।

(২৭) পুরুষোত্তম মঠ
চটকপর্বত, পোঃ পুরী (উড়িষ্যা)।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদ-রাধাগোবিন্দজীউর নিত্য-সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীনরহরি অধিকারী

(২৮) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌরাঙ্গদেবের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীবাসবিহারী দাসাধিকারী।

(২৯) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ;
পোঃ কভুর, গোদাবরী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্তমান। মঠরক্ষক—শ্রীরামাইচন্দ্র দাসাধিকারী ভক্তিকোবিদ।

(৩০) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ
৪২নং কালভৈরব, বেনারস সিটি

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীমদনমোহন ব্রহ্মচারী।

(৩১) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ
শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারীর সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ

(৩২) পরমহংস মঠ
পোঃ নিমসার, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও গৌরবিনোদ-বিহারীর সেবা বর্তমান।

রক্ষক—শ্রীনারায়ণ দাসাধিকারী।

(৩৩) কৃষ্ণচৈতন্য মঠ
পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

এখানে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিত্য-সেবা হয়। রক্ষক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠ
বঙ্গালীঘাট মথুরা

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ

(৩৫) ব্রজপত্তন সুখদকুঞ্জ—শ্রীরাধাকুণ্ড
রক্ষক—শ্রীরাধারমণচরণ ব্রহ্মচারী

(৩৬) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৩৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ
শেরগাহী, পোঃ হোডাল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব) রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৩৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ
৪৩নং চন্দ্রাবল রোড, নিউ দিল্লী।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্বিকাগিরিধারীর সেবা।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসম্বন্ধ তুর্য্যাশ্রমী

(৩৯) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ
কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল।

এখানে গৌরবিনোদরায়ের সেবা বর্তমান।

রক্ষক—শ্রীবংশীগোপাল অধিকারী।

(৪০) সারস্বত-গৌড়ীয় মঠ
ওয়ালটেয়ার সালিহাপুর, ভিজাগ, মি

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্বস্ব গিরি

(৪১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয় মঠ
পোঃ রায়পেট্টা মাদ্রাজ।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্বিকাগিরিধারীর সেবা।

রক্ষক শ্রীপাদ সদানন্দ ভক্তিবিজয়।

(৪২) বোম্বে-গৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়
গোল্ডেন রোড, ডোটানি বিল্ডিং, বাংলো নং ১, বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীরূপনাথ দেবশর্মা মজুমদার।

(৪৩) অমরনাথ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ অমরনাথ, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীমহেশ্বর দাস অধিকারী

(৪৪) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চকচকা, কামরূপ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী

(৪৫) পাটনা গৌড়ীয় মঠ
১০০ বিশ্রাপুরা, পাটনা।

রক্ষক—শ্রীনবানন্দ ব্রহ্মচারী কাব্যভূষণ

(৪৬) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠ বালেশ্বর
রক্ষক শ্রীঅনোকাধিকারী ব্রহ্মচারী

(৪৭) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয়
৩ গ্ল্যাডস্টোন টাউন, কনওয়ার গার্ডেন, এন-ডব্লিউ ৭, লণ্ডন

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ বন মহারাজ।

(৪৮) বার্লিন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়
Berlin W. 30

Eisenacher strasse 29 ৪]

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

শ্রীমায়াপুরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবত—দশম ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ৩৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রাপ্তব্য ৷৷৵০
২। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা শ্রীচৈতন্যভাগবত ৩৲
৩। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৩৲
৪। প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা ৩৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৩—১৲; ২য় খণ্ড—৷৷
৩ ৷৷০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—১৲; ২য় খণ্ড ৷৷০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব—১৲
৮। সৎক্রিয়াসার—দীপিকা ও সংস্কার-দীপিকা ১৷৷
৯। বৈষ্ণব ১৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমদ্রূপ-প্রভুর পদ্য (বাঁধা) ২৲
১৩। হরিনামামৃতব্যাকরণ (চতুর্থ সংস্করণ) ৷৷০
১৪। সাধনকণমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷৷০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ তত্ত্ব ।০
১৬। শ্রীনাম কৌস্তুভ ৷৷০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ।০
১৮। ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব ।০
১৯। শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত, কৃষ্ণনামাষ্টক (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৷৵০
২১। গৌড়ীয়-মাহাত্ম্য
২২। ভজন-রহস্য
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় ও
শ্রীনবদ্বীপধাম (বাঁধা)
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি টীকাসহ) ২৲
২৬। শ্রীহরিকথা সার-সংগ্রহ ।০
২৭। বৃন্দাবনলীলামৃত শ্রীমদ্ভাগবত ২৲
২৮। শ্রীভক্তিসন্দর্ভ সারং ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৷
৩০। দীন-দিন দর্পণ ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৵০
৩২। গোস্বামী শ্রীরূপ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৷৷০
৩৪। ভক্তিপ্রদীপ (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। শীকমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
৩৭। ঐ প্রমাণ খণ্ড ৵০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপধামভক্ত ।০
৩৯। শ্রীগৌড়ীয়মঠসমূহের দর্শন ।০
৪০। শরণাগতি ৴০
৪। গীতাবলী ৴০
৪১। চিত্রে নবদ্বীপ ৷০
৪২। সাধনপথ ৴০
৪৩। প্রেমপ্রদীপ ৴০

৪৪। নবদ্বীপশতক
৪৫। অর্চ্চনপদ্ধতি
৪৭। সদাচারস্মৃতি
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (২য় সংস্করণ)
৪৯। আম্নায়সূত্র ৷১
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (১ম খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ)
৫৩। শোকশাতন
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ০
৫৫। শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত ও শ্রীমধুসূদন সরস্বতী ।০
৫৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৴০
৫৭। উপদেশাবলী (সম্পাদিত) ।০
৫৮। শ্রীশিক্ষাষ্টক ৵০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৬০। নামাপরাধ ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

ইতি- ভক্তিসিদ্ধান্ত শতকঃ ।০
৬১। সিদ্ধান্ত রত্নম্ (টীকা) ।০
৬২। শ্রীতত্ত্বসন্দর্ভম্ ।০
৬৩। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৪। শাণ্ডিল্য সিদ্ধান্তচন্দ্রিকা ৷৵০
৬৫। গৌড়ীয়মঠ পঞ্চকম্ ৴০
৬৬। সারার্থবর্ষিণী ৵০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৭। Rai Ramananda ।০
৬৮। A Peep into Sree Mayapur ৷০
৬৯। নামভজন ১৲
৭০। বেদান্ত—ইহার প্রকৃত ব্যাখ্যা ।০
৭১। Vedanta Its Morphology and Ontology ৷৵০
৭২। Lord Chaitanya—His Life and Precepts ।০
৭৩। বৈষ্ণবীয় ।০
৭৪। [illegible] গৌড়ীয়মঠ বিবরণ ৴০
৭৫। শ্রীশ্রীভাগবত ।০
৭৬। [illegible] Sree Chaitanya's Teachings ।০
৭৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২৷৷০
৭৮। শ্রীমদ্ভাগবত (প্রথম স্কন্ধ) ১৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৭৯। শ্রীভাগবতার্কমরীচিমালা ।০
৮০। নাম-পদ ।০
৮১। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৮২। গীতাবলী ৴০
৮৩। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৪। শরণাগতি ৴০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

ইতি চৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মৃতপ্রায় পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই আজ কীর্তি অক্ষয় আছে। ইহার গুণ সম্বন্ধে কাগজের এবং নূতন ও পুরাতন পত্রে একবার বেশ করিয়া দেখুন যে আপনার অবস্থার সাধক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ আনা, বড় বোতল ১৵০ আনা। প্যাকিং খরচ।

ঠিকানা—১১নং ডক্টর ডিভি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

বহু খ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউন্টেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন প্রকারে নষ্ট হয় না। বহু দিন পর্য্যন্ত থাকে। জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং
প্রধান—[illegible]
লেন, বাগবাজার
কলিকাতা।

আমাশয় ও পেটের পীড়ায়

শ্রীশ্যামানন্দ দাস কবিরাজের আবিষ্কৃত

—গ্রহণী বজ্র—

ব্যবহার করুন

আমাশয়, রক্তামাশয় অতিসার, গ্রহণী, অজীর্ণ, পেটফাঁপা, অম্লশূল, শূল, কুপিতা ও শিশুর উদরাময় প্রভৃতি সকল প্রকার নূতন ও পুরাতন পেটের পীড়ায় গ্রহণী বজ্র ব্রহ্মাস্ত্র বলা যায় যথেষ্ট।

যাহারা পেটের পীড়ায় নানারূপ চিকিৎসায় আশাহত হইয়াছেন তাঁহারা কিছুই ফল লাভ করিতে পারেন নাই তাঁহারা গ্রহণী বজ্র ব্যবহার করুন, নিশ্চয় সুস্থ হইবেন। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। মূল্য প্রতি শিশি ৷০ আনা, ৩ শিশি ২৷০ টাকা। ডাক মাশুল ।৵০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীকৃষ্ণ ঔষধালয়, ময়মনসিংহ।
ঢাকার এজেন্ট মেসার্স যজ্ঞেশ্বর চন্দ্র ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং
পাটুয়াটুলি, ঢাকা।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-এডিটর ও
আ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, এল, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ সাত্ত্বিক ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের অতিরিক্ত সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

(ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত)

রংপুর কারমাইকেল কলেজের দর্শনের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক [illegible] শ্রীল [illegible] নিশিকান্ত সান্যাল, [illegible] এম্‌-এ, [illegible] গবেষণা এবং গভীর [illegible] [illegible] একাধারে [illegible] এবং [illegible] জীবনচরিত-শাস্ত্র [illegible] ও বিরাট [illegible] ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। [illegible] শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভুর [illegible] আলোচনা প্রথম [illegible] শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের লিখিত মুখবন্ধ (Forward) [illegible] ভূমিকাবলী (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও [illegible] শব্দসূচী (Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা—১৫৲, [illegible] টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মান্দ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা, মান্দ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দময় যুগে এই গ্রন্থখানি পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কার্য্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, উভয়ের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্‌, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে সূচীপত্র ও শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র [illegible] আনা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

গৌড়ীয়ের অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST— [illegible] ইংরেজী পাক্ষিক পত্রিকা [illegible] প্রকাশিত হয়। [illegible] টাকা [illegible] কলিকাতা বাগবাজার গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

২। গৌড়ীয় [illegible] বাঙ্গালা [illegible] সাপ্তাহিক [illegible] প্রকাশিত। বার্ষিক [illegible] টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত [illegible] উড়িয়া ভাষায় [illegible] প্রকাশিত। [illegible] টাকা।

৪। [illegible]—[illegible] প্রকাশিত। বার্ষিক [illegible] টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—[illegible] আসামী ভাষায় প্রকাশিত। [illegible] টাকা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

[illegible] বর্ত্তমান যুগ [illegible] মহাপুরুষ শ্রীল [illegible] ঠাকুরের [illegible] শ্রীল [illegible] গোস্বামী ঠাকুরের [illegible] ছাপা। [illegible] ১০৩৬ পৃষ্ঠায় [illegible] পৃষ্ঠায় কেবল [illegible] প্রভৃতি [illegible] শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের [illegible] বিরাট [illegible] পাওয়া যায়। [illegible] ১২৲ বার টাকা [illegible] যায়।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

[illegible] ঘাট	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
কৃষ্ণনগর সিটি	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	প্রথম ৩ দিনে		পরবর্ত্তি-সময়ে	
	সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা	সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা
প্রত্যেক প্রতি লাইন	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
,, ,, ইঞ্চ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
,, ,, সিকিকলম	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
,, ,, অর্দ্ধকলম	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
,, ,, ১ কলম	১২৲	[illegible]	১০৲	[illegible]

মাসিক হার

[যদি অন্ততঃ ১ বৎসরের জন্য চুক্তি করা হয়]

সংবাদ পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চ [illegible], সিকি কলম [illegible], অর্দ্ধ কলম [illegible], এক কলম [illegible]

বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি [illegible], সিকি কলম [illegible], অর্দ্ধ কলম [illegible], এক কলম [illegible] টাকা।

সাহায্যের হার

সডাক বার্ষিক [illegible] টাকা, ষাণ্মাসিক [illegible] পাঁচ টাকা, ত্রৈমাসিক [illegible] তিন টাকা, মাসিক [illegible] এক টাকা মাত্র। নমুনা প্রত্যেক সংখ্যা [illegible]

ম্যানেজার, দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ,
পোঃ শ্রীমায়াপুর; জেলা নদীয়া। [illegible]

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'শ্রীনাথ' নবদ্বীপ

দৈ নি ক

REG. C 1544

চৈতন্যোপনিষদ্
বহু অনুসন্ধানে মূল ও
অনুবাদসহ প্রকাশিত
হইয়াছে। কাগজ ও
ছাপা অতি উত্তম।
ভিক্ষা ।০ মাত্র
শ্রীচৈতন্যমঠ,
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

নদীয়াপ্রকাশ
THE
NADIA-PRAKASH

"গৌড়ীয়"
১ম বর্ষ হইতে
১১শ বর্ষ পর্য্যন্ত
প্রতি বর্ষ কাপড়ে
বাঁধাই
ভিক্ষা ৩া০ মাত্র।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ
বাগবাজার, কলিকাতা

ভারতের সর্ব্বত্র সকল-প্রচারক—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

১০ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১৩ই বৈশাখ, শুক্রবার ১৩৪২, ২৬শে এপ্রিল ১৯৩৫ [৪৭শ সংখ্যা

SUNDARANANDA VIDYABINOD
DACCA
18, Naldanatola

ভূমিকম্পের উদ্দণ্ড তাণ্ডব!

সহর চতুষ্টয় ধ্বংসস্তূপে পরিণত

ভীতিবিহ্বল নারী ও শিশুর করুণ আর্ত্তনাদ

গভর্ণরের সংবাদ

২১শে এপ্রিল প্রত্যূষে দক্ষিণ-পশ্চিম ফর্মোসায় এক ভীষণ ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে; ফলে বহুলোক হতাহত হইয়াছে এবং হাজার হাজার বাড়ীঘর পড়িয়া গিয়াছে। ফর্মোসার সর্ব্বত্র কম্পন অনুভূত হইয়াছিল; কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল হইয়াছিল, তাইচু সহরের উত্তর-পূর্ব্বে ২০ মাইলের মধ্যে। কয়েকটী সহরে আগুন লাগিয়া ক্রমশঃ ছড়াইয়া পড়িতে থাকে।

ফর্মোসা হইতে প্রথমে সংবাদে আসিয়াছিল যে, ৭৪২ জন লোক মারা গিয়াছে এবং ২৯৭৯ জন আহত হইয়াছে; কিন্তু পরে যত সংবাদ আসিয়াছে তাহাতে হতাহতের সংখ্যা অনেক বেশী বলিয়া ক্রমশঃ জানা যায় সর্ব্বশেষ সংবাদে প্রকাশ, হতের সংখ্যা ২৭১১ এবং আহতের সংখ্যা ১০৭৬। আতাইয়ান অঞ্চল হইতে ভীষণতর সংবাদ আসিতে থাকে, কিন্তু শেষে সংবাদ আদান প্রদানের ব্যবস্থা নষ্ট হওয়ায় সঠিক খবর পাওয়া অসম্ভব হয়।

বিস্তৃত বিবরণ

১৯২৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জাপানে যে ভূমিকম্প হয়, তাহার পর ফর্মোসার মত এত বড় ভূমিকম্প আর হয় নাই। ভূমিকম্পে সহস্র সহস্র লোকের প্রাণহানি হইয়াছিল। বর্ত্তমান ভূকম্পে ফর্মোসার দুইটী প্রদেশ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে এবং চারটী বড় বড় সহর অত্যধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। গত রবিবার প্রভাত ৬টার সময় (স্থানীয়) ভূমিকম্প আরম্ভ হয় এবং পর পর কয়েকটী তীব্র কম্পন হয়। বিধ্বস্ত অঞ্চল ধ্বংসস্তূপে পূর্ণ হইয়াছে, সমস্ত টেলিগ্রাফ ও টেলিফোনের তার ছিঁড়িয়া গিয়াছে। এইজন্য দুর্ঘটনার ব্যাপকতা সম্পূর্ণ পর্য্যন্ত জানিতে পারা যায় নাই, কয়েক ঘণ্টা পর সৈন্যদল যখন প্রপীড়িত অঞ্চলের কর্ত্তৃত্ব গ্রহণ করে, তখন তাহাদের বেতার-বার্ত্তায় ধ্বংসের ব্যাপকতা বোঝা যায়। সৈন্যদল বিভিন্ন স্থানে ঘাঁটি করিয়া বেতার বার্ত্তা প্রেরণের ব্যবস্থা করিয়াছিল।

বিধ্বস্ত অঞ্চলের সমস্ত রাস্তা আশ্রয়হীন নরনারীর ভিড়ে ভরিয়া গিয়াছে, ভীতিবিহ্বল আর্ত্ত নারী ও শিশুর ক্রন্দনে চতুর্দ্দিক মুখরিত। অবসন্ন দেহে বহু লোক রাস্তার ধারে পড়িয়া যায়; বহু আহতকে পর পর সারি বাঁধিয়া ধরাধরি করিয়া জাপানী সৈন্যবাহিনীর চিকিৎসা বিভাগ ও 'রেড-ক্রস' চিকিৎসাকেন্দ্রে লইয়া যাওয়া হয়। হতাহতের মধ্যে অধিকাংশই চীনা কৃষক। জাপানীদের হতাহতের সংখ্যা অল্প বলিয়া প্রকাশ। ভূকম্পপীড়িত অঞ্চলে একটী তৈলখনি একেবারে ফাটিয়া খণ্ড-বিখণ্ড হইয়া গিয়াছে; উহা হইতে তৈল উৎক্ষিপ্ত হইয়া আগুন ধরিয়া যায়, ফলে অধিবাসীদের আতঙ্ক আরও বর্দ্ধিত হয়।

আমেরিকার রেড-ক্রসের সাহায্য

যুক্তরাষ্ট্র রেড ক্রসের সভাপতি এডমিরাল গ্রেসন সমিতির পক্ষ হইতে ফর্মোসার ভূকম্পপীড়িতগণকে সাহায্য করিতে ইচ্ছা জানাইয়াছেন।

ফর্মোসার অবস্থান

প্রশান্ত মহাসাগরের যে কয়টী দ্বীপপুঞ্জ লইয়া জাপান সাম্রাজ্য গঠিত, ফর্মোসা তাহাদের অন্যতম। এই দ্বীপটির সরকারী নাম 'তাইওয়ান'। ইহার অবস্থান দক্ষিণ চীনের ফুকিয়েন প্রদেশের পার্শ্বে, অর্থাৎ চীনের পূর্ব্ব দিক দিয়া সমুদ্রপথে হংকং হইতে সাংহাই যাইতে গেলে প্রায় যাত্রাপথে পড়ে। দ্বীপটি পূর্ব্বে চীনেরই ছিল। ১৮৯৫ সালের চীন জাপান যুদ্ধের ফলে ফর্মোসা জাপানের অধিকারে আসে।

ফর্মোসার আয়তন ১৩,৮৮৯ বর্গ মাইল এবং ইহার জনসংখ্যা ৪৫,৯২,৫৩৭। অধিকাংশ লোকই চীনা, জাপানীও কিছু আছে। দ্বীপটি বেশ উর্ব্বর এবং জাপানের শাসনাধীনে আসার পর উহার কৃষি ও শ্রমশিল্পের অনেক উন্নতি হইয়াছে। ফর্মোসা বন ও পর্ব্বত সমাকীর্ণ, পূর্ব্বকূলে প্রশান্ত মহাসাগরের ধারে ধারে অনেক পাহাড় আছে, মধ্যস্থলে একটু পশ্চিমে নিইতাকা ও সেন্‌জু-জান পর্ব্বতশৃঙ্গ অবস্থিত। নিইতাকা পর্ব্বতের নিকটেই বর্ত্তমান ভূকম্পের প্রকোপ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইয়াছে। ক্রমিক জনসংখ্যানুযায়ী ফর্মোসার নিম্নলিখিত সহরগুলি উল্লেখযোগ্য:— তাইহোকু (৮৩৪৯৭), কাগি, (৮২ ৯৩), (৩৯৮৫০), তাইচু (৫৮০৯৪) ও শিনচু (৫৬৯৭৭)। এই সহরগুলি সমস্তই দ্বীপের পশ্চিম ভাগে।

গভর্ণর জেনারেল-প্রদত্ত সংবাদ

তাইহোকু (ফর্মোসা), ২১শে এপ্রিল গভর্ণর জেনারেলের প্রদত্ত সংবাদে প্রকাশ যে, ফর্মোসায় ভূমিকম্পের ফলে ৩ হাজার লোক নিহত, ১০ হাজার গৃহ ভূমিসাৎ ও ১১ হাজার গৃহ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। রেলপথের কাজ আরম্ভ হইয়াছে এবং যোগাযোগ সন্তোষজনক ভাবে অগ্রসর হইতেছে। ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ১ কোটি ইয়েন (জাপানীমুদ্রা) ইহার মধ্যে সরকারী ক্ষতির [illegible] লক্ষ ইয়েন ও রেলওয়ে সমূহের ক্ষতির পরিমাণ [illegible] লক্ষ ইয়েন।

১৮০০ গ্রামবাসী নিরাশ্রয়

সম্প্রতি কয়াটীর যে সব স্থান বন্যায় বিধ্বস্ত হইয়াছে ডাঃ চৈতরাম গিদোয়ানী সেই সব অঞ্চল পরিদর্শন করিয়া সাংবাদিকদের জানাইয়াছেন যে ১৮০০ গ্রামবাসী বন্যার ফলে গৃহহীন হইয়াছে। ইহারা ক্রমশঃ সক্কর দিকে অগ্রসর হইতেছে। আখ, শাকসব্জী গম, ছোলা প্রভৃতি যে পরিমাণ নষ্ট হইয়াছে তাহাতে মনে হয় যে, লক্ষ লক্ষ টাকার ক্ষতি হইয়াছে। যে সব শস্য এখনও আছে তাহাও বাঁট নামক একপ্রকার রোগে নষ্ট হইতে বসিয়াছে।

টাকার জন্য আপীল করা হইয়াছে। গভর্ণমেণ্ট বন্যা বিধ্বস্ত অঞ্চলের খাজনা মকুব করিয়াছেন।

কুমীর শিকার

লোহক, (বরিশাল) ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের খাল হইতে প্রায় [illegible] গোপাল [illegible] ১৯শে এপ্রিল [illegible] সাহায্যে একটি [illegible] কুমীর শিকার করা হইয়াছে। উহাকে লোহতারের সাহায্যে হাত পা বাঁধিয়া জীবন্ত অবস্থায় ২ দিন সমস্ত গ্রাম ঘুরান হইয়াছে। মতিলালের কয়েকজন যুবক কুম্ভীরটিকে তাহাদের গ্রামে লইয়া গিয়াছে।

———

গ্রামবাসী কর্ত্তৃক বর্শাবিদ্ধ চোর

হুগলী উত্তরপাড়া থানার অন্তর্গত নপাড়া গ্রামে মধ্যরাত্রিতে একদল চোরের সহিত গ্রামবাসী দলের লড়াই হইয়া গিয়াছে।

প্রকাশ, গ্রামবাসী দলের যুবকগণ যখন টহল দিতেছিল এমন সময় তাহারা একটি ঘরের ভিতর কিছু কাটিতেছে এমন শব্দ শুনিতে পায়। ইহাতে তাহারা দুইদলে বিভক্ত হইয়া যায় এবং একদল গ্রামের মধ্যে চলিয়া যায়। অপর দল মাঠের দিকে যায়। শেষের দল মাঠের মধ্যে অনুমান ৬ ব্যক্তিকে দেখিতে পায়। উহারা দস্যু দলের সহিত ভীষণভাবে লড়িতে থাকে। লড়াইয়ের সময় দস্যুদলের একজন চোরকে বর্শাবিদ্ধ করে। ইহাতে ভয় পাইয়া আহত ব্যক্তিকে ফেলিয়া তাহারা পলায়ন করে। উত্তরপাড়া থানার পুলিশ ইন্সপেক্টর আদিত্যনাথ ঘোষ সংবাদ পাইয়া ঘটনাস্থলে যান এবং আহত ব্যক্তিকে হাসপাতালে পাঠাইয়া দেন।

ধৃত ব্যক্তি তাহার নাম গঙ্গা পাটিক বলিয়া বলে। অনুসন্ধানের ফলে জানা যায় যে গঙ্গার নাম থানার দুর্দ্ধর্ষ ডাকাত তালিকায় অন্তর্ভুক্ত এবং সে পূর্ব্বে ৮ বার জেল খাটিয়াছে।

দুইদল ছাত্রে দাঙ্গা

কাইরো, ২২শে [illegible]. গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ধারর আল আজহারে আল আজহর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের একটি ছোটখাট দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে। প্রায় ৩০০ জন ছাত্র দারুণ গোলমাল করে এবং বহু রাত্রি পর্য্যন্ত দাঙ্গা চলিতে থাকে। পুলিশ ১৭ জন ছাত্রকে গ্রেপ্তার করে। ১১ জন ছাত্র গুরুতর রূপে আহত হয় এবং তাহাদিগকে হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়। পুলিশ অনুসন্ধানে জানা যায় যে, ছাত্রগণ সকলেই ইয়েমেনের অধিবাসী এবং জাইদি ও সাফি এই দুই ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের ছাত্রদের মধ্যে এই সংঘর্ষ ঘটে। এই দুই সম্প্রদায় পরস্পরের চিরকাল শত্রু। ১৭০ জন সাফি ও ১১০ জন জাইদী ছাত্রের মধ্যে গুরুতর বিরোধ উপস্থিত হয়। ইহারা সকলেই আল আজহর বিদ্যালয়ের ছাত্র। সাফি ছাত্রগণ রেক্টরের নিকট অভিযোগ করে যে, জাইদি ছাত্রগণ তাহাদের হোটেল আক্রমণ করিবে বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে। এবিষয়ে যখন অনুসন্ধান চলিতেছিল তখন ১১ জন জাইদি ছাত্র গোপনে নিজেদের হোটেল হইতে লাঠি ও ইট পাটকেল লইয়া বাহির এবং আকস্মিকভাবে সাফিদের হোটেলে যাইয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করে এবং উভয় পক্ষে সংঘর্ষ উপস্থিত হয়।

দোতালা বাস উল্টাইয়া দুর্ঘটনা

১১ জন আহত

গত সোমবার চৌরঙ্গী রোডে (লোয়ার সার্কুলার রোড ও চৌরঙ্গী রোডের সঙ্গম স্থল হইতে একটু উত্তরে গীর্জ্জার নিকটে) একটি দোতালা বাস উল্টাইয়া যাওয়ায় এক ভীষণ দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। ১৩।১৪ জন লোক আহত হইয়াছে, কাহারও মৃত্যু হয় নাই। ৩ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। বাস কণ্ডাক্টরের সহকারী বালকটি প্রায় ২০ হাত দূরে ছিটকাইয়া পড়িয়া গিয়াছিল। অবশ্য তাহার বিশেষ আঘাত লাগে নাই। ড্রাইভার ও কণ্ডাক্টর বেশী আঘাত পায় নাই। বাসটি ট্রাম লাইনে পড়িয়া যাওয়ায় অনেকক্ষণ কালীঘাট লাইনে ট্রাম চলাচল বন্ধ ছিল। বহু পরিশ্রমে ভগ্ন বাসটি রাস্তার এক পার্শ্বে আনা হয়। কোন দুর্ঘটনায় যে বাস ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে পারে তাহা কল্পনা করাও কঠিন। বহু ট্রাম ও বাস যাত্রী ট্রাম ও বাস হইতে নামিয়া ঘটনাস্থলে ভগ্ন বাসের দৃশ্য দেখিয়া যাইতে থাকে। রাত্রি ১১টা পর্য্যন্তও ঘটনাস্থলে বহু লোক ছিল।

প্রকাশ যে, বাসটি কালীঘাট হইতে বেগে শ্যামবাজার যাইতেছিল। গীর্জ্জার নিকটে অপর দিক হইতে কালীঘাটগামী একটি প্রাইভেট কারের সম্মুখীন হয়। কারটি বাঁচাইতে চাপা না পড়ে তজ্জন্য ড্রাইভার বাসটি জোরে একপার্শ্বে ঘুরাইতে চেষ্টা করে, ফলে বাসটি উল্টাইয়া ট্রাম লাইনে পড়িয়া যায়। এই দুর্ঘটনায় দক্ষিণেশ্বরের বাবু গদাধর ব্যানার্জ্জি ও তাঁহার ৫ ভ্রাতাও আহত হইয়াছেন। প্রকাশ গদাধর বাবু ও তাঁহার অপর ১০ ভ্রাতা বালিগঞ্জ হইতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া ফিরিবার সময় এই দুর্ঘটনায় পতিত হন। গদাধর বাবু ও তাঁহার ৫ ভ্রাতাকে শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে ভর্ত্তি করা হইয়াছে। অপর তিনজন আহত যাত্রীকে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হইয়াছে। শ্রীযুত গদাধর ব্যানার্জ্জীর অপর ৫ ভ্রাতা সামান্য আঘাত পাইয়াছেন।

দুইটি বিস্ফোরণ

কোচিন রাজ্যের চেট্টী পুনদি নামক স্থানে এক প্রচণ্ড বিস্ফোরণ হইয়াছে বলিয়া সংবাদ আসিয়াছে। প্রকাশ যে, এক কুটীরের মধ্যে কতকগুলি বারুদ পদার্থ ছিল। এগুলির মধ্যেই বিস্ফোরণ উপস্থিত হয়। প্রায় এক ঘণ্টা কাল সেই কুটির এবং তৎসংলগ্ন [illegible] আচ্ছন্ন হইয়াছিল। বিস্ফোরণের ফলে একজন নিহত এবং চারজন আহত হয়। আহত লোকদিগকে স্থানীয় হাসপাতালে প্রেরণ করা হইয়াছে।

ত্রিচুর হইতে আর একটি বিস্ফোরণের সংবাদ আসিয়াছে। পশ্চিম উপকূলে ত্রিচুরপুরম উৎসব একটি বিশেষ পর্ব্ব। এই পর্ব্ব উপলক্ষে চারি জন লোক একস্থানে সমবেত হইয়া বাজী তৈয়ার করিতেছিল। এই সময় বিস্ফোরণ ঘটে। ইহাতে তাহারা দগ্ধ হয়। তাহাদিগকে হাসপাতালে প্রেরণ করা হইয়াছে। তাহারা ক্রমেই সারিয়া উঠিতেছে।

আহত ব্যাঘ্রের আক্রমণ

গত ৭ই এপ্রিল সন্ধ্যায় মিঃ এইচ এ ফুকস্ নামক জনৈক ইউরোপীয়ান ব্যবসায়ী তাঁহার বন্ধুবান্ধব সহ জব্বলপুর হইতে পঞ্চাশ মাইল দূরে মান্দালার নিকটবর্ত্তী এক বনে ব্যাঘ্র শিকার করিতে যাইয়া দুর্ঘটনায় পতিত হন। প্রকাশ যে, মিঃ ফুকস মাচান হইতে একটি বেশ বড় ব্যাঘ্রকে গুলী দ্বারা আহত করেন। ব্যাঘ্রটি দৃষ্টির বাহিরে একটি ঝোপে আত্মগোপন করে। কিন্তু একজন দেশীয় শিকারী বৃক্ষের উপর হইতে ইহাকে দেখিতে পায় এবং মিঃ ফুকসকে বলে। ইহাতে মিঃ ফুকস মাচান ছাড়িয়া বৃক্ষে আরোহণ করিতে চেষ্টা করিলে ব্যাঘ্র তাঁহাকে আক্রমণ করে এবং বৃক্ষটির প্রায় ১৮ ফুট আরোহণ করিয়া তাঁহার দক্ষিণ পা বিক্ষত করে। পরে মধ্যরাত্রিতে মিঃ ফুকসকে জব্বলপুরে আনয়ন করা হয়। তিনি বৃটিশ মিলিটারী হাসপাতালে আশঙ্কাজনক অবস্থায় আছেন।

ভীষণ কলেরা

টাঙ্গাইল মহকুমার বহুগ্রামে ভীষণ কলেরার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। সহর হইতে ১০ মাইল দূরে বাগাইল গ্রামে ৫০ জন লোক কলেরায় আক্রান্ত হয়; তন্মধ্যে ৩০ জন মারা গিয়াছে। গ্রামবাসীদের মধ্যে ইহাতে ভীষণ আতঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছে।

কলিকাতার বাজার দর

চাউলের দর

	প্রতি মণ
দাদখানি	৬॥০
মোটা চাল	৫।৵০
কাটারীভোগ	৫৸৵০-৫৸৵০
বাঁকতুলসী	৬৸৵০
নাগরা	৬৷৵০
ঐ পুরাতন	৬।০
পাটনাই উৎকৃষ্ট	৪৲
এভারেজ কোয়ালিটি	৩৸৵০
সিদ্ধ রেঙ্গুণ	২৸৵০

আটা ও ময়দার দর

পেটেণ্ট ময়দা প্রতি মণ	৫৸৵০ ৫॥০
গুজরাণীর ব্যবহারোপযোগী	৪৷০-৪৸৵০
আটা (বি)	৪৸৵০-৫৲
সুজী	৫৵০-৫।০
আটা (এস)	৪।৵০-৪॥০
,, (২)	৪৷৵০ ৪॥৵০
,, (কে)	৪।০-৪।৵০
,, (৩)	৩৸৵০-৩৸০

আমাদের বিশেষত্ব

আমাদের এই তারা বার্লী আধুনিক উন্নত বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুযায়ী মেসিনে এবং সেই শক্তিবান বার্লী বিশেষজ্ঞ শ্রীযুক্ত টি পি, বসুমহাশয়ের চাক্ষুস ও সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধানতায় প্রস্তুত। ইহারই একমাত্র বিজ্ঞকর্ম্ম দক্ষতায় একদিন এশিয়া মহাদেশের সুপ্রসিদ্ধ বিস্কুট ও বার্লী প্রস্তুত কারক স্বনামধন্য স্বর্গীয় (শ্রীযুক্ত) কে, সি, বসু মহাশয় বিস্কুট ও বার্লী প্রচলন করিয়া জগতে আদর্শ স্থানীয় হইয়া ছিলেন। এই ব্যবসায় ইহার অভিজ্ঞতা ১৬ বৎসরের ও অধিক কালের। ইহা হস্ত পৃষ্ঠ নহে।

পোঃ বাগবাজার কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ
বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১০ম বর্ষ | ৮ মধুসূদন গৌরাব্দ ৪৪৯, ১৩ই বৈশাখ বঙ্গাব্দ ১৩৪২, ২৬শে এপ্রিল ইং ১৯৩৫ | শুক্রবার | ৪৭৬ম সংখ্যা

গয়ায় শ্রীগৌড়ীয়মঠ

পাঠকগণ বোধ হয় অবগত আছেন, জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর কতিপয় অনুকম্পিত ভক্তসহ গত ৫ই বৈশাখ ১৮ই এপ্রিল গয়াধামে শুভবিজয় করিয়াছেন। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের পদাঙ্কপূত স্থানসমূহে তৎপ্রবর্ত্তিত অনর্পিতচর বিমল প্রেমধনের বিতরণকল্পে শ্রীল প্রভুপাদ—

"গৌর আমার যে সব স্থানে
করল ভ্রমণ রঙ্গে।
সে-সব স্থান হেরব আমি
প্রণয়ি-ভকত-সঙ্গে॥"

—এই মহাজনবাণীর সার্থকতা সম্পাদন করিতেছেন। গয়ায় দুই তিনদিনব্যাপী বক্তৃতা হইতেছে এবং তথায় এক প্রাসাদোপম অট্টালিকায় শ্রীধাম মায়াপুরস্থ আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠের একটী শাখা-মঠ প্রশস্ত স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

প্রচার-প্রসঙ্গ

নারায়ণগঞ্জে

শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ নারায়ণগঞ্জবাসী সজ্জনগণের সাদর আহ্বানে কৃপাপূর্ব্বক তথায় শুভবিজয় করিলে গত ৮ই এপ্রিল নারায়ণগঞ্জে 'বালীহলে' একটী বিদ্বজ্জনমণ্ডিত সভার অধিবেশন হয়। বহু শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক প্রভুপাদের দর্শনার্থ সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। উক্ত সভায় নারায়ণগঞ্জবাসিগণ শ্রীল প্রভুপাদকে অভিনন্দন প্রদান পূর্ব্বক অনুরোধ জানাইলে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ তাঁহাদের নিকট দুইঘণ্টা যাবৎ শ্রীহরিকথা কীর্ত্তন করতঃ নারায়ণগঞ্জবাসিগণকে নিত্য ভক্তি অর্জ্জনের পরম সুযোগ প্রদান করেন। শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে অমৃত চৈতন্যবাণী শ্রবণ করিয়া সভায় সকলেই পরমোপকৃত ও আনন্দিত হন। সভায় যে সমস্ত ভদ্রমহোদয় উপস্থিত হইয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে সুরেন্দ্রমোহন সেন এম্-এ, গবর্ণমেন্ট অডিটার, গজেন্দ্রকুমার বাগচী এম-এ, বি-এল, বিনয়কুমার রায় বি-এল, ডাঃ যতীন্দ্রচন্দ্র সেন এম বি, বি-এসসি, ভূপভূষণ চন্দ্র এম-এ হেডমাষ্টার গার্লস একাডেমী, জ্ঞানাপ্রসন্ন ঘোষ মোক্তার, সত্যেশ ঘোষ বি-এল, শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন বোস্ বি এ, ধীরেন্দ্রচন্দ্র সেন, নকুলেশ্বর মজুমদার, যামিনী মোহন সরকার, পুলিনবিহারী দত্ত, মাধব চন্দ্র পাল, মতিমোহন পাল বি এল, গণেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, আশুতোষ কুমার মুখার্জ্জি প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ময়মনসিংহে

গত ৫ই বৈশাখ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার সময় ময়মনসিংহবাসিগণের উদ্যোগে স্থানীয় দুর্গাবাড়ীতে একটী বিরাট ধর্ম্মসভার অধিবেশন হয়। ঐ সভায় সম্প্রদায়নির্বিশেষে সহরের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ ওজস্বিনী ভাষায় "ভাগবত-ধর্ম্ম" সম্বন্ধে এক গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন। স্বামীজীর শ্রীমুখে বীর্য্যবতী বাণী শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃবৃন্দ পরমানন্দ প্রকাশ করেন। বক্তৃতার আদি ও অন্তে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন করা হয়।

২৪পরগণায়

গত ৩০শে চৈত্র ১৩ই এপ্রিল শনিবার চব্বিশ-পরগণা জেলার অন্তর্গত গোবালাবাড়ী নিবাসী শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ ঘোষের বাটীতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করেন। পাঠকালে স্বামীজী আচারবান্ প্রচার, দীক্ষা ও সাধুসঙ্গের ফলের কথা ওজস্বিনী ভাষায় কীর্ত্তন করেন।

গত ১লা বৈশাখ ১৪ই এপ্রিল রবিবার দিবস স্বামীজী মহারাজ সোনাটিকরী নামক গ্রামে গমন করেন এবং তথায় ঐ দিবস সন্ধ্যায় একটী ধর্ম্মসভার অধিবেশন হয়। ঐ সভায় স্বামীজী মহারাজের আদেশে জনৈক ব্রহ্মচারী সজ্জনগণের বৈষ্ণবধর্ম্ম ও একাদশী পালন সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা দান করেন। তৎপরে স্বামীজী মহারাজ প্রায় দেড় ঘণ্টা-কাল বক্তৃতা প্রদান পূর্ব্বক শ্রোতৃবৃন্দের চিত্তাকর্ষণ করেন।

স্বামীজী মহারাজ বক্তৃতাকালে বলেন, আমরা ক্ষুদ্রতা হেতু পরমার্থ রাজ্যে বিচরণ করিতে অসমর্থ। জগতের যেমন ক্ষুদ্রতা বশতঃ জাগতিক কার্য্য করিতে অসমর্থ হয় সেইরূপ ভবরোগগ্রস্ত জীব পরমার্থ-রাজ্যে বিচরণ করিতে অসমর্থ। একমাত্র শ্রীগুরুপাদপদ্মই জীবকে রোগমুক্ত করিয়া সে-রাজ্যে বিচরণে সামর্থ্য দান করেন। সেজন্য মানবের আত্মস্বাস্থ্য লাভ করিবার জন্য দীক্ষা-গ্রহণ একান্ত কর্ত্তব্য। শুধু মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া যদি আমরা হরিভজন না করি তবে শাস্ত্র বিচার অনুসারে আমাদিগের আত্মহত্যা করা হইবে। আত্ম-স্বাস্থ্য লাভ করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে গুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করিতে হইবে এবং প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাদ্বারা ভগবান্, গুরু এবং শিষ্য পরস্পরের মধ্যে কি সম্বন্ধ ইহা জানিতে হইবে। সম্বন্ধ-জ্ঞানের অভাব হইলে কখন অভীষ্ট লাভ হয় না। এইরূপে দীক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্য এবং দীক্ষিতের কর্ত্তব্য স্বামীজী মহারাজ বিশেষভাবে বুঝাইয়া দেন।

তৃতীয় আল্বর্

'মহদ্' বা 'ভ্রান্তযোগী'

মন্দ্রাজের দক্ষিণাংশে শোভে দিব্যস্থান,
'মৈলা' বা 'ময়ূরপুর' বলিয়া কথন,
অদ্যাপিও সেই স্থানে তার নিদর্শন,
সুগভীর এক কূপ হেরে মনোহর।
যা হে কার্ত্তিক মাসে শতভিষা-নক্ষত্রে,
অবতীর্ণ 'শ্রীমহদ্' নাম 'ভ্রান্তযোগী'
সেই কূপেতে এক কমল হতে,
[illegible] সনে সদা বিরাগী।
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
এ জীবনে [illegible]।

— শ্রী[illegible] চট্টোপাধ্যায়

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৮ মধুসূদন তিথি গৌরাব্দ ৪৪৯

গুরুসেবা-ভ্রম ও গুরুসেবা

সাধক-জীবমাত্রেরই পথের সম্প্রদায়ের আশ্রয় পূর্ব্বক গুরুসেবা ভ্রম জীবদের কথা শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ আছে। এই সেবা-ভ্রম ত্যাগ বা গুরুসেবা-ভ্রম জীবের সমস্ত অসুবিধা বিনাশ করিবার অশেষ অস্ত্রস্বরূপ। অতএব সাধকেরণের গুরুসেবা-ভ্রম-স্বীকারে দৃঢ়ব্রত হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। এই গুরুসেবা ভ্রম স্বীকার করিতে করিতে অনর্থনাশ ধ্বংস প্রাপ্ত হইলে জীবগণ গুরুরূপে শ্রীগুরুপাদপদ্মের অপার মহিমা উপলব্ধি করিতে পারেন এবং তাঁহার শ্রীচরণে আকৃষ্ট হইয়া তৎপাদপদ্মে অনুরাগবিশিষ্ট হন। তখনই অন্যাভিলাষিতাশূন্য জ্ঞানকর্ম্মাদি দ্বারা অনাবৃত হইয়া আনুকূল্যে গুরুসেবা অনুশীলন করিবার সুযোগ জীবের ভাগ্যে ঘটে।

আমরা যেন ভুলক্রমে গুরুসেবা-ভ্রম ও গুরুসেবাকে এক মনে না করি। একটী বিদ্ধা ভক্তি, অপরটী শুদ্ধা ভক্তি; একটী গুরু-বৈষ্ণবাশ্রিত বদ্ধ দেহমনের ক্রিয়া, অপরটী আত্মার ক্রিয়া। এই গুরুসেবাভ্রমে পূর্ণানন্দভাব বা নিত্যানন্দ পরিলক্ষিত কিন্তু গুরুসেবায় নিত্যানন্দ নিত্যবর্দ্ধমানভাবে উচ্ছ্বসিত। গুরুসেবা-ভ্রমে কেবল দেহসুখস্পৃহা নাই, তাহাতে নিজ মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা অন্তর্নিহিত অনুস্যূত আছে কিন্তু গুরুসেবায় ভোক্তৃত্ব-ভাব বা স্ব-মঙ্গল মঙ্গলের গন্ধমাত্র নাই পরন্তু সেখানে "ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে। মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি" এই মহাজন-বাণীর ভাবই স্ফুট। সেবোন্মুখ ভ্রমের অর্পণ একান্ত সত্য অনুভবের ব্যাপারে। সাধনক্রিয়া ও সাধ্যের মধ্যে গুরুসেবা ভ্রম ও গুরুসেবার পার্থক্য নিরূপিত হইল। শ্রীগুরুপাদপদ্ম সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ ও সর্ব্বজ্ঞেশ্বর প্রভু। অতএব অনর্থযুক্ত হইয়া তাঁহার সেবা করা অসম্ভব। তবে তিনি কৃপা করিয়া সুযোগ দিলে জীব অনর্থমুক্ত হইয়া গুরুসেবা সাধন করিতে পারেন—গুরুসেবাভ্রম স্বীকার পূর্ব্বক গুরুসেবাদির সাধুগণের অনুসরণে গুরুকৃপা বা শুদ্ধ গুরুসেবা লাভের জন্য ব্রতী হন।

ইহাই জীবের স্বরূপ। সুতরাং জীব জাগতিক ধন, জন, গোস্বামী বা চাকরী না করিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিতে পারে আর যেখানে চাকরীর অভাব সেখানেই নিরানন্দের সমাশ্রয়। এই চাকরী অর্থকরী বাঙ্গালী জীব চাকরীর জন্য লালায়িত। চাকরীর মত চাকরী করিতে হইলে বিদ্যাশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা আমরা সকলে বোধ করি। বাল্যকালে পরিশ্রম স্বীকার করিয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলে চাকরী জীবনে ভাগ্যে ঘটিতে পারে। পরীক্ষোত্তীর্ণ বা শিক্ষিত না হইতে পারিলে চাকরীর সুযোগ প্রায়ই হয় না। সুতরাং অক্লান্ত পরিশ্রম সহকারে পাঠাভ্যাস পূর্ব্বক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর যেমন অর্থ চাকরী-লাভের এবং চাকরী হইলে পর অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা, তদ্রূপ চাকরী বা গুরুসেবা-লাভ সম্বন্ধেও তদ্রূপ। সেইজন্য বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ প্রথমে গুরুসেবা-ভ্রম কায়মনোবাক্যে স্বীকার বা গুরুসেবার জন্য অশেষ ক্লেশকেও সাদরে বরণ পূর্ব্বক অন্য-নিরপেক্ষভাবে গুরুসেবালাভ করিয়া বা গুরুসুখানুগামী হইয়া কৃতকার্য্য হন। তখনই জীব গুরু-সেবা-সৌভাগ্য লাভ করিয়া গুরুপাদাশ্রয়ে প্রবৃত্ত হন এবং গুরু সেবা করিতে করিতে ক্রমশঃ তৎপাদপদ্মে নিষ্ঠা, রুচি ও আসক্তিবিশিষ্ট হইয়া থাকেন। শ্রীগুরুদেবের এই সেবা-বৈবশ্য-ফলে জীবের অন্তঃকরণে সর্ব্বসুখস্বরূপ কৃষ্ণপ্রেমার উদয় হয়—গুরুপাদপদ্মে—গুরুগৌরাঙ্গ-চরণে প্রগাঢ় তৃষ্ণা বা অনুরাগ জীবকে নিজের স্বরূপ জানাইয়া পরে পরস্বরূপ জানায়। ইহাই গুরুসেবা-ভ্রম ও গুরুসেবার বৈশিষ্ট্য। এই গুরুসেবা-ভ্রম স্বীকার না করিলে গুরুসেবা-লাভ সম্পূর্ণ অসম্ভব। এই দুইটির পার্থক্য উপলব্ধি করিয়া "অদেহমুক্তস্যা" শ্লোক অনুসারে শ্রোতপথাবলম্বনে উৎসাহবিশিষ্ট ব্যক্তির পক্ষেই আকাঙ্ক্ষা করা এবং দৃঢ়ব্রতগণের পক্ষে গুরুসেবা-লাভ বা গুরুকৃপালাভ সম্ভব।

পাপময়ীন বদ্ধ জীব আমরা যদি অনন্ত হইয়া এই গুরুসেবাভ্রম-মস্তকে শ্রীকৃষ্ণের অপার করুণা বলিয়া গ্রহণ না করিতে পারি, তাহা হইলে যে গুরুসেবা বা গুরুপাদপদ্মে অনুরাগ যেমনই দুর্লভ, তাহা ক্ষুদ্র জীবের পক্ষে সম্ভব হইবে কি করিয়া? সুতরাং এই গুরুসেবাভ্রম দুঃখ নহে পরন্তু ইহা নিত্যানন্দের চরমকণী জন্য হয় না বস্তু। সুতরাং যাঁহারা গুরুসেবাভ্রম স্বীকার না করেন বা করিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন তাঁহারাই যে গুরুসেবা বা গুরুকৃপালাভে একমাত্র অধিকারী বা তাঁহারা যে গুরুকৃপা নিশ্চয়ই পাইবেন, অনর্থনিবৃত্ত হইয়া গুরুসেবা করিবার সৌভাগ্য লাভ করিবেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি? তবে কেহ যেন গুরুসেবাভ্রমকে গুরুসেবা মনে করিয়া ভ্রান্ত না হন বা অসুবিধায় না পড়েন, অনর্থযুক্ত অবস্থায় গুরুসেবা হয়, ইহা মনে না করেন, আমার বুদ্ধি গুরুসেবাকে দেহমনের ব্যাপার মনে করিয়া যেন ভ্রান্ত না হন—ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

প্রভুপাদের প্রত্যভিভাষণ

[১৩।৪।৩৫ তারিখে সন্ধ্যা ৬ টার সময় ময়মনসিংহ টাউনহলে ময়মনসিংহবাসিগণ শ্রীল প্রভুপাদকে যে অভিনন্দন প্রদান করেন, তাহার উত্তরে শ্রীল প্রভুপাদের প্রত্যভিভাষণের সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম]

সমবেত সজ্জনবৃন্দ,

আমি ভাষাবিৎ নহি, যাহাতে আপনাদের এই সকল আশীর্ব্বাদের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে পারি। আপনাদের কৃপা ও আশীর্ব্বাদ নিজ মঙ্গলের জন্য যে চেষ্টা উদ্রেক করাইতেছে, তদ্দ্বারা প্রণোদিত হওয়া আমার ক্ষুদ্র অধিকার হইতে জানিতে পারি যে, ভগবান্ পরম করুণাময়, তিনি অমন্দোদয়-দয়াময়—ইহাই আমার বিশেষ ভরসা। তাঁহার সেই দয়া লাভ করিতে হইলে আমার কিছু কিছু আলোচনা দরকার। ভগবত্তত্ত্ব কিপ্রকারে বিদিত হয়, সেই সকল কথা যাহাতে শুনিতে পারি, সেজন্য আমার চেষ্টা। সেই জন্য পুরুষোত্তমের কথা শুনিতে ইচ্ছা; তাহাতে সকলের মঙ্গল এবং নিজেরও মঙ্গল হইবে।

আমি দুর্ব্বল, আমার শক্তি নাই যদ্দ্বারা ভরসা হয় যে অন্যের সাহায্য করিতে পারি। মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীর জন্য মহাজন-কথিত কথা পুনঃপুনঃ আলোচনা করা বিশেষ আবশ্যক মনে করি, এই সকল কাব্যে নৈপুণ্য সংগ্রহ জন্য যত্নবান্ হই। জানি না, ভগবানের কি কার্য্য আমার দ্বারা সাধিত হইবে। তবে মহাজনের পথ অনুসরণীয় মনে করি, যাহাতে সকলের মঙ্গল সাধিত হইবে। আমাদের মৎসর-স্বভাববিশিষ্ট হওয়া উচিত নয়। জগতে একের উন্নতি অপরের ঈর্ষা উদ্রেক করিয়া থাকে। কিন্তু প্রেমধর্ম্মে সেইরূপ ঘটে না। তবে প্রেমধর্ম্মে আপাত প্রতিবাদ-যোগ্য কতু কিছু কথা কেহ কেহ আলোচনা করিয়া থাকেন।

ভাগবতের কথা অতোন্মূ'ল বিবেচনেন' শ্লোক আমাদের আলোচ্য হউক। অন্ধ, খঞ্জ বন্ধ—জড় বন্ধ, মূক বন্ধ। তাঁহার যে নীতি তাহার আংশিক ফলের ন্যূনাধিক গ্রহণ করিবার যোগ্যতা লাভ করিতে পারিলে আমরা ধন্য হইতে পারি। ভগবৎকৃপা যে কি জিনিষ তাহাতেও সন্দেহ আছে। ভাগবতে 'অতোহস্তকৃষ্ণাৎ দুর্নীতিমাবো ভুজান এবাত্মকৃতং বিপাকম্ ইত্যাদি' শ্লোক আমাদের বিচার্য্য হওয়া উচিত। এই জগতে বিবিধ দুঃখ আছে, যাহা সহ্য করা অত্যন্ত কঠিন। এজন্য বাস্তবসত্যের অভিজ্ঞানটা বিশেষ প্রয়োজন।

পূর্ণপ্রীতির সন্ধান বিষয়ে নানাপ্রকার সন্দেহ উপস্থিত হয়। উহ জগতে তাহার স্থান নাই। ভগবান্ সর্ব্বশক্তিমান্, তবে তিনি কেন আমাদিগকে অশ্রদ্ধেয় অবস্থায় স্থাপিত করিয়াছেন? কেন আমরা এত অসুবিধার মধ্যে পড়িয়াছি? জরা মরণ কেন আমাদিগকে গ্রাস করিয়াছে? এই সম্পূর্ণ বস্তুর সহিত সম্মিলিত হওয়াটা আমাদের প্রাক্তন-কর্ম্মের ফল। যাহাতে আমাদের লাভ ঘটে তাহা ফলকাঙ্ক্ষীর পদার্থ।

আমরা মনে করি সৎকর্ম্মের ফলে অধিক ফল লাভ করিব। কিন্তু আমি আবশ্যক করিতে যাইলে কতকগুলি বস্তুর অপ্রত্যাশিত ক্লেশ আসিয়া উপস্থিত হয়। আমাদের কাহারো সহবাসিগণের অনুমোদন নাই। সাত্ত্বিকগুণবিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সর্ব্বতোভাবে ত্যাগ স্বীকার থাকিলেও অপরের অর্থে গ্রহণ করার জন্য তাঁহারা সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন না।

খণ্ডিত বিষয়ের প্রীতির পরিবর্ত্তে পূর্ণ বস্তুর প্রীতিসম্পাদন জগতে সকলের মঙ্গলবিধান করে। বাস্তবিক মঙ্গল কি জিনিষ তৎসম্বন্ধে নানা বিচার উপস্থিত হয়। সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণে তাড়িত হইলে বিভিন্ন বিচার আসিয়া পড়ে। ভিন্নপ্রকার বিচার যে দেশে প্রবল, সে-দেশে অধিবাসীদের কথায় অনাদিকাল আসিয়া উপস্থিত হয়। যে-কাল পর্য্যন্ত বিশুদ্ধসত্ত্বের বিচার না করা যায় সেকাল পর্য্যন্ত বিপ্রলম্ভের বিচারে অসুবিধা হয়। 'পরস্বভাব-কর্ম্মাণি ন প্রশংসেৎ ন গর্হয়েৎ' এক পক্ষের কথা অপর পক্ষের আদরণীয় হয় না।

আমাদের পরীক্ষার জন্য এই বিশ্বময় জগৎ আমাদের অভিজ্ঞতার পরিচয় দেয়। অন্ধকারে আলোকের মর্য্যাদা আছে। জগতে optimistic (অর্থাৎ সব ভাল) এবং pessimistic (অর্থাৎ সব খারাপ) উভয়বিধ বিচারেরই লোক আছে। যখন "অতোহস্তকৃষ্ণাৎ" শ্লোক আলোচনা করি, তখন ভগবান জগতের সহিত আমাদের ব্যাপারে দুঃখের কথা না থাকুক এই বিচার উপস্থিত হয়। কিন্তু তাহাতে এই পরিবর্ত্তনশীল জগতে দুঃখে থাকায় মঙ্গল-ভাল কথার আলোচনা হয় না।

আমরা এখন জানে আছি যেখানে অনুকূল ও প্রতিকূল বিচারে চালিত

বৈরাগী ভাই গ্রাম্যকথা না শুনিবে কানে। গ্রাম্যবার্ত্তা না কহিবে যবে মিলিবে আনে

হইতেছি। অপরাপর আকৃষ্ট হইয়া দুটিকের মত হইয়া যাইতেছি। কিন্তু একতাৎপর্য্যপরতার প্রেমধর্ম্মের বিপর্য্যয় নাই। সুতরাং শ্রীচৈতন্যদেবের গুরুপ্রেমের কথা যেন সকলের অবলম্বনীয় হয়। তাহাতে উদ্ভ্রান্তের অনুপাদেয়তা, অবরতার আশঙ্কা হইবে না। সেই বিচিত্রতার কোন দোষ স্পর্শ করে না। তিনি চেতনময় ও আনন্দময় বস্তু। সুতরাং প্রেমধর্ম্মের অভাব সেখানে লক্ষ্য করা যায় না। অগত্যা বহু-আকারে সাম্প্রদায়িকতা ও পূর্ব্বের বিচার করিবার সুযোগ হয় না। বহুলোর নানা প্রয়োজনে বিদুষ্ট। যে পর্য্যন্ত আমাদের নিজের কথায় আস্থা, সে-পর্য্যন্ত পূর্ব্বের কথায় রুচি হয় না, অপূর্ব্বের কথাই আমাদের মুগ্ধ হয়।

এখানে প্রেমের বিরোধী যে সব কথায় আমরা প্রমত্ত থাকি, তাহাতে আমরা আমাদের প্রত্যেক ব্যাপার penal clause এ, (দণ্ডবিধি আইন) সংশ্লিষ্ট আছি। বহুভাবে অন্তর্ভুক্ত অবস্থায় যাহা চিন্তা করি তাহাতে নানা'বধ দোষ হয়। কিন্তু যেখানে পূর্ব্বের কথা আলোচনা করি, সেখানে তাঁহার কৃপা দর্শন করিয়া থাকি। তিনি পরম কৃপাময়, তাই 'পিতাঃ ব্রহ্মসুখে মদাঃ বৈরাগ্য হরিণা হতাঃ।"

"মহাবাদৈনবির্ব্বাণং নববর্ষঃশ্রীণাং সংখ্যা বুদ্ধিমান্ ইত্যাদি"

শ্লোকে দেখিতে পাই, রামকৃষ্ণ যখন কংসের সভায় এসেছিলেন, তখন বিভিন্ন প্রকৃতির ব্যক্তি তাঁহাদিগকে বিভিন্নভাবে দর্শন করিয়াছিলেন। কামদেবের অনুকূল কামনায় অমঙ্গল হয় না। তিনি বিভুজনকে আত্ম প্রকট করিয়াছেন। মিত্র-সঙ্গে তাঁহার প্রকট হয় না। আমরা ধনকামী হইয়া সূর্য্যের পূজা করি, অর্থকামী হইয়া গণেশের পূজা করি, কামকামী হইয়া শক্তির পূজা করি, আবার মোক্ষকামী হইয়া রুদ্রের উপাসনা করি। যখন সংসার ভাল লাগে না, তখন রুদ্রদেবের উপাসনা করি বিরাগলাভের জন্য। তাই তখন নিজেদের বিচার গ্রহণ করিয়া থাকি। বিষ্ণু অধিজ্ঞের মালিক, রুদ্রদেব অনধিজ্ঞের মালিক।

বর্ত্তমান সময়ে আমাদের যে আনন্দের অভাব আসিয়াছে, যে দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে, তাহাও ভগবানের কৃপার বিষয় ইহা যদি না জানিতে পারি, তবে অসুবিধা হয়। আমি অতি হীন থাকি। গৌরসুন্দর ভাগবতের যে কথা আলোচনা করিয়াছিলেন, তাহা আলোচনা করিলে আমরাও মঙ্গল লাভ করিতে পারিব। অবাস্তব বস্তুকে নিযুক্ত হওয়া অপেক্ষা বাস্তব বস্তুর আশ্রয় গ্রহণ করা দরকার।

পরব্যোমে কেবল চিত্তের সমাবেশ আছে, সেখানে কেবল শুদ্ধ পদার্থ বর্ত্তমান, অতএব আমাদের দর্শনের কোন বাধা প্রদান করেন না। সেখানে সেবার নামে ছলনা নাই, সেবার নামে তাঁহাকে ভৃত্য করার যুক্তি নাই। অহঙ্কারী না হইয়া সেবাই আবশ্যকীয় বিষয় থাকিলে শ্রেয়ের পরিচয় পাইবার সুযোগ হয়। তখন এই জগৎ হইতে অবসর লাভ করিতে পারি।

এখানকার বাস্তু প্রভৃতি প্রেম মঙ্গ উদয় করায়, অর্থাৎ তাহার ফলটা অপ্রবিসংবাদক। জগতের অভিজ্ঞতা হইতে জানিতে পারি যে, বৈরাগ্যের শেষ ফল

"মাধব তাম পরিণাম নিরাশা।"

"আশা হি পরমং দুঃখং নৈরাশ্যং পরমং সুখম্।"

এখানে দুঃখে পতিত আছি, তাই মনে হয় ইহাকে ধ্বংস করিতে পারিলেই সুবিধা হইবে অর্থাৎ সমগ্র ঐশ্বর্য্য, সমগ্র জ্ঞান, সমগ্র বৈরাগ্য প্রভৃতি হইতে বিরাগ হইলেই খুব সুবিধা হইবে এইরূপ বিচার করি, অথবা আমরা তিনি (প্রভু) ছ'য়ে যান এইরূপ বিচার করি। কিন্তু ঐরূপ বিচার ঠিক নয়। জগতের তিক্ত অভিজ্ঞতা হইতে বলিতে ইচ্ছা হয় যে সেটা মঙ্গলের পথ নয়।

আমরা পঞ্চোপাসক-সম্প্রদায় পুষ্ট হইয়া পড়ি; তাহাতে কিন্তু সেবাবস্তু বিষ্ণুকে ঢাকা দিবার চেষ্টা হয়। তাঁর সেবা করাটাই আমাদের কর্ত্তব্য। আমাদের ইন্দ্রিয়তর্পণের মূলে তাঁর সেবার ছলনা কপটতা মাত্র। এই সকল কথা কুলশেখর এই শ্লোকে আলোচনা করিয়াছেন:—

"নাস্থা ধর্ম্মে ন বসুনিচয়ে ইত্যাদি".

এক প্রকার দেবতার উপাসনায় অন্য দেবতা অসন্তুষ্ট হন, তা না হইলেও, সেই দেবতার অনুগামিগণ অসন্তুষ্ট হন। তাহাতে বিবাদ বিসম্বাদ ঘটে। কিন্তু ভগবানকে নিয়া সেরূপ করার কোন কথা নাই। ইহ জগতের অনুষ্ঠানের কথার মধ্যে যত পবিত্র হইব ততই তাহাতে সাম্প্রদায়িকতা আসিয়া অসুবিধা ঘটাইবে।

মঙ্গলকামী জীবমাত্রেরই শ্রীমদ্ভাগবতের "তাত্প্রয়ো মৎকথাসু নির্বিণ্নঃ সর্ব্বকর্ম্মসু। বেদ দুঃখাত্মকান্ কামান্ পরিত্যাগেপ্যনীশ্বরঃ॥" প্রভৃতি শ্লোক বিচার্য্য হওয়া দরকার। পূর্ব্ববস্তুর সহিত সাক্ষাৎ হইলে অপূর্ব্বতার বাসনা ক্ষয় হয়। আমরা চিরকাল, যতদিন জানিতে পারিনে তখন তত্ত্বজিজ্ঞাসার কথা উঠে। এইরূপ তত্ত্বজিজ্ঞাসার উদয়ে 'আত্মারাম শ্চ মুনয়ঃ' "ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ" ইত্যাদি শ্লোক আমাদের আলোচ্য বিষয় হয়। এই কথার আলোচনা করার নাম কৃষ্ণানুশীলন। অন্য কথার আলোচনায় দোষ প্রবেশ করিবে। একমাত্র চৈতন্যদেবের কথায় বাস্তব মঙ্গল নিহিত। will-o the wisp অর্থাৎ আলেয়ার পশ্চাতে ছুটিলে যেরূপ মঙ্গল হয় না, সেইরূপ অন্তত কথায় প্রবেশ করিলেও মঙ্গল নাই।

গীতাতে ভগবান্ তাই 'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।" ব'লেছেন। যদি গীতার গানে প্রতিবিধিই না হই, তবে নানা প্রকার অসুবিধার মধ্যে আসিয়া পড়িব এবং প্রণালিক কথার মধ্যে আবদ্ধ হইব। যদি পুরুষোত্তমের কথায় আবদ্ধ না হই, তবে পুরুষাধমের কথায় নিবদ্ধ হইব। প্রহ্লাদের পিতা প্রাকৃত অহঙ্কারে প্রমত্ত ছিলেন। প্রহ্লাদ তাঁহার পালকের (পিতার) মঙ্গলের জন্য বিষ্ণুভক্তির কথা বলিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার পিতা vox populiই (জনমতই) vox Dei (ঈশ্বরমত) এইরূপ বিচারবান্ ছিলেন। কুন্তীদেবী কিন্তু এ কথাটা বেশ ভাল রকম বুঝিয়াছিলেন। তাই তিনি বলিয়াছিলেন যে—

জন্মৈশ্বর্য্যশ্রুতশ্রীভিরেধমানমদঃ পুমান্।
নৈবার্হত্যভিধাতুং বৈ ত্বামকিঞ্চন-গোচরম্॥

শ্রীভগবান্ কাঙ্গালের, তাঁহার কারুণ্যপূর্ণ চিত্ত সকল জীবকে আহ্বান করিতেছেন। যাঁহারা তাঁহার কথায় respond (সাড়া দেওয়া) করিতেছেন না, তাঁহারা অসুবিধার মধ্যে পড়িতেছেন। কিন্তু নিজের ক্ষমতার উপর কতক্ষণ আমরা দাঁড়াইতে পারি? কেনোপনিষদে দেবতাগণের যে ক্ষমতা কতটুকু শক্তি তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। তাহাতে অবগত হওয়া যায়, অগ্নিদেবের একগাছি তৃণ-কুটা ভস্ম করিবার বা পবনদেবের তাহা উড়াইয়া দিবার শক্তি পর্য্যন্ত নাই—ভগবৎকৃপা ব্যতীত। শ্রেয়ঃপন্থী আর প্রেয়ঃপন্থী দুই রকমের লোক আছেন। শ্রীচৈতন্যদেবের অনুচরগণ—শ্রেয়ঃপন্থী।

আজ আমি আমাকে বিশেষ ধন্য মনে করিলাম। দীন আমি আমার প্রতি আপনাদের দয়া প্রচার হইল বটে। যাহাতে আমার অমঙ্গল না হয়, তজ্জন্য আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিতেছি। আমার নিজ মঙ্গলের জন্য আমার গুরুবর্গ আমাকে সম্মান প্রদর্শন করেন। (এ স্থলে প্রভুপাদ দৈন্যভরে আরও অনেক দৈন্যোক্তি করিতে থাকেন)

অধিকারীর ক্রমোন্নতি-বিচারে আমরা ভাগবতে "অর্চ্চায়ামেব হরয়ে", "ঈশ্বরে তদধীনেষু" "সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেৎ" প্রভৃতি শ্লোক পাইয়া থাকি। ভগবদ্ভক্ত ব্যক্তিসকলের অনুসরণ করা আমাদের দরকার, অনুকরণ করাটা উচিত নয়। ভগবানের সেবা যাঁহারা করিতেছেন, তাঁহাদের সেবা করিলেও আমাদের পূর্ণ মঙ্গল হবে। যাঁহারা ভগবদ্বিদ্বেষ করিবেন, তাঁদের থেকে আমরা তফাৎ থাকব।

বৈষ্ণব চরিত্র সর্ব্বদা পবিত্র
যেই নিন্দে হিংসা করি।'
বিনোদ সেবক, না সম্ভাষে তাঁরে,
থাকে সদা মৌন ধ'রি॥

বিভিন্ন দেবতার অসম্মান করাটা আমাদের কর্ত্তব্য নয়। তবে তারতম্য বিচারে এ সব কথা আসিয়া পড়িতেছে। তবে আমরা শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের ভাষায় বলি—

দন্তে নিধায় তৃণকং পদয়োর্নিপত্য
কৃত্বা চ কাকুশতমেতদহং ব্রবীমি।
হে সাধবঃ সকলমেব বিহায় দূরাৎ
গৌরাঙ্গচন্দ্রচরণে কুরুতানুরাগম্॥

সকলভাবে ভগবদ্ভক্তের সেবার আনুকূল্য উদ্দেশ করা আমাদের একমাত্র কৃত্য হউক। সেই সব দেখাবার জন্য স্বয়ং ভগবান্ ভক্তের সজ্জা গ্রহণ ক'রেছিলেন।

প্রসাদিত-মহাপ্রেম-পীযূষ-রসসাগরে।
চৈতন্যচন্দ্রে প্রকটে যো দীনঃ
দীন এব সঃ॥

ইহাতে আমাদের চেষ্টায় যদি একটি জীবেরও মঙ্গল হয়, তবে আমাদেরও অভাব ভগবান পূরণ করিয়া দিবেন। আমরা সঙ্কুচিত হইয়া এ সকল কথা আলোচনা করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছি। সেদিন বর্দ্ধমান মহারাজ একটি কথা বলিয়াছেন, যে দেশের লোক এত ভোগোন্মত্ত, সেই দেশের সাক্ষী হইয়া আপনারা প্রেমধর্ম্মের কথা প্রচার করিবার সাহস করিয়াছেন, অতএব আপনাদের ধন্যবাদ। যদি আমরা এই সকল কথাদ্বারা কাহারও মঙ্গল করিতে না পারি তথাপি আমরা আপনারা লইয়া আছি। যদিও অপরের মঙ্গল করিবার ক্ষমতা আমার নাই, তথাপি এই সকল কথা উচ্চারণপূর্ব্বক নিজের মঙ্গল বরণ ক'রতে ইচ্ছা ক'রি। আমি আপনাদের অনেক সময় নষ্ট ক'রলাম, তজ্জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

"সরস্বতীজয়শ্রী"

[প্রেরিত পত্র]

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের কৃপা যে-রূপে তাঁহার সজ্জনগণ উপলব্ধি করিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। মূল্য ৩০ টাকা মাত্র প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ, বাগবাজার কলিকাতা।

শুদ্ধভক্তি মঠসমূহ

১ শ্রীচৈতন্যমঠ

(আকর মঠরাজ)

প্রাচীন নবদ্বীপ, ৮ নম্বর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীগৌরাবির্ভাব ৪৫০ বা ৫০০ বর্ষ উৎসব পূর্ণ প্রাক্কালে আমাদের শ্রীগুরুদেবের শ্রীচৈতন্যমঠ বিরাজমান। এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, গৌরজন্মপীঠ ও সংকীর্তনস্থলী। এই মঠটিতে শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামীর বেদান্তমন্দির, অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারী ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠ হইতে পারমার্থিক দৈনিক 'নদীয়া-প্রকাশ', সাপ্তাহিক সজ্জনতোষণী এবং সুপ্রাচীন প্রবর্তিত প্রাসাদের 'নদীয়া-প্রকাশ' মুদ্রণ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতি বৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমোৎসব ও অন্যান্য উৎসবাদি গৌর-পার্ষদগণের মহামহোৎসব সমাধি প্রকাশ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্তী ষ্ট্রীট বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত শুদ্ধভক্তি-প্রচার-প্রচারোদ্দেশ্যে গৌড়দেশের সর্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে ইঁহারা প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই মঠমধ্যে শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদ-বিহারী জীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। নিত্যই পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, ভাগবত-চৈতন্য-দেবের, শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি গ্রন্থ ও বক্তৃতার সমাক আলোচনা হয়। এই মঠ হইতে মহানগরীর সর্বত্র হরিকথা-প্রচার, মহানগর-সঙ্কীর্ত্তন, বক্তৃতা, ব্যাখ্যা ও সঙ্কীর্ত্তন মহা-মহোৎসবাদি কার্য্যের অনুষ্ঠান হয়। মঠরক্ষক মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগ-পীঠ। এখানে শ্রীজগন্নাথ ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া সহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মবাসী সেবাকোবিদ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌর-লীলার রাসস্থলী এখানে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান, রক্ষক—শ্রীবশিষ্ঠ দাসাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—গোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

(৭) কাজীর সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপা-পাত্র চাঁদ-কাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীবংশীবদন ব্রহ্মচারী ভক্তালোক।

(৮) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

স্বরূপগঞ্জ, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ গৌরকিশোর ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও রাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান দাস ব্রহ্মচারী।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌড়দেশীয় দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীরঙ্গেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(১০) মোদদ্রুম-ছত্র "গৌড়ের নৈমিষ

মামগাছি, পোঃ জাহ্নগর, (বর্দ্ধমান)।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান। শ্রীগৌরনিত্যানন্দের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীকুঞ্জবিহারী ব্রজবাসী, ভক্তিকুটির।

(১১) শ্রীশ্রীসীমন্ত কৃষ্ণকানন

শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্তী, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীনবীনানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১২) কুঞ্জকুটীর—পোঃ কৃষ্ণনগর,

নদীয়া। রক্ষক—শ্রীমধুসূদন অধিকারী

(১৩) ভাগবত আসন—পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

এই স্থান হইতে ভাগবতসিদ্ধান্ত প্রত্যহ প্রচারিত হয়। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তালোক, ভাগবতাশ্রী।

(১৪) একায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ রামঘাট, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী ভক্তিসার

(১৫) মহেশ পণ্ডিতের পাট

চাঁদালপুর পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগৌরকিশোর ব্রজবাসী।

(১৬) মাধ্বগৌড়ীয় মঠ

২০নং নবাবপুর রোড, পোঃ ঢাকা

পূর্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীপাদ অপ্রাকৃত বিদ্যাবিনোদ বি-

(১৭) গোপালজীউর মঠ—কমলাপুর,(ঢাকা)

গোপালজীউর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিদ্যমান। রক্ষক—শ্রীগৌরাঙ্গদাস ব্রজবাসী.

(১৮) নবদ্বীপ-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি. (ঢাকা)।

এখানে শ্রীনিতাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(১৯) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ।

(২০) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাধু, (ঢাকা)

এখানে নন্দকুমার শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগৌরকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(২১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ পানাগড় (বর্দ্ধমান)।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীঅদ্বৈতদাস দাসাধিকারী.

(২২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ডুমুরকোলা, পোঃ তিবকুলা, (মালদহ)

এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীযমুনাদাস অধিকারী।

(২৩) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকানিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে গুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মবাসী ভাগবত।

(২৪) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী।

(২৫) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ বক্সীবাজার, (কটক)

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ বিনোদমদন-জীউর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর

(২৬) সিদ্ধবাটী-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ কুণ্ডেশ্বর পুরী,

শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ গান্ধর্বিকা-গিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন।

(২৭) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদবিহারী জীউর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগণপতি আধকারী

(২৮) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগোপীনাথের ও শ্রীরাধাগোপী-নাথের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবিপিন-বিহারী দাসাধিকারী।

(২৯) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, গোদাবরী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—শ্রীবিশ্বেশ্বর দাসাধিকারী ভক্তিলোচন।

(৩০) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪২নং ফরিদপুরা, বেনারস সিটি

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীসত্যেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(৩১) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারীর সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ

(৩২) পরমহংস মঠ.

পোঃ নিমসার, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও গৌর-বিনোদ-বিহারী জীউর সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীসত্যনারায়ণ দাসাধিকারী।

(৩৩) কৃষ্ণচৈতন্য মঠ

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

এখানে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিত্য-সেবা হয়। রক্ষক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠ

বঙ্গালঘাট মথুরা

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ

(৩৫) ব্রজস্বানন্দ সুখদকুঞ্জ—শ্রীরাধাকুণ্ড

রক্ষক—শ্রীরাধারমণচরণ ব্রহ্মচারী

(৩৬) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৩৭) গোবর্দ্ধনবিহারী মঠ

শেখপাড়া, পোঃ চৌকোশ, জেলা গুরদাসপুর (পাঞ্জাব) রক্ষক—শ্রীগোবর্দ্ধনবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৩৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং চাঁদনীচক রোড, নিউ দিল্লী।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্বিকা-গিরিধারীর সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমী

(৩৯) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

নকোদর, পাঞ্জাব, কর্ণাল।

এখানে গৌরাঙ্গবেদব্যাসের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীনবীনগোপাল অধিকারী।

(৪০) মাদ্রাজ-গৌড়ীয় মঠ

রায়পেটা মাদ্রাজ পুর, টেট, দি

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসাগর গিরি

(৪১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ রাযপেটা মাদ্রাজ।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্বিকা-গিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীপাদ পরমানন্দ ভক্তিনিধান।

(৪২) বোম্বে-গৌড়ীয়-মঠ কার্য্যালয়

গোরীর রোড, ভোটানি বিল্ডিং, বাংলো নং ১, বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মা মজুমদার।

(৪৩) অমরসি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমরসি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীমদনগোপাল দাস অধিকারী

(৪৪) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ সরভোগ, কামরূপ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী

(৪৫) পাটনা গৌড়ীয় মঠ

১০০ সিঙ্গাপুর, পাটনা।

রক্ষক—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী বাগভূষণ

(৪৬) বালেশ্বর গৌড়ীয় মঠ বালেশ্বর

রক্ষক—শ্রীবংশীবদনানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪৭) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয়

৯ গ্লাষ্টার হাউস, গ্লস্টার গার্ডেন্স, এন-ডাব্লিউ ৭, লণ্ডন

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ।

(৪৮) বার্লিন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

Berlin W. 30

Eisenacher strasse 29

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গভাষায় প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম চারিটি স্কন্ধ এক খণ্ডে ২৮৲
একাদশ স্কন্ধও প্রাপ্তব্য ৷৵০
২। অনুভাষ্য বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। অনুভাষ্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড— ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০;
৪—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—১৲; ২য় খণ্ড ৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব—১৲
৮। সৎক্রিয়াসার—দীপিকা ও সংস্কার-দীপিকা ১৷০
৯। বৈষ্ণব ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ২৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ৷০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ৷০
১৮। বাদন-আলবর
১৯। আর্য্যাবর্ত্তে কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵০
২১। গৌড়ীয়-সাহায্য ৷৵০
২২। স্তবন-মঞ্জরী ৷০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ ৪ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি টীকাসহ) ২৲
২৬। শ্রীগৌর কেবল মাধুর্য্য-ভাষা ৷০
২৭। ধুন্ধুমঞ্জরিকা অনুলোমতঃ সানুবাদ ২৲
২৮। বেদান্তসূত্রের সানুবাদ ৷০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸
৩০। দীপ-নির্ম্মাণ ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৶০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা ৵১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ৷০
৪০। শরণাগতি ৵০
৪১। গীতাবলী ৵০
৪২। চিত্রে নবদ্বীপ ৷৷০
৪৩। সাধনকণ ৵০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৵০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৵০
৪৬। অর্চ্চনপদ্ধতি ৵০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৵০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৵১০
৪৯। আচারবিধি ৶১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম খণ্ড) ৩
৫১। ব্রহ্মসংহিতা
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ৷০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ৷০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ৷০
৫৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৵০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ৷০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণলেখন ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সাংখ্যবাণী ৵০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যলীলামৃত সারঃ ৷০
৬১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিজিতঃ ৷০
৬২। সটিক শিক্ষাষ্টকম্ ৷০
৬৩। তত্ত্বসূত্রম্ ৷০
৬৪। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৷৶০
৬৫। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ৵০
৬৬। সারার্থবর্ষিণ্যম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৭। রায় রামানন্দ ৷০
৬৮। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন্ বেদান্ত ৷০
৬৯। নামভজন ৷০
৭০। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজি অ্যাণ্ড অন্টোলজি ৷০
৭১। বিবেকটিভ ওয়ার্ক্‌স ৷৶০
৭২। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ৷০
৭৩। বৈষ্ণবীজম ৷০
৭৪। দি গৌড়ীয়মঠ ইন্ ব্রিফ ৵
৭৫। দি ভাগবত
৭৬। থিওরিটিক প্রিন্সিপ্‌ল্‌স্ অ্যাণ্ড অ্যাডভান্সড্ টিচিংস ৷০
৭৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২৷০
৭৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৭৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷০
৮০। সাধন-পথ ৷০
৮১। কল্যাণ-কল্পতরু ৵১০
৮২। গীতাবলী ৵০
৮৩। শরণাগতি ৵

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৪। শরণাগতি ৵০

তেলগু ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অপব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ আনা, বড় বোতল ১৷৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।
অথবা
পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত গন্ধদ্রব্যাবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। উহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং
গন্ধশালা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার
কলিকাতা

আমাশয় ও পেটের পীড়ায়

শ্রীশ্যামানন্দ দাস কবিরাজের আবিষ্কৃত

গ্রহণী বটী

ব্যবহার করুন

আমাশয়, রক্তামাশয় অতিসার, গ্রহণী, অজীর্ণ, পেটফাঁপা, অম্লরোগ, সূতিকা ও শিশুর উদরাময় প্রভৃতি সকল প্রকার নূতন ও পুরাতন পেটের পীড়ায় গ্রহণী বটী প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ মহৌষধ।

যাহারা পেটের পীড়ায় নানারূপ চিকিৎসায় আশানুরূপ ফল লাভ করিতে পারেন নাই তাহারা গ্রহণী বটী ব্যবহার করুন, যে আরোগ্য লাভ করিবেন। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। মূল্য প্রতি শিশি ৷০ আনা, প্রতি শিশি ডাক মাশুল ৷৵০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীকৃষ্ণ ঔষধালয়, ময়মনসিংহ।
ঢাকার এজেন্ট মেসার্স মহেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং
পাটুয়াটুলি, ঢাকা

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তশাস্ত্রী-সম্পাদিত ও
ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভারতশাস্ত্রী এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে : বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

[ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত]

বঙ্গের বেথুন কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক অ্যাণ্ডেকেট পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ... সম্পাদকাচার্য্য এম-এ, মহোদয়ের শ্রেষ্ঠ গবেষণা এবং পাণ্ডিত্য লেখনীর অনুত্তম ... একাধারে দর্শন এবং ... জীবনচরিত-গ্রন্থ ... এই বিরাট ... মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ... তুলনা-মূলে ... প্রচারিত, সিদ্ধান্তের সম্যক আলোচনা প্রথম খণ্ড ... প্রায় ... পৃষ্ঠায় ... শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের স্বলিখিত মুখবন্ধ (Foreward) প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে ... Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে কথাসার ও শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৷৵০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। প্রতি খণ্ড ... টাকা ভিক্ষায় কলিকাতা বাগবাজার গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

২। গৌড়ীয়—ধর্ম্মোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত ... ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক বৌদ্ধ ... শ্রীগৌরমণ্ডলী মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৷০

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত যদুনাথ ... সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—ধর্ম্মোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী বি-এস্, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া ... হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষার পাক্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল শ্লোক অক্ষরে এবং তাহার বর্ত্তমান-যুগে শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। অতি সুন্দর ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০২৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোক সূচী, পদ্যসূচী, গানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়-সূচী, স্থানসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী-পত্র। সকল শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অপূর্ব্ব বিরাট্ সংস্করণ জগতের কোথায়ও আর সমাদ প্রকাশিত হয় নাই, তথা বিদেশের পাঠক-বর্গের ... দেখিতে পাইবেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

		প্রথম ও দ্বিতীয়		পরবর্ত্তি-সময়ে	
		সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা	সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা
প্রতিবার	প্রতি লাইন	৷০	৷৵০	৷৵	৷০
"	" ইঞ্চি	২৲	১৷০	১৷০	
"	" সিকিকলম	৫৲	৪৲	৪৲	
"	" অর্দ্ধকলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
"	" ১ কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

মাসিক হার

[যদি অন্ততঃ ১ বৎসরের জন্য চুক্তি করা হয়]

সংবাদ পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ৬৲, সিকি কলম ১৫৲, অর্দ্ধ কলম ২৫৲, এক কলম ৪০৲
বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ৪॥০, সিকি কলম ১২৲, অর্দ্ধ কলম ১৮৲, এক কলম ৩০৲ টাকা।

সাহায্যের হার

সডাক বার্ষিক ৯৲ নয় টাকা, ষাণ্মাসিক ৫৲ পাঁচ টাকা, ত্রৈমাসিক ২৸০ পৌনে তিন টাকা, মাসিক ১৲ এক টাকা মাত্র। নগদ বর্ত্তমান সংখ্যা ৴৫

ম্যানেজার, দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, জেলা নদীয়া। টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম', নবদ্বীপ

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৭৬,	১০—৫১,	১৩—২২	১৭—৩৮,	১৯—৩৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—০৫
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৭০,	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৭,	২০—১২

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

রবিবার অন্যান্যদিন

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-৫৫	১২-১০	১২-৩৪	১৫-	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৭	৯-৩০	১২-১৯	১২-৪২	১৫-৫৪	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৭	১০০০	১-৫১	১৩-১২	১৬-১২	১৯-১১

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—শ্রীধাম নবদ্বীপ

দৈ নি ক

REG. C 1544

চৈতন্যোপনিষৎ
বহু অন্বেষণে মূল ও অনুবাদসহ প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি উত্তম। ভিক্ষা ।০ মাত্র
শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

"গৌড়ীয়"
সাপ্তাহিক পত্রিকা
১১শ বর্ষ পর্য্যন্ত প্রতি বর্ষ কাগজে বাঁধাই
ভিক্ষা ৩॥০ মাত্র।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ
বাগবাজার, কলিকাতা

[illegible]

১০ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১৪ই বৈশাখ, শনিবার ১৩৪২, ২৭শে এপ্রিল ১৯৩৫ [৪৮শ সংখ্যা

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

—:০:—

তাড়ির-আড্ডায় হট্টগোল

গত সোমবার শেষ রাত্রিতে কুষ্টিয়া রোডে একটী তাড়ির আড্ডায় ভীষণ দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে। ফলে একজন নিহত ও অপর একজন গুরুতরভাবে আহত হয়।

প্রকাশ, গত সোমবার রাত্রিতে অনুমান ১২ জন মুসলমান যুবক কুষ্টিয়া রোডে এক তাড়ির আড্ডায় তাড়ি পান করিতে যায়। তাড়ির আড্ডায় যাইবার সময় তাহারা দুইখানা রিক্সা ভাড়া করে। গন্তব্য স্থানে পৌঁছিয়া তাহারা একজন রিক্সাওয়ালাকে বিদায় করিয়া দিয়া অপর একজনকে সমস্ত রাত্রির জন্য রাখিয়া দেয়। দ্বিতীয় ব্যক্তি সমস্ত রাত্রি তাহাদের সঙ্গে থাকে এবং তাড়ি পান করে। রাত্রি ২ ঘটিকার সময় ঐ মুসলমান যুবকগণ রিক্সাওয়ালাকে তাহাদের বাড়ী পৌঁছাইয়া দিতে বলে; রিক্সাওয়ালা সকলকে একসঙ্গে লইয়া যাইতে অস্বীকার করে। ইহাতে উভয় পক্ষে ঝগড়া হয়। ঐ ঝগড়ার সময় অপরিচিত আরও কয়েকজন মুসলমান, যাহারা ঐখানে তাড়ি পান করিতেছিল, তাহারাও আসিয়া ঐ রিক্সা ভাড়া করিতে চাহে। ইহাতে পূর্ব্ব দলের এক ব্যক্তি পরবর্ত্তী দলকে গালিগালাজ করিতে থাকে। ফলে উভয় দলের মধ্যে ভীষণ দাঙ্গা বাধিয়া যায়, উভয় দলের লোকই ছোরা, লাঠি ইত্যাদি ব্যবহার করে। পূর্ব্ব দলের কেহ পরবর্ত্তী দলের করিমচাঁদ নামক এক ব্যক্তিকে ছোরা দ্বারা আঘাত করে। পরবর্ত্তীদলের এক ব্যক্তির বাহুতেও ছোরার আঘাত লাগে। পরবর্ত্তীদল অতঃপর দৌড় দিয়া দৌড়াইয়া পলায়ন করিতে চেষ্টা করে। তাহারা ভগসিদা রোডে পৌঁছিলে পরবর্ত্তীদল পুনরায় তাহাদিগকে আক্রমণ করে এবং সেখ নিয়ামৎ নামক এক ব্যক্তিকে লাঠিদ্বারা নির্দ্দয়ভাবে প্রহার করে।

নিয়ামৎ অজ্ঞান হইয়া মাটিতে পড়িয়া যায়। স্থানীয় লোকজন আসিবার পূর্ব্বেই আক্রমণকারিগণ অন্ধকারে সরিয়া পড়ে।

পুলিশ আসিয়া আহত ব্যক্তিদিগকে হাসপাতালে পাঠাইয়া দেয়। করিমচাঁদ ও অপর এক ব্যক্তি চিকিৎসার্থ হাসপাতালে আছে। সেখ নিয়ামৎ হাসপাতালে যাইবার রাস্তায় মারা যায়।

কর্গোসা ভূমিকম্পে সাহায্যের ব্যবস্থা

তাইহোকু (ফর্মোসা), হইতে ২২শে এপ্রিলের সংবাদে প্রকাশ, বিগতদিবসের রজনীর অবসানে ভয়ানক উক্ত দুর্ঘটনা উত্তর পশ্চিম ফর্মোসাকে প্লাবিত করিয়াছে; ইহাতে সৈন্য ও নৌ-বিভাগের সেনাদল ও রেডক্রস ভূমিকম্পপীড়িত প্রায় ২১ লক্ষ নরনারীর দুর্দ্দশার প্রতিকারের উপযুক্তভাবে আত্মনিয়োগ করিতে সমর্থ হইয়াছে।

বিমানপোতে পর্য্যবেক্ষণের ফলে দেখা যায় যে, উত্তরে শিঞ্চু সহর হইতে দক্ষিণে তাইচু সহর পর্য্যন্ত এবং পশ্চিমে সমুদ্র তীর হইতে পূর্ব্বে আদিম অধিবাসী 'মস্তক শিকারীদের' (ইহারা অত্যন্ত হিংস্র প্রকৃতির বলিয়া এই নামে অভিহিত হয়) পার্ব্বত্য আবাস পর্য্যন্ত ২০০ বর্গ মাইল স্থান বিধ্বস্ত হইয়াছে। তবে সরকারী বিবরণে প্রকাশ যে, আদিম অধিবাসীদের ছোট ছোট গ্রামগুলি নিস্তার পাইয়াছে।

নিয়োগ ও বদলী

শাসন-বিভাগ

বীরভূমের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর বাবু সুরেশচন্দ্র ভৌমিককে সাময়িকভাবে উক্ত জিলার সদর মহকুমার ভার অর্পণ করা হইল।

খুলনার জিলা ও দায়রা জজ মিঃ কে, সি চন্দ্রকে আসামসরকারের অধীনে বদলী করা হইল।

চব্বিশপরগণার অতিরিক্ত জিলা ও দায়রা জজ বাবু সচ্চিদানন্দ মুখার্জ্জীকে সাময়িকভাবে খুলনার জিলা ও দায়রা জজ নিয়োগ করা হইল।

বিদায়ভোগী সাবডেপুটী কালেক্টর বাবু সতীশচন্দ্র বসুকে বর্দ্ধমান বিভাগে বদলী করা হইল।

বিদায়ভোগী মিঃ এ এস লাওস্ সি, আই, ই, আই, সি, এসকে ভারত-সরকারের স্বরাষ্ট্র বিভাগে বদলী করা হইল।

চব্বিশ পরগণার সাব জজ ও সহকারী দায়রা জজ বাবু সুরেন্দ্রনাথ সেনকে (১নং) সাময়িকভাবে উক্ত জিলার অতিরিক্ত জিলা ও দায়রা জজ নিয়োগ করা হইল।

গত ২৭শে মার্চ্চ বিদায়ভোগী ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর মোঃ সাদের আবদুর রহমানকে চট্টগ্রাম জিলার সদরে বদলী করার যে আদেশ দেওয়া হইয়াছিল, তাহা বাতিল করা হইল।

ত্রিপুরা জিলার চাঁদপুরের এ্যাসিষ্ট্যান্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর মিঃ আর সি সিংহকে উক্ত মহকুমার ভার দেওয়া হইল।

---

১১ ঘণ্টার মধ্যে দুইবার অগ্নিকাণ্ড

১২ ঘণ্টা সময়ের মধ্যে শহরে দুইবার অগ্নিকাণ্ড হইয়া গিয়াছে, ফলে একটি বাড়ী সম্পূর্ণরূপে ভস্মীভূত হইয়াছে। শহরের আমিনাবাদ নামক মহল্লায় প্রথমে আগুন লাগে এবং ছয়টি দর্জ্জির দোকান পুড়িয়া যায়। ফায়ার ব্রিগেড সময়মত আসিয়া না পৌঁছিলে অবস্থা আরও খারাপের দিকে যাইত। ২৩শে এপ্রিল প্রাতঃকালে মালাকগঞ্জ মহল্লায় আর একটি অগ্নিকাণ্ড হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। এই সময় মিঃ রহমতীন মুকের বাড়ী সম্পূর্ণরূপে ভস্মীভূত হইয়া যায়। এই দুইস্থানে অগ্নিকাণ্ডের ফলে কোন প্রাণহানি ঘটে নাই, কিম্বা ধন-সম্পত্তির বিশেষ ক্ষতি হয় নাই বলিয়া প্রকাশ।

প্রকাশ, প্রথমে এক সংবাদ পাওয়া যায় যে উক্ত বাড়ীতে দৈবাৎ আগুন লাগে এবং পরিবারের লোকজন ভীষণ দগ্ধ হয়। কিন্তু পরে তদন্তক্রমে প্রকাশ পায় যে, অপরে আগুন লাগাইবার ফলেই উক্তরূপ ঘটনা ঘটিয়াছে। এই সম্পর্কে দুইজন গ্রামবাসীকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

ব্যাঘ্রশিকারে শোচনীয় ঘটনা

কলিকাতার মিঃ ডানলাপ ও মুকস্ জব্বলপুরের সিভিল ডেপুটি পাদরী টি আর ক্লার্কের পুত্র মি. সে এ ক্লার্কের সহিত ৪০ মাইল দূরবর্ত্তী গারসী নামক স্থানে ব্যাঘ্র শিকারে গিয়াছিলেন। মিঃ মুকস্ এক ব্যাঘ্রের দ্বারা আক্রান্ত গুরুতররূপে আহত হইয়া এখানে ষ্টেশন সিভিল হাসপাতালে আনীত হইয়াছেন।

ভীষণ হত্যাকাণ্ড

জৈনপুর জেলার চক্রে প্রাপ্ত একটি সংবাদে প্রকাশ যে, মর্দ্দাপুরে একটি মুসলমান পরিবারের সমস্ত নরনারী নিহত হইয়াছে এবং তাহাদের বাড়ীতে আগুন লাগাইয়া দেওয়া হইয়াছে। উক্ত পরিবারে ১০ জন নরনারী ছিল।

বৈশাখনের কৃষ্ণলীলায়

১৯৭ খানি গৃহ ধ্বংস

২২শে এপ্রিল এক ভীষণ অগ্নিকাণ্ডের ফলে কাঁথীর জিয়া কা বালা নামক গ্রামের ১১৭খানি ঘর ভস্মীভূত হইয়াছে। মোটের উপর সমগ্র গ্রামখানিই অগ্নিকাণ্ডে বিধ্বংস হইয়াছে। এই গ্রামের অধিবাসীদের মধ্যে প্রায় সকলেই দরিদ্র মুসলমান কৃষক। গ্রামে অত্যন্ত জলাভাব। অগ্নি নির্বাপণের জন্য একটুও জল মিলে নাই। এই গ্রাম [illegible] ইউনিয়ন বোর্ডের মধ্যে অবস্থিত। অগ্নিকাণ্ডের ফলে এই অঞ্চলের লোকের কষ্টের সীমা নাই। মুর্শিদাবাদ জেলা বোর্ডের পক্ষ হইতে এই গ্রামখানিতে রিলিফের কার্য্য চালাইতেছেন।

ডাকাতি-সংবাদ

চাঁদপুরের, [illegible] এপ্রিল চাঁদপুরের এলাকাধীন কমলাপুর গ্রামে শ্রীচন্দ্রকুমার [illegible] নামক এক ধনী ব্যক্তির [illegible] ডাকাতি হইয়াছে [illegible] গিয়াছে। প্রকাশ, ডাকাতগণ বিবিধ অস্ত্রে সজ্জিত হইয়া [illegible] বাড়ীতে প্রবেশ করে এবং গৃহস্থ লোকজনের প্রতি অত্যাচার করিয়া টাকা পয়সা লইয়া যায়। ঘটনার পর পুলিশ তদন্ত আরম্ভ করে এবং ২৯জন হিন্দু ও [illegible] জন মুসলমান—মোট [illegible] জনকে গ্রেপ্তার করিয়া ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট পাঠায়। ম্যাজিষ্ট্রেট [illegible] জনকে [illegible] জামিনের আদেশ দিয়াছেন।

রেল লাইনে নৌকা

২২শে এপ্রিল [illegible] সংবাদে প্রকাশ, [illegible] মিটার গজের [illegible] লাইনে [illegible] অতিক্রম করিবার পর [illegible] হইবার উপক্রম হয়। প্রকাশ, লাইনের উপর [illegible] রেল লাইনে [illegible] দুর্ঘটনা ঘটিবার উপক্রম হয়। ড্রাইভার [illegible] জন [illegible] দুর্ঘটনা ঘটিতে পারে নাই। পুলিশ তদন্ত করিতেছে।

তুর্কীর সেনাপতির প্রাণদণ্ড

[illegible] মাসে যে বিদ্রোহ হইয়া গেল, সেই সম্পর্কে অভিযুক্ত ব্যক্তিগণের বিচারের জন্য সামরিক আদালত বসিয়াছে। এই আদালতের বিচারে জেনারেল [illegible] ও জেনারেল [illegible] প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। জেনারেল [illegible] এক সময়ে এশিয়া মাইনরস্থ গ্রীক বাহিনীর কমাণ্ডার ছিলেন। [illegible] আর একজন সদস্যের প্রতি কঠোর পরিশ্রমসহ ১৯ বৎসর নির্জ্জন কারাবাসের আদেশ হইয়াছে।

এতদ্ব্যতীত আরও কতিপয় আসামীর প্রতি ৫ মাস হইতে ৬ বৎসর পর্য্যন্ত কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। অবশ্য কয়েকজন আসামী মুক্তিও পাইয়াছে।

অগ্নিকাণ্ডে শোচনীয় মৃত্যু

পাবনা মহকুমার [illegible] থানার অন্তর্গত ৭নং [illegible] ইউনিয়ন বোর্ডের [illegible] গ্রামে কয়েকদিন পূর্ব্বে এক ভীষণ অগ্নিকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। উক্ত গ্রামের মধ্যেক উজ্জল সরকার, মোকছেদ আলী, উজির আলী, ফয়েজউদ্দীন, মনিরা সেখ, এরাদত আলী ও হুসেন আলীর বাড়ীর সমস্ত ঘর পুড়িয়া গিয়াছে। কাহারও কোন মালপত্র বাহির করার সুযোগ হয় নাই। প্রকাশ, মধ্যেকের বাড়ীর ৪ বৎসর বয়স্কা একটি মেয়ে উক্ত আগুনে পুড়িয়া যাওয়ায় তৎক্ষণাৎ তাহার মৃত্যু হইয়াছে। উক্ত গ্রামের পার্শ্ববর্ত্তী [illegible] গ্রামের [illegible] সেখের বাড়ীও ২।৩ দিন পূর্ব্বে পুড়িয়া গিয়াছে; ক্ষতির পরিমাণ জানা যায় নাই।

মুসলমান ও গোয়ালায় মারপিট

গত শনিবার সন্ধ্যার পর কলিকাতা [illegible] কতিপয় মুসলমান ও গোয়ালার মধ্যে মারপিট হইয়া গিয়াছে। প্রকাশ, কতিপয় গোয়ালা [illegible] হইলে পরে [illegible] হয় এবং মুসলমানদের উপর মারপিট করে। পুলিশ অবশ্য মোট ৬ জনকে গ্রেপ্তার করে। আর কোন দাঙ্গা হয় নাই এবং পুলিশ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছে। যাহারা [illegible] হইতে এই মারামারির সূত্রপাত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

ট্রেনের তলায় পড়িয়া শিশুর মৃত্যু

বিন্ধ্যাচল রেলওয়ে ষ্টেশনের প্লাটফর্মের ধারে দুইটি শিশু বসিয়াছিল, এমন সময় একটি চলন্ত ইঞ্জিনের বংশীধ্বনিতে চমকিত হইয়া উভয়েই লাইনের উপর পড়িয়া যায়। ৫ বৎসর বয়স্ক শিশুটি ট্রেনের তলায় পড়িয়া মারা যায়। অপর শিশুটির বয়স ৩ বৎসর সে গুরুতর রূপে আহত হয়। তাহার অবস্থা সঙ্কটাপন্ন।

ইরাণি পাশার পদত্যাগ

কায়রো, ২০শে এপ্রিল প্রধান মন্ত্রী [illegible] হাই কমিশনারের অনুরোধে [illegible] ষ্টেটের ডিরেক্টার ইরাণি পাশা পদত্যাগ করিয়াছেন। ইরাণির বিরুদ্ধে জনমত অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল কারণ তিনি নাকি শাসন ব্যাপারে অত্যধিক প্রভাব বিস্তার করিতেছিলেন।

কলিকাতার বাজার দর

চাউলের দর

	প্রতি মণ
বাদশাভোগ	৬॥০
খাজা চাল	৪।৵০
কাটারীভোগ	৫৷৵০-৫৸৵০
বাঁকতুলসী	৮৸৵০
নাগরা	৩৸৵০
ঐ পুরাতন	৪।০
পাটনাই উৎকৃষ্ট	৪৲
এক্সারেক কোয়ালিটি	৩৸৵০
সিদ্ধ রেঙ্গুণ	২৸৵০

আটা ও ময়দার দর

পেটেণ্ট ময়দা প্রতি মণ	৫।৵০ ৫।০
গৃহস্থালীর ব্যবহারোপযোগী	৪৸০ ৪৸৵০
আটা (বি)	৪৸৵০-৫৲
সুজী	৫৶০ ৫।০
আটা (এস)	৪।৵০ ৪।০
„ (২)	৪৶০ ৪।৵০
„ (কে)	৪।০ ৮।৵০
„ (৩)	৩৸৵০-৩৸০

আতপ –

নূতন আতপ	৩॥৵০ ৩৸৵০
পেশোয়ারী	৮।০-৮॥০
বাঁশফুলসী আতপ	৪৸৵০-৬৸৵০
ঐ মাঝারি	৪।০-৪॥০
পাটনাই আতপ	৪॥০-৪৸৵০
কাটারীভোগ	৫৸০
ঐ রেঙ্গুণ	২৸০

তেলের দর

শ্রীকৃষ্ণ সরিষার তৈল	১৫।০-১৫॥০
ঐ পুরা	১৬৲-১৬॥০
নারিকেল তৈল	১১৸০-১১৸০
রেড়ির তৈল	১০৸৵০-১১৸০

চিনির দর

সাদা কাশীরেজি	৯।০-৯৸৵০
দেশী সাদা দানা	৮৸৵০-৯।০
„ লাল „	৮।৵০ ৮৸৵০

ঘৃতের দর

হাথরসী গব্য প্রতি মণ	৫২৲
গব্য গাওয়া	৪৭৲
বাংলা গাওয়া	৪৫॥০
টেকা খুলনা	৪৬॥০

সোনা-রূপা

	প্রতি ভরি
টাকশালের বার „ „	৩৫৶০
বড়ালের বার „ „	৩৫৶০
গিনি „ „	২২৶০
চাঁদির বার প্রতি ১০০ ভরি	৬৪৲
ঐ চুরা „ „ „	৬৮।০

লৌহ ও ষ্টীল

টাটার তৈয়ারী	প্রতি হন্দর
লোহার কড়ি (ক্রেস বা বীম মার্ক)	৬৵০-৬।০
ঐ সে-মার্কা হালকা ওজন	৫।৵০-৫।৵০
বরগা (টী আয়রণ)	৬॥০-৬৸৵০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৬৲-৬।৵০

সংবাদদাতা মধুসূদন অঙ্কুর এণ্ড সন লিঃ
লোহাপট্টী, বড়বাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ। নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে। প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ। মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে।

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

— পারমার্থিক পত্র —

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং, রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা। শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং, প্রেমা পুমর্থো মহান্, শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরো নঃ পরঃ।

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১০ম বর্ষ } ৯ মধুসূদন গৌরাব্দ ৪৪৯. ১৪ই বৈশাখ বঙ্গাব্দ ১৩৪২. ২৭শে এপ্রিল ইং ১৯৩৫ শনিবার } ৪৮তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

গদাই-গৌরাঙ্গমঠে মহোৎসব

আগামী ২৬শে বৈশাখ ৯ই মে বৃহস্পতিবার হইতে ২৯শে বৈশাখ ১২ই মে রবিবার পর্য্যন্ত দিবস-চতুষ্টয় ঢাকা জেলার অন্তর্গত বালিয়াটীর শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গমঠে বার্ষিক মহামহোৎসব হইবে। তদুপলক্ষে ভক্ত-সম্মেলন, ভক্তিগ্রন্থ পাঠ, শ্রীহরি-সংকীর্ত্তন, ভাগবতধর্ম্মবিষয়িণী বক্তৃতা, ইষ্টগোষ্ঠী, ভোগরাগ ও ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব-অতিথিসেবা প্রভৃতি ভক্ত্যঙ্গানুষ্ঠান হইবে। এতদুপলক্ষে কলিকাতা সুপ্রসিদ্ধ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে বাগ্মীপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ তথায় শুভ-বিজয় করিয়া সর্ব্বসাধারণের নিকট শুদ্ধ হরিকথা কীর্ত্তন ও বক্তৃতাদি করিবেন। শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সম্পাদকগণ উক্ত মহামহোৎসবে যোগদানের জন্য সর্ব্বসাধারণকে আহ্বান করিতেছেন।

উৎসব-তালিকা

২৬শে বৈশাখ ৯ই মে বৃহস্পতিবার :—

প্রাতে অরুণোদয় কীর্ত্তন, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত পাঠ এবং ইষ্টগোষ্ঠী। সন্ধ্যায় আরতি, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ। পাঠের আদিতে ও অন্তে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন ও নাম-সংকীর্ত্তন।

২৭শে বৈশাখ ১০ই মে শুক্রবার :—

প্রাতে অরুণোদয় কীর্ত্তন ও শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত পাঠ। অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকায় শ্রীমঠ হইতে বিরাট্ নগরসংকীর্ত্তন বাহির হইয়া নগরভ্রমণ করিবেন। সন্ধ্যায় আরতির পর ভক্তসম্মেলন ও রাত্রি ৮ ঘটিকায় সময় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ। পাঠের আদিতে ও অন্তে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন ও নাম-সংকীর্ত্তন।

২৮শে বৈশাখ ১১ই মে শনিবার :—

প্রাতে অরুণোদয় কীর্ত্তন ও শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত পাঠ। অপরাহ্ণে ইষ্টগোষ্ঠী, সন্ধ্যায় আরতির পর "সার্ব্বজনীন ভাগবতধর্ম্ম" সম্বন্ধে বক্তৃতা, তৎপরে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন ও মহামন্ত্র।

২৯শে বৈশাখ ১২ই মে রবিবার :—

প্রাতে উষঃকীর্ত্তন ও সাধারণ মহোৎসব। মধ্যাহ্নে ভোগারাত্রিক কীর্ত্তন। ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব, সমাগত ভক্ত ও দরিদ্রকে শ্রীমহা-প্রসাদ বিতরণ।

যুক্তপ্রদেশে প্রচার

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুধীর যাচক মহারাজ গত ৭ই এপ্রিল রবিবার নিমসার পরমহংস-মঠ হইতে কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ সিধৌলীতে গমন করেন। তথায় পরম ভাগবত ডাঃ শ্রীশচীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের গৃহে অবস্থান পূর্ব্বক কয়েক দিবস নানাস্থানে শ্রীমহাপ্রভুর মঙ্গলময়ী বাণী প্রচার করিয়াছেন।

গত ৮ই এপ্রিল সহরের সর্ব্বত্র বহু লোকজন সহ নগরসংকীর্ত্তন করা হয়। কীর্ত্তনান্তে স্বামীজীর নিকট সমবেত বহু ভদ্রলোক হরিকথা-শ্রবণেচ্ছু হইয়া আগমন করেন। তাঁহাদের নিকট স্বামীজী প্রায় দেড় ঘণ্টাকাল কীর্ত্তন করিয়া শ্রীমহাপ্রভুর প্রচারিত বিষয় যে কৃষ্ণকীর্ত্তন এবং কীর্ত্তনের দ্বারাই যে কলিকালে নিত্যমঙ্গল সাধিত হয়, তাহা বিশেষরূপে বুঝাইয়া দেন। তাঁহারা স্বামীজীর শ্রীমুখবিগলিত হরিকথা শ্রবণ করিয়া অতিশয় আনন্দিত এবং সহরের বিভিন্ন স্থানে পাঠ করিবার জন্য নিবেদন জানান। স্বামীজী তাঁহাদের অনুরোধ স্বীকার করেন।

তৎপর-দিবস জেলের ডেপুটী কালেক্টর, ওভারসিয়ার ও ইঞ্জিনিয়ার এবং আরও চার পাঁচ জন রাজকর্ম্মচারী স্বামীজী মহারাজের নিকট হরিকথা-শ্রবণ-পিপাসু হইয়া উক্ত ডাক্তার বাবুর গৃহে আগমন করেন এবং জিজ্ঞাসু হইয়া স্বামীজীর নিকট কয়েকটী প্রশ্ন করেন। স্বামীজী তাঁহাদের প্রশ্নের মীমাংসা অতি সুন্দররূপে করিয়া দেন। তাঁহাদের নিকট স্বামীজী প্রায় তিন ঘণ্টা হরিকথা বলেন। হরিকথা শুনিয়া তাঁহারা সকলে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন এবং তাঁহাদের বাংলাতে পাঠ ও কীর্ত্তনাদি করিবার জন্য অনুরোধ করেন; স্বামীজী তাঁহাদের অনুরোধ স্বীকার করেন। কিন্তু শারীরিক অসুস্থতার জন্য যাইতে না পারিয়া কয়েকজন ব্রহ্মচারীকে পাঠান। তাঁহারা প্রায় দুই ঘণ্টাকাল কীর্ত্তন করিয়া আসেন।

তৎপর দিবস পাতসীয়ার (ষ্টেশন সিধৌলী জিঃ সীতাপুর) জমিদার ঠাকুর [illegible] সিং মহাশয়ের ভবনে কীর্ত্তনপার্টি সহ স্বামীজী গমন করেন। তথায় প্রতিদিন রাত্রে প্রায় দুই ঘণ্টাকাল কীর্ত্তন হয়। ঠাকুর [illegible] সিং মহাশয় স্বামীজী মহারাজকে স্বীয় গৃহে পাইয়া নিজেকে ধন্য মনে করেন এবং শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের যথাসাধ্য সেবা করেন। আমরা শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিকট প্রার্থনা করি যেন তাঁহার সেবাবৃত্তি ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হয়।

সিধৌলীর সজ্জনের মধ্যে ডাঃ শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ডাক্তার বাবু শ্রীল প্রভুপাদের কৃপাপাত্র; ইনি গুরুভ্রাতৃগণের মধ্যে একজন আদর্শভক্ত। তাঁহার অন্তঃকরণ অতিশয় সরল এবং শ্রীগুরুসেবায় দৃঢ়ব্রত। শ্রীপাদ যাচক মহারাজ গত ১৯শে এপ্রিল রওনা হইয়া ২০ তারিখে নিমসারে পৌঁছিয়াছেন। নিমসারের সেবাকার্য্য সমাপ্ত করিয়া তাঁহার বেরেলী যাইবার কথা আছে।

শ্রীধামে কীর্ত্তন

৯ই এপ্রিল মঙ্গলবার শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে আলোচিত হয় যে, সেবোন্মুখ [illegible] বালক-সজ্জনগণের দর্শন-[illegible] চক্ষুষ্মান্ সুকৃতি [illegible] উহার অন্যতম। ভগবৎ-প্রসঙ্গ শুনিবার ও হরিকথা-শ্রবণের সুযোগ উপস্থিত হয় আবার কখনও [illegible] সুকৃতিফলে জীব [illegible]। বহু বৎসর সাধন বা ধ্যান হইতে শুদ্ধ হইয়া [illegible] শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গ লাভ করেন—ইহা শাস্ত্রসিদ্ধ দর্শন। আত্ম-সমর্পণকারীর [illegible] জীবের চেতনবৃত্তি [illegible] নিয়োজিত হয়, ইহাই [illegible] সুকৃতির ফল। কৃষ্ণ-কৃপা অহৈতুকী। [illegible] দয়াময়ী কৃপা যে কোন মুহূর্ত্তে [illegible] যোগ্য জীবের প্রতি অযাচিতভাবে [illegible] বর্ষিত হইতে পারে। এই কৃপাবর্ষণের কোন কারণ বা নিয়ম নাই।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১ অগ্রহায়ণ শনিবার শ্রীগৌরাব্দ ৪৪৯

দুর্ব্বলতা ও কপটতা

দুর্ব্বলতা ও কপটতা দুইটী দোষের প্রায় একরকম অংশেই তাহাদের মধ্যে আকাশপাতাল ভেদ বর্ত্তমান। কপটতা বা কুটিলতা দুর্দ্দৈব জ্ঞাপক, আর সরলতা ভাগ্যবানের পরিচায়ক। কপটতা ও দুর্ব্বলতা পরস্পর স্বতন্ত্র জিনিষ। কপটতা থাকিলে জীবের মঙ্গল হয় না—ভগবান বস্তুর হস্ত হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া নির্গুণ বস্তুর সহিত সাক্ষাতের সম্ভাবনা থাকে না। কপটতা-রহিত ব্যক্তিগণেরই মঙ্গল হয়। যে আচার্য্যদেব আমাদের মঙ্গলের জন্য প্রাণপণে সর্ব্বদা চেষ্টা করেন সেই অধোক্ষজের প্রতিচ্ছবির চোখে ধূলি দিয়া আমার অসৎ-প্রবৃত্তিগুলিকে কপটতার আবরণে আবৃত করিয়া রাখিব, আমার হৃদয়ের চুরাশি বা ভগবৎ সেবার অরুচির কথা কাহাকেও জানিতে দিব না, লোকের নিকট সাধু বলিয়া প্রতিষ্ঠা পাইবার জন্য গোপনে যত্ন করিব, গুরুবৈষ্ণব-সেবার নাম করিয়া নিজের বাহাদুরী চালাইব, সেবার ছলনায় মনের কু-উদ্দেশ্য পরিপূরণের অসতী বাসনা বা প্রতিষ্ঠাচণ্ডালিনীকে সঙ্গিনীরূপে বরণ করিবার দুষ্টতা পোষণ করিব, অথচ এসকল কথা অন্তর্বৃত্তি কাহাকেও জানিতে দিব না—এতাদৃশী বৃত্তি দুর্ব্বলতা নহে, পরন্তু ভীষণ কপটতা এই দুর্ব্বুদ্ধি জীব হৃদয় অধিকার করিয়া বসিলে কোনকালেই মঙ্গল হয় না। সরলতার আশ্রয়গ্রহণ না করিয়া—বাস্তবিক মঙ্গলের সন্ধানলাভের জন্য উৎকণ্ঠিত না হইয়া কপটতা অবলম্বন পূর্ব্বক যদি মঙ্গলের পথকে আমরা প্রথমমুখেই বন্ধ করিবার চেষ্টা করি তাহা হইলে আমাদের মঙ্গলের আর আশা কোথায়?

— —

আমরা যদি দুষ্টা ধর্ম্মচারিণীসদৃশা কপটতাকে আলিঙ্গন করিতে না দিয়া নিষ্কপটহৃদয়ে সাধুগণের শরণাগত সঙ্গ করি, বিনীতভাবে সাধুদের মুখবিগলিত কথা-শ্রবণে দৃঢ়সংকল্প হই ও আগ্রহান্বিত হইয়া সেগুলি পালন করি, সাধুর হৃদয়-দেশ হইতে গুরুগম্ভীর নিনাদে কীর্ত্তনমুখে বর্ষিত কৃপা-বারিধারা গ্রহণ করিয়া যদি তাহা পান করি তাহা হইলে ক্রমশঃই আমাদের মঙ্গললাভ হয়; কিন্তু আমরা দশ লোক দেখান সাধুসঙ্গ করি, কৃপাপূর্ব্বক আগত সাধুর উপদেশ-বাণীকে যথাযোগ্য সম্মান না দিয়া তাঁহার অবমাননা করি, তাহা হইলে আমাদের কুমঙ্গপ্রবৃত্তি দিন দিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে। আচার্য্যদেব ও বৈষ্ণবগণ ভবরোগী আমাদের মঙ্গলের জন্য নিরাময়নীতে রোগনিবারণার্থ যখন প্রাণপণে চেষ্টা করেন, আমাদিগকে কপটতা ছাড়িয়া সরল হইবার জন্য উপদেশ দেন তখন যদি আমরা সেই সদ্বৈদ্য শ্রীগুরুপাদ-পদ্মকে মিত্র না ভাবিয়া শত্রু ভাবি, তাঁহাকে স্বার্থপর মনে করিয়া সন্দেহের চক্ষে দেখি, তাহা হইলে তৎপ্রদত্ত হরিকথা-মহৌষধে আমাদের কোন মঙ্গল হইবে না; পরন্তু নিজের পায়ে নিজে কুঠারাঘাত করা হইবে, যে শাখায় বসিয়া আছি সেই একমাত্র অবলম্বনীয় শাখাটিকে কাটিয়া দিয়া ভীষণ অসুবিধায় পড়িতে হইবে।

আমরা প্রায় সকলেই ইন্দ্রিয়তৃপ্তিপ্রার্থী। তাই যে যত পরিমাণে আমাদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তিতে সাহায্য করিতে পারে তাদৃশ ব্যক্তিই আমাদের নিকট তত প্রিয় হয়। আমরা আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় শ্রেয়োবস্তুর সন্ধানে উদাসীন থাকিয়া অত্যপ্রয়োজনীয় বা আপাতরমণীয় বিষয়কে যদি আদর করি তাহা হইলে বিষয়গ্রহের দ্বারা জীবনযাপন করিবার বুদ্ধি আমাদিগকে বিচলিত করিয়া তুলিবে। ফলে আমরা দিন দিন বিমুখতার দিকে অগ্রসর হইতে বাধ্য হব।

বৈকুণ্ঠ-বস্তু স্বরূপে অবতীর্ণ হইয়া যদি এজগতে না আসেন, তাহা হইলে মঙ্গললাভ করা যায় না। শ্রৌতপথাবলম্বনে আমাদের কর্ণে সেই সকল কথা যদি প্রবিষ্ট হয় তাহা হইলে সেই অলৌকিক-শক্তি-সম্পন্ন শ্রীগুরুমুখবিগলিত শব্দ শ্রোতৃগণের হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়া আমাদের চেতনতা প্রস্ফুটিত করিয়া দেয়। ঐ শব্দ, এই শ্রীনাম বা এই শ্রীহরিকথার জন্ম এ জগতে হয় নাই। তাই এই শব্দ বিরজা ব্রহ্মলোক ভেদ করিয়া চতুর্দ্দশভুবনে অবতীর্ণ হইয়া আমাদিগকে বৈকুণ্ঠে লইয়া যাইতে পারে কিন্তু দুর্ভাগা ও কপট আমরা শ্রীগুরুপাদপদ্মের এই কৃপা-বাণী শুনিবার অবসর পাইনা না, কাছে পাইয়া তাঁহাকে বুঝিবার সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত হইতেছি। আমরা যোষিৎ-সঙ্গ, যোষিৎ-সঙ্গীর সঙ্গ বা বিবিধ সঙ্গ করিবার জন্য লোলুপ বলিয়া এসব কথায় আমাদের রুচি হইতেছে না, সাধুর বাণী শ্রবণ করিবার কাণ প্রস্তুত হইতেছে না, সাধুর প্রত্যেক শিক্ষা বা উপদেশ প্রতি বর্ণে বর্ণে পালন করিবার জন্য যত্ন না থাকায় আমাদের অসুবিধা ঘুচিতেছে না। সুতরাং এমতাবস্থায় আমাদের ন্যায় হতভাগ্যের সাধুসঙ্গের একান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। আমরা অভাগা; তাই হরিকথা শ্রবণ করিতেছি মনে করিলেও প্রকৃত প্রস্তাবে আমাদের শ্রবণ হইতেছে না—আমরা বঞ্চিত হইয়া কল্যাণীর সঙ্গ করিতে বাধ্য হইতেছি কিন্তু সাধুসঙ্গফলে সৌভাগ্যক্রমে কোনদিন যদি শ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণবের সেবা করিতে প্রবৃত্তিবিশিষ্ট হই তাহা হইলেই এসব কথা আমাদের কাণে যাইবে—আমরা তাহা শুনিতে বা বলিতে পারিব।

আমরা যে যে অবস্থায় আছি, সেই অবস্থা হইতেই উন্নতি করিতে চেষ্টিত হইতে হইবে—ভাল হইবার জন্য যত্ন করিতে হইবে। দুদিন পরে মরিয়া যাইব, বোকা সাজিলে যম ছাড়িবে না, যে মুহূর্ত্তে ভগবানের সেবা হইতে বিরত হইব সেই মুহূর্ত্তে মায়া আমাদিগকে রূপ, রস গন্ধ, শব্দ স্পর্শ এই পাঁচটীর যে কোনও একটী টোপ দেখাইয়া আমাদিগকে আকর্ষণ বা বিদ্ধ করিবে, স্ত্রী হাতীর দ্বারা বনের পুরুষ-হাতী ধরিবার ন্যায় মায়া যোষিৎ-সঙ্গাদের লোভ দেখাইয়া আমাদিগকে সংসারে আবদ্ধ করিবার জন্য কৌশলজাল বিস্তার করিবে, মন বা মায়া আমাদের মঙ্গলের পথে সর্ব্বক্ষণ প্রধান শত্রু হইয়া দাঁড়াইয়াছে এসব কথা বুঝিতে না পারিলে, সেই প্রধান শত্রুগণের কথায় উদাসীন হইতে না পারিলে বা তাহাতে কর্ণপাত না করিবার বল শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিকট হইতে লাভ করিতে না পারিলে আনুকূল্যে কৃষ্ণানুশীলনের বা গুরুসেবার সম্ভাবনা কোথায়?

রক্ষাকর্ত্তার অভাব যেখানে সেইখানেই শত্রুবর্গের প্রবল আক্রমণ পরিলক্ষিত হয়। এই জগৎ কাপট্য-পরিপূর্ণ বলিয়া এখানে কপটের আদর বেশী, সেইজন্য কপটতা-অবলম্বনে বঞ্চিত হওয়াটাই বর্ত্তমান কালে একটা যুগধর্ম্ম হইয়া পড়িয়াছে। কৃষ্ণবিমুখ আমরা মায়ার অবৈতনিক ভৃত্য হইয়া পড়িয়াছি। তাই মায়া আমাদের ন্যায় অবৈতনিক ভৃত্যগণকে ছাড়িতে চাহে না, একটী সাধুর কাছ হইতে দূরে রাখে সুতরাং এতাদৃশী দুর্দ্দৈবগ্রস্তাবস্থায় বা মায়ারাক্ষসীর করাল কবলে পতিতাবস্থায় মহাবীর্য্য গুরুদেবের ন্যায় রক্ষাকর্ত্তার বিশেষ প্রয়োজন। যে মুহূর্ত্তে আমাদের রক্ষাকর্ত্তা থাকিবে না, নিষ্কপটে সাধুর সেবা না করিব, সেই মুহূর্ত্ত-টুকুর সুযোগ পাইয়া আমাদের পারিপার্শ্বিক সকল বস্তু বা মায়া আমাদের শত্রু হইয়া আমাদিগকে আক্রমণ করিবেই করিবে।

গুরুবৈষ্ণবের সেবা করিবার বহুদিনের ইচ্ছা আমার আছে কিন্তু পারিতেছি না ইহার নাম দুর্ব্বলতা। কিন্তু সেবেচ্ছার পরিবর্ত্তে সেবার ছলনা যেখানে জ্ঞাতসারে বা অপ্রকাশ্যভাবে পরিস্ফুট সেখানেই কপটতা। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভু যে আদর্শ দেখাইয়াছেন তাহাতে কপটতার আদৌ স্থান নাই; কিন্তু ছোট হরিদাস ও মিথ্যাভক্ত রাবণের আদর্শ কপটতার উদাহরণস্থল। আমরা যদি সাধুর বেশ ধারণ করিয়া ভগবৎসেবা পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্য কার্য্যে ব্যস্ত হইয়া যাই, মিথ্যাভক্তবেশ পূর্ব্বক রাবণের ন্যায় সীতা-হরণে দুর্ব্বুদ্ধি-বিশিষ্ট হই তাহা হইলে নিজের গলে নিজেই ছুরি দিলাম, ভক্তিফলের নামে অন্য কিছু করিয়া বসিলাম। আমরা যদি গুরুদেবের গুরু-সেবা-লাভের সদিচ্ছা হৃদয়ে পোষণ করিয়া তাঁহার নিকট নিজের দুর্ব্বলতা জানাই, শ্রীগুরুদেবকে আত্মবন্ধু জানিয়া তাঁহার সেবায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হই তাহা হইলে গুরুকৃপায় আমাদের সমস্ত অসুবিধা অনায়াসে বিদূরিত হইবে ও সেই নিষ্কপট আর্ত্তির ফলে আমরা নিশ্চয় গুরুকৃপাবলে বলী হইয়া—নিজের পরমাত্মীয় শ্রীগুরু-পাদপদ্মকে চিনিয়া তাঁহার নিত্য ভৃত্যত্বে প্রতিষ্ঠিত হইবার সৌভাগ্য পাইব। জীব দুর্ব্বল থাকে থাকুক, জীবের অনর্থ বা অসুবিধা থাকে থাকুক তাহাতে কিছু যায় আসে না কিন্তু প্রার্থনার মধ্যে সরলতার পরিবর্ত্তে কপটতা প্রবেশ করিলে জীবের মঙ্গলাশা নাই। তাই আমাদের একমাত্র মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী শ্রীল প্রভুপাদ গুরুদেব আমাদিগকে একদিন বলিয়াছিলেন—"লক্ষ লক্ষ জন্ম যদি আমাদের দুর্ব্বলতা থাকে তাহাতে বিশেষ ক্ষতি নাই; কিন্তু একবার যদি কপটতা আশ্রয় করি, সাধুর বেশ, সাধুর নাম নিয়ে দীক্ষিতবেশে প্রবৃত্তিবিশিষ্ট হই তাহলে অসুবিধা-নদীকে চিরতরে গলায় জড়িয়ে ফেল্‌লাম। পশুপক্ষি-কীট-পতঙ্গ লক্ষ লক্ষ যোনিতে থাকা বরং ভাল কিন্তু তথাপি কপটতা আশ্রয় করা ভাল নহে।"

কপটের প্রতি কখনও গৌরের কৃপা হয় না। সরল ব্যক্তিগণই তাঁহার কৃপা-পাত্র। কৃষ্ণ কৃপা করিয়া যাঁহাদিগকে সদ্গুরুচরণাশ্রয়ের সৌভাগ্য দিয়াছেন তাঁহারা যদি কপটতারহিত হইয়া কায়মনো-বাক্যে তাঁহার চরণে শরণাপন্ন হন তাহা হইলে সেই দুষ্টা অলৌকিকী মায়া তাঁহাদের উপর বিক্রম প্রকাশ করিতে পারে না। সরল না হইলে কৃষ্ণ কৃপালাভ অসম্ভব। কোন মহাজন গাহিয়াছেন—

"কুটিনাটি ছাড় মন কহ সরল।
গৌরভক্ত লোকরক্ষা একত্রে বিফল॥
দুই নৌকায় পা দিয়ে যাওয়া যায় না, তাই।
এক পায়ে দুই কভু না হবে এক ঠাঁই॥
গুরুপদে যদি একনিষ্ঠ না হইবে।
দুই বাবে নদীপারের দুর্দ্দশা লভিবে॥"

বৈরাগী ভাই গ্রাম্যকথা না শুনিবে কানে। গ্রাম্যবার্ত্তা না কহিবে যবে মিলিবে আনে।

আমরা দুর্ব্বল, তাই সকল সময়ে গুরুবর্গের আদেশ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পালন করিতে না পারিয়া অনুতাপানলের দহিয়া হৃদয়ে পোষণ করি মাত্র। বঙ্গদেশস্থিত শ্রীগুরুদেব বা গুরুকৃপাপ্রাপ্ত বলবান্ সাধুগণের কৃপাশক্তি তাঁহাদের আহৈতুকী-স্বভাবে আমাদের ন্যায় দুর্ব্বলব্যক্তিগণের হৃদয়ে সঞ্চারিত হইলে আমাদের সকল অবলম্বনই সুতরাং দুর্ব্বলের বল গুরুবৈষ্ণবের নিকট কৃপাভিক্ষা ছাড়া আমাদের আর কোনও সম্বল নাই। কপটতা-রাক্ষসী যেন আমাদিগকে আশ্রয় না করে, আমরা যেন দিন দিন সেবায় উৎসাহবিশিষ্ট হইতে পারি, এই আশীর্ব্বাদ গুরুবৈষ্ণবগণের নিকট প্রার্থনা করিয়া অদ্যকার মত বিদায় লইতেছি।

চিন্তাস্রোত

[উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ কাব্য-পুরাণতীর্থ, কাব্যবিনোদ, ভক্তিশাস্ত্রী লিখিত]

স্বরূপাবস্থানে জীব গুরুসেবে অবস্থান করেন। জড়সম্বন্ধযুক্ত গুরুকৃষ্ণসেবকের দেহ, মন ও আত্মা সকলই চিন্ময়। চেতনরাজ্যে জড়ের চেষ্টা-ধর্ম্ম নাই। নিত্যানন্দের সেবকগণের কখনও আনন্দের অভাব হয় না। শোক-মোহ, জরা-মৃত্যু, সম্পদ্-বিপদ, আহার-নিদ্রাদি প্রভৃতি কুণ্ঠাবাধা দেবীধামের কোন কুণ্ঠা-ধর্ম বৈকুণ্ঠ-রাজ্যে নাই। সেখানে সেব্য নিত্য, সেবা নিত্য এবং সেবকও নিত্য। সেখানে আবাহনও নাই, বিসর্জ্জনও নাই। সংযোগও নাই, বিয়োগও নাই। আছে কেবল সর্ব্বচিত্তবৃত্তির প্রাণপ্রিয়তমের সেবা; আছে চেতনের প্রতি চেতনের অনুরাগ; আছে প্রভুসেবার জন্য সেবকের সর্ব্বতোমুখী চেষ্টা ও সেবা-কৌশল-বিস্তারের অপার চিন্তা; আছে সম্ভোগরসপুষ্টির জন্য বিপ্রলম্ভের উদ্ভাবনা। যদি, ইহ জগতে যে লোকে চিন্তার কথা—জয়—যম, অকালে পক্বকেশ পলিতযুক্ত ও কঙ্কালসারদেহবিশিষ্ট হয়, ভগবৎ-সেবা চিন্তামগ্ন ভক্তগণেরও কি সেই দশা হয়? তাঁহাদেরও কি চিন্তা-দিন জর্জ্জরিত শোকাতুর বুদ্ধিহীন মূর্খগণের ন্যায় দিনের পর দিন অনাহারে, অনিদ্রায়, উৎকণ্ঠায় ও হুতাশে অতিবাহিত হয়? জিজ্ঞাস্য হইতে পারে—জনিয়ার লোকের সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে, পুত্রোৎসবে, বিবাহোৎসবে, শ্রাদ্ধোৎসবে এত চিন্তা কেন? বন্ধনাশের চিন্তা, অন্নাভাবের চিন্তা, প্রিয়বস্তুর প্রাপ্তিতে চিন্তা, অপ্রাপ্তিতেও চিন্তা কেন? ধনী ও নির্ধনের চিন্তা কেন? চিন্তাস্রোতে কেন জীব ভেসে যায়? জীবের স্বতন্ত্রতা আছে, কিন্তু চিন্তাস্রোত তাহাকে অবশ করিয়া ভেসে ফিরাণে? জীব কি চিন্তাস্রোতের অধীন? না,—চিন্তাস্রোত জীবের অধীন? চিন্তা হইতে বিষয়? না,—বিষয় হইতে চিন্তা? জড়বিষয় চিত্তকে চঞ্চল করে? না চিত্ত চঞ্চল হইলে জড় বিষয়ের সঙ্গ হয়? পরমাত্মা নিত্য ও চেতন। জীবাত্মাও নিত্য এবং চেতন। চেতনবস্তুতে অচেতন বস্তু জড়ের জন্য চিন্তা আসে কেন?

চিন্তার অবস্থান কোথায়? চিন্তা করা মনের স্বভাব। মন কখনও চিন্তা ছাড়া থাকিতে পারে না। চিন্তাশূন্য মনকে মন বলা যায় না। মনন করাই মনের ধর্ম্ম। মন ধ্বংস না হইলে জীবের বিশ্রাম ও পুনঃ পুনঃ জন্ম-মৃত্যু নিবারিত হয় না। যদি বলি, মন ধ্বংস হইলেই সব হইল তাহা হইলে আত্মা ধ্বংস হইলে সব হইল এ বুদ্ধিই বা আসিবে না কেন? সুতরাং "নেতি নেতি" মায়াবাদীর বিচারে বস্তু-শীকারক্রম কাষ্ঠই সাধ্য হইয়া পড়ে। কিন্তু বস্তু কখনও অবস্তু হয় না, অবস্তুও বস্তু হয় না। যেহেতু শ্রীভগবদ্গীতায় উক্ত হইয়াছে—

"নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো
বিদ্যতে সতঃ

অভাব হইতে চিন্তার উদ্ভব হইয়া থাকে। অতীত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ—সর্ব্ববিধ অভাবই জীবকে ব্যতিব্যস্ত করে। সংসারী লোক নানা বিধ চিন্তা করিয়া কার্য্য করে; আবার কার্য্য করিয়াও চিন্তাগ্রস্ত হয়। কিছুতেই কোন কার্য্য নিখুঁত করিয়া করিতে পারে না। মনে কোনও না কোনরূপ চিন্তা থাকিয়া যায়।

চিন্তা ও বিষয় এই দুইটিকে কখনও পৃথক্ করা যায় না। আবার মন ও চিন্তাকে কিছুতেই পৃথক্ করা যায় না। মন থাকিলে তাহার মনন-ধর্ম্ম বা চিন্তা থাকিবেই। মন ও দেহ আত্মাকে কেন্দ্র করিয়া অবস্থান করা হেতু আত্মার বদ্ধ ও মুক্ত অবস্থাভেদের দরুণ মন ও দেহ তদনুরূপ গতি লাভ করে। জড় মন ও দেহ অনিত্য, কিন্তু শুদ্ধ মন ও অপ্রাকৃত দেহ নিত্য। অবিদ্যাগ্রস্ত জীবের দেহ মন অশুদ্ধ ও হেয়ই, আর বিদ্যাশ্রিত জীবের দেহ-মন শুদ্ধ ও উপাদেয়। বিষয়াসক্ত চিত্ত অশান্তির আগার, আর কৃষ্ণাসক্ত চিত্ত শান্তির বসতিস্থল। বিষয়াসক্ত ব্যক্তির ক্রমশঃ মালিন্যপ্রাপ্তি আর বিষয়-বিমুক্ত ব্যক্তির ক্রমশঃ নির্ম্মলতা লাভ। হায়! জীব অশান্তি চায় না কিন্তু নিজের কৃতকর্ম্মের দ্বারা নিজেই অশান্তির ভাগী হয়। বহির্জগতের শান্তি ও অশান্তি, সুখ ও দুঃখ, সুখ্যাতি ও অখ্যাতি—দুইই সমান। কারণ কোনটিই নিত্য নহে। উভয়ের পরিণাম অনিত্য।

কৃষ্ণচিন্তা ও বিষয়-চিন্তা—এই দুইটি বিপরীত। যেখানে কৃষ্ণ-চিন্তা সেখানে মায়ার চিন্তা নাই, যেখানে মায়ার চিন্তা, সেখানে কৃষ্ণচিন্তা নাই। যাহার যে পরিমাণে কৃষ্ণ-চিন্তা হইবে, তাহার সেই পরিমাণে ইতরচিন্তা দূর হইয়া যাইবে। মন একই সময়ে দুইটি চিন্তা করিতে পারে না। এইজন্যই ভোগ-বাঞ্ছা এবং সেবা-বাঞ্ছা—এই দুইটি কার্য্য একসঙ্গে হয় না। গৌরপার্ষদ-প্রবর শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বলিয়াছেন—

হয় লোক ভজ, নয় সেবা ভজ ভাই।
এক পাত্রে দুই কভু না রহে এক ঠাঁই॥

দুই দিকের প্রবল চিন্তাস্রোত যখন কোন ব্যক্তির চিত্ত অধিকার করে তখন সেই কালের জন্য মনের যে দুরবস্থা হয়, সেই অবস্থার সহিত সহস্র বৎসরের নরক-কারাদণ্ড-ভোগের যন্ত্রণারও তুলনা হয় না। সেই দোদুল্যমান অবস্থায় একটি মুহূর্ত্ত যেন যুগসম বলিয়া মনে হয়। শোকাতুর এবং দুর্ব্বিসহ-রোগ-যন্ত্রণাগ্রস্ত ব্যক্তির নিকট পৌষমাসের রাত্রির এক একটি দণ্ড যেমন যুগাপেক্ষাও দীর্ঘ, তেমনিই অস্থির, উদ্বিগ্ন ও চঞ্চল চিত্তের অবস্থা তদপেক্ষা আরও গুরুতর। নরকভোগ যে কেমন হয় তাহা ভুক্তভোগী সকলেই অল্পাধিক অবগত আছেন। নদীর স্রোতের সহিত জীবের চিন্তা-স্রোতের অনেকাংশেই সৌসাদৃশ্য আছে। নদীর স্রোতে পড়িয়া গেলে কি দুর্ব্বল কি সবল—সকল ব্যক্তিই অসহায় ও অবশ হইয়া পড়ে, তখনই অনেকেরই চেষ্টার পর জীব স্রোতে না ভাসাইয়া দিতে বাধ্য হয়। আবার স্রোতে পড়িয়া গেলেও পুনঃ হইতে যায় কোন বলিষ্ঠ সন্তরণ-দক্ষ ও নৌবাহ্যাদিদাতা কোন ব্যক্তির আশ্রয় গ্রহণ করা যায় তবে সংজ্ঞাবশে তাহার উপর নির্ভর করিয়া রক্ষা পাইবার সম্ভাবনা থাকে। জীব বহির্মুখ অবস্থায় যে সংসারের প্রবল চিন্তাস্রোতে নিমগ্ন হয় তাহার অবধি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। অসাধুচিন্তা-স্রোতে ভাসমান জীব যে কত কাল, কতভাবে বিমুখমোহিনী মায়ার কবলে নিষ্পেষিত হয় তাহার সীমা না। জীব যদি অল্পকালও চিত্তকে স্থির করিয়া ভগবানের নাম-জপ বা মন্ত্র জপ করিতে বসে তখন তাহার মনে যে বিপরীত চিন্তা-স্রোত প্রবাহিত হইতে থাকে, তাহাতে সে অস্থির হইয়া উঠে। অস্থির মন সর্ব্বক্ষণই যেন কিছুতেই তুষ্ট নয়, কিছুতেই শান্ত নয়। যখনই মনকে স্থির করিয়া ভগবৎ-সেবায় নিয়োজিত করিবে মনে করা যায় তখনই তাহার সমস্ত উদ্বেগ উদ্বেলিত হয়।

আমাদের জীবনকে জীব কর্ম্মের সমষ্টি বলা হয়। প্রত্যেক কার্য্যের স্মৃতি চিত্তে থাকিয়া যায়। যে কার্য্য চিত্তের আনন্দ, ভয়, বিস্ময়, শোক প্রভৃতি ভাবের সহিত সংশ্লিষ্ট তাহা [illegible] গভীর রেখাপাত করিয়া থাকে এবং উদ্দীপন পাইলেই স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইয়া উঠে। সময় সময় বৃথা চিন্তা [illegible] অসার [illegible] তোলে। চিত্ত চঞ্চল নিবারিত [illegible] কৃষ্ণভজন-পথে অগ্রসর হইবার সৌভাগ্য হয় না। দৃঢ়-চিত্ত না হইলে গুরুসেবা, কৃষ্ণ-সেবা কোন প্রকার [illegible]-রূপই সম্পাদিত হয় না; কারণ মায়া সর্ব্বক্ষণই আমাদিগকে প্রতারিত করিবার জন্য ব্যস্ত আছে, সর্ব্বক্ষণই আমাদিগকে সেবা-প্রতিকূল চিন্তা-স্রোতে নিমজ্জিত করিবার জন্য সচেষ্ট আছে। বিপরীত চিন্তা-স্রোতে ভাসমান থাকাকাল পর্য্যন্ত বাহিরে ভক্তির যতই অনুষ্ঠান করা যাক্, সকলই কিন্তু অন্তঃসারশূন্য হইয়া যায়। প্রতিকূল চিন্তা-স্রোতের হস্ত হইতে রক্ষা না পাইলে কি জপ-সাধন, কি অর্চ্চন, কি শাস্ত্রালোচনা, কি দীক্ষা, কি শ্রবণ, কি আচার, কি প্রচার—সকলই গজভুক্ত কপিত্থের ন্যায় সারশূন্য হইয়া যায়। প্রতিষ্ঠাপ্রীতি বাঞ্ছা যাহার যদি আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি প্রয়োজনীয় হইয়া দাঁড়ায় তবে সাধু-গুরু, মঠ-মন্দির, শ্রীধাম, জীবন ত্যাগ করিবার যোগাযোগ প্রভৃতির সতত সংসর্গ ও সংস্পর্শে থাকিবার অভিনয় করিলেও প্রাকৃতবুদ্ধিযুক্ত কপট ব্যক্তির কখনও আত্মমঙ্গলোদয় হইবে না; বরং ভক্তিভজনের সেই পন্থা ও মহৎ-সম্পত্তিলাভ জন্য পূজা প্রতিষ্ঠালাভের সোপানরূপ হইয়া পড়িবেই পড়িবে।

সাধারণতঃ আমরা লক্ষ্য করিয়া থাকি যে বিষয় হইতেই চিত্তে চিন্তার উদয় হয়। চিত্তের কার্য্য চিন্তা করা। হয় উহা সাধকের চিন্তা করিবে; নয়, উহা অসাধকের চিন্তা করিবে। অসাধকের চিন্তা-স্রোতে পড়িয়া গেলে বোধ-বস্তু পুনঃ পুনঃ সংসারে ও বিয়োগ হেতু কেবল [illegible] জীবন নষ্ট হইয়া থাকে। দিবস-যামিনী বহির্মুখ জীবের হৃদয় সর্ব্বদাই প্রবিষ্ট বহ্নিকুণ্ডের ন্যায় জ্বলিতে থাকে

ক্রমশঃ)

শুদ্ধভক্তি মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ

(আকর-মঠরাজ)

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ গজ উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যবর্য্য শ্রীল প্রভুপাদের ভবনে শ্রীশ্রীগান্ধর্ব্বা-গিরিধারী বিরাজমান। এই স্থান সর্ব্বোচ্চ তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বতচক্রবর্ত্তী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি বেদান্তসমূহের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠ হইতে পারমার্থিক বৈদিকপত্র 'নদীয়া-প্রকাশ', সাত্বত-সম্প্রদায়ে অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থাদি প্রকাশকল্পে 'নদীয়া প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতি বৎসর শ্রীধাম পরিক্রমানুষ্ঠান ও অপরাপর শ্রীকৃষ্ণলীলাসহ কীর্ত্তন-সম্মেলনে মহামহোৎসবাদি প্রকাশ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত সুবিমল ভক্তি-ধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই শুদ্ধসারস্বতে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দজীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রসাদ-চতুর্ব্বিধোপাস, শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি লীলা ও গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হয়। এই মঠ হইতে মহানগরীর সর্ব্বত্র হরিকথা-প্রচার, মহানগর-সঙ্কীর্ত্তন, বক্তৃতা, ব্যাখ্যা ও সঙ্কীর্ত্তন-সভা-মহোৎসবাদি ভক্তাঙ্গের অনুষ্ঠান হয়। মঠরক্ষক - মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া সহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী সেবাকোবিদ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌর-লীলার মধ্যস্থলী অঙ্গনে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান, রক্ষক—শ্রীজগদীশ দাসাধিকারী

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—গোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

(৭) কাজীর সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) স্থানে শ্রীগৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীমদানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক।

(৮) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও রাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান দাস ব্রহ্মচারী।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌড়ীয় দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

১০) মোদদ্রুম-ছত্র "গৌড়ের নৈমিষ

মাউগাছি, পোঃ ভাণ্ডার, (বর্দ্ধমান)।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান। শ্রীগৌরনিত্যানন্দের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবঙ্কুবিহারী ব্রজবাসী, ভক্তিভূষণ।

(১১) ভেড়িয়া কুঞ্জকানন

শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক— শ্রীনদীয়ানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১২) কুঞ্জকুটীর—পোঃ কৃষ্ণনগর,

নদীয়া রক্ষক—শ্রীমধুসূদন অধিকারী

(১৩) ভাগবত-আসন—পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

এই স্থান হইতে ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচারিত হয়। রক্ষক— শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, কাব্যশাস্ত্রী।

(১৪) একায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ রাজবাটী (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী ভক্তিশাস্ত্রী

(১৫) মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিবিনোদ ব্রজবাসী।

(১৬) মাধ্বগৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, পোঃ ঢাকা

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ।

(১৭) গোপালজীউমঠ—কমলাপুর,(ঢাকা)

গোপালজীউর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিদ্যমান। রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রজবাসী।

(১৮) সন্নাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটী (ঢাকা)।

এখানে শ্রীসন্নাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী

(১৯) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীসুন্দর কাব্যতীর্থ এম-এ, বি-এল।

(২০) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ বাহু, (ঢাকা)

এখানে ষড়্ভুজ শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক – শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(২১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ পানাগড় (বর্দ্ধমান)।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী.

(২২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ভুবনকোণা, পোঃ চিরুলিয়া, (বাঁকুড়া)

এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী।

(২৩) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে গুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভাগবতরত্ন।

(২৪) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী।

(২৫) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ বক্সীবাজার, (কটক)

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদবিহারী জীউর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর

(২৬) ভক্তিকুটী-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর পুরী,

শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন।

(২৭) পুরুষোত্তম মঠ

ভাকতুন্দী, পোঃ পুরী উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীউর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপরমানন্দ অধিকারী

(২৮) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলবরনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগোপীনাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী দাসাধিকারী।

(২৯) রায়ানন্দ-গৌড়ীয়মঠ;

পোঃ কভুর, জেলা গোদাবরী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—শ্রীনিমাইচরণ দাসাধিকারী ভক্তিলোচন।

(৩০) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪২নং কবিরপুরা, বেনারস সিটি

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বাগিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(৩১) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন

(৩২) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও গৌরবিনোদ-বিলাসজীউর সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীসত্যনারায়ণ দাসাধিকারী।

(৩৩) কৃষ্ণচৈতন্য মঠ

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

এখানে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিত্য-সেবা হয়। রক্ষক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠ

বিশ্রামঘাট মথুরা

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ

(৩৫) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ—শ্রীরাধাকুণ্ড

রক্ষক— শ্রীরাধারমণচরণদাস ব্রহ্মচারী

(৩৬) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৩৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ

দেবগাছী, পোঃ তোতোল, জেলা গুরুদাসপুর (পাঞ্জাব) রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৩৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং নয়াবাস রোড, নিউ দিল্লী।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসম্বন্ধ তুর্য্যাশ্রমী

(৩৯) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল।

এখানে গৌরবিনোদরায়ের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবনগোপাল অধিকারী।

(৪০) সারস্বত-গৌড়ীয় মঠ

ডায়মণ্ড সাতারামপুর, ইউ, পি

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি

(৪১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ রায়পেট্টা মাদ্রাজ।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীপাদ প্রণবানন্দ ভক্তিবিকাশ।

৪২) বোম্বে-গৌড়ীয়-মঠ কার্য্যালয়

প্রোক্টার রোড, চোটানি বিল্ডিং, বাংলো নং ১, বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মা মজুমদার।

(৪৩) অমরসি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমরসি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীমহেশ্বর দাস অধিকারী

(৪৪) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী

(৪৫) পাটনা গৌড়ীয় মঠ

১০০ মিঠাপুর, পাটনা।

রক্ষক—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী ভাগবতরত্ন

(৪৬) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠ বালেশ্বর

রক্ষক —শ্রীবনোয়ারী ব্রহ্মচারী

(৪৭) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয়

৩ গ্লাউসেষ্টার হাউস, ক্যাম্বেল গার্ডেন্স, এন-ডব্লিউ ৭, লণ্ডন

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ।

(৪৮) বার্লিন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

Berlin W. 30

Eisenacher strasse 29 ৪]

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্—সমগ্র ৪০৲
প্রথম চারিটী স্কন্ধ একত্রে ২৮৲
প্রত্যেক স্কন্ধ পৃথক্‌ভাবে প্রতিখণ্ড ।৶০
২। অনুভাষ্য সহিত শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। অনু-ভাষ্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। নবদ্বীপ-পঞ্জিকা ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৩—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪ ৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—১৲; ২য় খণ্ড ৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব—১৲
৮। সংস্কারদীপিকা—দীপিকা ও সংস্কার-দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণব ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিচার-গুচ্ছ ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ।০
১৮। প্রমেয়-রত্নাবলী ।০
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৸৵০
২১। গৌড়ীয়-মাহাত্ম্য
২২। ভজন-রহস্য
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
২৬। গীতার কেবল মূল-ভাষা ।০
২৭। বৃহদ্ভাগবতামৃত অনুবাদ সহ ২৲
২৮। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸
৩০। হরিনাম-কবচ ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৶০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভাগবতার্ক (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা ৵১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ
৪০। শরণাগতি ৵০
৪১। গীতাবলী ৵০
৪২। চিত্রে নবদ্বীপ
৪৩। স্মরণমঙ্গল
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা
৪৫। নবদ্বীপশতক ৵০
৪৬। অর্থপঞ্চক ৵০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ)
৪৯। আম্নায়সূত্র ৷১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম ৪র্থ ভাগ) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। বাণিবল্লরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ০
৫৫। শরণাগতী বা নামাপরাধভঞ্জনী ।০
৫৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৵০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীগুরুসেবা ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সারস্বতবাণী ৵০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যলীলামৃত সারঃ ।০
৬১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিশিষ্টঃ ।০
৬২। সটিক শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৬৩। ভক্তপদম্ ।০
৬৪। সাত্বত শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৬৫। গৌড়ীয়মঠস্থ পাঁচালীঃ ৵০
৬৬। সারার্থদর্শিনী ৶

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৭। রায় রামানন্দ ।০
৬৮। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ।০
৬৯। নামভজন ।০
৭০। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজি অ্যাণ্ড অন্টলজি ।০
৭১। থিস্টিক ওয়ার্ড্স ।৶০
৭২। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।০
৭৩। বৈষ্ণবীজম ।০
৭৪। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ স্ট্যাণ্ডস ফর ৵০
৭৫। দি ভাগবত ।০
৭৬। ইরোটিক প্রিন্সিপল অ্যাণ্ড আনএলেডেড ডিভোশন ।০
৭৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২।০
৭৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৭৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮০। সাধন-পথ ।০
৮১। কল্যাণ-কল্পতরু ৵১০
৮২। গীতাবলী ৵০
৮৩। শরণাগতি ৵০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৪। শরণাগতি ৵০

তেলগু ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বাজারে চলার কাটতি অত্যন্ত অধিক। পিলার প্রীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হইবে কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৸৵০ আনা, বড় বোতল ১৶০ আনা। প্যাকিং ডাক খরচ স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।
অথবা
পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালিজাবিরামাঞ্জক কর্ম্মশালা ... জে. বি. দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউন্‌টেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে আদর্শ উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন প্রকারে নষ্ট হয় না। ... জে. বি. দত্ত এণ্ড কোং ... কলিকাতা

আমাশয় ও পেটের ... র

শ্রীশ্যামানন্দ দাস কবিরাজের ...

—গ্রহণী বজ্র—

ব্যবহার করুন

আমাশয়, রক্তামাশয়, অজীর্ণ, সেবা, অম্বল, ... পুরাতন ... উদরাময় প্রভৃতি সকল প্রকার পেটের অসুখে ... গ্রহণী বজ্র প্রত্যক্ষ ফল লাভ করিবেন।

বাজারে পেটের পীড়ার নানাবিধ ঔষধ ... ফল লাভ করিতে পারেন নাই তাঁহারা গ্রহণী বজ্র না ... হইবেন। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। মূল্য ... ডাক মাশুল ।৵০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীকৃষ্ণ ঔষধালয়, ময়মনসিংহ।
ঢাকার এজেন্ট মেসার্স মহেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং
পাটুয়াটুলি, ঢাকা

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ... ও
ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম শ্রমণ এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রীধাম-মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে ; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। আহারাদি ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের অশেষ সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতকরা ৬৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—

প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। প্রতি বর্ষ ৪৲ টাকা ভিক্ষায় কলিকাতা বাগবাজার গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

২। গৌড়ীয় মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত [illegible] ভাষায় একমাত্র সংস্কৃত পাক্ষিক। শ্রীধাম বৃন্দাবন শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১॥০

৪। সজ্জনতোষণী—শ্রীযুক্ত [illegible] এম.-এ সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা, সডাক ২॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ [illegible] বি-এল, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া শ্রীগৌরাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল শ্লোক অক্ষরে এবং ভাষ্যে বর্ত্তমান যুগে শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। আট খণ্ডে ছাপা। তবল ক্রাউন আটপেজ আকারে ১০২৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সমাপ্ত হইয়াছে। অবশিষ্ট ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোক সূচী, পদ্যসূচী, গানসূচী, পুস্তকসূচী, বিষয়সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচীপত্র। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অদ্ভুত বিরাট্ সংস্করণ জগতে কোথায়ও আর কখনও প্রকাশিত হয় নাই, যাহা নিরপেক্ষ পাঠক মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৮৲ আটটাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

[ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক [illegible] পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল, ভক্তিশাস্ত্রী [illegible] এম-এ, মহোদয়ের গ্রেষণাগবেষণা এবং পাণ্ডিত্য লেখনীর অনুভূতিময় ব্যঞ্জনার দ্বারা একাধারে দর্শন এবং [illegible] জীবনচরিত-শাস্ত্র হইয়া উঠিয়াছে। বিরাট্ [illegible] ও [illegible] চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সমস্ত প্রাচীন দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা প্রথম খণ্ডে [illegible] অধ্যায়ে, প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় বক্তা ও বিস্তৃতভাবে শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের লিখিত মুখবন্ধ (Foreward) প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষাংশে [illegible] (Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—[illegible] গোস্বামী, [illegible]; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা ; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে কথাসার ও শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	প্রথম ও দ্বিতীয় সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা	পরবর্ত্তি-সময়ে সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা
প্রত্যেক বার প্রতি লাইন	।০	৶০	৶	।০
,, ইঞ্চ	২৲	১।০	১।০	৸৲
,, সিকিকলম		৬৲	৬৲	৪৲
,, অৰ্দ্ধকলম		৯৲	৯৲	৮৲
,, ১ কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

মাসিক হার

[যদি অন্ততঃ ১ বৎসরের জন্য চুক্তি করা হয়]

সংবাদ পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ৬৲, সিকি কলম ১৫৲, অর্দ্ধ কলম ২৫৲, এক কলম ৩৫৲
বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ৪।০, সিকি কলম ১২৲, অর্দ্ধ কলম ১৮৲, এক কলম ৩০৲ টাকা।

সাহায্যের হার

সডাক বার্ষিক ৯৲ নয় টাকা, ষাণ্মাসিক ৫৲ পাঁচ টাকা, ত্রৈমাসিক ৩৸০ পৌনে তিন টাকা, মাসিক ১৲ এক টাকা মাত্র। [illegible]

ম্যানেজার, দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, জেলা নদীয়া। টেলিগ্রাম—'শ্রীমঠ', নবদ্বীপ

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৪৬,	১০—৫১,	১৩—২২	১৭—৩৮,	১৯—৩৫
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—৩	১৬—০	১৮—৯,	২০—০৫
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৪০,	১১—২০,	১৪—৯	১৮—১৩,	২০—১২

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়
পরিবর্ত্তিত [illegible]

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-১৫	১২-১০	১২-৩৬	১৫-৪	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৭	৯-৩৬	১২-১৯	১২-৪২	১৫-৪০	১৮-৫৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২০	১০-৩	১২-৫১	১৩-১২	১৬-১২	১৯-১১

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'শ্রীনাম' নবদ্বীপ

দৈনিক

REG. C 1544

নদীয়াপ্রকাশ

THE

NADIA-PRAKASH

ঐতরেয়োপনিষদ্
বঙ্গাক্ষরে মূল ও
অনুবাদসহ প্রকাশিত
হইয়াছে। কাগজ ও
ছাপা অতি উত্তম।
ভিক্ষা ।০ মাত্র
শ্রীচৈতন্যমঠ,
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

"গৌড়ীয়"
৭ম বর্ষ হইতে
১২শ বর্ষ পর্য্যন্ত
প্রতি বর্ষ কাপড়ে
বাঁধাই
ভিক্ষা ৩॥০ মাত্র।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ
বাগবাজার, কলিকাতা

[illegible]

১০ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১৬ই বৈশাখ, সোমবার ১৩৪২, ২৯শে এপ্রিল ১৯৩৫ [৪৯শ সংখ্যা

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

হিন্দু দোকানদার হত্যা

মুলতান হইতে প্রকাশ, ২৪শে এপ্রিল সন্ধ্যায় স্থানীয় বাজারে বীরভান নামক জনৈক হিন্দু দোকানদার নিহত হওয়ায় এখানে এমন একটি উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছিল যে, উহা সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামায় পরিণত হইবার সম্ভাবনা ছিল। ঐ দিবস সংক্ষেপে এই ঘটনার বিবরণ প্রেরিত হইয়াছিল।

এরূপ প্রকাশ যে, দিন কয়েক পূর্ব্বে বীরভানের সহিত তাহার কতিপয় উত্তমর্ণের বিবাদ হয়। এই সময় উভয় পক্ষের মধ্যে গালি-গালাজও চলিয়াছিল। ২৪শে এপ্রিল সন্ধ্যার সময় বীরভানকে তাহার দোকানের সম্মুখে ছোরার আঘাতে হত্যা করা হয়।

ইহাতে প্রবল সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার সঞ্চার হয় এবং বাজারের দোকানদারগণ আতঙ্কগ্রস্ত হওয়ায় তাহাদের দোকানপাট বন্ধ করিয়া দেয়।

মুলতান বিভাগের কমিশনার মিঃ সি সি গারবেট স্বয়ং সহর পরিভ্রমণে বাহির হন এবং জনসাধারণকে আতঙ্কগ্রস্ত না হইয়া শান্তিপূর্ণ ভাবে থাকিবার জন্য অনুরোধ করেন। পুলিশ সহরে টহল দিতে থাকে এবং কয়েকজন অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট সহরের বিভিন্ন স্থলে অবস্থান করেন। দুইজন ম্যাজিষ্ট্রেট পুলিশ কর্ম্মচারীদের সহিত ঘোড়ায় চড়িয়া বাহির হইয়াছিলেন এবং থানায় রাত্রি যাপন করিয়াছিলেন।

ডেপুটি কমিশনার এবং পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মফঃস্বলে ছিলেন। পরে তাঁহারা মুলতানে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তাঁহারা বীরভানের আত্মীয় স্বজনদিগকে রাত্রিতেই মৃতদেহ সৎকার করিবার জন্য অনুরোধ করেন। শেষ রাত্রি ১ ঘটিকার সময় মৃতদেহ সৎকার করা হয়। ম্যাজিষ্ট্রেট শবযাত্রীদের সঙ্গে গিয়াছিলেন।

এই হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে এপর্য্যন্ত তিন জন লোককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

২৫শে এপ্রিল প্রাতঃকালে সহরের অবস্থা শান্তিপূর্ণ ছিল কিন্তু তখনও বিশ্বাসের ভাব সম্পূর্ণরূপে ফিরিয়া আসে নাই। স্কুল ও দোকান-পাট বন্ধ আছে। স্বাভাবিক অবস্থা যাহাতে ফিরিয়া আসে তাহার চেষ্টা চলিতে থাকে।

গোয়েন্দা হত্যার চেষ্টা

আজমীরের এক সংবাদে প্রকাশ, গোয়েন্দা বিভাগের ডেপুটি সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মিঃ পি এ ডোগরা এবং সাব-ইন্সপেক্টর মিঃ খলীলুদ্দীনকে হত্যা করিতে চেষ্টা করার অভিযোগে হেমচন্দ্র ওরফে রামশরণ নামক জনৈক লোককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। আসামী প্রথমে আজমীরের বাসিন্দা ছিল। সে তথাকার আর্য্য অনাথ আশ্রমে থাকিত। তাহার বয়স অনুমান ২৫ বৎসর। এরূপ প্রকাশ যে, সে এখান হইতে একটি অপহৃত বন্দুক লইয়া ফেরার হয়। আগ্রার সন্ত্রাসবাদী দলের কার্য্যালয়ে আসামীকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং তাহাকে সনাক্তকরণের জন্য এখানে লইয়া আসা হয়।

এরূপ প্রকাশ যে, ঘটনার চার পাঁচ দিন পূর্ব্বে হেমচন্দ্র আজমীরে উপস্থিত হয় এবং মণিলাল ওরফে রমেশচন্দ্র ব্যাসের বাড়ীতে অবস্থান করিতে থাকে। রমেশচন্দ্র ব্যাসকেও গ্রেপ্তার করা হয়। দিল্লী ষড়যন্ত্র মামলার ভূতপূর্ব্ব আসামী রত্ন দত্ত মিশ্রকেও গ্রেপ্তার করা হয়; কিন্তু তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

অনুমান ২০ দিন পূর্ব্বে সিনেমা হইতে ফিরিয়া আসিবার সময় উক্ত অফিসারদ্বয় কাপুরুষোচিত ভাবে আক্রান্ত হন। তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া পাঁচটি গুলী ছোড়া হয়; তন্মধ্যে দুইটি মিঃ ডোগরা এবং একটি মিঃ খলীলুদ্দীনের শরীরে বিদ্ধ হয়। মিঃ ডোগরার বাম বাহু ও ডান পায়ের পাতায় এবং মিঃ খলীলুদ্দীনের বাম বাহুতে গুলী বিদ্ধ হয়। ··বুলেট গুলী প্রত্যেকের শরীরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল এবং অস্ত্রোপচারের পর ঐ গুলি বাহির করা হয়। উক্ত অফিসারদ্বয় স্থানীয় ভিক্টোরিয়া হাঁসপাতালে আছেন। তাঁহাদের অবস্থা ক্রমশঃ ভাল হইতেছে। তাঁহাদের আহত বাহুদ্বয় কাটিয়া ফেলিতে হইবে বলিয়া পূর্ব্বে আশঙ্কা করা গিয়াছিল। কিন্তু বর্ত্তমানে ঐরূপ করার প্রয়োজন হইবে না বলিয়া অনুমিত হয়। উভয়ের মধ্যে মিঃ খলীলুদ্দীনের অবস্থা অধিকতর খারাপ হইয়াছিল; কারণ তাঁহার বাহুতে বিদ্ধ গুলী হাড়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল।

অদ্ভুত প্রবঞ্চনা

প্রকাশ, অমরদেব নামক একজন মাড়োয়ারী হাওড়া, রামেশ্বর মালিয়া লেনের বাবু রামেশ্বর দাস মাড়োয়ারীর বাড়ীতে পৌরোহিত্য করিত। একদিন ঐ পুরোহিত রামেশ্বর বাবুকে বলে যে, তাহার সহিত এমন এক ব্যক্তির পরিচয় আছে যে নোট দ্বিগুণ করিতে পারে। এইরূপ স্থির হয় যে, অমরদেব ঐ লোকটিকে হাওড়া ময়দানে রামেশ্বর বাবুর নিকট তাহার কৌশল দেখাইবে। তদনুসারে অমরদেব একজন মাড়োয়ারীকে লইয়া আসে। সে একখানা নোট বাহির করিয়া বলে যে, সে ঐ নোট তৈরী করিয়াছে। আর একখানা খাটী নোট বাহির করিয়া ঐ মাড়োয়ারী বলে যে, এই দুইখানা নোটের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। রামেশ্বর ঐ নোটখানা কোন দোকানে ভাঙ্গায়। ইহারা ঐ নোটের মধ্যে যে কোন গলদ নাই সেই সম্বন্ধে তিনি নিঃসন্দেহ হন। অতঃপর ঐ তিন ব্যক্তি অমৃত পাইন লেনের এক খানা বাড়ীতে একত্রিত হয়। তথায় রামেশ্বর বাবু দ্বিগুণ করিবার জন্য দুই হাজার টাকার নোট বাহির করিয়া দেয়।

আসামীদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য তাহারা নানাপ্রকার কৌশল অবলম্বন করে। অতঃপর তাহারা ঘোষণা করে যে কোন কারণে সমস্ত নোট পুড়িয়া গিয়াছে। ফরিয়াদীও অগ্নি দেখিতে পায়। ইতোমধ্যে ঐ মাড়োয়ারী ও পুরোহিত অন্তর্হিত হয়।

মোটর দুর্ঘটনা

খারাপুরের এক সংবাদে প্রকাশ যে, স্থানীয় রোমান্‌ক্যাথলিক গীর্জ্জার ধর্ম্মযাজক ফাদার পল এক মোটর দুর্ঘটনার ফলে আহত হওয়ায় মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। এরূপ প্রকাশ যে, ফাদার পল একটি মোটরে করিয়া ভ্রমণ করিতেছিলেন। এই সময় উক্ত মোটরের চালক রাস্তার উপর একটি কেউটিয়া সাপ দেখিতে পায় ও একটু কাত করিয়া দেয়। ফলে ফাদার পল গাড়ীর বাহির হইয়া রাস্তার উপর ছিটকাইয়া পড়েন এবং গুরুতররূপে জখম হন। আহত হওয়ার ফলে তিনি মারা যান। ফাদার পলের বয়ঃক্রম ৬৪ বৎসর হইয়াছিল।

দুর্দ্ধর্ষ সশস্ত্র ডাকাত গ্রেপ্তার

লক্ষ্ণৌ, হইতে প্রকাশ, পুলিশ দলকর্তৃক পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া ২০টি কার্তুজ ও একটি রিভলবার সহ এক ডাকাত রাপ্তী নদী সাঁতরাইয়া পার হইয়া যায় এবং একটি বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া গৃহস্বামীকে গুলীর আঘাতে হত্যা করিয়া, আবার ছুটিতে থাকে। নেপাল রাজ্যে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে তাহাকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয় নাই। এই প্রদেশের উত্তর সীমান্তের জেলা বাহরাইচ হইতে এই মর্ম্মে সংবাদ আসিয়াছে।

রিভলবারটি ঐ অঞ্চলের এক সাব ইন্সপেক্টারের বাড়ী হইতে অপহৃত হইয়াছিল। সাব-ইন্সপেক্টর উক্ত ডাকাতের গতিবিধির সন্ধান করিয়া একদল সশস্ত্র কনেষ্টবল সহ তাহার নিকটবর্ত্তী হইলে সে পলায়ন করে এবং নদী পার হইয়া ঠাকুর সুবর্ণ সিংহকে গুলীর আঘাতে হত্যা করে। ঠাকুর সুবর্ণ সিংহ চীৎকার করিয়া তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। শেষে তাহাকে নেপাল রাজ্যে গ্রেপ্তার করিয়া নেপালরাজ-পুলিশের হস্তে সমর্পণ করা হয়। নেপাল কর্তৃপক্ষ তাহাকে শীঘ্রই বিচারার্থ বাহরাইচে প্রেরণ করিবেন।

নৌকা ডুবি

রাজমাহেন্দ্রী, হইতে প্রকাশ, মাল বোঝাই একখানি নৌকা তীরভূম (পশ্চিম গোদাবরী জেলার) যাইবার সময় গোদাবরীতে প্রবল বাতাসে উল্টাইয়া গিয়া জলমগ্ন হইয়াছে। ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ৮ হাজার টাকা। তবে প্রাণহানির কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

— —

তিনখানা ঘর ভস্মীভূত

গত বুধবার রাত্রি ৮টা, ৩০ মিনিটের সময় গোপালনগর রোডে তিনখানা খোলার ঘর পুড়িয়া গিয়াছে। ঘরগুলিতে সবশুদ্ধ ৩০টি কামরা ছিল। আগুন লাগিবার খবর পেয়ে দমকল আসিয়া প্রায় দেড়ঘণ্টাকাল চেষ্টার পর অগ্নি নির্ব্বাপণে সক্ষম হয়। একজন লোক আহত হইয়াছে তাহাকে শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে।

— —

জনৈক ব্রাহ্মণ নিরুদ্দেশ

মুলতানে এক সংবাদে প্রকাশ, বাজারের জনৈক ব্রাহ্মণ রহস্যজনকভাবে অন্তর্দ্ধান করিয়াছেন। লাহোর হইতে অপরাধ-বিভাগীয় পুলিশ তদন্তার্থ আসিয়াছে এবং পুলিশের ডেপুটি ইন্সপেক্টার জেনারেলও আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। জনৈক ব্যক্তির খোঁজ পাওয়া যাইতেছে না। গুজব যে, তাহাকে হত্যা করিয়া কবর দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু উহা সত্য নহে বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে; কিন্তু তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিবার চেষ্টা এপর্য্যন্ত ব্যর্থ হইয়াছে।

———

গায়ে পাট লাগাইয়া সঙ সাজার শোচনীয় পরিণতি

ইটাওয়ার জনৈক মুসলমান গত মহরমের সময় গায়ে পাট জড়াইয়া ভালুকের সঙ সাজে। এই সঙ সাজার ফলে তাহার অতি শোচনীয় ভাবে মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

প্রকাশ জনৈকা বৃদ্ধা ভান করিয়া সঙ দেখিবার জন্য ঐ লোকটির মুখের নিকট 'চেরাগ' ধরে। সেই সময় হঠাৎ ঐ ব্যক্তির গায়ে লাগান পাটে আগুন ধরিয়া যায়। ফলে অতি সামান্য সময়ের মধ্যেই লোকটি দগ্ধ হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

দগ্ধ হইয়া রমণীর মৃত্যু

রায়গঞ্জ থানার অধীন কমলপুর হইতে দগ্ধ হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইবার আর একটি সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। ঐ গ্রামে আগুনের ফলে একটি স্ত্রীলোক ভয়ানকভাবে দগ্ধ হয়। সে দগ্ধ হইবার পর দারুণ জ্বালা সহ্য করিতে সমর্থ না হইয়া জলে ঝাঁপাইয়া পড়ে, তখন তাহার গায়ের চর্ম্ম যেন ছাড়াইয়া লওয়া হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হয় এবং অবিলম্বে তাহার মৃত্যু হয়।

গুলীতে আহত

লাহোর হইতে প্রকাশ, একজন পুলিশ কনেষ্টবলের গুলীর আঘাতে একজন পথ কংগ্রেস কর্ম্মী গুরুতর ভাবে আহত হইয়াছে।

প্রকাশ, একটি টোঙ্গা লইয়া ঝগড়া হওয়ার ফলে ঐ কনেষ্টবল টোঙ্গার ড্রাইভারকে চপেটাঘাত করে। তাহা দেখিয়া নিকটস্থ অপর এক ব্যক্তি ইহার প্রতিবাদ করিলে কনেষ্টবলের সহিত তাহার হাতাহাতি হইবার উপক্রম হয় তাহাকে দেখিয়া লোক দৌড়াইয়া পলায়ন করে। আরও প্রকাশ যে, কনেষ্টবল অতঃপর লোকের পৃষ্ঠদেশে গুলী করে। তাহাকে হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হইয়াছে এবং তাহার অবস্থা আশঙ্কাজনক।

পুলিশের পক্ষে বলা হইয়াছে যে, আহত ব্যক্তি তাহার বন্দুক কাড়িয়া লইতে চাহিয়াছিল বলে সে গুলী চালাইতে বাধ্য হয়। আহত ব্যক্তি ঐ অঞ্চলের একজন বিশিষ্ট কংগ্রেস কর্ম্মী।

মহরমে সংঘর্ষ

ঢাকা হইতে প্রকাশ ইসলামপুর তুরাকার চর হইতে এক দাঙ্গার সংবাদ মিলিয়া পৌঁছিয়াছে। প্রকাশ মহরমের দিন কালিদাস চরের বহু গ্রামবাসী লাঠি ও অন্যান্য অস্ত্র লইয়া প্রকাশ্য দিবালোকে তুরাকার চরের অধিবাসিগণকে তাহাদের বাড়ীতে আক্রমণ করে। ফলে সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। একজনের অবস্থা সঙ্কটাপন্ন।

ভীষণ দাঙ্গা

আমেদাবাদ হইতে প্রকাশ, ঢোলকার নিকটবর্ত্তী এক গ্রামে পাঠান ও মুসলমানদের মধ্যে এক ভীষণ সংঘর্ষ হইয়া গিয়াছে। ইহাতে লাঠি, বন্দুক ও ছোরা ব্যবহৃত হইয়াছিল। বচসা হইতে হাতাহাতি আরম্ভ হয়; তাহার পর উহা গুরুতর আকার ধারণ করে এবং গুলীবর্ষণ চলিতে থাকে। ইহার ফলে ৭ জন পাঠান গুরুতররূপে আহত হয়। পুলিশ সংবাদ পাইয়া ঘটনাস্থলে আসে এবং আহতগণকে হাসপাতালে প্রেরণ করে।

ভাইস চ্যান্সেলারের বিরুদ্ধে মামলা

এলাহাবাদ হইতে প্রকাশ, জনৈক পরীক্ষার্থীকে বি, এস-সি পরীক্ষা দিতে না দেওয়ায় তাহার পিতা (তিনি একজন এডভোকেট) এলাহাবাদের (পশ্চিম অংশের) মুন্সেফ কোর্টে ভাইস্‌চ্যান্সেলার বিরুদ্ধে এক মামলা দায়ের করিয়াছিলেন। ভাইস্-চ্যান্সেলার যাহাতে তাঁহার পুত্রকে পরীক্ষা দিতে বাধা দিতে না পারেন, তজ্জন্য তিনি অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা জারীর প্রার্থনা করিয়াছিলেন। প্রকাশ, পরীক্ষার হলে উক্ত ছাত্রের টেবিলের নিকট কয়েকটী কাগজপত্র পাওয়া যায়। ভাইস্-চ্যান্সেলারের নিকট উহা রিপোর্ট করা হইলে তিনি পরীক্ষার পরবর্ত্তী দিনসমূহে উক্ত ছাত্রকে উপস্থিত হইতে দেন না। ছাত্রের পিতার কথা এই যে, ভাইস্ চ্যান্সেলার তাঁহার পুত্রের কোন কৈফিয়ৎ চাহেন নাই এবং তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতেও সম্মত হন নাই। এরূপ ক্ষেত্রে ভাইস চ্যান্সেলারের ঐরূপ আদেশ প্রদান সঙ্গত হয় নাই। মুন্সেফ এই মর্ম্মে রায় দেন যে, নিয়মানুবর্ত্তিতা রক্ষার জন্য ভাইস্-চ্যান্সেলারের সম্পূর্ণ দায়িত্ব আছে এবং কোন ছাত্র যদি অন্যায় উপায় অবলম্বন করে, তাহা হইলে তিনি তাহার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারেন। দেওয়ানী আদালতে তাহার ব্যবস্থা সম্পর্কে কোন প্রশ্ন উঠিতে পারে না। এই বিষয়ে দেওয়ানী আদালতের কোন এলাকা নাই। সেই হেতু তিনি সাময়িক নিষেধাজ্ঞা জারীর প্রার্থনা মঞ্জুর করিতে পারেন না।

কলিকাতার বাজার দর

তেলের দর

টিকুক সরিষার তৈল	১৫।০-১৫॥০
ঐ পুরা	১৬৲-১৬৷০
নারিকেল তৈল	১১॥০-১১৷৷০
রেড়ীর তৈল	১০৷৴০-১১৷৷০

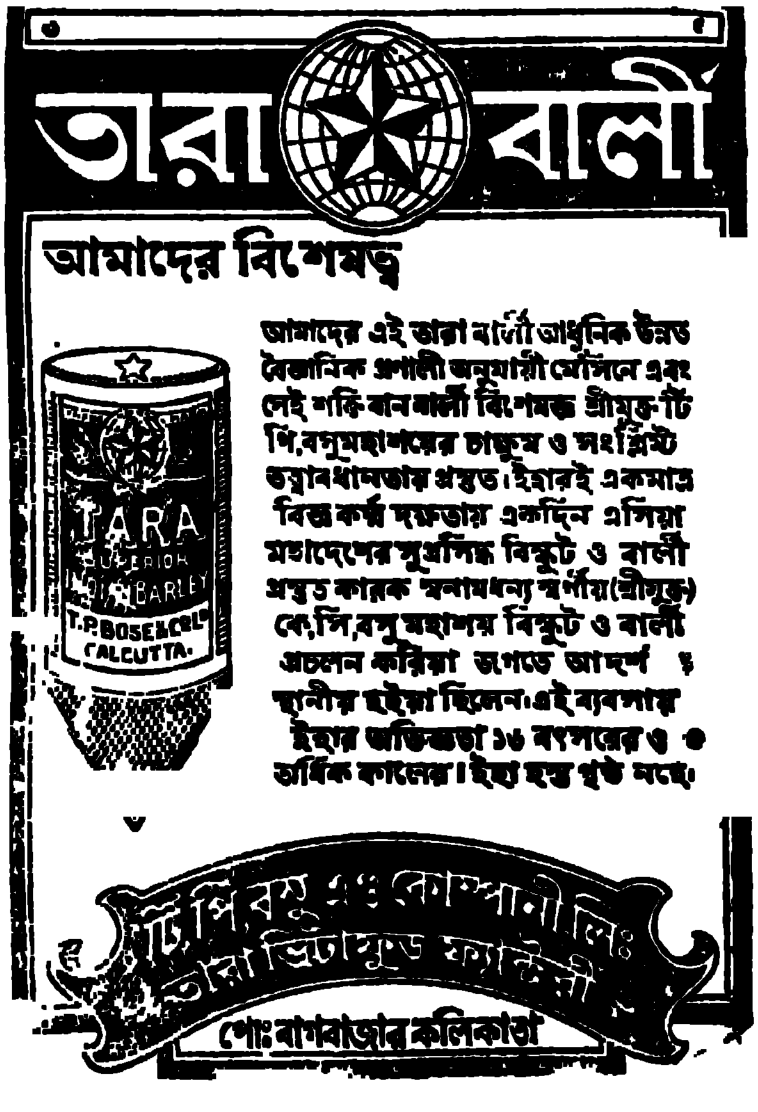

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১০ম বর্ষ | ১১ মধুসূদন গৌরাব্দ ৪৪৯. ১৬ই বৈশাখ বঙ্গাব্দ ১৩৪২. ২৯শে এপ্রিল ইং ১৯৩৫ | সোমবার | ৪৯৬তম সংখ্যা

প্রচার-প্রসঙ্গ

দিল্লীতে

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসারঙ্গ তুর্য্যাশ্রমী মহারাজ বিগত ১২ই এপ্রিল শুক্রবার সন্ধ্যা ৮ ঘটিকা হইতে ১১ ঘটিকা পর্য্যন্ত প্রায় তিন ঘণ্টাকাল পূর্ব্ববৎ হইতে দিল্লী গৌড়ীয়মঠে আগত মুক্তাগাছার জমীদার কৃষ্ণাধিকারী কাউন্সিল অব্-ষ্টেটের মেম্বর অনারেবল্ শ্রীযুক্ত জগদীশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছেন।

স্বামীজী অতি সরল ও মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় 'মনুষ্য ও মানবজীবনের প্রধান কৃত্য' সম্বন্ধে মহাবদান্যাবতার সংকীর্ত্তনপ্রবর্ত্তক শ্রীগৌরহরির অমূল্য উপদেশামৃত কিছু বর্ণন করিয়া অপ্রাকৃত রাজ্যে প্রবেশের দিগ্‌দর্শন করেন। স্বামীজী প্রথমে "লব্ধ্বা সুদুর্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে" শ্রীমদ্ভাগবতের এই শ্লোকটি উল্লেখ করিয়া প্রত্যেকটি শব্দের বিশদ ব্যাখ্যামুখে মনুষ্যজন্মের দুর্লভত্ব, অনিত্যত্ব ও পরমার্থ-প্রদত্ব বিষয়গুলি বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দেন।

জগদীশবাবু—সকলেই যদি পরমার্থ লইয়া ব্যস্ত থাকি, তবে দেশের এই সমস্ত কাজ কিরূপে চলে?

স্বামীজী—আপনি যে কাজের কথা এবং যে দেশের কথা বলিতেছেন, তাহাতেই অনিত্য। শাস্ত্র বলিয়াছেন, বহু লক্ষ যোনি ভ্রমণের পর এই দুর্লভ মনুষ্যজন্ম লাভ হইয়াছে। এক চৌরাশি লক্ষ জন্মের মধ্যে আমাদের নয় লক্ষ বার জলজন্তু হইয়া জন্ম-গ্রহণ করিতে হইয়াছে, বিশ লক্ষবার স্থাবর-যোনি লাভ হইয়াছে, ১১ লক্ষবার কীটরূপ, পক্ষিরূপে দশ লক্ষবার জন্ম গ্রহণ করিতে হইয়াছে, এবং ত্রিশ লক্ষবার পশুজন্ম লাভ করিতে হইয়াছে। এই প্রকারে আশি লক্ষ বার বিভিন্ন জন্ম লাভ করিবার পর চারি লক্ষবার মনুষ্য-জন্ম লাভের সুযোগ হইয়াছে। এই চারি লক্ষ জন্মের মধ্যেও আবার হূন, পুলিন্দ, পুক্কশ প্রভৃতি অসভ্যজাতিবিশেষের উত্তর মনুষ্যজন্মেও অনেক লক্ষবার অতি-বাহিত হইয়াছে। এই সমস্ত জন্ম আবার একই দেশে লাভ করিবারও সুযোগ হয় নাই; কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন কালে ভিন্ন ভিন্ন যোনিতে এই সমস্ত জন্ম পরিগ্রহ করিতে হইয়াছে। সুতরাং পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে ভিন্ন ভিন্ন দেশ, কাল ও পাত্র অনুসারে আমাদের দেহের ও মনের দম্ভ প্রতি জন্মেই পৃথক্ পৃথক্ ছিল। বর্ত্তমানে এই দেহটী বাঙ্গলা দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে এবং বাঙ্গলাই আমার স্বদেশ হইয়াছে, আবার অন্য জন্মে যখন আমাকে আমেরিকা বা বিলাতে জন্মগ্রহণ করিতে হইয়াছে তখন সেইটী আমার স্বদেশ ছিল এবং সেই দেশ-বাসিগণের জন্য কত না কষ্ট করিয়াছি এবং বাঙ্গলার প্রতি তখন আমার আদৌ মমত্ব ছিল না। তাই বলিতেছি যে, এই অনিত্য দেহের সম্পর্কে সম্বন্ধযুক্ত যে-সমস্ত স্থান, কাল বা পাত্র, সে-সমস্তই অনিত্য বা নশ্বর এবং তাহাদের সম্বন্ধ ও ক্ষণিক অনিত্য। এই সকলের সেবায় যাহা আমাদের অনিত্য ফলই লাভ হয় এবং তাহার পরিণাম কেবল দুঃখময়। যাঁহারা বুদ্ধিমান্, যাঁহারা নিত্য আনন্দের অভিলাষী, তাঁহারা এই অনিত্য বস্তুর সেবাতে নিযুক্ত না হইয়া নিত্য বস্তু যে আত্মা এবং তাহার নিত্য মালিক যে সচ্চিদানন্দময় বস্তু সেই-সেবাতেই সর্ব্বপ্রযত্নে নিযুক্ত হ'ন; যাহার ফলে এই অনিত্য জন্মমৃত্যুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া নিত্যানন্দ-লাভের সুযোগ হয়।

জগদীশবাবু—তাহা হইলে আপনি বলিতে চাহেন যে, দেশের এই সমস্ত কাজ বন্ধ করিয়া এক ভগবানের সেবা লইয়াই থাকিতে হইবে, তাহা হইলে এই সমস্ত কাজ না করায় দশ ও প্রত্যবায়ভাগী হইতে হবে।

স্বামীজী—যাবতীয় কার্য্য ভগবৎসেবানুকূলে করিতে হইবে। [illegible] কার্য্যাদি পরিত্যাগ করিলে কোনই প্রত্য-বায়-ভাগী হইতে হইবে না, সে-কথা ভগবান্ নিজমুখে গীতায় আমাদিগকে জানাইয়া দিয়াছেন—

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

শ্রীভগবান্ আমাদিগকে সম্পূর্ণভাবে অনন্য হইয়া সর্ব্বপ্রযত্নে তাঁহার সেবাই যে আমাদের একমাত্র কৃত্য, সেই কথাই অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া আমাদিগকে জানাইয়া দিলেন। আমাদের সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা ভগবানের উদ্দেশ্যে হওয়া কর্ত্তব্য। তাই শ্রীমদ্ভাগবত আবার জানাইয়া দিলেন—

"ঈহা যস্য হরের্দাস্যে কর্ম্মণা মনসা গিরা
নিখিলাস্বপ্যবস্থাসু জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে"

জগদীশ বাবু—আপনাদের নিকট হইতে এই সমস্ত কথা শুনিলে সাময়িকভাবে মন স্থির হয় বটে এবং এই কার্য্যের প্রতি আসক্তিও হয়, কিন্তু স্থৈর্য্য থাকে না; অন্য কার্য্যে লিপ্ত হইলেই আবার সব ভুলিয়া যাই।

স্বামীজী—সেইজন্য নিরন্তর এইসকল কথা শুনিবার জন্য সাধুসঙ্গ ও মহাজনগণের উপদেশ। নিরন্তর এই কথা শুনিতে শুনিতেই ক্রমশঃ আমাদের শ্রদ্ধা বাড়িয়া যাইবে এবং তখন এই কথা ছাড়া আর অন্য কথা শুনিলে তৃপ্তি হইবে না।

জগদীশ বাবু—বেশ ভাল লাগিয়াছে। আপনি দয়া করে, অনুগ্রহ করিয়া আমাকে এই সমস্ত কথা শ্রবণ করিবার সুযোগ দিলে বড়ই কৃতার্থ হই।

ঢাকা জেলায়

ঢাকা জেলার অন্তর্গত বালিয়াটির জমীদার শ্রীযুক্ত [illegible] রায় চৌধুরী মহাশয়ের [illegible] শ্রীমধ্বগৌড়ীয়-মঠের রক্ষক উপদেশক আচার্য্য পণ্ডিত শ্রীপাদ অনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী তাঁহার গৃহে ৭ই ও ৮ই বৈশাখ ও ৯ই বৈশাখ শ্রীমদ্-ভাগবত ৪র্থ স্কন্ধ হইতে ধ্রুবোপাখ্যান পাঠ ও সাধুগণ [illegible] ব্যাখ্যা করেন। ব্রহ্মচারীজী [illegible] বৈশাখ [illegible] শ্রীচৈতন্যভাগবত আদি [illegible] হইতে [illegible] ত্রিদণ্ডী-[illegible] দেন। প্রত্যহই পাঠের [illegible] বালক-বালিকা ও মহিলা কীর্ত্তন হইয়াছিল। উক্ত তিন দিবসই গ্রামের জমীদারবর্গ, উচ্চ ইংরাজী স্কুলের শিক্ষকগণ এবং বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি পাঠে যোগদান করিয়াছিলেন।

প্রদর্শনীতে

গত ২০শে [illegible] শনিবার ও ২১শে এপ্রিল রবিবার [illegible] শ্রীকৃষ্ণগোষ্ঠীর মধ্যে [illegible] দুই দিন [illegible] পাঠ করিয়াছেন। [illegible] ও অন্যে বহু জন [illegible] করিয়াছেন। তাঁহাতে প্রেমানন্দ বিশেষ আনন্দলাভ করিয়াছেন। বাবু [illegible] সুযোগ্য পুত্র [illegible] প্রচারে আগ্রহ বিশেষ প্রশংসনীয়।

— —

কৃষ্ণ আমায় পালে, রাখে জান সর্ব্বকাল। আত্মনিবেদন-দৈন্যে ঘুচাও জঞ্জাল॥

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১১ মধুসূদন সর্ব্বশিব সম্বৎ ৪৪৯

আমরা কি মানুষ ?

ভগবানের মায়া পশুদেহ, পক্ষিদেহ, কীটদেহ, পতঙ্গদেহ বা মনুষ্যদেহ প্রভৃতি নানা বিচিত্র দেহ-পিঞ্জর সৃষ্টি করিয়া কৃষ্ণ-বিমুখ জীব আমাদিগকে তন্মধ্যে আবদ্ধ করিয়াছে এবং এই সকল দেহ পিঞ্জরের অনুরূপ একটা স্থূল সূক্ষ্ম সর্ব্বত্রয়ের ভাব আমাদের আত্মা অচেতন এই দেহকে দেহী বলিয়া ভ্রম হইয়াছে অর্থাৎ দেহাত্ম-বুদ্ধিবিশিষ্ট হইয়া আমরা এই দেহের উৎপত্তি-লাভ, এই দেহের সুখবিধানের জন্য বিব্রত হইয়া পড়িয়াছি। 'দেহে-বুদ্ধি'-বিশিষ্ট আমরা যদি অজ্ঞতা-প্রযুক্ত নিজদিগকে মনুষ্য বলিয়া পরিচয় দিই তাহা হইলে পশুদেহধারী বা বৃক্ষদেহধারী জীবগণ যে নিজদিগকে পশু বা বৃক্ষ বলিয়া অভিমান করিবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি ? সুতরাং আমরা যদি মানুষ না হইয়া থাকি, তাহা হইলে আমাদের এ বিষয়টী সম্যক্ আলোচ্য কিনা, তাহা বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ বিচার করিবেন।

আমরা মনুষ্য কিনা, এই প্রশ্নের সমাধান করিতে গিয়া আমরা দেখিতে পাই যে, আমরা যখন মানব নই তখন আমরা মানবদেহ কোন বস্তুবিশেষ ব্যতীত আর কি ? কিন্তু এতাদৃশী ধারণাও ভ্রমাত্মক। মানব ও মানবেতর পশু প্রভৃতি আখ্যা ব্যতীত যে আমাদের অন্য স্বরূপ আছে, এ কথা আমরা লৌকিক ইন্দ্রিয়জ্ঞান বা পাণ্ডিত্যাদির দ্বারা খুঁজিয়া উঠিতে পারি না। সেইজন্য বিরূপগ্রস্ত স্বরূপভ্রষ্ট মনুষ্যাভিমানী আমরা মনুষ্যত্বের সহিত শ্রীভগবানে বহু অর্থ ; কিন্তু দেহ-দেহীর বিচার করিতে গিয়া আমরা দেখিতে পাই যে, বাল্যকালাবধি দেহকেই দেহীবোধে আমরা যে আস্ফালন করিয়াছি ও জড়ৈশ্বর্য্যাক্রান্ত মদে মত্ত হইয়া বৃথা সময়ক্ষয় করিয়াছি তাহার মূল্য অকিঞ্চিৎকর নহে। দেহ ও দেহী শব্দের পার্থক্য পণ্ডিতাভিমানী আমরা দেখিতে পাইলেও তাহাদের বৈশিষ্ট্য বা তাৎপর্য্য অবধারণে আমাদের মস্তিষ্ক একরূপ সম্পূর্ণ অসমর্থ। জগতে এই চেতন-বিচারের সত্যতা ও উপাদেয়তা স্থাপন করিয়াছেন— একমাত্র শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং বর্ত্তমানে তাঁহারই শ্রেষ্ঠ গৌড়ীয়াচার্য্য। সেই সব কথার আলোচনা করিয়া জগতে বিপ্লব আনয়ন করিয়াছেন ও করিতেছেন।

যেকথা মনুষ্যজাতি কখনও শ্রবণ করে নাই, সেই অশ্রুতপূর্ব্ব ও অসমোর্দ্ধ কথা লইয়া বা চেতনের পসার লইয়া যাঁহারা এ জগতে আগমন করেন এবং দেহদেহীর পার্থক্য জানাইয়া অপ্রাকৃত বিপ্লব-আনয়নী চেতন-বাণীর বিপ্লব ঘোষণা করেন, চেতনোদ্বোধনের মন্ত্র যাঁহারা মনোধর্ম্মী জীবগণকে প্রদান করিয়া তাঁহাদের বিরূপভোগ বা বিকারভোগ অপসারিত করেন, এ জগতের মাটি। স্মৃতি ত্যাগ করিয়া সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহের চিন্ময় পদকমলের স্মৃতি জীবহৃদয়ে পুনরায় জাগরিত করেন, "কে আমি কেন মোরে জারে তাপত্রয় ? তাহা নাহি জানি কৈছে হিত হয়" এই সর্ব্বাধিকারীগণ অলৌকিক প্রশ্নের সমাধান করিয়া তাহা উপলব্ধি করাইবার জন্য যাঁহারা চেষ্টা করেন, সেই চেতন-বিশিষ্ট গৌরপ্রেষ্ঠগণ এজগতের কোনও মাটির বস্তু নহেন বা তাঁহাদের জন্ম এ জগতে হয় নাই। যাঁহারা সেই মায়াধীনগণকে মনুষ্য, পশু, পক্ষী, পতঙ্গ ও দেহ-পিঞ্জরের মধ্যে সংরক্ষণ করিতে সমর্থ নহেন বরং তিনি চিদালোকস্বরূপ বৈকুণ্ঠজনগণের পাদপদ্ম হইতে অবতরণ করি মোহনপুরে যাদীয় ন্যায় অপ্রাকৃতভাবে অবস্থান করেন। যাঁহারা এই সব চেতন-ধর্ম্মী, চেতনধর্ম্মী মহাপুরুষগণের পদাম্বুজে উপস্থিত হইবার সৌভাগ্য পান তাঁহারা "আমরা মনুষ্য না আর কিছু" এই প্রশ্নের সমাধান করিতে পারেন। তদ্ব্যতীত মায়াপদস্থ এই বিরূপ মনুষ্যদেহকে স্বরূপ বলিয়া ভ্রম হয়।

দেহ ও দেহীর বিচার করিতে গিয়া আমরা দেখিতে পাই, যে দেহমধ্যে দেহী আমরা বাস করি, সেই দেহটারই নাম মনুষ্যদেহ ; সুতরাং মনুষ্য দেহকে চেতন 'আমি' মনে করা বুদ্ধিমত্তার পরিচয় নয়। এই দেহ অচেতন কিন্তু দেহমধ্যস্থিত আমি চেতন বস্তু, পূর্ণচেতন ভগবানের সেবক, অণুচেতন আত্মা। আমাদের স্বরূপ-বর্ণনে গীতা বলিয়াছেন—

"ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচি-
ন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥"

ষড়্‌বিকার-রহিত জীবাত্মা আমরা অজ অর্থাৎ জন্মরহিত, নিত্য অর্থাৎ সর্ব্বকালেই বর্ত্তমান, আমাদের জন্মমৃত্যু নাই অথবা পুনঃ পুনঃ আমাদের হ্রাসবৃদ্ধি হয় না। এই আত্মা পুরাতন অথচ নিত্যনবীন। জন্মমরণশীল শরীরের বিয়োগে তিনি নিহত হন না, অস্ত্র-শস্ত্রাদিতে ছিন্ন হন না, জলে সিক্ত বা বায়ুর দ্বারা শুষ্ক হন না, এই জীবাত্মা নিত্য, সর্ব্বগত, মনুষ্য-পশু-পক্ষী প্রভৃতি সর্ব্বদেহনিবাসী, স্থাণু, অচল ও সনাতন অর্থাৎ সদা বিদ্যমান।

"আমরা মানুষ না অন্য কিছু" এই প্রশ্নের সমাধান যতদিন না হয়, ততদিন আমরা একাগ্র হইতে পারি না, অহঙ্কারে মত্ত হইয়া মানবনামধারী ব্যক্তিগণের সহিত বন্ধুত্বস্থাপন করি, তাহাদিগকে ভালবাসি এবং তাহাদের সেবা করিবার যত্ন করি। সাধুগুরুর কৃপায় স্বরূপের কথা বা চেতনের কথা কাণে প্রবেশ করিলে আমরা বুঝিতে পারি যে অভক্ত-ভূমিকায় দাঁড়াইয়া কর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া আছি তাহা পরিবর্ত্তিত হইয়া চেতন-ভূমিকায় বা সেবাভূমিকায় অবস্থানের সুবিধা হয়। তখনই আমরা জানিতে পারি যে, যে দেহের মধ্যে আমরা বাস করি তাহা মনুষ্যদেহ-পঞ্জরাচ্য এবং যিনি এই দেহপিঞ্জরে বাস করিয়া কৃষ্ণবিস্মৃতিবশতঃ নিজেকে না দেখিতে পাইয়া অন্ধ হইয়াছেন—ভোগে প্রমত্ত হইয়া চেতনের রাস্তায় কণ্টক রোপিত করিয়াছেন সেই অণুস্বরূপ চেতনই আমি এবং এই চেতনস্বরূপ বা কৃষ্ণের সেবকস্বরূপ বা দাস্য আমাদের স্বরূপবৃত্তি এবং আমরা এজগতের কোন সৃষ্ট বস্তু না হইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিত্য সেবকসম্প্রদায়। বর্ত্তমানে এ সব বিষয় উপলব্ধি করিবার সামর্থ্য আমাদের নাই। সুতরাং নিজেকে নিজে জানিতে হইলে বা আত্মোপলব্ধি করিতে হইলে স্বরূপোপলব্ধ সাধুগুরুরই সঙ্গ করা আবশ্যক ; নচেৎ এই জগতীয় প্রতি প্রীতি বা আসক্তি নষ্ট হইবার নহে। আমাদের বন্ধুবর্গ ও আমরা মনুষ্যদেহ পাইয়াও যদি চেতনের অনুশীলন করতঃ ভগবানের নিকট ফিরিয়া যাইবার জন্য যত্নপর না হই তাহা হইলে জন্মজন্মান্তর ধরিয়া অশেষ ক্লেশ ভোগ করিতেই হইবে এবং আমার প্রকৃত জীবসুখে বঞ্চিত হইয়া অশ্রু সংবরণ করিতে পারিবেন না। তাই বলিতেছিলাম, আমাদের জন্য জগৎ কাঁদে কাঁদুক, ভগবান্ যেন আমাদের অকৃতজ্ঞতা বা স্বেচ্ছাচারিতা দেখিয়া না কাঁদেন, তজ্জন্য যেন আমরা প্রস্তুত হইতে পারি ; ভগবানের সেবাবিধান করিয়া তাঁহার প্রীতি-উৎপাদনে সমর্থ হই বা না হই, যেন তাঁহার আদেশ লঙ্ঘন করিয়া তাঁহার প্রাণে কষ্ট না দিই। এই সব কথা উপলব্ধি করিবার জন্য যাঁহারা আর্ত্ত, ব্যাকুল ও অভীপ্সু, তাঁহারা গুরুদেবের বিশ্রম্ভ সেবাফলে নিশ্চয়ই একদিন না একদিন বুঝিতে পারিবেন যে, আমরা এ জগতের কোন বস্তু নহি, এজগতে আমাদের কোন বন্ধু নাই, আমাদের বন্ধু, রক্ষাকর্ত্তা ও পালনকর্ত্তা—একমাত্র গুরুবৈষ্ণবগণ এবং আমরা সেই হরিগুরুবৈষ্ণবের উচ্ছিষ্টভোজী নিত্য দাসানুদাস।

চিন্তাস্রোত

(২)

সংসারাবদ্ধ জীবমাত্রেই বিষয়ের তাপ অনুভব করিয়া থাকে, কিন্তু অবিদ্যার এমনই মোহিনী শক্তি যে জীব পুনঃ পুনঃ দুঃখ পাইয়াও সংসার-সুখের কামনা ছাড়ে না। ইহ জগতে অনিত্য দেহগেহ ও স্বজনের বিনাশ দেখিয়াও আবার সেইগুলি লাভ করিবার জন্য প্রবল লোলুপিত হইয়া কায়মনোবাক্যে যত্ন করিতে বিন্দুমাত্রও কুণ্ঠিত বা পশ্চাৎপদ নয়। জীব অনিত্য বস্তুর চিন্তা করিতে করিতে দেহত্যাগ করে, পুনরায় জন্মগ্রহণ করিয়া অনিত্য বিষয় লাভ করে এবং তাহাতেই প্রমত্ত হইয়া পড়ে। অনিত্য বিষয়ের চিন্তা জীবের এত প্রবল হয় যে যদি কোন যথার্থ সাধুব্যক্তি তাহাকে নিত্য কল্যাণের কথা বলেন তখন তিনি উত্তর দিয়া থাকেন যে তাঁহার আত্ম-চিন্তা ও ভগবচ্চিন্তা করিবার বিন্দুমাত্রও সময় নাই ; অধিকন্তু বলিয়া থাকেন যে — "আমি যতক্ষণ পরমার্থ-চিন্তা করিব ততক্ষণ বিষয়-চিন্তা করিলে অর্থবিষয়ে যথেষ্ট লাভবান্ হইতে পারিব। "হরি" "হরি" বলিলে আমার ত অন্নবস্ত্রের সংস্থান হইবে না। সৎসঙ্গে ত আমার ইন্দ্রিয়চরিতার্থ হইবে না, কোনও বস্তু পাওয়া যাইবে না।" ভগবানের মায়িক-বিভূতি যেমন অনন্ত, জীবের মায়িক চিন্তাও তেমনই অনন্ত। বিষয়চিন্তার শেষ নাই। চিন্তার তার মাপাজোক নাই। সংসারী জীব বিষয়-চিন্তায় জ্বালা ভোগ করিয়াও উহা ছাড়িতে পারে না, কারণ সে সর্ব্বদাই আপাতমধুর চিন্তায় প্রমত্ত। আশার বশবর্ত্তী হইয়া ভোগ-লোলুপতার জন্য কর্ম্মী শুধু ব্যক্তিও পাপ বা পুণ্য-কার্য্যদ্বারা জীবনে সুখলাভের জন্য চেষ্টা করে। শোক-কাতরা মাতা পৌত্র বা দৌহিত্রের মুখ-স্বচ্ছন্দতা দেখিয়া পূর্ব্বের শোক ভুলিয়া যায়। ইহ জগতের বিরাগ, বিরহ, স্নেহ ও প্রীতি সকলের মধ্যেই একটা মলিনতা ও নিরানন্দ বর্ত্তমান—সকলই কালের প্রভাবে বশীভূত হইয়া যায়। কিন্তু পরমাত্মা কৃষ্ণের প্রতি জীবাত্মার যে স্বাভাবিকী প্রীতি এবং তজ্জন্য বিরহ তাহা নবনবায়মানভাবে বর্দ্ধিত হয়। উহা দেশ-কালপাত্রদ্বারা আক্রান্ত, সীমাবদ্ধ অথবা তিরোহিত হয় না।

বিষয়চিন্তা জীবকে দুর্ব্বল করে। আর কৃষ্ণচিন্তা জীবকে সবল করে। বিষয়চিন্তা প্রাণে একসাথে শতবৃশ্চিকদংশনজনিত তীব্র জ্বালার সঞ্চার করে, আর কৃষ্ণচিন্তা, কৃষ্ণ-বিরহচিন্তা—জীবের আত্মাকে কোটিচন্দ্র-সুশীতল শান্তিধারা দান করে। বিষয়চিন্তা জীবকে শ্রীকৃষ্ণের অভয়, অশোক চরণারবিন্দ হইতে দূরে লইয়া যায়, আর বিষয়চিন্তাগ্রস্ত ব্যক্তি

বিষয়ীর কর্ণদ্বয়কে দূষিতে থাকে, কিন্তু কৃষ্ণচিন্তা-রত ব্যক্তি বিমল-শুদ্ধ-হৃদয়ে চিৎসুখোল্লাসে চিরকাল বিচরণ করেন। বিষয়চিন্তাপরায়ণ জনগণ অসার সংসারে পুনঃ পুনঃ গতাগতি লাভ করে, আর কৃষ্ণ-চিন্তা-পরায়ণ জনগণ দেহান্তে অপ্রাকৃত বৃন্দাবন-ধামে বিচরণ করেন। বিষয়-চিন্তা-ভীত জীবগণ সর্বদাই যমের ভয়ে সন্ত্রস্ত, আর কৃষ্ণানুরক্ত জীবগণ ধর্মরাজকর্তৃক সতত প্রপূজিত ও অনুসৃত। বিষয়-চিন্তা জীবকে স্বরূপভ্রষ্ট করে, আর কৃষ্ণ-চিন্তা জীবকে স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করে।

শ্রীমহাপ্রভুর আদেশ—

"কি শয়নে, কি ভোজনে, কিবা জাগরণে।
অহর্নিশ চিন্ত 'কৃষ্ণ', বলহ বদনে॥"

আমি যদি কৃষ্ণ-চিন্তা বাদ দিয়া মুখে 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলি, তাহা হইলে আমার মুখে শ্রীকৃষ্ণনাম উচ্চারিত হইল না। আমার মুখে নামাক্ষর উচ্চারিত হইল মাত্র। আমি নামাশ্রয় করিলাম না। আমার অপরাধ করা হইল। যদি আমার হৃদয়ে অন্য প্রকার চিন্তাস্রোত প্রবাহিত হয়, তবে আমি গুরুগৃহে বাস করিবার ছলে গৃহব্রতের পঙ্‌ক্তিতে রহিলাম। যদি আমার চিত্ত প্রতিকূল চিন্তায় মত্ত থাকিল, তবে আমি শ্রীগুরূপদেশ অশ্রদ্ধভাবে শুনিয়াও লাভবান্ হইতে পারিলাম না। যদি আমার চিত্ত কনক, কামিনী, লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠায় প্রতিনিবিষ্ট রহিল, তবে সদ্গুরু, শুদ্ধবৈষ্ণব ও ভক্তিমঠ আশ্রয় করার অভিনয় হইল মাত্র আমি সভায় বৈষ্ণব বলিয়া প্রতিষ্ঠা পাইলাম। আমার সাধুবেশ দেখিয়া উচ্চকুলোদ্ভূত ব্যক্তির মস্তক নত হইল। আমি বাহ্যতঃ সৎসম্প্রদায়াচার্য্যের অনুগত বলিয়া ঐ সম্প্রদায়ের চিরস্থায়ী, বিশ্বব্যাপিনী, চিত্তচমৎকারিণী প্রতিষ্ঠার ভাগ গ্রহণ করিলাম। আমার ইহকাল পরকাল সকলই বজায় রহিল মনে করিলাম। শ্রীগুরুপাদপদ্ম আমার যোগ্যতার সম্ভাবনা দেখিয়া আমাকে সাবিত্র-সংস্কারে সংস্কৃত করিলেন, কিন্তু আমি পূর্ব্ব পরিচয় ছাড়িলাম না, যে ভিত্তিতে যে ভাবিতেই থাকিয়া সংশিক্ষা-আলোকপ্রাপ্ত বলিয়া লোকের নিকট আস্ফালন করিলাম। হায়! আমি ত একটি পয়সার জন্যও কত চিন্তা করি। একটুকু মক্ষিকাদি, একটুকু ভূকম্প হইলে কত চিন্তা করি। তথাকথিত আত্মীয়স্বজনাদিগণের সামান্য অসুখের সংবাদেই কত চিন্তা করি, কত দুঃস্বপ্ন দেখি, বিশ্ব যেন অন্ধকার দেখি। কই? আমার আয়ুঃ যে দিন দিন হ্রাস হইল। আমি যে অনর্থপথের পাথেয়েই আবদ্ধ রহিলাম, আকাশ পৃথ্বী প্রভৃতি যখন অনুকূল ছিল তখন ত এক পদও অগ্রসর হইবার চেষ্টা করি নাই। কেবল পশ্চাতের কথাই ভাবিলাম আর আকাশপানে চাহিয়া রহিলাম। দিনের পর দিন গণিলাম, অনর্থ দূর করিবার জন্য চিন্তা করিলাম না, বদ্ধপরিকর হইলাম না। আমার যে পরমার্থের জন্য চিন্তা আছে—তাহাও ত' বুঝি না। তাই আমাদের প্রতি সদয় হইয়া পরমদয়াল বৈষ্ণব ঠাকুর গাহিয়াছেন

দিন যায় মিছা কাজে নিশা নিদ্রাবশে।
নাহি ভাবি মরণ নিকটে আছে ব'সে॥
ভাল মন্দ খাই, হেরি, পরি, চিন্তাহীন।
নাহি ভাবি এ দেহ ছাড়িব কোন্ দিন॥
হায়! হায়! নাহি ভাবি অনিত্য এ সব।
জীবন বিগতে কোথা রহিবে বৈভব॥

যদি আমি দিনান্তেও একবার আমার বর্ত্তমান অবস্থার কথা চিন্তা করিতাম য'দ আমি আমার ভজনাবস্থাকে সাধুগুরু-শাস্ত্রবৈষ্ণবের নির্দ্দেশমত তৌল করিতাম, তবে কি ভক্তির নামে বিষয়বিষের মাত্রাসংযুক্ত ভক্তিরস গ্রহণ করিতাম? যদি আমি হরিভজন না করার জন্য চিন্তা করিতাম, তবে কি হাসিয়া খেলিয়া দিন কাটাইতাম? যদি আমি নামগ্রহণের জন্য ব্যস্ত হইতাম, তবে কি নামাপরাধ দূরীকরণে এত বহির্মুখ থাকিতাম? যদি আমি সংসার-দাবানল নির্ব্বাপিত করিতে অভিলাষী হইতাম, তবে কি পুনঃ পুনঃ বন্ধুবান্ধবের সহিত আমোদ-আহ্লাদে রঙ্গ-চং, কথায় বার্ত্তায়, চিন্তাভাবনায় মত্ত থাকিতাম? যদি আমি শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্মই একমাত্র আশ্রয়স্থল জানিতাম, তবে কি অন্য কোন আশ্রয়ের জন্য লালায়িত হইতাম? যদি আমার বৈকুণ্ঠে যাইবার অভিলাষ থাকিত, তবে কি আমি সংসারাসক্তগণের সহিত চলাফেরা বা যুক্তি পরামর্শ করিতাম? যদি আমি বৈকুণ্ঠ-চিন্তাস্রোতে, বৈষ্ণবগণের চিন্তাস্রোতে, চিজ্জগতের চিন্তস্রোতে, শ্রীকৃষ্ণপ্রেষ্ঠের চিন্তাস্রোতে পড়িতাম, তবে কি সংসার-স্রোতে ভাসমান নরকযাত্রী জীবগণের কথায় কর্ণপাত করিতাম? যদি আমি সাধুদের চিন্তাস্রোতে পড়িতাম, তবে কি আমি অসাধু, অসজ্জনগণের কোন কথায় কাণ দিতাম? যদি আমি ক্ষণকালের জন্যও "অসৎসঙ্গ-ত্যাগ—এই বৈষ্ণব-আচার। স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর॥"—শ্রীমহাপ্রভুর এই বাক্য স্থিরচিত্তে ভাবিতাম, তবে কি আর অসৎসঙ্গ করিতাম? যদি আমি শ্রীধামের চিন্তা করিতাম তবে কি গ্রামের চিন্তা কখনও আমার চিত্তে আসিতে পারিত? যদি আমি বৈষ্ণবের অপ্রাকৃতত্ব, পরদুঃখ-কাতরতা, কৃষ্ণৈকশরণতা, গুরুদেবভক্ততা, অমানিমানদতা, কৃষ্ণবিরহ-চিন্তাপরায়ণতা প্রভৃতি বিষয়ের চিন্তা করিতাম, তবে কি বৈষ্ণবে জাতিসামান্য-বুদ্ধি ও তাঁহার চিত্তানুসন্ধান করিতাম? যদি আমি আমার স্বরূপচিন্তা করিতাম, তবে কি দেহধর্ম্মে ও মনোধর্ম্মে আবদ্ধ থাকিতাম? আমার আত্মনিবেদন ঠিক ভাবে হইয়াছে কিনা, যদি চিন্তা করিতাম, তবে কি শ্রীগুরুর আজ্ঞা-পালনে অক্ষমতার কথা জানাইতাম? এখন বুঝিতেছি, আমার যাহা যথার্থ চিন্তনীয়, উহার চিন্তা না করিয়া আমি অবান্তর কথার চিন্তায়ই দিন কাটাইয়াছি।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় উক্ত হইয়াছে—

"ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষু
উপজায়তে।
সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ কামাৎ
ক্রোধোঽভিজায়তে॥"

সুতরাং আমরা অনিত্য বিষয়-চিন্তা করিতে করিতে স্থূলভাবে অথবা সূক্ষ্মভাবে তত্তদ্বিষয়ের সঙ্গ করিয়া তাহাতে আসক্ত হইয়া পড়ি। আবার বিষয়ের প্রভাবও অতি ভয়ানক। যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—

বিষয়ের স্বভাব হয় মহা-অন্ধ।
সেই কর্ম্ম করায় যাতে হয় ভববন্ধ॥

জন্মজন্মান্তরাবধি প্রবাহিত এই বিষয়-চিন্তাস্রোত স্বেচ্ছায় বা শীঘ্র শত শত চেষ্টাদ্বারাও অবরুদ্ধ হইতে পারে না, মনে মনে জল্পনা-কল্পনা বা কিছু কিছু সাধন-চেষ্টাদ্বারাও পরিবর্ত্তিত হয় না। অসৎসঙ্গ সম্যগ্‌ভাবে বর্জ্জন করিতে না পারিলে প্রকৃত সাধুসঙ্গ হয় না। অসৎসঙ্গে আবদ্ধ থাকিয়া সাধুগণের চিন্তাস্রোতের গতি উপলব্ধি করা যায় না। সাধুসঙ্গবলেই অসচ্চিন্তা স্রোত দমিত হইতে পারে। কৃষ্ণবিরহের চিন্তা যে পরিমাণে আমাদের হৃদয় অধিকার করিবে, সেই পরিমাণে অসচ্চিন্তা বা মায়ার হাত হইতে উদ্ধার পাইব। অসচ্চিন্তাস্রোতে নিমগ্ন থাকিয়া শ্রীনামপ্রভুর সেবাও হয় না। তাই গৌর-পার্ষদবর শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বলিয়াছেন—

যদি করিবে কৃষ্ণনাম সাধুসঙ্গ কর।
ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিবাঞ্ছা দূরে পরিহর॥

আবার, সম্বন্ধজ্ঞানে সুপ্রতিষ্ঠিত না হইতে পারিলে বিপরীত চিন্তাস্রোতের হাত হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায় না। সম্বন্ধজ্ঞানের সহিত ভজন আরম্ভ না হইলে জীব কখনও দেবীধামের চিন্তাস্রোতের আক্রমণ হইতে অব্যাহতি পায় না। সদ্গুরুর আনুগত্যে হরিভজন আরম্ভ না হইলে মায়ার প্রবলস্রোত হইতে উদ্ধারের দ্বিতীয় উপায় নাই। এই জন্য পরমদয়াল বৈষ্ণব ঠাকুর গাহিয়াছেন—

কৃপা কর বৈষ্ণব ঠাকুর!
সম্বন্ধ জানিয়া ভজিতে ভজিতে
অভিমান হউ দূর॥

স্বপনেও না কর ভাই স্ত্রী-সম্ভাষণ   গৃহে স্ত্রী ছাড়িয়া ভাই আসিয়া

নিষ্কাম ভজন

(শ্রীসত্যানন্দ দাসাধিকারী)

নিষ্কাম ভজন, নিষ্কাম পূজন,
নিষ্কাম ভকতি সার,
কবে বা বোধের, লক্ষ্য হৃদয়ের,
হ'বে তাহা সবাকার।

কবে বা বুঝিব, কবে বা শিখিব,
প্রতিষ্ঠা-কামনা ছার,
যাহা হ'তে হায়, ভক্তি দূরে যায়,
ভুলে যাই সারাৎসার।

কামনার নাশ, ভক্তির বিকাশ,
হবে সদা পাশাপাশি,
কামের উদয়, ভকতি বিদায়,
সেবা-প্রাণতার নাশ'।

ভজনের আশ, সেবা-অভিলাষ,
হৃদয়ে আছয়ে যার,
লোভ প্রতিষ্ঠার, বাহ্য প্রশংসার,
দূর হোক সদা তার।

নিষ্কিঞ্চন ভাব, নিষ্কাম সেবায়,
কাম হয় প্রতিকূল,
চিত্ত বিক্ষেপণে, মন উচাটনে,
হৃদ্ভজন সমতুল।

প্রতিষ্ঠার লোভ, যাহা বিনা ক্ষোভ,
মাৎসর্য্যেতে পরিণতি,
এ হেন বিপদে, আনকি ইহাতে,
কদাপি না হোক রতি।

নিষ্কিঞ্চন যারা, কভু নহে তারা,
"মোটরের" চাকা প্রায়,
"পাম্প" বিনা যার, শক্তি চলিবার,
নাহিক মুহূর্ত্ত হায়!

মানে, অপমানে, হেলা বা যতনে,
অবিকৃত চিত্ত যার,
নাম-সংকীর্ত্তনে, নামীর ভজনে,
লালসা সদা রহে তার॥

পরস্পর-প্রীতি, চাই স্বার্থ নতি,
প্রতিদানে নাহি চায়,
সরল ভাবেতে, অকপটচিত্তে,
গুরুসেবা আচরয়।

সেবা উপেক্ষায়, ফিরিয়া না চায়,
দৃঢ়ভাবে সেবা-রত,
এ হেন সুজন, শ্রীগুরুসেবন,
ক'রে সদা হ'বে প্রীত।

কাম-অপূরণে, ক্রোধের তাড়নে,
সংঘাতিত নহে যেবা,
বুদ্ধি-শুদ্ধ হ'বে, নূতন প্রাণে,
থাকে অকৈতব সেবা।

তাই মোর মন, ঘৃণা কাম জেন,
দূর হ'তে সদা ভাবি',
নিষ্কিঞ্চন হ'য়ে, শুদ্ধ ভক্ত ল'য়ে,
চরিত্র সদা পূজি।

শুদ্ধভক্তি মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ

(আকর-মঠরাজ)

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ গজ উত্তর-পূর্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্যবর্য শ্রীগুরুদেবের-ভজনে শ্রীচৈতন্যমঠ বিরাজমান। এই স্থান শারদ্বত-তীর্থ, সরস্বতীপীঠ ও সাধুভক্তজনপূর্ণ। এই মঠটিতে শ্রীভক্তি-বিনোদের ব্যাকরণাদি বেদান্তশাস্ত্রের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধর ও নানাস্থ সম্প্রদায়িক-আচার্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সেবা নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠ হইতে পারমার্থিক দৈনিকপত্র 'নদীয়া-প্রকাশ' সম্পাদনে প্রকাশিত ও শুদ্ধভক্তি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' মুদ্রণে প্রকাশিত হইয়াছেন। প্রতি বৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমোৎসব ও অন্যান্য উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫

শ্রীমহাপ্রভু-প্রচারিত সুনির্মল ভক্তি-ধর্ম-প্রচারোদ্দেশ্যে গৌড়দেশের সর্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে ইহা প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই মঠে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দজীউ সর্বাগ্রে নিত্য সেবিত হন। 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। প্রত্যহ পাঠ, সংকীর্তন, সপ্রমাণ-চতুর্বেদ, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি গ্রন্থের সম্যক আলোচনা হয়। এই মঠ হইতে মহানগরীর সর্বত্র হরিকথা-প্রচার, মহামন্ত্র-সংকীর্তন, বক্তৃতা, যাত্রা ও সংকীর্তন-মহামহোৎসবাদি অনুষ্ঠানের প্রকাশ হয়। মঠরক্ষক—মহামহোপদেশক আচার্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও বিষ্ণুপ্রিয়া সহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী সেবাকোবিদ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমহাপ্রভুর কীর্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী এখানে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্তমান, রক্ষক—শ্রীসর্বেশ্বর দাসাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্তমান। রক্ষক—গোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

(৭) কাজীর সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপা-প্রাপ্ত শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীসদানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তালোক।

(৮) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও রাধামাধবের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান দাস ব্রহ্মচারী।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্র নাথ দাসাধিকারী।

১০) মোদদ্রুম-ছত্র "গৌড়ের নৈমিষ

মাউগাছি, পোঃ কাশ্যপ. (বর্দ্ধমান)।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান। শ্রীগৌরনিত্যানন্দের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীবঙ্কুবিহারী ব্রজবাসী, ভাক্তভূষণ।

(১১) শ্রেতিয়া কুঞ্জকানন

শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী,

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক— শ্রীনরোত্তম ব্রহ্মচারী।

(১২) কৃষ্ণকুটীর—পোঃ কৃষ্ণনগর,

নদীয়া। রক্ষক—শ্রীঅনন্তবাসুদেব অধিকারী

(১৩) ভাগবত-আসন—পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

এই স্থান হইতে ভাগবত-প্রিন্টিং প্রেস-প্রকাশনী প্রচারিত হয়। রক্ষক—শ্রীবনানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তালোক, কার্যাধ্যক্ষ।

(১৪) একায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ তালখালি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরাধানাথ ভট্টাচার্য গোস্বামী ভক্তিসার।

(১৫) মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিবিনোদ ব্রজবাসী।

(১৬) মাধ্বগৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, পোঃ ঢাকা

পূর্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্তমান। রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ।

(১৭) গোপালজীউ মঠ—কমলাপুর,(ঢাকা)

গোপালজীউ শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিদ্যমান। রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রজবাসী.

(১৮) মদন গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)।

এখানে শ্রীমদন-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(১৯) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

রহমতপুর, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য অধ্যাপক শ্রীপ্রভুপাদ ভাক্তশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২০) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাদ্রু, (ঢাকা)

এখানে মদনমোহন শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(২১) আমলাজোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

, পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারীর নিত্য-সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীনরহরি দাসাধিকারী.

(২২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

কুরুরকোলা, পোঃ চিংড়া, (মানভূম

এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী।

(২৩) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকালবা, পোঃ নারায়ণগড়, মেদিনীপুর।

এখানে গুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তবন্ধু।

(২৪) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী।

(২৫) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাদামবাড়ি, পোঃ বক্সীবাজার, (কটক)

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদবিহারী জীউর নিত্যসেবা বর্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর

(২৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ কৃষ্ণদেব পুরী,

শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন।

(২৭) পুরুষোত্তম মঠ

চাকতীর্থ, পোঃ পুরী উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদপ্রাণবল্লভজীউর নিত্য-সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীমাধব আচার্য

(২৮) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌরাঙ্গরাজদেবের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীবিপিন-বিহারী দাসাধিকারী।

(২৯) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ;

পোঃ কভুর, কবেই গোদাবরী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্তমান। মঠরক্ষক—শ্রীবিশ্বেশ্বর দাসাধিকারী ভক্তালোক।

(৩০) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪২নং কবিরপুরা, বেনারস সিটি

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকাগিরিধারীর সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীসর্বেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(৩১) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ

(৩২) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর

এখানে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠশালা ও গৌর-বিনোদ-বিহারীজীর সেবা বর্তমান।

রক্ষক—শ্রীসত্যনারায়ণ দাসাধিকারী।

(৩৩) কৃষ্ণচৈতন্য মঠ

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

এখানে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিত্য-সেবা হয়। রক্ষক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠ

বিশ্রামঘাট মথুরা

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ

(৩৫) রাধাকুণ্ড-কুঞ্জকুটীর—শ্রীরাধাকুণ্ড

রক্ষক—শ্রীরাধারমণচরণদাস ব্রহ্মচারী

(৩৬) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৩৭) গোকুলবিহারী মঠ

শেখপাটী, পোঃ গোকোল, জেলা গুর্জর (গাজাব) রক্ষক—শ্রীগোকুলবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৩৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪০নং আরাম রোড, নিউ দিল্লী।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্বিকাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী

(৩৯) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল।

এখানে গৌরবিনোদবিহারীর সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীবনমালী অধিকারী।

(৪০) সারস্বত-গৌড়ীয় মঠ

৫ হরিপদ নারায়ণপুর, চট্ট, দি

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিস্বরূপ গিরি

(৪১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ রায়পেট্টা মাদ্রাজ।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্বিকাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীপাদ কৃপানন্দ ভক্তিবিকাশ।

৪২) বোম্বে-গৌড়ীয়-মঠ কার্য্যালয়

গোরাই রোড, চোপাটি বিল্ডিং, বাংলো নং ১, বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দেবশর্মা মজুমদার।

(৪৩) অমরসি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমরসি, মেদিনীপুর

রক্ষক শ্রীরামেশ্বর দাস অধিকারী

(৪৪) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্চকা, কামরূপ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী

(৪৫) পাটনা গৌড়ীয় মঠ

১০০ মিঠাপুরা, পাটনা।

রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী ভাগবত

(৪৬) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠ বালেশ্বর

রক্ষক—শ্রীঅনোহরকান্ত ব্রহ্মচারী

(৪৭) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয়

৩ গ্লাস্টার হাউস, ক্যাম্বেল গার্ডেন্স, আর্লস কোর্ট ৭, লণ্ডন

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ।

(৪৮) বার্লিন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

Berlin W. 30

Eisenacher strasse 29 II

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

প্রকাশকের প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—প্রথম ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ৩৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিস্কন্ধ ।৵০
২। অমৃতপ্রবাহভাষ্য শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। অনুভাষ্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সংস্কৃত-গ্রন্থ ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড — ১৲; ৩য় খণ্ড — ৸
৪ ৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—১৲; ২য় খণ্ড - ৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব—১৲
৮। সৎক্রিয়াসার—দীপিকা ও সংস্কার-দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণব-মঞ্জুষা ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ২৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ॥০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ।০
১৮। প্রেমবিবর্ত্ত ।০
১৯। অর্চ্চনাবৈভব কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵০
২১। গৌড়ীয়-মাহাত্ম্য ৵০
২২। ভজন-রহস্য ॥০
২৩। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীনবদ্বীপধাম (বাঁধা)
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
২৬। শ্রীভাগবত-দর্শন সাধন-ভাষ্য ॥০
২৭। বৃহদ্ভাগবতামৃত অনুবাদ সহ ২৲
২৮। বেদান্তসূত্রের সারার্থ ॥০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸
৩০। দীন-হীন কৃপণ ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা /১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি /০
৪১। গীতাবলী ৴০
৪২। চিত্রে নবদ্বীপ ।১০
৪৩। সাধনপথ ৴০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৪৫। নবদ্বীপশতক /০
৪৬। অর্চ্চনপদ্ধতি /০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ /০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (৩য় সংস্করণ) /১০
৪৯। আত্মঙ্গল /১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (১ম খণ্ড) ৬৲
৫১। প্রমেয়রত্নাবলী
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ)
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ০
৫৫। ভক্তমুক্তাবলী বা মাহাত্ম্যসংগ্রহ ।০
৫৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? /০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণবিজয় ৶০
৫৯। শিক্ষাষ্টক ৶০
৬০। সারস্বতী /০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যলীলামৃত সারঃ ॥০
৬১। সিদ্ধান্ত-দর্পণ বা বিভিন্নঃ ।০
৬২। সটিক শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৬৩। উপদেশামৃতম্ ।০
৬৪। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৷৵০
৬৫। গৌড়ীয়মঠের পাঠ্যঃ /০
৬৬। সারার্থদর্শনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৭। রায় রামানন্দ ॥০
৬৮। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন্ গোরা ॥০
৬৯। নাম-ভজন ।০
৭০। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজি অ্যাণ্ড অন্টলজি ॥০
৭১। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ৷৵০
৭২। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।০
৭৩। বৈষ্ণবীজম ।০
৭৪। গোল্ডেন্ গৌড়ীয়মঠ উইথ্ ক্লুইট /০
৭৫। দি ভাগবত ।০
৭৬। থিওলজি অব্ ভক্তি অ্যাণ্ড আফেলডেল ডিভোশন ।০
৭৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ॥০
৭৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৭৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮০। সাধন-পথ ।০
৮১। কল্যাণ কল্পতরু /১০
৮২। গীতাবলী /০
৮৩। শরণাগতি ৴০

আসাম ভাষায় প্রকাশিত

৮৪। শরণাগতি /০

তেলগু ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মৃত্যু পথযাত্রী প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই চতুর্দিকে অত্যন্ত আদৃত। শিশুর প্লীহা সংযুক্ত কামলা এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৸০ আনা, বড় বোতল ১৷৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক জে. বি. দত্ত এণ্ড কোং-র অভিনব আবিষ্কার

ফাউন্টেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন প্রকারে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।
জে. বি. দত্ত এণ্ড কোং
সরবরাহ—৯নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার
কলিকাতা

আমাশয় ও পেটের পীড়ায়

শ্রীশ্যামানন্দ দাস কবিরাজের আবিষ্কৃত

—গ্রহণী বজ্র

ব্যবহার করুন

আমাশয়, রক্তামাশয় অতিসার, গ্রহণী, অজীর্ণ, পেটফাঁপা, অম্লরোগ, সূতিকা ও শিশুর উদরাময় প্রভৃতি সকল প্রকার নূতন ও পুরাতন পেটের পীড়ায় গ্রহণী বজ্র প্রত্যক্ষ ফল প্রদ মহৌষধ।

বাহারা পেটের পীড়ায় নানাবিধ চিকিৎসায় হতাশ ও চন্দ্রমুখের ব্যবহার করিয়া ফল লাভ করিতে পারেন নাই তাঁহারা গ্রহণী বজ্র ব্যবহার করুন, উহার গুণে মুগ্ধ হইবেন। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। মূল্য বড় শিশি ॥০ আনা, ৩ শিশি ১।০ টাকা ডাক মাশুল ।৵০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীকৃষ্ণ ঔষধালয়, ময়মনসিংহ।
ঢাকার এজেণ্ট মেসার্স মহেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং
পাটুয়াটুলি, ঢাকা

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তশাস্ত্রী কর্তৃক ও
ডাঃ কুঞ্জবিহারী ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ অধ্যক্ষ এল, এম, এফ, কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সুবর্ণ সুযোগ ! সুবর্ণ সুযোগ !

শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদরচিত গৌড়ীয়ভাষ্য সহিত

বিরাট গ্রন্থ

শ্রীশ্রীচৈতন্য ভাগবত

গ্রন্থের আয়তন :—ক্রাউন কোয়ার্টো মূল ১০৯৬ পৃষ্ঠা, সূচীপত্র ২৪৪ পৃষ্ঠা, মোট ১৩৪০ পৃষ্ঠা

ভিক্ষা (বাঁধাই) মাত্র ৭৲ সাত টাকা

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা

নদীয়া সার্টিফিকেট আদালতের নীলাম ইস্তাহার

কেস্ নং এবং কোর্টের নাম	নীলাম ইস্তাহার (A) (B), (C) ধারায় প্রকাশিত	ডিক্রিদার	৪ দেনদার	৫ যে দাবীর জন্য সম্পত্তি বিক্রয়ের আদেশ করা হ	৬ বিক্রয়ের স্থান তারিখ ও সময়	কি প্রকার স্বত্ব	থানা, মৌজার নাম ও গ্রাম	৯ খতিয়ান নং প্রভৃতি (জানা থাকিলে) অথবা অন্য প্রয়োজনীয় বিবরণ	১০ জমির পরিমাণ (জানা থাকিলে)	১১ জমা (জানা থাকিলে)	১২ মন্তব্য
৩৮ R, P, ৩৪।৩৫ নদীয়াসার্টিফিকেট আদালত		আর পালচৌধুরী	হেমন্ত বাগ দিং	৩৭৯৶/৩	১৩।৬।৩৫	রায়তি স্থিতিবান	থানা শান্তিপুর মৌজে মতনা	২১২ খতিয়ান	৬-৬৪	১৩৯৶০	আর পালচৌধুরী
৩৩ R, P, ৩৪।৩৫			অবনী মণ্ডল দিং	৫৯২৻৪	১৩।৬।৩৫	মধ্যস্বত্ব চিরস্থায়ী	থানা শান্তিপুর মৌজে নিবডুয়	২৬০ খতিয়ান	৪৬-৫৫	৬৬৲	
২৩৫ B, ৩৪।৩৫		বিভূতিভূষণ পালচৌধুরী দিং	কালীপদ বন্দী	১২১/১৫	৩।৬।৩৫	রায়তি স্থিতিবান	থানা নাকাশীপাড়া সাং বিবিপুর	২:২ খং	২-৫৩	১৲৯	বিভূতিভূষণ পালচৌধুরী দিং গং
২০১ B, ৩৪।৩৫		ঐ	ই'-পদ্মনাভ দিং	;৪৸/১	৩।৬।৩৫		থানা চাপড়হরা সাং হবেলা	২০৯ খতিয়ান	১-৪৬	২॥০	
৭৯০ R, P, ৩৩।৩৪		আর পালচৌধুরী	একরাম মণ্ডল	২:৸/৯	৭।৬।৩৫	মধ্যস্বত্ব চিরস্থায়ী মোকররী	থানা নবদ্বীপ সাং চৌয়া	৩২৭ খতিয়ান	১ ৯০	১২,	আর পালচৌধুরী
১১২ N, R, ৩৪।৩৫		গৌরীশচন্দ্র রায় বাহাদুর	দুর্গাচরণ বসু দিং	১১১৷/৯	৭।৬।৩৫	রায়তি স্থিতিবান	থানা কৃষ্ণনগর পশ্চিম আড়ঙ্গাবেলা	৬২ খতিয়ান	১৪-১	২৮৸/৬	গৌরীশচন্দ্র রায় বাহাদুর
২৭৯ N, R, ৩৪।৩৫			নন্দলাল পাল দিং	২০॥০	১০।৬।৩৫	নিষ্কর		৪০ খতিয়ান	১৮ ৫১	৬৲সেস	
৩১ A, ৩৪।৩৫		মণীন্দ্রমোহন আচার্য্য দিং	করিম মালিতা	৯৸/১১	১০।৬।৩৫	রায়তি স্থিতিবান	যোড়াবিয়া থানা ও মৌজে দৌলতপুর	১০৮ খতিয়ান	৩৮৪	২৷১৫	মণীন্দ্রমোহন আচার্য্য দিং
৩২ A, ৩৪।৩৫		ঐ	ঐ	৮৸/৭	১০।৬।৩৫	রায়তি স্থায়ীস্বত্ব	থানা ও মৌজে দৌলতপুর	৬৩৭ খতিয়ান	৩৫১	১৷১৬	ঐ
৩৩ A, ৩৪।৩৫		ঐ	খাজের মালিতা	১৩৶/৯	১০।৬।৩৫	রায়তী স্থিতিবান	থানা ঐ	৫৪১ খতিয়ান	৩৪১	৩৷০	
৭ A, ৩৪।৩৫		ঐ	[illegible] বিবি	১৯৷১০	১০।৬।৩৫	ঐ	থানা ঐ	১.৩৬।৩৮ খতিয়ান	৩৪৮	৪৪/২	

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'প্রকাশ' নবদ্বীপ

দৈ নি ক

REG. C 1544

শ্রীচৈতন্যোপনিষদ্
বহু বৎসরে দুষ্প্রাপ্য ও
অপ্রকাশিত প্রকাশিত
হইয়াছে। কাগজ ও
ছাপা অতি উত্তম।
ভিক্ষা ।০ মাত্র
শ্রীচৈতন্যমঠ,
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

নদীয়াপ্রকাশ
THE
NADIA-PRAKASH

"গৌড়ীয়"
৭ম বর্ষ চলিতেছে।
১১শ বর্ষ পর্যন্ত
প্রতি বর্ষ কাগজে
বাঁধাই
ভিক্ষা ৩৯০ মাত্র।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ
বাগবাজার, কলিকাতা

অপ্রাকৃতের সংবাদ প্রচার—একমাত্র উদ্দেশ্য

১০ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১৭ই বৈশাখ, মঙ্গলবার ১৩৪২, ৩০শে এপ্রিল ১৯৩৫ [৫০শ সংখ্যা

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

——:o:——

ক্ষ্যাপার ভগিনী ও ভাগিনেয়ী হত্যা

গত ১৮ই এপ্রিল শ্রীহট্ট সহর হইতে ৩ মাইল দূরবর্তী চাপাট (নিজ গোয়ালী) গ্রামে আবদুল জব্বার নামক এক উন্মাদ লোমহর্ষণ কাণ্ড করিয়াছে। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ আবদুল জব্বারের মস্তিষ্ক একটু বিকৃত ছিল। ঘটনার দিন সে তাহার ভাই আবদুল মনাফ মিঞার সহিত একত্র আহার করিতে বসে। হঠাৎ আহার হইতে উঠিয়া রান্নাঘর হইতে একখানা বাঁট 'দা' নিয়া আসে। তাহার কন্যা শয্যাশায়ী স্ত্রী কোলছুরো বারান্দায় শুইয়াছিল। আবদুল জব্বার প্রথম এক কোপে তাহার গলদেশ দ্বিখণ্ডিত করে। কোলছুরোর ৩৫ বৎসর বয়স্কা কন্যা মরিয়মী নিকটে ছিল। আবদুল জব্বার তাহার গলদেশও দ্বিখণ্ডিত করে। ঘটনা দেখিয়া তাহার এক বৃদ্ধা মাসী চীৎকার দিয়া উঠিলে আবদুল জব্বার তাহার গলদেশে ২।৩ কোপ দেয়। বৃদ্ধার হাত প্রায় দ্বিখণ্ডিত হইয়াছে। অতঃপর সে তাহার বৃদ্ধা মাকে ও আবদুল মনাফের স্ত্রীকে কোপাইতে আরম্ভ করে। বাড়ীতে আর্তনাদ শুনিয়া নিকটবর্তী বাড়ীর লোকজন আসিয়া অতি কষ্টে আবদুল জব্বারকে পাকড়াও করে। পুলিশ সংবাদ পাইয়া ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়। আবদুল জব্বারের মা, মাসী ও মনাফের স্ত্রীকে হাসপাতালে পাঠান হইয়াছে, মাসীর বাঁচিবার আশা খুব কম।

আবদুল জব্বার পুলিশের নিকট বর্ণনা করে যে, একপাল বাঘ আসিয়া তাহাকে আক্রমণ করিয়াছে দেখিতে পাইয়া সে 'দা' দিয়া সেই বাঘগুলিকে কাটিয়াছে। তাহাকে জেলে রাখা হইয়াছে।

পার্শ্বেলের মধ্যে মৃতদেহ

মাদ্রাজ হইতে প্রকাশ, মাদুরা জংশনের রেলওয়ে বেলদারের নারায়ণস্বামী আয়ারের প্রতি মাদুরার দায়রা জজ যে প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, আপীলে হাইকোর্ট তাহা নাকচ করিয়া দিয়াছেন। নারায়ণস্বামী গত ১৯৩৪ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী তারিখের সন্ধ্যাকালে তাহার পত্নীকে হত্যা করিবার অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়াছিল। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে, একখানি ট্রেণ ত্রিচিনপল্লীতে পৌঁছিলে কাঠের একটি বাক্সের মধ্য হইতে দুর্গন্ধ বাহির হইতেছে দেখা যায়। একজন সাব ম্যাজিষ্ট্রেট এবং পুলিশ ও রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের সম্মুখে উহা খোলা হইলে দেখা যায় যে, উহার ভিতরে একটি স্ত্রীলোকের গলিত শব রহিয়াছে। পরে আসামীকে গ্রেপ্তার করিয়া দায়রা সোপর্দ করা হয় এবং তাহার প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদত্ত হয়। আপীলে হাইকোর্ট উক্ত দণ্ড নাকচ করিয়া দিয়াছেন এবং এই মর্ম্মে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে, স্ত্রীলোকটী যে খুন হইয়াছিল তাহার কোনই প্রমাণ নাই।

———

ট্রেণে ভদ্রবেশী জুয়াচোর

এলাহাবাদ হইতে প্রকাশ, আসামের যুবক জমিদার শ্রীযুক্ত গৌরীশঙ্কর এলাহাবাদ আসিবার পথে জনৈক সহযাত্রী কর্তৃক প্রতারিত হইয়াছেন। ঐ সহযাত্রীর পরিধানে দামি বেশভূষা পরিচ্ছদ ছিল এবং সে নিজেকে স্যার তেজ বাহাদুরের প্রাইভেট সেক্রেটারী বলিয়া পরিচয় প্রদান করে। উল্লিখিত যুবক আসামের জমিদারী লইয়া বিরোধ চলিতেছে এবং সে সম্বন্ধে তিনি উকীলের মত লইতে চাহেন, আলাপ-প্রসঙ্গে তিনি ঐ অপরিচিত ব্যক্তিকে সেকথা বলেন। তখন অপরিচিত ব্যক্তি নিজেকে স্যার তেজবাহাদুর সপ্রুর প্রাইভেট সেক্রেটারী বলিয়া পরিচয় দেয় এবং প্রথম দর্শনেই সম্প্রীতি রাখিবার চিহ্নস্বরূপ বিনা পয়সায় স্যার তেজবাহাদুরের অভিমত লইয়া দিতে চাহে। টুণ্ডলা ষ্টেশনে অপরিচিত ব্যক্তি তথায় 'বন্ধুকে' পান খাইতে দেয়। সেই পান খাইয়া যুবক জমিদারটীর মাথা ঘুরিতে থাকে এবং তিনি ঘুমাইয়া পড়েন। তিনি অর্দ্ধ অচৈতন্য অবস্থায় এলাহাবাদ আসিয়া পৌঁছেন। তিনি দেখেন যে, এক বাগানের মধ্যে তিনি শয়ন করিয়া আছেন। অপরাহ্নে তিনি কোন রকমে এলাহাবাদে এক অধ্যাপক বন্ধুর গৃহে আসিয়া উপস্থিত হন। তখন ডাক্তার ডাকা হয়। ডাক্তার আসিয়া ব্যবস্থাদি করার পর তিনি সম্পূর্ণ সংজ্ঞালাভ করেন।

সম্পূর্ণ সংজ্ঞালাভের পর তিনি সমস্ত ঘটনা বিবৃত করেন। তাঁহার পকেটে প্রায় ৪০টী টাকা ছিল; কিন্তু তাহা আর পাওয়া যাইতেছে না। তিনি বলেন যে, ঐ অপরিচিত ব্যক্তির নিকট যে ভিজিটিং কার্ড ছিল, তাহা সে তাঁহাকে দেখাইয়াছিল এবং তাহাতে সে ব্যক্তি স্যার তেজবাহাদুরের প্রাইভেট সেক্রেটারী বলিয়া লেখা ছিল।

———

পাটনায় ভীষণ বাস দুর্ঘটনা

পাটনা সহরের চক অঞ্চলে ২৫শে এপ্রিল প্রাতে একটী ভীষণ বাস দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে। প্রকাশ, বাবু জীবনলালের একজন ভৃত্য একটী ৭ বৎসরের বালক ও একটী শিশুকে ক্রোড়ে করিয়া পায়ে হাঁটিয়া চকের দিকে যাইতেছিল। এমন সময় একখানা বাস আসিয়া তাহাদিগকে চাপা দেয়। ঐ বাসখানা বাঁকীপুর হইতে পাটনা সহরে যাইতেছিল। দুর্ঘটনার ফলে ৭ বৎসর বয়স্ক বালকটির তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয় এবং ভৃত্য ও শিশুটি গুরুতরভাবে আহত হয়। বাস চালককে গ্রেপ্তার করিয়া হাজতে রাখা হইয়াছে।

লোমহর্ষণ ডাকাতি

জব্বলপুরের বাঘডিউটা গ্রামে একটী লোমহর্ষণ ডাকাতি হইয়া গিয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। ডাকাতেরা বহু সম্পত্তি লুণ্ঠন করে এবং একজন বণিয়াকে হত্যা করে। বণিয়ার স্ত্রী ও বাড়ীর অন্যান্য লোকজনকে গুরুতরভাবে আহত করে অতঃপর তাহারা এক ব্যক্তিকে অপহরণ করিয়া লইয়া যায়। প্রকাশ একদল সশস্ত্র ডাকাত মধ্য রাত্রিতে এক বণিয়ার বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া বণিয়াকে খুন করে এবং বাড়ীর অন্যান্য অনেককে গুরুতরভাবে প্রহার করে। লুণ্ঠিত দ্রব্য লইয়া পলায়নের সময় তাহারা ঐ বাড়ীর একজন লোককে লইয়া যায় সম্ভবতঃ টাকা আদায় করিবার জন্যই তাহারা ঐ ব্যক্তিকে লইয়া গিয়াছে।

———

পাটের গুদামে আগুন

গত বৃহস্পতিবার রাত্রি ১০-১৫ মিনিটের সময় নারায়ণগঞ্জে শীতলক্ষ্যা ঘাট জুট প্রেসে ভীষণ আগুন লাগিয়াছিল। ৫টি দমকল এবং একটী কারখানার ব্রিগেড একযোগে অনবরত চেষ্টার পর আগুনকে বশে আনিতে সমর্থ হয়। শুক্রবার সকাল সময় পর্যন্ত দেখা যায় যে, আগুন তখনও জ্বলিতেছিল।

পার্বত্যাঞ্চলে দস্যুদের অত্যাচার

২৫শে এপ্রিল আসমারা (রোম) হইতে প্রচারিত একটি সরকারী ইস্তাহারে প্রকাশ যে, ইথিওপিয়া হইতে আগত উদ্বাস্তু পার্বত্যবাসিগণ গ্রামের পথে আক্রান্ত হইয়াছিল। উক্ত ইস্তাহারে ইহাও বলা হইয়াছে যে, সেটিত ও গোন্দার নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে দস্যুদের একটি দল বর্তমান এবং তাহারা ... নিকট হইতে ... লুণ্ঠন করিয়া থাকে। একটি ... সমস্ত ... সম্পূর্ণ ... হইয়াছে এবং ঐ দলের একজন নিহত ও দুইজন আহত হইয়াছে।

এতদ্ব্যতীত ... ও মধ্যোক্ত নদীর অঞ্চলে ... নেতা এই কথা বলিয়াছেন যে তাহার অনুমতি ব্যতীত ঐ অঞ্চল দিয়া পার্বত্যাঞ্চলে যাইতে পারিবে না। উক্ত ইস্তাহারে ইহাও বলা হইয়াছে যে আবিসিনীয় সরকার এইরূপ পরিস্থিতির বিষয় অবগত আছেন অথচ দস্যুদের উপদ্রব নিবারণের জন্য কোন প্রকার ব্যবস্থা করেন নাই এবং এইরূপে সীমান্তবর্তী অঞ্চলসমূহে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা ব্যাপারে নিজেদের অক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন।

মেল ডাকাতি

আজমীরের মেল ডাকাতি সম্পর্কে ইসলামপুরনিবাসী রশীদ বে, আলীপুরগ্রামের ... মণীন্দ্র রায় ... রায় এবং ... কে ... আদালতে ... হয়। ... বৎসর ... মেল ডাকাতি হয়। ... সময় কয়েক হাজার টাকা পূর্ণ ... মেল-ব্যাগ লুণ্ঠিত হয়। ... হাজতে রাখিবার আদেশ ... দলের মধ্যে ... প্রকাশ যে, ... নামক জনৈক ... নিকট ... স্বীকারোক্তি প্রদান করে এবং ফলে উক্ত লোকদিগকে গ্রেপ্তার করা হয়।

নূতন স্বর্ণখনি আবিষ্কার

মাদ্রাজ, ... প্রকাশ, নীলগিরি জেলার পাদদেশে ... স্বর্ণখনি বাহির করিবার চেষ্টা ... বলিয়া ... সংবাদ চলিয়া আসিতেছে এবং কিছুদিন পূর্বে মাদ্রাজের একটি কোম্পানী ও ... আর একটি কোম্পানী ঐ অঞ্চলটি জরীপ ও পরীক্ষা করে। এক্ষণে প্রকাশ, ঐ দুইটি কোম্পানী সম্মিলিতভাবে স্বর্ণখনির কাজ আরম্ভ করিবার মতলব করিয়াছে। নীলাম্বর ও ... হয় এবং জমি গ্রহণের জন্য কথাবার্তা চলিতেছে। এই জমি উত্তরাঞ্চল কালিকট রাজপথের ধারে অবস্থিত। পাইকারা ... হইতে সহজে বৈদ্যুতিক শক্তি ঐ স্থানে সহজেই পাওয়া যাইতে পারে। কোম্পানীর উদ্যোক্তাগণ ঐ স্থান ... হইবে বলিয়া ... ধারণা করিতেছেন। প্রকাশ, তাঁহারা সত্বর কলকব্জা আমদানি করিবেন এবং এই বৎসরের মধ্যেই কাজ আরম্ভ করিবেন।

রৌপ্যমূল্য বৃদ্ধি

পৃথিবীর বাজারে বিশেষতঃ লণ্ডনে, রৌপ্যের দর বাড়িয়া যাওয়ায় যুক্তরাষ্ট্র সরকার আভ্যন্তরীণ রৌপ্যের মূল্য বাড়াইবেন কিনা সেই বিষয়ে পর্যবেক্ষকগণের মধ্যে গবেষণা চলিতেছে।

যুক্তরাষ্ট্রের অর্থসচিব মিঃ মর্গেনথাও ১৮শে এপ্রিল সাংবাদিকগণের এক বৈঠকে বলেন যে, "আমরা কি করিব তাহা লইয়া কোন বাজি রাখিবেন না।" তিনি আরও বলেন যে, অর্থ-সচিবের দপ্তর সব সময়েই স্বতন্ত্র ভাবে কাজ করিতেছেন এবং যে কোন মুহূর্তেই সিদ্ধান্ত গৃহীত হইতে পারে।

রাজস্ব বিভাগের অন্যান্য সদস্যগণ কোনরূপ মতামত প্রকাশ করিতে অস্বীকৃত হন; কারণ তাঁহারা মনে করেন যে কোনরূপ অভিমত প্রকাশ করার অর্থ ফটকাওয়ালাদিগকে সংবাদ দেওয়াই সামিল।

যে সরকারী মহলের সাধারণ অভিমত এই যে, পৃথিবীর বাজারে রৌপ্যের দর যদি আউন্সে ৭-১১ সেন্ট অপেক্ষা বাড়িয়া যায় তাহা হইলে আভ্যন্তরীণ দর আরও বাড়ান হইবে।

অভাবে আত্মহত্যা

চুঁচুড়া গ্রামের এক পুকুরে সম্প্রতি এক মধ্যবয়স্ক স্ত্রীলোকের মৃতদেহ ভাসিতে দেখা যায়। প্রকাশ যে দৈন্যই তাহার মৃত্যুর কারণ। তাহার মৃত স্বামী ... তাঁহার পুত্র এবং শিশু কন্যাকে একমাত্র সেই ... পোষণ করিত। গত চারিমাস সে অতি কষ্টে তাহাদিগকে প্রতিপালন করিতেছে। মনে হয়, তাহার জীবনের প্রতি বিরাগ জন্মিয়াছিল। সে মাঝে মাঝে বলিত যে, জীবনই অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। সম্প্রতি যে ... তাহাতে তাহার দুঃখ ... উত্তরোত্তর বাড়িয়া উঠিয়াছিল। তাহার পর হইতে তাহাকে আর দেখা যাইতেছিল না। পরে তাহাকে ... পুকুরে ভাসিতে দেখা যায়। মনে হয় স্ত্রীলোকটি দুঃখকষ্ট হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য আত্মহত্যা করিয়াছে।

বিচারকের রায়ে মুক্তি

'... ও ... নামে উল্লেখযোগ্য ও বিস্ময়কর, একখানি পাণ্ডুলিপি রাখার জন্য জীবনকৃষ্ণ ... নামক ফরিদপুর জেলার ... উক্ত ... বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীর জনৈক ছাত্র ... ফরিদপুরের স্পেশাল ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ পি সি মজুমদার কর্তৃক ২ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়। উক্ত কারাদণ্ডাজ্ঞার বিরুদ্ধে ফরিদপুরের দায়রা জজের আদালতে আপীল করিলে জজ আসামীকে মুক্তিপ্রদান করেন।

সংক্ষিপ্ত ঘটনার অভিযোগে প্রকাশ, জীবনকৃষ্ণ ও তাহার দুই ভাই যে গৃহে বাস করিত পুলিশ সেইখানে খানাতল্লাসী করে এবং উক্ত পাণ্ডুলিপি প্রাপ্ত হয়। পাণ্ডুলিপিখানি যেখানে ছিল সেইখান হইতে কালীকান্ত চক্রবর্তী নামক জনৈক কেরানীকে দৌড়াইয়া বাহির হইয়া যাইতে দেখা যায়; পুলিশ তাহাকে ধৃত করিতে সমর্থ হইয়াছে। ১৩ ব্যক্তির বিরুদ্ধে ব. সং. কোঃ আইনে নোটিশ জারী করা হইয়াছিল।

এইরূপ অবস্থায় জজ এই বলিয়া মত প্রকাশ করেন যে, আসামীর নিকটই যে যে পাণ্ডুলিপি ছিল তাহা নিশ্চিতরূপে বলা যায় না; অতএব তিনি তাহার দণ্ডাজ্ঞা নাকচ করিয়া দেন।

কলিকাতার বাজার দর

তেলের দর

উৎকৃষ্ট সরিষার তৈল	১৪।০-১৫৷৹
ঐ খুচরা	১৬৲-১৬৷৹
নারিকেল তৈল	১১।০-১১৷৹
রেড়ির তৈল	১০৷৵০-১১৷৹

চাউলের দর

	প্রতি মণ
বালাম	৬।০
মাঝা চাল	৫৷৵০
কাটারীভোগ	৫৷৵০-৫৷৵০
বাঁকতুলসী	৪৷৵০
বাগরা	৩৷৵০
ঐ পুরাতন	৩।০
পাটনাই উৎকৃষ্ট	৪৲
এক্সট্রা কোয়ালিটি	৩৷৵০
সিদ্ধ দেশ্‌	২৷৵০

আটা ও ময়দার দর

পেটেন্ট ময়দা প্রতি মণ	৫।৵০ ৫।০
গৃহস্থালীর ব্যবহারোপযোগী	৪৷০-৪৷৵০
আটা (বি)	৪৷৵০-৫৲
সুজী	৫৵০-৫।০
আটা (এস)	৪।৵০ ৪৷০
„ (২)	৪৷৵০ ৪৷৵০
„ (কে)	৪।০ ৮।৵০
„ (৩)	৩৷৵০-৩৷০

চিনির দর

সাদা কাশী রেজি	৯।০-৯৷৵০
দেশী সাদা দানা	৮৷৵০-৯।০
„ লাল „	৮।৵০ ৮৷৵০

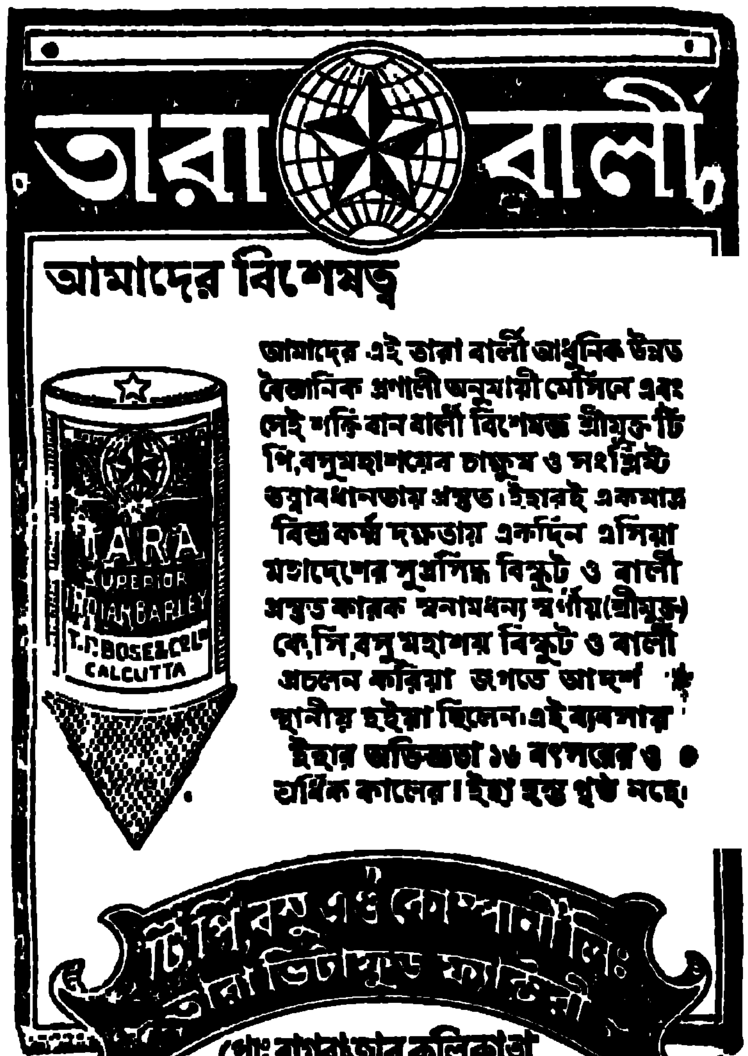

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
—পারমার্থিক পত্র—
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১০ম বর্ষ } মধুসূদন গৌরাব্দ ৪৪৯, ১৭ই বৈশাখ বঙ্গাব্দ ১৩৪২, ৩০শে এপ্রিল ইং ১৯৩৫ মঙ্গলবার { ৫০তম সংখ্যা

প্রচার-প্রসঙ্গ

ময়মনসিংহে

ময়মনসিংহ ২০।৪।৩৫

গৌড়ীয়াচার্য্যভাস্কর ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অনুকম্পিত ত্রিদণ্ডি-সন্ন্যাসী মহারাজগণের শুভাগমনে ময়মনসিংহ সপ্তাহাধিককাল যাবৎ শ্রীহরিসংকীর্ত্তনবন্যায় প্লাবিত হইতেছে। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ সহরের বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গের গৃহে গৃহে পাঠ ও স্থানীয় দুর্গাবাড়ীতে উপর্য্যুপরি দুই তিন বক্তৃতা দিবার পর গতকল্য সন্ধ্যায় সুপ্রসিদ্ধ গবর্ণমেণ্ট প্লীডার রায় বাহাদুর শ্রীযুত সারদাচরণ ঘোষ মহাশয়ের সুপ্রশস্ত ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধন গোপাল-স্থাপন ও শ্রীশ্রীঅন্নকূট-মহোৎসবের বিবরণ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠের প্রারম্ভে তিনি বলেন—মহাপ্রভুর লীলা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বর্ণিত। মহাপ্রভু—সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ। তিনিই কলিহত জীবগণকে উদ্ধার করিয়াছেন। যখন তিনি দেখিলেন, তাঁহার অর্জ্জুনগীতা বা উদ্ধবগীতার মর্ম্ম কেহই উপলব্ধি করিতে পারিতেছে না, অহংগ্রহোপাসকগণ একই শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন অবস্থা বিভিন্ন লীলায় সামঞ্জস্য বুঝিতে পারিতেছে না। যে শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে গোপীগণের সহিত মধুররসে, সখাগণের সহিত সখ্যরসে এবং অন্যান্যের সহিত অপরাপর-রসে লীলা করেন, তিনিই আবার কিরূপে সংগ্রামক্ষেত্রে আবির্ভূত হইয়া যুদ্ধাদির পরিচালনা করেন, এই লীলা-রহস্য বুঝিতে না পারিয়া তাহাদের কেহ দ্বেষী, কেহ জ্ঞানী, কেহবা অন্যাভিলাষী হইয়া উঠিল। বিশুদ্ধ প্রেমধর্ম্মের কথা তাহারা হৃদয়ে ধারণ করিতে পারিল না, সে ধর্ম্ম চাপা পড়িয়াছে, কিন্তু মেঘের আবরণে সূর্য্য আচ্ছাদিত হয় না; আমাদের দৃষ্টি আচ্ছাদিত হয় মাত্র। তাই কলির সেই প্রথম সন্ধ্যায় তিনি ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষাপেক্ষারহিত বিশুদ্ধ কৃষ্ণপ্রেমপ্রদানার্থ ছন্নাবতাররূপে আবির্ভূত হইলেন। ছন্নাবতার হইলেও ভক্তের কাছে তাঁহার স্বরূপ গোপন রহিল না। সেই স্বরূপোপলব্ধির কথা শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে প্রকটিত।

চৈতন্যচরিতামৃত অমৃতের সিন্ধু।
জগৎ ভাসাতে পারে তার এক বিন্দু॥

মহাপ্রভু দেখিলেন, নিজে আচরণ না করিলে অপরকে ধর্ম্ম শিখান যায় না। তাই তিনি গুরুপারম্পর্য্য, শ্রৌতবাণীর মর্য্যাদা, কর্ণবেধ-সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা প্রভৃতি আচারমুখে প্রচার করিলেন। পদ্মনাভ হইতে ক্রমান্বয়ে পদ্মযোনি (ব্রহ্মা), শ্রীনারদ গোস্বামী, শ্রীব্যাসদেব, শ্রীশুকদেব গোস্বামী, শ্রীমধ্ব গোস্বামী এবং শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী, শ্রীঈশ্বরপুরী প্রভৃতির গুরুপারম্পর্য্য স্বীকার করিয়া দেখাইলেন। গুরুত্ব জন্মগত ধর্ম্ম নহে পরন্তু "কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী, শূদ্র কেনে নয়। যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়॥" যিনি দিব্যজ্ঞান দিতে সমর্থ, সেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তাই গুরু হইতে পারেন,—

"দিব্যজ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্য্যাৎ পাপস্য সংক্ষয়ম্।
তস্মাদ্দীক্ষেতি সা প্রোক্তা দেশিকৈস্তত্ত্বকোবিদৈঃ॥"

দিব্যজ্ঞানবিহীন শৌক্রগুরু বা কুলগুরুর গুরুত্বে কোন দাবী থাকিতে পারে না। সেরূপ গুরু সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়। "পরমার্থগুর্ব্বাশ্রয়ো ব্যবহারিকগুর্ব্বাদি-পরিত্যাগেনাপি কর্ত্তব্যঃ।" "অবৈষ্ণবোপদিষ্টস্য কার্য্যাকার্য্যমজানতঃ। উৎপথপ্রতিপন্নস্য পরিত্যাগো বিধীয়তে।" যিনি নিত্যধামে অপ্রাকৃত লীলায় প্রবিষ্ট আছেন তাঁহার নিকট হইতেই দীক্ষা লইতে হইবে। শ্রীমন্ মহাপ্রভু, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীল অদ্বৈতাচার্য্য প্রভু বিপ্রকুলে হইয়া সর্ব্বসাধারণের কল্যাণার্থ স্ব-স্ব জীবনে তাদৃশ সদ্গুরুর আশ্রয় করিবার আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন।

দিল্লীতে

গত ১৫ই এপ্রিল সোমবার দিল্লী-গৌড়ীয়-মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব তুর্য্যাশ্রমী ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমী মহারাজদ্বয় বেতার হইতে সমাগত কাউন্সিল-অফ্-ষ্টেটের মেম্বর অনারেবল্ মিঃ জি. এস্. খাপার্ডে এম্ সি-এস্ মহাশয়ের সহিত একঘণ্টা যাবৎ [illegible] বিষয় আলোচনা করিয়াছেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমী মহারাজ ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর প্রচারিত অনর্পিতচরী অমন্দোদয়-দয়ার কথা এবং শ্রীগৌড়ীয়মঠের অভিনব প্রণালীতে সেই দয়া-বিতরণের চেষ্টার কথা অবগত করান। স্বামীজী বলেন যে, এই গৌড়ীয়-মিশনের বর্ত্তমান প্রেসিডেণ্ট আচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের প্রতিভায় শাস্ত্রের দুর্ব্বোধ্য বিষয়সমূহ অতি সহজভাবে সাধারণের বোধগম্য করিবার জন্য নানা অভিনব পন্থা অবলম্বিত হইতেছে। প্রথমতঃ পারমার্থিক প্রদর্শনী দ্বারা শাস্ত্রের গূঢ় উদ্দেশ্য বুঝাইবার জন্য বিভিন্ন চিত্র ও প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া [illegible] সম্পূর্ণ [illegible] প্রকাশিত করিয়া তাহা দ্বারা বহু উপদেশ প্রদান। দ্বিতীয়তঃ—ছায়াচিত্রযোগে শ্রীভগবানের এবং ভগবদ্ভক্তের বিভিন্ন লীলাবলী প্রদর্শন ও প্রচার। ভারতে এবং ভারতের বাহিরে বিভিন্ন প্রচারকেন্দ্র স্থাপন করিয়া তথা হইতে সন্ন্যাসিগণ শাস্ত্রের সারকথা প্রচার। তাহা ছাড়া স্বয়ং আচারবান্ প্রচারক দ্বারা প্রত্যেক দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে শ্রীভগবদ্ভক্তির অমোঘ প্রচার এই মিশনের প্রধান উদ্দেশ্য।

খাপার্ডে মহোদয় বিশেষ সজ্জন এবং বিবেচক লোক। তিনি গৌড়ীয়মঠের এই প্রকার অভিনব প্রণালীতে প্রচারের বিষয় অবগত হইয়া পরমানন্দিত হন এবং বিশেষ আগ্রহসহকারে স্বামীজীর পরিচয় গ্রহণ করিয়া নিজের ডায়েরীতে লিখিয়া রাখেন।

শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের তিরোভাবোৎসব

গত ৮ই বৈশাখ রবিবার [illegible] শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের আবির্ভাবস্থলী মামগাছী গ্রামস্থ শ্রীচৈতন্যমঠের শাখা শ্রীমোদদ্রুমছত্রে ঠাকুরের বিরহ-মহোৎসব সমারোহের সহিত যথাবিধি অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই উৎসবটিকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিবার জন্য শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি[illegible] আশ্রম মহারাজ, [illegible] ব্রহ্মচারী, [illegible], বিরজ ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ [illegible], শ্রীপাদ রাধারমণ ব্রহ্মচারী, শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী, শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী, শ্রীচন্দ্রশেখর ব্রহ্মচারী, শ্রীনবদ্বীপ ব্রহ্মচারী, প্রভৃতি প্রায় ১৭।১৮ জন ভক্ত তথায় গমন করিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১২ মধুসূদন শ্রীগৌরাব্দ ৪৪৯

লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা

আমরা বেদশাস্ত্র আলোচনা করিতে গিয়া দুইটী পথের কথা শুনিতে পাই,—একটী শ্রেয়ঃপথ ও অপরটী প্রেয়ঃপথ। এই দুইটীর যে কোন একটীকে আশ্রয় না করিয়া কেহই থাকিতে পারে না। তবে জীবমাত্রেরই প্রেয়ঃ গ্রহণ-পিপাসার প্রাবল্য সর্বদেশে ও সর্বকালে পরিদৃষ্ট হয়। নিজে সুখ চায় না, এমন লোক জগতে অতি বিরল। সেই আপাতমধুর জিনিষে আমাদের প্রীতি বা তৃষ্ণার উদয় হয়। অশাস্ত্রীয় বস্তুদর্শন করিয়া, পারত্রিকশীল ও সুখবাঞ্ছক—এ বিচারে আমাদের প্রেয়ঃপথের কথা ছাড়িয়া আমাদের ভাবিবার বাস্তবিকই কি হইতে পারে একথা চিন্তনীয় হইতে পারে। শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃপথের মধ্যে প্রেয়ঃপথ আপাতরমণীয় হইলেও পরিণামে দুঃখময় কিন্তু শ্রেয়ঃপথ প্রথমমুখে একটু কষ্টকর হইলেও পরিণামে পরম মঙ্গলপ্রদ। ধীর ব্যক্তিগণ এই দুইটী পথের স্বরূপ অবগত হইয়া একটীকে বন্ধনের কারণ ও অপরটীকে মুক্তির কারণ বলিয়া জানেন; তাই তাঁহারা প্রেয়ঃ পরিত্যাগ করিয়া শ্রেয়ঃকেই বরণ করেন। আর বিবেকহীন মন্দভাগ্য ব্যক্তিগণ প্রেয়ঃকেই প্রার্থনা করিয়া থাকেন। যে পথে সকলের মালিক কৃষ্ণকে বাদ দিয়া আত্মসুখসন্ধানের কথা বলা হয় তাহাই প্রেয়ঃপথ বা আপাতরম্য-মঙ্গলের পথ। আর যে পথে কৃষ্ণের সন্তোষ বিধান ব্যতীত অন্য কোন কথা নাই, যে পথে সকলের একমাত্র পতি কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তর্পণ ব্যতীত অন্য কোন আত্মসুখের বিন্দুমাত্র স্থান নাই, সেই ভক্তিপথ, শ্রেয়ঃপথ বা আত্মমঙ্গলের শ্রেয়ঃপথ বলিয়া কথিত। এই শ্রেয়ঃপথ-গ্রহণের আশা বলবতী হইলে আত্মমঙ্গল-লাভ হয়, আর এই মঙ্গলদায়ী বাণীতে উদাসীনতা দেখাইলে জীব শ্রেয়ঃপথের পথিক না হইয়া পারে না। জগতে শ্রেয়ঃপথের পথিক সংখ্যা অতি অল্পই। একমাত্র সদ্গুরুচরণাশ্রিত ভাগ্যবান্ জনগণ গুরু-কৃপায় শ্রেয়ঃপথের বিশেষতা উপলব্ধি করিতে পারেন। শ্রেয়ঃপথাবলম্বী বা শ্রৌত-পন্থা এবং ইহা। শ্রীগুরুদেবের আদেশ শিরে ধারণ করিয়া শ্রেয়ঃকামী জীবগণকে শ্রেয়ঃপথে আনিবার জন্য শ্রেয়ঃপথ-কীর্তনে অনবরত ব্যাপৃত থাকুন।

—

মানুষের রুচি রকম রকম। তদুপরি আবার "নানা মুনির নানা মত" বা "যত মত তত পথ" প্রভৃতি মতবাদী কথা জগতে প্রচারিত। জগতের হাজার হাজার লোকের হাজার হাজার মত, প্রত্যেক লোকেরই এক একটী নূতন মত। এমতাবস্থায় আমাদের বঞ্চিত হইবার সম্ভাবনা অত্যধিক কিন্তু স্বয়ংপ্রকাশ-বস্তু যদি কৃপাপূর্বক স্বতঃ প্রকাশিত হইয়া আমাদের হৃদয়ে তাঁহার স্বরূপ প্রকাশ করেন তাহা হইলেই আমরা এই আত্মঘাতী মতবাদ বাক্যজাল হইতে রক্ষিত হইতে পারি। এসব কথা অন্তর্যামী ভগবানের অজানা নাই; তাই তিনি দয়া-পরবশ হইয়া এ জগতে কখনও স্বয়ং আসেন, আবার কখনও তাঁহার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম পার্ষদ বা আত্মীয়-স্বজনকে আচার্য দৃষ্টি বা অবলম্বনস্বরূপে প্রেরণ করিয়া কৃপার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন। তিনি বা তাঁহার পার্ষদগণ পরজগৎ হইতে যখন এজগতে নামিয়া আসিয়া শ্রেয়ঃপথ বা শ্রৌতপথের কথা বজ্রগম্ভীরস্বরে কীর্তন করিয়া জগৎ প্রকম্পিত করেন, তখন ইন্দ্রিয়তর্পণপর, মনোধর্মী বা স্বার্থপর, ভোগৈকসর্বস্ব, ভোগাভিমানী, জগৎশত্রু, কৃষ্ণবঞ্চক, প্রেয়ঃপন্থী আমাদের নিকট সেই সমস্ত মহতের কথা বড়ই বিরুদ্ধ, অপ্রীতিপূর্ণ বলিয়া মনে হয়। আমরা লোকপ্রিয়তার কামনাবশতঃ লোকমনোরঞ্জনে ব্যস্ত, লোক-মনের সুখ ব্যতীত অন্য কোন কথা শ্রবণের সৌভাগ্য আমাদের হয় না। সুতরাং বেদ মনোধর্মী আমাদের নিকট আত্মমঙ্গলের কথা, বেদের কথা বা ভগবানের কথা যে সম্পূর্ণ বিদ্রোহ (Revolutionary) বলিয়া মনে হইবে তাহাতে আর বিচিত্র কি? কিন্তু ঔষধ রোগীর নিকট অপ্রীতিকর হইলেও ঔষধসেবন ব্যতীত যেমন রোগীর রোগ-নিবারণের অন্য কোন উপায় নাই, তদ্রূপ আমাদেরও অবস্থা তদ্রূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সুতরাং যদি কেহ মঙ্গল চান তাহা হইলে তিনি ধৈর্যের সহিত এসব কথা শ্রবণ করিবেন—শ্রীগুরুপাদপদ্ম শক্তিশালিনী বাণীকে সাদরে আলিঙ্গন করিবেন এবং শ্রেয়ঃপথ গ্রহণ করা কর্তব্য অথবা আপাতরমণীয় প্রেয়ঃপথ-গ্রহণ কর্তব্য, তাহা নিষ্কপটভাবে বিচারপূর্বক অসংখ্য জনমত বা জগতের সকল লোকের কথা দৃঢ়তার সহিত পরিহার করিয়া শ্রৌতবাণী শিক্ষকাচার্যকেই একমাত্র মঙ্গলোপায় জানিয়া তাহাতে দৃঢ়প্রত্যয় হইবেন।

———

আমরা বর্তমানে এই অনিত্য জগতের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট হইয়াছি বলিয়া এই জগদ্বাসীর মনোরঞ্জন করিবার স্পৃহা আমাদের হৃদয়ে বলবতী হইয়া আমাদের হৃদয়কে জয় করিয়া বসিয়াছে; তাই আমরা লোকপ্রিয়তা সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করিয়া জনমত বা গণমতকে উপেক্ষা করিতে পারিতেছি না। জন্ম-জন্মান্তর ধরিয়া আমাদের এই যে অনিত্য প্রীতি, যাহা দুইদিন পরে নষ্ট হইয়া যাইবে তাহাতে আসক্তি আমাদিগকে একমাত্র সত্য বস্তু যে শ্রীহরি, শ্রীগুরু ও শ্রীবৈষ্ণবগণ, তাঁহাদের প্রতি প্রীতি বা আনুগত্যস্থাপনে বাধা প্রদান করিতেছে কিন্তু আমরা কি চিন্তা করি—আমাদের গলায় ফাঁস দিবার জন্য যাহারা বাপ, পিতা, মাতা, বন্ধু, বান্ধব, স্ত্রী, পুত্র প্রভৃতি আত্মীয়নামধারী যাহারা আমাদের পরমাত্মার শ্রীহরি গুরুবৈষ্ণবগণের সহিত সংশ্লিষ্ট হইবার পথে প্রবলভাবে বাধা প্রদান করিতেছে, সেই শত্রুগণকে কতকাল ধরিব? লোকপ্রিয়তার জন্য বা অসৎ-ব্যক্তিগণের প্রতি প্রীতি জীবের স্বাভাবিকী বৃত্তি, একথা সত্য, কিন্তু আমার নিজের কোনও অমঙ্গল বস্তু যদি আমার কাছে আসিয়া আমাকে সজোরে স্পর্শ দেন, আবার চিরবিদ্রূপ দুঃখের কথা আমার মুখ জগতে উদয় করাইয়া দেন, তাহা হইলেও কি অমঙ্গলের পথ ধরিয়া বসিয়া থাকা আমার বুদ্ধিমত্তার পরিচয়? হইতে পারে, এজগতে আমার কেহ মিত্র নাই, আত্মীয়স্বজন সকলেই আমার প্রধান শত্রু কিন্তু যাঁহার পাদরেণুকণার সহিত এই অনন্তকোটী বিশ্বের কোন কিছুর তুলনা হয় না, যাঁহার পাদুকার আসন শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের সিংহাসনের বামপার্শ্বে, যাঁহার পদরজঃ বা পাদুকাকে শিরোভূষণরূপে ধারণ করিতে পারিলে, ব্রহ্মা ও রুদ্রের কথা কেবল পদ্মাও কৃতকৃতার্থ হন, আবার সেই নিত্যপিতা যখন আসিয়াছেন, তখন সেই সর্বজনরক্ষক জগৎপিতার পুত্র আমার কি লোকপ্রিয়তার জন্য বাসনা থাকিয়া পিতার সঙ্গে ঘরে ফিরিয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত না হইয়া থাকা উচিত? সুতরাং এই অগ্রাহ্য নিখুঁত সত্যকথা জানিবামাত্রই তাহাতে আমাদের নিষ্ঠাযুক্ত হওয়া উচিত। দুর্ভাগ্যবশতঃ বাধা হইয়া গিয়াছে তজ্জন্য আর শোক না করিয়া সত্যগ্রহণে মুহূর্তমাত্র বিলম্ব করাও অকর্তব্য, আমাদের জীবনে যাহার যতটুকু সময় আছে উহার একমুহূর্তও বিষয়কার্যে ব্যয় না করিয়া হরিভজনে নিযুক্ত করা উচিত।

বর্তমানে আমাদের অনেক কর্তব্য বাকী আছে বলিয়া মনে হইতেছে, প্রীতি বা ধর্মপথের জন্য আমাদিগকে জন্ম দেখাইতেছে। অন্যান্য কর্তব্য, নীতি বা ধর্ম সব জন্মেই করা যাইবে কিন্তু জীবের একমাত্র কর্তব্য শ্রীহরিভজন এই মনুষ্যজন্ম ছাড়া আর অন্য জন্মে হইবে না। তাই বলি হে আমার বন্ধুবর্গ, আসুন, আমরা সকলে ধর্মাধর্ম বা লোকপ্রিয়তা পরিত্যাগপূর্বক সত্যপ্রিয়তা বা সত্যানুরাগ অর্জনের জন্য শুদ্ধভক্তগণের কৃপাভিক্ষার জন্য প্রবৃত্ত হই এবং শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভুর উপদেশটীকে জীবনের নিত্যসঙ্গী করি।

"ন ধর্মং নাধর্মং শ্রুতিগণ-নিরুক্তং কিল কুরু
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-প্রচুর পরিচর্যামিহ তনু।
শচীসূনুং নন্দীশ্বরপতিসুতত্বে গুরুবরং
মুকুন্দ-প্রেষ্ঠত্বে স্মর পরমজস্রং ননু মনঃ॥"

আচার্যানুগমনে

(ডাকযোগে প্রাপ্ত)

গত ৭ই এপ্রিল রবিবার হইতে ১১ই এপ্রিল বৃহস্পতিবার পর্যন্ত শ্রীল প্রভুপাদ ঢাকা সহরে অবস্থান পূর্বক হরিকথামৃত-বন্যায় ঢাকা সহর প্লাবিত করিয়াছেন। ঢাকার শ্রীযুত ভূপতিরঞ্জন নাগ মহাশয়ের বাটীতে অবস্থানকালে সহরের বহু শিক্ষিত ও অশিক্ষিত ব্যক্তি প্রত্যহ সেই হরিকথামৃত-বন্যায় প্লাবিত হইবার সুযোগ লাভ করিয়াছেন। কি প্রাতঃকাল, কি মধ্যাহ্নকাল, কি সন্ধ্যা কি রাত্রিকাল, যখন যিনি প্রভুপাদের নিকট ভূপতি বাবুর বাটীতে আগমন করিয়াছেন, তখনই প্রভুপাদ তাঁহার সহিত হরিকথা-প্রসঙ্গ উত্থাপন পূর্বক জীবের নিত্যকল্যাণপ্রদ বিষয়েরই কথা তাঁহাকে জানাইয়াছেন।

গত ১১ই এপ্রিল প্রাতঃ ৮ টার সময় শ্রীল প্রভুপাদ ভক্তগণসহ ঢাকা কোর্ট নিবাসী শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য মহাশয়ের বাটীতে সপার্ষদে শুভবিজয় করেন। জিতেন বাবু সপরিবারে শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্ম অর্চন করেন। অর্দ্ধঘণ্টা পরে শ্রীল প্রভুপাদ ভূপতি বাবুর বাটীতে ফিরিয়া আসিলেই ৮॥ টার সময় ঢাকা কমরুন্নেসা কলেজের প্রিন্সিপাল মিসেস্ সুধাংশু রায় এম্-এ মহোদয়া এবং ঢাকা ইউনিভারসিটির অধ্যাপক ডাঃ শ্রীযুত সত্যেন্দ্রনাথ রায় পি-এইচ্ ডি মহোদয় ভূপতি বাবুর বাটীতে আসিয়া শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্ম দর্শন ও হরিকথা শ্রবণ করেন।

গত ১১ই এপ্রিল বৃহস্পতিবার রাত্রি-কালে শ্রীল প্রভুপাদের ঢাকা হইতে ময়মনসিংহ শ্রীজগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠে শুভবিজয় করিবার কথা। শ্রীল প্রভুপাদ চলিয়া যাইবেন চিন্তা করিয়া অরুণ বাবু, ভূপতি বাবু ও তদীয় পরিবারবর্গ সকলেই বিষণ্ণচিত্ত। যাঁহার আগমনে তাঁহাদের গৃহ আজ বৈকুণ্ঠভাবে পরিণত হইয়াছিল, যাঁহার শ্রীমুখনিঃসৃত অমৃতময়ী হরিকথা দিবা-রাত্র পান করিবার জন্য সকলে তাঁহাদের

বাড়ীতে এত লোক সংখ্যা, যাঁহার কৃপায় তাঁহারা অহোরাত্র সাধুসঙ্গলাভে ও সাধুসঙ্গে বসবাস করিবার সুবর্ণসুযোগ লাভ করিয়াছেন, যিনি অহৈতুকী করুণাপরবশ হইয়া স্বেচ্ছায় তাঁহাদের আতিথ্যগ্রহণ করিয়াছেন, যাঁহার কৃপায় আজ ঢাকা সহরের কত পদাধার বৈষ্ণবশাস্ত্র-শ্রীসম্পন্ন ব্যক্তি স্বেচ্ছায় বিনা আহ্বানে তাঁহাদিগের গৃহে অতিথি, যাঁহার কৃপায় আজ কয়েকদিন যাবৎ সহরের বহু ধনী, শিক্ষিত ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন পুরুষ ও মহিলাবৃন্দ স্বেচ্ছায় অনাহূতভাবে আসিয়া যথা প্রসাদ সম্মান ও গুরুবৈষ্ণবের সেবা করিবার সুযোগ পাইতাছেন এবং অন্যকেও সেই প্রকার সুযোগ প্রদান করিয়াছেন আর সেই জগদ্‌গুরু আচার্য্যদেব তাঁহাদের গৃহ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবেন। তাই সুপতি বাবুদের বাটীর সকলেরই হৃদয় আজ বিষাদ-কালিমাময়। প্রভুপাদকে ছাড়িয়া দিতে তাঁহাদের যেন মন সরে না। সুপতি বাবুদের ব্যবহারে গুরুবৈষ্ণবগণ সকলেই বিশেষ প্রীত হইয়াছেন। শ্রীগুরুবৈষ্ণবের কৃপায় তাঁহাদের ও তাঁহাদের পরিবারবর্গের উত্তরোত্তর গুরুবৈষ্ণবে শ্রদ্ধা ও কৃষ্ণভক্তি বর্দ্ধিত হইতে থাকুক, ইহাই সর্ব্বান্তঃকরণে আমাদের প্রার্থনা।

গত ১১ই এপ্রিল বৃহস্পতিবার রাত্রি ১২টার গাড়ীতে শ্রীল প্রভুপাদ সপার্ষদ ঢাকা হইতে রওনা হইয়া শুক্রবার ভোর ৫টার সময় ময়মনসিংহ ষ্টেশনে উপস্থিত হন। রাত্রি ৪টা হইতে ময়মনসিংহ ষ্টেশনপ্লাটফরমটী অগণিত আচার্য্যদর্শনকামী সংখ্যাধিক পুরুষ ও মহিলা দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। প্লাটফরমে আর তিল ধারণের স্থান ছিল না। সাধারণ আরোহিগণের চলাচলের মহা অসুবিধা হইয়াছিল। দুই শত নিশান, মৃদঙ্গ, করতাল ও শঙ্খধ্বনি, শত শত মহিলাগণের হুলুধ্বনিতে ষ্টেশনটী মুখরিত হইয়াছিল। আচার্য্যপাদপদ্ম-বহনকারী ট্রেণখানি দূর হইতে দৃষ্টিগোচর হইবামাত্র শ্রীল প্রভুপাদের জয়ধ্বনিতে গগন-পবন ধ্বনিত ও মুখরিত হইতে লাগিল। শত শত ব্যক্তি পুষ্প মালিকা হস্তে দণ্ডায়মান—আচার্য্যপাদপদ্ম অভিনন্দিত করিবার জন্য। শ্রীল প্রভুপাদের দাঁড়াইবার জন্য প্লাটফরমে বিছানা ও পাদপদ্মে কাপড় বিস্তৃত করা হইয়াছে। সর্ব্বশ্রেণীর লোক হইয়া প্লাটফরমে দণ্ডায়মান। এ এক অপূর্ব্ব দৃশ্য! যাঁহাদের দেখিবার সুযোগ হয় নাই, তাঁহারা ইহা কল্পনায় ফুটাইয়া তুলিতেও সমর্থ হইবেন না। কত ধনী, কত শিক্ষিত, কত দরিদ্র, কত অশিক্ষিত ব্যক্তি আজ তাঁহাদের জীবনের মত একবার জগদ্‌গুরুর পাদপদ্ম দর্শন করিয়া জীবন সার্থক করিবে, এই আশায় উৎকণ্ঠ হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। ময়মনসিংহের সংখ্যার না কত, কে তাহা গণনা করিবে? আমার ভাষা নাই যে, সেই বৈকুণ্ঠের দৃশ্য বর্ণন করিতে পারি।

শ্রীল প্রভুপাদ গাড়ী হইতে অবতরণ করিবার পূর্ব্বেই শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ শ্রীল প্রভুপাদের গলদেশে পুষ্পমালা প্রদান করেন। তারপর তিনি অবতরণ করিবামাত্র শত শত ব্যক্তি শ্রীল প্রভুপাদের গলদেশে পুষ্পমালা প্রদান করিবার জন্য অগ্রসর হইয়া উৎসাহিতভাবে আগমন করিতে লাগিলেন। ময়মনসিংহবাসিগণ, তোমরা আজ ধন্য! তোমাদের কাতর প্রার্থনা আজ পূর্ণ; শ্রীজগন্নাথগৌড়ীয়মঠ প্রকটিত হইবার পর হইতে তোমরা যে জগদ্‌গুরুর পাদপদ্ম দর্শনের জন্য লালায়িত হইয়াছিলে, যে মহাপুরুষের বাণী আজ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জগতে প্রেমের বন্যা আনয়ন করিয়াছেন এবং যে বন্যাই আজ তোমাদের ভাসিতে সমর্থ হইয়াছ, সেই মহাপুরুষকে দর্শন করিবার জন্য যে কাঁদিয়াছিলে, আজ তোমাদের সেই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য স্বয়ং আচার্য্যদেব আজ তোমাদেরই দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। হে সৌভাগ্যবন্ত ময়মনসিংহবাসিগণ, তোমরা এখন আত্মমঙ্গল বরণ করিয়া লও এবং মহাপ্রভুর উপদেশ—

"যারে দেখ তারে কহ কৃষ্ণ-উপদেশ।"

শিরোধার্য্য করিয়া বিশ্ববাসীর মঙ্গলকার্য্যে ব্রতী হইবার জন্য প্রস্তুত হও।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বাসস্থানের জন্য ময়মনসিংহ-মহারাজের অতি মনোরম "শশীলজ" নামক রাজপ্রাসাদ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। জগদ্‌গুরু আচার্য্যদেবের ময়মনসিংহে শুভবিজয় শ্রবণ করিয়া মহারাজ সপার্ষদ শ্রীল প্রভুপাদের জন্য তাঁহার রাজপ্রাসাদে স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন এবং আচার্য্যদেব তাঁহার প্রাসাদে আতিথ্যগ্রহণ করিলে তিনি ধন্য হইবেন এরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদের উক্ত "শশীলজে" অবস্থানকালে তাঁহার কোনপ্রকার অভাব অসুবিধা না ঘটে, তজ্জন্য মহারাজ তাঁহার কর্ম্মচারী ও অনুচরগণের উপর আদেশ দিয়াছেন। ধর্ম্মনিষ্ঠা-পরায়ণ ও বিনয়ী মহারাজের আচার্য্যের প্রতি সম্মান তাঁহার যোগ্যই হইয়াছে।

ষ্টেশন হইতে শ্রীল প্রভুপাদ যখন মোটরযানে উক্ত রাজপ্রাসাদে আগমন করিতে থাকেন, তখন সহস্রাধিক পুরুষ ও মহিলা নিশান, মৃদঙ্গ, করতাল, শঙ্খ, ঘণ্টা বাজাইতে বাজাইতে এক প্রকাণ্ড শোভাযাত্রা করিয়া এক মাইল রাস্তা অতিক্রম করিয়া রাজপ্রাসাদ পর্য্যন্ত আগমন করেন এবং শ্রীল প্রভুপাদ তথায় পৌঁছিলে সকলে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎপূর্ব্বক স্ব-স্ব গন্তব্যস্থানে গমন করেন। তথায় শ্রীল প্রভুপাদের কোন প্রকার অসুবিধা যাহাতে না হয়, তজ্জন্য মহারাজের কর্ম্মচারিবৃন্দ সদাই ব্যস্ত ছিলেন। সহরের বহু শিক্ষিত, সজ্জন ও গণ্যমান্য ব্যক্তি, কলেজের অধ্যাপক, অধ্যক্ষ, উকীল, ব্যবসায়ী, জমিদার প্রভৃতি বহুলোক প্রত্যহ প্রভুপাদের পাদপদ্ম দর্শন, বিচার ও হরিকথা-শ্রবণ করিবার জন্য রাজপ্রাসাদে আগমন করিয়াছেন।

শ্রীল প্রভুপাদের অভ্যর্থনার জন্য মহোপদেশক আচার্য্য শ্রীপাদ যতনর ভক্তিশাস্ত্রী এম্. এ, বি-এল্, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চরিপদ মণ্ডল, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ, মহোপদেশক শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, মহোপদেশক শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, স্থানীয় মোক্তার শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি ব্যক্তিগণ পরিশ্রম ও যত্ন করিয়া যে প্রকার সুন্দর বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন তজ্জন্য তাঁহারা সর্ব্বতোভাবে ধন্যবাদার্হ।

গত শুক্রবার ১২ই এপ্রিল প্রাতঃকাল ৮-৩৫ মিনিটের সময় শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীজগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠে আগমন করিয়া শ্রীমন্ মহাপ্রভু ও শ্রীশ্রীরাধাকান্তগিরিধারীর শ্রীমূর্ত্তি তথায় প্রকটিত করেন। ঐ সময় শ্রীমঠে অনূ্যন তিন হাজার লোকের সমাগম হয়। উচ্চসংকীর্ত্তনমুখে শ্রীবিগ্রহ-স্থাপন-কার্য্য সম্পাদিত হইবার পর শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমঠের সম্মুখস্থিত সুসজ্জিত মণ্ডপের বেদীতে কিছুক্ষণ উপবেশন করেন। তারপর আবার রাজপ্রাসাদে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

সন্ধ্যা ৬টার সময় উক্ত মণ্ডপে একটী সভা আহূত হইয়াছিল। সভাতে বৈদ্যুতিক আলোকের সুবন্দোবস্ত হইয়াছিল। নির্দ্দিষ্ট সময়ে শ্রীল প্রভুপাদ সভায় আগমন করিলে সভায় উপস্থিত প্রায় তিন হাজার ব্যক্তি দণ্ডায়মান হইয়া আচার্য্যের প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন ও জয়ধ্বনি করিতে থাকেন। শ্রীজগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দের প্রকাশ্য সভায় আচার্য্য শ্রীল প্রভুপাদের প্রতি অভিনন্দনপত্র প্রদান করিবার উদ্দেশ্যেই এই সভার অধিবেশন। শ্রীশ্রীগুর্ব্বষ্টক কীর্ত্তিত হইবার পর সভার কার্য্য আরম্ভ হয়।

মহোপদেশক আচার্য্য শ্রীপাদ যতনর ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় বঙ্গভাষায় গদ্যে রচিত একটি অভিনন্দনপত্র পাঠ করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মে অর্পণ করেন। অনন্তর ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউটের প্রধান শিক্ষক মহোপদেশক আচার্য্য শ্রীপাদ বিশ্বেশ্বর ভক্তিবান্ধব শ্রীজগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দের পক্ষ হইতে সংস্কৃত পদ্যে রচিত অভিনন্দনপত্রটি পাঠপূর্ব্বক আচার্য্যপাদপদ্মে অর্পণ করেন। তারপর শ্রীপাদ সনকানন্দ ব্রজবাসী মহোদয় বাঙ্গালা পদ্যে রচিত একটি অভিনন্দন পত্র পাঠপূর্ব্বক উহা প্রভুপাদপদ্মে অর্পণ করেন।

ঐ তিনখানি অভিনন্দনপত্র পঠিত হইবার পর শ্রীল প্রভুপাদ একটি প্রত্যভিভাষণ প্রদান করেন। শ্রীল প্রভুপাদের প্রত্যভিভাষণ শেষ হইবার পর মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসার গোস্বামিপ্রভু শ্রীমদ্ভাগবত-প্রমাণমুখে একটি সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। তারপর রাত্রি ৯টায় সভা ভঙ্গ হয়।

সভায় [illegible] সজ্জন ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের সংখ্যা তিন সহস্রে কম হইবে না। সকলের নাম সংগ্রহ করা অসম্ভব ব্যাপার। নিম্নে মাত্র কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির নাম উল্লিখিত হইল।

আনন্দমোহন কলেজের প্রিন্সিপ্যাল শ্রীযুক্ত কুমুদবন্ধু চক্রবর্ত্তী এম্. এ; উক্ত কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অভয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম্-এ; ময়মনসিংহের ডাভিসনাল ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এম্, কে, দাশগুপ্ত এম্-বি-ই; রায় বাহাদুর প্রসন্নকুমার চক্রবর্ত্তী; অধ্যাপক পুলিনবিহারী এম্-এ; বাবু রাজেন্দ্রকুমার উকীল এম এ, বি-এল; রায় বাহাদুর শশধর ঘোষ এম্-এ, বি-এল্; অধ্যাপক যোগেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম্-এ; অধ্যাপক [illegible] ভট্টাচার্য্য এম্-এ; নীরেশচন্দ্র গুহ এম্ এ, বি-এল; যতীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, উকীল; অবিনাশ চন্দ্র লাহিড়ী, উকীল; রাজেন্দ্রচন্দ্র মুখার্জি, মোক্তার; অশ্বিনীকুমার চৌধুরী, মোক্তার; নিতাইকুমার বিশ্বাস, মোক্তার; [illegible] রায়, মোক্তার; প্রসন্নকুমার আইচ, মোক্তার; রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, মোক্তার, [illegible]নারায়ণ বসু; [illegible] বি-এল্, [illegible] চক্রবর্ত্তী, উকীল; [illegible] সাহা, উকীল, [illegible] সাহা, মোক্তার; নিতাইলাল রায়, সার্জেন্ট; ডাঃ বিপিনবিহারী সেন এম্ এল্-এম্, বাবু অরবিন্দ ঘোষ, কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের ম্যানেজার সতোন্দ্রনাথ রায়, ভাওয়াল শ্রীযুক্ত [illegible] [illegible] [illegible] প্রভৃতি।

"সরস্বতীজয়শ্রী"

[যন্ত্রস্থ]

[illegible] শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের [illegible] তাঁহার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা।

শুদ্ধভক্তি মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ

(আকর মঠরাজ)

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ হস্ত উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যবর্য্য শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ বিরাজমান। এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ ও সাত্বতভবনশ্রী। এই মহাতীর্থে শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত [illegible] ব্যাকরণাদি বেদান্তসমূহের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠ হইতে পারমার্থিক দৈনিকপত্র 'নদীয়া-প্রকাশ', সাত্বত-সম্প্রদায়ে অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থাদি প্রচারকল্পে 'নদীয়া প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতি বৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমোৎসব ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীসহ কীর্ত্তন-সংকীর্ত্তনে মহামহোৎসবাদি অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫

শ্রীমহাপ্রভু-প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তি-ধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশ্যে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্তসন্নিধানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দজীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্তাহ-চতুর্দ্দশাঙ্ক [illegible], শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক আলোচনা হয়। এই মঠ হইতে মহানগরীর সর্ব্বত্র হরিকথা-প্রচার, মহানগর-সঙ্কীর্ত্তন, বক্তৃতা, ব্যাখ্যা ও সঙ্কীর্ত্তন-মহা-মহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান হয়। মঠরক্ষক—মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-স্থান মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া সহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী সেবাকোবিদ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌর-লীলার রাসস্থলী এখানে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান, রক্ষক—শ্রীঅবধূত দাসাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—গোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

(৭) কাজীর সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদ-কাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক।

(৮) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও রাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান দাস ব্রহ্মচারী।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্র নাথ দাসাধিকারী।

(১০) মোদদ্রুম-ছত্র "গৌড়ের নৈমিষ"

মামগাছি, পোঃ ভালদহ, (বর্দ্ধমান)।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান। শ্রীগৌরনিত্যানন্দের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীকুঞ্জবিহারী ব্রজবাসী, ভক্তিভূষণ।

(১১) তেতিয়া কুঞ্জকানন

শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী,

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীনবীনানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১২) কুঞ্জকুটীর—পোঃ কৃষ্ণনগর,

নদীয়া। রক্ষক—শ্রীঅদ্বৈতানন্দ অধিকারী

(১৩) ভাগবত আসন—পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

এই স্থান হইতে ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচারিত হয়। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৪) একায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ ভালুকা, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী ভক্তিসার।

(১৫) মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(১৬) মাধ্বগৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, পোঃ ঢাকা

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-[illegible]গান্ধর্ব্বা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীপাদ কৃষ্ণানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ।

(১৭) গোপালজীউ মঠ—কমলাপুর,(ঢাকা)

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান। রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রজবাসী.

(১৮) নিতাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ নারিন্দা, (ঢাকা)।

এখানে শ্রীনিতাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(১৯) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীসুন্দর ভাবণ্ডারী এম্-এ, বি-এল।

(২০) প্রাপ্তপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ দাস্ত, (ঢাকা)

এখানে মহাপ্রভুর শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(২১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী.

(২২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

কুমুরকোলা, পোঃ চিংড়ুলা, (মানভূম)

এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী।

(২৩) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে গুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিরত্ন।

(২৪) গোরালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী।

(২৫) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ বখ্‌শীবাজার, (কটক)

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদানন্দ-জীউর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর

(২৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর পুরী,

শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন।

(২৭) পুরুষোত্তম মঠ

ভক্তিকুটী, পোঃ পুরী উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদবিহারীজীউর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগদাধর অধিকারী

(২৮) ব্রহ্ম-গৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপী-নাথের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবিপিন-বিহারী দাসাধিকারী।

(২৯) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ;

পোঃ কভুর, জেলা গোদাবরী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—শ্রীনিতাইচরণ দাসাধিকারী ভক্তিলোচন।

(৩০) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪২নং বরিপুরা, বেনারস সিটি

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীসনাতন ব্রহ্মচারী।

(৩১) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বোন্

(৩২) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও গৌর-বিনোদ-বিহারীজীর সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীসত্যনারায়ণ দাসাধিকারী।

(৩৩) কৃষ্ণচৈতন্য মঠ

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

এখানে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণগৌরাঙ্গের নিত্য-সেবা হয়। রক্ষক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠ

বিশ্রামঘাট মথুরা

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ

(৩৫) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ—শ্রীরাধাকুণ্ড

রক্ষক—শ্রীরাধারমণচরণদাস ব্রহ্মচারী

(৩৬) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৩৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ

দেবপাহী, পোঃ গোজোল, জেলা অমৃতসর (পাঞ্জাব) রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৩৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসম্বন্ধ তুর্য্যাশ্রমী

(৩৯) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল।

এখানে গৌরবিনোদরায়ের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবনগোপাল অধিকারী।

(৪০) সারস্বত-গৌড়ীয় মঠ

চক্রবার সাতারণপুর, ইউ, পি

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি

(৪১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ রায়পেট্টা মাদ্রাজ।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীপাদ [illegible]নন্দ ভক্তিবিকাশ।

(৪২) বোম্বে-গৌড়ীয়-মঠ কার্য্যালয়

প্রোক্টর রোড, চোটানি বিল্ডিং, ব্লক নং ১, বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মা মজুমদার।

(৪৩) অমরজি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমরজি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাস অধিকারী

(৪৪) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী

(৪৫) পাটনা গৌড়ীয় মঠ

১০০ মিঠাপুর, পাটনা।

রক্ষক—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী রামভূষণ

(৪৬) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠ বালেশ্বর

রক্ষক—শ্রীবনোয়ারীলাল ব্রহ্মচারী

(৪৭) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয়

৩ গ্লাডষ্টোন রোড, [illegible] গার্ডেনস, এস-ডব্লিউ ৭, লণ্ডন

রক্ষক—ত্রিদণ্ডস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ।

(৪৮) বার্লিন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়;

Berlin W. 30

Eisenacher strasse 29]

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বাঙ্গালায় প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—প্রথম ৪৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধের প্রথম ৷৶০
২। ভাষ্যসহ বিবৃতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৩। ভাষ্য-সহ শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী ৩৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৩—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪ ৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—১৲; ২য় খণ্ড ৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব—১৲
৮। সংস্কৃতব্যাকরণ—দীপিকা ও অনুবাদ-দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণব ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ১৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিচার-ভঙ্গ ৷০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ৷০
১৮। নামন-ভজন
১৯। অনুভাষ্যের ভক্তিরসামৃত (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৸০
২১। গৌড়ীয়-সংখ্যা
২২। ভক্ত-বৎসল ৷০
২৩। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
২৬। গীতার কেবল মূল-ভাষা ৷০
২৭। বৃহদ্ভাগবতামৃত সারাৎসার ২৲
২৮। বেদান্তদর্শনের সারাৎসার ৷০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸
৩০। শ্রীনাম-মহিমা ৷৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ খণ্ড ৵০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা খণ্ড ৷০
৪০। সংখ্যাগ্রাহ
৪১। গীতা-বলী
৪২। চিত্রে নবদ্বীপ ২৷০
৪৩। মায়াবাদ
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা
৪৫। নবদ্বীপশতক ৴০
৪৬। অর্চ্চনপদ্ধতি
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (৪র্থ সংস্করণ) ৴১০
৪৯। শরণাগতি ৫১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ৷০
৫২। মণিমঞ্জুষা (মাধুর্য্য) ৷০
৫৩। গৌড়ীয়কণ্ঠহারঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ৷০
৫৫। অমৃতকণাবলী বা ভাগবতধর্মতত্ত্ব ৷০
৫৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৴০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষাবিবৃতি) ৷০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৬০। মায়াবাদী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যগীতামৃত সারঃ ৷০
৬১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী চরিতম্ ৷০
৬২। সটীক শিক্ষাষ্টকম্ ৷০
৬৩। জপরহস্যম্ ৷০
৬৪। মাধুর্য্য বিজ্ঞানম্ ৷৶০
৬৫। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ৴০
৬৬। মায়াবাদখণ্ডনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৭। রায় রামানন্দ ৷০
৬৮। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ৷০
৬৯। নামভজন ৷০
৭০। বেদান্ত—ইটস্ মর্ফলজি অ্যাণ্ড অন্টলজি ৷০
৭১। থিয়েটিক ওয়ার্ডস ৷৶০
৭২। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ৷০
৭৩। বৈষ্ণবীজম ৷০
৭৪। গোল্ডেন গৌড়ীয়মঠ ইন ব্রীফ ৴০
৭৫। দি ভাগবত ৷০
৭৬। রেলিজিয়াস প্রিন্সিপলস অ্যাণ্ড ডেভেলপমেন্ট ৷০
৭৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২৷০
৭৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৬৲

উড়িয়া ভাষায় প্রকাশিত

৭৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷০
৮০। সাধন-পথ ৷০
৮১। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৮২। গীতাবলী ৴০
৮৩। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৪। শরণাগতি ৴০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। পিলার প্রীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৸৴০ আনা, বড় বোতল ১৷৴০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালি-আবিষ্কারক এবং ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউন্টেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে খুব উৎকৃষ্ট। উহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য খুব সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং
কারখানা—২নং রামকান্ত লেন, বাগবাজার
কলিকাতা

আমাশয় ও পেটের পীড়ায়

শ্রীশ্যামানন্দ দাশ কবিরাজের আবিষ্কৃত

গ্রহণী বজ্র

ব্যবহার করুন

আমাশয়, রক্তামাশয় অজীর্ণ, গ্রহণী, অর্শ, পেটফাঁপা, বমনোদ্বেগ, সূতিকা ও শিশুর উদরাময় প্রভৃতি সকল প্রকার নূতন ও পুরাতন পেটের পীড়ায় গ্রহণী বজ্র প্রত্যক্ষ ফল প্রদ মহৌষধ।

যাঁহারা পেটের পীড়ায় নানাবিধ চিকিৎসায় আশা ও উদ্যম নষ্ট করিয়াছেন তাঁহারা ইহা ব্যবহার করিয়া সত্বর ফল লাভ করিতে পারেন এই ঔষধে গ্রহণী বজ্র ব্যবহার করুন, রোগ দূর হইবে। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। মূল্য এক শিশি ৷০ আনা, ৩ শিশি ১৲ টাকা। ডাক মাশুল ৵০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীকৃষ্ণ ঔষধালয়, ময়মনসিংহ।
ঢাকার এজেন্ট মেসার্স মহেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং
পাটুয়াটুলি, ঢাকা

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীজগদীশনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, বি, এ, সহকারী-সম্পাদক ও
অধ্যাপক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি, এ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"-

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে ; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের অতিরিক্ত সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র মেধাবী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

" কৃষ্ণ "

(ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

[illegible] কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক [illegible] [illegible] শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল [illegible] [illegible] [illegible] এবং [illegible] ত্রোভাবেষণা এবং গ্রাঞ্জল লেখনীর অনুভব [illegible] একাধারে [illegible] এবং [illegible] জীবনচরিত-পাঠে মগ্ন হউন এই বিরাট, অভিনব ও আকর্ষণীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য [illegible] [illegible] সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত, সিদ্ধান্তের ব্যাপক আলোচনা প্রথম খণ্ড [illegible] অধ্যায়ে, প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় এবং ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের স্বলিখিত মুখবন্ধ (Foreward) প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় সূচিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে [illegible] [illegible] [illegible] (Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—সম্রাট গৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা ; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বযুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে কথাসার ও শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান:—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক পত্রিকা একাদিক্রমে প্রকাশিত হয়। বার্ষিক ৩৸০ টাকা ভিক্ষায় কলিকাতা বাগবাজার গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি. এ. সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৸০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত [illegible] ভাষায় একমাত্র [illegible] পাক্ষিক বৈষ্ণবশ্রী [illegible] হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৸০

৪। সজ্জনতোষণী—[illegible] [illegible] সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রী[illegible] মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৸০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ বিনায়ক [illegible] বি-এ, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া [illegible] হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১৸০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ-প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল বোল্ড অক্ষরে এবং তাহার বর্ত্তমান-যুগের শুদ্ধভক্তপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। অতি সুন্দর ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৩৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোকসূচী, পদ্যসূচী, গানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়-সূচী, স্থানসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী-পত্র। নবাগত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অপূর্ব্ব বিরাট সংস্করণ জগতের কোথাও আর কখনও প্রকাশিত হয় নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৪০,	১০—৩১,	১৩—২২	১৭—৩৮,	১৯—০৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—১১,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৩,	২০—০৫
স্বরূপগঞ্জ	পৌঃ	৭—৩০,	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৩,	২০—১২

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

রবিবার ব্যতীত

স্বরূপগঞ্জ	ছাঃ	৫-৪৫	১০-১৫	১২-১০	১৩-৩৪	১৫-৭৪	১৮-৫১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৬-৫০	১০-৩৭	১২-১১	১৩-৪২	১৫-৪৩	১৮-৭
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৭	১০-৭	১২-৫১	১৩-১২	১৬-১২	১৮-১১

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

		প্রথম ৩ দিনে		পরবর্ত্তি-সময়ে	
		সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা	সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা
প্রত্যেকবার	প্রতি লাইন	৵৹	৶০	৶	
"	" ইঞ্চি	২৲	১৷০	১৷০	১৲
"	" সিকিকলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
"	" অর্দ্ধকলম	৮৲	৭৲	৭৲	৫৲
"	" ১ কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

মাসিক হার

[যদি অন্ততঃ ১ বৎসরের জন্য চুক্তি করা হয়]

সংবাদ পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ৬৲, সিকি কলম ১৫৲, অর্দ্ধ কলম ২৫৲, এক কলম ৩৫৲

বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ৪৷০, সিকি কলম ১২৲ অর্দ্ধ কলম ২৭৲, এক কলম ৩০৲ টাকা।

সাহায্যের হার

সডাক বার্ষিক ৯৲ নয় টাকা, ষাণ্মাসিক ৫৲ পাঁচ টাকা, ত্রৈমাসিক ৩৸০ পৌনে তিন টাকা, মাসিক ১৲ এক টাকা মাত্র। নগদ প্রতি সংখ্যা ৵০

ম্যানেজার, দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, জেলা নদীয়া। টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম', নবদ্বীপ

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'নদীয়া' নবদ্বীপ

দৈনিক

REG. C 1544

নদীয়া-প্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

[illegible]
বর্ত্তমানে মূল্য ও
ডাকমাশুল সম্বলিত
বার্ষিক। কাগজ ও
ছাপা অতি উত্তম।
ভিক্ষা ১০ মাত্র
শ্রীচৈতন্য মঠ,
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

"গৌড়ীয়"
৭ম বর্ষ হইতে
১১শ বর্ষ পর্য্যন্ত
প্রতি বর্ষ কাপড়ে
বাঁধাই
ভিক্ষা ৩।০ মাত্র।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ
বাগবাজার, কলিকাতা

ভারতের সর্ব্বত্র একচ্ছত্র-প্রচার -পরাকাষ্ঠা বাংলার একমাত্র মুখপত্র

১০ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১৮ই বৈশাখ, বুধবার ১৩৪২, ১লা মে ১৯৩৫ [৫১শ সংখ্যা

"ছোড়ে গা নেই"

—:০:—

অদম্য অধ্যবসায়

পঁচিশ বার ম্যাট্রিক ফেল করিয়াও অটুট উৎসাহ

পরীক্ষায় ফেল করিয়া, খারাপ পরীক্ষা দিয়া লোকে আত্মহত্যা পর্য্যন্ত করিয়া বসে। ফেল করিয়া দমিত হয় না—এমন উদাহরণ বিরল। সম্প্রতি তাহার অন্ততঃ একটি জলন্ত দৃষ্টান্ত মিলিয়াছে—রাজকোটে।

ভদ্রলোক—তাহাকে এখন আর বালক বলা যায় না, যুবকও নহে—প্রথম ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেন—১৯০৮ সালে বোম্বাই ইউনিভার্সিটিতে—ফেল করিলেন। কিন্তু দমিলেন না। ম্যাট্রিক ফেল করা পুরুষে অধ্যবসায়ী যে এখনও পড়িয়াছেন, তাহার বাস্তব প্রমাণ দিতে বদ্ধপরিকর হইয়া তিনি আবার পরীক্ষা দিলেন। আবার ফেল। তবু পরওয়া নেই—আবার ফেল ফেল।

এরপর হইতে বার্ষিক ম্যাট্রিক পরীক্ষা ভদ্রলোকের অত্যন্ত নির্দ্দিষ্ট কার্য্যের অন্তর্গত হইয়া পড়িয়াছে। জগতে কত পরিবর্ত্তন হইয়া গেল—কিন্তু তাহার পরীক্ষা দেওয়া স্থির। মহাযুদ্ধ হইল,—রাশিয়ার রাজবিপ্লব ঘটিল,—আইনস্টাইন রিলেটিভিটি থিওরী বাহির করিলেন,—কিন্তু আচল অটল সেই অধ্যবসায়ী পরীক্ষার্থী।

এখনও তাহার পরীক্ষার শেষ হয় নাই, কোথায় শেষ হইবে কিনা। তিনি শেষ পর্য্যন্ত "অধ্যবসায়" প্রবন্ধটি ভুল প্রতিপাদন করিয়া রাখিবেন কিনা বুঝা যাইতেছে না।

চৌত্রিশ বৎসর উদ্যমের যে দৃঢ় [illegible] করিলে একটা কেন রেকর্ড [illegible] যদি সেরূপ কিছু না করেন—তাহা হইলে বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তব্য হইবে ফেলের রেকর্ড হিসাবে তাহার নাম বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়া রাখা।

সংসারী লোকের সংস্কার "যা কিছুই তামাসা শুধুই"

বাদপুর হইতে প্রকাশ, ২০শে এপ্রিল হইতে তথায় এইরূপ একটি খবর রটিয়াছিল যে, মুসলমান অধ্যুষিত অঞ্চলে একটি দেবমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। সহরে এই খবর রটিয়া যাওয়া মাত্র হিন্দুগণ দলে দলে তাহা দর্শন করিবার জন্য ছুটিতে থাকে। ইহার সঙ্গে সঙ্গে আর একটি গুজব রটে যে, হিন্দু অধ্যুষিত অঞ্চলে মসজিদের একখানা হাত পাওয়া গিয়াছে। এই সংবাদ রটিবামাত্র মুসলমানগণ প্রায় প্রত্যেক হিন্দু অঞ্চলে তন্ন তন্ন করিয়া খোঁজ করে।

দুইদিন পর্য্যন্ত এইভাবে খোঁজাখুঁজির পর উভয় দলই নিবৃত্ত হয়। সমস্ত ব্যাপারটা নিছক তামাসা। এই ঘটনায় লাভ হইয়াছে একমাত্র ফটোওয়ালাদের, কারণ তাহারা বেশ দু'পয়সা রোজগার করিয়া লইয়াছে।

বিবাহোন্মত্ত বৃদ্ধের শেষ পথ

কলিকাতার পুলিশ খবর পাইয়া গত পূর্ব্ব রবিবার ১৪ই এপ্রিল কলিকাতা হইতে প্রায় তিন মাইল দূরবর্ত্তী বুলিকাদি হাওড়া হইতে একটি মৃতদেহ আনে। মৃত ব্যক্তির মুখ চোখ ও জামা এরূপভাবে ক্ষতবিক্ষত ও বিকৃত করিয়াছে যে, উহাকে কেহ চিনিতে পারে নাই। রবিবার কলিকাতার হাটখোলা সিটি এবং [illegible] উপলক্ষে তাহাকে [illegible] [illegible] কেহই উহাকে সনাক্ত করিতে পারে নাই। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত মৃতদেহ ঘাটে রাখা হইয়াছিল, পরে উহার শব সৎকার করা হয়।

সম্প্রতি পুলিশ তদন্তে প্রকাশ পাইয়াছে, মৃতব্যক্তির বাড়ী কলিকাতা হইতে ৬ মাইল দক্ষিণ পূর্ব্বে দাদিরপাড়া গ্রামে ছিল—তাহার নাম আবদুল কাদের, সে নাকি দাগী। বর্ত্তমানে সে ঐ গ্রাম ছাড়িয়া তাহার অন্য মতো সমস্ত গোলার খোলাছড়া গ্রামে গিয়াছে। ঘটনার দিন সে পূর্ব্ব বাসস্থান দাদিরপাড়া গ্রামে আসে এবং কিছু টাকাকড়ি ও অলঙ্কারাদিসহ তথা হইতে ঘটনাস্থলে প্রায় এক মাইল পূর্ব্বে কোন গ্রামে তাহার আপন বিবাহ সমাপ্ত করিবার জন্য যায়। তারপর কি হইয়াছে কেহ বলিতে পারে না। পুলিশ খোলাছড়া গ্রামে মৃতব্যক্তির বাড়ী অনুসন্ধানে গিয়াছে এবং দাগী হইলে তাহার হুলিয়ার খবর লইবে।

আসামতলে নৃশংস হত্যা

সাঁওতাল পরগণার দায়রা জজ মিঃ আর সি বিভার, গোড্ডা মহকুমার পাসাই গ্রামের সাধু টৈতোর ১২ বৎসর বয়স্কা কন্যা কৌশল্যাকে হত্যার অপরাধে ঐ গ্রামেরই কেবল সাংহীর প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ দিয়াছেন।

অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ, গত এই ডিসেম্বর নিহত বালিকা একা তাহার বাড়ীতে ছিল এবং পরিজনগণের জন্য খাদ্য প্রস্তুত করিতেছিল। তাহার পিতা মাতা এবং আত্মীয়গণ ঐ গ্রামেরই দিলেদের মহাজনের বাড়ীতে অন্যত্র ধান কাটাই করিতে গিয়াছিল। সন্ধ্যার পর বাড়ী ফিরিয়া তাহারা বাড়ীর প্রাঙ্গণ রক্তে রক্তময় দেখিতে পায়। তাহাদের কন্যার রক্তমাখা মৃতদেহ নিকটেই পড়িয়াছিল। কন্যাকে টাঙ্গী বা হাঁসুয়ায় ধরিয়া লইয়া গিয়াছে মনে করিয়া তাহারা প্রথমে চীৎকার করিয়া উঠে। তন্ন তন্ন করিয়া তল্লাস করিবার পর মৃত বালিকার শব তাহাদের গৃহ প্রাঙ্গণের মধ্যে শেষ পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হয়। সন্ধ্যার অব্যবহিত পূর্ব্বেও আসামীকে তাহাদের বাড়ীর সম্মুখে ঘুরাফেরা করিতে এবং সেই ভঙ্গিতে দেখা গিয়াছিল। উক্ত সম্পর্কে ফরিয়াদী পক্ষ হইতে উল্লিখিত হইয়াছে যে, ঘটনার প্রায় দশদিন পূর্ব্বে আসামী বালিকার পিতার নিকট বালিকাকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব করে। কিন্তু বালিকার পিতা আসামী দুষ্ট তাহার আর এক স্ত্রী বর্ত্তমান ও সে দুষ্ট লোক বলিয়া তাহার প্রস্তাব ঘৃণাভরে উপেক্ষা করে।

দুইজন নিহত

মান্দ্রাজ হইতে প্রকাশ, কোয়েম্বাটোরের নিকটবর্ত্তী কালা নামক গ্রামে দাঙ্গায় জখম দুই ব্যক্তি নিহত ও প্রায় ৮ জন আহত হইয়াছে। প্রকাশ, পারিবারিক বিবাদ হইতে এই হাঙ্গামার সূত্রপাত হয়। এক পক্ষ নাকি বন্দুকও ব্যবহার করিয়াছিল। পুলিশ তদন্ত চলিতেছে এবং হাসপাতালে আহতদের চিকিৎসা হইতেছে।

দণ্ডিত আসামী

কানপুর ষড়যন্ত্র মামলার দণ্ডিত আসামী বাবু [illegible] বর্ত্তমানে বেরিলী জেলে আটক আছেন। তিনি দিনের পর দিন [illegible] হইয়া পড়িতেছেন বলিয়া প্রকাশ। শ্রীযুক্ত [illegible] রোগে কষ্ট পাইতেছেন [illegible] রোগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। জেল কর্ত্তৃপক্ষ নাকি তাঁহাকে হাসপাতালে অথবা [illegible] বন্দী করা যায় কিনা তাহা বিবেচনা করিতেছেন।

নীলাম ইস্তাহার

নীলামের দিন ৮ই মে ১৯৩৫,
প্রথম মুন্সেফ আদালত
কৃষ্ণনগর

(১)

১১০ মনিজারী ৩৫ দাবী ১০৬৷০

ডিঃ সীতানাথ গড়াই সাং গোপডাঙ্গা

দেঃ একরজ মল্লিক দিং সাং গোপডাঙ্গা পোঃ শ্রীধরপুর

১। থানা কোতোয়ালীর গোপডাঙ্গা গ্রামে ৪২০ খতিয়ানে ১১ ৭৪ নং জমী ২০৵৬ জমা মূল্য আঃ ৭৫৲

(২)

১৩৬ মনিজারী ৩৪ দাবী ৩৭৪৸৵০

ডিঃ মদন মোহন রায় সাং নবদ্বীপ

দেঃ প্রকাশচন্দ্র ঘোষ সাং আগরপুর পোঃ কুলিয়ার হব জেলা ময়মনসিং

থানা নবদ্বীপ মৌজার ১১৭৪ খতিয়ানে ৮০১ দাগে ৩০৭ নং জমী ২৲ জমা খাস কোঠাঘর ৫ অ ছাং দেউঘর ২ কুঠরি ও টালিঘর করগেট টিনের ঘর মূল্য, পায়খানা মূল্য আঃ ২৫০৲

(৩)

১১৫২ বাংজারী ৩৪ দাবী ০৮৵০

ডিঃ বিনয়কৃষ্ণ বসু সাং আমিনপাড়া

দেঃ শ্রীনাথ সাতরা সাং কুবনী পোঃ কৃষ্ণনগর

১। থানা কোতোয়ালীর কুনী গ্রামে ১৬৩ খতিয়ানে ১০১২ নং জমী ১/৬ জমা মূল্য আঃ ১০৲

২। ঐ গ্রামে ১৬১ খতিয়ানে ৩৪৫নং জমী ২১০ জমা মূল্য আঃ ২৲

(৪)

১৬৬৮বাংজারী ৩৪ দাবী ৩৭৸৶৩

ডিঃ হেমচন্দ্র রায় চৌধুরী সাং লাখুরিয়া

দেঃ শ্রীঅপূর্ব্বকুমার রায় সাং পোঃ কালীগঞ্জ

১। থানা ও মেজে কালীগঞ্জ ১১৮৩ খতিয়ানে ০৬ নং জমী ২৲ জমা মূল্য আঃ ৫৲

২। ঐ মৌজার ১৩৫৮ খতিয়ানে ৩৪৪নং জমী একত্রে মূল্য আঃ ২০৲

৩। ঐ মৌজার ১২০২ খতিয়ানে ৩০০ নং জমী ১৲ জমা মূল্য আঃ ৫৲

(৫)

১১৫বাংজারী ৩৫ দাবী ৪৯৶১

ডিঃ নৃসিংহ প্রসাদ সেন সাং বাটিয়ারি

দেঃ কুঞ্জবেহারী দাসী দিং সাং বড় খাটাকী পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জের বড় খাটাকী গ্রামে ৩৪৫ খতিয়ানে ৭ ৪৯ নং জমী ২০৲ মূল্য

(৬)

২৬৯ বাংজারী ৩৫ দাবী ৬৬০৷৵০

ডিঃ শ্রীবাগদত্ত সাং ব৹রাপুর

দেঃ অন্নপূর্ণা দাসী সাং কাঁঠালপাড়া

পোঃ কৃষ্ণনগর

১। থানা চাপড়ার অধীন বাগাবন্দ দিকড়া গ্রামে ২৬৮ খতিয়ানে ৪০৷৶৯ জমা উহার মালিকীস্বত্ব মূল্য আঃ ১৫০৲

২। ঐ গ্রামে ৩১২ খতিয়ানে ৪৯/৪ জমার মালিকীস্বত্ব মূল্য আঃ ২০০৲

৩। থানা কোতোয়ালীর নকডাঙ্গা গ্রামে ১০৪৭৷/৬ জমার পত্তনীমহাল রাজাপুর মৌজার ২১৯ খতিয়ান নকডাঙ্গা মৌজার ৩২৯ খতিয়ান খালিবাটী মৌজার ২৬ খতিয়ান মূল্য আঃ ৩০০৲

৪। নদীয়া কালেক্টারীর ৩৬৩৪ তৌজী দুবলীপুর মহাল ১০৭৸৵০ জমার জমীদারী স্বত্ব ৲১০॥ আনা অংশ মূল্য আঃ ২০০৲

৫। নদীয়ার ৪৪১।৪ তৌজীভুক্ত রাজাপুর ৲১০॥ আনা ১২৪৶০ মূল্য আঃ ২০০৲

(৭)

২৪০ বাংজারী ৩৫ দাবী ১০৬৩৸৵৬

ডিঃ ঐ

দেঃ ঐ

সম্পত্তি ঐ

(৮)

২৪১ বাংজারী ৩৫ দাবী ৮৯৩৸৵৯

ডিঃ ঐ

দেঃ ঐ

সম্পত্তি ঐ

(৯)

২৬৯ দেঃ জারী ৩৫ দাবী ৪৪৬/৯

ডিঃ শিবদাস ভট্টাচার্য্য সাং নবদ্বীপ

দেঃ ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় সাং পোঃ নবদ্বীপ

১। নবদ্বীপ মৌজার ৮৫৪১ খতিয়ানে ৵১।০ কাঠা জমী খাস করগেটের চালা ১ খান মূল্য আঃ ৫০৲

২। ঐ মৌজার ৩৫৩৪ খতিয়ানে ১৯নং জমা ।০ জমা খাস ৪ কুঠরী কোঠা বাগান খাস বাগান দেঃ একতরফা ভুক্ত অংশ মূল্য আঃ ১০০৲

(১০)

১৮১ দেঃ জারী ৩৫ দাবী ১৫৫০৷৵৩

ডিঃ মহেন্দ্র বিশ্বাস সাং গোকর্ণাথপুর

দেঃ দয়ালেশ মন্ডল দিং সাং কুকপুর পোঃ চুয়াডাঙ্গা

১। থানা চুয়াডাঙ্গার কুকপুর গ্রামে ৩২৬ খতিয়ানে ৪-৭৯ নং জমী ৫৲ জমা মূল্য আঃ ৪০৲

২। ঐ গ্রামে ২৩৪ খতিয়ানে ৩৬১নং জমা ১৷/০ জমা মূল্য আঃ ১০৲

দ্বিতীয় মুন্সেফ আদালত
নীলামের দিন ৮ই মে ১৯৩৫,

(১)

১৩ মনিজারী ৩৫ দাবী ৩০৲

ডিঃ বলিদাস বকসি সাং গোয়াড়ী

দেঃ ধারকনাথ মুচি সাং কাটামরা পোঃ পিয়ারপুর

১। থানা চাপড়া কাটামরা মৌজার ৫৮ খতিয়ানে ২১নং জমী ১৶০ জমা খাস করগেট টিনের ঘর ১ খানা খড়ের ঘর ২ খানা পাশ ও বাঁশ মূল্য আঃ ২০৲

২। ঐ থানার মহৎপুর মৌজার ২৮৭৯ খতিয়ানে ২-৩২নং জমা ৯৸৵০ জমা মূল্য আঃ ১০৲

(২)

১৪১৩ মনিজারী ৩৪ দাবী ১৩৪১৲

ডিঃ দুর্গাদাস মুখোপাধ্যায় সাং কৃষ্ণপুর

দেঃ সতীশ চন্দ্র বিশ্বাস সাং কৃষ্ণপুর পোঃ হৃদয়পুর

১। থানা চাপড়ার কৃষ্ণপুর মৌজার ৭৯৭ খতিয়ানে ৫-৫০ নং জমা ৮৷০ জমা মূল্য আঃ ৪০৲

২। ঐ গ্রামে ৪৮৯ খতিয়ানে ৭-৮৫নং জমী ৮৫ জমা মূল্য আঃ ৫০৲

৩। ঐ গ্রামে ৩৮।।৪৮৮ খতিয়ানে ১৬-৭৯ নং জমা ৩৭৶৬ জমা মূল্য আঃ ৬০৲

৪। ঐ গ্রামে ১৪ খতিয়ানে ৬৬-২নং জমী ২৫৲ জমা মূল্য আঃ ১০৲

(৩)

৭৬ মনিজারী ৩৫ দাবী ২৭৸৵০

ডিঃ হরিদাস চট্টোপাধ্যায় সাং বর্দ্ধমহ

দেঃ নিবারণ চট্টোপাধ্যায় সাং বর্দ্ধমহ পোঃ নাকাশীপাড়া

১। থানা নাকাশীপাড়ার বর্দ্ধমহ গ্রামে ৬৯০ খতিয়ানে ৩-৪২নং জমী দেঃ ৷/৵= অংশ মূল্য আঃ ১০৲

২। ঐ থানার মহেশপুরগ্রামে ১৪৫ খতিয়ানে ১৮-২৬নং জমী একত্রে দেঃ ৵১৫।১৪ দন্তী অংশ মূল্য আঃ ১০৲

৩। ঐ থানার বহিরগাছি মৌজার ৫৫৫ খতিয়ানে ১-৩২নং জমী দেঃ ৶০ অংশ মূল্য আঃ ৪৲

(৪)

৪৩ মনিজারী ৩৫ দাবী ৩০১৷০

ডিঃ হেমন্তকুমার রায় সাং বাবপুর

দেঃ শরৎ চন্দ্র ঘোষ সাং বিল্বগ্রামী পোঃ নাকাশীপাড়া

১। থানা নাকাশীপাড়ার বিল্বগ্রামী মৌজার ২৩৩ খতিয়ানে ১৯-৩২নং জমী ২২৷/৪ জমা দেঃ ৷০ অংশ মূল্য আঃ ৩০৲

কলিকাতার বাজার দর

চাউলের দর

	প্রতি মণ
হাবধানি	৭৸০
বালাম চাল	৫৸৵০
কাটারীভোগ	৫৸৵০-৫৸৵০
বাঁকতুলসী	৫৸৵০
নাগরা	৫৸৵০
ঐ পুরাতন	৫৷০
পাটনাই উৎকৃষ্ট	৪৲
এক্সট্রা কোয়ালিটি	৩৸৵০
সিদ্ধ রেঙ্গুন	২৸৵০

চিনির দর

সাদা জাভা রেডি	৯।০-৯৸৵০
দেশী সাদা দানা	৮৸৵০-৯।০
লাল ..	৮।৸৵০ ৮৷৵০

তারা বার্লী

আমাদের বিশেষত্ব ==

আমাদের এই তারা বার্লী আধুনিক উন্নত বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুযায়ী মেসিনে এবং সেই শক্তিবান বার্লী বিশেষজ্ঞ শ্রীযুক্ত টি পি, বসু মহাশয়ের চাক্ষুষ ও সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধানতায় প্রস্তুত। ইহারই একমাত্র বিজ্ঞকর্ম্ম দক্ষতায় একদিন এসিয়া মহাদেশের সুপ্রসিদ্ধ বিস্কুট ও বার্লী প্রস্তুতকারক স্বনামধন্য স্বর্গীয় (শ্রীযুক্ত) জে, সি, বসু মহাশয় বিস্কুট ও বার্লী প্রচলন করিয়া জগতে আদর্শ স্থানীয় হইয়া ছিলেন। এই ব্যবসায় ইহার অভিজ্ঞতা ১৬ বৎসরের ও অধিক কালের। ইহা হস্ত পৃষ্ট নহে।

পোঃ বাগবাজার কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
—পারমার্থিক পত্র—
শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১০ম বর্ষ } ১৭ মধুসূদন গৌরাব্দ ৪৪৯, ১৮ই বৈশাখ বঙ্গাব্দ ১৩৪২, ১লা মে ১৯৩৫ বুধবার ৫১ তম সংখ্যা

[শ্রী]ল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের অপ্রকট-মহোৎসব

মামগাছি শ্রীমোদদ্রুম-মঠে মহোৎসব

বৈশাখ-মাসের কৃষ্ণা দশমী তিথি গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ইতিহাসের একটী বিশেষ স্মরণীয় তারিখ। এই তিথিতেই শ্রীগৌর-লীলার ব্যাস ঠাকুর শ্রীল বৃন্দাবন দাস অপ্রকট-লীলা প্রকাশ করিয়াছেন। তাই এই তিথিতে প্রতি বৎসরই গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের আচার্য্যবর্যের শ্রীগৌরসুধাকরের উদয়গিরি শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠে ও তাহার শাখামঠসমূহে ঠাকুরের পরমার্থপ্রদ চরিত্র আলোচনা ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনমুখে মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

—

এবৎসর এই তিথির শুভাগমন হইয়াছিল গত ১৫ই বৈশাখ রবিবার। ঐ তারিখে আলোচ্য বিরহোৎসব বিশেষভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল ঠাকুরের শ্রীপাট শ্রীমোদদ্রুম-মঠে। পাঠকগণ বোধ হয় অবগত আছেন যে, নবদ্বীপের অন্তর্গত মোদদ্রুমদ্বীপস্থ ঠাকুরের পূত প্রকট-স্থান তথাকথিত গৌড়ীয়গণের উদাসীনতায় অনেক শত বৎসর পতিত থাকিয়া জাগদ্গুরুদের আবাসভূমি জীবন অবস্থানীতে পরিণত হইলেও গৌড়ীয়াচার্য্যভাস্কর প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের প্রচেষ্টায় উক্ত স্থানে বর্ত্তমানে একটি সুদৃশ্য মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে এবং তথায় শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের সেব্য শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ এবং শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ ও শ্রীজগন্নাথদেব সেবিত হইতেছেন। এই পবিত্র স্থানই বর্ত্তমানে শ্রীমোদদ্রুম মঠ নামে পরিচিত। নবদ্বীপ-পরিক্রমার যাত্রিগণ পরিক্রমার ৮ম দিবস মোদদ্রুম-দ্বীপ-পরিক্রমণার্থ এই স্থানে সমবেত হইয়া বিরাট আয়োজনে মহোৎসব করিয়া থাকেন। সুতরাং বৎসরে দুইবার এই শ্রীপাটে বিপুল আয়োজনের সহিত মহোৎসব হইয়া থাকে। শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার উদ্যোগেই এই মহোৎসবাদি হইয়া থাকে এবং এই সভার প্রচারকগণ পাঠ, কীর্ত্তন ও বক্তৃতাদি করিয়া থাকেন।

—

গত ১৫ই বৈশাখ শ্রীচৈতন্যমঠের যে-সকল সেবক প্রত্যূষে যাত্রা করিয়া শ্রীমোদদ্রুম গমন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের অগ্রণী ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ শ্রীল প্রভুপাদের লিখিত ঠাকুর শ্রীল বৃন্দাবনের চারত, শ্রীশিক্ষাষ্টক ও উপদেশামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন; তৎপরে ঠাকুরের বিরচিত শ্রীচৈতন্যভাগবতের আদিলীলা প্রথম অধ্যায় পাঠ এবং বৈষ্ণবের বিরহ-তিথির বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা হয়। প্রথম অধ্যায়ে শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের মহিমা ও শ্রীচৈতন্যলীলার সূত্র গ্রথিত হইয়াছে।

"দুঃখ-মধ্যে কোন্ দুঃখ হয় গুরুতর।
কৃষ্ণভক্ত-বিরহ বিনা দুঃখ নাহি পর॥"

"কৃষ্ণভক্ত"-বাক্যের বর্ণনপূর্ব্বক কৃষ্ণভক্তবিরহের তীব্রতা বর্ণন করা হইয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে ভক্ত-সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তির মৃত্যুতে শোক ও বৈষ্ণবের অপ্রকটে বিরহ-ভাবের মধ্যে পার্থক্য বর্ণিত হইয়াছে। তথাপি ঠাকুর হরিদাসের নির্যাণ-প্রসঙ্গ বক্তৃতামুখে বলা হইয়াছে।

পাঠের পূর্ব্বে নিষ্ঠ ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ সচ্চিদানন্দ ও শ্রীমান্ রামকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী সুললিতস্বরে 'গুর্ব্বষ্টক', 'গুরু-পরম্পরা', 'শ্রীগুরুচরণপদ্ম', 'নিতাইপদ-কমল', 'বা কর্ত্তৃ কয়', 'যেখানে নাহি যেন' প্রভৃতি মহাজন-পদাবলী এবং পাঠের পরে ভক্তবৃন্দ সকলে সমবেতকণ্ঠে যোগপারাধিক কীর্ত্তন করেন।

—

অপরাহ্ণে স্বামীজী পুনরায় শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ করেন। পাঠের মর্ম্ম—শ্রীবাস ও রামাই এই দুই ভ্রাতা সংকীর্ত্তন, ভাগবতপাঠ, নিত্য-লীলাদির এবং অন্যের প্রকারে মহাপ্রভুর পরম প্রীতিভাজন ছিলেন। একদিন মহাপ্রভু শ্রীবাসকে বলিলেন যে, তিনি বিপুল পরিবারের ভরণ পোষণের জন্য কোনও চেষ্টা করেন না কেন? তাঁহার সংসার-নির্ব্বাহ কিরূপে হইবে? উত্তরে শ্রীবাস বলিলেন, তাঁহার অর্থের জন্য কোথাও যাইতে ইচ্ছা হয় না; অদৃষ্টে যাহা থাকে তাহাই হইবে। মহাপ্রভু বলিলেন, "শ্রীবাস তুমি সন্ন্যাসগ্রহণ কর।" শ্রীবাস বলিলেন,—"আমি তাহা পারিব না।" শ্রীমহাপ্রভু বলিলেন—তবে তোমার পরিবারবর্গ কিরূপে প্রতিপালিত হইবে? শ্রীবাস হাতে তিন তালি দিয়া 'এক', 'দুই', 'তিন' বলিলেন। প্রভু ইহার অর্থ জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্রীবাস বলিলেন,—"যদি তিন দিন উপবাসেও আহার না মিলে, তবে গলায় ঘট বান্ধিয়া গঙ্গায় প্রবেশ করিব।" শ্রীবাসের বাক্য শ্রবণমাত্র মহাপ্রভু হুঙ্কার করিয়া উঠিলেন এবং বলিলেন, "শ্রীবাস! তোমার ঘরে দারিদ্র্য হইবে না। তুমি কি আমার গীতার বাক্য জান না যে যিনি আমাকে অনন্যচিত্তে ভজন করেন, আমি তাঁহার 'যোগ' (অপ্রাপ্য বস্তুর প্রাপ্তি) 'ক্ষেম' (প্রাপ্তবস্তুর সংরক্ষণ) বহন করিয়া থাকি। আমি এবং নিত্যানন্দ তাঁহার অংশকর্ত্তা তাঁহার আবার গ্রাসাচ্ছাদনের চিন্তা কি? আমি তোমাকে বর দিলাম যে তুমি ঘরে বসিয়া থাকিলেও তোমার দ্বারে কৃষ্ণসেবার সকল সম্ভার আসিয়া উপস্থিত হইবে।"

পাঠের পূর্ব্বে গোপীনাথের শ্রীচরণে বিজ্ঞপ্তি সূচক সুমধুর কীর্ত্তন এবং পরে 'যে আনিল প্রেমধন', 'করুণা করহ', মহাপ্রভু প্রভৃতি কীর্ত্তনান্তে ভক্তগণ শ্রীমন্দির পরিক্রমা করেন।

ঠাকুর শ্রীল বৃন্দাবন দাসের মহিমার বিষয় আমরা বিশেষভাবে জানিতে পারি, তাঁহার রচিত শ্রীচৈতন্যভাগবত আলোচনা করিলে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-রচয়িতা শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী স্বয়ং এক প্রসঙ্গে তাঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

"কৃষ্ণলীলা ভাগবতে কহে বেদব্যাস।
চৈতন্যলীলার ব্যাস বৃন্দাবন দাস॥
বৃন্দাবন দাস কৈল চৈতন্যমঙ্গল।
যাঁহার শ্রবণে নাশে সর্ব্ব অমঙ্গল॥
চৈতন্য-নিতাইর যাতে জানিয়ে মহিমা।
যাতে জানি কৃষ্ণভক্তি-সিদ্ধান্তের সীমা॥
ভাগবতে যত ভক্তিসিদ্ধান্তের সার।
লিখিয়াছেন ইঁহা জানি করিয়া উদ্ধার॥"

• • •

"মনুষ্যে রচিতে নারে ঐছে গ্রন্থ ধন্য।
বৃন্দাবন দাস মুখে বক্তা শ্রীচৈতন্য॥"

• • •

"সংক্ষেপে বিস্তারি .... করিয়া।
বৃন্দাবন দাস মুখে অমৃতের ধার॥
চৈতন্যলীলামৃত-সিন্ধু দুগ্ধাব্ধি-সমান।
তৃষ্ণানুরূপ ঝারী ভরি তেঁহো কৈল পান॥
বৃন্দাবনদাস-........ নমস্কার।
ঐছে গ্রন্থ কার .... হরিল সংসার॥"

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৩ মধুসূদন শুক্র অনিরুদ্ধ ৪৪১

সেবকাভিমান জাগাইবার উপায়

আমরা যে ভগবানের সেবক এবং তাঁহার সেবাই যে আমাদের নিত্যধর্ম্ম—এই সহজ কথাটি আমরা অনেকদিন হইতে শুনিয়া আসিতেছি বটে কিন্তু এই বাস্তব বাণী—কৃষ্ণসেবকাভিমানটী আমাদের হৃদয়ে উদিত হইতেছে না। এই সেবকাভিমানের অভাবে আমরা নানা প্রকার অভিমানে মত্ত থাকিয়া কখনও পুত্র কখনও পিতা, কখনও পুরুষ কখনও স্ত্রী, কখনও পণ্ডিত কখনও মূর্খ, কখনও ধনী কখনও দরিদ্র, কখনও সুখী কখনও দুঃখী, কখনও সুস্থ কখনও রুগ্ন, কখনও মানুষ কখনও পশু, কখনও বলী কখনও আশ্রিত, প্রভৃতি অভিমানে ক্ষণিক আনন্দ বা দুঃখের ভাগী হইতেছি। এসকল অভিমান জীবের বিকৃতাভিমান বলিয়া জীব ইহাতে নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ পায় না; পরন্তু কৃষ্ণসেবার অভাব-হেতু কৃষ্ণাপরাধী জীব দুঃখের পর দুঃখ ভোগ করিতে করিতে এই সংসার-কারাগারে কেবল পিষ্ট হইতে থাকে। সুতরাং এঅবস্থায় জীবের স্বরূপজ্ঞানের পুনঃপ্রাপ্তি না হইলে আধ্যাত্মিক অভিমানের হস্ত হইতে রক্ষা পাওয়া যায় না বা কৃষ্ণসেবা উপলব্ধ হয় না। তাই এক্ষণে আমরা কিরূপে জীবহৃদয়ে সেবকাভিমান জাগিতে পারে বা জীব কৃষ্ণসেবায় প্রবৃত্ত হইবার পরম সুযোগ পাইয়া ধন্য হয়, জীবগণ মুখে মাত্র কৃষ্ণসেবক না বলিয়া বাস্তবিক নিজেকে কৃষ্ণদাস বলিয়া জানিবার সৌভাগ্য লাভ করিতে পারে, তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। পরম-করুণাময় কৃষ্ণসেবাপ্রধান শ্রীগুরুদেবগণ, আপনারা নিজগুণে কৃপা করিয়া আজ আমাদিগকে বল দিন। এই ভাব-জাগরণী কথা বা অভয়বাণী অন্তরে এই অযোগ্যাধমদিগের হৃদয়ে প্রকাশ করিয়া আমাদিগের প্রতি ও অন্তর্মুখ ব্যক্তিগণের প্রতি অনুভূতি করুন।

এ জগতে অভিমান অনন্ত এবং সেগুলি ক্ষণস্থায়ী ও পরিবর্ত্তনশীল। তাই শৈশব-কালে আমাদের শিশু-অভিমান, পাঠাবস্থায় ছাত্রাভিমান, বিদ্যাশিক্ষার পর শিক্ষকাভিমান প্রভৃতি আসিয়া উপস্থিত হয়। শিশুকালে কিন্তু ছাত্রাভিমান বা শিক্ষকাভিমানাদি কিছুই থাকে না। বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইবার আগে বা বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইয়াও চঞ্চলমতি বালকগণের ছাত্রাভিমান জাগে না বলিয়া পাঠে তাহারা মনোনিবেশ করিতে পারে না। পাঠাগারস্থ বালকগণের সহিত পড়িতে পড়িতে পাঠে লোভ জন্মিলে ক্রমশঃ তাহারা বিদ্যাভ্যাসে অনুরক্ত হয়। শিক্ষকাভিমান সম্বন্ধেও তাহাই। এই ছাত্রগণ বিদ্যাশিক্ষায় পারদর্শী হইয়া পরে শিক্ষকতা-কার্য্যগ্রহণে ব্রতী হয়। শিক্ষকতা-কার্য্যে নিযুক্ত হওয়ার আগে তাহাদের শিক্ষকাভিমান জাগে না; পরন্তু শিক্ষকতা করিতে করিতে তাহাদের ছাত্রাভিমান ক্রমশঃ নষ্ট হইয়া শিক্ষকাভিমান হৃদয় অধিকার করিয়া বসে। এজগতের যে কোন অভিমানই বলি না কেন, প্রত্যেকটি আমাদের সেই সেই কার্য্য করিতে করিতেই হৃদয়ে উদিত হয়। ডাক্তারী করিতে গিয়া শিক্ষকাভিমান বা শিক্ষকতা করিতে গিয়া ডাক্তারাভিমান, পুত্রহীন হইয়া পিত্রাভিমান প্রভৃতি জাগিতে পারে না। এতদ্বারা আমরা জানিতে পারি যে, ছাত্রের সেবা বা শিক্ষকতার যখন শিক্ষকাভিমান জাগাইবার একমাত্র উপায়, তখন ঐকান্তিকভাবে ভগবানের সেবা—শ্রীগুরুবৈষ্ণবের সেবাও যে সেইরূপ শুদ্ধ সেবকাভিমানকে জীবহৃদয়ে প্রকট করিবার একমাত্র আত্যন্তিক পন্থা তাহাতে আর সন্দেহ কি? আগন্তুক অভিমান-গুলি আমাদের স্বাভাবিক অভিমান নহে বলিয়া সেগুলি নিত্যস্থায়ী নয়। জীবিতোত্তর-কালে বা মৃত্যুর পরে ঐগুলি অবশ্যই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় কিন্তু সেবকাভিমান স্বরূপের ধর্ম্ম হওয়ায় উহা ভাগ্যক্রমে একবার লাভ হইলে সেই সেবকাভিমান নষ্ট হইতে বা বঞ্চিত হইতে হয় না। সেবকাভিমান-প্রাপনা হৃদয়ে জাগিলে বা ইহার অপ্রাকৃত স্রোত হৃদয়ে প্রবাহিত হইলে জীবের অন্যান্য অভিমানগুলি অচ্ছিন্ন সেবাধারার নিকট কিছু আসিয়া সংযোগ করিতে পারে না। যিনি সেবা করেন, তিনিই সেবক। যে মুহূর্ত্তে এই সেবা হইতে বিরত থাকিয়া উপস্থিত হয় সেই মুহূর্ত্তেই জীব সেবক অভিমান ব্যতীত অন্য অভিমানে আক্রান্ত হইয়া পড়ে। তাই বলি, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ২৪ ঘণ্টাই সেবা না করিলে এই দেবদুর্লভ সেবকাভিমান-ধনের অধিকারী হওয়া বড়ই কঠিন। সুতরাং নিরন্তর সেবায় প্রতিষ্ঠিত থাকিতে হইলে সতত সেবায় প্রতিষ্ঠিত সাধুগণের একান্ত সঙ্গ করা বিশেষ প্রয়োজন। সেই সেবকাভিমানী সাধুগণের শুদ্ধসেবা-পারিপাট্য দেখিয়া লোভ জন্মিলে অর্থাৎ আনন্দময় সেবা-সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইলে জীব আর অবজ্ঞাকারী সেবাশত্রু বরণ করিতে বা অসৎসঙ্গ ছাড়িয়া সৎসঙ্গ করিতে কুণ্ঠিত হয় না। উপরন্তু বৈষ্ণবাচার-পালনের সদিচ্ছা হৃদয়ে স্থান পায়। মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

অসৎসঙ্গ-ত্যাগ এই বৈষ্ণব-আচার।
স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর॥

স্ত্রীসঙ্গী ও কৃষ্ণাভক্ত এই দু' প্রকার কথা, স্ত্রীসঙ্গী ও স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গ করিতেও মহাপ্রভু নিষেধ করিয়াছেন। যোষাবস্তু অর্থাৎ যেসমস্ত বস্তু দেখিয়া আমাদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি বা আনন্দ হয় তাহাই স্ত্রী-পর্য্যায়। সুতরাং ইন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছক বস্তুর সম্বন্ধকে স্ত্রীসঙ্গ মনে করিয়া সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার। রূপদর্শনে যদি ইন্দ্রিয়ের তর্পণ না হয়, তাহা হইলে সেই রূপদর্শন যেমন ভোগদর্শন বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয় না, সেইরূপ স্ত্রী, পুত্র, মাতাপিতা প্রভৃতিকে দেখিয়া যদি আমার ইন্দ্রিয়গণ পরিতৃপ্ত না হয় তাহা হইলে তাহাদের দর্শন আমাদের ভোগ ঘটে না। কিন্তু বদ্ধজীবের পক্ষে এতাদৃশ স্বরূপদর্শন অসম্ভব। সুতরাং শুদ্ধরূপায় সেবকাভিমান হৃদয়ে যাহাদের বিচার না করা পর্য্যন্ত স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গ হইতে দূরে থাকা নিরাপদ বলিয়াই মনে হয়। এ বিষয়ে উদাসীন হইলে পূর্ব্বোক্ত ভোগাভিমানগুলি ক্রমশঃ আসিয়া বহু-কষ্টার্জ্জিত সেবকাভিমানাঙ্কুরটিকেও সমূলে বিনাশ করে। সেইজন্য বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ শ্রীমদ্ভাগবতের উপদেশাবলী সতত স্মৃতিপটে জাগাইবার প্রযত্ন করেন।

"প্রমদাশ্রমাঙ্গং পাপমাপ্নুঃ ক্বচ্চো বিভুঃ।
ন এব সাধুঃ কৃতো যোষাশ্রমণাবৃতম্ ॥
ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত
বুদ্ধিমান্।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ॥

আমরা এই সেবাপথের কথা অনুসন্ধান করিতে গিয়া প্রথমেই গুরুমুখে শ্রবণের পরম প্রয়োজনীয়তা লক্ষ্য করি। গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন—

"তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্
তত্ত্বদর্শিনঃ॥"

ভক্তিপথের পথিক হইতে হইলে প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা যুগপৎ দরকার। এ তিনটির একটিকে বাদ দিলেও ভক্তিপথ হইতে বিচ্যুতি অবশ্যম্ভাবী। প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা এই তিনটির মধ্যে সেবকের সেবার দিকে লক্ষ্য থাকাই একান্ত আবশ্যক। আবার এই সেবার দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইলে আনুগত্য, মনোযোগ এবং পরিশ্রমের আবশ্যকতা পরিদৃষ্ট হয় সুতরাং সেবায় প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য প্রণিপাত ও পরিপ্রশ্নের আবশ্যকতা আমরা উপলব্ধি করি। কিন্তু সেবা ছাড়িয়া যেখানে প্রণিপাত ও পরিপ্রশ্ন, সেখানে উহা কৌতুহল নিবৃত্তি ভিন্ন আর কিছুই নহে। তাই বলি, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ যদি ভক্তেন্দ্রিয়-তর্পণের জন্যই সকল চেষ্টা করেন, সেবকাভিমান জাগাইবার জন্য উদ্গ্রীব হন তাহা হইলে তাঁহাদের আর কোন অসুবিধার কথা নাই। সেবকাভিমান জাগাইবার উপায়-বর্ণনে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গাহিয়াছেন—

কৃপা কর বৈষ্ণব ঠাকুর।
সম্বন্ধ জানিয়া ভজিতে ভজিতে
অভিমান হউ দূর॥
আমি ত বৈষ্ণব এ বুদ্ধি হইলে
অমানী না হব আমি।
প্রতিষ্ঠাশা আসি' হৃদয় দূষিবে
হইব নিরয়গামী॥
তোমার কিঙ্কর আপনে জানিব
গুরু-অভিমান ত্যজি'।
তোমার উচ্ছিষ্ট পদজল-রেণু
সদা নিষ্কপটে ভজি॥
নিজে শ্রেষ্ঠ জানি উচ্ছিষ্টাদি দানে
হবে অভিমান ভার।
তাই শিষ্য তব থাকিয়া সর্ব্বদা
না লইব পূজা কা'র॥
অমানী মানদ হইলে কীর্ত্তনে
অধিকার দিবে তুমি।
তোমার চরণে নিষ্কপটে আমি
কাঁদিয়া লুটিব ভূমি॥

আমরা সম্প্রদায়গণ কাহারা বর্ত্তমানে যে সেবার অভিনয় করিতেছি তাহা নিজ মনের জন্য, সুখসুবিধার জন্য করিতেছি বলিয়াই—শ্রীগুরুবৈষ্ণবের প্রীতির জন্য তাহা সম্পূর্ণরূপে অনুষ্ঠিত হইতেছে না বলিয়াই আমাদের সেবক-অভিমান জাগিতেছে না। সেবা স্বীকৃত না হইলে সেবা করা অসম্ভব। তাই বলিতেছিলাম, ভক্তপাদপদ্মে দৃঢ়তা বা নির্ভরতার অভাবেই আমাদের যত অসুবিধা, যত বাধা এবং ততই সেবা-বৈধিক্যাদোষে আক্রান্ত হইয়া আমরা সেবকাভিমানের পরিবর্ত্তে—নানাভিমানে মত্ত হইবার ফলে জ্ঞাতিমানী পণ্ডিত-মূর্খ, সুখ-দুঃখী, পিতা পুত্র প্রভৃতি অভিমানে পাবচাকাঙ্ক্ষী। সেবাই যখন সকলের মূল তখন সেবকের সেবা ব্যতীত আর কি কার্য্য থাকিতে পারে, একথা ধীর ব্যক্তিগণ বিচার করিবেন।

"সরস্বতীজয়শ্রী"

[বৈষ্ণব-পত্র]

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের কৃপা যে-রূপে তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তগণ উপলব্ধি করিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে। ভিক্ষা ৬০ টাকা মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার কলিকাতা।

বৈরাগী ভাই গ্রাম্যকথা না শুনিবে কাণে। গ্রাম্যবার্ত্তা না কহিবে যবে মিলিবে আনে॥

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

বিগত ৭.৪।৩৫ তারিখে সন্ধ্যাকালে ঢাকার শ্রীযুক্ত বাবু ভূপতিরঞ্জন নাগ এম্‌-এ, বি-এল্ মহোদয়ের বাটীতে ঢাকা সহরের বহু সজ্জন ও শিক্ষিত ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমহিলার সমাবেশ হইয়াছিল। তন্মধ্যে উপস্থিত স্থানীয় ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু তারানাথ গুহ মহোদয়ের সহিত কথোপকথনচ্ছলে শ্রীল প্রভুপাদ বলিতে লাগিলেন,—

জীবের 'স্বরূপ' হয় কৃষ্ণের 'নিত্যদাস'।
কৃষ্ণের 'তটস্থা-শক্তি', 'ভেদাভেদ-প্রকাশ'॥

এই কথাটীর অর্থ সাধারণ লোকে বুঝিতে পারে না। আমরা চোর, শাক্ত, পাগলা, ডাকাত, যোগী, বাদশাহ, মশকের কীট প্রভৃতি হইতে পারি; কিন্তু যদি এই সকলের অভিমান আমাদের থাকে, তবে হরিভজন আমাদের হইল না। speculative tendency নিয়ে চিন্তা করিলে মনোধর্ম্মী হইয়া থাকিতে হয়। অভিজ্ঞ ব্যক্তির কথার বিশেষ কোন মূল্য নাই, কারণ সেই সমস্ত কথা Subject to transformation (পরিবর্ত্তনশীল)। আজ যে ছাপা বিধি নিয়ে বারবার চলিতেছে, ৫০ বৎসর পরে সেই ছাপা বিধিটাই পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইবে। যত রকম ধরণের বক্তা আছেন, তাঁদের বক্তৃতার যদি empiric source (অক্ষজ বিচারমূল) টা গৃহীত হয়, তবে সমস্ত অসুবিধা হইয়া গেল।

শ্রীমৎ আনন্দতীর্থের নামে ঢাকায় শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ স্থাপিত হইয়াছে। তাঁর বিচার আমরা গ্রহণ করি। তৎকৃত পদার্থ দশ ও দশী (পদের উ দুই এর মধ্যে) যেন দেখা যাইবে, তৎকৃত দ্রষ্টা হইবে যে সেই সব জড়গত। কিন্তু সব যখন বৈকুণ্ঠগত হইবে, তখন তাহা অপ্রাকৃত হইবে। আমরা মনোধর্ম্মী জীব, mundane reference (জাগতিক সঙ্কেতে) অবস্থিত। "অন্যা বৈতি" ও "অন্যারাধিতো"— দুটো বিচার আছে। প্রাকৃত রাজ্যে "অন্যা বৈতি" বিচার, আর অপ্রাকৃত রাজ্যে "অন্যারাধিতো" বিচার। তিনমাসের রাজ্যেই "অন্যা বৈতি"। আমাদের কাজ উহাদের এত ভার নিকট হইতে কিছু আদায় করিয়া লওয়া। এই চিন্তাস্রোত দুষ্টজনের পরিচয়। মহতসমাজ তত্ত্বজ্ঞান শব্দ গ্রহণ করে, আবার তত্ত্বজ্ঞান শব্দ ছাড়িয়া দেয়। মহাপ্রভু কিন্তু সব কথার সামঞ্জস্য করিয়াছেন।

ভক্তির আশ্রয় করা আবশ্যক। মুক্তপুরুষদের কি কথা, মুক্তির পর কি কথা, এ সব বিষয় আলোচনা করা দরকার। অনর্থযুক্ত ব্যক্তির জন্য কতকগুলি কথা বলা হইয়াছে, অনর্থযুক্তের জন্য সে সব কথা নয়, অন্য কথা আছে। সে-কথাগুলি মায়িক নয়, mundane reference (জাগতিক সঙ্কেত) তাহাতে নাই। হেগেল, কান্ট প্রভৃতি দার্শনিকগণের বিচার আমরা গ্রহণ করি না। মধ্বাচার্য্যের কথা আমরা গ্রহণ করি। শঙ্করাচার্য্যের 'monism' (অদ্বৈতবাদটা) মায়াবাদের কথা নয়। মহাপ্রভুর কথা কোথায় কি Theism cross (পরমার্থ ধ্বংস) করিয়া দিয়াছে? শ্রীরূপগোস্বামিপ্রভু মহাপ্রভুর কথা বুঝিয়া লইয়া ভক্তিরসামৃতসিন্ধু লিখিয়াছেন। সেই 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধুকে' broad cast (চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া দেওয়া) করা দরকার। ঐ সব আদান না করার দরুণ আমাদের নানারূপ দুর্দ্দশা ঘটিতেছে। ঐ সব কথাগুলি বাঙ্গলাতে লিখিত হইয়া যাইতেছে। দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গণ এই গুলিকে তাহাদের নির্দ্দিষ্ট পাঠ্য পুস্তকের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করিয়া গ্রহণ করিলে লোকের ভাবিবার হইতে পারিত, কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহারা এগুলি গ্রহণ করিতেছেন না।

জড়বস্তু বৈকুণ্ঠরাজ্যের মধ্যে আসিতে পারে না। আমরা যখন কোন উপায় দেখিতে পাই না তখন puzzled (বিভ্রান্ত) হইয়া যাই। এরূপ অবস্থায় শ্রীল ব্যাসদেব Ethical principles (পরমার্থনীতি) বুঝাবার চেষ্টা করিয়াছেন। অনেক পুরাণাদি লিখিয়াও ব্যাসদেব নিজে যখন সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই ও চিন্তিত হইয়াছিলেন তখন তাঁহার নারদগুরুর আবির্ভাব হইয়াছিল। তাঁহার কৃপায় তাঁহার কি অবস্থা হইয়াছিল, তাহা শ্রীমদ্ভাগবতে—

ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক্
প্রণিহিতেঽমলে।
অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াম্॥
যয়া সম্মোহিতো জীব আত্মানং
ত্রিগুণাত্মকম্।
পরোঽপি মনুতেঽনর্থং তৎকৃতঞ্চাভিপদ্যতে॥

প্রভৃতি শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে।

শোক, মোহ ও ভয় আমাদের সঙ্গে associated (সঙ্গী) হইয়াছে। এগুলিকে নষ্ট করিবার 'ভক্তি' ব্যতীত আর অন্য কোন উপায় নাই। ভক্তিমাত্রেই মুক্ত। অতএব "জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয় বার্ত্তাম্ প্রভৃতি" শ্লোকের বিষয় আমাদের বিচার্য্য করা দরকার। জ্ঞানের প্রয়াস ছাড়িয়া দিতে হইবে। 'নমন্ত এব' বিচার গ্রহণ করিতে হইবে। প্রাকৃতরাজ্যে empiricism (আধ্যক্ষিকতা) র মাত্রা বড় হইব, এইরূপ বিচার থাকিলে মঙ্গল হইবে না। ভক্তির পথে বড় ছোট বা অন্তর থাকি না, তাতে অসুবিধা হইবে না।

জড়গত অপূর্ণতার ব্যাপক কিন্তু বৈকুণ্ঠ সব সেরূপ নয়। বৈকুণ্ঠ ও মায়িক নামের বৈশিষ্ট্য যখন বুঝিতে পারিব তখন— "নামশ্চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ" প্রভৃতি শ্লোকের অর্থ হৃদয়ঙ্গম হবে। জড়শব্দটা কেবল Symbol (চিহ্ন) মাত্র, কারণ phenomenon (প্রাকৃত) ছাড়া অন্য কিছু comprehension (চিন্তার) এর মধ্যে আসে না। তর্কপথে এ সব কথা বোধগম্য হবে না, শ্রৌতপথ ধরিয়া চলিতে হইবে, তবে বস্তু-সান্নিধ্য লাভ সম্ভব হইবে।

বৈকুণ্ঠজগতে বিলাস-বৈচিত্র্য আছে, কিন্তু এখানকার বৈচিত্র্যে ক্লেশ আছে। নিত্যভূমিকা বলিয়া কোন জিনিষ নাই, এরূপ ধারণা ভ্রান্তিমূলক। সুখের অভাব নাই, সচ্চিদানন্দ বস্তু নাই, এ সম্বন্ধে একটা মতভেদ হইয়াছে। যাঁরা সচ্চিদানন্দ বস্তুর আকার স্বীকার করেন না, তাঁদের বৈকুণ্ঠনামের প্রতি কোন শ্রদ্ধা নাই। তাঁরা বৈকুণ্ঠনামের সহিত মায়িক জড়শব্দকে সমান বুদ্ধি করেন। কিন্তু "অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীঃ গুরুষু" প্রভৃতি বিচারে তাহারা নারকী সংজ্ঞায় অভিহিত। মনোনিগ্রহ না হওয়া পর্যন্ত জগৎ থাকিবে। নামাভাসের ফলে মানুষের মুক্তিলাভ হবে, কিন্তু নামাপরাধ হলে ভোগ হ'য়ে যায়। কেবল শুদ্ধনামেই ভগবানের সুখ হয়। ভক্তিযোগেই ভগবানের সম্যক্ বিচার। পরমাত্মার বিচার আংশিক বিচার। ভোগ ও ত্যাগ— দুইটাই অনর্থ বলিয়া জানা দরকার। মহাপ্রভুর কথিত "চেতোদর্পণমার্জ্জনম্" শ্লোক অনুশীলন করিলেই আমাদের মঙ্গল হবে।

চতুর্থ আল্‌বর্

—•••—

'ভক্তিসার'

দাক্ষিণাত্য দেশে এক শোভে দিব্যধাম,
'পুনামোল্ল' সন্নিকটে ক্রোশেক পশ্চিমে
সুপ্রাচীন স্থান এই 'মহীসার' গ্রাম,
বর্ত্তমানে খ্যাত 'তিরুমড়িশাই' নামে।
দ্বাপরের শেষ বর্ষে মকর মাসেতে,
মহীসারাধিপরূপে ভার্গবের বংশে;
অবতীর্ণ 'ভক্তিসার' মঘা নক্ষত্রেতে,
শ্রীবিষ্ণুর অস্ত্রযুক্ত 'সুদর্শন'-অংশে।
মতান্তরে কেহ কেহ বলেন তাঁহারে,
নাহি জন্ম ছিল কভু মাতা-অধিপতি,
মহাভাগবত বলি' মহীসার পুরে,
ভক্তিসার নামে খ্যাত এই মহামতি।
মায়াবাদী অবৈষ্ণব যত মত ছিল,
খণ্ড খণ্ড করিলেন সুদর্শন-বাণে;
ভক্তিচক্ষু দেখি' যথা কুয়াশা পলায়,
সেই মত যায় দুষ্ট ইঁহার বিচারে।
ওগো দেব! অপার করুণার খনি,
সুদর্শন নাম' মোরে দেহ সুদর্শন।
নিবারহে মোর যেন বাম-চিন্তাবলি;
দিবারাত্রি তুমি বন্দি শ্রীচরণ।

সারকথা

মহাপ্রভুর দয়া কিরূপ?

গোপীনাথ কহে,—তোমার কৃপা মহাসিন্ধু।
উছলিত করে যবে তার এক বিন্দু॥
মেরু-মন্দার-পর্ব্বত ডুবায় যথা তথা।
এই দুই—গণ্ড শৈল, ইহার কা কথা॥
শুষ্ক-তর্ক-খলি খাইতে জন্ম গেল যার।
তাঁরে লীলামৃত পিয়াও, এ কৃপা তোমার॥
—চৈঃ চঃ মধ্য ১৩.৮৫।৮৭

প্রেম-প্রাপ্তির সাধন কি?

প্রভু কহে,—শাস্ত্রে কহে শ্রবণ-কীর্ত্তন।
কৃষ্ণপ্রেম সেবা-ফলের 'পরম-সাধন'॥
শ্রবণ-কীর্ত্তন হৈতে কৃষ্ণে হয় 'প্রেমা'।
সেই পঞ্চম পুরুষার্থ—পুরুষার্থের সীমা॥

'প্রেম' কি নামাপরাধীর প্রাপ্য?

বহুজন্ম করে যদি শ্রবণ-কীর্ত্তন।
তবু ত' না পায় কৃষ্ণপদে প্রেমধন॥
—চৈঃ চঃ আঃ ৮।১৫

কর্ম্ম কি প্রেমের জনক?

কর্ম্ম-নিন্দা, কর্ম্ম-ত্যাগ, সর্ব্বশাস্ত্রে কহে।
কর্ম্ম হইতে প্রেমভক্তি কৃষ্ণে কভু নহে॥
(চৈঃ চঃ মধ্য ৯।২৬৩)

শাস্ত্রের তাৎপর্য্য কি?

'কর্ম্ম', 'জ্ঞান', 'যোগ', আগে করিয়া
স্থাপন।
সব খণ্ডি' স্থাপে 'ঈশ্বর' তাঁহার সেবন'॥
তোমার পাণ্ডিত্য-সবার নাহি শাস্ত্র-জ্ঞান।
পূর্ব্বাপর বিধি-মধ্যে 'পর'—বলবান্॥
—চৈঃ চঃ ২।২৫।১১৬-১৭

অবৈধ ও নিজজ্ঞানী কর্ম্মীর দশা কি?

চারিবর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে।
স্বকর্ম্ম করিতে সে রৌরবে পড়ি' মজে॥
জ্ঞানী জীবন্মুক্ত দশা পাইনু করি' মানে।
বস্তুতঃ বুদ্ধি শুদ্ধ নহে কৃষ্ণভক্তি বিনে॥
—চৈঃ চঃ ২।২২.২৮-২৯

সুখে সংসার পারের উপায় কি?

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বাণী—অমৃতের ধার।
তিঁহো যে কহয়ে বস্তু, সেই তত্ত্ব—সার॥
চৈতন্যের আজ্ঞা যে মানয়ে বেদসার।
সুখে সেই জন হয় ভবসিন্ধু পার॥
— চৈঃ চঃ ২।২৫।৫৭

স্বপনেও না কর ভাই স্ত্রী-সম্ভাষণ গৃহে স্ত্রী ছাড়িয়া ভাই আসিয়াছ বন॥

শুদ্ধভক্তি মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ

(আকর-মঠরাজ)

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ হস্ত উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যবর্য্য শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্যমঠ বিরাজমান। এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, সরস্বতীপীঠ বা সাত্বতজনপল্লী। এই মঠ-গৃহে শ্রীঠাকুর ব্যাকরণাদি বেদান্তসূত্রের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের অর্চ্চন নিয়া সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে সাংবাদিক দৈনিকপত্র 'নদীয়া-প্রকাশ', সাত্বত-সম্প্রদায়ে অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থাদি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতি বৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমাসুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীসহ কীর্ত্তন-প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি তত্রস্থ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক —শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তি-ধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশ্যে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভজনমন্দিরে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দজীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সদাচার-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হয়। এই মঠ হইতে মহামন্ত্রের সহিত হরিকথা-প্রচার, মহানগর-সঙ্কীর্ত্তন- বক্তৃতা, ব্যাখ্যা ও সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞ-মহোৎসবাদি কার্য্যের অনুষ্ঠান হয়। মঠরক্ষক—মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া সহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী সেবাকোবিদ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী এখানে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান, রক্ষক—শ্রীনরহরি দাসাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—গোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

(৭) কাজীর সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তালোক।

(৮) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও রাধারমণের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজগবন্ধু দাস ব্রহ্মচারী।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌড়পার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(১০) মোদদ্রুম-ছত্র গৌড়ের বৈভব

মাউগাছি, পোঃ ভাণ্ডার, (বর্দ্ধমান)।

শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থাপিত শ্রীগৌরনিতাইয়ের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবঙ্কুবিহারী ব্রজবাসী, ভক্তভূষণ।

(১১) জেলিয়া কুঞ্জকানন

শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)।

রক্ষক—শ্রীনরহরি ব্রহ্মচারী।

(১২) কুলিয়া—পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া। রক্ষক—শ্রীমধুরানন্দ অধিকারী

(১৩) ভাগবত-আসন—পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

এই স্থান হইতে ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচারিত হয়। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তালোক, ভাস্কর।

(১৪) একায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ ডামরাদি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী ভক্তিশাস্ত্রী

(১৫) মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঁটালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(১৬) মাধবগৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, পোঃ ঢাকা

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীপাদ কৃষ্ণানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ।

(১৭) গোপালজীউমঠ—কমলাপুর,(ঢাকা)

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিদ্যমান। রক্ষক—শ্রীমাধবদাস ব্রজবাসী.

(১৮) মদনাই গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটী, (ঢাকা)।

এখানে শ্রীমদনাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(১৯) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বরবাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীমধুব্রত ভাস্কর্য্য এম্-এ, বি-এল।

(২০) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাধ, (ঢাকা)

এখানে ষড়ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(২১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাণীগঞ্জ (বর্দ্ধমান)।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরেবতীকান্ত দাসাধিকারী.

(২২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

কুমারকোলা, পোঃ চিৎপুর, (মানভূম)

এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী।

(২৩) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকণিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে গুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিরত্ন।

(২৪) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী।

(২৫) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ বক্সীবাজার, (কটক)

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদবল্লভজীউর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর

(২৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর পুরী,

শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন।

(২৭) পুরুষোত্তম মঠ

কাশীমঠী, পোঃ পুরী উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদানন্দজীউর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীনারায়ণ অধিকারী

(২৮) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবিপিন-বিহারী দাসাধিকারী।

(২৯) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ;

পোঃ কভুর, জেলা গোদাবরী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—শ্রীনিমাইচরণ দাসাধিকারী ভক্তিলোচন।

(৩০) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪২নং কবিরপুরা, বেনারস সিটি

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীমধুসূদন ব্রহ্মচারী।

(৩১) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ

(৩২) পরমহংস মঠ.

পোঃ নিমসার, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও গৌরবিনোদ-বিহারীজীর সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীসত্যনারায়ণ দাসাধিকারী।

(৩৩) কৃষ্ণচৈতন্য মঠ

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

এখানে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিত্য-সেবা হয়। রক্ষক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠ

বিশ্রামঘাট মথুরা

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ

(৩৫) স্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ—শ্রীরাধাকুণ্ড

রক্ষক—শ্রীরাধারমণচরণদাস ব্রহ্মচারী

(৩৬) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৩৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ

দেবনগর, পোঃ ভোজোয়াল, জেলা জলন্ধর (পাঞ্জাব) রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৩৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪০নং জমাদার রোড, নিউ দিল্লী।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসম্বন্ধ তুর্য্যাশ্রমী

(৩৯) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল।

এখানে গৌর-মদনমোহনের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীনবীনগোপাল অধিকারী।

(৪০) মাদ্রাজ-গৌড়ীয় মঠ

ত্রিপ্লিকেন, নারায়ণপুর, ষ্টেট, মি

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি

(৪১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ রায়পেটা মাদ্রাজ।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা।

রক্ষক—শ্রীপাদ রামানন্দ ভক্তিবিভব।

(৪২) বোম্বে-গৌড়ীয়-মঠ কার্য্যালয়

গোয়ালীয় রোড, চৌপাটি বিল্ডিং, বাংলো, নং ১, বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মা মজুমদার।

(৪৩) অমরসি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমরসি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীরজেশ্বর দাস অধিকারী

(৪৪) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী

(৪৫) পাটনা গৌড়ীয় মঠ

১০০ মিঠাপুরা, পাটনা।

(৪৬) গয়া গৌড়ীয় মঠ

মিল চাউড, চার্চ রোড, গয়া।

রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী কাব্যভূষণ

(৪৭) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠ বালেশ্বর

রক্ষক—শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয়

৩ গ্লাষ্টার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, এস-, ডব্লিউ ৭, লণ্ডন

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ।

(৪৯) বার্লিন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়]

Berlin W. 30

Eisenacher strasse 29

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—প্রথম ৪৲
প্রথম স্কন্ধে প্রথম খণ্ড পর্য্যন্ত ২৬৲
একাদশ স্কন্ধের প্রতিখণ্ড ৷৵০
২। ভাগবত বিবৃতি শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। অনু-ভাষ্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। প্রমেয়-রত্নাবলী ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৩—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪ ৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—১৲; ২য় খণ্ড -৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব—১৲
৮। নবদ্বীপ—দীপিকা ও সংস্কৃত-দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণব ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ৩৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সৎক্রিয়াসারদীপিকা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷০
১৫। বৈষ্ণব-সাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ৷০
১৬। প্রাকৃত ও বেদ ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ৷০
১৮। ধাম-মাহাত্ম্য ৷০
১৯। ভাগবতের সূত্রাবলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵০
২১। গৌড়ীয়-গান্ধি ৷৵০
২২। ভজন-রহস্য ৷০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ ৪ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্তি-টীকাসহ) ২৲
২৬। গীতার কেবল মূল-ভাষ্য ৷০
২৭। বৃহদ্ভক্তিতত্ত্বসার ২৲
২৮। বেদান্তস্যমন্তক ৷০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸
৩০। দীন-হীন ৷৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৵০
৩২। গোস্বামী ঠাকুর দাস (বাঁধা) ৷০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা ৵১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
৩৭। ঐ প্রমাণ খণ্ড ৵০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷০
৩৯। শ্রীগৌরপার্ষদ-গৌরাঙ্গ-লীলা ৷০
৪০। শরণাগতি ৵০
৪১। গীতাবলী ৵০
৪২। ভিক্ষু গীত ১।০
৪৩। সাধকণ্ঠ
৪৪। ব্রহ্মসংহিতা
৪৫। নবদ্বীপশতক ৵০
৪৬। অর্চনপদ্ধতি ৵০
৪৭। সদাচারস্মৃতি ৵০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (৩য় সংস্করণ) ৵১০
৪৯। অর্চ্চনম্ ৶০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম খণ্ড) ৩৲
৫১। প্রবন্ধাবলী ৷০
৫২। নবীনচন্দ্রী (সাহিত্য) ৷০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয় ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ৷০
৫৫। শ্রবণ-কীর্ত্তন বা নামাপরাধ ৷০
৫৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৵০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষাবিবৃতি) ৷০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণবোধ ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৷৵০
৬০। প্রার্থনা ৵০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত সারঃ ৷০
৬১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিবৃতিঃ ৷০
৬২। সটিক-শিক্ষাষ্টকম্ ৷০
৬৩। তত্ত্বসূত্রম্ ৷০
৬৪। সাত্বত শিক্ষাষ্টক ৷৵০
৬৫। গৌড়ীয়মঠ পরিচয়ঃ ৵০
৬৬। সারার্থবর্ষিণী ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৭। রায় রামানন্দ ৷০
৬৮। এ ভিউ অব দি ভাগবত ৷০
৬৯। ভাগবত ৷০
৭০। বেদান্ত—ইট্‌স্ মর্ফলজি এণ্ড অন্টোলজি ৷০
৭১। বিলেটিভ ওয়ার্ক্স ৷৵০
৭২। লাইফ এণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ৷০
৭৩। বৈষ্ণবীজম ৷০
৭৪। সোসাইটি গৌড়ীয়মঠ এণ্ড ইট্‌স্ ৵০
৭৫। দি ভাগবত ৷০
৭৬। চৈতন্যস্ মেসেজ অব ইউনিভার্সাল লাভ ৷০
৭৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২।০
৭৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৭৯। শ্রীনাম-চিন্তামণি ৷০
৮০। সাধন-পথ ৷০
৮১। কল্যাণ-কল্পতরু ৵১০
৮২। গীতাবলী ৵০
৮৩। শরণাগতি ৵০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৪। শরণাগতি ৵০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

কবিরাজ শ্যামভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মৃমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অব্যর্থ সাধক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ আনা, বড় বোতল ১৷৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত ফাউন্টেনপেনের নিব প্রস্তুতকারক জে. বি. দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউন্টেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ। জে. বি. দত্ত এণ্ড কোং ২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার কলিকাতা

আমাশয় ও পেটের পীড়ায়

শ্রীশ্যামানন্দ দাস কবিরাজের আবিষ্কৃত

গ্রহণী বজ্র

ব্যবহার করুন

আমাশয়, রক্তামাশয় অতিসার, গ্রহণী, অজীর্ণ, পেটফাঁপা, অম্লরোগ, যকৃত ও প্লীহা প্রভৃতি সকল প্রকার নূতন ও পুরাতন পেটের পীড়ায় গ্রহণী বজ্র প্রয়োগ করা প্রয়োজন।

যাহারা পেটের পীড়ায় নানারূপ চিকিৎসায় আরোগ্য ও চেষ্টা করিয়া বাহারা কোনও ফল লাভ করিতে পারেন নাই তাহারা গ্রহণী বজ্র ব্যবহার করুন, রোগ অবশ্য মুক্ত হইবেন। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। মূল্য প্রতি শিশি ৷০ আনা, ৩ শিশি ১৷০ সিকা ডাক মাশুল ৷৵০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীকৃষ্ণ ঔষধালয়, ময়মনসিংহ।

ঢাকার এজেন্ট মেসার্স মহেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং

পাটুয়াটুলি, ঢাকা

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পোঃ শ্রীচৈতন্যমঠ-সম্পাদক ও
সং ম্যানেজার ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ ভাগবত এম, এ, এস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সুবর্ণ সুযোগ ! সুবর্ণ সুযোগ !

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদরচিত গৌড়ীয়ভাষ্য সহিত

বিরাট গ্রন্থ

শ্রীশ্রীচৈতন্য ভাগবত

গ্রন্থের আয়তন :—ক্রাউন কোয়ার্টো মূল ১০৯৬ পৃষ্ঠা, সূচীপত্র ২৪৪ পৃষ্ঠা, মোট ১৩৪০ পৃষ্ঠা

ভিক্ষা (বাঁধাই) মাত্র ৭৲ সাত টাকা

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা

নদীয়া সার্টিফিকেট আদালতের নীলাম ইস্তাহার

নং বং এবং সার্টিফিকেট	নীলাম ইস্তাহার (A) (B) বা (C) বাহার প্রকাশিত	ডিক্রিদার	দেনদার	৫ যে দাবীর জন্য বিক্রয়ের আদেশ হইয়াছে	৬ বিক্রয়ের স্থান তারিখ ও সময়	কি রকম স্বত্ব	থানা, মৌজার নাম ও গ্রাম	পরিমাণ এবং দাগ (জানা থাকিলে) অথবা অন্য প্রয়োজনীয় বিবরণ	১০ জমার পরিমাণ (জানা থাকিলে)	১১ কর (জানা থাকিলে)	১২ মন্তব্য
১১৪ R. P, ৯৪।৩৫ সার্টিফিকেট আদালত		রায় পালচৌধুরী	অমূল্য ঘোষ গং	১০৬৫/৪	১২।৬।৩৫	রায়তি স্থিতিবান	থানা শান্তিপুর মৌজে ফুলিয়া	৩০ ডিসিমাল	৩-১৭	৭৷৵০	রায় পালচৌ
১১৮ N, R, ৩৩।৩৫		গৌরীশচন্দ্র রায় বাহাদুর	[illegible]	১১৪/৬	১২।৬।৩৫	[illegible]	থানা ও মৌজে কৃষ্ণনগর	৫৫৫৯ ডিসিমাল	-৩৭	১৷০	গৌরীশচন্দ্র রায় বাহা
৩৩৫ N. R, ৪৪।৩৫		ঐ	আবদুল মজিদ [illegible] গং	১১।৩৬	১২।৬।৩৫	মধ্যস্বত্ব চিরস্থায়ী	থানা ও মৌজে কৃষ্ণনগর	৬-৮৭ বং	১-৮		ঐ
১০৩ N, R, ৩৩।৩৪			[illegible]	৯১/১০	১২।৬।৩৫	[illegible]	থানা ও মৌজে কৃষ্ণনগর	৫৩৭ ডিসিমাল	-১৭		ঐ
১৩৪ A, ৯৩।৩৫		সতীন্দ্রমোহন আচার্য্য গং	অবনীমোহন বিশ্বাস গং	১৯৬	১২।৬।৩৫	রায়তি স্থিতিবান	থানা দৌলতপুর মৌজে [illegible]	৫৭ ডিসিমাল			সতীন্দ্রমো আচার্য্য গং
১১২ A, ৩৩।৩৫		ঐ	ঐ	১৪/১০	১২।৬।৩৫	ঐ	থানা দৌলতপুর	২০৫ ডিসিমাল	[illegible]		ঐ
১৩০ A, ৩৩।৩৪		ঐ	[illegible]	৩০৷৵৫	১৩।৬।৩৫	ঐ	থানা দৌলতপুর মৌজে (১) দুর্গাপুর ও (২) [illegible]	(১) ১৩৫ ডিসিমাল (২) ৫৬৫ ডিসিমাল	২-৩৩		ঐ
১২১ A, ৩৩।৩৫			[illegible]	২৩৷৵৭	১৩।৬।৩৫	ঐ	থানা দৌলতপুর	১৫ ডিসিমাল	২-৭৫		ঐ
১৩৭ R, P, ৩৩।৩৫		রায় পালচৌধুরী	[illegible] গং	১০৷৶৬	১৩।৬।৩৫	রায়তি মোকররী	থানা কৃষ্ণনগর মৌজে [illegible]	১৫৫ ডিসিমাল	২৭		রায় পালচৌ
৭৫ B,		বিভূতিভূষণ পালচৌধুরী	[illegible] গং	৩৩৷৵৫	১৩।৬।৩৫	রায়তী স্থিতিবান	থানা [illegible] গ্রাম [illegible]	৮০ ডিসিমাল	১-৫২		বিভূতিভূ পালচৌ
৭৩ A, ৩৩।৩৫		সতীন্দ্রমোহন আচার্য্য গং	[illegible] গং	২২।১০	১৩।৬।৩৫	ঐ	থানা ও মৌজে দৌলতপুর	[illegible] ডিসিমাল	[illegible]		সতীন্দ্রমো আচার্য্য

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—শ্রীনদীয়া প্রকাশ

দৈনিক

REG. C 1544

নদীয়াপ্রকাশ

THE
NADIA-PRAKASH

"গৌড়ীয়"
বাগবাজার, কলিকাতা

১০ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১৯শে বৈশাখ, বৃহস্পতিবার ১৩৪২, ২রা মে ১৯৩৫ [৫২শ সংখ্যা

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

শিশু হত্যা

পাঁচবৎসর বয়সের একটি শিশুকে ছুরিকাঘাতে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করিবার অভিযোগে বাঢ়ের (পাটনা) মফস্বল হাকিম বাড়ুগোপ নামে এক যুবককে দায়রা সোপর্দ্দ করেন।

অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ, আসামী তাহার প্রতিবেশী হাদয়োরির ভগিনী রামবতিয়াকে পাঁচবৎসর পূর্ব্বে বিবাহ করে। কিন্তু বিবাহের অব্যবহিত পরেই স্ত্রীর সহিত তাহার মনোমালিন্য ঘটে। অবশেষে গত কার্ত্তিকমাসে আসামীর অজ্ঞাতসারে রামবতিয়া পিত্রালয়ে চলিয়া যায় এবং সেখানে কিছুদিন বাস করিয়া কোথায় নিরুদ্দেশ হইয়া যায়। হাদয়োরি এবং আসামী বাড়ুগোপ উভয়ে একযোগে নানাস্থানে খোঁজ করিয়া অবশেষে জানিতে পারে যে, রামবতিয়া বনওয়ারীপুর গ্রামে জনৈক এক যুবকের সহিত পুনরায় বিবাহ-সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছে। তখন আসামীর ধারণা হয় যে, হাদয়োরিই এই বিবাহের মূলে ছিল। ফলে সে হাদয়োরির অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে এবং হঠাৎ তাহাদের পাঁচ বৎসর বয়স্ক হাদয়োরির ছেলেটিকে ছুরি মারিয়া খুন করিয়া ফেলে। হাদয়োরির চীৎকারে পাড়া-প্রতিবেশীরা সহজেই উপস্থিত হয় এবং পলায়মান আসামীকে ধরিয়া পুলিশের হাতে সমর্পণ করে।

পাটনাতে অতিরিক্ত দায়রা জজ রায় সাহেব নির্ম্মল চট্টোপাধ্যায়ের এজলাসে এই মামলার শুনানী ২৫শে এপ্রিল শেষ হয়। জুরীরা একবাক্যে আসামীকে দোষী বলিলে হাকিম তাহাকে ২৫শে এপ্রিল যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ দিয়াছেন।

দুতাসনের চতুর্দ্দিক

গত শুক্রবার রাত্রিতে শেফিল্ডের দুইটি কাঠের গুদামে ভীষণ অগ্নিকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। অগ্নি-নির্ব্বাপণের জন্য ২০০ কনেষ্টবল ও একটি দমকল নিযুক্ত হইয়াছিল।

প্রকাশ, ভীষণ ঝড় বহিতেছিল এমন সময় কিরূপে আগুন লাগে। কয়েক মিনিটের মধ্যে সমস্ত গুদাম অগ্নিময় হইয়া যায়। সহরের সমুদয় পুলিশ-বাহিনী ও দমকল অগ্নি-নির্ব্বাপণের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে। কারণ অনতিদূরে গুদামের নিকটেই কেরোসিন ও পেট্রোলের ডিপো ছিল।

ঝড়ের সাহায্যে অগ্নির প্রকোপ একরূপ প্রচণ্ড ভীষণ ছিল। প্রতিবেশিগণ ভীত-বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিল। উক্ত অনতি গুদামের অদূরে স্থিত অপর একটি কাঠের গুদামে পড়িয়া উহাও ভস্মসাৎ হইয়া যায়। সকলেরই ধারণা হইয়াছিল যে, সমগ্র সহর ভস্মীভূত হইয়া যাইবে। এমন সময় হঠাৎ ঝড় থামে এবং প্রবল বারিপাত হইতে থাকে। বহু দূরবর্ত্তী স্থান হইতে এই অগ্নিকাণ্ড দেখা গিয়াছিল। বহু হাজার টাকার ক্ষতি হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়।

অবমাননার

ঢাকা হইতে প্রকাশ, গত ২৫শে এপ্রিল মিঃ তালিকদারের কোর্টে একটি চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটিবার ফলে একজন এ্যাডভোকেট এবং স্থানীয় ডেপুটী জনৈক ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ তালিকদারের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার অভিযোগ আনয়ন করা হইয়াছে। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে, উক্ত এ্যাডভোকেট আসামী পক্ষ হইতে তিনজনকে জেরা করিলে সে আদালতে অপমানজনক উক্তি প্রয়োগ করে। প্রকাশ যে, ইহাতে এ্যাডভোকেট মহোদয় আদালত গৃহেই ম্যাজিষ্ট্রেটকে এক চপেটাঘাত করেন। উভয়ের মধ্যেই অনুযায়ী ও কথা এবং একজন অপরকে গালাগালি করেন। উকিলগণ এবং জনসাধারণ ব্যাপারটা মিটমাট করিয়া ফেলিতে চাহেন কিন্তু মিঃ তালিকদার ভারতীয় দণ্ডবিধির ২২৮ ধারা অনুযায়ী তাহাদিগকে অভিযুক্ত করেন। অতঃপর ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট কাগজপত্র পাঠান হইলে তিনি এ্যাডভোকেট এবং ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট জামীন তলব করেন। তাঁহারা জামীন দান করিয়াছেন।

অন্তরীণ বিধিভঙ্গের জের

অন্তরীণ বিধিভঙ্গের অপরাধে স্পেশাল ম্যাজিষ্ট্রেট বাবু প্রবোধ চন্দ্র মজুমদার গত ২৬শে এপ্রিল সং কোঃ আইনের ৬(১) ধারা অনুসারে ফরিদপুর জেলার নড়িয়া থানাবন্দী সুধীর কুমার চক্রবর্ত্তীকে এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন।

অভিযোগে প্রকাশ, আসামীকে নড়িয়ায় তাহার মাতুলের সহিত বাস করিবার আদেশ দেওয়া হয়। অন্তরীণ বিধি অনুসারে তাহার সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টা হইতে ভোর ৬টা পর্য্যন্ত ঐ বাড়ী ত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাওয়া নিষেধ ছিল। কিন্তু একদিন রাত্রি ৯টার সময় তাহাকে পার্শ্ববর্ত্তী বাবু গোবিন্দলাল বানার্জ্জী নামক এক ব্যক্তির বাড়ীতে পাওয়া যায়।

আসামী বলেন যে, বাবু গোবিন্দ লাল বানার্জ্জীর বাড়ীর উত্তর দিকে একটি পায়খানা আছে। তিনি ঐ পায়খানায় মলত্যাগ করিতে গিয়াছিলেন। আসামী পক্ষে আরও বলা হয় যে, তাহাকে নড়িয়ায় তাহার মাতুলের নিকট বাস করিতে আদেশ দেওয়া হইয়াছিল। কোন বিশেষ বাড়ীর কথা ঐ আদেশে উল্লেখ ছিল না। আসামীর তিনজন মাতুল আছেন, তাহারা সকলেই বিভিন্ন ঘরে থাকেন গবর্ণমেণ্টের আদেশে কোন মাতুলের নাম উল্লেখ ছিল না যাহার সঙ্গে তাহাকে বাস করিতে বলা হইয়াছে। বিশেষতঃ গোবিন্দবাবু তাহার দূর সম্পর্কিত মাতুল। সুতরাং সে কোন অপরাধ করে নাই।

ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীর উক্ত অভিযোগ করেন এবং বলেন, নড়িয়ার মাতুলের সহিত আসামীকে থাকিতে বলার এই মর্ম্ম যে, সে তাহার নিজ মাতুলের বাড়ীতেই বাস করিবে, দূর সম্পর্কিত মাতুলের বাড়ী নহে।

আন্না জলাবর্ষণের জের

পুনা, হইতে প্রকাশ গত ৯ই জানুয়ারী আন্নাতে যে জলাবর্ষণ হয় তৎ সম্পর্কে 'সত্য শোধক কমিশন' নামে একটি তদন্ত কমিটী গঠিত হইয়াছিল। সম্প্রতি তাঁহারা তদন্ত শেষ করিয়া কোলাপুরে তাঁহাদের রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন। তাহার ফলে, ইস্কুল, কাছারী আর্জ্জীদের ছয়জন কর্ম্মচারীকে দরবারের আদেশ অনুযায়ী পদচ্যুত করা হইয়াছে। যে কয়জন ব্যক্তিকে বুটিশ ভারত হইতে চাকুরীতে গ্রহণ করা হইয়াছিল তাহাদের চিকিৎসার জন্য ছুটী দেওয়া হইয়াছে। যে মুসলমানগণ ঐ জলা বর্ষণের ফলে আহত এবং নিহত হইয়াছিল, তাহাদের জন্য ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। তাহাদের কর্ম্মচ্যুত ব্যক্তিদের জন্য মাসিক বাত্তির ব্যবস্থা করা হইয়াছে। রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, কাছারীর কর্ম্মচারীগণ তাহাদের কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে অসমর্থ হইয়াছেন, সুতরাং তাহারা নিন্দ হ।

একত্রে ৩৭জন নিহত

বিকানীররাজ্যান্তর্গত দুধান নামক গ্রামে চিকাগো পুলিশ এবং করেক শত কাঠের মধ্যে ভীষণ সংঘর্ষ হইয়া গিয়াছে বলিয়া বিকানীর রাজ্য হইতে সম্প্রতি এক সংবাদ আসিয়াছে। তথায় অনেক পুলিশ আক্রমণ রাখিবা আদায়ের জন্য পরিভ্রমণ করিতেছিলেন। পুলিশ দুইবার গুলী চালায়, ফলে কত কাঠ জখম হইয়াছে। এরূপ প্রকাশ যে, ৩৭ জন নিহত হইয়াছে। অনেক পুলিশ অফিসারও জখম হইয়াছেন। অনুমান ১০০ জাঠকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

আরও প্রকাশ যে, জাঠ সম্প্রদায়ের মধ্যে বিষম চাঞ্চল্যের সঞ্চার হইয়াছে। জাঠদের নেতারা একদল টেলিগ্রাম পলিটিক্যাল এজেন্টের নিকট টেলিগ্রাম প্রেরণ করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ।

চলন্ত ট্রেনে দৌরাত্ম্য

লক্ষ্ণৌ হইতে প্রকাশ, চান্দোসী ও কাশগঞ্জ ষ্টেশনের মধ্যবর্তী স্থানে একটী দুঃসাহসিক রেল-ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। প্রকাশ যে একজন মুখোস পরিহিত ডাকাত স্ত্রীলোকদের গাড়ীতে প্রবেশ করে। ঐ গাড়ীতে একজন মাত্র স্ত্রীলোক যাত্রী ছিল। উক্ত স্ত্রীলোক আপত্তি করিলে মৃত্যুর ভয় দেখাইয়া ডাকাতটী তাহার অলঙ্কারের বাক্স লইয়া চলন্ত গাড়ী হইতে লাফাইয়া পড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্ধান হয়। পুলিশ এ সম্পর্কে তদন্ত করিতেছে।

স্ত্রীলোকের সাহসিকতা

চুচুড়া হইতে প্রকাশ, আরামবাগ মহকুমা হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে, জনৈক স্ত্রীলোক কর্তৃক এক ডাকাত অস্ত্রাঘাতে আহত হয় এবং ঐ আঘাতের ফলে উক্ত ডাকাত পরে মারা যায়।

ঘটনা স্থানে নটবর পুরকায়স্থের পত্নী পুলিশের নিকট বিবৃতি দিয়া বলিয়াছেন যে, লাঠি, কুঠার, টর্চ প্রভৃতি লইয়া প্রায় ১২জন ডাকাত প্রাচীর টপকাইয়াছে। ডাকাতগণ তাহার পর কুঠার দ্বারা দরজা ভাঙ্গিয়া ঘরের ভিতর প্রবেশ করে। কয়েকজন ডাকাত পাহারা দিতে থাকে এবং অবশিষ্ট ডাকাতগণ টাকা-কড়ি ও গহনাপত্রের সন্ধান পাইবার জন্য পুরকায়স্থকে মারধর করিতে থাকে। ডাকাতগণ যখন বাক্স, সিন্দুক আলমারী প্রভৃতি ভাঙ্গিতেছিল, তখন পুরকায়স্থের পত্নী একখানা ছোরা লইয়া একজন ডাকাতের উরুদেশে আঘাত করে। ফলে ডাকাতগণ প্রায় ১১০ টাকা মূল্যের জিনিষপত্রসহ তাহাদের আহত সঙ্গীকে

তুলিয়া লইয়া পলাইয়া যায়। পরে নদীর ধারে এক গলিত মৃতদেহ পাওয়া যায়। উহার উরু দেহ হইতে প্রায় বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল। পুরকায়স্থের পত্নী যে ডাকাতের উরুদেশে ছোরা মারিয়াছিলেন, উহা তাহারই মৃতদেহ বলিয়া পরে সনাক্ত হইয়াছে।

প্রায় ২০ ব্যক্তিকে এই ডাকাতি সম্পর্কে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে কয়েকজন ব্যক্তি আর ও কয়েকটি ডাকাতিতে সংশ্লিষ্ট ছিল বলিয়া স্বীকারোক্তি করিয়াছে।

চিত্রগুপ্তের খতিয়ান

গত ২০শে এপ্রিল যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহের বাংলায় সংক্রামক ব্যাধির পরিমাণের নিম্নে প্রদত্ত হইল।

আলোচ্য সপ্তাহে কলেরায় মোট আক্রমণ ২৩৭১, মৃত্যু ১১০৫, পূর্ব সপ্তাহে ছিল আক্রমণ ২৪০৫ মৃত্যু ১০৫৫, গত বৎসর এই সপ্তাহে ছিল আক্রমণ ১১৭৭, মৃত্যু ৭২৭।

বসন্তে মোট আক্রমণ ৭৭৮, মৃত্যু ২০০; গত সপ্তাহে ছিল আক্রমণ ৭৭৮, মৃত্যু ২৪। গতবৎসর এই সপ্তাহে ছিল আক্রমণ ২৩৩, মৃত্যু ৫৫।

ইনফ্লুয়েঞ্জা মোট আক্রমণ ৮৪, মৃত্যু ৪; গত সপ্তাহে ছিল আক্রমণ ১৪, মৃত্যু ১৩; গত বৎসর এই সপ্তাহে ছিল আক্রমণ ১৪, মৃত্যু ১৮।

বিভিন্ন জিলায়

মেনিনজাইটিসে আক্রমণ ২২ মৃত্যু ১৫, গত সপ্তাহে আক্রমণ ৩৫; মৃত্যু ২৩; গত বৎসর এই সপ্তাহে ছিল আক্রমণ ১৮, মৃত্যু ১০।

কলেরা বর্দ্ধমান ২১, বীরভূম ৮, বাঁকুড়া ১২, মেদিনীপুর ৩৭, হুগলী ২৯, হাওড়া ৭৪, ২৪ পরগণা ১০২, কলিকাতা ১০৮, নদীয়া ১৯, মুর্শিদাবাদ ১৩, যশোহর ৫৯, খুলনা ৪০, রাজসাহী ১১, দিনাজপুর ১৫, জলপাইগুড়ি ও দার্জ্জিলিং ৩, রংপুর ৬, পাবনা ১১৪, ঢাকা ৫৩, ময়মনসিংহ ৮১, ফরিদপুর ৮৭, বাখরগঞ্জ ১৪, চট্টগ্রাম ৫৬। পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম ১, ত্রিপুরা ৮০, নোয়াখালী ৩৭।

বসন্ত—বর্দ্ধমান, ৭, বাঁকুড়া ১, মেদিনীপুর . , হুগলী ৯, হাওড়া ৮, ২৪ পরগণা ৪, কলিকাতা ৩৯, নদীয়া ১, মুর্শিদাবাদ ৬, খুলনা ২, দিনাজপুর ১৩, দার্জ্জিলিং ৩, রংপুর ৮, বগুড়া ১, পাবনা ৫, মালদহ ৪, কুচবিহার ১, ঢাকা ৪, ময়মনসিংহ ১, বাখরগঞ্জ ৬, চট্টগ্রাম ২, ত্রিপুরা ১, নোয়াখালী ১।

ইনফ্লুয়েঞ্জা কলিকাতা ৪,

ম্যালেরিয়া জ্বর - কলিকাতা ১৫,

কলিকাতার বাজার দর

চাউলের দর

	প্রতি মণ
বালাম	৬॥০
মাঝা চাল	৫॥৵০
কাটারীভোগ	৫৸৵০-৫৸৵০
বাঁকতুলসী	৮৸৵০
বাঁশমতী	৬৸৵০
ঐ পুরাতন	৯।০
পাটনাই উৎকৃষ্ট	৬৲
এক্সেল কোয়ালিটি	৬॥৵০
সিদ্ধ রেঙ্গুণ	২৸৵০

চিনির দর

সাদা জাভা রেডি	৯।০-৯৸৵০
দেশী সাদা দানা	৮৸৵০ ৯।০
,, লাল ,,	৮৸৵০-৮৸৵০
আতপ -	
নূতন আতপ	৩৸৵০-৩৸৵০
দেশোয়ারী	৮।০-৮॥০
বাঁশতুলসী আতপ	৪॥৵০-৪৸৵০
ঐ বালাম	৪।০-৪॥০
পাটনাই আতপ	৪।০-৪॥৵০
কাটারীভোগ	৫৸০
ঐ রেঙ্গুণ	২৸০

ঘৃতের দর

বাঘনীয়া প্রতি মণ	৫২৲
লক্ষী গাওয়া	৪৭৲
রাং গাওয়া	৪৫॥০
টেকা মুঙ্গা	৪৩॥০

আটা ও ময়দার দর

পেটেণ্ট ময়দা প্রতি মণ	৫॥৵০-৫॥০
বুন্দেলখণ্ডী ব্যবহারোপযোগী	৪৸০ ৪৸৵৫
আটা (বি)	৪৸৵০-৫৲
সুজী	৫৵০-৫॥০
আটা (এম)	৪।৵০-৪॥০
,, (২)	৪।৵০ ৪॥৵০
,, (কে)	৪।০-৪।৸৵০
,, (৩)	৩॥৵০-৩৸০

সোণা-রূপা

			প্রতি ভরি
টাকশালের বার	,,	,,	৩৫৵০
বড়ালের বার	,,	,,	৩৫/০
গিনি	,,		৩২৵০
চাঁদির বার	প্রতি ১০০ ভরি		৬৪৲
ঐ খুচরা	,,	,, ,,	৬৪।০

লৌহ ও হার্ডওয়ার

	প্রতি হন্দর
টাটার তৈয়ারী	
লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম মার্ক	৬৵০-৬।৵০
ঐ রে-মার্কা হালকা ওজন	৫।৵০-৫॥৵০
বরগা (টী আয়রণ)	৬॥০ ৭॥৵০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৬৲ ৬।৵০

সন্তোষকুমার মল্লিক এণ্ড সন্স লিঃ
লোহাপট্টি, বড়বাজার, কলিকাতা

তেলের দর

রাইকা সরিষার তৈল	১৫।০-১৫॥০
ঐ খুচরা	১৬৲-১৬॥০
নারিকেল তৈল	১১॥০-১১৸০
রেড়ির তৈল	১০॥৵০-১১৸০

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

— পারমার্থিক পত্র —

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১০ম বর্ষ | ১৪ মধুসূদন গৌরাব্দ ৪৯, ১৯শে বৈশাখ বঙ্গাব্দ ১৩৪২, ২রা মে ইং ১৯৩৫ বৃহস্পতিবার | ৫২ তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

পুনঃ রেঙ্গুনে বিজয়

পাঠকগণ অবগত আছেন, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসর্বস্ব গিরি মহারাজ রেঙ্গুনে কয়েক মাস শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী প্রচার করিয়া গত গৌরপঞ্চমোৎসবের সময় শ্রীধাম-মায়াপুরে আগমন করিয়াছিলেন। তৎপরে তিনি মাসাধিক কাল ঢাকা ও কলিকাতা মহানগরীতে প্রচার করিয়া রেঙ্গুনবাসী সজ্জনগণের সাদর আহ্বানে উপদেশক শ্রীপাদ জয়দেব চট্টোপাধ্যায় ভক্তিবৈভব ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ সত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র রায়, ভক্ত হরিশচন্দ্র, ভক্ত গোবর্দ্ধন, ভক্ত ঠাকুরদাস প্রভৃতি সহ গত ১৫ই বৈশাখ ২৮শে এপ্রিল রবিবার কলিকাতা গৌড়ীয়মঠ হইতে এস্ এস্ 'এরা' জাহাজে পুনরায় রেঙ্গুন যাত্রা করিয়াছেন। রেঙ্গুন যাত্রীত এবং তদ্দেশের আরও কয়েকটী সহর হইতে স্বামীজী নিমন্ত্রিত হইয়াছেন।

গয়ায় প্রচার

গৌড়ীয়বৈষ্ণবগণের মুকুটমণি শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর গয়া-গৌড়ীয়মঠ প্রতিষ্ঠা করিয়া কয়েক দিবস যাবৎ তথায় নিরন্তর হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন। মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক পণ্ডিত শ্রীমৎ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ ভাগবত-রত্ন ও মহামহোপদেশক পণ্ডিত-প্রবর শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ গত ১৪ই বৈশাখ শনিবার কলিকাতা গৌড়ীয়মঠ হইতে যাত্রা করিয়া গয়ায় শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মে উপস্থিত হইয়াছেন। বিশ্ব-সংবাদদাতার পত্রে প্রকাশ, শ্রীল প্রভুপাদ আগামী কল্য (২০শে বৈশাখ শুক্রবার কলিকাতা গৌড়ীয়মঠে শুভবিজয় করিবেন। আমরা শীঘ্রই শ্রীধাম-মায়াপুরে তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম-দর্শনের আকাঙ্ক্ষা করিতেছি।

ময়মনসিংহে

ময়মনসিংহ ২৯।৪।৩৫

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ কয়েকদিবস যাবৎ মহোপদেশক শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী ও শ্রীপাদ মুকুন্দ-গোপাল ভক্তিমধুকরসহ ময়মনসিংহ সহরের বিভিন্ন স্থানে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের উপদেশ-বাণী প্রচার করিতেছেন। স্বামীজী শ্রীজগন্নাথগৌড়ীয়মঠে অবস্থান করিতেছেন। ভক্তিগ্রন্থ পাঠ ও বক্তৃতার জন্য সহরের শিক্ষিত সম্প্রদায় মহল হইতে স্বামীজীর নিমন্ত্রণ আসিতেছে। সজ্জনগণের হরিকথা-শ্রবণাগ্রহ বিশেষ প্রশংসনীয়।

মাদ্রাজে

ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠে অবস্থান পূর্ব্বক উক্ত মহানগরীর বিভিন্ন স্থানে মহাপ্রভুর উপদেশ প্রচার করিতেছেন। মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠের শ্রীমন্দিরের নির্ম্মাণ-কার্য্য অগ্রসর হইতেছে। উক্ত কার্য্য পর্যবেক্ষণের নিমিত্ত শ্রীপাদ রেবতীরমণ ব্রহ্মচারী ভক্তিনিকুঞ্জ মহোদয়ের অত্র রাত্রিতে কলিকাতা হইতে মাদ্রাজে যাত্রা করিবার কথা।

ঢাকায়

ঢাকা ২৯।৪।৩৫

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ কয়েকদিবস ময়মনসিংহে কয়েকটী স্থানে প্রচার করিয়া ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠে আসিয়াছেন। স্বামীজীর পাঠ শ্রবণার্থ বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি মঠে উপস্থিত হইয়া থাকেন। তাঁহার বালিয়াটী শ্রীগদাইগৌরাঙ্গমঠে বার্ষিক মহোৎসবে যোগদানের কথা। মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ ও আচার্য্য শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী মহাশয় শ্রীমঠে সমাগত ব্যক্তিগণের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

বালিয়াটীতে

ঢাকা জেলার অন্তর্গত বালিয়াটীর গোয়ালাটীর শ্রীযুত নরেন্দ্রকুমার নিয়োগী মহাশয় কর্ত্তৃক আহূত হইয়া বালিয়াটী শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ হইতে উপদেশক আচার্য্য শ্রীপাদ অনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রীজী গত ৮ই বৈশাখ কতিপয় ভক্তবৃন্দসহ তাঁহার ভবনে উপস্থিত হইয়া শ্রীমদ্ভাগবত ৭ম স্কন্ধ ৪র্থ অধ্যায় হইতে প্রহ্লাদ মহারাজের চরিত্র পাঠ ও প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যাখ্যা করিয়া শ্রোতৃবর্গের চিত্তাকর্ষণ করেন। পাঠের আদিতে ও অন্তে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হইয়াছিল। বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি পাঠ শ্রবণ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন।

গত ১০ই বৈশাখ প্রাতে উক্ত ভক্তিশাস্ত্রীজী শ্রীপাদ হরিবাসন ব্রহ্মচারী প্রমুখ ভক্তগণ সহ শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী-প্রচারার্থ কার্ত্তিকি নির্ম্মাপুর অঞ্চলে গমন করিয়াছেন।

মেদিনীপুর জেলায়

শ্রীচৈতন্যমঠের অধ্যক্ষ পণ্ডিত ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-স্বরূপ পর্ব্বত মহারাজ কয়েকজন মঠসেবক সহ গত ১২শে চৈত্র শুক্রবার মেদিনীপুর জেলার মহিষাদল চণ্ডীবরপিপল্যাসী তথায় ... বেতা ও বাবু শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি মহাশয়গণ সাদর আহ্বানে তাঁহাদের গ্রামে শুভবিজয় করেন। নিত্যানন্দ বাবু ও অদ্বৈত বাবু প্রায় অর্দ্ধ মাইল দূর হইতে সংকীর্ত্তন সহ মহারাজকে তাঁহাদের বাটীতে সম্বর্দ্ধনা করিয়া আনেন। উক্ত গ্রামের গোলমণ্ডপ নামক প্রকাশ্যস্থানে স্বামীজী ২৯শে ও ৩০শে দুই দিবস সনাতন-ধর্ম্ম সম্বন্ধে দুইটী হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা প্রদান করেন। সভায় বহু সুধী ও উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। স্বামীজীর শ্রীমুখ-নিঃসৃত অমৃতময়ী বাণী শ্রবণ করিয়া সকলেই ... হইয়াছিলেন। শ্রোতৃবৃন্দের মধ্যে আর্য্যসমাজী ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের বহু ব্যক্তি ছিলেন। ২রা বৈশাখ সোমবার স্থানীয় জমিদার বাবু মহেন্দ্রনাথ মাইতি মহাশয়ের সাদর আহ্বানে স্বামীজী তাঁহার বাটীতে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে নবযোগেন্দ্র-সংবাদ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

কটকে

গত ১১শে এপ্রিল অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকায় উড়িষ্যার রাজধানী কটক মহানগরীতে শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠের উদ্যোগে বিরাট নগর-সংকীর্ত্তন বাহির হয়। পথের দুই পার্শ্বে বহু নরনারী এক সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা দর্শন করিয়াছেন। এই শোভাযাত্রা প্রায় সার্দ্ধ দুই মাইল দীর্ঘ হইয়াছিল।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ বৈখানস মহারাজ এই সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা পরিচালনা করিয়াছিলেন। সংকীর্ত্তন-মণ্ডলী ফিরিয়া আসিলে স্বামীজী নগরসংকীর্ত্তনের আবশ্যকতা সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা দেন। বেলা সাড়ে পাঁচটায় বিতরিত হয়।

কৃষ্ণ আমায় পালে, রাখে' জান সর্ব্বকাল আত্মনিবেদন-সেবা মূল এইত প্রকার।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৪ মধুসূদন আদি বারগোপালাদী ৪৪১

মায়া—অলৌকিকী

আমরা মায়ায় পড়িয়া কৃষ্ণকে ভুলি না পরন্তু কৃষ্ণকে ভুলিয়াই বা কৃষ্ণসেবা-পরিত্যাগরূপ অপরাধের জন্যই সংসার-কারাগারের কারারক্ষী মায়াকর্তৃক পিষ্ট হই। এই মায়া লৌকিকী বা মানুষী মায়া নহে, এই মায়া সর্বদেবদেব ভগবান্ কৃষ্ণের। সেই জন্য এই দৈবী মায়া—অলৌকিকী ও অত্যদ্ভুত। তাই অল্পজ্ঞানযুক্ত আমরা পূর্বসঞ্চিত লৌকিক জ্ঞানের দ্বারা মায়ার স্বরূপ বুঝিয়া উঠিতে পারি না। মায়া পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্র, বন্ধু, বান্ধবরূপে আমাদের আত্মীয় সাজিয়া আমাদিগকে পোষণ করিয়া শোষণ করিবার জন্য আমাদের নিকট আসিয়া সেবার দাবী করে এবং আমাদের সহিত প্রীতিস্থাপনের জন্য নানা কৌশল-জাল বিস্তার করতঃ ভোগোন্মত্ত আমাদিগকে রূপ, রস, গন্ধাদি প্রলোভন টোপের দ্বারা বিদ্ধ করে। আমার দেহসম্বন্ধীয় আত্মীয়গণ যে আমার কেহই নহেন পরন্তু তাহারা মায়ার এক একটী জীবশোষক রূপ, তাহা আমরা মায়ার কবলে পড়িয়া বুঝিতে পারি না; তাই তাহাদিগকে নিজের কোন বন্ধু মনে করিয়া তাহাদের প্রতি আসক্ত, স্নেহ বা ভক্তিযুক্ত হই। এই মায়া দৈবী বা অলৌকিকী বলিয়াই আমরা জড়বিদ্যাবুদ্ধির দ্বারা কোন উপায়েই তাহাকে বুঝিয়া উঠিতে পারি না; তাই স্ত্রী, মাতা, পিতারূপী শত্রুকর্তৃক পিষ্ট, লাঞ্ছিত হইয়াও কন্দর্পযুক্তোন্মত্ত হইয়া তাহাদের প্রতি উত্তরোত্তর আন্তরিক প্রীতি দেখাই।

———

আমরা বর্তমানে যে দুঃখ-কষ্টাদি ভোগ করিতেছি, সেই কার্য্যাবলীর কারণ নিশ্চয়ই আছে। কারণ ব্যতীত কার্য্যের সম্ভাবনা নাই। কৃষ্ণবিস্মৃতি এই অবস্থাদির বা ত্রিতাপভোগের মূলীভূত কারণ। সুতরাং কৃষ্ণস্মৃতি লাভ না হওয়া পর্যন্ত মায়াধিদৈব, অধ্যাত্ম, স্বজনপ্রীতি বা অশান্তির কবল হইতে বাঁচিবার নহে। অন্য কোন উপায়ে এসব অস্বীকার করা যায় না এবং মায়ার অলৌকিকী ক্রীড়াও জীবের বোধগম্য হয় না। এই মায়া বহির্ম্মুখজনের আর কৃষ্ণবিমুখ জীবগণ মায়াপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইলেও কৃষ্ণবিস্মৃত-ভোগাক্রান্ত হওয়া বর্তমানে অতি দুর্জ্জন। এই দুর্গম অবস্থায় অলৌকিকী মায়ার সহিত যুদ্ধ ঘোষণা করা বা তাহাকে জয় করিবার চেষ্টা বৃথা মাত্র। কোন প্রবল শত্রুর হস্ত হইতে নিস্তার পাইতে হইলে যেমন তদপেক্ষা কোন মহাশক্তিশালী ব্যক্তির শরণ গ্রহণ করিতে হয় তদ্রূপ জীবের পক্ষে দুরতিক্রমণীয়া, অনাদিনী এই মায়ার হস্ত হইতে নিস্তার পাওয়া লৌকিকী বিদ্যা বা শাস্ত্রজ্ঞ কোন লোকের সাহায্যে সম্ভবপর নহে। অলৌকিকী মায়ার হস্ত হইতে রক্ষা পাইতে হইলে অলৌকিক-শক্তিসম্পন্ন অধোক্ষজ কৃষ্ণের শরণাপন্ন হইতে হইবে। তাহা হইলে আমরা ভগবৎকৃপায় নিজ স্বরূপ ছাড়িয়া স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া নিজের নিত্য কর্তব্য অবধারণে সমর্থ হইব। তাই কৃষ্ণ গীতায় বলিয়াছেন—

"দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং
তরন্তি তে॥"

এই মায়া অলৌকিকী বলিয়া লৌকিকজ্ঞানবল ও অল্পবুদ্ধি আমরা স্বরূপাখ্য-বহুরূপী মায়াকে চিনিতে পারি না বা তাহার কবল হইতে নিজেকে রক্ষা করিতে পারি না। এতাবস্থায় ভগবানের শরণ গ্রহণ না করিলে কেহই আমাদের বুদ্ধির প্রশংসা করিবেন না। কিন্তু প্রপন্ন বা শরণাগত হইতে হইলে শরণাগত-পালকের সাক্ষাৎকার অত্যন্ত আবশ্যক বলিয়া বোধ হয়। কৃষ্ণ শরণ লইতে বলিয়াছেন বটে, কিন্তু তিনি যখন বর্তমানে আমাদের দৃষ্টির বহির্ভূত আছেন তখন আমরা কি প্রকারে তাঁহার শরণ গ্রহণ করিব, ইত্যাকার প্রশ্ন আমাদের হৃদয়ে জাগরিত হইতে পারে; কিন্তু "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥" এই পরমমঙ্গলময়ী বাণীটী বলিয়া তিনি আমাদের উদ্ধার করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন সেই সত্যব্রত ভগবান্ যে স্বপ্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য সর্ব্বদা জাগ্রত নহেন তাহা হইতেই পারে না। তিনি আমাদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য স্বয়ং এখানে না থাকিলেও তাঁহার বাণীর সার্থকতার জন্য তাঁহার কোন পরমাত্মীয় বা প্রিয় পার্ষদ্ জগদ্গুরুদের দ্বারা এ জগতে না থাকিয়া পারেন না। তাই বলিতেছিলাম, আমাদের একমাত্র পিতা কৃষ্ণ যখন আমাদিগকে এ জগৎ হইতে পর জগতে লইয়া যাইবার জন্য এত সুন্দর ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন তখন আমাদের আর চিন্তা কি?

———

কোন সময়ে এক দানশীল রাজা অভাব-নিপীড়িত ব্যক্তিগণের অভাবমোচনের জন্য প্রতিশ্রুত হওয়া তাহার রাজ্যে একথা যে ঘোষণা করিয়াছিলেন। তিনি যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন নিজ প্রতিশ্রুতি পালনে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং এই প্রতিশ্রুতি যাহাতে তাঁহার মৃত্যুর পরেও রক্ষিত হইতে পারে তজ্জন্য সুবন্দোবস্ত করিয়া যাওয়ায় তাঁহার ঐ প্রতিশ্রুতি পুরুষানুক্রমে যথাবিধি পালিত হইত। তদবধি সর্বজনবিদিত এই উপকারের কথা শুনিয়া লোকেরা আগমন পূর্বক সকলেই উপকৃত হইত। একজনের কোন লোক যদি তাহার স্বাভিলাষ অনুকারের সহিত এতাদৃশ ব্যবস্থা করিতে পারে তাহা হইলে ভগবানের নিত্য বাণী যে অবিনাশীরূপে জীবগণকে রক্ষা করিবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? রাজার বংশধরগণ যেমন পিতৃপুরুষের বাক্যপালনের জন্য চেষ্টা করেন, কৃষ্ণ-বংশধর বা কৃষ্ণ-পার্ষদগণেরও একজন না একজন সেইরূপ একসঙ্গে থাকিয়া গুরুরূপে আমাদের উদ্ধারের পথ দেখাইয়া দেন। রাজার তিন চারিটী পুত্র থাকিলেও যেমন একজন রাজা হইয়া রাজ্য-শাসনাদি করিয়া থাকে, সেইরূপ কৃষ্ণপার্ষদগণ কোনও বিশেষ কারণবশতঃ একসঙ্গে তিন চারিজন জীবের সৌভাগ্যকালে উদিত হইলেও তাঁহারা সকলেই গুরুর কার্য্য করেন না, তন্মধ্যে একজনই গুরুর কার্য্য করিয়া জীবগণকে আশ্রয় দেন। সেইজন্য দীক্ষাগুরু একজন বই দুইজন হইতে পারেন না। একথা শাস্ত্র তারস্বরে কীর্তন করিয়াছেন। এসব কথা সূক্ষ্মভাবে আলোচনা করিতে গিয়া আমরা দেখিতে পাই যে, সর্বকালে ও সর্বাবস্থায় একজন না একজন কৃষ্ণপার্ষদ্ আমাদের মঙ্গলের জন্য আছেনই আছেন। তবে পরম সৌভাগ্যবান্ না হইলে সেই গুরুরূপী ভগবানের সন্ধান লাভ ঘটে না। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু এই গুরু-তত্ত্বের সন্ধান জানাইয়া আমাদিগকে নির্ভয় করিয়াছেন—কৃষ্ণের বাণীতে সম্যক্ আস্থা স্থাপন করিবার পরম সুযোগ বা ভরসা দিয়াছেন।

"গুরু কৃষ্ণরূপ হ'ন শাস্ত্রের প্রমাণে।
গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥
ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা বীজ॥"

———

সদ্গুরু-পাদপদ্মে শরণগ্রহণ—কৃষ্ণ-পাদপদ্মে শরণগ্রহণই মায়া হইতে উদ্ধারলাভের একমাত্র উপায়, গুরুদেব কৃষ্ণব্যতীত অন্য কেহই নহেন। তিনি তাঁহারই একজন প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম পার্ষদ্—সেবক-ভগবান্। তাঁহারই পাদপদ্মে সর্বাত্মসমর্পণ করিয়া তাঁহার সেবায় তৎপর থাকিলেই কৃষ্ণাদেশ লঙ্ঘন করা অপরাধে অপরাধী হইতে হয় না। পরন্তু কৃষ্ণপ্রেমে ধনী হওয়া যায়, মায়াজয়ী হওয়া যায়, অলৌকিকী মায়ার অলৌকিক স্বরূপ অলৌকিক-শক্তি-সম্পন্ন শ্রীগুরুদেবের কৃপায় অনায়াসে উপলব্ধি হয়! তখন মায়াকে আলিঙ্গন করিবার স্পৃহা থাকে না, কৃষ্ণপাদপদ্ম-সেবার লোভ উদিত হইয়া থাকে।

যাঁহারা কৃষ্ণভজন-প্রয়াসী তাঁহারা আর কালবিলম্ব না করিয়া কৃষ্ণের শরণাগত হইলেই মঙ্গলের পথ বা পরজগতের আলোক নিশ্চয়ই দেখিতে পাইবেন। এই পরজগতের আলোক পাইতে হইলে প্রথমে শ্রবণের একান্ত আবশ্যক। সাধকগণ যদি অধোক্ষজ বস্তু শ্রীনাম, শ্রীগুরু, শ্রীবৈষ্ণব, শ্রীধামকে চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা মাপিতে না গিয়া কর্ণদ্বারে সাগ্রহ অভ্যর্থনা করেন তাহা হইলে তাঁহারা প্রণিপাত ও পরিপ্রশ্ন সহকারে শ্রবণ করিতে করিতে তাহা গ্রহণ পূর্বক শ্রীগুরুপাদপদ্মে—শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে শরণাপন্ন হইবার সৌভাগ্য পান—গুরুর নিষ্কপট-সেবাফলে মায়া-নির্মুক্ত হইয়া বৈকুণ্ঠপদের যাত্রী হইতে পারেন। মায়া যতই অলৌকিকী হউক, আমাদের বুদ্ধির অতীত হউক, যদি মায়াধীশের সঙ্গ হয় তাহা হইলে মায়া আর আমাদিগকে বঞ্চিত করিতে পারিবে না। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ ক্রমশঃ এসব কথা স্থিরচিত্তে আলোচনা করিলে নিশ্চয়ই বৈকুণ্ঠলোকে উন্নীত হইতে পারিবেন, কোটিকণ্টকসঙ্কুল ভক্তিপথে গমন করিবার জন্য দৃঢ়সংকল্প হইলে নিশ্চয়ই গুরুপাদপদ্মে পৌঁছিতে পারিবেন। ইহাতে কোন হতাশা, নিরাশা বা বিফলতার কথা নাই—ইহাই পরোপকারার্থ অবতীর্ণ শ্রীমদ্ গৌড়ীয়মঠের জীবন্তবাণী।

শ্রীপাদ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজের বক্তৃতা

শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ কতিপয় দিবস যাবৎ মধুবন-দিগের পূত হরিকথা-মন্দাকিনী প্রবাহিত করিয়া স্থানীয় অধিবাসিবর্গকে নিত্য কল্যাণের পথে পরিচালন পূর্বক তাহাদের যে মঙ্গলকার্য সাধন করিতেছেন তাহা বস্তুতঃই অবর্ণনীয়। তাঁহার শ্রীমুখ-বিগলিত হরিকথামৃত পান করিবার জন্য সহরের বিশিষ্ট ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ স্ব-স্ব আলয়ে আগ্রহ সহকারে প্রত্যহ তাঁহাকে আহ্বান করিতেছেন। গত ১ই বৈশাখ স্থানীয় বাবের সুপ্রসিদ্ধ গীতার শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন গুহ মহাশয়ের ভবনে শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে স্বামীজী যে উপদেশামৃত বর্ষণ করিয়াছেন, নিম্নে তাহার সারাংশ প্রদত্ত হইতেছে।

বৈরাগী ভাই গ্রাম্যকথা না শুনিবে কানে। গ্রাম্যবার্তা না কহিবে যবে মিলিবে আনে॥

বস্তুতঃ প্রারম্ভেই তিনি অমোঘফল-মূর্ত্ত-বিগ্রহ শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বাদশস্কন্ধে পদ্মপুরাণোক্ত "পাদৌ যদীয়ৌ প্রথম দ্বিতীয়ৌ" শ্লোকের ব্যাখ্যা করিয়া বলেন—"আমি সেই অজিতের, করুণা-বিধান, ভবার্ণব শ্রীকৃষ্ণের মঙ্গলময় শাব্দিক অবতার— সংসারসমুদ্র উত্তীর্ণ হইবার সেতু-স্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবতকে ভজনা করি। এই শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম ও দ্বিতীয় স্কন্ধ পাদযুগল, তৃতীয় ও চতুর্থ স্কন্ধ উরুদ্বয়, পঞ্চমস্কন্ধ নাভি-দেশ, ষষ্ঠ স্কন্ধ বক্ষঃস্থল, সপ্তম ও অষ্টম স্কন্ধদ্বয় দুইটি বাহু, নবম স্কন্ধ কণ্ঠ, দশমস্কন্ধ প্রফুল্লমুখপদ্ম, একাদশ ললাটদেশ স্কন্ধ এবং দ্বাদশস্কন্ধ মস্তকরূপে পরিগণিত। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণই সম্বন্ধ, কৃষ্ণভক্তি অভিধেয় ও কৃষ্ণপ্রেম প্রয়োজনরূপে প্রতিপাদিত। অমলপুরাণ এই শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রবণ-কীর্ত্তনেই সর্ব্বার্থসিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে। ইঁহার শ্রবণে পরীক্ষিৎ মহারাজ, কীর্ত্তনে শ্রীশুকদেব, স্মরণে প্রহ্লাদ, পাদসেবনে শ্রীলক্ষ্মী, অর্চ্চনে পৃথু, বন্দনে অক্রূর ও বিভীষণ, দাস্যে হনুমান, সখ্যে অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্ম লাভ করিয়াছিলেন।

শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্র-সম্রাট্—পুরাণ-শিরোমণি, ইহা ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য এবং বেদরূপ কল্পবৃক্ষের অমিষ্টরসহিত গলিত ফল। রসিক ভাবুকগণই এই রসময় ভাগবত ফল আমৃত্যু মুহুর্মুহুঃ পান করেন।

"নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং
শুকমুখাদমৃতদ্রবসংযুতম্।
পিবত ভাগবতং রসমালয়ং
মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ॥"

চতুঃশ্লোকী এই শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীনারায়ণ হইতে ব্রহ্মা, ব্রহ্মা হইতে নারদ, তাঁহা হইতে ব্যাস, ব্যাস হইতে শ্রীশুকদেবাদি পর্য্যায়ক্রমে ষোড়শ-অবস্তরূপে শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী ও তাঁহা হইতে শ্রীঈশ্বরপুরী এবং তাঁহা হইতে [illegible] শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর জীবনেই শ্রীমদ্ভাগবতের আদর্শ ও উপদেশ সম্যক্ পরিস্ফুট ও প্রকটিত।

শ্রীব্যাসদেব বহুবিধ পুরাণ প্রণয়ন করিয়াও তৃপ্তি লাভ করিতে পারিতেছিলেন না দেখিয়া দেবর্ষি নারদ ভগবদ্-গুণ-লীলাদি বর্ণনাত্মক শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ রচনা করিতে উপদেশ দেন। তদনুসারে মহামুনি বেদব্যাস এই গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এই পরম মনোহর ভাগবতগ্রন্থে মহাত্মা সাধুগণের অন্তরের ফলাভিসন্ধিরূপ কাপট্যাদি-শূন্য, মাৎসর্য্যবিহীন শ্রোতৃবৃন্দের, ত্রিতাপোন্মূলক, নিত্যমঙ্গলপ্রদ পরমধর্ম্ম ব্যাখ্যাত হইয়াছে। শ্রীশুকদেব পরীক্ষিতের সভায় ভাগবত কীর্ত্তন করেন। সেই সভায় সূতগোস্বামী উপস্থিত ছিলেন। তিনিই নিমিষক্ষেত্র নৈমিষারণ্যে (অনিমিষক্ষেত্রে) শৌনকাদি প্রমুখ ৬০,০০০ ঋষি হাজার ঋষি-সমক্ষে শ্রীমদ্ভাগবত বর্ণন করেন। ইহাতে কর্ম্ম, যোগ, জ্ঞান, তপ প্রভৃতি অন্যাভিলাষিতার অকর্ম্মণ্যতা প্রতিপাদিত হইয়াছে। সদ্গুরুর নিকট হইতেই শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করিতে হইবে। যাঁহাদের জীবনে শ্রীমদ্ভাগবতের আদর্শ প্রকটিত সেইরূপ সাধুগণই শ্রীমদ্ভাগবত কীর্ত্তন করিতে পারেন এবং তাঁহাদের নিকট শ্রবণের ফলে অতি শীঘ্র অবিদ্যা-নিবৃত্তির সহিত স্বরূপ ভগবানে শ্রদ্ধা, রতি ও প্রেম-ভক্তি লাভ হয়।

"সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি
শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি॥"

অমলপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবত পরমহংসগণের প্রিয়। ইহাতে বিরাগ সহিত নৈষ্কর্ম্ম্যজ্ঞান ও পারমহংস্যজ্ঞান বর্ণিত হইয়াছে। ভাগবত শ্রবণ, পঠন ও বিচার করিতে করিতে উহাতে ভক্তিযুক্ত জীবের মায়াবন্ধ দূর হয়—

"শ্রীমদ্ভাগবতং পুরাণমমলং যদ্বৈষ্ণবানাং প্রিয়ং
যস্মিন্ পারমহংস্যমেকমমলং জ্ঞানং পরং গীয়তে।
যত্র জ্ঞান-বিরাগ-ভক্তিসহিতং নৈষ্কর্ম্ম্যমাবিষ্কৃতং
তচ্ছৃণ্বন্ সুপঠন্ বিচারণপরো ভক্ত্যা বিমুচ্যেন্নরঃ॥"

অসৎসঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক মহৎসেবা-পরায়ণ হইয়া শ্রীমদ্ভাগবতে প্রপন্ন হওয়া আবশ্যক।

পণ্ডিতগণ ভগবৎ-সেবাকে সংসার-মুক্তির দ্বার এবং স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গকে তমোদ্বার বলিয়াছেন। যে ব্যক্তি সকলের সুহৃৎ, প্রশান্ত, অক্রোধী, ভগবানে প্রীতিপরায়ণ, ভোজনপানাসক্ত ব্যক্তিগণের কথাতে যাঁহার রুচি নাই, পুত্রকলত্রাদি-যুক্ত গৃহে যাঁহার প্রীতি নাই এবং ইহলোকে দেহ-যাত্রা-নির্ব্বাহোপযোগী ধন অপেক্ষা অধিক ধনে যিনি স্পৃহা করেন না তিনিই মহৎ। মহৎ-ব্যক্তির ৩টী লক্ষণ প্রধান। তিনি সমচিত্ত, নির্ম্মৎসর, জীবের সুহৃৎ ও সাধু। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

"মহৎ-সেবাং দ্বারমাহুর্বিমুক্তেস্তমোদ্বারং যোষিতাং সঙ্গিসঙ্গম্।
মহান্তস্তে সমচিত্তাঃ প্রশান্তা বিমন্যবঃ সুহৃদঃ সাধবো যে॥
যে বা ময়ীশে কৃতসৌহৃদার্থা জনেষু দেহম্ভরবার্ত্তিকেষু।
গৃহেষু জায়াত্মজরাতিমৎসু ন প্রীতিযুক্তা যাবদর্থাশ্চ লোকে॥"

শ্রীঋষভদেব

স্বামীজী অতঃপর ঋষভদেবের জন্ম-বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া বলেন—অপুত্র নাভি সস্ত্রীক ভগবানের পূজা করিয়া বরস্বরূপে ঋষভদেবকে পুত্ররূপে লাভ করেন। এই ঋষভদেবের ১০০ শত পুত্র। তন্মধ্যে মহাত্মা ভরত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কবি, হবি, অন্তরীক্ষ, প্রবুদ্ধ, পিপ্পলায়ন আবির্হোত্র, দ্রুমিল চমস ও করভাজন এই নব পুত্র নব-যোগেন্দ্র। ৮১টি পুত্র কর্ম্ম-কুশল ব্রাহ্মণ। ১টি পুত্র ক্ষত্রিয় ও নববর্ষের সম্রাট্। নববর্ষ-মধ্যে ভারতবর্ষ অন্যতম। ভরত হইতেই ভারতবর্ষ। ভরত মহাপ্রভুত, বিপন্ন হরিণ-শিশুর লালনপালনে ও তাহার রক্ষণাবেক্ষণে একান্ত অভিনিবেশের ফলে, দ্বিতীয় জন্মে হরিণ-দেহ লাভ করেন। তিনি হরিণজন্ম লাভ করিয়াও জাতিস্মর ছিলেন। তৃতীয় জন্মে জড়ভরতরূপে তাঁহার আবির্ভাব হয়। এই জন্মে তিনি পরমহংস অবস্থায় বিচরণ-কালে একদা রাজা রহূগণ কর্ত্তৃক পাল্কীবাহকরূপে নিয়োজিত হইয়া প্রসঙ্গক্রমে তাঁহাকে উপদেশচ্ছলে বলেন—

"নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং
স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং
নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ॥"

[যাবৎ নিষ্কিঞ্চন ভগবদ্ভক্তের পদধূলি-দ্বারা অভিষিক্ত না হয়, তাবৎ গৃহব্রতগণের মতি অনর্থনাশক কৃষ্ণ-পাদপদ্ম স্পর্শ করিতে পারে না।]

নবযোগেন্দ্র যদিচ্ছাক্রমে পরম বৈষ্ণব নিমি মহারাজের সভায় গমন করিলে তিনি তাঁহাদিগকে বৈষ্ণবোচিত সম্মান প্রদান করিয়া বলিলেন, হে ভগবন্! দীনচেতা গৃহিগণের নিস্তারণের জন্য মহাব্যক্তিগণ তাঁহাদের গৃহে গমন করেন, অন্য কারণে নহে। অতঃপর জীবের আত্যন্তিক মঙ্গল বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হইয়া নবযোগেন্দ্র বলিলেন:—

"লব্ধ্বা সুদুর্লভমিদং বহু-সম্ভবান্তে
মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ।
তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাবৎ
নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ॥"

চরমকল্যাণ-লাভের চেষ্টা করা জীব মাত্রেরই কর্ত্তব্য। অনেক জন্মের পর এই মানবজন্ম লাভ হইয়াছে; সুতরাং ইহা অত্যন্ত দুর্ল্লভ। এই জন্ম অনিত্য হইলেও পরমার্থপ্রদ। অতএব ধীর ব্যক্তি—যে পর্য্যন্ত মৃত্যু উপস্থিত না হয়, সে পর্য্যন্ত ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া পরমকল্যাণ লাভের চেষ্টা করিবেন। ইন্দ্রিয়তোষণ বা বিষয়-ভোগ সকল জন্মেই হয় কিন্তু নরতনু হরিভজনের মূল। এই নরতনু কৃষ্ণ-ভজনের অনুকূল—ইহা সামান্য নহে।

"নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্ল্লভং
প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারম্।
ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং
পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা॥"

এই শ্লোকটিই সকলের মূল, অতএব আদ্য, সুলভ ও সুদুর্ল্লভ। এই দেহরূপ নৌকা, গুরুরূপ কর্ণধার, কৃষ্ণকৃপারূপ অনুকূল বায়ু প্রাপ্ত হইয়াও যিনি সংসার-সমুদ্র পার হইতে চেষ্টা না করেন তিনি বস্তুতঃ আত্মঘাতী।

হৃষীকেশ অর্থে ইন্দ্রিয়ের অধিপতিকে বুঝায়। যে পর্য্যন্ত ইন্দ্রিয় দ্বারা হৃষীকেশের সেবা না হয়, সে-পর্য্যন্ত জীব শান্তি লাভ করিতে পারে না। ইন্দ্রিয়-দ্বারা আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবিধান করিতে হইবে না; কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিবিধানেই ইন্দ্রিয়ের সার্থকতা।

"আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা ধরে প্রেম নাম॥"

ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব মনুষ্যের সর্ব্বনাশ বিধান করে। মনুষ্যেতর কুরঙ্গ-মাতঙ্গাদি প্রাণিগণ এক একটি ইন্দ্রিয়ের বশবর্ত্তী হওয়াই বিনাশপ্রাপ্ত হয়। পাঁচ পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের বশবর্ত্তী হইয়া মনুষ্য যে সম্যগ্‌ভাবে বিনষ্ট হইবে ইহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে?

"কুরঙ্গ-মাতঙ্গ-পতঙ্গ-ভৃঙ্গ-মীনা হতাঃ
পঞ্চভিরেব পঞ্চ।
একঃ প্রমাদী স কথং ন হন্যতে যঃ সেবতে
পঞ্চভিরেব পঞ্চ॥"

সর্ব্বোপাধি-বিনির্ম্মুক্ত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অর্থাৎ অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম ও জ্ঞানরহিত হইয়া সর্ব্বোপায়ে ইন্দ্রিয়াধিপতি শ্রীভগবানের সেবাই ভক্তি ও তাহাই সদাশ্রয়ণীয়। হরিভজনই জীবের নিত্যমঙ্গল-প্রদ। নববিধা ভক্তির মধ্যে নাম-ভজন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

"ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি।
কৃষ্ণপ্রেম কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি।
তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাম-সংকীর্ত্তন।
নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন॥"

নাম-নামীতে অভেদ। নামব্রহ্ম শব্দ-সামান্য নহে। মুক্তজীবগণই কীর্ত্তিত নাম। নামকীর্ত্তনকারী ভগবদ্‌ভক্তই জীবের জীবনী শক্তির সঞ্চারক। ত্রিগুণাতীত শুদ্ধসত্ত্বে ভূমিকায় বা পরব্যোমে শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন বা শব্দব্রহ্মের আবির্ভাব। বৈকুণ্ঠ-নাম অশেষ পাপনাশক:—"বৈকুণ্ঠনামগ্রহণমশেষাঘহরং বিদুঃ।" কিন্তু শব্দমাত্র—ভ্রম, প্রমাদ, করণাপাটব, বিপ্রলিপ্সা দোষ-চতুষ্টয়ের অধীন। বৈকুণ্ঠ-শব্দ বা শব্দব্রহ্ম তাদৃশ নহেন। ত্রিগুণাতীত শুদ্ধসত্ত্ব-হৃদয়ে শব্দব্রহ্ম আবির্ভূত হন।

"সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেবশব্দিতং
যদীয়তে তত্র পুমানপাবৃতঃ।
সত্ত্বে চ তস্মিন্ ভগবান্ বাসুদেবো
হ্যধোক্ষজো মে মনসা বিধীয়তে॥"

নামসংকীর্ত্তনই কলিযুগের যুগধর্ম্ম:—

কলিযুগের ধর্ম্ম হয় নাম-সংকীর্ত্তন।
কৃষ্ণশক্তি বিনা নহে তার প্রবর্ত্তন॥

আবার সর্ব্ব-যুগের প্রসঙ্গে আমরা পাই—
"আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্।
তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চ্চনম্॥"

সুতরাং কৃষ্ণভক্ত মহাভাগবতের আনুগত্যে কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন জীবের নিত্য মঙ্গল প্রদান করিবে। (ক্রমশঃ)

স্বপনেও না কর ভাই স্ত্রী-সম্ভাষণ গৃহে স্ত্রী ছাড়িয়া ভাই আসিয়াছ বন॥

শুদ্ধভক্তি মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ

(আকর মঠরাজ)

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমদ্ভাগবতপীঠ ৪৫২৭ গৌরাব্দ [illegible] উত্তর-পূর্বে শ্রীব্রজপত্তনে শ্রীমায়াপুরে শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মস্থানে শ্রী [illegible] বিরাজমান। এই স্থান [illegible] [illegible] [illegible] শ্রীচৈ- [illegible] [illegible] [illegible] শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ- [illegible] [illegible] শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 'নদীয়া-প্রকাশ', [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] প্রকাশ' [illegible] [illegible] [illegible] শ্রীগৌরসুন্দরের [illegible] [illegible] [illegible] অবধি [illegible] অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক —শ্রীপাদ [illegible] ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত শুদ্ধভক্তি [illegible] বর্ণ-প্রচারোদ্দেশ্যে গৌড়দেশের প্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই শুদ্ধমঠে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীরাধা-গোবিন্দ সেবা [illegible] হয়। 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্তাহ-চতুষ্টয়-যোগে, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হয়। এই মঠ হইতে হরিনামের মহিমা হরিকথা-প্রচার, হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তন, বক্তৃতা, যাত্রা ও সঙ্কীর্ত্তন-মহা-মহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান হয়। মঠরক্ষক—মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীভগবান বিশ্বম্ভর অবতরণ বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগ-পীঠ। এখানে শিবপাদপ্রিয়া ও বিষ্ণুপ্রিয়া সহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীগর্ভ-গণের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী সেবাকোবিদ।

৪ শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমদ্ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বর্ত্তমান, রক্ষক— শ্রীকৃষ্ণ [illegible] অধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—গোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

(৭) কাজীর সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

এই স্থানে শ্রীগৌরসুন্দর-শাসিত শ্রীচাঁদ-কাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীসনাতন ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক।

(৮) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও রাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক— শ্রীভগবান দাস ব্রহ্মচারী।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্র নাথ দাসাধিকারী।

(১০) শ্রীব্রহ্মজন শ্রী [illegible] গৌড়ের বৈষ্ণব

মাটিয়াড়ি, পোঃ কাহ্নর, (বর্দ্ধমান)।

শ্রীবাসুদেবাদি ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান। শ্রীগৌরনিত্যানন্দের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীকুঞ্জবিহারী ব্রজবাসী, ভক্তিভূষণ।

(১১) ভেতিরা কুঞ্জকানন

শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক— শ্রীসদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১২) কুঞ্জকুটীর—পোঃ কৃষ্ণনগর,

নদীয়া। রক্ষক—শ্রীঅনুভবানন্দ অধিকারী

(১৩) ভাগবত-আসন—পোঃ কৃষ্ণ-

নগর (নদীয়া)

এই স্থান হইতে ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচারিত হয়। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৪) একায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ তালখালি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী ভক্তিবান্ধব

(১৫) মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরাধিকাকিশোর ব্রজবাসী।

(১৬) মাধ্বগৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, পোঃ ঢাকা

পূর্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-মদনমোহন-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীপাদ [illegible] বিদ্যাবিনোদ বি-[illegible]।

১৭ গোপালজীউর মঠ—কমলাপুর,(ঢাকা)

[illegible] প্রাচীন সেবা [illegible] শ্রী[illegible] ব্রজবাসী.

[illegible] মঠ

[illegible] সেবা

[illegible] ব্রহ্মচারী

(১৮) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ।

(২০) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ [illegible], (ঢাকা)

এখানে বহু পুরাতন শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক- শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(২১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক —শ্রীনরোত্তম দাসাধিকারী.

(২২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

জুমুরকোলা, পোঃ [illegible], (মানভূম)

এখানে শ্রীকৃষ্ণগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরামনাথ অধিকারী।

(২৩) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকাশ্রম, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে গুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরি-ধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভাগবত।

(২৪) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী।

(২৫) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশবনি, পোঃ বক্সীবাজার, (কটক)

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদমদন-জীউর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহা-মহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস [illegible]

(২৬) ত্রিদণ্ডি গৌড়ীয় মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর পুরী,

শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন।

(২৭) পুরুষোত্তম মঠ

ভক্তিকুটী, পোঃ পুরী উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীউর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগদাধর অধিকারী

(২৮) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের ও শ্রীরাধাগোপী-নাথের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবিপিন-বিহারী দাসাধিকারী।

(২৯) রায়রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ;

পোঃ কভূর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—শ্রীনিমাইচরণ দাসাধিকারী ভক্তিমোহন।

(৩০) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪২নং কবিরপুরা, বেনারস সিটি

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা [illegible] রক্ষক - শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৩১) রূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা। রক্ষক [illegible] শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ

(৩২) পরমহংস মঠ.

পোঃ নিমসার, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও গৌর-বিনোদ-বিহারীজীর সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীসত্যনারায়ণ দাসাধিকারী।

(৩৩) কৃষ্ণচৈতন্য মঠ

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

এখানে শ্রীশ্রীকৃষ্ণগৌরাঙ্গের নিত্য-সেবা হয়। রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠ

[illegible]ঘাট মথুরা

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন

(৩৫) ব্রজস্বানন্দ সুখদকুঞ্জ—শ্রীরাধাকুণ্ড

রক্ষক—শ্রীরাধারমণচরণদাস ব্রহ্মচারী

(৩৬) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৩৭) গোদ্রুমবিহারী মঠ

শেখপাড়া, পোঃ ফেরোজপুর, জেলা অমৃতসর (পাঞ্জাব) রক্ষক—শ্রীগোদ্রুমবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৩৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং কুতুব রোড, নিউ দিল্লী।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুধাকর কৃষ্ণাশ্রমী

(৩৯) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল।

এখানে গৌরবিনোদরায়ের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীনরোত্তম অধিকারী।

(৪০) মাদ্রাজ-গৌড়ীয় মঠ

৩৪বিহার মাধবনারায়ণপুর, [illegible], পি

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ গিরি

(৪১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ রায়পেট্টা মাদ্রাজ।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা।

রক্ষক—শ্রীপাদ [illegible] ভক্তিবিলাস।

(৪২) বোম্বে-গৌড়ীয়-মঠ কার্য্যালয়

ফ্রেঞ্চ রোড, চৌপাটি বিল্ডিং, ব্লক নং ১, বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীসুরেশনাথ দেবশর্ম্মা মজুমদার।

(৪৩) অমরপি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমরপি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

(৪৪) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী

(৪৫) পাটনা গৌড়ীয় মঠ

২০০ মিঠাপুর, পাটনা।

(৪৬) গয়া গৌড়ীয় মঠ

সিভিল লাইন্স, চার্চ রোড, গয়া।

রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী ব্যাকরণ

(৪৭) নাগেশ্বর গৌড়ীয়মঠ নাগেশ্বর

রক্ষক – শ্রী[illegible]বিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয়

৩ গ্ল্যাডষ্টোন টেরেস, [illegible] গার্ডেন্স, এস-ডব্লিউ ৭, লণ্ডন

রক্ষক —ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ বন মহারাজ।

(৪৯) বার্লিন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়]

Berlin W. 30

Kleiststrasse 29 · 3] ·]

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে শেষ পর্যন্ত ৸৵০
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। ভাষ্য-সমেত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০ ও ১৲, ৩য় খণ্ড—৸০
২য় খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—১৲, ২য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব—১৲
৮। সৎক্রিয়াসার—দীপিকা ও সংস্কার-দীপিকা ১।০
৯। বৈবর্ত্ত ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ২৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ।০
১৮। [illegible] ।০
১৯। ভক্তিবনের কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৸৵০
২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৸৵০
২২। ভজন-রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ ও (বাঁধা)
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ)
২৬। গীতার কেবল মূল-ভাষা ।০
২৭। [illegible] ২৲
২৮। বেদান্তদর্শনের সারার্থ ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸
৩০। দীন-হীন ক্রন্দন ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
৩৭। ঐ প্রমাণ খণ্ড ৵০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি ৴০
৪১। গীতাবলী ৴০
৪২। চিত্রে নবদ্বীপ ২।০
৪৩। সাধনকণা
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৴০
৪৬। অর্চ্চনকণ ৴০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। আম্নায়সূত্র ৴১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (অনুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। [illegible] বা [illegible] ।০
৫৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৴০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণবোধ ৵০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৬০। নামাবলী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যলীলামৃত সারঃ ।০
৬১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী [illegible] ।০
৬২। সটিক শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৬৩। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৪। সাত্বত শিক্ষাষ্টকম্ ৸৵০
৬৫। গৌড়ীয়মঠ পরিচয়ঃ ৴০
৬৬। সারার্থদর্শনম্ ৵০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৭। রায় রামানন্দ ।
৬৮। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন্ বেদান্ত ।
৬৯। নামভজন ।
৭০। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজি অ্যাণ্ড অন্টোলজি ।
৭১। [illegible] ওয়ার্ক্স ।৵০
৭২। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।।
৭৩। বৈষ্ণবীজম ।০
৭৪। [illegible] ৴০
৭৫। দি ভাগবত ।০
৭৬। [illegible] ।০
৭৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২।০
৭৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৭৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮০। সাধন-পথ ।০
৮১। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৮২। গীতাবলী ৴০
৮৩। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৪। শরণাগতি ৴০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৸৵০ আনা, বড় বোতল ১৷৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।
অথবা
পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালি আবিষ্কারক ও আমদানীকারক জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউন্টেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। উহাতে নিব বা কাগজ কেটে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ। জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং প্রধান—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার, কলিকাতা।

আমাশয় ও পেটের পীড়ায়

শ্রীশ্যামানন্দ দাশ কবিরাজের আবিষ্কৃত.

গ্রহণী বজ্র

ব্যবহার করুন

আমাশয়, রক্তামাশয়, অতিসার, গ্রহণী, অজীর্ণ, পেটফাঁপা, অম্লরোগ, শূলবেদনা, ক্রিমি ও শিশুর উদরাময় প্রভৃতি সকল প্রকার নূতন ও পুরাতন পেটের পীড়ায় গ্রহণী বজ্র প্রত্যক্ষ ফল প্রদ মহৌষধ।

যাহারা পেটের পীড়ায় নানারূপ চিকিৎসায় আশ্চর্য্য ও হতাশ হইয়াছেন তাঁহারা গ্রহণী বজ্র ব্যবহার করুন, উহাতে অবশ্যই ফল পাইবেন। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। মূল্য বড় শিশি ১০ আনা, ৩ শিশি ১।০ টাকা, ডাক মাশুল ।৵০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীকৃষ্ণ ঔষধালয়, [illegible] (জিলা [illegible])।
ঢাকার একেণ্ট মেসার্স [illegible] এণ্ড কোং
[illegible] ঢাকা

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, [illegible] সুপারিন্টেণ্ডেন্ট দ্বারা মুদ্রিত ও
ডাঃ শ্রীকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ ভক্তিশাস্ত্রী এল. এম. এস. কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত.

শ্রীধাম-মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে ; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ পাণ্ডিত্য ও আদর্শচরিত্রে বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের অবৈতনিক সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিদেশী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

[ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

[illegible] কলেজের [illegible] প্রধান ও প্রবীণ অধ্যাপক [illegible] আচার্য্য শ্রীপাদ [illegible] ... [illegible] শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত [illegible] Foreward [illegible] Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) [illegible] Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—[illegible] গৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা ; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জেলা—নদীয়া।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে কথাসার ও শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—[illegible] শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী-[illegible] সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক প্রতি [illegible] প্রকাশিত হয়। [illegible] টাকা ভিক্ষায় কলিকাতা বাগবাজার গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

২। গৌড়ীয়—[illegible] শ্রীপাদ [illegible] বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা গৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—[illegible] পাক্ষিক [illegible] হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৷০

৪। পরমার্থী—[illegible] সম্পাদিত উড়িয়া পাক্ষিক। কটক [illegible] হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—[illegible] বি-এল, বি-টি সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া [illegible] হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষার মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত অমৃতময় গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল শ্লোক অন্বয় এবং তাহার বর্ত্তমান যুগ শুদ্ধভক্তিপ্রচারের [illegible] মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য [illegible] শ্রীল [illegible] সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য [illegible] হইয়াছে। [illegible] ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০২৯ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোক সূচী, পদ্যসূচী, [illegible] প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী-পত্র। [illegible] শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের [illegible] [illegible] কোথাও [illegible] প্রকাশিত [illegible] পাঠক [illegible] পাইবেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা [illegible] ৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার ট্রেনের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৩—৩৫,	১০—৫১,	১৩—২২	১৭—৩৮,	১৯—৩৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৮,	১১—৮,	১৪—০	১৮—৪,	২০—৩৫
স্বরূপগঞ্জ	পোঃ	৭—৩৪,	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৩,	২০—১২

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার ট্রেনের সময়

শনিবার [illegible]

স্বরূপগঞ্জ	ছাঃ	৫-৪৫	৯-৩২	১২-১০	১২-৩৪	১৫-৪	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৬	১২-১১	১২-৪২	১৫-৫৩	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পোঃ	৭-২৭	১০-৩৬	১২-৫১	১৩-১২	১৬-১৯	১৯-১১

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

		প্রথম ও দ্বিতীয়		পরবর্ত্তি-সময়ে	
		সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা	সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা
প্রত্যবার	প্রতি লাইন		৷৵০	৷৵	৷০
„	„ ইঞ্চ	২৲	১৷০	১৷০	১৲
„	„ সিকিকলম	৫৲	৪৲	৩৲	২৲
„	„ অৰ্দ্ধকলম	৮৲	৬৲	৬৲	৪৲
„	„ ১ কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

মাসিক হার

[যদি অন্ততঃ ১ বৎসরের জন্য চুক্তি করা হয়]

সংবাদ পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চ ৬৲, সিকি কলম ১৫৲, অর্দ্ধ কলম ২৮৲, এক কলম ৫০৲
বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চ ৪৷০, সিকি কলম ১২৲, অর্দ্ধ কলম ১৮৲, এক কলম ৩০৲ টাকা।

সাহায্যের হার

[illegible] বার্ষিক ৯৲ নয় টাকা, ষাণ্মাসিক ৫৲ পাঁচ টাকা, ত্রৈমাসিক ৩৷০ পৌনে তিন টাকা, মাসিক ১৲ এক টাকা মাত্র। নগদ [illegible] সংখ্যা [illegible]

ম্যানেজার, দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, জেলা নদীয়া। টেলিগ্রাম—"শ্রীমায়া", নদীয়া

দৈনিক

REG. C 1544

নদীয়াপ্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

"গৌড়ীয়"
৩৩শ বর্ষ হইতে
...শ বর্ষ পর্যন্ত
...শ বর্ষ কাগজে
বাঁধাই
...
শ্রীগৌড়ীয় মঠ
বাগবাজার, কলিকাতা

১০ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২০শে বৈশাখ, শুক্রবার ১৩৪২, ৩রা মে ১৯৩৫ [৫৩শ সংখ্যা

মৌলবী ফজলুল হক

-:০:-

কলিকাতা কর্পোরেশনের সর্বপ্রথম মুসলমান মেয়র

গত ৩০শে এপ্রিল কলিকাতা কর্পোরেশনের সভায় নির্বিবাদে মেয়র ও ডেপুটী মেয়র নির্বাচন শেষ হইয়াছে। মেয়র পদের জন্য মৌলবী এ কে ফজলুল হক এবং ডেপুটী মেয়র পদের জন্য শ্রীযুক্ত সনৎকুমার রায় চৌধুরীর নাম যথারীতি প্রস্তাবিত এবং সমর্থিত হইয়াছিল। অন্য কোনও নাম প্রস্তাবিত না হওয়ায় তাঁহারা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হইয়াছেন। ইতোপূর্বে কর্পোরেশনের কোনও মুসলমান কাউন্সিলার বা অল্ডারম্যান মেয়র নির্বাচিত হন নাই। কর্পোরেশনে এই তৃতীয়বার বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মেয়র নির্বাচিত হইলেন।

মুলতানে আবার গোলযোগ

মুলতান হইতে প্রকাশ, গত ২৭শে এপ্রিল রাত্রিতে পাক গেটের মসজিদের সিঁড়ির উপরে চার বৎসর বয়স্ক এক হিন্দু বালকের মৃতদেহ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে সহরে আতঙ্কের সৃষ্টি হয় এবং অনেক দোকান পাট বন্ধ রাখা হয়। মনে হয়, বালকটির নাসিকা ছিন্ন করিয়া ... এবং তাহার ... গিয়াছে। আগামী ... কর্তৃপক্ষ ... করিয়াছেন। ... এই ... পুলিশ ... পুলিশ ... হইয়াছে।

ভীষণ বিমান দুর্ঘটনা

——:০:——

দমদমে মর্ম্মন্তুদ দৃশ্য
চারিজনের শূন্যপথে শেষ-যাত্রা

গত ২৮শে এপ্রিল সকাল ১০টার সময় দমদমের নিকট গৌরীপুরে এক ভীষণ বিমান দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে। এই দুর্ঘটনার ফলে বিখ্যাত ভারতীয় বৈমানিক মিঃ বি কে দাস ও মিঃ ডি কে রায়ের মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহাদের চালিত বিমানদ্বয়ের আরোহী মিঃ পি গুপ্ত এবং মিস মুরিয়েল ব্রাউনলোও সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন।

মিঃ বি দাস নিজের বিমান চালাইতেছিলেন। এই বিমানখানি "জিপসি মথ" জাতীয়। সম্প্রতি তিনি করাচী হইতে এই বিমানখানি কিনিয়া কলিকাতায় উড়িয়া আসিয়াছিলেন। মিঃ ডি কে রায় বেঙ্গল ফ্লাইং ক্লাবের একখানা বিমান চালাইতেছিলেন। পূর্ব্বেই ঘণ্টার কিছু পূর্ব্বে বৈমানিকদ্বয় নিজ নিজ আরোহী লইয়া আকাশে উঠেন। সে সময় ক্লাবের আরও সভ্য তথায় উপস্থিত ছিলেন। কেহ কেহ উঁচু থেকে কসরত করিতেছিলেন এবং কেহ কেহ নিজ নিজ পালার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। বৈমানিকদ্বয় চালিত বিমান দুইখানিকে দমদমের অন্তরীক্ষে ঘুরিয়া ঘুরিয়া উড়িতে দেখা যায়। এক... ঠিক ... আর একখানি ... অকস্মাৎ পিছনের বিমানখানি ... ধাক্কা খায়। ... আরোহীকে ছিটকাইয়া পড়িতে দেখা যায়। সঙ্গে সঙ্গে বিমানদ্বয় ... ভূপতিত হয়।

মিঃ দাস ও মিস ব্রাউনলো যে বিমানে ছিলেন, সেই বিমানখানি বাবুবাগান গ্রামে একটি খাদ বাগানের মধ্যে পড়ে। তাহার ৭০ গজ দূরেই মিঃ রায়ের বিমানখানি পতিত হয়। মিঃ দাস ও মিস ব্রাউনলোর মৃতদেহ বিমানের ভিতরেই পাওয়া যায়।

মিঃ গুপ্তের মৃতদেহ ধ্বংসাবশিষ্ট বিমানের মধ্যে পাওয়া যায়। সেখান হইতে কিছু দূরেই মিঃ রায়ের দেহ পাওয়া যায়।

এই দুর্ঘটনার সংবাদ পাইয়া পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়। যথাবিধি তদন্তের পর মৃতদেহগুলি আত্মীয়দের হস্তে দেওয়া হয়।

জামশেদপুরে মৃতদেহ
প্রমথ সরকারেরই

গত ১২ই এপ্রিল পুরী প্যাসেঞ্জার ট্রেন টাটানগর ষ্টেশনে পৌঁছিলে জনৈক কুলি ঘুমাইবার জন্য একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় উঠিয়া দেখিতে পান যে, একটি লোক বেঞ্চের উপর শুইয়া আছে। তিনি সন্দেহ করিয়া লোকটিকে ধাক্কা দেন, কিন্তু লোকটি কোনও সাড়া দেয় না। ... পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পান যে, লোকটা জীবিত আছে, কিন্তু অজ্ঞান। ... পুরী-এক্সপ্রেস ষ্টেশনে পৌঁছিলে লোকটিকে একজন ডাক্তারের হস্তে দেওয়া হয়। তিনি তাহাকে হাসপাতালে লইয়া যাইয়া ঔষধ প্রয়োগ করেন কিন্তু লোকটির মৃত্যু হয়। লোকটির নিকট হাওড়া হইতে ... একখানি দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকেট, ৩৬/১০ টাকার একটি মণিব্যাগ, একখানি তোয়ালে, একটি চশমার খাপ, এক জোড়া চপ্পল, গায়ে জামা ও গায়ে একটি পাঞ্জাবী ছিল।

এদিকে শ্রীযুত নলিনীরঞ্জন সরকারের বিরুদ্ধে আনীত ব্যভিচারের মামলার ফরিয়াদী অধ্যাপক প্রমথ সরকারের (বাদীর স্বামী) খোঁজ কয়েকদিন যাবৎ পাওয়া যাইতেছিল না। উপরোক্ত ঘটনার সংবাদ পাইয়া প্রমথ সরকারের দুইজন আত্মীয় খড়্গপুরে গমন করেন। তথায় মৃত ব্যক্তির নিকট প্রাপ্ত জিনিষ পত্র দেখিয়া তাঁহারা নাকি বলিয়াছেন যে, ঐ সমস্ত জিনিষ প্রমথ সরকারের। মৃত ব্যক্তির যে ফটো লওয়া হইয়াছিল তাহা দেখিবার জন্য একজন ভদ্রলোক চলিয়া গিয়াছেন এবং অপর জন কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছেন।

কলিকাতায় গুজব রটিয়া গিয়াছে যে, প্রমথ সরকারের মৃত্যু হইয়াছে। এই রহস্যের জাল একটু ভেদ হইয়া গিয়াছে; পরবর্তী সংবাদে প্রকাশ, উক্ত মৃতদেহ প্রমথ সরকারেরই। সরকারের ভাগিনা তাহা সনাক্ত করিয়াছে।

নলিনীরঞ্জন সরকার

ব্যভিচারের অভিযোগ হইতে অব্যাহতি

পাঠকগণ অবগত আছেন রিপণ কলেজের অর্থনীতি শাস্ত্রের অধ্যাপক প্রমথ নাথ সরকার তাঁহার পত্নী শ্রীমতী বীণা সরকারের সহিত ব্যভিচারের অভিযোগে কলিকাতা কর্পোরেশনের ভূতপূর্ব্ব মেয়র শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকারের বিরুদ্ধে এক মোকদ্দমা কলিকাতার প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মাননীয় শ্রীযুক্ত সুধীন সিংহ মহোদয়ের কোর্টে দায়ের করিয়াছিলেন। গত ৩০শে এপ্রিল এই মোকদ্দমার রায় প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকারকে ব্যভিচারের দায় হইতে অব্যাহতি প্রদান করিয়া ফুলস্কেপ কাগজের ৬০ পৃষ্ঠা পূর্ণ এক সুদীর্ঘ রায় প্রদান করিয়াছেন।

বর্শাঘাতে অন্তিম যাত্রা

হুঁচুড়ার অন্তর্গত বলাগড় থানার অধীন সাইনা গ্রামের সেখ নবীকে হত্যা করিবার অভিযোগে জোনা সেখ ও দাউদ সেখ হুঁচুড়ার ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ পি সি মুখার্জী কর্তৃক দায়রায় সোপর্দ হইয়াছে।

অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ যে, সেখ নবী তাহার ভ্রাতার সহিত যে বাড়ীতে বাস করিত সেই বাড়ীর চৌহদ্দীর মধ্যে তাহাদের আত্মীয় দাবু বাস করিত। দাবু সেখ এক বেড়া দেওয়ায় তাহার সহিত নবীর বিরোধ উপস্থিত হয়। নবী ঐ বেড়া ভাঙ্গিয়া ফেলে। দাবু পুনরায় বেড়া দিবার জন্য আসামীকে নিযুক্ত করে। নবী উহাতে বাধা প্রদান করায় উভয় পক্ষে বিবাদ বাধে। আসামীগণ বাঁশ দ্বারা নবীর মস্তকে গুরুতর আঘাত করে। কয়েক ঘন্টার মধ্যেই তাহার মৃত্যু ঘটে।

বর্শাঘাতে তিনটী খুন

বরিশাল হইতে প্রকাশ সোনাম মল্লিক, তাহার পুত্র সিরাজদর(?) এবং আমারু(?) মকবুল প্রভৃতি অপর পাঁচজনের প্রতি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডের আদেশ হইয়াছে। এডিসনাল সেসন জজ মিঃ এ কে খাঁ জুরীদের সহিত একমত হইয়া এইরূপ দণ্ডাদেশ প্রদান করিয়াছেন জুরীরা একবাক্যে আসামীদিগকে দোষী বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছিলেন।

অভিযোগের বিবরণ এই যে, জমি লইয়া দুই পক্ষে ঝগড়া চলিতেছিল। গত জানুয়ারী মাসে কলমী কবির ও তাহার দুই ছেলে খবির মাঠে নিরস্ত্র অবস্থায় কাজ করিতেছিল। এমন সময় আসামীরা পথিমধ্যে তাহাদিগকে পাইয়া বর্শা দ্বারা আঘাত করিয়া তিনজনকে খুন করে।

সহরে সৈন্যদের টহল

২৯শে এপ্রিল ডিসেইজশায়ার রেজিমেন্টের একটি বাহিনী ২৮শে এপ্রিল সন্ধ্যায় মুলতান আসিয়াছে। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের সহিত তাহারা সহরের বাজার সমূহে টহল দেয়। ৩০শে এপ্রিল লড়ায়েদের সহিত ৫—১০ সংখ্যক সশস্ত্র পুলিশের ৬টি বাহিনী সহরে ঘুরিয়া বেড়ায়।

২৯শে এপ্রিলও হরতাল চলিতেছে। স্থানসমূহ পুলিশও কিন্তু কোন হাঙ্গামা উপস্থিত হয় নাই।

২৭শে এপ্রিল বালকের মৃতদেহ পাওয়ার পর হইতে কোন হাঙ্গামা হয় নাই। মৃতদেহের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছে। শবযাত্রার সহিত ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিশ ছিল। দিবারাত্র টহল চলিতেছে। স্বাভাবিক অবস্থা পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য উভয় সম্প্রদায়ের নেতৃগণ ঘন ঘন বৈঠক করিতে থাকেন।

নীলাম ইস্তাহার

(কপি মিলানের প্রার্থী)

নীলামের দিন ৮ই মে ১৯৩৫

প্রথম মুন্সেফ আদালত

কৃষ্ণনগর

(১)

২৯নং মণিজারী ৩৫ দাবী ২১১৮০

ডিঃ শ্রীনগেন্দ্র কুমার রায় দিং

দেঃ গোবিন্দ লাহিড়ী সাং ঘূর্ণী পোঃ কৃষ্ণনগর

১। কোতোয়ালী থানার ঘূর্ণী মৌজার কেদারনাথ গঙ্গোপাধ্যায় দিং অধীনে ৫৮০১ খতিয়ানভুক্ত ১০ শতক জমির মাবতি হিস্যাং জমা ২৲ মূল্য আঃ ২৫৲

২। ঐ থানার ঐ মৌজায় ২৫৬ বি ১নং তৌজিভুক্ত লেখারের নিষ্কর ব্রহ্মোত্তর জমির মূল্য আঃ ১০০৲

(২)

১৩৯ মণিজারী ৩৫ দাবী ১০৯৸৯

ডিঃ সিন্ধুবালা দেবী

দেঃ বরিশাল ঘোষ সাং গোবরা পোঃ কালীগঞ্জ

কালীগঞ্জ থানার অন্তর্গত ৪৭নং গোবরা মৌজায় ৮৬৯নং খতিয়ানে ৫-২৯ জমির মাবতি হিস্যার জমা ১৮৲ মূল্য আঃ ২০৲

(৩)

১৫৭নং মণিজারী ৩৫ দাবী ৫৫৮৯

ডিঃ বিহারী লাল দত্ত

দেঃ মনমোহন বাগের সাং সাধনপাড়া পোঃ কৃষ্ণনগর

১। কোতোয়ালী থানার সাধনপাড়া মৌঃ ৭৪ ১৮৮ খতিয়ানে মহামায়া দেবী দিং অধীনে ১৬শঃ জমা ১।০ মূল্য আঃ ২৫৲

২। ঐ থানার ঐ মৌজায় ১৮৯নং খতিয়ানে ঐ অধীনে ৬৩ শঃ জমির জমা ৪৸০ মূল্য আঃ ১৫৲

(৪)

৬৫নং মণিজারী ৩৫ দাবী ২১১/৯

ডিঃ রাইপুর গ্রাম্য কো অপারেটিভ ব্যাঙ্ক

দেঃ বন ওয়ারী মণ্ডল সাং রাইপুর পোঃ দেবগ্রাম

কালীগঞ্জ থানার রাইপুর মৌজায় ৩৪৭, ৩৪৮ ও ১৫৭নং খতিয়ানে মোট ৪৪ শঃ জমির জমা ১৸৯ মূল্য দায় অপরিশোধিত স্বত্ব চৌহদ্দির আঃ ১৫৲

(৫)

১৫১নং মণিজারী ৩৫ দাবী ১৯৮/৩

ডিঃ হাজরাপোতা কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক

দেঃ বঙ্কিম নাথ ঘোষ সাং হাজরাপোতা পোঃ পলাশী

১। কালীগঞ্জ থানার হাজরাপোতা মৌজায় কার্ত্তিক নাথ সিংহ রায় দিং অধীনে ২৭১নং খতিয়ানে ৩৷০ জমার ১২শঃ জমির মেয়াদের ।০ অংশ মূল্য আঃ ৫৲

২। ঐ থানার সেতুয়া মৌজায় নৃসিংহ প্রসাদ পাল চৌধুরী দিং সেরেস্তার ১২১ নং খতিয়ানে ৩৸০ জমার ১-৭১ জমির মেয়াদের ।০ অংশ মূল্য আঃ ১৫৲

৩। ঐ থানার ঐ মৌজায় ১১৭ নং খতিয়ানে ঐ অধীনে ২২৸৯ টাকা জমার ৭-৪০ জমির ।০ অংশ মেয়াদের মূল্য ৩০৲

দ্বিতীয় মুন্সেফ আদালত

নীলামের দিন ৮ই মে ১৯৩৫,

(১)

১৬৬ নেং জারী ৩৫ দাবী ৫৫১৸৩

ডিঃ ফণীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

দেঃ গোপালচন্দ্র প্রামাণিক দিং সাং পদ্মপোতা পোঃ বাদালবি

১। চাপড়া থানার পদ্মপোতা মৌজায় কানাইলাল সিংহ রায় দিং অধীনে ৯৩১ খতিয়ানে ৫ ৭০ জমির জমা ৮৸১০ মূল্য আঃ ৫০৲

২। ঐ থানার ঐ মৌজায় ঐ অধীনে ৯৮নং ও ৫৬৫নং খতিয়ানে ৬১ শঃ জমির জমা ৩৸১০ মূল্য আঃ ২৫৲

৩। ঐ থানার ঐ মৌজায় সোহারাম সিংহ রায় অধীনে ২৬৭নং খতিয়ানে ২-৬৩ জমির জমা ৪।০ মূল্য আঃ ১০৲

(২)

১৮৯০ নেং জারী ৩৫ দাবী ১১৮৸০

ডিঃ বিনোদ মণ্ডল দিং

দেঃ শরবিন্দু চট্টোপাধ্যায় দিং সাং হাঁসখালী পোঃ বাদালবি

১। বাকালী পাড়া থানার মালঞ্চপোতা গ্রামে ৫০১নং খতিয়ানে ৬৷০ টাকা জমার ১১-৭৬ জমি মেয়াদের ।০ অংশ মূল্য আঃ ৪৫৲

২। ঐ থানার দাপাড়িয়া মৌজায় ৬৪৫নং খতিয়ানে ও অধীনস্থ খতিয়ানে ৬-৮৭ একোত্তর জমির মেয়াদের ।০ অংশ মূল্য আঃ ২০৲

কলিকাতার বাজার দর

চাউলের দর

	প্রতি মণ
দাদখানি	৬৷০
মোটা চাল	৫৸০
কাটারীভোগ	৫৸০-৫৸০
বাঁকতুলসী	৪৸০
বালাম	৩৸০
ঐ পুরাতন	৪।০
পাটনাই উৎকৃষ্ট	৬৲
[illegible]	৫৸০
সিদ্ধ রেঙ্গুণ	২৸০

লৌহ ও হার্ডওয়ার

চাদর তৈয়ারী	প্রতি হন্দর
লোহার কড়ি (জয়েন্ট বা তীর মার্ক	৬৵০-৬৷০
ঐ বে-মার্কা হালকা ওজন	৫৲/০-৫৸০
বরগা (টী-আয়রণ)	৬।০-৬৸০
এঙ্গেল আয়রণ (কোণা)	৬৲-৬৸০

সত্যেন্দ্রকুমার মল্লিক এণ্ড সন লিঃ

লোহাপটী, বড়বাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১০ম বর্ষ | ১৫ মধুসূদন গৌরাব্দ ৪৬৯, ২০শে বৈশাখ বঙ্গাব্দ ১৩৬২, ৩রা মে ইং ১৯৫৫ শুক্রবার ৫৩ তম সংখ্যা

প্রচার-প্রসঙ্গ

যুক্তপ্রদেশে

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রদীপ বাচক মহারাজ মিরোটীর প্রচারকার্য্য সমাপ্ত করিয়া বর্ত্তমানে পিলিভিতে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর মহাবদান্য বাণী প্রচার করিতেছেন। গত ২১শে এপ্রিল পিলিভিত রাজপ্রাসাদে রাজাবাহাদুর শ্রীরামাধবনের সহিত স্বামীজীর সাক্ষাৎ হয়। তিনি স্বামীজীর নিকট প্রায় একঘণ্টাকাল হরিকথা শ্রবণ করিয়া অতিশয় আনন্দিত হন এবং শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার-কার্য্যের ভূয়সী প্রশংসা করেন। স্বামীজী রাজাবাহাদুর কর্ত্তৃক আহূত হইয়া একদিন রাজবাটীর শ্রীমন্দিরে পাঠ ও কীর্ত্তন করেন। স্থানীয় সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল, বাঙ্গালীদের গোস্বামীজী প্রভৃতি বহু সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা সভায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা স্বামীজীর নিকট হরিকথা শ্রবণ করিয়া মুগ্ধ হন। শ্রোতৃবৃন্দের অনুরোধে গোস্বামীজী স্বামীজী মহারাজকে আরও দুই একদিন পাঠ করিবার জন্য অনুরোধ করেন। স্বামীজী তাঁহাদের অনুরোধ স্বীকার করিয়াছেন।

গত ২২শে এপ্রিল স্বামীজী স্থানীয় গোপীনাথজীর মন্দিরে মহান্তজীর অনুরোধে বহু সজ্জন ব্যক্তির সম্মুখে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে ক্ষীরচোরা-গোপীনাথ-উপাখ্যান পাঠ করিয়া বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেন। শ্রীগোপীনাথের কথা শ্রবণ করিয়া সকলে অত্যন্ত মুগ্ধ হন এবং স্বামীজীকে বহু ধন্যবাদ দেন। বাঙ্গালীদের গোস্বামীজী, শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর ও ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত কেন্দ্র, মহাশয়, রাজাসাহেবের কুমার তিনের ম্যানেজার প্রভৃতি বহু সজ্জন ব্যক্তি পাঠে যোগদান করিয়াছিলেন।

গত ২৩শে এপ্রিল রাজাসাহেবের মন্দিরে রাত্রি ৮টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত পাঠ ও কীর্ত্তন হয়। গোস্বামীজী স্বামীজীকে গোপী-প্রেম সম্বন্ধে পাঠ করিতে অনুরোধ করিলে স্বামীজী বলেন যে, অজ্ঞ ব্যক্তি বিষ পান করিলে তাহার মৃত্যু যেমন অবশ্যম্ভাবী, সেই প্রকার বদ্ধজীব কামকলুষ-চিত্তে গোপীপ্রেম আলোচনা করিতে গেলে তাঁহার অসুবিধায় পতিত হন। অধিকারহীন ব্যক্তি ইহা পাঠ ও শ্রবণের কথা, ইহা শ্রবণও করিবেন না, এমন কি মনে মনে চিন্তাও করিবেন না। তদ্বস্তু সর্ব্বসাধারণের আলোচ্য নহে। স্বামীজী শ্রীমদ্ভাগবত হইতে কনিষ্ঠ অধিকারী, মধ্যম অধিকারী ও উত্তম অধিকারীর বিষয় বিশদরূপে বুঝাইয়া দেন। ইহা শ্রবণ করিয়া সকলেই সন্তুষ্ট হন।

গত ২৪শে এপ্রিল রাজাসাহেবের মন্দিরে একটী সভার আয়োজন হইয়াছিল। তাহাতে স্বামীজী গীতা সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীর চিত্তাকর্ষণ করিয়াছিলেন।

কলিকাতায়

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের তিরোভাব-তিথি উপলক্ষে গত ২৮শে এপ্রিল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় শ্রীমদ্ভাগবতশ্রবণ সদনে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ-লিখিত শ্রীচৈতন্যভাগবতের ভূমিকাবলম্বনে শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের জীবন-চরিত আলোচনা হয়। মহোপদেশক শ্রীপাদ প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার মহোদয় গুর্ব্বনুবন্দনা সমাপন পূর্ব্বক শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম তিনটী শ্লোকের ব্যাখ্যান ও শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিপাদ্য বিষয়ের সহিত শ্রীচৈতন্যভাগবতের প্রতিপাদ্য বিষয়ের অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য প্রদর্শনমুখে প্রায় ২ ঘণ্টাকাল কীর্ত্তন করেন। কলিযুগ-পাবনাবতারী শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর লীলার কীর্ত্তনকারী—ব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর; তাঁহার অপার করুণায় আজ জগদ্বাসী শ্রীচৈতন্যলীলামৃত পান করিয়া সেবা-বন্যায় ভাসিতেছেন। শ্রীল ঠাকুরের শ্রীচৈতন্যভাগবতের প্রারম্ভেই শ্রীমহাপ্রভুর প্রিয় কোটী ও তদীয় অভিন্নপ্রকাশবিগ্রহ শ্রীনিত্যানন্দচরণে প্রণতি জ্ঞাপন পূর্ব্বক মহাপ্রভুর চরণে প্রণত হইবার আদর্শ, বৈষ্ণবের স্বরূপ ও শ্রীনিত্যানন্দের তত্ত্ব বাস্তবসত্য নির্দ্দেশ, জগৎকে আশীর্ব্বাদ, অবৈষ্ণব কর্ম্মকাণ্ড-সমাজের তৎকালোচিত অসৎ আচরণের এবং 'গৌর মানিব নিতাই মানিব না বা নিতাই মানিব গৌর মানিব না'—এই অতীব অসত্যমূলক বিচারের বিরুদ্ধে নিরপেক্ষ তীব্র প্রতিবাদ, পাষণ্ডদলনবানা বিশ্বম্ভরশ্রীমদ্গৌরাঙ্গদর্শনমুখে ভুক্তিকাম-মুমুক্ষুর নিন্দাপালনের বাস্তব আদর্শ প্রচার, ভক্তিহীন জড়সাহিত্য ও ভক্তিমিশ্র অপ্রাকৃত সাহিত্যের পার্থক্য বিচারমূলে ঠাকুরের অপ্রাকৃত সাহিত্য-জগতে অমূল্য সম্পদ নিরূপণ, শ্রীমদ্ভাগবতাদিতে মহাপ্রভুর লীলা-ভাগবতের প্রতি বিষয় সহজ ও সরল ভাষায় কীর্ত্তন পূর্ব্বক আলোচনাবিধান, ঠাকুর সম্বন্ধে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর উক্তি, মহাপ্রভুর পরম্পরায় তত্ত্বোদ্ঘাটন, শুদ্ধবৈষ্ণব-ভগবদ্বিগ্রহে মর্ত্ত্যবুদ্ধি নিরসন, উচ্চ-নাম-সংকীর্ত্তন-ব্যবস্থাদি বহু বিষয়ের আলোচনা হয়। পাঠান্তে শ্রী বাণী গৌরাঙ্গ করুণা প্রভৃতি মহাজন-পদাবলী ও মহামন্ত্র নাম কীর্ত্তন হইয়াছিল।

নৈমিষারণ্যে

গত ১৯শে এপ্রিল নৈমিষারণ্যের নিকটস্থ সীতাপুর জেলার অন্তর্গত লহরপুর সহরে প্রান্তিকপ্রাণ সংকীর্ত্তন অনুষ্ঠানের প্রধান কর্ত্তা শ্রীযুক্ত রামনাম চৌবে বি এ, এল এল-বি মহোদয়ের আহ্বানে শ্রীপরমহংস মঠের সেবকবৃন্দ তথায় যাইয়া একটী বিরাট নগরসংকীর্ত্তন পরিচালনা করেন এবং ভক্তগণ গোস্বামীপাদের অগ্রভাগে অবস্থান করিয়া উচ্চৈঃস্বরে শ্রীহরিনাম মহামন্ত্র সংকীর্ত্তন দ্বারা দিঙ্মণ্ডল মুখরিত করেন।

গত ২০শে এপ্রিল একটী বিরাট সভার আয়োজন হয়। উক্ত সভায় পরমহংসমঠের অন্যতম সেবক শ্রীগৌরাঙ্গপ্রসাদ ব্রহ্মচারী শ্রীনাম সম্বন্ধে ইংরাজী ভাষায় একটী চিত্তাকর্ষিণী বক্তৃতা প্রদান করেন। সভার সভাপতি ডাঃ শিবানন্দজী বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া আনন্দিত হন এবং বলেন যে, শ্রীগৌড়ীয়মঠের আচার্য্যদেব জগতে শুদ্ধভক্তি পুনঃপ্রচারের জন্য অবতীর্ণ হইয়াছেন। আমার সৌভাগ্যক্রমে বৈষ্ণবাগ্রগণ্য একবার তাঁহার শ্রীচরণদর্শন পাইয়াছিলাম। ভক্তিযোগে প্রচারকারী শ্রীপাদ বন মহারাজের সহিত একবার আমার ঐ স্থানে সাক্ষাৎকার হইয়াছিল। শ্রীগৌড়ীয়মঠের আচার্য্যগণের প্রচার বাস্তবিকই জগতের কল্যাণের জন্য। আমরা তাঁহাদের উপদেশ শ্রবণ ও পালন করিলে বিশেষ উপকৃত হইব সন্দেহ নাই।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৫ মধুসূদন তিথি সর্বোদশাৎ ৪৪৯

প্রতিজ্ঞা

কার্য্যে সফলকাম হইবার জন্যই সাধারণতঃ লোকে প্রতিজ্ঞা করিয়া থাকে। জাগতিক কোন উন্নতি, প্রথম শ্রেণীর রোগারোগ, দেশোদ্ধার, আত্মীয় পিতামাতার সেবা বা জগতে কোন প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইবার জন্য আমরা অনেক সময় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া থাকি। কোন বিষয়ে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইতে না পারিলে তাঁহাকে উহা ও কথা বলিয়া থাকেন, একথা সত্য, কিন্তু আমরা বিরুপাবস্থায় যে সকল বস্তুলাভের প্রতিজ্ঞা করিবার জন্য সংকল্প করি সেই সকল বস্তুগুলি বা উদ্দেশ্যসমূহ অনিত্য এবং সকলের নিত্যোপলব্ধি করিবার সৌভাগ্য আমাদের না হওয়ায় আমরা নিত্যকালস্থায়ী বস্তু লাভের জন্য প্রতিজ্ঞা করিতে চাই না। তাই আমাদের তথাকথিত প্রতিজ্ঞা কার্য্যে পরিণত হইলেও বেশী দিন থাকে না—মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তাহার অবসান হয়। সুতরাং এতাদৃশ অনিত্য ও ক্ষণকালস্থায়ী প্রতিজ্ঞার উপর নির্ভর না করিয়া—অনর্থ প্রতিজ্ঞ না হইয়া সত্যসঙ্কল্প হইবার জন্য, যাহা চিরকাল থাকিবে—মৃত্যুর পরেও যাহার কার্য্য বন্ধ হইবে না, যে প্রতিজ্ঞার আর শেষ নাই, যাহা ভগবৎপ্রসঙ্গের পারিপার্শ্বে নিত্য নবনবায়মানভাবে আনন্দবর্দ্ধিনী, সেই প্রতিজ্ঞার প্রতি আমাদের দৃষ্টি পড়িলে আমরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনিত্যবস্তু-লাভের জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইব না; পরন্তু যে বস্তু একবার লাভ করিতে পারিলে আর কোনও কালে তাহা হইতে বঞ্চিত হইতে হয় না সেই সেবোন্মুখ নিত্য মঙ্গলার্থ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইবার জন্য যত্নপর হইব—ইহা মঙ্গলকামীর সত্যানুসন্ধানের পরিচায়ক।

এই প্রতিজ্ঞার কথা আলোচনা করিতে গিয়া আমরা যখন মহাজনের অনুসরণ করিতে শ্রীগৌরদেবের পাদপদ্ম স্মরণের সৌভাগ্য পাই, তখন জানিতে পারি, তিনি জীবন প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন বলিয়া জীব মাত্রে ক্ষতিহীন। এই জীবন প্রতিজ্ঞার কথা যদি আমরা নিরপেক্ষ সত্যানুসন্ধানে আলোচনা করি, তাহা হইলে প্রতিজ্ঞার সার্থকতা কোথায় তাহা অনায়াসেই উপলব্ধি করিতে পারিব। "আমি বিবাহ করিব না" জীবের এই প্রতিজ্ঞার কথা শুনিয়া অনেকে হয়ত শ্রীচৈতন্যের অনুসরণ না করিয়া, তাঁহার এই প্রতিজ্ঞার গূঢ় উদ্দেশ্য বুঝিতে অসমর্থ হইয়া অনুকরণে বিবাহ না করিয়া জীবনযাপনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। বর্ত্তমান যুগে শিক্ষিত-সম্প্রদায়ে বিবাহ না করার কথা বা বিবাহ করিব না বলিয়া প্রতিজ্ঞার কথা শুনিতে পাওয়া যায় বটে কিন্তু তাঁহাদিগকে 'জীব' বলা হয় না। উহার কারণানুসন্ধানে জানা যায় যে, একজন স্বার্থে ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন আর অপর ব্যক্তি সমাজের জন্য বা নিজের খেয়াল চরিতার্থ করিবার জন্য প্রথম ব্যক্তির অনুকরণ করিয়া মহাজনের আসন অধিকারার্থ প্রতিষ্ঠালোলুপ হইয়াছেন। বিশেষরূপে বন্ধ করার নাম বিবাহ। কৃষ্ণচরণে অপরাধী বদ্ধ জীবগণের স্কন্ধে মায় বহন করা ব্যতীত আর গত্যন্তর নাই সুতরাং দুঃখভার বহন করা তাহাদের ভাগ্যে অনিবার্য্য। কিন্তু যদি কেহ গায়ের জোরে সংসার-ক্লেশরূপ মায়ার হস্ত হইতে নিস্তার পাইবার চেষ্টা করেন তাহা হইলে তাঁহাদের সেই ক্ষীণ চেষ্টা নিরর্থকতায় পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। তাই শাস্ত্র বলেন—

"মায়ারে করিয়া জয় ছাড়ান না যায়।
সাধু গুরু-কৃপা বিনা নাহিক উপায়।"

জীবের 'বিবাহ করিব না' অর্থাৎ সংসার করিব না—এই প্রতিজ্ঞা করিয়া কৃষ্ণের বস্তুর দুঃসঙ্গ চিরতরে পরিত্যাগ পূর্ব্বক "অতো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্" বাণীর সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছিলেন। কৃষ্ণভক্ত বড় চতুর। তাঁহাদের কার্য্য-কলাপ, তাঁহাদের প্রতিপদক্ষেপ, তাঁহাদের প্রতিবাক্য, তাঁহাদের প্রতিবৃত্তি, তাঁহাদের প্রাণস্পন্দন, তাঁহাদের প্রতি শ্বাসপ্রশ্বাস, কৃষ্ণসেবাময়ী ও আমাদের ন্যায় ইন্দ্রিয়তর্পণ-অভিলাষী ব্যক্তিগণের বোধ-সম্যক্ গম্যাতীত। 'বিবাহ করিব না' এই প্রতিজ্ঞার অর্থ—কৃষ্ণেতর বিষয়ের সেবা সর্ব্বতোভাবে পরিহার পূর্ব্বক কৃষ্ণসেবার আত্মাভিলাষাদের অন্তর্মুখী চেষ্টা। সুতরাং 'আমি বিবাহ করিব না'—এই চাতুর্য্য বা কৌশলজাল-বিস্তারমুখে অসুরগণকে বঞ্চনাপূর্ব্বক শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের শ্রীচরণসেবনে প্রেরণা যেখানেই এই প্রতিজ্ঞার চরম ও পরম ফল। সুতরাং জীবের বিবাহ করিব না বলিয়া যে প্রতিজ্ঞা তাহা নিত্য কৃষ্ণভজনে পর্য্যবসিত—একথা বোধ হয় সকলেই এখন অনায়াসে বুঝিতে পারিতেছেন। প্রত্যেক জীব আত্মা-পিতা বা আত্মীয়-স্বজনগণকে উপেক্ষামুখে সংসারে থাকিবার সুযোগ দিয়া তাহাদের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া নিশ্চিন্তে ভগবদ্ভজন শিক্ষা দিবার জন্য মহাজন জীবের এই জীবনধারণীলীলা প্রদর্শন বা তদর্থে দৃঢ়াবলম্বন। মন বা মনোধর্ম্মের ইন্দ্রিয়সমূহ ভোগোন্মুখ। তাহারা ভোগ বা ত্যাগ না করিয়া পারে না, তাহাদিগকে ভগবানের সেবায় নিয়োজিত করিতে না পারিলে তাহাদের অমঙ্গল-প্রসবিনী গতি রুদ্ধ হয় না। সেইজন্য শাস্ত্র বলিয়াছেন—

"যমাদিভির্যোগপথৈঃ কামলোভহতো মুহুঃ।
মুকুন্দসেবয়া যদ্বৎ তথাত্মাদ্ধা ন শাম্যতি॥"

ভগবানের সেবা না করিলে কিছু ভজন হয় না, ভোগ বা ত্যাগস্পৃহা হৃদয় হইতে যায় না; সুতরাং কোন ব্যক্তি যদি কৃষ্ণে শরণাগত না হইয়া জীবের অনুকরণে বিবাহ করিব না বলিয়া বাহিক ছলনা দেখান তাহা হইলে তিনি বেদিতব্যগণের বশবর্ত্তী হওয়া হেতু মনোরথে আরোহণ পূর্ব্বক অলক্ষিতে, মায়ার চিন্তা বা দুর্জ্জয় চিন্তায় নিরত না হইয়া থাকিতে পারেন না। সুতরাং কৃষ্ণে শরণাগত না হওয়া জীবের অনুকরণে তাঁহাদের যে প্রতিজ্ঞার অভিনয় তাহার মূল্য অকপটকল-তুল্য। সেইজন্য বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ মহাজনগণের অনুকরণ না করিয়া তাঁহাদের অনুসরণ করতঃ মঙ্গলের পথ গ্রহণ করেন।

কৃষ্ণভক্তগণ বিবাহ করিব না বলিয়া যে অনন্যভাবে কৃষ্ণভজন করিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন এবং তাঁহাদের সেই প্রতিজ্ঞা যে চিরস্থায়ী হইয়া জগতের চক্ষে আদর্শ স্থাপন পূর্ব্বক জগদ্বাসিগণকে কৃষ্ণসেবায় অনুপ্রাণিত ও উদ্বুদ্ধ করে তাহা বুঝিবার শক্তি মহাজনানুগত ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কাহারও নাই। তাই অপ্রৌঢ়জনেরা ব্যক্তিগণ অনুকরণের পন্থা গ্রহণ করিয়া আজন্ম ব্রহ্মচারী সাজিতে চান বটে কিন্তু তাঁহাদের সেই উদ্দেশ্য কৃষ্ণভজনপর না হওয়ায় মনুষ্যজীবনের চরম ও পরম প্রয়োজন লাভ তাঁহাদের ভাগ্যে ঘটে না, তবে তাহাতে লোকে নিন্দা কিছু প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন হয় মাত্র।

যাঁহারা বুদ্ধিমান্ ও মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, তাঁহারা জীবের অনুকরণ না তাঁহাকে অনুকরণ ছাড়িয়া তাঁহার অনুসরণ করেন, বাল্যকাল হইতে অনুসরণে কৃষ্ণভজন করিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন। ভগবানের সেবা করিব বলিলে পাছে লোকে বাধা দেয় এইজন্য বাহ্যের ছলচাতুরী দ্বারা তাঁহারা অন্য কোন কিছুর অজুহাতে অন্তরে কৃষ্ণসেবাভিলাষ পোষণ করেন এবং কৃষ্ণসাক্ষাৎকারে প্রবৃত্ত হইবার জন্য দৃঢ়ব্রত হন। 'কৃষ্ণসেবাসিদ্ধির জন্য প্রতিজ্ঞাই জীবনের একমাত্র চরম ও পরম উদ্দেশ্য। এতদ্ব্যতীত আত্মধর্ম্ম আর কাহারও কোন কথা নাই। শ্রীমদ্, শ্রীমদ্ভাগবত, বিবর্ত্ত সহ সর্ব্বতোভাবে পরিহার পূর্ব্বক কৃষ্ণসেবার সর্ব্বদা সর্ব্বতোভাবে বুদ্ধি উদ্দীপিত রাখিবার জন্য মহাজনের এইরূপ প্রতিজ্ঞালীলাভিনয়, আমরা সুবর্ণ এ কথাটি মনে রাখিবেন।

যাহারা এই মহাজনের অনুগত বা তাঁহার কৃপালাভের প্রার্থী বলিয়া হৃদয়ে পালন করেন তাঁহাদের কর্ত্তব্য—কৃষ্ণভজনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হওয়া। মায়ার সংসার না করিয়া ও কনককামিনী কামিনীগণকে নিজভোগ্য জ্ঞানে করিবার দুশ্চিন্তা হৃদয়ে পোষণ না করিয়া কৃষ্ণসংসারের সংসারী হওয়া বা জীবের বৈষ্ণবোচিত যত্নপর হওয়া। আমি কৃষ্ণভজন ব্যতীত—শ্রীনাম সেবা, শ্রীগুরু-সেবা ও শ্রীবৈষ্ণব-সেবা ব্যতীত অন্য কোন কিছুই করিব না এইরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইতে না পারিলে—মহাজনের আনুগত্য লাভ করিতে না পারিলে এই বৈকুণ্ঠ সেবাসিদ্ধি সম্পূর্ণ অসম্ভব। মঙ্গলকামী বন্ধুবর্গ, এ সব বিষয় স্থিরচিত্তে আলোচনা করিয়া "মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন" মন্ত্রে দীক্ষিত হইবার জন্য ঐকান্তিকভাবে চেষ্টা করিবেন এবং আমার ন্যায় দুর্বল ব্যক্তিকে এতাদৃশ দ্বারা অনুপ্রাণিত করিয়া মহাজনপথে আকৃষ্ট করিবেন, ইহাই আমার শেষ অনুরোধ।

মহাপ্রভুর আলয়

—:০:—

শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

গত ২রা ফাল্গুন ও তৎপূর্বে শ্রীনদীয়া-প্রকাশে উল্লিখিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবার জন্য মাসিক অর্থসাহায্যকারিগণ ব্যতীত চৈত্র মাসের শেষ দিন পর্য্যন্ত যেসকল সজ্জন ও সহৃদয়া শ্রীধাম মায়াপুরের শ্রীযোগপীঠের শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবার্থে মাসিক অর্থানুকূল্য পাঠাইতে স্বীকৃত হইয়াছেন তাঁহাদিগের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে। আমি তাঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। এই সকল মহাত্মা সজ্জনগণ ও অন্যান্যদের আদর্শ অনুসরণ পূর্ব্বক যাঁহারা পরবর্ত্তিকালে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবায় নিযুক্ত হইবেন, তাঁহাদের নামও বেদুক্তভাবেই গৌড়ীয় ও নদীয়া-প্রকাশ নামক পত্রিকাদ্বয়ে যথাসময়ে প্রকাশিত হইবে। বলা বাহুল্য যে, শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবা-বঞ্চনারা মানবজীবন ধন্য করিবার এই মহা সুযোগ উপস্থিত।

অনাদ্যবাঞ্ছক

শ্রীনিত্যানন্দ দাস (ব্রজবাসী, সেবাকোষক)
রক্ষক—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির,
শ্রীমায়াপুর পোঃ, জেলা নদীয়া।

১। শ্রীনরেন্দ্রচন্দ্র সিংহ, আমলাড়িয়া বাড়ী (কাঁদি) জেলা মুর্শিদাবাদ মাসিক ৫্ ...

২। শ্রীগৌরসুন্দর দাসাধিকারী, শ্রীরাম-পুর (নদীয়া) মাসিক ১৲

৩। শ্রীনারায়ণ রায়, কাঁচড়াপাড়া (২৪ পরগণা) ১৲

৪। শ্রীমতী নিস্তারিণী দাসী, … (মেদিনীপুর) ১৲

৫। শ্রীগৌরকৃষ্ণ দাসাধিকারী, কলিকাতা ১৲

৬। শ্রীভূপতিচরণ পাত্র, … (মেদিনীপুর) ১৲

৭। শ্রীপ্যারীমোহন রায়, … (কুচবিহার) ১৲

৮। শ্রী…চরণ নাথ, … (২৪ পরগণা) ৩৲

৯। শ্রীজয়গোপাল দে, কলিকাতা ১৲

১০। শ্রীপঞ্চানন সাহা, … (যশোহর) ১৲

১১। ডাঃ শ্রীহরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীরামবিনোদ পুরকাইত প্রমুখ (২৪ পরগণা জিলার শুকদেবপুর ও …) ২৲

১২। শ্রীসীতানাথ দাসাধিকারী, কলিকাতা ৷৵

১৩। শ্রীইন্দুভূষণ ঘোষ, … (মেদিনীপুর) ৷৹

১৪। শ্রীকৃষ্ণদাস অধিকারী, … (নদীয়া) ৷৹

১৫। শ্রীগোপালদাস বসাক (ঢাকা) ৷৹

১৬। সুরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ও শ্রীমতী …প্রভা সেনগুপ্ত … নারায়ণপুর (বরিশাল)

গয়াধামে শ্রীল প্রভুপাদ

পাঠকগণ অবগত আছেন, শ্রীল প্রভুপাদ গত ৫ই বৈশাখ বৃহস্পতিবার কলিকাতা … কতিপয় অনুগত ভক্তের সহিত কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে গয়ায় শুভবিজয় করিয়াছিলেন। অত্যন্ত গ্রীষ্মের মধ্যে গয়ায় প্রভুপাদের গমনে অনেকে আপত্তি উত্থাপন করিলে প্রভুপাদ বলেন,—গয়া তপস্যার স্থান; শাক্যসিংহ এই স্থানে শারীরিক বহু ক্লেশ সহ্য করিয়া তপস্যা করিয়াছিলেন। আমরা অতিবাড়ীবাদী নহি। আমরা শারীরিক অসুবিধা সহ্য করিয়া এই স্থানে চিদ্-বিলাসের কথা—শ্রীচৈতন্যের কথা প্রচার করিব।

গয়াষ্টেশনে পৌঁছিবার … শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীপাদ …বিলাস গর্গভক্তি মহারাজকে … পুষ্পমালা প্রদান করিয়া গয়ার পাণ্ডা … ও অচৈতন্যবাদী প্রচারের জন্য পরিক্রমার করেন। শ্রীপাদ বোধি মহারাজ … গয়া জিলাস্কুল ও … ঠাকুরের মাসিক প্রবন্ধ … শ্রীল প্রভুপাদের অবস্থানের জন্য স্থানের বন্দোবস্ত করেন। প্রভুপাদ ষ্টেশন হইতে … প্রভু ও ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ মোহন … সঙ্গে লইয়া গয়ার …—যে স্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পদাঙ্ক-বিভূষিত হইয়াছিল, সেই স্থান দর্শন করিতে যান। প্রভুপাদের আদেশে গৌড়ীয়-সম্পাদক … তাঁহাদের অনুগমন করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। … ও মহাপ্রভুর … গয়ায় বিভিন্ন স্থানের বিবরণ … সময় প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

অপরাহ্ণে পরমকারুণিক, পতিতপাবন, … নিত্যানন্দ… শ্রীল প্রভুপাদ পাণ্ডা ও অপরাধী … উদ্ধার ও পুনর্মিলনের জন্য … সকল উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, … সময়ান্তরে প্রকাশিত হইবে। প্রভু-… পাদপদ্মের নিকট অপরাধী … অপরাধ স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিল।

৬ই ও ৭ই বৈশাখ অপরাহ্ণে জ্ঞানবাবুর … হরিকথা-কীর্ত্তনসভার অধিবেশন হইয়াছিল। প্রথম দিবস গয়ার … গভর্ণমেন্ট প্লীডার রায় বাহাদুর …পূর্ণচন্দ্র ঘোষ সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। স্থানীয় বাঙ্গালী উকিল শ্রীললিত-মোহন দাস মহাশয় "অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।" শ্লোক-কথিত 'অনন্য-ভাক্' কিরূপে হওয়া যায় ও কিরূপে … হইতে পারে, তদ্বিষয়ে প্রশ্ন করিয়াছিলেন। সভাপতি মহাশয় 'অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সহিত গৌড়ীয়মঠ কি সম-গতীয়?', 'প্রকৃত পণ্ডিতের স্বরূপ' ও 'ভারতবর্ষে … প্রতিষ্ঠানের আদর্শ…' সম্বন্ধে যে সকল প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছিলেন, সেই সকল প্রশ্নের উত্তর ও ললিতবাবুর প্রশ্নের উত্তর-প্রদান-মুখে শ্রীকৃষ্ণানন্দ বিদ্যাবিনোদ একটি দীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন। তৎপরে শ্রীপাদ … মহারাজও একটি সুদীর্ঘ ও গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করিয়া সকলের চিত্তাকর্ষণ করিয়াছিলেন।

সভায় স্থানীয় উকীল, মোক্তার, স্কুলের প্রধান শিক্ষক ও শিক্ষকবর্গ এবং সংবাদপত্রের রিপোর্টারগণ উপস্থিত ছিলেন। বাঙ্গালী শ্রোতার সংখ্যা অধিক হইয়াছিল বলিয়া বাঙ্গালা ভাষায় বক্তৃতা হয়।

(ক্রমশঃ)

পঞ্চম আলবর্

'শঠারি বা শঠকোপ'

তাম্রপর্ণী নদীতীরে …,
নগর নাম … দেশে,
এক শূদ্রবংশ প্রাচীন কালেতে।
'…' নামে সেই শূদ্রবংশে॥
তিনি ধীর শান্ত … বিষ্ণুভক্ত,
তাঁহাদের পুত্র নাম 'পরাশর';
এ পুত্র 'চক্রপাণি' পিতৃ-অনুরূপ।
চক্রপাণি-পুত্র … অচ্যুত …॥
… পুত্র … 'পদ্মলোচন',
এ পুত্র … নামেতে বিদিত;
এর পুত্র 'কারী' নামে পরিচিত হন।
কারীপুত্র 'শঠকোপ' …।
… কারী কোন বিষ্ণু-দেবালয়ে,
… পত্নীর সহিতে;
… শ্রীবিষ্ণুপূজা ভক্তিপূর্ণ মনে।
… বিষ্ণুকৃপা বহু …॥
সমাজে অপুত্রক ছিল এ দম্পতী,
কিন্তু আছিল পুত্র-মুখ-দর্শনে;
… হইতে … প্রতি।
… এক পাগল …
… অবতীর্ণ …,
… তাঁর পূজে বিষ্ণু ভগবান্;
… পুত্ররূপে আসিবে অবনী।
… আনন্দিত হ'ল তাঁরা দম্পতী॥
… প্রথম বৎসরে,
… নক্ষত্রে শুভ বৈশাখ মাসেতে;
অবতীর্ণ পুত্ররূপে পুরুষ …।
প্রচারিতে ভক্তিবাণী পবিত্র …॥
… নায়ক,
অবতীর্ণ হ'য়ে যেন শ্রীবিষ্বক্সেন,
… শ্রীমাধব …।
করিলেন মায়াবাদ-মস্তক-ছেদন॥
… আনন্দে যখন,
শিশুমুখে মাতৃস্তন্য … অর্পিত;
শিশুরূপী সেই মহাপুরুষ তখন।
আহার্য্য … হইল বিরত॥
… দিবসে সর্ব্ব আত্মীয়স্বজন,
ভগবান্ আদিনাথ বিষ্ণুর মন্দিরে;
অতি যত্নে সেই শিশু করি আনয়ন।
'মার' নাম রাখিলেন পরম আদরে॥
সেই শিশুরত্নে তাঁরা দোলায় করিয়া,
… কোন এক …;
রাখিল … বৃক্ষমূলেতে আনিয়া।
… যোড়শ বর্ষ … সেখানে॥
… মানবের ব্যবহার হ'তে,
সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এই শিশু-ব্যবহার;
দেখি তাহা মাতাপিতা হইলা বিস্মিতে।
… শিশু অবতার।
… এই শিশু 'নম্মা আল্বার্',
নাম যদি এ … পরিচিত হন;

… তীরে প্রভু …॥
… নারায়ণ,
… পরিবৃত;
… চরণ।
… শাস্ত্র॥
চরণের তিনি পরম বান্ধব,
… ;
এ নাম 'শঠকোপ' …।
… বা 'শঠরিপু' বলিয়া বাখানে॥
… করিবর যথা …,
… ;
… সেবিয়া 'নম্মা আল্বার্'।
… মায়াবাদী …॥
… ,
… শঠকোপ … ;
… ।
… নামে তারে অভিহিত করে॥
'… বিষ্ণু …',
… তাঁরে যেন উপহার;
সেই হ'তে শঠকোপ বিদিত জগতে।
'বকুলাভরণ' নামে …॥
শ্রী-বৈষ্ণবগণ সবে বিষ্ণু-উপাসক,
… সেবাপরায়ণ;
যে সাধুরে ভক্তিবিঘ্ন-বিনাশক।
… পূজে বিষ্ণু …॥
… 'যামুনাচার্য্য' … উচ্চকুলে,
… বকুলাভরণে;
যা … নীচ-বংশজাত ব'লে।
… পূজে বৈষ্ণবচরণে॥
… শ্রীযামুনাচার্য্য,
… ;
আমাদের কুল প্রভু প্রথম আচার্য্য।
ইঁহার শ্রীপদ … বিদেশের॥
… ,
তাঁদের সদাই এই যুগল শ্রীপদ;
মাতা পিতা পত্নী পুত্র আত্মীয় স্বজন।
… সম্পদ্॥
… ,
… ;
… ।
… মঠে॥

"সরস্বতীজয়শ্রী"

[বৈশাখ ১ম]

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের কৃপা যে রূপে তাঁহার অনুগত … উপলব্ধি করিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ভিক্ষা ১৲ টাকা মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার কলিকাতা।

শুদ্ধভক্তি মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ

(আকর-মঠরাজ)

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীধামেশ্বরপীঠ ৪৫৫ প্রায় ৩০০ বর্ষ উত্তর-পূর্বে শ্রীব্রজপত্তনে আপাত৯ শ্রীগুরু-দেবের-দ্বারে শ্রী শ্রী৺গৌরবর বিরাজমান। এই স্থান সর্বতীর্থ-তীর্থ, পরাবিদ্যাপীঠ বা আর্থপত্তনপুরী। এই মঠটিতে শ্রীহরি-নামাদিক ব্যাকরণাদি বেদান্তসূত্রের,অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং ক্রমে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধর ও সাধক-সম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় উহাদের উপাস্য বিগ্রহের নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র 'নদীয়া-প্রকাশ', সাধক-সম্প্রদায়ে অপ্রকাশিত গ্রন্থ প্রাচীন প্রভৃতি গ্রন্থাকারে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রকাশিত হইয়াছেন। প্রতি বৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমাদূতার ও অন্যান্য কৃষ্ণলীলার কীর্ত্তন-মহাযজ্ঞে মহোৎসব অবধি অত্যাশ্চর্য্য অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৪

শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত ভুবনমঙ্গল কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন-আচার্যোদেশে গৌড়দেশের সর্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীকৃষ্ণবিনোদ-আশ্রমে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই গুরুমঠরাজে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীরাধা-গোবিন্দ-জিউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রমাণ-চতুর্মাস্যব্রত, শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি গ্রন্থ-পাঠ ও ভক্তগণের সম্যক্ আলোচনা হয়। এই মঠ হইতে মহানগরীর সর্বত্র হরিকথা-প্রচার, মহানগর-সঙ্কীর্ত্তন, বক্তৃতা, ব্যাখ্যা ও সঙ্কীর্ত্তন-মহা-মহোৎসবাদি ভক্তগণের অনুষ্ঠান হয়। মঠরক্ষক মহামহোপদেশক আচার্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগ-পীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া সহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীগুরু-গণের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী সেবাকোবিদ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌর-জন্মের বাসস্থলী এখানে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্তমান, রক্ষক—শ্রীমৎবিক্রম ব্যাসাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্তমান। রক্ষক—গোকুলদাস ব্যানার্জী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

(৭) কাজীর সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপা-প্রাপ্ত চাঁদ-কাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীমদানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তালোক।

(৮) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামদনের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান দাস ব্রহ্মচারী।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরগদাধর নিত্য বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক-শ্রীচৈতন্য নাথ ব্যাসাধিকারী

(১০) মোদদ্রুম-ছত্র "গৌড়ের বৈঠক"

মাউগাছি, পোঃ ভাণ্ডারা, (বর্দ্ধমান)।

শ্রীবাসুদেবদত্ত ঠাকুর বৃন্দাবনের পাট। শ্রীগৌরনিত্যানন্দের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীকুঞ্জবিহারী ব্রজবাসী, ভক্তিভূষণ।

(১১) শ্রেতিয়া কুঞ্জকানন

শ্রীনৃসিংহদেব পল্লীর নিকটবর্ত্তী, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক- শ্রীমদ্গোপাল ব্রহ্মচারী।

(১২) কুলিয়াতীর—পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া। রক্ষক—শ্রীঅনুপানন্দ অধিকারী

(১৩) ভাগবত-আসন—পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

এই স্থান হইতে ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থা-বলী প্রকাশিত হয়। রক্ষক—শ্রীমদানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তালোক, ভক্তশাস্ত্রী।

(১৪) একায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ চাপড়া, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী ভক্তিসার।

(১৫) মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুর, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীচিদ্বিলাস ব্রজবাসী।

(১৬) মাধ্বগৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, পোঃ ঢাকা

পূর্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বা-গিরিধরের সেবা বর্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাবিনোদ বি-এ।

(১৭) গোপালজীউ—কমলাপুর,(ঢাকা)

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিদ্যমান। রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রজবাসী।

(১৮) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)।

এখানে শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীপরানন্দ ব্রহ্মচারী

(১৯) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

মধুবাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ এম-এ, বি-এল।

(২০) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাদ্দ, (ত্রিপুরা)

এখানে অষ্টভুজ শ্রীগোবিন্দের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(২১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ বাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারীর নিত্য-সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীমৎকেশব ব্যাসাধিকারী,

(২২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

জুমুরকোলা, পোঃ চিত্রকুলা, (মানভূম)

এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীমোহন অধিকারী।

(২৩) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ রাধাকান্তপুর, মেদিনীপুর।

এখানে গুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরি-ধারীর নিত্যসেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীঅপ্রাকৃত ব্রজবাসী ভক্তিরত্ন

(২৪) গোয়াড়ীপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন ব্যাসাধিকারী।

(২৫) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশপাড়ি, পোঃ বড়বাজার, (কটক)

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদবিহারী-জীউর নিত্যসেবা বর্তমান। রক্ষক—মহা-মহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর

(২৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ কৃষ্ণদেবপুরী,

শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ গান্ধর্বা গিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন।

(২৭) পুরুষোত্তম মঠ

চাটকনী, পোঃ পুরী উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদপ্রাণবল্লভজীউর নিত্য-সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীগৌরদাস অধিকারী

(২৮) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগোপীনাথের ও শ্রীরাধাগোপী-নাথের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীবিপিন-বিহারী ব্যাসাধিকারী।

(২৯) সারঙ্গ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, মধ্যে গোদাবরী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্তমান। মঠরক্ষক—শ্রীবিহারীচরণ ব্যাসাধিকারী ভক্তিসোপান।

(৩০) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪২নং কবিরপুরা, বেনারস সিটি

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকাগিরিধারীর সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীসনাতন ব্রহ্মচারী।

(৩১) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী

(৩২) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর

এখানে শ্রীব্যাসের পাঠশালা ও গৌর-বিনোদ-বিনোদজীর সেবা বর্তমান।

রক্ষক—শ্রীসত্যনারায়ণ ব্যাসাধিকারী।

(৩৩) কৃষ্ণচৈতন্য মঠ

পুরাণমহল, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

এখানে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিত্য-সেবা হয়। রক্ষক—শ্রীপ্রেমানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠ

অস্তাবলাই মথুরা

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ

(৩৫) ব্রজস্বানন্দ সুখদকুঞ্জ—শ্রীরাধাকুণ্ড

রক্ষক—শ্রীরাধারমণচরণদাস ব্রহ্মচারী

(৩৬) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৩৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ

মেহসানা, পোঃ কোহেলাল, জেলা গুর্জর (পাঞ্জাব) রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৩৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪০নং কুতুব রোড, নিউ দিল্লী।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্বিকাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন্ মহারাজ

(৩৯) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্নাল।

এখানে গৌরবিনোদবিহারীর সেবা বর্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধাগোপাল অধিকারী।

(৪০) সারস্বত-গৌড়ীয় মঠ

ভবিষ্যত সাতারপুর, ষ্টেট, সি

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ গিরি

(৪১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ রায়পেট্টা মাদ্রাজ।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গরাধাগিরিধারীর সেবা।

রক্ষক—শ্রীপাদ নারায়ণ ভক্তিবিলাস।

(৪২) বোম্বে-গৌড়ীয় মঠ কার্যালয়

গোয়ালিয়া রোড, চৌপাটি লেন, বাংলো নং ১, বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীসুদর্শনাথ সেনগুপ্ত মজুমদার।

(৪৩) অমরসি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমরসি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীরাধেশ্যাম দাস অধিকারী

(৪৪) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী

(৪৫) পাটনা গৌড়ীয় মঠ

১০০ মিঠাপুর, পাটনা।

(৪৬) গয়া গৌড়ীয় মঠ

কিং ডাইভ, চার্চ রোড, গয়া

রক্ষক—সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী বাগযজ্ঞ

(৪৭) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠ বালেশ্বর

রক্ষক—শ্রীবনোয়ারীলাল ব্রহ্মচারী

(৪৮) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয়

৩ গ্লস্টার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, এস-ডাব্লিউ ৭, লণ্ডন

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ।

(৪৯) বার্লিন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

Berlin W. 30

Eisenacher strasse 29 I.

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

গ্রন্থাকারে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবত—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৶০
২। অনুভাষ্য বিবৃতি শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। অনুভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড০ ৩—১৲ ৩য় খণ্ড—৸০;
৪—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—১৲; ২য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব—১৲
৮। সংস্কারসার—দীপিকা ও সৎক্রিয়া-দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ২৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরুদ্ধ মত ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ।০
১৮। প্রাকৃত-অপ্রাকৃত ।০
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৶০
২১। গৌড়ীয়-মাহাত্ম্য ৷৶০
২২। ভজন-রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
২৬। গীতার কেবল মূল-ভাষা ।০
২৭। বৃহদ্ভাগবতামৃত অনুবাদঃ সাহস্রাক ২৲
২৮। বেদান্তস্যমন্তক সাহস্রাক
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸
৩০। শ্রীল-বিশ্বনাথ ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৶০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিপ্রদীপ (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা ৵১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপশতক ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি ৵০
৪১। গীতাবলী ৵০
৪২। চিত্রে নবদ্বীপ ।১০
৪৩। নামভজন
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা
৪৫। নবদ্বীপশতক ৵০
৪৬। অর্চ্চনপদ্ধতি ৵০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৵০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ)
৪৯। জৈবধর্ম্ম
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মাধ্বমতে (সাধুবোধ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। বন্দনাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৵০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষাবিবৃতি) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণবোধ ৶০
৫৯। শিক্ষাষ্টক ৶০
৬০। নামাপরাধ ৵০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যলীলামৃত সারঃ ।০
৬১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিচিত্রঃ ।০
৬২। সটীক শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৬৩। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৪। সাত্বত শিক্ষাষ্টক ৷৶০
৬৫। গৌড়ীয়মঠস্য পঞ্চকাঃ ৵০
৬৬। মায়াবাদশতদূষণম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৭। রায় রামানন্দ ।০
৬৮। এ কিউ ক্রাউন অব বেদান্ত ।০
৬৯। নামভজন ।০
৭০। বেদান্ত—ইট্‌স্ মরফলজি অ্যাণ্ড অন্টোলজি ।০
৭১। বিবেকী ওয়ার্ক্স ৷৶০
৭২। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্ট্‌স অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।০
৭৩। বৈষ্ণবীজম ।০
৭৪। বোম্বাই গৌড়ীয়মঠ টক্‌ ক্লাব ৵০
৭৫। দি ভাগবত ।০
৭৬। রিলিজিয়ন প্রিন্সিপল্‌স অ্যাণ্ড অ্যাকোমোডেটেড ডিভোশন ।০
৭৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ১।০
৭৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম ভাগ) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৭৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮০। সাধন-পথ ।০
৮১। কল্যাণ-কল্পতরু ৵১০
৮২। গীতাবলী ৵০
৮৩। শরণাগতি ৵০

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৮৪। শরণাগতি ৵০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ৩৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৸৶০ আনা, বড় বোতল ১৶০ আনা। প্যাকিং মাশুল স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালিপ্রস্তুতকারক জে. বি. দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউন্‌টেনপেন ইঙ্ক

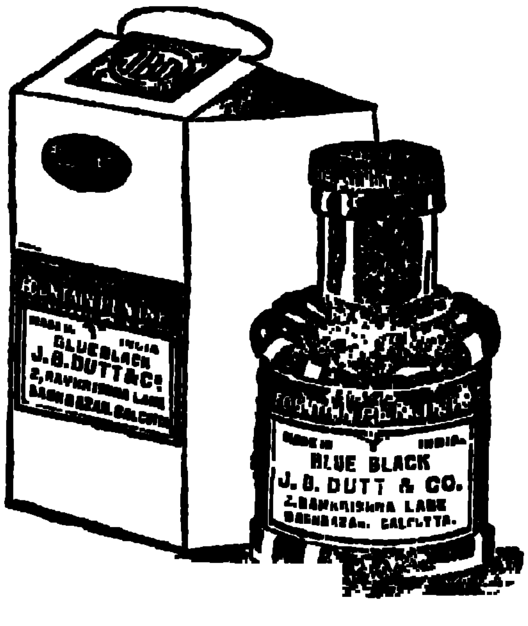

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে খুব উৎকৃষ্ট। উহাতে নিব বা কাগজ কোন প্রকারে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে. বি. দত্ত এণ্ড কোং
পত্রবাজার—নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার
কলিকাতা

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বের যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে উৎসুক, তাঁহাদের পক্ষে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা অক্ষরে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে সূচীপত্র ও শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান —

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও
ম্যানেজিং সম্পাদক ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম জাঙ্গালী এম, এ, এম, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

(ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

[illegible] কলেজের [illegible] প্রধান ও [illegible] অধ্যাপক [illegible] আচার্য্য শ্রীপাদ [illegible] [illegible] এম-এ, মহোদয়ের গ্রেষণা এবং পাণ্ডিত্য [illegible] [illegible] [illegible] এই বিরাট, [illegible] শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রচারিত। [illegible] আলোচনা [illegible] ... Index Glossary [illegible] (Foreward) [illegible] (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) [illegible] Index Glossary [illegible] মূল্য—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—[illegible] কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST— [illegible] শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক [illegible] প্রকাশিত হয়। [illegible] টাকা ঠিকানা কলিকাতা বাগবাজার গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

২। গৌড়ীয়—[illegible] পণ্ডিত শ্রীপাদ [illegible] বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক মূল্য ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত - [illegible] শ্রী[illegible] হইতে প্রকাশিত। [illegible] মূল্য ১॥০

৪। পরমার্থী—[illegible] সম্পাদিত [illegible] কটক শ্রী[illegible] হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক মূল্য ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—[illegible] শ্রীপাদ [illegible] বি-এল, বি-টি, সম্পাদিত। [illegible] হইতে প্রকাশিত [illegible] মূল্য ১॥০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

[illegible] মূল শ্লোক অন্বয় এবং [illegible] শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের [illegible] ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের [illegible] হইয়াছে। [illegible] ১০২৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও [illegible] হইয়াছে। [illegible] ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোক-সূচী, [illegible] [illegible] [illegible] নাই, [illegible] একবারেই [illegible] [illegible] ১২৲ বারটাকা [illegible]—৬৲ [illegible] মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম-মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"

[illegible] ইংরেজী বিদ্যালয়

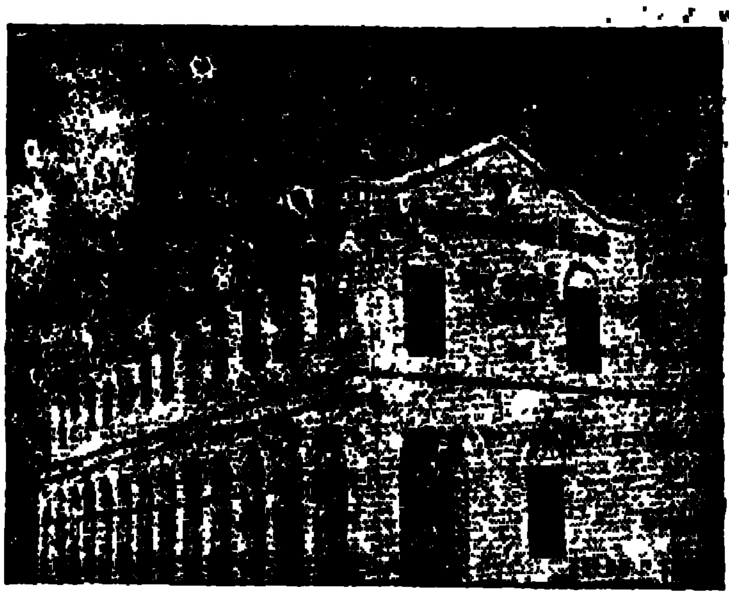

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে: বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিয়াছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ [illegible] ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৮—৫৬,	১০—৫১,	১৩—২২	১৭—৪৮,	১৯—০৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৫,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—০৫
নবদ্বীপঘাট	পোঃ	৭—৭৭,	১১—১০,	১৪—৯	১৮—২৭,	২০—১২

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

শনিবার ও রবিবার

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৩৫	৯-২৫	১২-১০	১১-৩৪	১৫-৭৬	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৬	৯-৪০	১২-১১	১২-৪২	১৫-৫৭	১৮-৫৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পোঃ	৬-২০	১০-৩	১১-৫১	১৭-১২	১৬-১২	১৯-১১

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

		প্রথম ও দ্বিতীয়		পরবর্ত্তি-বারে	
		সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা	সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা
প্রত্যেকবার	প্রতি লাইন	।০	৵০	৷৶	।০
"	ইঞ্চি	২৲	১৷০	১৷০	১৲
"	সিকিকলম	৫৲	৪৲	৪৲	
"	অর্দ্ধকলম	৮৲	৭৲	৭৲	
"	১ কলম	১৫৲	১২৲	১০৲	

মাসিক হার

[যদি অন্ততঃ ১ বৎসরের জন্য চুক্তি করা হয়]

সংবাদ পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ৩৲, সিকি কলম ১৫৲, অর্দ্ধ কলম ২৫৲, এক কলম ৫০৲ বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ২॥০, সিকি কলম ১২৲, অর্দ্ধ কলম ১৮৲, এক কলম ৩০৲ টাকা।

সাহায্যের হার

মজাক বার্ষিক ৯৲ নয় টাকা, ষাণ্মাসিক ৫৲ পাঁচ টাকা, ত্রৈমাসিক ৩॥০ [illegible] টাকা, মাসিক ১৲ এক টাকা মাত্র। নগদ [illegible] মূল্য [illegible]

ম্যানেজার, দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ,

পোঃ শ্রীমায়াপুর, জেলা নদীয়া। টেলিগ্রাম—'[illegible]', [illegible]

[illegible]

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—"প্রকাশ" নবদ্বীপ

দৈনিক

REG C 1544

নদীয়া-প্রকাশ
THE
NADIA-PRAKASH

শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের কৃপায় প্রকাশিত হইতেছে। [illegible] মূল্য অতি উলভ। বিনা ।০ আনা
শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

"গৌড়ীয়"
সপ্তম বর্ষ হইতে [illegible] বর্ষ পর্যন্ত পাওয়া যাইতেছে
বার্ষিক
বিনা ৩।০ আনা।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ
বাগবাজার, কলিকাতা

[illegible]

১০ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২১শে বৈশাখ, শনিবার ১৩৪২, ৪ঠা মে ১৯৩৫ [৫৪শ সংখ্যা

সাক্ষ্যের মূল্যাধিক্য

নিজেকে সমাজচ্যুত করিতেও অপরের সাক্ষ্য প্রয়োজন

আজমীরে যুবতী হরণের অভিযোগ

সম্প্রতি আজমীরে উনবিংশতি বর্ষীয়া এক যুবতী তরুণীকে লইয়া তীব্র সাম্প্রদায়িক ব্যাপার উপস্থিত হইয়াছিল। প্রকাশ, কয়েক দিন পূর্বে তরুণী নিঃসহায় অবস্থায় তথায় আসিয়া স্থানীয় কোন হিন্দু হোটেলে আশ্রয় লয়। তিন চারি দিন পরে তাহার প্রতি মুসলমানদের দৃষ্টি পড়িয়াছে বুঝিয়া সে হোটেলের হিন্দু ম্যানেজারকে কোনও হিন্দু-পরিবারে আহার থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দিতে অনুরোধ করে। ম্যানেজার স্থানীয় আর্য-সমাজ অনাথাশ্রমে তাহাকে স্থানান্তরিত করেন। মুসলমানগণ ইতোমধ্যে তরুণীটিকে মুসলমান বলিয়া ঘোষণা করিয়া আদালতে আবেদনপূর্বক তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার পরোয়ানাসহ দল বাঁধিয়া আর্যসমাজের অনাথাশ্রমে গমন করে। কিন্তু অনাথাশ্রম-কর্তৃপক্ষ তাহাকে পুলিসের হাতে সমর্পণ করিতে অসম্মতি জ্ঞাপন করে। তরুণী নিজেকে ব্রাহ্মণ ও পুণার অধিবাসিনী বলিয়া পরিচয় দিয়াছে। মুসলমানদের পক্ষ হইতে জনৈক আবদুল হক তাহাকে নিজের ভ্রাতুষ্পুত্রী বলিয়া দাবী করিয়াছে কিন্তু তরুণী তাহা সম্পূর্ণ অস্বীকার করে। আদালত এই কথা অবগত হইয়া তাহাকে অভিভাবক অবর্তমানে আর্যসমাজ অনাথাশ্রমে থাকিবার অনুমতি দিয়াছেন।

বিয়ের যাত্রা বিপজ্জনক

শোভাযাত্রার অর্দ্ধপথে

রাওলপিণ্ডিতে মোটরযোগে একদল বরযাত্রীর সহিত উক্ত মোটরের চালক ও অন্যান্যের এক তীব্র দাঙ্গা বাধিবার উপক্রম হয়; কিন্তু পথযাত্রী অঞ্চলের বিশিষ্ট মহাজনদিগের সময়মত হস্তক্ষেপে ব্যাপারটি বেশী দূর অগ্রসর হইতে পারে না।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, মোটরের উক্ত বরযাত্রীদল ট্যাক্সিলা রেলষ্টেশন দিয়া হরিপুর (হাজারা) যাইতে চাহে; কিন্তু মোটরচালক তাহাতে অস্বীকৃত হয়। এই লইয়া উভয় দলে বাগ্‌বিতণ্ডা চলিতে থাকে। অকস্মাৎ ঘটনাস্থলে বহু সশস্ত্র মুসলমান আসিয়া পড়ে এবং উক্ত বরযাত্রীদলকে গালি-গালাজ করিতে থাকে। বরযাত্রীদল মোটর হইতে নামিয়া আসিলে উভয় দলের মধ্যে মারামারি আরম্ভ হয় এবং একজন মুসলমান গুরুতর রূপে আহত হয়। এই অবস্থায় কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন এবং বিবাদ মিটাইয়া দিয়া বরযাত্রী দলকে অন্য একটি মোটরে যাইবার ব্যবস্থা করিয়া দেন কিন্তু আহত মুসলমানটি বরযাত্রী দল ট্যাক্সিলায় পৌঁছাইবার পূর্ব্বেই প্রায় ৫০ জন লোক সংগ্রহ করিয়া তথায় অপেক্ষা করিতে থাকে এবং বরযাত্রীদল তথায় পৌঁছিলে তাহাদিগকে আক্রমণ করে। মুসলমানগণ বরের মাথার পাগড়ী ছিনাইয়া লইলে ব্যাপারটি চরমে দাঁড়ায় এবং দুই দলে তীব্র দাঙ্গা বাধিবার উপক্রম হয়। এই সময় ট্যাক্সিলার জনৈক বৃদ্ধ ব্যক্তি মুসলমানদিগকে দাঙ্গা হইতে বিরত হইবার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করিলে তাহারা নিরস্ত হয় এবং বরযাত্রীদল নিরাপদে তথা হইতে যাইতে পারে।

বিমান-বীরাঙ্গনার সাফল্য

পূর্ব্ব রেকর্ড ভঙ্গ

নিউজিল্যাণ্ডের বিমান বীরাঙ্গনা মিস্ ব্যাটেন ২৯শে এপ্রিল ক্রয়ডনে পৌঁছেন। তিনি বিমানযোগে বিলাত হইতে অষ্ট্রেলিয়া যাইয়া আবার ফিরিয়া আসেন। মেয়েদের মধ্যে তিনিই প্রথম এই দুই দফা ভ্রমণ সম্পন্ন করিলেন।

যাতায়াতে সময় তাঁহার সময় লাগিয়াছিল ১৪ দিন ২৩।০ ঘণ্টা, সুতরাং তিনি মিস্ এমি জনসনের রেকর্ড ভঙ্গ করিলেন, প্রত্যাবর্তনে তাঁহার সময় লাগে ১৭ দিন ১৬ ঘণ্টা ১৫ মিনিট। মিস্ ব্যাটেন এই ভাবে একটি রেকর্ড স্থাপন করিলেন এবং আর একটি রেকর্ড ভঙ্গ করিলেন।

কমাণ্ডেন্টের আদেশ অমান্য

মেদিনীপুর হইতে প্রকাশ হিজলী বন্দীশালার কমাণ্ডেন্টের আদেশ অমান্য করার জন্য অভিযুক্ত বন্দী শ্রীরূপচিত্তরঞ্জন [illegible], শ্রীনন্দদেব ও শ্রীকালীমোহন বাড়ুয্যের প্রতি ১ মাস হইতে এক বৎসর পর্য্যন্ত কঠোর কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে স্পেশাল ম্যাজিষ্ট্রেট ২৯শে এপ্রিল এ দণ্ডাদেশ প্রদান করিয়াছেন। আসামীগণ এখন মেদিনীপুর সেণ্ট্রাল জেলে আছেন।

নদীয়া-সংবাদ

আজ কয়েকদিন যাবৎ প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম মায়াপুর অঞ্চলে অস্বাভাবিক গরম পড়িতেছে। উত্তাপমান যন্ত্রে ১০৪ ডিগ্রি পর্যন্ত অধিক তাপ পরিদৃষ্ট হয়। নিম্ন তাপ ৮৪ ডিগ্রি, সন্ধ্যার পরে বেশ ঠাণ্ডা বাতাস প্রবাহিত হইয়া থাকে।

প্রকৃতির চ[illegible]

শিশু বিশিষ্ট ধরণি [illegible]

নরসিংদী হইতে প্রকাশ কালনগরে মুলাম ও চম্পা নামে একটি হিন্দু নারী একটি পুত্র সন্তান প্রসব করিয়াছে। সন্তানটির মাথার শিং আছে। মাতা ও সন্তান উভয়কে দেখিবার জন্য বহু লোকের সমাগম হইয়াছিল।

শার্দ্দূল শিকার

গত ৭ই এপ্রিল শনিবার দিনাজপুর জেলার মুরারিপুর গ্রামে এক গভীর জঙ্গলে "বিরাট" নামক চৌকিদার [illegible] একটি প্রায় চারি হাত লম্বা বাঘ দেখা যায়। হুগলী জেলার [illegible] শ্রীযুক্ত বাবু [illegible] মহাশয় [illegible] পরিদর্শন জন্য [illegible] বাটীতে অবস্থান করিতেছিলেন। বাঘের সংবাদ পাওয়া মাত্র [illegible] ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া [illegible] বাঘটিকে [illegible] করিয়াছেন। বাঘটি [illegible]

[illegible]

বাঘটিকে দেখিবার জন্য বহু লোকের সমাগম হইয়াছিল।

শিকার রাজ্যের স্বাইকো সাইন-আঠকের উপর গুলিবর্ষণের কারণ

শিকার রাজ্যে গুলীবর্ষণ সম্পর্কে ক্যাপ্টেন ওয়েব নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন :—

"গত ২৫ এপ্রিল তারিখে কুমারে কাঠমণ্ডু রাজ্য শিকারের দুইজন কর্মচারী ও অপরাপর লোক একত্র হইয়া গ্রামের বাসিন্দা অবস্থিত পুলিশ শিবির আক্রমণ করে। পুলিশ আত্মরক্ষার জন্য গুলী বর্ষণ করিয়াছিল। পুলিশের নিকট মাত্র দুইটী বন্দুক ছিল। জনতার শেষ পর্যন্ত বিতাড়িত হয় এবং দুইজন নিহত ও আট জন আহত হয় বলিয়া জানা যায়। আহতদের মধ্যে দুই জন পরে হাসপাতালে মারা গিয়াছে। টিপারায় ১১জন আহত হইয়াছিল। ক্যাপ্টেন ওয়েব একদল সশস্ত্র পুলিশসহ কুমারে গিয়াছিলেন। গ্রামে প্রবেশ করিতে প্রথম বাড়ী হইতে বাধা দেওয়া হয়। ঐ জন আট সামান্য আহত হয়। অবশিষ্ট লোকেরা আত্মসমর্পণ করে এবং ১০৪ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়।

২৭শে এপ্রিল তারিখে দুই হাজার আঠ উদাবনগাঁ গ্রামে সমবেত হয় বলিয়া প্রকাশ। কিন্তু পুলিশ পৌঁছিবার পূর্বে তাহারা চলিয়া যায়। ১১শে এপ্রিল তারিখে চরণজন ও আন্দোলনকারীদের নেতৃস্থানীয় আর চারি ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাহারা আদেশ অগ্রাহ্য করিয়া একটি বিদ্যালয় পাহারা দিতেছিল। বিদ্যালয়টি ও বিদ্যা দেওয়া হয়। শান্তি পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়। সকল স্থানেই রাজস্ব প্রদত্ত হইতেছে। এইরূপ আশা করা যাইতেছে যে, বিদ্রোহের অবসান হইয়াছে।"

সাবধানে পরিষদের সদস্য ক্যাপ্টেন ক্যাম্বেল উক্ত রিপোর্ট পাইয়া বলেন,— "আইনের প্রতি ক্যাপ্টেন ওয়েবের সততা সম্বন্ধে আমার সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহাদের কারণ ও গুলী বর্ষণ সম্বন্ধে নিরপেক্ষ তদন্ত আবশ্যক। শিকারবাসীদের অভাব-অভিযোগের উচিত, বাকী রাজস্ব আদায়ের জন্য তাহাদিগকে বাধ্য না করা। কারণ শিকার রাজ্যে করসমূহের পরিমাণ অত্যন্ত বেশী, তথাপি একেবারে না প্রদান করা উচিত পর্যাপ্ত কারণ নহে। তাহার পূর্বে প্রজাদের জন্য রাজপুত বীরগণের হস্তক্ষেপ করা উচিত।"

কলিকাতা প্রবাসী রাজপুতদের শোকসভা

গত মঙ্গলবার সায়াহ্নে মাড়োয়ারী সভা ভবনে মিঃ আর ডি ডালন এটর্নী এট-ল মহাশয়ের সভাপতিত্বে কলিকাতা প্রবাসী রাজপুতদের এক সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি গৃহীত হইয়াছে।

"রাজস্থানের অধিবাসিবর্গের এইসভা শিকার রাজ্য হইতে গুলীবর্ষণের যে সংবাদ পাইয়াছে তাহার নিন্দা করিতেছে এবং মৃত এবং ক্ষতিগ্রস্তদের পরিবারবর্গের প্রতি পরিপূর্ণ সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছে। উপরি এই সভা জয়পুরের মহারাজা এবং বড়লাটের এজেন্টের নিকট আবেদন এই ব্যাপারের নিরপেক্ষ তদন্ত আরম্ভ করিবার অনুরোধ জানাইতেছে।"

জার্ম্মান অফিসারের গ্রেপ্তার বিমান ঘাঁটির উপর পরিভ্রমণ

সেকোব্যাসেনডি (ইতালী) হইতে গত ৩০শে এপ্রিল প্রকাশ পাইয়াছে যে, শনিবার একখানি জার্ম্মান বিমান একটী বড় বিমান ঘাঁটির উপর অনবরত ঘুরিয়া বেড়াইতে থাকায় একখানি ইতালীয় সামরিক বিমান উহাকে জোর করিয়া নামাইয়া দেয়। জার্ম্মান বিমানে একজন মাত্র লোক ছিলেন, তাঁহার পরিধানে অসামরিক পরিচ্ছদ থাকিলেও তিনি একজন জার্ম্মান সামরিক অফিসার বলিয়া মনে হয়। তাঁহার নিকট ছয়টি ক্যামেরা ছিল এবং তিনি জার্ম্মানী হইতে আসিয়াছিলেন। তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

বাঙ্গালায় ডাকাতির সংখ্যা

গত ১৬ই হইতে ২০শে এপ্রিল পর্যন্ত বাঙ্গালার বিভিন্ন জেলায় ৫১টি ডাকাতির সংবাদ পুলিশকে প্রদান হইয়াছে উহাদের মধ্যে মেদিনীপুরে ৭টি, দিনাজপুরে ৬টি, ঢাকায় ৫টী ২৪ পরগণা, রাজসাহী, রংপুর বাখরগঞ্জ ও চট্টগ্রামে ৩টি করিয়া, নদীয়া, বীরভূম, বর্দ্ধমান, মুর্শিদাবাদ, মালদহ ময়মনসিংহ ও ত্রিপুরা জেলায় ২টী করিয়া এবং হুগলী, খুলনা, পাবনা ও ফরিদপুরে একটি করিয়া ডাকাতি সংঘটিত হইয়াছে। কোন ডাকাতিতেই আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহৃত হয় নাই।

গোয়ালপাড়ী ও ডাকাতে সংঘর্ষ

লক্ষ্ণৌ হইতে প্রকাশ, এটাওয়া জেলার বংশীখেড়া হইতে একদল ডাকাতের সহিত একদল গ্রামবাসীর এক গুরুতর সংঘর্ষের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। এই সংঘর্ষে উভয় পক্ষের আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করে বলিয়া প্রকাশ। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, ডাকাত দল ঐ গ্রামের এক বাড়ীতে হানা দেয় এবং গ্রামবাসীরা বাধা প্রদান করিলে ডাকাতদল গুলী চালায়। উভয় পক্ষের কয়েকজন করিয়া লোক আহত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ

কলিকাতার বাজার দর

চাউলের দর

	প্রতি মণ
রাজভোগ	৬।০
বালাম চাল	৫৸/০
কাটারীভোগ	৫৸/০-৫৸৵০
বাঁকতুলসী	৪৸/০
বাগরা	৩৸৵০
ঐ পুরাতন	৪।০
পাটনাই উৎকৃষ্ট	৪৲
এক্সেরে কোম্পানির	৩৸/০
সিদ্ধ রেঙ্গুণ	২৸/০

চিনির দর

সাদা জাভা রেডি	৯।০-৯৸/০
দেশী সাদা দানা	৮৸/০-৯।০
„ লাল „	৮৸/০-৮৸৵০
আতপ –	
নূতন আতপ	৩৸/০-৩৸৵০
গেশোয়ারী	৮।০-৮৷০
বাঁকতুলসী আতপ	৪৸/০-৪৸৵০
ঐ মাঝারি	৪।০-৪৷০
পাটনাই আতপ	৪।০-৪৸/০
কাটারীভোগ	৫৸০
ঐ রেঙ্গুণ	২৸০

ঘৃতের দর

রাজগীতা প্রতি মণ	৫২৲
লক্ষ্মী গাওয়া	৫৭৲
রাজা গাওয়া	৪৫।০
টেকা দুরুজা	৪৬৷০

আটা ও ময়দার দর

পেটেন্ট ময়দা প্রতি মণ	৫৸/০-৫।০
গৃহবাসীর ব্যবহারোপযোগী	৪৸০-৪৸/০
আটা (বি)	৪৸৵০-৫৲
সুজী	৫৵০-৫।০
আটা (এস)	৪৸/০-৪৷০
„ (২)	৪৷/০-৪৷/০
„ (কে)	৪।০-৪৸/০
„ (৩)	৩৸/০-৩৷০

সোণা-রূপা

	প্রতি ভরি		
টাকশালের বার	„	„	৩৫৵০
বড়ালের বার	„	„	৩৫/০
গিনি	„	„	৩২৵০
চাঁদির বার	প্রতি ১০০ ভরি		৬৪৲
ঐ চুরা	„	„	৬৪।০

তেলের দর

শ্রীকৃষ্ণ সরিষার তৈল	১৫।০-১৫৷০
ঐ চুরা	১৬৲-১৬৷০
নারিকেল তৈল	১১৷০-১১৸০
রেড়ীর তৈল	১০৷/০-১১৸০

লৌহ ও হার্ডওয়ার

টাটার তৈয়ারী	প্রতি হন্দর
লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম,মার্ক	৬৵০-৬।৩
ঐ বে-মার্কা হালকা ওজন	৫৷/০-৫৸/০
বরগা (টী-আয়রণ)	৬।০-৬৷/০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৬৲-৬৸/০

সন্তোষকুমার মল্লিক এণ্ড সন্‌স লিঃ
লোহাপটি, বড়বাজার, কলিকাতা

তারা বার্লী

আমাদের বিশেষত্ব —

আমাদের এই তারা বার্লী আ... উন্নত বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুযায়ী ... এবং সেই শক্তিবান বার্লী বিশেষজ্ঞ শ্রীযুক্ত টি পি, বসু মহাশয়ের চাক্ষুষ ও সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধানতায় প্রস্তুত। ইহারই একমাত্র বিজ্ঞকর্ম্ম দক্ষতায় একদিন এসিয়া মহাদেশের সুপ্রসিদ্ধ বিস্কুট ও বার্লী প্রস্তুত কারক স্বনামধন্য স্বর্গীয় (শ্রীযুক্ত) কে, সি, বসু মহাশয় বিস্কুট ও বার্লী প্রচলন করিয়া জগতে আদর্শ স্থানীয় হইয়া ছিলেন। এই ব্যবসায় ইহার অভিজ্ঞতা ১৬ বৎসরেরও অধিক কালের। ইহা হস্ত পৃষ্ট নহে।

পোঃ বাগবাজার কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

—পারমার্থিক পত্র—

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১০ম বর্ষ | ১৬ মধুসূদন গৌরাব্দ ৪৪৯, ২১শে বৈশাখ বঙ্গাব্দ ১৩৪২, ৪ঠা মে ইং ১৯৩৫ শনিবার ৫৪ তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

শ্রীল প্রভুপাদ

শ্রীল প্রভুপাদের অদ্য কলিকাতা গৌড়ীয়মঠে পুনঃ পদার্পণের কথা। কলিকাতার ভক্তবৃন্দ ঢাকা মেলে যথাসময়ে উপস্থিত হইয়া পুষ্পমাল্যাদি সহ আরাধ্য-দেবের পাদপদ্ম বন্দনা করিবেন। প্রত্যহ সজ্জনগণ বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠে উপস্থিত হইয়া তাঁহার শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণের সুযোগ গ্রহণ করিবেন।

কলিকাতায় বিরাট নগর সঙ্কীর্ত্তন

ভারতের মহামান্য সম্রাট পঞ্চমজর্জ্জের রজত জুবিলি উৎসবোপলক্ষে শ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণবরাজসভার উদ্যোগে আগামী ৬ই মে সোমবার কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে এক বিরাট নগর-সঙ্কীর্ত্তন বাহির হইবে। অপর দিবস উক্ত রাজসভার সম্পাদকগণ জনসাধারণে দরিদ্রগণকে যথাক্রমে [illegible] বিতরণ করিবেন। সম্রাটের প্রতিনিধি রাজপুরুষগণ বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ মঙ্গল করিতে পরমার্থ আচার-প্রচারের সহায়তা করিয়া থাকেন। সুতরাং রজত-জুবিলি-উৎসব উপলক্ষে পারমার্থিকগণের ঐরূপ চেষ্টা প্রশংসনীয় ও কর্ত্তব্যপরায়ণতারই পরিচায়ক।

ভক্তিসুধা-তোরণ

পাঠকগণ অবগত আছেন, পরলোকগত বিপিনবিহারী মিত্র ও তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী মিত্র মহাশয়ের চেষ্টায় শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীশ্রীগৌরকুণ্ডের দক্ষিণ-তীরে একটী সুন্দর অট্টালিকা ও 'ভক্তি-সুধা'-তোরণের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছিল। ঐ তোরণটীর নাম মিত্রভ্রাতৃদ্বয়ের স্বর্গগত পিতৃদেব মাধবচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের শ্রীনবদ্বীপধাম-সভা হইতে প্রাপ্ত গৌরাশীর্ব্বাদ উপাধি অনুসারে হইয়াছে। বিপিন বাবুর আকস্মিক দেহত্যাগে তোরণের কার্য্য আরম্ভ মাত্র হওয়াই স্থগিত ছিল। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী মিত্র মহাশয়ের আন্তরিক চেষ্টায় ঐ তোরণের কার্য্য দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতেছে। ইহা সম্পূর্ণ হইলে একটী দেখিবার মত জিনিষ হইবে বটে। 'ভক্তিসুধা' মহাশয় শ্রীধাম-সেবায় বহু করিয়াছিলেন। তাঁহার সুযোগ্য পুত্রগণ তাঁহাদের পিতৃদেবের স্মৃতিরক্ষার্থ ঐ তোরণ নির্ম্মাণ করিয়া বঙ্গবাসীকে পিতৃভক্তির পরিচয় প্রদান করিতেছেন।

নিত্যানন্দ ধর্ম্মশালা

শ্রীধাম মায়াপুরস্থ গৌরকুণ্ডের পূর্ব্বপারে নিত্যানন্দ-ধর্ম্মশালা নির্ম্মিত হইতেছে, এই সংবাদ পাঠকগণ অবগত আছেন। সম্প্রতি এই ধর্ম্মশালার কার্য্য অনেক অগ্রসর হইয়াছে। আশা করা যায়, শীঘ্রই এই কার্য্য শেষ হইবে।

পুরীতে প্রচার

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিজীবন পুরী, শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ দাস বাবাজী, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রসূন বোধায়ন ও আচার্য্য শ্রীপাদ মাধবানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী বর্ত্তমানে পুরী শ্রীপুরুষোত্তমমঠে অবস্থান করিয়া প্রত্যহ জনগণের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

শ্রীরূপগৌড়ীয়মঠ

গত ২৩শে এপ্রিল শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠের জনৈক ব্রহ্মচারী এলাহাবাদ সিবিলিয়ান রোডস্থ শ্রীযুক্ত নন্দগোপাল বাবুর বাটীতে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে ১২ ঘণ্টাকাল শ্রীরূপশিক্ষা পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। ব্রহ্মচারীজীর পাঠের আদি ও অন্তে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হইয়াছিল। [illegible] প্রফেসর [illegible], পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য, ডাঃ [illegible] সুধাংশু এম-বি প্রমুখ সজ্জনগণ ব্রহ্মচারীজীর পাঠ শ্রবণ করিয়া পরমানন্দিত হইয়াছেন।

শ্রীবাস-অঙ্গনে শ্রবণ-সদন

শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীবাস-অঙ্গনের শ্রবণ-সদনের ছাদের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। এই শ্রবণ-সদনের ব্যয়নির্ব্বাহকারী শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ দাস দত্ত। গৌড়ের রাজধানী—সপার্ষদ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের কীর্ত্তনস্থলী, যেস্থানে শ্রীগৌরসুন্দরের নিত্যনর্ত্তন সেই শ্রীবাস অঙ্গনে যাত্রিসাধারণকে শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্তপূর্ণ কীর্ত্তন শ্রবণের সুযোগ দিবার জন্য তিনি যে শ্রবণ-সদন নির্ম্মাণ করাইতেছেন, তাহা মন্মথ বাবুর অক্ষয়-কীর্ত্তি ঘোষণা করিবে। আমরা তাঁহার সৌভাগ্যের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারি না।

ময়মনসিংহে প্রচার

গত ১০ই বৈশাখ মঙ্গলবার ঢাকা জেলার অন্তর্গত বালিয়াটির শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ হইতে উপদেশক আচার্য্য শ্রীপাদ অনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী কয়েকজন ভক্ত সহ ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত মাশিরা-চড়া-নিবাসী শ্রীযুক্ত [illegible] সাহা তালুকদার মহাশয়ের ভবনে উপস্থিত হন। উক্ত দিবস অপরাহ্নে [illegible] বাবুর [illegible] মঠ ও চেষ্টায় [illegible] মহতী সভায় ভক্তিশাস্ত্রীজী [illegible] শ্রীমদ্ভাগবতের [illegible] পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তিত হইয়াছিল।

গত ১১ই বৈশাখ [illegible] হইতে ১৩ই বৈশাখ শুক্রবার পর্য্যন্ত [illegible] [illegible] প্রভৃতি গ্রামে [illegible] শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত [illegible] উক্ত তিন দিবস [illegible] [illegible] [illegible] এবং উক্ত ভক্তিশাস্ত্রীজী তিন দিবস শ্রীমদ্ভাগবত [illegible] হইতে [illegible] পাঠ ও [illegible] ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিন দিবস [illegible] ও অন্তে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তিত হইয়াছিল এবং উক্ত তিন দিবস [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] যোগদান করিয়াছিলেন। ভক্তিশাস্ত্রীজী [illegible] [illegible] [illegible] শ্রীচৈতন্যমঠ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যমঠের প্রচারের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সাহা তালুকদার মহাশয় ও [illegible] [illegible] সাহা মহাশয় ভক্তিশাস্ত্রীজীর সহকারি-রূপে [illegible] করিয়াছেন। তাঁহাদের সেবাচেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৬ মধুসূদন অবাহ্ শ্রীগৌরাব্দ ৪৪৯

গুরুদাসের মৃত্যুভয় নাই

শ্রীগুরু ও শ্রীকৃষ্ণনাম উপদেশ দেন। শ্রীকৃষ্ণের যেমন অশোক, শ্রীগুরুদাসও সেইরূপ অশোক, সুতরাং তাঁহারা চিরকালই শ্রীগুরুদাসে—সতত সেবাতে চেষ্টায় কে কোথায় স্থান দেখা যায় না। আমরা বর্ত্তমানে স্বরূপতঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীগুরুদেব ও তাঁহার অনুগত জনস্বরূপ দাসগণকে যেভাবে দেখি, তাঁহারা তদ্রূপ কোনও জড় বা প্রাকৃত বস্তু নহেন। এই গুরুদাসগণ তাঁহাদের গুরুদেবকে ও নিত্যানন্দ শ্রীগুরুপাদপদ্মকে নিত্যকালের প্রভু জানিয়া তাঁহার শ্রীপরিবারের জন্য সুচরিত্র। তাঁহারা নিত্যসিদ্ধ নিত্যসেবক বলিয়া—সেবা-সেবকভাবের অভাব তাঁহাদের হৃদয়ে পরিলক্ষিত হয় না বলিয়া তাঁহারা সতত অনবরত প্রেমপূর্ণ থাকায় অব্যভিচারিণী ভক্তি দ্বারা গুরুদেবের পরিচর্য্যাবিধান করিয়া থাকেন। যেখানে জাগতিক কথা থাকুক, এরূপ স্থান বা এরূপ বস্তুর কোন জিনিষের প্রতি তাঁহারা আকৃষ্ট নহেন; এমন কি সেবা-সেবকভাব-বিনাশকারী মোক্ষকেও তাঁহারা তুচ্ছ জ্ঞান করেন, ইহাই তাঁহাদের বৈশিষ্ট্য। তাঁহারা সেবকাভিমানী বলিয়া নিত্য সেবোন্মুখ—নিত্যকাল শ্রীগুরু, কৃষ্ণ, গৌর, ভক্ত, শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবার জন্য অনুক্ষণ নিত্যকাল ব্যস্ত থাকেন। সেবকের সেবা ছাড়া কোন কাজ নাই, তাই সেবাই তাঁহাদের বিশ্রাম, সেবাই তাঁহাদের আনন্দ এবং সেবার অভাবই তাঁহাদের মরণ, কেবল ঐ তাৎপর্য্য। সেবাচিন্তা ছাড়া তাঁহাদের আর কোন চিন্তা নাই। তাই বলিতেছিলাম, আনন্দময়ী সেবাচিন্তায় যাঁহারা তন্ময়, তাঁহাদের আবার অন্য চিন্তা কোথায়—মৃত্যুচিন্তা কোথায়?

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

"ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাদীশাদপেতস্য বিপর্য্যয়োঽস্মৃতিঃ।
তন্মায়য়াতো বুধ আভজেত্তং ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা॥"
(ভাঃ ১১।২।৩৭)

হরিবিমুখজনের জগদীশ্বর মায়াবলেই আসক্তি মূলে দেহে আত্মবুদ্ধি ও গৃহাদিতে আত্মবুদ্ধিরূপ মৃত্যুজ্ঞান উপস্থিত হয়। অজ্ঞান হইতে পৃথক্ হইয়া যেখানে অভিনিবেশ ক্রমে দেহবুদ্ধি হইতে ভয়ের উদ্ভব হয়। এইজন্য শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতেই অপ্রাকৃত দিব্যজ্ঞানলব্ধ নিজ নিত্যভক্তি বর্দ্ধিত করিয়া অব্যভিচারিণী ভক্তিকে অভিধেয় জানিয়া ভগবানের ভজন করেন। এই গুরুদাসগণ শ্রীগুরুপাদপদ্মকে তাঁহাদের নিত্য রক্ষক বা সহায় জানিয়া নিজেকে অসহায় বা অশরণাগত বলিয়া মনে করেন না, সতত গুরুকৃপাতেই জীবন যাপনে ব্রতী হন, শ্রীগুরুপাদপদ্মের ইচ্ছাতেই উহা নির্ভর করিয়া অনুসারে কার্য্য করেন। তাঁহারা জানেন, জন্ম, মৃত্যু, রোগ, শোক, উন্নতি, অবনতি, সুখ বা দুঃখ কিছুই কৃষ্ণেচ্ছা ব্যতীত সংঘটিত হইতে পারে না। আবার এই কৃষ্ণ গুরুদেবের প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম বলিয়া কৃষ্ণের কোন ইচ্ছাই গুরুদেবের অজ্ঞাত নাই। কৃষ্ণের মনোহরণীল-প্রচারে ব্যস্ত সেই সর্ব্বজ্ঞ শ্রীগুরুপাদপদ্ম কৃষ্ণের মনোহরণীল পূর্ণরূপে আস্বাদন করেন সেই সেই কার্য্যে নিযুক্ত করেন এবং আমাদের প্রায় অসম্ভব পূরণের জন্য তাঁহার আর চিন্তার শেষ নাই। তাই বলিতেছিলাম, তিনি ব্যতীত আমাদের আর মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী কে? তাঁহার হাত ধরিয়া কৃষ্ণের নিকট পৌঁছাইয়া দিবার নিত্যসঙ্গী আর কে? তিনি ব্যতীত কৃষ্ণকে জানাইবেন আর কে, তাঁহা অপেক্ষা কৃষ্ণের ভালবাসার পাত্র বা আর কে, তিনি ব্যতীত কৃষ্ণেচ্ছা-পূর্ত্তির জন্য সতত ব্যগ্র আর কে, তিনি ব্যতীত সর্ব্বজ্ঞ কৃষ্ণের হৃদয়ের বার্ত্তা বা সংবাদ রাখেন আর কে, তিনি ব্যতীত কৃষ্ণের অতি গোপ্য মঙ্গলের কথা জানিয়া তাহা পূরণের জন্য সচেষ্ট আর কে, সর্ব্বান্তর্যামী কৃষ্ণেরও অন্তর্যামী—শ্রীগুরুপাদপদ্ম ব্যতীত আর কে, অন্যের কৃষ্ণকে সেবোন্মুখে আকৃষ্ট বা জয় করিতে সমর্থ আর কে?

কৃষ্ণেচ্ছাতেই জন্ম, মৃত্যু প্রভৃতি হয়, ইহা বাস্তবনব্য কথা। আবার এই কৃষ্ণের ইচ্ছা শ্রীগুরুপাদপদ্মের মঙ্গলময়ী ইচ্ছা হইতে পৃথক্ নহে, এক। সুতরাং আমার নিত্য মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী গুরুদেবের ইচ্ছার উপরেই যে আমার জন্মমৃত্যু নির্ভর করে তাহাতে আর সন্দেহ কি? শুদ্ধভক্তগণ গুরুদাসগণ সতত গুর্ব্বাদেশ পালনে ব্যস্ত। এ জগতে থাকাকালে শ্রীগুরুপাদপদ্ম তাঁহাদিগকে যাহাই আদেশ করুন না কেন, তাঁহারা তাহা পালনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, প্রাণ পর্য্যন্ত তুচ্ছ করিয়া গুর্ব্বাজ্ঞাপালনে কৃতসঙ্কল্প। তাই তাঁহারা জগতে শ্রীগুরুপাদপদ্ম একস্থান হইতে অন্য স্থানে গমনের আদেশ করিলে তাঁহারা এই দেহ লইয়াই তথায় গমন করেন। কিন্তু শ্রীগুরুদেব যখন তাঁহাদিগকে এই দেহ পরিত্যাগ করিয়া অন্য কোথাও যাইতে আদেশ দেন তখন তাঁহারা এই দেহ-ত্যাগকে অকুণ্ঠিত ভাবে সেবার জন্য আনন্দে গমন করিয়া থাকেন বলিয়া, যে মৃত্যুভয়ের জন্য আব্রহ্মস্তম্ব সকলেই ব্যাকুল সেই মৃত্যুর জন্য তাঁহারা একটুও চিন্তা করেন না। মৃত্যু কাহাকে বলে একথা তাঁহাদের চিন্তার বিষয় হয় না। তাই বলিতেছিলাম, গুরুদেবের নিত্য সেবাভিলাষী গুরুদাসগণের আবার মৃত্যুভয় কোথায়, এমনকি ভয় যিনি তাঁহার শরণাগত হওয়ায় তাঁহারা নির্ভীক, নিশ্চিন্ত। গুরুদাসের নিজ আমাদের ন্যায় মাটির দেহ নাই, গুরুকৃপায় তাঁহাদের স্বরূপসিদ্ধ হওয়ায় তাঁহারা মায়ানির্মুক্ত। তাঁহাদের সেবাময় চিন্ময়দেহ কখনও পঞ্চত্ব পায় না; তবে উহাদের স্বরূপে কথাটি ব্যক্ত করিবার জন্য এই দেহত্যাগের কথাটি বলা হইয়াছে। তাঁহাদের এই দেহত্যাগ লীলাটী অপূর্ব্ব-রসময়ী একটি আবার স্মরণ সতত মনে রাখিবেন। তাঁহাদের চিন্ময়দেহ সম্বন্ধে শাস্ত্র বলেন—

দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ।
সেইকালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম।
সেই দেহ করে তার চিদানন্দময়।
অপ্রাকৃত দেহে কৃষ্ণের চরণ ভজয়॥

আমরা জানি, চেতন আত্মা অজ ও অমর; তাহার জন্ম ও মৃত্যু নাই। দেহত্যাগেরই নাম মৃত্যু; কিন্তু এই জড়দেহই যাঁহাদের নাই, যাঁহাদের দেহ সেবাপ্রিয়ত্বে অঙ্গীকৃত হওয়ায় সেবাদেহে বা স্বরূপদেহে গুরুদেবের অভিপ্রায়মতে প্রকাশিত, তাঁহাদের আবার মৃত্যু কোথায়? এই ত' গেল গুরুর পূর্ণ-কৃপাপ্রাপ্ত ভাগ্যবান্ ভক্তগণের কথা। এতদ্ব্যতীত যাঁহারা গুরুর পূর্ণ-কৃপালাভের জন্য, নিরন্তর ভগবানের সেবার জন্য উদ্গ্রীব ও আজও তাঁহাদের স্বরূপসিদ্ধ না হইলেও বা দুর্ভাগ্যবশতঃ সচ্চিদানন্দময় শ্রীগুরুদেবের সেবায় নিযুক্ত না হইতে পারিলেও তাঁহারা শ্রীগুরুদেবেরই অনুগত বলিয়া এবং তাঁহাদের জন্ম-মৃত্যু তাঁহাদের একমাত্র মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী শ্রীগুরুদেবের ইচ্ছাধীন বলিয়া তাঁহারাও নিশ্চিন্ত। মঙ্গলময় দয়াময় শ্রীগুরুপাদপদ্ম কখনও অযোগ্য পুত্রগণকে মৃত্যুর কবলে বা সংসার-দাবাগ্নিতে ফেলিয়া দিতে পারেন না, ইহাই তাঁহাদের ভরসা—ইহাই নিরাশ প্রাণে আশার সঞ্চার। গুরুপাদপদ্মের সুখেই তাঁহাদের সুখ বলিয়া সর্ব্বাবস্থাতেই তাঁহাদের আনন্দোল্লাস। তাই তাঁহারা ভয়ের হস্ত হইতে নিষ্কৃত এবং আজ হইয়া সতত এই আশাদকারী—'ভরসা আমার এই মাত্র নাথ তুমি ত করুণাময়' 'সম্পদে বিপদে জীবনে মরণে। দায় মম গেলা তুয়া ওপদ-বরণে।' প্রভৃতি নির্ভীক বাণী-কীর্ত্তনে রত।

উদ্দেশ্য কি?

(শ্রীপাদ বিজয়বিগ্রহ ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী)

"আপনি আমার বয়োজ্যেষ্ঠ এবং আপনার অনেক জানা আছে, তাহাও জানি। আমার অনুরোধ আপনি কিছু কাল গৌড়ীয়মঠের কথা কিছু আলোচনা করুন, তৎপরে আপনার যে সমূহ ধারণা আছে তাহার সহিত এক এক করিয়া মিলাইবেন।"—এই কথাটি শ্রীল বন মহারাজের সহিত যখন ভাগলপুরে আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয়, তখন তাৎকালিক ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহার সহিত তর্কে প্রবৃত্ত হইলে তিনি অমানী ও মানদ ধর্ম্মের বশবর্ত্তী হইয়া আমাকে বলিয়া ছিলেন।

কথাটি বেশ যুক্তিযুক্ত মনে হওয়ায় অযথা তর্ক না করিয়া অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইয়া যে লাভবান্ হইয়াছি, তাহাই আজ সুধীসমাজে সাধ্যানুসারে ব্যক্ত করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

গৌড়ীয়মঠাচার্য্য পরমহংস কুল-চূড়ামণি শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের শ্রীচরণ আশ্রয় করিবার পূর্ব্বে "যত মত তত পথ, কালী কৃষ্ণ সব এক" এইরূপ এক মতবাদী ছিলাম।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতে "মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।" "কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ" প্রভৃতি শ্লোক বহুবার পাঠ করিয়াও কালী কৃষ্ণ এক ভাবিতাম, উভয়ের সম্বন্ধ কি, জানিতাম না। চরমে ভগবানের সহিত লীন হইয়া যাওয়াই সমন্বয়ের তাৎপর্য্য মনে করিতাম।

নির্ব্বিশেষবাদিগণের ঈশ্বরসম্বন্ধে জল ও বরফের দৃষ্টান্ত সমীচীন বলিয়া মনে হইত। তাঁহারা বলেন,—"ভগবান্ সাকার ও নিরাকার কিরূপ—জান? যেমন জল আর বরফ। যখন জল জমাট বেঁধে থাকে তখনই সাকার, আর যখন গলে জল হয় তখনই নিরাকার। ভক্তের কাছে তিনি সাকার-রূপে আবির্ভূত হ'য়ে দর্শন দেন। যেমন মহাসমুদ্র কেবল অনন্ত জলরাশি; তাহার কূল কিনারা কিছুই নাই, কেবল কোথাও কোথাও বেশী ঠাণ্ডা জমে গিয়ে বরফ হ'য়েছে, দেখা যায়। সেইরূপ ভক্তের ভক্তিহিমে সাকাররূপ দর্শন হয়। আবার সূর্য্য উঠলে যেমন বরফ গ'লে যায় ও পূর্ব্বের ন্যায় যেমন জল তেমনি হ'য়ে থাকে, তেমনি জ্ঞানসূর্য্য উদয় হ'লে সেই সাকাররূপ বরফ গ'লে জল হ'য়ে যায় ও সব নিরাকার হয়।"

উপরিউক্ত মতের পোষণকারী ব্যক্তিগণ কালী ও কৃষ্ণকে এক বলেন। কারণ তাঁহারা শ্রীভগবানের নিত্যবিগ্রহ স্বীকার করেন না। তাঁহাদের যে মূর্ত্তি স্বীকার

বৈরাগী ভাই গ্রাম্যকথা না শুনিবে কানে। গ্রাম্যবার্ত্তা না কহিবে যবে মিলিবে আনে॥

সহিত সাময়িক মাত্র। সুতরাং যে কোন মূর্ত্তিকে ভগবান্ বলিয়া স্বীকার করিতে তাঁহাদের কোন অসুবিধা নাই। তাঁহাদের মতে ব্রহ্ম যতক্ষণ একাবস্থাপ্রাপ্ত, ততক্ষণ মায়াতীত। যখন কোন স্বরূপ গ্রহণ করেন ও জীবরূপে নানা আকার প্রাপ্ত হন, তখন তিনি মায়াগ্রস্ত।

শ্রীভগবান্ কিন্তু গীতায় বলিতেছেন—
"অবজানন্তি" মাং মূঢ়া মানুষীং
তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্॥"

অর্থাৎ মূঢ়লোক সকল আমার এই সচ্চিদানন্দ-মূর্ত্তিকে মানবতনু মনে করিয়া এই স্থির করে যে, আমি প্রপঞ্চ-বিধির বাধ্য হইয়া ঔপাধিক শরীর গ্রহণ করিয়াছি। এই স্বরূপেই যে আমি সমস্ত ভূতের মহেশ্বর তাহা তাহারা বুঝিতে পারে না। সুতরাং ভ্রম প্রমাদাদি দোষ-চতুষ্টয়যুক্ত মানুষের বাক্যে আস্থা স্থাপন না করিয়া শ্রীভগবান্ গীতা, ভাগবত প্রভৃতি সাত্বত-শাস্ত্রে যাহা বলিয়াছেন, তাহাই অনুসরণীয়।

গীতা, ভাগবতাদি সাত্বত-শাস্ত্রের একমাত্র তত্ত্বানুশীলনকারী বৈষ্ণবগণ বলেন, দুইটী চিৎ পদার্থের নিত্য পৃথক্ অবস্থান ব্যতীত প্রেম সিদ্ধ হয় না; কেন না সমস্ত চিৎ পদার্থ যে বস্তুদ্বারা পরম চিৎপদার্থরূপ কৃষ্ণচন্দ্রে নিত্য আকৃষ্ট, তাহার নাম কৃষ্ণপ্রেম। অতএব কৃষ্ণচন্দ্রের নিত্য পৃথক্ অবস্থান ও জীবনিচয়ের তাঁহার প্রতি অনুগত ভাবের সহিত নিত্য পৃথক্ যে অবস্থান, তাহাই নিত্য সিদ্ধতত্ত্ব।

অতএব ভগবৎসেবা-কাঙ্ক্ষী ব্যক্তিমাত্রেরই সতর্কতার সহিত চিন্তা করা কর্ত্তব্য—তাঁহারা যে মত পোষণ করিতেছেন, চরমে তাহার সমাপ্তি কোথায়। যদি নির্ব্বিশেষ-বাদেই সমাপ্তি হয়, তাহা হইলে তথায় সেবা-সেবকভাবের অভাব-হেতু উহা পরিত্যাগ করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত উন্নতোজ্জ্বল রসের কথা একটু আলোচনা করিলে দেখিবেন, তাহাতেই চরম ও পরমোৎকর্ষতার কথা যেরূপ তাহাতে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে রহিয়াছে পৃথিবীর অন্য-শাস্ত্রে আর কুত্রাপিও তাহা নাই।

"সরস্বতীজয়শ্রী"

[বৈভব-পর্ব্ব]

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের কৃপা যে-রূপে তাঁহার অনুগত ভক্তগণ উপলব্ধি করিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে। ভিক্ষা ৩৲ টাকা মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার কলিকাতা।

"বন্ধুর নিকট পত্র"

—:০:—

মৃত্যু—সন্নিকট!

(১)

বন্ধো!
আজি ভাবিতে, যবে প্রথমে
সবে মাতোয়ারা সুখে।
সুখ নাহি তায়, যে'ন মনে চায়,
(তাই) ক্ষুদ্রলিপি লিখি দুঃখে॥

(২)

বরষে বরষে কালের পরশে
সদা যেতেছে ক্রমগতি।
যেতেছ কোথায় না বুঝিছে তায়,
"কালস্য কুটিলা গতিঃ"॥

(৩)

লক্ষ লক্ষ জন, গেছে অকারণ
আর কেন, এবে কেন।
ভব ভবে ভাই, শ্রীগৌর-নিতাই
কাঁদিছে ফিরিয়া দেখ॥

(৪)

শোন স্থির মনে জলজন্তু সনে
নব লক্ষ বাস পুরে।
খগে লক্ষ দশ কীটে একাদশ
বিংশলক্ষ যোনি স্থাবরে॥

(৫)

ত্রিশ লক্ষবার পশ্বাদি আকার
বিফলে ধরিয়া হায়।
লক্ষ চতুষ্টয় জীবগণে পায়
ভজনানুকূল কায়॥

(৬)

হেন জন্ম তব হ'য়েছে সুলভ,
দেবতাকাঙ্ক্ষিত যেটা।
বাখানে ইহারে, শাস্ত্র তারস্বরে
নরজন্ম দুঃখাপহা॥

(৭)

দৈবের পীড়নে সংসারের সনে
করিয়া পীরিতি সাধ।
শোন নিজ ভাই সুখ-দুঃখে ছাই
দিতেছ ভাবিও দৃঢ়॥

(৮)

মরেছে তোমার বাধা লাগিবার
একটী বলিব কথা।
কামিনীর সনে যেয়ে বৃন্দাবনে,
খেয়েছ আপন মাথা॥

(৯)

'যোষাজুষ্টসঙ্গ,' 'কনকগ্রহণ,'
দুই-টী পরম ভুল।
রমণীর সনে পুলকে রমণে,
মরণ চরমফল॥

(১০)

মোর কথা এবে কাণে না পশিবে
হৃদে পাবে ব্যথা বন্ধু।
কিন্তু জেনো সার, বরিয়া সংসার
সং পাবে সার তবু!

(১১)

চিন্ত বার বার পুনঃ চিন্ত সার
সংসারে পাবে কি সুখ?
দু'দিন-রয়েছ, কভু কি পেয়েছ
তিল আধ খাঁটি সুখ॥

(১২)

দুঃখেরই চরে সুখ মনে ক'রে
যেয়ে যাও দুঃখপাশে।
সংসারের সুখে, ঢেকে আনে দুঃখে
সেবাদুঃখে দুঃখ নাশে॥

(১৩)

সরল হৃদয়ে লোক-লজ্জা ভয়ে
প্রকাশ না ক'রে কিছু।
সহিছ কত না নীরব যাতনা
করিয়া মস্তক নীচু॥

(১৪)

কংস, দুর্য্যোধন চৌদ্দ রাবণ
সুযোগকরণ সব।
করি' আহরণ, জীবনে কখন
পারমিক সুখ লব॥

(১৫)

উপদেশ দেই হেন শক্তি নেই
তবু কহি সত্যবাণী।
যদি সুখ চাও মায়াপুরে যাও
শুনিতে চৈতন্যবাণী॥

(১৬)

হয় ত বলিবে তুমি বুঝি হ'বে
মায়াপুরবাসী কেহ।
মায়াপুর তরে তাই এত ক'রে
তব চেষ্টা অহরহঃ॥

(১৭)

কিন্তু প্রিয় ভাই দিতেছি দোহাই
ভেবো না এমন কথা।
এ বিশ্ব-বিপিনে মধুর কূজনে,
গীত যাঁর গুণগাথা॥

(১৮)

ঔদার্য্য-লীলায় যিনি এ ধরায়
রেখেছেন পরকীর্ত্তি।
অবতার-সার কৃপা-পারাবার
বৈরাগ্য প্রধান মূর্ত্তি॥

(১৯)

গুণের অপার গুণের আধার
শ্রীশচীর প্রাণধন।
তাঁর প্রিয়স্থান মায়াপুর ধাম
পরম পবিত্রতম॥

(২০)

হেন মায়াপুর না সেবি' পামর
মজিয়া ক্ষণিক রসে।
চাহে যেই প্রাণ সেজন অজ্ঞান
মরুমাঝে পেয় আশে॥

(২১)

যাদের মায়াপাশ যখন বিলুপ্ত
হ'তে ব'সেছিল ক্রমে
গুরুদেব তরে নিমাই সদরে,
পাঠাইলা প্রিয়জনে॥

(২২)

হেন দেবতায় ভুলে কেন হায়
রবে বন্ধো মায়াপাশে।
চল ঘরে চল গুরুগৌর বল
ভিক্ষা মাগি তব পাশে॥

(২৩)

কেন পুত্রবান গৌরপ্রিয়ধাম
ত্যা ক'রে রহিয়া দূরে।
নিত্যশান্তি চায় যে জন ধরায়
হৃদয়ে পিশাচী হারে॥

(২৪)

না সেবি' যতনে কেন পুত্রধামে
থেকো না কলির ক্রোড়ে।
এস এস ভাই ডাকিবে নিতাই
মাজবে চরণে প'ড়ে॥

(২৫)

ভোগের পিয়াসে বিপুল হরষে
কেহ না ছাড়ার পাছে।
মনের হরষে রহিয়া আরামে
থেকো না নরক কাছে॥

(২৬)

হৃদয়ের মণি আনন্দ-দায়িনী
যে রমণী আজি তব।
চিরতরে সেহ না ভুলিবে কেহ
মরণ তাহারো ধ্রুব॥

(২৭)

হের ওই চেয়ে আসিছে কে ধেয়ে
মরণ পতাকা লয়ে।
প্রচণ্ড দাপটে মৃত্যু—সন্নিকটে
এই দুঃখবার্ত্তা ক'য়ে॥

(২৮)

পিতার পোষণ ঘরণী-তোষণ
কেন ভার আর চিতে।
ভাগবতে শোন কহে সর্ব্বক্ষণ
তোমায় সান্ত্বনা দিতে॥

(২৯)

"গুরু পিতা মাতা যারা সুত সুতা
কেমনে হইবে তারা।
আসন্ন মরণ করিতে বারণ
সমর্থ নহেক যারা॥"

সেই সে পরম বান্ধব স্বজন
তারে যেই মুক্ত করে।
শ্রীকৃষ্ণ-চরণে [illegible]
[illegible]॥

(৩১)

বন্ধো! [illegible] কু'বিষয়-দূরে
আর থেকো না বিভোর।
ভূমিষ্ঠ করি' গুরু গৌরহরি
চরম সাধনা মোর॥

—শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

স্বপনেও না কর ভাই স্ত্রী-সম্ভাষণ   গৃহস্ত্রী ছাড়িয়া তাই আসিয়াছ বন॥

শুদ্ধভক্তি মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ

(আকর-মঠরাজ)

প্রাচীন নবদ্বীপ, শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থান হইতে প্রায় ৩০০ গজ [illegible] পূর্বে শ্রীব্রজপত্তনে [illegible] শ্রী শ্রী [illegible]। এই স্থান সারস্বত মঠ, [illegible] সারস্বতমন্দির। [illegible] এ বাসুদ [illegible] শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-[illegible] সম্প্রদায়-[illegible] আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের [illegible] নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠ হইতে পারমার্থিক দৈনিক-পত্র 'নদীয়া-প্রকাশ', সাপ্তাহিক [illegible] 'নদীয়া-[illegible]' [illegible] প্রকাশিত হইতেছেন। [illegible] শ্রীধাম পরিক্রমা ও [illegible] গৌরজন্মোৎসব [illegible] প্রতি বৎসর অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক —শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালী প্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রচারিত শুদ্ধভক্তি-প্রচারক গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান এখনই কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে এই মঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই মঠে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদ-[illegible] সম্মুখে নিত্য সেবিত হন। 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। [illegible] পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, [illegible]-চতুর্থ-[illegible], শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি শাস্ত্র ও সদ্গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হয়। এই মঠ হইতে [illegible] সঙ্কীর্ত্তন, [illegible] সঙ্কীর্ত্তন-[illegible] অনুষ্ঠান হয়। [illegible] আচার্য্যাদিক শ্রীপাদ [illegible] বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া [illegible] শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীগুরু-[illegible] সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক —শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী সেবাকোবিদ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌর-[illegible] এখানে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও [illegible] সেবা বর্ত্তমান, রক্ষক— শ্রী[illegible] সাধাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—গোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

(৭) কাজীর সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীধামপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপা-প্রাপ্ত শ্রীচাঁদ-কাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীমদানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তালোক।

(৮) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক— শ্রীজগবান দাস ব্রহ্মচারী।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীচৈতন্য নাথ অধিকারী।

(১০) মোদদ্রুম-ছত্র "গৌড়ের বৈদিক"

মামগাছি, পোঃ জান্নগর, (বর্দ্ধমান)।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান। শ্রীগৌরনিত্যানন্দের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক —শ্রীপঞ্চবিহারী ব্রজবাসী, ভক্তিভূষণ।

(১১) ভেড়িয়া কুঞ্জকানন

শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক - শ্রীবনমালী ব্রহ্মচারী।

(১২) কুঞ্জকুটীর—পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া। রক্ষক—শ্রীঅনুপানন্দ অধিকারী

(১৩) ভাগবত-আসন—পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

এই স্থান হইতে ভাগবতবিদ্যার গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হয়। রক্ষক—শ্রীমদানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তালোক, ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৪) একায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ চাকদহ, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীমদ্‌বানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী ভক্তিসার

(১৫) মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঁচড়াপাড়া, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীঅভিমন্যু ব্রজবাসী।

(১৬) মাধ্বগৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, পোঃ ঢাকা

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীপাদ [illegible] বিদ্যাবিনোদ বি-এ।

(১৭) গোপালজীউর—বল্লালপুর,(ঢাকা)

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান। রক্ষক—শ্রীমাধবদাস ব্রজবাসী,

(১৮) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)।

এখানে শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(১৯) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

মহাবাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২০) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাধ্বু, (ঢাকা)

এখানে সপার্ষদ শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপাদকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(২১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ পানবীর (বর্দ্ধমান)।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক —শ্রীচৈতন্য সাধাধিকারী,

(২২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

কুলিয়াগ্রাম, পোঃ চক্রপুর, (মানভূম)

এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রী[illegible]নাথ অধিকারী।

(২৩) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

চিকাশিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে গুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান রক্ষক-শ্রীজগবন্ধুদাস ব্রজবাসী ভক্তিরত্ন।

(২৪) যোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন সাধাধিকারী।

(২৫) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাণমালি, পোঃ বখীবাজার, (কটক)

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদ-রাধামদনমোহনজীউর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীমদ্‌বানাথ ভক্তিসাগর

(২৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ কৃষ্ণদেবপুর,

শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বা-গিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীপ্রজ্ঞানানন্দ বিদ্যারত্ন।

(২৭) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীউর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রভাবর অধিকারী

(২৮) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌরাঙ্গদেবের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবিপিন-বিহারী সাধাধিকারী।

(২৯) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ;

পোঃ কভুর, গোদাবরী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। মহোপদেশক—শ্রীনিতাইচন্দ্র সাধাধিকারী ভক্তিলোচন।

(৩০) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪২নং ভাদিলপুরা, বেনারস সিটি

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীসদেবের ব্রহ্মচারী।

(৩১) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ. এলাহাবাদ

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা-গিরিধারীর সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় যোগী

(৩২) পরমহংস মঠ

পোঃ নিমসার, সীতাপুর

এখানে শ্রীমাধব পারশালা ও গৌর-বিনোদ-[illegible]জীউর সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীসত্যনারায়ণ সাধাধিকারী।

(৩৩) কৃষ্ণচৈতন্য মঠ

পুরাণগড়, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

এখানে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিত্য-সেবা হয়। রক্ষক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠ

স্বামীঘাট মথুরা

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ

(৩৫) শ্রীগোবর্দ্ধন-কুসুমকুঞ্জ—শ্রীরাধাকুণ্ড

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভপ্রসাদ ব্রহ্মচারী

(৩৬) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৩৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ

শেখপাড়া, পোঃ কোষো, জেলা কর্ণাল (পাঞ্জাব) রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৩৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং অজমীর রোড, নিউ দিল্লী।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রমণ

(৩৯) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল।

এখানে গৌরস্বরোজরাজের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীনবগোপাল অধিকারী।

(৪০) সারস্বত-গৌড়ীয় মঠ

চান্দার মাদ্রাজপুর, মাদ্রাজ, [illegible]

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় গিরি

(৪১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ রায়পেঠা মাদ্রাজ।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক — শ্রীপাদ সদানন্দ ভক্তিনিকেতন।

(৪২) বোম্বে-গৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়

গোয়ালিয়া রোড, ভাটিয়া বিল্ডিং, ব্লক নং ১. বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মা মজুমদার।

(৪৩) অমরসি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমরসি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীমহেশ্বর দাস অধিকারী

(৪৪) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী

(৪৫) পাটনা গৌড়ীয় মঠ

১০০ মিঠাপুর, পাটনা।

(৪৬) পুরী গৌড়ীয় মঠ

[illegible], চার্চ রোড, পুরী

রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী রামভক্ত

(৪৭) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠ বালেশ্বর

রক্ষক—শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয়

৩ গ্ল্যাডস্টোন রোড, [illegible] গার্ডেন, এস-ডব্লিউ ৭, লণ্ডন

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ।

(৪৯) বার্লিন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

Berlin W. 30

Eisenacher strasse 29

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্‌,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম স্কন্ধে দশম খণ্ড পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রাপ্তব্য ৸৴০
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। ভাষ্য-বৃত্তসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৯৲
৪। সুবর্ণ-ভক্তী ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড—১৲; ২য় খণ্ড—৸০; ৩য় খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—১৲; ২য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব—১৲
৮। সৎক্রিয়াসার—দীপিকা ও সংস্কার-দীপিকা ১।০
৯। দৈববর্ণ ১৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ২৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ৷০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্‌ ৷০
১৮। ব্রাহ্মণ-আম্নায় ৷০
১৯। ভাগবতের কৃষ্ণমূর্ত্তি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৸৴০
২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৸৴০
২২। ভজন-রহস্য ৷০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্‌ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্‌ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
২৬ গীতার কেবল মূল-ভাষ্য ৷০
২৭ বৃহন্মৃদঙ্গ ভাগবতোক্ত সাধুবাদ ২৲
২৮ বেদান্তদর্শনের সাধুবাদ ৷০
২৯ প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸
৩০ শ্রীল-শিক্ষাষ্টক ৵০
৩১ সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৵০
৩২ গোস্বামী প্রভুপাদ জন্ম (বাঁধা) ৷০
৩৩ নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪ ভক্তিপ্রদীপ (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫ গীতমালা ৴১০
৩৬ নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭ ঐ প্রমাণ খণ্ড ৵০
৩৮ শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷০
৩৯ শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ৷০
৪০ শরণাগতি ৴০
৪১ গীতাবলী ৴০
৪২ চিত্রে নবদ্বীপ ১৷০
৪৩ সাধনকণা ৴০
৪৪ প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৴০
৪৬। অর্চ্চনপদ্ধতি ৴০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। জৈবধর্ম্ম ৫১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ৷০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ৷০
৫৩। গৌড়ীয়গৌরব ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-নির্ণয় ৷০
৫৫। অর্থপঞ্চক বা সারার্থদর্শিনী ৷০
৫৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৴০
৫৭। ঈশোপনিষদ্‌ (ভাষ্যাদিসহ) ৷০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণবিজয় ৶০
৫৯। শিক্ষাষ্টক ৵০
৬০। মাধুর্য্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্‌ ৷০
৬১। সিদ্ধান্ত-দর্পণ ৷০
৬২। সটিক শিক্ষাষ্টকম্‌ ৷০
৬৩। অমৃতসার ৷০
৬৪। মাধুর্য্য শিক্ষাষ্টক ৸৴০
৬৫। গৌড়ীয়মঠ পাঠ্যসূচী ৴০
৬৬। সারার্থদর্শিনী ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৭। রায় রামানন্দ ৷০
৬৮। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন্‌ বেদান্ত ৷০
৬৯। ভাগবত ৷০
৭০। বেদান্ত—ইট্‌স্‌ মরফলজি অ্যাণ্ড অন্টলজি ৷০
৭১। থিয়েটিক ওয়ার্কস ৸৴০
৭২। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্‌ অব্‌ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ৷০
৭৩। বৈষ্ণবীয়ম ৷০
৭৪। গোল্ডেন্‌ গৌড়ীয়মঠ ইন ফুলটু ৴০
৭৫। দি ভাগবত ৷০
৭৬। এসোটেরিক প্রিন্সিপল্‌স অ্যাণ্ড সাবলিমেট রিলিজন
৭৭। ব্রহ্ম-সংহিতা
৭৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৭৯ শ্রীনারদপঞ্চরাত্র ৷০
৮০। সাধন-পথ
৮১। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৮২। গীতাবলী ৴০
৮৩। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৪। শরণাগতি ৴০

তেলগু ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ৎ৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি ক্রমশঃ অধিক। প্লীহা যকৃৎ সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৸৴০ আনা, বড় বোতল ১৷৴০ আনা। প্যাকিং ও ডাক খরচ স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।
অথবা
পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুপ্রসিদ্ধ কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউন্টেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন প্রকারে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং
কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার
কলিকাতা

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এবার ইহাতে শ্লোকসার ও শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তরত্ন-চন্দ্রবাটী-সম্পাদিত ও
ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ ভাগবতরত্ন এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

[ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

[illegible] কলেজের [illegible] প্রধান অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ [illegible] ভক্তিপ্রদীপ [illegible] বৈষ্ণবাচার্য্য [illegible] মহোদয়ের গ্রেষণা এবং পাণ্ডিত্য [illegible] আস্বাদন করা [illegible] এবং [illegible] জীবনচরিত-পাঠে [illegible] এই বিরাট [illegible] আত্মীয় [illegible] প্রচারিত। [illegible] সম্যক আলোচনা [illegible] অধ্যায়ে, [illegible] পৃষ্ঠায় [illegible] শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-[illegible] সরস্বতী গোস্বামী [illegible] (Foreword) [illegible] ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় [illegible] (Contents) [illegible] (Index Glossary) [illegible] প্রকাশিত হইয়াছেন।

মূল্য—১৫, পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—[illegible] গৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জেলা—নদীয়া।

গুরুভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST

[illegible] শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক প্রতি [illegible] প্রকাশিত হয়। [illegible] টাকা [illegible] কলিকাতা বাগবাজার গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

২। গৌড়ীয়—[illegible] পণ্ডিত শ্রীপাদ [illegible] বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক [illegible] ৬, [illegible] টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত [illegible] পারমার্থিক পাক্ষিক। [illegible] হইতে প্রকাশিত, [illegible]

৪। পরমার্থী—[illegible] সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। [illegible] হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা [illegible] টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—[illegible] পণ্ডিত [illegible] বি-এল, বি-টি সম্পাদিত। [illegible] হইতে প্রকাশিত [illegible] ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা [illegible] টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল শ্লোক অক্ষরে এবং তাহার [illegible] পুরুষোত্তম [illegible] মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের [illegible] ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের [illegible] ছাপা। [illegible] ১০৩৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল [illegible] হইয়াছে। [illegible] ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল [illegible] [illegible] শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের [illegible] নাই, [illegible] পাঠ [illegible] সম্প্রদায়ের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২, বারটাকা [illegible] মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম-মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

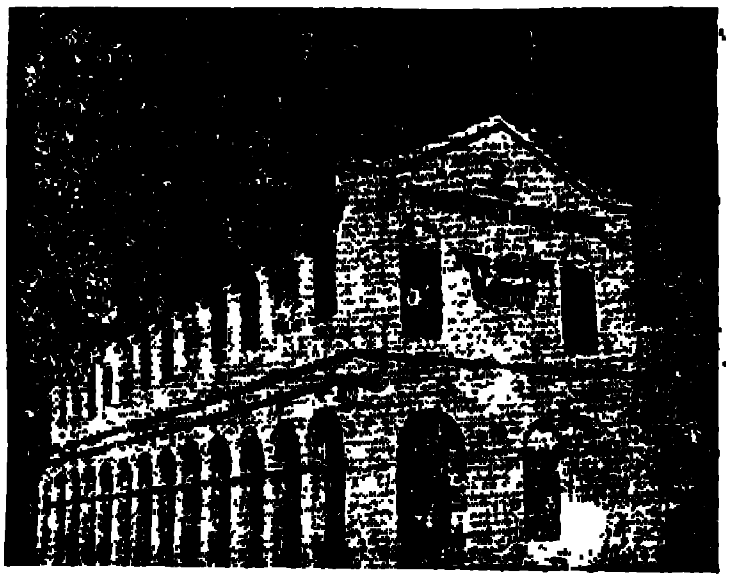

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে : বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা খরচে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬, টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিয়াছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা খরচে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	প্রথম ও দ্বিতীয়		পরবর্ত্তি-সময়ে	
	সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা	সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা
প্রত্যেক প্রতি লাইন	৷৹	৷৶৹	৷৶	৷০
	২,	১৷৹	১৷৹	১,
	৫,	৪,	৪,	৩,
	৮,	৭,	৭,	৬,
	১২,	১০,	১০,	৮,

মাসিক হার

[বাঁধা অন্ততঃ ১ বৎসরের জন্য চুক্তি করা হয়]

সংবাদ পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ৬, সিঃ কলম ১৫, অর্দ্ধ কলম ২৫, এক কলম ৪০, বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ৪৷০, সিঃ কলম ১২, অর্দ্ধ কলম ১৮, এক কলম ৩০, টাকা।

সাহায্যের হার

সডাক বার্ষিক ৯, নয় টাকা, ষাণ্মাসিক ৫, পাঁচ টাকা, ত্রৈমাসিক ৩৷০ পৌনে তিন টাকা, মাসিক ১, এক টাকা মাত্র। নগদ প্রত্যেক সংখ্যা [illegible]

ম্যানেজার, দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, জেলা নদীয়া। টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম', নবদ্বীপ

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৪৬	৯—৫১,	১৩—২২	১৭—৭৮,	১৯—০৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৬,	২০—১৫
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৫০,	১১—২০,	১৪—৯	১৮—১৩,	২০—১৯

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

শনিবার অন্যান্যদিন

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২২	১২-১০	১১-৪৪	১৫-৭৬	১৮-৫১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৭	৯-৩৩	১২-১৯	১২-৫২	১৫-৫৩	১৮-৫৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২০	১০-০	১২-৫১	১৬-১৯	১৬-১২	১৯-১১

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—শ্রীনাথ নবদ্বীপ

দৈ নি ক

R.N. C 1544

নদীয়াপ্রকাশ
THE
NADIA-PRAKASH

[illegible]

১০ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২৩শে বৈশাখ, সোমবার ১৩৪২, ৬ই মে ১৯৩৫ [৫৫শ সংখ্যা

চৈতন্যোপনিষদ্
বহু আদর্শ পুঁথি ও
অনুবাদসহ প্রকাশিত
হইয়াছে। কাগজ ও
ছাপা অতি উত্তম।
ভিক্ষা ।০ মাত্র
শ্রীচৈতন্যমঠ,
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

"গৌড়ীয়"
৭ম বর্ষ হইতে
১২শ বর্ষ পর্য্যন্ত
প্রতি বর্ষ কাগজে
বাঁধাই
ভিক্ষা ৩৷০ মাত্র।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ
বাগবাজার, কলিকাতা

মহামান্য-প্রবলপ্রতাপান্বিত-
ভারতেশ্বর-সম্রাট্-প্রবরা-
শেষ-শ্রীযুত পঞ্চমজর্জ-
মহামহোদয়স্য রাজত্বকালে
পঞ্চবিংশতিবর্ষপূর্ত্ত্যুৎ-
সবোপলক্ষে

প্রশস্তি-গীতিরিয়ম্

আনন্দ-কল্লোলিত-মানসাদ্যৈ-
র্বাচাং গীতা বৃটিশরাজ্যে।
নৃত্যন্তি, গায়ন্তি, হর্ষিত লোকাঃ
খেলন্তি, পঠন্তি চ হর্ষিতাঃ ॥ ১ ॥
রাজা হি লোকে স্থিতিকারণেভ্যো
দেবাংশরূপেণ পুরাণগাথে।
গীতো ভবত্যাত্মহিতৈষিণাং
তেনাধিকত্বাঃ সুখদো মনুষ্যাঃ ॥ ২ ॥
আনীত পুরোভাং তত্ত্বোপি ভেদো
ভূয়াৎ মহেশো হরিভক্তিচক্রঃ।
ক্রিষ্টানদেবো জনপালনেত্রো
স্থিতং দধৌ শ্রীকৃপাকৃষ্টং নঃ ॥ ৩ ॥
পৃথ্বীশ্বরং তত্তাবদ্যুক্তো
স্থিতো হি কল্যাণকলাপকাশৈঃ।
সংপাল্য প্রজা অধিকাল্যবুদ্ধিঃ
সংরক্ষ্য তেষাং প্রিয়মায়ুধৈর্বঃ ॥ ৪ ॥
হে রাজবংশোজ্জ্বল-দীপকাদ্যে!
হে দুর্জয়াতীতদিশঃ-প্রশাসিন্!
হে পাপপঙ্ক-প্রক্ষয়-প্রতীপ!
ত্রৈলোক্যসংঘং সুখদো ভবন্ ॥ ৫ ॥
আদ্যং ন চান্যো রবিহীন বাতি,
জ্যোতিষ্মতীর্নিখিল জগতাপি বাতি।
দিব্যা প্রভাবৈ বিপুলাপ্রভবৈ
সম্পূর্ণতে সর্বপ্রজাপ্রয়োজ্যঃ ॥ ৬ ॥
ঐশ্বর্য্য মাহাত্ম্য-সুমেরুতো
গাম্ভীর্য্য-সৌন্দর্য্যসমাধিরেকঃ।
শৌর্য্য-বিদ্যা প্রমাণিতোহপি
উদ্ভাসতে যে প্রশংসোক্তিভিঃ ॥ ৭ ॥
সর্বেশ্বরো বঃ সততো ভবেৎ
সংপ্রার্থিতে ভক্ত পদাশ্রিতে।
নীরোগ-নির্বিঘ্ন-চিরায়ুষেব
ভূপা প্রজা সন্তু সুখান্বিতাঃ ॥ ৮ ॥
—ঠাকুর-ভক্তিবিনোদ-বংশীয়-
বিদ্যাবিনোদোপাধিনাম্

সিলভার জুবিলী

জয় জয় জয় গাহি জয় গান
ভারত-ঈশ্বর ভারতেশ্বরী!
প্রেমাধ্যয়ন দীপ্ত-প্রতিভা
রবিকর সম পড়িছে ঝরি!
ধন্য বিধাতা দয়ায় তাঁহার,
পঁচিশ বর্ষ ধ'রে প্রজা তাঁর,
রাজ্যশাসন করিলে তোমার
সকল অর্থে ধন্যা দেবী!
সকল বর্ণে আজি সব জাতি,
পূজা অর্চনা করে দিবা রাতি,
মঙ্গল গাথা কল্যাণে তোমা
গাহে জনগন পরাণ ভরি'!
কীর্তি তোমার জগৎ জুড়িয়া,
সূর্য্য 'রয়েছে আলোক ঢুকিয়া,
চির আলোকিত মহান রাজ্যে
বাজিছে নিত্য বিজয়-ভেরী!
'রৌপ্য জুবিলী' মহা উৎসবে,
সন্তান মোরা উল্লসিত সবে,
সুদীর্ঘ জীবনে চির জয়ী হও
বহুদিন যেন মোদের হেরি'!
জরা-ব্যাধি-হীন অশান্তিবিহীন,
হউক জীবন গৌরবে দীন,
বিজয়-পতাকা চির উন্নত
যুগে যুগে যুগে আমরা হেরি!
—কবিভূষণ শ্রীনীহাররঞ্জন সিংহ,
সাহিত্যরত্ন।
কৃষ্ণনগর, ৩০।৪।৩৫

অদৃশ্য টর্পেডো

জার্ম্মাণীর নৌ-বিদ্যা-বিশারদগণ সম্প্রতি দুইটী উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। তাহার ফলে সাগর-বক্ষে শত্রুপক্ষের উপর আরও মারাত্মকভাবে আক্রমণ করা যাইবে।

প্রথমতঃ টর্পেডো বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যে চালানো হইবে, ঘনীভূত বায়ুর সাহায্যে নহে। ইহার ফলে টর্পেডো অদৃশ্য হইবে এবং শত্রুদলের পক্ষে যথেষ্ট অসুবিধা হইবে। দ্বিতীয়তঃ অদৃশ্যভাবে গুলী করার ব্যবস্থা হইবে। এই 'অদৃশ্য' টর্পেডো অনতিবিলম্বেই জার্ম্মাণ নৌ-বহরে চালু হইবে।

ঘনীভূত বায়ুর পরিবর্তে বিদ্যুৎ ব্যবহারের সার্থকতা এই যে, ইহাতে জলের উপরে বুদ্বুদ দেখা দিবে না। সাগরের মধ্যে তাহাও পরিচালনার সময় এইরূপ চিহ্ন দেখিয়া অনেক ক্ষেত্রে শত্রুদল টর্পেডোর সন্ধান পাইয়া থাকে এবং আত্মরক্ষায় সমর্থ হয়।

আবিষ্কার কাহিনী

এই বিদ্যুৎশক্তি পরিচালিত টর্পেডো জার্ম্মাণীতে সর্ব্বপ্রথম ১৯১৮ সালে আবিষ্কৃত হয়। কিন্তু যুদ্ধ বিরতির জন্য তখন আর উহা ব্যবহারের সুযোগ ছিল না। এতদিনে এই প্রণালীর টর্পেডো নির্ম্মাণ আরও উন্নত ধরণের হইয়াছে।

অবশ্য বাষ্প পরিচালিত টর্পেডোর মত ইহা দ্রুতগামী নহে। কিন্তু বর্ত্তমানে ইহা যে গতিতে চালিত হইতে পারে তাহা উপেক্ষণীয় নহে। মোট কথা, পরিকল্পিত টর্পেডোর বিশেষত্ব এই যে, ইহা দূরে বা অদূরে যেখানেই থাকুক না কেন, অন্য কোন জাহাজ হইতে ইহার চিহ্ন মাত্র পরিদৃষ্ট হইবে না।

যে-সমস্ত যুদ্ধ জাহাজ দ্রুত গতিতে চলে, তাহার পক্ষে এই জাতীয় টর্পেডো বিশেষ আশঙ্কাজনক না হইলেও বাণিজ্যতরী ও অল্পগতি মন্থরগামী জাহাজসমূহের পক্ষে ইহা মারাত্মক হইবে, সন্দেহ নাই।

অদৃশ্য গুলী নিক্ষেপ

এই নূতন ধরণের টর্পেডোর সঙ্গে সঙ্গে জার্ম্মাণ নৌ-বহরে যে 'অদৃশ্য' গুলী নিক্ষেপের প্রণালীর পত্তন হয়, তাহাও অতীব গুরুতর। সাধারণতঃ টর্পেডো চালনার সময় সংশ্লিষ্ট পাত্র হইতে বায়ু উত্থিত হওয়ার ফলে যে জলে ফেনা হয় তাহাতে আক্রমণের পক্ষে অনেক বাধা জন্মে। কিন্তু এই অসুবিধা দূরীকরণের জন্য যে ব্যবস্থা হইয়াছে তাহা যে, টর্পেডো চালিত হওয়ার সময় বায়ু উপরের দিকে উত্থিত হইবে না।

চুক্তি অনুযায়ী সাবমেরিণ পরিচালনা নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও ইতোমধ্যে কতিপয় 'নিরপেক্ষ' ব্যক্তির সাহায্যে জার্ম্মাণী এই নূতন ধরণের টর্পেডো পরিচালনার জন্য পরীক্ষা সিদ্ধান্ত করিয়া লইয়াছে।

নির্ম্মম প্রতিহিংসা

পেশোয়ারের সংবাদে প্রকাশ, গত ৩০শে এপ্রিল খাঁ সাহেব কজী খাঁ, তাঁহার ভ্রাতা ও এক আত্মীয় নিহত হওয়ার ফলে ১লা মে মধ্যাহ্নের সময় সারারাত্রি ও প্রাতঃকাল ধরিয়া লড়াইয়ের পর খাঁ জবিরের বাড়ী ধ্বংস করে এবং তাহাকে, তাহার সমর্থকদিগকে, তাহার পরিবারের সমস্ত পুরুষ ও শিশুগণকে (সংখ্যায় ২৫ জন) হত্যা করে। প্রকাশ, সকলের মধ্যেও ১৫ জন হতাহত হইয়াছে।

কজী খাঁ উটমানজাই জাতির উপজাতির প্রধান মালিক ছিল। তাহার দূর সম্পর্কীয় জ্ঞাতি ভ্রাতা হবিব খাঁয়ের পরিবারের সহিত তাহার দীর্ঘকাল হইতে বিরোধ চলিতেছিল। প্রকাশ, এই বিরোধের ফলেই কজী খাঁকে হত্যা করা হইয়াছিল।

নমো নারায়ণায়

২৩শে বৈশাখ, সোমবার

সম্রাটের রজত-জুবিলি

অদ্য ভারত সম্রাট পঞ্চম জর্জের রাজত্বের পঞ্চবিংশতি বৎসর পূর্ণ হইল। তাই আজ ভারতের নগরে নগরে, পল্লীতে পল্লীতে আনন্দোৎসব শুরু হইয়াছে। রাজপ্রাসাদবাসী হইতে আরম্ভ করিয়া পর্ণকুটীর বাসী পর্যন্ত সকলেই আনন্দে আত্মহারা। সম্রাট পঞ্চম জর্জ শুধু ভারতেরই সম্রাট নহেন, পৃথিবীর আরও অনেক দেশের সম্রাট এবং গ্রেটব্রিটেনের অধিপতি। তাঁহার সাম্রাজ্য এত বৃহৎ যে তাহাতে সূর্য্য কখনও অস্ত যায় না; কারণ সূর্য্য সর্বদাই পৃথিবীর কোনও না কোন অংশ আলোকিত করিয়া থাকে। সমগ্র পৃথিবীর মানবকুলের প্রায় একচতুর্থাংশ ভারত সম্রাটের প্রজা। তাঁহারা সকলেই আজ আনন্দস্রোতে ভাসমান। সরকারের রাজকর্মচারিগণ আজ রাজভক্ত প্রজাগণসহ বিবিধ আনন্দোৎসবের ব্যবস্থা করিতেছেন। বিদ্যালয়ের বালকগণ সমবেত হইয়া রাজভক্তির গীতিমালা কীর্ত্তন করিতেছে ও বিবিধ আমোদ-প্রমোদে রত হইয়াছে। শিক্ষকগণ সম্রাটের গুণকীর্ত্তন করিতেছেন। মন্দিরে মন্দিরে প্রজাবৎসল সম্রাটের দীর্ঘ জীবনার্থ প্রার্থনা হইতেছে; নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে দরিদ্রগণকে সাহায্য প্রদত্ত হইতেছে; অন্ধ-আতুরাদির যথাসাধ্য অভাব-মোচনের চেষ্টা হইতেছে, ক্রীড়া কৌতুক ও তামাসারও ব্যবস্থা হইয়াছে। সুতরাং সকলের মুখমণ্ডলেই আজ আনন্দের সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই আনন্দের আভা প্রজাবৎসল রাজার প্রতি প্রজাগণের হৃদয়ের কৃতজ্ঞতার নিদর্শন, সন্দেহ নাই। এই প্রকার আনন্দ-প্রবাহ প্রবাহিত হইয়াছিল একবার দুই যুগ পূর্ব্বে, যখন সম্রাট প্রথম সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন।

সকলের সহিত সম্রাট পঞ্চম জর্জের নিরাপদ দীর্ঘ জীবন কামনা করিয়া আমরা আজ সম্রাটের গুণের প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। এ গুণ অনুধাবন করিলে কর্মিগণের প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হইবে, সন্দেহ নাই। যিনি রাজমুকুট পরিধানের সৌভাগ্য পান, তাঁহার জীবন যে নিশ্চিন্তভাবে সুখ-শয্যায় অতিবাহিত হয়, তাহা নহে। চিন্তার ভার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে বহন করিতে হয় সর্ব্বাধিপ সম্রাটকে। প্রজার সুখ স্বাচ্ছন্দ্য-বিধানই প্রজাবৎসল রাজার সর্ব্বপ্রধান কার্য্য; এই কার্য্যের জন্য বহিঃশত্রু হইতে দেশরক্ষা এবং দেশের অভ্যন্তরে দুষ্টগণকে দমন করিয়া শিষ্টের পালন যাহাতে সুচারুরূপে হইতে পারে, তৎপ্রতি রাজাকে প্রখর দৃষ্টি রাখিতে হয়। রাজশাসনের উপর নির্ভর না করিয়া স্বেচ্ছাচারী হইলে দেশে কি-প্রকার অরাজকতা, বিশৃঙ্খলা ও রক্তস্রোতস্বতী প্রবাহিত হয়, তাহার আভাস আমরা সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামায়ই বেশ লক্ষ্য করিতে পারি। এই প্রকার নৃশংস দৃশ্য যাহাতে সংঘটিত না হইতে পারে, দৈবচক্রে ঘটিলেও যাহাতে শীঘ্র নিবারিত হয়, প্রবল ব্যক্তি যাহাতে দুর্ব্বলের উপর অত্যাচার না করিতে পারে, দেশে যাহাতে কৃষি শিল্প-বাণিজ্যাদির শ্রীবৃদ্ধিদ্বারা দুর্ভিক্ষ দারিদ্র ও বেকার-সমস্যার সমাধান হইতে পারে, দেশবাসী যাহাতে ধন-সম্পত্তি নির্ব্বিঘ্নে রক্ষা করিয়া নিশ্চিন্তে বাস করিতে পারে, প্রজাগণের পরমার্থ আলোচনায় যাহাতে কেহ বিঘ্ন উৎপাদন না করিতে পারে তৎপ্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিবার যে গুরু ভার রাজাকে গ্রহণ করিতে হয়। সুতরাং রাজার দায়িত্ব যে কি প্রকার গুরুতর, তাহা চিন্তার বিষয়।

এই দায়িত্ব বহনের শিক্ষা রাজার জন্য বাল্যকাল হইতেই প্রস্তুত হইতে হয়। যাহারা আলস্যে কাল কাটায়, তাহারা কখনও দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যের অধিকারী হইতে পারে না।

আমাদের সম্রাট পঞ্চম জর্জ বাল্যকাল হইতেই স্বাবলম্বী পরিশ্রমী ও বিবিধগুণে অলঙ্কৃত। তিনি একজন বিশিষ্ট নৌ-যোদ্ধা। এই যুদ্ধবিদ্যা-শিক্ষার জন্য যখন তিনি সর্বপ্রথম জাহাজে প্রবেশ করেন, তখন তিনি অজ্ঞাত ব্যক্তির ন্যায় জাহাজের ডেক সহস্তে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করিতে বিন্দুমাত্রও দ্বিধা বোধ করেন নাই। যিনি পৃথিবীর প্রায় এক-চতুর্থাংশের অধীশ্বরের পুত্র এবং ঐ অধীশ্বর পদও যাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছিল, তাঁহার পক্ষে সামান্য খালাসীর মত বস্ত্রে ডেক প্রভৃতি পরিষ্কার করা চিত্তের কতটা উদারতার পরিচয়, তাহা জনসাধারণ লক্ষ্য করিলে বোধ হয় ভারতের বিলাসিতা-স্রোত—যে স্রোত দেশের দুঃখ-দুর্গতির প্রধান কারণ, তাহার কতকটা অপনোদিত হইতে পারে। দেশের এমন দুর্ভাগ্য যে ছাত্রগণ ইংরেজীতে কয়েকটি কথা বলিতে শিখিলেই বাজার হইতে নিজেদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি আনিতে লজ্জা বোধ করে এবং আলস্যে কাল কাটানই সভ্যতার লক্ষণ বলিয়া মনে করে। কিন্তু অধ্যয়নের পর শারীরিক পরিশ্রমের ভয়ে ছেলেরা কৃষিকার্য্যাদিতে বিন্দুমাত্রও মনোযোগ দেয় না—কেরাণীর চেয়ার-প্রাপ্তিই তাহারা সম্মানজনক কার্য্য বলিয়া বরণ করে। ইংরাজী শিখিয়া তাহারা ইংরাজগণের পরিশ্রমপরায়ণতা, কর্মকুশলতা সময়ানুবর্ত্তিতা প্রভৃতি প্রাপ্ত দুর্লভ গুণ না করিয়া শিখে মাত্র উঁহাদের বেশ-ভূষা-পরিচ্ছদাদি পরিধান করিবার প্রণালী—হ্যাট-কোট নেকটাই আঁটিবার উপায়! অপরের প্রতি এই প্রকার ঔদাসীন্য ও অনুকরণ-প্রিয়তাই ভারতবাসীর দুর্গতির দুঃখ-যাতনাকে বর্দ্ধিত করিয়াছে ও করিতেছে। আজ ভারতবাসিগণের সম্রাটের রাজত্বের রৌপ্য-জুবিলি-উৎসবে যোগদানের সার্থকতা হইবে, তাঁহাদের সত্যাসত্যই রাজভক্তি প্রদর্শিত হইবে, যদি তাঁহারা সম্রাটের কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও পরিশ্রম-পরায়ণতার অনুসরণপূর্ব্বক কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যাদিতে আত্মনিয়োগদ্বারা দেশের উন্নতি এবং সম্রাটেরও সম্রাট যিনি, যাঁহার সেবাপরায়ণ হইবার সুব্যবস্থা করাই সম্রাটের সর্ব্বপ্রধান কার্য্য, সোপার্জ্জিত অর্থ ও দ্রব্যাদিসহ যদি ভারতবাসিগণ সেই সর্ব্বনিয়ন্তা, সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বকল্যাণনিলয় পরমেশ্বরের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন।

ভারত-সম্রাট, আর্য্য ভারতের বাস্তব-সত্যবাণী, যে-বাণী ভগবান্ শ্রীশচীনন্দন গৌরসুন্দর আসমুদ্র-হিমাচল সর্ব্বত্র প্রচার করিবার জন্য সমগ্র বিশ্ববাসীর নিত্য-কল্যাণার্থ ভবিষ্যদ্বাণী বলিয়াছিলেন—

"পৃথিবী পর্য্যন্ত যত আছে নগরাদি গ্রাম।
সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥"

—সেই শুদ্ধা, বিশুদ্ধভক্তিপ্রদা, মায়াবিবাদ-প্রশমন-কারিণী, মাধুর্য্য মর্য্যাদা-সম্পন্না, উদারতা মহাবারিধিস্বরূপা বাণীর পাশ্চাত্যদেশেও প্রচারের যে-সুবিধা করিয়া দিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহার নিকট আমরা পুনঃ পুনঃ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের নিকট তাঁহার দীর্ঘজীবন কামনা করিতেছি; আরও প্রার্থনা করিতেছি, তাঁহার রাজত্বের কনক্ জুবিলি উৎসব সম্পন্ন হইবার সুযোগ যেন ভারতবাসীর হয়।

এক্ষণে আমরা আমাদের বর্ত্তমান সম্রাটের পঞ্চবিংশতি বৎসর রাজত্বকালের কয়েকটি বিশেষ ঘটনা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতেছি। প্রজাবৎসল সম্রাট পঞ্চমজর্জ ইংলণ্ডের সিংহাসনে আরোহণের পরেই সম্রাজ্ঞী মেরীসহ ভারত দর্শনে আসিয়াছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বে আর কোনও ইংরাজরাজ ভারতে আসেন নাই।

বঙ্গ-ভঙ্গ হওয়া যখন পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম সংযুক্ত হইয়াছিল, তখন বঙ্গদেশবাসিগণ সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। সম্রাট পঞ্চম জর্জের সময় পূর্ব্ববঙ্গ আসামের সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়া পশ্চিম বঙ্গের সহিত পুনরায় সংযুক্ত হয়।

আমাদের এই মহামান্য সম্রাটের সময় ভারতের রাজধানী কলিকাতা মহানগরী হইতে ভারতের প্রাচীন কীর্ত্তিতে সমৃদ্ধ দিল্লী নগরীতে স্থানান্তরিত হয়। দিল্লীদরবার ১৯১১ খৃষ্টাব্দের ১২ই ডিসেম্বর হইয়াছিল। সেই সময় হইতে প্রত্যেক প্রতিবৎসর ঐ তারিখে 'দরবার ডে' আমোদ-প্রমোদের সহিত পালিত হইয়া থাকে।

১৯১৪ খৃষ্টাব্দে ইউরোপীয় মহাসমর আরম্ভ হয়। এই সমরের ভীষণ তাপ পৃথিবীর প্রায় সকল দেশকেই অল্প বিস্তর ভোগ করিতে হইয়াছিল। ভারতবাসিগণ এই সময়ে যুদ্ধে যোগদান করিয়া রাজভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। "বেঙ্গল রেজিমেন্ট" অপূর্ব্ব বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। মহাযুদ্ধ অবসানে পৃথিবীতে শান্তি-স্থাপনোদ্দেশ্যে 'লীগ অব নেশন' গঠিত হইয়াছে।

আমাদের বর্ত্তমান সম্রাটের সময়েই 'মণ্টেগু চেমস্‌ফোর্ড' শাসন-সংস্কারের অবতারণা হইয়াছে এবং ভারতবাসিগণকে স্বায়ত্ত-শাসন-প্রদানের চেষ্টা হইতেছে।

মহামান্য সম্রাট পঞ্চম জর্জের সময়েই ভারতবাসী লর্ড এস, পি, সিংহ বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশের গবর্ণর পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং কলিকাতা হাইকোর্টের "চিফ জষ্টিস্" (প্রধান বিচারকের) পদও ভারতবাসিগণ পাইয়াছেন। তৎপূর্ব্বে কোনও ভারতবাসী ঐ পদদ্বয় লাভে সমর্থ হন নাই।

সম্রাটের এই পঞ্চবিংশতি বৎসর রাজত্বকালের মধ্যেই বিজ্ঞানের উন্নতিকল্পে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অল্প-সময়ে যাতায়াতের সুবিধার জন্য বিমানপোতের ব্যবস্থা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ভারত ও ইংলণ্ডের মধ্যে টেলিফোন সংযুক্ত হইয়াছে এবং টকিহাউস, বেতার, মোটরগাড়ী, রোড প্রভৃতি সম্বন্ধিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে ভারতবাসিগণ সৈনিক-বিভাগে ও নৌ-বিভাগে স্থান পাইতেছেন। সর্ব্বনাশী ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত বিহারের প্রতি সম্রাট পঞ্চম জর্জ সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়া অর্থ সাহায্য করিয়াছেন। মহামান্য সম্রাটের সময়ে কলিকাতায় সুদৃশ্য "ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল" ও "কিং জর্জেস্ ডক্" এবং পদ্মানদীর উপর সুদীর্ঘ "সারা ব্রীজ" নির্ম্মিত হইয়াছে। তদ্ব্যতীত নূতন দিল্লীর প্রভূত উন্নতি হইতেছে।

আমাদের বর্ত্তমান সম্রাটের পূর্ব্বে আরও ৪ জন জর্জ নামক রাজা ইংলণ্ডে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের সহিত তুলনা করিয়া মিঃ এল পি আট্‌কিন্‌সন বলিতেছেন,—"যখন আমাদের প্রথম জর্জের কথা স্মরণে আসে, যখন দেখি দ্বিতীয় জর্জ নীচ এবং কৃপণ, যখন তৃতীয় জর্জের মানসিক বিকারের কথা এবং সর্ব্বকার্য্যে তাঁহার হস্তক্ষেপ করিবার প্রবৃত্তির কথা মনে পড়ে, যখন মনে পড়ে বিলাসী চতুর্থ জর্জের বাহ্যাড়ম্বর, তখন বর্ত্তমান পঞ্চম জর্জের গুণবান্ চরিত্রের প্রতি অন্তরের স্বাভাবিক শ্রদ্ধা জাগিয়া উঠে।" উপসংহারে পুনরায় প্রার্থনা—ঈশ্বর সম্রাটকে দীর্ঘজীবী করুন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

—পারমার্থিক পত্র—

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৩য় বর্ষ | ১০ মধুসূদন গৌরাব্দ ৪৪৯, ২৩শে বৈশাখ বঙ্গাব্দ ১৩৪২, ৬ই মে ইং ১৯৩৫ | সোমবার | ৫৫ তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

শ্রীমাধব-গৌড়ীয়মঠের সাপ্তাহিক অধিবেশন

গত ২৮শে এপ্রিল ঢাকা শ্রীমাধব-গৌড়ীয়মঠের সাপ্তাহিক অধিবেশনে মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ নারায়ণগঞ্জের ডিপুটী পোষ্টমাষ্টার শ্রীযুক্ত নিবেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত বি-এ বিশারদ মহাশয়ের "কৃষ্ণে কর্ম্মার্পণ" ও "কৃষ্ণসেবা"র মধ্যে পার্থক্য-বিষয়ে পরিপ্রশ্নের উত্তরে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্যলীলা ৮ম-অধ্যায়োক্ত মহাপ্রভু ও রায়-রামানন্দ-সংবাদ ব্যাখ্যা করিয়া বিষয়টী বিশদরূপে বুঝাইয়া দেন।

'কর্ম্মার্পণ' ও 'সেবা'র পার্থক্য

কৃষ্ণে কর্ম্মার্পণ কর্ম্মমিশ্রা ভক্তিরই অন্তর্গত। তাহার সহিত শুদ্ধ-কৃষ্ণসেবার কোনও সম্বন্ধ নাই। বাস্তবিক-প্রাকৃত-ধারণা হইতে পরিমুক্ত হইয়া অপ্রাকৃত কৃষ্ণতত্ত্বের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট হইলে জীব নিত্যপার্ষদগণের আনুগত্যে শুদ্ধ কৃষ্ণসেবা লব্ধ হইয়া থাকে। গীতার "যৎ করোষি" শ্লোকের 'মদর্পণম্'-শব্দে যদিও কর্ত্তাভিমানের বিসর্জন করিয়া স্বতন্ত্র-অভিনিবেশের স্বরূপ কৃষ্ণকেই অর্পণ বুঝায় তথাপি এই অবস্থায় সাধকের আমিত্বের উপলব্ধি ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত এবং তাহার সাধনীয় বৃত্তিও ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত কোনও বস্তু নহে। "যৎ করোষি" শ্লোকে কর্ম্মকাণ্ডী জীব বাহ্য অনুভূতিতে বাহ্য কর্ম্মসমূহ কর্ম্মাতিরিক্ত বস্তুস্বরূপকে প্রদানের উপদেশ লাভ করিয়াছেন মাত্র। 'কৃষ্ণে কর্ম্মার্পণে'র ধারণা ব্রহ্মাণ্ড অন্তর্গত বলিয়াই মহাপ্রভু ইহাকে শুদ্ধ কৃষ্ণসেবার বহির্দেশে স্থান প্রদান করিয়া বলিয়াছেন—"এহো বাহ্য"।

কাহার জিনিষ ভগবান্ গ্রহণ করেন

"অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত গোচর"

প্রাকৃত-ধারণার বাহটীর কথা প্রাকৃত; তাহার কোনটীই অপ্রাকৃত হইতে পারে না। প্রাকৃত বস্তু কখনও অপ্রাকৃত কৃষ্ণচন্দ্র গ্রহণ করেন না। কর্ম্মার্পণ-চেষ্টায় ক্রমশঃ অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইতে পারে। যাঁহার চিত্ত সম্পূর্ণ শুদ্ধ হয় নাই—অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম বা জ্ঞানের পিপাসা যাহার চিত্তে উঁকি দিতেছে, সেই প্রকার ব্যক্তির প্রদত্ত কোন দ্রব্য শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র গ্রহণ করেন না। যিনি অন্যাভিলাষিতাশূন্য, কর্ম্ম-জ্ঞানাদি হইতে অনাবৃত, সেই শুদ্ধসেবকের অন্তঃকরণই শ্রীভগবানের বিলাস ও বিশ্রাম-স্থল। ভগবানের যাহা ইচ্ছা তাহাই হোক্, এই ভাব শুদ্ধ-সেবকের হৃদয়ে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। সুতরাং তাঁহার দ্রব্য ভগবান্ নিরন্তরই গ্রহণ করিয়া তৃপ্ত হন।

সনাতন গৌড়ীয়মঠে পাঠ

কাশীর ১৭ই বৈশাখের সংবাদে প্রকাশ, শ্রীসনাতন-গৌড়ীয়মঠে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা পাঠ হইতেছে। মঠের সুবিস্তৃত প্রাঙ্গণে প্রত্যহ শতাধিক শ্রোতা উপস্থিত হইয়া উক্ত পাঠ ও ব্যাখ্যা শ্রবণ করিতেছেন। ভাড়াটিয়ার লোক-মনোরঞ্জক ব্যাখ্যা ও নিষ্কিঞ্চন সেবকগণের নিরপেক্ষ বাস্তবসত্যের ব্যাখ্যার মধ্যে পার্থক্য শ্রোতৃবৃন্দ উপলব্ধি করিতেছেন।

GAUDIYA MATH

Branch opened At Gaya

[From A. B. Patrika dated 1.5.35]

A branch of the Gaudiya Math at Gaya, although contemplated for a pretty long time, has at last been opened in a big bungalow on Church Road in the Brahmayoni hill side, a most respectable quarter of the town on Monday, the 22nd instant. On the occasion of the opening ceremony several lectures were delivered in public places by the highly educated preachers of the Gaudiya Math, specially Tridandi-Swami Srimad Bhakti Vilas Gavasti Nemi Maharaj and Pandit Sundarananda Vidyavinode B. A., Editor of the 'Gaudiya' who dwelt at length on the history, significance and importance of the place and of the deity, Sree Gadadhar Vishnu in the form of Trivikrama, the relationship of Sree Krishna Chaitanya Mahaprabhu and the process and value of worship of the Supreme Lord.

The opening ceremony was presided over by His Divine Grace Paramahansa Srimad Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj, the President-Acharyya of Sree Viswa Vaishnab Raj Sabha, who arrived here from Calcutta Gaudiya Math with a large number of disciples. His lecture was illuminating in such a unique manner that the audience was struck with the height of learning and self realisation evinced therein of the Paramahansa Maharaj.

In order to understand the significance of the pilgrimage of Gaya it may be noted that after crossing the river Karmanash, meaning extinction of the desire of fruitive actions, styled as 'Falgoo' or unsubstantial this place of Vishnu or first stage of Theism is reached and as long as devotion to the feet of Vishnu is maintained the demon named Goy, representing the result of mundane actions can not raise its head upwards. Sree Krishna Chaitanya Mahaprabhu showed, by taking initiation here from Srila Iswar Puri, that devotion is only possible by submission to Sree Gurudeva coming down in preceptorial order. Since then Mahaprabhu gave only theistic interpretation to everything and became saturated with the Love of the Supreme Lord. So this place is highly significant to the Gaudiya Vaishnava. It is also interesting to note that the worship of Sree Gadadhar here is conducted in a purely devotional form by the Sevaits who belong to the ancient theistic school of Brahma-Madhwa Sampradaya, ... Sree Chaitanya Mahaprabhu. Still now the Srimurti of Madhwacharyya is worshipped inside the Temple of Gaya, but it is now by the establishment of a branch of the Gaudiya Math that an institution of the school of Sree Chaitanya Mahaprabhu is founded and linked up to Sree Sree Gadadhar at Gaya—which was so very needed.

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৮ মধুসূদন [illegible] ৪৪৯

প্রাণের ঠাকুরটীকে পর ভাবিও

জগতে যে সকল আত্মীয় স্বজন বন্ধু-বান্ধবগণ আসিয়া আমাদের সাহচর্য্য সম্পাদনের জন্য সহায় হবে বটে, কিন্তু তাহারা সকলেই বা কিছুদিন পরে আমাদের সঙ্গ পরিত্যাগ করতঃ আমাদিগকে শোকানলে দগ্ধ করে এবং আমরা তখন বন্ধুহীন বা অসহায় হইয়া শোকসন্তপ্তচিত্তে জীবনযাপন করিতে বাধ্য হই। জগতে এমন কোন বন্ধু নাই, এমন কোন পিতা নাই, এমন কোন সন্তান নাই, যিনি বা যাঁহারা আমাদিগকে অনন্ত মৃত্যুর করাল কবল হইতে রক্ষা করিয়া আমাদের নিত্য সহায়, নিত্য রক্ষক বা নিত্য পালক হইতে পারেন। সুতরাং বন্ধুত্বাভিমানী বা রক্ষণপালন-অভিমানী যে কোন ব্যক্তির নিকটই আমরা রক্ষাকবচ বা রক্ষামন্ত্র ভিক্ষা করি না কেন, কেহই আমাদিগকে নিত্যকালের জন্য রক্ষা করিতে পারিবে না। জগদ্বাসিগণ আত্মীয়ক শক্তি বা অর্থ বল-জন-বলাদির দ্বারা আমাদের দৈহিক বা মানসিক কিছু সাময়িক উপকার করিতে পারেন বটে, কিন্তু তাঁহারা যখন নিজেকে বা আমাদিগকে চিনেন না তখন সেই দিব্য-দৃষ্টিহীন চক্ষুষ্মান-সকল ব্যক্তি যে কিরূপে অলক্ষ্যে আমাদিগকে দেখিতে না পাইয়া রক্ষা করিবেন তাহা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধির ধারণা করিতে অক্ষম। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন—

"গুরুর্ন স স্যাৎ স্বজনো ন স স্যাৎ
পিতা ন স স্যাজ্জননী ন সা স্যাৎ।
দৈবং ন তৎ স্যান্ন পতিশ্চ স স্যাৎ
ন মোচয়েদ্ যঃ সমুপেত-মৃত্যুম্॥"

জন্ম হইলে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী; সুতরাং আমরা জগতেও যে মরিতে হইবে বা এই সংসার ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে হইবে, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ নিজেদের এই ক্ষণ-ভঙ্গুর মনুষ্যদেহের দুর্লভত্ব জানিয়া যদি এখন হইতে মৃত্যুভয়-নিবারক ভক্তিপথের পথিক হইবার জন্য যত্ন করেন একদিন না একদিন নিশ্চয় হইতে পারিবেন, মৃত্যুজয় করিবার অতীব শক্তি হৃদয়ে সঞ্চয় করিবার অবসর সুযোগ পাইবেন। এ সুযোগ দেবতা বা মানব অপার্থিব-সম্পাদক নহে পরন্তু অনন্তের রক্ষামন্ত্র—জীবের উদ্ধারমন্ত্র। মরণশীল মানব মৃত্যুকে জয় করিতে পারে, একথা অসম্ভব বটে কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় উক্তিতে আমরা জানিতে পারি যে, যাঁহার অসম্ভব বা অসাধ্য বলিয়া কোন কথা নাই, যাঁহার ইচ্ছামাত্রেই অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি ও লয় হইতে পারে, অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের সকলেই অনায়াসে উদ্ধার লাভ করিতে পারে, সেই মঙ্গলময়, ইচ্ছাময় ভগবানের শুভদৃষ্টি আকর্ষণের সৌভাগ্য জীবের হইলে সর্বজনপালকের সেবকাভিমানীর আবার চিন্তা কোথায়? মৃত্যুর অধীনে অবস্থিত, সতত ভয়বিহ্বলচিত্ত ব্যক্তিগণের নিজেকেই যখন রক্ষা করিবার ক্ষমতা নাই তখন সেই মৃত্যুমুখে পতিত পিতা মাতা-বন্ধুগণের আমাদিগকে বাঁচাইয়া রাখিবার কথা বা চেষ্টা হাস্যাস্পদ বই আর কি?

হায়! আমাদিগকে মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা করিতে পারে এমন লোক জগতে কি কেহই নাই? এতাদৃশী করুণাময়ী যেখানে জগতে সংলোভ ও অন্ধকূপ করে, সেখানে পারিবারিক সন্তান বা নিত্য রক্ষকের সহিত সাক্ষাৎকার না হইতে পারে না। আর্ত্তি বা ব্যাকুলতার সেই একজনকে—ভগবানকে বাধ্য করে বানাই আর্ত্তাদির ভগবান্ মৃত্যুযন্ত্রণা-দগ্ধ জীবকুলকে রক্ষা করিবার জন্য গুরুরূপে—আচার্য্যরূপে—সকলের একমাত্র আশ্রয়দাতারূপে জগতে বিচরণ করেন। জগজ্জীবকে আশ্রয় দিবার জন্য চিন্ময় ধামে চিন্ময় আলয় নির্মাণ করেন, ভক্তিকীর্তন-মুখরিত মঠাদি স্থাপন করিয়া জীবকুলকে তথায় বাস করিবার সৌভাগ্য প্রদান করতঃ জীবকুলের পরমাশ্রয় বা পতিতপাবন নামের সার্থকতা দেখান। তাই বলিতেছিলাম জীবগণকে মৃত্যুর হস্ত হইতে বাঁচাইতে আসিয়াছেন যিনি, আমাদিগকে আনন্দময় ধামের সন্ধান দিয়া সেখানে লইয়া যাইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা-করণে ব্যস্ত যিনি, নিজপুত্রগণকে নিত্যকাল নিজের কাছে রাখিয়া তাহাদিগকে সেবানন্দ-সাগরে ভাসাইবার জন্য একান্ত উৎসুক যিনি, ভবরোগ মৃত্যুসঞ্জীবনী মন্ত্র বা অমৃত প্রদানে জীবের উদ্ধারের [illegible] বাধ্য যিনি, আমাদের একমাত্র বন্ধু, পিতা, মাতা, গুরু, প্রভু, রক্ষক, পালক যিনি, সেই জীবনধন, জগদ্দেবতা, প্রাণের ঠাকুর—আমাদের একমাত্র মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী পিতার সন্ধান করিবার জন্য কি আমরা একজনও প্রস্তুত হইব না? আপনার মুখে হাত দিয়া আমরা কি কেহই সেই প্রাণ সেকা নিরন্তর সংস্থানের, জগৎ-স্রষ্টা শ্রীগুরুদেবের কৃপাদৃষ্ট জনা, উঁহাকে আমার প্রাণের ঠাকুর বলিয়া স্বীকার করা ব্যাকুলতা দেখাইব না? এমন অমূল্যরতন, এমন নিত্য বন্ধু বা প্রাণের ঠাকুরটীকে পাইয়া ও কি এ মধু বলভদ্র বড়াচার্য্যের ন্যায় অশ্রদ্ধ ভগবানের অন্বেষণ করিবার দুরাশা হৃদয়ে পোষণ করিব?

সাধুসঙ্গ বা শাস্ত্রের কৃপাদৃষ্টে উৎসুক হইয়া আমরা সৌভাগ্যক্রমে জানিতে পারি যে, আমরা পূর্ব্বপূর্ব্ব জন্মের পুঞ্জীকৃত সুকৃতি-ফলে যাঁহার পাদপদ্মাশ্রয়ের সৌভাগ্য পাইয়াছি, তিনিই আমাদের একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা, পালক, তিনিই আমাদের জগদ্দেবতা, প্রাণের ঠাকুর, জীবনের জীবন। সুতরাং এখনও কি সেই প্রাণের ঠাকুরটীকে পর ভাবা উচিত? বাহিরের বস্তুগুলিকে হৃদয়ে স্থান দিয়া কি অমৃত, অশোক, অভয় শ্রীগুরুপাদপদ্মকে শ্রীনিত্যানন্দপাদপদ্মকে হৃদয়ের অন্তঃস্থলে না রাখিয়া, আপনাকে প্রাণের মধ্যে না রাখিয়া বা তাঁহার পাদপদ্মে যোগযুক্ত না হইয়া তদ্দর্শনশূন্য হইয়া থাকা উচিত? আর ত সময় নাই! মৃত্যু এখনই হইতে পারে; তবে কাহার জন্য এখনও অপেক্ষা করিতেছি। কৃষ্ণ যাঁহাকে দয়া করিয়া পাঠাইয়াছেন, সেই গুরুপাদপদ্মকে ছাড়িয়া হৃদয়ের আসন তাঁহাকে না দিয়া আবার কাহার জন্য আসন রচনা করিতেছি বা কাহাকে সেই আসনে উপবেশন করাইবার দুষ্টতা পোষণ করিতেছি? জগতের আর কেহই প্রাণের ঠাকুরকে হৃদয়ে স্থান দিবে না, সকলেই তাঁহাকে শত্রু ভাবিয়া শত্রুকে মিত্র বলিয়া তাহাদিগকে সমাদর করিবে। জগতের লোক যা' করে করুক, সে-দিকে দৃষ্টি দিবার সময় কি আর আমাদের আছে? সময় ত সংক্ষেপ! তবে আর বসিয়া কেন? সৎসঙ্গতিকাকে বরণ করিবার দুষ্টতা কেন? এখনও একমাত্র সংসার শ্রীগুরুপাদপদ্মের মৃত্যুঞ্জয়-ছেদনকারিণী অভয় বাণীশরায় ব্যস্ত হইতেছি না কেন? এখনও তাঁহাকে নিজের না বলিয়া পর ভাবিতেছি কেন? আমার বন্ধুবর্গ কি আমার প্রাণের ঠাকুরটীকে, শুধু আমার বা কেন, সকলের প্রাণের ঠাকুরটীকে নিত্যকালের জন্য হৃদয়ে স্থান দিয়া মনুষ্য-জন্মের সার্থকতা সম্পাদন করিবেন না বা এত অযোগ্য অকর্ম্মা কি তাঁহাদের উচ্ছিষ্ট সম্মান করিতে পারিবে না? জানি না, দীনের এই দুরাশা কবে কার্য্যে পরিণত হইয়া সকলকে প্রাণদেবতার পাদপদ্মে আত্মাঞ্জলি দিবার সুযোগ দিবে। তবে এ দাসের ইহাই ভরসা যে, জগতের সকলেই যদি এই কৃপাসিন্ধুর প্রতি কৃপা-প্রদানে বিমুখ হন, সকলেই যদি প্রাণের দেবতাকে হৃদয়ে স্থান না দিয়া তাঁহাদের সেবা করিবার সৌভাগ্য এ দাসকে না দেন, তাহা হইলেও আমার দয়াময় প্রভু বা গুরুবর্গগণ দীন আমাকে বঞ্চনা করিবেন না—এ কথা কে যেন সতত বলিয়া আমার হতাশ প্রাণে আশার সঞ্চার করিতেছে। তাই সেই কৃপালাভ বা ভরসা লইয়াই এ মুহূর্ত্তের জীবনধারণাকাঙ্ক্ষা এবং সকলকে সেইভাবে জীবনযাপন করিবার জন্য অনুরোধ-জ্ঞাপনের চেষ্টা।

ষষ্ঠ আল্বর্

'শ্রীকুলশেখর'

কেরল বা মালাবার প্রদেশ মাঝার;
তিরুভঞ্জিকোলম্ বা চোলপট্টনে;
দেব-রাজবংশে জন্ম শ্রীকুলশেখর।
প্রচারিতে ভক্তিবাণী এ ভারতভূমে

সপ্তবিংশ কলি-অব্দে পরাভব বৎসরে;
পুনর্বসু-নক্ষত্রেতে আবির্ভূত হন;
অধুনা পণ্ডিতগণ গবেষণা করে।
নবম শতাব্দীতে করেন বর্ণন॥

কুলশেখরের পিতা নাম দৃঢ়ব্রত;
বহুকাল অপুত্রক থাকিয়া সংসারে;
তপস্যার ফলে করি' নারায়ণে প্রীত।
পেয়েছিল বহু ভাগ্যে পুত্ররত্নবরে॥

শ্রীকুলশেখর দেব ষষ্ঠ আল্বর;
নারায়ণ-বক্ষস্থিত কৌস্তুভাবতার;
বলিয়া কথিত তিনি সর্ব্বগুণধর।
শ্রীবৈষ্ণবগণ পূজে চরণ ইঁহার॥

অধীশ্বর নহে তিনি শুধু কেরলের,
উপাধি দেখিয়া তাঁর সবে হয় জ্ঞাত;
নৃপতি ছিলেন আরো বহু প্রদেশের।
পাণ্ড্য চোল রাজা তাঁর ছিল পদানত॥

পাঠ করি রামায়ণ ভাগবতপুরাণ;
সুপ্রাচীন বহু তীর্থ আলোচনাফলে;
হইল অপরিসীম সংস্কৃতে জ্ঞান।
ভক্তিতত্ত্ববাণী তাঁর দিব্যপ্রেমে বুঝে।

অনেক সময় তিনি শুনি রামায়ণ;
ভাবে হ'য়ে মত্ত সৈন্যাদি লইয়া;
নাশিব 'রক্ষ' দুষ্ট পামর রাবণ।
এত বলি সিন্ধুতটে যেতেন ধাইয়া॥

এমত উন্মত্ত-চিত্ত হেরি' বারবার,
রাজ্যের প্রধান যত মন্ত্রী পারিষদ,
ভীত সঙ্কুচিত হ'ল আচারে রাজার।
রাজকর্মচারী সবে গণিল বিপদ্॥

রাজকার্য্যে বিশৃঙ্খলা ঘটিবে বিচারি',
কূটরাজনৈতিক পারিষদগণ;
রাজামধ্যে কোনরূপে উপায় নির্দ্ধারি।
নিষেধ করিতে হ'বে ভক্তসম্মিলন॥

রাজপ্রীতি নাহি পায় যাতে ভক্তগণ,
মন্ত্রীবর্গ তার তরে হইল সচেষ্ট,
অন্যায় উপায় দ্বারা করে নির্দ্ধারণ।
ভক্তগণ প্রতি রাজা যাতে হ'ন রুষ্ট॥

রামচন্দ্র-মূর্ত্তি পূজে শ্রীকুলশেখর,
বিগ্রহের অঙ্গে শোভে বহু অলঙ্কার;
সমস্ত অর্পিত ছিল বৈষ্ণব-উপর।
রক্ষণাবেক্ষণাদি সেবা-পূজাভার॥

রাজকর্মচারিবর্গের কুচক্রের ফলে,
বিগ্রহের বহুমূল্য দিব্য রত্ন-হার,
অপহৃত একদিন হ'ল ছল-বলে।
দোষাতে বৈষ্ণব প্রতি অবজ্ঞা রাজার॥

বৈরাগী ভাই গ্রাম্যকথা না শুনিবে কানে। গ্রাম্যবার্ত্তা না কহিবে যবে মিলিবে আনে॥

তারপর এই কার্য করিতে প্রয়াণ,
বৈষ্ণবগণের দ্বারা অপ্রতিষ্ঠ বলি ;
নানা চেষ্টা করে দুষ্ট কুচক্রীর গণ।
তবু হরষে কর্ম্মে রাজা প্রবাদে অক্ষুণ্ণ।
তবে রাজা পারিষদগণের সম্মুখে,
অন্তরে নির্ম্মলতা করিতে প্রমাণ ;
তীব্র বিষের ফণী আনি মনোদুখে।
নিজ কর ফণীমুখে করিয়া প্রদান।
উচ্চকণ্ঠে কহে রাজা সর্ব্ব মন্ত্রীগণে,
যদি অপরাধী হন বিষ্ণুভক্তগণ ;
তবে কালফণী মোরে দংশিবে এক্ষণে।
নতুবা করিবে ফণী হিংসার বর্জ্জন।
দেখিলা রাজার হস্ত সম্পূর্ণ অক্ষত,
সভাস্থ সর্ব্বজন হৈল চমকিত ,
অসৎ কুচক্রী ভিন পরিষদ যত।
সবে আসি রাজপদে পতিত হইল।
নিজকৃত অপরাধ করিয়া স্বীকার,
সবে কৃতাঞ্জলিপুটে ক্ষমা ভিক্ষা মাগে ;
বৈষ্ণব করুণ সবে কৃপা-পারাবার।
মাগিলা সকল ক্ষমা মহারাজ আগে।
পুত্রে রাজ্যভার দিয়া শ্রীকুলশেখর,
দুর্জ্জন বিষয়ীসঙ্গ পরিত্যাগ করি,
চলিলেন শ্রীরঙ্গে সত্যব্রতধর।
আনন্দে নিত্যকাল আরাধিতে হরি।
রঙ্গনাথ-পাদপদ্মে হইয়া আশ্রিত,
নানাভাবে করে তথা সেবার সাধন ;
তৃতীয় প্রাকার পার্শ্বে করিলা নির্ম্মিত।
চতুর্দ্দিকে দিনাপথ অপূর্ব্ব দর্শন।
শ্রীরঙ্গে বাসকালে শ্রীকুলশেখর,
মণ্ডপাদি তথা বহু করিলা নির্ম্মাণ ;
শ্রীবৈষ্ণবগণ তাঁরে দেখে নিরন্তর ,
মহাভাগবত বলি করেন সম্মান।
তাঁহার রচিত গ্রন্থ হয় দুইখান,
"পেরুমাল তিরুমলি" তামিল ভাষায় ;
অন্যটী "মুকুন্দমালা-স্তোত্রম্" আখ্যান।
সংস্কৃত গ্রন্থ খ্যাত বৈষ্ণবসভায়।
রঙ্গনাথ গোদাদেবী বিবাহ যেমন,
সেই মত কন্যা আনি' রঙ্গনাথ সনে ;
বিবাহপ্রথাবে কুলশেখর রাজন।
একবার পতি বরি তাহার ভুবনে।
যামুনাচার্য্যের পূর্ব্বে শ্রীকুলশেখর,
ক'রেছিল শ্রীরঙ্গে শুভ আগমন ;
বিষ্ণুচিত্ত গোদাদেবী আদি আল্‌বর্।
পূর্ব্ব হইতে শ্রীরঙ্গে করে অবস্থান।
যে যেন চরণে যাপি কৌস্তুভাবতার,
নিপতিত আমি ঘোর মায়া অন্ধকারে ;
সেবাও বিমলে দেব বাসে সেবাগার।
যাইতে অক্ষম্য নাশিতে আমারে।

— —

শ্রীল প্রভুপাদ

শ্রীল প্রভুপাদ গত শনিবার কলিকাতা গৌড়ীয়মঠে শুভাগমন করিয়াছেন। আগামী কল্য তাঁহার ঢাকায় কুঞ্জকুটীরে পদার্পণের কথা।

তীর্থ মহারাজের বক্তৃতা

[শ্রীসচ্চিদানন্দ দাস অধিকারী প্রেরিত]

(২)

সর্ব্বপ্রকার আড়ম্বরবিহীন হইলেও স্বভজনোন্নতি ও আত্মজ্ঞানসম্পন্ন ঈশ্বরানুভূতি-বিশিষ্ট এই সাধু মহাজনের অকৃত্রিম স্বরূপ, সরল সহজ হৃদয়োত্থিত বৈকুণ্ঠবাণী, আপামর জনসাধারণের অন্তঃকরণ কিরূপ স্পর্শ করে ও তাঁহাদের প্রাণে কিরূপ সাড়া দেয়, তাহা বিগত সপ্ত তারিকাল যাবৎ যাঁহারা ময়মনসিংহে শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজের হৃদয়স্পর্শী পারমার্থিক অভিভাষণ শ্রবণের সুযোগ লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্যই অনুভব করিয়া স্ব-স্ব সৌভাগ্যের প্রশংসা করিতেছেন। যাঁহার কৃপাবেশে ও ব্যবস্থায় উচ্ছ্বসিত সন্ন্যাসিপ্রবর হরিকথা-মন্দাকিনী প্রবাহিত করিয়া এস্থানকে তীর্থক্ষেত্রে পরিণত করিয়া তুলিয়াছেন, সেই জগদ্‌গুরু অষ্টোত্তর-শতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীচরণ-কমলোদ্দেশে সকৃতজ্ঞ-অন্তরে ময়মনসিংহবাসিগণ শত শত বার দণ্ডবৎপ্রণতি জ্ঞাপন করিতেছেন। সন্ন্যাসী মহারাজের ওজস্বিনী, আবেগময়ী বক্তৃতা শিক্ষিত-সমাজে বস্তুতঃই একটা স্পন্দন ও জাগরণের সূচনা করিয়াছে।

যাঁহারা এই সাধু মহাজনের সাক্ষাৎ সঙ্গ লাভ করতঃ তাঁহার মুখোচ্চারিত, হৃৎকর্ণ-রসায়ন, বীর্য্যবতী হরিকথা-শ্রবণের সৌভাগ্য বরণ করিতে পারেন নাই, আমরা লেখনীর সাহায্যে তাঁহাদিগকে সেই বৈকুণ্ঠবাণীর একটা দিগ্‌দর্শন করাইবার চেষ্টা করিতেছি মাত্র। সে-চেষ্টা ঘোলদ্বারা দুধের স্বাদ বুঝাইবার প্রয়াসের ন্যায়, বলা যাইতে পারে। কয়েকদিন পূর্ব্বে শ্রীজগন্নাথগৌড়ীয়মঠে প্রদত্ত তাঁহার বক্তৃতার সারাংশ সংক্ষেপে নিম্নে প্রদত্ত হইল।

কীর্ত্তনপ্রসঙ্গে কলিহত জীবের পারমার্থিক বিঘ্ন ও অসুবিধার কথা-প্রসঙ্গ তাহাদের চারি রকমের শ্রেণী ভেদ বর্ণন করিয়া স্বামীজী বলেন:—(১) বৈদ্যে অত্যাশ্চর্য-জ্ঞান বিশিষ্ট বিচারবিমূঢ় ব্যক্তি "মন্দশ্রেণী"-ভুক্ত। (২) জ্ঞান-মন্দ-বিচারে অসমর্থ ব্যক্তিগণ "মন্দমতি"-পর্য্যায়। (৩) ভজনস্পৃহা থাকা সত্ত্বেও আত্মীয়স্বজনাদি দ্বারা যাহারা প্রতিহত, তাহারা "মন্দভাগ্য"-পর্য্যায়ভুক্ত (৪) এবং রোগ-শোকাদি-দ্বারা প্রপীড়িত ব্যক্তিগণ "উপদ্রুত" শ্রেণীতে গণ্য।

এতৎপ্রসঙ্গে দৃষ্টান্ত স্বরূপে একাদশী-তিথিতে উপবাসেচ্ছু ব্যক্তিগণের নানা বিঘ্নের উল্লেখ করতঃ একাদশীতত্ত্ব বর্ণন করিয়া স্বামীজী বলেন,—একাদশীতিথি সর্ব্বশুভা-স্বরূপা ও বিষ্ণুর অতিশয় তুষ্টিপ্রদায়িনী, একাদশী সমস্ত পাপ-নাশিনী, ভক্তি-উদ্দীপনাকারিণী ও পরমার্থসম্পদ-প্রদায়িনী; —এই তিথিতে সমস্ত জীবের পাপ অন্নে লুক্কায়িত থাকে। অতএব একাদশীতে মাষকলায়ের আহারাদি বর্জ্জন করিয়া উপবাস অর্থাৎ বিষ্ণু-বৈষ্ণবের সঙ্গে বাস করা কর্ত্তব্য।

একাদশীতে বিশেষভাবে হরিভজন করিবে সত্য, কিন্তু অন্যান্য তিথিতেও সর্ব্বদাই হরিভজনে বিশেষ মনোযোগী হওয়া আবশ্যক। গৃহস্থগণেরও এ বিষয়ে বিশেষ অবহিত হওয়া দরকার। তাঁহাদের নিরাশ বা শিথিলপ্রযত্ন হওয়ার কোন কারণ নাই। গৃহে বা সংসারে থাকিলেই যে হরিভজন অসম্ভব হবে, তাহা নহে। সংসারে থাকিয়াও হরিভজন করা যায়। বিষয়সমূহকে কৃষ্ণ-সম্বন্ধে নির্ব্বন্ধিত করিয়া লইলেই সংসারের অসুবিধা দূরীভূত হইয়া যাইবে। এতৎসম্পর্কে যুক্তবৈরাগ্য ও ফল্গুবৈরাগ্য বা মর্কট বৈরাগ্যের পার্থক্য উপলব্ধির বিষয় হওয়া আবশ্যক।

ফলেতর-বিষয়াসক্তিশূন্য হইয়া এবং কৃষ্ণসম্বন্ধে নির্ব্বন্ধ করিয়া তদীয় সেবানুকূল বিষয়মাত্র গ্রহণ করিলে তাহাকে যুক্ত-বৈরাগ্য বলে। "ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ" এই বিচারে সমস্ত জিনিষই ঈশ্বরের ভোগ্য জানিয়া, সমস্ত উপকরণ ভগবানের সেবায় লাগাইয়া দিবার কৌশলই যুক্তবৈরাগ্য। আমরা মহাজনবাক্যে দেখিতে পাই—"আসক্তিরহিত, সম্বন্ধসহিত, বিষয়সমূহ সকলই মাধব।" ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুগ্রন্থে শ্রীপাদ রূপগোস্বামী প্রভু ইহার সংজ্ঞা দিয়া বলিয়াছেন:—

"অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥"

—এই যুক্তি সমাদরণীয়।

মুমুক্ষুগণ শাস্ত্র, শ্রীমূর্ত্তি, নাম, মহাপ্রসাদ, গুরু প্রভৃতি হরিসম্বন্ধি বস্তুকেও প্রাকৃতজ্ঞানে পরিত্যাগ করেন—ইহাই ফল্গুবৈরাগ্য; ইহা সর্ব্বথা গর্হণীয়।

"প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধি-বস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥"

"শ্রীহরিসেবায় যাহা অনুকূল।
বিষয় বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল॥"

কামিনী-কাঞ্চন পরিত্যাগ করিলেই সাধু হওয়া যায় না হরিভজন-ত্যাগী—সাধু নহে। মর্কট বা বানর সংসার, মাংস ও দ্রব্যাদি বর্জ্জন করিয়াও সাধু নহে। ঐরূপ ত্যাগী প্রাপঞ্চিক বুদ্ধিতে কৃষ্ণসেবার উপকরণগুলিকে ত্যাগ করিয়াও বিচারক না ফল্গুবৈরাগী। উদাহরণ-স্বরূপে "গীতার সংসার" নামক একটী উপাখ্যান বর্ণনা করিয়া স্বামীজী বলেন—কোন ব্যক্তি সংসারের প্রতি বীতরাগ হওয়া গৃহ পরিত্যাগ করতঃ অরণ্যবাসী হন এবং তথায় জনৈক জ্ঞানবিদ্ধ ত্যাগী সন্ন্যাসীর নিকট দীক্ষালাভান্তে সাধনভজনে প্রবৃত্ত হন। তথায় তিনি দৈনন্দিন গীতা-পাঠও করিতেন। দৈবক্রমে এক-মূষিক ঐ গীতা-গ্রন্থখানি কাটিয়া ফেলিলে ঐ সন্ন্যাসী ইন্দুরের ধ্বংস-কল্পোদ্দেশে একটী বিড়াল সংগ্রহ করেন। বিড়াল পোষণার্থ তাহাকে প্রত্যহ অতিকষ্টে দুগ্ধ সংগ্রহ করিতে হইত। কোন কোন দিন দুগ্ধ সংগৃহীত হইত না। অবশেষে বাধ্য হইয়া তিনি বিড়াল-পোষণার্থ একটি গাভী সংগ্রহ করেন এবং গরু-দোহনকারীর অভাবে তিনি একটি সুন্দরী যুবতী গোয়ালিনীকে দোহনকার্য্যে নিযুক্ত করেন এবং "মাতৃবৎ পরদারেষু" এই গীতোক্ত বাণীর সার্থকতা সম্বন্ধে সংসর্গ-দোষে ঐ গোয়ালিনীতে আসক্ত হইয়া পড়েন এবং ফলে তাহার গর্ভে কয়েকটি সন্তান উৎপন্ন হয়। এমন সময় একদিন তাহার দীক্ষাগুরু পর্য্যটন করিতে করিতে তথায় উপস্থিত হইয়া তাহার পুত্র-কন্যাদি-সমন্বিত গৃহসংসার দেখিয়া বিস্ময় সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমার এরূপ অবস্থা কেন এবং কিরূপেই বা ইহা সম্ভব হল।" উত্তরে সে বলিল—প্রভো, বিস্মিত হইবেন না—ইহা "গীতার সংসার"। ফল্গু-বৈরাগ্যের ইহা একটি প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

অতঃপর যুক্তবৈরাগ্যের দৃষ্টান্তস্বরূপে শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজ অম্বরীষের উপাখ্যান-বর্ণনমুখে প্রদর্শন করেন যে, সংসারে থাকিয়াও হরিভজন করা যায়। বিষয়গুলিকে কৃষ্ণসম্বন্ধে নির্ব্বন্ধিত করিয়া লইতে পারিলেই হইল। অম্বরীষ মহারাজ সাধুসঙ্গ ও ভগবৎকৃপা লাভ করতঃ ঐশ্বর্য্যকে নশ্বর বোধ করিয়া সমস্ত ঐশ্বর্য্যই কৃষ্ণ-সেবায় নিয়োজিত করিয়াছিলেন। আসক্তি, মায়া, মমতা খারাপ নহে। তাহা অনিত্য বিষয়ে প্রযুক্ত হইলেই বন্ধনপ্রদ এবং নিত্যবিষয়ে নিয়োজিত হইলেই মঙ্গল-প্রদ হইয়া থাকে। সাধু-সঙ্গ-প্রভাবে অম্বরীষ মহারাজ ইহা উপলব্ধি করিয়া ঐরূপ ভাবে যুক্তবৈরাগ্য অবলম্বনে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন এবং বিষয়ী হইয়াও নিষ্কিঞ্চন ছিলেন। একদা দুর্ব্বাসার প্রচণ্ডতেজও তাঁহার বৈষ্ণবোচিত তেজের নিকট খর্ব্ব হইয়াছিল। দুর্ব্বাসার দুর্দ্দশায় প্রমাণিত হইয়াছিল যে

"হরিনামে অপরাধে তরে হরিনাম।
বৈষ্ণবাপরাধে না যায় এড়ান॥"

বিষ্ণুভক্তের নিকট অপরাধের ফলে, বিষ্ণুলোকে গিয়াও দুর্ব্বাসা সুদর্শন হইতে অব্যাহতি পান নাই—অম্বরীষের নিকট পুনরায় তাঁহাকে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হইয়াছিল। অম্বরীষের আদর্শে যুক্ত-বৈরাগ্যাবলম্বনে গৃহস্থের জীবন পরিচালিত হওয়াই কর্ত্তব্য।

শুদ্ধভক্তি মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ

(আকর-মঠরাজ)

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীবার্ষভানবীসরোবর তটে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-স্থানের অনতিদূরে শ্রীচৈতন্যমঠ বিরাজমান। এই স্থান শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমার কেন্দ্রস্থল। এই মঠে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারীর ও সাতটি সম্প্রদায়-আচার্য চতুষ্টয় তাঁহাদের শ্রীপাদ বিগ্রহের নিত্য সেবা হইতেছে। এই [illegible] বৈদিক [illegible] সাক্ষাৎ সম্বন্ধে [illegible] [illegible] প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। প্রতি বৎসর শ্রীনাম-সংকীর্তন [illegible] শ্রীগৌরজন্মোৎসব মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—শ্রীপাদ [illegible] ব্রহ্মচারী সেবাধিকারী।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্তী ষ্ট্রীট বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত শুদ্ধভক্তি-প্রচার-কেন্দ্ররূপে গৌড়দেশের সর্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসন [illegible] প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই [illegible] শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দজীউ মন্দিরে নিত্য সেবিত হন। 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। [illegible] পাঠ, সংকীর্তন, মহাপ্রসাদ-চতুর্বিধ ভোগ, শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদির লীলা ও তত্ত্বাদির সম্যক আলোচনা হয়। এই স্থান হইতে মহামহোপাধ্যায় [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] রক্ষক উপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ [illegible] বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-স্থান মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া সহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা হয়। শ্রীঅক্ষয়বটের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী সেবাকোবিদ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার প্রসিদ্ধ স্থান এখানে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্তমান, রক্ষক—শ্রীমদ্[illegible] সেবাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্তমান। রক্ষক—গোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

(৭) কাজীর সমাধি-পাট

প্রাচীন শ্রী[illegible], বামনপুকুর (নদীয়া) [illegible] গৌরকৃপা-পাত্র চাঁদকাজী [illegible]। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(৮) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও রাধামাধবের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান দাস ব্রহ্মচারী।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ শ্রীল দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌর-গদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেবাধিকারী।

(১০) মোদদ্রুম ছত্র "গৌড়ের নৈমিষ"

মামগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান। শ্রীগৌরনিত্যানন্দের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীকুঞ্জবিহারী ব্রজবাসী, ভক্তিভূষণ।

(১১) তেঘরিয়া কুঞ্জকানন

শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্তী.

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীনরহরি ব্রহ্মচারী।

(১২) কৃষ্ণকুটীর

—পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া। রক্ষক—শ্রীঅনুমানন্দ অধিকারী

(১৩) ভাগবত-আসন

—পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

এই স্থান হইতে ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচারিত হয়। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৪) একায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাসখালি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী ভক্তিশাস্ত্র

(১৫) মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরাধিকাপ্রসাদ ব্রজবাসী।

(১৬) মাধ্বগৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, পোঃ ঢাকা

পূর্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্তমান। রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীপাদ [illegible] বিদ্যাবিনোদ বি-

(১৭) গোপালজীউমঠ

—কমলাপুর, (ঢাকা)

গোপালজীউর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান। রক্ষক—শ্রীরাধাচরণ ব্রজবাসী.

(১৮) নিতাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি (ঢাকা)।

এখানে শ্রীনিতাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীরামবিগ্রহ ব্রহ্মচারী

(১৯) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

মহকুমা, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীপ্রভুপাদ ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২০) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাছ, (ঢাকা)

এখানে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীগৌরকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(২১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারীর নিত্য-সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীচৈতন্য সেবাধিকারী,

(২২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

দুধবেলা, পোঃ চিনকুরা, (মানভূম)

এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী।

(২৩) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকণ্ডা, পোঃ মাধবনগর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান দাস ব্রজবাসী ভক্তিরত্ন।

(২৪) গোরালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন সেবাধিকারী।

(২৫) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ বক্সীবাজার, (কটক)

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদানন্দ-জীউর নিত্যসেবা বর্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণ দাস ভক্তিসুধাকর

(২৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর পুরী,

শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ গান্ধর্বিকাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীসচ্চিদানন্দ বিদ্যারত্ন।

(২৭) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্বত, পোঃ পুরী উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদবিহারীজীউর নিত্য-সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীগদাধর অধিকারী

(২৮) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌর-আলালনাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী সেবাধিকারী।

(২৯) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ;

পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্তমান। মঠরক্ষক—শ্রী নরহরি সেবাধিকারী ভক্তিসোপান।

(৩০) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪২নং কবীরপুরা, বেনারস সিটি

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকাগিরিধারীর সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীমহেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(৩১) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ,

এলাহাবাদ

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ

(৩২) পরমহংস মঠ,

পোঃ নৈমিষার, সীতাপুর

এখানে শ্রীমাধব পাঠশালা ও গৌরবিনোদ-বিহারীজীর সেবা বর্তমান।

রক্ষক—শ্রীসত্যনারায়ণ সেবাধিকারী।

(৩৩) কৃষ্ণচৈতন্য মঠ

পুরাণমহল্লা, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

এখানে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিত্য-সেবা হয়। রক্ষক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠ

বিশ্রামঘাট মথুরা

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ

(৩৫) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ—শ্রীরাধাকুণ্ড

রক্ষক—শ্রীরাধারমণচরণ ব্রহ্মচারী

(৩৬) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৩৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ

দেবগাহী, পোঃ চোহোন, জেলা অমৃতসর (পাঞ্জাব) রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৩৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্বিকাগিরিধারীর সেবা।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসম্বন্ধ তুর্যাশ্রমী

(৩৯) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল।

এখানে গৌরস্বরূপদামোদরের সেবা বর্তমান।

রক্ষক—শ্রীনবীনগোপাল অধিকারী।

(৪০) সারস্বত-গৌড়ীয় মঠ

তারবার সাতারনপুর, ইউ, পি

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিস্বরূপ গিরি

(৪১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ রায়পেট্টা মাদ্রাজ।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্বিকাগিরিধারীর সেবা।

রক্ষক—শ্রীপাদ কমলানন্দ ভক্তিবিকাশ।

(৪২) বোম্বে-গৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়

প্রোক্টার রোড, চোপাটি বিল্ডিং, বাংলো নং ১, বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ দেবশর্মা মজুমদার।

(৪৩) অমরসি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমরসি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীমহেশ্বর দাস অধিকারী

(৪৪) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী

(৪৫) পাটনা গৌড়ীয় মঠ

১০০ মিঠাপুরা, পাটনা।

(৪৬) গয়া গৌড়ীয় মঠ

চিন মাহরু, চাঁদ চৌক, গয়া

রক্ষক—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী বাগভূষণ

(৪৭) নাদেশ্বর গৌড়ীয়মঠ নাদেশ্বর

রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৮) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

৩ গ্লাষ্টার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, এস-ডাব্লিউ ৭, লণ্ডন

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ।

(৪৯) বার্লিন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

Berlin W. 30.

Eisenacher strasse 29

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

অত্রকার্যালয়ে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—প্রথম ৪০৲
প্রথম স্কন্ধে দশম হইতে পঞ্চম ২৮৲
একাদশ স্কন্ধের প্রতিখণ্ড ৷৵০
২। অনুভাষ্য বিবৃতি শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। অনুভাষ্য-সহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড— ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড- ৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—১৲; ২য় খণ্ড ৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব—১৲
৮। সৎক্রিয়াসার—দীপিকা ও সংস্কার-দীপিকা
৯। বৈষ্ণবধর্ম্ম ৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ২৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিষয়-তত্ত্ব ৷০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ৷০
১৮। [illegible] ৷০
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৸৵০
২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৸৵০
২২। ভজন-রহস্য ৷০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ ও (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
২৬। গীতার কেবল মূল-ভাষা ৷০
২৭। [illegible] সানুবাদ ২৲
২৮। [illegible] সানুবাদ ৷০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸
৩০। [illegible] দর্পণ ৶০
৩১। নামভজন (তৃতীয়-সংস্করণ) ৶০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
গীতমালা ৵১০
নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
ঐ প্রমাণ খণ্ড ৶০
৩৪। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷০
৩৫। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ৷০
শরণাগতি ৵০
গীতাবলী ৵০
চিত্রে নবদ্বীপ ১৷০
[illegible] ৵০
প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৵০

৪৫। নবদ্বীপশতক
৪৬। অর্থপঞ্চক
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৵১০
৪৯। [illegible]
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম ৪র্থ খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ৷০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ৷০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ৷০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ৷০
৫৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৵০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ৷০
৫৮। শ্রী[illegible] ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সাংখ্যবাণী ৵০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যলীলামৃত সারঃ ৷০
৬১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী [illegible] ৷০
৬২। সটিক [illegible] ৷০
৬৩। তত্ত্বসূত্রম্ ৷০
৬৪। সান্বয় শিক্ষাষ্টকম্ ৷৵০
৬৫। গৌড়ীয়মঠ পরিচয়ঃ ৵০
৬৬। মায়াবাদ[illegible] ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৭। রায় রামানন্দ ৷০
৬৮। এ ফিউ ওয়ার্ডস্ অন্ বেদান্ত ৷০
৬৯। নামভজন ৷০
৭০। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজি অ্যাণ্ড অন্টলজি ৷০
৭১। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ৸৵০
৭২। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ৷০
৭৩। বৈষ্ণবীজম্ ৷০
৭৪। [illegible] গৌড়ীয়মঠ [illegible] ৵০
৭৫। দি ভাগবত
৭৬। [illegible] প্রিন্সিপল্ অ্যাণ্ড অ্যাডভান্সড ডিপ্লোমা
৭৭। ব্রহ্ম-সংহিতা
৭৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড)

উড়িয়া ভাষায় প্রকাশিত

৭৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি
৮০। সাধন-পথ
৮১। কল্যাণ-কল্পতরু
৮২। গীতাবলী
৮৩। শরণাগতি

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৪। শরণাগতি

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া),
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অবস্থার সাধক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ আনা, বড় বোতল ১৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে. বি. দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউন্টেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। উহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে. বি. দত্ত এণ্ড কোং

...বারিকের ...ঢাকা নিয়া ...চাউল খরিদ ...ছিলেন। যেখানে ...হঠাৎ নৌকা ...সুর বাহিরে ...বৈজ্ঞানিক ...কর্মচারী ...শেষ বাধা দিতে ...নিহত হয়, অপর ...পাইয়া উহার ...গাইয়া ঘটনাস্থলে ...বারিকের ...প্রবেশ করে এবং ...হইয়াছে। আরও ...নৌকাতেই

...। তাহাদের মৃতদেহ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। মৃতদেহ দুইটি এরূপভাবে ছিন্নভিন্ন হইয়া গিয়াছিল যে তাহা চিনিবার উপায় ছিল না।

সহরের বাগবাজার মহল্লার একৈক মুসলমান স্ত্রী ঐ দিন মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে এরূপ প্রকাশ যে, যে স্ত্রীলোকটি মারা গিয়াছে, তাহার স্বামীকে উক্ত স্ত্রীলোকটিকে নির্দয়ভাবে মারপিট করার অভিযোগে পুলিশ গ্রেপ্তার করিয়াছে। প্রকাশ যে উক্ত স্ত্রীলোকটিকে একটী হাতুড়ী দ্বারা প্রহার করে ফলে স্ত্রীলোকটির মৃত্যু হয়।

বিমান বিস্ফোরণ

...বড় বড় সরকারী কর্মচারীদিগকে লইয়া বিমানযোগে যাতায়াত করিবার জন্য ... সরকারের কতিপয় বিমানপোত আছে।

...বিভাগে প্রবেশ করাইবার জন্য ঐ জাল গোয়েন্দা কর্মচারীদিগকে অনুরোধ করেন। বিশ্বাস করাইবার জন্য লোক দুইটি চলিয়া যায়। কিছুদিন পরে তাহারা পুনরায় ঐ গ্রামে আসিয়া ছেলেদের গোয়েন্দা লইয়া যায়। পথে কিছু দূর যাইয়া প্রবঞ্চকেরা অনেক পুলিশ কর্মচারীকে 'ভাল' দিবার জন্য ২৫ টাকা চাহিয়া আনিতে ছেলেটিকে তাহার পিতামাতার নিকট পাঠাইয়া দেয়। ঐ টাকা পাওয়া কিছুদিন বাদে বড় সাহেবকে খুশী করিবার জন্য ...৲ টাকার প্রয়োজন এই কথা বলিয়া ছেলেটিকে আবার তাহার পিতামাতার নিকট পাঠাইয়া দেয়। এবার তিনশত টাকা পাঠাইয়া দেয়। তারপরে কিছুকাল কাটাইবার পর ছেলেটির মনে সন্দেহ জাগিল। সে তখন পুলিশে সংবাদ দেয়। পুলিশ একটী বাড়ী খানাতল্লাস করিয়া এই ...ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে
প্রঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ কর্ত্তৃক

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

(ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের [illegible] প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল, ভক্তিসুধাকর [illegible] এম-এ, মহোদয়ের গ্রেষণা এবং পারদর্শী লেখনীর অদ্ভুত আশ্চর্য্য কারণ একাধারে [illegible] এবং [illegible] জীবনচরিত-গ্রন্থ অতীব এই বিরাট, [illegible] ও [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] ও [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত, [illegible] আলোচনা প্রথম [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের [illegible] মুখবন্ধ (Foreward), [illegible] ও [illegible] (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের [illegible] [illegible] [illegible] Index Glossary। [illegible] মূল্য—১৫, পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—[illegible] গৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জেলা—নদীয়া।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা আছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬, টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উচ্চস্থান অধিকার করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ [illegible] [illegible] ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—

প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক পত্রিকা একাদশীতে প্রকাশিত হয়। বার্ষিক মূল্য ৩। টাকা। কলিকাতা বাগবাজার গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক মূল্য ২, ষাণ্মাসিক ১। টাকা মাত্র [illegible]

[illegible]

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-স্থান মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া সহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মবাসী সেবাকোবিদ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী এখানে শ্রীগৌরবিলাসানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান, রক্ষক—শ্রীনবশিত দাসাধিকারী।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল শ্লোক অন্বয়ে এবং তাহার বর্ত্তমান যুগ শুদ্ধভক্তগণের গুরু মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। আট খণ্ড ছাপা। [illegible] ১০৩৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। তদ্ব্যতীত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোক সূচী, পদ্যসূচী, [illegible] [illegible] প্রভৃতি বিষয় সূচী [illegible]। [illegible] শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

(১৪) [illegible]

গোবিন্দপুর, পোঃ [illegible] (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রী[illegible] গোস্বামী ভক্তিশাস্ত্রী

(১৫) মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঁচড়াপাড়া, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীবিনোদবিহারী ব্রজবাসী।

(১৬) মাধ্বগৌড়ীয় মঠ

১০নং বল্লালপুর রোড, পোঃ ঢাকা

পূর্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীপাদ [illegible] বিদ্যাবিনোদ বি-এ।

(১৭) গোপালজীউ মঠ—কমলাপুর, (ঢাকা)

গোপালজীর আবহমান প্রাচীন সেবা বিদ্যমান। রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মবাসী,

(১৮) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি (ঢাকা)।

এখানে শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

সেবা [illegible]

(২৮)

[illegible], পো

শ্রীগৌর[illegible]

[illegible] সেবা বর্ত্তমান

বিহারী দাসাধিকারী

(২৯) [illegible]

পোঃ [illegible]

শ্রী[illegible]গৌরাঙ্গ

সেবা বর্ত্তমান। [illegible]

দাসাধিকারী [illegible]

(৩০) [illegible]

[illegible]

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-[illegible]

বর্ত্তমান। রক্ষক-

(৩১) শ্রীরূপ-[illegible]

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-[illegible]

রক্ষক—[illegible]

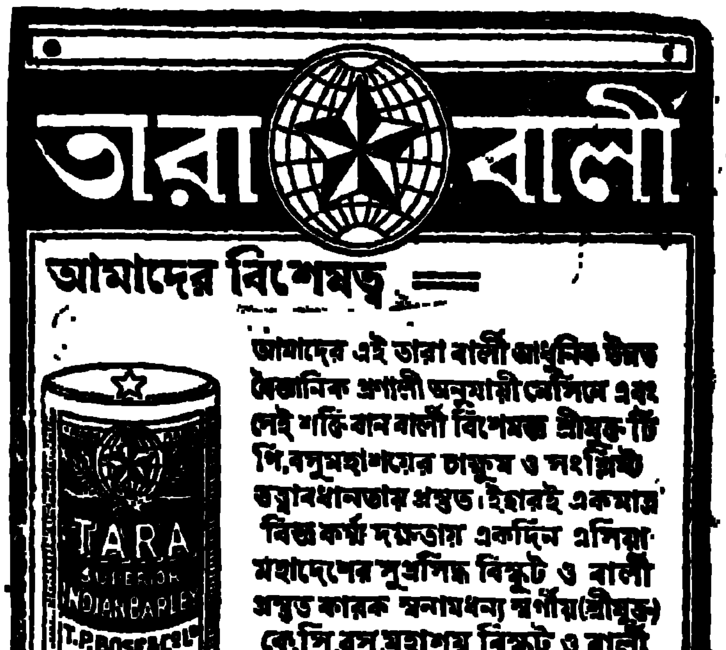

সচিত্র

নবদ্বীপ পঞ্জিকা

ভিক্ষা—মাত্র ৵০

প্রাপ্তি স্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ

পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর,
টেলিগ্রাম—'উদয়' নবদ্বীপ

দৈনিক

R.N. [illegible] 1544

নদীয়াপ্রকাশ
THE
NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র একমাত্র প্রচারক—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

১০ম খণ্ড শ্রীমায়াপুর—২৪শে বৈশাখ, মঙ্গলবার ১৩৪২, ৭ই মে ১৯৩৫ { ৫৬শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
[illegible] মূল ও
[illegible] প্রকাশিত
হইয়াছে। কাগজ ও
ছাপা অতি উত্তম।
ভিক্ষা ।০ মাত্র
শ্রীচৈতন্যমঠ,
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

"গৌড়ীয়"
৭ম বর্ষ হইতে
১৩শ বর্ষ পর্য্যন্ত
প্রতি বর্ষ কাগজে
বাঁধাই
ভিক্ষা ৩।০ মাত্র।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ
বাগবাজার কলিকাতা

শ্রীমায়াপুরে "সিলভার জুবিলী" উৎসব

গত ২৩শে বৈশাখ ৬ই মে সোমবার শ্রীমায়াপুরের অধিবাসী, প্রবাসী, শিক্ষক ও ছাত্রগণ সমবেত হইয়া বিপুল উৎসাহের সহিত ভারত-সম্রাটের সিলভার জুবিলী উৎসব সুসম্পন্ন করিয়াছেন। তাঁহারা প্রাতঃ ৬ ঘটিকা হইতে [illegible] সম্রাটের [illegible] দীর্ঘ জীবনের জন্য [illegible] প্রার্থনা করিয়াছেন। তৎপর তাঁহাদের সমবেত চেষ্টায় প্রায় ২ ঘণ্টা ব্যাপী একটি নগর সঙ্কীর্ত্তন হইয়াছে। অতঃপর পূর্ব্বাহ্ণ ৮-৩০ মিনিট হইতে ১০-৩০ পর্য্যন্ত ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট গৃহে উক্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষক, ছাত্র ও অভিভাবকবৃন্দের একটি সভা হইয়াছিল। সভায় রাজভক্তির প্রয়োজনীয়তা ও মহামহিমান্বিত সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের গুণাবলী সম্বন্ধে বক্তৃতা হইয়াছে। ১০-৩০ মিনিট হইতে ১২টা পর্য্যন্ত শ্রীচৈতন্য মঠের সেবকগণ দরিদ্রদিগকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করিয়াছেন। অপরাহ্ণ ৫—৭টা পর্য্যন্ত ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউটের খেলার মাঠে ছেলেদের ক্রীড়া-প্রতিযোগিতা [illegible]। তৎপরে আলোক ও অগ্নিক্রীড়া হয়। অতঃপর বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ছাত্রগণকে [illegible] প্রদান করেন। তৎপরে রাত্রি ৮—৯-৩০ পর্য্যন্ত পদাবলী কীর্ত্তন হইয়াছে।

তামাকুতে আবগারী ট্যাক্স

মাদ্রাজ হইতে এইরূপ প্রকাশ যে, ভারতে উৎপন্ন তামাকুর উপর আবগারী [illegible] সম্পর্কে [illegible] [illegible] বিবেচনা করিতেছেন।

ভূমিকম্প ও ঘূর্ণীবাত্যা

দৈবদুর্যোগে ৩০০ শত লোক নিহত

কাসে (তেহেরান) হইতে প্রকাশ, ভূমিকম্পের ফলে ৫০০ জন লোক মারা গিয়াছে এবং ১২০০ জন আহত হইয়াছে। তৎসঙ্গে ১৩০০ খানা গৃহ বিনষ্ট হইয়াছে।

[illegible] এবং [illegible] উপকূলেও ভূমিকম্পের সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ ঘূর্ণীবাত্যা প্রবাহিত হইয়াছে।

জলদস্যুর অত্যাচার

কুমিল্লা হইতে প্রকাশ [illegible] অঞ্চল হইতে এক চাঞ্চল্যকর জলদস্যুর আক্রমণের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। প্রকাশ যে, একজন মাঝি [illegible] আঘাতে নিহত, অপরজন আহত হইয়াছে।

ঘটনার প্রকাশ, [illegible] গ্রামের চাউলের ব্যাপারী [illegible] নামক ব্যক্তিকে চালানী নৌকাতে ২০০ নগদ টাকা দিয়া মাঝিগণ [illegible] হইতে চাউল খরিদ করিবার জন্য বরিশাল যাইতেছিল। সেখানে [illegible] নামক স্থানে রাত্রি হওয়ায় নৌকা খানা নঙ্গর অবস্থায় রাখা হয়। দুপুর রাত্রিতে প্রায় ১৪ জন ডাকাত আগ্নেয়াস্ত্র, বৈঠা, [illegible] প্রভৃতি লইয়া নৌকা আক্রমণ করে এবং নৌকার মাঝি [illegible] বাধা দিতে গিয়া বন্দুকের গুলীতে নিহত হয়, অপর মাঝি আবদুল গণিও গুলীর আঘাতে আহত হয়। পুলিশ সংবাদ পাইয়া ঘটনাস্থলে গমন করে এবং মাঝি আবদুল [illegible] ব্যক্তির নিকট হইতে জবানবন্দী গ্রহণ করে এবং এই সম্পর্কে জোর তদন্ত চলিতেছে। আরও প্রকাশ যে, দস্যুগণ [illegible] নৌকাতেই [illegible] করে।

হতভাগ্যের দুর্ভাগ্য!

পাঁচতলা হইতে লম্ফপ্রদান

গত ৩রা মে করাচীর উত্তর অঞ্চলের বাগদাদী মহল্লায় একটি শোচনীয় দুর্ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। ফলে জনৈকা [illegible] স্ত্রীলোকের দুই পুত্র মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে।

পুত্রদ্বয়ের মৃত্যুর বিষয় বর্ণনা করিতে গিয়া বৃদ্ধা [illegible] স্ত্রীলোকটি কাঁদিতে কাঁদিতে বলে যে, তাহার পুত্রদ্বয়ের মধ্যে একজন ভাবিয়া (এই লোকটি ইতঃপূর্ব্বে তাহাকে [illegible] করিয়াছিল বলিয়া তাহার সন্দেহ হয়) ফিরিয়া আসিয়াছে শুনিয়া ভয়ে বাড়ীর চারতলা হইতে লম্ফপ্রদান করিয়া নীচে পড়িয়া যায় এবং ইহার অব্যবহিত পরেই তাহার ভ্রাতাও পাঁচতলা হইতে লাফ দিয়া নীচে পড়ে। তাহাদের দুইজনকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। মৃতদেহ দুইটি এরূপভাবে ছিন্নভিন্ন হইয়া গিয়াছিল যে তাহা চিনিবার উপায় ছিল না।

সহরের বাগদাদী মহল্লায় জনৈক মুসলমান [illegible] ঐ দিন মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। এরূপ প্রকাশ যে, যে স্ত্রীলোকটি [illegible] দিয়াছে, তাহার স্বামীকে উক্ত স্ত্রীলোকটিকে নিষ্ঠুরভাবে মারপিট করার অভিযোগে পুলিশ গ্রেপ্তার করিয়াছে। প্রকাশ যে উক্ত স্ত্রীলোকটিকে একটী হাতুড়ী দ্বারা প্রহার করে ফলে স্ত্রীলোকটির মৃত্যু হয়।

বিমান নিরুদ্দেশ

বড় বড় সরকারী কর্ম্মচারী বহনে লইয়া [illegible] ভাবে যাতায়াত করিবার জন্য [illegible] সরকারের কতিপয় বিমানপোত আছে। এইরূপ একখানি বিমানপোত গত ৩০শে এপ্রিল তারিখে [illegible] বিমানঘাঁটী হইতে রেঙ্গুন অভিমুখে যাত্রা করে। এই বিমানপোতের মধ্যে সরকারী কর্ম্মচারী, তাহার পত্নী এবং শিশু সন্তান আছেন। জাপান গবর্ণমেন্ট প্রকাশ করিয়াছেন যে, এই বিমানপোতখানিকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। [illegible] [illegible] ও [illegible] খোঁজ করা হইয়াছিল, কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোন সন্ধান [illegible]।

গ্রাম্য-জাল জুয়াচুরি

লাহোর জেলার একটী গ্রাম হইতে এক অভিনব প্রতারণার সংবাদ আসিয়াছে।

গোয়েন্দা সব-ইন্সপেক্টর ও গোয়েন্দা কনেষ্টবল পরিচয় দিয়া দুই ব্যক্তি [illegible] নামক এক জাঠের গৃহে লোককে পুলিশ বিভাগে প্রবেশ করাইবার জন্য ঐ জাল গোয়েন্দা কর্ম্মচারীদ্বয়কে অনুরোধ করেন। [illegible] আশ্বাস দিয়া লোক দুইটি চলিয়া যায়। কিছুদিন পরে তাহারা পুনরায় ঐ গ্রামে আসিয়া [illegible] লোককে [illegible] লইয়া যায়। [illegible] কিছু দিন কাটাইয়া প্রতারকেরা জনৈক পুলিশ কর্ম্মচারীকে 'ডালি' দিবার জন্য ২৫ টাকা চাহিয়া পাঠাইলে ছেলেটিকে তাহার পিতামাতার নিকট পাঠাইয়া দেয়। ঐ টাকা পাইয়া কিছুদিন বাদে বড় সাহেবকে খুসী করিবার জন্য ৪০০ টাকার প্রয়োজন এই কথা বলিয়া ছেলেটিকে আবার তাহার পিতামাতার নিকট পাঠাইয়া দেয়। এবার [illegible] ৩০০ টাকা পাঠাইয়া দেয়। লাহোরে কিছুকাল কাটাইবার পর ছেলেটীর মনে সন্দেহ জাগিল [illegible] সে তখন পুলিশে সংবাদ দেয়। পুলিশ একটী খানা তল্লাস করিয়া এই সম্পর্কে দুই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

[ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

[illegible] কলেজের [illegible] প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় [illegible] শ্রীপাদ [illegible] ভক্তিসিদ্ধান্ত [illegible] [illegible] এবং [illegible] প্রভুপাদ [illegible] অনুভাষ্য [illegible] এবং [illegible] জীবনচরিত-সহ [illegible] [illegible] আত্মীয় [illegible] চিত্র-সম্বলিত। [illegible] শ্রীধামমায়াপুর প্রচারিত। [illegible] আলোচনা [illegible] শ্রীমদ্ভা- [illegible] গোস্বামী [illegible] (Foreward) [illegible] (Prefaces), [illegible] (Contents) [illegible] [illegible] (Index Glossary) [illegible] প্রকাশিত হইয়াছে। [illegible]—১৫, [illegible] টাকা। প্রাপ্তিস্থান—[illegible] গৌড়ীয়মঠ, [illegible], [illegible]: শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—

[illegible] ইংরেজী পাক্ষিক পত্রি [illegible] প্রকাশিত হয়। [illegible] টাকা [illegible] কলিকাতা বাগবাজার গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

২। গৌড়ীয় [illegible] শ্রীপাদ [illegible] বিদ্যাবিনোদ [illegible] সম্পাদিত [illegible] সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক মূল্য ৩৲, বাৎসরিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত - [illegible] সাপ্তাহিক পত্রিক [illegible] বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমদ্ [illegible] হইতে প্রকাশিত, [illegible] মূল্য ১।০

৪। সজ্জনতোষণী—শ্রীযুক্ত [illegible] সম্পাদিত [illegible] পাক্ষিক। [illegible] শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক মূল্য ১।০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—[illegible] বিদ্যারত্ন সেবাতীর্থ বি-এস, বি-টি. সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া [illegible] হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। বার্ষিক মূল্য ১।০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

[illegible] শ্লোক [illegible] এবং [illegible] বর্ত্তমান-যুগে শুদ্ধভক্তিপ্রচারের [illegible] মহাপুরুষ শ্রীল [illegible] ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল [illegible] গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সম্বলিত হইয়াছে। [illegible] ছাপা। [illegible] সাইজের আকারে ১০২৮ পৃষ্ঠায় [illegible] সম্পূর্ণ হইয়াছে। [illegible] ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোক সূচী, পদ্যসূচী, গ্রন্থসূচী, [illegible], বিষয়সূচী, [illegible] প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী-পত্র। এরূপ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অপূর্ব্ব [illegible] [illegible] কোথাও [illegible] প্রকাশিত হয় নাই, [illegible] পাঠক-পাঠিকা একবারেই [illegible] পাইবেন। জনসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান —শ্রীচৈতন্যমঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সান্নিকটে। বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ায় প্রশংসা পাইয়াছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের জন্য বিশেষ সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ [illegible] মনস্বী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

তারা

আমাদের বিশেষত্ব

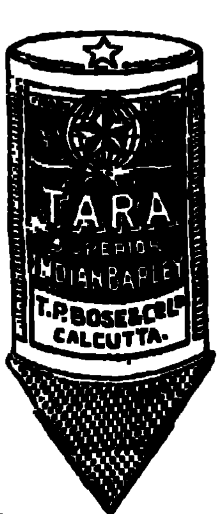

আমাদের এই তারা বার্লী আধুনিক উন্নত বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুযায়ী মেসিনে এবং সেই শক্তিবান বার্লী বিশেষজ্ঞ শ্রীযুক্ত টি. পি. বসুমহাশয়ের চাক্ষুষ ও সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধানতায় প্রস্তুত। ইহারই একমাত্র বিজ্ঞ কর্ম্ম দক্ষতায় একদিন এসিয়া মহাদেশের সুপ্রসিদ্ধ বিস্কুট ও বার্লী প্রস্তুত কারক স্বনামধন্য স্বর্গীয় (শ্রীযুক্ত) কে. সি. বসু মহাশয় বিস্কুট ও বার্লী প্রচলন করিয়া জগতে আদর্শ স্থানীয় হইয়া ছিলেন। এই ব্যবসায় ইহার অভিজ্ঞতা ১৬ বৎসরের ও অধিক কালের। ইহা হস্ত পৃষ্ঠ নহে।

টি, পি, বসু এণ্ড কোম্পানী লিঃ

তারা ভিটামিনযুক্ত ফ্যাক্টরী

পোঃ বাগবাজার কলিকাতা

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—২৬	১০—৩১,	১৩—১২	১৭—৩৮,	১৯—৭৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৬,	১১—৩	১৪—০	১৮—৯,	২০—০৫
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৫৩,	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—১২

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

শনিবার অন্যান্যদিন

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-১৫	১২-১০	১২-৩৩	১৫-২৪	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩০	১২-১১	১২-৪২	১৫-৪২	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২০	১০-৬	১২-৫১	১৩-১২	১৬-১১	১৯-১১

সচিত্র

নবদ্বীপ প[illegible]

ভিক্ষা—মাত্র ।৵০

প্রাপ্তি স্থান—[illegible] গৌড়[illegible]

পোঃ বাগবাজার [illegible]

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৯ম বর্ষ | ১৯ মধুসূদন গৌরাব্দ ৪৪৯, ২৪শে বৈশাখ বঙ্গাব্দ ১৩৪২, ৭ই মে ইং ১৯৩৫ মঙ্গলবার | ৫৬ তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

রেঙ্গুনে

পাঠকগণ অবগত আছেন, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ ও অন্য ব্রহ্মচারিগণ গত ২৮শে এপ্রিল কলিকাতা গৌড়ীয়মঠ হইতে 'বর্ম্মা' নামক জাহাজে ব্রহ্মদেশে প্রচারার্থ যাত্রা করিয়াছেন। রেঙ্গুন হইতে ২রা মে তারিখের বিমান-ডাকের পত্রে প্রকাশ, স্বামীজী ও তাঁহার সঙ্গিগণ গত ৩০শে এপ্রিল মঙ্গলবার বেলা ১১-৩০ মিনিটের সময় তথায় পৌঁছিয়াছেন। তাঁহাদের রেঙ্গুন-বিজয়-বার্ত্তা অবগত হইয়া ব্রহ্মদেশের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহাশয়ের পার্শ্বন্যাল এসিষ্টেন্ট মিঃ ডি, আর, ডি, শর্ম্মা মহোদয় ষ্টেশনে স্বামীজীর অভ্যর্থনার বন্দোবস্ত করেন। তাঁহার সুব্যবস্থায় কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তি স্বামীজীকে অভ্যর্থনা করিয়া মোটরযোগে 'ডালহাউসী' ষ্ট্রীটস্থ মিঃ পি, আই, সেটী নামক সুপ্রসিদ্ধ জুয়েলারের প্রাসাদোপম এক গৃহে লইয়া যান এবং তথায় তাঁহার বাসস্থান প্রদান করেন। স্বামীজী উক্ত স্থানে সমাগত প্রত্যহ জনগণের নিকট মহাপ্রভুর অমূল্য উপদেশবাণী কীর্ত্তন করিতেছেন। তদ্ব্যতীত সহরের বিভিন্ন স্থানে পাঠ, কীর্ত্তন, বক্তৃতা প্রভৃতির সাহায্যেও শুদ্ধভক্তিধর্ম্মের কথা প্রচারিত হইতেছে। রেঙ্গুনে প্রচারের পর ব্রহ্মদেশের অন্যান্য স্থানেও স্বামীজী প্রচারে যাইবেন।

আসামে

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ আসাম গৌড়ীয়মঠে অবস্থান করিয়া আসামের মহানগরীর বিভিন্ন স্থানে হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন। তাঁহার সুবিচারপূর্ণ ও শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তসম্বলিত বাণী এবং শ্রীপাদ কৃষ্ণানন্দ ব্রজবাসী ভক্তিবিকাশ মহোদয়ের সুমধুর কীর্ত্তন আসামবাসিগণের চিত্ত বিশেষ রূপে আকৃষ্ট করিয়াছে।

ইংলণ্ডে

শ্রীপাদ সাম্বানন্দ ব্রহ্মচারী-বিশারদ এম এ, বর্ত্তমানে লণ্ডন গৌড়ীয়মঠে অবস্থান করিয়া প্রত্যহ জনগণের নিকট মহাপ্রভুর বাণী কীর্ত্তন করিতেছেন। তিনি 'ভাগবত ধর্ম্ম' সম্বন্ধে একটী গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী ভক্তিকোবিদ মহাশয়ও লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠে অবস্থান করিয়া প্রচারকার্য্যে সহায়তা করিতেছেন।

রাসবিহারী মঠ

পাঠকগণ অবগত আছেন, শ্রীযুক্ত রাসবিহারী দাস অধিকারী ভক্তিভূষণ মহোদয়ের অর্থব্যয়ে শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীবাস-অঙ্গনে একটী ধর্ম্মশালা নির্ম্মিত হইয়াছে। ভক্তিভূষণ মহাশয়ের গৃহ—খুলনা জেলার অন্তর্গত কলারোয়া গ্রামে কোলদ্বীপে (বর্ত্তমান সহর নবদ্বীপে) তাঁহার একটী বাড়ী আছে। রাসবিহারী বাবু সমগ্র বঙ্গপুত্র বলিলে শুধু স্বীয় গ্রামে নহে, সমগ্র খুলনা জেলায়ই প্রসিদ্ধ। আবার শুধু অর্থসম্পন্ন ব্যক্তি বলিয়াই যে ভক্তিভূষণ মহাশয়ের খ্যাতি, তাহা নহে; ধনাঢ্যগণের সাধারণতঃ যে-সকল অভাব লক্ষিত হয়, তাহাও তাঁহাতে পূর্ণমাত্রায় বিরাজিত। রাসবিহারী বাবুর চরিত্র-সৌন্দর্য্য ও ধর্ম্ম-পরায়ণতা খুলনা-জেলাবাসিগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। তাঁহার অনুজ শ্রীযুক্ত বঙ্কবিহারী দাস অধিকারী মহাশয়ও অগ্রজের পরমার্থ-প্রচেষ্টার অনুগামী। তাঁহাদের অর্থব্যয়ে তাঁহাদের গ্রামে শ্রীচৈতন্যমঠের শাখা শ্রীরাসবিহারী মঠের মন্দিরাদি নির্ম্মিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত শ্রীরাসবিহারী ভক্তিভূষণ মহাশয় শ্রীচৈতন্যমঠের কোলদ্বীপ-শাখা শ্রীরাসবিহারী-মঠ-স্থাপনের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন। তাঁহার এই সঙ্কল্প সর্ব্বতোভাবে প্রশংসনীয়। কারণ বর্ত্তমানে কোলদ্বীপে শুদ্ধভক্তি-প্রচারের কোনই কেন্দ্র নাই। অথচ এই স্থানে সহস্র সহস্র যাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত নবদ্বীপ পরিক্রমার যাত্রিগণ কোলদ্বীপ-পরিক্রমার দিবস এই স্থানে উপযুক্ত স্থান না পাইয়া ঋতুদ্বীপে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীঅঙ্গনে গমন করিতে বাধ্য হন। তাহাতে তাঁহাদের পথশ্রান্তি বেশী মাত্রায় হইয়া থাকে। শ্রীশ্রীরাসবিহারী-মঠ স্থাপিত হইলে যাত্রিগণ এই স্থানেই যাত্রিবাসের সুবিধা পাইবেন। সুতরাং শ্রীপাদ ভক্তিভূষণ মহাশয় যাহাতে অতি সত্বর তাঁহার সাধুসঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করেন, তজ্জন্য আমরা প্রার্থনা জ্ঞাপন করিতেছি। আমাদের বিশ্বাস, আগামী পরিক্রমার সময় যাত্রিগণ যাহাতে শ্রীরাস-বিহারী মঠে অবস্থানের সুযোগ পান, তজ্জন্য ভক্তিভূষণ মহাশয় আপ্রাণ চেষ্টা করিবেন।

পাবনা গৌড়ীয় মঠ

পাবনা গৌড়ীয়মঠে প্রত্যহ পাঠ-কীর্ত্তন হইতেছে। মঠরক্ষক-স্বামী ত্রিবিক্রম বিষ্ণু উপদেশক-পাঠসহ সভায় অবস্থান পূর্ব্বক স্বীয় অমায়িক-সরলতার গুণের প্রতি জন-সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারের পূর্ব্বে অতি অল্প ব্যক্তিই এই সম্বাদ রাখিতেন।

যোগপীঠে

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ বর্ত্তমানে শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীযোগপীঠে (মহাপ্রভুর জন্মগৃহে) অবস্থান পূর্ব্বক সমাগত যাত্রিগণের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন; তদ্ব্যতীত তিনি সন্ধ্যা-রাত্রিকের পর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন।

শ্রীচৈতন্য মঠে

শ্রীচৈতন্যমঠে প্রাতে শ্রীচৈতন্যভাগবত এবং সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা হইয়া থাকে। প্রাতে উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী কাব্য-পুরাণ-তীর্থ, কাব্যবিনোদ ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় পাঠ ও কীর্ত্তন করেন।

এলাহাবাদে

এলাহাবাদ ১।৫।৩৫

গত ২৮শে এপ্রিল সন্ধ্যা ৬ ঘটিকার সময় এলাহাবাদ সিভিল লাইনবাসী স্বনামধন্য পরলোকগত ডাঃ এ,সি,ব্যানার্জ্জির ভক্তিমতী সহধর্ম্মিণী শ্রীযুক্তা ক্ষীরোদা দেবী ও তাঁহার ভক্তিমান্ পুত্র ডাক্তার শ্রীপরাশর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ-ভবনে আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহারা শ্রীবিগ্রহ-দর্শন করিয়া এবং মঠসেবকগণের নিকট হরিকথা ও মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া অতিশয় আনন্দিত হইয়াছেন। ভক্তিমতী মাতা ঠাকুরাণী বৈশাখ মাসে শ্রীমঠসেবার জন্য ৩০০ তিন শত টাকা দান করিয়াছেন। তাঁহাদের শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবায় আগ্রহের কথা শুনিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৮ বৎসরের ভাদ্র সংখ্যায় ৪৪৯

ফলভক্তি ও উপায়ভক্তি

রাগ বা ভক্তি জীবের স্বাভাবিকী বৃত্তি। যাঁহারা এই কৃষ্ণানুরাগরূপ ধনে ধনী, তাঁহারা রাগানুগ ভক্ত বলিয়া কথিত। যাঁহারা কৃষ্ণপাদপদ্মে রাগাত্মিকা ভক্তগণের সেবাসৌষ্ঠব ও সেবাচাতুর্য্য দর্শন করিয়া তাহাতে লোলুপ হন সেই রাগানুগ ভক্তগণ ব্রজজনের আনুগত্যে সাধকরূপে বাহ্যে কীর্ত্তনাদি-ভক্ত্যঙ্গমুখে এবং সিদ্ধস্বরূপে নিজাভীষ্টসেবোপযোগী মানস-দেহে নিরন্তর ভজনানন্দে অভিভূত সে। তাঁহারা থাকেন শুদ্ধ রাগানুগগণের প্রকৃতি বা লক্ষণ। জীব মুক্ত ও বদ্ধ ভেদে দুই প্রকার বলিয়া জীবের অবস্থাভেদে ভক্তিও দুই প্রকার। এই দুই প্রকার ভক্তির নাম—ফলভক্তি ও উপায়ভক্তি। 'মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে'—এই প্রকার মুক্তাবস্থার ভক্তি স্বতঃসিদ্ধ; অতএব তাহার কোন বিশেষণ নাই। তজ্জন্য ফলরূপ বিশেষণ তৎপ্রতি প্রয়োগ করা বিফল, এরূপ সন্দেহ হইতে পারে; কিন্তু বদ্ধ জীবেরা যখন ভক্তিবৃত্তির বিষয় আলোচনা করিবে তখন কোন এক বিশেষণের দ্বারা মুক্তাবস্থার ভক্তিকে বুঝাইবার চেষ্টা না করিলে তাহার প্রকৃত বিচার হইতে পারে না; এইজন্য মহাজনগণ ভক্তিকে ফলভক্তি এবং সাধনকে উপায়ভক্তি বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন।

বহির্মুখ বদ্ধ জীবগণের হৃদয়ে রাগ বা ভক্তি নাই। সুতরাং সাধনভক্তি দ্বারা পরা ভক্তি বা ভাবভক্তি হৃদয়ে প্রকট করাইবার কথা শাস্ত্রে লিখিত হইয়াছে। ভাবের সহিত তত্ত্ববিচার থাকিলে অর্থাৎ সম্বন্ধজ্ঞান থাকিলে তদ্দ্বারা ভগবদ্ধাম-প্রবেশের সুযোগ হয়—প্রেমরূপা বিশুদ্ধা ভক্তি লাভ হয়। কিন্তু উপায়ভক্তি যদি নৈষ্ঠিকী ও অহৈতুকী না হয় তাহা হইলে নিরবচ্ছিন্ন ফলভক্তি-লাভ জীবের ভাগ্যে ঘটে না। শাস্ত্রে সুদৃঢ় বিশ্বাসের অভাব হইলে অধোক্ষজ বস্তু হৃদয়ে প্রকাশিত হয় না। সৌভাগ্যক্রমে যদি কেহ স্বতঃসিদ্ধ বিশ্বাসমাত্রে অধিকারী হন তাহা হইলে ফলভক্তির বা শুদ্ধা ভক্তির আভাস মাত্র বদ্ধজীবের পক্ষে সম্ভব হয়। সুতরাং বিশ্বাসস্থাপনের পূর্ব্বে যে কি অবস্থা তাহা সহজেই অনুমেয়। এই স্বতঃসিদ্ধ বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়া অর্থাৎ শুদ্ধবৈষ্ণবের বিশ্রম্ভ-সেবা করিতে করিতে যখন জীব নিষ্ঠাযুক্ত ও নিঃসন্দিগ্ধ হন তখন তিনি বুঝিতে পারেন যে, ফলভক্তি অদ্বিতীয় অর্থাৎ তাহার কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নাই, বিশুদ্ধ রাগমাত্রই তাহার স্বরূপ। তাই ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলেন

সম্মতং ভক্তিবিজ্ঞানাং ভক্ত্যঙ্গত্বং ন কর্ম্মণাম্।
জ্ঞানবৈরাগ্যয়োর্ভক্তিপ্রবেশায়োপযোগিতা
ঈষৎ প্রথমমেবেতি নাঙ্গত্বমুচিতং তয়োঃ॥
যদুভে চিত্তকাঠিন্যহেতূ প্রায়ঃ সতাং মতে।
সুকুমারস্বভাবেয়ং ভক্তিস্তদ্ধেতুরীরিতা॥

মুক্তজীবের স্বরূপই জ্ঞান এবং প্রবৃত্তিই রাগরূপা ভক্তি; সুতরাং জ্ঞান ভক্তির অঙ্গ হইতে পারে না। জ্ঞান আধার আর ভক্তি আধেয়। অতএব আধার আধেয়ের অঙ্গ নহে। রাগাভাবই বৈরাগ্য শব্দের নির্দ্দেশক; অতএব অভাবরূপ বৈরাগ্যকে কখনই রাগ-রূপা ভক্তির অঙ্গ বলা যায় না। ফলে আসক্তিশূন্যতাই বৈরাগ্য। পরমেশ্বরানুরাগ হইলেই অন্যানুরাগ আপনা হইতে তিরোহিত হয়। প্রদীপ থাকিলে তাহার পশ্চাতে ছায়া যেরূপ অবশ্যই থাকে তদ্রূপ ভক্তি থাকিলে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ বৈরাগ্য না থাকিয়া পারে না; কিন্তু বিরোধিতামূলক বৈরাগ্য ভক্তির অঙ্গ বলিয়া কথিত হয় না। ছায়া যেরূপ প্রদীপের অঙ্গ নহে অনুগামী মাত্র, রাগাভাবরূপ বৈরাগ্যও তদ্রূপ ভাবভক্তি রাগের সহচর মাত্র। সুতরাং ভক্তির সহিত জ্ঞান বৈরাগ্য সতত থাকিলেও তাহারা ভক্তির অঙ্গ নহে। আমরা যদি জ্ঞান ও বৈরাগ্যকে ভক্তির অঙ্গ স্বীকার না করিয়া সেবাকে ভক্তির অঙ্গ মনে করি, তাহাও যুক্তিসঙ্গত নহে। রাগ-রূপা ভক্তি স্বয়ং স্বরূপশক্তি হইয়া ক্রিয়ারূপা। কৃষ্ণানুশীলনই একমাত্র ক্রীড়া, ইহাকেই মুক্তাবস্থার সেবা বলা হয়; অতএব ভক্তি স্বয়ংই সেবা, এজন্য সেবাকে স্বতন্ত্র করিয়া ভক্তির অঙ্গ বলা অসঙ্গত। যদি অনুশীলনকে [যাহা বদ্ধাবস্থায় শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণরূপে পরিণত হয়] ভক্তির অঙ্গ বলা যায় তাহা হইলেও ভুল করা হইবে। কারণ, রাগ অনুষ্ঠানের সিদ্ধাবস্থা বলিয়া অনুষ্ঠানকে তাহার অঙ্গ বলা যায় না। তাই শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

"যদনুধ্যাসিনা যুক্তাঃ কর্ম্মগ্রন্থিনিবন্ধনম্।
ছিন্দন্তি কোবিদাস্তস্য কো ন কুর্য্যাৎ
কথারতিম্॥"

আমরা অনেক সময় সৎসঙ্গকে ভক্তির অঙ্গ বলিয়া মনে করি, তাহাও অসঙ্গত; কারণ বদ্ধাবস্থায় সৎসঙ্গ কেবল ভক্তিবিষয়ে রুচি-উৎপাদক—ভক্তির অঙ্গ নহে। তাই শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

শুশ্রূষোঃ শ্রদ্দধানস্য বাসুদেব-কথা-রুচিঃ।
স্যান্মহৎসেবয়া বিপ্রাঃ পুণ্যতীর্থ-নিষেবণাৎ॥

[হে বিপ্রগণ! ভগবদ্ধাম-সেবা-ফলে দৈবাৎ সুকৃতিক্রমে ভগবৎকৃপাকলিত মহৎ-সেবা হয়। সেই মহতের সেবা-ফলে শ্রদ্ধাযুক্ত ব্যক্তির বাসুদেব-সেবায় রুচি উৎপন্ন হয়।]

বদ্ধজীবের পক্ষে ফলভক্তি অর্থাৎ কৃষ্ণ-অনুরাগ অসম্ভব বলিয়া তাহাদের পক্ষে প্রথমমুখে উপায়-ভক্তিই অবলম্বনীয়। এই উপায়-ভক্তির চৌষট্টি অঙ্গ—পঞ্চমুখ্যাঙ্গ ও প্রত্যাহার। চিদানন্দ জীবের পক্ষে সমস্ত শীঘ্রই আনন্দরূপা বৃত্তির সংস্কার এবং প্রত্যাহারই চেতনরূপ স্বরূপের সংস্কার বলিয়া স্বীকৃত। বৈকুণ্ঠধাম হইতে পতিত জীবের বহির্মুখতা। অতএব ক্রমশঃ পুনরাগমন চেষ্টাই প্রত্যাহার- হেতু মহাজনোপদেশ। সুতরাং জীবমাত্রেরই প্রত্যাহারমুখে পরানুশীলন করাই কর্ত্তব্য। কিন্তু কেহ যদি এই উপদেশের প্রতি উদাসীনতা দেখান—কেবলমাত্র ভাবভক্তির আলোচনা করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের প্রতি মনোযোগ না থাকা হেতু উক্ত অনুষ্ঠানের প্রাচুর্য্য অনুরাগের আশা থাকে না। তাই শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে বলিয়াছেন—

কুতুকৌতূহলবতী চঞ্চলা দুঃখকারিণী।
[illegible]

অনুষ্ঠানের সহিত রাগানুশীলন না করিলে ছায়ানুশীলন হইয়া থাকে অর্থাৎ পরমেশ্বরে রাগ বা ভক্তির উদয় হয় না। যদিও অনুষ্ঠানের কোনটি অঙ্গ দেখা যায় না, তথাপি অন্তরঙ্গ রাগের উদ্দীপনা চেষ্টাই পরানুশীলন এবং তাহার পক্ষে যে অন্তর বিক্ষেপরূপ প্রতিবন্ধক আছে তাহার নিবারণের নামই প্রত্যাহার। বহিরঙ্গ প্রতিবন্ধক নিবারণকার্য্যে সক্ষম না হইলে রাগের উদয়ের সম্ভাবনা নাই—ভক্তি-লাভের আশা নাই। সুতরাং সাধকগণ এরূপ সিদ্ধান্তে সাবধান হইয়া সাধনপথে অগ্রসর হইলে ভক্তি উন্নতি সম্ভবপর; নচেৎ কোটি-কণ্টকময় ভক্তিপথে অগ্রসর হওয়া বড়ই কঠিন ও দুরূহ ব্যাপার। বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ এই সব কথা বুঝিয়া ভজনপথে অগ্রসর হইবেন, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

"সরস্বতী

[বৈষ্ণব-পত্র

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরকে যাহা যে-রূপে তাঁহার অনেক ভক্তগণ উপলব্ধি করিয়াছেন, তাহা এক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ভিক্ষা ৩৲ টাকা মাত্র প্রাপ্তি। স্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার কলিকাতা।

নামাভাস-তত্ত্ব

—:০:—

শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজের বক্তৃতা

[শ্রীপাদ সত্যানন্দ বনবিহারী-সংগৃহীত ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজের মৈমনসিংহ শ্রীজগন্নাথ-গৌড়ীয়-মঠে প্রদত্ত বক্তৃতার মর্ম্ম]

বাস্তবসত্য কথা নিরপেক্ষভাবে চিরকাল প্রচার্য্য। সর্ব্বযুগে, সর্ব্বকালে সত্যের সমাদর পরিদৃষ্ট হয়। সত্যকথা অপ্রিয় হইলেও বক্তব্য ও শ্রোতব্য। অদ্যকার বক্তব্য বিষয়—শ্রীনাম-মাহাত্ম্য। নামাশ্রয়েই জীবের চরম কল্যাণ লাভ হয় সত্য, কিন্তু যদি সেই নাম দেহ, দ্রবিণ জনতা, লোভ, পাষণ্ডতা-রূপ অপরাধ মধ্যে পতিত হয় তবে শীঘ্র ফলপ্রদ হয় না। নামাপরাধ-নিবৃত্তির উপায়াবলম্বন ব্যতীত চিরকাল নামগ্রহণেও প্রেমলাভ হয় না।

"কোটী জন্ম করে যদি নাম-সংকীর্ত্তন।
তবু ত না মিলে কৃষ্ণপদে প্রেমধন॥"

হরিনাম বৈকুণ্ঠনাম—বৈকুণ্ঠে উদিত আছেন। আত্মাও বৈকুণ্ঠবস্তু। মুক্তকুলোপাস্য শ্রীহরিনাম মুক্ত আত্মাই গ্রহণ করিবেন। শ্রীরূপগোস্বামী প্রভু তাঁহার নামাষ্টকের "মুক্তকুলৈরুপাস্যমানম্" এই প্রথম শ্লোকটী কীর্ত্তন করিয়া শ্রীনামকে সম্বোধন করিয়াছেন। সেই মুক্তকুলের আনুগত্যেই হরিনাম কীর্ত্তনীয়। নামাভাসেই মুক্তি-লাভ হয়। অজামিল তাহার দৃষ্টান্ত। ইহা বিশেষরূপে জানা আবশ্যক যে, সম্বন্ধ-জ্ঞানোদয়ের পূর্ব্বে হরিনাম হয় না। ভগবানের সহিত আত্মার সম্বন্ধজ্ঞান উদ্বুদ্ধ হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কখনই শুদ্ধ নাম হয় না। সুতরাং তৎফল প্রেমও হয় না এবং বিনা প্রেমে ভগবানকে পাওয়া যায় না—তুলসীদাসের দোঁহাবলীতেও একথা সুস্পষ্টরূপে বলা হইয়াছে। আলোচিত-শ্রীভিত্তিমূলে উচ্চারিত নাম নিষ্ফল। উচ্চ "রাম রাম" শব্দে ঠাকুরবাড়ির প্রবেশ ভক্তের জীব চিত্তবৃত্তি চরিতার্থ করে। নামমাহাত্ম্য-প্রসঙ্গে অজামিলের উপাখ্যান আলোচিত হওয়া আবশ্যক। কান্যকুব্জ-দেশীয়, ব্রাহ্মণবংশোদ্ভূত অজামিল কৈবর্ত্ত ভ্রষ্টা নারীর সংসর্গে দূষিতচিত্ত হইয়া সদাচার ভ্রষ্ট পাপ-জীবন অতিবাহিত করিতে করিতে মৃত্যুর প্রাক্কালে জীবন-হরণ যমদূতগণের আগমনে আকস্মিক বিপদে সন্ত্রস্ত ও আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া স্বীয় প্রিয় পুত্র নারায়ণকে উচ্চৈঃস্বরে "নারায়ণ" "নারায়ণ" বলিয়া আহ্বান করিয়াও আসন্ন বিপদ্ হইতে উদ্ধারলাভে অসমর্থ হইয়া অবশেষে পূর্ব্বস্মৃতিবশতঃ বিপদ্ভঞ্জন মধুসূদনের কথা মনে করিয়া শ্রীনারায়ণ স্মরণ করিলেন। মৃত্যু

অন্তর্দ্ধেই তাঁহার রক্ষার জন্য সমাগত বিষ্ণুদূত চতুষ্টয়কে দেখিতে পাইলেন। বিষ্ণুদূতগণের আবির্ভাবে যমদূতগণ পৃষ্ঠভঙ্গ দিতে বাধ্য হইল। বিষ্ণুদূতগণ বলিলেন, একমাত্র নামাভাসের ফলেই অজামিলের পূর্ব্বকৃত সমস্ত পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইয়া গিয়াছে—কাজেই তাঁহার উপর যমদূতগণের কোন অধিকার নাই। একমাত্র বিষ্ণুনামোচ্চারণই সমস্ত পাপের সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রায়শ্চিত্ত। পাপী হরিনামফলে যেরূপ শুদ্ধ হয়, চান্দ্রায়ণাদি কর্ম্মকাণ্ডীয় প্রায়শ্চিত্ত বা যম নিয়মাদি জ্ঞানকাণ্ডীয় প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা তাদৃশ হয় না। কারণ হরিনামবৎ ঐরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিলেও মন পুনরায় অসৎপথে ধাবিত হয়। অগ্নিদ্বারা দগ্ধ হইলেও যেমন বৃষ্টিপাতে বেণুবনের পুনরুদ্গম হয়, কর্ম্ম ও জ্ঞানকাণ্ডীয় প্রায়শ্চিত্তের পরও সেইরূপ পাপবাসনার পুনরুদ্ভব হয়। বেনরাজের বিশ্বামিত্রের পতনের দৃষ্টান্ত জ্ঞানকাণ্ডীয় প্রায়শ্চিত্তের নিষ্ফলতার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। অতএব যাঁহারা একেবারে পাপকর্ম্ম, পাপবাসনা ও পাপবীজ সমূলে উৎপাটিত করিতে চাহেন, তাঁহাদের পক্ষে ভগবন্নামোচ্চারণই উত্তম প্রায়শ্চিত্ত। সঙ্কেতেই হউক, পরিহাসেই হউক বা অবজ্ঞাভরেই হউক ভগবান্ নারায়ণের নামগ্রহণ করিলেই সকল পাপ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

"সাঙ্কেত্যং পারিহাস্যং বা স্তোভং হেলনমেব বা।
বৈকুণ্ঠনামগ্রহণমশেষাঘহরং বিদুঃ॥"

সাধুসঙ্গ ও সাধুর আনুগত্যেই ভগবান্নামকীর্ত্তিত হয়।

"সাধুসঙ্গে কৃষ্ণনাম এইমাত্র চাই।
সংসার জিনিতে আর অন্য বস্তু নাই"।

বিধি পূর্ব্বোক্ত অজামিলের সঙ্গে সঙ্গে পাপের স্বরূপ প্রদর্শন করেন, তিনিই সাধু। সাধুসঙ্গেই জানিতে পারা যায় যে, গঙ্গাস্নান, তীর্থপর্য্যটনাদি কর্ম্মকাণ্ডীয় প্রায়শ্চিত্ত হরিনামবৎ নিরর্থক। তদ্দ্বারা কর্ম্মের মূলোচ্ছেদ হয় না। অবিদ্যা বা বহির্ম্মুখতা থাকা পর্য্যন্ত প্রায়শ্চিত্তান্তেও পুনঃ পুনঃ পাপকর্ম্ম কৃত হয়। জীব যে পর্য্যন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত থাকিবে, ততকাল পর্য্যন্ত কায়িক, বাচিক ও মানসিক পাপের হস্ত হইতে নিস্তার পাইবে না। অন্ধকার অস্ত্রদ্বারা যেরূপ কর্ত্তন বিচ্ছেদ করা যায় না, কর্ম্মদ্বারাও সেইরূপ কর্ম্মের বিনাশসাধন হয় না। ভগবজ্জ্ঞান ও আত্মদর্শন লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত নিষ্কৃতি নাই। তজ্জন্য হরিনাম-রূপ মহৌষধ ও মহাপ্রসাদরূপ সুপথ্য গ্রহণ আবশ্যক। নিয়মপূর্ব্বক ও অপরাধশূন্য হইয়া নামসংকীর্ত্তনে চরমফল কৃষ্ণপ্রেম লাভ হয়। হরিনামকে শব্দমাত্র মনে করিতে হইবে না। উহা সাক্ষাৎ চেতনময় সাক্ষাৎ ভগবান্। হরিনাম-

সপ্তম আলবর্

—:০:—

'বিষ্ণুচিত্ত'

দক্ষিণ-মথুরা লোকে ডাকিত যাহারে,
তার সন্নিকটে এক সুন্দর নগর;
শ্রীবিল্লিপুত্তূর গ্রামে ব্রাহ্মণের ঘরে।
প্রকটিত বিষ্ণুচিত্ত সপ্তম আলবর্।
ষষ্ঠাধিক চত্বারিংশ কলি গতাব্দেতে,
সুনৃপ ও পঞ্চাবেরী কালের আশ্রয়;
অবতীর্ণ জ্যৈষ্ঠমাসে স্বাতী নক্ষত্রেতে,
গোরুড়-আল্বর্ নামে খ্যাত বিশ্বময়।

যাহাকে যে শরণাগত মনে করে, সে নারকী।
"হরের্নাম্নি যস্ত্র সকল কলুষতে শব্দসামান্যবুদ্ধিঃ বিষ্ণৌ সর্ব্বেশ্বরেশে তদিতর সমধীর্যস্য বা নারকী সঃ॥" ভক্তিপথের যাত্রা নামাশ্রয়ের ফলে সূর্য্যোদয়ে অন্ধকারবৎ পাপ সমূলে তিরোহিত হয়।

শরণাগতি ও ভগবদ্ভক্তের সেবাসহকারে নামাশ্রয়ে পাপ, পাপবীজ ও পাপবাসনা সমূলে নষ্ট হয়। সাধুসেবা করিতে হইলেই সাধুসঙ্গ অনিবার্য্য। সাধুসঙ্গ অর্থে সাধুর সমাপ্ত আনুগত্য বুঝিতে হইবে। সম্পূর্ণ সরলতাসহকারে শরণাগত না হইলে সাধুর কৃপা লাভ করা যায় না।

যেষাং স এষ ভগবান্ দয়য়েদনন্তঃ
সর্ব্বাত্মনাশ্রিতপদো যদি নির্ব্ব্যলীকম্।
তে দুস্তরামতিতরন্তি চ দেবমায়াং
নৈষাং মমাহমিতি-ধীঃ শ্বশৃগালভক্ষ্যে॥
(ভাঃ ২।৭।৪২)

শ্রীভগবানের চরণে নিষ্কপট সর্ব্বাত্মনিবেদন না হইলে দুস্তর মায়ার হস্ত হইতে নিস্তার পাওয়া যায় না। এই কথা দ্রৌপদীর বিপদময় জীবনে স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইয়াছিল। কৌরব-সভায় দুরাত্মা দুঃশাসন বস্ত্রহরণে উদ্যত হইলে, নিরুপায় হইয়া দ্রৌপদী সকাতরে প্রথমতঃ পঞ্চপাণ্ডব, তৎপর ভীষ্ম-দ্রোণাদি আচার্য্যবর্গের আশ্রয় প্রার্থনা করিয়া নিষ্ফল হইয়া যখন দুই হস্ত উত্তোলন পূর্ব্বক কৃপাপ্রার্থনা করতঃ শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হইয়াছিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ আর স্থির থাকিতে না পারিয়া বস্ত্ররূপে তাঁহার লজ্জা নিবারণ করিয়াছিলেন।

এই চিত্রের পার্শ্বে শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক গোপীগণের বস্ত্রহরণের চিত্র সন্নিবেশিত করিলে তুলনামূলে দেখা যায়—একই শ্রীকৃষ্ণ একস্থলে শরণাগত ভক্তকে সমুপস্থিত বিপদ্ হইতে রক্ষা করিয়া শরণাগত-বাৎসল্য ও অপরস্থলে গোপীদেহপ্রাপ্ত ভক্তগণের ভক্তির বিঘ্নস্বরূপ, জ্ঞানকর্ম্ম অন্যাভিলাষাদি সর্ব্বোপাধি হইতে বিনির্ম্মুক্ত করিয়া তাঁহাদিগকে আত্মসাৎ করিয়াছিলেন।

বিষ্ণুচিত্ত বিষ্ণুভক্ত শরণ্যাবতার;
প্রাণে লোকে বটপত্রশায়ী নারায়ণ,
কুসুমচয়ন তাঁর করে সেবাভার,
করিতেন ভক্তবর জীবনযাপন।
দক্ষিণ-মথুরা-দেশে কূড়ল প্রদেশে,
শ্রীবল্লভদেব নামে ছিল নরপতি,
চন্দ্রবংশে জন্মে রাজা আপন দেশেতে,
নিষ্ঠাভরে রাজকার্য্য সম্পন্নে অতি।
দৈবে একদিন রাজা ভ্রমিতে নগরে,
দেখিলেন পথিপার্শ্বে নিদ্রাভিভবায়,
তীর্থ-পর্য্যটনকারী এক বিপ্রবরে,
সেই স্থানে উপবিষ্ট হইল তথায়;
জাগ্রত করিয়া ধীরে বিপ্রস্থ ব্রাহ্মণে,
তাঁকে উপদেশ-রত্ন শুনে নরবর।
যে রত্নেতে চিরদুঃখ নাশি জীবগণে,
বিমল আনন্দ পায় সংসারে অন্তর।
গৃহে যোরা চারিমাস সুখ-ভোগ-তরে,
বৎসরের অষ্টমাস পরিশ্রম করি,'
যামিনীতে দিবা লাগি সুখ-শয্যাপরে,
নানা কষ্ট সহি যোরা সারাদিন ধরি'।
বৃদ্ধকাল সুখভোগে করিতে যাপন,
যৌবনেতে করি বহু শ্রমের স্বীকার,
অতএব পরকাল তরে এ জীবন,
উৎসর্গ করিতে হ'বে অবনী মাঝার।
এই সব সম্পুটের দৃষ্টান্ত হইতে,
অবগত হও বিধে সর্ব্ব সুধীজন,
পরকাল সুখতরে চরম লক্ষ্যেতে,
নির্দ্দিষ্ট হ'য়েছে এই মানবজীবন।
বিপ্রবর-মুখে এই উপদেশ শুনি,
হইলেন চিন্তাবান্ রাজ-রাজন,
করিল বাসনা বাক্যে সুপণ্ডিত আনি,
বুঝিব জীবনে কোন্ কর্ত্তব্য এখন।
শত শত বৈদান্তিক পণ্ডিত সজ্জন,
উপনীত সম্মানে রাজ-আবাহনে,
আজ্ঞা দিল বটপত্রশায়ী নারায়ণ,
বিষ্ণুচিত্তে হরিকথা বর্ণিতে সে-স্থানে।
শ্রীহরির কৃপাদেশ ধরি' শিরোপরে
বীণাবাদী হরিকথা করিয়া প্রচার।
মহারাজ হ'লেন সভার গোচরে,
বিষ্ণুচিত্তে প্রীতি বড় হইল রাজার।
আরূঢ় হইল রাজা ভক্তিতত্ত্ব শুনি',
আদরে সকলে বিষ্ণুচিত্তকে লইয়া,
মহানন্দে সুসজ্জিত করিবর আনি,
নগরভ্রমণ করে তাঁরে আরোহিয়া।
সেই হ'তে বিষ্ণুচিত্ত হইলা ভূষিত
'ভট্টরপিরান্' নাম দিয়া উপাধিতে,
ব্রাহ্মণপ্রবর বলি' হ'য়ে পরিচিত,
বিষ্ণুভক্তি প্রচারণ করিল জগতে।
সেবোন্মুখ রাজদত্ত উপহার,
বিষ্ণুচিত্ত বটপত্রশায়ী নারায়ণে,
দিয়ে সব সেবাপরে সকল সম্ভার,
পূর্ব্ববৎ রহিলেন আপনা স্থানে।
কুসুমচয়ন করি' মালিকা গাঁথিয়া,
বটপত্রশায়ী হরি সেবে সযতনে;
এই সেবাকার্য্যে তিনি জীবন যাপিয়া,
প্রত্যহ নির্ব্বিঘ্নচিত্তে থাকেন সেখানে।
যদি দেব বিষ্ণুচিত্ত চরণে তোমায়,
মহাযত্ন মোর চিত্ত হবে কুসুমে,
বাসি' মোর বিপদলী শরণ্যাবতার,
সেবায়ত্ন কর চিত্ত নিবর-বিধানে।

—শ্রীভবদেব চট্টোপাধ্যায়

ভক্তিসিদ্ধি

যাঁহারা শুদ্ধভক্তি অবলম্বন করেন, তাঁহারাই অনিচ্ছাধীন সম্পন্ন কৃষ্ণের কৃপা লাভ করেন, শ্রীগৌরসুন্দরের 'চরণ'র সৌভাগ্য তাঁহাদেরই হয়। কৃষ্ণকৃপাক্রমে সাধিকবন্ধ-অবধি দূরীভূত হইলে গোকুল-দর্শনের সৌভাগ্য হয়, তখনই চেতনের বৃত্তি কৃষ্ণানুরাগ রূপে প্রকটিত হয়—ইহারই নাম সেবার সিদ্ধি বা ভক্তিসিদ্ধি। এই ভক্তিসিদ্ধি দুই প্রকার—স্বরূপসিদ্ধি ও বস্তুসিদ্ধি। স্বরূপসিদ্ধির সময়ে গোকুলে গোলোকদর্শন এবং বস্তু-সিদ্ধিকালে গোলোকে গোকুল দর্শন হয়—এই এক তত্ত্ব। প্রপঞ্চ হইতে যে সকলের বাসকে কৃষ্ণ গোলোকে লইয়া যান তিনি চিন্ময় গোলোক সম্পূর্ণরূপে দেখিতে পান। আবার বিশুদ্ধ ব্রজভক্তদিগের কিছু কিছু গোলোক দর্শন হয়। ভক্তগণ দুই প্রকার—সিদ্ধ ও সাধক। সাধকগণ গোলোক দর্শনের সৌভাগ্য পান না। সিদ্ধগণ আবার দুই প্রকার—বস্তুসিদ্ধ ও স্বরূপসিদ্ধ। যাঁহারা কৃষ্ণকৃপায় সাক্ষাৎ গোলোকে নীত হন তাঁহারাই বস্তুসিদ্ধ। আর স্বরূপসিদ্ধ ভক্তগণ গোলোক দেখিতেছেন অথচ স্বয়ং প্রপঞ্চ হইতে কৃষ্ণকৃপাক্রমে গোলোকে নীত হন নাই। কৃষ্ণকৃপায় তাঁহাদের ভক্তিচক্ষু ক্রমশঃ উন্মীলিত হইতেছে বলিয়া তাঁহাদের অধিকার-ভেদ বহুবিধ। তাই কেহ অল্প দেখিতেছেন, কেহ কিছু অধিক, কেহ কেহ বা অত্যধিক পরিমাণে দেখিতে পাইতেছেন। যাঁহার প্রতি কৃষ্ণের কৃপা যে পরিমাণে হইতেছে তিনি সেই পরিমাণে গোলোক দেখিতেছেন। শ্রীগুরুপাদপদ্ম-সেবা এবং ভক্তির অনুকূল এবং ভক্তিসাধনই একমাত্র উপায়। "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।"

সৎক্রিয়াসারদীপিকা

তৃতীয়-সংস্করণ

প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা ১৷০

নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন

গ্রন্থ-বিভাগ শ্রীচৈতন্যমঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

স্বপনেও না কর পাই স্ত্রী-সম্ভাষণ গৃহে স্ত্রী ছাড়ি' বাহিরে আসিয়াছ বন॥

শুদ্ধভক্তি মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ

(আকর-মঠরাজ)

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর যোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ শত হস্ত দূরে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যবর্য্য শ্রীচৈতন্যদেবের প্রবর্ত্তিত শ্রীশ্রীগৌরবিগ্রহ বিরাজমান। এই স্থান সংকীর্ত্তন-রাস, পরাবিদ্যাপীঠ বা সংস্কৃত শিক্ষালয়। এই মঠবাটীতে শ্রীহরি-নামামৃত ব্যাকরণাদি বেদান্তসমূহের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর ও সাধু সম্প্রদায়ের আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের শ্রীপাদ বিগ্রহের সেবা নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠ হইতে পারমার্থিক দৈনিকপত্র 'নদীয়া-প্রকাশ', সাত্বত-সম্প্রদায়ে অলঙ্কারাদি ও অনুপাতের সম্পাদক প্রচারকগণ 'নদীয়া-প্রকাশ' প্রভৃতি প্রকাশিত করিতেছেন। প্রতি বৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমা-উৎসব ও বার্ষিক শুদ্ধভক্তিমূলক কীর্ত্তন-সংকীর্ত্তনে মহামহোৎসবাদি অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রচারিত শুদ্ধভক্তি-প্রচারোদ্দেশ্যে গৌড়দেশের সর্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীগৌড়বিনোদ-আশ্রমে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই মঠমধ্যে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দজীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রমাণ-চতুর্বেদ, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি শাস্ত্র ও গ্রন্থের সম্যক আলোচনা হয়। এই মঠ হইতে মহানগরীর সর্ব্বত্র হরিকথা-প্রচার, নগর-সংকীর্ত্তন, বক্তৃতা, বাখ্যা ও সঙ্কীর্ত্তন-মহা-মহোৎসবাদি ভক্তানুষ্ঠান হয়। মঠরক্ষক—মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীজগন্নাথমিশ্র ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া সহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী সেবাকোবিদ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌর-লীলার রাসস্থলী এখানে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্তমান, রক্ষক—শ্রীবনমালী দাসাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্তমান। রক্ষক—গোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

(৭) কাজীর সমাধি-পাট

ঐ প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদ-কাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তালোক।

(৮) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও রাধামাধবের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীরমণবিহারী দাস ব্রহ্মচারী।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীচৈতন্য দাস দাসাধিকারী।

(১০) মোদদ্রুম-ছত্র "গৌড়ের নৈমিষ"

মাউগাছি, পোঃ ভাণ্ডারটিকুরি, (বর্দ্ধমান)।

শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান। শ্রীগৌরনিত্যানন্দের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী, ভাক্তাভিধ।

(১১) ভেড়িয়া কৃষ্ণকানন

শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লী রি-কৃষ্ণনগরী.

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক শ্রীনরোত্তম ব্রহ্মচারী।

(১২) কুলিয়া—পোঃ কৃষ্ণনগর,

নদীয়া। রক্ষক—শ্রীমধুসূদন অধিকারী

(১৩) ভাগবত-আসন—পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

এই স্থান হইতে ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচারিত হয়। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তালোক, ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৪) একায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ কালনা, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী ভক্তিভূষণ।

(১৫) মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(১৬) মাধ্বগৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, পোঃ ঢাকা

পূর্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাবিনোদ বি-এ।

(১৭) গোপালজীউ মঠ—কমলাপুর, (ঢাকা)

গোপালজীউর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিদ্যমান। রক্ষক—শ্রীমদনদাস ব্রজবাসী.

(১৮) নিতাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)।

এখানে শ্রীনিতাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকিশোর ব্রহ্মচারী

(১৯) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ এম-এ, বি-এল।

(২০) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাড়, (ঢাকা)

এখানে মণ্ডলীপ্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(২১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্য-সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীচৈতন্য দাসাধিকারী.

(২২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ভুবনেশ্বরী, পোঃ চিত্রকূট, (মানভূম)

এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী।

(২৩) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীজগবন্ধু দাস ব্রজবাসী ভক্তরত্ন।

(২৪) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী।

(২৫) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশপাটি, পোঃ বক্সীবাজার, (কটক)

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদানন্দজীউর নিত্যসেবা বর্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর

(২৬) শ্রীসর্বভূ-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর পুরী,

শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন।

(২৭) পুরুষোত্তম মঠ

ভক্তিকুটী, পোঃ পুরী উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদবিহারীজীউর নিত্য-সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীগদাধর অধিকারী

(২৮) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীবিপিন-বিহারী দাসাধিকারী।

(২৯) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, রামেই গোদাবরী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্তমান। মঠরক্ষক—শ্রীনিমাইচরণ দাসাধিকারী ভক্তিলোচন।

(৩০) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪২নং করিমপুরা, বেনারস সিটি

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীনরোত্তম ব্রহ্মচারী।

(৩১) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ

(৩২) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও গৌর-বিনোদ-বিহারীজীর সেবা বর্তমান।

রক্ষক—শ্রীসত্যনারায়ণ দাসাধিকারী।

(৩৩) কৃষ্ণচৈতন্য মঠ

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

এখানে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ গৌরাঙ্গের নিত্য-সেবা হয়। রক্ষক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠ

বিশ্রামঘাট মথুরা

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ

(৩৫) অজানন্দ-সুখদকুঞ্জ—শ্রীরাধাকুণ্ড

রক্ষক—শ্রীরাধারমণচরণ ব্রহ্মচারী

(৩৬) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৩৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ

দেবগাঁও, পোঃ রোহতক, জেলা গুরুদাসপুর (পাঞ্জাব) রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৩৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসম্বন্ধ তুর্য্যাশ্রমী

(৩৯) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল।

এখানে গৌরবিনোদরায়ের সেবা বর্তমান।

রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪০) সারস্বত-গৌড়ীয় মঠ

কাঁরিয়ার নারায়ণপুর, চট্ট. সি

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি

(৪১) মান্দ্রাজ-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ রায়পেট্টা মান্দ্রাজ।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা।

রক্ষক—শ্রীপাদ ভগবান ভক্তিবিকাশ।

(৪২) বোম্বে-গৌড়ীয়-মঠ কার্য্যালয়

গ্রোটীর রোড, চোটানি বিল্ডিং, বাংলো নং ১, বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মা মজুমদার।

(৪৩) অমরসি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমরসি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীমহেশ্বর দাস অধিকারী

(৪৪) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্চকা, কামরূপ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী

(৪৫) পাটনা গৌড়ীয় মঠ

১০০ মিঠাপুরা, পাটনা।

(৪৬) গয়া গৌড়ীয় মঠ

হিল সাইড, চার্চ রোড, গয়া

রক্ষক—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী রাগভূষণ

(৪৭) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠ বালেশ্বর

রক্ষক—শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয়

৩ গ্লাষ্টার হাউস, আর্লস কোর্ট গার্ডেন্স, এস-ডব্লিউ ৭, লণ্ডন

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ।

(৪৯) বার্লিন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

Berlin W. 30

Eisenacher strasse 29 8)

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—মূল্য ৪০৲
প্রথম ৩২স্কন্ধ হইতে দশম স্কন্ধ পর্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে দ্বাদশ ১৸৹
২। ভাষ্যসহ বিবর্ত শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। ভাষ্য-সহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সৎক্রিয়া-সারদীপিকা ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৩—১৲; ৩য় খণ্ড—৸ : ৪ ৸৹
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—১৲; ২য় খণ্ড ৸৹
৭। শ্রীচৈতন্যদেব —১৲
৮। সৎক্রিয়াসার—দীপিকা ও সংস্কার-দীপিকা ২৷৹
৯। বৈষ্ণব ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ৩৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸৹
৪। সাধকহৃদয়মালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷৹
৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিষ্ণু তত্ত্ব ৷৹
৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸৹
৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ৷৹
৮। প্রেম-প্রদীপ ৷৹
। প্রাকৃতেরও কৃষ্ণমাধুর্য্য (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গীতি ৸৹
২১। গৌড়ীয়-গীতিকা ৸৹
২২। ভক্ত—ধ্রুব ১৹
২৩। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীনবদ্বীপধাম (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
২৬। গীতার কেবল মূল-ভাষা ৷৹
২৭। বৃহদ্ভাগবতামৃত ২৲
২৮। বেদান্তসূত্রের সাধনা ৷৹
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৹
৩০। শ্রীনবদ্বীপ ৶৹
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸৹
৩২। গোস্বামী প্রভুপাদ (বাঁধা) ১৹
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸৹
৩৪। ভক্তিগ্রন্থ (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶৹
৩৫। গীতমালা ৵১৹
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶৹
৩৭। ঐ প্রমাণ খণ্ড ৸৹
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷৹
৩৯। শ্রীগৌরমণ্ডলপরিক্রমা খণ্ড ৷৹
৪০। শরণাগতি ৵৹
৪১। গীতাবলী ৵৹
৪২। উদ্দিষ্ট নবদ্বীপ ৷৹
৪৩। বাধাষ্টক
৪৪। কল্যাণকল্পতরু

৪৫। নবদ্বীপশতক ৵৹
৪৬। অর্চ্চনপদ্ধতি ৵৹
৪৭। মহাপ্রভোর্শতম্ঃ
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৵১৹
৪৯। সজ্জনতোষণী ৷১৹
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ৷৹
৫২। মণিমঞ্জরী (মাহাত্ম্য) ৷৹
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸৹
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ৹
৫৫। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা বা রাধাকৃষ্ণভক্তি ৷৹
৫৬। গৌড়ীয়গণ কি করেন? ৵৹
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ৷৹
৫৮। শ্রীহরিনামবোধ ৶৹
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶৹
৬০। নামতত্ত্ব ৵৹

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত সারঃ ৷৹
৬১। সিদ্ধান্ত-মঞ্জরী বা শ্রীকৃষ্ণঃ ৷৹
৬২। সটীক শিক্ষাষ্টকম্
৬৩। দশমূলম্ ৷৹
৬৪। সাত্বত সিদ্ধান্ত ৸৹
৬৫। গৌড়ীয়মঠ সংস্থাঃ ৵৹
৬৬। মায়াবাদ-খণ্ডন ৶৹

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৭। রায় রামানন্দ ৷৹
৬৮। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ৷৹
৬৯। নামভজন ৷৹
৭০। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজি এ্যাণ্ড অন্টোলজি ৷৹
৭১। ভেদাভেদ ওয়ার্কস ৸৹
৭২। লাইফ এ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ৷৹
৭৩। বৈষ্ণবিজম ৷৹
৭৪। দি আর্ট অব গৌড়ীয়মঠ ইন স্কুলস ৵৹
৭৫। দি ভাগবত ৷৹
৭৬। রসোটিক প্রিন্সিপল এ্যাণ্ড বায়োলজিক্যাল ডিকোশন ৷৹
৭৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২৷৹
৭৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম ভাগ) ১৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৭৯। শ্রীনামাপরাধভাষ্য ৷৹
৮০। সাধন-পথ ৷৹
৮১। কল্যাণ-কল্পতরু ৵১৹
৮২। গীতাবলী ৵৹
৮৩। শরণাগতি ৵৹

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৮৪। শরণাগতি ৵৹

তেলগু ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠ গুপ্তের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কার্টতি অত্যন্ত অধিক। প্লীহার দোষ সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৸৵০ আনা, বড় বোতল ১৶০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত ফাউণ্টেনপেনের কালি প্রস্তুতকারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউণ্টেনপেনের পক্ষে খুব উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন প্রকারে নষ্ট হয় না। মূল্য আট পয়সা। জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং পরগণা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার কলিকাতা

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠতা, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক তাঁহাদের সর্ব্বপ্রথমে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা অক্ষরে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। গ্রন্থশেষে বর্ণানুক্রমিক শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান —

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীযতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও
ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ ভাগবতশাস্ত্রী এম, এস, বি, কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সুবর্ণ সুযোগ ! সুবর্ণ সুযোগ !

শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদরচিত গৌড়ীয়ভাষ্য সহিত

বিখ্যাত গ্রন্থ

শ্রীশ্রীচৈতন্য ভাগবত

গ্রন্থের আকার :—ক্রাউন কোয়ার্টো মূল ১০৯৬ পৃষ্ঠা, সূচীপত্র ২৪৪ পৃষ্ঠা, মোট ১৩৪০ পৃষ্ঠা

[illegible] বাঁধাই মাত্র ৭ সাত টাকা

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা

নদীয়া সার্টিফিকেট আদালতের নীলাম ইস্তাহার

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
[illegible] নং এবং কোর্টের নাম	নীলাম ইস্তাহার (A) (B) বা (C) ধারায় প্রকাশিত	ডিক্রীদার	দেনদার	যে দাবীর জন্য নীলাম [illegible]	বিক্রয়ের স্থান তারিখ ও সময়	কি রকম জোত	থানা, মৌজার নাম ও গ্রাম	পরিমাণ এবং প্লট (জানা থাকিলে) অথবা অন্য প্রকার বর্ণনীয় বিবরণ	জমার পরিমাণ (জানা থাকিলে)	কর (জানা থাকিলে)	মন্তব্য
[illegible] R. P. [illegible] সার্টিফিকেট আদালত		আর পালচৌধুরী	অতুল ঘোষ [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	থানা [illegible] মৌজে [illegible]	[illegible] পরিমাণ	[illegible]	[illegible]	আর পালচৌধুরী
[illegible] N. R. [illegible]		গৌরীশঙ্কর [illegible] বাহাদুর	[illegible] সেখ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	থানা ও মৌজে কৃষ্ণনগর	[illegible] পরিমাণ	[illegible]	[illegible]	গৌরীশঙ্কর [illegible]
[illegible] N. R. [illegible]		ঐ	আবদুল [illegible] [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	থানা ও মৌজে কৃষ্ণনগর	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ঐ
[illegible] N. R. [illegible]		ঐ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	থানা ও মৌজে কৃষ্ণনগর	[illegible] পরিমাণ	[illegible]	[illegible]	ঐ
[illegible] A. [illegible]		[illegible] আচার্য্য [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	থানা [illegible] মৌজে [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] আচার্য্য [illegible]
[illegible] A. [illegible]		ঐ	ঐ	[illegible]	[illegible]	ঐ	থানা [illegible]	[illegible] পরিমাণ	[illegible]	[illegible]	ঐ
[illegible] A. [illegible]		ঐ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ঐ	থানা [illegible] মৌজে (১) [illegible] ও (২) [illegible]	(১) [illegible] পরিমাণ (২) [illegible] পরিমাণ	[illegible]	[illegible]	ঐ
[illegible] A. [illegible]		ঐ	[illegible] মণ্ডল	[illegible]	[illegible]	ঐ	থানা [illegible]	[illegible] পরিমাণ	[illegible]	[illegible]	ঐ
[illegible] R. P. [illegible]		আর পাল চৌধুরী	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	থানা [illegible] মৌজে [illegible]	[illegible] পরিমাণ	[illegible]	[illegible]	আর পাল
[illegible] B.		[illegible] পালচৌধুরী	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	থানা [illegible]	[illegible] পরিমাণ	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible] A. [illegible]		[illegible] আচার্য্য [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ঐ	থানা ও মৌজে [illegible]	[illegible] পরিমাণ	[illegible]	[illegible]	[illegible]

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক

R.N. No. 1544

নদীয়াপ্রকাশ

THE

NADIA-PRAKASH

"গৌড়ীয়"

শ্রীগৌড়ীয় মঠ

বাগবাজার, কলিকাতা

.১০ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২৫শে বৈশাখ, বুধবার ১৩৪২. ৮ই মে ১৯৩৫ [৫৭শ সংখ্যা

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

গিরিপথে মোটর দুর্ঘটনা

সৈন্যদলকে আম্বালা হইতে তাহাদের ছাউনিতে ফিরাইয়া লইয়া যাইবার সময় পাহাড় হইতে লরীখানি নীচে পড়িয়া যাওয়ায় যে মিডিয়াম ব্রিগেড এর বাহিনীর ৪০ জন বৃটিশ সৈন্য নিহত হইয়াছে। একজন ভারতীয় আরদালীও নিহত হইয়াছে এবং লরীচালক ও আর তিন ব্যক্তি গুরুতররূপে আহত হইয়াছে। ... হইতে প্রায় এক মাইল দূরে এই দুর্ঘটনা হয়।

পরবর্তী সংবাদে প্রকাশ, ঐ লরীতে মোট ১০ জন বৃটিশ সৈন্য ও ১ জন ভারতীয় আরদালী ছিল। তাহাদের মধ্যে ২ জন নিহত ও ৬ জন গুরুতররূপে আহত হইয়াছে। নিহত সৈন্যদের নাম ... , ... , হিউজেস ও রবার্টসন। ... উপর অভিযোগ আনয়ন করা হইয়াছে। ... আহত ৫ জনকে কসৌলী প্রেরণ করা হইয়াছে। তথায় লরীচালক দুই দিনের ... কাটিয়া ফেলিতে হইয়াছে। দুর্ঘটনার ... সম্বন্ধে তদন্ত হইতেছে।

কূপে প্রাণ বিসর্জন

লুধিয়ানা হইতে প্রকাশ, ... যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া পাতিয়ালার জনৈক আগরওয়ালা যুবক কূপে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া জীবন বিসর্জন দিয়াছে। ... তাহার মস্তিষ্ক বিকৃত ছিল। কূপ হইতে তাঁহাকে তুলিবার জন্য অবিলম্বে চেষ্টা করা হয়; কিন্তু তখন দেখা যায় যে, তাহার প্রাণ নির্গত হইয়া গিয়াছে। এই ব্যাপারে পুলিশ তদন্ত করিতেছে।

অতিবুদ্ধির গলায় দড়ি

লুধিয়ানার একটি সুপরিচিত ... তড়িতাঘাতে শোচনীয় মৃত্যু হইয়াছে। একটি ঘুড়ির সহিত বালকটী বাঁধা ছিল। সে ঘুড়ির খাতার চড়িয়া বৈদ্যুতিক তার ধরিবার চেষ্টা করে এবং তৎক্ষণাৎ সে তড়িতে নিহত হয়। বৈদ্যুতিক তারের সহিত যখন সে ঝুলিতেছিল, তখন দুই জন লোক নিজেদের সাহায্যে তাহাকে টানিয়া নামাইবার চেষ্টা করিতে গিয়া বিষম আঘাত পায়।

লরী ও মোটরে সঙ্ঘর্ষ

সেন্ট্রাল এভেনিউতে অসতর্কতার সহিত অত্যধিক দ্রুতবেগে লরী চালাইবার অভিযোগে ... সিং নামে জনৈক পাঞ্জাবী ড্রাইভার কলিকাতার কোনও প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট কর্তৃক ৩০্ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হয়। দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল করা হইলে যে রুল জারী করা হইয়াছিল, শুক্রবার বিচারপতি মিঃ নাসিম আলী তাহার শুনানী শেষ করিয়া উপযুক্ত প্রমাণাভাবে আসামীকে নির্দোষ সাব্যস্ত করিয়া অর্থদণ্ড মকুব করিয়াছেন।

অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ, ... রোড হইতে আসামীর লরী সেন্ট্রাল এভিনিউতে পড়িলে ... মিঃ ... এর মোটরের সহিত ভীষণ সংঘর্ষ হয়। এই সম্পর্কে অসাবধানতার ... লরী চালনার অভিযোগে ... বিরুদ্ধে মামলা ... করা হইয়াছিল।

আসামী পক্ষ হইতে অভিযোগ অস্বীকার করিয়া বলা হয় যে, ... মিঃ ... ই ক্ষিপ্র বেগে তাহার মোটর চালাইয়া অকস্মাৎ পশ্চাৎ দিক হইতে লরীর উপর আপতিত হইয়াছিলেন। কিন্তু ম্যাজিষ্ট্রেট আসামী পক্ষের কথা অবিশ্বাস করিয়া তাহাকে দণ্ডিত করিয়াছিলেন।

চা বাগানে ভীষণ দাঙ্গা

হাপজান পঞ্চায়েত চা বাগান হইতে এই মর্মে এক সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, তথায় কুলীদের মধ্যে এক দাঙ্গার ফলে ১ জন হত ও ৬ জন গুরুতরভাবে আহত হইয়াছে।

দাঙ্গার বিবরণে প্রকাশ, কয়েকটি সামাজিক সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে সর্দারের ঘরে একটী পঞ্চায়েত বসে। উভয় পক্ষ হইতে বহু কুলীও যোগদান করিয়াছিল। একটি বিষয় লইয়া দুই দলের মধ্যে বাক বিতণ্ডা আরম্ভ হয় এবং পরে উহা দাঙ্গায় পরিণত হয়। দাঙ্গার ফলে উজীর নামক একজন কুলী লাঠির আঘাতে নিহত এবং ৬ জন সাংঘাতিকরূপে আহত হয়।

এই সম্পর্কে ৬ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। তাহাদিগকে ডিব্রুগড় জেলে আটক রাখা হইয়াছে।

মহিলার ১৫ বৎসর বয়সে পরলোকগমন

চাকদহের ... মহিলা শ্রীযুক্তা ... চৌধুরাণী বৃন্দাবনধামে ১০৫ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি এতদিন বৃন্দাবনেই বাস করিতেছিলেন। তিনি পাঁচ পুত্র, এক কন্যা বহু পৌত্র ও প্রপৌত্র আত্মীয় প্রভৃতি রাখিয়া পরলোকগমন করিয়াছেন। তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত কেশব লাল চৌধুরী মোক্তার ও শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল চৌধুরী উকিল।

পুনরায় নিষেধাজ্ঞা

নোয়াখালির জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত মণীন্দ্র মোহন সেন, বি এল কে এক নিষেধাজ্ঞা জারী করিয়া নোয়াখালী জেলার বাহিরে যাইতে নিষেধ করিয়াছেন। শ্রীযুত সেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন এবং ঢাকা হলে বাস করিতেন, ১৯৩৪ সালের ... অক্টোবর তাঁহাকে ঢাকা হইতে বহিষ্কৃত করা হয়। তখন হইতে তিনি নোয়াখালীতে বাস করিতেছিলেন। গত ২৮শে এপ্রিল ঢাকা জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটের ঐ নিষেধাজ্ঞার মেয়াদ অতিক্রান্ত হয় এবং পুনরায় নূতন নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়।

পাঠানের দ্বারা ব্যাঘ্রহত্যা

ডিব্রুগড় হইতে ১২ মাইল দূরে ... নদের উত্তরতীরে ... গ্রামে একটী ... বাঘ এক ... একটি বৃহৎ ব্যাঘ্র মারিয়াছে।

... বিবরণে প্রকাশ ... একটি ... নিকট ... এক ... পশু ... সর্বদাই ... হয়। কিন্তু ... ব্যাঘ্রটিকে আক্রমণ করে ... একটি ... তাহার ... পাঠান ... বৎসরের ... আক্রমণ করে। সে তখন ... আক্রমণ করে এবং ... লাঠি দ্বারা উহাকে মারিয়া ফেলে। ... ব্যক্তি ... গুরুতর আহত হইয়াছে।

ধর্ম্মতলায় ভীষণ অগ্নি

[illegible] টাকা ক্ষতি

গত শুক্রবার রাত্রি ৩১০ মিনিটের সময় ১৩নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট [illegible] ভীষণ অগ্নিকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। উহার ফলে লক্ষ [illegible] অনেক লোকের [illegible]।

[illegible] আর এক উপসর্গ [illegible] সমস্ত বিল্ডিং [illegible] উঠিয়াছিল এবং [illegible] অগ্নিশিখা [illegible] আকাশের [illegible] সৃষ্টি করিয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে ফায়ার ব্রিগেড অফিসে নানা দিক হইতে ফোন ও ভীষণ অগ্নিকাণ্ড সম্বন্ধে [illegible] বলিয়া [illegible] [illegible] ক্যাপ্টেন [illegible] কয়েকখানি গাড়ী [illegible] ছুটিয়া [illegible] [illegible] বিস্তৃত হইয়াছিল। ফায়ার ব্রিগেড দমকল [illegible] উপস্থিত হইয়া দেখেন [illegible] দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে। কিন্তু [illegible] অল্প সময়ের মধ্যেই [illegible] ধারণ করিয়াছিল। ফায়ার ব্রিগেডের লোকেরা অসীম সাহসের সহিত [illegible] অগ্নির সম্মুখীন হয় ও কঠোর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়। অগ্নিশিখা [illegible] [illegible] বাড়ীর দিক হইতে [illegible] দেখিতে দেখিতে [illegible] বিস্তৃত হইয়াছিল। ১২টি [illegible] মধ্যে [illegible] অগ্নি [illegible]।

[illegible] অগ্নি [illegible] হইলেও অগ্নি নির্ব্বাপকদিগের অসাধারণ [illegible] বহু [illegible] ক্ষতি হইতে পারে নাই এবং অগ্নি বিস্তার লাভ করিতে পারে নাই। ক্যাপ্টেন [illegible] জ্ঞাপন করেন যে, [illegible] না হইত, তাহা হইলে আরও অসংখ্য লোকের এবং সম্পত্তির একটা বিশেষ [illegible] পরিণত হইত। ফায়ার ব্রিগেডের অগ্নি নির্ব্বাপকগণ যখন অগ্নি নির্ব্বাপিত করিতে ব্যস্ত ছিলেন, এই সময় [illegible] অদূরে একটী বাড়ীর ছাদে [illegible] আর্ত্তনাদ শ্রুত হয়। ফায়ার ব্রিগেডের লোকদের দৃষ্টি তৎপ্রতি আকৃষ্ট হইলে

তাঁহারা ঐ দিকে ছুটিয়া যাইয়া দেখেন যে একটি বাড়ীর ছাদে দুইজন পুরুষ ও একজন স্ত্রীলোক অগ্নি শিখা পরিবেষ্টিত হইয়া আর্ত্তনাদ করিতেছে। উপর হইতে [illegible] কাঠের সিঁড়িটা [illegible] ভস্মীভূত হইয়াছিল। ফায়ার ব্রিগেডের মই লাগাইয়া উপরে উঠিয়া ফায়ার ব্রিগেডের লোকেরা দড়ি বাঁধিয়া [illegible] তাহাদিগকে নীচে নামাইয়া দেয়। একজন লোককে গুরুতররূপে আহত অবস্থায় হাসপাতালে পাঠান হইয়াছিল। তথায় তাহার মৃত্যু হইয়াছে। ফায়ার ব্রিগেডের আপ্রাণ চেষ্টার ফলে ও কর্ম্মকুশলতা গুণে [illegible] ঘণ্টার মধ্যেই অগ্নি নির্ব্বাপিত করা সম্ভবপর হয়।

[illegible] ফিটোস লিঃ, ইউনিভার্সাল [illegible] ও [illegible] ফিল্ম [illegible] অগ্নিকাণ্ডে [illegible] হইয়াছে। যে সকল ফিল্ম [illegible] হইয়াছে, [illegible] অনেকগুলি নূতন ফিল্ম ছিল। [illegible] লক্ষ টাকা [illegible] বলিয়া মনে হয়। [illegible] কয়েকটী [illegible] রক্ষা করা হয়।

[illegible] কোম্পানীর [illegible] প্রথমে আগুন লাগে। [illegible] সংবাদ পাওয়া মাত্র [illegible] দমকল [illegible] ঘটনা স্থলে উপস্থিত [illegible]। [illegible] কোম্পানীর [illegible] শ্রীকৃষ্ণলাল [illegible] দেখেন, [illegible] আগুন [illegible]। ইউনিভার্সাল পাব্লিসিটির অফিস [illegible] ফটোগ্রাফি [illegible] ফটো, [illegible] আগুন লাগে।

ইউনিভার্সালের প্রায় ৩ লক্ষ টাকা ক্ষতি হইয়াছে। তাঁহাদের [illegible] ফিল্মের আর কোন [illegible] নাই। খুব ভাল ভাল কয়েকখানি ফিল্ম পুড়িয়া গিয়াছে; তন্মধ্যে 'অল কোয়ায়েট অন দি ওয়েষ্টার্ণ ফ্রন্ট,' '[illegible],' [illegible] 'লিটল্যান কোয়াট [illegible],' '[illegible],' '[illegible] মিট্টি,' [illegible] '[illegible],' '[illegible]' '[illegible],' '[illegible]' [illegible] প্রভৃতি সবাক ছবি এবং ৩ খানি নির্ব্বাক ছবি উল্লেখযোগ্য।

ম্যাডান কোম্পানীর ৩টী [illegible] এবং অন্যান্য ফিল্ম কোম্পানীর একটি করিয়া [illegible] পুড়িয়া গিয়াছে। ফটোগ্রাফিক [illegible] [illegible] হইতে [illegible] পড়িয়া [illegible] করিয়াছেন; তাঁহার ক্ষতির পরিমাণ [illegible] হাজার টাকা হইবে। ইউরেক পাবলিসিটির [illegible] হাজার টাকা ক্ষতি হইয়াছে। [illegible] ১০০ এবং [illegible] ৪০০ টাকা ক্ষতি হই-

য়াছে। [illegible] প্রায় ৫০০ টাকা ক্ষতি হইয়াছে।

এই ভীষণ অগ্নিকাণ্ডের ফলে একজন কুলী মারা গিয়াছে এবং তিনজন কুলী আহত হইয়াছে। ফায়ার ব্রিগেডের অবিশ্রান্ত [illegible] ৩ ঘণ্টা পর [illegible] ভোর ৩১০ মিনিটের সময় অগ্নি নির্ব্বাপিত হয়। ফায়ার ব্রিগেড তৎপরতা এবং সাবধানতা অবলম্বন না করিলে আগুনে আরও অনেক দূর বিস্তৃতি লাভ করিত।

ঢাকা[illegible] অপহরণ

[illegible] একটি [illegible] নারী-হরণের মামলার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে প্রকাশ, [illegible] মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে [illegible] [illegible] একটি [illegible] অপহরণের অভিযোগে এক মামলা দায়ের করিয়াছে।

প্রকাশ, [illegible] কথা মত [illegible] হইলে [illegible] এবং [illegible] [illegible] নৌকায় [illegible] [illegible] এবং [illegible] করিবে বলিয়া [illegible]। [illegible] সে [illegible] হয়ে চলে যায়।

আরও প্রকাশ [illegible] থানায় [illegible] [illegible] গ্রহণ করে নাই। [illegible] গ্রহণ না করায় সে [illegible] আদালতে [illegible] মামলা দায়ের করিয়াছে।

আদালত আসামীদের বিরুদ্ধে জামীন বিহীন গ্রেপ্তার পরওয়ানা জারী করেন। [illegible] এখনও খোঁজ পাওয়া যায় নাই।

কারাবাসের রেকর্ড

[illegible] প্রকাশ, যে [illegible] নামে জনৈক [illegible] কারাবাসের দ্বারা পৃথিবীর দাগী ব্যক্তিদের মধ্যে বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছে। যিনি ৭০ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার জেলবাসী শতাধিক বৎসরের জন্য কারাবরণ করিয়া যে রেকর্ড স্থাপন করিয়াছে, তাহাও অপেক্ষা কম উল্লেখযোগ্য নহে।

এই ব্যক্তি জীবনে বহু অপরাধ করিয়াছে এবং [illegible] বিচারে তাহাকে বহুবার জেলে যাইতে হইয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্বে সে ২৪ [illegible] কারাবাস পূর্ণ করিবার মত [illegible] করিতেছিল। কিন্তু তাহার মনে অকস্মাৎ নূতন খেয়াল জাগিল। বাহিরে সব ব্যাপারই [illegible], সেখানে থাকিলে সে ১১ বৎসরের মেয়াদে জেলে থাকিতে পারিত—এই কথা তাহার কাছে [illegible] এক বন্দী [illegible]।

সে জেলের ভাল মানুষের মত জেলের নিয়মকানুন মানিয়া চলিতে আরম্ভ করিল। নূতন আইন অনুসারে তাহাকে পূর্ব্ব [illegible] পূর্ব্বে ছুটি দেওয়া হইল। কিন্তু কিছুদিন না যাইতেই সে [illegible] তাহার [illegible] উপর মুষ্ট্যাঘাত [illegible] পড়িল বিচারে তাহার পুনরায় ১৩ বৎসর কারাদণ্ড হইল। আপাততঃ এই জেল বিভাগেই তাহাকে থাকিতে আছে।

অবশ্য [illegible] তাহাকে [illegible] ৩০ বৎসরের অধিক জেলে কাটাইতে হয় নাই। [illegible] সদ্ব্যবহার করিলে পুনরায় তাহার মুক্তির সম্ভাবনা আছে।

প্রতারণার অভিযোগে জ্যোতির্ব্বিদ

[illegible] শ্রীযুক্ত সুশীলচন্দ্র ঘোষ [illegible] অভিযোগ অনুযায়ী [illegible] মহকুমা হাকিম [illegible] থানার অন্তর্গত [illegible] গ্রামের মনীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী নামক এক জ্যোতিষী ও তাহার পিতা [illegible] উপর [illegible] [illegible] [illegible] একটী জামিন-বিহীন পরোয়ানা জারী করিয়াছেন।

অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ, আসামী [illegible] কোষ্ঠী-গণনা [illegible]। আসামী [illegible] কোষ্ঠী দেখিয়া বলেন যে, [illegible] পিতা যে রোগে [illegible] পতিত হইয়াছেন, তিনি সেই [illegible] মারা যাইবেন। ফরিয়াদী [illegible] [illegible] বহুমূল্য [illegible] আছেন। [illegible] কবচের মধ্যে দিবার জন্য তিনি আসামীকে ঐ প্রস্তরখানি দেন। আসামী কবচের মধ্যে [illegible] করিয়া ফরিয়াদীকে উহা ধারণ করিবার জন্য ফিরাইয়া দেন। কিছুদিন পরে ফরিয়াদীর মনে সন্দেহ উপস্থিত হয়। তিনি কবচটি খুলিয়া দেখেন যে, উহার মধ্যে প্রস্তরটি নাই। ফরিয়াদী তখন জ্যোতিষীর বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ আনয়ন করেন। আসামী [illegible] আরও কতিপয় ব্যক্তিকে প্রতারিত করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

মুষ্টিযোদ্ধা [illegible]

বিখ্যাত বাঙ্গালী মুষ্টিযোদ্ধা [illegible] গত শুক্রবার ([illegible]) [illegible] এলাহাবাদ অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। [illegible] (২৩শে [illegible]) [illegible] সময়ে তিনি এলাহাবাদের বিখ্যাত মুষ্টিযোদ্ধা [illegible] [illegible] সহিত ১০ রাউণ্ড প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

নদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

— পারমার্থিক পত্র —

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

আসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১০ম বর্ষ • মধুসূদন গৌরাব্দ ৪৪৯, ২৪শে বৈশাখ বঙ্গাব্দ ১৩৪২, ৮ই মে ইং ১৯৩৫ বুধবার } ৫৭তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

পুরীতে ভক্তিসুধাকর প্রভু

পুরীর ১লা মের সংবাদে প্রকাশ, মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক অধ্যাপক শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল এম-এ, ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্তিসুধাকর প্রভু বর্ত্তমানে পুরুষোত্তমে শ্রীপুরুষোত্তম মঠে অবস্থান করিয়া নিরন্তর হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন। গৌড়ীয়-পত্রের পাঠকগণ বিশেষরূপে অবগত আছেন যে, শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভু ভক্তি, বৈরাগ্য, জ্ঞান, শ্রী প্রভৃতির অধিকারী হওয়ায় তাহা সম্পূর্ণরূপে ভগবৎসেবায় নিযুক্ত করিয়াছেন। আমরা এ গুলির যে কোনও একটির অধিকারী হইলেই অহঙ্কারে আত্মহারা হইয়া থাকি জ্ঞান করি। যিনি ঐ চারিটীরই অধিকারী হইয়াও কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া নিরন্তর কায়মনোবাক্যে ভগবৎসেবায় নিযুক্ত আছেন, তিনি মহদ্ভাগবতগণের কৃপায় সমর্থ হইয়াছেন তাহা সুধীগণের বিবেচ্য। অধুনা এই আচার্য্যের প্রচারকগণ ভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর প্রচার ব্যতীত আর কি? ঐ বাণীপ্রচার দ্বারাই তাঁহারা জগতে পরিচিত হইয়াছেন। ভক্তিসুধাকর প্রভু প্রতিদিন আমাদের হিতাকাঙ্ক্ষা ... "এই কপট ... " ... আমাদের বাস্তবিক কল্যাণ সাধন হইতে পারে, তাহাতে আমরা যথার্থ ... ও ... হইতে পারি তজ্জন্য ... বিশেষ যত্ন করিয়া ... দিয়াছেন।

গৌরকুণ্ড

শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীগৌরকুণ্ডের সংস্কারকার্য আরম্ভ হইয়াছে। শ্রীযোগপীঠের ... মন্দিরের সম্মুখ-প্রদেশে এই কুণ্ডটি বিরাজিত। এই কুণ্ডের পশ্চিমভাগে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট। দক্ষিণতীরে ... দুইটী সুবৃহৎ অট্টালিকা এবং পূর্ব্বতীরে নবনির্ম্মীয়মাণ ... ও কয়েকজন গুরুবৈষ্ণবের আসন বিরাজিত। কুণ্ডটীর দৃশ্য অতি মনোহর। সন্ধ্যাকালে যখন শ্রীযোগপীঠের সুউচ্চ মন্দিরটীতে বিবিধ বর্ণের ভড়িতালোকমালা প্রজ্জ্বলিত হয় তখনকার দৃশ্য অতিশয় মনোমুগ্ধকর। আবার এই মনোরম দৃশ্য যখন গৌরকুণ্ডের জলে প্রতিফলিত হইয়া জলমধ্যে আলোকিত বীচিমালার সহিত নৃত্য করিতে থাকে সে-দৃশ্য আরও চমৎকার। মনে হয় যেন, সহস্র সহস্র মন্দিরে ঐ অপূর্ব্ব আলোক-মালা প্রজ্জ্বলিত হইয়াছে। শ্রীগৌরকুণ্ডের দক্ষিণ-তীরে দাঁড়াইলে এই দৃশ্যটী সুন্দররূপে পরিদৃষ্ট হয়।

আত্মস্বরূপের বিস্মৃতি

অকপটভাবে জানিতে পারি,—"স্বরূপে সবার হয় গোলোকেতে স্থিতি।" সেই স্বরূপের বিলাস সম্বন্ধে উদাসীন হইয়া কোনপ্রকার চিত্তে ... জগতের 'মঙ্গল' করিবার ... আমরা মায়া দ্বারা নির্য্যাতিত হইতেছি। অভক্তের সন্তানগণ সংসার-বাসনাতে ব্যতীত হইবে, ইহা ... বিশেষ পরিতাপের বিষয়। এই ... করিলে ... বিদ্যালয়গণকে লইয়া যাইবার জন্য মহাপ্রভু-পাদপদ্মের উদ্দেশ্যে একটি-লীলা অহৈতুক-কৃপার মহাবারিধি শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে উপদেশ গ্রহণ পূর্ব্বক যাঁহারা তাঁহার মনোহভীষ্টপূরণে বদ্ধপরিকর হন, তাঁহারাই বাস্তবিক বুদ্ধিমান্; তাঁহাদের জীবনই এই পথে সার্থকতামণ্ডিত হয়। কৃষ্ণপাদপদ্মসেবাই একমাত্র কৃত্য। তদ্ব্যতীত আর দ্বিতীয় কৃত্য থাকিতে পারে না ... যা কিছু কৃত্য বলিয়া মনে হয় তাহা মায়ার বিমোহন-কার্য্যেরই ফল মাত্র বুদ্ধিমান্ মানবগণের নিকট আমাদের প্রার্থনা, তাঁহারা এই সকল বিষয় বিশেষরূপে চিন্তা করুন এবং একবারেই আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক সেবাপ্রাঙ্গণে অবতীর্ণ হইতে না পারিলেও ক্রমশঃ ... আত্ম... প্রধান পূর্ব্বক ক্রমশঃ অগ্রসর হউন। স্বরূপে যখন সকলেই বৈকুণ্ঠবাসী তখন পরস্পরকে কেহ কাহারও শত্রু নহেন, সকলেই সকলের মিত্র। শত্রুতাচরণই বিরূপপথে পতনের লক্ষণ। সদ্গুরুর পাদপদ্ম আশ্রয় করিলে আমরা এই সকল বিষয় বেশ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি।

জার্ম্মাণীতে প্রচার

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ বার্লিন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়ে অবস্থান পূর্ব্বক বিভিন্ন স্থানে একটি মহাপ্রভুর শিক্ষা বর্ণন করিতেছেন। কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ... শিক্ষার জন্য তিনি একটী পারমার্থিক ক্লাস খুলিয়াছেন।

আত্মসমর্পণী শ্রদ্ধা

আমরা শুনিয়া আনন্দিত হইলাম, কলিকাতা ... নিবাসী পরলোকগত ... ঘোষের সহধর্ম্মিণী শ্রীযুক্ত ... দাসী শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের উপদেশ শ্রবণ পূর্ব্বক ভগবৎসেবা-নিষ্ঠা প্রদর্শন করিতেছেন। ... প্রথম কীর্ত্তন ... করিলে তাহা ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে, ... শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া থাকে। তাই মহাপ্রভু জীবগণের মঙ্গলের নিমিত্ত ... অবিরাম ... প্রথম শ্রবণের ... কীর্ত্তন করিবার জন্য আদেশ দিয়াছিলেন। সদ্গুরুর ... হইতে ... শ্রবণের সুযোগ হইলে কীর্ত্তনের অধিকার হয়। কীর্ত্তনে শ্রবণ ও কীর্ত্তন উভয়ই হইয়া থাকে। ভগবৎসেবায় তাঁহারা ... থাকেন, তাঁহারা কায়মনোবাক্যে ... না করিয়া পারেন না। ... তাঁহারা ভগবৎসেবায় ... 'কৃপণ', তাঁহাদের অর্থ ... ব্যয়িত হয় না। ... সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভগবৎসেবা। পুত্রগণ ভগবৎসেবায় ... হইতে তাঁহাদের ... নাই। কি পুরুষ, কি রমণী, সকলেরই ... বালক ... ভগবৎসেবা করুন। যাঁহারা ভগবৎসেবায় আত্মনিয়োগ করেন, তাঁহারা ... ; তাঁহারাই ... তাঁহারা আত্মীয়স্বজনের ... কল্যাণ করিতে পারেন।

এই ... সেবা চেষ্টা ও ... শ্রীমন্মহাপ্রভুর ... কথা ... অতীব আনন্দিত হইয়াছি। তাঁহার ... শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীচরণে আমাদের প্রার্থনা।

কৃষ্ণ আমার পালে, রাখে যাহা ... । আত্মনিবেদন-দৈন্যে ঘুচাও বিলম্ব।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২০ মধুসূদন ৪৮৯ অনিরুদ্ধ ৪৪৯

দিবা ও রাত্রি

সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত দিবা এবং সূর্য্যাভাব বা আলোকাভাবই রাত্রি-শব্দের সূচনা। দিবাভাগে জীবগণ আলোক-সাহায্যে নিজের কার্য্যাদি সম্পন্ন করার সুযোগ পায়, কিন্তু রাত্রি উপস্থিত হইলে সে সুযোগ আর থাকে না। সূর্য্যদেব প্রত্যহ পৃথিবীর পালনার্থ তাঁহার উদয় হইয়া আমাদিগকে কর্ম্ম-সম্পাদনের সুযোগ দিয়া অস্তাচলে গমন করেন। তাঁহার সেবার বিশ্রাম নাই। তিনি আমাদিগকে আলো দিয়া পুনরায় অন্যদেশবাসিগণকে আলো-বিতরণার্থ বিশ্রাম স্বীকার না করিয়া অন্যত্র উদিত হইয়া ভগবানের সেবা করিতেছেন। জগতে এমন কোন বস্তু নাই যাহা সর্ব্বদা বা নিরন্তরভাবে ভগবানের সেবা এক মুহূর্ত্তও না করিয়া থাকিতে পারে। তবে আমরা অনেক সময় নিরন্তরভাবে অর্থাৎ অবিরামপূর্ব্বক তাঁহার সেবা করি বলিয়া আমাদের প্রতীতি হয় না বা আমরা নিজ কর্ম্মে নিমগ্ন উদাসীন থাকিয়া আমাদের আলো ভগবৎ-কৃপা লাভ ঘটে না। দিবা ও রাত্রি আমরা যে পাইয়া থাকি তাহা কাটাইয়া দিতেছি তাহাতে আমাদের যে অমূল্য সময় বা আয়ুঃ বৃথা বা ব্যর্থ হইতেছে তাহা আমরা ভাল বুঝিয়া উঠিতে পারি কোথায় তাই বলা। তাই শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন—

আয়ুর্হরতি বৈ পুংসামুদ্যন্নস্তঞ্চ যন্নসৌ।
তস্যর্ত্তে যৎ ক্ষণো নীত উত্তমশ্লোক-বার্ত্তয়া॥

সূর্য্য-দেবের অস্ত্যাস্ত-ক্রম এতদ্বারা আমাদের আয়ু ক্ষয় হইতেছে, অথচ ঐ ক্ষণের বিনিময়ে আর কোন ফল দেখা যায় না। সুতরাং যদি আমাদের আয়ুঃ সৎকার্য্যে ব্যয়িত না হয় অর্থাৎ আমরা যদি সর্ব্বক্ষণ ভগবানের নাম-গুণাদি-শ্রবণে ব্যাপৃত না থাকি তাহা হইলে আমাদের জীবনের সার্থকতা কোথায়? তাই প্রাতঃস্মরণীয় ঠাকুর বলিয়াছেন—যিনি মুহূর্ত্তকালও উত্তমঃশ্লোকের কথায় অতিবাহিত করেন, কেবল তাঁহারই আয়ুঃ ক্ষয় হয় না। কেন না, মুহূর্ত্তকালও অতিবাহিত সময় তৎক্ষণাৎ ভক্তিপূত হয়। সুতরাং আমরা যদি উত্তমঃশ্লোক শ্রীহরির কথায় কাল যাপন না করি, তাহা হইলে সূর্য্যদেব প্রত্যহ উদয় ও অস্তগত হইয়া আমাদের জীবনাবধি বিনাশ তথা আয়ুঃ হরণ করিতেছেন জানিতে হইবে। কিন্তু যাঁহারা ভগবানের সেবাতে দিবারাত্রি অতিবাহিত করেন, সূর্য্যদেব অস্তকালে তাঁহাদের আয়ুঃহরণ ত করেনই না, পরন্তু তাঁহাদের সেবার সহায়তা করিয়া বন্ধুর কার্য্য করেন।

সূর্য্য উদিত হইলে যেমন অন্ধ পেচকের কাছে ঘুমের সময় হয়, বৈকুণ্ঠের চিৎসূর্য্য উদিত হইলে সেইরূপ এজগতে নিদ্রিত জীবের সেবা লাভের পরম সুযোগ ঘটে। সূর্য্যালোকে যেমন জগৎবাসীর কার্য্যাবলী সহজসাধ্য হয়, চিৎ-সূর্য্যালোকে অর্থাৎ বৈকুণ্ঠাগত মহাজনগণের কৃপালোকে বা কীর্ত্তনালোকেও সেইরূপ চেতন জীবগণ চেতনালোকে উদ্ভাসিত হইবার সুযোগ পাইয়া অজ্ঞানরূপ-নিদ্রা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করতঃ নিষ্কপট সেবা করিতে পারে; সুতরাং রৌদ্র থাকিতে থাকিতে যদি কেহ তাহার কার্য্যাবলী সম্পাদন করিতে পারে বা সময়ের সুব্যবস্থা রাখিতে পারে তাহা হইলে তাহার যেমন কষ্ট হয় না সেইরূপ যদি কেহ এ জগতে চিৎসূর্য্যস্বরূপ বৈকুণ্ঠজনের উদয়কালে তাঁহার নিজের কার্য্য করিয়া লইতে পারেন অর্থাৎ ভজনোদ্যমে তাঁহার কোমলশ্রদ্ধ সুনীতল পাদপদ্ম ছায়ায় বিশ্রাম লাভ করিতে পারেন তাহা হইলে তাঁহাকে আর কষ্টে পড়িতে হয় না—অন্ধ-বিমূঢ়-নিদ্রা সেই চিদালোকোদ্ভাসিত মহৎ-কৃপালোক বিবাদমূঢ়ম্মন্য জীবকে ভোগ-পদবীর পথে কখনও লইতে পারে না, ভোগ-সর্ব্বস্বের হাত হইতে ত্রিতাপ-জ্বালায় কষ্টে পতিত করিতে সমর্থ হয়। সুতরাং বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ—"Make hay while the sun shines" এই মূল্যবান্ কথাটি সতত মনে রাখিলে তাঁহাদিগকে আর অসুবিধায় হস্তে পড়িতে হয় না।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেবাবৃত্তি ও ভোগবৃত্তিকে দিবারাত্রির সহিত তুলনা করিয়া চেতনাচেতনের বদ্ধ জীবন্মুক্তের কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সৌভাগ্যক্রমে জীবহৃদয়ে সেবাবৃত্তি যা জাগে বা কেহ আমাদের নিকট এই সেবাবৃত্তির কথা উপস্থাপিত করিলে ততক্ষণ আমরা তাহাকে অপ্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করি বা তাহা হইতে বিশ্রাম-লাভই আমাদের উদ্দেশ্য থাকে বলিয়া তাহা আমাদের পক্ষে রাত্রি-বিশেষ; কিন্তু সৌভাগ্য ক্রমে যাঁহারা আত্মধর্ম্মে জাগরিত হইয়াছেন, আত্মমঙ্গল-লাভে রত, তাঁহারা—বদ্ধজীবগণ যখন আত্মসুখের জন্য ব্যস্ত না হইয়া বাহ্যতঃ উদাসীন অবিচলিতপূর্ব্বক নিদ্রিত থাকে তখন সেইকালে উদাসীন না থাকিয়া সেবা-অনুশীলন-সুখে আত্মোন্নতির অবসর সময় কাটিয়া সতত সেবা-সৌভাগ্য লাভ করেন বা জাগরিত থাকেন। অর্থাৎ বদ্ধজীবগণ যখন সেবায় উদাসীন থাকিয়া ভোগে প্রমত্ত থাকে—পেচকের ন্যায় সেবা-আলোক গ্রহণ করিতে না পারিয়া নিজে আত্মগোপন করিয়া থাকে তখন ভক্তগণ ভোগত্যাগে উদাসীন প্রদর্শন পূর্ব্বক সেবায় প্রবৃত্ত হন। সুতরাং সেবাবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিগণের নিকট যাহা অপ্রয়োজনীয় বা রাত্রিবিশেষ বদ্ধজীবগণের নিকট তাহাই পরম প্রয়োজনীয় বলিয়া প্রতীত হয়। বদ্ধজীবের ভোগপরতা-বুদ্ধি তাহাদের নিকট পরম প্রীতিদায়িনী বা পরম প্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ হইলেও তাহা সেবকগণের নিকট হেয় ও অবাঞ্ছনীয় ব্যাপার-বিশেষ। তাই গীতা বলেন—

"যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ॥"
(গীঃ ২।৬৯)

দিবা-রাত্রি-বিষয়ে যে যাহাই বলুন তাহাতে আমাদের কিছু যায় আসে না। শ্রৌতপন্থা আমরা জানি, যখন এই সেবাজীব অন্ধকার জগতে চিৎসূর্য্যের উদয় হয় তখনই আমরা সুদিন বা সূর্য্যোদয় দর্শন-সৌভাগ্য-লাভ সম্ভব, নতুবা সেবালোকের অভাবে অন্ধতম-অন্ধকার যাহা জীবহৃদয় সমাচ্ছন্ন আছে, আমরা এবং এই সংসারকে সুখ ভোগের অবাধ কাল বলিয়া বিশ্রাম নিদ্রায় সেবা ভাঙ্গিয়া নিশ্চিন্তে নিদ্রাবিলাসের অন্ধকারে পরিচালক বলিয়া তাহা বিশেষ হয়। তাই বলিতেছিলাম, সেবানিবৃত্তিরূপা রাত্রির ক্রোড়ে বিশ্রাম না করিয়া সাধুসঙ্গক্রমে জাগ্রত হইয়া দিবাকর-দিনাধিপতিস্বরূপ গৌরাঙ্গচন্দ্রের সেবায় উদ্বুদ্ধ হইয়া দুঃখ-অন্ধকার অপনয়ন করার দরকার, সেবালোকের প্রথর দীপ্তি আমাদের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলে পেচকের ন্যায় চক্ষু মুদ্রিত না রাখিয়া নিজের কাজ করিয়া লওয়াই কর্ত্তব্য। সূর্য্যোদয় হইলে সূর্য্যাস্ত অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং সেবালোক প্রদাতা চিৎসূর্য্য কৃপাপূর্ব্বক আবির্ভূত হইলেও তাঁহার তিরোভাব যখন আজ অথবা কাল হইবেই হইবে তখন "আপন বুঝে চল এই বেলা"—কথাটি হৃৎপটে অঙ্কিত করাই উচিত।

আবার কবে সূর্য্যদেব কি একবার জাগ্রত হইয়া নিশ্চয়ে পাপিষ্ঠ ক্রোড়ে শয়ন করতঃ আমাকে তাঁহাদের সঙ্গী করিবেন না? তাঁহারা ভোগের ঘরে কি পরের মত চিরনিদ্রায় শায়িত থাকিয়া চিৎসূর্য্য-দর্শনে বঞ্চিত থাকিবেন? আমরা কি চিরকালই ভোগবুদ্ধি-নিশায় মত্ত থাকিয়া এমন দুর্লভ জীবনটী বৃথাই কাটাইব? ভগবন্! তোমার কৃপাই সম্বল!

নদীয়া-প্রকাশ

বিশ্ববাসীর দুয়ারে দুয়ারে,
কেন গো নিশিদিন ফিরিছে ও রে?
রুদ্ধ কপাটে কেন বারে বারে,
হানে মৃদু কর কি তাঁ'র কাজ?
প্রয়োজন-কথা জানায় মোটে,
কোন্ প্রয়োজন আছে গো তাঁ'র?
কি বলিতে আসে নিতি নিতি হেথা,
নয়নেতে বহে করুণাধার॥
খুলিবে না দ্বার, সুকঠিন পণ,
বিগত-চেতন বিশ্ববাসী;
আশা-বাসনার কলকোলাহলে,
হরিয়াছে জ্ঞান সর্ব্বনাশী॥
অন্ধ-কথা-রূপ মরণ-মদিরা,
সুধাজ্ঞানে হায় করিয়া পান,
বিষের জ্বালায় এবে প্রাণ যায়,
সঙ্কট ঘোরে কে করে ত্রাণ?
এ' বিপদ হ'তে বাঁচাতে মানবে,
কে আছে এমন শক্তি-ধর?
মৃত্যু-পথিকে ফিরাবে আনিয়া,
চিরতরে দিবে অমৃত বর?
মরণ-শোষক হরি পরশে,
বাঁধন ছিঁড়েছে চেতন পাপ;
কে আছে এমন পরোপকারক,
কাদের সহিত হানিবে প্রাণ?
তুমি সে মহান্, রাঙা-শিরোমণি,
নদীয়া চাঁদের বারতা বাহ',
ভুবনমঙ্গল হারি ঘন পেয়ে,
ফিরিতেছ সারা বিশ্ব মহী॥
বলিতেছ সদা করুণ স্বরে,
"এস এস সবে আপন দেশ।
ওরে আত্মভোলা অমৃতসন্তান!
ভালো কি বাসিছ কারার ক্লেশ?
ভুলিয়ো অমর! বন্ধ নহ অন্ধ,
কারাগার নহে বসতিস্থান।
নিত্যধামের সেবক তুমি যে,
যাহা মানবীরে স'পেছ প্রাণ।
উঠ, উঠ ত্বরা, ভাঙ ঘুম-ঘোর,
আপনারে চিনি' উঠরে জাগি';
ঐ শুন বাজে বাঁশরীর গান
সে সুরে পিপাসী যায় যে লাগি'॥
শ্রীকৃষ্ণের দাস জীবন তোমার,
জীবন-মন্ত্রে গাহরে সুর—
নবধাম ধামে পৌঁছিবে সত্বর,
অজ্ঞান-তমঃ হবে দূর॥"
(তুমি) শত শত ভোগী বিপথ পানে
আনিছ সুপথে,—সেবার কাজে।
কত অমাবিরে দিলে দিগ্দ্বার,
যাহারে দিলা আনন্দ মাঝে॥
শ্রীগৌর-প্রকাশ নদীয়া-প্রকাশ!
করুণার তব নিবেদন চাই।
নীরব কণ্ঠে ভাষা নাহি মোর
শুধু ও-পানে মানস যায়॥

বৈষ্ণবী ছাই গ্রাম্যকথা না শুনিবে কাণে। গ্রাম্যবার্ত্তা না কহিবে যবে মিলিবে আনে।

. কবে হেন দিন উদিবে জীবনে,
　　তব গুণ-গানে রহিব ভোর ;
অনুরঞ্জিনী তব কৃপাশাখা
　　কতক্ষণ র'বে পরাণে মোর ?
সাধী বিহারী উড়িবে কাছে,
　　গোলোক হইতে বিদায় ছাঁচ।
অকুরঙ্গী সেই পদযুগে
　　প্রণত আমার নমস্কার ॥

—শ্রীযুক্তা অপর্ণা দেবী

এত যাত্রী কেন ?

সেদিন হালোপলক্ষে নয়, অর্দ্ধোদয়ের আবেশে আবেশপালনার্থ অর্দ্ধোদয়-যোগোপলক্ষে গঙ্গাতীরে গমন করিয়াছিলাম। যাইয়া দেখি শিক্ষিত-অশিক্ষিত,ধনি-নির্ধন, সবল-দুর্বল, বৃদ্ধ-যুবা, ব্রাহ্মণ শূদ্র, সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারী, অনাচারী প্রভৃতি লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি হালোপলক্ষে বিভিন্ন স্থান হইতে আসিয়াছেন। সেদিন তাহাদের আহার ক্লেশ, নিদ্রার ক্লেশ, বিশ্রাম-ক্লেশ,সর্বপ্রকার দেহ-মনের ক্লেশের দিকে কাহারও যেন দৃকপাত নাই, কেবল দীর্ঘকাল-মধ্যে আগত যোগে সবাই গঙ্গায় একটি ক'রে ডুব দিয়া পূর্ব-পূর্ব-জন্মার্জিত পাপরাশি বিধৌত করিতে ব্যাকুল। কারণ, গঙ্গাজননীর পুত্র আমরা। সন্তানের মা ভিন্ন আমাদের পাত্র আর কে আছে? তাই আমরা ভাবি, সংসারে যত প্রকার কুকার্য্য অকার্য্য করিয়া নরকের পথ প্রশস্ত করি না কেন,গঙ্গামাতা (?) জননী থাকিতে আর চিন্তা কি? একদিন যোগ-যুক্ত একটি ডুব দিলেই হ'ল।

যাহা হউক, এই লক্ষ লক্ষ লোকের সমাগম দর্শনে শ্রীতার প্রথম যে কেন প্রবন্ধপাঠের অর্থ স্মরণ করাইয়া দিতে লাগিল, কখনও নিবিড় চিন্তার ভিতর দিয়া শ্রীগুরু-মুখবাণী-রশ্মি সংসার-সুখবাসির প্রকৃত রূপ দেখাইয়া দিতে লাগিল —যাহার জন্য জগৎ উন্মত্তের ন্যায় ছুটে চলেছে। কৌতূহল-নিবৃত্তির নিমিত্ত কয়েকজনকে জিজ্ঞাসা করিলাম 'আচ্ছা ভাই বলুন ত' এই লক্ষ লক্ষ নরনারী এত কষ্ট স্বীকার করিয়াও কি জন্য আজ এখানে আসিয়াছেন? শুধু কি পুণ্যের জন্য? কেন? সংসারে থাক খুবই সুখ-শান্তি আছে! তবে পুণ্যে কি হ'বে? আজ শুধু বৃদ্ধ নয় যুবাও, শুধু শূদ্র নয় ব্রাহ্মণও, শুধু মূর্খ নয় পণ্ডিতও, শুধু ভিখারী নয় নৃপও, স্বদেশী, বিদেশী সকলেই পুণ্যের কাঙ্গাল। তবে যৌবনী পাগ্লা ক'রে এ সংসারে চিরস্থায়ী বাসের বন্দোবস্ত কি কেউ করবেন না? দেশ-প্রাণ, দেশসেবক নিশ্চয়ই তাঁর ধর্ম ভুলেছেন; নতুবা পুণ্যস্নানে যেতে ইচ্ছুক কেন? বহিঃসেবী, যোগসেবী মাতৃভূমি-সেবী প্রভৃতি সকলের কার্য্য যদি নিত্য হয় তবে তাহা ছেড়ে অন্য লোকে যেতে এত উদ্গ্রীব কেন? বালক-বালিকা, যুবক-যুবতী সকলেই কি তবে একবাক্যে স্বীকার করিবেন যে, সংসারে সুখ পাওয়া যায় না, তাই অন্য কোন সুখের রাজ্যে যেতে ইচ্ছা হয়।

আজ শ্রীগুরুমুখ নিঃসৃত-বাণীর যথার্থ অর্থ উপলব্ধি করার সুবর্ণসুযোগ উপস্থিত। উষ্ট্রের কণ্টক-চর্বণের ন্যায় সংসারের বিষয়সুখ ক্ষণিক-প্রীতিপ্রদ মাত্র, একথা কেহ স্বীকার না করিলেও জীব প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ সংসার-সমুদ্রে পতিত, ত্রাণ আমাদের বধির কর্ণের কবাটের নিকট স্বয়ং আচরণ করিয়া গা হয়েছেন

> সংসার দুঃখ-জলধৌ পতিতস্য কাম-
> ক্রোধাদি নক্র মকরৈঃ কবলীকৃতস্য
> দুর্বাসনা নিগড়িতস্য নিরাশ্রয়স্য
> চৈতন্যচন্দ্র মম দেহি পদাবলম্বম্ ॥

বস্তুতঃ জীব এই সংসার-সমুদ্রে পড়িয়া সর্বদা হাবুডুবু খাইতেছে, কামাদি রিপুবর্গ সর্বক্ষণ তাহাদিগকে দংশন করিতেছে। তাই তাহারা দুঃখিত ও ব্যথিত।

মানব যদিও জ্ঞানী, জগতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাণী, যদিও মানব বিজ্ঞানাদির অনুশীলনদ্বারা অত্যাশ্চর্য্য কার্য্য সাধন করিতে পারেন, যদিও বাহুবলে দেশজয়াদি কার্য্য করিতে পারেন তথাপি তাঁহারা এই কামাদি রিপুগণের সর্বক্ষণ পিষ্ট এবং নানা দুঃখে জর্জরিত; তাহারই প্রমাণস্বরূপ এই লক্ষ লক্ষ লোকের সমাগম।

এই জগতের চিরন্তন-প্রথানুসারে আমরা ভাবি, ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্তিতে বুঝি সুখ আছে, তাই কুরূপ-দেহধারী একটি রূপবিশিষ্ট সুন্দর শরীরের জন্য, অকুলীন কুলের জন্য, অর্থ-হীন অর্থের জন্য, মূর্খ পাণ্ডিত্যের জন্য প্রয়াসবিশিষ্ট। কিন্তু সুখের রাজ্য এ নয়, এ জগতের যত কিছু লাভ করি না কেন, শান্তি নাই, তাই ধর্ম্মদেবী ধর্ম্মের 'কা চ বার্ত্তা' প্রশ্নের উত্তরে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বলিয়াছিলেন—

> অস্মিন্ মহামোহময়ে কটাহে
> সূর্য্যাগ্নিনা রাত্রিদিবেন্ধনেন
> মাসর্ত্তু দর্ব্বি পরিঘট্টনেন
> ভূতানি কালঃ পচতীতি বার্ত্তা ॥

এই সংসারবাসী জীববৃন্দকে মোহময় কটাহে রাত্রিদিনরূপ কাষ্ঠের সাহায্যে সূর্য্যরূপ অগ্নিদ্বারা পাক করিতেছে, অর্থাৎ ত্রিতাপদাহী আমাদিগকে ত্রিতাপ-অনলে দগ্ধ করিতেছে। তাই আজ ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত, রাজা-প্রজা সকলেই কি যেন ভয়ে ভীত হইয়া, কি যেন অব্যক্ত যাতনার হস্ত হইতে নিস্তারলাভের জন্য, শান্তির আশে বাসনার নিবৃত্তি সন্ধানে ছুটিয়া আসিয়াছেন।

এখন মহাজনের গীতির দোহাই করিয়া বিদায় লইব। কারণ, মহাজনগণ আমাদিগকে এই সংসারময় মরীচিকায় ছুটাছুটি করিতে দেখিয়া কৃপাপূর্বক জগতে আসিয়া সান্ত্বনার গীতি-গাহিয়াছেন

　　মন তুমি তীর্থে সদা রত।
অযোধ্যা, মথুরা, মায়া, কাশী, কাঞ্চী,অবন্তিকা
　　দ্বারাবতী, আর আছে যত।
তুমি চাহ ভ্রমিবারে　এ সকল বারে বারে
　　মুক্তিলাভ করিবার তরে।
সে সকল ভ্রম মন,　নিরর্থক পরিশ্রম,
　　চিত্ত স্থির তীর্থে নাহি করে।
তীর্থফল সাধুসঙ্গ,　সাধুসঙ্গে অন্তরঙ্গ,
　　শ্রীকৃষ্ণভজন মনোহর।
যথা সাধু তথা তীর্থ, স্থির করি' নিজ চিত্ত
　　সাধুসঙ্গ কর নিরন্তর ॥

—শ্রীইন্দুপতি ব্রহ্মচারী

দুইটী পাখী

[শ্রীসত্যানন্দ দাসাধিকারী]

(১)

বন মাঝে এক শাখী, তাহাতে দুইটী পাখী
　　সদা আছে বসি' পাশাপাশি;
তাদের চাহিতে হ'লে, দূর কর চিত্তবলে,
　　সাধুসঙ্গ পদতলে বসি'।

(২)

অপরূপ সেই তরু,　দেখিতে বড়ই চারু,
　　যাকে সদা রত করি' শির,
দেখিবারে সেই পাখী, যোগিজনের ইচ্ছে আঁখি
　　চিত্তবৃত্তি করিয়া সুস্থির।

(৩)

বিহগ দুটির মাঝ,　একটি না করে কাজ,
　　সাক্ষিরূপে সদা থাকে বসি',
দ্বিতীয়টি কাজে রত,　আপনারে অবিরত,
　　মিঠা তিক্ত ফল রাশি রাশি।

(৪)

আত্মা, পরমাত্মা নাম, সে দুটির কে'বা নাম
　　এক সাথে সদা রহে দু'য়ে,
পূর্বকৃত কর্মফলে,　আত্মা প্রতি পলে পলে
　　সুখ দুঃখ আপনারে ভুঞ্জে।

(৫)

আত্মা কিন্তু নাহি চিনে সেই পরমাত্ম-ধনে,
　　মায়াধীনে রহে যত দিন;
দৈবক্রমে, ভাগ্যবলে,　সাধু-গুরু দয়া দিলে
　　অনর্থাদি হ'য়ে যায় ক্ষীণ।

(৬)

অনর্থাদি হ'লে ক্ষয়,　দু'য়ে দেখা শুনা হয়,
　　পরিচয় হয় তবে সত্য,
তখন না পারে আর, মায়া ক'রে বাঁধিবার,
　　জ্ঞাত হবে এ মূলতত্ত্ব।

(৭)

পরমাত্ম-প্রণব,　নহে একমাত্র ধন,
　　হ'তে হয় সার্থক কী
অতঃপর হ'লে ভক্তি,　গুরুপদে অনুরক্তি,
　　সঁপে দিবে প্রাণ-মন-ধন।

(৮)

শ্রীগুরুর কৃপাবলে　কৃষ্ণপদে রতি হ'লে
　　তবে তার প্রেম উদয়;
কৃষ্ণপ্রেম যদি পায়,　সব দুঃখ দূরে যায়,
　　মায়া হ'তে নাহি রহে ভয়।

(৯)

হ'য়ে তখন নির্ভয়,　জীবপাখী আস্বাদয়
　　মধুর কৃষ্ণপ্রেমানন্দ;
সেই প্রেম আস্বাদিত যে'বা কি জানিবে চিত্ত
　　তাবে তাহা সতত আনন্দ।

সারকথা

—:০:—

পরমা ভক্তি কি ?

সাধু-শাস্ত্র-গুরু-বাক্য চিত্তেতে করিয়া ঐক্য,
　　সতত ভাসিব প্রেম-মাঝে।
কর্ম্মী, জ্ঞানী অভক্তগণ, ইহাদের করিবে ভিন্ন
　　মনোরথ এই যত্ন পাবে ॥
অন্য অভিলাষ ছাড়ি' জ্ঞানকর্ম্ম পরিহরি',
　　কায়মনে করিব ভজন।
সাধুসঙ্গে কৃষ্ণসেবা, না পূজিব অন্য দেবা,
　　এই ভক্তি পরম কারণ ॥

(প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা)

জীবের সর্ব্বাপেক্ষা দুর্ভাগ্য কি ?

এই কৃষ্ণ-ভাব-সিন্ধু　ব্রহ্মা না পায় একবিন্দু
　　হেন ধন বিলাইল সংসারে।
ঐছে দয়ালু অবতার, ঐছে দাতা নাহি আর
　　গুণ কেহ নারে বর্ণিবারে ॥
পাইয়া মনুষ্যজন্ম,　যে না শুনে গৌরগুণ
　　হেন জন্ম তার ব্যর্থ হৈল।
পাইয়া অমৃতধুনী,　পিয়ে বিষ গর্ত্তপানি
　　জন্মিয়া সে কেনে নাহি মৈল ॥

— চৈঃ চঃ

সব বৃক্ষ হইলে চলিবে কিরূপে ?

একলে উদুম্বর-বৃক্ষে লাগে কোটি ফলে।
কোটি যে ব্রহ্মাণ্ড ভাসে বিরজার জলে ॥
তার এক ফল পড়ি' যদি নষ্ট হয়।
তথাপি বৃক্ষ নাহি জানে নিজ অপচয় ॥
তৈছে এক ব্রহ্মাণ্ড যদি মুক্ত হয়।
তবু অল্প হানি কৃষ্ণের মনে নাহি লয় ॥

—চৈঃ চঃ মধ্য ১৫।১৭২ ১৭৮

গৌরদাসের হৃদয় কিরূপ ?

জীবের দুঃখ দেখি' মোর হৃদয় বিদরে।
সর্বজীবের পাপ প্রভু দেহ' মোর শিরে ॥
জীবের পাপ লঞা মুঞি করি নরক ভোগ
সকল জীবের, প্রভু ঘুচাও ভবরোগ ॥

—চৈঃ চঃ মধ্য ১৫।১৬২ ১৬৩

স্ত্রীজনের না কর আর স্ত্রী-সম্ভাষণ　গৃহে স্ত্রী ছাড়িয়া ভাই ... ॥

১। শ্রীচৈতন্যমঠ
(আকর মঠরাজ)

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমহাপ্রভুর জন্মের প্রায় ৫০০ বছর পূর্ব্ব-সুমেরু শ্রীব্রজপত্তনে আবির্ভাব শ্রীচৈতন্যদেবের শ্রীপাদপদ্ম বিরাজমান। এই স্থান শ্রীধাম মধ্যে, সর্ব্বপ্রধানপীঠ বা আকরমঠরাজ। এই মঠরাজে শ্রীবিগ্রহগণ ও শ্রীব্যাসদেবের সেবা, শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী এবং সম্প্রদায়াচার্য্যগণ চতুষ্টয় তাঁহাদের নিজ বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা দ্বারা সেবিত হইতেছেন। এইখানে পারমার্থিক দৈনিকপত্র 'নদীয়া-প্রকাশ', সাপ্তাহিক সম্প্রদায়ে অপ্রকাশিত ও অপূর্ব্ব প্রাচীন গ্রন্থবলি প্রকাশিত হইতেছে। প্রতি বৎসর শ্রীধাম পরিক্রমা ও অন্যান্য উৎসবাদি এবং অন্যান্য সময়ে মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

—শ্রীমৎ শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন বড়বাজার ৪১১৫।

শ্রীমহাপ্রভু-প্রচারিত শ্রীনাম ও ভক্তপ্রচারের জন্য গৌড়ীয়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীগৌড়ীয়মঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই মঠস্থানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীরাধাগোবিন্দজীউ নিত্যসেবিত হন। 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছে। উৎসবে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রমাণ-সমালোচনা ও শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি শাস্ত্রের মধ্যে আলোচনা হয়। এই মঠ হইতে মহানগরীর সর্ব্বত্র হরিকথা-প্রচার, মহানগর-সঙ্কীর্ত্তন, প্রদর্শনী, শোভাযাত্রা ও সঙ্কীর্ত্তন-মহা-মহোৎসবাদি প্রচারের অনুষ্ঠান হয়। রক্ষক মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-স্থান মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীজগন্নাথ মিশ্র ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া সহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা এবং শ্রীলক্ষ্মীদেবীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী সেবাকে নন।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী এখানে শ্রীগৌরবিধুদানন্দ ও সপার্ষদের সেবা বর্ত্তমান, রক্ষক—শ্রীমৎঅধিক বামাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—গোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

(৭) কাজীর সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপা-প্রাপ্ত শ্রীচাঁদ-কাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীসদানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তালোক।

(৮) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও রাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজগবান দাস ব্রহ্মচারী।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্র নাথ দাসাধিকারী।

১০) মোদদ্রুম ছত্র "গৌড়ের নৈমিষ

মাউগাছি, পোঃ ভাণ্ডারটিকুরী, (বর্দ্ধমান)।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান। শ্রীগৌরনিত্যানন্দের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীনন্দ বিহারী ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

(১১) জেহ্নিয়া জহ্নুকানন

শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীনবীনানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১২) কুলিয়া মঠ—পোঃ কৃষ্ণনগর,

নদীয়া। রক্ষক—শ্রীমধুসূদন অধিকারী

(১৩) ভাগবত-আসন—পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

এই স্থান হইতে ভাগবতাসনের গ্রন্থাবলী প্রচারিত হয়। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তালোক, ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৪) একায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ রানাঘাট, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী ভক্তিশাস্ত্রী

(১৫) মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঁচরাপাড়া, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিবিনোদ ব্রহ্মচারী।

(১৬) মাধ্বগৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, পোঃ ঢাকা

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধাকান্ত-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ বি-এ।

(১৭) গোপালজীউ মঠ—কমলাপুর, (ঢাকা)

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান। রক্ষক—শ্রীমদনমোহন ব্রহ্মচারী।

(১৮) শচীমাতা-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি (ঢাকা)।

এখানে শ্রীশচী-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বর ব্রহ্মচারী

(১৯) প্রপন্নাশ্রম-গৌড়ীয়মঠ

বর্দ্ধমান, পোঃ মহেশনগর

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য শ্রীমদ্ শ্রীকান্ত মাঝি এম-এ, বি-এল।

(২০) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ সাহু, (ঢাকা)

এখানে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীমদনমোহন ব্রহ্মচারী

(২১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ আমলাযোড়া (বর্দ্ধমান)।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগৌরেন্দ্র দাসাধিকারী,

(২২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ভুবনেশ্বর, পোঃ চকুলিয়া, (মানভূম)

এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী।

(২৩) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকানাগা, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে গুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী ভক্তিরত্ন।

(২৪) গৌরাঙ্গপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী।

(২৫) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগড়ি, পোঃ বক্সীবাজার, (কটক)

এখানে শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ বিনোদবিহারী-জীউর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণ দাস ভক্তিসুধাকর

(২৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর পুরী,

শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীসদানন্দ বিদ্যাভূ।

(২৭) পুরুষোত্তম মঠ

ভক্তিকুটী, পোঃ পুরী উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদবিহারীজীউর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীসনাতন অধিকারী

(২৮) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগোপীনাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবিপিন-বিহারী দাসাধিকারী।

(২৯) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, জেলা গোদাবরী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যগৌরাঙ্গ-রাধাকান্ত-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। মহোপদেশক—শ্রীনরহরি দাসাধিকারী ভক্তিলোচন।

(৩০) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪২নং কালিকাপুরা, বেনারস সিটি

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীমাধবেন্দ্র ব্রহ্মচারী।

(৩১) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন

(৩২) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও গৌর-বিনোদ-বলদেবজীর সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীসত্যনারায়ণ দাসাধিকারী।

(৩৩) কৃষ্ণচৈতন্য মঠ

পুরানশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

এখানে শ্রীশ্রীকৃষ্ণগৌরাঙ্গের নিত্য-সেবা হয়। রক্ষক—শ্রীগৌরেন্দ্র ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠ

কংসখালীঘাট মথুরা

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ বামন

(৩৫) রাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ড—শ্রীরাধাকুণ্ড

রক্ষক—শ্রীরাধারমণচরণ ব্রহ্মচারী

(৩৬) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৩৭) গোকুলবিহারী মঠ

লেখাগাড়ী, পোঃ গোবর্দ্ধন, জেলা মথুরা (পাঞ্জাব) রক্ষক—শ্রীগোকুলবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৩৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং চৌধুরান রোড, দিল্লী সিটি।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা-গিরিধারীর সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসারঙ্গ কুমারাম্বী

(৩৯) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, পাঞ্জাব।

এখানে গৌর-বলদেবের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীনবগোপাল অধিকারী।

(৪০) নারায়ণ গৌড়ীয় মঠ

ভারত সাগর, বোম্বাই

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর

(৪১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ মাইলাপুর, মাদ্রাজ।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা।

রক্ষক—শ্রীপাদ স্বরূপানন্দ ভক্তিবিলাস।

(৪২) রেঙ্গুন-গৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়

ক্লোজিয়ার রোড, ৫৫ টাসি স্ট্রীট, রেঙ্গুন

রক্ষক—শ্রীশ্রীমৎ ব্রজেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(৪৩) ধর্ম্মবারি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ধর্ম্মবারি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীমোহন দাস অধিকারী

(৪৪) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণদাস বাবাজী

(৪৫) পাটনা গৌড়ীয় মঠ

১০০ বিরাপুর, পাটনা।

(৪৬) গয়া গৌড়ীয় মঠ

মিলিটারী চার্চ্চ রোড, গয়া

রক্ষক—শ্রীমন্মধুসূদন ব্রহ্মচারী বামনজন

(৪৭) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠ বালেশ্বর

রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪৮) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয়

৩ গ্লষ্টার হাউস, কেনসিংটন গার্ডেন্স, এস. ডব্লিউ ৭, লণ্ডন

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ।

(৪৯) বার্লিন-গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

Berlin W. 30

Eisenacher strasse 29 4

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্—সমগ্র ৪০৲
প্রথম স্কন্ধ হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে দ্বাদশ ৸০
২। আদ্যলীলা শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। অমৃত প্রবাহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সৎক্রিয়া-সারদীপিকা ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
[১ম খণ্ড ৩—১৲; ৩য় খণ্ড—৸
৩ ৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—১৲; ২য় খণ্ড ৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব—১৲
৮। সংস্কারদীপিকা—দীপিকা ও সংস্কার-
কৌমুদী ১।০
৯। বৈষ্ণব ৪৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমদ্ভাগবত শিক্ষা (বাঁধা) ২৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিবর্ত্তবাদ ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ।০
১৮। প্রেমপ্রদীপ ।০
১৯। শ্রীকৃষ্ণসংহিতা কৃষ্ণবিজয় (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গীতি ৸০
২১। গৌড়ীয়-গাথিকা ৸০
২২। নবদ্বীপতত্ত্ব ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও
শ্রীনবদ্বীপশতকম্ ৩ (বাঁধা)
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
২৬। গীতার কেবল মাত্র-ভাষা ।০
২৭। বৃন্দাবনলীলা অনুশীলনমূলক সাত্ত্বিক ২৲
২৮। বেদান্তদর্শনের সারমর্ম ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸
৩০। শ্রীমদ্-ভজন রহস্য ৵০
৩১। মায়াবাদ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। শ্রীগৌরাঙ্গ /১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপশতকম্ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা খণ্ড ।০
৪০। অর্চ্চনপদ্ধতি /০
৪১। গীতাবলী /০
৪২। চিত্রে নবদ্বীপ ১।০
৪৩। সাধনকণা /০
৪৪। বেদান্তস্যমন্তক /০
৪৫। নবদ্বীপশতক /০
৪৬। অর্থপঞ্চক
৪৭। সদাচারদর্পণঃ /০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (৩য় সংস্করণ) /১০
৪৯। জৈবধর্ম ৫১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌড়ীয়গৌরব ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। অমৃতপ্রবাহভাষ্য বা সারসংগ্রহবৃত্তি ।০
৫৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? /০
৫৭। উপদেশামৃত (অনুবাদিত) ।০
৫৮। শ্রীভজনরহস্য ৶০
৫৯। হরিনামচিন্তামণি ৶০
৬০। নামাপরাধ /০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত সারঃ ।০
৬১। সিদ্ধান্ত-দর্পণ-সংশোধিতঃ ।০
৬২। সটীক শিক্ষাষ্টকম্
৬৩। স্তবমালা ।০
৬৪। সাধনা দীপিকা ৸০
৬৫। গৌড়ীয়বৈষ্ণব তত্ত্বঃ /০
৬৬। নামাপরাধ-সূত্র ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৭। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৬৮। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ।০
৬৯। রায় রামানন্দ ।০
৭০। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজি অ্যাণ্ড অন্টলজি ।০
৭১। ভিজিটিং অ্যাকাউণ্টস ৸০
৭২। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৭৩। বৈষ্ণবিজম ।০
৭৪। শ্রী গৌড়ীয়মঠ ইন বুলেট /০
৭৫। দি ভাগবত ।০
৭৬। থিয়োরিক প্রিন্সিপলস অ্যাণ্ড অ্যাপ্লায়েড রিলিজন ।০
৭৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২।০
৭৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৭৯। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ।০
৮০। সাধন-পথ ।০
৮১। কল্যাণ-কল্পতরু /১০
৮২। গীতাবলী /০
৮৩। শরণাগতি /০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৪। শরণাগতি /০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় রুগ্ন পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি ক্রমশঃ অধিক। প্লীহা যকৃৎ সংযুক্ত জ্বরাদিতে এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৸০ আনা, বড় বোতল ১৷০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুপ্রসিদ্ধ জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং-এর

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

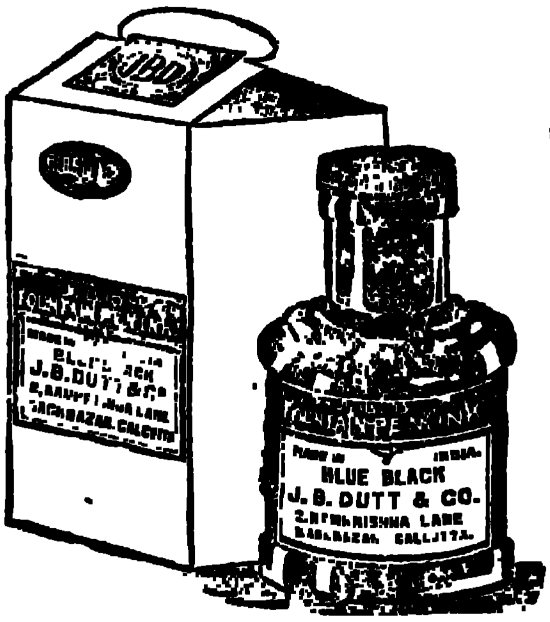

পরীক্ষা করিয়া দেখা
গিয়াছে এই কালি
ফাউনটেনপেনের পক্ষে
খুব উৎকৃষ্ট। ইহাতে
নিব বা কাগজ কোন
কালে নষ্ট হয় না।
মূল্য খুব সুলভ।
জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং
কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ
লেন, বাগবাজার
কলিকাতা

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কর্ত্তা, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা অক্ষরে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে প্রমাণের ও শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তভূষণ বিদ্যাবিনোদ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও
ডাঃ কুঞ্জবিহারী ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম শ্রমণ এম, এস, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

(ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

[illegible] কলেজের [illegible] প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ইউনিভারসিটি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বিরাট [illegible] [illegible] (Foreward) [illegible] (Prefaces), [illegible] (Contents) [illegible] Index Glossary [illegible] ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—[illegible], [illegible] শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা ; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জেলা—নদীয়া।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে ; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ [illegible] ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও [illegible] প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম [illegible] [illegible]।

মেধাবী ছাত্রগণের অসাধারণ সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা [illegible] নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ [illegible] [illegible] ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউশন
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ইংরেজী পাক্ষিক পত্র [illegible] প্রকাশিত হয়। [illegible] টাকা [illegible] [illegible] পাওয়া যায়।

২। গৌড়ীয় [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সাপ্তাহিক। [illegible] [illegible] প্রকাশিত। [illegible] টাকা মাত্র।

৩। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

৪। [illegible]—[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ভিক্ষা [illegible] টাকা মাত্র।

৫। [illegible]—[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ভিক্ষা [illegible] টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ
প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] টাকা [illegible]

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	ছাঃ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	পৌঃ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

[illegible]

[illegible] ঘাট	ছাঃ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	ছাঃ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

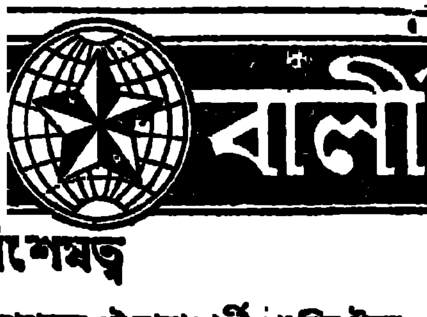

আমাদের বিশেষত্ব

আমাদের এই তারা বার্লী আধুনিক উন্নত বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুযায়ী মেসিনে এবং সেই শক্তিমান বার্লী বিশেষজ্ঞ শ্রীযুক্ত টি, কি, বসু মহাশয়ের চাক্ষুষ ও সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধানতায় প্রস্তুত। ইহারাই একমাত্র বিশ্বকর্ম্ম দক্ষতায় একাদিক্রমে এশিয়া মহাদেশের সুপ্রসিদ্ধ বিস্কুট ও বার্লী প্রস্তুত কারক স্বনামধন্য স্বর্গীয় (শ্রীযুক্ত) কে, সি, বসু মহাশয় বিস্কুট ও বার্লী প্রচলন করিয়া জগতে আদর্শ স্থানীয় হইয়া ছিলেন। এই ব্যবসায় ইহার অভিজ্ঞতা ১৬ বৎসরেরও অধিক কালের। ইহা হস্ত পুষ্ট নহে।

CALCUTTA.

পোঃ বাগবাজার কলিকাতা

সচিত্র
নবদ্বীপ পঞ্জিকা

ভিক্ষা—মাত্র ৵০
প্রাপ্তি স্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ ;
পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'শ্রীনাম' নবদ্বীপ

দৈনিক

রেজিঃ নং ১৫৪৪

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

ছান্দোগ্যোপনিষৎ
—
বড় অক্ষরে মূল ও
অনুবাদক প্রকাশিত
হইয়াছে। কাগজ ও
ছাপা অতি উত্তম।
ভিক্ষা ।০ মাত্র
শ্রীচৈতন্যমঠ,
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

"গৌড়ীয়"
—
১ম বর্ষ হইতে
১১শ বর্ষ পর্য্যন্ত
প্রতি বর্ষ কাপড়ে
বাঁধাই
ভিক্ষা ৩॥০ মাত্র।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ
বাগবাজার, কলিকাতা

ভারতের সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গলা দৈনিক পারমার্থিক সংবাদপত্র

১০ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২৬শে বৈশাখ, বৃহস্পতিবার ১৩৪২, ৯ই মে ১৯৩৫ [৫৮শ সংখ্যা

রজতজুবিলীতে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট

প্রার্থনা ও ভগবন্নাম-সংকীর্ত্তন

মহামহিমান্বিত ভারত সম্রাট পঞ্চম জর্জের রজত জুবিলী উপলক্ষে শ্রীধাম মায়াপুরস্থ ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের ছাত্র ও শিক্ষকগণ গত ৬ই মে প্রাতঃকালে সম্রাটের দীর্ঘজীবনের জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়া নাম-সংকীর্ত্তন করেন।

সভা

উক্ত দিবস ছাত্র, অভিভাবক শিক্ষক এবং অন্যান্য নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকগণ ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট গৃহে সমবেত হন। অপরাহ্ন ৮-৩০ মিনিটের সময় একটী সভা আরম্ভ হয়। ইন্‌ষ্টিটিউটের সহকারী প্রধান শিক্ষক বাবু রাম-কুমার চাটার্জ্জি বি-এ মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং সহকারী শিক্ষক বাবু পঞ্চানন সাহা বি-এ মহাশয়ের সমর্থনে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ সভা-পতির আসন গ্রহণ করেন। ইন্‌ষ্টিটিউটের সেক্রেটারী শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ কাব্য-পুরাণতীর্থ সভাপতি মহোদয়কে পুষ্পমাল্য প্রদান করেন। তৎপরে উদ্বোধন-সঙ্গীতরূপে বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ বাঙ্গালাভাষায় প্রার্থনা গীত কীর্ত্তন করেন। তাহাদের এই কীর্ত্তন মনোমুগ্ধকর হইয়াছিল। তৎপরে উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণের মধ্য হইতে ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভারত-সম্রাট পঞ্চম জর্জ ও ভারত-সম্রাজ্ঞী মেরীর গুণাবলীর প্রতি ছাত্রগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া তাহাদিগকে কিছু উপদেশ প্রদান করেন। তৎপর ইন্‌ষ্টি-টিউটের দ্বিতীয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত জ্ঞানাপদ ভারতীয়—ডেভিড সী. সৈমুদ্রক প্রভৃতি বৈদেশিক আক্রমণে এবং সাম্রাজ্যলোলুপ বিজিত ব্যক্তির অত্যাচারে ভারতে যে-প্রকার মাঝে মাঝে রক্ত-স্রোত প্রবাহিত হইত এবং বর্ত্তমানে ইংরাজ সরকার কর্ত্তৃক স্থাপিত যে শান্তি দেখা দিয়াছে তাহা বর্ণন করিয়া তুলনামূলক ভাবে বৃটিশ সম্রাটের শাসিতগণের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। তিনি বক্তৃতার প্রথমে "জুবিলী" শব্দটীর ইতিবৃত্ত বর্ণন করিয়াছিলেন এবং শেষে সম্রাটের রাজত্বকালে প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ ঘটনাসমূহ বিবৃত করিয়াছিলেন।

তাহার পরে সহকারী প্রধান শিক্ষক মহোদয় ইংরাজিতে আবেগময়ী ভাষায় সম্রাটের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া একটী অতি চমৎকার বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন। তৎপরে ছাত্রগণের মধ্যে অনেকেই কেহ ইংরেজীতে, কেহ বা বাঙ্গালায় সম্রাট পঞ্চম জর্জের জীবনী বর্ণন করিয়া কয়েক মিনিট বক্তৃতা প্রদান করেন। অতঃপরে প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত কিশোরী মোহন ভক্তিবান্ধব মহোদয় তাঁহার সুচিন্তিত ইংরেজী ভাষায় লিখিত অভিভাষণটী পাঠ করেন। এই অভিভাষণটী এবং সম্রাটের প্রশস্তিসূচক একটী সংস্কৃত কবিতা ইন্‌ষ্টি-টিউটের তরফ হইতে মুদ্রিত হইয়াছিল। তাহা সর্ব্বসাধারণকে বিতরণ করা হইয়াছে। প্রধান শিক্ষক মহোদয়ের অভিভাষণের পর সভাপতি মহোদয় তাঁহার গবেষণা পূর্ণ অভিভাষণে—সম্রাট কে, তাঁহার সহিত আমাদের কিরূপ সম্বন্ধ থাকা দরকার, সেরূপ সম্বন্ধের অভাবে কিরূপ বিষময় ফল উৎপন্ন হয়, রাজার সুশৃঙ্খলার অভাবে দেশে কি বিশৃঙ্খলা ঘটে, রাজার প্রতি রাজভক্তি দেখান ভাল কি মন্দ, সিপাহীর বিদ্রোহের আ-চরণটী বা কি প্রভৃতি বিষয়সমূহ বর্ণন করিয়া একটি সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। তৎপর প্রধান শিক্ষক মহাশয় সভাপতি মহোদয় ও উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলীকে ধন্যবাদ প্রদান করিলে উপসংহার-সঙ্গীতান্তে সভা ভঙ্গ হয়।

ক্রীড়া-প্রতিযোগিতা

বিদ্যালয়ের বালকগণের অপরাহ্ন ৫ ঘটিকা হইতে ৭ ঘটিকা পর্য্যন্ত বিবিধ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা হয়। এই ক্রীড়া প্রতি-যোগিতার জন্য প্রত্যেক প্রতিযোগিতার প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকারকারী বালকগণকে পুরস্কার প্রদান করা হইয়াছে। সহকারী প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের ছাত্র গণের প্রতি প্রদর্শিত উৎসাহ প্রশংসনীয়।

অগ্নি-ক্রীড়া ও মিষ্টান্ন বিতরণ

ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পর বিদ্যালয়ের সম্মুখে অগ্নিক্রীড়া (আতস বাজী প্রভৃতি) প্রদর্শিত হইয়াছিল। তৎপর বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষগণ ছাত্রগণকে প্রচুর পরিমাণে মিষ্টান্ন প্রদান করিয়া উৎসবটি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করেন।

মধ্য প্রদেশে কারখানার সংখ্যা বৃদ্ধি

মধ্যপ্রদেশে ১৯৩৩-৩৪ সালে কার-খানার সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ৯৪৮ হইয়াছে; কিন্তু গত বৎসরে কাজ চলে এরূপ কার খানাসমূহের সংখ্যা ৩০৭ হ্রাস পাইয়া ৭০২ হইয়াছে। ঐ সময় কারখানায় গড়ে ৩১৭১১ জন শ্রমিক কাজ করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে ২৩২২৪ জন পুরুষ, ৭৩৬৭ জন স্ত্রীলোক ১২০ জন শিশু। আলোচ্য বৎসরে কারখানাসমূহে ৫টি দুর্ঘটনা হয়। উহাদের মধ্যে ৩টি এক সপ্তাহের মধ্যে সারিয়া যায় এবং অপর ২টী তিন মাসের অধিক কাল থাকে। অন্যান্য বৎসর কারখানায় দুর্ঘটনার সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ২০ হইয়াছিল।

প্রধান মন্ত্রী ও জার্ম্মাণ নীতি

গত ২রা যে প্রধান মন্ত্রী মিঃ য়্যাটলে মার্কিণ-ব্রিটেন কর্ত্তৃক দেশরক্ষা সম্পর্কীয় চুক্তি উপস্থাপনকালে সভাতে কমন্স সভা-পতি রাজনীতিবিদ্ ও সাধারণের আসন পূর্ণ এবং অত্যন্ত জনপূর্ণ করিয়া ছিলেন। পার্লামেন্টের কাছে বাণিজ্য বোর্ডের সভাপতি এবং সহকারীর ব্যাখ্যানে ১৯৫০ সালে জার্মাণীতে ব্রিটিশ নির্দ্দিষ্ট বিমান পোতের হাওয়া-বহরনীর সংখ্যা ঘোষণা করিয়া লোকদিগের আগ্রহ বর্দ্ধিত করেন।

প্রধান মন্ত্রী মহাশয় তাঁহার বক্তৃতায় বলেন,—"রোম, প্যারিস ও লণ্ডন সম্মেলনের পর গত ফেব্রুয়ারী তারিখে লণ্ডনে ঘোষণাবার প্রকাশিত হয়, তাহাতে জার্মাণীর উন্নয়ন হয় এ. তান্দো-সন্ধির সামরিক দায়িত্বের মধ্যে জার্মাণ এককভাবে জার্মাণ সহিত যে শান্তিপূর্ণভাবে কথা-বার্তা চলিবে যে মধ্যস্থতাকল্পে চুক্তি হইবে উহার সমর্থন করাই আমাদের অন্যতম উদ্দেশ্য। ইউরোপে ঠিক যে মুহূর্ত্তে আমরা জার্মাণ শক্তিশালী হইতেছে বলিয়া আমরা আশা করিয়াছিলাম, সেই মুহূর্ত্তে জার্মাণী কর্ত্তৃক সামরিক ও বিমান শক্তি ছাড়াও আক্রমণাত্মক সামরিক বৃদ্ধি প্রবর্ত্তনের সংবাদ ঘোষণা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। বৃটেন যে সমস্ত কোনরূপ সংঘর্ষের মধ্যে থাকিতে পারে না, ইহা জানা কথা; সুতরাং ইউরোপীয় শান্তিরক্ষা সম্পর্কে আলোচনার জন্য যে সম্মেলন হইবে তাহাতে বৃটেন কোন প্রতিনিধি প্রেরণ না করিয়া একজন পর্য্যবেক্ষক প্রেরণ করিবে। তাঁহাদের স্থির করিতে হইবে যে, তাঁহারা সার্ব্বজনীন একটা নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা পরিত্যাগ করিবেন—না এমন কোন দল নিরপেক্ষ ব্যবস্থায় আশ্রয় লইবেন, যাহার ফলে কোনক্রমেই যুদ্ধ এড়ানো যাইবে না।

"হাউস অব কমন্সে স্যার জন সাইমন-কে জানাইয়াছেন যে, পূর্ব্ব ইউরোপীয় দেশ সমূহের সহিত পৃথকভাবে আক্রমণমূলক চুক্তি সম্পর্কে কথাবার্ত্তা চালাইতে তিনি রাজী হইয়াছেন। হার হিটলারের প্রস্তাব অবহেলা করা উচিত নয়। ফ্রান্স ও জার্মাণীর সহিত পারস্পরিক শক্তিশালী চুক্তির আলোচনা করিতেছেন, তাহার সহিত সাক্ষাৎ রাখিয়া ঐ ধরণের চুক্তি হইতে পারিবে না এমন কোন কারণ নাই।

"জার্মাণ, ফ্রান্স ও নৌবাহিনী সম্পর্কে জার্মাণী একক ভাবে ইউরোপকে যে ভাবে স্বীকার করিয়াছে। ফ্রান্স, জার্মাণী ও বৃটেনের পরস্পরের মধ্যে বিশ্বাসের মনোভাব না হইলে তাহার ব্যাপার ঘটিবে। তাঁহাদের লক্ষ্য হইতেছে, সংযোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি করা। ব্রিটিশ জাতীয় একটা শক্তিশালী বাহিনী দেশরক্ষার শক্তি সম্বন্ধে তাঁহাদের উদাসীন থাকিতে দেন না। স্যার জন সাইমন উল্লেখ করিয়াছিলেন যে, নৌবাহিনী সম্পর্কে আলোচনার জন্য জার্মাণীর একজন প্রতিনিধি প্রেরণ করা উচিত এবং জার্মাণীর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছে। ঠিক এই সময়কে জার্মাণী তাহার সৈন্য বিভাগ সম্পর্কীয় কার্য্যসূচী ঘোষণা করিবার জন্য বাছিয়া লইল ইহা অত্যন্ত বিস্ময়কর কথা। নৌবাহিনী সম্পর্কে বৃটেনের প্রয়োজন শুধু নিজের দেশরক্ষা কার্য্যেই সীমাবদ্ধ নহে। বৃটেনের দায়িত্ব অনন্যসাধারণ ও বিশ্বব্যাপী। সামরিক বিভাগ সম্পর্কে জার্মাণীর সিদ্ধান্তের গুরুত্ব অস্বীকার্য্য নহে, কিন্তু নৌ-বাহিনী সম্পর্কীয় প্রাথমিক আলোচনার জন্য জার্মাণ প্রতিনিধিগণকে অভ্যর্থনা করিতে এখনও প্রস্তুত আছি। উক্ত আলোচনা যুক্তরাষ্ট্র ও জাপানের সহিত যে সকল সর্ত্তে চালাইয়াছিল, সেই সকল সর্ত্তে চলিবে।"

বিমান-শক্তি সম্পর্কে প্রধান মন্ত্রী মহোদয় বলেন, মিঃ ম্যাকডোনাল্ড বল্ডুইনের আশ্বাসবাণীর উল্লেখ করিয়া বলেন, বৃটেন কোন অবস্থাতেই জার্মাণ বিমান-শক্তির নিকট হীনতা স্বীকার করিতে পারে না। সন্দেহ নাই যে, জার্মাণ বিমান শক্তি পূর্ব্বে কমন্সসভায় পূর্ব্বে প্রদত্ত হিসাব অপেক্ষা বহু পরিমাণে বৃদ্ধিলাভ করিয়াছে। মিঃ বল্ডুইনের প্রতিশ্রুতি পরিপোষকার্থে বর্ত্তমান বৎসরে সরকার বিমানশক্তি বৃদ্ধির গতি দ্রুততর করিবার জন্য পন্থা অবলম্বন করিতেছেন।

প্রস্তাবিত বিমান চুক্তি সম্পর্কে প্রধান মন্ত্রী মহাশয় বলিয়াছেন যে, আক্রমণমূলক সামরিক শক্তির উদ্দেশ্য লইয়া তাঁহারা চালিত হন নাই। যাহারা যুদ্ধে লিপ্ত নহে, তাহাদিগকে আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্যই তাঁহারা জার্মাণী ও অন্যান্য শক্তির সহিত আত্মরক্ষামূলক সংহতি কামনা করিতেছেন। তাঁহাদের নীতি হইতেছে, সংহতভাবে আত্মরক্ষা, সমবেত নিরাপত্তা এবং সমরোপকরণ ও শান্তি সম্পর্কে আন্তর্জাতিক চুক্তি স্থাপন করা। ফ্রান্স ও ইতালীর সহিত তাঁহাদের যে সদ্ভাব আছে, তিনি তাহাকে শান্তির একটা নিশ্চয়তা স্বরূপ মনে করেন। শান্তিকামী যে কোন জাতি এই সৌহার্দ্দ্য বন্ধনের আবদ্ধ হইতে চাহিলে তাহাকে সাদরে আহ্বান করিয়া লওয়া হইবে।

বক্তৃতার উপসংহারে তিনি বলিয়াছেন যে, পরিস্থিতি অবস্থায় বলে, শান্তি ব্যাহত না করিয়া সমবেত চুক্তির দ্বারা যে পরিবর্ত্তন আসিতে পারে তাহাতে সাহায্য করাই বৃটেনের কর্ত্তব্য।

পুস্তক বাজেয়াপ্ত

এলাহাবাদ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার সাহ মোহম্মদ সুলেমান, বিচারপতি স্যার চালস্ কেণ্ডল ও বিচারপতি উমাশঙ্কর বাজপাই এই তিন জনকে লইয়া গঠিত স্পেশাল ট্রাইবিউনাল যুক্ত প্রদেশের চীফ সেক্রেটারীর নিকট একটি নোটিশ জারী করিয়াছেন। প্রকাশ, আপত্তিজনক লেখা থাকার দরুণ বাজেয়াপ্ত কোন পুস্তকের সম্পর্কে এই নোটিশ জারী হইয়াছে।

বাদী শ্রীযুক্ত মাখনলাল গৌড়ম বলেন যে "লেনিন কা সাম্রাজ্যবাদ" নামক উক্ত বাজেয়াপ্ত পুস্তকখানি ইংরাজী ভাষায় লিখিত "Lenin's Imperialism" নামক পুস্তকেরই হিন্দী অনুবাদ মাত্র। অনুবাদক পুস্তকের বিষয় বস্তুর সঙ্গে একটি ভূমিকা জুড়িয়া দিয়াছেন মাত্র। মূল ইংরাজী পুস্তকখানি বাজেয়াপ্ত হয় নাই।

বিচারপতিগণ বাদীর আবেদন শুনিয়া চীফ সেক্রেটারীর নিকট একটি নোটিশ জারী করিয়াছেন।

কলেরার প্রবল প্রকোপ

প্রকাশ, হাবড়া মহকুমার কয়েকটী অঞ্চলে কলেরার প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়াছে। কয়েকখানা গ্রামে কলেরার প্রবল আক্রমণ পরিলক্ষিত হইতেছে। তন্মধ্যে বালুচরের অন্তর্গত বসন্ত গ্রামের অবস্থা বিশেষ আশঙ্কাজনক। অবস্থার উন্নতিকল্পে কলেরা আক্রান্ত স্থানসমূহে চিকিৎসক পাঠান হইয়াছে।

---

৬ মাসের ছুটীতে মিঃ ডার্লিং

রাজস্ব বিভাগের স্পেশাল অফিসার মিঃ এম এল ডার্লিং আই-সি এস ৬ মাসের বিদায়ে বিলাত যাইতেছেন।

প্রকাশ, মিঃ ডার্লিং-এর সমবায় আন্দোলন সম্বন্ধে রিপোর্ট এখনও ভারত সরকারের বিবেচনাধীনে আছে এবং ইহা সাধারণকে আদৌ প্রকাশ করা হইবে কি না তাহা জানা যায় নাই।

জাপানিজের মুদ্রামূল্য হ্রাস

বার্লিন সংবাদে জানা গিয়াছে সরকার স্থির করিয়াছেন যে, মুদ্রার মূল্য শতকরা ৪২'৩৭ কমাইয়া দেওয়া হইবে। অতএব নূতন হারে ১৭০ জমেন, পুরাতন মুদ্রামূল্যের একশত জমেনের সমান হইবে। নাৎসী বিরোধী দলগুলির জাপানিজের মুদ্রামূল্য উল্ট-পাল্ট করিবার চেষ্টার ফলে আমানত কারিগণ ব্যাঙ্ক হইতে টাকা তুলিয়া লইতে থাকায় জাপান সরকার এইরূপ উপায় গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

কলিকাতার বাজার

চাউলের দর

	প্রতি মণ
দাদখানি	৯৷০
সাদা চাল	৫৷৵০
কাটারীভোগ	৫৷৵০-৭৷৵০
বাঁকতুলসী	৬৷৵০
বালাম	৩৷৵০
ঐ পুরাতন	৬৷০
পাটনাই উৎকৃষ্ট	৪৲
এক্সপ্রেস কোয়ালিটি	৩৷৵
সিদ্ধ রেঙ্গুন	২৷৵

চিনির দর

সাদা কাশী রেডি	৯৷০-৯৷৵০
দেশী সাদা দানা	৮৷৵০-৯৷০
,, লাল ,,	৮৷৵০ ৮৷৵০
আতপ—	
নূতন আতপ	৩৷৵০ ৩৷৵০
পেশোয়ারী	৮৷০ ৮৷০
বাঁকতুলসী আতপ	৪৷৵০-৬৷৵০
ঐ মাঝারি	৪৷০-৪৷০
পাটনাই আতপ	৪৷০-৪৷৵০
কাটারীভোগ	৫৷০
ঐ রেঙ্গুন	২৷০

ঘৃতের দর

বাঘমৌড়া প্রতি মণ	৫৬৲
লক্ষ্মী গাওয়া	৫৭৲
রাজা গাওয়া	৪৫৷০
টেকা খুরজা	৪৬৷০

আটা ও ময়দার দর

পেটেণ্ট ময়দা প্রতি মণ	৫৷৵০-৫৷০
গৃহস্থালীর ব্যবহারোপযোগী	৪৷০-৪৷৵০
আটা (বি)	৪৷৵০-৫৲
সুজী	৫৵০-৫৷০
আটা (এস)	৪৷৵০-৫৷০
,, (২)	৪৷৵০-৪৷৵০
,, (কে)	৪৷০-৪৷৵০
,, (৩)	৩৷৵০-৩৷০

সোণা-রূপা

	প্রতি ভরি	
টাকশালের বার	,, ,,	৩৫৵০
বড়ালের বার	,, ,,	৩৫৵০
গিনি	,, ,,	২২৵০
চাঁদির বার	প্রতি ১০০ ভরি	৬৫৲
ঐ চুড়া	,, ,, ,,	৬৫৷০

লৌহ ও হার্ডওয়ার

	প্রতি হন্দর
টাটার তৈয়ারী	
লোহার কড়ি (কেরেষ্ট বা বীম মার্ক	৬৵০-৬৷০
ঐ বে-মার্কা হালকা ওজন	৫৷৵০-৫৷৵০
বরগা (টী-আয়রণ)	৬৷০-৬৷৵০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৬৲-৬৷৵০

সন্তোষকুমার মল্লিক এণ্ড সন্স লিঃ
লোহাপটী, বড়বাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ। নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে। প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ। মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে।

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং, রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা। শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থো মহান্, শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরো নঃ পরঃ।

১০ম বর্ষ | ২১ মধুসূদন গৌরাব্দ ৪৪৯, ২৬শে বৈশাখ বঙ্গাব্দ ১৩৪২, ৯ই মে ইং ১৯৩৫ বৃহস্পতিবার | ৫৮ তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

ঢাকায় ভারতী মহারাজ

ঢাকায় ২২শে বৈশাখ

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী বান্মিবর শ্রীপাদ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ গত পরশ্ব কলিকাতা হইতে ঢাকায় শ্রীযুক্ত পণ্ডিতের শ্রীপাটে আগমন করিয়া সন্ধ্যার পর শ্রীযুক্ত ক্ষেত্র-মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের গৃহে শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। গতকল্য শ্রীপাটের প্রাঙ্গণে তিনি মহাপ্রভুর জগাই-মাধাই-উদ্ধারলীলা পাঠ ও মর্ম্মস্পর্শি-ভাষায় ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শ্রোতৃবৃন্দ তাঁহার পাঠে বিশেষরূপে মুগ্ধ হইয়াছেন। স্বামীজী অদ্য প্রাতে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।

হার্মনিষ্ট—৩১শ বর্ষ ১৪শ সংখ্যা

এই সংখ্যা 'হার্মনিষ্টে'র "শ্রীধাম মায়াপুর" নামক প্রথম প্রবন্ধটী অতি চমৎকার হইয়াছে। প্রবন্ধটী সারগর্ভ বৈজ্ঞানিক-বিশ্লেষণে ভূষিত। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু নিউদিল্লীর শ্রীগৌড়ীয়মঠে গত ২০শে ফেব্রুয়ারী ইংরাজী ভাষায় "অপ্রাকৃত বিগ্রহপূজা" সম্বন্ধে যে গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতাটি প্রদান করিয়াছেন, তাহাও এই সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। "দি গৌড়ীয় ফেটৌফিজম্" শীর্ষে প্রশ্নোত্তরভাবে বাস্তবসত্যের স্বরূপ, মনুষ্য-জীবনের পরিণতি ও আত্মা কি বস্তু, আত্মার সহিত শরীরের সম্বন্ধ, কৃষ্ণ ও জীবাত্মার সহিত সম্বন্ধ, কৃষ্ণের স্বরূপ ও তাঁহার প্রকাশাদি তত্ত্ব, জীবের ত্রিতাপভোগের কারণ, তাহা হইতে নিষ্কৃতি পাইবার উপায়, কৃষ্ণসম্বন্ধে বেদোক্তি, ব্রহ্ম, আত্মা ও ভগবান্ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত, মায়িক লোক ও বৈকুণ্ঠ-লোক, কৃষ্ণপ্রেমা-লাভের উপায়, ভক্তির বিভিন্ন স্তর প্রভৃতি বহু প্রণিধানযোগ্য বিষয় আলোচিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত আরও অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় এই সংখ্যায় স্থান পাইয়াছে। "God as Foster son" প্রবন্ধটী সকলেরই আলোচ্য।

শ্রীগৌড়ীয়মঠে পাঠ

কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রত্যহ সন্ধ্যার পর মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার মহোদয় মুললিতস্বরে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা এবং মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত প্রাতে শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা হয় এবং দ্বিপ্রহরে মঠসেবকগণ পরস্পর ভগবৎপ্রসঙ্গ আলোচনা করেন। কোনও তত্ত্বজিজ্ঞাসু ব্যক্তি আগমন করিলে মঠ-সেবকগণ বিশেষ যত্নের সহিত তাঁহার পরিপ্রশ্নের উত্তর দিয়া থাকেন।

মৈমনসিংহে প্রচার

ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ বর্ত্তমানে মৈমনসিংহ শ্রীজগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠে অবস্থান করিয়া সহরের বহু স্থানে ভক্তিগ্রন্থ পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন। তিনি গত ২২শে এপ্রিল তথাকার বর্দ্ধিষ্ণু সজ্জন শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র নিয়োগী মহাশয়ের বাটীতে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর শ্রীমহাপ্রভুর সহিত নীলাচলে মিলন-প্রসঙ্গ পাঠ করিয়াছেন।

শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু ঝারিখণ্ডের বনপথে একাকী নীলাচলে আগমন করেন। পথের জলের দোষে ও উপবাসের জন্য তাঁহার গাত্রে কণ্ডুরসা হয়। তাহাতে তিনি নিজ জীবনকে ধিক্কার দিয়া সঙ্কল্প করিয়াছিলেন যে, নীলাচলে পৌঁছিয়া মহাপ্রভুর দর্শনান্তে জগন্নাথের রথচক্রে দেহ পাত করিবেন।

নীলাচলে পৌঁছিয়া শ্রীল সনাতন প্রভু ঠাকুর হরিদাসের বাসায় রহিলেন। মহাপ্রভু তাঁহাকে দেখিয়া আনন্দিত হইলেন। একদিন অন্তর্য্যামী মহাপ্রভু কথাপ্রসঙ্গে বলিলেন—"সনাতন, দেহত্যাগাদি তমোধর্ম্ম। দেহত্যাগের দ্বারা কৃষ্ণপ্রেমা পাওয়া যায় না। তুমি এই কুবোবুদ্ধি পরিত্যাগ কর। তুমি তোমার দেহ আমাকে দান করিয়াছ; সুতরাং তোমার তাহা পরিত্যাগের অধিকার নাই। আমি তোমার ঐ দেহদ্বারা অনেক ভক্তিশাস্ত্র প্রচার এবং ব্রজমণ্ডলের অনেক লুপ্ত তীর্থ উদ্ধার করিব।

শ্রীল প্রভুপাদের পত্র

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, কলিকাতা

স্নেহবিগ্রহেষু—

তোমার ২৩।২ তাং এর পত্র ও মুদ্র বাবুর নামীয় কার্ড দেখিলাম। অবৈষ্ণব দুর্ণী বাউলগণ ভোজন করিয়া থাকে, চীৎকার করিয়া গান গাইয়া শিশ্ন বৃদ্ধি করে, আপনাদিগকে বৈষ্ণবরূপ বলে, অতত্ত্বসম্মত ভগবদ্বিশ্বাসরহিত জপ, অর্চ্চন করে, পরিক্রমা করে, কপট ভেকধারীর বেশে বেড়ায়, পক্ষান্তরে ভক্তগণ শুদ্ধভক্তি ব্যতীত অন্য আচরণ না করিলেও উঁহাদের ন্যায় অনুকরণ করেন না—অনুসরণ করিয়া থাকেন। ভক্তের ক্রিয়া ও মিছাভক্তের ক্রিয়াসমূহ বাহিরে দুগ্ধ ও চূণগোলার ন্যায় দেখা গেলেও প্রকৃতপ্রস্তাবে উভয়ের মধ্যে আসমান জমিন তফাৎ। এই সকল বুঝিয়া ছুঁচো মারিয়া হাতে গন্ধ করার পরিবর্ত্তে ঐসকল পাপ-ব্যক্তিদিগকে বৈষ্ণবসেবায় নিযুক্ত করিতে পারিলে মহত্ত্বের পরিচয় দেওয়া হইবে। অভক্ত, মিছাভক্ত প্রভৃতির সহিত আমাদের চিরদিনই দুঃসঙ্গত্যাগের প্রস্তাব আছে; তবে তাহারা যে-আদবি করিলে "নূনং নানা মনোমতা পাছিং নৌচ্ছিত…………পদূনাং সত্ত্বতো যথা॥" নীতি অবলম্বন ভাগবতের অভিপ্রেত হইলেও ঠাকুর ভক্তিবিনোদ "বৈষ্ণবচরিত্র, সর্ব্বদা পবিত্র, যেই নিন্দে হিংসা করি। ভকতিবিনোদ না সম্ভাষে তারে, থাকে সদা মৌন ধরি'॥" উপদেশ দিয়াছেন। সুতরাং হরিভজনাতিরিক্ত বিষয়ে মানবমূর্খদের ন্যায় ব্যক্তিগণের নিন্দা-প্রশংসার প্রয়োজন নাই। কপট ব্যক্তিগণ আমাদের প্রভু বা শিষ্য নহে সুতরাং তাহাদের মঙ্গলামঙ্গল আমাদের চিন্তা করার আবশ্যক নাই। অসৎ লোক অসচ্চিন্তা করুক, ভক্তগণ ভক্ত ও ভগবানের চিন্তা করুন। বাহন হইয়া চাষ করিবার প্রয়াস অবৈষ্ণবগণের বৈষ্ণব হইবার বাসনার ন্যায়।

নিত্যাশীর্ব্বাদক

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২১ মধুসূদন আদি কারণোদশায়ী ৪৪৯

বিষ্ণুপাদোদকে বিষ্ণুপূজা

ঋগ্বেদ কাত্যায়ন শ্রৌতসূত্র, পুরাণ, উপপুরাণ, ইতিহাস প্রভৃতি সকল প্রাচীন গ্রন্থে আমরা গঙ্গা নামের উল্লেখ দেখিতে পাই। শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে গঙ্গাদেবীকে সৃষ্টির আদিতে গোলোকের রাসমণ্ডলে গোপ গোপীগণাকীর্ণ শুভ রাসমহোৎসবে কার্ত্তিকী পূর্ণিমাতিথিতে শ্রীরাধাকৃষ্ণ-অঙ্গদ্রব-সম্ভূতা বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। শ্রীবাল্মীকি-রামায়ণে গঙ্গাদেবী গিরিরাজ হিমালয়ের মেনকা-নাম্নী পত্নীর গর্ভজাত কন্যা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। দেবগণ দেবকার্য্য-সাধনেচ্ছু হইয়া হিমালয়ের নিকট হইতে গঙ্গাদেবীকে ভিক্ষা করিয়া লন। পরে কপিলের শাপে সগরবংশ ধ্বংস হইলে বিনষ্টাত্মগণ সুপর্ণের উপদেশে গঙ্গাকে মর্ত্ত্য-লোকে আনিবার জন্য বিশেষ যত্ন করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। পরে ঐ বংশে দিলীপপুত্র রাজর্ষি ভগীরথ গোকর্ণে সহস্র বৎসর তপস্যা করিয়া গঙ্গাদেবীকে ভূতলে আনয়ন করেন। গঙ্গার উৎপত্তি বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবত বলেন, শ্রীবিষ্ণু বলি-যজ্ঞের যজ্ঞে ত্রিবিক্রম-মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক দুই পদে ত্রিভুবন অধিকার করেন। তৎকালে তাঁহার বাম-পদাঙ্গুষ্ঠের আঘাতে ব্রহ্মাণ্ড-কটাহের ঊর্দ্ধভাগ বিদীর্ণ হওয়ায় একটী ছিদ্র হয়; ঐ ছিদ্রপথে একটী জল-ধারা উৎপন্ন হইয়া শ্রীবিষ্ণুর পাদপদ্ম বাহিয়া সহস্রযুগ-পরিমিত কাল স্বর্গ-শিরোভাগে প্রবাহিতা ছিলেন। ঐ ধারা ভগবানের পাদপদ্ম হইতে উদ্ভূতা হইয়াছেন বলিয়া বিষ্ণুপদী নামে কীর্ত্তিতা হইলেন। তৎকালে তাঁহার জাহ্নবী, ভাগীরথী প্রভৃতি সংজ্ঞা ছিল না। বিষ্ণুপদে অবস্থিত ধ্রুব এবং সপ্তর্ষিগণ সশ্রদ্ধ গঙ্গাকে মস্তকে ধারণ করিলেন। ভগবৎপদ-প্রসূতা গঙ্গাধারা আকাশপথে চন্দ্র-মণ্ডল প্লাবিত করিয়া সুমেরুশৃঙ্গে ব্রহ্মসদনে পতিত হন। তথায় চারিধারায় বিভক্ত হইয়া সীতা, অলকানন্দা, বঙ্ক্ষু ও ভদ্রা—এই চারি নামে সাগরে প্রবেশ করেন। গঙ্গার উৎপত্তি বিষয়ে ইহাই সংক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক বিবরণ।

কৃষ্ণনাম, মহাপ্রসাদ ও গঙ্গা—ইঁহারা চেতনময় বস্তু, বিষ্ণুবস্তু, অচেতন নহেন; তাঁহাদের ইচ্ছাশক্তি আছে। তাই তাঁহারা সাধারণের বিচার করিয়া অনুগ্রহ-নিগ্রহ করিতে পারেন। সুতরাং চিন্ময়স্বরূপা কৃষ্ণসেবিকা শ্রীগঙ্গাদেবীকে জল মনে করা নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক ও অপরাধজ্ঞাপক। ভগবৎ-সেবাপরা বুদ্ধি লাভ না হইলে ভগবান্, গুরুদেব, বৈষ্ণব, ভাগবত, তুলসী, ধাম ও গঙ্গা প্রভৃতি বৈকুণ্ঠবস্তুতে চিন্ময়ী বুদ্ধির অভাব স্বাভাবিক। সুতরাং মাটিয়া বিচার বা কুণ্ঠ ধারণা পরিত্যাগপূর্ব্বক বৈকুণ্ঠ চেতনবস্তুর আলোচনায় ব্রতী হওয়া এবং চেতনের কথা আলোচনা করিতে করিতে চেতন জীবের চেতনধামে অভিযানার্থ ব্যাকুল হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য কিনা, একথা আমার বন্ধুবর্গ বিচার করিবেন না কি?

গঙ্গা—বিষ্ণুপাদোদ্ভূতা, একথা শ্রবণ করিয়া কেহ কেহ প্রশ্ন করিয়া থাকেন যে, যদি গঙ্গা বিষ্ণুপাদপদ্ম-নিঃসৃতা হন তাহা হইলে সেই বিষ্ণুপাদোদক দ্বারা কিরূপে বিষ্ণু সেবা হইতে পারে—বিষ্ণুপদজল বিষ্ণুর মস্তকে দেওয়া হইবে কি প্রকারে? এই প্রশ্নের সমাধান করিবার আশা হৃদয়ে পোষণ করিয়া অদ্য আমরা শ্রীগুরুদেবের নিকট কৃপা ভিক্ষা করিতেছি। গঙ্গা—জলব্রহ্ম ও আমাদের নিত্য পূজ্য বলিয়া স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভু সার্ব্বভৌম-ভ্রাতা মধুসূদন বিদ্যাবাচস্পতিকে এই জলব্রহ্মের সেবা করিবার আদেশ করিয়াছেন। বিষ্ণু হইতে আবির্ভূতা এই গঙ্গা যে চিন্ময় বিষ্ণুবস্তু এতদ্ বিষয়ে কূর্ম্মপুরাণে আমরা দেখিতে পাই,—

"যোঽসৌ নিরঞ্জনো দেবশ্চিৎস্বরূপী জনার্দ্দনঃ।
স এব দ্রবরূপেণ গঙ্গাম্ভো নাত্র সংশয়ঃ॥"

ভগবত্তত্ত্ব বলদেব হইতে গঙ্গার উদ্ভব হয়। সুতরাং গঙ্গা কখনই একপাদ-বিভূতির অন্তর্গত নহেন, ত্রিপাদ-বিভূতির অন্তর্গত। একপাদ-বিভূতির অন্তর্গত প্রাকৃত জলের সহিত পার্থক্য বুঝাইতে গিয়া সাধু-শাস্ত্র তাঁহাকে বিষ্ণুপাদোদ্ভূতা বলিয়াছেন। ভগবানের ত্রিপাদ-বিভূতির অন্তর্গত যাবতীয় বস্তু চিন্ময়, সুতরাং ভগবানের সেবোপ-করণ, ভগবান্ হইতে অভিন্ন; অতএব তাহা দ্বারা ভগবানের সেবা সুষ্ঠুভাবে হইবার কোন বাধা নাই। সাধারণভাবে আলোচনা করিতে গিয়া আমরা ইহাও বুঝিতে পারি। কিন্তু এতাদৃশ প্রশ্নোত্তর শ্রবণ করিয়াও অনেকের কুতর্ক-নিবৃত্তি হয় না বলিয়া আর এ বিষয়টী একটু বিশ্লেষণ করিয়া বলিবার ইচ্ছা করিতেছি।

শ্রীকৃষ্ণ—লীলাপুরুষোত্তম, স্বয়ং ভগবান্। শ্রীবলদেব তাঁহারই দ্বিতীয় দেহ—বৈভব-প্রকাশ। তিনি—বিষ্ণুতত্ত্বের মূল হইয়াও বৈষ্ণবলীলা প্রকাশপূর্ব্বক বিবিধ উপকরণ-রূপে বিস্তৃত হইয়া কৃষ্ণসেবা করেন। সন্ধিনীশক্তি-অধিষ্ঠিতবিগ্রহ শ্রীবলদেব হইতে ত্রিপাদ-বিভূতি নিত্যকাল প্রকাশমান, বলদেবই কারণার্ণবশায়ীরূপে একপাদ-বিভূতির কারণ। বলদেবই যখন নিত্যকাল কৃষ্ণসেবোপকরণ ত্রিপাদ-বিভূতিরূপে বিস্তৃত, তখন ত্রিপাদ-বিভূতির অন্তর্গত গোলোক-বৈকুণ্ঠে নিত্য প্রবাহমানা গঙ্গা যে সেবাবিগ্রহ বলদেবেরই বিভূতিরূপে নিত্য কৃষ্ণসেবোপকরণ, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ কি? সেই নিত্য কৃষ্ণসেবোপকরণস্বরূপা গঙ্গাই আবার বলদেবাভিন্ন কারণার্ণবশায়ীর স্বেদজল কারণ-সমুদ্রে বিন্দুরূপে প্রপঞ্চে অবতীর্ণ। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন—

"বৈকুণ্ঠ-বাহিরে সেই জ্যোতির্ম্ময় ধাম।
তাহার বাহিরে 'কারণার্ণব' নাম॥
বৈকুণ্ঠ বেড়িয়ে এক আছে জলনিধি।
অনন্ত, অপার—তার নাহিক অবধি॥
বৈকুণ্ঠের পৃথিব্যাদি সকল চিন্ময়।
মায়িক ভূতের তথি জন্ম নাহি হয়॥
চিন্ময়-জল সেই পরম-কারণ।
যার এককণা গঙ্গা পতিতপাবন॥"

সুতরাং গঙ্গাদেবী যে নিত্য কৃষ্ণসেবোপ-করণ, তাহা নিঃসন্দেহে স্বীকার্য্য। ব্রহ্ম-বৈবর্ত্ত-পুরাণাদিতে যে গঙ্গা শ্রীরাধা-অঙ্গজা বলিয়া কীর্ত্তিতা হইয়াছেন, সেই সিদ্ধান্তের সহিতও উপরিউক্ত সিদ্ধান্তের কোন বিরোধ নাই। যেহেতু সর্ব্বকারণ-কারণ সচ্চিদা-নন্দ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপগত চিৎশক্তি যখন সদংশকে ক্ষোভিত করেন তখনই শ্রীবল-দেবের আবির্ভাব; আবার যখন আনন্দ-অংশকে ক্ষোভিত করেন তখনই হ্লাদিনী বা শ্রীরাধিকার প্রকাশ। তাই মর্য্যাদামার্গে শ্রীবলদেব এবং রাগমার্গে শ্রীবার্ষভানবী আশ্রয়তত্ত্বের অবধি। সেজন্য আশ্রয়-ভগবান্ শ্রীগুরুপাদপদ্ম মর্য্যাদামার্গে বলদেব-অভিন্ন শ্রীনিত্যানন্দ, আবার রাগমার্গে রাধাভিন্ন গদাধর বলিয়া কথিত হন। এ জন্য শ্রীগঙ্গাকে শ্রীবলদেব-কারণার্ণবশায়ীর অঙ্গ-সম্ভূতাই সিদ্ধান্ত করা হউক কিম্বা সর্ব্ব-অংশিনী শ্রীরাধার অঙ্গজা বলা হউক—উভয় সিদ্ধান্তেই গঙ্গা নিত্য কৃষ্ণসেবার উপকরণ।

শ্রীভাগবতাদি-গ্রন্থে গঙ্গার "বিষ্ণুপাদ-শৌচনিঃ" প্রভৃতি অভিধান দেখিয়া জড়-ভোগবাদী কর্ম্মী বা প্রচ্ছন্ন জড়ভোগবাদী নির্বিশেষবাদী 'পদ'-শব্দের দ্বারা যে খণ্ডিত বস্তুর ধারণা করেন, 'অধোক্ষজ 'বিষ্ণুপদ' সেইরূপ চতুর্দ্দশভুবনান্তর্গত খণ্ডিত বস্তু নহেন। বিষ্ণুর প্রত্যেক অঙ্গ—পূর্ণ বিষ্ণু; কৃষ্ণ—অঙ্গী এবং অঙ্গ-অঙ্গীতে ভেদাভাব থাকায় তাঁহার চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, হস্ত, পদ প্রভৃতি প্রত্যেক অঙ্গই পূর্ণ কৃষ্ণ। সমস্ত চিদ্বৃত্তি তাঁহার সমস্ত অঙ্গে আছে। শ্রীব্রহ্ম-সংহিতা-আলোচনা-কালে প্রধান উক্তিতে আমরা ইহার বাস্তব উপলব্ধি করিতে পারি।

অঙ্গানি যস্য সকলেন্দ্রিয়বৃত্তিমন্তি
পশ্যন্তি পান্তি কলয়ন্তি চিরং জগন্তি।
আনন্দচিন্ময়সদুজ্জ্বলবিগ্রহস্য
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥
(ব্রঃ সঃ ৫।৩২)

[সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি। তাঁহার বিগ্রহ চিদানন্দময়, চিন্ময় ও সমুজ্জ্বল; সুতরাং পরমোজ্জ্বল। সেই বিগ্রহগত অঙ্গসকল প্রত্যেকেই সমস্ত ইন্দ্রিয়বৃত্তি-বিশিষ্ট অর্থাৎ তাঁহার পদ এবং চক্ষু প্রভৃতি নিত্যকাল দর্শন, শ্রবণ, গান, নৃত্য, পালন, ভোজন, গমন, রক্ষা প্রভৃতি সমস্ত কার্য্য করিতে সমর্থ]

বিশ্বের নিমিত্ত-উপাদান-কারণ যখন সত্যস্বরূপ বিষ্ণু, তখন বিষ্ণু ব্যতীত অন্য অধিষ্ঠানের অভাব বশতঃ গঙ্গাজলে গঙ্গা-পূজার ন্যায় বিষ্ণুবস্তু দ্বারা বিষ্ণুর সেবা হইয়া থাকে। "পদ্ভ্যাং ভূমিঃ"—এই বেদ-মন্ত্রাংশ আলোচনা করিতে গিয়া আমরা জানিতে পারি যে, কেবল গঙ্গাই বিষ্ণুপাদ হইতে উদ্ভূতা নহেন; পরন্তু এই পৃথিবীও বিষ্ণুর পদ হইতে সমুদ্ভূতা হইয়াছে। সুতরাং জড়ভোগবাদী কর্ম্মিগণের বিচার অবলম্বন করিলে পার্থিব ফল-পুষ্পাদি দ্বারাই বা কিরূপে বিষ্ণুপূজা সম্ভবপর হয়? এই প্রশ্নের সমাধানে জানা যায়, বিষ্ণুর অর্চ্চনকালে সাত্বতস্মৃতি-শাস্ত্রে পূজকের 'ভূতশুদ্ধি' ও পূজোপকরণ ফল-পুষ্পাদির 'অভ্যুক্ষণ' বিধানের কথা লিপিবদ্ধ আছে। বিদ্বদ্রূঢ়িবৃত্তিতে এই 'ভূতশুদ্ধি'-ব্যাপারটী জীবের স্বরূপ উপলব্ধি বা নিজেকে অনু-সচ্চিদানন্দ ভগবৎসেবকরূপে অনুভূতি, আর 'অভ্যুক্ষণ' ব্যাপারটীও যাবতীয় প্রাকৃত উপাদানে চিন্ময় সেবোপকরণবুদ্ধিরূপ দিব্যজ্ঞানকেই লক্ষ্য করে। তাই গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন,—

"পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥
(গীঃ ৯।২৬)

[প্রযতাত্মা ভক্তগণ আমাকে ভক্তি-পূর্ব্বক পত্রপুষ্প-ফলাদি যাহা দেন, তাহা আমি অত্যন্ত স্নেহপূর্ব্বক স্বীকার করি; দেবতান্তরের উপাসকগণ অনেক আয়াস-পূর্ব্বক বহু সম্ভারদ্বারা আমার যে আংশিক পূজা করে তাহা আমি গ্রহণ করি না। যেহেতু তাহারা কেবল ভোগ উদ্দেশ্যে আমার পূজা করিয়া থাকে।

উপরিউক্ত বিষয়গুলি আলোচনাদ্বারা স্পষ্টই বুঝা যায় যে, আত্মস্বরূপ-জ্ঞান এ-

THE DAILY NADIA-PRAKASH

Our King and Queen on their Silver Jubilee

The King and Queen After the War

The reunion of the Royal Family in 1920

The magnificent spectacle of the Durbar in Delhi, in 1911

Prince George and Princess May on their wedding day

The King and Marshall Foch in France, 1927

As Prince Edward was invested as Prince of Wales in July, 1911

Princess May and her three Brothers

When Queen Victoria Celebrates Diamond Jubilee

The New King as Admiral of the Fleet

The King And Queen Directly After Their Coronation

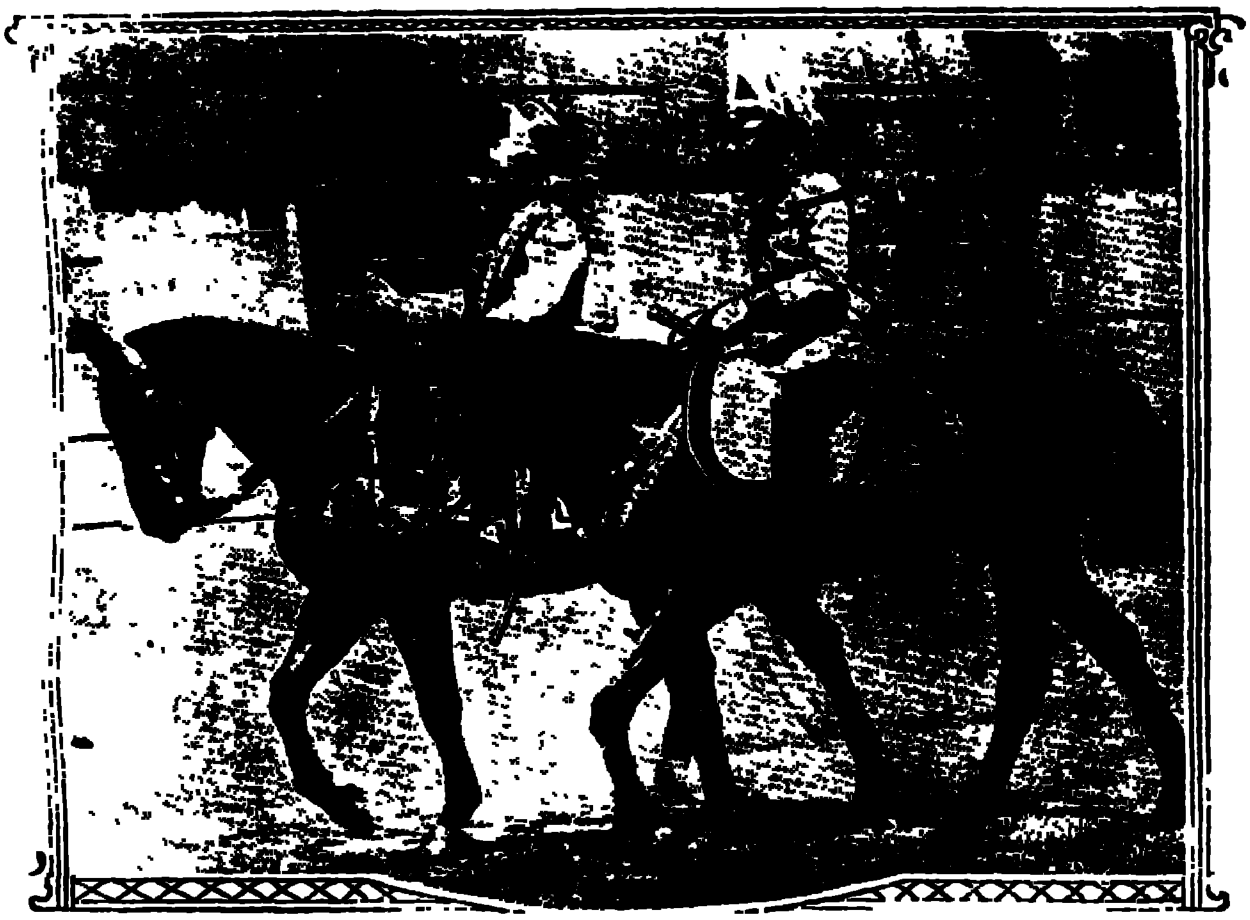

King George and Kaiser Wilhelm in Berlin

সেবোপকরণে চিন্ময়বুদ্ধির অভাবে বিষ্ণুপূজা কখনও সম্ভব হইতে পারে না। স্ব-স্বরূপোপলব্ধির সহিত যাবতীয় বস্তুতে যে কৃষ্ণসেবোপকরণ-বুদ্ধি হয়, সেইরূপ বুদ্ধিযুক্ত পুরুষেরাই সেবা কিছু গ্রহণ করিয়া থাকেন। এই শিক্ষা প্রদর্শনার্থই বিশ্বের উপাদান-কারণাশ্রয়ী মহাবিষ্ণু শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য হুঙ্কার-কীর্ত্তনমুখে উপাদান-বিষ্ণু-জল-তুলসী দ্বারা গঙ্গাজলতুলসী দ্বারা পরমসেব্যবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের সেবার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন।

আমরা অদ্য এই 'বিষ্ণুপাদোদককে বিষ্ণুপূজা'র কিঞ্চিৎ দিগ্দর্শন করিলাম মাত্র। আশা করি, অন্তর্মুখী বিচার বিচারার্থিগণের এই প্রয়াস বন্ধুবর্গের সংশয় অনেকাংশ অপনোদন করিতে সমর্থ হইবে। তবে এই প্রবন্ধ নিজে নিজে আলোচনা দ্বারা এতদ্বিষয়ে জ্ঞানলাভ ব্যতীত বিজ্ঞানের আশা কম। সুতরাং যদি কেহ এ বিষয় সুষ্ঠুভাবে জানিতে ইচ্ছা করেন তাহা হইলে তাঁহাদের পক্ষে শাস্ত্রের নিম্নলিখিত উপদেশানুযায়ী সাধনার্থ যত্নপর হওয়া উচিত বলিয়া বিবেচনা করি। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ উক্ত ও কৃপা অনুসারে অনুসন্ধিৎসু হইলে শ্রীচৈতন্যমঠের উপদেষ্টাগণ সাদরাহ্বান আমরা নিজদিগকে কৃতার্থ মনে করিব।

"তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥"
(গীতা ৪।৩৪)

[হে অর্জ্জুন, তুমি প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাদ্বারা সেই তত্ত্ব অবগত হও। তত্ত্বদর্শী জ্ঞানিগণ তোমার প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তিতে সন্তুষ্ট হইয়া কৃপাপূর্ব্বক তোমাকে তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ করিবেন]

"পরীক্ষ্য লোকান্ কর্ম্মচিতান্ ব্রাহ্মণো
নির্ব্বেদমায়ান্নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন।
তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ
সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্ ॥"
(মুণ্ডক ১।২।১২)

[কর্ম্মদ্বারা মোক্ষলাভ হয় না বা পুণ্যকর্ম্মের দ্বারা লব্ধ স্বর্গাদি সুখভোগও অনিত্য জানিয়া ব্রাহ্মণের বৈরাগ্য উদিত হইলে ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান বিশেষভাবে লাভ করিবার জন্য তিনি সমিৎহস্তে বেদতাৎপর্য্য ও কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ সদ্গুরুর সমীপে কায়-মনোবাক্যে গমন করিবেন।)

শ্রীধামে শ্রীল প্রভুপাদ

শ্রীল প্রভুপাদ গতকল্য প্রাতে শ্রীধাম-মায়াপুরে শুভবিজয় করিয়াছেন। ভক্তবৃন্দ অনেক দিন পরে প্রভুপাদপদ্ম দর্শন পাইয়া কৃতার্থ হইয়াছেন। তাঁহারা পুষ্পমাল্যাদি দ্বারা আচার্য্যবর্য্যের পাদপদ্ম বন্দনা করিয়াছেন।

পত্নী ও জননী

পত্নী ও জননী উভয়েই স্ত্রী বা প্রকৃতি-বিধায়িনী হওয়ায় জীবমনোমোহিনী। আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবৃদ্ধিতে পত্নী-সঙ্গ ও জননী-সঙ্গ উভয়ই স্ত্রীসঙ্গ তবে পত্নীসঙ্গরূপ স্ত্রীসঙ্গ ও জননী-সঙ্গরূপ স্ত্রীসঙ্গের প্রকারভেদ আছে মাত্র। পত্নী-সঙ্গ ও জননীসঙ্গ উভয়ই ভক্তেন্দ্রিয়সুখপ্রদ সন্দেহ নাই। সুতরাং এই ভোগমুখে উদাসীন থাকিয়া—পত্নীতে পত্নীবুদ্ধি বা জননীতে জননী-বুদ্ধি না রাখিয়া তাঁহাদিগকে ভগবদ্দাসী বুদ্ধিতে পূজাবুদ্ধি করা অথাৎ তাঁহাদের নিকট হইতে কিছু প্রত্যাশা না করা, তাঁহাদের অদর্শনে নিজেকে ক্ষুব্ধ বা বিচলিত মনে না করা, তাঁহাদের জন্য ব্যাকুল হওয়া—তাঁহাদের ভরণপোষণের জন্য চিন্তান্বিত হইয়া কৃষ্ণকে পালনকর্ত্তার আসন হইতে নামাইয়া নিজেকে তাঁহাদের পালক বলিয়া স্থির করা বা তাঁহাদের দুঃখে দুঃখী, সুখে সুখী হওয়া কর্ত্তব্য কিনা, একথা বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ বিচার করিবেন।

বদ্ধজীবমাত্রেই স্ব স্ব সুখের জন্য পরস্পর পরস্পরকে ভালবাসে। স্বার্থ-প্রণোদিত হইয়া স্বামী স্ত্রীকে ভালবাসে, স্ত্রী স্বামীকে ভালবাসে; পুত্র জননীকে ভালবাসে, জননী পুত্রকে ভালবাসে বা বন্ধু বন্ধুর প্রতি প্রীতি প্রদর্শন করিয়া থাকে। তাই স্বার্থের বা ইন্দ্রিয়তর্পণের ব্যাঘাত হইলে ইহারা পরস্পরের গলায় ছুরি বা খাদ্যে বিষ প্রয়োগ করিতেও কুণ্ঠাবোধ করে না। ইহার অসংখ্য দৃষ্টান্ত বোধ হয় আমরা প্রায় সকলেই অল্পবিস্তর অবগত আছি। যেখানে প্রীতির অভিনয়ে এইরূপ অশান্তি-অগ্নির তাণ্ডব-নৃত্য সেখানে যে অসদ্গণের অসদ্বুদ্ধির খেলা উদ্ভীন হইয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ কি? অসৎ সমাজ ব্যতীত এতাদৃশী বিশ্বাসঘাতকতা বা কপটতার অবস্থান অসম্ভব বলিয়া মহাজনে স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে, স্ত্রীই বলুন আর পুত্রই বলুন, পিতাই বলুন আর জননীই বলুন সকলেই অসৎ কৃষ্ণাভক্ত বা কৃষ্ণভক্তপ্রব। সুতরাং সৎপথগামীদের প্রধান প্রতিবন্ধকস্বরূপা দুর্ব্বলতাবর্দ্ধিনী পত্নী ও জননীসঙ্গ-স্পৃহা যে মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী সাধকের পক্ষে কিরূপ অমঙ্গলপ্রদ একথা যদি সাধকগণ নিজে নিজে বিচার না করেন বা বুঝিতে অসমর্থ হইলে কোনও প্রকৃত বন্ধুর নিকট গিয়া ইহার সমাধানে যত্নপর না হন, তাহা হইলে আমাদের অপ্রাকৃত বস্তুতে শ্রদ্ধা বা সেবোন্মুখতা যে ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া যাইবে তাহা সহজেই বোধগম্য।

অসৎসঙ্গ বর্জ্জন না করিলে—অসৎ স্ত্রী, পুত্র, পিতা, মাতা, বন্ধু-বান্ধবগণকে আত্মীয়রূপে হৃদয়ে স্থান না দিয়া পরমার্থীর ভক্তবৈষ্ণবকে হৃদয়ে স্থান না দিলে আত্মবৃত্তি জাগ্রত হইবার আশা নাই; সুতরাং দৃঢ়ভাবে সেই মনোধর্ম্মের বিচার পরিত্যাগের জন্য বদ্ধপরিকর হইতে না পারিলে, গুরু-বৈষ্ণবব্যতীত অপর কাহারও প্রতি প্রীতিস্থাপনের বা প্রীতি-প্রদর্শনের স্পৃহা অন্তরে বা বাহিরে প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্যভাবে উঁকি মারিলে অসাক্ষাদ্ভাবে বলবান্ মন সেই সুযোগে আমাদিগকে অধিকতর দুর্ব্বল করিয়া ফেলিবে। সৌভাগ্যক্রমে গুরুকৃপায় যে কোমলশ্রদ্ধাটুকু আমাদের লাভ হইয়াছে তাহাও ক্রমশঃ ক্ষীণ হওয়া দূরেও বস্তুর প্রতি শ্রদ্ধা ক্রমশঃ বাড়াইয়া দিবে। তৎফলে পুনরায় সংসারপ্রাপ্তির জীবের ভাগ্যফল হইয়া দাঁড়াইবে। তাই অসৎসঙ্গত্যাগের চরম ও পরমাদর্শ গৌরজন শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীপ্রভু সাধকবেশে পত্নী ও জননী প্রভৃতি সঙ্গত্যাগের লীলাভিনয় করিয়া আমাদিগকে দেখাইয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুও উপদেশচ্ছলেও আমাদিগকে বলিয়াছেন—

অসৎসঙ্গ-ত্যাগ এই বৈষ্ণব-আচার।
স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর ॥

জীবের পক্ষে সাধুসঙ্গ ও সাধুসেবার কথা আমরা শাস্ত্রে দেখিতে পাই। কিন্তু কোথাও পত্নীসঙ্গ, জননীসঙ্গ এবং পত্নী-সেবা বা জননী-সেবার কথা দেখিতে পাই না। উপরন্তু ইহা যে অমঙ্গলপ্রাপিকা তাহাও শুনিয়া থাকি। সুতরাং গৃহস্থগণের পক্ষে জননীর পুত্র বা পত্নীর পতি অভিমান হইতে নিজেকে দূরে রাখিয়া—তাঁহাদের দ্বারা নিজসুখবিধান করিবার স্পৃহাকে হৃদয়ে স্থান না দিয়া তাঁহাদিগকে গুরু-বৈষ্ণব-সেবার সুযোগ দেওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু গৃহত্যাগী বা বৈরাগিগণের পক্ষে তাঁহাদের সঙ্গস্পৃহা হৃদয়ে না রাখাই উচিত। এই প্রবলা স্পৃহাকে প্রথমমুখে দমন করিতে না পারিলেও অন্ততঃ গুরুবৈষ্ণবানুগত্যে তাহাকে কৃষ্ণোন্মুখিনী করিবার চেষ্টা করা দরকার; নচেৎ অচিরবিপদে ভজন-ধর্ম্মের সম্ভাবনা অনিবার্য্য।

অসৎসঙ্গের স্বরূপ বুঝিয়া তাহাদের সঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক সৎসঙ্গলাভের জন্য লোলুপ হওয়াই দরকার। সৎসঙ্গস্পৃহা বৃদ্ধিত হইলেই কুত্যাজ্য অসৎসঙ্গ-বাসনা আপনা হইতেই হৃদয় হইতে সরিয়া যায়। পত্নী বা জননী যে হৃদয়ে আসন রচনা করেন বা করিবেন সেখানে গুরুবৈষ্ণবপ্রীতির অভাব অল্পবিস্তর পরিলক্ষিত না হইয়া পারে না; তাই আমাদের দুর্ব্বলতা যায় না বা হৃদয়ে বল আসে না। তাই বলে সাধু সাবধান।

শ্রীল প্রভুপাদ

শ্রীকৃষ্ণনগরে

গৌড়ীয়াচার্য্যভাস্কর প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর গত ২৪শে বৈশাখ মঙ্গলবার ৬৯নং আপ্ ট্রেণে কলিকাতা হইতে রওনা হইয়া পূর্ব্বাহ্ণ ৯—৭ মিনিটে কৃষ্ণনগর সিটি ষ্টেশনে পৌঁছেন। তথায় তদীয় অনুগত জনগণ শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্ম বন্দনা করিয়া কুঞ্জকুটিরে লইয়া যান। শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠের সেবকগণ উক্ত দিবস অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকা হইতে রাত্রি ১০ ঘটিকা পর্য্যন্ত কৃষ্ণনগরে বহু সহস্র দরিদ্রকে আকণ্ঠ পুরিয়া মহাপ্রসাদ প্রদান করিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদ কৃপাপূর্ব্বক তাহা পরিদর্শন করিয়াছেন।

প্রকৃত সুখ

আনন্দ লাগি' ফিরিছে সবাই,—
অনাবিল সুখ সকলে চাহে,
যথার্থ সুখ অবনীতে নাই,
তথাপি মানব খুঁজিছে তাহে;
যে নিধি আশায় মর্ত্তের লোক,
প্রাণপাত করি' যতন করে।
সে তো শুধু হায়! দিয়ে যায় শোক
জ্বালায়ে অনল হিয়ার পরে ॥
অশেষ বাসনা—তীব্র বাসনা—
সুখকামি-জীবে নিরত দহে;
শুধু মায়াবিনী আশা কুহকিনী,
অনিত্য সুখের বারতা কহে ॥
সুখেরি আশায় কেহ সাজে ভোগী,
কেহ বা ধরিছে ত্যাগীর বেশ।
পুণ্য-পাপে রত সবে ভবরোগী,
রোগীর লভ্য অশেষ ক্লেশ ॥
মায়া-মরীচিকা!—ক্ষণিকের সুখ,
ক্ষণপ্রভা সম চাক্য তার—
অবশেষে তার অনন্ত দুঃখ
মরণসম বিষাদ ভার ॥
সুনিত্য সুখ কা'র করতলে?
অবিনাশী ধন পেয়েছে কে?
আনন্দ হিল্লোলে সে সদা দোলে,
সেবা-সুখ-স্বাদ পেয়েছে যে ॥
অফুরন্ত সুখ ক্রম-বর্দ্ধমান—
সুধা-সাগরের শীতলধারা।
নিত্য সেবক তাহে ভাসমান,
সেবামোদে সদা আপনা হারা ॥
সুখী—চিরসুখী নিত্যানন্দময়,
জগবন্দ্য তাঁরেই মানি।
শ্রীগুরুসেবনে নিবেদি' হৃদয়,
যে ক'রেছে আশ্রয় শ্রীগৌরবাণী ॥
কত দুঃখাশায় কাটানু জীবন,
[illegible] আমি অবনী মাঝে।
না সেবিনু কভু শ্রীগুরুচরণ,
লাগ' [illegible] সেবার কাজে ॥
—শ্রীযুক্তা অপর্ণা দেবী

স্বপনেও না কর ভাই স্ত্রী-সম্ভাষণ গৃহে স্ত্রী ছাড়ি'। তাই আসিয়াছ বন ॥

শুদ্ধভক্তি মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ

(আকর-মঠরাজ)

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ গজ উত্তর-পূর্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যের শ্রীভক্তিভবনে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ বিরাজমান। এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বতজননী। এই মহাতীর্থে শ্রীভক্তিশাস্ত্র ব্যাকরণাদি বেদান্তসমূহের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠ হইতে পারমার্থিক দৈনিকপত্র 'নদীয়া-প্রকাশ', সাত্বত-সম্প্রদায়ে অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থাদি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতি বৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমোৎসব ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীসহ কীর্ত্তন-প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি অকাতরে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশ্যে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীগান্ধর্ব্বিকা-বিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভজনাগারে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দজীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হয়। এই মঠ হইতে মহানগরীর সর্ব্বত্র হরিকথা-প্রচার, মহানগর-সঙ্কীর্ত্তন, বক্তৃতা, ব্যাখ্যা ও সঙ্কীর্ত্তন-সভা-মহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান হয়। মঠরক্ষক—মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-স্থান মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া সহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা। তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী সেবাকোবিদ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাজধানী এখানে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান, রক্ষক—শ্রীমদ্‌বিধ রামাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—গোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

(৭) কাজীর সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীধরানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক।

(৮) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও রাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজগদীশ দাস ব্রহ্মচারী।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্র নাথ রামাধিকারী।

১০) মোদক্রম-ছত্র "গৌড়ের নৈমিষ

মাউগাছি, পোঃ জাহ্নগর, (বর্দ্ধমান)।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান। শ্রীগৌরনিত্যানন্দের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবঙ্কুবিহারী ব্রজবাসী, ভক্তভূষণ।

(১১) জেজিয়া কুঞ্জকানন

শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী.

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীনরোত্তম ব্রহ্মচারী।

(১২) কুঞ্জকুটীর—পোঃ কৃষ্ণনগর,

নদীয়া। রক্ষক—শ্রীঅনুভবানন্দ অধিকারী

(১৩) ভাগবত-আসন—পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

এই স্থান হইতে ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচারিত হয়। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভাগবতশাস্ত্রী।

(১৪) একায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ রাণাঘাট, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৫) মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঁচড়াপাড়া, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিবিনোদ ব্রজবাসী।

(১৬) মাধবগৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, পোঃ ঢাকা

পূর্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীপাদ কুঞ্জানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ।

(১৭) গোপালজীউমঠ—কমলাপুর, (ঢাকা)

গোপালজীউ শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিদ্যমান। রক্ষক—শ্রীমাধবদাস ব্রজবাসী,

(১৮) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটী, (ঢাকা)।

এখানে শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপরাবিদ্ধ ব্রহ্মচারী

(১৯) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

মহাবাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীমদ্ভক্তি-শাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২০) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মায়, (ঢাকা)

এখানে মহাপুরুষ শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(২১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ মানকর (বর্দ্ধমান)।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীকেশবকৃষ্ণ রামাধিকারী,

(২২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

কুসুমকোলা, পোঃ চিৎপুর্ণা, (বাঁকুড়া)

এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী।

(২৩) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে গুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান্দাস ব্রজবাসী ভক্তিরত্ন।

(২৪) গৌরাঙ্গপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন রামাধিকারী।

(২৫) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশমতি, পোঃ বক্সীবাজার, (কটক)

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীউর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর

(২৬) বিরজা-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ কৃষ্ণদেব পুরী,

শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন।

(২৭) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদবিহারীজীউর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগৌরাঙ্গ অধিকারী

(২৮) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগোপীনাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবিপিন-বিহারী রামাধিকারী।

(২৯) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, তটেই গোদাবরী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—শ্রীনিতাইচরণ রামাধিকারী ভক্তিসোপান।

(৩০) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪২নং ভবিষপুরা, বেনারস সিটি

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীসনাতন ব্রহ্মচারী।

(৩১) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বনমহারাজ

(৩২) পরমহংস মঠ.

পোঃ নিমসার, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও গৌরবিনোদ-বিহারীজীর সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীসত্যনারায়ণ রামাধিকারী।

(৩৩) কৃষ্ণচৈতন্য মঠ

পুরাণনগর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

এখানে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিত্য-সেবা হয়। রক্ষক—শ্রীস্বরূপ ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠ

বিশ্রামঘাট মথুরা

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ

(৩৫) ব্রজানন্দ-সুখদকুঞ্জ—শ্রীরাধাকুণ্ড

রক্ষক—শ্রীরাধারমণচরণদাস ব্রহ্মচারী

(৩৬) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৩৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ

সেবাগ্রাম, পোঃ গোহানা, জেলা গুর্গাও (পাঞ্জাব) রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৩৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং রেক্সান রোড, নিউ দিল্লী।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসদ্ভাব কুঞ্জাবলী

(৩৯) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল।

এখানে গৌরবিনোদবিহারীর সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীনবগোপাল অধিকারী।

(৪০) সারস্বত-গৌড়ীয় মঠ

৫রিবার নারায়ণপুরম্, ষ্টেট, সি

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি

(৪১) মান্দ্রাজ-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ রায়পেট্টা মান্দ্রাজ।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিবিকাশ।

৪২) বোম্বে-গৌড়ীয়-মঠ কার্য্যালয়

কোটার রোড, কোটালি বিল্ডিং, বাংলো নং ১, বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণদাস দেবশর্ম্মা মজুমদার।

(৪৩) অমরজি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমরজি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীমাধব দাস অধিকারী

(৪৪) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, আসাম।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী

(৪৫) পাটনা গৌড়ীয় মঠ

১০০ মিঠাপুরা, পাটনা।

(৪৬) গয়া গৌড়ীয় মঠ

হিল সাইড, চার্চ রোড, গয়া

রক্ষক—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী কাব্যভূষণ

(৪৭) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠ বালেশ্বর

রক্ষক—শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয়

৩ গ্লাডষ্টোন টাউন, কাউল্যান্স গার্ডেন্স, এস-ডাব্লিউ ৭, লণ্ডন

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ।

(৪৯) বার্লিন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

Berlin W. 30

Eisenacher strasse 29 ম্

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গভাষায় প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—প্রথম ৪০৲
প্রথম [illegible] ২৮৲
একাদশ স্কন্ধের প্রথম খণ্ড ॥৵০
২। অনুভাষ্য বিবৃতি শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। অনুভাষ্য-সমেত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। [illegible]
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ... —১৲; ৩য় খণ্ড—৸
৩—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—১৲; ২য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব—১৲
৮। সৎক্রিয়াসার—দীপিকা ও সংস্কার-দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণবধর্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরুদ্ধ মত ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ।০
১৮। [illegible] ।০
১৯। [illegible] (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গীতি ॥৵০
২১। গৌড়ীয়-পঞ্জিকা ॥৵০
২২। ভজন-রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও শ্রীনবদ্বীপশতক ৩ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
২৬। শ্রীগীতা কেবল মূল-ভাষা ।০
২৭। [illegible] ২৲
২৮। [illegible] ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸
৩০। [illegible] ৵০
৩১। [illegible] (তৃতীয়-সংস্করণ) ৵০
৩২। [illegible] (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা ৵১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা [illegible] ।০
৪০। শরণাগতি ৵০
৪১। গীতাবলী ..
৪২। ফিরে নবদ্বীপ ১।০
৪৩। [illegible]
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা
৪৫। নবদ্বীপশতক ৵০
৪৬। [illegible]
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৵১০
৪৯। [illegible] ৵১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। [illegible] ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৵০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষাবিবৃতি) ।০
৫৮। শ্রী[illegible] ৶০
৫৯। [illegible] ৶০
৬০। [illegible] ৵০

উৎকল ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যবাণীামৃত সারঃ ।০
৬১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বাণীঃ ।০
৬২। সচিত্র শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৬৩। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৪। [illegible] শিক্ষাষ্টকম্ ।৵০
৬৫। গৌড়ীয়মঠের পরিচয়ঃ ৵০
৬৬। মায়াবাদ-খণ্ডনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৭। রায় রামানন্দ ।০
৬৮। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন্ বেদান্ত ।০
৬৯। [illegible] ।০
৭০। বেদান্ত—ইট্স মরফোলজি এণ্ড অন্টোলজি ।০
৭১। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ।৵০
৭২। [illegible] প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।০
৭৩। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৪। [illegible] গৌড়ীয়মঠ ইন ব্রীফ ৵০
৭৫। দি ভাগবত ।০
৭৬। [illegible] ।০
৭৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২।০
৭৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ([illegible]) ১৫৲

[illegible] প্রকাশিত

৭৯। শ্রী[illegible] ।০
৮০। সাধন-পথ ।০
৮১। কল্যাণ-কল্পতরু ৵১০
৮২। গীতাবলী ৵০
৮৩। শরণাগতি ৵০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৪। শরণাগতি ৵০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
[illegible], পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কাবকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। জ্বরের প্লীহা সংযুক্ত কামলা এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ আনা, বড় বোতল ১৷৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালি আবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউন্‌টেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং
কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার
কলিকাতা

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে উৎসুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। গ্রন্থশেষে প্রমাণ ও শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান —

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীজতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিদ্যাবাচস্পতি-সম্পাদিত ও
[illegible] ভক্তিহৃদয় [illegible] এম, এ, এল, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

[ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

স্কটিশ চার্চ কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল, [illegible] এম-এ, মহোদয়ের গবেষণা এবং পাণ্ডিত্য [illegible] অনুভব [illegible] একাধারে [illegible] এবং [illegible] বৈজ্ঞানিক-পদ্ধতি [illegible] সমন্বিত [illegible] বিরাট [illegible] বহু মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। [illegible] প্রথম খণ্ড [illegible] পৃষ্ঠার [illegible] নিম্নপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের লিখিত মুখবন্ধ (Foreward), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের [illegible] (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) [illegible] Index Glossary [illegible] প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মহান্ত গোস্বামী, গৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জেলা—নদীয়া।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আশাতীত সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ মেধাবী দরিদ্র ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST:— জগদ্গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-ঠাকুর-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। বার্ষিক [illegible] টাকা। [illegible] গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

২। গৌড়ীয়— মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা [illegible] সডাক [illegible] টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত— হিন্দি ভাষায় [illegible] পাক্ষিক। [illegible] হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক [illegible]

৪। নদীয়াপ্রকাশ— দৈনিক [illegible] সম্পাদিত দৈনিক পত্রিকা। [illegible] হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক [illegible] টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন— [illegible] বিনোদ সেবাতীর্থ বি-এল, ক-তী, সম্পাদিত। [illegible] হইতে প্রকাশিত [illegible]। ভিক্ষা সডাক [illegible] টাকা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল শ্লোক অন্বয় এবং তাহার বঙ্গানুবাদ [illegible] শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল [illegible] গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। [illegible] ছাপা। [illegible] পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য [illegible] পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোক [illegible] সূচী [illegible] শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের [illegible] গ্রন্থে [illegible] ভিক্ষা ১৫৲, মাশুল [illegible] যায়।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

[illegible]

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

আমাদের বিশেষত্ব

আমাদের এই তারা বার্লী আধুনিক উন্নত বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুযায়ী মেশিনে এবং সেই শক্তিবান বার্লী বিশেষজ্ঞ শ্রীযুক্ত টি, পি, বসুমহাশয়ের তাক্ষ্ণ ও সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত। ইহারাই একমাত্র বিলাতী কর্ম্মদক্ষতায় একদিন এসিয়া মহাদেশের সুপ্রসিদ্ধ বিস্কুট ও বার্লী প্রস্তুতকারক স্বনামধন্য স্বর্গীয় শ্রীযুক্ত কে, সি, বসু মহাশয় বিস্কুট ও বার্লী প্রচলন করিয়া জগতে আদর্শ স্থানীয় হইয়াছিলেন। এই ব্যবসায় ইহার অভিজ্ঞতা ৩৬ বৎসরের ও অধিক কালের। ইহা হস্তপৃষ্ট নহে।

টি, পি, বসু এণ্ড কোম্পানী লিঃ
তারা বিস্কুট ফ্যাক্টরী
পোঃ বাগবাজার কলিকাতা

সচিত্র

নবদ্বীপ পঞ্জিকা

ভিক্ষা—মাত্র ।৵০

প্রাপ্তি স্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'শ্রীমায়া' নবদ্বীপ

দৈ নি ক

R.N. GC 1344

চৈতন্যোপনিষদ্!
বহু অন্বয়ে মূল ও
অনুবাদসহ প্রকাশিত
হইয়াছে। কাগজ ও
ছাপা অতি উত্তম।
ভিক্ষা ।০ মাত্র
শ্রীচৈতন্যমঠ,
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্বত্র এবং পৃথিবীর—বঙ্গলা ভাষায় একমাত্র দৈনিক

'গৌড়ীয়'
১ম বর্ষ হইতে
১৩শ বর্ষ পর্যন্ত
প্রতি বর্ষ পাওয়া যায়।
বাঁধাই
ভিক্ষা ৩৷০ মাত্র।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ
বাগবাজার, কলিকাতা

১০ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২৭শে বৈশাখ, শুক্রবার ১৩৪২, ১০ই মে ১৯৩৫ [৫১শ সংখ্যা

সম্রাটের রজতজুবিলী

কৃষ্ণনগরে

মহামহিমান্বিত ভারত সম্রাট পঞ্চম জর্জ ও সম্রাজ্ঞী মেরীর সিল্‌ভার জুবিলী উপলক্ষে নদীয়া জেলার প্রধান নগর কৃষ্ণনগরে ৪ দিবসব্যাপী বিবিধ অনুষ্ঠান ও আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা হইয়াছিল। ৬ই মে প্রাতঃ ৭ ঘটিকার সময় বিভিন্ন মন্দির এবং মসজিদ ও গির্জায় যথাক্রমে বিশেষ পূজা ও প্রার্থনা হইয়াছিল। কলেজের মাঠে প্রাতঃ ৬ ঘটিকা হইতে ৭।৪৫ মিনিট পর্যন্ত এবং অপরাহ্ণ ৪-৩০ হইতে ৬-৩০ পর্যন্ত স্কুলছাত্রদের স্পোর্টস্ এবং প্রাতঃ ৭-৩০ ঘটিকার সময় পুলিশ প্যারেড হইয়াছিল। অপরাহ্ণ ৬ ঘটিকা হইতে ৮ ঘটিকা পর্যন্ত এক বিরাট নগর সংকীর্তন বাহির হইয়াছিল। রাত্রিতে সহরের প্রতি বাসভবন ও দোকান আলোকমালায় সজ্জিত হইয়াছিল। ঐ দিবসে অপরাহ্ণ ৬ ঘটিকার সময় নদীয়া জুবিলীর বক্তৃতা হইয়াছিল। সাংকিষ্ট [illegible] ৭ই মে ... ৭ ঘটিকার সময় ... স্পোর্টসের পুরস্কার বিতরিত হইয়াছিল।

কাঙ্গালী ভোজনের সময় নির্দিষ্ট হইয়াছিল ৭ই মে তারিখে অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকা হইতে ৬ ঘটিকা পর্যন্ত, কিন্তু ৬ ঘটিকার পরেও অনেক কাঙ্গালী আসিয়াছিল বলিয়া এই কার্য চলিয়াছিল রাত্রি ১০ ঘটিকা পর্যন্ত। তৎপরেও বহু দ্রব্য উদ্বৃত্ত ছিল। তাহা তৎপর দিবস প্রাতে পুনরায় কাঙ্গালীদিগকে বিতরণ করা হইয়াছে। এই কার্যের দ্বারা সমস্ত ভার বহন করিয়াছিলেন শ্রীধাম মায়াপুরের শ্রীচৈতন্যমঠ। শ্রীধাম মায়াপুরের ঠাকুরভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট এর ছাত্রবৃন্দ কঠোর পরিশ্রম করিয়া সুদীর্ঘকাল পরিবেশন করিয়াছেন। ছাত্র-বৃন্দের এই কার্য বিশেষ প্রশংসনীয়। বর্ধমান পুষ্করিণীর উত্তর পারস্থ পরলোকগত নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের যে বাটি বর্তমানে বাটুয়া ষ্টেটের নিকট বন্ধক আছে, সেই বাটির সুবিস্তৃত প্রাঙ্গণে কাঙ্গালীভোজন হইয়াছিল।

৭ই মে সন্ধ্যা ৭- ... হইতে রাত্রি ৯-৩০ পর্যন্ত মার্কেট হাউসের মাঠে আতসবাজী প্রদর্শিত হইয়াছিল। কলেজের মাঠে ৮ই মে অপরাহ্ণ ৫-৩০ ... মিনিটের সময় ফাউন্টেন বাজী এবং সন্ধ্যা ৭-৩০ ঘটিকার সময় স্কুলের বালকগণের জন্য টকি শো হইয়াছিল। ৯ই মে সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার সময় স্কুলের মেয়েদের জন্য পুনরায় টকি প্রদর্শনী হইয়াছিল।

সদর সাবডিভিশনাল অফিসার শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র গুপ্ত কৃষ্ণনগর মিউনিসিপ্যালিটির সুযোগ্য চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র মৌলিক মহোদয়ের অক্লান্ত পরিশ্রমে কৃষ্ণনগরে উক্ত "সিল্‌ভার জুবিলী" সর্ববিষয়ে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল। ৭ই মে অর্থাৎ কাঙ্গালী ভোজনের দিন—সমস্ত দিন জল-সরবরাহের ব্যবস্থা হইয়াছিল। সুধীর বাবুর চেষ্টায় কৃষ্ণনগরের অদ্ভুত উন্নতি হইতেছে। রাস্তাগুলিতে পিচ্ দেওয়া হইতেছে। ড্রেনগুলির সংস্কার হইতেছে এবং বৈদ্যুতিক আলোকের ব্যবস্থা হইতেছে। এই সকল উন্নতিকর কার্যের জন্য আমরা তাঁহাকে ও তাঁহার সহকারিগণকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

ঢাকায় সম্বর্দ্ধনা

ঢাকা ৭।৫।৩৫

প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের আশীর্বাদে সম্রাট-দম্পতীর রজত জুবিলী উপলক্ষে সতত গৌড়ীয় মঠের সুপ্রসিদ্ধ প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজের (যিনি সম্প্রতি ঢাকায় আসিয়াছেন) তত্ত্বাবধানে গতকল্য পূর্বাহ্নে শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠে সম্রাট দম্পতীর কল্যাণার্থ প্রার্থনা হইয়াছে এবং অপরাহ্ণে একটী বিরাট নগর সংকীর্তন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে মঠভবন বিশেষভাবে অতি সুন্দররূপে সাজান হইয়াছিল।

জুবিলী উৎসবে দুর্ঘটনা

৬ই মে সিংটিতে জুবিলী উৎসবের প্রথম দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। উৎসব সজ্জার উপর জলন্ত অঙ্গার পতিত হওয়ায় একটী তাঁবু প্রবল বেগে জ্বলিয়া উঠে। সন্ধ্যাকালে রক্ত এলিজাবেথ আরও নামক একটী অষ্ট বর্ষীয়া বালিকা পুড়িয়া মারা গিয়াছে। একটি শিশুকে কোনরূপে রক্ষা করা গিয়াছে। অনেকগুলি শিশুকে দোতালার জানালা হইতে নিচে ফেলিয়া দেওয়া হয়। নিচের প্রাঙ্গণে দণ্ডায়মান ব্যক্তিগণ তাহাদের লুফিয়া লয়। পণ্টিপ পয়েন্ট, ভারমন্ট ও অবেরিংড নামক স্থানগুলির আলোকসজ্জা অজ্ঞাত ব্যক্তিরা আগুন ধরাইয়া ধ্বংস করিয়া দেয়। পণ্টিপ পয়েন্ট নামক স্থানে কতকগুলি লোক রক্ষীকে ধরিয়া লইয়া যায় এবং আলোকসজ্জায় আগুন ধরাইয়া দেয়। পশ্চাদ্ধাবন করা হইলে তাহারা অন্ধকারের মধ্যে সরিয়া পড়ে।

জুবিলী উৎসবে লণ্ডনস্থিত জার্মাণদের যোগদান

লণ্ডনের ফিনস্‌বারি ষ্ট্রীটস্থ জার্মাণ লুথেরান গির্জায় রবিবার জুবিলী উপলক্ষে বিশেষ উপাসনার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। লণ্ডনস্থিত জার্মাণ রাজদূত ও সমগ্র দৌত্য বিভাগের কর্মচারীবৃন্দ এবং জার্মাণ দেশীয় বহু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিবর্গ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

সন্তানের কূপে বম্পপ্রদান

স্বামী চুরির অভিযোগে গ্রেপ্তার হইয়াছে শুনিয়া একটি মুসলমান রমণী তাহার দুইটি শিশু সন্তানসহ কূপে ঝম্প প্রদান করিয়া আত্মহত্যা করিয়াছে বলিয়া হায়দরাবাদের মহবুব নগর হইতে এক সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

প্রকাশ, ঐ রমণী যখন শুনিতে পাইল যে তাহার স্বামী গ্রেপ্তার হইয়াছে, তখন সে তাহার আত্মীয়স্বজনকে বলে যে, ইহা তাহার পক্ষে অত্যন্ত অপমানের কথা; সুতরাং তাহার আর বাঁচিবার সাধ নাই। তখন কেহ তাহার কথায় কর্ণপাত করে নাই। কিছুদিন পর তাহার দেহ কূপে ভাসিতে দেখা যায়। তাহার শিশু সন্তানকে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। তাহার ৫ বৎসরের পুত্রের মৃতদেহও ঐ কূপে পাওয়া গিয়াছে।

তুঙ্গভদ্রা-জল-সম্পর্ক বিরোধ

মাদ্রাজের এক সংবাদে প্রকাশ, তুঙ্গভদ্রা নদীর জলের ভাগাভাগি লইয়া মহীশূর এবং মাদ্রাজ গভর্ণমেণ্টের মধ্যে যে বিরোধ চলিয়া আসিতেছে, উভয় পক্ষের অনুরোধক্রমে একটি নিরপেক্ষ ট্রাইবুনালের উপর ভার দিয়া উহার নিষ্পত্তি হওয়ার সম্ভাবনা। এই ট্রাইবুনালের চেয়ারম্যান একজন হাইকোর্টের জজ হইতে পারেন। এবে উহার শেষ মীমাংসা হইতে বোধ হয় কিছু সময় লাগিবে।

জাহাজপথে মর্ত্ত পাল

দুর্বলী পশক-বিক্রয়কালে বিপত্তি

লণ্ডন হইতে প্রকাশ গত এপ্রিল বিদেশজাত দুর্বলী শাবক ও পশকসমূহ লণ্ডনের বাজার ছাইয়া ফেলিয়াছে। সম্প্রতি জনৈক বিক্রেতার সম্বন্ধে নিম্নলিখিত রূপ একটী ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছে।

ঐ বাজারে সম্প্রতি এক ভদ্রলোক একটী শাবক ক্রয় করিতে আসিয়া বিক্রেতার নিকট [illegible] দুইটি পশক তাহার শিশু সন্তানের জন্য ক্রয় করেন। [illegible] তিনি দেখিতে পান যে পশক দুইটি বিষধর। তিনি তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া আসিয়া বিক্রেতাকে উহা ফেরত দেন এবং মূল্য প্রত্যর্পণ করিতে বলেন। কিন্তু বিক্রেতা মূল্য ফেরত দিলেন না; [illegible]। এক-ভাবে [illegible] আরম্ভ হয়। দোকানে [illegible] বিরাট জনতার সমাবেশ [illegible] লোকজন উহাতে উত্তেজিত হইয়া পড়ে এবং জাহাজ ঘাটে খনির যেতেলসমূহ রাস্তায় ছড়াইয়া পড়ে।

ফেরিওয়ালা রাস্তায় একটী [illegible] বাসে উঠিয়া পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে দুইজন যাত্রী আসিয়া ঐগুলি কুড়াইয়া [illegible] ছুড়িয়ে মত্ত হয় না।

অতিরিক্ত পাট বপন

আইনের সহায়তা ব্যতীত কেবলমাত্র প্রচার কার্য্য দ্বারা যে পাট চাষ নিয়ন্ত্রণ সম্ভব নয় তাহার একটী নিদর্শন নিম্নলিখিত ঘটনায় অনুষ্ঠিত হয়।

স্মরণ থাকিতে পারে, মাত্র কয়েকদিন পূর্ব্বে ফরিদপুর জিলার মাদারীপুর মহকুমার গোসাইরহাট থানার মধুখালি গ্রামের কাজেম মল্লিক নামক এক কৃষককে সংস্কার নিয়ন্ত্রিত পরিমিত জমির অতিরিক্ত জমিতে পাট বপন করার অপরাধে সপ্তাহকাল হাজত বাস করিতে হইয়াছিল।

সম্প্রতি ভাঙ্গা থানার সেনের চর গ্রামের [illegible] নামক এক কৃষকের বিরুদ্ধে ভাঃ দিঃ ১০৭ ধারার এক প্রসিডিং [illegible] হইয়াছে।

প্রকাশ "স্পেশাল জুট রেজিষ্ট্রেশন অফিসার" এক্সট্রা হাকিমের নিকট এক [illegible] এক রিপোর্ট পেশ করেন যে, সেনের [illegible] পরিমিত জমি [illegible] অতিরিক্ত [illegible] পাট বপন করিয়াছে এবং অন্যান্য কৃষককে এই প্রকার করিতে [illegible] করিয়াছে [illegible] পাইয়া তার [illegible] আসামীর বিরুদ্ধে [illegible] এবং [illegible] ইস্তিন এক ওয়ারেণ্ট জারী করেন। বিপত্তি

আসামী গ্রেপ্তার হওয়ার পূর্ব্বেই কোর্টে আসিয়া আত্মসমর্পণ করিয়া বলে যে, সে সংস্কারের নির্দ্দেশ অমান্য করে নাই বা কাহাকেও অমান্য করিবার জন্য প্ররোচিত করে নাই। ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাকে বিচার সময় পর্য্যন্ত সৎপথে থাকিবার জন্য ২০০৲ টাকা করিয়া দুইজন জামিনদার সহ মুচলেকা দিবার এবং বিচার কোর্টে উপস্থিত হইবার জন্য ২০০ টাকার জামিন দিবার আদেশ প্রদান করিয়াছেন।

সমগ্র গ্রাম ভস্মীভূত

সাতক্ষীরা সংবাদ [illegible] পাইক্ক মজুমদার [illegible] গ্রামে এক ভীষণ অগ্নিকাণ্ডের ফলে সমগ্র গ্রামখানি ভস্মীভূত হইয়াছে এবং তিনজন গ্রামবাসীর মৃত্যু হইয়াছে। প্রকাশ একখানি [illegible] আগুন লাগে এবং সেই আগুন [illegible] এক বাড়ী হইতে অপর বাড়ী ছড়াইয়া পড়িতে থাকে; ফলে প্রায় ৩০০ গৃহ ভস্মীভূত হইয়া যায়। গ্রামবাসিগণের অশেষ চেষ্টা সত্ত্বেও আগুন নির্ব্বাপিত হয় না। তাহারা বর্ত্তমানে গৃহহীন অবস্থায় আছে। তিনজন গ্রামবাসী আগুনে দগ্ধ হইয়া মারা গিয়াছে। অধিকাংশ একটী মুসলমান বাস গ্রাম। গৃহগুলি প্রায় সবই খড়কুটার তৈয়ারী। সংবাদ পাইয়া [illegible] মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ হাকিম মোহম্মদ আব্দুল আজিজ মোটর যোগে ঘটনাস্থলে গমন করেন এবং দুর্গতদিগকে সাহায্য দান করেন। অতঃপর সর [illegible] সরকারী ব্যক্তিদের লইয়া তিনি একটি বৈঠকের ব্যবস্থা করেন। তথায় দুঃস্থদের সাহায্য দান সম্পর্কে আলোচনা করা হয়।

ডাল্টনগঞ্জে অগ্নিকাণ্ড

গত [illegible] মে বুধবার রাত্রের দিকে ডাল্টনগঞ্জের বাজারে ভীষণ অগ্নিকাণ্ড হয়; ফলে একটী [illegible] একেবারে পুড়িয়া গিয়াছে। চীৎকার শুনিয়া স্থানীয় পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় এবং বহু পরিশ্রমের পর আগ্ন নির্ব্বাপিত করিতে সমর্থ হয়। আগুন আর বেশীদূর ছড়াইতে পারে নাই।

মন্দিরে চুরি

টাঙ্গাইলে এই মর্ম্মে এক সংবাদ প্রকাশ যে, সন্তোষের জমিদারীর [illegible] [illegible] বাড়ীর [illegible] মদনগোপাল [illegible] মন্দিরে [illegible] চোর [illegible] [illegible] প্রবেশ করে [illegible] এবং মদনের স্বর্ণালঙ্কার

প্রকাশ যে, পাটকেলঘাটা গ্রামের [illegible] কালীমূর্ত্তির গা হইতে ঐ রাত্রিতে অনেক অলঙ্কারাদি অপহৃত হইয়াছে। পুলিশ ঐ সম্পর্কে তদন্ত করিতেছে।

অসৎসঙ্গের সর্ব্বনাশ

মাদারীপুরের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট বাবু [illegible] মহোদয় কলিকাতা বড়বাজার লেনের নিবাসী বানার্জ্জি বৃন্দাবন পাল লেনের বসন্ত মুখার্জ্জি ও লক্ষ্মীনারায়ণ [illegible] উপাধ্যায় নামক তিনটী যুবককে কারা-বিধির ১০৯ ধারানুযায়ী ১ বৎসরকাল সৎভাবে থাকিবার জন্য প্রত্যেককে ৫০০ টাকা করিয়া দুইজন জামিনসহ মুচলেকা দিবার আদেশ প্রদান করিয়াছেন। অন্যথায় তাহাদিগকে উক্ত সময়ের জন্য কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে।

প্রকাশ যে, গত কালীপূজা উপলক্ষে ফরিদপুর জিলার [illegible] গ্রামনিবাসী শ্রীঅম্বিকামোহন ব্যানার্জ্জির আত্মীয় আসামী নিরঞ্জন অপর দুটি যুবকসহ ঐ বাড়ীতে আসে। গত ২০শে নভেম্বর নড়িয়া থানার পুলিশ উহাদিগকে গ্রেপ্তার করে। খানা-তল্লাসীর সময় বিপ্লব আন্দোলনের সহায়ক কতকগুলি কাগজ নাকি উহাদের নিকট পাওয়া যায়। আসামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ এই ছিল যে, তাহারা ঐ স্থানে লুকাইয়া থাকিয়া স্থানীয় শিক্ষিত যুবকদের সঙ্গে মেলামেশা করিত।

২৫০ জন গ্রেপ্তার

কিশোরগঞ্জের [illegible] সম্পর্কে আইন সভার সদস্য সাতজনকে [illegible] দুইজন সভাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। তাহাদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আনয়ন করা হইয়াছে যে, তাহারা [illegible] অধিবাসীদিগকে উত্তেজিত করিয়াছেন। এপর্যন্ত মোট ২৫০ জন লোককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। ইহাদের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের অভিযোগ করা হইয়াছে।

নিরুদ্দিষ্ট আর্জ্জাস বিমান

বার্লিন, হইতে প্রকাশ, বিগত [illegible] এপ্রিল [illegible] টেম্পলহফ হইতে [illegible] অভিমুখে রওয়ানা হইবার পর একখানি বিরাট জার্মান বিমানপোতের কোন সন্ধান পাওয়া যাইতেছিল না। সম্প্রতি এই নিরুদ্দিষ্ট বিমানের সন্ধান মিলিয়াছে। [illegible] পর্ব্বতের উপর পড়িয়া এই বিমানপোতখানা চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়াছে।

এই বিমানের সকলেই আরোহীকেই মৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে। জার্মান সরকারী [illegible] মেজর [illegible] এবং [illegible] জনৈক কর্ম্মচারী একজন পাইলট এবং [illegible] জীবনান্ত ঘটিয়াছে

কলিকাতার বাজার দর

চাউলের দর

	প্রতি মণ
বাদশাভোগ	[illegible]
বালাম চাল	[illegible]
কাটারীভোগ	[illegible]
বাঁকতুলসী	[illegible]
নাগরা	[illegible]
ঐ পুরাতন	[illegible]
পাটনাই উৎকৃষ্ট	[illegible]
এক্তারের কোম্পানী	[illegible]
সিদ্ধ রেঙ্গুণ	[illegible]

চিনির দর

সাদা কাশী রেডি	[illegible]
দেশী সাদা দানা	[illegible]
,, লাল ,,	[illegible]
আতপ—	
নূতন আতপ	[illegible]
পেশোয়ারী	[illegible]
বাঁকতুলসী আতপ	[illegible]
ঐ বাদশাভোগ	[illegible]
পাটনাই আতপ	[illegible]
কাটারীভোগ	[illegible]
ঐ রেঙ্গুণ	[illegible]

মুগের দর

কামশীতা প্রতি মণ	[illegible]
লম্বা গাওয়া	[illegible]
গোল গাওয়া	[illegible]
ঢেঁকী মুগরা	[illegible]

আটা ও ময়দার দর

পেটেণ্ট ময়দা প্রতি মণ	[illegible]
গৃহস্থালীর ব্যবহারোপযোগী	[illegible]
আটা (বি)	[illegible]
সুজী	[illegible]
আটা (এস)	[illegible]
,, (২)	[illegible]
,, (কে)	[illegible]
,, (৩)	[illegible]

সোনা-রূপা

	প্রতি ভরি
টাকশালের বার ,, ,,	[illegible]
বড়ালের বার ,, ,,	[illegible]
গিনি ,, ,,	[illegible]
চাঁদির বার প্রতি ১০০ ভরি	[illegible]
ঐ পুচরা ,, ,, ,,	[illegible]

লৌহ ও হার্ডওয়ার

	প্রতি হন্দর
টাটার তৈয়ারী	
লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম মার্ক	[illegible]
ঐ [illegible] মার্কা ডাবল হন্দর	[illegible]
বরগা (টী আয়রণ)	[illegible]
এঙ্গেল আয়রণ (কোণা)	[illegible]

সংবাদদাতার মল্লিক এণ্ড সন লিঃ,
লোহাপটি, বড়বাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে।
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে।

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ।

১০ম বর্ষ | ২২ মধুসূদন গৌরাব্দ ৪৪৯, ২৭শে বৈশাখ বঙ্গাব্দ ১৩৪২, ১০ই মে ইং ১৯৩৫ শুক্রবার | ৫৯ তম সংখ্যা

প্রচার প্রসঙ্গ

শ্রীল প্রভুপাদ

পাঠকগণ অবগত আছেন, শ্রীল প্রভুপাদ গত বুধবার শ্রীধাম মায়াপুরে শুভবিজয় করিয়াছেন। তাঁহার সহিত মহামহোপদেশক অধ্যাপক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ নারায়ণদাস অধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিসুধাকর ও মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারীও আসিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীধামের বিভিন্ন সেবাকার্য্য পরিদর্শন ও হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন।

মেদিনীপুরে

শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত মহারাজ কতিপয় ব্রহ্মচারিসহ বিগত কয়েক সপ্তাহ মেদিনীপুর জেলার ময়না থানায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত বিমল প্রেমধর্ম্মের কথা সাধক্কার করিয়াছেন। গত ৬ই বৈশাখ ময়না-গ্রাম-নিবাসী কবিরাজ শ্রীযুক্ত [illegible] দাস ও বাবু মন্মথ দাস মহাশয়গণের সাদর আহ্বানে স্বামীজী তাঁহাদের গৃহে শুভবিজয় করেন। ৭ই বৈশাখ হইতে ১২ই বৈশাখ পর্য্যন্ত ৬ দিন বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতা প্রদান করেন। মেদিনীপুরে বর্ত্তমানে ধর্ম্মধ্বজিগণের যেরূপ তাণ্ডবনৃত্য আরম্ভ হইয়াছে, তাহাতে স্বামীজীর বক্তৃতা অত্যন্ত কার্য্যকরী হইয়াছে। স্বামীজী বক্তৃতামুখে "পৃথিবীতে যত কথা ধর্ম্ম নামে চলে। ভাগবত কহে তাহা পরিপূর্ণ ছলে॥" এই কথার সার্থকতা শ্রোতৃমণ্ডলীকে অতি সরল ভাষায় বুঝাইয়া দেন। সমাগত শ্রোতৃমণ্ডলী স্বামীজীর বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত ধর্ম্মই যে জীবের একমাত্র নিত্যধর্ম্ম তাহা উপলব্ধি করিয়াছিলেন ও অন্যান্য প্রচারিত ধর্ম্মের অনিত্যতা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। প্রচারকার্য্যে শ্রীযুক্ত গিরিশ বাবুর সেবাচেষ্টা প্রশংসনীয়।

২৪ পরগণা, খুলনা ও যশোহর জেলায়

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ জেলা ২৪ পরগণার অন্তর্গত [illegible], বসিরহাট, টাকী প্রভৃতি স্থানে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করিয়া গত ১৫ই বৈশাখ ২৮শে এপ্রিল রবিবার খুলনা জেলার অন্তর্গত চোনুখা গ্রামে উপস্থিত হন এবং তথায় হরিকথা প্রচার করিয়া সাতক্ষীরা হইয়া গত ১৭ই বৈশাখ যশোহর জেলার অন্তর্গত বড়গড়ালী গ্রামে উপস্থিত হন এবং তথায় দুই দিবস পাঠ ও বক্তৃতা দেন। তৎপরে গত ১৯শে বৈশাখ সাতবাড়িয়া গ্রামে উপস্থিত হন এবং তথায় ঐ দিবস সন্ধ্যায় স্বামীজী শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হয়।

গত ২০শে বৈশাখ ভোর ৬টায় সময় স্বামীজী মহারাজ ব্রহ্মচারিগণ সহ উক্ত জেলার অন্তর্গত সাতবাড়িয়া নামক স্থান হইতে কেশবপুর অভিমুখে রওনা হন। পথিমধ্যে পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত স্বরূপচন্দ্র দাসাধিকারী ও অন্যান্য ভক্তগণ বিপুল সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা সহ স্বামীজী মহারাজকে অভ্যর্থনা করেন। পরে তথা হইতে পোল ও খোল-করতালে বিপুল জয়ধ্বনি ও সংকীর্ত্তনবাহিনী সহ স্বামীজী মহারাজ কেশবপুরে উপস্থিত হন। এই স্থানে শ্রীযুক্ত রাসবিহারী সাহার বাটীতে তাঁহাদের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। ঐ দিবস সন্ধ্যায় স্বামীজী মহারাজ বিপিনবাবুর নাটমন্দিরে "শ্রীচৈতন্যদেবের দয়া" সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতা-কালে স্বামীজী বলেন, এই জগতে আমরা বহুপ্রকার দয়া দেখিতে পাই শ্রীগৌরসুন্দর এই প্রকার কোন দয়া করেন নাই। পরজগতে যে নিত্যসুখ আছে, তাহার সন্ধানই তিনি দিয়াছিলেন। এখানে সুখের মত যাহা দেখায় তাহা প্রকৃত সুখ নয়। এখানকার সুখ অনিত্য ও তুচ্ছ। সুখ ভোগ করিবার পরে দুঃখ আসিয়া উপস্থিত হয়। এই পরিদৃশ্যমান জগতে আমরা সুখের জন্য আনন্দের জন্য লালায়িত কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে সুখ বা আনন্দ আমরা পাই না। আমরা আনন্দ চাই বটে কিন্তু আনন্দলীলাময়-বিগ্রহ ভগবান্কে বাদ দিয়া আনন্দ ব'লে কোন জিনিষ থাকতে পারে না। শ্রীভগবান্ যাবতীয় রসের একমাত্র মালিক। এইজন্য বেদ তাঁহাকে "রসো বৈ সঃ" বলিয়াছেন। ভোগে কিম্বা ত্যাগে যে শান্তি নাই, একমাত্র ভগবানের সেবা করিলেই যে শান্তি লাভ হইতে পারে, ইহা শ্রীচৈতন্যদেব নিজে আচরণ করিয়া জগদ্বাসীকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। বক্তৃতার আদি ও অন্তে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হয়।

গত ২১শে বৈশাখ স্বামীজী ব্রহ্মচারিগণ সহ সাবদিয়া নামক গ্রামে গমন করেন এবং তথায় পরমভাগবত শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র দাস অধিকারী মহাশয়ের ভবনে অবস্থান করেন। ঐ দিবস সন্ধ্যায় তথায় 'সনাতন-ধর্ম্ম' সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। স্বামীজী বলেন,—আমরা মানুষ বা শ্রেষ্ঠ প্রাণী বলিয়া গর্ব্ব করিয়া থাকি কিন্তু আমাদের শ্রেষ্ঠত্ব কিসে, সে-বিষয় আমরা একবারও চিন্তা করি কি? মনুষ্য-জীবনে ভগবদ্ভজন হয়, এইজন্য মনুষ্যজন্ম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। 'নরতনু ভজনের মূল' পশুপক্ষী জন্মে প্রকৃতির অধীন হইয়া জীবনযাপন করিতে হয়। দেবতা-জন্মেও অত্যন্ত ভোগে প্রমত্ত থাকায় ভগবদ্ভজন হয় না।

শ্রীভগবানের সঙ্গে আমাদের নিত্য সম্বন্ধ আছে। যেদিন হ'তে আমরা ভগবৎ-সম্বন্ধীয় বুদ্ধি থেকে চ্যুত হইয়াছি, সেইদিন হইতে আমরা পতিত হইয়াছি। যে সময়ে বৌদ্ধদিগের শূন্যবাদ সমগ্র ভারতবর্ষকে গ্রাস করিয়াছিল, তখন শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য আবির্ভূত হইয়া শূন্যবাদকে বিচার দ্বারা খণ্ডন করিয়া তাৎকালিক লোকসমাজের জন্য মায়াবাদ প্রচার করেন। বৈকুণ্ঠবস্তু ভগবান্কে যখন আমরা মাপিয়া লইতে যাই, তখন আমাদের মধ্যে নানা মতবাদের সৃষ্টি হয়। ভগবান্ অধোক্ষজ বস্তু, প্রাকৃত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহেন। তাঁহাকে জানিতে হইলে তাঁহার শরণাগত হইতে হইবে এবং তাঁহার কৃপাশক্তিতে তাঁহাকে জানা যাইবে। স্বামীজী মহারাজ ক্রমশঃ নির্ব্বিশেষবাদ, চিদ্বিলাসবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ সম্বন্ধে তুলনামূলক বিচার দ্বারা পরস্পরের পার্থক্য বুঝাইয়া দেন। স্বামীজী মহারাজের বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া সমাগত শ্রোতৃমণ্ডলী 'নরতনু ভজনের' সুযোগ পাইয়া বিশেষ সৌভাগ্য লাভ করেন। বক্তৃতার আদি ও অন্তে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তিত হয়।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২২ মধুসূদন নিধি গৌরাব্দ ৪৪১

গুরু ও শিষ্য

গুরু ও শিষ্য উভয়ে নিত্য বস্তু। ইঁহাদের পরস্পর সম্বন্ধ এবং সেব্য সেবক ভাবও নিত্য। যিনি অস্তরঙ্গ বহিরঙ্গ সেবকের নিকট হইতে সেবাগ্রহণ করিতে অসমর্থ, সেই পারমার্থিক আচরণবিশিষ্ট কোনও সেব্যের সেবা করিতে গেলে জীবন বৃথা ব্যয়িত হয় মাত্র। তাই বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ এতাদৃশ অনিত্য বস্তুর সেবা পরিহার পূর্ব্বক যাহা নিত্যকাল স্থায়ী ও অপরিবর্ত্তনশীল, শ্রীভগবৎ সম্বন্ধ সেই সম্বন্ধের সেবা করিয়া জীবনের সার্থকতা সম্পাদন করেন। তাঁহারা এরূপ ধরণের কোনও সম্বন্ধ বরণ করেন না যে, তাঁহার সহিত আপাততঃ একবার সম্বন্ধ স্থাপিত হইলে আবার তাহা বিচ্ছিন্ন হইয়া আমাদিগকে সেবা হইতে বঞ্চিত করিবে। সেব্য যদি সেবকের নিকট হইতে না লন বা এতাদৃশ দিগকে সেবা-সুযোগ প্রদান করিবার জন্য পদ-পল্লবে না করেন তাহা হইলে সেবকের পক্ষে সেবা-লাভ সম্পূর্ণ অসম্ভব হয় বলিয়া ভগবান্ আমাদের নিকট গুরুরূপে বা সেব্যরূপে আমাদের নয়নগোচর হন এবং সেবক আমাদিগকে কৃপাপূর্ব্বক শ্রীচরণে স্থান দিয়া ভক্তবাৎসল্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন। আমরা একপক্ষে যে কোন বস্তুর সেবা করিবার প্রয়াসী হই না কেন, সেই সেই বস্তু অনিত্য হওয়ায় সেব্যের আসন সংরক্ষণ করিতে পারে না বলিয়া—তাহারা সাক্ষাৎ সেব্য বলিয়া সেব্য-সেবকের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়া সুখ বা দুঃখের সৃষ্টি হয়।

এজগতে পিতা-পুত্র, স্বামী-স্ত্রী ও বন্ধুবান্ধবের যে সম্বন্ধ, তাহা অনিত্য—অল্পকালস্থায়ী। কিন্তু শ্রীগুরু ও শিষ্যের সম্বন্ধ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র নিত্য ও অবিচ্ছেদ্য। গুরু ও শিষ্য ব্যতীত এতাদৃশ সুমধুর ও আনন্দপ্রদ সম্বন্ধ এজগতে আর কোথাও নাই। এই নিত্য সম্বন্ধে সম্বন্ধ হইবার সৌভাগ্য বৈকুণ্ঠবাসীগণ ব্যতীত হইবার সম্ভাবনা নাই। সদ্গুরুর নিকট বাস্তব দীক্ষালাভ হইলে শিষ্যের যে কি দেব-দুর্লভ অবস্থা লাভ হয়, তাহা ভক্তগণই বলিতে পারেন। দুর্লভ পদে দুরভিক্রম পতিত হইবার যোগ্য এতাদৃশ পিতামাতার প্রতি শ্রীতিবিশিষ্ট হইয়া যখন আমরা আত্মহারা হই, তখন শ্রীগুরুপিতার পাদপদ্মে অনুরাগ হইলে সে কি ব্রহ্মানন্দ-বিকারী সুখ জীব লাভ করে তাহা বর্ণন করিবার সাধ্য ক্ষুদ্রলেখনীর নাই; তবে গুরুকৃপাপ্রাপ্ত জীব শুদ্ধ সেবা প্রাপ্ত হইয়া নিজের অসৎ ভোগ বা ত্যাগ-স্পৃহা পরিহার পূর্ব্বক স্ব-স্বরূপে অবস্থিত হইয়া সেব্যরূপে বা প্রভু-প্রেমে পাগল হইয়া যায়—এই শুকমুখস্থ বাণীটুকু মাত্র কীর্ত্তন করিয়া হতভাগ্য আমি নিজের ভাগ্যকে ধিক্কার দিয়া কেবল আত্মবিসর্জন করিতেছি মাত্র।

শাস্ত্র বলেন,—যাহাতে হরিভক্তির কোন কথা নাই, এতাদৃশ শাস্ত্রের কথা যদি স্বয়ং ব্রহ্মাও কীর্ত্তন করেন তথাপি তাহা যেমন শ্রবণযোগ্য নহে, সেইরূপ হরিভক্তি যদি গুরুসেবাময়ী না হয় তাহা হইলে তাহা সেবার ছলনায় কপটতা ও মায়ার কৌশল মাত্র। অশোক, অভয় শ্রীগুরুপাদপদ্মকে সেবক-ভগবান্ বলিয়া জানিবার সৌভাগ্য যাহাদের হয় নাই, তাহাদের মুখে শ্রীহরিনাম কোনকালেই কীর্ত্তিত হইতে পারে না; শ্রীনামোচ্চারণ—হরিসেবা ত দূরের কথা, গুরুসেবা ব্যতীত হরিসেবার আভাসও উদিত হইতে পারে না, এমনকি সংসারক্ষয়ও হয় না। একথা শ্রুতি পুরাণাদি কোটিকণ্ঠে কীর্ত্তন করিয়াছেন। "আগে গুরু পদে করে শুশ্রূষণ সেবন। মায়াজাল ছুটে পায় কৃষ্ণের চরণ"—প্রভৃতি মহাপ্রভুর উপদেশ-বাক্য আলোচনা করিলে দিব্য আমরা এসম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ ও গুরুসেবায় দৃঢ়ব্রত হইবার বল পাই। তাহাদের ভক্ত যাহাতে সুখী হইতে হইবে, সেই গুরুসেবা করিবার সময় আমাদের জানিয়া রাখা উচিত যে, গুরুর নামে যেন আমরা লঘুর সেবা না করি এবং প্রকৃত গুরুরূপী ভগবানকে মর্ত্ত্য-ব্যক্তিবিশেষ মনে করিয়া তৎপাদপদ্মে সর্ব্বাত্মসমর্পণ করিতে কুণ্ঠিত না হই। স্ব-সুখের জন্য সেবা করিতে গেলে ভোগবুদ্ধির আবাহন করা হয় অর্থাৎ তাহা সেবার ছলনায় কপটতা ব্যতীত আর কিছুই নয়। কপটতা থাকিলে জানিতে হইবে, শুদ্ধসেবায় আমার বঞ্চনা হইয়াছে, অথবা আমি বঞ্চিত বা বঞ্চনাকারী হইয়াছি, নিজের গলায় নিজে ছুরি বসাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছি। আমার নিত্যকালের আশ্রয়ণীয় শাপ কর্ত্তন করিয়া পথের রাস্তা পরিষ্কার করিতেছি বাধা যখ হইলে কিবা কুচক্রী দেবতাগণের কুচক্রে পতিত হইলে সদ্গুরুপাদাশ্রয়ের অভিনয় করিয়াও আমাদের ঐরূপ দুর্দ্দশা ঘটে। শ্রীহরি-ভক্তিবিলাস বলেন,—

"সাধকস্য ভবেৎ ভক্তিঃ নমস্কুর্বান্তি দেবতাঃ।
যথোচিতাদ্ ভবেৎ বিষ্ণুঃ শিষ্যঞ্চ সুতো ধ্রুবম্॥"

দেবতাগণ সাধকের গুরু প্রতি ভক্তি বা সেবোন্মুখতা অনেক সময় বশীভূত করিয়া দেয়। তাহার কারণ, ঐসকল দেবতাগণ মনে করেন, যিনি একমাত্র গুরুদেবে অচলা ভক্তি-প্রভাবেই তাঁহাদিগকে (দেবতাদিগকে) লঙ্ঘন করিয়াও নিশ্চিতরূপে হরিপাদপদ্ম লাভ করিবে। সাধুসঙ্গপ্রভাবে যাঁহার নিষ্কপট গুরুসেবাপ্রবৃত্তি জাগিয়াছে, তিনি নিষ্কপট হরিভজন করিতেছেন। গুরু ঐকান্তিক ভজন ব্যতীত অন্য কাহারও 'সুখে হরিভজন করিতেছি' কথাটি শোভা পায় না। "বস্তু দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থা প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥" এই শাস্ত্রবাণী তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিয়া গুরুসেবাহীন কৃষ্ণভজনের নিরর্থকতা সম্পাদন করিতেছে।

—

গুরুপাদপদ্ম স্বীকার না করিয়া অথবা সাধারণাশ্রয়েই নিস্করণ ধর্ম্ম বেশধারী হইয়া দেশেই বিচরণ করুন, বিলাসে কঠোর তপস্যারত থাকুন, শাস্ত্রোক্ত সমস্ত সাধনাঙ্গ যাজন করুন, এ সব গুরু ভক্তিহীন বলিয়া এ সকল কথার কোনও মূল্য নাই; তাই শ্রীহরিপাদপদ্ম তাহাদের নিকট সুদুর্লভ। কিন্তু নিষ্কপট গুরুসেবক যাহে যত সামরিক অবস্থুরূপে প্রতিভাত হউন না কেন, তাঁহার আসন সর্ব্বোচ্চ প্রদেশে—শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের বা শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের আসনের নাচে এবং তাঁহার মঙ্গল সুনিশ্চিত ও অনিবার্য। সুতরাং গুরুসেবায় নিষ্কপটতাই যে সকলমঙ্গলের জননী এবং তৎপাদপদ্মে অরুচি বা অশ্রদ্ধাই যে সমস্ত অনর্থের মূল—এ কথাটি মঙ্গলকামী শিষ্যমাত্রেরই সতত স্মরণ রাখা উচিত। এ সব মহাজনের কথা ভুলিয়া যদি আমরা অসৎসঙ্গ অথবা অন্যভাবে জীবনযাপনের বাসনা করি তাহা হইলে অনর্থ-ভূত বা মায়াপিশাচী পিতা, মাতা, বন্ধু, বান্ধব প্রভৃতি সাজিয়া আমাদিগকে সংসারী সাজাইবেই সাজাইবে। গুরুসেবা পরিহার করিলে বা তাঁহাকে উদাসীন দেখাইলে বা তাঁহাতে ভগবদ্বুদ্ধি না করিলে সেই গুরুপদবীর গৃহে বহুকাল বাসের অভিনয় বা সেবার অভিনয় করিয়াও যে জীবের সংসার লাভ হয় ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমাদের দেখিবার সৌভাগ্যও হইয়াছে। পাছে আমরা গুরুকে নরবুদ্ধি করিয়া নরকে যাই সেই অসুবিধার হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্যই ভগবান্ আমাদের সম্মুখে তাদৃশ মঙ্গলময় দৃশ্য প্রকটিত করিতেছেন এবং "কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব অনাদি-বহির্ম্মুখ। অতএব মায়া তা'রে দেয় সংসার-দুঃখ॥" এই বাণীর তাৎপর্য্য কপট মঠবাসীর মধ্য দিয়া দেখাইয়া শ্রীগুরুদেবের ভগবত্তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ আমাদের চক্ষে অঙ্গুলি নির্দ্দেশপূর্ব্বক দেখাইয়া দিতেছেন।

আমরা জানি, শ্রীগুরুপাদপদ্মের শ্রীমুখে শ্রীহরিকথা-শ্রবণই মঙ্গলপ্রাপ্তির একমাত্র রাস্তা। কিন্তু আমরা যদি সাক্ষাৎ ভগবৎপ্রকাশস্বরূপ দিব্যজ্ঞানদাতা শ্রীগুরুদেবে অসতী মর্ত্ত্যবুদ্ধি করি অর্থাৎ কপটতা করিয়া শ্রীগুরুদেবের নিকট শ্রবণের অভিনয় করি বা তাঁহার শিষ্য বলিয়া অভিমান করি বা তাঁহার গৃহে বাসের অভিনয় করি, তাহা হইলে নিত্য গুরুপিতাকে পিতা বলিয়া অস্বীকারকারী, কৃতঘ্ন শিষ্য তাঁহাতে সাময়িক পতিত হইলেও তাহার শ্রবণাদি সকলই অভিমানের ন্যায় নিরর্থক হয়; কিন্তু যাঁহারা শ্রীগুরুদেবকে একমাত্র প্রভু ও রক্ষাকর্ত্তা জানিয়া সতত তাঁহার সেবার জন্য ব্যাকুল থাকেন, তাঁহারা নিজ পাদসম্পর্কে তাহের ধর্ম্মতা-প্রাপ্তির ন্যায় সদ্গুরুসমীপে বাসকালে বা তাঁহার বিপ্রলম্ভভাবকালে বিভূষণ হইয়া উঠেন—নিজের চিদিন্দ্রিয়সমূহের বা স্বরূপের সন্ধান প্রাপ্ত হইয়া নিরূপ-নির্ম্মুক্ত হন। গুরু ও শিষ্যের মধ্যে কালের কোন গন্ধ নাই, সেখানে প্রেমের প্লাবন পরিদৃষ্ট হয়। ইঁহাদের মধ্যে শ্রীগুরুদেব সেবক-ভগবান্ হওয়ায় অর্থাৎ নিরন্তর কৃষ্ণসেবারত থাকিলেও তিনি শিষ্যের নিত্য সেবারূপে বিরাজিত থাকিয়া জগতের মঙ্গলকারী। যেখানে গুরুশিষ্যের নিত্য সম্বন্ধ নিত্য স্থাপিত বা আশ্রিত সেই স্থানে ধর্ম্ম, অর্থ বা কামের কোন কথা নাই, নিজের সুখে কিছু করার কথা সেখানে নাই, সেখানে ভগবৎপ্রাণ শিষ্য শ্রীগুরুদেবের প্রীতিবিধানে তৎপর এবং শ্রীগুরুদেবও ভক্তগণের সুখবিধানের জন্য লোলুপ।

—

গুরুর বিশ্রম্ভ সেবক নিজ মঙ্গলামঙ্গল বা ধর্ম্মার্থের দিকে লক্ষ্য না করিয়া শ্রীগুরুর সুখবিধানের জন্যই ব্যস্ত। তাঁহার শয়ন, ভোজন, বিশ্রাম সবই—পূর্ণ গুরুপ্রীতিবিধান করিবার জন্য। নিত্য গুরুসেবাপ্রাপ্ত হইলে জীব উন্নতির চূড়ান্ত উপনীত হইতে পারে, অবহেলিত হইলে চিদিন্দ্রিয়ের দ্বারা গুরুকৃষ্ণসেবা করিতে পারে, তাহার একটী উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া আজ আমরা ক্ষান্ত হইতেছি।

—

আমরা প্রায় সকলেই শ্রীরামানুজাচার্য্যের নাম শুনিয়াছি। একসময়ে তিনি শ্রীশৈলপূর্ণের অনুরোধে তাঁহার আশ্রমে একমাসকাল বাস করিয়াছিলেন। এই সময়ে 'গোবিন্দ' নামে একজন বিশ্রম্ভ সেবক ও নিজ শিষ্য শৈলপূর্ণের সেবা করিতেন। একদিন রামানুজ দেখিলেন

পাইলেন যে, গোবিন্দ বিনতরূপ শৈলপূর্ণের শয্যা প্রস্তুত করিয়া তাহার উপর শুইয়া আছে। ইহা দেখিয়া বিধিমার্গাশ্রয়ী শ্রীরামানুজ গোবিন্দের প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইলেন এবং শিষ্যনামধারীর ঐরূপ ধৃষ্টতা ও অপরাধের কথা শ্রীশৈলপূর্ণের কাছে জানাইলেন। শৈলপূর্ণ গোবিন্দের প্রীতিময়ী সেবার কথা জানিতেন, তথাপি তিনি রামানুজের কাছে গোবিন্দের প্রকৃত অন্তর জানাইবার জন্য গোবিন্দকে ডাকাইয়া বলিলেন,—গোবিন্দ তুমি নাকি আমার বিছানার উপর শুইয়া থাক? স্নিগ্ধ-শিষ্য গোবিন্দ বিনীতভাবে বলিলেন,—প্রভো, আমি প্রত্যহই আপনার শয্যা প্রস্তুত করিবার পর কিছুক্ষণ তদুপরি শুইয়া থাকি।

শৈলপূর্ণ বলিলেন,—তুমি জান, গুরুশয্যাশায়ীর নরক অবশ্যম্ভাবী? গোবিন্দ বলিলেন,—"প্রভো, আমি আপনার এ সকল উপদেশ উত্তমরূপে জানিয়াও স্বেচ্ছাপূর্বক আপনার শয্যায় শয়ন করি। কারণ, আমার নরক হয় হউক, তাহাতে কোনও ক্ষতি নাই, কিন্তু আপনার জন্য যে শয্যা প্রস্তুত করি, সেই শয্যা সর্বতোভাবে সুকোমল হইল কি না, আপনার সুখ-প্রদানের কোন প্রকার বিঘ্নকারক হইল কি না, তাহা জানিবার জন্যই আমি প্রত্যহ শয্যা রচনা করিবার পর একটু শয়ন করিয়া দেখি। আমার নরক হইলেও যদি আপনার সুখ হয়, তাহাও আমার কাম্য।

সম্বন্ধ-বিচারে শ্রীরামানুজ এরূপ ভাবিয়াছিলেন কিন্তু গোবিন্দের অন্তর্নিহিত ধারণায় তিনি স্তম্ভিত হইলেন। ইহাই গুরুসেবার চরম আদর্শ এবং শ্রীগুরুর প্রতি প্রীতির পরাকাষ্ঠা। যেখানে কৃষ্ণসেবা গুরুর প্রতি প্রাতিকতা ও একাদৃশী একান্তপ্রীতি, সাধনপ্রয়াসেই সর্বসিদ্ধির বীজ বৃক্ষরূপে গোপাইছে।

"সরস্বতী"

[বৈষ্ণব-পর্ব]

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের কৃপা যে-রূপে তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তগণ উপলব্ধি করিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে। ভিক্ষা ৩৲ টাকা মাত্র প্রাপ্তি। স্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার কলিকাতা।

অষ্টম আল্‌বর্

—ঃ০ঃ—

শ্রীভক্তাঙ্ঘ্রিরেণু

তোণ্ডরাজ্য মধ্যে 'গ্রাম মণ্ডঙ্গুড়িতে',
অষ্টোত্তরাশীতাব্দক বিগত বর্ষেতে,
কলি-প্রান্তে শুভ অগ্রহায়ণ মাসেতে
পবিত্র ব্রাহ্মণকুলে জ্যেষ্ঠা-নক্ষত্রেতে।

অবতীর্ণ ভক্তবর সর্বগুণাধার,
শ্রীভক্তাঙ্ঘ্রিরেণু নাম জানে সুধীগণ,
শ্রীহরির বৈজয়ন্তী-মালা-অবতার
বাল্য নাম হয় তাঁর 'বিপ্রনারায়ণ'।

কোন এক সময়েতে বিপ্রনারায়ণ,
শ্রীরঙ্গনাথের সেবা হৃদয়েতে ধার;
শ্রীরঙ্গে বসবাসে কারণ মনন,
হরিপদে প্রাণমন উৎসর্গ করি'।

তুলসী কুসুমদল শ্রীপদে অর্পণ,
সেবাব্রত ছিল তাঁর হৃদয় মাঝারে,
শয়ন আদি আইগণে অনুক্ষণ,
তুষিতা ছিলেন তিনি বিষ্ণু সর্বেশ্বরে।

'নিচুলাপুরী' বা 'উরাইউর' নামে স্থান,
তথায় এক রাজধানী শোভে মনোহর,
রাজপুরী সন্নিকটে বিপ্রনারায়ণ,
নির্মাণ করিল পুষ্পকানন সুন্দর।

দৈবে 'দেবদেবী' নাম্নী এক বারাঙ্গনা,
ভগিনীসহ সেই রাজ-অট্টালিকা হ'তে
গৃহেতে গমনকালে হেরে সুবদনা,
বিপ্রনারায়ণ পুষ্প তুলে এক চিতে।

আপন ভগীরে তবে দেবদেবী কয়,
নিশ্চয় পাগল বুঝি হেথ এই জন,
নতুবা কেন সে মোদের লাবণ্যনিচয়,
নাহি হেরে একবার মেলিয়া নয়ন।

পরস্পর নানা কথা করে আলোচনা,
যে কোন উপায়ে হোক বিপ্রনারায়ণে,
করিল প্রতিজ্ঞা তবে সেই ছলনা
মোহিত করিব তাঁরে রূপপ্রদর্শনে।

একদিন দেবদেবী আসি' ভদ্রবেশে,
মালিনীর কার্য্য আশে সে পুষ্পকাননে,
প্রার্থনা করিল বিপ্রনারায়ণ পাশে,
স্থান দাও এ দীনারে করুণ-নয়নে।

কপটিনীবাক্যে করি' বিশ্বাসস্থাপন,
অত্যন্ত সরলচিত্ত সেই ভক্তবর,
মালিনীর কার্য্যে তারে করিল অর্পণ,
দেবদেবী হ'ল অতি আনন্দ অন্তর।

তারপর সেই মহাসুযোগ লভিয়া,
ক্রমে ক্রমে তাঁ'র সঙ্গসাধনের বল,
সেই বারনারী তবে মোহ বিস্তারিয়া
হরিতে লাগিল পাতি নানা মায়াজাল।

কিন্তু কভু দুর্দৈবেতে যদ্যপি কিঙ্কর
কুমায়ে পতিত হয় অজ্ঞতার বশে,
অতি কৃপাময় হরি ভক্ত-ভয়হর
কেশে ধরি' সে জনারে রাখে নিজপাশে।

রঙ্গনাথ দেব তবে কোন কৌশলেতে,
গোবিন্দ-ভবন হ'তে সেবকে আপন,
উঠাইলা নিজরূপে অশেষ কৃপাতে
পাতকের বন্ধু তিনি পতিতপাবন।

পিশাচীকবল হ'তে নিস্তার পাইয়া
হরিকৃপাবলে সেই বিপ্রনারায়ণ,
কৃতকর্ম স্মরি' দুঃখে কাঁদিয়া কাঁদিয়া
নিজেরে ধিক্কার শত দেয় অনুক্ষণ।

এই অপরাধ-পাশে বিমুক্ত হইয়া
ভক্তপদধূলি আর ভক্তপদজল,
দৃঢ়ব্রত লইয়া তিনি লাগিলা সেবিতে,
ভক্তপদ হৃদ মাঝে করিলা সম্বল।

সেই হ'তে শ্রীভক্তাঙ্ঘ্রিরেণু নাম ধরি',
[illegible] ভক্তবর
বহু শ্রীবৈষ্ণবের [illegible] করি',
একমনে রঙ্গনাথ সেবে নিরন্তর।

ছন্নাবী সেবেন যে মানুষকুলে,
সহস্রাধিক পাপরাশি পবিত্র করি'
বিভ্রান্ত অর্পিলা রঙ্গনাথ পদতলে,
একাগ্রভাবেতে সেবে রঙ্গনাথ হরি।

শ্রীভক্তাঙ্ঘ্রিরেণু এই ভাবভক্তবর,
পঞ্চোত্তর শত বর্ষ ছিল প্রকটিত
'তোণ্ডরর'ডিপ্পোড়ি' নামে অষ্টম আল্‌বর,
দক্ষিণ প্রদেশে তিনি হন পরিচিত।

'তিরুপল্লিয়েড়ুচ্চি' 'তিরুমালই' আর
এক 'গ্রন্থ' আর 'স্তব' মনোহর,
জানিল তাঁহার রচে অতি সুধাধার,
শ্রীবৈষ্ণবগণ তাহা সেবে নিরন্তর।

ওগো বিষ্ণু-'বৈজয়ন্তী' বনমালা তুমি
হৃদয়সায়রে দাও সেবার সৌরভ,
শ্রীভক্তাঙ্ঘ্রিরেণু যেন তব পদে নমি
সেবাময় হয় মোর এ ভক্তিগৌরব।

—শ্রীভবদেব চট্টোপাধ্যায়

সারকথা

—ঃ০ঃ—

কৃষ্ণোপাসনা সম্বন্ধে প্রভুর মত কি

সেই কৃষ্ণ ভজ তুমি, হও কৃষ্ণাশ্রয়।
কৃষ্ণ-বিনা অন্য উপাসনা মনে নাহি লয়॥
(চৈঃ চঃ মধ্য ১৫।১৪২)

'কর্ম্ম' ও 'জ্ঞান' কি 'সাধন' ও সাধ্য?

'মুক্তি','কর্ম্ম',—দুই বস্তু ত্যজে ভক্তগণ।
সেই দুই স্থাপ তুমি 'সাধ্য', 'সাধন'॥
(চৈঃ চঃ মধ্য ৯।২৭১)

কলির দুষ্টমত কি কি?

কখন বাউলরূপ, কখনও নাগরী মত,
নেড়া সহজিয়া কর্ত্তাভজা।
প্রাকৃতসম্ভোগ কথা, লাচাড়ি যথা তথা,
নাগরীর গৌরভজনমালা॥
কলিজন হ'ল কেহ, আপনাকে গৌর-দেহ,
প্রকাশ করয় অহঙ্কারে।
কেহ বলে আমি গুরু, আমাকে ভজন করু,
কামিনী কাঞ্চন কর সার॥
গৌরভক্তি নাশ করি', কলি জানাইলে হরি,
পারকীয় গৌরপ্রেম-ছলে।
নদীয়েতে গৌরভজা, লইয়া অন্যের বধূ,
মাতিল আনন্দে কুতূহলে॥
কেহ বলে বিষ্ণুপ্রিয়া, তত্ত্ব নিজ প্রাণ দিয়া
রূপানুগ পথ ত্যাগ করি'।
রাধাকৃষ্ণ-সেবা ত্যজি', 'গৌরসখী' নাম ভজি
প্রাকৃত লোকের পথ ধরি'॥

কৃষ্ণার্থে ত্যাগ কি শোভাবহ?

স্বামিহীনা দেবহূ'তি জননী ছাড়িয়া।
চলিলা কপিল প্রভু নিরপেক্ষ হইয়া॥
ব্যাস হেন বৈষ্ণব-জনক ছাড়ি' শুক।
চলিলা উলটি' নাহি চাহিলেন মুখ।
শচী হেন জননী ছাড়িয়া একাকিনী।
চলিলেন, নিরপেক্ষ হই ন্যাসিমণি॥
পরমার্থে এই ত্যাগ ত্যাগ কভু নহে।
এ সকল কথা বুঝে কোন মহাশয়ে॥
(চৈঃ ভাঃ মধ্য ৩য়)

মহাপ্রভুর আজ্ঞা কি?

বল কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ লহ কৃষ্ণনাম।
কৃষ্ণ মাতা কৃষ্ণ পিতা কৃষ্ণ ধন প্রাণ॥
তোমা সবা লাগিয়া কৃষ্ণের অবতার।
হেন কৃষ্ণ ভজ সব ছাড় অনাচার॥
(চৈঃ ভাঃ মধ্য ১৩শ)

চৈতন্যগণের স্বভাব কি?

চৈতন্যের গণ সব মত্ত কৃষ্ণরসে।
বহির্মুখবাক্য কিছু কর্ণে না প্রবেশে॥
(চৈঃ ভাঃ মধ্য ৮ম)

জপ হইতে কীর্ত্তন শ্রেষ্ঠ কেন?

জপিলে সে কৃষ্ণনাম আপনি সে তরে।
উচ্চ সংকীর্ত্তনে পর উপকার করে॥
শুন বিপ্র মন দিয়া ইহার কারণ।
জপি আপনারে সবে করয়ে পোষণ॥
কেহ আপনারে মাত্র করয়ে পোষণ।
কেহ বা পোষণ করে সহস্রেক জন॥
দুইতে কে বড় ভাবি' বুঝহ আপনে।
এই অভিপ্রায় গুণ উচ্চসংকীর্ত্তনে॥
(চৈঃ ভাঃ আদি ১৬শ)

শীঘ্র প্রেমপ্রাপ্তির উপায় কি?

কুবুদ্ধি ছাড়িয়া কর শ্রবণকীর্ত্তন।
অচিরাতে পাবে তবে কৃষ্ণপ্রেম-ধন॥
তা'র মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নাম-সঙ্কীর্ত্তন।
নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন॥
(চৈঃ চঃ অন্ত্য ৪র্থ)

দুঃসঙ্গ কি?

দুঃসঙ্গ কহিয়ে কৈতব—আত্মবঞ্চনা।
কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি বিনা অন্য কামনা॥
(চৈঃ চঃ মধ্য ২৪শ)

স্বপনেও না কর ভাই স্ত্রী-সম্ভাষণ　গৃহে স্ত্রী ছাড়িয়া ভাই আসিয়াছ বন॥

শুদ্ধভক্তি মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ

(আকর-মঠরাজ)

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীব্রজপত্তনপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ হস্ত উত্তর-পূর্বে শ্রীব্রজপত্তনে মহাপ্রভুর শ্রীচন্দ্রশেখর ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্যমঠ বিরাজমান। এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, পরাবিদ্যাপীঠ বা সাত্বতজনস্থলী। এই মঠ-তীর্থে শ্রীহরি-নামামৃত ব্যাকরণাদি বেদান্তসূত্রের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠ হইতে পারমার্থিক দৈনিকপত্র 'নদীয়া-প্রকাশ', সাত্বত সম্প্রদায়ে অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থাদি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' মুদ্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতি বৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমাদ্বারা ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীসহ কীর্ত্তন-প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি সর্ব্বদা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত হরিনাম সংকীর্ত্তন-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভজনাগারে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দজীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সংকীর্ত্তন, সপ্তাহান-চতুর্বেদ-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি লীলা ও ভক্তগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হয়। এই মঠ হইতে মহানগরীর সর্ব্বত্র হরিকথা-প্রচার, নগরসংকীর্ত্তন, বক্তৃতা, ব্যাখ্যা ও সংকীর্ত্তন-মেলা-মহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান হয়। মঠরক্ষক—মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-স্থান মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া সহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী সেবাকোবিদ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌর-লীলার রাসস্থলী এখানে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্তমান, রক্ষক—শ্রীনরসিংহ দাসাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্তমান। রক্ষক—গোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

(৭) কাজীর সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদ-কাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীমধ্বানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক।

(৮) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও রাধামাধবের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান দাস ব্রহ্মচারী।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্র নাথ দাসাধিকারী।

(১০) মোদদ্রুম-ছত্র "গৌড়ের নৈমিষ"

মাউগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান। শ্রীগৌরনিত্যানন্দের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীবঙ্কুবিহারী ব্রজবাসী, ভক্তিভূষণ।

(১১) ভেটিয়া কুঞ্জকানন

শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্তী, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীনবীনানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১২) কুঞ্জকুটীর—পোঃ কৃষ্ণনগর,

নদীয়া। রক্ষক—শ্রীবসুদানন্দ অধিকারী

(১৩) ভাগবত-আসন—পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

এই স্থান হইতে ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচারিত হয়। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৪) একায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ চাকদহ. (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী ভক্তিভাব

(১৫) মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(১৬) মাধ্বগৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, পোঃ ঢাকা

পূর্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা-গিরিধারীর সেবা বর্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ।

(১৭) গোপালজীউমঠ—কমলাপুর,(ঢাকা)

গোপালজীউ শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান। রক্ষক—শ্রীবাসুদেব ব্রজবাসী,

(১৮) নিতাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)।

এখানে শ্রীনিতাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীনারায়ণ ব্রহ্মচারী

(১৯) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২০) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাছু, (কাছাড়া)

এখানে শ্রীবিগ্রহ শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(২১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্য-সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী.

(২২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

কুমুরখোলা, পোঃ চিতকুড়া, (মানভূম)

এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী।

(২৩) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকন্দিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে গুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান্দাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত।

(২৪) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী।

(২৫) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ বক্সীবাজার, (কটক)

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদবিনোদ-জীউর নিত্যসেবা বর্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীমাধবানন্দদাস ভক্তিসুধাকর

(২৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর পুরী,

শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন।

(২৭) পুরুষোত্তম মঠ

ভক্তিকুটী, পোঃ পুরী উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদপ্রাণধনজীউর নিত্য-সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীগদাধর অধিকারী

(২৮) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী দাসাধিকারী।

(২৯) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্তমান। মঠরক্ষক—শ্রীনিতাইচাঁদ দাসাধিকারী ভক্তিলোচন।

(৩০) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪২নং কবিরপুরা, বেনারস সিটি

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(৩১) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী

(৩২) পরমহংস মঠ.

পোঃ নিমসার, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও গৌর-বিনোদ-বিহারীজীউর সেবা বর্তমান।

রক্ষক—শ্রীসত্যনারায়ণ দাসাধিকারী।

(৩৩) কৃষ্ণচৈতন্য মঠ

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

এখানে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিত্য-সেবা হয়। রক্ষক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠ

বিশ্রামঘাট মথুরা

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুধার যাচক

(৩৫) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ—শ্রীরাধাকুণ্ড

রক্ষক—শ্রীরাধারমণচরণদাস ব্রহ্মচারী

(৩৬) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৩৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ

দেবনালী, পোঃ কোতোয়াল, জেলা অমৃতসর (পাঞ্জাব) রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৩৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশরণ কুঞ্জাশ্রমী

(৩৯) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল।

এখানে গৌরবিনোদরায়ের সেবা বর্তমান।

রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪০) সারস্বত-গৌড়ীয় মঠ

কারবার সাহারাণপুর, ইউ. পি

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি

(৪১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ রায়পেট্টা মাদ্রাজ।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা।

রক্ষক—শ্রীপাদ ভক্তানন্দ ভক্তিবিকাশ।

৪২) বোম্বে-গৌড়ীয়-মঠ কার্য্যালয়

প্রোক্টর রোড, চৌপাটি কিঙ্কর, বাংলো নং ১, বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ দেবশর্মা মজুমদার।

(৪৩) অমরসি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমরসি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীঅক্ষয় দাস অধিকারী

(৪৪) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্চকা, কামরূপ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী।

(৪৫) পাটনা গৌড়ীয় মঠ

১০০ মিঠাপুর, পাটনা।

(৪৬) গয়া গৌড়ীয় মঠ

মিল সাইড, চার্চ রোড, গয়া

রক্ষক—শ্রীপ্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী রামভূষণ

(৪৭) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠ বালেশ্বর

রক্ষক—শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয়

৩ গ্লষ্টার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন, এস - ডাব্লিউ ৭, লণ্ডন

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ।

(৪৯) বার্লিন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

Berlin W. 30

Eisenacher strasse 29

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্—সমগ্র ৪০৲
পুস্তক ১২টে খণ্ড ৬ষ্ঠ স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
প্রকাশিত হইয়াছে প্রতিখণ্ড ॥৵০
২। অনুভাষ্য বিবৃতি শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। অনুভাষ্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সজ্জনতোষণী
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৬—১৲; ৩য় খণ্ড—৸৹
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—১৲; ২য় খণ্ড ৸৹
৭। শ্রীচৈতন্যদেব—১৲
৮। সৎক্রিয়াসার—দীপিকা ও সংস্কার-দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণব ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ পদ ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ।০
১৮। [illegible] ।০
১৯। ভক্তিবিনোদ কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ॥৵০
২১। গৌড়ীয়-পত্রিকা ॥৵০
২২। [illegible] ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীনবদ্বীপধাম ৭ (বাঁধা) ৬৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ৩৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ)
২৬। গীতার কেবল মূল-ভাষ্য
২৭। দুঃসঙ্গরিকা জগন্মোহনঃ সাম্প্রদায় ২৲
২৮। বেদান্তকলার সাম্প্রদায় ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৸
৩০। [illegible] ৵০
৩১। [illegible] (তৃতীয় সংস্করণ) [illegible]
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ খণ্ড
৩৮। শ্রীনবদ্বীপ [illegible] ।০
৩৯। [illegible]
৪০। [illegible] ৴০
৪১। [illegible] ৴০
৪২। ত্রিবেণী নবদ্বীপ ।০
৪৩। [illegible] ৴০
৪৪। [illegible]
৪৫। নবদ্বীপশতক ৵০
৪৬। অর্চ্চনপদ্ধতি ৴০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৪৮। [illegible] (৫ম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। [illegible] ৷১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ৭০
৫২। [illegible] (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয়
৫৫। [illegible]
৫৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৴০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণলেখ ৶০
৫৯। শিক্ষাষ্টক ৵০
৬০। [illegible] ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যলীলামৃত সারঃ ।০
৬১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী [illegible] ।০
৬২। সটীক শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৬৩। [illegible] ।০
৬৪। [illegible] ॥৵০
৬৫। গৌড়ীয়মঠ পরিচয় ৴০
৬৬। [illegible] ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৭। [illegible] ।০
৬৮। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন্ বেদান্ত ।০
৬৯। [illegible] ।০
৭০। বেদান্ত—ইট্‌স্ মর্ফলজি অ্যাণ্ড অন্টলজি ।০
৭১। [illegible] ॥৵০
৭২। [illegible] শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।০
৭৩। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৪। [illegible] গৌড়ীয়মঠ [illegible] ৴০
৭৫। [illegible] ।০
৭৬। [illegible] ।০
৭৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২॥০
৭৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৭৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮০। [illegible] ।০
৮১। [illegible] ৴১০
৮২। [illegible] ৴০
৮৩। [illegible] ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৪। [illegible] ৴০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

[illegible] ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ ও শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠ ভট্টের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষায় একমাত্র উপায় বলিয়াই [illegible] অত্যন্ত অধিক। [illegible] একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার [illegible]। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ আনা, বড় বোতল ১৷০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত [illegible] জে. বি. দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউন্‌টেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ। জে. বি. দত্ত এণ্ড কোং ২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার কলিকাতা

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, [illegible], গীত, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণ সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি [illegible]) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। [illegible] শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। [illegible] আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় [illegible]
[illegible] ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম [illegible] এম, এ, এল, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সুবর্ণ সুযোগ !　　　　সুবর্ণ সুযোগ !

শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদরচিত গৌড়ীয়ভাষ্য সহিত

[illegible] গ্রন্থ

শ্রীশ্রীচৈতন্য ভাগবত

গ্রন্থের আয়তন :—ক্রাউন কোয়ার্টো মূল ১০৯৬ পৃষ্ঠা, সূচীপত্র ২৪৪ পৃষ্ঠা, মোট১৩৪০ পৃষ্ঠা

ভিক্ষা (বাঁধাই) মাত্র ৭৲ সাত টাকা

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা

নদীয়া সার্টিফিকেট আদালতের নীলাম ইস্তাহার

১ কেস নং এবং কোর্টের নাম	২ নীলাম ইস্তাহার (A) (B) বা (C) যাহার প্রকাশিত	৩ ডিক্রিদার	৪ দেনদার	৫ যে দাবীর জন্য বিক্রয়ের আদেশ হইয়াছে	৬ বিক্রয়ের স্থান তারিখ ও সময়	৭ কি স্বত্ব জোত	৮ থানা, মৌজার নাম ও গ্রাম	৯ খতিয়ান নং এবং [illegible]	১০ জমির পরিমাণ (জানা থাকিলে)	১১ জমা (জানা থাকিলে)	১২ মন্তব্য
৩০৮ R. P. ৩৪।৩৫ সার্টিফিকেট আদালত		আর পালচৌধুরী	[illegible] মণ্ডল	৫৸/০	১১।৬।৩৫	মধ্যস্বত্ব ডিক্রিদারী	থানা কৃষ্ণনগর মৌজে সুবর্ণবিহার	৭০৩ খতিয়ান	১-৫১	নিষ্কর	আর পালচৌধুরী
১১৭ R. P. ৩৪।৩৫		ঐ	[illegible] বিং	৭১৸/০	২০।৬।৩৫	রায়তি স্থিতিবান	থানা কৃষ্ণনগর মৌজে [illegible]	২৩৪ খতিয়ান	৪-৭৫	১০৸০	ঐ
১৯৭ N. R. ৩৪।৩৫		গৌরীশচন্দ্র রায় বাহাদুর	[illegible] বিবি	৩০৸/৯	১৮।৬।৩৫	ঐ	থানা ও মৌজা কৃষ্ণনগর	৭৮৫ খতিয়ান	১-৬৯	৭৸/৩	গৌরীশচন্দ্র রায় বা[illegible]
২৩৪ R. P. ৩৪।৩৫		আর পালচৌধুরী	[illegible]	২,৫৸০	২০।৬।৩৫	ঐ	থানা নবদ্বীপ মৌজে [illegible]	৩২।২৩৮ খতিয়ান	২৩-৩৭	৬০৸/০	আর পালচৌধুরী
৩ N. R. ৩৪।৩৫		গৌরীশচন্দ্র রায় বাহাদুর	কানাই মণ্ডল	৩,৭১৸/৯	২০।৬।৩৫	ঐ	থানা নবদ্বীপ মৌজে [illegible]	৮৩।৮৮ খতিয়ান	১০-৭০	[illegible]	গৌরীশচন্দ্র রায় বাহাদুর
[illegible] N. R. ৩৪।৩৫		ঐ	[illegible] বেগম বিং	২১।৶৩	২০।৬।৩৫	ঐ	থানা কৃষ্ণনগর মৌজে [illegible]	১৭ খতিয়ান	-২১	৬০	ঐ
[illegible] N. R. ৩৪।৩৫		ঐ	[illegible] সেখ	১৪/৬	২২।৬।৩৫	[illegible]	থানা ও মৌজে কৃষ্ণনগর	৫৩ খতিয়ান	-১৩	১৸/০	ঐ
[illegible] R. P. ৩৪।৩৫		আর পালচৌধুরী	[illegible] ঘোষ	[illegible]	২১।৬।৩৫	রায়তি স্থিতিবান	থানা কৃষ্ণনগর মৌজে [illegible]	৫৩৮ খতিয়ান	-৯৮	[illegible]	আর পালচৌধুরী
[illegible] R. P. ৩৪।৩৫		ঐ	[illegible] বিং	[illegible]	[illegible]	ঐ	থানা [illegible] মৌজে [illegible]	৪০ খতিয়ান	[illegible]	[illegible]	ঐ
[illegible] N. R. ৩৪।৩৫		গৌরীশচন্দ্র রায় বাহাদুর	[illegible] বন্দ্যোপাধ্যায় বিং	[illegible]	[illegible]	মধ্যস্বত্ব [illegible]	থানা কৃষ্ণনগর	১০১৪ খতিয়ান	১-৩৩	২৫৲	গৌরীশচন্দ্র রায় বাহাদুর
১০৭ A. [illegible]		[illegible] আচার্য্য বিং	[illegible]	[illegible]	[illegible]	রায়তি স্থিতিবান	থানা [illegible] মৌজে [illegible]	[illegible] খতিয়ান	-৩৯	১০	[illegible] আচার্য্য [illegible]

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'শ্রীনাথ' মায়াপুর

দৈ নি ক

RN. GO 1544

গৌড়ীয় মিশনের
এক অন্যতম মুখপত্র
অনুরূপভাবে প্রকাশিত
হইতেছে। কাগজ ও
ছাপা অতি উত্তম।
ভিক্ষা ।০ মাত্র
শ্রীচৈতন্যমঠ,
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

"গৌড়ীয়"
৭ম বর্ষ হইতে
১১শ বর্ষ পর্য্যন্ত
প্রতি বর্ষ কাগজে
বাঁধাই
ভিক্ষা ৩।০ মাত্র।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ
বাগবাজার, কলিকাতা

[illegible]

১০ম খণ্ড) শ্রীমায়াপুর—২৮শে বৈশাখ, শনিবার ১৩৪২, ১১ই মে ১৯৩৫ [৬০শ সংখ্যা]

ইতালির সৈন্য সমাবেশ

সুরোর্য ও আবিসিনিয়া সৈন্য আমদানী

পূর্ব্ব আফ্রিকার উপনিবেশসমূহে ইতালিয়ের নিরাপত্তার জন্য সৈন্য সমাবেশের আদেশ জারী হইয়াছে। একটী সংবাদে প্রকাশ যে কতকটি ইউরোপীয়ান কারখানা হইতে আবিসিনিয়ায় প্রচুর পরিমাণে অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ হইতেছে বলিয়া স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হইয়াছে এবং সম্প্রতি আবিসিনিয়ার সম্রাট যে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন তদ্বারা আবিসিনীয় সরকারও সৈন্য সমাবেশের ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছে। এই সব কারণেই উক্ত প্রকার আদেশ জারী করা হইয়াছে। সুতরাং সিনর মুসোলিনী সাবাউদ বাহিনীকে ক্যালাব্রিয়া ও সার্ডিনিয়ায় সমাবেশ করিবার আদেশ দিয়াছেন। তদ্ভিন্ন কাসিয়া ডিভিসনের প্রথম দুইটী বাহিনীকেও ব্যারেন্স ক্যাম্পে সমাবেশ করিবার আদেশ দেওয়া হইয়াছে। ইতোপূর্ব্বে যাহারা ও যাহারা সৈন্যদলে কাজ করিয়াছে তাহাদিগকেও সৈন্যদলে যোগদান করিবার জন্য আহ্বান করা হইয়াছে।

হার্ডি উপার হাইকমিশনার জেনারেল দেবোনো দ্বিতীয় ডিভিসনের সৈন্যবাহিনী সমাবেশের জন্য 'ফ্যাসিস্ট' (যুবকগণকে যোগদানের জন্য আহ্বান করিয়া যে চাপ দেওয়া হয়) বন্দোবস্তর আদেশ দিয়াছেন. সাবাউদা বাহিনীর দ্বিতীয় ডিভিসন নামে পরিচিত আর একটী নূতন সৈন্যবাহিনী গঠনের কাজ আরম্ভ হইয়াছে। এই সৈন্যদল ইতালিতে অবস্থান করিবে। তৎসঙ্গে এরূপ বলা হইয়াছে যে, আইন অনুযায়ী একটি নূতন সৈন্যদলকে ইতালি হইতে বিদেশে প্রেরিত প্রত্যেক সৈন্যদলের স্থান পূরণ করিতে হইবে।

ইতালীয় প্রজার প্রাণনাশে আবিসিনিয়া আক্রমণের আর এক অজুহাত

এডিসআবাবার অন্তর্গত কোন স্থানে ইতালীয় প্রজা বলিয়া কথিত একজন সৈনিক জনৈক আবিসিনিয়ান কর্তৃক নিহত হইয়াছে এবং হত্যাকারী উক্ত সৈনিকের অস্ত্রশস্ত্র অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে। প্রকাশ, গত ১৪ই যে তারিখে যখন সৈনিকটী নদী হইতে জল আনিতে গিয়াছিল, তখন এই হত্যাকাণ্ড ঘটে। তাহার মৃতদেহ উক্ত নদীর কাছেই মধ্যে পাওয়া যায় এবং হত্যাকারীর পদচিহ্ন অনুসরণ করিলে দেখা যায়, সে আবিসিনিয়ার সামাও অভিমুখে পলাইয়া গিয়াছে।

ব্যাপারটি তথায় গুরুতর বলিয়া বিবেচিত হইতেছে এবং একথা ও বলা যাইতেছে যে, আবিসিনিয়া সীমান্তে শৃঙ্খলা রক্ষা করিবে না বা করিতে পারিবে না।

অতর্কিতে আক্রমণ

চাঁদপুরের এলাকাধীন হাজীগঞ্জ থানায় সম্প্রতি এক ভীষণ নরহত্যার সংবাদ আসিয়াছে। প্রকাশ, একব্যক্তি সন্ধ্যার দিকে তাঁর নিশ্চিন্ত মনে যখন বাজার হইতে বাড়ী ফিরিতেছিল, এমন পথিমধ্যে লুক্কায়িত কতিপয় ব্যক্তি সহসা তাহাকে আক্রমণ করতঃ দাও দ্বারা গুরুতর আঘাত করে। ফলে সেই ব্যক্তি ঐ স্থানেই মারা যায়। শবদেহ ময়না তদন্তের জন্য পাঠান হয়। পুলিশ তদন্ত করিয়া ২ জন মুসলমানকে ধৃত করতঃ চালান দিয়া ডিপুটির নিকট পাঠাইয়াছে।

অগ্নিকুণ্ডে আত্মাহুতি

— —:০:——

সপরিবারে দেহ ত্যাগ

লাহোর একটী জায়গা হইতে মর্ম্মন্তুদ ঘটনার সংবাদ আসিয়াছে।

লাহোর হইতে ৭ মাইল দূরবর্তী লোবর মহল্লায় নামক স্থানের এক বাক্তি তাহার স্ত্রী, এক কন্যা ও দুইপুত্র জীবনে বীতস্পৃহ হইয়া এক প্রজ্বলিত কূপে ঝাঁপ দেয়।

গৃহস্বামী জোয়ালাপ্রসাদ তাহার স্ত্রী ও সন্তানগণকে ডাকিয়া বলেন যে, এই জগত তাহাদের থাকিবার উপযুক্ত স্থান নয়। তৎপর সে নিজ বাড়ীতে একটি কূপ খনন করিয়া উহা দাহ্য পদার্থে পূর্ণ করে এক টিন কেরোসিন তেল ঢালিয়া দিয়া ঐ সমস্ত দাহ্য পদার্থে অগ্নিসংযোগ করে, পরে সকলে নিজ নিজ দেহ দৈনিক কৃত্যঃ স্নানাদি সমাপনান্তে পরিষ্কার ভাবে নববস্ত্র পরিধান করিয়া যেন এক আনন্দ পুণ্যানুষ্ঠানের জন্য প্রস্তুত হয়। গৃহস্বামী প্রথমে তৎপর সর্ব্বাগ্রে সেই বালকদ্বয় প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে ঝম্প প্রদান করে, তাহার পত্নী, কন্যা ও পুত্রদ্বয় পর পর পুত্রদ্বয় পদাঙ্কানুসরণ করে—সর্ব্বশেষে যে ছেলেটী ঝম্প প্রদান করে, অর্দ্ধদগ্ধ অবস্থায় তাহাকে কূপ হইতে তুলিয়া ফেলা হয়। একমাত্র এই পুত্রটী ব্যতীত সমস্ত পরিবারের আর সকলেই দগ্ধ-দেহ ত্যাগ করিয়াছেন।

চেক চুরি

এক ব্যক্তি জাল চেক দ্বারা কারেন্সি অফিসকে প্রবঞ্চনা করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। সে একজন মুসলমান যুবক। তাহাকে অমৃতসর হইতে গ্রেপ্তার করিয়া লাহোরে আনা হইয়াছে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে, ঐ ব্যক্তি একদিন ইউরোপীয় পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া ইউরোপীয়ানদের কোনও হোটেলে গিয়া জনৈক ইউরোপীয়ানের সহিত অনেকক্ষণ কথোপকথন করে। উক্ত ইউরোপীয়ান অল্প সময়ের জন্য তাঁহার ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলে ঐ ব্যক্তি তাঁহার চেক বই লইয়া প্রস্থান করে। সে ঐ চেক বই হইতে জাল চেক কাটিয়া কয়েকজন ব্যবসায়ীকে প্রতারিত করে।

ধৃত ব্যক্তিকে স্থানীয় ম্যাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত করা হইলে তাহাকে পুলিশের হেপাজতে রাখিবার আদেশ প্রদত্ত হয়।

চীনের পথে বাঙ্গালী ভূপর্য্যটক

স্থানীয় এক সংবাদে প্রকাশ, বিক্রমপুর অঞ্চলের অধিবাসী শ্রীক্ষিতীশ ব্যানার্জি গত ২৭শে এপ্রিল ধুবড়ী পৌঁছেন এবং তথায় একদিন বিশ্রামের পর চট্টগ্রাম ট্রাঙ্ক রোড ধরিয়া গত ২৯শে এপ্রিল ফেণী যাত্রা করেন। তিনি চট্টগ্রাম, আকিয়াব ও ব্রহ্মদেশ হইয়া চীনে পৌঁছিবেন বলিয়া মনস্থ করিয়াছেন।

বিমানে দুর্ঘটনা

গত ৬ই মে আটলান্টার (যুক্তরাষ্ট্র জর্জিয়া প্রদেশে) 'স্কাই চীফ' নামক ট্রান্স-আমেরিকান বিমান পথের একটি বিমানপোত ধ্বংস হইয়াছে। এই দুর্ঘটনার ফলে তিনজন আরোহী নিহত হইয়াছেন, তন্মধ্যে সেনেটের সদস্য মিঃ কাটিং অন্যতম। এতদ্ব্যতীত ৫ জন আহত হইয়াছেন।

কলিকাতার নানা দুর্ঘটনা

মোটর দুর্ঘটনা

গত মঙ্গলবার ভোরে (রাত্রি ৩টার সময়) সোনার সার্কুলার রোড এবং চৌরঙ্গীর মোড়ে এক সাংঘাতিক মোটর দুর্ঘটনা হয়। ফলে একখানি প্রাইভেট মোটরের চালক চক্রী নামে একজন শিখ নিহত এবং উক্ত মোটরে উপবিষ্টা দুইটী রমণী গুরুতরভাবে জখম হইয়াছে।

প্রকাশ, গত সোমবারে সহরে আলোক সজ্জা দেখিবার পর উক্ত মোটরের মালিক বাড়ীতে ফিরিয়া, মোটর চালককে মোটরখানি গ্যারেজে লইয়া যাইতে বলেন। চালক কিন্তু তাহা না করিয়া মোটরে দুইটী রমণীকে লইয়া প্রমোদ বিহারে বাহির হয়। মোটরখানি যখন উপরিউক্ত মোড়ে উপস্থিত হয়, তখন হঠাৎ উহার চাকা পথচ্যুত হয় এবং মোটরখানি উল্টাইয়া যায়। ফলে চালক ঘটনাস্থলেই মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং উহাতে উপবিষ্টা দুইটী রমণী মোটর হইতে ছিটকাইয়া রাস্তার উপর পতিত হয় এবং গুরুতরভাবে জখম হয়।

স্থানীয় পুলিশ সংবাদ পাইয়া ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় এবং দেখিতে পায় যে রাস্তার মাঝখানে মোটরখানা পড়িয়া আছে; আর রমণী দুইটী অসহ্য যন্ত্রণায় গোঁ গোঁ করিতেছে।

পুলিশ অবিলম্বে আহত রমণীদ্বয়কে শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে প্রেরণ করে। চিকিৎসার জন্য রমণীদ্বয়কে হাসপাতালেই রাখা হইয়াছে।

চালকের শবটী শবব্যবচ্ছেদ পরীক্ষার জন্য শব ব্যবচ্ছেদাগারে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। ঘটনা সম্বন্ধে পুলিশ তদন্ত চলিতেছে।

যানবাহনে পিষ্ট

বুধবার সোনাগাছি অঞ্চলে মোড়ের নিকট যখন এক ব্যক্তি এক ঘোড়ার গাড়ীর ছাদ হইতে মাটিতে পড়িয়া যায়। ঐ সময় রাস্তায় যানবাহনের অত্যধিক ভিড় থাকায় কেহ তাহার সাহায্যে অগ্রসর হইবার পূর্বেই সে যানবাহন দ্বারা পিষ্ট হয়। তাহার মৃতদেহ মর্গে প্রেরণ করা হইয়াছে।

ক্লাইভ ষ্ট্রীটে দুর্ঘটনা

মঙ্গলবার অপরাহ্ণ প্রায় ৩টার সময় ক্লাইভ ষ্ট্রীট ও ফেয়ারলি প্লেসের মোড়ের নিকট এক মোটর দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। প্রকাশ যে ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলের ডিষ্ট্রিক্ট কনট্রোলার মিঃ ডেভিস জে. এম. ডেভিস নামক জনৈক বন্ধুকে লইয়া তাঁহার মোটর গাড়ীতে ক্লাইভ ষ্ট্রীট দিয়া যাইতেছিলেন। তিনি ফেয়ারলি প্লেসের নিকট উপস্থিত হইলে পাশ্চাৎ দিক হইতে একটী মোটর লরী ফেয়ারলি প্লেস হইতে হঠাৎ বাহির হইয়া তাঁহার ডান দিকে উপস্থিত হয়। মিঃ ডেভিস সম্ভবতঃ বিপদের উদ্দেশ্যে লরীর যাইবার পথ করিয়া দিবার জন্য বাম দিকে মোটর ঘুরান। কিন্তু লরী হঠাৎ থামিয়া যাওয়ায় মিঃ ডেভিসের মোটর এর সম্মুখে চাকার সহিত লরীর পিছনের অংশের সংঘর্ষ হয়। উহার ফলে তাঁহার বন্ধু মোটর হইতে রাস্তায় নিক্ষিপ্ত হওয়ায় তাঁহার দক্ষিণ চক্ষুর উপরে গভীর ভাবে কাটিয়া গিয়াছে এবং আরও কতকগুলি সামান্য জখম হইয়াছে। মিঃ ডেভিসের মাথাও আহত হইয়াছেন। মিঃ ডেভিসের শরীরে মাত্র কয়েকটী আঁচড় লাগিয়াছে।

বাস দুর্ঘটনা

মঙ্গলবার রাত্রি ৭টার সময় কলেজ ষ্ট্রীট ও হ্যারিসন রোডের সংযোগস্থলে বাবুলাল নামক এক ব্যক্তি অতিরিক্ত ভিড়ের ফলে বাস হইতে পড়িয়া যায়। তাহার পায়ের এক অংশ গুরুতরভাবে কাটিয়া যায়। ঐ স্থানে সেণ্ট জন এম্বুলেন্সের মিঃ এস বিশ্বাস আহতের অবস্থার সহিত তাহার প্রাথমিক শুশ্রূষা করিয়া তাহাকে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠাইয়া দিয়াছেন।

দেওয়াল পতনে দুর্ঘটনা

গত বুধবার দিন ১০ নং রাজাবাজার ষ্ট্রীটে একটী স্ত্রীলোক বাস করিতেছিল, এমন সময় দোতালার একটী দেওয়াল ভাঙ্গিয়া তাহার উপর পতিত হওয়ায় সে সাংঘাতিক জখম হইয়াছে। তাহাকে অচৈতন্য অবস্থায় মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে।

ফেরারী ধৃত

জব্বলপুর হইতে প্রকাশ নীরু ওরফে বহিমতুল্লা নামে জনৈক ফেরারী ও কসাইকে স্থানীয় পুলিশ গত আঠার মাস যাবৎ এক হত্যা মামলা সম্পর্কে গ্রেপ্তারের চেষ্টা করিতেছিল এই যে মাদারগঞ্জে সে ধরা পড়িয়াছে।

প্রকাশ যে সিটি পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এই মর্মে সংবাদ পান যে, নীরু জব্বলপুরে আসিয়াছে এবং সহরের পাহাড়া অঞ্চল মাদারগঞ্জে শহিদ বক্স নামে এক ব্যক্তির বাড়ীতে আত্মগোপন করিয়া আছে। সংবাদ পাইয়া তিনি একজন দারোগা ও একদল কনেষ্টবলসহ ঐ স্থান ঘেরাও করেন। সে একটী উনুনে লুকাইয়া থাকে। তখন পুলিশদলের সাহায্যে একটী বৃহৎ হল্লা করিয়া দারোগা ঐ বাড়ীর তিনটী দরজা ভাঙ্গিয়া ফেলেন। এই সময় নীরু পলায়নের চেষ্টায় দোতালা হইতে রাস্তার উপর লাফাইয়া পড়ে এবং একজন কনেষ্টবল কর্ত্তৃক ধৃত হয়। তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া কড়া পাহারায় কোতোয়ালীতে লইয়া যাওয়া হয়।

সিটি ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে নীরুকে উপস্থিত করা হয়। আগামী ১৩ই মে পর্য্যন্ত তাহাকে জেল হাজতে রাখিবার আদেশ হইয়াছে।

নিশাযোগে আক্রমণ

গত শুক্রবার রাত্রিতে কিশোরগঞ্জ মহকুমার কাঠিয়াদী থানার এলাকাধীন নামের গাঁও গ্রামে ধনী মহাজন ঈশান চক্রবর্ত্তীর বাড়ীতে নৃশংস হত্যাকাণ্ড হইয়াছে। প্রকাশ, তিন জন ডাকাত লাঠি, ছোরা এবং অন্যান্য মারাত্মক অস্ত্রে সজ্জিত হইয়া ঈশান বাবুর বাড়ীতে হানা দেয়। তাহারা বলপূর্ব্বক দরজা ভাঙ্গিয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়া বাড়ীর মালিক ৯০ বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধ ঈশান বাবুকে বাঁধিয়া ফেলে। দুর্বৃত্তগণ তাঁহার নগদ প্রায় তিন হাজার টাকা লুণ্ঠন করিয়া গৃহ ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে হতভাগ্য বৃদ্ধকে উপর্য্যুপরি ছোরার আঘাতে হত্যা করে। বৃদ্ধের করুণ আর্ত্তনাদে পার্শ্ববর্ত্তী কক্ষে নিদ্রিত তাঁহার ৫৫ বৎসর বয়স্ক পুত্র জাগ্রত হইয়া দ্রুত ছুটিয়া আসেন। তিনি পিতার প্রাণরক্ষা করিতে অগ্রসর হইলে দুর্বৃত্তগণ তাঁহাকেও বাঁধিয়া ফেলিয়া মারাত্মক অস্ত্র আঘাতে আহত করিয়া প্রস্থান করে।

জাহাজ হইতে হাসপাতালে স্থানান্তরিত

গত মঙ্গলবার রেঙ্গুন হইতে এস এস্ কারণজা জাহাজ কলিকাতায় পৌঁছিয়াছে। সোমবার দিন ঐ জাহাজের প্রথম শ্রেণীর যাত্রী মিঃ এ রবার্টসন নামক ৪০ বৎসর বয়স্ক একজন ইউরোপীয়ানকে জনৈক ষ্টুয়ার্ট কামরার মধ্যে প্রবেশ করিয়া অজ্ঞান অবস্থায় দেখিতে পান। তাহাকে আউটরাম ঘাট হইতে এম্বুলেন্সে করিয়া প্রেসিডেন্সী জেনারেল হাসপাতালে পাঠান হইয়াছে। বিষক্রিয়ার ফলে অজ্ঞান হইয়াছে বলিয়া সন্দেহ করা যায়।

বিষ্ণুপুর বালিকার দুর্গতি

গত বুধবার বেলা ১১টার সময় বিষ্ণুপুরে (বাঁকুড়া) একটী মর্ম্মন্তুদ দুর্ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে। একটী এগার বৎসরের অনাথা বালিকা স্থানীয় চকবাজারের রাস্তার ধারে বসিয়া ভিক্ষা করিতেছিল, এমন সময় একটী মহিষের বোঝাই গাড়ী বালিকাটীর উরুদেশের উপর দিয়া চলিয়া যায় ফলে তাহার উরুদেশ সম্পূর্ণ চূর্ণ হইয়া গিয়াছে। বালিকাটিকে তৎক্ষণাৎ স্থানীয় হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। তাহার অবস্থা খুবই সঙ্কটজনক।

কলিকাতার বাজার দর

চাউলের দর

প্রতি মণ

বালাম	৬৷৹
বাদশাহী	৫৸৹
কাটারীভোগ	৫৸৹-৫৸৹
বাঁকতুলসী	৬৸৹
দাদখানী	৬৸৹
ঐ পুরাতন	৮৷৹
পাটনাই উৎকৃষ্ট	৮৲
এন্তারেক কোয়ালিটি	৬৸৹
সিদ্ধ বেগুণ	৫৸৹

চিনির দর

সাদা কাশী চেপ্টি	১০-১৷৹
দেশী সাদা দানা	৮৸৹-৯৷৹
,, লাল ,,	৮৸৹-৮৸৹
আতপ –	
নূতন আতপ	৩৸৹-৩৸৹
পেশোয়ারী	৮৷৹-৮৷৹
বাঁকতুলসী আতপ	৪৸৹-৪৸৹
ঐ বাদশাহি	৪৷৹-৪৷৹
পাটনাই আতপ	৩৷৹-৪৸৹
কাটারীভোগ	৫৸৹
ঐ বেগুণ	৫৸৹

ঘৃতের দর

গাওয়া ঘৃত প্রতি মণ	৫৫৲
মুসী গাওয়া	৫৭৲
বাঙ্গা গাওয়া	৪৫৷৹
ঢাকা পুরান	৪৬৷৹

আটা ও ময়দার দর

পেটেণ্ট ময়দা প্রতি মণ	৫৸৹-৫৷৹
মুসলমানীর ব্যবহারোপযোগী	৪৸৹-৪৸৹
আটা (বি)	৪৸৹-৫৲
সুজী	৫৶৹-৪৷৹
আটা (এস)	৪৸৹ ৪৷৹
,, (২)	৪৶৹ ৪৸৹
,, (কে)	৪৷৹ ৪৸৹
,, (৩)	৩৸৹-৩৸৹

সোণা-রূপা

প্রতি ভরি

টাকশালের বার	,,	৩৫৶৹
বড়ার্ণের বার	,,	৩৫৶৹
গিনি	,,	২৫৶৹
চাঁদির বার	প্রতি ১০ ভরি	৩৫৲
ঐ চূড়া	,,	৩৬৷৹

লৌহ ও হার্ডওয়ার

টাটার তৈয়ারী	প্রতি হন্দর
লোহার কড়ি (কড়ি বা বীম মার্ক)	৬৶৹-৬৷৹
ঐ বে-মার্কা হালকা ওজন	৫৸৹-৫৸৹
বরগা (টী-আয়রণ)	৬৸৹ ৬৸৹
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৬৲-৬৸৹

মজোরকুমার মল্লিক এণ্ড সন্স লিঃ
লোহাপটী, বড়বাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
—পারমার্থিক পত্র—
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১০ম বর্ষ } ২৩ মধুসূদন গৌরাব্দ ৪৪৯, ২৮শে বৈশাখ বঙ্গাব্দ ১৩৪২, ১১ই মে ইং ১৯৩৫ শনিবার { ৬০তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

কলিকাতায় বিরাট সঙ্কীর্ত্তন শোভাযাত্রা

গত ২০শে বৈশাখ সোমবার অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে কলিকাতা মহানগরীতে এক বিরাট সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হইয়াছিল। এই শোভাযাত্রায় কয়েক সহস্র নগরবাসী ও প্রবাসী যোগদান করিয়াছিলেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবাবিগ্রহ শ্রীশ্রীগৌরবিনোদানন্দজীউ যেদিন উল্টাডিঙ্গি হইতে শুভবিজয় করিয়া বাগবাজারস্থ শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করেন, সেইদিনের সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা ব্যতীত কলিকাতা মহানগরীতে এই প্রকার সুবৃহৎ শোভাযাত্রা অতি অল্পই দৃষ্ট হইয়া থাকে। কোন কোন বায়স্কোপকোম্পানী স্থানে স্থানে ইহার ফিল্ম গ্রহণ করিয়াছেন। কয়েকটী প্রসিদ্ধ ফটোগ্রাফার ইহার ফটো লইয়াছেন।

এই সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাগবাজার ষ্ট্রীট, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলেজ ষ্ট্রীট, ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, চৌরঙ্গী, সুরেন্দ্রবানার্জ্জি রোড ও বিডন ষ্ট্রীট পরিভ্রমণ করিয়া মঠাভিমুখে গমন করেন। মৃদঙ্গাদির ধ্বনিতে এবং সহস্র সহস্র ব্যক্তির উচ্চ কীর্ত্তনে কলিকাতা মহানগরী মুখরিত হইয়াছিল। এই সুবৃহৎ রাস্তার সর্ব্বত্রই দর্শকের ভিড় অত্যধিক হইয়াছিল। উভয় পার্শ্বে অট্টালিকা হইতে এবং মোটর, বাস, ট্রাম প্রভৃতি হইতে জনগণ নির্নিমেষনেত্রে সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা দর্শন করিতে থাকেন। রাস্তায় ভিড়ের জন্য অনেক স্থানে ট্রাম ও বাস বন্ধ থাকিতে বাধ্য হইয়াছিল।

গৌড়ীয়মঠে সভা

সঙ্কীর্ত্তন শোভাযাত্রা শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে শ্রীগৌড়ীয়মঠের সংস্কৃত-শ্রবণ-সদনে একটী বিরাট সভার অধিবেশন হয়। এই সভায় শ্রীল প্রভুপাদ একটী সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। প্রসঙ্গক্রমে শ্রীল প্রভুপাদ নিম্নলিখিত শ্লোকটী ব্যাখ্যা করিয়া "প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা" শ্লোকের মর্ম্ম—ফল্গুবৈরাগ্য-পালনের উপদেশ প্রদান করেন।

"নিরীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা
মনোরথং পূরয়িতুং সমর্থঃ।
অন্যেন হন্তুঃ কিমিহেশ কিঞ্চিৎ
শাক্যো বা স্যাৎ ভবনায় বা স্যাৎ॥"

পারমার্থিকগণের মনোবাঞ্ছা পূরণ করিতে পারেন—একমাত্র জগদীশ্বর, আর বিষ্ণু পারেন—নিরীশ্বর। ভগবদিচ্ছায় বিভিন্ন যুগে ভিন্ন ভিন্ন নিরীশ্বর পৃথিবীতে প্রেরিত হন। একসময় বৌদ্ধাদি কুতর্কগণ ভারতবর্ষে রাজত্ব করিয়াছেন। তাহার পর অনেক হিন্দু ও অহিন্দু নিরীশ্বর হইয়াছেন। আবার বর্ত্তমানযুগে ইংলণ্ডেশ্বরী ও ইংলণ্ডেশ্বর ভারতের সম্রাজ্ঞী ও সম্রাট হইয়া তাঁহাদেরই প্রতিনিধিরূপে সর্ব্বত্র গবর্ণরগণকে নিযুক্ত করিয়াছেন। বস্তুতঃ ব্যাপক অর্থে সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জই বর্ত্তমান নিরীশ্বর বা রাজেশ্বর।

এই নিরীশ্বর পারমার্থিকগণের মনোহভীষ্ট ভগবন্নাম-প্রচারের যথেষ্ট সহায়তা করিতে পারেন। তিনি তাঁহার প্রজাবর্গের মধ্যে যাহাতে ভগবানের নাম কীর্ত্তিত হয়, তদ্বিষয়ে নানাপ্রকার সুযোগ দান করিতে পারেন।

শ্রীচৈতন্যদেবের সময় গৌড়েশ্বর বিধর্ম্মী হুসেন সাহ, তৎকালীন নদীয়ার শাসনকর্ত্তা মৌলানা সিরাজুদ্দিন চাঁদকাজি প্রভৃতি এবং বিধর্ম্মাবলম্বী উৎকলের মহারাজ প্রতাপরুদ্র প্রভৃতি শ্রীমন্মহাপ্রভুর এবং তাঁহার ভক্তগণের শ্রীনাম-কীর্ত্তনাদির সহায়তা করিয়াছিলেন বলিয়া শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহাদিগের সেই সেবাচেষ্টাকে আদর করিয়াছিলেন এবং অসমোর্দ্ধ-লীলায় নিরপেক্ষ-শিরোমণি তাঁহাদিগের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন; কিন্তু পারমার্থিক চেষ্টায় তাঁহারা প্রথমমুখে যে বিঘ্ন উৎপাদন করিয়াছিলেন, শ্রীমন্মহাপ্রভু তাহার আদর করেন নাই। তদানীন্তন বিধর্ম্মী নিরীশ্বরগণ পরমার্থের প্রতি বিঘ্ন উৎপাদন করায় শ্রীচৈতন্যদেব তৎপ্রতি নিরপেক্ষ ছিলেন; হিংসা, বিদ্বেষ বা বিদ্রোহের দ্বারা পরিচালিত হন নাই। রাজদ্রোহ বা রাজ-বিদ্বেষ শুদ্ধ পারমার্থিকগণের চরিত্রে নাই। তাঁহারা বহির্মুখ নহেন। দেহে আত্মবুদ্ধি বা বিচার তাঁহাদের নাই। তাই দেহেতে আত্মবুদ্ধি করিয়া নশ্বর, ক্ষণভঙ্গুর, কুকুর-শৃগালভক্ষ্য দেহ যে দেশে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাকেই 'স্বদেশ' বিচারপূর্ব্বক অপর প্রতিযোগি-জাতির দেহ যে দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সেই 'দেশকে' 'বিদেশ' বিচার করিয়া ক্ষণভঙ্গুর ও পরিবর্ত্তনশীল 'স্বদেশ-প্রীতিমূলে' অপর দেশের প্রতি বিদ্বেষ-আবাহনকে কখনও তাঁহারা "প্রেম" আখ্যা প্রদান করিতে পারেন না। যে স্বদেশ প্রেম কেবল অপরের অনুকরণ ও প্রতিযোগিতা-দ্বারা পরিচালিত হইয়া অপর দেশ বা জাতির প্রতি বিদ্বেষের উদ্দীপন করে এবং সেই বিদ্বেষের তুষ্টি ও পরিপুষ্টি সার্থকতা করে, তাহা কি কখনও প্রেম?

মেদিনীপুরে প্রচার

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসর্ব্বস্ব পর্ব্বত মহারাজ গত ১৮ই বৈশাখ মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত চকশালগোদা গ্রামে উপস্থিত হইয়া ২ দিবস স্থানীয় শ্রীহরিমন্দির-প্রাঙ্গণে একটী বিরাট সভায় বক্তৃতা প্রদান করিয়া সকলের চিত্তাকর্ষণ করেন; সমাগত শ্রোতৃমণ্ডলী স্বামীজীর হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া অতিশয় আনন্দিত হইয়াছিলেন। তথা হইতে স্বামীজী মহারাজ শ্রীরামপুর গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত রামচাঁদ ভুঞা মহাশয়ের সাদর আহ্বানে তাঁহার গৃহে শুভবিজয় করিয়া অপরাহ্ণ ৬ ঘটিকায় স্থানীয় বালিকা-বিদ্যালয়-প্রাঙ্গণে ক্রমাগত ২ টী দিন যাবৎ জীবের নিত্যধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। সভায় স্থানীয় কৃষিবিদ্যালয়ের শিক্ষক উপস্থিত ছিলেন। স্বামীজীর বক্তৃতা শ্রবণে শ্রোতৃগণের বিভিন্ন চিন্তাস্রোত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

রাজ সম্মান-প্রদর্শন সম্বন্ধে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

সজ্জনতোষণী পত্রিকার মঙ্গলাচরণে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিয়াছেন :—

"আমাদের বর্ত্তমান অধীশ্বরী শ্রীমতী মহারাণী ভিক্টোরিয়া বহুবৎসর ও নির্ব্বিঘ্ন অন্তঃকরণে এই ভারতে রাজ্য করিতে থাকুন। তাঁহার শাসনকালে আমরা নিরুদ্বেগে পবিত্র বৈষ্ণবধর্ম্মের আচার ও প্রচার করিতে থাকি।"

যে বৎসর ভারতসম্রাট কলিকাতা মহানগরীতে আগমন করিয়াছিলেন সেই সময় যে সকল ভক্ত রাজদর্শনের জন্য গিয়াছিলেন, তাঁহাদের সম্বন্ধেও ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছিলেন,—

"রাজদর্শন করা ভাল। ইংরাজরাজের শাসনে আমাদের নির্ভয়ে হরিনামগ্রহণের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। তাঁহারা আমাদের ধর্ম্মাচরণের প্রতি নিরপেক্ষ। ইহাই আমাদের সুবিধা।"

শ্রীশ্রীকৃষ্ণগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৩ মধুসূদন অথবা ফীব্রোয়ারী ৪৪১

সাত্বত-স্মৃতি

ভগবন্মাহাত্ম্য

মনুষ্যগণ নিঃশ্রেয়স নিমিত্তমূর্তিগ্রহ সত্ত্বগুণেরই সেবা করিয়া থাকে। এতদ্বিষয়ে শাস্ত্রবাক্য যথা—

সত্ত্বং রজস্তম ইতি প্রকৃতের্গুণা-
স্তৈর্যুক্তঃ পরঃ পুরুষ এক ইহাস্য ধত্তে।
স্থিত্যাদয়ে হরিবিরিঞ্চিহরেতি সংজ্ঞাঃ
শ্রেয়াংসি তত্র খলু সত্ত্বতনোর্নৃণাং স্যুঃ॥
(ভাঃ ১।২।২৩)

—এই শ্লোকে আমরা জানিতে পারি যে, বিষ্ণুই সত্ত্বগুণের অধিষ্ঠান হন; তিনি সত্ত্, রজঃ ও তমঃ এই প্রাকৃত গুণত্রয়ের অধীশ্বররূপে বিশ্বের পালন, উৎপত্তি ও ধ্বংসের নিমিত্ত বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও শিব এই তিনটী নাম ধারণ করেন। রজস্তমোগুণাধিকারী ব্রহ্মা ও রুদ্র প্রকাশ্যভাবে অপ্রকাশিতভাবে বিষ্ণুতে অবস্থান করেন বিষ্ণু হইতে তাঁহাদের পৃথক্ দর্শন হয় না। বস্তুতঃপক্ষে বিষ্ণুতত্ত্বের স্বভাবে ঐ তিনটী গুণ পৃথক্ দৃষ্ট হয়, তাহা বিষ্ণুতত্ত্ব হইতে নিঃসৃত ভাবের বিকাশ মাত্র। বিষ্ণুই ত্রিকালসত্য এবং অনন্ত কাল তাহা হইতে উদ্ভূত। তিনি সাত্ত, তিনিই অনাদি। সেই অনাদি, অনন্ত দেশকালপাত্র অনাদিভাবস্থায় নির্গুণ অর্থাৎ অপ্রাকৃত ও প্রকৃতি হইতে ভিন্ন। তিনিই স্বতন্ত্র অর্থাৎ সকল কারণের কারণ। যাহা জগতের কারণ প্রকৃতি হইলেও সেই প্রকৃতি যে সত্ত্বায় প্রকাশিত, সেই বস্তুই বিষ্ণু। বিষ্ণুতত্ত্ব অধোক্ষজ ও অপ্রাকৃত।

———

উক্ত শ্লোকে আমরা আরও অবগত হইলাম যে, বিশুদ্ধসত্ত্বাশ্রয় বাসুদেব হইতেই মঙ্গলোদয় হইয়া থাকে, ব্রহ্মা ও রুদ্র হইতে হয় না। মায়াবাদিগণ ভক্তিবিরোধি-দিগের ভেদদর্শনভাবে যে সিদ্ধান্ত-বিরোধ করিয়াছেন তাহা অপ্রাকৃত বেদার্থভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবতে সুষ্ঠুভাবে নিরাকৃত হইয়াছে। দেব ও বৈষ্ণবগণের বিরোধ-সামঞ্জস্য স্থাপনে কেবলাদ্বৈতবাদী যে পন্থা গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত পন্থার অনুগমনই সাত্বত সম্প্রদায়ের নিত্য ধর্ম। ঐকান্তিকী বিষ্ণুভক্তির সহিত বিরোধ করিতে যাহারা সমন্বয়বাদী বিবর্ত্তবাদ-অবলম্বনে যে ব্যভিচার-স্বরূপ যৌথ-উপাসনার পরিকল্পনা করেন তাহা ব্রহ্মসূত্রাধিকারী বৈদান্তিকগণ সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করেন।

অথাপি যৎপাদনখাবসৃষ্টং
জগদ্বিরিঞ্চোপহৃতার্হণাম্ভঃ।
সেশং পুনাত্যন্যতমো মুকুন্দাৎ
কো নাম লোকে ভগবৎপদার্থঃ॥
(ভাঃ ১।১৮।২১)

যাঁহার পদনখনিঃসৃত সলিল ব্রহ্মা কর্তৃক অর্ঘ্যস্বরূপে প্রদত্ত হইয়া মহাদেবের সহিত সমস্ত জগৎ পবিত্র করিতেছেন, এই জগতে সেই মুকুন্দ ভিন্ন অন্য কে ভগবৎ-শব্দবাচ্য হইতে পারেন?

উক্ত শ্লোক আলোচনায় আমরা স্পষ্টই দেখিতে পাই, এই জগতে মানবগণ যে ব্রহ্মাকে জগৎসৃষ্টিকর্তা আদিদেব এবং শিবকে দেবাদিদেব বলিয়া জানেন তাঁহারা পরতত্ত্ব বা স্বয়ং ভগবান্ নহেন। যেহেতু স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পাদপ্রক্ষালন করিয়া ব্রহ্মা কর্তৃক প্রদত্ত শ্রীকৃষ্ণের পদনখনিঃসৃত জল শিবে ধারণ করিয়াছিলেন। বস্তুতঃপক্ষে শ্রীকৃষ্ণ সর্বেশ্বর, পরমেশ্বর, স্বয়ং ভগবান্, সচ্চিদানন্দ ও অনাদি আদি মূল পরাৎপর পুরুষ। সিদ্ধান্তগ্রন্থ শ্রীব্রহ্মসংহিতা-পাঠে জানা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণ বলদেব, নারায়ণ, বাসুদেব, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, কারণোদকশায়ী, গর্ভোদকশায়ী, ক্ষীরোদকশায়ী প্রভৃতি বিষ্ণুবিগ্রহ সমূহের এবং মৎস্য কূর্মাদি যাবতীয় অবতারগণের আকর।

———

অমলপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবত আলোচনা করিতে গিয়া আমরা দেখিতে পাই, মুনিগণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধীয় এবং কাম্য মুক্তসংসার হইলেন এবং বিষ্ণুকে শান্ত ও অভয়ের কারণ বিবেচনাপূর্বক তাঁহার প্রতি অতিশয় শ্রদ্ধা করিতে লাগিলেন।

পদ্মপুরাণ বৈশাখ-মাহাত্ম্যে 'যম ও ব্রাহ্মণ' সংবাদে বলিতেছেন,—

"ব্যামোহায় চরাচরস্য জগতস্তে তে
পুরাণাগমা-
স্তাং তামেব হি দেবতাং পরমিকাং জল্পন্তু
কল্পাবধি।
সিদ্ধান্তে পুনরেক এব ভগবান্ বিষ্ণুঃ
সমস্তাগম-
ব্যাপারেষু বিবেচনব্যতিকরং নীতেষু
নিশ্চীয়তে॥"

এই শাস্ত্রবাক্য স্পষ্টরূপেই নির্দেশ করিতেছেন যে, রাজসিক ও তামসিক পুরাণাদি চরাচর জগতের মোহ উৎপাদন নিমিত্ত প্রলয়কাল পর্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন দেবতাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া কীর্তন করে সত্য কিন্তু সকল শাস্ত্রের আলোচনাসমূহ বিবেচনাস্থলে আনয়ন করিলে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাইবে তাহাতে বিষ্ণুই একমাত্র সর্বেশ্বর বলিয়া নির্দিষ্ট হইবেন।

বৃহন্নারদীয়পুরাণ বলিতেছেন,—

"সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যমুৎক্ষিপ্য
ভুজমুচ্যতে।
বেদাচ্ছাস্ত্রং পরং নাস্তি ন দেবঃ
কেশবাৎ পরঃ॥"

"আমি বাহু উত্তোলন পূর্বক তিনসত্য করিয়া বলিতেছি যে, বেদ হইতে উত্তম শাস্ত্র এবং কেশব হইতে শ্রেষ্ঠ দেবতা নাই।"

পদ্মপুরাণে আমরা দেখিতে পাই, হৃষীকেশ সুপ্রসন্ন হইলে শত্রুও মিত্র হয়, বিষও সুধা হয়, অধর্মও ধর্ম হয় আর প্রসন্ন না হইলে উল্টা ফল হইয়া থাকে অর্থাৎ মিত্রও শত্রু হয়, সুধাও বিষ হয়, ধর্মও অধর্মে আচ্ছাদিত হয়। পদ্মপুরাণ আরও বলিতেছেন যে, শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে কৃত হইলে পাপও ধর্ম হয় আর ভগবানকে অনাদর করিলে তাঁহার প্রভাবে ধর্মও পাপে পরিণত হয়—

"মদ্বিমুখং কৃতং পাপমপি ধর্মায় কল্পতে।
মামনাদৃত্য ধর্মোঽপি পাপং
স্যান্মৎপ্রভাবতঃ॥"

বিষ্ণুর প্রতি অনাদরের ফলে কি অসুবিধা হয় তাহা বর্ণন করিয়া স্কন্দপুরাণ বলিতেছেন—

"বাসুদেবং পরিত্যজ্য যোঽন্যদেবমুপাসতে
স্বমাতরং পরিত্যজ্য শ্বপচীং
বন্দতে হি সঃ॥
বাসুদেবং পরিত্যজ্য যোঽন্যদেবমুপাসতে।
ত্যক্ত্বামৃতং স মূঢ়াত্মা ভুঙ্‌ক্তে
হলাহলং বিষম্॥"

অন্য দেবতার উপাসনা করে, সে নিশ্চয়ই নিজ মাতাকে পরিত্যাগ করিয়া চণ্ডালিনীকে বন্দনা করে। সেই মূঢ় অমৃত ত্যাগ করিয়া হলাহল বিষ ভোজন করে।

মহাভারত, পঞ্চরাত্র, বৈষ্ণবতন্ত্র প্রভৃতি এই সিদ্ধান্ত অর্থাৎ বিষ্ণুর পরতত্ত্ব ও বিষ্ণুর উপাসনা পরিত্যাগের ভীষণ ফল বর্ণন করিয়াছেন। প্রবন্ধবিস্তার-ভয়ে ঐ সকল শাস্ত্রের শ্লোকাদি উদ্ধৃত হইল না।

"সরস্বতীজয়শ্রী"

[বৈষ্ণব-পর্ব]

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের কৃপা যে-রূপে তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তগণ উপলব্ধি করিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে। ভিক্ষা ৩৲ টাকা মাত্র প্রাপ্তি। স্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার কলিকাতা।

"চাচা আপনা বাঁচা"

আজ ব্রাহ্মমুহূর্তে জাগরিত হইয়াই অকস্মাৎ আত্মরক্ষার কথাটি স্মৃতিপটে উদিত হইল কিন্তু আত্মরক্ষার কথা চিন্তা করিতে গিয়া যখন আত্মরক্ষাকর্তা ভগবানের সেবা করিবার জন্য ভক্তগণ আমাকে অনুপ্রেরণা দিলেন, তখন দুর্বলতাবশে আত্মরক্ষা অপেক্ষাও দেহসম্পর্কিত স্ত্রী-পুত্রাদি-রক্ষা বা জগদ্রক্ষাকেই একটি বড় কাজ বলিয়া ধারণা হইল। আমি চিন্তা করিতে গেলে আমার বৃদ্ধ মাতা-পিতা ও অনাথা শিশুসন্তান-বিধবার আশা বিনা কিরূপে জীবনযাপন করিবে কে বা তাহাদের ভরণ-পোষণ করিবে ইত্যাদি চিন্তা আমার হৃদয়ে জাগিয়া আমাকে চঞ্চল করিল। আত্মরক্ষার কথা চিন্তার অন্তরালে স্থান পাইল; আমি আত্মরক্ষার কথা ভুলিয়া— নিজেকে বাঁচাইবার জন্য বিন্দুমাত্র চেষ্টা না করিয়া—"চাচা আপনা বাঁচা" একথাটির দিকে একবারও লক্ষ্য না করিয়া দেশরক্ষা, স্ব বা পর-ধন রক্ষা বা মনুষ্টি না দেখের সম্বন্ধে সম্বন্ধিত ব্যক্তিগণের রক্ষার কথায় উদ্‌ব্যস্ত হইয়া উঠিলাম। এমনই মায়ার খেলা! এমনই মহামায়ার মহীয়সী শক্তি! এমনই তাহার অঘটনঘটনপটীয়সী কৌশল-জাল 'বিস্তার'! এখন আমার উদারতার নামে পেয়ো-দর্পণের জন্য ইচ্ছা!—পরোপকারের নামে পরাপকার বা আত্মবঞ্চনেচ্ছা!

নিজে না বাঁচিলে কাহাকেও বাঁচান যায় না, নিজে ভগবানের উপর নির্ভর করিতে না পারিলে ভগবান্ যে সকলের পালনকর্তা শুধু মুখেই স্বীকার করি মাত্র। তাই আমাদের সুবিধা হয় না। নিজে না বাঁচিয়া যেখানে অন্যকে বাঁচাইবার চেষ্টা সেখানে দয়ার নামে, উদারতার নামে নিজেন্দ্রিয়তর্পণের বা কামের তাণ্ডব নৃত্য। অথবা সেখানে পরোপকার বা পরোপদেশের পাণ্ডিত্যের ছলে প্রতিষ্ঠাচণ্ডালিনীর অট্ট বা মন্দ মন্দ হাস্য প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্যভাবে সুকাশিত। তাই বলি "চাচা আপন প্রাণ বাঁচা।"

মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

ভারতভূমিতে হৈল মনুষ্যজন্ম যার।
জন্ম সার্থক করি' কর পর উপকার॥

সুতরাং যতদিন আমরা নির্ভর করিতে না শিখি, যতদিন আমরা একমাত্র রক্ষাকর্তা ভগবানকে সর্বরক্ষক বলিয়া জানিবার সৌভাগ্য না পাই, যতদিন না আমাদের বন্ধুকে শত্রুজ্ঞান এবং শত্রুকে বন্ধুজ্ঞান থাকে, যতদিন না আমরা মন অসৎ বস্তুর সঙ্গ পরিত্যাগে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইতে না পারি বা সৎসঙ্গ-লিপ্সা যতদিন আমাদের হৃদয়ে আসন গ্রহণ না করে, ততদিন আমরা বৃথাই স্ত্রী-পুত্রাদি-রক্ষণে

বা অ'ন্যরূপে ব্যস্ত হউ না কেন, তাহা পণ্ডশ্রমে পর্য্যবসিত হইবে এবং আমার বন্ধুগণ যে-ভাব যতই বক্তৃতা করুন না কেন, সেই চেষ্টা ফলবতী হইবে না—"আত্মানং সততং রক্ষেৎ" বা "চাচা আপনা বাঁচা"র কথা হৃদয়ে স্থান পাইবে না।

আমরা আত্মরক্ষার কথা চিন্তা করিতে বা আন্দোলন করিতে যাই বটে কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে অনেক সময়েই ব্যর্থমনোরথ হই। নিজের দিকে লক্ষ্য না করিয়া অপরের দিকে লক্ষ্য করি বলিয়া, কে রক্ষিত হইল না হইল, কে যত্ন করিতেছে না করিতেছে দেখিতে যাই বলিয়াই আমাদের অসুবিধা হয়। কিন্তু যিনি বুদ্ধিমান্ তিনি অপরের দিকে লক্ষ্য না করিয়া আত্মরক্ষায় ব্যস্ত থাকেন। তিনি জানেন, আমাকে বাঁচাইবার জন্যই আজ মহাপুরুষ আসিয়াছেন। সুতরাং জগতের কেউ যদি তাঁহার আশ্রয়গ্রহণ না করে কেউ যদি তাঁহার সঙ্গী না হইতে চায়, সকলেই যদি তাঁহাকে মর্ত্ত্যমানুষ মনে করিয়া নরকের পথ আবিষ্কার করে, একজনও যদি তাঁর আহ্বানে সাড়া না দেয়, তাহা হইলেও আমি সেই জগন্নাথ, মহাপুরুষের শ্রীচরণ ছাড়িব না। আমার এই দৃঢ়প্রতিজ্ঞা বা গোঁড়ামীর কথা শুনিয়া জগৎ অসন্তুষ্ট হউক বা সন্তুষ্টই হউক, তাহাতে আমার কিছু আসে যায় না। কৃষ্ণ কৃপা করিয়া আমাকে রক্ষা করিবেন, জগতের কেউ যদি রক্ষিত না হয় তথাপি আমি নিশ্চয়ই রক্ষিত হইব—ইহাই আত্মমঙ্গলকামী জনগণের বাণী। সুতরাং জগতের কাহারও দিকে না তাকাইয়া নিজের চরকায় তেল দেওয়াই দরকার। অপ্রাকৃত-সেবা-প্রাণ হ'তে সেই মহাপুরুষের দিকে চাতকের ন্যায় উৎকণ্ঠিত-প্রাণে কৃপাভিখারী হইয়া তাকাইয়া থাকাই একান্ত আবশ্যক। যাঁহারা চাতকের বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন বা করিবেন তাঁহাদের তৃষ্ণা, তাঁহাদের আশা একদিন না একদিন নিশ্চয়ই মিটিবে—তাঁহারা শুদ্ধকৃপাবারিতে সিক্ত হইয়া চিরধন্য হইবেনই হইবেন. শুদ্ধ সেবা লাভ তাঁহাদের ভাগ্যে ঘটিবেই ঘটিবে। তাই বলি, হে আমার বন্ধুবর্গ, তোমরা পরের দিকে না তাকাইয়া প্রথমতঃ আপনাকে বাঁচাও, আত্মরক্ষার জন্য তৎপর হও এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে আমার ন্যায় দুর্ব্বল জীবকে রক্ষা কর,"চাচা আপনা বাঁচা" বাক্যের তাৎপর্য উপলব্ধি করাও, আমার বহুমুখিনী চেষ্টা ছাড়াইয়া একমুখী বা অন্তর্মুখী করিয়া দাও, বহুর চিন্তা ছাড়াইয়া আমাকে একের চিন্তা বা আত্মচিন্তা করিবার সুযোগ এবং বল দাও। তোমরা নিজে আচরণ করিয়া আমাকে শিখাও—ইহাই আমার শেষ কথা।

নবম আল্‌বর্‌

—:০:—

মুনিবাহন বা 'তিরুপ্পানি'

দাক্ষিণাত্যে শোভে গ্রাম নিচুলাপুরীতে,
অনুমান দুইশত পঞ্চাশ বাহাতে,
অবতীর্ণ তিরুপ্পানি পাণেরাকুলেতে,
কার্ত্তিক-রোহিণী শুভনক্ষত্র-গোচরে।

পাণেরো চণ্ডাল জাতি দাক্ষিণাত্যদেশে
অ'স্পৃশ্য নীচ বলি হয় পরিচিত,
দূরাচলে দুই শত উচ্চজাতি পাশে,
অস্পৃশ্য অথবা তারা অত্যন্ত পতিত।

যে পথে ব্রাহ্মণজাতি করেন গমন
নিষিদ্ধ তাদের সেই পথ-ব্যবহার,
যেই সরোবরে যায় উচ্চ জাতিগণ
না যায় পাণেরো সেই সরোবর-ধার।

যদি দৈবে দেখা হয় উচ্চজাতি সনে
তা'হলে সেই উচ্চজন দেহশুদ্ধ তরে,
যাবতীয় বাস লয় পাণেরোর স্থানে,
নানাবিধ প্রায়শ্চিত্ত বহু দান করে।

এ হেন অস্পৃশ্য কোন অসভ্যা কুলে,
অবতীর্ণ 'তিরুপ্পানি' আমাদ বাঝাতে,
বৈষ্ণব বর্ণের গুরু জানাতে ভূতলে,
শুদ্ধভক্ত আচরণ শিক্ষাদান তরে।

বীণাযন্ত্র সহকারে তিনি অনুক্ষণ,
শ্রীবিষ্ণুর নামগুণ করিয়া কীর্ত্তন,
কাটিতেন মহানন্দে সময় কেমন,
কীর্ত্তন তাহার ছিল চরম জীবন।

কীর্ত্তনেতে লুপ্ত তাঁ'র হ'ত বাহ্যজ্ঞান
শ্রীহরি-কীর্ত্তনে আই সাত্ত্বিক বিকার,
প্রকটিত হয় তাঁর শ্রীঅঙ্গে মহান্,
ভাবেতে নয়নে ঝরে পুলকাশ্রুধার।

কাবেরীর তটে শোভে বিশাল মন্দির,
রঙ্গনাথ দেব তথা থাকে নিরন্তর,
নিকটস্থ তীর্থদেশে সেই মহাধীর,
হরিনামসংকীর্ত্তনে রহলা বিভোর।

বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হ'ল তার সেইক্ষণ,
সেই পথে যায় কোন ব্রাহ্মণযুবক,
সেবাজন্য তীর্থজল করি আহরণ,
সে ব্রাহ্মণ হয় রঙ্গনাথের সেবক।

হেরিলে সম্মুখে তথা বিগ্রহের দাস,
পবিত্রবোধ বীণাধারী জনৈক চণ্ডাল,
ঘন ঘন সেই বিপ্র ডাকিল তাহায়,
ভাবিল একিরে দেখি বিষম জঞ্জাল।

না পশিল তিরুপ্পানিকর্ণে কোন কথা,
অন্তর্দশা প্রাপ্ত সেই ভক্ত সজ্জন,
তবে বিপ্র অভিমানে পেয়ে বড় ব্যথা,
মনে মনে করে ক্রোধে তর্জ্জন গর্জ্জন।

দেখ দেখি চণ্ডালের আস্পর্দ্ধা কিরূপ,
বাধা দেয় ব্রাহ্মণের গমনের পথে,
শ্রীবিষ্ণুসেবায় হই হয়েছে বিরূপ,
সম্মুখে প্রাঙ্গণ দিয়া হাতে হাতে।

এত বলি' সক্রোধে ক্রোধান্ধ ব্রাহ্মণ,
মহাভাগবত সেই তিরুপ্পান-দেহে
করিল সজোরে রোষে লোষ্ট্র নিক্ষেপণ,
বাহু বলা পেয়ে রক্ত কপোলে বহে।

রক্ত দেখে বিপ্রবর করণীয় ধা'ন,
এত ব'ল' নিজে শত প্রমাদি' বিকার
অবিলম্বে সেই স্থান ত্যা'জ' ভগবান
জ্ঞ গণে ধাওন নিস্ফ'ন ভাণ্ডার।

পূজক ব্রাহ্মণ সেই নাম ধরে মুনি,
আসিলেন রঙ্গনাথ মন্দিরের দ্বারে,
মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ দেখিল তখনি
একে একে মুনি তবে ডাকি সবাকারে।

কেহ নাহি করে হায় দ্বার উদ্ঘাটন,
দ্বার রুদ্ধ ক'রেছেন আপনি শ্রীহরি,
মন্দিরের বাতায়ন তাঁর পাশে ক'র
আজ দর্শনে দেখা দেয় এক অরি।

কে করিল দ্বার রুদ্ধ ভাবে মনে মনে,
পুনঃ পুনঃ করাঘাত করে দেবদ্বারে,
সমবেত বহু লোক হইল আহ্বানে,
না বুঝিল দ্বার রুদ্ধ কোন্ কারণেতে।

মুনি তবে মনে মনে করিল চিন্তন,
হ'য়েছে কি অপরাধ প্রভুর চরণে
তাই প্রভু রুষ্ট হ'য়ে সেবকে এখন,
ক'রেছেন বাধ্যমানা রুদ্ধার আপনে।

এত বলি কাঁদে মুনি সকরুণ স্বরে,
দুই চক্ষে বহে তার অশ্রুজল বারি,
কৃপা করি' কহ কোন্ অপরাধে মোরে,
দীন ব্রাহ্মণের প্রতি রুষ্ট হ'লে হরি।

তবু নাহি খোলে সেই মন্দিরদুয়ার,
তখন আরও মুনি হইয়া ব্যাকুল,
বারেতে মস্তক হানে করে হাহাকার,
ক্ষুধা তৃষ্ণা নাশে দিল হইয়া আকুল।

সমবেত সর্ব্বজন হ যে দুঃখক্ষয়,
প্রভুর চরণে করে স্তুতি নিবেদন,
আচম্বিতে উচ্চকণ্ঠে মন্দির-ভিতর।
কে যেন কহিছে বাণী শুন সর্ব্বজন।

মুনি মোর করিয়াছে অহে লোষ্ট্রাঘাত,
আমি হ'তে বারবার তাহার এখানে,
আসিলে তাহারে আমি করিব নিপাত,
নাহি তার অধিকার আমার পূজনে।

শুনি চমকিত মুনি কহে দুঃখভরে,
লোষ্ট্রাঘাত তোমা প্রভু ক'রেছি কখন,
এ দুর্ব্বুদ্ধি মোর জানে কভু হ'তে পারে,
বুঝিতে না পারি দেব রহস্য এখন।

রুদ্ধ মন্দিরেতে পুনঃ উঠে উচ্চধ্বনি
কাবেরীর তীরে বীণা-করে মোর জন
চণ্ডাল ভাবিয়া তারে মহারোষে মুনি,
করেছ ভক্তঅঙ্গে লোষ্ট্রনিক্ষেপণ।

সেই সংকীর্ত্তনরত ব্যক্তি সাধুজন।
অভিন্ন হয় মোর অঙ্গের স্বরূপ,
চণ্ডাল ভেবেছ তাঁরে গর্ব্ব ধরি মন,
জান না ক' ভক্ত আমি হই একরূপ?

করিয়া তাঁহার অঙ্গে লোষ্ট্রনিক্ষেপণ,
প্রহার করেছ তুমি আমার দেহেতে;
মোর ভক্ত-পদ শির করিয়া বর্জ্জন,
কাহারে আমার পূজা সেবক-বেশেতে?
পবিত্রদি যত্নভরে অঙ্গসেবা-পূজা,
আমার পূজার চল দেখা'ও যে জন;
সেজন ভক্তদ্রোহী হিংস্র ভাবে সাজা
বা'হ্যক বিদ্বেষী নহে সেবক কখন।

এবে আমি যে যে কুলে নিত্য উদ্দেশে,
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

মম পবিত্র অপরাধে আছয়ে নিস্তার,
ভক্তপদে অপরাধে নাহিক এড়ান,
ভক্ত যদি কৃপা করে তবে হয় পার,
অসেবনবর্ত্তী ভক্ত আমার পরাণ।

অপরাধ ক'রেছ তিরুপ্পানি স্থানে,
যদি পার তাহা হ'তে নিষ্কৃতি লভিতে,
উন্মুক্ত হইবে দ্বার মন্দিরে তখনে.
অন্যথায় নহে মোর প্রসন্নচিত্তেতে।

তিরুপ্পানি ভক্তবরে যাও স্কন্ধে ধরি'
তার পদে ক্ষমা ভিক্ষা করিতে করিতে
আনিয়া মন্দিরে মম প্রদক্ষিণ করি
তবে এই স্থানে তুমি পারে প্রবেশিতে।

রঙ্গনাথবাণী এই শ্রবণেতে শুনি'
ব্যাকুল উদ্ভ্রান্তপ্রায় ক্রন্দনে অতি
কোথা তিরুপ্পান ভক্ত ব'লে সেই মুনি
যথা বসে ভক্তবর যায় সেই প্রতি।
মুনি দেখি তিরুপ্পানি গদগদভাষে,
করযোড়ে সকাতরে করে নিবেদন,
ক্ষম প্রভু কৃপা করি দীন হীন দাসে,
হইয়াছে অপরাধ চরণে ভীষণ।
দূরে থাকি করে ভক্ত চণ্ডাল যে আমি,
লোষ্ট্রাঘাত দয়াময় পাপ হয় মোরে,
অধম অস্পৃশ্য আমি পাপাত্মা যে তুমি,
অপাবন হ'বে দেব স্পর্শিয়া আমারে।
তিরুপ্পানি-বাক্য শেষ হ'তে নাহি হ'তে
মুনি তাঁর পাদস্পর্শি' দুই পদ শিরে
স্কন্ধে করে ক্ষমা ভিক্ষা করিতে করিতে,
শ্রীমন্দির প্রদক্ষিণ পরিক্রমা করে।
অতঃপর তিরুপ্পানি 'মুনিবাহন' নামে,
পূজক শ্রীমন্দিরে বিখ্যাত বলি,
নীচকুলে অবতীর্ণ এই ভগবানে,
পূজে রামানুজাচার্য্য লয় পদধূলি
ওগো দেব মুনিবাহন প্রণাম চরণে,
আজিকালিও মত আমি তোমা হেরি জাতি
সেই গর্ব্ব নাশি তুমি কৃপা বিতরণে,
দাও দাসে ভক্তসেবা একপদে মতি।

—শ্রীঅবনেশ চট্টোপাধ্যায়

স্বপনেও না কর ভাই স্ত্রী-সম্ভাষণ   গৃহে স্ত্রী ছাড়িয়া ভাই আসিয়াছ বন।

শুদ্ধভক্ত মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ

(আকর-মঠরাজ)

প্রাচীন নবদ্বীপ, অধুনা শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ শত উত্তর-পূর্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যবর শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব বিরাজমান। এই স্থান শ্রীধাম-তীর্থ, পরাবিদ্যাপীঠ বা সাত্বতপঞ্চরাত্রী। এই মঠ-তীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি বেদান্তসমূহের অধ্যাপন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারী ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠ হইতে পারমার্থিক বৈদিক পত্র 'নদীয়া-প্রকাশ', সাত্বত-সম্প্রদায়ে অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থাদি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতি বৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমা মহোৎসব ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীর কীর্ত্তন-প্রচারমুখে মহামহোৎসব প্রভৃতি সমারোহ সহকারে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬-২ কালীপ্রসাদ চক্রবর্তী ষ্ট্রীট বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত শুদ্ধ ভাগবত-ধর্ম-প্রচারোদ্দেশ্যে গৌড়দেশের মধ্যপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই মঠমধ্যে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীরাধাগোবিন্দজীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, মহাপ্রসাদ-বিতরণ, শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হয়। এই মঠ হইতে মহাজনগণের গ্রন্থ-প্রচার, সঙ্কীর্ত্তন, প্রদর্শনী, পাঠ ও সঙ্কীর্ত্তন-মঠ-মন্দিরাদির স্থাপনের অনুষ্ঠান হয়। মঠরক্ষক মহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-স্থান মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া সহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীবিজ্ঞানানন্দ ব্রজবাসী সেবাকোবিদ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাজধানী এখানে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্তমান, রক্ষক—শ্রীনরহরি দাসাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্তমান। রক্ষক—গোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

(৭) কাজীর সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তালোক।

(৮) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও রাধামাধবের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণদাস দাস ব্রহ্মচারী।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(১০) মোদদ্রুম-ছত্র গৌড়ীয় বৈদিক

মাউগাছি, পোঃ মাজদিয়া, (বর্দ্ধমান)।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান। শ্রীগৌরনিত্যানন্দের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীকুঞ্জবিহারী ব্রজবাসী, ভক্তিভূষণ।

(১১) দেউড়িয়া নৃসিংহকানন

শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্তী,

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক— শ্রীনদীয়ানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১২) কুলিয়াতীর—পোঃ কৃষ্ণনগর,

নদীয়া রক্ষক—শ্রীমধুসূদন অধিকারী

(১৩) ভাগবত-আসন—পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

এই স্থান হইতে ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচারিত হয়। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তালোক, ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৪) একায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ ভাগবাড়ি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীমাধব ভট্টাচার্য্য গোস্বামী ভক্তিশাস্ত্রী

(১৫) সারঙ্গ পণ্ডিতের পাট

মোদদ্রুমপুর, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীকিশোর ব্রজবাসী।

(১৬) মাধবগৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, পোঃ ঢাকা

পূর্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্তমান। রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ।

(১৭) গোপালজীউ—দক্ষিণপুর, (ঢাকা)

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান। রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রজবাসী।

(১৮) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটী, (ঢাকা)।

এখানে শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(১৯) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

মধ্যপাড়া, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীনিশিকান্ত সান্যাল এম-এ, বি-এল।

(২০) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাহ, (ঢাকা)

এখানে ষড়ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(২১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারীর নিত্য-সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীঅনন্ত দাসাধিকারী,

(২২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ভুবনেশ্বর, পোঃ চিত্রকূট, (মানভূম)

এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীমধুমঙ্গল অধিকারী।

(২৩) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকনিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে গুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান্দাস ব্রজবাসী ভক্তিরত্ন।

(২৪) গোয়াড়ীপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী।

(২৫) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগড়ি, পোঃ বক্সীবাজার, (কটক)

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদবিহারীজীউর নিত্যসেবা বর্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীমৎ... ভক্তিশাস্ত্রী

(২৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ বৃন্দাবন পুরী,

শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ গান্ধর্বা-গিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন।

(২৭) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদবিহারীজীউর নিত্য-সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীগদাধর অধিকারী

(২৮) ব্রজগৌড়ীয়মঠ

আলমচণ্ডীবাড়, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী দাসাধিকারী।

(২৯) রায়ানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, কবেই গোদাবরী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্তমান। মঠরক্ষক—শ্রীনিতাইচরণ দাসাধিকারী ভক্তিসোপান।

(৩০) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪২নং কবিলপুরা, বেনারস সিটি

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকাগিরিধারীর সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীমদেবেন ব্রহ্মচারী।

(৩১) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী

(৩২) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পারায়ণ ও গৌরবিনোদ-বিলাসমন্ত্রীর সেবা বর্তমান।

রক্ষক—শ্রীভক্তসারঙ্গ দাসাধিকারী।

(৩৩) কৃষ্ণচৈতন্য মঠ

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

এখানে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিত্য-সেবা হয়। রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠ

'কৃষ্ণাবতারী মথুরা

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ

(৩৫) রাধাকুণ্ড-সুখকুঞ্জ—শ্রীরাধাকুণ্ড

রক্ষক—শ্রীরাধারমণচরণদাস ব্রহ্মচারী

(৩৬) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৩৭) গোকুলবিহারী মঠ

সেবাকুঞ্জ, পোঃ গোকুল, জেলা গুরদাস (পাঞ্জাব) রক্ষক—শ্রীগোকুলবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৩৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং ওয়ার্ড রোড, নিউ দিল্লী।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্বিকাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী

(৩৯) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল।

এখানে গৌর-মদনমোহনের সেবা বর্তমান।

রক্ষক—শ্রীনবগোপাল অধিকারী।

(৪০) সারস্বত-গৌড়ীয় মঠ

ভারপার নারায়ণপুর, চট্ট, পি

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্বস্ব গিরি

(৪১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ রায়পেট্টা মাদ্রাজ।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্বিকাগিরিধারীর সেবা।

রক্ষক—শ্রীপাদ জগদানন্দ ভক্তিবিলাস।

(৪২) বোম্বে-গৌড়ীয়-মঠ কার্য্যালয়

গ্রোটার রোড, ডোটানি বিল্ডিং, ব্লক নং ১, বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীরূপেন্দ্রনাথ দেবশর্মা মজুমদার।

(৪৩) অমরসি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমরসি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীরাজেন্দ্র দাস অধিকারী

(৪৪) দয়কোষ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী

(৪৫) পাটনা গৌড়ীয় মঠ

১০০ মিঠাপুর, পাটনা।

(৪৬) গয়া গৌড়ীয় মঠ

হিল সাইড, চার্চ রোড, গয়া

রক্ষক—শ্রীসদানন্দ ব্রহ্মচারী বাগচুরণ

(৪৭) ঢাকেশ্বর গৌড়ীয়মঠ ঢাকেশ্বর

রক্ষক—শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয়

৩ গ্লাস্টার হাউস, এলবার্ট পার্ক রোড

ড্র্যাট ৭, লণ্ডন

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ।

(৪৯) বার্লিন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

Berlin W. 30

Eisenacher strasse 29 I

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গভাষায় প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবত,—প্রথম ৪৲
দ্বিতীয় হইতে পঞ্চম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ৩৸৹
প্রতিখানা স্কন্ধের প্রতিখণ্ড ৸/০
২। অনুভাষ্য সমেত শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। অনুভাষ্য সমেত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। নবদ্বীপ-পঞ্জী ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড - - ৩য় খণ্ড—১৲, ৪র্থ খণ্ড—৸০;
৩য় খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—১৲; ২য় খণ্ড ৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব—১৲
৮। সংক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার-দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণবপ্রশ্ন ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত বিরুদ্ধ-মত ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। ঈশোপনিষদ্ ।০
১৮। [illegible] ।০
১৯। ভক্তিবিবেক [illegible] (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৸/০
২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৸/০
২২। [illegible] ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যমতমঞ্জুষা ও শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ (বাঁধা)
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
২৬। গীতার কেবল মূল-ভাষ্য ।০
২৭। [illegible] ২৲
২৮। [illegible] ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸
৩০। দীপ-নির্ব্বাপন ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৵০
৩২। গোস্বামী প্রভুপাদ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। [illegible] (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। শ্রীকৃষ্ণলীলা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ খণ্ড ৵০
৩৮। শ্রী-নবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। [illegible] ।০
৪০। শরণাগতি ৴০
৪১। গীতাবলী ৴০
৪২। চিত্রে নবদ্বীপ ১।০
৪৩। কল্যাণ ৴০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৴০
৪৬। অর্চ্চনপদ্ধতি ৴০
৪৭। সদাচারবৃত্তিঃ ৴০
৪৮। অমৃতপ্রবাহভাষ্য (৩য় সংস্করণ) ৴১০
৪৯। [illegible] ৫১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। ভক্তমালাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৴০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৬০। নামাপরাধ ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যলীলামৃত নাটকঃ ।০
৬১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী [illegible] ।০
৬২। সটীক শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৬৩। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৪। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৷৴০
৬৫। গৌড়ীয়মঠ পাঠ্যম্ ৴০
৬৬। নামাষ্টকম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৭। রায় রামানন্দ ৸০
৬৮। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন্ বেদান্ত ।০
৬৯। নামভজন ।০
৭০। বেদান্ত—ইটস্ মর্ফলজি অ্যাণ্ড অন্টোলজি ।০
৭১। রেলেটিভ ওয়ার্ল্ডস্ ৷৴০
৭২। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।০
৭৩। বৈষ্ণবিজম্ ।০
৭৪। [illegible] গৌড়ীয়মঠ [illegible] ৴০
৭৫। দি ভাগবত ।০
৭৬। ভেদান্তিক প্রিন্সিপল্স অ্যাণ্ড [illegible] ।০
৭৭। [illegible] ২।০
৭৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম ভাগ) ১৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৭৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮০। সাধন-পথ ।০
৮১। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৮২। গীতাবলী ৴০
৮৩। শরণাগতি ৴০

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৮৪। শরণাগতি ৴০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত জ্বরে এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ॥৴০ আনা, বড় বোতল ১৶০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।
অথবা
পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

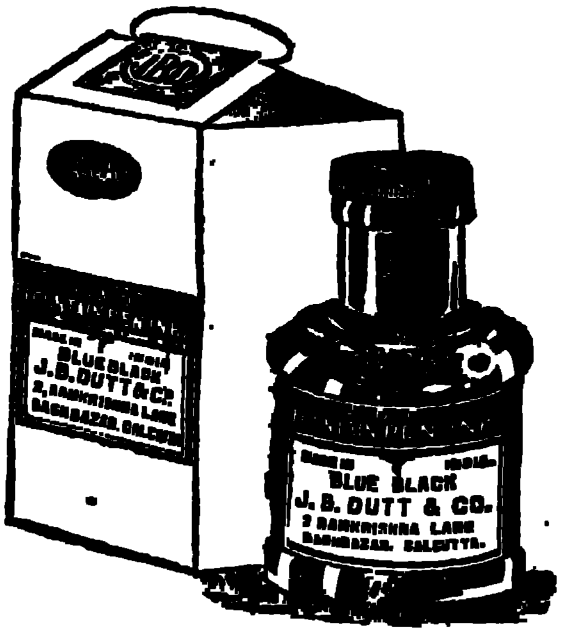

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউণ্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। উহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।
জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং
কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার
কলিকাতা

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে বর্ণানুক্রমে শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তশাস্ত্রী-সম্পাদিত ও
ডাঃ শ্রীকুঞ্জবিহারী ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভারতী এম, এস, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সুবর্ণ সুযোগ ! সুবর্ণ সুযোগ !

শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদরচিত গৌড়ীয়ভাষ্য সহিত

বিরাট গ্রন্থ

শ্রীশ্রীচৈতন্য ভাগবত

গ্রন্থের আয়তন :—ক্রাউন কোয়ার্টো মূল ১০৯৬ পৃষ্ঠা, সূচীপত্র ২৪৪ পৃষ্ঠা, মোট ১৩৪০ পৃষ্ঠা

ভিক্ষা বাঁধাই মাত্র ৭ সাত টাকা

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা

নদীয়া সার্টিফিকেট আদালতের নীলাম ইস্তাহার

কেস্ নং এবং কোর্টের নাম	নীলাম ইস্তাহার (A) (B) ব (C) ধারায় প্রকাশিত	ডিক্রিদার	দেনাদার	যে দাবীর অনুসন্ধানে বিক্রয়ের আদেশ হইয়াছে	বিক্রয়ের স্থান তারিখ ও সময়	কি স্বত্ব, জোত	থানা, মৌজার নাম ও গ্রাম	খতিয়ান নং প্রভৃতি (জানা থাকিলে) অথবা অন্য প্রয়োজনীয় বিবরণ	জমির পরিমাণ (জানা থাকিলে)	জমা (জানা থাকিলে)	মন্তব্য
			৪	৫					১০	১১	১২
১০০ A, ৩৩।৩৪ [illegible] সার্টিফিকেট আদালত		নগীন্দ্রমোহন আচার্য্য	[illegible] মণ্ডল দিং	১০৫৸/০	২১।৬।৩৫	স্থায়ি মৌরসী	থানা দৌলতপুর মৌজে [illegible]	৩৯৫ খতিয়ান	৫.১০	[illegible]	নগীন্দ্রমোহন আচার্য্য
৭০ A, ৩৩।৩৫		ঐ	[illegible] বেওয়া	১৮৶	২১।৬।৩৫		থানা ঐ মৌজে [illegible]	৭৭৯ খতিয়ান	.২৮	৪৸/০	
১৩৭ A, ৩৩।৩৫			[illegible] সর্দ্দার	৮৸/১১	৪।৭।৩৫	স্থায়ী মধ্যস্বত্ব	থানা ঐ মৌজে [illegible]	৮৭১ খতিয়ান	.৮৮	২৸/৮	
১৩১ A, ৩৩।৩৫			[illegible] সর্দ্দার	১১৸/৫	১৩।৭।৩৫	স্থায়ি মৌরসী	থানা ঐ মৌজে [illegible]	৬৩৮ খতিয়ান	.৮৭	৩/৯	
১৩০ A, ৩৩।৩৫			[illegible] সর্দ্দার	২৸/১	১৩।৭।৩৫	স্থায়ি মধ্যস্বত্ব	থানা ঐ মৌজে [illegible]	৬৯০ খতিয়ান	.৫০	২৸/০	
২০০ N, R, ৩৩।৩৫			গিরিবালা দেবী দিং	১১।৶০	২০।৬।৩৫		থানা কৃষ্ণনগর মৌজে [illegible]	১৩ খতিয়ান	.৪১	[illegible]	
১১০ N, R, ৩৩।৩৫			[illegible] শেখ	১৪/০	২২।৬।৩৫	[illegible]	থানা ও মৌজে কৃষ্ণনগর	৫০ খতিয়ান	.১৬	১।৶০	
১৩০ R, P, ৩৩।৩৫	রায় পালচৌধুরী	হরি ঘোষ	৪০৶/৯	২১।৬।৩৫	স্থায়ি মৌরসী	থানা কৃষ্ণনগর মৌজে [illegible]	৫৩৮ খতিয়ান	.৯৮	[illegible]	রায় পালচৌধুরী
৫২ R, P, ৩৩।৩৫		ঐ	[illegible] দিং	[illegible]	২৪।৬।৩৫	ঐ	থানা [illegible] মৌজে [illegible]	৪০ খতিয়ান	৪.৮৫	১০৸/৩	
৫৩০ M. R, ৩৩।৩৫		গৌরীশঙ্কর রায় বাহাদুর	[illegible] বন্দ্যোপাধ্যায় দিং	৬৬৸/৯	২৪।৬।৩৫	মধ্যস্বত্ব [illegible]	থানা কৃষ্ণনগর	১০১৩ খতিয়ান	১.৫৭	২৫৲	গৌরীশঙ্কর রায় বাহাদুর
১৩৭ R, P, ৩৩।৩৫		রায় পালচৌধুরী	[illegible] বেওয়া	২৸/৭	২৪।৬।৩৫	স্থায়ি মৌরসী	থানা দৌলতপুর মৌজে [illegible]	৩৩৮ খতিয়ান	.১১	৪০	রায় পালচৌধুরী

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'ঠাকুর' নবদ্বীপ

দৈ নি ক

Gc 1544

নদীয়াপ্রকাশ
THE
NADIA-PRAKASH

"নৈষ্কর্ম্মনিরত"
বড় অক্ষরে মূল ও
অনুবাদসহ প্রকাশিত
হইয়াছে। কাগজ ও
ছাপা অতি উত্তম।
ভিক্ষা ।০ মাত্র
শ্রীচৈতন্যমঠ,
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

"গৌড়ীয়"
৭ম বর্ষ হইতে
১১শ বর্ষ পর্য্যন্ত
প্রতি বর্ষ কাপড়ে
বাঁধাই
ভিক্ষা ৩।০ মাত্র।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ
বাগবাজার, কলিকাতা

[illegible]

১০ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৩০শে বৈশাখ, সোমবার ১৩৪২, ১৩ই মে ১৯৩৫ [৬১শ সংখ্যা

শ্রীমায়াপুর পাঠশালা

—:০:—

জুবিলী উৎসবে অনুষ্ঠানমালা

শ্রীমায়াপুর নিম্নপ্রাথমিক পাঠশালার ছাত্র সংখ্যা প্রায় ১০০ জন। তিন জন অভিজ্ঞ শিক্ষক এই পাঠশালায় শিক্ষাদান কার্য্যে নিযুক্ত। শিক্ষকগণের অক্লান্ত শ্রীযুক্ত অধ্যক্ষ সান্যাল মহাশয়ের বিশেষ চেষ্টা যত্ন, উদ্যম ও পরিশ্রমের ফলে গত ৬ই মে মহামহিমান্বিত ভারত-সম্রাট পঞ্চম জর্জের 'সিলভার জুবিলী' উক্ত পাঠশালায় বিশেষ সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। বিদ্যালয়-গৃহটি কাগজের ফুল ও ইউনিয়ন-জ্যাক-পতাকাবলী অতি মনোরমভাবে সাজান হইয়াছিল। ৩০টি বালক ও বালিকাদের রাজভক্তিসূচক আবৃত্তিটি বেশ চমৎকার হইয়াছিল। এতদুপলক্ষে কয়েকটি বালিকা সূচিকার্য্যে কয়েকটি সুন্দর রুমাল প্রস্তুত করিয়াছিল। ছোট বালিকাদের পক্ষে এই সকল কার্য্য বিশেষ প্রশংসনীয়। রুমালে কে কি অঙ্কিত করিয়াছিল, তাহা নিম্নে প্রকাশিত হইল।

(১) কল্যাণী দত্ত—বয়স ৯ বৎসর—ঐ রুমালে God bless silver Jubilee, Sridham Mayapur. 6 5 35—৪ দিকে ৪টী পদ্ম; নীচে রাজমুকুট; (২) সুধারাণী দেবী—৮ বৎসর—God bless silver Jubilee 6. 5. 35;—৪ দিকে ৪টী প্রজাপতি; (৩) রাধারাণী—৯ বৎসর—[illegible] সুন্দর সাজান; (৪) [illegible] সরকার—৭ বৎসর—ভগবান্ সম্রাটকে রক্ষা করুন; (৫) [illegible] সরকার—৭ বৎসর—রজত জুবিলী মঙ্গল হউক ৬ ৫-৩৫

রজত-জুবিলী উপলক্ষে
শিশু-সঙ্গীত

(১)

বিজয়-বৈজয়ন্তী কেননে আঁকিয়া
পীত প্রতি জনায়।
একি উন্মাদনা!
মঙ্গল-বাজনা
কেন বাজে আজি?
এ দেশময়।

(২)

জুবিলী বারতা
হরষের গাথা
গাহিয়া অনিল
ভারতময়।
সমাদরে মেতে
ভারত-সম্রাটে
দেশে দেশে রটে
জাতীয় জয়।

(৩)

রাজার সংসারে
ছুটেছে হরষে
সুখে এক সনে
বসে বিদ্যালয়।
দুকাকে সুন্দর
হয়ে বিষণ্ণ
তাই প্রকাশ
পূরবে রাজায়।

(৪)

হে বিদেশ! হে দেশ!!
রাখ সবে জয়
রাখি হে অশীষ্
রাজন শ্রীপায়।
তারকাবিশিষ্ট
সম্রাট্ সম্পত্তি
অতি সবে তাঁরা
লভুন বিজয়।

(৫)

মোরা শিশুমতি
হবে রাজ-প্রীতি
এবে মো সবের
সুখপ্রায়।
জনক জুবিলী
তাই সবে মিলি'
রাখি হে রাজায়
হে করুণাময়!!

[শ্রীধাম মায়াপুরস্থিত পাঠশালার]
বালক বালিকাগণ

ছাত্রদের উক্ত দিবস অপরাহ্নে ক্রীড়া-কৌতুক হইয়াছে। তাহাতে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকারকারী বালকদিগকে পুরস্কার দেওয়া হইয়াছে। ক্রীড়াতে বালক বালিকাদিগকে মিঠাই বিতরণ করা হইয়াছিল।

প্রতারণার অভিযোগে অধ্যাপক

বি-এ ডিগ্রী লাভ করিবার উদ্দেশ্যে ছাত্র সমরেশচন্দ্র মুখার্জি বলিয়া পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক অর্থদানে পরীক্ষা দিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রতারিত করিবার চেষ্টার অভিযোগে রিপন কলেজের অধ্যাপক অশ্বিনীকুমার গুপ্তকে এবং ঐ কার্য্যে সহায়তা করিবার অভিযোগে তাহার ছাত্র সমরেশ চন্দ্র মুখার্জিকে আলিপুর সদর প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে অভিযুক্ত করা হয়। একটি দরখাস্তে মিঃ বি ব্যানার্জী মামলার উদ্বোধন কালে বলেন, বি-এ ডিগ্রী লাভের জন্য এই মামলার সৃষ্টি। ঐ উপাধি লাভের জন্য যে উপায় অবলম্বিত হইয়াছে তাহা যেরূপ নূতন তদ্রূপ বিস্ময়। এই অভিযোগের বিবরণ [illegible] হইতেই বেশ উপলব্ধি হইবে যে, আসামী অশ্বিনী কুমার গুপ্ত রিপন কলেজের একজন অধ্যাপক এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কৃতী ছাত্র। তিনি বেথুন কলেজের প্রিন্সিপ্যাল শ্রীযুক্ত [illegible] দাসের ভাই এবং তার বাঁশবনের [illegible]। অশ্বিনীকুমার দ্বিতীয় আসামী সমরেশের গৃহশিক্ষক এবং তিনি মাসিক ৫০৲ টাকা করিয়া বেতন পাইতেন। তিনি দ্বিতীয় আসামীকে অধ্যাপনা বিষয়ে পড়াইতেন। দ্বিতীয় আসামীর পদমর্য্যাদাও কম নহে। তিনি কলিকাতা হাইকোর্টের এডভোকেট পরলোকগত সতীশচন্দ্র মুখার্জির পুত্র এবং বিখ্যাত কয়লার ব্যবসায়ী মিঃ চক্রবর্ত্তী সি ব্যানার্জির পৌত্র। তিনি ১৩০ নং আপার সার্কুলার রোডে টাওয়ার হাউসে তাঁহার পিতামহের সহিত বাস করিতেছিলেন। উভয় আসামীই বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ছাত্রকে বি-এ ডিগ্রী লাভ করাবার উদ্দেশ্যে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়, কিন্তু ঠিক সময়েই কারসাজী ধরা পড়ে।

—

গ্রীসের ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রীর কীর্ত্তি

গ্রীসের ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী মিঃ ভেনিজেলস, জেনারেল প্লাস্টিরাস এবং গ্রীক বিদ্রোহের অপর ৬৯ জন নেতাকে তাহাদের অনুপস্থিতিতে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছে। বিদ্রোহীদের দলে আর যে সমস্ত লোক যোগ দিয়াছেন, তাহাদের প্রতিও যাবজ্জীবন কারাবাসের আদেশ হইয়াছে।

বিদ্রোহের সহিত সংশ্লিষ্ট মঃ পাপানাস্তাসিউ ও মঃ কাফাণ্ডারিস উভয়ে দুই-বার গ্রীসের ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী) এবং অপর তিন জনকে মুক্তি প্রদান করিয়াছেন।

নমো ব্রাহ্মণায়

৩০শে বৈশাখ সোমবার ১৩৪২

রেলওয়ে দুর্ঘটনা

লাইনের দুই পার্শ্বে কোন বেড়া না থাকায় এক লাইনটী রাস্তা হইতে উচ্চ অবস্থিত নহে বলিয়া কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপ ঘাট পর্য্যন্ত নদীয়া ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের যে পাকা রাস্তা আছে, তাহার পার্শ্ব দিয়া উপর অবস্থিত "কৃষ্ণনগর-নবদ্বীপ ঘাট" লাইট রেলওয়ে যাত্রিসাধারণের কত সময়ে যে কত অসুবিধা ঘটাইতেছে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। উক্ত রেলওয়ে কোম্পানীর এই লাইট রেলওয়েটীর কল্যাণে অনেক সময় অনেক গরু বাছুর ইত্যাদি কাটা পড়িয়া মারা যাইতেছে। গত ৬ই মে ২০ এন্ আপ্ ট্রেনটী যখন মহেশগঞ্জ ছাড়িয়া নবদ্বীপ ঘাট ষ্টেশনে যাইতেছিল, তখন অকস্মাৎ সেই ট্রেণের আঘাতে একটী মহিষের দুইটী পায়ের হাড় চুর্ণবিচুর্ণ হইয়াছে। অনুসন্ধানে জানা গেল, রহমান শেখ একটী মহিষ গাড়োয়ান কৃষ্ণনগর হইতে আসিবার সময় পথিমধ্যে … নটগাছের নীচে গাড়ীটী রাখিয়াছিল; ঠিক সেই সময়ে ঐ ট্রেণটী আসিয়া পড়ে। ট্রেণের ধাক্কায় মহিষ দুইটী দৌড়াইতে থাকে এবং ট্রেণের ধাক্কায় একটী মহিষের হাড় চুর্ণবিচুর্ণ হয়।

অনেক কৃষকই বলে যে উক্ত রেলওয়েটী তাহাদের বিশেষ ক্ষতি করিতেছে; ইহার কি কোন প্রতীকার নাই? আমরা এদিকে উক্ত রেলওয়ে কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষগণের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করিতেছি। একেই বর্ত্তমান … গরু মহিষ … পথ … বেলা … আহারের সংস্থান পর্য্যন্ত করিতে পারিতেছে না, তদুপরি যাহার উপর তাহাদের জীবিকা নির্ভর করে সেই পশুধন … যদি পূর্ব্বোক্ত প্রকারে … তাহা হইলে তাহাদের দুঃখের আর পরিসীমা থাকে না।

ভুতের ভুত সাজা

ভুতাভয় কল্পনায় এট পাটকেল বৃষ্টোপরি নিক্ষেপ

কিছুদিন হইতে বাবুপাড়া … দিনাজপুর অধিবাসীদের মনোযোগ একটী … ব্যাপারের প্রতি … হইতেছিল; সন্ধ্যা … এক … ভুত … হইয়াছে।

স্থানীয় মুন্সেফী কোর্টের … নিকটস্থ … বাড়ীতে কিছুদিন … ইট পাটকেল … এবং … আরও … হইতেছিল … বাসা করিয়াছিল ইহা নিশ্চয়ই অপদেবতার কীর্ত্তি।

গত ৫ই মে রবিবার মধ্যরাত্রে নির্ম্মলবাবুর ঐ বাসার পাকা বাড়ীর সংলগ্ন কুঁড়েখানি … অকস্মাৎ দাউদাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠে। পুলিশ জোর তদন্ত করিতে থাকে কিন্তু এই অগ্নিকাণ্ড তখনও রহস্যাবৃত ছিল।

পরদিন রাত্রি ৮টায় নির্ম্মলবাবুর মাতা একটা কিছু দেখিয়া চীৎকার করিয়া উঠেন। অমনি চারিদিক হইতে বহু লোক আসিয়া তাঁহার নিকট জমা হয় ও জানিতে চাহে ব্যাপারটা কি? নির্ম্মলবাবুর মাতা বলেন যে তিনি তাঁহাদেরই পাচিকা চাকরকে একখানা গরুর হাড় হাতে লইয়া আসিতে দেখিয়াছেন; লোকটী ঘরের অন্ধকার … অগ্নিশুচী লুকাইয়া রাখিতেছিল। শ্রীযুক্ত নির্ম্মল বাবু ও অন্যান্য লোকজন চাকরটীকে পাকড়াও করেন এবং সমবেত জনতার কবল হইতে বহু কষ্টে তাহাকে রক্ষা করেন। লোকটীর … গ্রেপ্তার করা হইয়াছে এবং কোমরে দড়ি বাঁধিয়া … এক সঙ্গে আদালতে লইয়া যাওয়া হইয়াছে।

এই সম্পর্কে তিনজন ভদ্রলোকে যোগাড় ও কয়েকজন সম্ভ্রান্ত লোককেও গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। … একটী স্বীকারোক্তি করার ফলেই নাকি উহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

চালাকীতে দ্বিগুণ সাজা

এক আত্মগোপন মামলা সম্পর্কে কলিকাতা পুলিশ কৃষ্ণচন্দ্র পাইন নামে এক ব্যক্তির অনুসন্ধান করিতেছিল। উক্ত কৃষ্ণচন্দ্র পাইনকে গ্রেপ্তারের জন্য হাওড়া জেলার জগৎবল্লভপুর থানার লোকজন কলিকাতার কয়লাঘাটা পুলিশের লোকজনসহ চতুলা গ্রামে যায়। পুলিশ দল সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে এক বাড়ীতে দেখিতে পায় এবং গ্রেপ্তার করে। যখন পুলিশ ঐ বাড়ীর ঘরে খানাতল্লাস করিতে থাকে, সেই সময় ব্যক্তি বাড়ীর লোকজন একখানি ঘরে আগুন লাগাইয়া দেয় ও চীৎকার করিয়া উঠে। ফলে তথায় বেশ একটু চাঞ্চল্য দেখা দেয়। পুলিশদল যখন আগুন নিবাইবার জন্য সেই দিকে ধাবমান হয়, সেই সুযোগে সন্দেহভাজন ব্যক্তি সকলের অজ্ঞাতসারে চম্পট দেয়। পরে থানের … মধ্য দিয়া … তাড়া করিয়া পুনরায় তাহাকে গ্রেপ্তার করা হয়। পুনঃ আগুন লাগাইবার অভিযোগে বাড়ীর এক … গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। … … … … পারা গিয়াছে।

বোকা চোরের জীবন লীলা

দক্ষিণ দিনাজপুরের কুশিডাঙ্গাই হইতে জানা এক সংবাদে প্রকাশ একটা সিঁধেল চোর হাতে হাতে ধরা পড়িলে তাহাকে থামের সহিত বাঁধিয়া রাখা হয়, কিন্তু পুলিশ তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে আসিবার পূর্ব্বেই লোকটী মারা যায়।

দিনাজপুরের নিকটবর্ত্তী কাবুর গ্রামের এক বাড়ীর লোকজন গভীর রাত্রে শব্দ শুনিয়া উঠিয়া পড়ে এবং ঘরের ছাদ হইতে এক ব্যক্তি পা ঝুলিতেছে দেখিতে পায়। তখন গোলযোগ শুনিয়া চারিদিক হইতে অনেক লোক আসিয়া পড়ে।

লোকটী তখন আর পলায়নের চেষ্টা করে না, আত্মসমর্পণ করে। তাহাকে একটা থামের সহিত বাঁধিয়া রাখা হয়; কিন্তু পুলিশ আসিবার পূর্ব্বেই তাহার প্রাণ হানি ঘটে। তাহার এই আকস্মিক মৃত্যুর সঠিক কারণ কি তাহা এখনও বুঝিতে পারা যায় নাই।

তাহার মৃত্যু সম্পর্কীয় তদন্তের পরে এইরূপ বোধ হয় যে, লোকটির স্বাভাবিক কারণেই মৃত্যু হইয়াছে।

ব্যবহৃত কার্ডে চিঠি লিখিবার জের

ব্যবহৃত পোষ্টকার্ডে চিঠি লিখিবার অভিযোগে পুলিশ লুধিয়ানা জেলার কোনও গ্রামের এক বালককে গ্রেপ্তার করিয়াছে। তাহার বয়স ১০ বৎসরও হইবে না। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে, ঐ বালক রাস্তায় একটি লিখিত পোষ্টকার্ড পাইয়া বাল্যসুলভ কৌতূহলবশতঃ উহাতে তাহার অজ্ঞাতকুলশীল কোনও আত্মীয়ের নিকট চিঠি লিখিয়া ডাকে দেয়। ডাক বিভাগের অভিযোগ অনুযায়ী পুলিশ ঐ বালককে গ্রেপ্তার করে।

দেড় হাজার লোক গৃহহীন

নীলফামারী থানার অন্তর্গত দিবা গ্রামে ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ডের ফলে ১৬০টী গৃহ ভস্মীভূত হইয়াছে। ক্ষতির পরিমাণ পনর হাজার টাকা। ছইদিন ধরিয়া আগুন জ্বলিতে থাকে জলের অভাবে আগুন নিভানো সম্ভব হয় নাই।

রাণীগঞ্জে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা

একটি সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার খবর রাণীগঞ্জ হইতে ১৫ই মে বর্দ্ধমানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট দলবল সহ ঘটনাস্থলে দ্রুত বেগে রওনা হইয়া গিয়াছেন। প্রকাশ যে, অনধিক আহতের মধ্যে আঘাত গুরুতর হইয়াছে।

কলিকাতার বাজার দর

চাউলের দর

প্রতি মণ

বালাম	
বাঁকা চাল	৫৸৵০
কাটারীভোগ	৫৸৵০-৫৸৵০
বাঁকতুলসী	৫৸৵০
বাদশা	৫৸৵০
ঐ পুরাতন	৫৷০
পাটনাই উৎকৃষ্ট	৪৲
একারেক কোলাদিহী	৩৸৵০
সিদ্ধ রেঙ্গুণ	২৸৵০

চিনির দর

সাদা দানা বেজি	৯৷০-৯৸৵০
দেশী সাদা দানা	৮৸৵০-৯৷০
„ লাল „	৮৷৵০-৮৸৵০
আতপ -	
নূতন আতপ	৩৸৵০-৩৸৵০
দেশোয়ারী	৮৷০-৮৸০
বাঁকতুলসী আতপ	৪৸৵০-৪৸৵০
ঐ মাঝারি	৪৷০-৪৸০
পাটনাই আতপ	৪৷০-৪৸৵০
কাটারীভোগ	৫৸০
ঐ রেঙ্গুণ	২৸০

ঘৃতের দর

মাখমীতা প্রতি মণ	৫২৲
কাশী গাওয়া	৫৯৲
বাজা গাওয়া	৪৫৲
টেকা পুরাণো	৪৲

আটা ও ময়দার দর

পেটেণ্ট ময়দা প্রতি মণ	৫৷৵
গৃহস্থালীর ব্যবহারোপযোগী	৪৸০
আটা (বি)	৪৸০
সুজী	৫৵০-৫৷০
আটা (এস)	৪৷৵০-৪৸০
„ (২)	৪৷৵০-৪৸৵০
„ (কে)	৪৷০-৪৷৵০
„ (৩)	৩৸৵০-৩৸০

সোণা-রূপা

প্রতি ভরি

টাকশালের বার „ „		৩৫৵০
বড়ালের বার „ „		৩৪৷৵০
গিনি „ „		৩২৵০
চাঁদির বার	প্রতি ১০০ ভরি	৬৪৲
ঐ দুবরা „ „ „		৬৪৷০

লৌহ ও হার্ডওয়ার

টাটার তৈয়ারী প্রতি হন্দর

লোহার কড়ি (ক্রশ বা ষ্টার মার্ক)	৬৵০-৬৷০
ঐ বে-মার্কা হালকা ওজন	৫৸৵০-৫৸৵০
বরগা (টী-আয়রণ)	৬৷০-৬৸৵০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৬৲ ৬৸৵০

মহেন্দ্রকুমার মল্লিক এণ্ড সন্স লিঃ

লোহাপটি, বড়বাজার, কলিকাতা

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ
বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
—পারমার্থিক পত্র—
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১০ম বর্ষ | ২৫ মধুসূদন গৌরাব্দ ৪৪৯, ৩০শে বৈশাখ বঙ্গাব্দ ১৩৪২, ১৩ই মে ইং ১৯৩৫ সোমবার | ৬২তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

যোগপীঠে শ্রীল প্রভুপাদ

শ্রীল প্রভুপাদ গত ২৩শে বৈশাখ শ্রীধাম মায়াপুরে শুভবিজয় করিয়া পূর্ব্বাহ্ণ নয় ঘটিকার সময় স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের জন্মভিটা শ্রীযোগপীঠ ও শ্রীগৌরকুণ্ডের কার্য্যাদি পরিদর্শন করিয়াছেন। গত ২৭শে বৈশাখ সন্ধ্যাকালে তিনি পুনরায় শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শ্রীযোগপীঠে গমন করিয়াছিলেন। বহু ভক্ত শ্রীল প্রভুপাদের অনুগমন করিয়াছিলেন। ভক্তগণ-সমভিব্যাহারে শ্রীল প্রভুপাদ গৌরকুণ্ড পরিক্রমা করিয়া শ্রীযোগপীঠের মন্দিরে উপবেশন করিলে ভক্তগণ আচার্য্যদেবের চতুর্দ্দিকে উপবেশন করেন। যদিও দিনের বেলায় প্রখর উত্তাপ ছিল, তথাপি যেন শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবার জন্যই শ্রীল প্রভুপাদের উপবেশন-সময়ে সুশীতল সমীরণ প্রবাহিত হইতে থাকে। ক্রমশঃ স্থানীয় অনেক ভক্ত আসিয়া তথায় স্থান গ্রহণ করিতে থাকেন। এই সময় কলিকাতা হইতে শ্রীপাদ প্যারীমোহন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী কাব্যকোবিদ ও শ্রীপাদ গৌরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মে উপস্থিত হন।

শ্রীল প্রভুপাদের কৃপাদেশে শ্রীপাদ [illegible] ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় মূল-গায়করূপে "পীতবরণ কলিপাবন গোরা" "যশোমতীনন্দন ব্রজবরনাগর গোকুলরঞ্জন কান" প্রভৃতি গৌরগুণগাথা ও কৃষ্ণগুণানু-কীর্ত্তনাদি মৃদঙ্গ-করতালাদির সংযোগে কীর্ত্তন করিতে থাকেন। বৈদ্যুতিক আলোকমালা চতুর্দ্দিক আলোকিত করিয়া সেবালোকে বিরাজ করিতেছিল। এদিকে উক্ত সুমধুর সংকীর্ত্তন সংকীর্ত্তন-সেনাপতি গৌরশক্তি আচার্য্যবর্য্যের শুভবিজয়কালে সর্ব্বসাধারণের আকর্ষণ করিতে থাকে। একদিকে সুবিশাল গগনে তারকাগণ বেষ্টিত হইয়া অষ্টমীর চন্দ্রকলা বিরাজিত, অপরদিকে অদ্ভুত মন্দিরাদিতে ভক্তবৃন্দমণ্ডলীর মধ্যস্থলে আচার্য্যসুধাকর বিরাজমান। গগনকর্ষক সুমধুর সংকীর্ত্তনধ্বনি দিকে দিকে বিস্তারিত। এমন মধুর দৃশ্য কেহ কখনও দর্শন করিয়াছেন কিনা জানি না।

গৌড়ীয়মঠে শ্রীল প্রভুপাদ

আনন্দের পর আনন্দের সৌন্দর্য্য ফুটাইয়া তুলিবার জন্যই বোধ হয় আনন্দ-আধার মাঝে মাঝে দর্শনের অন্তরালে গমন করিয়া থাকেন। এক্ষেত্রে আমাদের অদৃষ্টে তাহাই হইল। গত [illegible] আচার্য্যের অনুগমনে শ্রীচৈতন্যমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম, কিন্তু রাত্রি প্রভাত হওয়ার একঘণ্টা পূর্ব্বে সংবাদ পাইলাম, শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে কৃষ্ণনগর হইয়া কলিকাতা গৌড়ীয়মঠে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন। মঠসেবকগণ সকলেই অতি ত্বরায় আচার্য্যপাদপদ্মসমীপে গমন করিলেন। তাঁহাদের অশ্রুভারাক্রান্ত নয়নের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া হৃদিতে সর্ব্বদা সেবায় নিযুক্ত থাকিবার জন্য উপদেশ দিয়া শ্রীল প্রভুপাদ যাত্রা করিলেন। সঙ্গে মহোপদেশক অধ্যাপক আচার্য্যত্রিক পণ্ডিত শ্রীপাদ নারায়ণদাস অধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিসুধাকর, মহোপদেশক শ্রীপাদ [illegible] ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ [illegible] ব্রহ্মচারী [illegible] প্রভৃতি [illegible] ৪৮ নং ডাউন ট্রেনে ১-৪৫ নম্বর [illegible] কলিকাতায় পৌঁছেন।

২৪ পরগণায় সাগর মহারাজ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ কলিকাতা গৌড়ীয়মঠ হইতে গত ১৫ মে কৃষ্ণনগর কুশকুটীতে গমন করিয়াছিলেন। তথা হইতে শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ২৪ পরগণা জেলায় প্রচারে বহির্গত হইয়াছেন।

ঝান্সি জেলায় শ্রৌতী মহারাজ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ গত ২৩শে এপ্রিল ঝান্সিতে শুভবিজয় করেন। তথায় কয়েকদিন প্রচার করিয়া গত ১লা মে বুন্দেলখণ্ড জেলার অন্তর্গত দাতিয়া নামক ষ্টেটে গমন করেন। এই স্থানে কয়েকদিন প্রচার করিয়া স্বামীজী গত ৬ই মে ললিতপুর নামক স্থানে গমন করেন। ঝান্সী জেলার অন্তর্গত একটি মহকুমা। উক্ত স্থানে প্রচারাদের স্বামীজীর অনুষ্ঠানগণের গমনের কথা। এই অবতীর্ণগণের ত্রিদণ্ডিভিক্ষুর বিষয় গৌড়ীয়বৈষ্ণবগণ সকলেই অবগত আছেন। সংসারের জনগণের সকলেরই কর্ত্তব্য উক্ত ত্রিদণ্ডিভিক্ষুর অনুসরণ করা।

বালিয়াটীতে ভারতী মহারাজ

ত্রিদণ্ডিস্বামী বাগ্মিপ্রবর শ্রীপাদ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে বালিয়াটিতে শুভবিজয় করিয়া বার্ষিক মহোৎসবে যোগদান করিয়াছেন। [illegible] ২৮, ২৯ ও ৩০ বৈশাখ হইতে ঐ মহোৎসব আরম্ভ [illegible] তাহা শেষ হইয়াছে। স্বামীজী কলিকাতা হইতে ট্রেনে গোয়ালন্দ, তথা হইতে ষ্টীমারে আরিচা এবং আরিচা হইতে পরে যান মোটরে [illegible] হইতে ১০ ঘটিকার সময় [illegible] অভিরামের ঘাটে পৌঁছেন। তথা হইতে বালিয়াটীর ভক্তবৃন্দ সংকীর্ত্তন সহ স্বামীজীকে অভ্যর্থনা করেন এবং পাল্কীতে লইয়া যান। স্বামীজী গত ২৪শে বৈশাখ শ্রীগদাইগৌরাঙ্গমঠে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং তাহাতে গৌরাঙ্গ-লীলা প্রদর্শন করিয়াছেন। দিব্যচক্ষু-রবাণী উক্ত মহোৎসব স্বামীজীর কার্য্যকুশলতায় মহাসমারোহে সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে।

সরভোগ গৌড়ীয়মঠে আশ্রম মহারাজ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ শ্রীধাম মায়াপুর হইতে যাত্রা করিয়া গত ২৪শে বৈশাখ কৃষ্ণনগর কুশকুটীতে গমন করেন। তথা হইতে তৎপর দিবস আসামপ্রদেশস্থ সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ-অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। স্বামীজীর ন্যায় সরল ও বিজ্ঞ স্বভাবাপন্ন আচারবান্ প্রচারককে পাইয়া ওখানকার জনসাধারণ যে বিশেষ আনন্দিত হইয়াছেন তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। তাঁহার ঐ দেশব্যাপী অনুসরণে সকলেরই বিশেষ উপকার হইবে।

যশোহরে অরণ্য মহারাজ

গত ২[illegible]শে বৈশাখের সংবাদে প্রকাশ, ত্রিদণ্ডী [illegible] যশোহর জেলার [illegible] ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী প্রচার করিতেছেন।

২৫ মধুসূদন [illegible] ৪৪৯

ভ্রম-বৈচিত্র্য

বদ্ধজীবমাত্রেই ভ্রান্ত বলিয়া নিজ নির্ণয়ে অসমর্থ এবং অবিশ্বাস্য। অন্তর্যামী ভগবানের সহিত যোগযুক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত জীবমাত্রেই ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা ও করণাপাটব এই দোষচতুষ্টয়ের অধিকার; কিন্তু সর্ব্বজ্ঞানের নিদান শ্রীহরি, শ্রীগুরু ও শ্রীবৈষ্ণবের কোনও দোষের অবকাশ নাই। সুতরাং দোষচতুষ্টয়রহিত মহাজনবাক্য—শ্রীগুরুবাক্য, শাস্ত্রবাক্য ব্যতীত অন্য কাহারও কথায় আস্থা স্থাপন বা অন্য কাহারও উপদেশানুসারে ভ্রান্তিশূন্য হইবার বাসনা যে দুরাশা তাহাতে আর সন্দেহ কি? যাঁহারা সর্ব্বতোভাবে অকপটে অবরোহ শ্রৌতপথে নিত্যজীবনের পাথেয়-লাভেচ্ছু, তাঁহারা একমাত্র মহতের পথ—অবরোহ শ্রৌতপথ অবলম্বন এবং গুরুবাক্য বা সাধু শাস্ত্রবাক্যেরই অনুগামী হন এবং কুকল্পিত [illegible] অসূয়ক ও নরকপ্রদ আধুনিক মতবাদগণের কথায় কর্ণপাত না করিয়া সেগুলিকে পরিহার করেন বা উপেক্ষা করিয়া থাকেন। যাঁহারা নিজেই নিজের উপর আস্থা বা বিশ্বাস রাখেন, জীবন্ত মহাজনের বা ভগবানের নিকট কৃপা করিয়া নিতে চাহেন না, যাঁহারা বাস্তবসত্যের জন্য অবিচলিত শ্রদ্ধা লইয়া শ্রীগুরুদেবের নিকট আকুলপ্রাণে ব্যাকুলতা বা আত্মনিবেদনপূর্ব্বক পদাশ্রয়ে নিজেকে দান বা বিক্রয় করিতে পারেন নাই, তাঁহাদের অজ্ঞতা ঘুচিলে বা তাঁহাদের নিকট কৃপা-চক্ষু খুলিলে তখন ভ্রান্তি আমাদের কতটুকু মঙ্গল হইবে, আবার [illegible] সম্পূর্ণ ধৈর্য্য ও স্থির চিত্তে তাহা আলোচনা করিবার সময় পান বা তাহা জানিবার জন্য উৎগ্রীব হন তাহা হইলে তাঁহারা তুলনা-আলোচনা বুঝিবার সুযোগ লাভ করিতে পারেন।

নিজে অন্ততঃ শ্রৌতপন্থী না হইতে পারিলে, শ্রুতিপন্থার অযোগ্য পুত্রাভিমান হৃদয়ে স্থান না পাইলে কুতর্কপরায়ণ মনোধর্ম্মী জীবগণকে সেই মঙ্গলময় পথে আকর্ষণ করা অসম্ভব। সেইজন্য শাস্ত্র "নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যঃ" এই অমূল্য বাক্যের অবতারণা করিয়াছেন। যদি একান্ত অন্ততঃ নিঃসন্দিগ্ধ সাধুর সঙ্গ না হয় তাহা হইলে ভ্রম-বৈচিত্র্য উপলব্ধি ত দূরের কথা, সাধারণ-ভাবে হৃদ্য হইতেও পরিত্রাণ পাওয়া দুষ্কর হইয়া উঠে। অনন্তর তাহাদের আর [illegible] ভ্রম তুচ্ছ পদার্থের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া জীবনের অমূল্য আকর্ষণ হইতে নিজেকে বঞ্চিত করা ব্যতীত গত্যন্তর থাকে না। সুতরাং আর সহায়হীন না থাকিয়া দুর্দ্দিনের এক মাত্র বন্ধু অসহায়ের একমাত্র সহায় শ্রীগুরুপাদপদ্মকে নিজের একমাত্র অবলম্বন বা সহায় জানিয়া সম্মুখে অন্ততঃ নিজেকে তাঁহার অনুগত বা এক মনে করা বিশেষ দরকার। বিবাদপ্রিয়গণের সাধুর এই সব কথায় উদাসীন না হওয়া প্রয়োজন; নতুবা সেই সব জ্ঞানের ভ্রমনিবৃত্তি বা ভ্রম-বৈচিত্র্যোপলব্ধি না হইতে পারে না। তাই বলি, হে জগদ্বাসিগণ! আপনারা অন্ততঃ কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়াও এ বিষয়ে একবার দৃষ্টি করিয়া দেখুন, দেখিবেন শ্রদ্ধাক্রমে অমৃতময় ফল নিশ্চয়ই পাইবেন। আর যদি দুর্ভাগ্যবশতঃ একান্ত অধ্যবসায়ে বঞ্চিত হন, তাহা হইলে না হয় একবার দেখিয়া শুনিয়া ত্যাগ করিবেন। এসব কথা আপনারা গ্রহণ করুন বা না করুন, অন্ততঃ সহৃদয়তাপূর্ণ আচার্য্যের অহৈতুকী দয়াময় চেষ্টার বিষয় একবার মন দিয়া শ্রবণ করুন। আপনারা স্বতন্ত্র, এসব কথা জানিয়া গ্রহণ করিতেও পারেন, না করিতেও পারেন, আমাদের কথাগুলি নিন্দা বা অনুমোদন করিতেও পারেন বা না করিতেও পারেন; কিন্তু এসব কথা উত্তমরূপে না শুনিয়া আপনারা এক তরফা ডিক্রী ডিস্‌মিস্ করিতেছেন বলিয়া আমাদের মনোব্যথা যাইতেছে না। অসৎ এই মৌখিক আলোচনাতে থাকুক, এই মনোব্যথা লইয়া বসিয়ে থাকিতে পারি না বলিয়া দীন আমরা পুনঃ পুনঃ আপনাদের নিকট এই অনুরোধ জানাইতেছি।

- - -

যে বস্তু যাহা নহে তাহাকে তাহা বলিয়া জ্ঞান করাই ভ্রম। রজ্জুতে সর্পভ্রম, শুক্তিতে রজতভ্রম প্রভৃতি ইহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তারপর বদ্ধ থাকিয়া মায়ায় যাহা করে অর্থাৎ যখন মায়িক ভোগবিলাস প্রবল হয়, জীবের নিত্য বাস্তবিকতাকে আবৃত করে, তদবস্থায় জীবের আনন্দ-ভ্রম ও বৈকুণ্ঠভ্রম বলিয়া দুইটী বিভিন্ন ভ্রান্তি উদিত হয়। আনন্দময়-ধাম শ্রীকৃষ্ণের সহিত সেবা-সেবকভাবে নিত্যাবস্থিতির আনন্দের জননী স্বরূপ কিন্তু আনন্দময়ের কথা বাদ দিয়া ইন্দ্রিয়সুখকেই যেখানে আনন্দ বলিয়া মনে করে তাহাকে আনন্দ-ভ্রম বলা যায়। রজ্জুতে সর্পভ্রমের ন্যায় আনন্দাভাসরূপ জড়সুখকেই আনন্দ বলিয়া ভ্রম করা কর্ম্ম-কাণ্ডময় জড় জীবের পক্ষে স্বাভাবিক। যে আনন্দ-ভ্রমে এ জগতের প্রায় সকলেই পতিত, সেই জীবমনোহারী আনন্দভ্রম আবার দুইপ্রকার দৃষ্টান্তময় ও প্রত্যক্ষময়। আমরা চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ প্রভৃতি দ্বারা যে রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ স্পর্শাদি আস্বাদন করি সেই অনিত্য কণিক আনন্দময় দুঃখের ভোগ-সুখকেই দৃষ্টান্তময় বলা যায়; ইহ জন্মে বহু সুকর্ম্মাদি করিয়া পরলোকে স্বর্গাদিভোগ লাভ করিয়া অপরাদি ভোগসুখকে প্রত্যক্ষময় বলিয়া মহাজনগণ কীর্ত্তন করিয়াছেন।

বেদ কর্ম্মফলরূপ স্বর্গাদি ভোগের কথা কীর্ত্তন করিয়া জীবগণকে ক্রমশঃ উন্নতির পথে লইয়া যাইবার চেষ্টা দেখাইয়াছেন। বেদ স্বয়ং ঈশ্বর বলিয়া পণ্ডিতাভিমানী সুধিগণও তাঁহার গূঢ় উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া মোহপ্রাপ্ত হন। সহৃদয় সর্ব্বাগ্রিম ভাগ্যবান্ ব্যক্তিগণই বেদের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য জানিবার সৌভাগ্য পান। পিতা যেরূপ রোগগ্রস্ত সন্তানের আরোগ্যের জন্য বালককে কোন আপাত-চটকময় বস্তু প্রদান করিয়া তাহাকে ঔষধাদি সেবন বা অধ্যয়নাদিতে নিযুক্ত করেন, কিন্তু সেই চটকময় বস্তুর গুণ-দোষ ভবন [illegible] না করিয়া উহার আপাতগুণেরই প্রশংসা করেন, তদ্রূপ বেদ প্রথমতঃ কর্ম্মকাণ্ডের নিন্দা না করিয়া উহার স্বর্গ ও জীবনপূজক বহির্লোকের শিশুগণকে অন্যায় অধর্ম্ম বা পাপাদি হইতে পুণ্যময় অনুশীলন করাইতে চেষ্টা করেন। আবার যখন তাহারা পুণ্যে প্রতিষ্ঠিত হয় তখন তাহাদের নিবৃত্তির কথা শুনাইবার জন্য বলেন—

"অবিদ্যায়াং বহুধা বর্ত্তমানা
বয়ং কৃতার্থা ইত্যভিমন্যন্তি বালাঃ।
যৎ কর্ম্মিণো ন প্রবেদয়ন্তি
রাগাত্তেনাতুরাঃ ক্ষীণলোকাশ্চ্যবন্তে॥"

(মুণ্ডক ১।২।৭-৯)

[অজ্ঞ ব্যক্তিগণ বহুবিধ অবিদ্যার মধ্যে থাকিয়াই "আমরা কৃতার্থ হইয়াছি"—এইরূপ অভিমান করে। কর্ম্মে অনুরাগ বশতঃ সেই কর্ম্মিগণ প্রকৃততত্ত্বে অনভিজ্ঞ; এইজন্য তাহারা অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া যে স্বর্গাদি লাভ করে, পুণ্যক্ষয় হইলে তথা হইতে পুনরায় চ্যুত হয়।]

শ্রুতিতে যেরূপ কর্ম্মপর উপদেশ আছে তাহা মনুষ্যকে স্বর্গাদি ভোগে আশা দেয় এবং কখনও কখনও ঐরূপ কর্ম্ম দ্বারা ইহ জন্মেই ইন্দ্রিয়সুখভোগের ইচ্ছা হৃদয়ে স্থান পায়। কিন্তু এ সমস্ত শোভন মাত্র। যে ভোগসুখের জন্য বদ্ধ জীব আমরা সর্ব্বক্ষণ লালায়িত ও ব্যস্ত তাহা অনিত্য ও দুঃখজনক হওয়ায় প্রার্থনীয় নয়। সুতরাং তাহাকে সুখ বলিয়া মনে করা জীবের নিশ্চয়ই ভ্রম। ভোক্তা হওয়াতেই ভোগের দ্বারা দুঃখ হয়। আর ভোক্তা না সেবক জীবের সেবাতেই আনন্দ সম্ভবপর। সুতরাং সেবা ছাড়িয়া ভোগাস্পৃহামূলক সুখস্পৃহা আমাদের কর্ত্তব্য নহে।

আমাদের দ্রষ্টব্য—শ্রীমদ্ভাগবত, আচার্য্য, পারমার্থিক, মুনি-ঋষি-গুণাবলী প্রভৃতিতে প্রচুর আছে। কিন্তু আমরা যদি একটু অভিনিবেশসহকারে ইহা চিন্তা করি তাহা হইলে দেখিতে পাইব যে, এ জগতে ভোগপ্রবৃত্ত হওয়ার পূর্ব্বেই ইন্দ্রিয়সুখ আছে যে সমস্তই অনিত্য এবং ভোগ হইবামাত্রই তাহাতে অনিবার্য্য দুঃখের অবতারণা। অজপারী এবং পরমহংস বা বৈষ্ণব পুরুষদিগের চরিত্রই ইহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। অতএব জ্ঞানী ও বিবেচক এ বিষয় অল্প বেশী অবগত আছেন। এই সকল কথা নিজে নিজে আলোচনা করিলে ভাল হয় বলিয়া আমরা এতদ্বিষয়ে আর বেশী কিছু বলিতে চাহি না। তবে স্বর্গের নন্দনকানন, দেবতার সুধা, উর্ব্বশীভোগ এবং অমৃতপানেও যে নিত্য সুখ নাই, গৌরজনসেবাতেই সে আনন্দস্রোত যে অবিচ্ছিন্ন তৈলধারার ন্যায় প্রবাহিত তাহা আমরা গৌরপার্ষদপ্রবর শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের বাণীতে দেখিতে পাই।

কৈবল্যং নরকায়তে ত্রিদশ-
পূরাকাশপুষ্পায়তে
দুর্দ্দান্তেন্দ্রিয়কাল-সর্পপটলী
প্রোৎখাতদংষ্ট্রায়তে।
বিশ্বং পূর্ণসুখায়তে বিধিমহেন্দ্রাদিশ্চ
কীটায়তে
যৎকারুণ্যকটাক্ষবৈভববতাং তং
গৌরমেব স্তুমঃ॥

জীবের ভক্তিসুখই প্রকৃত আনন্দ। তবে প্রাকৃত-সম্ভোগদ্বারা যে সুখানুভব হয় তাহা ক্ষণস্থায়ী ও দুঃখদ। জীবাত্মা ও বিষয়ীর সঙ্গ হইতেই জীব এই আত্মঘাতী অনর্থের কবলে পতিত হয়। জীব আনন্দ-ভ্রমে পড়িয়া নিরানন্দকে আনন্দজ্ঞানে প্রকৃতিকে আলিঙ্গনের আশায় দুঃখসমুদ্রে ডুবে। জীবাত্মা চিদানন্দ-স্বরূপ; পূর্ণচেতন বা পূর্ণবিকশিত চেতনের সেবাই তাহার ধর্ম্ম এবং তাহাতেই তাহার বিমল আনন্দ। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ জড়সঙ্গ হওয়ায় তাহার স্বস্বরূপ বিস্মরণ ও ভোগে সুখাবেশ এ ভ্রান্তি হইয়াছে। তাই জীব ক্রমশঃ পতনোন্মুখ হইয়া দিন দিন নিত্যানন্দ-বিস্মৃত অন্ততঃ আনন্দ-ভ্রমে পড়িয়া কষ্ট পাইতেছে। হরিভজন বা হরিবিমুখ জগতের সকলই আমাদের অধঃপতনের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাই গীতা বলেন—

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ
ক্রোধোঽভিজায়তে॥
ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ
স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ
প্রণশ্যতি॥

প্রাকৃত সহজের [illegible] ব্যাসের দ্বারা জীবের স্বরূপ, [illegible] ও বৈকুণ্ঠবস্তুপাদি [illegible] বহ্বাপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ ও অধ্যক্ষকে [illegible] আনন্দ বলিয়া ভ্রম হইতেছে এবং দুর্ভাগ্যবশতঃ অনেক সময়ে শ্রীভগবান্ ও শ্রীভগবদ্ধাম সম্বন্ধে সংশয় আসিয়া আমাদিগকে বিপথগামী করিতেছে। অসংলগ্ন করিলে আনন্দময় ও বৈকুণ্ঠের অবস্থানই। তখনে প্রাকৃত কোনও বস্তুকে আমরা বৈকুণ্ঠবোধ করিতেছি, পুতুলকে শ্রীবিগ্রহ, প্রাকৃত শরীরকে ভগবদ্দেহ, কর্ম্মপিপাসী বদ্ধজীবকে সদ্গুরু মনে করিয়া ভ্রান্ত হইতেছি। উহাতে আমাদের মঙ্গলের পথ কণ্টকাকীর্ণ হইয়া যাইতেছে বলিয়া আমরা শ্রৌতপথ-পিপাসু না হইয়া বা অকপট-বান্ধবের অসৎসঙ্গের স্পৃহা নিবারণ না করিয়া গড্ডলিকা-স্রোতে গা ভাসাইয়া দিতেছি, অমঙ্গলের পথকে মঙ্গলের পথ বলিয়া বরণ করিতেছি, প্রকৃত সাধুকে বন্ধু বলিয়া হৃদয়ে স্থান দিতে পারিতেছি না—শ্রীনাম, শ্রীধাম, শ্রীমহাপ্রসাদ, শ্রীবৈষ্ণব প্রভৃতিতে আমাদের অপ্রাকৃত বুদ্ধি আসিতেছে না; এমনই আমাদের দুর্দৈব !

এই আনন্দের ও বৈকুণ্ঠের বৈকুণ্ঠাভিধানের পক্ষে প্রধান কণ্টক বা প্রতিবন্ধক স্বরূপ। এর বিষম রোগ হৃদয়ে থাকাকাল পর্য্যন্ত আর শান্তির আশা নাই; সুতরাং এই ভ্রমবুদ্ধির জন্য চেষ্টা করা আদৌ প্রয়োজনীয় বিষয়। বিবেকের দ্বারা এই ভ্রম তিরোহিত হইবার সম্ভাবনা; এতদ্ব্যতীত আর কোন উপায় নাই। আনন্দের ও বৈকুণ্ঠের যে মুহূর্তে অপসারিত হবে সেই মুহূর্তে বৈকুণ্ঠের জীব-হৃদয়ে উদিত হইবে কিন্তু যে বিবেকের দ্বারা এই অসুবিধা নষ্ট হয় তাহা আবার বিবেকী ও বিদ্বান্ সাধুগণের শরণাগত হইবার নয়। সুতরাং প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তি লইয়া তাঁহাদের অনুগত হইবার চেষ্টা করাই একান্ত প্রয়োজন ইহাই শাস্ত্রোপদেশ।

"নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়"

"সরস্বতীজয়শ্রী"

[বৈষ্ণব-পর্ব্ব]

প্রভুপাদ [illegible] ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের কৃপা যে-রূপে তাঁহার অনুগত ভক্তগণ উপলব্ধি করিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে। ভিক্ষা ৬৲ টাকা মাত্র প্রাপ্তি। স্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার কলিকাতা।

সত্ত্বতস্মৃতি

বৈষ্ণব-মন্ত্র মাহাত্ম্য

ভগবন্মাহাত্ম্য-শীর্ষক প্রবন্ধে আমরা দেখিয়াছি যে, বিষ্ণুই পরতত্ত্ব এবং তিনি যাবতীয় দেবতাগণেরও ঈশ্বর। উহা হইতে সংক্ষেপেই অনুমিত হইবে যে, বিষ্ণুমন্ত্রই সর্ব্বমন্ত্রসার। বিষ্ণুসম্বন্ধীয় মন্ত্র বৈষ্ণব-সংজ্ঞায় অভিহিত। সুতরাং বৈষ্ণব মন্ত্র বলিতে বিষ্ণুমন্ত্রকেই বুঝায়। বৈষ্ণব-মন্ত্র-মাহাত্ম্য বর্ণন করিয়া আগম বলিতেছেন —

"মন্ত্রান্ শ্রীমন্ত্রাজাদীন্ বৈষ্ণবান্
গুরুমুখাৎ।
সর্ব্বার্থবান্ জপন্ প্রাপ্য যান্তি বিষ্ণোঃ
পরং পদম্ ॥"

শ্রীগুরুপাদপদ্মের অনুগ্রহে মন্ত্ররাজ বৈষ্ণবমন্ত্রসকল জপ করিতে করিতে মানব সর্ব্বপ্রকার ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়া বিষ্ণুর পরমপদ প্রাপ্ত হন। বিষ্ণুমন্ত্র-জপের যোগ্যতা কাহার হয়, তদ্বিষয়ে আগম বলিতেছেন,—

পুণ্যং বর্ষসহস্রৈস্তৈঃ কৃতং সুবিপুলং তপঃ।
জপন্তি বৈষ্ণবান্মন্ত্রান্ তে লোকপাবনাঃ ॥

যাঁহারা সহস্র বৎসরকাল সুবিপুল পুণ্য তপস্যা করিয়াছেন, তাঁহারাই বিষ্ণুমন্ত্র জপ করেন। বিষ্ণুমন্ত্র-জপকারী মানবগণই লোকপাবন।

বৈষ্ণবতন্ত্র বলিতেছেন যে, বৈষ্ণবমন্ত্র জপ করিতে করিতে যাহাকে চক্ষুদ্বারা দর্শন অথবা পদদ্বারা স্পর্শ করিবে সেই দুষ্ট বা স্পৃষ্ট প্রাণী তৎক্ষণাৎ মহাভয় হইতে মুক্ত হইবে।

অবতারী শ্রীকৃষ্ণ—নারায়ণ, নৃসিংহ, রাম প্রভৃতি যাবতীয় বিষ্ণুবিগ্রহগণের আকর বস্তু। দ্বাদশ-অক্ষরাত্মক ও অষ্টাক্ষরাত্মক বিষ্ণুমন্ত্রমাহাত্ম্য-সম্বন্ধে পদ্মপুরাণে দেবদূত-বিকুণ্ডল-সংবাদে দেখিতে পাই, যে-সকল শ্রেষ্ঠ মানব ন্যাস, মুদ্রা, ধ্যান, ঋষি, ছন্দ, দীক্ষাবিধান, ধ্যান ও যন্ত্রের সহিত দ্বাদশাক্ষর ও অষ্টাক্ষর মন্ত্ররাজ জপ করেন, তাঁহাদিগকে দেখিয়া ব্রহ্মঘাতী ব্যক্তিও পবিত্র হইয়া থাকে। যেহেতু তাঁহারা বিষ্ণুসদৃশপ্রাণ। উল্লিখিত মন্ত্রজপকারী মানববৃন্দ শঙ্খ, চক্র ও বনমালাধারী হইয়া ব্রহ্মার পরমায়ুঃ কালপর্য্যন্ত বিষ্ণুলোকে বাস করেন। শ্রীমদ্ভাগবতে দেখিতে পাই, শ্রীনারদ ধ্রুবকে বলিতেছেন —

জপশ্চ পরমো গুহ্যঃ শ্রূয়তাং মে নৃপাত্মজ।
যং সপ্তরাত্রং প্রপঠন্ পুমান্ পশ্যতি
খেচরান্ ॥

হে নৃপাত্মজ ধ্রুব, পরমগুহ্য যে মন্ত্র তাহাও তোমাকে বলি, শ্রবণ কর। সেই মন্ত্রের এরূপ মাহাত্ম্য যে, সপ্তরাত্র পাঠ করিলে তৎপ্রভাবে মানব বিষ্ণুপার্ষদগণকে দেখিতে পান।

বিষ্ণুপুরাণ বলেন, চন্দ্র সূর্য্যাদি গ্রহগণ বারংবার গমন করিয়া পুনরায় ফিরিয়া আসেন; কিন্তু যাঁহারা দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র চিন্তা করিয়াছেন তাঁহারা অদ্যাপি পুনরাগমন করেন নাই। অষ্টাক্ষর-মন্ত্রমাহাত্ম্য সম্বন্ধে শ্রীনারদপঞ্চরাত্র বলিতেছেন, ঋক্, সাম ও যজুঃ—এই বেদত্রয়, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ—এই ষড়ঙ্গ এবং কাব্য প্রভৃতি নানা গ্রন্থসমূহ ও বিবিধ দেবতা এবং অন্য যাহা কিছু বাঙ্ময়, তৎসমুদয় অষ্টাক্ষর মন্ত্রের অন্তর্গত। অধিকন্তু অষ্টাক্ষর মন্ত্র সর্ব্ববেদের সার, সংসারসমুদ্রের নৌকাতুল্য এবং মোক্ষাভিলাষী মানববৃন্দের গতি। যেখানে অষ্টাক্ষর-মন্ত্র-সংসিদ্ধ মহাপুরুষ অবস্থান করেন সেখানে ব্যাধি বা দুর্ভিক্ষ থাকিতে পারে না এবং তস্করও বিচরণ করিতে পারে না। যে-সকল সৎস্বভাব সম্পন্ন ব্যক্তি অষ্টাক্ষর মন্ত্র অবগত আছেন, দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর প্রভৃতি তাঁহাদিগকে প্রণাম করিয়া থাকেন। সাক্ষাৎ ভগবান্ নারায়ণই স্বয়ং অষ্টাক্ষর-মন্ত্ররূপে আবির্ভূত হ'ন।

প্রয়াসী প্রবাসী

বহুদিন পরে আজ
বহুদিন পরে।
আসিয়াছি মায়াপুরে
আপনার ঘরে ॥
নানা মূর্ত্তিতে হায়
নানা স্থান ঘুরে।
আসিয়াছি নবদ্বীপে
আপনার পুরে ॥
বহুদিন ঘুরে দুঃখে
বহু জন্ম পরে।
আসিয়াছি নরাকারে
ভারত-মাঝারে ॥
বিষয়ের বিষভোগে
বহু দুঃখভরে।
বহু ভাগ্যে আসিয়াছি
যোগপীঠ দ্বারে ॥
জড় মায়াপুরে রহি'
মহামায়া-ঘোরে।
দিব্য সেবালোক হেরি
যোগমায়াপুরে ॥
হৃদয়ের কত আশা
বাঁধিয়া নিলাম।
সার্থক হ'তেছে কবে
সেরে নিজধাম ॥
দেবের মন্দিরে দেবে
দেখিবার আশে।
যাই যবে, মুগ্ধ চিত্ত
কত মনে আসে ॥
তবু যাচি—কৃপা কর
দাও দরশন।
হে ঠাকুর ! হে প্রভুর !
ক'রো না বঞ্চন ॥
বহু জন্ম তোমা ভুলে
গিয়েছে ঘুরিয়ে।
এবে দেখা দাও দেব !
অনর্থ ঘুচিয়ে ॥
মায়াপুরচন্দ্র জয়
মায়াপুরেশ্বর।
বহুকাল পরে এবে
পাই নবদ্বীপ ॥
এসেছে আমার দিন
অ'ও জয়ের।
বিষয়ীর সঙ্গ ত্যজে
ছুটে আসিবার ॥
প্রবাসে পরের বাসে
বনবাসে হায় !
পরসঙ্গ বাসনায়
ঘটেছে এ দায় ॥
সে-দায় ঘুচাতে আমি
আসি অবেলায়।
মাঝে মাঝে তব পাশে
হে করুণাময় ॥
'প্রবাসী'র নিবেদন
ছুটী মাগা পায়।
অন্তর জানি না ব'লে
ঠেলিও না পায় ॥
চির নিরুপায় আমি,
কৃপায় শ্রীপায়—
দেহ অচিরায় স্থান
এ পাপী জনায় ॥
তব প্রিয় পাছে পাছে
(যেন) যাই অকপটে।
লহ প্রভো তব প্রিয়
শ্রীচৈতন্যমঠে ॥
তব কৃপাবলে থাক'
সেবাপাল্লতা।
প্রবণী'র জলে যেন
কার বঞ্চিতা ॥
প্রয়াসী প্রবাসী আমি
বিমনাশী পায়।
লয়েছি শরণ—আশ
আশীর্ব্বাদ-কণায় ॥
অভিলাষ—গৌরগণী
সেবি সন্তানে।
বাসবাসি কৃপা কর
দীনাধম জনে ॥
প্রবাসীর কেশে ধরি
লহ করুণায়।
প্রবাসীর উচ্চ শির
লুটুক শ্রীপায় ॥

— শ্রীমাধবকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

স্বপনেও না কর ভাই স্ত্রী-সম্ভাষণ গৃহে স্ত্রী ছাড়িয়া ভাই আসিয়াছ বন ॥

শুদ্ধভক্তি মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ

(আকর-মঠরাজ)

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমহাপ্রভুর জন্মপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ গজ উত্তর-পূর্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যবর্য্য শ্রীচন্দ্রশেখর ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ বিরাজমান। এই স্থান সংকীর্ত্তন-তীর্থ, পরাবিদ্যাপীঠ বা আশ্রমবন্দনী। এই মঠাভ্যন্তরে শ্রীগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী ও শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-সেবাসমূহের, অখণ্ড অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠ হইতে পারমার্থিক দৈনিকপত্র 'নদীয়া-প্রকাশ', সাত্বত সম্প্রদায়ে অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতি বৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমাযুষ্ঠান ও অখণ্ড ভজনোপনীর কীর্ত্তন-প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি সকাম অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৩০২ কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৪

শ্রীমহাপ্রভু প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তি-ধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশ্যে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই মঠমধ্যবর্ত্তী শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীরাধাগোবিন্দজীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রমাণ-চতুষ্টয় বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি গীতা ও ভক্তিগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হয়। এই মঠ হইতে মহানগরীর সর্ব্বত্র হরিকথা-প্রচার, নগরসঙ্কীর্ত্তন, বক্তৃতা, ব্যাখ্যা ও সঙ্কীর্ত্তন-সভা-মহোৎসবাদি ভক্তদের অনুষ্ঠান হয়। মঠরক্ষক—মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীশচীমাতা ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া সহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীলক্ষ্মণের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী সেবাকোবিদ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী এখানে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্তমান, রক্ষক—শ্রীনবনীত দাসাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্তমান। রক্ষক—গোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

(৭) কাজীর সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদ-কাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীমদানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক।

(৮) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীজগবান দাস ব্রহ্মচারী।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্র নাথ দাসাধিকারী।

(১০) মোদদ্রুম-ছত্র "গৌড়ের নৈমিষ

মাউগাছি, পোঃ ভারুই, (বর্দ্ধমান)।

শ্রীবাসপণ্ডিত ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান। শ্রীগৌরনিত্যানন্দের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীবঙ্কুবিহারী ব্রজবাসী, ভক্তিভূষণ।

(১১) ভেতিয়া কুঞ্জকানন

শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্তী,

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীসদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১২) কৃষ্ণকুটীর—পোঃ কৃষ্ণনগর,

নদীয়া। রক্ষক—শ্রীঅমৃতানন্দ অধিকারী

(১৩) ভাগবত-আসন—পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

এই স্থান হইতে ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচারিত হয়। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৪) একায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হালবাজি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীমধুনাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী ভক্তিসুধাকর।

(১৫) মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরসিকবিনোদ ব্রজবাসী।

(১৬) মাধবগৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, পোঃ ঢাকা

পূর্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা-গিরিধারীর সেবা বর্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ বি-এ।

(১৭) গোপালজীউ মঠ—কমলাপুর, (ঢাকা)

গোপাল ও শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিগ্রহ। রক্ষক—শ্রীজগদ্বন্ধুদাস ব্রজবাসী

(১৮) পাচাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ ... (ঢাকা)।

এখানে শ্রীগৌর ... সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীবামাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(১৯) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীসুন্দর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২০) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাধু, (কাচাড়)

এখানে ষড়ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(২১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ পানাগড় (বর্দ্ধমান)।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্য-সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীঅংশুমান দাসাধিকারী,

(২২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

কুমুরকোনা, পোঃ চিত্রকূটা, (মালদহ)

এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী।

(২৩) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে গুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিরত্ন।

(২৪) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী।

(২৫) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ বক্সীবাজার, (কটক)

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদবনমালীজীউর নিত্যসেবা বর্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর

(২৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর পুরী,

শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন।

(২৭) পুরুষোত্তম মঠ

ভক্তিকুটী, পোঃ পুরী উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদবিহারীজীউর নিত্য-সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীগদাধর অধিকারী

(২৮) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী দাসাধিকারী।

(২৯) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, গোদাবরী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্তমান। মঠরক্ষক—শ্রীনিমাইচরণ দাসাধিকারী ভক্তিসোপান।

(৩০) সনাতন-গৌড়ীয়-মঠ

৪১ ... কাশীপুরা, বেনারস সিটি

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্তমান। রক্ষক ... ব্রহ্মচারী।

(৩১) প্রয়াগ গৌড়ীয়মঠ আলোপীবাগ

শ্রীগুরু গান্ধর্ব্ব ... গিরিধারীর সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি ... শ্রৌতী

(৩২) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর

এখানে শ্রীগান্ধর্ব্ব গান্ধারী ও গৌর-বিনোদ-বিহারীজীর সেবা বর্তমান।

রক্ষক—শ্রীসত্যনারায়ণ দাসাধিকারী।

(৩৩) কৃষ্ণচৈতন্য মঠ

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

এখানে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিত্য-সেবা হয়। রক্ষক—শ্রীজনার্দ্দন ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠ

বিশ্রামঘাট মথুরা

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ

(৩৫) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ—শ্রীরাধাকুণ্ড

রক্ষক—শ্রীরাধারমণচরণদাস ব্রহ্মচারী

(৩৬) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৩৭) গোবর্দ্ধনবিহারী মঠ

সেবাকুঞ্জ, পোঃ রেওয়াড়ী, জেলা গুড়গাঁও (পাঞ্জাব) রক্ষক—শ্রীমোহনবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৩৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৫০নং চদবান রোড, নিউ দিল্লী।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ

(৩৯) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল।

এখানে গৌরবিনোদবিহারীর সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪০) সারস্বত-গৌড়ীয় মঠ

হরিদ্বার সাতারণপুর, ইউ, পি

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি

(৪১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ রায়পেট্টা মাদ্রাজ।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীপাদ জগদানন্দ ভক্তিবিকাশ।

(৪২) বোম্বে-গৌড়ীয়-মঠ কার্য্যালয়

প্রোক্টার রোড, চৌটানি বিল্ডিং, বাংলো নং ১, বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ সেবাপরা মজুমদার।

(৪৩) অম্বলি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অম্বলি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীকিশোর দাস অধিকারী

(৪৪) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী

(৪৫) পাটনা গৌড়ীয় মঠ

১০০ মিঠাপুর, পাটনা।

রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী রামচরণ

(৪৬) গয়া গৌড়ীয় মঠ

বিল সাগর, চার্চ রোড, গয়া

উপদেশক শ্রীমহেশ্বর দাসভক্ত

(৪৭) কাশ্মীর গৌড়ীয়মঠ নাওশেরা-

রক্ষক—শ্রীবনোয়ারিলাল ব্রহ্মচারী

(৪৮) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয়

৩ ... রোড ... লণ্ডন, এস ... ডব্লিউ ৭

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি ... মহারাজ

(৪৯) বার্লিন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

Berlin W. 30

Eisenacher Strasse 29 II

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

শ্রীমায়াপুর মঠ হইতে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—১ম খণ্ড ৪৲
২। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত ৫ম খণ্ড ২৷৷৲
শ্রীশ্রীবৃন্দাবন দর্শন ও প্রতিবেদ ৷৷/০
৩। অনুভাষ্য বিহীন শ্রীচৈতন্যভাগবত ৩৲
৪। অমৃত-প্রবাহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৩৲
৫। প্রমেয়-রত্নাবলী ১৲
৬। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৩—১৲; ২য় খণ্ড—৮০; ৩য় খণ্ড ৷৷০
৭। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—১৲; ২য় খণ্ড ৮০
৮। শ্রীচৈতন্যদেব—১৲
৯। সংকীর্তন—দীপিকা ও সদাচার-দীপিকা ১৷০
৯। বৈষ্ণবধর্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ১৲
১১। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৷৷০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৷৷০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ।০
১৮। ব্রাহ্মণ-সাম্প্রদায় ।০
১৯। ভাগবতের কৃষ্ণাবলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৷/০
২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৷৷/০
২২। অর্চন-পদ্ধতি ৷০
২৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীনবদ্বীপধামাষ্টক ও (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্তি-টীকাসহ) ২৲
২৬। শ্রীগৌর কেবল মাধুর্য-ভাষ্য ।০
২৭। শ্রীরূপানুগ-প্রকরণ সাদ্ধকদাস ২৲
২৮। ভোগতত্ত্বদার সাধনাপ ৷০
২৯। প্রেমবিবর্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৷
৩০। শ্রীশ-বিদ্যালয় ৶০
৩১। মানসশিক্ষা (তৃতীয়-সংস্করণ) ৶০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৷৷০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা ৵১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ খণ্ড
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ
৩৯। প্রেমবিবর্ত্তপাঠ
৪০। [illegible]
৪১। [illegible] ৵০
৪২। শ্রীধাম নবদ্বীপ ৩৷০
৪৩। [illegible]
৪৪। [illegible]
৪৫। নবদ্বীপশতক ৵০
৪৬। অর্চনপদ্ধতি ৵০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৵০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৵১০
৪৯। অর্চনাদি ৻৬০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম খণ্ড) ৩৲
৫১। শ্রীকৃষ্ণসংহিতা ।০
৫২। নবদ্বীপধাম (সাধুসঙ্গ) ।০
৫৩। গৌরহরেরোপহঃ ৷৷০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ০
৫৫। ভজনরহস্যাবলী বা মায়া-বশবর্তী ।০
৫৬। গৌড়ীয়গণ কি করেন? ৵০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীচৈতন্যশতক ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। মাধবমাধুরী ৵০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত সারঃ ৷০
৬১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিধিবাদঃ ।০
৬২। সটিক-সিদ্ধান্তসূত্রম্ ।০
৬৩। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৪। শ্রীমদ্ভাগবত শিক্ষাষ্টক ৶/০
৬৫। গৌড়ীয়মঠের পাঠ্যঃ ৵০
৬৬। মায়াবাদশতদূষণম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৭। রায় রামানন্দ ৷০
৬৮। এ কিউ ওয়ার্ডস্ অন্ বেদান্ত ৷০
৬৯। নামতত্ত্ব ।০
৭০। বেদান্ত—ইটস্ মর্ফলজি অ্যাণ্ড অন্টলজি ৷০
৭১। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ৶/০
৭২। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু
৭৩। বৈষ্ণবীজম্
৭৪। ভোগাই গৌড়ীয়মঠ ইন্ ভুটে ৵০
৭৫। দি ভাগবত ।০
৭৬। বৈদিক প্রিন্সিপ্ল্ অ্যাণ্ড অ্যাপ্লিকেশন্ ।০
৭৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২৷০
৭৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (অনুবাদ) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৭৯। শ্রীশ্রীনামচিন্তামণি
৮০। শ্রীনাম-পদ ।০
৮১। কল্যাণ-কল্পতরু ৵১০
৮২। গীতাবলী ৵০
৮৩। সনুষ্পশতি .০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৪। [illegible] ৵০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষায় একমাত্র উপায় বাঙ্গালী হাতে কাটিতে অভাব অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত জ্বরাদি এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৷৵০ আনা, বড় বোতল ১৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

বিখ্যাত অ্যালোপ্যাথিক ঔষধ ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউন্টেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন প্রকারে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।
জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং
কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার
কলিকাতা

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। গ্রন্থশেষে গ্রন্থে ব্যবহৃত শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৷৷০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅহীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ... সহকারী সম্পাদক ও
... ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভাগবতাচার্য্য এম. এ. এফ. কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সুবর্ণ সুযোগ ! সুবর্ণ সুযোগ !

শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদরচিত গৌড়ীয়ভাষ্য সহিত

[illegible] গ্রন্থ

শ্রীশ্রীচৈতন্য ভাগবত

গ্রন্থের আয়তন :—ক্রাউন কোয়ার্টো মূল ১০৯৬ পৃষ্ঠা, সূচীপত্র ২৪৪ পৃষ্ঠা, মোট ১৩৪০ পৃষ্ঠা

ভিক্ষা বাঁধাই মাত্র ৭৲ সাত টাকা

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা

নদীয়া সার্টিফিকেট আদালতের নীলাম ইস্তাহার

কেস নং এবং সেটেলমেন্ট	নীলাম ইস্তাহার (A) (B) বা (C) ধারায় প্রকাশিত	ডিক্রীদার	দেনদার	৫ যে দাবীর জন্য সম্পত্তি বিক্রয়ের আদেশ হইয়াছে	৬ বিক্রয়ের তারিখ ও সময়	কি স্বত্ব ও জোত	থানা, মৌজার নাম ও গ্রাম	খতিয়ান নং প্রভৃতি (জানা থাকিলে) অথবা অন্য প্রকার জমীর বিবরণ	১০ জমার পরিমাণ (জানা থাকিলে)	১১ জমা (জানা থাকিলে)	১২ মন্তব্য
১৪৫ R. P, ৩৪।৩৫ আঞ্চলসার্টিফিকেট আদালত		আর পালচৌধুরী	কালিকুমার বুধাজি সিং	২১৲	২৮।৭।৩৫	মধ্যস্বত্ব চিরস্থায়ী	থানা শান্তিপুর মৌজে মণ্ডরা	৭২৩ খতিয়ান	০-৫৪	বিরত	আর পালচৌধুরী
১৬০ R. P, ৩৪।৩৫			জহিরাম চন্দ্র	২০৷৵১	২৮।৭।৩৫	রায়তি স্থিতিবান	থানা ঐ মৌজে [illegible]	৭১ খতিয়ান	-৪১	২৷০	
৩৫০ R, P, ৩৪।৩৫		ঐ	এরেশাদ আলি মণ্ডল	৮৯/৯	২৮।৭।৩৫	মধ্যস্বত্ব চিরস্থায়ী	থানা কৃষ্ণনগর মৌজে উলিপুর	৪৪০ খতিয়ান	২৫-৭০	রকম [illegible]	
৯০ N, R. ৩৪।৩৫		গৌরীশচন্দ্র রায় বাহাদুর	পা:ব্রজরাজ বেরা	৪১৷৯	২।৭।৩৫	নিরত	থানা [illegible] মৌজে মদনা	১৮ খতিয়ান	২-৮	২৷৶৩	গৌরীশচন্দ্র রায় বাহাদুর
৭৬ N, R, ৩৪।৩৫				৷৵৩	২।৭।৩৫		থানা ঐ মৌজে ঐ	৩১ খতিয়ান	-৩১	দেড় ৵০	ঐ
১৯৮ R, P, ৩৪।৩৫		আর পালচৌধুরী	নবীন মাহাতো	৩৷০	৩।৭।৩৫	রায়তি স্থিতিবান	থানা কৃষ্ণনগর মৌজে ভাদুগা	৫০০ খতিয়ান	০১৮	৪৵০	আর পালচৌধুরী
৩১৫ R, P, ৩৪।৩৫			বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়	২০৷৵০	৩।৭।৩৫	মধ্যস্বত্ব চিরস্থায়ী	থানা নবদ্বীপ মৌজে ব্রাহ্মণপুর	১১১১ খতিয়ান	২-৫১	বিরত	ঐ
৯০ P, N, ৩৪।৩৫		প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়	ব্রজেশ্বর রায় সিং	৯/৩	৪।৭।৩৫	নিষ্কর ব্রহ্মোত্তর	থানা চাকদহ মৌজে চাঁদপুর	৩৮ ও ৩৯ খতিয়ান	২-৯০	নিষ্কর ব্রহ্মোত্তর	প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়
৩৬০ N, R. ৩৪।৩৫		গৌরীশচন্দ্র রায় বাহাদুর	যোগেন্দ্রনাথ সিং	২০৷৵৩	৫।৭।৩৫	রায়তি স্থিতিবান	থানা কৃষ্ণগঞ্জ মৌজে চৌগাছা	৭৫৯ খতিয়ান	২৪-৭২	৩১৵৩	গৌরীশচন্দ্র রায় বাহাদুর
২৫৮ N, R, ৩৪।৩৫			[illegible] মণ্ডল	১৪৷৵৯	৬।৭।৩৫	রায়তি মোকররী	থানা চাপড়া মৌজে [illegible]	১৭১ খতিয়ান	-৭৪	১৷০	ঐ
১৬০ N, R, ৩৪।৩৫			[illegible]	১৭৷৵৯	১০।৭।৩৫		থানা হাঁসখালি মৌজে [illegible]পুর	১৫ খতিয়ান	২-৮১	১৵০	ঐ

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

Regd. No. C 1544

উপদেষ্টাপণ্ডিত ... প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি উত্তম। ভিঃ পিঃ ... শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

"গৌড়ীয়" ১ম বর্ষ হইতে ১১শ বর্ষ পর্যন্ত প্রতি বর্ষ কাগজে বাঁধাই ভিঃ পিঃ ... শ্রীগৌড়ীয় মঠ বাগবাজার, কলিকাতা

নদীয়াপ্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

১০ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৩১শে বৈশাখ, মঙ্গলবার ১৩৪২, ১৪ই মে ১৯৩৫ [৬২শ সংখ্যা

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

—:০:—

প্রাণদণ্ডাজ্ঞা

নাদির দিন সৈদ নামক এক ব্যক্তি হত্যাপরাধে উত্তরপ্রদেশের অতিরিক্ত দায়রা জজ কর্তৃক প্রাণদণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। আসামী উক্ত দণ্ডাজ্ঞার বিরুদ্ধে হায়দরাবাদ হাইকোর্টে আপীল করিলে হাইকোর্ট উহা ডিসমিস করিয়া দেন এবং প্রাণদণ্ডাজ্ঞা বহাল রাখেন।

অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ, আবেদনকারীর স্ত্রী স্বামীর নিষ্ঠুর উৎপীড়নে বিরক্ত হইয়া স্বামীগৃহ ত্যাগ পূর্বক নাদের ফিদার পেশিয়ারে তাহার মাতার বাড়ীতে চলিয়া যায়। পল্লির পোটমাষ্টার সৈয়দ শাহ আলি মুন্সি কাদী তাহার প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করেন। একদিন নাদির পত্নীকে আনিতে যায় এবং স্থানীয় পোষ্টমাষ্টারকে তাহার পত্নী যাহাতে তাহার সহিত গমন করে তজ্জন্য চেষ্টা করিতে অনুরোধ করে। এই ব্যাপারে উভয়ের মধ্যে মনোমালিন্য আরম্ভ হইলে নাদির পোষ্টমাষ্টারকে অতর্কিতে আক্রমণ করে। আঘাতের ফলেই পোষ্টমাষ্টারের মৃত্যু ঘটে। শাহ পোষ্টমাষ্টার কি আক্রমণকারীকে রক্ষা করিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু তিনি নিজেই আহত ও প্রাপ্ত হন অতিরিক্ত দায়রা জজ মুসলমানকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া তাহাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন।

ভূমিকম্প বিভাগ

কোয়েটা হইতে সরকারী ইস্তাহারে প্রকাশ, বেলুচিস্তান অঞ্চলে শান্তিরক্ষার কার্য নির্দেশের জন্য উক্ত দেওয়ান খান খ্রান এয়ার ফোর্স একখানি বিমান জমীনসিং হইয়া নীচে পড়িয়া যায়। বৈমানিক কর্মচারী দ্বিতীয় বিমানখানি চালাইতেছিলেন এবং তাঁহার সঙ্গে বিমান-বিশেষজ্ঞ হবিলদার ছিলেন। সরকারী ইস্তাহারে বৈমানিকদ্বয়ের শেষ পর্যন্ত কি হইল তাহার কোন উল্লেখ নাই।

বিমানখানি যে অঞ্চলের উপর দিয়া চালিত হইতেছিল তথায় একটি রেলপথের পার্শ্বে বিদ্রোহী উপজাতিসমূহ বাস করিতেছে। কারণ অত্যধিক বন্যার ফলে তাহারা ভিন্ন ভিন্ন গৃহ ত্যাগ করিয়া ঐ একমাত্র অনাবিষ্ট স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। তাহারা নাকি রেল লাইনের শত শত কাঠ কাটিয়া ফেলিয়াছে এবং দুইটি রেল স্টেশনে লুঠ করিয়াছে।

সরকারী ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, বিমানখানি বিদ্রোহীদের গতিবিধি লক্ষ্য করার উদ্দেশ্যে চালিত হয় নাই, বরং অনুসন্ধানের অঞ্চলের উপর দিয়াই উহা চালানো হইতেছিল।

পুলিশ ও ডাকাতদলে সংঘর্ষ

ইস্তাহারের নিকট ১৮ জন দুর্দান্ত ডাকাত লইয়া বিশেষ চাঞ্চল্যপূর্ণ ব্যাপার। এই দল একদা পাঞ্জাবের পল্লী অঞ্চলে ডাকাতি সংঘটন করিয়া এবং কয়েক জন লোককে হত্যা করিয়া অবশেষে উত্তরপশ্চিম সীমান্তে লোকের চক্ষুতে ধূলি দিয়া এই স্থানে আশ্রয় লইয়া অবস্থান করিতেছিল। লোক দেড়শত পুলিশ সংবাদ পায় যে, যে দস্যু দল তাহারা পাঞ্জাবের বাহিরে গমন বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল, সে পুনরায় তাহার পুরাতন বাসস্থানে প্রত্যাবর্তন করিয়াছে। তদনুসারে সাধু সিং এবং তাহার সহচরগণকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য পূর্বাহ্নে তোড়জোড় আরম্ভ করা হয়।

হানাপ্রদানকারী পুলিশ দলের সহিত ডাকাত দলের সংঘর্ষের ফলে দুইজন ডাকাত নিহত এবং দুইজন ডাকাত ধৃত হইয়াছে। পাতিয়ালা রাজ্যের এক উচ্চ কর্মচারী ডাকাত দলকে বেষ্টন করা হয় কিন্তু উহারা তথা হইতে পলায়ন করিতে সমর্থ হয়। অতঃপর আট ঘণ্টাকাল অনুসরণকারী পুলিশ দল ঐ ডাকাত দলের মধ্যে গুলি বর্ষিত হয়। ডাকাতদল ৩০ মাইল পথ অতিক্রম করে এবং অবশেষে তাহারা অন্ধকারে আত্মগোপন সমর্থ হয়। এই ৩০ মাইল পথ অতিক্রম কালে উহারা মাঝে মাঝে পুলিশের প্রতি প্রত্যুত্তরে গুলি চালায়।

আর যে তিনজন ডাকাত পলাতক এখনও ধরা পড়ে নাই তাহাদিগকে ধরিবার জন্য চারিদিক হইতে চেষ্টা চলিতেছে।

হজ্বার কেসে ৫৮টি কার্তুজ প্রাপ্তি

গত ১৫ দিনের মধ্যে করাচীর শুল্ক বিভাগীয় কর্মচারীদের তৎপরতায় তীর্থ প্রত্যাগত হজযাত্রী কর্তৃক গোপনে আগ্নেয় ও গোলা-বারুদ আমদানীর দুইটি ঘটনা আবিষ্কৃত হইয়াছে।

চীন ভূমীয়ানের একৈকা বৃদ্ধা হজ অন্তে মক্কা হইতে প্রত্যাবর্তন করিতেছিল। সুন্দরূপে খানাতল্লাস করা হইলে তাহার অবগুণ্ঠিত কেশরাশির মধ্যে সুকৌশলে লুক্কায়িত ৫৮টি কার্তুজ বাহির হইয়া পড়ে। তাহার সঙ্গীদের বাক্সের মধ্য হইতে আরও ১৮টি কার্তুজ বাহির হয়। একটি ১৮ বৎসরের বালকের নিকট হইতেও ৩টি কার্তুজ পাওয়া গিয়াছে।

উক্ত আসামীই সিটি ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট তাহাদের দোষ স্বীকার করিয়াছে।

বৃদ্ধার পক্ষের উকীল তাহার সমর্থনে বলেন যে, কার্তুজগুলি তাহার উপর জোর করিয়া চাপান হইয়াছিল। বালকটি কিন্তু সত্য গোপন না করিয়া বলিয়াছে, মক্কাতে কার্তুজ খুবই সস্তা এবং সে প্রাপ্ত কার্তুজ এক আনা মূল্যে খরিদ করিয়া আনিয়াছে।

স্ত্রীলোকটিকে তিনমাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ২০০৲ টাকা অর্থদণ্ড অনাদায়ে আরও তিনমাস এবং বালকটিকে তিনমাসের সশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহার রায়ে বলিয়াছেন, "আমি এমন কোন দেশের কথা জানি না যেখানে গোপনে অস্ত্রশস্ত্র আমদানীকে গুরুতর মনে না করে। বর্তমান ঘটনা দুইটি সম্পূর্ণ অস্ত্র চালানের ব্যতীত আর কিছুই নহে, সুতরাং এইরূপ বে-আইনী কার্যের উচ্ছেদকল্পে কঠোরতা অবলম্বন করাই আমার কর্তব্য কর্ম।"

উপসংহারে ম্যাজিষ্ট্রেট বলেন যে, এই সকল তীর্থযাত্রী কর্তৃক এ-পথে অস্ত্রাদি সরবরাহ হয় বলিয়াই সব সময় এই বে-আইনী কার্য ধরা পড়িতে পারে না।

মৃত্যুদণ্ড ও দণ্ডিত ব্যক্তি

রেঙ্গুন হইতে প্রকাশ, মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত এইচ চন্দ্রিট ভট্টের পক্ষ হইতে কাউন্সিলে আপীল করা হইবে। হাইকোর্টের দায়রা বিচারে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারা অনুসারে দণ্ডিত সাব্যস্ত হয়। তাহার জীবন ভিক্ষা করিয়া প্রধানমন্ত্রীর নাট এবং বড় লাটের নিকট প্রার্থনা করা হইয়াছিল কিন্তু উভয়েই তাহা অগ্রাহ্য করেন।

আই এ. আই এস সি পরীক্ষার ফল

শতকরা ৫৭ জন উত্তীর্ণ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৭৫ সালের আই এ ও আই এস-সি পরীক্ষার ফল বাহির হইয়াছে। [illegible] বিশ্ববিদ্যালয়ের [illegible] বিভিন্ন [illegible] দেওয়া হইয়াছে।

আই এ পরীক্ষায় মোট ৫৫৯০ জন পরীক্ষার্থী হইয়াছিল। [illegible] ৫৩১৫ জন [illegible] দেওয়া হয়। তন্মধ্যে ৯০৬ জন প্রথম বিভাগে ১৩৭১ জন দ্বিতীয় বিভাগে এবং ৬৮২ জন তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। শতকরা ৫৭'৮ জন পাশ করিয়াছে। গত বৎসর এই পরীক্ষায় শতকরা ৫৮'৭ জন উত্তীর্ণ হইয়াছিল।

আই এস-সি পরীক্ষা

আই এস সি পরীক্ষায় এবার মোট [illegible] পরীক্ষার্থী হইয়াছিল, [illegible] পরীক্ষায় হাজির হয়। তন্মধ্যে [illegible] প্রথম বিভাগে, ১২২জন দ্বিতীয় বিভাগে এবং [illegible] তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছে। [illegible] পাশ করিয়াছে। গতবৎসর এই পরীক্ষায় শতকরা ৫৪·৯ উত্তীর্ণ হইয়াছিল।

স্কটিশ কলেজ ও বিদ্যাসাগর কলেজ

আই এ পরীক্ষায় স্কটিশ চার্চ কলেজের একজন ছাত্র প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। আর আই এস সি পরীক্ষায় কলিকাতার বিদ্যাসাগর কলেজের একজন ছাত্র প্রথম হইয়াছেন।

পাহাড়ের উপরে গ্রেপ্তার

করাচী, ২৪ মে গত মঙ্গলবার শেষ রাত্রে [illegible] নিকট [illegible] নামক এক গ্রামে [illegible] হয়। ঐ সম্পর্কে [illegible] পুলিশ [illegible] চৌদ্দ জন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। প্রকাশ যে, পুলিশ [illegible] পাহাড়ের উপর [illegible] এবং [illegible] দুইজনকে [illegible] অবস্থায় [illegible] দেখিতে পায়। প্রকাশ যে, [illegible] গ্রেপ্তার করা হইলে তাহারা উভয়েই স্বীকার করে [illegible] তাহাদের [illegible] হইতে [illegible] বলিয়া মনে হয়।

[illegible]

[illegible]

[illegible] একটি [illegible] চুনকা [illegible] কালে [illegible] অকস্মাৎ পড়িয়া গিয়া [illegible]

পড়ে। দুইজন গুরুতরভাবে আহত হওয়ায় তাহাদিগকে [illegible] হাসপাতালে রাখা হইয়াছে; অবশিষ্ট [illegible] প্রাথমিক [illegible] হাসপাতাল হইতে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

অব্যাহতি

মহাজনদিগের দ্বিতীয় অতিরিক্ত দায়রা জজ মিঃ এস কে চাটার্জি টালার [illegible] বস্তিবাসী ও কে বস্তু [illegible] হইতে অভিযোগ হইতে মুক্তিদান করিয়াছেন।

অভিযোগে প্রকাশ, আসামী তাহার [illegible] স্ত্রী [illegible] তাহার স্ত্রীকে তালাক দিবার জন্য বলে। কিন্তু সে উহাতে রাজী হয় না। সে অর্থ [illegible] এক [illegible] কিন্তু তাহাতেও তাহাকে রাজী করান যায় না। অতঃপর এইরূপ প্রকাশ, [illegible] খাদ্যের সহিত বিষ মিশ্রিত করিয়া দেয়। ফলে [illegible] মৃত্যু হয়।

জুরীগণ সর্বসম্মতিক্রমে আসামীকে দোষী সাব্যস্ত করায়, জজ জুরিদিগের সহিত একমত হইয়া তাহাকে মুক্তি প্রদান করেন

চুরির অপরাধে স্ত্রীলোক দণ্ডিত

১৫ মে মাদ্রাজ হইতে প্রকাশ [illegible] নাম্নী জনৈক স্ত্রীলোককে অনধিকার প্রবেশ ও চুরির অপরাধে তিন বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছে। তাহাকে জেল হইতে মুক্তিলাভের পর তাহার বাসস্থান সম্পর্কে থানায় সংবাদ দিতে আদেশ করা হইয়াছে। মামলার বিবরণে প্রকাশ, গত ১৭ই এপ্রিল উক্ত স্ত্রীলোক [illegible] এক বাড়ীতে প্রবেশ করে এবং নিদ্রিত এক শিশুর কণ্ঠ হইতে স্বর্ণহার এবং [illegible] হইতে স্বর্ণ বলয় অপহরণ করে। স্ত্রীলোকটি পূর্বে আরও কারাদণ্ড ভোগ করিয়াছে বলিয়া ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট স্বীকার করে। ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাকে সমাজের কলঙ্ক স্বরূপ মনে করিয়া কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

"অজ্ঞাত......র স্মৃতি"

[illegible] হইতে প্রকাশ, [illegible] নামক এক ব্যক্তি তাহার জীবনের ১৪ বৎসর কাল জেলের কুঠরীতে এবং বিচারে তাহার [illegible] হইয়াছে। সম্প্রতি আবার সে [illegible] আদালতে অনধিকার প্রবেশ ও চুরি করার অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়াছে। [illegible] নামক এক [illegible] প্রবেশ করে এবং চুরি করে [illegible] তিন যখন সে চোরাই মাল বিক্রয় করিতেছিল তখন তাহাকে পুলিশ গ্রেপ্তার করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

দৈব বিপাক

[illegible] থানার এলাকায় [illegible] গ্রামের কাসেম শেখ এবং অপর একজন চাষী মুসলমান একটি পতিত কূপের পাড় [illegible] চাপা পড়িয়াছিল। অনাবৃষ্টিতে কূপটি শুকাইয়া যাওয়ায় উহারা কূপ খনন করিয়া জল উঠাইবার জন্য উহার মধ্যে নামিয়াছিল। তাহাদের [illegible] কূপ হইতে উপরে উঠান হয়, কিন্তু উপরে উঠাইয়া দেখা যায় কাসেমের প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়াছে।

ছুইটি আত্মহত্যা

গত শনিবার সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার সময় ৮৯।এ শ্রদ্ধানন্দ রোডে ভূপেন্দ্রনাথ ঘোষাল নামক ৪৫ বৎসর বয়স্ক একব্যক্তি রিভলভারের গুলীতে আত্মহত্যা করিয়াছে। তিনি বাঙ্গালা গৈন্যদলের ভূতপূর্ব সুবেদার মেজর এবং বর্তমান [illegible] অফিসার ছিলেন। তাঁহার একটু খেয়ালী ভাব ছিল। শনিবার সন্ধ্যার সময় তিনি অফিস হইতে ফিরিয়া কাপড় জামা ছাড়েন এবং হাত মুখ ধুইয়া তাম্বুল সেবন করেন। পরে তিনি একটী ঘরে যান। তাঁহার একটী লাইসেন্স করা রিভলভার ছিল। সেই রিভলভারে ছয়টী গুলী ভর্তি করিয়া তিনি কপালের ঠিক মাঝ খানে গুলী করেন। গুলীর শব্দে তাঁহার স্ত্রী ঘরের মধ্যে গিয়া তাঁহাকে মৃতপ্রায় অবস্থায় দেখিতে পান। [illegible] মৃত্যু হয়।

প্রকাশ যে, তাঁহার নিকট একখানি চিঠি পাওয়া যায়। তাহাতে তিনি তাঁহার অফিসের জনৈক [illegible] নাম লিখিয়াছেন এবং তাহারা যে তাঁহার হিতাকাঙ্ক্ষী, তাহা উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি আরও লিখিয়াছেন যে, এই জনের নিকট তাঁহার আত্মহত্যার কারণ জানা যাইবে এবং তাঁহারা নাকি তাঁহাকে পাগল করিয়াছে। মৃতদেহ মর্গে পাঠান হইয়াছে। উত্তর বিভাগের এসিষ্টাণ্ট কমিশনার শ্রীযুক্ত [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায় এবিষয়ে তদন্ত করিতেছেন।

গত শনিবার প্রাতঃকালে [illegible] রায় চৌধুরী নামক আশুতোষ কলেজের জনৈক [illegible] সন্দেহে তাহাকে [illegible] হাসপাতালে [illegible] কিছুকাল পরেই তাহার মৃত্যু হয়।

এরূপ প্রকাশ যে, গত আই এস সি [illegible] পরীক্ষায় [illegible] [illegible] [illegible] করিয়াছে।

কলিকাতার বাজার দর

চাউলের দর

	প্রতি মণ
বালাখানি	[illegible]
মাতা চাল	[illegible]
কাটারীভোগ	[illegible]
বাঁকতুলসী	[illegible]
বাগরা	[illegible]
ঐ পুরাতন	[illegible]
পাটনাই উৎকৃষ্ট	[illegible]
এক্সাবেড কোয়ালিটি	[illegible]
সিদ্ধ রেঙ্গুন	[illegible]

চিনির দর

সাদা জাভা রেডি	[illegible]
দেশী সাদা দানা	[illegible]
„ লাল „	[illegible]
আতপ –	
নূতন আতপ	[illegible]
পেশোয়ারী	[illegible]
বাঁকতুলসী আতপ	[illegible]
ঐ মাঝারি	[illegible]
পাটনাই আতপ	[illegible]
কাটারীভোগ	[illegible]
ঐ রেঙ্গুন	[illegible]

গুড়ের দর

বাবনীতা প্রতি মণ	[illegible]
লম্বী পাওয়া	[illegible]
রাঙা পাওয়া	[illegible]
চেকা খুরা	[illegible]

আটা ও ময়দার দর

পেটেন্ট ময়দা প্রতি মণ	[illegible]
গৃহস্থালীর ব্যবহারোপযোগী	[illegible]
আটা (বি)	[illegible]
সুজী	[illegible]
আটা (এস)	[illegible]
„ (২)	[illegible]
„ (কে)	[illegible]
„ (৩)	[illegible]

সোণা-রূপা

	প্রতি ভরি
টাকশালের বার „ „	[illegible]
বড়ালের বার „ „	[illegible]
গিনি „ „	[illegible]
চাঁদির বার প্রতি ১০০ ভরি	[illegible]
ঐ খুচরা „ „ „	[illegible]

লৌহ ও হার্ডওয়ার

টাটার তৈয়ারী	প্রতি হন্দর
গোলায় কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম মার্কা)	[illegible]
ঐ বে-মার্কা হালকা ওজন	[illegible]
এগা (টী আয়রণ)	[illegible]
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	[illegible]

সন্তোষকুমার মল্লিক এণ্ড সন্স লিঃ
গোপালপট্টী, বড়বাজার, কলিকাতা

৯। ১২

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ
বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
—পারমার্থিক পত্র—
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১০ম বর্ষ | ২৬ মধুসূদন গৌরাব্দ ৪৪৯, ৩১শে বৈশাখ বঙ্গাব্দ ১৩৪২, ১৪ই মে ইং ১৯৩৫ | মঙ্গলবার | ৬২ তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

ঢাকায় শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজ

ঢাকা ১২.৫।৩৫

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ আজ কয়েকদিবস যাবৎ শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠে অবস্থান পূর্ব্বক সহরের বিভিন্ন প্রভাবশালী সজ্জনগণের বাটীতে পাঠকীর্ত্তনাদি করিতেছেন। বিলাত হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর স্বামীজীকে পাইয়া শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের সেবকগণ গত ১০ মে তাঁহার শ্রীচরণোদ্দেশে একটী অভিনন্দন প্রদান করিয়াছেন। স্বামীজী তাঁহার স্বভাবসুলভ ওজস্বিনী ভাষায় উত্তরে একটী অতীব চিত্তাকর্ষক ও কল্যাণপ্রদ সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন।

শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজ গত শনিবার ঢাকা বার লাইব্রেরীতে "Philosophy of Sri Chaitanya" (শ্রীচৈতন্যদেবের দর্শন—অচিন্ত্যভেদাভেদ-তত্ত্ব) সম্বন্ধে একটী গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা করিয়াছেন। অদ্য তাঁহার শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠে শ্রীমদ্ভাগবত সম্বন্ধে বক্তৃতা হইবে। আগামী কল্য স্বামীজী শ্রীযুক্ত অতুললাল চৌধুরী মহাশয়ের গৃহে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিবেন।

শ্রীরাধাকুণ্ডে আচার্য্যপাদপদ্মে ভক্তসম্মেলন

শ্রীরাধাকুণ্ডে স্বধর্ম ভূমি পাইয়া শ্রীল প্রভুপাদের কৃপালব্ধ শিষ্য, অধ্যাপক প্রভৃতি সজ্জনগণ এক এক করিয়া তাঁহার পাদপদ্মে মিলিত হইতেছেন। কোথা পাড় জনগণ এই সময় [illegible] বিভিন্ন স্থানে গমন করেন, কিন্তু শাস্ত্রদর্শনের আলোকে তাঁহাদের কৃত্য উদ্ভাসিত, সেই সকল সেবা প্রাণ জনগণের আশ্রয় দেবস্থলে হবে—আচার্য্যসেবায়—আচার্য্যপাদপদ্মের বাণী-বক্তী বাণী শ্রবণে। এই ভাবেই কর্ম্মী ও ভক্তের মধ্যে পার্থক্য। আগে অপ্রাকৃত-বাহাই কর্ম্মীর কর্ম্ম-প্রেরণা জাগাইয়া দেয়; আর কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছারূপ শুদ্ধ প্রেমের আলোকে ভক্ত আত্মেন্দ্রিয়প্রীতির রূপ কামান্ধকারের স্বরূপ অবগত হইয়া ঐ অন্ধতামিস্রে পতন হইতে সর্ব্বদা আত্মরক্ষা করিয়া থাকেন। সূর্য্যের উদয়ে যে প্রকার অন্ধকার দূরীভূত হয়, সেই প্রকার সেবা-সূর্য্য উদয় হইলে ঐ অন্ধকার আপনা হইতে পলায়ন করিতে বাধ্য হয়।

কটক র্যাভেন্সা কলেজের প্রবীণ অধ্যাপক ও পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের প্রধান পরীক্ষক মহামহোপদেশক শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল এম্ এ, ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মে উপস্থিত হইয়াছেন, এ সংবাদ পাঠকগণ অবগত আছেন। ময়মনসিংহ আনন্দমোহন কলেজের সংস্কৃতাধ্যাপক মহোপদেশক আচার্য্য শ্রীপাদ [illegible] ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় গত শনিবার শ্রীধাম মায়াপুরে উপস্থিত হইয়াছেন।

প্রায় এক সপ্তাহ পূর্ব্বে হুগলী [illegible] ইংরাজী বিদ্যালয়ের শিক্ষক মহোপদেশক আচার্য্য শ্রীপাদ নিত্যানন্দ সেবাতীর্থ বি-এল, বি-টি মহোদয় কলিকাতায় শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি শ্রীগুরুপাদপদ্মের আদেশে [illegible] পুনরায় স্বীয় প্রদেশে গমন করিয়াছেন।

গৌড়ীয়-সম্পাদক মহামহোপদেশক শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ মহোদয়ের আচার্য্য শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সপরিবারে [illegible] কলিকাতা গৌড়ীয়মঠে শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মে পৌঁছিবার কথা। আরও অনেক ব্যক্তি এই সময়ে শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্ম সমীপে উপস্থিত হইতেছেন।

গয়া-গৌড়ীয়মঠে কীর্ত্তন

গয়া গার্ডেন রোডের উপর সুরম্য স্থানে যে গৌড়ীয়মঠ স্থাপিত হইয়াছে, তাহার রক্ষক উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ [illegible] ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী [illegible] মহোদয় সুললিত-কণ্ঠে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত শুশ্রূষু জনগণের নিকট তিনি হরিকথা কীর্ত্তন করেন। যে-স্থানে যে-সময়ে জনসাধারণ গ্রীষ্মাধিক্যে 'আহি' 'আহি' রবে ছটফট করিতে থাকে, ঠিক সেই স্থানে এবং সেই সময়ে ভগবৎ-সেবানন্দে মগ্ন ভক্তগণ শরীরের প্রতি বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করিয়া আনন্দভরে কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ-গুণ-গানে প্রমত্ত। পাপাপাপ এই চিত্র দুইটী দেখিবার ও লক্ষ্য করিবার সৌভাগ্য যাঁহার হয়, তিনি ভগবৎসেবা বরণ না করিয়া থাকিতে পারেন না।

সাত্বত-বিধানে শ্রাদ্ধ

স্বধাম গত শ্রীযুক্ত বৃন্দাবন চন্দ্র ভট্টাচার্য্য ভক্তিভূষণ মহাশয়ের সাধ্বী স্ত্রী শ্রীযুক্ত যোগমায়া দেবী গত ২৭শে বৈশাখ শুক্রবার সাত্বত বিধানে উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ [illegible] ভক্তিশাস্ত্রী [illegible] মহোদয়ের পৌরোহিত্যে শ্রীচৈতন্যমঠে [illegible] পতি-ভগবৎসেবা-পরায়ণ স্বামীর শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পন্ন করাইয়াছেন। তদুপলক্ষে একটী মহোৎসবের ব্যবস্থা হইয়াছিল। তাহাতে শ্রীধামের বৈষ্ণববৃন্দ এবং ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের শিক্ষক ও ছাত্রবৃন্দ নিমন্ত্রিত হইয়া বিচিত্র মহাপ্রসাদ সম্মান করিয়াছেন।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত বৃন্দাবন ভট্টাচার্য্য মহাশয় তীর্থভ্রমণোপলক্ষে সস্ত্রীক পুরীতে যাইয়া শ্রীপুরুষোত্তম মঠে ভক্ত সেবকের নিকট সর্ব্বপ্রথম বাস্তব-সত্যের বাণী শ্রবণের সুযোগ পান। তীর্থভ্রমণের উদ্দেশ্য—প্রকৃত সাধুর দর্শনলাভ ও তাঁহার মুখে হরিকথা শ্রবণ; সৌভাগ্যক্রমে শ্রীক্ষেত্রে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের এই উদ্দেশ্য সফলতা-মণ্ডিত হইয়াছিল।

শাস্ত্র বলেন—

অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ।
পুনশ্চ বিধিনা সম্যগ্ গ্রাহয়েদ্বৈষ্ণবাদ্গুরোঃ॥
—হরিভক্তিবিলাস

পরমার্থভক্ত্যাশ্রয়ো ব্যবহারিকগুর্ব্বাদি-পরিত্যাগেনাপি কর্ত্তব্যঃ—(ভক্তিসন্দর্ভ)। অবৈষ্ণবের উপদিষ্ট মন্ত্রের ফলে নরকপ্রাপ্তি ঘটে; অতএব যথাশাস্ত্র পুনরায় বৈষ্ণব-গুরুর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিতে হইবে। ব্যবহারিক, লৌকিক, কৌলিক আখ্যাধারী গুরু পরিত্যাগ করিয়াও পারমার্থিক গুরুর আশ্রয় করিতে হইবে।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় উক্ত শাস্ত্রবাণী অনুসারে কৌলিক মন্ত্রের প্রতি [illegible] হইয়া সুকৃতিবলে শ্রীল প্রভুপাদের নিকট মন্ত্র এবং শ্রীধাম মায়াপুরে ভজনবিধান [illegible] পূর্ব্বক ভজন করিয়াছেন। তাঁহার আদর্শ অনুসরণ করিলে জনসাধারণের নিত্যকল্যাণ লাভ হইবে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৬ মধুসূদন ৪৪২ শ্রীগৌরাব্দ ৪৪৯

রাগ ও জ্ঞান

আমরা চিৎ ও অচিৎ বলিয়া যে দ্বিবিধ পদার্থের সন্ধান পাই, ভগবান্ কৃষ্ণ সেই চিদচিৎ সমস্ত বস্তুরই আকরস্বরূপ। এ জগতে যে সকল অচিদ্বস্তু আমাদের নয়ন গোচর হয় সেগুলি চিন্ময় বৈকুণ্ঠের বস্তু অন্তর্গত নয়। বৈকুণ্ঠ সর্ব্ব প্রকার চেতন নিকেতন, আর ভবটী পরিচিত যে বস্তু। চিৎ বা অচিৎ সমস্ত ভগবানের সহিত যুগপৎ ভেদ ও অভেদ; সুতরাং জড়ে ভগবৎসম্বন্ধ নাই জানিয়া জড়কে একেবারে চিৎ হইতে পৃথক্ মনে করা উচিত নয়। কারণ ইহাতে কৃষ্ণের লীলার সহায়ক বা সেবোপকরণ স্বরূপ হইতেছে ইহাদের কার্য্য ও শক্তি কৃষ্ণ বা সেগুলিকে ভোগ করিবার স্পৃহা হৃদয়ে উদিত না হইয়া পারে না। সুতরাং চিজ্জড় বা জড়জগৎকে কৃষ্ণের সম্বন্ধ জানিয়া সেবোপকরণরূপে নিয়মপূর্ব্বক ভজনাদি করাই আমাদের কর্ত্তব্য।

চিদ্বিৎ পদার্থের পরস্বরূপ ভগবানের সেবা করিলে বা তাঁহাতে অনুরক্ত না হইলে জীবের প্রকৃত অনুরাগ অসম্ভব। ভগবানের সেবা না করিলে জীব ভাব সেবা করিতে বাধ্য। মায়ার প্রান্ত যে অনুরাগ তাহা ভক্তি নয়—আত্মার বৃত্তি নয়; পরতত্ত্বস্বরূপ ভগবানে অর্পিত অপ্রাকৃত অনুরাগের নামই ভক্তি। এই অনুরাগ, টান বা প্রীতি যেখানে অভাব সেখানে ভক্তির কোন কথাই নাই পরন্তু সেখানে অভক্তি বা ভোগেরই তাণ্ডব-নৃত্য। আমরা অনুরাগ বা বিরাগের মূলে জ্ঞানোদয় বলিয়া একটি ব্যাপার লক্ষ্য করি কিন্তু এই জ্ঞান ও রাগকে এক বলিয়া মনে করা যুক্তিসঙ্গত নয়। কারণ, সাধুগণ স্বরূপলক্ষণকে জ্ঞান এবং স্বরূপ উপলব্ধিকে রাগ বলিয়াছেন। জ্ঞান জাতিস্বরূপ কিন্তু রাগ আত্মস্বরূপ; জ্ঞানের চিন্তায় সমাপ্তি হয়, কিন্তু রাগে অনুশীলনের আধিক্য উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। জ্ঞানের হেতু আছে কিন্তু রাগ অহৈতুকী, জ্ঞানে আত্মতৃপ্তি সম্ভব কিন্তু রাগে আত্মবিস্মৃতি লাভ ঘটে। জ্ঞানে সন্তোষ কিন্তু রাগে ব্যাকুলতা দেখা যায়; জ্ঞানে উদাসীনতার সম্ভাবনা কিন্তু রাগ বা অনুরক্তি সতত চঞ্চলা। জ্ঞান চৈতন্যের স্বরূপ এবং রাগ আনন্দের স্বরূপ। অতএব চিদানন্দময় জীব জ্ঞান ও রাগবিশিষ্ট। এই জ্ঞান ও রাগের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করিতে করিতে আমরা বুঝিতে পারি যে, জ্ঞান জীবের স্বরূপ এবং রাগ জীবের বৃত্তি; জীব জ্ঞান বিস্তারসেবা করিতে করিতে সৌভাগ্যক্রমে যখন পূর্ণভাবে পরমেশ্বরে রাগবিশিষ্ট হন, তখনই তাঁহার মুক্তাবস্থা লাভ হয়। আত্মার সহিত পরমাত্মা সম্বন্ধযুক্ত না হইলে কৃষ্ণে অনুরাগ বা ভক্তিলাভ হয় না। সুতরাং সদ্গুরুর নিকট দীক্ষিত হওয়া বা তাঁহার নিকট সম্বন্ধজ্ঞান লাভ করিবার জন্য ব্যাকুল হওয়া উচিত কি না, সুধীবর্গ বিচার করিবেন।

পদার্থমাত্রেরই আকর্ষণশক্তি আছে। প্রত্যেক পরমাণু অপর পরমাণুকে আকর্ষণ করে; ইহা প্রকৃতির বিধান। পরমাণুসকল পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করিলেও আবার পরমাণুসমষ্টি একটী বৃহৎ পিণ্ড অল্প পরমাণু-সমষ্টি পিণ্ডকে অনায়াসে আকর্ষণ করে। প্রাকৃত পদার্থে যখন এই আকর্ষণ বিধান তখন অপ্রাকৃত রাজ্যে চিৎপদার্থ সকল যে পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করে এবং সমুদয় চিৎপরমাণু যে পরমেশ্বর কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হয়, তাহাতে সন্দেহ কি?

যিনি আকর্ষণ করেন, তিনি কৃষ্ণ। শ্রীগুরুপাদপদ্ম কৃপাপূর্ব্বক অনুচর আমাদিগকে আকর্ষণ করিয়া যখন কৃষ্ণচৈতন্য-সেবায় নিযুক্ত করিয়াছেন ও করিতেছেন তখন তিনি যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ব্যতীত আর কেহই নহেন, এতদ্বিষয়ে আর কি বলিবার আছে? অনুরাগী ভক্তগণের সমক্ষে 'আমি কৃষ্ণদাস' এই জ্ঞান লাভ করতঃ শুধু সেই জ্ঞানেই প্রতিষ্ঠিত না থাকিয়া আত্মার বৃত্তি ভক্তিতে অবস্থিত হওয়ার জন্য রাগ বা অনুরক্তগণের পাদপদ্মে শরণ লওয়া উচিত; নতুবা অজ্ঞান বা জড়জ্ঞান জীবসকলকে অন্ধকারের পথে লইয়া যাইবেই যাইবে; তাই বলি সাধু সাবধান!

সাত্বত-স্মৃতি

নারায়ণ মন্ত্র-মাহাত্ম্য

গতকল্য সম্পাদকীয় প্রবন্ধে আমরা অষ্টাক্ষর মন্ত্রের মাহাত্ম্য কীর্ত্তনের কিছু সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলাম। এক্ষণে সম্প্রতি স্কন্দপুরাণ বলিতেছেন

কিমত্র বহুভির্মন্ত্রৈঃ কিমত্র

বহুভির্ব্রতৈঃ।

নমো নারায়ণায়েতি মন্ত্রঃ সর্ব্বার্থসাধকঃ॥

ইত্যাহ সর্ব্বেষু কালেষু নমো

নারায়ণেতি যঃ।

জপেৎ স যাতি বিপ্রেন্দ্র বিষ্ণুলোকং

সবান্ধবঃ॥

—অর্থাৎ এই মন্ত্রের প্রয়োজন কি? অধিক বহু ব্রতের আবশ্যক কি? "নমো নারায়ণায়"—এই মন্ত্রটাই সর্ব্বসিদ্ধিদ হইয়া থাকে। যিনি সকল সময়ে এই মন্ত্র জপ করেন তিনি বান্ধবগণের সহিত বিষ্ণুলোকে গমন করিয়া থাকেন।

ভবিষ্যপুরাণ, গরুড়পুরাণ প্রভৃতিও অষ্টাক্ষর মন্ত্রের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন। ভবিষ্যপুরাণে শ্রীশুকদেবকে ব্যাসদেব বলিয়াছেন—"হে বৎস, 'নমো নারায়ণায়' এই মন্ত্র সকল অর্থেরই সাধক। এই মন্ত্র জপকারী ভক্তগণ স্বর্গ ও মোক্ষ পাইয়া থাকেন। এই মন্ত্র পরম মোক্ষস্বরূপ এবং ইহাই স্বর্গ বলিয়া কথিত হইয়াছে। বৈষ্ণবগণের হিতের নিমিত্ত সমস্ত বেদের নিগূঢ় রহস্য হইতে স্বয়ং বিষ্ণু এই মন্ত্রের উদ্ধার করিয়াছেন। পূর্ব্বকালে মনু ইহাকে লোকমধ্যে সর্ব্বপাপনাশক ও সর্ব্বফলদায়ক বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। 'নমো নারায়ণায়' এই মন্ত্র বিষয় সংসার নাশের যথার্থ মন্ত্র।" গরুড়পুরাণ বলিতেছেন—

"আসীনো বা শয়ানো বা তিষ্ঠানো

যত্র তত্র বা।

'নমো নারায়ণায়েতি' মন্ত্রৈকশরণো

ভবেৎ॥"

কি উপবেশনে, কি শয়নে, কিংবা যে কোন স্থানেই অবস্থান করুক না কেন, 'নমো নারায়ণায়' একমাত্র এই মন্ত্রের শরণাপন্ন হইতে হইবে।

নৃসিংহমন্ত্র-মাহাত্ম্য

তাপনীয় শ্রুতিতে দেখিতে পাওয়া যায়, প্রজাপতি দেবগণ কর্ত্তৃক পৃষ্ট হইয়া আনুষ্টুভ নারসিংহ-মন্ত্ররাজের ফল জিজ্ঞাসিত হইয়া স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন যে, যে সৌভাগ্যশালী ব্যক্তি নিত্য এই মন্ত্ররাজ অধ্যয়ন করেন, তিনি বেদপূত, অগ্নিপূত, বায়ুপূত, সূর্য্যপূত, চন্দ্রপূত, সত্যপূত ব্রহ্মপূত, বিষ্ণুপূত, রুদ্রপূত এবং সর্ব্বপূত হইয়া থাকেন। তাপনীয় শ্রুতির শেষভাগে আরও বর্ণিত হইয়াছে যে, যাঁহাদের উপনয়ন-সংস্কার হয় নাই, এই প্রকার একশত ব্যক্তি একজন উপনয়ন-সংস্কার-সম্পন্ন ব্যক্তির সমান। শত উপনীত ব্যক্তি এক গৃহস্থের সমান। একশত গৃহী একজন বানপ্রস্থের সমান। একজন বানপ্রস্থ একজন যতির সমান। একশত যতি পূর্ণ রুদ্রজাপকের সমান। একশত রুদ্রজাপক অথর্ব্ব ও অথর্ব্বশিরস্-অধ্যাপকের সমান। এই প্রকার একশত অধ্যাপক একজন নৃসিংহমন্ত্ররাজ পাঠকের সমান। যিনি নৃসিংহ-মন্ত্র পাঠ করেন, তাঁহার যে লোক তাহাই শ্রেষ্ঠ। সেই লোকে সূর্য্যাদির স্থান নাই, সেখানে মৃত্যু প্রাপ্ত হইতে পারে না, অথবা বাস করিতে পারে না এবং তথায় প্রবেশ করিতে পারে না। নৃসিংহমন্ত্র জপকারীর সূর্য্য সদৃশ অন্ধকারময়, চিন্তামণিস্বরূপ, বিশুদ্ধ সত্ত্বময়, ব্রহ্মাদির বন্দনীয় এবং যোগিগণেরও ধ্যেয়।

রামমন্ত্র-মাহাত্ম্য

অগস্ত্য-সংহিতা বলেন—গাণপত্য, সৌর, শাক্ত ও শৈব এই সকল মন্ত্র অপেক্ষা বৈষ্ণবমন্ত্র শ্রেষ্ঠ এবং অভীষ্টফলপ্রদ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। সমস্ত বৈষ্ণবমন্ত্র মধ্যে রামমন্ত্রের ফল অধিক। এই মন্ত্র গাণপত্যাদি মন্ত্র হইতে কোটী কোটী গুণে শ্রেষ্ঠ। দীক্ষা, পুরশ্চরণ ও ন্যাসবিধি ব্যতিরেকেও জপ করিলে রামমন্ত্র সিদ্ধি প্রদান করেন। "ওঁ নমো রামায়" এই ষড়ক্ষরযুক্ত মন্ত্র মহাপাপনাশ-বিধায়ক এবং সকল মন্ত্রের মধ্যে অতিশয় শ্রেষ্ঠ। অগ্নি যেরূপ তুলার পর্ব্বত অনায়াসে ভস্ম করে সেই প্রকার এই মন্ত্ররাজ দিন, পক্ষ, মাস, ঋতু ও বৎসরের সমুদয় পাপ নিঃশেষরূপে দগ্ধ করে। রামমন্ত্রের কীর্ত্তনে জ্ঞান বা অজ্ঞানকৃত সহস্র সহস্র ব্রহ্মহত্যা, স্বর্ণহরণ, সুরাপান, গুরুপত্নীগমন এবং সহস্র সহস্র কোটী কোটী যে কিছু উপপাতক আছে তৎসমুদয় বিনষ্ট হইয়া থাকে। তাপনীয় শ্রুতি বলেন—"যে ব্রাহ্মণ নিত্য নিয়মপূর্ব্বক রামমন্ত্র অধ্যয়ন করেন, তিনি পাপ, মৃত্যু, ভ্রূণহত্যা, সংসার প্রভৃতি হইতে উত্তীর্ণ হইয়া ভগবদ্ভক্তগণের আশ্রয়যোগ্য হন।"

কৃষ্ণমন্ত্র মাহাত্ম্য

বৃহৎ গৌতমীয় তন্ত্র বলেন—"সমুদয় প্রধান মন্ত্রের মধ্যে বৈষ্ণবমন্ত্র শ্রেষ্ঠ। আবার সকল বৈষ্ণবমন্ত্র অপেক্ষা কৃষ্ণমন্ত্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। যাবতীয় দেবতার ও যাবতীয় মন্ত্রের প্রাণ—শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণই পরব্রহ্ম ও সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ। শ্রীকৃষ্ণমন্ত্র সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ। শ্রীকৃষ্ণের বাসুদেবাদি শাস্ত্রোক্ত বহু বহু মূর্ত্তির প্রকট আছে। তন্মধ্যে তিনি গোপবেশে যাহা নিজের যে বিগ্রহ প্রকট করিয়াছেন সেই বিগ্রহের মন্ত্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। সমুদয় কৃষ্ণমন্ত্র মধ্যে গোপাল-মন্ত্র শ্রেষ্ঠ; আবার অষ্টাদশ অক্ষর মন্ত্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। যথা—

"যজ্ঞাপি ভগবতাং যাং গুহ্যো

গোপালেশা।

তত্র শ্রেষ্ঠতমা মন্ত্রাস্তেষামষ্টাদশাক্ষরঃ॥"

(বৃহদ্গৌতমীয় তন্ত্র)

গোপাল-তাপনীয় শ্রুতিতে দেখা যায়, সনকাদি মুনিগণ যখন ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কে পরম দেব? কাহা হইতে মৃত্যু ভয় পায়? কাহাকে জানিতে পারিলে সমস্তকে জানা যায়? কাহা কর্ত্তৃক এই সংসার প্রবর্ত্তিত হইয়াছে?" এই সকল প্রশ্নের উত্তরে ব্রহ্মা স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছিলেন যে, কৃষ্ণই পরম দেবতা, গোবিন্দ

হইতে মুক্ত হইয়া যায়, গোপীজনবল্লভকে জানিতে পারিলে সমুদায় জানা হয় এবং যাহা দ্বারা এই সংসার প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে।

কৃষ্ণ, গোবিন্দ, গোপীজনবল্লভ ও স্বাহা ইঁহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসিত হইয়া ব্রহ্মা বলিয়াছিলেন যে—যিনি আকর্ষণ পূর্ব্বক জীবের সর্ব্বপাপ নষ্ট করেন, তিনি কৃষ্ণ; যিনি স্বর্গ, ভূমি ও বেদে বিদিত এবং গো-সকলকে জানেন তিনি গোবিন্দ; গোপীজনবল্লভ—গোপীজনা বিদ্যাকলাপ্রেরকঃ (গোপালতাপনী)। গোপীজনা এব আ সম্যক্ বিদ্যা আবৃত্তোপলক্ষণাৎ সৈব কলা শক্তিবিশেষস্তস্যাঃ প্রেরকঃ — শ্রীল সনাতন-গোস্বামী। গোপীজনা-শব্দে সম্যক্ বিদ্যা বা পরা বিদ্যা। এই বিদ্যা ভগবানের কলা বা চিচ্ছক্তি। এই চিচ্ছক্তির প্রেরক যিনি, তিনিই গোপীজনবল্লভ। স্বাহা-শব্দে মায়া যাহাদ্বারা শ্রীভগবান্ সংসারাদি প্রবর্ত্তন করিয়া থাকেন। এই কৃষ্ণ, গোবিন্দ ও গোপীজনবল্লভকে যিনি ধ্যান করেন, শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি দ্বারা ভজন করেন, তিনি মুক্ত হইবার অধিকারী।

দশম আল্‌বর্

—:০:—

'চতুষ্কবি'

খৃষ্টীয় অষ্টম শত বৎসর মাঝারে,
'চতুষ্কবি' আল্‌বর্ অভ্যুদয়-কাল,
'তিরুমঙ্গই' বলে দক্ষিণে তাঁহারে,
আর এক নাম তার বহু পরকাল।

কৃত্তিকা-নক্ষত্রযোগে শুভ কার্ত্তিকেতে,
ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর 'শার্ঙ্গধনু বর',
এই ধনু অংশে অবতীর্ণ এ ভারতে,
প্রখ্যাত হ্যালিধারে দশবাদ্‌পুর।

শ্রীতিরুমঙ্গই কবি যুবাকাল হ'তে,
বিষ্ণুতীর্থ সমুদয় করি পর্য্যটন,
শুনিয়া শ্রীহরিবাণী সাধুর মুখেতে
ক'রেছিল হরিপদে আত্মনিবেদন।

'চতুষ্কবি' বিষ্ণুতীর্থ পর্য্যটনকালে,
বিভূতিসম্পন্ন ব্যক্তি অতি অলৌকিক
চারিজন শিষ্য ল'ন তাঁর পদতলে,
চারি শিষ্য হ'বে বল প্রচারে চৌদিক।

প্রথম শিষ্যের নাম তোলাপুক্কুন,
তোলাবক্কুন অর্থ 'তর্কচূড়ামণি',
তর্কেতে নাহিক তাঁর কেহ সমতুল,
দিগ্বিজয়ী তর্কবীর সেই গুণবান।

বিখ্যাত দ্বিতীয় শিষ্য এই ধরাপরে,
তালোদ্ঘাটক—'তাড়্‌ড়ুয়ান' নামেতে,
যে কোন তালেতে দিত একটী ফুৎকারে,
সর্ব্ববিধ দৃঢ় তালা পারে উন্মোচিতে।

'[illegible]' [illegible] নাম অক ভণে,
অথবা [illegible] ছায়াগ্রহ বলে,
[illegible] ছিঁড়ি ধবর মতে,
তার পাদুকোর শ'ক পদক্ষেপ কালে।

চতুর্থ শিষ্যের কথা অতি চমৎকার,
'নীরমেল্ নরপ্পান্' জলোপরিচর'
পদেতে গমন করি সিন্ধু হ'ত পার,
দিব্য শক্তি ছিল তার সলিল-উপর।

এই চারি শিষ্য ল'য়ে [illegible],
সমুদয় বিষ্ণুতীর্থ করি দরশন,
অবশেষে উপনীত রঙ্গ-ক্ষেত্র,
মন্দির হেরিয়া তথা ক্ষুণ্ণ হ'ল মন।

মন্দিরের ভগ্নাকীর্ণ দেখিল অবস্থা,
চতুর্দিকে পশু পক্ষী আবাসের স্থল,
নাহি তার আলঙ্কার সেবার ব্যবস্থা,
দিনে মাত্র একজন সেবা-কুশল।

হেরিয়া তথায় বিষ্ণুভক্ত অন্তরে,
পরম সুন্দর এক মন্দির-নির্ম্মাণে,
জাগিল বাসনা তাঁর ভক্তনাথ-তরে,
নিযুক্ত হইলা তিনি অর্থ আহরণে।

প্রতি দেশে দেশে তিনি লয়ে শিষ্যগণ,
গমন করিলা সব ধনিজন-পাশে,
সকলেরে করযোড়ে করে নিবেদন,
শ্রীহরিসেবার্থ আসিয়াছি অর্থ-আশে।

কিন্তু কোথা সকলের ধনী সম্প্রদায়
তাঁহারে না দিল অর্থ মন্দির-নির্ম্মাণে,
বিষয় লোলুপ ভণ্ড ভাবিল তাঁহায়,
কটুবাক্য বলি' সবে বিদায় প্রদানে।

দেখিয়া ধনীর চিত্র সেই ভক্তবর,
আরও অধিকভাবে হইলা ব্যাকুল,
নিশ্চিত করিব আমি মন্দির সুন্দর,
যে কোন উপায়ে হোক্ নাহি কোন ভুল।

আদেশিলা ভক্তশ্রেষ্ঠ শিষ্য চারিজনে,
কর নিযুক্ত যোগবিভূতি সকল,
ধনবেরী বিষয়ীর মদন-সাধনে,
শ্রীবিষ্ণুর সেবা করি হউক সফল।

'তর্কচূড়ামণি' শিষ্য আদেশে তখন,
তর্কজালে বিজড়িত করে ধনিগণে,
'তাল-উদ্ঘাটক' দিয়া খোলে তৎক্ষণ,
প্রবেশরে কোষাগারে ধন উৎপাটনে।

এরূপে যথেষ্টধন করিল সংগ্রহ
ধনশালী ধনিকের পরিতোষ করি,
তাঁহার তৃতীয় শিষ্য নাম 'ছায়াগ্রহ'
লুণ্ঠন করিল অর্থ তার পরিহরি।

পরিখাবেষ্টিত সব রাজপুরী হ'তে,
'জলোপরিচর' নামে শিষ্য [illegible],
[illegible] লুণ্ঠন অর্থ ত,
হইল অসংখ্য ধন হরিসেবাতরে।

এইরূপে সুবৃহৎ বহু ধনরাজি
হইল [illegible] দশবাদ্‌পুর
[illegible] নিয়মনে সেবা প্রাণপতি,
পরিচারি সর্ব্বধন একত্র [illegible]।

অতঃপর সেই 'রঙ্গনাথে' মহান্,
বিভিন্ন প্রদেশ হ'তে শ্রেষ্ঠ শিল্পীগণে,
আনাইয়া প্রাকারের এ বড় নির্ম্মাণ,
সহস্র সহস্র শিল্পী লাগিলা খাটিতে।

অবশিষ্ট শিল্প চারি বৎসরের পরে,
প্রস্তরের বহিঃপুরী করিল গঠন,
ক্রমেতে দ্বিতীয় পুরী নির্ম্মাণের তরে,
সকলে বৎসর দুই করিল যতন।

হইল তৃতীয় পুরী আট বৎসরেতে,
চতুর্থে বৎসর দশ, পঞ্চমে দ্বাদশ,
ষষ্ঠ বহিঃপুরী হ'ল সকল শেষেতে,
তাহাতে সময় গেল বর্ষ অষ্টাদশ।

সমস্ত মন্দিরখানি করিতে নির্ম্মাণ,
ষষ্টি বর্ষ সময়েতে হইল বিগত,
সেইকালে ভক্ত তিরুমঙ্গই মহান্,
অশীতি বৎসর বৃদ্ধ হ'ল পরিণত।

অন্তঃপুরী সুনির্ম্মিত হইবার পর,
নিকটস্থ ব্রাহ্মণগণ ভক্ত প্রধানে,
শ্রীঅর্চামূর্ত্তিরে সবে করি যোড়কর
উদ্যত হইল অর্থ সাহায্য-প্রদানে।

কেহ বা তৎকালে মহাপুরুষের করে,
সেবা-অনুকূল্য বলে করিয়া প্রদান,
ভক্তমূর্ত্তি প্রভৃতির উপার্জ্জন-তরে
অভিজ্ঞতা চরিত্রের পাইয়া সন্ধান।

দস্যুবৃত্তি করিয়াও যাহা অর্জ্জনেতে,
আত্মভোগ চেষ্টা তার ছিল না কখন,
এক কপর্দ্দক কভু আপন ভোগেতে
ভুলক্রমে কোন দিন করেনি গ্রহণ।

হইল মন্দির সপ্ত প্রাকার বেষ্টিত,
ষড়্‌রূপে সেবা-পূজা করিলা বিধান,
উপার্জ্জিত সর্ব্বধন হইল ব্যয়িত,
কোষাগারে নাহি আর মুদ্রা অবস্থান।

যে সকল দস্যু ধন উপার্জ্জন তরে,
তাঁহারে করিয়াছিল সাহায্য তখন,
সেকালে দস্যুগণ তাঁহার গোচরে,
উপনীত হ'ল আসি' সহস্রেক জন।

করিল অর্থের দাবী আচার্য্যের পাশে,
অর্থহীন হ'য়ে চিন্তে আচার্য্য এখন,
শিষ্য 'জলোপরিচরে' বলে উপদেশে,
ভক্তিতে দস্যুর করে কত যতন।

সেই অনুসারে শিষ্য জলোপরিচর,
সুবৃহৎ পোত এক করি' আনয়ন,
আরোহিয়া দস্যুগণে তাহাতে সত্বর
ক্রমশঃ জলোপরি করিলা গমন।

জানাইলা দস্যুগণে কৌশল করিয়া,
অদূরে সেই স্থানে আছয়ে প্রোথিত,
তোমাদের সেই স্থানে যাইতে হইবে,
তথায় সকলে ধন পাইবে স্থাপিত।

সেই লোকবাহন সবে জলোপরিচর,
সুকৌশলে কাবেরীর মধ্যে সে দি[illegible]
বর্ষাকাল খরস্রোত বন্যার প্রবল,
কৌশলেতে অলক্ষিতে দিল ডুবাইয়া।

[illegible] জলোপরি করি আগমন,
গুরুদেব-[illegible] হ'য়ে উপনীত,
নিবেদিল অবশেষে সেই দস্যুগণ,
কাবেরীর জলমধ্যে মগ্ন হ'ল সব।

কহিলা আচার্য্য তবে '[illegible]' আপন,
বিষ্ণু-পদ-পদ্মাবিষ্ট পাপবিনাশিনী
কাবেরীতে এই 'তীর্থ' সেই দস্যুগণ,
পেয়েছে উত্তম স্থান সকল পরাণী।

না হও চিন্তিত শুধু 'জলোপরিচর',
বৈষ্ণবদ্বেষ হিংসা দস্যুবৃত্তি আর,
না দিয়া প্রশ্রয় তুমি সবে শ্রেষ্ঠতর,
বৈকুণ্ঠ যাবেন সবে উচ্চারিলা তার।

হইয়াছে তাহাদের দেহ [illegible],
উদ্ধার পা'ল মহাসন্তাপ হ'তে,
তোমার কৃপায় তারা লভে দিব্যস্থান,
পুণ্যেতে সকলে তারা গেল বৈকুণ্ঠেতে।

শ্রীহরিসেবার তরে তাদের সাহায্য,
লইয়াছিলাম বোঝা পরম যতনে,
বাকিগণ ভোগ তরে এত সব কার্য্য,
অশুদ্ধিতে মহাপাপ হবে জীবনে।

দস্যুগণ হইল প্রসিদ্ধ তখন,
পুণ্যতোয় কাবেরীর উত্তরপাশায়,
'হরিখান' নাম তার বলে সর্ব্বজনে,
কোলাহল্ করে তাকে দ্রাবিড়ভাষায়।

শ্রী ভক্তশ্রেষ্ঠ কবিবরের রচিত,
তামিল সাহিত্য মাঝে শ্লোক অতিশয়,
ভক্তিতে উন্নত করে ভক্তের চিত,
আজিও পাঠকে তাহা পরিতুষ্ট হয়।

কৃপা কর মোরে দেব দশবাদ্‌পুর,
কাম-ক্রোধ-দস্যু-করে করিয়া উদ্ধার,
হউক প্রভু একসেবা যাবে নিরন্তর,
ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ নাহি মাগি আর।

— শ্রীঅবদেব চট্টোপাধ্যায়

সারকথা

— :০: —

[illegible] প্রভুর অনুমোদিত

প্রভু কহে, সাধু এই ভিক্ষুক-বচন।
মুকুন্দ-সেবন-ব্রত কৈল নির্দ্ধারণ॥
পরাত্মনিষ্ঠা-মাত্র বেষ-ধারণ।
মুকুন্দ-সেবায় হয় সংসার-তারণ॥
সেই বেষ কৈল এবে বৃন্দাবন গিয়া।
কৃষ্ণ-নিষেবণ কর নিভৃতে বসিয়া॥
(চৈঃ চঃ মধ্য)

ভক্তি-প্রচার কি প্রভুর অভিপ্রেত?

মথুরাতে পাঠাইলা রূপ-সনাতন।
দুই সেনাপতি কৈল ভক্তি-প্রচারণ॥
নিত্যানন্দ গোসাঞে পাঠাইলা গৌড়দেশে।
তিঁহো ভক্তি প্রচারিলা অশেষ বিশেষে॥
আপনে দক্ষিণ-দেশে করিলা গমন।
গ্রামে গ্রামে কৈল কৃষ্ণনাম-প্রচারণ॥
(চৈঃ চঃ)

অন্তর্ভুক্ত মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ

(আকর মঠরাজ)

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীমায়াপুর [illegible] প্রায় ৩০০ বর্ষ [illegible] লুপ্ত [illegible] ভক্তিসিদ্ধান্ত [illegible] সরস্বতী গোস্বামী [illegible] বিরাজমান। এই স্থান শ্রীধাম, সর্বতীর্থ শ্রেষ্ঠ ও সংকীর্তনপ্রধান। এই মঠ হইতে শ্রীচৈতন্য-বাণী প্রচারের জন্য ভারতবর্ষের সর্বত্র এবং বিদেশে প্রচারকগণ প্রেরিত হইতেছেন। এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারী-শ্রীবিগ্রহের নিত্য সেবা হইতেছে। এই মঠ হইতে সাপ্তাহিক দৈনিকপত্র 'নদীয়া-প্রকাশ' সাধারণে প্রকাশিত হয়। এই মঠে বর্ষে বর্ষে 'নবদ্বীপ-পরিক্রমা' প্রবর্তিত হইয়াছে এবং প্রতি বৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমা ও অনুষ্ঠান ও গৌরজন্মোৎসব উপলক্ষে মহামহোৎসব [illegible] অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—শ্রীপাদ [illegible] ব্রহ্মচারী সেবাধিকারী।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রচারিত শুদ্ধভক্তি-প্রচারের প্রধান কেন্দ্র। এখানে শ্রীগৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারী জীউ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই মঠ হইতে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীরাধাগোবিন্দ-জীউ সম্বন্ধে নিত্য সেবা হয়। 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছে। শ্রীমদ্ভাগবত, মহাভারত, গীতা—চৈতন্য-চরিতামৃত, শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি গ্রন্থ ও শাস্ত্রগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হয়। এই মঠ হইতে মহামহোপদেশক হরিকথা-প্রচার, মহামহোপদেশক, [illegible] [illegible] শ্রীমন্মহাপ্রভুর [illegible] [illegible] হয়। রক্ষক মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া সহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ, সেবা, [illegible] শ্রীমদ্বক্ষেত্র সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী সেবাকোবিদ।

(৪ শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীবাসপণ্ডিত শ্রীবাস-ভবন বা শ্রীগৌর-কীর্ত্তন-প্রকাশ এখানে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈতের সেবা বর্তমান, রক্ষক—শ্রীমদ্বসিক সেবাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্তমান। রক্ষক—গোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

(৭) কাজীর সমাধি-পীঠ

সুপ্রাচীন শ্রীধামপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপা-প্রাপ্ত শ্রীচাঁদ-কাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীমাধব ব্রহ্মচারী ভক্তালোক।

(৮) শ্রীনন্দন-সুবর্ণ-কুণ্ড

শ্রীগোক্রম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান দাস ব্রহ্মচারী।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীঠাকুর দাস সেবাধিকারী।

(১০) মোদদ্রুম-ছত্র "গৌড়ের নৈমিষ"

মামগাছি, পোঃ ভাণ্ডারটিকুরী, (বর্দ্ধমান)। শ্রীবাসুদেব দত্ত ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান। শ্রীগৌরনিত্যানন্দের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীকুঞ্জবিহারী ব্রজবাসী, ভক্তিভূষণ।

(১১) জেজিয়া বৃন্দাবন

শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী,

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক— শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১২) সুরভিকুঞ্জ—পোঃ কৃষ্ণনগর,

নদীয়া। রক্ষক—শ্রীমধুসূদন অধিকারী

(১৩) ভাগবত আসন—পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

এই স্থান হইতে ভাগবতগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়। রক্ষক—শ্রীমধুসূদন ব্রহ্মচারী ভক্তালোক, ভক্তশাস্ত্রী।

(১৪) একায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ রানাঘাট, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরাধানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী ভক্তিরত্ন।

(১৫) মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঁচড়াপাড়া, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরাধিকামোহন ব্রজবাসী।

(১৬) মাধ্বগৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, পোঃ ঢাকা

পূর্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বা-গিরিধারীর সেবা বর্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ [illegible]।

(১৭) গোপালজীর মঠ—কমলাপুর, (ঢাকা)

[illegible] [illegible] [illegible] সেবা বিরাজমান। রক্ষক—[illegible] ব্রজবাসী

(১৮) মধ্বাই-গৌরাঙ্গ মঠ

[illegible] ঢাকা,

[illegible] [illegible] বর্তমান। রক্ষক—শ্রী[illegible]

(১৯) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীহরেকৃষ্ণ [illegible] এম-এ, বি-এল।

(২০) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ বাড়ী, (ঢাকা)

এখানে বহু পুরাতন শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(২১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারীর নিত্য-সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীচৈতন্য সেবাধিকারী,

(২২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

সুন্দরকোণা, পোঃ ডঙ্কুরা, (বাঁকুড়া)

এখানে শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীরাধানাথ অধিকারী।

(২৩) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে গুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিরত্ন।

(২৪) গোরালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন সেবাধিকারী।

(২৫) সচ্চিদানন্দ মঠ

বালিয়াটি, পোঃ বালিয়াপাটনা, (কটক)

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদবিহারী জীউর নিত্যসেবা বর্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর

(২৬) জিয়ড়-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ কুরমেরা পুরী,

শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ গান্ধর্বিকাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন।

(২৭) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্বত, পোঃ পুরী উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদবিহারী জীউর নিত্য সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীমাধব অধিকারী

(২৮) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়ানন্দের ও শ্রীরাধাগোপী-নাথের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীবিপিন-বিহারী সেবাধিকারী।

(২৯) রায়রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, মাদ্রাজ গোদাবরী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্তমান। মহোপদেশক—শ্রী[illegible] সেবাধিকারী [illegible]।

(৩০) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪৭নং কালভৈরব, বেনারস সিটি

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-[illegible] [illegible] সেবা বর্তমান। [illegible] [illegible] ব্রহ্মচারী।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সেবা। রক্ষক—[illegible] [illegible] [illegible]

(৩২) প্রপন্নাশ্রম মঠ,

পোঃ বিষ্ণুপুর, মৈমনসিংহ

এখানে শ্রীরাধারমণ গান্ধর্বিকা ও গৌর-বিনোদ-বিহারীজীর সেবা বর্তমান।

রক্ষক— শ্রীমদনগোপাল সেবাধিকারী।

(৩৩) কৃষ্ণচৈতন্য মঠ

পুরাণ সহর, শ্রীধাম-বৃন্দাবন, মথুরা

এখানে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিত্য-সেবা হয়। রক্ষক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠ

বিশ্রামঘাট মথুরা

রক্ষক— বিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ

(৩৫) ব্রজপত্তন সুবর্ণকুঞ্জ—শ্রীরাধাকুণ্ড

রক্ষক— শ্রীরাধারমণচরণ ব্রহ্মচারী

(৩৬) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৩৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ

সেবাকুঞ্জ, পোঃ গোবর্দ্ধন, জেলা গুর্গাঁও (পাঞ্জাব) রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৩৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪০নং কুতুব রোড, নিউ দিল্লী।

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গগান্ধর্বিকাগিরিধারীর সেবা।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্বস্ব গিরি মহারাজ

(৩৯) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল।

এখানে গৌর-বিনোদবিহারীর সেবা বর্তমান।

রক্ষক—শ্রীবনগোপাল অধিকারী।

(৪০) সারস্বত-গৌড়ীয় মঠ

হায়দার সাহারণপুর, ইউ, পি

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্বস্ব গিরি

(৪১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ রায়াপেট্টা মাদ্রাজ।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্বা-গিরিধারীর সেবা।

রক্ষক—শ্রীপাদ জগদানন্দ ভক্তিবিলাস।

(৪২) বোম্বে-গৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়

খোতার রোড, ডোটানি বিল্ডিং, ব্লক নং ১, বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীসুন্দরানন্দ বেদপন্থী মহাশয়।

(৪৩) আমলাজি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ আমলাজি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীবলদেব দাস অধিকারী

(৪৪) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী

(৪৫) পাটনা গৌড়ীয় মঠ

১০০ মিঠাপুর, পাটনা।

রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী বাগভূষণ

(৪৬) গয়া গৌড়ীয় মঠ

সিভিল লাইন্স, চার্চ রোড, গয়া

উপদেশক শ্রী[illegible] [illegible]

(৪৭) বালেশ্বর গৌড়ীয় মঠ [illegible]

রক্ষক —শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৮) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয়

৩ গ্লাডস্টোন ম্যানসন, [illegible] পার্ক, এল ডাব্লিউ ৩, লণ্ডন

রক্ষক—ত্রিদণ্ডি [illegible] শ্রীমদ্[illegible] মহারাজ

(৪৯) বার্লিন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

Berlin W. 30

Eisenacher strasse 29 . II

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বাঙ্গালাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—মূল্য ৪০৲
ঐ অধ্যায় গুলি ১২৲ বা গোটা ১৪৲
একাদশ স্কন্ধের প্রতিলিপি ৷৵০
২। আকর সমেত শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। অনুভাষ্য সহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। নবদ্বীপ-শতক ৭৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৩—৮৲; ৩য় খণ্ড—৮৹
৩ ৷০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—১৲; ২য় খণ্ড ৷০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব—১৲
৮। সৎক্রিয়াসার—দীপিকা ও সংস্কার-দীপিকা ১৷০
৯। বৈষ্ণব ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিদ্বৎ-তত্ত্ব ৷০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ৷০
১৮। ভাগবত-আলোচনা ৷০
১৯। ভাগবতের কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵০
২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৷৵০
২২। ভক্ত-ধ্রুব ৷০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ ও (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
২৬। শ্রীগৌর কেবল মায়া-ভাষা ৷০
২৭। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্ন্যাসের মাহাত্ম্য ২৲
২৮। বেদান্তদর্শনের মাহাত্ম্য ৷০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸
৩০। শ্রীল-প্রভু চরিত ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৶০
৩২। গোস্বামী প্রভুর দান (বাঁধা) ৷০
৩৩। শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। শ্রীনবদ্বীপধাম (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। শ্রীগৌরমালা ৵১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷০
৩৯। কল্যাণকল্পতরু দর্পণ ৷০
৪০ শরণাগতি ৵০
৪১ গীতাবলী ৵০
৪২ শ্রীনবদ্বীপ ৷১০
৪৩ সাধনবল ৵০
৪৪ প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৵০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৵০
৪৬। অর্চ্চনপদ্ধতি ৵০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৵০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৵১০
৪৯। অর্চ্চনপদ্ধতি ৲১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম খণ্ড) ৩৲
৫১। প্রেমপ্রদীপ ৷০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ৷০
৫৩। গৌরহরিনাম ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ০
৫৫। অমৃতপ্রবাহ বা ব্যাখ্যামৃতপঞ্চরত্নী ৷০
৫৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৵০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ৷০
৫৮। শ্রীচৈতন্যদেব ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সাধ্যসাধন ৵০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত সারঃ ৷০
৬১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিধিতন্ত্রঃ ৷০
৬২। ভক্তি-সন্দর্ভসূত্রম্ ৷০
৬৩। তত্ত্বসূত্রম্ ৷০
৬৪। সাত্বত সিদ্ধান্তম্ ৶০
৬৫। গৌড়ীয়মঠের পাঠ্যঃ ৵০
৬৬। সাত্বতসর্ব্বস্বম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৭। রায় রামানন্দ ৷০
৬৮। এ কিউ ওয়ার্ডস্ অন্ বেদান্ত ৷০
৬৯। বায়বল ৷০
৭০। বেদান্ত—ইটস্ মর্ফলজি অ্যাণ্ড অন্টলজি ৷০
৭১। বিদেহিত আর্ক্স্ ৷৵০
৭২। লাইফ অ্যাণ্ড প্রেসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ৷০
৭৩। বৈষ্ণবীজম্ ৷০
৭৪। শোর্ট গৌড়ীয়মঠ টিচিংস ৵০
৭৫। দি ভাগবত ৷০
৭৬। থিওরেটিক্যাল প্রিন্সিপল্স অ্যাণ্ড অ্যাপ্লায়েড ডিভোশন ৷০
৭৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২৷০
৭৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (অনুবাদ) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৭৯। শ্রীজৈবধর্ম্মচতুর্থাধ্যায় ৷০
৮০। সাধন-পথ ৷০
৮১। কল্যাণ-কল্পতরু ৵১০
৮২। গীতাবলী ৵
৮৩। শরণাগতি ৵

জার্ম্মাণ ভাষায় প্রকাশিত

৮৪। শরণাগতি ৵

তেলগু ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

কবিরাজ ভাগবতভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিলেই হয় অত্যুক্তি হইবে না। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অবস্থা সাধক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ আনা, বড় বোতল ১৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

স্বনামখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে. বি. দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউন্‌টেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন প্রকারে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ। জে. বি. দত্ত এণ্ড কোং কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার কলিকাতা

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, বৈষ্ণবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) স্পষ্ট ও সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে বর্ণানুক্রমিক শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ ... দ্বারা মুদ্রিত ...
... ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভারতী এম. এ. এর দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সুবর্ণ সুযোগ! সুবর্ণ সুযোগ!

শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদরচিত গৌড়ীয়ভাষ্য সহিত

[illegible]

শ্রীশ্রীচৈতন্য ভাগবত

গ্রন্থের আয়তন :—ক্রাউন কোয়ার্টো মূল ১০৯৬ পৃষ্ঠা, সূচীপত্র ২৫৪ পৃষ্ঠা, মোট ১৩৫০ পৃষ্ঠা

ভিক্ষা বাঁধাই। মাত্র ৭৲ সাত টাকা

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা

নদীয়া সার্টিফিকেট আদালতের নীলাম ইস্তাহার

কেস নং এবং কোর্টের নাম	নীলাম ইস্তাহার (A) (B) বা (C) ফারাম প্রকাশিত	ডিক্রিদার	দেনাদার	যে দাবীর জন্য সম্পত্তি বিক্রয়ের আদেশ হইয়াছে	বিক্রয়ের স্থান তারিখ ও সময়	কি রকম স্বত্ব	থানা, মৌজার নাম ও গ্রাম	৯ পরিমাণ এবং দাগ (জানা থাকিলে) অথবা অন্য প্রয়োজনীয় বিবরণ	১০ জমির পরিমাণ (জানা থাকিলে)	১১ জমা (জানা থাকিলে)	১২ মন্তব্য
১৮৯ R. P., ৩৪।৩৫ নদীয়াসার্টিফিকেট আদালত		আর পালচৌধুরী	বিবতড়ি শেখ দিং	১৮৯।/৫	১১।৭।৩৫	রায়তি স্থিতিবান	থানা কোতয়ালী মৌজে ভাবনগর	১২০ খতিয়ান	১১-৯৩	২৯৮৶২	আর পালচৌধু
৭২৪ A. P., ৩৩।৩৪		এ, পালচৌধুরী	এলাহি শরীফ দিং	৩৬।/৮	১১।৭।৩৫	ঐ	থানা হাসখালি মৌজে বকিনপাড়া	৫৫১ খতিয়ান	·৭২	৩৬৶০	এ, পালচৌধু
১৪৫ N. R., ৩৪।৩৫		গৌরীশচন্দ্র রায় বাহাদুর	মন্মথনাথ বসু সর্বাধিকারী	১৩৯৸৮	১২।৭।৩৫	মোকররী	থানা কৃষ্ণনগর মৌজে দিগম্বডাঙ্গা	১০ খতিয়ান	৯-৭২	২০৬৶৭	গৌরীশচন্দ্র রায় বা[illegible]
১৫৮ N. R., ৩৪।৩৫			ঐ	৮২৬১	১২।৭।৩৫	ঐ	থানা ঐ মৌজে ঐ	৮৮ খতিয়ান	৭-৪৪	১২।/০	ঐ
৪০৮ N. R., ৩৪।৩৫			তোবদুল মণ্ডল দিং	২৪।/০	১০।৭।৩৫	রায়তি স্থিতিবান	থানা কৃষ্ণগঞ্জ মৌজে তৌগাছা	৯৪৩ খতিয়ান	২-৪৭	৯।/০	
৪১ N. R., ৩৪।৩৫			এবাদুল শেখ	১৩৫০	১৫।৭।৩৫		থানা কৃষ্ণনগর মৌজে বাহাদুরপুর	খতিয়ান	·৪৯	২৶৯	
৭৯ R. P., ৩৪।৩৫		আর পালচৌধুরী	এবাদি মণ্ডল দিং	৮৯৸০	১৫।৭।৩৫	ঐ	থানা হাঁসখালি মৌজে গোবিন্দপুর	১১৭১ খতিয়ান	৩-৯২	১৮৬৪	আর পালচৌ,
৮৩৫ R. P., ৩৪।৩৫		ঐ	বহার মণ্ডল দিং	৪৪৲	১০।৭।৩৫	ঐ	থানা শান্তিপুর মৌজে মধ্যনা	১৫২ খতিয়ান	৪-৬৯	১৯৸০	ঐ
৭০ A., ৩৩।৩৪		শ্রীমন্মোহন আচার্য দিং	আবুল মণ্ডল দিং	২৮৸/১	১৫।৭।৩৫		থানা ও মৌজে চৌগাছাপুর	১৬৮৩ খতিয়ান			শ্রীমন্মো আচার্য
৮৫৯ A., ৩৩।৩৪		ঐ	নসু মণ্ডল	২৪৶০	১৫।৭।৩৫	রায়তি দখলীস্বত্ব	থানা চৌগাছাপুর মৌজে বাবাপুর	২৮২ খতিয়ান	১-৫৭	৮৸৮	ঐ
১৫৮ A., ৩৩।৩৪			যোষী শেখ	১১।১৫	১৫।৭।৩৫	রায়তি স্থিতিবান	থানা চৌগাছাপুর মৌজে পাথরঘাটা	১৭ খতিয়ান	·১৩		ঐ

কার্য্যালয়—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'শ্রীমায়া' নবদ্বীপ

দৈ নি ক

Reg. GC 1544

চৈতন্যোপনিষদ্
বড় অক্ষরে মূল ও
অনুবাদসহ প্রকাশিত
হইয়াছে। কাগজ ও
ছাপা অতি উত্তম।
ভিক্ষা ।০ মাত্র
শ্রীচৈতন্যমঠ,
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

নদীয়াপ্রকাশ
THE
NADIA-PRAKASH

"গৌড়ীয়"
৭ম বর্ষ হইতে
১৩শ বর্ষ পর্য্যন্ত
প্রতি বর্ষ কাগজে
বাঁধাই
ভিক্ষা ৩৷০ মাত্র।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ
বাগবাজার, কলিকাতা

[illegible]

১০ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১লা জ্যৈষ্ঠ, বুধবার ১৩৪২, ১৫ই মে ১৯৩৫ [৬৩শ সংখ্যা

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

—:০:—

"এ্যালিজা জিন্স সেহি ম্যাডেগা"

'রাজনন্দিনী আজ পথের ভিখারিণী' এই প্রবাদ বাক্যটি নামজাদা দস্যু আবদুল রহমানের মাতার সম্বন্ধে বিশেষভাবে প্রযোজ্য। এক সময়ে এই দুর্দ্দান্ত দস্যুটি সিন্ধু প্রদেশের পুলিশের ও জনসাধারণের প্রাণে ত্রাসের সঞ্চার করিয়াছিল এবং বিশটিরও অধিক ডাকাতি সে করিয়াছিল। তাহার জীবিতাবস্থায়, প্রকাশ্যে তাহার ফাঁসি দেওয়ার পূর্ব্বে এই রমণী (তাহার মাতা) বিশেষ প্রতিপত্তিশালিনী ছিলেন এবং টাকাকড়ি লইয়া ছিনিমিনি খেলিতেন। কিন্তু এখন তাঁহার চরম দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে। আজ তিনি দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া অতিকষ্টে জীবিকার্জ্জন করেন। জনৈক সংবাদপত্র প্রতিনিধি হায়দরাবাদে গোরস্থানে এই রমণীকে দেখিতে পান। উক্ত গোরস্থানেই তাঁহার নামজাদা পুত্রকে গোর দেওয়া হইয়াছে। তাঁহার দুর্দ্দশার কাহিনী বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, তিনি চারি পুত্রের জননী কিন্তু তাঁহার পুত্রগণ সকলেই নামজাদা দস্যু ও সমাজের শত্রু বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। একপুত্রের ফাঁসি হইয়াছে এবং আর সকলে কারারুদ্ধ হইয়াছে। এখন তাহাদের বিরাট পরিবারের ভরণপোষণের ভার গ্রহণ করিবার আর কেহই নাই। তাহাদের পরিজনদের প্রথম আহার্য্য উপস্থিত হইবার উপক্রম হইয়াছে। তাহাদের প্রতি সকলেই অস্পৃশ্যের ন্যায় ব্যবহার করেন ও কোথাও তাহারা স্থান পায় না।

সিনেমা চোরের কারাদণ্ড

গত শনিবার আলীপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এস কে সেন সিন্ কাটিবার চেষ্টার অভিযোগে নাথুরা, কালুয়া ওরফে ওয়াহাব এবং আলাউদ্দীন নামে তিন ব্যক্তিকে ১৮ মাস হিসাবে সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। প্রকাশ, আসামীরা বিভিন্ন স্থানে সিন্ চুরির সহিত সংশ্লিষ্ট। গত ১৯শে জানুয়ারী ডাক্তার যতীন্দ্রমোহন দত্ত নামে জনৈক ট্যাক্সী চালককে ভয় দেখাইয়া বাধ্য করিয়া তাহার ট্যাক্সী যোগে বালীগঞ্জে চুরি করিতে যায়। ট্যাক্সী হইতে নামিয়া কিছুদূর এক দোকানের তালা ভাঙ্গিতে উদ্যত হইলে জনৈক পাহারাওয়ালার দৃষ্টি তাহাদের দিকে আকৃষ্ট হয়। সে হাক দিলে দুর্বৃত্তগণ দৌড়াইয়া যাইয়া ট্যাক্সীতে আরোহণ করে; কিন্তু ট্যাক্সীচালক তাহাদের কথামত ট্যাক্সী না হাকাইয়া পুলিশের জন্য অপেক্ষা করিতে থাকে। ইত্যবসরে পুলিশ আসিয়া আসামী নাথুরাকে ট্যাক্সীর মধ্যে গ্রেপ্তার করে। বেগতিক বুঝিয়া অপর আসামীদ্বয় ট্যাক্সী ত্যাগ করিয়া সরিয়া পড়িতে চেষ্টা পাইয়াছিল। পুলিশ পরে তাহাদের গ্রেপ্তার করিয়া চালান দেয়।

বালিকা ও বালক নিহত

কাশী হইতে প্রকাশ গত ৮ই মে মঙ্গলবার সকাল ৯টার সময় ভেলুপুরা থানার অন্তর্গত খাণ্ডার তিহা নামক গ্রামে নন্দকুমারের ৯ বৎসর বয়স্কা কন্যা ১ বৎসর বয়স্ক ভ্রাতাকে লইয়া বাহিরে যায়। বেলা দুইটার সময়ও ফিরিয়া না আসায় তাহার মাতাপিতা তাহাকে খোঁজ করিতে থাকে। অনেক খোঁজ করিয়াও সন্ধান না পাওয়ায় বালিকা ও বালকের নিরুদ্দেশ সংবাদ থানায় জানান হয়। পুলিশও খোঁজ করিতে থাকে। রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত কোনও সন্ধান পাওয়া যায় না। উক্ত কুম্ভকারের বাড়ীর নিকটেই একটি আটার কল আছে। বালিকা মাঝে মাঝে খেলা করিতে তথায় যাইত। তথায় যাইয়া কোনও দুর্ঘটনায় পতিত হইয়াছে কি না এই সন্দেহে পুলিশ তথায় যাইয়া দেখিতে পায় যে, কলের বাড়ীর দরজা বন্ধ। পুলিশ দরজা ভাঙ্গিয়া ভিতরে প্রবেশ করে এবং দেখিতে পায় যে, একটি কলের ট্যাঙ্কে বালক ও বালিকার মৃতদেহ রহিয়াছে। বালিকার হাত ও পায়ে যে অলঙ্কার ছিল তাহা নাই দেখা যায়। খুব সম্ভব কেহ ঐ অলঙ্কারের লোভে বালক ও বালিকাকে হত্যা করিয়াছে। পুলিশ এসম্পর্কে উক্ত কলের ড্রাইভার শিবিলাল প্রসাদকে সন্দেহ করিয়াছেন। সে ফেরার হইয়াছে। তাহাকে ধরিবার জন্য পুলিশ হুলিয়া করিয়াছে ও পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছে।

প্যাসেঞ্জার ট্রেণ লাইনচ্যুত

কাটিহারের ই, বি রেলের ডিষ্ট্রিক্ট ট্রাফিক সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট নিম্নলিখিত মর্ম্মে এক তার প্রেরণ করেন।

১০ই মে বেলা ১২টা ৩৬ মিনিটের সময় মালবাড়ি ষ্টেশনে আপ ফেসিং পয়েণ্টে আসিয়া ২০১নং আপ প্যাসেঞ্জার ট্রেণখানি আংশিকরূপে লাইনচ্যুত হয়েছে। ইহার ফলে ইঞ্জিনখানি এবং ছয় চাকার ব্রেক ভ্যানখানি লাইন হইতে উল্টাইয়া পড়ে। ব্রেকভ্যানখানি একেবারে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে। এতদ্ব্যতীত দুখানি যাত্রীবাহী গাড়ীও লাইন হইতে পড়িয়া গিয়া মেন লাইনটি বন্ধ করিয়া দিয়াছে। এই অবস্থায় যাত্রীদিগকে এক ট্রেণ হইতে নামাইয়া অপর ট্রেণে লইয়া যাইতে হইয়াছে।

'এই দুর্ঘটনার কারণ এখনও অজ্ঞাত ১০ই মে মধ্য রাত্রি পর্য্যন্ত মেন লাইন পরিষ্কার করা হইবে, এরূপ আশা করা যাইতেছে। যাত্রীদের মধ্যে কেহই নিহত হয় নাই। ১১ জন যাত্রী ও চারিজন রেলওয়ে কর্ম্মচারী আহত হইয়াছে।

অনুতাপে আত্মহত্যা

অমৃতসর হইতে প্রকাশ, ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার ফল বাহির হইবার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই জনৈক পুলিশ সাবইন্সপেক্টরের ১৯ বৎসর বয়স্ক পুত্র উত্তীর্ণ ১৪ হাজার পরীক্ষার্থীর মধ্যে নিজের নাম দেখিতে না পাইয়া পিতৃদেবের গুলীতে আত্মহত্যা করে। বালকের পিতা ১৫ মাইল দূরবর্ত্তী তাঁহার কর্ম্মস্থান হইতে তাড়াতাড়ি আসিয়া দেখেন যে, মাতা শোকে তাঁহার আর এক পুত্রও সংজ্ঞাহীন হইয়া গিয়াছে।

রক্তভূবিলী মেলা শুভ

খানি হইতে এক ভীষণ অগ্নিকাণ্ডের সংবাদ আসিয়াছে। যাহার ফলে রক্তভূবিলী মেলার ৪০০ দুস হইয়া গিয়াছে। লোকজন সময়ে চেষ্টা করায় অগ্নি সহরের দিকে প্রসারিত হইতে পারে নাই। কেহ হতাহত হয় নাই। কোন দুষ্ট লোক আগুন লাগাইয়া দিয়াছিল বলিয়া মনে হয়।

স্থানীয় আবহাওয়া

কৃষ্ণনগর, শ্রীমায়াপুর প্রভৃতি অঞ্চলে অতিরিক্ত গরম পড়িয়াছিল। কৃষ্ণনগরে ১১২ ডিগ্রী ও শ্রীমায়াপুরে ১১০ ডিগ্রী পর্য্যন্ত উত্তাপ উঠিয়াছিল। গত সোমবার অপরাহ্ণে এক পসলা বৃষ্টি হইয়াছে। তৎপরেও আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। গরম অনেক কমিয়াছে।

অনধিকার প্রবেশ

রসা রোডের (কলিকাতা) ডাঃ শরৎচন্দ্র জানার পক্ষে শ্রীযুক্ত বিজয় কুমার সেন টেলি-ফোন কোম্পানীর কর্মচারী ব্যক্তি ভক্তের বিরুদ্ধে অনধিকার প্রবেশের অভিযোগ একটি মামলা রুজু করেন। ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীর বিরুদ্ধে সমন জারী করিয়াছেন। ডাক্তারের গৃহে একটি টেলিফোন আছে। তিনি বলেন যে, সম্প্রতি তিনি কোম্পানী কর্মচারীর ব্যবহার বাবৎ টেলিফোন কোম্পানী বেশী চার্জ করিতেছে। মার্চ মাসের প্রথম হইতে কোম্পানীর সঙ্গে চিঠি পত্র বিনিময় করেন। সংবাদপত্রে তিনি এক বিষয় প্রকাশ করেন। তিনি কোম্পানীর টাকা বন্ধ করিয়া দিয়া কোম্পানীকে হিসাব নিকাশ করিতে বলেন। এপ্রিলের প্রথম হইতে কোম্পানী ফরিয়াদীর ফোনের "কল" বন্ধ করিয়া দেয়।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে ঐ দিন দুপুর বেলা ফরিয়াদী তাহার ভিতরের এক প্রকোষ্ঠে ঘুমাইতেছিলেন, এমন সময় আসামী না জানাইয়া তাহার ঘরে প্রবেশ করে। আসামীর চীৎকার শুনিয়া তিনি জাগরিত হন। আসামী তাহাকে বিলের টাকা পরিশোধ করিতে বলে, নতুবা সে টেলিফোন লইয়া যাইবে বলিয়া ভয় দেখায়। ইহাতে ঝগড়া হইলে তিনি আসামীকে চলিয়া যাইতে বলেন; কিন্তু আসামী তথাপি হল্লা করিতে থাকে।

এক পরিবারে অন্তরীণদ্বয়

ঝিনাইদহ (যশোহর), বাবু উমেশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র বাবু ক্ষিতীশ-চন্দ্র ঘোষ দীর্ঘকাল রাজবন্দী অবস্থায় থাকিবার পর সম্প্রতি বহরমপুর জেল হইতে স্বগৃহে অন্তরীণ হইয়াছেন। বর্তমানে তাঁহার স্বাস্থ্য খুবই খারাপ। উমেশবাবুর অপর একটী ভ্রাতুষ্পুত্র কিছুকাল হইতে নিজগৃহে অন্তরীণ অবস্থায় আছেন। বর্তমানে উমেশবাবুর একমাত্র পুত্র শ্রীমান সন্তোষকুমার ঘোষকেও সম্প্রতি ফৌজদারী আইন অনুসারে ঢাকা জেলার আড়াই-হাজার থানায় আবদ্ধ রাখা হইয়াছে।

চোরাই মাল প্রাপ্তি

গত ১০ই এপ্রিল তারিখে দুইজন সাঁওতাল মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত বিনপুর থানার নিকটবর্ত্তী রাস্তার মধ্য দিয়া যাইতেছিল, তখন বিনপুর থানার সাব-ইন্সপেক্টর শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাহাদের সন্দেহজনক গতিবিধি দেখিয়া তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করেন। তিনি তাহাদের কাপড়চোপড় খানাতল্লাস করিয়া প্রায় ৫০০৲ টাকা মূল্যের স্বর্ণ ও রৌপ্যের অলঙ্কার প্রাপ্ত হন। এই সকল দ্রব্য চোরাই মাল বলিয়া খাকি সন্দেহ পাওয়া গিয়াছে। মৃত সাঁওতালগণ বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত রায়পুর থানার অধীন কোন গ্রামের লোক বলিয়া প্রকাশ। থানার কর্মচারীরা এই ঘটনার তদন্ত করিতেছেন এবং ধৃত ব্যক্তিগণকে হাজতে রাখা হইয়াছে।

সন্দেহজনকভাবে বিচরণ

গত পূর্ব শুক্রবার রাত্রি দ্বিপ্রহরের কিছু পরে হাওড়ার অন্তর্গত টিকিয়াপাড়ার নিকটে ছয় জন লোককে সন্দেহজনক অবস্থায় ঘুরিতে দেখিয়া পাহারায় মোতায়েন জনৈক কনেষ্টবল তাহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করে; যাহা হউক উক্ত কনেষ্টবল তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করে এবং অন্যান্য লোকের সাহায্যে তাহাদের মধ্যে দুইজনকে গ্রেপ্তার করিতে সমর্থ হয়। সন্দেহক্রমে উক্ত লোকদের নিকট হইতে কয়েকটী ছোরা এবং টর্চ লাইট পাওয়া গিয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

দাঙ্গা

করাচী হইতে ১০ মাইল দূরে মালির নামক স্থানে দুই দল মুসলমানের মধ্যে সংঘর্ষের ফলে ৭জন আহত হইয়াছে। আহতদের মধ্যে ৩জনের অবস্থা গুরুতর। প্রকাশ, এই দাঙ্গাহাঙ্গামার মূলে দুই দলের মধ্যে বহুদিনের বিরোধ বিদ্যমান। সংঘর্ষের সময় লাঠি ও কুড়ি ব্যবহৃত হইয়াছিল। পুলিশ তাড়াতাড়ি ঘটনাস্থলে যায়। জোর তদন্ত চলিতেছে। ইংরাজদের কার্য্যা-লয়ের নিকট এই সংঘর্ষ হইয়াছিল।

বালক হরণ

কুমিল্লা হইতে প্রকাশ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহকুমার কসবা থানা হইতে একটী চাঞ্চল্য-কর বালক হরণ ও তাহার প্রতি অত্যাচারের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। ঘটনার প্রকাশ, কসবা থানার কেতুয়া গ্রামের শ্রীমান্ বীরেন্দ্রচন্দ্র দে নামক পঞ্চদশ বর্ষীয় একটী সুন্দর বালক তাহার গ্রামবাসী কতিপয় সঙ্গীসহ চৈত্র মাসের কোন এক রাত্রিতে আখাউড়া রেলওয়ে কোম্পানীর আফিস হইতে গান শুনিয়া বাড়ী ফিরিতেছিল। তাহারা রাত্রি অনুমান ৩ ঘটিকার সময় দেবগ্রামের নিকট পৌঁছিলে তখন একদল মুসলমান সংখ্যায় অনুমান ৪০।৫০ জন, রোস্তম ও ফুল মিঞার নেতৃত্বে বালকটীকে ছিনাইয়া নিবার জন্য অগ্রসর হয়। বালকের সঙ্গীয় শ্রীঅমূল্যকৃষ্ণ মজুম-দার, শ্রীমদনমোহন শীল, গোপালচন্দ্র দে, ও অরুণচন্দ্র চৌধুরী (লেঃ শ্রীযুক্ত চৌধুরী ইনকাম ট্যাক্স অফিসারের কনিষ্ঠ ভ্রাতা) প্রভৃতি আক্রমণকারিগণকে বাধা দিতে গিয়া আহত হয়

আক্রমণকারিগণ বালকটীকে মাঠের ভিতর টানিয়া লইয়া যায় এবং অস্বাভাবিক উপায়ে পাশবিক অত্যাচার করে। প্রথম দিন শ্রীমান্ বীরেন্দ্রকে আসামীগণ ইউনিয়ন বোর্ডের সদস্য বাচ্চু মিঞার বাড়ীতে রাখে এবং এইরূপে ক্রমাগত চারজন মুসলমান গৃহস্থের বাড়ীতে লুকাইয়া রাখে। অবশেষে ইউনিয়ন বোর্ডের সভ্য আলী মিঞার বাড়ী হইতে উদ্ধার করা হয়। অতঃপর এ বি রেলওয়ের ডাক্তার শ্রীমনমোহন ঘোষ ডাক্তারী পরীক্ষা দ্বারা মলদ্বারে ক্ষত এবং শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাত দেখিতে পান।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর মহকুমা হাকিমের এজলাসে বালকের পক্ষ হইতে মোকদ্দমা দায়ের করিলে, মহকুমা হাকিম পুলিশের উপর অনুসন্ধানের ভার দেন। পুলিশ মাত্র ২জন আসামী (১) রোস্তম ও (২) ফুল মিঞার বিরুদ্ধে চার্জসিট দাখিল করে। ফুল মিঞা কিছুদিন পরে গ্রেপ্তার হয়।

মাটির নীচে মজুর

কান্দি (মুর্শিদাবাদ), হইতে প্রকাশ রতনপুর গ্রামে একটি সরকারী কূপ আছে। প্রকাশ, কূপটী শুকাইয়া যাওয়ায় গ্রামের লোকের জলকষ্টের অবধি ছিল না। এই-জন্য তাহারা চাঁদা তুলিয়া কূপটী গভীর ভাবে খননের ব্যবস্থা করে। ৫।৬ দিন পূর্বে দুইজন মুসলমান মজুর কূপ খনন করিতে প্রায় ৩০ হাত নীচে মাটী চাপা পড়িয়া যায়। গ্রামের কৃষকগণ চেষ্টা করিয়া দুই জনকে কূপ হইতে মাটী সরাইয়া তোলে, কিন্তু হত-ভাগ্যদের মধ্যে একজনের মৃত্যু হইয়াছে।

১৫,০০০ টাকা ও বাড়ী দান

এক ভদ্রলোক খনিতে একটি চিকিৎসা-লয় স্থাপনের উদ্দেশ্যে একটি যথোপযুক্ত আসবাবপত্র সমন্বিত পাকা বাড়ী ও নগদ ১৫ হাজার টাকার গবর্ণমেন্ট নোট হুগলী জেলা বোর্ডের হাতে দান করিয়াছেন। এই চিকিৎসালয়টির নাম রাখা হইবে— "সিমলার ছবিদি কামিনী মণি দাতব্য চিকিৎসালয়।" দাতা নিজ নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।

৩৩ জন অফিসারের কীর্তি

গ্রীসে সম্প্রতি যে বিদ্রোহ হইয়াছিল, তাহাতে যোগদান করায় সামরিক আদালত কর্তৃক নৌ বিভাগের ৩৩ জন অফিসারের প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে ৩১ জনের প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ তাহাদের অনুপস্থিতিতেই প্রদত্ত হয়, কারণ তাহারা গ্রীস ছাড়িয়া অন্যত্র পলায়ন করিয়াছিল।

কলিকাতার বাজার দর

চাউলের দর

	প্রতি মণ
দাদখানি	৬৷০
বালাম চাল	৫৸৵০
কাটারীভোগ	৫৷৵০-৫৸৵০
বাঁকতুলসী	৫৸৵০
বাদশা	৬৸৵০
ঐ পুরাতন	৪৷০
পাটনাই উৎকৃষ্ট	৯৲
একারেজ কোয়ালিটি	৩৸৵০
সিদ্ধ রেঙ্গুণ	২৸৵০

চিনির দর

সাদা জাভা রেডি	৯৷০-৯৸৵০
দেশী সাদা দানা	৮৸৵০-৯৷০
,, লাল ,,	৮৷৵০-৮৸৵০
আতপ –	
নূতন আতপ	৩৸৵০-৩৸৵০
পেশোয়ারী	৮৷০-৮৸০
বাঁকতুলসী আতপ	৪৸৵০-৪৸৵০
ঐ মাঝারি	৪৷০-৪৸০
পাটনাই আতপ	৪৷০-৪৸৵০
কাটারিভোগ	৫৸০
ঐ রেঙ্গুণ	২৸০

ঘৃতের দর

রামপীতা প্রতি মণ	৫২৲
কাশী গাওয়া	৫৭৲
রাজা গাওয়া	৪৫৷৵০
ঢেকা গুড়া	৪৬৷০

আটা ও ময়দার দর

পেটেন্ট ময়দা প্রতি মণ	৫৷৵০-৫৷০
গৃহস্থালীর ব্যবহারোপযোগী	৪৸০-৪৸৵০
আটা (বি)	৪৸৵০-৫৲
সুজী	৫৵০-৫৷০
আটা (এস)	৪৷৵০-৪৸০
,, (২)	৪৷৵০-৪৸৵০
,, (কে)	৪৷০-৪৷৵০
,, (৩)	৩৸৵০-৩৸০

সোণা-রূপা

	প্রতি ভরি	
টাকশালের বার	,, ,,	৩৫৵০
বড়ালের বার	,, ,,	৩৫৵০
গিনি	,, ,,	১২৵০
চাঁদির বার	প্রতি ১০০ ভরি	৬৪৲
ঐ গুঁড়া	,, ,, ,,	৬৪৷০

লৌহ ও হার্ডওয়ার

টাটার তৈয়ারী	প্রতি হন্দর
লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম,মার্ক	৬৵০-৬৷০
ঐ বে-মার্কা হালকা ওজন	৫৷৵০-৫৸৵০
বরগা (টি-আয়রণ)	৬৷০-৬৸৵০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৬৲-৬৸৵০

সন্তোষকুমার মল্লিক এণ্ড সন্স লি:
মনোহরপট্টি, বড়বাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে।
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে।

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
—পারমার্থিক পত্র—
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

আরাধ্যো ভগবান্
ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ।

১০ম বর্ষ | ২৭ মধুসূদন গৌরাব্দ ৪৪৯, ১লা জ্যৈষ্ঠ বঙ্গাব্দ ১৩৪২, ১৫ই মে ইং ১৯৩৫ | বুধবার | ৬৩ তম সংখ্যা

শ্রীমৎ তীর্থমহারাজের বক্তৃতা

[স্থান—শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ, ১০ নং নবাবপুর রোড, ঢাকা ; তারিখ—২৭শে বৈশাখ, ১০ই মে শুক্রবার]

বিষয়ী লোক বিষয়রসে এত প্রমত্ত থাকে যে, হরিকথা শুনিবার তাহাদের অবসর থাকে না। কোন সাধু যদি যাচিয়া যাচিয়া হরিকথা শুনাইবার আগ্রহ প্রকাশ করেন, তথাপি তাহারা সেই অযাচিত দান গ্রহণ করিতে রাজী হয় না। কোন নগরে কদলী-আম-বিক্রেতা অযাচিতভাবে কদলী আম যাচিয়া যাচিয়া ডাকিয়া বাটিতেছিল কিন্তু কোন নাগরিকই সেই অযাচিত অমৃতফল গ্রহণ করিল না, বরং অশ্রদ্ধাবশতঃ বিতাড়িত হইল। সেইরূপ পনর বৎসর পূর্ব্বে ঢাকা নগরীতে যখন শ্রীচৈতন্যবাণীর অমৃত পসরা জীবের দ্বারে বিনামূল্যে বিতরণ হইতেছিল তখন কেহই বিনামূল্যে সেই অমৃতের পসরা গ্রহণ করিতে রাজী হন নাই। পরন্তু নির্জীব ফেরীওয়ালাকে বিতাড়িত করিবার জন্য চেষ্টার কোন প্রকার ত্রুটী লক্ষিত হয় নাই ; কিন্তু সাধু যাঁহার ইচ্ছা, ভগবান্ তাঁহার সহায়। ভগবদিচ্ছাক্রমে ক্রমশঃ দুই একটী গ্রাহক পাওয়া যাইতে লাগিল। তাঁহারা নিবিষ্টচিত্তে চৈতন্যবাণী শ্রবণ করিতে লাগিলেন। যতই শুনিতে লাগিলেন ততই শ্রীচৈতন্যবাণীর অলৌকিক উপলব্ধি করিতে লাগিলেন। এইরূপে শ্রীচৈতন্যবাণী সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং সকলেই শ্রীচৈতন্যবাণীর প্রতি কিছু কিছু আকৃষ্ট হইতে লাগিলেন।

কিছু দিন পরে ঢাকা নবাবপুর রোডে শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ প্রতিষ্ঠিত হইলেন। শ্রীমঠে শ্রীবিগ্রহ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী স্থাপিত হইলেন। অপ্রাকৃত অর্চ্চা-মূর্ত্তির সৌন্দর্য্যে সকলের চিত্ত আকৃষ্ট হইল। দলে দলে নাগরিকগণ শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠে আসিয়া অর্চ্চামূর্ত্তি দর্শন করিতে লাগিলেন, শ্রীচরণামৃত পান করিতে লাগিলেন এবং ভবরোগের ঔষধ শ্রীহরিনামসংকীর্ত্তন ও সুপথ্য শ্রীমহাপ্রসাদ সেবন করিয়া জীবন ধন্য করিতে লাগিলেন। শ্রীনামের মাহাত্ম্য ও শ্রীমহাপ্রসাদের অপূর্ব্ব সৌরভ প্রাপ্ত হইয়া ঢাকাবাসিগণ গৌড়ীয়মঠের প্রচার্য্য বিষয়ের প্রতি ক্রমশঃ আকৃষ্ট হইতে লাগিলেন। প্রত্যহ পাঠকীর্ত্তনে বহু সংখ্যক নরনারী যোগদান করিয়া জীবন ধন্য করিতে লাগিলেন।

শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের বাৎসরিক উৎসবে শত সহস্র নরনারী সাধুমুখে হরিকথা শ্রবণ ও মহাপ্রসাদ সম্মান করিয়া আপনাদিগকে কৃতকৃতার্থ মনে করিতে লাগিলেন। এইরূপ নব উৎসাহে উৎসাহান্বিত হইয়া শ্রীমঠের সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিবৃন্দ ঢাকা-বাসিগণের ঘরে ঘরে শ্রীচৈতন্যবাণীর মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। সেই শ্রীচৈতন্যবাণীর সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য ও ঔদার্য্য সন্দর্শনে কতিপয় সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তি শ্রীচৈতন্যবাণীর শ্রীপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করিলেন। তাঁহাদের প্রাণ, অর্থ, বাক্য, বুদ্ধি, বল যাহা কিছু ছিল,সর্ব্বস্ব শ্রীচৈতন্যবাণীর শ্রীচরণে বিকাইয়া দিলেন। শ্রীচৈতন্যবাণীর কৃপায় তাঁহারা জগদ্গুরু হইয়া জীবের দ্বারে দ্বারে নাম-প্রেম প্রচার করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের কীর্ত্তিত হরকর্ণ-রসায়ন বার্ত্তাবতী কৃষ্ণকথায় আকৃষ্ট হইয়া দলে দলে জীবগণ শ্রীচৈতন্যবাণীর শ্রীচরণে আত্মোৎসর্গ করিতে লাগিলেন। এইরূপে শ্রীচৈতন্যবাণীর নাম-প্রেম-বন্যায় জগৎ ভাসিয়া যাইতে লাগিল। কেবল যে পূর্ব্ববঙ্গে এই নাম-প্রেমের সরস্বতী-ধারা প্রবাহিত হইয়াছে এমন নহে, সমগ্র ভারতে এমন কি ইউরোপেও শ্রীচৈতন্যসরস্বতীর ধারা প্রবাহিত হইয়া ভাগ্যবানগণের নিত্যমঙ্গলের সূচনা করিয়াছেন।

"পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম।
সর্ব্বত্র প্রচার হবে মোর নাম॥"

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর এই বাণী শ্রীচৈতন্যসরস্বতী ধারায় প্রবাহিত হইয়া কলিহত জীবগণকে সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন করিয়া সফলতা লাভ করিয়াছে।

স্বামীজীর বক্তৃতাতে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হয়। বক্তৃতা শুনিয়া শ্রোতৃমণ্ডলী পরমানন্দিত হন। সভায় যে সকল সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উপস্থিত হইয়াছিলেন তন্মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সুশান্তিরঞ্জন নাগ এম-এ, বি-এল্ ; অমৃতলাল চৌধুরী বি-এল্ ; সুরেন্দ্র চন্দ্র বসু এম্-এ, অধ্যাপক ; অরুণচন্দ্র নাগ, জমিদার ; নলিনীকান্ত ভট্টশালী এম-এ, পি-এইচ্-ডি ; বেণীমাধব চৌধুরী বি-এ ; শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ, শিক্ষক ; জ্ঞানরঞ্জন ঘোষ চৌধুরী বি-এল্ ; ডাক্তার বীরেন্দ্রনাথ বসাক ; বিবেন্দ্রনাথ দাস গুপ্ত বি-এ, ডিপুটী পোষ্টমাষ্টার, নারায়ণগঞ্জ ; কুঞ্জবিহারী চক্রবর্ত্তী ; বিরাজমোহন দে ভক্তিভূষণ, দীনেশচন্দ্র দে ভক্তিবোধ ভক্তিকোবিদ্ প্রমুখ বহু বহু শিক্ষিত ব্যক্তি উক্ত বক্তৃতা শ্রবণ করিয়াছেন।

কার্ত্তিক-স্মৃতি

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

গোপাল চাপনী প্রভু বলিয়াছেন যে, চন্দ্রমৌলি মহেশ পঞ্চমুখে অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রের অর্চ্চনদ্বারা সর্বোচ্চ হইয়া আত্মাকে জানিতে পারিয়াছিলেন ; সুতরাং মানবগণ নিজ মঙ্গলের প্রবৃত্তির কারণ অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র জপ করিবেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই অপ্রাকৃত পরমাত্মাকেও নিজে প্রত্যক্ষ করিতে পারিবেন।

ত্রৈলোক্যসম্মোহনতন্ত্রে শ্রীমহাদেব অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রের বহু মাহাত্ম্য বর্ণন করিয়া অবশেষে বলিয়াছেন যে, যেমন মণির মধ্যে চিন্তামণি,পশুর মধ্যে গরু, স্ত্রীগণের মধ্যে সতী, বর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণ, নদীর মধ্যে গঙ্গা শ্রেষ্ঠ, সেই প্রকার অন্যান্য মন্ত্রের মধ্যে অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। যেমন নিখিল শাস্ত্রসমূহের মধ্যে বৈষ্ণবশাস্ত্র শ্রেষ্ঠ, যেমন বাক্যমালার মধ্যে সংস্কৃতবাণী শ্রেষ্ঠা, সেরূপ অন্যান্য মন্ত্র সকল হইতে এই মন্ত্র সর্ব্বোত্তম। অতঃপর মহাদেব পার্ব্বতীকে বলিলেন

অতো ময়া সুরেশানি প্রত্যহং
জপ্যতে মনুঃ।
নৈবেন মদৃশঃ কশ্চিজ্জগত্যস্মিন্ চরাচরে॥
—হে সুরেশানি! এই জন্য আমি প্রত্যহ অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র জপ করিয়া থাকি। এই চরাচর বিশ্বে-আর কোন মন্ত্র আমার সদৃশ নহে।

সনৎকুমার কল্পেও এই মন্ত্রের বহু মাহাত্ম্য লিখিত আছে।

অপ্রাকৃত পঞ্জী

২৭ মধুসূদন ১ জ্যৈষ্ঠ, ১৫ মে বুধ শুক্ল অনিরুদ্ধ গৌরাব্দ ৪৪৯ দণ্ড ২।১০ প্রহর পূর্ব্বাহ্ন দি ১১।৩৫ অনুরাধা নক্ষত্র ৪।৬ রাত্রি ৫।৫৮ মধ্যে একাদশীর পারণ। রুক্মিণীদ্বাদশীর ব্রত।

কৃষ্ণ আমার পালে, রাখে' জান সর্ব্বকাল। আত্মনিবেদন-দৈন্তে ঘুচাও জঞ্জাল।

সো স্ব

১৯ ৪৪১

গঙ্গা ও বৈষ্ণব

শ্রীগঙ্গা—বিষ্ণু-পাদোদ্ভবা, পতিতপাবনী, সর্ব্বপাপবিনাশিনী। এই কি শাক্ত, কি সৌর, কি শৈব, কি গাণপত্য, কি ধনী কি দরিদ্র, কি বিদ্বান্ কি মূর্খ, কি সুখী কি দুঃখী, কি কর্ম্মী, কি জ্ঞানী, কি যোগী, সকলেই সমস্বরে এই চিদ্রসস্বরূপিণী উদ্ধারণকারিণীর জলব্রহ্ম গঙ্গার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। ভগবান্ ও তৎ-সম্বন্ধীয় বস্তু সকল চিন্ময়; সুতরাং নিত্য ও পবিত্র। ভগবৎ-সম্বন্ধজ্ঞান বা চিন্ময়োপলব্ধি না থাকিলে অজ্ঞাবশতঃ শ্রীবিগ্রহে শিলাবুদ্ধি বা গঙ্গাজলে জলবুদ্ধি হয় না; তাই ভক্তিসন্দর্ভ ব্যক্তিগণ গঙ্গাজলকে সাধারণ জলবুদ্ধি করিয়া অজ্ঞাতে অপরাধপূর্ব্বক ভক্তপদাশ্রয়ে বঞ্চিত হয় এবং অমঙ্গলের পথ পরিষ্কার করতঃ নরকগণের যাত্রী হয়। তাই শ্রীমদ্ভাগবত ইহাদিগকে অত্যন্ত নির্বোধ বলিয়াছেন—

"যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে
স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ
যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচি-
জ্জনেষ্বভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ॥"

(যিনি বাত-পিত্ত-কফাত্মক শবতুল্য দেহে আত্মবুদ্ধি, স্ত্রী পুত্র পরিবার আদিতে আত্মীয় বুদ্ধি, পার্থিব মূর্ত্ত্যাদিতে পূজ্যবুদ্ধি এবং জলে তীর্থবুদ্ধি করেন কিন্তু তীর্থপাদ ভগবানে, ভক্তে ও গঙ্গা-জলে তীর্থবুদ্ধি বা পূজ্যবুদ্ধি প্রভৃতি করেন না, তিনি গবাদি পশুর মধ্যে খরতুল্য অর্থাৎ অত্যন্ত নির্বোধ।)

গঙ্গা বিষ্ণুপদ্য, সুতরাং তাঁহাতে প্রাকৃত-বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ভোগবুদ্ধি বা আমাদের ইন্দ্রিয়গণের স্পৃশ্য সামান্য জলবুদ্ধি গঙ্গার চরণে অপরাধ মাত্র। সম্বন্ধজ্ঞানহীন হইয়া শ্রীবিগ্রহকে শিলা বা শ্রীগুরুদেব এবং বৈষ্ণবগণকে মনুষ্যবুদ্ধি করিয়া তাঁহাদের সেবা করিলে যেরূপ জীবের নিত্য মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই, সেইরূপ চিন্ময়ী দ্রবময়ী গঙ্গাকে অচিন্ত্য বিবেচনা করিয়া স্নান-পানাদিদ্বারা তাঁহার সেবাভিনয় দেখাইলেও তাহাতে জীবের নিত্যমঙ্গল হয় না যদি তাহা হইত তাহা হইলে গঙ্গাজল-মধ্যস্থ মৎস্য ও জলজন্তু সকল সুরলোকাদি লাভ করতঃ গঙ্গা ভক্তি লাভ করিত। সুতরাং চিন্ময়বুদ্ধি-বিশিষ্ট সাধুগণের আশ্রয়গ্রহণ না করিয়া বা তাঁহাদের আনুগত্য ব্যতীত বিষ্ণুবস্তু শ্রীনাম, শ্রীবিগ্রহ, শ্রীধাম, শ্রীমহাপ্রসাদ, শ্রীগুরু, শ্রীবৈষ্ণব আদির স্বতন্ত্রভাবে সঙ্গ করিবার ইচ্ছা করিলে সম্যক্ অপ্রাকৃত দৃষ্টি লাভ জীবের হয় না। পরন্তু অপরাধ ক্রমশঃ ভোগই তাহাদের ভাগ্যফল হইয়া দাঁড়ায়।

গঙ্গা ও বৈষ্ণব উভয়েই পতিতপাবন ও কৃষ্ণপ্রিয়। শ্রীচৈতন্যভাগবত বলেন—

"ভাগবত তুলসী গঙ্গায় ভক্তজনে।
চতুর্দ্ধা বিগ্রহ কৃষ্ণ এই চারি সনে॥"

গঙ্গা ও বৈষ্ণব উভয়ে ভগবান হইতে অভিন্ন ও ভগবৎপ্রেষ্ঠ হইলেও শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর ও আমাদের পূর্ব্বগুরু শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর ইহাদের বৈশিষ্ট্যনির্ণয়মুখে লিখিয়াছেন—

"হরিনাম-স্পর্শ-বাঞ্ছা করে দেবগণ।
গঙ্গাও বাঞ্ছেন তাঁহাদের দরশন॥
স্পর্শের কি দায় দেখিলেও হরিদাস।
ছিণ্ডে সর্ব্বজীবের অনাদি কর্ম্ম পাশ॥"
(চৈঃ ভাঃ আঃ)

•   •   •   •

"গঙ্গার পরশ হইলে পশ্চাতে পাবন।
দর্শনে পবিত্র কর এই তোমার গুণ॥"
(শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর)

আমরা শাস্ত্রাদি আলোচনা করিয়া গঙ্গা হইতে কৃষ্ণাশ্রিত বৈষ্ণবগণের উৎকর্ষ লক্ষ্য করি। শাস্ত্রের উপরিউক্ত বাক্যগুলি শুনিয়া কাহারও সন্দেহ হইতে পারে যে যদি গঙ্গা চিন্ময়স্বরূপিণী বিষ্ণু-পদাশ্রিতা হন, তাহা হইলে তাঁহাপেক্ষা মহাভাগবতের মাহাত্ম্য অধিক কীর্ত্তিত হইলে কি গঙ্গা ও বৈষ্ণবে ভেদবুদ্ধি হয় না? এই সন্দেহের সুমীমাংসা আমাদের প্রভুপাদ সমাকরে করিয়াছেন—"ভগবানের নামোচ্চারণকারী ভক্ত গঙ্গাদি তীর্থ হইতে বদ্ধজীবের পক্ষে অধিক উপকারী।" শ্রীগুরুপাদপদ্মের এই বাক্যের গূঢ়ার্থ আমরা নিজে নিজে বুঝিতে পারি না; কিন্তু তাঁহার বা তৎপার্ষদগণের অনুগত হইলে আমরা জানিতে পারি যে, নামকীর্ত্তনকারী মহাভাগবত বদ্ধজীবের পক্ষে অধিক উপকারী। মহাভাগবত বীর্য্যবতী কীর্ত্তন-বাণী দ্বারা জীবের প্রাকৃতবুদ্ধি বিনাশ করিয়া তাহাতে অপ্রাকৃত বুদ্ধি উদয় করাইতে পারেন। অনর্থযুক্ত জীব যখন তাহার বিকৃতাবস্থায় সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ বিষ্ণু, বৈষ্ণব, ভাগবত, তুলসী, গঙ্গা প্রভৃতি প্রপঞ্চাতীত বৈকুণ্ঠবস্তুকে প্রাকৃতবুদ্ধি করিয়া থাকে, তখন সৌভাগ্যক্রমে বৈষ্ণব ও প্রাকৃতবুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তির নিকট বৈকুণ্ঠবস্তুর স্বরূপের কথা পুনঃ পুনঃ কীর্ত্তন করিয়া তাঁহাদের হৃদয়ে অপ্রাকৃত বুদ্ধির উদয় করান। অপ্রাকৃতবুদ্ধি উদিত হইলে জীবের ভোগবুদ্ধি দূরীভূত হইয়া সমস্ত বস্তুকে বিষ্ণু-সেবোপকরণ-বুদ্ধি হয়। কিন্তু শ্রীগঙ্গাদেবী অনর্থযুক্ত জীবের নিকট তাদৃশী লীলা অর্থাৎ সাক্ষাদ্ভাবে হরিকথা কীর্ত্তন দ্বারা জীবের অনর্থসমূহ বিনাশ করিবার লীলা প্রদর্শন করেন না। যেমন অপ্রকট-লীলান্তর্গত নিত্যধাম অপেক্ষা গৌর নবদ্বীপ, বৃন্দাবন বর্ত্তমান যোগ্যতার পক্ষে অধিক উপযোগী, তদ্রূপ চিদ্রসস্বরূপিণী গঙ্গাদেবী অপেক্ষা মহাভাগবত অনর্থযুক্ত জীবের পক্ষে বর্ত্তমান যোগ্যতার পক্ষে অধিকতর উপযোগী। বর্ত্তমান যোগ্যতার পক্ষে অধিকতর উপযোগিতার দিক হইতে বিচার করাতেই শাস্ত্র ও মহাজন-বাক্যে গঙ্গা হইতে বৈষ্ণবের মাহাত্ম্য অধিক বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে।

গঙ্গার মহিমা হইতে শ্রীকৃষ্ণের বা তদভিন্ন শ্রীকৃষ্ণনামের মহিমা, তথা নামোচ্চারণকারী ভক্তের মহিমা যে অনেক বেশী এ কথা শ্রীমদ্ভাগবতও ভাবান্তরে কীর্ত্তন করিয়াছেন—

"যৎপাদসংশ্রয়াঃ সূত মুনয়ঃ প্রশমায়নাঃ।
সদ্যঃ পুনন্ত্যুপস্পৃষ্টাঃ স্বর্ধুন্যাপোঽনুসেবয়া॥"
(ভাঃ ১।১।১৫)

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের পদাশ্রিত ভক্তকবিষ্ঠ পরমশান্ত মুনিগণ দর্শনমাত্রেই সদ্য পবিত্র করেন, আর গঙ্গাজল বারম্বার স্নানাদি দ্বারা সেবিত হইলে পবিত্র করেন। এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী প্রভু ক্রমসন্দর্ভে বলিয়াছেন, সেই নিরঞ্জন চিৎ-স্বরূপ ভগবানেরই যে দ্রবময়ী গঙ্গাবারি, তাহাতে সন্দেহ নাই। এক চিৎস্বরূপা গঙ্গা-দেবী শ্রীবামনদেবের চরণ হইতে নিঃসৃতা হইয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ। নিত্যপূজ্যা গঙ্গা-দেবীর সাক্ষাৎ সম্বন্ধে স্নান, পান, তোজনাদি দ্বারা বারম্বার সেবা করিলে তিনি সেইরূপ শোধন করেন। কিন্তু সাধুদর্শনমাত্রেই বা সাক্ষাৎভাবে সেবিত হইলেও সদ্য শোধন করিতে পারেন না। এই চিদ্রসরূপিণী গঙ্গার সেবাফলে জীবের মুক্তকল্প দূরীভূত হয় বা পতিত জীব উদ্ধার লাভ করে বটে—ত্রিগুণ-মায়াবন্ধ্য লাভ করে বটে কিন্তু বৈষ্ণবসঙ্গ বা বৈষ্ণব-সেবার ফল সর্ব্বসারময় নিত্যানন্দবৈচিত্র্য অধিকার পায় না—ইহাও গঙ্গা ও বৈষ্ণবের বৈশিষ্ট্য-নির্ণায়ক। সুতরাং গঙ্গা হইতে বৈষ্ণবগণের উৎকর্ষ ও বৈশিষ্ট্য যে চিরকালই আছে ও থাকিবে তাহাতে আর সন্দেহ কি?

বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণই গঙ্গা ও বৈষ্ণবের পারতম্য লক্ষ্য করিয়া বর্ত্তমান যোগ্যতার পক্ষে অধিকতর উপযোগী বৈষ্ণবসেবায় তৎপর হইবেন, ইহাই বৈষ্ণবপ্রবর্গের নিকট আমাদের সাদর প্রার্থনা।

সাত্বত-স্মৃতি

পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ ও প্রকাশ

শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ সম্বন্ধে গোপালতাপনী শ্রুতি বলিতেছেন যে, তিনি গোপবেশ, নবনীরদ-শ্যামবর্ণ, কিশোর ও কল্পবৃক্ষতলে অবস্থিত। ইহ-লোকের ও পরলোকের যাবতীয় উপায় পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণে মনঃস্থাপনই ভক্তি এবং এই ভক্তিই নিষ্কাম তত্ত্বজ্ঞান। ব্রাহ্মণগণ এই কৃষ্ণকে নানা প্রকারে পূজা করিয়া থাকেন—নিত্যস্বরূপ গোবিন্দকে বহু প্রকারে ধ্যান করিয়া থাকেন। গোপীজনবল্লভ ভুবনসকল পালন করিতেছেন এবং স্বাহাকে আশ্রয় করিয়া নিজ হইতে উদ্ভূত জগতের প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। বায়ু যেমন শরীরে প্রবেশ করিয়া প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান এই পঞ্চরূপ ধারণ করিয়াছে—

"যদি প্রাণো জনেহপ্যস্মিন্ সমানো
নাভিসংস্থিতঃ।
উদানঃ কণ্ঠদেশে চ ব্যানঃ সর্ব্বশরীরগঃ॥"

—সেইপ্রকার শ্রীকৃষ্ণ একমাত্র হইয়াও জগতের হিতের নিমিত্ত অষ্টাদশাক্ষরমন্ত্রের পঞ্চপদে বিভক্ত হইয়া প্রকাশ পাইতেছেন।

গোপালতাপনীতে আরও দেখা যায়, শ্রীকৃষ্ণ একমাত্র পরমেশ্বর; তিনি বশী অর্থাৎ সকলেই তাঁহার আজ্ঞাবাহী দাস, সর্ব্বগ, আনন্দস্বরূপ এবং ব্রহ্মাদির আরাধ্য পাত্র। তিনি এক হইয়াও অষ্টাদশাক্ষর-মন্ত্রের পঞ্চপদে প্রকাশিত হইয়াছেন। যে-সকল ধীর ব্যক্তি সেই পঞ্চপদস্বরূপ পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণকে পীঠস্থ জানিয়া একাগ্রচিত্তে তাঁহার পূজা করেন, তাঁহাদের নিত্যানন্দ-স্বরূপ লাভ হয়। কিন্তু কৃষ্ণভক্তিরহিত জনগণ তাহা হইতে বঞ্চিত।

এতদ্বিষয়ে কঠোপনিষদের বাণী—

"নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানা-
মেকো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্।
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরা-
স্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্॥"

যিনি নিত্য বা বাস্তববস্তুসমূহেরও পরম নিত্য বা পরম সত্য বস্তু, যিনি চেতনজীব-সমূহেরও মুখ্যচেতন, যিনি এক হইয়াও বহু ব্যক্তির কামনা পূরণ করেন, যে সকল বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সেই আত্মস্থ (হৃদয়বৃন্দাবন-স্থিত) শ্রীকৃষ্ণের দর্শন সৌভাগ্য লাভ করেন, তাঁহারাই নিত্যশান্তি লাভ করিয়া থাকেন, অপরে তাহা লাভ করিতে পারেন না।

গোপালতাপনী বলেন, যেসকল ব্যক্তি বহুশীল হইয়া ভক্তিবশ পরিত্যাগপূর্ব্বক সমাগ্রূপে শ্রী শ্রীবিষ্ণুপাদের আরাধনা

ক্রমশঃ

ছিলেন, তাঁহাদের কাছে সমস্ত চা'হা[illegible] শ্রীকৃষ্ণ ব্যতিরেকে স্বীয় গো[illegible] বা গোপবেশ তাঁহাদিগকে কৃপাপূর্ব্বক [illegible] করিয়াছেন।

অষ্টাদশাক্ষর-মন্ত্র ও সৃষ্টি

গোপালতাপনীতে ব্রহ্মার বাক্য—আমি অবহিত শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান ও স্তব করাতে তিনি পরার্দ্ধকালের অবসানে প্রত্যক্ষ হইয়া গোপবেশধারিরূপে আমার সম্মুখে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তৎকালে আমি প্রণাম করিলে তিনি কৃপাপূর্ব্বক আমাকে সৃষ্টিকার্য্যের জন্য তাঁহার অষ্টাদশাক্ষর-মন্ত্ররূপ প্রদান করিয়া অন্তর্হিত হন। পুনরায় আমার সৃষ্টির বাসনা জন্মিলে আমি সেই অষ্টাদশ অক্ষরে ভবিষ্যৎ জগতের রূপ প্রকাশ করিলাম। 'ক'-হইতে জল, 'ল'-হইতে পৃথিবী, 'ঈ'-হইতে অগ্নি, বিন্দু (অহঙ্কার) ও তাহার নাদ হইতে চন্দ্র ও সূর্য্যের উৎপত্তি হইল। অর্থাৎ 'ক্লীং' হইতে জল, পৃথিবী, অগ্নি, চন্দ্র ও সূর্য্য সৃষ্ট হইল। 'কৃষ্ণায়'-পদের 'কৃষ্ণ' হইতে আকাশ এবং 'য' হইতে বায়ু উৎপন্ন হইল। 'গোবিন্দায়' পদ হইতে গো জাতি, 'গোপীজন' হইতে চতুর্দ্দশ-বিদ্যা এবং 'বল্লভা'য় হইতে স্ত্রীপুরুষ ইত্যাদি সৃষ্ট হইয়াছে।

গৌতমীয় তন্ত্র বলিয়াছেন যে, 'ক্লীং' হইতে বিশ্ব সৃষ্ট হইয়াছে, এই কথা শিব শ্রুতি হইতে বলিয়াছেন, —"ক-কার হইতে জল, 'ল'-কার হইতে পৃথিবী, 'ঈ'-কার হইতে অগ্নি, বিন্দু (অহঙ্কার) হইতে আকাশ ও নাদ হইতে বায়ুর উৎপত্তি। সুতরাং মন্ত্র কৃষ্ণের উপাদান-স্বরূপ 'স্বাহা'-পদের 'স্বা' অংশে ক্ষেত্রজ্ঞ ও এবং 'হা'-অংশে প্রকৃতি[illegible] বুঝায়। 'স্বাহা'-পদে নিশ্চিতরূপে [illegible] হইয়া থাকে।

ব্রহ্মসংহিতার ২৬শ ও ২৭শ শ্লোকদ্বয়ে বলিয়াছেন যে, জন্মগ্রহণান্তর ভগবদিচ্ছা-পরিচালিত ব্রহ্মা পূর্ব্বসংস্কারানুসারে সৃষ্টি-বিষয়ে মন করিলেন, কিন্তু সর্ব্বদিকে অন্ধকার ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না। শ্রীভগবানের দিব্যা সরস্বতী তখন সর্ব্বদিকে অন্ধকার-দ্রষ্টা ব্রহ্মাকে অষ্টাদশাক্ষরাত্মক মন্ত্র প্রদান করিয়া বলিলেন যে, এই মন্ত্র তাঁহার (ব্রহ্মার) অভীষ্ট সিদ্ধ করাইবেন

মাহাত্ম্য

কামবীজ-সংযুক্ত অষ্টাদশাক্ষর-মন্ত্রই সর্ব্বোত্তম। ইহার দুই প্রকার প্রবৃত্তি; এক প্রকার প্রবৃত্তি এই যে, বদ্ধজীবকে পরম-চিত্তাকর্ষক গোকুলপতি এবং গোপীজনপতি কৃষ্ণের প্রতি ধাবমান করায়; ইহাই জীবের চিৎপ্রবৃত্তির পরাকাষ্ঠা। সাধক সিদ্ধাবস্থা হইলে যেরূপ সিদ্ধ প্রেমফল প্রাপ্ত হন; কিন্তু সকাম সাধকের পক্ষেও এই সর্ব্বোত্তম মন্ত্র অভীষ্টদায়ক হন। চিন্ময়ে কামবীজ—গোলোকস্থিত পরমব্যোম নিহিত, এবং জড়বিশ্বে প্রতিফলিত কামবীজ মায়িক-জগতে সর্ব্বপ্রকার কামপ্রদ। (ব্রহ্মসংহিতার ২৪ শ্লোকে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত তাৎপর্য্য)

(অতঃপর ১ম পৃষ্ঠার শেষ কলমে দ্রষ্টব্য)

ভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণীর প্রচারক ঢাকাবাসী ত্রিদণ্ডিপাদাগ্রণী পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজের য়ুরোপে চৈতন্যবাণী প্রচারের পর ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠে শুভাগমনোপলক্ষে

অভিনন্দনপত্র

হে ভক্তিবিনোদ-বাণীর প্রচারকবর, য়ুরোপে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও তাঁহার অভিন্নবিগ্রহ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের মনোহভীষ্ট শুদ্ধভক্তির বিজয়পতাকা উড্ডীন করিয়া প্রভুপাদের আদেশে আপনি পুনরায় ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। সম্প্রতি ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের নূতন মন্দিরের ভিত্তি-স্থাপনোপলক্ষে সপার্ষদ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের ঢাকায় পদার্পণের সঙ্গে তাঁহারই অন্তরঙ্গ ভক্তবৃন্দের অন্যতমরূপে আপনার শ্রীচরণ-দর্শনও আমাদের ভাগ্যে ঘটিয়াছে।

ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের প্রতিষ্ঠা ও আদিম ইতিহাসের সহিত আপনার ভক্তিবিনোদ-বাণীর সেবার অদ্বিতীয় আদর্শ ও স্মৃতি বিজড়িত। পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীরূপানুগবর শ্রীল প্রভুপাদ লোকশিক্ষার্থ ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাসগ্রহণলীলা প্রকাশ করিলে আপনিই সর্ব্বপ্রথমে সেই লোকশিক্ষক আচার্য্যবরের আদর্শ অনুসরণ করিয়া তাঁহার আনুগত্যে শ্রীচৈতন্যের সাম্বতন্ত্র ত্রাণকবিপণ পৃথিবীর সর্ব্বত্র বহন করিয়া লইয়া যাইবার জন্য বাঙ্গালা ১৩২৭ সালে (১৯২০ সালের ১লা নভেম্বর) শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্ম হইতে ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস লাভ করেন। এই সন্ন্যাসের অব্যবহিত পরেই বিদগ্ধ আপনি শ্রীভক্তিবিনোদবাণীর প্রচারের জন্য পূর্ব্ববঙ্গের প্রধানা নগরী ঢাকাভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন। তখন কে জানিত, ঢাকায় আপনার সেই শুভাগমন ঢাকার ইতিহাসে শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রতিষ্ঠার এক নবযুগের সূচনা করিবে?

হে পরিব্রাজকাচার্য্য, প্রভুপাদের আদেশে ঢাকায় আগমন করিয়া আপনি সেই সময় যে অক্লান্ত ও অপ্রতিহত হরিকীর্ত্তনময় আদর্শ ত্রিদণ্ডি-সন্ন্যাসীর চরিত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং নানা প্রকার বিদ্ধ ও মনোধর্ম্মি সম্প্রদায়, ব্যবসায়ী ধর্ম্মপ্রচারক ও বহুবিধ অন্যাভিলাষী ব্যক্তিগণের সম্মিলিত বহু বিঘ্ন সহ্য করিয়াও আপনি নির্ভীক-কণ্ঠে জনদেবের বিরুদ্ধে যে ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী ঘোষণা করিয়াছেন, তাহাতে অন্যাভিলাষী ও পাষণ্ডগণের হৃদয় বিকম্পিত হইয়াছে। অপরদিকে অনেক শিক্ষিত সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তি শ্রীচৈতন্যবাণীর পরমপ-সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়াছেন। আপনি অনাহারে, অনিদ্রায় থাকিয়া, রৌদ্র-বৃষ্টি অগ্রাহ্য করিয়া, নানা বহির্ম্মুখ লোকের নানাপ্রকার বাধা-বিপত্তি ও গঞ্জনা অতিক্রম করিয়া সরলতা, নিরপেক্ষতা ও নির্ভীকতার সহিত যেরূপভাবে শ্রীভক্তিবিনোদবাণী প্রচার করিয়াছিলেন, তাহাতেই ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের প্রতিষ্ঠার জন্য পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আসন টলিয়াছিল। ইংরাজী ১৯২০ সালে মুদ্রিত "ঢাকাবাসীর প্রতি নিবেদন," শ্রীগৌরসুন্দরের "শিক্ষাষ্টক" ও শ্রীরূপের "উপদেশামৃত" ভক্তিবিনোদবাণীর রূপানুগ সিদ্ধান্তের সহিত "সাধনপথ" নামক পুস্তক প্রচার এবং "আচার ও আচার্য্য" পুস্তকে শ্রীরূপানুগ বিরোধাপসিদ্ধান্ত খণ্ডন প্রভৃতি প্রাথমিক সেবাকার্য্যসমূহ শ্রীল প্রভুপাদ কর্ত্তৃক শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ-প্রতিষ্ঠার অগ্রদূত হইয়াছিল। আপনি ভক্তিবিনোদ-বাণীর কথা বহন করিয়া সেই সময় পূর্ব্ববঙ্গের প্রধানা নগরীকে বিদ্ধ ও অপধর্ম্মের আগাছাগুলি উৎপাটিত ও তথায় বহুপূর্ব্বে (ইংরাজী ১৮৮৮ সালে) ঠাকুর ভক্তিবিনোদের প্রচারিত শুদ্ধভক্তি কল্যাণকল্পতরুর বীজ শ্রীচৈতন্যবাণীর আনুগত্যে রোপণের জন্য যে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তৎফলেই ইংরাজী ১৯২১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ঢাকায় দ্বিতীয়বার শ্রীল প্রভুপাদের পদার্পণ এবং ১৯২১ সালের অক্টোবর মাসে তৃতীয়-বার শ্রীল প্রভুপাদের ঢাকায় শুভবিজয় ও শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। শ্রীমহাপ্রভুর আদেশে শ্রীল নিত্যানন্দ ও ঠাকুর হরিদাস নবদ্বীপের দ্বারে দ্বারে যেরূপ—

> "প্রভুর কৃপায় ভাই, মাগি এই ভিক্ষা।
> বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণ শিক্ষা॥
> কৃষ্ণের সংসার কর ছাড়ি' অনাচার।
> জীবে দয়া কৃষ্ণনাম সর্ব্বধর্ম্মসার॥"

—এই বাণী কীর্ত্তন করিতে করিতে শুদ্ধভক্তির প্রাঙ্গন আরম্ভ করিয়াছিলেন, আপনিও শ্রীল প্রভুপাদের আদেশে সেইরূপ দৃশ্যের আবিষ্কার করিয়াছিলেন।

ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ প্রতিষ্ঠিত হইলে সেই মঠের প্রধানপ্রচারকরূপে আপনি তখন মঠবাসিগণের গুরুসেবার আদর্শ শিক্ষার পর ও ভক্তিবিনোদবাণীর অনুকরণকারিগণের শিক্ষার জন্য যে বজ্রাদপি কঠোর ও কুসুমাদপি কোমল শ্রীগুরুপাদপদ্মের আদর্শ নিজ-জীবনে প্রকাশিত করিয়াছিলেন, তাহার স্মৃতি আজও অনেক সেবককে সর্ব্বক্ষণ নিয়মিত করিতেছে। আমরা যে মুহূর্ত্তে সেই শিক্ষা ভুলিয়া যাই, সেই মুহূর্ত্তেই শ্রীগুরুপাদপদ্মসেবা হইতে বঞ্চিত হইবার যোগ্যতা লাভ করি। মঠবাসিগণের মাধুকরী ভিক্ষা সংগ্রহ করিয়া তাহা সর্ব্বতোভাবে শ্রীগুরুপাদপদ্মে নিবেদন ও বিশ্বাসী হইয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মের সন্নিকটে "তুমি ত' ঠাকুর, তোমার কুকুর বলিয়া জানহ মোরে"—ভক্তিবিনোদ-বাণীর এই শিক্ষানুযায়ী নিষ্কপট শরণাগতময় জীবনযাপনের জন্য আপনি অনুক্ষণ প্রেরণা দিয়াছেন। শ্রীভক্তিবিনোদবাণীর সেবায় আপনার সফলতার অদ্বিতীয় আদর্শে আকৃষ্ট হইয়া পূর্ব্ববঙ্গের তথা পৃথিবীর সকল স্থানের বহু সুশিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত আভিজাত্যসম্পন্ন ব্যক্তি শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মে শরণাগত হইয়াছেন।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদের একটী প্রধান মনোহভীষ্ট ছিল—পাশ্চাত্যদেশে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার। শ্রীল প্রভুপাদ আপনাকেই সেই ভক্তিবিনোদ-মনোহভীষ্ট কীর্ত্তনের প্রধান বাহনরূপে পরিণত করিয়া পাশ্চাত্যদেশে শুদ্ধভক্তির বাণী আনয়ন করিয়াছেন। আপনি জড়সর্ব্বস্ববাদের নানা প্রকার কৃত্রিমতার আবেষ্টনের মধ্যে দুই বৎসরকাল অবস্থান করিয়াও তথায় "অসৎসঙ্গত্যাগ—এই বৈষ্ণব আচার। স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু—কৃষ্ণাভক্ত আর॥" —এই শ্রীচৈতন্যবাণী-সেবার যে আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা ভাবী প্রচারকবর্গের শিক্ষার জন্য রহিয়া গিয়াছে। আপনি শ্রীবার্ষভানবীর করুণাবরুণালয়ের আনুগত্যে আমাদিগকে শ্রীচৈতন্যবাণী কীর্ত্তন করিবার যোগ্যতা বিধান করুন। আপনার শ্রীচরণে আমরা অসংখ্য প্রণতি জ্ঞাপন করিতেছি।

শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ, ঢাকা	শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব-সেবাভিলাষী
২৭শে বৈশাখ, ১৩৪২ সাল	শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের সেবকবৃন্দ

শুদ্ধভক্তি মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ

(আকর-মঠরাজ)

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪৪৫ প্রায় ৩০০ বর্গমাইল-পরিমিত শ্রীনবদ্বীপমণ্ডলের শ্রীধাম-স্বরূপ বলিয়া শ্রীচৈতন্যমঠ বিরাজমান। এই স্থান সংকীর্ত্তন-রাস, সর্ব্ববিদ্যাপীঠ বা সাত্বতশাস্ত্রস্থলী। এই মঠে শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর শাখাপ্রশাখা, ধর্ম্মশালা এবং অষ্টাদশ শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর এবং নানা সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠ হইতে পারমার্থিক দৈনিকপত্র 'নদীয়া-প্রকাশ', সাপ্তাহিক অপ্রকাশিত ও প্রাচীন গ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়াছেন। প্রতি বৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমা এবং অন্যান্য উৎসব-প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—শ্রীপাদ [illegible] ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালী প্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪৯১৪

শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রচারিত শুদ্ধভক্তি প্রচার-কেন্দ্র গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই শুদ্ধমঠরাজে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীরাধাগোবিন্দজীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সংকীর্ত্তন, সপ্রমাণ-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি গ্রন্থ ও শুদ্ধগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হয়। এই মঠ হইতে মহানগরীর সর্ব্বত্র হরিকথা-প্রচার, মহানাম-সংকীর্ত্তন, বক্তৃতা, ব্যাখ্যা ও সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রাদি অনুষ্ঠান হয়। মঠরক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-স্থান মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া সহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা এবং শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী সেবাকোবিদ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরাঙ্গের রাসস্থলী এখানে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্তমান, রক্ষক—শ্রীমদ্[illegible] নামাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্তমান। রক্ষক—গোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

(৭) কাজীর সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপা-প্রাপ্ত শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিপ্রদীপ।

(৮) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ 'বিষ্ণুপাদ' শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান দাস ব্রহ্মচারী।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরনাগর দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রী[illegible] নাথ নামাধিকারী।

(১০) মোদদ্রুম-ছত্র "গৌড়ের বৈদিব"

মাউগাছি, পোঃ ভালুকা, (বর্দ্ধমান)।

শ্রীবাসানন্দন ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান। শ্রীগৌরনিত্যানন্দের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণবিহারী ব্রজবাসী, ভক্তিভূষণ।

(১১) ভেক্তিয়া কুঞ্জকানন

শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক- শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী।

(১২) কুলিয়া[illegible]—পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া। রক্ষক—শ্রী[illegible]নন্দ অধিকারী

(১৩) ভাগবত-আসন—পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

এই স্থান হইতে ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হয়। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিপ্রদীপ, ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৪) একায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ রাণাঘাট, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীমন্মাধব আচার্য্য গোস্বামী ভক্তিশাস্ত্র।

(১৫) মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঁচরাপাড়া, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(১৬) মাধবগৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, পোঃ ঢাকা

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা-গিরিধারীর সেবা বর্তমান। রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীপাদ [illegible] বিদ্যাবিনোদ বি-এ।

(১৭) গোপালজীউ মঠ—কমলাপুর, (ঢাকা)

গোপাল-জীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান। রক্ষক—শ্রী[illegible]দাস ব্রজবাসী।

(১৮) গদাই গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, ঢাকা।

এখানে শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(১৯) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

মহাকালী, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীমুরারী [illegible] এম-এ, বি-এল।

(২০) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাস্ত, (ত্রিপুরা)

এখানে মহাপ্রভুর শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

২১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ পানাগড় (বর্দ্ধমান)।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্য-সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রী[illegible] নামাধিকারী।

(২২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

কুমারডোল, পোঃ [illegible], (বাঁকুড়া)

এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রী[illegible]নাথ অধিকারী।

(২৩) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে গুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীজগদ্বন্ধু ব্রজবাসী ভক্তিব্রত।

(২৪) গোয়াড়ীপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন নামাধিকারী।

(২৫) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশবলি, পোঃ সতীবাজার, (কটক)

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদ[illegible]জীউর নিত্যসেবা বর্তমান। রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীমদ্[illegible] ভক্তিপ্রদীপ।

(২৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ কুলেশ্বর পুরী,

শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা-গিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন।

(২৭) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদবিহারীজীউর নিত্য-সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(২৮) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌরাঙ্গনাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী নামাধিকারী।

(২৯) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভূর, গোদাবরী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্তমান। মঠরক্ষক—শ্রী[illegible] নামাধিকারী ভক্তিলোচন।

(৩০) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪২নং কবিলপুরা, বেনারস সিটি

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৩১) স্বরূপ-গৌড়ীয়মঠ, [illegible]

শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডস্বামী শ্রীমদ্[illegible] প্রৌঢ়া

(৩২) পরমহংস মঠ

পোঃ নিমসার, সীতাপুর

এখানে শ্রীগৌরাঙ্গ ও [illegible] গৌরবিনোদ-বিলাসজীর সেবা বর্তমান

রক্ষক—শ্রী[illegible] নামাধিকারী।

(৩৩) কৃষ্ণচৈতন্য মঠ

পুরাণঘাট, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

এখানে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিত্য-সেবা হয়। রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠ

[illegible], মথুরা.

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ

(৩৫) রাধাবল্লভ সুখদকুঞ্জ—শ্রীরাধাকুণ্ড,

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৬) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৩৭) গোবর্দ্ধন মঠ

[illegible], পোঃ [illegible], জেলা [illegible] (পাঞ্জাব) রক্ষক—শ্রীগোপবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৩৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৬৩নং [illegible] রোড, নিউ দিল্লী।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি[illegible] কুমারবর্গী

(৩৯) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল।

এখানে গৌরবিনোদবিহারীর সেবা বর্তমান।

রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪০) আরবল্ল-গৌড়ীয় মঠ

[illegible] মাতারঘপুর, চক, ঝিঁ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি.

(৪১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ রায়পেট্টা মাদ্রাজ।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা।

রক্ষক—শ্রীপাদ [illegible]নন্দ ভক্তিবিকাশ।

৪২) বোম্বে-গৌড়ীয়-মঠ কার্য্যালয়

[illegible] রোড, [illegible] বিল্ডিং, ব্লক নং ১, বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মা মজুমদার।

(৪৩) অমরদি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমরদি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

(৪৪) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৫) পাটনা গৌড়ীয় মঠ

১০০ মিঠাপুরা, পাটনা।

রক্ষক—শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী [illegible]

(৪৬) গয়া গৌড়ীয় মঠ

ফিল্ড মার্কেট, চার্চ রোড, গয়া

রক্ষক—উপদেশক শ্রী[illegible]

(৪৭) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠ বালেশ্বর.

রক্ষক—শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয়

৩ [illegible] হাউস, [illegible] গার্ডেন, এস-ডব্লিউ ৭, [illegible]

রক্ষক—ত্রিদণ্ডস্বামী [illegible]

(৪৯) বার্লিন ..গৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়

Berlin W. 30

Eisenacher strasse 29 ৷৷

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবত,—সমগ্র
গ্রন্থ ৮২কে দশম ৮৫ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধের প্রতিখণ্ড ৷৵০
২। অনুভাষ্য বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। অনুভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী ৬৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড— ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
ও ৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—১৲; ২য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব—১৲
৮। সৎক্রিয়াসার—দীপিকা ও সংস্কার-দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণবধর্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ২৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। ভাগবতার্কমরীচিমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিবর্ত-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষৎ ।০
১৮। বামন-আম্নায় ।০
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵০
২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৷৵০
২২। ভজন-রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ ও (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
২৬। গীতার কেবল মূল-ভাষ্য ।০
২৭। বৃহন্মৃদঙ্গ অবলোকনের সারমর্ম ২৲
২৮। বেদান্তদর্শনের সারমর্ম ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸
৩০। দীপ-নির্বাণ ৵০
৩১। মাধ্যন্দিন (তৃতীয়-সংস্করণ) ৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা ৵১০
নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
৩৭ ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
৩৮ শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯ শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ।০
৪০ শরণাগতি ৵০
৪১ গীতাবলী ৵০
৪২। চিত্রে নবদ্বীপ ৷০
৪৩। শাস্ত্রকথা ৵০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা
৪৫। নবদ্বীপশতক ৵০
৪৬। অর্চ্চনপদ্ধতি ৵০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৵০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (৪র্থ সংস্করণ) ৵১০
৪৯। স্তবকল্প ৵১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম খণ্ড) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ)
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-নির্ণয়
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী
৫৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৵০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীগৌরবোধ ৵০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৬০। শাস্ত্রবাণী ৵০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত সারঃ ।০
৬১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিশিষ্টঃ ।০
৬২। সটিক শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৬৩। স্তবস্তবক্ ।০
৬৪। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৷৵০
৬৫। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ৵০
৬৬। মায়াবাদখণ্ডনম্ ৵০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৭। রায় রামানন্দ ।০
৬৮। এ কিউ আর্ট্স অব্ বোম্বে ।০
৬৯। ব্রহ্মজন ।০
৭০। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজি এন্ড অন্টলজি ।০
৭১। ভিসেটিক আর্ট্স ৷৵০
৭২। লাইফ এন্ড প্রিসেপ্টস অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।০
৭৩। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৪। রেপোর্ট গৌড়ীয়মঠ ইন্ লুইং ৵০
৭৫। দি ভাগবত ।০
৭৬। ইথেটিক প্রিন্সিপ্ল এন্ড সাবজেক্ট ভিজোমন ।০
৭৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২।০
৭৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ফার্ষ্ট ভল্যুম্) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৭৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮০। সাধন-পথ ।০
৮১। কল্যাণ-কল্পতরু ৵১০
৮২। গীতাবলী ৵০
৮৩। শরণাগতি ৵০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৪। শরণাগতি ৵০

তেলগু ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কাবকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষায় একমাত্র কপায় বলিলেই হয় কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ আনা, বড় বোতল ১৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।
অথবা
পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত আবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন ক্ষতি হয় না। মূল্য অতি সুলভ।
জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং
২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার কলিকাতা

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বের যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে বিষয়সূচী ও শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কাব্যব্যাকরণতীর্থ-সম্পাদিত ও
শ্রী কুঞ্জবিহারী ব্রহ্মচারী ভক্তিবিবেক অভাবী এম, এস, এম, কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

রিপন কলেজের দর্শনশাস্ত্রের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিসুধাকর সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম-এ, মহোদয়ের প্রোজ্জ্বল এবং গবেষণামূলক লেখনীপ্রসূত ... ... প্রকাশিত হইল এবং ... শ্রীচৈতন্যজীবনচরিত-পাঠে ... এই বিরাট গ্রন্থ ... ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ... ... শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা ... ... শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের লিখিত মুখবন্ধ। Foreward, ... Prefaces, বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে ... Index Glossary। সহ প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য—১৫, পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জেলা—নদীয়া।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে; বিদ্যার্থীর ও বোর্ডিং এর ... খোলা। শিক্ষকগণ ... ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা রহিয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬, টাকা মাত্র। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ... প্রদর্শন করিয়াছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের অতিরিক্ত সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিদেশী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। প্রতি বর্ষ ৩, টাকা ভিক্ষায় কলিকাতা বাগবাজার গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩, ... টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—তিনি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। বৈদিবাসী শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৷০

৪। সজ্জনতোষণী—উৎকল ভাষায় মহা... সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ ... বি-এল, বি-টি সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল শ্লোক অক্ষরে এবং তাহার ... শ্রীল ... শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সম্বলিত হইয়াছে। আর কখন ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজী আকারে ১০৩৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। অতিরিক্ত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোক সূচী, গ্রন্থসূচী, ... সূচী, পাত্রসূচী, ... সূচী, ... প্রভৃতি বিবিধ সূচী-পত্র। সমগ্র শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমন্দ বিরাট সংস্করণ কোথাও আজ পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই, তাহা নিরপেক্ষ পাঠক-মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সজ্জনতোষণের পরিবার জন্য ভিক্ষা ১২, বারটাকা ডাকে—৩, তিনটাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

তারা বাণী

আমাদের বিশেষত্ব :

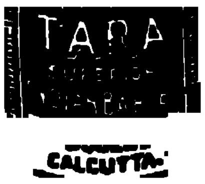

আমাদের এই তারা বার্লী ... বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ... সেই শক্তিবান বার্লী বিশেষজ্ঞ পি, বসু মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত। ইহারই একমাত্র বিজ্ঞ কর্ম্ম দক্ষতায় একদিন এশিয়া মহাদেশের সুপ্রসিদ্ধ বিস্কুট ও বার্লী প্রস্তুত কারক স্বনামধন্য স্বর্গীয় (শ্রীযুক্ত) কে, সি, বসু মহাশয় বিস্কুট ও বার্লী প্রচলন করিয়া জগতে আদর্শ স্থানীয় হইয়া ছিলেন। এই ব্যবসায় ইহার অভিজ্ঞতা ১৬ বৎসরের ও ... অধিক কালের। ইহা হস্তপৃষ্ট নহে।

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৩৬,	১০—৩১,	১৩—২২	১৭—৩৬,	১৯—৩৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—৫৪,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—০৫
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৮—০৩,	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৩,	২০—১২

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

রবিবার ব্যতীত প্রতিদিন

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৩৫	৯-২৪	১২-১০	১২-৩৩	১৫-৩৪	১৮-৫১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১২-১৯	১২-৫২	১৫-৫২	১৮-৫৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-৫১	১৩-১২	১৬-১২	১৯-১৫

গৌড়ীয়মঠ বাগবাজার কলিকাতা

সচিত্র নবদ্বীপ পঞ্জিকা

ভিক্ষা—মাত্র ৵০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈ নি

নদীয়াপ্রকাশ
THE
NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্বত্র প্রচল-প্রচার · পল্লী? জেলার একমাত্র মুখপাত্র

১০ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২রা জ্যৈষ্ঠ, বৃহস্পতিবার ১৩৪২, ১৬ই মে ১৯৩৫ [৬৪শ সংখ্যা

চৈতন্যোপনিষদ্
বড় অক্ষরে মূল ও অনুবাদসহ প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি উত্তম। ভিক্ষা ।০ মাত্র
শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

"গৌড়ীয়"
৭ম বর্ষ হইতে ১১শ বর্ষ পর্যন্ত প্রতি বর্ষ কাপড়ে বাঁধাই ভিক্ষা ৩।০ মাত্র।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ বাগবাজার, কলিকাতা

ভূমিকম্পে অপ্রতিহত প্রাসাদ

ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ারের মস্তিষ্কে নূতন আবিষ্কার

লক্ষ্ণৌ সহরের হিউয়েট ইঞ্জিনিয়ারীং স্কুলের ভাইস প্রিন্সিপাল মিঃ সাইদ্ আলি হাইদার বি. এস্-সি, (ইংলণ্ড) গ্ল্যাসগো একটি নূতন আবিষ্কার দ্বারা জানাইয়াছেন যে, বাড়ী এরূপভাবে তৈয়ারী হইতে পারে যাহাতে তাহা ভূমিকম্প কর্তৃক প্রভাবিত হইবে না। এই আবিষ্কারের বৈশিষ্ট্য এই যে পৃথিবী হইতে ভূমিকম্পের ফলে যে কম্পন উত্থিত হয় এবং যে কম্পন গৃহাদির ধ্বংস সাধন করে, সেই কম্পনকে প্রতিরোধ করা যাইতে পারিবে এবং তাহাতে গৃহাদির কোন অনিষ্ট হইবে না। এই কৌশল বিস্তৃত ভাবে এবং সকল প্রকার পাথুরিও কাঠের উপর প্রযুক্ত হইতে পারিবে।

গবর্ণমেন্টের পেটেন্ট আফিস কর্তৃক এই আবিষ্কার গৃহীত হইয়াছে এবং ইহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ "ইণ্ডিয়া গেজেটে" প্রকাশিত হইয়াছে।

বিহারের দুর্দ্দম ভূমিকম্পের পর হইতেই মিঃ হাইদার তাঁহার এই পরীক্ষা আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাঁহার এই আবিষ্কার পূর্ণ পূর্ণ আ...তে শ্রেষ্ঠ হইতে পারে এবং এই ... ব্যাপার সম্বন্ধে ভবিষ্যতে একটি নূতন উপায় আবিষ্কার করিবে।

সশস্ত্র ডাকাতি

হেরোলী হইতে প্রকাশ, মজঃফরপুরে (জেলায়) সম্প্রতি এক ডাকাতি হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। প্রকাশ যে, ঘটনার দিন ঐ গ্রামের দেখংবাজ বালকৃষ্ণ আহিরের বাড়ীতে বিবাহ ছিল। বিবাহ অনুষ্ঠান শেষ হইলে পর রাত্রি ৩।৪ টার সময়ে বাড়ীর লোকজন যখন নিদ্রিত ছিল তখন একদল ডাকাত বন্দুক, লাঠি ও বর্শা লইয়া ঐ বাড়ীতে প্রবেশ করে। তাহারা বাড়ীর লোকজনকে বর্শা দিয়া খোঁচাইয়া আহত করে। তাহাদিগকে বাধা দিতে চেষ্টা করা হইলে তাহারা গুলী বর্ষণ করে; উহার ফলে রামস্বরূপের পেটে গুলী বিদ্ধ হয় এবং সে অজ্ঞান হইয়া মাটিতে পড়িয়া যায়। ডাকাতগণ নারীদিগকেও প্রহার করে। অতঃপর তাহারা সমস্ত বাড়ী লুঠ করিয়া প্রায় দুই হাজার টাকা মূল্যের দ্রব্যাদি সহ প্রস্থান করে। রামস্বরূপকে হাসপাতালে পাঠান হয়। তথায় পরদিন বেলা ৮টার সময় তাহার মৃত্যু ঘটে।

---

৯ জন মুসলমান অভিযুক্ত

চট্টগ্রামে এক লোমহর্ষণ হত্যা মামলার বিচার আরম্ভ হইয়াছে। এই মামলায় খাঁ সাহেব ওমর মিঞা ও আরও আটজন লোক অভিযুক্ত হইয়াছে। ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ মণিভূষণ দত্তের নিকট মামলার শুনানী আরম্ভ হইলে কতিপয় সাক্ষীর জবানবন্দী গ্রহণ করা হয়।

অভিযোগ অনুযায়ী ঘটনার বিবরণ এই যে, গত ৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখ প্রাতঃকালে শিকলবাহা গ্রামের কমরউদ্দিন অলি মিঞার গোয়ালার উত্তর দিকে একটা মৃতদেহ সংবেশ কাটা অ হাত পাওয়া থাকিতে দেখা যায় এবং উহা একখানা গামছা দ্বারা আবৃত ছিল। অছি মিঞা এই সংবাদ থানায় আনেকে সঙ্গতে পটিয়া থানায় প্রেরণ করেন এবং অছি মিঞা স্বয়ং সহরে আগমন করিয়া মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট একখানি দরখাস্ত দাখিল করেন। উহার ফলে পটিয়া থানার দারোগা ঘটনার তদন্ত করেন এবং তদন্ত শেষ করিয়া ৯ জন আসামীর বিরুদ্ধে ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩০২, ৩০১ ও ১২০ বি ধারায় অভিযোগ পত্র দাখিল করেন।

ম্যাজিষ্ট্রেট কতিপয় সাক্ষীর জবানবন্দী লিপিবদ্ধ করিবার পর মামলার শুনানী মুলতুবী রাখিয়াছেন। মামলার শুনানীর সময় আদালত গৃহে ও তাহার বহির্ভাগে বহুলোক সমবেত হইয়াছিল। খাঁ সাহেব ওমর মিঞাকে আসামী শ্রেণীভুক্ত করায় বিচার ফল দেখিবার জন্য লোকের মনে একটা আগ্রহের সৃষ্টি হইয়াছে।

জালিয়াতীর অভিযোগ

অতিরিক্ত প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে, এডভোকেট মিঃ কে জি গুপ্ত তৎসহ মিঃ রাসবিহারী মণ্ডল যুগলকিশোর দাস সেনের বসন্তকুমার ঘোষালের পক্ষে, প্রতারণা ও জালিয়াতী অভিযোগে মেসার্স মুখার্জি এণ্ড কোংর স্বত্বাধিকারী মধুসূদন দাস ও বিশ্বনাথ দাসের বিরুদ্ধে এক মামলা দায়ের করেন।

দরখাস্তে প্রকাশ, ফরিয়াদী অগ্রিম ১৮০০৲ টাকা দিলে আসামীগণ ৬ মাসের মধ্যে পরিশোধের সর্ত্তে ২০০০ এর একটী হাণ্ডি সম্পাদন করিয়া দেয়। ঐ টাকা পরিশোধ করিতে না পারায় আসামীগণ দুইবার ঐ হুণ্ডি পরিবর্তন করিয়া দেয়। গত ৬ই মার্চ আসামীগণ ফরিয়াদীর নিকট ২০০০৲ টাকার একখানা চেক পাঠাইয়া দেয় এবং একখানা চিঠিতে প্রথম আসামীর নিকট চিঠিখানা ফেরৎ দিবার জন্য ফরিয়াদীকে অনুরোধ করা হয়। ফরিয়াদী ঐ চিঠির উপর বিশ্বাস করিয়া আসামীকে হুণ্ডীখানা ফেরৎ দেয়। জে দিলার নামক এক ব্যক্তি মুখার্জি এণ্ড কোম্পানীর বরাবরে ভবানীপুর ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশনের নামে ঐ চেক কাটেন। কিছুদিন পর ঐ চেক যাহাতে উক্ত ব্যাঙ্কের নিকট উপস্থিত না করা হয় তজ্জন্য আসামীগণ ফরিয়াদীকে বহু চিঠি লিখেন। ৬ই এপ্রিল ঐ চেক ব্যাঙ্কে হাজির করা হইলে তাহা ফেরৎ আসে। অধিকন্তু ঐ নামে কোন হিসাব নাই বলিয়া ব্যাঙ্ক হইতে মন্তব্য করিয়া পাঠান হয়।

অনুসন্ধান করিয়া ফরিয়াদী জানিতে পারে যে, ঐ চেক জাল করা হইয়াছে এবং যে ব্যক্তির নামে উহা কাটা হইয়াছে তাহাও কাল্পনিক। ম্যাজিষ্ট্রেট উভয় আসামীর বিরুদ্ধে সমন জারী করেন।

এপ্রিল মাসের রেলের আয়

এপ্রিল মাসে সরকারী রেলপথের আয় পূর্ব্ববর্ত্তী অনুমান অপেক্ষা ২৫ হাজার টাকা কম হইয়াছে। বলা হইয়াছে যে, কেবল ভারতীয় রেল নহে অন্যান্য রেল পথেও এই এপ্রিল মাসে আয় কম হইয়াছে। গ্রেট-বৃটেনের রেলপথেও এই সময়ে আয় কম হইয়াছে। ব্যবসা বাণিজ্য অনেকটা শিথিল হইয়াছে বলিয়াই রেলের আয়ও কম হইয়াছে।

গ্রেপ্তার

বেলেঘাটা অঞ্চলে ... সংক্রান্ত বাম ... নামের ... ডাকাতি সম্পর্কে বেরিলী পুলিশ ... নামক এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। সে পূর্ব্বে সৈন্যদলে ছিল। তাহার বাড়ীতে নাকি কতকগুলি টোটা পাওয়া গিয়াছে। ঐ সমস্ত টোটা সামরিক বিভাগের অস্ত্রাগার হইতে অপহৃত বলিয়া অনুমিত হয়।

নমো নারায়ণায়

২রা জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার ১৩৫২

মৃতসঞ্জীবনী আবিষ্কার

[illegible] মৃতদেহে জীবন সঞ্চার করা সম্পর্কে সোভিয়েট বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক [illegible] কয়েকটি কৌতূহলজনক পরীক্ষা করিয়াছেন। কিছুদিন পূর্বে টাইফাস রোগে মৃত এক ব্যক্তির দেহ লইয়া নাকি অধ্যাপক সফলতার সহিত পরীক্ষা করেন। শবদেহের শিরাগুলির মধ্যে লবণ জল প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হয়। পনর মিনিট পরে মৃতদেহে জীবন সঞ্চারের চিহ্ন লক্ষিত হয়। ওষ্ঠদ্বয় ও আঁখিপল্লব কম্পিত হইতে থাকে, লালা নিঃসৃত হয় এবং গলদেশ হইতে পরিষ্কারভাবে গোঙানীর আওয়াজ শোনা যায়। গত কয়েক বৎসর অধ্যাপক [illegible] জন্তু জানোয়ারের উপর পরীক্ষা চালাইয়াছেন। পরীক্ষাগুলি হৃৎপিণ্ডের কর্মশক্তি পুনরুজ্জীবিত করিবার অর্থাৎ রক্ত সঞ্চালন করিবার চেষ্টাতেই পর্যবসিত হইয়াছে। হৃৎপিণ্ডের চলাচল ও নিঃশ্বাসপ্রশ্বাস সম্পূর্ণ বন্ধ হইয়া যাইবার পরও দেখা গিয়াছে যে, যদি খুব চাপের সহিত রক্ত অথবা লবণ এবং এ্যাড্রেনালিন [illegible] অথবা অন্য কোন ধমনীর মধ্য দিয়া হৃৎপিণ্ডের দিকে পাম্প করিয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে হৃৎপিণ্ডের সংকোচন শুরু হয় [illegible] নাড়ী চলিতে আরম্ভ করে। নিঃশ্বাসপ্রশ্বাস ফিরিয়া আসিবার ফলে শবদেহটী জীবন লাভ করে। জন্তুজানোয়ারের মৃত্যু পাঁচ—দশ ও পনর মিনিট পরে এইরূপ পরীক্ষা করিয়া সুফল লাভ করা গিয়াছে। মনুষ্যদেহের উপর ঐরূপ পরীক্ষা চালানো সম্ভব কিনা জিজ্ঞাসা করা হইলে অধ্যাপক বলেন যে, যদি গুরুতর পীড়ার ফলে দেহের প্রধান জীবকোষগুলি ক্ষতিগ্রস্ত না হইয়া থাকে তবে ঐরূপ পরীক্ষার দ্বারা সাফল্য লাভের কোন আশাই নাই। কিন্তু রক্তমোক্ষণ অথবা ক্লোরোফরম প্রয়োগের ফলে যদি হৃৎপিণ্ড এবং নিঃশ্বাসপ্রশ্বাস চলাচল বন্ধ হইয়া যায় এবং আর কোন উপায় অবলম্বন করা সম্ভব না হয় তাহা হইলে পশুদেহের উপর যে পরীক্ষা চালাইয়া সফলতা লাভ করা গিয়াছে, সেই পরীক্ষা মনুষ্যদেহের উপর প্রয়োগ না করিবার কোন কারণ নাই।

আজকাল এদেশের [illegible] উন্নত ব্যক্তিদের [illegible] অনেক প্রকার [illegible] সম্ভব হইতেছে বটে কিন্তু [illegible] আবিষ্কার আদৌ সংবাদপত্রের [illegible] না। [illegible] দৃষ্টি [illegible]

শিশু-স্বাস্থ্য

দেশের উন্নতি-অবনতি, শিশুদের স্বাস্থ্যের উপর নির্ভর করে। বিশেষতঃ পিতা মাতার মনোবৃত্তির ও দেশের সাধারণ উন্নতির আভাস শিশুদের স্বাস্থ্য ও মন হইতে পাওয়া যায়। শিশুরা সাধারণতঃ সুন্দর স্বাস্থ্য লইয়াই জন্মগ্রহণ করে। তখন সামান্য একটু যত্ন লইলেই ও যাহাতে কোন প্রকার অসুখের বীজাণু তাহাদের শরীরে প্রবেশ না করে সে বিষয়ে যত্নবান হইলেই তাহাদের স্বাস্থ্য অটুট থাকে।

শরীরের মধ্যে কতকগুলি গ্রন্থি (Gland) আছে। উহাদের উপরই কিয়ৎ পরিমাণে স্বাস্থ্য নির্ভর করে। ঐ সকল গ্রন্থি হইতে রক্তে রস-নিষ্কাসিত হইয়া স্নায়বিক দৌর্বল্য, রক্তের চাপ (Blood-Pressure) প্রভৃতি রোগের সৃষ্টি হয়। শিশুদের থাইরয়েড গ্রন্থি অকর্মণ্য হইলে শিশুরা মোটা ও একটু হাবা গোছের হইয়া থাকে। মাথায় অল্প মোটা মোটা চুল থাকে। আবার যদি এ গ্রন্থি বেশী কার্যকরী হয় তাহা হইলে হৃদ্রোগ প্রভৃতি জন্মে। মগজের (Brain) নীচে যে গ্রন্থি আছে তাহা যদি বেশী কার্যকরী হয় তাহা হইলে শিশুরা আকারে বড় হয়; তাহাদের হাত পা লম্বা হইয়া থাকে এবং নীচেকার চোয়াল বড় হইয়া যায়। তেমনি মূত্রকোষের (Kidney) জন্য শিশুদের গায়ের রং কটা হয় ও তাহারা সব সময় ক্লান্তি অনুভব করে।

শিশুরা সাধারণতঃ রোগগুলি তাহাদের পিতামাতার নিকট হইতেই পাইয়া থাকে। পিতামাতার শরীরে যে সব রোগ থাকে শিশুরা পুরুষানুক্রমে সেই সকল রোগই পাইয়া থাকে। শিশুদের এ সকল রোগের জন্য প্রধানতঃ পিতামাতাই দায়ী।

ছেলেদের শৈশবাবস্থায় স্কুলে পাঠের সময় স্বাস্থ্য তৈয়ারী করিবার পক্ষে সব চেয়ে উপযুক্ত সময়। শৈশবে সূর্যের আলো, পরিষ্কার বাতাস, টাটকা খাদ্য ও প্রচুর বিশ্রামের দরকার। স্কুলে ছেলেদের মনের ও দেহের পুষ্টিসাধন হইয়া থাকে। ঐ সময় বিশেষ বিবেচনার সহিত যে সকল জিনিষে তাহাদের দেহের উন্নতি ও মনের প্রসারতা ও উদারতা লাভ করে, তাহাই শুধু তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত করা উচিত। অন্যথা তাহা দেহ উন্নত অসম্ভব। এ সময়ে তাহাদের স্বাস্থ্যের উপর বিশেষ নজর রাখা দরকার।

[illegible] যে পিতা মাতার [illegible] অনেক [illegible] পিতা [illegible] উপর বিশেষ নজর রাখা দরকার। [illegible] কেবল শুধু তাহাদের নিজেদের জন্য নহে, তাঁহাদের স্বাস্থ্যের উপর তাঁহাদের ভবিষ্যৎ বংশের স্বাস্থ্য নির্ভর করিতেছে মনে রাখিতে হইবে। তাঁহাদের স্বাস্থ্যের উপর পুত্র কন্যার উন্নতি ও পরোক্ষভাবে দেশের উন্নতি নির্ভর করিতেছে। এজন্য এ বিষয়ে বিশেষ সতর্ক হওয়া দরকার।

ছেলেদের যেমন শারীরিক ও মানসিক উন্নতির প্রতি দৃষ্টি রাখা দরকার; তেমন মেয়েদের ও শরীর ও মনের উৎকর্ষতার প্রতি সমানভাবে নজর রাখা দরকার। মেয়েদের কেবল সাধারণ ভাবে শিক্ষা দিলেই চলিবেনা—যাহাতে তাহাদের বোধবুদ্ধি চরম উৎকর্ষতা লাভ করে ও তাহাদের চরিত্র নির্মল ও পবিত্র হয় এবং তাহারা বিনয়ী ও অন্যান্য সদ্‌গুণাবলী লাভ করে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। কারণ অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গিয়াছে যে অনেক মনস্বী ব্যক্তি তাঁহাদের মায়ের জন্যই বড় হইতে পারিয়াছেন। যেখানে মেয়েদের সুশিক্ষার কোন ব্যবস্থা নাই সেখানে সে জাতির উন্নতি অসম্ভব। উদার দম্পতীর যে সব সন্তান হইবে তাহাদের সন্তানও উদার ও মহৎ হইবার সম্ভাবনা। অপরন্তু যেখানে মেয়েদের শিক্ষার কোন ব্যবস্থা নাই, সেখানে শিশুদের উদারতা লাভ করা প্রায়ই অসম্ভব।

মালতী হত্যাকাণ্ডের জের

১০ই মে প্রাতে পুরুলিয়া জেলে চাঞ্চল্যকর মালতী হত্যাকাণ্ডসম্পর্কে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত আসামী চন্দ্রমোহন সিংহ সর্দার এবং গোবিন্দ সিংহ সর্দারের ফাঁসি হইয়া গিয়াছে। গত ৩০শে মে তাহাদের ফাঁসির দিন নির্দ্ধারিত হইয়াছিল, কিন্তু আসামীগণ সম্রাটের রজত জুবিলী উপলক্ষে দয়া ভিক্ষা করিয়া এক আবেদন পেশ করে। সরকার তাহাদের আবেদন অগ্রাহ্য করেন এবং তাহাদের আয়ু মাত্র কয়দিনের জন্য বৃদ্ধি করিয়া দেন। স্মরণ থাকিতে পারে যে, বলরামপুর থানার অন্তর্গত মালতীর ঘাটোয়াল মৃত্যুঞ্জয় সিংহ সর্দারকে হত্যা করার অপরাধে আসামীগণের প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়। এই মামলা সম্পর্কে আরও চারজন আসামীর প্রতি যাবজ্জীবন দীপান্তরের আদেশ হয়।

আসামীগণ নটবর সিংহ সর্দার নামক অপর একজন ঘাটোয়ালের পুত্র এবং ভ্রাতুষ্পুত্র। মালতীর ঘাট লইয়া মৃত্যুঞ্জয় সিংহ সর্দার ও আসামীদের মধ্যে অনেক কাল যাবৎ ফৌজদারী ও দেওয়ানী মামলা চলিতে

আত্মহত্যা

[illegible] কয়েকদিন পূর্বে [illegible] [illegible] আত্মহত্যা করিয়াছেন। [illegible] একটী [illegible] এরূপ আত্মহত্যা [illegible]

কলিকাতার বাজার দর

চাউলের দর

	প্রতি মণ
বাদশাভোগ	৬৷০
বালাম চাল	৫৷৶০
কাটারীভোগ	৫৷৶০-৫৸৶০
বাঁকতুলসী	৫৷৶০
নাগরা	৩৷৶০
ঐ পুরাতন	৪৷০
পাটনাই উৎকৃষ্ট	৪৲
এক্সাল্লে কোয়ালিটি	৩৷৶০
সিদ্ধ রেঙ্গুণ	২৷৶০

চিনির দর

সাদা জাভা রেডি	৯৷০-৯৸৶০
দেশী সাদা দানা	৮৸৶০-৯৷০
„ লাল „	৮৷৶০ ৮৸৶০
আতপ —	
নূতন আতপ	৩৷৶০-৩৸৶০
পেশোয়ারী	৮৷০ ৮৷০
বাঁকতুলসী আতপ	৪৷৶০-৪৸৶০
ঐ মাঝারি	৪৷০-৪৷০
পাটনাই আতপ	৬৷০-৪৷৶০
কাটারীভোগ	৫৷০
ঐ রেঙ্গুণ	২৷০

ঘৃতের দর

রামসীতা প্রতি মণ	৫২৲
লম্বী গাওয়া	৪৭৲
কাঁচা গাওয়া	৪৫৷০
টেকা পুরুলা	৪৩৷০

আটা ও ময়দার দর

পেটেণ্ট ময়দা প্রতি মণ	৫৷৶০-৫৷০
গৃহস্থালীর ব্যবহারোপযোগী	৪৷০-৪৸৶০
আটা (বি)	৪৸৶০-৫৲
সুজী	৫৶০-৫৷০
আটা (এস)	৪৷৶০-৪৷০
„ (২)	৪৷৶০ ৪৷৶০
„ (কে)	৪৷০-৪৷৶০
„ (৩)	৩৷৶০-৩৷০

সোণা-রূপা

		প্রতি ভরি	
টাকশালের বার	„	„	৩৫৶০
বড়ালের বার	„	„	৩৫৶০
গিনি	„	„	৩২৶০
চাঁদির বার	প্রতি ১০০ ভরি		৬৪৲
ঐ খুচরা	„	„	৬৪৷০

লৌহ ও হার্ডওয়ার

টাটার তৈয়ারী	প্রতি হন্দর
লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম মার্ক	৫৷০-৬৲
ঐ বে-মার্কা হালকা ওজন	৫৶০-৫৷৶০
বরগা (টী-আয়রণ)	৬৷৶০-৬৷০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৬৲-৬৷০

সন্তোষকুমার মল্লিক এণ্ড সন্স লিঃ
জগন্নাথঘাট, বড়বাজার, কলিকাতা

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

—পারমার্থিক পত্র—

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে।
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে।

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ।

১০ম বর্ষ } ২৮ মধুসূদন গৌরাব্দ ৪৪৯, ২রা জ্যৈষ্ঠ বঙ্গাব্দ ১৩৪২, ১৬ই মে ইং ১৯৩৫ বৃহস্পতিবার { ৬৪ তম সংখ্যা

শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন ও অভিনন্দনার্থ সভা

বালিয়াটী ১০।৫।৩৫

গত ২৭শে বৈশাখ, শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী-কীর্ত্তনকারিগণের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজের শ্রীশ্রীগদাইগৌরাঙ্গমঠের বার্ষিক উৎসবে যোগদানোপলক্ষে তাঁহাকে অভিনন্দন-প্রদান ও বালিয়াটীনিবাসী পরমভাগবত শ্রীযুক্ত মনোমোহন রায় চৌধুরী ভক্তিপ্রকাশ মহোদয়ের অভীপ্সিত নূতন শ্রীমন্দিরের ভিত্তি-স্থাপন-উপলক্ষে উক্ত মঠে বেলা ৮ ঘটিকার সময় এক বিদ্বজ্জনমণ্ডিত মহতী সভার অধিবেশন হয়। স্থানীয় বহু শিক্ষিত ব্যক্তি সভায় যোগদান করিয়াছিলেন।

উদ্বোধন-সঙ্গীত গীত হইবার পর বালিয়াটী গ্রামনিবাসী পরমভাগবত শ্রীযুক্ত শচীন্দ্র চন্দ্র রায় চৌধুরী মহোদয় দণ্ডায়মান হইয়া জনসাধারণের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন কুণ্ডারী বি-এ মহাশয়কে সভাপতির আসন গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তাব করেন। অতঃপর শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় উক্ত প্রস্তাব সমর্থন করিলে কুণ্ডারী মহাশয় সভাপতির আসনগ্রহণ করেন।

সভাপতির অভিভাষণ

সভাপতি মহাশয় দণ্ডায়মান হইয়া বলেন—"অদ্য এই [illegible]-পরিশোভিত সভায় আমরা যাঁহাকে অভিনন্দন প্রদান করিবার সুযোগ পাইয়াছি, তিনি সাধারণ লোক নহেন, অতিমর্ত্ত্য [illegible] পুরুষের কৃপা প্রাপ্ত একজন [illegible]—পরম বৈষ্ণব; সুতরাং [illegible] বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠে অভিনন্দিত করা আমার পক্ষে যে কিরূপ দুরূহ ব্যাপার তাহা সহজেই অনুমেয়। আমাদের হৃদয় সর্ব্বদাই বিষয়-চিন্তায় রত, জাগতিক ব্যাপারে সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকিয়া আমরা কলুষিত, সুতরাং তাঁহাকে অভিনন্দিত করিবার যোগ্যতা আমার নাই। তবে রীতিরক্ষার্থ আমি কিছু বলিতে প্রয়াস পাইব। যে বালিয়াটীতে আজ আমরা তাঁহাকে অভিনন্দিত করিবার জন্য কৃত-সঙ্কল্প হইয়াছি, প্রায় ১২ বৎসর পূর্ব্বে তিনি একবার এই গ্রামে উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং দ্বিতীয়বার গত পৌষ মাসে (১৩৪১) তিনি এই গ্রামে শুভ পদার্পণ করেন। এই তাঁহার তৃতীয়বার আগমন, সুতরাং এ গ্রামের অধিবাসিগণের নিকট তিনি বিশেষভাবেই পরিচিত।

আমরা শুনিতে পাই, এই বালিয়াটী অতি প্রাচীন গ্রাম। এই গ্রামে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের ভক্ত শ্রীল গদাধর পণ্ডিতের বাস্তুলালয় ছিল এবং উহাতে আচার্য্য ভাস্করী মহাশয়ের সহিত শঙ্করাচার্য্যের শাস্ত্রবিচার হইয়াছিল; এই দুই কারণেই এই গ্রাম অতি প্রসিদ্ধ।

এহেন পুণ্যগ্রামে এই শুভমুহূর্ত্তে স্বামীজী মহারাজকে অভিনন্দন করা খুবই আনন্দের বিষয়।

শ্রীপাদ ভারতী মহারাজকে অভিনন্দন প্রদান

অতঃপর সাধারণের পক্ষ হইতে প্রদত্ত অভিনন্দনটী বালিয়াটী গ্রামনিবাসী পরম-ভাগবত শ্রীযুক্ত শচীন্দ্র চন্দ্র রায় চৌধুরী ও মঠের [illegible] পক্ষ হইতে প্রদত্ত [illegible] মঠরক্ষক শ্রীপাদ [illegible] প্রধানাচার্য্য ভাক্তি[illegible] পাঠ করেন। [illegible] [illegible] বহু ভাবের [illegible] মহারাজ একটী সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন।

প্রধান শিক্ষকের বক্তৃতা

অতঃপর মাননীয় সভাপতির আদেশ-ক্রমে স্থানীয় হাইস্কুলের হেডমাষ্টার শ্রীযুক্ত নিবারণ চন্দ্র সরকার বি এ, বি-টি, মহাশয় সভায় দণ্ডায়মান হইয়া বিশেষ আবেগভরে একটী বক্তৃতা প্রদান করেন; তিনি বলেন, —"আমরা বড় বিশেষ সুকৃতিফলে আজ যে পরম বৈষ্ণবের সঙ্গ-সৌভাগ্য লাভ করিলাম, তাহাতে মনে হয় আমাদের মঙ্গল অনিবার্য্য যেহেতু—

"ক্ষণমিহ সজ্জনসঙ্গতিরেকা।
ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা॥"

আজ যে গৌরভক্তের সঙ্গ আমরা লাভ করিলাম, সেইপ্রকার বৈষ্ণবগণ মনে ইচ্ছা করিলেই আমাদের ন্যায় সংসারাবদ্ধ জীব-গণকে উদ্ধার করিতে পারেন,—

"ব্রহ্মাণ্ড তারিতে শক্তি ধরে জনে জনে"

সুতরাং ভগবানের সমীপে আমাদের এই প্রার্থনা যে, তাঁহারা যেন কৃপা করিয়া আমাদের এই সংসার-বাসনা বিচ্ছিন্ন করেন।"

এতৎপ্রসঙ্গে তিনি ভক্তিপ্রকাশ মহোদয়কে এবং তাঁহার ভক্তিমতী সহধর্ম্মিণীকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দিয়া তাঁহাদের সেবাপ্রবণতার বারংবার প্রশংসা করেন।

সভাপতির পুনরায় বক্তৃতা

অনন্তর সভাপতি মহাশয় পুনরায় দণ্ডায়মান হইয়া বলেন,—"অদ্যকার সভা দুইভাগে বিভক্ত, একভাগ স্বামীজী মহারাজকে অভিনন্দন-প্রদান এবং অন্যভাগ নূতন [illegible] এই [illegible] [illegible] [illegible] কথা বলেন, [illegible] কথার [illegible] ভগবানের সেবাকে লক্ষ্য করিয়াই প্রযুক্ত হইয়াছে। তিনি পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত মনোমোহন রায় চৌধুরী ভক্তিপ্রকাশ মহোদয়ের পূর্ব্বপুরুষের আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন,—"এই বংশের লোকসকল একদিন পরোপকার-ব্রতে দীক্ষিত হইয়া অনেক সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন; আজ আবার বহু সুকৃতির ফলে সেই বংশে ভগবদ্-ভক্ত জন্মগ্রহণ করিয়া জগতে ভক্তসেবার আদর্শ সংস্থাপন করিলেন। তাঁহাদের এই সেবাকার্য্য অতুলনীয়। তাঁহারা আজ যে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গমনোহরজীউ প্রভুগণের আনুকূল্য করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন, তাহার তুলনা নাই। আজ তাঁহাদের সেবাসৌরভ দিগ্-দিগন্তে প্রসারিত হইয়া ভক্তগণের এক-মাত্র আরাধ্য ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী-সেবার অনুপ্রেরণা দিতেছে। আমরা ভগবানের নিকট এই প্রার্থনা করি, তাঁহাদের ভগবদ্ভক্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হউক।

শ্রীমদ্ভাগবত—১২শ স্কন্ধ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত শ্রীমদ্ভাগবত ১১শ স্কন্ধ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে। দ্বাদশ স্কন্ধও ১৫ ফর্ম্মা পর্য্যন্ত ছাপা হইয়াছে; অবশিষ্টাংশের ছাপাও চার সপ্তাহের মধ্যেই শেষ হইবে বলিয়া আশা করা যায়। অন্বয়, প্রাঞ্জল অনুবাদ, শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদের সারার্থদর্শিনী টীকা, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকৃত তাৎপর্য্য ও শ্রীল প্রভুপাদের বিবৃতি সহ শ্রীমদ্ভাগবতের যে-সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছে, এরূপ উৎকৃষ্ট সংস্করণ আর কখনও প্রকাশিত হয় নাই। [illegible] প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বেই বহু [illegible] গ্রাহক [illegible] হইয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৮ মধুসূদন আদি' গৌরাব্দ-শতাব্দী ৪৪৯

পণ্ডিত

এ জগতে পণ্ডিতের অভাব নাই, তবে যাঁহারা পণ্ডিত বলিয়া আত্মমান করেন, তাঁহাদের প্রায় শতকরা শতজনই এই বিদ্যা বা বিদ্যাবত্তার কোন খবর রাখেন না—ইহাই দুঃখের বিষয়। এ জগতের পণ্ডিত-সমাজে দুই প্রকারের পণ্ডিতের কথা আমরা সাধারণতঃ শুনিতে পাই ; এই দুই শ্রেণীর পণ্ডিতের মধ্যে অর্থাৎ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ও বৈষ্ণব-পণ্ডিতের মধ্যে বৈষ্ণব পণ্ডিতের সংখ্যা খুবই কম। 'পণ্ডিত'-শব্দের সংজ্ঞা আমরা শাস্ত্রে নানারূপ দেখিতে পাই। মহাভারতে "যঃ ক্রিয়াবান্ স পণ্ডিতঃ", গীতায় "পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ", উদ্ধব গীতায় "পণ্ডিতঃ বন্ধমোক্ষবিৎ" প্রভৃতি উক্তি দেখিতে পাই। যিনি আচারবান্ অর্থাৎ কেবল মুখে শাস্ত্র না বলিয়া নিজে শাস্ত্রানুযায়ী আচরণ করেন, তিনি পণ্ডিত। যাঁহারা আত্মদর্শী অর্থাৎ যাঁহাদের স্বরূপদর্শন হইয়াছে সেই সকল সমদর্শিব্যক্তিগণই পণ্ডিত। যিনি বন্ধ ও মোক্ষ-বিষয়ে অবগত নহেন, বেদে উক্তলা বুদ্ধি যাঁহার নাই, যিনি বেদের সারগ্রাহী নহেন অর্থাৎ সর্ববেদ-তাৎপর্য্য ভগবদ্ভজনের কথা অবগত নহেন, ভগবদ্দেবা-সৌভাগ্য লাভ করিয়া যাঁহার বুদ্ধি উদ্ভাসিত হয় নাই, তাদৃশ ব্যক্তিগণকে শাস্ত্র পণ্ডিত বলেন না। তাই প্রহ্লাদ মহারাজ বলিয়াছেন—

"শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।
ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্॥"
(ভাঃ ৭।৫।২৩ ২৪)

অর্থাৎ যিনি ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুতে আত্ম-সমর্পণ পূর্ব্বক ব্যবধান অর্থাৎ জ্ঞান, কর্ম, যোগ প্রভৃতি রহিত হইয়া সাক্ষাৎ শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, অর্চ্চন, বন্দন, পাদসেবন, দাস্য, সখ্য, আত্মনিবেদন—এই নবধা ভক্তি যাজন করেন, তিনি উত্তম অধ্যয়ন করিয়াছেন ; সুতরাং এতাদৃশ ভক্তিমান্ ব্যক্তিই পণ্ডিত।

শাস্ত্রীয় আলোচনা করিতে গিয়া আমরা 'পণ্ডিত' শব্দের যে সংজ্ঞা প্রাপ্ত হই তাহাতে বুঝা যায় যে, পণ্ডিত হইলেই তাঁহাকে ক্রিয়াবান্ সমদর্শী, বন্ধমোক্ষবিৎ ও বিষ্ণু-ভক্ত হইতে হইবে কিন্তু যাঁহারা মুখে পাণ্ডিত্যাভিমান করেন কিন্তু বস্তুতঃ বিষ্ণুর উপাসনা করেন না সেই পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তিগণকে আমরা পণ্ডিত বলিতে পারি না ; কারণ ভক্তিহীন হৃদয়ে কোন গুণ থাকা যে অসম্ভব, একথা শ্রীমদ্ভাগবত তারস্বরে কীর্ত্তন করিয়াছেন।—

"যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা
সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্গুণা
মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ॥"

ভক্তি না থাকিলে ব্রাহ্মণত্ব, বৈষ্ণবত্ব, পাণ্ডিত্য প্রভৃতি কোন গুণই লক্ষিত হইতে পারে না, ইহা ধ্রুবসত্য হইলেও বর্ত্তমানে অনেক স্থলে শবদেহ অলঙ্কারের দ্বারা ভূষিত করার ন্যায় ভক্তিহীন জীবন্মৃত তথাকথিত পণ্ডিতগণের মধ্যে বিষ্ণুভজনের নামে আত্মেন্দ্রিয়তর্পণে পূর্ণাহুতি প্রদান করিয়াও অন্তঃকরণহীন ব্রাহ্মণত্ব, বৈষ্ণবত্ব, পাণ্ডিত্য প্রভৃতি রক্ষা করিবার অভিনয় প্রদর্শিত হইতে দেখা যায়। মোহান্ধবুদ্ধি বা মূর্খতার চরম শিখরে আরোহণ করিয়াও যে পাণ্ডিত্য-প্রদর্শনের অভিনয় জগতে চলিতেছে, ইহা দৈবী মায়ার অলৌকিকী ক্রিয়া ব্যতীত আর কি ?

শ্রুতিতে আমরা "দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে পরা অপরা চ"—পরা ও অপরা দুই প্রকার বিদ্যার কথা দেখিতে পাই। 'ব্রহ্ম-বিষয়ক জ্ঞান চর্চা অথবা ত্রিগুণের ব্যতি-রেক নিঃশ্রেয়স আলোচনা—ভোগ ও ত্যাগের বিষয় যে বিদ্যা দ্বারা সাধিত হয় তাহা অপরা বিদ্যা বা জড়া বিদ্যা। আর অধোক্ষজ নির্গুণ ভগবানের কথা যে বিদ্যা দ্বারা অবগত হওয়া যায় সেই চিন্ময়ী শিক্ষাই পরাবিদ্যা নামে শাস্ত্রে কথিত। অপরা জ্ঞান দ্বারা দেহ মনুষ্যের প্রাপঞ্চিক জীব মায়াকবলিত হয় ; আর পরবিদ্যালোচনা-ফলে জীবের আত্মবৃত্তি জাগরিত হইয়া তাহাকে কৃষ্ণানুসন্ধানের কথায় প্রবুদ্ধ করে। তাই অপরা বিদ্যা জড়-জন্মদাত্রী ও শোকমোহ-বর্দ্ধিনী ; আর পরাবিদ্যা বৈকুণ্ঠদায়িনী ও অনর্থনাশিনী হওয়ায় শোক মোহ-ভয়াপহা। সুতরাং পরা বিদ্যার পারদর্শী অর্থাৎ বন্ধমোক্ষবিৎ হইবার জন্য বহুপর হওয়া এবং "তাবৎ বন্ধ থাকে যাবৎ বৈষ্ণব তোমার ভজনে নাই" প্রভৃতি মহাজন বাক্যানুযায়ী কর্ম্মীসূত্রের জন্য ক্রিয়া চিন্তা করা, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ বিচার করেন।

পণ্ডিতসমাজে কেহ কেহ ব্রাহ্মণ আবার কেহ বৈষ্ণব বলিয়া তাঁহাদের যোগ্যতানুসারে তাহাদিগকে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ও বৈষ্ণবপণ্ডিত বলা হয়। তবে ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবের পার্থক্য আলোচনায় আমরা জানিতে পারি যে, ব্রাহ্মণতা বৈষ্ণবতার সোপান-বিশেষ। ব্রহ্মজ্ঞের নাম ব্রাহ্মণ আর ব্রহ্মের জনকস্বরূপ-মনের নামই বৈষ্ণব। ইঁহারা উভয়েই পরা বিদ্যার অনুশীলন করেন বটে, কিন্তু ইঁহাদের মধ্যে পার্থক্য এই যে, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ শব্দ-বিদ্যার অনুশীলনকারী—বেদপাঠী আর বৈষ্ণব পণ্ডিতগণ পরবিদ্যার পারঙ্গত অর্থাৎ তাঁহারা বিভাগবদে শাস্ত্রাদেশ পালন করিয়া শাস্ত্রের মূর্ত্তবিগ্রহরূপে 'ভক্ত-ভাগবত' আখ্যায় আখ্যাত। ইঁহাদের জলন্ত জীবন বা আদর্শ জীবগণকে অনুপ্রাণিত ও আকর্ষণ করিতে সমর্থ। কিন্তু ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ আচারহীন হইয়া পরোপদেশে পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করেন বলিয়া তাঁহাদের বাহ্যিক ব্যাপারাদি থাকিলেও তাঁহাদের প্রতি বৈষ্ণবপণ্ডিত-গণের ন্যায় বৈকুণ্ঠ বুদ্ধি না হইয়া অভিনয় বুদ্ধি হয়। ইঁহাদের মধ্যে একজন সেবাভিলাষী আর অপর একজন পণ্ডিতাভিমানী। একজনের পাণ্ডিত্য ভজনানুগামী, ভক্তাচারী ও হৃদয়গ্রাহক, আর অপর ব্যক্তি পাণ্ডিত্যের দাস ও তদভিমানে অভিমানী বা দম্ভকারী।

এই ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ যদি আজীবন শাস্ত্রালোচনা করেন বা কোটী জন্ম এই কার্য্যে রত থাকিয়া শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি করেন তাহা হইলেও তাঁহাদের জীবন সার্থকতা-মণ্ডিত হয় না ; সুতরাং পাণ্ডিত্য থাকা সত্ত্বেও যেখানে নিজমঙ্গল বা আত্মার মঙ্গল করিতে জানাইতে করার চেষ্টা ! লুপ্তপ্রায় সেখানে পাণ্ডিত্যের মূল্য অকিঞ্চিৎকর ব্যতীত আর কি ? তবে এই ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ যদি নিজ অভিমান পরিত্যাগ পূর্ব্বক কোন বৈষ্ণব মহাভাগবতের কাছে প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবুদ্ধি অনুসারে গমন করেন তাহা হইলে তাঁহাদের ব্রাহ্মণত্ব বা পাণ্ডিত্যলাভের সম্ভাবনা আছে ; নতুবা অনর্থাদি আসিয়া নরক দেবে অঙ্গুলি জমাইয়া কোনভাবে নিপুণ ও বিষ্ণু-বৈষ্ণব-বিদ্বেষের পাণ্ডিত্য বলিয়া ধারণা করাইবেই করাইবে।

শুদ্ধ জীবাত্মার যাহা পরমাত্মার যে সেবা তাহাই পাণ্ডিত্যের পরাকাষ্ঠা। এই সেবাভাব যেখানে পরিলক্ষিত সেইখানেই মূর্খতার আত্যন্তিকী পরিতুষ্টি হয়। তাই শাস্ত্র কোন কোন পণ্ডিতকে সারগ্রাহী এবং কোন কোন পণ্ডিতকে ভারবাহী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুও ভারবাহী পণ্ডিতগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—

"বুঝি সব অধ্যাপক কৃষ্ণের যাত্রায়।
ছাড়িয়া কৃষ্ণের ভক্তি অন্য পথে যায়॥
শাস্ত্রের না জানে মর্ম অধ্যাপনা করে।
গর্দ্দভের প্রায় যেন শাস্ত্র বহি' মরে॥
পড়িয়া শুনিয়া লোক গেল ছারে খারে।
কৃষ্ণ-মহামহোৎসবে বঞ্চিল তাহারে॥"
(চৈ ভাঃ মঃ)

বৈষ্ণব-পণ্ডিত বিদ্বান্ শ্রীব্যাসদেব যখন একাধারে একটী ছিলেন তখন যে একাধারে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের অভাব ছিল বা জড়-পাণ্ডিত্যালোচনার অভাব ছিল তাহা নয় বরং এই হরিভক্তিহীন পাণ্ডিত্যের প্রভাব জীবহৃদয়ে অধিকতর বিস্তৃত হওয়ায় জীবগণ মূর্খতা বা অজ্ঞানতাই প্রাপ্ত হইয়াছিল এবং তজ্জন্যই সর্ব্বজ্ঞ ব্যাসদেব ভক্তিবিষয়ে অনভিজ্ঞ লোকের মঙ্গলের নিমিত্ত শ্রীমদ্-ভাগবত রচনা করিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবত আলোচনা করিতে গিয়া 'অজানতঃ' শব্দে ইহার প্রমাণ দেখিতে পাই।

"অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ভক্তিযোগমধোক্ষজে।
লোকস্যাজানতো বিদ্বাংশ্চক্রে সাত্বত-
সংহিতাম্॥"
(ভাঃ ১।৭।৬)

ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের পাণ্ডিত্য ও বৈষ্ণব-পণ্ডিতের পাণ্ডিত্য বাহ্যতঃ দেখিতে এক হইলেও তাহাদের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য আছে। একজনের পাণ্ডিত্য ভোগের প্রবৃত্তির জন্য একটু ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তকে ছলনামিশ্রিত আর অপরের পাণ্ডিত্য সেবাময়—কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণময়। একটী শ্রেয়ঃ-পন্থার কাম্য ও অপরটী শ্রেয়ঃপন্থার কাম্য, একটী কাম্য অপরটী প্রেমময়, একটী সংসার-ভ্রমণের মূল ও অপরটী সংসারনাশক এবং বৈকুণ্ঠাভিযানে সহায়ক। বৈষ্ণবপণ্ডিতের পাণ্ডিত্যে দ্বৈধভাব বা কৌটিল্য নাই। তাঁহাদের পাণ্ডিত্যে অনুসরণ আছে, অনুকরণ নাই। বৈষ্ণবের পাণ্ডিত্য মুখে একপ্রকার, অন্তরে অন্য প্রকার নহে, বক্তৃতাকালে একপ্রকার কার্য্যকালে তদ্বিপরীত নহে। তাঁহাদের পাণ্ডিত্য কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণ করায় এবং অবৈষ্ণব-ব্যক্তির ইন্দ্রিয়তর্পণে বাধা জন্মায় কিন্তু অবৈষ্ণব-পণ্ডিতের পাণ্ডিত্য তদ্বিপরীত। তাই ধর্মার্থ-কাম বা মোক্ষ—এই চতুর্বর্গই তাঁহাদের পাণ্ডিত্যের চরম ফল। আর বৈষ্ণব-পণ্ডিতগণের পাণ্ডিত্যের প্রগতি কৃষ্ণোন্মুখিনী হওয়ায় তাহার চরমফল—জীবের একমাত্র প্রয়োজন কৃষ্ণপ্রেমা। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ যদি এই দুয়ের পার্থক্য উপলব্ধি করিয়া বৈষ্ণব-পণ্ডিত হইবার প্রয়াস পান, তাহা হইলে "তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো" শ্লোক তাঁহাদের উপলব্ধির বিষয় হয়, তখন সেই শ্রীমদ্ভাগবত—বৈষ্ণবপণ্ডিতপ্রবর ভাগবান্ জনগণ জানিতে পারেন যে, 'ভগবান্ জগতে সহস্র সহস্র অভাব, অসুবিধা, দুর্যোগ, ব্যাধি, বন্যা, দুর্ভিক্ষ, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি প্রভৃতি অসুবিধা বিষয়-জাল সৃষ্টি রাখিয়া আমাদিগকে বিশেষ কৃপা করিয়াছেন। তাই কৃষ্ণবিমুখ জীব আমরা এই সংসার-কারাগারকে নিজ বাসস্থলী মনে করা রূপ অভিনিবেশের হস্ত হইতে সহজেই পরিত্রাণ পাইবার উপায় খুঁজিয়া লইয়া আমাদের পূর্ব বাসস্থানে প্রত্যাগমনেচ্ছু হইবার সৌভাগ্য পাইতেছি।" বৈষ্ণবপণ্ডিতের সঙ্গ হইলেই এতাদৃ

বৈরাগী ভাই গ্রাম্যকথা না শুনিবে কাণে। গ্রাম্যবার্ত্তা না কহিবে যবে মিলিবে আনে

সুবুদ্ধি জীবজগতে স্থান পাইবেই পাইবে। কিন্তু যদি বৈষ্ণবগণকে সঙ্গ না করিয়া প্রাকৃত-পণ্ডিতের সঙ্গী হইয়া পড়ি তাহা হইলে বাস্তু-শিল্পকলাত্মক চর্মখণ্ডে আত্ম-বুদ্ধি, স্ত্রীপুত্রাদিতে আমার-বুদ্ধি, কাষ্ঠ-পাথরে কল্পিত ঈশ্বরবুদ্ধি, অর্চ্চ্য বিষ্ণু-বিগ্রহে শিলাবুদ্ধি, জলাদিতে তীর্থবুদ্ধি এবং বিষ্ণুভক্তে জনাতীয়-বুদ্ধিরূপ মূর্খতার আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার আর উপায় নাই। তাই বলিতেছিলাম যে, উভয়ে পণ্ডিতের সজ্জায় সজ্জিত থাকিলেও এক-জন সৎ ও অপর জন অসৎ, একজনের বুদ্ধি—সতী, অপরজনের বুদ্ধি—অসতী, একজনের বিদ্যা পতিপ্রাণা সতীতুল্যা ও অপরের বিদ্যা কপটাবরণাবৃতা বারাঙ্গনা-সদৃশা, একজনের বুদ্ধি কৃষ্ণভজনশীলা বা কৃষ্ণমুখপরা আর অপর একজনের বুদ্ধি মায়ামুখপরা—দেহেন্দ্রিয় তর্পণমূলা। তাই বলি, সাধু সাবধান!

একাদশ আল্‌বর্

—:•:—

(১) 'গোদাদেবী' বা আণ্ডাল

একদিন বিষ্ণুচিত্ত মহাভাগবত্,
বটপত্রশায়ী দেব নারায়ণ-তরে,
তুলসীচয়ন করে কানন-ভিতর,
দিব্য শিশুকন্যা এক দৈবে তথা হেরে।

পরমা সুন্দরী লক্ষ্মী কন্যা অনুপমা,
অতি যত্নে গৃহে তারে করি আনয়ন,
স্নেহেতে আচার্য্য তাঁরে নিজকন্যা সমা,
আদরে সোহাগভরে করেন পালন।

শৈশব হইতে কন্যা দেব নারায়ণে,
স্বাভাবিক-প্রীতিযুক্ত ছিলেন সতত,
মধুর হরিকথা কহে সর্ব্বক্ষণে,
'গোদাদেবী' নাম তাই রাখে হ'য়ে প্রীত।

ইহাঁর উদয়কাল কহে কোন মতে,
পঞ্চাধিক ত্রিনবতি শূন্যপূর্ব্ব বর্ষে,
আষাঢ় মাসেতে শুভ পূর্ব্বফল্গুনীতে
গোদাদেবী ধরাধামে অবতীর্ণা হর্ষে।

গোদাদেবী বিষ্ণুশক্তি 'নীলা' অবতার,
ইহার অপর নাম কহয়ে আণ্ডাল,
'শ্রীরঙ্গ নায়িকা' নাম প্রসিদ্ধ তাঁহার
তাঁহার সেবনে ছিল রত সারাকাল।

কন্যার বিবাহকাল হইল উপনীত,
তজ্জন্যে মনোদেশে কন্যাদান-তরে,
বিষ্ণুচিত্ত আচার্য্য হইল চিন্তিত,
কেনকালে কন্যা আসি' কহে পদ্মস্বরে।

তব পিতা তব মোর প্রতিজ্ঞা জীবন,
কোন মর্ত্ত্যজীবে আমি কভু না বরিব,
কোনকালে না করিব পতিত্বে বরণ,
তুমি বিষ্ণুচিত্ত যথা চিন্তিত অন্তর।

অবশেষে একদিন স্বপ্নযোগে তাঁরে,
কহিলেন উজ্জ্বলকণ্ঠে দেব নারায়ণ,
গোদাদেবী শক্তি মম রহে মধ্য ঘরে,
সে কন্যারে মোরে তুমি করহ অর্পণ।

সেই সাথে এ দিকেতে শ্রীবিষ্ণুমন্দিরে,
পূজারিও এইরূপ স্বপ্নাদেশ পায়,
"আমার বিবাহ হ'বে বিষ্ণুচিত্ত-ঘরে,
সর্ব্ববিধ আয়োজন করহ ত্বরায়।"

কন্যা প্রান্তে কন্যা তার শিবিকা করিয়া,
সুসজ্জিত করি বহু রত্ন আভরণে,
আবার মন্দির মধ্যে আইস লইয়া,
শুনি বিষ্ণুচিত্ত হইল আনন্দিত মনে।

অসংখ্য অসংখ্য লোক করিলা গমন,
আসিল সে কন্যারত্ন দিব্য শিবিকায়,
উঠিল মঙ্গলধ্বনি চৌদিকে তখন,
সর্ব্বলোক এ দৃশ্য দেখিবারে যায়।

গোদাদেবী দৈববলে প্রবেশ মন্দিরে,
বাহু প্রসারিত করি' শ্রীহরি তখন,
সর্ব্বলোক দেখি হ'ল বিস্মিত অন্তরে,
শ্রীবিগ্রহ সে কন্যারে দৈব আলিঙ্গন।

অপ্রাকৃত বিষ্ণুশক্তি গোদাদেবী হয়,
শ্রীঅর্চ্চাবতার হরি তাঁর আলিঙ্গনে,
নিত্য আলিঙ্গিত হ'য়ে শ্রীমন্দিরে রয়,
কেহ আর সে কন্যারে না হেরে তখনে।

শ্রীবিষ্ণুচিত্তেরে কিছু চিন্তান্বিত হেরি,
ভগবান্ নারায়ণ ঈষৎ হাসিয়া,
কহিলেন বিষ্ণুচিত্তে সম্বোধন করি,'
মোর শক্তি মম পাশে মিলিল আসিয়া।

সেই দিন হ'তে হ'ল বিষ্ণুচিত্ত নাম,
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দিব্যাসূরী পেরি-ই-আলবর্,
বিষ্ণুর শ্বশুর খ্যাতি লভে অপবাদ।
শ্রীবৈষ্ণবগণ তাঁরে সেবে নিরন্তর।

গোদাদেবী বিরচিত গ্রন্থ দুইখান,
'তিরুপ্পাবই' আর 'নাচ্চিয়ার' নামে,
তামিল ভাষায় তাহা আছে বিদ্যমান,
প্রচারে ভক্তিবাণী এ ভারতভূমে।

ওগো দেবি লীলাশক্তি তব পদে নমি,
সেবা-সুখ পরিহরি' আমি নিশিদিন,
ভোগসুখে মত্ত হ'য়ে ভ্রমি মধ্যে ভ্রমি,
দাস মধ্যে দাস তার আমি অতি দীন॥

—

(২) মধুর কবি

শঠকোপ গুরুদেবের শ্রেষ্ঠ শিষ্য,
'শ্রীমধুর ক'ব' নামে প্রিয় শিষ্য তাঁর,
দাক্ষিণাত্য দেশে নাম তিরু কোলুর,
তথায় মধুর কবি অবতীর্ণ হয়।

কলি ও দ্বাপরযুগ সন্ধি সময়েতে,
ব্রহ্মকুলে চৈত্রমাসে চিত্রানক্ষত্রেতে,
অবতীর্ণ বিষ্ণুভক্ত কুমুদ অংশেতে,
প্রচারিতে ভক্তিবাণী পবিত্র ভারতে।

মতান্তরে কেহ কেহ কহেন তাঁহারে,
'কুমুদ' 'গরুড়' দুই অংশ অবতার,
তাঁর পিতৃদেব 'নারায়ণ' নাম ধরে,
শ্রীমধুর কবি ভক্ত সর্ব্বগুণাধার।

অতি সুমধুরকণ্ঠে তোমা শ্রীহরির,
অনুক্ষণ গুণকীর্ত্তন করিত যতনে.
এ কারণে ধরে নাম সেই মহাধীর,
'শ্রীমধুর কবি' বলি বিখ্যাত ভুবনে।

একদিন ভক্তবর তীর্থপর্য্যটনে,
অযোধ্যাপুরীতে আসি হ'ল উপনীত,
হেরিতে অযোধ্যাপুরী আনন্দিত-মনে,
মধুর আলোক এক হেরে আচম্বিতে।

হইলা বাধিত তিনি আলোক পশ্চাতে,
যত যায় তত তাহা সরি সরি যায়,
ক্রমে উপনীত হইলা শ্রীনগরীতে,
তথায় অপূর্ব্ব এক যোগিবরে পায়।

সমাধি-নিমগ্ন দিব্য মহাভক্তিযোগে,
ষোড়শবর্ষীয় কোন পুরুষপ্রবর,
পড়িল মধুর কবি তাঁর পদ আগে,
'শঠকোপ' নাম তাঁর পরমসুন্দর।

গদগদ স্তুতিবাদে তাঁহার চরণে,
নিবেদিলা 'জীববর্গে চরম কি হয়,
অপূর্ব্ব মীমাংসা তার শুনিয়া শ্রবণে,
কারণ শ্রীশঠকোপ-চরণ-আশ্রয়।

শ্রীমধুর কবি করি সদ্গুরু আশ্রয়,
ভক্তিধর্ম্ম শিক্ষা দিলা সমগ্র ভারতে,
দেখিলে তাঁহার পদ নাশে কালভয়,
বৈকুণ্ঠেতে যায় জীব কুণ্ঠ-বাধা হ'তে।

প্রণমি তোমারে দেব ওগো ভক্তবর,
তুমি যে গো নিত্যকাল শ্রীহরিপার্ষদ,
দাও এ পতিতে গুরুসেবা নিরন্তর,
গুরুপদে রাখ মোরে নাশি দুঃখপদ।

—শ্রীভবদেব চট্টোপাধ্যায়

অকৈতব সেবা

(১)

সাধু, গুরু, শাস্ত্রে কয়, ভক্তি কৈতবতা নয়,
অন্য বাঞ্ছা তাতে নাহি রহে।
প্রতিষ্ঠার দুই লোকে, অন্যের সুখদে লোকে,
শুদ্ধচিত্ত কভু নাহি দহে॥

(২)

সুবিশুদ্ধ ভক্তি যথা, গুরুসেবা বিনা তথা,
কিছু নাহি আছে তথা তুচ্ছ।
সেই গুরুসেবা-কাজ, ভক্তের চিত্তের মাঝ,
ব্রতি করে সদা আবিশদ্য॥

(৩)

যথা গুরুসেবা-ব্রত, একোদ্দেশ্যে সদা রত,
দ্বিতীয় বাসনা যথা নাই।
হিংসা, নিন্দা, মৎসরতা, অভিমান মন্দতা,
খুঁজিয়াও তথা নাহি পাই॥

(৪)

সেবকাভিমানী হ'য়ে, নিষ্কিঞ্চন সাজ ল'য়ে,
বিপুল বঞ্চনা রহে কাল।
সেবার মুখোস ত্যজ, যার তুল্য ঘৃণ্য নাই,
স্পর্শিত না হোক কোনকাল॥

(৫)

মোর যত সেবা আর, করিবার সাধ্য কার,
থাকিলেও করিয়াছে কেবা।
প্রতিষ্ঠা, প্রশংসা আশ, আশ বিনা শক্তিবীর
[illegible] কেবা॥

(৬)

বুদ্ধির প্রাখর্য্য আর, গু'নীপণ চমৎকার,
এক হ'য়ে সভার করিয়া॥
বোকা জনে খাটাইয়া, বুদ্ধিমানে ফাঁকি দিয়া,
স্বয়ঃ খ্যাতি লইব লুটিয়া॥

(৭)

এইরূপ চিত্তবৃত্তি, মূলেতে করিয়া স্থিতি,
যদি মোরা সেবা-কার্য্যে যাই।
গোলোকের পরিবর্ত্তে, পড়িব বিষ্ঠার গর্ত্তে,
ভুক্তবৃষ্ট যার তুল্য নাই॥

(৮)

যতদিন এইভাবে, নিষ্কাম সরলভাবে,
না সেবিব শ্রীগুরুচরণ।
কলহ বিবাদ আর, কৈতবের পুরস্কার,
অবশ্য হইবে সংঘটন॥

(৯)

সাধু-গুরুর কৃপা বৈ, গত্যন্তর আছে কৈ?
তরিবারে সংসার জীবন।
মোদের প্রার্থনা তাই, সেবিবারে যেন পাই,
অকৈতবে শ্রীগুরুচরণ॥

—শ্রীসজ্জনানন্দ দাসাধিকারী

সারকথা

—:•:—

সকলেই কি স্বরূপতঃ বৈষ্ণব?

কেহ মানে, কেহ না মানে—
সব তাঁ'র দাস।
যে না মানে, তা'র হয় সেই পাপে নাশ॥
চৈতন্যের দাস মুঁঞি, তাঁ'র দাসের দাস॥
(চৈঃ চঃ আদি)

মহাপ্রভুর প্রচারকগণ কিরূপ?

সন্ন্যাসী পণ্ডিতের করিতে সর্ব্বনাশ।
'নীচ' 'শূদ্র' দ্বারা করে ধর্ম্মের প্রকাশ॥
ভক্তিতত্ত্ব প্রেম কহে, রায় করি' বক্তা।
আপনি প্রদ্যুম্ন মিশ্র সহ হয় শ্রোতা॥
হরিদাস দ্বারা নাম-মাহাত্ম্য-প্রকাশ॥
সনাতন দ্বারা ভক্তি-সিদ্ধান্ত-বিলাস॥
(চৈঃ চঃ অন্ত্য)

নবদ্বীপ-পঞ্জিকা

২৮ মধুসূদন ২ জ্যৈষ্ঠ ১৬ মে বৃহস্পতি [illegible] শ্রীশ্রীগৌরবর্দ্ধনী সপ্তমী [illegible] ১৫ [illegible] ১ ১৯ [illegible] [illegible]।

২৯ মধুসূদন ৩ জ্যৈষ্ঠ ১৭ মে শুক্র [illegible] অবাঃ [illegible] ৫০ [illegible] ৩২৭ [illegible] [illegible] শ্রী [illegible] নৃসিংহ-চতুর্দ্দশীব্রত। শ্রীশ্রীনৃসিংহদেবের আবির্ভাবোৎসব ও উপবাস।

অপরেও না কর তাই স্ত্রী-সম্ভাষণ   গৃহে স্ত্রী ছাড়িয়া তাই আসিয়াছ বন॥

শুদ্ধভক্তি মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ

(আকর মঠরাজ)

প্রাচীন নবদ্বীপ, ঠাকুর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৫০০ হস্ত উত্তর-পূর্বে শ্রীব্রজপত্তনে [illegible] শ্রীচৈতন্যদেবের [illegible] বিরাজমান। এই স্থান [illegible], গৌরাঙ্গপীঠ বা [illegible]। এই মহাতীর্থে শ্রীভক্তিবিনোদ [illegible] অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারী [illegible] ও চতুর্দিকে তাঁহাদের [illegible] নিত্য সেবা হইতেছেন। এই মঠ হইতে [illegible] 'নদীয়া-প্রকাশ', [illegible] প্রকাশিত ও [illegible] 'নদীয়া-প্রকাশ' [illegible] হইতেছেন। প্রতি বৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমা [illegible] ও [illegible] মহামহোৎসব [illegible] অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬।২ কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৪

শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রচারিত সুবিমল কাঞ্চন-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্তমঠরাজে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীরাধাগোবিন্দজীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমদ্ভাগবত, [illegible], ষট্সন্দর্ভ-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি গ্রন্থ ও [illegible] সম্যক্ আলোচনা হয়। এই মঠ হইতে মহানগরীর সর্বত্র হরিকথা-কীর্তন, নগরসঙ্কীর্তন, বক্তৃতা, ব্যাখ্যা ও সঙ্কীর্তন-সভা মহোৎসবাদি ভক্তাঙ্গের অনুষ্ঠান হয়। মঠরক্ষক—মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া সহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী সেবাকোবিদ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্তন-বিলাস ও [illegible] লীলার রাসস্থলী এখানে [illegible] ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্তমান, রক্ষক—শ্রীনবদ্বীপ বাগাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্তমান। রক্ষক—গোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

(৭) কাজীর সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপা-প্রাপ্ত শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তালোক।

(৮) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও গান্ধর্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান দাস ব্রহ্মচারী।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রনাথ বাগাধিকারী।

(১০) মোদদ্রুম-ছত্র গৌড়ের বৈদিক

মাউগাছি, পোঃ ভাণ্ডর, (বর্দ্ধমান)।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান। শ্রীগৌরনিত্যানন্দের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীবঙ্কুবিহারী ব্রজবাসী, ভক্তিভূষণ।

(১১) জেডিয়া কুঞ্জকানন

শ্রীনৃসিংহদেব পল্লীর নিকটবর্তী,

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক— শ্রীনরহরিদাস ব্রহ্মচারী।

(১২) কৃষ্ণকুটীর—পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া। রক্ষক—শ্রীমধুসূদন অধিকারী

(১৩) ভাগবত-আসন—পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

এই স্থান হইতে ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচারিত হয়। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তালোক, ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৪) একায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরাধানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী ভক্তিসার।

(১৫) মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিবিনোদ ব্রজবাসী।

(১৬) মাধ্বগৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, পোঃ ঢাকা

পূর্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বা-গিরিধারীর সেবা বর্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ বি-এ।

(১৭) গোপালজীউমঠ—কমলাপুর,(ঢাকা)

গোপালজীউর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিগ্রহ [illegible]। রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রজবাসী.

(১৮) [illegible] গৌড়ীয় মঠ

পোঃ [illegible]

এখানে [illegible] সেবা বর্তমান। রক্ষক [illegible] ব্রহ্মচারী

(১৯) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, [illegible]

[illegible]

[illegible]

(২০) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাকু, (ত্রিপুরা)

এখানে ষড়্ভুজমূর্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(২১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ বাকুড়িয়া (বর্দ্ধমান)।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারীর নিত্য-সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীনরহরি বাগাধিকারী.

(২২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ভূমুরকোলা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (বাঁকুড়া)

এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী।

(২৩) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকনিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে গুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান্দাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত।

(২৪) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন বাগাধিকারী।

(২৫) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশবনি, পোঃ বক্সীবাজার, (কটক)

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদবল্লবীজীউর নিত্যসেবা বর্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীমাধবানন্দ ভক্তিসুধাকর

(২৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর পুরী,

শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ গান্ধর্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন।

(২৭) পুরুষোত্তম মঠ

ভক্তিকুটী, পোঃ পুরী উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীউর নিত্য-সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীদামোদর আচার্য্য

(২৮) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী বাগাধিকারী।

(২৯) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, জেলা গোদাবরী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্তমান। মঠরক্ষক—শ্রীবিবাইচরণ বাগাধিকারী ভক্তিলোচন।

(৩০) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪২নং কচিঘড়া, বেনারস সিটি

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্বা-গিরিধারীর সেবা বর্তমান। [illegible] ব্রহ্মচারী।

([illegible]) [illegible] মঠ, [illegible]

[illegible] শ্রীগান্ধর্বিকার সেবা।

[illegible] শ্রীমধুসূদন গৌরী

(৩২) পরমহংস মঠ.

পোঃ নিমসার, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও গৌর-বিনোদ-বিহারীজীর সেবা বর্তমান।

রক্ষক—শ্রীসত্যনারায়ণ বাগাধিকারী।

(৩৩) কৃষ্ণচৈতন্য মঠ

পুরাণদহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

এখানে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিত্য-সেবা হয়। রক্ষক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠ

সতীবুরুজ মথুরা

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ

(৩৫) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ—শ্রীরাধাকুণ্ড

রক্ষক—শ্রীরাধারমণচরণদাস ব্রহ্মচারী

(৩৬) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৩৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ

দেবলালী, পোঃ কোটজোল, জেলা গুর্দাসপুর (পাঞ্জাব) রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৩৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং [illegible] রোড, নিউ দিল্লী।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্বিকাগিরিধারীর সেবা।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্বস্ব কৃষ্ণাশ্রমী

(৩৯) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল।

এখানে গৌরবিনোদানন্দের সেবা বর্তমান।

রক্ষক—শ্রীবনগোপাল অধিকারী।

(৪০) সারস্বত-গৌড়ীয় মঠ

ওরিয়ার সাতারণপুর, চউ, পি

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন

(৪১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ রায়পেট্টা মাদ্রাজ।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্বাগিরিধারীর সেবা।

রক্ষক—শ্রীপাদ অনন্তানন্দ ভক্তিবিকাশ।

(৪২) বোম্বে-গৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়

গ্রান্টরোড, মোটানী বিল্ডিং, ব্লক নং ১, বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ দেবশর্মা মজুমদার।

(৪৩) আমবলি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ আমবলি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীঅখিলেশ্বর দাস অধিকারী

(৪৪) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী

(৪৫) পাটনা গৌড়ীয় মঠ

১০০ মিঠাপুর, পাটনা।

রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী বাগভূষণ

(৪৬) গয়া গৌড়ীয় মঠ

মিল হাউস, চার্চ রোড, গয়া

রক্ষক —উপদেশক শ্রীসর্বেশ্বর রামানুজ

(৪৭) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠ বালেশ্বর

রক্ষক —শ্রীঅপ্রাকৃত ব্রহ্মচারী

(৪৮) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয়

৩ ম্যান্ডেল হাউস, [illegible] গার্ডেন্স, [illegible] কোর্ট ৭ - ৩৫

রক্ষক—ত্রিদণ্ডী স্বামী বি. এইচ. বন

(৪৯) বার্লিন গৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়

Berlin W. 30

Eisenacher strasse 29

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্‌,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম স্কন্ধে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
(?) স্কন্ধে প্রতিখণ্ড ৷৵০
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। ভাষ্য-সমেত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ... খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০; ৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—১৲; ২য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব—১৲
৮। সৎক্রিয়াসার—দীপিকা ও সংস্কার-দীপিকা ১৷০
৯। জৈবধর্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ৷০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্‌ ৷০
১৮। বামন-আল্‌বর ৷০
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵০
২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৷৵০
২২। ভজন-রহস্য ৷০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্‌ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্‌ ও (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
২৬। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ৷০
২৭। [illegible] সানুবাদ ২৲
২৮। বেদান্তস্যমন্তক সানুবাদ ৷০
২৯। প্রেমবিবর্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸
৩০। [illegible] ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৶০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৪। গীতমালা ৵১০
৩৫। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৬। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷০
৩৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ৷০
৪০। শরণাগতি ৵০
৪১। গীতাবলী ৵০
৪২। চিত্রে নবদ্বীপ ১৷০
৪৩। সাধনকণা ৵০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৵০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৵০
৪৬। অর্চনশতক ৵০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৵০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৵১০
৪৯। [illegible] ৵১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ৷০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ৷০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ৷০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ৷০
৫৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৵০
৫৭। ঈশোপনিষদ্‌ (ভাষ্যাদিসহ) ৷০
৫৮। [illegible] ৶০
৫৯। শিক্ষাদর্পণ ৶০
৬০। সাংখ্যবাণী ৵০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যলীলামৃত সারঃ ৷০
৬১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী [illegible] ৷০
৬২। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্‌ ৷০
৬৩। তত্ত্বসূত্রম্‌ ৷০
৬৪। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্‌ ৷৵০
৬৫। গৌড়ীয়মঠ পরিচয়ঃ ৵০
৬৬। সারার্থবর্ষিণী ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৭। রায় রামানন্দ ৷০
৬৮। এ ফিউ ওয়ার্ডস্‌ অন্‌ বেদান্ত ৷০
৬৯। নামভজন ৷০
৭০। বেদান্ত—ইট্‌স্‌ মরফলজি অ্যাণ্ড অন্টোলজি ৷০
৭১। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস্‌ ৷৵০
৭২। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্‌ অব্‌ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ৷০
৭৩। বৈষ্ণবীজম্‌ ৷০
৭৪। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ্‌ ডুইং ৵০
৭৫। দি ভাগবত ৷০
৭৬। ইরোটিক প্রিন্সিপ্‌ল অ্যাণ্ড আনঅ্যালয়েড ডিভোশন ৷০
৭৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২৷০
৭৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম ভাগ) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৭৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷০
৮০। সাধন-পথ ৷০
৮১। কল্যাণ-কল্পতরু ৵১০
৮২। গীতাবলী ৵০
৮৩। শরণাগতি ৶০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৪। শরণাগতি ৵০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

(৮৫। শরণাগতি) ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাঁচন

সর্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। ইহার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অবস্থার সাধক কি না। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ আনা, বড় বোতল ১৷৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ। জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার কলিকাতা

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে বিষয়সার ও শ্লোক সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ... আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুর ... প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ... মুদ্রিত ও
... ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম শ্রমণ এম, এ, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কৃষ্ণ রেভেন্স কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক অধ্যাপকপ্রবর পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয়ের সম্পাদিত এম-এ. মহোদয়ের প্রত্নতত্ত্বগবেষণা এবং পারদর্শী লেখনীর অদ্ভুত আশ্রয়ে রচিত একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে দশ ইঞ্চি একটি বিরাট. অভিনব ও প্রামাণ্য গ্রন্থ বাংলার ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের প্রসঙ্গ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক আলোচনা গ্রন্থ প্রথম খণ্ড অধ্যায়ে. প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় এই বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের লিখিত মুখবন্ধ (Foreward). লেখকের ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সাজান শব্দসূচী (Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। প্রতি বর্ষ ৪৲ টাকা ভিক্ষায় কলিকাতা বাগবাজার গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

২। গৌড়ীয়—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় এক মাসিক পারমার্থিক পাক্ষিক। বৈকুণ্ঠ শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত. ভিক্ষা সডাক ১৷০

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত প্রভুপাদ মহাপ্রভু সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ বিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এল. বি-টি. সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া গদাধরাঙ্গন হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল শ্লোক অন্বয় এবং তাহার বর্তমান যুগে শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সম্বলিত হইয়াছে। আর্ট পেপার ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৩৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোক সূচী, পত্রসূচী, গ্রন্থসূচী, পত্রসূচী, বিষয়-সূচী, অধ্যসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী-পত্র। সমগ্র শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের ৩৬১ উৎকৃষ্ট ও অত্যন্ত বিরাট এরূপ সংস্করণ কোথাও আর পূর্ব্বে প্রকাশিত হয় নাই, যাহা বিদেশের পাঠক মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সজ্জনগণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৮৲ আটটাকা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে: বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়.

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

আমাদের বিশেষত্ব :

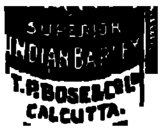

আমাদের এই তারা বার্লী আধুনিক উন্নত বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুযায়ী মেশিনে এবং সেই শক্তিবান বার্লী বিশেষজ্ঞ শ্রীযুক্ত টি পি, বসু মহাশয়ের চাক্ষুষ ও সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধানতায় প্রস্তুত। ইহারই একমাত্র বিজ্ঞ কর্ম্ম দক্ষতায় একদিন এসিয়া মহাদেশের সুপ্রসিদ্ধ বিস্কুট ও বার্লী প্রস্তুত কারক স্বনামধন্য স্বর্গীয় (শ্রীযুক্ত) কে, সি, বসু মহাশয় বিস্কুট ও বার্লী প্রচলন করিয়া জগতে আদর্শ স্থানীয় হইয়া ছিলেন। এই ব্যবসায় ইহার অভিজ্ঞতা ১৬ বৎসরের ও অধিক কালের। ইহা হস্ত স্পৃষ্ট নহে।

পোঃ বাগবাজার কলিকাতা

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৮—৫৬,	১০—৫১,	১৩—২২	১৭—৩৮,	১৯—৩৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—০৫
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—১২

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

শনিবার ব্যতীত

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১২-১০	১২-৩৪	১৫-৭৪	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১২-১৯	১২-৪২	১৫-৫১	১৮-৪১
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-৫১	১৩-১২	১৬-২২	১৯-২১

নবদ্বীপ পঞ্জিকা

ভিক্ষা—মাত্র ৶০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ

পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈনিক

R.N. GC 1544

শ্রীমদুপনিষদ্
বড় অক্ষরে মূল ও
শ্রীমধ্বাচার্য্য প্রকাশিত
হইয়াছে। কাগজ ও
ছাপা অতি উত্তম।
ভিক্ষা ।০ মাত্র
শ্রীচৈতন্যমঠ,
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

নদীয়াপ্রকাশ
THE
NADIA-PRAKASH

"গৌড়ীয়"
৭ম বর্ষ হইতে
১১শ বর্ষ পর্যন্ত
প্রতি বর্ষ বাঁধানো
পাওয়া যায়
ভিক্ষা ৩।০ মাত্র।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ
বাগবাজার, কলিকাতা

ভারতের সর্ব্বত্র এককালে প্রচারিত একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১০ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৩রা জ্যৈষ্ঠ, শুক্রবার ১৩৪২, ১৭ই মে ১৯৩৫ [৬৫শ সংখ্যা

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

——:০:——

দুর্দ্দান্ত অত্যাচার

গত শনিবার শেষ রাত্রে জোড়াসাঁকো পুলিশ অনেক অনুসন্ধানের পর ছট্টু না নামক এক মুসলমানকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

প্রকাশ যে, হ্যারিসন রোডের এক ধর্মশালায় একটি মুসলমান বালক ঘুমাইতেছিল। ছট্টুর সহিত সেই বালকের বিবাদ ছিল, ছট্টুও সেই সময় ধর্মশালায় ছিল এবং ছুরি দ্বারা উক্ত বালকের নাসিকার কিয়দংশ কাটিয়া পলায়ন করে। তাহার চীৎকারে লোকেরা জাগিয়া পড়ে এবং আততায়ীর পশ্চাদ্ধাবন করে। সে পলাইবার সময় ছুরি ঘুরাইতেছিল। খানিক পরে লোকেরা তাহাকে ধরিয়া ফেলে।

———

মানহানির দাবী

প্রথম স্ত্রীকে প্রহার করিয়া গৃহ হইতে বাহির করিয়া দিয়া এবং দ্বিতীয় বার দারপরিগ্রহ করিয়া তাহাকেও প্রহার করিবার এবং গত ৩১শে মার্চ্চের পূর্ব্ব রাত্রিতে নির্দ্দয়ভাবে তাহাকে প্রহার করার অভিযোগে শ্রীযুক্ত বিনয় ভূষণ বর্দ্ধন ও উকীল শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দত্ত, ফৌজদারী দণ্ডবিধির ১০৭ ধারানুসারে শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্র কিশোর মজুমদারের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন। তাহাদের অভিযোগে প্রকাশ, ঐ তারিখে আসামী তাঁহার স্ত্রীকে এরূপ নির্দ্দয়ভাবে প্রহার করেন যে, তিনি মারা যাইতে পারেন বলিয়া অভিযোগকারিগণ সন্দেহ করেন এবং ঐ প্রহারের ফলে ঐ অঞ্চলে শান্তিভঙ্গের উপক্রম হয়। এই অভিযোগ ক্রমে হাইকোর্ট কর্তৃক গ্রেপ্তার করিয়া হাজতে রাখা হয়। পরে তাঁহাকে মুক্তি দেওয়া হয়। পরে পত্নীর জবানবন্দী গ্রহণের পর ম্যাজিষ্ট্রেট সুধীর বাবুকে অব্যাহতি প্রদান করেন। অব্যাহতি লাভের পর সুধীরবাবু মানহানি ইত্যাদি বাবদ ২ হাজার ১০ টাকা ৩ আনা দাবী করিয়া এই মানহানির মামলা দায়ের করেন। বিদ্বেষবশে মিথ্যা অভিযোগ দায়ের করার অভিযোগে সুধীর বাবু বিনয় বাবু ও চিত্তরঞ্জন বাবুর বিরুদ্ধে এই মামলা দায়ের করেন। কিন্তু জেলা জজ উক্ত মানহানির দাবী এই বলিয়া খারিজ করিয়াছেন যে প্রতিবাদীরা কোনরূপ বিদ্বেষবশে অভিযোগ করেন নাই। স্বামীর নির্য্যাতন হইতে একজন মহিলাকে রক্ষার অভিপ্রায়েই তাঁহারা উক্ত অভিযোগ করেন। আর উহা করা তাঁহাদের পক্ষে মোটেই অন্যায় কিছু হয় নাই। তারপর প্রতিবাদীরা পূর্ব্ব মামলার আসামী এবং এই মানহানির মামলার বাদীর বন্ধু।

———

আকস্মিক ও অপমৃত্যু

গত রবিবার কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলেজ ষ্ট্রীটের সন্নিকটে একটি দোতলা বাস একটি ছেলেকে চাপা দেয়। ছেলেটি তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হয়। অতঃপর সেই বাসের পাঞ্জাবী ড্রাইভার পলাইতে চেষ্টা করে; কিন্তু রাস্তার লোকেরা তাহাকে ভীষণ প্রহার করে। সে সাংঘাতিকভাবে আহত হইয়াছে। পুলিশ তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া জোড়াসাঁকো থানায় লইয়া যায় এবং সেখানে তাহার বিবৃতি লিখিয়া লইয়া মেডিকেল কলেজে পাঠাইয়াছে।

শান্তিরঞ্জন বসু নামক একটী যুবক এবৎসর আই এস সি পরীক্ষা দিয়াছিল। পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হওয়ায় গত শনিবার সে ড্রাগায়েটের নিকট আত্মহত্যা করিয়াছে।

ভীষণ সংঘর্ষ

গত রবিবার বেলা সাড়ে বারটার সময় চৌরঙ্গী রোড ও পার্ক ষ্ট্রীটের সংযোগস্থলে কলিকাতা ফায়ার ব্রিগেডের দুইখানি দমকলে ভীষণ সঙ্ঘর্ষের ফলে ফায়ার ব্রিগেডের সেণ্ট্রাল ষ্টেশনের ইঞ্জিনীয়ার মিঃ এইচ এবট ও তিনজন ভারতীয় খালাসী সাংঘাতিক ভাবে জখম হইয়াছে।

প্রকাশ, লেক রোড অঞ্চলে অগ্নিকাণ্ডের সংবাদ পাইয়া সেন্ট্রাল ষ্টেশন হইতে দুইখানি দমকল অগ্নিনির্ব্বাপনের উদ্দেশ্যে চৌরঙ্গী রোড ধরিয়া তীব্রবেগে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হয়। দমকল দুইখানি পাশাপাশি যাইতেছিল। পার্কষ্ট্রীটের কোণে রাস্তার মধ্যবর্ত্তী আলোকস্তম্ভ এড়াইতে যাইয়া উভয় দমকল একই সময় মোড় ফিরিতে চেষ্টা করে। ফলে একখানি দমকলের সহিত অপর খানির সংঘর্ষ হয়। বেগ সামলাইতে না পারায় বাম পার্শ্বস্থিত দমকলখানি ফুটপাত অতিক্রম করিয়া সবেগে যাইয়া হল এণ্ড এণ্ডারসন কোম্পানীর সৌধগাত্রে পতিত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যায়। দমকলের আরোহী সেকেণ্ড ইঞ্জিনিয়ার মিঃ এবট ও তিনজন ভারতীয় খালাসী ভূতলে নিক্ষিপ্ত হইয়া সাংঘাতিক আহত হয় এবং তাহাদের মধ্যে তিনজন ধ্বংসস্তূপে চাপা পড়ে। অবিলম্বে তাহাদিগকে টানিয়া বাহির করিয়া হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। আহত খালাসীদের মধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

প্রকাশ যে, লেকরোড ও নিউ ল্যান্সডাউন রোডের সংযোগস্থলে একখানি মোটরে অকস্মাৎ আগুন ধরিয়া যাওয়ায় ফায়ার ব্রিগেডের সংকেত ঘণ্ট্র রিং করা হইয়াছিল। সংবাদ প্রাপ্তি মাত্র দমকল দুইখানি ঘটনাস্থল অভিমুখে ছুটিয়া যাইবার পথে এই ভীষণ দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। দুর্ঘটনা সত্ত্বেও অপর দমকলখানি যথা সম্ভব সত্বর ঘটনাস্থলে পৌঁছিয়া উক্ত মোটরের অগ্নি নির্ব্বাপিত করে।

সশ্রম কারাদণ্ড

লক্ষ্ণৌএর স্পেশাল ম্যাজিষ্ট্রেট খাঁ সাহেব আমির উদ্দিন খাঁ অস্ত্র আইনের ১৯ (চ) ধারা অনুসারে নারি নামক এক ব্যক্তিকে এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড ও ১০০৲ টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরও ৬ মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন।

সংবাদে প্রকাশ, গত ১২ই মার্চ্চ আসামী ও অপর দুই ব্যক্তিকে পুলিশ লক্ষ্ণৌএর একটি জনাকীর্ণ রাস্তায় গ্রেপ্তার করে। আসামীর নিকট হইতে পুলিশ তলোয়ার ও বড় একটি রিভলভার ও প্রায় ১২টি তাজা কার্তুজ পায়। গ্রেপ্তারের পূর্ব্বদিন সংবাদ পাইয়া চক কোতোয়ালীর ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী সাদা পোষাকে একদল পুলিশ কর্মচারীসহ আসামীদিগকে গ্রেপ্তার করিতে যায়। কিন্তু ঐদিন তাহারা আসামীদিগকে গ্রেপ্তার করিতে পারে না। পরের দিন পুনরায় খানাতল্লাসী আরম্ভ করে এবং নাখাসের নিকট তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করে। আসামীগণ অস্ত্রে সজ্জিত ছিল বলিয়া পুলিশ অতর্কিতে তাহাদিগকে আক্রমণ করে।

পুনরায় এভারেষ্ট অভিযান

১৯৩৬ সালে যে এভারেষ্ট অভিযান হইবে, তৎসম্পর্কে পর্য্যবেক্ষণকারীদের সদস্য মিঃ ডব্লিউ শিপ্টন [illegible] গত ১২ই মে দার্জ্জিলিং [illegible] তিনি [illegible] আগমন [illegible] বৃহস্পতিবারের ডাকযোগে [illegible] বোম্বাইতে পৌঁছিবার কথা।

নানাস্থানে ডাকাতি

—:০:—

লোহজঙ্গে

লোহজঙ্গ থানার অধীন মালপাড়ার জনৈক আলি বেপারী নামক জনৈক ব্যক্তির বাড়ীতে এক ডাকাতি হইয়াছে। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে, গত ৮ই মে রাত্রি ২টার সময় প্রায় ১০ জন লোক মুখোস পরিয়া বাড়ীর অন্দরমহলে ঐ বাড়ী আক্রমণ করে। তাহারা প্রথমে বড় ঘরে প্রবেশপূর্বক বাড়ীর লোকদিগকে মারপিট করিয়া আলমারী ও লোহার সিন্দুকের চাবী সংগ্রহ করে। অতঃপর তাহারা আলমারী ও সিন্দুক খুলিয়া নগদ অর্থ ও গহনাপত্রে প্রায় ১০০ টাকা মূল্যের দ্রব্য লইয়া প্রস্থান করে। ঘটনার সংবাদ পাইয়া পুলিশ ঐ গ্রামে উপস্থিত হইয়া এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। তাহাকে নাকি চিনিতে পারা গিয়াছে। ঘটনার তদন্ত চলিতেছে।

মৌলবীবাজারে ডাকাতি

এক সংবাদে প্রকাশ, শ্রীহট্টে মৌলবীবাজারের শ্রীমঙ্গল থানার অধীন টিকরিয়া গ্রামের সরোজ মিত্রের বাড়ীতে এক ডাকাতি হইয়াছে। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে প্রায় ২০ জন ডাকাত লাঠি, ছোরা ও অন্যান্য মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র লইয়া আসিয়া ঐ বাড়ীতে প্রবেশ করে। তাহারা সরোজ মিত্র এবং আরও ২।৪ জনকে প্রহার করিয়া নগদ অর্থ ও গহনাপত্র সহ প্রায় এক হাজার টাকা মূল্যের জিনিষ লইয়া প্রস্থান করে। সরোজ মিত্রকে হাসপাতালে পাঠান হইয়াছে, তাহার অবস্থা নাকি আশঙ্কাজনক।

কান্দিতে

১০ই মে রাত্রিতে কান্দীর নিকট গ্রামের পূর্ণচন্দ্র ঘোষের বাড়ীতে এক ডাকাতি হইয়াছে। ডাকাতগণ সংখ্যায় প্রায় ১০ জন ছিল। তাহারা বাড়ীর স্ত্রী ও শিশুদিগকে গুরুতর প্রহার করে। অবশেষে তাহারা বাক্স সমূহে যাহা পাইয়াছে তৎসমুদয় লইয়া প্রস্থান করে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত করিতেছে।

কাশিমপুরে

ঘাটালপুর থানার অধীন কড়নাদ গ্রামে এক ভীষণ ডাকাতি হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। প্রকাশ যে ১০।১৫ জন ডাকাত বন্দুক ও অন্যান্য অস্ত্রসহ ঐ গ্রামের পণ্ডিত শিবদয়ালের বাড়ী আক্রমণ করে। তাহাদিগকে বাধা প্রদান করায় তাহারা যাহাকে সম্মুখে পায়, তাহাকেই নির্দয়ভাবে প্রহার করে; উহার ফলে লক্ষীনারায়ণ, কৈলাস ও ছোটুয়া এবং অপর একজন গুরুতর আহত হইয়াছে। বাড়ীর লোকজনের সমস্বরে ভয় চীৎকারে প্রতিবাসিগণ এক এক করিয়া ডাকাতদিগের উপর ইট… ছুঁড়িতে থাকে। ডাকাতগণ আপনাদিগকে চারিদিক হইতে বেষ্টিত দেখিয়া যাহা পাইয়াছিল তাহা লইয়াই গুলী ছুড়িতে ছুড়িতে পলায়ন করে।

লক্ষ্ণৌয়ে

লক্ষ্ণৌ হইতে এগার মাইল দূরে লক্ষণপুর নামক এক গ্রামে গোপাল ঘোষ নামক জনৈক ব্যক্তির গৃহে এক ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। গোপাল নিদ্রিত ছিল। ডাকাতগণ তাহাকে ঐ অবস্থায় আক্রমণ করে এবং টাকা পয়সা কোথায় আছে জিজ্ঞাসা করে। কিন্তু টাকা পয়সার কোন খোঁজ লইতে না পারিয়া ডাকাতগণ তাহাকে মারপিট করে। অতঃপর তাহারা গৃহের নানাস্থান খুঁড়িয়া যাবতীয় ধন সম্পত্তি লইয়া চম্পট দেয়। গোপাল ঘোষের মুখে ও শরীরের অন্যান্য স্থানে আঘাত লাগায় তাহাকে লক্ষ্ণৌ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে।

হিন্দু-মুসলমানে সংঘর্ষ

সিমলা হইতে প্রকাশ, মালেরকোটলা হইতে হিন্দু মুসলমান-সংঘর্ষের এক সংবাদ আসিয়াছে। প্রকাশ অনেক লোক আহত ও কয়েকখানি দোকান লুণ্ঠিত হইয়াছে। সহরে হরতাল চলিতেছে। তথায় ১৪৪ ধারা অনুসারে হুকুম জারী হইয়াছে। সংঘর্ষের কারণ জানা যায় নাই এবং সঠিক সংবাদ পাওয়া যাইতেছে না।

রাখে কৃষ্ণ মারে কে ?

লুধিয়ানা একটি হিন্দু পরিবারের ৮ জন লোক দৈবক্রমে জীবন্ত সমাধি হইতে রক্ষা পাইয়াছে। ঘটনায় প্রকাশ, প্রাতঃকালের সময় তাহারা ঘরের বাহিরে ইট পড়িবার মত শব্দ শুনিতে পাইয়া বাহিরে আসে। বাহিরে আসিবামাত্র তাহাদের ঘরের ছাদ পড়িয়া যায়। তাহারা দৈবাৎক্রমে রক্ষা পাইয়াছে।

ছেলেমেয়েদের সলিল-সমাধি

কিছুদিন পূর্বে শিলচরে জলে ডুবিয়া একটি বালকের শোচনীয় মৃত্যু হইয়াছিল। ৯ই মে তদ্রূপ শোচনীয় এক দুর্ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে।

তারাপুরের শ্রীযুক্ত রমণী মজুমদারের ৮ বৎসর বয়স্ক একটি ছেলে ও ৫ বৎসর বয়স্ক একটী মেয়ের দেহ একই সঙ্গে তাঁহার বাড়ীর নিকটস্থ পুষ্করিণীর তলদেশ হইতে উদ্ধার করা হয়। বহু চেষ্টা সত্ত্বেও তাহাদিগকে বাঁচান যায় নাই। প্রকাশ, তাহারা প্রায় দুই ঘণ্টা জলের নীচে ছিল।

পাগলা শেয়ালের দংশন

বহরমপুর সহর হইতে ৪ মাইল দূরে সাতুই নামক এক গ্রামে ৮ই মে একটী দুর্ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে। একটি পাঁচ বছরের বালক রক্তদ্বাদশী উৎসব দেখিবার জন্য তথায় যায় এবং পুষ্করিণীতে জল পান করিতে গেলে একটি শেয়াল তাহাকে দংশন করে। জনৈক প্রবীণ চৌকীদার তাহাকে বাঁচাইতে গেলে শৃগালটী তাহাকেও কামড়াইয়া দেয়। অতঃপর জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এ হিউজেস, সদর মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট এবং অপরাপর যাঁহারা তথায় উপস্থিত ছিলেন সকলেই শৃগালের পশ্চাদ্ধাবন করেন। একজন চৌকীদার লাঠি দ্বারা শৃগালটিকে আঘাত করে। পরে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের একজন সশস্ত্র প্রহরী তাহাকে গুলী করিয়া মারিয়া ফেলে। আহত বালক ও চৌকীদারকে সদর হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে।

বালক ও বৃদ্ধের মৃত্যু

গত ৬ই মে রক্ত জুবিলি উৎসব উপলক্ষে ফরিদপুর রেলওয়ে ষ্টেশনে একটি দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। প্রকাশ, ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী গ্রামের ১২।১৩ বৎসর বয়স্ক একটি কৃষক বালক রাত্রি ৯ ঘটিকার সহর হইতে বাড়ী ফিরিবার কালে ষ্টেশনের প্লাটফরমের নিকট দিয়া লাইন অতিক্রম করিবার সময় গাড়ী দ্বারা লাইন আটক থাকায় একপার্শ্বে দণ্ডায়মান ছিল। অতঃপর গাড়ী যখন ধীরে ধীরে চলিতে থাকে তখন হঠাৎ গাড়ীর চাকার নীচে স্থিত একটা পটকা বিস্ফোরণ হয়। ফলে পটকাস্থিত দাহ্য পদার্থ দ্বারা বালকটির পেট গুরুতররূপে আহত হয় ও প্রচুর রক্তপাত হয়। তাহার চীৎকারে পার্শ্বস্থ ভদ্রলোকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ও অতঃপর তাহাকে মুমূর্ষু অবস্থায় সদর হাসপাতালে পাঠান হয়।

বিগত ৬ই মে তারিখে রজত জুবিলি উৎসব উপলক্ষে রঘুনাথগঞ্জে (মুর্শিদাবাদ), যে কাঙ্গালী ভোজন হয় তাহাতে খাইবার উদ্দেশ্যে এক বৃদ্ধ আসিয়াছিল। প্রকাশ একটি বালক সাইকেল চালাইয়া যাইবার সময় বৃদ্ধকে চাপা দেয়; গুরুতররূপে আহত হইয়া সে হাসপাতালে নীত হয়। বিগত ৯ই মে তারিখে সে মারা গিয়াছে।

ভীষণ সংঘর্ষ

১৭ই মে বৈকালে ঘুম ও দার্জিলিং এর মধ্যবর্ত্তী এক ক্রসিংএ দার্জিলিং এর আপ প্যাসেঞ্জার ট্রেণ ও একখানা মোটরে এক ভীষণ সংঘর্ষ হয়। মোটরখানার বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। মোটর কিম্বা ট্রেণের কেহ আহত হয় নাই। প্রকাশ যে, ট্রেণ যখন পূর্ণবেগে ক্রসিং পার হইতেছিল তখন মোটরখানা ক্রসিংএ আসিয়া পৌছে; কিন্তু হঠাৎ মোটরের ইঞ্জিন নষ্ট হইয়া যায় এবং ট্রেণের উপরে যাইয়া পড়ে। মোটরচালক ও একজন আরোহী লাফাইয়া পড়িয়া আত্মরক্ষা করে। ট্রেণখানা তৎক্ষণাৎ থামাইয়া দেওয়া হয়। দুর্ঘটনায় ঐ ট্রেণ ছাড়িতে প্রায় একঘণ্টা বিলম্ব হয়।

কলিকাতার বাজার দর।

চাউলের দর

	প্রতি মণ
দাদখানি	৬৷০
বালাম চাল	৫৸৵০
কাটারীভোগ	৫৸৵০-৫৸৵০
বাঁকতুলসী	৫৷৵০
নাগরা	৩৸৵০
ঐ পুরাতন	৪৷০
পাটনাই উৎকৃষ্ট	৫৲
এক্সট্রা কোয়ালিটি	৩৸৵০
সিদ্ধ রেঙ্গুণ	২৸৵০

চিনির দর

সাদা জাভা রেভি	৯৷০-৯৸৵০
দেশী সাদা দানা	৮৸৵০-৯৷০
,, লাল ,,	৮৷৵০-৮৶০
আতপ –	
নূতন আতপ	৩৸৵০-৩৸৵০
পেশোয়ারী	৮৷০-৮৸০
বাঁকতুলসী আতপ	৪৸৵০-৪৸৵০
ঐ মাঝারি	৪৷০-৪৸০
পাটনাই আতপ	৪৷০-৪৸৵০
কাটারীভোগ	৫৸০
ঐ রেঙ্গুণ	২৸০

গুড়ের দর

রামসীতা প্রতি মণ	৫২৲
লম্বী গাওয়া	৪৭৲
রাঙা গাওয়া	৪৫৷০
টেকা মুরলা	৪৬৷০

আটা ও ময়দার দর

পেটেন্ট ময়দা প্রতি মণ	৫৷৵০-৫৸০
গৃহস্থালীর ব্যবহারোপযোগী	৪৸০-৪৸৵০
আটা (বি)	৪৸৵০-৫৲
সুজী	৫৵০-৫৷০
আটা (এ)	৪৷৵০-৪৸০
,, (২)	৪৷৵০-৪৸৵০
,, (কে)	৪৷০-৪৷৵০
,, (৩)	৩৸৵০-৩৸০

সোণা-রূপা

	প্রতি ভরি
টাকশালের বার ,, ,,	৩৫৵০
বড়ালের বার ,, ,,	৩৫৵০
গিনি ,, ,,	৩১৵০
চাঁদির বার প্রতি ১০০ ভরি	৬৫৲
ঐ চূড়া ,, ,, ,,	৬৪৷০

লৌহ ও হার্ডওয়ার

	প্রতি হন্দর
টাটার তৈয়ারী	
লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম,মার্ক	৫৷০-৬৲
ঐ বে-মার্কা হালকা ওজন	৫৵০-৫৷৵০
বরগা (টী-আয়রণ)	৩৸৵০-৩৸০
এঙ্গেল আয়রণ (কোণা)	৬৲-৬৷০

সন্তোষকুমার মল্লিক এণ্ড সন্স লি
জগন্নাথঘাট, বড়বাজার, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
—পারমার্থিক পত্র—
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১০ম বর্ষ | ২৯ মধুসূদন গৌরাব্দ ৪৪৯, ৩রা জ্যৈষ্ঠ বঙ্গাব্দ ১৩৪২, ১৭ই মে ইং ১৯৩৫ শুক্রবার ৬৫তম সংখ্যা

নৃহরি-স্তুতি-গীতি

বিদারণ-কারী জয় নরহরি,
করযোড়ে করি,
চরণ-বন্দনা।
প্রহ্লাদপ্রভু, হে অশরণ,
হও শরণীয়
ভাজিয়া ছলনা!॥
ভক্তকিশোর কোটিকণ্টকিত,
প্রতি পদে কত,
বিরোধ, বেদনা।
উগ্ররূপ ধরি' সে-সব হরি',
শ্রীনরকেশরী,
দান হে সান্ত্বনা॥
কনক-জননী, কনক-কামিনী,
নরকগামিনী—
কত না ছলনা।
ছলিয়াছে মোরে, নানারূপ ধ'রে,
এবে লহ মোরে,
আর ত সহে না।
হৃদে দুর্ব্বুদ্ধি মোর, ভবদাবে ঘোর,
তবু চোখে লোর,
বহে না বহে না।
বিষয়-সাগরে, ডুবে মায়া-ফেরে,
তবু জাগিবারে,
না জাগে চেতনা॥
কনক লাভের, কপিশু ভোগের,
প্রবাসী মনের,
প্রবল কামনা।
প্রসাদে তোমার, মোহ ছারখার,
এ ছার সংসার,
ভোগের বাসনা॥
[illegible] অবসর, বিনামুক্তি ধর,
ভক্তাধীনবর,
[illegible] না।
ভক্তিবিরোধী মুক্তি পরকাশ',
কৃপা কর নাশি',
মরম-বেদনা॥
নৃসিংহ-প্রসাদ, নাশে পরমাদ,
জাগে মনে সাধ,
লভিতে সে কথা।
দুর্গত নিস্তার,' প্রভো নরহরি,
অনুক্ষণ
সেবন-সাধনা॥

—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

প্রচার-প্রসঙ্গ

কটকে

গত ৬ই মে প্রাতে কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে একটী নগর-সঙ্কীর্ত্তন বাহির হইয়াছিল। বেলা ১১ ঘটিকার সময় ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীমদ্ভক্তিগৌরব বৈখানস মহারাজ কিল্লার মাঠে জনতার মধ্যে গৌড়ীয়ে প্রকাশিত "[illegible]" প্রবন্ধটী পাঠ করিয়া পরমার্থ-লাভের একমাত্র সোপান যুক্ত-বৈরাগ্য বিষয়টি বর্ণন করেন। সন্ধ্যারাত্রিকের পর স্বামীজী শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠে "পরমার্থ" সম্বন্ধে একটী সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন।

[illegible] বিয়োগে শ্রাদ্ধ

কটক উড়িয়া বাজারস্থ শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র দাস মহাশয় কয়েক বৎসর পূর্ব্বে জগদ্গুরু শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের নিকট শ্রীহরিনাম মহামন্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন।

তিনি গত শ্রীশ্রীব্যাসপূজার ২দিন পূর্ব্বে শ্রীহরিনাম গ্রহণ করিতে করিতে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপদ দাস মহাশয় সাত্বতশাস্ত্রানুযায়ী ভগবদ্বৈষ্ণব দ্বারা গত ৬ই মে স্বীয় পিতৃদেবের শ্রাদ্ধকার্য্য সমাপন করিয়া সভায় সময় বক্তৃতা শ্রবণ করিবার জন্য যে সমস্ত লোক শ্রীসচ্চিদানন্দ-মঠে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের সকলকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করিয়াছেন।

পুরীতে

গত ২৩শে বৈশাখ পুরী শ্রীপুরুষোত্তম মঠ হইতে একটী নগরসঙ্কীর্ত্তন বাহির হইয়াছিল। সঙ্কীর্ত্তনমণ্ডলী টোটা গোপীনাথ, যমেশ্বর টোটা, চটকপর্ব্বত প্রভৃতি ভ্রমণ করিয়া শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরে উপস্থিত হন। তথায় বিপুল সঙ্কীর্ত্তনের সহিত শ্রীমন্দির পরিক্রমা করেন; তৎপর জগন্নাথবল্লভ হইয়া চন্দন পুষ্করিণীতে গমন পূর্ব্বক বহুক্ষণ নৃত্য কীর্ত্তন করেন। তৎপরে তথা হইতে সমুদ্রতীরে গমন করেন এবং বালিয়াড়ির কূলে কূলে মহাপ্রভুর বিপ্রলম্ভ লীলার স্মৃতি বক্ষে ধারণ করিয়া প্রেমভরে কীর্ত্তন করিতে করিতে চটক পর্ব্বতস্থ শ্রীপুরুষোত্তমমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এই দিবস পুরী কুষ্ঠাশ্রমের রোগীদিগকে মহাপ্রসাদ ও বস্ত্র বিতরিত হইয়াছে।

কটকের এডভোকেট শ্রীযুক্ত রেবতী কান্ত ঘোষ মহাশয় গত ৮ই মে কন্যা ও জামাতা সহ শ্রীপুরুষোত্তমমঠে আগমন করিয়া প্রায় ১॥ ঘণ্টাকাল ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রসূন বোধায়ন মহারাজের নিকট হরিকথা শ্রবণ করেন। বাল্যকাল হইতেই যে হরিভজন করা কর্ত্তব্য তাহা স্বামীজী বিশেষরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত মহামন্ত্র কীর্ত্তন ও ভক্ত কীর্ত্তনের মধ্যে পার্থক্যও স্বামীজী বর্ণন করিয়াছিলেন।

কুচবিহারে

[illegible] শ্রীশ্রীভক্তি-[illegible] গত ৬ই মে একটী নগর-সঙ্কীর্ত্তন বাহির হইয়াছিল। আচার্য্য শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন মহাশয় নদীয়া-প্রকাশ ও গৌড়ীয় পাঠ করিয়া পরমার্থ-প্রচারে সহায়কারী রাজপুরুষগণের প্রতি জনসাধারণের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন।

আসামে

সরভোগ ১০।৫।৩৫

শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ গত ৭ই মে কৃষ্ণনগর হইতে বেলা ১১ ঘটিকার সময় যাত্রা করিয়া রাত্রি ৩ ঘটিকার সময় আসাম প্রদেশের কামরূপের অন্তর্গত সরভোগস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠে শুভবিজয় করিয়াছেন।

স্বামীজী গত ১০ই মে শুক্রবার অপরাহ্ন ৫টার সময় চক্চকা বাজারে শ্রীগৌরচন্দ্র সাহার গদীতে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে প্রথমে শ্রীগুরুতত্ত্ব বর্ণন করিয়া পরে ক্ষীরচোরা গোপীনাথের বিবরণ পাঠ করেন। সভায় প্রায় শতাধিক শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজন-পদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়।

শ্রীধামে

শ্রীধাম মায়াপুরে আগত যাত্রিগণের নিকট শ্রীচৈতন্যমঠরক্ষক শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ, শ্রীযোগপীঠের সহকারী রক্ষক শ্রীপাদ [illegible], উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ [illegible] বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী প্রভৃতি সেবকগণ যাত্রিগণের নিকট শ্রীধামের তত্ত্ব কথা ও মাহাত্ম্য এবং শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের [illegible] কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

কৃষ্ণ আমায় পালে, রাখে' জান সর্ব্বকাল। আত্মনিবেদন-দৈন্যে ঘুচাও জঞ্জাল।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৯ মধুসূদন তিথি গৌরাব্দ ৪৪৯

শ্রীশ্রীনৃসিংহচতুর্দ্দশী

বৈশাখ মাসের শুক্লা চতুর্দ্দশীতে শ্রীনৃসিংহদেবের আবির্ভাব লীলা প্রকাশিত হইয়াছিল বলিয়া ঐ তিথি শ্রীনৃসিংহ-চতুর্দ্দশী নামে অভিহিত। এই তিথিতে শ্রীনৃসিংহদেবের পূজা ও মহোৎসব করিতে হইবে।

নৃসিংহদেব স্বয়ং প্রহ্লাদকে বলিয়াছেন—

বর্ষে বর্ষে তু কর্ত্তব্যং মম সন্তুষ্টিকারণম্।
মহাগুহ্যং ইদং শ্রেষ্ঠং মানবৈর্ভবভীরুভিঃ॥
—নৃসিংহ পুরাণ

—হে প্রহ্লাদ, যে-সকল জগৎ সংসার-ভয়ে ভীত হইয়া আমার সন্তোষ-বিধান করিতে [illegible] প্রতি বর্ষ এই মহাগুহ্য শ্রেষ্ঠ চতুর্দ্দশী-ব্রত করিবেন। শ্রীনৃসিংহদেব আরও বলিয়াছেন—

'[illegible] পাপনাশ
[illegible] চতুর্দ্দশীম্।
[illegible]॥

যে ব্যক্তি এ-মাস [illegible] না করে সে মহা পাপভাগী হয়; একথা জানিয়া এ তিথিতে উপবাস ব্রত করিবে; অন্যথায় যে পর্য্যন্ত চন্দ্র সূর্য্য থাকিবে সে-পর্য্যন্ত নরকগতি লাভ হইবে।

এই ব্রতে অধিকারী নির্ণয় সম্বন্ধে নৃসিংহ-পুরাণ বলিয়াছেন যে, নৃসিংহ-চতুর্দ্দশী-ব্রতে মানব মাত্রেরই অধিকার আছে। বিশেষতঃ যাঁহারা শ্রীনৃসিংহদেবের ভক্ত ও তাঁহাতে একান্ত তাঁহারা এই ব্রত অবশ্য পালন করিবেন।

শ্রীপ্রহ্লাদ কি-প্রকারে শ্রীশ্রীনৃসিংহদেবের কৃপাবান্ হইলেন এবং কি-প্রকারেই বা শ্রীনৃসিংহদেবের প্রাকট্য হইলেন তাহা জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীনৃসিংহদেব বলিয়াছিলেন যে, প্রহ্লাদ পূর্ব্বকালে বসুদেব নামক ব্রাহ্মণ-তনয় হইয়া কিছুমাত্র বেদ অধ্যয়ন করেন নাই; পরন্তু বেশ্যাসক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

তাঁহার পিতা বসুশর্ম্মা অবন্তীপুরের সুপ্রসিদ্ধ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি নিত্য হোম যজ্ঞ করিতেন এবং নিত্য ক্রিয়ায় রত ছিলেন। বসুশর্ম্মা অতিথিসেবা দ্বারা দেবতাদিগের সন্তোষ-বিধান করিতেন। তিনি আজীবনে কোনও অধর্ম্ম করেন নাই। বসুশর্ম্মার ভার্য্যা সুশীলা সদাচার সম্পন্না ও পতিব্রতা হইয়া স্বামীর সহধর্ম্মিণীর পরিচয় প্রদান করিতেন। কালক্রমে বসুশর্ম্মার পাঁচটি পুত্র জন্মে। তাহাদের প্রথম চারিজন সদাচারসম্পন্ন ও পিতৃভক্ত ছিলেন। কিন্তু কনিষ্ঠ বসুদেব বেশ্যাসক্ত হইয়া সুরাপান ও পাপকর্ম্মে রত থাকিত।

সেই পাপাত্মা বসুদেব কোনও নৃসিংহ-চতুর্দ্দশীতে বেশ্যার সহিত কলহ বশতঃ ভোজন না করায় উপবাসী ছিল এবং বিনিদ্র রাত্রিজাগরণ করিয়াছিল। ঐ বেশ্যাও বসুদেবের সহিত ঝগড়া করিয়া অনাহারী অবস্থায় রাত্রি যাপন করিয়াছিল। শ্রীনৃসিংহ-চতুর্দ্দশী-পালনের ফলে সকলে নিষ্পাপ হন। এই ব্রত-পালনের ফলেই মহেশ ত্রিপুরবিনাশে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই ব্রতপালনের ফলে দেবগণ স্বর্গলোক লাভ করিয়াছেন এবং এই ব্রত-প্রভাবেই ব্রহ্মা চরাচর সৃষ্টি করিতেছেন। অজ্ঞাতসারেও এই ব্রতপালন করিয়া বসুদেব প্রাণান্তে উহারা দুইজন মুক্তি লাভ করিয়াছিল এবং সেই বেশ্যা বৈকুণ্ঠে সুখভোগিনী ও নৃসিংহের প্রিয়পাত্রী হইয়াছিলেন।

একণে প্রহ্লাদ কেবল নৃসিংহচতুর্দ্দশী ব্রত প্রচার করিয়াছেন। এই ব্রতের ফলে চতুর্দ্দশীর আর কথা কি, অপরাপর দিনেও [illegible] পর্য্যন্ত লাভ হইয়া থাকে। এই ব্রত-মাহাত্ম্য সম্বন্ধে শ্রীনৃসিংহদেব প্রহ্লাদকে বলিয়াছেন

[illegible]
[illegible]।
[illegible]॥

—হে বৎস প্রহ্লাদ, এই ব্রতের ফলের কথা আমি আর কি বলিব, আমি বা মহাদেব বলিয়া শেষ করিতে পারি না। ব্রহ্মাও চারিমুখে ইহার ফলবর্ণনে সমর্থ নহেন।

বৈশাখ মাসের শুক্লা-চতুর্দ্দশীতে শ্রীনৃসিংহ চতুর্দ্দশী করিতে হইবে। স্বাতী-নক্ষত্র ও শনিবার যদি নৃসিংহচতুর্দ্দশীর সহিত যুক্ত হয় তাহা হইলে কোটিগুণ ফলদায়ক হয়। কিন্তু ঐ স্বাতীনক্ষত্র বা শনিবার যদি ত্রয়োদশীবিদ্ধা চতুর্দ্দশীতে হয়, তাহা হইলেও বিদ্ধা তিথিতে উপবাস করিতে হইবে না।

যথা স্কান্দে—

বিদ্ধা চতুর্দ্দশী [illegible]
[illegible]।
কার্য্যবিদ্ধা ন কর্তব্যা [illegible]
[illegible]॥

ব্রতনিয়ম

ব্রতপালনকারী প্রাতে দিনে প্রথমে দন্তধাবন করিয়া শ্রীনৃসিংহদেবের স্মরণপূর্ব্বক প্রার্থনা করিবেন

শ্রীনৃসিংহ মহাভীম দয়াং কুরু মমোপরি।
অদ্যাহং তে বিধাস্যামি ব্রতং নির্ব্বিঘ্নতাং নয়॥

—হে নৃসিংহদেব! হে মহাভীম! আমার প্রতি দয়া করুন, আমি অদ্য আপনার ব্রতবিধানে তৎপর হইতেছি, উহা যেন নির্ব্বিঘ্নে সমাপ্ত হয়। আপনার দয়ার উপরই আমি নির্ভর করিতেছি। ব্রতকারী ব্রতের দিন পাপীদিগের সহিত আলাপ বা মিথ্যালাপ করিবেন না। দুষ্ট ব্যক্তি স্ত্রী ও দ্যূত পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বক্ষণ শ্রীনৃসিংহরূপ স্মরণ করিবেন। মধ্যাহ্নকালে নিম্নলিখিত বৈদিকমন্ত্র দ্বারা স্নান করিবেন এবং মৃত্তিকা, গোময়, আমলকী ও তিলদ্বারা স্নান ও শুদ্ধ বস্ত্র পরিধান করিয়া নিত্য কর্ম্মাদি করিবেন। তারপর সন্ধ্যাকালে শ্রীনৃসিংহদেবের স্মরণ করিতে হইবে। গোময়দ্বারা স্থান লেপন করিয়া তদুপরি অষ্টদল পদ্ম নির্ম্মাণ করিতে হইবে। তাহাতে রত্নাদিযুক্ত তাম্রকলস সংস্থাপনপূর্ব্বক তাহার উপর তণ্ডুলপূর্ণ পাত্র রাখিতে হইবে। ঐ পাত্রে লক্ষ্মী নৃসিংহ স্বর্ণমূর্ত্তি স্থাপন করিতে হইবে।

বা অথবা অশক্ত পক্ষে যার যে রূপ ক্ষমতা তদনুসারে নির্ম্মাণ করিয়া পঞ্চামৃত দ্বারা স্নান করাইয়া উহাদের পূজা করিতে হইবে। অশোকপুষ্প, [illegible], জাতী, মাল্য [illegible] শ্রীনৃসিংহদেবের পূজা করিতে হইবে।

শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন যে, ভগবানের পূজা অপেক্ষা ভক্তের পূজা বড়।

পদ্মপুরাণে মহাদেব পার্ব্বতীকে বলিয়াছেন যে, সকল দেবতার আরাধনা অপেক্ষা বিষ্ণুর আরাধনাই শ্রেষ্ঠ। আবার বিষ্ণুর আরাধনা অপেক্ষা ভক্তের আরাধনা আরও শ্রেষ্ঠ। আদিপুরাণে শ্রীভগবান্ পার্থকে বলিয়াছেন, "যাঁহারা কেবল আমারই ভক্ত তাঁহারা বস্তুতঃ আমার ভক্ত নহে; কিন্তু যাঁহারা আমার ভক্তের ভক্ত তাঁহারাই আমার উত্তম ভক্ত।" এই জন্য ভগবানের পূজার পূর্ব্বে ভক্তের পূজা শাস্ত্রে লিখিত আছে। নৃসিংহ-চতুর্দ্দশী-ব্রত-পালন-প্রসঙ্গে আপনারা বলিয়াছেন—

প্রহ্লাদ-ক্লেশনাশায় যা হি পুণ্যা চতুর্দ্দশী।
পূজয়েত্তত্র যত্নেন হরে প্রহ্লাদমগ্রতঃ॥

প্রহ্লাদের ক্লেশনাশের নিমিত্ত যে পুণ্যা চতুর্দ্দশী তিথিতে শ্রীনৃসিংহদেবের আবির্ভাব হইয়াছিল সেই তিথিতে যত্নপূর্ব্বক নৃসিংহদেবের পূজার অগ্রে প্রহ্লাদের পূজা করিতে হইবে। সুতরাং আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে—

বৈষ্ণবের আবেশনে কৃষ্ণ দয়াময়।
সে দেব সবার প্রতি হবেন সদয়॥

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো
নমো নমঃ॥

বাগীশা যস্য বদনে লক্ষ্মীর্যস্য চ বক্ষসি।
যস্যাস্তে হৃদয়ে সম্বিৎ তং নৃসিংহমহং
ভজে॥
নমস্তে নরসিংহায় প্রহ্লাদাহ্লাদদায়িনে।
হিরণ্যকশিপোর্বক্ষঃশিলাটঙ্কনখালয়ে॥
ইতো নৃসিংহঃ পরতো নৃসিংহো
যতো যতো যামি ততো নৃসিংহঃ।
বহির্নৃসিংহো হৃদয়ে নৃসিংহো
নৃসিংহমাদিং শরণং প্রপদ্যে॥

বাস্তবসত্য গুরুকৃপায় লভ্য

ভগবান্ কৃষ্ণ এবং কৃষ্ণপার্ষদগণই একমাত্র বাস্তবসত্য বস্তু। তাঁহারা সকলেই অধোক্ষজ। সুতরাং ইন্দ্রিয়পর আমাদের পক্ষে সেই বাস্তবসত্যকে জানিতে যাওয়া বা তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য আরোহপথে যে কৃত্রিম চেষ্টা তাহার মূল্য কি? গুরুকৃপালোকেই এই বাস্তবসত্যদর্শনের সৌভাগ্যলাভ সম্ভবপর। এই গুরুকৃপা কাহারা লাভ করিতে সমর্থ? এই প্রশ্নের সদুত্তর দিতে গিয়া শ্রুতি বলিয়াছেন—

যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥
(শ্বেঃ উঃ ৬।২৩)

যিনি স্বয়ং ভগবান্ গৌরসুন্দর এবং আচার্য্যবর্গী ভগবান্ শ্রীগুরুদেবে অচলা ভক্তিবিশিষ্ট, সেই ভাগ্যবান্ ব্যক্তির হৃদয়ে সত্যার্থসমূহ স্বতঃই প্রকাশিত হয়। শ্রীগুরুদেব—শ্রদ্ধাযুক্ত ও বিদ্বান্ ব্যক্তির নিকটেই এই সর্ববেদান্তবেদ্য শাস্ত্রের গূঢ় অর্থ প্রকাশ করেন, আর যাঁহারা অশ্রদ্ধ, সেই শ্রদ্ধাশূন্য ব্যক্তিগণকে বঞ্চনা করেন। "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী" এই ন্যায় অনুসারে বঞ্চিত ব্যক্তিগণ তাঁহাদের যোগ্যতা ও প্রার্থনানুসারে বঞ্চনাই লাভ করিয়া থাকেন। শ্রীগুরুদেব ভগবান্ বলিয়া—সমগ্র ঐশ্বর্য্য-যশঃ-শ্রী-জ্ঞান-বৈরাগ্য-বীর্য্য বলিয়া তাঁহাতে বিরুদ্ধধর্ম্মের সমাবেশ নিত্য বর্ত্তমান। তাই তিনি মহাবদান্য বা মহা-উদার হইয়াও বঞ্চকের নিকট বঞ্চক। সুতরাং ইহা বেশ প্রতীয়মান হইতেছে যে, আমি যদি কায়মনে ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য শ্রীগুরুপাদপদ্মকে বঞ্চনা করিতে চাই—বাহিরে সেবার ঠাটবাট ঠিক রাখিয়া অন্তরে অন্য উদ্দেশ্য পোষণ করি বা তৎপাদপদ্মে সুনিশ্চিত না হই, তাহা হইলে বঞ্চনাই আমার ভাগ্যে ঘটিবে। শ্রীগুরুদেব বঞ্চক হইলেন, ইহা শুনিয়া আমাদের বিচলিত হইবার কোন কথা নাই; কারণ আমরা যদি শ্রীগুরুপাদপদ্মকে বঞ্চনা না করিয়া তৎপাদপদ্মে আত্ম-নিবেদন করি [illegible]

নিকটে কৃপা ভিক্ষা করি তাহা হইলে তিনি কৃপাপ্রার্থী সরল ব্যক্তিকে কখনও বঞ্চনা করিতে পারেন না। সুতরাং কৃপাপ্রার্থীর আমার বঞ্চিত হইবার ভয় কোথায়?

আমরা শ্রীমদ্ভাগবতপাঠে জানিতে পারি যে, অধোক্ষজ-সেবা ব্যতীত জীবের মঙ্গলাভের অন্য কোন পথ নাই। শ্রীভগবান্ অধোক্ষজ, পঞ্চম সেব্য বস্তু। তাঁহার সেবা ব্যতীত জীবের আর শ্রেষ্ঠ ধর্ম নাই বা হইতে পারে না, এ কথা ক্রমশঃ কিন্তু 'অধোক্ষজ বস্তুর সেবা' কথাটিতেই বড় গোলমাল বাধিতেছে। প্রকৃত গুরুর নিকট শরণ পূর্ব্বক তৎপাদপদ্মে বরণ হইলেই অধোক্ষজ-সেবোপলব্ধি সম্ভবপর, এই নিগূঢ় সত্য কথার উদাসীন হইয়া আমরা প্রকৃত গুরুর নিকট প্রকৃতপক্ষে গমন না করিয়া "আমরা গুরুর নিকট দীক্ষা-লাভ করিয়াছি" এই কপটাভিমানে প্রমত্ত হইয়াছি বলিয়াই আমাদের নানাবিধ অনর্থ উপস্থিত হইতেছে —আমাদের মনের গোলমাল মিটিতেছে না, হৃদয়ের আবিলতা যাইতেছে না, শুদ্ধ শিষ্য হইবার সৌভাগ্য আমাদের ঘটিতেছে না। শ্রীগুরুদেবের নিকট দীক্ষা বা দিব্যজ্ঞান লাভ করিবার পর ইন্দ্রিয়তর্পণের অভিলাষ কি প্রকারে থাকিতে পারে? সুতরাং দীক্ষালাভ করিবার পর যদি সেবাপ্রবৃত্তি না ইন্দ্রিয়তৃপ্তিবাসনা হৃদয়ে স্থান না পায় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, দীক্ষালাভ হয় নাই পরন্তু গুরুদেবের নিকট আনুষ্ঠানিক লাভ মাত্র। তাহাদের চেষ্টা হইতেছে মাত্র। দীক্ষার এই প্রকৃতার্থ বুঝিতে না পারিয়া আত্মবিস্মৃত জনগণ সত্য সত্য গুরুর নিকট না গিয়া অর্থাৎ দিব্যজ্ঞান লাভ না করিয়া সম্বন্ধজ্ঞানযুক্ত না হওয়ায় "গুরুর নিকট দীক্ষা লাভ করিয়াছি" এরূপ নিরর্থক বাক্য বলিয়া থাকে। তাই তাহাদের বাহ্য চাকচিক্য বাক্যাড়ম্বরের পর্য্যবসিত হয়। যাহারা সত্যসত্যই সম্বন্ধজ্ঞানযুক্ত হইয়াছেন, তাঁহারা গুরুকে আপন জানিয়া তাঁহার নিষ্কপট সেবা করেন। কিন্তু যেখানে গুরুকে আপন জ্ঞান না থাকা হেতু দীক্ষাজ্ঞানের অভাব পরিলক্ষিত, সেখানে শিষ্যাভিমানের পরিবর্ত্তে গুর্ব্বাভিমান হৃদয়ে অঙ্কুরিত মূর্ত্তায়িত। এতাদৃশ দুরবস্থা উপস্থিত হইলেই তাঁহারা গুরুর উপর গুরুগিরির ভাবনায় গুরু-ভক্তি-বিলাস হয়—গুরুকে নিজেরই বা অকপটভাবে মনে করিয়া স্থানচ্যুত দিয়া অধঃপতনের পথে পতিত হয়।

গুরু ও কৃষ্ণের যেখানে নাই, স্রোতপথে প্রতি প্রত্যেক দৃষ্টির যেখানে অভাব, নিজেকে অনুকরণশীল বঞ্চনার সম্ভাবনা যেখানে নাই সেখানে ভক্তির কোন কথাই থাকিতে পারে না। সেইজন্য আমাদের ইন্দ্রিয়গণ তখন ভগবানের সেবা ব্যতীত অন্য কার্য্যে নিযুক্ত হয়। আমাদের সকলেরই জানা উচিত যে, কোনোরূপ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অধোক্ষজ ভগবান্ সেবিত হন না—তদ্দ্বারা ইন্দ্রিয়তর্পণ হইতে পারে মাত্র। যেমন বালক ক্রীড়ায় মত্ত থাকিলে কর্ত্তব্যবিমুখ হয়, তদ্রূপ ইন্দ্রিয়-গ্রাম আমাদিগকে অসৎপথে চালিত করায়। যখন এই অসৎ স্পৃহা আমাদের হৃদয়ে জাগে তখনই "আমরা দীক্ষালাভ করিয়াছি" বলিয়া ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য ব্যস্ত হই এবং সেই সুযোগে দুষ্ট, পাপ, স্ত্রী, মদ্য, মাংস, প্রতিষ্ঠা ও অর্থসংগ্রহের চেষ্টা আমাদের নাকে দড়ি দিয়া চতুর্দ্দিকে ঘুরাইতে থাকে। তাই কোনও ভক্ত বলিয়াছেন—

কামাদীনাং কতি ন কতিধা পালিতা

দুর্নিদেশা

স্তেষাং জাতা ময়ি ন করুণা ন ত্রপা

নোপশান্তিঃ।

উৎসৃজ্যৈতানথ যদুপতে সাম্প্রতং লব্ধবুদ্ধি-

স্ত্বামায়াতঃ শরণমভয়ং মাং

নিযুঙ্ক্ষ্বাত্মদাস্যে॥

"বহু বিপদের প্রভু কামাদিরা এরূপ কাহারা নাই—যাহা আমরা করি নাই এবং এখনও যে করিতেছি না তাহাও নহে; কিন্তু এত পূর্ব্বকাল উহাদের সেবা করিয়াও আমি তাদের দয়া পাইলাম না। আমার লজ্জাও হইল না! এতাদৃশ কার্য্যের পরেও উহারা আমাকে অবসর পর্য্যন্ত দিতেছে না। হে যদুপতে, আমার আজ বুদ্ধি উদয় হইয়াছে, আমি আজ রিপুগণকে ত্যাগ করিয়া তাহা করিব না। হে প্রভো, আমাকে দয়া করিয়া সেবকত্বে গ্রহণ কর। তোমার সেবকাভিমানে এতদিন যে বাহ্যশাস্ত্রের সেবা করিতেছিলাম আমি আর তাহা করিব না,"—তাঁহারা যখন নিষ্কপটে ভগবানের নিকট এই আত্ম-নিবেদনজ্ঞাপন করেন, তখন দয়াময় শ্রীভগবান্ মহান্ত-গুরুরূপে আবির্ভূত হন, নিজেকে নিজে জানাইবার জন্য আচার্য্যরূপে আসেন। ভগবান্ যখন দয়া করিয়া আসেন, তখন যদি কেহ সেই গুরুর নিকট দিব্যজ্ঞান লাভ না করেন, তাহা হইলে কেহই অধোক্ষজসেবা লাভ করিতে পারেন না। আবার অধোক্ষজসেবা ব্যতীত আত্মপ্রসাদ লাভ অসম্ভব। সুতরাং কৃষ্ণকৃপামূর্ত্তি শ্রীগুরুপাদপদ্মে দৃঢ়ভাবে আশ্রয়গ্রহণ ব্যতীত শান্তি-লাভের আর আশা কোথায়? একমাত্র বাস্তব-বস্তু অচিন্ত্যকৃষ্ণকে জানিবার আর বাধা কোথায়?

"ভগবানকে জানা যায় না" ইহা সম্পূর্ণ নিরর্থক ও পাষণ্ডীর উক্তি। নাস্তিকতা-কলুষিত লোক যাহাদের হৃদয়ে, প্রবল তাহাদেরই মুখে হইতে এবম্বিধ অদ্ভুত কথা উচ্চারিত হয়। কিন্তু শুদ্ধ-ভক্ত জানেন যে, ভগবান্ অক্ষজজ্ঞানগ্রাহ্য না হইলেও, বদ্ধজীবের জ্ঞানগম্য বা চিন্তার বস্তু না হইলেও, সেবোন্মুখের নিকট প্রকাশিত, পরিচিত, দর্শনীয় বস্তু এবং এই জগতে বা পরজগতে জানিবার বস্তু যদি কিছু থাকে তাহা একমাত্র তিনিই। তাই সাধুগণ বলেন, শ্রীকৃষ্ণ unknown বস্তু নহেন, পরন্তু সর্ব্বাপেক্ষা Best known. ভগবদ্দর্শনের সৌভাগ্য না হইলে এমন কথা জীবের বুঝিবার সৌভাগ্য হইবে না, গুরুকৃপাবারিতে সিক্ত হইতে না পারিলে বদ্ধজীবের এই আশা মিটিবে না। ভগবানের সেবায়-সাথী বিধি, মহতে, স্বপনে, ভোজনে, শয়নে, সর্ব্বাবস্থায় সর্ব্বক্ষণ ভগবানের নিত্যসঙ্গী তিনি, সেই ভগবৎবস্তু যাহা কৃপা করিয়া তাঁহাকেও তাঁহার ভক্তের নিকট না জানান তাহা হইলে নিজচেষ্টায় শাস্ত্রঅধ্যয়নাদির দ্বারা ভগবান্‌কে জানিবার আর উপায় নাই। তাই বলিতেছিলাম, যদি কেহ সত্য সত্যই ভগবানের পাদপদ্মদর্শনের আশা হৃদয়ে পোষণ করেন, তাহা হইলে সমস্ত ছাড়িয়া গুরুপদেরই পাদপদ্ম-ধূলি হইবার জন্য তৎপাদপদ্মে আত্মনিবেদন করুন "নচেৎ বৃথা চেষ্টা তৃষ্ণা মিটাবার"। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ "কে তাঁরে জানিতে পারে যদি না জানায়" এই বাণীটি উপলব্ধি করিয়া গুরুপাদপদ্মে সেবাপর হউন এবং আমাদের সম্মুখে জীবন্ত আদর্শ প্রকট করিয়া আমাদিগকে উৎসাহিত করুন, গুরুকৃপায় ভগবানের নিকট ফিরিয়া যাওয়া যায়, তাঁহার দর্শন পাওয়া যায়—এই নিগূঢ় সত্য কথার উপর আস্থাস্থাপনে আমাদিগকে সাহায্য করুন, ইহাই প্রার্থনা।

দ্বাদশ আলবর্

—:০:—

'শ্রীরামানুজাচার্য্য'

দক্ষিণাত্যে চতুর্ব্বর্ণ হারীতের বংশে,
কেশব আচার্য্য নামে প্রাচীন ব্রাহ্মণ,
মহাভূতপুরী গ্রামে ছিলেন যাবতীয় যজ্ঞে,
প্রথম সন্তানটিকে অবতীর্ণ হ'ন।

পত্নী তাঁর 'কান্তিমতী' সুন্দরী সৎকুলে,
পুত্ররূপে বৈষ্ণবী নারায়ণে,
আচার্য্যের এ প্রণতি এক নারায়ণে,
পেয়েছিল এক পুত্রক্ষণ ভগবানে।

সনাতন শুদ্ধিধর্ম্ম ক্রমে এ ভারতে,
পূর্ণ হ'ল সবে ভক্তি-বিরোধীগণে,
সেইকালে রক্ষার্থ করিতে স্থাপিত,
প্রেরিলা শ্রীহরি নিজ শক্তি সম্বন্ধে।

শক্তিশালী অনন্তদেব লক্ষ্মণের মূর্ত্তি,
যাদবপ্রকাশের প্রিয় শিষ্য নিয়মে,
শ্রীবৈষ্ণবপূর্ণের চ'ল কোন্ ভক্তি,
শ্রীবৈষ্ণবপূর্ণ আর শিষ্য ভক্তি বিনয়।

হইলেন 'লক্ষ্মণ' সদৃশ গুরু
যোগাসিনী বৈষ্ণবপূর্ণ 'লক্ষ্মণদেব'।
তাই বালকের নাম রাখিল 'লক্ষ্মণ'
শিশু হ'তে সে বালক তীক্ষ্মবুদ্ধি ধরে।

শ্রীকাঞ্চীতে গিয়ে কাঞ্চিপূর্ণে,
শ্রীহরির সেবক এক কাঞ্চিপূর্ণ নাম,
অতিশয় হ'ন তিনি সরল কুলজে,
যত্নশীলগণ হ'তে শোভে বৃথা যায়।

আশ্চর্য্য দুটি তাঁর পুণ্যাবেশ হ'তে,
শ্রীবরদের সেবা করিতে দিলেন,
তাঁহারই দ্বারে তিনি কাঞ্চিপূর্ণের,
কেমন গুরুর পার্শ্ব দিয়া অভিমান।

দেখি তাঁরে মুগ্ধিত বালক লক্ষ্মণ,
পরম বৈষ্ণব বলি' চ'লে অনুগত,
সেদিকে একদা তাঁর বাড়ুর চরণ,
কাঞ্চিপূর্ণ অনুপমে হ'ন আসি রত।

নিত্য বালা অনুষঙ্গ না করি আপনা,
অকস্মাৎ কাঞ্চিপূর্ণে বালক লক্ষ্মণ,
আপন গৃহেতে তাঁরে করাইতে ভিক্ষা,
পরম আদরে বহু করে নিমন্ত্রণ।

নিজ করে তাহাদের করায় ভোজন,
পাদপদ্মাদিতে তাঁর সেবা সে জানায়,
কাঞ্চিপূর্ণ হ'ল মহাবিস্মিত তখন,
বিপ্রপুত্র লক্ষ্মণের দেখি ব্যবহার।

আপন বৈষ্ণবোচিত দৈন্য প্রকাশিয়া,
কাঞ্চিপূর্ণ কহে আমি নীচ শূদ্র জন,
ব্রাহ্মণের শূদ্র-সেবা দেখ বিচারিয়া,
সমাজেতে নাহি হয় উচিত কখন।

(ক্রমশঃ)

নবদ্বীপ-পঞ্জিকা

৩০ মধুসূদন ৪ চৈত্র ১৮ঘে রবিবার অবাধ কালোদয়াদী পূর্ণিমা দণ্ড ২৩।০৩ নিশাধা সম্পূর্ণ ২৯।২১ পাঙ্গযোগ ৫। ২১।১৮ ব্যবধান শ্রীকৃ.আর দুলযোগ ও সান্নিকিত্যর মহোৎসব। শ্রীঠাকুর পঞ্জকেশব দাসের তিরোভাব।

১ বিষ্ণু ৫ চৈত্র ১৯শে শ্রীবার সন্ধ্যা বাসুদেব ৫৬।৩২ পত্ নিশা দি ৩১।০ অনুগ্রাহ্য দাস দি ৩০।৩১ নিরযোগ দা ১২।৫৫ চৈত্র-করণ।

শুদ্ধভক্তি মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ

([illegible])

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীমন্মহাপ্রভুর [illegible] প্রায় ৫০০ বর্ষ [illegible] শ্রীচৈতন্যদেবের [illegible] বিরাজমান। এই স্থান [illegible], শ্রীমায়াপুর [illegible] শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী ও সাত্বত সম্প্রদায়িক-আচার্য্য চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠ হইতে পারমার্থিক দৈনিকপত্র 'নদীয়া-প্রকাশ', সাত্বত সম্প্রদায়ে অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থাদি প্রকাশকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতি বৎসর শ্রীধাম পরিক্রমা [illegible] ও [illegible] শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব-তিথিতে [illegible] মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬।২ কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ২১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রচারিত শুদ্ধভক্তি-ধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই শুদ্ধমঠরাজে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীরাধাগোবিন্দজীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রভাত-চতুষ্টয়-বোধ, শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি গ্রন্থ ও শুদ্ধগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হয়। এই মঠ হইতে মহানগরীর সর্ব্বত্র হরিকথা-প্রচার, মহানগর-সঙ্কীর্ত্তন, বক্তৃতা, ব্যাখ্যা ও সঙ্কীর্ত্তন-যাত্রা-মহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান হয়। মঠরক্ষক—মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া সহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী সেবাকোবিদ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস [illegible] লীলার রাসস্থলী এখানে [illegible] ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান, রক্ষক—শ্রীপতিত দাসাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—গোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

(৭) কাজীর সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীবামনপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদ-কাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক।

(৮) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীসচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও রাধারমণের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান দাস ব্রহ্মচারী।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্র নাথ দাসাধিকারী।

(১০) মোদদ্রুম-ছত্র "গৌড়ের নৈমিষ"

মাউগাছি, পোঃ ভাণ্ডরা, (বর্দ্ধমান)।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান। শ্রীগৌরনিত্যানন্দের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবঙ্কুবিহারী ব্রজবাসী, ভক্তিভূষণ।

(১১) দেউলিয়া কুঞ্জকানন

শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীসদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১২) কুঞ্জকুটীর—পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া। রক্ষক—শ্রীমধুসূদন অধিকারী

(১৩) ভাগবত-আসন—পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

এই স্থান হইতে ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচারিত হয়। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৪) একায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ তালখড়ি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী ভক্তিভাস্কর।

(১৫) মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(১৬) মাধ্বগৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, পোঃ ঢাকা

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীপাদ কৃষ্ণানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ।

(১৭) গোপালজীউমঠ—কমলাপুর,(ঢাকা)

গোপালজীউর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিদ্যমান। রক্ষক শ্রী[illegible]দাস ব্রজবাসী.

(১৮) নিতাই গৌরাঙ্গ মঠ

[illegible] ঢাকা

এখানে [illegible] নিতাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান। [illegible]

(১৯) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

মহাবাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীযুত [illegible] এম্-এ, বি-এল।

(২০) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ বাজু, (বাঁকুড়া)

এখানে বহু পুরাতন শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(২১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ পানাগড় (বর্দ্ধমান)।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীকেবলকৃষ্ণ দাসাধিকারী.

(২২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

কুমুরকোলা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী।

(২৩) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে গুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজগবন্ধু দাস ব্রজবাসী ভক্তিরত্ন।

(২৪) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী।

(২৫) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ বক্সীবাজার, (কটক)

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদবিহারীজীউর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর

(২৬) ব্রহ্মগিরি-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ কুরমেশ্বর পুরী,

শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন।

(২৭) পুরুষোত্তম মঠ

ভক্তিকুটী, পোঃ পুরী উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীউর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীমাধব অধিকারী

(২৮) সত্যগৌড়ীয়মঠ

আলবরনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবিপিন-বিহারী দাসাধিকারী।

(২৯) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—শ্রীমধুসূদন দাসাধিকারী ভক্তিলোচন।

(৩০) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪৯নং র্ক[illegible]পুরা, বেনারস সিটি

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীমহেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(৩[illegible]) [illegible] গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

শ্রীগুরু-[illegible]-গান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বোধী

(৩২) পরমহংস মঠ.

পোঃ নিমসার, সীতাপুর

এখানে শ্রীগান্ধর্ব্বা গিরিধারী ও গৌর-বিনোদ-বিহারীজীর সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীসত্যনারায়ণ দাসাধিকারী।

(৩৩) কৃষ্ণচৈতন্য মঠ

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

এখানে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিত্য-সেবা হয়। রক্ষক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠ

স্বামীঘাট মথুরা

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ

(৩৫) ব্রজস্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ—শ্রীরাধাকুণ্ড

রক্ষক—শ্রীরাধারমণচরণদাস ব্রহ্মচারী

(৩৬) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৩৭) গোবর্দ্ধনবিহারী মঠ

সেবাখালী, পোঃ [illegible] জেলা [illegible] (পাঞ্জাব) রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৩৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং কুতুব রোড, নিউ দিল্লী।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসম্বন্ধ তুর্য্যাশ্রমী

(৩৯) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল।

এখানে গৌরবিনোদবিহারীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪০) মাধ্বগৌড়ীয় মঠ

পাহাড় সাংহারণপুর, চট্ট, পি

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিস্বরূপ গিরি

(৪১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ রায়পেটা মাদ্রাজ।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা।

রক্ষক—শ্রীপাদ ভগবান ভক্তিবিলাস।

(৪২) বোম্বে-গৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়

গ্রোন্টীর রোড, চৌপাটি বিল্ডিং, বাংলো নং ১, বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মা মজুমদার।

(৪৩) অমরপি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমরপি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীব্রজেশ্বর দাস অধিকারী

(৪৪) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্চকা, কামরূপ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী

(৪৫) পাটনা গৌড়ীয় মঠ

১০০ মিঠাপুরা, পাটনা।

রক্ষক—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী রাজভূষণ

(৪৬) গয়া গৌড়ীয় মঠ

ফিল হাউস, চার্চ রোড, গয়া

রক্ষক—উপদেশক শ্রীমহেশ্বর বাসব

(৪৭) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠ বালেশ্বর

রক্ষক—শ্রীমনোহরদাস ব্রহ্মচারী

(৪৮) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয়

৩ গ্লাড্ষ্টোন কটেজ, [illegible] পার্ক, এল-বারুই ১ [illegible]

রক্ষক—ত্রিদণ্ডি [illegible] [illegible]

(৪৯) বার্লিন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়.

Berl W. 30

Eisenacher [illegible] 29 II

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—প্রথম ৪০
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে দ্বাদশ ৸৹
২। অনুভাষ্য বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। অনুভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। নবদ্বীপ-পঞ্জী ৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৩—১৲; ৩য় খণ্ড—৸
৩—৸৹
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—১৲; ২য় খণ্ড—৸৹
৭। শ্রীচৈতন্যদেব—১৲
৮। সৎক্রিয়াসার—দীপিকা ও সংস্কার-দীপিকা ১।৹
৯। বৈষ্ণব ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸৹
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।৹
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরুদ্ধ-মত ।৹
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸৹
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ।৹
১৮। সাধন-আমুখ ।৹
১৯। ভাক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৸৹
২১। গৌড়ীয়-গাথিকা ৸৹
২২। ভজন-রহস্য ।৹
২৩। শ্রীচৈতন্যভাগবতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ ৪ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
২৬। গীতার কেবল মূল-ভাষা ।৹
২৭। মুক্তাচরিত্র অনুগৌরভাবসাগর ২৲
২৮। বেদান্তদর্শন সাংখ্য ।৹
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸
৩০। দীন-দিন দর্পণ ৶৹
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৶৹
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।৹
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸৹
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶৹
৩৫। গীতমালা ৴১৹
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶৹
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶৹
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।৹
৩৯। ব্রজগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ।৹
৪০। শরণাগতি ৴৹
৪১। গীতাবলী ৴৹
৪২। চিত্রে নবদ্বীপ ১।৹
৪৩। সন্দিগ্ধ ৴৹
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴৹
৪৫। নবদ্বীপশতক
৪৬। সর্বপ্রজ্ঞক
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১৹
৪৯। আম্নায় ৫।৹
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম খণ্ড) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।৹
৫২। মাধ্যবলী (সানুবাদ) ।৹
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸৹
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ৹
৫৫। রসমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।৹
৫৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৴৹
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।৹
৫৮। শ্রীকৃষ্ণলেখ ৶৹
৫৯। শিক্ষাষ্টক ৶৹
৬০। সাংখ্যবাণী ৴৹

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যলীলামৃত সারঃ ।৹
৬১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিজয়ঃ ।৹
৬২। সটিক শিক্ষাষ্টকম্ ।৹
৬৩। তত্ত্বসূত্রম্ ।৹
৬৪। সার্থক শিক্ষাষ্টক ৸৶৹
৬৫। গৌড়ীয়মঠের পাঠচক্র ৴৹
৬৬। সারার্থদর্শনম্ ৶৹

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৭। রায় রামানন্দ ।৹
৬৮। এ ভিউ আর্ডিন অব বেদান্ত ।৹
৬৯। নামভজন ।৹
৭০। বেদান্ত—ইট্‌স্ মরফলজি অ্যাণ্ড অন্টলজি ।৹
৭১। থিয়েষ্টিক আর্কস ৸৶৹
৭২। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।৹
৭৩। বৈষ্ণবীজম্ ।৹
৭৪। গোল্ডেন গৌড়ীয়মঠ ইন ব্রুট ৴৹
৭৫। দি ভাগবত ।৹
৭৬। এসোটিক প্রিন্সিপল অ্যাণ্ড আবেন্ডেড ডিভোশন
৭৭। ব্রহ্ম-সংহিতা
৭৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম ভাগ) ১৫

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৭৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।৹
৮০। সাধন-পথ ।৹
৮১। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১৹
৮২। গীতাবলী ৴৹
৮৩। শরণাগতি ৴৹

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৪। শরণাগতি ৴৹

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। পিত্তাধিক্য প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৸৶৹ আনা, বড় বোতল ১৶৹ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত চালিয়াবিরজাপ্রসন্ন ও ব্যবসায়ী জে. বি. দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে. বি. দত্ত এণ্ড কোং
কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার
কলিকাতা

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণে লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে কথাসার ও শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸৹ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তকাব্যতীর্থ-সম্পাদিত ও
মহামহোপদেশক কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ ভাগবতশাস্ত্রী এম, এ, বি, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

[ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিসারঙ্গ সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম-এ, মহোদয়ের স্রোতগবেষণা এবং পাণ্ডিত্য লেখনীর অমৃতরস আস্বাদন করিতে একাধারে দর্শন এবং এক ও অদ্বয়ের জীবনচরিত-পাঠে বহু চিত্র এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ যথাচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের প্রামাণ্য মতবাদের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক আলোচনা প্রথম খণ্ডে ৩০শ অধ্যায়ে, প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় চতুর্দ্দিক বিস্তৃত। শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের লিখিত মুখবন্ধ (Foreward), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকা (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সাজান শব্দসূচীপত্র (Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। প্রতি খণ্ড ৩৷৷ টাকা ভিক্ষায় কলিকাতা বাগবাজার গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। বৈদিকরত্ন শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৷৷০

৪। নদীয়াপ্রকাশ—শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ মহাশয় সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ বিষ্ণুপদ সেবাতীর্থ বি-এল, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া গৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১৷৷০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল শ্লোক অক্ষরে এবং তাহার বর্ত্তমান যুগে শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। খাতা কাগজে ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০২৩ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোক সূচী, পদসূচী, গ্রন্থসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়সূচী, স্থানসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচীপত্র। সমগ্র শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অভিনব বিরাট সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কোথাও আর কখনও প্রকাশিত হয় নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠকমাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৯৲ নয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চতুর্দ্দিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

আমাদের বিশেষত্ব

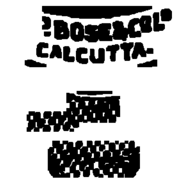

আমাদের এই তারা বার্লী আধুনিক উন্নত বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুযায়ী মেশিনে এবং সেই শক্তিমান বার্লী বিশেষজ্ঞ শ্রীযুক্ত টি, সি, বসু মহাশয়ের চাক্ষুষ ও সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধানতায় প্রস্তুত। ইহারই একমাত্র বিজ্ঞকর্ম্ম দক্ষতায় একদিন এসিয়া মহাদেশের সুপ্রসিদ্ধ বিস্কুট ও বার্লী প্রস্তুত কারক স্বনামধন্য স্বর্গীয় শ্রীযুক্ত কে, সি, বসু মহাশয় বিস্কুট ও বার্লী প্রচলন করিয়া জগতে আদর্শ স্থানীয় হইয়া ছিলেন। এই ব্যবসায় ইহার অভিজ্ঞতা ১৬ বৎসরেরও অধিক কালের। ইহা হস্ত পৃষ্ট নহে।

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৪৬,	১০—৩১,	১৩—২২	১৭—৩৮,	১৯—৪৪
স্বরূপগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—০৫
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩০,	১১—১৩,	১৪—৬	১৮—১৬,	২০—১২

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

[illegible]

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৫৫	৯-২৫	১২-১০	১৩-৩৪	১৫-৪৭	১৮-৩১
স্বরূপগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫০	৯-৩০	১২-১৯	১২-৪২	১৫-৫৭	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-৫১	১৩-১২	১৬-১২	১৯-১১

পোঃ বাগবাজার কলিকাতা

সচিত্র নবদ্বীপ পঞ্জিকা

ভিক্ষা—মাত্র ৵০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ

পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈনিক

RE GC 1544

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র মঙ্গল-প্রচার-প্রয়াসী জগতের একমাত্র মুখপত্র

১০ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৪ঠা জ্যৈষ্ঠ, শনিবার ১৩৪২, ১৮ই মে ১৯৩৫ [৬৬শ সংখ্যা

চৈতন্যোপনিষদ্
বঙ্গ অক্ষরে মূল ও অনুবাদসহ প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি উত্তম। ভিক্ষা ।০ মাত্র। শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

"গৌড়ীয়"
৭ম বর্ষ হইতে ১১শ বর্ষ পর্যন্ত প্রতি বর্ষ কাপড়ে বাঁধাই ভিক্ষা ৩।০ মাত্র। শ্রীগৌড়ীয় মঠ বাগবাজার, কলিকাতা

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

—:০:—

তপ্তলৌহ সেঁকা-দ্বারা নির্য্যাতন

হায়দ্রাবাদ (দাক্ষিণাত্য) হইতে প্রকাশ, গত শনিবার চতুর্থ সিটি ম্যাজিষ্ট্রেট রায় ব্রিজমোহন লালের এজলাসে অনৈক উচ্চতম রাজপুরুষের আত্মীয়া মেহেরী বেগমের বিরুদ্ধে তাঁহার ৮ বৎসর বয়স্ক ভৃত্য আবদুল কাদিরকে নির্য্যাতনের অভিযোগে এক চাঞ্চল্যকর মামলার একদফা শুনানী হইয়া গিয়াছে। আদালতগৃহ লোকে লোকারণ্য হইয়াছিল।

আসামী একজন পর্দানশীন মহিলা। তিনি মামলার শুনানীর সময় আদালতে উপস্থিত ছিলেন না।

অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ, বালকটিকে আসামীর দাসী কিম্বা আলী বেগ গৃহ-কর্ম্মাদি করিবার ও আসামীর দুই সন্তানের উপর নজর রাখিবার জন্য নিযুক্ত করেন। অভিযোগে প্রকাশ, আসামী মেহেরী বেগম সর্ব্বদাই বালকটির প্রতি নির্দ্দয় ব্যবহার করিতেন এবং তপ্ত লৌহ দ্বারা তাহার শরীরের নানাস্থানে সেঁকা দিতেন ও তাহাকে প্রহার করিতেন। গত ২৭শে মার্চ বালকটি তাহার মনিবের বাড়ী হইতে পলায়ন করিয়া কাঃবদ্দিন নামে অনৈক শিক্ষকের বাড়ী গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে। শিক্ষকটি আবার তাহাকে অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটি পুলিশ সুপার মিঃ করিমদ্দিনের নিকট প্রেরণ করেন। শেষোক্ত ব্যক্তি পুলিশে সংবাদ দেন এবং তদন্তের পর পুলিশ আসামীর নামে মামলা দায়ের করে। আদালত আসামীকে বিচারের জন্য সোপর্দ্দ করেন। বালকটিকে চিকিৎসার জন্য পুলিশ হাসপাতালে প্রেরণ করা হয় ও চিকিৎসার পর তাহাকে শাহ নগরে ভিক্টোরিয়া অনাথাশ্রমে রাখা হইয়াছে।

বালক ভৃত্য আবদুলকাদির আদালতে সাক্ষ্য প্রদান প্রসঙ্গে বলে যে, আসামী যখন তখন অসন্তুষ্ট কারণেই তাহাকে প্রহার করিতেন এবং তিনি সর্ব্বদাই তাহাকে খামচি মারিতেন ও তপ্ত লৌহ দ্বারা সেঁকা দিতেন। বালকটি আদালতে তাহার হাতে, পিঠে ও অন্যান্য বহু সেঁকার দাগ দেখান।

গুলীদ্বারা সাতজন নিহত

এলাহাবাদ হইতে প্রকাশ যে, আলিগড় জেলার কোনও গ্রামের এক ব্রাহ্মণ উপর্য্যুপরি গুলী ছুড়িয়া একজন কনেষ্টবল এবং অপর পাঁচ ব্যক্তিকে হত্যা করিয়া পলায়ন করিয়াছে, পুলিশ তাহার অনুসন্ধান করিতেছে। যে তাহার সন্ধান জানাইয়াছিল ঐ ফেরারী ব্রাহ্মণ তাহাকে মধ্য রাত্রিতে নিদ্রিত অবস্থায় গুলী করিয়া হত্যা করিয়াছে।

দস্যুদ্বয় গ্রেপ্তার

করাচী হইতে প্রকাশ, আমির ও লকী নামক দুই নামজাদা দস্যু ধৃত হওয়ায়, চাঞ্চল্যকর রহস্য প্রকাশিত হইয়াছে। তাহারা পুলিশের নিকট এই মর্ম্মে স্বীকারোক্তি করিয়াছে যে, আবদুল রহমান নামক যে নামজাদা দস্যুর প্রকাশ্যে ফাঁসি হইয়াছে তাহারা তাহার দলের লোক। সীমান্তের কালাত রাজ্যের কোনও উপজাতির পরাক্রান্ত নেতা সর্দ্দার নূর খাঁ তাহাদিগকে সাহায্য করিয়া থাকে। তাহারা আরও স্বীকার করিয়াছে যে, সর্দ্দার তাহাদিগকে ৭টি রাইফেল ও ৬০০ টোটা দিয়াছিল যে, তাহাকে লুণ্ঠিত দ্রব্যাদির অংশ প্রদান করিতে হইবে।

এভারেষ্ট অভিযানের উদ্যোগপর্ব্ব

১৯৩৬ সালের এভারেষ্ট অভিযান সম্পর্কে পর্য্যবেক্ষণকারী দলের সদস্য মিঃ এইচ ডব্লিউ টিলম্যান এসোসিয়েটেড প্রেসের প্রতিনিধির নিকট বলেন যে পূর্ব্ববর্ত্তী অভিযান সমূহের ন্যায় এবার তাঁহারা চম্বক উপত্যকা হইয়া যাইতেছেন না আরও পূর্ব্বদিকের অন্য রাস্তা দিয়া যাইবেন। দলের অন্যান্য সদস্যগণ যদি ২১ শে তারিখে এখানে পৌঁছেন, তাহা হইলে পর্য্যবেক্ষণ কার্য্যের জন্য ২৪শে তারিখে তাঁহারা দার্জ্জিলিং হইতে যাত্রা করিবেন। এই দলের মুখ্য উদ্দেশ্য হইতেছে যে, আগামী বৎসরের অভিযানের জন্য লোক ও আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি নির্ব্বাচন আবহাওয়া যদি অনুকূল থাকে, তাহা হইলে এই দল প্রায় ৩ মাস কার্য্য করিয়া সেপ্টেম্বরের শেষভাগে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন। মিঃ টিলম্যান আরও বলেন যে, তাঁহাদের নেতা শিপটন ব্যতীত দলের অপর সকলেই নূতন। মিঃ শিপটন গত অভিযানের অন্যতম সদস্য ছিলেন।

মিঃ টিলম্যান ইতোমধ্যেই ১২ জন অভিজ্ঞ পর্ব্বতারোহী কুলী নিযুক্ত করিয়াছেন এবং তাঁবু প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়াছেন। পর্য্যবেক্ষণ কার্য্যের জন্য ঐগুলি আবশ্যক হইবে।

মিঃ শিপটনের দলের সহিত হিমালয়ান ক্লাবের সদস্যগণের যোগদান সম্বন্ধে এপর্য্যন্ত কোন কথাবার্ত্তা হয় নাই বলিয়া জানা গিয়াছে।

১৯৩৬ সালের এভারেষ্ট অভিযানের পর্য্যবেক্ষণকারী দলের আর একজন সদস্য মিঃ এল ভি ব্রায়াণ্ট ১৫ই মে দার্জ্জিলিং পৌঁছিয়াছেন। মিঃ ব্রায়াণ্ট নিউজিল্যাণ্ডের লোক।

শমুক পাহাড়ে অগ্নিকাণ্ড

গত ১১ই মে অপরাহ্ণে দার্জ্জিলিং হইতে প্রায় ১৫ মাইল দূরে শমুক পাহাড়ে অগ্নিদেবের রুদ্রলীলা আরম্ভ হয়। ঐ পাহাড়টী সিংকম রাজ্যের অন্তর্গত সংরক্ষিত অঞ্চল। গত ১২ই মে সন্ধ্যায় অগ্নিস্তূপ চরমে উঠিয়াছিল এবং উহা দার্জ্জিলিং হইতে স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল। ঐ বনের মধ্যে কোন ঘরবাড়ী নাই বটে; কিন্তু অগ্নিকাণ্ডের ফলে বহু ছিন্নের জন্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে বলিয়া মনে হয়। সাধারণতঃ এই জাতীয় আগুন নির্ব্বাপিত করিতে অনেক সময় ও পরিশ্রমের প্রয়োজন হয়।

সংজ্ঞাহীন যুবক

পদ্মপুকুর লেন নিবাসী বিংশতি বর্ষীয় জনৈক যুবককে গত মঙ্গলবার ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের ট্যাঙ্কের নিকট সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পাওয়া যায়। তাহাকে শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হইলে তথায় চিকিৎসাগুণে যুবকের সংজ্ঞা ফিরিয়া আসে। প্রকাশ, সে কতক পরিমাণ টিংচার আইওডিন ভক্ষণ করিয়াছিল। যুবক তাহার এবম্বিধ দুষ্প্রবৃত্তির কোনও কারণ প্রকাশ করে নাই।

হত্যার সংবাদ

রাঁচী হইতে পঁচিশ মাইল দূরে বাটাগোয়া গ্রামে জনৈক সাধু নিহত হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। ঐ সাধুর নাম সিতারাম দাস বাবাজী। এই ঘটনা সম্পর্কে একজনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। নিহত সাধুর মঠ অযোধ্যার নিকট কোন স্থানে। তিনি বিহার প্রদেশের নানাস্থানে তাঁহার শিষ্যদের সহিত সাক্ষাৎ করিতেছিলেন।

কৃষ্ণনগর-নবদ্বীপঘাট-লাইট রেলওয়ে

এই লাইট রেলওয়েটীর কল্যাণে স্থানীয় জনসাধারণের কি প্রকার অসুবিধা হইতেছে তাহার আভাস আমরা নদীয়া প্রকাশের গত সোমবারের সংখ্যায় 'রেলওয়ে দুর্ঘটনা' শীর্ষক সংবাদে দিয়াছি। গত মঙ্গলবারের আনন্দবাজার পত্রিকায়ও এতৎসম্পর্কে কিছু প্রকাশিত হইয়াছে। গত ১০ই মে শুক্রবার মহেশগঞ্জনিবাসী জীবন সর্দার নামক এক ব্যক্তির একটী কচি বাছুর ১১৮ নং ডাউন ট্রেণের চাকায় পড়িয়া মারা গিয়াছে বলিয়া আমাদের নিকট সংবাদ আসিয়াছে। এই প্রকার দুর্ঘটনা প্রায়ই হইতেছে। মহেশগঞ্জের জমিদার মিঃ রণজিৎ পাল চৌধুরীর একটী বড় ষাঁড় রেল লাইনে চাপা পড়িয়া গিয়াছে বলিয়া তিনি রেলওয়ে কোম্পানীর বিরুদ্ধে মামলা করিয়াছেন। দরিদ্রলোকদের মামলার পয়সা কোথায়? জেলার জনহিতকর প্রতিষ্ঠান জেলাবোর্ডের দৃষ্টি এদিকে আছে কি? মিঃ পালচৌধুরীও জেলাবোর্ডের একজন সদস্য; তিনি নিজের ও প্রজাবৃন্দের সুবিধার জন্য কি করিতেছেন?

বারদীর ব্রহ্মচারীর আশ্রম

ঢাকার অতিরিক্ত জিলা জজের আদালতে সুবোধচন্দ্র নাগ প্রভৃতি কয়েক ব্যক্তি প্রকাশ চন্দ্র নাগ প্রভৃতির বিরুদ্ধে, তাহাদিগকে ঢাকা বারদীর বাবা লোকনাথ ব্রহ্মচারীর আশ্রমের পরিচালনার কার্য্য হইতে অপসারিত করিবার জন্য এক মামলা দায়ের করেন। অতিরিক্ত জিলা জজ বাদীর অনুকূলে ডিক্রী প্রদান করেন। জজ ঐ আশ্রমকে জনসাধারণের সম্পত্তি বলিয়া ঘোষণা করেন এবং বিবাদীগণকে ট্রাষ্টির পদ হইতে অপসারিত করিবার আদেশ দেন। জজ উক্ত আশ্রম পরিচালনা কার্য্যের জন্য একটি পরিকল্পনা গঠন করিবার জন্য নির্দেশ দেন। উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে অন্যতম বিবাদী প্রকাশ চন্দ্র নাগ হাইকোর্টে আপীল নিষ্পত্তি সাপেক্ষে মামলার পরবর্তী অনুষ্ঠান স্থগিতের জন্য রুল জারীর প্রার্থনা করেন। তদনুসারে বিচারপতি মিঃ ডি এন মিত্র ও মিঃ ঘোষ রুল জারী করেন। গত মঙ্গলবার বিচারপতিগণ উক্ত রুল বহাল রাখেন এবং আগামী জুন মাসের শেষ পর্য্যন্ত মামলার পরবর্তী অনুষ্ঠান স্থগিত রাখিবার আদেশ দিয়াছেন।

দরখাস্তকারীর পক্ষে বক্তব্য বিষয় এই যে, বিবাদী কোন প্রকার বিশ্বাসভঙ্গের অপরাধে অপরাধী নহে। পক্ষান্তরে তিনি ঐ আশ্রমের নৈতিক ও আর্থিক অনেক উন্নতিসাধন করিয়াছেন। সুতরাং আপীল দায়ের থাকাবস্থায় উক্ত মামলায় পরবর্তী অনুষ্ঠান আরম্ভ করা বৃথা হইবে। ইহাও বলা হয় যে, ২রা জুন বাবা লোকনাথ ব্রহ্মচারীর মৃত্যু বার্ষিকী উৎসব সম্পন্ন হইবে। এই সময় দরখাস্তকারীকে উক্ত পদ হইতে অপসারিত করা হইলে, উৎসবের সমস্ত কাজ পণ্ড হইবে। ডাঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, তৎসহ মিঃ ভূপেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী দরখাস্তকারীর পক্ষে এবং শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ বসু তৎসহ মেসার্স প্রকাশচন্দ্র পাকাশী এবং অশ্বিনীকুমার ঘোষ অপর পক্ষে উপস্থিত ছিলেন।

ব্যাঘ্রকর্ত্তৃক শিকারী নিহত

ভূপাল রাজ্যের বাখরাম গ্রামে গত সপ্তাহের শেষে এক শিকার দুর্ঘটনায় জনৈক শিকারীর মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

এই শোচনীয় দুর্ঘটনার বিস্তৃত বিবরণে প্রকাশ ভূপালের নবাব বাহাদুর শিকারে বাহির হইয়া শিকারগড়ে উপনীত হন। তিনি এক মাচানে আরোহণ করিলে বনের মধ্য হইতে জন্তু বাহির করার জন্য বনের আশেপাশে ঠেঙ্গানী আরম্ভ করা হয়। ফলে একটী পূর্ণাবয়ব ব্যাঘ্র বনের মধ্য হইতে বাহির হয়। তখন নবাব বাহাদুর জন্তুটীকে গুলী করেন। আহত হইয়া ব্যাঘ্রটী পুনরায় বনের মধ্যে লুকায়। তখন মিঞা হাদি খাঁ নামে একজন শিকারীর সহিত নবাব সাহেব যে পথে জন্তুটী বনের মধ্যে প্রবেশ করে, সেই পথে উহার সন্ধানে অগ্রসর হন। ব্যাঘ্রটী তাঁহাদিগকে দেখিয়া ঝোপের মধ্য হইতে বাহির হইয়া হাদি খাঁর উপর লাফাইয়া পড়ে এবং তাঁহাকে ভীষণভাবে ক্ষতবিক্ষত করিয়া ফেলে। সাহায্যের জন্য হাদি খাঁর চীৎকার শুনিয়া নবাব সাহেব সেইস্থানে উপস্থিত হন। তিনি আহত ও মরিয়া জন্তুটীকে গুলী করিয়া শিকারী হাদি খাঁর শবের পার্শ্বে উহাকে ভূপতিত করেন।

কলিকাতায় কলেরা
জল ফুটাইয়া পান করা কর্ত্তব্য

পত্রান্তরে প্রকাশ, কলিকাতায় ব্যাপকভাবে কলেরা দেখা দিয়াছে। কলিকাতার পরিস্রুত পানীয় জল যে বিশুদ্ধ নহে, তাহা সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। পুরাতন পাইপের ফাটল দিয়া নানা ব্যাধির জীবাণু জলে মিশিবার সুযোগ পায়। সেজন্য পানীয় জল ফুটাইয়া লইয়া তাহা শীতল করিয়া পান করা কর্ত্তব্য। কলেরা পানীয় সাহায্যেই সংক্রামক হয়, ইহা স্মরণ রাখা উচিত।

ফরিদপুরে ডাকবাক্স ডাকাতি

১১ইমে ফরিদপুরের রাজবাড়ী পোষ্ট আফিস হইতে ডাকহরকরা বাইটকামারী, মধুখালী ও খালিয়ার যে ডাকের ব্যাগ লইয়া যাইতেছিল, তাহা লুঠ হইয়াছে। তাহার নিকটবর্ত্তী কাটাদিয়ার এই ঘটনা ঘটে। ডাকহরকরা গুরুতররূপে আহত হইয়াছে। সন্দেহক্রমে দুই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

রৌপ্যমুদ্রার পরিবর্ত্তে কিরূপ মুদ্রা চালান যায়

১৩ই মে পার্লামেন্টের কমন্স সভার অধিবেশনে রক্ষণশীল দলের সদস্য মিঃ ও লুইস জিজ্ঞাসা করেন,—যদি রূপার দাম বৃদ্ধি পাইয়া প্রতি আউন্স রূপার দর ৫১ পেন্সের উপরে যায়, তাহা হইলে ভারতের বাজারে প্রচলিত রৌপ্য মুদ্রা তুলিয়া লইয়া তাহার বদলে অপেক্ষাকৃত কম রূপা বিশিষ্ট অপর কোন প্রকার মুদ্রা প্রচলনের আয়োজন করা হইতেছে কি?

উত্তরে সহকারী ভারত সচিব মিঃ আর এ বাটলার বলেন,—সমস্ত অবস্থাটা বিশেষ সতর্কতার সহিত পর্য্যবেক্ষণ করা হইতেছে।

বজ্রাঘাতে মৃত্যু

বাঁকুড়া হইতে পাঁচমুড়ার এক সংবাদে প্রকাশ, কালেক্টরের বাংলার জনৈক খানসামা বজ্রাঘাতে অবিলম্বে নিহত হইয়াছে। প্রকাশ দুর্ভিক্ষের সাহায্য দান ব্যাপার পরিদর্শন উপলক্ষে কালেক্টর মিঃ টি এন. কুণ্ডা সহরে তাউনি করিয়া অবস্থান করিতেছিলেন। সাঙ্ক্য ভোজের খাবার লইয়া কালেক্টরের ছাউনীর খানসামা রান্না ঘর হইতে কালেক্টরের কক্ষে যাইতেছিল। সেই সময় বিদ্যুৎ চমকাইতে ছিল এবং বজ্র নির্ঘোষ হইতেছিল। খানসামাটী খাবার লইয়া যাইবার সময় বজ্রাঘাতে নিহত হয়।

অস্ত্রোপচার কক্ষে মৃতদেহ

লণ্ডন, হইতে প্রকাশ ১৩ইমে ব্যাটারসি নামক স্থানে অবস্থিত তাঁহার নিজস্ব অস্ত্রোপচার কক্ষে মিঃ আবদুল মজিদ খাঁ'র মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৫০ বৎসর হইয়াছিল। লণ্ডনের ভারতীয় মহলে তিনি বিশেষ পরিচিত ছিলেন। পঞ্জাবে তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল; তিনি যখন ইংলণ্ডে থাকিয়া অধ্যয়ন করিতেছিলেন তখন তাঁহার স্ত্রীর মৃত্যু হয়। ছয় মাস পূর্ব্বে তিনি স্নায়বিক অবসাদগ্রস্ত হইয়াছিলেন।

দুর্ঘটনা

ত্রিচুর, অন্তর্গত তিরুকাটী গ্রামে আতসবাজীর তিনবস্তাসহ বিস্ফোরণের ফলে চারি ব্যক্তি নিহত হইয়াছে। যে বাড়ীতে আতসবাজী প্রস্তুত হইয়াছিল, সেই বাড়ীটিও উড়িয়া গিয়াছে।

কলিকাতার বাজার দর

চাউলের দর

	প্রতি মণ
বাদখানি	৬৷০
বালা চাল	৫৸/০
কাটারীভোগ	৫৷/০-৫৸/০
বাঁকতুলসী	৫৸/০
বাগরা	৩৸/০
ঐ পুরাতন	৪৷০
পাটনাই উৎকৃষ্ট	৪৲
একারেজ কোয়ালিটি	৩৸/০
সিদ্ধ রেঙ্গুণ	২৸/০

চিনির দর

সাদা কাশী রেডি	৯৷০-৯৸/০
দেশী সাদা দানা	৮৷/০-৯৷০
,, লাল ,,	৮৷/০-৮৸/০
আতপ –	
নূতন আতপ	৩৷/০-৩৸/০
পেশোয়ারী	৮৷০-৮৸০
বাঁকতুলসী আতপ	৪৷/০-৪৸/০
ঐ বাখারি	৪৷০-৪৸০
পাটনাই আতপ	৪৷০-৪৸/০
কাটারিভোগ	৫৸০
ঐ রেঙ্গুণ	২৸০

ঘৃতের দর

রামসীতা প্রতি মণ	৫২৲
লক্ষ্মী গাওয়া	৪৭৲
রাজা গাওয়া	৪৫৷০
টেকা পুরুলা	৪৬৷০

আটা ও ময়দার দর

পেটেন্ট ময়দা প্রতি মণ	৫৷/০-৫৸০
গৃহস্থালীর ব্যবহারোপযোগী	৪৸০-৪৸/০
আটা (বি)	৪৸/০-৫৲
সুজী	৫০/০-৫৷০
আটা (এস)	৪৷/০-৪৸০
,, (২)	৪৷/০ ৪৸/০
,, (কে)	৪৷০-৪৷/০
,, (৩)	৩৸/০-৩৸০

সোণা-রূপা

	প্রতি ভরি	
টাকশালের বার	,, ,,	৩৫৵০
বড়ালের বার	,, ,,	৩৫/০
গিনি	,, ,,	১২৵০
চাঁদির বার	প্রতি ১০০ ভরি	৬৪৲
ঐ খুচরা	,, ,, ,,	৬৪৷০

লৌহ ও হার্ডওয়ার

টাটার তৈয়ারী	প্রতি হন্দর
লোহার কড়ি (ওয়েট বা বীম,মার্ক	৫৷০-৬৲
ঐ সে-মার্কা হালকা ওজন	৫৵০-৫৷/০
বরগা (টী আয়রণ)	৬৷/০-৬৸০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৬৲-৬৷০

সন্তোষকুমার মল্লিক এণ্ড সন্স লি
জগন্নাথঘাট, বড়বাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে ॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে ॥

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা ।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ ॥

১০ম বর্ষ { ৩০ মধুসূদন গৌরাব্দ ৪৪৯, ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ বঙ্গাব্দ ১৩৪২, ১৮ই মে ইং ১৯৩৫ শনিবার } ৬৬তম সংখ্যা

বালিয়াটী-প্রসঙ্গ

গত ২৬শে বৈশাখ অপরাহ্নে বালিয়াটী গদাই-গৌরাঙ্গ-মঠে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বিবেক ভারতী মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত হইতে মহারাজ অম্বরীষের উপাখ্যান পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। তাঁহার সুললিত ব্যাখ্যা শ্রবণে সকলেই পরমানন্দিত হইয়াছেন। পাঠের আদিতে ও অন্তে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হয়।

অতঃপর মঠরক্ষক শ্রীপাদ অনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ছায়াচিত্রযোগে মহাপ্রভুর লীলা প্রদর্শন করেন।

বিরাট্-নগর-সঙ্কীর্ত্তন

গত ২৭শে বৈশাখ অপরাহ্ণ ৪॥ ঘটিকার সময় বালিয়াটী শ্রীগদাই গৌরাঙ্গমঠ হইতে বার্ষিক-মহোৎসব-উপলক্ষে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজের নেতৃত্বে এক বিরাট্-নগর-সঙ্কীর্ত্তন বাহির হইয়াছিল। সাটুরিয়ার সঙ্কীর্ত্তন-দল ব্যাণ্ডপার্টিসহ এই নগর-সঙ্কীর্ত্তনে যোগদান করিয়াছিলেন। অন্যান্য দলও যোগদান করিয়াছিলেন। প্রায় পাঁচ শত ব্যক্তিসহ যখন সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা মৃদঙ্গ-করতাল-শঙ্খ-ঘণ্টা প্রভৃতির মাঙ্গলিকতানের সহিত মহাজন-পদাবলী ও মহামন্ত্র উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করিতে করিতে চলিতে থাকেন তখনকার দৃশ্য অতি মনোরম হইয়াছিল। সেই ধ্বনিতে গগন-পবন মুখরিত হইয়া যেন কীর্ত্তনধ্বনি আনন্দভরে চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত (Broad cast) হইতেছিল। সঙ্কীর্ত্তন-দল বালিয়াটীর ঘরে ঘরে যাইয়া কীর্ত্তন করিতে থা[illegible]

"প্রভুর আজ্ঞা [illegible] বাসি এক [illegible]।
বল কৃষ্ণ, ভজ [illegible] কৃষ্ণ-শিক্ষা ॥
* * *

"যাবৎ আছয়ে প্রাণ, দেহে আছে শক্তি।
তাবৎ করহ কৃষ্ণপাদপদ্মে ভক্তি ॥
কৃষ্ণ মাতা, কৃষ্ণ পিতা, কৃষ্ণ প্রাণ ধন।
চরণে ধরিয়া বলি—"কৃষ্ণে দেহ মন ॥"
* * *
"বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, লহ কৃষ্ণনাম।
কৃষ্ণ মাতা, কৃষ্ণপিতা, কৃষ্ণ ধন প্রাণ ॥
তোমা-সবা লাগিয়া কৃষ্ণের অবতার।
যেন কৃষ্ণ ভজ, সবে ছাড় অনাচার ॥"

সঙ্কীর্ত্তন-দল বালিয়াটী পরিভ্রমণ করিয়া ভাটারা গ্রামে গমন করেন। তথাকার পল্লীবান্ধব-সেবক-সমিতি সর্ব্বপ্রথম সঙ্কীর্ত্তন-মণ্ডলীর অগ্রণী শ্রীপাদ ভারতী মহারাজকে ও তৎপরে অন্যান্য কীর্ত্তনকারিগণকে পুষ্পমাল্যে অভিনন্দিত করেন। সন্ধ্যা প্রায় ৭ ঘটিকার সময় সঙ্কীর্ত্তন-মণ্ডলী শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

এই দিবস প্রাতে শ্রীপাদ হরেরাম ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত এবং মধ্যাহ্নিকের পর শ্রীমদ্ ভারতী মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত হইতে বৈষ্ণবগণ অম্বরীষের চরিত্র পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

উৎসবের অন্যান্য বিবরণ

গত ২৮শে বৈশাখ শ্রীপাদ হরেরাম ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী অন্যান্য দিনের ন্যায় প্রাতে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। অপরাহ্ণে ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীমদ্ ভারতী মহারাজ "সার্ব্বজনীন ভাগবত-ধর্ম্ম" সম্বন্ধে একটী সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। তৎপরে শ্রীপাদ অনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য ছায়াচিত্র-যোগে শ্রীগৌরাঙ্গ লীলা প্রদর্শন করেন।

গত ২৯শে বৈশাখ প্রাতে শ্রীপাদ হরে-রাম ব্রহ্মচারী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করিয়াছেন। এই দিবস সাধারণ মহোৎসবে নিমন্ত্রিত ও অনিমন্ত্রিত সহস্রাধিক ব্যক্তিকে প্রচুর পরিমাণে বিচিত্র মহাপ্রসাদ প্রদান করা হইয়াছে। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভারতী মহারাজের নেতৃত্বে মহোৎসব সুচারু-রূপে সম্পন্ন হইয়াছে। বালিয়াটীর সুপ্রসিদ্ধ জমিদার শ্রীযুক্ত মুরলীমোহন রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন রায় চৌধুরী ভক্তি-বিজয়, শ্রীযুক্ত মনোমোহন রায় চৌধুরী ভক্তিপ্রকাশ, শ্রীযুক্ত সত্যমোহন রায় চৌধুরী প্রমুখ সজ্জনগণ কায়, মন, বাক্য ও অর্থাদি দ্বারা এই মহোৎসবে সেবা করিয়া মঠরক্ষক শ্রীপাদ অনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারীকে সাহায্য করিয়াছেন। তজ্জন্য তাঁহারা সকলেই ধন্যবাদার্হ। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য যে-সকল ব্যক্তি শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের বাস্তব-সত্যবাণী-প্রচারে সহায়তা করেন, আমরা তাঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

ব্রহ্মদেশে প্রচার

শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম সেবক উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিবৈভব ও শ্রীপাদ সত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী রেঙ্গুণ হইতে গত ১লা জ্যৈষ্ঠ ষ্টীমার যোগে রওনা হইয়া প্রায় ৫০ মাইল দূরবর্ত্তী মউবিন নামক বন্দরে উপনীত হন। তথাকার সুপ্রসিদ্ধ উকীল শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্র নাথ দত্ত এম্-এ, বি-এল্ মহোদয়ের গৃহে অবস্থান করিয়া দিবসত্রয় শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করেন। স্থানীয় বিশিষ্ট ভদ্রমহোদয়গণ ন[illegible] [illegible]-প্রচারে সাহায্য করেন। [illegible]বাসী শ্রীচৈতন্যবাণী-শ্রবণে আগ্রহী ভদ্রমহোদয়গণের নাম নিম্নে প্রদত্ত

মিঃ কে, এন, দত্ত এম-এ, বি-এল অ্যাডভোকেট; মিঃ এইচ, এল, দে এম-এ, বি-এল; মিঃ এইচ, দে বি-এ, বি-টি; মিঃ বি, সি, মুখার্জ্জি বি-এল; মিঃ এম্, আর, বসু বি-এল; মিঃ এম্, সি দত্ত পোষ্টমাষ্টার; মিঃ বি, সি, সেনগুপ্ত, সিনিয়র টীচার, গভর্ণ-মেণ্ট হাইস্কুল; মিঃ বি, সি বসু, বি-এ, এল-এল-বি, লণ্ডন; ডাঃ বি, কে দাস এল-এম্-পি; ডাঃ এ, বি দাস এল, এম, এফ, ইত্যাদি।

নবদ্বীপ-পঞ্জিকা

২৯ মধুসূদন ৩ জ্যৈষ্ঠ ১৭ মে শুক্র তিথি অবায় গৌরচতুর্দ্দশী পরা দি ৩৫০ স্বাতী সুচিত্রবা দি ২।৩৫ বরীয়ান্‌যোগ বা ৩।২৭ বণিজকরণ দি ৩।৫০ গতে বিষ্টিকরণ ৩।৫১ গতে ববকরণ। শ্রীশ্রীনৃসিংহ-চতুর্দ্দশীব্রত। শ্রীশ্রীনৃসিংহদেবের আবির্ভাবোৎসব ও উপবাস।

৩০ মধুসূদন ৪ জ্যৈষ্ঠ ১৮মে শনিবার অবায় জীবোদ্ধারিণী পূর্ণিমা ঢক্রী দি ৩।৫৩ বিশাখা সম্ভব দি ৩।২১ পরিঘযোগ বা ২।১৮ ববকরণ। শ্রীকৃষ্ণের ফুলদোল ও সলিলবিহার মহোৎসব। শ্রীঠাকুর পরমেশ্বরী দাসের তিরোভাব

[illegible] ৫ জ্যৈষ্ঠ রবিবার
সজ্ঞ বাসুদেব কৃষ্ণপ্রতিপদ্ [illegible]
অনুরাধা ভাবন দি ৩.৩৭ শিবযোগ বা ১২।৫৫ কৌলব-করণ
[illegible] ৬ জ্যৈষ্ঠ [illegible]
[illegible] দি [illegible]
জ্যেষ্ঠা [illegible] দি [illegible]
[illegible] বা
১।৫১

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৩০ মধুসূদন অব্দ ক্ষীরোদশায়ী ৪৪৯

সেবকের স্বভাব

মনুষ্যের চরিত্র ও সেবকের অন্তরের ভাব কার্য্য ও ঘটনার দ্বারা অবগত হওয়া যায়। ছোটখাট কাযের প্রশৃঙ্খলায় দ্বারা সেবকের পরিচয় কিছু কিছু পাওয়া যায় বটে, কিন্তু প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায়—দুর্ঘটনা ও কঠোর পরিশ্রমের সময়। যে-পর্য্যন্ত কোনও আয়াসের মধ্যে পড়িতে না হয়, সে-পর্য্যন্ত অনেকেই আনুগত্য দেখাইতে পারে; কিন্তু এই আনুগত্য একটু কষ্টকর কার্য্যের সময়ে অনেকেরই লোপ পায়। মুখে 'পারিব না' না বলিলেও, কার্য্যের সময় উদাসীন থাকিয়া বা গা বাঁচাইবার চেষ্টা করিয়া অনেকেই স্ব-স্বরূপ প্রকাশ করিয়া থাকে। অবশ্য প্রকৃত সেবক কখনও তাহা করেন না। ভগবৎসেবাধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া যাঁহারা সদ্গুরুপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, প্রভুর মনোহভীষ্ট-পূরণই তাঁহাদের জীবনের ব্রত। সাক্ষাৎ আদেশপালনে তাঁহারা বিন্দুমাত্রও কালবিলম্ব ত' করেনই না, অধিকন্তু সাক্ষাৎ আদেশ না পাইলেও শ্রীগুরুপাদপদ্মের অভিপ্রায় আকারে, ইঙ্গিতে বা যে কোনও প্রকারে জানিতে পারিলেই তদনুসারে কার্য্য করিয়া প্রাণপাত পরিশ্রমেও তাহা সম্পন্ন করিয়া থাকেন।

নীতিশাস্ত্র বলেন, বালক হইতেও যুক্তিযুক্ত কথা গ্রহণ করিতে হইবে, আর যুক্তিহীন দুর্ব্বাক্য বৃদ্ধ ব্যক্তির নিকট হইতেও গ্রহণীয় নহে। প্রকৃত মানুষ হইবার যাঁহার বাসনা, তিনি জগতের বিভিন্ন ঘটনা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া নিজের ভিতরের দোষের প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক তাহা সংশোধনের প্রয়াস পান। সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিহীন তাহারা, যাহারা আপনাদিগকে বুদ্ধিমান মনে করিয়া নিজের দোষ চাপা দিবার প্রয়াস দ্বারা আত্মসংশোধনের জন্য যত্নবিশিষ্ট হয় না। বদ্ধজীবমাত্রেরই দোষ আছে; সেই দোষ সংশোধনের চেষ্টা না হইলে ভীষণ অসুবিধায় পড়িতে হয়, কারণ এক দোষ আরও বহু প্রকারের দোষ আনয়ন করে। তজ্জন্যই বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সর্ব্বদাই আত্ম-সংশোধনের জন্য প্রয়াস পান। চিকিৎসকের নিকট রোগলক্ষণ গোপনে রাখা রোগীর বুদ্ধিমত্তার পরিচয় নহে। শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের পাদপদ্মে আমরা আসিয়াছি সংশোধিত হইতে; দোষী হইয়াও তাঁহাদের নিকট দোষ অস্বীকার করিলে নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দেওয়া হয় মাত্র। তাহাতে দুই প্রকারে অসুবিধা হয়; একদিকে শ্রীগুরুজনগণের নিকট মিথ্যা কথা বলায় ভীষণ অপরাধ হয়, অপর দিকে দোষ সংশোধনের যে উপায় তাঁহাদের নিকট পাওয়া যাইত, তাহা হইতে বঞ্চিত থাকিয়া দোষকে বর্দ্ধিত হইতে সুযোগ দেওয়া হয়।

মনুষ্যের মনুষ্যত্ব—ভগবৎসেবাপ্রাণতায়। গুরু-বৈষ্ণব সেবার ফলে তাঁহাদের অনুগ্রহেই অধোক্ষজসেবা লাভ হয়। সুতরাং কায়মনোবাক্যে সর্ব্বক্ষণ গুরুবৈষ্ণবসেবায় নিযুক্ত থাকাই বুদ্ধিমত্তার পরিচয়। যাহারা পাশ কাটাইয়া সেবা হইতে বঞ্চিত থাকিতে চায়, কস্মিন্‌কালেও তাহাদের মঙ্গল হয় না। বঞ্চক হইবার প্রয়াসিগণের শ্রেণী নিম্নলিখিত শ্লোকটীতে দেখিতে পাওয়া যায়—

অনির্দ্দেশ্যাজ্ঞাবকো বাণঃ
কর্ত্তব্যঃ কিমেকাকী।
শ্রেণিত শ্রেষকৈষ্টের বচ্ছেতে সেবকাধমাঃ॥

এক শ্রেণীর ভাদৃশ ব্যক্তি অলিসদৃশ; অলি যে-প্রকার গুন্ গুন্ করে, সেই প্রকার এই শ্রেণীর ব্যক্তি কোনও কার্য্যের আদেশ পাইলে "আজ্ঞে, আমার শরীর ভাল নহে, আমি দুর্ব্বল, আমি এখন কোনও কার্য্য করিতে পারিব না—অন্য কাহাকেও বলুন, আমার শরীর কেমন কেমন করিতেছে" ইত্যাদি প্রকারে গুন্ গুন্ করিয়া কার্য্য করিবার অনিচ্ছা প্রকাশ করে।

দ্বিতীয় শ্রেণীর ব্যক্তি জ্যোতিষী সদৃশ—জ্যোতিষের ন্যায় ভবিষ্যদ্বাণী বলিতে আরম্ভ করে। কোন কার্য্য বলিলে "আজ্ঞে, আমি ত' সেই স্থানে গিয়াছিলাম (না যাইয়াও) তাহা এখনও শেষ হয় নাই, এই সময়ের মধ্যে ঐ লোকটা এই কার্য্য করিতে পারে কি, ঐ কার্য্যের জন্য অমুক ব্যক্তির যাইবার কথা—বোধ হয় যাইয়া থাকিবে" এই প্রকারের কথা ব'লিয়া কার্য্য হইতে অব্যাহতি পাইবার চেষ্টা করে।

তৃতীয় শ্রেণীর ব্যক্তি—বাণসদৃশ; বাণ যে-প্রকার একবার ছুড়িলে আর ফিরিয়া আসে না, সেই প্রকার, এই শ্রেণীর ব্যক্তি কোন কাযের আদেশ পাইলে, একবার যে কাযের নামে চলিয়া যায় আর ফিরিয়া আসে না, কি করিল—না কারণ তাহাও জানায় না। যাহাতে আর কাযের কথা কেহ না বলিতে পারে, তজ্জন্য গা ঢাকা দিয়া থাকে।

চতুর্থ শ্রেণীর ব্যক্তি কর্তব্যমূঢ়; তাহাদিগকে যাহাই বলা যাউক না কেন, তাহারা কোনও প্রকার উত্তর দেয় না—চুপ করিয়া থাকে, কোনও কাযও করে না।

পঞ্চম শ্রেণীর ব্যক্তি, একাকী কোনও কায করা যায়, এই প্রকার কোনও কাযের আদেশ পাইলেও বলে—"আজ্ঞে, একাকী কি এই কায করা চলে? আরও কয়েকজন লোক দেন, তাহা হইলে একবার চেষ্টা করিয়া দেখি।"

ষষ্ঠ শ্রেণীর ব্যক্তি কোনও আদেশ পাইলে তৎক্ষণাৎ অপর ব্যক্তিকে আদেশ করে, দ্বিতীয় ব্যক্তি আবার তৃতীয় ব্যক্তিকে আদেশ করে, তৃতীয় ব্যক্তি চতুর্থ ব্যক্তিকে আদেশ করে। এই প্রকারে আদেশ-পরম্পরা চলিতে থাকে, কিন্তু প্রকৃত কার্য্য কিছুই হয় না।

পূর্ব্বোক্ত ছয় প্রকারের যেকোনও প্রকার লক্ষণ থাকিলে সেবার উন্নতি করা যাইবে না। সুতরাং প্রকৃত সেবাভিলাষী ব্যক্তিকে সর্ব্বদা সাবধান থাকিতে হইবে। দুষ্ট মন সর্ব্বদাই আমাদিগকে সেবা হইতে বঞ্চিত করিতে চাহে। সুতরাং ঐ দুষ্ট মন আমাদের প্রতি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শত্রুতাচরণ করে। এই অন্তঃশত্রুকে দমন করা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। কৃত্রিম উপায়ে তাহাকে দমন করা যায় না। সর্ব্বদা গুরু-বৈষ্ণব-সেবায় নিযুক্ত থাকাই মনঃনিগ্রহের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়। তাই বলি, গুরু-সেবকের লক্ষণ—সেবাপ্রাণতা—সেবানিষ্ঠতা। সেবানিষ্ঠতাই প্রাণ; সেবাহীনতা বা সেবায় ফাঁকি দেওয়াই মৃত্যু।

"আপনারা কি সাঁতার জান?"

[শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী লিখিত]

ভৈরব নদীর তীরেই বাবির বাড়ী ছিল। গ্রামের নাম নিত্যানন্দপুর। ভূম্যধিকারী জগদীশ রায়ের তালুকের মধ্যেই এই গ্রামটী অবস্থিত। আর্থিক অবস্থায় চির-অসচ্ছলতা-প্রযুক্ত বাবির পিতামাতা পুত্রের নাম রাখিয়াছিল কাঙ্গালী। কাঙ্গালী চিরকালই কাঙ্গাল; কিন্তু সমস্তায় কাঙ্গালী নহে। কূটবুদ্ধি, মিথ্যা, প্রবঞ্চনা প্রভৃতি এবং যাহার মধ্যে মানুষ প্রকৃত অর্থ অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ বা পরমার্থ শ্রীকৃষ্ণভক্তি হইতে চিরবঞ্চিত থাকিয়া প্রকৃত কাঙ্গালী আখ্যা প্রাপ্ত হয় সেই আধ্যাত্মিক অর্থের কাঙ্গালী ছিল—পরমার্থের কাঙ্গালী নহে।

কাঙ্গালী ভৈরব নদীতে খেয়া দেয়। তাহাতে যাহা লভ্য হয় তাহাই তাহার জীবন-যাত্রার একমাত্র সম্বল। কিন্তু খেয়ার যে আয়টুকু সে সম্বল বৃত্তিরই উচিত, তাহা কেহ জোর গলায় বলিতে পারে না। যাহা হউক, বিজ্ঞ ব্যক্তি তাহার এই সংসার কিরূপে চলে? এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে গিয়া বোধ হয় বলিবেন যে, "ভগবান্‌ই এ ক্ষেত্রে তাঁহার গীতায় উক্ত "যোগক্ষেমং বহাম্যহম্" প্রতিজ্ঞার সার্থকতা সম্পাদন করিয়া কাঙ্গালীর পরিবার প্রতিপালনে ব্যস্ত ছিলেন।"

একদা অবেলায় অর্থাৎ চারিটা কি সাড়ে চারিটার সময় জ্যৈষ্ঠ মাসের ক্লান্ত রবি পশ্চিমগগনে আপনার মনে আপন ভবনে যাইবার জন্য উপনীত হইলেন। তিনি যেন তখন আরক্ত-নয়নে রক্ত বর্ণ জগতীর প্রতি তীব্র দৃষ্টি করিতেছিলেন। কাঙ্গালী আপন খেয়া বাইয়া অনন্তের পানে দৃষ্টিনিবদ্ধ করতঃ গাহিতেছিল—

"সংসার-তটিনী স্রোত বহে শেষ
মরণ নিকটে মোর।
সব সমাপিয়া ভজিব তোমায়
সে আশা বিফল মোর॥"

প্রখর রৌদ্রের তেজ কমিয়া আসিলেও উত্তপ্ত ধরণী তখনও শীতলতা প্রাপ্ত হয় নাই; গরম হাওয়া উগ্র স্বভাবে তখনও বহিতেছিল এবং সেই হাওয়ার ফলেই রৌদ্রের তাপনিবারণের জন্য কাঙ্গালীর মস্তকোপরি রক্ষিত গামছাটি খেয়া নৌকাখানার বাহিরে ভৈরবের বক্ষে পড়িয়া গেল। কাঙ্গালীর কৌতুক-তন্ময়তা ভঙ্গ হইল। গামছাখানা তুলিবার সময়ে তাহার আকস্মিক দৃষ্টি ঘাটের তীরাভিমুখে পতিত হইল। তিনজন ভদ্র যুবক তীরপথে আসিতেছিলেন, কাঙ্গালীর দৃষ্টিতে তাঁহারা পড়িলেন এবং কাঙ্গালী যাত্রাপথে "শরণাগতি" গ্রন্থখানা নৌকার ভাণ্ডের মধ্যে পুস্তকাদি রাখিবার একটী বহু পুরাতন ছোট কাঠের বাক্সে রাখিয়া দিল।

বাবুরা নৌকায় চড়িলেন। নানাভাবের নানা আলাপবিলাস এলোমেলো আলোচনা তাঁহাদের মধ্যে হইতেছিল। কথায় কথায় জ্ঞান বাবু বলিলেন, (ইহার পূর্ণ নাম জ্ঞানেন্দ্র নাথ লাহিড়ী) মাঝি তোমার নাম কি?

কাঙ্গালী। আমার নাম কাঙ্গালী।

জ্ঞান বাবু। বাড়ী কোথায়?

কাঙ্গালী। নিত্যানন্দপুরে।

এইরূপ কথাবার্ত্তা চলিতেছিল, হঠাৎ আকাশে একটু মেঘ দেখা দিল। জ্ঞান বাবু মেঘ দেখিয়া বলিলেন- মাঝি, মেঘ দেখিলে ভয় পাও?

কাঙ্গালী। আজ্ঞে না।

জ্ঞান বাবু। ঝড়তুফান হয় কেন জান?

কাঙ্গালী। আজ্ঞে না।

জ্ঞান বাবু—কাঙ্গালীর জীবন মাটি হইয়াছে, তাহার এ জন্ম বৃথায় গেল, সে চলিবার কোন খবরই রাখে না, তাহাকে বর্ত্তমান যুগে মৃতপ্রায় বলিলে চলে, প্রভৃতি নানারূপ শ্লেষবাক্য বলিতে লাগিলেন। জ্ঞানবাবুর সঙ্গী কমলাল বাবু ও মোহিনী বাবুও (ইঁহাদের পূর্ণ নাম যথাক্রমে কমলাল সিংহ ও মোহিনীনাথ সরকার) তৎসঙ্গে সঙ্গে নানাভাবে কাঙ্গালীকে ব্যঙ্গ, উপহাসাদি করিতেছিলেন। ইতোমধ্যে বাতাস উঠিল; সঙ্গে সঙ্গে বায়ুর প্রাবল্যবশতঃ নদীতে তীব্র তরঙ্গমালা যেন বায়ুবেগে ... জন্য অট্টহাস্য-আস্ফালন করিতে লাগিল। কাঙ্গালী নৌকা সামলাইতে সামলাইতে জিজ্ঞাসা করিল—

বাবু আপনারা সাঁতার জান ?
তখন বাবুরা একত্র হইয়া সাঁতার জানি না বলিয়া কাঙ্গালীকে সত্বর তীরে তরী সংলগ্ন করিবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তরী তখন মাঝনদীতে প্রবল তুফানের ক্রীড়ার পুত্তলী। সুতরাং সহসা তাহা "তরী তীরে সংলগ্ন কর" ইত্যাদি উচ্চবাচনার জোরে তীরে পৌঁছিবে না। কাঙ্গালী মৃদুস্বরে জানাইল,—"আপনারা যদি সাঁতার না জান, তাহা হইলে আপনাদের চিরজন্মেরই জীবন মাটি। নৌকা আর সামলান সম্ভবপর নহে। আপনারা সাবধান হও। আপন আপন জীবন রক্ষা কর। তৎপরে কি হইয়াছিল তাহা আমাদের আলোচনার আর আবশ্যকতা নাই; তাহা পাঠকগণ আপন আপন রুচি অনুযায়ী কল্পনা করুন।

তুলনামূলক বিচারে আমাদের অবস্থাও বর্তমানে একপ্রকারেরই। আমরা বর্তমানে কেহ কর্মের উপর জোর দিয়া শুকদেবের প্রবন্ধ আবাহন-শলাকা লাভ করিবার পূর্বেই মনোধর্মের আলোকে পড়িয়া ফেলি,

"কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন"

সুতরাং গুরুবিহীন পঠন-পাঠনের ফলস্বরূপ তাহার অর্থ বিপরীতভাবে বুঝিয়া মনোধর্ম-চালিতাবস্থায় স্বেচ্ছাচারকেই উক্ত শ্লোকের অনুসরণ করা বলিয়া মনে করি। চণ্ডীতে "সর্ব্বমাপোষধং জগৎ" পড়িয়া মণ্ডুক-জ্ঞানে আমরা বুঝিয়া ফেলি যে, তাহা হইলে চণ্ডী বলিতেছেন—"জগতে আমি ও আমার মা ব্যতীত আর কেহই নাই।"

আবার কেহবা জ্ঞান-গরিমায় মত্ত হইয়া বিজ্ঞানাদি আলোচনা-ফলে মৃত্যুনিবারণের উপায় আবিষ্কার, স্ত্রী-পুরুষের মিলন ব্যতীত উত্তরোপায়ে সন্তান প্রসব প্রভৃতি অথবা স্ত্রী-পুরুষের মিলন হইতেই সন্তান-সন্ততি উৎপন্ন হয় সে-বিষয়ে ঈশ্বরের কর্তৃত্ব কিছুই নাই অর্থাৎ—

অসত্যমপ্রতিষ্ঠন্তে জগদাহুরনীশ্বরম্।
অপরস্পরসম্ভূতং কিমন্যৎ কামহৈতুকম্॥

প্রভৃতি গীতোক্ত নাস্তিক, চির সংসার-নিগড়াবদ্ধ মূর্খের ন্যায় ধারণা করিয়া আত্ম-বিনাশের উপায় উদ্ভাবন করি। আবার কেহ বা যোগাদি যাগ বা অন্যান্য উপায়-বলে শরীর সূক্ষ্মকরণ, কাচভক্ষণ, শূন্যমার্গে ভ্রমণ, অগ্নি-মধ্যে প্রবেশ প্রভৃতি লোক-চমৎকারক বিষয়সমূহে অভ্যস্ত হইয়া তদ্বারাই আমার চিরশান্তি প্রভৃতি লভ্য হইবে বলিয়া মনে করি। কিন্তু মরণের উপায় নির্দ্ধারণে অন্যান্য বাণীই এই -

"তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।"
. . .

"অন্তরঙ্গ ভক্তিঃ প্রপন্নস্য পর্বতা-
রূঢ়স্য তির্য্যগাদি পতন চাপবান্।
বহুজন্মপাপৈর্বির্ববহু বাদৈ-
র্হরিং বিনা নৈব মুক্তিং ভজতি॥
—ভাবার্থদীপিকা

—আপত্তিই হইয়া বহুবিধ তপস্যাই করুন, তুষানলেই আত্মহত্যা করুন, (পর্ব্বত হইতে পতনের নাম ভৃগুপাত) বহু বহু তীর্থ বিচরণই করুন, বেদসমূহ অধ্যয়নই করুন, বহুবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠানই করুন, বহু তর্কই করুন, অন্তঃকালে যদি বিনা কেহই মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে পারে না।

সত্যপ্রসারনিবিষ্ট ব্যক্তি জগতে হইলে যেরূপ তাঁহার পি, এইচ ডি বা যে-কোনও ডিগ্রি, শারীরিক বল বা অতুল ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি কিছুই তাহার জীবন রক্ষণে সমর্থ হয় না, ঐ ক্ষেত্রে মৃত্যু যে-প্রকার তাহার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম হইয়া দাঁড়ায়, তদ্রূপ শ্রীগুরু-বৈষ্ণবে একান্ত শরণাগতি ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে আমরা আপন মৃত্যু হইতে ত্রাণ বা আত্যন্তিক কল্যাণ লাভের আশা করিতে পারি না।

আখ্যানের আখ্যানের মধ্যে যিনি কাঙ্গালী নামে অভিহিত, তিনি অন্য কেহই নহেন—স্বয়ং পতিত-পাবন বৈষ্ণব-ঠাকুর। তিনি জীবদুঃখে অতিশয় দুঃখী হইয়া জীবকে বৈতরণী অর্থাৎ তীষণ সংসারতটিনী পার করিবার জন্য কাঙ্গাল-বেশে ভিখারীর বেশে সর্ব্বদা নাম-তরণীতে অবস্থান করিতেছেন। তিনি উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করিয়া বলেন—

(কেন) মায়ার স্রোতে যাচ্ছ ভেসে
খাচ্ছ হাবুডুবু ভাই।
রাধাকৃষ্ণ বল সঙ্গে চল
এই মাত্র ভিক্ষা চাই॥

প্রভুর আজ্ঞায় ভাই মাগি এই ভিক্ষা।
বল কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ কর কৃষ্ণশিক্ষা॥

তিনি জীবকে তাহাদের মোহতন্দ্রা ভাঙ্গিবার জন্য "শরণাগতি" কীর্ত্তন করিয়া ইহাই শিক্ষা দেন যে, হে জীবগণ! তোমরা ভাবিও না যে—

"সংসার-নির্ব্বাহ করি' যাব আমি বৃন্দাবন।
ঋণত্রয় শুধিবারে করিতেছি সুযতন॥

কারণ—

সংসার-তটিনী, স্রোত নহে শেষ
মরণ নিকটে তোর।
সব সমাপিয়া ভজিবে শ্রীহরি
সে আশা বিফল তোর॥

এ স্থলে বলিয়া রাখা দরকার যে, পরমহংস বৈষ্ণব ঠাকুরকে বাহ্যদর্শনে জানা অনেক সময়ই সম্ভবপর নহে। তিনি বাহ্যতঃ অতি বড় পণ্ডিত বা বর্ণজ্ঞানহীন থাকিতে পারেন, আবার নিম্নকুলেও প্রকট-লীলা প্রকাশ করিতে পারেন—সম্পত্তি-সম্পন্ন ব্যক্তির গৃহে বা নিতান্ত দরিদ্রের ঘরে জন্মগ্রহণ করিতে পারেন—বাহ্যতঃ সুশ্রী বা তদ্বিপরীতও হইতে পারেন। কিন্তু তিনি হরিকৈঙ্কর্য্যপরতাময় বর্ণ ও আশ্রমের অতীত রাজ্যে অবস্থিত হইয়া "গোপী-ভর্তুঃ পদকমলয়োর্দাস-দাসানুদাসঃ" রূপে আত্ম-পরিচয় প্রদান করেন। তিনি শরণাগতি-সম্বন্ধ শিখাইয়াই সকলকে ভব-জলধিতে নির্ভয় করেন। তিনি স্থল-বিশেষে জনসাধারণের অধিকার বিচার করিয়া প্রথমমুখে এই সম্বন্ধ-কৌশল গোপনে রাখিলেও ক্রমশঃ তাহা শিক্ষাপ্রদান করেন। তাঁহার সম্বন্ধে জানা যায় যে,—

সর্ব্বতত্ত্বগণ বৈষ্ণব-শরীরে।
কৃষ্ণভক্তে কৃষ্ণের গুণ সকলই সঞ্চারে॥

জগতে সুচতুর কৃষ্ণভক্ত যাঁহারা, "চির-হরিনাম সম্বল যাঁহারা, তাঁহারা জগ-বাসীর কল্যাণার্থ এইরূপ কাঙ্গালী, কাঙ্গালী, ধনী, জ্ঞানী প্রভৃতি যে কোনও অভিনয়ে বৈতর ভব-নদী পার হইতে ইচ্ছুক ব্যক্তি-গণের নিকট কৃপার্দ্র হইয়া কীর্ত্তন করেন—

যদ্যপি মুকুন্দ কিমিদং বহুদুঃখমাত্রে
মাম্মুখমর্ববশিক্ষামণীহ ধীরঃ।
তুর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাবৎ
নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ॥

• • •

নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্ল্লভং
প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারম্।
ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং
পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা॥

দ্বাদশ আল্‌বর্

—:•:—

'শ্রীরামানুজাচার্য্য'

এই বাক্য শুনি তবে বালক লক্ষ্মণ,
অতীব দুঃখিত হ'য়ে লাগিল কহিতে,
সর্ব্বারাধ্য বৈষ্ণবের সেবক ব্রাহ্মণ,
বৈষ্ণব সবার গুরু কহেন শাস্ত্রেতে।

ক্রমেতে কৈশোরকাল অতিক্রান্ত হ'লে,
মাতা-পিতা-আগ্রহেতে এই বিপ্রসুত,
দার পরিগ্রহ করে যৌবনের কালে,
পরে পিতৃদেব তাঁর হইলেন গত।

তারপর কিছুকাল জননীর পাশে,
ভার্য্যার সহিত থাকি গৃহস্থাশ্রমেতে,
পরে কাঞ্চিপুরে গেলা শাস্ত্রজ্ঞান-আশে,
যাদব আচার্য্য পাশে বেদান্ত শিখিতে।

মন্ত্রশাস্ত্র-বিশারদ যাদব পণ্ডিত,
কাঞ্চিরাজ-কুমারীর প্রেতাপনোদনে,
রাজগৃহে হইলেন একদা আহূত,
ব্রহ্মরক্ষ-গ্রস্ত রাজদুহিতার স্থানে।

যাদব আচার্য্য মন্ত্র-শক্তি-প্রয়োগে,
হইলেন অসমর্থ প্রেতাপনোদনে,
ক্রুদ্ধ হয়ে ব্রহ্মরক্ষ কহে তার আগে,
করে নানা তিরস্কার ভীতি-প্রদর্শনে।

পূর্ব্বেতে গোসাপ তুই ছিলিরে যাদব,
কোন ভক্ত-ভুক্তশেষ ভক্ষণের ফলে,
বহু ভাগ্যে পেয়ে সেই সাধু-কৃপালব,
পাইয়াছ জন্ম এবে ব্রাহ্মণের কুলে।

তাঁহার ব্রহ্মরক্ষ লক্ষ্মণে কহিল,
যদি পাদোদক তব পাই মহাভাগ,
ছাড়িবে আমার আত্মা পবিত্র সকল,
তবে রাজকন্যা-দেহ কার পরিত্যাগ।

লক্ষ্মণ-দেশিক তাঁরে করিলেন দয়া,
রাজকন্যা সেবাপ্রিত ব্রহ্মরাক্ষসেরে,
ইহা দেখি শ্রীযাদব মৎসর হইয়া,
নিজ শিষ্য শ্রীলক্ষ্মণে বিদ্বেষ অন্তরে।

একদিন শ্রীলক্ষ্মণ অধ্যাপক-দেহে,
অতিশয় যত্নে ছিল তৈল বিমর্দ্দিতে
হেনকালে এক শিষ্যে শ্রীযাদব কহে,
ছান্দোগ্যশ্রুতির এক মন্ত্র ব্যাখ্যানিতে।

'কপ্যাসং' শব্দের অর্থ যাদব কহিল,
পূর্ব্বাচার্য্য শঙ্করের ব্যাখ্যা অনুসারে,
'কপির আসন' অর্থ দিয়ে বুঝাইল
মর্কটের নিতম্ব 'অপান' দেশেরে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীধামের শোভা

—:•:—

গঙ্গার পূর্ব্বপারে
স্থান এক শোভা করে।
নাম মায়াপুর তার
ভারতের তীর্থ-সার॥

(তথা) অবতরি' গৌরহরি
শ্রীনামপ্রচার করি'।
যত বৈষ্ণব সঙ্গে জীবে
বলে তারা উচ্চ রবে॥

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ
কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম
রাম রাম হরে হরে॥

তার শত বহু পূর্ব্বে
শ্রীবাস-অঙ্গন শোভে।
তথা গৌরহরি নিত্য
করিতেন নৃত্য গীত॥

ভক্ত সব সঙ্গে মরে
হরি বল' উচ্চ রবে।
অদ্বৈতভবন শোভে
• তার আর কিছু পূর্ব্বে॥

তথা শ্রীঅদ্বৈত প্রভু
সেবিতেন মহাপ্রভু।
তাহার কিছুৎ পূর্ব্বে
শ্রীচৈতন্যমঠ শোভে॥

তাহার অপূর্ব্ব শোভা
বর্ণিতে পারিবে কেবা।
শ্রীমৎপ্রভুপাদাচার্য্য
মহান্ পারিষদবর্য্য।

সেই স্থানে বাস করি'
সদা সেবিতেন হরি।
শ্রীধামের হেন শোভা
বর্ণিতে পারিবে কেবা॥

মত্ত পরণায় মোর শ্রীধাম-চরণে।
মহাপ্রভু নিত্যলীলা করেন যেখানে॥

—শ্রীনগেন্দ্রচন্দ্র সান্যাল (বালক)

স্বপনেও না কর ভাই স্ত্রী-সম্ভাষণ। গৃহে স্ত্রী ছাড়িয়া তাই আসিয়াছ বন॥

শুদ্ধভক্তি মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ

(আকর-মঠরাজ)

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

খৃষ্টাব্দে ... শকাব্দে ৪৩৯ প্রায় ৩০০ বর্ষ উত্তর-পূর্ব্বে ... আদর্শ আচার্য্যবর্য্য শ্রীচৈতন্যদেবের ভবনে ... বিরাজমান। এই স্থান ... পরবিদ্যাপীঠ বা আশ্রমমণ্ডলী। এই মঠটীতে শ্রীবিষ্ণুপাদ ... আচার্য্যবর্গের, অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং উপায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর ও ... সম্প্রদায়ের আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠ হইতে পারমার্থিক দৈনিকপত্র 'নদীয়া-প্রকাশ', সাপ্তাহিক সম্প্রদায়ে অপ্রকাশিত ও অপ্রাচীন ... প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতি বৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমাদান ও অগণিত ভক্তসম্মিলিত কীর্ত্তন-প্রচারকল্পে মহামহোৎসবাদি অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত শুদ্ধভক্তি-প্রচারোদ্দেশ্যে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই শুদ্ধভক্তমঠে শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দজীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রসঙ্গ-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি নানা ভক্তিগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হয়। এই মঠ হইতে মহানগরীর সর্ব্বত্র হরিকথা-প্রচার, মহানগর-সঙ্কীর্ত্তন, বক্তৃতা, ব্যাখ্যা ও সঙ্কীর্ত্তন-মহা-মহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান হয়। মঠরক্ষক—মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া সহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী সেবাকোবিদ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস ও শ্রীগৌর-লীলার রাজধানী। এখানে শ্রীপঞ্চতত্ত্বাত্মক ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান, রক্ষক—শ্রীঅনন্তচিত্ত দাসাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—গোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

(৭) কাজীর সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদ-কাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্ম-চারী ভক্ত্যালোক।

(৮) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও রাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান দাস ব্রহ্মচারী।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্র নাথ দাসাধিকারী।

(১০) মোদদ্রুম-ছত্র গৌড়ের নৈমিষ

মাউগাছি, পোঃ আমলা, (বর্দ্ধমান)।

শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান। শ্রীগৌরনিত্যানন্দের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবঙ্কুবিহারী ব্রজবাসী, ভক্তিভূষণ।

(১১) সেতিয়া কুঞ্জকানন

শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীনরোত্তমানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১২) কুলিয়ার—পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীঅপ্রাকৃত অধিকারী

(১৩) ভাগবত-আসন—পোঃ কৃষ্ণ-নগর (নদীয়া)

এই স্থান হইতে ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থা-বলী প্রচারিত হয়। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্ম-চারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৪) প্রকাশ মঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ রামপাল, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী ভক্তিভূষণ।

(১৫) মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(১৬) মাধ্বগৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, পোঃ ঢাকা

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীপাদ ... বিদ্যাবিনোদ বি-এ

(১৭) গোপালজীউ মঠ—ফরাসপুর, ঢাকা

গোপাল ... শ্রী ... প্রাচীন সেবা বিরাজমান। রক্ষক— ... ব্রজবাসী.

(১৮) পয়ারাই গৌড়ীয় মঠ

পোঃ [illegible]

এখানে [illegible] সেবা বর্ত্তমান। র[illegible] ব্রহ্মচারী

(১৯) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীমধুসূদন সাংখ্যতীর্থ এম-এ, বি-এল।

(২০) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ নাঙ্গ, (ঢাকা)

এখানে অষ্টভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(২১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাণীগঞ্জ (বর্দ্ধমান)।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী.

(২২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

জুমুরকোলা, পোঃ চিৎকুলা, (মানভূম)

এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী।

(২৩) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকনিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে গুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরি-ধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান্নাম ব্রজবাসী ভক্তিরত্ন।

(২৪) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী।

(২৫) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাদামতলি, পোঃ বক্সীবাজার, (কটক)

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদবনমালীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহা-মহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর

(২৬) শ্রীপুরুষোত্তম-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর পুরী,

শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন।

(২৭) পুরুষোত্তম মঠ

ভক্তিকুটী, পোঃ পুরী উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদরাধারমণজীউর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগদাধর অধিকারী

(২৮) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপী-নাথের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবিপিন-বিহারী দাসাধিকারী।

(২৯) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, জেলা গোদাবরী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—শ্রীনিতাইচরণ দাসাধিকারী ভক্তিলোচন।

(৩০) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪২নং দাশাশ্বমেধ, বেনারস সিটি

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রী ... ব্রহ্মচারী।

(৩১) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ

(৩২) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও গৌর-বিনোদ-বিলাসজীউর সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীসত্যনারায়ণ দাসাধিকারী।

(৩৩) কৃষ্ণচৈতন্য মঠ

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

এখানে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিত্য-সেবা হয়। রক্ষক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠ

বিশ্রামঘাট মথুরা

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ

(৩৫) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ—শ্রীরাধাকুণ্ড

রক্ষক—শ্রীরাধারমণচরণদাস ব্রহ্মচারী

(৩৬) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৩৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ

সেবগাঁও, পোঃ লোহোয়ান, জেলা অমৃতসর (পাঞ্জাব) রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৩৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং ক্যানিং রোড, নিউ দিল্লী।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গোস্বামী

(৩৯) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল।

এখানে গৌরবিনোদনাথের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪০) সারস্বত-গৌড়ীয় মঠ

হরিদাস সাগরপেট, মাদ্রাজ, সি

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি

(৪১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ রায়াপেট্টা মাদ্রাজ।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা।

রক্ষক—শ্রীপাদ ... ভক্তিবিকাশ।

(৪২) বোম্বে-গৌড়ীয়-মঠ কার্য্যালয়

গোরাজী রোড, চোপাটি বিল্ডিং, বাংলো নং ১, বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীসুন্দরানন্দ দেবশর্ম্মা ব্যবস্থাপক।

(৪৩) অমরজি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমরজি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীঅক্ষয় দাস অধিকারী

(৪৪) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্‌চকা, কামরূপ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী

(৪৫) পাটনা গৌড়ীয় মঠ

১০০ মিঠাপুর, পাটনা।

রক্ষক—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী রামভূষণ

(৪৬) গয়া গৌড়ীয় মঠ

চিল সাইড, চার্চ রোড, গয়া

রক্ষক—উপদেশক শ্রীমৎ[illegible]

(৪৭) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠ বালেশ্বর

রক্ষক—শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয়

৩ গ্ল্যাডস্টোন [illegible], লণ্ডন [illegible] ৭. ...

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী ...

(৪৯) বার্লিন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

Berlin W. 30

Eisenacher strasse 29

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০
প্রথম স্কন্ধে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮
একাদশ স্কন্ধহইতে প্রতিখণ্ড ।৶০
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। অনুভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সৎক্রিয়া-সারদী ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড০ খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—১৲; ২য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব—১৲
৮। সৎক্রিয়াসার—দীপিকা ও সংস্কার-দীপিকা ১॥০
৯। বৈষ্ণবধর্ম্ম ৭৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা)
১২। শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা)
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ।০
১৮। ব্রাহ্মণ-আলবর ।০
১৯। ভক্তাঙ্গবের স্তবাবলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶০
২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৶০
২২। ভজন-রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ এ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
২৬। গীতার কেবল মূল-ভাষ্য ।০
২৭। বৃহদ্ভাগবতামৃত ভগবৎগৌরবঃ সারস্বত ২৲
২৮। বেদান্তদর্শনের সারতত্ত্ব ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸
৩০। দীপ-দিগ্দর্শন ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৶০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি ৴০
৪১। গীতাবলী ৴০
৪২। চিত্রে নবদ্বীপ ॥০
৪৩। সাধনকণা ৴০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৴০
৪৬। অর্চ্চনকণ ৴০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। অচ্চনক ৴১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৴০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণনেত্র ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সারস্বতবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যলীলামৃত সারঃ ।০
৬১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিবিধঃ ।০
৬২। সচ্চিৎ-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৬৩। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৪। সারশার শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৬৫। গৌড়ীয়মঠের পরিচয়ঃ ৴০
৬৬। সারার্থবর্ষিণম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৭। রায় রামানন্দ ॥০
৬৮। এ কিউ ওয়াটস্ অন্ বেদান্ত ॥০
৬৯। নামভজন ।০
৭০। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজি অ্যাণ্ড অন্টলজি ॥০
৭১। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস্ ।৶০
৭২। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।০
৭৩। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৪। কোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ৴০
৭৫। দি ভাগবত ।০
৭৬। বয়োটিক্ প্রিন্সিপ্‌ল্ অ্যাণ্ড অ্যাপ্লায়েড রিলিজন ।০
৭৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২॥০
৭৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৭৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮০। সাধন-পথ ।০
৮১। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৮২। গীতাবলী ৴০
৮৩। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৪। শরণাগতি ৴০

তেলগু ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। দিতীয় শ্রীপদ সংযুক্ত ক্যাপসুল এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ।৶০ আনা, বড় বোতল ১৶০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।
অথবা
পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালিফ্যাক্টরিজ ও ব্যবসায়ী জে. বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। উহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।
জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং
কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার
কলিকাতা

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে কথাসার ও শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ [illegible] কাব্যবাচস্পতি-সম্পাদিত ও
শ্রীমৎ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভাক্তশাস্ত্রী এম. এ, এ. কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

(ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্স কলেজের দর্শনের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম-এ, মহোদয়ের গবেষণা এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ লেখনীর অমৃতময় আস্বাদন করিবার একাধারে সুযোগ এবং ভক্ত ও জনসাধারণের জীবনচরিত-পাঠে এক ... এই বিরাট, আশ্চর্য্য ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের প্রসঙ্গ ... শ্রীমন্মহাপ্রভুর ... বিষয়ের সম্যক আলোচনা প্রথম খণ্ডে ... অধ্যায়ে, প্রায় ... পৃষ্ঠায় ... ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের লিখিত মুখবন্ধ (Foreward) ... গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সাজান শব্দসূচী (Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা—১৫, পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। বার্ষিক ... টাকা ভিক্ষায় কলিকাতা বাগবাজার গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় এবং ... পারমার্থিক পাক্ষিক। বৈষ্ণবধর্ম্ম শ্রীপরমহংস-মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১।০

৪। সজ্জনতোষণী—শ্রীমৎ ... মহারাজ সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ বিশ্বনাথ গোস্বামী বি-এল, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া গৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় পাক্ষিক। ভিক্ষা সডাক ১।০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত অমর গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল শ্লোক অক্ষরে এবং তাহাতে বর্ত্তমান যুগের শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। আর্ট পেপার ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৩৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। অতিরিক্ত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোকসূচী, পদ্যসূচী, গ্রন্থসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়সূচী, স্থানসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী-পত্র। সর্ব্বাঙ্গ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অথচ বিরাট সংস্করণ জগতের কোথাও আর প্রকাশিত হয় নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠকমাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সজ্জনগণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২, বারটাকা স্থলে—৬, ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও কেরোসিন প্রতি মাসে মাত্র ৬, টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিয়াছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আহারের সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৪৬,	১০—৩১,	১৩—২২	১৭—৩৮,	১৯—৩৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—৩৫
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩০,	১১—১০,	১৪—৭	১৮—১৬,	২০—৪২

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

রবিবার ব্যতীত

নবদ্বীপ ঘাট:	ছাঃ	৫-৩৪	৯-২৫	১২-১০	১২-৩৩	১৫-৩৫	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৪০	৯-৩০	১২-১৯	১২-৪২	১৫-৪০	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৮	১০-৩	১২-৫১	১৩-১৪	১৬-১২	১৯-১১

আমাদের বিশেষত্ব:

আমাদের এই তারা বার্লী আধুনিক উন্নত বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুযায়ী মেসিনে এবং সেই শক্তিবান বার্লী বিশেষজ্ঞ শ্রীযুক্ত টি পি, বসুমহাশয়ের চাক্ষুষ ও সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধানতায় প্রস্তুত। ইহারই একমাত্র বিজ্ঞ কর্ম্ম দক্ষতায় একদিন এসিয়া মহাদেশের সুপ্রসিদ্ধ বিস্কুট ও বার্লী প্রস্তুত কারক স্বনামধন্য স্বর্গীয় (শ্রীযুক্ত) কে, সি, বসু মহাশয় বিস্কুট ও বার্লী প্রচলন করিয়া জগতে আদর্শ স্থানীয় হইয়া ছিলেন। এই ব্যবসায় ইঁহার অভিজ্ঞতা ১৬ বৎসরের ও অধিক কালের। ইহা হস্ত স্পৃষ্ট নহে।

পোঃ বাগবাজার কলিকাতা

সচিত্র নবদ্বীপ পঞ্জিকা

ভিক্ষা—মাত্র ।০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ

পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'শ্রীনাম' নবদ্বীপ

দৈনিক

RR. GO 1544

চৈতন্যোপনিষদ্
বহু অন্বেষণে মূল ও
অনুবাদক প্রকাশিত
হইয়াছে। কাগজ ও
ছাপা অতি উত্তম।
ভিক্ষা ।০ মাত্র
শ্রীচৈতন্যমঠ,
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

নদীয়াপ্রকাশ
THE
NADIA-PRAKASH

"গৌড়ীয়"
৭ম বর্ষ হইতে
১১শ বর্ষ পর্য্যন্ত
প্রতি বর্ষ কাপড়ে
বাঁধাই
ভিক্ষা ৩৷০ মাত্র।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ
বাগবাজার, কলিকাতা

ভারতের সর্ব্বত্র একক-প্রচার-সম্পন্ন বাংলার একমাত্র দৈনিক

১০ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৬ই জ্যৈষ্ঠ, সোমবার ১৩৪২, ২০শে মে ১৯৩৫ [৬৭শ সংখ্যা

প্রবল ঝটিকা

——:০:——

বিভিন্ন দুর্ঘটনা

১৩ই মে ৩০শে বৈশাখ সোমবার অপরাহ্ণ আন্দাজ ৪টার সময় সখিবাড়ী (টাঙ্গাইল), অঞ্চলের উপর দিয়া ভীষণ ঝড় বহিয়া গিয়াছে। এই দৈব দুর্যোগ প্রায় দুইঘণ্টা কাল স্থায়ী হইয়াছিল।

ঝড়ের ফলে রাণী দিনমণি হাইস্কুলের চালা উড়িয়া গিয়াছে। থানা, ডাকঘর এবং বাজারের কতক অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। বাজারের ৪০,৫০ খানা ঘর কোথায় উড়িয়া গিয়াছে, এখনও খোঁজ মিলিতেছে না। মিঃ কে পি শেঠির পাকা গুদাম ভূমিসাৎ হইয়াছে। ইহার তলায় চাপা পড়িয়া তিনটি লোক নিহত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

পল্লী অঞ্চলের ক্ষতির পরিমাণও খুব বেশী। সখিবাড়ীর নিকটবর্ত্তী বাজৈনী গ্রামের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। সেই গ্রামের বাড়ীঘর সমস্তই ভূমিসাৎ হইয়াছে এবং বৃক্ষাদি উৎপাটিত হইয়াছে। জগন্নাথগঞ্জঘাটে ৭খানি মালগাড়ি মালগাড়ী লাইন হইতে পড়িয়া গিয়াছে। ডাকবাহী স্টীমারের হাল ভাঙ্গিয়াছে।

গত ৩০শে বৈশাখ সোমবার দ্বিপ্রহরে সখিবাড়ীর (ময়মনসিংহ) অঞ্চলে দুইঘণ্টাকাল ব্যাপী প্রচণ্ড ঝড় ও প্রবল বৃষ্টিপাত হইয়া গিয়াছে। ঝড়ের ফলে অসংখ্য গৃহ ও বৃক্ষাদি ভূপতিত. একজনের প্রাণনাশ ও দুইজন সাংঘাতিক আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে। স্থানীয় রাণী দিনমণি হাইস্কুলের সমস্ত ঘরের টিনের চাল থানা পোষ্টাপিস, ও ঠাকুর বাড়ীর টিনের ঘরের অংশ উড়িয়া গিয়াছে। ঝড়ের সময়ে জনৈক মাড়োয়ারীর পাটের গুদামে কুলীরা কাজ করিতেছিল, ঝড়ের বেগে গুদামের ১৫।২০ হাত উচ্চ পাকা দেওয়াল-গুলি তাসের ঘরের মত ভূপতিত হইতে থাকে এবং উপরের টিনের চালা উড়িয়া যায়। কুলীরা প্রাণ ভয়ে পলাইতে থাকে। দুর্ভাগ্যবশতঃ তিনজন কুলী দেওয়াল চাপা পড়ে। একজনের তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয়। ২জন সাংঘাতিক আঘাত প্রাপ্ত হইয়া বাঁচিয়া আছে। যমুনা নদীতে কতকগুলি নৌকা ডুবিয়া গিয়াছে তবে তাহাতে কোন প্রাণ-হানির সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

একজন নিহত

১২ইমে অপরাহ্ণ ৬টা ৩০ মিনিটের সময় সখিবাড়ী অঞ্চলে এক ঘণ্টাব্যাপী প্রচণ্ড ঝড়ের ফলে স্থানীয় হাই স্কুল, থানা, ডাকঘর এবং কয়েকটি পাট গুদামের চালা উড়িয়া গিয়াছে। একটি পাটের গুদাম ভূমিসাৎ হইয়াছে। ইহার তলায় চাপা পড়িয়া একব্যক্তি নিহত এবং কতিপয় শ্রমিক আহত হইয়াছে। বহু বৃক্ষ উৎপাটিত হইয়াছে। টেলিগ্রাফের তারের বহু খুঁটা পড়িয়া গিয়াছে। ইহার ফলে ময়মনসিং ও অন্যান্য স্থানে তার প্রেরণের বিঘ্ন ঘটিয়াছে।

১৩ইমে সন্ধ্যায় গিংনা (ময়মনসিংহ) অঞ্চলের উপর দিয়া প্রচণ্ড ঝড় বহিয়া গিয়াছে। ইহাতে প্রচুর ক্ষতি সাধিত হইয়াছে। বড় বড় বৃক্ষ উৎপাটিত হইয়াছে, ঘরবাড়ীর চালা উড়িয়া গিয়াছে। যমুনা নদীতে বহু নৌকা জলমগ্ন হইয়াছে। তবে এপর্য্যন্ত কাহারও প্রাণহানির সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

ঝড়ের ফলে চৈঠনিয়া বগুড়া গ্রামের এক সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। প্রকাশ যে, ঝড়ের সময়ে মহিম উদ্দিনের পত্নী যখন আম কুড়াইতেছিল, তখন আম গাছের একটি প্রকাণ্ড শাখা ভাঙ্গিয়া তাহার উপর পতিত হয়। উহার ফলে তৎক্ষণাৎ তাহার মৃত্যু ঘটে। ঝড়ের বেগ এরূপ প্রবল ছিল যে, গায়ত্রী ও সুন্দরপুরের মধ্যে এক শান্টিং ট্রেণের কয়েকটি মালগাড়ী লাইনচ্যুত হইয়া ছিল; উহার ফলে কিছুক্ষণ ট্রেণ চলাচল বন্ধ ছিল।

পার্শ্বেলে গাঁজা

শ্রীরামপুরের সাব-ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এস সি গুহ গুলজারীলালকে বে-আইনীভাবে দুই বৎসর গাঁজা রাখার অভিযোগে তিনমাস সশ্রম কারাদণ্ড ও ২০০ টাকা অর্থদণ্ড অনাদায়ে আরও ছয় সপ্তাহ কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

শ্রীরামপুরের আবগারী দারোগা আর কে নাগ কোন সূত্রে এই সংবাদ পান যে, যুক্ত প্রদেশের অযোধ্যা হইতে খিদড়া ডাকঘরে প্রেরিত একটী পার্শ্বেলের মধ্যে নিষিদ্ধ মাদক দ্রব্য রহিয়াছে।

তিনি খিদড়াও কোন এক ব্যক্তির উপর লক্ষ্য রাখেন এবং আসামী পোষ্ট অফিস হইতে উক্ত পার্শ্বেলটী গ্রহণ করায় মিঃ নাগ উহা হস্তগত করেন। পার্শ্বেলটী খোলা হইলে পর উহার মধ্যে দুই সের নিষিদ্ধ গাঁজা পাওয়া যায়। আসামীকে গ্রেপ্তার করিয়া পরে বিচারার্থ চালান দেওয়া হয়।

সলিল সমাধি

প্রকাশ যে, গত মঙ্গলবার স্বর্ণলতা নাম্নী (১৩) একটী বাঙ্গালী বালিকা অপর দুইটী বালিকাসহ টালীর-নালাতে স্নান করিতে যায় স্বর্ণলতা গভীর জলের মধ্যে চলিয়া যায় ও ডুবিয়া যায়।

বঙ্গে বৃষ্টির পরিমাণ

১৫ মের বিবরণ

শ্রীমায়াপুর কৃষ্ণনগর০'৫, বহরমপুর১'৪ ময়মনসিংহ ০'১. নারায়ণগঞ্জ ও বর্দ্ধমান ০'৭ এবং রামপুর, গোয়ালন্দ, কালিম্পং, সিরাজগঞ্জ ও কুমিল্লায় ০'৪ ইঞ্চি বৃষ্টি হইয়াছে। আকাশ সাধারণ মেঘাচ্ছন্ন। দিনমানের তাপ প্রায় সর্ব্বত্র সময়োচিত অপেক্ষা ৩ হইতে ১০ ডিগ্রী চড়া।

সর্ব্বাপেক্ষা অধিক তাপ আসানসোলে ১০৪ ডিগ্রী। দক্ষিণ পশ্চিম বঙ্গ ভিন্ন রাত্রিকালের তাপ অন্যত্র স্বাভাবিক।

ডাকাতি সম্পর্কে

নোয়াখালির লক্ষীপুর থানার এলাকায় সম্প্রতি এক সশস্ত্র ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। ঐ সম্পর্কে পুলিশ গগন আলী নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। প্রকাশ পুলিশ তাহার খোঁজ করিতে করিতে এক বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হয় এবং তল্লাসী আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে স্ত্রীলোকদের ঘরের বাহিরে যাইতে বলে এই সময় গগন আলী নাকি স্ত্রীলোক সাজিয়া অন্যান্য সকলের সহিত বাহির হইবার চেষ্টা করে। কিন্তু পুলিশের চোখে ধূলি দেওয়া তাহার পক্ষে সম্ভব হয় না। তাহাকে তৎক্ষণাৎ গ্রেপ্তার করা হয়।

চারিশত শ্রমিকের মৃত্যু

সিংটাউ হইতে সংবাদ সিনানফুর নিকটবর্ত্তী এক কয়লাখনিতে জল একটি উৎস বিদীর্ণ হওয়া যাওয়ায় ৪০ মিনিটের মধ্যে খনি অভ্যন্তর ব্যাকসমূহ জলপূর্ণ হইয়া যায়। ইহার ফলে চারি শত চীনা শ্রমিক ও একজন জাপানী ইঞ্জিনিয়ার জলমগ্ন হইয়া মারা গিয়াছে।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কলিকাতা বেথুন কলেজের ভূতপূর্ব্ব প্রবীণ প্রধান অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ডাক্তার ভক্তিশাস্ত্রী। সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্য্য এম্-এ, মহোদয়ের শ্রীতত্ত্বগবেষণা এবং প্রাঞ্জল লেখনীর অনুভবক আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং তত্ত্ব ও অপ্রাকৃত জীবনচরিত-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট্ গ্রন্থ আধুনিক ও প্রাচীন গ্রন্থ অবলম্বনে লিখিত চিত্ত-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য দার্শনিক প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সমাক্ আলোচনা প্রথম খণ্ডে অধ্যায়ে অধ্যায়ে। প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় ছাপা এই বিরাট্ গ্রন্থ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের প্রদত্ত মুখবন্ধ (Foreward), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সাজান শব্দসূচীপত্র (Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা—১৫, পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রয়পেট্টা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জেলা—নদীয়া।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—

প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। প্রতি বর্ষ ৪৪ টাকা। কলিকাতা বাগবাজার গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ বি-এ সম্পাদিত বাঙ্গলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ২৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৷০

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমদ্ বিনোদানন্দ সেবাতীর্থ বি-এস্, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া শ্রীসনাতন মঠ হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল শ্লোক অক্ষরে এবং তাহাতে বর্ত্তমান যুগে শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। অতি সুন্দর ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৯৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। অতিরিক্ত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোক সূচী, পদ্যসূচী, ভাবসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়-সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী-পত্র। সমগ্র শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট্ সংস্করণ জগতের কোথাও আর পূর্ব্বে প্রকাশিত হয় নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক-মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—১৬,	১০—৫১,	১৩—২২	১৭—৩৮,	১৯—৩৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৬,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—৩৫
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—৪২

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

শনিবার অন্যান্যদিন

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১২-১০	১২-৩৪	১৫-৭৪	১৮-৫১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১২-১৯	১২-৪২	১৫-৪১	১৮-৫৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-৫১	১৩-১২	১৬-১২	১৯-১১

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে: বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র নিরীহ ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

সচিত্র

নবদ্বীপ পঞ্জিকা

ভিক্ষা—মাত্র ৵০

প্রাপ্তিস্থান— গৌড়ীয়মঠ

পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
—পারমার্থিক পত্র—
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং,
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১০ম বর্ষ | ২ ত্রিবিক্রম গৌরাব্দ ৪৪৯, ৬ই জ্যৈষ্ঠ বঙ্গাব্দ ১৩৪২, ২০শে মে ইং ১৯৩৫ সোমবার | ৬৭ তম সংখ্যা

প্রচার-প্রসঙ্গ

যশোহর ও খুলনায়

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রকাশ অরণ্য মহারাজ কতিপয় ব্রহ্মচারিসহ শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারার্থ গত ২৬শে বৈশাখ ৯ই মে বৃহস্পতিবার যশোহর জেলার অন্তর্গত কেশবপুর হইতে মোটরযোগে রওনা হইয়া ঐ দিবস সন্ধ্যায় ঐ জেলার অন্তর্গত বরণডালী গ্রামে উপস্থিত হন এবং তথায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়ের বাটীতে অবস্থান করেন। ঐ দিবস রাত্রিতে উক্ত যতীন বাবুর বাড়ীতে ছায়াচিত্রযোগে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গলীলা প্রদর্শিত হয়।

গত ২৭শে বৈশাখ উক্ত বরণডালী গ্রাম হইতে নৌকাযোগে রওনা হইয়া তৎপর দিবস বাগআঁচড়া খুলনা জেলার অন্তর্গত বড়দল নামক স্থানে উপস্থিত হন এবং তথায় ঐ দিবস সন্ধ্যায় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠকালে স্বামীজী বলেন, কৃষ্ণবিস্মরণই জীবের যাবতীয় দুঃখের একমাত্র কারণ। যিনি যতটা পরিমাণে কৃষ্ণ-বিস্মৃত হইয়াছেন, তিনি ততটা পরিমাণে অজ্ঞানতাকে বরণ করিয়াছেন, যিনি যতটা পরিমাণে বাস্তব-সত্য-সূর্য্যের বিপরীত অজ্ঞান-অন্ধকারের দিকে গমন করিয়াছেন, তিনি ততটা অসুবিধায় পতিত হইয়াছেন।

হরি-বিমুখ জীবমাত্রেই অপ্রকৃতিস্থ। আমরা যদি আত্মস্থ হইতে পারি, তবেই সুবিধা হইবে। কৃষ্ণ নিরন্তর স্মরণপথে থাকিলে আমরা আত্মস্থ থাকিতে পারি এবং কৃষ্ণবিস্মৃত হইলে আমরা অপ্রকৃতিস্থ হইয়া যাই।

আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্ম জাগতিক কোন সুখের সন্ধান দিতে আসেন নাই। তিনি আমাদিগকে এমন একটী সুখের সন্ধান দিতে বসিয়াছেন যাহা মানুষের কেন, দেবতাদের ভাগ্যেও ঘটে না। সেই সুখটী একমাত্র গুরুসেবা-প্রভাবেই লাভ হইতে পারে। আমরা বড়ই সৌভাগ্যবান্ যে, একজন মহামুক্ত পুরুষোত্তমকে গুরু বলিবার মত সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি।

আমরা যাহাতে নিত্যমঙ্গল লাভ করিতে পারি, সেজন্য আমাদিগকে কায়মনোবাক্যে চেষ্টিত হইতে হইবে। তাহা না করিয়া যদি আমরা বিষয়সুখকে বহুমানন করিয়া গুরুবাক্যের অতিক্রম করি, তাহা হইলে আমাদের কোন প্রকার সুবিধা হইবে না। স্বামীজীর পাঠের আদি ও অন্তে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হইয়াছিল।

গত ২৯শে বৈশাখ, স্বামীজী উক্ত বড়দল বাজার হইতে রওনা হইয়া ঐ দিবস সন্ধ্যায় বিষ্ণুপুর নামক গ্রামে উপস্থিত হন এবং তথায় শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ সরকার মহাশয়ের ভবনে অবস্থান করেন এবং রাত্রিতে সমাগত ভদ্রমহোদয় ও মহিলাগণের নিকট বিষ্ণুপদ হরিকীর্ত্তন করেন।

মধ্যভারতে মহাপ্রভুর বাণী প্রচার

প্রয়াগ শ্রীরূপগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ গত ৮ই মে মধ্যভারতের অন্তর্গত বুন্দেলখণ্ড পরগণার ললিতপুর মহকুমায় শ্রীযুক্ত চতুর্ভুজ চতুর্বেদী মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত শ্রীরাম-মন্দিরে শ্রীচৈতন্যদেবের সর্বোত্তম চরিত্র ও শিক্ষা সম্বন্ধে এবং তৎপরদিবস ছায়াচিত্রযোগে শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা ও শিক্ষার বিষয় হিন্দী ভাষায় বক্তৃতা দেন।

গত ১০ই মে স্বামীজী উক্ত স্থানের মুরলীমনোহরজীর শ্রীমন্দিরে শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত অম্বরীষ উপাখ্যান হিন্দীভাষায় ব্যাখ্যা করেন।

পাঠের আরম্ভে তিনি শ্রীমদ্ভাগবত-মাহাত্ম্য, পরীক্ষিৎ মহারাজের জীবনী এবং মুমূর্ষু ব্যক্তির কর্তব্য কি, তাহা যুক্তিসহকারে বুঝাইয়া দিয়া সর্বোত্তম কৃষ্ণানুশীলনের আদর্শ প্রদর্শনকারী অম্বরীষ মহারাজের চরিত্র আলোচনা করেন। প্রত্যহই বহু শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি নিবিষ্টচিত্তে ভগবৎকথা শ্রবণ পূর্ব্বক শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছেন।

গত ১১ই মে স্বামীজী স্থানীয় মুন্সেফের নিকট শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী ও শ্রীল প্রভুপাদের অতিমর্ত্ত্য চরিত্র সম্বন্ধে কীর্ত্তন করিয়াছেন।

২৪পরগণায়

গত ২৯শে বৈশাখ সন্ধ্যায় ২৪পরগণা জেলার অন্তর্গত দক্ষিণ বনহুগলী গ্রামে শ্রীযুক্ত মাণিকচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও শ্রীযুক্ত রাধা-রমণ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের ভবনে শ্রীশ্রীহরি-সভা উপলক্ষে আহূত হইয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠের সুপ্রসিদ্ধ প্রচারক মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয়, শ্রীপাদ জয়গোপাল [illegible], শ্রীপাদ [illegible]ভুবন ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ তারকনাথ দাসাধি-কারী ও শ্রীগৌরশরণ ব্রহ্মচারী [illegible] করেন।

অরুণোদয় ৬-৭। মাধ্যাহ্ন [illegible]
মহোপদেশক পাণ্ডে [illegible]
পাঠের পূর্ণাকালে [illegible]

পতিতস্য কামক্রোধাদিনক্রমকরৈঃ করালী-কৃতস্য। দুর্বাসনা-নিগড়িতস্য নিরাশ্রয়স্য চৈতন্যচন্দ্র মম দেহি পদাবলম্বম্॥ এই মঙ্গলাচরণ-শ্লোকের ব্যাখ্যামুখে বলেন যে, অনন্ত দুঃখপূর্ণ সংসার-সমুদ্রে কামক্রোধাদি নক্রমকরকবলিত ও দুরাশনারূপ শৃঙ্খল দ্বারা সতত আবদ্ধ জীবের উদ্ধারের উপায় যে মনুষ্যদেহরূপ উপযুক্ত নৌকা, উহারা পার হওয়ার জন্য আশ্রয় করা উচিত। দুঃখের অনন্ত বিকার শোকমোহাদিরূপ ভব-নিচয় নিরসন এই দেহতরী নিযুক্ত করিতে প্রয়াসী; এজন্য শ্রীচৈতন্যপাদপদ্মবিকশিত চেতনবাণী-পরিপূর্ণ শ্রীমদ্ভাগবতগ্রন্থ তাদৃশ অক্ষম জীবের পরপার-গমনের অক্ষয় সেতু-স্বরূপ বর্ত্তমান। বাদরায়ণসমাহৃত এই অমলপুরাণ দ্বাদশস্কন্ধযুক্ত সচ্চিদানন্দময় শ্রীভগবানের সাক্ষাৎ অক্ষর-দেহ। এই গ্রন্থ অধ্যয়ন ও অনুশীলনে ভগবৎকৃপাপ্রাপ্তি অনিবার্য্য। সাধুসঙ্গে থাকিয়া সদাচার অবলম্বনে ভগবদ্ভক্তগণের সহিত ইহার অনু-শীলন প্রয়োজন।

ভগবদ্বহির্ম্মুখ সংসারাবদ্ধ ত্রিতাপদগ্ধপ্রা-ক্লিষ্ট জীবের কৃত্য-কর্ত্তব্যাপদেশে শ্রীমদ্-ভাগবত হইতে প্রহ্লাদ মহারাজের চরিত্র-জীবনে তিনি (প্রহ্লাদ মহারাজ) কিরূপে ষণ্ড ও অমর্ক নামক ব্যবহারিক গুরু-দ্বয়কে বঞ্চিত করিয়া সমস্ত দৈত্যবালক-গণকে বাল্যকাল হইতেই ধর্ম্ম আচরণ ও ভগবদ্ভজন প্রয়োজন বলিয়া শিক্ষা দিয়া-ছিলেন তাহার প্রমাণ শ্লোক—কৌমার [illegible] প্রাজ্ঞো ধর্ম্মান্ ভাগবতানিহ। পাঠান্তে এই সকল বিষয়ের বিশদ আলোচনা [illegible] পাঠের পর ও সুসিদ্ধান্তপূর্ণ [illegible] পরমানন্দিত [illegible] ও অন্তে মহাজন-

কৃষ্ণ আমার পালে, রাখে' জান সর্ব্বকাল। আত্মনিবে

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২ ত্রিবিক্রম মঙ্গলবার গৌরাব্দ ৪৪৯

আমি কি একাই যাব ?

কোনও স্থানে বা কোনও অজানা দেশে একলা যাওয়া, অসহায় অবস্থায় যাওয়া বড়ই কষ্টকর। বিশেষতঃ এই সংসারে [illegible] যে জগতের সর্বত্র বিরাজিত সেই নানা অসৎপথপরিপূর্ণ বিপদসঙ্কুল [illegible] একলা [illegible] কত যে কষ্ট [illegible] ও [illegible] তাহা [illegible] সৌভাগ্যক্রমে [illegible] অনুবিধার অবধি নাই। সুতরাং এখান হইতে একলা [illegible] না [illegible] একলা [illegible] কোনও [illegible] না। [illegible] [illegible] যে [illegible] কোনও [illegible] নাই। [illegible] সেই [illegible] কথা [illegible] স্থান [illegible] অসহায় [illegible] আমাকে ব্যাকুল করিয়াছে এবং [illegible] হইতে [illegible] আপনা হইতে [illegible] [illegible] যাব ?

বাল্যকালে একটী বড় কবির গান [illegible] [illegible] সৌভাগ্য [illegible] নাই। "একলা এসেছি ভবে, একলা যেতে হবে, কেউ তো সঙ্গে যাবে না।" ইহার সেই [illegible] সেই মায়ামোহ-মুগ্ধ [illegible] একলা [illegible] অসহায় অবস্থায় আমা যে কতকত তাহা বলাই বাহুল্য মাত্র। তাই আমরা যখন [illegible] জগতে আসি—জননীজঠরে আমরা [illegible] বহু কষ্ট [illegible] তখন [illegible] অসহায় পাইয়া [illegible] [illegible] আমরা নিজেকে সেই যন্ত্রণার হস্ত হইতে রক্ষা করিতে পারি না; পরন্তু বহু [illegible] সেই যন্ত্রণার মধ্যে জীবনযাপন করি। একলা আমার [illegible] আমাদের এত কষ্ট! এত দুঃখ হয়। আবার এ জগতে আসিয়া [illegible] আত্মীয়তা করিতে হয় বলিয়া শেষের দিনেও কেহ সঙ্গী হয় না, তাই দেখাতে একলা পাইয়া [illegible] আমাদিগকে [illegible] [illegible] করে না। তাই বলিতে- ছিলাম, যে [illegible] এ জগতে আসিয়াছিলাম, [illegible] যাইবার সময় [illegible] যাব—একাই যাব ? কেহ কি সঙ্গে যাবে না ?

আমরা এ জগতে একলা আসিলেও, আমাদের নিত্য রক্ষক যিনি সেই ভগবান্ আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া যাইবার জন্য অনেক সময় স্বয়ং প্রকট থাকেন অথবা তাঁহার প্রিয়তম পার্ষদকে সেই কার্য্যে নিযুক্ত রাখেন। সুতরাং যদিও আমরা এবার দুর্ভাগ্যবশে একলাই আসিয়াছি, যদিও আসিবার সময় বহু কষ্ট পাইয়াছি বা এখনও পাইতেছি তথাপি এত দুঃখের মধ্যেও একটী পরম সৌভাগ্য বরণের সুবর্ণ সুযোগ আমাদের ঘটিয়াছে। তবে ভগবানের দয়ার পরাকাষ্ঠা ব্যতীত আর কি ? যদিও অনেক বড় কবি এতাদৃশ সঙ্গ-সৌভাগ্য না পাইয়া [illegible] উক্তি দুঃখভরে গাহিয়াছেন, তথাপি ভাগ্যবান্ আমরা [illegible] বুক হইবার পরম সুযোগ [illegible] পাইয়াছি, অতএব অশোক অভয় অমৃত গুরুবৈষ্ণবগণের দেবদুর্লভ সঙ্গ আমাদের ভাগ্যে ঘটিয়াছে। এখন আমরা যদি আমাদের একমাত্র সহায়, সম্বল ও পথপ্রদর্শক শ্রীগুরুপাদপদ্মের অনুগত হইতে পারি তাহা হইলে অন্য- ভ্রমাদের কোনও দিন আর একলা থাকিতে হইবে না. নিত্যকাল প্রভুর সহিত—ভগবানের সাক্ষাৎ সেবা-সেবক-ভাবে থাকিতে পারিব। যখন বুঝিতে পারিব যে, আমরা সঙ্গী পাইয়াছি, যখন নিজে বুঝিব যে আমি সেই নিত্যপার্ষদগণের সঙ্গে যাইতেছি তখন আমাকে ঐ বড় কবির বাক্যে আমাকে যন্ত্রণা ভুগিতে হইবে না। নচেৎ ঐ সঙ্গীহীন, বন্ধুহীন বড় কবির অবস্থা প্রাপ্ত হইলে সেদিন ফিরে কষ্টের শেষ থাকিবে না. দুঃখের আর [illegible] থাকিবে না, [illegible] অশ্রুভরেই এ জগৎ ছাড়িতে হবে ও এই দুঃখ হইতে আমাদের আর নিষ্কৃতি হইবে না। তাই বলিতেছিলাম, আমি কি একাই যাব ? কেউ কি কৃপা করিয়া আমাকে সঙ্গে করিয়া লইবেন না ? কেউ কি আমার অশ্রু মুছাইবেন না, আমার ভার অক্ষেরে [illegible] স্বরূপ হইয়া কি কেউ আমার হাত ধরিয়া লইয়া যাইবেন না ? আমার এই কাতর ক্রন্দন কি এখনো কোনখানেই পর্য্যবসিত হবে ?

বন্ধুহীন সঙ্গীহীন সদ্গুরুকৃপাবঞ্চিত ব্যক্তিগণই এই দুঃখময় সমুদ্রে পতিতাবস্থায় থাকিয়া বা আশ্রয় পায় না। তাই তাহাদের কণ্ঠ হইতে এই হতাশবাণী ধ্বনিত হইয়া তাহাকে ও তাহার তথাকথিত সঙ্গিগণকে ব্যস্ত করিয়া তোলে। কিন্তু নিত্য apparent [illegible] সঙ্গ যাঁহাদের হইয়াছে তাঁহারা এই হতাশার কথায় ধার ধারেন না। তাঁহারা জীবের একমাত্র সহায় শ্রীগুরুপাদপদ্মকে অবলম্বন পূর্ব্বক এই দেহ-নৌকার মাঝায়ো গুরুসেবা- সাধন করিতে করিতে নিশ্চিন্তে এ জগৎ পরিত্যাগ করেন এবং আমাদিগকেও ঐ পথের পথিক হইবার জন্য ভগবান্ উদ্ধবকে বলেন—

নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্লভং
প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারম্।
ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং
পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা॥

(ভাঃ ১১।২০।১৭)

তাই বলি, জীবনের নিত্যসঙ্গী যখন আসিয়াছেন তখন আর আমি কি একাই যাব বলিয়া ক্রন্দনের দরকার কি ? সুতরাং আর সময় নষ্ট না করিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মের অনুগত হওয়াই শ্রেয়ঃ বলিয়া মনে করি। কিন্তু গুরুপাদপদ্মের অনুগত হওয়া অতি কঠিন ব্যাপার। সেই গুরুপাদপদ্ম কৃপা করিয়া যে ভগবান্ ভগবানকে নিজহস্তে জানাইয়াছেন সেই গুরুশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবগণের আনুগত্যে বা তাঁহাদের সঙ্গী হইয়া গুরু- পাদপদ্মাশ্রয়ের চেষ্টা করিতে হইবে; নচেৎ বৈকুণ্ঠবাসের কথা বোধগম্য হইবে না, শাস্ত্রাদি পাড়য়া বা শ্রীগুরুর নিকট হরিকথা শুনিয়া ক্ষণিক আত্মনিবেদনেচ্ছা হৃদয়ে জাগিলেও তাহা স্থায়ী হইবে না কিন্তু যদি কোন [illegible] অবস্থায় সাধু আশ্রয়ের সৌভাগ্য লাভ হয় তাহা হইলে তাঁহার নিষ্কপট হইবার বা বৈকুণ্ঠ-দর্শনের সুযোগ হইতে পারে। কিন্তু সেই গুরুশ্রেষ্ঠগণের সঙ্গ লাভ বড়ই দুষ্কর। মহাসৌভাগ্যোদয় না হইলে গুরুপাদপদ্মের একমাত্র উপায় গুরু- শ্রেষ্ঠগণের কৃপা লাভ করা যায় না, এমন কি তাঁহাদের সঙ্গে আজীবন বাস করিয়াও তাঁহাদিগকে জানা যায় না। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ যদি একমাত্র হরিকথা আলোচনা করেন তাহা হইলে কোনদিনও আর তাহাদিগকে আমি কি একাই যাব বলিয়া কি দিতে হইবে না।

অনেকে হয়ত প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষার জন্য মুখে দৃঢ়তা দেখাইয়া বলেন, আমি আর একা যাবনা ? কিন্তু অন্তকালে তাহাকে হয়ত একাই যাইতে হয়। এরূপ ধরণের জীবনহীন কথার কোন মূল্যই নাই। কিন্তু যদি তিনি কখনও বাস্তবিক দৃঢ়ব্রত কোন সাধুর সঙ্গ পান তাহা হইলে সাধুর সঙ্গে থাকিয়া নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিবেন যে, তাঁহাকে কি একা যাইতে হইবে, না কেহ সঙ্গে যাইবে। একলা যতদিন না উপলব্ধি [illegible] হইবে, ততদিন নিজেকে অসহায়, বন্ধুহীন, ভীত, সন্ত্রস্ত বলিয়া মনে হইবেই হইবে, দুরাশা হৃদয়ে স্থান পাইবে না, বৈকুণ্ঠালোক হৃদয়ে উদয় হবে না। আমি কৃষ্ণভজন ব্যতীত আর কিছু করিব না বা নবগুরু শ্রীগুরুপাদপদ্ম ছাড়িয়া আর কোথাও যাইব না [illegible] [illegible] [illegible] এমন কথা মুখে কথা [illegible] কথা নয় [illegible] সৌভাগ্য [illegible] হবে দুর্লভ [illegible] [illegible]

কত দুঃখিত, কত সন্তপ্ত, কত গভীর এবং কত বিলাপরত। সুতরাং ভগবান ব্যতীত সকলেই এই রোগের রোগী, এই দুঃখের দুঃখী এবং ঐ বড় কবির প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য সাথী।

'আমি কি একাই যাইব ?'—এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা ইহাই জানিলাম যে, দুর্ভাগ্য- বশে এ জগতে আসিয়া যদি কেহ আর্ত্ত হন, নিত্যসঙ্গীলাভের জন্য ব্যাকুল হন তাহা হইলে তাঁহাদিগকে আর একা যাইতে হয় না, সেই কৃপাভিলাষী ভক্তকে গুরুপাদপদ্ম কৃপাপূর্ব্বক দিয়া রক্ষা করেন। জীবিতকালে ত রক্ষা করেনই পরন্তু মৃত্যুর পরেও পথ দেখাইয়া লইয়া যান। সুতরাং কালবিলম্ব না করিয়া এই মুহূর্ত্তেই ভগবৎ-সেবা বরণ করা একান্ত আবশ্যক; নচেৎ এ রোগের আর ঔষধ নাই, এ ক্রন্দনের আর শেষ নাই, এ ভয়ের আর নিবৃত্তি নাই। ভগবানিগণ এত আশা ভরসা পাইয়াও কেন যে সতত চিন্তাব্যাকুল হইয়া নিজেকে অসহায় মনে করেন তাহা গৌড়ীয়মঠের বাসিন্দাগণ বা তথায় বাস করিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সাধকগণ বুঝিয়া উঠিতে পারেন না বলিয়াই তাঁহাদের পুনঃ পুনঃ এত চীৎকার, পুনঃ পুনঃ এত অনুরোধ।

গৌড়ীয়ের দপ্তর

শ্রীযুত চিন্তাহরণ বাসাধিকারী শ্রীগৌড়ীয়- মঠের একনিষ্ঠ অনুগত ভক্ত, মঠ আশ্রয় করিয়া মঠের সেবাকার্য্যে নিযুক্ত আছেন। বয়স অল্প হইলেও শ্রীমঠের আচার্য্যপাদপদ্ম হইতে এবং মঠাশ্রিত বহু বৈষ্ণবের নিকট হইতে পরমার্থ বিষয়ে অনেক কথা শুনিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়া সিদ্ধান্তে প্রবীণ হইয়াছেন। মঠের কার্য্যোপলক্ষে তিনি কুরুক্ষেত্র যাইবার জন্য দিল্লী কালকা-মেলে চড়িয়া- ছেন। গাড়ীতে খুব ভিড়। নির্দ্দিষ্ট সময় উপস্থিত হওয়ায়, গাড়ী ছাড়িয়া দিল। গাড়ীর যাত্রিগণ রাত্রিতে কিরূপে সুখে নিদ্রা যাইতে পারিবে, সেইজন্য ব্যস্ত হইয়া শয্যার স্থান সংগ্রহ করিতে লাগিল। প্রাগুক্ত শ্রীচিন্তাহরণ বাসাধিকারী মহাশয়ের ঐরূপ কোন চেষ্টা নাই বা ব্যস্ততাও নাই। রাত্র্যাগমে সমস্ত আরোহী নিদ্রাদেবীর সুশীতল ক্রোড়ে ঢলিয়া পড়িল।

চিন্তাহরণের চক্ষে নিদ্রা নাই এবং রাত্রিতে বিশ্রামের জন্য কোন চেষ্টাও নাই। তিনি মনে মনে গীতার এই শ্লোকটী আবৃত্তি করিতে লাগিলেন —

"যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং
জাগর্ত্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা
পশ্যতো মুনেঃ॥"

অতঃপর বাজীর কামরাটী বেশ নিস্তব্ধ দেখিয়া প্রাণের আবেগে গান ধরিয়া উচ্চৈঃস্বরে গাহিতে লাগিলেন,—

দুর্গতি মাখনবল ঘটিয়া সংসারে।
দুঃখ না ভজিনু দুখ কহিব কাহারে॥
সংসার সংসার ক'রে মিছে গেল কাল।
লাভ না হইল কিছু ঘটিল জঞ্জাল॥
কিসের সংসার এই ছায়াবাজী প্রায়।
ইহাতে মমতা করি বৃথা দিন যায়॥
এ দেহ পতন হ'লে কি হবে আমার।
কেহ সুখ নাহি দিবে পুত্র পরিবার॥
গর্দ্দভের মত আমি করি পরিশ্রম।
কার লাগি' এত করি না ঘুচিল ভ্রম॥
দিন যায় মিছা কাজে নিশা নিদ্রাবশে।
নাহি ভাবি মরণ নিকটে আছে ব'সে॥
ইত্যাদি ইত্যাদি।

রাত্রির নিস্তব্ধতা গানকারী ব্যক্তির আবেগপূর্ণ ভাবমিশ্রিত সুমধুর কণ্ঠস্বর ও পরমার্থতত্ত্বাত্মক মহাজন-রচিত গীতের মাহাত্ম্য গাড়ীর অভ্যন্তরস্থ জনৈক পরনিদ্র যাত্রীর প্রাণের ভিতর বিজলী সঞ্চার পূর্ব্বক তাঁহার হৃদয় উদ্বেলিত করিয়া দিল। তিনি আর শুইয়া থাকিতে না পারিয়া উঠিয়া বসিলেন এবং শেষ পর্য্যন্ত গীতটী প্রাণ ভরিয়া শ্রবণ ও অনুধাবন করিয়া কিছু চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। গান থামিবার পর ধীরে ধীরে উঠিয়া আসিয়া উক্ত গানকারী ব্যক্তির পার্শ্বে আসন গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। পরিচয়ে জানিলেন, তিনি বিশ্ববিখ্যাত শ্রীগৌড়ীয়মঠের একজন অনুগত সেবক। আগন্তুক ব্যক্তি ইতঃপূর্ব্বে শ্রীগৌড়ীয়মঠের নাম শুনিলেও, উক্ত মঠের কোন ব্যক্তির সহিত কোন দিন পরিচিত ছিলেন না। আজ এই চিন্তাহরণ নামাধিকারী মহাশয়ের সহিত পরিচিত হইয়া কিছু আলাপ করিবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। চিন্তাহরণ বাবু আগন্তুক ব্যক্তির পরিচয় জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন যে, তাহার নাম শ্রীচিন্তাশীল দত্ত, সংসারে বিষয়কর্ম্মাদি দ্বারায় দিনাতিপাত করিয়া আসিতেছেন। সুখে স্বচ্ছন্দে সংসারযাত্রা করিয়া দিন কাটাইয়া যাওয়া বা অবসরে অবসরে দেশের কিছু কিছু কল্যাণ সাধন করিয়া ইহজগৎ হইতে চলিয়া যাওয়া ব্যতীত মানুষের আর অধিক কি কৃত্য থাকিতে পারে? তিনি এইরূপই বিচার করিয়াছেন। তিনি আরও বলিলেন, "কিন্তু আজ আপনার এই গানটী শুনিয়া আমার প্রাণে যেন একটা ধাক্কা লাগিয়াছে। জানি না [illegible] গানের ভিতর কি যে একটা মহীয়সী [illegible] আছে, যাহা শ্রবণে প্রাণটাকে কিছু চঞ্চ[illegible] করিয়াছে। [illegible] ছাড়া, সংসারে [illegible] একটা জিনিষ জানা বাহ যে যায়, [illegible] বটে, কিন্তু চিন্তাও [illegible] চিন্তাশীল, আমার কাছে [illegible] বহুদিন অনেক হইয়াছে; মনে হয় চিন্তাশীলতা কি বস্তুর স্বরূপ"?

চিন্তাশীল বাবু বলিলেন, "মহাশয়, আপনি গৌড়ীয়মঠের সেবক শুনিয়াছি। তা' আপনাদের মঠের কি কার্য্য এবং আপনাদের মঠের নিকট হইতে আমরা কি শিক্ষালাভ করিতে পারি, তাহা দুচারকে কিছু যদি আমাকে জানান তবে উপকৃত হই। আপনাদের মঠের হইতে কিছু সংগ্রহ করিয়া উপকৃত হইতে ইচ্ছা করি। যদি আপনি আমার জন্য একটু পরিশ্রম স্বীকার করেন, তবে কৃতার্থ হই। চিন্তাহরণ বাবু বলিলেন,—আপনার কিছু জিজ্ঞাস্য থাকিলে আপনি আমার নিকট প্রশ্ন করিতে পারেন, আমি তাদৃশ উত্তর দিয়া আপনার সংশয় দূর করিতে চেষ্টা করিব। চিন্তাশীল বাবু চিন্তিত হইয়া বলিলেন, আমিত পরমার্থ-বিষয়ে অজ্ঞ, কিরূপভাবে প্রশ্ন করিতে হইবে তাহা জানি না; তবে যদি ত্রুটি মার্জ্জনা করেন, দুএকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে পারি। চিন্তাহরণ বাবু বলিলেন, আপনার যেরূপ ইচ্ছা প্রশ্ন করিতে পারেন, আমি যথাযথ শাস্ত্রমত তাহার উত্তর দিতে চেষ্টা করিব।

প্রঃ। আপনি যে গানটি গাহিলেন, তা শুনে মনে হ'চ্ছে যে, আমরা মনুষ্যজন্মের যে উদ্দেশ্য বুঝিয়া সংসার করিতেছি, সেটা বাস্তব উদ্দেশ্য নয়, আমরা ভুল করিতেছি, মনুষ্যজন্মের আরও কিছু সদুদ্দেশ্য আছে। আপনি এ সব বিষয়ে যদি আমাকে কিছু জ্ঞান প্রদান করেন, তবে ভাল হয়।

উঃ। কৃষ্ণ বড় দয়াময়। জীবের অভাগ্যায় স্বভাবই হচ্ছে ভগবানের সেবা করা। আপনি যখন এ সব বিষয় জানতে চাহেন, তখন আমি যদি এ সব বিষয় আপনাকে জানাই, কৃষ্ণ আমার উপরও সন্তুষ্ট হ'বেন। (ক্রমশঃ)

সারকথা

—:০:—

ভক্তিপ্রচারক আচার্য্য কি 'নীচ'?

শুনি' ঠাকুর কহে, শাস্ত্র এই সত্য হয়।
সেই 'নীচ' নহে, যাতে কৃষ্ণভক্তি হয়॥
যাঁহার মুখে কৃষ্ণনাম করিছে নর্ত্তন।
এই দুই অধম নহে, হয় সর্ব্বোত্তম॥
প্রভু কহে, তোমা স্পর্শি আত্মপবিত্রিতে।
ভক্তিবলে পার তুমি ব্রহ্মাণ্ড শোধিতে॥
(চৈঃ চঃ অন্ত্য)

প্রকৃতভক্ত কে?

সেই প্রকৃতভক্ত তোমা [illegible] সেবা লাগি'।
আপনার সুখদুঃখে হয় [illegible]
তোমা অনুকম্পা চাহে ভজে [illegible]
আছিয়াতে দিলে তা'[illegible]
[illegible]

ছাত্তুজ্রের নকবলে

'উদ্ভ্রান্ত স্বাস্থ্য পথিক'

কর্ম্মের ক্ষেতে
মরণের হাতে
হ'য়েছি অতিথি আজি।
মরণ আমারে
পরম আদরে
বরণ করিতে রাজি॥
মরণের সাথী
রাক্ষসী অসতী
বলবতী ভোগ-আশা।
কুলায়ে সে মোরে
নিয়ে কাম-পুরে
প্রদানিল এক বাসা॥
বাসার ক্ষুধায়
মরু-পিপাসায়
অশেষ বিশেষে প্রাণ।
চহিতে সতত
তোগে বিশেষতঃ
ত্রিতাপিত বর্ত্তমান॥
মোর তাপানলে
ত্রিতাপের রোষে
সে চক্র ঘনে দহি।
তাহাতে আবার
এক সে বিচার
দংশিল বিষধর অহি॥
বিষম-অহির
বিষেতে অধীর
শিরোরোগে ম্রিয়মান্।
বিষে ম'লে ম'লে
নিজ কর্ম্ম-ফলে
বধির হইল কাণ॥
শ্রবণের দ্বারে
শ্রৌত-পথটিরে
ধরিতে না পারি তাই।
শ্রৌত-বাণী-গানে
এ শুষ্ক পরাণে
রুচি-লব মোর নাই॥
আমি চিররোগী
চির দুঃখভোগী
সুখ-লাগি' উতরোল।
তাই দুঃখ মোরে
নানাকার ধ'রে
নানা ছলে দেয় কোল॥
হরিপুর গ্রামে
হরিদাস নামে
এক সুমহান্ বৈদ্য।
সে সুজন মোরে
ব'লেছিল জোরে
করিব যে নিরাময়॥
কিন্তু হ'য় তায়
তাঁহার কথায়
নহিল আমার রতি।
ডাকুক ডাকার
মদন সর্দ্দার
দিল মোরে সুযুক্তি॥
তাঁ'র পরামর্শে
আমি মহাহর্ষে
আরোগ্য হইব ব'লে।
নানাভাবে ঘুরে
দেশ-দেশান্তরে
ঘুরেছি ডাক্তার ছলে॥
বহুকাল ধরে
শোচনীয়ভাবে
হাটপাড়-পাছে ফিরি।
লাভের কোঠায়
জমা কিছু নয়,
শুধু তায় হায় করি॥
উপশান্তি চিতে
নহিল কিছুতে
তাই অনুতাপে জ্বলি।
পুনঃ হরিদাসে
বহু ঘুরে এসে
বলিনু ভৈষজ বলি'॥
শুনে হরিদাস
এই মোর আশ
সব পাশে কাজ কেঁদে।
আমি ত কুকুর
সে মোর ঠাকুর!
মোরে মোরে বাধ বেঁধে॥
"রাধা-কৃষ্ণ বল
চল, সঙ্গে চল"
আজ্ঞা তব শিরবল।
নাহি পায় বল
আমি যে অচল
কেমনে চলিব বল॥
হে অভয়পদ!
দাও ভিক্ষা আশ
চালবার মত বল।
বাহির হবে ত
হ'য়ে অনুগত
তব পাছে চিরকাল॥
কুকুরে তোমার
দয়ার সাগর
বৈষ্ণব ঠাকুর হে।
দাও দিব্যজ্ঞান
তব প্রিয়ধাম
মায়াপুরে গুরু-গেহে।
ক'রো [illegible]
কুকুর [illegible]
[illegible] তোমা।
[illegible]
[illegible]
[illegible]

ব্রহ্মচারী

" দেও না কর তাই [illegible] গুহে স্ত্রী ছাড়িয়া তাই আসিয়াছ বন॥

শুদ্ধভক্তি মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ

(আকর-মঠরাজ)

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ গজ উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে খাচাপারস্থ শ্রীচন্দ্রশেখর ভবনে শ্রীশ্রীগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারী বিরাজমান। এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, সর্ব্ববিদ্যাপীঠ বা সারস্বতচন্দ্রস্থলী। এই মঠাঙ্গনে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদির বেদান্তসমূহের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠ হইতে পারমার্থিক দৈনিকপত্র 'নদীয়া-প্রকাশ', সাত্বত-সম্প্রদায়ে অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থাদি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতি বৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অখণ্ড ভক্তগোষ্ঠীসহ কীর্ত্তন-প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি উক্ত মঠ হইতে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫

শ্রীমহাপ্রভু-প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশ্যে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্তসদনে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দজীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, প্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি গ্রন্থ ও ভক্তগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হয়। এই মঠ হইতে মহানগরীর সর্ব্বত্র হরিকথা-প্রচার, মহানগর-সঙ্কীর্ত্তন, বক্তৃতা, ব্যাখ্যা ও সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞ-মহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান হয়। মঠরক্ষক—মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া সহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী সেবাকোবিদ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী এখানে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান, রক্ষক—শ্রীনবদ্বীপ দাসাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—গোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

(৭) কাজীর সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

এখানে শ্রীগৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক।

(৮) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও রাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান দাস ব্রহ্মচারী।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্র নাথ দাসাধিকারী।

(১০) মোদদ্রুম-ছত্র "গৌড়ের নৈমিষ"

মাউগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)।

শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান। শ্রীগৌরনিত্যানন্দের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবঙ্কুবিহারী ব্রজবাসী, ভক্তিভূষণ।

(১১) দেউলিয়া কুঞ্জকানন

শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক— শ্রীনরোত্তমানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১২) কুঞ্জকুটীর—পোঃ কৃষ্ণনগর,

নদীয়া। রক্ষক—শ্রীঅমৃতানন্দ অধিকারী

(১৩) ভাগবত-আসন—পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

এই স্থান হইতে ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচারিত হয়। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৪) একায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ রাণাঘাট, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী ভক্তিস্বভাব।

(১৫) মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(১৬) মাধ্বগৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, পোঃ ঢাকা

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাবিনোদ বি-এ

(১৭) গোপালজীউমঠ—কমলাপুর,(ঢাকা)

গোপালজীউ শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান। রক্ষক—শ্রীরাধাকান্তদাস ব্রজবাসী।

(১৮) গদাই গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি ঢাকা)।

এখানে শ্রীগদাধর-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীসদাশিবকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(১৯) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

রমনা, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীনিশিকান্ত ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২০) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাহু, (ত্রিপুরা)

এখানে বড় ভুবনেশ্বর শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(২১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীনরেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী,

(২২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ভুবনেশ্বর, পোঃ চিত্রকুটা, (বাঁকুড়া)

এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী।

(২৩) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে গুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান্দাস ব্রজবাসী ভক্তিরত্ন।

(২৪) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী।

(২৫) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশপলি, পোঃ বক্সীবাজার, (কটক)

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীউর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর

(২৬) ভক্তি-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর পুরী,

শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন।

(২৭) পুরুষোত্তম মঠ

ভক্তিকুটী, পোঃ পুরী উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীউর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগদাধর অধিকারী

(২৮) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী দাসাধিকারী।

(২৯) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, তটেই গোদাবরী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—শ্রীনিতাইচরণ দাসাধিকারী ভক্তিলোচন।

(৩০) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪২নং কালিদপুরা, বেনারস সিটি

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীসদাশিব ব্রহ্মচারী।

(৩১) প্রয়াগ গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন গোস্বামী

(৩২) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও গৌরবিনোদ-বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীসত্যনারায়ণ দাসাধিকারী।

(৩৩) কৃষ্ণচৈতন্য মঠ

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

এখানে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিত্য-সেবা হয়। রক্ষক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠ

বিশ্রামঘাট মথুরা

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ

(৩৫) ব্রজানন্দ-সুখদকুঞ্জ—শ্রীরাধাকুণ্ড

রক্ষক—শ্রীরাধারমণচরণদাস ব্রহ্মচারী

(৩৬) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৩৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ

শেখপাড়া, পোঃ গোজোল, জেলা গুরুদাসপুর (পাঞ্জাব) রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৩৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪০নং চন্দ্রবান রোড, নিউ দিল্লী।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসম্বন্ধ তুর্য্যাশ্রমী

(৩৯) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল।

এখানে গৌরবিনোদনাথের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীবনীগোপাল অধিকারী।

(৪০) সারস্বত-গৌড়ীয় মঠ

কবিয়ার সাতারণপুর, ইউ, পি

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি

(৪১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ রায়পেট্টা মাদ্রাজ।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা।

রক্ষক—শ্রীপাদ ভগবান্দ ভক্তিবিকাশ।

৪২) বোম্বে-গৌড়ীয়-মঠ কার্য্যালয়

গ্রোণ্টার রোড, চোপাটি বিল্ডিং, বাংলো নং ১, বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মা মজুমদার।

(৪৩) অমরসি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমরসি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীরাজেন্দ্র দাস অধিকারী

(৪৪) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্চকা, কামরূপ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী

(৪৫) পাটনা গৌড়ীয় মঠ

১০০ মিঠাপুরা, পাটনা।

রক্ষক—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী রাগভূষণ

(৪৬) পর্ব্বা গৌড়ীয় মঠ

হিল সাইড, চার্চ রোড, পর্ব্বা

রক্ষক —উপদেশক শ্রীসর্ব্বেশ্বর বাসস্তু

(৪৭) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠ বালেশ্বর

রক্ষক—শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয়

৩ গ্লাষ্টার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, এস-ডাব্লিউ ৭, লণ্ডন

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন

(৪৯) বার্লিন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

Berlin W. 30

Eisenacher strasse 29 ४।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্—সমগ্র ৪০৲
প্রথম ৯টিতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ৷৷/০
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। ভাষ্য সমেত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড০ ৩—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০;
ও ৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—১৲; ২য় খণ্ড ৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব—১৲
৮। সংক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার-দীপিকা ১৷০
৯। জৈবধর্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ৷০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ৷০
১৮। [illegible] ৷০
১৯। ভক্তিবিনোদের কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৷/০
২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৷৷/
২২। ভজন-রহস্য
২৩। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতম্ ও
শ্রীনবদ্বীপশতকম্ ও (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ১৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
২৬। গীতার কেবল মূল-ভাষ্য ৷০
২৭। [illegible] সানুবাদ ২৲
২৮। [illegible] সানুবাদ ৷০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸
৩০। দীন-হীন-ক্রন্দন ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৶০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা /১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ৷০
৪০। শরণাগতি /০
৪১। গীতাবলী /০
৪২। চিত্রে নবদ্বীপ ১৷০
৪৩। [illegible] /০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /০
৪৫। নবদ্বীপশতক /০
৪৬। [illegible] /০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ /০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) /১০
৪৯। [illegible] ৷১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ৷০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ৷০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ৷০
৫৬। গৌড়ীয়গণ কি করেন? /০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ৷০
৫৮। শ্রী[illegible] ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। [illegible] /০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ৷০
৬১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী [illegible] ৷০
৬২। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্ ৷০
৬৩। [illegible] ৷০
৬৪। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৷৶০
৬৫। [illegible] /০
৬৬। মায়াবাদ[illegible] ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৭। রায় রামানন্দ ৷০
৬৮। এ ফিউ ওয়ার্ডস্ অব্ বেদান্ত ৷০
৬৯। [illegible] ৷০
৭০। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজি অ্যাণ্ড অন্টলজি ৷০
৭১। [illegible] ৷৶০
৭২। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ৷০
৭৩। বৈষ্ণবীজম্ ৷০
৭৪। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং /০
৭৫। দি ভাগবত ৷০
৭৬। থিইষ্টিক্ প্রিন্সিপ্‌ল্ অ্যাণ্ড [illegible] ৷০
৭৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২৷০
৭৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৭৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷০
৮০। সাধন-পথ ৷০
৮১। কল্যাণ-কল্পতরু /১০
৮২। গীতাবলী /০
৮৩। শরণাগতি /০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৪। শরণাগতি /০

তেলগু ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিলেই হয়। ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৶০ আনা, বড় বোতল ১৶০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।
অথবা
পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউন্টেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউণ্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।
জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং
কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার
কলিকাতা

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণে লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। [illegible] গ্রন্থে কথাসার ও শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র [illegible] আনা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বি, এ,
ও [illegible] ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম [illegible] এম, এ, এল, এল, বি, কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

সুবর্ণ সুযোগ ! সুবর্ণ সুযোগ !

শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদরচিত গৌড়ীয়ভাষ্য সহিত

বিরাট গ্রন্থ

শ্রীশ্রীচৈতন্য ভাগবত

গ্রন্থের আয়তন :—ক্রাউন কোয়ার্টো মূল ১০৯৬ পৃষ্ঠা, সূচীপত্র ২৪৪ পৃষ্ঠা, মোট ১৩৪০ পৃষ্ঠা

ভিক্ষা (বাঁধাই) মাত্র ৭৲ সাত টাকা

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা

নদীয়া সার্টিফিকেট আদালতের নীলাম ইস্তাহার

কেস্ নং এবং কোর্টের নাম	নীলাম ইস্তাহার (A) (B) বা (C) ধারায় প্রকাশিত	ডিক্রীদার	দেনাদার	৫ যে দাবীর জন্য সম্পত্তি বিক্রয়ের আদেশ হইয়াছে	৬ বিক্রয়ের স্থান তারিখ ও সময়	স্বত্ব জোত	থানা, মৌজার নাম ও গ্রাম	পরিমাণ নং প্রভৃতি (জানা থাকিলে) অথবা অন্য প্রয়োজনীয় বিবরণ	১০ জমির পরিমাণ (জানা থাকিলে)	১১ জমা (জানা থাকিলে)	১২ মন্তব্য
১৮৯ R. P., ৩৪।৩৫ নদীয়া সার্টিফিকেট আদালত		আর পালচৌধুরী	ছিনকড়ি সেখ দিং	১৮২৪/০	১১।৭।৩৫	রায়তি স্থিতিবান	থানা কোতয়ালী মৌজে রামনগর	১২০ খতিয়ান	১১.৯৩	২৯৬/২	আর পালচৌধুরী
৭২৪ A. P. ৩৩।৩৪		ঐ, পালচৌধুরী	এবাদি সর্দার দিং	৩৬।/৬	১১।৭।৩৫		থানা হাসখালি মৌজে দক্ষিণ ফি.	৫৫১ খতিয়ান	.৭২	৩৬৸/৬	ঐ, পালচৌধুরী
১৫৫ N. R., ৩৪।৩৫		গৌরীশচন্দ্র রায় বাহাদুর	মন্মথনাথ বসু সমাধিকারী	১৪২৬৸/৮	১২।৭।৩৫	মাধ্য. মোকররী	থানা কৃষ্ণনগর মৌজে সিদেতাষা	৯০ খতিয়ান	৯.৭২	২০৬/৭	গৌরীশচন্দ্র রায় বাহাদুর
১৫৮ N. R., ৩৪।৩৫		ঐ		৮৯৮১	১২।৭।৩৫	ঐ	থানা ঐ মৌজে ঐ	৮৮ খতিয়ান		১২।/০	
২৫৮ N. R., ৩৪।৩৫		ঐ	জোবেদুল মণ্ডল দিং	২৪।/৩	১৩।৭।৩৫	রায়তি স্থিতিবান	থানা কৃষ্ণগঞ্জ মৌজে চৌগাছা	২৯৯ খতিয়ান	২.৪৭	৯।/০	
৪১ N. R., ৩৪।৩৫			এবাদত সেখ	১৬।৩	১৫।৭।৩৫		থানা কৃষ্ণনগর মৌজে বাবাপুর	৯ খতিয়ান	.৫৯	২৶/৯	ঐ
৬৩ R. P., ৩৪।৩৫		আর পালচৌধুরী	এবাদি মণ্ডল দিং	৮৯৸/০	১৫।৭।৩৫	ঐ	থানা হাসখালি মৌজে গোবিন্দপুর	১১৭১ খতিয়ান	৩.৬১	১৮।৩	আর পালচৌধুরী
১৪৫ R. P., ৩৪।৩৫		ঐ	বহার মণ্ডল দিং	৪৪৲	১৭।৭।৩৫	ঐ	থানা শান্তিপুর মৌজে সওনা	১২৭ খতিয়ান	৩.৭৫	১১।/০	
৭০ A. ৩৩।৩৪		মণীন্দ্রমোহন আচার্য্য দিং	জালুন মণ্ডল দিং	২৮৸/১	২৫।৭।৩৫		থানা ও মৌজে দৌলতপুর	১৪৮৩ খতিয়ান			মণীন্দ্রমোহন আচার্য্য দিং
১২৯ A, ৩৩।৩৪			নান্নু মণ্ডল	২৫৶/৬	২৫।৭।৩৫	রায়তি মধ্যস্বত্ব	থানা দৌলতপুর মৌজে গোপালপুর	২৮২ খতিয়ান	১.৫৬	৮৷৶৬	
১০৮ A, ৩৩।৩৪		ঐ	খোকা সেখ	১১.১০	২৫।৭।৩৫	রায়তি স্থিতিবান	থানা দৌলতপুর মৌজে কাশবাড়ী	১৭ খতিয়ান	.১৩	১।৫	

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'শ্রীনাথ' নবদ্বীপ

দৈনিক

RK. GC 1544

নদীয়াপ্রকাশ
THE
NADIA-PRAKASH

ভারতের [illegible] একমাত্র মুখপত্র

১০ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৭ই জ্যৈষ্ঠ, মঙ্গলবার ১৩৪২, ২১শে মে ১৯৩৫ [৬৮শ সংখ্যা

ছান্দোগ্যোপনিষদ্
বঙ্গ অক্ষরে মূল ও অনুবাদসহ প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি উত্তম। ভিক্ষা ।০ মাত্র
শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

"গৌড়ীয়"
১ম বর্ষ হইতে ১১শ বর্ষ পর্য্যন্ত প্রতি বর্ষ কাগজে বাঁধাই
ভিক্ষা ৩॥০ মাত্র।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ
বাগবাজার, কলিকাতা

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

—:০:—

বিশ্বাসভঙ্গের দায় হইতে মুক্তি

কলিকাতা প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এইচ কে দে দঃ বিঃ ৪০৬ ধারা অনুসারে রাধিকামোহন পাল নামক এক ব্যক্তিকে সশ্রম কারাদণ্ডে ও ৬০০্ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করেন। দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল করা হইলে বিচারপতি মিঃ জ্যাক দণ্ড বেশ নাকচ করিয়া আসামীকে মুক্তি দেন।

অভিযোগে প্রকাশ আসামী একজন মাড়োয়ারী এবং সে ফরিয়াদীর সহিত একত্র কাজ করিত। গত ১৯শে আগষ্ট ফরিয়াদী আসামীকে ১৫১০্ টাকা ভাঙ্গাইতে দেয়। কিন্তু আসামী তাহা কলিকাতা কারেন্সী অফিসে ভাঙ্গাইয়া ফরিয়াদীকে ঐ টাকা ফেরৎ দেয় না।

আসামী পক্ষে বলা হয় যে কারেন্সী অফিস হইতে সে যখন টাকা ভাঙ্গাইয়া ফিরিতেছিল তখন তাহার সঙ্গদোষে কয়েক জন লোক রাস্তায় তাহার নিকট হইতে উহা ছিনাইয়া লয়। তাহাকে মারাত্মকরূপে একখানা রিক্সাতে করিয়া বাড়ীতে পাঠাইয়া দেওয়া হয়।

ইউরোপ ভ্রমণে ছাত্রীদল

লাহোরের ফোরম্যান ক্রিশ্চান কলেজের অধ্যক্ষের পত্নী, মিসেস এস কে দত্ত ইণ্ডিয়ান ন্যাশানাল স্টুডেন্ট সার্ভিসের উদ্যোগে একদল ছাত্রীকে শিক্ষামূলক ভ্রমণের জন্য ইউরোপে পাঠাইবার আয়োজন করিয়াছেন। তদনুসারে ২০ জন ছাত্রী আগামী [illegible] মে 'কন্টে রসো' নামক জাহাজে বোম্বাই হইতে যাত্রা করিবেন। তাঁহারা ইউরোপের শিক্ষা ও সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠান-সমূহ দর্শন করিবেন। তাঁহারা ভিয়েনা, ট্রিয়েষ্ট, প্রেগ, ড্রেসডেন, বার্লিন, ব্রেসলো, এণ্টোয়ার্প, লণ্ডন, অক্সফোর্ড, কেম্ব্রিজ, স্কটল্যাণ্ড, প্যারিস, হল্যাণ্ড ও জেনেভা এবং যুদ্ধক্ষেত্র পরিদর্শন করিয়া ১০ই আগষ্ট তথা হইতে ভারতে যাত্রা করিবেন।

———

খেলাধূলা
৫ মিনিটে ৩টী গোল শোধ

গত শুক্রবার কলিকাতা ডালহৌসী মাঠে ই বি আর দলের সহিত ডিভিশন রেজিমেন্টের ফুটবল খেলা হইয়াছে। উভয় পক্ষে তিনটি করিয়া গোল হওয়ায় খেলাটি ড্র হয়। খেলাটি ড্র হওয়াতে ফুটবল খেলার দর্শকগণ সাধারণের অসাধারণ ক্রীড়া নৈপুণ্যের জন্য। সৈনিক দল [illegible] করিয়া তিনটি গোল দেয়। তিনটি গোল হওয়ার পর রেল দলের চৈতন্যোদয় হয়। দ্বিতীয়ার্দ্ধে ৫ মিনিটের মধ্যে রেল দল তিনটি গোল পরিশোধ করে। তিনটি গোলের মধ্যে সমাদ্দার একাই দুইটি গোল দিয়াছিলেন।

———

অভিনেত্রীর সংহার

গত ১২ই মে কোলাপুরে একখানি ছবি তোলা হইতেছিল এবং দুর্গাবাঈ তাহাতে নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করিতেছিলেন। কোলাপুর ষ্টেটের কয়েকটী সিংহকেও এই ছবিতে নামান হইয়াছিল। দৈবক্রমে একটী সিংহ ছিন্ন হওয়া মাত্রই দাণ্ড নামক একজন অভিনেতাকে আক্রমণ করে। মিসেস খোটে সেই সময় সেখানে ছিলেন। তিনি হাত দিয়া সজোরে সেই সিংহের কেশর টানিয়া ধরেন। সিংহটী তখন ঘুরিয়া শ্রীমতী খোটেকে আক্রমণ করে। তাঁহার হাত বিশেষরূপে আহত হইয়াছে। ইতিমধ্যে সিংহের প্রতিপালক ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন এবং সিংহটাকে আয়ত্তের মধ্যে আনেন।

———

প্রজার ঋণ ও অন্যান্য সম্মিলনী ঋণ আদায় স্থগিত রাখিবার প্রস্তাব গৃহীত

গত ১০ই মে রায়সাহেব পি আকাশ নাইডুর সভাপতিত্বে আন্ধ্রদেশের রায়ত দিগকে সংঘবদ্ধ করিবার প্রথম সম্মেলনে এক মর্ম্মে এক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে যে, ঋণের প্রতিকারমূলক আইন প্রণীত না হওয়া পর্য্যন্ত ঋণগ্রস্ত সমস্ত রায়তের ঋণ আদায় স্থগিত রাখা হউক। ঐ প্রস্তাবে আইন প্রণীত না হওয়া পর্য্যন্ত ঋণের সুদ গ্রহণ ও মামলা রুজু না করিবার এবং মহাজন ও সমবায় বিভাগের ডিক্রীজারী স্থগিত রাখিবার অনুরোধ করা হইয়াছে।

মিঃ সত্যনারায়ণ প্রস্তাব করেন যে, রায়তদের ঋণের সুদের হার শতকরা বার্ষিক তিন টাকা হওয়া উচিত।

মিঃ ডি রামস্বামী নাইডু প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিয়া বলেন যে, যে সকল রায়ত ঋণ পরিশোধে অক্ষম কেবল তাহাদিগকে সময় দেওয়া উচিত। প্রস্তাব ভোটাধিক্যে গৃহীত হইয়াছে। কেবলমাত্র মিঃ রামদাস পান্তলু উহার বিরুদ্ধে ভোট দিয়াছিলেন।

অতঃপর মিঃ এ কে কাশেম রাও প্রস্তাব করেন যে, (ক) রায়তদের পুরাতন ঋণের সমস্ত সুদ বাদ দিতে হইবে, (খ) অতঃপর বর্ত্তমান ঋণের সুদের হার হ্রাস করিয়া শতকরা বার্ষিক তিন টাকা করিতে হইবে। (গ) ঋণ পরিশোধের সময়ে মহাজনদিগকে ১৯০৮-১০ সনের দরে শস্য লইতে বাধ্য করা উচিত; (ঘ) রায়তদের বর্ত্তমান সময় ঋণ পরিশোধের ভার গবর্ণমেণ্টের গ্রহণ করা উচিত; তাঁহারা শতকরা বার্ষিক ৩্ টাকা সুদে ৫ কিস্তিতে রায়তদের নিকট হইতে ঐ অর্থ আদায় করিবেন; (ঙ) ডিক্রীর জন্য গ্রেপ্তার ও কারাবাসের ব্যবস্থা রহিত হওয়াই উচিত; (চ) যে সমস্ত দ্রব্য ক্রোক হইতে পারে না, তৎসমুদয় রায়তের বাসগৃহ, গবাদি পশু, ৫ একর নীচু জমি এবং ১০ একর উঁচু জমি যেন ক্রোক হইতে রেহাই দেওয়া হয়; (ছ) খাতকের ঋণের জন্য [illegible] বিরুদ্ধে যেন মামলা রুজু করা না হয়; (জ) সমবায় সমিতির আইন সংশোধন করিয়া সদস্যের অসীম দায়িত্ব রহিত করিয়া তাহাদিগকে যেন সংরক্ষিত দায়িত্ব প্রদান করা হয়; (ঝ) নানা উপায়ে কৃষিজাত পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি করা উচিত প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

অস্ত্রবহনের মামলা

স্পেশাল ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ পূর্ণচন্দ্র আচার্য্য [illegible] অস্ত্র বহনের মামলার রায় দিয়াছেন। আসামীদের সকলকেই দণ্ড দেওয়া হইয়াছে। আসামীদিগকে নিম্নলিখিতরূপ দণ্ড দেওয়া হইয়াছে:—

নরেশ মুখার্জী, যোগেশ দাস ও পরেশ চৌধুরী—প্রত্যেকের সাত বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ড।

নিবারণ বিশ্বাস ও সন্তোষ চাকী—প্রত্যেকের ছয় বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ড।

[illegible] কোন পুষ্করিণী হইতে একটী রিভলভার উদ্ধারের পরে এই মামলা আরম্ভ হয়।

কুটীর ভস্মীভূত

অপরাহ্নে মাদ্রাজ বন্দরের সন্নিকটস্থ ৯ খানি কুটীর অগ্নিকাণ্ডের ফলে ভস্মীভূত হইয়াছে। দমকল আসিয়া আগুন নিভাইয়া দেয়।

ই বি রেলে ভীষণ দুর্ঘটনা

গত পূর্ব বুধবার সন্ধ্যায় ব্যারাকপুর এবং পলতার মধ্যে এক ট্রেণ দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে। একখানি মাল গাড়ী শিয়ালদহ অভিমুখে ধীরে ধীরে আসিতেছিল। এমন সময় পিছন হইতে একখানি পার্শেল ট্রেণের ইঞ্জিন আসিয়া মাল গাড়ীর পশ্চাতের গার্ডের গাড়ীর উপর পড়ে। এই সঙ্ঘর্ষের ফলে শেষোক্ত গাড়ীর ব্রেকভ্যান চুরমার ও একখানি ওয়াগন লাইনচ্যুত হইয়া যায় মালগাড়ীর গার্ড জীবন আহত হইয়াছেন। উহার ফলে কিছু সময়ের জন্য একটি লাইন বন্ধ হইয়াছে, অন্য লাইন দিয়া ট্রেণ চলাচল করিতেছে।

ট্রাফিক সুপারিন্টেন্ডেন্টের বিবৃতি

শিয়ালদহের ডিভিশনাল ট্রাফিক সুপারিন্টেন্ডেন্ট জানাইয়াছেন,—

১৭ই মে রাত্রি প্রায় ৮টা ৩৫ মিনিটের সময় ৮০০নং ডাউন মাল গাড়ীখানিকে যখন ডাউন মেন লাইনে সিগন্যালের বাহিরে ধীরে ধীরে লইয়া যাওয়া হইতেছিল, তখন ৩৭নং ডাউন মিক্সড্ ট্রেণখানি নাকি সিগন্যাল অগ্রাহ্য করায় ৮০০নং ডাউন মালগাড়ীর সহিত উহার ধাক্কা লাগে। ফলে মাল গাড়ীর ব্রেকভ্যান চুরমার হইয়া যায় ও ব্রেকভ্যানের পরবর্তী একখানি ওয়াগন লাইনচ্যুত হয়। ইহাতে লাইনচ্যুত হইয়া আপ ও ডাউন মেন ও আপ কোর্ড লাইন অবরুদ্ধ হইয়া যায়। সাড়ে সাড়ে ৩ ঘটিকার সময় একখানি রিলিফ ট্রেন ঘটনাস্থলে পৌছে। ঐ দিবস ভোর ৪ ঘটিকার সময় আপ মেন লাইন পরিষ্কার করা হয়। ডাউন মেন ও কোর্ড লাইন গত ১৭ই মে বেলা ১টার সময় ট্রেন চলাচলের উপযুক্ত হইবে বলিয়া আশা করা যায়। ইতোমধ্যে ডাউন মেন লাইন ট্রেনসমূহ আপ মেন ও ডাউন কোর্ড লাইন দিয়া যাইতেছে। ৮০০ নং ডাউন মাল গাড়ীর গার্ড আহত হইয়াছেন এবং তাঁহাকে কলিকাতায় রেলওয়ে হাসপাতালে প্রেরণ করা হইয়াছে। একজন আরোহী সামান্যরূপ আহত হইয়াছেন। এই ব্যক্তি ছাড়া আর কোন আরোহী আহত হন নাই।

আর একটি সঙ্ঘর্ষ

গত ১৬ই মে রাত্রিতে শিয়ালদহ রেলওয়ে মাল গুদামের সামনে এক শোচনীয় দুর্ঘটনার ফলে একজন পয়েন্টসম্যান নিহত হইয়াছে এবং দুইজন গুরুতররূপে আহত হইয়াছে। ইহাতে এখানে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে। প্রকাশ যে, একটি ইঞ্জিন একখানা মালগাড়ীকে ঠেলিয়া কিছুদূরে লইয়া যায়। কিন্তু কোনক্রমে ঐ গাড়ীখানা থামাইতে যাইতে প্রায় বিপদসূচক চিহ্নের নিকটবর্তী হয়। ইঞ্জিনের পা দানিতে তিনজন পয়েন্টসম্যান লইয়া ইঞ্জিনখানা যখন চলিতেছিল, তখন ঐ মালগাড়ীর সহিত তাহার ভীষণ সঙ্ঘর্ষ হয়। ফলে একজন পয়েন্টসম্যান তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং দুইজন গুরুতররূপে আহত হয়। আহত ব্যক্তিদিগকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। তথায় তাহাদের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

ছদ্মবেশে বি, এ, পরীক্ষার্থী অধ্যাপক

পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে রিপণ কলেজের অধ্যাপক অশ্বিনীকুমার গুপ্ত ছদ্মবেশে তাঁহার ছাত্র সমরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের হইয়া বি, এ, পরীক্ষা দিবার সময় ধরা পড়েন। এই সম্পর্কে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রতারিত করিবার প্রচেষ্টার অভিযোগে অধ্যাপক গুপ্ত ও তাঁহার ছাত্র সমরেশ চন্দ্রের বিরুদ্ধে কলিকাতার পুলিশকোর্টে যে মামলা চলিতেছে বৃহস্পতিবার অতিরিক্ত চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট খানবাহাদুর আবদুল গফুরের এজলাসে তাহার আর একদফা শুনানী হইয়াছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কন্ট্রোলারের সহকারী শ্রীযুত মনোমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার সাক্ষ্যে বলেন, গত ৯ই এপ্রিল বেলা ২টার সময় তিনি আশুতোষ হলের দ্বিতলে উপস্থিত ছিলেন। তিনি ঐ হলের চার্জে নিযুক্ত ছিলেন। অর্থশাস্ত্রের থার্ড পেপারের পরীক্ষা বেলা আড়াইটার সময় হইতে আরম্ভ হয়। ঐসময় সাক্ষী আসামীকে উক্ত হলে পরীক্ষা দিতে দেখিয়াছিলেন। আসামীর চক্ষে চশমা ও গায়ে জরীপাড় চাদর ছিল। আসামীকে তাহার রোল নম্বর জিজ্ঞাসা করিলে তিনি রোলকলিকাতা নম্বর ১৬ বলেন। তিনি একখানি পরিত্যক্ত আসনে বসিয়া পরীক্ষা দিতেছিলেন। তাঁহাকে উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি রৌদ্রালোক সহ্য করিতে অক্ষম বলিয়া—প্রকাশ করেন। সাক্ষীর তখন সন্দেহের উদ্রেক হয় এবং দেখেন যে, আসামী কৃত্রিম গোঁফ পরিধান করিয়া আসিয়াছেন। ইহাতে সাক্ষীর সন্দেহ আরও তীব্র হয়। তিনি আসামীর প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখেন। সাক্ষী অতঃপর আসামীর হস্তাক্ষর, ১৬০ নম্বর পরীক্ষার্থীর স্বাক্ষর ও আবেদন পত্রের লিখন ভঙ্গীর তুলনা করিয়া পার্থক্য দেখিতে পান। সাক্ষী হল লইয়া অফিসের দেবী বাবুর সহিত আলোচনা করেন এবং দেবী বাবুর পরামর্শমত আর বার নাম স্বাক্ষর করাইয়া লয়েন।

সাক্ষী আসামীর হাতপত্র ও রেজিষ্ট্রেশন কার্ড দেখিতে চাহিলেন। আসামী তাহা দেখাইয়াছিলেন, তাঁহার রেজিষ্ট্রেশন কার্ডের একাংশ ছিন্ন ছিল। আসামীর স্বাক্ষর ও ১৬০নং পরীক্ষার্থীর আবেদন পত্রের স্বাক্ষর যে সাদৃশ্যহীন তাহা সাক্ষী দেবীবাবু ও অপর বাবু পরখ করিয়া দেখিয়া এসিষ্ট্যান্ট কন্ট্রোলারের নিকট যাইয়া তাঁহাদের সন্দেহের কথা বিবৃত করেন। এসিষ্ট্যান্ট কন্ট্রোলারও আশুতোষ হলে যাইয়া আসামীকে লক্ষ্য করেন। সাক্ষী এসিষ্ট্যান্ট কন্ট্রোলারের নির্দেশমত হলে উপস্থিত নিরঞ্জন বাবুকে আসামীর পরীক্ষা শেষ হইলে ১৬০ নং পরীক্ষার্থীর আবেদন পত্রে আসামীর নাম স্বাক্ষর করাইয়া লইতে বলেন। আসামী তাড়াতাড়ি হলের বাহিরে চলিয়া যাইতে থাকেন। নিরঞ্জনবাবু তাঁহাকে অপেক্ষা করিতে বলিলে তিনি তাহা অগ্রাহ্য করিয়া আশুতোষ হল হইতে বাহির হইয়া গেলে সাক্ষী নিরঞ্জনবাবু তাঁহার অনুসরণ করিতে থাকেন। দ্বারভাঙ্গা বিল্ডিংয়ের সামনে ফুটপাতের উপর আসামী পদস্খলিত হইয়া পড়িয়া গেলে নিরঞ্জন বাবু সাক্ষীর সহায়তায় আসামীকে গ্রেপ্তার করেন। তখন দেখা যায় আসামীর গোঁফ ও চশমা অদৃশ্য হইয়াছে।

উচ্চতম বেতার প্রেরণ স্তম্ভ জুন বা জুলাই মাসে কার্য্যারম্ভ

সিমলার এক সংবাদে প্রকাশ, দিল্লীতে শক্তিশালী প্রেরকযন্ত্র সহ একটী বেতার ষ্টেশন স্থাপনের সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ হইয়াছে। ভারত সরকারের দপ্তর সিমলা শৈলাবাসে স্থানান্তরিত হইবার পূর্বেই ষ্টেশন নির্মাণ সম্পূর্ণ হইবে বলিয়া আশা করা যায়। মার্কনী কোম্পানী নির্মাণ কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়াছেন এবং অতি শীঘ্রই মালমশলা আনয়ন করিয়া তাঁহারা জুন মাসের শেষে অথবা জুলাই মাসের প্রথমভাগে কার্য্যারম্ভ করিবেন। প্রেরণ স্তম্ভটী ভারতের মধ্যে উচ্চতম স্তম্ভ হইবে। উহার উচ্চতা হইবে ৩৩০ ফুট পুরাতন দিল্লীর আলিপুর রোডে স্তম্ভ স্থাপনের জন্য স্থান নির্বাচন করা হইয়াছে। ষ্টুডিওর স্থান সম্বন্ধে এখনও কিছু স্থির করা হয় নাই তবে মনে হয় পুরাতন এবং নয়াদিল্লীর মাঝামাঝি কোন স্থান বাছিয়া লওয়া হইবে। কারণ ঐরূপ স্থান যানবাহন ও লোক চলাচলাদির গোলমাল হইতে মুক্ত থাকিবে এবং শিল্পী ও বেতারের সহিত সংশ্লিষ্ট অন্যান্য লোকের যাতায়াতের পক্ষেও সুবিধা জনক হইবে। 'ওয়েভ-লেংথ' ও অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে সকল সংবাদ সহ একটি সরকারী বিবৃতি সম্ভবতঃ শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

বিষপ্রয়োগে হত্যার অভিযোগ

বেলিয়াঘাটা নিবাসী বিভূতিভূষণ পালের বিরুদ্ধে ৭বৎসরের একটী বালককে বিষপ্রয়োগে হত্যা করার অভিযোগে মেদেনীপুর মহকুমা হাকিমের কোর্টে এক মোকদ্দমা দায়ের করা হয়। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, উক্ত বিভূতি পালের গৃহে একজন রাঁধুনী ছিল; পরে স্ত্রীলোকটীর সহিত মনোমালিন্য ঘটে এবং তাহাকে পরিত্যাগ করে। পরে স্ত্রীলোকটী বিভূতি পালের বিরুদ্ধে তাহার ঔরসজাত সন্তানের খোরপোষের দাবী দিয়া এক মামলা রুজু করে; ফলে সে মাসিক ৫৲ টাকা মাসোহারা দিতে স্বীকৃত হওয়ায় উক্ত মোকদ্দমা হয় হইতে রেহাই পায় বিভূতি পাল নিয়মিত স্ত্রীলোকটিকে ঐ বালকটীর দরুণ মাসোহারা দিত না। তজ্জন্য স্ত্রীলোকটি পুনরায় কোর্টের সাহায্য লয়। এইরূপে বিভূতি পাল বড়ই উত্যক্ত হইয়া পড়ে। সম্প্রতি সে মাসিক ৫৲ টাকা মাসোহারা হইতে রেহাই পাইবার আশায় তাহার নিজগ্রামের বিজয় কর্মকারের সহায়তায় একটী "কাঁচা গোল্লার" মধ্যে বিষ দিয়া ঐ বালকটিকে খাওয়ায়, ফলে কয়েকঘন্টার মধ্যে বালকটী মারা যায়। পরীক্ষার্থে বালকটীর পাকস্থলী কলিকাতায় গভর্ণমেন্ট রসায়নাগারে প্রেরিত হয় এবং পাকস্থলীতে আর্সেনিক পাওয়া যায়। বিভূতি পাল ১০০০৲ টাকার জামিনে মুক্ত আছে। বিজয়কে জামিন দেওয়া হয় নাই। প্রকাশ, বিজয় স্বীকারোক্তি করিয়া জবানবন্দী দিয়াছে। মহকুমায় দারুণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে।

পত্নীহত্যা

ডিব্রুগড়ে ডুমডুমা থানার অধীন দিরাযুলা চা-বাগিচা হইতে ১৫ই মে সংবাদ আসিয়াছে যে, পাণ্ডু মাঝা নামে এক ব্যক্তি নাকি তাহার স্ত্রীকে গলা টিপিয়া হত্যা করিয়া তাহার শব এক বিপুল বৃক্ষের সহিত লটকাইয়া রাখে।

প্রকাশ, গত রবিবার রাত্রিতে পাণ্ডু অত্যধিক মাতাল হইয়া নিকটবর্তী এক কুটীর হইতে নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়া তাহার স্ত্রীর নিকট ভাত চাহে। তাহার স্ত্রী তাহাকে ভাত দিতে অস্বীকার করে এবং তাহার স্বামীকে ভাত রাঁধিয়া খাইতে বলে। ইহাতে তাহার ক্রোধ হয় এবং সে স্ত্রীর গলা টিপিয়া ধরে। এই গলা টিপিয়া ধরার ফলে তাহার স্ত্রীর সংজ্ঞা লোপ হয় তখন পাণ্ডু তাহার স্ত্রীকে বহন করিয়া নিকটবর্তী বনজঙ্গলের মধ্যে লইয়া যায় এবং তাহার গলায় দড়ি লাগাইয়া এক শিমুল গাছের সহিত ঝুলাইয়া রাখে। পরদিবস স্ত্রীলোকটিকে মৃতাবস্থায় পাওয়া যায়।

সংবাদ পাইয়া পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় এবং গাছ হইতে মৃতদেহটী নামায় ও শব ব্যবচ্ছেদে পরীক্ষার জন্য উহা প্রেরণ করে।

পাণ্ডুকে গ্রেপ্তার করিয়া ডিব্রুগড় জেলে আটক রাখা হইয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

— পারমার্থিক পত্র —

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১০ম বর্ষ | ৩ ত্রিবিক্রম গৌরাব্দ ৪৪৯, ৭ই জ্যৈষ্ঠ বঙ্গাব্দ ১৩৪২, ২১শে মে ইং ১৯৩৫ | মঙ্গলবার | ৬৮ তম সংখ্যা

শ্রীনৃসিংহাবির্ভাবোৎসব

গত ৩রা জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীযোগপীঠে শ্রীশ্রীনৃসিংহদেবের আবির্ভাব-তিথি পূজোপলক্ষে মহোৎসব হইয়াছিল। শ্রীধামের বৈষ্ণবগণ নাম-কীর্ত্তন-মুখে সমস্ত দিন উপবাসী থাকিয়া অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময় শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে সঙ্কীর্ত্তন-সহ শ্রীযোগপীঠে গমন করেন। পাঠকগণ বোধ হয় অবগত আছেন, প্রাচীন-নবদ্বীপ নগরের কাজী যেদিন মহাপ্রভু শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের কীর্ত্তনে বাধা দিয়াছিলেন, সেই দিনই রাত্রিতে স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীনৃসিংহদেব ঐ কারণ অন্যায় কার্য্যের জন্য তাঁহাকে (কাজীকে) ভীষণভাবে শাসাইয়া দাঁত দেখাইয়া তাঁহার (কাজীর) বক্ষ বিদীর্ণ করিতে উদ্যত হইলে কাজী ভয়ে ভীতচকিত হইয়া স্বপ্নে ক্ষমা ভিক্ষা করিয়াছিলেন। তৎপরদিবস মহাপ্রভু যখন কাজীউদ্ধারের জন্য বিরাট্-সঙ্কীর্ত্তন বাহিনীসহ তাঁহার (কাজীর) আলয়ে উপস্থিত হন, তখন কাজী মহাপ্রভুকে নিজ স্বপ্নবিবরণ বলিয়া পুনরায় ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিলেন। মহাপ্রভুর আলয়ে উপস্থিত হইলে তাঁহার ভক্তবৎসলতা ও ভক্তদ্বেষি-দমন-লীলার কথা ভক্তিমান্ ব্যক্তির হৃদয়ে উদিত হওয়া তাঁহাকে (ভক্তকে) প্রেমার্দ্র করে। শ্রীযোগপীঠে উপস্থিত হইয়া বৈষ্ণবগণ আনন্দভরে সঙ্কীর্ত্তন করিতে থাকেন 'দশাবতার-স্তোত্র', শ্রীনদীয়া-প্রকাশে প্রকাশিত 'নৃসিংহ-স্তুতি গীত' 'কৃষ্ণনাম ধরে কত বল' প্রভৃতি মহাজন-পদাবলী সমূহ ও মহামন্ত্র যোগপীঠস্থ শ্রীনৃসিংহদেবের মন্দির-প্রাঙ্গণে কীর্ত্তিত হইয়াছিল। তৎপরে উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ কাব্য পুরাণ-তীর্থ, কাব্যবিনোদ ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় মূলাবলম্বনে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীনৃসিংহদেবের আবির্ভাব-লীলা পাঠ করিয়া প্রাঞ্জল ভাষায় তাহা ব্যাখ্যা করেন।

এ'স্থলে শ্রীশ্রীনৃসিংহদেবের আবির্ভাব-সময় ঠিক সন্ধ্যাকালে তাঁহার অর্চ্চন ও ভোগ হইতে লাগিল। পাঠ সমাপ্ত হইলে ভক্তগণ সুমধুরস্বরে ভোগারাত্রিক কীর্ত্তন করিতে থাকেন। তৎপর সমাগত প্রায় ৩০০ ব্যক্তিকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ প্রদান করা হইয়াছে। শ্রীযোগপীঠের সেবক শ্রীপাদ নিত্যানন্দ ব্রজবাসী সেবাকোবিদ মহোদয়ের তত্ত্বাবধানে মহোৎসব সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে।

ময়মনসিংহে প্রচার

গত ২৩শে এপ্রিল সোমবার ময়মনসিংহস্থ শ্রীজগন্নাথগৌড়ীয় মঠে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। তাঁহার মর্ম্ম—কলিযুগে বিবাদ বা তর্ক বৃথায়; কলিকবলিত জীব নানারূপ রোগে গ্রস্ত, নানারূপ কুসংস্কারে আচ্ছন্ন এবং নাস্তিকতা ও বিবাদ দ্বারা দুষ্ট। একদিকে যেমন তাহারা অল্পায়ুঃ, নানা রোগ-শোক-প্রপীড়িত, অপরদিকে তেমন নানাবিধ দোষ তাহাদের হরিভজনের পথে মহা অন্তরায় হইয়া তাহাদিগকে মন্দমতি ও মন্দভাগ্য করিয়া রাখিয়াছে। ইহা হইতে রক্ষা পাইবার উপায় কি? উপায়—সদ্গুরুপাদপদ্মাশ্রয়। তৎফলে কলির দুষ্ট-দুর্ম্ম-বিচার পরিত্যক্ত হয় এবং আত্ম বিচারে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে আত্মার নিত্যসম্পত্তি নিত্যানন্দপ্রদ ভগবৎ-সেবা লাভ হয়; সুতরাং আমরা কলির প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ রক্ষা পাইতে পারি।

কতসঙ্গে গুরুস্থানীয় হইলেও যুবক যুবতীর পরস্পর আলাপ ব্যবহার সাধকের পক্ষে বিশেষ অমঙ্গলপ্রদ, তথাপি তাঁহাদের লোকায়ত্ত পরস্পরের ভোগপ্রবৃত্তি অপ্রতিহত ভাব। প্রগতির নামে বর্ত্তমান সময়ে যুবক-যুবতীর পরস্পর অবাধ মেলামেশা কলির বিশেষ প্রভাবের পরিচয় মাত্র। শ্রীগুরুদেব আমাদিগকে সংশিক্ষা প্রদান করিয়া পরমাত্মার স্বরূপ, জীবস্বরূপ এবং পরমাত্মার সহিত জীবের নিত্যসম্বন্ধ জানাইয়া কলির প্রভাব হইতে রক্ষা করেন। জগতে সংশিক্ষার একান্ত অভাব হইয়াছে; কারণ সংশিক্ষা-প্রদাতা প্রকৃত সদ্গুরু জগতে অতি দুর্ল্লভ। কলির প্রভাব হইতে মুক্ত হইতে হইলে সদ্গুরুর সকাশে আমাদিগের বিশেষ আর্ত্ত হওয়া প্রয়োজন। আমাদের প্রবল আর্ত্তিতে আকৃষ্ট হইয়া শ্রীগুরুপাদপদ্ম আমাদিগের নিকট কৃপা প্রকাশ পূর্ব্বক এই ঘোর অন্ধকারের যুগে আমাদিগের হৃদয়ে বাস্তব সত্যের চিন্ময় আলোক প্রকাশিত করিবেন।

শ্রীহরিসেবা-পরায়ণ, আত্মমঙ্গল-কামী পুরুষই প্রকৃত সৎপুত্র। হরিসেবক নিজের নিত্যমঙ্গল-প্রাপ্তির দ্বারা পিতা, মাতা ও অন্যান্য যাবতীয় জীবের নিত্যমঙ্গলের সন্ধান দিতে পারেন। "যং গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম।" সেই ধামে যাঁহারা নিত্যাবস্থিতি লাভ করিতে পারেন, কলির প্রভাব তাঁহাদের নিকট সম্পূর্ণরূপে পরাজিত।

ভোগবিষয়ে সম্পূর্ণ বিরক্তি ও শ্রীহরি-সেবায় প্রবৃত্তিযুক্তিই সন্ন্যাসীর লক্ষণ। সন্ন্যাসী অপর আশ্রমীদের গুরু, সুতরাং সন্ন্যাসী নিজে হরিসেবায় পরিনিষ্ঠিত হইয়া অপর আশ্রমীকে সতর্ক না করিলে গৃহস্থের আর্ত্তি দ্বারা উদরভরণ করিয়া তাঁহাদের নিকট ঋণী হইয়া থাকেন এবং গৃহস্থগণ ঐরূপ সন্ন্যাসবেশধারী ব্যক্তির সেবা করিয়া কোন লাভবান্ হইবেন না। সকল আশ্রমীর একমাত্র কৃত্য—শ্রীহরি-সেবা। হরিসেবা করিলেই তাঁহারা কলির মস্তকের উপর নৃত্য করিতে সমর্থ হন।

আমরা কলির প্রভাবে অল্পায়ুঃ, নানা-শোক-প্রপীড়িত হওয়ায় আত্মার নিত্যকৃত্য শ্রীকৃষ্ণসেবায় বিশেষ বাধা পাইতেছি। কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীগৌরসুন্দরের অহৈতুকী কৃপা-ব্যতীত আমরা অন্য কোন প্রকারেই এই বিপত্তি হইতে উদ্ধার পাইয়া শ্রীকৃষ্ণসেবারূপ নিত্যানন্দের অধিকারী হইতে পারি না।

ব্রহ্মে প্রচারার্থ দ্বিতীয় দল

কলিকাতা ১৮।৫।৩৫

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ [illegible] মহারাজ ও শ্রীমান্ রাধারমণ ব্রহ্মচারী গত কল্য প্রাতে [illegible] হইতে শ্রীগৌড়ীয়মঠে পৌঁছিয়াছেন। তাঁহারা এবং আরও ২।৩ জন আগামী কল্য ব্রহ্মদেশে মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের বাণী-প্রচারার্থ যাত্রা করিবেন। ইতঃপূর্ব্বে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ ৮।১০ জন ব্রহ্মচারীসহ ব্রহ্মদেশে প্রচারার্থ যাত্রা করিয়াছেন। ব্রহ্মপ্রদেশের বিভিন্ন স্থানে মহাপ্রভুর উপদেশামৃত সাদরে গৃহীত হইতেছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৩ ত্রিবিক্রম শ্রীগৌরাব্দ ৪৪৯

ভগবদ্দর্শন

ভগবদ্দর্শনের আকাঙ্ক্ষা যে জীবমাত্রেরই আছে,এ কথা বলাই বাহুল্য মাত্র। সকলেই অল্পবিস্তর ভগবদ্দর্শনপিপাসু; তাই তাঁহারা প্রথমমুখেই ভগবদ্রূপদর্শনের জন্য ব্যস্ত হন। শ্রৌতপথে কিন্তু এরূপ ধরণের কৃষ্ণদর্শনের কোন কথা নাই; পরন্তু একমাত্র জীব কৃষ্ণকে নিজরূপ-সন্দর্শনপিপাসা হৃদয়ে প্রবল করার কথাই শাস্ত্রে লিখিত আছে। কিন্তু আমরা যখন এই শাস্ত্রবাক্যের প্রতি আস্থা-যুক্ত না হইয়া ভগবানের রূপদর্শনের আশা হৃদয়ে পোষণ করি তখন আমাদের জানা উচিৎ যে, আমাদের এই চক্ষু অধোক্ষজ ভগবানের রূপ দর্শন করিতে পারে না। চক্ষুরিন্দ্রিয় দ্বারা আমরা যে রূপ দর্শন করি তাহা সেব্য বস্তু নহে, ভোগের বস্তু। ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র—ভোক্তা বা দ্রষ্টা, তাঁহারই দর্শন করিবার ক্ষমতা আছে; তিনি দৃশ্য বা ভোগ্যবস্তু নন। দৃশ্য বা ভোগ্যবস্তুদ্বারা আমাদের ইন্দ্রিয়তর্পণ হয় কিন্তু সেব্য ভগবান তাহাতে ইন্দ্রিয়তর্পণ করেন না। তাই আমরা তাঁহাকে দেখিবার জন্য প্রাণ-পণ চেষ্টা করিলেও স্বতন্ত্রেচ্ছাময় তিনি আমাদের ভোগপর নয়নের গোচরীভূত হন না। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—ভগবদ্বস্তু এই চক্ষুদ্বারা গ্রাহ্য নহে, এই চক্ষুদ্বারা যে বস্তু দেখা যায় তাহা ভগবানের রূপ নহে; এতাদৃশ দর্শন ইন্দ্রিয়তর্পণেরই প্রকারভেদ মাত্র

শ্রবণ-পথে বা শ্রৌতপথে ভগবদ্দর্শন সম্ভব। কিন্তু আমরা যখন শ্রৌতপন্থী হইবার পরিবর্তে আমাদিগকে বৈকুণ্ঠগুরুতা-রূপ পরমবস্তু-লাভের আশা হইতে দূরে রাখি, অর্থাৎ যখন আমরা অনুগত বা আনুগত্যিক না হইয়া আনুগত্যের অভিনয় করি বা আনুকরণিক হই, তখন আরোহ-বাদাবলম্বনে আমরা প্রাকৃতসহজিয়া হইয়া অপ্রাকৃত ভগবদ্রূপকে প্রাকৃত চক্ষুদ্বারা কিম্বা প্রাকৃত মনের দ্বারা দর্শনের ধৃষ্টতা দেখাইয়া থাকি; এমনই আমাদের দুর্দৈব! আমরা বর্তমানে কুদর্শন বা ভোগদর্শনাক্রান্ত বলিয়া সুদর্শন বা সুদর্শনধূকের কথা আমাদের হৃদয়ে প্রতিফলিত হয় না বা স্থান পায় না। সুতরাং অভক্তগণকে সহচর করিয়া আলোকের নিকট গমনের বৃথা প্রয়াসের ন্যায় কুদর্শন লইয়া সুদর্শনধারীকে দর্শন করিতে যাওয়া কিরূপ অজ্ঞতার পরিচয়, তাহা ভগবদ্দর্শনপিপাসু ব্যক্তিগণ স্থিরচিত্তে বিচার করিলে আমরা আনন্দিত হইব।

সাধকগণ ভগবদ্দর্শন-পিপাসা হৃদয়ে রাখুন, তাহাতে আমাদের কোন আপত্তি নাই কিন্তু তাঁহারা যেন নিজে নিজে ভগবান্‌কে দেখিতে বা জানিয়া লইতে না যান, ইহাই প্রার্থনা। কারণ ভগবান আমাদের রূপ দেখিয়া কিরূপে সন্তুষ্ট হইবেন তাহার কোন বস্তু না থাকায়—আমাদের স্বাভাবিক সেবাময় স্বরূপ যাহা বর্তমানে অসৎসঙ্গজাত মলিনতাদ্বারা আবৃত হইয়াছে তাহাকে পুনরায় মার্জিত বা পরিষ্কৃত করতঃ কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতিবিধানের যোগ্য করিতে যত্ন না করিয়া আমাদের যে রূপদর্শনের স্পৃহা তাহা প্রকৃত ভগবদ্দর্শনের পিপাসা নহে পরন্তু ভগবদ্দর্শনের ছলনা মাত্র—দৈবী মায়ার ছলনায় মায়িকরূপ দর্শনের প্রকারভেদ বা কৃষ্ণকে ভোগ করিবার ইচ্ছা মাত্র। মলিনদর্পণে মুখদর্শন চেষ্টা যেরূপ ব্যর্থপ্রয়াসে পর্যবসিত তদ্রূপ ভুক্তি-মুক্তি-আদি-স্পৃহাজ্ঞাত মলিন চিত্ত-দর্পণে কৃষ্ণমুখদর্শনের আকাঙ্ক্ষাও সেইরূপ নিরর্থক ব্যতীত আর কি? সুতরাং প্রথমে কৃষ্ণদর্শনের জন্য ব্যাকুল না হইয়া যে রূপের দ্বারা কৃষ্ণদর্শন সম্ভবপর সেই সেবাপর চিদিন্দ্রিয় বা চিত্তবৃত্তিকে উন্মীলিত বা প্রকটিত করিবার জন্য তাহার একমাত্র উপায় গুরুসেবা-গ্রহ স্বীকার করার কথাই আমরা লক্ষ্য করিয়া থাকি।

কৃষ্ণ আমার রূপ দর্শন করিবেন—কৃষ্ণ আমার অপ্রাকৃত স্বরূপের ভোক্তা হইবেন, আমার সেবারূপ কৃষ্ণের সেবানন্দবিধান পূর্ব্বক আমাকে কৃতকৃতার্থ করিবে—এই-রূপ বিচারের পরিবর্তে কুরূপ অর্থাৎ স্বরূপ-বিস্মৃত হইয়া বস্তুযাথার্থ্য কৃষ্ণরূপদর্শনমুখে যে নিজেন্দ্রিয়তর্পণচেষ্টা, তাহা ভক্তের কার্য্য নয়; কৃষ্ণকে দর্শন দিয়া বা কৃষ্ণকে দর্শন দিতে গিয়া তাঁহার সুখবিধানের চেষ্টা করা বা তাঁহার শুভদৃষ্টির প্রার্থনামুখে তৎসেবায় নিযুক্ত হওয়াই ভক্তের কার্য্য।

আমাদের ধারণা যে, যদিও ভগবান্ স্বরূপে অপ্রাকৃত-রূপবিশিষ্ট তথাপি তিনি প্রাকৃত জীবের ন্যায় প্রাকৃতরূপ গ্রহণ করিয়া আমাদের চক্ষুর গোচরীভূত হন; কিন্তু এতাদৃশ মায়াবাদ-চিন্তাস্রোত ভক্তিপথের প্রধান কণ্টক ও ভগবচ্চরণে অপরাধের জ্ঞাপক। মায়াধীশ ভগবান্ কৃষ্ণ ত দূরের কথা, ভগবদ্ভক্ত বৈষ্ণবগণেরও মায়াস্পর্শ নাই বৈষ্ণব বা শ্রীগুরুদেব কখনও প্রাকৃত দেহ লইয়া এ জগতে আগমন করেন না, তাঁহারা সেবালোক বা ভক্তালোক-স্বরূপ বলিয়া অভক্তি বা অজ্ঞানস্বরূপা মায়া তাঁহাদের পাদপদ্ম হইতে অনন্তকোটী যোজন দূরে অবস্থান করে।

বদ্ধজীবের স্বরূপ ও রূপ, দেহ ও দেহী যেরূপ পরস্পর ভিন্ন বস্তু, শ্রীবিষ্ণু বা বিষ্ণুজনের দেহ-দেহীতে সেরূপ ভেদ নাই। বদ্ধজীবের দেহ কিছু বদ্ধজীবের স্বরূপ নহে; কিন্তু কৃষ্ণের বিগ্রহই সাক্ষাৎ কৃষ্ণ। তবে লোককে বুঝাইবার জন্য কৃষ্ণবিগ্রহ না বলিয়া যে কৃষ্ণের বিগ্রহ প্রভৃতি বলা হয়, তাহা কথার কথা মাত্র।

ভগবানের রূপ-দর্শনসৌভাগ্য না হইলে—তাঁহার সহিত সাক্ষাৎকার না হইলে, জগৎ-বিস্মৃতি সমূলে বিনষ্ট হয় না; তাই শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন—"আমার আত্মা শ্রীভগবানের দর্শন হইলে ভগবদ্বহির্মুখতার হৃদয়-গ্রন্থি ও অসম্ভাবনাদি-রূপ সন্দেহসকল ছিন্ন হয় এবং অপ্রারব্ধ কর্ম্মসকল নষ্ট হয়। ভগবদ্দর্শন বা ভগবদুপলব্ধি-ফলে জড়াসক্তি সমূলে বিনষ্ট হইলে কৃষ্ণানুরাগ হৃদয়ে স্থান পায়। সুতরাং ভগবদ্দর্শন বা ভগবদ্-উপলব্ধির জন্য যত্নপর হওয়া যে একান্ত কর্তব্য তাহাতে আর সন্দেহ কি? তাই বলি, যাঁহারা ভগবদ্দর্শনলিপ্সু, তাঁহাদের কর্তব্য শ্রীস্বরূপ-রূপের অনুগত হওয়া। কারণ, স্বরূপরূপাভিন্ন শ্রীগুরুদেবের শরণাগত না হইলে—শ্রীগুরুদেব কৃপা করিয়া কৃষ্ণদর্শন বা তদুপলব্ধির সুযোগ না দিলে, চিদিন্দ্রিয়ে কৃষ্ণদর্শনের আর কোন উপায় নাই। তিনি যদি কৃপা না করেন বা আমরা যদি সেবোন্মুখ না হই তবে মনের দ্বারাই হউক বা ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই হউক, তাঁহাকে দেখা যায় না; কারণ তিনি অধোক্ষজ, স্বতঃপ্রকাশ, মনোবৃত্তির অনিবর্ত্য এবং পরম স্বতন্ত্র ও অচিন্ত্য। শ্রীভগবানের রূপ সচ্চিদানন্দ-ঘন। এই রূপ জড়েন্দ্রিয়গ্রাহ্য বা চিন্তনীয় না হইলেও উহা সেবোন্মুখের গ্রাহ্য বা চিন্তনীয়। অর্থাৎ অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়দ্বারাই অপ্রাকৃত-রূপদর্শন সম্ভবপর। শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু বৃহদ্-ভাগবতামৃতে বলিয়াছেন যে, শ্রীভগবানের মহাকারুণ্য-শক্তি কিংবা তাঁহার নিরঙ্কুশেচ্ছা প্রভাবে অপ্রাকৃতরূপ-দর্শন-যোগ্য জ্ঞানশক্তি লাভ করিলে নেত্র অর্থাৎ চর্মচক্ষু দ্বারাই অপরিচ্ছিন্ন অপ্রাকৃত ভগবদ্রূপের সাক্ষাৎ সন্দর্শন সংঘটিত হইয়া থাকে। শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুও বলিয়াছেন যে, ভগবদ্রূপ দর্শন করিতে হইলে—রূপোদিত ভগবানের রূপকে হৃদয়ে প্রকট করাইতে হইলে অন্তঃকরণ-শুদ্ধির নিমিত্ত প্রথমতঃ নামশ্রবণ আবশ্যক। অতঃপর অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইলে তদ্রূপ-শ্রবণ-সৌভাগ্য লাভ হয়। তাৎপর্য্য এই যে, পৃথক্‌ভাবে রূপ-দর্শন-চেষ্টা অশ্রৌতপন্থী আরোহবাদীর চেষ্টা মাত্র, তদ্বারা ভগবদ্রূপ দর্শন হয় না। শ্রীনামই কৃপাপূর্বক নিজরূপ দর্শন করান। সুতরাং শ্রীগুরুমুখ হইতে শ্রীনাম-শ্রবণ, তদ্বারা আমাদের অন্তঃকরণ-শুদ্ধি বা অনর্থনিবৃত্তি হয় এবং তৎকালে জীব সেই শুদ্ধচিত্তে রূপ গ্রহণ করিয়া থাকেন। শ্রৌতপথে কর্ণাঞ্জলির দ্বারা শ্রীরূপের সেবা করিতে করিতে শ্রীরূপ বিশুদ্ধচিত্তরূপ বসুদেবে প্রকটিত হইয়া থাকেন, তখনই আমাদের প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত লোচনে ভগবদ্রূপ-দর্শন হয়। সুতরাং সুবুদ্ধিমান্ ব্যক্তির রূপদর্শনের প্রয়াসরূপ আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণপরা চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া রূপ-প্রদাতা শ্রীগুরু-পাদপদ্মে আশ্রয়গ্রহণ করাই কর্তব্য। তাহা হইলে ভগবদ্দর্শন বা স্ব-পরোপলব্ধি জীবের পক্ষে সহজ হইয়া পড়ে।

গৌড়ীয়ের দপ্তর

(২)

প্রঃ। আপনি দয়া ক'রে আজ আমাকে আপনার কাছে টেনে এনেছেন, আমারই মঙ্গলের জন্য। এই জড়জগতে বাস করবার মত কিছু বুদ্ধি আমার আছে। এই জড়জগতের জ্ঞানটাকেই আমি সত্য বস্তু ব'লে মনে করি। কিন্তু এখন দেখ্‌ছি যে, জগতের যে সমস্ত বস্তুর পিছু পিছু ছুট্‌ছি, তাতে নিজের কর্তব্য থেকে ভ্রষ্ট হ'চ্ছি। অতএব আমার কর্তব্য কি, আপনি আমাকে শিক্ষা দিন্।

উঃ। কৃষ্ণকৃপাই আপনাকে তত্ত্বানু-সন্ধানের প্রণালী এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে তাহা-দের উত্তরসকলও শিক্ষা দিবেন।

প্রঃ। আমি নিম্নলিখিতভাবে কয়েকটি প্রশ্ন কি আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতে পারি? আমি কে? আমি কেন আমা হইতে, অন্যান্য প্রাণিসমূহ হইতে ও দৈবদুর্বিপাক হইতে কষ্ট পাইয়া থাকি?

উঃ। এক এক করিয়া আমি আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করিব। আপনি একটি জীবাত্মা।

প্রঃ। জীবাত্মা কি বা কাহাকে বলে?

উঃ। আমার মনে হয়, আপনার ভ্রম দূর হ'তে পারে যদি প্রথমে আপনাকে কোন্‌টা জীবাত্মা নয়, তাহা জানাই। জড়-পদার্থ থেকে এই যে স্থূল শরীরটা হ'য়েছে, এটা আত্মা নয়। তারপর মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার এই তিনটে নিয়ে যে সূক্ষ্ম শরীর, তাহাও আত্মা নয়।

প্রঃ। আমার আত্মার কি তবে এই দুটো শরীরের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নাই?

উঃ। আপনার আত্মা ঐ দুই জড়-শরীর দ্বারা গঠিত নয়। ঐ জড় শরীর দুটো আপনার আত্মাকে এই পার্থিব জীবনের সহিত আবদ্ধ ক'রেছে। আপনি নিজে সেই পরাৎপর বস্তু নহেন, আপনি সেই পরাৎপর বস্তু কৃষ্ণেরই একজন অনুগত সেবক। আপনার বর্তমান এই শরীর-দুটো কৃষ্ণের কাছে যেতে আপনার আত্মাকে বাধা দিচ্ছে।

প্রঃ। আমি কি কৃষ্ণ হইতে পৃথক্?

উঃ। সূর্য্যের কিরণ যেরূপ সূর্য্যের সঙ্গে সম্বন্ধ-বিশিষ্ট, আপনিও সেইরূপ কৃষ্ণের সঙ্গে সম্বন্ধ-বিশিষ্ট। অথবা অগ্নির অগ্নি-স্ফুলিঙ্গের এক কণার সঙ্গে প্রজ্বলিত অগ্নির যেরূপ সম্বন্ধ, আপনার সঙ্গে কৃষ্ণেরও সেই প্রকার সম্বন্ধ।

প্রঃ। আমি কি চিরকালের জন্য আছি, না নিত্যকাল আছি?

উঃ। বাস্তব বস্তু নিত্যকাল অবস্থিত। আপনি সেই নিত্য ভূমিকার বাস্তব বস্তুর শক্তির বিভিন্নাংশ; অতএব আপনিও নিত্য। নিত্য ও অনিত্য ভূমিকার মধ্যস্থলে তটস্থভূমিকায় অবস্থিত থাকিয়া আপনি সেই বাস্তববস্তুর একজন নিত্য সেবক।

প্রঃ। শক্তির বিভাগ কয় প্রকার?

উঃ। একমাত্র বাস্তববস্তু কৃষ্ণ। তাঁহার অনেক প্রকার শক্তির মধ্যে তিন শক্তি প্রধান।

প্রঃ। কৃষ্ণের শক্তির তিন প্রকার অবস্থান কিরূপ?

উঃ। কৃষ্ণ চার মূর্ত্তিতে 'অবস্থান করেন। (১) স্বয়ংরূপ বা স্বয়ংপ্রকাশ (২) বৈভবপ্রকাশ (৩) তদেকাত্মরূপ অর্থাৎ যেরূপ স্বয়ংরূপ হইতে অভেদ অথচ আকৃতি ও বৈভবাদিতে ভিন্ন (৪) যেরূপ তাঁহার স্বাংরূপ হইতে ভিন্ন অর্থাৎ 'আবেশ'রূপ। যে-সকল জীবে ভগবচ্ছক্তি প্রবেশপূর্ব্বক মহৎকার্য্য করেন, তাঁহারাই ভগবানের আবেশরূপ। কৃষ্ণশক্তি তিন রকমের অবস্থান প্রকাশ করেন। এই তিন প্রকার অবস্থান এক কৃষ্ণশক্তিরই তিন প্রকার অবস্থা।

কৃষ্ণের এই তিন শক্তি অন্তরঙ্গা, তটস্থা ও বহিরঙ্গা নামে কথিত। জীবাত্মা এই তটস্থা শক্তিরই অণু অংশ মাত্র।

প্রঃ। আমি ত্রিতাপে কষ্ট পাই কেন?

উঃ। তটস্থ অবস্থায় জীব কৃষ্ণকে ভুলে যেতে পারে। তটস্থ অবস্থায় জীব যখন কৃষ্ণের বহিরঙ্গা শক্তি মায়ার দিকে তাকায়, তখন সে কৃষ্ণকে ভুলে যায়। জীবের নিত্য অবস্থায় এইরূপ কৃষ্ণবহির্ম্মুখ হবার যোগ্যতা তাতে অনুস্যূত আছে। জীব যখন মায়ার দিকে চায়, তখন সে এই সংসারে এসে পড়ে, এবং মায়ার কর্তৃত্বা-ধীনে এসে পড়লেই তার দুঃখ কষ্ট দেখা যায়। সে নিজের স্বরূপ ভুলে যায়, আর কৃষ্ণ একমাত্র কর্ত্তা একথা ভুলে গিয়ে নিজে-কেই কর্ত্তা মনে করে।

প্রঃ। দণ্ড বা শাস্তির জন্য কি জীবাত্মার পক্ষে উপকারী?

উঃ। জীব যখন মায়ার দিকে মুখ ফিরায়, তখন জীবের ভয়ের উদয় হয়। কৃষ্ণের সঙ্গে জীবের যে সম্বন্ধ, সেটা উল্‌টে যাওয়াই ঐ ভয়ের কারণ। এই মর্ত্ত্য-ভূমিতে সেই শাস্তির ভাবটা স্পষ্ট দেখা যায়। মায়া ঐরূপ জীবকে কখনও স্বর্গে উঠায় আবার কখন নরকে নিক্ষেপ করে, কখনও আশা দেয় আবার কখন নিরাশ করে। তাতে জীবের কোন দিন মুহূর্ত্তের জন্যও নিরাপদ অবস্থা দেখা যায় না। কোন মহাজন জীবের এই অবস্থা বর্ণনে ব'লেছেন,—

কভু স্বর্গে উঠায়, কভু নরকে ডুবায়।
দণ্ডজনে রাজা যেন নদীতে চুবায়॥

অর্থাৎ নিঃশ্বাস বন্ধ ক'রে আসামীকে একবারে মেরে ফেলা উদ্দেশ্য নয়, তবে কষ্ট দেওয়া উদ্দেশ্য। কিন্তু মায়া যে তাহাকে এইরূপ বঞ্চিত করছে, জীব সেটা সন্দেহ করে না; বরং মায়া যে তাকে এই জগতের উপর কর্তৃত্ব দিয়েছে—এই আপাতবাণীর উপর সে বিশ্বাস ক'রে থাকে।

প্রঃ। জীব মায়ার হাত থেকে ছাড়ান পাবে কি প্রকারে?

উঃ। যদি সাধু-শাস্ত্র কৃপায় জীব কৃষ্ণোন্মুখ হয়, তবে এই ত্রিতাপের হাত থেকে মুক্তি পেতে পারে। জীব কৃষ্ণোন্মুখ হ'লেই, মায়া তার উপর আর কোন আধিপত্য করতে পারে না। জীব যতক্ষণ মায়ার দ্বারা বঞ্চিত থাকতে সম্মত হয়, ততক্ষণ তার কৃষ্ণস্মৃতি থাকে না। কৃষ্ণ কৃপা ক'রে মায়াবদ্ধ জীবের কাছে তিন রকমে প্রকাশিত হন, (১) বেদমূর্ত্তি যাহা শ্রীমদ্ভাগবতে ব্যাখ্যাত হ'য়েছে (২) শ্রীগুরু-মূর্ত্তি—যিনি কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ, সেবক-ভগবান্ (৩) অন্তর্যামী। কৃষ্ণের এই তিন মূর্ত্তির সাহায্যে জীব বুঝতে পারে যে, কৃষ্ণই তাহার একমাত্র প্রভু ও উদ্ধারকর্ত্তা।

প্রঃ। বেদ কি রকমে আমাদের কৃষ্ণকে স্মরণ করিয়ে দেন?

উঃ। বেদ আমাদের কৃষ্ণের সঙ্গে সম্বন্ধ, জীবাত্মার ধর্ম্ম এবং আমাদের চরম প্রয়োজনের কথা শিক্ষা দেন। আমাদের সকল সম্বন্ধের মধ্যে কৃষ্ণই একমাত্র সম্বন্ধ। আর সেই সম্বন্ধ জান্‌বার একমাত্র উপায় হচ্ছে, ভক্তি—কৃষ্ণভক্তি। আর ভক্তির দ্বারা কৃষ্ণপ্রেম-লাভই একমাত্র প্রয়োজন। কৃষ্ণপ্রেম আস্বাদন করতে পারলেই আমরা আমাদের শ্রেষ্ঠ চরম প্রাপ্য লাভ করতে পারি, আর সেই সঙ্গে সঙ্গেই এই সংসারের ত্রিতাপজ্বালা থেকেও মুক্ত হ'তে পারি।

চিন্তাহরণ বাবুর উত্তর সকল শুনিতে শুনিতে চিন্তাশীল বাবুর চিন্তা ক্রমশঃ দূরীভূত হ'তে থাকায় তিনি বল্লেন, 'মশায় আপনি বাস্তবিকই চিন্তাহরণ নাম সার্থক করেছেন। আপনাদের এই যে গৌড়ীয়ের মতের দেখছি, এ যে এক অদ্ভুত ও নিরাট ব্যাপার, এক অমৃতের খনি বললেও হয়; এমন চমৎকার সিদ্ধান্ত ত কখনও শুনিনি। বৈষ্ণবশাস্ত্রে এমন সুন্দর সুন্দর মীমাংসা আছে, তা আগে জান্‌তাম না। আমরা মনে করি সংসারে যখন সকলেই কষ্ট পাচ্ছে, তখন আমাকেও কষ্ট পেতে হ'বে, এর আর কোন উপায় নেই। কষ্টের মূল কারণও কেউ কোন দিন বলে না, আবার তা' থেকে উদ্ধার পাবার যে এমন একটা সহজ উপায় আছে, তাও কেউ জানায় না। কেউ কর্ম্ম, কেউ জ্ঞান, কেউ তপ, জপ প্রভৃতি নানারকমের মতলব নিয়ে বেড়াচ্ছে, তাতে মানুষের মাথা গুলিয়ে যাচ্ছে। আপনাদের এ মতের আরও অনেক কথা আছে মনে হয়। তাই জিজ্ঞাসা করছি।

(ক্রমশঃ)

দ্বাদশ আল্‌বর্

'শ্রীরামানুজাচার্য্য'

তাহা হ'লে উক্ত মন্ত্রে এত অর্থ হয়,
মর্কট-অপান-ন্যায় রক্তবর্ণ সম,
হিরণ্ময় পুরুষের দিব্য চক্ষুদ্বয়,
ব্যাখ্যা লক্ষ্মণের শিরে বাজে বজ্রোপম।

দুঃখেতে নয়ন হ'তে হইয়া নির্গত,
যাদবের দেহে পড়ে তপ্ত অশ্রুজল,
পণ্ডিত জিজ্ঞাসে তারে কেন সে দুঃখিত,
দেখিল লক্ষ্মণ আঁখি করে ছলছল।

লক্ষ্মণ কহিল অতি বিনয়ভাবেতে,
কপ্যাসং শ্রুতি পদে শুনি ব্যাখ্যা কথা,
বেজেছে অশনি সম মম হৃদয়েতে,
তাই দেব পাইয়াছি অতিশয় ব্যথা।

শ্রীবিষ্ণু পুণ্ডরীকাক্ষ তাঁর নেত্রদ্বয়,
তুলিবারে বানরের অযোগ্য নয়?
করেছে তুলনা বড় অপরাধময়।
এ ব্যাখ্যার অর্থে করে দেহ প্রভু লয়।

শুনিল যাদব ক্রোধে এ বাক্য শুনিয়া,
যোগাযোগ করে মূঢ় শব্দ-ব্যাখ্যার,
মম সম্মুখেতে বড় আস্পর্দ্ধা করিয়া,
শক্তি থাকে কর ব্যাখ্যা উৎকৃষ্ট তাহার।

শ্রীলক্ষ্মণ কপ্যাসং শব্দ-অর্থ করে,
'কং জলং পিবতি ইতি' কপি সূর্য্য কয়,
অস্ ধাতু বিকসনে 'আস' শব্দ ধরে,
কপ্যাসং অর্থে পদ্ম বিকশিত হয়।

তাহ'লে ঐ শ্রুতি মন্ত্রে এই অর্থ হয়,
'সূর্য্যবিকশিত' কমল উপমের স্থান,
আ'পুণ্ডরীকাক্ষ' নেত্রদ্বয়,
শ্রীলক্ষ্মণ দিব্য ব্যাখ্যা যাদবে বুঝায়।

মুখে অর্থ ঠিক বটে কহিল যাদব,
অন্তরে বুঝিল কিন্তু লক্ষ্মণ তখন,
ভবিষ্যতে এ বালক মায়াবাদ সব,
আচার্য্যশঙ্করমত খণ্ডিবে ভীষণ।

অন্য দিন শ্রীযাদব শ্রুতি ব্যাখ্যা করে,
সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম এই মন্ত্রাংশের
লক্ষ্মণ তাঁহার নিকটেতে ব্যাখ্যা পরে,
খণ্ড বিশেষত্ব জ্ঞানে সে গুরুদেবের।

এইরূপে পুনঃ পুনঃ অপদস্থ হ'য়ে,
যাদব আচার্য্য নিজ শিষ্যের সমীপে,
লক্ষ্মণে বধিতে চাহে অপমান ভয়ে,
শিষ্যেরে দেখিল সেই ঘোর ষড়যন্ত্রে।

একদা ত্রিবেণী স্নান মানসা করিয়া,
হিংস্রজন্তুসমাকুল নিবিড় কাননে,
বধিতে লক্ষ্মণে যায় কৌশলে লইয়া,
উপনীত বিন্ধ্যগিরি সন্নিকট স্থানে।

লক্ষ্মণের মাতৃষসা-তনয় গোবিন্দ,
যাদবের শিষ্য সেই কহিল গোপনে
শুনহ লক্ষ্মণ গুরু আচার্য্যের মন্দ,
অতএব সত্বর ত্যাগ কর পলায়নে।

যথা যজ্ঞার্থ হ'তে নিস্তার পাইয়া,
লক্ষ্মণ সঙ্গীগণ পরিহার করি,
অন্য পথে উদ্দ্যানে গেল পলাইয়া,
প্রাপ্ত হ'য়ে বৃক্ষমূলে রতি স্মরে হরি

তটিনী মুষলধারে বারি বরিষণ,
পাইল বিশেষ কষ্ট যাদব তখনে,
জিজ্ঞাসে গোবিন্দ বল কোথায় লক্ষ্মণ,
গোবিন্দ কহিল অগ্রে গেছেন এখানে।

যাদবের শিষ্যগণ বহু অন্বেষণ,
অবশেষে হ'য়ে তারা ব্যর্থমনোরথ,
লক্ষ্মণের অপমৃত্যু সকলে ভাবিল,
কাবেরীর সকল বলি ফিরে গৃহপথ।

এদিকে লক্ষ্মণসহ বনে ভক্তজনে
এক ব্যাধদম্পতির হ'ল পরিচয়,
সহযাত্রী বলি তাঁহাদের সঙ্গে চলে,
সন্ধ্যা সমাগমে সবে বৃক্ষমূলে রয়।

ব্যাধপত্নী যাচে জল পিপাসার্ত্ত চিতে,
লক্ষ্মণ প্রস্তুত হ'ন জল আনয়নে,
নিষেধিল ব্যাধ তাঁরে কাননে পশিতে,
কেহ নাহি প্রভাতে যাবে বারি অন্বেষণে।

লক্ষ্মণ চ'লল প্রাতে জল আনিবারে,
দেখিল সোপানযুক্ত কূপ নিকটেতে,
তিন অঞ্জলির জলে ব্যাধ-পত্নী পীয়ে,
তৃষ্ণা নিবারণ করে আনন্দচিত্তেতে।

চতুর্থ অঞ্জলি জল উঠায় তখন,
ব্যাধদম্পতিরে দেখে অদর্শন,
আহ্নিক দেখিয়া সম্মুখে বিজন,
সম্মুখে নিবা পথ দেখায় স্থান।

জিজ্ঞাসা করিয়া জান পথিকের মুখে,
কাঞ্চন নগরী শ্রীকাঞ্চীপুরীতে,
লক্ষ্মণ সকল কথা কাঞ্চীপূর্ণ স্থানে,
নিবেদন আনন্দে ছাড়িছেন চিত্তে।

(ক্রমশঃ)

ভ্রম সংশোধন

৫ম ও ৬ষ্ঠ সংখ্যা শ্রীনবদ্বীপপ্রকাশের ৪র্থ পৃষ্ঠার ২য় কলমের দ্বিতীয় প্যারায় ও লাইনে appaarent এর স্থলে real শব্দ হইবে।

স্বপনেও না কর ভাই স্ত্রী-সম্ভাষণ। গৃহে স্ত্রী ছাড়িয়া ভাই আসিয়াছ বন॥

শুদ্ধভক্তি মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ

(আকর-মঠরাজ)

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীঅষ্টাবোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ শত উত্তর-পূর্বে শ্রীব্রজপত্তনে শ্রীশ্রীগান্ধর্বিকা শ্রীচন্দ্রশেখর ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব বিরাজমান। এই স্থান সপ্তক্ষেত্র-তীর্থ, পরাবিদ্যাপীঠ বা সাত্বতশ্রুতিপুরী। এই মহাতীর্থে শ্রীব্যাসাদি শাস্ত্রকার বেদাদিশাস্ত্রপ্রণেতাগণের, আচার্য্য ও অধ্যাপকগণ এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারী ও সাত্বত সম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় শ্রীপাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠ হইতে পারমার্থিক দৈনিকপত্র 'নদীয়া-প্রকাশ', সাপ্তাহিক সজ্জনতোষণী ও সুপ্রাচীন প্রবর্তক প্রচারকরূপে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় পরিচালিত হইতেছেন। প্রতি বৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমা এবং অন্যান্য উপলক্ষে কীর্তন-প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক :—শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত সুনির্মল ভক্তি-ধর্ম-প্রচারোদ্দেশ্যে গৌড়দেশের সর্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে এই মঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই মঠ-মন্দিরে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দজীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। এই মঠে পাঠ, সঙ্কীর্তন, সপ্রদান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি গ্রন্থ ও তদগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হয়। এই মঠ হইতে মহানগরীর সর্বত্র হরিকথা-প্রচার, মহানগর-সঙ্কীর্তন, বক্তৃতা, ব্যাখ্যা ও সঙ্কীর্তন-মহা-মহোৎসবাদি উৎসবের অনুষ্ঠান হয়। মঠরক্ষক মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া সহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীনারায়ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী সেবাকোবিদ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী এখানে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্তমান, রক্ষক—শ্রীঅধিরূঢ় দাসাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্তমান। রক্ষক—গোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

(৭) কাজীর সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপা-প্রাপ্ত শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীমঙ্গল ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক।

(৮) শ্রীমদ্-সুখময়-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান দাস ব্রহ্মচারী।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত গদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী

(১০) শ্রীমোদদ্রুম-ছত্র "গৌড়ের নৈমিষ"

মাউগাছি, পোঃ জাহ্নগর, (বর্দ্ধমান)।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান। শ্রীগৌরনিত্যানন্দের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীকুঞ্জবিহারী ব্রজবাসী, ভক্তিভূষণ।

(১১) তেঁতুলিয়া কুঞ্জকানন

শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্তী, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক- শ্রীনরোত্তমানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১২) কুঞ্জকুটীর—পোঃ কৃষ্ণনগর,

নদীয়া। রক্ষক—শ্রীঅমৃতানন্দ অধিকারী

(১৩) ভাগবত-আসন—পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

এই স্থান হইতে ভাগবতাদিশাস্ত্র গ্রন্থাবলী প্রচারিত হয়। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৪) একায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ রামঘাটি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য গোস্বামী ভক্তিসার।

(১৫) মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরতিকিশোর ব্রজবাসী।

(১৬) মাধ্বগৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, পোঃ ঢাকা

পূর্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বা-গিরিধারীর সেবা বর্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীপাদ কৃষ্ণানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ।

(১৭) গোপালজীউমঠ—কমলাপুর,(ঢাকা)

গোপালজীউর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান। রক্ষক—শ্রীরাধাচরণ দাস ব্রজবাসী.

(১৮) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)।

এখানে শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীনরাধিরূঢ় ব্রহ্মচারী

(১৯) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

মহাবাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীসুন্দরানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২০) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ দাদ্দু, (ঢাকা)

এখানে মহাপ্রভুর শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীরাধাকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(২১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ পানাগড় (বর্দ্ধমান)।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারীর নিত্য-সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীচৈতন্য দাসাধিকারী.

(২২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ভুবনেশ্বরকোলা, পোঃ চিংকুণ্ডা, (মানভূম)

এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীবৈদ্যনাথ অধিকারী।

(২৩) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকন্দিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে গুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান্দাস ব্রজবাসী ভক্তিবন্ধু।

(২৪) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—শ্রীমাধবানন্দ দাসাধিকারী।

(২৫) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ বক্সীবাজার, (কটক)

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদবনমালীজীউর নিত্যসেবা বর্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর

(২৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ কুবলেশ্বর পুরী,

শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ গান্ধর্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন।

(২৭) পুরুষোত্তম মঠ

ভক্তিকুটী, পোঃ পুরী উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদবিহারীজীউর নিত্যসেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রমোদ অধিকারী

(২৮) আলালগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী দাসাধিকারী।

(২৯) রায়রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, গোদাবরী জেলা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্তমান। মঠরক্ষক—শ্রীনিতাইচরণ দাসাধিকারী ভক্তিলোচন।

(৩০) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪২নং কবিরপুরা, বেনারস সিটি

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-রাধাকৃষ্ণের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীসনাতন ব্রহ্মচারী।

(৩১) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ

(৩২) পরমহংস মঠ,

পোঃ নৈমিষার, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও গৌরকিশোর-বিনোদবিহারীজীউর সেবা বর্তমান।

রক্ষক—শ্রীসত্যনারায়ণ দাসাধিকারী।

(৩৩) কৃষ্ণচৈতন্য মঠ

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

এখানে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিত্যসেবা হয়। রক্ষক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠ

মহাদেবঘাট মথুরা

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ

(৩৫) ব্রজস্বানন্দ সুখদকুঞ্জ—শ্রীরাধাকুণ্ড

রক্ষক—শ্রীরাধারমণচরণদাস ব্রহ্মচারী

(৩৬) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৩৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ

সেবাগ্রাম, পোঃ কোটকোল, জেলা গুরদাসপুর (পাঞ্জাব) রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৩৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪০নং ক্যানিং লেন, নিউ দিল্লী।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্বিকাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসম্বন্ধ তুর্যাশ্রমী

(৩৯) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল।

এখানে গৌর-বনোয়ারীর সেবা বর্তমান।

রক্ষক—শ্রীবনগোপাল অধিকারী।

(৪০) সারস্বত-গৌড়ীয় মঠ

তারবাদ নারায়ণগুড়া, হাইদ্রাবাদ, দাক্ষিণাত্য

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্বস্ব গিরি

(৪১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ রায়পেট্টা মাদ্রাজ।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীপাদ অনন্তানন্দ ভক্তিবিকাশ।

(৪২) বোম্বে-গৌড়ীয়-মঠ কার্যালয়

প্রোক্টর রোড, চোটানি বিল্ডিং, ব্লক নং ১, বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত মজুমদার।

(৪৩) অমরলি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমরলি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবন দাস অধিকারী

(৪৪) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী

(৪৫) পাটনা গৌড়ীয় মঠ

১০০ মিঠাপুর, পাটনা।

রক্ষক—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী কাব্যভূষণ

(৪৬) গয়া গৌড়ীয় মঠ

হিল হাউস, চার্চ রোড, গয়া

রক্ষক—উপদেশক শ্রীসখেশ্বর কাব্যতীর্থ

(৪৭) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠ বালেশ্বর

রক্ষক—শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয়

৩ গ্লৌষ্টার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন, এস-ডাব্লিউ ৭, লণ্ডন

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন

(৪৯) বার্লিন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

Berlin W. 30

Eisenacher strasse 29 II

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্—সমগ্র ৪০৲
প্রথম স্কন্ধ হইতে দশম স্কন্ধ পর্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে দ্বাদশ স্কন্ধ ৷৷/০
২। অনুভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। ভাষ্য-সহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড—১৲; ২য় খণ্ড—৸০
৩য় খণ্ড ৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—১৲; ২য় খণ্ড ৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব—১৲
৮। সংক্রমণার—দীপিকা ও সংস্কার-দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণবধর্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্য বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ।০
১৮। বাদন-আলবর ।০
১৯। ভাক্তবিনোদ কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৷/০
২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৷৷/০
২২। ভজন-রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ ৩ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
২৫। গীতা (চক্রবর্তি-টীকাসহ)
২৬। গীতার কেবল মূল-ভাষ্য ।০
২৭। বৃহদ্ভাগবতামৃত ভগবদ্গোবিন্দ: সানুবাদ ২৲
২৮। মেঘদূতস্মার সানুবাদ ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸
৩০। দীপ-দিগদর্শন ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৶০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা /১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ
৩৯। শ্রীগৌরমণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি /০
৪১। গীতাবলী /০
৪২। চিত্রে নবদ্বীপ
৪৩। সাধনকণ
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা
৪৫। নবদ্বীপশতক /০
৪৬। অর্চনতত্ত্ব /০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ /০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) /১০
৪৯। অষ্টকত্রয় ৶১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ)
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ
৫৪। পুরুষার্থ-নির্ণয় ।০
৫৫। শুদ্ধভক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? /০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণদেবর ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সাধ্যবাণী /০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যলীলামৃত সারঃ ।০
৬১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী চরিতম্ ।
৬২। সচিত্র-শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৬৩। উপদেশামৃতম্ ।০
৬৪। সাত্ত্বত শিক্ষাষ্টকম্ ৷৷/০
৬৫। গৌড়ীয়মঠস্য পাঠচক্রঃ /০
৬৬। মায়াবাদখণ্ডনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৭। রায় রামানন্দ ।০
৬৮। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত
৬৯। নামভজন ।০
বেদান্ত—ইটস্ মরফলজি অ্যাণ্ড অন্টোলজি ।০
৭১। বিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ৷৷/০
৭২। লর্ড শ্রীচৈতন্য প্রিসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।০
৭৩। বৈষ্ণবীজম ।০
৭৪। সোসাইটি গৌড়ীয়মঠ ক্যাল্কাট /০
৭৫। দি ভাগবত ।০
৭৬। এথেটিক্স প্রিন্সিপল্স অ্যাণ্ড ভ্যালেন্টাইন জিবোসিজম ।০
৭৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২৷৷০
৭৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৭৯। শ্রীগৌরনামচিন্তামণি ।০
৮০। সাধন-পথ ।০
৮১। কল্যাণ-কল্পতরু /১০
৮২। গীতাবলী /০
৮৩। শরণাগতি /০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৪। শরণাগতি /০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

কবিরাজ প্রাণভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অবস্থার সাধক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৷/০ আনা, বড় বোতল ১/০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউন্‌টেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। উহাতে নিব বা কাগজ ক্ষয় হয় না। মূল্য অতি সুলভ।
জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং
কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার
কলিকাতা

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের পূজা, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উৎকৃষ্ট কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণগুলি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে বর্ণনানুক্রমিক ও শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও
মঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ ভারতী এম, এ, এর কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সুবর্ণ সুযোগ ! সুবর্ণ সুযোগ !

শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদরচিত গৌড়ীয়ভাষ্য সহিত

বিরাট গ্রন্থ

শ্রীশ্রীচৈতন্য ভাগবত

গ্রন্থের আয়তন :- ক্রাউন কোয়ার্টো মূল ১০৯৬ পৃষ্ঠা, সূচীপত্র ২৪৪ পৃষ্ঠা, মোট ১৩৪০ পৃষ্ঠা

শিক্ষা বাঁধাই মাত্র ৭ সাড়ে টাকা

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা

নদীয়া সার্টিফিকেট আদালতের নীলাম ইস্তাহার

১ কেস নং এবং কোর্টের নাম	২ নীলাম ইস্তাহার (A) (B) বা (C) ধারায় প্রকাশিত	৩ ডিক্রিদার	দেনাদার	যে দাবীর জন্য সম্পত্তি বিক্রয়ের আদেশ হইয়াছে	বিক্রয়ের স্থান তারিখ ও সময়	কি স্বত্ব জোত	থানা, মৌজার নাম ও গ্রাম	খতিয়ান নং প্লট (জানা থাকিলে) অথবা অন্য আলোচনীয় বিবরণ	১০ জমির পরিমাণ (জানা থাকিলে)	১১ জমা (জানা থাকিলে)	১২ মন্তব্য
১০০ B, ৩৪।৫৫ নদীয়াসার্টিফিকেট আদালত		বিধুভূষণ পালচৌধুরী	বিহারীলাল দাস	২৭৪/১০	২।৭।৫৫	স্থিতি মোকররী	থানা ও মৌজে ১ মৌজে শান্তিপুর	৫৫ খতিয়ান	৯-৮	৫৬/১	বিধুভূষণ পালচৌধুরী
৩৯ N, R, ৩৪।৫৫		গৌরীশঙ্কর রায় বাহাদুর	ইসমাইল সেখ	৭.১	৯।৭।৫৫	স্থিতি খতিয়ান	থানা নবদ্বীপ মৌজে দেবকী	৫২০ খতিয়ান	৩৯	৷৵০	গৌরীশঙ্কর রায় বাহাদুর
৩৬ R, P, ৩৪।৫৫		আর পালচৌধুরী	বীরেশ্বর পাল	৬৫/৯	১৫।৭।৫৫	ঐ	থানা ঐ মৌজে ভজনঘাটা	৩৪৯,৩৫ খতিয়ান	১-৭৯	১০৷/৬	আর পালচৌধুরী
১৭৯ R, P, ৩৪।৫৫			হরি ঘোষ	১০১/০	১৫.৭।৫৫	ঐ	থানা কোতয়ালী মৌজে ভালুকা	৫৬৯ খতিয়ান	৪-৯১	২০৷০	
৩৭ A, D, ৩৪।৫৫		এ, পালচৌধুরী	দেবব্রত বিশ্বাস গং	[illegible]	১৬।৭।৫৫	ঐ	থানা হাসখালি মৌজে বাকসাপাড়া	৫০৯ খতিয়ান	১৬-৪২	৫৭৷/০	এ, পালচৌধুরী
৪ R, P, ৩৪।৫৫		আর পালচৌধুরী	হরিকান্ত দাস গং	১১৪/৬	১৬।৭।৫৫		থানা নবদ্বীপ মৌজে বাবলারী	১৯৪ খতিয়ান	১০-৪৭	৪২৷/০	আর পালচৌধুরী
৭৭২ A, P, ৩৪।৫৫		এ, পালচৌধুরী	বেগী বক্কাদার	১৬/৯	১৭।৭।৫৫	ঐ	থানা হাসখালি মৌজে ফুলবাড়ী	৪৯৩ খতিয়ান	১-৪৭	৪৩/১	এ, পালচৌধুরী
৭৫ B, ৩৪।৫৫		বিধুভূষণ পালচৌধুরী গং	মুরাদ বেওয়া	১১৲	১৮।৭।৫৫	স্থিতি মধ্যস্বত্ব	থানা রাণাঘাটাপাড়া মৌজে গোবিন্দপুর	১০২ খতিয়ান	৩-৩৫	১০/০	বিধুভূষণ পালচৌধুরী
২১৭ R, P, ৩৪।৫৫		আর পালচৌধুরী	হানি বিবি	৪৮৵৯	১৭।৭।৫৫	স্থিতি খতিয়ান	থানা খাতিপুর মৌজে পাচপোতা	৪১০ খতিয়ান	২-৩৮	১৪।/৩	আর পালচৌধুরী
১১৮ R, P, ৩৪।৫৫			মরনা বিবি	৩৭৷০	১৭।৭।৫৫		থানা কৃষ্ণনগর মৌজে আমঘাটা	১৭৯ খতিয়ান	৩৩-৭৯	৫১০/৯	
২৩০ B, ৩৪।৫৫		বিধুভূষণ পালচৌধুরী গং	বিকাভর বিবি	১৬৷/৬	১৮।৭।৫৫	ঐ	থানা তেহট্ট সাং মহাদেবপুর	১১৯ খতিয়ান	৭৩	১৯৷/০	বিধুভূষণ পালচৌধুরী

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'শ্রীনাথ' নবদ্বীপ

দৈনিক

RE. GC 1544

চৈতন্যোপনিষৎ
বহু শতাব্দীর দুষ্প্রাপ্য ও
অপ্রকাশিত গ্রন্থ প্রকাশিত
হইয়াছে। কাগজ ও
ছাপা অতি উত্তম।
ভিক্ষা ।০ মাত্র
শ্রীচৈতন্যমঠ,
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

নদীয়াপ্রকাশ
THE
NADIA-PRAKASH

"গৌড়ীয়"
৭ম বর্ষ হইতে
১১শ বর্ষ পর্যন্ত
প্রতি বর্ষ বাঁধান
বাঁধাই
ভিক্ষা ৩।০ মাত্র।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ
বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীচৈতন্যের সর্বজনীন মঙ্গল-প্রচারের—বাংলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১০ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৮ই জ্যৈষ্ঠ, বুধবার ১৩৪২, ২২শে মে ১৯৩৫ [৬৯শ সংখ্যা

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

—:০:—

উপজাতির নেতা হত্যার জের

সংঘর্ষে এক পক্ষে ১৫ এবং অপর পক্ষে ২৫ জন হত

গত ৩০ শে এপ্রিল প্রসিদ্ধ উটমান-জাই জাতীয় মালিক খান সাহেব জলী খাঁ মুবারেক সরাই নামক স্থানে তাঁহার নিজ বাটীতে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা সাহেবজান এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা খান মাকানের সহিত নিহত হইয়াছেন। ঐ সম্পর্কে যে বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে প্রকাশ যে, জলী খাঁয়ের বনিষ্ঠ আত্মীয় খোনের খাঁ হবিবের পুত্রগণ ঐ হত্যাকাণ্ডের প্রধান পরোচনা দানকারী। তাহাদের মধ্যে দীর্ঘকাল যাবৎ বিরোধ ছিল। জলী খাঁকে তাঁহার বাড়ীর বাহিরে অতি অদূর হইতে গুলী করিয়া হত্যা করা হয়। আততায়িগণ তাঁহাকে হত্যা করিয়া খাঁ হবিবের বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করে। উহার অল্পক্ষণ পরেই মুবারেক সরাই এ বাড়ী অবরোধ করে। ১লা মে খাঁ হবিব এবং তাঁহার পরিবারের পুরুষ, বালকগণ ও অন্যান্য কতিপয় লোকসহ মোট ২৫ জন লোককে হত্যা করা হয়। খাঁ হবিবের সহিত যুদ্ধে শত্রুর ১৫ জন হত হয়। জলী খাঁয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র ২৫ বৎসর বয়স্ক খানমান খাঁকে উটমানজাই জাতীয় উপজাতির নেতা বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে।

সংবাদ ভিত্তিহীন

ভারত গভর্ণমেণ্টের সৈন্য বিভাগের ক্যাপ্টেন উইলিয়ম ডাজন রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে বিচলিত হইয়া কয়েকটি মোটর কোম্পানীর নিকট হইতে জরুরী প্রয়োজন মনে করিয়া কয়েকশত সৈন্যবাহী লরী সরবরাহের জন্য টেণ্ডার আহ্বান করিয়াছেন, এই মর্মে বোম্বাই হইতে যে সংবাদ প্রচারিত হইয়াছে তৎসম্পর্কে সিমলার সৈন্যবিভাগের কর্তৃপক্ষ বলেন যে, ঐ সংবাদ ভিত্তি-বিহীন।

মাদ্রাজ দুর্ভিক্ষে সরকারী সাহায্য

মাদ্রাজের এক সংবাদে প্রকাশ, তথাকার কোন কোন জেলায় দুর্ভিক্ষের অনুরূপ অবস্থা দেখা দিয়াছে। গত ১২ই মে তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সপ্তাহের অবস্থা বর্ণনা করিয়া মাদ্রাজ গভর্ণমেণ্টের নিকট যে বিশেষ বিবরণ প্রেরিত হইয়াছে, তাহাতে জানা যায় যে, বেল্লারী ও অনন্তপুর জেলা ৮২১০৮ জন লোক সাহায্যের উপর নির্ভর করিয়া আছে। অনন্তপুর জেলায় ১২টি সাহায্য কেন্দ্র খোলা হইয়াছে। বেল্লারি জেলায় ৫টি সাহায্য কেন্দ্র এবং একটি টেষ্ট রিলিফ কেন্দ্র কাজ করিতেছে।

নিষেধাজ্ঞা

গত ১৭ই মে বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্ট অতি-রিক্ত গেজেটে বঙ্গীয় সংশোধিত ফৌজদারী আইন অনুসারে সংবাদপত্র, ইস্তাহার, পুস্তিকা প্রভৃতিতে নিম্নলিখিতরূপ সংবাদ প্রকাশ নিষেধ করিয়া আদেশ জারী করিয়াছেন—

(ক) ১৯৩৫ সালের ১৯শে মে 'রাজ-বন্দী দিবস' পালিত হইবে বলিয়া যে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হইয়াছে অথবা পরে কোনও তারিখে হইবে বলিয়া বিজ্ঞাপিত হইতে পারে, তৎসম্পর্কে কোন সংবাদ বা তৎ সম্পর্কিত কোন সভা, কার্য্য বা বিবৃতির সংবাদ।

(খ) ১৯৩০ সালের বঙ্গীয় সংশোধিত ফৌজদারী আইনে বা ১৮১৮ সালের বঙ্গীয় রাজবন্দী আইনে যাহারা বন্দী আছে, তাহাদের মুক্তির উদ্দেশ্যে বা তাহাদের প্রতি সহানুভূতি উদ্রেকের উদ্দেশ্যে বর্তমানে বা ভবিষ্যতে কোন সভা হইলে, কোন কার্য্য করিলে বা বিবৃতি দিলে সেই সংবাদ।

গভর্ণমেণ্ট এই নিষেধাজ্ঞার কারণ বলিয়াছেন যে, রাজবন্দীদের পক্ষে কোন প্রচারকার্য্য চালাইলে তাহাতে বিপ্লবীদিগকে অনিবার্য্যরূপে উৎসাহিত ও প্ররোচিত করিয়া তোলা হইবে এবং রাজবন্দীদের প্রতি আড়-ম্বর করিয়া সহানুভূতি সমবেদনা প্রকাশের দ্বারা—সে সহানুভূতি যতই আন্তরিক হউক না কেন, বাঙ্গালার রাজনীতি ক্ষেত্র হইতে বিপ্লবের সমূল উচ্ছেদ জন্য সরকারের ও জনসাধারণের ক্রমবর্দ্ধমান চেষ্টার উপর প্রতিকূল প্রভাব বিস্তার করা হইবে।

কংগ্রেসী দল মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিবেন কি না?

কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ কোলাবা জেলায় অবস্থিত মাহাদ যাইবার পথে গত ৮ই মে প্রাতে পুণা অতিক্রম করেন। কংগ্রেসী দলকর্তৃক মন্ত্রিত্ব গ্রহণ সম্পর্কে ষ্টেশনে ইউনাইটেড প্রেসের প্রতি-নিধি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলে তিনি বলেন যে, কংগ্রেস এখন পর্য্যন্ত ঐ বিষয়ে বিবেচনা করেন নাই। তিনি আরও বলেন যে, ইণ্ডিয়া বিল পাশ না হওয়া পর্য্যন্ত আগামী শাসনসংস্কার সম্পর্কে কংগ্রেস কোন মত প্রকাশ করিবেন না। ততদিন পর্য্যন্ত বোম্বাইয়ে কংগ্রেসের অধিবেশন ও ওয়ার্কিং কমিটীর বিভিন্ন সভায় কংগ্রেসের যে মনোভাব ব্যক্ত হইয়াছে তাহাই অপরিবর্ত্তিত থাকিবে।

করাচীতে সন্দেহজনক হত্যাকাণ্ড

করাচীর এক সংবাদে প্রকাশ, তথায় এক মাসের মধ্যেই সন্দেহজনকভাবে দুইটী হত্যাকাণ্ড সম্প্রতি হইয়াছে। একটী হত্যাকাণ্ডে একজন পুলিশ কনেষ্টবল খুন হইয়াছে। আর একটী হত্যাকাণ্ডে আর একজন কনেষ্টবলের পত্নী নিহত হইয়াছে। এই দুইটী হত্যাকাণ্ডেরই বিচার আদালতে হইতেছে। প্রথমোক্ত মামলায় নিহত কনেষ্টবলের ভ্রাতা ও ভ্রাতৃবধূকে গ্রেপ্তার করিয়া বিচারের জন্য দায়রা সোপর্দ করা হইয়াছে। শেষোক্ত মামলায় মৃতরমণীর স্বামী কনেষ্টবলকে গ্রেপ্তার করিয়া বিচারের জন্য প্রেরণ করা হইয়াছে।

লুধিয়ানায় সর্দ্দিগর্ম্মীর তাণ্ডব

কয়েক দিন যাবৎ লুধিয়ানা সহরে উত্তাপ অত্যধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে। সহর ও উপকণ্ঠে অনেকে সর্দ্দিগর্ম্মিতে আক্রান্ত হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। ডিষ্ট্রিক্ট কোর্টের সম্মুখে এক ব্যক্তিকে মৃত অবস্থায় দেখা গিয়াছে। দারুণ রৌদ্রের তাপে মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

গত ১৭ই মে অপরাহ্নে উকীল সভার পক্ষ হইতে ডেপুটী কমিশনারের নিকট এক ডেপুটেশন প্রেরিত হয়। প্রতিনিধিবর্গ কাছে আদালত বসাইবার জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করেন।

নদীয়া প্রকাশ

৮ই জ্যৈষ্ঠ, বুধবার ১৩৪২

“হাতে কঙ্কণ, মাথে লেড”

সর্বেশ্বরের শ্রীকৃষ্ণ রক্ষা করিলে কেহ কাহারো অনিষ্ট করিতে পারে না, ইহা আমরা সময় সময় নানা উদাহরণে দেখিতে পাই। আবার অদৃষ্টবিরূপ হইলে মানবের আশ্রয়ান যে মৃত্যুমধ্যে চুম্বন নাহার দৃষ্টান্ত জগতে বিরল নহে। তিনটি যুবরাজ যিনি অহঙ্কারাদি পরিত্যাগপূর্বক নারায়ণের সেবায় আত্মনিয়োগ করিলা তাহার উদ্ধার নিজ ইচ্ছা মিলাইয়া দেন।

শ্রীভগবান্ রক্ষা করিলে যে কি-প্রকারে মৃত্যুর কবল হইতে অনায়াসে অব্যাহতি পাওয়া যায়, তাহার একটী উদাহরণ আমরা শান্তিপুরের একটী ঘটনা হইতে দেখিতে পাই। ঐ স্থানের একটী স্ত্রীলোক তাহার শিশুসন্তানসহ রেললাইনের মধ্য দিয়া যায় এবং লাইনের উপর দিয়া চলিবার সময় একখানি প্যাসেঞ্জার ট্রেনখানা চলিয়া যায়, অথচ তাহারা বিন্দুমাত্রও আহত হয় নাই। ঘটনাটী কাহারো কাহারো নিকট অসম্ভব মনে হইতে পারে, কিন্তু ইহা সত্য ঘটনা। প্রকাশ, ঐ ট্রেনখানা যখন নতিবারপুর স্টেশনের দিকে অগ্রসর হইতেছিল, সেই সময় স্ত্রীলোকটী রেললাইন পার হইতে যাইয়া তাহার শিশু সন্তান সহ দুইটী লাইনের মধ্যে পড়িয়া যায় এবং সন্তানটিকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া শুইয়া থাকে। ট্রেনখানা চলিয়া গেলে সে সন্তানসহ আনন্দের সহিত উঠিয়া বসে। ডাক্তারী পরীক্ষায় প্রকাশ, স্ত্রীলোকটী কোনও প্রকার আঘাত পায় নাই; এমন কি তাহার গায়ে একটী আঁচড়ও লাগে নাই।

কৃষ্ণনগর মিউনিসিপ্যালিটী

কৃষ্ণনগর মিউনিসিপ্যালিটিতে আমরা বর্তমানে প্রকৃত উন্নতি দেখিতে পাইতেছি। বড় বড় রাস্তাগুলিতে পিচ দেওয়া হইতেছে। ড্রেণগুলির সংস্কার ও জল নিকাশের সুবন্দোবস্ত হইতেছে। ইহাতে দুর্গন্ধ ও দূষিত বায়ু নিবারণ হইবে। সুখের বিষয়, মিউনিসিপ্যালিটির সুবন্দোবস্তের ফলে মশকের সংখ্যা অনেক হ্রাস পাইয়াছে। শহরে ইলেক্ট্রিক লাইট দেওয়ার কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। এতসকল উন্নতির কার্য্যের জন্য আমরা কমিশনার গণকে এবং বিশেষভাবে বর্তমান সুযোগ্য চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত সুধাংশু চন্দ্র মৌলিক মহাশয়কে আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি।

প্রতি-অভিবাদন-প্রসঙ্গ

বঙ্গের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী নবাব [illegible] গত ২৯শে জুলাই (১৯৩৪ [illegible]) [illegible] করেন। সেই সময় শান্তিপুরের [illegible]

প্রতিষ্ঠান হইতে তাঁহাকে অভিনন্দন-পত্র প্রদান করা হয়। অভিনন্দন পত্রসমূহের মধ্যে শান্তিপুর জীব-শিব-মিলনের সম্পাদক শ্রীযুক্ত ভোলানাথ সান্যাল বাণীকণ্ঠ মহাশয়ের পঠিত একটী কবিতাও ছিল। শান্তিপুরের মাসিক পত্র 'যুবক' গত শ্রাবণ সংখ্যায় 'স্বাগতম' শীর্ষে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী বাহাদুরের ঐ শান্তিপুর পরিদর্শন প্রসঙ্গ প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে ভোলানাথ বাবুর পঠিত কবিতাটির কথা উল্লেখ করা হয় নাই। ভোলানাথ বাবু ইহার জন্য যুবক-সম্পাদককে লিখিতে পারিতেন; কিন্তু তাহা না লিখিয়া গত ১৭ই অগ্রহায়ণের বঙ্গরত্নে "সত্যগোপনকারী ও মিথ্যাবাদী যুবক" শীর্ষে একটী সংবাদ প্রকাশ করেন। এই সংবাদটীর একটী প্রতিবাদ যুবক সম্পাদক বঙ্গরত্ন-সম্পাদককে প্রকাশার্থ প্রেরণ করেন। কিন্তু বঙ্গরত্নের সম্পাদক নানা কারণ দেখাইয়া তাহা প্রকাশ করেন নাই। পরে যুবক-সম্পাদক শ্রীযুক্ত যোগানন্দ গোস্বামী-প্রেরিত ঐ সংবাদটীর একটী প্রতিবাদ গত ২রা চৈত্রের নদীয়া-প্রকাশে প্রকাশিত হয়। এই প্রতিবাদের একটী প্রতিবাদ কয়েক দিন হইল আমরা ভোলানাথ বাবুর নিকট হইতে পাইয়াছি। এই প্রতি-প্রতিবাদটিতে ব্যক্তিগত কুৎসা বহুল পরিমাণে আছে বলিয়া আমরা তাহা প্রকাশ না করিয়া তৎসম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিতেছি।

ভোলানাথ বাবু তাঁহার প্রতি-প্রতিবাদে লিখিয়াছেন—"যোগানন্দবাবুর প্রেরিত প্রতিবাদে "বাজে 'অশ্লীল ভাষা' প্রয়োগের অভিযোগেই বাধ্য হইয়া আমাকে প্রতিবাদের প্রতিবাদ করিতে হইয়াছে।" এস্থলে আমাদের বক্তব্য—কাহাকেও অযথা মিথ্যাবাদী বলা কতদূর শ্লীলতাসূচক তাহা ভোলানাথ বাবু নিজেই বিচার করিবেন। যে অনাথ আশ্রমের অস্তিত্ব নাই বলিয়া ভোলানাথ বাবু লিখিয়াছেন, তাঁহার লিখিত প্রতিবাদ-পত্রেই প্রকাশ যে, শান্তিপুর মিউনিসিপ্যালিটী উক্ত অনাথ আশ্রমকে অদ্যাপি অর্থ সাহায্য করিতেছেন। তাহা হইলে উহার অস্তিত্ব নাই কিরূপে বুঝিব? তবে কি শান্তিপুর মিউনিসিপ্যালিটীকে কেহ প্রতারিত করিতেছে? ভোলানাথ বাবু ভাল করিয়া অনুসন্ধান করুন। একটী সংবাদ প্রকাশিত না হওয়াতেই 'জাতীয়'-পরিচালিত 'যুবক'কে 'বাণীকণ্ঠ' যেভাবে আক্রমণ করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া কেহই বাণীকণ্ঠের সংযমের প্রশংসা করিবেন না। অনুসন্ধানে জানিলাম, ঐ সংবাদ-প্রকাশের জন্য ও প্রকাশ করিয়া বঙ্গরত্নের অন্যতম সম্পাদক কাশীনাথ সেন মহাশয়ও নাকি যোগানন্দ বাবুর এক পত্র প্রদান করিয়াছেন এবং তাহাতে জানাইয়াছেন যে, উক্ত [illegible] কাজ করিবেন।

অনুসন্ধানে আরও প্রকাশ, কিছু পূর্বে বাণীকণ্ঠ মহাশয় বঙ্গরত্নেই যুবকের প্রশংসাসূচক কয়েকটী সংবাদও প্রকাশ করিয়াছেন। হঠাৎ সামান্য একটু কারণেই বন্ধুত্ব ভাঙ্গিয়া দেওয়া কি উচিত? যোগানন্দ বাবু ঐ তার প্রেরিত সংবাদে 'অশ্লীল' শব্দ প্রয়োগ না করিয়া অন্য কোন শব্দ ব্যবহার করিলেই ভাল করিতেন। যাহা হউক, আমাদের মনে হয় "গতস্য শোচনা নাস্তি" বিচার গ্রহণপূর্বক এক সহবাসী যোগানন্দ বাবু ও ভোলানাথ বাবু পরস্পর সৌহার্দ্য সূত্রে মিলিত হইয়া সাহিত্য-সেবায় আত্মনিয়োগ করিলেই ভাল হয়।

ইটালী ও আবিসিনিয়া সম্বন্ধে বৃটিশ মন্ত্রিসভায় আলোচনা

লণ্ডনের সংবাদে প্রকাশ, রোমস্থিত বৃটিশ দূত স্যার এরিক ড্রামণ্ডকে লণ্ডনে আনয়ন করা হইয়াছে। ইটালী ও আবিসিনিয়ার বিরোধ সম্পর্কে তাঁহার সহিত পরামর্শ করাই বৃটিশ মন্ত্রিসভার উদ্দেশ্য। গত ১৭ই মে তিনি মন্ত্রিসভার এক অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন। এই সভায় ইটালী ও আবিসিনিয়ার বিরোধ এবং রাষ্ট্র সঙ্ঘের সভায় বৃটিশের কর্তব্য সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছিল। গত সোমবার জেনেভায় রাষ্ট্রসঙ্ঘের বৈঠক হইয়াছে। এই বৈঠকে ইটালী আবিসিনিয়ার বিরোধই প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল।

গত ১৮ই মে পূর্বাহ্ণে মিঃ এণ্টনী ইডেন প্যারিসে গমন করেন ও সেখানে মসিয়ে লাভালের সহিত সাক্ষাৎ করার পরে রাষ্ট্রসঙ্ঘের কাউন্সিলের অধিবেশনে যোগদানের জন্য জেনেভা রওনা হইবার জন্য ট্রেণ ধরিতে ষ্টেসনে যান।

কলিকাতা কর্পোরেশন

কলিকাতা কর্পোরেশনে দুইটী কংগ্রেসী দলের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব এতদিন চলিয়া আসিতেছিল, এ বৎসর উভয় দলের এক যোগে এবং বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মেয়র ও ডেপুটী মেয়র নির্বাচিত হওয়াতে লোকে মনে করিয়াছিল যে, সকল দ্বন্দ্ব বুঝি অবসান হইয়া গেল কিন্তু কয়েকদিন পরেই দেখা গেল যে ব্যাপার অন্যরূপ। কমিটীর নির্বাচন ব্যাপারেই প্রকাশ পাইল যে, সকলের মনমুখ এক নহে। স্থির হইয়াছিল যে মেয়র ও ডেপুটি মেয়র নির্বাচন যেমন এক যোগে ও সর্বসম্মতিক্রমে হইয়াছে তেমনি কমিটী গঠনের সময়েও উভয় পক্ষকে মিলাইয়া সর্বসম্মতভাবে যাহাতে উহা কর্পোরেশনে গৃহীত হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে ইহার বিপরীত ফল দেখা যাইতেছে। তাই কমিটি-গঠনে বিলম্ব হইতেছে।

চিত্তরঞ্জন হাসপাতাল

১৯৩৫ সালের ১১ই মে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহের বাঙ্গলার সংক্রামক ব্যাধির খতিয়ান নিম্নে প্রদত্ত হইল।

আলোচ্য সপ্তাহে কলেরায় মোট আক্রমণ ২০৭০ ও মোট মৃত্যু ১০১৩; গত সপ্তাহে মোট আক্রমণ ১৯৫৮ ও মোট মৃত্যু ১০০৩, গত বৎসরের আলোচ্য সপ্তাহে মোট আক্রমণ ১৭৬৭ ও মোট মৃত্যু ৮৪০। এই সপ্তাহে বসন্তে মোট আক্রমণ ৬৩২ ও মোট মৃত্যু ১৬১; গত সপ্তাহে মোট আক্রমণ ৭০৭ ও মোট মৃত্যু ১৯৮; গত বৎসরের আলোচ্য সপ্তাহে মোট আক্রমণ ৫৮৯ ও মোট মৃত্যু ১৭৮। এই সপ্তাহে ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জায় মোট আক্রমণ ৮৩ ও মোট মৃত্যু ৮; গত সপ্তাহে মোট আক্রমণ ৭৯ ও মোট মৃত্যু ৬ গত বৎসরের আলোচ্য সপ্তাহে মোট আক্রমণ ৩৭ ও মোট মৃত্যু ৪। এই সপ্তাহে মেনিঞ্জাইটিসে মোট আক্রমণ ১৬ ও মৃত্যু ১০; গত সপ্তাহে মোট আক্রমণ ৩৪ ও মোট মৃত্যু ২১; গত বৎসরের আলোচ্য সপ্তাহে মোট আক্রমণ ১৮ ও মোট মৃত্যু ১৬।

জিলাসমূহের মৃত্যুসংখ্যা

কলেরা—নদীয়া ৬ বর্দ্ধমান ৫২ বীরভূম ১৮, বাঁকুড়া ৮, মেদিনীপুর ১২, হুগলী ৩৯, হাওড়া ৭৮, চব্বিশপরগণা ১২৭, কলিকাতা ১০৪, মুর্শিদাবাদ ১৮, যশোহর ১৬ খুলনা ২১, দিনাজপুর ৪, বগুড়া ৭, পাবনা ৪২, মালদহ ১, ঢাকা ৩৮, ময়মনসিংহ ১১৮, ফরিদপুর ৭১, বাখরগঞ্জ ১১৭, চট্টগ্রাম ৪৮, পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম ২৯, ত্রিপুরা ১২০ ও নোয়াখালী ২২।

বসন্ত—নদীয়া ৩, বর্দ্ধমান ১০, বীরভূম ১, বাঁকুড়া ৩, মেদিনীপুর ১০, হুগলী ৫, হাওড়া ৫, চব্বিশ পরগণা ৭, কলিকাতা ৫৭, মুর্শিদাবাদ ১, যশোহর ১, খুলনা ২, রাজসাহী ১, জলপাইগুড়ী ২ রংপুর ৩, বগুড়া ৩, পাবনা ৩, দিনাজপুর ১০, মালদহ ২, কুচবিহার ১২, ঢাকা ৭ ফরিদপুর ৩, বাখরগঞ্জ ৭, ত্রিপুরা ২ ও নোয়াখালী ১।

ইনফ্লুয়েঞ্জা—কলিকাতা ৮।

মেনিঞ্জাইটিস—কলিকাতা ১০। অন্য কোন স্থান হইতে কাহারও মৃত্যু সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

ভীষণ ভূমিকম্প

করাচী সিকারপুর হইতে এই মর্ম্মে এক সংবাদ আসিয়াছে যে, ১৫ই মে প্রাতে ৭-৩০ মিনিটের সময় পাড়িয়াসিংয়ে একাদিক্রমে পাঁচ বার তীব্র ভূমিকম্পন অনুভূত হয়। ইহাতে জনসাধারণের মধ্যে ভয়ঙ্কর ত্রাসের সঞ্চার হয়। কোন প্রাণহানি বা সম্পত্তি নাশের সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৭ম বর্ষ } ৪ ত্রিবিক্রম গৌরাব্দ ৪৪৯, ৮ই জ্যৈষ্ঠ সন ১৩৪২, ২২শে মে ১৯৩৫ বুধবার } ৬৯ তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

পুরীতে প্রচার

পুরী শ্রীপুরুষোত্তম মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রসূন বোধায়ন মহারাজ স্বাধীন ত্রিপুরার মহারাজ বাহাদুরের প্রধান মন্ত্রী মহোদয়ের বাঙ্গালায় গত ১১ ও ১২ই মে দিবসদ্বয় ছায়াচিত্রযোগে শ্রীকৃষ্ণলীলা প্রদর্শন করিয়াছেন এবং শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধ হইতে কিছু শিক্ষণীয় বিষয় বক্তৃতা-প্রসঙ্গে সকলের নিকট কীর্ত্তন করিয়াছেন।

গত ১৩ই মে স্বামীজী পুরীর শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র দাস মহাশয়ের ভবনে ছায়াচিত্রযোগে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন।

গত ১৫ই মে স্বামীজী শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মুখার্জী মহোদয়ের বাসাবাটী সমুদ্রতীরস্থ চাদমারীতে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করিয়া ভগবান্, ভক্ত ও ভক্তি সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সকলেই শ্রোতৃবৃন্দ স্বামীজীর ব্যাখ্যার প্রশংসা করিয়াছেন।

হার্ম্মণিষ্ট—৩১শে মার্চ্চ সংখ্যা

হারমণিষ্ট পত্রিকার যে সংখ্যা গত ৩১শে মার্চ্চ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে কয়েকটী বিশেষ উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ স্থান পাইয়াছে। অবশ্য হারমণিষ্টের প্রত্যেক সংখ্যাই মৌলিকতাপূর্ণ প্রবন্ধে অলঙ্কৃত থাকে। আলোচ্য সংখ্যার প্রথম প্রবন্ধ "The Full-moon of the Advent of Lord Gauranga" [illegible] শ্রীযুক্ত অনিলকান্ত গাঙ্গুলী, [illegible] এম্‌, এ, [illegible] এক [illegible] যে নির্দ্দেশময় ভাগবত-বাক্যের স্থান তাহার উচিত প্রবন্ধের শেষেই দিয়াছেন। অতঃপর তিনি মহাপ্রভুর আবির্ভাব-তিথির বৈশিষ্ট্য, বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের ভবিষ্যদ্বাণী "যেবে প্রকাশিত পাছে" এই কথার অর্থ এবং ৪০০, ৪০৬, ৪০৮ ও ৪৪৮ গৌরাব্দের পরমার্থ-ইতিহাসে যে বৈশিষ্ট্য আছে, তাহা বর্ণন করিয়াছেন। উপসংহারে তিনি

"পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম।
সর্ব্বত্র প্রচারিত হইবে মোর নাম॥"

মহাপ্রভুর এই ভবিষ্যদ্বাণীর সার্থকতা প্রদর্শন করিয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠ আজ যে প্রকারে সমগ্র বিশ্বে মহাপ্রভু শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের নাম, ধাম ও কাম প্রচার করিতেছেন, তাহার আভাস প্রদান করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রকুমার ঘোষ বি-এ ভক্তিবান্ধব মহোদয় "মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য" শীর্ষক প্রবন্ধে মহাপ্রভুর জন্মস্থানকে যে প্রশ্ন উপস্থাপন করিয়াছেন, তাহাতে এই প্রশ্নের বৈশিষ্ট্য, মহাপ্রভুর আবির্ভাব-স্থান শ্রীধাম মায়াপুরের বৈশিষ্ট্য, ধর্ম বুদ্ধিমত্তা হইতে পিছনে কিনা, ধর্মে উচ্চনীচের অভাব আছে কিনা, ধর্ম সাম্প্রদায়িক কিনা, ধর্ম ভাব-প্রবণতা কিনা, ধর্ম কাল্পনিক কিনা, ধর্ম অতীত একযুগের কিনা, প্রভৃতি বিষয়সমূহ সুন্দরভাবে আলোচনা করিয়াছেন।

উপদেশক শ্রীযুক্ত জগন্নাথ বি-এ ভক্তিতিলক মহোদয় পুরী শ্রীপুরুষোত্তম মঠে বাসন্তীপূজার সভায় সভাপতি পুরীর মহারাজ বাহাদুরকে ধন্যবাদ প্রদান প্রসঙ্গে [illegible] যে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন, [illegible] হওয়া সত্ত্বেও সভাপতি [illegible] শ্রোতৃবৃন্দ যাহা মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় [illegible] শ্রবণ করিয়াছিলেন, সেই বক্তৃতাটি হারমণিষ্টে ঐ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত শ্রীধাম মায়াপুরের শ্রীযোগপীঠস্থ মন্দিরের প্রবেশোৎসব ও অন্যান্য অনেক বিশেষ প্রয়োজনীয় সংবাদ এবং উক্ত মন্দিরের চিত্র, পার্লিয়ামেণ্ট স্বাধীন [illegible] শ্রীধামে উপস্থিতির চিত্র, শ্রীমন্দিরের [illegible] রায়-নির্ম্মাণকারী শ্রীযুক্ত সত্যচরণ রায় ডাক্তারের [illegible] ছবি প্রভৃতি প্রকাশিত হইয়াছে।

গয়ায় আচার্য্যের বাণী

গত ২৬শে এপ্রিল শুক্রবার শ্রীল প্রভুপাদ গয়া-গৌড়ীয়মঠে সমবেত বহু উচ্চশিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গের নিকট শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর শিক্ষা-বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে ইংরাজী ভাষায় এক অপূর্ব্ব ভাষণ প্রদান করেন। টিকারীর মহারাজার প্রাইভেট সেক্রেটারী, গয়াবারের প্রেসিডেণ্ট, রায় বাহাদুর কাশীনাথ সিংহ, স্থানীয় জেল [illegible] সমুদয় কর্ম্মচারী এবং আরও ২০ শিক্ষিত লোক উপস্থিত ছিলেন। রায় বাহাদুর কাশীনাথ বাবু প্রভুপাদের কথা-শ্রবণে অতীব প্রীত হইয়া বলিতে থাকেন "আজ আমরা শ্রীগুরুমহারাজজীর শ্রীমুখে যে অমৃতময়ী বাণী শ্রবণের সৌভাগ্য লাভ করিলাম, এরূপ বাণী জীবনে আর কখনও শুনিতে পাই নাই, প্রভুপাদ গুরুরূপে গয়াধামে আমাদিগকে অনুগ্রহ করিবার জন্য আগমন করিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় মহাপুরুষের দর্শন লাভ এবং শ্রীমুখবিগলিত শব্দব্রহ্ম-শ্রবণের সৌভাগ্য একবারও যাঁহার হইয়াছে, তিনি তাঁহার পাদপদ্মে না লুটাইয়া থাকিতে পারেন না।" কাশীনাথ বাবু অতঃপর [illegible] শ্রীগৌড়ীয়মঠ-সেবককে তাঁহার গৃহে লইয়া হরিকথা শ্রবণের জন্য তাঁহার মোটর পাঠাইয়াছেন। প্রভুপাদের আদেশে পণ্ডিতপ্রবর ভক্তিসারঙ্গ প্রভু তাঁহার গৃহে গিয়া কএকদিন হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছেন।

২৮শে এপ্রিল রবিবার কাশীনাথ বাবু বিশেষ শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত শ্রীল প্রভুপাদকে তাঁহার গৃহে লইয়া যান এবং আচার্য্যোচিত সম্বর্দ্ধনা করেন। প্রভুপাদ তথায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা সম্বন্ধে একটি ভাষণ প্রদান করেন। গত ৩রা মে তাঁহাদের কাশীনাথ বাবু স্বয়ং আসিয়া বিশেষ আগ্রহ সহকারে প্রভুপাদকে তাঁহার গৃহে লইয়া যান এবং মহাপুরুষের পাদার্পণ ও তাঁহার নিকট হরিকথা-শ্রবণে আপনাদিগকে কৃতার্থম্মন্য জ্ঞান করেন। কাশীনাথ বাবু [illegible]; তাঁহার সৌজন্য [illegible]। শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী-পদে তাঁহার জীবন ধন্য হউক, তিনি শ্রীগয়াধামে মহাপ্রভুর শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী-প্রচার-বিষয়ে শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবা করিয়া নিত্যমঙ্গল লাভ করুন, সর্ব্বান্তঃকরণে ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

গত ২৯শে এপ্রিল সোমবার শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বিশেষ আগ্রহে [illegible] "The Divine Love" সম্বন্ধে ইংরাজী ভাষায় একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। [illegible] বিদ্যাভূষণ [illegible] প্রভৃতি সেবকগণ ও বহু শিক্ষিত রেলওয়ে কর্ম্মচারী সভায় উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৩ ত্রিবিক্রম শুক্র অনিরুদ্ধ ৪৪৯

রক্ষাকর্ত্তা শ্রীভগবান্

প্রহ্লাদের উপদেশ

অসুর-গুরুর আদেশ পরিত্যাগ করিয়া শ্রীপ্রহ্লাদ বিষ্ণুপূজায় রত থাকিলেন। ইহার কারণ জিজ্ঞাসিত হইয়া তিনি বলিয়াছিলেন যে, শ্রীভগবানে স্বভাবতঃই তাঁহার চিত্ত আকৃষ্ট। প্রহ্লাদের চিত্ত পরিবর্ত্তন করাইবার জন্য অসুর-গুরু শুক্রাচার্য্যের পুত্র ষণ্ড ও অমর্ক নামক ব্রাহ্মণদ্বয় অনেক প্রকার চেষ্টা করিল। প্রহ্লাদকে ভয় দেখাইল, চতুর্বর্গের পরমার্থ সাধন-ভেদ দণ্ডনীতি প্রভৃতি তাঁহার নিকট ব্যাখ্যা করিল; কিন্তু কিছুতেই শ্রীপ্রহ্লাদের চিত্ত পরিবর্ত্তিত হইল না। প্রহ্লাদের পিতা হিরণ্যকশিপু উৎকৃষ্ট অধ্যয়নের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি নির্ভয়ে উত্তর করিলেন যে, বিষ্ণুতে অর্পিতা নববিধা ভক্তির অনুশীলনই সর্ব্বোৎকৃষ্ট অধ্যয়ন। হিরণ্যকশিপু আরক্ত-লোচনে স্বীয় অঙ্কে স্থিত প্রহ্লাদকে তাঁহার বিষ্ণুভক্তির প্রতি মতি হইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীপ্রহ্লাদ বিন্দুমাত্রও ভীত না হইয়া বলিলেন,—"গৃহব্রতগণের বুদ্ধি যেরূপ স্বভাবতঃ বিষয়াসক্ত সংসারাসক্তির প্রতি, ভগবৎকৃপাপ্রাপ্ত ভক্তগণের মতিও সেইরূপ স্বভাবতঃই শ্রীবিষ্ণুপূজার প্রতি। সংসারের মোহে আচ্ছন্ন ব্যক্তিগণের কর্ণে যেরূপ আত্মতত্ত্বজ্ঞের সদ্গুরুর উপদেশ প্রবেশ করে না, সেইরূপ অসদ্গুরু বা অসুর-গুরুগণের সর্ব্বনাশকর কুবাক্য কখনই ভগবদ্ভক্তকে কোনও প্রকার আকর্ষণকারী হয় না।'

প্রহ্লাদের উত্তরে হিরণ্যকশিপু অতি-মাত্রায় ক্রুদ্ধ হইয়া অন্ধপ্রায় হইল এবং প্রহ্লাদকে ক্রোড় হইতে দূরে নিক্ষেপ করিল। তাহাতেও ক্ষান্ত হইল না, অসুরবর্গকে আদেশ করিল—"এ বধের যোগ্য, ইহাকে (প্রহ্লাদকে) হত্যা কর।" কিন্তু ভগবান্ যাঁহাকে রক্ষা করেন, তাঁহাকে হত্যা করে কাহার সাধ্য? তাই দৈত্যরাজের অনুচরবর্গের প্রহ্লাদকে হত্যা করিবার যাবতীয় চেষ্টা—তীক্ষ্ণধার শাণিত-শূলের আঘাত, মত্তহস্তীর পদতলে নিক্ষেপ, পর্ব্বত-শৃঙ্গ হইতে নিক্ষেপ, সমুদ্রে নিক্ষেপ প্রভৃতি সকলই নিষ্ফল হইল। অবশেষে হিরণ্যকশিপু অতিমাত্রায় ভীত হইয়া প্রহ্লাদকে পুনরায় নির্জ্জনে শিক্ষার জন্য অসুর-গুরুর হস্তে প্রদান করিল; কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। পক্ষান্তরে এইবার প্রহ্লাদ বিদ্যালয়ের অন্যান্য অসুরবালকগণকে লইয়া হরি-সঙ্কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন এবং প্রহ্লাদের সঙ্গফলে এই বালকগণের চিত্তবৃত্তিও পরিবর্ত্তিত হইল, তাহারাও হরিভজনে মনোযোগ দিল। ষণ্ড ও অমর্ক প্রমাদ গণিল, তাহারা ভয়ে কম্পিত-কলেবর হইয়া হিরণ্যকশিপুকে সকল বিষয় বলিল। প্রহ্লাদ হিরণ্যকশিপুর সমীপে পুনরায় আনীত হইলেন। হিরণ্যকশিপু আরক্তলোচন কিন্তু প্রহ্লাদ পূর্ব্ববৎ স্থিরচিত্ত ও নির্ভীক। নির্ভীকতার কারণ জিজ্ঞাসিত হইয়া প্রহ্লাদ শ্রীভগবানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব, সর্ব্বব্যাপকত্ব এবং নিখিল জীবের অধীনত্ব জ্ঞাপনপূর্ব্বক হিরণ্যকশিপুকে আসুর-স্বভাব পরিত্যাগানন্তর নিশ্চিন্ত হইয়া সর্ব্বত্র সমদর্শী হইবার জন্য অনুরোধ ক'রলেন। কিন্তু চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী। অধিকন্তু "উপদেশো হি মূর্খাণাং প্রকোপায় ন শান্তয়ে।" এ ক্ষেত্রেও তাহার ব্যতিক্রম হইল না। দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু আরও ক্রুদ্ধ হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"রে প্রহ্লাদ, এই স্তম্ভমধ্যে কি তোর হরি আছে?" প্রহ্লাদ নির্ভয়ে উত্তর করিলেন—"আছে নিশ্চয়ই আছে।" হিরণ্যকশিপু সবেগে সেই স্তম্ভোপরি অতি প্রবল মুষ্ট্যাঘাত করিল। যেই মুষ্ট্যাঘাত, সেই মুহূর্ত্তে শ্রীভগবান্ ভয়ঙ্কর শব্দের সহিত ভীষণ-দর্শন নরসিংহ-মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইলেন; হিরণ্যকশিপু গদা ধারণ পূর্ব্বক তাঁহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল; কিন্তু ভগবানের সহিত পারে কাহার সাধ্য? শ্রীনৃসিংহদেব কিছুকাল তাহার সহিত যুদ্ধক্রীড়া করিয়া সন্ধ্যাকালে স্বীয় জানুর উপর দৈত্যরাজকে স্থাপন পূর্ব্বক নখদ্বারা তাহার বক্ষ বিদীর্ণ করিলেন; শুধু তাহাকেই নহে, তাহার সাহায্যকারী অন্যান্য সহস্র সহস্র দৈত্যকেও নখাঘাতে নিহত করিলেন। তখন সমস্ত বিশ্ব দৈত্যপীড়ন হইতে 'নিস্তার' পাইয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইল। ব্রহ্মাদি দেবতা, ঋষি, পিতৃপুরুষ, সিদ্ধ, বিদ্যাধর, নাগকুল, মনুগণ, প্রজাপতি, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, চারণ, যক্ষ, কিম্পুরুষ, বৈতালিক প্রভৃতি সকলেই অন্তরীক্ষে অবস্থান করিয়া শ্রীনৃসিংহদেবের স্তব করিতে লাগিলেন—

"নমস্তে নরসিংহায় প্রহ্লাদাহ্লাদদায়িনে।
হিরণ্যকশিপোর্ব্বক্ষঃশিলাটঙ্কনখালয়ে॥"
"ইতো নৃসিংহঃ পরতো নৃসিংহো
যতো যতো যামি ততো নৃসিংহঃ।
বহির্নৃসিংহো হৃদয়ে নৃসিংহো
নৃসিংহমাদিং শরণং প্রপদ্যে॥"

ইত্যাদি

রেঙ্গুনে শুভবিজয়

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুধীর যাচক মহারাজ, শ্রীমান্ রাধাকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ও শ্রীমান্ রাধারমণ ব্রহ্মচারী গত ৫ই পৌষ রবিবার কলিকাতা গৌড়ীয়মঠ হইতে মহাপ্রভুর বাণী-প্রচারার্থ রেঙ্গুন যাত্রা করিয়াছেন।

গৌড়ীয়ের দপ্তর

(৩)

প্রঃ। কৃষ্ণ কি তা'হলে অন্যান্য সমস্ত বস্তু থেকে পৃথক্ ও তফাৎ?

উঃ। কৃষ্ণশক্তি থেকেই প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত জগৎ প্রকটতা লাভ ক'রেছে।

প্রঃ। তবে কৃষ্ণ কি বস্তু?

উঃ। কৃষ্ণই পরম সত্য; তিনি অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্ব। তিনি ব্রজধামের শ্রীনন্দ মহারাজের নন্দন। ব্রজধামই তাঁহার নিত্য আবাসস্থল। তিনি সর্ব্বকারণ-কারণ, সকলের আদি, আর সব তাঁর অংশ, তিনি সকল বিশেষণগণের মধ্যে মুখ্যাশ্রয়। তাঁর দেহ সচ্চিদানন্দময়। তিনি সকলের আশ্রয় এবং সকলের প্রভু, তিনিই স্বয়ং পরমেশ্বর। সর্ব্বোৎকৃষ্টধাম গোলোক ধাম যে শ্রীগোবিন্দের ধাম, সেই গোবিন্দ ও তিনি একই বস্তু।

প্রঃ। বাস্তব বস্তুর অনুসন্ধানকারিগণ তবে ভগবান্‌কে কৃষ্ণ ব'লে অনুভব করতে পারেন না কেন?

বাস্তব বস্তুর কাছে পৌঁছাবার সাধারণতঃ তিন রকমের উপায় বলা হ'য়েছে। (১) ব্রহ্মজ্ঞান (২) কৃত্রিম সংযম এবং (৩) শুদ্ধা ভক্তি। ঐ তিন রকম পথের যাত্রীর কাছে ভগবান্ (১) ব্রহ্ম (২ পরমাত্মা ও (৩) ভগবান্—এই তিন মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হন।

প্রঃ। ভগবানের এই ত্রিবিধ প্রকাশ কি পরস্পর পরস্পর হইতে পৃথক্?

উঃ। ব্রহ্মের ধারণা নির্ব্বিশেষ ধারণা; তাঁর কোন বিশেষ রূপ নাই। সূর্য্য যেমন চর্ম্ম-চক্ষুর নিকট তেজঃপিণ্ড মাত্র, ব্রহ্মও সেইরূপ শ্রীভগবানের অঙ্গজ্যোতিঃ। যাঁরা নির্ব্বিশেষ-জ্ঞানের মধ্য দিয়ে ভগবান্‌কে সন্ধান করতে চান, তাঁরা ভগবান্‌কে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মরূপে নির্ণয় করেন। যাঁহারা (কৃত্রিম) অষ্টাঙ্গ যোগের দ্বারা বাস্তব-বস্তু-নিরূপণের চেষ্টা করেন, তাঁরা ভগবানকে তাঁহাদের অন্তরে সর্ব্বভূতের অন্তর্যামী পরমাত্মা বলিয়া থাকেন। এইরূপ পরমাত্মা ভগবানেরই আংশিক প্রকাশ মাত্র। যাঁরা শুদ্ধা ভক্তির সাহায্যে ভগবদ্বস্তুর অনুসন্ধান করেন, তাঁরা তাঁহাকে ভগবান্ বলিয়াই অনুভব করেন, যে ভগবানে ষড়ৈশ্বর্য্য পূর্ণভাবে প্রকট আছে।

প্রঃ। শ্রীভগবানের পূর্ণ অনুভূতি কিরূপ?

উঃ। ভগবানের পূর্ণ অনুভূতি সেবোন্মুখ আত্মায় লাভ হ'য়ে থাকে। ভগবত্তত্ত্ব এক হইলেও তাঁর অসংখ্য মূর্ত্তি আছেন, বস্তুতঃ সেই মূর্ত্তিসমূহ তাঁর নিজ দেহ হ'তে অভেদ। মোটামুটি কৃষ্ণমূর্ত্তিকে তিনভাগে ভাগ করা যায়, (১) স্বয়ংরূপ (২) তদেকাত্ম-রূপ অর্থাৎ সত্তা এক, কিন্তু মূর্ত্তি ভেদ (৩) আবেশরূপ অর্থাৎ যে মূর্ত্তিতে তাঁহার সমস্ত ভগবচ্ছক্তি অন্তর্নিহিত আছেন।

স্বয়ংরূপের যে বিলাসমূর্ত্তি, তাঁহাই শ্রীনারায়ণ মূর্ত্তি। শ্রীনারায়ণের আবার চতুর্ব্বিধ ঐশ্বর্য্য-প্রকাশমূর্ত্তি বিদ্যমান। এতদ্ব্যতীত ভগবানের আবার অংশরূপ আছেন, যাহা দুইভাগে বিভক্ত (১) প্রাকৃত জগতের অপ্রাকৃত মূলাধার এবং পালক (২) বিভিন্ন অবতারগণ, যাঁহারা সাধুদিগের রক্ষক এবং দুষ্টদিগের বিনাশকারী। অবতারগণের মধ্যে তিনজন পুরুষাবতার প্রধান। সঙ্কর্ষণ বলরাম তিনি কৃষ্ণের ২য় বিলাসমূর্ত্তি. তিনি প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত উভয় জগৎসৃষ্টির বিষয়ে মূল শক্তিমান্। অপ্রাকৃত জগৎ যাহা নিত্য এবং কখন সৃষ্ট হয় নাই, তাহা তিনি অপ্রাকৃত ঐশ্বরিক ক্ষমতায় প্রকাশ করেন এবং তাঁহার বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেন। আবার যে সব মূর্ত্তিতে ভগবচ্ছক্তি প্রকটিত হন, তাঁহারাও ভিন্ন ভিন্ন পর্য্যায়ে বিভক্ত। যে কৃষ্ণের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ করতে হ'বে, তাঁর বিষয় শাস্ত্রসমূহ ঐরূপ বর্ণন ক'রেছেন।

প্রঃ। যে জগতের অভিজ্ঞতা আমাদের আছে, সেই জগৎ ছাড়া আরও কি অন্যান্য জগৎ আছে?

উঃ। এজগতে যেমন ঊর্দ্ধ লোক, ইহার অপর দিকে তেমনি পরজগতে পরব্যোম আছে। পরব্যোমের অন্তরালে গোলোক, এই স্থান শ্রীকৃষ্ণের নিত্য আবাসস্থান।

পরব্যোমের অন্তর্গত অথচ শ্রীকৃষ্ণের আবাসস্থানের নিম্নে বিষ্ণুর স্থান। পরব্যোমের এই নিম্নস্তরে অসংখ্য বৈকুণ্ঠধাম যাহার প্রত্যেকটি পরব্যোমের অধীশ্বর শ্রীনারায়ণের অসংখ্য শ্রীমূর্ত্তির আবাসস্থান। পরব্যোমের বাহিরে বিরজা নদী, তাহার পর এই ব্রহ্মাণ্ড। ব্রহ্মাণ্ড অসংখ্য এবং জীবের ধারণার অতীত। অপ্রাকৃত জগৎ ভগবানের ত্রিপাদ-বিভূতির বিকাশস্থল; আর এই অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড মাত্র তাঁহার একপাদ-বিভূতি প্রকাশ করিয়া থাকে।

প্রঃ। কৃষ্ণের সহিত আমরা কিরূপ-ভাবে সম্বন্ধ স্থাপন করিব?

উঃ। কৃষ্ণ অদ্বিতীয় ও অসমোর্দ্ধ, তিনি অদ্বয়জ্ঞান। কৃষ্ণ ও কৃষ্ণশক্তি দুই এক; তিনি তাঁহার শক্তির দ্বারা সেবিত হন। তিনি লীলার উদ্দেশ্যে অংশ ও বিভিন্নাংশরূপে আপনাকে বিস্তার করেন। তাঁহার অংশতত্ত্বসম্বন্ধে ইতঃপূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে; ঐ অংশতত্ত্ব জীব হইতে পৃথক্। জীব সকল তাঁহার বিভিন্নাংশ। অংশগণ শক্তিমান্; জীব কৃষ্ণের শক্তিবিশেষ। নিত্যমুক্ত ও নিত্যবদ্ধ ভেদে জীব আবার দুই প্রকার। স্বাভাবিক কৃষ্ণবহির্ম্মুখতার জন্য নিত্যবদ্ধ জীবসমূহ

উদ্ধারপ্রাপ্তি। সাধুদিগের কৃপায় নিত্য-বদ্ধ জীবগণ মায়ার কবল হইতে উদ্ধার লাভ করিতে পারে। সাধুদিগের উপদেশ মত্রে বদ্ধজীব কৃষ্ণসেবায় রুচিবিশিষ্ট হইয়া কৃষ্ণের নিকটে যাইতে সমর্থ হয়। কৃষ্ণের নিকটে মায়ার কোন আধিপত্য নাই। স্বেচ্ছাপ্রণোদিত কৃষ্ণের সেবার দ্বারাই আমরা কৃষ্ণের সহিত আমাদের সম্বন্ধ উপলব্ধি করিতে পারি। সৎকর্ম্ম, ইন্দ্রিয়-সংযমের দ্বারা যোগসাধনে, নির্ব্বিশেষ জ্ঞান-চর্চ্চায় কৃষ্ণসেবায় সাহায্যকারিরূপে কিছু মূল্য থাকিতে পারে, কিন্তু স্বতন্ত্রভাবে ইহাদের উপযোগিতা অত্যন্ত কম। কৃষ্ণ-সেবা বাদ দিয়া ঐ সকল উপায়ের দ্বারা কোন বাস্তব উপকার সাধিত হইতে পারে না। একমাত্র কৃষ্ণসেবা ব্যতীত মায়ার হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায় না। কৃষ্ণসেবা-সম্বন্ধ-বিবর্জ্জিত ব্যক্তির বিচার-প্রণালী কখনও শুদ্ধ হইতে পারে না। কৃষ্ণ সূর্য্যের মত, মায়া অন্ধকারের মত। যেখানে কৃষ্ণ আছেন, সেখানে মায়ার কোন অধিকার নাই। বদ্ধজীব যদি একবার আন্তরিক প্রার্থনা করিয়া বলিতে পারে, হে কৃষ্ণ, আমি তোমারই, তাহা হইলে কৃষ্ণ তাহাকে মায়ার কবল হইতে উদ্ধার করেন।

প্রঃ। যাহারা কোন পার্থিব বস্তু পাইবার আশায় কৃষ্ণসেবা করেন, তাঁহারাও কি সেই সেবাদ্বারা মায়াবদ্ধ হইতে মুক্ত হইতে পারেন?

উঃ। যাঁহারা ঐরূপ আশাবদ্ধ হইয়া কৃষ্ণভজন করেন, কৃষ্ণ তাঁহাদিগের প্রতি দয়া করেন। তিনি তাঁহাদিগকে জাগতিক বস্তুর আসক্তি হইতে মুক্ত করিয়া দিয়া তাঁহার নিজ সেবা-সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিবার সুযোগ করিয়া দেন।

প্রঃ। কৃষ্ণসেবা যখন এত সহজ-লভ্য এবং সর্ব্বপ্রকারে বাঞ্ছনীয়, তখন প্রত্যেক ব্যক্তি সেই সেবার জন্য প্রার্থনা করে না কেন?

উঃ। এই জগতের বদ্ধদশা হইতে প্রায়শঃ খুব কম লোকই মুক্ত হইয়া থাকে। নদীর প্রবাহে যেমন দৈবক্রমে ভাসমান কাষ্ঠ তীরপ্রাপ্ত হয়, বদ্ধজীবের সৌভাগ্যও তদ্রূপ। এই সৌভাগ্যের ফলে যদি কাহারও সংসারাসক্তি ক্ষীণতা-প্রাপ্ত হয়, তবে তত্তৎ সাধুগণের সঙ্গফলে কৃষ্ণের প্রতি আকৃষ্ট হইবার তাহার সুযোগ ঘটে। সাধুসঙ্গই বদ্ধজীবের উদ্ধারলাভের একমাত্র সুযোগ।

প্রঃ। কৃষ্ণভক্তগণের মধ্যে কি কোন স্তর আছে?

উঃ। যাঁহার হৃদয়ে 'কৃষ্ণসেবাতেই সর্ব্বপূর্ণতা ও সর্ব্বসিদ্ধিলাভ হইতে পারে' এইরূপ দৃঢ়বিশ্বাস হইয়াছে, তিনিই কৃষ্ণ-সেবালাভের উপযোগী। উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠভেদে কৃষ্ণের সেবকগণ তিনভাগে বিভক্ত; ইহাতে বিশ্বাসের তারতম্যই প্রধান। কৃষ্ণে যাঁহাদের দৃঢ়বিশ্বাস এবং যাঁহারা শাস্ত্রজ্ঞানে, সিদ্ধান্তে ও যুক্তিতে পারদর্শী তাঁহারাই উত্তম। তাঁহারাই বদ্ধজীবের উদ্ধারকারী। যাঁহাদের কৃষ্ণে দৃঢ়-বিশ্বাস আছে কিন্তু যাঁহারা শাস্ত্রযুক্তি ও সিদ্ধান্তে বিচক্ষণ নহেন তাঁহারাই মধ্যম। ইঁহারা খুব সৌভাগ্যশালী। কোমলশ্রদ্ধা-বিশিষ্ট ভক্তগণই নিম্ন শ্রেণীতে পরিগণিত; কিন্তু কালে তাঁহারাও ক্রমশঃ উত্তম হইতে পারিবেন।

প্রঃ। কৃষ্ণভক্তগণ কি পুণ্যবান্ বা গুণবান্?

উঃ। কৃষ্ণের সমস্ত গুণই কৃষ্ণ-ভক্তেতে দেখিতে পাওয়া যায়। কৃষ্ণভক্তের বৈশিষ্ট্য এই যে তিনি সম্পূর্ণভাবে কৃষ্ণের উপর নির্ভরশীল। তাঁহার অন্যান্য গুণ-সকল ঐ গুণের তুলনায় বাহ্যিক বলা যাইতে পারে। উহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠগুণ সকল যথা—দয়া, দৈন্যপূর্ণতা, সত্য বিশ্বাস, সমতা, পাপশূন্যতা, বদান্যতা, মৃদুতা, শৌচ, অকিঞ্চনতা, সর্ব্বোপকারকত্ব, শান্ততা, কৃষ্ণৈক-শরণতা, কামশূন্যতা, নিরীহতা, স্থৈর্য্য, বিজিত-ষড়্‌গুণ, মিতভুক্ত্ব, অপ্রমত্ততা, মানদত্ব, অমানিত্ব, গাম্ভীর্য্য, করুণা, মৈত্র, কবিত্ব, দক্ষতা, মৌনিত্ব।

প্রঃ। কৃষ্ণসেবায় জীবনলাভের প্রথম উপায় কি?

উঃ। যখন কোন ব্যক্তি সম্পূর্ণ বিশ্বাসের সহিত কৃষ্ণে আত্মসমর্পণ করেন, কৃষ্ণ তখন তাঁহাকে আত্মসাৎ করিয়া লন। পরমার্থ-রাজ্যে ইহা এক অদ্ভুত পরিবর্ত্তন।

প্রঃ। ঐ ব্যক্তির ঐরূপ পরিবর্ত্তনের পর পূর্ণতা সাধনের জন্য কি করা উচিত?

উঃ। কৃষ্ণসেবার উদ্দেশ্য উপেয়স্বরূপ কৃষ্ণপ্রেম-লাভ। প্রাথমিক অবস্থায় যাহা সাধন বা উপায়স্বরূপ, সিদ্ধ অবস্থায় তাহাই উপেয়রূপে পরিণত হয়। সাধনাবস্থার কৃষ্ণের কথা শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ ইত্যাদি বিভিন্ন উপায়স্বরূপ। উপায় সম্বন্ধে কৃষ্ণ-প্রেমই আনুষঙ্গিক প্রাকট্য বিধান করিয়া থাকে।

প্রঃ। সেবা-সাধনদ্বারাই কি কৃষ্ণপ্রেম উপলব্ধ হইয়া থাকে?

উঃ। কৃষ্ণপ্রেমলাভের জন্য কৃষ্ণসেবা ব্যতীত অন্য উপায় নাই। কৃষ্ণপ্রেম নিত্যসিদ্ধ। এ ক্ষেত্রে শ্রবণাদি উপায়সকলও নিত্যসিদ্ধ; উহারা শুদ্ধ আত্মসত্তায় উপেয়ের প্রাদুর্ভাবরূপে প্রকাশিত হয়।

প্রঃ। অভিধেয়রূপ ভক্তিসাধনের প্রকার ভেদ আছে কি?

উঃ। অভিধেয়রূপ উপায়ের বিবিধ প্রকার আছে, যথা (১) শাস্ত্রবিধি শাসনানুযায়ী ভক্তি অর্থাৎ বৈধী ভক্তি (২) রাগানুগা ভক্তি, যাহা অনুরাগবশতঃই উদিত হয়।

প্রঃ। বৈধী ভক্তির স্বরূপ কি প্রকার?

উঃ। যাঁহাদের কৃষ্ণসেবায় প্রতি স্বাভাবিক রুচি নাই, তাঁহাদের জন্য বৈধী ভক্তির ব্যবস্থা। তাঁহারা কর্ত্তব্য-বোধে ভক্তের আচার করেন। বৈধীভক্তিতে কৃষ্ণসেবার প্রকার বহুবিধ। সংক্ষেপে কয়েকটী বলা যাইতে পারে। যথা, শ্রীগুরু-পাদপদ্মাশ্রয়, দীক্ষা, গুরুসেবা, গুরুদেব হইতে আত্মার প্রকৃত কার্য্য কি তাহা শিক্ষা করা, পরিপ্রশ্ন, সাধুদিগের পদানুসরণ, কৃষ্ণপ্রীতে নিজ ভোগত্যাগ, কৃষ্ণবসতি-স্থলে বাস, যাবদর্থ-প্রয়োজন গ্রহণ, হরি-বাসর-সম্মান, ধাত্রী অশ্বত্থ গো-বিপ্র-বৈষ্ণব-সম্মান। উপায়স্বরূপে এই সমস্ত বিধি ভক্ত্যঙ্গযাজনের সহায়কারী।

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত কয়েকটী ব্যতিরেকভাবে সহায়কারী, যথা,—সেবা-অপরাধ ও নামাপরাধ বর্জ্জন, অভক্তের সঙ্গ পরিত্যাগ, বহুশিষ্য না করা, বহুগ্রন্থ-কলাভ্যাস-ব্যাখ্যান-বর্জ্জন, বিষ্ণু বৈষ্ণব-নিন্দা বর্জ্জন, গ্রাম্যবার্ত্তা শ্রবণ বর্জ্জন, প্রাণিমাত্রে মনোবাক্যে উদ্বেগ না দেওয়া। উপরিউক্ত কুড়ি প্রকার ব্যতীত আরও চুয়াল্লিশ প্রকার সেবার প্রকার আছে; ঐ সকল ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে বর্ণিত হইয়াছে। ঐ সকলের মধ্যে নিম্নলিখিত পাঁচটী বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে। যথা,—সাধুসঙ্গ, শ্রীনাম-কীর্ত্তন, ভাগবতশ্রবণ, মথুরাবাস ও শ্রদ্ধায় শ্রীমূর্ত্তির সেবন।

(ক্রমশঃ)

দ্বাদশ আল্‌বর্

—:০:—

'শ্রীরামানুজাচার্য্য'

কাঞ্চিপূর্ণ কহে, বরদরাজের রূপে
দেখা দিলা তোমা নিজে লক্ষ্মীনারায়ণ,
আমি হ'তে যদি তব হই শালকূপে,
শ্রীবরদরাজ সেবা করহ লক্ষ্মণ।

এ দিকে শিষ্যের সহ যাদব পণ্ডিত,
আগমন করে সেই কাঞ্চনগরীতে,
লক্ষ্মণে দেখিয়া তথা হইল বিস্মিত,
উঠিল অধরে তার বিষাদ-হর্ষেতে।

বাহে আনন্দের ভাব দেখা'য় লক্ষ্মণে,
অনুরোধ করে পুনঃ অধ্যয়ন তরে,
লক্ষ্মণ, যাদবাচার্য্যমঙ্গল-সাধনে,
পুনরায় অধ্যয়ন অভিনয় করে।

ক্রমে লক্ষ্মণের এই বৈষ্ণবী প্রতিভা,
শুনিলা স্বধামে বসি' শ্রীযামুনাচার্য্য,
ইঁহা হইতে ভবিষ্য ও শ্রীবৈষ্ণব-সভা,
হ'বে মহা সমুজ্জ্বল বাড়িবে সৌন্দর্য্য।

শ্রীবরদরাজ দেব দর্শন মানসে,
একদিন কাঞ্চিপুরী করি আগমন,
দেখিল যামুনাচার্য্য পরম উল্লাসে,
যাদবের সঙ্গে তাঁর প্রিয় শ্রীলক্ষ্মণ।

শ্রীলক্ষ্মণ দূর হ'তে করি নিরীক্ষণ,
বাহে কোন সম্ভাষণ না করিয়া তাঁরে,
স্বতঃ তাহারে করিবারে আনয়ন,
আচার্য্য কৌশল চিন্তে আপন অন্তরে।

ফিরিয়া যামুনাচার্য্য আপন নগরে,
নিজ শিষ্য পূর্ণাচার্য্যে করিল প্রেরণ,
লক্ষ্মণের সমীপেতে তুমি কাঞ্চিপুরে,
সমক্ষে 'স্তোত্ররত্ন' কর অধ্যয়ন।

লক্ষ্মণ বরদরাজ মন্দিরে বসিয়া,
শুনিয়া যামুনকৃত স্তোত্ররত্ন মুখে,
পূর্ণাচার্য্য, পাশে কহে ব্যাকুল হইয়া,
দেখাও আচার্য্যবর্য্যে এ কাতরমুখে।

পূর্ণাচার্য্য সঙ্গে আসে লক্ষ্মণ সাদরে,
পথে শুনি আচার্য্যের অপ্রকটবাণী,
ভগ্নহৃদয় হ'য়ে হাহাকার করে,
আচার্য্যের বিরহেতে কাঁদে সর্ব্বপ্রাণী।

যামুনের চিদানন্দ কলেবর হ'তে,
আর একের বাণী স্ফুট নাহি হয়,
পূর্ণাচার্য্য, শ্রীলক্ষ্মণ উভয়ে বুঝেছে,
আচার্য্যের দেহপাশে উপস্থিত হয়।

লক্ষ্মণ যামুনাচার্য্যের তিনটী অঙ্গুলি,
সঙ্কুচিতভাবে রহে দেখিয়া তখন,
নিবৃত্তপ্রতীতি যাহা বুঝিল সকলি,'
তিন কথা আচার্য্যের আছে অপূরণ।

কহিল প্রকাশ্যভাবে সকল সমক্ষে,
আচার্য্যের মনোবাঞ্ছা তাই জা'নিয়া লক্ষ্মণ,
দৃঢ় মুষ্টিবদ্ধ করি আপনার বক্ষে,
শুনায় জগদ্বাসী প্রতিজ্ঞা ভীষণ।

"আমি শ্রীবৈষ্ণবমতে হ'য়ে অবস্থিত,
অজ্ঞ নাস্তিক জীবে দিব পঞ্চ সংস্কার,
সকলে প্রপত্তিধর্ম্ম করাব নিরত,
দ্রাবিড় আম্নায়ে দক্ষ হইবে সংসার।"

লক্ষ্মণের এক বাণী সম্পূর্ণ হইলে,
আচার্য্য অঙ্গুলি এক হইল সরল,
দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞা বীর করে কুতূহলে,
তাহে চমৎকৃত সবা মানবমণ্ডল।

"জগত-জীবের আমি কল্যাণ সাধিতে,
কুসংস্কার মায়াবাদ খণ্ড খণ্ড করি'
পরতত্ত্ব আচরিয়া বেদান্তসূত্রেতে,
রচিব শ্রীভাষ্য আমি বৈষ্ণবপথ ধরি'।"

এই বাক্যে যামুনের দ্বিতীয় অঙ্গুলি,
অচলের সরলভাবে হ'ল প্রসারিত,
তৃতীয় প্রতিজ্ঞা পরে করে বাহু তুলি',
সমবেত সর্ব্বলোক হইল বিস্মিত।

(ক্রমশঃ)

স্বপনেও না কর ভাই স্ত্রী-সম্ভাষণ। গৃহে স্ত্রী ছাড়িয়া ভাই আসিয়াছ বন।

শুদ্ধভক্তি মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ

(আকর-মঠরাজ)

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীব্রজপত্তনের প্রায় ৩০০ হস্ত উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে মহাপ্রভুর শ্রীচন্দ্রশেখর ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্যমঠ বিরাজমান। এই স্থান শাস্ত্র-তীর্থ, সরস্বতী-পীঠ বা সংকীর্ত্তনস্থলী। এই মঠ হইতে শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামীর প্রচারকগণ, ব্রহ্মচারী ও অধ্যাপকগণ এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী ও সমস্ত সম্প্রদায়াচার্য্যগণ-চতুষ্টয় শ্রীপাদের শ্রীমূর্ত্তি বিগ্রহের সাক্ষাৎ নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠ হইতে পারমার্থিক দৈনিক পত্র 'নদীয়া-প্রকাশ', সাপ্তাহিক সজ্জনতোষণী ও সুপ্রাচীন প্রাচ্যবাণী প্রভৃতি 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় হইতে প্রকাশিত হইতেছে। প্রতি বৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমায় ও অসংখ্য ভক্তগোষ্ঠীর কীর্ত্তন-সংকীর্ত্তনে মহামহোৎসবাদি প্রচুর অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১নং কালী প্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৪

শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত সুবিমল ভক্তি-ধর্ম-প্রচারোদ্দেশ্যে গৌড়দেশের প্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই স্থানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দজীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। ঐ মঠে পাঠ, সংকীর্ত্তন, সজ্জন-চতুষ্টয়-বোধ, শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্‌ আলোচনা হয়। এই মঠ হইতে বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র হরিকথা-প্রচার, মহামন্ত্র-সংকীর্ত্তন, বক্তৃতা, ব্যাখ্যা ও সংকীর্ত্তন-সভা-মহোৎসবাদি ভক্ত্যাঙ্গের অনুষ্ঠান হয়। মঠরক্ষক-মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-স্থান মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া সহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী সেবাকোবিদ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস শ্রীশ্রীগৌর-লীলার রাসস্থলী এখানে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ [illegible] ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান, রক্ষক—শ্রীঅদ্বৈত রামানুজদাসী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—গোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

(৭) কাজীর সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপা-প্রাপ্ত শ্রীচাঁদ-কাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীসদানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তালোক।

(৮) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া) এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও রাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান দাস ব্রহ্মচারী।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান) গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্র নাথ দাসাধিকারী।

(১০) মোদদ্রুম-ছত্র "গৌড়ের নৈমিষ"

মাউগাছি, পোঃ ভাণ্ডর, (বর্দ্ধমান)। শ্রীবাস্যশগতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান। শ্রীগৌরনিত্যানন্দের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীকুঞ্জবিহারী ব্রজবাসী, ভক্তিতুষ্ট।

(১১) শ্রেতিয়া কুঞ্জকানন

শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া) রক্ষক—শ্রীনরোত্তম ব্রহ্মচারী।

(১২) ভক্তকুটীর—পোঃ কৃষ্ণনগর,

নদীয়া। রক্ষক—শ্রীযদুনন্দন অধিকারী

(১৩) ভাগবত-আসন—পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

এই স্থান হইতে ভাগবতসিদ্ধান্ত প্রদর্শনী প্রচারিত হয়। রক্ষক—শ্রীসদানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভাক্তশাস্ত্রী।

(১৪) একায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ চাপড়া, (নদীয়া) রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী ভক্তিস্বভাব।

(১৫) মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঠালপোতা, পোঃ চাকদহ (নদীয়া) রক্ষক—শ্রীরতিবিনোদ ব্রজবাসী।

(১৬) মাধ্বগৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, পোঃ ঢাকা পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীপাদ কুঞ্জানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ

(১৭) গোপালজীউমঠ—কমলাপুর,(ঢাকা)

গোপালজীউর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান। রক্ষক—শ্রীমধুসূদন ব্রজবাসী।

(১৮) মদনগোপাল গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি ঢাকা।

এখানে শ্রীরাধা-গোবিন্দের নিত্য সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(১৯) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীসুন্দর ভক্তিশাস্ত্রী এম্‌-এ, বি-এল।

(২০) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাছ, (ঢাকা) এখানে মদনমোহন শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ ব্রজবাসী

(২১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)। এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীঅচ্যুতানন্দ দাসাধিকারী,

(২২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

কুলুরকোনা, পোঃ চিংড়ী, (মানভূম) এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী।

(২৩) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকনিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর। এখানে গুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত।

(২৪) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী।

(২৫) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশপাড়া, পোঃ বক্সীবাজার, (কটক) এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীউর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর

(২৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর পুরী, শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বা-গিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন।

(২৭) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী উড়িষ্যা। এখানে শ্রীগৌর-বিনোদানন্দজীউর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রপন্ন অধিকারী

(২৮) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী) শ্রীগৌরগোপীনাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবিপিন-বিহারী দাসাধিকারী।

(২৯) রায়রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভূর, গোদাবরী তটে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—শ্রীনিতাইচরণ দাসাধিকারী ভক্তিলোচন।

(৩০) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪২নং কতিবপুরা, বেনারস সিটি শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীমাধব ব্রহ্মচারী।

(৩১) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন গোস্বামী

(৩২) পরমহংস মঠ

পোঃ নিমসার, সীতাপুর এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও গৌর-বিনোদ-বিহারীজীউর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীসত্যনারায়ণ দাসাধিকারী।

(৩৩) কৃষ্ণচৈতন্য মঠ

পুরাণনগর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা এখানে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিত্য-সেবা হয়। রক্ষক—শ্রীদর্শন ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠ

বিশ্রামঘাট মথুরা রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন গোস্বামী

(৩৫) ব্রজানন্দ সুখদকুঞ্জ—শ্রীরাধাকুণ্ড

রক্ষক—শ্রীরাধারমণচরণ ব্রহ্মচারী

(৩৬) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৩৭) গোবর্দ্ধন মঠ

সেবাকুটী, পোঃ গোকোল, জেলা গুরুদাস (পাঞ্জাব) রক্ষক—শ্রীগোপালদাস ব্রহ্মচারী।

(৩৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪০নং কুতুব রোড, নিউ দিল্লী। শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ

(৩৯) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল। এখানে গৌরবিনোদানন্দের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীনবীনগোপাল অধিকারী।

(৪০) সারস্বত-গৌড়ীয় মঠ

তরিবার মাচারপুর, চট্ট, সি রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি

(৪১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ রায়পেট্টা মাদ্রাজ। শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীপাদ সদানন্দ ভক্তিবিভব।

(৪২) বোম্বে-গৌড়ীয়-মঠ কার্য্যালয়

প্রোক্টর রোড, চোটানি বিল্ডিং, ব্লক নং ১, বোম্বে ৭ রক্ষক—শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত মহোদয়।

(৪৩) অমরজি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমরাম, মেদিনীপুর রক্ষক—শ্রীব্রজেশ্বর দাস অধিকারী

(৪৪) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ। রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী

(৪৫) পাটনা গৌড়ীয় মঠ

১০০ মিঠাপুর, পাটনা। রক্ষক—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী রাগভূষণ

(৪৬) গয়া গৌড়ীয় মঠ

সিভিল লাইন্‌স্‌, চার্চ রোড্‌, গয়া রক্ষক—উপদেশক শ্রীসর্ব্বেশ্বর রাগভূষ

(৪৭) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠ বালেশ্বর

রক্ষক—শ্রীবনোয়ারীলাল ব্রহ্মচারী

(৪৮) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয়

৩ গ্লষ্টার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন্‌স্‌, এস-ডব্লিউ ৭, লণ্ডন রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন

(৪৯) বার্লিন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

Berlin W. 30

Eisenacher strasse 29 ১]

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বর্ত্তমানে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—প্রথম ৪৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৬৲
একাদশ স্কন্ধহইতে প্রতিখণ্ড ৸/০
২। ভাষ্যসহ বিবৃতি শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। ভাষ্য-বিবৃতিসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—১৲; ২য় খণ্ড ৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব—১৲
৮। সৎক্রিয়াসার—দীপিকা ও সংস্কার-দীপিকা ১৷০
৯। বৈবর্ত্ত ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷০
৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ৷০
৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ৷০
৮। বাদন-আলাপ ৷০
৯। ভক্তিবিনোদ কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৸/০
২১। গৌড়ীয়-সাফল্য ৶০
২২। ভজন-রহস্য ৷০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও শ্রীনবদ্বীপশতক ? (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ)
২৬। গীতার কেবল মূল-ভাষা ৷০
২৭। [illegible] ২৲
২৮। [illegible] ৷০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸
৩০। [illegible] ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৶০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা /১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ৷০
৪০। শরণাগতি /০
৪১। গীতাবলী /০
৪২। চিত্রে নবদ্বীপ ৷৷০
৪৩। [illegible] /০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /০
৪৫। নবদ্বীপশতক /০
৪৬। অর্চ্চনপদ্ধতি /০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ /০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) /১০
৪৯। [illegible] ৷১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা
৫২। [illegible] (সানুবাদ)
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ৷০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ৷০
৫৬। গৌড়ীয়েরা কি করেন? /০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ৷০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণবেদ ৶০
৫৯। শিক্ষাপ্রদীপ ৶০
৬০। [illegible] /০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ৷০
৬১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিজয়ঃ ৷০
৬২। সটীক শিক্ষাষ্টকম্ ৷০
৬৩। তত্ত্বসূত্রম্ ৷০
৬৪। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৬৫। গৌড়ীয়মঠ পরিচয়ঃ /০
৬৬। সারাৎসারদর্শনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৭। রায় রামানন্দ ৷০
৬৮। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন্ বেদান্ত ৷০
৬৯। নামভজন ৷০
৭০। বেদান্ত—ইট্‌স্ মরফোলজি এণ্ড অন্টোলজি ৷০
৭১। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস্ ৷৶০
৭২। লাইফ এণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ৷০
৭৩। বৈষ্ণবিজম ৷০
৭৪। [illegible] /০
৭৫। দি ভাগবত ৷০
৭৬। [illegible] ৷০
৭৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ১৷০
৭৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৭৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷০
৮০। সাধন-পথ ৷০
৮১। কল্যাণ-কল্পতরু /১০
৮২। গীতাবলী /০
৮৩। শরণাগতি /০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৪। শরণাগতি /০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৶০ আনা, বড় বোতল ১৶০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।
অথবা
পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউন্টেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। উহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।
জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং
কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার
কলিকাতা

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। [illegible] ও শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র [illegible] আনা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তাচার্য্য-সম্পাদক ও
[illegible] ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম [illegible] এম. এ. এফ. কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

[ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

ঢাকা জেনেরাল কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিসুধাকর সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম-এ, মহোদয়ের গ্রেষণাপূর্ণ এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ লেখনীর অনুপম অবদান তাহার একাধারে দর্শন এবং এক ও অদ্বিতীয় জীবনচরিত-গ্রন্থ হইল এই বিরাট্‌ অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের প্রসঙ্গ সমেত সাধন কুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত, সিদ্ধান্তের সম্যক আলোচনা প্রথম খণ্ডে ৩৩০ অধ্যায়ে, প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় হইয়া ঐ বিশ্বপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের সুধীর মুখবন্ধ (Foreward) গ্রন্থকারের ভূমিকা (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে শব্দক্রমে সজ্জিত শব্দসূচী (Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীশ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—শহর সন্নিকটে : বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ পণ্ডিত ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা খরচে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের অতিরিক্ত সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিদেশী ছাত্রগণকে বিনা খরচে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। প্রতি বর্ষ ৪৲ টাকা ভিক্ষায় কলিকাতা বাগবাজার গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষান্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। বৈদিকাশ্রম শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৷০

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত মধুসূদন মহা-পাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ বিনায়ক সেবাতীর্থ বি-এস, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া গদাধরাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ
প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল শ্লোক অক্ষরে এবং তাহাতে বর্ত্তমান যুগ শুদ্ধভক্তগণের সর্ব্ব মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। অতি সুন্দর ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০১৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। তদ্ব্যতীত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোক সূচী, পদ্যসূচী, গ্রন্থসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়-সূচী, স্থানসূচী প্রভৃতি বিবিধ সূচী-পত্র। সমগ্র শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট্‌ সংস্করণ জগতের কোথায়ও আর পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই, তাহা নিঃসন্দেহ পাঠক-মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৫৬,	১০—৩১,	১৩—২২	১৭—৩৮,	১৯—০৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—০৫
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—১২

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

রবিবার অন্যান্যদিন

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১২-১০	১৪-৩৩	১৫-২৭	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৭	৯-৩৭	১২-২১	১৪-৪৫	১৫-৩৯	১৮-৪৩
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৭	১০-৩	১২-৫১	১৫-১৫	১৬-১১	১৯-১১

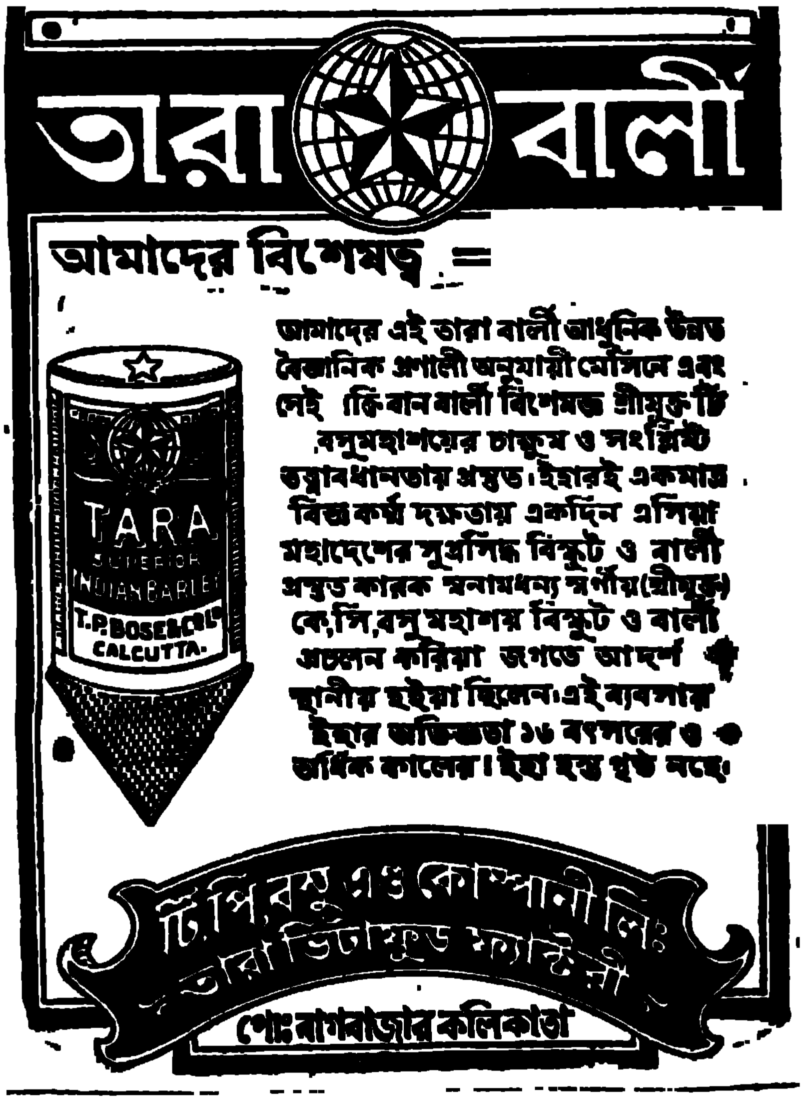

সচিত্র
নবদ্বীপ পঞ্জিকা

ভিক্ষা—মাত্র ৶০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'শ্রীনাম' নবদ্বীপ

দৈনিক

RR. GC 1544

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্বত্র মঙ্গল-প্রচারক—পারমার্থিক জগতের একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১০ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৯ই জ্যৈষ্ঠ, বৃহস্পতিবার ১৩৪২, ২৩শে মে ১৯৩৫ [৭০শ সংখ্যা

চৈতন্যোপনিষদ্
বড় অক্ষরে মূল ও অনুবাদসহ প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি উত্তম। ভিক্ষা ।০ মাত্র
শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

"গৌড়ীয়"
৯ম বর্ষ হইতে ১২শ বর্ষ পর্যন্ত প্রাপ্ত বর্ষ কাপড়ে বাঁধাই ভিক্ষা ৩।০ মাত্র।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ
বাগবাজার, কলিকাতা

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

শান্তিপুর সংবাদ
রজত জুবিলী উৎসব

গত ৬ই মে সোমবার বাবলার বালিকা বিদ্যালয় ও নববিদ্যালয়ে রজত জুবিলী উৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে। প্রাতে ৫টায় উষা-কীর্তন ও পতাকা উত্তোলন। ৬টায় মহা-মহিমান্বিত সম্রাট দম্পতির চিত্রে মাল্য প্রদান। (বালক ও বালিকা বিভাগ) রাজ সূচক সঙ্গীত। ৭টায় উপাসনা ও প্রার্থনা। অপরাহ্ণ ৫টায় মিউনিসিপ্যালিটি দাতব্য চিকিৎসালয়ের ডাঃ শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ প্রামানিক বি-এ-এস, বি মহাশয়ের সভাপতিত্বে একটি আনন্দ সভার অধিবেশন হইয়াছিল। জুবিলী উৎসব সঙ্গীত, বালক ও বালিকাগণের ক্রীড়া প্রদর্শন ও ঐক্যতান বাদন, জনমণ্ডলীর বক্তৃতা ও সভাপতির অভিভাষণ। সন্ধ্যায় বালক ও বালিকাগণকে মিষ্টান্ন ভোজন করান ও বিদ্যালয় গৃহে মাঙ্গলিক দীপ দান প্রভৃতি আনন্দ উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। উক্ত সভায় স্থানীয় ভদ্র মহোদয় ও মহোদয়াগণ যোগদান পূর্বক ছাত্র ছাত্রী ও শিক্ষকগণের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। প্রধানা শিক্ষয়িত্রী "রাজভক্তি" সম্বন্ধে সঙ্গীত করিয়া সভার উদ্দেশ্য সার্থক করিয়াছিলেন।

শান্তিপুর দাতব্য চিকিৎসালয়

গত ৮ই মে প্রাতে ৮-১৫ মিনিটের সময় মহামান্য সম্রাট পঞ্চম জর্জের রজত জুবিলী উপলক্ষে শান্তিপুর দাতব্য চিকিৎসালয়ের ইন-ডোর ওয়ার্ডের দ্বারোদ্ঘাটন কার্য্য নদীয়ার মহামান্য ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত জুবিলীলাল আই-সি-এস মহোদয় কর্তৃক সুসম্পন্ন হইয়াছে। এই উপলক্ষে মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট মৌলবী মহম্মদ আলী বেগ সাহেবও আগমন করিয়াছিলেন। দেশের গণ্য মান্য ব্যক্তিগণ সভায় উপস্থিত ছিলেন। মিউনিঃ চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত রাধাকৃষ্ণ সাহা মহাশয় হাঁসপাতালের উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা বিশদভাবে প্রকাশ করিলে হাঁসপাতালের সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত শচীনাথ প্রামানিক বি-এ, এম বি মহাশয় রিপোর্ট পাঠ করেন। পরে কবিতাপাঠ ও বক্তৃতা হয়। পরিশেষে মাননীয় ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের মধুর অভিভাষণে জন মণ্ডলী বিশেষ পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছেন।

জলন্ধরে ভীষণ উত্তাপ
দুইটী তহশীলে প্লেগের প্রাদুর্ভাব

প্রকাশ জলন্ধরে, উত্তাপ ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে। যাহাদের বাহিরে কাজ করিতে হয়, তাহাদের বিশেষ অসুবিধা হইতেছে। মাঝে মাঝে অপরাহ্ণে ধূলি ঝড় দেখা দেয়, তাহা আরও অসহ্য। নওশহর তহশীলে প্লেগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। তাহাতে বহু লোকের প্রাণহানি ঘটিতেছে। এই সংক্রামক ব্যাধি মাকোদার তহশীলেও ছড়াইয়া পড়িতেছে।

ক্ষুধা-তৃষ্ণায় স্ত্রীলোকের মৃত্যু

কাশীর এক সংবাদে প্রকাশ, একটি মুসলমান স্ত্রীলোক কয়েকদিন পূর্ব্বে দ্বিপ্রহরের সময় গোপীনাথপুর যাইতেছিল, এমন সময় ক্ষুধায় ও তৃষ্ণায় কাতর হইয়া পথিমধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তাহার মৃতদেহ কাশী হাসপাতালে প্রেরিত হইয়াছিল। অনেক স্থানে প্রায় ৩০ মাইলের মধ্যে ও রাস্তার পার্শ্বে কোথাও জল নাই। মুর্শিদাবাদ জেলাবোর্ডের কর্তৃপক্ষ অবিলম্বে ইহার প্রতিকার করা।

ইতালীর অধ্যাপক তুচ্চী

রোম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্যতত্ত্বের অধ্যাপক, ইতালীর রাজকীয় পরিষদের সভ্য "ইষ্টিটিউটো ইটালিয়ানো পার ইল মেদিও এদ এক্সট্রেমো ওরিয়েন্টে"র সহ সভাপতি অধ্যাপক গিয়ুসে তুচ্চী ১৬ই মে তারিখে ভারত ও তিব্বত পরিদর্শনের জন্য রোম হইতে রওনা হইয়াছেন। অধ্যাপক তুচ্চী ইতিপূর্ব্বে পাঁচ বৎসর ভারতবর্ষে থাকিয়া বহু খ্যাতনামা ভারতীয় অধ্যাপকের নিকট ভারতীয় দর্শনের বিভিন্ন মতবাদ অধ্যয়ন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। মাত্র ৪১ বৎসর বয়স হইলেও অধ্যাপক তুচ্চী বৌদ্ধ সংস্কৃতি সম্পর্কে ব্যাপকভাবে গবেষণা করিয়াছেন। লামাদিগের দ্বারা সাবধানে সংরক্ষিত তিব্বতের দুর্গম মন্দির হইতে চার মূল্যবান পাণ্ডুলিপি উদ্ধার করিয়াছেন এবং অনুসন্ধানাদির ফলে বহু পুস্তক রচনা করিয়াছেন। ইতালীর রাজকীয় পরিষৎ তাঁহাকে পরিষদের কার্য্যকরী সভ্য নির্বাচিত করিয়া তাঁহার প্রতিভা ও পাণ্ডিত্যকে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। অধ্যাপক তুচ্চী ভারতের সংস্কৃতি, ভারতীয় কলা ভাস্কর্য্য ও সঙ্গীতের বিশেষ অনুরাগী। তাঁহারই চেষ্টায় ইতালীতে প্রাচ্য ভাষায়, বিশেষ করিয়া সংস্কৃত ভাষার অধ্যাপনা উৎসাহ লাভ করিয়াছে এবং ভারতীয় অধ্যাপকগণকে তাঁহাদের জাতির সংস্কৃতি ইতালীয়গণকে বুঝাইবার জন্য আমন্ত্রণ করা হয়।

কেনিয়ায় কফি বিক্রয় সমস্যা

"ডাওয়ান এক্সপ্রেস" পত্রে প্রকাশ যে, কেনিয়া গবর্ণমেণ্ট তথাকার আদিম অধিবাসীগণ কর্ত্তৃক উৎপাদিত কফি বিক্রয়ের জন্য শীঘ্রই গবর্ণমেণ্টের অধীনে এক সমিতি প্রতিষ্ঠিত করিবেন।

কেনিয়ায় কফির ব্যবসায় ভারতীয়দের একচেটিয়া। গবর্ণমেণ্টের পরিকল্পনার ফলে উৎপাদক ও ব্যবহারকারীদের মধ্যবর্ত্তী ব্যবসায়ীদের লাভের পথ বন্ধ করা। কফির উৎপাদক ও ব্যবহারকারীদের মধ্যবর্ত্তী ব্যবসায়ীগণ সকলেই ভারতীয়; সুতরাং তাহাদের প্রায় ২৫ বৎসরের ব্যবসায় বন্ধ হইবে।

এই সংবাদে কেনিয়ার ভারতীয় মহলে বিশেষতঃ কফি ব্যবসায়ীদের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছে। তাঁহারা আশঙ্কা করিতেছেন যে, কেনীয়াও জাঞ্জিবারের অনুরূপ ব্যবস্থা হইবে। প্রকাশ যে, গবর্ণমেণ্টকে ঐরূপ ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনে বিরত হইবার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করা হইতেছে।

আয়ারল্যাণ্ডের আর্থিক অবস্থা

গত ১৫ই মে আইরিশ পার্লামেণ্টে বাজেট উপস্থিত করিবার সময় মিঃ ম্যাকএন্টি আশাপ্রদ আর্থিক অবস্থার কথা প্রকাশ করেন। গতবৎসর ঘাট্‌তি পূরণের জন্য ৭৭ লক্ষ ১৩ হাজার পাউণ্ড ধার করিলেও বাস্তবিক মাত্র ২৪ লক্ষ ৩৩ হাজার পাউণ্ড ঘাটতি পড়িয়াছিল। নূতন কর হইতে প্রধানী সম্পর্কে সাহায্যাদির পরিমাণ বিশেষরূপে বৃদ্ধি করা হইবে। নিম্নলিখিত ভাবে নূতন কর বসিবে, চা, প্রতি পাউণ্ড ৪ পেনী; প্রতি পাউণ্ড চিনিতে আধ পেনী; প্রতি পাউণ্ড তামাকে ৮ পেনী; প্রতি গ্যালন পেট্রলে অতিরিক্ত চারিপেনী। কারণ টেলিফোনে ৮ পেনী মোট বাড়তি ... নূতন কর আদায় হইবে আশা করা যায়। ... হইবে। মিঃ ম্যাকএন্টি আগামী বৎসর দশ হাজার পাউণ্ড উদ্বৃত্ত থাকিবে বলিয়া হিসাব দেন।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

[ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

রভেন্‌শ কলেজের ইংরাজীর প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক সংস্কৃত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয়-বিরচিত। এম-এ, মহোদয়ের প্রেমগবেষণা এবং পাণ্ডিত্য লেখনীর অদ্ভুত অবদান করিয়া একাধারে দর্শন এবং অন্য সকল আচার্য্যের জীবনচরিত-পাঠের মত উত্তম হইয়াছে, প্রচ্ছদ ও আচার্য্যের বহু মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দার্শনিক প্রসঙ্গ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক আলোচনা প্রথম খণ্ড রূপে প্রকাশিত। প্রায় সহস্র পৃষ্ঠার গ্রন্থ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের প্রণীত মুখবন্ধ (Foreward) প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সংক্ষিপ্ত পারিভাষিক শব্দসূচী (Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা—১৫, পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ রায়পেটা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রায় মাসে মাত্র ৬, টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিয়াছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের অসাধারণ সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। প্রতি বর্ষ ৩। টাকা ভিক্ষায় কলিকাতা বাগবাজারস্থ গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৪, ষাণ্মাসিক ২।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ২।০

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ ব্রহ্ম-চারি সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ চিদানন্দ সেবাতীর্থ বি-এস, সি-টি সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া গৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় পাক্ষিক। ভিক্ষা সডাক ১।০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল শ্লোক অক্ষরে এবং তাহাতে বর্ত্তমান-যুগে শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। আর্ট পেপারে ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৯৩ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোক সূচী, পদসূচী, গ্রন্থসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়-সূচী, স্থানসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী-পত্র। সমগ্র শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট সংস্করণ জগতের কোথাও আর পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২, বারটাকা স্থলে—৮, আটটাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

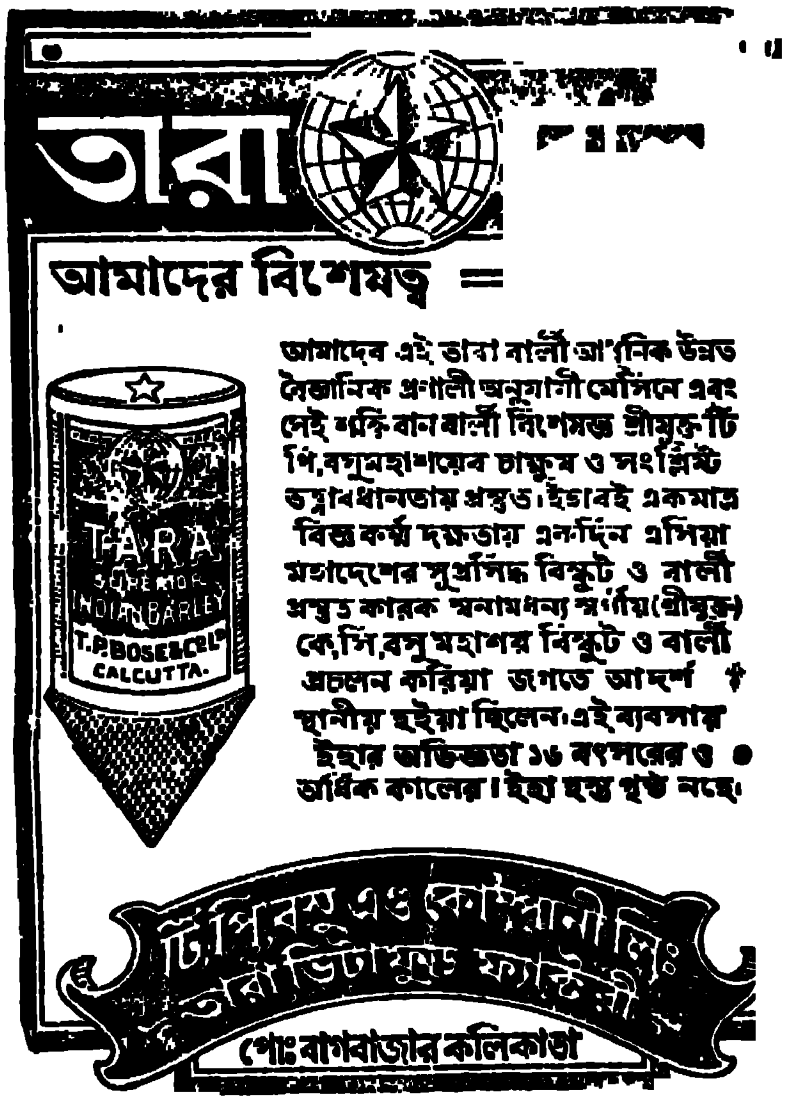

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৪৬,	৯—৩১,	১৩—২২	১৭—৩৮,	১৯—৩৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৬,	১০—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—০৫
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—১২

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১২-১০	১৩-৩৪	১৫-৭৪	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১২-১১	১২-৪২	১৫-৪২	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-৪১	১৩-১২	১৬-১২	১৯-১১

সচিত্র

নবদ্বীপ পঞ্জিকা

ভিক্ষা—মাত্র ৵০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ

পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
—পারমার্থিক পত্র—
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১০ম বর্ষ { ৫ ত্রিবিক্রম গৌরাব্দ ৪৪৯ ৯ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৪২ ২৩শে মে ইং ১৯৩৫ বৃহস্পতিবার } ৭০ তম সংখ্যা

কলিকাতায় শ্রীল প্রভুপাদ

কলিকাতা ২০।৫।৩৫

কতিপয় ভক্তের বিশেষ অনুরোধে শ্রীল প্রভুপাদ গত পরশ্ব হইতে ৪১নং থিয়েটার-রোডস্থ ভবনে অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার সহিত মহোপদেশক অধ্যাপক আচার্য্য শ্রীযুক্ত বহুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম্-এ, শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী কাব্য-কোবিদ, শ্রীযুক্ত সজ্জনানন্দ ব্রহ্মচারী প্রমুখ বৈষ্ণবগণ আছেন। তথায় বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি আসিয়া শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করিতেছেন।

শ্রীধামে হরি-কথা

উপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী কাব্যপুরাণতীর্থ ভক্তিশাস্ত্রী মহাশয় গত ৭ই জ্যৈষ্ঠ হইতে সন্ধ্যার পর নিয়মিত-ভাবে শ্রীচৈতন্যমঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রবণ-সদনে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতে-ছেন। শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেরই যোগদান প্রার্থনীয়।

শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ

(ডাকযোগে প্রাপ্ত)

গত ২১শে বৈশাখ, ১০ই মে শুক্রবার অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকায় শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ হইতে এক বিরাট্ সংকীর্ত্তনবাহিনী ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজকে অগ্রণী করিয়া বাহির্গত হয়। 'শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গমঠ'-অঙ্কিত পতাকা, বিচিত্র বর্ণের বহু নিশান, ঐকতান, বাদ্য ও সমবেত জনগণের উচ্চকণ্ঠে উচ্চারিত হরিনামে দিগ্‌দিগন্ত মুখরিত হইয়া উঠিল। গৌর-বিহিত কীর্ত্তনরোলে এবং শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের জয়গানে সকলের হৃদয়ে এক অভূতপূর্ব আনন্দের সঞ্চার হইল। রাত্রি ৭॥ ঘটিকায় সংকীর্ত্তনবাহিনী শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়।

গত ২৯শে বৈশাখ ১২ই মে রবিবার সাধারণ মহামহোৎসবের দিন নিদ্ধারিত ছিল। ঐ দিবস প্রাতঃকাল হইতে মঙ্গল-আরতি এবং উষঃকীর্ত্তনাদে মহোৎসবের আয়োজন আরম্ভ হয়। পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত গোবিন্দ মোহন রায় চৌধুরী ভক্তি-বিক্রম মহোদয় স্বামীজী মহারাজের ইচ্ছায় উৎসবের ব্যয়ভার গ্রহণ করেন এবং পরম-ভাগবত শ্রীযুক্ত মনোমোহন রায় চৌধুরী ভক্তিপ্রকাশ শ্রীযুক্ত সত্যমোহন রায় চৌধুরী সহযোগে মহোৎসবটিকে সাফল্য মণ্ডিত করিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন। এই সেবাকার্য্যে পরমভাগবত শ্রীযুক্ত মুরলী মোহন রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্র নাথ রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত মানবেন্দ্র নাথ রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত প্রাণনাথ রায় চৌধুরী প্রমুখ জমিদারবর্গ বিশেষ উৎসাহের সহিত যোগদান করিয়া-ছেন। বেলা ১টা হইতে মহাপ্রসাদ বিতরণ আরম্ভ হয়। সহস্রাধিক নরনারী এবং বহু কাঙ্গালী মহাপ্রসাদ সেবনে পরিতৃপ্ত হইয়া-ছেন। স্বেচ্ছাসেবকগণ অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া সকলের প্রীতি আকর্ষণ করিয়াছেন। মঠসেবক উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অনাদি-কৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ হরিবাসন ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ শ্যামসুন্দর ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নরসিংহ ব্রহ্মচারী, ভক্ত গোলোক সকলেই নিষ্কপটে হরিগুরু-বৈষ্ণব-সেবার আদর্শ দেখাইয়াছেন। বালঘাটী-নিবাসী ভক্ত জমিদারগণের তত্ত্ব-জনগণের সেবার জন্য নিষ্কপট ও প্রাণপণ চেষ্টা বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য ও অনুসরণীয়।

গত ৩০শে বৈশাখ ১৩ই মে সোমবার সন্ধ্যা আরাত্রিকের পর শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। ঐ দিবস স্থানীয় জমিদারবর্গের প্রায় সকলেই সপরিবারে যোগদান করেন এবং শ্রীবিগ্রহ-দর্শন, ভাগবত শ্রবণ ও বিচিত্র মহাপ্রসাদ সেবনে পরিতুষ্ট হন।

৩১শে বৈশাখ ১৪ই মে মঙ্গলবার সতীর্থ গণসহ স্বামীজী ঢাকায় শুভাগমন করিয়া-ছেন।

সরভোগ গৌড়ীয়মঠে নৃসিংহ-প্রকটোৎসব

সরভোগ ১৮।৫।৩৫

গত ৩রা জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার শ্রীশ্রীনৃসিংহ চতুর্দ্দশী তিথিতে শ্রীশ্রীনৃসিংহদেবের আবি-র্ভাবোপলক্ষে অত্র শ্রীসরভোগ-গৌড়ীয়মঠে সংকীর্ত্তন-মহোৎসব মহাসমারোহে নির্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে। ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে মঙ্গলা-রাত্রিকের পর শ্রীগুরুষ্টক, পঞ্চতত্ত্ব ও বিবিধ মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হইতে থাকে। (১) দলিগাঁড়া, (২) জেরেঙ্গা, (৩) কলিতাপাড়া, (৪) জালাহ, (৫) কোকিলা, (৬) সকাবাড়ী, (৭) দক্ষিণ গদসপাড়া, (৮) পাটিলাদহ, (৯) চকচকা, (১০) জালাহ প্রভৃতি নিকটস্থ এবং দূরস্থ গ্রাম হইতে বহু ভক্ত আসিয়া এই উৎসবে যোগ-দান করেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজকে অগ্রণীরূপে [illegible] ৩ টার সময় মঠপ্রাঙ্গণ [illegible] হইতে একটী বিরাট্ সঙ্কীর্ত্তন শোভাযাত্রা বাহির হয়। নানা বর্ণের বিচিত্র পতাকা এবং শঙ্খ, ঘণ্টা, কাঁসর, মৃদঙ্গবাদ্য এবং মহোচ্চ হরিনামে চতুর্দ্দিক মুখরিত হইয়া উঠে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সংকীর্ত্তন-পদ্ধতি অনুসারে মহাজন-পদাবলী, (১) [illegible] বন্দে সদাই, (২) [illegible] সেদিন [illegible], (৩) [illegible] সেদিন আমার ও (৪) [illegible] হইয়াছে। সংকীর্ত্তন চতুর্দ্দিক প্রদক্ষিণ করিয়া সঙ্কীর্ত্তন-মণ্ডলী সন্ধ্যা [illegible] সময় পুনরায় শ্রীমঠে প্রত্যাগমন করেন। সন্ধ্যার সময় শ্রীমদ্ভাগবতের ৭ম স্কন্ধ ৮ম অধ্যায় হইতে শ্রীশ্রীনৃসিংহদেবের আবির্ভাব ও প্রহ্লাদ মহারাজের স্তব পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। সন্ধ্যার পর নাটমন্দিরে একটী সভার আয়োজন হয়। এই সভায় শ্রীমদ্ আশ্রম মহারাজ প্রায় ২ ঘণ্টাব্যাপী "শ্রীচৈতন্য-দেবের দয়া" সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। [illegible] এই সভায় [illegible] [illegible] বিতরণ করা হয়। [illegible] উৎসবে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গগণের [illegible] চতুর্দ্দিক [illegible] করিয়া শ্রীমঠের সম্মান বর্দ্ধন করেন।

জনৈক সজ্জনের ইচ্ছা

শ্রীযুক্ত [illegible] চক্রবর্ত্তী মহোদয় (মাল বাড়ী) আমাদের একান্ত আকাঙ্ক্ষা, [illegible] [illegible] [illegible] কথা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ত্রিবিক্রম আদি কারণোদশায়ী ৪৪১

স্পর্শমণি

মহাপুরুষগণ জগতে অবতীর্ণ হন লোক-শিক্ষার জন্য। যাঁহারা নিজেদের জীবন ভগবদ্ভক্তের আচরণাদি দ্বারা অলঙ্কৃত রাখিয়া অপরকে তৎপ্রতি আকৃষ্ট করিতে পারেন, তাঁহারাই প্রকৃত মহাপুরুষ। সংসারের মানববৃন্দের যাবতীয় চিত্তস্রোত দ্রবীভূত করিয়া অপ্রাকৃত তত্ত্বে তাঁহাদের মন আকর্ষণ অতি সহজ ব্যাপার নহে। ইচ্ছা করিলেই তাহা হয় না, মুখে দুটো উপদেশ দিলেই যে ঐ দুরূহ কার্য্য সম্পন্ন হইবে, তাহার কোনও সম্ভাবনা নাই। যাঁহারা বাস্তবিক শ্রীভগবানের নিজজন, তাঁহাদের ব্যক্তিত্ব ঐ কার্য্য অতি সহজে সম্পন্ন করিয়া থাকে। আচারপরায়ণতাই তাঁহাদের ব্যক্তিত্বের রশ্মি। এই রশ্মিতে মানবের হৃদয় আলোকিত হইয়া থাকে। উচ্চবর্ণে জন্মগ্রহণ করিলে, প্রভূত ঐশ্বর্য্যের মালিক হইলে বিবিধ জড়বিদ্যার অধিকারী হইলে অথবা রূপবান্ হইলেই অপরের চিত্ত আকর্ষণ করা যায় না। আবার এই সকল না থাকিলেও ভগবৎসেবাপরায়ণতা অপরকে সহজেই আকৃষ্ট করিতে পারে। তাহার উদাহরণ ঠাকুর হরিদাসে দেদীপ্যমান। ঠাকুরের চরিত্র আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাইব,—

"যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা
সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্গুণা
মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ॥"

শ্রীকৃষ্ণে যাহার কেবলা ভক্তি অর্থাৎ যিনি অন্যাভিলাষিতা, কর্ম্ম ও জ্ঞানের পিপাসা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মসেবাই জীবনের একমাত্র ব্রত করিয়াছেন, দেবগণ সমস্ত গুণগণ সহিত তাঁহাতে অবস্থিত; পক্ষান্তরে শ্রীহরিতে যাহার ভক্তি নাই, তাহার মন সর্ব্বদা অসদ্-বহির্বিষয়ে ধাবিত হয়, তাহার পক্ষে মহদ্-গুণাবলীর অধিকারী হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব।

ঠাকুর হরিদাস যশোহর জেলার অন্তর্গত বুড়ন গ্রামে যবনকুলে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। কিন্তু ভগবানের নিজজন হরিদাস যৌবনের প্রারম্ভে জন্মস্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক বেনাপোলের জঙ্গলে আসিয়া কৃষ্ণ-ভজনে মনোনিবেশ করেন। প্রত্যহ তিন লক্ষ হরিনাম তাঁহার দৈনন্দিন কার্য্য ছিল। ভিক্ষাদি দ্বারা তিনি জীবিকা-নির্ব্বাহ করিতেন। তাঁহার বৈরাগ্য ও ভজন-পরায়ণতা দেখিয়া সজ্জনগণ সকলেই শতমুখে তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। বিপ্রগণও তাঁহার পাদপদ্মবন্দনের সুযোগ পাইলে নিজদিগকে ধন্য জ্ঞান করিতেন।

সজ্জনগণ সাধুকার্য্যের প্রশংসা করিয়া গুণগ্রাহিতার পরিচয় প্রদান করেন। কিন্তু মৎসরস্বভাব জনগণ অপরের প্রশংসা শ্রবণ করিলে মাৎসর্য্যানলে দগ্ধীভূত হইয়া প্রশংসা-পাত্রকে অপদস্থ করিবার চেষ্টা করিয়া স্ব-স্ব-খল-স্বভাবের পরিচয় প্রদান করে। রামচন্দ্রখান এই প্রকার খল-স্বভাব ব্যক্তিগণের অন্যতম। এই ব্যক্তি একজন প্রবল-পরাক্রান্ত জমিদার ছিল। যবনকুলে আবির্ভূত ঠাকুর হরিদাসের প্রশংসা চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইতেছে, অথচ গ্রামের শ্রেষ্ঠ জমিদার এবং উচ্চ হিন্দুকুলে আবির্ভাব সত্ত্বেও নিজের ঐ প্রকার প্রতিষ্ঠা হইতেছে না! দেখিয়া রামচন্দ্র খানের হৃদয় মাৎসর্য্যানলে দগ্ধীভূত হইতে লাগিল। সে ঠাকুর হরিদাসের প্রতিষ্ঠা নষ্ট করিবার জন্য ঠাকুরের খুঁৎ অনুসন্ধান করিতে লাগিল কিন্তু কিছুই না পাইয়া অবশেষে সুন্দরী বেশ্যার সাহায্যে ঠাকুরের চরিত্র নষ্ট করিতে যত্নবান্ হইল। তৎপ্রেরিত বেশ্যা নানা অঙ্গভঙ্গীদ্বারা ক্রমাগত তিনরাত্রি ঠাকুরের চিত্ত তৎপ্রতি আকৃষ্ট করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিল। ঠাকুর বেশ্যার প্রার্থনা শুনিয়া তাঁহার নাম-সংখ্যা পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত দ্বারে বসিয়া বেশ্যাকে হরিনাম-শ্রবণের জন্য উপদেশ প্রদান করিলেন। সমস্ত রাত্রিই ঠাকুর নিরন্তর উচ্চৈঃস্বরে মহামন্ত্র কীর্ত্তন করেন। দুর্ব্বুদ্ধি কর্ত্তৃক পরিচালিত হওয়াও বেশ্যা রামচন্দ্রখানের অভীষ্ট পূরণ করিতে সমর্থ হইল না। কিন্তু মহতের কি আশ্চর্য্য স্বভাব—কি অলৌকিকী ও অহৈতুকী পরোপকার-বৃত্তি! যে বেশ্যা ঠাকুরের চরিত্র নষ্ট করিবার জন্য আসিয়াছিল, ঠাকুর সেই বেশ্যাকে তাহার বেশ্যাবৃত্তি ছাড়াইয়া কৃষ্ণভজনে নিযুক্ত করিলেন। বেশ্যা ক্রমাগত তিনরাত্র মহাভাগবতের শ্রীমুখে হরিকীর্ত্তন শ্রবণের ফলে শুদ্ধান্তঃকরণা হইল। তাহার পাপময় জীবনের কথা স্মরণ করিয়া মর্ম্মাহত হইতে লাগিল। ঠাকুরের ন্যায় মহাপুরুষের চরিত্রে কালিমা লেপনের জন্য তাহার যে প্রয়াস হইয়াছিল তাহার ভীষণ পাপপাদের চিত্র তাহার মানসদৃষ্টির সম্মুখে অনবরত উপস্থিত হইয়া তাহাকে পাগলিনী-প্রায় করিয়া তুলিল। সে ঠাকুরের চরণে প্রণতা হইয়া রামচন্দ্রখানের দুষ্টাদেশ ও তৎপালনে নিজের দুষ্ট চেষ্টার কথা নিবেদন পূর্ব্বক ঠাকুরের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া আকুল ক্রন্দনে বক্ষ ভাসাইতে লাগিল। ঠাকুর তাহাকে কৃপা করিলেন এবং বলিলেন যে, শুধু তাহাকে কৃপা করিবার জন্যই তিনি তিন রাত্রি ঐ স্থানে অবস্থান করিয়াছেন। ঠাকুরের আদেশে বেশ্যা তাহার যাবতীয় সম্পত্তি ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবে দান করিয়া ভিখারিণীর বেশে একাকিনী ঠাকুরের আশ্রমে অবস্থান পূর্ব্বক নিরন্তর কৃষ্ণনাম-কীর্ত্তনে প্রমত্ত হইলেন। ঠাকুর বেশ্যাকে কৃপা করিয়া সেই দিনই বেনাপোল হইতে চাঁদপুরে আসিলেন এবং তথায় সুপ্রসিদ্ধ জমিদার ভ্রাতৃদ্বয় হিরণ্য ও গোবর্দ্ধনের পুরোহিত পরম বৈষ্ণব বলরাম আচার্য্যের গৃহে অবস্থান পূর্ব্বক কৃষ্ণকীর্ত্তনে নিযুক্ত হইলেন।

শুনা যায়, স্পর্শমণির যোগে লৌহ সুবর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়। বস্তুতঃ সাধুগণই প্রকৃত স্পর্শমণি। তাহার ফলে লৌহসদৃশ কঠিন-হৃদয়া পাপকালিমালিপ্তা বেশ্যা কিপ্রকারে পরমা বৈষ্ণবী হইল তাহা ঠাকুর হরিদাসের চরিত্রের মাধ্যমে আমরা দর্শন করিলাম। এতৎপ্রসঙ্গে আমাদের আরও একটু বক্তব্য এই যে, নীলকণ্ঠই বিষভক্ষণে সমর্থ অপরে বিষভক্ষণ করিতে গেলে অকালে প্রাণ হারাইবেন। মহাভাগবত ঠাকুর হরিদাস বেশ্যার চিত্তবৃত্তির পরিবর্ত্তন করিতে পারিলেন বলিয়া যদি কনিষ্ঠ বা মধ্যম অধিকারী ঐ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন, বেশ্যাসঙ্গ দূরে থাকুক উপদেশপ্রদানচ্ছলে যদি সাধারণ কামিনীগণের সহিতও মেলামেশা করেন, তাহাতে তাহাদের পতন হইবার খুবই সম্ভাবনা। সেইজন্য মহাপ্রভু ছোট হরিদাসকে দণ্ড-প্রদান-প্রসঙ্গে জলদ-গম্ভীর-স্বরে বলিয়াছেন—

বৈরাগী হইয়া করে প্রকৃতি-সম্ভাষণ।
দেখিতে না পারোঁ আমি তাহার বদন॥
দুর্ব্বার ইন্দ্রিয় করে বিষয়গ্রহণ।
দারু প্রকৃতি হরে মুনেরপি মন॥

"মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা নাবিবিক্তাসনো ভবেৎ।
বলবানিন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি॥"

গৌড়ীয়ের দপ্তর

(৪)

প্রঃ। ঐ সকল গুলিই কি প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য বাধ্যতামূলক?

উঃ। কেহ এক অঙ্গ সাধন করেন, কেহবা বহু অঙ্গ সাধন করেন। ক্রমাগত চেষ্টার দ্বারা কৃষ্ণপ্রীতির স্রোত বাড়িতে থাকে। এই সকল সাধনের প্রত্যেকটিই সর্ব্বেন্দ্রিয় দ্বারা সাধন করা উচিত। যাঁহারা শাস্ত্রাজ্ঞায় কৃষ্ণসেবার জন্য নিজের সমস্ত ভোগ ত্যাগ করেন তাঁহারা দেব, ঋষি ও পিত্রাদির নিকট ঋণী নহেন। যাঁহারা বিধি পরিত্যাগ পূর্ব্বক কৃষ্ণপাদপদ্ম ভজন করেন তাঁহাদেরও শাস্ত্রবিধি সম্বন্ধে অপরাধ করিবার প্রবৃত্তি হয় না। যদি অজ্ঞাতসারে কোনদিন ইহাদের কোন অপরাধ ঘটিয়া যায়, কৃষ্ণ তাঁহাদের কোন প্রকার প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা না করিয়াই সেই অপরাধ হইতে তাঁহাদিগকে শোধন করিয়া থাকেন। জ্ঞান, বৈরাগ্য প্রভৃতি ভক্তির অঙ্গ নহে। অহিংসা-বাহিত্য, পূর্ণ ইন্দ্রিয়-সংযম এবং নিয়মিত কর্ত্তব্যপালন কৃষ্ণভক্তের অনুগামী।

প্রঃ। রাগানুগা ভক্তির আচরণ কি-প্রকার?

উঃ। একমাত্র ব্রজবাসিগণেতেই অখিলচেষ্টাময়ী ভক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। এই ভক্তির নাম রাগাত্মিকা। যাঁহারা ব্রজবাসিগণের সেবা করেন, তাঁহাদের ভক্তিকে রাগানুগা বলা যায়। প্রেমময় বস্তুর প্রতি যে ঘনীভূত আকাঙ্ক্ষা তাহাই প্রেমের স্বরূপ। তদ্বস্তুর প্রতি অপ্রতিহতা আসক্তিই প্রেমের লক্ষণ ও বৈশিষ্ট্য। রাগানুগা ভক্তির সাধন দুই প্রকার। বাহ্য-ভাবে ইহা শ্রবণ ও কীর্ত্তনের ক্রোড়ীভূত। এরূপ সাধকে বাহ্যদেহে অবস্থিত। সিদ্ধ দেহে শুদ্ধান্তঃকরণে দিবারাত্র ব্রজধামে কৃষ্ণসেবা সাধকের আভ্যন্তরীণ সাধন। রাগানুগা ভক্তি ৪ প্রকারে সাধিত হয়। যথা, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর অর্থাৎ কান্তা-ভাবে। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ রুচি অনুযায়ী উপরিউক্ত যে কোনটীর অনুগত হইয়া ভজন করেন। তদ্ভাবে যাঁহারা রূপানুগা ভক্তির যাজন করেন, তাঁহারা কৃষ্ণপাদপদ্মে প্রেমলাভে সমর্থ হন।

প্রঃ। উপায় হিসাবে ভক্তিসাধনের আবশ্যকতা কি?

উঃ। কৃষ্ণপ্রেমলাভই উহার আবশ্যকতা। কৃষ্ণে আসক্তি যখন খুব গাঢ় হয়, তখন তাহাকে প্রেম বলা হয়; ইহাকে স্থায়ি-ভাবও বলা হয়।

প্রঃ। প্রেম-চেষ্টার বৈশিষ্ট্য বা লক্ষণ কি?

উঃ। প্রেমের পূর্ব্বাবস্থা ভাবই তাহার উপমা। ভাব প্রেমসূর্য্যের কিরণ-স্বরূপ। ইহা কৃষ্ণমাধুর্য্য উপলব্ধি-বিষয়ে শুদ্ধ ইচ্ছা, যাহা চেতনের সমস্ত কর্কশভাব বিদূরিত করিয়া দেয়।

অতঃপর চিত্তাহরণ বাবু বলিতে লাগিলেন, দেখুন এই সকল বিষয় শ্রীগুরু-পাদপদ্ম হইতে ক্রমশঃ আস্বাদন-যোগ্য। কেবল বাক্যের দ্বারা এসব বিষয়ের কিছুই উপলব্ধি হইতে পারে না। চিত্তাহরণ বাবু খুব আনন্দের সহিত বলিতে লাগিলেন যে, আপনার সহিত আজ আলাপ করিয়া আমি যেন এক নূতন আলোক প্রাপ্ত

হইয়া নূতন রাজ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। জগতে থাকিয়া যে সমস্ত কথা শুনিতে শুনিতে আমরা চিন্তাশীল নামের সার্থকতা করিয়াছি এবং যাহার জন্য সংসারে অশেষ কষ্ট পাইতেছি, আজ আপনার সম্পর্কে আসিয়া আমার চিন্তা দূর হইল; আপনি বাস্তবিকই চিন্তাহরণকারী। এ সব কথা কি আপনাদের সকল মঠেই আলোচিত হয়। আপনাদের শ্রীগুরুদেবের পরিচয় জানিতে পারিলে তাঁহার পাদপদ্ম দর্শন করিয়া একবার জীবন সার্থক করিতে পারি।

চিন্তাহরণ বাবু বলিলেন, আমাদের শ্রীগুরুদেব জগদ্গুরু। তিনি বিশ্ববাসীর নিত্যকল্যাণ-সাধনের জন্য এই ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহার নাম ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর। তিনি এই সমস্ত চৈতন্যবাণী প্রচারের জন্য শুধু ভারতবর্ষে কেন, পাশ্চাত্যদেশেও মঠস্থাপন করিয়াছেন। আপনি যদি তাঁহার পাদপদ্ম আশ্রয় করিতে পারেন, তবে আপনারও মনুষ্যজন্ম সার্থক হইবে। আমাকে অদ্য এই সমস্ত রাত্রি শ্রীগুরুমুখনিঃসৃত শ্রৌতবাণী কীর্ত্তন করিবার সুযোগ দিয়া আপনি আমার মহদুপকার সাধন করিলেন। আমার এই চেষ্টায় যদি আপনার কিছুমাত্র শ্রীচৈতন্যবাণীতে শ্রদ্ধা হয়, তবে আমিও নিজকে ধন্য মনে করিব। এইরূপ প্রচার কার্য্য করিবার জন্য আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্ম বহু সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থভক্তগণকে নিযুক্ত করিয়াছেন, যাঁহারা তাঁহারই আদেশে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর

'ভারতভূমিতে হৈল মনুষ্যজন্ম যা'র।
জন্মসার্থক করি' কর পর উপকার॥'

এই বাণী কার্য্যে পরিণত করিয়া আত্মমঙ্গল ও পরমঙ্গল বিধানে সতত যত্নপর আছেন। আপনি আমাদের যে কোন মঠে যে কোন সময়ে উপস্থিত হইলে এই সব কথা আলোচনা করিবার সুযোগ পাইবেন। প্রাতঃকালে চিন্তাশীল বাবু গন্তব্য ষ্টেশনে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন দেখিয়া চিন্তাহরণ বাবুকে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎপূর্ব্বক গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। সমস্ত রাত্রি চলন্ত ট্রেণের মধ্যে যে যে বৈকুণ্ঠের বাণী-বন্যা প্রবাহিত হইয়া গেল, নিদ্রিত ব্যক্তিগণের তাহা শ্রবণ বা দর্শন করিবার সৌভাগ্য হইল না।

শ্রীকিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব

দ্বাদশ আলবর্

—:০:—

'শ্রীরামানুজাচার্য্য'

(৫)

সদাশয়বিরক্ত জীব ও শ্রীহরির
স্বভাব উপায় আদি লিখিত পুরাণ,
সাধিবারে উপকার জগদ্বাসীর,
তার এক 'অভিধান' করিব নির্ম্মাণ।

এই বাক্য উচ্চারিত হইবা মাত্রেতে,
তৃতীয় অঙ্গুলি সব হইল সরল।
অলৌকিকী শক্তি দেখি যত দর্শকেতে,
হ'য়েছিল যুক্তচিত্ত কৌতুকে বিহ্বল।

তারপর গৃহে আসি শ্রীকাঞ্চিপুরীতে,
কাঞ্চিপূর্ণে গুরুপদে করিতে বরণ,
বাসনা করিল,মনে কিন্তু পত্নী হ'তে,
নাহি হ'ল লক্ষ্মণের উদ্দেশ্য সাধন।

অবশেষে শ্রীবরদরাজের আদেশে,
শ্রীরঙ্গম পবিত্র 'অগ্রহার' গ্রামে,
পঞ্চ সংস্কার লইল পূর্ণাচার্য্য পাশে,
লক্ষ্মণ নিযুক্ত হ'ল গুরুসেবা-কামে।

পূর্ণাচার্য্য শ্রীলক্ষ্মণে করিয়া দীক্ষিত,
কাঞ্চিপুরে বাস করে পরিবার সহ,
লক্ষ্মণের পত্নী ছিল স্মার্ত্ত-পদানত,
তাঁর সম অভিমানী নাহি ছিল কেহ।

একদা লক্ষ্মণ-পত্নী জল আহরণে,
দেখি কূপে জল তুলে আচার্য্যবনিতা,
বস্ত্র হ'তে একবিন্দু বারি সেইক্ষণে,
পড়িল কূপেতে তার হ'ল ক্রোধান্বিতা।

অভিমানে রূঢ়বাক্য করিল প্রয়োগ,
নীচ কৌলিকের কথা উল্লেখ করিল,
গুরুপত্নী পূর্ণাচার্য্যে করে অভিযোগ,
লক্ষ্মণ-ভার্য্যার ঘোর বচন শুনিয়া।

পূর্ণাচার্য্য ভবিষ্যতে সাবধান হ'বে,
অজ্ঞাতে নিভৃতভাবে শ্রীরঙ্গে যান,
গুরুর গমনবার্ত্তা শুনিয়া অন্তরে,
শ্রীলক্ষ্মণ অতিশয় মর্ম্মাহত হন।

এইরূপ বিরোধী শ্রীগুরুবৈষ্ণবে,
পত্নীর দুঃসঙ্গ চিরজীবনের তরে,
পরিত্যাগ তার ঘোর কর্ত্তব্য হ'বে,
সেই চিন্তা সর্ব্বক্ষণ লক্ষ্মণ অন্তরে।

একদিন গৃহে কোন ক্ষুধার্ত্ত ব্রাহ্মণ,
লক্ষ্মণ-পত্নীর দ্বারা হ'য়ে প্রত্যাখ্যাত,
অভিযোগ করে গিয়া যথায় লক্ষ্মণ,
তাঁহার পত্নীর মন্দ ব্যবহার যত।

সুবুদ্ধি ব্রাহ্মণ সেই সুযোগ বুঝিয়া,
পুনরায় সেই বিপ্রে পত্নী সন্নিধানে,
প্রেরিল-হরিদ্রা-পত্র নকল দিয়া,
যাও বিপ্র বল মোর পত্নীরে এক্ষণে।

আসিয়াছি আমি তব পিত্রালয় হ'তে,
হ'য়েছে বিবাহ স্থির তোমার ভ্রাতার,
যেতে হ'বে তোমা পিতার গৃহেতে,
এত বলি পত্রী দিবে করেতে তাহার।

ব্রাহ্মণ করিল তাহা পরামর্শ মত,
লক্ষ্মণের পত্নী তাঁ'রে সম্মান প্রদানি,
উত্তম ভোজন দিল হ'য়ে হরষিত,
শ্রীলক্ষ্মণ উপনীত হইলা তখনি।

পতি সন্নিধানে তবে কহিল বনিতা,
ব্রাহ্মণ প্রস্তাব সব বিস্তার করিয়া,
আজ্ঞা দিলা শ্রীলক্ষ্মণ যাও ত্বরান্বিতা
ভ্রাতার বিবাহকার্য্য আইস দেখিয়া।

চিরতরে এ দুঃসঙ্গ করিতে বর্জ্জন
বস্ত্র অলঙ্কার সহ আপন পত্নীরে,
পাঠাইল পিতৃগৃহে লক্ষ্মণ সুজন,
না দিল মনের ভাব জানিতে তাহারে।

গুরুবিদ্বেষিণী-সঙ্গ ত্যক্ত হইল জানি,
মহানন্দে গেল ধেয়ে তখন লক্ষ্মণ,
শ্রীবরদরাজে করে করি যোড়পাণি,
দাও স্থান শ্রীচরণে লইনু শরণ।

অনন্তর সন্ন্যাসের দ্রব্যাদি লইয়া,
অনন্ত সরসীতীরে হরি-ইচ্ছামত,
অন্তরে যামুনাচার্য্য স্মরণ করিয়া,
ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস হৈল জগত তারিতে।

সন্ন্যাসগ্রহণ করি রামানুজ স্বামী,
করিতে লাগিলা সদা শুদ্ধভক্তি-প্রচার,
ক্রমে ক্রমে সুধীজন হ'য়ে ভক্তিকামী,
আশ্রয় লইল আসি' চরণে তাঁহার।

'দাশরথি' নাম তার ভগিনী-তনয়,
সর্ব্বাগ্রেতে রামানুজে করিল আশ্রয়,
পরেতে 'কুরেশ' হয় গুরুসেবাময়,
ভরত-রামাংশ বলি দোঁহে খ্যাত হয়।

অধ্যাপক যাদবের সুশীলা জননী,
রামানুজ যতীন্দ্রের ঐশ্বর্য্য দেখিয়া,
সাধু অপরাধ হ'তে রক্ষিবারে প্রাণী,
কহিল যাদবাচার্য্যে বিনয় করিয়া।

শোন পুত্র হিতবাণী যাও ত্বরা করি,
যতীন্দ্র শ্রীরামানুজে করহ আশ্রয়,
তাঁর পদধূলি শিরোপরে ধরি,
নাশ: তোমার গুরু-অপরাধ-ভয়।

যাদব [illegible] নিরর্থক হয়,
পূর্ব্ব হ'তে কিছু কিছু হ'য় অনুগত,
কিন্তু নিজ প্রতিষ্ঠার পাছে খর্ব্ব হয়,
সেই ভয়ে মন [illegible] রক্ষিতে যতন।

[illegible] জননীর অপার কৃপায়,
রামানুজ সন্নিকটে হন উপনীত,
বহু প্রশ্ন করি তাঁর একে একে তায়,
হৃদয়েতে [illegible] আবর্জ্জনা যত।

রামানুজ অনুগ্রহে যাদব তখনে,
বৈষ্ণবদীক্ষায় হ'য়ে ত্রিদণ্ডসন্ন্যাস,
বৈষ্ণব-মাহাত্ম্য বাণী জানান ভুবনে,
পরিচিত নাম ধরি' শ্রীগোবিন্দ দাস।

রামানুজ মাতৃস্বসা-তনয় গোবিন্দ,
মায়াবাদাশ্রয়ে করে অভক্তি প্রচার,
শ্রীশৈলপূর্ণের দ্বারা পেয়ে সেবানন্দ,
মায়াবাদ-গর্ত্ত হ'তে হইল উদ্ধার।

শুনিলেন রামানুজ মহাপূর্ণ স্থানে,'
গোষ্ঠীপূর্ণ নামে কোন শুদ্ধ বৈষ্ণব,
যামুনের প্রিয় শিষ্য গোষ্ঠীপুর গ্রামে,
করেন বসতি সুখে লয়ে ভক্তসব।

গোষ্ঠীপূর্ণ পাশে মন্ত্র রহস্যের সার,
তত্ত্বের বিচারাদি শ্রবণের তরে,
নিবেদিল রামানুজ চরণে তাঁহার,
মন্ত্ররত্ন রহস্যাদি কহ দেব মোরে।

গুরুজ্ঞান-স্পৃহা আর যাচ্ঞা পরীক্ষিতে
অষ্টাদশ বার তারে করি প্রত্যাখ্যান,
তার পরে মন্ত্রদানে রহস্য সহিতে,
নিষেধিলা প্রকাশিতে সবাকার স্থান।

রামানুজাচার্য্য জীবদুঃখে হ'য়ে দুঃখী,
চতুঃসপ্ততি সংখ্যক শিষ্য সন্নিকটে,
উচ্চৈঃস্বরে মন্ত্র পাঠি হইলেন সুখী,
তারিলেন শিষ্যগণে সংসার সঙ্কটে।

গোষ্ঠীপূর্ণ লোকমুখে হ'য়ে অবগত,
অতি রুষ্ট হইলেন রামানুজ প্রতি,
একদিন রামানুজে দেখি সমাগত,
জানাইলা ভাগ্য তার নরকেতে গতি।

কহিলেন রামানুজ তাঁহার উত্তরে,
যদি এক দুর্ভাজন নিরয়গমনে,
উদ্ধার লভয়ে যেন অগণিত নরে,
সে ঘোর নিরয়-ভোগ শ্রেয়ঃ শতগুণে।

গোষ্ঠীপূর্ণ দেখে তাঁর সাধু পরিচয়,
কহে নিজ প্রিয় পুত্র, 'সৌম্য নারায়ণে',
রামানুজ শ্রীচরণ করহ আশ্রয়,
বৈষ্ণব অপার কৃপা জানাল ভুবনে।

প্রাপ্ত হ'ন রামানুজ মহাপূর্ণ স্থানে,
পূর্ব্বগুরু উপদিষ্ট শাস্ত্র সমূহ,
'গীতার্থ সংগ্রহ' 'ন্যাসতত্ত্ব' সযতনে,
'ন্যাসসূত্র' 'পঞ্চরাত্র' 'পুরুষ নির্ণয়'।

মহাপূর্ণ ইচ্ছাক্রমে তাঁহার তনয়,
'পুণ্ডরীকাক্ষ' নাম অতি প্রিয়তম,
লইল শ্রীরামানুজ চরণে আশ্রয়,
নাশিতে জীবের সব অজ্ঞানতাতমঃ।

প্রাণপাত পরিশ্রমে গুরুসেবাফলে,
শাস্ত্রের রহস্য গূঢ় তত্ত্ব [illegible],
অতিরিক্ত পাণ্ডিত্যের অভিমান বলে
শাস্ত্রমর্ম্ম কেহ নাহি হয় অবগত।

এই মহাশিক্ষা দিতে জগত মাঝারে,
রামানুজ নিজ শিষ্য সেবক 'কুরেশে',
গীতা ও চরম শ্লোক সহ বিচারে,
তত্ত্বকথা তাঁরে উপদেশে।

[illegible] অভিমান পরিহার তরে,
'দাশরথি' শিষ্য রাখি 'রক্ষক' সেবায়,
নীচজাতি অভিমান পরিহার মূলে,
শিখাইলা সার বাণী তাঁরে অমায়ায়।

(ক্রমশঃ)

শুদ্ধভক্তি মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ

(আকর-মঠরাজ)

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ গজ উত্তর-পূর্বে শ্রীব্রজপত্তনে যাঁহাদের শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্যমঠ বিরাজমান। এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, শ্রীবিদ্যাপীঠ বা সারস্বতজনস্থলী। এই মঠ হইতে শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর সাক্ষাৎপার্ষদ গোস্বামিবৃন্দের গ্রন্থের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী ও সাড়ে সাত সম্প্রদায়ের আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সাক্ষাৎ নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠ হইতে পারমার্থিক দৈনিকপত্র 'নদীয়া-প্রকাশ', সাপ্তাহিক সম্প্রদায় পত্রিকা ও সুপ্রাচীন মাসিক পত্রিকা নব প্রকাশ' সজ্জনতোষণী প্রকাশিত হইতেছে। প্রতি বৎসর শ্রীধাম পরিক্রমোৎসব ও অন্যান্য ভক্তগোষ্ঠীসহ শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যদেবের জন্মোৎসবাদি প্রকাণ্ড অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫

শ্রীমহাপ্রভু প্রচারিত শ্রীনাম ও কৃষ্ণ-প্রচারোদ্দেশ্যে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্তসজ্জনাবাসে শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দজীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। এখানে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রমাণ-চতুঃসম্প্রদায়, শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি নানা ও বহুগ্রন্থের সম্যক আলোচনা হয়। এই মঠ হইতে বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র হরিকথা-প্রচার, মহানগর-সঙ্কীর্ত্তন, বক্তৃতা, পাঠাদি ও সঙ্কীর্ত্তন-মহা-মহোৎসবাদি ভক্তদের অনুষ্ঠান হয়। মঠরক্ষক মহামহোপদেশক আচার্য্যাদিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া সহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী সেবাকোবিদ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌর-লীলার রাসস্থলী এখানে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান, রক্ষক—শ্রীনবকিশোর দাসাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—গোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

(৭) কাজীর সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপা-প্রাপ্ত শ্রীচাঁদ-কাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তালোক।

(৮) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগান্ধর্ব্বিকা ও শ্রীরাধামদনের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক শ্রীভগবান দাস ব্রহ্মচারী।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌড়দেশীয় দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(১০) মোদদ্রুম-ছত্র গৌড়ের নৈমিষ

মাউগাছি, পোঃ জাহ্ননগর, (বর্দ্ধমান)।

শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান। শ্রীগৌরনিত্যানন্দের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবঙ্কুবিহারী ব্রজবাসী, ভক্তিকুটির।

(১১) ভেতিরা কুঞ্জকানন

শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী,

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীমধোসানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১২) কুঞ্জকুটীর—পোঃ কৃষ্ণনগর,

নদীয়া। রক্ষক—শ্রীঅনুগানন্দ অধিকারী

(১৩) ভাগবত-আসন—পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

এই স্থান হইতে ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচারিত হয়। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তালোক, ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৪) একায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ রাসখাল, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৫) মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঁচরাপাড়া, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(১৬) মাধ্বগৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, পোঃ ঢাকা

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ

(১৭) গোপালজীউমঠ—কমলাপুর,(ঢাকা)

গোপালজীউর নবরত্নের প্রাচীন সেবা বিরাজমান। রক্ষক—শ্রীগোপালদাস ব্রজবাসী.

(১৮) মধ্যাহ্ন গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ রমনা, ঢাকা।

এখানে শ্রীনিতাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(১৯) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

রসুলপুর, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীসুন্দর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২০) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাহুত, (হাওড়া)

এখানে অত্র কৃষ্ণমঠ শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(২১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(২২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

কুমারখোলা, পোঃ চিরকুটা, (খুলনা)

এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী।

(২৩) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকাশিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে গুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিরত্ন।

(২৪) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী।

(২৫) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ বক্সীবাজার, (কটক)

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণ-জীউর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীরাধারমণদাস ভক্তিসুধাকর

(২৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর পুরী,

শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন।

(২৭) পুরুষোত্তম মঠ

সাতাসন, পোঃ পুরী সহিত।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীউর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগদাধর অধিকারী

(২৮) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌরাঙ্গনাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবিপিন-বিহারী দাসাধিকারী।

(২৯) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, গোদাবরী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—শ্রীনরহরি দাসাধিকারী ভক্তিলোচন।

(৩০) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

৪২নং কালিঘাট, বেনারস সিটি

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীসনাতন ব্রহ্মচারী।

(৩১) শ্রীরূপ গৌড়ীয়মঠ এলাহাবাদ

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ

(৩২) পরমহংস মঠ.

পোঃ নিমসার, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও গৌর-বিনোদ-বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীমদ্‌ভক্তিপ্রকাশ দাসাধিকারী।

(৩৩) কৃষ্ণচৈতন্য মঠ

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

এখানে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিত্য-সেবা হয়। রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবন ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠ

বঙ্গালিঘাট মথুরা

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুমার যাচক

(৩৫) ব্রজবাসানন্দ সুখদকুঞ্জ—শ্রীরাধাকুণ্ড

রক্ষক—শ্রীরাধারমণচরণরজ ব্রহ্মচারী

(৩৬) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৩৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ

সেবাকাটি, পোঃ কোডোগ, জেলা গুর্গাঁও (পাঞ্জাব) রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৩৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং কুতুব রোড, নিউ দিল্লী।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকমল ভূধারী

(৩৯) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্নাল।

এখানে গৌরবিনোদরায়ের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবনমালী গোপাল অধিকারী।

(৪০) সারস্বত-গৌড়ীয় মঠ

কভিয়ার সাতারণপুর, ইউ, পি

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি

(৪১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ রায়পেট্টা মাদ্রাজ।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীপাদ কপলানন্দ ভক্তিবিলাস

(৪২) বোম্বে-গৌড়ীয়-মঠ কার্য্যালয়

প্রোক্টর রোড, চোটানি বিল্ডিং, বাংলো নং ১, বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীরূপপ্রভুনাথ দেবশর্ম্মা মজুমদার।

(৪৩) অমরসি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমরসি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীভক্তেশ্বর দাস অধিকারী

(৪৪) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী

(৪৫) পাটনা গৌড়ীয় মঠ

১০০ মিঠাপুরা, পাটনা।

রক্ষক—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী রামচরণ

(৪৬) গয়া গৌড়ীয় মঠ

মিশ সাহেব, চার্চ রোড, গয়া

রক্ষক—উপদেশক শ্রীসর্ব্বেশ্বর রামবন্ধু

(৪৭) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠ বালেশ্বর

রক্ষক—শ্রীবনোয়ারীলাল ব্রহ্মচারী

(৪৮) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয়

৩ রয়্যাল ক্রাউন, কপ্তান গার্ডেন, এস-ডাব্লিউ ৭, লণ্ডন

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিহৃদয় বন

(৪৯) বার্লিন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

Berlin W. 30

Eisenacher strasse 29 ৪।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে দ্বাদশ ৸৴
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৯৲
৩। ভাষ্য সহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৯৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸৹
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—১৲; ২য় খণ্ড ৸৹
৭। শ্রীচৈতন্যদেব—১৲
৮। সৎক্রিয়াসার—দীপিকা ও সংস্কার-দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণবধর্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸৹
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸৹
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ।০
১৮। বামন-আলবর ।০
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৸৵০
২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৸৵০
২২। ভজন-রহস্য
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ ৩ (বাঁধা)
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ)
২৬। গীতার কেবল মাত্র-ভাষা
২৭। বৃহদ্ভক্তি ভাগবতামৃত সানুবাদ ২৲
২৮। বেদান্তসূত্রসার সানুবাদ ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸
৩০। দীপ-রহস্য ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৶০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸৹
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি ৴০
৪১। গীতাবলী ৴০
৪২। চিত্রে নবদ্বীপ ১।০
৪৩। সাধনপথ ৴০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৴০
৪৬। আর্তিশতক ৴০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। অমৃতকথা ৴১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸৹
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৴০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণবোধ ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যলীলামৃত সারঃ ।০
৬১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৬২। সটিক-নিকাশ্যসূত্রম্ ।০
৬৩। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৪। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৬৫। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ৴০
৬৬। সারার্থবর্ষিণম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৭। রায় রামানন্দ ।০
৬৮। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন্ বেদান্ত ।০
৬৯। নামভজন ।০
৭০। বেদান্ত—ইটস্ মর্ফলজি অ্যাণ্ড অন্টলজি ।০
৭১। সিলেক্টেড ওয়ার্ডস ।৵০
৭২। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু
৭৩। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৪। গোরাউট গৌড়ীয়মঠ ইন ডুইং ৴০
৭৫। দি ভাগবত ।০
৭৬। থিয়োটিক প্রিন্সিপলস অ্যাণ্ড অ্যাডভেঞ্চে ডিভোশন ।০
৭৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২।০
৭৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৭৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮০। সাধন-পথ ।০
৮১। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৮২। গীতাবলী ৴০
৮৩। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৪। শরণাগতি ৴০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বাঙ্গালার ঘরে ঘরে আদৃত। জ্বর প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর প্রভৃতি নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৸৵০ আনা, বড় বোতল ১৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং ওল্ডপোষ্টাফিস রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। উহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।
জে বি, দত্ত এণ্ড কোং
কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার
কলিকাতা

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানি পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে কথাসার ও শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸৹ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তশাস্ত্রী-সম্পাদিত ও
কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, এর কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সুবর্ণ সুযোগ ! সুবর্ণ সুযোগ !

শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদরচিত গৌড়ীয়ভাষ্য সহিত

বিরাট গ্রন্থ

শ্রীশ্রীচৈতন্য ভাগবত

গ্রন্থের আয়তন :—ক্রাউন কোয়ার্টো মূল ১০৯৬ পৃষ্ঠা, সূচীপত্র ২৪৪ পৃষ্ঠা, মোট ১৩৪০ পৃষ্ঠা

ভিক্ষা (বাঁধাই) মাত্র ৭৲ সাত টাকা

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা

নদীয়া সার্টিফিকেট আদালতের নীলাম ইস্তাহার

১ কেস্ নং এবং কোর্টের নাম	নীলাম ইস্তাহার (A) (B) বা (C) কাহার প্রকাশিত	ডিক্রিদার	৪ দেনাদার	৫ যে দাবীর জন্য সম্পত্তি বিক্রয়ের আদেশ হইয়াছে	বিক্রয়ের স্থান তারিখ ও সময়	কি স্বত্ব জোত	থানা, মৌজার নাম ও গ্রাম	খতিয়ান নং প্লট (জানা থাকিলে) অথবা অন্য জোত-জমার বিবরণ	১০ জমির পরিমাণ (জানা থাকিলে)	১১ জমা (জানা থাকিলে)	১২
২০০ B, ৩৪।৩৫ নদীয়াসার্টিফিকেট আদালত		বিভূতিভূষণ পালচৌধুরী	বিহারীলাল দাস	৩৭৸৶১০	২।৭।৩৫	রায়তি মোকররী	থানা কৃষ্ণগঞ্জ মৌজে প্রতাপপুর	৫৫ খতিয়ান	৯-৮	৫৸৶১	বিভূতিভূষণ পালচৌধুরী
৬৮৯ N, R, ৩৪।৩৫		গৌরীশচন্দ্র রায় বাহাদুর	এছমাইল সেখ	৭৷৩	৯।৭।৩৫	রায়তি স্থিতিবান	থানা নবদ্বীপ মৌজে তেঘড়ী	৫২৩ খতিয়ান		৷৶৹	গৌরীশচন্দ্র রায় বাহাদুর
৬৬ R, P, ৩৪।৩৫		আর পালচৌধুরী	বীরেশ্বর পাল	৬৫/১	১৫।৭।৩৫	ঐ	থানা ঐ মৌজে কদমপাড়া	৩৫১।১৩ খতিয়ান	১-৭১	১০৸৶৩	আর পালচৌধুরী
১২৯ R P, ৩৪।৩৫			হরি ঘোষ	১০১/০	১৫।৭।৩৫		থানা কোতয়ালী মৌজে ভালুকা	৫৬৯ খতিয়ান	৫-৯১	২০৸০	ঐ
২৭ A, D, ৩৪।৩৫		এ, পালচৌধুরী	হেমবরণ বিশ্বাস দিং	৩৬৩৸৹	১৬।৭।৩৫	ঐ	থানা হাঁসখালি মৌজে দক্ষিণপাড়া	৫০১ খতিয়ান	১৬ ৪২	৫৭৸৶০	এ, পালচৌধুরী
৪ R, P, ৩৪।৩৫		আর পালচৌধুরী	ভক্তিকান্ত দাস দিং	১১৪৶৩	১৬।৭।৩৫		থানা নবদ্বীপ মৌজে বাবলারী	১৯৪ খতিয়ান	১০-২৭	৪২৸৶০	আর পালচৌধুরী
৬৭২ A, P, ৩৪।৩৪		এ, পালচৌধুরী	বেনী মকাদার	১৬/৯	১৬।৭।৩৫		থানা হাঁসখালি মৌজে ফুলবাড়ী	৬৯০ খতিয়ান	১-৪৭	৪৶১	এ, পালচৌধুরী
৬৪ H, ৩৪।৩৫		বিভূতিভূষণ পালচৌধুরী দিং	মুরাদ বেওয়া	১১৲	১৬।৭।৩৫	রায়তি	থানা নাকাশীপাড়া মৌজে গোবীপুর	১০১ খতিয়ান	৩-৩৫	১৶০	বিভূতি[illegible] পালচৌধুরী দিং
২১৭ R, P, ৩৪।৩৫		আর পালচৌধুরী	খানি বিবি	৪৮৶৯	১৭।৭।৩৫	রায়তি স্থিতিবান	থানা কালিগঞ্জ মৌজে পাচপোতা	৪১০ খতিয়ান	২-৫৮	১৪।/৩	আর পালচৌধুরী
১৮৩ R, P, ৩৪।৩৫			ময়না বিবি	৩৭৷৹	১৭।৭।৩৫		থানা কৃষ্ণনগর মৌজে আমঘাটা	১৭৯ খতিয়ান	৩৩-৭১	৫৯৶৯	
২৫০ B, ৩৪।৩৫		বিভূতিভূষণ পালচৌধুরী দিং	বিবাজন বিবি	১৬।/৩	১৮।৭।৩৫	ঐ	থানা তেহট্ট মাং বলরামপুর	১১৮ খতিয়ান	·৫১	১৸৹	বিভূতিভূষণ পালচৌধুরী দিং

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'প্রকাশ' নবদ্বীপ

দৈ নি ক

R.E. Go 1544

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্
বঙ্গ অক্ষরে মূল ও অনুবাদসহ প্রকাশিত। কাগজ ও ছাপা অতি উত্তম। ভিক্ষা ।০ মাত্র
শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

"গৌড়ীয়"
৭ম বর্ষ হইতে ১১শ বর্ষ পর্য্যন্ত প্রতি বর্ষ কাপড়ে বাঁধাই ভিক্ষা ৩।০ মাত্র।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ বাগবাজার, কলিকাতা

ভারতের সর্ব্বত্র [illegible] প্রচারের [illegible] একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১০ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১০ই শুক্রবার ১৩৪২, ২৪শে মে ১৯৩৫ [৭১শ সংখ্যা

পৃথিবীর বৃহত্তম বিমান-পোত "ম্যাক্সিম গো[illegible]" বিধ্বস্ত

৪৮ জনের মৃত্যু

পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম বিমান "ম্যাক্সিম গোর্কী" গত ১৮ই মে মস্কো বিমান বন্দরে ক্ষুদ্রতম একখানি বিমানের সহিত সংঘর্ষের ফলে বিধ্বস্ত হইয়াছে; তার ফলে ৪৮ জন লোক নিহত হইয়াছে। নিহতদের মধ্যে বিমানে ১১জন নক্সা ও ৩৬ জন আরোহী এবং অপর বিমানের চালক আছে।

সরকারী বিবরণে প্রকাশ যে, ১২টা ৪৫ মিনিটের সময় 'ম্যাক্সিম গোর্কি' সেন্ট্রাল এরোড্রোমের নিকট উড়ন্তে ছিল। সেন্ট্রাল এরোডাইনামিক ইনষ্টিটিউটের কর্মচারী-বৃন্দ ও তাহাদের পরিজনবৃন্দ আরোহী ছিল। সঙ্গেই ইনষ্টিটিউটের আর একখানি ছোট বিমান ছিল ছোট বিমানখানি বিমান চালনা শিক্ষা দিবার জন্য ব্যবহৃত হইত। উহা চালনা করিতেছিলেন মঃ ব্লাগিন।

ছোট বিমানখানিকে 'ম্যাক্সিম গোর্কি'র খুব কাছে থাকিতে নিষেধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। ২২৫০ফুট উর্দ্ধে থাকা কালে মঃ ব্লাগিন-র বিমান 'ম্যাক্সিম গোর্কি'র নিকটস্থ হয় এবং একটা চক্কর শেষ করার সময় 'ম্যাক্সিম গোর্কি'র পাখার সহিত ঠেকিয়া যায়। ফলে এই দুর্ঘটনা।

শান্তিপুরে ভীষণ অগ্নিকাণ্ড

আড়াই থানার অধীন তোপাড়া গ্রামে গত ২৬শে চৈত্র বেলা ১১টার সময় হঠাৎ আগুন লাগিয়া ২২খানা বাড়ী পুড়িয়া যায়। দুর্ভাগ্যের বিষয় আগুন নিভাইতে শ্রীযুক্ত কুমার

হেমেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী মহাশয় ১৫০৲টাকা ও ৮৬০০ আটি খড় দান করিয়া বিপন্ন প্রজাদিগের সাহায্য করিয়াছেন।

বরিশাল আদর্শ বাণীপিঠে বিভ্রাট

স্থানীয় আদর্শ বাণীপীঠের একজন শিক্ষককে বরখাস্ত করা হইয়াছে এবং অপর ১০জন শিক্ষককে সসপেণ্ড করা হইয়াছে। এই বিষয়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃ-পক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইলে পরে, বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ দেন যে উপরিউক্ত ১১ জন শিক্ষককেই পুনরায় কার্যে বহাল করিতে হইবে এবং নূতন স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির সদস্য নির্বাচন করিতে হইবে।

বাণীপীঠের কর্তৃপক্ষ এ পর্য্যন্ত উপরিউক্ত আদেশ প্রতিপালন করেন নাই। তাই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার সম্প্রতি উক্ত স্কুলের কর্তৃপক্ষকে নিম্নলিখিত মর্ম্মে আদেশ প্রদান করিয়াছেন:—(১) গত ১৮ই এপ্রিল তারিখে বিশ্ববিদ্যালয় যে আদেশ দিয়াছিলেন তাহা অতি অবশ্য প্রতিপালন করিতে হইবে; (২) বর্ত্তমান আদেশ প্রাপ্তির ১৫ দিনের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়কে জানাইতে হইবে, শিক্ষকগণকে পুনরায় কার্যে বহাল করা হইয়াছে এবং ম্যানেজিং কমিটির সদস্য নির্বাচনের জন্য যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে; (৩) কথিতরূপ ব্যবস্থা না হইলে বর্ত্তমান ম্যানেজিং কমিটি ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইবে এবং যে পর্য্যন্ত নূতন ম্যানেজিং কমিটির নির্বাচন সম্পূর্ণ না হইবে, সে পর্য্যন্ত কাজ চালাইবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় হইতে একটি কমিটি মনোনয়ন করিয়া দেওয়া হইবে।

লাহোর মিউনিসিপ্যালিটি সম্বন্ধে গবর্ণমেন্ট

লাহোরের ১১ই মের সংবাদে প্রকাশ যে, পাঞ্জাব গবর্ণমেন্ট বর্ত্তমানে লাহোর মিউনিসিপ্যালিটির সভাপতি মালিক মহম্মদ দীনকে পদচ্যুত করিবার বিষয় বিবেচনা করিতেছেন। তাঁহার কার্য্যের কৈফিয়ৎ দেওয়ার জন্য মহম্মদ দীন সিমলায় গিয়াছেন। বর্ত্তমানে মিউনিসিপ্যালিটিতে এক অচল অবস্থা সৃষ্টি হইয়াছে। ইহাতে নানাদিক দিয়াই অসুবিধা হইয়াছে। প্রকাশ যে, সভাপতির কৈফিয়ৎ বিবেচনা করিয়া পাঞ্জাব গবর্ণমেন্ট প্রয়োজন হইলে শীঘ্রই এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবেন।

বিসদৃশ

কচিনের এর্ণাকুলম সাধারণ হাস-পাতালে একটী স্ত্রীলোক একটী অস্বাভাবিক সন্তান প্রসব করে। শিশুটীর দেহে দুইটী মাথা। কয়েক মিনিট পরেই শিশুটী মারা যায়।

রোমাঞ্চকর কাহিনী

করাচী হইতে প্রকাশ, পদব্রজে দুইবার কবিয়া ফিরিবার পর খয়েরপুর রাজ্যের জনৈক ধনপরায়ণ বেচণী তথায় পৌঁছিয়া-ছেন। তিনি করাচীতে কয়েকদিন অবস্থান করিবেন। তিনি এক মসজিদে অবস্থান করিতেছেন। তথায় বসিয়া তিনি একহাতে ফটিকের মালা জপ করিতেছিলেন এবং আর একহাতে লম্বা দাড়ি নাড়িতেছিলেন, সেই সময়ে জনৈক সংবাদপত্র প্রতিনিধি তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসেন। বার্দ্ধক্যে ও হাত ললাট কুঞ্চিত হইয়াছে এবং অবিরত ভ্রমণে তিনি শীর্ণজীর্ণ হইয়া পড়িয়াছেন। তিনি বৃদ্ধ হইলেও তাঁহার এখনও যৌবনোচিত তেজ বর্ত্তমান। এই ফকির দৃঢ় কণ্ঠে উক্ত সংবাদপত্র প্রতি-নিধিকে বলেন, প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ হইলেই আমি পুনরায় তৃতীয়বার হজযাত্রা করিব।"

তিনি তাঁহার ভ্রমণের রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার বিবরণ প্রদান করেন। কিরূপে তিনি হিংস্র জন্তুর মুখে পতিত হন কিন্তু ঐ সকল জন্তু তাঁহার কোনই অনিষ্ট না করিয়া চলিয়া যায়, ক্লান্ত শ্রান্ত হইয়া পড়িলে কিরূপে ভগবানের দয়ায় তাঁহার দুর্দশার অবসান হয় এবং কিরূপে দিনের পর দিন তিনি একরূপ অনাহারেই কাটাইয়া দিয়াছেন তাহা তিনি সবিস্তার বর্ণনা করেন। তিনি কতকগুলি দুষ্প্রাপ্য বন্য ঔষধি সংগ্রহ করিয়াছেন। উহা তিনি যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগাক্রান্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে বিতরণ করিতেছেন। প্রত্যহ বহু ব্যক্তি তাঁহাকে দেখিতে আসিতেছেন।

ময়মনসিংহে ডাকাতি

চাঁদপুর হইতে প্রকাশ অল্প দিনের মধ্যে অত্র মহকুমায় তিনটি ডাকাতি হওয়ার সংবাদ আমরা পাইতেছি। হাজীগঞ্জ থানার অধীন সেন্দা গ্রামে শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার বণিকের বাড়ীতে, মতলব থানার অধীন পুরাণ [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible]চন্দ্র গোপের বাড়ীতে এবং চাঁদপুর থানার চর কৈরবীর শ্রীযুক্ত [illegible] পালের বাড়ীতে ডাকাত-গণ বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া অলঙ্কারাদিসহ নগদ টাকা [illegible] লইয়া [illegible] গিয়াছে। [illegible] ইতিমধ্যে [illegible] সম্পর্কে কতিপয় লোক [illegible] সম্পর্কে থাকিতে

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

(ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কলিকাতা বেথুন কলেজের সংস্কৃতের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম্-এ. মহোদয়ের প্রৌঢ়গবেষণা এবং পারদর্শী লেখনীর অমৃতফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে বহু চিত্র-বিরাট, অতীব ও আধুনিক বহু মানচিত্র ও বিচিত্র চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় দার্শনিক দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক আলোচনা প্রথম খণ্ড ৩৩শ অধ্যায়ে, প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় লেখা ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের প্রণীত মুখবন্ধ (Foreward) প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সন্নিবিষ্ট সংস্কৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা, মাদ্রাজ: শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা ; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জেলা—নদীয়া।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে ; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। প্রতি বর্ষ ৩৲ টাকা ভিক্ষায় কলিকাতা বাগবাজারস্থ গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৸০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৸০

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৸০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রী ... বিদ্যাভূষণ সেবাতীর্থ বি-এল, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১৸০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল শ্লোক অক্ষরে এবং তাহার বর্ত্তমান-যুগে শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। আর্ট কাগজে ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৩৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। অতিরিক্ত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোক সূচী, পদ্যসূচী, গানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়-সূচী, স্থানসূচী প্রভৃতি বিবিধ সূচী-পত্র। সত্যই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট সংস্করণ জগতের কোথায়ও আর পূর্ব্বে প্রকাশিত হয় নাই, তাহা নিরপেক্ষ পাঠক মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৪৬,	১০—৩১,	১৩—২২	১৭—৩৮,	১৯—৩৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—০৫
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—১২

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

শনিবার অন্যান্যদিন

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১২-১০	১২-৩৪	১৫-৩৪	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১২-১৯	১২-৪২	১৫-৪১	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-৫১	১৩-১২	১৬-১২	১৯-১১

সচিত্র
নবদ্বীপ পঞ্জিকা

ভিক্ষা—মাত্র ৵০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

—পারমার্থিক পত্র—

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

আরাধ্যো ভগবান ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১০ম বর্ষ | ৬ ত্রিবিক্রম গৌরাব্দ ৪৪৯, ১০ই জ্যৈষ্ঠ বঙ্গাব্দ ১৩৪২, ২৪শে মে ইং ১৯৩৫ | শুক্রবার | ৭১ তম সংখ্যা

প্রচার-প্রসঙ্গ

গত ১৭ই মে শ্রীশ্রীনৃসিংহদেবের আবির্ভাব উপলক্ষে শ্রীপাদ রাধারমণ ব্রহ্মচারী ভক্তিপতাকা কাশী শ্রীসনাতন-গৌড়ীয়মঠে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীশ্রীনৃসিংহদেবের আবির্ভাবলীলা পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া ভক্তের বিঘ্নরাশি নাশতে দূরীভূত হয় তজ্জন্য বিঘ্নবিনাশন শ্রীশ্রীনৃকেশরীর শ্রীচরণে প্রার্থনা-জ্ঞাপনের বিষয় কীর্ত্তন করিয়াছেন। পাঠের পরে শ্রীপাদ কৃষ্ণপ্রসন্ন ব্রহ্মচারী সুললিত-স্বরে শ্রীনৃসিংহদেবের স্তুতি কীর্ত্তন করিয়াছেন। সভাবাবাহিকের পর প্রায় শতাধিক লোককে শ্রীমহাপ্রসাদ দেওয়া হইয়াছে। নৈমিষারণ্যস্থ শ্রীপরমহংসমঠের রক্ষক শ্রীপাদ সত্যনারায়ণ দাসাধিকারী উৎসবের সময় এখানে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার সেবাচেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়।

শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা কাশী শ্রীসনাতনগৌড়ীয়মঠের সেবক শ্রীপাদ রাধারমণ ব্রহ্মচারী ভক্তিপতাকা বিগত ১৮ই মে কাশী অগস্ত্যকুণ্ডনিবাসী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরনাথ বিদ্যারত্ন মহোদয়ের একান্ত আগ্রহে তদীয় ভবনে শ্রীমদ্ভাগবত দশম স্কন্ধ হইতে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা অতি সরল ভাষায় প্রায় ১ ঘণ্টাকাল পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠের আদি ও অন্তে সুললিত মহাজন-পদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হইয়াছিল। নিম্নলিখিত শ্রোতৃগণের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরনাথ বিদ্যারত্ন, কবিরাজ শ্রীযুক্ত বটুকনাথ শাস্ত্রী বিএ,এম, শ্রীযুক্ত হীরালাল ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ নাথ ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত সুবোধ ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত কালিদাস মুখার্জী, শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ মুখার্জী প্রভৃতি।

প্রভুপাদের নিকট পত্র

ঢাকার বিশিষ্ট নাগরিক কর্তৃক লিখিত

পুরাণ পল্টন পোঃ রমণা
ঢাকা, ১২-৫-৩৫

শ্রীশ্রীচরণপদ্মে কোটি কোটি প্রণাম অন্তে নিবেদন এই,—

জানি না, আমাদের কত জন্মের সাধনার ফলে আমাদের মত অধম পরিবারের সেবা আপনার অপার কৃপায় স্বীকার করিয়াছেন। আপনার পরমভক্ত আমাদের পূজ্যপাদ ভারতী মহারাজের অনুগ্রহে আমরা এত সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি—নতুবা আমাদের কোনও যোগ্যতা নাই। আমাদের অজ্ঞানতা বশতঃ আমরা কত ত্রুটীই করিয়াছি; কিন্তু আপনার ও আপনাদের দেবচরিত্র ভক্তগণের অসীম অনুগ্রহ আমরা অনুক্ষণ অনুভব করিতে পারিয়াছি। আমাদের জীবনে এরূপ আনন্দ আর কখনও লাভ করি নাই। আপনার দেবোপম মূর্ত্তি, অমিয় কথা, Charming Personality জীবনে কেহ ভুলিবে না। আপনার ব্যবহৃত প্রত্যেক ঘরে এখনও আশ্চর্য্য স্বর্গীয় গন্ধ আমরা লাভ করিতেছি। আমাদের ন্যায় অনুপযুক্ত ব্যক্তির প্রতি আপনাদের এরূপ কৃপাপ্রকাশে আমরা কত যে কৃতার্থ হইয়াছি, তাহা প্রকাশ করিবার শক্তি আমাদের নাই। আজও জগতে এরূপ বিমল আনন্দের ধারা প্রবাহিত আছে, যাহা যে অনুভব না করিয়াছে, সে বিশ্বাস বা স্বীকার করিবে না। আমরা এ পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ হারাইয়া তাহার বিনিময়ে আপনার পুণ্য-দর্শন লাভ করিয়াছি। আমরা বড় দুঃখী, বড় দীন, দয়া ভিন্ন আমরা পথ খুঁজিয়া পাইব না। আমাদের করজোড়ে প্রার্থনা এই যে, আপনি আমাদের প্রতি কৃপাদৃষ্টি রাখিবেন, যেন আমরা কৃষ্ণসেবার যোগ্যতা লাভ করিবার পথে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে পারি।

আপনার আশীর্ব্বাদপ্রার্থী
বিনয়াবনত—
শ্রীসুপতিরঞ্জন নাগ।

বৈষ্ণব-স্মৃতি-বিধানে বিবাহ

—:০:—

দাঁতনে অনুষ্ঠিত

—:০:—

অদৈব-স্মার্ত্তের কুবিচার খণ্ডন

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পাত্ররাজ আচার্য্য-প্রবর প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুকম্পিত উৎকল-ব্রাহ্মণ-কুলতিলক শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্রের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমান্ অদ্বৈতনাথ মহাপাত্রের সহিত মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত মাড়বেড়া গ্রাম-নিবাসী শুদ্ধ-শ্রোত্রীয় পরম ভাগবত ডাঃ শ্রীনিবাস পাণিগ্রাহী মহোদয়ের প্রথমা কন্যা শ্রীমতী প্রবীণাসুন্দরী দেবীর শুভ পরিণয় গত ১৭ই মধুসূদন, ৪৪৯ গৌরাব্দ (২২শে বৈশাখ, ১৩৪২) তারিখে বৈষ্ণব-স্মৃতি শ্রীসৎক্রিয়াসার-দীপিকার বিধানানুসারে শ্রীপাদ আচার্য্যদাস পঞ্চরাত্রাচার্য্য ভক্তি-শাস্ত্রী মহোদয়ের পৌরোহিত্যে সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে।

প্রকাশ, অদৈব-স্মার্ত্ত-পণ্ডিতগণ দৈব বা সাত্বত-স্মৃতির এই কার্য্যে বাধা প্রদানার্থ উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিলেন; কিন্তু পঞ্চরাত্রাচার্য্য মহোদয়ের সুবিচারে তাঁহাদের যাবতীয় কুতর্ক খণ্ডিত হইয়াছে।

বহু সজ্জন ব্যক্তি ঐ বিবাহে যোগদান করিয়াছিলেন। ডাঃ পাণিগ্রাহী মহোদয় দিবসত্রয়ব্যাপী সমারোহে মহোৎসবের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। প্রত্যহ বিষ্ণু-বৈষ্ণবের মাহাত্ম্যসূচক সুললিত মহাজন-পদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন এবং সজ্জনগণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছে।

এই কার্য্যোপলক্ষে উৎকল দেশে সাত্বত-স্মৃতি-বিধানের পুনঃপ্রচার বিষয়ে শ্রীপাদ শ্রীনিবাস পাণিগ্রাহী, শ্রীপাদ রঘুনাথ মহাপাত্র ও শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ মহাপাত্রের আন্তরিক চেষ্টা ও উৎসাহ আদর্শ। এই বিবাহে যোগদানকারী সজ্জনগণের মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য—

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাসবিহারী, নবকিশোর দাসাধিকারী, পরমানন্দ দাস, কেদার মোহন দাস, মধুসূদন দাস, কৈলাসচন্দ্র দাস, নিত্যানন্দ দাস, পণ্ডিত ভগবত আচার্য্য বেবর্ত্তা, ভগবান্ মহাপাত্র বেবর্ত্তা, রত্নাকর পাড়ি বেবর্ত্তা, গদাধর সাহু বেবর্ত্তা, যতীন্দ্রনাথ মহাপাত্র বেবর্ত্তা, রামচন্দ্র ত্রিপাঠী, কৃষ্ণচন্দ্র পাণ্ডা, বংশীধারী পাড় জোয়ার্দার, মানিক সিং, হরেকৃষ্ণ সিং, গোপীনাথ সিং ইত্যাদি।

রেঙ্গুনে প্রচার

বিশ্বশ্রেষ্ঠ প্রচারমঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তি... মহারাজ রেঙ্গুনে নানা স্থানে হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া শ্রোতৃবর্গের চিত্ত আকর্ষণ করিতেছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ও ত্রিদণ্ডিস্বামি শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজ

তিরস্কারামৃত

মনের মত কথা সকলেরই প্রীতিপ্রদ। প্রশংসাসূচক বাক্য বা স্তৌত্র অর্থ বাক্য আপামর সাধারণকে বাধ্য করিয়া থাকে। তিরস্কার ও পুরস্কারের মাঝামাঝি কথা বিশেষ চিত্তক্ষোভ না হইলেও তিরস্কারের কশাঘাত সহ্য করা বড়ই কঠিন। সচ্চরিত্র করিবার জন্য অভিভাবকগণ ও শিক্ষকগণ দুষ্ট ছেলেদিগকে তিরস্কার করিয়া থাকেন। ছেলেদের তিরস্কারের দ্বারা অনুচিত হইলেও কেহ যদি সে সময়ে তাহাদের মনের কিছুর প্রবেশ করাইতে পারেন, তাহা হইলে দোষগুলি সারিবার অবস্থায় তাহারা শত তিরস্কার সত্ত্বেও জীবন আকার ধারণ করিয়াছে। এই সকল বিষয় চিন্তা করিলে জনসাধারণ দোষদুষ্ট একটা পরিবার হইতে দোষ সকল দূর করিতে পারিবেন না তবে সংযমহীন অবস্থায় তিরস্কার যখন হিতার্থেই প্রযুক্ত হইয়া থাকে তখন বুদ্ধিমান্ জনগণ তিরস্কারকে অমৃতের সহিত তুলনা করিতে বড় বেশী আপত্তি করিবেন না।

জগতে যাঁহারা বুদ্ধিমান্, তাঁহারা তিরস্কার ও পুরস্কার—এতদুভয়ের কোনটীতেই বিচলিত না হইয়া নিজের মনের গতির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া থাকেন। প্রশংসা বা পুরস্কারে উৎফুল্ল হওয়া সাত্ত্বিকতা প্রদর্শক দাম্ভিকতার লক্ষণ মাত্র। তিরস্কারে বিষাদ হওয়াও ঐ লক্ষণেরই অন্তর্গত। বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তিগণ নিজের দোষের জন্য তিরস্কৃত হইলে তিরস্কারকারীর প্রতি অসন্তুষ্ট না হইয়া তাঁহাকে বান্ধবজ্ঞানে তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতাই প্রকাশ করিয়া থাকেন এবং নিজ দোষ সংশোধনের জন্য চেষ্টা করেন। ইহার ফলে মানবের হৃদয়ের উৎকর্ষ ও মহত্ত্ব ক্রমশঃ বিকশিত হইতে থাকে। পক্ষান্তরে নিজের দোষের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া উপকারী তিরস্কারকের দুর্নাম করিবার জন্য যত্নশীল হইলে নিজের পায়ে নিজেই কুঠারাঘাত করা হয় মাত্র।

সাধারণ মানব তিরস্কারে বিমর্ষ এবং পুরস্কারে আনন্দিত হন। তিরস্কার যে নিতান্ত অ-প্রীতিজনক হয় উপকারী ব্যক্তি ব্যতীত অপরে করিতে সাহস পায় না, এ কথা আর অল্প ব্যক্তিই বুঝিতে পারেন। অপরকে করিবার চেষ্টা ও স্তবকের [illegible] এক নহে। স্তবকের তিরস্কারকে অপরাধ-শূন্যের হীন চেষ্টার সহিত সমান জ্ঞান করা বুদ্ধিমত্তার পরিচয় নহে। সেবার জন্য গুরুজন তিরস্কার করিলে তাঁহার অনুগ্রহেরই পরিচয় পাওয়া যায়, একথাটি আচার্যবর্য শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু আমাদিগকে বিশেষরূপে জানাইয়াছেন। শ্রীল সনাতন গোস্বামী যখন বৃন্দাবন হইতে ঝারিখণ্ডের পথে মহাপ্রভুর পাদপদ্ম দর্শনের জন্য নীলাচলে আগমন করিয়াছিলেন তখন জলের দোষে ও উপবাসাদির ফলে তাঁহার গায়ে কণ্ডুরসা প্রকাশিত হইয়াছিল। কিন্তু মহাপ্রভু তাহা গ্রাহ্য না করিয়া, আলিঙ্গিত না হইবার জন্য শ্রীসনাতনের স্বতঃ অনুরোধ উপরোধ সত্ত্বেও সনাতনকে আলিঙ্গন করিলেন। ইহাতে কণ্ডুরসার ক্লেদাদি মহাপ্রভুর গায়ে লাগিত। তজ্জন্য সনাতন প্রভু বিমর্ষভাবে অবস্থান করিয়া উহার প্রতিকার উপায় অর্থাৎ মহাপ্রভুর আলিঙ্গন হইতে যাহাতে রক্ষা পাওয়া যায় তাহার জন্য উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত শ্রীমৎ সনাতন গোস্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য ঠাকুর হরিদাসের ভজনস্থলীতে (এই স্থানেই শ্রীল সনাতন গোস্বামী থাকিতেন। ইহা বর্ত্তমানে সিদ্ধবকুল নামে প্রসিদ্ধ) উপস্থিত হইলে সনাতন গোস্বামী প্রভু তাঁহার নিকট উক্ত বিষয়ের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। পণ্ডিত জগদানন্দ বলিলেন "মহাপ্রভু আপনাকে বৃন্দাবন নির্দেশ করিয়াছেন। আপনার অনুজ শ্রীরূপ তথায় গমন করিয়াছেন। আপনিও রথযাত্রা দর্শনের পর তথায় গমন করুন। তাহা হইলে আপনার অভিলাষ পূর্ণ হইবে।" সনাতন গোস্বামী প্রভু এই উপদেশ যুক্তিযুক্ত জ্ঞান করিয়া মহাপ্রভু পুনরায় তাঁহাকে দর্শন প্রদানের জন্য ঐ স্থানে উপস্থিত হইলে যথাসময়ে বৃন্দাবনে যাইবার আদেশ প্রার্থনা করিলেন এবং বলিলেন যে, শ্রীজগদানন্দ তাঁহার প্রার্থনা অনুসারে ঐ উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। মহাপ্রভু তখন জগদানন্দের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া বলিতে লাগিলেন—"সেদিনের ছেলে, সেও আবার তোমাকে উপদেশ দিতে আসে!" তুমি জগৎ উদ্ধার করিতে পার; ব্যবহারে ও পরমার্থে দুইপ্রকারেই তুমি তাহার গুরুতুল্য। তুমি আমারও উপদেষ্টা। সুতরাং জগদানন্দ যে তোমাকে উপদেশ করিতে পারে, তাহাতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, সে তাহার নিজের মূল্য কিছুমাত্র বোঝে না।"

আমরা সাধারণতঃ নিজেদের প্রশংসা শুনিলে উৎফুল্ল হই। আর নিজের প্রশংসার সহিত যদি অপরের নিন্দা ও প্রতি-যোগিতা হয় তাহা হইলে দ্বিগুণতর সুখ জ্ঞান করি। কিন্তু জগদ্গুরু-শিক্ষক আচার্য্যগণের ব্যবহার অন্য প্রকারের। নিজের প্রশংসা ও জগদানন্দের নিন্দা শ্রবণপূর্ব্বক শ্রীসনাতন কিছুমাত্র আনন্দিত না হইয়া দুঃখিতান্তঃকরণে মহাপ্রভুর পায়ে পড়িয়া বলিতে লাগিলেন—

"জগদানন্দের 'সৌভাগ্য' আজ সে জানিল।
আপনার 'অসৌভাগ্য' আজি হইল জ্ঞান।
জগতে নাহি জগদানন্দ সম ভাগ্যবান্॥
জগদানন্দে পিয়াও 'আত্মীয়তা-সুধারস'।
মোরে পিয়াও গৌরব-স্তুতি-নিম্ব-নিশিন্দা-রস॥
আজিহ নহিল মোরে আত্মীয়তা-জ্ঞান!
মোর অভাগ্য, তুমি—স্বতন্ত্র ভগবান্॥"

শ্রীসনাতন গোস্বামীপ্রভুর এই বাক্য হইতে আমরা সহজেই বুঝিতে পারি যে, নিম্ব ও নিশিন্দারস তিক্ত বলিয়া যে প্রকার আমাদের প্রীতিপ্রদ নহে, সেই প্রকার সেব্য ও পূজ্য সাধুব্যক্তির নিকট হইতে গৌরব ও স্তবাদি লাভ আদৌ কাম্য সেবকগণের কৃপাপাত্র আনন্দের আস্পদ হয় না। সেবকগণ কৃপাপাত্র তিরস্কারকেই সুধারসজ্ঞান করিয়া অনুভব করেন। তাই তিনি তিরস্কারামৃতের প্রয়াসী।

ভীষণ সমর!

[উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী, কাব্যপুরাণ-তীর্থ]

দেবাসুর-সংগ্রাম, রাম-রাবণ-যুদ্ধ, কুরু-পাণ্ডব-মহাযুদ্ধ প্রভৃতি ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান কালের অসংখ্য যুদ্ধ অসুর-মনো-মহাসমর বা আত্মা ও মনের মহাযুদ্ধেরই সংখ্যাতীত বিভিন্ন প্রকাশ বলিয়া কথিত হইতে পারে। আমরা পদ্ম-পুরাণের বাণী অনুসারে জানিতে পারি,—

দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ।
বিষ্ণুভক্তঃ স্মৃতো দৈব আসুরস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ॥

অতএব পরমেশ্বরের দৈব এবং আসুর এই দ্বিবিধ সৃষ্টির মধ্যে সুরগণ ভক্ত আর অসুরগণ বিষ্ণুবিদ্বেষী অভক্ত। পরমাত্মার সেবক আত্মা এবং মায়ার সেবক অসুরসদৃশ মনের প্রবল যুদ্ধ অনাদি-কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। অসুরগণের কার্য্যই—সুরগণসেবিত বিষ্ণুকে অস্বীকার করিয়া তাঁহার পূজা নিষেধ প্রণয়ন করা এবং বিষ্ণুভক্তগণের অনুষ্ঠিত যজ্ঞের বিঘ্ন ঘটানো প্রতিপদে বিঘ্নোৎপাদন করা। অসুরগণ সর্ব্বকালেই ভগবান্ শ্রীমুরারি-কর্ত্তৃক সংহারিত হইয়া থাকে। বাণ, বৃত্র, হিরণ্য, রাবণ প্রভৃতি অতি প্রবল অত্যাচারী অসুরসকল প্রথমতঃ কতই দম্ভ, হিংসা, দৈহিক-মানসিক শক্তি এবং দুঃসহ তপোবল সঞ্চয় করিয়া যমকে সমার তৃণ জ্ঞান করিয়া মুনি ও ঋষিদের যজ্ঞ-জপ সকল ধ্বংস করতঃ শ্রীবিষ্ণু ও বিষ্ণুভক্তগণের উৎপীড়ন ও বিনাশে আপ্রাণ চেষ্টা করিয়া অবশেষে তাঁহাদের হস্তে সবংশে নিধন প্রাপ্ত হইয়াছে। হিরণ্য অর্থাৎ সোণা রূপা এবং কশিপু অর্থাৎ উত্তম শয্যা বা সোণার খাট—এই দুইটী বস্তুতে প্রমত্ত অসুর হিরণ্য-কশিপু তপস্যা ও মায়াশক্তির গর্ব্বে এবং বিষ্ণুভক্তের একনিষ্ঠতা-হেতু মায়াধীন অলোকচক্ষু বিষ্ণুকেও তাহার আয়ত্তাধীন মনে করিয়াছিল। স্বরাজ্যে বিষ্ণুর নিত্য উপাসনা ও নাম-কীর্ত্তন সর্ব্বথা নিষেধ করিয়াছিল। অতঃপর নিজকেই বিষ্ণুতুল্য কল্পনা করিয়া তাহার সহিত যুদ্ধ ঘোষণা করিল। বিষ্ণুর আশ্রিত প্রহ্লাদকে তাহারই মত দুষ্ট ও অসতর্ক মনে করিয়া দম্ভ ও হিংসার বশবর্ত্তী হইয়া তাহার বিনাশের জন্য নানা উপায় গ্রহণ করিল।

যাঁহার সহিত যুদ্ধ করিয়া দেবতাগণও পরাজিত হইল, সামান্য বালক প্রহ্লাদই বা কোন্ সাহসে সেই অসুর পিতার আদেশ অমান্য করিতে প্রবৃত্ত হইল? যে অসুর-রাজের ভয়ে ত্রিভুবন কম্পিত হইত, ইন্দ্র ভয়ে শ্রীবিষ্ণুর শরণাপন্ন হইত, দিক্‌পালগণ পদানত হইয়া করযোড়ে দণ্ডায়মান থাকিত, শত শত রাজমুকুট যাহার পদতলে লুণ্ঠিত হইত, ক্ষুদ্র বালক প্রহ্লাদ কোন্ বলে বলীয়ান্ হইয়া এমন শমন-সদৃশ মহাভয়ঙ্কর হিরণ্যকশিপুর আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে সাহসী হইল? তবে কি সেই সুকুমার বালক হরিভক্ত প্রহ্লাদ জানিত না যে, দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর ক্রোধানলে পতিত হইলে তাহাকে অশেষ যন্ত্রণা পাইতে হইবে? সে কি জানিত না যে অত্যুগ্র বিষধর সর্পের দৃষ্টিগোচর হইবামাত্র তাহাকে যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতে করিতে অতি শীঘ্র প্রাণ হারাইতে হইবে? সে কি জানিত না যে মহাবলী ভক্তিদ্বেষী হিরণ্যকশিপুর অকরণীয় বলিয়া কোন কার্য্য ছিল না? সে কি জ্ঞাত ছিল না যে, হরিভক্তির বিনিময়ে যে কোন সাধন-ভজনের অভিনয় বা তপস্যা করিলেও ত প্রাণ বাঁচাইয়া অনায়াসে হিরণ্যকশিপুবিজিত ত্রিভুবনের একাধিপত্য লাভ করিতে পারিত? এক-দিকে যোগী তপস্বী বলিয়া খ্যাতি লাভ হইত, আবার অন্যদিকে অমরাবতী-নিন্দিত দৈত্যরাজ্য ভোগ করিতে পারিত?

আমাদের ন্যায় বদ্ধমতি ভোগপরায়ণ লোক প্রহ্লাদের বুদ্ধিকে প্রশংসা করিবে না। তাঁহাকে অত্যন্ত অজ্ঞ বলিয়া সাব্যস্ত করিবে। কিন্তু শ্রেয়স্কামী ধীর ব্যক্তিগণ প্রহ্লাদের আদর্শ চিরকাল অনুসরণ করিয়া থাকিবেন। আমাদের বিচারের সাথকতা অনুসারে বলিতে হয়—"যত্র যোগেশ্বরো হরিঃ তত্র পার্থো ধনুর্দ্ধরঃ। তত্র শ্রীর্বিজয়ো ভূতির্ধ্রুবা নীতির্মতির্মম॥" [illegible] আমরা যে আমাদের ভোগোন্মুখী বুদ্ধির বাহাদুরী করি তাহার মূল্য কণামাত্রও নাই; কারণ আমাদের দৈহিক দুষ্ট বুদ্ধিই আমাদের দুঃখসংসার-বন্ধনের কারণ। যে

বুদ্ধি দ্বারা সংসারজালে আবদ্ধ হইয়া ত্রিতাপ-জ্বালায় জর্জরিত হইতে হয়, জন্ম-মৃত্যুর ঘূর্ণিপাকে পতিত হইতে হয়, অন্ধকূপে সর্পকে জড়াইতে হয়, আলোক-হীন অবিদ্যার গহ্বরে প্রবেশ করিতে হয়—এমন সর্বনাশিনী বুদ্ধিকে যদি আমরা আশ্রয় করি, তবে যে এই সংসারের জগতে প্রতিষ্ঠা সম্ভব হওয়া যাইবে না। জগৎ যতই কূটবুদ্ধি, তীক্ষ্ণ-মেধা ও বক্তা-বিদ্যার অহংকার করুক না কেন, হরি-ভক্তের সহজ ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধির নিকট সকলই পরাভূত। প্রহ্লাদের ন্যায় ক্ষুদ্র বালকের নিকট হিরণ্যকশিপুর যাবতীয় চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছিল।

দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর প্রভাব, জ্ঞান, বুদ্ধি, ধনবল, জনবল, বিত্তবল, তপোবল, সৈন্য-সামন্ত, অনুচর, ভোগ্য প্রভৃতির বল একদিকে,—আর অপর দিকে যাবতীয় সহায়-সম্পত্তিহীন, অল্পবয়স্ক, জাগতিক বিদ্যা ও কূটবুদ্ধিহীন হরিভক্ত প্রহ্লাদের ভক্তবৎসল, সর্বজীবপালক, একমাত্র অভয়দাতা শ্রীহরির প্রতি অচল, অটল বিশ্বাস। হিরণ্যকশিপু অনিত্য বস্তুকে সত্য মনে করিয়া নিত্য বস্তুকে ধ্বংস করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছিল। অসত্যের কল্পিত রক্ষা-কবচ ধারণ করিয়া সত্যের তেজো খর্ব্ব করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু অসত্য চিরকালই সত্যের নিকট পরাজিত। যাহারা অসত্যের আশ্রয়গ্রহণ করে তাহাদের বুদ্ধিভ্রংশ উপস্থিত হয় বলিয়া তাহারা ভিন্ন ভিন্ন পরিণাম দেখিয়াও দেখিতে পায় না। যাহাদের চক্ষুঃ বিষয়-ধূলিদ্বারা আচ্ছন্ন, তাহারা সত্যের অবশ্যম্ভাবী জয় দেখিয়াও দেখিতে পায় না। কিন্তু যাঁহারা পরমসত্য শ্রীভগবানের অশোক, অভয় পাদপদ্ম আশ্রয় করে, তাঁহারা ইহা নিশ্চিতরূপে জানেন যে, অসত্যপক্ষ বা মায়ার পক্ষ হিরণ্যকশিপু তাঁহাদিগকে যত প্রকারেই আক্রমণ করুক না কেন, কিছুতেই কৃপাধীন তাঁহাদের বিনাশসাধন করিতে পারিবে না। এক্ষণে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে অনিত্য বস্তু কখনও নিত্য-বস্তুর সহিত যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারে না। জীব অহংকারের বশবর্ত্তী হইয়া ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিনাশে যতই যত্ন করুক না কেন, তাহার সকল চেষ্টাই একমুহূর্তে বিনষ্ট হইয়া যায়। জীবের শক্তি সীমাবদ্ধ আর ঈশ্বরের শক্তি অসীম। জীবের যতই বুদ্ধি থাকুক না কেন, ঈশ্বরের মায়াদ্বারা মোহিত না হয় এমন লোক নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

তজ্জন্য প্রহ্লাদ সম্যক্‌রূপে অবগত ছিলেন যে সর্বেশ্বরেশ্বর শ্রীবিষ্ণু ব্যতীত জীবের রক্ষাকর্ত্তা আর কেহ নাই। তাঁহার হৃদয়ে অন্য চিন্তা স্থান পাইতে পারে এমন কেহ নাই। সুখে-দুঃখে সম্পদে-বিপদে সুসময়ে দুঃসময়ে একমাত্র শ্রীহরির সেবা ব্যতীত আর কিছুই ভক্তদের কর্ত্তব্য ও আকাঙ্ক্ষণীয় থাকিতে পারে না। অনুক্ষণ বিষ্ণু স্মরণই জীবের একমাত্র কর্ত্তব্য। বিষ্ণু-স্মরণ হইতে অবিদ্যা ধ্বংস হয়, নিত্যকল্যাণ উদিত হয়; জীবসত্তার বিশুদ্ধতা সম্পাদিত হয় এবং জ্ঞানবিজ্ঞান-বিরাগযুক্তা পরমা ভক্তি লভ্য হয়। দেবাসুর মিলিত হইয়া সমগ্র বিশ্বও যদি শ্রীহরির একান্তাশ্রিত ভক্তের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে, তাহা হইলে তাঁহার কেশাগ্রও স্পর্শ করিতে পারে না। ঐকান্তিক ভক্তকে পরীক্ষা করিবার জন্য মায়া যতই বিক্রম প্রকাশ করুক না কেন, তাঁহার ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিকে কিছুতেই বিচলিত করিতে পারে না। সুরগণ দেহাত্মবুদ্ধি বশতঃ অনিত্যবস্তু বিনাশাশঙ্কায় সতত ভীত; আর উদ্বুদ্ধচেতন ভক্তগণ নিজের ভগবদ্দাসস্বরূপ অবগত হইয়া জাগতিক কোন বস্তুর বিনাশে স্বল্পমাত্রও ক্লিষ্ট হন না। চেতনরাজ্যে অভাব, বিনাশ, কুণ্ঠা প্রভৃতি মায়িক অসম্পূর্ণতার কোন কথা নাই বলিয়া শ্রীচৈতন্যসেবকগণ বা শ্রীনিত্যানন্দদাসগণ অসংখ্য বাধা আসিলেও বিন্দুমাত্রও কুণ্ঠিত ও বিমর্ষ হন না। বরং পার্ব্বত্য স্রোতস্বতীর ন্যায় যতই বাধা পাইতে থাকে ততই তাঁহাদের ভক্তভক্তি-কল্লোলিনীর বেগ প্রবল হইতে প্রবলতর হইয়া শ্রীরাধাগোবিন্দের চরণারবিন্দসমীপে গমন করে। অকূল সমুদ্রে দিগ্‌হারা হইয়াও নাবিকগণ যেরূপ একমাত্র ধ্রুব-নক্ষত্রকে লক্ষ্য করিয়া অভ্রান্তগতিতে তরণী চালাইয়া গন্তব্যস্থানে লইয়া যান, সেরূপ ঐকান্তিক ভক্তগণ ভগবানের কৃপারূপ ধ্রুবনক্ষত্রকে লক্ষ্য করিয়া যাবতীয় বিরুদ্ধভাবকে পদদলিত করিয়া ভগবানের অভয়াশোক পাদপদ্মে পৌঁছিয়া থাকেন। শরণাগত বিষ্ণুদাসগণ জানেন, অকূল সংসারসাগরে জীবনতরীর কর্ণধার—শ্রীচৈতন্যপ্রকাশবিগ্রহ শ্রীগুরু-পাদপদ্ম। তাঁহারা গুরুকর্ণধারের হস্তে নৌচালনভার সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্তভাবে সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া বৈকুণ্ঠরাজ্যে ভগবানের নিত্য সেবানন্দে বিভোর হন। মুরাসুরযুদ্ধ, রাম-রাবণ-যুদ্ধ, কুরু-পাণ্ডব-যুদ্ধ, বরাহদেব-হিরণ্যাক্ষযুদ্ধ প্রভৃতি যুগ যুগান্তরের কল্প-কল্পান্তরের সূক্ষ্ম, বৃহৎ, অচিরকালস্থায়ী বা দীর্ঘকালস্থায়ী যে সকল যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে এবং ভবিষ্যতে যাহা হইবে তাহার কারণানুসন্ধান করিলে দেখিতে পাই যে, সর্ব্বদাই অসত্য ও পাপের অধিষ্ঠাতা নীচ ও ঘৃণ্য প্রবৃত্তিকে তাহার যাবতীয় শক্তিদ্বারা সযত্নে রক্ষা করিয়া সত্যরূপ চিরকাল অক্ষুণ্ণ রাখিবার চেষ্টা পাইয়াছে। তখনই সত্যধর্ম্ম আত্মপ্রকাশ করিয়া অসত্য ও পাপের প্রশ্রয়দাতা-পক্ষকে সমূলে বিনাশ করিয়া তাহার বিজয়-দুন্দুভি নিনাদিত করিয়াছে। অসত্যপক্ষ প্রথমতঃ তাহার আস্ফালনে বিশ্বসমরবিজয়ী দেব-দৈত্য-গণকেও ভীত ও সন্ত্রস্ত করিয়া তোলে। তাহার প্রচণ্ড প্রতাপে সৃষ্টির সত্যধর্ম্মাশ্রিত জীব কাতর ক্রন্দনে ধর্ম্ম-সংরক্ষক শ্রীহরির নিকট অহর্নিশ কৃপাবারির জন্য প্রার্থনা করিতে থাকে। অসত্য বা মায়ার সেবকগণ সত্যকে বিনাশ করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াও অবশেষে সকলই হারাইয়া থাকে। সত্যই একমাত্র বস্তু বলিয়া অসত্যের তাৎকালিক প্রতীতি জীবের মোহোৎপত্তি করিলেও চরমে জীব সত্যের আশ্রয়ে অভয় সাহস ও অক্ষয় বল লাভ করিয়া থাকে।

(ক্রমশঃ)

দ্বাদশ আল্‌বর্

—:•:—

'শ্রীরামানুজাচার্য্য'

(৬)

'কাঞ্চিপূর্ণ' 'মহাপূর্ণ' আর 'মালাধর'
'গোষ্ঠীপূর্ণ' 'বররঙ্গ' গুরু পঞ্চজনে,
শিক্ষাগুরু বলি সবে সেবে নিরন্তর,
আচার্য্য শ্রীরামানুজে পরম যতনে।

বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা হেরি রামানুজাচার্য্যে,
সহিতে না পারে যত কপটীর দল,
লিপ্ত হ'ল সকলেতে অন্যায় অকার্য্যে,
রামানুজে নাশিবারে পাতে নানা ছল।

নিন্দা করে রামানুজ বৈষ্ণবগণের,
তার অনুযশ আর প্রচারের ফলে,
না দেবে সম্মান ভিক্ষে কেহ জগতের,
এই বাক্য দুষ্টগণ বৈষ্ণবেরে বলে।

শ্রীরঙ্গনাথের যত সেবকের গণে,
নানাভাবে করি তারা করতলগত,
আচার্য্যের আহারেতে অতি সঙ্গোপনে,
পঞ্চবর্ণ বিষ কর গরল মিশ্রিত।

দুষ্ট ষড়যন্ত্রে তুমি আজ এ প্রধান,
কহিল পত্নীরে অন্নে হলাহল দিতে,
সরলা ব্রাহ্মণী কিন্তু বৈষ্ণব প্রাণ,
দুঃখ-ক্লেশ ভরে দুঃখ পায় হৃদয়েতে।

বিষমিশ্র ভোজ্য আনি রামানুজ পাশে,
আচার্য্যের দণ্ডবৎ করিবার ছলে,
সাবধানে সাথে তার সরলতা-বশে,
সংকেতে ইঙ্গিত দিলা অতি সুকৌশলে।

অসাধারণ বুদ্ধিমান্ যতীন্দ্র তখন,
ভোজ্য দ্রব্য কিয়দংশ কুকুরে প্রদানি',
মন্ত্র অভিসন্ধি সব অবগত হ'ন,
ভক্তপালক হরি রাখিলা আপনে।

আর দিন নিজহস্তে বক্ষ পূজক,
দ্বিপ্রহরে স্নান জলে মিশায়ে গরল,
বিনাশিতে যাহে তাঁরে হ'য়ে প্রতারক,
কিন্তু হরি রক্ষা করে ভকত সরল।

তারপর একজন 'যজ্ঞমূর্তি' নামে,
দিগ্বিজয়ী মায়াবাদী সন্ন্যাসী কুটিল,
রামানুজ প্রতিষ্ঠায় জ্যোতিঃ গর্ব্বকামে,
দুষ্ট তর্কযুদ্ধে আচার্য্যেরে আহ্বানিল।

রঙ্গনাথ আজ্ঞা পেয়ে, আচার্য্য তখন,
যামুন প্রণীত 'সিদ্ধিত্রয়' যুক্তি ধরি',
করিলেন দিগ্বিজয়ী প্রতিষ্ঠা খণ্ডন,
সন্ন্যাসী কাঁদয়ে তাঁর শ্রীচরণে ধরি'।

যজ্ঞমূর্তি আচার্য্যের লইল শরণ,
শিখা-সূত্র ত্যাগ করে প্রায়শ্চিত্ত করি',
বৈষ্ণববিধানে দৈন্য নিদর্শন,
পাইলেন হ'ল 'দেবরাট' নাম ধরি'।

একদিন রামানুজ শিষ্যগণ সহ,
শ্রীশৈল বা তিরুপতি যাত্রা করিবারে,
বাহিরে পথেতে দেখি শিষ্যবৃন্দ যুত,
আতিথ্যপ্রার্থ গেল ধনের ভিতরে।

'যজ্ঞেশ' 'বরদ চাষা' শিষ্যদ্বয় নাম,
তাদের চ'রণ ভক্ত দুইজনে যান,
শিক্ষা দিলা সেবাধর্ম সেই স্থানায়,
বৈষ্ণব-সেবায় যুক্ত হয় উভকারা।

বরদগৃহিনী সতী সাধ্বী অতিশয়,
তবে অকৃত্রিম ভক্তকিঙ্করণা
আপনার দেহরূপ করিয়া বিক্রয়,
ভক্তসেবা ছিল তাঁর হৃদয়কামনা।

যজ্ঞেশ গৃহিণীর অপার কৃপায়,
দুর্ব্বুদ্ধিবিশিষ্ট কোন ধনাঢ্য বণিক্,
পরিহরি পাপকর্ম্ম আচার্য্যের পায়,
লভিয়া আশ্রয় কালে হ'ল বৈষ্ণব।

আচার্য্য শ্রীশৈলে নাহি করে আরোহণ,
মহানন্দে ইষ্টগোষ্ঠী করিতে করিতে,
দেখিলেন রামানুজ সঙ্গে শিষ্যগণ
শ্রীশৈলেতে ভূবৈকুণ্ঠ নিজ দেশ হ'তে।

সেই দেশবাসী রাজা শ্রীবিট্ঠল দাও,
রামানুজ পাদপদ্ম করিলা আশ্রয়,
বিস্তীর্ণ ভূভাগ এক গুরুদেবে দাও,
আচার্য্যেরে এত বলি করিল বিনয়।

বিস্তীর্ণ ভূভাগ 'ইন্দ্রপুরী' নামেতে,
প্রদান করিল রাজা আচার্য্যচরণে,
ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবগণে তাহা বিলাইতে,
আচার্য্য আদেশ দিলা নিজ শিষ্যগণে।

তৎপরে ঘটিকা-চলে নৃসিংহ দেখিয়া,
পক্ষীতীর্থে আসি' করি দর্শনাদি যাস,
কাঞ্চিপুরে পুনরায় আইলা ফিরিয়া,
তথা গোবিন্দেরে দিলা বিধিসন্ন্যাস।

তদনন্তরে বিষ্ণুপুরী প্রতিষ্ঠা করিয়া,
আচার্য্য শ্রীরামানুজ করিলা যতন,
বোধায়নবৃত্তি অনুসরণ করিয়া
রচিতে শ্রীব্রহ্মসূত্রে 'শ্রীভাষ্য' রতন।

(ক্রমশঃ)

শুদ্ধভক্তি মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ

(আকর-মঠরাজ)

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ শত উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যবর্য্য শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্যমঠ বিরাজমান। এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, সরস্বতীপীঠ বা সাত্বতজননী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি বেদাঙ্গসমূহের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র 'নদীয়া-প্রকাশ', সাত্বত সম্প্রদায়ে অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতি বৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীসহ কীর্ত্তন-প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি অতন্দ্র অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তি-ধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশ্যে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভজনমন্দিরে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দজীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হয়। এই মঠ হইতে মহানগরীর সর্ব্বত্র হরিকথা-প্রচার, মহানগর-সঙ্কীর্ত্তন, বক্তৃতা, ব্যাখ্যা ও সঙ্কীর্ত্তন-সভা-মহোৎসবাদি অতন্দ্রের অনুষ্ঠান হয়। মঠরক্ষক—মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া সহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী সেবাকোবিদ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী এখানে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান, রক্ষক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—গোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

(৭) কাজীর সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক।

(৮) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও রাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান দাস ব্রহ্মচারী।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্র নাথ দাসাধিকারী।

(১০) মোদদ্রুম-ছত্র "গৌড়ের নৈমিষ"

মাউগাছি, পোঃ [illegible], (বর্দ্ধমান)।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান। শ্রীগৌরনিত্যানন্দের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবঙ্কুবিহারী ব্রজবাসী, ভক্তিভূষণ।

(১১) তেতিয়া কুঞ্জকানন

শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীনদীয়ানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১২) কুলকুটীর—পোঃ কৃষ্ণনগর, নদী.। রক্ষক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(১৩) ভাগবত-আসন—পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

এই স্থান হইতে ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচারিত হয়। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৪) একায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ কাশখালি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী [illegible]।

(১৫) মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(১৬) মাধ্বগৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, পোঃ ঢাকা

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ।

(১৭) গোপালজীউ মঠ—কমলাপুর,(ঢাকা)

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান। রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রজবাসী.

(১৮) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)।

এখানে শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(১৯) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীহৃদয় ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২০) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ [illegible], ([illegible])

এখানে বড় কুলমূর্ত্তি শ্রীগোপালের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(২১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী,

(২২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ভুমরকোলা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী।

(২৩) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে গুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান্দাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত।

(২৪) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী।

(২৫) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ বক্সীবাজার, (কটক)

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীউর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর

(২৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর পুরী,

শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা-গিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন।

(২৭) পুরুষোত্তম মঠ

ভক্তিকুটী, পোঃ পুরী উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদবিহারীজীউর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগদাধর অধিকারী

(২৮) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়ানাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী দাসাধিকারী।

(২৯) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ;

পোঃ কভুর, তটেই গোদাবরী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—শ্রীনিতাইচরণ দাসাধিকারী ভক্তিলোচন।

(৩০) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪২নং কবিন্দপুরা, বেনারস সিটি

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(৩১) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি[illegible]

(৩২) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও গৌর-বিনোদ-বিহারজীর সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীসত্যনারায়ণ দাসাধিকারী।

(৩৩) কৃষ্ণচৈতন্য মঠ

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

এখানে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিত্য-সেবা হয়। রক্ষক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠ

[illegible]ঘাট মথুরা

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি[illegible]

(৩৫) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ—শ্রীরাধাকুণ্ড

রক্ষক—শ্রীরাধারমণচরণদাস ব্রহ্মচারী

(৩৬) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৩৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ

সেবপালী, পোঃ ডোডোন, জেলা [illegible] (পাঞ্জাব) রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৩৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪০নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসম্বন্ধ তুর্যাশ্রমী

(৩৯) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, পঞ্জাব।

এখানে গৌরবিনোদরায়ের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীবনগোপাল অধিকারী।

(৪০) সারস্বত-গৌড়ীয় মঠ

[illegible], চট্ট, পি

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি

(৪১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ রায়পেটা মাদ্রাজ।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা।

রক্ষক—শ্রীপাদ [illegible] ভক্তিবিকাশ।

(৪২) বোম্বে-গৌড়ীয়-মঠ কার্য্যালয়

গ্রোষ্টার রোড, চৌপাটি বিল্ডিং, বাংলো নং ১, বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মা মজুমদার।

(৪৩) আমরসি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ আমরসি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

(৪৪) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী

(৪৫) পাটনা গৌড়ীয় মঠ

১০০ মিঠাপুর, পাটনা।

রক্ষক—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী [illegible]

(৪৬) গয়া গৌড়ীয় মঠ

হিল সাইড, চার্চ রোড, গয়া

রক্ষক—উপদেশক শ্রীসর্ব্বেশ্বর [illegible]

(৪৭) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠ বালেশ্বর

রক্ষক—শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয়

৩ গ্লাষ্টার হাউস, কলবেল গার্ডেন্স, এস-ডাব্লিউ ৭, লণ্ডন

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন

(৪৯) বার্লিন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

Berlin W. 30

Eisenacher strasse 29 ৪।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম স্কন্ধ হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে দ্বাদশ স্কন্ধ ৷৶
২। অনুভাষ্য বিবৃতি শ্রীচৈতন্যভাগবত ৯৲
৩। অনুভাষ্য সহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ও—১৲; ৩য় খণ্ড—৸৹
ও ৸৹
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—১৲; ২য় খণ্ড ৸৹
৭। শ্রীচৈতন্যদেব—১৲
৮। সৎক্রিয়াসার—দীপিকা ও সংস্কার-দীপিকা ১৷৹
৯। জৈবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸৹
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷৹
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরুদ্ধ-তত্ত্ব ।৹
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸৹
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ।৹
১৮। বাদন-আম্নায় ।৹
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৶৹
২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৷৶
২২। ভজন-রহস্য ৷
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ ও (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
২৬। গীতার কেবল মাত্র-ভাষা ৷৹
২৭। ভক্তিরত্নাকর অপগৌরবঃ সানুবাদ ২৲
২৮। বেদান্তভাষ্যং সানুবাদ ৷৹
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸
৩০। দীন-হীন দর্শন ৵৹
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৵৹
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷৹
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸৹
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵৹
৩৫। গীতমালা ৴১৹
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵৹
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵৹
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।৹
৩৯। ব্রজগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ।৹
৪০। শরণাগতি ৴৹
৪১। গীতাবলী ৴৹
৪২। চিত্রে নবদ্বীপ ১৷৹
৪৩। সাধকমণি ৴৹
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴৹
৪৫। নবদ্বীপশতক ৴৹
৪৬। অর্চ্চনপদ্ধতি ৴৹
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৴৹
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১৹
৪৯। আম্নায় ১৹
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম খণ্ড) ৩৲
৫১। প্রমেয়সংক্ষেপ ।৹
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।৹
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸৹
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ৹
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।৹
৫৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৴৹
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।৹
৫৮। শ্রীকৃষ্ণমেঘর ৵৹
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵৹
৬০। প্রার্থনাবাণী ৴৹

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যলীলামৃত সারঃ ।৹
৬১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।৹
৬২। সটিক-শিক্ষাষ্টকম্
৬৩। তত্ত্বসূত্রম্
৬৪। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৷৶৹
৬৫। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ৴৹
৬৬। সারার্থবর্ষিণম্ ৵৹

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৭। রায় রামানন্দ
৬৮। এ কিউ ওয়ার্ডস অন্ বেদান্ত ।৹
৬৯। নামভজন ।৹
৭০। বেদান্ত—ইট্স্ মরফলজি অ্যাণ্ড অন্টলজি ।৹
৭১। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস্ ৷৶৹
৭২। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।৹
৭৩। বৈষ্ণবীজম্ ।৹
৭৪। কোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ৴৹
৭৫। দি ভাগবত ।৹
৭৬। ররোটিক্ প্রিন্সিপ্ল্ অ্যাণ্ড অ্যাপ্লায়েড রিলেজন ।৹
৭৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২৷৹
৭৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৭৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।৹
৮০। সাধন-পথ ।৹
৮১। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১৹
৮২। গীতাবলী ৴৹
৮৩। শরণাগতি ৴৹

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৪। শরণাগতি ৴৹

তেলগু ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ৫৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বাজারের চলতি কার্টিত অত্যন্ত আবশ্যক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৶৹ আনা, বড় বোতল ১৶৹ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউন্‌টেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং
কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার
কলিকাতা

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানি পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে উৎসুক তাঁহাদের অবশ্যই এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে বর্ণানুসারে শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸৹ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তশাস্ত্রী কর্তৃক মুদ্রিত ও
শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস ... ভক্তিসুধাকর তীর্থ এম, এ, এফ্ কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সুবর্ণ সুযোগ ! সুবর্ণ সুযোগ !

শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদরচিত গৌড়ীয়ভাষ্য সহিত

বিরাট্ গ্রন্থ

শ্রীশ্রীচৈতন্য ভাগবত

গ্রন্থের আয়তন :—ক্রাউন কোয়ার্টো মূল ১০৯৬ পৃষ্ঠা, সূচীপত্র ২৪৪ পৃষ্ঠা, মোট ১৩৪০ পৃষ্ঠা

ভিক্ষা (বাঁধাই) মাত্র ৭৲ সাত টাকা

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা

নদীয়া সার্টিফিকেট আদালতের নীলাম ইস্তাহার

কেস্ নং এবং কোর্টের নাম	নীলাম ইস্তাহার (A) (B) বা (C) ধারায় প্রকাশিত	ডিক্রিদার	দেনদার	যে দাবীর জন্য সম্পত্তি বিক্রয়ের আদেশ হইয়াছে	বিক্রয়ের স্থান তারিখ ও সময়	কি রকম স্বত্ব	থানা, মৌজার নাম ও গ্রাম	খতিয়ান নং প্লট (জানা থাকিলে) অথবা অন্য প্রয়োজনীয় বিবরণ	জমির পরিমাণ (জানা থাকিলে)	খাজনা (জানা থাকিলে)	
২০০ B, ৩৪।৩৫ নদীয়াসার্টিফিকেট আদালত		বিভূতিভূষণ পালচৌধুরী	বিহারীলাল দাস	৩১৪/১০	২।৭।৩৫	রায়তি মোকররী	থানা কৃষ্ণগঞ্জ মৌজে প্রতাপপুর	৫৫ খতিয়ান	৯-৮	৫৸/১	বিভূতিভূষণ পালচৌধুরী
৩৮৯ N, R. ৩৪।৩৫		গৌরীশচন্দ্র রায় বাহাদুর	এছমাইল সেখ	৭।০	৯।৭।৩৫	রায়তি স্থিতিবান	থানা নবদ্বীপ মৌজে ভেবড়ী	৫২০ খতিয়ান	·৯	।৵০	গৌরীশচন্দ্র রায় বাহাদুর
৩৩ R, P. ৩৪।৩৫		আর পালচৌধুরী	বীরেশ্বর পাল	৬৪/৯	১৫।৭।৩৫		থানা ঐ মৌজে বরণপাড়া	৩৫৯।১০ খতিয়ান	১-৭৯	১০৸/৬	আর পালচৌধুরী
১২৯ R P, ৩৪।৭৫			হরি ঘোষ	১০১/০	১৫।৭।৩৫		থানা কোতয়ালী মৌজে ভালুকা	৫৬৯ খতিয়ান	৫-৯১	২০৸০	ঐ
২৭ A, D, ৩৪।৭৫		এ, পালচৌধুরী	হেমন্ত বিশ্বাস দি	৩৬৩৸৵০	১৬।৭।৩৫		থানা হাঁসখালি মৌজে হবিবপাড়া	৫০৯ খতিয়ান	১৬-৪২	৫৭৸৵০	এ, পালচৌধুরী
৪ R, P, ৩৪।৩৫		আর পালচৌধুরী	রতিকান্ত দাস দিং	১১৪৵৬	১৬।৭।৩৫	ঐ	থানা নবদ্বীপ মৌজে বাবলারী	১৯৪ খতিয়ান	১০-২৭	৪২৸৵০	আর পালচৌধুরী
৬৭২ A, P, ৩৩।৩৪		এ, পালচৌধুরী	বেনী হকাদার	১৬৵৯	১৬।৭।৩৫		থানা চাপড়া মৌজে ফুলবাড়ী	৩৯০ খতিয়ান	১-৪৭	৪৵১	এ, পালচৌধুরী
৩৪ B, ৩৪।৩৫		বিভূতিভূষণ পালচৌধুরী দিং	সুরাজ বেওয়া	১১৲	১৬।৭।৩৫	রায়তি মকররীবন্ধ	থানা নাকাশীপাড়া মৌজে গোবীপুর	১০২ খতিয়ান	৩-৩৫	১৵০	পালচৌধুরী
২১৭ R, P, ৩৪।৩৫		আর পালচৌধুরী	হানি বিবি	৪৮৵৯	১৭।৭।৩৫	রায়তি স্থিতিবান	থানা শান্তিপুর মৌজে পাঁচপোতা	৪১০ খতিয়ান	২-৫৮	১৪।৶০	আর পালচৌ
১৮৬ R, P. ৩৪।৩৫			মনা বিবি	৬৭৸০	১৭।৭।৩৫	ঐ	থানা কৃষ্ণনগর মৌজে আমঘাটা	১১৯ খতিয়ান	৩৩-৭৯	৫৯০/৯	ঐ
২৫০ B, ৩৪।৩৫		বিভূতিভূষণ পালচৌধুরী দিং	বিকাজন বিবি	১৬।৵৬	১৮।৭।৩৫		থানা তেহট্ট মাং অমরপুর	১৯৮ খতিয়ান	·৪১	১৸/০	বিভূতিভূষণ পালচৌধুরী

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'শ্রীমায়া' নবদ্বীপ

দৈ নি ক

R.E. GO 1544

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

[illegible] দৈনিক মুখপত্র

১০ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১১ই জ্যৈষ্ঠ, শনিবার ১৩৪২, ২৫শে মে ১৯৩৫ [৭২শ সংখ্যা

চৈতন্যোপনিষদ্
বহু অনুসন্ধানে পুঁথি ও [illegible] প্রকাশিত হইয়াছে। ভাষ্য ও [illegible] অতি উত্তম। ভিক্ষা ।০ আনা
শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

"গৌড়ীয়"
৭ম বর্ষ হইতে ১১শ বর্ষ পর্য্যন্ত প্রতি বর্ষ কাপড়ে বাঁধাই
ভিক্ষা ৩।০ মাত্র।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ
বাগবাজার, কলিকাতা

লক্ষ্ণৌ ষ্টেশনে ট্রেণ

১৭ই মে ই-আই রেলওয়ের লক্ষ্ণৌ ষ্টেশনে একটি দুর্ঘটনায় এক ব্যক্তি আহত হইয়াছে। প্রকাশ যে, একটি কোচিং পাইলট ইঞ্জিনের সহিত ১৭২নং ডাউন মালগাড়ীর সংঘর্ষ হয়। দুইটী গাড়ীতে এত জোরে ধাক্কা লাগিয়াছিল যে ফলে উহাদের ওয়াগন লাইনচ্যুত হয় এবং কিছুকালের জন্য ঐ লাইন আটক থাকে। একটী সাহায্যকারী কপিকল আনিয়া ওয়াগন দু'খানা অপসারিত করা হয় এবং অপরাহ্নে লাইন পরিষ্কার হয়।

গান্ধীজীর বোরসাদ যাত্রা

আমেদাবাদ হইতে প্রকাশ, সর্দ্দার বল্লভভাই পেটেল বোরসাদের গ্রামসমূহে প্লেগের চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা পরিদর্শনের নিমিত্ত গান্ধীজী বোম্বাই হইতে বোরসাদ যাইবেন।

বিশ্বস্তসূত্রে জানা গিয়াছে যে, সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেলের অনুরোধে গান্ধীজী আগামী সপ্তাহে বোরসাদ পরিদর্শন করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। গান্ধীজী ২৩ মে তারিখে বোরসাদে পৌঁছিবেন এবং তথায় প্রায় একপক্ষ কাল অবস্থান করিবেন। তিনি সম্ভবতঃ আর কোন জেলা পরিদর্শন করিবেন না, তবে বোরসাদ তালুকের প্লেগপীড়িত কয়েকখানি গ্রাম পরিদর্শন করিবেন। জুন মাসে প্রথম সপ্তাহে তিনি ওয়ার্দ্ধায় প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন।

অসদুপায়ে জীবিকার্জ্জনের মামলা

পাটনা হইতে প্রকাশ, ৮ই মে গয়া সহর এবং উহার উপকণ্ঠের মহল্লাসমূহে ব্যাপকভাবে ডাকাতি করার সন্দেহে কতকগুলি দলের উপর হানা দিয়া পুলিশ ৭৮ জনকে গ্রেপ্তার করে এবং তন্মধ্যে ২৭জনের বিরুদ্ধে অসদুপায়ে জীবিকার্জ্জনের অভিযোগে যে মামলা আনয়ন করা হয় ঐ মামলায় সরকার পক্ষের ৪২৩ জনের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইয়াছে। গয়ার সদর মহকুমা হাকিম মিঃ খৈয়ের আদালতে এই মামলা চলিতেছে। তিনি সরকার পক্ষের সাক্ষ্য গ্রহণের সুবিধার জন্য জেলার বিভিন্ন স্থানে শিবির পাতিয়া আদালতের কার্য্য চালাইতেছেন। সরকার পক্ষে আর মাত্র ২টী সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইবে। অতঃপর মামলার কার্য্য গয়ার সদর আদালতে চলিবে।

প্লেগের বস্তিতে অগ্নিকাণ্ড

বেথিয়ার পূর্ব্ব [illegible] বিপরীতদিকে একটি বাগানে সাময়িক প্রয়োজনে নির্ম্মিত কুটিরে প্লেগ আক্রান্ত রোগীরা আশ্রয় লইয়াছে। গত ১৮ই মে প্রাতঃকাল ৮টার সময় এই বাগানে ভীষণ অগ্নিকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। প্রকাশ যে, গোপাল নামক এক ব্যক্তি ভাত রান্না করিতেছিল; হঠাৎ ঐ আগুন বেড়ায় ধরিয়া দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠে। এই অগ্নিকাণ্ডের ফলে অনধিক ৩০ খানা কুটির ভস্মীভূত হইয়াছে এবং একটি বালিকা জীবন্ত দগ্ধ হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। বালিকাটির দেহের দগ্ধ অংশমাত্র পাওয়া গিয়াছে। এই অগ্নিকাণ্ডে যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে।

গত [illegible] মাসে লোকেরা ঘরবাড়ী ছাড়িয়া দিয়া প্লেগকুটিরে আশ্রয় লইয়াছে এবং অদ্যাবধি তাহারা সেইখানেই বাস করিতেছে। সহরে প্লেগের আক্রমণ নাকি এখনও কমে নাই। বিভিন্ন অঞ্চল হইতে রোগের নূতন আক্রমণ এবং ইন্দুরের প্রাণ নাশের সংবাদ পাওয়া যাইতেছে।

ষড়যন্ত্রের অপরাধে দণ্ডিত

গত ২৬শে মার্চ্চ তারিখে সামরিক আদালতের বিচারে মেমেলের অধিবাসী ৮০ জনের প্রতি দণ্ডাদেশ হইয়াছিল। ইহারা জার্ম্মাণীর পক্ষ হইয়া মেমেল গবর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন বলিয়া অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। দণ্ডিত ব্যক্তিগণের পক্ষ হইতে আপীল করা হইয়াছিল। সুপ্রিম কোর্ট এই আপীল অগ্রাহ্য করিয়াছেন। চারিজন আসামীর মৃত্যুদণ্ডই বহাল রহিয়াছে। তবে আসামীরা এখনও প্রেসিডেন্টের নিকট দয়া ভিক্ষা করিয়া আবেদন করিতে পারেন।

ষ্টেশন মাষ্টারের বিরুদ্ধে নৃশংস আঘাতের অভিযোগ

নেত্রকোণা মহকুমা অন্তর্গত জীবনপুর রেলষ্টেশনে সম্প্রতি একটি রাখাল বালকের মৃতদেহ পাওয়া যায়। ঐ সম্পর্কে উক্ত ষ্টেশন মাষ্টারকে গ্রেপ্তার করিয়া এখানে আনা হইয়াছিল। তাহাকে জামীনে মুক্ত দেওয়া হইয়াছে।

ঘটনার বিবরণ এইরূপ, রাখাল বালকটী খুব দরিদ্র ছিল। সে মাঠে গরু চরাইতেছিল। এই সময়ে সে পিপাসার্ত্ত হইয়া জলপানের জন্য ষ্টেশনে যায়। প্লাটফর্ম্মের উপর মাটির ভাঁড়ে যে পানীয় জল রাখা হয় তাহাতে সে পিপাসা নিবারণের প্রয়াস পায়। ঐ সময় তাহার অসাবধানতার জন্যই ভাঁড়টি পড়িয়া যায় এবং ভাঙ্গিয়া চুরমার হয়। ইহাতে নাকি ষ্টেশন মাষ্টার ক্রুদ্ধ হইয়া বালকটীকে একটী লোহার ডাণ্ডা দিয়া আঘাত করে। ফলে ঐ বালকের তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয়। মহকুমা হাকিম পুলিশ অফিসারের উপস্থিতিতে মৃতদেহের ময়না তদন্ত হইয়া গিয়াছে।

স্যার আশুতোষ মুখার্জ্জী

অদ্য শনিবার ২৫শে মে পরলোকগত স্যার আশুতোষ মুখার্জ্জীর মৃত্যু দিবসের একাদশ বার্ষিকী অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইবে। শনিবার প্রাতে ৭॥টার চিত্তরঞ্জন এভিনিউর মোড়ে স্যার আশুতোষ মুখার্জ্জীর প্রতিমূর্ত্তি পুষ্পমাল্যে ভূষিত করা হইবে এবং অপরাহ্ণে ৫টার বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারভাঙ্গা বিল্ডিংএ স্মৃতি উৎসব অনুষ্ঠিত হইবে।

ব্রহ্মের ভারতের নিকট ঋণ ৪৫ বৎসরে শোধ দিতে হইবে

বিচ্ছিন্ন ভারত ও ব্রহ্মের আর্থিক সম্পর্ক নির্দ্ধারণের নিমিত্ত পার্লিয়ামেণ্টের সদস্য রাইট অনারেবল মিঃ এল এস এমেরী, রাইট অনারেবল স্যার এস্ রাউলাট এবং স্যার [illegible] নিকলসনকে লইয়া গঠিত ট্রাইবিউনাল এক মত হইয়া তাহাদের রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন।

ট্রাইবিউনাল সাব্যস্ত করিয়াছেন যে, ব্রহ্মসহ ভারতবর্ষের স্থিতি অপেক্ষা দায় যে ২৭৪ কোটি ৫০ লক্ষ ১০ হাজার টাকা, ব্রহ্মদেশ তাহার শতকরা ৭৷৷০, অর্থাৎ ২০ কোটি ৪৮ লক্ষ ৭৬ হাজার টাকার জন্য দায়ী থাকিবে। এতদ্ব্যতীত ব্রহ্মদেশ বিভিন্ন যে অংশ গ্রহণ করিবে, তাহার পরিমাণ ৩৫ কোটি ৫৫ লক্ষ ২২ হাজার টাকা। সুতরাং ভারতবর্ষের নিকট বিচ্ছিন্ন ব্রহ্মের মোট দেনার পরিমাণ হইবে ৫৬ কোটি ১৪ লক্ষ ৫ হাজার টাকা। বৎসরে দুইটি করিয়া কিস্তি দিয়া এনুইটির আকারে ৪৫ বৎসরে সুদে-আসলে পরিশোধ করিতে হইবে। ব্রহ্মদেশের মুদ্রামান সম্পর্কে এই ব্যবস্থা হইয়াছে যে, আপাততঃ রিজার্ভ ব্যাঙ্কই ব্রহ্মদেশের মুদ্রামান নিয়ন্ত্রণ করিবে; তবে ব্রহ্মদেশ [illegible] অবলম্বন

বৃহত্তম বিমানপোত "ম্যাক্সিম গোর্কী"

——:০:—

আকৃতি

পাঠকগণ অবগত আছেন, পৃথিবীর বৃহত্তম বিমানপোত "ম্যাক্সিম গোর্কী" অপর একখানি ক্ষুদ্র বিমানপোতের সহিত সংঘর্ষে ভূপাতিত ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে। তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

"ম্যাক্সিম গোর্কী"র আকার বিরাট — পাখাগুলির এক প্রান্ত হইতে অপর এক প্রান্তের বিস্তার ২০০ ফুট, কাঠামোটির দৈর্ঘ্য ১০৭ ফুট, উড্ডীয়মান অবস্থায় পোতের ওজন হয় ৬৯ টন। বিমানপোতটির বাহিরের আকৃতি যেমন বিশাল, ইহার ভিতরের ব্যবস্থাও তেমনি অভিনব। অগ্রভাগেই একটী বিশাল ঘরের সম্মুখভাগে পোতচালক নিয়ন্তাদের বসিবার স্থান। এই ঘরটিতে আরোহীদের বসিবার আসনও আছে। ইহার পিছনেই চালকের ক্ষুদ্র ঘর ও তারপর বৈঠকখানা ও পায়খানার জায়গা। এই ঘরটির পিছন দিকে আড়াআড়িভাবে পাখার বিস্তার। পোতের কাঠামোর দুইদিকে পাখার প্রস্থে বেড় টন। পাখার মধ্যখান দিয়া কাঠামোর দেহ বরাবর লম্বা বারান্দা চলিয়া গিয়াছে। এই বারান্দা পার হইলে এরোপ্লেনের কাঠামোর মধ্যে ছোট টুল ও পাকশালা ইহার পিছনে মানচিত্র ও নক্সার ঘর, তার পিছনে স্নানাগার পাশের অপর বারান্দার প্রান্তদেশে তৈল প্রভৃতির ভাণ্ডার ও কারিগরের ঘর এবং বারান্দার অপরদিকে একদিকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ঘর ও অন্যদিকে মুদ্রণ যন্ত্রের ঘর। ইহা ছাড়া আর পাশের ঘরগুলির কোনটি বেতার গৃহ, কোনটি ফটো মেকানিক্যাল ল্যাবরেটরী, কোনটি সিনেমা যন্ত্রের ঘর, কোনটি বা প্যারাস্যুট ছাড়িবার ঘর।

গতি

৭০০০ অশ্বশক্তির ৮টি মোটর চালিত "ম্যাক্সিম গোর্কী"র গতি ছিল ঘণ্টায় ১৫০ মাইল। উড্ডীয়মান অবস্থায় ইহার উপরের প্রেসে তৈয়ারী একখানি সংবাদপত্র ছাপা যায় ঘণ্টায় ১০ হাজার করিয়া। কাগজের আকার দৈর্ঘ্যে ১৬ ইঞ্চি ও প্রস্থে ১২ ইঞ্চি। উড্ডীয়মান অবস্থায় যে সব ছবি তোলা হইবে, সেগুলি ফটোমেকানিক্যাল ল্যাবরেটরীতে কাগজে ছাপিবার জন্য প্রস্তুত করা হয়। উড়ন্ত জাহাজে কাগজ ছাপাইয়া ভূমিতে অবতরণ করিয়া উহা বিতরণ করা হইত।

"ম্যাক্সিম গোর্কী" যেখানে নামিত, সেইখানেই জনসাধারণকে চলচ্চিত্র দেখাইবার ব্যবস্থা করিত। এরোপ্লেনের সিনেমা ঘরে সবাক চিত্র প্রদর্শনের যন্ত্র ও পর্দা খুলিয়া দৃশ্য সংস্থাপন করিলে উহার সম্মুখে দশ হাজার লোক বসিয়া চলচ্চিত্র দেখিতে পাইত।

তৃতীয় অভিনব ব্যবস্থা হইল "আকাশ-বাণী"র। সুদূর শূন্যলোকের উপর হইতে নীচের জনগণকে সম্বোধন করিয়া যে সকল বক্তৃতা করা হইত, তাহার ধ্বনি বেতার গৃহের লাউড-স্পীকার ও মাইক্রোফোনের সাহায্যে এত বেশী উচ্চ শুনা যাইত যে, নীচে ৪ বর্গ মাইলের মধ্যে সমস্ত লোক ঐ বক্তৃতা স্পষ্ট শুনিতে পাইত। এই রকম ভাবে গান বাজনাও শোনান যাইত, খুব ভাল রেডিও যন্ত্রের সাহায্যে নূতন খবর বাহির হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নীচের লোককে জানান যাইত।

বিমানপোতের ভিতরে চলন্ত অবস্থায় কথা বলিবার একটা নূতন ব্যবস্থা হইয়াছিল, এই ব্যবস্থা অন্য কোন বিমানপোতের এ পর্যন্ত হয় নাই। একটি সুইচ টিপিয়া পাইলট এক মুহূর্তে বিমানপোতের সমস্ত লোককে একই সঙ্গে নির্দেশ দিতে পারিবেন, অথচ সমস্ত বিমানপোতে বিভিন্ন ঘরে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে কথা বলিতে হয়। অটোমেটিক টেলিফোন কেন্দ্রে ১৬টি লাইন এই পোতে ছিল এবং তাহার সাহায্যে বিভিন্ন ঘর পরস্পরের মধ্যেও কথাবার্তা চলিতে পারিত, সমস্ত বেতার যন্ত্রগুলির, পোতের ইলেক্ট্রো-মোটরগুলির, যন্ত্রাদির এবং সমস্ত আলোকোপকরণের বিদ্যুৎ-শক্তি সরবরাহ করে বিমানপোতের মধ্যে অবস্থিত বিদ্যুৎ-উৎপাদন যন্ত্র।

ইচ্ছা করিলে ৭০ জন যাত্রী এই এরোপ্লেনে বহন করা যায়। ব্যবহার্য্য সমস্ত ঘরগুলিই বেশ উঁচু ও প্রশস্ত। বসিবার চেয়ার এবং শুইবার পালঙ্কাদিও আছে আরামের।

রেল-ষ্টেশনে সশস্ত্র ডাকাতি

গত ১৯শে মে শেষ রাত্রিতে পুণা-বোম্বাই লাইনে আকুর্ডী ষ্টেশনে একটি সশস্ত্র ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। একটি যুবক কেবিনম্যানকে গুলী আঘাতে জখম করিয়া ২৬নং আপ পুণা-বোম্বে প্যাসেঞ্জার গাড়ী হইতে ৬৬৬৲ টাকা পূর্ণ একটা ডাকের থলিয়া লইয়া চম্পট দিয়াছে।

ট্রেনখানি উক্ত ষ্টেশনে পৌঁছিবার সামান্য পরেই কেবিনম্যান একটি যুবককে সন্দেহজনকভাবে ঘুরিতে দেখিয়া প্রশ্ন করে। যুবকের হাতে একটি বন্দুক ছিল। সে প্রশ্নের উত্তর না করিয়া কেবিনম্যানকে গুলী করে। গুলীটি কেবিনম্যানের বাহুতে বিদ্ধ হয়।

অতঃপর যুবক পলায়ন করে। তৎক্ষণাৎ পুণাতে সংবাদ প্রেরিত হয়। সশস্ত্র পুলিশ দল ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া চতুর্দ্দিকে যুবকের খোঁজ করিতে থাকে, কিন্তু তাহার কোনও সন্ধান পাওয়া যায় নাই। আহত ব্যক্তিকে পুণা সেসুন হাসপাতালে পাঠান হইয়াছে। তাহার অবস্থা সাংঘাতিক নহে।

পরবর্ত্তী সংবাদে প্রকাশ, একজন পোর্টার যখন রেলের ক্যাশ ব্যাগটি (মেল ব্যাগ নহে) গার্ডের নিকট দিতেছিল তখন সামরিক পোষাক পরিহিত এক পাঞ্জাবী যুবক উক্ত পোর্টারকে প্রহার করিয়া ব্যাগটি ছিনাইয়া লয় এবং ষ্টেশন মাষ্টার বাধা দিতে আসিলে যুবকটি তাঁহাকেও প্রহার করিয়া প্রস্থান করে। যুবকটি কেবিনের নিকটে আসিলে কেবিনম্যান তাহার প্রতিরোধ করে ফলে যুবক তাহার উপর গুলী চালায়। ক্যাশ ব্যাগে ৬৬৬৲ টাকা ছিল।

নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে বাধ্যতামূলক ব্যায়াম

নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি বাধ্যতামূলক ব্যায়াম প্রবর্ত্তনের এক স্কীম সম্পর্কে বিবেচনা করিতেছেন। ব্যায়াম-শিক্ষাপদ্ধতি সম্পর্কে বিবেচনা করিবার জন্য নিযুক্ত সাবকমিটি তাঁহাদের রিপোর্টে নিম্নলিখিত প্রস্তাব করিয়াছেন:

(১) কলেজের কোনও ছাত্র অন্ততঃ এক বৎসর কাল নিয়মিতভাবে ব্যায়াম শিক্ষা করিয়াছে, এই মর্ম্মে কলেজের অধ্যক্ষের সার্টিফিকেট দাখিল না করিলে তাহাকে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দিতে দেওয়া হইবে না।

(২) ব্যায়াম শিক্ষা বিষয়ে পাঠ্য-তালিকা গঠন এবং ব্যায়াম শিক্ষা প্রবর্ত্তন সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয়কে পরামর্শ দিবার জন্য এক ব্যায়াম শিক্ষা বোর্ড গঠিত হউক।

(৩) ব্যায়াম শিক্ষা বিভাগের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক একজন ডিরেক্টর নিযুক্ত হওয়া উচিত। তাঁহার উপর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন কলেজসমূহে ব্যায়াম শিক্ষার প্রবর্ত্তন এবং উহার তত্ত্বাবধানের ভার থাকিবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি কিছু কিছু পরিবর্ত্তনসহ ঐ সমস্ত প্রস্তাব অনুমোদন করিয়াছেন। তাঁহারা সত্বর ব্যায়াম শিক্ষা বিভাগের জন্য একজন ডিরেক্টর নিযুক্ত করিবেন। ঐ পদের জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছে। ঐ পদের বেতনের হার ২০০৲-২৫৲-৫০০৲ টাকা হইবে।

ভোটাধিকার-সম্বন্ধে অধ্যাপক-সঙ্ঘ

বাংলার ব্যবস্থাপক সভার নির্ব্বাচনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্ব্বাচনকেন্দ্রে ৭ বৎসরের পুরাতন গ্র্যাজুয়েট দিগের ভোটাধিকার সঙ্কুচিত করিবার জন্য বাংলা সরকার যে ব্যবস্থা করিয়াছেন তৎসম্বন্ধে নিখিল বঙ্গীয় কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপক সঙ্ঘের মুখপত্রে নিম্নলিখিত মর্ম্মে মন্তব্য করা হইয়াছে:-

আমরা অবগত হইলাম যে, বাংলা সরকার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নির্ব্বাচন-কেন্দ্রের ভোটাধিকার নিম্নলিখিতভাবে সীমাবদ্ধ করিতে মনস্থ করিয়াছেন:—(১) সিনেটের সভ্যগণ (২) যে সকল রেজিষ্টার্ড গ্র্যাজুয়েট আজীবন চাঁদা দিয়াছেন এবং (৩) যে সকল রেজিষ্টার্ড গ্র্যাজুয়েট নির্ব্বাচনের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী দুই বৎসরের চাঁদা দিয়াছেন তাঁহারা।

"আমরা এই প্রস্তাবিত ব্যবস্থার তীব্র প্রতিবাদ করি। কারণ ইহার ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু সহস্র গ্র্যাজুয়েট ভোটাধিকার হইতে বঞ্চিত হইবে এবং ভোটাধিকার মোটমাট মাত্র ৪০০ চারিশত ফেলো ও রেজিষ্টার্ড গ্র্যাজুয়েটের মধ্যে সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িবে। ইহার ফলে নির্ব্বাচন একটা প্রহসন মাত্র হইয়া দাঁড়াইবে। আমরা আশা করি, বাংলা সরকার আপনাদের সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে পুনর্বিবেচনা করিবেন এবং বর্ত্তমান ভোটাধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিবেন।"

——

কর্পোরেশনের বিরুদ্ধে মামলা ৮৫০০০৲ টাকায় আপোষ

শ্রীযুত সূর্য্যকান্ত মুখার্জ্জী ও অপর এক ব্যক্তি কলিকাতা কর্পোরেশনের বিরুদ্ধে যে মামলা দায়ের করেন তৎসম্পর্কে বিচারপতি মিঃ বাকল্যাণ্ড বাদিগণের অনুকূলে ১০,৫১১৫০৩ পাই ডিক্রী প্রদান করিয়াছিলেন। উক্ত ডিক্রীর বিরুদ্ধে কলিকাতা কর্পোরেশন প্রধান বিচারপতি এবং বিচারপতি মিঃ কষ্টেলোর এজলাসে আপীল দায়ের করেন। উক্ত আপীল সম্পর্কে উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে মিঃ বাকল্যাণ্ডের ডিক্রী নাকচ করা হয় এবং কর্পোরেশন বাদীপক্ষকে ৮৫০০০৲ এবং মামলার খরচ দিতে স্বীকৃত হন। প্রকাশ, জলের কলের কাজে পাইপ বসান ইত্যাদি সম্পর্কে বাদিগণ কর্পোরেশনকে যে সমস্ত মালপত্র সরবরাহ করেন, তজ্জন্য মূল্য বাবদ বাদিগণের ১০৫-১১৫৮৩ পাই প্রাপ্য হয়। প্রকাশ যে, চীফ ইঞ্জিনিয়ার উক্ত টাকা দিবার জন্য নির্দ্দেশ দেওয়া সত্ত্বেও কর্পোরেশন এপর্য্যন্ত তাহা পরিশোধ করেন নাই। কর্পোরেশনের পক্ষে বলা হয় যে বাদিগণের প্রাপ্য সম্পূর্ণ টাকা পরিশোধ করা হইয়াছে। মিঃ বি সি ঘোষ এবং মিঃ এস, পি চৌধুরী কর্পোরেশনের পক্ষ সমর্থন করেন। এ্যাড্‌ভোকেট জেনারেল এবং মিঃ বি, সি, মিত্র বাদী পক্ষ সমর্থন করেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১০ম বর্ষ | ৭ ত্রিবিক্রম গৌরাব্দ ৪৪৯, ১১ই জ্যৈষ্ঠ বঙ্গাব্দ ১৩৪২, ২৫শে মে ইং ১৯৩৫ শনিবার | ৭২ তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

ব্রহ্মদেশে গৌড়ীয় মঠ

ত্রিদণ্ডীর প্রচার

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীমদ্ভক্তি-সর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ রেঙ্গুনের কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তির অনুরোধে গত ১৫ই মে হইতে ৩১০ নং ডালহৌসী ষ্ট্রীট গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয়ে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন। স্বামীজীর ভক্তিসিদ্ধান্তপূর্ণ প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা শ্রবণে শ্রোতৃবৃন্দ পরমানন্দিত হইতেছেন। তাঁহাদের সংখ্যা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে।

রেঙ্গুনস্থিত উক্ত গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয়টী একটী সুবৃহৎ অট্টালিকায় স্থাপিত। সুপ্রশস্ত হলে বহু ব্যক্তি এক-সঙ্গে পাঠ-শ্রবণের সুযোগ পান।

তিনটী দল বর্ত্তমানে ব্রহ্মদেশের বিভিন্ন স্থানে মহাপ্রভুর ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী প্রচার করিতেছেন। শ্রীপাদ গিরি মহারাজ রেঙ্গুনে আছেন। ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীমদ্ভক্তি-সুধীর যাচক মহারাজের ও উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ ভবদেব চট্টোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিবৈভব মহাশয়ের নেতৃত্বে অপর ২ দল অন্যান্য স্থানে প্রচার করিতেছেন।

গত শ্রীশ্রীনৃসিংহচতুর্দ্দশী বাসরে পুরী শ্রীপুরুষোত্তমমঠে মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রীপাদ কেশবানন্দ ব্রহ্মচারী শ্রীমদ্ভাগবত হইতে প্রহ্লাদচরিত্র পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পাঠের আদিতে ও অন্তে শ্রীপাদ সনাতন দাসাধিকারী মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রীশ্রীনৃসিংহদেবের ভোগরাগ হইলে সন্ধ্যার পর সমবেত ভক্তবৃন্দকে মহাপ্রসাদ প্রদান করা হইয়াছে।

গৌড়ীয়াচার্য্যভাস্কর প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের কৃপাপাত্র খুলনা-বেজেরডাঙ্গা-নিবাসী শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারীর বাটীতে গত ৩রা জ্যৈষ্ঠ শ্রীশ্রীনৃসিংহদেবের আবির্ভাবোৎসবোপলক্ষে পরমারাধ্য প্রভুপাদের অনুকম্পিত শ্রীপাদ রাধাবিনোদ বাবাজী মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীমৎ প্রহ্লাদ মহারাজের চরিত্র প্রায় ২। আড়াই ঘণ্টা কাল পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শ্রীপাদ বিষ্ণুদাস ভক্তিসিন্ধু প্রভুর সুমধুর-সঙ্কীর্ত্তনে শ্রোতৃবৃন্দের চিত্ত বিশেষরূপে আকৃষ্ট হইয়াছিল।

গয়া গৌড়ীয়মঠে প্রচার

গত ৩১শে বৈশাখ মঙ্গলবার শ্রীএকাদশী তিথিতে গয়ার স্বনামপ্রসিদ্ধ রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত কাশীনাথ সিং জমিদার মহাশয়ের অত্যাগ্রহে তাঁহার বাটীতে গয়া গৌড়ীয়মঠের রক্ষক উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সর্ব্বেশ্বর ব্রহ্মচারী বাগভূষণ ভক্তিশাস্ত্রী মহাশয় মঠের অন্যান্য সেবকসহ শ্রীশ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন করিয়াছেন। তিনি কীর্ত্তনশ্রবণে বিশেষ প্রীত হইয়াছেন এবং মধ্যে মধ্যে তাঁহার বাটীতে যাহাতে এইরূপ কীর্ত্তন হয় সেই প্রকার প্রার্থনা জানাইয়াছেন। গত ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ তারিখে তাঁহার বাটীতে কীর্ত্তন হইয়াছিল। তিনি ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী-শ্রবণে উত্তরোত্তর আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন দেখিয়া আমরা বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, তাঁহার এই প্রকার অভিলাষ দৃঢ়প্রাপ্ত হউক।

গত ৩রা জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার ভাগবত মহোদয় শ্রীযুক্ত রমণীমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বাসা-বাটীতে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে প্রহ্লাদ-চরিত্র ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পাঠের আদি ও অন্তে সঙ্কীর্ত্তন হইয়াছে। উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলী পাঠ-কীর্ত্তন-শ্রবণে বিশেষ আনন্দিত হইয়াছেন এবং যাহাতে সর্ব্বদা এইরূপ পাঠ কীর্ত্তন শ্রবণ করিতে পারেন, এরূপ আবেদন জানাইয়াছেন। শ্রীযুক্ত রমণী বাবুর হরিকথা প্রচারের জন্য চেষ্টা প্রশংসনীয়। তাঁহার এই প্রকার যত্নকে আমরা অভিনন্দিত করিতেছি। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, তাঁহার এই প্রকার উৎসাহ উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হউক।

ঐ দিবস যে-সকল সজ্জন ভাগবত মহোদয়ের পাঠ শ্রবণ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে রমণীমোহন চক্রবর্ত্তী, ননীগোপাল চট্টোপাধ্যায়, প্রিয়গোপাল মজুমদার, শিবকৃষ্ণ দে, মণীন্দ্রনাথ মজুমদার, হরিদাস বসু, বিপিনবিহারী মিত্র, সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ, অক্ষয়কুমার বসু, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অচিন্ত্যকুমার মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

প্রভুপাদের নিকট পত্র

গৌড়ীয়মঠের প্রচারে অধ্যাপক সরকারের আনন্দ

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের নিকট শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার, গবর্ণমেণ্ট কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক ও অবসরপ্রাপ্ত ইন্স্পেক্টর অব স্কুলস্ (প্রেসিডেন্সী বিভাগ) মহোদয় কর্ত্তৃক লিখিত]

পিতৃপ্রসাদ
পোঃ দেওঘর, সাঁওতালপরগণা
৮।৫।৩৫

পরমভক্তিভাজনেষু—

কয়েক বৎসর আমি অত্যন্ত অসুস্থ। আশা করি, ভগবৎকৃপায় আপনারা সকলেই কুশলে আছেন। আজ প্রায় ৫৫ বৎসর হইল পরমপূজনীয় ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয়ের গীতা-পাঠের সময় হইতে সেখানের সমুদয় ঘটনা স্মৃতিপথে উদিত হইতেছে। তাঁহার এবং পুণ্যশ্লোক রাধাগোবিন্দ রায়সাহেব বাহাদুরের ঐকান্তিকী ইচ্ছা ছিল যে, শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর নাম কীর্ত্তন উদ্যোগে করা হয়। উহা আপনার দ্বারা সাধিত হওয়ায় পরম আনন্দের বিষয় হইয়াছে, এবিষয়ে সবিশেষ বিবরণ ও গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ধর্ম্ম সম্বন্ধে যাহা প্রকাশ হইয়াছে, আমাকে অনুগ্রহপূর্ব্বক পাঠাইবেন। সম্প্রতি বর্দ্ধমান মহারাজাধিরাজের শ্রীগৌড়ীয়মঠে আগমনের সংবাদ কাগজে পাঠ করিয়া প্রীত হইলাম। অভ্যর্থনা-সমিতির একজন প্রধান সভ্য নসীপুরের রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণ সিংহ বাহাদুর আমার প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র। শ্রীগৌড়ীয়মঠের একজন পরম উৎসাহী সভ্য কুমার শরদিন্দুনারায়ণ রায় এম্-এ, মহাশয় আমার বিশেষ হিতৈষী অনুরক্ত সুহৃদ্। শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর উত্তরবঙ্গদেশে অর্থাৎ রামকেলি গমনের সময় হইতে আমরা তাঁহার আশ্রিত। আমার পিতামহ পরলোকগত সদানন্দ অধিকারী মহাশয়ের অনেক ব্রাহ্মণ শিষ্য ছিলেন। আমরা শ্রীশ্রীল অদ্বৈতপ্রভুর শিষ্যবংশ। সুতরাং মহাপ্রভুর বৈষ্ণব আমাদের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগৎ আপনার নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ। নিবেদন ইতি—

কৃপাপ্রার্থী
(স্বাঃ) শ্রীহেমচন্দ্র সরকার।

পুনশ্চ নিবেদন, আমাকে একখানি গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-উৎসব-পঞ্জিকা পাঠাইবার ব্যবস্থা করিবেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৭ ত্রিবিক্রম অবার শ্রীগৌরাব্দ ৪৪৯

দেহ-মনের দ্বারা হরিসেবা হয় কি না ?

ভগবান অধোক্ষজ বস্তু। জড়েন্দ্রিয় চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক, এই পঞ্চ ইন্দ্রিয় তাঁহাকে জানিতে বা স্পর্শ করিতে পারে না। সুতরাং দেহ ও মন গুণাতীত নির্গুণ বস্তুর সেবা কি করিয়া করিবে? বর্তমান বদ্ধজীব আমাদের দেহ ও মন ব্যতীত অন্য কোন সম্বল নাই। এরূপ অবস্থায় দেহমনের দ্বারা যদি ভগবানের সেবা না হয়, তাহা হইলে আমাদের মঙ্গলের আর আশা কোথায়? চিন্ময় ও অপ্রাকৃত বস্তু কিরূপে চিন্ময় হইয়া আমাদিগকে ব্যাকুল করিতে পারে। চেতনই চেতনের সেবা করিতে সমর্থ। চিদ্বৃত্তিবিশিষ্ট জীবই আমাই সচ্চিদানন্দ ভগবানের সেবা করিবার অধিকারী ও উপযোগী। কিন্তু বর্তমানে যখন 'আমি' (আত্মা) স্বরূপ-বিস্মৃত হইয়া দেহ-মনরূপ পিঞ্জরে আবদ্ধ হইয়াছি এবং নিজেকে দেহ ও মন বলিয়া মনে করিতেছি তখন আমাকে এই দেহ-মনের দ্বারাই সাধন করিতে হইবে, আত্মার বৃত্তি কৃষ্ণানুরাগ জাগাইবার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। সেইজন্য শাস্ত্রে সাধনের ব্যবস্থা নিরূপিত হইয়াছে। এই সাধন-ক্রিয়া

উহাকে সেবা বলা হয় না; পরন্তু কর্মমিশ্রা ভক্তি, গুরুসেবা-প্রথ বা শুদ্ধ-সেবালাভের পাথেয় বা সোপান, যোগ উপায় বলা যাইতে পারে। ইহা দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যায় যে, স্বরূপসিদ্ধি না হইলে শুদ্ধা সেবা আরম্ভ হয় না, শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের প্রতি ঐকান্তিকী শ্রী বা অনুরাগ জন্মে না। সুতরাং সাধুগুরুর আনুগত্যে দেহমনের দ্বারা বিশ্রম্ভ গুরুসেবাপ্রভৃতি স্বীকার করত করিতে স্বরূপে অবস্থিত হইবার জন্য চেষ্টা করা এবং সেবা সৌভাগ্য লাভের উপায়স্বরূপ সাধন স্বীকার করা যে একান্ত কর্তব্য তাহা বলাই বাহুল্য মাত্র।

যাঁহারা সাধন করেন, তাঁহারা সাধক। আর যাঁহারা সাধন করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন—যে সকল ভক্ত গুরুসেবাপ্রভাবে তৎকৃপায় স্বরূপে অবস্থিত হইয়া অধোক্ষজ-সেবা লাভ করিয়াছেন তাঁহারাই সিদ্ধ বা সতী। অসিদ্ধ চাউল যেরূপ আহার্যের উপযোগী হয় না, তাহা সিদ্ধ হইলে যেমন খাইবার উপযুক্ত হয়, অসিদ্ধ বদ্ধ আত্মারও সেইরূপ সেবাযোগ্যতা বা শুদ্ধ-সেবাধিকার নাই; কিন্তু সেবাপ্রভাবে তিনি সিদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হইলে কৃষ্ণসেবার উপযোগী হন এবং যখন দীক্ষার পূর্বাপরক্রমে শ্রীগুরুপাদপদ্মে সর্বাত্মসমর্পণ করিলে ভগবান্ তাঁহাকে আত্মসাৎ করেন এবং তিনি তদবস্থাপ্রাপ্তস্বরূপ হইয়া চিদ্বৃত্তিদ্বারা সাক্ষাৎ নিজ প্রভুর সেবা করিবার সুযোগ পাইয়া কৃতকৃতার্থ হন। অসিদ্ধ বা বদ্ধাবস্থা হইতে সিদ্ধাবস্থা-লাভের উপায় আলোচনা করিতে গিয়া একটী উদ্ভব দৃষ্টান্ত আমাদের স্মৃতিপথে উদিত হয়। সেই দৃষ্টান্তটী যথাযথ বিবৃত করিতে পারিলে সেবাপ্রাপ্তির একটী নিদর্শন করা যাইতে পারে বলিয়া মনে হয়।

কাঁচা চাউল খাওয়া যায় না বা তাহা কাহারও সেবায় লাগে না; কিন্তু যদি এই চাউল কোন আধারে রাখিয়া আমরা কাষ্ঠে অগ্নিসংযোগ পূর্বক সেই অগ্নিস্পৃষ্ট কাষ্ঠগুলিকে অগ্নিতে প্রজ্বালিত করি, তাহা হইলে সেই কাঁচা চাউল উত্তাপপ্রভাবে ক্রমে সিদ্ধ হইয়া ভোজনের উপযুক্ত হয় এবং রান্না শেষ হইলে রান্নার উপকরণ-স্বরূপ কাষ্ঠগুলি ভস্মে পরিণত বা অস্তিত্ববিহীন হয়। এস্থলে সিদ্ধ অন্নদ্বারাই ক্ষুধার্ত ব্যক্তির সেবা সম্ভব পরন্তু কাষ্ঠের দ্বারা নহে, তবে এই কাষ্ঠ প্রজ্বলনরূপ ক্রিয়াকে চাউল সিদ্ধ করিবার অন্যতম উপায় মাত্র বলা যাইতে পারে। স্বরূপসিদ্ধি সম্বন্ধেও কতকটা এইরূপ নিদর্শন করিয়া দেহমনের দ্বারা ভগবানের সেবা হয় না বুঝাইবার চেষ্টা করা যাইতে পারে। এস্থলে আমাদের আরও একটী বক্তব্য যে, কাষ্ঠে অগ্নিসংযোগ না করিয়া আমরা যদি স্তূপীকৃত কাষ্ঠের দ্বারা চাউল সিদ্ধ করিবার চেষ্টা করি তাহা হইলে আমাদের চেষ্টা ব্যর্থ হইবে, একথাটীও পাঠকগণ মনে রাখিবেন। এস্থলে বদ্ধাত্মাকে অসিদ্ধ চাউলের সহিত তুলনা করিয়া দেহ-মনকে কাষ্ঠের সহিত তুলনা করা হইয়াছে এবং কাষ্ঠে প্রদত্ত অগ্নির সহিত শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে প্রাপ্ত দীক্ষার বা কৃপাগ্নির তুলনা করা যাইতেছে। সুতরাং এস্থলে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, কাষ্ঠে অগ্নি প্রদান না করিলে যেরূপ চাউল সিদ্ধ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব সেইরূপ কলিমলবিধ্বংসী চিদগ্নিস্বরূপ শ্রীগুরুপাদপদ্মাশ্রয় ব্যতীত সেবা-লাভ করা সম্পূর্ণ অলীক মাত্র। কাষ্ঠে অগ্নি-সংযোগ না করিলে যেমন জ্বাল দেওয়াই সার হয় চাউল সিদ্ধ হয় না, সদ্গুরুচরণাশ্রয় না করিলেও সেইরূপ হরিভক্তি লাভ বা স্বরূপসিদ্ধি ত দূরের কথা, জীবনে সাধনও আরম্ভ হয় না বলিয়া তাহাদিগকে সাধক-শ্রেণীভুক্ত করা বা ভক্তির অধিকারীও বলা যায় না; পরন্তু তাহারা গুরুত্যাগী বলিয়া আখ্যাত করিলেও কর্মী, জ্ঞানী বা অন্যাভিলাষী প্রভৃতি আখ্যায় আখ্যাত। ইহাতে শ্রীগুরুচরণাশ্রয়ের আবশ্যকতা সহজেই উপলব্ধ হইতেছে। অতএব সদ্গুরু-চরণাশ্রয়রূপ অগ্নি দ্বারা যুক্ত দেহমনোরূপ কাষ্ঠকে সর্বক্ষণ প্রজ্বলিত রাখিতে হইবে, গুরুবৈষ্ণবের আনুগত্যে সর্বদা সেবায় ব্রতী থাকিতে হইবে, স্বরূপসিদ্ধি না হওয়া পর্যন্ত বা তৎপরেও সেবোৎসাহ নির্বাপিত করিতে হইবে না, 'কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ' মন্ত্রে দীক্ষিত হইতে হইবে, গুরুসেবাপ্রাপ্তি বা স্বরূপসিদ্ধির একমাত্র উপায় গুরুসেবাশ্রয়রূপ দুঃখকে সাদরে বরণ করিতে হইবে। আমরা যদি এইরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া আত্মমঙ্গল লাভের জন্য, স্বরূপসিদ্ধিলাভের জন্য বা কৃষ্ণানুরাগ-লাভের জন্য সচেষ্ট হই, তাহা হইলে আমরা নিশ্চয়ই একদিন না একদিন সেবায় নিযুক্ত হইতে পারিব। সুতরাং ইহা দ্বারা স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে যে, জড়দেহ ও মন কৃষ্ণসেবার উপকরণ নহে পরন্তু এই দেহমনের ক্রিয়া আত্মাকে জাগাইবার উপায়স্বরূপ এবং চাউল সিদ্ধ হইলে কাষ্ঠাদির অনস্তিত্ব যেমন স্বাভাবিক স্বরূপসিদ্ধি হইলেও বা সেবা যোগ্যতা লাভ হইলেও সেইরূপ সেবাপ্তি বা কৃষ্ণেচ্ছাপ্রিয়তে এই জড় দেহমনের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। এই মহাপ্রভুরই এতাদৃশী সৌভাগ্য লাভ জীবের হইতে পারে। গুরুসেবাশ্রয় স্বীকার করতে করতে এই সেবাপ্রবৃত্তিপ্রভাবে যখন স্বরূপোপলব্ধি বা ভগবদ্দর্শন অঙ্গীকৃত হয় বা প্রাকৃত দৃষ্টি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, তখন ভগবানের অচিন্ত্যশক্তিপ্রভাবে ও স্বতন্ত্র ইচ্ছায় জীব তদ্রূপ হইয়া অধোক্ষজ ভগবান্ কর্তৃক সেবকরূপে গৃহীত হয় এবং সেবকরূপে গৃহীত হইলেই অধোক্ষজ শুদ্ধ জীব অধোক্ষজ সেবা লাভ করে, তখনই তাহার দীক্ষা হয় এবং তখনই সে গুরুপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করিতে পারে। ইহারই নাম আত্মার বৃত্ত—সেবা। কিন্তু ইহার পূর্ব পর্যন্ত আমরা যাহা কিছু করি তাহা সমস্তই জড় দেহমনের ক্রিয়া মাত্র। গুরুকৃপাহিই স্বরূপসিদ্ধির মূল এবং দেহমনের ক্রিয়াই সোপান। আমার মনুষ্যদেহ এ বিষয়টী স্থিরচিত্তে আলোচনা করিয়া চেতনের দ্বারা চেতনের সেবার কথা চিন্তা করিবেন এবং নিরবধি শাস্ত্রবাণী কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিবেন।

"দীক্ষাকালে শিষ্য করে আত্মসমর্পণ।
সেই কালে কৃষ্ণ তাঁরে করে আত্মসম॥
সেই দেহ করে তাঁর চিদানন্দময়।
অপ্রাকৃত দেহে কৃষ্ণের চরণ ভজয়॥"

ভীষণ সমস্যা !

(২)

এখন আমাদের বিচার্য বিষয় এই যে, যদি সত্য ও অসত্য, ন্যায় ও অন্যায়, পাপ ও পুণ্য এবং ধর্ম ও অধর্মের মধ্যে একমাত্র সত্যের অনুগত এবং আশ্রিত জীবমাত্রেই যখন পরিণামে জয় লাভ করে, তখন নিশ্চিত বিজয়ী পক্ষের অধীনস্থ হওয়াই মঙ্গলজনক। যখন ভগবান্ ও মায়ার মধ্যে একমাত্র ভগবানেরই জয়, যখন ভগবান ব্যতীত সকলেই তাঁহার অধীন ও বশ্য, তখন অদ্বিতীয় সম্রাট্ পুরুষোত্তমের আশ্রিত হইয়া মায়ার সহিত যুদ্ধ করাই বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। মায়ার অবিদ্যা বলে দৃপ্ত হইয়াও যখন রাবণ, কুম্ভকর্ণ, হিরণ্যাক্ষ প্রভৃতির ন্যায় দুর্ধর্ষ অসুরগণেরও পতন হইল, আর ভগবানের আশ্রয় লাভ করিয়া শিশু ধ্রুব, প্রহ্লাদ প্রভৃতি সুরক্ষিত হইয়া নির্ভয়ে নিত্যানন্দের অধিকারী হ'ন তখন একমাত্র বিপদভঞ্জন মধুসূদনের আশ্রয়গ্রহণ করাই আত্মত্রাণের অভ্রান্ত পন্থা। সত্যকে আশ্রয় করিয়াই যখন পাণ্ডবগণ, যাদবগণ, দেবগণ অসত্য বা মায়ার যাবতীয় নির্যাতন সহ্য করিয়া শত্রুবিনাশান্তে বিজয়মাল্যবিভূষিত হইয়া প্রাণাধিক প্রিয় ভগবানের নিত্য সেবকাধিকারী হইয়াছেন তখন জীবনে মরণে ভগবানের আশ্রিত হইয়া মায়ার সহিত যুদ্ধ করাই পরম চাতুর্যের নিদর্শন। যদি কেহ অসত্যাশ্রিত কোন ব্যক্তির আপাতঃ জাঁকজমক ও ঐশ্বর্য দেখিয়া তাহাকে সর্বকালের আশ্রয়রূপে নিযুক্ত করে তবে তাহার ন্যায় মূর্খ আর কেহ নাই। কারণ, অসৎ কখনও নিত্যকাল তাহার অস্তিত্ব সংরক্ষণ করিতে পারে না। সৈকতভূমিতে নির্মিত সুরম্য মনঃপ্রমত্তময় অট্টালিকা প্রবল বটিকা ও সামান্য ভূকম্পনেই ভূমিসাৎ হইয়া যায়; আর দৃঢ় বংশদণ্ডের উপর নির্মিত পর্ণকুটীরও প্রাকৃতিক প্রবল প্রতিকূলতার মধ্যেও আত্মসংরক্ষণ করিয়া থাকে। যাঁহাকে আশ্রয় করিলে একটী পিপীলিকাও সমগ্র জগতের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে পারে, এমন সর্বদেশকালপাত্র বিবেচনাতেও যিনি সত্যাশ্রয়, সেই পরম পুরুষের আশ্রয়-গ্রহণ করাও কি নিশ্চিন্ত হইবার একমাত্র উপায় নহে? যখন আমরা মায়ার আশ্রিত থাকিয়া পদে পদে লাঞ্ছিত, বঞ্চিত ও পরাজিত হইতেছি তখন কি পুনঃ পুনঃ উহারই কৃপাভিক্ষা করিব? না,—উহাকে উপেক্ষা করিয়া শ্রীভগবানের পাদপদ্মে আশ্রয়গ্রহণ করিব? অসত্য, অধর্ম ও মায়াকে আশ্রয় করিয়া যখন ত্রিতাপ-যন্ত্রণায় জর্জরিত হইতেছি তখন কৃষ্ণের অভয়পাদপদ্মে শরণাপন্ন হওয়াই কি একমাত্র বিধি নহে? যে মায়া-কুহকিনীর ফাঁদে

পড়িয়া নিজের বিষয় সকল হারাইয়াছি, পুনরায় কি সেই মায়াবিনীর কপটস্নেহে মুগ্ধ হইব ?

স্বরূপবিচারে প্রত্যেক জীবই ভগবদ্দাস। আত্মাই ভগবানের সেবায় আনন্দ লাভ করে। কিন্তু মায়ার ভৃত্য মন সর্ব্বক্ষণ তাহার প্রকৃত প্রভুকে দুর্ব্বল পাইয়া নিজেই প্রভুত্ব করিয়া বেড়ায়। আত্মার যাহাতে প্রীতি হয় মায়ার ভৃত্য কখনও তাহা করিতে দিবে না। আত্মা স্থূল ও সূক্ষ্ম শৃঙ্খলস্বরূপ দেহ ও মনের আসক্তিতে বাঁধা থাকিলেও সুযোগ পাইলেই তাহার বৃত্তি প্রকাশ করে মন কৃষ্ণদাস জীবাত্মার নিকট ইন্দ্রের নন্দন-কানন সৃষ্টি করিলেও সে কোনও অপূর্ব বস্তুতে তুষ্ট হয় না। অণুচেতন বস্তু পূর্ণ চেতন বস্তুরই সন্ধান করে। মন ও আত্মার মধ্যে নিত্য সংগ্রাম চলিতেছে। আত্মা চায় মায়ামুক্ত হইয়া কৃষ্ণসেবা করিতে, আর মন অবিরত শত শত যুক্তির স্তূপ সঞ্চয় করিয়া তাহাকে মঙ্গলের পথ হইতে বঞ্চিত করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়। যে কেহ নিত্যানন্দ-লাভের প্রয়াসী হইয়া ভগবৎ-সেবায় প্রবৃত্ত হইবে, মন অমনি তাহার প্রবল শত্রু হইয়া দাঁড়াইবে। বদ্ধজীব সাধারণতঃ দুর্ব্বল থাকে। সে সর্ব্বদাই সংশয়াপন্ন থাকে। দুর্ভাগ্যবশতঃ সে ভগবানের নিত্যাশ্রয়-দাতৃত্বের প্রতি দৃঢ়শ্রদ্ধ হয় না। সে মায়ার নশ্বরত্ব ও অক্ষমতার দৃষ্টান্ত দেখিয়াও ভগবানের হস্তে নিজের সম্পূর্ণ ভার অর্পণ করিতে পারে না। মন দুর্ব্বল জীবের সম্মুখে সংশয়-চিত্ত পরাজিত ব্যক্তিগণের কথাই কেবল স্মরণ করাইয়া দিতে থাকে। মন সাধকজীবের প্রাথমিক অবস্থায় পতনের সম্ভাবনাকেই আত্মার সম্মুখে উজ্জ্বল অক্ষরে অঙ্কিত করে, আর বিষয়-সম্বন্ধবিজয়ী বিশুদ্ধ বীরগণের কীর্ত্তি-কলাপ অজ্ঞানতমসাচ্ছন্ন চিত্তপটে বিস্মৃতি-রূপ কৃষ্ণযবনিকা আবৃত করিয়া থাকে। যাঁহারা স্বীয় আত্মকল্যাণ বরণ করিবার জন্য ব্রত করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে অনবরত বিবিধ ক্লেশের প্রতি দৃকপাত না করিয়া মনের সহিত সংগ্রাম করিতে হইয়াছে। মনের খেয়ালমত চলিলে সে কাহাকেও বাধা প্রদান করে না। কিন্তু যখনই তাহার খেয়ালের বা অসৎপ্রবৃত্তির বিপরীত দিকে চলা যায় তখনই সে তাহার স্বরূপ প্রকাশ করিয়া সিংহবিক্রমে আত্মদর্শীকে আক্রমণ করে। আত্মার সর্ব্বনাশ সাধন করিবার জন্য মনের বড়্‌রিপু, বড়্‌ঊর্ম্মি প্রভৃতি অসংখ্য সৈন্যগণ আছে। সে সময় বুঝিয়া অবসর-মত তদীয় শত্রু আত্মার প্রতি ইহাদিগকে নিক্ষেপ করে। প্রকৃতির রাজ্যে মায়ার ভৃত্য মনের অনেক সাহায্যকারী বন্ধু আছে, উহার অনেক গুপ্তচর আছে। প্রকৃতির রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ, গন্ধ—পঞ্চবিষয় সর্ব্বদাই মনকে সাহায্য করিতেছে। জগতের গণগুলিকা মনেরই অধীন সাহায্য পাইয়া মনের পক্ষে সৈন্য যোগাড় করিতেছে। পিতা, মাতা, ভাই, বন্ধু, আত্মীয়স্বজন সকলেই মনের রসদ যোগাইবার জন্য ব্যস্ত। জাগতিক শত্রু, মিত্র, বিপক্ষ স্বপক্ষ, সকলেই মনের তাণ্ডবনৃত্যের পুষ্টিকারক। আত্মা অণু-সচ্চিদানন্দময় বলিয়া সে প্রকৃত শান্তি ও আনন্দের অনুসন্ধান করে এবং যে পর্য্যন্ত তাহা না পায় সেই পর্য্যন্ত কিছুতেই নিবৃত্ত হয় না। মন কিন্তু শান্তি ও আনন্দের প্রলোভন দেখাইয়া অসৎপথ, অসৎ স্থান ও অসৎব্যক্তির সঙ্গ লাভ করাইবার জন্য নানা জাল বিস্তার পূর্ব্বক যথাসাধ্য চেষ্টা করে। জগতের লোক মনের বঞ্চনা বুঝিতে পারে না, মায়ার কুহক ভেদ করিতে পারে না, মনের সুখকর কর্ম্ম-জ্ঞানের বিষফল ত্যাগ করিতে পারে না, মনোধর্ম্মের পরাজয় দেখিয়াও দেখিতে পায় না। কিন্তু যাঁহারা ভগবানের কৃপা-বলে আত্মদর্শন লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা মনের সমস্ত বিক্রম, বঞ্চনা, শঠতা, ক্রূরতা এবং সাধুতার ভাণ সকলই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অবগত আছেন। আত্মদর্শী বৈষ্ণবগণই জানেন—মনের সহিত যুদ্ধ করিতে কি কি অস্ত্রের আবশ্যক, কিরূপভাবে আত্ম-দুর্গ রক্ষিত হয়, কোন্ কোন্ পথে সময় বুঝিয়া পলায়ন করিলে আত্মা রক্ষিত হয়। আত্মা ও মনের যুদ্ধে আত্মার মালিক স্বয়ংই আত্মার সহায়, আর পরমাত্মার ছায়াশক্তি মায়া মনের সহায়। দুর্ব্বল জীব আমরা যদি শ্রীহরির শরণাপন্ন না হই, তবে ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি মায়া তাহার বিক্রমদ্বারা আমাদিগকে অভিভূত করিবেই করিবে। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে ভগবান্ ও তদীয় শ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুপাদপদ্ম ব্যতীত বড় আশ্রয় বা ভরসার স্থল আর নাই। অতএব একমাত্র হরি-গুরু-বৈষ্ণবের আশ্রয়গ্রহণ করিয়া মায়ার ভৃত্য মনের সহিত নির্ভীক-ভাবে যুদ্ধ চালনা করা—সেবানুকূল বিষয় গ্রহণে ব্রতী হইয়া প্রতিকূল-বিষয়-বর্জ্জনে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হওয়াই সমীচীন পন্থা। আমরা যতই দুর্ব্বল হই না কেন, আমাদের আশ্রয়দাতা ত দুর্ব্বল নহেন। তিনি যে বলদেবাভিন্ন-বিগ্রহ। কায়মনোবাক্যে বলদেবের আশ্রয় গ্রহণ করিলে শত শত হিরণ্যকশিপু ও রাবণ আমাদের কিছুই করিতে পারিবে না। মায়ার সহিত সংগ্রামে ভগবদ্দাস জীবাত্মা ত নিশ্চয়ই জয়লাভ করিবে এবং ভগবান্ও নিশ্চয়ই তাঁহার ভক্তবিদ্বেষীকে সমূলে বিনাশ করিবেন। কিন্তু একটি কথা এই যে আমাদের দিক্ হইতে শরণাগতির যদি বিন্দুমাত্রও অভাব হয় অর্থাৎ ষোলআনা আত্মাকে যদি ভগবান্ বা তদভিন্ন শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্মে বিক্রীত করিতে না পারি তবে আমার রক্ষা পরিপূর্ণরূপে হইবে না। আমরা যদি সংশয়াত্মা হইয়া ভগবানকে আশ্রয় করিবার অভিনয় করি, তাহা হইলে আমাদের সুবিধা হইবে না পরন্তু আমরা 'সংশয়াত্মা বিনশ্যতি' অনু-সারে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। ভক্তরাজ প্রহ্লাদ যেরূপ একান্তভাবে নিঃসন্দিগ্ধ-চিত্তে শ্রীহরি ব্যতীত আর কাহাকেও রক্ষাকর্ত্তা এবং সেব্য বলিয়া মুহূর্ত্তের জন্যও কল্পনা করেন নাই, সম্পদে বিপদে, জীবনে মরণে, শান্তিতে অশান্তিতে একমাত্র শ্রীহরিকেই স্মরণ করিতেন, তাঁহার অভয় চরণারবিন্দে নিরন্তর তদীয় চিত্তভৃঙ্গকে নিমগ্ন রাখিতেন—সেরূপ যদি আমরা একান্তভাবে নিশ্চয়ে ভগবানের পাদপদ্মে আত্ম-সমর্পণ করি, তবে তিনিও প্রহ্লাদের ন্যায় আমাদিগকে মায়ার ভৃত্য মনোরূপ দৈত্যের যাবতীয় অত্যাচার উৎপীড়ন হইতে রক্ষা করিয়া তাঁহার শিব-বিরিঞ্চিদুর্ল্লভ পাদপদ্মের সেবামৃত প্রদান করিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করিবেন এবং আমরাও সকল অবস্থায় তাঁহার সেবা ব্যতীত আর কিছুই প্রার্থনা করিব না। শরণাগত ভক্তের মায়াজয় অনিবার্য্য আর মায়ার ভৃত্য মনের আশ্রিত ব্যক্তিগণের পরাজয় ও মায়ামুক্তির অসম্ভাবিতা, তাহাও শ্রীভগবানের শ্রীমুখ-বিনির্গত বাক্য হইতে আমরা প্রকৃষ্টরূপে অবগত হইতে পারি—

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং
তরন্তি তে॥

অতএব এক্ষণে আত্ম-মনো-মহাসমরের ফলাফল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কোটি শঙ্খ-দুন্দুভি-নাদের সহিত এরূপভাবে ঘোষিত হইতে পারে যে—শরণাগত কৃষ্ণদাস জীবাত্মার পক্ষে শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবগণই ছিল একমাত্র সহায়। তাঁহার অস্ত্র ছিল—কৃষ্ণস্মৃতি, নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি এবং সরলতা। অহঙ্কার-বিমূঢ়, দুর্দ্দান্ত, অশান্ত মনের পক্ষে ছিল—ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরী, অঘটনঘটনপটীয়সী, দৈবী গুণময়ী দুরত্যয়া মহামায়া এবং প্রাকৃত জগতের যাবতীয় বিষয়। তাহার অস্ত্র ছিল কুটযুক্তি, বিপুবট্‌ক, বড়্‌ঊর্ম্মি প্রভৃতি। পরিণামে শ্রীহরির জয়!! হরিভক্তের জয়!! মহামায়ার পরাজয়!! মনের ক্ষয়!! পুনঃ পুনঃ প্রাণভরে বল—জয় জয় শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের জয়!! জয়, জয় শ্রীহরির-ভক্তবাৎসল্যের জয়!! জয়, জয়, ভক্তি-বিঘ্নবিনাশন শ্রীনৃসিংহদেবের জয়!! ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তি!!

দ্বাদশ আল্‌বর্

—:০:—

'শ্রীরামানুজাচার্য্য'

(৭)

কাশীর প্রদেশস্থিত সারদা পীঠেতে,
চলিলেন যোগায়ন বৃত্তি অন্বেষণে,
আপনার প্রিয় শিষ্য কুরেশ সহিতে,
বন্দিয়া শ্রীযামুনের যুগল চরণে।
বোধায়নবৃত্ত্যাক মায়াবাদী যারা,
তথায় আবদ্ধ তেঁহ ছিল অগ্রচার,
ভাষ্যতত্ত্ব যাতে বলি জানেনী তারা,
সংগোপনে রক্ষা করে সেই গ্রন্থসার।
রামানুজ আসি তথা হ'য়ে উপনীত,
বোধায়ন-বৃত্তিখানি প্রার্থনা করিল,
পাছে মায়াবাদ মত হয় অসমর্থিত,
সেই ভয়ে গ্রন্থরাজ তারা লুকাইল।
আচার্য্য হৃদয়ে বহু পাইলেন ব্যথা,
জানাইলা মনোবাঞ্ছা লক্ষ্মী-নারায়ণে,
রাত্রিকালে সরস্বতী কহি তাঁরে কথা,
গ্রন্থখানি দিয়া বলে পলাও এক্ষণে।
কিছুদিন গত হ'লে মায়াবাদিগণ
বোধায়ন বৃত্তি-খানি না পেয়ে সন্ধান,
ভাবিল শ্রীরামানুজ ক'রেছে হরণ,
শিরে কর হানি তারা হ'ল হতজ্ঞান
অনন্তর দ্রুতগতি অতি বলবান্,
পাঠাইল রামানুজে সন্ধানের তরে,
উর্দ্ধশ্বাসে একমাস হ'য়ে ধাবমান,
হেরিল আচার্য্যসহ কুরেশেরে দূরে।
বোধায়ন-বৃত্তিখানি বল প্রকাশিয়া,
রামানুজ সন্নিকটে হ'য়ে উপনীত,
তাহাদের কর হ'তে সকল কাড়িয়া,
কাতর হইয়া হ'ন আচার্য্য চিন্তিত।
করযোড়ে নিবেদিল কুরেশ তখন,
চিন্তাবিত গুরুদেবে আশ্বস্ত করিয়া,
একমাস রজনীতে করি' অধ্যয়ন,
বৃত্তিখানি আছে মম কণ্ঠস্থ হইয়া।
সেই বৃত্তি অতি শীঘ্র লিখিয়া তখন,
ভক্তিবর শ্রীকুরেশ সম্মুখে ভিতরে,
আচার্য্যের পাদপদ্মে করে নিবেদন,
আচার্য্য পাইল বড় আনন্দ অন্তরে।
অদ্ভুত প্রতিভাবান্ কুরেশ সেবক,
আচার্য্যের মনোহারী প্রচারকবর।
শ্রীভাষ্য রচিত তাঁর হ'লো লেখক,
দেখি এই রামানুজ হ'ন হৃষ্টান্তর।
শ্রীবরদরাজ আজ্ঞা করিয়া গ্রহণ,
বাহির হইলেন কাঞ্চিপুর হ'তে,
দিগ্বিজয় তরে যান লইয়া শিষ্যগণ,
ভাষ্যবাণী প্রচারিতে সর্বত্র জগতে
সপ্তক্ষেত্রেতে দুষ্টকেন প্রচারেতে যান,
পরে পাণ্ডুদেশে গেলা মাদুরা নগরে,
কুরুকা পুরীতে যান পরে সে ভাসান,
কুরঙ্গনগরী হ'তে গেলা মালাবারে।

(ক্রমশঃ

স্বপনেও না কর ভাই স্ত্রী-সম্ভাষণ। গৃহে স্ত্রী ছাড়িয়া ভাই আসিয়াছ বন

শুদ্ধভক্তি মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ

(আকর-মঠরাজ)

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ গজ উত্তর-পূর্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যবর্য শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্যমঠ বিরাজমান। এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, সরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বতরাজধানী। এই মহাতীর্থে শ্রীভক্তি-রসামৃত ব্যাকরণাদি বেদান্তসমূহের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র 'নদীয়া-প্রকাশ', সাত্বত সম্প্রদায়ে অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থাদি প্রকাশকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতি বৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমাসূচনায় ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীসহ কীর্ত্তন-প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি তথায় অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত বিমলভক্তি-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই শ্রীমঠে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দজীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। এই মঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রমাণ-চতুর্বেদাদি, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি লীলা ও ভক্তগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হয়। এই মঠ হইতে মহানগরীর সর্বত্র হরিকথা-প্রচার, মহানগর-সঙ্কীর্ত্তন, বক্তৃতা, ব্যাখ্যা ও সঙ্কীর্ত্তন-মহা-মহোৎসবাদি ভক্তাঙ্গের অনুষ্ঠান হয়। মঠরক্ষক—মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীশচীমাতা ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া সহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীগদাধরের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী সেবাকোবিদ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌর-নৃত্যের রাসস্থলী এখানে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান, রক্ষক—শ্রীবংশীধর ধামাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—গোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

(৭) কাজীর সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদ-কাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীনরোত্তম ব্রহ্মচারী ভক্তালোক।

(৮) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও রাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান দাস ব্রহ্মচারী।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীচৈতন্য নাথ ধামাধিকারী।

১০) মোদদ্রুম-ছত্র গৌড়ের বৈদিক

মাউগাছি, পোঃ মাজদিয়া, (বর্দ্ধমান)।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান। শ্রীগৌরনিত্যানন্দের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণবিহারী ব্রজবাসী, ভক্তিভূষণ।

(১১) জেতিয়া কুঞ্জকানন

শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীনরোত্তম ব্রহ্মচারী।

(১২) কুঞ্জকুটীর—পোঃ কৃষ্ণনগর,

নদীঃ। রক্ষক—শ্রীমধুসূদন অধিকারী

(১৩) ভাগবত-আসন—পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

এই স্থান হইতে ভাগবতসিদ্ধান্ত প্রদর্শনী প্রচারিত হয়। রক্ষক—শ্রীসদানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তালোক, ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৪) একায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ রানাঘাট, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীমদ্ ... গোস্বামী ভক্তিস্বভাব।

(১৫) মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুল, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(১৬) মাধবগৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, পোঃ ঢাকা

পূর্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাবিনোদ বি-এ।

(১৭) গোপালজীউ মঠ—কমলাপুর, (ঢাকা)

গোপালজীউর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান। রক্ষক—শ্রীরাধারমণ ব্রজবাসী।

(১৮) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)।

এখানে শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক ব্রহ্মচারী

(১৯) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীসুন্দরানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২০) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাহু, (ত্রিপুরা)

এখানে বহু ভুক্তপ্রাপ্ত শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোপালকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(২১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রণডিহা (বর্দ্ধমান)।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবেদক্ষ ধামাধিকারী,

(২২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ভুবনেশ্বর, পোঃ তিরুপতি, (মান্দ্রাজ)

এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী।

(২৩) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকপুর, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে গুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান্দাস ব্রজবাসী ভক্তিরত্ন।

(২৪) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন ধামাধিকারী।

(২৫) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ বখশীবাজার, (কটক)

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদানন্দজীউর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর

(২৬) জিয়ড়-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর পুরী,

শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন।

(২৭) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদানন্দজীউর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগদাধর অধিকারী

(২৮) ভদ্রগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌরীদাসের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ধামাধিকারী।

(২৯) রায়ানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, গঞ্জাম গোদাবরী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—শ্রীনিমাইচরণ ধামাধিকারী ভক্তিসোপান।

(৩০) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪৪নং কালিদাহ, বেনারস সিটী

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীনরহরি ব্রহ্মচারী।

(৩১) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ... গোস্বামী

(৩২) গয়াধামের মঠ,

পোঃ বিষ্ণুপদ, গয়াধাম

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও গৌর-বিনোদ-বিদ্যামঞ্জীর সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীসত্যনারায়ণ ধামাধিকারী।

(৩৩) কৃষ্ণচৈতন্য মঠ

পুরাণমণ্ডল, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

এখানে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিত্য-সেবা হয়। রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তি ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠ

বিশ্রামঘাট মথুরা

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ

(৩৫) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ—শ্রীরাধাকুণ্ড

রক্ষক—শ্রীরাধারমণচরণদাস ব্রহ্মচারী

(৩৬) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৩৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ

শেখপাড়া, পোঃ ... জেলা ...

(পাঞ্জাব) রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৩৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৩৩নং ... রোড, নিউ দিল্লী।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন

(৩৯) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল।

এখানে গৌরবিনোদরায়ের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪০) মাদ্রাজ-গৌড়ীয় মঠ

... নারায়ণপুর, ... সি

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্বস্ব গিরি

(৪১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ রায়পেট্টা মাদ্রাজ।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা।

রক্ষক—শ্রীপাদ ... ভক্তিবিলাস।

৪২) বোম্বে-গৌড়ীয়-মঠ কার্য্যালয়

ফ্রেঞ্চ রোড, চৌপাটি বিল্ডিং, ব্লক নং ১, বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীগুণেশ্বরনাথ দেবশর্মা মজুমদার।

(৪৩) অমরবি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমরবি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীযোগেশ দাস অধিকারী

(৪৪) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী

(৪৫) পাটনা গৌড়ীয় মঠ

১০০ ... পাটনা।

রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী ...

(৪৬) গয়া গৌড়ীয় মঠ

... চার্চ রোড, গয়া

রক্ষক—উপদেশক শ্রীসর্বেশ্বর দাস ...

(৪৭) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠ বালেশ্বর

রক্ষক—শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয়

৩ ... লণ্ডন -

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন

(৪৯) বার্লিন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

Berlin W. 30

Eisenacher strasse 29 II

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্—সমগ্র	৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত	২৮৲
একাদশ স্কন্ধ [illegible]	১৷৷/০
২। অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য সহ শ্রীচৈতন্যভাগবত	৯৲
৩। ভাষ্য ও সহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত	৬৲
৪। [illegible]শ্রী	৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী	
১ম খণ্ড৷৷০ ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৷৷০	
৪র্থ খণ্ড ৷৷০	
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী	
১ম খণ্ড—১৲; ২য় খণ্ড ৷৷০	
৭। শ্রীচৈতন্যদেব—১৲	
৮। সৎক্রিয়াসার—দীপিকা ও সংস্কার-দীপিকা	১৷০
৯। বৈষ্ণব	২
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার	২
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা)	২
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা)	১
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	৷৷০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ)	৷০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিবর্ত-তত্ত্ব	৷০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব	৷৷০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্	৷০
১৮। [illegible]	
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা)	১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব	৷৷/০
২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য	৷৷/০
২২। ভজন-রহস্য	৷৷০
২৩। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ ও (বাঁধা)	১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)	২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ)	২৲
২৬। গীতার কেবল মূল-ভাষা	৷০
২৭। [illegible]	২৲
২৮। বেদান্ত[illegible]	৷০
২৯। প্রেমবিবর্ত (তৃতীয়-সংস্করণ)	৷৷
৩০। [illegible]	৶০
৩১। মানসপদ (তৃতীয়-সংস্করণ)	৶০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা)	৷০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা	৷৷০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা)	৶০
৩৫। গীতমালা	/১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য	৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড	৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	৷০
৩৯। [illegible]পরিক্রমা [illegible]	৷০
৪০। শরণাগতি	/০
৪১। গীতাবলী	/০
৪২। চিত্রে নবদ্বীপ	১৷০
৪৩। [illegible]	/০
৪৪। কল্যাণকল্পতরু	.০
৪৫। নবদ্বীপশতক	/০
৪৬। অর্চ্চনপদ্ধতি	/০
৪৭। সদাচারস্মৃতি	/০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ)	/১০
৪৯। [illegible]	৷১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (১ম খণ্ড)	৩৲
৫১। [illegible]	৷০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ)	৷০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ	৷৷০
৫৪। পুরুষার্থ-নির্ণয়	.
৫৫। [illegible]	৷০
৫৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন?	/০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ)	৷০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণবিজয়	৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ	৶০
৬০। [illegible]	/০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত সারঃ	৷০
৬১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী [illegible]	৷০
৬২। [illegible]	৷০
৬৩। তত্ত্বসূত্রম্	৷০
৬৪। সাত্বত শিক্ষাষ্টকম্	৷৷/০
৬৫। গৌড়ীয়মঠ [illegible]	
৬৬। [illegible]	৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৭। রায় রামানন্দ	
৬৮। এ কিউ ওয়ার্ডস অন্ বেদান্ত	৷০
৬৯। নামভজন	৷০
৭০। বেদান্ত—ইটস্ মর্ফলজি অ্যাণ্ড অন্টোলজি	৷০
৭১। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড স	৷৷/০
৭২। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু	৷০
৭৩। বৈষ্ণবীজম্	৷০
৭৪। [illegible] গৌড়ীয়মঠ [illegible]	/০
৭৫। [illegible]	৷০
৭৬। থিয়োটিক প্রিন্সিপল্ অ্যাণ্ড আপ্লায়েড রিলিজন	৷০
৭৭। ব্রহ্ম-সংহিতা	২৷০
৭৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড)	১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৭৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি	৷০
৮০। সাধন-পথ	৷০
৮১। কল্যাণ-কল্পতরু	/১০
৮২। গীতাবলী	/০
৮৩। শরণাগতি	/০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৪। শরণাগতি	/০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত	২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

কবিরাজ [illegible] [illegible]ের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু নরনারীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় [illegible] [illegible] [illegible] অত্যন্ত অধিক। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ও পুরাতন [illegible] একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অবস্থা সাধক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৶০ আনা, বড় বোতল ১৶০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউন্টেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। উহাতে নিব বা কাগজ কোন প্রকারে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং [illegible] [illegible] লেন, বাগবাজার কলিকাতা

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে [illegible] ও শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৷৷০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, [illegible]

[illegible] ভক্তিভূষণ ভক্তিশাস্ত্রী এম, এস, এফ, কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সুবর্ণ সুযোগ ! সুবর্ণ সুযোগ !

শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদরচিত গৌড়ীয়ভাষ্য সহিত

বিরাট্ গ্রন্থ

শ্রীশ্রীচৈতন্য

গ্রন্থের আয়তন :—ক্রাউন কোয়ার্টো মূল ১০৯৬ পৃষ্ঠা, সূচীপত্র ২৪৪ পৃষ্ঠা, মোট১৩৪০ পৃষ্ঠা

ভিক্ষা (বাঁধাই) মাত্র ৭, সাত টাকা

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা

নদীয়া সার্টিফিকেট আদালতের নীলাম ইস্তা

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
কেস্ নং এবং [illegible]	নীলাম ইস্তাহার (A) (B) বা (C) যাহার প্রযোজ্য	ডিক্রীদার	দেনদার	যে দাবীর জন্য সম্পত্তি বিক্রয়ের আদেশ হইয়াছে	বিক্রয়ের স্থান তারিখ ও সময়	কি স্বত্ব বেচা	থানা, মৌজার নাম ও গ্রাম	পরিমাণ এবং দাগ (জানা থাকিলে) অথবা অন্য প্রয়োজনীয় বিবরণ	খাজনার পরিমাণ (জানা থাকিলে)	জমা (জানা থাকিলে)	মন্তব্য
২২৪ R, ৩৪।'৫ নদীয়া সার্টিফিকেট আদালত		বিভূতিভূষণ পালচৌধুরী বিং	ফকির সেখ বিং	১২৸৶৯	১৮।৭।৩৫	রায়তি স্থিতিবান	থানা তেহট্ট মৌজে [illegible]	১২৩ ডিসিমাল	·৪১	১৷০	বিভূতিভূষণ পালচৌধুরী
১২৯ B, ৩৪।৩৫		ঐ	[illegible] মোল্লা বি	১৭৮৶১১	১৮।৭।৩৫	রায়তি স্থিতিবান	থানা [illegible] মৌজে [illegible]	৭২৯ ডিসিমাল	·৮০	২৷০	ঐ
১৭৬ B, ৩৪।৩৫			[illegible] বিশ্বাস	৮৷৪	১৮।৭।৩৫	রায়তি মোকররী	থানা তেহট্ট মৌজে [illegible]	১১০৩ ডিসিমাল	·১১	৸৹	ঐ
১৩৮ N R, ৩৩।'৫		গৌরীশচন্দ্র রায় বাহাদুর	নৃসিংহচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	৫৸৬	১৮।৭।৩৫	নিষ্কর	থানা কৃষ্ণনগর	৫৬ ডিসিমাল	·৭১	৵৯ পেন্	গৌরীশচন্দ্র রায় বাহাদুর
২৩৩ R, P, ৩৩।৩৪		আর পালচৌধুরী	বিধুমুখী সাহা	৬৯৸৵৩	১৯।৭।৩৫	রায়তি স্থিতিবান	থানা নবদ্বীপ মৌজে বিদ্যানগর	১০৩১।৩২ ডিসিমাল	·৪০	২৭৷০	আর পালচৌ
২৩৪ B, ৩৪।৩৫		বিভূতিভূষণ পালচৌধুরী বিং	যোগেন্দ্রনাথ রায়	২৯৸৵৮	১৯।৭।৩৫		থানা নাকাশীপাড়া মাং [illegible]	২৫৭ ডিসিমাল	১·৭১	১৪৶৪	বিভূতিভূষণ পালচৌধুরী
২৪০ B, ৩৪।৩৫		ঐ	[illegible] কাজিনী	৩৭৸৶৭	১৯।৭।৩৫	ঐ	ঐ	৩২৬ ডিসিমাল	৬·৮৯	৫৸৶৪	ঐ
১০৫ N, R, ৩৪।৩৫		গৌরীশচন্দ্র রায় বাহাদুর	অবিনাশ চৌধুরী বি	৫২৷৷০	২০।৭।৩৫	মধ্যস্বত্ব চিরস্থায়ী	থানা চুয়াডাঙ্গা মৌজে নবীনচন্দ্র	১৩০ ডিসিমাল	২০০-৫৩	৭১৸৶১	গৌরীশচন্দ্র রায় বাহাদুর
৪২ N R, ৩৪।৩৫		ঐ	বিশ্বনাথ	৫১৸৹	২২।৭।৩৫	রায়তি স্থিতিবান	থানা কৃষ্ণনগর মৌজে [illegible]	১৪ ডিসিমাল	২·১৬	৮৶০	ঐ
২৫৯ N. R, ৩৪।৩৫		ঐ	[illegible] মোল্লা বিং	৩২৷০	২৫।৭।৩৫	ঐ	থানা কৃষ্ণগঞ্জ মৌজে [illegible]	৩৫৪ ডিসিমাল		১৪৶০	ঐ
৪২ B, ৩৪।৩৫		বিভূতিভূষণ পালচৌধুরী বি	[illegible] সেখ	৯৬৸৶২	২৯।৭।৩৫	ঐ	থানা নাকাশীপাড়া মৌজে গোপীপুর	৫৯ ডিসিমাল	৩·৮১	৩৶০	বিভূতিভূষণ পালচৌধুরী

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'প্রকাশ' নবদ্বীপ

দৈনিক

R.K. GO 1544

চৈতন্যোপনিষদ্
বড় অক্ষরে মূল ও অনুবাদসহ প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি উত্তম। ভিক্ষা ।০ মাত্র
শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

"গৌড়ীয়"
১ম বর্ষ হইতে ১১শ বর্ষ পর্য্যন্ত প্রতি বর্ষ কাপড়ে বাঁধাই ভিক্ষা ৩।০ মাত্র।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ
বাগবাজার, কলিকাতা

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচারিত -নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক সংবাদপত্র

১০ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১৩ই জ্যৈষ্ঠ, সোমবার ১৩৪২, ২৭শে মে ১৯৩৫ [৭৩শ সংখ্যা

ঘূর্ণীবাত্যার ধ্বংসলীলা

২০শে মে সন্ধ্যাকালে নাটোর ও মহস্থলীর উপর দিয়া যে প্রবল ঘূর্ণীবাত্যা প্রবাহিত হয়, তাহার ফলে পাঁচ ব্যক্তির মৃত্যু ও কয়েকজন গুরুতরভাবে জখম হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। ঝড়ের পর মুষলধারে বারিপাতও হয়। বহু করগেটের টীনের চালা ও কুটীর উড়িয়া গিয়াছে। গাছপালা ভূলোৎপাটিত হইয়া পড়িয়াছে। প্রায় একশত গৃহ ঝড়ের বেগে ভূমিসাৎ হইয়াছে। ফলে বাড়ীর লোকজন গৃহহীন হইয়া পড়িয়াছে। অন্য বাজার ও অন্যান্য স্থানে টেলিগ্রাফের তার ছিন্নভিন্ন হইয়াছে। এই ঝড়ের ফলে আমের ব্যাপকভাবে প্রভূত ক্ষতি হইয়াছে।

ঐ দিবস রাত্রি ৭ ঘটিকার সময় এলাহাবাদের উপর দিয়া প্রচণ্ড উত্তাপতরঙ্গ বহিয়া গিয়াছে; ফলে তিন জনের মৃত্যু হইয়াছে তন্মধ্যে একটী শিশুও আছে এবং অপর দুইজন সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় হাসপাতালে আছে। বয়োবৃদ্ধ লোকেরা এইরূপ প্রচণ্ড উত্তাপ কখনও অনুভব করিয়াছে বলিয়া তাহাদের স্মরণ হয় না। শেষ রাত্রিতে এলাহাবাদের অধিবাসীরা, প্রাণদাহকারী বায়ু নহে পরন্তু রৌদ্রতপ্ত অপরাহ্নের দু বায়ু ধূলি ঝড়ের সৃষ্টি করিয়াছে বলিয়া মনে করে। উপরিউক্ত বৃদ্ধ পুরুষ ও স্ত্রীলোক এবং শিশুর মৃতদেহ কোতয়ালী থানায় আনীত হইলে—এই মর্ম্মান্তিক দৃশ্য দেখিবার জন্য বহুলোক সমবেত হয়। মৃত লোকটির নাক হইতে রক্ত পড়িতেছিল। অপর দুইজন সঙ্কট জনক অবস্থায় হাসপাতালে আছে। সুখের বিষয় এই উত্তাপ তরঙ্গ অধিককাল স্থায়ী হয় নাই।

কাল-বৈশাখীর তাণ্ডব

গত কয়েকদিন যাবৎ এতদঞ্চলে প্রচণ্ড গরম পড়িয়াছিল। মাঝে মাঝে সামান্য বৃষ্টি হইলেও তাহা গরম প্রশমনে বিশেষ কার্য্যকরী হয় নাই। গত শুক্রবার বৈকালে প্রবল বারিপাতের সহিত এক ভীষণ ঝড় হইয়া গিয়াছে। এ প্রকার প্রবল ঝড় বহুদিন হয় নাই। এক ঘণ্টা ব্যাপী এ প্রকার প্রবল ঝড় হইয়াছিল যে তাহা সকলের মনেই আশঙ্কা আতঙ্ক উপস্থিত করিয়াছিল। আর কিছুক্ষণ থাকিলে ফল কি হইত বলা যায় না। ভয়ঙ্কর ঝড়ের ফলে বহু স্থানে বহু ক্ষতি হইয়াছে। কোথাও কোথাও গরু বাছুরও মারা গিয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। গাছপালা ভাঙ্গিয়া একাকার হইয়াছে। পথ ঘাট বৃক্ষলতাদির দ্বারা বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। সৌভাগ্য বশতঃ মানুষের জীবনের হানি হইয়াছে বলিয়া কোনও সংবাদ পাওয়া যায় নাই। কেবল মাত্র একজনের মাথার উপর ঘরের চাল পড়িয়াছিল কিন্তু ভগবৎকৃপায় তাহার কোনও ক্ষতি হয় নাই।

ঐ ঝড়ের ফলে কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট লাইট্ রেলওয়ের উপর কয়েক স্থানে গাছ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। ফলে ট্রেণ নবদ্বীপঘাট ষ্টেশনে পৌঁছিতে বিলম্ব হইয়াছিল। কারণ কত স্থানে ট্রেণ থামাইয়া বৃক্ষাদি অপসারিত করিতে হইয়াছে।

কলিকাতার প্রতিনিধি

এই কংগ্রেসে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিরূপে যোগদান করিবার জন্য ভাইস-চ্যান্সেলার শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, অধ্যাপক এস কে মিত্র এবং হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব ভাইস চ্যান্সেলার স্যার এওয়ার্ট গ্রীভস্ মনোনীত হইয়াছেন।

একসঙ্গে ৩টি নর-কঙ্কাল

গত ১৯শে মুন্সীগঞ্জের নিকটবর্ত্তী দেওভোগ গ্রামে একটি পুষ্করিণী খননের সময় পাশাপাশি শায়িত অবস্থায় তিনটি নর-কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে। কঙ্কালগুলি বহুদিনের বলিয়া মনে হয়; ঐগুলি সেখানে কিরূপে আসিল তাহা বিস্ময়ের বিষয়। ঐ অঞ্চলে চিরদিন হিন্দুদের বাস; সুতরাং সেখানে যে কাহাকেও কবর দেওয়া হইয়াছিল, তাহা মনে হয় না। তারপর, তিনজনকে এক কবরে গোর দেওয়া হইবে তাহাও সম্ভব নয়। অনুসন্ধানে জানা যায়, চারি পুরুষ পূর্ব্বে ঐ স্থানে একটি পুকুর ছিল; সুতরাং মনে হয়, তিনটি লোক ঐ পুকুরে ডুবিয়া মারা গিয়াছিল এবং তাহাদের শব পাওয়া যায় নাই।

পাদুকোটায় কর্ম্মচারীদের বেতন হ্রাস

পাদুকোটা দরবার নির্দ্দেশ দিয়াছেন যে ১৯৩৫ সালের ১লা জুলাই হইতে সমস্ত কর্ম্মচারী ও কেরাণীর বেতন হ্রাস করা হইবে। এইরূপে বেতন হ্রাসের দ্বারা মোট ২১০০০৲ টাকা সঞ্চয় হইবে।

রীতিমত বারিপাত না হওয়ায় কৃষিকার্য্যের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। ব্যবসা বাণিজ্যের সাধারণ মন্দাও রাজ্যের আর্থিক অবস্থা কাহিল করিয়াছে। ইহার ফলে দরবারের রাজস্বের পরিমাণ হ্রাস পায় এবং ব্যয় বাড়িয়াছে।

বন্দুক হইতে দেড়লক্ষ গুলী

সিমলার এক সংবাদে প্রকাশ, গত ৩০শে এপ্রিল মাদ্দাখেল মালিক হাজী খাঁর তাঁবু এবং ইহার উৎমনখাই ওয়াজীরদের কয়েক হাজার লস্কর কর্ত্তৃক খাঁ বাহাদুরের পরিজনগণের উপর প্রতিশোধ গ্রহণের বিস্তৃত বিবরণ হইতে জানা যায় যে, সেখানেতে চারদিন ধরিয়া যে লড়াই চলে তাহাতে বন্দুক হইতে প্রায় দেড় লক্ষ গুলী লস্করগণ বর্ষণ করিয়াছিল। প্রায় একশত হাত বোমাও ব্যবহৃত হয়। হাজী খাঁর কামান হইতে প্রায় ৩০।৪০টি গোলাও বর্ষিত হইয়াছিল। ১২জন পুরুষ, একটি রমণী ও খাঁ বাহাদুরের পরিবারের একজন শিশু নিহত হয়। আর লস্করদের ৭।৮ জন লোক নিহত হয়।

বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয় সম্মেলন

প্রকাশ ১৯৩৬ সালে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবার্ষিকী উৎসব সম্পন্ন হইবে। ইহার অব্যবহিত পরেই ১৯৩৬ সালের ১৩ই জুলাই হইতে ১৭ই জুলাই পর্য্যন্ত কেম্ব্রিজে বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিগণের পঞ্চবার্ষিকী কংগ্রেসের অধিবেশন হইবে। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলার মিঃ ষ্ট্যানলি বল্ডুইন ঐ কংগ্রেসের সভাপতিত্ব করিতে সম্মত হইয়াছেন। বিভিন্ন প্রতিনিধিগণের বক্তৃতা, শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ের আলোচনা এবং কয়েকটি স্থান পরিদর্শনের বন্দোবস্ত করা হইয়াছে।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

[ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক র‍্যাভেন্‌শা কলেজের ভাষাতত্ত্বের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিশাস্ত্র ... এম্-এ, মহোদয়ের প্রেরণাময়ী গবেষণা এবং পারদর্শী লেখনীর অমৃতফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে মগ্ন হইবে ... প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দার্শনিক ... তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক আলোচনা প্রথম খণ্ড ... প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় ... শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের প্রদত্ত মুখবন্ধ (Foreward) গ্রন্থকার ও গ্রন্থ-ভূমিকা (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সংস্কৃত শব্দের সূচীপত্র (Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা, মাদ্রাজ : শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা : শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জেলা—নদীয়া।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে : বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ সুশিক্ষিত ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিঃ
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

THE HARMONIST—

প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। বার্ষিক মূল্য ৪৲ টাকা ভিক্ষায় কলিকাতা বাগবাজার গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

১। গৌড়ীয়—মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক · বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১।০

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত ... মহা-পাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ দেড় টাকা মাত্র

৪। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ ... সেবাতীর্থ বি-এল, বি-টি সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া গৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১।০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল শ্লোক অক্ষরে এবং তাহার বর্ত্তমান যুগে শুদ্ধভক্তি-প্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য নামে বোধক হইয়াছে। আর সুন্দর ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৩৭ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। অতিরিক্ত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোক সূচী, পদ্যসূচী, গ্রন্থসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়-সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী-পত্র। সমস্ত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমল বিরাট সংস্করণ জগতের কোথাও আর প্রকাশিত হয় নাই, যাহা নিরপেক্ষ পাঠক মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৪৬,	৯—৩১,	১৩—২২	১৭—৩৮,	১৯—৩৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৬,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—০৫
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—১২

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

শনিবার ব্যতীত প্রতিদিন

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১২-১০	১২-৩৪	১৫-৭৪	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১২-১৯	১২-৪২	১৫-৮২	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-৫১	১৩-১২	১৬-১২	১৯-১১

সচিত্র নবদ্বীপ পঞ্জিকা

ভিক্ষা—মাত্র ৶০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ

পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
—পারমার্থিক পত্র—

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থো মহান্
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১০ম বর্ষ | ৯ ত্রিবিক্রম গৌরাব্দ ৪৪৯, ১৩ই জ্যৈষ্ঠ বঙ্গাব্দ ১৩৪২ ২৭শে মে ৩৫ সোমবার ৭৩তম সংখ্যা

প্রচার-প্রসঙ্গ

দিল্লীতে

বিগত ১৬ই এপ্রিল শ্রীশ্রীরামদেবের জন্মযাত্রা ২৭ বিষ্ণু গৌর মহোৎসব তিথির সমারোহপলক্ষে দিল্লী গৌড়ীয়মঠে একটী বিশেষ উৎসবের আয়োজন হইয়াছিল। এতদুপলক্ষে দিল্লীপ্রবাসী কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তি শ্রীমঠে আগমন করিয়া উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমী মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠমুখে সর্বাবতারী স্বয়ং ব্রজেন্দ্রনন্দনের অভিন্ন-প্রকাশ-বিগ্রহ, সমগ্র বিশ্বে একমাত্র আশ্রয়, সকল জীবের সমাশ্রয় ও একমাত্র শ্রীকৃষ্ণসেবা-প্রদানকারী শ্রীবলদেবতত্ত্ব সম্বন্ধে একঘণ্টার উপর কীর্তন করেন। সকলেই শ্রীমদ্ বলদেব প্রভুর এতপ্রকার অপূর্ব শাস্ত্রমতের কথা এবং তাঁহার প্রকৃততত্ত্ব সম্বন্ধে দিগ্‌দর্শন প্রাপ্ত হওয়ায় পরমানন্দিত হন। পাঠের অন্তে মহাজন পদাবলী-কীর্তন হয় এবং কীর্তনের পর বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিকে মহাপ্রসাদ প্রদান করা হয়।

শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা দিল্লী-গৌড়ীয়মঠে প্রত্যহ সন্ধ্যারাত্রিকের পর নিয়মিতভাবে মহাজন-পদাবলী কীর্তন ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা হইতেছে। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমী মহারাজ অতি প্রাঞ্জল ভাষায় ও সরলভাবে [illegible] করিয়া শ্রীচৈতন্যদেব ও তদীয় ভক্তগণের অমৃতময় চরিতাবলী, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উদ্ধৃত বিভিন্ন শাস্ত্রের অপূর্ব তত্ত্বকথা ব্যাখ্যাদ্বারা জনসাধারণের পরম-মঙ্গলবিধান করিতেছেন। ভাগ্যবান্ সজ্জনগণ শ্রীমঠে আগমন করিয়া স্বামীজীর শ্রীমুখে কথামৃত শ্রবণ করিয়া [illegible] অর্জন করিতেছেন।

সন্ধ্যার পাঠে যোগদান ব্যতীত অন্য সময়েও বিভিন্ন ব্যক্তিগণ মঠে আগমন করিলে স্বামীজী তাঁহাদের নিকট অকাতরে হরিকথা কীর্তন করিয়া থাকেন।

গত ৩০শে এপ্রিল দিল্লী গৌড়ীয়মঠের রক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী [illegible] মহারাজ দিল্লীপ্রবাসী [illegible] ব্যক্তির গৃহে শুভবিজয় পূর্বক হরিকথা কীর্তন করিয়াছেন।

খুলনা জেলার মহেশ্বরপাশা গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ চক্রবর্তী মহাশয় বিশেষ শ্রদ্ধালু এবং মঠের প্রতি প্রীতিমান্। তিনি আগ্রহাতিশয্যভাবে উক্ত স্বামীজীকে তাঁহার গৃহে পাইয়া তাঁহার কতিপয় জটিল প্রশ্নের সমাধান করিয়া লন। লৌকিক পবিত্রতা ও অপবিত্রতা, বর্তমানে জগতে প্রচলিত সমন্বয় ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সমন্বয়ের মধ্যে পার্থক্য এবং বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি বিষয়ে তাঁহার প্রশ্ন ছিল। স্বামীজী মহারাজ প্রাকৃতগণের অবলম্বিত পবিত্রতা ও অপবিত্রতা, বিধিমার্গের ব্যক্তিগণের আচরণীয় পবিত্রতা ও অপবিত্রতার কথা এবং অপ্রাকৃত সহজ অনুরাগমার্গে ভজনকারী ব্যক্তিগণের আচরণীয় পবিত্রতা ও অপবিত্রতার মধ্যে পার্থক্য এবং বৈশিষ্ট্যের কথা বিবিধ শাস্ত্রবাক্য উল্লেখ পূর্বক বুঝাইয়া দেন।

তাঁহার দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে স্বামীজী মহারাজ "দৃষ্টৈঃ স্বভাবজনিতৈর্বপুষশ্চ দোষৈঃ", "বিপ্রাদ্দ্বিষড়্গুণযুতাদরবিন্দনাভ", "অহো বত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্" প্রভৃতি শ্লোক ব্যাখ্যা করিয়া এবং শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের "নীচ জাতি নহে কৃষ্ণ ভজনে অযোগ্য। সৎকুল বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য॥" পয়ার অবলম্বন করিয়া [illegible] জাতিবর্ণনির্বিশেষে সকলেরই যে [illegible] যে [illegible] একমাত্র [illegible] বলেন। স্বামীজী আরও বলেন যে, জীব যখন নিজের প্রাকৃত আভিজাত্য এবং ভোক্তা অভিমান পরিত্যাগ করিয়া নিজদিগকে ভোগ্য-ভাবে একমাত্র ভোক্তা পরাৎপর পুরুষোত্তম অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণের সেবায় নিযুক্ত হন তখনই একমাত্র সমন্বয়ের সম্ভাবনা। তদ্ব্যতীত প্রত্যেকের পৃথক্ পৃথক্ ভাবে ভোক্তৃত্ব বজায় রাখিয়া, প্রকৃত পক্ষে ভগবানের দাস্য বাদ দিয়া জগতের উপর আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা থাকিলে অনন্তকালেও প্রকৃত সমন্বয় হওয়ার সম্ভাবনা নাই।

স্বামীজীর মুখে এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া বৈদ্যনাথ বাবু বিশেষ সন্তুষ্ট হন এবং সময়ান্তরে আরও শ্রবণ করিবার আগ্রহ জ্ঞাপন করেন।

ব্রহ্মদেশে

গত ১লা মে শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম সেবক উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ [illegible] ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিভূষণ ও শ্রীপাদ সত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী রেঙ্গুন হইতে শুভবিজয় করিয়া মৌবিন্ সহরে উপস্থিত হন। তথায় দিবস চতুষ্টয় হরিকথা প্রচার করেন। গত ৫ই মে মৌবিন হইতে তাঁহারা জলপথে চারেলা নামক স্থানে উপস্থিত হন এবং তথায় "হিন্দু এসোসিয়েসনে" অবস্থান পূর্বক দুই দিবস বিভিন্ন স্থানে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করেন। শ্রীযুক্ত বিজয়কুমার [illegible], সেক্রেটারী [illegible] মহাশয়ের বাসভবনে [illegible] পাঠ [illegible] করেন। শ্রীযুক্ত [illegible] উপস্থিত ছিলেন। [illegible] ১৫ই মে পিয়াপন (Pyapon) নগরে উপস্থিত হইয়া তথায় [illegible] শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার [illegible] বর্ণন করেন। [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] এম্, এ, [illegible] রায় মহাশয়ের বাসভবনে তাঁহারা অবস্থান করিয়াছেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠের [illegible] শ্রীযুক্ত এস্, বি, [illegible], উকিল শ্রীযুক্ত [illegible], এ, রায়, উকীল [illegible], কে, চ্যাটার্জি, উকীল শ্রীযুক্ত বি, কে, [illegible] উকীল শ্রীযুক্ত পি, সি, চৌধুরী [illegible] প্রভৃতি সজ্জনগণ বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন।

[illegible] প্রচারকদ্বয় ১০ই মে [illegible] হইয়া [illegible] নামক স্থানে উপস্থিত হন। তথাকার স্থানীয় হিন্দুগণ [illegible] অবস্থান করিয়া স্থানীয় সজ্জনগণের নিকট মহাপ্রভুর [illegible] কীর্তন করেন। [illegible] পক্ষকাল [illegible] কীর্তন করিয়া তাঁহারা ১৩ই মে [illegible] দিবসে রেঙ্গুন সহরে শ্রীমদ্ ভক্তিসর্বস্ব গিরি মহারাজের নিকট আসিয়া উপস্থিত হন। শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিস্বরূপ [illegible] মহারাজও কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ [illegible] হইয়া গিয়াছেন, নানাস্থানে হরিকথা কীর্তন করিতেছেন।

কৃষ্ণ আমায় পালে, রাখে, জান সর্বকাল। আত্মনিবেদন-দৈন্যে ঘুচাও জঞ্জাল॥

• শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১ ত্রিবিক্রম সর্ব্বশিব সম্বৎ ৪৪১

অভিনন্দন

অন্ধকার অপসারিত করিয়া দিনমণি পূর্ব্বাকাশে উদিত হন, আবার সমস্ত দিন আলোক বিতরণ করিয়া যখন পশ্চিম-গগনের পথ দিয়া ভূমির অন্তরালে গমন করেন তখন অমানিশার অন্ধকার ধরণী-মণ্ডলকে আচ্ছাদিত করিয়া থাকে। ঐ অন্ধকারের সহিত যদি ঘন-ঘনাবলীর সংযোগ থাকে তাহা হইলে নক্ষত্রাদিদের ক্ষীণালোকও ধরিত্রী-বক্ষে প্রবেশের সুযোগ পায় না। এই সূচীভেদ্য অন্ধকার সজ্জন-গণের জীবগণ ও বান্ধবগণের ও দস্যুতস্করাদির পক্ষে উহা বড়ই আনন্দদায়ক।

যখন মনোধর্ম্মের গাঢ় অন্ধকার পরমার্থের লীলাভূমি ভারতবর্ষকে গভীর কালিমায় আচ্ছন্ন করিয়াছিল, যখন অজ্ঞানের তাণ্ডবনৃত্য ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যা-কেন্দ্র নবদ্বীপকে গভীর আলোড়িত করিয়া তুলিয়াছিল, যখন ব্রাহ্মণের উচ্চ প্রকোষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ গভীর শিক্ষাহীন পণ্ডিতগণের সহিত বিদ্যাচর্চ্চার নামে কলহে প্রবৃত্ত হইত, যখন গৃহস্থগণ নিজ কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইয়া ব্যবহারবসে প্রমত্ততা প্রদর্শন পূর্ব্বক গৃহব্রত-ধর্ম্মেরই বহুমানন করিত, যখন সন্ন্যাসিগণ সন্ন্যাসের প্রকৃত তাৎপর্য্য বিস্মৃত হইয়া ভোগ ত্যাগের লীলা বাহ্যতঃ প্রদর্শন করিলেও প্রকৃতপ্রস্তাবে স্বসুখভোগেরই অবতারণা করিতেন, একপ্রকার যখন কৃষ্ণকথার দুর্ভিক্ষ সর্ব্বত্রই লক্ষিত হইতেছিল, ঠিক সেই সময়ে শ্রীহরিনাম-প্রচারে অজ্ঞানতমঃ বিনাশ করিয়া শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্র গৌড়দেশে পূর্ব্বশৈলে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রদীপ্ত পরমার্থের আলোক নিশাচরসমূহ জনগণের প্রীতিপ্রদ না হইলেও মুমুক্ষুগণের তাহাতে মৃতপ্রায় সজ্জনগণ তাহাতে নবজীবনী লাভ করেন। গৌরহরি আবির্ভূত হইয়াছিলেন অন্ধকারাদি সমূলে বিনাশ করিয়া জীবগণের কল্যাণ সাধনের জন্য এবং তিনি যে ম্লেচ্ছ,যবন, পুলিন্দ, এমনকি স্থাবর প্রাণিগণকে পর্য্যন্ত উদ্ধার করিয়াছিলেন—জগতের একটি প্রাণীও যে তাঁহার করুণা হইতে বঞ্চিত হয় নাই তাহা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অন্ত্যলীলা তৃতীয় পরিচ্ছেদে শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের উক্তিতে আমরা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পাইয়াছি। জগতের মঙ্গলকামনায় এই লীলামাধুর্য্য ভক্তগণ ব্যতীত অপরের দুরধিগম্য।

মহাপ্রভু জীবকুলের উদ্ধারার্থ ষড়্-গোস্বামীকে বৃন্দাবনে যেমন সেবাকার্য্যের ভার প্রদান করিয়াছিলেন তদ্রূপ সাত্বত-শাস্ত্রের প্রণয়ন প্রচারের ভারও প্রদান করেন। মায়াবাদ-কুজ্ঝটিকা ও অবৈধ স্মার্ত্তবাদের প্রবল অত্যাচারে তৎকালে সনাতন বৈষ্ণব-ধর্ম্ম বিলুপ্তপ্রায় হইয়া পড়িয়াছিল। যাঁহারা বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয় দিতেন তাঁহারাও মনোধর্ম্মের দাসত্ব করিয়া অবৈধ স্মার্ত্তগণের পদলেহন করিতেন মাত্র। অবশ্য বর্ত্তমান-কালেও গোস্বামিক্রবসম্প্রদায় ঐ অবৈধ স্মার্ত্ত সমাজের সহিত যৌন সম্বন্ধে সম্বন্ধ লাভ করিয়া গলায় মালিকা, নাসিকায় তিলক ধারণ করিয়াও অবৈধ স্মার্ত্তাচারকেই বহুমানন করিতেছেন। "যথা কাকবত্যং", 'অতিবৃদ্ধ মহাসর্প', "কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী" প্রভৃতি শ্লোকাদির শিক্ষা তাঁহাদের হৃদয়ে স্থান না পাওয়ায় হরিভক্তি-বিলাস বলিতেছেন—

অশুদ্ধাঃ শূদ্রকল্পা হি ব্রাহ্মণাঃ কলিসম্ভবাঃ।
তেষামাগমমার্গেণ শুদ্ধির্ন শ্রৌতবর্ত্মনা॥

দ্বিজকুলে জাত জনগণের মধ্যে অনেকে কালের দোষে বিষ্ণুবৈষ্ণবের প্রতি ভক্তিশূন্য হন। ইহার কারণ সম্বন্ধে বরাহপুরাণ বলিতেছেন,—

রাক্ষসাঃ কলিমাশ্রিত্য জায়ন্তে ব্রহ্মযোনিষু।
উৎপন্না ব্রাহ্মণকুলে বাধন্তে শ্রোত্রিয়ান্ কৃশান্॥

ষড়্ গোস্বামী অবৈধবাদসমূহের কালিমা হইতে জনসাধারণকে উদ্ধারের জন্য মহাপ্রভুর আদেশে সাত্বতশাস্ত্র প্রণয়নপূর্ব্বক ভক্তি-সদাচার প্রচার করিয়াছিলেন। শ্রীল রূপ-গোস্বামী প্রভু ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, উজ্জ্বল-নীলমণি প্রভৃতি বহু গ্রন্থ প্রণয়নপূর্ব্বক শুদ্ধভক্তির বিচার প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু ভাগবতামৃত, দশমটিপ্পনি, হরিভক্তিবিলাস প্রভৃতি বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। হরিভক্তি-বিলাস প্রণয়নে সাত্বতস্মৃতির আচার্য্য শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামী তাঁহার দক্ষিণ-হস্ত স্বরূপ ছিলেন। শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু স্বয়ং হরিভক্তিবিলাসের টীকাও লিখিয়াছেন।

শ্রীহরিভক্তিবিলাস ও সৎক্রিয়াসার-দীপিকা প্রভৃতি আমরা বৈধাচারে অবস্থিত বৈষ্ণবগণের কৃত্যাদি লক্ষ্য করি। মহাপ্রভুর নিজজনগণ যখন ঐসকল গ্রন্থ প্রকাশ ও প্রচার করেন তখন তাঁহাদের অনুগত সম্প্রদায় সকলেই সাত্বতস্মৃতির অনুযায়ী যাবতীয় কার্য্য সম্পন্ন করিতেন। কিন্তু পরবর্ত্তী সময়ে আচারবান্ প্রচারকের অভাব হওয়ায় যে অন্ধকার যুগ উপস্থিত হইয়াছিল, সেই যুগে হরিভক্তিবিলাস ও সৎক্রিয়াসারদীপিকার বিচারের প্রতি গৌড়ীয় বৈষ্ণব বলিয়া পরিচিত জনগণও সম্পূর্ণ উদাসীন হইয়া পড়িয়াছিলেন। দুই একজন বিরক্তানন্দী বাবাজী কোথাও কোথাও অবস্থান করিলেও মহাপ্রভু যে ঐ ছয় জনকে শ্রীগ্রন্থের প্রতি বিশেষ জোর দিয়াছিলেন তাহা তাঁহারা বিশেষ লক্ষ্য করেন নাই। তাঁহাদের উদাসীন্যের ফলে মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব যে-সকল স্থানে গিয়াছেন, সেই সকল স্থানে অন্য-সম্প্রদায়ের জনগণ বৈঠক স্থাপন করিয়া শ্রীনরহরিকে মহাপ্রভু বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। মহাপ্রভু বলিতে যে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহা-প্রভুকেই বুঝায় তাহা বঙ্গদেশের সকলেই অবগত থাকিলেও গৌড়ীয়-বৈষ্ণবব্রুবগণের উদাসীনতার জন্য ও প্রদেশে জনসাধারণের মধ্যে ঐ ধারণায় বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র সমস্ত ভারতেই স্বয়ং পূর্ব্বে শুদ্ধভক্তি প্রচার করিয়াছেন। সুতরাং তৎকালে ভারতের প্রত্যেক প্রদেশের জনগণ তাঁহাকে মহাপ্রভু বলিয়া জানিতেন। শ্রীমধ্বাচার্য্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর শিষ্য শ্রীল গদাধর পণ্ডিতের কৃপা লাভ করিয়াছিলেন। মহাপ্রভুর শিষ্যের শিষ্যকে যদি তাঁহার স্থানে কেহ বসাইতে চাহে তাহা হইলে তৎপ্রতি উদাসীন থাকা কি সেবাপ্রাণতার লক্ষণ?—না গৌড়ীয়-বৈষ্ণবের পক্ষে গৌরবের কথা?

মহাপ্রভুর আদেশক্রমে শুদ্ধ প্রকাশ-বিগ্রহ শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু বঙ্গদেশে শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্তবাণী প্রচারপূর্ব্বক নামসংকীর্ত্তন-বন্যা প্রবাহিত করিয়াছিলেন। তাঁহার তনয় শ্রীল বীরচন্দ্র প্রভু প্রবলপ্রতাপে শুদ্ধগৌরবাণী প্রচার করিয়াছেন। কিন্তু পরবর্ত্তী সময়ে খড়দহে শ্রীল নিত্যানন্দ প্রভুর সেবিত শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দরের আসনে ত্রিপুরাসুন্দরীকে স্থাপন-চেষ্টার ন্যায় অবৈধ স্মার্ত্তাচারের পঞ্চোপাসকীয় ভাণ্ডব লক্ষ্য করিতেছি। শুদ্ধভক্তির বিচারে কখনও বহির্ম্মুখ দেবতা শ্রীভগবানের সহিত একাসনে স্থান পাইতে পারেন না। শ্রীমদ্ ভাগবতের বিচারে জগদ্দুর্গা দেবী ত্রিপুরাসুন্দরী সর্ব্বদাই শ্রীভগবানের পশ্চাতে বিলজ্জভাবে অবস্থিতা।

চিকিৎসকগণ যখন পচা ও দূষিত ঘা নিরাময়ের জন্য অস্ত্রোপচার কার্য্য আরম্ভ করেন, তখন রোগী চীৎকার আরম্ভ করে। প্রবীণ চিকিৎসক তাহাতে কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া আপন কার্য্য করিয়া যান। সেইপ্রকার সমাজকে যখন অনাচারাদি বিস্ফোটকসমূহদ্বারা আক্রান্ত হয় তখন মহাপুরুষগণ আবির্ভূত হইয়া ঐ সকল নিরাময়ের চেষ্টা করেন। তখন জনসাধারণ রোগাক্রান্ত অবস্থাকেই বহুমানন করিয়া চিকিৎসিত হইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন কিন্তু আচার্য্যগণ তাহাতে কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া অকপটভাবে জীবন দ্বারা তাহাদিগকে নিরাময়ের চেষ্টা করেন। ঐ চেষ্টা তাঁহাদের অমন্দোদয়-দয়ারই পরিচয়।

রুচিবোধ উত্তাল তরঙ্গে কিছুমাত্র ভীত না হইয়া যে সকল ব্যক্তি সুপটু কর্ণধারের নির্দ্দেশ অনুসারে কার্য্যাদি করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে বিপদগ্রস্ত হইতে হয় না। সেই প্রকার আচার্য্যরূপ সুপটু কর্ণধারের আনুগত্যে অবস্থান করিলে ভবসাগরে নিমজ্জিত হইবার কিছুমাত্র ভয় নাই। আচার্য্যের বাণী শিরোধারণে যাঁহারা অগ্রণী হন, তাঁহাদের জীবন ধন্য। তাঁহারাও আচার্য্যের কৃপায় আচার্য্য হইয়া আচার্য্যের মনোহভীষ্ট প্রচারদ্বারা অমন্দোদয়দয়া প্রকাশ করেন।

বিষ্ণুর প্রসাদেই জীবাত্মার পরমতৃপ্তি। তাই বৈষ্ণবগণ বিষ্ণুনৈবেদ্য দ্বারা পরলোক-গত জনগণের শ্রাদ্ধ করিয়া থাকেন। বৈষ্ণব-স্মৃতি এই বিধান প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু শুদ্ধভক্তির কেন্দ্র শ্রীগৌড়ীয়মঠের অনুগত জনগণ ব্যতীত বৈষ্ণবনামধারী কয়জন ব্যক্তি তদনুসারে কার্য্য করিবার সৎসাহস প্রদর্শন করিতেছেন? কয়জন ব্যক্তি স্মার্ত্ত-শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইবার প্রয়াস পাইতেছেন?

শুধু শ্রাদ্ধে নহে বিবাহাদিতেও বৈষ্ণব-স্মৃতির সুবিধান রহিয়াছে। সৎক্রিয়াসার-দীপিকায় উহার অনুষ্ঠানাবলী লিপিবদ্ধ আছে। পরম সুখের বিষয় গৌড়ীয়-আচার্য্যভাস্কর শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অনুগ-কয়েকজন মহাত্মা ঐ শুদ্ধ-স্মৃতি-বিধানানুসারে কার্য্য করিবার সৎসাহস প্রদর্শন করিতে-ছেন। গত শুক্রবারে "নদীয়া-প্রকাশে" তাহার একটী উদাহরণ পাঠকগণ "বৈষ্ণব-স্মৃতি-বিধানে বিবাহ"-সংবাদ দেখিতে পাইয়াছেন। ঐ কার্য্যের অনুষ্ঠাতা কুলভূষণ শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র ও শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস পাণিগ্রাহীর চেষ্টা সর্ব্বতোভাবে প্রশংসনীয়। আমরা তাঁহাদিগকে আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি। গৃহস্থগণ তাঁহাদের অনুসরণ করিয়া সকল কার্য্যই, পরমার্থের অনুকূলে সম্পাদন করুন, ইহাই আমাদের আন্তরিক নিবেদন। এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে অবৈধ স্মার্ত্তকুল ও তাঁহাদের অনুগত জনগণ বাধা দিবে; কিন্তু সেই সকল বাধা পদদলিত করাই সৎসাহসের পরিচয়। এই সাহস না থাকিলে পরমার্থে কিছু-মাত্র উন্নতি করা যাইবে না - পদপদ্মালিকার আসবাব থাকিলে পরমার্থের পথ চিরতরে বন্ধ থাকিবে। তাই উপসংহারে পুনরায় নিবেদন,—দুর্লভোর্ব্বিদা পাইবার পূর্ব্বে শুদ্ধ সাত্বত-বিধানানুসারে যাবতীয় কার্য্য করাই সুধী বৈষ্ণবের একান্ত কর্ত্তব্য। ইংরাজীতে একটি কথা আছে—"Make hay while the sun shines" আচার্য্য-ভাস্করের কৃপালোকের সদ্ব্যবহার যদি আমরা না করিতে পারি, তাহা হইলে জীবন বৃথায় অতিবাহিত হইবে। ঐ কৃপারশ্মির সাহায্যে এক্ষণেই তাঁহার নির্দ্দিষ্ট কার্য্যাদি করিতে হইবে। নচেৎ সেবাকার্য্য না করিলে অন্ধকারপুঞ্জ আসিয়া আমাদের হৃদয়কে ঘোর অন্ধকারে নিমজ্জিত করিবে।

পাই কোথা ?

বুঝিলাম, বৈষ্ণব ভিন্ন গত্যন্তর নাই। এখন বৈষ্ণব পাই কোথা ? শ্রীমন্মহাপ্রভু ত' বলিয়াছেন "যাঁহার দর্শনে মুখে আইসে কৃষ্ণনাম। তাঁহারে জানিও তুমি বৈষ্ণব প্রধান।" আমাদের ত' কিন্তু কাহাকেও দেখিলে মুখে কৃষ্ণনাম আসে না। সুতরাং এরূপ অবস্থায় আমাদের কর্ত্তব্য কি ? এইরূপ প্রশ্ন আমরা প্রায়ই বহু ব্যক্তির মুখে শ্রবণ করিয়া থাকি।

বিষ্ণু-বৈষ্ণব কি বাস্তবিকই এমনই নিষ্ঠুর বস্তু যে তাঁহাদের সেবার জন্য আমরা ব্যাকুল হইলেও তাঁহারা আমাদের দিকে একবারও দৃক্‌পাতও করেন না ? ইহাও যদি সত্য হয় তাহা হইলে তাঁহাদিগকে আমরা দয়াময়, করুণাময় প্রভৃতি আখ্যায় কেন আখ্যাত করি ?

বৈষ্ণবগণ বৈকুণ্ঠ বস্তু। এই মর্ত্ত্যজগতে তাঁহাদের প্রার্থিত কোন বস্তু নাই। একমাত্র আমাদিগের মত পামরগণকে কৃপা করিবার জন্যই তাঁহারা এজগতে আগমন করিয়া থাকেন। এইজন্যই শাস্ত্র গাহিয়াছেন "মহান্তের স্বভাব এই তারিতে পামর। নিজ কার্য্য নাহি তবু যান তার ঘর।" সেই ধর্ম্মের বশবর্ত্তী হইয়া সর্ব্বক্ষণ তাঁহারা আমাদের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া থাকেন এবং প্রতিপদে আমরা তাঁহাদিগকে অস্বীকার করিয়া থাকি।

শ্রীমন্মহাপ্রভু "যাঁহার দর্শনে মুখে আইসে কৃষ্ণনাম। তাঁহারে জানিহ তুমি বৈষ্ণব প্রধান।" এই বাক্যটি বলিয়াছেন সত্য। কিন্তু তাঁহাকে কিরূপ অবস্থায় এই উপদেশটি প্রদান করিলেন, তাহা যদি আমরা আলোচনা করি তাহা হইলে দেখিব, ঐ বাক্যটি আমাদের মত জেও, শ্রবণ প্রভৃতিতে আসক্ত ব্যক্তিগণের জন্য নহে; পরন্তু উহা কুলীনগ্রামবাসী সত্যরাজ খাঁ প্রভৃতি পরমভক্তদিগের প্রতি উপদেশ। তাহাও প্রথম বৎসর নহে, তৃতীয় বৎসরে।

প্রধান বৈষ্ণব অর্থাৎ মহাভাগবত দর্শন করিবামাত্রই যদি সকলের মুখেই কৃষ্ণনাম স্ফূর্ত্তি পাইত তাহা হইলে মহারাজ অম্বরীষের দর্শনে দুর্ব্বাসার, প্রহ্লাদ মহারাজের দর্শনে হিরণ্যকশিপুর, হরিদাস ঠাকুরের দর্শনে চন্দ্রবিপ্রের বা হাবসী গ্রামের বিপ্র প্রভৃতির, শ্রীবাসাদি মহাভাগবতগণের দর্শনে তাৎকালিক নবদ্বীপবাসী ব্রাহ্মণ-মণ্ডলীর কেন স্ফূর্ত্তি পাইল না ?

মহাভাগবত বৈষ্ণব-দর্শনের কি কথা, স্বয়ং ভগবদ্-দর্শনেও আসুরিক বৃত্তিবিশিষ্ট ব্যক্তিগণের আসুরিকবৃত্তি প্রশমিত হয় না, এইরূপ দৃষ্টান্ত শাস্ত্রে ভূরি ভূরি আছে।

উপরিউক্ত বিষয়সমূহ যদি আমরা ধীরভাবে চিন্তা করি তাহা হইলে দেখিব যে কাল পর্য্যন্ত ত্রিগুণমায়া বিভাড়িত হইয়া আমরা অহঙ্কারে প্রমত্ত থাকি সে-পর্য্যন্ত বৈষ্ণব চিনিবার শক্তি আমাদের আদৌ থাকে না।

বৈষ্ণব চিনিবার একমাত্র উপকরণ প্রণতি অর্থাৎ অহং (আমজ্ঞান) ভাব পরিহার করিয়া প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তি অবলম্বন করা। তাহা না করিয়া যদি আমরা আমাদের বিদ্যা, বুদ্ধি বা পাণ্ডিত্যের সাহায্যে বৈষ্ণব চিনিতে যাই তাহা হইলে আমাদের সমস্যা দিন দিন কঠিন হইতে কঠিনতর হইবে। কারণ শ্রীভগবান্ গীতায় স্বয়ং বলিতেছেন, প্রণতি স্বীকার না করিলে তাঁহার দৈবী মায়ার হাত হইতে কাহারও পরিত্রাণ নাই।

অতএব যদি আমাদের কাহারও বৈষ্ণব চিনিবার বাঞ্ছা থাকে তাহা হইলে নিষ্কপটে প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তি অবলম্বন করিতে প্রস্তুত হইয়া আর্ত্তি সহকারে শ্রীভগবানের পাদপদ্মে নিবেদন করিলে তিনি তখন কৃপাপরবশ হইয়া গুরু অন্তর্য্যামীরূপে শিক্ষা দিবেন। বৈষ্ণব চিনিবার একমাত্র উপায়—বৈ'র্য্য সহকারে বৈষ্ণব-মুখ-নিঃসৃতবাণী শ্রবণ। সে শ্রবণ-প্রভাবে আমরা জানিব, তিনিই উত্তম বৈষ্ণব—যিনি শাস্ত্রযুক্তিতে সুনিপুণ এবং ভগবদ্ বিষয়ে যাঁহার শ্রদ্ধা সুদৃঢ় অর্থাৎ কৃষ্ণভক্তি করিলে সর্ব্বকর্ম্ম কৃত হয় এই বিশ্বাসে যিনি সুপ্রতিষ্ঠিত। এই বাক্যের সমর্থন হেতু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গাহিতেছেন "শাস্ত্রযুক্ত্যে সুনিপুণ দৃঢ়শ্রদ্ধা যাঁর। 'উত্তম-অধিকারী' সেই তারয়ে সংসার।"

; শ্রীবিলাসবিগ্রহ ভক্তিশাস্ত্রী

দ্বাদশ আল্‌বর্

—:০:—

'শ্রীরামানুজাচার্য্য'

(৮)

তথা হ'তে চলিলেন উত্তর দিকেতে,
দ্বারকা মথুরা বৃন্দাবন চরিবারে,
কুরুক্ষেত্র, বদরিকা দেখি তুষ্ট হ'য়ে,
নৈমিষকানন দেখি আসিলা পুষ্করে।

অযোধ্যা প্রয়াগ আদি দেখি তীর্থ যত,
পুনরায় কাশ্মীরেতে সারদাপীঠেতে,
আচার্য্য শ্রীরামানুজ হন্‌গা উপনীত,
সারদা দেবীর কৃপা স্বয়ং ভবনেতে।

কবিত সারদা দেবী হইয়া সদয়,
আচার্য্যের অক্লান্ত ভক্তি সূত্র-ব্যাখ্যা,
তাতে ভক্তিতত্ত্ব দিয়ে করিলা বিজয়,
অর্পিলা তাঁহারে দিতে 'ভাষ্যকার' আখ্যা।

তথনও আচার্য্য প্রতি মায়াবাদিগণ,
কূটতর্কে ষড়যন্ত্রে বিরত না হয়,
কিন্তু রামানুজ স্বয়ি' লক্ষ্মী-নারায়ণ,
সিদ্ধান্ত শাস্ত্রকে সবে করে পরাজয়।

অতঃপর রামানুজ নারায়ণী হৈয়া,
দক্ষিণ দিকেতে হৈলা শুভ আগমন,
উপনীত পুরী তীর্থে ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া,
তথা আসি 'পঞ্চরাত্র' করে প্রচারণ।

কূর্ম্মক্ষেত্রে, সিংহাচল, গারুড় পর্ব্বতে,
অহোবল শ্রীমন্দিরে হৈলা প্রবর্ত্তন,
'শ্রীনৃসিংহদেব' পূজা পঞ্চরাত্র মতে,
তথায় এক ভক্তিমঠ করিলা স্থাপন।

ক্রমেতে বেঙ্কটাচল তিরুপতি গিয়া,
শৈব-বৈষ্ণবের করি' বিবাদভঞ্জন,
তথাকার শ্রীবিগ্রহে বিষ্ণু জানাইয়া,
শিখাইলা সবাকারে শ্রীবিষ্ণুসেবন।

অনন্তর কাঞ্চিপুর হইয়া বাহির,
নাগমুনি স্থান বীরনারায়ণ-পুর,
নিরখিয়া শ্রীরঙ্গমে উপনীত হ'ন,
আনন্দিত হ'ন সর্ব্ব রঙ্গনাথপুর।

পুণ্যতীর্থ শ্রীরঙ্গম এই সময়েতে,
ভক্তির নিশান উচ্চে উড্ডীন করিয়া,
ধর্ম্মশিক্ষা-কেন্দ্ররূপে সমগ্র ভারতে,
বিরাজিত দিব্য শোভা হৃদয়ে ধরিয়া।

যতিরাজ কুরেশের প্রিয় পুত্রদ্বয়,
গোবিন্দের ভ্রাতুষ্পুত্র আচার্য্যকৃপায়,
কালেতে হইল সবে বিষ্ণুসেবাময়,
'পরাশর' 'বেদব্যাস' 'পরাঙ্কুশ' কয়।

সুপ্রকুলোদ্ভূত এক আচার্য্যকৃপায়,
সুপ্রসিদ্ধ মল্লবীর 'ধনুর্দ্দাস' নামে,
হ'লা ব্রাহ্মণোত্তম শ্রেষ্ঠ স্থান পায়,
এই মত উদ্ধারিল কত ধরাধামে।

সর্ব্বত্র বৈষ্ণবমত হয় প্রচারিত,
অমিত প্রতিভাবান্ আচার্য্যের দ্বারা,
দেখি চোলরাজ হ'ল মহা ঈর্ষান্বিত,
শৈব ক্রিমিকণ্ঠ ক্রোধে হ'য় জ্ঞানহারা।

রাম মুখে রাজামধ্যে ধরিয়া আনিতে,
পাঠাইল দূত কার বলশালী করে,
দেখিও কুরেশ তাহা সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধিতে,
ক্রিমিকণ্ঠ আক্রমিল বুঝিল তখনে।

আচার্য্যে না কহি ধরি বৈদিকবসন,
চলিল কুরেশ গুরুভ্রাতৃগণ সহ,
সভামধ্যে গিয়া তবে বলে সুবচন,
কি আদেশ হে রাজন্! এই স্থানে কহ।

নিজে রামানুজ বলি দিলা পরিচয়,
আসিল ভাগবতগণ বাহুযুদ্ধ তরে,
সকলে আচার্য্যরূপী কুরেশেরে কয়,
মায়াবাদীগ্রস্ত শৈব শ্রেষ্ঠ চরাচরে।

কুরেশ কদাপি তাহা না করে স্বীকার,
আদেশিলা ক্রিমিকণ্ঠ ক্রোধেতে তখন,
নৃশংস পামরমতি অন্তরে তাহার,
কুরেশের চক্ষুদ্বয় কর উৎপাটন।

কুরেশ তাহাতে নাহি হন বিচলিত,
করিল বিদ্বেষিগণ তাঁর চক্ষু নাশ,
তৎপরে কুরেশ কোন শিষ্যের সহিত,
উপনীত হইলেন রঙ্গনাথ পাশ।

আদর্শ শ্রীগুরুভক্তি দেখাল' জগতে,
নিজ প্রাণ তুচ্ছ করি গুরু-সেবা করে,
সেবক কর্ত্তব্য নিষ্ঠভাবে শিখাইতে,
হেন লীলা করে হরি ল'য়ে ভক্তবরে।

নতুপরে ঘোরতর অপরাধ ফলে,
সে পাপিষ্ঠ ক্রিমিকণ্ঠ অস্থাগান পরে,
উৎকট ব্যাধিতে পুঁজ কালের কবলে,
নিপাতিত হ'ল চির নিরয়ের দ্বারে।

শ্রীমন্নারায়ণ রাজা ভক্তজন হেন,
পরিহরি জৈনধর্ম্ম আচার্য্যকৃপায়,
লভিলা বৈষ্ণবী দীক্ষা রামানুজ পাশে,
'শ্রীবিষ্ণুবর্দ্ধন' নাম ধরিল তথায়।

অতঃপর রামানুজ যাদব অদ্রিতে,
শ্রীবিষ্ণুর রূপসেবা করিলা উদ্ধার,
চেন্নরায় নামে কোন বিগ্রহ তাহাতে,
মন্দিরাদি দীর্ঘ মত করিলা প্রচার।

দয়ালদাসের কৃপা কুরেশ লভিলা,
দিব্যচক্ষুদ্বয় পুনঃ হ'ল তখন,
সে দেখেতে হরি-গুরু-বৈষ্ণব দেখিয়া,
ভক্তিসাগরে সুখে হন নিমগন।

আচার্য্য শ্রীরামানুজ রঙ্গনাথপুরে,
করিয়া বসতি শেষে ষষ্টি বৎসর,
প্রচারিল ভক্তিধর্ম্ম সর্ব্ব দ্বারে দ্বারে,
শিক্ষা দিলা হরিসেবা পরমসুন্দর।

দশশত উনষষ্টি শকাব্দা মাঝারে,
শনিবার মাঘী শুক্লা দশমী দিবসে,
মধ্যাহ্নে আচার্য্যবর হরিস্মরণ অন্তরে,
করিলা বিজয় শুভ বৈকুণ্ঠ আবাসে।

আচার্য্যের প্রচারিত সুসিদ্ধান্ত,
বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ মুখ্য সদাশাস্ত্রে,
উজ্জ্বল হ'য়ে র'ল মায়াবাদ অন্ত,
ব্যাপ্ত হ'ল ভক্তিধর্ম্ম সমগ্র জগতে।

হে গোরাঙ্গ কৃপাময় কৃপা কর মোরে,
আমাকে তোমার নিজগুণ বল গ্রহণ করি,
সম্পূর্ণ নিষ্ঠা হ'তে বাঁধিয়া আনাবে,
লভ সেবা কথা হয়ে পদাশ্রয় তার।

— শ্রীভবদেব চট্টোপাধ্যায়

শ্রীপাটে হরিকথা

[illegible]

স্বপনেও না কর ভাই স্ত্রী-সম্ভাষণ। গৃহে স্ত্রী ছাড়িয়া ভাই আসিয়াছ বন

শুদ্ধভক্তি মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ

(আকর মঠরাজ)

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমহাপ্রভুর জন্মপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ শত গজ পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে প্রাচীন শ্রীচৈতন্যদেবের ভবন শ্রীগান্ধর্ব্বা বিরাজমান। ... স্থান সংকীর্ত্তন আদি পরমহংসপীঠ বা সাত্বতজনপুরী। এই মঠ হইতে শ্রীভক্তিবিনোদ সাত্বতশাস্ত্রাদি বেদশাস্ত্রসমূহের, স্বধর্ম্ম আলোচনা এবং তদীয় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক আচার্য্যবর্গের উপায় বিগ্রহের সেবা নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠ হইতে পারমার্থিক দৈনিকপত্র 'নদীয়া-প্রকাশ', সাত্বত সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত প্রাচীন গ্রন্থ প্রকাশকল্পে শ্রীভাগবত' প্রকাশ প্রাপ্ত হইতেছেন। প্রতি বৎসর শ্রীধাম পরিক্রমা ও শ্রীনবদ্বীপ গৌরজন্মোৎসবে মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক —শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬-২ কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫

শ্রীমহাপ্রভু-প্রচারিত শুদ্ধভক্তি প্রচার-প্রসারোদ্দেশ্যে গৌড়দেশের মধ্যপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে উক্ত মঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই মঠাভ্যন্তরে শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ-শ্রীরাধাগোবিন্দজীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। প্রত্যহ পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়, গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদির পাঠ ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হয়। এই মঠ হইতে বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র হরিকথা-প্রচার, মহানগর-সঙ্কীর্ত্তন, প্রদর্শনী, ব্যাখ্যা ও মহোৎসবাদি অনুষ্ঠান হয়। মঠরক্ষক—মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-স্থান মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া সহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা এবং শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী সেবাকোবিদ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী এখানে শ্রীগৌরবিগ্রহ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান, রক্ষক—শ্রীমধুসূদন দাসাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—গোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

(৭) কাজীর সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপা-প্রাপ্ত শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তালোক।

(৮) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও রাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান দাস ব্রহ্মচারী।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(১০) মোদদ্রুম-ছত্র "গৌড়ের নৈমিষ"

মামগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান। শ্রীগৌরনিত্যানন্দের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবঙ্কুবিহারী ব্রজবাসী, ভক্তভূষণ।

(১১) জেতিয়া কুঞ্জকানন

শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক— শ্রীনবীনানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১২) কুঞ্জকুটীর—পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ অধিকারী

(১৩) ভাগবত-আসন—পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

এই স্থান হইতে ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচারিত হয়। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তালোক, ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৪) একায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ ঢেপখালি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরামনাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী ভক্তিসার।

(১৫) মহেশ পণ্ডিতের পাট

পালপাড়া, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(১৬) মাধবগৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, পোঃ ঢাকা

পূর্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ।

(১৭) গোপালজীউর মঠ—কমলাপুর,(ঢাকা)

গোপালজীউ শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান। রক্ষক—শ্রীহরিদাস ব্রজবাসী.

(১৮) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি (ঢাকা)।

এখানে শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(১৯) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীমদ্ভব শাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২০) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, (ঢাকা)

এখানে মঠ-কুঞ্জের শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক— শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(২১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরেবতী দাসাধিকারী.

(২২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

কুমারখোলা, পোঃ চৈতকুণ্ডা, (মানভূম)

এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী।

(২৩) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকনিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে গুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান্দাস ব্রজবাসী ভক্তিরত্ন।

(২৪) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী।

(২৫) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ বক্সীবাজার, (কটক)

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ বিনোদরমণ-জীউর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর

(২৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর পুরী,

শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন।

(২৭) পুরুষোত্তম মঠ

ভক্তিকুটী, পোঃ পুরী টাউন।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদপ্রাণবল্লভজীউর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগদাধর অধিকারী।

(২৮) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌরাঙ্গনাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী দাসাধিকারী।

(২৯) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, জেলা গোদাবরী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—শ্রীবিশ্বম্ভর দাসাধিকারী ভক্তিলোচন।

(৩০) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪২নং কালিপুরা, বেনারস সিটি

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীমধুবন ব্রহ্মচারী।

(৩১) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী

(৩২) পরমহংস মঠ,

পোঃ নৈমিষার, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও গৌরবিনোদ-বিহারীজীর সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীসত্যনারায়ণ দাসাধিকারী।

(৩৩) কৃষ্ণচৈতন্য মঠ

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

এখানে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিত্য-সেবা হয়। রক্ষক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠ

বিশ্রামঘাট মথুরা

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি[illegible]

(৩৫) রাধাবল্লভ-সুখদকুঞ্জ—শ্রীরাধাকুণ্ড

রক্ষক—শ্রীরাধারমণচরণ ব্রহ্মচারী

(৩৬) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৩৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ

দেবগ্রামী, পোঃ কোড়োল, জেলা গুরদাসপুর (পাঞ্জাব) রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৩৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৬০নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসম্বন্ধ তুর্য্যাশ্রমী

(৩৯) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল।

এখানে গৌরবিনোদবিহারীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবনগোপাল অধিকারী।

(৪০) সারস্বত-গৌড়ীয় মঠ

ভাঁবরার সাহারণপুর, ইউ, পি

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি

(৪১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ রায়পেট্টা মাদ্রাজ।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা।

রক্ষক —শ্রীপাদ ভগবদানন্দ ভক্তিনিধান।

(৪২) বোম্বে-গৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়

খোজীর রোড, চোটানি বিল্ডিং, বাংলো নং ১, বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মা মজুমদার।

(৪৩) অমরসি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমরসি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীমহেশ্বর দাস অধিকারী

(৪৪) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী

(৪৫) পাটনা গৌড়ীয় মঠ

১০০ মিঠাপুর, পাটনা।

রক্ষক—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী [illegible]

(৪৬) গয়া গৌড়ীয় মঠ

মিল সাহেব, চাঁদ রোড, গয়া

রক্ষক—উপদেশক শ্রীসর্ব্বেশ্বর দাসবর

(৪৭) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠ বালেশ্বর

রক্ষক—শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয়

৩ গ্রহাম হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, এস-ডব্লিউ ৭, লণ্ডন

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন

(৪৯) বার্লিন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

Berlin W. 30

Eisenacher strasse 29 I

(৫০) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

৩৫০ নং ডালহাউসী ষ্ট্রীট রেঙ্গুন।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবত,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৶০
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৯৲
৩। ভাষ্য সহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৯৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸৹
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—১৲; ২য় খণ্ড - ৸৹
৭। শ্রীচৈতন্যদেব—১৲
৮। সংক্রিয়াসার—দীপিকা ও সংস্কার-দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণব ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। নামকৌমুদী (দ্বিতীয় সংস্করণ) ॥০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিবর্ত্ত-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ।
১৮। প্রাকৃত-আদর্শ ।
১৯। ভাগবতের বৃহদ্ভাষ্য (বাঁধা) ১
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵
২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৷৵
২২। ভক্ত-প্রবর
২৩। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ ৪ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি টীকাসহ) ২৲
২৬। গীতার কেবল মাত্র-ভাষ্য ॥০
২৭। বৃহদ্ভাগবতামৃত অপেক্ষিক সাহুবাদ ২৲
২৮। বেদান্তদর্শন সানুবাদ ॥০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸
৩০। দীন-দিগ দর্শন ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৶০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি ৴০
৪১। গীতাবলী ৴০
৪২। চিত্রে নবদ্বীপ ১।০
৪৩। মাধবগুণ ৴০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৴০
৪৬। অর্চ্চনশতক ৴০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৫১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম খণ্ড) ৩
৫১। ব্রহ্মসংহিতা
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ)
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয়
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৴০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীভজনরহস্য ৶০
৫৯। শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৬০। শাস্ত্রবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত সারঃ ।০
৬১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৬২। সটিক শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৬৩। গুরুস্তব ।০
৬৪। সানুবাদ শিক্ষাষ্টক ৷৵০
৬৫। গৌড়ীয়মঠস্য পঞ্চোঃ ৴০
৬৬। মায়াবাদনিরসনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৭। রায় রামানন্দ ।০
৬৮। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন্ বেদান্ত ।০
৬৯। নামভজন ।০
৭০। বেদান্ত—ইটস মরফলজি অ্যাণ্ড অন্টলজি
৭১। ভিবেটিভ ওয়াক্স
৭২। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু
৭৩। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৪। কোয়াট গৌড়ীয়মঠ স্ট্যাণ্ডস ৴০
৭৫। দি ভাগবত ।০
৭৬। ভয়েস ফ্রম দি রিলিজিয়ন অ্যাণ্ড আরোগ্যথ ভিভেশন ।০
৭৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ১।০
৭৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম ভাগ)

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৭৯। প্রাকৃতরসশতদূষণী
৮০। সাধন-পথ ।০
৮১। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৮২। গীতাবলী
৮৩। শরণাগতি

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৪। শরণাগতি

তেলগু ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মৃতপ্রায় পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বেহালার পাচন। ... সংযুক্ত ... একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ।৶০ আনা, বড় বোতল ১৶০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত ক্যালিকো ... জে. বি. দত্ত কোং-এর

অভিনব আবিষ্কার

ফাউন্টেনপেন ইঙ্ক

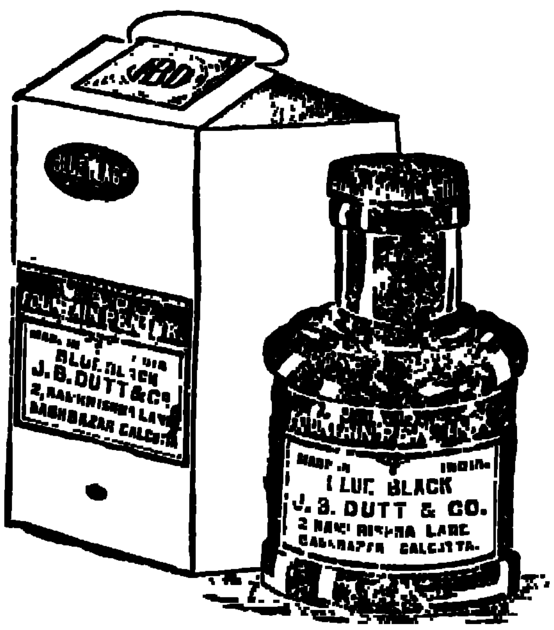

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের পূজা, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবশ্যই এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে বর্ণানুক্রমিক বিষয় ও শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও ... কৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ ভাণ্ডারী এম, এস, এস, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

স্বর্ণ সুযোগ! স্বর্ণ সুযোগ!

শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদরচিত গৌড়ীয়ভাষ্য সহিত

বিকাই গ্রন্থ

শ্রীশ্রীচৈতন্য ভাগবত

গ্রন্থের আয়তন :—ক্রাউন কোয়ার্টো মূল ১০৯৬ পৃষ্ঠা, সূচীপত্র ২৪৪ পৃষ্ঠা, মোট ১৩৪০ পৃষ্ঠা

ভিক্ষা (বাঁধাই) মাত্র ৭৲ সাত টাকা

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা

নদীয়া সার্টিফিকেট আদালতের নীলাম ইস্তাহার

কেস্ নং এবং কোর্টের নাম	নীলাম ইস্তাহার (A) (B) বা (C) ধারায় প্রকাশিত	ডিক্রীদার	৪ দেনদার	যে দাবীর জন্য সম্পত্তি বিক্রয়ের আদেশ হইয়াছে	বিক্রয়ের স্থান তারিখ ও সময়	কি রকম জোত	থানা, মৌজার নাম ও গ্রাম	খতিয়ান নং প্লট (জানা থাকিলে) অথবা অন্য প্রয়োজনীয় বিবরণ	১০ জমির পরিমাণ (জানা থাকিলে)	১১ জমা (জানা থাকিলে)	১২ মন্তব্য
৪৭ B, ৩৪।-৫ নদীয়াসার্টিফিকেট আদালত		বিভূতিভূষণ পালচৌধুরী দিং	যতীন্দ্র সেন	৭৯:	২৯।৭।৩৫	রায়তি স্থিতিবান	থানা নাকাশীপাড়া মৌজে হরনগর	৩৩১ খতিয়ান	.৫৬	৷৵	বিভূতিভূষণ পালচৌধুরী দিং
১৩১ A, ৩৪।৩৫		মণীন্দ্রমোহন আচার্য্য দিং	কিরণদার	১২।৩	২৫।৭।৩৫	রায়তি দখলীস্বত্ব	থানা দৌলতপুর মৌজে লক্ষীকোলা	৭৪ খতিয়ান	.৫০	১৸৴৩	মণীন্দ্রমোহন আচার্য্য দিং
১৩০ A, ৩৪।৩৫			ঐ	১০।৭	২৫।৭।৩৫		থানা ঐ মৌজে ঐ	৪২ খতিয়ান	.২৩	২।০	ঐ
৮৫ A, ৩৪।৩৫			মাহাবক্স মল্লিক	২৫।৵১	২৫।৭।৩৫	রায়তি স্থিতিবান	থানা ও মৌজে মীরপুর	৬৮৭ খতিয়ান	.৭৮	২৷৶	ঐ
৮৯ A, ৩৪।৩৫	ঐ		গৌরচন্দ্র প্রামাণিক	৯৷৶	২৫।৭।৩৫	ঐ	ঐ	৬৩৭ খতিয়ান	.৬৭	১৷৹৯	ঐ
১৩৯ A, ৩৪।৩৫	ঐ		অছিমদ্দীন বিশ্বাস	৭৷৵৫	২৫।৭।৩৫	রায়তি দখলীস্বত্ব	থানা দৌলতপুর মৌজে লক্ষীকোলা	৬৯৯ খতিয়ান	১.৮৩	৩৸৴১০	ঐ
১১৯ A, ৩৪।৩৫			মনিরুদ্দিন দিং	৮৷১১	২৫।৭।৩৫	রায়তি স্থিতিবান	থানা ঐ মৌজে ঐ	৬৯৩ খতিয়ান		৸৶	ঐ
১২২ A, ৩৪।৩৫	ঐ		তাহের মণ্ডল দিং	১২৭৯	২৫।৭।৩৫	ঐ	থানা দৌলতপুর	৬০৯ খতিয়ান	১.৭০	৩৷৶০	
১৩৪ A, ৩৪।৩৫	ঐ		হাকেম মণ্ডল দিং	১০৸৶	২৫।৭।৩৫	রায়তি দখলীস্বত্ব	থানা ঐ মৌজে সোনাইডাঙ্গা	১০ খতিয়ান	.৩৬	১৷৶	
২৫৯ N. R ৩৪।৩৫			উমেদআলি মোল্লা	৪২৩	২৫।৭।৩৫	ঐ	থানা [illegible] মৌজে [illegible]	১৫৫ খতিয়ান		১৪৷০	ঐ
৪২ B, ৩৪।৩৫		বিভূতিভূষণ পালচৌধুরী	জবাই সেখ	১৬৸৴২	২৯।৭।৩৫	ঐ	থানা নাকাশীপাড়া মৌজে গোপীপুর	৪৯ খতিয়ান	৩.৮১	৩৶০	পালচৌধু

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'শ্রীনাম' নবদ্বীপ

দৈনিক

RN. GC 1544

চৈতন্যোপনিষদ্
বহু অন্বেষণে মূল ও
অনুবাদসহ প্রকাশিত
হইয়াছে। কাগজ ও
ছাপা অতি উত্তম।
ভিক্ষা ।০ মাত্র
শ্রীচৈতন্যমঠ,
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

"গৌড়ীয়"
[illegible] বর্ষ চলিতেছে
[illegible]
প্রতি বর্ষ [illegible]
সাপ্তাহিক
ভিক্ষা [illegible] মাত্র।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ
বাগবাজার কলিকাতা

ভারতের [illegible] দৈনিক [illegible]

১০ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১৪ই জ্যৈষ্ঠ, মঙ্গলবার ১৩৪২, ২৮শে মে ১৯৩৫ [৭৪শ সংখ্যা

নানাস্থানে ঝড়বৃষ্টি ও উত্তাপের তাণ্ডব

মাদ্রাজে

মাদ্রাজের এম এণ্ড এস এম রেলওয়ের ইউরোপীয়ান এসিষ্টাণ্ট ট্রান্সপোর্টেশন সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মিঃ জি ডব্লিউ কার্ট সর্দি-গর্মীতে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। ২৩শে মে পেরাম্বুর রেলওয়ে হাসপাতালে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

একাদ্দ পাঁচদিনে সর্দিগর্মীতে মছলী পট্টনে ৬ জন লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে।

বাঁকুড়ায়

গত ২৩শে মে অপরাহ্ণে বাঁকুড়া সহরে এবং আশে পাশে গ্রামসমূহে যে প্রবল ধূলিঝড় উঠিয়াছিল উহাতে একটি ৯ বৎসরের হরি বালিকা নিহত এবং ৬০ বৎসরের একজন বৃদ্ধ আহত হইয়াছে। ঝড় প্রায় ১ঘণ্টাকাল স্থায়ী ছিল এবং বহু লোকের ঘরের চাল উড়াইয়া লইয়া গিয়াছে। এই ঝড়ে আম এবং পানের বরোজের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে।

ঢাকা জিলায়

গত ১৯শে মে ঢাকার কোন কোন পল্লীতে সন্ধ্যার সময় প্রবল ঝড় হয়। ঝড় বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় নাই কিন্তু এই অল্প কালের মধ্যেই গুরুতর আকার ধারণ করে ও বহু ক্ষতি করে। ঝড়ের প্রকোপ সব চেয়ে বেশী বৃদ্ধি পায় সাভারের দিকে। সাভার নিমবাজারের দোকানঘরগুলির প্রায় সবগুলিই পড়িয়া গিয়াছে। সাভারের বাজারের মধ্যস্থিত বড় বটগাছটিকে মূলসমেত উপড়াইয়া ৫০।৬০ হাত দূরবর্তী নদীদের উপর ফেলিয়া দেয় এবং চাপে ১খানা নৌকাটি একেবারে চুরমার হইয়া যায়। বহুলোকের আর্থিক ক্ষতি যথেষ্ট হইয়াছে। কিন্তু সুখের বিষয়, কাহারও প্রাণহানি হয় নাই। জয়মণ্টপ স্কুলের ছাত্রবৃন্দ নূপেশ বৃত্তি ওয়ারি প্রতিযোগিতায় যোগদান করিয়া খেলার পর নৌকাপথে প্রত্যাবর্তন করিতে-ছিল। নদীর মধ্যপথে তাহাদের নৌকাখানা নৌকাটি ঝড়ের বেগে ডুবিয়া যায় এবং অতিকষ্টে শিক্ষক ও ছাত্রগণের জীবন রক্ষা পায়।

গয়ায়

গয়ায় প্রচণ্ড গ্রীষ্মের প্রকোপে পড়িয়াছে। উত্তাপের পরিমাণ ১১১ ডিগ্রীরও উপরে উঠিয়াছে। গভীর রাত্রি পর্য্যন্তও উত্তপ্ত বায়ু প্রবাহিত হয়।

পুরুলিয়ায়

গত ২২শে মে অপরাহ্ণে পুরুলিয়ার উপর দিয়া ভীষণ ঝড় বহিয়া গিয়াছে। উহাতে কতকগুলি ঘরের চাল উড়িয়া গিয়াছে। আনন্দীভাণ্ডার [illegible] বাড়ীর পার্শ্ববর্তী পল্লী যে ঘরে বাস করিত, উহা ঝড়ে পড়িয়া যাওয়ায় সে গুরুতর আহত হয়। তাহাকে হাসপাতালে পাঠান হয়; কিন্তু এক ঘণ্টার মধ্যেই তাহার মৃত্যু ঘটে।

একপাত্র জলের দাম অর্দ্ধ আনা

পোয়াচীতে ভীষণ গরম পড়িয়াছে এবং অনাবৃষ্টির ফলে জলের দারুণ অভাব ঘটি-য়াছে। এক পাত্র পানীয় জল অর্দ্ধ আনা দরে বিক্রয় হইতেছে এবং ঐ দামে জল কিনিবার জন্যও লোকে কাড়াকাড়ি করি-তেছে। স্নান করা, কাপড় ধোয়া ত দূরের কথা জল পাওয়া যায় না। পোয়াচীর চারি দিকে নানাভাবেই ফসল শুকাইয়া গিয়াছে।

নাগপুরে ভীষণ অগ্নি

মধ্যপ্রদেশের গবর্ণমেন্টের দপ্তর যে বাড়ীতে অবস্থিত, সেই বাড়ীতে গত ২৩শে মে গভীর রাত্রিতে অগ্নিকাণ্ড হয়। এই বাড়ীর দোতালা একেবারে ভস্মীভূত হইয়াছে। সরকারী কাগজ পত্র প্রায় সমস্তই বিনষ্ট হইয়াছে। ক্ষতির পরিমাণ কয়েক লক্ষ টাকা।

ঐ অগ্নিকাণ্ডে বিনষ্ট সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিংএর অবস্থা ২৪শে মে সকালে অত্যন্ত শোচনীয় দেখাইতেছিল। প্রকাশ, পুলিশের ইনসপেক্টর জেনারেল, ডিরেক্টর অব পাব্লিক ইনস্ট্রাকশন, চীফ ইঞ্জিনিয়ার ও স্বাস্থ্য বিভাগের ডিরেক্টরের সমস্ত কাগজপত্র নষ্ট হইয়া গিয়াছে। সমস্ত সিঁড়ি পুড়িয়া গিয়াছে। ভূতপূর্ব্ব চীফ কমিশনার স্যার বেজিনাল্ড যে ক্রাডকের তৈলচিত্র কাউন্সিল কক্ষ হইতে নাগপুরে আনিয়া রাখা হইয়াছিল, তাহা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। সমস্ত ছাদ পড়িয়া গিয়াছে এবং প্রস্তরাচ্ছাদিত প্রকাণ্ড দালানটি কয়েকস্থানে বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছে।

অনুমান যে, আগুন ১টার সময় লাগিয়াছিল। আগুন লাগিবার ৫৫ মিনিট পরেই দমকল বিভাগের লোকেরা উপস্থিত হয়। কিন্তু তথাপি তাহারা ৩টার পূর্ব্বে আগুন নিবাইতে পারে নাই। জলের পাইপে জল না পাওয়াতেই এরূপ ঘটিয়াছিল বলিয়া প্রকাশ। নাগপুরের প্রায় ৩০০০ হাজার অধিবাসী এই অগ্নিকাণ্ড দেখিয়াছে। তিন মাইল দূর হইতেও নাকি আগুন দেখা যাইতেছিল।

ব্রহ্মব্যবস্থাপকসভা ও লর্ড ল্যাজিক্যাল

গত ২০শে মে লর্ড সভায় লর্ড [illegible] বাদি স্যার অস্কার ডি গ্লানভিলের ব্রহ্ম ব্যবস্থাপক সভার সভাপতিত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করেন। স্যার অস্কার ডি গ্লান-ভিলকে সভাপতির পদ হইতে অপসারণ করিবার কারণ কি সে সম্পর্কে এবং তাঁহার অপসারণে গবর্ণর সম্মতি দিয়াছিলেন কি না এবং দিয়া থাকিলে কেন দিয়াছিলেন ইত্যাদি প্রশ্ন করা হয়। উত্তরকালে লর্ড ল্যাজিক্যাল স্বীকার করেন যে, পরিস্থিতি সঙ্কটময় ছিল।

তিনি বলেন যে, [illegible] ব্যবস্থার সম্পর্কে ব্যবস্থাপক সভার দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার পর গবর্ণর যে কার্য করিয়াছেন, [illegible] কোনরূপ অসামঞ্জস্য [illegible] তাঁহারা বলেন ব্যবস্থাপক সভার সভাপতি নিয়োগ বিষয়ে গবর্ণরের অনুমোদন প্রয়োজন হইবে না, এবিষয়ে লর্ড ল্যাজিক্যাল দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। [illegible] অসাধারণ ও সঙ্কটময় নিয়মতান্ত্রিক পরি-স্থিতিতে সভাপতি স্যার [illegible] একথা মনে না রাখিয়া পারেন নাই যে, পরিবর্তন কালের একটা সাময়িক অবস্থা সম্পর্কেই [illegible] ব্যবস্থা করিতে হইতেছে।

লর্ড ল্যাজিক্যাল আরও বলেন যে, তিনি [illegible]

[illegible]

[illegible] ব্যবস্থাপক সভার সভাপতির পদ [illegible]

[illegible]

লর্ড ল্যাজিক্যাল বলেন যে [illegible] কোন আপত্তি [illegible] গবর্ণরের কার্য্য সম্পূর্ণরূপে ন্যায় সঙ্গত বলিয়া মনে করেন।

নীলাম ইস্তাহার

নীলামের দিন ৮ই জুন ১৯৩৫, প্রথম মুন্সেফ আদালত কৃষ্ণনগর

(১)

১৬৬ ম্বনিজারী ৩৫ দাবী ৫৭।৯

ডিঃ মহাদেব চক্রবর্তী সাং ধর্মদাপুর

দেঃ সাচু সেখ দিং সাং চিংপুরখালি পোঃ মহেশপুর

থানা নবদ্বীপের চিৎপুরখালী গ্রামে ১৩০ খতিয়ানে ১৫৭ দাগ ১৬৫ জমা দেঃ ।/৯ অংশ মূল্য আঃ ৩০৲

(২)

১১৭৮ মনিজারী ৩৪ দাবী ৭২৸৩

ডিঃ ভূপেন্দ্রনাথ পাল সাং গোয়াড়ী

দেঃ রেবানাথ চট্টোপাধ্যায় দিং সাং বাগদিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ

থানা নবদ্বীপ নবদ্বীপ ২২০১ খতিয়ানে ১০০৯ দাগ জমা ৮৲ জমা, দেঃ ।৶০ অংশ মূল্য আঃ ৭৭৲

(৩)

৯১ দেঃ জারী ৩৫ দাবী ১১২৸০

ডিঃ বিন্দুবাসিনী বিশ্বাস সাং নন্দীপুর

দেঃ জীবানন্দ বিশ্বাস সাং পোঃ নবদ্বীপ

থানা নবদ্বীপের নং ডিঃ ৩মন ১০৭৯ খতিয়ানে-০৯ দাগ জমি ।৷/১০ জমা বাদ ১৬পালবিত ৩ কুঠরী কোঠাঘর বাদ পায়খানা কুয়া, প্রাচীর, টিনের চাপড়া মূল্য আঃ ১০০৲

(৪)

২৯৭ দেঃ জারী ৩৫ দাবী ৭৫৮৷৶০

ডিঃ নটেশ্বরী দাসী সাং গোয়াড়ী

দেঃ সতীশচন্দ্র পাল দিং সাং গোয়াড়ী

থানা কোতয়ালীর গোবিন্দসড়ক মৌজায় ৫৭১নং খতিয়ানে-০৯ দাগ জমী ১০৶০ জমা দেঃ ৫১৬ অংশ মূল্য ৪০০৲

(৫)

৬২৯ দেঃজারী ৩৫ দাবী ৬১৮৸৶৩

ডিঃ আব্দুল কাদির সাং বাহাদুরপুর

দেঃ পাচকড়ি সেখ দিং সাং বাহাদুরপুর পোঃ শ্রীমায়াপুর

১। নবদ্বীপ থানার চরক চৌপালী মৌজায় ২৮৪ খতিয়ানে ৩-৫৮দাঃ জমী ১০৸০ জমা মূল্য আঃ ২৫৲

২। ঐ থানার কড়পাড়া মৌজায় শ্রীমতী প্রফুল্লনলিনী দাসীর অধীন ১৯৷৶৯ জমার জমা মূল্য আঃ ২৫৲

(৬)

৬৩০ দেঃজারী ৩৫ দাবী ৮৪।।/০

ডিঃ নগেন্দ্রবালা ঘোষ সাং মদনপুর

দেঃ আবদুল আজিজ সেখ সাং ফিঙ্গাবাড়ি পোঃ খোকসা

থানা খোকসার অধীন মদনপুর মৌজায় ৪৮২ নং, চকহাবিপুর মৌজায় ২১৩, ২১৩৩১ ও ২১৩।২ নং ও রঘুনাথপুর মৌজায় ১৫৯ও ১৬০ নং ২৪ বিঘা জমি ২৸৫ জমা দেঃ ৶১০ অংশ মূল্য আঃ ২৫০৲

(৭)

১৬৭৪ দেঃজারী ৩৪ দাবী ৯২২।০

ডিঃ গোপীচরণ দাস বৈরাগ্য সাং নবদ্বীপ

দেঃ রঘুনাথ হালদার সাং ও পোঃ নবদ্বীপ

১। নবদ্বীপ বড়ালঘাটে ৭৫ খতিয়ানে -০৫ দাঃ জমা ৩৲ জমা মূল্য আঃ ৫০৲

২। ঐ মৌজায় ৭১১ খতিয়ানে-০৬দাঃ জমী ১৶০ জমা মূল্য আঃ ৫০৲

(৮)

১৫ খাংজারী ৩৫ দাবী ৪১৸০

ডিঃ রাজকুমারী পদ্মনন্দিনী দাসী

দেঃ অন্নপূর্ণাদাসী দিং সাং কাঠালপোতা পোঃ কৃষ্ণনগর

মরচাখা মৌজায় ২৯৭ খতিয়ানে ৪৯২-১৯দাঃ রাজাপুর মৌজায় ২৯০খতিয়ানে ১০২-৯৭দাঃ খাসখাটা গ্রামে ২৬ খতিয়ানে ৪৪-৯৭ দাঃ গোপডাঙ্গা মৌজায় ৩২৯ খতিয়ানে ১-৪২দাঃ জমার ১০৪৭৶৬ জমা মূল্য ১০০৲

(৯)

১৬ খাংজারী ৩৫ দাবী ৩৪৩/০

ডিঃ ঐ

দেঃ ঐ

সম্পত্তি ঐ

(১০)

৪৪ খাংজারী ৩৫ দাবী ১৭৸/৩

ডিঃ রামপসাদ চট্টোপাধ্যায় সাং গোয়াড়ী

দেঃ শরৎবিবি সাহ সাং গোয়াড়ী

থানা কোতয়ালীর গোবিন্দসড়ক মৌজায় ১০৫৬ খতিয়ানে ২৲ জমার জমী বাদ আকর আগলাত মূল্য আঃ ৫৲

(১১)

৭৩ খাংজারী ৩৫ দাবী ১৭/৬

ডিঃ প্রমথনাথ ঘোষ সাং গোয়াড়ী

দেঃ কামুর মোল্লা সাং চাপাই পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জের রাধাকান্তপুর ও চাপাই গ্রামে ১০৫।১০৬ খতিয়ানে ৫-৯৫দাঃ জমী ২৷৶০ জমা মূল্য আঃ ১৫৲

(১২)

১২২ খাংজারী ৩৫ দাবী ১২৮৸০

ডিঃ ধর্মজিৎ পালচৌধুরী সাং মহেশগঞ্জ

দেঃ রজবালি মজুমদার সাং গোয়াড়ী

১। থানা, নবদ্বীপ মৌজে বাবলারী ৩২৬ খতিয়ানে ৮-৪৬দাঃ জমী ১১৶৬ জমা মূল্য আঃ ২৫৲

২। ঐ মৌজায় ৩২৭ খতিয়ানে -১৩দাঃ জমী ২।০ জমা মূল্য আঃ ১০৲

৩। ঐ মৌজায় ৩২৬ খতিয়ানে ৮-২৫দাঃ জমী ১৩।৶৬ জমা মূল্য আঃ ৩০৲

(১৩)

২১১ খাংজারী ৩৫ দাবী ৭৬৸৶৬

ডিঃ মেহের আলী মণ্ডল সাং নসরকোলা

দেঃ উজির সেখ সাং পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জের অনন্তপুর গ্রামে ৭৭ খতিয়ানে ৫-৯৮দাঃ জমী মূল্য আঃ ৪০৲

(১৪)

২৫০ খাংজারী ৩৫ দাবী ২১১১।৶৬

ডিঃ ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ দিং

দেঃ বসন্তকুমারী দেবী সাং পোঃ হাঁসখালী

১। হাঁসখালী মৌজায় ১২০ খতিয়ানে -০৬দাঃ জমী বাদ পাকাঘর, সাজসরঞ্জাম সহ মূল্য আঃ ৩৫৲

২। ঐ মৌজায় ২০১।২০৩।১২২ খতিয়ানে -৩০দাঃ জমী বাদ পাকাঘর মূল্য ৫০৲

(১৫)

২৭৬ খাংজারী ৩৫ দাবী ৩০।/১০

ডিঃ ঐ

দেঃ হরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় সাং কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালী কৃষ্ণনগর গ্রামে ৪৭৮৯ খতিয়ানে ২-৩১দাঃ জমী ৩৷০ জমা মূল্য আঃ ২০৲

(১৬)

৮১২ খাংজারী ৩৪ দাবী ৭১৷৶৩

ডিঃ ধর্মজিৎ পালচৌধুরী সাং মহেশগঞ্জ

দেঃ তৈরব সেখ সাং রুইপাড়া, পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালীর কৃষ্ণপাড়া মৌজায় ১০৩ দাগে ।৶৩ জমা মূল্য আঃ ১০৲

(১৭)

১০১১ খাংজারী ৩৪ দাবী ৪৬৷/০

ডিঃ মেহেরআলি মণ্ডল দিং

দেঃ দুর্গাদাসী দাসী সাং পোঃ কাটোয়া

থানা নাকাশীপাড়ার বহুপাড়া মৌজায় ১৮৭ খতিয়ানে ৪-৪৯দাঃ জমা উটবন্দী মূল্য আঃ ২৫৲

(১৮)

১৪১৬ খাংজারী ৩৪ দাবী ২৫০৷৶৩

ডিঃ ব্যোমকেশ সান্যাল বোং কালীগঞ্জ

দেঃ হেমচন্দ্র রায় চৌধুরী দিং সাং ও পোঃ কালীগঞ্জ

১। থানা ও মৌজে কালীগঞ্জ ১৩৩৯ মৌজায় ১-৭৪দাঃ জমী নিষ্কর বাদ বাড়ীঘর দুয়ার জানালা মূল্য আঃ ৮০৲

২। ঐ মৌজায় ১৩৮১ খতিয়ানে -৭৫ দাঃ জমা নিষ্কর বাদ বাড়ীঘর দুয়ার মূল্য ২০৲

৩। ঐ মৌজায় ১০৪৭ খতিয়ানে ২-৪২ দাঃ জমী ১৫৲ জমা মূল্য আঃ ১৫০৲

(১৯)

১৫৫৭ খাংজারী ৩৪ দাবী ১০২৷/৩

ডিঃ শরৎকুমারী দাসী বোং গোয়াড়ী

দেঃ কাঞ্চনচাঁদ মুন্সী দিং সাং দামোদর মণ্ড ওরফে নতুয়া পোঃ বাঙ্গালঝি

১। থানা চাপড়ার দামোদরমণ্ড মৌজায় ১৩ খতিয়ানে ৭৬ দাঃ জমী ১৬৸৩ জমা মূল্য আঃ ১০৲

২। ঐ গ্রামে ১৪ খতিয়ানে ১০-৫৫ দাঃ জমী মূল্য আঃ ২৫৲

দ্বিতীয় মুন্সেফ আদালত নীলামের দিন ৮ই জুন ১৯৩৫,

(১)

১১৭ খাংজারী ৩৫ দাবী ৯২০৲

ডিঃ প্রমথনাথ ঘোষ সাং গোয়াড়ী

দেঃ ললিত মোহন পাল সাং ঘূর্ণী পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালীর ঘূর্ণী গ্রামে ১খতিয়ানে ৬১দাঃ জমী বাদ পঃ দ্বারী ২ কুঠরী পূঃ দ্বারী ৩ কুঠরী বাদ আড়া বরগা কপাট কুয়া প্রাচীর আম কাঁঠালের বাগান দেঃ ৷৹ অংশ মূল্য আঃ ২৫০৲

(২)

১৮০ খাংজারী ৩৫ দাবী ১৮১।৷৶০

ডিঃ যামিনীসুন্দরী দাসী সাং কাঁদিয়া

দেঃ অনন্ত ঘোষ দিং সাং চাঁদপুর পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়ার চাঁদপুর গ্রামে ৩১ খতিয়ানে ১৮-৪২ দাঃ জমী ৩০৸০ জমা দেঃ ৸০ অংশ মূল্য আঃ ৭৫৲

(৩)

২৪৪ খাংজারী ৩৫ দাবী ৪৫।৶০

ডিঃ রকিমনখাতুন বিবি সাং সোনডাঙ্গা

দেঃ রাজু বিশ্বাস সাং সোনডাঙ্গা পোঃ শ্রীমায়াপুর

১। থানা কোতয়ালীর সোনডাঙ্গা গ্রামে ১১৫২ খতিয়ানে-১০দাঃ জমী ১৶০ জমা বাদ সাজসরঞ্জাম মূল্য আঃ ১০৲

২। ঐ গ্রামে ২৯০ খতিয়ানে ৬৯দাঃ জমী ২।/০ জমা দেঃ ।০ অংশ মূল্য ১০৲।

রিলিফ ফণ্ডের টাকা আত্মসাতের অভিযোগে সাবডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট

আগামী ৩১শে মে ভাগলপুরের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ পি কে আচার্য্যের আদালতে একটি চাঞ্চল্যকর মামলার শুনানী আরম্ভ হইবে। এই মামলায় সাব ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ কে কে মহাপাত্র আসামী হইয়াছেন।

মিঃ মহাপাত্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ এই যে, ১৩৩৪ সালের মে এবং জুলাইয়ে ভাইসরয় রিলিফ ফণ্ড হইতে সাহায্য কার্য্যের জন্য তাঁহাকে যখন সুপারভাইজর মহকুমায় নিযুক্ত করা হয়, তখন তিনি উহা হইতে ৫৭০৲ টাকা আত্মসাৎ করেন। মামলার বিবরণে যোবৎ অনুরূপ ১৮টী ঘটনার কথা প্রকাশ পাইয়াছে। মিঃ মহাপাত্র হিসাবে গোলমাল করিয়া টাকার অঙ্ক নিজের সুবিধামত বাড়াইয়াছিলেন বলিয়া প্রকাশ।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ

৭ম বর্ষ | ১০ ত্রিবিক্রম গৌরাব্দ ৪৬৯, ১৪ই জ্যৈষ্ঠ বঙ্গাব্দ ১৩৬২, ২৮শে মে ইং ১৯৫৫ মঙ্গলবার | ৭৪ তম সংখ্যা

'শ্রবণ' ভজনাঙ্গ ; তাহাতে সময় বৃথা যায় না

মধ্যপ্রদেশে স্বামী শ্রৌতী

গত ১৮ই মে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিকুসুম শ্রৌতী মহারাজ ঝাঁসী জেলার অন্তর্গত লালতপুর মহকুমার স্থানীয় বীর-প্রতাপ অয়েল মিলের প্রোপ্রাইটার শ্রীযুত অমরনাথ পাঠক বি-এ (জনৈক পাঞ্জাব-অধিবাসী) মহাশয়ের আহ্বানে তদীয় ভবনে গমন করেন। উক্ত পাঞ্জাবী ভদ্রলোক স্বামীজীকে বলেন যে, আমি ধর্মসম্বন্ধে অনেক বিষয় জানি, অনেক গ্রন্থাদি পাঠ করিয়া শাস্ত্রাদির মর্ম বুঝিতে পারিয়াছি; কিন্তু সাধন সাধ্য-বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ আছি। অতএব আপনি আমাকে বলুন যে কি করিতে হইবে; অধিক সময় এজন্য দিতে পারিব না।

স্বামীজী—আপনি মনে করিয়াছেন যে, অনেক বিষয় পড়িয়াছেন কিন্তু আমি দেখিতেছি যে বিষয় পড়িলে আপনি সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব জানিতে পারিতেন, কিন্তু তাহা আপনার দৃষ্টিপথে পতিত হয় নাই; যদি তাহা পড়িয়াও থাকে তথাপি তাহার তাৎপর্য্য আপনি বুঝিতে পারেন নাই। কারণ শ্রুতি বলেন—

যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে
মহাত্মনঃ॥

আপনার এজন্য যথেষ্ট সময় দিতে হইবে। কারণ আপনি যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি পরীক্ষা দিয়াছিলেন, তখন আপনাকে নিশ্চয়ই দীর্ঘকাল অধ্যয়ন করিতে হইয়াছিল। সুতরাং পারমার্থিক-জ্ঞানলাভের জন্যও যথার্থ কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা ব্যক্তির নিকট প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তি সহকারে শ্রবণ করিতে হইবে।

অমর বাবু—যদি ইতোমধ্যে আমার মৃত্যু ঘটে তবে ত আর সাধন করা হইবে না। কেবল শুনিতেই সময় চলিয়া যাইবে!

স্বামীজী—আপনি মনে করিতেছেন যে শ্রবণ-কার্য্যটি বৃথা যাইবে, তাহা নহে। পারমার্থিক রাজ্যের কথা শ্রবণই সাধনের প্রথম সোপান এবং সাধনাঙ্গের অন্যতম। যদি শ্রবণ করিতে করিতেই আপনার মৃত্যু ঘটে তাহাতে কোন ক্ষতি নাই, তাহাতে আপনি অনেক লাভবান্ হইবেন এবং পরবর্ত্তী জন্মে আবার এবিষয়ে সুযোগ পাইবেন। কারণ গীতা বলেন —

নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো ন
বিদ্যতে।
স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ॥

যাগযজ্ঞাদি কর্ম্ম আরম্ভ করিয়া উদ্‌যাপন না করিলে তাহাতে কোন ফল না হয়। এবং প্রত্যবায় ঘটে কিন্তু সাধনভক্তি তদ্রূপ নহে। ভজন করিতে করিতে মৃত্যু ঘটিলে পুনশ্চ সুযোগ পাওয়া যাইবে। ভরতের কথা আপনি নিশ্চয়ই জানেন; তিনি এক জন্মে সাধন করিতে না পারায় আরও সুযোগ পাইয়া তৃতীয় জন্মে ভজনে পূর্ণতা লাভ করিয়াছেন।

অমর বাবু—আচ্ছা, তাহা হইলে কি করিতে হইবে বলুন? অতঃপর স্বামীজী তাঁহাকে প্রায় দুই ঘণ্টা যাবৎ সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজনতত্ত্বের কথা কীর্ত্তন করিয়া কলিকালের সাধন শ্রীহরিনাম-কীর্ত্তনের কথা শাস্ত্রযুক্তিদ্বারা বুঝাইয়া দিলে অমর বাবু বিশেষ প্রতিসহকারে পুনরায় শ্রবণের অভিলাষ জ্ঞাপন করেন।

স্বামীজী গত ২০শে মে মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত 'সাগর' নামক স্থানে প্রচারার্থ গমন করিয়াছেন। উহা মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত একটী জেলা এবং sea-level হইতে ১৯৪০ ফুট উচ্চ—পার্ব্বত্য স্থান। এখানে সাগর নামে একটী সুদীর্ঘ হ্রদ আছে। তাহার নামানুসারেই স্থানের নাম 'সাগর' হইয়াছে। এখানের অধিবাসিগণ বিশেষ আগ্রহসহকারে স্বামীজীর নিকট হরিকথা-শ্রবণেচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন।

আসামে হরিকথা

গত ১৯ মে রবিবার আসাম-প্রদেশস্থ কামরূপ জেলার অন্তর্গত ভেরভেরী গ্রাম নিবাসী পরমভাগবত শ্রীমহাদেব দাসাধিকারীর আহ্বানে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ কতিপয় ভক্তসহ শ্রীসরভোগ গৌড়ীয়মঠ হইতে সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা সহকারে প্রাতঃ বেলা ৮ ঘটিকার সময় যাত্রা করিয়া চতুষ্কা বাজার হইয়া বেলা প্রায় ১০টার সময় শ্রীমহাদেব দাসাধিকারীর ভবনে উপস্থিত হন। সমবেত ভক্তমণ্ডলী মৃদঙ্গ করতালসহ উচ্চৈঃস্বরে শ্রীমহামন্ত্র কীর্ত্তন করেন। শ্রীল প্রভুপাদের অর্চ্চামূর্ত্তি নানাবিধ পুষ্পমাল্যে বিভূষিত করা হয়। তৎপরে স্বামীজী পূজ্যপাদ শ্রীঅর্চ্চা-বিগ্রহ অর্চ্চন ও ধূপদীপাদি দ্বারা আরতি করেন। অতঃপর উপস্থিত সমস্ত ভক্ত-বৃন্দই শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণে সচন্দন পুষ্পমাল্য এবং অর্ঘ্যাদি প্রদান করেন।

অপরাহ্ণ ৩॥ ঘটিকার সময় গ্রামের প্রান্তভাগে এক প্রশস্ত ময়দানে চাঁদোয়ার তলে এক বিরাট সভার অধিবেশন হয়। উক্ত ভক্ত মহাশয়ের আহ্বানে নানাস্থান হইতে ভক্তবৃন্দ আসিয়া সমবেত হন। চতুর্দ্দিক হইতে প্রায় চারিশত লোক আসিয়া সভা অলঙ্কৃত করেন। সভার মধ্যভাগে নানাবিধ সুগন্ধি পুষ্পমাল্যে বিভূষিত শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্য বিচিত্র কারুকার্য্য-শোভিত সিংহাসনে স্থাপিত হন। সর্ব্বপ্রথম শ্রীমদনকুমার ব্রহ্মচারীর মৃদঙ্গবাদ্যকরে শ্রীমঙ্গলাচরণ ও বিবিধ মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হয়। কীর্ত্তনের পর স্বামীজী মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীঅজামিলের উপাখ্যান পাঠ করেন। তৎপ্রসঙ্গে শ্রীভগবানের নিত্য নামাবতার, নিত্যাকার, শ্রীরূপ ও গুণ, শ্রীনামের শ্রীভগবানের চরণে প্রণতি ও স্তব, শ্রীনাম, নামাভাস ও নামাপরাধের বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে কীর্ত্তন করেন। প্রায় ২ ঘণ্টাকাল পাঠের পর পুনরায় মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তনান্তে সভা ভঙ্গ হয়।

আসামের ভক্তবৃন্দ শ্রীমদ্ আশ্রম মহারাজকে সরভোগ গৌড়ীয়মঠে পাইয়া অতিশয় আনন্দিত হইয়াছেন।

দিল্লীতে প্রচার

গত ১৩ই মে বৈশাখী সংক্রান্তি বা বৈশাখী দিবস দিল্লী-গৌড়ীয়মঠ-রক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্বস্ব তুর্য্যাশ্রমী মহারাজ দিল্লী-বাসী জনৈক ধনী বাঙ্গালী শ্রীকমলা পান্ডা নাম্নী মহিলার গৃহে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। উক্ত পরিবারের যাবতীয় ব্যক্তি এবং তাঁহাদের বহু আত্মীয়-স্বজন তথায় উপস্থিত থাকিয়া স্বামীজীর মুখে গীতার অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া পরম আনন্দিত ও কৃতকৃতার্থ হইয়াছিলেন। স্বামীজী ব্যাখ্যাকালে গীতার মাহাত্ম্য, প্রকৃত গীতা-পাঠের অধিকারী কে? শ্রোতাদেরই বা অধিকার কিরূপ হওয়া প্রয়োজন প্রভৃতি

(অতঃপর ৫ম পৃষ্ঠার শেষ কলমে দ্রষ্টব্য)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১০ ত্রিবিক্রম [illegible] গৌরাব্দ ৪৪৩

দুইটী চিত্র

প্রথম চিত্র

ছোট হরিদাস ভগবান্ আচার্য্যের আদেশে বৃদ্ধা পরমা তপস্বিনী মাধবীদেবীর নিকট হইতে কিছু তণ্ডুল ভিক্ষা করিয়া আনিয়াছিলেন। হরিদাস সুকণ্ঠ গায়ক, তাহা সত্ত্বেও মহাপ্রভু তাঁহাকে ঐ কার্য্যের জন্য চিরতরে পরিত্যাগ করিলেন; ঐ কার্য্যের অভ্যন্তরে কি আছে, তাহা অন্তর্যামী মহাপ্রভু এবং তাঁহার নিজজনগণই জানেন। এক বৎসরের মধ্যেও মহাপ্রভু হরিদাসের মুখ দর্শন করিলেন না। তজ্জন্য, এমন কি মহাপ্রভু যাঁহাকে গুরুর সম্মান দিতেন সেই পরমানন্দ পুরী গোস্বামী পর্য্যন্ত হরিদাসের প্রতি কৃপাপূর্ব্বক করুণা আকর্ষণে যত্নবান হইয়াছেন। তজ্জন্য মহাপ্রভুকে ছোট হরিদাসের জন্য অনুরোধ করিলে তিনি স্পষ্টভাবে বলিয়াছিলেন—

"বৈরাগী হঞা করে প্রকৃতি-সম্ভাষণ।
দেখিতে না পারোঁ আমি তাহার বদন॥
দুর্ব্বার ইন্দ্রিয় করে বিষয়-গ্রহণ।
দারু-প্রকৃতি হরে মুনেরপি মন॥
মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা নাবিবিক্তাসনো ভবেৎ।
বলবানিন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি॥
ক্ষুদ্র জীব সব মর্কট-বৈরাগ্য করিয়া।
ইন্দ্রিয় চরাঞা বুলে প্রকৃতি সম্ভাষিয়া॥"

আর একদিন পুনরায় অনুরুদ্ধ হইলে মহাপ্রভু বলিলেন—

"স্থির নহে মোর মন।
প্রকৃতি-সম্ভাষী বৈরাগী না করে দর্শন॥
নিজ কার্য্যে যাহ সবে ছাড় বৃথা কথা।
পুনঃ যদি কহ আমা না দেখিবে হেথা॥"

পরমানন্দপুরী যখন হরিদাসের জন্য মহাপ্রভুর করুণা যাচ্ঞা করিলেন, তখনও মহাপ্রভু কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া অতি কঠিন ভাবে বলিলেন,—

* * * সবহ গোসাঞি।
সব বৈষ্ণব লঞা তুমি রহ এক ঠাঞি॥
মোরে আজ্ঞা হয় মুঞি যাঙ্ আলালনাথ।
একলে রহিব তাহাঁ গোবিন্দ মাত্র সাথ॥

একবৎসরেও যখন মহাপ্রভু হরিদাসকে করুণা করিলেন না তখন বৎসরান্তে হরিদাস প্রয়াগ যাইয়া ত্রিবেণীতে দেহত্যাগ করিলেন। এই সংবাদ শুনিয়াও মহাপ্রভু বলিয়াছিলেন,—

"স্বকর্ম্মফলভুক্ পুমান্"
"প্রকৃতিদর্শন কৈলে এই প্রায়শ্চিত্ত"

দ্বিতীয় চিত্র

প্রদ্যুম্ন মিশ্র মহাপ্রভুর চরণে কৃষ্ণকথা শ্রবণের অভিপ্রায় নিবেদন করিলে মহাপ্রভু তাঁহাকে রায় রামানন্দের নিকট পাঠাইলেন।

মহাপ্রভুর আদেশে প্রদ্যুম্নমিশ্র রামানন্দের আলয়ে গমন করিলেন। তখন রামানন্দ কার্য্যান্তরে ছিলেন। তাঁহার ভৃত্য যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শনপূর্ব্বক প্রদ্যুম্নমিশ্রকে বসিতে আসন দিল এবং রামানন্দ কি কার্য্যে নিযুক্ত আছেন জিজ্ঞাসিত হইয়া বলিল,—

"দুই দেবকন্যা হয় পরমা সুন্দরী।
নৃত্য গীতে সুনিপুণা, বয়সে কিশোরী॥
সেই দুঁহা লঞা রায় নিভৃত উদ্যানে।
নিজ নাটক গীতের শিখায় নর্ত্তনে॥
তুমি ইহাঁ বসি রহ ক্ষণেকে আসিবেন।
তবে যেই আজ্ঞা দেহ সেই করিবেন॥"

শ্রীপ্রদ্যুম্নমিশ্র কিছুকাল অবস্থান করিলে রামানন্দ রায় আসিলেন এবং মিশ্রকে দেখিতে পাইয়া যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করিলেন। মিশ্রের অভিপ্রায় জানিতে চাহিলে তিনি বলিলেন যে, তিনি শুধু রামানন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিতেই আসিয়াছিলেন। এই উত্তর প্রদান করিয়াই প্রদ্যুম্নমিশ্র চলিয়া গেলেন। কৃষ্ণকথা শ্রবণার্থ যে আসিয়াছিলেন, তাহা আর রায়কে কহিলেন না। না কহিবার কারণ বোধ হয় পাঠকগণ অনায়াসেই অনুমান করিতে পারিতেছেন। প্রদ্যুম্নের মনের ধারণা—রায় রামানন্দ যখন স্ত্রীলোকের সহিত ঐ প্রকার মেলামেশা করেন, তখন উঁহার কৃষ্ণকথা বলিবার অধিকার নাই।

প্রদ্যুম্নমিশ্র প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া রামানন্দের বৃত্তান্ত সমস্তই মহাপ্রভুকে বলিলেন। তাহা শ্রবণ করিয়াও মহাপ্রভু প্রদ্যুম্নমিশ্রকে কৃষ্ণকথা শ্রবণের জন্য পুনরায় রায় রামানন্দের নিকটেই যাইতে আদেশ করিলেন।

শিক্ষা

উপরের চিত্র দুইটী দেখিলে আমাদের হৃদয়ে নানাপ্রকার সংশয় উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা। বস্তুতঃপক্ষে যখন আমরা আমাদের ইন্দ্রিয়জ্ঞানে শুদ্ধবৈষ্ণবের কার্য্যাদি আলোচনা করিতে যাই, তখন নানাবিধ ভ্রমে পতিত হই, এই অবস্থা হইতে উদ্ধারার্থ শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভু আমাদিগকে উপদেশ করিতেছেন—

দৃষ্টৈঃ স্বভাবজনিতৈর্বপুষশ্চ দোষৈ-
র্ন প্রাকৃতত্বমিহ ভক্তজনস্য পশ্যেৎ।
গঙ্গাম্ভসাং ন খলু বুদ্বুদ-ফেন-পঙ্কৈ-
র্ব্রহ্মদ্রবত্বমপগচ্ছতি নীরধর্ম্মৈঃ॥

বাহ্যদর্শনে গঙ্গাজলে বুদ্বুদ প্রভৃতি দৃষ্ট হইলেও গঙ্গাজল যেমন কখনও অপবিত্র হয় না, সেই প্রকার বাহ্যদর্শনে মহাভাগবতে স্বভাবজনিত ও বপুগতদোষ লক্ষিত হইলেও প্রকৃতপ্রস্তাবে তাঁহাতে কোনও দোষ প্রবেশ করিতে পারে না। পক্ষান্তরে যাবতীয় জগৎ তাঁহার পাদপদ্ম আশ্রয় করিয়া ধন্য হয়।

মহাপ্রভু ছোট হরিদাসকে কেন বর্জ্জন করিলেন, আবার রায় রামানন্দকেই বা বহুমানন করিলেন কেন, তাহার আলোচনা করা কর্ত্তব্য। অজ্ঞজনগণের বিচারে হয়ত রায় রামানন্দ দোষী এবং তাঁহার দোষ অমার্জ্জনীয় বলিয়া পরিগণিত হইবে এবং ছোটহরিদাসের বস্তুতঃ কোন দোষ ছিল না বলিয়াই তাঁহারা স্থির করিবেন। বাহ্য দর্শনে অন্তর্দর্শন নাই। সুতরাং কাহার ভিতরে কি ভাব লুকোচুরি খেলা করিতেছে তাহা বাহিরের দিক হইতে কিছুমাত্র বুঝিবার উপায় নাই। অন্তর্যামী মহাপ্রভুর নিকট কাহারও অন্তরের ভাব অজ্ঞাত নহে। সুতরাং তাঁহার বিচার যে সর্ব্বতোভাবে ঠিক, তদ্বিষয়ে সন্দেহ করিবার কিছুই নাই। ছোট হরিদাসের অপরাধের কথা মহাপ্রভু নিজেই বলিয়াছেন। আর রায় রামানন্দ সম্বন্ধে প্রদ্যুম্ন মিশ্রের নিকট অভিযোগ শ্রবণ করিয়াও তিনি বলিয়াছেন,—

"আমি ত সন্ন্যাসী আপনারে বিরক্ত করি' মানি।
দর্শন দূরে, প্রকৃতির নাম যদি শুনি॥
তবহি বিকার পায় মোর তনুমন।
প্রকৃতিদর্শনে স্থির রহে কোন্ জন?"

মহাপ্রভুর এই বাক্যে আমরা অমানি-ধর্ম্মের আদর্শ শিক্ষকপ্রবরের দৈন্যোক্তির ভিতর দিয়া রায় রামানন্দের কৃষ্ণানুরাগ-ভাব প্রস্ফুটিত দেখিতে পাই। মহাপ্রভুর কথার তাৎপর্য্য—সাধারণ সন্ন্যাসিগণ 'প্রকৃতি' শব্দ শ্রবণ করিয়াই ভয়ে কম্পিত হন। পক্ষান্তরে রায় রামানন্দ দেবদাসীগণকে বিবিধ প্রকারে সেবা করিয়াও নির্ব্বিকারচিত্ত। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের নিম্নলিখিত বাক্যে আমরা এতদ্বিষয় স্পষ্টরূপে জানিতে পারি।

"রামানন্দ রায়ের কথা শুন সর্ব্বজন।
কহিবার নহে যাহা আশ্চর্য্য কথন॥
একে দেবদাসী, আর সুন্দরী তরুণী।
তাহাদের সব সেবা করেন আপনি॥
স্নানাদি করায়, পরায় বাসবিভূষণ।
গুহ্য অঙ্গ হয়, তার দর্শন স্পর্শন॥
তবু নির্ব্বিকার রায় রামানন্দের মন।
নানাভাবোদ্গম তারে করায় শিক্ষণ॥
নির্ব্বিকার দেহমন - কাষ্ঠ পাষাণসম।
আশ্চর্য্য তরুণী-স্পর্শে নির্ব্বিকার মন॥
এক রামানন্দের হয় এই অধিকার।
তাতে জানি অপ্রাকৃত দেহ তাঁহার॥"

রায় রামানন্দ ঐপ্রকার সেবা করেন কেন, তাহার বিচারে আমরা দেখিতে পাই, রায় রামানন্দ দেবদাসীতে প্রধানা গোপীরূপে সেবাবুদ্ধি আরোপ করিয়া স্বয়ং তদনুগত দাসীভাব গ্রহণ পূর্ব্বক কৃষ্ণলীলা অভিনয়ের গীতনৃত্যাদি শিক্ষা দিতেছিলেন। শ্রীরামানন্দ আপনাকে শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনীর কিঙ্করীভাবে তাঁহার অভিসারিণীতে সেবাবুদ্ধি আরোপ করিয়া তাঁহার দেহসংস্কার ও নৃত্যাদি করিতেন। আপনাকে প্রাকৃত জগতের পুরুষ বা স্ত্রী—দুয়ের যে কোন একটী ধারণা করিলে ভোগবুদ্ধি আপনা হইতেই হৃদয়ে প্রবেশ করে। এই ভোগবুদ্ধি হৃদয়ে থাকাকাল পর্য্যন্ত অপ্রাকৃত কামদেবের সেবানন্দের সম্ভাবনা নাই। প্রাকৃত ধারণার হাত হইতে সম্পূর্ণভাবে পরিমুক্ত হইলে অপ্রাকৃত জগতে যে স্বাভাবিকী সেবাবুদ্ধির উদয় হয় তাহাতে স্বসুখ-কামনারূপ অন্ধকারের স্থান নাই। রায় রামানন্দ নিত্যসিদ্ধ ভগবৎপার্ষদ, তাঁহাতে দেহ কামের লেশমাত্র নাই। প্রকৃত চিন্তাস্রোতের ঊর্দ্ধে অবস্থিত বলিয়া দেবদাসীর দর্শনস্পর্শনাদিতে তাঁহার চিত্তে কিছুমাত্র বিকার উদিত হয় নাই। পক্ষান্তরে জনসাধারণের জন্য কৃষ্ণপ্রেষ্ঠার অনুসেবা করিয়াছেন মাত্র। শ্রীল রায় রামানন্দের উদাহরণ জগতে যত্রতত্র দৃষ্ট হয় না। তাই মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

"এক রামানন্দের হয় এই অধিকার"

অধোক্ষজ-ভক্তচিত্তবৃত্তি অজ্ঞজনগণের ধারণার অতীত বলিয়া মহাপ্রভু রায় রামানন্দের সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

"তাঁহার মনের ভাব তেঁহ জানে মাত্র।
তাহা জানিবারে আর দ্বিতীয় নাহি পাত্র॥"

উপসংহারে বক্তব্য, শ্রীরায় রামানন্দের কিঙ্করত্ব লাভের জন্য আমাদের ছোট হরিদাসের প্রতি মহাপ্রভুর শাসনদণ্ড স্মৃতিপথে রাখিয়া অসাধুসঙ্গ সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ পূর্ব্বক সাধুসঙ্গে শুদ্ধাশ্রয়তঃ কৃষ্ণকীর্ত্তনই একমাত্র কৃত্য। আমাদিগকে সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে যে,—

"স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু কৃষ্ণাভক্ত আর"

স্ত্রীসঙ্গীর, স্ত্রীসঙ্গি-সঙ্গীর ও কৃষ্ণের অভক্তের সঙ্গ সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগপূর্ব্বক শুদ্ধবৈষ্ণবের সেবাই জীবনের মুখ্য ও একমাত্র ব্রত।

পাটনায় প্রচার

পাটনা গৌড়ীয়মঠের রক্ষক শ্রীপাদ নিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী বাগ্ভূষণ মহাশয় বিগত ২১শে মে পাটনা নিউ ক্যাপিট্যাল গভর্ণমেণ্টের ইঞ্জিনিয়ার ডিপার্টমেণ্টের কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত নীলকণ্ঠ মজুমদার মহাশয়ের কোয়াটারে সন্ধ্যা ৭-৩০ সাড়ে সাতটা হইতে রাত্রি ১০ ঘটিকা পর্য্যন্ত মহারাজ অম্বরীষের চরিত্র পাঠ ও সরল হিন্দি ভাষায় ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পাঠের আদি ও অন্তে মহামন্ত্র-সঙ্কীর্ত্তন হইয়াছে। তথায় বহু বিহারী ও বাঙ্গালী শিক্ষিত ভদ্রলোক এবং ভদ্রমহিলা উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা সকলেই পাঠ ও কীর্ত্তন শ্রবণে আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন।

"সাধু"

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিকেবল ঔডুলোমী মহারাজ লিখিত]

সদ্বস্তুর সেবককেই সাধু বলা হয়। যিনি অসৎ বা অনিত্য বস্তুর আরাধনা করেন তিনি সাধুপদবাচ্য নহেন। চিরসত্তাবান্ বস্তুর নামই নিত্য পদার্থ; তাহা চিন্ময় ও সদানন্দবিগ্রহ। যে বস্তু পরিবর্তনশীল ও কার্য্যকোষ্ঠ্য এবং যাহার জন্ম, স্থিতি ও ভঙ্গ আছে, তাহা আপেক্ষিকরূপে অস্তিত্ববান হইলেও নিত্য সত্তায় সত্তাবান্ নহে। অনিত্যবস্তুর অনুশীলনকারী—অসৎ বা অসাধু। তাহার অনুশীলনীয় বস্তুর কোনও নিত্যভূমিকা না থাকায় তাহার দাঁড়াইবার কোনও অবলম্বন থাকে না; কাজেই পা ফেলিতে গিয়া সে পিছলাইয়া পড়ে, অথবা ভ্রান্ত পথিকের ন্যায় নানাবিধ কর্দ্দমে ঘুরিয়া মরে।

———

সাধু বাস্তববস্তুর অনুশীলন করেন। তাঁহার আরাধনীয় তত্ত্ব সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ। সেই তত্ত্বের অবাকৃতি নিত্য। নিত্যবস্তুর সেবক বলিয়া সুদৃঢ় ভিত্তির উপর তাঁহার পদ সংস্থাপিত। দেশ ও কালের বাধা তাঁহার কোনাগ্রও স্পর্শ করিতে পারে না। সাধু নিত্যবস্তুর সঙ্গে সেবা-সূত্রধারা সম্বন্ধযুক্ত সুতরাং তাহার পদস্খলন বা পতন অসম্ভব। সেব্যতত্ত্ব যেখানে নিত্য, সেবকতত্ত্ব সেখানে অনিত্য হইতে পারে না, তাহা হইলে সেব্যের সেব্যত্ব ও নিত্যত্ব রক্ষিত হয় না। 'সেব্য' এই শব্দের মধ্যেই 'সেবক' এই তত্ত্ব অন্তর্হিত আছে। সেব্য ও সেবক পরস্পর নিত্যসম্বন্ধে সম্পৃক্ত; নতুবা সেব্যের কোনও অর্থই হয় না। ভগবান্ একমাত্র আরাধ্যবস্তু, এই হেতুই আর সব আরাধকতত্ত্ব। জীবের সেবকধর্ম্মের ইহাই প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

ভগবান্ ও জীবে এই স্বাভাবিক সুসম্বন্ধ সেব্য-সেবক-সম্বন্ধ যেখানে সুষ্ঠুরূপে প্রতিষ্ঠিত আছে, সেখানেই সাধুতা ও শৃঙ্খলা বিরাজিতা, ইহার বিপর্য্যয়ই অসাধুতা বা অনিয়ম। সাধু কখনও নিয়ম ও শৃঙ্খলা ত্যাগ করিয়া ভগবানের শান্তিময়রাজ্যে উৎপাত সৃষ্টি করে না। সম্বন্ধজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া তাঁহার কোন কার্য্যে অসঙ্গতি নাই। তিনি ভগবানের ইচ্ছার পরিপূরক, সুতরাং তাঁহার আনন্দবর্দ্ধক। ভগবানের লীলাবিলাস ব্যাপারে সাধু অনুকূল ও সহায়ক; শুধু তাহাই নহে, তিনি এক দিকে অপরিহার্য্য অঙ্গ। সাধুকে না হইলে তাঁহার চলে না। সাধুও সেব্য তাঁহার উপাস্যান্তর নাই। উভয়ের এই সম্বন্ধের অভিব্যক্তির নামই লীলা। বিষয় ও আশ্রয়ের এই যুগল-বিলাসেই সহজ আনন্দ। ইহাই স্বাভাবিক এবং সুসঙ্গত। এই লীলা-সাহচর্য্যই জীবের স্বভাব বা স্বরূপবৃত্তি। ইহার অভাবের নাম বিরূপতা বা বিপর্য্যয়। জীব যখন বিরূপগ্রস্ত হইয়া এই বিলাস হইতে স্বেচ্ছাক্রমে দূরে থাকে, তখনই সে স্বধর্ম্ম হারাইয়া অসাধু হয়।

সাধুর কখনও স্বরূপভ্রান্তি নাই। তিনি সম্বন্ধ-জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত আছেন, সুতরাং অভিধেয় সেবাবৃত্তি তাঁহাতে স্বতঃই স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত। তিনি ভগবৎসেবারাজ্যে বিহার করেন। ইহার বাহিরে তাঁহার কোনও কার্য্য নাই। তিনি নিত্য ব্রজবাসী, বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার অন্যত্র পদক্ষেপ হয় না। ভগবানের সেবার উপকরণ-রূপে তিনি উৎসর্গীকৃত। সুতরাং এই ভগবদুচ্ছিষ্ট সামগ্রী ইতর-কার্য্যে ব্যবহৃত হইতে পারে না। সেবাবিমুখ জনগণের বিচারে মূল্যহীন হইলেও এই অমূল্য পদার্থটাই রসিকচূড়ামণির হৃদয়ের ধন। ইহাকে লইয়াই তাঁহার যত কিছু ব্যাপার। ইনি ব্যতীত তাঁহার সমগ্র লীলোৎসব শ্রীহীন বা বৃথা। জাগতিক বিচারে যিনি অকর্ম্মণ্য, যাঁহার স্বার্থ ও মায়িক স্থূল-মান যাঁহার নষ্ট হইয়াছে, রসিকরতনের দরবার তাঁহারই জন্য উন্মোচিত। তাঁহারই আগমন প্রতীক্ষায় তিনি কালযাপন করেন। কবে জীব মায়িক অকর্ম্মণ্যতার ভূষণ পরিয়া তাঁহার নেত্রোৎসব বিধান করিবে—কবে তিনি সাধুবেশে সজ্জিত হইয়া অভিসার করিবেন, শ্রীভগবান্ তাহারই অপেক্ষায় বসিয়া আছেন।

সাধুর সঙ্গ তাঁহার চাইই। এইজন্য নিরন্তর তিনি জীবকে সাধু হইবার জন্য আকর্ষণ করিতেছেন। আকর্ষকের মুরলী নিরন্তর ধ্বনিত হইতেছে কিন্তু জীব কোথায়? অসাধু কর্ণে বধির হইয়া মুখ ফিরাইয়া আছে। সে বাঁশীর ডাকে সাড়া দিবে না। সাধু কিন্তু সর্ব্বক্ষণ উৎকর্ণ সঙ্কেতধ্বনি শুনিলেই ছুটিয়া যান। তাঁহার অন্যমনস্কতা নাই। তিনি অনুক্ষণ প্রস্তুত হইয়াই আছেন। তাঁহার সম্বন্ধে বিচার অভিনিবেশ নিরস্ত। সেব্যের প্রতি সেবা-বৃত্তিদ্বারাই তাঁহার দেহ, মন ও সত্তা গঠিত। তাঁহার সন্তোষ ও তৃপ্তিবিধানই সাধুর একমাত্র কৃত্য। সাধু আছেন শুধু তাঁহারই জন্য এতদ্ব্যতীত তাঁহার অস্তিত্বের আর কোনও সার্থকতা তিনি জানেন না। 'আমি আছি অথচ তাঁহার তৃপ্তিবিধান নাই'—সাধুর পক্ষে ইহা অসম্ভব। সাধুর অর্থ সেবক, সাধুতার অর্থ সেবা।

———

সাধু কর্ত্তা বা ভোক্তা নহেন। তিনি কর্ত্তৃত্ব অভিমান লইয়া স্বতন্ত্র ব্যবহার করিতে বাধিত হন না। তিনি জানেন, তাঁহার কোনও স্বাধীনতা নাই। তিনি তাঁহার মালিকের কেনা গোলাম, তাঁহার হাতের উপকরণমাত্র। ইচ্ছাশক্তির ক্রিয়া যা কিছু তা সব প্রভুর। তিনিই প্রযোজক, সাধু প্রযোজ্যমাত্র। সাধু নিজকে নিবেদন করিয়া দিয়া খালাস। সেবা করিবার কর্ত্তৃত্বও তিনি নিজের কাছে রাখেন না। যাঁহার সেবা—তিনি নিজেই তাহা করেন, অন্যের তাহা করিবার সাধ্যও নাই। সাধুকে সেবক বলা হয় শুধু এইজন্য, কেন না সেবা তাঁহাকে করণরূপে গ্রহণ করেন। সাধুর সাধুত্ব এই করণত্বে, কর্ত্তৃত্বে নহে। কর্ত্তৃকারক শুধু প্রভুপাদপদ্ম—সম্প্রদানও শুধু তাঁহারই। সাধুকে তিনি করণ ও কর্ম্মরূপে অঙ্গীকার করেন এইমাত্র, ইহাতেই সাধুর পরিপূর্ণ সার্থকতা। সাধু নিজকে প্রভুর ভোগ্যরূপে পরিণত করিয়াই কৃতার্থ। ইহাপেক্ষা উচ্চতর আকাঙ্ক্ষা তাঁহার আর কিছুই হইতে পারে না।

সাধু করুণাময়। অর্থাৎ সাধুর মধ্যে তাঁহার প্রভুর করুণাশক্তির বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। কৃপাপ্রকাশ কিন্তু সাধুর বৃত্তি নহে। তিনি তাঁহার প্রভুর শ্রীচরণে নিবেদিত সামগ্রী। প্রভুর হাতের ক্রীড়নক হওয়াই তাঁহার সুখাবহ। দয়া করিবার কর্ত্তৃত্ব বা অভিমান তিনি করেন না। তবে করুণাময় পুরুষ সাধুর স্বচ্ছ প্রতিমূর্ত্তিকেই তাঁহার করুণাজ্যোতিঃ প্রকাশের যোগ্য আধার বলিয়া বিবেচনা করেন। তাঁহার কৃপাময়স্বরূপ সাধুর হৃদয়ের ভিতর দিয়াই জগতে প্রকাশিত হয়। তাই সাধু করুণাময়। যে করুণাশক্তি মধ্যবর্ত্তী হইয়া জীবকে ভগবানের কাছে লইয়া যায়—সাধু সেই শক্তির মূর্ত্তবিগ্রহ, জীব ও ভগবানের মধ্যবর্ত্তী যোগসূত্র, উভয়ের মিলনের ঘটক তিনি পারাপারের সেতু—তাঁহাকে অবলম্বন করিয়াই জীবের ব্রজের পথে যাত্রা সুরু করিতে হয়। তিনিই তাহাকে সুসজ্জিত করিয়া সেখানে লইয়া যান। এবং কান্তাচিত পরম কান্তের সেবার অঙ্গ-বিশেষরূপেই তাঁহা দ্বারা সম্পাদিত হয়।

সাধু—সেবা-সুন্দর। যাহার সংসর্গজনিত কুরূপ তিনি ঝাড়িয়া ফেলিয়াছেন। জড় রক্তমাংসের কুৎসিত আবরণ বা স্থূল মন বুদ্ধির নশ্বরপীড়ক পরিচ্ছদ তাঁহার নাই। তিনি স্বরূপের নিন্দন জ্যোতিতে ভাস্বর। সেই তাঁহার রূপ। সেব্যের তৃপ্তিই তাঁহার লাবণ্য। অখিল-সৌন্দর্য্য-ভোক্তা পরমপুরুষের ভোগেচ্ছাতেই সাধুর সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠে। রসিকচূড়ামণি নিজের মনোমত করিয়া সাধুকে রূপ দিয়া থাকেন। যেরূপে তাঁহার নয়নোৎসব সাধিত হয়, ভোগ্য সাধু সেইরূপের ভাগী। ভগবানের রূপপিপাসাই সাধুর সৌন্দর্য্যবিকাশের হেতু। সাধু তাঁহার রূপগুণের জন্য নিজে আদৌ দায়ী নহেন। তাঁহার সেবার জন্য আবশ্যকীয় যাবতীয় সামগ্রী আকরবস্তু হইতেই সরবরাহ হয়। যে গুণ তাঁহার থাকা দরকার, সেব্যের নিকট হইতেই তিনি তাহা পাইয়া থাকেন। প্রয়োজন কিছু সাধুর নহে—সেব্যের। স্বার্থটা এ দিকের নহে—ওদিকের।

সাধুর প্রীতি শুধু তাঁহাতেই। অন্য বস্তুতে তাঁহার রুচি নাই, অন্য বিষয়ে বাসনা বা কামনা নাই, তাঁহার চিন্তা ভাবনা যা কিছু, সব তাঁহারই জন্য। সেব্যের সর্ব্বেন্দ্রিয়ের উৎসব বিধান কিসে হইবে, এই চিন্তাই তাঁহাকে আকুল করিয়া রাখে। সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বাঙ্গীন পরিপূর্ণ সেবার জন্য তিনি ছটফট করেন। এই আগ্রহই তাঁহাকে মাধুর্য্য-নবীন আনুগত্য স্বীকার করায়। এই গুরুটির কৃপাভিক্ষা ছাড়া তাঁহার সহায় নাই। তাঁহার প্রেম-সেবার একমাত্র গুরু—হরিপ্রিয়া বৃষভানুনন্দিনী। তাঁহার সুশীতল শ্রীচরণছায়ায় মাথা রাখিয়া তিনি নিশ্চিন্ত। তাঁহার পাল্যা দাসী হওয়াই তাঁহার আকাঙ্ক্ষার পরাকাষ্ঠা। হায়! কবে এই সাধুর শ্রীচরণে আত্মবিক্রয় করিয়া হতভাগ্য জীব ধন্য হইবে! তাঁহার সকল বাসনা চরিতার্থ করিবে!

সিদ্ধান্তে প্রচার

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

বিষয় অতি সুন্দরভাবে বুঝাইয়া দেন। স্বামীজী বলেন,—

"গীতা সুগীতা কর্ত্তব্যা কিমন্যৈঃ শাস্ত্রবিস্তরৈঃ।
যা স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখপদ্মাদ্বিনিঃসৃতা॥"
"সর্ব্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দন।
বৎস পার্থঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ॥"

[illegible] করিয়া এবং শ্রী[illegible] ৫ [illegible] ১৯ [illegible] শ্রী [illegible] সময় যথাক্রমে শ্রীকৃষ্ণের অর্জ্জুনের প্রতি উপদেশ প্রদান দর্শন [illegible] বিষয় উত্থাপন করিয়া গীতার মাহাত্ম্য এবং শ্রীভাগবতের সার্ব্বভৌম বিষয় অতি সুন্দরভাবে বুঝাইয়া দেন।

অপনেও না কর তাই স্ত্রী-সম্ভাষণ। গৃহে স্ত্রী ছাড়িয়া তাই আসিয়াছ বন

শুদ্ধভক্তি মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ

(আকর-মঠরাজ)

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীব্রজাপত্তনপীঠ ৪৪২৫ প্রায় ৩০০ বর্গ ফুট-পুরে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যবর্গ শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারী বিরাজমান। এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, পরাবিদ্যাপীঠ বা সাত্বতধর্ম্মবর্ত্মী। এই মঠাভীষ্টে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি বেদান্তসমূহের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের শ্রীপাদ বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক বৈদিকপত্র 'নদীয়া-প্রকাশ', সাত্বত-সম্প্রদায়ে অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থাদি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতি বৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমাসম্মেলন ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীসহ কীর্ত্তন-প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি সুসম্পন্ন অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত সুবিমল ভাগবত-ধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশ্যে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই তত্ত্বালয়ে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দজীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। প্রত্যহ পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রধান-চতুষ্টয়-বেদান্ত শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি শাস্ত্র ও গ্রন্থদ্বয়ের সম্যক্ আলোচনা হয়। এই মঠ হইতে মহানগরীর সর্ব্বত্র হরিকথা-প্রচার, মহানগর-সঙ্কীর্ত্তন, বক্তৃতা, ব্যাখ্যা ও সঙ্কীর্ত্তন-যাত্রা-মহোৎসবাদি ভক্তদের অনুষ্ঠান হয়। মঠরক্ষক—মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া সহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবিদ্যানন্দ ব্রজবাসী সেবাকোবিদ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী এখানে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান, রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বর দাসাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—গোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

(৭) কাজীর সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীমদানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক।

(৮) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও রাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান দাস ব্রহ্মচারী।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(১০) মোদদ্রুম-ছত্র "গৌড়ের নৈমিষ

মাউগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান। শ্রীগৌরনিত্যানন্দের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবঙ্কুবিহারী ব্রজবাসী, ভক্তভূষণ।

(১১) ভেতিয়া কুঞ্জকানন

শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক— শ্রীনবীনানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১২) কুঞ্জকুটীর—পোঃ কৃষ্ণনগর,

নদীয়া। রক্ষক—শ্রীবসুদেবানন্দ অধিকারী

(১৩)-ভাগবত-আসন—পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

এই স্থান হইতে ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচারিত হয়। রক্ষক—শ্রীমদানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৪) একায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাসখালি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী ভক্তিভূষণ।

(১৫) মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুল, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিবিনোদ ব্রজবাসী।

(১৬) ঢাকাগৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, পোঃ ঢাকা

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ।

(১৭) গোপালজীউমঠ—কমলাপুর,(ঢাকা)

গোপালজীউ শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান। রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনদাস ব্রজবাসী।

(১৮) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)।

এখানে শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীসনাতন ব্রহ্মচারী

(১৯) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীসুন্দর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২০) প্রাণবপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

প্রাণবপাড়া, পোঃ মাধু, (হাওড়া)

এখানে বড় ভুবনার্দ্ধ শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(২১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ পাণ্ডবাঁধ (বর্দ্ধমান)।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীনরেন্দ্র দাসাধিকারী,

(২২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ছুলুরকোণা, পোঃ চিরুলিয়া, (বাঁকুড়া)

এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী।

(২৩) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে গুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভরতদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত।

(২৪) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী।

(২৫) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশদহি, পোঃ বক্সীবাজার, (কটক)

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীউর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর

(২৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর পুরী,

শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন।

(২৭) পুরুষোত্তম মঠ

ভক্তিকুটী, পোঃ পুরী উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীউর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগদাধর অধিকারী

(২৮) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌরাঙ্গনাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী দাসাধিকারী।

(২৯) রায়রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, জেলা গোদাবরী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—শ্রীবিষ্ণুচরণ দাসাধিকারী ভক্তিলোচন।

(৩০) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪২নং কবিরপুরা, বেনারস সিটি

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীসদেবেশ ব্রহ্মচারী।

(৩১) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন গোস্বামী

(৩২) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও গৌরবিনোদ-বিলাসজীউর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীসত্যনারায়ণ দাসাধিকারী।

(৩৩) কৃষ্ণচৈতন্য মঠ

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

এখানে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিত্য-সেবা হয়। রক্ষক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠ

বিশ্রামঘাট মথুরা

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ

(৩৫) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ—শ্রীরাধাকুণ্ড

রক্ষক—শ্রীরাধারমণচরণদাস ব্রহ্মচারী

(৩৬) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৩৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ

দেবগ্রামী, পোঃ ডেরেডোন, জেলা অমৃতসর (পাঞ্জাব) রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৩৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসম্বন্ধ তুর্যাশ্রমী

(৩৯) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল।

এখানে গৌরবিনোদরাধের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবনগোপাল অধিকারী।

(৪০) সারস্বত-গৌড়ীয় মঠ

ভারধার মাধবপুর, চট্ট, সি

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি

(৪১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ রায়পেটা মাদ্রাজ।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীপাদ কমলানন্দ ভক্তিবিকাশ।

(৪২) বোম্বে-গৌড়ীয়-মঠ কার্য্যালয়

গ্রোন্ডীর রোড, চৌটানি বিল্ডিং, বাংলো নং ১, বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মা মজুমদার।

(৪৩) অমরসি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমরসি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীমহেশ্বর দাস অধিকারী

(৪৪) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী

(৪৫) পাটনা গৌড়ীয় মঠ

১০০ মিঠাপুর, পাটনা।

রক্ষক—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী ভাগবত

(৪৬) গয়া গৌড়ীয় মঠ

হিল সাইড, চার্চ রোড, গয়া

রক্ষক—উপদেশক শ্রীসর্ব্বেশ্বর ভাগবত

(৪৭) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠ বালেশ্বর

রক্ষক—শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয়

৩ গ্লাডষ্টান হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, এস-ডব্লিউ ৭, লণ্ডন

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন

(৪৯) বার্লিন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

Berlin W. 30

Eisenacher strasse 29 II;

(৫০) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

৩৫০ নং ডালহাউসী ষ্ট্রীট রেঙ্গুন।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ৷৵৹
২। ভাষ্যসহ বিবৃতি শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। ভাষ্য সহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। নবদ্বীপ-পঞ্জিকা ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড — ১৲; ২য় খণ্ড—৸৹
৩- ৸৹
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—১৲; ২য় খণ্ড - ৸৹
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার—দীপিকা ও সংস্কার-দীপিকা ১।৹
৯। দৈববর্ণ ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸৹
৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷৹
৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ৷৹
৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸৹
৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ৷৹
৮। বাহ্মণ-খাদ্যব ৷৹
৯। ভক্তিবিনোদের কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵৹
২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৷৵৹
২২। ভজন-রহস্য ৷৹
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ ও (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
২৬। গীতার কেবল মূল-ভাষ্য ৷৹
২৭। মুক্তাচরিত্র অনুবাদ সাময়িক ২৲
২৮ প্রেমাম্ভোজমরন্দ সাময়িক ৷৹
২৯ প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸
দীন-হিন্দ্ধর্ম ৶৹
৩১ সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৵৹
৩২ গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷৹
৩৩ নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸৹
৩৪ ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶৹
৩৫ গীতমালা ৴১৹
৩৬ নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶৹
৩৭ ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶৹
৩৮ শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷৹
৩৯ ব্রজগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্শন ৷৹
৪০ শরণাগতি ৴৹
৪১ গীতাবলী ৴৹
৪২ চিত্রে নবদ্বীপ ।৷৹
৪৩ সাধনকণা ৴৹
৪৪ প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴৹
৪৫ নবদ্বীপশতক ৴৹
৪৬। অর্চনপদ্ধতি ৴৹
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৴৹
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১৹
৪৯। আচরণ ৫১৹
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ৪
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ৷৷
৫৩। প্রেমবিবর্ত্তঃ ৸৷
৫৪। পুরুষার্থ-নির্ণয় ।৹
৫৫। অমৃতকণাবলী বা মায়াবাদশত দূষণী ৷৹
৫৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৴৹
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ৷৹
৫৮। শ্রীকৃষ্ণবোধ ৶৹
৫৯। শিক্ষাষ্টকম্ ৵৹
৬০। সারগ্রাহী ৴৹

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যলীলামৃত সারঃ ৷৹
৬১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিজিতম্ ৷৹
৬২। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্ ৷৹
৬৩। তত্ত্বসূত্রম্ ৷৹
৬৪। মানুষের শিক্ষাষ্টকম্ ৵৹
৬৫। গৌড়ীয়মঠ পরিচয়ঃ ৴৹
৬৬। মায়াবাদ-খণ্ডনম্ ৶৹

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৭। রায় রামানন্দ ৷৹
৬৮। এ ভিউ অফ্ দি বৈষ্ণব ৷৹
৬৯। নামভজন ৷৹
৭০। বেদান্ত—ইটস মরফলজি এ্যাণ্ড অন্টোলজি ৷৹
৭১। বিলেক্টেড ওয়ার্কস্ ৷৵৹
৭২। লাইফ এ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ৷৹
৭৩। বৈষ্ণবীজম ৷৹
৭৪। কোয়াট গৌড়ীয়মঠ ষ্ট্যাণ্ডস্ ৴৹
৭৫। দি ভাগবত ৷৹
৭৬। ররোটিক প্রিন্সিপ্ল্ এ্যাণ্ড আরেঞ্জড ডিভোশন ৷৹
৭৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২৷৹
৭৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৭৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷৹
৮০। সাধন-পথ ৷৹
৮১। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১৹
৮২। গীতাবলী ৴৹
৮৩। শরণাগতি ৴৹

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৪। শরণাগতি ৴৹

তেলগু ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন বেহালার পাচনের অব্যর্থ সাধক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ।৵৹ আনা, বড় বোতল ১৵৹ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।
অথবা
পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত আবিষ্কারক প্রসিদ্ধ বাবা ভক্তি বৈদ্য মহোদয়ের

আভিনব আবিষ্কার

ফাউন্টেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। উহাতে নিব বা কলম কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।
জে. বি. দত্ত এণ্ড কোং
নম্বর—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার
কলিকাতা

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে বর্ণানুক্রমিক ও শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸৹ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বি.এ. প্রত্নবিদ্যা-সম্পাদিত ও শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভাণ্ডারী এম, এম, এক, কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

[ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ছাত্রগণের প্রধান ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর কর্ত্তৃক শ্রীমন্মহাপ্রভু-বৈভবাচার্য্য প্রভৃতি, মহোদয়ের শ্রেষ্ঠ গবেষণা এবং পাণ্ডিত্য লেখনীর অদ্ভুত আবাহন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-গাথা এই বিরাট, জীবন ও আদর্শের বহু মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সর্ব্বদেশীয় পাঠক সমাজের প্রশংসা-সূত্রে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত শিক্ষার সম্যক আলোচনা প্রথম খণ্ড ৩০টি অধ্যায়ে, প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় এবং ১৬ খানি চিত্রে শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের স্বহস্ত মুখবন্ধ (Foreward) প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় সূচিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সাতশত পৃষ্ঠাব্যাপী সূচীপত্র (Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা—১৫, পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মায়াপুর গৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা, শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা ; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জেলা—নদীয়া।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক পত্রিকা একাদশীতে প্রকাশিত হয়। প্রতি বর্ষ ৩৷ টাকা ভিক্ষায় কলিকাতা বাগবাজারস্থ গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক বৈষ্ণবগণের শ্রীপরমহংস-মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৷০

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাশয় সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ চিদানন্দ সেবাতীর্থ বি-এস. বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া গৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১।০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল শ্লোক অক্ষরে এবং তাহাতে বর্ত্তমান যুগ শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। আট খণ্ডে ছাপা। তবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৯৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। তদ্ব্যতীত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোক সূচী পদসূচী, গ্রন্থসূচী, স্থানসূচী, বিষয়-সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী-পত্র। নবীন শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের একপ উৎকৃষ্ট ও অমন বিরাট সংস্করণ জগতের কোথাও আর পূর্ব্বে প্রকাশিত হয় নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২, বারটাকা স্থলে—৯, নয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে : বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

সচিত্র
নবদ্বীপ পঞ্জিকা

ভিক্ষা—মাত্র ৶০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—১৬,	১০—৩১,	১৩—২২	১৭—৩৮,	১৯—৩৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—৩,	১৪—০	১৮—২,	২১—০৫
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৫৩,	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—১২

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

শনিবার অন্যান্যদিন

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১২-১০	১১-৩৪	১৫-৪	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১২-১১	১২-৪২	১৫-৪০	১৮-৭৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২০	১০-৩	১২-৪১	১৩-১২	১৬-১২	১৯-১১

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈ নি ক

R.M. GO 1544

শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্
বঙ্গ অক্ষরে মূল ও
অনুবাদসহ প্রকাশিত
[illegible] ও
ছাপা অতি উত্তম।
ভিক্ষা ।০ মাত্র
শ্রীচৈতন্যমঠ,
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

"গৌড়ীয়"
৭ম বর্ষ হইতে
১১শ বর্ষ পর্য্যন্ত
প্রতি বর্ষ কাপড়ে
বাঁধাই
ভিক্ষা ৩।০ মাত্র।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ
বাগবাজার, কলিকাতা

ভারতের সর্বত্র [illegible]-প্রচারক—নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১০ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১৬ই জ্যৈষ্ঠ, বৃহস্পতিবার ১৩৪২, ৩০শে মে ১৯৩৫ [৭৫শ সংখ্যা

বৈবিধ সংবাদ

ফ্রান্সে অর্থসমস্যা

প্যারিসের এক সংবাদে প্রকাশ, ১৯৩৬ সনে ফ্লাঁদিন গবর্ণমেন্ট ফরাসী শাসনতন্ত্রের কর্ণধার হইবার পর ফ্রান্স এই প্রথম সর্বাপেক্ষা সঙ্কটপূর্ণ আর্থিক সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছে। ফ্রান্সের এই নিদারুণ সঙ্কটের সময়ে ফ্রান্সের মন্ত্রিসভার পরিবর্তনের গুজব শুনা যাইতেছে। ফ্লাঁদিনে ক্লান্তির জন্য আঘাত বর্তমানে শাসনকার্য্য পরিচালনের বাধাস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তিনি বাড়ী বসিয়া কাজকর্ম দেখিতে পারেন। কিন্তু কোনও কার্য্য দ্রুত বর্তমান অবস্থায় সহ্য করিতে পারেন না। তিনি মোটরে চড়িয়াও যাতায়াত করিতে পারেন না; কারণ মোটরের ঝাঁকুনিতে তাঁহার ভগ্ন বাহু জোড়া লাগার ব্যাঘাত হইতে পারে। কাজেই তিনি অধিকতর কর্মক্ষম ব্যক্তির হাতে কার্য্যভার ছাড়িয়া দিয়া অবসর গ্রহণ করিতে পারেন বলিয়া মনে হইতেছে।

এদিকে প্রেসিডেন্ট লেব্রার কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে নানাপ্রকার জল্পনা কল্পনা চলিতেছে। গত ২৫শে মে ফ্লাঁদিনে লাভাল, ফ্লাঁদিনে বোনো ও জেনারেল [illegible] কমিশনের সভাপতি মসিয়ে মালভির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। সঙ্কটকাল ব্যতীত অন্য সময়ে প্রধান মন্ত্রী ব্যতীত অপর কাহারও সহিত আলোচনা করা প্রেসিডেন্টের নীতি নহে।

জাপানে বিশ্ববিদ্যালয় দিবস

গত বুধবার জাপানের সর্বত্র "জাপান বিশ্ববিদ্যালয় দিবস" পালিত হইয়াছে। টোকিওতে এই উপলক্ষে ঐ দিবস প্রাতে এক বিরাট শোভাযাত্রা এতদ্বিষয়ক নানা প্লাকার্ড লইয়া সহর প্রদক্ষিণ করে। অপরাহ্নে স্থানীয় হুবিলী উদ্যানে মৌলবী মহম্মদ তৈয়বুল্লা সাহেবের সভাপতিত্বে এক জনসভা হয়। সভায় শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র বরদলৈ, এম্ এল এ প্রভৃতি সহরের অনেক গণ্যমান্য ভদ্রলোক বক্তৃতা দিয়াছিলেন। আসামের বিশেষ কৃষ্টি ও স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিতে হইলে আসামীয় ভাষা-ভাষীদের একটি স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় প্রয়োজন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা এই বিশেষ প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে না—এই মর্মে একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে এবং এক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন সম্বন্ধীয় আন্দোলনের জন্য একটি আসাম-বিশ্ববিদ্যালয় সঙ্ঘ গঠিত হইয়াছে। আসামে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন সম্বন্ধে প্রতিকূল মনোভাবেরও সভায় প্রতিবাদ করা হয়।

চীন ও জাপানে যুদ্ধ

একখানি জাপানী ইস্তাহারে প্রকাশ, কোনও নিরস্ত্রীকৃত অঞ্চলে য্যাকশাকো এবং দুয়ানচিং-এর মধ্যবর্তী স্থলে প্রচণ্ড সংঘর্ষের ফলে তিনশত চীনা নিহত হইয়াছে। জেহল প্রদেশ হইতে একদল জাপ সৈন্য অগ্রসর হইয়াছিল। তাহাদের সহিত চারিশত চীনা সৈন্যের সংঘর্ষ হয়। এই সকল সৈন্য চীনা গবর্ণমেন্টের স্থায়ী সৈন্য নহে, ইহারা নিজেদের ইচ্ছামত সৈন্যদল গঠন করিয়া উৎপাত করে।

জাপানীদের পক্ষে ছয়জন নিহত এবং তিনজন আহত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

পূর্বোক্ত অস্থায়ী চীনা সৈন্যদল জাপবিরোধী কার্য্যে তৎপর হইয়াছিল। ইহাদিগকে নিরস্ত্র করিবার জন্য চীনা গবর্ণমেন্টকে বলা হয়। চীনা গবর্ণমেন্ট তাহাতে অসমর্থ হওয়ায় জাপানী সৈন্য প্রেরিত হইয়াছিল।—জাপানী ইস্তাহারে এরূপ কারণ দেখান হইয়াছে।

চণ্ডীকোণা হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক ও সম্পাদক অভিযুক্ত
বিস্ফোরণের সংবাদ গোপন রাখায় অভিযুক্ত

মেদিনীপুরের এক সংবাদে প্রকাশ, চণ্ডীকোণা হাইস্কুলের হেড মাষ্টার বাবু নরেন্দ্রনাথ রায় এবং সেক্রেটারী বাবু কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত চৌধুরী ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত শ্রীমন্ত দাশগুপ্তের এজলাসে অভিযুক্ত হইয়াছেন। তাঁহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ এই যে, গত ৮ই ফেব্রুয়ারী সরস্বতী পূজার দিন উক্ত স্কুলের প্রাঙ্গণে একটি বিস্ফোরণ হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহারা ঐ সংবাদ নিকটস্থ থানায় জানান নাই।

অভিযোগে প্রকাশ, সরস্বতী পূজা অনুষ্ঠানের সময় স্কুলের ভূতপূর্ব ছাত্র ভবানী কিশোর ঘোষের হস্তস্থিত একটী জিনিষের বিস্ফোরণ হয় এবং ফলে সে তাহার বাম বাহু ও তর্জনীতে গুরুতর আঘাত পায়। তাহাকে ঘাটাল হাসপাতালে নেওয়া হয় ও তথায় তাহার হাতখানা কাটিয়া ফেলিতে হয়। সেক্রেটারী ও হেড মাষ্টার ঐ ঘটনা গোপন রাখেন। কোনও সূত্রে পুলিশ সংবাদ পাইয়া তদন্ত আরম্ভ করে এবং আসামীদের বিরুদ্ধে চার্জসীট দাখিল করে।

প্রকাশ্য দিবালোকে হত্যা
আসামী মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত

পাটনার এক সংবাদে প্রকাশ, সত্য নারায়ণ লাল নামক একজন ত্রিশ বৎসর বয়স্ক যুবক অযোধ্যা সাহ নামক এক ব্যক্তিকে প্রকাশ্য দিবালোকে ছোরা দ্বারা হত্যা করার অভিযোগে অভিযুক্ত হয়। গত ২৮শে মে পাটনার দায়রা জজ তাহাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

মামলার বিবরণে প্রকাশ যে, মজঃফরপুর এক ব্যবসায়ীর গোলা হইতে জিনিষপত্র চুরি করার অভিযোগে বহু লোকজন একত্রিত হইয়া আসামীকে থানায় লইয়া যাইতেছিল। যাহার জিনিষপত্র চুরি হইয়াছিল সে ঐ লোকজনের সহিত গমন করিলে আসামী তাহাকে ছোরার আঘাতে হত্যা করে।

ক্যাণ্টোনমেণ্ট আইনে জেল ও জরিমানা

বাঁচির মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট রায় সাহেব জগদত্ত সম্প্রতি চাঞ্চল্যকর ক্যাণ্টোনমেণ্ট আইনের মামলার রায় প্রকাশ করিয়াছেন। এই মামলায় আসামীর নাম কেবলরাম; তাহার বয়স ৭৫ বৎসর। সে একজন মাড়োয়ারী ব্যবসায়ী। কেবলরামের প্রতি চারি বৎসর কারাদণ্ড এবং ১০০০৲ টাকা অর্থদণ্ড, অন্যথায় আরও এক বৎসর কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে।

সাইকেলে ৬ বৎসরে ত্রিশ হাজার মাইল ভ্রমণ

মিঃ এ, এম, আদিলভাই লাখুওয়ালা নামক একজন বোম্বা যুবক সাইকেলে পৃথিবী পর্য্যটন সমাপ্ত করিয়া গত ২৫শে মে বোম্বে পৌঁছিয়াছেন। তিনি ছয় বৎসরে প্রায় ৩০,০০০ মাইল পরিভ্রমণ করিয়াছেন।

ভ্রমণকালে তিনি টাঙ্গানিয়াকা, পর্তুগীজ অধিকৃত পূর্ব আফ্রিকা, দক্ষিণ আফ্রিকা, সিংহল মালয় [illegible], মালয়, বোর্ণিও, চীন, জাপান, ইরাক, সিরিয়া, প্যালেষ্টাইন, মিশর ও পারস্য প্রভৃতি দেশ পরিদর্শন করিয়াছেন। ছয় বৎসর কাল ব্যাপী তাঁহার পর্য্যটনের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে একখানি পুস্তক তিনি লিখিবেন বলিয়া মনস্থ করিয়াছেন।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

[ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের দর্শনশাস্ত্রের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত আচার্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য এম-এ, মহোদয়ের শ্রৌতপথে গবেষণা এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ লেখনীর অমৃতময় আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে মগ্ন হউন। এই গ্রন্থে, আভ্যন্তর ও বাহ্যজীবন সম্বন্ধে মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক আলোচনা প্রথম খণ্ড ৩০শ অধ্যায়ে, প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের প্রণীত মুখবন্ধ (Foreward) প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সংক্ষিপ্ত শব্দার্থ সূচীপত্র (Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রয়পেটা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জেলা—নদীয়া।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। প্রতি বর্ষ ৪৲ টাকা ভিক্ষায় কলিকাতা বাগবাজারস্থ গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১॥০

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিত্যানন্দ সেবাতীর্থ বি-এল, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল শ্লোক অক্ষরে এবং তাহাতে বর্ত্তমান-যুগে শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। অতি সুন্দর ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৯৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। তদ্ব্যতীত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোক সূচী, পদসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়-সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী-পত্র। সভাষ্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট গ্রন্থরত্ন জগতের কোথায়ও আর পূর্ব্বে প্রকাশিত হয় নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক-মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৪৬,	১০—৪১,	১৩—২২	১৭—৩৮,	১৯—৩৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৬,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—০৫
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩০,	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—১২

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

শনিবার অন্যান্যদিন

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১২-১০	১২-৩৪	১৫-৩৫	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৭	১২-১৯	১২-৪২	১৫-৪১	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-৫১	১৩-১২	১৬-১২	১৯-১১

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌স্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে: বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌স্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

সচিত্র
নবদ্বীপ পঞ্জিকা

ভিক্ষা—মাত্র ৵০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

— পারমার্থিক পত্র —

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১০ম বর্ষ } ১২ ত্রিবিক্রম গৌরাব্দ ৪৪৯, ১৬ই জ্যৈষ্ঠ বঙ্গাব্দ ১৩৪২, ৩০শে মে ইং ১৯৩৫ বৃহস্পতিবার ৭৬ তম সংখ্যা

প্রচার-প্রসঙ্গ

মধ্যপ্রদেশে

গত ২১শে মে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ সাগর-প্রবাসী উকীল শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ভবনে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

পাঠান্তে স্বামীজী বলেন যে, আজকাল ভগবৎকথায় মানুষের রুচি আদৌ দেখিতে পাওয়া যায় না। বরং নাটক, নভেল, সংবাদপত্র পড়িয়া কিম্বা বাজে গল্পগুজবে দিন অতিবাহিত করিবে, তথাপি ভগবৎ-কথা শ্রবণ করিবে না। কিন্তু হরিকথা-শ্রবণই ভবরোগ-নাশের একমাত্র ঔষধ। বহুমূল্য সময়গুলি বৃথা নষ্ট না করিয়া ভগবদনুশীলনে অতিবাহিত করাই কর্ত্তব্য।

ভগবৎকথা-শ্রবণ দ্বারা থিয়েটার দেখার মত ব্যয় নয় অথবা তাহা বৃথা নষ্ট হয় না। কিন্তু শ্রবণ করিবে কাহার নিকট? পেশাদার কীর্ত্তনীয়ার নিকট কিম্বা গ্রামোফোন অথবা যাত্রা থিয়েটারের হরিকথায় প্রলাপ থাকিতে পারে কিন্তু তাহাতে প্রাণ নাই, তাহা শ্রবণে বিপরীত ফল হইয়া থাকে। তজ্জন্য শাস্ত্র তারস্বরে কীর্ত্তন করিয়াছেন—

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি
শ্রদ্ধা-রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি॥

নিখিল শাস্ত্রমধ্যে শ্রীমদ্ভাগবতই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই শাস্ত্রই কলিকালের সনাতন ধর্ম্মের রক্ষক। যথা—

কৃষ্ণে স্বধামোপগতে ধর্ম্মজ্ঞানাদিভিঃ সহ।
কলৌ নষ্টদৃশামেষ পুরাণার্কোঽধুনোদিতঃ॥

সনাতনধর্ম্মবেত্তা ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র অপ্রকটে লীলাসংগোপন করিলে কলিকালের নষ্টদৃষ্টি ব্যক্তিগণের নিমিত্ত শ্রীমদ্ভাগবত-সূর্য্যের প্রকাশ। সূর্য্যের অনুদয়ে আমরা চক্ষু থাকিতেও দেখিতে পাই না। প্রদীপাদির সাহায্যে অতি সামান্যমাত্র দর্শন কার্য্য হয়, আর সূর্য্য উদিত হইলে বহুদূর পর্য্যন্ত দৃষ্টি চলে। সূর্য্য বাহিরের বস্তু প্রকাশ করে মাত্র কিন্তু শ্রীমদ্ ভাগবত আমাদের অন্তরের বস্তু প্রকাশ করিয়া থাকেন। যেরূপ সূর্য্যের উদয়ে দস্যু তস্করাদির ভয়, শীত ও অন্ধকার দূর হয় তদ্রূপ শ্রীমদ্-ভাগবতসেবা দ্বারা সংসার-ভয়, কর্ম্মাদি-জাড্য এবং অজ্ঞানান্ধকার দূরীভূত হইয়া থাকে।

শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রবণ কর্ম্মজ্ঞান-যোগাদি সাধনাপেক্ষা অনন্তগুণে শ্রেষ্ঠ। ঐ সাধনাদ্বারা হৃদয় সম্যক্ বিশুদ্ধ হয় না, কিন্তু ভাগবত-শ্রবণে শ্রীহরি হৃদয়ে অবরুদ্ধ হইয়া থাকেন।

অতঃপর স্বামীজী প্রহ্লাদ চরিত্রের কিয়দংশ আলোচনা প্রসঙ্গে বিদ্যা ও অবিদ্যার বিষয় বিশেষ যুক্তি সহকারে বর্ণন করেন এবং মন্ত্রোক্ত "অবিদ্যায়ামন্তরে বর্ত্তমানাঃ" শ্লোকটী ব্যাখ্যা করিয়া কৃষ্ণভক্তই যে একমাত্র পণ্ডিত আর অবিদ্যাগ্রস্ত জীবগণ বিদ্বদভিমানী হইলেও প্রকৃতপক্ষে অজ্ঞানী থাকে ইহা বুঝাইয়া দেন।

স্বামীজী পরদিবস স্থানীয় জানকীরমণ জীউর মন্দিরে ছায়াচিত্রে ভগবানের লীলা-প্রদর্শনমুখে হিন্দীতে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন।

পূর্ব্ববঙ্গে

ঢাকা জেলার অন্তর্গত বালিয়াটী শ্রীগদাইগৌরাঙ্গমঠের প্রচারক উপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ অনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীপাদ হরিপদ ব্রহ্মচারী প্রভুদ্বয় প্রচারকগণসহ গত ৫ই জ্যৈষ্ঠ ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত কাপুনী অঞ্চলে প্রচারে গিয়াছিলেন। তথায় আলিয়াচরা নিবাসী শ্রীযুক্ত রাজলাল সাহা তালুকদার মহাশয়ের ভবনে তাঁহারা অবস্থান করিয়াছিলেন।

উক্ত দিবস সন্ধ্যায় কাপুনী, পাকুল্যা, আলিয়াচরা, গড়বিলা প্রভৃতি গ্রাম নিবাসী সজ্জন ব্যক্তিগণের একান্ত উৎসাহে এবং মতিবাবুর ঐকান্তিক যত্নে পাকুল্যা শ্রীশ্রীকালাচাঁদজীউর নাটমন্দিরে এক মহতী সভার অধিবেশন হয়। উক্ত সভায় শ্রোতৃবর্গের ইচ্ছানুসারে ভক্তিশাস্ত্রীজী শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীশ্রীঅম্বরীষ মহারাজের উপাখ্যান পাঠ ও প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যাখ্যা করেন।

তৎপরদিবস ৬ই জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার প্রাতে উক্ত শ্রীশ্রীকালাচাঁদজীউর নাটমন্দিরে বহু সজ্জন ব্যক্তিগণের নিকট উক্ত ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে সাক্ষি-গোপালের চরিত্র পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন এবং উপাখ্যানের শিক্ষণীয় বিষয় সকল অতি চমৎকারভাবে সকলকেই বুঝাইয়া দেন।

উক্ত দিবস সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীকালাচাঁদজীউর সন্ধ্যারাত্রিকের পর ভক্তিশাস্ত্রীজী পুনরায় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

অতঃপর ৭ই জ্যৈষ্ঠ শনিবার দিবস প্রাতে ভক্তিশাস্ত্রীজী তথায় শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের সনাতন-শিক্ষা প্রসঙ্গ হইতে সাধুসঙ্গের মাহাত্ম্য বিশদরূপে বর্ণন করেন।

ঐ দিবস অপরাহ্নে উক্ত নাট-মন্দিরে পুনরায় বহুবিদ্বজ্জনমণ্ডিত এক মহতী সভার অধিবেশন হয়। উক্ত সভায় ভক্তিশাস্ত্রীজী প্রায় ২ ঘণ্টা ব্যাপী "বৈষ্ণব-ধর্ম্ম" সম্বন্ধে ওজস্বিনী ভাষায় একটী হৃদয়-গ্রাহিণী বক্তৃতা প্রদান করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীর চিত্তাকর্ষণ করেন। বক্তৃতাকালে শ্রোতৃ-মণ্ডলী পুনঃ পুনঃ হরিধ্বনি করিয়া উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

ভক্তিশাস্ত্রীজী শুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্ম ও প্রচলিত বৈষ্ণবধর্ম্মের পার্থক্য, আউলবাউলাদি ত্রয়োদশ অপসম্প্রদায়ের স্বরূপ, প্রাকৃত-সহজিয়া ও শুদ্ধ বৈষ্ণবের স্বরূপ, বৈষ্ণবের সর্ব্বোত্তমতা এবং ব্রাহ্মণত্ব ও বৈষ্ণবত্ব, বৈষ্ণবই প্রকৃত ব্রাহ্মণের গুরু এবং শুদ্ধ বৈষ্ণবের গুরুত্ব, ত্রিবিধ অধিকারী বৈষ্ণব ও বৈষ্ণবনিন্দা প্রভৃতি বিষয়ে শাস্ত্রযুক্তি-মুখে সুন্দর মীমাংসা করিয়া বুঝাইয়া দেন।

শ্রীধামে বিশিষ্ট দর্শক

গত ২৮শে মে মঙ্গলবার পূর্ব্বাহ্ণ ৮ ঘটিকার সময় কৃষ্ণনগরের ক্যাথোলিক চার্চ্চের বিশপ The Right Revd. Monsignor S. Ferrando D. D, বিশপের সেক্রেটারী ও কৃষ্ণনগর প্যারিস্-প্রিষ্ট Revd, Father J Farasino S.C,D.D. এবং ডিপুটীম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এন্, এম্, সেন প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম মায়াপুর-দর্শনে আগমন করিয়াছেন। [illegible] ভবনে তাঁহাদের সহিত ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্ষ্টিটিউটের প্রধান শিক্ষক শ্রীপাদ কিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব বি এল্ মহাশয়ের সহিত বৈষ্ণবধর্ম্ম ও খৃষ্টধর্ম্ম-সম্বন্ধে কিছুকাল আলাপ হইয়াছিল। তাঁহারা শ্রীধামের মনোরম দৃশ্য এবং কাজীর সমাধি ও বল্লালদীঘি দর্শন করিয়া এবং আলাপাদি করিয়া অতিশয় আনন্দিতচিত্তে প্রায় ৯-৩০ ঘটিকার সময় কৃষ্ণনগর প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১২ ত্রিবিক্রম আদি কারণোদশায়ী ৪৪৯

নিন্দা ও প্রশংসা

মৎসর জনগণের স্বভাব অপরের নিন্দা করা; আমা অপেক্ষা অপরে শ্রেষ্ঠ, একথা মৎসর আমি কিছুতেই সহ্য করিতে প্রস্তুত নহি। যদি চক্ষুর সম্মুখে দেখিতেও পাই, অপর ব্যক্তি প্রশংসনীয় কার্য্য করিয়া সকলের সুখ্যাতি অর্জ্জন করিতেছেন, তাহা হইলেও কোন ব্যক্তি যখন তাঁহার গুণ আমার নিকট বর্ণন করিতে আসেন তখন আমি মৎসরতার উপযুক্ত শিষ্য হিসাবে জ্বলে পুড়ে ক্ষেপিয়া উঠি। কোনও সময় ঘটনাচক্রে থাকিবে কোনও কথা প্রকাশে সাহসী না হইলেও অন্তরে অন্তরে জ্বলিয়া পুড়িয়া যাইতে থাকে। অপরের নিন্দা এবং নিজের প্রশংসা শুনিতে যেন আমার মনটা স্বভাবতঃ উঁচু হইয়া উঠে। শুধু আমিই নহি আমার যে-সমস্ত বন্ধু গোপনীয়তা বিচরণ করেন, তাঁহারা সকলেই মৎসরতা-সিংহাসনে আরূঢ়। দেবরাজ ইন্দ্র পর্য্যন্ত এই পদের প্রার্থী। কোনও ব্যক্তি আমার অনিষ্ট করিতেছে, এই প্রকার কোনও কথা আমার কাণে আসিলে আমি অস্থির অবস্থায় হইয়া যাই। আমার গোপ-রাজ্যের বন্ধু ইন্দ্র যখন দেখিলেন, শ্রীকৃষ্ণ ব্রজের গোপবৃন্দকে ইন্দ্রপূজা হইতে বিরত করিয়া গোবর্দ্ধনপূজায় নিযুক্ত করিয়াছেন তখন তিনি ক্রোধান্ধ হইয়া ব্রজবিনাশার্থ প্রবল ঝড়বৃষ্টি প্রভৃতি আরম্ভ করিয়াছিলেন। অবশ্য শ্রীকৃষ্ণের পুরী ব্রজধাম বিনষ্ট করা শ্রীকৃষ্ণের শক্তিকণ-প্রাপ্ত ইন্দ্রের পক্ষে কখনও সম্ভবপর হয় নাই; শ্রীকৃষ্ণ গোবর্দ্ধন উত্তোলন পূর্ব্বক সকল ব্রজবাসীকে তাহার অধোদেশে স্থান প্রদান করিয়া কি-প্রকারে রক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা পাঠকগণ অবগত আছেন। অত আমরা ক্রোধান্ধ ইন্দ্র যে বাক্যাবলী শ্রীকৃষ্ণের নিন্দা করিয়াছিলেন, সেই বাক্যটি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিব।

ইন্দ্র ক্রোধভরে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যে সকল বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে একটী—

"বাচালং বালিশং স্তব্ধমজ্ঞং
পণ্ডিতমানিনম্।
কৃষ্ণং মর্ত্ত্যমুপাশ্রিত্য গোপা মে
চক্রুরপ্রিয়ম্॥"
(ভাঃ ১০।২৫।৫)

অন্তর্য্যামী শ্রীকৃষ্ণ অজ্ঞ ও মূঢ় ইন্দ্রের ঐসকল গালি শ্রবণপূর্ব্বক হাস্য সম্বরণ করিতে পারেন নাই। কিন্তু শ্রীভগবান্ পতিতপাবন ও দয়ার সাগর; তাই ইন্দ্রের ঐপ্রকার আচরণ সত্ত্বেও তাহার গর্ব্ব বিনষ্ট করিয়া স্বীয় পাদপদ্মে উহাকে আকর্ষণ করিয়াছিলেন।

ভগবান্ ভাবগ্রাহী; তিনি অন্তরের ভাব গ্রহণ করেন।

"মূর্খ বলে বিষ্ণায়, বিষ্ণবে বলে ধীর।
দুই বাক্য পরিগ্রহ করেন কৃষ্ণ বীর॥"

যে শ্লোকদ্বারা মোহগ্রস্ত ইন্দ্র কৃষ্ণের নিন্দা করিয়াছিলেন, সেই শ্লোক দ্বারাই শুদ্ধা সরস্বতী শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি করিয়া থাকেন। ইন্দ্র শ্রীকৃষ্ণকে বাচাল, বালিশ স্তব্ধ, অজ্ঞ, পণ্ডিতমানী, মর্ত্ত্য প্রভৃতি বলিয়াছেন। এই স্থানে বাচাল শব্দের অর্থ সাংখ্য ও মীমাংসার মতবিরুদ্ধ বহুভাষী ব্যক্তি। বালিশ অর্থে মূর্খ—শাস্ত্র'মতে অনভিজ্ঞ, স্তব্ধ অর্থে অবিনীত, অজ্ঞ অর্থে গোচারণহেতু কিসে আপদ্ বিপদ্ হইবে তাহাতে জ্ঞানশূন্য, আর মর্ত্ত্য অর্থে মনুষ্যত্বগুণবিশিষ্ট।

ঐ শব্দগুলি যখন শুদ্ধা সরস্বতী প্রয়োগ করেন তখন তাহার অর্থ অন্যরূপ; যথা, বাচাল—বেদপ্রবর্ত্তক, স্তব্ধ: বালিশ—বেদ-প্রবর্ত্তক হইয়াও শিশুর ন্যায় সরলস্বভাব, সকলের বন্দনার পাত্র বলিয়া অনম্র; অজ্ঞ—যাহা হইতে বিজ্ঞ আর কেহ নাই; পণ্ডিতমানী—সকল পণ্ডিতগণের মাননীয় অথবা সকল পণ্ডিতের মান যাঁহাতে আছে, অর্থাৎ যাঁহার সেবাপ্রভাবে পণ্ডিতগণের সম্মান হইয়া থাকে; মর্ত্ত্য—বেদপ্রবর্ত্তক ও পণ্ডিতমানী হইয়াও যিনি ভক্তবাৎসল্য হেতু মনুষ্যাভিমানী

জরাসন্ধ শ্রীকৃষ্ণকে পুরুষাধম ও বন্ধুহন্ বলিয়া গালি দিয়াছিল। শুদ্ধা সরস্বতী কিন্তু ঐ শব্দদ্বারাই শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিয়া থাকেন। শুদ্ধা সরস্বতীর অর্থে পুরুষ সকল যাহা হইতে অধম সেই পুরুষোত্তমকেই পুরুষাধম শব্দে লক্ষ্য করা যায়। অবিদ্যা জীবগণকে বন্ধন করে বলিয়া 'বন্ধ'-সংজ্ঞায় অভিহিত। জীবগণের এই অবিদ্যা-বন্ধ বিনষ্ট করেন যিনি সেই পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণই বন্ধুহন্ শব্দে অভিহিত।

উপরে যাহা আলোচিত হইল তাহাতে অজ্ঞরূঢ় ও বিদ্বদ্রূঢ়িগত পার্থক্য সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ দিগ্দর্শন করা হইয়াছে। মহাভাগবতগণ যে কোন শব্দকে কৃষ্ণপর ব্যাখ্যা করিতে পারেন। মহাভাগবত নিজে কখনও প্রশংসা না চাহিলেও ভগবদ্-ইচ্ছায় আপনিই চতুর্দ্দিকে তাঁহার প্রশংসা ব্যাপ্ত হয়। পক্ষান্তরে মাদৃশ মৎসর ব্যক্তি প্রশংসার কাঙ্গাল হইয়াও তৎপরিবর্ত্তে বিবিধ অকার্য্যযুক্ত কার্য্যের জন্য নিন্দাই লাভ করিয়া থাকে মাত্র।

আন্ধ্রপণ্ডিতের বক্তৃতা

—:০:—

বিবিধ উপাসনায় পার্থক্য

[পুরী চটকপর্ব্বতস্থ শ্রীপুরুষোত্তম-মঠ প্রাঙ্গণে শ্রীশ্রীব্যাসপূজোপলক্ষে আহূতা মহতী সভায় শ্রীল প্রভুপাদের অনুকম্পিত আন্ধ্র-ব্রাহ্মণ শ্রীযুক্ত ভাই জগন্নাথম্ পান্তুলু গারু বি-এ মহোদয় কর্ত্তৃক ইংরাজী ভাষায় প্রদত্ত বক্তৃতার মর্ম্মানুবাদ]

মদীয় পূজ্যপাদ শ্রীগুরুদেব, পূজনীয় বৈষ্ণবগণ, মাননীয় সভাপতি, মহিলাবৃন্দ ও ভদ্রমহোদয়গণ,—

অদ্যকার এই শ্রীব্যাসপূজার উৎসব উপলক্ষে আহূত এই সভার মাননীয় সভাপতি পুরীর রাজাসাহেব যিনি আমাদের জন্য তাঁহার অপরাহ্ণ কয়েক ঘণ্টা ব্যয়িত করিয়াছেন, শ্রীগৌড়ীয়দিগের বৈষ্ণবগণের পক্ষ হইতে তাঁহাকে ধন্যবাদ দিবার জন্য শ্রীগুরুদেবের আশ্রিতদিগের একজন অতি দুর্গত মাদৃশ ব্যক্তির প্রতি বিশেষ ভার অর্পিত হওয়ায় আমি ইহা আমার প্রতি অত্যন্ত কৃপা বলিয়া গ্রহণ করিতেছি। কিন্তু এইরূপ কার্য্য সম্পাদন করিবার পূর্ব্বে আমি প্রথমতঃ আমার শ্রীগুরুদেবের প্রতি আমার হৃদয়ভক্তি জ্ঞাপন করিবার জন্য কয়েক মিনিটের সময় আমার পূজনীয় শ্রীগুরুদেবের নিকট এবং রাজা সাহেবের নিকট বাচ্ঞা করিয়া লইতেছি।

পতিতপাবন শ্রীগুরুদেব,

অনেক সময় আপনি আমাদের নিকট চিন্ময়তার এবং প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত বিষয়ের কথা বলিয়াছেন। আপনি বলিয়াছেন যে, যখন সেই সকল কথা দার্শনিক বিচারে পর্য্যালোচিত হয়, তখন এই জগতে পাঁচ রকমের পূজার কথা আসিয়া পড়ে। প্রথমে আপনি জড় বস্তু উপাসনার কথা বলিয়াছেন, তাহা শক্তিপূজারই প্রকারভেদ এবং তাহাকে জড়োপাসনা বলা যাইতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ, আপনি আংশিক চেতনের পূজার কথা বলিয়াছেন, যাহাতে আলো, উত্তাপ প্রভৃতির পূজা অর্থাৎ প্রকারান্তরে সূর্য্যোপাসনার কথাই বুঝায়। ইহাতে সূক্ষ্মভাবে একপ্রকার জড়োপাসনাকেই বুঝাইয়া থাকে।

তৃতীয়তঃ, প্রাণি-জগতে চেতনের উপাসনার কথা বলিয়াছেন, যে চেতনের ভিতর কিছু বিচারশক্তি নিহিত আছে এবং যাহা আপনি গণেশোপাসনারই নিদর্শন বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন।

চতুর্থতঃ, আপনি মনের উপাসনার কথা বলিয়াছেন যে, মনের পূর্ণ অভিব্যক্তি ও যুক্তি জীবশ্রেষ্ঠ শিবেই প্রকাশিত। এইরূপ উপাসনা একমাত্র অভিরোধবাদমূলে প্রতিষ্ঠিত। ইহাকে আপনি 'মানুষ-পূজা' নামে অভিহিত করিয়াছেন।

পঞ্চমতঃ, আপনি অখণ্ডজ্ঞানের অতিক্রান্ত অবস্থায় অপ্রাকৃত প্রেমে আকৃষ্ট আত্মাদ্বারা সচ্চিদানন্দ শ্রীভগবানের সেবার পরাকাষ্ঠার কথা জানাইয়াছেন। ইহাকেই আপনি পরমেশ্বরের পূজা নামে অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু যেহেতু এইরূপ পূজায় মানুষের যুক্তি বর্জ্জিত হইয়াছে, অতএব ইহা অযৌক্তিক, এইরূপ কথা কখনও আপনি বলেন নাই। মানবগণের যুক্তি ও প্রীতি বিকৃত। আপনি বলিয়াছেন যে, অশুদ্ধ যুক্তি মায়িক রাজ্যের চতুঃসীমা অতিক্রম করিতে পারে না, কিন্তু শুদ্ধ প্রেম প্রাকৃত এবং অপ্রাকৃত উভয় জগতেই ব্যক্ত হইতে পারে। যুক্তি প্রাকৃত কাজের অবস্থা নষ্ট করিবার জন্য অগ্রসর হইতে পারে কিন্তু অপ্রাকৃত নিত্য প্রেমের সহিত উহার কোন সম্বন্ধ নাই। কারণ অপ্রাকৃত প্রেম প্রাকৃত যুক্তির রাজ্যের বহির্ভাগে অবস্থিত এবং ইহা আত্মারই নিত্যবৃত্তি, সে আত্মা আবার শ্রীভগবানেরই বিভিন্নাংশমাত্র।

অতএব আপনি এই পৃথিবীতে যে ধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন সেই ধর্ম্ম ভগবানের প্রতি জীবাত্মার স্বাভাবিক অপ্রাকৃত প্রেমের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই প্রেম নিত্য অতএব যাহারা এই ধর্ম্মকে সাম্প্রদায়িক বলে তাহারা নিতান্তই দুর্ভাগা।

কিন্তু হে শ্রীগুরুদেব, আপনি পুনরায় বলিয়াছেন যে, এই স্বাভাবিক প্রেম প্রত্যেক বদ্ধ জীবাত্মায় প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিত। যখন জীব স্বেচ্ছায় এই মায়িক সংসারের ঘূর্ণিপাকে নিমজ্জিত হয় তখন যে প্রেমের বন্ধন একমাত্র অপ্রাকৃত প্রেমিকের সহিত বাঁধিয়া রাখে তাহা ছিন্ন হইয়া যায়। আবার যখন সেই জীব মায়ার তাড়নে অভিভূত হয়, তখন সে শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা জানাইয়া থাকে। যখন শ্রীভগবান্ তাহার প্রার্থনায় নিরপেক্ষতা ও আন্তরিকতা লক্ষ্য করেন, তখন তিনি তাঁহার নিজভৃত্য পাঠাইয়া যেন তাহাকে আবার তাঁহার সহিত প্রেম-বন্ধনে বাঁধিবার জন্য।

এই জগৎপ্রেরিত দূতই আমাদের শ্রীগুরুদেব, যাঁহার কৃপায় আমরা শ্রীভগবানের নিকট পৌঁছাইতে পারি। শ্রীগুরুদেব আমাদিগকে কখনও সেবাবিহীন অবস্থায় রাখেন না। তিনি অহরহঃ আমাদিগকে বলিতেছেন যে, যদি আমরা এই জগতের সেবায় ব্যস্ত হই তবে নিশ্চয়ই অচিরে সকলের দাস হইয়া পড়িব। যদি অপ্রাকৃত জগতের সেবা করি তবে সেই অপ্রাকৃত প্রেমিক ভগবানের সেবায় নিয়োজিত হইব। অতএব আপনি ইহা বেশ জানাইয়াছেন যে, পরমাত্মার সহিত

বৈরাগী ভাই গ্রাম্যকথা না শুনিবে কাণে। গ্রাম্যবার্ত্তা না কহিবে যবে মিলিবে আনে॥

জীবাত্মার বন্ধনের দ্বারা জীবাত্মার অনুস্যূত স্বাধীনতার ব্যতিক্রম হয় না।

পূজ্যপাদ শ্রীগুরুদেব, আমরা আপনাতে আত্মসমর্পণ করিলে আপনি আমাদিগকে কৃষ্ণ পাওয়াইয়া দেন, যে কৃষ্ণ শ্রীনামরূপে এই জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, পতিত জীব আমরা আপনাতে প্রাকৃত দেহের আরোপ করিয়া থাকি। সদ্‌গুরু কিম্বা বৈষ্ণবের মরণশীল দেহ কিরূপে থাকিতে পারে? আমার শ্রীগুরুদেব সর্ব্বদাই তাঁহার অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা এবং বৈকুণ্ঠশব্দের দ্বারা এই জগতে ব্যবহার করিয়া থাকেন এবং তাঁহার ঐ বৈকুণ্ঠবাণী আমাদের দুই প্রকারের উপাধি ভেদ করিয়া আত্মার নিকট প্রকাশিত হয়। যখন আত্মার সহিত এইরূপ সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, তখন শ্রীগুরুপাদপদ্মের মাহাত্ম্য উপলব্ধ হয় এবং আমাদের যাবতীয় সন্দেহ নিরাকৃত হইয়া যায়।

হে প্রভুপাদ, আপনি আমাদিগকে মনোধর্ম্মের দ্বারা শ্রীভগবানের বিষয় আলোচনা করিতে অথবা শরণাগতির অভাব লইয়া তাঁহার নিকট অগ্রসর হইতে নিষেধ করিয়াছেন। কারণ শ্রীভগবান্ আমাদিগের ঐ প্রকার কার্য্যের দ্বারা অধিগম্য নহেন। "কনক, কামিনী ও প্রতিষ্ঠারূপ ত্রিবিধ পাপ বর্জ্জনপূর্ব্বক শরণাগত হইয়া শ্রীভগবানের বার্ত্তা অনুশীলন কর, তাহা হইলে তোমাদের হৃদয় অপ্রাকৃত বংশীধারী কৃষ্ণেরই লীলাস্থলরূপে পরিণত হইবে"— ইহাই আপনার শিক্ষার সারমর্ম বলিয়া আমরা গ্রহণ করি।

হে জগদ্‌গুরু, বর্ত্তমানযুগে আপনিই শ্রীনামাচার্য্য। আপনিই আমাদিগকে স্থির বিশ্বাসের সহিত জানাইয়াছেন যে, শ্রীনাম ও শ্রীনামী অভিন্ন; নামাপরাধ হইতেই আমাদের ভুক্তি বা জাগতিক ভোগ লাভ হয়। একটী নামাভাস দ্বারা কিরূপে মুক্তিলাভ হইতে পারে—যে মুক্তি মায়াবাদিগণ জন্মজন্মান্তরের পর পাইলেও পাইতে পারে, কিরূপে শ্রীনাম এই মনুষ্যদেহ-জীবকে বিনা ভক্তি অথবা মুক্তির সাহায্যে বিনাশ হইতে রক্ষা করিতে পারে, কিরূপে শ্রীনাম আমাদিগকে আমাদের স্বদেশে—তাঁহার অপ্রাকৃত শ্রীধামে লইয়া যাইতে পারে, তাহা আপনি আমাদিগকে

৮৫ জানাইয়াছেন।

হে আমার অপ্রাকৃত বর্ত্মপ্রদর্শক, আপনিই একাধারে আচার-প্রচারবান্ আত্মবর্ত্তী শ্রীগুরুদেব। আপনি মায়াবাদিগণের আশ্রয় মত নহেন। শ্রীচৈতন্যদেব স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ হইয়াও, শ্রীকৃষ্ণের ঔদার্য্যগণে সেবকরূপে অবতীর্ণ। আপনি সেই শ্রীচৈতন্যদেবের কৃপা ও শক্তিরই মূর্ত্তবিগ্রহ।

হে শ্রীগুরুদেব, অদ্য আমরা আপনার পূজা করিতেছি। অদ্যকার তিথিতে আপনি এই ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছেন। আমরা এই পূজাকে শ্রীব্যাসপূজা নামে অভিহিত করি। শ্রীল ব্যাসদেব আমাদের গুরু এবং আপনিও সেই ব্যাসাভিন্ন। যে ব্যাস বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের ব্যাখ্যা কিম্বা চতুর্ব্বিধ পুরুষার্থ অতিক্রম করিতে পারেন নাই, কিম্বা যিনি মুক্তিকে জীবাত্মার পুরুষার্থ বলিয়া গণ্য করিয়া থাকেন, আমি সেইরূপ ব্যাসের কথা বলিতেছি না। মায়াবাদিগণ সেই ব্যাসের পূজা করুন বা তাঁহার প্রীতিবিধান করুন। যাঁহার অন্তঃকরণে শ্রীনারদ মুনি কৃপাপূর্ব্বক শান্তিবারি প্রদান করিয়াছিলেন এবং যিনি সেই কৃপায় উদ্ভাসিত হইয়া কৃষ্ণভক্তির চরমোৎকর্ষ উপলব্ধি করিয়াছিলেন, আমি সেই শ্রীল ব্যাসদেবের কথাই বলিতেছি।

(এখানে সময় লক্ষ্য করিবার জন্য টেবিলের উপরিস্থিত ঘড়ির দিকে বক্তার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইলে তিনি বলেন,—)

আজ্ঞে হাঁ, আমি ঘড়ি দেখিতে পাইতেছি। কিন্তু আমার শ্রীগুরুদেব আমাকে মানুষ ঘড়ির কথা বলিয়াছেন। এই মানুষ ঘড়ি একটি দিনের ঘড়ি নয়, ইহাকে অনেক ঘণ্টার বা অর্দ্ধদিবসের ঘড়িও বলা যাইতে পারে। ইহার যে প্রধান স্প্রীং (Spring) সেটী হচ্ছে অহংতা, যাহাতে আমরা সংবদ্ধ এবং যাহার উপর অধিষ্ঠিত। সত্যানুসন্ধান ইহার দোলক (Pendulum) এবং ভুক্তি ও মুক্তি ইহার মিনিট ও ঘণ্টার কাঁটাদ্বয়। ইহারা ভক্তিরূপ ডায়েল (dial) উপর অবস্থিত। যখন আমরা অজ্ঞানতিমিরাবৃত জীবন যাপন করিতে বাধ্য হই, তখন সেই তিমিরাবৃত অবস্থায় ইহার প্রধান স্প্রীং (Spring)টী সর্ব্বদাই গুটাইয়া থাকে, কিন্তু পতিতপাবন কৃপাময় শ্রীগুরুদেব ভবব্যাধ আমাদের সেই ঘড়িকে অধিচঃ থাকিতে বা বিগড়াইয়া যাইতে দেন না। তিনি সত্যানুসন্ধানের জন্য আমাদিগকে উত্তেজনা প্রদানপূর্ব্বক প্রীতির সহিত ঘড়ির সেই দোলকে ধাক্কা দিয়া থাকেন। তাহাতে দোলকটী দুলিতে থাকে এবং ঘড়ির ভুক্তি ও মুক্তিরূপ কাঁটাদ্বয়কে অর্থাৎ যে কাঁটা ক্রমাগত চলিতেই থাকে তাহাকে নিয়মিত করিয়া থাকেন। কিছুকাল পরে অহংতা ছুটিয়া যায় এবং অহংতা ছুটিয়া যাইলে সমস্ত অসুবিধাগুলি থামিয়া যায়। তখন সকাল ৬টা, এই সময় গুরুভক্তিরূপ সূর্য্যোদয়ের নিদর্শন দেখা দেয়। আমার শ্রীগুরুদেব এই শিক্ষার পারদর্শী।

পূজ্যপাদ শ্রীগুরুদেব! আমার বক্তৃতা প্রায় শেষ হইয়াছে। পুরীর সমুদ্রতীরে বালুকণা গণন সম্ভবপর হইতে পারে কিন্তু আপনার গুণরাশি গণন কখনও সম্ভবপর নহে। যে পাপীর হৃদয়ে কণামাত্রও সদ্‌গুণ নাই বা যে পাপী অন্য জীবকে বহু কষ্ট দিয়াছে, মাদৃশ সেইরূপ পাপীকেও আপনি উদ্ধার করিতেছেন।

সভাপতি মহোদয়! অধিকক্ষণ আপনাকে আটকাইয়া রাখার দরুণ আমি আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। বৈষ্ণবরাজ প্রতাপরুদ্রের বংশধর আপনাকে আমরা প্রচুর ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি যে রাজা প্রতাপরুদ্র বৈষ্ণবগণের শ্রীজগন্নাথদেবের মন্দির দর্শনে যাইবার পথ স্বর্ণমার্জ্জনীর দ্বারা পরিষ্কার করিয়া আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করিয়াছিলেন। আপনি আমাদিগের প্রতি প্রীতিপূর্ব্বক আপনার বহুমূল্য সময় ব্যয়িত করিয়াছেন এবং আমি শ্রীগৌড়ীয়দিগের পক্ষ হইতে আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। আশা করি আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক উহা গ্রহণ করিবেন।

সারকথা

সদ্‌গুরু-সম্বন্ধ কিরূপে বোধগম্য ?

কিন্তু তোমার প্রেম দেখি' মনে অনুমানি।
মাধবেন্দ্র পুরীর 'সম্বন্ধ' ধর জানি॥
কৃষ্ণপ্রেমা তাঁহা যাঁহা তাঁহার সম্বন্ধ
তাঁহা বিনা এই প্রেমার কাঁহা নাহি গন্ধ॥
(চৈঃ চঃ মধ্য)

মহাভাগবতের অবস্থা কিরূপ ?

বন দেখি' ভ্রম হয় এই বৃন্দাবন।
শৈল দেখি' মনে হয় এই 'গোবর্দ্ধন'॥
যাঁহা নদী দেখে, তাঁহা মানয়ে 'কালিন্দী'
মহাপ্রেমাবেশে নাচে প্রভু, পড়ে কান্দি॥
(চৈঃ চঃ মধ্য)

বিশ্রম্ভসেবক কিরূপ ?

সেবক কৃষ্ণের পিতা, মাতা, পত্নী, ভাই।
দাস বই কৃষ্ণের দ্বিতীয় আর নাই॥
যেরূপ চিত্তের দাসে সেইরূপ ভজ,
দাসে কৃষ্ণ করিবারে পারয়ে বিক্রয়॥
(চৈঃ ভাঃ মধ্য)

শ্রীমায়াপুর-নবদ্বীপ কি মথুরা ?

নবদ্বীপ যেহেন মথুরা রাজধানী।
কত কত লোক আছে অন্ত নাহি জানি॥
(চৈঃ ভাঃ মধ্য)

অর্থের অনর্থতা

[শ্রীসদানন্দ দাসাধিকারী]

শুধু অর্থ অর্থ করি, কৃষ্ণসেবা পরিহরি,
আয়ুঃক্ষয় কৈল যেই জনে।
বেহপাকে, বন্দুকে বাঁধি কেন পলে কাতে,
যৌবনেতে নেয় তারে টেনে॥

ইহার কারণ হয়, ভাগবত পুরাণে কয়,
হরি-গুরু-বিস্মৃতি কেবল।
স্মরণ করিলে যাঁর অনর্থ দূরে যায়,
তাঁহা ভুলি' অন্ধে মতে গেল॥

অর্থের অনর্থ জানি, কৃষ্ণসেবা ত্যাগ মানি',
যদি সেই অর্থে উপেক্ষিত।
দারা, পুত্র, পরিবার, কেহ নহে বন্ধু কা'র
এই কথা যদি সে বুঝিত॥

সে নহে পালন-কর্ত্তা, সে নহে রক্ষক, ভর্ত্তা
কৃষ্ণ একা করেন রক্ষণ।
সৃজন ক'রেছেন যিনি, রক্ষিবেন অবশ্য তিনি,
নিরর্থক পোষণ-চিন্তন॥

সুদৃঢ় বিশ্বাস হবে, রক্ত যদি তার চিতে,
ভবিষ্যতের ভাবনা ত্যজে।
হেন অহঙ্কার দোষে, বিষয়ান্ধ তার চোখে,
লাভিত না উহেন অপার॥

না হ'য়ে নিষ্কপট, না সেবিয়া কৃষ্ণ-কার্য্য,
মায়া-মোহে আবদ্ধ হইয়া।
জীবনের সার্থকতা, কৃষ্ণপদে প্রপন্নতা,
না লভিল বিষয়ে মজিয়া॥

দিব্য চক্ষু না লভিল, হরি-গুরু না সেবিল,
অকারণে দেহক্ষয় কৈল।
মায়ার দাস হ'য়ে, ভাবিয়া আপন, পরে,
সংসারেতে বদ্ধ হ'য়ে রৈল

লভিত না এ দুর্গতি, যদি কৃষ্ণপদে মতি;
রাখি গুরুচরণ-কমলে।
থাকিত তাহার হৃদে, কি সম্পদে, কি বিপদে,
হ'য়ে যেত মায়া অবহেলে॥

তাহা না করিয়া হায়, বদ্ধ হ'য়ে সে মায়ায়,
ত্রিতাপের যন্ত্রণা লভিল।
এ জনমে পেয়ে ক্লেশ, সুখের না পেল লেশ,
অন্তিমেতে রৌরবে ডুবিল॥

অতএব বিজ্ঞজনে, না মজিয়া দেহ ধনে,
গুরুপদ করিয়া আশ্রয়।
কৃষ্ণ গোপালের প্রায়, ভবার্ণব ত'রে যায়,
অবশেষে বৈকুণ্ঠ লভয়॥

"সরস্বতী"

[বৈভব-পর্ব্ব]

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের কৃপা যে-রূপে তাঁহার অনুগত জনগণ উপলব্ধি করিয়াছেন, তাহা এক গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে। ভিক্ষা ৩৲ টাকা মাত্র প্রাপ্তি। স্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার কলিকাতা।

অপরেতে যা কর তাই স্ত্রী-সম্ভাষণ গৃহে স্ত্রী ছাড়িয়া তাই আসিয়াছ বন॥

শুদ্ধভক্তি মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ

(আকর মঠরাজ)

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ শত হস্ত-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে শ্রীশ্রীগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ বিরাজমান। এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, পরাবিদ্যাপীঠ বা সাত্বতজননী। এই মহাতীর্থে শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর বাকরণাদি বেদাঙ্গসমূহের, অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠবাসে পারমার্থিক দৈনিকপত্র 'নদীয়া-প্রকাশ', সাত্বত সম্প্রদায়ে অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থাদি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতি বৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমাসূচনা ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীসহ কীর্ত্তন-পর্য্যটনে মহামহোৎসবাদি সকলই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত সুনির্ম্মল ভাক্তধর্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্তসমাবাসে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীরাধাবিনোদানন্দজীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। ঐ মঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সম্প্রদান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত,শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হয়। এই মঠ হইতে মহানগরীর সর্ব্বত্র হরিকথা-প্রচার, মহানগর-সঙ্কীর্ত্তন, বক্তৃতা, ব্যাখ্যা ও সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞ-মহোৎসবাদি ভক্তাঙ্গের অনুষ্ঠান হয়। মঠরক্ষক—মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া সহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী সেবাকোবিদ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী এখানে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান, রক্ষক—শ্রীনরহরি দাসাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—গোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

(৭) কাজীর সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীমদানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক।

(৮) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও রাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান দাস ব্রহ্মচারী।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্র নাথ দাসাধিকারী।

১০) মোদদ্রুম-ছত্র গৌড়ের নৈমিষ

মাউগাছি, পোঃ ভাণ্ডার, (বর্দ্ধমান)।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান। শ্রীগৌরনিত্যানন্দের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবঙ্কুবিহারী ব্রজবাসী, ভক্তিভূষণ।

(১১) ভেজিয়া কুঞ্জকানন

শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীসদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১২) কৃষ্ণকুটীর—পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া। রক্ষক—শ্রীঅদ্বৈতানন্দ অধিকারী

(১৩) ভাগবত-আসন—পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

এই স্থান হইতে ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হয়। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৪) একায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাসখালি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী ভক্তিস্বভাব।

(১৫) মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(১৬) মাধ্বগৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, পোঃ ঢাকা

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ।

(১৭) গোপালজীউমঠ—কমলাপুর,(ঢাকা)

গোপালজীউ শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিদ্যমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণদাস ব্রজবাসী.

(১৮) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি. (ঢাকা)।

এখানে শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীঅদ্বৈতকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(১৯) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীসুন্দর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২০) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাছ, (ঢাকা)

এখানে ষড়ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(২১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীচন্দ্রকান্ত দাসাধিকারী.

(২২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ভুবনেশ্বর, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী।

(২৩) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকনিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে গুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিরত্ন।

(২৪) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী।

(২৫) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ বক্সীবাজার, (কটক)

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীউর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর

(২৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর পুরী,

শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন।

(২৭) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীউর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগদাধর অধিকারী

(২৮) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী দাসাধিকারী।

(২৯) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, জেলা গোদাবরী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—শ্রীনিতাইচরণ দাসাধিকারী ভক্তিলোচন।

(৩০) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪২নং কবিরপুরা, বেনারস সিটি

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বাগিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীসদাশিব ব্রহ্মচারী।

(৩১) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ

(৩২) পরমহংস মঠ.

পোঃ নিমসার, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর-বিনোদ-বিহারজীউর সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীসত্যনারায়ণ দাসাধিকারী।

(৩৩) কৃষ্ণচৈতন্য মঠ

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

এখানে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিত্যসেবা হয়। রক্ষক—শ্রীজনার্দ্দন ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠ

বিশ্রামঘাট মথুরা

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ

(৩৫) স্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ—শ্রীরাধাকুণ্ড

রক্ষক—শ্রীরাধারমণচরণদাস ব্রহ্মচারী

(৩৬) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৩৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ

দেবশালী, পোঃ কোড়োল, জেলা অমৃতসর (পাঞ্জাব) রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৩৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৬৬নং কুতুব রোড, দিল্লী।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধরের সেবা।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব পুরী মহারাজ

(৩৯) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল।

এখানে গৌরবিনোদবিহারীর সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীনবগোপাল অধিকারী।

(৪০) সারস্বত-গৌড়ীয় মঠ

চরিঘাট সাতারণপুর, ইউ, পি

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ গিরি

(৪১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ রায়পেট্টা মাদ্রাজ।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা।

রক্ষক—শ্রীপাদ কমলানন্দ ভক্তিবিকাশ।

৪২) বোম্বে-গৌড়ীয়-মঠ কার্য্যালয়

প্রেষ্টার রোড, চোটানি বিল্ডিং, বাংলো নং ১, বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মা মজুমদার।

(৪৩) অমরসি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমরসি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীনরেশ্বর দাস অধিকারী

(৪৪) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী

(৪৫) পাটনা গৌড়ীয় মঠ

১০০ মিঠাপুর, পাটনা।

রক্ষক—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী রামভূষণ

(৪৬) গয়া গৌড়ীয় মঠ

হিল সাইড, চার্চ রোড, গয়া

রক্ষক—উপদেশক শ্রীনরহরি দাসরত্ন

(৪৭) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠ বালেশ্বর

রক্ষক—শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয়

৩ গ্লষ্টার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, এস্-ডাব্লু ৭, লণ্ডন

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন

(৪৯) বার্লিন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

Berlin W. 30

Eisenacher strasse 29 I;

(৫০) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

৩৫০ নং ডালহৌসী ষ্ট্রীট রেঙ্গুন।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

গ্রন্থাকারে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ৷৵০
২। অনুভাষ্য বিবৃতি শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। ভাষ্য-সমেত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৷৵০
৪র্থ খণ্ড—৷৵০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—১৲; ২য় খণ্ড—৷৵০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব—১৲
৮। সৎক্রিয়াসার—দীপিকা ও সংস্কার-দীপিকা ১৷০
৯। দৈববর্ণ ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৷৵০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ৷০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৷৵০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ৷০
১৮। বামন-আল্ বন্ত ৷০
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵০
২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৷৵০
২২। ভজন-রহস্য ৷০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ ৩ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ)
২৬। গীতার কেবল মূল-ভাষা
২৭। মুক্তিফলিকা অপগৌরবঃ সানুবাদ ২৲
২৮। বেদান্তসূত্রের সানুবাদ ৷০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷০
৩০। দীপ-নির্ণয় ৷৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৷৵০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৷৵০
৩৫। গীতমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৷৵০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৷৵০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ৷০
৪০। শরণাগতি ৴০
৪১। গীতাবলী ৴০
৪২। চিত্রে নবদ্বীপ ৷০
৪৩। সাধনকণ ৴০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৴০
৪৬। অর্চ্চনপদ্ধতি ৴০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৴১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ৷০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ৷০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৷৵০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ৷০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ৷০
৫৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৴০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ৷০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণদেবের ৷৵০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৷৵০
৬০। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যলীলামৃত সারঃ ৷০
৬১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিবিধঃ ৷০
৬২। সটিক-শিক্ষাষ্টকম্
৬৩। তত্ত্বসূত্রম্ ৷০
৬৪। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৷৵০
৬৫। গৌড়ীয়মঠ পরিচয়ঃ ৴০
৬৬। সারাংশবর্ণনম্ ৷৵০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৭। রায় রামানন্দ ৷০
৬৮। এ কিউ ওয়ার্ডস্ অন্ বেদান্ত ৷০
৬৯। নামভজন ৷০
৭০। বেদান্ত—ইটস্ মর্ফলজি অ্যাণ্ড অণ্টলজি ৷০
৭১। সিলেক্টেড ওয়ার্ড'স্ ৷৵০
৭২। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু
৭৩। বৈষ্ণবীজম্ ৷০
৭৪। গোল্ডেন্ গৌড়ীয়মঠ ইন্ ফুইট ৴০
৭৫। দি ভাগবত ৷০
৭৬। হায়েষ্টিক্ প্রিন্সিপল্ অ্যাণ্ড আবেদনেড্ ডিকোসন
৭৭। ব্রহ্ম-সংহিতা
৭৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ত্রয়ুস ভলুম) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৭৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷০
৮০। সাধন-পথ ৷০
৮১। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৮২। গীতাবলী ৴০
৮৩। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৪। শরণাগতি ৴০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত পালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অবস্থায় সাধক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ আনা, বড় বোতল ১৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।
অথবা
পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। উহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং
কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার
কলিকাতা

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণে লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে বর্ণানুক্রমিক বিষয় ও শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৷৵০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও
অঃ প্রকাশক ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এম, এস, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সুবর্ণ সুযোগ ! সুবর্ণ সুযোগ !

শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদরচিত গৌড়ীয়ভাষ্য সহিত

বিরাট গ্রন্থ

শ্রীশ্রীচৈতন্য ভাগবত

গ্রন্থের আয়তন :—ক্রাউন কোয়ার্টো মূল ১০৯৬ পৃষ্ঠা, সূচীপত্র ২৪৪ পৃষ্ঠা, মোট১৩৪০ পৃষ্ঠা

ভিক্ষা (বাঁধাই) মাত্র ৭, সাত টাকা

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা

নদীয়া সার্টিফিকেট আদালতের নীলাম ইস্তাহার

১ কেস্ নং এবং কোর্টের নাম	২ নীলাম ইস্তাহার (A) (B) বা (C) ধারার প্রকাশিত	৩ ডিক্রিদার	৪ দেনদার	৫ যে দাবীর জন্য সম্পত্তি বিক্রয়ের আদেশ হইয়াছে	বিক্রয়ের স্থান তারিখ ও সময়	কি রকম জোত	থানা, মৌজার নাম ও গ্রাম	খতিয়ান নং প্রভৃতি (জানা থাকিলে) অথবা অন্য প্রয়োজনীয় বিবরণ	১০ জমির পরিমাণ (জানা থাকিলে)	১১ জমা (জানা থাকিলে)	১২ মন্তব্য
৩৪২ B, ৩৪।৩৫ নদীয়া সার্টিফিকেট আদালত		বিভূতিভূষণ পালচৌধুরী বিং	এজারআলী বিশ্বাস	১৪।৶১	২৫।৭।৩৫	রায়তি স্থিতিবান	থানা নাকাশীপাড়া মৌজে বেতুলবেড়ি	২৪১ খতিয়ান	-৭৭	১৸৪	বিভূতিভূষণ পালচৌধুরী বিং
৩৪১ B, ৩৪।৩৫		ঐ	সাহাজান সেখ	৮৶১১	২৫।৭।৩৫	ঐ	থানা নাকাশীপাড়া মৌজে কালোয়া	২১১ খতিয়ান	-১৫	৵৯	ঐ
৩৪৫ B, ৩৪।৩৫			ফণি সেখ	১০।৶২	২৫।৭।৩৫	ঐ	ঐ	২১৩ খতিয়ান	১-৭	৸৩	ঐ
৩৪৮ B, ৩৪।৩৫		ঐ	অক্ষয় ঘোষ বিং	১৫৸৶০	২৫।৭।৩৫	ঐ	থানা নাকাশীপাড়া মৌজে গোপালপুর	৩৭ খতিয়ান	২-৪৩	১৸৵৯	
১৯৮ A, ৩৩।৩৪		মণীন্দ্রমোহন আচার্য্য বিং	রামচন্দ্র মণ্ডল বিং	৮১।৶৪	২৫।৭।৩৫	ঐ	থানা দৌলতপুর মৌজে(১)নারায়ণপুর (২) লক্ষ্মীকোলা	(১) ৪০১ খতিয়ান (২) ৭৭৪ খতিয়ান	১-৬০		মণীন্দ্রমোহন আচার্য্য বিং
১৯১ A, ৩৩।৩৪			বাবু মণ্ডল	১৪৶০	২৫।৭।৩৫	ঐ	থানা দৌলতপুর মৌজে রিফাইতপুর	৭৯৭ খতিয়ান	-৬৮	২৸৪	
১৬০ N R. ৩৩।৩৪		গৌরীশচন্দ্র রায় বাহাদুর	মুনসুর খাঁ	২৩।/০	২৭।৭।৩৫	ঐ	থানা ও মৌজে রাজাপুর	৪৭৩ খতিয়ান	১৭.৮২	৩৩,৯	গৌরীশচন্দ্র রায় বাহাদুর
১৩ N. R., ৩৪।৩৫		ঐ	রবিউল্লা বিশ্বাস বিং	৫৩৶৬	২৯।৭।৩৫		থানা কৃষ্ণনগর মৌজে [illegible]	৭৪৩ খতিয়ান	১০-৬৬	১।৬	ঐ
৫১৭ B, ৩৪।৩৫		বিভূতিভূষণ পালচৌধুরী বিং	যতীন্দ্রচন্দ্র নাথ	৬৶৬	২৩।৭।৩৫	ঐ	থানা নাকাশীপাড়া মৌজে বেথুয়াডহরী	৪০৬ খতিয়ান	·৮৯	৸০	বিভূতিভূষণ পালচৌধুরী বিং
৪৫২ B, ৩৪।৩৫			জনাবেরদ্দিন সেখ	৩৫৸৶৮	২৪।৭।৩৫		থানা নাকাশীপাড়া মৌজে [illegible]	৬০ খতিয়ান	০-২	৫৶১১	
৯৩ N. R., ৪৪।৪৫		গৌরীশচন্দ্র রায় বাহাদুর	এবাদালী সেখ	১৪।৶০	২৪.৭।৩৫	দখলকার	থানা [illegible] মৌজে [illegible]	৬০৪ খতিয়ান	·৭	১।৶৩	গৌরীশচন্দ্র রায় বাহাদুর

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈ নি ক

R.N. GO 1544

নদীয়াপ্রকাশ

THE
NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র একল-প্রচারক—নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১০ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১৬ই জ্যৈষ্ঠ, বৃহস্পতিবার ১৩৪২, ৩০শে মে ১৯৩৫ [৭১শ সংখ্যা

চৈতন্যোপনিষদ্
বড় অক্ষরে মূল ও অনুবাদসহ প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি উত্তম। ভিক্ষা ।০ মাত্র
শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

"গৌড়ীয়"
১ম বর্ষ হইতে ১১শ বর্ষ পর্য্যন্ত প্রতি বর্ষ কাপড়ে বাঁধাই ভিক্ষা ৩।০ মাত্র।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ
বাগবাজার, কলিকাতা

বিবিধ সংবাদ

—:০:—

ফ্রান্সে অর্থসমস্যা

প্যারিসের এক সংবাদে প্রকাশ, ১৯১৩ সনে মঁসিয়ে পয়কার ফরাসী শাসনতন্ত্রের কর্ণধার হইবার পর ফ্রান্স এই প্রথম সর্ব্বাপেক্ষা সঙ্কট পূর্ণ আর্থিক সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছে। ফ্রান্সের এই নিদারুণ সঙ্কটের সময়ে ফ্রান্সের মন্ত্রিসভার পরিবর্ত্তনের গুজব শুনা যাইতেছে। মঁসিয়ে ফ্লাদার জর স্বাস্থ্যই বর্ত্তমানে শাসনকার্য্য পরিচালনের বাধাস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তিনি বাড়ী বসিয়া কাজকর্ম্ম দেখিতে পারেন। কিন্তু কোনপ্রকার শ্রম বর্ত্তমান অবস্থায় সহ্য করিতে পারেন না। তিনি মোটরে চড়িয়াও যাতায়াত করিতে পারেন না; কারণ মোটরের ঝাঁকুনিতে তাঁহার ভগ্ন বাহু জোড়া লাগার ব্যাঘাত হইতে পারে। কাজেই তিনি অধিকতর কর্ম্মক্ষম ব্যক্তির হাতে কার্য্যভার ছাড়িয়া দিয়া অবসর গ্রহণ করিতে পারেন বলিয়া মনে হইতেছে।

এদিকে প্রেসিডেন্ট লেব্রার কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে নানাপ্রকার জল্পনা কল্পনা চলিতেছে। গত ২৫শে মে মঁসিয়ে লাভাল, মঁসিয়ে বোলা ও চেম্বারের ফিনান্স কমিশনের সভাপতি মসিয়ে মালভির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া রাজনীতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। সঙ্কটকাল ব্যতীত অন্য সময়ে প্রধান মন্ত্রী ব্যতীত অপর কাহারও সহিত আলোচনা করা প্রেসিডেন্টের রীতি নহে।

—

আসামে বিশ্ববিদ্যালয় দিবস

গত বুধবার আসামের সর্ব্বত্র "আসাম বিশ্ববিদ্যালয় দিবস" পালিত হইয়াছে। গৌহাটিতে এই উপলক্ষে ঐ দিবস প্রাতে এক বিরাট শোভাযাত্রা এতদ্বিষয়ক নানা প্ল্যাকার্ড লইয়া সহর প্রদক্ষিণ করে। অপরাহ্ণে স্থানীয় কার্জ্জন উদ্যানে মৌলবী মহম্মদ তৈয়বুল্লা সাহেবের সভাপতিত্বে এক জনসভা হয়। সভায় শ্রীযুত নবীনচন্দ্র বরদলৈ, এম্ এল এ প্রভৃতি সহরের অনেক গণমান্য ভদ্রলোক বক্তৃতা দিয়াছিলেন। আসামের বিশেষ কৃষ্টি ও স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিতে হইলে আসামীয় ছাত্র-ছাত্রীদের একটি স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় প্রয়োজন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা এই বিশেষ প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে না—এই মর্ম্মে একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে এবং এই বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন সম্বন্ধীয় আন্দোলনের জন্য একটি আসাম-বিশ্ববিদ্যালয় সঙ্ঘ গঠিত হইয়াছে। আসামে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন সম্বন্ধে প্রতিকূল মনোভাবেরও সভায় প্রতিবাদ করা হয়।

—

চীন ও জাপানে যুদ্ধ

একখানি জাপানী ইস্তাহারে প্রকাশ, কোনও নিরস্ত্রীকৃত অঞ্চলে মাৎসাকো এবং সুয়ানটংএর মধ্যবর্ত্তী স্থলে প্রচণ্ড সংঘর্ষের ফলে তিনশত চীনা নিহত হইয়াছে। জেহল প্রদেশ হইতে একদল জাপ সৈন্য অগ্রসর হইয়াছিল। তাহাদের সহিত চারিশত চীনা সৈন্যের সংঘর্ষ হয়। এই সকল সৈন্য চীনা গবর্ণমেন্টের স্থায়ী সৈন্য নহে, ইহারা নিজেদের ইচ্ছামত সৈন্যদল গঠন করিয়া উৎপাত করে।

জাপানীদের পক্ষে ছয়জন নিহত এবং তিনজন আহত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

পূর্ব্বোক্ত অস্থায়ী চীনা সৈন্যদল জাপবিরোধী কার্য্যে তৎপর হইয়াছিল। ইহাদিগকে নিরস্ত করিবার জন্য চীনা গবর্ণমেন্টকে বলা হয়। চীনা গবর্ণমেন্ট তাহাতে অসমর্থ হওয়ায় জাপানী সৈন্য প্রেরিত হইয়াছিল,—জাপানী ইস্তাহারে এরূপ কারণ দেখান হইয়াছে।

চণ্ডাইকোণা হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক ও সম্পাদক অভিযুক্ত

বিস্ফোরণের সংবাদ গোপন রাখায় অভিযুক্ত

মিদনাপুরের এক সংবাদে প্রকাশ, চণ্ডাইকোণা হাইস্কুলের হেড মাষ্টার বাবু নরেন্দ্রনাথ রায় এবং সেক্রেটারী বাবু কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত চৌধুরী ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত শ্রীমন্ত দাশগুপ্তের এজলাসে অভিযুক্ত হইয়াছেন। তাঁহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ এই যে, গত ৮ই ফেব্রুয়ারী সরস্বতী পূজার দিন উক্ত স্কুলের প্রাঙ্গণে একটি বিস্ফোরণ হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহারা ঐ সংবাদ নিকটস্থ থানায় জানান নাই।

অভিযোগে প্রকাশ, সরস্বতী পূজা অনুষ্ঠানের সময় স্কুলের ভূতপূর্ব্ব ছাত্র ভবানী কিশোর ঘোষের হস্তস্থিত একটী জিনিষের বিস্ফোরণ হয় এবং ফলে সে তাহার বাম বাহু ও তর্জ্জনীতে গুরুতর আঘাত পায়। তাহাকে বগুড়া হাসপাতালে নেওয়া হয় ও তথায় তাহার হাতখানা কাটিয়া ফেলিতে হয়। সেক্রেটারী ও হেড মাষ্টার ঐ ঘটনা গোপন রাখেন। কোনও সূত্রে পুলিশ সংবাদ পাইয়া তদন্ত আরম্ভ করে এবং আসামীদের বিরুদ্ধে চার্জ্জসীট দাখিল করে।

—

প্রকাশ্য দিবালোকে হত্যা

আসামী মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত

পাটনার এক সংবাদে প্রকাশ, সত্যনারায়ণ লাল নামক একজন ত্রিশ বৎসর বয়স্ক যুবক অযোধ্যা সাহু নামক এক ব্যক্তিকে প্রকাশ্য দিবালোকে ছোরা দ্বারা হত্যা করার অভিযোগে অভিযুক্ত হয়। গত ২৬শে মে পাটনার দায়রা জজ তাহাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

মামলার বিবরণে প্রকাশ যে, মজফ্ফরপুরের এক ব্যবসায়ীর গোলা হইতে জিনিষপত্র চুরি করার অভিযোগে বহু লোকজন একত্রিত হইয়া আসামীকে থানায় লইয়া যাইতেছিল। যাহার জিনিষপত্র চুরি গিয়াছিল সে ঐ লোকজনের সহিত গমন করিলে আসামী তাহাকে ছোরার আঘাতে হত্যা করে।

—

হাওনোট জালে জেল ও জরিমানা

রাঁচির মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট রায় সাহেব জগদম্ব সম্প্রতি চাঞ্চল্যকর হাওনোট জালের মামলার রায় প্রকাশ করিয়াছেন। এই মামলার আসামীর নাম কেবলরাম; তাহার বয়স ৭৫ বৎসর। সে একজন মাড়োয়ারী ব্যবসায়ী। কেবলরামের প্রতি চারি বৎসর কারাদণ্ড এবং ১০০০৲ টাকা অর্থদণ্ড, অন্যথায় আরও এক বৎসর কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে।

—

সাইকেলে ৬ বৎসরে ত্রিশ হাজার মাইল ভ্রমণ

মিঃ এ, এম, আলিভাই লালুভালা নামক একজন বোম্বা যুবক সাইকেলে পৃথিবী পর্য্যটন সমাপ্ত করিয়া গত ২৫শে মে বোম্বে পৌঁছিয়াছেন। তিনি ছয় বৎসরে প্রায় ৩০,০০০ মাইল পরিভ্রমণ করিয়াছেন।

ভ্রমণকালে তিনি টাঙ্গানিয়াকা, পর্ত্তুগীজ অধিকৃত পূর্ব্ব আফ্রিকা, দক্ষিণ আফ্রিকা, সিংহল ভারতবর্ষ ব্রহ্ম, মালয়, বোর্ণিও, চীন, জাপান, ইরাক, সিরিয়া, প্যালেষ্টাইন, মিশর ও পারস্য প্রভৃতি দেশ পরিদর্শন করিয়াছেন। ছয় বৎসর কাল ব্যাপী তাঁহার পর্য্যটনের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে একখানি পুস্তক তিনি লিখিবেন বলিয়া মনস্থ করিয়াছেন।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

(ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্স কলেজের দর্শনের প্রধান ও প্রবীণ অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্য্য এম্-এ, মহোদয়ের প্রোজ্জ্বল গবেষণা এবং পারদর্শী লেখনীর অদ্ভুত আবাহন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্তি অবতারের জীবনচরিত-সারে বহু ইহা একটি বিরাট, আধুনিক ও অতীতের বহু মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের প্রাসঙ্গিক বচনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত, সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা প্রথম খণ্ড ৩০শ অধ্যায়ে, প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় লইয়া ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের স্বকীয় মুখবন্ধ (Foreward) প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সাজান গ্রন্থোক্ত শব্দসূচী-(Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চতুর্দ্দিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উজ্জ্বল ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। প্রতি বর্ষ ৪৲ টাকা ভিক্ষায় কলিকাতা বাগবাজার গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৸০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষার একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। বৈদিকাচার্য্য শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৸০

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ ব্রহ্মচারী সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৸০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীল নিত্যানন্দ সেবাতীর্থ বি-এল, বি-টি সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১৸০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল শ্লোক অক্ষরে এবং তাহার বর্ত্তমান-যুগে শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। আর্ট পেপার ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৯৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। তদ্ব্যতীত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোকসূচী, পদ্যসূচী, গানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়সূচী, প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী-পত্র। সমগ্র শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমন বিরাট সংস্করণ জগতের কোথাও আর পূর্ব্বে প্রকাশিত হয় নাই, তাহা নিরপেক্ষ পাঠকমাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৪৬,	১০—৩১,	১৩—২২	১৭—৩৮,	১৯—৩৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—৭,	১৪—০	১৮—৯,	২০—০৫
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—১২

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

শনিবার অন্যান্যদিন

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১২-১০	১২-৩৪	১৫-১৪	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫০	৯-৩২	১২-১৯	১২-৪২	১৫-৪১	১৮-৪৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২০	১০-৩	১২-৫১	১৩-১২	১৬-১৫	১৮-১১

আমাদের বিশেষত্ব

আমাদের এই তারা বার্লী আধুনিক উন্নত বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুযায়ী মেসিনে এবং সেই শক্তিবান বার্লী বিশেষজ্ঞ শ্রীযুক্ত টি, পি, বসু মহাশয়ের চাক্ষুস ও সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধানতায় প্রস্তুত। ইঁহারই একমাত্র বিজ্ঞকর্ম্ম দক্ষতায় একদিন এসিয়া মহাদেশের সুপ্রসিদ্ধ বিস্কুট ও বার্লী প্রস্তুত কারক স্বনামধন্য স্বর্গীয় (শ্রীযুক্ত) কে, সি, বসু মহাশয় বিস্কুট ও বার্লী প্রচলন করিয়া জগতে আদর্শ স্থানীয় হইয়া ছিলেন। এই ব্যবসায় ইঁহার অভিজ্ঞতা ১৬ বৎসরের ও অধিক কালের। ইহা হস্ত পৃষ্ট নহে।

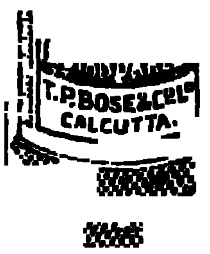

টি, পি, বসু এণ্ড কোম্পানী লিঃ
তারা ভিটামিন ফুড ফ্যাক্টরী
পোঃ বাগবাজার কলিকাতা

সচিত্র

নবদ্বীপ পঞ্জিকা

ভিক্ষা—মাত্র ৶০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
—পারমার্থিক পত্র—
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১০ম বর্ষ } ১২ ত্রিবিক্রম গৌরাব্দ ৪৪৯, ১৬ই জ্যৈষ্ঠ বঙ্গাব্দ ১৩৪২, ৩০শে মে ইং ১৯৩৫ বৃহস্পতিবার { ৭৬তম সংখ্যা

প্রচার-প্রসঙ্গ

মধ্যপ্রদেশে

গত ২১শে মে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ সাগর-প্রবাসী উকীল শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ভবনে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

পাঠারম্ভে স্বামীজী বলেন যে, আজকাল ভগবৎকথায় মানুষের রুচি আদৌ দেখিতে পাওয়া যায় না। বরং নাটক, নভেল, সংবাদপত্র পড়িয়া কিম্বা বাজে গল্পগুজবে দিন অতিবাহিত করিবে, তথাপি ভগবৎকথা শ্রবণ করিবে না। কিন্তু হরিকথা-শ্রবণই ভবরোগ-নাশের একমাত্র ঔষধ। বহুমূল্য সময়গুলি বৃথা নষ্ট না করিয়া ভগবদনুশীলনে অতিবাহিত করাই কর্ত্তব্য।

ভগবৎকথা শ্রবণ যাত্রা থিয়েটার দেখার মত বস্তু নয় অথবা তাহা বৃথা নষ্ট হয় না। কিন্তু শ্রবণ করিবে কাহার নিকট? পেশাদার কীর্ত্তনীয়ার নিকট কিম্বা গ্রামোফোন অথবা যাত্রা থিয়েটারের হরিকথার প্রসঙ্গ থাকিতে পারে কিন্তু তাহাতে প্রাণ নাই, তাহা শ্রবণে বিপরীত ফল হইয়া থাকে। তজ্জন্য শাস্ত্র ভারস্বরে কীর্ত্তন করিয়াছেন—

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি
শ্রদ্ধা-রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি॥

নিখিল শাস্ত্রমধ্যে শ্রীমদ্ভাগবতই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই শাস্ত্রই কলিকালের সনাতন ধর্ম্মের রক্ষক। যথা—

কৃষ্ণে স্বধামোপগতে ধর্ম্মজ্ঞানাদিভিঃ সহ।
কলৌ নষ্টদৃশামেষ পুরাণার্কোঽধুনোদিতঃ॥

সনাতনধর্ম্মবপ্তা ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র দ্বাপরান্তে লীলাসংগোপন করিলে কলিকালের নষ্টদৃষ্টি ব্যক্তিগণের হিতার্থ শ্রীমদ্ভাগবত-সূর্য্যের প্রকাশ। সূর্য্যের অবর্ত্তমানে আমরা চক্ষু থাকিতেও দেখিতে পাই না। প্রদীপাদির সাহায্যে অতি সামান্যমাত্র দর্শন কার্য্য হয়, আর সূর্য্য উদিত হইলে বহুদূর পর্য্যন্ত দৃষ্টি চলে। সূর্য্য বাহিরের বস্তু প্রকাশ করে মাত্র কিন্তু শ্রীমদ্ ভাগবত আমাদের অন্তরের বস্তু প্রকাশ করিয়া থাকেন। যেরূপ সূর্য্যের উদয়ে দস্যু তস্করাদির ভয়, শীত ও অন্ধকার দূর হয় তদ্রূপ শ্রীমদ্-ভাগবতসেবা দ্বারা সংসার-ভয়, কর্ম্মাদি-জাড্য এবং অজ্ঞানান্ধকার দূরীভূত হইয়া থাকে

শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রবণ কর্ম্মজ্ঞান-যোগাদি সাধনাপেক্ষা অনন্তগুণে শ্রেষ্ঠ। ঐ সাধনাদ্বে হৃদয় সম্যক্ বিশুদ্ধ হয় না, কিন্তু ভাগবত-শ্রবণে শ্রীহরি হৃদয়ে অবরুদ্ধ হইয়া থাকেন।

অতঃপর স্বামীজী প্রহ্লাদ চরিত্রের কিয়দংশ আলোচনা প্রসঙ্গে বিদ্যা ও অবিদ্যার বিষয় বিশেষ যুক্তি সহকারে বর্ণন করেন এবং প্রসঙ্গক্রমে "অবিদ্যায়ামন্তরে বর্ত্তমানাঃ" শ্লোকটী ব্যাখ্যা করিয়া লোকসকলকে যে একমাত্র পণ্ডিত আর অবিদ্যাগ্রস্ত জীবগণ বিদ্বদভিমানী হইলেও প্রকৃতপক্ষে অজ্ঞানই থাকে ইহা বুঝাইয়া দেন।

স্বামীজী পরদিবস স্থানীয় জানকীরমণ জীউর মন্দিরে ছাত্রাদিকে ভগবানের লীলা-প্রদর্শনমুখে হিন্দীতে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন।

পূর্ব্ববঙ্গে

ঢাকা জেলার অন্তর্গত বালিয়াটি শ্রীগদাইগৌরাঙ্গমঠের রক্ষক উপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ অনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীপাদ হরিবাসন ব্রহ্মচারী প্রমুখ ভক্তবৃন্দসহ গত ২রা জ্যৈষ্ঠ ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত জামুকী অঞ্চলে প্রচারে গিয়াছিলেন। তথায় আটীয়াচরা নিবাসী শ্রীযুক্ত যাদবলাল সাহা তালুকদার মহাশয়ের ভবনে তাঁহারা অবস্থান করিয়াছিলেন।

উক্ত দিবস সন্ধ্যায় জামুকী, পাকুল্যা, আটীয়াচরা, ভাটীয়া প্রভৃতি গ্রাম নিবাসী সজ্জন ব্যক্তিগণের বিশেষ উৎসাহে এবং মতিবাবুর ঐকান্তিক যত্নে পাকুল্যা শ্রীশ্রীকালাচাঁদজীউর নাটমন্দিরে এক মহতী সভার অধিবেশন হয়। উক্ত সভায় শ্রোতৃবর্গের ইচ্ছাক্রমে ভক্তিশাস্ত্রীজী শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীশ্রীঅম্বরীষ মহারাজের উপাখ্যান পাঠ ও প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যাখ্যা করেন।

তৎপরদিবস ৩রা জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার প্রাতে উক্ত শ্রীশ্রীকালাচাঁদজীউর নাটমন্দিরে সজ্জন ব্যক্তিগণের নিকট উক্ত ব্রাহ্মণ শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে সাঙ্গোপাঙ্গের চরিত্র পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন এবং উপাখ্যানের শিক্ষণীয় বিষয় সকল অতি চমৎকার ভাবে সকলকেই বুঝাইয়া দেন।

উক্ত দিবস সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীকালাচাঁদজীউর সন্ধ্যারাত্রিকের পর ভক্তিশাস্ত্রীজী পুনরায় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

অতঃপর ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ শনিবার দিবস প্রাতে ভক্তিশাস্ত্রীজী তথায় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের সনাতন-শিক্ষা প্রসঙ্গ হইতে সাধুসঙ্গের মাহাত্ম্য বিশদরূপে বর্ণন করেন।

ঐ দিবস অপরাহ্নে উক্ত নাট্যমন্দিরে পুনরায় বহুবিজ্ঞজনশোভিত এক মহতী সভার অধিবেশন হয়। উক্ত সভায় ভক্তিশাস্ত্রীজী প্রায় ২ ঘণ্টা ব্যাপী "বৈষ্ণব-ধর্ম্ম" সম্বন্ধে ওজস্বিনী ভাষায় একটী হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা প্রদান করিয়া শ্রোতৃবর্গের চিত্তাকর্ষণ করেন। বক্তৃতাকালে শ্রোতৃমণ্ডলী পুনঃ পুনঃ হরিধ্বনি করিয়া উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

ভক্তিশাস্ত্রীজী শুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্ম ও প্রচলিত মিশ্র বৈষ্ণবধর্ম্মের পার্থক্য, আউলবাউলাদি ত্রয়োদশ অপসম্প্রদায়ের স্বরূপ, প্রাকৃত-সহজিয়া ও শুদ্ধ বৈষ্ণবের স্বরূপ, বৈষ্ণবের সর্ব্বোত্তমতা এবং ব্রাহ্মণত্ব ও বৈষ্ণবত্ব, বৈষ্ণবই প্রকৃত এ যুগের গুরু এবং শুদ্ধ বৈষ্ণবের মুখ্যলক্ষণ, বিবিধ অধিকারী বৈষ্ণব ও বৈষ্ণবমহিমা প্রভৃতি বিষয়ে শাস্ত্রযুক্তিমুখে সুন্দর মীমাংসা করিয়া বুঝাইয়া দেন।

শ্রীধামে বিশিষ্ট দর্শক

গত ২৮শে মে মঙ্গলবার পূর্ব্বাহ্ন ৮ ঘটিকার সময় কৃষ্ণনগরের ক্যাথোলিক চার্চের বিশপ The Right Revd. Monsignor S. Ferrando D. D, বিশপের সেক্রেটারী ও কৃষ্ণনগর প্যারিস্-প্রিষ্ট Revd, Father J Farasino S.C,D.D. এবং ডিপুটীকালেক্টর মিঃ এল্, এম্ সেন গুপ্ত শ্রীধাম মায়াপুর-দর্শনে আগমন করিয়াছেন। আকরমঠ ভবনে তাঁহাদের সহিত ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের প্রধান শিক্ষক শ্রীপাদ কিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব বি-এল্ মহাশয়ের সহিত বৈষ্ণবধর্ম্ম ও খৃষ্টধর্ম্ম-সম্বন্ধে কিছুকাল আলাপ হইয়াছিল। তাঁহারা শ্রীধামের মনোরম দৃশ্য এবং ঠাকুর সমাধি ও বজ্রাঙ্গজীর দর্শন করিয়া এবং জলযোগাদি করিয়া অতিশয় আনন্দিতচিত্তে প্রায় ৯—৩০ ঘটিকার সময় কৃষ্ণনগর প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।

শ্রীশ্রী　গান্ধর্ব্বা জয়তঃ

১২ বৈবিক্রম আদি কারণোদশায়ী ৪৪৯

নিন্দা ও প্রশংসা

মৎসর ব্যক্তির স্বভাব অপরের নিন্দা করা; আমা অপেক্ষা অপরে শ্রেষ্ঠ, একথা মৎসর ব্যক্তি কখনই সহ্য করিতে প্রস্তুত নহে। যার চক্ষুর সম্মুখে দেখিতেও পাই, অপর ব্যক্তি প্রশংসনীয় কার্য্য করিয়া সকলের সুখ্যাতি অর্জ্জন করিতেছেন, তাহা হইলেও কোন ব্যক্তি যখন অপরের গুণ আমার নিকট বর্ণন করিতে আসেন তখন আমি মৎসরতার উপযুক্ত শিষ্য হিসাবে তাহাকে বেশ দু'কথা শুনাইয়া দিই। কোনও সময় ঘটনাচক্রে যদিবে কোনও কথা প্রকাশে সাহসী না হইলেও অন্তরমধ্যে জ্বলিয়া পুড়িয়া যাইতে থাকে, অপরের নিন্দা এবং নিজের প্রশংসা শুনিতে পেলে আমার মনটা নাচিয়া উঠে। শুধু আমিই নহি আমার যে-সমস্ত বন্ধু লোকদের বিচরণ করেন, তাঁহারা সকলেই মৎসর-সিংহাসনে আরূঢ়। দেবরাজ ইন্দ্র পর্য্যন্ত এই পথের পথিক। কোনও ব্যক্তি আমার অনিষ্ট করিয়াছে, এই প্রকার কোনও কথা আমার কাণে আসিলে আমি অস্থির হইয়া যাই। আমার শোক-তাপের বন্ধু ইন্দ্র যখন দেখিলেন, শ্রীকৃষ্ণ ব্রজের গোপবৃন্দকে ইন্দ্রপূজা হইতে বিরত করিয়া গোবর্দ্ধনপূজায় নিযুক্ত করিয়াছেন তখন তিনি ক্রোধান্ধ হইয়া ব্রজবিনাশার্থ প্রবল বর্ষণ প্রভৃতি আরম্ভ করিয়াছিলেন। অনন্ত শ্রীকৃষ্ণের পূজা গ্রহণ বিনষ্ট করা শ্রীকৃষ্ণের শক্তিকণ-প্রাপ্ত ইন্দ্রের পক্ষে কখনও সম্ভবপর হয় নাই; শ্রীকৃষ্ণ গোবর্দ্ধন উত্তোলন পূর্ব্বক সকল ব্রজবাসীকে তাহার আশ্রয়ে স্থান প্রদান করিয়া কি-প্রকারে রক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা পাঠকগণ অবগত আছেন। অদ্য আমরা ক্রোধান্ধ ইন্দ্র যে বাক্যদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের নিন্দা করিয়াছিলেন, সেই বাক্যটি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিব।

ইন্দ্র ক্রোধভরে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যে সকল বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে একটী—

"বাচালং বালিশং স্তব্ধমজ্ঞং
পণ্ডিতমানিনম্।
কৃষ্ণং মর্ত্ত্যমুপাশ্রিত্য গোপা মে
চক্রুরপ্রিয়ম্॥"
(ভাঃ ১০।২৫।৫)

অন্তর্য্যামী শ্রীকৃষ্ণ অজ্ঞ ও মূঢ় ইন্দ্রের ঐসকল গালি শ্রবণপূর্ব্বক হাস্য সম্বরণ করিতে পারেন নাই। কিন্তু শ্রীভগবান্ পতিতপাবন ও দয়ার সাগর; তাই ইন্দ্রের ঐপ্রকার আচরণ সত্ত্বেও তাহার গর্ব্ব বিনষ্ট করিয়া স্বীয় পাদপদ্মে উঁহাকে আকর্ষণ করিয়াছিলেন।

জনার্দ্দন ভাবগ্রাহী; তিনি অন্তরের ভাব গ্রহণ করেন।

"মূর্খ বলে বিষ্ণায়, বিষ্ণবে বলে ধীর।
দুই বাক্য পরিগ্রহ করেন কৃষ্ণ বীর॥"

যে শ্লোকদ্বারা মোহগ্রস্ত ইন্দ্র কৃষ্ণের নিন্দা করিয়াছিলেন, সেই শ্লোক দ্বারাই শুদ্ধা সরস্বতী শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি করিয়া থাকেন। ইন্দ্র শ্রীকৃষ্ণকে বাচাল, বালিশ স্তব্ধ, অজ্ঞ, পণ্ডিতমানী, মর্ত্ত্য প্রভৃতি বলিয়াছেন। এই স্থানে বাচাল শব্দের অর্থ সাংখ্য ও মীমাংসার মতবিরুদ্ধ বহুভাষী ব্যক্তি। বালিশ অর্থে মূর্খ শাস্ত্রাদিতে অনাভিজ্ঞ, স্তব্ধ অর্থে অবিনীত, অজ্ঞ অর্থে কিসে আপদ্ বিপদ্ হইবে তাহাতে জ্ঞানশূন্য, আর মর্ত্ত্য অর্থে মনুষ্য-ধর্ম্মবিশিষ্ট।

ঐ শব্দগুলি যখন শুদ্ধা সরস্বতী প্রয়োগ করেন তখন তাহার অর্থ অন্যরূপ; যথা, বাচাল—বেদপ্রবর্ত্তক, স্তব্ধ; বালিশ—বেদ-প্রবর্ত্তক হইয়াও শিশুতায় সর্ব্বশূন্য, সকলের বন্দনার পাত্র বলিয়া অনম্র; অজ্ঞ—যাহা হইতে বিজ্ঞ আর কেহ নাই; পণ্ডিতমানী—সকল পণ্ডিতগণের মানপাত্র অথবা সকল পণ্ডিতের মান যাঁহাতে আছে, অর্থাৎ যাঁহার সেবাপ্রভাবে পণ্ডিতগণের সম্মান হইয়া থাকে; মর্ত্ত্য—বেদপ্রবর্ত্তক ও পণ্ডিতমানী হইয়াও যিনি ভক্তবাৎসল্য-হেতু মনুষ্যাভিমানী।

কংসাদিও শ্রীকৃষ্ণকে পুরুষাধম ও বন্ধুঘ্ন বলিয়া গালি দিয়াছিল। শুদ্ধা সরস্বতী কিন্তু ঐ শব্দ দ্বারাই শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিয়া থাকেন। শুদ্ধা সরস্বতীর অর্থে পুরুষ সকল যাহা হইতে অধম সেই পুরুষোত্তমকেই পুরুষাধম শব্দে লক্ষ্য করা যায়। অবিদ্যা জীবগণকে বন্ধন করে বলিয়া 'বন্ধু'-সংজ্ঞায় অভিহিত। জীবগণের এই অবিদ্যা-বন্ধু বিনষ্ট করেন যিনি সেই পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণই বন্ধুঘ্ন শব্দে অভিহিত।

উপরে যাহা আলোচিত হইল তাহাতে অজ্ঞরূঢ় ও বিদ্বদ্রূঢ়িগত পার্থক্য সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ দিগ্‌দর্শন করা হইয়াছে। মহা-ভাগবতগণ যে কোন শব্দকে কৃষ্ণপর ব্যাখ্যা করিতে পারেন। মহাভাগবত নিজে কখনও প্রশংসা না চাহিলেও ভগবদ্-ইচ্ছায় আপনিই চতুর্দ্দিকে তাঁহার প্রশংসা ব্যাপ্ত হয়। পক্ষান্তরে মাদৃশ মৎসর ব্যক্তি প্রশংসার কাঙ্গাল হইয়াও তৎপরিবর্ত্তে বিবিধ অহঙ্কারযুক্ত কার্য্যের জন্য নিন্দাই লাভ করিয়া থাকে মাত্র।

আস্ত্রপণ্ডিতের বক্তৃতা

—:০:—

বিবিধ উপাসনার পার্থক্য

[পুরী চটকপর্ব্বতস্থ শ্রীপুরুষোত্তম-মঠ প্রাঙ্গণে শ্রীশ্রীব্যাসপূজোপলক্ষে আহূতা মহতী সভায় শ্রীল প্রভুপাদের অনুকম্পিত আস্ত্-ব্রাহ্মণ শ্রীযুক্ত ওয়াই জগন্নাথম্ পান্তলু গারু বি-এ মহোদয় কর্ত্তৃক ইংরাজী ভাষায় প্রদত্ত বক্তৃতার মর্ম্মানুবাদ]

মদীয় পূজ্যপাদ শ্রীগুরুদেব, পূজনীয় বৈষ্ণবগণ, মাননীয় সভাপতি, মহিলাবৃন্দ ও ভদ্রমহোদয়গণ,—

অদ্যকার এই শ্রীব্যাসপূজার উৎসব উপলক্ষে আহূত এই সভার মাননীয় সভাপতি পুরীর রাজাসাহেব যিনি আমাদের জন্য তাঁহার অপরাহ্ণ কয়েক ঘণ্টা ব্যয়িত করিয়াছেন, শ্রীগৌড়ীয়দিগনের বৈষ্ণবগণের পক্ষ হইতে তাঁহাকে ধন্যবাদ দিবার জন্য শ্রীগুরুদেবের আস্ত্রদেশীয় একজন অতি ক্ষুদ্র মাদৃশ শিষ্যের প্রতি বিশেষ ভার অর্পিত হওয়ায় আমি ইহা আমার প্রতি অত্যন্ত কৃপা বলিয়া গ্রহণ করিতেছি। কিন্তু এইরূপ কার্য্য সম্পাদন করিবার পূর্ব্বে আমি প্রথমতঃ আমার শ্রীগুরুদেবের প্রতি আমার শ্রদ্ধাভক্তি জ্ঞাপন করিবার জন্য কয়েক মিনিটের সময় আমার পূজনীয় শ্রীগুরুদেবের নিকট এবং রাজা সাহেবের নিকট যাচ্ঞা করিয়া লইতেছি।

পতিতপাবন শ্রীগুরুদেব,

অনেক সময় আপনি আমাদের নিকট বিশুদ্ধধর্ম্মের এবং প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত বিষয়ের কথা বলিয়াছেন। আপনি বলিয়াছেন যে, যখন সেই সকল কথা দার্শনিক বিচারে পরীক্ষিত হয়, তখন এই জগতে পাঁচ রকমের পূজার কথা আসিয়া পড়ে। প্রথমে আপনি জড় বস্তুর উপাসনার কথা বলিয়াছেন, তাহা শক্তিপূজারই প্রকারভেদ এবং তাহাকে জড়োপাসনা বলা যাইতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ, আপনি আংশিক চেতনের পূজার কথা বলিয়াছেন, যাহাতে আলো, উত্তাপ প্রভৃতির পূজা অর্থাৎ প্রকারান্তরে সূর্য্যোপাসনার কথাই বুঝায়। ইহাতে সূক্ষ্মভাবে একপ্রকার জড়োপাসনাকেই বুঝাইয়া থাকে।

তৃতীয়তঃ, প্রাণি-জগতে চেতনের উপাসনার কথা বলিয়াছেন, যে চেতনের ভিতর কিছু বিচারশক্তি নিহিত আছে এবং যাহা আপনি গণেশোপাসনারই নিদর্শন বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন।

চতুর্থতঃ, আপনি মনের উপাসনার কথা বলিয়াছেন যে, মনের পূর্ণ অভিব্যক্তি ও যুক্তি জীবশ্রেষ্ঠ শিবেই প্রকাশিত। এইরূপ উপাসনা একমাত্র অধিরোহবাদমূলে প্রতিষ্ঠিত। ইহাকে আপনি 'মাহেশ-পূজা' নামে অভিহিত করিয়াছেন।

পঞ্চমতঃ, আপনি অক্ষজজ্ঞানের অতিক্রান্ত অবস্থায় অপ্রাকৃত প্রেমে আকৃষ্ট আত্মাদ্বারা সচ্চিদানন্দ শ্রীভগবানের সেবার পরাকাষ্ঠার কথা জানাইয়াছেন। ইহাকেই আপনি পরমেশ্বরের পূজা নামে অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু যেহেতু এইরূপ পূজায় মানুষের যুক্তি বঞ্চিত হইয়াছে, অতএব ইহা অযৌক্তিক, এইরূপ কথা কখনও আপনি বলেন নাই। মানবগণের যুক্তি ও প্রীতি বিকৃত। আপনি বলিয়াছেন যে, অতএব যুক্তি বাহ্যিক রাজ্যের চতুঃসীমা অতিক্রম করিতে পারে না, কিন্তু শুদ্ধ প্রেম প্রাকৃত এবং অপ্রাকৃত উভয় জগতেই বিস্তৃত হইতে পারে। যুক্তি প্রাকৃত কামের অবস্থা নষ্ট করিবার জন্য অগ্রসর হইতে পারে কিন্তু অপ্রাকৃত নিত্য প্রেমের সহিত উহার কোন সম্বন্ধ নাই। কারণ অপ্রাকৃত প্রেম প্রাকৃত যুক্তির রাজ্যের বহির্ভাগে অবস্থিত এবং ইহা আত্মারই নিত্যবৃত্তি, সে আত্মা আবার শ্রীভগবানেরই বিভিন্নাংশ-মাত্র।

অতএব আপনি এই পৃথিবীতে যে ধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন সেই ধর্ম্ম ভগবানের প্রতি জীবাত্মার স্বাভাবিক অপ্রাকৃত প্রেমের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই প্রেম নিত্য অতএব যাহারা এই ধর্ম্মকে সাম্প্রদায়িক বলে তাহারা নিতান্তই দুর্ভাগা।

কিন্তু হে শ্রীগুরুদেব, আপনি পুনরায় বলিয়াছেন যে, এই স্বাভাবিক প্রেম প্রত্যেক বদ্ধ জীবাত্মায় প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিত। যখন জীব স্বেচ্ছায় এই মায়িক সংসারের ঘূর্ণিবর্ত্তে নিমজ্জিত হয় তখন যে প্রেমের বন্ধন একমাত্র অপ্রাকৃত প্রেমিকের সহিত বাঁধিয়া রাখে তাহা ছিন্ন হইয়া যায়। আবার যখন সেই জীব মায়ার তাড়নে অভিভূত হয়, তখন সে শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা জানাইয়া থাকে। যখন শ্রীভগবান্ তাহার প্রার্থনার নিরপেক্ষতা ও আন্তরিকতা লক্ষ্য করেন, তখন তিনি তাঁহার নিজভৃত্য পাঠাইয়া যেন তাহাকে আবার তাঁহার সহিত প্রেম-বন্ধনে বাঁধিবার জন্য।

এই ভগবৎপ্রেরিত দূতই আমাদের শ্রীগুরুদেব, যাঁহার কৃপায় আমরা শ্রীভগবানের নিকট পৌঁছাইতে পারি। শ্রীগুরুদেব আমাদিগকে কখনও সেবাবিহীন অবস্থায় রাখেন না। তিনি অহরহঃ আমাদিগকে বলিতেছেন যে, যদি আমরা এই জগতের সেবায় ব্যস্ত হই তবে নিশ্চয়ই ভোগেচ্ছার সকলের দাস হইয়া পড়িব। যদি অপ্রাকৃত জগতের সেবা করি তবে সেই অপ্রাকৃত প্রেমিক ভগবানের সেবায় নিয়োজিত হইব। অতএব আপনি ইহা বেশ জানাইয়াছেন যে, পরমাত্মার সহিত

বৈরাগী ভাই গ্রাম্যকথা না শুনিবে কাণে। গ্রাম্যবার্ত্তা না কহিবে যবে মিলিবে আনে॥

জীবাত্মার বন্ধনের দ্বারা জীবাত্মার অনাহত স্বাধীনতার ব্যতিক্রম হয় না।

পূজ্যপাদ শ্রীগুরুদেব, আমরা আপনাতে আত্মসমর্পণ করিলে আপনি আমাদিগকে কৃষ্ণ পাওয়াইয়া দেন, যে কৃষ্ণ শ্রীনামরূপে এই জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে,পতিত জীব আমরা আপনাতে প্রাকৃত দেহের আরোপ করিয়া থাকি। সদ্গুরু কিম্বা বৈষ্ণবের মরণশীল দেহ কিরূপে থাকিতে পারে? আমার শ্রীগুরুদেব সর্ব্বদাই তাঁহার অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা এবং বৈকুণ্ঠদেহের দ্বারা এই জগতে ব্যবহার করিয়া থাকেন এবং তাঁহার ঐ বৈকুণ্ঠবাণী আমাদের দুই প্রকারের উপাধি ভেদ করিয়া আত্মার নিকট প্রকাশিত হয়। যখন আত্মার সহিত এইরূপ সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, তখন শ্রীগুরুপাদপদ্মের মাহাত্ম্য উপলব্ধ হয় এবং আমাদের যাবতীয় সন্দেহ নিরাকৃত হইয়া যায়।

হে প্রভুপাদ, আপনি আমাদিগকে মনোধর্ম্মের দ্বারা শ্রীভগবানের বিষয় আলোচনা করিতে অথবা শরণাগতির অভাব লইয়া তাঁহার নিকট অগ্রসর হইতে নিষেধ করিয়াছেন। কারণ শ্রীভগবান্ আমাদিগের ঐ প্রকার কার্য্যের দ্বারা অধিগম্য নহেন। "কনক, কামিনী ও প্রতিষ্ঠারূপ ত্রিবিধ পাপ বর্জ্জনপূর্ব্বক শরণাগত হইয়া শ্রীভগবানের বাণী অনুশীলন কর, তাহা হইলে তোমাদের হৃদয় অপ্রাকৃত বংশীধারী কৃষ্ণেরই লীলাস্থলরূপে পরিণত হইবে"—ইহাই আপনার শিক্ষার সারমর্ম্ম বলিয়া আমরা গ্রহণ করি।

হে জগদ্গুরু, বর্ত্তমানযুগে আপনিই শ্রীনামাচার্য্য। আপনিই আমাদিগকে দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত জানাইয়াছেন যে, শ্রীনাম ও শ্রীনামী অভিন্ন; নামাপরাধ হইতেই আমাদের ভুক্তি বা জাগতিক ভোগ লাভ হয়। একটী নামাভাস দ্বারা কিরূপে মুক্তিলাভ হইতে পারে—যে মুক্তি মায়াবাদিগণ জন্মজন্মান্তরের পর পাইলেও পাইতে পারে, কিরূপে শ্রীনাম এই মনুষ্যদেহ-ধারীকে বিদ্যা ভক্তি অথবা মুক্তির পাহাড়ে বিনাশ হইতে রক্ষা করিতে পারে, কিরূপে শ্রীনাম আমাদিগকে আমাদের স্বদেশে—তাঁহার অপ্রাকৃত শ্রীধামে লইয়া যাইতে পারে, তাহা আপনি আমাদিগকে জানাইয়াছেন।

হে আমার অপ্রাকৃত ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক, আপনিই একমাত্র আচার-প্রচারবান্ অভিভর্ত্তা শ্রীগুরুদেব। আপনি মায়াবাদিগণের ভজন নষ্ট করেন। শ্রীচৈতন্যদেব স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ হইয়াও, শ্রীকৃষ্ণের ঔদার্য্যরূপে সেবকরূপে অবতীর্ণ। আপনি সেই শ্রীচৈতন্যদেবের কৃপা ও শক্তিরই মূর্ত্ত বিগ্রহ।

হে শ্রীগুরুদেব, অদ্য আমরা আপনার পূজা করিতেছি। অদ্যকার তিথিতে আপনি এই ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছেন আমরা এই পূজাকে শ্রীব্যাসপূজা নামে অভিহিত করি। শ্রীল ব্যাসদেব আমাদের গুরু এবং আপনিও সেই ব্যাসাভিন্ন। যে ব্যাস বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের মাহাত্ম্য কিম্বা চতুর্ব্বিধ পুরুষার্থ অতিক্রম করিতে পারেন নাই, কিম্বা যিনি মুক্তিকে জীবাত্মার পুরুষার্থ বলিয়া গণ্য করিয়া থাকেন, আমি সেইরূপ ব্যাসের কথা বলিতেছি না। মায়াবাদিগণ সেই ব্যাসের পূজা করুন বা তাঁহার প্রীতি বিধান করুন। যাঁহার অন্তঃকরণে শ্রীনারদ মুনি কৃপাপূর্ব্বক শান্তিবারি প্রদান করিয়াছিলেন এবং যিনি সেই কৃপায় উদ্ভাসিত হইয়া কৃষ্ণভক্তির চরমোৎকর্ষ উপলব্ধি করিয়াছিলেন, আমি সেই শ্রীল ব্যাসদেবের কথাই বলিতেছি।

(এখানে সময় লক্ষ্য করিবার জন্য টেবিলের উপরিস্থিত ঘড়ির দিকে বক্তার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইলে তিনি বলেন,—)

আজ্ঞে হাঁ,আমি ঘড়ি দেখিতে পাইতেছি। কিন্তু আমার শ্রীগুরুদেব আমাকে মানুষ ঘড়ির কথা বলিয়াছেন। এই মানুষ ঘড়ি একটি দিনের ঘড়ি নয়, ইহাকে কয়েক ঘণ্টার বা অর্দ্ধদিবসের ঘড়িও বলা যাইতে পারে। ইহার যে প্রধান স্প্রীং (Spring) সেটী হচ্ছে অহংতা, যাহাতে আমরা সংবদ্ধ এবং যাহার উপর অধিষ্ঠিত। সত্যানুসন্ধান ইহার দোলক (Pendulum) এবং ভুক্তি ও মুক্তি ইহার মিনিট ও ঘণ্টার কাঁটাদ্বয়। ইহারা ভক্তিরূপ ডায়েল (dial) উপর অবস্থিত। যখন আমরা অজ্ঞানতিমিরাবৃত জীবন যাপন করিতে বাধ্য হই, তখন সেই তিমিরাবৃত অবস্থায় ইহার প্রধান স্প্রীং (Spring)টি সর্ব্বদাই আঁটাইয়া থাকে, কিন্তু পতিতপাবন কৃপাময় শ্রীগুরুদেব তদবস্থায় আমাদের সেই ঘড়িকে মরিচা ধরিতে বা বিগড়াইয়া যাইতে দেন না। তিনি সত্যানুসন্ধানের জন্য আমাদিগকে উত্তেজনা প্রদানপূর্ব্বক প্রীতির সহিত ঘড়ির সেই দোলাকে ধাক্কা দিয়া থাকেন। তাহাতে দোলকটি দুলিতে থাকে এবং ঘড়ির ভুক্তি ও মুক্তিরূপ কাঁটাদ্বয়কে অর্থাৎ যে কাঁটা ক্রমাগত চলিতেই থাকে তাহাকে নিয়মিত করিয়া থাকেন। কিছুকাল পরে অহংতা ছুটিয়া যায় এবং অহংতা ছুটিয়া যাইলে সমস্ত অন্যবিধ-ভক্তি থামিয়া যায়। তখন সকাল ছটা, এই সময় শুদ্ধভক্তিরূপ সূর্য্যোদয়ের নিদর্শন দেখা দেয়। আমার শ্রীগুরুদেব এই শিক্ষার পারদর্শী।

পূজ্যপাদ শ্রীগুরুদেব! আমার বক্তৃতা প্রায় শেষ হইয়াছে। পুরীর সমুদ্রতীরে বালুকণা গণন সম্ভবপর হইতে পারে কিন্তু আপনার গুণরাশি গণন কখনও সম্ভবপর নহে। যে পাপীর হৃদয়ে কণামাত্রও সদ্গুণ নাই বা যে পাপী অন্য জীবকে বহু কষ্ট দিয়াছে, মাদৃশ সেইরূপ পাপীকেও আপনি উদ্ধার করিতেছেন।

সভাপতি মহোদয়! অধিকক্ষণ আপনাকে আটকাইয়া রাখার দরুণ আমি আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। বৈষ্ণবরাজ প্রতাপশালীর বংশধর আপনাকে আমরা প্রচুর ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি যে রাজা প্রতাপরুদ্র বৈষ্ণবগণের শ্রীজগন্নাথদেবের মন্দির দর্শনে যাইবার পথ সুবর্ণমার্জ্জনীর দ্বারা পরিষ্কার করিয়া আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করিয়াছিলেন। আপনি আমাদিগের প্রতি প্রীতিপূর্ব্বক আপনার বহুমূল্য সময় ব্যয়িত করিয়াছেন এবং আমি শ্রীগৌড়ীয়দিগনের পক্ষ হইতে আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। আশা করি আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক উহা গ্রহণ করিবেন।

সারকথা

—:০:—

সদ্গুরু-সম্বন্ধ কিরূপে বোধগম্য?

কিন্তু তোমার প্রেম দেখি' মনে অনুমানি।
মাধবেন্দ্র পুরীর 'সম্বন্ধ' ধর জানি॥
কৃষ্ণপ্রেমা তাঁহা যাঁহা তাঁহার সম্বন্ধ।
তাঁহা বিনা এই প্রেমার কাঁহা নাহি গন্ধ॥
(চৈঃ চঃ মধ্য)

মহাভাগবতের অবস্থা কিরূপ?

বন দেখি' ভ্রম হয় এই বৃন্দাবন।
শৈল দেখি' মনে হয় এই 'গোবর্দ্ধন'॥
যাঁহা নদী দেখে, তাঁহা মানয়ে 'কালিন্দী'।
মহাপ্রেমাবেশে নাচে প্রভু, পড়ে কান্দি॥
(চৈঃ চঃ মধ্য)

বিশ্রম্ভসেবক কিরূপ?

সেবক কৃষ্ণের পিতা, মাতা, পত্নী, ভাই।
দাস বই কৃষ্ণের দ্বিতীয় আর নাই॥
যেরূপ চিন্তয়ে দাসে সেইরূপ ধরে;
দাসে কৃষ্ণ করিবারে পারয়ে বিক্রয়॥
(চৈঃ আঃ মধ্য)

শ্রীমায়াপুর-নবদ্বীপ কি মথুরা?

নবদ্বীপ যেহেন মথুরা রাজধানী।
কত কত লোক আছে অন্ত নাহি জানি॥
(চৈঃ আঃ মধ্য)

অর্থের অনর্থতা

[শ্রীসজ্জনানন্দ দাসাধিকারী]

শুধু অর্থ অর্থ করি, কৃষ্ণসেবা পাসরিয়ি,
আয়ুক্ষয় কৈল যেই জনে।
দেহপাতে, যমদূতে বাঁধি কেন লয়ে হাতে,
রৌরবেতে দেয় তারে টেনে॥

ইহার কারণ হয়, ভাগবত পুরাণে কয়,
হরি-গুরু-বিস্মৃতি কেবল।
স্মরণ করিলে যাঁয় অনর্থাদি দূরে যায়,
তাঁহা ভুলি' জড়ে মত্ত হ'য়ে গেল॥

অর্থের অনর্থ জানি, কৃষ্ণসেবা ত্যাগ মানি',
যদি সেই অর্থে উপেক্ষিত।
দারা, পুত্র, পরিবার, কেহ নহে বন্ধু কা'র
এই কথা যদি সে বুঝিত॥

সে নহে পালন-কর্ত্তা,সে নহে রক্ষক, ভর্ত্তা
কৃষ্ণ একা করেন রক্ষণ।
সৃজন ক'রেছেন যিনি,রক্ষিবেন অবশ্য তিনি,
নিরর্থক পোষণ-চিন্তন॥

সুদৃঢ় বিশ্বাস হ'লে, থ'ক যদি ভাব চিতে,
ভবিষ্যতের ভাবনা তায়।
যাতে অন্ধকার দেখে, বিষয়াক্ত তার চোখে,
স্থগিত না উদয় অপায়॥

না হ'য়ে নিবৃত্ততৃষ্ণ, না সেবিয়া কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ,
মায়া-মোহে আবদ্ধ হইয়া।
জীবনের সার্থকতা, কৃষ্ণপদে প্রপন্নতা,
না লভিল বিষয়ে মজিয়া॥

দিব্য চক্ষু না লভিল, হরি-গুরু না সেবিল,
অকারণে দেহক্ষয় কৈল।
মায়ার দাস্য ক'রে, ভাবিয়া আপন, পরে,
সংসারেতে বদ্ধ হ'য়ে রৈল॥

লভিত না এ দুর্গতি, যদি কৃষ্ণপদে মতি,
ভক্তি গুরুচরণ-কমলে।
থাকিত তাহার হৃদে,কি সম্পদে, কি বিপদে,
ত'রে যেত মায়া অবহেলে॥

তাহা না করিয়া হায়, বদ্ধ হ'য়ে সে মায়ায়,
ত্রিতাপের যন্ত্রণা লভিল।
এ জনমে পেয়ে ক্লেশ, সুখের না পেল লেশ,
অন্তিমেতে রৌরবে ডুবিল॥

অতএব বিশ্বজনে, না মজিয়া দেহ ধনে,
গুরুপদ করিয়া আশ্রয়।
তুচ্ছ গোষ্পদের প্রায়, ভবার্ণব ত'রে যায়,
অবশেষে বৈকুণ্ঠ লভয়॥

——

"সরস্বতীজয়শ্রী"

[বৈষ্ণব-পক্ষ]

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের কৃপা যে-রূপে তাঁহার অনুগত ভক্তগণ উপলব্ধি করিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে। ভিক্ষা ৩৲ টাকা মাত্র পাকি। স্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার কলিকাতা।

শুদ্ধভক্তি মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ

(আকর-মঠরাজ)

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমহাযোগপীঠ ৪৪২৫ গৌর ৩০০ বর্ষ হৈ, এ পূর্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যবর্য্য শ্রীচৈতন্য-দেবের-প্রকটে শ্রীচৈতন্যমঠ বিরাজমান। এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সারস্বতচতুষ্পাঠী। এই মহাতীর্থে শ্রীভাগবতাদি শ্রুতি ব্যাকরণাদি বেদাঙ্গসমূহের,অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠ হইতে পারমার্থিক দৈনিকপত্র 'নদীয়া-প্রকাশ', সাত্বত-সম্পাদিত অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থাদি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতি বৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তি-ধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশ্যে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই শুদ্ধভক্তাবাসে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দজীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। নিত্য পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রদান-চতুর্দশ-দেবাধ, শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হয়। এই মঠ হইতে মহানগরীর সর্ব্বত্র হরিকথা-প্রচার, মহানগর-সঙ্কীর্ত্তন, বক্তৃতা, ব্যাখ্যা ও সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞ-মহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান হয়। মঠরক্ষক—মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া সহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী সেবাকোবিদ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌর-লীলার রাসস্থলী এখানে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান, রক্ষক—শ্রীনর্ত্তিত দাসাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—গোকুলদাস বাবাজী।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

(৭) কাজীর সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদ-কাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক।

(৮) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও রাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান দাস ব্রহ্মচারী।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্র নাথ দাসাধিকারী।

(১০) মোদদ্রুম-ছত্র "গৌড়ের নৈমিষ"

মাউগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান। শ্রীগৌরনিত্যানন্দের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীমধুবিহারী ব্রজবাসী, ভক্তিভূষণ।

(১১) স্বর্ণবিহার কুঞ্জকানন

শ্রীনৃসিংহদেব পল্লীর নিকটবর্ত্তী,

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীনদীয়ানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১২) কুঞ্জকুটীর—পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীমধুসূদন অধিকারী

(১৩) ভাগবত-আসন—পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

এই স্থান হইতে ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচারিত হয়। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৪) একায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী ভক্তিবান্ধব।

(১৫) মহেশ পণ্ডিতের পাট

কুঁয়াদপুর, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(১৬) মাধ্বগৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, পোঃ ঢাকা

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ।

(১৭) গোপালজীউমঠ—কমলাপুর,(ঢাকা)

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান। রক্ষক—শ্রীরাধারমণ দাস ব্রজবাসী।

(১৮) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)।

এখানে শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(১৯) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

রহমতপুর, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য প্রভুপাদ শ্রীমধুসূদন ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২০) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ বান্দু, (ঢাকা)

এখানে মঠ কুঞ্জের শ্রীগোপালের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবাসকুঞ্জদাস ব্রজবাসী

(২১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রামবাটী (বর্দ্ধমান)।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(২২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

জুবুরকোলা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী।

(২৩) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে গুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান্দাস ব্রজবাসী ভক্তিরত্ন।

(২৪) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী।

(২৫) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ বক্সীবাজার, (কটক)

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণ-জীউর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর

(২৬) ব্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর পুরী,

শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন।

(২৭) পুরুষোত্তম মঠ

ভক্তিকুটী, পোঃ পুরী উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীউর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রণব অধিকারী

(২৮) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবিপিন-বিহারী দাসাধিকারী।

(২৯) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভূর, গুণ্টুর গোদাবরী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—শ্রীনিতাইচরণ দাসাধিকারী ভক্তিলোচন।

(৩০) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪২নং কবিরপুরা, বেনারস সিটি

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীনবেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(৩১) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী

(৩২) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও গৌড়-বিনোদ-বিদ্যাসভার সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীসত্যনারায়ণ দাসাধিকারী।

(৩৩) কৃষ্ণচৈতন্য মঠ

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

এখানে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিত্য-সেবা হয়। রক্ষক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠ

স্বামীঘাট মথুরা

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ

(৩৫) রাধাকুণ্ড-সুখদকুঞ্জ—শ্রীরাধাকুণ্ড

রক্ষক—শ্রীরাধারমণচরণদাস ব্রহ্মচারী

(৩৬) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৩৭) গোবিন্দবিহারী মঠ

মেথালী, পোঃ ভোজোল, জেলা গুর্দাসপুর (পাঞ্জাব) রক্ষক—শ্রীগোবিন্দবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৩৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং কুতুব রোড, নিউ দিল্লী।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসম্বন্ধ তুর্য্যাশ্রমী

(৩৯) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল।

এখানে গৌর'বিনোদবিহারীর সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীবনগোপাল অধিকারী।

(৪০) সারস্বত-গৌড়ীয় মঠ

হরিদ্বার সাহারণপুর, ইউ, পি

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি

(৪১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ রাওপেট্টা মাদ্রাজ।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বা'গিরিধারীর সেবা।

রক্ষক—শ্রীপাদ ভগবানন্দ ভক্তিবিকাশ।

(৪২) বোম্বে-গৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়

গ্রান্টরোড, চোটানি বিল্ডিং, বাংলো নং ১, বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ সেনশর্ম্মা মজুমদার।

(৪৩) অমরজি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমরজি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীমনোহর দাস অধিকারী

(৪৪) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী

(৪৫) পাটনা গৌড়ীয় মঠ

১০০ মিঠাপুর, পাটনা।

রক্ষক—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী ভাগবত

(৪৬) গয়া গৌড়ীয় মঠ

হিল হাউস, চাচ রোড, গয়া

রক্ষক—উপদেশক শ্রীমদ্ভক্তেশ্বর ভাগবত

(৪৭) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠ বালেশ্বর

রক্ষক—শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয়

৩ গ্লাষ্টার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন, এস-ডব্লিউ ৭, লণ্ডন

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন

(৪৯) বার্লিন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

Berlin W. 30

Eisenacher strasse 29 I,

(৫০) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

৩৫০ নং ডালহাউসী ষ্ট্রীট রেঙ্গুন।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রত্যেক খণ্ড স্বতন্ত্র পাওয়া যায় ২৮৲
ভাগবত স্কন্ধগুলিও প্রতিখণ্ড ৷৷৴০

২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। ভাষ্য-সহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী ৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড— ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
ও ৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—১৲; ২য় খণ্ড —৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব—১৲
৮। সৎক্রিয়াসার—দীপিকা ও সংস্কার-দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণব-ধর্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। নামভজনমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ।০
১৮। বাদন-আনন্দ ।০
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৷৴০
২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৷৷৴০
২২। তত্ত্ব-সূত্র ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও
শ্রীনবদ্বীপশতকম্ ও (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
২৬। গীতার কেবল মাত্র-ভাষা ।০
২৭। দুর্জ্জয়ন্ত্রিকা তৎগৌরাঙ্গঃ সাহাষ্য ২৲
২৮। বেদান্তদর্শন সাহায্য ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸
৩০। দীন-বিশ্বদর্পণ ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৶০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা ৴১
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। ব্রজগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি ৴০
৪১। গীতাবলী ৴০
৪২। চিত্রে নবদ্বীপ ১।০
৪৩। সাধনকণ ৴০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৴০
৪৬। অর্চ্চনপদ্ধতি ৴০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। আচমন ৴১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সাহায্য) ।০
৫৩। গৌড়ীয়কোষঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৴০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণলেখা ৶০
৫৯। শিক্ষাষ্টক-দর্পণ ৶০
৬০। সাধ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যলীলামৃত সারঃ ।০
৬১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিধিমঃ ।০
৬২। সটিক-শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৬৩। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৪। সাহায্য শিক্ষাষ্টকম্ ৷৷৴০
৬৫। গৌড়ীয়মঠস্য পাঠ্যঃ ৴০
৬৬। সারাঙ্গবর্ণনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৭। রায় রামানন্দ ।০
৬৮। এ ফিউ ওয়ার্ডস্ অন্ বেদান্ত ।০
৬৯। সামজস্য ।০
৭০। বেদান্ত—ইটস্ মর্ফোলজি অ্যাণ্ড অন্টলজি ।০
৭১। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস্ ৷৷৴০
৭২। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।০
৭৩। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৪। কোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ৴০
৭৫। দি ভাগবত ।০
৭৬। থিয়োটিক্ প্রিন্সিপল্ অ্যাণ্ড অ্যাকেনোলেজ্ড ডিরেক্টর ।০
৭৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২।০
৭৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম ভাগ) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৭৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮০। সাধন-পথ ।০
৮১। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৮২। গীতাবলী ৴০
৮৩। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৪। শরণাগতি ৴০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত জ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৷৴০ আনা, বড় বোতল ১৷৴০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউন্টেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। উহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং
কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার
কলিকাতা

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে বিষয়সার ও শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও
অঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ অধিকারী এম, এস, এম, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সুবর্ণ সুযোগ!

শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদরচিত গৌড়ীয়ভাষ্য সহিত

সুবর্ণ সুযোগ!

বিশ্বাই গ্রন্থ

শ্রীশ্রীচৈতন্য ভাগবত

গ্রন্থের আয়তন:—ক্রাউন কোয়ার্টো মূল ১০৯৬ পৃষ্ঠা, সূচীপত্র ২৪৪ ৮ মোট ১৩৪০ পৃষ্ঠা

ভিক্ষা (বাঁধাই) মাত্র ৭, সাত টাকা

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা

নদীয়া সার্টিফিকেট আদালতের নীলাম ইস্তাহার

১ কেস্ নং এবং কোর্টের নাম	২ নীলাম ইস্তাহার (A) (B) বা (C) ধারার প্রকাশিত	ডিক্রিদার	দেনদার	যে দাবীর জন্য সম্পত্তি বিক্রয়ের আদেশ হইয়াছে	বিক্রয়ের স্থান তারিখ ও সময়	কি রকম স্বত্ব	থানা, মৌজার নাম ও গ্রাম	খতিয়ান নং প্রভৃতি (জানা থাকিলে) অথবা অন্য প্রয়োজনীয় বিবরণ	জমির পরিমাণ (জানা থাকিলে)	১১ জমা (জানা থাকিলে)	১২ মন্তব্য
৩৫২ B, ৩৪।৩৫ নদীয়া সার্টিফিকেট আদালত		বিভূতিভূষণ পালচৌধুরী বিং	ইজ্জাতালী বিশ্বাস	১৩।৵১	২৫।৭।৩৫	রায়তি স্থিতিবান	থানা নাকাশীপাড়া মৌজে বেতুয়াবেড়ি	২৪১ খতিয়ান	·৭৭	১৪/৪	বিভূতিভূষণ পালচৌধুরী বিং
৩৫১ B, ৩৪।৩৫		ঐ	সাহাজান সেখ	৮৶১১	২৫।৭।৩৫	ঐ	থানা নাকাশীপাড়া মৌজে কাদোয়া	২১১ খতিয়ান	·১৫	।/১	
৩৫৫ B, ৩৪।৩৫			রুপি সেখ	১০।৶২	২৫।৭।৩৫			২১৩ খতিয়ান	১·৭	৸০	
৩৫৮ B, ৩৪।৩৫			আক্কাস ঘোষ বিং	১৫৸৵০	২৫।৭।৩৫		থানা নাকাশীপাড়া মৌজে গোপালপুর	৩২ খতিয়ান	২·৪৬	১৸১	
১২৮ A, ৩৪।৩৫		মণীন্দ্রমোহন আচার্য্য বিং	রামধন মণ্ডল বিং	৮১।৶৪	২৫।৭।৩৫		থানা দৌলতপুর মৌজে (১) নারায়ণপুর (২) লক্ষীকোলা	(১) ৪০১ খতিয়ান (২) ৭৭৪ খতিয়ান	১·৬০		মণীন্দ্রমোহন আচার্য্য বিং
১৩১ A, ৩৪।৩৫		ঐ	নিধু মণ্ডল	১৪৶৫	২৫।৭।৩৫	ঐ	থানা দৌলতপুর মৌজে দিকাইতপুর	৭১৭ খতিয়ান	·৬৮	২৸৪	ঐ
১০০ N R, ৩৪।৩৫		গৌরীশচন্দ্র রায় বাহাদুর	নুরবক্স খাঁ	২৩।/০	২৭।৭।৩৫		থানা ও মৌজে বাদুড়ঘুলা	৫৭০ খতিয়ান	১৭·৮২	৩৪।১	গৌরীশচন্দ্র রায় বাহাদুর
১৬ N, R, ৩৪।৩৫		ঐ	রবিতুল্লা বিশ্বাস বিং	৩৩৶৭	২৯।৭।৩৫	ঐ	থানা কৃষ্ণনগর মৌজে নগহর	৭৫০ খতিয়ান	১০·৬৬	৯।৬	ঐ
৫৩৭ B, ৩৪।৩৫		বিভূতিভূষণ পালচৌধুরী বিং	যতীন্দ্রচন্দ্র নাথ	৬৬৵	২৫।৭।৩৫	ঐ	থানা নাকাশীপাড়া মৌজে বেতুয়াবেড়ি	৪০০ খতিয়ান	·৮১	৸০	বিভূতিভূষণ পালচৌধুরী
৫৫২ B, ৩৪।৩৫		ঐ	জনাবেআলি সেখ	৩৫৸/৮	২৫।৭।৩৫	ঐ	থানা নাকাশীপাড়া মৌজে বেলা	৬৭ খতিয়ান	৩·২	৫৶১১	
৯০ N. R, ৩৪।৩৫		গৌরীশচন্দ্র রায় বাহাদুর	একরালী সেখ	১৯।৵০	২৫।৭।৩৫	রায়তকায়	থানা বাদুড়ঘুলা মৌজে পুরবাড়িয়া	৩৩৪ খতিয়ান	·৭	১।৶০	গৌরীশচন্দ্র বাহাদুর

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈনিক

RM. GO 1544

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র শ্রবণ-প্রচার-পরায়ণ জগতের একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১০ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১৭ই জ্যৈষ্ঠ, শুক্রবার ১৩৪২, ৩১শে মে ১৯৩৫ [৭৭শ সংখ্যা

চৈতন্যোপনিষদ্ বঙ্গ অক্ষরে মূল ও অনুবাদসহ প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি উত্তম। ভিক্ষা ।০ মাত্র
শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

“গৌড়ীয়” ৭ম বর্ষ হইতে ১২শ বর্ষ পর্য্যন্ত প্রতি বর্ষ কাগজে বাঁধান ভিক্ষা ৩৷০ মাত্র।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ
বাগবাজার, কলিকাতা

বিবিধ সংবাদ

—:০:—

অগ্নিকাণ্ডে দুইজনের মৃত্যু

নয়াদিল্লীর এক সংবাদে প্রকাশ, গুর্গাঁও জেলার কাহেরি গ্রামে একটী ভীষণ অগ্নিকাণ্ড হইয়াছে। অগ্নিকাণ্ডে সমস্ত গ্রামখানিই ধ্বংস হইয়া গিয়াছে।

প্রকাশ, গত ২৩শে মে বেলা দশটার সময় আগুন লাগে। সুদীর্ঘ ২৮ ঘণ্টাকাল ধরিয়া ধ্বংস কার্য্য চলিবার পর অগ্নি নির্ব্বাপিত হয়। উক্ত গ্রামের ও উহার নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহের অধিবাসিগণ অগ্নি নির্ব্বাপনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু অগ্নি নির্ব্বাপন যন্ত্র ও জলের অভাবে তাহাদের সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হয়। অগ্নিকাণ্ডের ফলে হাজার হাজার লোক গৃহহীন হইয়া পড়িয়াছে, উন্মুক্ত আকাশের তলে বাস করিতেছে। বর্ত্তমানে খাদ্যের অভাবে তাহাদের অনাহারে থাকা ব্যতীত আর উপায়ান্তর নাই। গবাদি পশুগুলিকেও খাদ্যের অভাবে না খাইয়া থাকিতে হইতেছে।

দুইজন লোক আগুনে পুড়িয়া মারা গিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। গরু বাছুরও অনেক পুড়িয়া মারিয়াছে, কিন্তু তাহাদের সংখ্যা এখনও জানা যায় নাই। গুর্গাঁওয়ের ডেপুটি কমিশনার, পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও অন্যান্য সরকারী কর্ম্মচারিগণের নিকট তারযোগে সংবাদ পাঠান হইয়াছে। ইতিমধ্যেই সাহায্যকার্য্য আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। অনাহারক্লিষ্ট গ্রামবাসিগণের মধ্যে চাপাটি ও গুড় বিতরিত হইতেছে।

তিনটি নরমুণ্ড

মুন্সীগঞ্জ সহরের নিকটবর্ত্তী দেওভোগ গ্রামে পুষ্করিণী খননের সময় তিনটি মানুষের মাথার খুলি পাওয়া গিয়াছিল। সেখানে আরও তিনটি মাথারখুলি বর্ত্তমানে পাওয়া গিয়াছে। ইহাতে ব্যাপারটি একটু রহস্যাবৃত হইয়া উঠিয়াছে। পূর্ব্বে অনুমিত হইয়াছিল, উহা জলে ডুবিয়া মৃত ব্যক্তিগণের মাথার খুলি। কিন্তু সে অনুমান ঠিক বলিয়া মনে হইতেছে না। মনে হয়, অতি প্রাচীনকালে কালী প্রতিমার সম্মুখে নরবলিদিয়া, বলিপ্রদত্ত ব্যক্তিগণের মস্তক মাটিতে পুতিয়া তদুপরি প্রতিমা স্থাপনের কু-প্রথা ছিল। এখানে হয় ত' একটী মন্দির ছিল এবং যেখানে মস্তকগুলি পাওয়া গিয়াছে সেখানে কালী প্রতিমা স্থাপিত ছিল। জায়গাটী কোন তান্ত্রিক সন্ন্যাসীর আসনও হইতে পারে।

— —

আতস বাজিতে মৃত্যু

রজত-জুবিলী- উপলক্ষে বিক্রমপুরের কলমায় কুমুদিনীকান্ত ভুঁইয়া নামক এক ব্যক্তি আতসবাজীতে গুরুতরভাবে আহত হয়। পরবর্ত্তী সংবাদে প্রকাশ, ঐ আঘাতের ফলে মারা গিয়াছে। গত ১২ই মে বাজিতে মুন্সীগঞ্জের তৎকালীন মহকুমা হাকিম রায় বাহাদুর কে মৈত্রের তত্ত্বাবধানে কমলা স্কুলের খেলার মাঠে জুবিলী উপলক্ষে বাজী পোড়ান হইতেছিল। আতস বাজি প্রস্তুতকারী কুমুদিনী ভুঁইয়ার নিকট এক বাক্স পটকা ও অন্যান্য বিস্ফোরক দ্রব্যে নির্ম্মিত বাজি ছিল। অপর একজন বাজিকর ঐ সময় হাউইয়ে অগ্নি সংযোগ করে। ঐ হাউই হইতে একটী অগ্নিকণা দৈবক্রমে কুমুদিনীর নিকটস্থ বাক্সে পতিত হয়। ফলে ভীষণ শব্দ সহকারে বাজিগুলির বিস্ফোরণ হয়। কুমুদিনীর সর্ব্বাঙ্গের আগুনে দগ্ধ হইয়া যায়। ঘটনা স্থলেই তাহাকে ডাক্তারী সাহায্য প্রদান করা হয় এবং পরে মুন্সীগঞ্জ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। কিছুদিন পরে তাহার বাঁচিবার কোন সম্ভাবনা নাই দেখিয়া তাহার আত্মীয়স্বজন তাহাকে বাড়ীতে লইয়া যায়। বাড়ীতেই তাহার মৃত্যু হইয়াছে। রায়বাহাদুর কে মৈত্র তাহাকে চিকিৎসার খরচ বাবদ ১০৲ টাকা সাহায্য প্রদান করেন এবং তাহার মৃত্যুর পরে স্থানীয় জুবিলী কমিটী দাহন ও শ্রাদ্ধের খরচ বাবদ আরও ২০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

———

ইউরোপ ভ্রমণে ভারতীয় ছাত্রীদল

২১ জন ছাত্রী এবং শিক্ষয়িত্রী সঙ্গে লইয়া মিসেস এস কে দত্ত গত ২৩শে মে "কন্টি রসো" জাহাজে বোম্বে হইতে ইউরোপ যাত্রা করিয়াছেন। ইঁহারা সর্ব্বপ্রথম ভিয়েনা গমন করিবেন তথা হইতে তাঁহারা ট্রায়েষ্ট, জেকোস্লোভেকিয়া, প্রেগ, ড্রেসডেন, বর্লিন, ব্রাসেলস, প্যারিস, ভেনিস, বেলজিয়াম, অক্সফোর্ড, লণ্ডন, কেমব্রিজ ইত্যাদি ঘুরিয়া পরিশেষে কট্‌ল্যাণ্ড যাইবেন। এতদ্ভিন্ন আরও কয়েকটি স্থানে হয়ত তাঁহারা গমন করিবেন।

আগামী জুলাই মাসে হল্যাণ্ডে ইণ্টার ন্যাশনেল ষ্টুডেণ্টস সার্ভিসের বার্ষিক অধিবেশন হইবে। উপরোক্ত ছাত্রী ও শিক্ষয়িত্রীগণ এই বৈঠকে উপস্থিত হইবেন। ভবিষ্যতে আন্তর্জ্জাতিক সহযোগিতা কি আকার ধারণ করিবে, এই সম্পর্কে আলোচনা করিবার জন্য প্রায় ২০টি রাষ্ট্রের ছাত্র এই সম্মেলনে যোগদান করিবেন। জুন মাসে লণ্ডনে "জাতীয় শান্তি সম্মেলন" হইবে। তাঁহারা এই সম্মেলনে উপস্থিত থাকিবেন।

তেজগাঁ শিল্প বিদ্যালয়

সম্প্রতি ঢাকার নিকটস্থ তেজগাঁ নামক স্থানে একটী শিল্পসংক্রান্ত উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে। যাহাতে বিদ্যালয়ের অধ্যয়ন কালেই ছাত্রগণ শিল্পবিষয়ক শিক্ষালাভে উৎসুক হইতে পারে এই মানসেই এই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। মাঝে মাঝে ছাত্রদিগকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কৃষি ক্ষেত্রে লইয়া যাওয়া হয় এবং নানা কাজ কর্ম্ম দেখান হয়। এতদ্ভিন্ন সাবান তৈয়ার, ছাতা তৈয়ার, সেলাই কাজ প্রভৃতি শিখাইবার বন্দোবস্তও করা হইয়া থাকে।

———

মজুরী প্রদান বিল

গত ২৭শে মে পূর্ব্বাহ্ণে স্যার এন এন সরকারের সভাপতিত্বে মজুরী প্রদান বিলের সিলেক্ট কমিটির বৈঠক আরম্ভ হয়। উহাতে স্যার এ এইচ গজনবী, মেসার্স পি, আর, রাও, সত্যমূর্ত্তি, ডি কে এইচ পি মোদী, অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, বর্ম্মা ও মোহনলাল সক্‌সেনা প্রমুখ সমস্ত সদস্য উপস্থিত ছিলেন। শ্রমিক নেতা মিঃ গিরি ও যোশী বিলের প্রধানতঃ দুইটি বিষয় সংশোধনের চেষ্টা করিবেন। তাঁহাদের মতে ঐ দুইটি বিষয় শ্রমিকদের স্বার্থহানীকর।

হিমালয়ে তৃতীয় অভিযান
দুর্গম পার্ব্বত্যপথে কারাকোরাম অঞ্চলে

কাশ্মীরস্থ লে হইতে এই মর্ম্মে এক যে সরকারী সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে যে, হল্যাণ্ডের ভারতস্থ বাণিজ্য প্রতিনিধি ডাঃ ভিসের গত ২৩শে মে তারিখে পুনঃ কারাকোরামের সাক্‌সগাম অঞ্চল অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। তিনি সঙ্গে ১০৭টী অশ্ব এবং ১৩০ জন লোক লইয়াছেন। তাঁহারা জনমানবহীন পার্ব্বত্যপথে নয় শত কিলোমিটার (৫০০ মাইলের অধিক) পথ অতিক্রম করিবেন।

এই সম্পর্কে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ডাঃ ভিসের ইতিপূর্ব্বে দুইবার কারাকোরাম পরিদর্শন করিয়া আসিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

[ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

[illegible] কলেজের [illegible] প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক [illegible] শ্রীপাদ [illegible] ভক্তিপ্রদীপ [illegible] এবং [illegible] প্রত্নতত্ত্বগবেষণা এবং পারদর্শী লেখনীর [illegible] [illegible] জীবনচরিত-পাঠে [illegible] [illegible] চিত্র-সম্বলিত। [illegible] শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত [illegible] পৃষ্ঠায় [illegible] শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের লিখিত মুখবন্ধ (Foreward) [illegible] (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও [illegible] (Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা—১৫, পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জেলা—নদীয়া।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ ভক্তিমান ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬, টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের অতিরিক্ত সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

[illegible]ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST— [illegible] শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। [illegible] কলিকাতা বাগবাজার গৌড়ীয় মঠে [illegible] যায়।

২। গৌড়ীয়—[illegible] শ্রীপাদ [illegible] বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা [illegible] ৩॥০ টাকা মাত্র।

৩। [illegible] হিন্দি ভাষায় একমাত্র [illegible] পাক্ষিক [illegible] হইতে প্রকাশিত। [illegible]

৪। সজ্জনতোষণী—[illegible] ইংরেজী পাক্ষিক। [illegible] হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা [illegible] টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—[illegible] বি-এল, বি-টি [illegible] হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা [illegible] টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল শ্লোক অক্ষরে এবং তাহাতে বর্ত্তমান যুগে শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। আর্ট পেপার ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৯৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। অতিরিক্ত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোক সূচী, পদ্যসূচী, গ্রন্থসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়-সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী-পত্র। সমগ্র শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট সংস্করণ জগতের কোথায়ও আর পূর্ব্বে প্রকাশিত হয় নাই, তাহা নিরপেক্ষ পাঠক মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২, বারটাকা স্থলে—৬, ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

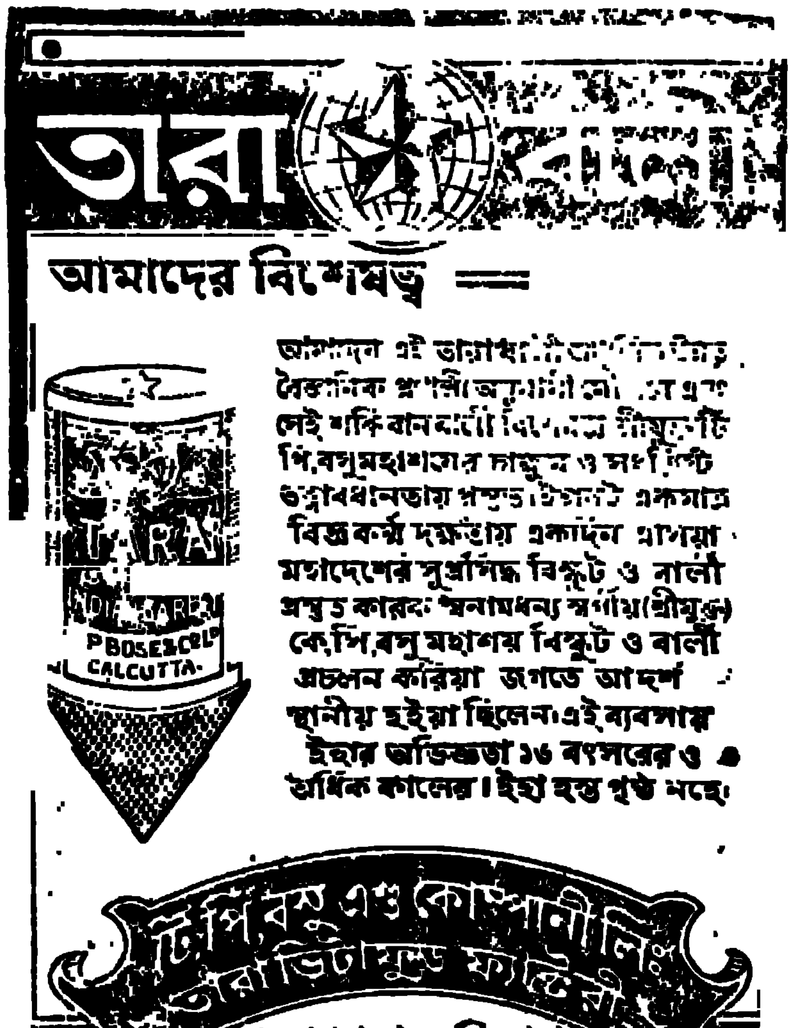

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৪৯,	১০—৪১,	১৩—২২	১৭—০৮,	১৯—৩৪
স্বরূপগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৮,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—০৫
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৩,	২০—১২

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

শনিবার অন্যান্যদিন

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১২-১০	১২-৩৪	১৫-৭৮	১৮-৩১
স্বরূপগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩০	১১-১১	১২-৪২	১৫-৪১	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-৪১	১৩-১২	১৬-১২	১৯-১১

সচিত্র
নবদ্বীপ পঞ্জিকা

ভিক্ষা—মাত্র ৵০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১০ম বর্ষ | ১৩ ত্রিবিক্রম গৌরাব্দ ৪৪৯, ১৭ই জ্যৈষ্ঠ বঙ্গাব্দ ১৩৪২, ৩১শে মে ১৯৩৫ | শুক্রবার | ৭৭তম সংখ্যা

প্রচার-প্রসঙ্গ

পাটনায়

পাটনা গৌড়ীয়মঠের রক্ষক শ্রীপাদ নিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী ভাগবতভূষণ মহোদয় বিগত ২৫শে মে পাটনা জংসন রেলওয়ে ক্লাবের রীডিং রুমে ছায়াচিত্রযোগে সাত্বত-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের গুরুপরম্পরা, কলিযুগপাবনাবতারী কৃষ্ণপ্রেমদাতা শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বাবস্থা, শ্রীধাম মায়াপুরে গৌরাবির্ভাব, গৌরলীলা প্রভৃতি প্রদর্শন করিয়া হিন্দি ও বাঙ্গালা ভাষায় প্রায় দুই ঘণ্টা একটী চমৎকার বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। পাঠের আরম্ভে ও অন্তে মিলিত-কণ্ঠে সংকীর্ত্তন হইয়াছিল। তথায় রেলওয়ে কর্ম্মচারিবৃন্দ এবং বহু বিহারী ও বাঙ্গালী শিক্ষিত ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। সকলেই মুক্তকণ্ঠে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারপ্রণালীর প্রশংসা করিয়াছেন। বুকিং হেডক্লার্ক শ্রীপাদ নারায়ণ দাসাধিকারী মহোদয়ের ভাগবতসিদ্ধান্তবাণী প্রচারে প্রবল চেষ্টা ও বিপুল উদ্যম প্রশংসার্হ।

খুলনায় ও ফরিদপুরে প্রচার

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ গত ৩১শে বৈশাখ খুলনা জেলার অন্তর্গত বিষ্ণুপুর গ্রামে উপস্থিত হন এবং সেখানে দুই দিবস অবস্থান করিয়া শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করেন। পরে গত ২রা জ্যৈষ্ঠ তথা হইতে রওনা হইয়া পুনরায় খুলনা হইয়া বেজুল ও পাতিবহাট এবং ফরিদপুর জেলার মাধবিয়া প্রভৃতি স্থানে প্রচার কার্য্য করিতে করিতে পাবনা জেলায় প্রচারার্থ গমন করেন।

পাবনা জেলায় স্বামী অরণ্য

বিপুল সম্বর্দ্ধনা

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ খুলনা ও ফরিদপুর প্রভৃতি স্থানে শ্রীচৈতন্য-বাণী প্রচারকার্য্য সমাপন করিয়া গত ৯ই জ্যৈষ্ঠ কতিপয় ব্রহ্মচারিসহ পাবনা জেলার অন্তর্গত নাকালিয়া সাধুগঞ্জ নামক গ্রামে শুভাগমন করেন। স্বামীজী সাধুগঞ্জ পৌঁছিবার পূর্ব্ব হইতে স্থানীয় সজ্জনগণ তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার নিমিত্ত সাধুগঞ্জ ষ্টীমারঘাটে একটী তোরণদ্বার অতি সুন্দর-রূপে সজ্জিত করিয়া একটি বিরাট সংকীর্ত্তন-সহ উপস্থিত ছিলেন। স্বামীজী ঘাটে পৌঁছিলে কয়েকটী বিপুল জয়ধ্বনি সহ তাঁহার আগমনবার্ত্তা চতুর্দ্দিকে বিঘোষিত করা হয়। তৎপরে জমিদার ও মার্চ্চেণ্ট শ্রীযুক্ত সীতানাথ চৌধুরী মহাশয় এবং স্থানীয় হাইস্কুলের হেডমাষ্টার শ্রীযুক্ত অখিল বন্ধু দাস বি-এ মহাশয় আরও কয়েক ব্যক্তিসহ বিবিধ পুষ্পমালা দ্বারা স্বামীজীকে অভ্যর্থনা করেন। তৎপরে স্বামীজীকে অগ্রণী করিয়া তাঁহারা সংকীর্ত্তন-বাহিনীসহ স্বামীজীর অনুগমন করেন। পথিমধ্যে স্বামীজীর আগমনসূচক বহু জয়ধ্বনি করা হয় এবং বহু ব্যক্তি তাঁহাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত পথিপার্শ্বে সমবেত হইয়াছিলেন। কিয়দ্দূর পথ অতিক্রম পূর্ব্বক স্বামীজী, স্থানীয় ভদ্রমহোদয়গণ এবং সংকীর্ত্তনবাহিনী জমিদার ও মার্চ্চেণ্ট নাকালিয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু শশধর কুণ্ড মহাশয়ের গৃহে উপস্থিত হন। শশধর বাবু স্বামীজীর অভ্যর্থনার জন্য নিজ গৃহের সম্মুখে একটী সুন্দর তোরণ প্রস্তুত করিয়াছিলেন।

বিরাট্ সভা

দিবসে বহু ব্যক্তি স্বামীজী মহারাজের নিকট প্রশ্ন করিবার সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন। ঐ দিবস সন্ধ্যায় ৭ ঘটিকার সময় স্থানীয় সজ্জনগণের ঐকান্তিক চেষ্টায় গ্রামের হাট খোলে একটী বিরাট সভার অধিবেশন হয়। হেডমাষ্টার শ্রীযুক্ত অখিল বাবু পালপাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত মাধবলাল গোস্বামী মহোদয়কে সভাপতির আসন গ্রহণ করিবার প্রস্তাব করেন এবং টেপাখোলা-নিবাসী শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী সেই প্রস্তাব সমর্থন করেন। সভাপতি মহোদয় আসন গ্রহণ করিলে পর উদ্বোধন সঙ্গীত কীর্ত্তন করা হয়। তৎপরে সভাপতি মহোদয় তাঁহার বক্তব্য বলিতে গিয়া নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীগৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজের বহু গুণানুবাদ কীর্ত্তন করেন এবং বলেন যে, আপনারা যে গৌড়ীয়মঠের প্রচারককে আপনাদের সম্মুখে দর্শন করিতেছেন শ্রীগৌড়ীয়মঠ [illegible] ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজের কৃপায় অনুষ্ঠিত হইতেছে।

অভিনন্দন প্রদান

সভাপতি মহাশয়ের বক্তৃতার পর তাঁহার নির্দ্দেশানুসারে স্থানীয় সজ্জনবৃন্দের পক্ষ হইতে হেডমাষ্টার শ্রীযুক্ত অখিল বন্ধু দাস বি-এ মহোদয় পাঠান্তে স্বামীজী মহারাজকে একটী অভিনন্দন পত্র প্রদান করেন। তৎপরে সভাপতি মহাশয়ের ইচ্ছাক্রমে ও স্বামীজী মহারাজের আদেশে জনৈক ব্রহ্মচারী শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার বিষয়ে অর্দ্ধঘণ্টা কালব্যাপী একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। তাঁহার বক্তৃতার পর স্বামীজী শ্রীচৈতন্যদেবের সম্বন্ধে বহু কথা কীর্ত্তন করিবার পর একটী প্রত্যভিভাষণ প্রদান করেন। পরে সভাপতি মহোদয় পুনরায় একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। অতঃপর হেডমাষ্টার মহোদয় স্বামীজী মহারাজ এবং সভাপতি মহোদয়কে ধন্যবাদ প্রদান করেন। পরে কীর্ত্তনান্তে সভা ভঙ্গ হয়।

হরিকথামৃত-পাঠ ও ছায়া-চিত্রযোগে বক্তৃতা

গত ১০ই জ্যৈষ্ঠ শ্রীযুক্ত শশধর কুণ্ড মহাশয়ের বাটীতে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ হয়। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হইয়াছিল। গত ১১ই জ্যৈষ্ঠ উক্ত গ্রামের শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের বিশেষ আগ্রহে স্বামীজী মহারাজ তাঁহার বাটীতে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন এবং রাত্রিতে নাকালিয়া বাজারে ছায়াচিত্রযোগে শ্রীশ্রীগৌরলীলা প্রদর্শিত হয়।

— • —

বোম্বে ষ্টেশনে স্বামী মহারাজের সম্বর্দ্ধনা

বোম্বে হইতে গত ২০শে মে তারিখে তারের যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে প্রকাশ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ গত ২৮শে মে প্রাতঃকালে ধানবাদ হইতে প্রচারকগণসহ বোম্বে পৌঁছেন। তথায় গৌড়ীয়মঠের সভ্য ও পৃষ্ঠপোষকগণ ষ্টেশনে স্বামীজীকে অভ্যর্থনা করিয়া পুষ্পমাল্যে বিভূষিত করেন।

স্বামীজী বর্ত্তমানে সে দেশে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের প্রেমধর্ম্মের বাণী প্রচার করিবেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১০ ত্রিবিক্রম বিধি গর্ভোদশায়ী ৪৪৯

আনুগত্য ও তোষণ

মানবের 'চতুর্থ' অনুসারে একই শব্দ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অর্থে প্রকাশিত হইয়া থাকে। বৈষ্ণবগণ 'আনুগত্য'-শব্দ গুরুজনগণের অনুগত হইয়া তাঁহাদের নির্দিষ্ট কার্য্য অবিচারে প্রতিপালন করা অর্থেই ব্যবহার করিয়া থাকেন। সাধারণ জনগণ অনুগ্রহ লাভের প্রত্যাশায় অন্যের উপাসনা করাকেই 'আনুগত্য' শব্দে লক্ষ্য করিয়া থাকেন। এই অনুগ্রহ-লাভ যদি ভগবৎ-ভাগবত-প্রীতি-সম্পাদনকে লক্ষ্য করে তাহা হইলে এই সাধারণ অর্থে ব্যবহৃত 'আনুগত্য' ও বৈষ্ণবগণের 'আনুগত্য' কোনও পার্থক্য থাকে না। কিন্তু অনুগ্রহ লাভের মূলে যদি লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠা অথবা ধর্ম্ম,অর্থ,কাম বা মোক্ষ-কামনা থাকে তাহা হইলে বৈষ্ণবগণের বিচার হইতে সাধারণ জনগণের বিচারে আকাশ-পাতাল প্রভেদ থাকিবে।

অনুগত হইয়া থাকাই আনুগত্য। এই অনুগত হইয়া থাকা কিছু অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার নহে। যাঁহার অনুগত থাকিতে হইবে, একদিন দুই দিনের জন্য তাঁহার অনুগত হইয়া থাকিলে হইবে না—নিত্যকালের জন্য তাঁহার অনুগত হইয়া থাকিতে হইবে। যাঁহারা আমাদের নিত্য সেব্য-বস্তু, তাঁহারা ব্যতীত নিত্যকালের জন্য অপর কাহারও আনুগত্য সম্ভবপর নহে। কারণ,যাহার নিকট অনুগত হওয়া যাইতেছে সেই ব্যক্তিকে যদি পূর্ব্বাপর সমভাবে না থাকে কোনও মুহূর্ত্তে যদি তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধার অভাব হয়, তাহা হইলে অন্তরের সহিত আর তাঁহার আনুগত্য করা হয় না। শুদ্ধ-সত্ত্ব জ্ঞানে উদ্বুদ্ধ হইলেই প্রকৃত আনুগত্যের অধিকারী হওয়া যায়। কারণ শুদ্ধ সত্ত্বজ্ঞানের আলোকে হৃদয় উদ্ভাসিত হইলে নিত্যসেব্যের প্রতি সেব্যবুদ্ধি কখনও বিলুপ্ত হয় না।

তোষণ বা তোষামোদ শব্দ সাধারণতঃ স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে অপরের মনোরঞ্জন অর্থেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অভিধান-কারগণ আনুগত্যের প্রতিশব্দ তোষামোদ দিয়াছেন বটে কিন্তু স্বার্থের জন্য যে কপট আনুগত্য প্রদর্শিত হয়, তাহারই অপর নাম তোষামোদ—ইহাই সর্ব্ববাদি-সম্মত কিন্তু যেখানে 'স্বার্থ'-শব্দে 'স্ব'র বা আত্মার অর্থ বা পরমার্থকে লক্ষ্য করে এবং স্বার্থসিদ্ধির প্রকৃত অর্থ পরমার্থ-জ্ঞান, শুদ্ধভক্তিজ্ঞান বা কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্টা যে-ভাবে উদ্দিষ্ট বিষয়, সেই ভাবে এই স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশে বৈষ্ণবগণের তোষণই মানবগণের একমাত্র কৃত্য। এই স্বার্থের মধ্যে দেহমনের সুখকল্পিত স্বার্থের লেশ মাত্র নাই। ভগবৎ ভাগবত-প্রীতিবিধানই এই স্বার্থ। সুতরাং শুদ্ধবৈষ্ণবগণের প্রীতিবিধানরূপ তোষ-কার্য্য তাঁহাদের আনুগত্য ব্যতীত আর কিছুই নহে। শুদ্ধবৈষ্ণবগণের দেহ-মনের সুখকামনা মোটেই নাই; তাঁহাদের একমাত্র কার্য্য—ভগবানের উপাসনা। তাঁহার অনুগত জনগণকেও নিজের সেবায় নিযুক্ত না করিয়া ভগবৎসেবায়ই নিযুক্ত করেন। কাহারো ভগবৎসেবাবৃত্তি দেখিলেই তাঁহাদের আনন্দ। তোষণশব্দ যখন অপরের আনন্দবিধান-অর্থে ব্যবহৃত হয় তখনও এই শব্দের প্রকৃত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় যদি উহা বৈষ্ণবগণের প্রতি প্রযুক্ত হয় অর্থাৎ শুদ্ধ বৈষ্ণবগণের তোষণ বা আনন্দ-বিধান করিলে কৃষ্ণপ্রীতিই হইয়া থাকে।

অপস্বার্থের জগতে অপস্বার্থের জন্য তোষণের দ্বারা পরিতুষ্ট হয় বলিয়া তোষণ-কার্য্য সর্ব্বদাই খারাপ অর্থে সম্পাদিত হয়, এই প্রকার যুক্তি সমীচীন নহে। অপস্বার্থের জন্য যে-প্রকার তোষণ-কার্য্য পরিতুষ্ট হয় সেই প্রকার ঐ অপস্বার্থের জন্য আনুগত্যের কপট ভাবও পরিতুষ্ট হয়। কিন্তু বিশুদ্ধ-ভূমিকাতে এই উভয় শব্দই ভগবদ্-ভাগবত-প্রীতি অর্থে ব্যবহৃত। বিষয়-বিগ্রহের আনন্দ বিধান বা হরিজন-তোষণই আশ্রয়জাতীয়গণের একমাত্র কৃত্য এবং তাহাই প্রকৃত সেবা। সেব্যবস্তুর ইচ্ছানুযায়ী কার্য্য করা, আকারে-ইঙ্গিতে—যে-কোনও প্রকারে তাঁহার অভিপ্রায় অবগত হইয়া তদনুযায়ী কার্য্য করাতেই আনুগত্যের পূর্ণস্ফূর্ত্তি প্রকাশিত। এই আনুগত্যে সেব্যবস্তুর তোষণ হইয়া থাকে। আনুগত্য তোষণের প্রসূতি। আনুগত্য পূর্ণ বিকাশত হইয়া তোষণরূপ প্রসব করে। আনুগত্যের অভ্যন্তরে তোষণের অবস্থিতি।

শ্রীল রায় রামানন্দ

শ্রীরামানন্দ গৌড়ীয়মঠে তিরোভাব উৎসব

গত ২৩শে যে বৃহস্পতিবার শ্রীরামানন্দগৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীরামানন্দ প্রভুর তিরোভাব মহোৎসব সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। উক্ত দিবস ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে গুরু-বন্দনা, বৈষ্ণববন্দনা, শুদ্ধাষ্টক, পঞ্চতত্ত্ব, "যে আনিল প্রেমধন করুণা প্রচুর" প্রভৃতি বিরহ-গীতি সমূহ ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়।

তৎপরে মঠসেবকগণ বিবিধ সেবাকার্য্যাদি দ্বারা অভ্যাগতবৃন্দ রঞ্জন করিতে থাকেন। মধ্যাহ্নে ভোগারাত্রিকের পর হইতে ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নৃসিংহানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পারায়ণ আরম্ভ করেন। অতঃপর সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীপাদ রামগোবিন্দ প্রভু তাঁহার স্বভাব-সুলভ ওজস্বিনী ভাষায় শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যলীলার অষ্টম পরিচ্ছেদ হইতে শ্রীশ্রীগৌররামানন্দ-মিলন-প্রসঙ্গ পাঠ করিয়া তৎসঙ্গে তাহার বিশদভাবে সর্ব্বসাধারণকে বুঝাইয়া দেন। পাঠের মর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

মহাপ্রভুর উপদেশ

শ্রীশ্রীমহাপ্রভু গৌরসুন্দর দক্ষিণ-ভ্রমণ-কালে চলিতে চলিতে কূর্ম্ম নামক স্থানে বাসুদেব বিপ্রকে উদ্ধার করিয়া সেই দেশের সমস্ত লোককে বৈষ্ণব করিলেও সকলকে এই উপদেশ করিয়াছিলেন,—

যারে দেখ তারে কহ কৃষ্ণ-উপদেশ।
আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার এই দেশ॥
কভু না বাধিবে তোমার বিষয়তরঙ্গ।
পুনরপি এই ঠাঞি পাবে মোর সঙ্গ॥

গোদাবরী তীরে মহাপ্রভু

তথা হইতে শ্রীমহাপ্রভু নৃসিংহ ক্ষেত্রে যাইয়া শ্রীশ্রীনৃসিংহদেবের স্তব-স্তুতি করিলেন। পূর্ব্ববৎ সেই দেশের লোককে বৈষ্ণব করিয়া কতদিন পরে গোদাবরী তীরে উপনীত হইলেন।

গোদাবরী দেখি হইল যমুনা স্মরণ।
তীরে বন দেখি স্মৃতি হইল বৃন্দাবন॥

রামানন্দরায়ের সহিত মহাপ্রভুর মিলন

শ্রীশ্রীমহাপ্রভু গোদাবরী পার হইয়া গোষ্পদক্ষেত্রে স্নান সমাপন করতঃ,—

ঘাট ছাড়ি' কত দূরে জল সন্নিধানে।
বসি' প্রভু করেন নামসংকীর্ত্তনে॥
হেনকালে দোলায় চড়ি' আইলা রামরায়।
স্নান করিবারে আইলা বাজনা বাজায়॥
তাঁর সঙ্গে বহু আইলা বৈদিক ব্রাহ্মণ।
বিধিমতে কৈল তেঁহো স্নানাদি তর্পণ॥
প্রভু তাঁরে দেখি জানিল এই রামরায়।

এই যে গোদাবরী-গোষ্পদক্ষেত্র, এই স্থানেই শ্রীশ্রীমহাপ্রভু রায় রামানন্দ প্রভুর সহিত মিলিত হইয়াছিলেন।

রায় রামানন্দ প্রভু কৃষ্ণ-অবতারে বিশাখা সখী ছিলেন। সুতরাং পরস্পরের দর্শনে যে স্বাভাবিক প্রেম, তাহা উদয় হওয়ায় উভয়েই কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিতে বলিতে ভাবাবেশে মূর্চ্ছিত হইলেন। পরে বিজাতীয় লোক দেখিয়া নিজ নিজ ভাব সম্বরণ পূর্ব্বক নিভৃতে স্থির হইয়া বসিলেন। অতঃপর শ্রীশ্রীমহাপ্রভু স্বয়ং ভগবান হইয়াও সাধ্য-সাধন-তত্ত্বের যে চরম কথা কৃষ্ণতত্ত্ব, রাধাতত্ত্ব, প্রেমতত্ত্ব, রসতত্ত্ব, লীলা-তত্ত্ব প্রভৃতি রায় রামানন্দ প্রভুকে বর্ণন করিতে বলিলেন ও আপনি স্বয়ং শ্রোতার অভিনয় করিলেন। তাহার কারণ এই যে, শ্রীল রায় রামানন্দ প্রভু উৎকল দেশে জাগতিক গৌরবময় করণ-কুলে আবির্ভূত হইয়াছিলেন কিন্তু তিনি বৈষ্ণবপরমহংস ছিলেন। তিনি পরমার্থরাজ্যের সর্ব্বোচ্চাধিকারী হইয়াও আপনাকে 'বিষয়ী', 'শূদ্রাধম' প্রভৃতি নিকৃষ্ট বিশেষণে অভিহিত করায়, পাছে কেহ ইহার মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া মহাভাগবতগণের চরণে অপরাধ সঞ্চয় করিয়া হীন হইতে হীনতর নরকের পথ পরিষ্কার করিয়া বসে, তজ্জন্য আচার্য্য-লীলাভিনয়কারী জগদ্গুরু শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর স্বয়ং আচরণ করিয়া জগজ্জীবগণকে শিক্ষা দিয়েছেন—

"প্রভু কহে রায় তুমি মহাভাগবতোত্তম।
তোমার দর্শনে সবার দ্রব হৈল মন॥
অন্যের কি কথা আমি মায়াবাদী সন্ন্যাসী।
আমিহ তোমা স্পর্শে কৃষ্ণপ্রেমে ভাসি॥"

মহাপ্রভুর এই উক্তি পাঠ করিয়া কেহ যেন তাঁহাকে মায়াবাদী মনে না করেন। এই উক্তিতে 'তৃণাদপি সুনীচ'-শ্লোকের শিক্ষক মহাপ্রভুর নিজ দৈন্য প্রকাশপূর্ব্বক নিজ ভক্ত-মাহাত্ম্য প্রকাশিত হইয়াছে।

গুরু কে হইবেন

কাশীতে শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর নিকট মহাভাগবতের লক্ষণ-বর্ণন-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীমহাপ্রভু বলিয়াছিলেন,—

যাঁহাকে দেখিলে মুখে আইসে কৃষ্ণনাম।
তাঁহাকে জানিহ তুমি বৈষ্ণবপ্রধান॥

অপ্রাকৃত সহজ পরমহংস মহাভাগবতগণ বদ্ধজীবের মঙ্গলের জন্য এ প্রপঞ্চে যে কোন কুলে আবির্ভূত হইতে পারেন। কিন্তু তাঁহারা প্রপঞ্চের অন্তর্গত কোন বদ্ধজীব নহেন। তাঁহারা নিত্যমুক্ত। সুতরাং তাঁহারা জাগতিক জনগণের অনুভূতিতে ব্রাহ্মণই হউন, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রই হউন, সন্ন্যাসাশ্রমীই হউন আর ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ বা গৃহস্থই হউন, যে কোন বর্ণে বা যে কোন আশ্রমেই অবস্থিত হউক না কেন, সেই মহাভাগবত কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তৃগণই পারমার্থিক বিচারে সকল বর্ণেরই গুরু।

কিবা বিপ্র কিবা ন্যাসী শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়॥

লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা "শৌকরী বিষ্ঠা" প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া যদি যথার্থই কৃষ্ণভজন করিতে হয়। কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা যিনি, তিনি যে কোন আশ্রমেই থাকুন না কেন, সেই মহাভাগবতকে গুরু বলিয়া বরণ করাই একান্ত বিধি। এতদ্বিষয়ে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পদপ্রমাণ কর—

বৈরাগী ভাই গ্রাম্যকথা না শুনিবে কানে। গ্রাম্যবার্ত্তা না কহিবে যবে মিলিবে আনে

ন শূদ্রা ভগবদ্ভক্তাস্তেঽপি ভাগবতোত্তমাঃ।
সর্ববর্ণেষু তে শূদ্রাঃ যে ন ভক্তাঃ
জনার্দনে॥
ষট্কর্মনিপুণো বিপ্রো মন্ত্রতন্ত্রবিশারদঃ।
অবৈষ্ণবো গুরুর্ন স্যাদ্বৈষ্ণবঃ শ্বপচো গুরুঃ॥
মহাকুলপ্রসূতোঽপি সর্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ।
সহস্রশাখা-ধ্যায়ী চ ন গুরুঃ স্যাদবৈষ্ণবঃ॥
বিপ্র-ক্ষত্রিয়-বৈশ্যাশ্চ গুরবঃ শূদ্রজন্মনাম্।
শূদ্রাশ্চ গুরবস্তেষাং ত্রয়াণাং
ভগবৎপ্রিয়াঃ॥"

সুতরাং এই শ্রীল রামানন্দপ্রভু শূদ্র-কুলোদ্ভূত হইলেও তিনি যে ব্রাহ্মণগণেরও পূজনীয়, তাহা সাক্ষাদ্ভাবে জগতে কীর্তন করিতেছেন। সিদ্ধান্তামৃতসমুদ্রস্বরূপ শ্রীগৌরসুন্দর এই রামানন্দ প্রভুর হৃদয়ে ভক্তি-সিদ্ধান্তামৃত সঞ্চার করিয়া সেই ভক্তি-সিদ্ধান্তবাণী স্বয়ং শ্রবণের অভিনয় করতঃ এই পবিত্রক্ষেত্রে সাধ্যসাধনতত্ত্বরূপ ভক্তি-সিদ্ধান্তবাণী প্রকট করিয়াছিলেন।

মহাপ্রভু-রামানন্দ-সংবাদের মর্ম্ম

মহাপ্রভুর প্রশ্নে ও রায় রামানন্দ উত্তরে প্রকাশিত হইয়াছে যে, বর্ণাশ্রম-পালন, কর্মার্পণ, আসক্তিশূন্য কর্ম, জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি প্রভৃতি অতিক্রম করিয়া অন্যাভিলাষ-কর্ম-জ্ঞান-পরিমুক্ত শুদ্ধভক্তিই সাধ্য বস্তু। আবার ভক্তির মধ্যে প্রেমভক্তির অন্তর্গত দাস্যপ্রেম হইতে সখ্যপ্রেমের, সখ্য অপেক্ষা বাৎসল্যপ্রেমের এবং বাৎসল্য অপেক্ষা মধুর বা কান্তভাবগত প্রেমের উৎকর্ষতা রহিয়াছে। মহাপ্রভু কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া শ্রীল রামানন্দ কৃষ্ণের স্বরূপ, রাধার স্বরূপ, রস-তত্ত্বের স্বরূপ, প্রেমতত্ত্ব, প্রেমবিলাসবিবর্তরূপ বিপ্রলম্ভগত অধিরূঢ় মহাভাব বর্ণন করেন। কয়েক দিবস প্রতিরাত্রে নানাবিধ কৃষ্ণালাপের পর, মহাপ্রভুর মূলতত্ত্ব ও স্বরূপ দেখিতে পাইয়া রামানন্দ মূর্চ্ছিত হন এবং কিছুকাল পরে রাজকার্য্য পরি-ত্যাগ করিয়া নীলাচলে গমনপূর্ব্বক মহা-প্রভুর সহিত বাস করিতে থাকেন। সাধ্যসাধনতত্ত্বের চরণপীঠ এই গোদাবরী গোষ্পদক্ষেত্র; তাহা এতদিন এতদ্দেশীয় লোকের কাহারও জানা ছিল না। কিন্তু আজ জগদ্গুরু গৌড়ীয়মঠাচার্য্যবর্য্যের ঐকান্তিকী ইচ্ছায় শ্রীরামানন্দগৌড়ীয়মঠের প্রকটে এই লুপ্ততীর্থ পুনঃপ্রকটিত হইয়াছেন।

মহাপ্রসাদ বিতরণ

পাঠের পর কীর্ত্তন হয়, তৎপরে সমাগত সকলকেই বিচিত্রতাপূর্ণ মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। ঐ দিবস মধ্যাহ্নে মাড্রাজের সি. এইচ গোপীনাথের অনেক আত্মীয় বেশ কিছু আমা পাক শ্রীশ্রীরাধারাণীর প্রীতি-সাধনোদ্দেশে বস্ত্রাদি নানাবিধ উপচারসহ স্বহস্তনির্মিত পাকান্নসমূহ শ্রীশ্রীরাধারাণীর শ্রীপাদপদ্মে সমর্পণ করেন। তাঁহাদের সেবাবৃত্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হউক।

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি বিবেক ভারতী মহারাজের বালিয়াটি শ্রীশ্রীগদাইগৌরাঙ্গমঠের বার্ষিক উৎসবে শুভপদার্পণোপলক্ষে

অভিনন্দন

পরিব্রাজকপ্রবর!

ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ঢাকা জেলার সুপ্রাচীন জনকগণত্রস্ত-পরিশোভিত 'বালিয়াটী' গ্রামে আপনার শুভাগমনকে আমরা অভিনন্দিত করিতেছি। আপনার শুভা-গমনে আজ গ্রামবাসী গৌরবান্বিত ও পরানন্দিত। এই পরম মঙ্গল বাসরে আপনার দর্শন ও বাণী শ্রবণ করিয়া গ্রাম-বাসী কৃতার্থ হইয়াছেন।

আমাদের ন্যায় বিষয়ী ও সংসারী জন-গণের অধিকাংশ সময় পার্থিব ব্যাপারেই নিযুক্ত। আমরা আপনার ন্যায় মহা-পুরুষের মহত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি না। আপনার প্রতি যথাযোগ্য শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে পারি—এরূপ কোন সম্বল আমাদের নাই। তবে আমাদের প্রতি আপনার যে কৃপাবারি সিঞ্চনের নিমিত্ত এই বালিয়াটিতে শুভাগমন তাহাও আপনার ঔদার্য্য প্রকাশ করিতেছে। আমরা জানি-য়াছি,—

"মহদ্বিচলনং নৃণাং গৃহিণাং দীনচেতসাম্।
নিঃশ্রেয়সায় ভগবন্নান্যথা কল্পতে ক্বচিৎ॥"
"মহান্ত-স্বভাব এই তারিতে পামর।
নিজ কার্য্য নাহি, তবু যান তা'র ঘর॥"

—এই উক্তি আজ অক্ষরে অক্ষরে সত্য হইয়াছে। কোন্ অজ্ঞাত সুকৃতিফলে আমরা যে আপনার ন্যায় মহাভাগবতের দর্শন-সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি তাহা ব্যক্ত করিতে গিয়া আমাদের হৃদয়ের বৃত্তি নিস্তব্ধ। তবে একমাত্র অভিমর্ত্ত্য-শক্তি-সম্পন্ন মহাপুরুষ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য-বর্য্য অষ্টোত্তরশত শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অলৌকিক-কৃপাপ্রাপ্ত আপনার ন্যায় মহাভাগবতের কৃপাপ্রভাবে আমাদের হৃদয়ে এই বুদ্ধিযোগ উদিত হইয়াছে যে আপনার এখানে আগমনের দুইটি কারণ আছে,—প্রথমতঃ পতিতোদ্ধার, দ্বিতীয়তঃ ভগবদ্ভক্তগণের সেবার্জ্জন। আপনার আগমনে এই বালিয়াটি পল্লী পরমগৌরবে গৌরবান্বিত।

হে পরিব্রাজকবর! অবৈষ্ণব ভাগবত ধর্ম্মের অবলম্বন—ভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর প্রচার-কারী আপনাদের কৃপাপারাবারে আজ ভুবন পরিপ্লাবিত। আজ প্রতি ঘরে ঘরে শ্রীচৈতন্যের নাম ও শিক্ষা প্রচারিত হইতেছে,—

"পৃথিবী পর্য্যন্ত যত আছে দেশ গ্রাম।
সর্ব্বত্র সঞ্চার হইবেক মোর নাম॥"

—আপনাদের ঐকান্তিকী প্রচেষ্টায় মহাপ্রভুর এই বাণীর সার্থকতা সম্পাদিত হইয়াছে।

আজ বার বৎসর পূর্ব্বে আপনার প্রথমবার শুভ পদার্পণে এই পল্লীতে যে অকৈতব হরিভক্তিকল্পলতিকার বীজ রোপিত হইয়াছিল, তাহাই আজ শুদ্ধভক্তগণের ভক্তিবারিসিঞ্চনে ও (১৩৪১ সালের পৌষ-মাসে) দ্বিতীয়বার আপনার আগমনে ক্রমে অঙ্কুরিত, পল্লবিত ও মঞ্জরিত হইয়া ফল প্রসব করিয়াছে। আজ আপনার তৃতীয়-বার শুভাগমনোপলক্ষে সেই প্রসবিত কল্পলতিকা-মূল-লব্ধ অর্ঘ্য-ডালি লইয়া আপনার সমীপে উপস্থিত হইলাম— আপনি গ্রহণ করুন।

আমরা ভক্তিহীন, সেবাহীন, আপনার যথোচিত পূজা করিবার উপায়ন আমাদের নাই, তবে আপনি যদি নিজগুণে কৃপা করিয়া আমাদের এই নগণ্য ভক্তার্ঘ্য গ্রহণ করেন, তবেই আমরা কৃতার্থ হইব।

বিনয়াবনত—

শ্রীযুক্ত বাবু মণীন্দ্র মোহন রায় চৌধুরী
" বলরাম চক্রবর্ত্তী
" মুরলী মোহন রায় চৌধুরী
" শচীন্দ্র মোহন রায় চৌধুরী
" ভূপেন্দ্র মোহন রায় চৌধুরী
" চিন্তাহরণ কুণ্ডারী (বি, এ)
" কালীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী
" জ্ঞানপ্রসন্ন রায় চৌধুরী
" নিবারণচন্দ্র সরকার
(হেডমাষ্টার বি, এ, বি-টি)
" নবদ্বীপচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, কাব্যতীর্থ
" মোহিনীমোহন রায় চৌধুরী
" মনোমোহন রায় চৌধুরী
" সত্যমোহন রায় চৌধুরী
" রাইমোহন সাহা
" যুধিষ্ঠির রায়
" মহেন্দ্রকুমার নিয়োগী
(পোষ্টমাষ্টার)
" মতিচাঁদ রায় চৌধুরী
" কুমুদলাল রায় চৌধুরী
" নরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী
" রসিকলাল রায় চৌধুরী
" হীরালাল রায়
" তারাচরণ সাহা
" রাইমোহন অধিকারী (ডাক্তার

সারকথা

—:০:—

গুরুদাসের ভরসা কি?

আমার প্রভুর প্রভু গৌরাঙ্গসুন্দর।
এ বড় ভরসা চিত্তে ধরি নিরন্তর॥
(চৈঃ ভাঃ মধ্য ১৩শ)

নিত্যানন্দের লীলা কি?

চৈতন্যের দাস্য বই নিতাই না জানে।
চৈতন্যের দাস্য নিত্যানন্দ করে দানে॥
(চৈঃ ভাঃ মধ্য ১৩)

লীলা-বর্ণনে অধিকারী কে?

কৃষ্ণলীলা গৌরলীলা সে করে বর্ণন।
গৌর-পাদপদ্ম যার হয় প্রাণধন॥
(চৈঃ চঃ অন্ত্য ৫ম)

প্রচারকের প্রতি প্রভুর আদেশ কি?

প্রতি ঘরে ঘরে গিয়া কর এই ভিক্ষা।
বল কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ কর কৃষ্ণ শিক্ষা॥
ইহা বই আর না বলাবে না বলিবা।
দিন অবসানে আসি আমারে কহিবা॥
(চৈঃ ভাঃ মধ্য ১৩)

বিষ্ণু ও বৈষ্ণব কি পৃথক্?

বিষ্ণু আর বৈষ্ণব সমান দুই হয়।
পাষণ্ডী নিন্দকে ইহা বুঝে বিপর্য্যয়॥
(চৈঃ ভাঃ মধ্য ২৪)

গুরুবিদ্বেষীর প্রতি কৃপা কিরূপ?

এত পরিহারেও যে পাপী নিন্দা করে।
তবে লাথি মারো তার শিরের উপরে॥
(চৈঃ ভাঃ মধ্য ১১শ)

পাষণ্ড কে?

কোটি অশ্বমেধ এক কৃষ্ণনাম সম।
যেই কহে সে পাষণ্ডী দণ্ডে তারে যম॥
(চৈঃ চঃ আদি ৩য়)

গৌরবিদ্বেষীর গতি কি?

চারি বেদ পড়িয়াও যদি নিন্দা করে।
জন্ম জন্ম কুম্ভীপাকে ডুবিয়া সে মরে॥
এই নবদ্বীপে গৌরচন্দ্রের প্রকাশ।
না মানে নিন্দক সব সে সব বিলাস॥
(চৈঃ ভাঃ মধ্য ২০শ)

অনুকূল বিচার আবশ্যক কি?

চৈতন্যচন্দ্রের দয়া করহ বিচার।
বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার॥
বিচার করিয়া যবে ভজে কৃষ্ণ পায়।
সেই বুদ্ধি দেন তা'রে যাতে কৃষ্ণ পায়॥
(চৈঃ চঃ আদি)

জীবের স্বভাব ধর্ম্ম কি?

জীবের স্বভাব ধর্ম্ম ঈশ্বরভজন।
তাহা ছাড়ি' আপনারে বলে নারায়ণ॥
দুষ্ট ধিক্ প্রলয় যাঁহার দাসে করে।
লজ্জা নাহি হেন প্রভু বলে আপনারে॥
(চৈঃ ভাঃ

শুদ্ধভক্তি মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ

(আকর-মঠরাজ)

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০ শত হস্ত-দূরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর মাধ্যাহ্নিক উপবেশন-স্থানে শ্রীচৈতন্যমঠ বিরাজমান। এই স্থান শ্রীধাম-তীর্থ, শ্রীধামপীঠ বা শ্রীকৃষ্ণধামস্থলী। এই মঠ-পীঠে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর শ্রীমুখপদ্ম শ্রীগৌরমন্দিরে, শ্রীগৌর ও অন্যান্য এবং এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারী ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর সাম্প্রদায়িক-আচার্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এইস্থানে পারমার্থিক দৈনিকপত্র 'নদীয়া-প্রকাশ', সাপ্তাহিক অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন প্রভৃতি গ্রন্থাবলী 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রকাশিত হইতেছেন। বর্ষের শ্রীধাম-পরিক্রমা উপলক্ষে ও অন্যান্য উপলক্ষে শ্রীগৌরজন্মোৎসব-প্রাঙ্গণে মহামহোৎসব প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৪

শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত শুদ্ধভক্তি ও সঙ্কীর্তন-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের মহাপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে (শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন।) এই শুভস্থানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীরাধাগোবিন্দজীউ প্রত্যহ নিত্য সেবিত হন। 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শাস্ত্র পাঠ, সঙ্কীর্তন, মহাপ্রসাদ-বিতরণ প্রভৃতি, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি গ্রন্থ ও ভক্তগ্রন্থের সম্যক আলোচনা হয়। এই মঠ হইতে মহামণ্ডলীর সঙ্গে হরিকথা-প্রচার, মহানগর-সঙ্কীর্তন, বক্তৃতা, ব্যাখ্যা ও সঙ্কীর্তন-মহা-মহোৎসবাদি উৎসবের অনুষ্ঠান হয়। মঠরক্ষক—মহামহোপদেশক আচার্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-স্থান মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া সহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী সেবাকোবিদ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্তন-বিলাস ও শ্রীগৌরলীলার প্রধানস্থলী এখানে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্তমান, রক্ষক—শ্রীনরোত্তম দাসাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্তমান। রক্ষক—গোপালদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

(৭) কাজীর সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) স্থানে শ্রীগৌরসুন্দর-কাজী শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীমাধবানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তালোক।

(৮) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও রাধামাধবের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান দাস ব্রহ্মচারী

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড়, (বর্ধমান)

শ্রীগৌরপার্ষদ শ্রীল বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্র নাথ দাসাধিকারী।

(১০) মোদদ্রুম-ছত্র "গৌড়ের নৈমিষ"

মাউগাছি, পোঃ ভাঙ্গড়, (বর্ধমান)।

শ্রীবাসুদেবানন্দ ঠাকুর সুন্দরেব স্থান। শ্রীগৌরনিত্যানন্দের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীকুঞ্জবিহারী ব্রজবাসী, ভক্তভূষণ।

(১১) শ্রীভোজিয়া কৃষ্ণকানন

শ্রীনৃসিংহদেবের পশ্চাৎ নিকটবর্তী,

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীনরোত্তমানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১২) কৃষ্ণকুটীর—পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া। রক্ষক—শ্রীঅনুপমানন্দ অধিকারী

(১৩) ভাগবত-আসন—পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

এই স্থান হইতে শ্রীমদ্ভাগবতসিদ্ধান্ত প্রচারিত হয়। রক্ষক—শ্রীমধ্বানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তালোক, ভাগবতী।

( ) একায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাসখালি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য গোস্বামী ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৫) সারঙ্গ পণ্ডিতের পাট

কাঁচালপুর, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(১৬) মাধ্বগৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, পোঃ ঢাকা

পূর্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বা-গিরিধারীর সেবা বর্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ বি-এ।

(১৭) গোপালজীউ মঠ—কমলাপুর, (ঢাকা)

গোপালজীউ শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান। রক্ষক—শ্রীগোপালদাস ব্রজবাসী।

(১৮) গদাই গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)।

এখানে শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীমদ্যাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(১৯) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য অধ্যাপক শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২০) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাধু, (ত্রিপুরা)

এখানে মহাপ্রভুর শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(২১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাণীগঞ্জ (বর্দ্ধমান)।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারীর নিত্য-সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীঅনঙ্গমোহন দাসাধিকারী।

(২২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ভুবনেশ্বর, পোঃ তিরুপতি, (মাদ্রাজ)

এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীমধুনাথ অধিকারী।

(২৩) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীজগবন্ধু দাস ব্রজবাসী ভক্তিরত্ন।

(২৪) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী।

(২৫) সচ্চিদানন্দ মঠ

বালিয়াটি, পোঃ বক্সীবাজার, (কটক)

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদবিহারী-জীউর নিত্যসেবা বর্তমান। রক্ষক—মহা-মহোপদেশক শ্রীনারায়ণ দাস ভক্তিসুধাকর

(২৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর পুরী,

শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ গান্ধর্বা-গিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন।

(২৭) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্বত, পোঃ পুরী, (উড়িষ্যা)।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদবিহারীজীউর নিত্য-সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীসনাতন অধিকারী

(২৮) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌরাঙ্গদেবের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীবিপিন-বিহারী দাসাধিকারী।

(২৯) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভূর, জেলা গোদাবরী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্তমান। মঠরক্ষক—শ্রীনিতাইচরণ দাসাধিকারী ভক্তশাস্ত্রী।

(৩০) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪২নং কাশীপুরা, বেনারস সিটি

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্বা-গিরিধারীর সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীসর্বেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(৩১) প্রয়াগ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বা-গিরিধারীর সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ

(৩২) পরমহংস মঠ,

পোঃ নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও গৌর-বিনোদ-বিহারীজীউর সেবা বর্তমান।

রক্ষক—শ্রীসত্যনারায়ণ দাসাধিকারী।

(৩৩) কৃষ্ণচৈতন্য মঠ

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

এখানে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিত্য-সেবা হয়। রক্ষক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠ

মহাবনটি মথুরা

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য বাঁচড়

(৩৫) ভজনানন্দ-সুখদকুঞ্জ—শ্রীরাধাকুণ্ড

রক্ষক—শ্রীরাধারমণচরণ ব্রহ্মচারী

(৩৬) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৩৭) গোবর্দ্ধনবিহারী মঠ

দেবগাঁও, পোঃ হোডেল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব) রক্ষক—শ্রীগোবর্দ্ধনবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৩৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪০নং কুইন্স রোড, নিউ দিল্লী।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্বিকাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্বস্ব কুমারাশ্রমী

(৩৯) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্নাল।

এখানে গৌর-বিনোদবিহারীজীউর সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীবনগোপাল অধিকারী।

(৪০) সারস্বত-গৌড়ীয় মঠ

ভরতপুর সাধারণপুর, এন্‌. ডব্লিউ. পি

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌধ গিরি

(৪১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ রায়পেট্টা মাদ্রাজ।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্বা-গিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীপাদ সদানন্দ ভক্তিরত্ন।

৪২) বোম্বে-গৌড়ীয় মঠ কার্যালয়

ঠাকুরদ্বার রোড, চৌপাটি নিকট, বাংলো নং ১, বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত মজুমদার।

(৪৩) অমরজি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমরজি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীরঙ্গেশ্বর দাস অধিকারী

(৪৪) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ।

রক্ষক—শ্রীকমলাক্ষ ব্রহ্মচারী

(৪৫) পাটনা গৌড়ীয় মঠ

১০০ মিঠাপুর, পাটনা।

রক্ষক—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী বাগ্মীবর

(৪৬) গয়া গৌড়ীয় মঠ

সিভিল লাইন্স, চার্চ রোড, গয়া

রক্ষক—উপদেশক শ্রীমহেশ্বর ব্রাহ্মণ

(৪৭) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠ বালেশ্বর

রক্ষক শ্রীযমুনাপ্রসাদ ব্রহ্মচারী

(৪৮) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ-কার্যালয়

৩ গ্লাডস্টোন ম্যানসন, ক্যাম্বারওয়েল গ্রোভ, এস. ই. ৭, লণ্ডন

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন

(৪৯) বার্লিন গৌড়ীয়মঠ কার্যালয়

Berlin W. 30

Eisenacher strasse 20 I.

(৫০) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ কার্যালয়

৩২০ নং ডালহাউসী ষ্ট্রীট রেঙ্গুন।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম খণ্ডে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ খণ্ডে প্রতিখণ্ড ৷৵০
২। অনুভাষ্য বিবৃতি শ্রীচৈতন্যভাগবত ৯৲
৩। ভাষ্য সংযুক্ত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৯৲
৪। সজ্জন-তোষণী ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড৹ ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ ৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—১৲; ২য় খণ্ড - ৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব—১৲
৮। সৎক্রিয়াসার—দীপিকা ও সংস্কার-দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণব ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা)
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিবর্ত-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ।০
১৮। [illegible] ।০
১৯। [illegible] কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵০
২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৷৵০
২২। তত্ত্ব-সূত্র ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীনবদ্বীপশতক ম (বাঁধা) ১
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২
২৬। গীতার কেবল মূল-ভাষা ।
২৭। [illegible] সানুবাদ ২৲
২৮। বেদান্তদর্শন সানুবাদ ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸
৩০। দীপ-নির্বাণ ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৶০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶
৩৫। গীতমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি ৴০
৪১। গীতাবলী ৴০
৪২। চিত্রে নবদ্বীপ ১৷০
৪৩। [illegible] ৴০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৴০
৪৬। অর্থপঞ্চক ৴০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। [illegible] ৻১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৴০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীগুরুদেবের ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৬০। সারস্বতবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যগীতামৃত সারঃ ।০
৬১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী [illegible] ।০
৬২। সটীক-[illegible] ।০
৬৩। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৪। [illegible] ৷৵০
৬৫। গৌড়ীয়মঠস্য [illegible] ৴০
৬৬। [illegible] ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৭। রায় রামানন্দ ।০
৬৮। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন্ বেদান্ত ।০
৬৯। [illegible] ।০
৭০। বেদান্ত—ইটস্ মর্ফলজি অ্যাণ্ড অন্টোলজি ।০
৭১। [illegible] ওয়ার্ল্ড’স ৷৵০
৭২। লাইফ অ্যাণ্ড প্রেসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।০
৭৩। বৈষ্ণবিজম্ ।০
৭৪। [illegible] গৌড়ীয়মঠ ইন ব্রিফ ৴০
৭৫। দি ভাগবত ।০
৭৬। থিইস্টিক প্রিন্সিপল্স অ্যাণ্ড [illegible] ।০
৭৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২৷০
৭৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৭৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮০। সাধন-পথ ।০
৮১। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১
৮২। গীতাবলী ৴
৮৩। শরণাগতি

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৪। শরণাগতি ৴

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার গাছ

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। [illegible] ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ আনা, বড় বোতল ১৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।
অথবা
পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী [illegible], লণ্ডনের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউন্টেনপেন ইঙ্ক

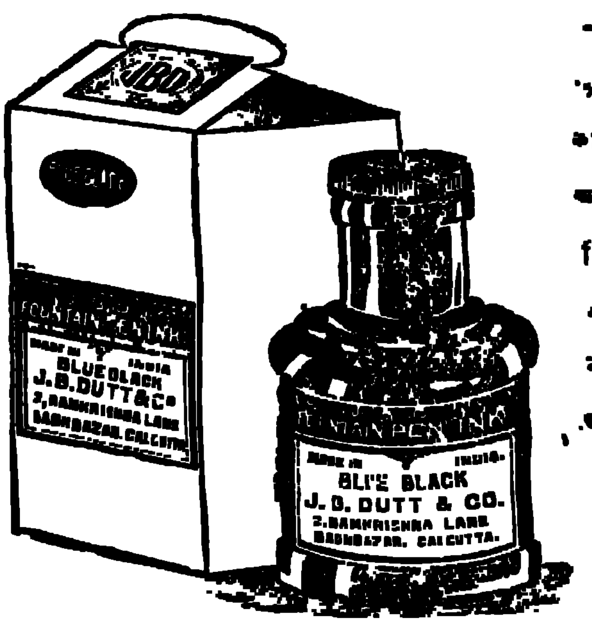

[illegible] কাগজে কোন প্রকার দাগ হয় না।
মূল্য: [illegible]।
জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং
ঠিকানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার
কলিকাতা

“ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব”

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠতা, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে বর্ণানুসারে শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৷০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও
[illegible] ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, এল, কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সুবর্ণ সুযোগ ! সুবর্ণ সুযোগ !

শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদরচিত গৌড়ীয়ভাষ্য সহিত

বিরাট্ গ্রন্থ

শ্রীশ্রীচৈতন্য ভাগবত

গ্রন্থের আয়তন :—ক্রাউন কোয়ার্টো মূল ১০৯৬ পৃষ্ঠা, সূচীপত্র ২৪৪ পৃষ্ঠা, মোট১৩৪০ পৃষ্ঠা

ভিক্ষা (বাঁধাই) মাত্র ৭৲ সাত টাকা

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা

নদীয়া সার্টিফিকেট আদালতের নীলাম ইস্তাহার

কেস্ নং এবং কোর্টের নাম	২ নীলাম ইস্তাহার (A) (B) বা (C) ধারায় প্রকাশিত	৩ ডিক্রীদার	৪ দেনাদার	৫ যে দাবীর জন্য সম্পত্তি বিক্রয়ের আদেশ হইয়াছে	বিক্রয়ের স্থান তারিখ ও সময়	কি রকম স্বত্ব	থানা, মৌজার নাম ও গ্রাম	খতিয়ান নং প্রভৃতি (জানা থাকিলে) অথবা অন্য প্রয়োজনীয় বিবরণ	১০ জমির পরিমাণ (জানা থাকিলে)	১১ জমা (জানা থাকিলে)	১২ মন্তব্য
৩৪২ B, ৩৪।৩৫ নদীয়াসার্টিফিকেট আদালত		বিভূতিভূষণ পালচৌধুরী বিং	রজ্জবআলী বিশ্বাস	১৪।৶৯	২৫।৭।৩৫	রায়তি স্থিতিবান	থানা নাকাশীপাড়া মৌজে বেতুলবেড়ে	২৪১ খতিয়ান	·৭৭	।৪/৫	বিভূতিভূষণ পালচৌধুরী বিং
৩৪১ B, ৩৪।৩৫		ঐ	সাহাজান সেখ	৮৶১১	২৫।৭।৩৫		থানা নাকাশীপাড়া মৌজে কাশোয়া	২১১ খতিয়ান	·১৫	৮৴৯	ঐ
৩৪৫ B, ৩৪।৩৫			ফণি সেখ	১০।৶২	২৫।৭।৩৫		ঐ	২১৩ খতিয়ান	১·৭	৮/৩	ঐ
৩৩৮ B, ৩৪।৩৫		ঐ	অক্রুর ঘোষ বিং	১৫৸/০	২৫।৭।৩৫	ঐ	থানা নাকাশীপাড়া মৌজে গোপালপুর	৩২ খতিয়ান	২·৪৬	১৬/৯	ঐ
১৯৮ A, ৩৪।৩৪		মণীন্দ্রমোহন আচার্য্য বিং	রামপ্রসাদ মণ্ডল বিং	৮১১৷৶৪	২৫।৭।৩৫	ঐ	থানা দৌলতপুর মৌজে(১)নারায়ণপুর (২) লক্ষ্মীকোলা	(১) ৪০৯ খতিয়ান (২) ৭৭৪ খতিয়ান	১·৬০		মণীন্দ্রমোহন আচার্য্য বিং
১৯১ A, ৩৪।৩৫		ঐ	নালু মণ্ডল	১৪৶০	২৫।৭।৩৫		থানা দৌলতপুর মৌজে [illegible]	৭১৭ খতিয়ান		২৮/৪	
১৬০ N R, ৩৩।৩৪		গৌরীশচন্দ্র রায় বাহাদুর	নুরবক্স খাঁ	২৫।/০	২৭।৭।৩৫	ঐ	থানা ও মৌজে [illegible]	৪৭০ খতিয়ান	১৭·৮২	৩৩।৯	গৌরীশচন্দ্র রায় বাহাদুর
১৬ N. R, ৩৪।৩৫		ঐ	রবিতুল্লা বিশ্বাস বিং	৫৩৶৬	২৯।৭।৩৫		থানা কৃষ্ণনগর মৌজে [illegible]	৭৪০ খতিয়ান	১০·৬৬	৯।৬	ঐ
৫১৭ B, ৩৪।৩৫		বিভূতিভূষণ পালচৌধুরী বিং	যতীন্দ্রচন্দ্র নাথ	৬৸৬	২৫।৭।৩৫		থানা নাকাশীপাড়া মৌজে বেথুয়াডহরী	৪০৬ খতিয়ান	·৮৯	৸০	বিভূতিভূষণ পালচৌধুরী বিং
২৫২ B, ৩৪।৩৫			জমাতেরদ্দিন সেখ	৩৫৸/৮	২৭।৭।৩৫		থানা নাকাশীপাড়া মৌজে [illegible]	৭০ খতিয়ান	৩·২	৫৶১১	ঐ
১০ N. R, ৩৪।৩৫		গৌরীশচন্দ্র রায় বাহাদুর	আকবরালী সেখ	১৯।৶০	২৫।৭।৩৫	দখলকার	থানা [illegible] মৌজে [illegible]	৩৩৪ খতিয়ান		৷৶০	গৌরীশচন্দ্র রায়

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'শ্রীনাথ' নবদ্বীপ

দৈনিক

R.E. GO 1544

শ্রীচৈতন্যশিক্ষা

বহু বৎসর যাবৎ পুনঃ পুনঃ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি উত্তম। ভিক্ষা ।০ মাত্র
শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

নদীয়াপ্রকাশ
THE
NADIA-PRAKAS

"গৌড়ীয়"

৭ম বর্ষ হইতে ১১শ বর্ষ পর্য্যন্ত প্রতি বর্ষ কাপড়ে বাঁধাই
ভিক্ষা ৩।০ মাত্র।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ
বাগবাজার, কলিকাতা

ভারতের সর্ব্বত্র একমাত্র শ্রীচৈতন্য-প্রচারক দৈনিক মুখপত্র

১০ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১৮ই জ্যৈষ্ঠ, শনিবার ১৩৪২, ১লা জুন ১৯৩৫ ৭৮শ সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

ট্রেণ হইতে বালিকা অন্তর্দ্ধান
ষ্টেশনের পাঁচ মাইল দূরে সন্ধান

বাঘডাঙ্গা এক্সপ্রেস ট্রেণে ভ্রমণ করিবার সময় ১১ বৎসরের একটি মুসলমান বালিকা আশ্চর্য্যভাবে হারাইয়া যায় এবং পরে তাহাকে উদ্ধার করা হইয়াছে বলিয়া হাজিপুর হইতে একটি সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। বালিকাটী একজন মুসলমান ভদ্রলোকের সঙ্গে ট্রেণে যাইতেছিল; কিন্তু ভদ্রলোকটী ছিলেন ইণ্টার ক্লাসে এবং বালিকাটিকে রাখিয়াছিলেন তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে। ট্রেণ হাজিপুর ষ্টেশনে পৌঁছিলে ভদ্রলোকটী বালিকাটির খোঁজ লইতে আসিয়া দেখেন যে, বালিকাটি গাড়ীর মধ্যে নাই। তিনি তখন হাজিপুরের ষ্টেশন মাষ্টারকে তাহা জানান এবং ষ্টেশন মাষ্টার রেল লাইনের পাশাপাশি গ্রামসমূহে সন্ধান লন। ফলে ষ্টেশনের পাঁচ মাইল দূরে একস্থানে বালিকাটিকে পাওয়া যায়। তদন্ত করিয়া জানা গিয়াছে যে, চলন্ত ট্রেণ হইতে গাড়ীর জানালা দিয়া বালিকাটী পড়িয়া গিয়াছিল।

ট্রেণের তলায় পড়িয়া আত্মহত্যা

গত ২৭শে মে প্রাতঃকালে পাটনা-গয়া লাইনের তারেগা ও নদোয়ান ষ্টেশনের মধ্যে রেলপথের উপরে আনুমানিক ৪৫ বৎসর বয়স্ক একজন স্ত্রীলোকের মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে। স্ত্রীলোকটীর দেহ কাটিয়া দুই ভাগ হইয়া গিয়াছে। সংবাদ পাইয়া রেলওয়ে পুলিশ, এ-এস, আই মিঃ ইউ এন সিংহকে ঐ ব্যাপারের তদন্ত করিবার জন্য প্রেরণ করে। স্থানীয় সংবাদে ট্রেণের নিকটে এ-এস, আই জানিতে পারেন ফলে জানিতে পারেন যে, স্ত্রীলোকটী বিধবা। সে ঐ গ্রামে পিতৃগৃহে বাস করিত। প্রকাশ যে, পারিবারিক কলহের ফলে সে রাত্রিতে বাড়ী হইতে পলায়ন করিয়া গাড়ীর চাকার নীচে পড়িয়া আত্মহত্যা করে।

ঢাকায় বালিকাদের কৃতিত্ব

ঢাকা বোর্ডের আই এ, এবং আই এস সি পরীক্ষার ফল বাহির হইয়াছে। আই এ পরীক্ষায় ইডেন গার্লস (বাংলা) কলেজ প্রথম, দ্বিতীয়, চতুর্থ ও দশম স্থান অধিকার করিয়াছে। জগন্নাথ ইণ্টারমিডিয়েট কলেজ তৃতীয়, ষষ্ঠ ও নবম স্থান, কমরুন্নেসা বালিকা কলেজ পঞ্চম স্থান এবং ঢাকা ইণ্টারমিডিয়েট কলেজ সপ্তম, অষ্টম ও দশম স্থান অধিকার করিয়াছে; দুইজন দশম হইয়াছে, তন্মধ্যে একজন ছাত্রী অপর জন ছাত্র। বালিকারা প্রথম দ্বিতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ও নবম স্থান গ্রহণ করিয়াছে; সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, তাহারা বালকদিগকে পিছনে ফেলিয়া অগ্রসর হইতেছে।

আই এস-সি পরীক্ষায় জগন্নাথ ইণ্টারমিডিয়েট কলেজ প্রথম, দ্বিতীয়, চতুর্থ ও সপ্তম স্থান এবং ঢাকা ইণ্টারমিডিয়েট কলেজ তৃতীয়, পঞ্চম, ষষ্ঠ, অষ্টম, নবম ও দশম স্থান অধিকার করিয়াছে। ঢাকার বালিকাদের বিজ্ঞান শিক্ষার কোন ব্যবস্থা নাই। ঢাকা বোর্ড পনর বৎসরের মধ্যেও বালিকাদের বিজ্ঞান শিক্ষার কোন বন্দোবস্ত করিতে পারেন নাই।

৫৫ বৎসর বয়সে ম্যাট্রিক পাশ

গত মার্চ্চ মাসে শ্রীযুত অবলাকান্ত মজুমদার নামক বিক্রমপুরের ৫৫ বৎসর বয়স্ক এক ব্যক্তি ঢাকা বোর্ড অব এডুকেশন হইতে প্রাইভেট ছাত্র হিসাবে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দেন। সেদিন বৈকালে ... ফল বাহির হইলে জানা ... তিনি দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহার এক ছেলে এইবারে ম্যাট্রিকুলেশন ক্লাসের ছাত্র। তাঁহার বয়সে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করা বোর্ডের জীবনে এটাই প্রথম। আগামী বার তিনি ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দিবেন বলিয়া আশা করিতেছেন।

সশস্ত্র ডাকাত ধরায় পুরস্কার

বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট, একজন সশস্ত্র ডাকাত ধৃত করিবার জন্য চুচুড়া মহকুমার বলাগড় থানার অন্তর্গত জামদারা গ্রামের চৌকিদার অতুল সাঁতরাকে ১০০, এবং কানাই ও বলাই নামে তাহার দুই পুত্রকে ২০, করিয়া পুরস্কার প্রদান করিয়াছেন। চিত্তরঞ্জন হালদার নামক এক ব্যক্তিকেও ৫০, পুরস্কার দেওয়া হইয়াছে।

প্রকাশ, গত ১১ই জানুয়ারী, একদল সশস্ত্র ডাকাত জামদারা নিবাসী এক ধনাঢ্য ব্যক্তির বাড়ীতে ডাকাতি করে। ঐসময় চৌকিদার অতুল ও ঐলোকেরা একজন ডাকাতকে ধৃত করে। ঐ ডাকাতীতির সঙ্গে তাহারা এবং তাহাকে ধৃত করিতে তাহারা অত্যন্ত সাহসের পরিচয় দিয়াছে।

বালীতে ভীষণ মোটর দুর্ঘটনা

গত ২৮শে মে, মঙ্গলবার বেলা ৩টার সময় বালী বরেন্দ্রপাড়ার নিকটে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের উপর একটি মোটর দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে। একখানা আম বোঝাই মোটর লরী খুব দ্রুতবেগে কলিকাতার দিকে আসিতেছিল এমন সময় উহা বালীগামী একটা ঘোড়া গাড়ীর বোঝাই ঠেলা গাড়ীকে সবল বেগে ধাক্কা দেয়, ফলে ঠেলা গাড়ী ... হয়। ... কিন্তু তাহাতে লরীখানিও উল্টাইয়া যায়। এই দুর্ঘটনার ফলে ৫ জন লোক আহত হইয়াছে। তাহার মধ্যে ৩ জনকে আঘাত গুরুতর। তাহাদিগকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। কেহই নিহত হয় নাই।

বাঙ্গলায় ডাকাতির সংখ্যা
এক সপ্তাহে ৭টি ডাকাতি

গত ৮ই মে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, উহাতে বাঙ্গলার পুলিশ ৭টি ডাকাতির এজাহার পাইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী দুই সপ্তাহে ডাকাতির সংখ্যা অনেক কম ছিল। কোন জেলায় কত ডাকাতি হইয়াছে তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

মেদিনীপুর জেলায় ৯টি রহস্যজনক ডাকাতি, দিনাজপুর, মালদহ ও চট্টগ্রাম জেলায় ৫টী করিয়া, রংপুরে ৪টি, নদীয়া ময়মনসিংহ ও নোয়াখালিতে ২টি করিয়া এবং বর্দ্ধমান, জলপাইগুড়ি ও বাখরগঞ্জ জেলায় ১টি করিয়া এবং বগুড়া, হুগলী যশোহর মুর্শিদাবাদ, পাবনা ও ত্রিপুরা জেলায় একটি করিয়া ডাকাতি হইয়াছে।

এক ডাকাতিতে আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহৃত এবং প্রায় ১১ হাজার টাকা মূল্যের সম্পত্তি লুণ্ঠিত হইয়াছে।

সর্পাঘাতে মৃত্যু

কুষ্টিয়ার ... সংবাদে প্রকাশ, মীরপুর থানার অন্তর্গত ... গ্রামের ... সামাদের ১৬ বৎসর বয়স্ক পুত্র ... সম্প্রতি সর্পাঘাতে মারা গিয়াছে ... ১০ বৎসর ...

১১ বৎসরের বালককে হত্যা

আত্মীয় কর্তৃক ঘটনা। মর্মন্তুদ কাহিনী বর্ণনা

স্পেশাল [illegible] চুঁচুড়ার দায়রা [illegible] একটী [illegible] ডাকাতির [illegible] (২০) [illegible] (১১) [illegible] ডাকাতির [illegible] কলকাতার [illegible] করা হয়। [illegible] কিভাবে একটী [illegible] এবং তাহার একটি [illegible] বর্ণনা করে।

পাব্লিক প্রসিকিউটর [illegible] [illegible] সাক্ষী [illegible] আসামী [illegible] দোকানে বসিয়া থাকিতে দেখে। তাহার [illegible] না [illegible] তাহার জন্য খোঁজ করা হয়; কিন্তু [illegible] যায় না।

[illegible] সংবাদ [illegible] 'পচাই'র দোকানের নিকট [illegible] হাত [illegible] এই সংবাদ পাইয়া আরও [illegible] অপর এক ব্যক্তি [illegible] তাহারা [illegible] কিছু দূরে [illegible] অনেকগুলি কুকুরের চিৎকার শুনিতে পায়। কোথা হইতে চিৎকার আসিতেছে ঠিক করিয়া তাহারা জঙ্গলে প্রবেশ করে এবং তথায় [illegible] একটি [illegible] দেখিতে পায়। উহার [illegible] বিচ্ছিন্ন ছিল। সাক্ষী [illegible] তাহার [illegible] বলিয়া সনাক্ত করে। [illegible] হাতে যে [illegible] ছিল, তাহা পাওয়া যায় না। [illegible] নিকট [illegible] পাওয়া যায়।

[illegible] সংবাদ দেওয়া হয়। [illegible] গ্রামের বহু লোকজন আসিয়া উপস্থিত হয়। একজন দারোগা কিছুক্ষণ পর আসামী [illegible] করিয়া তথায় [illegible] উপস্থিত হন। আসামী [illegible] পুষ্করিণীর পাড়ে [illegible] যায়; [illegible] ঐ দোকানে [illegible] করিয়া দেয়।

দুর্দ্দান্ত দস্যুদলকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা

[illegible] হইতে প্রকাশ, দুর্দ্ধর্ষ দস্যু [illegible] সিংহ ও তাহার দলকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য যে স্পেশাল পুলিশ ফোর্স প্রেরিত হইয়াছে, তাহারা দস্যু দলের সন্ধানের জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করিতেছে। দস্যুদিগের [illegible] বেপরোয়া হইতেছে। তাহারা যে সমস্ত গ্রামের ভিতর দিয়া যাইতেছে সেই সমস্ত গ্রামে সন্ত্রাসের সৃষ্টি করিতেছে। তাহারা ধৃত না হওয়া পর্য্যন্ত কেহই সম্প্রতি [illegible] এবং অন্যান্য স্থানে [illegible] ডাকাতের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে অগ্রসর হইতেছে না। স্পেশাল পুলিশ নাকি প্রায় প্রত্যহ পলাতক দস্যুদের নূতন নূতন অত্যাচারের সংবাদ পাইতেছে।

তাহারা সর্ব্বশেষ খানা হইতে ১৫ মাইল দূরবর্ত্তী আহনা [illegible] নামক গ্রামে [illegible] নামক এক সাহুকারের (মহাজন) বাড়ীতে হানা দেয়। তাহারা বাড়ীর লোকজনকে পিস্তল ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র ভয় প্রদর্শন করিয়া তাহাদের নিকট হইতে মূল্যবান জিনিষপত্র এবং [illegible] সন্ধান চায়। লোকগণ ভীত হইয়া দোতালার দিক দেখাইয়া দেয়। একজন ডাকাত দোতালায় উঠিয়া এক ব্যক্তিকে জাগায়। শেষোক্ত ব্যক্তি তাড়াতাড়ি পলায়নের চেষ্টা করে। ডাকাতের সহিত ধাক্কা খায় ও উহার ফলে ডাকাত দোতালার বারান্দা হইতে নীচে উঠানে পড়িয়া যায়। সে ঐ স্থান হইতে গুলী করিয়া ঐ ব্যক্তি ও তাহার পত্নীকে আহত করে। ইতিমধ্যে গ্রামবাসিগণ [illegible] সাহায্যার্থে অগ্রসর হওয়ায় দস্যুদল পলায়ন করে।

স্পেশাল পুলিশের ভারপ্রাপ্ত ইনস্পেক্টর এবং পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ঘটনাস্থল অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন; কিন্তু এপর্য্যন্ত দস্যু দলের সন্ধানের কোন সূত্র পাওয়া যায় নাই।

আত্মীয়ের নির্দ্দয়তা

[illegible] সংবাদে প্রকাশ, সহরের নিকটবর্ত্তী [illegible] গ্রামের [illegible] ডাক্তার জনৈক সহায় সম্বলহীন [illegible] কয়েকদিন তিন মাইল দূরবর্ত্তী [illegible] তাহার আত্মীয়ের গৃহে বাস করিত। প্রকাশ, বহু চিকিৎসাতেও সে আরোগ্য না হওয়ায় আত্মীয়রা উত্ত্যক্ত হইয়া যায় এবং তাহারাই ফলে গত শনিবার রাত্রিতে ঐ বৃদ্ধাকে [illegible] পার্শ্বে ফেলিয়া যায়। রবিবার প্রাতে [illegible] গ্রামের জনৈক মুসলমান [illegible] মৃতপ্রায় জীবিতাবস্থায় উহাকে দেখিতে পায়। নিকটে গিয়া অনুসন্ধানে বৃদ্ধ সমস্ত ঘটনা বিবৃত করে। উক্ত ব্যক্তি তাহাকে আপন বাড়ীতে নিয়া সেবাশুশ্রূষা করিবে [illegible]—এখানে এক ব্যক্তি নিকটবর্ত্তী থানার কাছিমী বাবু [illegible] খবর দিতে অনুরোধ করে। খবর পাইয়া তিনি ঐ ব্যক্তিকে স্থানান্তরিত করিয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

নানা স্থানে খানাতল্লাস ও গ্রেপ্তার

কলিকাতায়

গত সোমবার রাত্রিতে কলিকাতার বিভিন্ন স্থানে খানাতল্লাসী হইয়া গিয়াছে। ক্যানিং ষ্ট্রিট ও মদন মিত্র ষ্ট্রীটের ২টী বাটী তল্লাসীর ফলে বহু [illegible] পুলিশের হস্তগত হইয়াছে। ঐগুলি নিঃ ভাঃ ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস ও বেঙ্গল ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের [illegible] ইস্তাহার এবং উহাতে উত্তেজনাপূর্ণ [illegible] প্রকাশ। তল্লাসীকালে আরও [illegible] পাওয়া গিয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। তল্লাসীর পর ২ জনকে স্পেশাল ব্রাঞ্চের হেড কোয়ার্টারে লইয়া যাওয়া হইয়াছে।

শ্রেমতল্লাস

গত সোমবার রাত্রি সাড়ে সাতটার সময় ১নং মদন মিত্র লেনস্থ "প, ডি, প্রেস" স্পেশাল ব্রাঞ্চ পুলিশ আসিয়া খানাতল্লাস করে এবং প্রেসের সমস্ত টাইপ, কেস ও অন্যান্য সম্পত্তি সহ প্রেস তালাবন্ধ করিয়া চলিয়া যায়। প্রেসের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত [illegible] তাহারা সেখানে গ্রেপ্তার করে এবং রাত্রি প্রায় দশটার সময় তাঁহাকে ৮নং ক্যানিং ষ্ট্রীটস্থ [illegible] পাব্লিশিং হাউসে লইয়া আসে এবং সেখানেও খানাতল্লাসী করে। প্রকাশ, সেখান হইতেও কিছু কাগজপত্রসহ কর্ম্মী [illegible] লইয়া যায়। খানাতল্লাসী ও গ্রেপ্তারের কারণ জানা যায় নাই।

কৃষ্ণনগরে

২১শে মে মঙ্গলবার প্রাতে কৃষ্ণনগরে বিশিষ্ট মোক্তার শ্রীযুক্ত ললিত মোহন [illegible] বাসায় পুলিশ খানাতল্লাস করিয়াছে। ললিত বাবুর এক [illegible] গবর্ণমেণ্ট উচ্চ-বিদ্যালয়ে পড়ে—[illegible] নিকট রাজদ্রোহ [illegible] আছে বলিয়া নাকি পুলিশের সন্দেহ হয়। প্রকাশ যে, আপত্তিজনক কিছুই মিলে নাই।

মুসলমানের নৃশংস হত্যা

কুষ্টিয়া হইতে প্রকাশ, গত ২০শে মে রাত্রিতে কয়েকজন লোক [illegible] থানার অন্তর্গত [illegible] গ্রামের [illegible] (৩৮) মুসলমানকে [illegible] টিপিয়া হত্যা করিয়াছে। পরদিন প্রাতঃকালে নিকটবর্ত্তী মাঠে তাহার মৃতদেহ পাওয়া যায়। এই সম্পর্কে ৬ জন মুসলমানকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে বলিয়া খবর পাওয়া গিয়াছে।

কলিকাতার বাজার দর

চাউলের দর

	প্রতি মণ
বাদশাভোগ	৬৷০
বালাম চাল	৫৷৶০
কাটারীভোগ	৫৷৶০-১৸৶০
বাঁকতুলসী	৬৸৶০
বাদশাভোগ	৩৸৶০
ঐ পুরাতন	৮৷০
পাটনাই উৎকৃষ্ট	৪৲
এভারেজ কোয়ালিটি	৩৸৶০
সিদ্ধ রেঙ্গুণ	২৸৶০

চিনির দর

সাদা জাভা রেডি	৯৷০-৯৸৶০
দেশী সাদা দানা	৮৸৶০-৯৷০
„ লাল „	৮৷৶০ ৮৵৶০
আতপ –	
নূতন আতপ	৩৸৶০ ৩৸৶০
পেশোয়ারী	৮৷০ ৮৸০
বাঁকতুলসী আতপ	৪৸৶০-৪৸৶০
ঐ বাখরি	৪৷০-৪৸০
পাটনাই আতপ	৪৷০-৪৸৶০
কাটারীভোগ	৫৸০
ঐ রেঙ্গুণ	২৸০

ঘৃতের দর

গাওয়া ঘি প্রতি মণ	৫২৲
দানা গাওয়া	৫৭৲
খাঁটি গাওয়া	৬৫৷০
টেকা পুরুলা	৬৯৷০

আটা ও ময়দার দর

পেটেণ্ট ময়দা প্রতি মণ	৫৷৶০ ৫৸০
গৃহস্থালীর ব্যবহারোপযোগী	৪৸০ ৪৸৶০
আটা (বি	৪৸৶০ ৫৲
সুজী	৫৶০ ৫৷০
আটা (এস)	৪৷৶০ ৪৸০
„ (২)	৪৷৶০ ৪৸৶০
„ (কে)	৪৷০ ৪৷৶০
„ (৩)	৩৸৶০-৩৸০

সোণা রূপা

	প্রতি ভরি
টাকশালের বার „ „	৩৫৶০
বড়ালের বার „ „	৩৫৵
গিনি „ „	৩২৶০
চাঁদির বার প্রতি ১০০ ভরি	৬৪৲
ঐ খুচরা „ „ „	৬৪৷০

লৌহ ও হার্ডওয়ার

	প্রতি হন্দর
টাটার তৈয়ারী	
লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম মার্ক	৫৷০-৬৲
ঐ বে-মার্কা হালকা ওজন	৫৶০-৫৷৶০
বরগা (টী-আয়রণ)	৬৷৶০-৬৸০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৬৲-৬৷০

সন্তোষকুমার মল্লিক এণ্ড সন্স লিঃ
জগন্নাথঘাট, বড়বাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
—পারমার্থিক পত্র—

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়-
স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং,
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

৭ম বর্ষ { ১৪ ত্রিবিক্রম গৌরাব্দ ৪৪৯, ১৮ই জ্যৈষ্ঠ বঙ্গাব্দ ১৩৪২, ১লা জুন ইং ১৯৩৫ শনিবার } ৭৮তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

গত ১১ই জ্যৈষ্ঠ অপরাহ্ণে ২৪ পরগণার অন্তঃপাতী বোড়াল গ্রামের একটী মহতী সভায় শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত দাস, শ্রীপাচুগন তপস্বী ও শ্রীমাণিকচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়গণ কর্ত্তৃক আহূত হইয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠের সুপ্রসিদ্ধ বক্তা মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ শিবস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী মহাশয় শ্রীপাদ জয়গোপাল ভক্তিবান্ধব, শ্রীযুক্ত সন্তোষ ব্রহ্মচারী, শ্রীমহেশ্বর ব্রহ্মচারী, শ্রীহরিপদ দাসাধিকারী ও ভক্ত শ্রীউপেন্দ্রসহ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিবার জন্য তথায় শুভাগমন করেন। শ্রীগুরুবন্দনা, গুর্ব্বষ্টক, পঞ্চতত্ত্ব ও কতিপয় মহাজনপদাবলী কীর্ত্তিত হইলে পণ্ডিতজী শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যামুখে বলেন,—সর্ব্বশাস্ত্রশিরোমণি সাত্বতশাস্ত্র সর্ব্ববেদান্তসারস্বরূপ অমলপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিলে সমস্ত শাস্ত্রানুশীলনের ফল লাভ হয়। একই নদীর তীরে অবস্থিত আম্র, তিন্তিড়ী ও নিম্ববৃক্ষ যেরূপ ফল প্রদানকালে যথাক্রমে মধুর, অম্ল ও তিক্ত ফল প্রদান করে তদ্রূপ বিভিন্ন প্রকৃতির ব্যক্তি একই শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া বিভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া ফলশ্রুতি বিভিন্ন প্রকারে উপলব্ধি ও প্রকাশ করেন।

শাস্ত্রার্থের অবগতির জন্য শ্রীমদ্ভাগবতের সম্যক্ অনুশীলন প্রয়োজন। বৈষ্ণবগণের একান্ত প্রিয় শ্রীমদ্ভাগবতের তাৎপর্য্য বুঝিতে হইলে সাধুবাক্যানুগত্যে সদ্গুরুচরণাশ্রয় ও সর্ব্বপ্রকার দম্ভ পরিত্যাগ করিয়া শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মে শরণাগতি লাভ করিতে হইবে।

এরূপ সম্পূর্ণ শরণাগত ব্যক্তির সৌভাগ্যের উক্ত প্রশংসা-প্রসঙ্গে পণ্ডিতজী শ্রীমদ্ভাগবতের ৯ম স্কন্ধের ৪র্থ অধ্যায় হইতে অম্বরীষ মহারাজের চরিত্রবর্ণনে রত হন। ইনি (অম্বরীষ মহারাজ) সপ্তদ্বীপবতী সসাগরা ধরিত্রীর একচ্ছত্র রাজচক্রবর্ত্তী হইয়াও সমস্ত বিষয়ে অনাসক্ত হইয়া যুক্তবৈরাগ্য পরিপালনমুখে ভগবান্ শ্রীহরির শ্রীচরণপদ্ম হৃদয়ে ধারণ পূর্ব্বক কিরূপ আদর্শ জীবন যাপন করিয়াছিলেন তাঁহার বিস্তৃত আলোচনা করেন। অম্বরীষ মহারাজের অতুল ঐশ্বর্য্যলাভের সম্ভাবনা ও সত্তা প্রমাণমুখে পণ্ডিতজী শ্রীদুর্ব্বাসা বিপ্রের প্রসঙ্গ, তাঁহার [illegible], ভগবানে শরণাগতি, প্রেমপাত্রে দৈন্য, ঐকান্তিকতা, [illegible] ও পরিশেষে শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণের অচঞ্চলা কৃপা সম্বন্ধেও অনেক শিক্ষাপ্রদ উপদেশ প্রদান করেন।

সাক্ষাৎ সুদর্শন-চক্র সর্ব্বক্ষণ শ্রীভগবানের একান্ত প্রিয়ভক্তগণের পরিরক্ষণে রত। সুতরাং তাদৃশ অমোঘবীর্য্য বৈষ্ণবী শক্তির নিকট ব্রহ্মশাপও যে ব্যর্থ এবং প্রতিহত হবে ইহাতে আর বিচিত্র কি? শরণাগতির বাহাই ভগবৎকৃপা ও ভক্তিলাভ ঘটে। শরণাগতি না থাকিলে দম্ভ, পণ্ডিতম্মন্যতা প্রভৃতি আবর্জ্জনাদিতে কলুষিত হইয়া জীবাত্মা শ্রীভগবৎকৃপালাভে বঞ্চিত হন। দুর্ব্বাসামুনির চরিত্র এরূপ অশরণাগত আরোহপন্থী ব্যক্তির পরিচায়ক এবং অন্যদিকে শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে একান্ত শরণাগত, সর্ব্বক্ষণ ভগবৎসেবারত কৃষ্ণভক্ত অম্বরীষ মহারাজের চরিত্রে শরণাগতের সকল ভয় ও অভয়ের কথা কীর্ত্তিত হইয়াছে।

পাঠান্তে মহাজন-পদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তিত হয়। সমবেত প্রায় তিন শতাধিক নরনারী চিত্রার্পিতের ন্যায় এই সমস্ত বিষয় শ্রবণ করিয়া পরম প্রীত হন। উপস্থিত জনমণ্ডলীর মধ্যে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, শ্রীনন্দরাম ভট্টাচার্য্য, ডাক্তার শ্রীকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ মিত্র, শ্রীনীলরতন মুখোপাধ্যায়, শ্রীমহিমচন্দ্র পাল, শ্রীমাণিকচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শ্রীশিবপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীঅনাথ রায় চট্টোপাধ্যায় শ্রীনন্দলাল ঘোষ প্রভৃতি মহাশয়গণের নাম উল্লেখযোগ্য। পাঠান্তে তাঁহাদের মধ্যে অনেকে পণ্ডিতজীর নিকট শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার ও উদ্দিষ্ট বিষয় সম্বন্ধে কতিপয় প্রশ্ন ও তাহার সম্যক্ প্রত্যুত্তর পাইয়া শ্রীমঠের ভূয়সী প্রশংসা করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর নামপ্রেমধর্ম্মের প্রচারকগণের সভাস্থলে স্থানীয় সজ্জনবৃন্দের নানাবিধ যত্ন প্রশংসনীয়।

আসামে প্রচার

গত ২১শে মে মঙ্গলবার মহোপদেশক আচার্য্য শ্রীপাদ নিত্যানন্দ সেবাতীর্থ ভক্তিশাস্ত্রী বি-এস, বি-টি মহাশয় ধুবড়ীনিবাসী শ্রীযুক্ত পরেশচন্দ্র দে মহাশয়ের গৃহে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হইয়াছিল। সেবাতীর্থ মহাশয়ের ভক্তিসিদ্ধান্তপূর্ণ ব্যাখ্যা শুনিয়া শ্রোতৃমণ্ডলী পরম আনন্দিত হন। পরেশ বাবুর আগ্রহে সেবাতীর্থ মহোদয় গত ২৩শে মে তারিখেও তাঁহার আলয়ে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন। এই দিবস জীবের চরম উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রায় ১॥ ঘণ্টাকাল ব্যাখ্যা করেন।

ভক্তিশাস্ত্রীর মুখে শ্রীমদ্ভাগবতের অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া স্থানীয় অধিবাসিবৃন্দ নূতন আলোক প্রাপ্ত হইয়া নিজদিগকে কৃতকৃতার্থ মনে করিতেছে।

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজের নাকালিয়া-সাধুপুরে শুভাগমন উপলক্ষে

ভক্তি-অভিনন্দন

মহারাজ!

বৎসর পরে এই দীন পল্লী কুটীরে আপনার পুণ্য পদার্পণ আমাদের প্রতি আপনার হৃদয়ের গভীর স্নেহ ও অসীম করুণার কথাই জ্ঞাপন করিতেছে। এই স্নেহ এবং দয়ার স্পর্শে সকল শুষ্ক প্রাণ আজ আনন্দমুখর, সকল অপূর্ণতার ব্যথা এবং দুঃখের অভিযোগকে আজ উজ্জ্বল মধুর করিয়াছে আপনার প্রাণের আলো এবং মুখের অমৃত বাণী।

প্রকৃতি চঞ্চলা, পরিবর্ত্তনশীলা। মানুষের আনন্দ অস্থায়ী ক্ষণিক, তাহার মনের গতি অনিত্যের পথে। দৃষ্টিকে সে বাঁধিয়া রাখিয়াছে ক্ষুদ্রতার আবেষ্টনীর মাঝে। শান্তিকে সে পিছনে রাখিয়াছে অজ্ঞানের অন্ধকার বাস্তবতার চাপে। প্রায় অসহায় মানবকে ত্রিতাপের এই পঙ্কিল আবর্ত্ত হইতে উদ্ধার করিয়া, অর্থপিপাসুকে পরমার্থের সন্ধান দিয়া, তাহার আত্মাকে এক নিত্য শাশ্বত বস্তুর দিকে চালিত করিবার কাজে ব্যাপৃত রহিয়াছেন শ্রীশ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকবৃন্দ। আপনি তাঁহাদের অন্যতম। আপনার পবিত্র সান্নিধ্যে আমাদের অন্তরের সকল দৈন্য দূর হইয়া সেখানে ভগবদ্ভক্তির সঞ্চার হউক, ইহাই আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা।

৯ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪২।
কৃপাভিক্ষু
নাকালিয়া-সাধুপুর অধিবাসিবৃন্দ।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৪ ত্রিবিক্রম [illegible] শ্রীগৌরাব্দ ৪৪৯

গৌরলীলা-বর্ণনে অধিকার কাহার?

শ্রীল [illegible] শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-গ্রন্থের [illegible] । [illegible] দেখিতে পাওয়া যায় [illegible] । কিন্তু যাহারা [illegible] প্রাকৃত-পদ্যাবলে মহাপ্রভুর [illegible] ঠিক ঠিক বর্ণন করিতে সমর্থ হইয়াছেন তাহা নিশ্চয়। [illegible] । যাঁহারা [illegible] ভজন করেন তাঁহাদের মহাপ্রভুর চরিত্র-বর্ণন সমর্থ। এক মহাপুরুষ ব্যতীত অপর যে কোন [illegible] প্রাকৃত [illegible] নিরর্থক বাক্য কলঙ্কিত বাণী অপর [illegible] অপ্রাকৃত গৌরচন্দ্র সম্বন্ধে যাহা লিখিতে যাইবে তাহাতে দোষ থাকিবেই। সেই দোষ সাধারণের দৃষ্টি এড়াইলেও [illegible] সাধারণ জনগণ [illegible] লিখার বিশেষ [illegible] অপ্রাকৃত বস্তু [illegible] সে কি-প্রকার অসম্পূর্ণ হয় তাহার একটি উদাহরণ আমরা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে দেখিতে পাই। অপ্রাকৃত বস্তুর [illegible] বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত [illegible] না জানিয়া যাহারা কবিতা লিখিতে [illegible] কবিরাজ গোস্বামীর ভাষায় তাহারা "বর্ণ [illegible] কবি" বা "গ্রাম্যকবি" সংজ্ঞায় অভিহিত।

বঙ্গদেশীয় জনৈক কবি মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব-সম্বন্ধে একখানা নাটক রচনা করিয়া শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে মহাপ্রভুকে তাহা শুনাইবার জন্য উপস্থিত হন। কিন্তু একেবারেই মহাপ্রভুর কাছে কেহ যাইবার অধিকার পায় না, কাহারও কোনও লেখা মহাপ্রভুকে দেখাইতে হইলে প্রথমতঃ সিদ্ধান্তাচার্য্য শ্রীল স্বরূপ দামোদর গোস্বামী প্রভুকে তাহা দেখাইতে হয়। তিনি অনুমতি করিলে পরে ঐ লেখা মহাপ্রভুর কাছে লইয়া যাওয়া হয়। কোনও সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ কথা শ্রবণ করিয়া মহাপ্রভু তাহা সহ্য করিতে পারেন না বলিয়াই ঐ ব্যবস্থা।

বঙ্গদেশীয় ঐ কবির সহিত শ্রীল স্বরূপ-গোস্বামীর আলাপ ছিল না। শ্রীপাদ ভগবান আচার্য্যের সহিত তাঁহার আলাপ ছিল। সেই উক্ত কবি নীলাচলে পৌঁছিয়া ভগবান আচার্য্যের [illegible] গমনপূর্ব্বক বাস করিতে লাগিলেন এবং [illegible] । [illegible] নাটক প্রকাশ করিলেন, তাঁহারা সকলে [illegible] কবির লেখার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। ভগবান আচার্য্য তখন স্বরূপ গোস্বামীর নিকট ঐ নাটকের কথা বলিলেন এবং যাহাতে ঐ নাটক মহাপ্রভুকে [illegible] প্রার্থনা জানাইলেন। ভগবান আচার্য্যের অনুরোধ শ্রবণ করিয়া শ্রীল স্বরূপ গোস্বামী প্রভু বলিলেন,—"আপনার কথিত ঐ নাটকের লেখক ভগবানও মহাপ্রভুর অপ্রাকৃত [illegible] জানেন না সুতরাং তাহার বাক্যে সিদ্ধান্ত বিরোধ ও 'রসাভাস' দোষ থাকিবেই। ঐ প্রকার লেখা শুনিলে শুদ্ধ ভক্তের মনে দুঃখই উৎপন্ন হয়। [illegible] অতএব [illegible] শ্রবণের আমার আদৌ ইচ্ছা হয় না। ঐ বাক্যে ভগবান আচার্য্য নিরস্ত হইলেন না। তিনি বলিলেন,—"অন্ততঃ একবার শ্রবণ করুন, যদি পছন্দ না হয় প্রত্যাখ্যান করিলেই চলিবে। এই প্রকারে পুনঃপুনঃ অনুরুদ্ধ হইয়া শ্রীল স্বরূপ গোস্বামী অন্যান্য ভক্তবৃন্দ সহ ঐ কবির [illegible] শ্রবণ করিতে স্বীকৃত হইলেন। সেই কবি প্রথমেই নাটকের নান্দীশ্লোক পড়িলেন,—

বিকচকমলনেত্রে শ্রীজগন্নাথসংজ্ঞে
কনকরুচিরিহাত্মন্যাত্মতাং যঃ প্রপন্নঃ।
প্রকৃতিজড়মশেষং চেতয়ন্নাবিরাসীৎ
স দিশতু তব ভব্যং কৃষ্ণচৈতন্যদেবঃ॥

শ্লোকটি শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃবৃন্দ সকলেই অতিশয় উল্লসিত হইলেন কিন্তু স্বরূপ গোস্বামী [illegible] উহার ব্যাখ্যা করিতে বলিলেন। এই শ্লোকের তাৎপর্য্য এই যে, মনের ভাব বাক্যে স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়। একই শ্লোকের ব্যাখ্যা বিভিন্ন লোক স্ব স্ব রুচি অনুসারে বিভিন্ন প্রকারে করিয়া থাকেন। লেখকের মনের ভাব তাঁহার নিজের ব্যাখ্যায় প্রকাশিত হয়।

কবি যে ব্যাখ্যা করিলেন তাহাতে শ্রীজগন্নাথদেবকে শরীর এবং শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুকে শরীরী বলিয়া বর্ণিত হইল। স্বয়ং শ্রীমহাপ্রভু নীলাচলে আসিয়া যেন জগন্নাথ বিগ্রহের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিলেন এইপ্রকার ভাবও প্রকাশিত হইল। বলা বাহুল্য, উহাতে বহুবিধ সিদ্ধান্তবিরোধ পূর্ণমাত্রায় হইয়াছে। প্রথমতঃ ভগবানের শরীর ও শরীরীতে ভেদবুদ্ধিরূপ মহাপরাধ, দ্বিতীয়তঃ শ্রীজগন্নাথদেবকে কাষ্ঠনির্ম্মিত পুতুলমাত্র জ্ঞানরূপ তীব্র অপরাধ। শ্রীভগবানই যে বদ্ধজীবগণের কৃপার জন্য অর্চ্চা-অবতাররূপে আবির্ভূত হন, মনুষ্যাদির প্রাণ ভগবানের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা যে অপর কাহারও দ্বারা সম্ভবপর নহে, এবং শ্রীভগবানের দেহদেহীতে যে কোন প্রকার ভেদ নাই—তাঁহার শ্রীনাম, শ্রীবিগ্রহ ও স্বরূপ যে একই বস্তু তাহা চৈতন্যস্বরূপ-চরণগণ ব্যতীত অপরের বোধগম্য নহে।

বলা বাহুল্য, শ্রীল স্বরূপগোস্বামী প্রভুও কবির ঐ ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। স্বরূপগোস্বামী প্রভু স্বীয় অভিমত প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে ভক্তবৃন্দ সকলেই কবির ব্যাখ্যা শ্রবণ পূর্ব্বক অভিনব অর্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু স্বরূপ গোস্বামী প্রভু যখন অঙ্গুলিনির্দ্দেশপূর্ব্বক দোষগুলি একে একে দেখাইয়া দিলেন তখন সকলেই তাহা শ্রবণপূর্ব্বক বিস্ময় প্রকাশ করিলেন।

পূর্ব্বোক্ত উদাহরণ হইতে আমরা এই শিক্ষা পাই যে, যথা তথা গ্রাম্য কবির লেখা কখনও পাঠ করা উচিত নহে। যাহা সিদ্ধান্ত আচার্য্যগণ পাঠের জন্য অনুমোদন করেন সেই সকল গ্রন্থই পাঠ করিতে হইবে অপর গ্রন্থ যাহার সম্বন্ধেই লেখা হউক, তাহার মধ্যে যত কবিত্ব, ভাব [illegible] যাহাই থাকুক না কেন তাহা কখনও স্পর্শ করিতে হইবে না। সিদ্ধান্তবিদ্ আচার্য্যগণের অনুমোদিত লেখা ব্যতীত অপর লেখা পড়িলে প্রকারান্তরে অসৎসঙ্গ হইবে এবং অজ্ঞাতসারে ভিতরে ভিতরে সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ ধারণাগুলি হৃদয়ে প্রবেশপূর্ব্বক শুদ্ধভক্তির [illegible] হইতে আমাদিগকে বিক্ষিপ্ত করিয়া অন্যান্যস্থানে নিক্ষেপ করিবে। আরও একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, প্রাকৃতসহজিয়া [illegible] 'ভক্ত'-সংজ্ঞায় অভিহিত ব্যক্তির কথায় আদৌ কাণ দিতে হইবে না। উক্ত উদাহরণে আমরা দেখিতে পাইতেছি, কবির ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া অনেকেই সিদ্ধান্তবিরোধ লক্ষ্য করিতে সমর্থ হন নাই। সুতরাং এ বিষয়ে জনসাধারণের কথার মূল্য যে কত অকিঞ্চিৎকর তাহা সহজেই অনুমেয়।

"সরস্বতীজয় শ্রী"

[বৈষ্ণব-পত্র]

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের কথা যে-রূপে তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তগণ উপলব্ধি করিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে। ভিক্ষা ৮০ টাকা মাত্র প্রাপ্তি। স্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার কলিকাতা।

তে মিঃ এন্ সরকারের আলয়ে হরিকথা

ভক্তিসম্বন্ধে আলোচনা

গত ৩রা জ্যৈষ্ঠ নৃসিংহচতুর্দ্দশী দিবস দিল্লী গৌড়ীয়মঠের রক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসম্বন্ধ তুর্য্যাশ্রমী মহারাজ সকাল ৭॥০ ঘটিকা হইতে ৯॥০ ঘটিকা পর্য্যন্ত দুই ঘণ্টাকাল মিসেস্ [illegible] সরকারের নিকট (দেহলির মিঃ এন, এন্ সরকারের স্ত্রী) হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছেন।

স্বামীজী প্রথমে পৃথিবীর মধ্যে জম্বুদ্বীপের শ্রেষ্ঠত্ব এবং তদুপরি ভগবদবতার হেতু ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠত্ব কীর্ত্তন করেন। অবতার এবং অবতারীর মধ্যে পার্থক্য কি? এই প্রশ্নের উত্তরে স্বামীজী সর্ব্ব-কারণকারণ, অনাদির আদি, সচ্চিদানন্দঘন-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণই যে একমাত্র অবতারী বা মূল বস্তু এবং যাবতীয় অবতারাবলী যে তাঁহা হইতেই উদ্ভূত হইয়াছেন তাহা শাস্ত্র-যুক্তি উল্লেখ করিয়া বুঝাইয়া দেন। শ্রীভগবান স্বয়ংই অবতারগণের প্রণেতা। তাঁহার শ্রীমুখারবিন্দ হইতে শাস্ত্রবাণীসমূহ প্রকাশিত হইয়া অংশাবতারসমূহে বা শ্রীগুরুপারম্পর্য্যে প্রবাহিত হইতেছেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুই সাক্ষাৎ শ্রীরাধাকৃষ্ণ-মিলিততনু। তিনি অবতারী—সমস্ত অবতার তাঁহাতেই অবস্থিত।

ধর্ম্মের যখন গ্লানি উপস্থিত হয় এবং অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয় তখনই ভগবানের অবতার জগতে প্রকটিত হইয়া থাকেন, এ কথা আমরা শ্রীগীতাতেও দেখিতে পাই। যথা—'যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত। অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।" ইত্যাদি শ্লোক আচার্য্যগণ জগতে অবতীর্ণ হইয়া ভগবানের আংশিক সেবা প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব পূর্ণতম ভগবত্তত্ত্বের পরিপূর্ণ-সেবার কথাই জগজ্জীবের নিকট কীর্ত্তন করিয়াছেন। তিনি স্বয়ং অসমোর্দ্ধ্ব; তাই অসমোর্দ্ধ্ব বস্তুর কথাই তিনি দয়াবান্ জীবগণের নিকট কীর্ত্তন করিয়াছেন। জগতে আমরা অনেক প্রকার দানের কথা জানিতে পাই। জগতের বহু দানের দ্বারা করিয়া ধন এবং গৃহোপকরণ বস্তু লাভ করিয়া তাহা দ্বারা সাময়িকভাবে আংশিক অভাব নিবৃত্তি করিয়া থাকেন। নিত্যকালের অভাব তাহাদ্বারা নিবৃত্ত হয় না। কিন্তু শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু যে বস্তু দান করিতে আসিয়াছিলেন তাহা জীবকে নিত্য কালের পরম বা চরমধন প্রদান করে; সুতরাং তিনি দাতাশিরোমণি—অনর্পিতচর প্রেম-প্রদাতা—মহাবদান্য।

ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব পূর্ণচেতন বা বিভু চেতন আর জীব অণুচেতন। অণুচেতন জীবের নিত্যধর্ম—বৃহচ্চেতন শ্রীচৈতন্যদেবের সেবা করা। এই অণুচেতন জীবকে তাহাদের চেতনের বৃত্তির বিকাশের তর-তম-ভেদে পাঁচ ভাগে বিভাগ করা যাইতে পারে। যথা—আচ্ছাদিত চেতন, সঙ্কুচিত চেতন, মুকুলিত চেতন, বিকচিত চেতন, পূর্ণবিকচিত চেতন। আচ্ছাদিত চেতন—বৃক্ষ প্রস্তরাদি, সঙ্কুচিত চেতন—মনুষ্যেতর প্রাণিকুল, মুকুলিত চেতন—সেশ্বর নৈতিক মনুষ্যকুল; এই অবস্থা বিবেকযুক্ত মনুষ্যকুলের ভগবদ্ভজনের সেবাবাসনায় বা কনিষ্ঠ অধিকারীর সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে; বিকচিত চেতন মনুষ্যের এই অবস্থাটি ভগবৎসেবা-রত মধ্যমাধিকারী ভক্তের সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে; আর পূর্ণবিকচিতচেতন—এই অবস্থাটি পূর্ণপ্রেম সেবাধিকার-প্রাপ্ত উত্তমাধিকারী ভক্তের সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে। এই স্থানে স্বামীজী "অর্চ্চায়ামেব হরয়ে যঃ পূজাং শ্রদ্ধয়েহতে।
ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ
স্মৃতঃ॥"
"ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ।
প্রেমমৈত্রীকৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স
মধ্যমঃ॥" এবং
সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ॥

প্রভৃতি শ্লোক ব্যাখ্যা দ্বারা কনিষ্ঠ, মধ্যম ও উত্তম ভক্তের বৈশিষ্ট্য ভাল করিয়া বুঝাইয়া দেন। শুদ্ধভক্তি ও বিদ্ধভক্তি এবং সুর ও অসুরের মধ্যে কি পার্থক্য এ সমুদয় শাস্ত্রব্যাখ্যা বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দেন।

অতঃপর লেডি সরকার জিজ্ঞাসা করেন যে, ভক্তি কি-প্রকারে লাভ করা যায়? স্বামীজী বলেন, নিষ্কিঞ্চন মহাভাগবতের চরণাশ্রয় ব্যতীত জীবের ভগবদ্ভক্তি লাভ করিবার অন্য কোন উপায় নাই। গৃহব্রত এবং কনককামিনী-প্রতিষ্ঠা-লোলুপ হিরণ্যকশিপু বা তাঁহার লৌকিক গুরু শুক্রাচার্য্য এবং তাঁহার পুত্রগণ জাগতিক বিচারে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিলেও শ্রীভগবান্ এবং ভগবদ্ভক্তের চরণে প্রপন্ন না হওয়ার দরুণ তাঁহারা ভগবদ্ভক্তি লাভ করিতে পারেন নাই। অসুর-বালকগণের প্রতি প্রহ্লাদ মহারাজের উক্তি হইতেই আমরা এই কথাই জানিতে পারি। যথা:—
"ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুং দুরাশয়া যে বহিরর্থমানিনঃ। মতির্ন কৃষ্ণে পরতঃ স্বতো বা মিথোঽভিপদ্যেত গৃহব্রতানাম্। নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং...মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকম্ ন বৃণীত যাবৎ।"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও আমরা এই কথারই প্রতিধ্বনি দেখিতে পাই; যথা—"মহৎকৃপা বিনা কোন কর্ম্মে 'ভক্তি' নয়। কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু সংসার নহে ক্ষয়॥" রাজা রহূগণের প্রতি মহাভাগবত জড়ভরতের উপদেশ হইতেও আমরা ঠিক এই কথাটি আরও বিশেষ করিয়া জানিতে পারি। যথা—"রহূগণৈতৎ তপসা ন যাতি ন চেজ্যয়া নির্ব্বপণাদ্ গৃহাদ্বা। ন চ্ছন্দসা নৈব জলাগ্নিসূর্য্যৈর্বিনা মহৎপাদরজোঽভিষেকম্॥" হে রহূগণ, মহাজনের পদরজে অভিষেক বিনা ভগবদ্ভক্তি তপস্যাদ্বারা, গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম-পালন দ্বারা, বেদপাঠ দ্বারা অথবা জলাগ্নি-সূর্য্যপূজা দ্বারা কখনই লব্ধ হয় না।

ভগবৎপ্রাপ্তি না হওয়া পর্য্যন্ত জীবের অভাবের ভাব নিবৃত্ত হয় না। ধ্রুব মহারাজ নিজে আচরণ দ্বারা ইহা জগজ্জীবকে শিক্ষা দিয়াছেন। তিনি সামান্য রাজ্যের জন্য পদ্মপলাশলোচন শ্রীহরির আরাধনায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন বটে কিন্তু হরিকে পাইয়া তাঁহার আর হরি ব্যতীত অন্য বস্তুর প্রতি অভিলাষ রহিল না; শ্রীভগবান্ তাঁহাকে স্বয়ং বর প্রার্থনা করিতে বলিলেও তিনি জানাইলেন যে, ভগবান্কে পাইয়া তাঁহার অভাববোধ সমস্ত দূরীভূত হইয়াছে ইতর বস্তুর প্রতি আর তাঁহার অভিলাষ নাই। তিনি বলিয়াছেন—"স্থানাভিলাষী তপসি স্থিতোঽহং ত্বাং প্রাপ্তবান্ দেবমুনীন্দ্রগুহ্যম্। কাচং বিচিন্বন্নপি দিব্যরত্নং স্বামিন্ কৃতার্থোঽস্মি বরং ন যাচে॥" স্বামিন্, আমি স্থানাভিলাষী হইয়া তোমার তপস্যায় নিযুক্ত হইয়াছিলাম কিন্তু এখন দেবমুনীন্দ্রগুহ্য তোমাকে প্রাপ্ত হইয়া আমি কৃতার্থ হইলাম; সামান্য কাচ অন্বেষণ করিতে করিতে দিব্যরত্ন পাইলাম। আমি কৃতার্থ হইয়াছি আর অন্য বর যাচ্ঞা করি না।

অতঃপর স্বামীজী বদ্ধজীব ও মুক্তজীবের দর্শনের পার্থক্য সম্বন্ধে আলোচনা করেন। ভক্তের স্থান যে অন্যান্য যোগাদি-সিদ্ধ ব্যক্তিগণেরও বহু ঊর্দ্ধে সেই কথা বুঝাইবার জন্য স্বামীজী দুর্ব্বাসা ও অম্বরীষ মহারাজের উপাখ্যান উল্লেখ করিয়া বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দেন।

স্বামীজী কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, তপাদি এবং মিশ্রা ভক্তি হইতে বিশুদ্ধা ভক্তির পরতমতা প্রদর্শন করেন এবং বিশুদ্ধা ভক্তির কথা যে একমাত্র অমলপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতেই বিশেষভাবে কীর্ত্তিত হইয়াছে তাহাই অবগত করান। স্বামীজী আরও বলেন যে, ব্যাসদেব চতুর্ব্বেদ, অষ্টাদশ পুরাণ এবং ভারতাদি শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াও চিত্তে শান্তি লাভ করিতে পারিতেছিলেন না। ব্যাসদেবকে ঐপ্রকার বিমর্ষ-ভাবাপন্ন দর্শন করিয়া ভক্তরাজ নারদ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার অবসাদের কারণ জ্ঞাত হইয়া তাঁহাকে উপদেশ করিলেন, "আপনি এতাবৎকাল যে-সকল গ্রন্থাদি রচনা করিয়াছেন তাহাতে শ্রীভগবানের নির্ম্মলা বিশুদ্ধা উত্তমা ভক্তির কথা কীর্ত্তন করেন নাই সেই জন্যই আপনার চিত্তে শান্তি আসিতেছে না। আপনি বিশুদ্ধা ভক্তির কথা কীর্ত্তন করুন তাহা হইলে আপনার চিত্তে শান্তি আসিবে। তাই নারদ ঋষির এই বাক্যে উদ্বুদ্ধ হইয়া ভক্তিযোগ অবলম্বন পূর্ব্বক তিনি ভগবদ্বস্তু সম্যগ্রূপে অবগত হইয়া সাত্বতসংহিতা ভক্তকণ্ঠমালিকা শ্রীমদ্ভাগবত প্রণয়ন করেন।

ইহার পর লেডি সরকার শাক্ত ও বৈষ্ণবের মধ্যে কি পার্থক্য এই বিষয় জানিতে চাহিলে স্বামীজী শক্তি ও শক্তিমানের অভেদত্ব, চিচ্ছক্তি ও মায়াশক্তির পার্থক্য, যোগমায়া ও মহামায়ার পার্থক্য, মহামায়া বা দুর্গা যে শ্রীকৃষ্ণের অপাশ্রিতা শক্তি এবং তিনি যে ভবকারাগারের রক্ষাকর্ত্রী তাহা বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দেন। চিচ্ছক্তি ও জড়শক্তির মধ্যে পার্থক্য এবং বৈষ্ণবগণই যে একমাত্র শুদ্ধশাক্ত এ সকল বিষয় স্বামীজী বিশেষরূপে আলোচনা করেন।

পরিশেষে স্বামীজী প্রহ্লাদ ও হিরণ্যকশিপুর উপাখ্যান সংক্ষেপে আলোচনা করিয়া প্রহ্লাদের দ্বারা যে জগতে আস্তিক্যবাদ প্রচারিত হইয়াছে এবং নাস্তিক্যবাদ-প্রচারক হিরণ্যকশিপুর ভগবান্ নৃসিংহদেব কর্ত্তৃক বিনাশ সাধিত হইয়াছে তাহা বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দেন।

ভক্তিই একমাত্র শোক-মোহ-ভয়াপহা এবং ইহাই জীবের একমাত্র আত্মধর্ম্ম বা স্বরূপধর্ম্ম; সুতরাং এই আত্মধর্ম্মযাজনই জীবের একমাত্র কৃত্য।

মিসেস্ সরকার ভক্তিমতী; তিনি দুই ঘণ্টাকাল অবহিতচিত্তে এবং আগ্রহ সহকারে স্বামীজীর কথা শ্রবণ করেন এবং শ্রবণ করিয়া পুনঃ পুনঃ আনন্দপ্রকাশ করেন। সময়ান্তরে মঠে আসিয়াও তিনি এই সমস্ত কথা আরও বিশেষ করিয়া শ্রবণ করিবেন বলিয়া অভিপ্রায় জ্ঞাপন করেন।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

পরমার্থ-সম্পুটের রত্নরাজি

ভিক্ষা :—১ম খণ্ড—৵০ ; ২য় খণ্ড—১৲ ; ৩য় খণ্ড—৵০ ৪র্থ খণ্ড—৵০

সৎক্রিয়াসারদীপিকা

তৃতীয়-সংস্করণ

নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন

গ্রন্থ-বিভাগ শ্রীচৈতন্যমঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কৃষ্ণপ্রেম কাহার লভ্য ?

[শ্রীসদানন্দ দাসাধিকারী]

(১)

জীব মাত্রে হিংসা দ্বেষ, যার নাই মাত্র লেশ,
করুণা, মিত্রতা আছে যার।
অহং 'মম' বুদ্ধি আর, অভিমান, অহঙ্কার
বিন্দুমাত্র না আছে যাহার॥

(২)

পর সুখে সদা সুখী, জীবদুঃখে চির দুঃখী
ক্ষমাশীল, অপরাধী জনে।
নিজ, পর, নাহি যার, হিতকারী সবাকার,
সদা রত জীব-উদ্ধারণে॥

(৩)

যথা লাভে সদা তুষ্ট, অলাভে না হয় রুষ্ট,
অযাচিত বৃত্তি করে যায়।
ধৃতি-ক্ষমা অসম্মানে, ধন্য-কৃতী গণি মানে,
কৃষ্ণকৃপা সম্বল যাহার॥

(৪)

কৃষ্ণেতে অর্পিত চিত্ত, যার ধন যার বিত্ত,
উদ্বেগ না দেয় কোন জীবে।
ভয় ছেড়ে বিপদেতে, নিশ্চয়ে নির্ভয়েতে,
নাম করে সদা উচ্চরবে॥

(৫)

পরাপেক্ষা নাহি করে, অন্তর শুদ্ধ ধরে,
লাভালাভে সদা উদাসীন।
জীবহিতে সদা রত, সেবা-কার্য্যে সদা দক্ষ,
দুঃখাগমে রহে বাধা-হীন॥

(৬)

কর্ম্মকাণ্ড পরিহরে, জ্ঞানকাণ্ডে নাহি মজে,
ভক্তিপথে বিচরণ করে।
ভোগবাঞ্ছা নাহি করে, মোক্ষবাঞ্ছা নাহি ধরে
শুভাশুভ কর্ম্ম না আচরে॥

(৭)

শত্রু মিত্রে সম ভাবে, মানে কিংবা অপমানে,
সুখে দুঃখে রহে অবিকৃত।
ধনস্পৃহা নাহি করে, নারী ধনে নাহি স্মরে,
লোভ মোহ সদা বিবর্জ্জিত॥

(৮)

প্রশংসা আর নিন্দায়, কভু নাহি ফিরে চায়,
নিন্দা স্তুতি সমান যাহার।
বুভুক্ষাতে, রোগাগারে, কাতরতা নাহি করে,
রাগ দ্বেষ, ক্রোধ নাহি যার॥

(৯)

শ্রীকৃষ্ণের সেবা লাগি, দুঃখে না কভু হারা,
বিনা দাম সমাজ সেবন।
তাঁর কৃপা হৃদে ধরে, প্রতিক্ষণ স্মৃতি ক'রে,
করে সদা দেহ সংরক্ষণ॥

(১০)

হেন জন যেবা হয়, কৃষ্ণপ্রেম সেই লয়,
সেই লভে কৃষ্ণ প্রেমধন।
তাঁহার চরণ পায়, মোর ধন সম্পদ,
হয় যেন এই আকিঞ্চন॥

স্বপনেও না কর ভাই স্ত্রী-সম্ভাষণ গৃহে স্ত্রী ছাড়িয়া ভাই আসিয়াছ বন॥

শুদ্ধভক্তি মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ

(আকর-মঠরাজ)

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ হস্ত উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীবল্লভবনে সাম্প্রদায়িক শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীমঠ বিরাজমান। এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, সরস্বতীপীঠ বা সাত্বতস্থলী। এই মঠাশ্রমে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি বেদান্ত-সংস্কৃত শাস্ত্র অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠ হইতে পারমার্থিক দৈনিকপত্র 'নদীয়া-প্রকাশ', সাত্বত-সম্প্রদায়ে অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থাদি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় স্থাপিত হইয়াছে। প্রতি বৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অশাস্ত্রীয় অপসম্প্রদায়ে শ্রীগৌরাবির্ভাব-বাসরে মহামহোৎসবাদি অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত অখিল ভক্তি-ধর্ম-প্রচারোদ্দেশ্যে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই শুদ্ধভক্তাশ্রমে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীরাধাবিনোদানন্দজীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। নিত্যকীর্ত্তন, মহাপ্রসাদ-চতুর্ব্বিধ, শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি শাস্ত্রগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হয়। এই মঠ হইতে মহানগরীর সর্ব্বত্র হরিকথা-প্রচার, মহানগর-সঙ্কীর্ত্তন, বক্তৃতা, ব্যাখ্যা ও সঙ্কীর্ত্তন-যাত্রা-মহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান হয়। মঠরক্ষক—মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া সহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী সেবাকোবিদ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী এখানে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান, রক্ষক—শ্রীবনবিহারী দাসাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—গোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

(৭) কাজীর সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীমঙ্গলানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক।

(৮) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও রাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান দাস ব্রহ্মচারী।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্র নাথ দাসাধিকারী।

(১০) মোদদ্রুম-ছত্র "গৌড়ের নৈমিষ

মাউগাছি, পোঃ ভালুকা, (বর্দ্ধমান)।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান। শ্রীগৌরনিত্যানন্দের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবঙ্কুবিহারী ব্রজবাসী, ভক্তভূষণ।

(১১) তোতিয়া কুঞ্জকানন

শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী,

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীনরহরি ব্রহ্মচারী।

(১২) কুঞ্জকুটীর—পোঃ কৃষ্ণনগর,

নদীয়া। রক্ষক—শ্রীঅনুকূলানন্দ অধিকারী

(১৩) ভাগবত-আসন—পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

এই স্থান হইতে ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচারিত হয়। রক্ষক—শ্রীমঙ্গলানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তশাস্ত্রী।

(১৪) একায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ রানাঘাট, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরাধানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী ভক্তিবর্ভায়।

(১৫) মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(১৬) মাধ্বগৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, পোঃ ঢাকা

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ।

(১৭) গোপালজীউমঠ—কমলাপুর,(ঢাকা)

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান। রক্ষক—শ্রীরাসবিহারী ব্রজবাসী.

(১৮) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)।

এখানে শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(১৯) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

রমনাবাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীসুন্দর ভক্তশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২০) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাধু, (ঢাকা)

এখানে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(২১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(২২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

কুমারকোলা, পোঃ চিংকুড়া, (মানভূম)

এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী।

(২৩) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকন্দিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে গুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান্‌দাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত।

(২৪) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম.

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী।

(২৫) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ বক্সীবাজার, (কটক)

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদবনজীউর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর

(২৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর পুরী,

শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন।

(২৭) পুরুষোত্তম মঠ

ভক্তিকুটী, পোঃ পুরী উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীউর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগদাধর অধিকারী

(২৮) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলবরনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী দাসাধিকারী।

(২৯) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, জেলা গোদাবরী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—শ্রীনিতাইচরণ দাসাধিকারী ভক্তিলোচন।

(৩০) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪২নং কবিরপুরা, বেনারস সিটি

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীনরোত্তম ব্রহ্মচারী।

(৩১) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন

(৩২) পরমহংস মঠ,

পোঃ নৈমিষার, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও গৌরবিনোদ-বিলাসজীউর সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীসত্যনারায়ণ দাসাধিকারী।

(৩৩) কৃষ্ণচৈতন্য মঠ

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

এখানে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিত্য-সেবা হয়। রক্ষক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠ

বিশ্রামঘাট মথুরা

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ

(৩৫) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ—শ্রীরাধাকুণ্ড

রক্ষক—শ্রীরাধারমণচরণদাস ব্রহ্মচারী

(৩৬) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৩৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ

সেবশালী, পোঃ গোজোন, জেলা অমৃতসর (পাঞ্জাব) রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৩৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪০নং রমযান রোড, নিউ দিল্লী।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব ভূধরশ্রমী

(৩৯) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল।

এখানে গৌর-বনোদরাধের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবনীগোপাল অধিকারী।

(৪০) সারস্বত-গৌড়ীয় মঠ

ওরিয়ার মাওরণপুর, হউ, পি

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ গিরি

(৪১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ রায়পেট্টা মাদ্রাজ।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীপাদ ভগবান ভক্তিবিকাশ।

(৪২) বোম্বে-গৌড়ীয়-মঠ কার্য্যালয়

খোজীর রোড, চোটানি বিল্ডিং, ব্লক নং ১, বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মা মজুমদার।

(৪৩) আমলিয়া গৌড়ীয়মঠ

পোঃ আমলিয়া, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাস অধিকারী

(৪৪) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী

(৪৫) পাটনা গৌড়ীয় মঠ

১০০ মিঠাপুর, পাটনা।

রক্ষক—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী রাগভূষণ

(৪৬) গয়া গৌড়ীয় মঠ

ফিল্ড মার্কেট, চার্চ রোড, গয়া

রক্ষক—উপদেশক শ্রীসর্ব্বেশ্বর দাসবন্ধু

(৪৭) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠ বালেশ্বর

রক্ষক—শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয়

৩ গ্লাষ্টার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন, এস-ডব্লিউ ৭, লণ্ডন

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন

(৪৯) বার্লিন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

Berlin W. 30

Eisenacher strasse 20 I.

(৫০) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

৩৫০ নং ডালহাউসী ষ্ট্রীট রেঙ্গুন।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে শেষখণ্ড ৷৷/০
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৯৲
৩। ভাষ্য ও সহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৯৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ও -১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
ও ৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—১৲; ২য় খণ্ড - ৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব—১৲
৮। সৎক্রিয়াসার—দীপিকা ও সংস্কার-দীপিকা ১৷০
৯। বৈষ্ণবধর্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিপ্রলম্ভ ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ।০
১৮। ব্রাহ্মণ-আদর্শ ।০
১৯। ভাগবতের কৃষ্ণাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৷/০
২১। গৌড়ীয়-সান্ত্বনা ৷৷/০
২২। ভজন-রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ ৩ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
২৬। গীতার কেবল মূল-ভাষা ।০
২৭। মুক্তাচরিত্র ও গৌরাঙ্গ-মাহাত্ম্য ২৲
২৮। প্রেমপ্রদীপ ও সাহিত্য ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸০
৩০। দান-কেলি-চন্দ্রিকা ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা ১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌরমণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি /০
৪১। গীতাবলী /০
৪২। চিত্রে নবদ্বীপ ১৷০
৪৩। সাধনকণ /০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /০
৪৫। নবদ্বীপশতক /০
৪৬। অর্চ্চনপদ্ধতি /০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ /০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) /১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৷১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ০
৫৫। অভয়ানন্দলহরী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? /০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীগুরুদেবের ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৬০। সাধ্যবাণী /০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যলীলামৃত সারঃ ।০
৬১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী স্তবরত্নঃ ।০
৬২। সটিক-শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৬৩। ভক্তসঙ্গম্ ।০
৬৪। সারার্থ শিক্ষাষ্টকম্ ৷৷/০
৬৫। গৌড়ীয়মঠ পাঠ্যম্ঃ /০
৬৬। সারার্থদর্শনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৭। রায় রামানন্দ ।০
৬৮। এ কিউ ওয়ার্ডস্ অন্ বেদান্ত ।০
৬৯। নামভজন ।০
৭০। বেদান্ত—ইটস্ মর্ফলজি অ্যাণ্ড অন্টোলজি ।০
৭১। সিলেক্টেড ওয়ার্ডস ৷৷/০
৭২। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।০
৭৩। বৈষ্ণবীজম ।০
৭৪। গোল্ডেন গৌড়ীয় টুইল্লুইট /০
৭৫। দি ভাগবত ।০
৭৬। ইভোলিউশন্ অব্ গৌড়ীয় মিশন অ্যাণ্ড অ্যাকিভমেণ্টস ।০
৭৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২৷০
৭৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৭৯। শ্রীগৌরনামচিন্তামণি ।০
৮০। সাধন-পথ ।০
৮১। কল্যাণ-কল্পতরু /১০
৮২। গীতাবলী /০
৮৩। শরণাগতি /০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৪। শরণাগতি /০

তেলগু ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিলেই চলে। কার্টিও অত্যন্ত আবশ্যক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অব্যর্থ সাধক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৷০ আনা, বড় বোতল ১৷০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালিপ্রস্তুতকারক ও ব্যবসায়ী জে. বি. দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউন্টেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন প্রকারে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে. বি. দত্ত এণ্ড কোং
কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার
কলিকাতা

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণে লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মনুষ্যগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে উৎসুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে বর্ণানুক্রমিক শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীযতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও শ্রীকৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, এম, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য”

[ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

[illegible] কলেজের [illegible] প্রধান ও প্রবীণ অধ্যাপক [illegible] শ্রীপাদ [illegible] [illegible] এবং [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Forward [illegible] (Preface), বিষয় [illegible] (Content) [illegible] Index Glossary [illegible] ভিক্ষা—১৫, পাঁচ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—[illegible] গৌড়ীয়মঠ, [illegible] কলিকাতা ; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—[illegible] [illegible] পাক্ষিক পত্র [illegible] প্রকাশিত হয়। [illegible] টাকা [illegible] কলিকাতা বাগবাজার গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

২। গৌড়ীয় [illegible] শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক [illegible] ৩৲, বাগ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত [illegible] [illegible] পারমার্থিক পাক্ষিক [illegible] হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা [illegible]

৪। পরমার্থী—[illegible] সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক [illegible] হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—[illegible] শ্রীপাদ [illegible] বি-এল, বি-টি সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া [illegible] হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষার মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

[illegible] ঠাকুরের [illegible] শ্রীল [illegible] গোস্বামী ঠাকুরের [illegible] ছাপা। [illegible] ১০২৮ পৃষ্ঠা [illegible] ৫১৮ পৃষ্ঠায় [illegible] [illegible] শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের [illegible] [illegible] [illegible] পাঠকগণের [illegible] পাঠকগণের [illegible] ১২৲ [illegible] টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৪৬,	১০—৫১,	১৩—২২	১৭—৫৮,	১৯—৩৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—০৫
নবদ্বীপঘাট	পোঃ	৭—৫০,	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—১২

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

রবিবার অন্যান্যদিন

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১২-১০	১২-৩৪	১৪-২৪	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫০	৯-৩০	১০-১১	১২-৪২	১৫-৪০	১৮-৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২০	১০-০	১২-৫১	১৩-১২	১৬-১২	১৯ ১১

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে : বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

আমাদের বিশেষত্ব

আমাদের এই ভারা বার্লী আধুনিক উন্নত বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুযায়ী মেসিনে এবং সেই শক্তিমান নালা বিশেষজ্ঞ শ্রীযুক্ত টি পি, বসু মহাশয়ের চাক্ষুষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ তত্ত্বাবধানতায় প্রস্তুত। ইহারাই একমাত্র বিস্তৃত কর্ম্ম দক্ষতায় একদিন এশিয়া মহাদেশের সুপ্রসিদ্ধ বিস্কুট ও বার্লী প্রস্তুত কারক স্বনামধন্য স্বর্গীয় (শ্রীযুক্ত) কে, সি, বসু মহাশয় বিস্কুট ও বার্লী প্রচলন করিয়া জগতে আদর্শ স্থানীয় হইয়া ছিলেন। এই ব্যবসায় ইহার অভিজ্ঞতা ১৬ বৎসরের ও অধিক কালের। ইহা হস্ত স্পৃষ্ট নহে।

টি পি বসু এণ্ড কোম্পানী লিঃ
ভারা ভিটামিন্‌ড ফ্যাক্টরী
পোঃ বাগবাজার কলিকাতা

সচিত্র

নবদ্বীপ পঞ্জিকা

ভিক্ষা—মাত্র ৵০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ

পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'শ্রীনাম' নবদ্বীপ

দৈনিক

R. N. GC 1544

নদীয়াপ্রকাশ

THE
NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্বত্র শ্রীচৈতন্য-প্রচার-কারী একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১০ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২০শে জ্যৈষ্ঠ, সোমবার ১৩৪২, ৩রা জুন ১৯৩৫ [৭১শ সংখ্যা

চৈতন্যোপনিষৎ
মত অক্ষরে মূল ও অনুবাদসহ প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি উত্তম। ভিক্ষা ।০ মাত্র
শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

"গৌড়ীয়"
৭ম বর্ষ হইতে ১১শ বর্ষ পর্য্যন্ত প্রতি বর্ষ কাগজে বাঁধাই ভিক্ষা ৩॥০ মাত্র।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ
বাগবাজার, কলিকাতা

পরলোকে সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ হারাণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

গত বুধবার অপরাহ্ণ অনুমান ৩টার সময় কলিকাতার ৪নং গ্রে ষ্ট্রীটে বৈদ্য-কুল-শিরোমণি প্রাণাচার্য্য শ্রীযুত হারাণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। অন্যান্য দিবসের ন্যায় বুধবার অপরাহ্ণেও তিনি রোগী দেখেন। রোগী দেখার পর জল পান করিতে যাইয়া তাঁহার হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়াতে তাঁহার মৃত্যু ঘটে। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৮০ বৎসর হইয়াছিল। তাঁহার ছয় পুত্র ও দুইটি বিধবা কন্যা বর্ত্তমান আছে।

কবিরাজ শ্রীযুত হারাণচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর মৃত্যুসংবাদ বিদ্যুৎবেগে সহরের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়ে। দেখিতে দেখিতে তাঁহার আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, ছাত্র ও শিষ্য এবং কলিকাতার কবিরাজ প্রধানগণ তাঁহার বাড়ীতে সমবেত হন এবং পরলোকগত কবিরাজ মহাশয়কে তাঁহাদের শেষ শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন।

কবিরাজ হারাণচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর মৃত্যুতে আয়ুর্ব্বেদের যে ক্ষতি হইল তাহা অপূরণীয়। তিনিই আধুনিক যুগে সর্ব্বপ্রথম আয়ুর্ব্বেদের দ্বারা চিকিৎসা প্রবর্ত্তন করিয়া সকলের শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিলেন। বহু কুষ্ঠসাধ্য ব্যাধি তিনি ঔষধপ্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করিয়াছেন। ক্যান্সার রোগের চিকিৎসায় তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন। মস্তিষ্ক, অশ্মরী ও চক্ষুরোগে আয়ুর্ব্বেদ মতে অস্ত্রোপচার করিয়া তিনি সাফল্য লাভ করিয়াছেন তাহা দেখিয়া শুধু আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণ নহেন পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণও বিস্মিত হইয়াছেন। আয়ুর্ব্বেদে যাহা কিছু প্রাচীন, তিনি ছিলেন তাহার উৎস স্বরূপ। পাশ্চাত্য চিকিৎসা শাস্ত্রের অনুকরণে তিনি প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা পদ্ধতির সংস্কার সাধনের মোটেই পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি বলিতেন যে প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদ আধুনিক পাশ্চাত্য চিকিৎসাশাস্ত্র অপেক্ষা অধিকতর বিজ্ঞান-সম্মত। আয়ুর্ব্বেদের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল। এই বিশ্বাসের নিদর্শন স্বরূপ তিনি রাজসাহী সহরে আয়ুর্ব্বেদ কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য প্রায় ৭০,০০০ হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ বার্ষিক ৪২০০৲ টাকা মুনাফার মালেকান সম্পত্তি এবং সহরের অভ্যন্তরে প্রাসাদতুল্য বাড়ী ও অন্যান্য আসবাবাদি দান করিয়া গিয়াছেন। গত ১২ই পৌষ তিনি নিখিল-বঙ্গ-আয়ুর্ব্বেদ সম্মেলনের সভাপতিরূপে যে সারগর্ভ অভিভাষণ পাঠ করিয়াছিলেন তাহাতেও তাঁহার আয়ুর্ব্বেদে প্রগাঢ় ভক্তি ও বিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া যায়। আয়ুর্ব্বেদে তাঁহার অমূল্য দান তাঁহার প্রণীত সংহিতার ভাষ্য। সম্প্রতি তিনি "দ্রব্য গুণ সম্বন্ধ" নামক একটী গ্রন্থ প্রণয়নে ব্যাপৃত ছিলেন, কিন্তু তাহা সমাপ্ত করিয়া যাইতে পারেন নাই।

তিনি স্পষ্টবাদী ও নির্ভীক পুরুষ ছিলেন। বিলাসিতার তিনি ঘোর বিরোধী ছিলেন এবং অত্যন্ত প্রথমহিষ্ণু ছিলেন। এই কয়দিন পূর্ব্বেও তিনি সহরের উপকণ্ঠে নানা জায়গায় রোগী দেখিবার জন্য গিয়াছেন। তাঁহার চরিত্রের আর একটী বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে, তিনি কখনও কোন প্রার্থীকে তাঁহার বাড়ী হইতে রিক্তহস্তে যাইতে দিতেন না।

স্বর্গীয় গঙ্গাধর কবিরাজের কৃতী ছাত্রগণের মধ্যে অনেকেই চলিয়া গিয়াছেন, তাঁহার মৃত্যুতে আর একজন কৃতী ছাত্রের তিরোধান ঘটিল। তিনি জয়পুর বিখ্যাত সর্ব্ব এবং পূর্ণ আয়ুর্ব্বেদ মহামণ্ডলের পরীক্ষক ও প্রশ্নকর্ত্তা ছিলেন।

নদীয়ায় ভীষণ ঝড়
আম কুড়াইতে যাইয়া বালকের মৃত্যু

ধর্ম্মদা (নদীয়া), এক সংবাদে প্রকাশ, গত ২৫শে মে বৈকালে এতদঞ্চলে ভীষণ ঝড় হইয়া গিয়াছে। ঝড়ের সময় ধর্ম্মদা গ্রামের সত্যপদ ঘোষের ছেলে (বয়স আন্দাজ ১৫ বৎসর) পটলা নামক একটি বালক গ্রামের মধ্যে একটী আমগাছের তলায় আম কুড়াইতেছিল ঐ সময় একটী প্রকাণ্ড ডাল ভাঙ্গিয়া ছেলেটির উপর পড়ে। ফলে ছেলেটী ঐ বৃহৎ ডালের তলায় চাপা পড়ে। নদীয়া সেবাশ্রমের বিশিষ্ট কর্ম্মী শ্রীযুত বিজয়পদ মণ্ডলের বিশেষ চেষ্টায় প্রায় ৮।১০ জন লোক ঐ বৃহৎ ডাল সরাইয়া ছেলেটীকে অজ্ঞান অবস্থায় বাহির করে। ছেলেটী হাসপাতালে গত ২৬শে মে রাত্রিতে মারা গিয়াছে।

গোলাঘাটে সশস্ত্র ডাকাতি

গোলাঘাটের অন্তর্গত দেকাঘাট হইতে এক সশস্ত্র ডাকাতির সংবাদ আসিয়াছে। ডাকাতেরা রিভলবার ও অন্যান্য মারাত্মক অস্ত্রাদি সহ এক মাড়োয়ারীর দোকান আক্রমণ করে এবং ভয় দেখাইয়া মূল্যবান দ্রব্যাদি আত্মসাৎ করে।

সম্প্রতি একদল পাঞ্জাবী এখানে আসিলে পুলিশ তাহাদের উপর নজর রাখে। ডাকাতির অব্যবহিত পূর্ব্বে পুলিশ ঘটনাস্থলে আসিয়া তাহাদের চারজনকে গ্রেপ্তার করে। অপর কয় জন পুলিশের উপর পাল্টা আক্রমণের চেষ্টা করিলে তাহাদের উপর গুলী নিক্ষেপ করা হয়। একজনের পায়ে গুলীর আঘাত লাগে। তাহাকে তৎক্ষণাৎ গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিশ এই সম্পর্কে কয়েকখানি গৃহ খানাতল্লাসী করিয়াছে।

তস্করকে বাধা দিতে গিয়া বৃদ্ধা নিহত

জোড়হাট সহরের সন্নিকটে জনৈকা বৃদ্ধা ব্রাহ্মণ রমণীকে কয়েকজন তস্কর খড়্গ দ্বারা কাটিয়া ফেলিয়াছে। প্রকাশ, তস্করগণ দরজা ভাঙ্গিয়া ঘরে ঢুকিতে চাহিলে বৃদ্ধা তাহাকে বাধা দেয় বলিয়া উক্তরূপে তাহাকে হত্যা করা হয়। এই সম্পর্কে একজন দাগী আসামীকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

গৌলে দুই লক্ষ টাকা আত্মসাতের অভিযোগ

মেদিনীপুরের এক সংবাদে প্রকাশ, ঘাটাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের মামলায় ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত বনমালী বাগচী ১২ জন আসামীর বিরুদ্ধে উক্ত ব্যাঙ্কের ১১৫০০০৲ টাকা আত্মসাৎ এবং উহা গোপনের উদ্দেশ্যে ব্যাঙ্কের হিসাব জাল করিবার ষড়যন্ত্রের অভিযোগে চার্জ গঠন করিয়াছেন। ঐ বার জনের মধ্যে ঘাটালের একজন রায় সাহেব তিনি একজন অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট, ছয় জন উকিল এবং একজন মোক্তার আছেন। আসামীদের আট জনের বিরুদ্ধে, রায় বাহাদুর শরৎচন্দ্র ঘোষের নামে উক্ত ব্যাঙ্কে জমা না করা ১০০০৲ টাকা আত্মসাৎ করিতে ও হিসাব জাল করিতে ব্যাঙ্কের ভূতপূর্ব সেক্রেটারী গোবিন্দলাল চৌধুরীকে সাহায্য করিবার অভিযোগেও চার্জ গঠিত হইয়াছে।

কালকাতা গেজেট

নিয়োগ ও বদলী

গতসপ্তাহে যে কলিকাতার গেজেট প্রকাশ, নদীয়া ম কালের বিচার বিভাগে অস্থায়ী ভাবে নিযুক্ত জিলা ও দায়রা জজ মিঃ জ্ঞানেন্দ্রনাথ সেন চৌধুরী পরগনার অতি [illegible] নিযুক্ত হইয়াছেন।

[illegible]

[illegible] হইয়াছেন।

ত্রিপুরা জিলার কসবা ব কাসের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর মোঃ মৈয়দ শামসুদ্দীন চৌধুরী পরগনা জিলার সদরে বদলী হইলেন।

বিদায়প্রাপ্ত ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর মোঃ আজাহারুল ইসলাম ত্রিপুরা জিলার ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মহকুমার ভার গ্রহণ করিবেন।

[illegible] ডেপুটী কালেক্টর মোঃ [illegible] জিলার [illegible] মহকুমার ভার গ্রহণ করেন।

নোয়াখালী জিলার ফেনী ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর মোঃ আবুল কাসেম খুলনা জিলার সদর মহকুমার ভার গ্রহণ করিবেন।

যশোহর জিলার নড়াইলের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর মিঃ সুধীন চন্দ্র সেন চট্টগ্রাম সদরে বদলী হইলেন।

চট্টগ্রামের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর মোঃ আবুল কাসেম ওয়াহিদ চৌধুরী উক্ত জিলার সদর মহকুমায় বদলী হইলেন।

বিদায়প্রাপ্ত ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু কৈলাসপতি ঘোষ চট্টগ্রাম জিলার সদরে নিয়োগ হইলেন।

ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর মিঃ আনন্দ বর্দ্ধমান মামুদ রাজশাহী জিলার সদরে অস্থায়ী ভাবে নিয়োগ হইলেন।

বেঙ্গল কমিশনার ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু সুধাংশুকুমার বানার্জী সাময়িকভাবে জলপাইগুড়ি জিলার সদরে নিয়োগ হইলেন।

ঢাকা জিলার নারায়ণগঞ্জের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর মিঃ প্রেমানন্দ নাগ বীরভূম জিলার সদরে বদলী হইলেন।

বিদায়প্রাপ্ত ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু নরেন্দ্রনাথ বসু ঢাকা জিলার নারায়ণগঞ্জে নিয়োগ হইলেন।

বিদায়প্রাপ্ত কমিশনার ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর মোঃ মাজেদ আফজল হবিবকে মেদিনীপুর জিলার সদরে নিয়োগ করা হইল।

বিদায়প্রাপ্ত কমিশনার ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু দীনেশচন্দ্র বসুকে ঢাকা জিলার সদরে নিয়োগ করা হইল।

নোয়াখালী জিলা ও দায়রা জজ মিঃ জে, কে, সেনকে হুগলীর অতিরিক্ত জিলা ও দায়রা জজ নিয়োগ করা হইল। তিনি চুঁচুড়ায় কাজ করিবেন।

বিদায়প্রাপ্ত মিঃ কে, কে হাজরা, আই সি এসকে পুনরাদেশ পর্য্যন্ত নোয়াখালীর জিলা ও দায়রা জজ নিয়োগ করা হইল।

ত্রিপুরা জিলার চাঁদপুরের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর মেজর কে এল হাউইকে চট্টগ্রাম জিলার সদরে বদলী করা হইল।

বিদায়প্রাপ্ত সাব ডেপুটী কালেক্টর বাবু সুশোভন বানার্জীকে বর্দ্ধমান বিভাগে নিয়োগ করা হইল।

বিদায়প্রাপ্ত সাব ডেপুটী কালেক্টর মৌঃ এ, এম আহমদ কৈজুল মোহীকে প্রেসিডেন্সী বিভাগে বদলী করা হইল।

বিদায়প্রাপ্ত সাব ডেপুটী কালেক্টর মৌঃ নাসুদী আহমদকে ঢাকা বিভাগে নিয়োগ করা হইল।

বিদায়প্রাপ্ত সাব ডেপুটী কালেক্টর মৌলবী আবদুল গফুরকে (২নং) ঢাকা বিভাগে বদলী করা হইল।

বিদায়প্রাপ্ত সাব ডেপুটী কালেক্টর বাবু জিতেন্দ্রনাথ দে মজুমদারকে প্রেসিডেন্সী বিভাগে নিয়োগ করা হইল।

সাব ডেপুটী কালেক্টর মৌঃ এ এম এস বাহুলকে সাময়িকভাবে রাজশাহী বিভাগে বদলী করা হইল।

সাব ডেপুটী কালেক্টর বাবু প্রাইমোহন সামন্তকে সাময়িকভাবে রাজশাহী বিভাগে নিয়োগ করা হইল।

পুলিশ বিভাগ

কলিকাতার অস্থায়ী এসিষ্ট্যান্ট পুলিশ কমিশনার রায় সাহেব সুকুমার বানার্জীকে অস্থায়ীভাবে কলিকাতার অস্থায়ী ডেপুটী পুলিশ কমিশনার নিয়োগ করা হইল।

বিদায়প্রাপ্ত পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট মিঃ পি এন ভোলা আই পিকে পুনরাদেশ পর্য্যন্ত কলিকাতা ডেপুটী পুলিশ কমিশনার নিয়োগ করা হইল।

যশোহরের অস্থায়ী পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট মিঃ রাঘবেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীকে পুনরাদেশ পর্য্যন্ত মুর্শিদাবাদে বদলী করা হইল।

মুর্শিদাবাদের অস্থায়ী পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট মিঃ কমলাক্ষ রায়কে পুনরাদেশ পর্য্যন্ত যশোহরে বদলী করা হইল।

জেল বিভাগ

কলিকাতা সদরের ডেপুটী পুলিশ কমিশনার মিঃ ই ডডসন, কে পিকে আলিপুর সেন্ট্রাল জেলের পরিদর্শক নিয়োগ করা হইল।

গত ৬ই মে ডাঃ জ্যোতিঃপ্রসাদ মিত্র লেঃ কর্ণেল বি মি মালা আই-এম এসকে ভাগলপুর জেলের কার্যভার বুঝাইয়া দিয়াছেন।

গত ১৯শে মে মিঃ জর্জ ডবলিউ ডেনিস মিঃ সি কেথকে দমদম সরকারী প্রেস ও ফাস্ট ম্যানেজারের কার্যভার বুঝাইয়া দেন।

বর্দ্ধমান জিলার কালনার মুন্সেফ বাবু ব্রজেন্দ্রনাথ সান্যালকে ঢাকা জিলার মানিকগঞ্জে বদলী করা হইল।

বিচার বিভাগ

বর্দ্ধমান জিলার কাটোয়ার মুন্সেফ বাবু শৈলেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীকে উক্ত জিলার কালনায় বদলী করা হইল।

বাবু চারুচন্দ্র চক্রবর্ত্তীকে পুনরাদেশ পর্য্যন্ত বর্দ্ধমান জিলার কাটোয়ায় মুন্সেফ নিয়োগ করা হইল।

মিঃ সি ডি বস, বার-এট-লকে কলিকাতা ছোট আদালতের প্রধান বিচারপতি মিঃ সি ও বেয়ারের বিদায়কালে অথবা পুনরাদেশ পর্য্যন্ত উক্ত আদালতের বিচারপতি নিয়োগ করা হইল।

মোঃ মেকেন্দার আলী এম-এ, এল এল বিকে মৌঃ মহম্মদ সিরাজুল ইসলামের বিদায়কালে অথবা পুনরাদেশ পর্য্যন্ত ময়মনসিংহ জিলার জামালপুরের মুন্সেফ নিয়োগ করা হইল। তাঁহাকে বর্তমানে উক্ত জিলার নেত্রকোণায় কাজ করিতে হইবে।

বাঁকুড়া জিলার পটুয়াখালীর অস্থায়ী মুন্সেফ বাবু সুরেন্দ্রমোহন ব্যানার্জীকে বাবু নরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর (১নং) বিদায়কালীন অথবা পুনরাদেশ পর্য্যন্ত মেদিনীপুর জিলার কাঁথিতে নিয়োগ করা হইল।

কলিকাতার হেট আদালতের জজ নবাব আলী খ এম এম এ মক উর রহমান বার-এট লকে মিঃ সি এ রমাঞ্চ বিদায় কালীন অথবা পুনরাদেশ পর্য্যন্ত উক্ত আদালতের প্রধান বিচারপতি নিয়োগ করা হইল।

শিক্ষা বিভাগ

মিস ম, ধৰ্মপুত্ৰ পদত্যাগ করায় তাঁহার স্থলে কলিকাতার ১০নং ডিক্সন্‌ স্ট্রীটের মিসেস বাবুভাইকে ৩১শে মে হইতে আলীপুর রিফর্মেটরী এবং ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল স্কুল পরিচালনার সমিতির সদস্য নিয়োগ করা হইল।

ডাঃ এস কি বসু কেই, এম-এ, ডি এস-সি, পি এচ ডি, এল এল ডি, ডি-এল এফ আর এস, এন এল পদত্যাগ করায় তাঁহার স্থলে ডাঃ শিশিরকুমার বসু ও এস সি, এম বি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো মনোনীত হইয়াছেন।

বর্দ্ধমান বিভাগের (হুগলী বর্দ্ধমান ও বীরভূম) অস্থায়ী সহঃ মহিলা স্কুল ইন্‌স্পেক্টার মিসেস অবলা ভট্টাচার্য্যকে তিনি যে তারিখে কার্যে যোগদান করিবেন সেই তারিখ হইতে উক্তপদে রাজসাহী বিভাগে (জলপাইগুড়ি, রংপুর, দিনাজপুর ও দার্জ্জিলিং) বদলী করা হইল।

শ্রীহট্ট গবর্ণমেণ্ট মাদ্রাসার অধ্যক্ষকে আগামী ১লা জুন হইতে ১৯৩৯ সালের ২৯শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট ও সেকেণ্ডারী বোর্ডের সদস্য নিয়োগ করা হইল।

নামজাদা দস্যু গ্রেপ্তার

নামজাদা দস্যু সাধু সিংকে লুধিয়ানায় গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। শেষ রাত্রি প্রায় ঘটিকার সময় পাতিয়ালা রাজ্যের কোন এক গ্রামে হানা দেওয়ার পর সাধু সিংকে ধরা হয়। তাহাকে বন্দী করিবার সময় একটিও গুলীবর্ষণ করিতে হয় নাই কিম্বা কাহারও প্রাণ নষ্ট হয় নাই। সাধু সিংয়ের নিকট একটী গুলীভরা পিস্তল ও গুলীভর্তি কার্তুজ পাওয়া যায়।

প্রকাশ প্রকাশ যে, পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট মিঃ নোবরডায় স হানিও অল্পকাল যাবৎ সাধু সিংয়ের সন্ধান করিতেছেন। তাহারা এই সংবাদ পান যে, ১৯শে রাত্রে তাহার সঙ্গী অন্যান্যদের সহিত তাহার ভ্রাতা মস্তক সিংয়ের নিকট যাইবে। তাহার ভ্রাতাকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং উক্ত গ্রামের উপর কড়া পাহারা রাখা হয়। অতঃপর পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্টের নেতৃত্বে পুলিশবাহিনী উক্ত বাড়ীতে হানা দিয়া সাধু সিং ও তাহার সঙ্গী খাজা সিংকে গ্রেপ্তার করে। প্রকাশ প্রকাশ যে, একমাত্র ছোট গ্রামে উক্ত ডাকাত দল লুকাইয়া গিয়াছে। হাতিয়ারে গাছের গোলায় হইয়াছে এবং গুলী বিদ্ধ হইয়া মারা গিয়াছে।

নীলাম ইস্তাহার

নীলামের দিন ৮ই জুন ১৯৩৫,

দ্বিতীয় মুন্সেফ আদালত

কৃষ্ণনগর

২৪৪ মানি ডিক্রী ৩৫ দাবী ৩৫।৶০

ডিঃ রহিমনবানুন বিবি সাং শেখবাড়ী

দেঃ পাঞ্চু বিশ্বাস সাং গোবরডাঙ্গা

পোঃ কৃষ্ণনগর

১। থানা কোতোয়ালীর গোবরডাঙ্গা গ্রামে ১১৫২ দাগভুক্ত এং জমী ১৫৩ জমা বাস্তু সাকান্তর মূল্য আঃ ১০৲

২। ঐ গ্রামে ৯৯০ খতিয়ানে জমী ২৶০ জমা ।৵০ অংশ মূল্য ১০৲

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ
বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
—পারমার্থিক পত্র—
শ্রীধাম-মায়াপুর

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১০ম বর্ষ | ১৬ ত্রিবিক্রম গৌরাব্দ ৪৪৯, ১০শে জ্যৈষ্ঠ বঙ্গাব্দ ১৩৪২, ৩রা জুন ইং ১৯৩৫ সোমবার ৭৯শ সংখ্যা

ইউরোপে প্রচার

বিশ্ববিশ্রুত শ্রীগৌড়ীয়মঠের আচার্য্যবর্য্য পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অনুকম্পিত শুদ্ধভক্তি-প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ ডাঃ উইকার্টের সাদর আহ্বানে গত ২৯শে মে শুক্রবার বার্লিন-গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয় হইতে তাঁহার 'স্লাডো'স্থিত ভবনে যাইয়া মহাপ্রভুর উপদেশ কীর্ত্তন করিয়াছেন। স্বামীজী গত ৩০শে মে বার্লিন হইতে যাত্রা করিয়া তৎপর দিবস লণ্ডন গৌড়ীয়মঠে পৌঁছিয়াছেন।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে ৩০।৫।৩৫ তারিখে প্রাপ্ত পত্রে প্রকাশ, শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ আগামী ৩১শে মে শুক্রবার রাত্রে দার্জ্জিলিং মেলে কতিপয় ভক্তবৃন্দ সহ দুর্জ্জয়লিঙ্গে শুভবিজয় করিবেন।

আসামে প্রচার

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ গত ২৬শে মে রবিবার অপরাহ্ণ বেলা ৫টায় সময় আসাম কামরূপ জেলার অন্তর্গত 'সরভোগ' বাজারে শ্রীভবানীগুরুর বাড়ীতে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্যলীলা পঞ্চম অধ্যায় হইতে শ্রীসাক্ষিগোপালের উপাখ্যান পাঠ করেন। স্থানীয় অনেক ভক্ত এই কীর্ত্তনে যোগদান করিয়া আনন্দবর্দ্ধন করেন। শ্রীচৈতন্যদেব ভক্তগণের নিকট এই সাক্ষিগোপালের উপাখ্যান বর্ণন করিয়াছেন। স্বামীজী শ্রীবিগ্রহের সচ্চিদানন্দত্বের বিষয় শাস্ত্রযুক্তিমূলে বর্ণন করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীর আনন্দবিধান করেন। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হয়।

সাময়িক প্রসঙ্গ

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমী মহারাজ নিউদিল্লীর উচ্চশিক্ষিত সজ্জন ব্যক্তিগণের নিকট শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী কীর্ত্তন করিতেছেন। স্বামীদ্বয়ের নিকট হরিকথা শ্রবণ করিয়া অনেকেই মহাপ্রভুর বাণীতে আকৃষ্ট হইয়াছেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি শ্রীধাম মায়াপুরস্থ আকর-মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠে গত ২৯শে মে সন্ধ্যারাত্রিকের পর উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী কাব্য-পুরাণতীর্থ, কাব্যবিনোদ, ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠকালে পণ্ডিতজী বলেন,—ভগবান্ শ্রীহরি বরাহমূর্ত্তিতে দেবপক্ষ অবলম্বন করিয়া হিরণ্যাক্ষের বধসাধন করিলে হিরণ্যকশিপু শোকে ও ক্রোধে অত্যন্ত সন্তপ্ত হইয়া এবং নিরপেক্ষ ভগবানের পক্ষপাতিত্বহেতু তদীয় বরাহ-মূর্ত্তি-ধারণ-বিষয়ে দোষারোপ করিয়া তাঁহার বধসাধনে কৃত-সঙ্কল্প হইল ও দানববৃন্দকে উত্তেজিত করিয়া বহুবিঘ্ন উৎপাদন করিবার নিমিত্ত ধরাতলে প্রেরণ করিল। দানবগণের অত্যাচারে যজ্ঞভাগের অভাবে দেবগণ অলক্ষিতভাবে মর্ত্ত্যে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। অতঃপর হিরণ্যকশিপু ভ্রাতার ঔর্দ্ধদেহিক কর্ম্ম সমাপন পূর্ব্বক শোকসন্তপ্ত স্বজনবর্গকে নানা তত্ত্বজ্ঞানোপদেশ দ্বারা সান্ত্বনা প্রদান করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"বীর পুরুষদিগের রিপুর অভিমুখে মৃত্যুই শ্লাঘ্য। প্রাণিগণ স্ব-স্ব-কর্ম্মবশতঃ এই সংসারে একত্রে সংযোজিত ও পুনরায় বিয়োজিত হয়। দেহ হইতে পৃথক্ আত্মা নিত্য, অব্যয়, শুদ্ধ, সর্ব্বগ হইয়াও অবিদ্যা দ্বারা উচ্চাবচ যোনি ও সুখ-দুঃখাদি স্বীকারপূর্ব্বক লিঙ্গদেহ ধারণ করেন। তাহাতে অবিদ্যমানই তাহার সংসার, প্রিয়াপ্রিয়ের যোগ-বিয়োগ প্রভৃতিই বিপর্য্যাস; সুতরাং শোকের কারণাভাবে শোক পরিত্যাজ্য।"

এতৎপ্রসঙ্গে উশীনরদেশের সুযজ্ঞনামক নৃপতির বিষয় উত্থাপন করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে নৃপতির মৃত্যুতে তাঁহার মহিষীগণ শোকাকুলা হইলে যমরাজ বালকরূপে আসিয়া তাঁহাদিগের শোকাপনোদনমানসে আত্মার অবিনাশিত্ব সম্বন্ধে যেরূপ তত্ত্ব উপদেশ করিয়াছিলেন এবং তৎপ্রসঙ্গে কুলিঙ্গ নামক পক্ষী ব্যাধবাণে নিহত তাহার পত্নীর জন্য শোককালে সেই ব্যাধবাণে যেরূপ দশা প্রাপ্ত হইয়াছিল সেই উপাখ্যান বলিয়া তাহাদিগকে যেরূপ আত্মবিনাশ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন তাহা বলায় হিরণ্যকশিপু স্বজনবর্গকে হিরণ্যাক্ষ-বিয়োগজনিত শোক হইতে মুক্ত করিল। অতঃপর স্নুষার সহিত দিতি প্রভৃতি মাতৃবর্গ শোক বিসর্জ্জন পূর্ব্বক পরমাত্মতত্ত্বে চিত্ত স্থির করিলেন।

সারকথা

প্রভুর অবতারের প্রয়োজন কি?

সর্ব্বকাল ভক্ত সঙ্গে প্রভু ক্রীড়া করে।
সেবকের নিমিত্তে আপনে অবতরে॥
এই তার স্বভাব যে—শ্রীভক্তবৎসল।
ইহা জানে নিষ্কপটে যার কাছে বল॥
—চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৩।৭২,৭৩

প্রভুর ভোজনের সামগ্রী কি?

ভিক্ষা করে প্রভু প্রিয়বর্গ-সন্তোষার্থ।
নিরবধি প্রভুর ভোজন—পরমার্থ॥

বিশেষে চলিল যে অবধি জগন্নাথে।
নাহি সে কোন পথ করে সেই হৈতে॥
—চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৭।১০৮-১০৯

ভজনের ফল কি?

তোমার ভজন-ফল তোমাতে প্রেমধন।
বিষয় লাগি' তোমায় ভজে, সেই মূর্খজন॥
তোমা' লাগি' রামানন্দ রাজ্যত্যাগ কৈল।
তোমা' লাগি' সনাতন বিষয় ছাড়িল॥
তোমা' লাগি' রঘুনাথ সকল ছাড়িল।
হেথায় তাহার পিতা বিষয় পাঠাইল॥
তোমা অনুকম্পা চাহে ভজে অনুক্ষণ।
অতএব দিলে তারে তোমার চরণ॥
চৈঃ চঃ অন্ত্য ৯।৬৯-৭১, ৭৬

শ্রীগৌরে ঈশ্বরবুদ্ধি হয় না কেন?

ভট্ট কহে—তাঁর কৃপালেশ হয় যারে।
সেই সে তাঁহারে কৃষ্ণ করি' লইতে পারে॥
তাঁর কৃপা নহে যারে পণ্ডিত নহে কেনে।
দেখিলে শুনিলেহ তাঁরে ঈশ্বর না মানে॥
—চৈঃ চঃ মধ্য ১১।১০২-১০৩

শ্রীচৈতন্যাবতারের বৈশিষ্ট্য কি?

সংকীর্ত্তন আরম্ভে মোহার অবতার।
উদ্ধার করিব সর্ব্ব পতিত সংসার॥
যে দৈত্য যবনে মোরে কভু নাহি মানে।
এ যুগে তাহারা কান্দিবেক মোর নামে॥
—চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৪।১২০-১২১

সাধনক্রম কি?

সাধুসঙ্গ হৈতে হয় শ্রবণ-কীর্ত্তন।
সাধন-ভক্ত্যে হয় সর্ব্বানর্থ-নিবর্ত্তন॥
অনর্থনিবৃত্তি হৈলে ভক্ত্যে নিষ্ঠা হয়।
নিষ্ঠা হৈতে শ্রবণাদ্যে রুচি উপজয়॥
রুচি হৈতে ভক্ত্যে হয় আসক্তি প্রচুর।
আসক্তি হৈতে চিত্তে জন্মে কৃষ্ণে প্রীত্যঙ্কুর॥
সেই রতি গাঢ় হৈলে ধরে প্রেম নাম।
সেই প্রেমা প্রয়োজন সর্ব্বানন্দ-ধাম॥
—চৈঃ চঃ মধ্য ২৩।১০-১৩

কৃষ্ণ আমায় পালে, রাখে' জান সর্ব্বকাল। আত্মনিবেদন-দৈন্যে ঘুচাও জঞ্জাল॥

দীক্ষা

[illegible]

বিষয়টী [illegible]

[illegible] এই মনন্তর [illegible] কৃপা লাভ [illegible] জীবনে [illegible] হইতে পারেন। দীক্ষাগুরু এক, কিন্তু শিক্ষাগুরু [illegible] উপরে [illegible] সমভাবে পূজা। শ্রীজীব গোস্বামিপাদ [illegible] বলিয়াছেন—

"[illegible] শ্রীগুরুস্তত্ত্বতঃ [illegible] গুরু [illegible] ॥"

মহদ্গুরু [illegible] নিয়ম আছে। [illegible] শিক্ষা-গুরুর [illegible] বিষয়ে [illegible] গাম্ভীর্য্য লাভ ঘটে এবং [illegible] জীবের [illegible] অনুগ্রহ। [illegible] কৃপা [illegible] শ্রীগুরুদেবের [illegible] কৃষ্ণ-কৃপালাভ [illegible] জীবের [illegible] তাঁহাদের [illegible] শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আমরা দেখিতে পাই—

"কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে।
গুরু অন্তর্যামিরূপে শিখায় আপনে॥"

এই সারগর্ভ আলোচনা [illegible] বুঝিতে পারি যে, সদ্গুরুর কৃপা না [illegible] তাঁহার [illegible] পড়িয়াছেন। [illegible] গোস্বামী যাহাদের [illegible] শ্রীগুরু [illegible] কৃপা [illegible] যে [illegible] আমার হৃদয়ে [illegible] শ্রীগুরুপাদপদ্মে [illegible] [illegible] প্রভৃতি [illegible] আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি যে পরম করুণাময় শ্রীভগবান্ [illegible] কৃপা [illegible] নিকট আত্মগোপন করিয়া থাকিতে পারিবেন না; [illegible] সমর্থ [illegible] কৃপা [illegible] আমাদের মনে রাখা উচিত যে, যিনি [illegible] ভগবান্ তাঁহার নিকটই [illegible] আমরা উপাস্য [illegible] এবং তিনি যে [illegible] একমাত্র পরম [illegible] সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ [illegible] জীবকে [illegible] ও শুদ্ধ করেন এবং [illegible] অশ্রদ্ধা [illegible] স্থান পাইলে সেই [illegible] বাক্যকে [illegible] অনুযায়ী শ্রীগুরুদেব তাঁহার কৃপা-প্রাপ্ত সরল ও [illegible] সেবকগণকে উপদেষ্টারূপে [illegible] সেবকগণের নিকট প্রেরণ করেন। অর্থাৎ মায়াবিবশ [illegible] জীবগণকে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহার [illegible] চেষ্টা সতত [illegible] নিযুক্ত। আর যে ব্যক্তি বঞ্চিত হইতে [illegible] করে ভগবান্ও তাহার নিকট "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্" এই প্রতিজ্ঞানুসারে মায়াদেবী কর্তৃক বঞ্চক গুরু প্রেরণ করেন। অর্থাৎ তাহারা [illegible] ভগবান্‌কে না পাইয়া বঞ্চককে [illegible] আসন দিয়া [illegible] নাম [illegible] ভোগে ব্যস্ত হয়। তাই বলি, [illegible] সদ্গুরুর সাক্ষাৎ পান। আর সেবাবিমুখ [illegible] দর্শন পাইয়া অসদ্গুরু ও বঞ্চকের সাহায্যে [illegible] পতিত হয়।

বস্তু-দর্শন [illegible] কৃপায়—সদ্গুরু-চরণাশ্রিত গুরুবর্গগণের অযাচিত কৃপাফলে আমরা সদ্গুরুর [illegible] পাই। [illegible] সেই [illegible] শ্রীমুখে [illegible] নিকট [illegible] সকল [illegible] হয়। [illegible] [illegible] চৈতন্যময়ী [illegible] একটি [illegible] বা [illegible] হইতে [illegible] না পাইয়া [illegible] গুরুপাদপদ্মের [illegible] নামে [illegible] করা। যাহারা এই উপদেষ্টা গুরুবাক্যে [illegible] কৃপা-লাভ [illegible] শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে দূরে [illegible] এবং [illegible] সেই [illegible]।

শিক্ষাগুরু ও দীক্ষাগুরুর [illegible] ভারতম্য [illegible] শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আদি লীলা প্রথম পরিচ্ছেদে সুষ্ঠুরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। দীক্ষাগুরু সম্বন্ধে তাঁহার বাণী—

"যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস।
তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ॥
গুরু কৃষ্ণ-রূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে।
গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥"

"আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ॥"

ভগবানের কৃপা হইলে শ্রীগুরুদেবের সহিত সাক্ষাৎকার লাভ ঘটে অর্থাৎ ভগবান্ই আচার্য্যরূপে দিব্যজ্ঞান-প্রদান-রূপ মহদ্গুরু-প্রদর্শনের জন্য শিষ্যের নিকট প্রকাশিত হন। এই দিব্যজ্ঞান-দাতা শ্রীগুরুদেব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ব্যতীত অন্য কেহ নহেন। সুতরাং শ্রীগুরুপাদপদ্ম বস্তুতঃ কৃষ্ণচৈতন্যদাস হইলেও শিষ্য অপ্রাকৃত দৃষ্টিতে তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের প্রকাশবিশেষ বলিয়া জানিবেন। তবে কখনও গুরুদেবকে নিত্য সেব্য সেবক-স্বরূপ রহিত হইয়া শ্রীগুরুদেব কোন প্রকার [illegible] সহিত লীলা-বৈচিত্র্য প্রদর্শন, এরূপ নহে। [illegible] ভগবান্, তাই তাঁহার আচরণ [illegible] সেবা ব্যতীত অন্য কোন [illegible] ব্যাপকাশ-বিগ্রহ [illegible] সেবোন্মুখ সেবা ব্যতীত অন্যভাবে প্রকাশিত নহেন এবং প্রকাশবিগ্রহ শ্রীগুরুদেবে বিষয়-বিগ্রহ-বুদ্ধি অর্থাৎ ভোক্তৃবুদ্ধির অবকাশ নাই। আচার্য্যের অনুষ্ঠানই তাঁহার অপ্রাকৃত-প্রকাশের পরিচায়ক। গুরুদেবে চৈতন্য ব্যতীত অন্য সত্তার সম্ভাবনা থাকিলে [illegible] তাঁহাকে সেবক-ভগবান্, আশ্রয়জাতীয় ভগবান্ এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকে সেব্য ভগবান্ বা বিষয়-ভগবান্ বলিয়াছেন। আচার্য্যদেব—সেবা-ভগবানের অভিন্ন প্রকাশ, গৌরের দ্বিতীয় দেহ [illegible] নিজেকে নিজে প্রকাশ করিবার জন্য বা লীলাবৈচিত্র্য [illegible] গৌরেরই স্বরূপ [illegible] বা উপদেষ্টার আসনগ্রহণ; সুতরাং আমরা যদি এই অপ্রকাশিত শ্রীগুরুপাদপদ্মে [illegible] বা অনুগত না হই তাহা হইলে [illegible] বা অর্থ আসিয়া [illegible] আমাদিগকে [illegible] প্রভাবে বাস [illegible]। কর্ণধারহীন নৌকার সাহায্যে সমুদ্রপারের ন্যায় [illegible] সংসারসমুদ্র হইতে উদ্ধারের চেষ্টা নিরর্থক হইবে। সুতরাং আমাদের মনে রাখা উচিত যে, এই গুরুসেবা ব্যতীত কৃষ্ণলাভ হয় না। এতদ্ব্যতীত কৃষ্ণপ্রাপ্তি বা [illegible] জীবের পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব ও আকাশকুসুম চিন্তার ন্যায় বৃথা। গুরুসেবাপ্রসঙ্গ গুরুসেবা সাক্ষাৎ উপায় এবং গুরুসেবা বা গুরু[illegible] যে কৃষ্ণসেবা তাহারও নাম—জীবের কৃষ্ণসেবা। সাক্ষাৎভাবে কৃষ্ণসেবার স্বতন্ত্র অধিকার জীবের নাই। সুতরাং কেহ যেন গুরুপাদপদ্ম ছাড়িয়া ভক্ত হইবার আশা হৃদয়ে পোষণ না করেন।

শিক্ষাগুরু ভক্তগণই দীক্ষাগুরুর স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া আমাদের ন্যায় কৃপাবঞ্চিত হতভাগ্য জীবগণকে ভক্তবাণী জানান। এই শিক্ষাগুরু দুই রূপে অর্থাৎ চৈত্ত্যগুরু ও ভক্তশ্রেষ্ঠরূপে আমাদের নিকট প্রকাশিত হন। তাই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন—

"শিক্ষাগুরুকে ত জানি কৃষ্ণের স্বরূপ।
অন্তর্যামী ভক্তশ্রেষ্ঠ এই দুই রূপ॥"

আমাদের অন্তরে অন্তর্যামিভাবে বাস করিয়া যিনি আমাদিগকে ভজনানুকূল বিবেক দান করেন, যিনি অপার কৃপাবশতঃ দেহধারী আমাদের সমক্ষ আত্ম-ধাম ও বপাত অর্থাৎ পার্ষদ প্রকাশ করিবার জন্য বাহ্যে আচার্য্যরূপে এবং অন্তরে অন্তর্যামি-

রূপে ব্যবহার করেন সেই ভগবানই আমাদের শিক্ষাগুরু। কিন্তু এই অন্তর্যামী ভগবানের ব্যক্তিবিশেষভাবে আমাদের প্রতি কৃপা আমরা বুঝিতে পারি না বা তাঁহার সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হয় না বলিয়া কৃষ্ণই অনেকসময় আচার্য্যরূপে শিক্ষাগুরু হন দীক্ষাগুরুই শিক্ষাগুরুর আসন গ্রহণ করেন অথবা গুরুসেবাপরায়ণ বৈষ্ণবগণ আমাদিগকে উপদেশমুখে ভজন-শিক্ষা দিয়া থাকেন। আমরা জানি, হরি, গুরু এবং বৈষ্ণব পরস্পর অভিন্নাত্মা; সুতরাং দীক্ষাগুরু বা শিক্ষাগুরুর প্রতি উচ্চাবচ-ভাব হৃদয়ে পোষণ না করিয়া তাঁহাদিগকে ভগবানের অভিন্ন জানে তাঁহাদের চরণে শ্রদ্ধাবিশিষ্ট হওয়াই একান্ত দরকার।

বিশ্ব-শ্মশানের একটী দৃশ্য

[শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী]

"যু ভর্ক্তৃগুণাসেবং মানকাদাপ দুঃস্থৈর সদা প্রভু' কোনও একটি পুস্তকে দেখিয়াছি—'ক স্বকঙ্কারবং ক মধু কাহাণে কটাক্ষাঃ, ক্ব মদনদূর্ভিক্ষলো রাবকাসঃ। ইখং খট্টাঙ্গকোটৌ প্রকটিত-দশনং মধু কারাং সমীরং রাগান্ধানামিবোচ্চৈরুপহসতি মহামোহজালং কপালম্॥"

বিশ্বশ্মশান প্রকৃতি-রাণীর অসিত দেবীপুরে অবস্থিত। ভোগ-পরিবারের শিরোঠাকুরাণী অত্যন্ত বাস করিয়াছেন; তাঁহার দেহ-কঙ্কালটী এ শ্মশানে পড়িয়া রহিয়াছে। ঐ কঙ্কালটীর বিবর হইতে সমীরণ প্রবেশ করায় শন শন শব্দ উত্থিত হইতেছে, মনে হইতেছে তাহা যেন জ্ঞানপূর্ণ পরিণামবাণী। ঐ মাংসহীন শাকিনী (নারীকঙ্কালটী) যেন বীভৎস-আননে, সঙ্কুচিত নয়নে, প্রকটিত-দশনে, উৎকট-উপহাসচ্ছলে কনক-কামিনী-ভোগ-লোলুপ, তত্ত্বজ্ঞানহীন, কৈতবঅন্ধ বিমূঢ় মানববৃন্দকে তীব্র বিদ্রূপ-বাক্যে বলিতেছে,—"সেই সুবদন আমার আর কোথায়, যাহার কমনীয় দর্শনলালসায়, হে জ্ঞানান্ধ বর্ব্বরগণ! তোমরা অহর্নিশ বিপদ বিপত্তিকে অবহেলা করিতে; আর কোথায় আমার সেই অমিয় বিনিন্দিত কুঙ্কুম-অধরের অভিসার-লোলুপতাপ্রসূত প্রবঞ্চনা-পূর্ণ মোহপ্রদ কুটিল মৃদু হাস, যাহা তোমাদের নয়ন-সরণিদ্বারা প্রাণান্তঃপুরে প্রবেশপূর্ব্বক তোমাদের প্রাণান্ত এবং যাবতীয় সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া লইত; আর কোথায়ই বা সেই আমার প্রাণান্তকারী চঞ্চল অপাঙ্গ বিক্ষেপ, যাহার প্রভাবে—যে নয়নের কুটিল ভঙ্গীতে, যে মদমত্ত কুরঙ্গ অপাঙ্গহত মানবগণ! তোমরা অবিদ্যাতে মোহমুগ্ধহৃদয়ে সুমধুর সুশীতল পানীয় পান করতঃ পিপাসাপ্রশমনার্থ কামশরের উৎপত্তে প্রধাবিত হইয়া প্রজ্জ্বলিতানলে ঘৃতাহুতি প্রদানের ন্যায় স্বকীয় জীবন নারীসঙ্গ-প্রাঙ্গণে নিস্তারহীন অপ্রতিহত কন্দর্প-কার্ম্মুকের অগ্নিতে ঢালিয়া আহুতি দিয়া কলেবরে বিশ্বাকারে এক বর্ত্তমান দৃশ্য কামকারিতার সহ সৃষ্টি করিতে।

একই দৃশ্য! একই শোচনীয় পরিণাম! শুনিলাম, বুঝিলাম, সব কথা গ্রহণ করিলাম, অবিদ্যা সংসার ত্যাজিলাম, বালকে বলিতে অবশভাবে, অজ্ঞাতসারে গৃহীর বেশে—সাধুর বেশে—ত্যাগীর বেশে—অনুরাগীর বেশে রহিলাম—অন্তরে অন্তরে মরিলাম। কিছু জানিলাম না, আমি কি করিলাম! কোথায় ঝাঁপ দিলাম, কি শোচনীয় দৃশ্য সৃষ্টি করিলাম!

স্বার্থের বাজার। স্বার্থের অনিত্য বিশ্বের যাবতীয় প্রীতির অস্তিত্ব। কাজেই অভাবে ভবে সবে মাত্র হরিগুরুবৈষ্ণব ব্যতীত কাহারও প্রীতির অস্তিত্ব তোমার প্রতি লক্ষিত হবে না।

শঙ্কর-ত্রিপুরারি। সংসারের মর্ম্ম বিশেষভাবে উপলব্ধির স্থান ত্রিপুর—স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল। এই ত্রিপুরেই সংসার বিরাজ করে। সংসারের অসারত্ব বিচার করিয়া শঙ্কর সংসারত্যাগী —সংসারারি ত্রিপুরারি। তদীয় অবতার আচার্য্য শঙ্কর সার্থক সংসারের অর্থ করিতে গিয়া সারার্থদর্শনমুখে ব্যক্ত করিয়াছেন—

যাবজ্জীবো নিবসতি দেহে
কুশলং তাবৎ পৃচ্ছতি গেহে।
গতবতি বায়ৌ দেহাপায়ে
ভার্য্যা বিভ্যতি তস্মিন্ কায়ে॥

শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ—গৌরজন। ইঁহার পবিত্র প্রসঙ্গে অসামর্থ্য প্রযুক্ত আমি তদীয় কনৈক প্রিয়জনের প্রদত্ত পরিচয়ের সাহায্যে পাঠকগণের কৌতূহল-নিবৃত্তি করিয়া বক্তব্য বিষয় প্রকাশ করিব। পরিচয় শ্লোকটী এই—

"নমো ভক্তিবিনোদায় সচ্চিদানন্দনামিনে।
গৌরশক্তিস্বরূপায় রূপানুগবরায় তে॥"

ইনি রূপানুগবর, গৌরশক্তিস্বরূপ, শুদ্ধভক্তি-স্রোত পুনঃ-প্রবর্ত্তনের মূল মহাপুরুষ। ইঁনি সংসার সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

সংসার সংসার করি' মিছে গেল কাল।
লাভ না হইল কিছু ঘটিল জঞ্জাল॥
কিসের সংসার এই ছায়াবাজী প্রায়।
ইহাতে মমতা করি বৃথা দিন যায়॥

সংসারের অসারত্ব-প্রতিপাদনকারী বহু প্রবাদ, বহু আদর্শ পরিদৃষ্ট হয়, কিন্তু সে সব আমাদের বর্ত্তমানে আলোচ্য বিষয় নহে। কারণ বৃথা কালক্ষেপ করা যুক্তিযুক্ত নহে; যেহেতু "অনন্ত কালো বহবশ্চ বিঘ্নাঃ"। সংসার কি? সংসার করিলে কি সুফল বা কুফল ইত্যাদি বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভের জন্য আমরা যদি ব্যস্ত হই এবং সেই কার্য্য করিতে করিতে যদি আমাদের দুর্ল্লভ, অনিত্য ও অল্পকালস্থায়ী মানবজন্মটী বায় করিয়া ফেলি, তাহা হইলে আমাদের আর পরমার্থ-লাভের সম্ভাবনা বা সংসারে মুক্তি লাভানন্তর হরিভজন করিবার অবসর থাকিবে কি? তাই "তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাবৎ" বাণীটী স্মরণ করিয়া পাপময় সংসার পরিত্যাগ করত আত্মকল্যাণের জন্য একান্ত হৃদয়েই ভগবদ্ভজনে হরিভজন আরম্ভ করা একান্ত কর্ত্তব্য।

সেবা কি?

[শ্রীপাদ বিদ্যাবিনোদ ভক্তিশাস্ত্রী]

সেবা কি, এই প্রশ্নের প্রতি উত্তর এক কথায় দিতে হইলে বলিতে হয় "সেব্যের প্রীতিবিধানার্থে যাহা করা যায় তাহার নাম সেবা।" সুতরাং যে পর্য্যন্ত আমাদের সেবা বস্তু নির্দ্ধারিত না হয় সে পর্য্যন্ত প্রকৃত প্রস্তাবে সেবা হয় না।

শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিতেছেন,—"জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস"। জীব যখন কৃষ্ণের নিত্য দাস তখন উঁহার নিত্য কৃত্য—কৃষ্ণের নিত্য-সেবা, ইহা নিঃসন্দেহে স্বীকার্য্য। কেন না, দাসের কৃত্যই হইতেছে প্রভুর সেবা।

এখন প্রশ্ন, বর্ত্তমান অবস্থায় আমরা যে কার্য্যগুলি করিতেছি সেই গুলিই কি কৃষ্ণের সেবা? উত্তরে পাওয়া যায়, জীব দ্বিবিধ। এক নিত্য মুক্ত আর এক নিত্যবদ্ধ। যাঁহারা নিত্য মুক্ত তাঁহারা নিত্যকাল কৃষ্ণ-পার্ষদরূপে কৃষ্ণ-সেবানন্দে নিমগ্ন; আর যাহারা কৃষ্ণ-সেবা-বিমুখ, তাহারাই বদ্ধরূপে পরিগণিত এবং এই মায়িক প্রপঞ্চে নিপতিত। মায়িক সম্বন্ধের অধিবাসী আমাদের কার্য্যাদি কৃষ্ণের সেবায় পর্য্যবসিত না হইয়া মায়ার সেবাতেই পর্য্যবসিত হইতেছে।

জীবাত্মা নিত্য; সুতরাং তাঁহার দাসরূপ বৃত্তিও নিত্য। তজ্জন্য মায়িক প্রপঞ্চে নিপতিত হইয়া বদ্ধরূপে পরিগণিত হইলেও তাহার নিত্য বৃত্তি যে দাস্য তাহা লোপ পায় না। কিন্তু বদ্ধ ও মুক্তের ধর্ম্মের পার্থক্যের অনিবার্য্যতা হেতু বদ্ধাবস্থায় জীবগণ দাসত্বের পরিবর্ত্তে প্রভুত্ব-লাভে প্রয়াসবিশিষ্ট হয় অর্থাৎ আমি ভোক্তা এই অভিমানে অভিভূত হয়।

ভোক্তা হইবার অভিলাষ হইলেও স্বরূপতঃ আমরা ভগবানের দাস বলিয়া প্রভুত্ব হইতে বঞ্চিত হই। ভোগ করিতে যাইয়া প্রতিপদে প্রত্যেক বস্তুর দাস হইয়া পড়ি। সুতরাং স্বরূপের ধর্ম্ম দাস্য হইতে প্রতি-নিবৃত্ত হই না।

শুদ্ধ চিন্ময় জীবাত্মা ... বিশুদ্ধ হইলে উঁহার এক ... লাভ হয়। বদ্ধাবস্থায় তাঁহার ... দুইটী আবরণ দ্বারা আবৃত হয়। উঁহাদের একটীর নাম মন বুদ্ধি-অহঙ্কাররূপ সূক্ষ্মদেহ এবং অপরটীর নাম পঞ্চভূতাত্মক স্থূলদেহ। এই সূক্ষ্ম ও স্থূলদেহে আত্মাভিমানী হওয়া বদ্ধজীব তাহার একমাত্র সেব্য বস্তু যে ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র, তাঁহাকে ভুলিয়া তাঁহার স্থলে বহু সেব্য বস্তুকে আবিষ্কার করে এবং কচিবৈচিত্র্যের তারতম্যানুসারে কেহ বা পিতামাতাদি আত্মীয়দের সেবাতে বদ্ধপরিকর, কেহ বা পুত্র, সমাজ বা দেশের সেবায় রত, আবার কেহ বা দুঃস্থ-দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত জনগণের সেবায় অভিনিবিষ্ট।

স্ত্রী, পুত্র, পিতা, মাতা, গুরু, সমাজ, দেশ ও অনাথ্য কাঙ্গালাদি জীবগণ যাহা বর্ত্তমানে আমাদের সেব্য বস্তুরূপে পরিগণিত হইয়াছে তাহারা প্রকৃতপক্ষে আমাদের নিত্য সেব্য নহে। তাহাদের সেবা আমাদের স্বরূপধর্ম্ম হইতে অবস্থান্তর ঘটায়। সুতরাং তাহাদের সেবা প্রাকৃতিক।

সেবান্যত্র তাঁহাকেই বলা হইবে যিনি নিত্যকাল স্বীয় চিন্ময় পার্ষদের দ্বারা অবিসম্বাদিতরূপে সেবিত হইবার যোগ্য এবং সেই সেবাই সেবা—যে সেবা আমাদের স্বরূপের একমাত্র ধর্ম্ম অর্থাৎ যাহাতে কৃষ্ণেন্দ্রিয়তোষণ ভিন্ন অন্য কোন অভিলাষ নাই এবং যাহা একমাত্র নিত্যজন আনুগত্যে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্য দ্বারা নিরন্তর কৃষ্ণ-বিষয় অনুশীলন-ফলেই লাভ হইয়া থাকে।

"সরস্বতীজয়শ্রী"

[বৈষ্ণব-পক্ষ]

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের কৃপা যে-ভাবে ... অনুরূপ ভক্তগণ উপলব্ধি করিয়াছেন, তাহা এক গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে। ভিক্ষা ৪ টাকা মাত্র প্রাপ্য। স্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার কলিকাতা।

--

সৎক্রিয়াসারদীপিকা

তৃতীয়-সংস্করণ

নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন

গ্রন্থ-বিভাগ শ্রীচৈতন্যমঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

স্বপনেও না কর ভাই স্ত্রী-সম্ভাষণ গৃহে স্ত্রী ছাড়িয়া ভাই আসিয়াছ বন।

শুদ্ধভক্তি মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ

(আকর-মঠরাজ)

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ খৃষ্ট ঈশ্বর-পূর্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যবর্ষ শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্যমঠ বিরাজমান। এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, পরাবিদ্যাপীঠ বা সাত্বতজ্ঞানস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীভক্তি-নামাযুক্ত ব্যাকরণাদি বেদান্তসমূহের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র 'নদীয়া-প্রকাশ', সাত্বত-সম্প্রদায়ে অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থাদি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' মুদ্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতি বৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমাপ্রদান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠিসহ কীর্ত্তন-প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৩নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত সুনির্ম্মল ভাগবত-ধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশ্যে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভজনাগারে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দজীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। নিত্যপাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সর্ব্বপ্রধান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি আলোচনা ও গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হয়। এই মঠ হইতে মহানগরীর সর্ব্বত্র হরিকথা-প্রচার, মহানগর-সঙ্কীর্ত্তন, বক্তৃতা, ব্যাখ্যা ও সঙ্কীর্ত্তন-সভা-মহোৎসবাদি ভক্তাঙ্গের অনুষ্ঠান হয়। মঠরক্ষক—মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া সহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী সেবাকোবিদ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী এখানে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান, রক্ষক—শ্রীনরহরি দাসাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—গোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

(৭) কাজীর সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক।

(৮) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও রাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান দাস ব্রহ্মচারী।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্র নাথ দাসাধিকারী।

(১০) মোদদ্রুম-ছত্র "গৌড়ের নৈমিষ"

মাউগাছি, পোঃ ভাণ্ডার, (বর্দ্ধমান)।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান। শ্রীগৌরনিত্যানন্দের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীমধুবিহারী ব্রজবাসী, ভক্তিভূষণ।

(১১) ভেতিয়া কুঞ্জকানন

শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী,

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীনদীয়ানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১২) কুঞ্জকুটীর—পোঃ কৃষ্ণনগর,

নদীয়া। রক্ষক—শ্রীঅনন্তানন্দ অধিকারী

(১৩) ভাগবত-আসন—পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

এই স্থান হইতে ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচারিত হয়। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৪) একায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাসখালি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী ভক্তিবৈভব।

(১৫) মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(১৬) মাধ্বগৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, পোঃ ঢাকা

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ।

(১৭) গোপালজীউমঠ—কমলাপুর,(ঢাকা)

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান। রক্ষক—শ্রীকমলদাস ব্রজবাসী।

(১৮) নিতাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)।

এখানে শ্রীনিতাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(১৯) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীমধুসূদন ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২০) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাদ্দ, (ঢাকা)

এখানে মহাপ্রভুমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(২১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(২২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ভুবনেশ্বর রোড, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী।

(২৩) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকনিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে গুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান্দাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত।

(২৪) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী।

(২৫) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ বক্সীবাজার, (কটক)

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীউর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর

(২৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর পুরী,

শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন।

(২৭) পুরুষোত্তম মঠ

ভক্তিকুটী, পোঃ পুরী উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীউর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগদাধর অধিকারী

(২৮) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়ানাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী দাসাধিকারী।

(২৯) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—শ্রীনিতাইচরণ দাসাধিকারী ভক্তিলোচন।

(৩০) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪২নং কবিরপুরা, বেনারস সিটি

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীনরোত্তম ব্রহ্মচারী।

(৩১) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন

(৩২) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও গৌরবিনোদ-বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীসত্যনারায়ণ দাসাধিকারী।

(৩৩) কৃষ্ণচৈতন্য মঠ

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

এখানে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিত্য-সেবা হয়। রক্ষক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠ

বিশ্রামঘাট মথুরা

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ

(৩৫) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ—শ্রীরাধাকুণ্ড

রক্ষক—শ্রীরাধারমণচরণশরণ ব্রহ্মচারী

(৩৬) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৩৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ

সেবশালী, পোঃ গোতোল, জেলা অমৃতসর (পাঞ্জাব) রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৩৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসম্বন্ধ তুর্যাশ্রমী

(৩৯) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল।

এখানে গৌর-বিনোদরায়ের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪০) সারস্বত-গৌড়ীয় মঠ

হায়দার নারায়ণগুড়া, হাউ, সি

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি

(৪১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ রায়পেট্টা মাদ্রাজ।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীপাদ ভগবানন্দ ভক্তিনিকেতন।

(৪২) বোম্বে-গৌড়ীয়-মঠ কার্য্যালয়

প্রোক্টার রোড, চোটানি বিল্ডিং, বাংলো নং ১, বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মা মজুমদার।

(৪৩) অমরজি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমরজি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীঅক্ষয় দাস অধিকারী

(৪৪) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্চকা, কামরূপ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী

(৪৫) পাটনা গৌড়ীয় মঠ

১০০ মিঠাপুর, পাটনা।

রক্ষক—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী রাজবল্লভ

(৪৬) গয়া গৌড়ীয় মঠ

হিল সাইড, চার্চ রোড, গয়া

রক্ষক—উপদেশক শ্রীসর্ব্বেশ্বর দাসপ্রভু

(৪৭) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠ বালেশ্বর

রক্ষক—শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয়

৩ গ্লষ্টার হাউস, ক্যাণ্ডস্ব গার্ডেন্স, এস-ডব্লিউ ৭, লণ্ডন

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন

(৪৯) বার্লিন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

Berlin W. 30

Eisenacher strasse 29 I;

(৫০) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

৩৫০ নং ডালহাউসী ষ্ট্রীট রেঙ্গুন।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম ৮খণ্ড হইতে দশম স্কন্ধ পর্যন্ত ৩৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে দ্বাদশ ৸৵০
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৭৲
৩। ভাষ্য-সমেত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৭৲
৪। সৎক্রিয়া-সারদীপিকা ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড — ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৩ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—১৲; ২য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব—১৲
৮। সংস্কারদীপিকা—দীপিকা ও সংস্কার-দীপিকা ১৷০
৯। বৈষ্ণবধর্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমদ্ভাগবতের শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। ভাগবতাচার্য্যচরিত (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। নামভজনমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিষ্ণু-তত্ত্ব ৷০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। ঈশোপনিষদ্ ৷০
১৮। বামন-আখ্যান ৷০
১৯। ভাগবতের কৃষ্ণাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৸৵০
২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৸৵০
২২। ভক্তি-তত্ত্ব
২৩। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীনবদ্বীপধামতত্ত্ব ও (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
২৬। গীতার কেবল মূল-ভাষা ৷০
২৭। বৃহদ্ভাগবতামৃত ভাগবতোক্ত সাধুবাদ ২৲
২৮। বেদান্তসূত্রের সাধুবাদ ৷০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸
৩০। দীপ-শিখা দর্শন ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৶০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা)
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা ৵১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ৷০
৪০। শরণাগতি ৵০
৪১। গীতাবলী ৵০
৪২। চিত্রে নবদ্বীপ ৷১০
৪৩। নামতত্ত্ব ৵০
৪৪। পেষপচন্দ্রিকা ৵০
৪৫। নবদ্বীপশতক
৪৬। অর্চনপদ্ধতি
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ
৪৮। কল্যাণকল্পতরু। ৫ম সংস্করণ ৵১০
৪৯। আম্নায়সূত্র ৷১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ৷০
৫২। মাধ্যমকী (সাধুবাদ) ৷০
৫৩। গৌড়কৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ৷০
৫৫। অনুভূত্যাবলী বা নামাপরাধভঞ্জনী ৷০
৫৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৵০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ৷০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণবোধ ৶০
৫৯। শিক্ষাপ্রদীপ ৶০
৬০। মাধ্বমতবাণী ৵০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যশীলামৃত সারঃ ৷০
৬১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী সন্দর্ভঃ ৷০
৬২। সটিক-শিক্ষাষ্টকম্ ৷০
৬৩। ভগবদ্দ্ধ্যাম্ ৷০
৬৪। সাধুবাদ শিক্ষাষ্টকম ৸৵০
৬৫। গৌড়ীয়মঠ পাঠ্যঃ ৵০
৬৬। সারার্থবর্ষিণী ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৭। রায় রামানন্দ ৷০
৬৮। এ কিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ৷০
৬৯। নামভজন ৷০
৭০। বেদান্ত—ইটস মরফলজি অ্যাণ্ড অন্টোলজি ৷০
৭১। বিলেজিয়ন অ্যাণ্ড স ৷৵০
৭২। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ৷০
৭৩। বৈষ্ণবীজম ৷০
৭৪। দি গৌড়ীয় মঠ অ্যাপ্রোচ ৵০
৭৫। দি ভাগবত ৷০
৭৬। স্বরোচিষ ফিলজফি অ্যাণ্ড আবেকেন্ড রিলিজিয়ন ৷০
৭৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২৷০
৭৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৩৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৭৯। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ৷০
৮০। সাধন-পথ ৷০
৮১। কল্যাণ-কল্পতরু ৵১০
৮২। গীতাবলী ৵০
৮৩। শরণাগতি ৵০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৪। শরণাগতি ৵০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ৩৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বাঁশহাট জ্বর কাটিতে অদ্বিতীয় সাধক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৸৵০ আনা, বড় বোতল ১৷৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও রাসায়নিক জে. বি. দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউন্‌টেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। উহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে. বি. দত্ত এণ্ড কোং
কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার
কলিকাতা

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের পূজা, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে কথাসার ও শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে।, ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও
ডাঃ কুঞ্জবিহারী ব্রহ্মচারী ভক্তিসুধাকর ভারতী এম, এ, কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

(ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত)

স্কট চার্চ কলেজের সাহিত্যের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী এম্‌-এ, মহোদয়ের গবেষণা এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ লেখনীর অমৃতময় আশীর্বাদ ধারায় প্রকাশিত হইল এবং এক এক অধ্যায়ের পরিচ্ছেদ-সারে বহু চিত্র এই বিরাট্‌. আলোচ্য ও আনুষঙ্গিক সব সাধারণ ও বিশিষ্ট চিত্র-সমাবেশ। ভাষা ও পাণ্ডিত্য সর্বত্র প্রামাণ্য গ্রন্থের সহিত অন্যান্য শ্রীমদ্ভাগবত প্রচারিত. সিদ্ধান্তের সমুদয় আলোচনা প্রভৃতি সমস্ত অধ্যায়ে. প্রায় সহস্র পৃষ্ঠার বৃহৎ ও বিরাট্‌ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের ভূমিকা প্রবন্ধ (Foreward) প্রকাশক ও গ্রন্থকারের মুখবন্ধ (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে অনুক্রমে সারিত প্রসঙ্গ সম্বলিত Index Glossary সহ প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা—১৫, পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—গৌড়ীয় মঠ বাগবাজার, কলিকাতা. শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা ; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জেলা—নদীয়া।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। বার্ষিক ৩৷৷ টাকা ভিক্ষায় কলিকাতা বাগবাজারস্থ গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

২। গৌড়ীয় মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাঙ্গলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক মুখপত্র। শ্রীসরস্বতী মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১॥০

৪। সজ্জনতোষণী—উৎকল ভাষায় মহোপদেশক সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী বি-এস্‌ সি-টি সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া গৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল শ্লোক অক্ষরে এবং তাহার বঙ্গানুবাদ সহ পরমহংস প্রভুপাদের ও মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুভাষ্যাদি টীকা ও সংগ্রহ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। আর বৃহৎ ভাষা। ভাব স্বাধীন আর্টপেপার আকারে ১০৯৯ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও অনুবাদ সম্পূর্ণ হইয়াছে। ভূমিকায় ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোক সূচী, পদ্যসূচী, গ্রন্থসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়-সূচী. অধ্যায় পরিচয় বিস্তৃত সূচী-পত্র। সর্বশ্রেষ্ঠ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট সংস্করণ কখনও কোথায়ও আর প্রকাশিত হয় নাই, যাহা বিদগ্ধ পাঠক মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সর্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৯৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে ; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র মেধাবী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৪৬,	১০—৫১,	১৩—২২	১৭—৩৮,	১৯—৩৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—৩৫
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৪০,	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—১২

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

শনিবার ব্যতীত দিন

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১২-১০	১২-৩৪	১৫-৩৪	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫০	৯-৩৫	১২-১৯	১২-৪২	১৫-৪০	১৮-৫৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-১৩	১০-০	১২-৫১	১৩-১২	১৬-১২	১৯-১১

সচিত্র

নবদ্বীপ পঞ্জিকা

ভিক্ষা—মাত্র ৶০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ

পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীধাম—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'শ্রীনাথ' নবদ্বীপ

দৈনিক

RN. C 1544

চৈতন্যোপনিষদ্
বঙ্গ অক্ষরে মূল ও অনুবাদসহ প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি উত্তম। ভিক্ষা ।০ মাত্র
শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

নদীয়াপ্রকাশ
THE ADIA-PRAKASH

"গৌড়ীয়"
৭ম খণ্ড হইতে ১১শ খণ্ড পর্য্যন্ত পাকি বাঁধা কাপড়ে বাঁধাই ভিক্ষা ৩।০ মাত্র।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ
বাগবাজার, কলিকাতা

ভাগবতের কথা ও প্রচারক ... একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১০ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২১শে জ্যৈষ্ঠ, মঙ্গলবার ১৩৪২, ৪ঠা জুন ১৯৩৫ [৮০শ সংখ্যা।

সমগ্র বিশ্বে প্রকৃতির তাণ্ডব ধ্বংসলীলা

— :০:-

নানাস্থান হইতে ভূমিকম্প, অগ্নিকাণ্ড গ্রীষ্মাধিক্যের আতঙ্কজনক বিবরণ

কোয়েটায় প্রলয়ঙ্কর ভূমিকম্প

গত বৃহস্পতিবার শেষরাত্রি তিনটার পর কোয়েটা সহরে প্রচণ্ড ভূমিকম্প হইয়াছে। ভূমিকম্পের ফলে টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন লাইনের গুরুতর ক্ষতি হইয়াছে; কাজেই কোয়েটা হইতে সরাসরি কোনও সংবাদ আসিতেছে না। তথা হইতে সামরিক কর্তৃপক্ষ বেতারে সিমলায় যে সংবাদ প্রেরণ করিয়াছেন, তাহা হইতে ভূমিকম্পের গুরুত্ব সম্বন্ধে একটা ধারণা করা যায়।

প্রকাশ, ভূমিকম্পে কোয়েটা সহরের রেল ষ্টেশনের, সামরিক, বিমান ঘাঁটির এবং পুলিশ লাইনের ভীষণ ক্ষতি হইয়াছে। কিন্তু সামরিক কর্তৃপক্ষের অধীন সৈনিকদের ব্যারাক ও ক্যান্টনমেন্ট এতদূর বিশেষ ক্ষতি হয় নাই। কোয়েটা সহরে এক হাজারের অধিক লোক মারা গিয়াছে। প্রায় সমস্ত পুলিশবাহিনী নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে এবং বিমান বিভাগের ৫৩ জন নিহত হইয়াছে। রেল ষ্টেশনের কর্মচারীদের মধ্যেও মৃত্যুসংখ্যা খুব বেশী হইবে। কিন্তু পদস্থ রেলকর্মচারিগণ নিরাপদে আছেন। কোয়েটা ষ্টেশন হইতে বার মাইল দূর পর্য্যন্ত রেললাইনের পার্শ্ববর্ত্তী বাড়ীগুলিও বিচ্ছিন্ন হইয়াছে।

প্রকাশ, এই ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল দক্ষিণ আফগানিস্তানে এবং তথায়ও গুরুতর ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা।

যুক্ত প্রদেশে বৈশ্বানরের ধ্বংসলীলা

বেরিলি হইতে ১০ মাইল দূরে অবস্থিত জলপতপুর নামক একটি গ্রাম হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, তথায় গত সোমবার অপরাহ্নে এক ভীষণ অগ্নিকাণ্ডে পুরুষ, স্ত্রীলোক ও শিশুতে মিলিয়া মোট ১৫ জনের প্রাণনাশ ঘটিয়াছে এবং প্রায় তিনশতখানি ঘর একেবারে ভস্মীভূত হইয়াছে।

প্রকাশ যে বেলা ৩টার সময় জনৈক গ্রামবাসীর খড়ের ঘরের চালে হঠাৎ আগুন লাগে। ঐ সময় জোর বাতাস বহিতে থাকায় ঐ আগুন দেখিতে দেখিতে আশে-পাশের ঘরগুলিতে ছড়াইয়া পড়ে। ঐ সময় গ্রামবাসীরা আরামে মধ্যাহ্ননিদ্রা যাইতে-ছিল, কাজেই তাহাদের অনেকে ঘর হইতে বাহির হইবার অবকাশ না পাওয়ায়ই ঐ আগুনেই জীবন্ত দগ্ধ হয়।

ফায়ার ব্রিগেড গ্রাম হইতে কয়েক মাইল দূরে অবস্থিত; কাজেই উহার সাহায্য পাওয়া সম্ভব হয় নাই। অগ্নিনির্ব্বাপণের প্রাচীন প্রথা রীতিতে এই প্রলয়ঙ্কর অগ্নিকে নির্ব্বাপিত করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। এই আগুন সমস্তরাত্রি ধরিয়া জ্বলে এবং ভোর-বেলা আপনা হইতে নির্ব্বাপিত হয়। গ্রামে পুড়িবার মত আর কোন বস্তু অবশিষ্ট নাই।

কোয়েটার লোক সংখ্যা বাট হাজার, তন্মধ্যে ৩৫ হাজার খোদ কোয়েটা সহরে এবং ২৫ হাজার ক্যান্টনমেন্টে। অধি-বাসীদের প্রায় সকলেই মুসলমান।

একজন হতভাগ্য গৃহস্থের দরজার সম্মুখে দেখা যায় যে একজন মৃতা স্ত্রীলোক তাহার শিশু সন্তানকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া মৃত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। উহাদের উভয়ের অবই অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া গিয়াছে।

আর একটি অগ্নিকাণ্ড

সুলতানপুর জেলার মুসাফিরখানা নামক একটি তহশীল হইতে আবার একটি ভীষণ অগ্নিকাণ্ডের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। এখানে ৩ জন লোকের মৃত্যু ঘটিয়াছে এবং অনুমান ১৪০ খানা ঘর ভস্মীভূত হইয়াছে।

গ্রামগুলির সমস্ত শস্য নষ্ট হইয়াছে এবং তহশীলের বারা এবং উকেথা গ্রাম দুইখানির অধিবাসিগণ সম্পূর্ণভাবে গৃহহীন হইয়াছে।

এডভোকেট বাবু গণপৎ সহায় এবং রেড ক্রস সোসাইটির সম্পাদক ডাঃ আরোরার পরিচালনায় যথাক্রমে সেবা-সমিতি এবং বয় স্কাউট এসোসিয়েশন গ্রাম বাসীদের সাহায্যের জন্য চেষ্টা করিতেছেন।

৪০ খানি গৃহ ভস্মীভূত

মাদ্রাজ গুণ্টুর হইতে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, গত ২৯শে মে প্রোদিপেট গ্রামিক পল্লীতে অগ্নিকাণ্ডের ফলে ৪০ খানির অধিক গৃহ ভস্মীভূত হইয়াছে। ইহাতে প্রায় বিশ সহস্র টাকার ক্ষতি হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। সংবাদ পাইয়া স্থানীয় পুলিশের ইন্সপেক্টর একদল কনেষ্টবল সহ ঘটনাস্থলে যান এবং জনৈক বৃদ্ধ, একজন স্ত্রীলোক ও একটি শিশুকে জ্বলন্ত গৃহের উপর তলা হইতে উদ্ধার করেন।

ভাড়িবাড়ের নিকটে একখানি গ্রাম অনুরূপ অগ্নিকাণ্ডের ফলে ভস্মীভূত হইয়াছে। সৌভাগ্যক্রমে কাহারও প্রাণ-হানি ঘটে নাই।

জামালপুরে ট্রেণে অগ্নিকাণ্ড

গত ২৮শে মে বরিয়ারপুর এবং জামালপুরের ষ্টেশনের মধ্যে পথিমধ্যে এবং চলন্ত ট্রেণ-খানির একটি কামরায় আগুন লাগায় ঐ ট্রেণের আরোহীদের মধ্যে বিষম চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়; খুব সম্ভব ইঞ্জিন হইতে উড়ন্ত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ হইতেই আগুন লাগে, তবে ট্রেণের আরোহীদের চেষ্টায় অগ্নি নির্ব্বাপিত হয়। প্রকাশ যে গাড়ীর কামরাটির ছাদ পুড়িয়া গিয়াছে, কিন্তু কাহারও কোন শারীরিক ক্ষতি হয় নাই।

সর্দ্দিগর্ম্মিতে একজনের মৃত্যু

কয়েকদিন যাবৎ নেপালগঞ্জে ভীষণ গরম পড়িয়াছে। মাহুয়া কোম্পানী লিমিটেডের একজন কর্ম্মচারী ২৭শে মে মধ্যাহ্নে নেপালগঞ্জে কোম্পানীর জেটিতে কাজ করি-বার সময়ে হঠাৎ অসুস্থ হইয়া পড়েন। তাঁহাকে বাড়ীতে লইয়া যাওয়া হয়; চিকিৎ-সার পূর্ব্বেই তাঁহার মৃত্যু ঘটে। তিনি নাকি সর্দ্দিগর্ম্মিতে আক্রান্ত হইয়াছিলেন।

কাণপুরে ভীষণ অগ্নিকাণ্ড

কাণপুর হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, গত সোমবার এক ভীষণ অগ্নিকাণ্ডে ৩০খানি গৃহ ভস্মসাৎ হইয়া শতাধিক লোক গৃহশূন্য হইয়াছে।

এই অগ্নিকাণ্ডে ৬২ বৎসরের একটি বৃদ্ধ, ৭ বৎসরের একটি বালক ও পাঁচটি শিশু প্রাণ হারাইয়াছে।

ত্রিবাঙ্কুরে অনাবৃষ্টি

ত্রিবাঙ্কুরের "পুন্‌জা" নামে পরিচিত নাতিদীর্ঘ সময়ে বৃষ্টি না হওয়ায় শস্যহানি হওয়ায় কৃষিকের আশঙ্কায় সর্ব্বত্র হাহাকার উঠিয়াছে। সকল গ্রামবাসী দলে দলে পাণ্ডিয়ান অনাইএর (বাঁধ) নিকটস্থ পাহাড়ে উঠিয়া পঞ্চদেবের ভুটির নিকট রেখাস্থিকার মূর্ত্তির উপর অঞ্জধারায় দুগ্ধ ও চন্দনজল বর্ষণ করিতেছে।

প্রতিযোগিতার ফল

শাহগঞ্জ জঙ্গীপুরের জোড়িয়া গ্রাম হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে, ১৩ ও ১৪ বৎসর বয়স্কা সম্ভ্রান্তবংশীয়া দুইটী শিক্ষিতা বালিকা ঐ নদীতে ডুবিয়া মারা গিয়াছে। অপর একটী বালিকাও জলে ডুবিয়াছিল, কিন্তু একজন কৃষক তাহাকে উদ্ধার করে।

প্রকাশ, বালিকা তিনজন প্রাতঃস্নান করিবার জন্য নদীতে গিয়াছিল। গ্রীষ্মকালে নদীটি সাধারণতঃ হাঁটিয়া পার হওয়া যায়। তাহা ছাড়া, বালিকাগণ সাঁতার কাটিতেও জানিত। নদীর অপর তীরে কে প্রথম পৌছাইতে পারে, তাহা লইয়া নাকি তাহারা প্রতিযোগিতা করিতেছিল। প্রতিযোগিতায় তাড়াতাড়ি করিতে যাইয়া দুইটি বালিকা বিপজ্জনক স্থানে পড়ে। একটী কৃষক ক্ষেতে কাজ করিতেছিল। সে বালিকাদিগকে হাবুডুবু করিতে ও সাহায্যের জন্য চীৎকার করিতে দেখে। কিন্তু সে যাইবার পূর্ব্বেই দুইটি বালিকা ডুবিয়া যায়। তৃতীয় বালিকাটি বেশীদূর যায় নাই। সে তাহাকে অতিকষ্টে রক্ষা করে।

— —

ম্যাজিষ্ট্রেটের প্রতি জুতা নিক্ষেপ

গত ২৯শে মে দিনাজপুরের সদর মহকুমা হাকিমের এজলাসে ফৌজদারী কার্য্যবিধির ১০৯ ধারায় অভিযুক্ত এক মুসলমানের মামলার শুনানীর সময় এজলাসে এক চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটিয়াছে।

এই আসামী ইতঃপূর্ব্বে আরও ১৪বার শাস্তি ভোগ করিয়াছে। সেদিন তাহার মামলার ম্যাজিষ্ট্রেট রায় দেন। রায় দেওয়া হইলে তাহাকে অপর এক আসামীর সঙ্গে হাতকড়ায় আবদ্ধ করা হইতেছিল, এমন সময় সে ম্যাজিষ্ট্রেটকে লক্ষ্য করিয়া এক পাটি জুতা ছুঁড়িয়া মারে। সৌভাগ্যক্রমে জুতা ম্যাজিষ্ট্রেটের গায়ে না লাগিয়া দেওয়ালে লাগে। জুতা লক্ষ্যভ্রষ্ট হইল দেখিয়া মুসলমানটি ম্যাজিষ্ট্রেটের দিকে দৌড়াইয়া যায়, এবং হাতকড়া অপর আসামীকেও সে টানিয়া লইয়া যায়। কোর্ট ইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র দত্ত তৎক্ষণাৎ দৌড়াইয়া গিয়া অনেক কষ্টে তাহাকে কাবু করিয়া ফেলেন।

ডাকঘর হইতে চেক উধাও

গত ৩০শে এপ্রিল লক্ষ্ণৌ জেনারেল পোষ্ট অফিসের টেলিগ্রাফ বিভাগের 'কাউণ্টার' হইতে মোট দুই হাজার টাকার সাতখানি চেক উধাও হয়। ঐ দিন অপরাহ্ণে মণিলাল নামে এক ব্যক্তি অপহৃত চেকের একখানি সঙ্গে লইয়া ডাকঘরে যাইয়া অপর কেশ ও টাকা মণিঅর্ডার করিবার জন্য ডাকঘরে চেক জমা দেয়। অবিলম্বে মণিলালকে গ্রেপ্তার করিয়া পুলিশের হাতে অর্পণ করা হয়। মণিলালের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪০৪ ধারা মতে মামলার এক দফা শুনানী হইয়াছে।

প্রকাশ, মণিলাল বিকৃতমস্তিষ্ক। কখন কখন সে গৃহ হইতে কোথায় চলিয়া যায় এবং টাকা পয়সা যাহা কিছু পায় জলে নিক্ষেপ করে। লক্ষ্ণৌয়ের আবগারী ম্যাজিষ্ট্রেট খান সাহেব আজিমুদ্দিন খান আসামীকে ডাক্তারের পর্য্যবেক্ষণাধীন রাখিবার আদেশ দিয়া পনর দিনের মধ্যে রিপোর্ট দাখিল করিবার আদেশ দিয়াছেন।

বজবজ রোডে বাস দুর্ঘটনা

গত ৩০শে মে বৃহস্পতিবার বাখরা গ্রামের নিকটবর্ত্তী বজবজ রোডে এক ভীষণ বাস দুর্ঘটনার ফলে ১০ জন যাত্রী অল্পবিস্তর আহত হইয়াছে। উক্ত বাস মাঝেরহাট ও বজবজের মধ্যে যাতায়াত করিত।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, উক্ত বাসখানি বোঝাই হইয়া বজবজের দিকে আসিবার কালে উহার চালক পথিমধ্যে একটি বালককে দেখিয়া বাসখানি বাঁ দিকে ঘুরাইয়া দিলে উহার একখানা চাকা নিকটস্থ কাঁচা রাস্তায় বসিয়া যায়; ড্রাইভার তখন বাসখানিকে দক্ষিণদিকে ঘুরাইতে চেষ্টা করিলে উহা উল্টাইয়া যায়।

আহত ব্যক্তিগণকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে এবং বাসচালককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

———

চুঁচুড়া ষড়যন্ত্র মামলা

গত ৩১শে মে চুঁচুড়ার স্পেশাল ম্যাজিষ্ট্রেট চুঁচুড়া ষড়যন্ত্র (বৈঁচবাটী) মামলার রায় দিয়াছেন। আসামী নিতাই কানার ৭ বৎসর, রাধারমণ অধিকারী, সূর্য্যসিন্ধু ও জলধর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রত্যেকের ৬ বৎসর, চিন্তামণি আচা ও শশধর চট্টোপাধ্যায়ের ৫ বৎসর, বিশ্বেন্দু দাসগুপ্তের ৪ বৎসর এবং দুর্গাদাস মুখোপাধ্যায় ও বীরেন রায় চৌধুরীর তিন বৎসর কঠোর কারাদণ্ড হইয়াছে। আসামীদের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহ ষড়যন্ত্র, ডাকাতি এবং বিনা লাইসেন্সে আগ্নেয়াস্ত্র রাখিবার অভিযোগ আনীত হইয়াছিল শেষোক্ত চারি আসামীর বিরুদ্ধে ডাকাতির অভিযোগ ছিল না।

———

কৌতূহলের শোচনীয় দণ্ড

বাড় 'ফলাও-অন্তর্গত টাঙ্গোবহিদ খান গ্রামে একটী বিবাহের নিমন্ত্রণে বহু ব্যক্তি যোগদান করেন। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের একজন একটী গুলীভরা বন্দুক সাথে লইয়া আসে এবং উহা ঘরের কিনারায় একটী খাটিয়ার উপর রাখিয়া দেয়। অপর এক ব্যক্তি কৌতূহলবশে উহা ছুঁইয়া দেখিলে বন্দুক হইতে গুলী বাহির হইয়া নিকটে যে একটী বালক ও বালিকা শুইয়াছিল তাহাদিগকে বিদ্ধ করে। অবিলম্বে তাহাদিগকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়; বালকটী মারা গিয়াছে বালিকাটীর অবস্থাও সঙ্গীন।

———

মুমূর্ষু অবস্থায় আহত

প্রকাশ মোহাম্মদ নামক একজন বৃদ্ধ হিন্দুস্থানীকে সাংঘাতিক আহত অবস্থায় হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। প্রকাশ উক্ত ব্যক্তি হাওড়ার রোডস্থ একটি জ্বালানি কাঠের দোকানে থাকিত। গত ৩০শে মে বৃহস্পতিবার রাত্রিতে সে ঘুম হইতে জাগিয়া উঠিয়া দেখে যে সে আততায়ীর কবলে পতিত হইয়াছে এবং আততায়ী তাহার ঘাড়ে একখানি ধারাল অস্ত্র দ্বারা আঘাত করিয়াছে। আততায়ী চলিয়া গেলে সে চীৎকার করিয়া উঠে এবং তাহার প্রতিবেশিগণ তথায় উপস্থিত হইয়া পুলিশে সংবাদ দেয় তৎপর পুলিশ আহত ব্যক্তিকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করে।

দেবমন্দিরে বিখ্যাত চোর

লাহোরের বিভিন্ন দেবমন্দিরে বিগ্রহের স্বর্ণালঙ্কার অপহরণ করিবার অভিযোগে স্থানীয় পুলিশ ৮০ বৎসর বয়স্ক একজন হিন্দুকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। বৃদ্ধব্যক্তি মন্দিরের পুরোহিতের সাময়িক অনুপস্থিতিতে মন্দিরে প্রবেশ করিয়া বিগ্রহের স্বর্ণালঙ্কার অপহরণ করিয়া চুপ চাপ এমনভাবে সরিয়া পড়িত, যাহাতে সাধারণ লোকে মনে করে যে সে একজন উপাসক মাত্র। প্রকাশ যে সে এইভাবে অনেক স্থানে চুরি করিয়াছে। সহরের কালীমাতার মন্দির হইতে সে নাকি কালীমাতার স্বর্ণমুকুট চুরি করিয়াছিল। চোর ধরিবার জন্য সতর্ক দৃষ্টি রাখার ফলেই অবশেষে সে ধরা পড়িয়াছে।

— ——

১৫ হাজার টাকা লুঠ

খয়রাগ থানার অধীন সবলোকা গ্রামের সেক্তিপক্ষিণালী মহাজন শ্রীযুক্ত গিরিজাভূষণ স্বর্ণকারের বাড়ীতে নৃশংস ডাকাতি হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। ডাকাতগণ সংখ্যায় নাকি প্রায় একশত জন ছিল। তাহারা গিরিজা বাবু, তাঁহার পত্নী ও তরুণ পুত্রকে নিষ্ঠুরভাবে প্রহার করিয়া নগদ অর্থ, ৩০০ তোলা স্বর্ণ ও ২০০ তোলা রৌপ্য সহ মোট ১৫০০০ টাকার অধিক মূল্যের দ্রব্যাদি লইয়া প্রস্থান করে। পুলিশ ঐ সম্পর্কে দুই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিয়াছে তাহাদিগকে ডাকাতদলের নেতা বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে।

কলিকাতার বাজার দর

চাউলের দর

	প্রতি মণ
দাদখানি	৬৸০
বালাম চাল	৫৸৵০
কাটারীভোগ	৫৸৵০-৫৸৵০
বাঁকতুলসী	৪৸৵০
বাগড়া	৩৸৵০
ঐ পুরাতন	৫।০
পাটনাই উৎকৃষ্ট	৪৲
এক্সট্রা কোয়ালিটি	৩৸৵০
সিদ্ধ রেঙ্গুণ	২৸৵০

চিনির দর

সাদা দানা রেভি	৯।০-৯৸৵০
দেশী সাদা দানা	৮৸৵০-৯।০
" লাল "	৮।৵০-৮৸৵০
আতপ –	
নূতন আতপ	৩৸৵০-৩৸৵০
পেশোয়ারী	৮।০ ৮।০
বাঁকতুলসী আতপ	৪৸৵০-৪৸৵০
ঐ মাঝারি	৪।০-৪।০
পাটনাই আতপ	৪।০-৪৸৵০
কাটারীভোগ	৫৸০
ঐ রেঙ্গুণ	২৸০

ঘৃতের দর

বাঘনীতা প্রতি মণ	৫২৲
লক্ষী পাওয়া	৭৭৲
রাজা পাওয়া	৪৫।০
টেকা মুক্তা	৪৬।০

———

আটা ও ময়দার দর

পেটেন্ট ময়দা প্রতি মণ	৫।৵০ ৫।০
গৃহস্থালীর ব্যবহারোপযোগী	৪৸০-৪৸৵০
আটা (বি)	৪৸৵০-৫৲
সুজী	৫৵০-৫।০
আটা (এস)	৪।৵০-৪।০
" (২)	৪৵০ ৪।৵০
" (কে)	৪।০ ৪।৵০
" (৩)	৩৸৵০-৩৸০

সোণা-রূপা

			প্রতি ভরি
টাকশালের বার	"	"	৩৫৵০
বড়ালের বার	"	"	৩৫/০
গিনি	"	"	৩২৵০
চাঁদির বার	প্রতি ১০০ ভরি		৬৪৲
ঐ খুচরা	"	"	৬৪।০

লৌহ ও হার্ডওয়ার

টাটার তৈয়ারী	প্রতি হন্দর
লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম মার্ক	৫।০-৬৲
ঐ বে-মার্কা হালকা ওজন	৫৵০-৫।৵০
বরগা (টী-আয়রণ)	৬।৵০-৬৸০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৬৲-৬।০

সন্তোষকুমার মল্লিক এণ্ড সন লি
জগন্নাথঘাট, বড়বাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১০ম বর্ষ | ১৭ ত্রিবিক্রম গৌরাব্দ ৪৪৯, ২১শে জ্যৈষ্ঠ বঙ্গাব্দ ১৩৪২, ৪ঠা জুন ইং ১৯৩৫ মঙ্গলবার | ৮০শ সংখ্যা

শ্রীল প্রভুপাদ

দার্জ্জিলিংএ শুভ-যাত্রা

বহু ভক্তের অনুগমন

গৌড়ীয়াচার্য্যভাস্কর প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর গত ১৭ই জ্যৈষ্ঠ, ৩১শে মে শুক্রবার কলিকাতা গৌড়ীয়মঠ হইতে দার্জ্জিলিংএ শুভ-বিজয় করিয়াছেন। মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক পণ্ডিত শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ ভাগবতরত্ন, মহামহোপদেশক অধ্যাপক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল এম্-এ, ভক্তিসুধাকর, মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিসারঙ্গ, মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীযুক্ত আউলবিহারীলাল কর্পূর এম্-এ (বিকানীর হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক), মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ কিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব বি-এল, অধ্যাপক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ রঘুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম্-এ বি-এল, শ্রীপাদ প্যারীমোহন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী কাব্যকোবিদ, শ্রীপাদ সজ্জনানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীমান্ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী প্রমুখ ভক্তবৃন্দ শ্রীল প্রভুপাদের অনুগমন করিয়াছেন। কলিকাতার অধিবাসী ও প্রবাসী ভক্তবৃন্দ শিয়ালদহ ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া পুষ্প-মাল্যাদিদ্বারা আচার্য্যপাদপদ্ম বন্দনা করিয়াছেন। ভক্তবৃন্দ সমবেতকণ্ঠে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের জয়গান করিয়া ষ্টেশন মুখরিত করিয়া তুলিয়াছিলেন।

"শ্রীচৈতন্যের বাণী"

গৌড়ীয়মঠকর্ত্তৃক রেডিও যোগে প্রচারের ব্যবস্থা

একঘণ্টা কাল বক্তৃতা ও কীর্ত্তন

আগামী ৯ই জুন, ২৬শে জ্যৈষ্ঠ, রবিবার গৌড়ীয়সম্পাদক শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ মহাশয়ের গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা "শ্রীচৈতন্যের বাণী" রেডিওযোগে প্রচারিত (Broadcast) হইবে। রাত্রি ৮ ঘটিকা হইতে ৮-২০ মিনিট পর্য্যন্ত উক্ত বক্তৃতা হইবে। তৎপরে শ্রীগৌড়ীয়মঠের ভক্তবৃন্দের সুমধুর পদাবলী কীর্ত্তন রাত্রি ৮-২০ হইতে ৯ ঘটিকা পর্য্যন্ত হইবে। এই কীর্ত্তনও বিভিন্ন স্থানের সজ্জনগণ রেডিও যোগে শ্রবণের সুযোগ পাইবেন।

পাঠকগণের বোধ হয় স্মরণ থাকিতে পারে যে, শ্রীগৌড়ীয়মঠের একটী প্রচারকেন্দ্রস্থাপনের জন্য বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুর দার্জ্জিলিংএ ৩ বিঘা জমি দান করিয়াছেন। আমরা আশা করি, দার্জ্জিলিং-এর সজ্জনবৃন্দ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শুভবিজয় অভিনন্দিত করিয়া যাহাতে উক্ত ভূমিখণ্ডে অতি সত্বর প্রচারকেন্দ্রটী স্থাপিত হয় তজ্জন্য বিশেষ যত্ন করিবেন। বঙ্গের বিশিষ্ট জনগণ বর্ত্তমানে দার্জ্জিলিংএ অবস্থান করিতেছেন; তাঁহারা শ্রীল প্রভুপাদের নিকট হরিকথা শ্রবণের সৌভাগ্য পাইবেন, এত বৃত্তি বড়ই আনন্দদায়ক। শিক্ষিত জনগণ মহাপ্রভুর বাণীতে উদ্বুদ্ধ হইলেই তাঁহাদের শিক্ষা ও জীবনের পূর্ণ সার্থকতা; নতুবা ভক্তিহীন জীবনযাপনে লাভ কি?

ভক্তিমতী মহিলার দান

শ্রীধামে নলকূপ স্থাপন

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমহাপ্রভুর পার্ষদ হনুমদবতার শ্রীশ্রীল মুরারী গুপ্তের বাস ভিটায় হরিগুরুবৈষ্ণব-সেবার্থ একটী নলকূপ স্থাপিত হইয়াছে। কলিকাতা ৩০-এ তালতলা লেনস্থিত স্বর্গগত শরচ্চন্দ্র ঘোষের ধর্ম্মপ্রাণা সহধর্ম্মিণী, ভাগ্যবতী মহিলা শ্রীমতী ঊর্ম্মিলা বালা দাসী এই সেবার যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করিয়া বিপুল সুকৃতি অর্জ্জন পূর্ব্বক গুরুবৈষ্ণবের প্রীতিভাজন হইয়াছেন। তাঁহার সজ্জন পুত্রগণও সেবাব্রতা জননীকে এই মহৎকার্য্যে বাধা না দিয়া উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন শুনিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম। এই ভক্তিমতী মহিলা ও তাঁহার পুত্রগণের সেবোৎসাহ উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হউক, শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীচরণে ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

শ্রৌতপন্থা

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

আমি অধোক্ষজ ভগবানের যোগ্য হইতে পারিব যদি আমি ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক সদ্‌গুরুর শ্রীমুখনিঃসৃত অপ্রাকৃত শব্দশ্রবণ অভ্যাস করি। কিন্তু যদি আমি নিজের অযোগ্যতার জন্য উৎসাহহীন কিংবা অজ্ঞানের পক্ষপাতী হইয়া পড়ি তাহা হইলে অপ্রাকৃত শব্দশ্রবণের অভিনয় দ্বারাও আমার মঙ্গল হইবে না। অপ্রাকৃত শব্দ সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন। তিনি তাঁহার ভগবত্তা আমার নিকট উদ্‌ঘাটিত করিতে সমর্থ। সুতরাং যদি আমি প্রাকৃত অহঙ্কার পরিহার পূর্ব্বক অপ্রাকৃত শব্দশ্রবণকেই শ্রেয়োলাভের একমাত্র পন্থারূপে বরণ করি তাহা হইলেই আমার সুবিধা হইবে।

অপ্রাকৃত-শব্দ শ্রবণকারী ব্যক্তিকে অধোক্ষজের সংবাদ প্রদান করিতে সমর্থ। অপ্রাকৃত শব্দ স্বয়ং অধোক্ষজ বস্তু—তিনি শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা সেব্য পরমব্রহ্ম। তিনিই যুগপৎ জ্ঞাতা ও জ্ঞানপ্রদাতা। তিনিই একমাত্র জ্ঞেয় বাস্তব বস্তু। প্রাকৃত শব্দ অন্য বস্তুকে নির্দ্দেশ করে। 'ঘোড়া' 'আম' ইত্যাদি শব্দ ঘোড়া কিংবা আমপদার্থ নহে। প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য বিষয় ও দৃষ্ট বিষয় এক নহে। পৃথক্ পৃথক্ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা একই বস্তু সম্বন্ধে বিভিন্ন অভিজ্ঞান লাভ হয়। সুতরাং প্রাকৃত ইন্দ্রিয়দ্বারা অপ্রাকৃত-বিষয় বাস্তববস্তু গ্রাহ্য নহে। এই সমুদয় ইন্দ্রিয় অনন্তের রাজ্যে প্রবেশ লাভ করিতে পারে না। আমাদের ইন্দ্রিয়-শক্তি সমৃদ্ধ না হইলে তদ্দ্বারা অপ্রাকৃত শব্দ-গ্রহণ সম্ভব নহে। ইহাই শ্রীমহাপ্রভুর প্রাথমিক শিক্ষা। অপ্রাকৃত-শব্দ-গ্রহণ-যোগ্য যন্ত্র (Receiver) শ্রোতার কর্ণে সংযুক্ত করাইয়া তবে তাঁহাকে অপ্রাকৃত শব্দ বলিতে হয়। তাহা না হ'লে শ্রোতা অপ্রাকৃত শব্দ গ্রহণ করিতে পারে না।

পাবনায় প্রচার

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ গত ১৩ই জ্যৈষ্ঠ সোমবার পাবনা জেলার অন্তর্গত নাকালিয়া সাধুগঞ্জনিবাসী শ্রীযুক্ত শশধর কুণ্ডু মহাশয়ের বাটীতে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। স্বামীজীর প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা শুনিয়া সকলেই পরমানন্দিত হইয়াছেন। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হয়।

কৃষ্ণ আমায় পালে, রাখে' জান সর্ব্বকাল। আত্মনিবেদন-দৈন্যে ঘুচাও জঞ্জাল।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৭ ত্রিবিক্রম শুক্রা প্রতিপৎ ৪৪৯

হিন্দু ও গৌড়ীয়

'হিন্দু' শব্দটি শাস্ত্রে পাওয়া যায় না। কোথা হইতে এ 'হিন্দু'-শব্দের উৎপত্তি হইল তাহা চিন্তা করিবার দরকার নাই—বর্ত্তমানে তাহা আমাদের আলোচ্য বিষয় নহে। জন্মগতভাবে কোন বিশেষ বর্ণের অন্তর্গত হওয়া—বিবাহ, আহার, পূজা-অর্চ্চনা, শ্রাদ্ধাদি ব্যাপারে প্রবর্ত্তক কতক গুলি নিয়ম মানিয়া চলা ও ব্রাহ্মণদের প্রতি শ্রদ্ধাদি থাকা—এসবই হিন্দুদের বাহিরের চিহ্নের নিদর্শন। বাঙ্গলাদেশেই বংশ-পরম্পরায় হিন্দুশাস্ত্রের অধ্যাপক বা প্রকৃত ব্যাখ্যাকারী বলিয়া নিজেদের পরিচয় দিয়া আসিতেছেন। ব্রাহ্মণদের মধ্যে এক সম্প্রদায় শাস্ত্রাদি আলোচনা করিয়া সাধারণ মানুষের কৃত্য ঠিক করিয়া থাকেন ও যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করিয়া থাকেন। হিন্দুশাস্ত্রেই সাধারণতঃ এসব নিয়মের সমস্ত বিবরণ পাওয়া যায়। ব্যবসায়ী এক সম্প্রদায় আছেন, তাঁহারা ধর্ম্ম ও অর্থ সঞ্চয় অর্জ্জন করিবার জন্য পুরাণাদির ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন।

হিন্দুদের প্রায় সকলশাস্ত্রেই ধর্ম্মের দার্শনিক ব্যাখ্যা আছে। এসমস্ত শাস্ত্র 'বেদ' মানিয়া চলে। কিন্তু প্রায় সব লোকই শাস্ত্রাদির প্রকৃত অর্থ না বুঝিয়া কেবলমাত্র যে সমস্ত নিয়ম পালন করিবার বিধি আছে শুধু তাহাই চোখ বুজিয়া পালন করিয়া থাকেন। শাস্ত্রের প্রকৃত অর্থ কি তাহা মোটেই চিন্তা করেন না। মাত্র দু'এক জন, যাঁহারা শাস্ত্রের বিষয় কিছু জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহারাই শুধু কিছু কিছু শাস্ত্রালোচনা করিয়া থাকেন। পুরাকালে পণ্ডিতগণ একত্রিত হইয়া শাস্ত্রের 'জটিল' ও সন্দেহপূর্ণ প্রশ্নাদি আলোচনা করিতেন; কিন্তু আজকাল তা আর প্রায় দেখা যায় না। যদিও পুরোহিতগণ অনেক সময়ে শাস্ত্রের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া কার্য্যাদি করিয়া থাকেন, তথাপি কেহ তাহার প্রতিবাদ করিবার বা সঠিক বৃত্তান্ত জানিবার জন্য উৎসুক নহেন বা ক্লেশ স্বীকার করিতে রাজী নহেন। তাহাদের যে সমস্ত নিয়ম বা প্রতিষ্ঠান প্রবর্ত্তিত আছে, তাহা শাস্ত্রানুমোদিত কিনা তাহা জানিবার জন্য কাহারও আগ্রহ নাই অথবা বেদে ধর্ম্মের যে সব সঠিক প্রমাণীন কথা আছে তাহা জানাও কেহ দরকার মনে করেন না।

শ্রৌতপন্থা

[গত ২৩শে মে কলিকাতা গৌড়ীয়মঠে শ্রীযুক্ত শরৎপদ ব্যাড়কোকেট (কলিকাতা হাইকোর্ট) শ্রীযুক্ত অরুণ গুপ্ত মহোদয়ের নিকট যে হরিকথা বলেন তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম]

প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ, অপরোক্ষ—সত্যানুসন্ধানের এই তিনটী পদ্ধতি অশ্রৌতপন্থা। যাহা নিজের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য তাহাই সত্য—এইরূপ আত্মমূলক সত্যের সন্ধানপদ্ধতি প্রত্যক্ষপন্থা। সত্য অপরের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য—ইহা পরোক্ষপদ্ধতি। পরোক্ষ-পদ্ধতিতে আমারই স্থান অপর বা অন্যদিগের প্রত্যক্ষজ্ঞানের উপর অধিক আস্থা স্থাপিত হয়। সত্যের দ্রষ্টা অধিষ্ঠান মাত্র আছে, দৃশ্য অধিষ্ঠান নাই, অতএব প্রত্যক্ষ হ'তে পারে না। তাহার নিজেরও কোন স্বতন্ত্র কর্ত্তৃত্ব (initiative) নাই—দর্শনাদি অপরের নিকট নিজের পরিচয় দিতে পারে—এরূপ ধারণামূলে সত্যের অনুসন্ধান অপরোক্ষ পদ্ধতি। এই তিন পদ্ধতিতেই বস্তুর দৃশ্য অধিষ্ঠান আমার দ্রষ্টা অধিষ্ঠানের কার্য্যাদির সহিত অসংশ্লিষ্ট থেকে যাচ্ছে।

শ্রীমদ্ভাগবত উপরিউক্ত পদ্ধতিত্রয় সম্পূর্ণরূপে পরিহার করিয়া প্রথম হইতেই অধোক্ষজ ভগবানের কথা আলোচনায় প্রবৃত্ত হ'য়েছেন। শ্রীমদ্ভাগবতের একমাত্র প্রতিপাদ্য বিষয়—অধোক্ষজে ভক্তি।

"অহং বিশুদ্ধং বসুদেবশব্দিতং
যদীয়তে তত্র পুমানপাবৃতঃ।
সত্ত্বে চ তস্মিন্ ভগবান্ বাসুদেবো
হ্যধোক্ষজো মে মনসা বিধীয়তে॥"

পূর্ব্বকালে আচার্য্যগণ অকপটভাবে শাস্ত্রাদির ব্যাখ্যা করিতেন। ইহাতে প্রায়ই স্বতন্ত্রতা উপস্থিত হইত। শ্রীচৈতন্যদেবের পূর্ব্ববর্ত্তী আচার্য্যদিগের পৃথক্ পৃথক্ শাস্ত্রমত তাঁহার উদার ব্যাখ্যা দ্বারা একত্রিত করিয়া তাঁহাদের পার্থক্য দূর করিয়াছেন। গৌড়ীয়গণ শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষায় পূর্ণ বিশ্বাস করেন ও মনে করেন যে সেই প্রণালীতেই ভগবানের উপাসনা সঠিক বৈদিকমতে করা হইবে। গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ই প্রকৃত সনাতনপন্থী। প্রশ্ন হইতে পারে, 'গৌড়ীয়' এই নূতন শব্দ প্রয়োগ করার দরকার কি? কিন্তু একটু চিন্তা করিলে দেখা যাইবে যে, এ 'গৌড়ীয়' শব্দটি বিষ্ণু বা বৈষ্ণব শব্দ হইতে বিশেষ কিছু নূতন রকমের নয়। সনাতনধর্ম্মানুযায়ী বেদমার্গবাসীদের 'গৌড়ীয়' বলা হইয়া থাকে।

"স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো
ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥
তেজিয়ে মুহ্যন্তি যৎসূরয়ঃ পরমহংসযোগজম্।
সত্যং বিশুদ্ধং ক্ষেমায় কল্পতে
যেষাং জানিহ॥"

ইত্যাদি বহুসংখ্যক শ্লোকে ইহার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে।

গয়া হইতে ফিরিয়া আসিবার পর শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীমদ্ভাগবতের কথা বলতে আরম্ভ করেন। বাস্তবসত্য অধোক্ষজ। শ্রীল জীবগোস্বামী অধোক্ষজের সংজ্ঞানির্দেশে ব'লেছেন যে, তিনিই অধোক্ষজ যাঁহাদ্বারা জীবের ইন্দ্রিয়জজ্ঞান অতিক্রান্ত হ'য়েছে। অধোক্ষজের নিজস্ব অধিষ্ঠান আছে। অধোক্ষজ বস্তু জীবের ইন্দ্রিয়জ্ঞানগম্য বস্তু হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। অধোক্ষজ বস্তু জীবের ইন্দ্রিয়জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত—এরূপ বিচার হ'লে তিনি প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ কিম্বা অপরোক্ষ পদ্ধতি দ্বারা জ্ঞাত বস্তুগুলিরই একটা হ'য়ে পড়েন। কিন্তু তা'হলে তাঁহার বিশেষত্ব রক্ষা হয় না। তিনি যখন নিজের ইচ্ছায় জীবের ইন্দ্রিয়গোচর হন তখনই জীবের পক্ষে তাঁহার দর্শনলাভ সম্ভব হয়। অধোক্ষজ বস্তু অপ্রতিহতশক্তিসম্পন্ন ইন্দ্রিয়জ্ঞানগম্য পরিদৃশ্যমান জগতের নশ্বর অস্তিত্বধারাণই পদার্থবিশেষ নহেন। কিন্তু তিনি দেখা দেন, আবার দেখা দেনও না। আমি দ্রষ্টা—এই অভিমানে আমরা দৃশ্য বস্তু খুঁজে বেড়াচ্ছি। কিন্তু ভগবান্ অপ্রতিহত-স্ব সত্তাবিশিষ্ট সাধারণ দৃশ্য বস্তু নহেন। ভগবান্ ও জীবের দ্বারা প্রত্যক্ষ করা কিম্বা না করা সম্পূর্ণ পৃথক্ ব্যাপার। ইন্দ্রিয়পরিচালনা-দ্বারা ঈশ্বরবস্তু গ্রহণ—ভজন নহে। যাহাতে তিনি আমার সেবা গ্রহণ করেন আমি ভগবানের নিকট তজ্জন্য প্রার্থী হ'ব। আমার সেবা গ্রহণ করা না করার মালিক তিনি। সুতরাং তজ্জন্য বস্তুর স্বতঃসিদ্ধ-স্বরূপে শ্রীমদ্ভাগবত 'অধোক্ষজ' এই শব্দটী ব্যবহার ক'রেছেন। প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ, অপরোক্ষ শব্দগুলি দ্বারা তাঁহার আত্মগত আত্মান (subjectivity) খাকৃত হ'চ্ছে না।

অধোক্ষজের প্রতি ভক্তি করতে হ'বে। ভজনব্যাপারে দৃশ্য বস্তুর আধান দ্রষ্টার আধান অপেক্ষা উচ্চে। দ্রষ্টা দৃশ্যবস্তুর অধীন এবং তাঁহার আসনও দৃশ্যের আসনের নিম্নে। দৃশ্যবস্তু যুগপৎ দ্রষ্টা এবং দৃশ্য। প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ, অপরোক্ষ বস্তু কর্ত্তৃ-অধিষ্ঠানহীন (Impersonal) অচেতন ব্যক্তিরেকভাবরূপ পুরুলি মাত্র। তজ্জন্য ইন্দ্রিয়জ্ঞানগম্য কর্ত্তৃসত্তা-বিচারে অবাস্তববস্তু কখনই ভজনীয় হইতে পারে না। ইন্দ্রিয়জ্ঞানগম্য বস্তু স্থূল কিম্বা সূক্ষ্ম জড়বস্তু—উহা জীবের আত্মার সজাতীয় বস্তু নহে। প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ এবং অপরোক্ষ-জ্ঞানগম্য বস্তু—হয় প্রাকৃত ভাব-রাজ্যের কল্পিত কিম্বা সোজাসুজি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ব্যাপার-বিশেষ।

আবার অধোক্ষজ এবং অপ্রাকৃত এই দুইয়ের মধ্যেও বিশেষ আছে। অপ্রাকৃত বস্তু সেবার অধিক সুযোগ (Latitude) প্রদান করেন। অধোক্ষজের সেবা মর্য্যাদাবিশিষ্ট। অপ্রাকৃতের সেবা প্রেমবিশিষ্ট। অপ্রাকৃত কেবলমাত্র সম্ভ্রম ও মর্য্যাদাযুক্ত সেবা করায় তিনি সন্তুষ্ট নহেন। অধোক্ষজের সেবকরূপে আমরা নাভির ঊর্দ্ধ অঙ্গে তিলক অঙ্কন করি। তদ্দ্বারা ভজনীয় বস্তুর মর্য্যাদা রক্ষণপূর্ব্বক তাঁহার সঙ্গে আমার প্রধান হয়। আমাদের নিম্নাঙ্গগুলি অঙ্গ কার্য্যের জন্য থেকে যায়।

বিষ্ণুকে পরিদৃশ্যমান্ জগতের পদার্থবিশেষ বিচার করা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অপরাধ। "প্রাকৃত করিয়া মানে বিষ্ণু-কলেবর। বিষ্ণুনিন্দা নাহি আর ইহার উপর॥" ইহা চৈতন্যচরিতামৃতের বাক্য। অর্থাৎ বিষ্ণু বস্তু ও পশুজাতির ভোগ্য নহেন, তিনি ভোক্তা। বিষ্ণু হৃষীকেশ, জীবের ইন্দ্রিয়গুলির নিয়ামক। আমার হৃষীকের ঊর্দ্ধস্তরে আমি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সসীম বস্তুগুলিকে তাহার ভিতরে পুরতে পারি। কিন্তু আমি 'চার'এর মাপের কোন জিনিষের ধারণা করতে পারি না। 'তিন'এর মাপের জিনিষ 'চার'এর মাপের অন্তর্ভুক্ত। 'চার'এর মাপের জিনিষটা আমার ধারণার বহির্ভূত। অনন্ত আকাশ, অনন্ত সময় 'চার'এর মাপের জিনিষ ব'লে বলা হয় কিন্তু উহাদিগকে আমাদের ইন্দ্রিয়ের ভিতরে পুরতে পারা যায় না। ভগবান্‌কে মনুষ্য, পশু, উদ্ভিজ্জাতীয় পদার্থবিচারের মূলে ভগবান্‌কে তিনের মাপের অকজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা। কিন্তু ভগবান্ এই সকল অতিক্রম (transcend) ক'রেছেন।

ভগবান্ 'অণোরণীয়ান্ মহতোমহীয়ান্' 'যাবান্ যাবঃ' বস্তু। প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ ও অপরোক্ষ বিচারে ভগবত্তত্ত্ব চারের মাপপর্য্যন্তও গেল না। হেগেলের অধোক্ষজ (transcendental) বিচারও ঠিক বাস্তবিক বিচার মাত্র নহে। অধোক্ষজ বস্তুর নিজের বস্তুগত অধিষ্ঠান আছে কিন্তু উহা প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত নহে। অপরোক্ষ বিচারে মুখে বলা হচ্ছে যে বস্তু—ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ব্যাপারের অতীত—নির্গুণ, নিরাকার ইত্যাদি কিন্তু সেরূপ কোনও বস্তুর পাওয়া যাচ্ছে না অথবা বস্তুকে ব্যক্তিত্বহীন করতেও ক্রটি করছি না। বস্তুর বস্তুর সম্পাদনের তুলনায় তার চোখ গেলে দিচ্ছি, কাণ কেটে দিচ্ছি, তার সব অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি বাদ দিয়ে তাকে'

একটা নৈর্ব্যক্তিক (abstract) ক'রে ফেল্‌ছি, বস্তুকে আমি আমার কারখানায় প্রস্তুত ক'রে নিচ্ছি। কোনও একটা নকসার (design) আমার অবাস্তব প্রতীতিকে ভাঙ্গাগড়া কর্‌ছি। এই সব কার্য্যের উদ্দেশ্য—তাঁ'কে আমার গোলাম, আমার বাগানের মালী করা।

যদি আমি তাঁর গোলাম হই তা'হলে আমাকে তাঁর ইচ্ছাধীন হ'তে হ'বে। তিনি যদি আমার পূজ্য হন তাঁহার সহিত ব্যবহারও সেইরূপ হওয়া আবশ্যক হ'বে। "নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন। যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্॥" ইহাই অধোক্ষজ ভগবানের কথা। তাঁহাকে আমার অধিকারের (jurisdiction) মধ্যে আন্‌তে পারা যায় না। তিনি সর্ব্বশক্তিমান্ আমি নিতান্ত দুর্ব্বল। সে ব্যক্তিটি অচেতন নহেন। তিনি আত্মা। এখন আমার আত্মার সহিত যেরূপ সম্বন্ধ উপস্থিত হয়েছে তাঁহার সহিত সেরূপ ব্যবহার না হ'য়ে যায়, তজ্জন্য আমাকে সতর্ক হ'তে হ'বে। তিনি যদি ইচ্ছা করেন—তাঁকে দেখ্‌তে পারেন। তিনি যখন দেখা দেবেন, দেখা পা'ব। কিন্তু 'একবার এস হরি'...ইত্যাদি গানগুলো ভাল ব'লে ঠিক নয়। ওগুলো সব অভক্ত। যাহার বাক্যের অন্তর্ভুক্ত না ক'লে তাঁকে দেখা যায় না এরূপ ধারণা আদৌ ভক্তি নহে—একবারে মনে করা অপরাধ। তিনি আমার অধীন (subordinate) নন। আমি তাঁকে সেবা ক'রে তুষ্ট কর্‌তে পারি, বাহাদুরী ক'রে তাঁর উপরে যেতে পারি না। পঞ্চোপাসকদিগের (Henotheistic) ধারণা এইরূপ অভক্ত।

প্রঃ—ইন্দ্রিয়াতীত বস্তু সম্বন্ধে কিরূপে কোন কথা বলা সম্ভব?

উঃ—এই কথাগুলো প্রত্যক্ষবাদীর ভাষায় বলা হ'চ্ছে।

প্রঃ—যেহেতু আমাদের অন্য ধারণা নাই?

উঃ—হাঁ। কিন্তু আমাদের এ অবস্থা ব্যাধিযুক্ত অবস্থা। আমি এই ব্যাধি আরোগ্য কর্‌তে চাই। আপনি আত্মা। মনকে আত্মার সহিত এক বিচার করার দরকার নাই। আত্মা এই শব্দটী আপনার পরিচিত ব'লেই বর্ত্তমানে এ শব্দটি ব্যবহার কর্‌ছি।

প্রঃ—আপনি চতুর্থ মানের কথা বল্‌ছেন। কিন্তু যাহা আমাদের ইন্দ্রিয়ের অতীত তাহা আমরা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কিরূপে ধারণা কর্‌তে পার্‌ব?

উঃ—আপনার ইন্দ্রিয়গুলির যোগ্যতা লাভিত হইলেই তাহা ধারণা কর্‌তে পার্‌বেন। আমি আপনার বর্ত্তমান অভিজ্ঞতার অতিরিক্ত এরূপ কথা বল্‌ব যাহা দ্বারা আপনার যোগ্যতা হ'বে। বস্তুর যে অংশ আপনার বর্ত্তমান ইন্দ্রিয়ের গোচর হচ্ছে না, সেই সব অংশের কথা শুন্‌তে হ'বে। এখন অবশ্য সে যোগ্যতা আপনার নাই। কিন্তু যোগ্যতা আপনাকে দেওয়া হ'বে।

আপনার বর্ত্তমান অভিজ্ঞতা প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ ও অপরোক্ষ দর্শনের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু আমি এই তিনটির অতিরিক্ত দুইটি নূতন দর্শনপদ্ধতির কথা উপস্থিত কর্‌ছি—অধোক্ষজ ও অপ্রাকৃত দর্শন। শ্রীমদ্ভাগবতে অধোক্ষজের সেবার কথা বল্‌তে আরম্ভ ক'রে অপ্রাকৃতের কথা আলোচনা ক'রেছেন। অধোক্ষজের সেবার সংজ্ঞা এইরূপ—

"অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞান-কর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥"

সেব্যবিচারে অধোক্ষজের সংজ্ঞা শ্রীমদ্ভাগবত এইরূপ বল্‌ছেন—

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥

বাস্তব বস্তুই একমাত্র সেব্য। বাস্তব বস্তু অদ্বয়জ্ঞান। অদ্বয়জ্ঞান বস্তু তিনটি শব্দ দ্বারা উদ্দিষ্ট হন। শব্দ তিনটি যথাক্রমে 'ব্রহ্ম' 'পরমাত্মা' ও 'ভগবান্'। এই তিনটি শব্দ একই বস্তুকে লক্ষ্য করে। 'ব্রহ্ম' শব্দ দ্বারা বস্তুর প্রাকৃত-সম্বন্ধ-রাহিত্য বুঝায়। 'পরমাত্মা' শব্দ দ্বারা যোগিগণ রাহিত্য ধারণা অপূর্ণবিচারে প্রাকৃত জগৎকে বস্তুর অন্তর্ভুক্ত করেন। প্রাকৃত জগৎকে বাদ দিলে কেবল ব্যতিরেক বিচার-মাত্র বস্তু-পরিচয়, ইহা তাঁহারা নিতান্ত অসম্পূর্ণ বিচার করেন। এক অসম্পূর্ণ-বিবরণোদ্দেশে 'পরমাত্মা' শব্দ দ্বারা 'ব্রহ্ম' শব্দে পরিত্যক্ত প্রাকৃত জগৎ পুনঃ স্বীকৃত হয়। কিন্তু 'ভগবান্' শব্দে 'ব্রহ্ম' শব্দের ব্যতিরেক বিচার এবং 'পরমাত্মা' শব্দের সান্নিধ্য-বিচার অবিরুদ্ধভাবে গৃহীত হইয়াছে।

তিনটি শব্দেরই উদ্দিষ্ট বিষয়—অদ্বয়জ্ঞান। অদ্বয়জ্ঞান—মূলতত্ত্ব। কিন্তু 'ভগবান্'-শব্দ গ্রহণ না করিলে অপর দুইটি শব্দের বৈপরীত্যের সমাধান হয় না। যোগিগণের সন্ধান্তিক ধারণাও আংশিক। তাঁহারা বিবেচনা করেন যে 'ভগবত্তা'ও 'পরমাত্মা'রই একটি অনুপাদের মূল ধারণা মাত্র। যোগিদিগের এইরূপ বিচার সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। আমরা যোগীদিগের 'পরমাত্মা' ধারণাই এই সমুদয় কারণে গ্রহণ-যোগ্য মনে করি না। আমরা শুদ্ধ 'ভগবান্' শব্দ দ্বারা অদ্বয়জ্ঞান বস্তুকে সর্ব্বদা নির্দ্দেশ করি। 'ভগবান্' শব্দে 'ব্রহ্ম' ও 'পরমাত্মা' শব্দদ্বয়ের প্রয়োজনীয় বিচারাংশ গৃহীত এবং অপ্রয়োজনীয় প্রান্তিকী অংশ পরিত্যক্ত হইয়াছে। সুতরাং 'ভগবান্' শব্দে অধোক্ষজ বস্তুর সর্ব্বাপেক্ষা সম্পূর্ণ ধারণা পাওয়া যাইতেছে।

ব্রহ্মবাদী ত্যাগি-সম্প্রদায় জানেই জাতা ও জ্ঞেয়ের মধ্যবর্ত্তী পরস্পরের সম্বন্ধ-সাধনকারী তত্ত্ব—এইরূপ বিচার করেন। যোগিগণ জগতে ভগবানের রূপের ধ্যান করেন। যোগিগণ ভক্তিবিরোধী, তাঁহারা সত্যের সহিত অসত্যের সমন্বয়প্রয়াসী। কিন্তু ভক্তগণ যাহা সত্যের বাস্তব স্বরূপ নিরূপণের ব্যাঘাতকারক তাহা বর্জ্জন করেন (The devotees exclude the portions that would be detrimental to the Truth) তাঁহারা 'আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনম্' এর পক্ষপাতী।

আবার অনুকূল বিচারেও গৌরব-সেবা অপেক্ষা প্রেম-নিষ্ঠা অধিকতর উপাদেয়। প্রেমনিষ্ঠ সেবা—'অপ্রাকৃতে'র সম্বন্ধে সেবা। ভগবানের সেবার এই তারতম্য এক দৃষ্টান্ত দ্বারা সহজে বুঝ্‌তে পারা যায়। আমরা যদি একটী গোলকের নীচে থেকে গোলকটি দেখি তাহা হ'লে গোলোকের নীচের অর্দ্ধ এবং উপরের সামান্য অংশমাত্র দেখ্‌তে পাই। উপরের বাকী অংশ নীচ হইতে দেখা যায় না। দূর হ'তে ভগবানের সেবা সর্ব্বোৎকৃষ্ট হয় না। কেবলমাত্র দূর থেকে, নীচে থেকে শান্ত, দাস্য ও গৌরবসখ্য পর্য্যন্ত রসে ভগবানের সেবা হয়। ইহা শ্রীরামানুজের প্রতিপাদ্য। তিনি এই আড়াই প্রকার রসে লক্ষ্মীনারায়ণের সেবার কথা প্রচার ক'রেছেন। শ্রীমধ্বাচার্য্য অতিরিক্ত বিশ্রম্ভ, সখ্য ও বাৎসল্য-রসে সেবার কথা ব'লেছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই পাঁচটি রসে অপ্রাকৃত সেবার কথা ব'লেছেন। একমাত্র ভক্তির দ্বারাই ভগবান্ ও জীবের মধ্যে যথাযথ সম্বন্ধ সাধিত হয়, জ্ঞান কিংবা যোগদ্বারা তাহা হয় না। আমরা অণুচিৎ। আমরা বিভুচিৎ ভগবানের দাস। ভগবদ্দাস্যই আমাদের নিত্য অবস্থা। জ্ঞান ও যোগ আমাদের তাৎকালীন অবস্থা মাত্র। আত্মার একমাত্র সেব্য—ভগবান্। আমরা যদি ভগবানের সেবা না করি তাহা হইলে আত্মার স্বীয় বৃত্তির অনুশীলন হয় না। যেমন দৃশ্যবস্তুর অভাবে দর্শন হয় না এবং চক্ষুর সার্থকতা হয় না সেইরূপ ভগবানের সেবা না হ'লে আত্মার অস্তিত্বের সার্থকতা হয় না। আমাদিগকে ভক্ত হ'তে হ'বে। জ্ঞানী কিংবা যোগী হ'তে হ'বে না। কৃষ্ণই ভগবান

প্রঃ—কৃষ্ণ যে ভগবান্ ইহা কিরূপে জানা যায়?

উঃ—এই প্রশ্নের সমাধান আপনার বুদ্ধিশক্তির (Intelligence) ও সাধনা (practical) দ্বারা করতে হ'বে। অন্য যাবতীয় পন্থার সহিত তুলনা-মূলে আপনি ইহার সমাধান পাবেন।

অর্থাৎ সত্যানুসন্ধানের দুই প্রকার পন্থা দেখ্‌তে পাচ্ছি। এই দুই পদ্ধতিকে অবরোহ ও আরোহপন্থা বলা হয়। অবরোহপদ্ধতির অপর নাম অবতারবাদ কিংবা শ্রৌতপন্থা। প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ ও অপরোক্ষ পদ্ধতি—আরোহপন্থা। আরোহপন্থা মানবের স্বর্গে যাইবার সিঁড়ি বাঁধার ন্যায়। উহা দ্বারা সত্যের নিকট পৌঁছা যায় না। আরোহপন্থা পর্ব্বতের পাদদেশ হইতে তাহার অপরিমেয় উচ্চ শিখর-প্রদেশে উঠিবার কল্পনামাত্র বৃথা চেষ্টা। আরোহপন্থী জ্ঞানসংগ্রহদ্বারা সত্যলাভের আশা করেন। কিন্তু অভিজ্ঞতাবাদিমাত্রই জানেন যে, বিশবৎসরের জ্ঞান চল্লিশ বৎসরে পরিবর্ত্তিত হয়, দুই হাজার বৎসরের জ্ঞান তিন হাজার বৎসরে পরিবর্ত্তন-যোগ্য। এই পদ্ধতিদ্বারা অনন্তকালের সত্যে উপনীত হইতে পারা যাইবে না। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

"জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্ত্তাম্।
স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্‌মনোভি-
র্যে প্রায়শোঽজিত-জিতোঽপ্যসি
তৈস্ত্রিলোক্যাম্॥"

ইন্দ্রিয়জ্ঞানের সাহায্যে সত্যে উপনীত হইবার পথে যে অন্তরায় উহা অতিক্রম করিবার উপায় নাই। কিন্তু যদি আমরা ভক্তিপথ অবলম্বন করি তাহা হইলে অনায়াসে সত্যে উপনীত হ'তে পারি। সুতরাং অধোক্ষজের জ্ঞানলাভার্থী হইতে হইলে সর্ব্বাগ্রে সম্পূর্ণভাবে আরোহপন্থা পরিত্যাগ করিতে হইবে। 'নমঃ' শব্দের দ্বারা ইন্দ্রিয়জ্ঞানের অহঙ্কার ছেড়ে দেওয়ার কথা বলা হ'য়েছে। জড়পাণ্ডিত্যাভিমান অধোক্ষজের জ্ঞানলাভের অন্তরায়। কিন্তু অধোক্ষজের কথা শুন্‌তে হ'লে তদ্বিষয়ে উদাসীন হ'লে হ'বে না। কেহ কেহ—যোগিগণ—ধ্যানের পক্ষপাতী। কিন্তু শ্রবণই একমাত্র পন্থা। যিনি অধোক্ষজের সংবাদ বাস্তবরূপে জানেন তাঁহার নিকট শ্রদ্ধাপূর্ব্বক উহা শুন্‌তে হ'বে। অন্যমনস্ক হ'লে শ্রবণ হ'বে না। অপ্রাকৃত শব্দ শুন্‌তে হ'বে। প্রাকৃতশব্দ শুন্‌লে ফল হ'বে না। অধোক্ষজের সেবক অপ্রাকৃত শব্দের আবাহন করেন। অপ্রাকৃত শব্দশ্রবণ দ্বারা আমার দুর্ভাগ্য অপসৃত হ'লে আমি 'অপ্রাকৃত' শব্দের যথার্থ অর্থ করে অবগত হ'তে পারি। 'ভবদীয়' অর্থে—'অধোক্ষজ'-সম্বন্ধীয়। সদ্‌গুরু-পাদপদ্ম হইতে অপ্রাকৃত শব্দরূপী অধোক্ষজের সংবাদ শ্রবণ করিতে পারা যায়। উহাই একমাত্র কর্ত্তব্য।

(অবশেষ ৩৬ পৃষ্ঠার ৩য় কলমে দ্রষ্টব্য।)

স্বপনেও না কর ভাই স্ত্রী-সম্ভাষণ গৃহে স্ত্রী ছাড়িয়া ভাই আসিয়াছ বন।

শুদ্ধভক্তি মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ

(আকর-মঠরাজ)

প্রাচীন নবদ্বীপ, তান্মধ্যে শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ গজ উত্তর-পূর্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যবর্য্য শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্যমঠ বিরাজমান। এই স্থান সাধনক্ষেত্র-তীর্থ, সরস্বতীপীঠ বা সাত্বতজননী। এই মঠ-তীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি বেদান্তসমূহের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারী ও সাত্বত সম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠ হইতে পারমার্থিক দৈনিকপত্র 'নদীয়া-প্রকাশ', সাত্বত-সম্প্রদায়ে অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থাদি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' মুদ্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতি বৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমা ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীর কীর্তন-সহযোগে মহামহোৎসবাদি অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত সুবিমল ভাগবত-ধর্ম-প্রচারোদ্দেশ্যে গৌড়দেশের মহাপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভজনাগারে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দজীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্তন, সভাস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি গ্রন্থের ও ভক্তগ্রন্থের সম্যক আলোচনা হয়। এই মঠ হইতে মহানগরীর সর্বত্র হরিকথা-প্রচার, নগরসঙ্কীর্তন, বক্তৃতা, ব্যাখ্যা ও সঙ্কীর্তন-সভা-মহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান হয়। মঠরক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া সহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবিদ্যানন্দ ব্রজবাসী সেবাকোবিদ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী এখানে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান, রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বর অধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—গোকুলদাস বাবাজী

(৬) শ্রীমুরারিগুপ্তের পাট

(৭) কাজীর সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

এই স্থানে শ্রীগৌরসুন্দর-পার্ষদ শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক।

(৮) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও রাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান দাস ব্রহ্মচারী।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রনাথ অধিকারী।

(১০) মোদদ্রুম-ছত্র গৌড়ীয় বৈষ্ণব

মামগাছি, পোঃ জাহ্ননগর, (বর্দ্ধমান)।

শ্রীবাসুদেব ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান। শ্রীগৌরনিত্যানন্দের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবঙ্কুবিহারী ব্রজবাসী, ভক্তিভূষণ।

(১১) সেবিত্রা বৃন্দাবন

শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী,

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীনরোত্তম ব্রহ্মচারী।

(১২) বৃন্দাবন-কুটীর—পোঃ কৃষ্ণনগর,

নদীয়া। রক্ষক—শ্রীমধুসূদন অধিকারী

(১৩) ভাগবত-আসন—পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

এই স্থান হইতে ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচারিত হয়। রক্ষক—শ্রীমদানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৪) একায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ চাপড়া, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী ভক্তিসার।

(১৫) মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(১৬) মাধ্বগৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, পোঃ ঢাকা

পূর্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ।

(১৭) গোপালজীউমঠ—ফরাসপুর, (ঢাকা)

গোপালজীউ শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান। রক্ষক—শ্রীবনমালী দাস ব্রজবাসী.

(১৮) নিতাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)।

এখানে শ্রীনিতাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীমদাশ্রিত ব্রহ্মচারী

(১৯) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

মতলোড়া, পোঃ মধুবাগান

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীসুন্দর ভাগবতাচার্য্য এম্-এ, বি-এল।

(২০) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ বাড়ু, (ঢাকা)

এখানে মহাপ্রভুর শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(২১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ পানাগড় (বর্দ্ধমান)।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ অধিকারী,

(২২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

কুন্তলোলা, পোঃ ছিনুকা, (মেদিনী)

এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী।

(২৩) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকণিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে গুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিরত্ন।

(২৪) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন অধিকারী।

(২৫) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ বক্সীবাজার, (কটক)

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীউর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর

(২৬) ক্ষিরচোরা-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ কৃষ্ণদেবের পুরী,

শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ গান্ধর্বা-গিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন।

(২৭) পুরুষোত্তম মঠ

ভক্তিকুটী, পোঃ পুরী উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীউর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগদাধর অধিকারী

(২৮) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌরাঙ্গদেবের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী অধিকারী।

(২৯) রায়রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, গঞ্জাম গোদাবরী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—শ্রীনিতাইচরণ অধিকারী ভক্তিভাজন।

(৩০) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪৫নং ক্ষরিষপুরা, বেনারস সিটি

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-রাধাকৃষ্ণবিগ্রহের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীমহেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(৩১) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারীর সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী

(৩২) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও গৌরবিনোদ-বিদ্যানন্দজীর সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীসত্যনারায়ণ অধিকারী।

(৩৩) কৃষ্ণচৈতন্য মঠ

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

এখানে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিত্য-সেবা হয়। রক্ষক—শ্রীদর্শন ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠ

বিশ্রামঘাট মথুরা

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ

(৩৫) রাধাবল্লভ-সুখদকুঞ্জ—শ্রীরাধাকুণ্ড

রক্ষক—শ্রীরাধারমণচরণ ব্রহ্মচারী

(৩৬) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৩৭) গোবর্দ্ধনবিহারী মঠ

দেবপালী, পোঃ ডোডেগাম, জেলা আসাম (গাড়োয়া) রক্ষক—শ্রীগোবর্দ্ধনবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৩৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং ক্যানিং রোড, নিউ দিল্লী।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্বিকাগিরিধারীর সেবা।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য

(৩৯) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল।

এখানে গৌরাঙ্গবিনোদরায়ের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীনবগোপাল অধিকারী।

(৪০) সারস্বত-গৌড়ীয় মঠ

মাদ্রাজ সাতারপেট, চট্ট, [illegible]

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় গিরি

(৪১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ রয়াপেট্টা মাদ্রাজ।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্বিকাগিরিধারীর সেবা।

রক্ষক—শ্রীপাদ কমলানন্দ ভক্তিবিজয়।

(৪২) বোম্বে-গৌড়ীয়-মঠ কার্য্যালয়

খোরাজির রোড, চৌপাটি বিচ্, বাংলো নং ১, বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ দেবশর্মা মজুমদার।

(৪৩) আমরাজি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ আমরাজি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীমনোহর দাস অধিকারী

(৪৪) ময়মনসিংহ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্চকা, কামরূপ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী

(৪৫) পাটনা গৌড়ীয় মঠ

১০০ মিঠাপুর, পাটনা।

রক্ষক—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী ভাগবত

(৪৬) গয়া গৌড়ীয় মঠ

হিল সাইড, চার্চ রোড, গয়া

রক্ষক—উপদেশক শ্রীসর্বেশ্বর রামানুজ

(৪৭) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠ বালেশ্বর

রক্ষক—শ্রীবনোয়ারীবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয়

৩ গ্লষ্টার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন, এস্-ডব্লু ৭, লণ্ডন

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন

(৪৯) বার্লিন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

Berlin W. 30

Eisenacher strasse 20 I,

(৫০) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

৩৮০ নং ডালহাউসী ষ্ট্রীট রেঙ্গুন।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবত,—মূল ৪০৲
প্রভুপাদ অন্বয় ও তথ্য গ্রন্থ পর্য্যন্ত ২৮৲
পদ্মাবলী অন্তর্গত প্রতিখণ্ড ৷৷৵০
২। অনুভাষ্য বিবৃতি শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। অমৃত প্রবাহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী ৬৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৩—১৲; ৩য় খণ্ড—৷৵০
৩ ৷৷০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—১৲; ২য় খণ্ড ৷৷০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব—১৲
৮। সৎক্রিয়াসার—দীপিকা ও সংস্কার-দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণব ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৷৷০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৷৷০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ।০
১৮। বাদল-আলম্বন ।০
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵০
২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৷৵০
২২। তত্ত্ব-বস্তু ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ ও (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
২৬। গীতার কেবল মূল-ভাষা ।০
২৭। দুর্গমসঙ্গমনী ভগবৎসন্দর্ভঃ সানুবাদ ২৲
২৮। বেদান্তস্যমন্তক সানুবাদ ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৷
৩০। দীন-মণি দর্পণ ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৷৷০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা ৵১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
৵০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি ৵০
৪১। গীতাবলী ৵০
৪২। চিত্রে নবদ্বীপ ১।০
৪৩। সাধকজন ৵০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৵০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৵০
৪৬। অর্চ্চনকল্প ৵০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৵০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৵১০
৪৯। অচ্চনক ৴১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌড়ীয়স্তোত্রঃ ৷৷০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৵০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণদেবের ৵০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৬০। নামাবলী ৵০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যলীলামৃত সারঃ ।০
৬১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিজিতম্ ।০
৬২। সটীক শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৬৩। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৪। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৷৵০
৬৫। গৌড়ীয়মঠস্থ পাঠচর্য্যাঃ ৵০
৬৬। সারার্থদর্শনম্ ৵০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৭। রায় রামানন্দ ।০
৬৮। এ কিউ ওয়ার্ডস্ অন্ বেদান্ত ।০
৬৯। নামভজন ।০
৭০। বেদান্ত—ইটস্ মর্ফলজি অ্যাণ্ড অন্টলজি ।০
৭১। বিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস্ ৷৵০
৭২। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।০
৭৩। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৪। কোয়ার্ট গৌড়ীয়মঠ টু ডুইং ৵০
৭৫। দি ভাগবত ।০
৭৬। থিওসফি অব শ্রীচৈতন্যদেব অ্যাণ্ড অনলাইনেড ডিভোশন ।০
৭৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২।০
৭৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (অনুবাদ) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৭৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮০। সাধন-পথ ।০
৮১। কল্যাণ-কল্পতরু ৵১০
৮২। গীতাবলী ৵০
৮৩। শরণাগতি ৵০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৪। শরণাগতি ৵০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মৃতপ্রায় পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। বিনায় প্লীহা যকৃত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অবস্থায় সাধক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ আনা, বড় বোতল ১৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউন্‌টেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। উহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে. বি. দত্ত এণ্ড কোং
কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার
কলিকাতা

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে কথাসার ও শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৷৷০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তশাস্ত্রী-সম্পাদক ও শ্রী কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ ভক্তিবিনোদ অধিকারী এম, এ, এস, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সুবর্ণ সুযোগ ! সুবর্ণ সুযোগ !

শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদরচিত গৌড়ীয়ভাষ্য সহিত

বিখ্যাত গ্রন্থ

শ্রীশ্রীচৈতন্য ভাগবত

গ্রন্থের আয়তন :—ক্রাউন কোয়ার্টো মূল ১০৯৬ পৃষ্ঠা, সূচীপত্র ২৪৪ পৃষ্ঠা, মোট ১৩৪০ পৃষ্ঠা

ভিক্ষা (বাঁধাই) মাত্র ৭৲ সাত টাকা

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা

নদীয়া সার্টিফিকেট আদালতের নীলাম ইস্তাহার

১ কেস্ নং এবং কোর্টের নাম	২ নীলাম ইস্তাহার (A) (B) বা (C) যাহার প্রকাশ	৩ ডিক্রীদার	৪ দেনদার	৫ যে দাবীর জন্য সম্পত্তি বিক্রয়ের আদেশ হইয়াছে	৬ বিক্রয়ের স্থান তারিখ ও সময়	৭ কি রকম স্বত্ব	৮ থানা, মৌজার নাম ও গ্রাম	৯ খতিয়ান নং প্লট (জানা থাকিলে) অথবা অন্য প্রয়োজনীয় বিবরণ	১০ জমির পরিমাণ (জানা থাকিলে)	১১ জমা (জানা থাকিলে)	১২ মন্তব্য
৬৩ A. ৩৩।৩৪ নদীয়া সার্টিফিকেট আদালত		মণীন্দ্রমোহন আচার্য্য গং	খায়ের মল্লিক	১০৸৶৮	২৫।৭।৩৫	রায়তি দখলীস্বত্ব	থানা দৌলতপুর মৌজে আমতলা	১৩২৯ খতিয়ান	·৪৫	১।৶৯	মণীন্দ্রমোহন আচার্য্য গং
৬২ A, ৩৩।৩৪		ঐ	ঐ	১১৶৯	২৫।৭।৩৫	রায়তি স্থিতিবান	ঐ	১১৪৮ খতিয়ান	·৮৬	২৸৮	ঐ
৪৯৬ N R, ৩৩।৩৪		গৌরীশচন্দ্র রায় বাহাদুর	কানাইলাল মণ্ডল গং	৪১৷৶০	২৬।৭।৩৫	ঐ	থানা ধানুরছন্দা মৌজে জয়রামপুর	২০০২ খতিয়ান	১·১৮	১০৸৶০	গৌরীশচন্দ্র রায় বাহাদুর
২৯ P, N, ৩৪।৩৫		প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় গং	অশ্বিনীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	৫৸৶০	২৭।৭।৩৫	মধ্যস্বত্ব চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত		৯১১ খতিয়ান	·৭৮	মধ্যস্বত্ব চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত	প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় গং
৬৮৩ N, R, ৩৪।৩৫		গৌরীশচন্দ্র রায় বাহাদুর	রামগোপাল কপালি	১১৸৶৯	২৮।৭।৩৫	রায়তি স্থিতিবান	থানা নবদ্বীপ মৌজে ভেবরী	৫১৮ খতিয়ান	·১৮	১।৶০	গৌরীশচন্দ্র রায় বাহাদুর
১১০ R, P, ৩৪।৩৫		আর পালচৌধুরী	নন্দ ঘোষ গং	২।৸০	২৯।৭।৩৫	ঐ	থানা কৃষ্ণনগর মৌজে মালাকোল	২৪১ খতিয়ান	·৩০	৪।০ সেস্ ৶৩	আর পালচৌধুরী
৬৮০ R, P. ৩৩।৩৪		ঐ	কালু সেখ	১৫৸৶০	৩১।৭।৩৫	ঐ	থানা কৃষ্ণনগর মৌজে কামুকা	১১৪ খতিয়ান	·৩১	২৸৯	ঐ
২০৭ R, P. ৩৪।৩৫		ঐ	মুন্নেরা সুন্দরী দেবী	৮৩।৶৩	১।৮।৩৫	ঐ	থানা শান্তিপুর মৌজে বাবলাগাছি	১৮৫ খতিয়ান	৫·৪৪	২৬।৶৬	ঐ
৩০ R, P. ৩৪।৩৫		ঐ	শ্রীকণ্ঠ দে	২৬৸০	২।৮।৩৫	ঐ	থানা নবদ্বীপ মৌজে দেওয়ানগঞ্জ	৫৪ খতিয়ান	১·০৬	৬,০	ঐ
৩৫৩ N. R, ৩৪।৩৫		গৌরীশচন্দ্র রায় বাহাদুর	পটল মণ্ডল গং	১১।/০	৫।৮।৩৫	রায়তি মোকররী	থানা কৃষ্ণগঞ্জ মৌজে চোগাছা	২০৬ খতিয়ান	৫৮·৮৯	৫৩৸/২	গৌরীশচন্দ্র রায় বাহাদুর
১৬৩ A, ৩৩।৩৪		মণীন্দ্রমোহন আচার্য্য গং	এবাদত মণ্ডল	১১১/৮	১২।৮।৩৫	রায়তি স্থিতিবান	থানা দৌলতপুর	৩৫০ খতিয়ান	·৮২	২৸৫	মণীন্দ্রমোহন আচার্য্য গং

দৈনিক

নদীয়াপ্রকাশ

THE
NADIA-PRAKASH

১৩শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২২শে জ্যৈষ্ঠ, বুধবার ১৩৪২, ৫ই জুন ১৯৩৫ [৮১শ সংখ্যা]

ভূকম্প বিধ্বস্ত কোয়েটা

—:০:—

হতাহতের সংখ্যা আরও বেশী

কোয়েটা সহরে সামরিক আইন জারী করা হইয়াছে। সমগ্র পুলিশ লাইন নিশ্চিহ্ন হইয়া যাওয়ায় লুট তরাজ ইত্যাদি বন্ধ রাখার জন্য ও পুলিশ বাহিনীর অভাবে শান্তি-শৃঙ্খলা অক্ষুণ্ণ রাখার ব্যবস্থা হিসাবেই সামরিক আইন জারী করা হইয়াছে। সেনা বাহিনীর হাতে সহরের ভার অর্পণ করা হইয়াছে। বে সরকারী অনুমান মতে হতাহতের সংখ্যা ৩০ হাজার। একটী হাসপাতাল চাপা পড়িয়া শতশত রোগী মারা গিয়াছে। ভূকম্প প্রপীড়িত অঞ্চল প্রত্যাগত করাচীর জনৈক লেখা কোয়েটার অবস্থার প্রত্যক্ষদর্শী এইরূপ বর্ণনা দিয়াছেন:—"৩ আনা লোক মারা গিয়াছে, এক আনা আহত হইয়াছে, বাকী এক আনা মাত্র রক্ষা পাইয়াছে।" কোয়েটার সামরিক কর্তৃপক্ষ জানাইয়াছেন যে, সেখানে বাসস্থান ও খাদ্যের একান্ত অভাব, কাজেই বাহির হইতে কেহ যেন বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত তথায় না যান। কোয়েটা হইতে কেহ চিঠি পত্র লিখিতে ইচ্ছা করিলে দুর্ঘটনার জন্য তাহাতে ডাক টিকেটের প্রয়োজন হইবে না।

করাচীর সংবাদে প্রকাশ, সৈন্যগণ কোয়েটার বিপন্ন এবং বিধ্বস্তদের উদ্ধার কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। এপর্য্যন্ত ১৫০ জন ভারতীয় এবং ৫০ জন ইউরোপীয়ানকে ধ্বংসস্তূপের নীচে হইতে উদ্ধার করিয়া হাসপাতালে প্রেরণ করা হইয়াছে। ঐতিহাসিক বাবু [illegible] মহল্লা সম্পূর্ণরূপে ভূমিসাৎ হইয়া গিয়াছে। সহরের ঐ অঞ্চলে অধিক লোকের বসতি। ঐ অঞ্চলের লোক সংখ্যার মধ্যে অধিকাংশই আবার শিল্পী এবং ব্যাপারী বাসিন্দা। দুইখানি সামরিক বিমান প্রেরণ করা হইবে। সাহায্য কার্য্যের জন্য আরও সামরিক বিমানের প্রয়োজন হইতে পারে।

বিমানযোগে কোয়েটায় খাদ্য প্রেরিত

সিমলা হইতে প্রকাশ, ভূমিকম্পে আহত ব্যক্তিদের মধ্যে জেকাইব কালে, মিসেস হানলন ও তাঁহার পরিচারিকা, মিস ডলিসন, মিসেস হুকো, মধাপ কবেন, মিসেস বনসোয়াজি, মিসেস আর্টফিল্ড এবং মিসেস বার্ডও আছেন।

ট্রেণে লাহোর হইতে পাঞ্জাবের একটী সরকারী দল সাহায্যার্থ কোয়েটা রওনা হইয়াছে। পাঁচ শত টিন দুধ এবং টিনে প্যাক করা হাজার পাউণ্ড খাদ্য বিমানযোগে প্রেরিত হইয়াছে। উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের সরকার তারযোগে পাঞ্জাব সরকারকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে, তাঁহারা কি সাহায্য করিতে পারেন। উত্তরে পাঞ্জাব সরকার জানাইয়াছেন যে, টিনে প্যাক করা খাদ্যই বর্ত্তমানে বিশেষ প্রয়োজন।

জেনা পাতি বাবের সিভিল সার্জ্জন কাপ্তান টেম্পল মার্টো, মুলতান এবং জোগাতি বাবের উঁচিক অফিসারগণ সার্জ্জন এবং এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন সমেত ১জন ডাক্তার, ১০জন শুশ্রূষাকারী এবং ৫২ জন ষ্ট্রেচার বাহক লইয়া পাঞ্জাব সরকারী সাহায্য সমিতি গঠিত হইয়াছে। কোয়েটার কর্তৃপক্ষকে জানান হইয়াছে যে, যদি প্রয়োজন হয় তবে লাহোর এবং অমৃতসর মেডিকেল কলেজের অধ্যাপকগণ আরও ১৫ জন ডাক্তার এবং [illegible] জন ছাত্র প্রেরণ করিতে পারেন। সৈন্যদের প্রধান ঘাঁটিতে একজন সামরিক কর্মচারী সাহায্যকার্য্যে পরামর্শ প্রদান করেন। তাঁবু এবং কম্বল সরবরাহ করিবার জন্য অম্বালাসমূহকে বলা হইয়াছে। সামরিক হাসপাতাল হইতে কয়েকজন শুশ্রূষাকারী কোয়েটা অভিমুখে রওনা হইয়াছে।

সম্রাজ্ঞী ও সম্রাটের সমবেদনা জ্ঞাপন

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, কোয়েটার ভূমিকম্প-প্রপীড়িত ব্যক্তিগণের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া সম্রাট বড়লাটের নিকট নিম্নলিখিত টেলিগ্রামটি করিয়াছেন:—

কোয়েটার শোচনীয় দুর্ঘটনায় ও তাহাতে বহু ভারতীয় ও ইউরোপীয়ের প্রাণনাশের সংবাদ শুনিয়া সম্রাজ্ঞী ও আমি ব্যথিত হইয়া পড়িয়াছি। স্বজনবিয়োগব্যথিত, আহত ও গৃহ-সম্পত্তিহারা ব্যক্তিগণের প্রতি আমার আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছি।

হতাহতের সংখ্যা বিশ হাজার

করাচীতে বেতারযোগে যে সংবাদ আসিয়াছে, তাহাতে কোয়েটার প্রলয়ঙ্কর ভূমিকম্পের সংবাদ সমর্থিত হইয়াছে। হতাহতের সংখ্যা বিশ হাজার বলিয়া অনুমান করা যাইতেছে। তন্মধ্যে কয়েক সহস্র ধ্বংসস্তূপের নীচে মৃত অবস্থায় পড়িয়া আছে। সৈন্যদের ঘাঁটি মোটামুটিভাবে রক্ষা পাইয়াছে বটে, সামরিক বিমান-বিভাগের কতিপয় কর্মচারী নিহত হইয়াছেন। মহর্ষি জেনারেলের সেক্রেটারী একটি ডাক বাংলার দোতলায় থাকায় কোনরূপে মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছেন। কারণ যে-সামরিক কর্মচারীদের বাসস্থান এবং আফিসসমূহ ছিল [illegible] অট্টালিকাসমূহ ভূমিসাৎ হইয়া গিয়াছে। তিনি রেডিওর সাহায্যে অন্যান্য প্রদেশের রাজকর্মচারীদের নিকট কোয়েটার বিধ্বস্ত অঞ্চলে সেবা কার্য্যের জন্য লোক পাঠাইতে সংবাদ প্রেরণ করিয়াছেন। কোয়েটার ভারতীয় এবং বৃটিশ সৈন্যগণ আহতদের সেবাকার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছে। তাহারা বিপন্ন নরনারীকে সেবা শিবিরে লইয়া যাইয়া শুশ্রূষা করিতেছে। কোয়েটায় খাদ্যদ্রব্য যথেষ্ট পরিমাণে আছে। রেলওয়ে এবং রাস্তার যখন চলাচল করা সম্ভবপর, তখন খাদ্যদ্রব্যের অভাব হইবে বলিয়া মনে হয় না। করাচী হইতে অনেকে কোয়েটায় খাদ্য পরিবহন করিতে যাইয়া থাকেন। সেই নিমিত্ত করাচীর টেলিগ্রাফ অফিসে এবং পত্রিকা অফিসে বহুলোক সমবেত হইয়া আত্মীয় স্বজনের জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করিতেছে। সাধারণ সংবাদ সরবরাহের পথ বন্ধ হইয়া যাওয়ায় বিস্তারিত সংবাদ পাওয়া যাইতেছে না। কোয়েটার সরকারী বেতার আফিস হইতেই আবশ্যক সংবাদ প্রেরণ করা হইতেছে। কোয়েটার হেডকোয়ার্টার, পোষ্ট অফিস এবং টেলিগ্রাফ অফিসের গৃহ; বাজারের দোকানসমূহ এবং স্থানীয় ব্যক্তিদের বহু অট্টালিকা ভূমিসাৎ হইয়াছে। পোষ্ট এবং টেলিগ্রাফের পোষ্টমাষ্টার অফিসার মহম্মদ কাসিম নিহত হইয়াছেন। ১১টা পর্য্যন্ত সংবাদ সরবরাহের সকল পথ বন্ধ ছিল। অতঃপর বেতারে প্রথম দুই একটী সংবাদ আসিয়া পৌঁছে। নব জয়েন্ট রেলওয়ের ডিভিসনাল সুপারিন্টেন্ডেন্ট মিঃ ডীন রেলওয়ে ষ্টেশনে গমন করিতে সমর্থ হন। তিনি সংবাদ দিয়াছেন যে, ভারতীয় রেলকর্মচারীদের মধ্যে অনেক লোকের মৃত্যু হইয়াছে।

—

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

(ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

[illegible] প্রবীণ ও প্রধান [illegible] মহামহোপদেশক পণ্ডিত [illegible] শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিশাস্ত্রী [illegible] বৈষ্ণবাচার্য্য এম-এ, মহোদয়ের প্রোজ্জ্বল গবেষণা এবং গম্ভীর লেখনীর অদ্ভুত অবদান [illegible] জীবনচরিত-পাঠে [illegible] এবং বিশিষ্ট, [illegible] ও [illegible] বহু মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য [illegible] তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত, সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা [illegible] অধ্যায়ে. প্রায় [illegible] পৃষ্ঠায় [illegible] বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের প্রণীত মুখবন্ধ (Foreword) প্রকাশক ও গ্রন্থকার [illegible] ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও [illegible] বর্ণানুক্রমে [illegible] শব্দসূচী-(Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছে।
ভিক্ষা—১০৲ দশ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, [illegible], মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

গুরুভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক পত্রিকা [illegible] প্রকাশিত হয়। প্রতি বর্ষ [illegible] টাকা ভিক্ষায় কলিকাতা বাগবাজার গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

২। গৌড়ীয়—[illegible] পণ্ডিত শ্রীপাদ [illegible] বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—[illegible] প্রকাশিত [illegible] শ্রীনবদ্বীপ [illegible] হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৷০

৪। পরমার্থী—[illegible] সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। [illegible] প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—[illegible] পণ্ডিত শ্রীপাদ [illegible] বি-এস্, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া [illegible] হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় পাক্ষিক। ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

ইহাতে মূল শ্লোক অন্বয় এবং তাহাতে বর্ত্তমান-যুগে শুদ্ধভক্তি-প্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। [illegible] ভাষা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৯৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। অতিরিক্ত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোক সূচী, পদ্যসূচী, নামসূচী, গ্রন্থসূচী, বিষয়-সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী-পত্র। সভাষ্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট্ সংস্করণ জগতের কোথাও আর কখনও প্রকাশিত হয় নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক-মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। জনসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে : বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা রহিয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

আমাদের বিশেষত্ব

আমাদের এই তারা বার্লী আধুনিক উন্নত বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুযায়ী মেসিনে এবং সেই শক্তিবান বার্লী বিশেষজ্ঞ শ্রীযুক্ত টি, পি, বসু মহাশয়ের চাক্ষুষ ও সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধানতায় প্রস্তুত। ইহারাই একমাত্র বিজ্ঞকর্ম্ম দক্ষতায় একদিন এশিয়া মহাদেশের সুপ্রসিদ্ধ বিস্কুট ও বার্লী প্রস্তুত কারক স্বনামধন্য স্বর্গীয় (শ্রীযুক্ত) কে, সি, বসু মহাশয় বিস্কুট ও বার্লী প্রচলন করিয়া জগতে আদর্শ স্থানীয় হইয়া ছিলেন। এই ব্যবসায় ইহার অভিজ্ঞতা ১৬ বৎসরের ও অধিক কালের। ইহা হস্ত স্পৃষ্ট-নহে।

T. P. BOSE & CO.
CALCUTTA

পোঃ বাগবাজার কলিকাতা

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৩—৩৬,	১০—৫১,	১৩—২২	১৭—০৮,	১৯—৫১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৬,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—০৫
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—১২

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

শনিবার অপরাহ্নে

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৩৫	৮-২৫	১২-১০	১২-৩৩	১৫-৭৫	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১২-১১	১২-৪২	১৫-৫১	১৮-৫১
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-৫১	১৩-১২	১৬-১২	১৯-১১

সচিত্র নবদ্বীপ পঞ্জিকা

ভিক্ষা—মাত্র ৵০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

নদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

— পারমার্থিক পত্র —

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়-
স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১০ম বর্ষ | ২৮ ত্রিবিক্রম গৌরাব্দ ৪৪৯, ২২শে জ্যৈষ্ঠ বঙ্গাব্দ ১৩৪২, ৫ই জুন ১৯৩৫ | বুধবার | ৮১৯শ সংখ্যা.

দিল্লীতে প্রচার

দিল্লী সহরের অন্তর্গত করোলবাগনিবাসী ডাঃ এ, সি, গুপ্ত এল, এম, এস মহাশয় বিশেষ সজ্জন। গত ২৩শে মে তারিখে দিল্লীগৌড়ীয়মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসম্বন্ধ তুর্য্যাশ্রমী মহারাজ কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইলে বহুক্ষণ যাবৎ হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছেন।

স্বামীজী প্রথমে গৌড়ীয়মিশনের কার্য্যাবলী ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কিছুক্ষণ বলিলে ডাক্তার বাবু বলেন—আমি নবদ্বীপে আমার কয়েকটী বন্ধুসহ গিয়াছিলাম কিন্তু মহাশয় তথাকার ঠাকুরবাড়ীর পাণ্ডাগণের ব্যবহার-দর্শনে আমার সঙ্গিগণ একদিনের বেশী আর তথায় কিছুতেই থাকিতে রাজী হইলেন না, সুতরাং আমাদের আর গঙ্গার পূর্ব্বপারে মায়াপুরে যাইবার সুযোগ হয় নাই। যেখানে ঠাকুর দেখিতে গেলে আগে সওয়া পাঁচ আনা পয়সা দাখিলা দিলে তবে ভিতরে প্রবেশের অধিকার পাইবে নতুবা আর দর্শন মিলিবে না, সেরূপ স্থানে যাইতে ইচ্ছা করে না।

স্বামীজী—আমাদের মিশনের উদ্দেশ্যই হইতেছে এইপ্রকার অপরাধময়ী কুপ্রথার উচ্ছেদ-সাধন। শাস্ত্র বলিয়াছেন, যে ব্রাহ্মণ শ্রীবিগ্রহ প্রদর্শন করিয়া পয়সা সংগ্রহ করতঃ তাহাদ্বারা নিজের পরিবার প্রতিপালন বা তাহা অসৎকার্য্যে ব্যয় করেন তিনি পতিত হন। হরি ব্যতীত ভাগবতাদি গ্রন্থ পাঠ করিয়া পয়সা সংগ্রহ বা দেবতাপূজা দ্বারা পয়সা সংগ্রহ করিলেও তিনি পতিত হন। গৌড়ীয়-মিশন এইসকল কার্য্যের প্রতিবাদ করায় বহু বহু ব্যক্তির অসন্তোষের ভাজন হইয়াছেন।

সনাতনধর্ম্ম বা বৈষ্ণবধর্ম্মের বিশুদ্ধ বক্তাবলী জগতে প্রচার করিবার জন্য এবং সর্ব্বোপরি জগতকে অনর্পিতচর কৃষ্ণপ্রেম-ধনে ধনী করিবার জন্য শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং নিতাইকে, ষড় গোস্বামী এবং স্বরূপ দামোদরের সাহায্যে ভক্তি-নদীর বিমল উৎস জগতে প্রবাহিত করিয়া গিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর আবির্ভাবের প্রায় ২৫০ বৎসর পরে তোতারাম নামক এক বৈষ্ণব মহাজন জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি বলিয়া গিয়াছেন যে, বৈষ্ণবধর্ম্মে আউল-বাউলাদি ১৩টি বিদ্ধ বা অপসম্প্রদায় তৎকালে জগতে উদ্ভূত হইয়া বিশুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্মে কলঙ্কারোপের সুযোগ দিয়াছিল। অদ্যাপি জগতে অপসম্প্রদায়ের অভাব নাই। এই সকল বাদের কোন্‌টি প্রকৃত শুদ্ধ ধর্ম্ম এবং কোন্‌টি বিদ্ধ বা অপধর্ম্ম তাহা সাধারণ জগতে জানাইবার জন্য গৌড়ীয়-মিশন হইতে বিভিন্ন ভাষায় ছয়টী পারমার্থিক পত্রিকা প্রকাশিত হইতেছে।

ভারতের বিভিন্ন স্থানে, লণ্ডনে এবং সম্প্রতি জার্ম্মাণীতেও এই সকল কথা প্রচারের জন্য প্রচারকেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত বহু শাস্ত্রজ্ঞ সন্ন্যাসী দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে গিয়া শাস্ত্রের বিশুদ্ধ কথা উদ্দীপ্ত করিতেছেন, মিশন হইতে শত শত ভক্তিগ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছেন। এ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া বহু ব্যক্তি উপকৃত হইতেছেন।

স্বামীজীর কথা শুনিয়া এবং মিশনের কার্য্যাবলীর বিবরণ অবগত হইয়া ডাক্তার বাবু বিশেষ পরিতুষ্ট হন এবং অবিলম্বে সাপ্তাহিক গৌড়ীয় এবং পাক্ষিক হারমোনিষ্ট পত্রিকাদ্বয়ের গ্রাহক হন।

ব্রহ্মদেশে প্রচার

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি[illegible] মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি[illegible] মহারাজ ব্রহ্মদেশের উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারিগণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া রেঙ্গুন-সহরের নানাস্থানে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী প্রচার করিতেছেন। তাঁহাদের নির্দ্দেশ-অনুসারে শ্রীচৈতন্যমঠসেবক উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ জ্ঞানগৌরব দাসাধিকারী ভক্তিবৈভব কাব্যতীর্থ এবং শ্রীপাদ সত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী ব্রহ্মদেশের বিভিন্ন স্থানে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের বাণী প্রচার করিতেছেন। সম্প্রতি তাঁহারা ২রা জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার রেঙ্গুন হইতে রওনা হইয়া উত্তরব্রহ্মদেশে প্রচারোদ্দেশ্যে বহির্গত হইয়াছেন। বৃহস্পতিবার বেলা ২টার সময় [illegible] এক্সপ্রেসে রওনা হইয়া ৯০ মাইল দূরবর্ত্তী পিনডাকা নামকস্থানে উপনীত হন। সেখানকার প্রসিদ্ধ United Rice Mills এ দিবসত্রয় অবস্থান করিয়া সেখানে হরিকথা প্রচার করেন। তথা হইতে তাঁহারা পেগু জেলার অন্তর্গত নিয়াংলেবিং মহকুমায় উপনীত হন। তথাকার সুপ্রসিদ্ধ উকীল শ্রীযুক্ত অমূল্যচন্দ্র রায় মহাশয়ের ভবনে দিবসত্রয় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। স্থানীয় ভদ্রলোকগণ শ্রীগৌড়ীয়মঠের সর্ব্বার্থ-সার-প্রচারে প্রীত হইয়া সহানুভূতি প্রকাশ করেন। তথা হইতে রওনা হইয়া রেঙ্গুন হইতে প্রায় ১৮০ মাইল দূরবর্ত্তী পিউ নামক স্থানে উপনীত হইয়া তাঁহারা তত্রত্য ভারতীয় অধিবাসিবৃন্দের নিকট শ্রীগৌড়ীয়মঠের বিশ্বব্যাপী প্রচারের বার্ত্তা কীর্ত্তন করেন।

গত ২৩শে মে বুধবার তাঁহারা ঐ দেশের সুপ্রসিদ্ধ টাঙ্গু নামক সহরে উপনীত হন। তথাকার সুপণ্ডিত উকীল শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র মজুমদারের বাসভবনে অবস্থান করিয়া নানাস্থানে শ্রীগৌড়ীয়মঠের বাণী প্রচার করেন। সেখানকার ভারতীয় অধিবাসিবৃন্দ তাঁহাদের শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারে যথেষ্ট সহানুভূতি প্রকাশ করেন। তথা হইতে তাঁহারা ২৮শে মে রওনা হইয়া উত্তর-ব্রহ্মদেশের অন্তর্গত রেঙ্গুন হইতে ২২৫ মাইল দূরবর্ত্তী পিন্মানা নামক স্থানে উপনীত হন। তথাকার উচ্চশিক্ষিত প্রসিদ্ধ উকীল শ্রীযুক্ত [illegible] চন্দ্র ধর বি-এ, বি-এল মহাশয়ের বাসভবনে অবস্থান করিয়া তথায় শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করিতেছেন।

পাবনায় প্রচার

গত ১৪ই জ্যৈষ্ঠ ২৮শে মে মঙ্গলবার ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ পাবনা জেলার অন্তর্গত [illegible] হইতে রওনা হইয়া ট্রেন যোগে বেলা ৯টার সময় [illegible] নামক স্থানে উপস্থিত হন। স্বামীজী মহারাজ তথায় উপস্থিত হইলে [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] দাসাধিকারী মহোদয় একদল সংকীর্ত্তন-বাহিনীসহ স্বামীজী মহারাজকে অভ্যর্থনা করেন। ঐ দিন [illegible] মহেন্দ্রকুমার সাহা মহাশয়ের বাটীতে স্বামীজী মহারাজ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

ভ্রম সংশোধন

গতকল্য ৮০ সংখ্যা নদীয়াপ্রকাশে ৩য় পৃষ্ঠায় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের [illegible] অনুগমনকারিগণের নামের মধ্যে ভুলক্রমে মহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত [illegible] ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল মহোদয়ের নাম দেওয়া হইয়াছে। ঐ সংবাদ যেন ৪র্থ পৃষ্ঠায় ২য় কলমের শেষ লাইনে উক্ত স্থানে উল্লিখিত হইবে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৮ ত্রিবিক্রম ভুক্ত অনিরুদ্ধ ৪৪১

প্রতিষ্ঠার প্রতিযোগিতা

'প্রতিষ্ঠা'-শব্দের বুৎপত্তিগত অর্থ স্থিতি, অবস্থান বা সংস্থাপন। এতদ্ভিন্ন উদ্যাপন, দেব-বিগ্রহের উদ্দেশে জলাশয়াদি উৎসর্গ প্রভৃতি অর্থেও 'প্রতিষ্ঠা'র প্রয়োগ দেখা যায়। প্রশংসা, সুকীর্ত্তি, গৌরব, পদমর্য্যাদা, সম্মান প্রভৃতি অর্থেও উহার অল্প প্রয়োগ নহে; আমরা এই অর্থেই 'প্রতিষ্ঠা'-শব্দ প্রয়োগ করিয়া আজ ইহার সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

জগতে প্রতিষ্ঠা বা সম্মান চাহেন না, এইপ্রকার লোকের সংখ্যা জগতে বিরল। পদমর্য্যাদা-লাভ-জন্য চিরকাল রক্তোত্তম-উদ্যম-সংযোগে সহস্র শাখায় প্রবাহিত হইয়া বিশ্বকে কত বার যে শ্মশানে পরিণত করিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। যে অপস্বার্থের জন্য শক্তি দিতেছে, রাজার রাজায়, রাজায় প্রজায়, প্রজায় প্রজায়, ভ্রাতায় ভ্রাতায়, ভ্রাতায় ভগ্নীতে, পিতায় পুত্রে, মাতায় পুত্রে, এমন কি স্বামী-স্ত্রীতেও কলহাগ্নির উৎপত্তি হইয়া থাকে তাহার মধ্যেও প্রতিষ্ঠার স্থান নিতান্ত কম নহে।

প্রতিষ্ঠে! তোমার মোহিনী শক্তির—মোহিনী বাজবিদ্যার প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। তোমার জন্য, যাহার চারি-বর্ণের সোভাগ্য প্রকাশকের ভয় না, সেই প্রবলপ্রতাপান্বিত ভূমাধিকারী পর্য্যন্ত সময় বিশেষে প্রজার দ্বারে দ্বারে গমন করিতে বাধ্য হন, বিনি দেব-দ্বিজ-সেবার বা রহিয়া-গণের দুঃখ মোচনের জন্য একটী পয়সাও দিতে কাতর আছেন সেই ব্যক্তিও কোনও সময়ে সহস্র সহস্র ব্যক্তিকে অকাতরে চর্ব্ব চুষ্য-লেহ্য পেয় বিতরণে কিছুমাত্র দ্বিধা-বোধ করেন না; অধিক কি ত্যাগীর বেশ-গ্রহণকারী সাধু মহাত্মা (!) পর্য্যন্ত কৌপীন-মলমোধান কাহাকে সেবার ভাগে বহুমানন করিতে বিন্দুমাত্রও বিচলিত হন না। কিন্তু তোমার এ কেমন ব্যবহার, যে তোমার জন্য প্রাণপাত পর্য্যন্ত করে, তোমার জন্য আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বদা তোমার ধ্যান, তোমার জ্ঞান লইয়া ব্যস্ত, তুমি প্রায়ই অভিমানভরে তোমার সেই একান্ত অনুরক্ত সেবককে দেখা না দিয়া দূরে অন্তরালে অবস্থান কর। আবার যিনি তোমাকে চাহেন না, এই প্রকার ব্যক্তির সংখ্যা অতি অল্প হইলেও সেই ত্যাগীদের ভজকদেরই দ্বারেই সেবার জন্যও সেবিকারূপে উপস্থিত হইয়া থাক। তোমার এই স্বভাব বর্ণন করিয়াই ওঁ শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন—

"প্রতিষ্ঠার স্বভাব এই জগতে বিদিত।
যে না বাঞ্ছে তার হয় বিধাতা-নিশ্চিত॥"

দেখ প্রতিষ্ঠে, তোমার ভয়ে শ্রীল সনাতন পুরীপাদ বেণুপার রাজার চক্ষে ধূলি-দিয়াও গোপনেই পলায়ন করিয়া পুরী গেলেন; কিন্তু তুমি তথাপি তাঁহার চরণ ত্যাগ করিলে না, সমগ্র বিশ্বে তাঁহার মহিমা বিঘোষিত করিলে। ঠাকুর হরিদাস তোমাকে চাহেন নাই; তিনি ভিক্ষান্নভোজী কোনও প্রকারে জীবিকা-নির্ব্বাহ করিয়া হরিনাম করিতেন, কিন্তু তাঁহার মহিমা আজ সর্ব্বত্রই এত বিস্তৃত হইয়া পড়িল যে, তদর্শনে ব্রাহ্মণকুলে জাত একব্যক্তি কপটভাবে অন্ধ-পূজকাদি-প্রদর্শনে যত্ন করিল—ঠাকুরের ন্যায় প্রেমিক সাজিতে গেল, কিন্তু তোমার কি চমৎকার ব্যবহার—তুমি তোমার সেই একান্ত সেবকটীকে পুরস্কৃত করিলে কিল, চড় ঘুষা, পদাঘাত প্রভৃতি দ্বারা। তোমার ন্যায় ধৃষ্টা রমণীর বোধ হয় দ্বিতীয় নাই। তুমি সেবকগণকে পায়ে ঠেলিয়া সৎভাবে কাহারো দাসত্ব করিতে ভালবাস; একবার আমাদের দিকে—সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ প্রাণী মানববৃন্দের দিকে, যাহাদের বুদ্ধির প্রাখর্য্যে জলের নীচ দিয়া সমুদ্রের স্রোত ভেদ করিয়া জাহাজ চলিতেছে, আকাশ-পথে প্রাণহীন বেচকগণের প্রতিযোগিতা চলিতেছে, সেই দুর্দ্ধর্ষ জনগণের কার্য্য-কলাপের প্রতি একটু দৃষ্টিপাত কর তাহা হইলে তোমার বুদ্ধি খুলিবে, দেখিতে পাইবে। আমরা ভাগবতের দিকে, অধিক—এমন কি, গুরুজনগণের পর্য্যন্ত অধীনতার দিকে কেহই নহি, আমরা সকলেই প্রভুত্বের দিকে; সকলেই প্রভুত্বলাভের জন্য কেমন ব্যগ্র! অন্যের সম্মানের দিকে কেহই দৃষ্টিপাত না করিয়া কেমন সাহস-ভরে প্রভুত্ব-যুদ্ধে অগ্রসর হই! প্রভুত্বলাভের জন্য, প্রভুত্ব-বিস্তারের জন্য অপরকে কেমন মনের মত কথা বলিতে পারি, অপরের মনোরঞ্জনকার্য্যে কেমন সিদ্ধহস্ত, এই কার্য্যের সহায়তার জন্য কেমন দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া থাকি। প্রভুত্বের নেশায় কেমন অপস্বার্থের দাসত্বকেও প্রভুত্ব-মধ্যে গণ্য করিতে পারি!!

বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা বলিয়া একটী কথা আছে, নিজেকে সম্পূর্ণভাবে শ্রীভগবানের প্রকাশ-বিগ্রহ শ্রীগুরুপাদপদ্মে অর্পণ করা—কায়মনোবাক্যে সম্পূর্ণভাবে তাঁহার আদেশ পালন করা—শ্রীগুরুপাদপদ্মের যাহাতে প্রীতি তদনুসারে কার্য্য করা। বদ্ধজীব মনন-ধর্ম্মের বশে যাহা শুভ বলিয়া মনে করে, তাহার পরিণামে অশুভ বা অমঙ্গল-পরিণতি প্রায়ই দৃষ্ট হয়। কিন্তু মুকুন্দশিরোমণি শ্রীগুরুপাদপদ্মকে মদ-গর্ব্ব-কপটতা-বিপ্রলিপ্সা এই দোষচতুষ্টয় কখনও স্পর্শ করিতে পারে না বলিয়া তাঁহার বিচারে—তাঁহার অমোঘবাণীতে কোনও প্রকার দোষ থাকিতে পারে না; তাহা সর্ব্বদাই পরামৃতপরিপূর্ণ। আমরা কোনও-কারণে ঐ মঙ্গলময়ী বাণীর মর্ম্মগ্রহণে অসমর্থ হইলেও যদি অনুসরণে আমাদের ধৈর্য্য থাকে, তাহা হইলে দেখিতে পাই, ঐ বাণী ব্যতীত আমাদের মঙ্গলোপ-কারী ভুবনে আর দ্বিতীয়টী নাই। সুতরাং শ্রীগুরুপাদপদ্মসেবায় উত্তরোত্তর অধিক উৎসাহ-লাভের ফলে বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠায় যে প্রতিযোগিতা পরিলক্ষিত হয় তাহাতে মানবের প্রকৃত সৌভাগ্য-রবির রশ্মিই প্রকাশিত হইয়া থাকে।

বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠার বিপরীত জড়-প্রতিষ্ঠা; এই জড় প্রতিষ্ঠাকেই শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু ধৃষ্টা শ্বপচ-রমণীর সহিত তুলনা করিয়াছেন। আমি কুলীন, আমি ঐশ্বর্য্যশালী, আমি অভিনব-প্রতিভাসম্পন্ন, আমার ন্যায় সুপণ্ডিত জগতে আর কে আছে, আমি বাগ্মী—এক বক্তৃতায় সকলকে মোহিত করিয়া দিতে পারি, আবার সুকণ্ঠের কীর্ত্তনে সকলেই মোহিত হইয়া থাকে, আমার ন্যায় এমন সহজ সরলভাবে শাস্ত্র-ব্যাখ্যা আর কেহই করিতে পারে, আমি লেখনী ধারণ করিলে কে আমার নিকট অগ্রসর হইতে পারে—প্রভৃতি যে-সকল চিন্তাস্রোত আমাদের মানস-সাগরে উদ্বেলিত হইয়া উঠে তাহা জড়-প্রতিষ্ঠারই নিদর্শন ব্যতীত আর কিছুই নহে। গুরু-বৈষ্ণবের পাদপদ্মে সম্পূর্ণভাবে আশ্রিত জনগণ ব্যতীত যে-কোনও ব্যক্তির অন্তঃকরণে প্রবিষ্ট হইলে ঐ জড়প্রতিষ্ঠার গাম্ভীর্য্য অশান্তি-সাগরে নিমজ্জিত হওয়া ব্যতীত আর কিছুই নহে।

আমি পরম বৈষ্ণব—আমি মহাপুরুষ, এই জ্ঞান হইলে কি অসুবিধা হয় তাহা বর্ণন করিয়া মহাজন গাহিয়াছেন,—

আমি ত' বৈষ্ণব, এ বুদ্ধি হইলে
অমানী না হব আমি।
প্রতিষ্ঠাশা আসি' হৃদয় দূষিবে,
হইব নিরয়গামী॥
নিজে শ্রেষ্ঠ জানি' উচ্ছিষ্টাদি-দানে
হবে অভিমান ভার।
তাই শিষ্য তব থাকিয়া সর্ব্বদা
না লইব পূজা কার॥

মহাপ্রভুর আজ্ঞা—"আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার এই দেশ"। মহাপ্রভুর প্রকাশ-বিগ্রহ শ্রীগুরুপাদপদ্ম অনুগত সাধককে হরিকথা শ্রবণ করাইয়া তাঁহার (সাধকের) মঙ্গলের জন্য শ্রোতৃবাণী-কীর্ত্তনার্থ নানাস্থানে পাঠাইয়া থাকেন। শ্রোতৃবাণী-কীর্ত্তনই উক্ত সাধকের সাধনা। এই নিষ্কপট-সাধনের ফলে তাঁহার এবং অপরের মঙ্গল সাধিত হইয়া থাকে। নিষ্কপট-সাধকের হৃদয়ে "আমার আজ্ঞায়" কথাটি সর্ব্বক্ষণে খোদিত থাকে। হরিকথায় কেহ আকৃষ্ট হইলে সাধক সেই কার্য্যের কারণরূপে নিজেকে জ্ঞান না করিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মের মহিমা বিস্তৃত হইতেছে—এই অজ্ঞানে আনন্দে অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া থাকেন। এই অবস্থা না হইয়া যদি অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মতা সাধককে গ্রাস করে, তাহা হইলে নিজকে গুরুজ্ঞান করিয়া জড়প্রতিষ্ঠার প্রতিযোগিতার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া যান। নিজের প্রতিষ্ঠা বিস্তারের জন্য স্ব-স্ব-অভ্যর্থনার বিরাট্-ব্যবস্থার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়েন, নিজের আলেখ্যাদি যাহাতে ঘরে ঘরে পূজিত হয় তজ্জন্যও তৎপর হন; তখনই "না লইব পূজা কার" মহাবাণী যে কোথায় ভাসিয়া যায়, তাহার সন্ধান আর পাওয়া যায় না।

গুরুদেব আদেশ করিলেন, পূর্ব্বদিকে ঘুরিতে; আমি কিন্তু দিশাহারা হইয়া ঘুরিতে লাগিলাম উত্তর দক্ষিণ বা পশ্চিম-দিকে; ফলে মোহ,ভ্রান্তি,ভুক্তি ও জড়প্রতিষ্ঠার আমাকে গ্রাস করিয়া ফেলিল। কি করিতে আসিলাম, আবার আমারই দোষে কি করিয়া বসিলাম! গুরু-বৈষ্ণবগণ আমার মঙ্গলের জন্য সততই সচেষ্ট; তাই আমাকে বিপথগামী দেখিলেই তাঁহারা সাবধান করিয়া থাকেন। ৪১ সংখ্যা গৌড়ীয়ে প্রকাশিত "আদর্শ" প্রবন্ধটী আমাকে সতর্ক করিবার জন্যই মহোপদেশক আচার্য্যবর্য পণ্ডিত শ্রীপাদ নারায়ণ দাস ভক্তিসুধাকর প্রভু কর্ত্তৃক লিখিত হইয়াছে; গুরু বৈষ্ণবগণ আশীর্ব্বাদ করুন, তাঁহাদের ঐ সাবধান বাণীতে যেন আমরা নিজ নিজ অবস্থার কথা চিন্তা করিয়া পূর্ব্বদিগাভিমুখে অগ্রসর হই, আর যেন অন্যদিকের রাস্তার দিকে ঘুরিতে না যাই।

"সরস্বতীজয়শ্রী"

[বৈভব-পর্ব্ব]

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের কৃপা যে-রূপে তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তগণ উপলব্ধি করিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে। ভিক্ষা ৩৲ টাকা মাত্র প্রাপ্তি। স্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার কলিকাতা।

ভৃত্যের ভাবনা

[পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী]

ভৃত্য-শব্দের প্রকৃতি-প্রত্যয়-বিচারে ইহাই নির্ণীত হয় যে যাহাকে ভরণ বা পোষণ করা যায় সেই ভৃত্যপদবাচ্য, যে রক্ষণাবেক্ষণের ভার সম্পূর্ণরূপে প্রভুর হস্তে ন্যস্ত করে সেই ভৃত্য। সর্ব্বতোভাবে সেবাদ্বারা প্রভুকে তুষ্ট করাই ভৃত্যের কর্ত্তব্য। ভৃত্য নিজের হিতাহিতের ভারও প্রভুর উপর অর্পণ করিয়া থাকে। পূর্ব্বকালে যখন পৃথিবীর অনেকাংশেই দাস-ব্যবসায়ের প্রচলন ছিল, তখন অসমর্থ, অসহায় ও বাধ্য ক্রীতদাসগণ তাহাদের স্ব-স্ব মনিবের নিকট বিক্রীত পশু অপেক্ষা ভাল ব্যবহার কিছুতেই আশা করিতে পারিত না। তাহাদের জীবন-মরণ মনিবের হাতের উপরই সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করিত। কিন্তু, চিরদিন সমানভাবে যায় না। প্রাণিমাত্র মনুষ্য এরূপ হীনাবস্থায় অধিককাল থাকিতে পারে না। ক্ষুদ্র পিপীলিকাও যখন দলবদ্ধ হইয়া ভীষণ সর্পকে বিনাশ করিয়া থাকে তখন মানুষ যতই হীনাবস্থায় থাকুক না কেন, সে অধীনতা-পাশ ছিন্ন করিতে চেষ্টা করিবেই করিবে। মানুষের প্রতি মানুষের, জীবের প্রতি জীবের সহানুভূতি হইবেই হইবে। তাই সহৃদয় মানবগণের চেষ্টাফলে ঊনবিংশ শতাব্দী হইতে পৃথিবীতে দাস-ব্যবসায়-প্রথা উঠিয়া গিয়াছে। শতাব্দীর পর শতাব্দীতে জগতে অনেক নূতন নূতন পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। কেহই বর্ত্তমান যুগে অপরের অধীন থাকিতে চায় না। প্রত্যেক মানুষই নিজ স্বার্থ সংরক্ষণ করিয়া অপরের উপর প্রভুত্ব করিতে চায়। কিন্তু পরিবর্ত্তনশীল জগতে কোন দেশ বা কোন জাতিই অপর দেশ বা অপর জাতির উপর চিরকাল প্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারে নাই। মিশর, ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশ একসময়ে অনেক দেশ ও জাতির উপর প্রভুত্ব করিয়াছিল কিন্তু বর্ত্তমানে তাহারা পরাধীনতা শৃঙ্খলে আবদ্ধ। আবার যে সকল দেশ পরাধীন ছিল তাহারা স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। অতএব দুনিয়ার প্রভুত্ব, দাসত্ব, রাজত্ব, ভিক্ষুকতা প্রভৃতি সকলই নশ্বর। ইহজগতের প্রভু ও ভৃত্য সকলই অনিত্য। প্রভু হইয়াও শান্তি নাই, আবার ভৃত্য হইয়াও শান্তি নাই। ধনীও অভাবপীড়িত, দুঃখীও অভাবপীড়িত। ইহজগতে ভৃত্য নিজের দুর্ব্বলতা ও অক্ষমতা হেতু প্রভুর উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিতে পারে না, কিন্তু সুযোগ পাইলেই প্রভুর পদ অধিকারের জন্য ধায়। মায়াবদ্ধ জীব প্রত্যেকে অপরকে ভোগ করিতে যায়। প্রত্যেকেই প্রভু-পদবীর জন্য লালায়িত। কিন্তু জীব মায়ার উপর যতই প্রভুত্ব করিতে চেষ্টা করুক না কেন, মায়া প্রতিপদেই জীবকে তাহারই দাসত্ব করাইতেছে। রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ, গন্ধ—পঞ্চবিষয়কে যখনই জীব ভোগ করিতে যাইতেছে, তখনই সে ক্ষণিক আনন্দ লাভ করিয়া পরমুহূর্ত্তেই সেই সেই ভোগ্য বস্তুর অভাবে যন্ত্রণায় 'ত্রাহি, ত্রাহি' রবে দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিতেছে। স্বার্থের নিকট জগতের প্রভু-ভৃত্য, গুরু-শিষ্য, পিতা-পুত্র, কর্ম্মী-কোষ্ঠ প্রভৃতি সম্বন্ধ নিমিষের মধ্যে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইতেছে। ভালবাসা বিতৃষ্ণায় পরিণত হইতেছে, বন্ধুত্ব শত্রুতায় পরিণত হইতেছে, হিতৈষিতা বিনাশ-চেষ্টায় পর্য্যবসিত হইয়াছে এবং মধুরতা তিক্ততায় পরিণতি লাভ করিয়াছে। ভৃত্য বেতন না পাইলেই মনিবের কার্য্য বন্ধ করিয়া দিতেছে। মনিবও অল্প বেতনে কাজ চালাইবার জন্য বহু পুরাতন ভৃত্যকে বিদায় দিতেছে। ভৃত্যকে দুর্ব্বল দেখিয়া অন্য সবল ভৃত্য নিযুক্ত করিতেছে। এরূপ শত সহস্র দৃষ্টান্তদ্বারা প্রমাণ করা যাইতে পারে যে, জগতের দাসত্ব ও প্রভুত্ব উভয়ই হেয় ও ঘৃণ্য।

চিজ্জগতের শুদ্ধ পঞ্চ রস বিকৃতভাবে ইহজগতে অবস্থিত। ইহজগতে রস, রসের আস্বাদ ও আস্বাদক অথবা বিষয় ও আশ্রয়—সকলই অনিত্য। যেমন উদাহরণস্বরূপ—মাতা ও সন্তানের মধ্যে বাৎসল্য রস। সন্তান জন্মিবার পূর্ব্ব হইতে মাতৃহৃদয়ে স্নেহের সঞ্চার হয়। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার পর হইতে উহার প্রতি মাতার বাৎসল্য ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। সন্তানও মাতৃস্নেহে ক্রমশঃ আবদ্ধ হইয়া মাতার সুখের জন্য যত্ন করে। সন্তান যেরূপই হউক মাতৃস্নেহ গুণাগুণ বিচার করে না। তাই জননী সন্তানের সুখের জন্য নিজের সুখ সর্ব্বতোভাবে জলাঞ্জলি দিতে পারে। কিন্তু জীব আত্মবদ্ধ, সে যথাযথ নিজকে বা অপরকে দেখিতে পায় না। নিজের স্বরূপ বা অপরের স্বরূপও সে জানে না; পরন্তু নিজের দেহ-মনকেই 'আমি' বুদ্ধি করে, আবার অপরের দেহ-মনকেই পর বুদ্ধি করে। সুতরাং প্রাকৃত অহঙ্কারবিমূঢ়া মাতা অপর অহঙ্কারবিমূঢ় সন্তানের প্রতি স্নেহ করিয়া থাকে, একটা জড়পিণ্ড-সদৃশ অনিত্য বস্তুকে দেখিতে পায় এবং সেই অনিত্য বস্তুর প্রতিই প্রীতি করে, দেহের প্রতি মমতা করিয়া দেহের জন্যই আনন্দ ও ক্রন্দন করিয়া থাকে। অনিত্য বস্তুর সংযোগে আনন্দ ও বিয়োগে নিরানন্দ অবশ্যম্ভাবী। অনিত্য রাজ্যে প্রভু-ভৃত্যসম্বন্ধ অনিত্য। কারণ, পরস্পর যে দেহকে প্রভু-ভৃত্য মনে করা যায়, সেই দেহ অনিত্য; আবার যে স্বার্থের জন্য প্রভুভৃত্য সম্বন্ধ সেই স্বার্থ নষ্ট হইলে সকলই নিঃশেষ হইয়া যায়। প্রভুর মৃত্যু হইলে ভৃত্যের দাসত্ব আর চলে না, আর ভৃত্যের মৃত্যু হইলেও প্রভুর নিরানন্দ উপস্থিত হয়; সুতরাং ইহজগতে যে কোন সম্বন্ধই স্থাপন করা যাক্ না কেন, সকলই পরিণামে নিরানন্দদায়ক। ইহজগতে বন্ধুতে বন্ধুতে, মাতা ও সন্তানে, পতি ও পত্নীতে বরং কথঞ্চিৎ নিঃস্বার্থ সখ্য, বাৎসল্য ও মধুরসের দেহ প্রতিবিম্বাভাস দৃষ্ট হইতে পারে কিন্তু প্রভু ও ভৃত্যে যে নিঃস্বার্থ দাস্যরস তাহা বর্ত্তমানে আদৌ দৃষ্ট হয় না বলিলেও চলে। ভৃত্য যদি নিতান্ত মূর্খ ও সরল হয়, তাহা হইলে সে উদরান্নের জন্যও প্রভুর দাসত্ব স্বীকার করে। সুতরাং যেখানে কোনরূপ নিমিত্তকে কেন্দ্র করিয়া দাসত্ব স্বীকৃত হয়, সেখানে কারণ অপহৃত হইলেই কার্য্য থাকে না অর্থাৎ যদি প্রভু ভৃত্যের গ্রাসাচ্ছাদনপ্রদানে অসমর্থ হয় তবে ভৃত্য তাহাকে ত্যাগ করিয়া অপরের দাসত্ব করিয়া থাকে। এরূপই সচরাচর দৃষ্ট হইয়া থাকে, প্রভু অভাবগ্রস্ত হইলে ভৃত্য চাকুরী ছাড়িয়া অন্যত্র চাকুরীর অনুসন্ধান করে। নশ্বর জগতের সকলই যখন নশ্বর, তখন প্রভুভৃত্য-সম্বন্ধ নিত্য হইবে কোথা হইতে?

এখন আমাদের চিন্তনীয় বিষয় এই যে—জীবের সহিত ঈশ্বরের, জীবের সহিত অন্য জীবের, জীবের সহিত জগতের, মায়ার সহিত ঈশ্বরের এবং মায়ার সহিত জীবের সম্বন্ধ কি? ইহজগতেই হউক আর চিজ্জগতেই হউক, সম্বন্ধ ব্যতীত কোথাও কোন কার্য্য চলে না, সম্বন্ধজ্ঞান ব্যতীত সাধন-ভজন সকলই নিরর্থক, জীবের সহিত কৃষ্ণের সম্বন্ধ-নির্ণয়ে শ্রীগৌরপার্ষদপ্রবর শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে এরূপ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—

জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্য দাস।
কৃষ্ণের তটস্থাশক্তি ভেদাভেদ-প্রকাশ॥

বিভুচৈতন্য শ্রীকৃষ্ণ অণুচৈতন্য জীবের নিত্য প্রভু। অণুচৈতন্য জীব বিভুচৈতন্য শ্রীকৃষ্ণের নিত্য দাস। জীবের সহিত ভগবানের ভেদাভেদ-তত্ত্ব। জীব তটস্থশক্তিপ্রসূত বলিয়া চিজ্জগৎ ও জড়জগতের মধ্যে বিচরণযোগ্য। জীব মায়াবশযোগ্য কিন্তু ঈশ্বর মায়াধীশ। কৃষ্ণ আকর্ষক, জীব আকৃষ্ট। কৃষ্ণ ভোক্তা, জীব ভোগ্য। কৃষ্ণ সেব্য আর জীব সেবক। যদিও জীব মায়াচ্ছন্ন হইয়া ভগবানের দাসত্ব ভুলিয়াছে, তথাপি ইহজগতে তাহাকে মায়ার দাসত্ব করিতে হইতেছে। সে প্রভু সাজিতে গিয়া হয়—পুত্রের দাসত্ব, নয়—পত্নীর দাসত্ব, নয়—দেশের দাসত্ব, নয়—পিতার দাসত্ব, নয়—মাতার দাসত্ব, নয়—কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠার দাসত্ব, আর নয়—হাতী, ঘোড়া, কুকুর, বিড়ালের দাসত্ব করিতেছে। সুতরাং জীব যে স্বরূপতঃ কাহারও দাস, তাহা মায়িক জগতেও কার্য্যদ্বারা পরিচয় দিতেছে। কিন্তু কৃষ্ণ নিগুণ স্বেচ্ছাময়। তিনি সকলেরই ভোক্তা, তাই সকলকেই তাঁহার দাস্যে নিযুক্ত করেন। সকলেই তাঁহার ইন্দ্রিয়তর্পণ করিতে বাধ্য, কিন্তু তিনি কাহারও ইন্দ্রিয়তর্পণ করেন না। বিষ্ণু সকলেরই পূজা গ্রহণ করেন কিন্তু তিনি কাহাকেও পূজা করেন না। তিনি ইচ্ছা করিয়া ভক্তের ভক্তিডোরে বাঁধা পড়েন কিন্তু তাঁহাকে সাধন-রজ্জুদ্বারা বন্ধন করা যায় না। তিনি স্বেচ্ছায় সুদামা বিপ্র ও বিদুরের তণ্ডুলকণা আনন্দের সহিত গ্রহণ করেন, আবার মহারাজ দুর্য্যোধন তাঁহার অতুল ঐশ্বর্য্য ও বিলাসদ্রব্যপূর্ণ প্রাসাদ ও বিচিত্র ভোগ্য সামগ্রী তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত করিলে তিনি তাহার বিন্দুমাত্রও গ্রহণ করেন না। তিনি কাহারও বিদ্যা-বুদ্ধি-ধন-জনদ্বারা বশীভূত হন না। এই হেতু শ্রুতি বলিয়াছেন,—"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো, ন মেধয়া, ন বহুনা শ্রুতেন। যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্।" লোকপিতামহ আদিগুরু চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মাও যখন নিজের আরোহ-চেষ্টাদ্বারা ভগবানকে জানিতে যাইয়া মোহগ্রস্ত হন, তখন ক্ষীণ, চঞ্চল, অল্পবিত্ত মানব কতটুকু বিদ্যাবুদ্ধি, সহায় সম্পত্তি লইয়া ভগবানকে বুঝিয়া লইতে পারিবে? সুতরাং জীব যে সর্ব্বতোভাবে ভগবদধীন তাহা অবনতমস্তকে স্বীকার্য্য। বর্ত্তমান যুগে জড়বিজ্ঞানগর্ব্বিত মানবগণও যে নিজ নিজ চেষ্টাদ্বারা ইচ্ছা করিলেই যাবতীয় সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের অধিকারী হইতে পারে না তাহারও অসংখ্য দৃষ্টান্ত দেখান যাইতে পারে। কে জানে প্রবলবাত্যা, বন্যা, দুর্ভিক্ষ, ভূ-কম্পন, মহামারী, অর্থকৃচ্ছ্রতা, বেকার সমস্যা, গৃহবিবাদ, দুর্নীতির প্রাবল্য, রোগ, শোক প্রভৃতি দ্বারা প্রতি বৎসরে লক্ষ লক্ষ লোক কালের করালগ্রাসে পতিত হইবে? কে জানিত, অতীত যুগের সোণার ভারত বর্ত্তমানযুগে দুঃখ-দারিদ্র্যের তাণ্ডব-নৃত্য-ভূমিকায় পরিণত হইবে? কে জানিত, উচ্চশির গর্ব্বিত আভিজাত্য সম্প্রদায় ঈশ্বরের জন্য অবতরুদের দাসত্ব স্বীকার করিবে?

(ক্রমশঃ)

অপরেও না কর ভাই স্ত্রী-সম্ভাষণ গৃহে স্ত্রী ছাড়িয়া ভাই আসিয়াছ বন

শুদ্ধভক্তি মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ

(আকর-মঠরাজ)

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমহাযোগপীঠ ৪৫০ প্রায় ৩০০ গজ উত্তর-পূর্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যবর্গ শ্রীচৈতন্যদেবের ভবনে শ্রীশ্রীগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী বিরাজমান। এই স্থান সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তীর্থ, সর্ব্বপ্রধান পীঠ বা সাত্ত্বতজননী। এই মঠ হইতে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি বেদান্তসমূহের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের শ্রীপাদ বিগ্রহের নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠ হইতে পারমার্থিক দৈনিকপত্র 'নদীয়া-প্রকাশ', সাত্বত সম্প্রদায়ে অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন প্রাঞ্জল প্রবন্ধ 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রকাশিত হইতেছে বৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমা উৎসব ও অপাপবিদ্ধ ভক্তগোষ্ঠীর জীবন-সম্পদরূপে মহামহোৎসবাদি অকাতর অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ২১১৫

শ্রীমহাপ্রভু প্রচারিত সুবিমল ভক্তি-ধর্ম-প্রচারোদ্দেশ্যে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে উহা প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই স্থানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীরাধা-গোবিন্দ নিত্য সেবিত হন। 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। এ মঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রমাণ-চতুর্দশ-লোক, শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হয়। এই মঠ হইতে মহানগরীর সর্ব্বত্র হরিকথা প্রচার, মহানগর-সঙ্কীর্ত্তন, বক্তৃতা, ব্যাখ্যা ও সঙ্কীর্ত্তন-সভা-মহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান হয়। রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগ-পীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া সহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী সেবাকোবিদ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌর-লীলার রাসস্থলী এখানে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান, রক্ষক শ্রীসর্ব্বাদিত্য বানপ্রস্থী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—গোকুলনাথ ধাম্মাকী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

(৭) কাজীর সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদ-কাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তালোক।

(৮) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও রাধাকান্তের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজগবন্ধু দাস ব্রহ্মচারী।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(১০) মোদদ্রুম ছত্র শ্রীগৌড়ের বৈদিক

মামগাছি, পোঃ জান্নগর, (বর্দ্ধমান)।

শ্রীবাসুদেবদত্ত ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান। শ্রীশ্রীনিত্যানন্দের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীকুঞ্জবিহারী ব্রজবাসী, ভক্তভূষণ।

(১১) শ্রেভিয়া কুঞ্জকানন

শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বাধানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১২) কুলিয়া-কুটীর—পোঃ কৃষ্ণনগর,

নদীয়া। রক্ষক—শ্রীঅমৃতানন্দ অধিকারী

(১৩) ভাগবত-আসন—পোঃ কৃষ্ণ-নগর (নদীয়া)

এই স্থান হইতে ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হয়। রক্ষক—শ্রীযতানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তালোক, ভক্তশাস্ত্রী।

(১৪) একায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হবিবপুর, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী ভক্তিস্বভাব।

(১৫) মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঁচড়াপাড়া, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীকালীকিশোর ব্রজবাসী।

(১৬) মাধ্বগৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, পোঃ ঢাকা

পূর্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীপাদ কুঞ্জানন্দ জ্ঞানাবোধ বি-এ।

(১৭) গোপালজীউ মঠ—কমলাপুর,(ঢাকা)

গোপালজীউ শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান। রক্ষক—শ্রীঘনশ্যাম ব্রজবাসী

(১৮) সদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)।

এখানে শ্রীসদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীসনাতন ব্রহ্মচারী

(১৯) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বঙ্গবাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ এম-এ, বি-এল।

(২০) ব্রহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাদু, (কাঁথি)

এখানে মদনমোহন শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(২১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ ঝাড়গ্রাম (বর্দ্ধমান)।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী।

(২২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ভুবনেশ্বর, পোঃ [illegible], (মানভূম)

এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবরাহনাথ অধিকারী।

(২৩) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরনিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান্‌দাস ব্রজবাসী ভক্তরত্ন।

(২৪) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী।

(২৫) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাণপাড়া, পোঃ বক্সীবাজার, (কটক)

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ বিনোদরমণ-জীউর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর

(২৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ জগন্নাথ পুরী,

শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বিকাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—শ্রীপ্রেমানন্দ বিভারত্ন।

(২৭) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীউর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীসাধন অধিকারী।

(২৮) আলালগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোবিন্দের নিত্য সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবিপিন-বিহারী দাসাধিকারী।

(২৯) রায়রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], কভূর গোদাবরী,

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরমাইচরণ দাসাধিকারী ভক্তিশোভন।

(৩০) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

৪২নং কালভৈরব, বেনারস সিটি

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীসনাতন ব্রহ্মচারী।

(৩১) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ

(৩২) পুষ্করজুড়ন মঠ

গোবর্দ্ধন, [illegible]

এখানে শ্রীগান্ধর্ব্বা গিরিধারী ও গৌর-বিনোদ-বিহারীজীউর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজগন্নাথ দাসাধিকারী।

(৩৩) কৃষ্ণচৈতন্য মঠ

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

এখানে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিত্য-সেবা হয়। রক্ষক—শ্রীমুকুন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠ

বঙ্গালীঘাট মথুরা

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ

(৩৫) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ—শ্রীরাধাকুণ্ড

রক্ষক—শ্রীরাধারমণচরণদাস ব্রহ্মচারী

(৩৬) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৩৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ

সেবপল্লী, পোঃ হোডোল, জেলা গুড়গাঁও (পাঞ্জাব) রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৩৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৩ ডফরিণ্ডগ্রাম রোড, নিউ দিল্লী।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসম্বন্ধ তুর্য্যাশ্রমী,

(৩৯) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, পাঞ্জাব।

এখানে গৌর-বনোয়ারীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবনগোপাল অধিকারী।

(৪০) মাধ্বগৌড়ীয় মঠ

গাঁওরাভ ঘাট, নারায়ণপুর, চট্ট, সি

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর

(৪১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ সা টমাস মাদ্রাজ।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীপাদ [illegible]

(৪২) বোম্বে-গৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়

গ্রান্টরোড, চৌপাটী সিফেস্, বাংলো নং ১, বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ দেশপাণ্ডে মজুমদার।

(৪৩) অমরঘি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমরঘি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাস অধিকারী

(৪৪) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ সরভোগ, আসাম।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী

(৪৫) পাটনা গৌড়ীয় মঠ

৫০ [illegible], পাটনা।

রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী বাগভূষণ

(৪৬) গয়া গৌড়ীয় মঠ

বিষ্ণুপাদ, চাঁদ রোড, গয়া

রক্ষক—উপদেশক শ্রীমহেশ্বর আশ্রম

(৪৭) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠ বালেশ্বর

রক্ষক—শ্রীবনোয়ারীলাল ব্রহ্মচারী

(৪৮) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয়

৩ স্নাড হাউস, অগস্টাস স্কোঃ, এন-ডব্লিউ ১, লণ্ডন

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ বন

(৪৯) বার্লিন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

Berlin W. 30

Eisenacher strasse 20 I.

(৫০) রেঙ্গুন গৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়

৩১০ নং ডালহাউসী ষ্ট্রীট রেঙ্গুন।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বাঙ্গালায় প্রকাশিত

৮। শ্রীমদ্ভাগবত,—প্রথম ৪০৲
স্কন্ধ হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৬৲
প্রত্যেক স্কন্ধ পৃথক্ ৸৵০

৫। অনুভাষ্য সমেত শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। অনু-ভাষ্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সজ্জন-তোষণী ৬৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড — ১৲, ২য় খণ্ড—৮৵
৩ ৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—১৲; ২য় খণ্ড - ৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব—১৲
৮। সৎক্রিয়াসার—দীপিকা ও সংস্কার-দীপিকা ১৷০
৯। বৈষ্ণবর্ষ ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। নামভজনমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ৷০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্
১৮। ভজন-রহস্য ৷০
১৯। ভক্তিবিবেক পুরস্কারাদি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব
২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৸৵০
২২। ভজন-রহস্য ৷০
২৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত্ ও শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
২৬। গীতার কেবল মূল-অর্থ ৷০
২৭। পুরুষার্থ-বিবেচনা ২৲
২৮। বোধ্যতন্ত্রসার মাহাত্ম্য ৷০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸
৩০। শ্রীল-বিদ্যাপুরন্দর ৶০
৩১। দানলীলা (তৃতীয়-সংস্করণ) ৶০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা ৵১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷০
৩৯। শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয়বৈষ্ণব অভিধান ৷০
৪০। শরণাগতি ৵০
৪১। গীতাবলী ৵০
৪২। চিত্রে নবদ্বীপ ১৷০
৪৩। নামকণ ৵০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৵০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৵০
৪৬। অর্চ্চনপদ্ধতি ৵০
৪৭। সদাচারস্মৃতি ৵০
৪৮। শ্রীভাগবতার্কমরীচিমালা (২য় সংস্করণ) ৵১০
৪৯। আর্য্যকল্প ৷১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ৷০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ৷০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ৷০
৫৫। তত্ত্বসূত্রবন্দী বা মায়াবাদশতদূষণী ৷০
৫৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৵০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ৷০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণসেবা ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সারস্বতী ৵০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যলীলামৃত নামঃ ৷০
৬১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী চিন্তিতঃ ৷০
৬২। নবীন-শিক্ষাষ্টকসূচনম্ ৷০
৬৩। তত্ত্বসূত্রম্ ৷০
৬৪। গৌড়ীয়ভাষ্য সিদ্ধান্তস্তবম্ ৸৵০
৬৫। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ৵০
৬৬। মায়াবাদখণ্ডনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৭। রায় রামানন্দ ৷০
৬৮। এ পিপ্‌ ইন্টু দি বৈকুণ্ঠ ৷০
৬৯। ভাগবত ৷০
৭০। লেকচার—ইস্ট আন্‌ লাইট্ অন্ ওয়েস্ট
পার্লামেন্ট ৷০
৭১। সিদ্ধান্ত ভাস্কর্য্য ৸৵০
৭২। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস অব্‌
শ্রীচৈতন্যদেব ৷০
৭৩। বৈষ্ণবিজম্ ৷০
৭৪। রেভারেন্ড গৌড়ীয়মঠ টক্ ইত্যাদি ৵০
৭৫। দি ভাগবত ৷০
৭৬। ইস্টার্ণ ফিলসফি অ্যাণ্ড ওয়েস্টার্ণ দার্শনিকত্ব ৷০
৭৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২৷০
৭৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৩৲

উড়িয়া ভাষায় প্রকাশিত

৭৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷০
৮০। প্রার্থনা-রস ১
৮১। কল্যাণ-কল্পতরু ৵১০
৮২। গীতাবলী ৴
৮৩। শরণাগতি ৴

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৮৪। শরণাগতি ৴

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। প্লীহা যকৃৎ সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৸৵০ আনা, বড় বোতল ১৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালিঅবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউণ্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন প্রকারে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং
কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার
কলিকাতা

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের বন্দময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণে লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে কথাসার ও শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও
শ্রী কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ কাব্যতীর্থ এম, এ, কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

রবিনসনের 'পেটেন্ট' বার্লি

মূল্যাবস্থায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিশুদ্ধ এবং সর্ব্বাপেক্ষা আরামদায়ক পাণীয়

পারতপক্ষে অন্য বার্লি কিনিবেন

জ্বর জ্বর অবস্থাতেও খুব আশ্চর্য্যজনক কার্য্য করিবে

নদীয়া সার্টিফিকেট আদালতের নীলাম ইস্তাহার

কেস্ নং এবং কোর্টের নাম	নীলাম ইস্তাহার (A) (B বা (C) ধারায় প্রকাশিত	ডিক্রীদার	দেনদার	যে দাবীর জন্য সম্পত্তি বিক্রয়ের আদেশ হইয়াছে	বিক্রয়ের স্থান তারিখ ও সময়	কি রকম স্বত্ব	থানা, মৌজার নাম ও গ্রাম	খতিয়ান নং এবং দাগ (জানা থাকিলে) অথবা অন্য প্রয়োজনীয় বিবরণ	জমির পরিমাণ (জানা থাকিলে)	জমা (জানা থাকিলে)	মন্তব্য
৬৩ A. ৩৩।৩৪ নদীয়া সার্টিফিকেট আদালত		মণীন্দ্রমোহন আচার্য্য দিং	খাদের মালিতা	১ ৸/৮	২৫।৭।৩৫	রায়তি মধ্যস্বত্ব	থানা দৌলতপুর মৌজে আমদহ	১৩২৯ খতিয়ান	·৪৫	১১/৯	মণীন্দ্রমোহন আচার্য্য দিং
৬২ A, ৩৩।৩৪		ঐ	ঐ	১১৶৯	২৫।৭।৩৫	রায়তি স্থিতিবান		১১৩৮ খতিয়ান	·৮৬	·২৶৮	
৪৪৬ N. R. ৩৩।১৪		গৌরীশচন্দ্র রায় বাহাদুর	কাশাইলাল মণ্ডল দিং	৪১৸/০	২৫।৭।৩৫	ঐ	থানা চাপড়া মৌজে জয়রামপুর	২০০২ খতিয়ান	১-১৮	১০৶৩	গৌরীশচন্দ্র রায় বাহাদুর
২৯ P, N, ৩৩।৩৫		জগন্নাথ মুখোপাধ্যায় দিং	অশ্বিনীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	৫৫/০	২৭।৭।৩৫	মধ্যস্বত্ব চিরস্থায়ী মধ্যস্বত্ব		১১১১ খতিয়ান	·৭৮	মধ্যস্বত্ব চিরস্থায়ী মধ্যস্বত্ব	জগন্নাথ মুখোপাধ্যায় দিং
৬৮০ N, R, ৩৪।৩৫		গৌরীশচন্দ্র রায় বাহাদুর	রামগোপাল কর্মকার	১১৶৯	২৮।৭।৩৫	রায়তি স্থিতিবান	থানা নবদ্বীপ মৌজে দেবগ্রাম	৫১৮ খতিয়ান	·১৮	১৬/৩	গৌরীশচন্দ্র রায় বাহাদুর
১১০ R, P, ৩৩।৩৫		আর পালচৌধুরী	নব ঘোষ দিং	২৬/০	২৯।৭।৩৫		থানা কৃষ্ণনগর মৌজে [illegible]	২৪১ খতিয়ান	·৩০	[illegible]	আর পালচৌধুরী
৬৮০ R, P, ৩৩।৩৪			কাস্থ সেখ	১২৸/৬	৩১।৭।৩৫		থানা কৃষ্ণনগর মৌজে ভাদুরী	১১৪ খতিয়ান	·৩১	২৫/৯	
২০৭ R. P, ৩৩।৩৫			সুলেখা সুন্দরী দেবী	৮৩।৶৩	১।৮।৩৫	ঐ	থানা শান্তিপুর মৌজে [illegible]	১৮৫ খতিয়ান	৫-৪৪	২৬৶৩	
৩০ R, P, ৩৩।৩৫			শ্রীকান্ত দে	২৩৶০	২।৮।৩৫	ঐ	থানা নবদ্বীপ মৌজে [illegible]	৫৪ খতিয়ান	১-৩৬	৬।০	
৫৫৬ N R, ৩৩।৩৫		গৌরীশচন্দ্র রায় বাহাদুর	পচীন মণ্ডল দিং	১১।/০	৫।৮।৩৫	রায়তি মোকররী	থানা কৃষ্ণনগর মৌজে [illegible]	২৩৮ খতিয়ান	৬-৮৩	৫৩/২	গৌরীশচন্দ্র রায় বাহাদুর
১৬৩ A, ৩৩।৩৪		মণীন্দ্রমোহন আচার্য্য দিং	এরাদত মণ্ডল	১৩১/৮	২২।৮।৩৫	রায়তি স্থিতিবান	থানা দৌলতপুর [illegible]	৫৫০ খতিয়ান	·৮২	২৬/৫	মণীন্দ্রমোহন আচার্য্য দিং

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—"শ্রীধাম" নবদ্বীপ

দৈ নি ক

REG. GC 1544

ঐতরেয়োপনিষদ্
বড় অক্ষরে মূল ও
অনুবাদসহ প্রকাশিত
হইয়াছে। কাগজ ও
ছাপা অতি উত্তম।
ভিক্ষা ।০ মাত্র
শ্রীচৈতন্যমঠ,
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

নদীয়াপ্রকাশ
THE
NADIA-PRAKASH

"গৌড়ীয়"
৭ম বর্ষ চলিতেছে
১১শ বর্ষ পর্য্যন্ত
প্রাপ্ত বর্ষ কাগজে
বাঁধাই
ভিক্ষা ৩।০ মাত্র।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ
বাগবাজার কলিকাতা

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচার-নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১০ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২৩'শ জ্যৈষ্ঠ, বৃহস্পতিবার ১৩৪২. ৬ই জুন ১৯৩৫ [৮২শ সংখ্যা

শান্তিপুর সংবাদ

-:০:-

বারিপাত

মাসাধিক কালব্যাপী অনাবৃষ্টির পর গত শুক্রবার এখানে কিছু বৃষ্টি হইয়াছে। এই বর্ষণের ফলে শস্যের যথেষ্ট উপকার হইবে। কারণ বৃষ্টির অভাবে ক্ষেত্রে ধান্যের চারাগুলি শুষ্কপ্রায় হইয়াছে। পাটের চারাও বড় হইতেছে না। চাউল তৈল ও খাদ্যদ্রব্যের মূল্যও ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে।

পুরস্কার বিতরণ

গত রবিবার শান্তিপুর নব বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের ক্রীড়া প্রদর্শন উপলক্ষে পুরস্কার বিতরণের জন্য মুন্সী বাগানে একটী সভার আয়োজন হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত কালীচাঁদ বাগচি, ভাগবত প্রভাগত শ্রীযুক্ত ব্রজলালচন্দ্র প্রামাণিক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কেদারনাথ দাস প্রভৃতি অনেকে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। বালকগণের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি পুরস্কার দেওয়া হইয়াছিল।

জলকষ্ট নিবারণ

এবৎসর দারুণ রৌদ্র ও অনাবৃষ্টিতে সকলেই জল কষ্ট হইয়াছে। এই জল কষ্ট দিনে শান্তিপুর ডাকঘরের নিবাসী শ্রীযুক্ত নীলমণি প্রামাণিক মহাশয় রাসমঞ্চ গোপালপুর মাঠের মুসলমান পল্লীতে একটী ইন্দারা দান করিয়া পল্লীবাসীর যথার্থ উপকার করিয়াছেন।

সহৃদয়তা

রজত-জুবিলী উপলক্ষে ডাকঘরের নিবাসী শ্রীযুক্ত নীলমণি প্রামাণিক মহাশয় রামনগর বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের জন্য মিঠাই প্রদান করিয়া সহৃদয়তার পরিচয় দিয়াছেন।

পুলিশের চর বলিয়া পরিচয় দিয়া অর্থগ্রহণের ফল

রংপুর হইতে প্রকাশ, আপনাকে পুলিশের চর বলিয়া পরিচিত করিয়া প্রবঞ্চনা ও বলপূর্ব্বক অর্থ আদায় করিবার অভিযোগে জনৈক উকীলের মুহুরী সুধীরচন্দ্র সরকার অভিযুক্ত হইয়াছিল। ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ পি এন দাশগুপ্ত তাহাকে দণ্ডিত করিয়াছেন।

অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ যে, ফরিয়াদী প্রিয়নাথ দাশগুপ্ত রংপুর আদালতে বড়যন্ত্র মামলা সম্পর্কে ধৃত হইয়াছেন। আসামী ফরিয়াদীর পত্নীর নিকট উপস্থিত হইয়া আপনাকে পুলিশের চররূপে পরিচিত করিয়া বলে যে, পুলিশের উপর তাহার বিশেষ প্রভাব আছে। তাহাকে টাকা দিলে সে তাঁহার স্বামীকে খালাস করিয়া দিবে। তদনুসারে উক্ত মহিলা তাঁহার গহনা বন্ধক রাখিয়া ১২৫ টাকা কর্জ্জ লইয়া আসামীকে প্রদান করেন এবং স্বামীর মুক্তির পর আরও ১২৫ টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হন। কিছুকাল পর পুলিশ প্রিয়নাথ দাশগুপ্তকে ছাড়িয়া দিলে আসামী অবশিষ্ট টাকার জন্য পীড়াপীড়ি করে এবং এই বলিয়া শাসায় যে, ঐ টাকা না দিলে পরিণামে ভাল হইবে না।

আসামী আপনাকে নির্দ্দোষ বলে। সে মৌখিক প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন করিতে চাহে যে, সে আসামীকে ডেপুটি পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের সহিত পরিচিত ছিল।

ম্যাজিষ্ট্রেট ফরিয়াদীর অভিযোগ বিশ্বাস করিয়া আসামীকে ৯ মাস সশ্রম কারাদণ্ড এবং ২০০ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। জরিমানা হইতে ১৫০ টাকা ফরিয়াদীকে দিবার নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

ভীষণ ডাকাতি ও নরহত্যা

২৮শে মে রাত্রিতে ভাগাকুলের শ্রীযুত যোগেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে চোরে দাঁতভাঙ্গা জখম ও প্রহার করিয়া চলিয়া গিয়াছে। যাহা কিছু সম্মুখে পাইয়াছে তাঁহাই লইয়া পলাইয়াছে।

পুনরায় ২৯শে মে রাত্রিতে শ্রীনগর থানার কুচুটিয়া ইউনিয়নের মুরদিয়া গ্রামের শ্রীযুত কালীকান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বাড়ীতেও ১ দল ডাকাত পড়ে। প্রকাশ, উক্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বাড়ী বিবাহ ছিল। ডাকাত কালীকান্ত বাবুর বাড়ীর ১ জন স্ত্রীলোকের হস্ত হইতে অনন্ত বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লইয়া লইবার বাধা দিতে যাওয়ায় কালীকান্তবাবুকে সাংঘাতিকভাবে ধারাল অস্ত্র দ্বারা আঘাত করিয়াছে। তিনি নাকি এই আঘাতেই মারা গিয়াছেন।

ইহা ছাড়া ছোট ছোট সিঁদ চুরি এত হইতেছে যে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। ইহার পূর্ব্বেও মাইজপাড়ার কেদারনাথকে চোরে জখম করিয়াছিল। প্রকাশ, তিনি গত ২৯শে মে ঢাকা মিডফোর্ড হাসপাতালে মারা গিয়াছেন।

ইতিপূর্ব্বে শ্রীনগর থানার অধীন পাটকলা গ্রামে ২৭শে মে তারিখে এক ভীষণ ডাকাতিতে বাড়ীর একজন লোক নিহত হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

কারাদণ্ড

যশোহর সংবাদে প্রকাশ, মুক্তারামপুর নিবাসী গত অক্টোবর মাসে যশোহরের বাজারে প্রধান সড়কে ধৃত হ'লে তাহার নিকট অলীক একটি পিস্তল ও একটি রিভলবার পাওয়া গিয়াছিল। বিচারে অস্ত্র আইনের ১৯ ধারা অনুযায়ী তাহার প্রতি এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ প্রদত্ত হইয়াছিল। সে পুনরায় স্পেশাল ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ খান বাহাদুর উদ্দিন কর্ত্তৃক ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৮০ ধারা (চুরি) এবং ৪১১ ধারা (চোরাই মাল রাখা) অনুযায়ী এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড ও ৫০ টাকা অর্থদণ্ড অনাদায়ে আরও তিন মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে।

তদন্তে দেখা যায় যে, উক্ত পিস্তল আলীপুরের রাজার কনিষ্ঠ ভ্রাতা কোঙার বীরেন্দ্র সিংহের ছিল; কিছুকাল পূর্ব্বে উহা অপহৃত হইয়াছিল।

আপত্তিকর কবিতা রাখায় কারাদণ্ড

৩১শে মে নোয়াখালীর স্পেশাল ম্যাজিষ্ট্রেট মৌলবী সালেহ আহম্মদ আপত্তিকর কবিতার পাণ্ডুলিপি রাখিবার অভিযোগে সীতানাথ মজুমদার নামক ২৫ বৎসর বয়স্ক এক যুবককে বঙ্গীয় বিপ্লবাত্মক অপরাধ দমন আইনের ৩৬ ধারা অনুযায়ী দুই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। প্রকাশ যে, পুলিশ আসামীর বাড়ীতে খানাতল্লাস করিয়া ঐ সমস্ত কবিতা প্রাপ্ত হয়। উহাতে নাকি বর্ত্তমান ও ভবিষ্যত কালের আলোচনা ছিল। আসামী অভিযোগ অস্বীকার করিয়া বলেন যে, তাঁহার নিকট ঐ সমস্ত কবিতা ছিল না। ঐ সমুদয় বঙ্গীয় বিপ্লবাত্মক অপরাধ দমন আইন অনুযায়ী আপত্তিজনক নহে। ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীর যুক্তি অগ্রাহ্য করিয়া তাহাকে দুইবৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

কোয়েটার অবস্থা

কোয়েটার ভূমিকম্প সম্পর্কে এতাবৎ যে সকল খবর পাওয়া যাইতেছে তাহাতে জানা যায় যে, সমগ্র সহর একটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইয়াছে। মৃত্যু-সংখ্যা সম্পর্কে সরকারী মহল হইতে প্রাপ্ত সংবাদমতে মৃত্যু-সংখ্যা অনুমান ২৩ হাজার; অন্যূন বিশ হাজার মৃতদেহ এখনও ধ্বংসস্তূপের মধ্যে প্রোথিত রহিয়াছে। অনুমান ৫ হাজার মৃতদেহ ধ্বংসস্তূপ হইতে বাহির করিয়া সমুদ্রের প্রোথিত বা দাহ করা হইয়াছে। পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহের অধিবাসীদের মধ্যে শতকরা ৭০ জন হতাহত হইয়াছে—কয়েকখানা গ্রাম একেবারে নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। কোয়েটা সহরের অধিবাসীদের মধ্যে শতকরা অনুমান ৭০জন মারা গিয়াছে। বৃটিশ মিলিটারী হাসপাতালে ৫ হাজারের অধিক আহত লোকের চিকিৎসা হইতেছে, অন্যান্য হাসপাতাল ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়াতে তাহাতে বহু রোগীর প্রাণহানি ঘটিয়াছে; জেলের প্রায় সমস্ত কয়েদীরই প্রাণহানি ঘটিয়াছে।

গত শুক্রবার কোয়েটা হইতে ৪০মাইল দূরে চীলতান পর্বতমালার ৩৪০০ ফুট উচ্চ শিখরে আগ্নেয়গিরি অগ্ন্যুদগম হইয়াছে; কিছুক্ষণ যাবৎ ঐ স্থান হইতে ধূম ও গলিত ধাতু নির্গত হয়, এখন উহা প্রশমিত হইয়াছে।

এই প্রলয়-ধ্বংসলীলার মধ্যে যাহারা বাঁচিয়া আছে, তাহাদের অবস্থা কি-প্রকার শোচনীয়, তাহা সহজেই অনুমেয়। তাহাদের কেহ পিতা, কেহ মাতা, কেহ বা পুত্রশোকে পাগলের ন্যায়। ছিন্নবস্ত্রে লজ্জা নিবারণ হইতেছে না, মাথা গুঁজিবার এতটুকুও স্থান নাই; তাহারা দলে দলে গাছের তলায় যাইয়া আশ্রয় লইতেছে। দক্ষিণে রেলিলি পর্যন্ত ৭ মাইল ব্যাপী বিস্তৃত ভূখণ্ড শ্মশানে পরিণত হইয়াছে।

তথাকার মৃতপ্রায় দুর্গতগণকে সাহায্যের জন্য বড়লাট বাহাদুর ও মহামান্যা লেডী উইলিংডন সাহায্য ভাণ্ডার খুলিয়াছেন। তাঁহারা এই ভাণ্ডারে ৫০০০ পাঁচ হাজার টাকা দিয়াছেন। কংগ্রেসসভাপতি বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ এবং কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র মৌলবী ফজলুল হক ও দুঃস্থগণের সাহায্যের জন্য আবেদন প্রচার করিয়াছেন। আশা করি, জন সাধারণ তাঁহাদের যথাসাধ্য দুঃস্থগণের সহায়তার জন্য চেষ্টা করিবেন। একথা সত্য যে আর্থিক অবস্থা অনেকেরই স্বচ্ছল নহে। তথাপি অপরের এই প্রকার শোচনীয় দুর্গতির কথা স্মরণ করিয়া অনশন রণ নিজেদের অভাব অসুবিধার কথা বিস্মৃত হইয়া যথাসাধ্য অর্থ সাহায্যে তৎপর হইবেন বলিয়াই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

সম্রাটের জন্মদিন উপলক্ষে উপাধি বিতরণ

সম্রাট পঞ্চম জর্জের জন্মদিন উপলক্ষে যাঁহারা উপাধি লাভ করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে বিশিষ্ট কয়েকজনের নাম নিম্নে দেওয়া হইল:—

কে সি এস আই

ত্রিপুরার মহারাজা, নব নগরের জাম সাহেব, বোম্বাই গভর্ণরের শাসন পরিষদের সদস্য মিঃ আর ডি বেল প্রভৃতি।

সি এস আই

মধ্য প্রদেশের গভর্ণরের শাসন পরিষদের সদস্য মিঃ ই গর্ডন, ভারত সরকারের রাজস্ব বিভাগের সেক্রেটারী মিঃ টি এ ষ্টুয়ার্ট, বাঙ্গলার রেভিনিউ বোর্ডের মেম্বর মিঃ এফ এ স্যাচ প্রভৃতি।

জি সি আই ই

ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজা, জয়পুরের মহারাণা, ইণ্ডিয়া অফিসের স্থায়ী আণ্ডার সেক্রেটারী স্যার এফ ষ্টুয়ার্ট।

কে সি আই ই

মাদ্রাজের স্বায়ত্ত-শাসন-মন্ত্রী ববিলীর রাজা, আসাম গভর্ণরের শাসন পরিষদের সদস্য মিঃ এ জে লেনী, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের গভর্ণরের শাসন পরিষদের সদস্য মিঃ জি কানিংহাম, মাদ্রাজ হাইকোর্টের উকীল স্যার এ পি প্যাত্র প্রভৃতি।

নাইট

ব্রহ্মদেশের অস্থায়ী গভর্ণর মিঃ টি কুপার গভর্ণর জেনারেলের শাসন পরিষদের সদস্য কুমার জগদীশপ্রসাদ, গভর্ণর জেনারেলের শাসন পরিষদের সদস্য চৌধুরী জাফরউল্লা খাঁ, অবসরপ্রাপ্ত সিভিলিয়ান এবং উড়িষ্যার গভর্ণরের শাসন পরিষদের সদস্য মিঃ জে টি হুইটি, কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি মিঃ কস্টেলো, বোম্বাই হাইকোর্টের বিচারপতি মিঃ এস জে র‍্যাঙ্কি, রেলওয়ে বোর্ডের ভূতপূর্ব সদস্য মিঃ সি পি কলভিন, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ডেপুটি গভর্ণর মিঃ জে বি টেলার, বার্মা শেল অয়েল ষ্টোর এণ্ড ডিষ্ট্রিবিউটিং কোম্পানীর ভারতীয় শাখার ম্যানেজার মিঃ ই মিলার, ভারত গভর্ণমেণ্টের জিওলজিক্যাল সার্ভের ডিরেক্টার ডাঃ এল এল ফারমর, ময়মনসিংহের জমিদার ও কলিকাতার শেরিফ মিঃ এ এইচ গজনভী, দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতসরকারের এজেণ্ট সৈয়দ রেজা আলী, মাদ্রাজের কো-অপারেটিভ সেন্ট্রাল ল্যাণ্ড মর্টগেজ ব্যাঙ্কের সভাপতি দেওয়ান বাহাদুর রামচন্দ্র রাও, এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক ডাঃ শাফত আহমদ খাঁ প্রভৃতি।

সি আই ই

বাঙ্গলা দেশের রাজসাহী বিভাগের কমিশনার মিঃ এফ ডবলিউ রবার্টসন, চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনার মিঃ জে এ কারসন, ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র বিভাগের ভূতপূর্ব ডেপুটি সেক্রেটারী মিঃ পি এন মিত্র, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ও জমিদার মৌলবী আজিজুল হক চৌধুরী, কলিকাতার ট্রপিক্যাল মেডিক্যাল স্কুলের সেক্রেটারী এবং অন্যতম অধ্যাপক লেফ্‌টেনাণ্ট কর্ণেল আর ক্যাণ্ডেল, ভারত গভর্ণমেণ্টের বাজেট অফিসার মিঃ কে সঞ্জীব রাও, হামবুর্গে অবস্থিত ভারতীয় ট্রেড কমিশনার মিঃ এস এন গুপ্ত, কর্পূরতলার মহারাজা কুমার অমরজিৎ সিং প্রভৃতি।

ডি এ ই

ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের ভূতপূর্ব সভাপতি স্যার ইব্রাহিম রহিমতুল্লা।

কে বি ই

ভারত গভর্ণমেণ্টের শিক্ষা বিভাগের সেক্রেটারী মিঃ জি এস বাজপাই, বোম্বায়ের বিশ্বামিত্র সমিতির এবং ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য মিঃ এইচ পি মোদি।

সি বি ই

বড়লাটের স্ত্রীরক্ষীর কমাণ্ডার মেজর জে বি জোন্স, ইংরেজ মেডিক্যাল সার্ভিসের চিফ মেডিক্যাল অফিসার মিঃ এস ডি প্যারে, কলিকাতা ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাষ্টের চীফ ইঞ্জিনিয়ার মিঃ এম আর আটকিন্স প্রভৃতি।

ও বি ই

বিহার ও উড়িষ্যার পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মিঃ জে ই পিয়ারসন, অমরাবতীর কিং এডওয়ার্ড কলেজের অধ্যক্ষ মিঃ এফ টি টাইটলি প্রভৃতি।

রাজা

কলিকাতার ভূতপূর্ব শেরিফ শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুর, আফগানিস্তানের অবসরপ্রাপ্ত চীফ আম্মা সাহেব শঙ্করদিন ওরফে শরৎ রাও শম্বাজীরাও প্রভৃতি।

নবাব

রাষ্ট্রীয় পরিষদের সদস্য চৌধুরী মহম্মদ দীন, পাটনা-সুলতানগঞ্জের শাহ আরিফ হোসেন।

(সমাপ্ত)

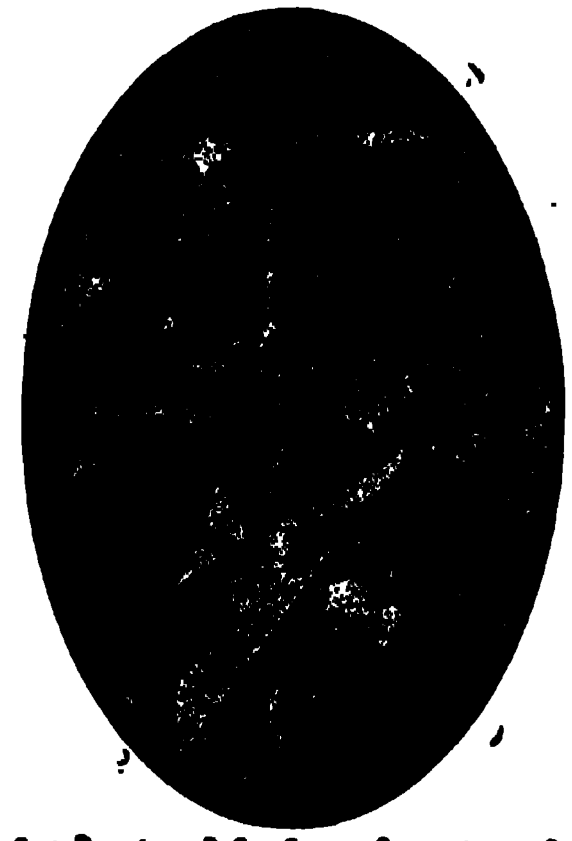

ত্রিপুরাধিপতি পঞ্চশ্রীক বর্ষযুক্ত বীরবিক্রমকিশোর মাণিক্য বাহাদুর কে, সি, এস, আই

আনন্দ-সন্দেশ

ভারত-সম্রাট মহামহিমান্বিত শ্রীমান্ পঞ্চম জর্জের জন্মদিন উপলক্ষে যাঁহারা এবার কে, সি, এস, আই উপাধিতে ভূষিত হইয়াছেন, তাঁহাদের শীর্ষস্থানীয় শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-ধাম প্রচারিণী সভার সভাপতি বিদ্বজ্জনবর্গবিজয়ী চন্দ্রবংশাবতংস পঞ্চশ্রীক মহারাজ বীর বিক্রম কিশোর দেববর্ম্ম মাণিক্য বাহাদুর, ধর্ম্মধুরন্ধর, স্বাধীন ত্রিপুরাধিপতি মহোদয়। এই ত্রিপুরেশ্বরের সৌজন্য, প্রজাবৎসলতা, অমায়িক ব্যবহার, ধর্ম্মানুরাগ, সর্ব্ব-সাধারণে সুবিদিত। তাঁহার এইসকল গুণ আমরা সেদিন প্রত্যক্ষ করিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম যখন তিনি মহাপ্রভুর জন্ম-বাসরে গত ২০শে মার্চ্চ শ্রীধাম মায়াপুরে আগমন করিয়াছিলেন। বিরাট বিহারের মায়াকল্পে তিনি প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়া বংশের অতীব পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। যখন তিনি বিভিন্ন স্থান পরিদর্শনে যান তখন প্রজাবৃন্দের উপকারার্থও বহু অর্থ ব্যয় করিয়া থাকেন। পরমার্থপ্রচারের জন্য ত্রিপুরাধিপতির যে-প্রকার উৎসাহ তাহা অপর কোন রাজন্যের আছে কিনা আমরা জানি না। ধর্ম্মধুরন্ধর মহারাজ মাণিক্য বাহাদুরের গুণে সকলেই মুগ্ধ। আমরা ত্রিপুরাধিপতিকে তাঁহার যোগ্য সম্মান-প্রাপ্তিতে আন্তরিকতার সহিত অভিনন্দিত করিতেছি। আশা করি জনসাধারণও এই মহান্ নৃপতির উক্ত সম্মান প্রাপ্তে আনন্দিত না হইয়া থাকিতে পারিবেন না।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
—পারমার্থিক পত্র—
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১০ম বর্ষ { ১৯ ত্রিবিক্রম গৌরাব্দ ৪৪৯, ২৩শে জ্যৈষ্ঠ বঙ্গাব্দ ১৩৪২, ৬ই জুন ইং ১৯৩৫ বৃহস্পতিবার } ৮০শ সংখ্যা

দার্জ্জিলিংএ শ্রীল প্রভুপাদ

দার্জ্জিলিং ২।৬।৩৫

শ্রীগৌড়ীয়মঠের আচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর গত ৩১।৫।৩৫ তারিখে রাত্রি ৮-৪০ মিনিটের সময় দার্জ্জিলিংমেলে শ্রীমঠের সেক্রেটারী আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ ভাগবতরত্ন প্রভৃতি কয়েকজন ভক্ত সমভিব্যাহারে দার্জ্জিলিং রওনা হইয়া তৎপরদিবস ১লা জুন বেলা ১১টার সময় দার্জ্জিলিং সহরে পৌঁছিয়াছেন। বর্ত্তমানে তাঁহার বাসস্থানের ঠিকানা 'Armadale', Cart Road, Darjeeling. এই বাসস্থানটী অতি নির্জ্জন ও মনোরম এবং বর্দ্ধমান মহারাজের রাজপ্রাসাদের ফটকের সম্মুখেই অবস্থিত ও দার্জ্জিলিং রেল ষ্টেশনের অতি সন্নিকট।

আচার্য্যবর্য্যের দার্জ্জিলিংএ শুভবিজয়-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া গতকল্য অপরাহ্নে কতিপয় ব্যক্তি তৎপাদপদ্ম দর্শন ও তাঁহার শ্রীমুখবিগলিত হরিকথা-শ্রবণ-মানসে এখানে আসিয়া উপস্থিত হন এবং রাত্রি প্রায় ৮॥ ঘটিকা পর্য্যন্ত প্রভুপাদ-সন্নিধানে অবস্থান করেন। আগত ব্যক্তিগণের মধ্যে নৈহাটী-নিবাসী শ্রীযুত উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য ও লেবং পোষ্ট অফিসের পোষ্টমাষ্টার শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র (কর্ম্মকার) দাস অধিকারী মহাশয়গণের নাম উল্লেখযোগ্য। উপেন বাবু বয়সে প্রাচীন, সপরিবারে এখানে আসিয়াছিলেন; শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহাদের নিকট অল্প কথায় মনুষ্যজীবনের সার্থকতা ও কর্ত্তব্যতার কথা কিছুক্ষণ যাবৎ আলোচনা করেন। ইঁহারা আচার্য্যের শ্রীমুখ হইতে বীর্য্যবতী চেতনবাণী শ্রবণ করিয়া অতি হৃষ্টচিত্তে রাত্রিতে স্ব-স্ব স্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

দার্জ্জিলিং সহরে শ্রীগৌড়ীয়মঠের ভক্ত হইতে যে এক একর (প্রায় ৩/ বিঘা) জমি সংগৃহীত হইয়াছে সেই জমির অবস্থান প্রভৃতি দর্শন করিবার জন্য অদ্য শ্রীল প্রভুপাদের তথায় যাইবার কথা আছে। শ্রীল প্রভুপাদ ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন যে, উক্ত জমীতে একটী বাংলো নির্ম্মিত হইয়া সেখানে শ্রীগৌড়ীয়মঠের একটী শাখা-কার্য্যালয় স্থাপিত হউক।

ভোগিকুল ভোগবিলাসের ও কেবলমাত্র আরামের স্থান দার্জ্জিলিংএ বাস করিয়া মনুষ্যজীবনের অবশ্য কর্ত্তব্য বিষয় ভুলিয়া যাইবে এবং নিত্যকল্যাণের পথ হইতে চিরতরে বঞ্চিত ও পরমার্থরাজ্য হইতে বিচ্যুত হওয়া ক্রমশঃ ঘোর অন্ধতামিস্রে নিক্ষিপ্ত হইতে থাকিবে, পতিতপাবন করুণাসিন্ধু জগদ্গুরু আচার্য্যের প্রাণে তাহা সহ্য হইবে কেন? ভোগিকুল সাধুগণকে তাহাদিগের ভোগপথের কণ্টকস্বরূপ মনে করিয়া সাধু-সাধন হইতে দূরে থাকিতে এবং উপযুক্ত ঔষধ ও পথ্য গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক হইলেও সুচিকিৎসকগণ কৃপাপূর্ব্বক তাহাদিগের মঙ্গলবিধান-জন্য অযাচিতভাবে ঔষধ ও পথ্য বিতরণ করিয়া থাকেন।

তাই ভবরোগাক্রান্ত ভোগী জীবকুল ভবরোগের মহৌষধ শ্রীনাম-কীর্ত্তন ও পথ্য মহাপ্রসাদ হইতে বিরত থাকিতে চাহিলেও করুণাসাগর সদ্বৈদ্য শ্রীআচার্য্যদেব অযাচিতভাবে জীবকল্যাণের নিমিত্ত সেইপ্রকার করুণা বিতরণ করিবার জন্য অত্যন্ত ভোগের স্থান এই দুর্গমস্থানেও সেই প্রকারের একটী হাসপাতাল খুলিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন।

"মহান্তের স্বভাব এই তারিতে পামর।
নিজ কার্য্য নাহি তবু যান তার ঘর॥"

মহাপ্রভুর সময়েও শ্রীমন্ নিত্যানন্দ প্রভু মহাপ্রভুর আদেশে পাষণ্ডদলন ও প্রেম-প্রচাররূপ দুই কার্য্যে উত্তরবঙ্গ ভ্রমণ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে জগদ্গুরু শ্রীল প্রভুপাদেরও সেইপ্রকার কার্য্য পড়িয়া গিয়াছে। শাস্ত্রে আমরা দেখিতে পাই, যে কোন প্রকারেই হউক শ্রীকৃষ্ণনাম-কীর্ত্তনই সর্ব্ব অমঙ্গল দূর করিবার একমাত্র উপায়। সেই শ্রীনাম প্রেমের পসরা লইয়াই হরিবিমুখ ভোগী জীবের দ্বারে দ্বারে আচার্য্যবর্য্যের স্বয়ং ও তদনুগত জনগণের অভিযান। মহাজনের কথায় আমরা শুনিতে পাই, "পলাইতে পথ নাহি যম আছে পিছে"। এযুগে বর্ত্তমান আচার্য্যের লীলাতেও দেখিতে পাইতেছি যে, কাহারও পক্ষে হরিবিমুখ হইয়া থাকিয়া মনুষ্যজন্ম হেলায় কাটাইয়া দিবার উপায় নাই। আচার্য্যদেব মনুষ্যসমাজকে কৃষ্ণোন্মুখ করিবার জন্য যে কতপ্রকার কৌশল সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ ব্যতীত সাধারণ লোকের বুঝিবার সাধ্য কোথায়? কারণ "বৈষ্ণবের ক্রিয়া-মুদ্রা বিজ্ঞে না বুঝয়।"

কত লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি জগদ্গুরুর মনোঽভীষ্ট-পূরণোদ্দেশে অন্তর ও বাহিরেকভাবে সাহায্য করিয়া যে অনন্ত সুকৃতি অজ্ঞাতভাবে অর্জ্জন করিতেছেন, তাহা তাঁহারা হয়ত নিজেরা বুঝিতে না পারিলেও প্রকৃত মঙ্গল হইতে তাঁহারা বঞ্চিত হইতেছেন না। কামনা-লোভগ্রস্ত ব্যক্তিগণ সমস্ত বস্তুকেই স্বার্থাবরণযুক্ত দেখিয়া থাকে তাই অনেক ভোগিকুল হয়ত শ্রীল প্রভুপাদের দার্জ্জিলিং শৈলে শুভাগমনকেও তাঁহাদের সেইরূপ ভোগদেহে দর্শন করিয়া বঞ্চিত হইতে পারে। কিন্তু সাধু সাবধান!

আচার্য্যের এই সংস্কারসমূহকে নিজেদের সংকীর্ণ মায়িক সত্তার মধ্যে টানিয়া আনিয়া সাধু মহাজনগণকেও নিজেদের মত রক্ত-মাংস শরীর-বিশিষ্ট সাধারণ ও কর্ম্মফল-বাধ্য জীবের মত মনে করিতে যাইও না। তাহাতে আচার্য্যের কোন প্রকার ক্ষতি বা অসুবিধা হইবে না, পরন্তু ঐরূপ চিন্তাকারী ব্যক্তিগণই সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত হইয়া অশেষ দুঃখসাগরে নিমজ্জিত হইবে। তাই সাধুর অনুগত জনগণই ঐ সকল ব্যক্তিকে সাবধান করিবার জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করিয়া থাকেন।

একমাত্র সূর্য্যরশ্মির সাহায্যেই যেরূপ সূর্য্য-দর্শন সম্ভব হয়, সেইপ্রকার আচার্য্যলীলার মাহাত্ম্য ও উৎকর্ষ অনুধাবন করিতে হইলে আচার্য্যকৃপা দ্বারা জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হওয়া দরকার। নচেৎ দিন দুপুরে বাদুড় সাজিয়াই থাকিতে হইবে; শুধু তাই নয়, আচার্য্যের লীলা বুঝিতে না পারিয়া তৎপ্রতি মৎসরতা প্রকাশ করিলে দীর্ঘ অনন্ত দুঃখময় নরকে নিপতিত হইতে হইবে। তাই কেবল বলি, সাধু সাবধান!!

শ্রীল প্রভুপাদের মনোঽভীষ্ট পূরণ উদ্দেশ্যে ভক্তপ্রবর আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভু যেরূপ অদম্য উৎসাহ ও ঐকান্তিক সংকল্প করিয়াছেন, তাহা বিশ্ববাসীর দেখিবার ও শিখিবার বিষয়। শত্রু হউক, মিত্র হউক, ধনী হউক, নির্ধন হউক, বৃদ্ধ, যুবা বা বালক হউক, শিক্ষিত হউক, অশিক্ষিত হউক, সপক্ষীয় হউক বা বিপক্ষীয় হউক, পরিচিত হউক অপরিচিত হউক, অন্তরে প্রীতি থাকুক বা বিরুদ্ধভাব থাকুক, যে কোন ব্যক্তি হউক না কেন, সকলকে আপন করিয়া লইয়া

(অতঃপর ৫ম পৃষ্ঠার শেষ কলমে দ্রষ্টব্য।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১১ ত্রিবিক্রম [illegible] গৌরাব্দ ৪৪১

শ্রীগুরুদেব সাক্ষাৎ ভগবান্ অপেক্ষা কোন অংশেই কম নহেন

আমরা চিরকাল হইতে ভগবানের অবতারের কথা শুনিয়া আসিতেছি। কিন্তু তাঁহার দর্শনের সৌভাগ্য আমাদের [illegible] হইলেও পুণ্য পুঞ্জ জন্মের পুঞ্জীকৃত সুকৃতিফলে আজ আমাদের সেই দুর্লভ সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। ভগবান্ এ জগতে কৃপাপূর্বক আসেন, শ্রীভগবান্ নিজ [illegible] শিক্ষা [illegible] শ্রীগুরুদেব রূপে [illegible] বাদের সহিত [illegible]; সুতরাং যিনি ভগবান্ [illegible] আর কেহ [illegible] গণের উদ্ধারার্থ যিনি বৈকুণ্ঠ হইতে এই কুণ্ঠরাজ্যে [illegible]-প্রণালী অনর্পিতা [illegible] পুনঃ আচরণ করেন, সেই সাক্ষাৎ '[illegible]' শ্রীগুরুপাদপদ্ম যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব হইতে কোনও অংশেই কম নহেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি? সেই জন্য সাধুগণ—পণ্ডিত সকল—বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ সকলের ভগবানের ন্যায় গুরুকে জানা—পূজা করা—সেবা করা। কিন্তু যদি কেহ [illegible] বা উদ্ভ্রান্তবশতঃ ভগবদ্বুদ্ধির [illegible] শ্রীগুরুদেবকে ভগবান মনে না করেন, তবে তিনি নিশ্চয়ই [illegible] হইতে [illegible] অবিদ্যা-মায়ীকে গলার হার বা খেলার সাথী করিতে বাধ্য হইবেনই, সংসার-দুঃখ তাঁহার নিকট অতি মনোরম বলিয়া বোধ হইবে [illegible]।

[illegible] শ্রীগুরুদেবকে মনুষ্যবুদ্ধি মধ্যে কেন যে [illegible] তাহা [illegible] করা যায় না। [illegible] শ্রীগুরুপাদপদ্মে [illegible] আমাদিগকে জানাইয়াছেন। [illegible] প্রকাশনীয় সাক্ষাৎ নিত্যানন্দ [illegible] কোনও [illegible] কোনও দিন জানিতে না, [illegible] কোনকালেই হইবে না, প্রভুর ধর্ম সে কোনও দিন জানিতে পারিবে না, মনের প্রবল বিক্রম কোনও দিন স্বীকৃত হইবে না, অতএব হৃদয় হইতে যাইবে না, পাপ, পাপবীজ ও অবিদ্যার নিঃশেষ নিবৃত্তি হইবে না বা হইতে পারে না। শ্রুতি বলিতেছেন—

যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥

শ্রীগুরুপাদপদ্মে ভগবদ্বুদ্ধি সমস্ত মঙ্গলের নিদান। সুতরাং শ্রীগুরুদেবকে মুখে ভগবান বলিয়া অন্তরে ভগবানের জন্য [illegible] পরিত্যাগ পূর্বক শ্রীগুরুদেবকে ভগবান্ বলিয়া জানিতে হইবে। শ্রীগুরুদেব স্বরূপতঃ ভগবান্ নহেন, তাঁহাতে ভগবদ্বুদ্ধি আরোপ করিতে হইবে এরূপ নহে; পরন্তু তাঁহার ন্যায় ভগবানের প্রাণাপেক্ষা প্রিয় আর কেহ নাই বা থাকিতে পারে না, তিনি ভগবানের দ্বিতীয় দেহ। সুতরাং গুরুরূপী ভগবানে ভগবদ্বুদ্ধি করিবার জন্য সাধন করিতে হইবে। তাঁহাকে আমাদের নিত্য পিতা বলিয়া জানিবার জন্য মহাজন-পদানুসারী হইয়া এই মনুষ্যজীবনকে চালাইতে হইবে। পিতাকে পিতা বলিয়া জানিবার জন্যই এই মনুষ্যজন্ম শ্রীকৃষ্ণকৃপায় পাওয়া গিয়াছে। সুতরাং তজ্জন্য আমাদের সকলেরই চেষ্টা করিতে হইবে। পরম দয়াল নিত্যানন্দ শ্রীগুরুপাদপদ্ম তাঁহার স্নিগ্ধ, সরল, কৃপাসিন্ধু পুত্রগণকে তাঁহার অনবোধিত, জগদ্গুরুত্ব, আচার্যত্ব, লোকপাবনত্ব, সর্বজনপালকত্ব, রক্ষকত্ব, বা তাঁহার অশেষ গুণমহিমা ও মহদ্বদান্যতা একদিন না একদিন কৃপা করিয়া জানাইবেনই জানাইবেন। অতএব সংশয়াত্মা হইয়া লাভ কি?

সেবাতে সেবা বা গুরুকে গুরু বলিয়া জানাতে অনাদির্বহির্মুখ জীবের মঙ্গলের নিদান। এই জীবন যাত্রায় মঙ্গলের জন্য [illegible] হইতে পথেই নিবৃত্তি পাওয়া দরকার; নতুবা [illegible] আঘাত করায় [illegible] কাষ্ঠখণ্ডের দ্বারা অন্ধলোকের ন্যায় সমস্ত পণ্ডশ্রমে পর্যবসিত হইবে। এস্থলে [illegible] বক্তব্য যে, আমাদের দুষ্ট মন কোনও দিন এই পরমমঙ্গলময়ী বাণীর সমর্থন করিবে না। তদবস্থ [illegible], গুরু এবং গুরুশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবগণের নিষ্কপটচরণ [illegible] নিজ অভিধেয়ের নির্দেশ পূর্ণ পর্যন্ত করিবে। এমতাবস্থায় [illegible] ভগবানে বা মনের কথা শুনিয়া যে গুরুপাদপদ্মে দৃঢ় আস্থা স্থাপন করিতে পারিতেছি না, কৃপা [illegible] তুমি অবলম্বনে পুনঃ উত্থানের ন্যায় সেই গুরুপাদপদ্মকেই অবলম্বন করিয়া বা তাঁহার কৃপাপ্রার্থী হইয়া তাঁহার কথাই শুনিতে হইবে; কিন্তু [illegible] দিকে লক্ষ্য না করিয়া [illegible] পরিত্যাগ, এমন কি নরকে যাইবার জন্যও প্রস্তুত থাকিতে হইবে। জীব যখন নিজের মঙ্গল নিজে করিতে পারে না তখন সমস্ত সন্দেহের মস্তকে পদাঘাত করিয়া শ্রীগুরুদেবেরই গোলামী করিতে হইবে। কৃপাময় ভগবান্ যখন তাঁহার শ্রেষ্ঠের সহিত মহাপ্রসাদবস্তু জীবের সাক্ষাৎকার করাইয়া দেন, তখন সেই কৃষ্ণের কার্যের উপরে আর হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়। শ্রীকৃষ্ণ যাহাকে আমার গুরুরূপে জানাইয়াছেন বা যাঁহার পদতলে আমাকে রাখিয়াছেন তাঁহারই সেবায় মনোনিবেশ করিতে হইবে। তাহাতে নিজের মঙ্গলই হউক আর অমঙ্গলই হউক সেদিকে দৃক্‌পাত করিতে হইবে না। গুরুদেব আমাকে কৃপা করিয়া নিজেকে নিজে জানাও, আমার সন্দেহাগ্নি নির্বাপিত কর, তোমাকে প্রভু বলিয়া জানিবার সৌভাগ্য দাও, আর পর করিয়া ফেলিয়া রাখিও না। [illegible] গুরুরূপে জানাইতে হইবে এবং তৎপরে সঙ্গে প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে যে, আর গুরুর শাস্ত্র ছাড়া কাহারও কথা শুনিব না, গুরুবৈষ্ণব-বিরোধী মনের কথায় আর সায় দিব না, হিংসাপরায়ণ জগদ্বাসীর কথায় কাণ দিব না, পরন্তু জগতের সকল লোকের চিন্তাস্রোত [illegible] শ্রীগুরুপাদপদ্মের বলে [illegible] বিদূরিত করিব—এইরূপ সত্য ধারণা হৃদয়ে সতত পোষণ করিতে হইবে। তাই বলিতেছিলাম, শ্রীগুরুদেবের নিষ্কপট কৃপা হইতে হইবে, তাঁহার নিকট হইতে কৃপাশক্তি লাভ করিতে হইবে তাহা হইলে আর আমাদের ভয় থাকিবে না। যদি গুরুদাস হইয়া এইরূপ ভাবে জীবনযাপনের সৌভাগ্য হয় তাহা হইলে মনের, অথবা ইন্দ্রিয়ের বা ভগবান্ ব্যতীত অন্য কাহারও দাস্য করিতে হইবে না এবং তখনই সর্বাগ্রে গুরুপূজার কথা উপলব্ধির বিষয় হইবে এবং গুরুসেবা-আশা হৃদয়ে স্থান পাইয়া আমাকে শুদ্ধ করিবে। তখনই হরেকৃষ্ণ নাম করিবার জন্য রুচি হইবে। [illegible] বা গুরুকে বাদ দিয়া কৃষ্ণনাম করিবার দুরাশা আর হৃদয়ে প্রবেশ করিতে পারিবে না। হয় বা গুরুহীন কৃষ্ণভজনপূজা-বাসনার চিরতরে যবনিকা হইবে।

গুরুদেব, কতই ত' বলিলাম, কতই ত' লিখিলাম। কিন্তু তোমাকে জানিলাম কই? তোমাকে নিজ প্রভু বলিয়া বরণ করিবার সৌভাগ্য হইল কই? আমার নিজের চেষ্টায় কিছু হইল না। তাই আজ তোমার শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবগণের অনুগত হইয়া তোমার নিকট কৃপাভিক্ষা করিতেছি। সর্বজ্ঞ-স্বতন্ত্র তুমি, তোমাকে আর কি বলিব। তুমি ত' সবই জান। যেদিন তুমি আমাকে সংসার-দাবানল হইতে উদ্ধার করিয়া নিজ পাদপদ্মে আনিয়াছ সেই দিনই জানিয়াছি তুমি আমার নিত্য প্রভু কিন্তু এমনই দুর্দৈব আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে যে, তোমাকে পিতা বলিবার বা তোমার দাসত্বে বা পূজনে প্রতিষ্ঠিত হইবার চেষ্টা করিয়াও পারিয়া উঠিতেছি না, তাই কাঁদিতেছি এবং আবার বলিতেছি আমায় পায়ে ঠেলিও না। এই নিত্য বড় অযোগ্য পুত্রকে তোমার যোগ্য পুত্রগণের ভৃত্যরূপে গ্রহণ করিও। আমি যে পারি না, করিবার ইচ্ছা থাকিলেও কে যেন করিতে দেয় না; তাই আজ হইতে আমার ভারটা তোমার উপরে ছাড়িয়া দিলাম; যাহা ভাল হয় করিও। আমার আর বলিবার কিছু নাই।

ভৃত্যের ভাবনা

(২)

কে জানিত বিশাল মোগল সাম্রাজ্য তিন শত বৎসরের মধ্যে খণ্ডবিখণ্ড হইয়া অবশেষে অস্তিত্ব হারাইবে? অতএব অনিত্য জগতে প্রভুত্বকামী ব্যক্তিগণের চিন্তা করা উচিত যে তাহাদের প্রভুত্ব তাহারা চিরকাল সংরক্ষণ করিতে পারিবে কি না? ইহজগতের প্রভুত্বে দাসত্ব অপেক্ষাও ভয়, অশান্তি, দায়িত্ব প্রভৃতি অধিক। দাসত্ব ও প্রভুত্ব এই দেহ-মন লইয়া। যেহেতু অনিত্য সুতরাং জগতের দাসত্ব এবং প্রভুত্বও অনিত্য।

"নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাং"—এই শ্রুতিবাণী হইতে আমরা জানিতে পারি যে ভগবানই সকল নিত্য ও চেতন বস্তুর মধ্যে একমাত্র মূল কর্তা। অনন্ত চেতন জীব তাঁহা হইতে চৈতন্য লাভ করিয়া চেতন, অথবা অনন্ত চেতন জীব ভগবানের সহিত অচিন্ত্য-ভেদাভেদসম্বন্ধে বিশিষ্ট। সেই জীব স্বরূপতঃ পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের নিত্য দাস। জগতের দাসত্বে নিরানন্দ আর কৃষ্ণের দাসত্বে পূর্ণ আনন্দ, জগতের দাসত্বে স্বাধীনতার অভাব আর কৃষ্ণদাসত্ব লাভ করিয়া জীব মায়ামুক্ত, প্রকৃত স্বাধীন, জগতের দাসত্বে জীব ষড়্‌রিপুর দাস আর কৃষ্ণের দাসত্বে জীব জিতেন্দ্রিয়। কৃষ্ণের দাসত্ব লাভ করিয়াই জীব অভয়, অমর, অশোক এবং অজর হইতে পারে।

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে জীবের পক্ষে "কৃষ্ণদাস" এই পদবী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পদবী আর কিছুই হইতে পারে না। কারণ অখিল ভগবান্ একমাত্র ভক্তিদ্বারাই বিজিত হন। ব্রহ্মা, শিব, মানব, এমন কি অনন্তদেব পর্যন্ত ভগবানের দাস্যরসে বিভোর। নিখিল দেবাসুর, গন্ধর্ব, কিন্নর, যক্ষ, রক্ষোগণের মধ্যে যিনি যে পরিমাণে ভগবানের দাস-

অধিকার লাভ করিয়াছেন তিনিই সেই পরিমাণে শ্রেষ্ঠ। জীবগণের যে উচ্চনীচ শ্রেণীবিভাগ তাহাও চৈতন্যোদয়ের তারতম্যানুসারেই ভগবান্ কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বর্ণাশ্রমধর্ম্মের মধ্যেও অধিকারের প্রভুত্বের তারতম্যানুসারেই অগ্রপশ্চাৎ ক্রম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু হরিভজন আবার বর্ণাশ্রমকে অপেক্ষা করে না।

ভগবানের দাসই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বাঞ্ছিত হন। বলদেবাভিন্নতনু শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু—যিনি সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, যাঁহার কলার কলা অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিতে পারে, যিনি অনন্ত জীবসত্তার একমাত্র আধার যাঁহাকে যোগীন্দ্র, মুনীন্দ্রগণ এমন কি সদাশিব, সনক, সনন্দ, সনাতন প্রভৃতি পারিষদগণ নিরন্তর ধ্যান করেন,—তিনিও সর্ব্বপূজ্য স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের দাসত্ব নিরন্তর কামনা করেন। যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—

আপনাকে ভৃত্য করি' কৃষ্ণে প্রভু জানে।
কৃষ্ণের কলার কলা আপনাকে মানে॥

উড়িষ্যাধিপতি গজপতি মহারাজ প্রতাপরুদ্র শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপালেশ লাভ করিবার জন্য যে অত্যাকাঙ্ক্ষা উৎকণ্ঠা ও দৈন্য প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের পাঠকগণ সকলেই জানেন। তাঁহার ঐশ্বর্য্য, বিদ্যা, বুদ্ধি, পাণ্ডিত্য এবং আভিজাত্য এর অভাব ছিল না। তিনি তদানীন্তন ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ স্বাধীন নরপতি ছিলেন। শ্রীগৌরসুন্দরের দাসানুদাস হইবার জন্য তাঁহার যে আর্ত্তি তাহা তাঁহার স্বীয় দৈন্যময়ী ভাষায় এই—

রাজা কহে,—আমি তোমার দাসের দাস।
ভৃত্যের ভৃত্য কর,—এই মোর আশ॥
(চৈঃ চঃ ম ১৩শ ১৮)

মহারাজ যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পঞ্চ পাণ্ডব, মহাবীর যাদবগণ, কুরুবীর ভীষ্ম প্রভৃতি মহাবল প্রবলপ্রতাপান্বিত রাজরাজেশ্বরগণের শ্রীকৃষ্ণদাস্যের জন্য অসাধারণ আর্ত্তি ছিল। তাঁহারা যে শ্রীকৃষ্ণদাস্যকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্পত্তি মনে করিতেন তাহা মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থপাঠকারী ব্যক্তিমাত্রেই অবগত আছেন।

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই যে একমাত্র প্রভু আর সকলেই তাঁহার ভৃত্য, এ বিষয়ে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন,—

"একলা ঈশ্বর কৃষ্ণ আর সব ভৃত্য।
যারে যৈছে নাচায় সে তৈছে করে নৃত্য॥
এই মত চৈতন্য গোসাঞি একলা ঈশ্বর।
আর সব পারিষদ, কেহ বা কিঙ্কর॥"

ব্রহ্ম-শিবাদি দেবতাগণ, মহেন্দ্রাদি লোকপালগণ এবং দেবাসুর নরপতিগণ—যাঁহারা যেই যেই শ্রেষ্ঠ পদবী লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা সেই সেই অধিকার একমাত্র সর্ব্বেশ্বরেশ্বর অনাদি, সর্ব্বাদি, সর্ব্বকারণকারণ, সচ্চিদানন্দবিগ্রহ পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ হইতেই লাভ করিয়াছেন। ভগবান্ই সকলের ঈশ্বর, নিয়ন্তা এবং পরিচালক। তাঁহার ইচ্ছানুসারেই তদধীন যাবতীয় চিদচিৎ বিশ্ব পরিচালিত হইতেছে। একচ্ছত্র সম্রাট্ যাহাকে যে পদবীতেই প্রতিষ্ঠিত করুন না কেন, সকলেই তাঁহার অধীন। তিনি ইচ্ছা করিলেই যেমন কাহারও পদচ্যুতি আবার কাহারও পদোন্নতি সাধন করিতে পারেন তেমন ভগবান্ ইচ্ছা করিলে একটী নগণ্য কীটকেও ব্রহ্মপদবী দিতে পারেন আবার ইচ্ছা করিলে ব্রহ্মাকেও কীটে পরিণত করিতে পারেন। যদি কেহ সম্রাটের অনুগ্রহে শ্রেষ্ঠ স্থান লাভ করিয়া মনে করে 'আমারই স্বকীয় চেষ্টায় আমি বড় হইয়াছি' নিজের সামান্য প্রভুত্বলাভে গর্ব্বিত হইয়া যদি সম্রাটকে অস্বীকার করে তবে যেমন তাহার সমুচিত দণ্ড ভোগ করিতে হয়, তেমনি ভগবানের নিকট হইতে অনুগ্রহ লাভ করিয়া উচ্চপদারূঢ় হইয়া যদি ভগবান্কে অস্বীকার করে, তাঁহার প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করে তবে তাহাকেও ভগবচ্চরণে অপরাধহেতু দণ্ড ভোগ করিতে হয়। ভগবানের আজ্ঞাতেই মায়াদেবী সংসাররূপ কারাগার সৃষ্টি করেন এবং তাহাতে ভগবদ্বহির্ম্মুখ জীবকুলকে আবদ্ধ করেন। তাঁহারই আজ্ঞায় ব্রহ্মা সৃষ্টি ও শিব সংহার করেন। নিখিল বেদ ও যজ্ঞ তাঁহা হইতে প্রবর্ত্তিত হয়। "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্" এই ভাগবতবাক্য হইতে জানিতে পারি যে, রামনৃসিংহাদি তাঁহারই অবতার। তিনি স্বয়ং অবতারী, শ্রীনারায়ণেরও তিনিই মূল। "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং" প্রভৃতি শ্রীমদ্ভাগবতবচন, "মহান্ প্রভুর্বৈ সঃ।" "রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্"—প্রভৃতি শ্রুতিপ্রমাণ হইতে জানিতে পারি যে, সেই আনন্দঘনমূর্ত্তি শ্রীনন্দনন্দনই কলিযুগে শচীগর্ভ-দুগ্ধাম্বুধিতে উদিত হইয়াছেন। যে-সকল পরমদয়াল পতিতপাবন নিত্যসিদ্ধ মহাভাগবতগণের অহৈতুকী দয়ায় শত শত জীব অন্ধকূপ হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মের বিমল সৌরভাকৃষ্ট হয়, তাঁহারাও সর্ব্বেশ্বরেশ্বর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর কেহ সখা, কেহ বা ভৃত্য।

———

ভগবান্ই যে সর্ব্বজীবের একমাত্র সেব্য নিত্য প্রভু এবং জীবমাত্রেই যে তাঁহার নিত্য সেবক—ইহা শ্রুতিস্মৃতিপুরাণ পঞ্চরাত্র প্রভৃতি নিখিল শাস্ত্রাদি নিত্যকাল ঢক্কানিনাদে বিঘোষিত করিতেছেন। এখন আমাদের বিবেচ্য এই যে, আমরা ভগবানের প্রকৃত ভৃত্য বা সেবক কাহাকে বলিব? সেই সেবকের কার্য্যই বা কি? এতৎপ্রসঙ্গে আমরা সাধুগুরুশাস্ত্রবাক্যানুসারে জানিতে পারি যে, আদৌ প্রভুর চরণে শরণাগতিই ভৃত্যের প্রথম ও প্রধান লক্ষণ। প্রভুর চরণে আত্মনিবেদন না করিলে তাহাকে যথার্থ ভৃত্য বলা যাইবে না। সেবক না হইতে পারিলে সেব্যের কৃপাও পাওয়া যাইবে না। সেব্য আবার কোন জীবকে সেবক বলিয়া গ্রহণ না করিলে ঐ ব্যক্তির যাবতীয় চেষ্টাই বিফল হইবে। মৃত শরীরকে যতই অলঙ্কার ও পরিচ্ছদ পরান যাউক্ না কেন, তাহাতে মৃতব্যক্তির কোনই আনন্দ হইবে না এবং কোন শোভাই থাকিবে না। সুতরাং সেবককে প্রাণবন্ত হইতে হইবে। শরণাগতিই সেবকের প্রাণ, শরণাগতি-বলেই সেবক সেব্যের সেবায় অনুমতি বা অধিকার লাভ করিতে পারে। সেব্য যদি সেবককে স্বজাতীয় অর্থাৎ চেতনময় করিয়া না লন, তবে অনধিকারী ব্যক্তি প্রভুর সেবা করিতে পারে না। এইজন্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলিয়াছেন,—

"শরণ লঞা কৃষ্ণে করে আত্মসমর্পণ।
কৃষ্ণ তারে করে তৎকালে আত্মসম॥"

আবার—

"দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ।
সেই কালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম॥
সেই দেহ করে তার চিদানন্দময়।
অপ্রাকৃত দেহে কৃষ্ণের চরণ ভজয়॥"

সুতরাং ভৃত্যের প্রথম কর্ত্তব্য—প্রভুর চরণে আত্মসমর্পণ করা। তৎপরে প্রভুর কর্ত্তব্য যে ভৃত্যকে আত্মসাৎ করিয়া সেবানুরূপ দেহপ্রদান করা তাহা তিনি নিশ্চয় করিবেন। পশু বিক্রয় করিয়া ক্রেতা পশুটিকে রক্ষা করিবেন কি না, তাহাকে ভালরূপ পোষণ করিবেন কিনা, তাহার দ্বারা ক্ষেতের চষাদি আবাদে আনন্দ হবে কি না—এই সকল প্রশ্ন বিক্রেতার পক্ষে করা অযথা যায়। বিক্রীত পশুর উপর যেরূপ মালিকের কোনই দাবী বা কর্তৃত্ব থাকে না, সেরূপ সমর্পিতাত্ম ভৃত্যের নিজের উপর কোনই কর্তৃত্ব থাকিতে পারে না। নিত্য প্রভু ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণে বা তাঁহারই আশ্রয়জাতীয়-বিগ্রহ শ্রীগুরুদেবে আত্মসমর্পণ করিতে যাইয়া হৃদয়ের চিত্তে নানাপ্রকার সংশয় উপস্থিত হয়। তাহার মনে এইরূপ সংশয় উপস্থিত হয় যে "এত দিন পর্য্যন্ত আমি যাহাদের দাসত্ব করিয়াছি, তাহারা নিত্যই হউক, আর অনিত্যই হউক, তাহাদের প্রতি আমার আসক্তি জন্মিয়া গিয়াছে। হয় ত বা মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাহাদের দাসত্বে দিন কাটাইয়া যাইতে পারিব। তবে আর আমার নূতন প্রভুর আবশ্যক কি?" এখন, প্রভুর শরণে অবিশ্বাসী চঞ্চলচিত্ত সংশয়াত্মা ভৃত্যের নিকট জিজ্ঞাস্য হইতে পারে—"তুমি যখন পুত্ররূপে, ভৃত্যরূপে এবং ভার্য্যা প্রভৃতিরূপে অপরিচিত অজ্ঞাত ব্যক্তিগণের নিকট নিজেকে সমর্পণ করিয়াছিলে তখন কি তুমি পূর্ব্বেই তাহাদের ব্যবহার, বাৎসল্য ও সাধুত্বের মূল্য অবধারণ করিয়া নিজের ব্যক্তিত্বকে অপর ব্যক্তির পায়ে জলাঞ্জলি দিয়াছিলে? তুমি বলিতে পার যে তুমি আপ্তবাক্য এবং অপরের ব্যবহারের উপর বিশ্বাস করিয়া তোমার জীবনটাকে অপরের হাতে সমর্পণ করিয়াছিলে। তুমি কিন্তু যাহাদিগকে দেহ-মন-প্রাণ অর্পণ করিলে, তাহারা কিন্তু শেষমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তোমার সহায় এবং সঙ্গী হইতে পারিল না। অথবা তুমি নিজেই তাহাদের সঙ্গী হইতে পারিলে না, তাহাদের দাসত্ব চিরকাল অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিলে না। পরিণামে কিন্তু অনিত্য অসমর্থ প্রভুকে নিজস্ব অর্পণ করিয়া মৃত্যুর কবলেই অনিচ্ছাসত্ত্বেও নিজেকে বিক্রীত করিলে। যমরাজই তোমার নিকট সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ প্রভু হইল। কারণ অন্য কোন প্রভু বা রক্ষকনামধারী কেহই তাহার কবল হইতে তোমাকে রক্ষা করিতে পারিল না। তিনি বলপূর্ব্বক তোমাদের ন্যায় দণ্ড্যজীবের উপর তাহার সর্ব্বাধিকার-প্রভুত্ব প্রবর্ত্তিত করিল। তোমাকে বলপূর্ব্বক তাঁহার আজ্ঞাবহ করিয়া ছাড়িল। মৃত্যুর পূর্ব্বেই তোমার আশ্রয়দাতৃগণের পৌরুষ হইয়াছে কিন্তু এখন যমরাজের অধিকারে তোমার কিংবা তাহাদের পৌরুষের আর কিছুই মূল্য থাকিল না। যমযাতনা ও কর্ম্মফল জনিত ভোগ তোমাকে ভুগিতে হইল।"

— —

যদি লোকে তথাকথিত গুরুজনের বাক্য ও লোকব্যবহারকে প্রমাণ স্বীকার করিয়া অমূল্য জীবনকে চিরকালের জন্য অন্য অনুপযুক্ত ব্যক্তির পায়ে বিক্রীত করিতে পারে, তবে সাধুগুরুশাস্ত্রবাক্য ও ভক্ত-ভগবানের পরস্পরের প্রীতি ও বাৎসল্য জানিয়াও মানব ভগবানের অশোক, অভয়, অমৃতাধার পাদপদ্ম আশ্রয় করিবে না কেন?

(ক্রমশঃ)

———

দার্জ্জিলিংএ শ্রীল প্রভুপাদ

(৩২ পৃষ্ঠার পর)

এ ইন্দ্রিয় চক্ষে দেখিয়া সকলকে শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবায় নিযোজিত করিয়া তাঁহাদের মঙ্গলবিধান করিবার যে চেষ্টা আচার্য্যদেব প্রভুতে বিদ্যমান, তাহা যাঁহাদের চক্ষু আছে তাঁহারা দেখুন ও তাহা হইতে শিক্ষাগ্রহণ পূর্ব্বক নিজ নিজ জীবন ধন্য করিবার জন্য চেষ্টিত হউন।

শুদ্ধভক্তি মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ

(আকর-মঠরাজ)

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ গজ উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যের শ্রীচরণ-সেবন-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্যমঠ বিরাজমান। এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, সারস্বতপীঠ বা সাত্বতজনস্থলী। এই মঠাশ্রিত শ্রীভক্তি-বাগাদৃত ব্যাকরণাদি বেদাঙ্গসমূহের,অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠ্যাশ্রমে পারমার্থিক দৈনিকপত্র 'নদীয়া-প্রকাশ', সাত্বত-সম্প্রদায়ে অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থাদি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতি বৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমাগুচ্ছান ও অখণ্ড ভক্তগোষ্ঠীসহ কীর্ত্তন-প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫

শ্রীমহাপ্রভু-প্রচারিত সুনির্ম্মল ভাগবত-ধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশ্যে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্তমন্দিরে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দজীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। উ.মঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সন্ধ্যান-চতুর্দ্দশ-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত,শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক আলোচনা হয়। এই মঠ হইতে মহানগরীর সর্ব্বত্র হরিকথা-প্রচার, মহানগর-সঙ্কীর্ত্তন, বক্তৃতা, যাত্রা ও সঙ্কীর্ত্তন-যাত্রা-মহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান হয়। মঠরক্ষক—মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-স্থান মহাযোগ-পীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া সহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবিদ্যানন্দ ব্রজবাসী সেবাকোবিদ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌর-লীলার রাসস্থলী এখানে শ্রীগৌরবিধানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান, রক্ষক—শ্রীনরসিংহ দাসাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—গোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

(৭) কাজীর সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপা-পাত্র চাঁদ-কাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীমদানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক।

(৮) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও রাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজগবান দাস ব্রহ্মচারী।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্র নাথ দাসাধিকারী।

(১০) মোদদ্রুম-ছত্র গৌড়ীয় বৈদিক

মাউগাছি, পোঃ ভালগড়, (বর্দ্ধমান)।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান। শ্রীগৌরনিত্যানন্দের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী, ভক্তিভূষণ।

(১১) ভক্তিরত্ন কুঞ্জকানন

শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী,

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীমদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১২) কৃষ্ণকুটীর

—পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া। রক্ষক—শ্রীঅনুতানন্দ অধিকারী

(১৩) ভাগবত-আসন

—পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

এই স্থান হইতে ভাগবতসিদ্ধান্ত প্রবাহিনী প্রচারিত হয়। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৪) একায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ ভালুকা, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী ভক্তিসাগর।

(১৫) মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঠালপুর, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(১৬) ঢাকাগৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, পোঃ ঢাকা

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাবিনোদ বি-এ।

(১৭) গোপালজীউমঠ

—কমলাপুর,(ঢাকা) গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান। রক্ষক—শ্রীমদনলাল ব্রজবাসী.

(১৮) নদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)।

এখানে শ্রীনিতাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(১৯) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

রমনা, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীসুন্দর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২০) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাধু, (বাঁকুড়া)

এখানে মহাপ্রভুর শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(২১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীকেশব দাসাধিকারী.

(২২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

কুসুমকোলা, পোঃ চিলড়া, (বাঁকুড়া)

এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী।

(২৩) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকনিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে গুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিরত্ন।

(২৪) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী।

(২৫) সচ্চিদানন্দ মঠ

বালিয়াটি, পোঃ বালুবাজার, (কটক)

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদবল্লভ-জীউর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর

(২৬) ভক্তিকুটী-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ স্বর্গদ্বার পুরী,

শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বা-গিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন।

(২৭) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদবল্লভজীউর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীমাধব অধিকারী

(২৮) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়মাধবের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী দাসাধিকারী।

(২৯) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—শ্রীনিমাইচরণ দাসাধিকারী ভক্তিকোবিদ।

(৩০) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪২নং কবিরপুরা, বেনারস সিটি

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীকেশব ব্রহ্মচারী।

(৩১) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ.

এলাহাবাদ শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ

(৩২) পরমহংস মঠ

পোঃ নিমসার, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও গৌরবিনোদ-বিহারীজীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীনরনারায়ণ দাসাধিকারী।

(৩৩) কৃষ্ণচৈতন্য মঠ

পুরাণাশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

এখানে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিত্য-সেবা হয়। রক্ষক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠ

বঙ্গালীঘাট মথুরা

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন

(৩৫) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ

—শ্রীরাধাকুণ্ড রক্ষক—শ্রীরাধারমণচরণদাস ব্রহ্মচারী

(৩৬) কুঞ্জবিহারী মঠ

—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৩৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ

শেখপুরা, পোঃ কোতোয়াল, জেলা গুরুদাসপুর (পাঞ্জাব) রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৩৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং রায়সান রোড, নিউ দিল্লী।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমী

(৩৯) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল।

এখানে গৌর'মদনমোহনের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীনবীনগোপাল অধিকারী।

(৪০) সারস্বত-গৌড়ীয় মঠ

মাদ্রাজ সাতারামপুর, মউ, ফি

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি

(৪১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ রায়পেট্টা মাদ্রাজ।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বা-গিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীপাদ নন্দানন্দ ভক্তিবিলাস।

(৪২) বোম্বে-গৌড়ীয়-মঠ কার্য্যালয়

মোতির রোড, চোটানি বিল্ডিং, বাংলো নং ১, বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত মজুমদার।

(৪৩) অমরসি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমরসি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীমহেন্দ্র দাস অধিকারী

(৪৪) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্চকা, কামরূপ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী

(৪৫) পাটনা গৌড়ীয় মঠ

১০০ মিঠাপুরা, পাটনা।

রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী রাসভদ্র

(৪৬) গয়া গৌড়ীয় মঠ

ভিস গাড়ী, চার্চ রোড, গয়া

রক্ষক—উপদেশক শ্রীমদ্দেবের বাসুদেব

(৪৭) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠ বালেশ্বর

রক্ষক—শ্রীবিমানবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয়

৩ গ্লাডষ্টোন হাউস, রুসওয়াল গার্ডেন্স,এল-চার্চ ৭, লণ্ডন

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় 'বন'

(৪৯) বার্লিন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

Berlin W. 30

Eisenacher strasse 29 I,

(৫০) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

৩৪০ নং ডালহাউসী ষ্ট্রীট রেঙ্গুন।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে শেষখণ্ড ৸৵
২। অনুভাষ্য সহিত শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। অনুভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। [illegible] ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ।০ ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০; ৪র্থ খণ্ড ৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—১৲; ২য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব—১৲
৮। সৎক্রিয়াসার—দীপিকা ও সংস্কার-দীপিকা ১।০
৯। জৈবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। [illegible] (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরুদ্ধ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ।০
১৮। [illegible] ।০
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৸৵০
২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৸৵০
২২। ভজন-রহস্য
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও
শ্রীনবদ্বীপশতকম্ ও (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
২৬। গীতার কেবল মূল-ভাষা ।০
২৭। [illegible] ২৲
২৮। বেদান্তসূত্রের সারার্থ ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸
৩০। দীপ-নির্ণয় ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা /১০
৩৬। নবদ্বীপের মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। সুগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি /০
৪১। গীতাবলী /০
৪২। চিত্রে নবদ্বীপ ১।০
৪৩। [illegible] /০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /০
৪৫। নবদ্বীপশতকং /০
৪৬। অর্থপঞ্চক /০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ /০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (৩য় সংস্করণ) /১০
৪৯। [illegible] ।১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বসূত্রাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? /০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণবিজয় ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৬০। [illegible] /০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যলীলামৃত সারঃ ।০
৬১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিদ্বিজয়ঃ ।০
৬২। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৬৩। [illegible] ।০
৬৪। [illegible] ।৵০
৬৫। গৌড়ীয়মঠ পঞ্চাঙ্গঃ /০
৬৬। [illegible] ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৭। রায় রামানন্দ ।০
৬৮। এ কিউ ওয়ার্ডস অন্ বেদান্ত ।০
৬৯। নামভজন ।০
৭০। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজি অ্যাণ্ড অন্টলজি ।০
৭১। [illegible] ।৵০
৭২। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।০
৭৩। বৈষ্ণবীজম ।০
৭৪। [illegible] গৌড়ীয়মঠ ইন্ ব্রিফ /০
৭৫। দি ভাগবত ।০
৭৬। [illegible] প্রিন্সিপল্‌স অ্যাণ্ড [illegible] ।০
৭৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২।০
৭৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৭৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮০। সাধন-পথ ।০
৮১। কল্যাণ-কল্পতরু /১০
৮২। গীতাবলী /০
৮৩। শরণাগতি /০

আসামিয়া ভাষায় প্রকাশিত

৮৪। শরণাগতি /০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। [illegible] কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অবস্থায় [illegible] হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ।৵০ আনা, বড় বোতল ১৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।
অথবা
পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত [illegible] ব্যবসায়ী জে, বি, দত্ত
অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং
[illegible]—১নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার
কলিকাতা

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্ব যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে প্যাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৩ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে কথাসার ও শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও
[illegible] ব্রহ্মচারী [illegible] এম, এ, এম, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

(ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্স কলেজের ইতিহাসের প্রধান ও প্রবীণ অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম-এ, মহোদয়ের গ্রেষণাপূর্ণ গবেষণা এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ লেখনীর অদ্ভুত আবাহন দ্বারা একাধারে দর্শন এবং তত্ত্ব ও মহাপ্রভুর জীবনচরিত-গ্রন্থ প্রথম খণ্ড এই বিরাট্, প্রাচীন ও আধুনিক বহু মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দার্শনিক প্রসঙ্গ সমূহের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত, সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা প্রথম খণ্ড ৩৩ অধ্যায়ে, প্রায় ৯০০ পৃষ্ঠায় হইয়া ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের প্রদত্ত মুখবন্ধ (Foreward), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে নির্দ্দিষ্ট শব্দসূচী সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—সারস্বত গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জেলা—নদীয়া।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। প্রতি বর্ষ ৪। টাকা ভিক্ষায় কলিকাতা বাগবাজারের গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীগৌরমঠ হইতে প্রকাশিত. ভিক্ষা সডাক ১।০

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ চিদানন্দ বেদান্তীর্থ বি-এস্. বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১।০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল শ্লোক অন্বয় এবং তাহার বর্ত্তমান যুগ শুদ্ধভক্তিপ্রবর্ত্তক মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। আর্ট পেপারে ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০১৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোক সূচী, পদ্যসূচী, গ্রন্থসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়-সূচী, স্থানসূচী প্রভৃতি বিবৃত সূচী-পত্র। সমগ্র শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট্ সংস্করণ জগতের কোথায়ও আর প্রকাশিত হয় নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক-মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে ; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের অসাধারণ সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার ট্রেনের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৮—৩৬,	১০—৩১,	১৩—২২	১৫—০৮,	১৯—০৫
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৮—২৫,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৩,	২০—০৫
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৯—০০,	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—১২

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার ট্রেনের সময়

শনিবার অত্যাতদিন

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১২-১০	১২-৩৪	১৫-৩৪	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫০	৯-৩০	১২-১৬	১২-৪২	১৫-৪০	১৮-৫৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২০	১০-৩	১২-৫১	১৩-১২	১৬-১২	১৯-১১

সচিত্র

নবদ্বীপ পঞ্জিকা

ভিক্ষা—মাত্র ৶০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ

পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈনিক

R.N. GC 1544

নদীয়াপ্রকাশ
THE
NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচার-নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১০ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২৪শে জ্যৈষ্ঠ, শুক্রবার ১৩৪২, ৭ই জুন ১৯৩৫ [৮৩শ সংখ্যা

ঐতরেয়োপনিষদ্
বড় অক্ষরে মূল ও
অনুবাদসহ প্রকাশিত
হইয়াছে। কাগজ ও
ছাপা অতি উত্তম।
ভিক্ষা ।০ মাত্র
শ্রীচৈতন্যমঠ,
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

"গৌড়ীয়"
৭ম বর্ষ হইতে
১১শ বর্ষ পর্যন্ত
প্রতি বর্ষ কাপড়ে
বাঁধাই
ভিক্ষা ৩৷০ মাত্র।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ
বাগবাজার, কলিকাতা।

বিবিধ সংবাদ

সরকারী টাকা তহবিলে দণ্ড

কেন্দুয়া থানার এলাকাধীন পাঁচকুড়া যুনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট বাবু হীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর রিপোর্ট অনুযায়ী উক্ত যুনিয়ন বোর্ডের টাকা আদায়কারী ঠাকুর ভক্তার বিরুদ্ধে সরকারী টাকা তহবিলের এক মামলা উপস্থিত করা হয় এবং মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট ১৯৩৪ সালের আগষ্ট মাসে আসামীর বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৪০৯ ধারা অনুযায়ী অভিযোগ লিপিবদ্ধ করেন। মিঃ আর, কে, মিত্র আই, সি, এস-এর নিকট বহু দিন ধরিয়া মামলার বিচার হইবার পর তিনি মামলার রায় প্রদান করিয়াছেন। ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া তাহার প্রতি এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড এবং ১ শত ২৫ টাকা জরিমানার হুকুম প্রদান করিয়াছেন। সেই সঙ্গে ম্যাজিষ্ট্রেট এইরূপ হুকুমও প্রদান করিয়াছেন যে, জরিমানার টাকা আদায় না হইলে আসামীকে আরও তিন মাস কাল সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে। জরিমানার টাকা আদায় হইলে তন্মধ্য হইতে ক্ষতিপূরণ বাবদ পাঁচকুড়া যুনিয়ন বোর্ড ১শত ১৮ টাকা ৯ আনা প্রাপ্ত হইবে।

পৈশাচিক হত্যাকাণ্ড

ঢাকার এক সংবাদে প্রকাশ, হাসাইল ম্যালিগঞ্জে একটি পৈশাচিক হত্যাকাণ্ড হইয়াছে। স্থানীয় এক মুসলমান গৃহস্থের দুইটি শিশু—বড় একটির তিন বৎসর, অপরটির ২ বৎসর, বাড়ীর বাহিরে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছিল। কিছুক্ষণ পরে তাহাদিগকে কোথায় দেখিতে না পাওয়ায় খোঁজ করিয়া পরে নিকটবর্তী এক পুকুরের ধারে মৃতাবস্থায় পাওয়া যায়। পুকুরের ধারের জলের মধ্যে তাহাদের মাথা প্রোথিত ছিল। কি ভাবে এইরূপ মৃত্যু হইয়াছে সেজন্য বিশেষ অনুসন্ধান চলিতেছে।

—

হর্ষে বিষাদ

লক্ষ্ণৌর এক সংবাদে প্রকাশ, এক বরযাত্রী দল বরকন্যা সহ কানপুরে ফিরিতেছিল। তাহারা রাত্রিতে সুলতানপুর ষ্টেশনে লক্ষ্ণৌর গাড়ীর জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। সেই সময়ে বরের বিষরাম সিং নামে একজন আত্মীয়কে সাপে দংশন করে। সে যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া যখন চীৎকার করিতে আরম্ভ করে তখন তাড়াতাড়ি তাহার চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না। তারপর তাহাকে পরের ট্রেণেই লক্ষ্ণৌতে আনা হয়। সেখানে পৌঁছিবার অব্যবহিত পরেই তাহার মৃত্যু হয়। অতঃপর তাহার মৃতদেহ তাহার স্বগ্রামে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। আর বর যাত্রীগণ শোক করিতে করিতে পরের গাড়ীতে যথা স্থানে পৌঁছে।

পাটনায় ১০ পাউণ্ড সন্তান প্রসব

গত ৩১শে মে পাটনা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে একজন ভারতীয় মহিলা একটি সন্তান প্রসব করিয়াছেন। সন্তানটির ওজন ১০ পাউণ্ড। সাধারণতঃ ভারতীয় মহিলারা সাড়ে পাঁচ পাউণ্ড ও য়ুরোপীয়ান মহিলারা ৭ পাউণ্ডের বেশী ওজনের সন্তান প্রসব করেন না, তাই উক্ত সন্তানটির কিছু বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে।

—

অস্বাভাবিক উল্কা

ঢাকার এক সংবাদে প্রকাশ, কয়েক দিন পূর্ব্বে রাত্রি প্রায় ১০টার সময় আকাশে এক আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখা গিয়াছিল। হঠাৎ অস্বাভাবিক রকম উজ্জ্বল একটা বড় উল্কা আকাশে আবির্ভূত হয়। এই উল্কার আলোকে সমগ্র নগরকন্দা'র গ্রামখানি আলোকিত হইয়া উঠে। উল্কাটি পূর্ব্বদিকে অদৃশ্য হইয়া যায়।

ভীষণ ট্রেণ সংঘর্ষ

গত বৃহস্পতিবার আর, কে, রেল লাইনের তালাগঞ্জ ষ্টেশনে ৪৫ নম্বর আপ যাত্রীগাড়ীর সহিত একখানি মালগাড়ীর এক সংঘর্ষ হয়। ফলে কয়েকজন যাত্রী সামান্যভাবে আহত হইয়াছে। মালগাড়ী একখানি ষ্টেশনেই দাঁড় হইয়াছিল। সেই লাইনে ভুলে ট্রেণখানি উঠায় এই দুর্ঘটনা ঘটে বলিয়া প্রকাশ। কিন্তু দুর্ঘটনার জন্য ট্রেণ চলাচল বন্ধ হয় নাই। প্রকাশ, আপ ট্রেণখানি সীতাপুর হইতে আসিতেছিল।

আন্তর্জ্জাতিক শ্রমিক সম্মেলন

গত ৪ঠা জুন জেনেভায় আন্তর্জ্জাতিক শ্রমিক সম্মেলনের ঊনবিংশ অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছে। বর্ত্তমানে শিল্প ও ব্যবসায়ের যেরূপ অসাধারণ অবস্থা দাঁড়াইয়াছে তজ্জন্য আলোচনা হইলে, ঐ অধিবেশন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হইবে। ১৯৩৪ অব্দ আর্থিক সঙ্কটের শেষ বৎসর গিয়াছে। ঐ বৎসর অধিকাংশ দেশে উগ্র জাতীয়তাবাদের অভ্যুত্থান ঘটিয়াছে। ১৯৩৩ অব্দ অপেক্ষা ১৯৩৪ অব্দে অধিকতর উন্নতি দেখা গেলেও ব্যাপকভাবে আর্থিক সঙ্কট দূর হইবার লক্ষণ সূচিত হয় নাই। লোকের মনে এই ধারণা অধিকতর বদ্ধমূল হইয়াছে যে, জাতীয় চেষ্টা শেষ সীমায় পৌঁছিয়াছে, এখন অধিকতর উন্নতির জন্য আন্তর্জ্জাতিক চেষ্টা আবশ্যক। এজন্য বর্ত্তমান অধিবেশনের অধিকতর সার্থকতা রহিয়াছে।

কার্য্যসূচী

(১) কলের সংসর্গে অধিকার রক্ষা এবং যে সকল শ্রমিক একদেশ হইতে অপর দেশে যাইয়া বাস করিতে চাহে তাহাদের অনুকূলে পেন্সন, বার্দ্ধক্যের বীমা এবং ... অনাথ বালক বালিকাদের ... অধিকার।

(২) খনির নিম্নদেশে স্ত্রীলোকদের নিয়োগ।

(৩) যুবক যুবতীদের কর্ম্মে সংযোগ।

(৪) উপনিবেশসমূহে এবং ... অবস্থাপন্ন অঞ্চলে শ্রমিকদের নিয়োগ।

(৫) বেতনসহ ছুটি।

(৬) নিম্নলিখিত বিষয়ের সম্পর্কে কার্য্য কাল হ্রাস:—

(ক) সরকারী কার্য্য অথবা সরকারী সাহায্য প্রাপ্ত কার্য্য।

(খ) লৌহ ও ইস্পাত (গ) নির্ম্মাণ ও ... কার্য্য (ঘ) কাচের বোতল প্রস্তুত এবং (ঙ) কয়লার খনি।

(৭) ১৯৩১ অব্দে কয়লার খনি সম্পর্কীয় কার্য্যকাল সম্বন্ধে যে নিয়ম হইয়াছিল, তাহার আংশিক সংশোধন।

— —

ভারতীয় প্রতিনিধিগণ

সরকারী প্রতিনিধি—স্যার ... সার ফোরোজ খাঁ নুন ... এবং মিঃ ... ভারতীয় বণিক সভার পক্ষ হইতে ... ..., (বোম্বাই), ভারতীয় ... সম্মেলনের শ্রীযুত কে ... প্রতিনিধি—শ্রীযুত ... ... মুর্শিদাবাদ, ... কোম্পানী ... কারখানা।

সম্রাটের জন্মদিন উপলক্ষে উপাধি বিতরণ

(২)

নাইট-গ্রেনেমা

সিন্ধু, পাঞ্জাব ও বেলুচিস্থানের পাদ্রীদের প্রাইভেট ডাঃ এক, এন চাদা।

মহামহোপাধ্যায়

কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের পাণিনি ব্যাকরণের লেকচারার পণ্ডিত সকল নারায়ণ শর্মা।

এম বি আই

আসামের চাবুগিরিত সেন্টলিউক হাসপাতালের লেডি ডাক্তার মিস টমসন, বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টের কৃষি বিভাগের এসিষ্টাণ্ট সেক্রেটারী মিঃ ডি এন ভট্টাচার্য্য, বহরম মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান মিঃ এ কে চট্টোপাধ্যায়, বাঙ্গলার আবগারী কমিশনারের পার্সোনাল এসিষ্টাণ্ট শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দে, চিত্তরঞ্জনের মার্চেণ্ট শ্রীযুক্ত সুরঞ্জন কোনার, বাঙ্গলার ডেপুটী পুলীশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ কি এ সি চট্টোপাধ্যায়।

কাইজারী হিন্দ পদক (১ম শ্রেণী)

বোম্বাই হাইকোর্টের বিচারপতি ব্রুমফিল্ডের পত্নী মিসেস এক ব্রুমফিল্ড, বঙ্গের মন্ত্রী স্যার বি পি সিংহরায়ের পত্নী শ্রীমতী কমলা, শিলংএর পাইন মাউণ্ট স্কুলের প্রধানা শিক্ষয়িত্রী মিসেস এল ডে টারবেল, মুর্শিদাবাদের চুঁচুড়া জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এম জীঞ্জ পত্নী।

কাইজারী হিন্দ পদক (৩য় শ্রেণী)

কলিকাতার চার্চ মিশনারী সোসাইটির রেভাঃ পি এন সেন গুপ্ত।

খাঁ বাহাদুর

ঢাকার মৌলবী মিয়া আলী খাঁ, বরিশালের উকীল হাসেম আলী খাঁ, দার্জিলিংএর সিনেমার স্বত্বাধিকারী মিঃ মিলা এক এডাম, কলিকাতার কোম্পানী মার্চেণ্ট সেখ মহম্মদ জান, ষ্টেটের খাঁ সাহেব মহম্মদ ঘনশ্যাম খুঁড়।

রায় বাহাদুর

কলিকাতার শ্রীযুক্ত ভূপতি নাথ দেব, শ্যামবাজারের শ্রীযুক্ত অম্বিকা নাথ পাল-চৌধুরী, বাঙ্গলার অবসর প্রাপ্ত সেসন জজ শ্রীযুক্ত প্রাণনাথ বসু, বাঙ্গলার সি-আই-ডি পুলিশের ডেপুটী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট রায় সাহেব প্রফুল্ল কুমার বিশ্বাস তমলুকের অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট রায় সাহেব শশধর দাস এবং পবনার এডিশনাল ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রকুমার সেন, ফরিদপুরের উকীল এবং কেন্দ্রী-ব্যবস্থাপক সভার সদস্য রায় সাহেব অক্ষয়কুমার সেন, মেদিনীপুরের ডেপুটী পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট রায় সাহেব যামিনীমোহন দত্ত, বাঙ্গলার সি-আই-ডি পুলিশের ডেপুটী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট রায় হরিভূষণ গুপ্ত, কলিকাতা এসিষ্টাণ্ট পুলিশ কমিশনার রায় সাহেব মদনমোহন চক্রবর্ত্তী, কলিকাতার উত্তর অঞ্চলের এসিষ্টাণ্ট পুলিশ কমিশনার রায় সাহেব সুকুমার বাড়ুয্যে, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য এবং হাইকোর্টের এডভোকেট রায় সাহেব শরৎচন্দ্র বল, নোয়াখালীর সরকারী উকীল বাবু গুণধর দত্ত, আসাম ব্যবস্থাপক সভার সদস্য শ্রীযুক্ত বৃন্দাবন চন্দ্র গোস্বামী, 'আসাম নগাঁও' এর সিভিল সার্জ্জন শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র মোহন সিকদার, গৌহাটীর অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট রায় সাহেব গোলাপ চন্দ্র বড়ুয়া প্রভৃতি।

রায় সাহেব

বর্দ্ধমান ডিষ্ট্রিক্টের ইউনিয়ন বোর্ডের সভাপতি শ্রীযুত গোপালদাস দত্ত, বাঙ্গলার হাইকোর্টের এডভোকেট শ্রীযুত মোহিনী বসু সাব ডেপুটী শ্রীযুত কণীভূষণ মিত্র, হাওড়া জেলা বোর্ডের সভ্য ও চেয়ারম্যান শ্রীযুত চারুচন্দ্র পাল, নোয়াখালী জজকোর্টের উকিল শ্রীযুত নগেন্দ্রকুমার গুহ, জলপাই গুড়ির ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনীয়ার শ্রীযুত কালীচরণ গুহ, বিরামপুর ইউনিয়ন বোর্ডের সভাপতি শ্রীযুত জগদীশ্বর সাহা, পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেণ্টের শ্রীযুত শশিভূষণ ভট্টাচার্য্য, আলিপুরের পুলিশ ইনস্পেক্টর শ্রীযুত কালি চরণ মুখোপাধ্যায়, বাঙ্গলার গোয়েন্দা বিভাগের শ্রীযুত অক্ষয়কুমার দত্ত, কাপড় ও গ্রাম পুলিশ বিভাগের শ্রীযুত মণিলাল বসু ও শ্রীযুত মধুসূদন মিত্র, ময়মনসিংহের কোর্ট ইনস্পেক্টর শ্রীযুত ক্ষিতিনাথ ঘোষ, মধ্যপ্রদেশের অস্থায়ী ডেপুটী পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত মুরারীলাল অধিকারী। বন বিভাগের শ্রীযুত উমেশচন্দ্র সরকার, বিহার ও উড়িষ্যার সরকারী মুদ্রণাগারের পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেণ্টের রেজিষ্ট্রার শ্রীযুত রাধাকান্ত দত্ত, বিহার ও উড়িষ্যার শিক্ষা বিভাগের শ্রীযুত নরেশচন্দ্র রায়, কটক রেভেন্স কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুত নিশ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, গয়া খাস হাসপাতালের সরকারী সার্জ্জন শ্রীযুত শৈলেন্দ্র চন্দ্র সেন, বিহার উড়িষ্যার পুলিশ বিভাগের শ্রীযুত শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীরামপুর উকিল শ্রীযুত গুরুচরণ চন্দ্র সেন, শিলংএর অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত বৃন্দাবন দে বাঙ্গলার একাউণ্টেণ্ট জেনারেল আফিসের শ্রীযুত নিত্যবিহারী ভট্টাচার্য্য কলিকাতা কাষ্টম হাউসের রাসায়নিক পরীক্ষক শ্রীযুত ইন্দুনাথ ভট্টাচার্য্য, ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের সহকারী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত অনিলকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের হেড ক্লার্ক শ্রীযুত রঞ্জন ঘোষ এবং আরও কয়েক জনকে উপযুক্ত উপাধি প্রদান করা হইয়াছে

পলাতককে সাহায্য করার অভিযোগে দণ্ড

চট্টগ্রাম হইতে প্রকাশ, প্রকৃতি বড়ুয়া ও উপেন্দ্র দাস বর্মীর বিরুদ্ধে যখন আইন অনুসারে যে মামলার অভিযুক্ত হইয়াছিল, সদর মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট এস. এন, রায় সেই মামলার রায় প্রদান করিয়াছেন এবং তাহাদিগকে ছয় মাস করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

পাঠক বর্গের স্মরণ থাকিতে পারে যে, পলাতক আসামী বীরেন্দ্র চৌধুরীর সহিত উক্ত আসামীদিগকে একটা ফেরী ঘাটের নিকট গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল। উক্ত পলাতক আসামী বীরেন্দ্র চৌধুরীকে সাহায্য করার অভিযোগে উক্ত আসামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ পত্র দাখিল করা হইয়াছিল। ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীদিগকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া তাহাদিগকে উপরোক্তরূপ দণ্ড প্রদান করিয়াছেন।

স্বাস্থ্যের খতিয়ান

গত ২৭শে মে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহে বাঙ্গলায় সংক্রামক ব্যাধি সমূহের খতিয়ান নিম্নে প্রদত্ত হইল।

আলোচ্য সপ্তাহে কলেরায় মোট আক্রমণ ১২৪০ ও মৃত্যু ৬৪৯ ; গত সপ্তাহে আক্রমণ ১৪৪০ ও মৃত্যু ৭৮০, গত বৎসরের আলোচ্য সপ্তাহে আক্রমণ ১২০১ ও মৃত্যু ৫৯৩ · এই সপ্তাহে বসন্তে আক্রমণ ৫৭১ ও মৃত্যু ১৭৫, গত সপ্তাহে আক্রমণ ৫৮৯ ও মৃত্যু ২১০। গত বৎসরের আলোচ্য সপ্তাহে আক্রমণ ৫৭৮ ও মৃত্যু ১৫৪। এই সপ্তাহে ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রমণ ৭০ মৃত্যু ৩ ; গত সপ্তাহে আক্রমণ ১০১ ও মৃত্যু ৪ ; গত বৎসরে আলোচ্য সপ্তাহে আক্রমণ ২১ ও মৃত্যু ৯। এই সপ্তাহে মেনিনজাইটিসে আক্রমণ ১৬ ও মৃত্যু ১০ ; গত সপ্তাহে আক্রমণ ২৩ ও মৃত্যু ১৭ ; গত বৎসরের এই সপ্তাহে আক্রমণ ১৫ ও মৃত্যু ১৪।

জিলাসমূহের মৃত্যু সংখ্যা

কলেরা :—নদীয়া ১৭, বর্দ্ধমান ৫৯, বীরভূম ৭, বাঁকুড়া ২১, মেদিনীপুর ১১, হুগলী ৩৩, হাওড়া ৪২ চব্বিশ পরগণা ৮৩, কলিকাতা ৭৪, মুর্শিদাবাদ ১৯, যশোহর ১২, খুলনা ১৫, রাজসাহী ১, দিনাজপুর ৯, বগুড়া ১, পাবনা ৮, মালদহ ৫ ঢাকা ৪, ময়মনসিংহ ৫০, ফরিদপুর ৪, বাখরগঞ্জ ৩৭, চট্টগ্রাম ৮৫, পার্ব্বত্যচট্টগ্রাম ১, ত্রিপুরা ৪২ ও নোয়াখালী ২৭।

বসন্ত :—নদীয়া ৭, বর্দ্ধমান ৭০ বীরভূম ৭, বাঁকুড়া ১, মেদিনীপুর ১৭, হুগলী ৩, হাওড়া ১০, চব্বিশ পরগণা ২০, কলিকাতা ২৫, মুর্শিদাবাদ ১০, খুলনা ১, রাজসাহী ৯, দিনাজপুর ১৪, জলপাইগুড়ি ৫, রংপুর, ২ বগুড়া ২, পাবনা ১, মালদহ ৫, কুচবিহার ১৪, ঢাকা ৫ ময়মনসিংহ ২, ফরিদপুর ১, বাখরগঞ্জ ৪, ত্রিপুরা ৪ ও নোয়াখালী ৬।

ইনফ্লুয়েঞ্জা :- কলিকাতা ৩ ; অন্য কোন স্থান হইতে কাহারও মৃত্যু সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

মেনিনজাইটিস :—কলিকাতা ১২।

কলিকাতার বাজার দর

চাউলের দর

	প্রতি মণ
দাদখানি	৬৷০
বালাম চাল	৫৸৵০
কাটারীভোগ	৫৸৵০-৫৷৵০
বাঁকতুলসী	৪৸৵০
নাগরা	৩৸৵০
ঐ পুরাতন	৬৷০
পাটনাই উৎকৃষ্ট	৪৲
এক্সপ্রেস কোম্পানি	৩৸৵০
সিদ্ধ রেঙ্গুণ	২৸৵০

চিনির দর

সাদা আড়া রেডি	৯৷০-৯৸৵০
দেশী সাদা দানা	৮৸৵০-৯৷০
„ লাল „	৮৷৵০ ৮৵০
আতপ –	
নূতন আতপ	৩৸৵০ ৩৸৵০
পেশোয়ারী	৮৷০ ৮৷০
বাঁকতুলসী আতপ	৪৸৵০-৪৸৵০
ঐ মাঝারি	৪৷০-৬৷০
পাটনাই আতপ	৪৷০-৪৸৵০
কাটারীভোগ	৫৸০
ঐ রেঙ্গুণ	২৸০

ঘৃতের দর

বাঘনীতা প্রতি মণ	৫২৲
লক্ষ্মী গাওয়া	৭৭৲
রাজা গাওয়া	৪৫৷০
টেকা পুরো	৪৬৷০

আটা ও ময়দার দর

পেটেণ্ট ময়দা প্রতি মণ	৫।৵০ ৫।
গৃহস্থালীর ব্যবহারোপযোগী	৪৸০-৪৸৵
আটা (বি)	৪৸৵০-৫৲
সুজী	৫৵০-৫৷০
আটা (এস)	৪৷৵০ ৬৷০
„ (২)	৪৵০ ৪৷৵০
„ (কে)	৪৷০-৮৷৵০
„ (৩)	৩৸৵০-৩৸০

লৌহ ও হার্ডওয়ার

	প্রতি হন্দর
টাটার তৈয়ারী	
লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম মার্ক	৫৷০-৬৲
ঐ বে-মার্কা হালকা ওজন	৫৵০-৫৷৵০
বরগা (টী-আয়রণ)	৬৷৵০-৬৸০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৬৲-৬৷০

সন্তোষকুমার মল্লিক এণ্ড সন্স লিঃ

জগন্নাথঘাট, বড়বাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১০ম বর্ষ } ২০ ত্রিবিক্রম গৌরাব্দ ৪৪৯, ২৫শে জ্যৈষ্ঠ বঙ্গাব্দ ১৩৪২, ৭ই জুন ইং ১৯৩৫ শুক্রবার ৮৫শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

শ্রীধাম দর্শনে

বহরমপুরের সবজজ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র চন্দ্র সেন এম্-এ, বি-এল; কাশিমবাজার রাজ এষ্টেটের সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র-কিশোর মুখার্জী এম্-এ, বি-এল; উকীল শ্রীযুক্ত অবনীকান্ত সান্যাল এম্-এ, বি-এল প্রমুখ ১৫।১৬ জন ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা গত ২রা জুন সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার সময় শ্রীধাম-মায়াপুর-দর্শনে আসিয়াছিলেন। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন এম্-এ, বি-এল ও শ্রীযুক্ত বিনয়কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয়দ্বয় তাঁহাদিগকে সাদর অভ্যর্থনা করিয়া শ্রীধামের দেবালয় সমূহ প্রদর্শন এবং প্রত্যেক স্থানের তথ্য ও মাহাত্ম্যাদি বর্ণন করেন। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের শিক্ষা সম্বন্ধেও তাঁহারা কিছুকাল কীর্তন করিয়াছেন। সন্ধ্যারাত্রিকের পর উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী কাব্য-পুরাণতীর্থ মহোদয় শ্রীচৈতন্যমঠের আবিষ্কার-হরণ নাট্যমন্দিরে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। পাঠের আদিতে ও অন্তে মহাজন-পদাবলী কীর্তন হইয়াছিল। উক্ত ভদ্রমহোদয়গণ শ্রীযোগপীঠ, শ্রীবাস অঙ্গন, শ্রীঅদ্বৈত ভবন, মুরারি গুপ্তের পাট, শ্রীচৈতন্যমঠ প্রভৃতি দর্শন, পাঠ-কীর্তনাদি শ্রবণ এবং মহাপ্রসাদ সম্মান করিয়া পরমানন্দিত-চিত্তে রাত্রি ১০-৩০ মিনিটের সময় প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন।

তৎপর দিবস কৃষ্ণনগরের সার্টিফিকেট অফিসার শ্রীযুক্ত রামাচরণ মল্লিক মহাশয় সপরিবারে শ্রীধামদর্শনে আগমন করিয়াছিলেন।

শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ গত ২৭শে মে কলিকাতা গৌড়ীয়-মঠ হইতে রওনা হইয়া কুচবিহারস্থ দেওয়ান-গঞ্জে উপস্থিত হন। তথায় ছইটী সভায় স্বামীজী বিবিধ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন। তার গত ১লা জুন অপরাহ্ণে জলপাইগুড়ি জেলার ফালাকাটা উপস্থিত হন। তথায়ও তিনি 'পরমার্থ' সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন। তৎপর দিবস অপরাহ্ণে স্বামীজীর রংপুর জেলার অন্তর্গত নীলফামারীতে যাত্রা করিবার কথা।

রেডিওযোগে প্রচার

পাঠকগণ অবগত আছেন, আগামী ৯ই জুন রবিবার অপরাহ্ণ ৮ ঘটিকা হইতে ৯ ঘটিকা পর্যন্ত গৌড়ীয়-সম্পাদকের "শ্রীচৈতন্যের বাণী" সম্বন্ধে বক্তৃতা ও গৌড়ীয়মঠের সঙ্কীর্তন রেডিওযোগে Broad-cast (প্রচার) হইবে। পণ্ডিত শ্রীপাদ হরিপদ বিদ্যারত্ন এম্-এ বি-এল মহাশয়ের ও মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার মহোদয়ের সুললিত পদাবলী কীর্তন অপরাহ্ণ ৮-২০ মিনিট হইতে ৯ ঘটিকা পর্যন্ত হইবে।

শ্রীপাদ সাগর মহারাজ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ কয়েকদিন কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়-মঠে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া গত ৩রা জুন হাওড়া জেলায় প্রচারে বহির্গত হইয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে কয়েক জন ব্রহ্মচারীও গিয়াছেন।

গৌড়ীয়মঠে প্রচার

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রত্যহ প্রাতে শ্রীচৈতন্যভাগবত এবং সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা হইতেছে। মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার গত ২রা জুন রবিবার দ্বিপ্রহরে দুইঘণ্টাকাল সমাগত ভক্তগণের নিকট হরিকথা কীর্তন করিয়াছেন।

মধ্যপ্রদেশে

গত ২৫শে মে রবিবার ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ সাগরের এসিষ্টাণ্ট কমিশনার মিঃ এস স্বামী, অবসরপ্রাপ্ত জজ আর, এন, ত্রিবেদী ও উকীল শ্রীযুক্ত জি এল শ্রীবাস্তব মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ পূর্বক শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত শ্রীবাস্তব মহাশয় স্বামীজীর নিকট মহাপ্রভুর ঈশ্বরত্ব সম্বন্ধে প্রমাণ জানিতে চাহিলে স্বামীজী শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং" মহাভারতোক্ত "সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো" শ্লোকদ্বয় ব্যাখ্যা করিয়া তিনি বলেন যে, এতদ্ব্যতীত আরও অনেক শাস্ত্রীয় প্রমাণ আছে, যদ্দ্বারা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ ভগবত্তা সম্বন্ধে প্রমাণ পাওয়া যায়। শ্রীবাস্তবজী মহাপ্রভুর কথা এবং গৌড়ীয়মঠের প্রচার বিষয় শ্রবণপূর্বক বিশেষ প্রীত হইয়া স্বামীজীর নিকট পুনশ্চ "শ্রীমদ্ভাগবতের সার কি, শ্রীমতী রাধার নাম ভাগবতে উল্লেখ না থাকার কারণ, কলিকালের তারকব্রহ্ম নাম কি, তারকব্রহ্ম মহামন্ত্রে রাধারাণীর নাম আছে কি না, জপ ও কীর্তনের মধ্যে প্রভেদ কি" প্রভৃতি প্রশ্ন করেন এবং স্বামীজীর নিকট তাহার সারযুক্তিপূর্ণ উত্তর পাইয়া বিশেষ আকৃষ্ট হইয়াছেন। স্বামীজী সাগর হইতে কাটনী অভিমুখে রওনা হইয়াছেন।

গত ২৮শে মে ১৪ই জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার স্বামীজী মহারাজ কাটনীতে ঢাকার শ্রীযুক্ত সি, এস, মজুমদারের গৃহে ভাগবত ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা ও শিক্ষা সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। ... শ্রীল ... পাদের আলেখ্য দেখাইয়া তাঁহার আবির্ভাব সম্বন্ধে কিছুক্ষণ কীর্তন করিয়া বিজ্ঞান সাহায্যে হরিকথা প্রচার ও প্রদর্শনী প্রভৃতির দ্বারা বহির্মুখ লোকপ্রবণ জনগণকে হরিকথায় আকৃষ্ট করিয়া অপূর্ব কৌশল প্রকাশক আচার্যদেবের পাদপদ্মের মাহাত্ম্য প্রচার করেন। তৎপরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্বে তৎকালীন নবদ্বীপের অবস্থা, জগতের বহির্মুখ প্রবৃত্তি দর্শনে অদ্বৈতপ্রভু প্রমুখ ভক্তবৃন্দের তুলসী-গঙ্গাজলসহকারে শ্রীভগবচ্চরণে বিজ্ঞপ্তি ও মহাপ্রভুর জন্মলীলা হইতে শ্রীরূপশিক্ষা পর্যন্ত বিষয়সমূহ পারমার্থিকভাবে বক্তৃতা করেন। স্বামীজী শীঘ্রই জব্বলপুরে রওনা হইবেন।

পাটনায়

পাটনা গৌড়ীয়মঠের রক্ষক শ্রীপাদ শিবানন্দ ব্রহ্মচারী রামভূষণ, ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় ৩০।৫।৩৫ তারিখে সন্থাল বিভাগের গভর্ণমেণ্ট কর্মচারী শ্রীযুক্ত বাবু বিনোদ কুমার নিয়োগী মহোদয়ের কোয়ার্টারের সম্মুখস্থ ময়দানে সন্ধ্যা ৭-৩০টা হইতে ২ঘণ্টাকাল শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। উক্ত সভায় ৫০ শিক্ষিত ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা এবং কলেজের ছাত্রবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। পাঠের আদি ও অন্তে বিশিষ্টকণ্ঠে মহাজন-পদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্তন হইয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২০ ত্রিবিক্রম বিধি গর্ভোদশায়ী ৪৪৯

বেষ ও ভজন

"আরাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্।
নারাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্।
অন্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্।
নান্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্॥"

—এই বাণী শ্রেষ্ঠ সদাচার। ইহাকে বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাই, অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম ও জ্ঞানের পিপাসা সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জন করিয়া শুদ্ধভাবে শ্রীকৃষ্ণের আনন্দবিধানার্থ যে-সকল চেষ্টা প্রদর্শিত হয় তাহাই ভক্ত সদাচার। [illegible] শ্রীল [illegible] গুরু জনগণের সংস্কার।

মহাজনগণ সদা [illegible] ভক্ত সদাচারসম্পন্ন; বাহ্যিক [illegible] সদাচার সম্বন্ধে উপদেশের বিষয় অনেক সময় নাও হইতে পারে, [illegible] তাঁহারা আচারপূর্ণ, এক প্রকার আচরণপূর্ণ ধারণা সমর্থনীয় নহে; পক্ষান্তরে [illegible] সর্ব্বদা আলোচন করিয়া থাকেন। তাঁহাদের সঙ্গ করিলে—তাঁহাদের বাণী শ্রবণের সৌভাগ্য হইলে যে সকল সিদ্ধান্ত পাওয়া যাইবে তাহাতেই তাঁহাদের অন্তর্নিহিত সদাচারের পরিচয় পাওয়া যাইবে।

"[illegible]।
উত্তম অধিকারী সেই তারয়ে সংসার॥"

সরল ও নিষ্কপট হইলে, যাঁহার সংসার হইতে ত্রাণ করিবার ক্ষমতা আছে তাঁহার বাহ্যাচার জানিতে বিশেষ প্রয়োজন হইবে না।

মধ্যম ও কনিষ্ঠ ভাগবতগণ বেষাশ্রয়ে সর্ব্বদাই নিয়ত তুলসী-মালিকাদি ধারণ, দ্বাদশাঙ্গে তিলকাদির অঙ্কন, যথাসময়ে যথাসংখ্যায় জপ ও প্রত্যহ শ্রীমূর্ত্তিসেবা, শ্রীধামবাস, শ্রীনামকীর্ত্তন, ভক্তিগ্রন্থ অধ্যয়ন প্রভৃতি সদাচারসমূহ পালন করিয়া থাকেন। উত্তম-ভাগবতাবস্থা লাভের পূর্ব্বে এই সকল বিধি অবশ্য পালনীয়। বৈধ-ভক্তির অধিকারী জনগণ যদি ঐ সকল পালনে পরাঙ্মুখ হইয়া উচ্চাধিকারীর ঢাক কাটিতে যান তাহা হইলে আলস্য, বিত্তশাঠ্য, দেহশাঠ্য প্রভৃতি দুর্দ্দৈব অধিকার করিয়া তাঁহাকে নিরয়গামী করিবে।

একটী কথা বিশেষভাবে স্মরণ রাখা দরকার যে, বাহ্যিক বেষ-ভূষায় 'ভক্ত' (?) সাজিলেও ভক্ত হইতে বাকী হওয়া খুব অস্বাভাবিক নহে। নিত্যযুক্ত ভগবৎপার্ষদের সঙ্গ করিবার সৌভাগ্য যাহাদের হয় নাই, তাহারা কর্ম্মকাণ্ডকেই ভক্তি বলিয়া ধারণা করে। অতএব বৈদিকতা কিছু ভক্তের নিদর্শন নহে। একটী উদাহরণে বিষয়টী সহজে হৃদয়ঙ্গম হইবে।

নবদ্বীপ মণ্ডলের গঙ্গার পশ্চিমে কুলিয়া গ্রাম। তাহার পশ্চিমে বিদ্যানগর। এই বিদ্যানগরে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের পিতা মহেশ্বর বিশারদের গৃহ। তাহারই সন্নিকটে দেবানন্দ পণ্ডিতের নিবাস ছিল। দেবানন্দ সুশান্ত, তপস্বী, জ্ঞানবান আজন্ম উদাসীন এবং ভাগবত-অধ্যাপনাকার্য্যে নিরত। এই সব দেখিয়া জনসাধারণ যে তাঁহাকে একজন বড়দরের সাধু ও ভাগবত বলিয়া জ্ঞান করিবেন, তাহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কিছুই নাই। কিন্তু অন্তরের উদ্দেশ্য অন্তর্যামীর নিকট লুক্কায়িত থাকে না। একদিন অন্তর্যামী শ্রীগৌরসুন্দর নগর-ভ্রমণ করিতে করিতে দেবানন্দের বাসস্থানের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার ভাগবত ব্যাখ্যা শুনিতে পাইলেন। ঐ ব্যাখ্যায় ভক্তিসিদ্ধান্তের লেশমাত্রও ছিল না, [illegible] বলে কে? শ্রোতৃবৃন্দ আর তাহাদের সিদ্ধান্তবিৎ আচার্য্যের সঙ্গ না হওয়ায় [illegible] অবশ্য বরং ঐ ভাগবত-শ্রবণের ফল লাভ করিয়াছিল। শুদ্ধভক্তি-শিক্ষা প্রদানের জন্যই যিনি জগতে প্রকট লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তিনি যে ঐ প্রকার শুদ্ধবিরোধ ব্যাখ্যা-শ্রবণে অতিমাত্রায় অসন্তুষ্ট ও ক্রুদ্ধ হইবেন তাহা স্বাভাবিক; তাই শ্রীগৌরসুন্দর দেবানন্দের ব্যাখ্যা শ্রবণ-মাত্রই বলিলেন,—

* * * "বেটা কি অর্থ বাখানে?
ভাগবত-অর্থ কোন জন্মেও না জানে॥
এ বেটার ভাগবতে কোন্ অধিকার?
গ্রন্থরূপে ভাগবত কৃষ্ণ অবতার॥
সবে পুরুষার্থ 'ভক্তি' ভাগবতে হয়।
'প্রেমরূপ ভাগবত' চারিবেদে কয়॥
চারিবেদ—'দধি', ভাগবত—'নবনীত'।
মথিলেন শুকে, খাইলেন পরীক্ষিত॥
মোর প্রিয় শুক সে জানেন ভাগবত।
ভাগবতে কহে মোর তত্ত্ব অভিমত॥
মুঞি, মোর দাস, আর গ্রন্থ-ভাগবতে।
যার ভেদ আছে, তার নাশ ভালমতে॥"

চৈঃ ভাঃ মঃ ২১।১৩-১৮

মহাপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দর দেবানন্দের তদানীন্তন অবস্থা বর্ণন করিয়া পূর্ব্বোদ্ধৃত যে-সকল উক্তি করিয়াছেন, তাহাতে শিক্ষণীয় সারকথা অনেক রহিয়াছে। এই অল্প কয়েকটী কথার মধ্যেই ভাগবত, ভক্তি, ভগবান্ ও ভক্তের তত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে। এই সকল তত্ত্ব দেবানন্দের অপরিজ্ঞাত ছিল, দেবানন্দ পূর্ব্বোক্ত বাহ্যিক-সদাচার-পরায়ণ হইলেও তাঁহার অন্তঃকরণে মুক্তিপিপাসা প্রবলমাত্রায় বিদ্যমান ছিল। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত প্রারম্ভেই "ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবঃ" শ্লোকে ধর্ম্মার্থকামমোক্ষরূপ আত্মপ্রীতিমূলক চতুর্ব্বর্গকে নিরাস করিয়া পঞ্চমপুরুষার্থ কৃষ্ণপ্রীতি বা কৃষ্ণপ্রেমার মাহাত্ম্য বর্ণন করিয়াছেন। কর্ম্মজ্ঞানমুখ কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডের যে-সকল মধুপুষ্পিত বাক্য অজ্ঞব্যক্তিগণের জন্য বর্ণিত হইয়াছে, সেই সকল পরিত্যাগ করিলে শুদ্ধভক্তির যে নির্ম্মল আলোক প্রকাশিত হয় তাহাই শ্রীমদ্ভাগবত। দধি মন্থন করিলে সার ভিন্ন ননী পাওয়া যায়। নিত্যমুক্তশিরোমণি শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বেদরূপ দধি মন্থন করিয়া ভাগবতরূপ নবনীত সংগ্রহ পূর্ব্বক মহারাজ পরীক্ষিৎকে ভক্ষণ করাইয়াছিলেন। মহারাজ পরীক্ষিতের প্রায়োপবেশন-সভায় কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ প্রভৃতি মার্গের বড় বড় পাণ্ডা উপস্থিত হন; শ্রীশুকদেব গোস্বামী তথায় উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে তাঁহারা মহারাজকে বহুবিধ উপদেশও প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীশুকদেবের শুদ্ধভক্তিবাণীর বন্যার নিকট তাঁহাদের বাগাড়ম্বর কথা নিষ্প্রভ হইয়া পড়িল। তাঁহারা সকলেই একবাক্যে শ্রীশুকদেবের বাণীর শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করিলেন।

শ্রীমদ্ভাগবত সাক্ষাৎ ভগবদবতার; শ্রীকৃষ্ণ লীলা-সঙ্গোপন করিয়া পুনরায় 'ভাগবত' রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বাদশ স্কন্ধ কৃষ্ণের দ্বাদশ অঙ্গ। প্রথম ও দ্বিতীয় স্কন্ধ হইল পদযুগল, তৃতীয় ও চতুর্থ স্কন্ধ ঊরুদ্বয়, পঞ্চম স্কন্ধ নাভিদেশ, ষষ্ঠ স্কন্ধ একটী বুক, সপ্তম অষ্টম স্কন্ধদ্বয় দুইটী বাহু, দশম স্কন্ধ প্রফুল্ল মুখকমল, একাদশ স্কন্ধ ললাটদেশ এবং দ্বাদশ স্কন্ধ মস্তক। কৃষ্ণপ্রীতির জন্য কৃষ্ণসেবাই জীবমাত্রের পুরুষার্থ; ইহাই শুদ্ধা ভক্তি। ভক্তগণ পাত্র ভক্ত-ভাগবতের আনুগত্য ব্যতীত এই সকল গ্রন্থের স্ফূর্ত্তি হয় না। গ্রন্থ-ভাগবত যে-প্রকার শ্রীকৃষ্ণের বাঙ্ময় অবতার, সেই প্রকার ভক্তভাগবত শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ-বিগ্রহ। ভক্ত-ভাগবতের শুদ্ধ হৃদয় বৃন্দাবনে সর্ব্বদাই শ্রীকৃষ্ণের বিহার হইয়া থাকে। সুতরাং কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্ত ও গ্রন্থভাগবতে ভেদবুদ্ধি করিতে হইবে না। সকলেই সমভাবে পূজ্য। এই বাক্যে মায়াবাদীর 'জীবই ব্রহ্ম' এই প্রকার আত্মবিনাশকারী চিন্তাস্রোতের স্থান নাই। এই বস্তুত্রয় অচিদ্বস্তু নহেন; সকলেই চিদ্বস্তু। উক্ত বাক্যে জড়ধারণার পার্থক্য নিরাস করা হইয়াছে।

পাঠক জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, দেবানন্দের অভক্তি প্রকাশ পাইল কি-প্রকারে? একদিন মহাভাগবত শ্রীবাস পণ্ডিত দেবানন্দের পাঠ শ্রবণ করিতে আসিয়াছিলেন। প্রেমময় ভাগবতের বাণী হৃদয়ে প্রবিষ্ট হওয়ায় পণ্ডিতের শরীরে মহাভাবের বন্যা প্রবাহিত হইল। অশ্রু, কম্প, অঙ্গমোটন প্রভৃতি শুদ্ধ-সাত্ত্বিক-ভাবদর্শনে দেবানন্দের ভক্তিহীন শ্রোতৃবৃন্দ মনে করিল, পণ্ডিত ইচ্ছা করিয়া তাহাদের পাঠ-শ্রবণে ব্যাঘাত জন্মাইতেছে। এই ধারণা লইয়া বিরক্তচিত্তে তাহারা শ্রীবাস পণ্ডিতকে টানিয়া একদিকে ফেলিয়া দিল! অথচ দেবানন্দ তাহাতে কিছুমাত্র আপত্তি করিলেন না; ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, ভক্ত-ভাগবতকে জানিবার কিছুমাত্র সামর্থ্য দেবানন্দের ছিল না; যদি তাঁহার (দেবানন্দের) কিছুমাত্র ভগবৎ-সেবোন্মুখতা থাকিত, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই অবোধ পড়ুয়াগণকে নিষেধ করিতেন। দেবানন্দ ও তাঁহার বিদ্যার্থিগণ যে ভোগবিরক্ত ও তর্কপন্থ মায়াবদ্ধ জীবমাত্র ছিলেন তাহা ঐ ঘটনা হইতে স্পষ্টরূপেই প্রতীয়মান হয়।

বৈষ্ণবে ৬৪টী গুণ আছে; তন্মধ্যে কৃষ্ণৈকশরণতাই শীর্ষস্থানীয় এবং কেবলরূপে অন্য [illegible] কৃষ্ণৈকশরণতা যাহাদের নাই, তাহারা ভাগবতের পাঠক সাজিলে জগতে উপকারের পরিবর্ত্তে অপকারই অধিক পরিমাণে হইয়া থাকে। কারণ শ্রীমদ্ভাগবত যাহা নিরাস করিয়াছেন, অভক্তগণ মনোধর্ম্মে চালিত হইয়া সেই অন্যাভিলাষ-কর্ম্ম-জ্ঞানপর ব্যাখ্যাই করিয়া থাকে মাত্র; অধিকন্তু যাহারা শ্রীমদ্ভাগবতকে ভোগ্য জ্ঞান করে, তাহাদের সেইরূপ দর্শন মায়াবদ্ধ জীবের উত্তরোত্তর কামবৃদ্ধি করায় মাত্র। এজন্য চৈতন্যভাগবত বলেন,—

"ভাগবত পড়াইয়া কারো বুদ্ধিনাশ।"

সুতরাং নির্ব্বিশেষ বোধিৎ-বোধে যে ভাগবত পাঠ তাহা হইতে বিরত থাকা একান্ত প্রয়োজনীয়।

মহাপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দর যে অন্তঃসারশূন্য দেবানন্দের বাহ্যিক আচারাদির কিছুমাত্র আদর করেন নাই, তাহা মহাপ্রভুর উক্তি হইতেই পর্য্যাপ্ত হইয়াছে। মহাপ্রভু ভক্তগণসমক্ষেই দেবানন্দের ঐ কার্য্যের প্রতিবাদ করিয়া নিরস্ত হন নাই, তিনি দেবানন্দকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ পূর্ব্বক তাঁহার ভ্রান্তি ও শক্তিশূন্য অবস্থার কথা বলিয়া শাসন করিয়াছিলেন। দেবানন্দ মহাপ্রভুর শাসন শিরে ধারণপূর্ব্বক শ্রীবাস পণ্ডিতের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া বৈষ্ণবাপরাধ হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন। যাঁহাকে মহাপ্রভু বাক্যদণ্ডদ্বারা কৃপা করিয়াছেন, তিনি ভাগ্যবান্, সন্দেহ নাই।

মহাপ্রভু একদিকে যেমন দেবানন্দের উদাহরণ দ্বারা অভক্তির উপদেশ করিয়াছেন, অপর দিকে আবার যে-সকল শিষ্য তিলকাদি না করিয়া পড়িতে আসিত তাহাদিগকে বিশেষভাবে লজ্জা দিয়া ঐ কার্য্যের জন্য ঘরে পাঠাইয়াছেন এবং

তথায় সদাচার পালনের আবশ্যকতা বিশেষরূপে শিক্ষা দিয়াছেন। সুতরাং তিলক না করা, কেশের নীচে শিখা লুকাইয়া রাখা, জামার নীচে গলার মালা ঢাকিয়া রাখা প্রভৃতি দুর্বোধ্য সাধক-মাত্রেরই পরিহার করা একান্ত কর্ত্তব্য।

ভৃত্যের ভাবনা

(৩)

যখন জীব স্বরূপতঃ নিত্য কৃষ্ণদাস এবং ঐ দাসত্ব তাহাকে করিতেই হইবে, স্বরূপবিস্মৃত হইয়াও যখন তাঁহারই মায়ার দাসত্ব করিতে হইতেছে, তখন নিত্য প্রভুর দাসত্বে কি সুখ আছে তাহা কি একবারও অনুসন্ধান করা উচিত নহে? যদি মায়ার দাসত্বে আমাকে সুখ প্রদান করিতে পারিত তবে আমি এ যাবৎ জন্ম মৃত্যুমালাপরিক্লিষ্ট হইয়া কালের নাগর-দোলায় ঘূর্ণপাক খাইব কেন? সুতরাং ভগবানের দাসত্বপ্রয়াসী ব্যক্তির পক্ষে মায়ার কোন কথায় কর্ণপাত না করিয়া প্রাণপণে ভগবানের পাদপদ্মের দাসত্বানুসন্ধান করাই সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়ঃ।

— —

"আমি হরিগুরুবৈষ্ণবের শরণাগত। ভগবান্ যাহা করান, আমি তাহাই করি। আমি ভগবানের সংসারে ভগবানের ইচ্ছায় ভগবানের জীব পালন করিতেছি।"— এরূপ মৌখিক শরণাগতির কোনই মূল্য নাই। এইরূপ বুলি উচ্চারণ করিলে যমের হাত হইতে নিস্তার লাভ হইবে না। কারণ, বৈষ্ণব ঠাকুর গাহিয়াছেন,—

"কৃষ্ণনামে ভজ জীব, আর সব মিছে।
পলাইতে পথ নাই যম আছে পিছে॥"

নামভজনের পরে "আদৌ শরণাপত্তিঃ ততো দীক্ষাদিনিষ্ঠনম্"। শ্রীশরণাপত্তি ব্যক্তির শরণাগতি ছয়প্রকারে লক্ষিত হয়। যথা—

আনুকূল্যস্য সঙ্কল্পঃ প্রাতিকূল্যবিবর্জ্জনম্।
রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো গোপ্তৃত্বে বরণং
তথা।
আত্মনিক্ষেপকার্পণ্যে ষড়্‌বিধা
শরণাগতিঃ॥"

অর্থাৎ—

ভক্তি-অনুকূল যাহা কার্য্যের স্বীকার।
ভক্তি-প্রতিকূল ভাব বর্জ্জনাঙ্গীকার॥
দৈন্য, আত্মনিবেদন, গোপ্তৃত্বে বরণ।
অবশ্য রক্ষিবে কৃষ্ণ—বিশ্বাস পালন॥
ষড়ঙ্গ শরণাগতি হইবে যাঁহার।
তাহার প্রার্থনা শুনে শ্রীনন্দকুমার॥

প্রকৃত ভৃত্য প্রভুর নিকট নিজের স্বার্থের জন্য কিছুই প্রার্থনা করে না। প্রভুর যাহাতে সুখ হয়, সে তাহাই করিয়া থাকে। সাধ্বী নারী পতির নিকট নিজের সুখের জন্য কিছুই প্রার্থনা করে না। পতি যাহা দেন তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকেন। চিরকালের জন্য পতিসেবাই কার্য্য করেন। কারণ, সতী নারী জানে যে, পতিই একমাত্র তাহার জীবনের জীবন, তাহার ভূষণ, শোভা, আশ্রয়—তাহার বলিতে যাবতীয় সকলই পতিকে কেন্দ্র করিয়া। সেই প্রকার প্রকৃত ভৃত্যেরও যাবতীয় গৌরব, অহঙ্কার, আশা, আকাঙ্ক্ষা সকলই তাঁহার পরমারাধ্য প্রভুপাদপদ্মকে কেন্দ্র করিয়া। ভৃত্য জানে প্রভুই যখন অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের মালিক তখন ব্রহ্মাণ্ডের অপর কোন বস্তুর জন্য প্রার্থনা করিয়া আমার অন্য বস্তুর সেবা করিতে বাধ্য হইব কেন? প্রভুর আশ্রয়ে থাকিলে, না চাহিলেও প্রভু যাবতীয় বস্তুর মালিক হইয়া ভৃত্যকে করিতে পারেন, কিন্তু অন্য কোন বস্তুর আশ্রয় গ্রহণ করিলে উহা সকলের মালিক প্রভুকে প্রদান করিতে পারিবে না। এজন্য ভৃত্য স্বর্গ কি নরক, সুখ কি দুঃখ কোন বস্তুর জন্য উদ্বিগ্ন হয় না। প্রভুর প্রদত্ত বস্তুতেই সন্তুষ্ট থাকে। নিষ্কপট ভৃত্যের প্রার্থনা শ্রীমদ্ভাগবতে যথা—

আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্ ময়াদিষ্টানপি
স্বকান্।
ধর্ম্মান্ সন্ত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্ মাং ভজেত
স চ সত্তমঃ॥
(ভাঃ ১১।১১।৩২)

সালোক্য-সার্ষ্টি-সামীপ্য-
সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্নন্তি বিনা মৎসেবনং
জনাঃ॥
(ভাঃ ৩।২৯।১৩)

অর্থাৎ ধর্ম্মশাস্ত্রে আমি ভগবান্ যাহা 'ধর্ম্ম' বলিয়া আদেশ করিয়াছি, তাহার গুণদোষ বিচারপূর্ব্বক সেই সকল ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি ছাড়িয়া যিনি আমাকে ভজন করেন, তিনি সর্ব্বোৎকৃষ্ট সাধু। অধিকন্তু, সালোক্য (বৈকুণ্ঠবাস), সার্ষ্টি (ঐশ্বর্য্যসম্পত্তি), সারূপ্য (চতুর্ভুজাকার), সামীপ্য (নৈকট্য-লাভ), একত্ব (সাযুজ্য বা আত্মগতি) প্রদত্ত হইলেও ভক্তগণ তাহা গ্রহণ করেন না; যেহেতু আমার অপ্রাকৃতসেবা ব্যতীত তাঁহাদের আর কিছুই প্রার্থনীয় নাই।

যে ভৃত্য নিজের কোন সুবিধার জন্য প্রভুর সেবা করে, সে ভৃত্য নহে। যে ভৃত্য সেবার বিনিময়ে ভগবানের নিকট ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ প্রার্থনা করে, সে বণিক্। যেখানে আদান-প্রদান, সেখানে বণিগ্‌বৃত্তি। এজন্যই শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীমৎ প্রহ্লাদ মহারাজ বলিয়াছেন—"যস্ত আশিষ আশাস্তে ন স ভৃত্যঃ স বৈ বণিক্।"

যথার্থ সেবক প্রভুর সেবার জন্য নরকে যাইতেও দ্বিধা বোধ করেন না। গোবিন্দ নামক শ্রীমন্মহাপ্রভুর একজন আদর্শ নিষ্কপট সেবক ছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রত্যহ মধ্যাহ্নে প্রসাদ সম্মান করিয়া বিশ্রামের জন্য শয়ন করিলে ভক্ত গোবিন্দ পাদসম্বাহনাদি দ্বারা তাঁহার সুখ-বিধান করিতেন। একদিন শ্রীগৌরসুন্দর সেবক গোবিন্দের ঐকান্তিকতা পরীক্ষণের জন্য প্রসাদসম্মানান্তে গম্ভীরা গৃহের দ্বারদেশে দোয়াসুন্দিভাবে শুইয়া পড়িলেন। গোবিন্দের আসিতে বিলম্ব হইল। তিনি গৃহদ্বারে মহাপ্রভুকে শয়ান দেখিয়া গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশের উপায়ান্তর না দেখিয়া, মহাপ্রভুর শরীরের উপর একখানা বহির্বাস ফেলিয়া তাঁহাকে লঙ্ঘন করিয়া গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশানন্তর নিয়মিত সেবা করিতে লাগিলেন। এদিকে তাঁহার প্রসাদ-সম্মানের সময় উত্তীর্ণ হইলেও মহাপ্রভুকে লঙ্ঘন করিয়া প্রসাদ-সম্মানার্থ গমন করিলেন না। অনেকক্ষণ পরে মহাপ্রভুর নিদ্রাভঙ্গ হইলে তিনি যেন কুপিত হইয়া গোবিন্দের প্রতি তাকাইয়া তাঁহাকে তখনও প্রসাদ সম্মান করিতে না যাওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। গোবিন্দ প্রত্যুত্তরে জানাইলেন যে তিনি তাঁহার সেবার জন্য গৃহে প্রবেশ করিয়াছেন কিন্তু আর যাইতে পারেন নাই। যেপ্রকারে গৃহাভ্যন্তরে তিনি প্রবেশ করিয়াছেন, ঐ প্রকারে প্রসাদ-সম্মানের জন্যও তিনি গমন করিলেন না কেন? জিজ্ঞাসিত হইয়া বলিলেন যে তিনি নিজের জন্য ঐরূপ অন্যায় আচরণ করিতে পারেন না। এ সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উক্ত হইয়াছে,—

গোবিন্দ কহে,—আমার সেবা সে নিয়ম।
অপরাধ হউক, কিংবা নরকে গমন॥
'সেবা' 'লাগি' কোটি অপরাধ নাহি গণি।
স্বনিমিত্ত অপরাধাভাসে ভয় মানি॥

তাই বলি, ভৃত্যের ভাবনা, ভৃত্যের আশা ভরসা, ভৃত্যের উৎকণ্ঠা, ভৃত্যের বেশভূষা, ভৃত্যের স্বীয় শরীররক্ষণ—যাবতীয় কার্য্যই প্রভুর প্রীতির জন্য। যেমন কোনও প্রবল-প্রতাপান্বিত রাজার সামান্য সেপাই ভৃত্যও তাঁহার রাজ্যের অথবা রাজ্যের বাহিরে কোন শত্রুকেও ভয় করে না তেমনই ভগবানের অহৈতুক নিষ্কপট সেবক যমকেও ভয় করে না। সে মায়ার কোন প্রকার ভীতিতেই চঞ্চল হয় না। সে প্রভুর উপর নিজের দায়িত্ব সকলই অর্পণ করে, ভৃত্যের ভাবনার বস্তু—একমাত্র প্রভুর অভয়পাদপদ্ম। সে মায়াকে জয় করিবার জন্যও ব্যস্ত হয় না। ভগবৎ-সেবার নিষ্ঠা লাভ করার ফলে মায়া নিজেই তাহাকে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। যখন ভৃত্যের যাবতীয় চিন্তা ভগবানের সুখ-বিধানের জন্য নিয়োজিত হয় তখন ইতরচিন্তাস্রোত আর তাহাকে চঞ্চল করিতে পারে না, তৎকালে ভাবনায় বিভোর শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গাহিয়াছেন,—

বসিয়া শুইয়া তোমার চরণ,
চিন্তিব সতত আমি।
নাচিতে নাচিতে, নিকটে যাইব,
যখন ডাকিবে তুমি।

সারকথা

ভক্তের ভগবান্ কিরূপ?

ভক্ত বই আমার 'দ্বিতীয়' আর নাই।
'ভক্ত মোর পিতা, মাতা, বন্ধু পুত্র ভাই'
যদ্যপি স্বতন্ত্র আমি স্বতন্ত্র-বিহার।
তথাপিহ ভক্ত-বশে স্বভাব আমার॥
(চৈঃ ভাঃ)

বৈষ্ণব-নিন্দকের প্রায়শ্চিত্ত কি?

আর যদি নিন্দাকর্ম্ম কভু না আচরে।
নিরন্তর 'শুদ্ধ বৈষ্ণবের স্তুতি করে॥
এ সকল পাপ ঘুচে—এই সে উপায়।
কোটী প্রায়শ্চিত্তেও অন্যথা নাহি যায়॥
(চৈঃ ভাঃ)

সংসারোত্তরণের উপায় কি?

সর্ব্বলোক, সর্ব্ববেদ, কারণের কারণ।
তাঁর ভক্ত্যে হয় জীবের সংসারতারণ।
তাঁর সেবা বিনা জীবের না যায় 'সংসার'।
তাঁহার চরণে প্রীতি—'পুরুষার্থ-সার'॥
(চৈঃ চঃ)

ভগবদ্দর্শন বা শুদ্ধনাম শ্রবণের প্রভাব কি?

স্ত্রী-বাল-বৃদ্ধ আর 'চণ্ডাল', 'যবন'।
যেই তোমার একবার পায় দরশন॥
কৃষ্ণনাম লয়, নাচে, হঞা উন্মত্ত।
'আচার্য্য' হৈল সেই, তারিল জগৎ॥
দর্শনের কার্য্য আছুক যে তোমার
'নাম' শুনে।
সেই কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত, তারে ত্রিভুবনে॥
তোমার নাম শুনি' হয় শ্বপচ 'পাবন'।
অলৌকিক শক্তি, তোমার না যায় কথন॥
(চৈঃ চঃ)

নামাপরাধের দ্বারা কি 'প্রেম' লভ্য?

কুবুদ্ধি ছাড়িয়া কর শ্রবণ-কীর্ত্তন।
অচিরাতে পাবে তবে কৃষ্ণপ্রেম-ধন॥
ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নব-বিধা ভক্তি।
কৃষ্ণপ্রেম কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি॥
তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নামসংকীর্ত্তন।
নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন॥
(চৈঃ চঃ)

স্বপনেও না কর ভাই স্ত্রী-সম্ভাষণ। গৃহে স্ত্রী ছাড়িয়া ভাই আসিয়াছ বন॥

শুদ্ধভক্তি মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ

(আকর-মঠরাজ)

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ গজ উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যরাজ শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্যমঠ বিরাজমান। এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, পরাবিদ্যাপীঠ বা সাত্বতজননী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি বেদাঙ্গসমূহের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র 'নদীয়া-প্রকাশ', সাত্বত-সম্প্রদায়ে অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থের প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতি বৎসর শ্রীধাম পরিক্রমোৎসব ও অধিবাস ও শ্রীগৌরাবির্ভাব-প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১২৫

শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রচারিত শুদ্ধভক্তি-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই শুদ্ধমঠরাজে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীরাধাগোবিন্দজীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। দৈনিক পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, মহাপ্রসাদ-চতুষ্টয়-যোগ, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি নানা গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হয়। এই মঠ হইতে মহানগরীর সর্ব্বত্র হরিকথা প্রচার, মহানগর-সঙ্কীর্ত্তন, বক্তৃতা, ব্যাখ্যা ও সঙ্কীর্ত্তন-সভা-মহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান হয়। সংরক্ষক—মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া সহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী সেবাকোবিদ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী এখানে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান, রক্ষক—শ্রীমহেশ্বর দাসাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—গোবিন্দদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

(৭) কাজীর সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর: বামনপুকুর (নদীয়া)

এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তালোক।

(৮) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও রাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান দাস ব্রহ্মচারী।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্র নাথ দাসাধিকারী।

(১০) মোদদ্রুম-ছত্র গৌড়ের বৈদিক

মাউগাছি, পোঃ ভাণ্ডার, (বর্দ্ধমান)।

শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান। শ্রীগৌরনিত্যানন্দের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীকুঞ্জবিহারী ব্রজবাসী, ভক্তিভূষণ।

(১১) শ্রীভক্তিয়া কৃষ্ণকানন

শ্রীনৃসিংহদেবের গঙ্গার নিকটবর্ত্তী, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীনারায়ণ ব্রহ্মচারী।

(১২) কৃষ্ণকুটীর—পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া। রক্ষক—শ্রীমধুসূদন অধিকারী

(১৩) ভাগবত-আসন—পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

এই স্থান হইতে ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচারিত হয়। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তালোক, ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৪) একায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ কাদখালি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী ভক্তিসার।

(১৫) মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুল, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিবিনোদ ব্রজবাসী।

(১৬) মাধবগৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, পোঃ ঢাকা

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীপাদ কৃষ্ণানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ।

(১৭) গোপালজীউমঠ—কল্যাণপুর, (ঢাকা)

গোপালজীউ শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান। রক্ষক—শ্রীহরিদাস ব্রজবাসী।

(১৮) গদাই গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)।

এখানে শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(১৯) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীবরদা ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২০) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ বাহু, (ঢাকা)

এখানে বড়কুঞ্জ শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(২১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ পানাগড় (বর্দ্ধমান)।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীনরোত্তম দাসাধিকারী,

(২২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ফুলবেড়িয়া, পোঃ চিবকুণ্ডা, (মানভূম)

এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী।

(২৩) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে গুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান্দাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত।

(২৪) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী।

(২৫) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগড়, পোঃ বক্সীবাজার, (কটক)

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদবিহারী-জীউর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীবাসুদেবদাস ভক্তিপ্রভাকর

(২৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর পুরী,

শ্রীশ্রী গুরু গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন।

(২৭) পুরুষোত্তম মঠ

কাকুড়ী, পোঃ পুরী চটক।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীউর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীমাধব অধিকারী,

(২৮) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌরাঙ্গদেবের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবিপিন-বিহারী দাসাধিকারী।

(২৯) রায়ানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—শ্রীনরহরি দাসাধিকারী ভক্তিলোচন।

(৩০) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪২নং কবিরপুরা, বেনারস সিটি

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীমধেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(৩১) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বোন

(৩২) পরমহংস মঠ,

পোঃ বিমলার, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পারায়ণ ও গৌরবিনোদ-বিলাসজীউর সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীসত্যব্রত দাসাধিকারী।

(৩৩) কৃষ্ণচৈতন্য মঠ

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

এখানে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিত্য-সেবা হয়। রক্ষক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠ

বিশ্রামঘাট মথুরা

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ

(৩৫) ব্রজানন্দ-সুখদকুঞ্জ—শ্রীরাধাকুণ্ড

রক্ষক—শ্রীরাধারমণচরণদাস ব্রহ্মচারী

(৩৬) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৩৭) গোদাবিহারী মঠ

লেখরাণী, পোঃ কোড়োল, জেলা গুরুদাসপুর (পাঞ্জাব) রক্ষক—শ্রীগোদাবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৩৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪০নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধরের সেবা।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসম্বন্ধ তুর্য্যাশ্রমী

(৩৯) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল।

এখানে গৌরবিনোদবিহারীর সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীবনগোপাল অধিকারী।

(৪০) সারস্বত-গৌড়ীয় মঠ

কারধার মাডারণপুর, চট্ট, দি

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসার গিরি

(৪১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ রায়পেট্টা মাদ্রাজ।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা।

রক্ষক—শ্রীপাদ নরনারায়ণ ভক্তিবিকাশ।

(৪২) বোম্বে-গৌড়ীয়-মঠ কার্য্যালয়

গোরাজীর রোড, চোটানি বিল্ডিং, ব্লক নং ১, বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত মধুব্রত।

(৪৩) অমরাবতী গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমরাবতী, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীমহেশ্বর দাস অধিকারী

(৪৪) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী

(৪৫) পাটনা গৌড়ীয় মঠ

১০০ মিঠাপুর, পাটনা।

রক্ষক—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী বাগভূষণ

(৪৬) গয়া গৌড়ীয় মঠ

হিল সাইড, চার্চ রোড, গয়া

রক্ষক—উপদেশক শ্রীমধেশ্বর বাগভূষণ

(৪৭) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠ বালেশ্বর

রক্ষক—শ্রীমদনমোহন ব্রহ্মচারী

(৪৮) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয়

৩ গ্লষ্টার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, এস-ডব্লিউ ৭, লণ্ডন

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন

(৪৯) বার্লিন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

Berlin W. 30

Eisenacher strasse 29 II

(৫০) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

৩৫০ নং ডালহৌসী ষ্ট্রীট রেঙ্গুন।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্‌,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম স্কন্ধ হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রাপ্তব্য ৷৵০
২। অনুভাষ্য বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। অনু-ভাষ্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৩—১৲; ২য় খণ্ড—৸
৩- ৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—১৲; ২য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব—১৲
৮। সৎক্রিয়াসার—দীপিকা ও সংস্কার-দীপিকা ১।০
৯। জৈবধর্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্‌ ।০
১৮। বামন-আদ্যম্‌ ।০
১৯। ভক্তিবিনোদ কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵০
২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৷৵০
২২। ভজন-রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্‌ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্‌ ও (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
২৬। গীতার কেবল মূল-ভাষ্য ।০
২৭। বৃহন্মৃদঙ্গিকা অপসোধক সাক্ষাৎ ২৲
২৮। বেদান্তদর্শনের সাক্ষাৎ ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸
৩০। দীন-হীন ভজন ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা /১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ খণ্ড ৵০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি /০
৪১। গীতাবলী /০
৪২। চিত্রে নবদ্বীপ ১।০
৪৩। সাধনকণা /০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /০
৪৫। নবদ্বীপশতক /০
৪৬। অর্চনকণ /০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ /০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) /১০
৪৯। আচারকণ /১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। রাগবতী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ০
৫৫। অনুভূতাবলী বা বাক্যাবলীসংগ্রহ ।০
৫৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? /০
৫৭। ঈশোপনিষদ্‌ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণবোধ ৶০
৫৯। শিক্ষাদর্পণ ৵০
৬০। সাংখ্যবাণী /০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যগীতামৃত সারঃ ।০
৬১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিজয়ঃ ।০
৬২। সটীক শিক্ষাষ্টকম্‌ ।০
৬৩। স্তবস্বরম্‌ ।০
৬৪। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্‌ ৷৵০
৬৫। গৌড়ীয়মঠ পরিচয়ঃ /০
৬৬। সারার্থদর্শিনম্‌ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৭। রায় রামানন্দ ।০
৬৮। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন্‌ বেদান্ত ।০
৬৯। নামভজন ।০
৭০। বেদান্ত—ইটস্‌ মর্ফলজি অ্যাণ্ড অন্টলজি ।০
৭১। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ৷৵০
৭২। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্‌ অব্‌ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।০
৭৩। বৈষ্ণবীজম ।০
৭৪। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং /০
৭৫। দি ভাগবত ।০
৭৬। [illegible] অ্যাণ্ড [illegible] ।০
৭৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২।০
৭৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম ভাগ) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৭৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮০। সাধন-পথ ।০
৮১। কল্যাণ-কল্পতরু /১০
৮২। গীতাবলী /০
৮৩। শরণাগতি /০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৪। শরণাগতি /০

তেলগু ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

বিরাজ শশিভূষণ কাবকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। অধিক কি, লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ আনা, বড় বোতল ১৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

[illegible] সম্প্রতি বাহির হইয়াছে এই কালি ফাউনটেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।
জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং
কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার
কলিকাতা

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে উৎসুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে বর্ণানুক্রমিক শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, [illegible]
দ্বারা কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ শাস্ত্রী এম, এ, এফ, কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

[ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

[illegible] কলেজের [illegible] অধ্যাপক মহামহোপদেশক [illegible] আচার্য্য শ্রীপাদ [illegible] [illegible] বৈষ্ণবাচার্য্য [illegible] মতোয়ারের শ্রৌতপরম্পরা এবং পাশ্চাত্য [illegible] [illegible] ইহা [illegible] পাঠক [illegible] শ্রীমন্মহাপ্রভুর [illegible] [illegible] Forward [illegible] Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) [illegible] Index Glossary) [illegible] ভিক্ষা—১৫, পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—[illegible] শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা ; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জেলা—নদীয়া।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST— [illegible] পাক্ষিক পত্রি [illegible] প্রকাশিত হয়। প্রতি বর্ষে [illegible] টাকা [illegible] কলিকাতা বাগবাজার গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

২। গৌড়ীয় [illegible] শ্রীপাদ [illegible] বিদ্যাবিনোদ বি-এ [illegible] সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়-[illegible] হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক [illegible] ২॥০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত [illegible] বৈদিক [illegible] হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১॥০

৪। পরমার্থী—[illegible] সম্পাদিত [illegible] পাক্ষিক। [illegible] হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—[illegible] শ্রীপাদ [illegible] বি-এস, বি-টি. সম্পাদিত। [illegible] হইতে প্রকাশিত [illegible] ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

[illegible] মূল শ্লোক [illegible] এবং তাহার [illegible] শ্রীল [illegible] ঠাকুরের [illegible] শ্রীল [illegible] সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের [illegible] ১০৩৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও [illegible] ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোক [illegible] সূচী, [illegible] সূচী [illegible] শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের [illegible] ভিক্ষা ১২, বারটাকা [illegible] মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে ; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ [illegible] ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬, টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আশুও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ [illegible] ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

আমাদের বিশেষত্ব

আমাদের এই ভারা বার্লি আধুনিক উন্নত বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুযায়ী মেসিনে এবং সেই শক্তিবান বার্লি বিশেষজ্ঞ শ্রীযুক্ত টি পি, বসু মহাশয়ের চাক্ষুষ ও সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধানতায় প্রস্তুত। ইহারই একমাত্র বিজ্ঞকর্ম্ম দক্ষতায় একদিন এসিয়া মহাদেশের সুপ্রসিদ্ধ বিস্কুট ও বার্লি প্রস্তুতকারক স্বনামধন্য স্বর্গীয় (শ্রীযুক্ত) কে, সি, বসু মহাশয় বিস্কুট ও বার্লি প্রচলন করিয়া জগতে আদর্শ স্থানীয় হইয়া ছিলেন। এই ব্যবসায় ইহার অভিজ্ঞতা ১৬ বৎসরের ও অধিক কালের। ইহা হস্ত পৃষ্ঠ নহে।

P. BOSE & Co.
CALCUTTA

পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

রবিবার ব্যতীত

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

নবদ্বীপ পঞ্জিকা

ভিক্ষা—মাত্র ৵০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ

পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীধাম—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈ নি ক

RE. GO 1544

নদীয়াপ্রকাশ
THE
NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচার-নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১০ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২৫শে জ্যৈষ্ঠ, শনিবার ১৩৪২, ৮ই জুন ১৯৩৫ [৮৪শ সংখ্যা

চৈতন্যোপনিষদ্
মূল অন্বয়ে মূল ও অনুবাদসহ প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি উত্তম। ভিক্ষা ।০ মাত্র
শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

"গৌড়ীয়"
৭ম বর্ষ হইতে ১১শ বর্ষ পর্য্যন্ত প্রতি বর্ষ কাপড়ে বাঁধাই ভিক্ষা ৩।০ মাত্র।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ
বাগবাজার, কলিকাতা

বিবিধ সংবাদ

—:০:—

সম্রাটের স্বাস্থ্য

গত কয়েকদিন যাবৎ সম্রাট সর্দ্দিকাশীতে ভুগিতেছিলেন। ভগবানের মঙ্গলময়ী ইচ্ছায় মুক্ত হইয়াছেন। গত ৩রা জুন প্রাতে তিনি সপ্ততিতম জন্মদিবসের কুচকাওয়াজের সময় উপস্থিত ছিলেন। ঐ দিবস তিনি বাকিংহাম প্রাসাদ হইতে আইরিশ রক্ষীদলের কর্ণেল-ইন-চীফের পোষাক পরিধান করিয়া অশ্বপৃষ্ঠে প্যারেড পরিদর্শন করিতে গিয়াছিলেন। তাঁহার পশ্চাতে প্রিন্স অব ওয়েলস, ডিউক অব ইয়র্ক, ডিউক অব কেন্ট যথাক্রমে ওয়েলস, স্কট গার্ডস ও ওয়েষ্ট কেন্টের রক্ষীর পোষাকে অশ্বপৃষ্ঠে গমন করেন। ইতিপূর্ব্বে আর কোনদিন এরূপভাবে চার পুত্রকে সঙ্গে লইয়া সম্রাট সামরিক পরিচ্ছদে রাজপথ দিয়া গমন করেন নাই।

—

শ্রীযুক্ত গোডিল

বেঙ্গলী লাইনো টাইপ মেশিনের আবিষ্কর্ত্তা শ্রীযুক্ত হরি ডি গোডিল সম্প্রতি আমেরিকা হইতে নবীন কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত গোডিল চৌদ্দ বৎসরকাল আমেরিকায় থাকিয়া মুদ্রণ ও মুদ্রাযন্ত্র সম্বন্ধে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছেন, ভারতের দেশীয় মুদ্রাযন্ত্র ও মুদ্রণ প্রণালীর উন্নতি চেষ্টায় অতঃপর তিনি সেই অভিজ্ঞতা নিয়োজিত করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত গোডিল তাঁহার উদ্ভাবিত বেঙ্গলী লাইনো টাইপ মেশিনের সাহায্যে হিন্দী, মারাঠি সংস্কৃত এবং অন্যান্য ভাষার অক্ষর বিন্যাসের উপায় আবিষ্কার করিয়া দেশীয় ভাষার মুদ্রাযন্ত্রের ইতিহাসে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছেন। তিনি ভারতের বিভিন্ন ভাষার অক্ষরগুলি যথাসম্ভব সরল করিয়া ভারতের সর্ব্বত্র অনেকটা একই ধরণের অক্ষর প্রচলনের সম্ভাবনা সহজ করিয়া তুলিয়াছেন। ইন্দোরের হিন্দীসাহিত্য সম্মেলন যে "অক্ষর সংস্কার কমিটি" নিয়োগ করিয়াছেন, শ্রীযুক্ত গোডিল তাহার অন্যতম সদস্য। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাক্তার সুনীতি চট্টোপাধ্যায় ও অধ্যাপক ললিতপ্রসাদ সুকুলকে লইয়া কলিকাতায় 'অক্ষর সংস্কার' সাব কমিটির যে বৈঠক বসিয়াছিল, তাহাতে শ্রীযুক্ত গোডিল অক্ষর সংস্কারের উপযোগী কতকগুলি প্রয়োজনীয় সন্ধান দিয়াছেন। শীঘ্রই ওয়ার্দ্ধা বা বোম্বাইয়ে কাকা কালেলকারের সভাপতিত্বে অক্ষর সংস্কার কমিটির যে অধিবেশন হইবে, তাহাতে শ্রীযুক্ত গোডিলের প্রস্তাব সম্পর্কে আলোচনা হইবে। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে প্রচলিত বিভিন্ন দেশীয় ভাষার অক্ষরগুলি যাহাতে অনেকটা একই ধরণের করা যায়, অক্ষর সংস্কার কমিটি প্রধানতঃ তৎপ্রতি লক্ষ্য করিয়া কার্য্য করিতেছেন।

—

পুলিশ ও মুসলমান জনতার সংঘর্ষ

চুঁচুড়ার এক সংবাদে প্রকাশ, গত ৩রা জুন অপরাহ্ণে শ্রীরামপুরের শীলের বাগান স্থানে পুলিশ ও মুসলমান জনতার মধ্যে সংঘর্ষের ফলে ৪০ জনের অধিক মুসলমান আহত হইয়াছে। কোন জমিদারের জায়গার উপর বে-আইনীভাবে একটি মসজিদ নির্ম্মাণ করা হইয়াছিল। উহা ভাঙ্গিয়া ফেলিবার জন্য আদেশ প্রদত্ত হইলে মসজিদ ভাঙ্গায় বাধা দিবার উদ্দেশ্যে মুসলমানগণ তথায় সমবেত হইয়াছিল।

প্রকাশ, স্থানীয় মুসলমানগণ বাধা দিবার সঙ্কল্প করিয়াছে, এই সংবাদ পাইয়া জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট একদল সশস্ত্র পুলিশ সহ ঘটনাস্থলে গমন করেন। পুলিশ জনতাকে ছত্রভঙ্গ হইতে আদেশ করে, কিন্তু জনতা তাহাতে অসম্মত হয়। প্রকাশ, তখন পুলিশ লাঠি চালনা করে এবং ফলে প্রায় ৪০ জন মুসলমান আহত হয়, কিন্তু জনতা তখনও সেস্থান হইতে চলিয়া যায় না, পক্ষান্তরে লাঠি চালনার প্রতিশোধ গ্রহণ স্বরূপে পুলিশের প্রতি ইটপাটকেল নিক্ষেপ করিতে থাকে। ফলে গুলী বর্ষণ করিতে হয় এবং আরও ৫।৬ ব্যক্তি আহত হয় বলিয়া প্রকাশ। আরও প্রকাশ, যে ইটপাটকেলের আঘাতে পুলিশ দলেরও কয়েক ব্যক্তি আহত হইয়াছে। আহত ব্যক্তিগণসহ ৫০ জনের অধিক ব্যক্তিকে বে-আইনী জনতা ও দাঙ্গার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে অবস্থা এক্ষণে আয়ত্বের মধ্যে আসিয়াছে।

—

সৈন্য অপসরণ

নোয়াখালী জেলার অন্তর্গত দত্তপাড়া এবং করপাড়া গ্রামে যে সকল সৈন্য মোতায়েন করা হইয়াছিল, তাহাদিগকে সরাইয়া লওয়া হইয়াছে। চাঁদপুরে আর এক দল সৈন্য মোতায়েন ছিল, তাহাদিগকে ইতিপূর্ব্বেই অন্যত্র প্রেরণ করা হইয়াছে। বর্ত্তমানে একমাত্র মাইজদিতে যেখানে নূতন সহর নির্ম্মিত হইতেছে, তথায় একদল সৈন্য মোতায়েন রহিয়াছে। এতদ্ভিন্ন নোয়াখালী জেলার আর কোথাও বর্ত্তমানে সৈন্য মোতায়েন করা নাই। অনেকে মনে করেন যে, জেলার অবস্থার উন্নতি হইয়াছে বলিয়াই কর্তৃপক্ষ উক্ত জেলার অভ্যন্তরস্থান হইতে সৈন্যদলকে অপসারিত করিয়াছেন।

—

ইটালী ও আবিসিনিয়া সীমান্তে আবার সংঘর্ষ

বিলাতে ইটালী আবিসিনিয়া সীমান্ত কমিটির সভাধিবেশনের পূর্ব্বাহ্ণে ইটালী ও আবিসিনিয়ার সীমান্তে উয়ালউয়াল হইতে কিছু দূরে উয়েবি সেবেলী নদীর উপকূলে এক সংঘর্ষ ঘটিয়া গিয়াছে। ইটালীয় সোমালিল্যাণ্ডবাসী ও আবিসিনিয়াগণ উভয় পক্ষই হতাহত হইয়াছে।

বিপ্লব দমন আইনে ছাত্রের দণ্ড

চাঁদপুর থানার শ্রীপুর গ্রামের সীতানাথ মজুমদারের প্রতি বিপ্লব দমন আইনের ৩৬ ধারা অনুসারে গত ১লা জুন মহকুমা হাকিম ২ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিয়াছেন। অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ, পুলিশ খানাতল্লাস করিবার সময় সীতানাথের একটি নোটবহির ভিতর বিপ্লবাত্মক লেখা পায়। উক্ত লেখা সম্পর্কে তাহাকে চালান দেওয়া হয়। প্রকাশ, সীতানাথ মজুমদার কোন উচ্চ ইংরাজী স্কুলের ১০ম শ্রেণীর ছাত্র।

—

বালিকা-অপহরণ

কলিকাতা মনোহরপুকুর রোডের বিপিন বিহারী গাঙ্গুলীর ১৪ বৎসর বয়স্কা কন্যা পাঁচীবালা দাসীকে অপহরণের অপরাধে আলীপুরের অনরারী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এস এন ব্যানার্জ্জী কালীঘাটের বীরেন্দ্র নাথ মজুমদার ও মণীন্দ্রনাথ দাশগুপ্তকে ৬ মাস করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন।

১৫ কামরা লোক লইয়া স্পেশ্যাল ট্রেণ

কোয়েটা হইতে একখানি স্পেশ্যাল ট্রেণ গত ৭ই জুন ১-১৫ মিনিটের সময় লাহোর আসিয়া পৌঁছিয়াছে। এই ট্রেণ কোয়েটা হইতে প্রায় ১৫টি কামরা ভর্ত্তি লোক লইয়া আসিয়াছিল। এই সময়ে আহত ব্যক্তিগণের আত্মীয়স্বজনেরা লাহোর রেল ষ্টেশনে ছুটিয়া গিয়াছিল। ইহা ছাড়া কৌতুহলী দর্শক, স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ, মহিলাগণ, রেডক্রসের সভ্যগণ এবং সাউণ্ডস অব পিপল সোসাইটি, রেডক্রস, এম্বুলেন্স, কংগ্রেস প্রভৃতি সেবা প্রতিষ্ঠানগুলির সভ্যগণও সেখানে গিয়া ভিড় জমাইয়াছিলেন।

কোয়েটা হইতে লাহোরে আনীত লোকের সংখ্যা

কোয়েটা হইতে আনীত ব্যক্তিগণের সংখ্যা ৮৬০ জন ছিল বলিয়া প্রকাশ। ইহার মধ্যে পুরুষ রমণী ও শিশু প্রভৃতি সব রকমের লোকই ছিল। ইহাদের অধিকাংশ মজুর শ্রেণীর লোক। ষ্টেশনে তাহাদিগকে খাদ্য ও পানীয় দেওয়া হয়। তারপর তাহাদিগকে টিকেট করিয়া দেওয়া হয়। এই দলের মধ্যে প্রায় ৫০ জন আহত লোক ছিল। তাহাদিগকে হাসপাতালে পাঠান হইয়াছে।

প্রাতঃকালে আরও একখানা ট্রেণ পাঁচ কামরা আহত ও আশ্রয়প্রার্থী লোক লইয়া আসিয়াছিল। এই ট্রেণ আসার সময় পথে ছয়টী শিশুর মৃত্যু হয়। ৩০ জন আহত ও চোট্‌ক্লিষ্ট লোককে হাসপাতালে পাঠান হইয়াছে। আরও ট্রেণ আসিয়া পৌঁছাইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে।

আশ্রয় লইবার জন্য আরও ১ হাজার লোক গত ৪ঠা জুন কোয়েটা হইতে এখানে পৌঁছিয়াছে। পথিমধ্যে এরূপ দুই হাজার লোক ট্রেণ হইতে অবতরণ করিয়াছে। উচ্চপদস্থ রাজপুরুষগণ এবং রেড ক্রস, স্কাউটস এবং সেণ্ট জন ও ভারতীয় স্বেচ্ছাসেবক প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে এই সকল ব্যক্তিকে সাহায্য করার আয়োজনের কোনরূপ ত্রুটি পরিলক্ষিত হয় না। আশ্রয়প্রার্থীদের মধ্যে সমাগত ব্যক্তিগণকে আহার করান হয় এবং তাহাদের যাহা প্রয়োজন হয় তাহা সবই প্রদান করা হয়। ইহাদের মধ্যে ৪০ জনকে হাসপাতালে প্রেরণ করা হইয়াছে এবং আর সকলকে অনাথাশ্রমে প্রেরণ করা হয়।

কম্পনের ধারা কিরূপ হইয়াছিল

কম্পনের ধারা কিরূপ হইয়াছিল জিজ্ঞাসিত হইয়া বিধ্বস্ত নরনারীদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত অধিক শিক্ষিত ব্যক্তি বলেন যে, প্রথমে পর্য্যায়ক্রমে উত্থান পতনের আকারে কম্পন অনুভূত হয়। তৎপর উপরে নীচে উত্থান পতনের ধারায় কম্পন চলে। অবশেষে ঘূর্ণী বাত্যার ন্যায় অবর্ণনীয় আকারে কম্পন হয়। কম্পন প্রায় তিনমিনিট কাল স্থায়ী হইয়াছিল। তিনি তাঁহার পীড়িত পুত্রের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত ছিলেন বলিয়া জাগরিতই ছিলেন। তিনি সন্তান এবং মাতাকে রক্ষা করেন। কিন্তু তাঁহার ভ্রাতা এবং আর কয়েক ব্যক্তি জীবন রক্ষার উদ্দেশ্যে বা মূল্যবান দ্রব্য উদ্ধার জন্য গৃহ মধ্যে পুনরায় প্রবেশের ফলেই মারা গিয়াছেন। তিনি সৈনিকদের কার্য্যের ভূয়সী প্রশংসা করেন। জীবন রক্ষার উদ্দেশ্য লইয়া যেখানে চীৎকার উঠিয়াছে সেখানেই তাঁহারা দ্রুত প্রবেশ করিয়াছে। তিনি স্পষ্টভাবে বলেন যে, সৈনিকগণ যদি ঘটনাস্থলে সত্বর উপস্থিত না হইত তবে তাহাদের মধ্যে যাঁহারা অর্দ্ধমৃত অবস্থায় ছিলেন, তাহারও নিহত হইতেন এবং লুণ্ঠনকারীগণ কর্ত্তৃক সর্ব্বস্বান্ত হইতেন। তিনি ইহাও বলেন যে, ধনসম্পত্তি আংশিকভাবেও যদি তাহারা ফিরিয়া পান, তবে সৈনিকগণের উপস্থিতির জন্যই তাহা তাঁহারা পাইবেন।

গলা কাটা অবস্থায় যুবকের মৃতদেহ

৫.৬ বুধবার টালীগঞ্জ অঞ্চলে ২৫এ নং সাহানগর রোডে গলাকাটা ও পেটের নাড়ীভুঁড়ি বাহির করা অবস্থায় একটী যুবককে পাওয়া গিয়াছে। প্রকাশ যে, তাঁহার নাম ৺........বয়স অনুমান ২৫ বৎসর। তাহাকে হত্যা করা হইয়াছে বলিয়া সন্দেহ করা হইয়াছে।

—— ——

ব্রহ্মবস্ত্র ব্যবসায়ের কথা

সংবাদে প্রকাশ, বিলাতের 'বস্ত্র ব্যবসায়ীসঙ্ঘ' ল্যাঙ্কাশায়ারের পার্লামেণ্টীয় সদস্যদের নিকট এক চিঠিতে, ব্রহ্মদেশে যাহাতে ল্যাঙ্কাশায়ারের বস্ত্রব্যবসায়ের উন্নতির চেষ্টা করা হয় তাহার জন্য আবেদন করিয়াছেন। এই আবেদনে বলা হইয়াছে, গত তিন বৎসরের মধ্যে ব্রহ্মদেশে ভারতীয় বস্ত্র ব্যবসায় বহুল পরিমাণে বাড়িয়া গিয়াছে, এবং পার্লামেণ্টের প্রত্যেক সদস্যের এবিষয়ে ইংলণ্ডের বেকার মিলের ক্ষতি লক্ষ্য রাখিয়া কার্য্য করা উচিত। ব্রহ্মদেশে ইংলণ্ড ব্যতীত অপর কোন দেশের সুবিধা পাওয়া উচিত নয়—ইহাই সঙ্ঘের সেক্রেটারীর অভিমত এবং এই উদ্দেশ্য অনুযায়ী ব্রহ্মদেশে ইংলণ্ডের বস্ত্রব্যবসায়কে অনতিবিলম্বে অন্ততঃ ভারতবর্ষের সমকক্ষ করিবার চেষ্টা করা উচিত যদি তাহা না করা হয়, তাহা হইলে—অপর সব দেশের ব্যবসায়িগণ এখানে ব্যবসায় বিস্তার করিয়া বসিবে এবং তৎপরে তাহাদিগকে হটাইয়া দেওয়া বিশেষ কষ্টসাধ্য হইবে।

ভারতের ক্রমবর্দ্ধিত বস্ত্রব্যবসায় সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া চিঠিতে বলা হইয়াছে—"আর কিছুদিনের মধ্যেই ব্রহ্মদেশে ইংলণ্ডের বস্ত্রব্যবসায় একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। অতএব ভারতবর্ষকে ব্রহ্মদেশে বস্ত্রব্যবসায় সম্বন্ধে যে সুবিধা দেওয়া হয়, তাহা যদি আপাততঃ সম্পূর্ণরূপে তুলিয়া লওয়া সম্ভবপর না হয় তাহা হইলে ক্রমশঃ সেই সুবিধা কমাইয়া যাহাতে অতিশীঘ্র ইংলণ্ডের সমান করিতে পারা যায় তাহারই চেষ্টা করা উচিত। ইহাতে ব্রহ্মদেশীয় বস্ত্রব্যবসায়কারিগণ ও ল্যাঙ্কাশায়ারের ব্যবসায়িগণ উভয়েরই সুবিধা হইবে। অতএব এবিষয়ে আমাদের অবহিত হওয়া উচিত।"

——

দুইহাজার লোকের ধর্ম্মঘট

এম্প্রেস মিলের অবস্থা

নাগপুরের এম্প্রেস মিলসমূহের কর্ত্তৃপক্ষ নোটিশ দিয়া একটি মিল বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। ফলে ঐ মিলের ১১০০ শ্রমিক কর্ম্মহীন হইয়া পড়িয়াছে। গত শুক্রবার সকাল ৬টা কাটা বিভাগের কাটুনীরা কাজ বন্ধ করিয়া দিয়া দাবী করে যে, এক একটী মেশিনে একজনের পরিবর্ত্তে দুইজন করিয়া কাজ করিবে। কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাদের দাবী পূরণে অসম্মত হয়; তাহা হইতেই গণ্ডগোলের উৎপত্তি। শনিবার অন্যান্য বিভাগের লোকও উহাদের সহিত সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়া কাজ বন্ধ করে, ফলে সমস্ত কাটুনী বিভাগের কাজ বন্ধ থাকে।

গত ৩রা জুন প্রাতঃকাল হইতে এম্প্রেস মিলসমূহের তিনটি কলেও উপরোক্ত দাবী করিয়া ধর্ম্মঘট আরম্ভ হইয়াছে। ধর্ম্মঘটীদের মোট সংখ্যা প্রায় দুই হাজার। তাহারা শান্তিপূর্ণ আছে।

হত্যার অভিযোগে ফাঁসি

গত ৩রা জুন ঢাকা জেলে রামনগরের গোবিন্দলাল রায়ের ফাঁসি হইয়া গিয়াছে।

তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল এই যে, ব্রাত্য নিত্যকুঞ্জ রায় ও অপর তিন জনকে সংগে লইয়া সে নওয়াপাড়ার জগদীশ রায় নামককে একদিন সন্ধ্যায় গুলির আঘাতে হত্যা করে। জগদীশ রায় তখন প্রার্থনা করিতেছিলেন। কিন্তু জজ গোবিন্দলাল রায়কে হত্যার অপরাধে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন। অপর চারজনের প্রতি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডের আদেশ হয়।

বিক্রমপুরে ডাকাতের অত্যাচার

ডাকাত কর্ত্তৃক গৃহস্বামী হত্যা

শ্রীনগর থানার অধীন দক্ষিণ পাইকসা গ্রামের সুধনা মণ্ডলের বাড়ীতে ডাকাত সুধনা মণ্ডলকে ছোরা ও বাহার ভ্রাতুষ্পুত্র ও পুত্রকে গুরুতর আহত করিয়া গিয়াছিল। সুধনার তলপেটে আঘাত পাইয়াছিল এবং তাহার নাড়ীভুঁড়ি বাহির হইয়া গিয়াছিল। তাহাকে ঢাকা মিটফোর্ড হাসপাতালে পাঠান হইয়াছিল। প্রকাশ যে তথায় তাহার মৃত্যু হইয়াছে। সুধনার পুত্র আরোগ্য লাভ করিতেছে।

পরে অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে যে, ডাকাতেরা ঐ বাড়ী হইতে মাত্র ১৫০ টাকার মাল লইয়া গিয়াছে।

——

বেজওয়াদায় অগ্নিকাণ্ড

দেড় লক্ষ টাকার ক্ষতি

গত ৩রা জুন ভীষণ অগ্নিকাণ্ডের ফলে জাগয়েলপেটের একটী গুদামের কারখানা ভস্মীভূত হইয়াছে এবং অনেকগুলি পাকাবাড়ী ভূমিসাৎ হইয়াছে। ক্ষতির পরিমাণ প্রায় দেড়লক্ষ টাকা।

ইহার কয়েক পরে জনৈক দোকানের গৃহে আগুন লাগে এবং জমে তাহা ছড়াইয়া পড়ে। উহার ফলে ব্যবসায়ীদের অনেক কুটীর দগ্ধ হইয়াছে। একটি চাউলের কলেরও একাংশ বিনষ্ট হইয়াছে।

বালকের পৃথিবী ভ্রমণ

না জানাইয়া পলায়ন

পৃথিবী দেখিবার আশায় সাত হইতে দশ বৎসর বয়স্ক তিনটী মাড়োয়ারী বালক কোনপ্রকার আর্থিক সম্বল না লইয়াই অভিভাবকের অজ্ঞাতসারে বাড়ী হইতে চলিয়া যায়। তাহারা বাঁচি হইতে ৩৬ মাইল দূরে যখন পৌঁছিলে বাসের চালক উহাদের মধ্যে একজনকে চিনিতে পারে এবং প্রকাশ তাহাদিগকে ফিরাইয়া লইয়া আসে। বালকগণ সফল কাম না হওয়ায় খুব বিষণ্ণ।

গয়া মিউনিসিপ্যালিটি গবর্ণমেণ্ট নিজহস্তে লইবেন

সরকার গয়া মিউনিসিপ্যালিটির পরিচালনার ভার নিজ হস্তে লইবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। স্পেশ্যাল অফিসার মিঃ জয়দেও মিশ্র কার্য্যভার গ্রহণ করিতেছেন। প্রকাশ, বর্ত্তমান ব্যবস্থা এক বৎসরের জন্য করা হইতেছে।

প্রাদেশিক সরকার গয়া মিউনিসিপ্যালিটির কার্য্যক্রমে বিশৃঙ্খলা ঘটিতেছে বলিয়াই উহার কার্য্যপরিচালনা নিজহস্তে লইবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। মিউনিসিপ্যালিটির পরিচালনাভার গ্রহণের জন্য একজন স্পেশ্যাল অফিসার নিযুক্ত করার সিদ্ধান্তও স্থির হইয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ
বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
—পারমার্থিক পত্র—
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১০ম বর্ষ { ২১ ত্রিবিক্রম গৌরাব্দ ৪৪৯, ২৫শে জ্যৈষ্ঠ বঙ্গাব্দ ১৩৪২, ৮ই জুন ইং ১৯৩৫ শনিবার } ৮৯শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ মাদ্রাজ অঞ্চলে শুদ্ধভক্তির বাণী প্রচার করিতেছেন। মাদ্রাজ-গৌড়ীয়-মঠের শ্রীমন্দিরের নির্ম্মাণকার্য্য ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছে। শ্রীপাদ কেশবী রমণ ব্রহ্মচারী ভক্তিবিজয় মহোদয় ঐ কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন। ভক্তিবিকাশ শ্রীপাদ জগদানন্দ ব্রজবাসী মহোদয়ের সুললিত কীর্ত্তনে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি শ্রীমঠের দিকে আকৃষ্ট হইতেছেন।

পুরী শ্রীপুরুষোত্তম মঠে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিশ্রীরূপ পুরী, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রসূন বোধায়ন, শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ দাস বাবাজী প্রমুখ প্রচারকবৃন্দ পুরীস্থিত শ্রীপুরুষোত্তমমঠে অবস্থান করিয়া শুদ্ধভক্তির কথা প্রচার করিতেছেন। উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন এবং শ্রীপাদ অনুভবানন্দ সেবাবিলাস মহাশয়দ্বয় বর্ত্তমানে নীলাচলে অবস্থান করিয়া মহাপ্রভুর কথা প্রচার করিতেছেন।

পাটনা গৌড়ীয়মঠের রক্ষক শ্রীপাদ শিবানন্দ ব্রহ্মচারী ভাগবতভূষণ মহোদয় বিগত ২৮।৫।৩৫ তারিখে সন্ধ্যায় পূর্ত্তবিভাগের সেচ বিভাগের কর্মচারী শ্রীযুক্ত বাবু নীলকণ্ঠ মজুমদার মহাশয়ের কোয়ার্টারে মহারাজ অম্বরীষের চরিত্র পাঠ করিয়া সরল হিন্দি ভাষায় ব্যাখ্যামুখে সুদর্শন ও কুদর্শনের পার্থক্য, ভক্তবৎসল ভগবানের ভক্তবাৎসল্য ও ভক্তপরাধীনত্ব, বৈষ্ণবাপরাধের গুরুত্ব জ্ঞাপক, মহামহিমান্বিত মহাভাগবতের শ্রেষ্ঠ-মাহাত্ম্য, ভক্তবৎসল ভক্তের অদ্ভুত ও পরোৎকর্ষ-অসহনের প্রভৃতি বিষয় প্রায় দুইঘণ্টা কাল আলোচনা করেন। উক্ত সভায় বহু শিক্ষিত রাজকর্মচারী, বিহারী বাঙ্গালী ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলাগণ ঐ ব্যাখ্যা-শ্রবণে অতিশয় আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন। পাঠের আরম্ভে মহাজন-পদাবলী ও মহামন্ত্র মিলিত-কণ্ঠে সংকীর্ত্তন হইয়াছিল।

শ্রীপাদ ভাগবতভূষণ মহোদয় গত ৩১শে মে তারিখে পাটনার হিরণ্য কুমার নিয়োগী মহোদয়ের বাসায় যে পাঠ করিয়াছিলেন তাহার মর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

সরস্বতীনদীতটবর্ত্তী বদরিকাশ্রমের শম্যাপ্রাস নামক স্থানে শ্রীব্যাসদেব শ্রীনারদের নির্দ্দেশানুসারে ভক্তিযোগসমাহিত নির্ম্মল-চিত্তে ষড়ৈশ্বর্য্যসম্পন্ন লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণকে, বহিরঙ্গা মায়াশক্তিকে এবং স্বরূপতঃ চিন্ময় জীব কৃষ্ণদাস হইয়াও মায়ামুগ্ধতাক্রমে আপনাকে ভোক্তা মনে করিয়া যে অনর্থের আবাহন করেন, অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণে ভক্তিযোগ অবলম্বন করিলে তাহার সেই অনর্থের সম্পূর্ণরূপে উপশম হয় প্রভৃতি দেখিতে পাইলেন।

সংসারী লোক এই ভক্তিযোগ-বিষয়ে অনভিজ্ঞ বলিয়া সেই ভগবত্তত্ত্ববিৎ পরমকারুণিক শ্রীবেদব্যাস সমগ্র লোকের মঙ্গলের জন্য এই সাত্বতসংহিতা রচনা করিলেন। শরণাগত হইয়া একমাত্র ভাগবত শ্রবণ করিলেই জীবের পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণে প্রেমভক্তি উদিত হয়। এই ভাগবত রচনা করিয়া তিনি সর্ব্বপ্রথমে জন্ম হইতে তপস্বী শ্রীশুকদেবকে অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন। বাস্তবিকই শ্রীহরির এমনই মাহাত্ম্য যে নির্গ্রন্থ আত্মারাম মুনিগণ তাঁহাকে অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন। এইজন্যই সর্ব্বৈশ্বর্য্যপূর্ণ শ্রীশুকদেব শ্রীকৃষ্ণনামগুণে একান্ত আকৃষ্ট হইয়া এই পারমহংসী সংহিতা অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।

ভাগবতভূষণ মহোদয় গত ১।৬।৩৫ তারিখে পাটনা মিঠাপুরের বিল মার্চেন্ট শ্রীযুক্ত বাবু লক্ষ্মীনারায়ণ প্রসাদ বণিক্ মহাশয়ের বিস্তৃত প্রাঙ্গণে অপরাহ্ণ ৭-৩০টা হইতে রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও হিন্দিভাষায় ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বহু শিক্ষিত বিহারী ভদ্রলোক তথায় উপস্থিত থাকিয়া পাঠ শ্রবণ করিয়াছেন। পাঠের আরম্ভে মিলিতকণ্ঠে কীর্ত্তন হইয়াছে।

গত ১৫ই জ্যৈষ্ঠ পাবনা জেলার বেড়া বন্দরস্থিত হরিবাড়ীতে একটী ধর্ম্মসভা আহূত হয়। ঐ সভায় স্থানীয় ডাক্তার শ্রীযুক্ত কামাখ্যাচরণ ভাদুড়ী মহোদয় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। সর্ব্বপ্রথম সভাপতি মহোদয় কিছুক্ষণ বক্তৃতামুখে বলেন—আমরা পাশ্চাত্য শিক্ষায় এতদূর মুগ্ধ যে তাঁহারা আমাদের প্রশংসা করিলে আমরা গৌরব অনুভব করি এবং তাঁহারা আমাদের নিন্দা করিলে আমরা হীন হইয়া যাই মনে করি। শ্রীগৌড়ীয়-মঠ বর্ত্তমানে আমাদের দেশের গৌরবস্তম্ভ। এই মঠের প্রচারের ফলে সমস্ত পাশ্চাত্য জগৎ আজ প্রাচ্যের কাছে মাথা নত করিয়াছে এবং বুঝিতে পারিয়াছে, সকল প্রকারে স্বাধীনতা লাভ করিয়াও তাহারা আজ প্রকৃতপ্রস্তাবে প্রকৃতির দাসরূপে জীবন অতিবাহিত করিতেছে। স্বাধীনতার নামে উচ্ছৃঙ্খলতা ও স্বেচ্ছাচারিতা তাহাদের মধ্যে প্রবল হইয়াছে। শান্তির নামে অশান্তি লাভ হইয়াছে। তৎপরে জনৈক ব্রহ্মচারী কিছুক্ষণ সনাতনধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। পরে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ প্রায় দেড়-ঘণ্টাকাল ঐ সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। তাঁহার কথার মর্ম্ম,—শ্রীভগবানের সেবাই জীবের নিত্যধর্ম্ম। যখন জীব তাহার স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করে তখন নানা অবস্থা তাহাকে আশ্রয় করে। আমাদের বর্ত্তমানে যে সব প্রবৃত্তি আছে এত দুঃসহস্রতি অপরার্থের বশবর্ত্তী হইয়া ভোগকার্য্যে নিরত। কিন্তু সেবাই আমাদের নিত্যধর্ম্ম বা আত্মার ধর্ম্ম। সাধুসঙ্গে নিরন্তর হরিকথা শ্রবণ করিলে অন্যান্য ধর্ম্ম থেকে আমরা অবসর লাভ করিতে পারি এবং আত্মধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারি। এই আত্মধর্ম্মের অপর নাম সনাতন ধর্ম্ম, বৈষ্ণবধর্ম্ম বা বৈষ্ণবতা। এই সনাতন ধর্ম্মের কথা প্রচুর পরিমাণে আলোচিত হইলে আমরা আবার আমা-গৌরবে গৌরবান্বিত হইতে পারিব এবং এই সনাতন ধর্ম্মের 'সর্ব্বাপেক্ষা' ভরসা সমগ্র জগদ্বাসীকে আলিঙ্গন করিতে পারিব এবং সকলেই আমরা যে ভগবদ্বস্তুর আশ্রিত এই কথা জানাইতে পারিব। এই সম্বন্ধবোধের কথা শ্রীচৈতন্যদেব আমাদিগকে জানাইয়া গিয়াছেন। অন্যসম্বন্ধে কখনও ঐক্য-তান হইতে পারে না।

তৎপরদিবস উক্ত বেড়া গ্রামে স্থানীয় অধিবাসিগণের আগ্রহে একটী বিরাট্ ধর্ম্ম সভা আহূত হয়। ঐ সভায় স্বামীজী মহারাজ বৈষ্ণবধর্ম্ম সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। স্বামীজী মহারাজের বক্তৃতা-শ্রবণে সমাগত শ্রোতৃবর্গ বিশেষ সন্তোষ লাভ করেন। পরে শ্রীপাদ পতিতপাবন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ছায়াচিত্রে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-লীলা প্রদর্শন করেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২১ ত্রিবিক্রম অথবা ক্ষীরোদশায়ী ৪৪৯

অপ্রাকৃত বস্তুকে মাপিতে যাইও না

আমরা বদ্ধজীব। দেশ দেখা ধর্ম্মে সতত ব্যথিত হইয়া আমরা প্রায় সকলেই—মাপা যায় না যাহা সেই মায়াতীত শ্রীহরি-গুরুবৈষ্ণবকেও মাপিয়া লইবার জন্য ব্যস্ত হই। ইহারই নাম বঞ্চনা বা ভগবানে সেবা-বুদ্ধির অভাবে ভোগবুদ্ধি। যেখানে সেবার অভাব সেইখানেই ভোগ বা ত্যাগ-বুদ্ধির প্রাবল্য। বদ্ধজীবগণ সেবাহীন; তাই অপ্রাকৃত বা অধোক্ষজ বস্তুকে প্রাকৃত ইন্দ্রিয় দ্বারা বুঝিয়া লইবার অর্থাৎ মাপিয়া বা ভোগ করিবার চেষ্টাই তাহাদের স্বভাব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহাই জীবের স্বভাবের বিকৃতাবস্থা বা বিরূপাবস্থা। সাধুগণ অপ্রাকৃত বস্তুকে প্রাকৃত ইন্দ্রিয় দ্বারা গ্রহণ করিবার এই কৃত্রিম চেষ্টাকে রূপে ভোগ-বুদ্ধি বলিয়া থাকেন।

ভগবান্ কৃষ্ণ সকলের দ্রষ্টা বা ভোক্তা; তাঁহাকে দৃশ্য বা ভোগ্য আধার নাই; সুতরাং যাঁহাতে দৃশ্য অধিষ্ঠান নাই তাঁহাকে দেখিবার চেষ্টা করা যে বৃথা প্রয়াস মাত্র তাহাতে আর সন্দেহ কি? তিনি আমাদের দৃষ্ট বস্তু নন একথা ধ্রুব সত্য তবে তিনি ইচ্ছা করিলে আমাদিগকে দেখা দিতেও পারেন। এই স্বতন্ত্রতা তাঁহার নিজস্ব। সেইজন্য সেবোন্মুখ ব্যক্তি বাহাদুরী করিতে না গিয়া নিজ চেষ্টার দ্বারা তাঁহাকে জানিতে না গিয়া তাঁহার অহৈতুকী-কৃপালাভের আশায় তদুদ্দেশ্যে তাঁহার সেবা করাই উচিত। ইহারই নাম ভক্তিপথ, শান্তিপথ, শ্রৌতপথ বা অবতার-পথ। তাই বলিতেছিলাম, বাক্যাতীত বা মনাতীত বস্তুকে বুঝিয়া লইতে যাওয়া বুদ্ধিমত্তার পরিচয় নয়।

ভোগের বস্তুকে মাপা যায়, নিজের গণ্ডীর মধ্যে আনা যায়, নিজের তাঁবেদার করা যায়; কিন্তু সেব্য বস্তু ভগবান্‌কে সেরূপ করিবার দুষ্টতা পোষণ করিলেও তাঁহাকে সেরূপ করা যায় না। তিনি অধোক্ষজ বলিয়া নিজের স্বতন্ত্রতা সতত সংরক্ষণ করেন। তাই অনন্তকোটি বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড একত্রিত হইয়া তাঁহাকে জানিবার চেষ্টা করিলেও তাঁহাকে সম্মুখে পাইয়াও জানিতে পারে না। তাহাই অপ্রাকৃত বস্তুর বিশেষত্ব। তাই শাস্ত্র বলেন—

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য-
স্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্॥
(কঠ ২।২৩)

ভগবান্ অবরোহ-মার্গে, শ্রৌতপথে বা গুরুকৃপায় লভ্য, অন্য উপায়ে নহে,—ইহা জানাইবার জন্যই উপনিষদ্ মন্ত্রের অবতারণা করিয়া বলিতেছেন, এই ভগবানকে বেদাদি শাস্ত্রালোচনা দ্বারা লাভ করা যায় না, ধারণাশক্তি অথবা বহু শাস্ত্রশ্রবণের দ্বারাও জানা যায় না। যে ব্যক্তি তাঁহাকে একমাত্র প্রভু বলিয়া বরণ করেন সেই ব্যক্তির নিকটেই তিনি স্ব-স্বরূপ প্রকাশ করেন। এতাদৃশ শরণাগত ব্যক্তিই তাঁহাকে লাভ করিতে পারেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশেও আমরা "অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত-গোচর" এই উপদেশ দেখিতে পাই। গৌড়ীয়মঠাচার্য্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদও—'মাপিতে অমরা' এই মাপিবার ধর্ম্ম হইতে অবসর লাভ করিয়া 'অমানী মানদ' অর্থাৎ নিষ্কপট আরাধ্য বস্তুর সেবা করিবার জন্য অনবরতই উপদেশ দিতেছেন; কিন্তু আমাদের এমনি দুর্দ্দৈব যে, অপ্রাকৃত বস্তুতে যে প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের প্রবেশাধিকার নাই—এই কথা প্রাকৃত-বুদ্ধিগণই আমাদের মস্তিষ্কে কিছুতেই প্রবেশ করিতেছে না। তাই শ্রীহরি গুরু-বৈষ্ণবকে জানিতে ও মাপিতে যাইয়া আমরা বৃথা কালক্ষেপ করিতেছি ও অপরাধগর্ত্তে নিমগ্ন হইয়া ক্রমশঃ অবনতির পথে অগ্রসর হইতেছি—আমাদের শ্রদ্ধা বা গুরুবৈষ্ণবে বিশ্বাস ক্রমশঃ খর্ব্ব হইয়া আমাদিগকে অসৎসঙ্গে যুক্ত করিতেছে। সুতরাং শাস্ত্রগণ্য বা গুরুবৈষ্ণবাশ্রয়গণ বস্তুকে হৃদয়ে স্থান দিয়া শাস্ত্রজীবন সাধুর সঙ্গে থাকিয়া পবিত্র জীবন-যাপনের জন্য আগ্রহ বিশিষ্ট হওয়াই উচিত, নতুবা মঙ্গলের আর আশা কোথায়?

ভগবান্ যখন আমার একমাত্র প্রভু এবং যখন তিনি নিশ্চয়ই একদিন না একদিন আমাকে তাঁহার নিজ স্বরূপ কৃপাপূর্ব্বক জানাইবেন তখন তাঁহার অহৈতুকী কৃপা-বারিকে মাপিয়া দেখা বুদ্ধিরূপ চপলতা আবরণ করিয়া লাভ কি? সেই জন্য বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তি লইয়া নিজ প্রভুর আনুগত্য স্বীকার করেন। নিজ মালিকের প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভরতাই সেবকের একমাত্র ধর্ম্ম। মালিকের প্রতি নির্ভর করিলে সেই নির্ভর-শীল প্রভুদাসাভিমানী ব্যক্তির আবার ভয় কোথায়? শত বজ্র বা নিত্য ক্লেশ—কুযোগসঙ্গ সেই নিষ্কপট শরণাগতগণেরই কল্যাণ বিধিৎসু সুতরাং নির্ভরতা বা আত্ম-সমর্পণই যখন অপ্রাকৃত উপলব্ধির একমাত্র উপায় তখন অন্য উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক অন্ধ-পঙ্গুতার প্রয়োজন কি? তাই বলি, ভাই সব, আর হইতে আর অপ্রাকৃত বস্তুকে মাপিতে যাইও না। তৎপরিবর্ত্তে তাঁহার কৃপার উপর নির্ভর কর, তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য সম্পূর্ণ চেষ্টা কর, সাধু-গুরুবাক্যে দৃঢ়শ্রদ্ধ হও। পাজী মনের কথা না শুনিয়া সাধুর কথা শুন এবং নির্দ্দিষ্ট পন্থাটী কণ্ঠহার করিয়া রাখ।

"কে তাঁরে জানিতে পারে যদি না জানায়
"ঈশ্বরের কৃপালেশ হয়ত যাহারে।
সেই ত' ঈশ্বরতত্ত্ব জানিবারে পারে॥"

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতা

[কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয় মঠের ভাগবত-প্রবণসদনে গত ৬ই মে সভা কালে আহূতা মহতী সভার বক্তৃতা]

বর্ত্তমান সময়ে আমরা পৃথিবীতে বাস করিতেছি। এখানে সুষ্ঠুভাবে বাস করিবার পক্ষে আমাদিগের সম্মুখে যে নানাপ্রকার ব্যাঘাত আসিয়া উপস্থিত হইতেছে, সেই সকল ব্যাঘাত নাশ করিবার জন্য জীবহৃদয়ে ভগবানের যে করুণা প্রবাহিত হইতেছে, তাহা লক্ষ্য করিলে দেখি, প্রত্যেক গৃহে একজন গৃহপতি থাকেন, আর সেরূপ বহু গৃহপতিযুক্ত গৃহবহুল গ্রামের মধ্যে একজন মণ্ডল থাকেন, আবার বহুগ্রামের মণ্ডলগণ বিচারের জন্য গ্রামের মধ্যে একজন মণ্ডলেশ্বর থাকেন। জনসাধারণের মধ্যে পরস্পরের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্য জীবহৃদয়ে ভগবানের প্রেরণা আছে। বর্ণবিভাগে কেহ ব্রাহ্মণ, কেহ ক্ষত্রিয়, কেহ বৈশ্য, কেহ শূদ্রবৃত্তির প্রেরণা পাইয়া মানুষের সুখশান্তি বিধানে সকলের উদ্দেশ্য হয়। মনুষ্য-সমাজের শান্তিতে বাস করা প্রয়োজন বটে, কিন্তু বাস করিবার পরবর্ত্তী সময়ে অতিরিক্ত মঙ্গল লাভাদের যে সুযোগ তাহা লাভ করা সকলেরই মুখ্য প্রয়োজন। আমরা অনেক সময়ই মনে করি, কতকগুলি বিপৎপাত হইতে উদ্ধার পাইলেই আমরা সুখে থাকিব, আমাদের মঙ্গল হইবে, কিন্তু যদি আমরা বাস্তবিকই জানিতে পারি তাহা কিরূপ, তাহা বুঝি, প্রকৃত ভাল থাকিতে শিখি, তাহা হইলেই আমাদের প্রকৃত বাস্তব মঙ্গল হইবে। পৃথিবীর অসুবিধা দূর করার জন্যই যদি আমরা সর্ব্বক্ষণ ব্যস্ত থাকি, তাহা হইলে আমাদের নিত্যমঙ্গলের অনু-সন্ধান কম হইয়া যায়। ভিন্ন ভিন্ন গ্রাম, দেশ, গ্রামবাসী, দেশবাসীর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য-বিধানের জন্য অনেকেই চেষ্টিত, কিন্তু এই-রূপ সুখলাভের পর আর আমাদের কি কার্য্য আছে, তাহার অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য। ক্ষত্রিয়ের কার্য্য—রাজনীতির সুষ্ঠু বিধান. বৈশ্যের কার্য্য—কৃষি-গোরক্ষা-বাণিজ্যাদির সুষ্ঠু সম্পাদন, শূদ্রের কার্য্য—ব্রাহ্মণ,ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের কার্য্যের আনুকূল্য-বিধান। রাজনীতি, সৈন্যনীতি ও সুর-নীতির উদ্দেশ্য—জাগতিক মঙ্গল লাভ। কিন্তু তাদৃশ মঙ্গল লাভ করার পর আর কি কৃত্য আছে তাহার অনুসন্ধান না হইলে মানবজাতির বুদ্ধির প্রশংসা করা যায় না। শ্রীভগবানের অনুগ্রহ-লাভই মানবজাতির একমাত্র কাম্য ও প্রয়োজনীয় বিষয়। ভগবান্ দয়া করিলে আমাদের যাবতীয় তাৎকালিক অসুবিধা হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারি। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে ইউরোপে যে মহাপ্রলয়ঙ্করী মহাসমরানল জ্বলিয়াছিল, তাহাতে বহু ব্যক্তির প্রাণ, অর্থ ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য নষ্ট হইয়াছে। সাংসারিক-সুখ-সুবিধালাভই চরম লক্ষ্য হইলে এক প্রাচীন ব্যক্তির উন্নতির চেষ্টা অন্যের অশান্তিরই কারণ হয় বা কিয়ৎকালের জন্য জাগতিক কিছু শান্তির ছলনা দেখাইয়া পরিণামে অশান্তিরই আবাহন করে। জগতে শান্তি ও অশান্তি এই দুই প্রকার ক্রিয়া লক্ষিত হয়। 'শান্তি' অশান্তির সময়ে সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধার বিষয় বলিয়া বৃথা ও বিচার হইয়া থাকে। কিন্তু যাহাকে আমরা 'শান্তি' বলিয়া বরণ করিবার জন্য ব্যস্ত হই, তাহা অশান্তিরই কারণ হয় যদি আমরা প্রকৃত শান্তির অনুসন্ধিৎসু না হই।

ইতিহাস পাঠে আমরা জানিতে পাই, মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজ্যে শান্তি বিরাজিত ছিল, তৎকালে ভারতের অনেক সাহিত্য-সম্পৎ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল। সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান্ যাঁহারা, তাঁহারা ভগবদ্-ভজনানুকূল্যে এই শান্তির সদ্ব্যবহার করিতে পারিয়াছেন। মানুষ অনুকূল-বৃত্তিতে আশ্রয় না থাকিলেই তাহার নিজ মঙ্গলের বিষয় চিন্তার সময় হয়। ইতিহাস আলোচনায় আমরা দেখি, পূর্ব্বে বর্ণধর্ম্মের ক্রিয়াকলাপ প্রায় লুপ্ত হইতে বসিয়াছিল। ধর্ম্মাচরণে নানারূপ বিপদ্ উপস্থিত হইত। কেহ হয়ত 'ধর্ম্ম' মানে না, কেহ বা অন্য ধর্ম্ম স্বীকার করিয়া অপরের ধর্ম্মা-চরণে বিঘ্নোৎপাদক হইতেন—এই প্রকারে ধর্ম্মের আচার প্রচারে নানাপ্রকার বিঘ্ন আসিয়া মানুষকে অস্থির করিয়া তুলিত, কিন্তু বিগত শেষ শত বৎসরের ইতিহাস আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই, ইহার মধ্যে ধর্ম্মাচরণের ঐ প্রকার বিঘ্ন ও দস্যুতস্করাদির উপদ্রব হইতে নিশ্চিন্ত হইয়া প্রজাবর্গ মহাসাহসে নিজ নিজ ধর্ম্মাচরণের সুযোগ পাইয়াছেন। ভারতেতিহাস-পাঠক নিরপেক্ষভাবে আলোচনা করিয়া দেখিবেন, রেলপথ, রাস্তাঘাট, ডাকঘর, দূরালাপ প্রভৃতি হওয়ায় মানুষ কত শান্তিতে তীর্থদর্শনাদি ও ধর্ম্মাচরণাদির সুযোগ পাইয়াছেন। এই দেশগত জনগণের পূর্ব্বতন ইতিহাস ও বর্ত্তমান ইতিহাস আলোচনা করিলে প্রত্যেকেই ইহার তুলনামূলক

বৈরাগী ভাই গ্রাম্যকথা না শুনিবে কাণে। গ্রাম্যবার্ত্তা না কহিবে যবে মিলিবে আনে॥

নির্দ্দেশ লাভ করিবেন। অবশ্য কাহারও কাহারও বিচারে উঠিয়াছে যে, দার্শনিক বিচার গ্রহণ করিয়া এই সকল বিষয়ে সাড়ি স্বীকার করিলেও আমরা পৌত্তলিক হইয়া যাইতেছি কিন্তু একথা চিন্তা করিয়া দেখা দরকার যে, বৈষ্ণব পৌত্তলিকাদির কার্য্য যদি ভিন্ন ভিন্ন যোগ্যব্যক্তির উপর অর্পিত হয়, তাহা হইলে জনসাধারণ বহু শাস্ত্রিতে নিঃশঙ্কচিত্তে শাস্ত্রচর্চায় অধিক মনোনিবেশ করিতে পারেন। যাঁহারা ধর্ম্ম, বৈশ্য ও শূদ্রনীতির মাহাত্ম্যে প্রবৃত্ত হইয়া প্রবাহিত হইবার জন্য ব্যস্ত হন, তাঁহারা তত্ত্বকার্য্যে নিজ নিজ যোগ্যতা প্রদর্শন করুন। বাকী লোকেরা শান্তিতে তত্ত্ববিবেক আলোচনায় প্রবৃত্ত হউন।

অন্ধকার-রাত্রিতে চোর ডাকাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য কুকুর রাখিতে হয়, অন্যায় উপদ্রব হইতে ত্রাণ পাইবার জন্য কত উপায় অবলম্বন করিতে হয়। ভগবদিচ্ছা-ক্রমে সে সকল উপদ্রব হইতে রক্ষা পাইয়া যদি আমরা সুখে বাস করিবার সুযোগ পাই, তাহা হইলে সেই সুযোগের হয় সদ্ব্যবহার, না হয় অপব্যবহার করিতে পারি। নিত্য জীবনের জন্য চাই এই সুযোগের সদ্ব্যবহার। ভারতে অনেক মতবাদ প্রচারিত হইয়াছে; সে সকল মতবাদ রাখিয়া দিয়া বুদ্ধিমান্ মানবজাতি শ্রীচৈতন্যদেবের কথা আলোচনায় মনুষ্যজীবনের সাফল্য সম্পাদন করুন। শান্তিতে বাস করিয়া হরিভজনের যে পরম সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে, এ বিষয়ে কৃতজ্ঞতার অভাব হইলে কামাদিরিপুকে বৃদ্ধি করিব। ভগবান্ পরমকরুণ। কত দয়া করিয়া তিনি আমাদের মঙ্গলাদের ব্যবস্থা করিয়াছেন। ভারতবাসী আজ শ্রীভগবানের অপার করুণায় কত উদারভাবে বিচার করিবার সুযোগ পাইয়াছেন। ভিন্ন ভিন্ন আত্মকল্যাণকামী মঙ্গলের জন্য যে-সকল মানব চেষ্টিত হইয়াছেন, তাঁহাদের অনুকরণ করিয়া বিপৎপাতের প্রশান্ত করা বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক নহে।

শাস্ত্র বলেন—

"আত্মবদাৎ সর্ব্বেষাং হিতেচ্ছাবাসতর পরম্।
অন্যাৎ পরতরং সেবি ভক্তীশ্বরং
সর্ব্বসেবনম্॥"

ভগবানের আরাধনা করাই জীবনের পরম-সার্থকতা; সেই সুবিধাটি হইতেছে কি না, ইহাই আমাদের বিচার্য্য। অধিক রাজকর্ম্মের politics (রাজনীতি) আলোচনা করিয়া নানাপ্রকার আশা-ভরসার আন্দোলন- নিজকে পিছনে ছুটিবার জন্য

যাঁহারা ব্যস্ত হ'ন হউন, পৌত্তলিকতায় ব্যক্তি জনাচিত্তে যে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য-ভোগ নিহিত আছে তাহা তাঁহারা ভোগ করুন, কিন্তু নিঃশ্রেয়সের বিচারপ্রণালী গ্রহণ করাই পরম শ্রেয়োলাভের বিষয়।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব মানবজাতির পরম মঙ্গলকামক, তিনি মনুষ্যের মঙ্গলের জন্য কি ব্যবস্থা করিয়াছেন? তিনি মনুষ্যজাতিকে কোন ঐহিক বাদপ্রতিবাদের মধ্যে প্রবৃত্ত হইতে বলেন নাই—মনুষ্যজাতিকে অনর্থের পথে নিযুক্ত করেন নাই। যে সুব্যবস্থা ইহ জগতে শান্তিদায়ক এবং পরজগতেও শান্তিপ্রদ, শ্রীচৈতন্যদেব জীবমঙ্গলের জন্য সেইরূপ ব্যবস্থাই করিয়াছেন। সেই পরমমঙ্গলময়ী শ্রীচৈতন্যবাণীর প্রচার কিছুদিনের জন্য নানাপ্রকার বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছিল, ভগবদিচ্ছায় তাহা পুনরায় স্বচ্ছন্দভাবে প্রচারিত হইতেছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কর্ম্মফল-দাতের আশায় অল্পবুদ্ধি সঙ্কীর্ণচেতা মানবমুখ নিজেন্দ্রিয়-তোষণে ব্যস্ত থাকে এবং নিজেন্দ্রিয়-তোষণে উহার বুদ্ধি খাটাইয়া দেন। অনেকে স্বার্থপর হইয়া নিজেন্দ্রিয়-তোষণে বেশী কি সুবিধা হইবে মনে করিয়া স্বার্থপরতাটিকে পরার্থপরতার আবরণে নিজেন্দ্রিয়তর্পণকে আরও ব্যাপক করিয়া তুলেন ও তাহাকে উদারতা বলেন। বস্তুতঃ উহা সঙ্কীর্ণতার প্রকারভেদ মাত্র। জাগতিক সুবিধা-অসুবিধাবাদের বংশীয় প্রভাব তৃতীয়মানের বিচারের অন্তর্গত। উহাতে প্রকৃত মঙ্গলের কোন কথা নাই। তৃতীয়মানের আত্মধর্ম্মবিচারের সহিত ভিন্নে মানের বিচার এক নহে। শ্রীমদ্ভাগবতের 'লব্ধ্বা সুদুর্ল্লভমিদং বহু-সম্ভবান্তে মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ। তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাবন্নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ॥" এই শ্লোকটী স্থির ধীর হইয়া উত্তমরূপে বিচার করিতে হইবে। অনন্তকোটি বহুজীবের অনিত্য প্রভাবসমূহে সমস্ত। নিত্যপ্রভাব একটী মাত্র এবং তাহাই জীবমাত্রের পরম মঙ্গলকর। আত্মতত্ত্বানুসন্ধিৎসু ভিত্তাবলে ব্রহ্মাদি-লোকস্থ মানব তাহার স্বকপোল-কল্পনাবলে কত যে অত্যাশ্চর্য্য প্রভাব উত্থাপন করিতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। ইহা হইলে সুবিধা, ইহা না হইলে অসুবিধা—এইরূপ কত যে সুবিধা-অসুবিধার সঙ্কল্প-বিকল্পের ক্ষণে ক্ষণে উত্থান-পতন হইতেছে, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। মহাবদান্য শ্রীভগবান্ চৈতন্যদেব মনোধর্ম্মী জগতের সকল সমস্যার চরম সমাধান প্রদর্শন পূর্ব্বক মনুষ্যজাতিকে নিত্যমঙ্গল-লাভের যে সুবর্ণ সুযোগ প্রদান করিলেন, মানুষ তাহা গ্রহণ

করিতেছে না কেন? শ্রীচৈতন্যের বিচার গ্রহণ করিলেই মানুষের মঙ্গল হইবে।

বিভিন্ন ভাবা শিক্ষা করিয়া আমরা ইতঃপূর্ব্বের বিচারে স্ব-স্ব পাণ্ডিত্য প্রদর্শনপূর্ব্বক পরছিদ্রান্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়া পরস্পরে যেন হিংসা-রত হইতে পারি, প্রকৃত স্বার্থের বিচার হারাইয়া অপস্বার্থ লইয়া কলির আবাহন করিতে পারি, আবার পরস্পরের নিত্যমঙ্গল চিন্তাও করিতে পারি। মানুষের শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত—"তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্। হৃদ্বাগ্বপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্॥" শ্লোকের বিচার উপস্থিত হইলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থচিন্তা লইয়া পরমকরুণ ভগবানের মঙ্গলময় ব্যবহারে প্রতিকূলে আপনাকে হারাইবার অসহিষ্ণুতা থাকে না। "অমর্ষো হিংসা মানঃ"। Thin-skinned হইয়া পাছলেও অধিক অসুবিধ ভোগ করিতে হয়। কোন কোন ব্যক্তি-বিশেষকে ভগবান্ যে যে কার্য্যের ভার দিয়াছেন, তাঁহারা তত্তৎকার্য্যে স্ব-স্ব যোগ্যতা প্রদর্শন করুন, আমাদিগকে অযথা অনধিকারচর্চায় প্রবৃত্ত অসহিষ্ণুভাবে পরিচয় দিতে হইবে না। জগতে আমরা যে বন্ধনের জন্য কষ্টভোগ করিতেছি, যে স্বাধীনতা বিলুপ্ত হইবার জন্য দুঃখপ্রকাশ করিতেছি, সে বন্ধন, সে স্বাধীনতা শব্দের প্রকৃত অর্থ কি, তাহার প্রকৃত প্রতিকারই বা কি, ইহার বিচার হউক।

শ্রীচৈতন্যদেব বিভিন্ন মানবের বিভিন্ন চিত্তবৃত্তির পরিবর্ত্তন কামনা করিয়া কোন শিক্ষা দেন নাই। আমরা অল্পেই অধীর হইয়া পড়ি, অথচ মহাজনেরা বলেন—

"অদ্যৈব বা মরণমস্তু যুগান্তরে বা
ন্যায্যাৎ পথঃ প্রবিচলন্তি পদং ন ধীরাঃ॥"

ভগবানের কথা আলোচনা করিলেই আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিচার প্রশমিত হইবে। তিনি পরম দয়াময়। ভূত-ভবিষ্যৎ আমরা কিছুই জানিতে পারি না; কিন্তু তিনি সর্ব্বজ্ঞ, আমাদের মঙ্গলামঙ্গল তিনি উত্তমরূপে অবগত, সুতরাং তাঁহার বিচার গ্রহণ করিলেই আমাদের মঙ্গল হইবে। "বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ।" কম বেশী বিষয় সব জন্মেই পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু উহা লইয়া কি হইবে? সমাজের কার্য্য ভিন্ন ভিন্ন যোগ্য ব্যক্তির দ্বারা নির্ব্বাহ হইতেছে হউক, তাহাতে হস্তক্ষেপ করিবার প্রয়োজন নাই। অনেক সময়েই ব্যক্তিগত বিচারে নানা মতভেদ উপস্থিত হয়, কিন্তু ভগবান্ পূর্ণ পুরুষ, তাঁহার বিধানে কোন অপূর্ণতার স্থান নাই। তাঁহার বিধান

দিয়ে ধারণ করিলেই নিরুদ্বেগ লাভ হইবে

মহাপ্রভু যখন বারাণসী যান, তখন তাঁহার সহিত বহু লোকজন দেখিয়া গৌড়েশ্বরের মনে আশঙ্কা হইয়াছিল যে এত লোক তাঁহাদের স্বার্থে কিছু ব্যাঘাত করিতে পারে। কিন্তু মহাপ্রভু কাহারও কোন স্বার্থের ক্ষতি করেন নাই, কাহাকেও অসহিষ্ণু হইবার উপদেশ দেন নাই। আমাদের কপাল খারাপ হইলেই অসুবিধা, কপাল ভাল হইলেও সুব্যবস্থা হইয়া থাকে। মহাপ্রভু বৃন্দাবনে এত লোক লইয়া যাইবেন না বিচার করিয়া সে-যাত্রা নীলাচলে ফিরিয়া যান।

উৎকল-সম্রাটের রাজ্যে বাস করিয়াও মহাপ্রভু গজপতিরাজকে যে পরমার্থ, এরূপ বিচার করেন নাই। সাম্প্রদায়িক ব্যক্তিগত কথা Religious toleration. সেটী খুব বড় কথা।

রামানন্দের ভ্রাতা গোপীনাথের প্রতি রাজদণ্ডের কথা শ্রবণ করিয়াও মহাপ্রভু সহিষ্ণুতার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। অসহিষ্ণু না হইলে আমরা সকলের নিকট হইতেই প্রয়োজনীয় জিনিষ পাইতে পারি। সমাজের সঙ্গে ঝগড়া করিলেই কি বিরোধ নিবৃত্ত হইবে? ভগবানের প্রীতি-সম্পাদনে যত্নবান্ হইলেই সমস্ত কষ্টের সমাধান। বাড়ীতে উঠিয়া ভিক্ষের জন্য পরস্পরে মারামারি করিয়া মরি। কিন্তু একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে হয়, ঐ প্রকার অসহিষ্ণুতার পরিণাম কি? সকলেরই মৃত্যু, ইহার মধ্যে অসহিষ্ণু হইয়া কেন অশান্তির সৃষ্টি করি, ইহা প্রত্যেকেরই চিন্তনীয় হওয়া আবশ্যক। সহ্য করিতে পারিলেই মঙ্গল।

চুলকানি হইলে চুলকাইতে চুলকাইতে ঘা করিয়া প্রথম প্রথম সুখ বোধ হইলেও পরিণামে বড় আলাযন্ত্রণা হইয়া থাকে। সেইপ্রকার নবীন নবীন প্রভাবে প্রথম প্রথম বড়ই সুখবোধ হয়, কিন্তু তাহার পরিণাম বড়ই ভয়াবহ। একটু সংযত হইতে পারিলে ইন্দ্রিয়তোষণ-প্রবৃত্তি অনেক কমে। 'ভৈক্ষ্যপাত্রকরঙ্কী'র অভিমান জন্ম হইলে অপবর্গপথ'ও কম হয়। মহাপ্রভুর "তৃণাদপি সুনীচেন" শ্লোকের বিচার অবলম্বন করা আবশ্যক। তৃণাপেক্ষাও হীন, দীন, তরু অপেক্ষাও সহিষ্ণু হইয়া অপরকে সম্মান দেওয়া দরকার। একেও সম্মান নাই, যাহা আছে তাহা না থাকিলেই বা কি, যেটুকু আছে, তাহাও ছাড়িয়া দিলে হয়।

(ক্রমশঃ)

শুদ্ধভক্তি মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ

(আকর মঠরাজ)

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীযোগপীঠ হইতে প্রায় ৬০০ গজ উত্তর-পূর্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যবর্য্য শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীগৌরগান্ধর্ব্বা বিরাজমান। এই স্থান সংকীর্ত্তন-রাস, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বতচক্রবর্ত্তী। এই মঠাভ্যন্তরে শ্রীভক্তিবিনোদ বাগবাজারে বেদান্তসমূহের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী ও চারিজন সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের বৈশিষ্ট্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র 'নদীয়া-প্রকাশ', সাপ্তাহিক সজ্জনতোষণী প্রকাশিত ও সুপ্রাচীন প্রকাশিত গ্রন্থসমূহ 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতি বৎসর শ্রীধাম পরিক্রমা-উৎসব ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীসহ কীর্ত্তন-প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি শ্রদ্ধায় অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—শ্রীপাদ নরোত্তম ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং, বড়বাজার ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত সুনির্মল ভক্তধর্ম-প্রচারোদ্দেশ্যে গৌড়দেশের সর্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভজনমন্দিরে শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দজীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। উপনিষৎ পাঠ, ব্যাখ্যা, মহাপ্রভু-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি লীলা ও ভক্তগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হয়। এই মঠ হইতে মহানগরীর সর্বত্র হরিকথা-প্রচার, মহানগর-সঙ্কীর্তন, বক্তৃতা, ব্যাখ্যা ও সঙ্কীর্তন-মহা-মহোৎসবাদি ভক্তাঙ্গের অনুষ্ঠান হয়। মঠরক্ষক - মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া সহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী সেবাকোবিদ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী এখানে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান, রক্ষক—শ্রীবনবিহারী বাসাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—গোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

(৭) কাজীর সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপা-প্রাপ্ত শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীমহাজন ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক।

(৮) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও রাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান দাস ব্রহ্মচারী।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রনাথ বাসাধিকারী।

(১০) মোদদ্রুম-ছত্র "গৌড়ের নৈমিষ"

মাউগাছি, পোঃ আমঘাটা, (বর্দ্ধমান)।

শ্রীবাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান ও শ্রীগৌরনিত্যানন্দের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীকুঞ্জবিহারী ব্রজবাসী, ভাক্তভূষিত।

(১১) ভেতিয়া কুঞ্জকানন

শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী,

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীনবীনানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১২) কুঞ্জকুটীর—পোঃ কৃষ্ণনগর,

নদীয়া। রক্ষক—শ্রীমদ্বৃন্দাবন অধিকারী

(১৩) ভাগবত-আসন—পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

এই স্থান হইতে ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচারিত হয়। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৪) একায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ ফাজিলনগর, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীজগন্নাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী ভক্তিসার।

(১৫) মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিবিনোদ ব্রজবাসী।

(১৬) মাধ্বগৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, পোঃ ঢাকা

পূর্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীপাদ কৃষ্ণানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ।

(১৭) গোপালজীউমঠ—কমলাপুর,(ঢাকা)

গোপালজীউ শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান। রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রজবাসী,

(১৮) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)।

এখানে শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকিশোর ব্রহ্মচারী

(১৯) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

মধ্যপাড়া, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ এম-এ, বি-এল।

(২০) প্রাগ্জ্যোতিষপুর প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ সরভোগ, (আসাম)

এখানে সপরিকর শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(২১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীঅভয়চরণ বাসাধিকারী,

(২২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ভুবনেশ্বর, পোঃ চিংড়ী, (মানভূম)

এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী।

(২৩) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে গুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত।

(২৪) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন বাসাধিকারী।

(২৫) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশঝাড়, পোঃ বক্সীবাজার, (কটক)

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরাধাবিনোদজীউর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর

(২৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর পুরী,

শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন।

(২৭) পুরুষোত্তম মঠ

ভক্তিকুটী, পোঃ পুরী উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদবিহারীজীউর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান, রক্ষক—শ্রীপরমানন্দ অধিকারী

(২৮) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়মঠের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী বাসাধিকারী।

(২৯) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভূর, গোদাবরী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—শ্রীনবাইচন্দ্র বাসাধিকারী ভক্তিলোচন।

(৩০) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪২নং কালিদহ, বেনারস সিটি

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—রামদেব ব্রহ্মচারী।

(৩১) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ

(৩২) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও গৌরবিনোদ-বিলাসজীউর সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীমঙ্গলারাম বাসাধিকারী।

(৩৩) কৃষ্ণচৈতন্য মঠ

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

এখানে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিত্য-সেবা হয়। রক্ষক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠ

বিশ্রামঘাট মথুরা

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ

(৩৫) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ—শ্রীরাধাকুণ্ড

রক্ষক—শ্রীরাধারমণচরণশরণ ব্রহ্মচারী

(৩৬) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৩৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ

সেবপালী, পোঃ রোডোন, জেলা অমৃতসর (পাঞ্জাব) রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৩৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং কুতুব রোড, নিউ দিল্লী।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসম্বন্ধ তুর্য্যাশ্রমী

(৩৯) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল।

এখানে গৌর-বিনোদবিহারীর সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীবনগোপাল অধিকারী।

(৪০) সারস্বত-গৌড়ীয় মঠ

৩৪নং মাউন্ট রোড, মাদ্রাজ, সি

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি

(৪১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ রায়পেটা মাদ্রাজ।

শ্রীকৃষ্ণগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা।

রক্ষক—শ্রীপাদ নারায়ণ ভক্তিনিকেতন।

(৪২) বোম্বে-গৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়

প্রোক্টার রোড, চৌপাটি রিক্লেমেশন, বাংলো নং ১, বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মা মজুমদার।

(৪৩) অমরসি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমরসি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীমনোহর দাস অধিকারী

(৪৪) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী

(৪৫) পাটনা গৌড়ীয় মঠ

১০০ মিঠাপুর, পাটনা।

রক্ষক—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী রাসভক্ত

(৪৬) গয়া গৌড়ীয় মঠ

ফিল্ড মার্চ, চার্চ রোড, গয়া

রক্ষক—উপদেশক শ্রীমধুসূদন দাসবন্ধু

(৪৭) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠ বালেশ্বর

রক্ষক—শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয়

৩ ম্যাটাল হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, এস্-ডাব্লিউ ৭, লণ্ডন

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন

(৪৯) বার্লিন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

Berlin W. 30

Eisenacher strasse 29 &;

(৫০) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

৩৫০ নং ডালহাউসী ষ্ট্রীট রেঙ্গুন।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবত,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম ১০টে স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ হইতে শেষখণ্ড ।৶০
২। অনুভাষ্য বিবৃতি শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। অনুভাষ্য সহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সৎক্রিয়া-মঞ্জরী ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ২য় খণ্ড—১৲, ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড ৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—১৲; ২য় খণ্ড ৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব—১৲
৮। সৎক্রিয়াসার—দীপিকা ও সংস্কার-দীপিকা ১।০
৯। বৈবর্ত্ত ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ৩৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। প্রাকৃতজনের শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিচার-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ।০
১৮। বাদন-আন্দর ।০
১৯। ভাগবতের কৃষ্ণাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৸৴০
২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৸৴০
২২। ভজন-রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীনবদ্বীপশতক ও (বাঁধা) ২৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি টীকাসহ) ২৲
২৬। গীতার কেবল বাক্য-ভাষা ।০
২৭। বৃহদ্ভাগবতামৃত অনুবাদসহ সারাংশ ২৲
২৮। বেদান্তদর্শনের সারার্থ ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸
৩০। দীন-দিন দর্শন ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা /১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। ব্রজগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি /০
৪১। গীতাবলী /০
৪২। চিত্রে নবদ্বীপ ১।০
৪৩। সাধনকণা /০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /০
৪৫। নবদ্বীপশতক /০
৪৬। অর্চ্চনকণা
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) /১০
৪৯। অমৃতবচন ৶১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। সংকল্পকৌমুদী ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ০
৫৫। কল্পবৃক্ষাবলী বা মাধবাখ্যমহোৎসবপদ্ধতি ।০
৫৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? /০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৬০। সাম্যবাণী /০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিজয়ঃ
৬২। সটীক শিক্ষাষ্টকম্
৬৩। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৪। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৬৫। গৌড়ীয়মঠস্থ পঞ্চকঃ /০
৬৬। মায়াবাদশতদূষণী ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৭। রায় রামানন্দ ।০
৬৮। এ ফিউ ওয়ার্ডস্ অন্ বেদান্ত ।০
৬৯। নামভজন ।০
৭০। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজি এণ্ড অণ্টলজি ।০
৭১। থিইষ্টিক ওয়ার্ক্‌স ।৶০
৭২। লাইফ এণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।০
৭৩। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৪। [illegible] গৌড়ীয়মঠ ইন্ ব্রিফ /০
৭৫। দি ভাগবত ।০
৭৬। এরোটিক প্রিন্সিপল এণ্ড আনএলয়েড ডিভোশন ।০
৭৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২।০
৭৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম ভাগ) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৭৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮০। সাধন-পথ ।০
৮১। কল্যাণ-কল্পতরু /১০
৮২। গীতাবলী /০
৮৩। শরণাগতি /০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৪। শরণাগতি /০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠ ভট্টের

বেহালার পাঁচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধি

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার খ্যাতি অত্যন্ত অধিক। ইহার প্লীহা সংযুক্ত কামলায় ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হইল কিনা। মূল্য, ছোট বোতল ৸০ আনা, বড় বোতল ১৷০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।
অথবা
পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও কালিব্যবসায়ী জে. বি. দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউণ্টেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন প্রকারে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।
জে. বি. দত্ত এণ্ড কোং
কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার
কলিকাতা

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ভিন্ন গ্রন্থে বর্ণনার ও শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও
ও কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম শাস্ত্রী এম, এস, এস, কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

জ্বর

হইতে

মুক্তি

লাভ করিতে

রবিনসনের

"পেটেন্ট"

বার্লি

সেবন করুণ

D.S

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈ নি ক

R.E. GC 1544

চৈতন্যোপনিষদ্
বহু অর্থব্যয়ে মূল ও অনুবাদসহ প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি উত্তম। ভিক্ষা ।০ মাত্র
শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

নদীয়াপ্রকাশ
THE
NADIA-PRAKASH

"গৌড়ীয়"
৭ম বর্ষ হইতে ১১শ বর্ষ পর্য্যন্ত প্রতি বর্ষ কাগজে বাঁধাই ভিক্ষা ৩।০ মাত্র।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ
বাগবাজার, কলিকাতা

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত—নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১০ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২৭শে জ্যৈষ্ঠ, সোমবার ১৩৪২, ১০ই জুন ১৯৩৫ [৮৫শ সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

খেলার মাঠে মারামারি

গত ৩রা জুন কলনা গ্রামের মাঠে কলনা এফ সি ও আড়িয়াল স্পোর্টিং ইউনিয়নের মধ্যে ত্রিপুরাসুন্দরী ফুটবল কাপ প্রতিযোগিতার সেমি ফাইনাল খেলায় গুরুতর মারামারি হইয়াছে। পূর্ণ সময় খেলায় উভয় পক্ষে একটি করিয়া গোল হওয়ায় খেলার মীমাংসার জন্য রেফারী অতিরিক্ত সময় খেলাইবার আদেশ দেন। ইহাতে আড়িয়লের খেলোয়াড়গণ আপত্তি করে কিন্তু তাহাদের আপত্তি অগ্রাহ্য হয়। তাহারা তখন মাঠ ত্যাগ করে এবং অপর পক্ষ শূন্য মাঠে গোল করিয়া জয়ী হয়। প্রকাশ, ইহাতে আড়িয়লের খেলোয়াড়গণ ব্যঙ্গোক্তি করে। ফলে উভয় দলের মধ্যে বচসা আরম্ভ হয়। এই সময় মাঝি কলনার লোকজন আড়িয়লের লোকদিগকে বেষ্টন করিয়া গুরুতর প্রহার করে। আড়িয়লের কয়েক জন গুরুতর আহত হয়। ইহাদের মধ্যে যতীন্দ্রমোহন দে' সরকার নামক এক ছাত্র মাথার ও শরীরের কয়েক স্থানে গুরুতর জখম হওয়ায় তৎক্ষণাৎ অজ্ঞান হইয়া পড়ে। মারামারি সে অজ্ঞান থাকে। পর দিন প্রাতে তাহাকে বাড়ী পাঠান হয়। তাহার অবস্থা আশঙ্কাজনক।

ডাঃ সাহার পুরস্কার লাভ

ভারতের প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক, এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাঃ মেঘনাদ সাহা 'কার্ণেগী বৃত্তি' লাভ করিয়াছেন। এই সংবাদে আমরা আনন্দিত হইয়াছি। পৃথিবীর খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিকগণকেই মৌলিক গবেষণা করিবার জন্য এই বৃত্তি দেওয়া হইয়া থাকে। ডাঃ সাহা আগামী অক্টোবর মাসে আমেরিকায় যাত্রা করিবেন এবং এক বৎসর সেখানে থাকিবেন এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় এবিষয়ে তাঁহাকে অনুমতি দিয়াছেন। ডাঃ সাহার এই নূতন সম্মানলাভে ভারতবাসীরা গৌরব অনুভব করিবে সন্দেহ নাই।

চোরাইমাল উদ্ধার

মানিকতলা থানার পুলিশ গত পনর দিনের মধ্যে কলিকাতার বিভিন্ন স্থান হইতে অপহৃত দ্রব্য সহ কতিপয় দুর্বৃত্তকে গ্রেপ্তার করিয়া সহরের অন্ততঃ তিনটী দুঃসাহসিক ঘটনার কিনারা করিতে সক্ষম হইয়াছে।

গত বৃহস্পতিবার রাত্রিকালে বাগমারীর রেল বাঁধের উপর দিয়া সন্তর্পণে তিনজন লোককে যাইতে দেখিয়া পাহারাওয়ালা তাহাদের লক্ষ্য করিয়া হাঁক দেয়। পুলিশের সাড়া পাইয়া তাহারা দৌড়াইয়া পলায়ন করিতে থাকে। কিন্তু পাহারাওয়ালা তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া মালসহ একজনকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। অপর দুই ব্যক্তির খোঁজ করিতেছে। ঐ সকল মালের মালিক নিজের জিনিষ সনাক্ত করিয়াছেন।

কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটের কোনও বাড়ী হইতে অপহৃত বিশ হাজার টাকার গহনা সমেত একটী লোহার বাক্স পুলিশ উদ্ধার করিয়াছে।

কতিপয় দুর্বৃত্তের নিকট হইতে কতগুলি বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি হস্তগত করিতে সক্ষম হইয়া পুলিশ সহরের অপর একটী চুরির কিনারা করিয়াছে।

পাটনা সিটি ষ্টেশনে চাঞ্চল্য

পাটনা সিটি ষ্টেশনের আপ প্লেট-ফর্ম্মের নিকট ২৫ বৎসর বয়স্ক একটী যুবকের মৃতদেহ পাওয়া যায়। ইহাতে তথায় বেশ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। মৃত যুবকের গলায় একটি দড়ি জড়ান ছিল। শবব্যবচ্ছেদ পরীক্ষার জন্য মৃতদেহ পাটনা জেনারেল হাসপাতালে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। মৃতদেহ এখনও সনাক্ত হয় নাই।

রিভলবারসহ পশ্চিমা গ্রেপ্তার

বুধবার সন্ধ্যার উত্তর কলিকাতার রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ ষ্ট্রীটে পুলিশ ২টী ছয়ঘরা রিভলবারসহ জনৈক পশ্চিমদেশীয় লোককে গ্রেপ্তার করিয়াছে। প্রকাশ, ধৃত ব্যক্তি আগরওয়ালার বাসিন্দা। অতিরিক্ত তদন্ত সাপেক্ষে তাহাকে হাজতে রাখা হইয়াছে।

বাঙ্গালায় ডাকাতি

২৫শে মে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে বাঙ্গলার বিভিন্ন জিলা হইতে মাত্র ৬টি ডাকাতির সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে বীরভূম, রাজসাহী, হাওড়া ও চট্টগ্রামে একটি করিয়া এবং দিনাজপুর জিলায় দুইটি ডাকাতি হইয়াছে।

প্রতারণার দায়ে

বাগড়ার শ্রীব্রজগোপাল প্রামাণিক নামক এক ব্যক্তি বহরমপুর সাব ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ পি'এন চাটার্জি মহোদয়ের এজলাসে দণ্ডবিধির ৪০৬ ধারায় অভিযুক্ত হয়। গত ৩১শে মে বিচারে ৮০৲ টাকা জরিমানা ও অনাদায়ে ৩ মাস সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে।

অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ, উক্ত ব্রজগোপাল প্রামাণিক বাগড়ার অন্যতম কাংস্য ব্যবসায়ী প্রমথ মণ্ডলের নিকট হইতে কতক গুলি কাংস্য বাসন বাড়ীতে দেখাইবার অছিলাতে লইয়া গিয়া কেবৎ দেয় না এবং উক্ত বাসন লওয়া অস্বীকার করে। ফরিয়াদী আদায় হইলে তাহা হইতে বাসনের মূল্য বাবদ প্রথম দফায় ৫০৲ টাকা পাইবে। প্রকাশ, উক্ত ব্রজগোপালের বিরুদ্ধে নোট জালিয়াতের মোকদ্দমায় ১২০ বি, ও ৪৬০ ধারার ষড়যন্ত্রমূলক প্রতারণার অভিযোগের আরও একটী মোকদ্দমা চলিতেছে।

ফরাসী মন্ত্রিসভা গঠনে বিঘ্ন

প্যারিসের সংবাদে প্রকাশ, যে সমস্ত দিন আলোচনার পর মঃ লাভাল মন্ত্রিমণ্ডলী গঠন করিবার ভার ছাড়িয়া দিয়া ঘোষণা করিয়াছেন যে প্রেসিডেণ্ট লেব্রাঁ, মঃ এরিওকে আহ্বান করিতেছেন। মঃ এরিও মঃ লালাদিয়েরকে প্রধান মন্ত্রীর পদ দিবার জন্য সুপারিশ করিবেন। জানা গিয়াছে যে, মঃ লাভাল শুধু ফ্রাঙ্কের মূল্য রক্ষাতেই বিশেষ ক্ষমতা বিশেষ সীমাবদ্ধ করিতে চাহিয়াছিলেন। রেডিক্যাল দল উক্ত প্রস্তাবে অর্দ্ধ ভোটাধিক্যে সম্মত হয় কিন্তু মঃ লাভাল উহা অপছন্দ মনে করেন।

পরলোকে মিঃ আর আর মিত্র

গত বুধবার দিন কলিকাতার বেনিয়াপুকুর রোডের বাসভবনে মিঃ আর আর মিত্র পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৪৬ বৎসর হইয়াছিল। তিনি প্রথমতঃ "ষ্টেটসম্যান" পত্রিকার টাইপিষ্ট রূপে কাজ আরম্ভ করেন। পরে প্রতিভার পরিচয় দিয়া তিনি উক্ত পত্রিকার সহকারী সম্পাদক পদে উন্নীত হন। ১৫ বৎসর কাল তিনি বেশ সুনামের সহিত 'ষ্টেটসম্যান' পত্রিকার কাজ করিয়াছিলেন। তাঁহার ব্যবহারে সকলেই বিশেষ সন্তুষ্ট ছিলেন। মিঃ মিত্র এক কন্যা ও বিধবা পত্নীকে রাখিয়া গিয়াছেন।

বাবুলাল প্রভৃতির জেল

বৃহস্পতিবার চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট বিদ্যুৎপ্রবাহ চুরির মামলার রায় দিয়াছেন। বিভিন্ন আসামীর দণ্ডের পরিমাণ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

বাবুলাল চোখানির এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড ও এক হাজার টাকা অর্থদণ্ড অনাদায়ে আরও ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ড।

ফলের বেড়া বাগান কর্মচারী শৈলেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের ১৫ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড।

সুশীল সেন, মন্মথনাথ দে ও রামবিহারী সাহা, দে ও সাহা, ইঁহাদের প্রত্যেকের এক বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ড।

পটল সাকরা এবং কুপিটার সিনেমার দারোয়ান কপিলদেব সিংহের প্রত্যেকের ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ড।

বাবুলাল চোখানির দারোয়ান গণেশ বাহাদুরের ৭ মাস সশ্রম কারাদণ্ড।

অবশিষ্ট চারি আসামী পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণলাল নন্দী, শৈলেন্দ্রনাথ সান্যাল ও হরনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়কে সন্দেহের অবকাশে খালাস দেওয়া হইয়াছে।

গত ১৭ই নবেম্বর কলিকাতা ইলেক্ট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনের পক্ষ হইতে এই মামলা রুজু করা হয়। কলিকাতায় নাকি এরূপ মামলা ইতিপূর্ব্বে আর হয় নাই। বিদ্যুৎপ্রবাহ চুরির জন্য ১৯৩৪-৩৫ সালে ইলেক্ট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনের অন্ততঃ দুইলক্ষ টাকা ক্ষতি হইয়াছে বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে। এই ষড়যন্ত্রে লক্ষপতি, ব্যবসায়ী সিনেমার মালিক, ইলেক্ট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনের ভূতপূর্ব্ব কর্মচারীগণ জড়িত ছিল। ম্যাজিক মিটারে কারসাজি করিয়া বিদ্যুৎ প্রবাহ চুরি করা হইত।

এই মামলা সম্পর্কে কতিপয় ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল; তাহাদের মধ্যে তিন জনকে অভিযোগ গঠিত হওয়ার পূর্ব্বেই ছাড়িয়া দেওয়া হয়। কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ, ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায় ও ভবতার সিংহ এই তিন জন রাজসাক্ষী হওয়ায়, তাহাদিগকে অব্যাহতি প্রদান করা হয়। অবশেষে ১২ জন আসামীর বিচার হয়।

মহম্মদ আবদুল আজিজ, অশ্বিনী কুমার পাল, ননীলাল ঘোষ ও ভূদেব শেঠ পলাতক ছিল। পরে তাহারা ধৃত হইয়াছে কিম্বা আত্মসমর্পণ করিয়াছে। অতিরিক্ত এক মামলায় তাহাদের বিচার হইবে।

ডাঃ মেঘনাদ সাহার বৃত্তিলাভ

এই মর্ম্মে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, ডাঃ মেঘনাদ সাহাকে ১৯৩৫-৩৬ সালের গবেষণার জন্য একটী কার্ণেগী বৃত্তি দেওয়া হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালক পরিষদ ডাঃ মেঘনাদ সাহাকে ১৯৩৫-৩৬ সালের কার্ণেগী বৃত্তির জন্য অনুমোদন করিয়াছিলেন।

ডাঃ সাহা সম্ভবতঃ আগামী অক্টোবর মাসে আমেরিকা গমন করিবেন এবং একবৎসর পরে ভারত প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন। প্রকাশ, তাঁহার অনুপস্থিতিতে ডাঃ শালগ্রাম এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান অধ্যাপকের কার্য্য করিবেন।

ডাঃ সাহা ১৯৩৪ সালে ভারত-বিজ্ঞান-কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন। পদার্থ বিজ্ঞান সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া তিনি আন্তর্জাতিক খ্যাতিঅর্জ্জন করিয়াছেন। কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি জাপান একাডেমী অব সায়েন্সের ভারত করেসপণ্ডিং মেম্বার নিযুক্ত হন।

রয়েল সোসাইটির পুরস্কার

লণ্ডনের রয়েল সোসাইটির ডঃ মেঘনাথ সাহাকে তাঁহার বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য "মণ্ড ফাণ্ড" হইতে ১০ পাউণ্ড দান করিয়াছেন।

সৈনিকের শোচনীয় মৃত্যু

গত ৬ই জুন বৃটিশ মিলিটারী হাসপাতালে ল্যান্স-কর্পোরাল ডাওয়ারের মৃত্যু হইয়াছে। গত শুক্রবার কর্পোরাল নিকলোসনের হাতের রিভলবার হইতে অকস্মাৎ একটী গুলী ছুটিয়া যায় এবং তাহাতে ল্যান্স কর্পোরাল ডাওয়ারের মৃত্যু হয়।

শিবসাগরে সংঘর্ষ

গত ২৬শে মে শিবসাগর সহরের প্রায় ৫ মাইল দূরবর্ত্তী বাধাচক গ্রামে অতি অকিঞ্চিৎকর এক ঘটনা ক্রমে চাঞ্চল্যকর আকার ধারণ করে এবং শেষ পর্য্যন্ত উহা সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষে পরিণত হয়। এই সংঘর্ষের ফলে ৬জন লোক গুরুতরভাবে জখম হয় তন্মধ্যে একজনের একখানি পা কাটিয়া ফেলিতে হইয়াছে। সদর হাসপাতালে ঐ ব্যক্তি সাংঘাতিক অবস্থায় অবস্থান করিতেছে।

প্রকাশ, ঘটনার দিন সাহাদে জনৈক মুসলমান দোকানদার একটি ঘোড়ায় চড়িয়া হাট হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিল সেই সময় রাস্তার ধারে সঙ্গিগণ সহ উপবিষ্ট জনৈক হিন্দু যুবককে ঘোড়াটী লাথি মারে। ইহাতে উভয় পক্ষে বচসা হয় এবং ক্রমে বচসা হাতাহাতিতে পরিণত হয়। অতঃপর মুসলমানটি গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তাহার প্রতিবেশীদের নিকট দুর্ঘটনার বিবরণ বলে উহার পরে ৫০।৬০ জন মুসলমান ব্যক্তি লাঠি ও বর্শা লইয়া বাধাচকের জনৈক হিন্দুর গৃহ ঘেরাও করে এবং তাহাকে ধাওয়া করে। উভয় পক্ষে তখন সংঘর্ষ উপস্থিত হয় এবং এই হাঙ্গামায় বেপরোয়াভাবে নাকি অস্ত্র শস্ত্র ব্যবহৃত হয়। হাঙ্গামার সময় চরম উত্তেজনার মুখে একজন মুসলমানের পা নাকি দাও দ্বারা কাটিয়া ফেলা হয়। অবিলম্বে লোকজন গিয়া শিবসাগর থানায় এই হাঙ্গামার সংবাদ দেয়। পরদিবস প্রাতে জনৈক ম্যাজিষ্ট্রেট ঘটনাস্থলে গিয়া ঘটনা সম্বন্ধে তদন্ত করেন।

এক মাস অবিরত বারিপাত

প্রায় এক মাসের বেশী হইল, কুড়িগ্রামে অবিরত বারিপাত হইতেছে। গতদিন পরে সূর্য্য দর্শন ঘটিয়াছে। অতিরিক্ত বৃষ্টির ফলে আউশ ধান্য ও পাটের যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে।

বগুড়ায় প্রবল বৃষ্টি

গত ৪ঠা জুন বগুড়ায় খুব বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে বজ্রপাতও হইয়াছিল। প্রকাশ রেলওয়ে এস-ডি-ও যে দোতালা দালানে বাস করেন, তাহার উপর বজ্রপাত হয় এবং ঐ দালানের যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে। বজ্রপাতের ফলে এস-ডি ও'র পরিবারের একজন অনেকক্ষণ অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিল।

রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী

গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৬ ঘটিকার সময় বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ মন্দিরে আচার্য্য রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদীর স্মৃতি বার্ষিকী অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

হাটখোলার কীর্ত্তন সম্প্রদায় কর্ত্তৃক কীর্ত্তন গানের পর সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। সভাপতি মহাশয় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন—তিনি বিদ্বান, সুশিক্ষক এবং বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্যের অনুরাগী ছিলেন। তিনি বাঙ্গলা ভাষার উন্নতির জন্য অশেষ চেষ্টা করিয়াছেন। শিক্ষার মধ্য দিয়া বাংলা দেশের উন্নতি হয় প্রাণের সহিত তিনি সেই ইচ্ছা পোষণ এবং তাহা ফলবতী করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি এই বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের জন্য যাহা করিয়াছেন, সেগুলিও কীর্ত্তনীয় এবং স্মরণীয়। এই সমস্ত গুণের উপরে তিনি মানুষ ছিলেন—তিনি একদিকে যেমন নিরহঙ্কার অমায়িক, সৌজন্যপূর্ণ, নিঃস্বভাব ছিলেন অন্যদিকে তেমনি তেজস্বী পুরুষ ছিলেন।

তাঁহার কথা মনে হইলেই আমাদের সর্ব্বপ্রথম মনে হয় যে, তিনি আমাদের অকালে ছাড়িয়া গিয়াছেন। তিনি মহা পণ্ডিত ছিলেন। বিদ্যা তাঁহার ছিল বহুমুখী। শুধু বিজ্ঞান নয়, দর্শন, সংস্কৃত সাহিত্যেও তিনি বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন।

আমরা যদি বাঙ্গলা ভাষায় আমাদের ভাব ও চিন্তাধারা প্রকাশ করি তাহা হইলে বাঙ্গলা ভাষার অনেক প্রসার লাভ হয় এবং সেই বিষয়ে ত্রিবেদী মহাশয় পথ প্রদর্শক ছিলেন বলিয়া তিনি আমাদের নমস্য। সহজ বাঙ্গলা ভাষায় সাধারণের বোধগম্য দুরূহ বৈজ্ঞানিক বিষয় লিখিবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল অসাধারণ। তাঁহার স্বভাবের শুচিতা ও নির্ম্মলতা ছিল। তিনি বিদ্বান হইয়াছিলেন বিদ্যালাভের জন্য এবং সাহিত্যিক হইয়াছিলেন সাহিত্য চর্চ্চা ও উন্নতির জন্য।

কলিকাতা কর্পোরেশন

সার্কুলার রোডে সহরের আবর্জ্জনা বহন করিবার জন্য যে রেল লাইনটী আছে, তাহা বহু বৎসর যাবৎ সহরের বুকে কলঙ্ক স্বরূপ হইয়া আছে। পরলোকগত কাউন্সিলার ললিত কুমার মিত্র এই রেল লাইনটি উঠাইয়া দিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন, কিন্তু তিনি সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। আমরা জানিয়া সুখী হইলাম, কর্পোরেশন এতদিনে সত্যই রেল লাইনটি তুলিয়া দিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন এবং কর্পোরেশনের চীফ ইঞ্জিনিয়ার আবর্জ্জনা সরাইবার জন্য একটি নূতন স্কীমও করিয়াছেন। এই নূতন স্কীম অতি সত্বর কার্য্যে পরিণত হইলে করদাতারা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিবে।

কুমিল্লায় ডাকাতি

চান্দিনা থানার উগরাবাড়ী গ্রাম হইতে এক সশস্ত্র ডাকাতির সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, ডাকাতগণ লুণ্ঠিত দ্রব্যের সঙ্গে একটী বন্দুকও লইয়া গিয়াছে।

ঘটনার প্রকাশ, ২রা জুন রাত্রি প্রায় এক ঘটিকার সময় ২৫।৩০ জন সশস্ত্র লোক বৈদ্যুতিক মশাল ও অস্ত্রশস্ত্র প্রভৃতি লইয়া স্থানীয় ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট [illegible] হোসেন চৌধুরীর বাড়ী আক্রমণ করে এবং জোর পূর্ব্বক বাড়ীর লোকজনকে ভয় দেখাইয়া নগদ টাকা, গহনা, একটি লাইসেন্স যুক্ত বন্দুক প্রভৃতি নিয়া সরিয়া পড়ে, বাড়ীর কোন লোক বাধা দিতে চেষ্টা করিলে দস্যুগণ কর্ত্তৃক আহত হয়।

ভারতসচিব কে হইবেন?

লণ্ডনের জল্পনাকল্পনা

বৃটিশ মন্ত্রীসভার সদস্যগণের মধ্যে যে রদ-বদল হইবে, তৎসম্বন্ধে জল্পনা কল্পনা আরম্ভ হইয়াছে। একটি গুজব এই যে, ভারত সচিব স্যার স্যামুয়েল হোরকে পররাষ্ট্র সচিবের পদ প্রদান করা হইবে। যদি তাহাই সত্য হয়, তবে ভারতসচিব কে হইবেন? কেহ কেহ বলেন যে, মিঃ অর্মসবি গোর অথবা লর্ড ইউষ্টেস পার্সি অথবা কোন অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিকে এই পদ প্রদান করা হইবে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
—পারমার্থিক পত্র—
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১০ম খণ্ড } ২৩ ত্রিবিক্রম গৌরাব্দ ৪৪৯, ২৭শে জ্যৈষ্ঠ বঙ্গাব্দ ১৩৪২, ১০ই জুন ১৯৩৫ সোমবার ৮৫শ সংখ্যা

দুর্জ্জয়লিঙ্গ-সন্দেশ

দার্জ্জিলিং ৫।৬।৩৫

গত ৩.৬.৩৫ তারিখে শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেক্রেটারী আচার্য্যত্রিক প্রভু দার্জ্জিলিং হইতে কলিকাতা যাত্রা করিয়াছেন। গত তিন দিবস তিনি এখানে থাকিয়া শ্রীল প্রভুপাদের থাকিবার সুবন্দোবস্ত, শ্রীল প্রভুপাদকে সঙ্গে লইয়া দার্জ্জিলিংএ সংগৃহীত মঠোপযোগী জমি পরিদর্শন ও তাহাতে কিপ্রকার গৃহাদি নির্ম্মিত হইতে পারে তৎসম্বন্ধে পরামর্শাদি করিয়া গিয়াছেন। উক্ত জমিটী দার্জ্জিলিং ষ্টেশন হইতে দেড় মাইলের মধ্যে অবস্থিত এবং উহার পারিপার্শ্বিক অবস্থাও ভাল। দার্জ্জিলিং হইতে ঘুম ষ্টেশন পর্য্যন্ত যে বিস্তৃত সুন্দর Auckland Road নামক রাস্তা গিয়াছে, সেই রাস্তারই ঠিক পার্শ্বে এই জমিটী অবস্থিত। এখানে মঠবাড়ী স্থাপিত হইলে তৎপার্শ্ববর্ত্তী উর্ব্বরা বহু জমিতে শ্রীভগবানের সেবোপযোগী প্রচুর শস্যাদি উৎপন্ন হইতে পারিবে। জমির মধ্যেই একটী ঝরণা আছে।

শ্রীল প্রভুপাদ দার্জ্জিলিংএ বর্ত্তমানে যে স্থানে অবস্থান করিতেছেন, সেই স্থানটী দার্জ্জিলিংএর কলকোলাহল বা লোক-নিবাসের কেন্দ্রস্থল হইতে কিছু দূরে অবস্থিত। দার্জ্জিলিংএ যেসকল ব্যক্তি আছেন বা বর্ত্তমানে আসিয়াছেন, তাহাদিগের অনেকে অর্থোপার্জ্জনে ব্যস্ত, আবার যাঁহারা দূর হইতে অর্থাদি সংগ্রহ করিয়া এখানে ভোগবিলাসে সেই অর্থাদি ব্যয় করিতে আসিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই ভজনবিমুখ। শ্রীল প্রভুপাদ সেই সকল হরিবিমুখ জনের চঞ্চল নগর হইতে দূরে অবস্থিত থাকিয়া তাঁহাদেরই নিত্যকল্যাণ বিধানের জন্য নির্জ্জনে রহেন। অদ্যও ত্রিদণ্ডী শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ প্রভু, শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভু প্রভৃতি ভক্তগণের সহিত আলাপাদি করিতেছেন এবং নিখিলদেশবাসীর প্রতি দুর্জ্জয়লিঙ্গে বসিয়া বিশ্ববাসীর পারমার্থিক আবাহিক মঙ্গল কি প্রকারে করা যাইতে পারে এবং কি প্রকার শিক্ষার ব্যবস্থা করিলে বা কিপ্রকার গ্রন্থাদি রচনা করিলে ভবিষ্যতে সেই সমস্ত শিক্ষা দ্বারা বৈষ্ণবগণ চরিত্রবিদূষণের হস্ত হইতে রক্ষা পাইতে পারে, সেইরূপ পুস্তকাদি প্রণয়ন জন্য সর্ব্বদাই উপদেশ প্রদান করিতেছেন।

শ্রীল প্রভুপাদের অতি আদরের জিনিষ সংক্ষিপ্ত বৈষ্ণবমঞ্জুষা-প্রণয়ন-কার্য্য। এই সম্বন্ধে তিনি গোস্বামী শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ প্রভু, ভক্তিসুধাকর প্রভু ও অন্যান্য প্রভুকে উপদেশমুখে বলিয়াছিলেন যে, এরূপ একখানি সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ প্রকাশিত হউক যাহাতে বৈষ্ণবগণের ও গ্রন্থাদিতে প্রকাশিত অপ্রকাশিত পদসমূহের অর্থাদি লিখিত হউক, সেই সেই পদ কোন্ কোন্ গ্রন্থাদিতে কিরূপভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা বর্ণিত হউক; গোস্বামিগণের রচিত গ্রন্থাদির পদাঙ্কে সূচক বর্ণিত হউক; বৈষ্ণবসাহিত্যোল্লিখিত স্থানসমূহের ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিত হউক; গোস্বামিগণের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হউক এবং ভক্তবৈষ্ণবগণের লিখিত গ্রন্থাদির সংক্ষিপ্ত সার সংগৃহীত হউক। এতদ্ব্যতীত তিনি 'সরস্বতী জয়-শ্রী', 'মায়াবাদ', 'গৌড়ীয়' রচনা বিষয়ে প্রচুরতর নানাবিধ উপদেশ দিতেছেন।

মধ্যে মধ্যে অনেক দর্শনপ্রার্থী ব্যক্তিগণ শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণ-দর্শন-লালসায় এখানে আসিতেছেন এবং সাধুসঙ্গবিমুখ হরিকথামৃতপানে তৃপ্ত হইয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন। গত ৪ঠা জুন তারিখে দার্জ্জিলিং জেনারেল-পোষ্ট-অফিসের জনৈক কর্ম্মচারী শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মসন্নিধানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন।

দার্জ্জিলিং কোর্টের বিখ্যাত উকীল মহাশয়গণের শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের চেষ্টায় ও বিশেষ আগ্রহে দার্জ্জিলিং "নৃপেন্দ্রনারায়ণ হলে" আগামী ৮।৬।৩৫ ও ১০।৬।৩৫ তারিখদ্বয়ে শ্রীগৌড়ীয়মঠের কার্য্যাধ্যক্ষ মহোপদেশক শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও মহোপদেশক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ যথাক্রমে ইংরাজী ও বঙ্গভাষায় "The Message of Sree Krishna Chaitanya" সম্বন্ধে অপরাহ্ণ ৫৷ ঘটিকার সময় বক্তৃতা করিবেন।

৮।৬।৩৫ তারিখে সভায় স্যার যদুনাথ সরকার (P. R. S.) কে, টি, (Late Vice-Chancellor, Calcutta University) সভাপতির আসনগ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন।

উত্তরবঙ্গে প্রচার

বিগত ১৩ই জ্যৈষ্ঠ রবিবার ভোরে দার্জ্জিলিং মেইলে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী এবং আরও কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ হলদিবাড়ী ষ্টেশনে অবতরণ করিয়াছেন। পূর্ব্ব হইতে সংবাদ পাইয়া আচার্য্য পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিশাস্ত্রী সঙ্কীর্ত্তন-দলসহ উপস্থিত থাকিয়া স্বামীজীকে অভ্যর্থনা করিয়াছেন। সঙ্কীর্ত্তন-বাহিনী প্রভাতীসুরে মহানাম কীর্ত্তন করিতে করিতে ৭ মাইল দূরে দেওয়ানগঞ্জে উপস্থিত হন। প্রচারকগণ উত্তরবঙ্গে প্রচারোদ্দেশ্যে শুভবিজয় করিয়াছেন।

ঐ দিবস শ্রীএকাদশী তিথি। অপরাহ্নে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীসেবামন্দিরে স্বামীজী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে হরিদাসঠাকুরের নির্য্যাণ কীর্ত্তন করিয়া সমাগত বহু ব্যক্তির নিত্য-কল্যাণলাভের সুযোগ প্রদান করিয়াছেন।

১৫ই জ্যৈষ্ঠ সভায় মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা করেন। তাঁহার সুললিত ভাষা ও সুমধুর ব্যাখ্যা শ্রবণে শ্রোতৃবৃন্দ পরমানন্দ লাভ করেন।

শ্রীচৈতন্যদেবের বাণী

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

বেদান্তের অন্তরে হ'লে ভগবানের স্বরূপের উপাসনা করতে হ'বে। সদসৎ এককে অবতীর্ণ হন, পরমেশ্বর হ'তে প্রকটিত বোধে একেও প্রকাশ অস্পষ্টভাবে নিজের স্বরূপ সংরক্ষণ করেন। সত্যের বেগুনিতে যাঁ'র জীবন পরিপূর্ণ হ'য়েছে, তিনিই বিশ্বমানবের কর্ণে এক সত্যবার্ত্তাকে প্রচার ও বিস্তার করতে পারেন। যদি সেই মহাপুরুষের বাণী ও আমাদের কাণের মাঝখানে কোন Non-Conductor এর ব্যবধান না থাকে, তা' হ'লেই সেই উদ্গার আমাদের জীবনকে মধুময় ক'রে দিতে পারে। এই সত্যবিজ্ঞানের প্রকৃত বিশ্বাদি, বিশ্লেষণ, বিবরণ ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরম প্রয়োজনের মূল প্রশ্ন। মহাপুরুষের নিকট হ'তে সত্য-শক্তি সঞ্চারিত হ'বে জীবগণের মধ্যে হ'লেই জীবনের সর্ব্বার্থসিদ্ধি হ'বে—ইহাই শ্রীচৈতন্যের বাণী।

কৃষ্ণ আমার পায়ে, রাখে' তার সর্ব্বকাল। আত্মনিবেদন-দৈন্যে ঘুচাও জঞ্জাল।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৩ ত্রিবিক্রম মঙ্গলবার সংখ্যা ৪৪৯

পরমার্থ ও আপেক্ষিকতা

জন সাধারণের ধারণা, শাস্ত্রগণ প্রকার পর কোন একটী নির্দ্দিষ্ট সময়ে সেই সময়ের উপযোগী ক'রিয়া বিধান লিপিবদ্ধ করেন; সুতরাং সেই সকল বিধান সকল সময়ে মানিয়া চলিবার প্রয়োজনীয়তা নাই, যে যুগে জন্মগ্রহণ করা যাইবে সেই যুগের অবস্থা বিচার করিয়া তদনুযায়ী কার্য্য করাই বুদ্ধিমত্তার লক্ষণ। এই সকল ধারণা জগদ্বাসীর চিত্তকে এমনভাবে অধিকার করিয়াছে যে তাঁহারা শাস্ত্রসমূহের এই বিচারের প্রতিকূলে কোন কথা শ্রবণের ইচ্ছুক নহেন। যখন জগতের মনীষিবৃন্দ তাঁহাদের উদ্ভাবিত আপেক্ষিক মতবাদে ব্যবহারিক জগতের উপভোগের জন্য বিবিধ উপায় উদ্ভাবন করিবার আপ্রাণ চেষ্টা করিতে থাকায় জন, তখন কেহ কেহ তাঁহাদের বিচারের পরেও আরও কিছু বিচার আছে একথা মুখে না বলিলেও মনে মনে স্বীকার করেন। এই সময় যদি তাঁহাদের নিকট আপেক্ষিকতার হেতুটা প্রদর্শন পূর্ব্বক পারমার্থিকতার স্বরূপ প্রদর্শন করিবার প্রচার ও প্রচারপরায়ণ ব্যক্তির যত্নেই চেষ্টা প্রদর্শিত হয় তাহা হইলে তাঁহাদের চিন্তাস্রোত পরমার্থের দিকে প্রধাবিত হইবার সম্ভাবনা আছে। পক্ষান্তরে যাঁহারা স্ব-স্ব মনোধর্ম্মের আকাঙ্ক্ষাতৃপ্তি দর্শন করিয়াও আশা-মরীচিকার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইতে বিরত না হইয়া এ কার্য্যের জন্যই দৃঢ়পণ তাঁহাদের নিত্যকল্যাণ লাভের কোনও সম্ভাবনা নাই।

আমরা যদি শ্রীভগবানের করুণার বিষয় চিন্তা করি, তাহা হইলে আপেক্ষিকতা পরিত্যাগ করিয়া নিরপেক্ষ ভাগবত-ধর্ম্মের আলোচনায় মনোনিবেশ না করিয়া পারি না। ভগবান্ অন্তর ও বাহিরে উভয়ভাবে আমাদিগকে কৃপা করিতেছেন। প্রকৃত সাধু কায়মনোবাক্যে ভগবৎসেবায় নিযুক্ত থাকিয়া যে প্রেমানন্দে মগ্ন আছেন, তাঁহার নিকট আধি, ব্যাধি, জরা, মৃত্যু, শোক প্রভৃতি কখন বিন্দুমাত্র স্থান পায় না। সর্ব্বস্থানে সর্ব্বকালে সর্ব্বাবস্থাতেই তিনি আনন্দসাগরে নিমজ্জমান। দুঃখাদির মূল কারণ যে অবিদ্যা, যাহার বন্ধনে জগজ্জন আবদ্ধ, সেই অবিদ্যা বিনষ্ট হওয়ায় প্রকৃত সাধুর নিকট উহারা উপস্থিত হইতে পারে না। বস্তুতঃপক্ষে এই ভগবৎসেবা-পরায়ণ সাধুগণ শ্রীভগবানের অন্তর-কৃপার মূর্ত্তিমান্ বিগ্রহ। রোগাদির জ্বালা, দারিদ্র্যের পীড়ন, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, বন্যা, ভূমিকম্প প্রভৃতির উৎপীড়ন মানবের মনঃ-ধর্ম্মের অকিঞ্চিৎকরতা প্রদর্শন করিয়া কৃষ্ণ-কৃপা গ্রহণের জন্য বাহিরের-ভাবে উপদেশ করিতেছেন। কিন্তু তাহা লক্ষ্য করিবার মত বুদ্ধি অতি অল্প ব্যক্তিরই আছে।

দেশকালপাত্রবিচারে পরমার্থ কখনও রূপান্তরিত হয় না, তাহা দাসের উপাধির পৃথক্ হয় না। পরমার্থ নিত্যবস্তু; তাহাতে উপাধির নিত্য। এই নিত্যবস্তুকে অনিত্য করিবার প্রয়াস বিসর্জ্জন দিয়া অকপটভাবে উহার আশ্রয় করিলেই আমরাও যে নিত্য, আমাদের স্বরূপের আবাসও যে নিত্য, আমাদের সেব্যবস্তুও যে নিত্য ও আনন্দময় এবং নিত্যানন্দের অংশবিধানই যে ঐ নিত্যসেবা তাহা বোধগম্য হইতে পারে।

দিগ্দর্শনের একটী বিশেষ দৌর্ব্বল্য কৈতব। ইহাতে কৈতবের বিন্দুমাত্রও স্থান নাই। 'কৈতব' বলিতে কপটতা, দ্যূতক্রীড়া, পাশা ক্রীড়া প্রভৃতি বুঝায়। অবশ্য দুঃখের হইলেও মানবগণ ঐসকল কার্য্য করে। আমরা দ্যূতক্রীড়া হইতে সর্ব্বনাশ-সাধনের উদাহরণ প্রায়ই দেখিতে পাই। অদ্বৈতচক্রবর্ত্তীর আসনে উপবেশন করিলেই ঐ সকলের হেতুর উপলব্ধির বিষয় হয়। আর মুক্তাদি ভগবৎসেবার প্রতিষ্ঠিত হইলে দেখিতে পাই ভগবদ্বস্তু বিমুখ হইয়া মানবগণ যাহা কিছু করিতেছেন, তৎসমুদয় দ্যূতক্রীড়া ব্যতীত আর কিছুই নহে। ঐ ক্রীড়ার অবিদ্যা-চাল বুদ্ধিমান্ মানবগণকে মোহ-মদিরায় আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। মানব নিজ নিজ চেষ্টার সুখ-লাভের জন্য যাহা কিছু করিতেছেন তৎসমুদয়ই কৈতবের অন্তর্গত। যে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষরূপ চতুর্ব্বর্গকে জনসাধারণ বর্গের কাম্য বলিয়া মনে করেন তৎসমুদয়ও কৈতব-সমুদ্রের বিভিন্ন তরঙ্গ মাত্র। এই জন্য শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী 'কৈতব' শব্দের ব্যাখ্যা স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন—

"অজ্ঞান-তমের নাম কহিয়ে কৈতব।
ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-বাঞ্ছা আদি এই সব॥
তার মধ্যে মোক্ষ-বাঞ্ছা কৈতব প্রধান।
যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্দ্ধান॥
কৃষ্ণভক্তির বাধক যত শুভাশুভ-কর্ম্ম।
সেই এক জীবের অজ্ঞানতমোধর্ম্ম॥"

সুতরাং যাহাতে অন্যাভিলাষিতার বিভিন্ন মূর্ত্তি ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, এমন কি মোক্ষের লেশমাত্রও নাই তাহাই প্রোজ্ঝিত-কৈতব ধর্ম্ম—তাহাই ভাগবতধর্ম্ম, তাহাই পরমার্থ। এখন জিজ্ঞাস্য, এই পরমার্থের স্বরূপ কি? শ্রুতের প্রীতিবিধানই—কৃষ্ণেন্দ্রিয়তোষণই এই পরমার্থের স্বরূপ। সত্য, ত্রেতা দ্বাপর, কলি প্রভৃতি কোন যুগেই ইহার স্বরূপ পরিবর্ত্তিত হয় না।

আপেক্ষিকতার চশমায় যাঁহারা ঐ নিরপেক্ষ পরমার্থকে নিরূপণ করিতে চান, তাঁহাদের সম্মুখে একটী অস্বচ্ছ পর্দ্দা রহিয়াছে বুঝিতে হইবে। সুতরাং নিত্যকল্যাণ লাভ করিতে হইলে—প্রকৃত নিরপেক্ষ হইতে হইলে—কৃষ্ণব্যতীত অন্যত্র অপেক্ষা-রহিত হইতে হইলে ভাগবত-ধর্ম্ম অনুশীলনীয়। এই অনুশীলনের উপায়—

"যাহ, ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে"

"শ্রীচৈতন্যের বাণী"

[গৌড়ীয়-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ মহোদয়ের এই বক্তৃতাটি গত ৩ই জুন রেডিও-যোগে সর্ব্বত্র প্রচার (Broadcast) হইয়াছিল।]

নম ওঁ বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণপ্রেষ্ঠায় ভূতলে।
শ্রীমতে ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতীতিনামিনে॥
শ্রীবার্ষভানবীদেবীদয়িতায় কৃপাব্ধয়ে।
কৃষ্ণসম্বন্ধবিজ্ঞানদায়িনে প্রভবে নমঃ॥

বাণীর মধ্য দিয়াই চেতনের সহিত মিলন

আমাদের আজ বক্তব্য বিষয়,—'শ্রীচৈতন্যের বাণী'। শব্দবিজ্ঞান বিশ্বের নরনারীর কর্ণের সহিত বাণীর যে যোগসূত্র আবিষ্কার ক'রেছে, তা'তে আমরা শ্রীচৈতন্যবাণীর পসরা মাথায় নিয়ে বিশ্বনরনারীর সম্মুখে উপস্থিত হ'তে পেরেছি। বাণীমানবের দ্বার আজ সমগ্র বিশ্বের নিকট উন্মুক্ত। এই মুহূর্ত্তে বাণীর মধ্য দিয়ে বিশ্বনরনারীর চেতনের সঙ্গে আমাদের মিলন হ'য়েছে—বপুর মধ্য দিয়ে নয়। আমরা পরস্পরকে দেখ্‌ছি কাণ দিয়ে, চোখ্ দিয়ে নয়।

অপ্রাকৃত বস্তু শব্দসাহায্যেই দর্শনীয়

শ্রীচৈতন্যের বাণীও তাই ব'লেছেন,—যে পুরুষোত্তম শ্যাম তাঁ'র ঘনতরকৃষ্ণবর্ণ ও পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্ব নিয়ে বহু জীবের ইন্দ্রিয়ের বিষয়ক হ'তে পারেন, তাঁ'কে আগে চোখ্ দিয়ে দেখ্‌তে যেয়ো না, তা'তে এক দেখ্‌তে আর এক দেখে ফেল্‌বে। অভিমত্তা-বাণী যখন কাণের ভিতর দিয়ে চেতনের মরমে পৌঁছবে, তখন কাণ যে দিব্যচোখ ফুটিয়ে দেবে, সেই চোখ দিয়ে দেখ্‌লে দেখা সব ঠিক হ'বে। আজ আমরা এটা প্রত্যক্ষ অনুভব করছি যে, শব্দের মধ্য দিয়ে সমগ্র বিশ্বের সঙ্গে আমাদের সংযোগ হ'তে পারে। যাঁ'কে কখনও দেখি নাই, আর যিনি আমাদের ইন্দ্রিয়ের বহু দূরে থেকে অনেক উপরে তাঁ'র সন্ধান দিতে পারে একমাত্র শব্দ।

কলিতেই শব্দশক্তির সর্ব্বোচ্চ আবিষ্কার

বৈজ্ঞানিকগণ এই যুগকে 'যান্ত্রিক যুগ' এবং দার্শনিকগণ এই যুগকে 'তর্কের যুগ' ব'লেছেন। তর্কের প্রতিশব্দ 'কলি'। তাই পৌরাণিকগণ এই যুগের নামকরণ ক'রেছেন—'কলিযুগ'। এ যুগের যতই দোষ ও গুণ থাকুক, সবচেয়ে বড়গুণ হ'চ্ছে, এ যুগে শব্দশক্তির সর্ব্বোচ্চ মহিমা আবিষ্কৃত হ'য়েছে। রেডিও প্রভৃতি যন্ত্র শব্দ বা বাণীর বাহক হ'য়ে বিশ্বমানবের বিস্ময়োৎপাদন ও সর্ব্বদিককে সমৃদ্ধ ক'রে তুলেছে।

জড়বিজ্ঞান ভক্তিবিজ্ঞানের প্রতিবিম্ব; কৃষ্ণেন্দ্রিয়তোষণের নিমিত্তই হরিকীর্ত্তন

সমগ্র জগতের প্রতি শ্রীচৈতন্য কি বাণী প্রচার ক'রেছেন? শ্রীচৈতন্যের নিজের ভাষায় ঐ প্রশ্নের এক কথায় উত্তর দিতে হ'লে বল্‌তে হয়—"কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ" সর্ব্বক্ষণ শ্রীহরিই একমাত্র কীর্ত্তনীয়, আর বিশ্বের যাবতীয় চেতন ও অচেতন উপকরণ সমস্তই সেই কীর্ত্তনের বাহন,—ইহারই নাম 'ভক্তি-বিজ্ঞান'। জড় বিজ্ঞান ভক্তিবিজ্ঞানেরই বিকৃত ও অসম্পূর্ণ প্রতিবিম্ব। যে জড়বিজ্ঞানের একপাদ বিভূতি প্রতি মুহূর্ত্তে বিশ্বমানবের চমৎকারিতা উৎপাদন করছে, তা' অধোক্ষজবিজ্ঞানেরই অতি অস্ফুট ও বিকৃত ছায়া, এই ছায়ার মায়ায় সমগ্র বিশ্ব মুগ্ধ। এই মোহ হ'তে ভাগবতের বাণী এবং ভাগবতের পরে প্রেমের যোগসূত্র আবিষ্কারের বাণীই শ্রীচৈতন্যের বাণী। এই প্রেমের যোগসূত্রই হচ্ছে হরিকীর্ত্তন। হরিকীর্ত্তন বল্‌তে আমাদের কাণের যা' রুচিকর তা' নয়, যা' হরির কাণে সুখদায়ক, হরির প্রীতিবর্দ্ধক তারই নাম 'হরিকীর্ত্তন'। উপনিষদ্ যা'কে 'প্রেয়ঃ' ব'লেছেন তা' আমাদের কাণে বা অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের নিকট বড়ই মধুর ও আরাম-দায়ক, কিন্তু পরিণামে অমঙ্গলজনক; আর উপনিষদের পরিভাষায় যা' 'শ্রেয়ঃ' তা' আমাদের কাণে বা অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের নিকট আপাত-অরুচিকর ও তিক্ত হ'লেও পরিণামে কল্যাণদায়ক।

ষোলআনা কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছাই প্রেম

শ্রীচৈতন্যের বাণীই সেই প্রেমের বাণী, প্রেম হ'তেও প্রেমঃ—জীবের চরম প্রেমের বাণী। এই চরম প্রেমঃই—'কৃষ্ণপ্রেমা'। কৃষ্ণপ্রেমে নিজের ইন্দ্রিয়সুখ-কামনা বিন্দুমাত্রও নাই—কৃষ্ণসুখে আত্মভোগ বা তাহাতে কোন আকাঙ্ক্ষা নাই। শ্রীচৈতন্যের নিজের ভাষায় তা' এই—

বৈরাগী ভাই গ্রাম্যকথা না শুনিবে কানে। গ্রাম্যবার্ত্তা না কহিবে যবে মিলিবে আনে॥

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা
জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী
ত্বয়ি॥

আমি নিজের ভোগের জন্য ধন, জন, সুন্দরী কামিনী, কবিতা—এমন কি, জগতের বার্ষিক সম্প্রদায় যে মুক্তির জন্য আকাঙ্ক্ষাযুক্ত তা' কিছুই চাই না। হে জগদীশ, আমি চাই তোমাকে অহৈতুকী ভক্তি। তোমার যেমনভাবে সুখ হ'তে হয়, আমাকে তা'ই হ'তে হবে—তোমার সুখেই আমার সুখ হউক। তোমার সেবা করতে গিয়ে যদি অপরের দৃষ্টিতে অসংখ্য দুঃখ এবং অসুবিধাও আমাকে বরণ করতে হয়, তা'তেই আমার সুখ। সর্বক্ষণ সকল ইন্দ্রিয়ে তোমার সুখের অনুসন্ধান ছাড়া আমার পৃথক্ অস্তিত্ব নেই, আমার আত্মসুখকে যেন আমি তোমার সুখ ব'লে মনে ক'রে আত্মবঞ্চনা না করি;—ঐ প্রকার মনে করার নাম দুষ্টক বা কপটতা। জীবের চেতনে যখন এই রকম অকপট ও অকৃত্রিম ভাবের উদয় হয়, তখনই তা'কে বলে—'সেবা'।

ভোগবিতৃষ্ণাই ত্যাগ; নিষ্কপটভাবে কৃষ্ণেন্দ্রিয়তোষণই প্রেম

অনেকে বাহ্য বৈরাগ্য বা ত্যাগকে খুব বড় মনে করেন। অত্যন্ত শ্রান্তির পর বিশ্রাম বা বিশ্রান্তির ইচ্ছাই হ'চ্ছে বিরাগ। কর্মের শ্রান্তির পরে বিরাগের পিপাসা আছে, কিন্তু সেবানন্দে বা প্রেমানন্দে বিরক্তির অভিলাষ নাই। 'প্রেম'-বিবিক্তি একেবারে বা শ্রান্তিজনক নয়,—তাতে সে-সকল দোষ আছে। যোগীর নিকট ত্যাগের বাহাদুরী আছে, কিন্তু প্রেম বিবিক্তি স্বতন্ত্র, তা' এ জগতের বাহাদুরীর জিনিষ নয়।

আরাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং।
নারাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্॥
অন্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং।
নান্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্॥

কৃষ্ণই একমাত্র সত্য, তিনি অখিলরসের আধার, তিনি অপ্রাকৃততত্ত্ব

শ্রীকৃষ্ণ প্রেমের পূর্ণতম বিষয়। তা'তে সকল রসের সমাহার আছে। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই পাঁচ রকম মুখ্যরস এবং হাস্য, অদ্ভুত, বীর, করুণ, রৌদ্র, বীভৎস ও ভয়ানক—এই সাত প্রকার গৌণরস একাধারে সমাহিত কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না, একমাত্র কৃষ্ণ ছাড়া। শ্রীচৈতন্যদেব একথা বিশেষ বিশ্লেষণ ক'রে জগতে জানিয়েছেন। এত অল্প সময়ের মধ্যে সে-সকল কথা বলা সম্ভব নয়। ব্রহ্ম, পরমাত্মা, ঈশ্বর বা বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের ঈশ্বরবাচক বিভিন্ন নামসমূহ বিশেষণ-জাতীয় অর্থাৎ গুণবাচক শব্দ, কিন্তু কৃষ্ণনাম বিশেষণ মাত্র নয়,—তাহা বিশেষ্য। যাঁ'র পূর্ণ ব্যক্তিত্ব আছে, তিনি পূর্ণতম বস্তু। তিনি শক্তিমান্—নিঃশক্তিক ন'ন, বা কেবল শক্তিকায়ার ন'ন, 'কৃষ্ণ' বলতে আমরা ইন্দ্রিয়জ্ঞানে যাহা বিবেচনা করি, যাত্রা'তে, পুঁথি-পত্রে, কাব্যে-সাহিত্যে, সাধারণ লোকের মুখে শু'নে যে সব ধারণা ক'রে রেখেছি, কৃষ্ণ সেই ধারণা হ'তে অনেক ঊর্দ্ধে—অনেক ঊর্দ্ধে। এ জগতে তাঁ'র ধারণা নাই। ঐতিহাসিক কৃষ্ণ, রূপক কৃষ্ণ, আধ্যাত্মিক কৃষ্ণ, অলৌকিক কৃষ্ণ, কর্মবীর কৃষ্ণ, প্রাকৃত রাজনীতিপরায়ণ কৃষ্ণ—কৃষ্ণের যথার্থ স্বরূপ নয়, এজন্য কৃষ্ণকে অধোক্ষজ বলা হয়; কেননা তাঁ'তে স্বতঃকর্তৃত্ব ও ব্যক্তিত্ব-ধর্ম আছে। তিনি জীবের ইন্দ্রিয়জ্ঞানের নিয়ামক, ইন্দ্রিয়জ্ঞানকে তিনি initiative নিয়ে স্বতঃকর্তৃত্বগণ পরিচালনা ক'রে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। তাঁ'কে অপ্রাকৃত বলা হয়; কেন না, তিনি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষের অতীত; প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ দূরে থাকুক, তিনি অপরোক্ষ জ্ঞানেরও অতীত অধোক্ষজ বস্তু। আবার অধোক্ষজত্ব হ'তেও তিনি আরও উন্নত। তিনি লীলা পুরুষোত্তম, তিনি স্বরাট্, তিনি অপ্রাকৃত, তিনি মন্মথ-মন্মথ নবীনমদন, অপ্রাকৃত ব্রজেন্দ্রনন্দন। রাজনৈতিক পরিভাষায় বলতে গেলে তিনি Despot—Transcendental Despot. তিনি নিরঙ্কুশ স্বেচ্ছাময়। তিনি সমগ্র অপ্রাকৃত কাব্য ও সাহিত্যের অদ্বিতীয় অসমোর্দ্ধ নায়ক। জগতের কাব্য ও সাহিত্য—তাঁ'র পদনখচ্ছটায় যে কাব্য আছে, তা'রই অতি ক্ষুদ্র, অস্ফুট, বিকৃত ছায়া।

অনর্থগ্রস্তাবস্থায় জীবমাত্রই যে কৃষ্ণের ভোগের উপকরণ তাহা উপলব্ধি হয় না

এই কৃষ্ণের সঙ্গে নিখিল চেতনের নিত্য সম্বন্ধ আছে। এই কৃষ্ণের প্রতি চেতনের স্বাভাবিক অনুরাগই ভক্তি, সেই ভক্তিই পরিপক্বাবস্থায় প্রেম। প্রত্যেক চেতনের প্রয়োজন; সুতরাং কৃষ্ণের কথা বা চৈতন্যের বাণী যে কেবল বাঙ্গালাদেশের কতকগুলি সাম্প্রদায়িক লোকের জন্য বা শুধু ভারতের জন্য, তা' নয়—নাস্তিকের এতে প্রয়োজন নাই, অজ্ঞতাবাদীর এতে আবশ্যকতা নাই, বৈজ্ঞানিক, ঐতিহাসিক বা আধুনিকতাবাদিগণের এ সকল কথা প্রয়োজনে আসবে না, তা' নয়। বিশ্বের প্রত্যেকেরই যে নিত্যস্বরূপ আছে, তা'দের যে নিত্য আকাঙ্ক্ষা আছে, তা'র মধ্যে এই অখিলরসামৃতমূর্ত্তির সেবার অপরিহার্য্য প্রয়োজনীয়তা নিহিত র'য়েছে। কিন্তু বর্তমানে আমরা উপাধিতে আচ্ছন্ন ব'লে 'অনর্থ'কে 'অর্থ' ও প্রকৃত অর্থ বা প্রয়োজনকে 'অনর্থ' মনে করছি।

বিশ্বের চৈতন্যসম্পাদনের নিমিত্তই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের আবির্ভাব, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শুদ্ধভক্তি স্রোতঃ পুনঃ-প্রবাহের মূলপুরুষ

আমাদের এই ব্যাপক ও সংক্রামক আত্মবিস্মৃতি—এই অচৈতন্য দশা হ'তে জাগরণের মহামন্ত্র-সঞ্জীবনী সুধা কাণে ঢেলে দিবার জন্য এই বাঙ্গালাদেশে ৪৪৯ বৎসর পূর্ব্বে ফাল্গুনী পূর্ণিমার দিনে অপ্রাকৃত-প্রেম মূর্ত্ত হ'য়ে এসেছিলেন গঙ্গার পূর্ব্ব-পারে নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুরে। তাঁ'র সেই সেই বাণীর শিক্ষা কালের কুটিলগতিতে কিছুদিন পরে বিকৃত ও বিপর্য্যস্ত হ'য়ে গিয়েছিল। লোকে সেই বিকৃত ভাবকে বৈষ্ণবধর্ম্মেরই প্রতীক মনে ক'রে তা'র সম্বন্ধে নৈতিকতা, ও রুচিবাদ উপরে ধূৎকার নিক্ষেপ করছিল। নেড়ানেড়ী ও বাউলের ব্যভিচার, কপটতা, কেলির ভজন, সেবাদাসীর অর্থকদাসীর পদনীতে চৈতন্যের ধর্ম্ম ব'লে ভুল ক'রছিল। এদিকে চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি ও'দের সংযোগ ক'রে অনেক সহজিয়ার গান, বারবিলাসিনীর মুখে রাধাকৃষ্ণ লীলার অভিনয় হাটে বাজারে লোকের হরিঅর্পণের উপায় হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল, শ্রীচৈতন্যের বাণী সম্পূর্ণভাবে আত্মগোপন ক'রেছিল—কতকগুলি আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকলাপ উদরভরণের যন্ত্র হ'য়ে প'ড়েছিল। এমন সময় বাঙ্গালাদেশে শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মভূমির সন্নিকটে অবতীর্ণ হ'লেন—ঠাকুর ভক্তিবিনোদ—যিনি শ্রীচৈতন্যের শুদ্ধভক্তির স্রোতঃ জগতে পুনরায় প্রবাহিত করলেন। যাঁ'র মূলমন্ত্র ছিল আচার ও প্রচারের একত্বপরতা, মনে ও মুখে সকল প্রকার কপটতা পরিহার। তিনি বৈষ্ণব-সাহিত্য-ভাণ্ডারের শতাধিক গ্রন্থ রচনা ক'রে গেছেন। এই ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বিশ্বনৈষ্ণবরাজ-সভার পুনরুদ্ধার ক'রে গেছেন, তা'রই পূর্ণবিকাশ যিনি ক'রেছেন, তিনিই বর্ত্তমান যুগের গৌড়ীয়-আচার্য্য-ভাস্কর ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর ইনিই শ্রীগৌড়ীয়মঠের আচার্য্য ও বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পাত্ররাজ। ইনি ভারতের সর্ব্বত্র শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারের কেন্দ্র এবং ভারতের বাহিরেও ইংলণ্ড, জার্ম্মেণী প্রভৃতি প্রদেশে প্রচারক প্রেরণ ক'রে সর্ব্বত্র শ্রীচৈতন্যবাণী বিস্তার করছেন। বৈষ্ণবগ্রন্থরাজ পুনঃ-সম্পাদন, বিশ্ববৈষ্ণব-সাহিত্য প্রচার, নানা ভাষায় পারমার্থিক সংবাদপত্র প্রকাশ, পারমার্থিক শিক্ষা-মন্দির সংস্থাপন, অনুক্ষণ তত্ত্ব-বিষয়ের আলোচনা ও সাধুসঙ্গে অনুশীলনের সুযোগদানের জন্য মঠসমূহ প্রতিষ্ঠা, পারমার্থিক আখ্যানসমূহ বিস্তার, সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী উদ্ঘাটন প্রভৃতি বহু প্রকারে বিশ্বমানবের প্রতি চিরস্থায়ী উপকারের জন্য আচার্য্যের নির্দ্দেশে গৌড়ীয়মঠ যত্ন ক'রেছেন। আবির্ভাবনির্দ্দেশে—দেশ, কাল, পাত্র, নির্বিশেষে অক্ষমতা শব্দ-বিজ্ঞানের সাহায্যে এক চিকিৎসা-প্রণালী বিশ্বমানবের যাবতীয় ব্যাধির বীজ চিরতরে বিনাশ করছে।

জড়বিজ্ঞানের অবদানসমূহ চৈতন্যবাণী-প্রচারে নিযুক্ত হ'লেই পরমমঙ্গল দান করে

অনেকের ধারণা,—বিজ্ঞানের অবদান-সমূহ কেবল ভোগের ইন্ধন ও অগ্নিতে হিংসা ও মাৎসর্য্যের লীলার উপায়ন। 'জড়-লীলা' বলতে যাহা প্রাপ্তি বা সমাজের ধ্বংস উদ্দেশ করে। তথাকথিত ধর্ম্ম-সম্প্রদায়সমূহ তা'দের আপাতিক ভিক্ত অভিজ্ঞতা হ'তে বৈজ্ঞানিক সম্ভারগুলির প্রতি দোষারোপ ক'রে কখনও ত্যাগ, কখনও বা কপটতার সঙ্গে ভোগের চেষ্টা ক'রছেন। কিন্তু গৌড়ীয়াচার্য্য বিজ্ঞানের যাবতীয় অবদানকে শ্রীচৈতন্যের বাণীর বাহনরূপে নিযুক্ত ক'রেছেন। তাই আজ রেডিওকে আমরা বিজাতীয় বা বা বিলাসের উপকরণ না ক'রে চৈতন্য-বাণীর বাহন করতে পেরেছি। টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, গ্রামোফোন, চলচ্চিত্র প্রভৃতি যতকিছু আধুনিক বা পৌরাণিক বৈজ্ঞানিক অবদান, সেই সকল কেবল ভোগবাসনের জন্য সর্ব্বদা সংরক্ষিত করবে, তা' নয়; যে সকল চেতনবাণীর উপকরণ হ'লেই বৈজ্ঞানিক জগৎ ও বাস্তব-সত্যের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ও সার্ব্বজনীন উপকার অর্জ্জন করতে পারবে; নতুবা বিলাস বা ভোগ, কিংবা ত্যাগ বা ভোগের ভোগ হয়, পরিণামে বিশ্বমানবকে ধ্বংসের মুখকাণ্ডে টেনে আনবে, না হয় বৈজ্ঞানিক উপাদান-গুলিকে নিরর্থক ক'রে দেবে। গত মহাসমর, মহাসমরের পরিণামস্বরূপ আন্তর্জাতিক বৈষ্ণবের কৃত্রিম প্রভাবসমূহ কি এ কথার সত্যতা প্রমাণ করে নাই ও করছে না?

অপ্রাকৃতবস্তু শুশ্রূষুর কর্ণেই অপ্রাকৃত শব্দ তাঁহার বিক্রমপ্রকাশ করেন

শ্রীচৈতন্যবাণীর মূল কথা শব্দ-বিজ্ঞান-প্রচার। বাস্তব সত্যের কল্যাণে বহু-প্রকার যন্ত্র আবিষ্কৃত হ'য়েছে, তা'র মধ্যে রেডিওই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উচ্চকণ্ঠে লোকে আগুন দিয়ে শব্দশক্তির মহিমা প্রচার করছে। কিন্তু প্রকৃতির অতীত অপ্রাকৃত লোকের শব্দবিজ্ঞান এক অভিনব্য অতি-নব ব্যাপার। কুণ্ঠাবাদের রাজ্য অতিক্রম ক'রে কুণ্ঠিতের অতীত প্রদেশে শব্দের

(অবশিষ্ট ৩৯ পৃষ্ঠার শেষ কলমে দ্রষ্টব্য)

শুদ্ধভক্তি মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ

(আকর-মঠরাজ)

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ শত হস্ত উত্তর-পূর্বে শ্রীব্রজপত্তনে মায়াপুরে শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীগান্ধর্বিকাগিরিধারী বিরাজমান। এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, পরাবিদ্যাপীঠ বা সাত্বতজননী। এই মঠে শ্রীভাগবত-শাস্ত্রাদির বেদান্তসূত্রের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তদীয় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারী ও সাত্বত সম্প্রদায়িক-আচার্য্য-মূর্ত্তি তাঁহাদের সেবা বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠ হইতে পারমার্থিক দৈনিকপত্র 'নদীয়া-প্রকাশ', সাপ্তাহিক সজ্জনতোষণী ও সুপ্রাচীন গ্রন্থাদি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। প্রতি বৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অপরাপর তত্ত্বগোষ্ঠীসহ কীর্ত্তন-প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি উক্তস্থানে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত শুদ্ধভক্তি ও শুদ্ধ-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছে। এই শুদ্ধভজনাগারে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দজীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছে। এই মঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, মহাপ্রসাদ-চতুর্দ্দশী-বেষ্টন, শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি লীলা ও গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হয়। এই মঠ হইতে মহাপ্রভুর সর্বত্র হরিকথা-প্রচার, মহামহোৎসব-সঙ্কীর্ত্তন, বক্তৃতা, ব্যাখ্যা ও সঙ্কীর্ত্তন-যাত্রা-মহোৎসবাদি শুভকার্য্যের অনুষ্ঠান হয়। মঠরক্ষক—মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-স্থান মহাযোগ-পীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া সহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী সেবাকোবিদ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌর-লীলার রাসস্থলী এখানে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান, রক্ষক—শ্রীবনবিহারী দাসাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—গোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

(৭) কাজীর সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

এই স্থানে শ্রীগৌরসুন্দর-দমিত চাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীসদানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক।

(৮) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও গান্ধর্বিকার সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজগবান দাস ব্রহ্মচারী।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(১০) মোদদ্রুম-ছত্র "গৌড়ের নৈমিষ"

মাউগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান। শ্রীগৌরনিত্যানন্দের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবঙ্কুবিহারী ব্রজবাসী, ভাক্তসূরি।

(১১) ভেডিয়া কুঞ্জকানন

শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীনরোত্তমানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১২) কুঞ্জকুটীর—পোঃ কৃষ্ণনগর,

নদীয়া। রক্ষক—শ্রীমধুসূদন অধিকারী

(১৩) ভাগবত-আসন—পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

এই স্থান হইতে ভাগবতসিদ্ধান্ত প্রণালী প্রচারিত হয়। রক্ষক—শ্রীমদানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৪) একায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ রাসখাল, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীপ্রাণনাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী ভক্তিপ্রভাব।

(১৫) মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরসিকমোহন ব্রজবাসী।

(১৬) মাধ্বগৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, পোঃ ঢাকা

পূর্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাবিনোদ বি-এ।

(১৭) গোপালজীউ মঠ—কমলাপুর, (ঢাকা)

গোপালজীউর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান। রক্ষক—শ্রীমদনগোপাল ব্রজবাসী।

(১৮) নদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)।

এখানে শ্রীনদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(১৯) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

রমনাবাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীসুন্দরানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২০) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাহু, (বাঁকুড়া)

এখানে সচ্চিদানন্দ নিত্য শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগৌরকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(২১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীচৈতন্য দাসাধিকারী।

(২২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

দুবরাজপুর, পোঃ হেতমপুর, (বীরভূম)

এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরামনাথ অধিকারী।

(২৩) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে গুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবজ্জন ব্রজবাসী ভক্তিরত্ন।

(২৪) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী।

(২৫) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশদহ, পোঃ বক্সীবাজার, (কটক)

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদানন্দ-জীউর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর

(২৬) ভিক্ষু-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর পুরী,

শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ গান্ধর্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন।

(২৭) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদানন্দজীউর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগদাধর অধিকারী

(২৮) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী দাসাধিকারী।

(২৯) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, পশ্চিম গোদাবরী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ দাসাধিকারী ভক্তিলোচন।

(৩০) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪৪নং কবিরপুরা, বেনারস সিটি

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকাগিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীসর্বেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(৩১) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ

(৩২) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও গৌরবিনোদ-বিলাসজীউর সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীসত্যনারায়ণ দাসাধিকারী।

(৩৩) কৃষ্ণচৈতন্য মঠ

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

এখানে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিত্য-সেবা হয়। রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠ

সতীবুরুজ মথুরা

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ

(৩৫) স্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ—শ্রীরাধাকুণ্ড

রক্ষক—শ্রীরাধারমণচরণ ব্রহ্মচারী

(৩৬) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৩৭) গোবর্দ্ধনবিহারী মঠ

শেখপুরা, পোঃ গোহানা, জেলা রোহতক (পাঞ্জাব) রক্ষক—শ্রীগোবর্দ্ধনবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৩৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং কুতুব রোড, নিউ দিল্লী।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্বিকাগিরিধারীর সেবা।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসম্বন্ধ তুর্যাশ্রমী

(৩৯) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল।

এখানে গৌরবিনোদানন্দের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবনগোপাল অধিকারী।

(৪০) সারস্বত-গৌড়ীয় মঠ

রায়ের মাহাদেবপুর, এস্‌. সি

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ গিরি

(৪১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ রায়পেট্টা মাদ্রাজ।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্বিকাগিরিধারীর সেবা।

রক্ষক—শ্রীপাদ পরমানন্দ ভক্তিবিলাস।

(৪২) বোম্বে-গৌড়ীয়-মঠ কার্য্যালয়

হোমজীর রোড, ফোর্ট বিল্ডিং, বাংলো নং ১, বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মা মজুমদার।

(৪৩) অমরাবতী গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমরাবতী, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীসর্বেশ্বর দাস অধিকারী

(৪৪) সত্যতোষ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচুকা, কামরূপ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী

(৪৫) পাটনা গৌড়ীয় মঠ

১০০ মিঠাপুর, পাটনা।

রক্ষক—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী কাব্যভূষণ

(৪৬) গয়া গৌড়ীয় মঠ

হিল সাইড, চার্চ রোড, গয়া

রক্ষক—উপদেশক শ্রীনরোত্তম দাসতত্ত্ব

(৪৭) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠ বালেশ্বর

রক্ষক—শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয়

৩ গ্লষ্টার হাউস, ক্যাসেল গার্ডেন, এস.ডব্লিউ ৭, লণ্ডন

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন

(৪৯) বার্লিন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

Berlin W. 30

Eisenacher strasse 29 II

(৫০) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

৩৫০ নং ডালহৌসী ষ্ট্রীট রেঙ্গুন।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৵০
২। অনুভাষ্য সহিত শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। অনুভাষ্য সহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ও—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০;
ও ৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—১৲; ২য় খণ্ড ৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব—১৲
৮। সৎক্রিয়াসার—দীপিকা ও সংস্কার-দীপিকা ১।০
৯। জৈবধর্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ॥০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিবর্ত-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ।
১৮। বাক্য-আম্নায় ।
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵০
২১। গৌড়ীয়-গীতিকা ৷৵০
২২। ভজন-রহস্য ॥০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ ও (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ)
২৬ গীতার কেবল মূল-ভাষা ॥০
২৭ মুক্তাচরিত্র রূপগোস্বামিনঃ সানুবাদ ২৲
২৮ বেদান্তদর্শন সানুবাদ ॥০
২৯ প্রেমবিবর্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸
দীন-নির্ঝর ৶০
৩১ সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৶০
গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩ নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
গীতমালা ৵১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি ৵০
৪১। গীতাবলী ৵০
৪২। চিত্রে নবদ্বীপ ১।০
৪৩। সাধনকণা ৵০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৵০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৵০
৪৬। অর্চ্চনকণ ৵০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (৪র্থ সংস্করণ) ৵১০
৪৯। আচারপথ ৶১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৵০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। [illegible] ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। [illegible] ৵০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যলীলামৃত সারঃ ।০
৬১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিবৃতিঃ ।০
৬২। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৬৩। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৪। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৷৵০
৬৫। গৌড়ীয়কণ্ঠ পাঠচঃ ৵০
৬৬। [illegible] ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৭। রায় রামানন্দ ॥০
৬৮। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন্ বেদান্ত ॥০
৬৯। নামভজন
৭০। বেদান্ত—ইট্স্ মরফলজি অ্যাণ্ড অণ্টলজি ।০
৭১। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড্স্ ৷৵০
৭২। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু
৭৩। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৪। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং
৭৫। দি ভাগবত
৭৬। থিইস্টিক্ ডিফিনিশন্ অ্যাণ্ড আবেদনের ডিভোশন ।০
৭৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২॥০
৭৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৭৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮০। সাধন-পথ ।০
৮১। কল্যাণ-কল্পতরু ৵১০
৮২। গীতাবলী ৵০
৮৩। শরণাগতি ৵০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৪। শরণাগতি ৵০

তেলগু ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অবস্থায় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ আনা, বড় বোতল ১৷৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।
অথবা
পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালি-আবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউন্টেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে খুব উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য খুব সুলভ।
জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং
কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার, কলিকাতা

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৩ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে বর্ণসার ও শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও
শ্রী ... ভক্তিসুধাকর ব্রহ্মচারী এম, এস, এস, কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সুবর্ণ সুযোগ ! সুবর্ণ সুযোগ !

শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদরচিত গৌড়ীয়ভাষ্য সহিত

বিরাট্ গ্রন্থ

শ্রীশ্রীচৈতন্য ভাগবত

গ্রন্থের আয়তন :—ক্রাউন কোয়ার্টো মূল ১০৯৬ পৃষ্ঠা, সূচীপত্র ২৪৪ পৃষ্ঠা, মোট১৩৪০ পৃষ্ঠা

ভিক্ষা (বাঁধাই) মাত্র ৭৲ সাত টাকা

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা

নদীয়া সার্টিফিকেট আদালতের নীলাম ইস্তাহার

কেস্ নং এবং কোর্টের নাম	নীলাম ইস্তাহার (A) (B) বা বাহার প্রকাশক	৩ ডিক্রিদার	৪ দেনদার	৫ যে দাবীর জন্য সম্পত্তি বিক্রয়ের আদেশ হইয়াছে	৬ বিক্রয়ের স্থান তারিখ ও সময়	কি রকম জোত	থানা, মৌজার নাম ও গ্রাম	খতিয়ান নং প্লট (জানা থাকিলে) অথবা অন্য প্রয়োজনীয় বিবরণ	১০ জমির পরিমাণ (জানা থাকিলে)	১১ জমা (জানা থাকিলে)	১২ মন্তব্য
১১১ A ৩৩।৩৪ নদীয়া সার্টিফিকেট আদালত		মণীন্দ্রমোহন আচার্য্য সিং	জুই বিবি	১২৮/৫	২১।৮।৩৫	রায়তি দখলীস্বত্ব	থানা দৌলতপুর মৌজে ভবানপুর	১৬১ খতিয়ান	১-৯	৬৷৶৹	মণীন্দ্রমোহন আচার্য্য সিং
৪৭ R, p. ৩৪।৩৫		আর পালচৌধুরী	বেচী ঘোষ	৩৭৶৩	৩।৮।৩৫	রায়তি স্থিতিবান	থানা কোতয়ালী মৌজে সুবর্ণবিহার	৩৩৯ খতিয়ান	১-০	৫৷৶৬	আর পালচৌধু
২২৭ R. p. ৩৪।৩৫		ঐ	নবী বিবি	১১।৯	১১।৮।৩৫		থানা শান্তিপুর মৌজে পাঁচপোতা	৬৮১ খতিয়ান	৫-২২	৭৷৶০	ঐ
২২৮ R. p. ৩৪।৩৫		ঐ	লালচাঁদ সেখ	৬৫৷৶৫	১৯।৮।৩৫		ঐ	৪৭৯ খতিয়ান	৮-২১	১২৷০	
৫৮ p. N, ৩৪।৩৫		প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়	গৌরীবালা দেবী	১৯৷০	১১।৮।৩৫	রায়তি মোকররী	থানা রাণাঘাট মৌজে হরিণঘাটা	৩ খতিয়ান	·২৩	১৷৶	প্রমথনাথ মুখোপাধ্যা
১১০ R, p. ৩৪।৩৫		আর পালচৌধুরী	নন্দ ঘোষ গং	২১৷০	২৯।৭।৩৫		থানা কৃষ্ণনগর মৌজে বাগকোল	২২১ খতিয়ান	·৩০	মোট সেস্ ৶৫	আর পালচৌধু
৩৮০ R, p. ৩৩।৩৪			কাসু সেখ	১৫৷৶৭	৩১।৭।৩৫		থানা কৃষ্ণনগর মৌজে ভালুকা	১১৪ খতিয়ান	·৩১	২৷৶৯	
২০৭ R. p. ৩৪।৩৫			সুরেন্দ্র সুন্দরী দেবী	৮৩৷৶৫	১।৮।৩৫		থানা শান্তিপুর মৌজে বাবলাগাছি	১৮৫ খতিয়ান	৫-৪৪	২৬৷৶৬	
৩০ R. p. ৩৪।৩৫		ঐ	শ্রীমতী দে	২৬৷৹	২।৮।৩৫		থানা নবদ্বীপ মৌজে বেলাবাগান	৫৪ খতিয়ান	১·৩৩	৬৷০	
৫৫৬ N. R, ৩৪।৩৫		গৌরীচন্দ্র রায় বাহাদুর	পাঁচু মণ্ডল গং	১১৶	৫।৮।৩৫	রায়তি মোকররী	থানা চাকদহ মৌজে চৌগাছা	২০৮ খতিয়ান	৩-৮২	৫৩৷৶২	গৌরীচ রায় বা
১৩৩ A, ৩৩।৩৪		মণীন্দ্রমোহন আচার্য্য সিং	এনাতুল্লা মণ্ডল	১৯১৵৬	১২।৮।৩৫	রায়তি স্থিতিবান	থানা দৌলতপুর	৩৫০ খতিয়ান	·৮২	২৮৷৶৫	মণীন্দ্র আচার্য্য

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'শ্রীমায়া' নবদ্বীপ

দৈ নি ক

R.N. GC 1544

নদীয়াপ্রকাশ
THE
NADIA-PRAKAS

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচার-নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১০ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২৮শে জ্যৈষ্ঠ, মঙ্গলবার ১৩৪২. ১১ই জুন ১৯৩৫ [৮৬শ সংখ্যা

তৈত্তিরীয়োপনিষদ্
নব অক্ষরে মূল ও
অনুবাদসহ প্রকাশিত
হইয়াছে। কাগজ ও
ছাপা অতি উত্তম।
ভিক্ষা ।০ মাত্র
শ্রীচৈতন্যমঠ,
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

"গৌড়ীয়"
৭ম বর্ষ হইতে
১৩শ বর্ষ পর্য্যন্ত
প্রতি বর্ষ কাগজে
বাঁধাই
ভিক্ষা ৩।০ মাত্র।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ
বাগবাজার, কলিকাতা

বিবিধ সংবাদ

বহরমপুরে দুর্ঘটনা

গত ৬ই মে রাত্রিতে কাঠমা পাড়ার শ্রীমতী বিন্দুবাসিনী নামক এক রমণী নরেশ দত্ত বাড়িতে গৃহের ছাদে ঘুমাইতেছিল হঠাৎ ঘুম হইতে উঠিয়া সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিতে গিয়া ভুলক্রমে আলিসার নিকট যায় এবং ছাদ হইতে নামিতে চেষ্টা করিয়া নীচে পড়িয়া গিয়া গুরুতররূপে আঘাত পায় হইয়াছে। তাহার স্থানের হাড় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। তাহাকে সদর হাসপাতালে চিকিৎসার প্রেরণ করা হইয়াছে।

ঠাকুর পাড়ার শ্রীযুক্ত গোকুল ঠাকুরের দৌহিত্র কাঠমাপাড়া লেন হইতে দৌড়িয়া বৈদ্যবাদ আসিবার সময় "কলকাতা বাজার" নামক একখানি মোটরের নীচে পড়িবার উপক্রম হয় কিন্তু ড্রাইভার তৎপরতার সহিত মোটর খানখানি ঘুরাইয়া ফেলিলে উক্ত গাড়ীর সহিত ধাক্কা না খাইয়া ছিটকিয়া পড়িয়া ভীষণভাবে আঘাত প্রাপ্ত হইয়া বর্ত্তমানে চিকিৎসকের চিকিৎসাধীন আছে।

বন্দুকের গুলীতে আত্মহত্যা

মিঃ নারায়ণ ডাগর নামক জনৈক হিন্দু ব্যবসায়ীকে তাহার বাসস্থানে মৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে। তাহার বুকে গুলীর গভীর ক্ষত এবং পার্শ্বে একটি বন্দুক ছিল। তাহার ঘরে বন্দুকের আওয়াজ শুনিয়া তাহার ভৃত্য তৎক্ষণাৎ সেই ঘরে সম্মুখে গিয়া দেখে যে, দরজা ভিতরের দিক হইতে বন্ধ। সে দরজা ভাঙ্গিয়া ঐ ঘরে প্রবেশ করিয়া তাহার প্রভুকে মৃত অবস্থায় দেখিতে পায়। পুলিশ ঘটনার তদন্ত করিতেছে।

লাহোর-করাচী বিমান ডাক

জুন মাসের মধ্যভাগ হইতে ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল এয়ার ওয়েজের লাহোর ও করাচী বিমানডাক সুকুর হইয়া যাতায়াত না করিয়া জেকোবাবাদ হইয়া যাতায়াত করিবে। করাচী ও লাহোর হইতে ডাক ছাড়িবার কিম্বা করাচী ও লাহোরে ডাক পৌঁছিবার যে সময় নির্দ্দিষ্ট আছে তাহার কোন পরিবর্ত্তন হইবে না।

বন্দুকের গুলীতে পত্নী হত্যা

টাটার লোকোশেড(?) সমূহের ডেপুটি সুপারিন্টেন্ডেন্ট মিঃ এস কে নবগাঁ(?) বলেন যে গভীর নিশীথে স্ত্রীকণ্ঠের আর্ত্তনাদ শুনিয়া লোকো কোয়ার্টারের জনৈক এংলোইণ্ডিয়ান ফোরম্যানের বাংলায় ছুটিয়া যাইয়া দেখিতে পান ফোরম্যান তাঁহার মুমূর্ষু পত্নীর পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছেন এবং বাকশট্ ভরা রাইফেলটি নিকটে পড়িয়া আছে। ফোরম্যান মিঃ নবগাঁকে(?) এইকালে যাহা বলিয়াছেন তাহাতে প্রকাশ, অসহ্য গরমের দরুণ তাহারা স্বামী স্ত্রী ঘরের বাহিরে শুইয়াছিল। মধ্য রাত্রিতে জাগিয়া উঠিয়া সে দেখিতে পায় কে যেন তাহার দিকে ছুটিয়া আসিতেছে। কেহ তাহাকে আক্রমণ করিতে আসিতেছে মনে করিয়া আবেগের(?) ভরে বন্দুক লইয়া গুলী চালায়। যখন সে বুঝিতে পারিল আগন্তুক তাহার পত্নী তখন সব নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে।

সে লোকটিকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

স্বদেশী জাহাজ কোম্পানী

আগরওয়ালা ষ্টিম নেভিগেশন কোম্পানীর স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত বলরাম বাজাজ গই কলিকাতা রওনা হইয়াছেন। আগরওয়ালা কোম্পানী তথা স্বদেশী জাহাজ কোম্পানী যাহের ব্যবসায়ে প্রসারতা লাভের বিঘ্ন দূর করিবার নানা প্রকার চেষ্টা করাই শ্রীযুক্ত বাজাজের কলিকাতা গমনের উদ্দেশ্য। যাত্রী সাধারণের সুবিধা ও স্বচ্ছন্দতার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া শ্রীযুক্ত বাজাজ রেঙ্গুণ ও কলিকাতার মধ্যে ডেকের ভাড়া মাথাপিছু পূর্ব্ববৎ ভাবে ১০ টাকা নির্দ্দিষ্ট রাখিয়াছেন। স্বদেশী জাহাজ কোম্পানীর এই প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিদেশী কোম্পানীর অসম প্রতিযোগিতা আরম্ভ করিয়াছে।

রক্ত-পিপাসু সাধু

বালি পুলিশ অনধিকার প্রবেশের অভিযোগে একজন হিন্দু সাধুকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

প্রকাশ, গত শনিবার শেষ রাত্রিতে কোন গ্রামের এক বাড়ীতে ঐ সাধুকে একটি বাঙালী বালকের ভিতর দোহতে(?) পাওয়া যায়। ঐ সাধু মনুষ্য-রক্ত পান করিতে চাহে বলিয়া চীৎকার করিতেছিল।

প্রকাশ অপরাহ্ণে সাধু তাহার একজন শিষ্যকে বলিতেছিল যে, দেবতার নিকট তাহাকে বলি দেওয়া হইবে। ঐ শিষ্য ইহাতে ভীত হয় এবং তৃতীয় এক ব্যক্তির মারফৎ এইরূপ স্থির হয় যে, দেবতার পূজার জন্য তাহাকে পাঁচ পয়সা দিলে তাহার জীবন রক্ষা পাইবে। রাত্রিতে সাধু পূজা সম্পন্ন করিয়া প্রায় শেষ রাত্রিতে একজন বাঙ্গালী গ্রামবাসীর বাড়ীতে প্রবেশ করে। ঐ লোকটি তখন বারান্দায় তাহার শিশু সন্তানসহ ঘুমাইতেছিল। সাধু ঐ লোকটিকে ধরে এবং চীৎকার করিয়া উঠে। লোকটী জাগরিত হইয়া সাধুর আচরণের প্রতিবাদ করে। তাহাতে সাধু ঐ ব্যক্তিকে ত্যাগ করিয়া শিশুকে বাহিয়া(?) ধরে এবং মনুষ্যরক্ত পান করিতে চাহে বলিয়া চীৎকার করিতে থাকে। শিশুটিকে সাধুর নিকট হইতে কাড়িয়া লওয়া হয় এবং তাহাকে বন্দী করিয়া পুলিশের হাতে দেওয়া হয়।

মেঘনায় নৌকা জলমগ্ন

সেদিন একটি বেদিয়া বেদিয়াদের দল ... পাড়ি দিতে গিয়া একটা নৌকা ডুবিয়া যায় এবং একজন লোক ... উক্ত নৌকার ছাদ ধরিয়া ... থাকে। এক ঘন্টা ... ঐ স্টীমারের সারেং ... তাহার ... করে এবং ... ঐ যাত্রীদের মধ্যে একটি ... বৎসরের বালকও ছিল।

কলিকাতায় গ্রীষ্ম

কলিকাতা মঙ্গলবার ... [illegible]

বিশেষ দ্রষ্টব্য—অত্র পত্রিকা উপলক্ষে কেহ কোথাও অগ্রিম কর্ম নদীয়া-প্রকাশ প্রকাশিত হইবেন না।

ভূমিকম্পের পর মৈমুদের মাহাত্ম্য

[illegible] সরকার অপমানের, যারা ও তাঁহার সরবরাহ প্রভৃতি কার্য করিতে আরম্ভ করে। ভূমিকম্পের অব্যবহিত পরেই [illegible] অফিসারদের নামলায় যাইয়া অধীনস্থ সৈন্যদল [illegible] করিবার জন্য আদেশ দেন। [illegible] গভর্ণরের এজেন্ট জেনারেল সহ যোগাযোগ সম্বন্ধ ব্যবস্থা করিয়াছেন। প্রত্যহ [illegible] কোয়েটা ক্লাবে সামরিক ও বেসামরিক কর্মচারীদের বৈঠক হয়। সংবাদপত্রের প্রতিনিধি ও অন্যান্য সাহায্যকারীগণ এই বৈঠকে যোগ দিতে দেওয়া হয়।

[illegible] দৈনিক [illegible] সম্মিলনের [illegible] সাহায্য দেন। [illegible] কিন্তু [illegible] আসে। [illegible] টাঙ্ক কোম্পানী [illegible] চিকিৎসা [illegible]।

[illegible] চালাইতেছে। [illegible] ব্যবস্থার [illegible] কথা চলিতেছে।

[illegible] করিয়া [illegible] কোয়েটা [illegible]। [illegible] পরি- [illegible] করা হইবে। তাঁহারা [illegible]।

[illegible] সাক্ষাৎ করিলে [illegible] দৈনিকের [illegible] সম্বন্ধ হইতেছে। [illegible] পরিণত হইয়াছে। [illegible] ক্ষতি হয় নাই, [illegible] মধ্যে ১৩৮ জনের মৃত্যু হইয়াছে।

কোয়েটা ভূমিকম্প

বেলুচিস্তানের ভূমিকম্প যে বিহারের [illegible] অধিক ভয়ঙ্কর, সে সম্বন্ধে কোনরূপ সন্দেহ নাই। কেবল কোয়েটা নগর [illegible] সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হইয়াছে। [illegible] কালাতের অন্তর্বর্তী গ্রামগুলির ক্ষতি বা মৃত্যুর পরিমাণ এখনও অবধারিত হয় নাই। ভূকম্পপীড়িত অঞ্চল ১২০ মাইল দীর্ঘ এবং প্রস্থে ২০ মাইল। এই অঞ্চলের গ্রামে মানুষ ও গৃহপালিত পশুর মৃত্যুসংখ্যা অজ্ঞাত। যাহারা দৈবক্রমে বাঁচিয়া গিয়াছে, তাহারা খাদ্যাভাবে, পানীয় জলের অভাবেও মৃত্যুমুখে পতিত হইতে পারে।

অসাবধানে মোটর চালনা

গত ৮ই ফেব্রুয়ারী ডালহৌসী স্কোয়ারের [illegible] আটজন লোক একটি পিয়ানো বহন করিয়া লইয়া যাইতেছিল, এমন সময় [illegible] টিলিং নামক একজন সাহেবের মোটর তাহাদের ঘাড়ে আসিয়া পড়ে। [illegible] ধাক্কা খাইয়া আহত হয়। একজনের বাঁ পা ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, আর একজনের মোটরের টানে [illegible] শরীরের নানাস্থানে ছিঁড়িয়া গিয়াছিল। ১৩ই এপ্রিল এই মামলার বিচার প্রসঙ্গে প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট [illegible] লইয়া আসামীকে দোষী সাব্যস্ত করেন এবং মন্তব্য করেন—"ইহা অসতর্কভাবে মোটর চালাইবার একটা নিন্দনীয় নিদর্শন। [illegible] পা ভাঙ্গিয়া খোঁড়া হইয়া গিয়াছে। আসামীর এক শিক্ষা পাওয়া উচিত যে, মোটর চালাইবার সময় [illegible] উচিত নহে।"—টিলিং সাহেবের [illegible] ২০০৲ টাকা জরিমানা এবং ৬ মাসের জন্য মোটর চালাইবার লাইসেন্স বাতিল করা হয়।

ভাস্কর রাজার অভিযোগ

মুঙ্গেরের দায়রা জজ মিঃ মুকার্জের এজলাসে গাদোর খুনের মামলার শুনানী শেষ হইয়াছে। অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ যে, জমীদার [illegible] প্রসাদ গাদোর জমীদারীর মালিকের নিকট হইতে ঐ জমীদারী ক্রয় করেন। তাঁহার পক্ষের লোক এক ভীষণ দাঙ্গায় একদল সশস্ত্র রাজপুত কর্তৃক আহত হয়। দাঙ্গায় এক ব্যক্তি নিহত হয়। তাহার মৃতদেহ নদী হইতে উদ্ধার করা হইয়াছিল। মালিকের পক্ষে একজন এখনও নিরুদ্দেশ। আরও প্রকাশ যে, দাঙ্গাকারিগণ কাছারি বাড়ীটী সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত করিয়া ধ্বংস করে এবং মালিককে ৩২০০ টাকার একটি প্রাপ্তি স্বীকার পত্র লিখিয়া দিতে বাধ্য করে। ঐ মামলায় ১৮ জন আসামী ছিল জুরীগণ সর্বসম্মতিক্রমে আসামীদিগকে নির্দোষ সাব্যস্ত করেন। জজ তাহাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া আসামীকে খালাস দিয়াছেন।

কুমিল্লায় ডাকাতি

চৌদ্দগ্রাম থানার তালপুকুরিনী গ্রাম হইতে এক ভীষণ ডাকাতির সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। এবং একৈক ডাকাত আশ্চর্যভাবে আহত হওয়ায় ধরা পড়িয়াছে।

ঘটনায় প্রকাশ, ১লা জুন শনিবার রাত্রি প্রায় ২ ঘটিকার সময় একদল ডাকাত সংখ্যায় অনুমান ২৫।৩০জন বন্দুক ও অন্যান্য মারাত্মক অস্ত্র, লাঠি এবং ইলেক্‌ট্রিক মশাল সঙ্গে করিয়া শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র মজুমদারের বাড়ী আক্রমণ করে, বাড়ীর লোকজন বাধা দিতে গিয়া আহত হয়, ডাকাতগণ নগদ টাকা স্বর্ণালঙ্কার ও [illegible] লুণ্ঠন করিয়া সরিয়া পড়ে। কিন্তু ডাকাতদলের [illegible] নামক এক ব্যক্তি টেটার (মাছ মারিবার একপ্রকার অস্ত্র) ঘায়ে মারাত্মক অবস্থায় ঘটনার পর ধরা পড়ে। অনুমান হয় বাড়ীর লোকজন যখন ডাকাতদলকে বাধা দিয়াছিল তখন টেটার ব্যবহার করিয়াছিল। ধৃত ব্যক্তির বিবৃতি অনুসারে আরও ৫।৭ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। আসামীগণ সকলেই মুসলমান বলিয়া জানা গিয়াছে।

লুণ্ঠিত সম্পত্তির সঠিক বিবরণ এখনও জানা যায় নাই।

এডভোকেট অভিযুক্ত

কলিকাতা হাইকোর্টের এডভোকেট শ্রীযুক্ত প্রবোধ চন্দ্র দাস, তাঁহার পুত্র ও অপর চারি ব্যক্তিকে কটীকচাড়ি থানা হইতে চুরি ও হাঙ্গামার অভিযোগে পুলিশ বিচারের জন্য চালান দেয়। তাহাদিগকে সদর মহকুমা হাকিম রায়সাহেব শ্রীযুক্ত এস, এন, রায়ের হাজির করা হয়।

আসামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ গত ২৬শে মে আসামীরা কটিকচড়ি ফাঁড়ীর অধীন [illegible] চা বাগিচার ম্যানেজার মিঃ হাডসনের বাড়ীতে তাঁহার অনুপস্থিতিতে প্রবেশ করিয়া তাঁহার ৫ বৎসরের পুত্রকে ও চা-বাগানের কতিপয় কর্মচারীকে মারধর করে এবং মিঃ হাডসনের এবং চা-বাগানের কতকগুলি জিনিষপত্র লুঠ করে।

আসামীরা জামীনে খালাস আছে।

সিল্লাতে ভীষণ অগ্নিকাণ্ড

বর্তমান সপ্তাহের প্রথমভাগে সাহেবগোদাতে এক ভীষণ অগ্নিকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। ফলে ১২৫ খানি গৃহ ভস্মীভূত হয় এবং ৮জন লোক অগ্নিদগ্ধ পরিবেষ্টিত হয়। এই অগ্নিকাণ্ডের ফলে শত শত গ্রামবাসী গৃহহারা হইয়াছে।

শিলং-শ্রীহট্ট রোডের অবস্থা

জল প্লাবনের ফলে শিলং শ্রীহট্ট রোডে যাত্রী ও ডাক চলাচল বন্ধ হইয়াছে। সারি সেতুর নিকটবর্তী স্থানসমূহ গতকল্য জলমগ্ন হইয়াছে।

কলিকাতার বাজার দর

চাউলের দর

	প্রতি মণ
দাদখানি	৬॥০
বালাম চাল	৫৸৴০
কাটারীভোগ	৫৸৴০-৫৸৶০
বাঁকতুলসী	৮৸৶০
নাগরা	৩৸৶
ঐ পুরাতন	৪।
পাটনাই উৎকৃষ্ট	৪৲
একাবেক কোয়ালিটি	৩৸৶
সিদ্ধ রেঙ্গুণ	২৸৶

চিনির দর

সাদা জাভা রেডি	৯।০-৯॥৶০
দেশী সাদা দানা	৮॥৶০-৯।০
„ লাল „	৮।৶০ ৮৵৶০
আতপ -	
নূতন আতপ	৩॥৶০ ৩৸৶০
পেশোয়ারী	৮।০ ৮॥০
বাঁকতুলসী আতপ	৪॥৶০-৮৸৶০
ঐ মাঝারি	৪।০-৪॥০
পাটনাই আতপ	৪।০-৪॥৶০
কাটারীভোগ	৫৸০
ঐ রেঙ্গুণ	২৸০

ঘৃতের দর

রামসীতা প্রতি মণ	৫২৲
লক্ষ্মী গাওয়া	৪৭৲
সাদা গাওয়া	৪৫॥০
টেকা পুরো	৪৩॥০

আটা ও ময়দার দর

পেটেন্ট ময়দা প্রতি মণ	৫।৶০ ৫।০
সুচরাণীর ব্যবহারোপযোগী	৪৸০-৪৸৶০
আটা (বি)	৪৸৶০-৫৲
সুজী	৫৶০-৫।।
আটা (এস)	৪।৶০-৪॥০
„ (২)	৪।৴০ ৪॥৴।
„ (কে)	৪।০-৪।৶০
„ (৩)	৩॥৶০-৩৸০

সোণা-রূপা

		প্রতি ভরি
টাকশালের বার	„ „	৩৫৶০
বড়ালের বার	„ „	৩৫৴০
গিনি	„	২২৶০
চাঁদির বার	প্রতি ১০০ ভরি	৬৪৲
ঐ চুরা	„	৬৪।০

লৌহ ও হার্ডওয়ার

টাটার তৈয়ারী	প্রতি হন্দর
লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম মাক)	৬৲-৬৶০
ঐ বে-মার্কা হালকা ওজন	৫৶০-৫।৴০
বরগা (টি-আয়রণ)	৬॥৶০-৬৸৶০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৬৲ ৬।৶০

সন্তোষকুমার মল্লিক এণ্ড সন লিঃ
জগন্নাথঘাট, বড়বাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

—পারমার্থিক পত্র—

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১০ম বর্ষ } ২৪ ত্রিবিক্রম গৌরাব্দ ৪৪৯, ১৮শে জ্যৈষ্ঠ বঙ্গাব্দ ১৩৪২, ১১ই জুন ইং ১৯৩৫ মঙ্গলবার { ৮৬শ সংখ্যা

পরমহংস সরস্বতীগোস্বামী

সম্প্রতি লণ্ডন-গৌড়ীয়-মিশন হইতে উপরিলিখিত শিরোনামাসম্বলিত একখানি পুস্তিকা ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে। পুস্তিকাখানির উদ্দেশ্য—ইংরাজী-ভাষাভিজ্ঞ ইউরোপবাসী তথা অন্যান্য জাতির নিকট শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্য পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের প্রকটলীলার বিবরণ সংক্ষেপে উঁহাদের নিকট জ্ঞাপন করা। জগতে সাধারণ অবতারবাদী ব্যক্তিগণের ক্রিয়াকলাপের সহিত পরমহংস গোস্বামী মহারাজের এই লীলার পার্থক্য অতি সংক্ষেপে বর্ণিত হইলেও উহা অতি সুন্দরভাবে বিবৃত করা হইয়াছে। শুধু তাহাই নহে, পরমহংস মহারাজের প্রচার্য্য-বিষয় কি এবং তাহা বোধগম্য করিতে হইলে কিরূপভাবে আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হইবে তাহারও আভাস অতি স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা হইয়াছে। তাঁহার চরিত্রের আদর্শ, তাঁহার প্রচার্য্য বিষয়ের বৈশিষ্ট্য, তাঁহার প্রচার্য্য বিষয়ের সহিত জগতে প্রচারিত অন্যান্য বহু বহু বিষয় সংক্ষেপে এই পুস্তিকাতে বর্ণিত হইয়াছে। সরস্বতী ঠাকুর সাধারণের মধ্যে সাধারণ মর্ত্ত্যজীবের ন্যায় বিচরণ করিতে থাকিলে তাঁহার প্রকৃত পরিচয় পাইবার জন্য এবং তাঁহার নিকট পৌঁছিবার জন্য কিপ্রকার উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক তাহারও কিছু কিছু ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে। সরস্বতী ঠাকুরের জীবনের সহিত শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার্য্য-বিষয় যে সম্যক্‌রূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে এবং শ্রীগৌড়ীয়মঠের কার্য্যই যে একমাত্র নিত্য জগন্মঙ্গলকার্য্য তাহাও ইহাতে দেখাইবার বিশেষ চেষ্টা করা হইয়াছে। সরস্বতী ঠাকুরের প্রকটলীলায় তাঁহার কার্য্যাবলী যাতে শিক্ষিত জড়েহৈকসর্ব্বস্ব ভোগবাদী পাশ্চাত্যদেশবাসীর নিকট সহজে বোধগম্য হইতে পারে এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা যাহাতে তাঁহাদিগের অনুসরণীয় হইতে পারে তৎসম্বন্ধে কোনপ্রকার ত্রুটী করা হয় নাই। পাশ্চাত্যদেশবাসী তথা বিশ্ববাসী যদি উক্ত পুস্তিকাখানির মর্ম্ম অনুধাবন করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষামৃতে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার অভিন্ন প্রকাশবিগ্রহ সরস্বতী ঠাকুরের লীলার বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করিতে এবং তৎপ্রদর্শিত শিক্ষা অনুসরণ করিতে পারেন, তবে পাশ্চাত্য জগতে যে একটা প্রতিযোগিতার তাণ্ডব চলিতেছে এবং ভাবী সমর-দুন্দুভির লেলিহান্ জিহ্বা শুধু স্বদেশবাসীকে কেন, তৎসঙ্গে সঙ্গে বিশ্ববাসীকে অকূল দুঃখসাগরে নিমজ্জিত করিবার জন্য মুখব্যাদান করিতেছে, সকলে সেই বিপদ্ হইতে মুক্ত হইতে পারেন। পাশ্চাত্য জগতে বর্ত্তমান কালে যেরূপ সঙ্কটের সময় উপস্থিত হইয়াছে তাহাতে ঐরূপ একখানি-পুস্তিকার প্রকাশ বেশ সময়োপযোগী হইয়াছে। উহা দ্বারা যে কেবল পাশ্চাত্যদেশবাসিগণই উপকৃত হইবেন, এমন কথা নয়, স্বদেশবাসিগণও উহা অনুধাবন করিলে প্রচুর পরিমাণে উপকৃত হইতে পারিবেন।

এইরূপ উপাদেয় পুস্তিকায় বর্ণিত বিষয় হইতে যাহাতে নদীয়া-প্রকাশের কোনও পাঠক বঞ্চিত না হন তজ্জন্য ভবিষ্যতে সময় ও সামর্থ্য হইলে উহার সংক্ষিপ্ত সার মর্ম্ম নদীয়া-প্রকাশের স্তম্ভে ক্রমশঃ প্রকাশ করিবার বাসনা আমরা রাখি।

কৃষ্ণের ইচ্ছায় যাঁহাদের জন্য উক্ত পুস্তিকাখানি রচিত হইয়াছে তাঁহাদের চিত্ত-মঙ্গলবিধান করুক এবং তাঁহারা উহা পাঠ করিয়া তাঁহাদের সাধারণ ভ্রম নিরসনপূর্ব্বক নিত্যকল্যাণপথের যাত্রী হইবার জন্য চেষ্টিত হউন, সর্ব্বশেষে আমাদের ইহাই প্রার্থনা।

প্রচার-প্রসঙ্গ

দার্জ্জিলিংএ

গত ৫ই জুন বুধবার সন্ধ্যার পর দার্জ্জিলিং 'আরবাডেন' নামক শ্রীল প্রভুপাদের আবাসভবনে দার্জ্জিলিং ল্যাণ্ড ব্যাঙ্কের বিশিষ্ট কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত দেবজীবন ভট্টাচার্য্য, জিতেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, জিতেন্দ্রনাথ চৌধুরী, শৈলেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, মহাশয়ত্ত তেওয়ারী ও স্থানীয় হিন্দু বোর্ডিংএর প্রোপ্রাইটার শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র মুখার্জী নামক কয়েকজন সজ্জন ব্যক্তি শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্ম দর্শন করিতে আসেন।

দার্জ্জিলিং হিন্দু বোর্ডিংএর প্রোপ্রাইটার শ্রীযুক্ত সুবোধবাবু একজন বিশিষ্ট ভদ্র ও সজ্জন ব্যক্তি। তিনি শ্রীগৌড়ীয়মঠের সহিত পূর্ব্ব হইতে বিশেষ পরিচিত না থাকিলেও শ্রীল প্রভুপাদের প্রচার্য্য বিষয়ে শ্রীপাদ হয়গ্রীব প্রভুর নিকট হইতে কিঞ্চিৎ শ্রবণ করিয়াই শ্রীল প্রভুপাদপদ্মে আকৃষ্ট হইয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদের আগমন-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া তিনি গত ১লা জুন তারিখে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য প্রাতঃকালে শিলিগুড়ি ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন এবং যাহাতে শ্রীল প্রভুপাদ ও তাঁহার অনুগমনকারী ভক্তগণের কোন প্রকার অসুবিধা ভোগ করিতে না হয় তজ্জন্য তিনি যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছেন। তিনি মধ্যে মধ্যে প্রভুপাদের নিকট আসিয়া হরিকথা শ্রবণ করিতেছেন। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর কৃপায় তাঁহার হরিগুরুবৈষ্ণবে দিন দিন শ্রদ্ধা বর্দ্ধিত হউক এবং তিনি ভগবৎ-সেবায় নিরন্তর আত্মনিয়োগ করুন, ইহাই আমাদের প্রার্থনা। শ্রীল প্রভুপাদ পূর্ব্বোক্ত সজ্জনগণের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছেন।

শ্রীধামে

শ্রীধাম মায়াপুর আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠে প্রত্যহ প্রাতে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও সন্ধ্যায় শ্রীমদ্ভাগবত হইতে প্রহ্লাদ মহারাজের সুমঙ্গল চরিত্র অতি সরল ও সহজ ভাষায় পাঠ ও ব্যাখ্যা হইতেছে। পাঠ শুনিয়া সকলেই উত্তরোত্তর তাহাতে আকৃষ্ট হইতেছেন।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতা

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

যাঁহাদের আমার কথায় কিছু শ্রদ্ধা আছে, যাঁহারা আমার মুখে কিছু শুনিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের জন্য এই কএকটী কথা বলা হইল। সকলের মত একরূপ নহে, তাঁহাদের মধ্যে তাঁহারা যেরূপ বিচার অবলম্বন শ্রেয়ঃ মনে করেন, করিতে পারেন; কিন্তু শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর বিচারেই সমগ্র মানবজাতির মঙ্গল নিহিত—মানবজাতি শ্রীচৈতন্যকথা শ্রবণ করিয়া নিত্যমঙ্গল বরণ করুন—"ভক্ত্যা বিমুক্তোন্মদঃ।"

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের দয়া করহ বিচার।
বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার॥

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৪ ত্রিবিক্রম শুক্রবার ৪৪৯

"ভগবান্ মঙ্গলময় কি প্রকারে ?"

কালবৈশাখীর ঝড়, শিলাবৃষ্টি, উৎপাত, উল্কাপাত, ভূমিকম্পের ফলে বিনাশ, কোয়েটা প্রভৃতির ধ্বংসাবস্থার লোমহর্ষণ কাহিনী শ্রবণ করিয়া কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, এই সমুদয় কি ভগবানের করুণার নিদর্শন ? তাঁহারই সৃষ্ট প্রাণিবৃন্দকে যদি তিনি পূর্বোক্ত প্রকারে উৎপীড়ন করেন তাহা হইলে তিনি মঙ্গলময় কি প্রকারে ?

উপরি-উক্ত কথার সার মুখে না বলিলেও অন্তরে অন্তরে ঐভাব পোষণ করেন এই প্রকার জনসংখ্যা নিতান্ত কম নহে। ভগবদ্ভক্তিকার অভাবের কোর্ট জজ্ঞা যদি বিশেষ 'নজরান' করিতে হয় তাহা হইলে সকলের দণ্ডকর্তা সর্বশক্তিমান্ ভগবান্‌কে অবশ্যই আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াইতে হইবে এবং তিনি দোষী বলিয়াই সাব্যস্ত হইবেন।

বিষয়টী সম্যক্ আলোচনা করিতে হইলে প্রথমেই আমাদিগকে বিচার করিতে হইবে—ভগবান্ কি বস্তু; তৎপরে বিচার্য্য বিষয় হইবে—বাস্তব মঙ্গল কি এবং সর্বশেষে বিচার্য্য বিষয় হইবে—এই বাস্তব-মঙ্গল-দান সম্বন্ধে শ্রীভগবানের কৃপালুতা।

শ্রীভগবান্ কি বস্তু বলিলেই আমরা এক নিঃশ্বাসে বলিব,—তিনি সর্বশক্তিমান্ ও স্বরাট্ বস্তু। তিনি সর্বত্রই বিরাজিত। সর্বত্র তাঁহার দৃষ্টি রহিয়াছে। তিনি সর্বান্তর্যামী। যদিও তিনি সর্বদা সর্বত্র অবস্থিত, তথাপি জনসাধারণ তাঁহাকে দেখিতে পায় না; এইজন্য তাঁহাদের ধারণা—শ্রীভগবান্ নিরাকার। স্বনামপ্রসিদ্ধ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় বর্ণপরিচয়ে লিখিয়াছেন—"ভগবান্ নিরাকার চৈতন্য-স্বরূপ"। আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত আছি, বিদ্যাসাগর মহাশয়কে কোনও বালকরূপী মহাপুরুষ ভগবানের স্বরূপ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। তখন তিনি উত্তরে বলিয়াছিলেন যে, শ্রীভগবানের সম্বন্ধে তিনি কিছুই আলোচনা করেন নাই। সুতরাং ভগবানের স্বরূপ কি। তাহা তিনি বলিতে পারেন না।। না জানিয়া ভগবান্‌কে নিরাকার বলিলেন কেন, একথা জিজ্ঞাসা করিলে বিদ্যাসাগর মহাশয় নিরুত্তর ছিলেন।

শ্রীভগবানের যদি কিছু আকারই থাকিবে তাহা হইলে আমরা তাঁহাকে দেখিতে পাই না কেন, ইহাই সাধারণ প্রশ্ন। শ্রীভগবানের যে আর একটী বিশেষণ আছে তাহা না জানিবার দরুণই এই প্রশ্নের উদয় হয়। সেই বিশেষণটী 'অধোক্ষজ'। 'অধোক্ষজ'-শব্দের ব্যাখ্যায় শ্রীল জীব গোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"অধঃকৃতম্ (অতিক্রান্তম্ জীবানাম্) অক্ষজং (ইন্দ্রিয়জং) জ্ঞানং যেন।" আমাদের বর্তমানে যে-সকল ইন্দ্রিয় রহিয়াছে শ্রীভগবান্ তাহাদের গোচরীভূত নহেন। চিন্ময় দর্শনে তাঁহার চিন্ময় মূর্তি মানববৃন্দের উপলব্ধির বিষয় হয়। যে পর্যন্ত চিন্ময় দর্শন না হয় সে-পর্যন্ত ভগবান্‌কে দেখা যায় না। সেইজন্য ভগবানের কোন আকার নাই, এই প্রকার ধারণা বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক নহে। চক্ষুতে ছানি পড়িলে যে-পর্যন্ত না ছানি অপসারিত হয় সে-পর্যন্ত কোনও দেখা যায় না তখন ছানিগ্রস্ত লোক যদি বলে দুনিয়া অন্ধকার, তাহা হইলে কি দুনিয়া অন্ধকার হইয়া যাইবে ?

ভগবানের সহিত আমাদের প্রয়োজন কি ? ভগবান্ আমাদের ভোগসুখের কিছু সুবিধা করিয়া দিবেন, এইজন্যই সাধারণতঃ আমরা ভগবানের কাছে হাত জোড় করি এবং তাঁহার সহিত একটু আধটু সম্বন্ধ রাখিতে চাই। ভগবদ্ভক্ত মহাপুরুষগণ বলেন, ঐ বাসনা অর্থাৎ ভগবানের দ্বারা নিজের কিছু সুবিধা করিয়া লওয়ার বুদ্ধি সঙ্কুচিত হইয়া যে-পর্যন্ত না ভগবানের সুখের জন্য ভগবৎসেবার বুদ্ধি জাগরিত হইবে সে-পর্যন্ত ভগবান্‌কে জানা যাইবে না; সে-পর্যন্ত ভগবান্ মঙ্গলময় কিনা, তাহাও বুঝা যাইবে না।

জনসাধারণের প্রশ্ন হইতে পারে, আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রামই জ্ঞানার্জনের দ্বার। ভগবান্ ত এই ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নহেন। তাহা হইলে তাঁহাকে জানিবার চেষ্টা বাতুলতা মাত্র নহে কি ? সংসার বাতুলের বাতুলবাক্য শ্রবণ করিয়া দুঃখ ভক্তের সহিত মঙ্গলময় ভগবান্ গীতায় আশ্বাসবাণী দিয়াছেন—

"তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥"

অর্থাৎ হে জীববৃন্দ, যদি সততযুক্ত হইয়া তোমরা আমার ভজন আরম্ভ কর তাহা হইলে আমি তোমাদিগকে বুদ্ধিযোগ প্রদান করিব। সূর্যের আলোকে যে-প্রকার সূর্যকে দেখা যায়, সেইপ্রকার মৎপ্রদত্ত বুদ্ধিযোগ দ্বারা তোমরা আমার চিন্ময় স্বরূপের বিষয় অবগত হইয়া আমাকে প্রাপ্ত হইবে।"

সাধুর মুখ দিয়া যখন আমাদের কর্ণে ভগবানের ঐ কথা প্রবিষ্ট হয়, তখনও আমাদের জিজ্ঞাস্য, ভগবান্ যদি আমার ইন্দ্রিয়তর্পণের কিছু সুবিধা না করিয়া দিলেন, তাহা হইলে তাঁহার ভজনের প্রয়োজনীয়তা কি ? রোগী যে নানাপ্রকার যন্ত্রণা ভোগ করে তাহা তাহারও অবিদিত নাই। বিকারগ্রস্ত রোগীর যন্ত্রণা দেখিয়া হৃদয় বিদীর্ণ হয়। কিন্তু বিকারগ্রস্ত রোগীর সেইপ্রকার যন্ত্রণা কতটা উপলব্ধির বিষয় তাহা আমাদের জ্ঞানের বহির্ভূত। বিকারগ্রস্ত অবস্থায়ই যদি যন্ত্রণা লাঘবের জন্য চিকিৎসককে বলা হয় তাহা হইলে চিকিৎসক নিরুপায়। বিকার থাকা পর্যন্ত যন্ত্রণার লাঘব হইতে পারে না। রোগ নিরাময় প্রয়োজনীয়। ইন্দ্রিয়চরিতার্থের চেষ্টাই আমাদের উৎকট বিকারযুক্ত ব্যাধি। ভোক্তার আসন একমাত্র ভগবানের। সেই ভগবানের আসন-গ্রহণের লোলুপতায়ই আমরা সুখভোগের জন্য ব্যস্ত হইয়া ঐ উৎকট ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়াছি। জীববৃন্দের পক্ষে সুখবাসনাতে মঙ্গল নাই। ঐ বাসনা পরিত্যাগ করিয়া সর্বতোভাবে ভগবানের সেবাতেই তাহাদের পরম মঙ্গল নিহিত। এক কথায় **ভগবৎসেবাই মঙ্গল। ঐ সেবা পরিত্যাগই অমঙ্গল।** অমঙ্গলকেই মঙ্গল বলিয়া মনে করিয়া আমরা ভগবানের মঙ্গলময়ত্বে সন্দিহান হইতেছি। সেইজন্যই আমাদের প্রবন্ধের শীর্ষদেশে স্থাপিত প্রশ্নের উদয় হয়।

ভগবান্ জগতে বিবিধ ভোগোপকরণ সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছেন। যদি জীবগণের পক্ষে ভোগই মঙ্গলজনক হইত তাহা হইলে এত সমস্ত দ্রব্যের মধ্যে থাকিয়াও তাহারা ভোগ হইতে বঞ্চিত হয় কেন ? একথা ঠিক যে, এই বঞ্চনায়ও ভগবানের মঙ্গলময় উদ্দেশ্য নিহিত আছে। বালকগণ বাল্যকালে খেলাধূলাই ভালবাসে, পড়াশুনার দিকে একটা মন দিতে চায় না কিন্তু মঙ্গলকামী অভিভাবকগণ ছেলেদিগকে কঠোর শাসন করিয়া লেখাপড়ার দিকে তাহাদিগকে আকর্ষণ করেন। ঐ শাসন তাঁহাদের নিষ্ঠুরতার পরিচয়, না কৃপালুতার পরিচয় ? এই উদাহরণটী ভালরূপে আলোচনা করিয়া আমরা যদি আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, আধিদৈবিক—এই ত্রিবিধ-তাপপ্রদানরূপ ভগবানের দণ্ডের বিষয় আলোচনা করি, তাহা হইলে সহজেই বুঝিতে পারিব যে ভগবান্ মঙ্গলময়।

ইহ জগতেও আমরা দেখিতে পাই, ভৃত্য যদি ধার্মিক মনিবের মন যোগাইয়া কাজ করে, মনিবের প্রীতি সম্পাদন করিতে পারে, তাহা হইলে ঐ কার্যের জন্য নিজের হৃদয়ে আপনা হইতেই কেমন এক আনন্দের উদয় হয় এবং মনিবও তাহাকে উপযুক্ত পুরস্কার প্রদান করিয়া থাকেন। শুধু নিজের হাতে তোলার জন্য চেষ্টা না করিয়া মনিবের সেবকসূত্রে মনিবের কার্যাদি সুচারুরূপে সম্পন্ন করে, এইপ্রকার লোক যে দুনিয়ায় দু'একটীও না আছে তাহা নহে।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতা

[গত ৮৩ সংখ্যায় প্রকাশিতাংশের পর]

জগতের সকলকে মান দান করিয়া সকলের কাছে হরিকীর্তন করিতে হইবে। মানুষের প্রত্যেকেরই কিছু ভাল কথা আছে। মহাপ্রভু এই সকল কথার অসমিচ্ছু হইতে পরামর্শ দেন নাই, ঐ গুলিকে neglect করেন নাই। চারিটী বর্ণাশ্রম লইয়া নানাপ্রকার বিচার আছে। সুবিধার কম বেশী বিচার লইয়া তারতম্য-বিষয়ে গুণকর্মযোগ-বিশিষ্ট ব্যক্তির বিচার অন্য প্রকার। দ্বিজভাতিত জগতের বিচারে নানাপ্রকার দোষ বর্তমান। ভগবান্ যাহা করেন, তাহা মঙ্গলের জন্য করেন। "ভক্তেষ্বনুকম্পাং" বিচার আসিলে সাধারণ মনুষ্যজগতের চিন্তাস্রোত অপেক্ষা অনেক — তাহারা এ বিষয়টী ভাল করিয়া বুঝিতে পারেন। এই স্থানে যেমন মনিবের আনন্দের মধ্যেই ভৃত্যের আনন্দ নিহিত রহিয়াছে সেই প্রকার মনিবেরও মনিব—সকলের মনিব যে শ্রীভগবান, যিনি সর্বান্তর্যামী, সর্বশক্তিমান্ ও মাধুর্য্য সেবাবাঞ্ছিত, সেই মহামনের সেবায় আত্মনিয়োগ করিলে—একান্তভাবে তাঁহার আনন্দবিধানের জন্য চেষ্টা করিলে আনন্দময়ের আনন্দময়ী ইচ্ছায় ভক্তের হৃদয়ে আপনা হইতে যে অমল আনন্দধারা প্রবাহিত হয় মনুষ্যকাদিগণের শীর্ষদেশে অবস্থিত মোক্ষকামীর সুখ বা জ্ঞানীর ব্রহ্মানন্দ তাহার নিকট খদ্যোতক ব্যতীত আর কিছুই নয়। মনিবের আসনে উপবেশন করিলে, মনিবের ভোগ্যের প্রতি ভোগদৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে কি-প্রকার অবস্থা হয় তাহা সকলেই জানেন। জগতের যাবতীয় দ্রব্য ভগবানেরই ভোগের জন্য—জীবের ভোগের জন্য নহে। সুতরাং নিত্য মনিবের ভোগোপকরণ প্রতারণামূলে গ্রহণের চেষ্টায় অশান্তি ব্যতীত আর কি থাকিতে পারে ?

জীববৃন্দ ভগবান্‌কে ভোগের আসন হইতে বিতাড়িত করিবার জন্য এই যে ভীষণ ষড়যন্ত্র আরম্ভ করিয়াছে, নির্বিশেষবাদী এই যে ভগবানের হাত, পা প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গুলির বিনাশ সাধন করিয়া বস্তুতঃপক্ষে তাঁহাকে বধ করিতে প্রবল অভিযান করিতেছে, তথাপি মঙ্গলময় তাহাদের শিক্ষার জন্য, তাহাদিগকে সেবাসুখ-প্রদানের জন্য সাধুগুরুরূপে—শ্রীমদ্ভাগবতরূপে—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতরূপে বিরাজিত রহিয়াছেন; আর আচার্য্যরূপে আসিয়া শাস্ত্রের যথার্থ ব্যাখ্যা করিতেছেন। সুতরাং ভগবানের মঙ্গলময়ত্বে অবিশ্বাস করিবার কি আছে ? তাই বলি, শাসন নিষ্ঠুরতার পরিচয় নহে, কৃপালুতার—মঙ্গলময়ত্বেরই পরিচয়।

সমন্বিত হইবে। চৈতন্যদেবের উপদেশ-পালন টৈকিলে 'প্রেমপন্থী' মনুষ্যজাতির আপাতমঙ্গলকর বিচার থামিয়া যাইবে—মানব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিন্তা লইয়া আর কালাতিপাত করিবে না। 'শ্রেয়ঃ'পন্থীর সংখ্যা জগতে খুবই অল্প। মানব শ্রেয়োলাভের জন্য সহিষ্ণুতার অভাবে আপাতমনোরম-বোধে অমঙ্গলকেই মঙ্গল মনে করিয়া বাস্তবিক সুবিধা হারাইয়া ফেলে।

"মহতী দেবতা হ্যেষা নররূপেণ তিষ্ঠতি"। আমরা যাঁহাদের রাজ্যে বাস করি তাঁহাদের বিচারপ্রণালী লইয়া ব্যস্ত না থাকিয়া আমাদের positive (বাস্তব) মঙ্গলের জন্য যত্ন করা কর্তব্য। মঙ্গলাতে লোকসাধ কেন করিব, সেজন্য ভাগবত বলিয়াছেন—

"দুর্লভং মানুষং জন্ম তদপ্যধ্রুবমর্থদম্" — (printed: "দুর্লভং বন্দে ন পতেদমৃত্যুঃ যাবৎ

নিঃশ্রেয়সায়")

নিত্য মঙ্গলের পথ অনুসন্ধান করাই কর্তব্য। এই জগতের মঙ্গলের কথায় নানা প্রকার অমঙ্গল বর্তমান।

যাহাদের নিকট হইতে প্রচুর পরিমাণে সাহায্য পাইতেছি, সেই সকল সাহায্য কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিয়া ভগবদনুশীলনে নিযুক্ত হওয়া আবশ্যক। ভগবান্ রাজ্যপালনাদি কার্য্যে সজ্জনোচিতভাবে তাঁহাদিগকে নিযুক্ত করিয়াছেন, তাঁহাদের কর্তব্য—লইয়া চিন্তা উদিত না করিয়া আমাদের কর্তব্য, আমাদের প্রতি মঙ্গলময় ভগবানের যে ইঙ্গিত, তৎসম্পাদনে যত্নবান্ হওয়া। ভাগবতধর্মের প্রচারপ্রচারের সুযোগ দিতে জিগীষুর কিছু পারেন, জগদীশ্বর সম্পূর্ণরূপে পারেন,—

"জিগীষবো বা জগদীশ্বরো বা
মনোরথং পূরয়িতুং সমর্থঃ।
অন্যেন কশ্চিৎ জিগীষেণ কিঞ্চিৎ
আকারং বা তৎ সদপায় বা তৎ॥"

শাক বা নুন কিনিবার জন্য অন্য লোক দিতে পারেন। কিন্তু মূল প্রয়োজন লাভ বিষয়ে আংশিকভাবে কিছু জিগীষব, পূর্ণভাবে ভগবান্ই আমাদিগকে সহায়তা করিতে সমর্থ।

"ভারতভূমিতে হৈল মনুষ্যজন্ম যা'র।
জন্ম সার্থক করি' কর পর উপকার॥"

ভগবৎকৃপালাভে নিজজন্ম সার্থক করিয়া নিজের সঙ্গে সঙ্গে জগতের মঙ্গল-বিধান কর, ইহাই মনুষ্যজীবনের সার্থকতা। সকলেরই মঙ্গল হউক। কাহারও সহিত ঝগড়া করা উচিত নয়। "বন কেটে বুড়া দাব"-নীতি অবলম্বন পূর্ব্বক Altruistic হইয়া দুর্বলকে পীড়ন, প্রতিহিংসাদের চিন্তা প্রভৃতি মহত্ত্বের পরিচায়ক নহে।

শ্রীমদ্ভাগবতের—'নষ্টপ্রায়েষ্বভদ্রেষু' ও 'ভক্তেরপ্যনুকম্পায়' শ্লোকদ্বয়ের আলোচনা যাঁহারা করেন, তাঁহারা নিজের সহিত সকললোকের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকেন (চিত্রক) সম্বন্ধবাদের শেষকথা—ধর্মার্থ-কাম-মোক্ষ—এই চতুর্ব্বর্গ। আমি বুঝিয়া পাইব, অন্যে পাইবে না, ইহা ছাড়া চতুর্ব্বর্গকামীর অন্য কোন কথা নাই। মহাবদান্য শ্রীচৈতন্যদেবের দানের মূল্য বুঝিতে না পারিলে, মনুষ্যজাতির উদারতা আসিবে না।

আজ আমাদের দুর্ভাগ্য যে রাজার কল্যাণকামনা আমাদের একটী কৃত্য। তজ্জন্য শ্রীভগবচ্চরণে আমরা প্রার্থনা করি, রাজার দীর্ঘজীবন লাভ হউক, তিনি প্রসন্ন হইয়া প্রজার সুখের জন্য যত্ন করুন—দান করিয়া প্রজা পালন করুন। প্রজাবর্গের কল্যাণ হউক, তাঁহারা সুষ্ঠুভাবে ভাগবত-ধর্মাশ্রয়ে ভক্তিময় জীবন যাপন করুন।

ভগবান্ সর্বজ্ঞ, ক্ষুদ্রবুদ্ধি আমরা, আমাদের মঙ্গল কিসে তাহা কিছুই জানি না। কূপমণ্ডূকরূপে পৃথিবীর-জ্ঞান-রহিত হইয়া ক্ষুদ্রজীবনের কথা লইয়াই ব্যস্ত থাকি। তিনের পরের কথাকে The infinite বলিয়া ছাড়িয়া দিই—তৃতীয় মান, পঞ্চম মান প্রভৃতির কোনই সংবাদ রাখি না। আমরা কর্মফলবাধ্য জীব, সকলেই কর্মফল ভোগ করিতেছি। শাক্যসিংহ, কপিল, জৈমিনি প্রভৃতির আনুগত্য করিতে গিয়া স্ব-স্ব কর্মফল ভোগ লইয়াই ব্যস্ত, নিরুপাধিক আত্মার কথা—আত্মার ধর্ম-আলোচনায় সকলেই পরাঙ্মুখ। ভাগবত-ধর্মানুশীলনই ভগবানের উদ্দিষ্ট বিষয়, জাগতিক বিরোধিতার বা লৌকিক বিষয়ে নিরপেক্ষ হইয়া আনুকূল্যে কৃষ্ণানুশীলনই কর্তব্য।

বিগত ১৫০ দেড়শত বৎসরের পূর্বের ইতিহাস লক্ষ্য করিয়া দেখিবেন, ধর্মজগতের চিন্তাস্রোতের মধ্যে একটা toleration বলিয়া কথা নাই। বৃন্দাবন প্রভৃতি স্থানে তাহার নিদর্শন আছে। তবে সাধারণ ধর্মকে ধর্মের সহিত অবশ্য ভাগবতীয় ধর্মের প্রচুর ভেদ বর্তমান। শ্রীগোবিন্দজীর মন্দিরকে যাঁহারা ইটপাটকেলের স্তূপ বলিয়া মনে করেন, তাঁহারাই মন্দিরের উপরের অংশ দর্শন করিতে না পারিয়া তৎকালবশরূপে অন্যের অবিচার ও অত্যাচারকেই দোষী সাব্যস্ত করেন। বস্তুতঃ ভাগবতীয় ধর্ম শ্রীগোবিন্দজীর চিন্ময় শ্রীবিগ্রহকে ঐরূপ বিপরীত অত্যাচার-কবলিতরূপে আংশিক দর্শন করেন না। চেতনকে অচেতনের হস্ত হইতে পরিত্রাণ করিবার জন্য—যাঁহারা দর্শনকারিগণের দর্শনের ভ্রান্তি প্রদর্শন জন্য তাঁহাদের অভিদর্শনের যাচিত ঐ প্রকার পরিণাম ভগবান্ গোবিন্দজীরই ব্যবস্থাপিত। গোবিন্দের চিন্ময় মন্দির নিত্য নবনবায়মান সৌন্দর্য্য বিকশিত করিয়া ভক্তহৃদয়ের আনন্দাম্বুধি উদ্বেলিত করেন। ইহাতে অধোক্ষজ বস্তুকে অক্ষজদর্শনের সঙ্কীর্ণ মধ্যে আনিবার চঞ্চলবুদ্ধি ধ্বংস হয়, "অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়ম্ অক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ" বিচার অবধারণের অবকাশ ঘটে।

"যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে
স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ।
যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচিৎ
জনেষ্বভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ॥"

যিনি প্রকৃত আত্মাকে আত্মা মনে না করিয়া এই অনাত্ম শরীরকে 'আমি' মনে করেন, তিনি বুদ্ধিমান্ নহেন। আমরা দেবতার শরীরও পাইতে পারি, আবার বৃক্ষাদি হইয়াও জন্মগ্রহণ করিতে পারি। এই অনিত্য দেহেন্দ্রিয়সর্বস্ব হইয়া নিত্য-জীবনের কুঠারকে গোলমাল করিয়া নিত্য-মঙ্গলের পথে কণ্টক বিস্তার করা কি বুদ্ধিমত্তার পরিচয়? অনেক লোক এ সকল চিন্তার বশবর্তী হইতে চাহেন না, তাঁহারা চার্বাকাদির বিচারানুসরণে আহার-বিহার-শয়ন-ইন্দ্রিয়তর্পণের বিচারকে বহুমানন করেন। কিন্তু মানবজাতির এত অবুঝ হইলে চলিবে না। মানব একটু স্থির ধীর হইয়া আত্মমঙ্গলের বিষয় চিন্তা করুন। বহির্জগতের চিন্তাস্রোতে লাভের কিছুই নাই। "নষ্টপ্রায়েষ্বভদ্রেষু", "অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ" প্রভৃতি ভাগবতীয় শ্লোকের বিচারপথ হইয়া মানুষ অন্তর্জগতে বিচরণ করিতে শিখুন—নিজ মঙ্গলগতের জন্য যত্নবান হউন।

"প্রাণিমাত্রে মনোবাক্যে উদ্বেগ না দিবে" বিচারানুসারে কায়মনোবাক্যে কাহারও অসুবিধা করা উচিত নহে। একমাত্র ভগবৎকথা লইয়া থাকিলেই নিজের সুবিধার সঙ্গে সঙ্গে সকলের সুবিধা হয়, নতুবা যেখানে সার্বকালিক একমাত্র ভগবৎ-পাদপদ্মাভিমুখিনী হইবার পরিবর্তে বিভিন্নমুখিনী হইয়া ছুটিতে থাকে, সেখানে নানাপ্রকার অসুবিধার সৃষ্টি হয়। স্ব অর্থাৎ আত্মবিচারে ভ্রান্তি আসিলেই 'অর্থ' অর্থাৎ প্রয়োজন-বিচারেও ভ্রান্তি আসে। কৃষ্ণপ্রীতি ব্যতীত প্রয়োজন অন্যরূপ হইলেই কলি-কোলাহলের সৃষ্টি হয়। একজনের অধিকারের কতকগুলি জিনিষ লইয়া অন্যকে দিতে যাই, আবার অন্যের অধিকার আত্মসাৎ করিবার যত্ন করি—এই প্রকার স্বার্থপরতার তাড়নায় continental war এর মত জগতে কত অসুবিধার সৃষ্টি করি, তাহার ইয়ত্তা নাই। বিগত যুরোপীয় মহাসমরে কত বুদ্ধিমান্ লোক 'মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন! এত বুদ্ধিমান্ জাতি হইয়াও তাঁহারা শেষে কি করিয়া বসিলেন! আমাদেরও ঐ প্রকার চিন্তাস্রোত কেন? অনিত্য লোষ্ট্র-লাষ্ট্র-ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়া মানুষ আত্মমঙ্গলবিচারে এত উদাসীন হইয়া পড়ে যে, নইলে-সর্বস্বাদ তাহাদের একমাত্র লোভনীয় বিষয় হইয়া উঠে। আধারে লৌকিক ধারণ সকলিমনের অপব্যবহার করিয়া মানুষ জগতে অনর্থ সৃষ্টি করিয়া থাকে। মহাজনদের ভগবানেরই ঘোষণা রয়ে যে সকল বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার উদ্ভাবিত হইয়াছে, তৎসমুদয়কে মানুষ 'নিজ নিজ অপস্বার্থানুসন্ধানে নিযুক্ত করিলেই তাহার বিষময় ফল সমগ্র পৃথিবীর অশান্তির কারণ হইয়া উঠিবে। জগৎপ্রেরণায় উহা'রা সকলে ভগবৎ-সেবায় নিযুক্ত করেন বিজ্ঞানাদিরও সার্থকতা, জগতেরও সুবিধা।

ভগবান্ আমাদের নিত্যমঙ্গললাভের জন্য যে সুবিধা প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া জগতের অপরের বিচার-চালিত হওয়া অত্যন্ত বুদ্ধিহীনতার পরিচয়।

"আরাধনানাং সর্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্" বিচারে ভগবান্ বিষ্ণুর আরাধনাই সর্বশ্রেষ্ঠ। সর্বকারণকারণ যিনি, তাঁহার সেবা হইলেই সর্বসুমঙ্গল লাভ হইবে। শ্রীচৈতন্যবাণীর বাহকরূপে আমরা জগতের দ্বারে দ্বারে সেই কথা বহন করিয়া লইয়া যাইতেছি—জগতের সকল বুদ্ধিমান্ মানবকে আহ্বান করিতেছি, তাঁহারা শ্রীচৈতন্যদেবের কথা আলোচনা করুন। সমগ্র জগৎ শ্রীচৈতন্যচরণাশ্রিত গৌড়ীয়ের প্রচার-প্রণালীর অনুধাবন করুন। প্রচার শ্রীচৈতন্যদেবের বিচারপ্রণালী হইতে অতি অল্প পরিমাণেও deviated হইলে (স্থানচ্যুত) তাহার অনুসরণে মঙ্গলোদয়ের সম্ভাবনা নাই। গৌড়ীয়ের আচার ও প্রচার সম্পূর্ণভাবে শ্রীচৈতন্যাচরণানুচরানুগত। অগৌড়ীয়ের বিচারকে শুদ্ধ গৌড়ীয়ের বিচারসহ এক বলিয়া ভ্রান্ত করিতে হইবে না।

আজ একটী স্মরণীয় দিবস—মাননীয় সম্রাটের 'জন্মতারকদিবস'। অতঃপর সভার

(অতঃপর এ পৃষ্ঠার শেষ কলমে দ্রষ্টব্য)

শুদ্ধভক্তি মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ

(আকর-মঠরাজ)

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ গজ উত্তর-পূর্বে শ্রীব্রজপত্তনে অষ্টোত্তরশত শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্যমঠ বিরাজমান। এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, পরাবিদ্যাপীঠ বা সাত্বতজনস্থলী। এই মঠে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি বেদাঙ্গসমূহের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারী ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের ঈশার বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র 'নদীয়া-প্রকাশ', সাত্বত সম্প্রদায়ে অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থাদি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতি বৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমা-মহোৎসব ও অশেষ গুরুগোষ্ঠীসহ কীর্ত্তন-প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্তোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৩নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫

শ্রীমহাপ্রভু-প্রচারিত শুদ্ধভক্ত-ধর্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভজনমন্দিরে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীরাধাগোবিন্দজীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রধান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি লীলা ও ভক্তগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হয়। এই মঠ হইতে মহানগরীর সর্বত্র হরিকথা-প্রচার, মহানগর-সঙ্কীর্ত্তন, বক্তৃতা, ব্যাখ্যা ও সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞ-মহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান হয়। মঠরক্ষক—মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া সহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী সেবাকোবিদ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী এখানে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান, রক্ষক—শ্রীবনবিহারী দাসাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—গোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

(৭) কাজীর সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীসদানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক।

(৮) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও রাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান দাস ব্রহ্মচারী।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্র নাথ দাসাধিকারী।

(১০) মোদদ্রুম-ছত্র "গৌড়ের বৈদিক"

মাউগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান। শ্রীগৌরনিত্যানন্দের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীকুঞ্জবিহারী ব্রজবাসী, ভক্তিভূষণ।

(১১) ভেতিয়া বৃন্দকানন

শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীনরোত্তম ব্রহ্মচারী।

(১২) নৃসিংহপল্লী—পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীমধুসূদন অধিকারী

(১৩) ভাগবত-আসন—পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

এই স্থান হইতে ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচারিত হয়। রক্ষক—শ্রীসদানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৪) একায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ চালতাবাড়ি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ আচার্য্য গোস্বামী ভক্তিসার।

(১৫) মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(১৬) মাধ্বগৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, পোঃ ঢাকা

পূর্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীপাদ কৃষ্ণানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ।

(১৭) গোপালজীউমঠ—কমলাপুর,(ঢাকা)

গোপালজীউ শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান। রক্ষক—শ্রীমদনদাস ব্রজবাসী।

(১৮) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)।

এখানে শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ব্রহ্মচারী

(১৯) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীসুন্দরানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২০) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাদ্রা, (ঢাকা)

এখানে সকল ভুবনপূজিত শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(২১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ মাকবীর (বর্দ্ধমান)।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীচৈতন্য দাসাধিকারী,

(২২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ভুবনেশ্বর, পোঃ চিৎকুণ্ডা, (মালদহ)

এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী।

(২৩) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে গুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান্দাস ব্রজবাসী ভক্তিরত্ন।

(২৪) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী।

(২৫) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ বক্সীবাজার, (কটক)

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীউর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর

(২৬) ব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর পুরী,

শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন।

(২৭) পুরুষোত্তম মঠ

ভক্তিকুটী, পোঃ পুরী উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীউর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগদাধর অধিকারী।

(২৮) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী দাসাধিকারী।

(২৯) রায়ানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, জেলা গোদাবরী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—শ্রীনিতাইচরণ দাসাধিকারী ভক্তিলোচন।

(৩০) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪২নং ভবিষ্যপুরা, বেনারস সিটি

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকাগিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীসদাশিব ব্রহ্মচারী।

(৩১) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন গোস্বামী

(৩২) পরমহংস মঠ.

পোঃ নিমসার, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও গৌর-বিনোদ-বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীসত্যনারায়ণ দাসাধিকারী।

(৩৩) কৃষ্ণচৈতন্য মঠ

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

এখানে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিত্যসেবা হয়। রক্ষক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠ

বঙ্গালীঘাট মথুরা

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ

(৩৫) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ—শ্রীরাধাকুণ্ড

রক্ষক—শ্রীরাধারমণচরণদাস ব্রহ্মচারী

(৩৬) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৩৭) গোকুলবিহারী মঠ

শেখপাড়া, পোঃ তোজোল, জেলা অমৃতসর (পাঞ্জাব) রক্ষক—শ্রীগোকুলবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৩৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্বিকাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসম্বন্ধ তুর্য্যাশ্রমী

(৩৯) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল।

এখানে গৌরাঙ্গ-বিনোদরায়ের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীনবগোপাল অধিকারী।

(৪০) সারস্বত-গৌড়ীয় মঠ

হরিদ্বার সাহারণপুর, ইউ, পি

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্বস্ব গিরি

(৪১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ রায়পেট্টা মাদ্রাজ।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীপাদ ওগদানন্দ ভক্তিবিকাশ।

(৪২) বোম্বে-গৌড়ীয়-মঠ কার্য্যালয়

গ্রোড়ীয় রোড, চোটানি বিল্ডিং, বাংলো নং ১, বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ দেবশর্মা মজুমদার।

(৪৩) অমরসি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমরসি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীমাধব দাস অধিকারী

(৪৪) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী

(৪৫) পাটনা গৌড়ীয় মঠ

১০০ মিঠাপুর, পাটনা।

রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী বাসভূষণ

(৪৬) গয়া গৌড়ীয় মঠ

হিল সাইড, চার্চ রোড, গয়া

রক্ষক—উপদেশক শ্রীসর্বেশ্বর দাসবন্ধু

(৪৭) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠ বালেশ্বর

রক্ষক—শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয়

৩ গ্ল্যাডস্টোন হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, এস-ডাব্লিউ ৭, লণ্ডন

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন

(৪৯) বার্লিন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

Berlin W. 30

Eisenacher strasse 29 II

(৫০) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

৩৫০ নং ডালহৌসী ষ্ট্রীট রেঙ্গুন।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্—সমগ্র ৪৲৷০
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে শেষখণ্ড ৷৵
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। ভাষ্য-সহিত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সংস্কৃত-কাব্য ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড— ১৲; ২য় খণ্ড—৸
৩- ৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—১৲; ২য় খণ্ড -৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব— ১৲
৮। সংস্কারসার—দীপিকা ও সংস্কার-দীপিকা ১৷০
৯। বৈষ্ণব ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷০
১৫। বৈষ্ণব-সাহিত্য বিচার-তত্ত্ব ৷০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ৷০
১৮। সাধন-আলোচনা ৷০
১৯। ভাগবতের কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵০
২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৷৵০
২২। অনন্ত-সূত্র ৷০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
২৬। গীতার কেবল মূল-ভাষা ৷০
২৭। বৃহদ্ভাগবতামৃত সারার্থ সাধ্যসার ২৲
২৮। বেদান্তদর্শনের সামঞ্জস্য ৷০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸
৩০। দীপ-নির্ণয় ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ৷০
৪০। শরণাগতি ৴০
৪১। গীতাবলী ৴০
৪২। চিত্রে নবদ্বীপ ১৷০
৪৩। সাধনকণ ৴০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৴০
৪৬। সর্ব্বস্বত্ত্ব
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। অচ্ছন্দক ৴১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ৷০
৫২। মাধমঞ্জরী (সানুবাদ) ৷০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ৷০
৫৫। ভক্তমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ৷০
৫৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৴০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ৷০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণদেবায় ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৬০। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যলীলামৃত সারঃ ৷০
৬১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিবিধঃ ৷০
৬২। সটিক বিকাশসূত্রম্ ৷০
৬৩। মধুস্বরম্ ৷০
৬৪। সাত্বতার শিক্ষাষ্টকম্ ৷৵০
৬৫। গৌড়ীয়মঠস্থ পাঠ্যঃ ৴০
৬৬। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৭। রায় রামানন্দ ৷০
৬৮। এ কিউ গ্লাওস অব্ বেদান্ত ৷০
৬৯। নামভজন ৷০
৭০। বেদান্ত—ইটস্ মর্ফলজি অ্যাণ্ড অন্টলজি ৷০
৭১। বিজোটিক ওয়ার্ডস্ ৷৵০
৭২। ল্যাক্স অ্যাণ্ড প্রেসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ৷০
৭৩। বৈষ্ণবীজম ৷০
৭৪। কোয়াট গৌড়ীয়মঠ স্ট্যাণ্ডস ফর ৴০
৭৫। দি ভাগবত ৷০
৭৬। থিয়োটিক প্রিন্সিপল অ্যাণ্ড অ্যাপ্লায়েড রিলিজন ৷০
৭৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২৷০
৭৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (১ম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৭৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷০
৮০। সাধন-পথ ৷০
৮১। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৮২। গীতাবলী ৴০
৮৩। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৪। শরণাগতি ৴০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ৫৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

হেম শ্রী পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মৃত্যুপথযাত্রীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই হেম শ্রী পাচন অত্যন্ত আবশ্যক। বিশ্বাস না হয়, নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হইল কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৸০ আনা, বড় বোতল ১৷০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুপ্রসিদ্ধ কালিকাবিক্রেতা ও ব্যবসায়ী জে. বি. দত্ত এণ্ড কোং-এর

অভিনব আবিষ্কার

ফাউন্টেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন প্রকার নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।
জে. বি. দত্ত এণ্ড কোং
কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার
কলিকাতা

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবশ্যই এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে বর্ণানুক্রমিক শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও
ব্রঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ কাব্যশাস্ত্রী এম, এ, এল, কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

[ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ভাইস-প্রিন্সিপাল ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী মহাশয়-বৈষ্ণবাচার্য্য এম-এ, মহোদয়ের শ্রেষ্ঠ গবেষণা এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ লেখনীর অদ্ভুত প্রকাশ। [illegible] বিরাট, [illegible] মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য [illegible] শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত [illegible] আলোচনা [illegible] শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের [illegible] (Foreward) [illegible] ভূমিকা (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) [illegible] Index Glossary [illegible]। ভিক্ষা—১৫, পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—[illegible] শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬, টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রশংসা লাভ করিয়াছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—
[illegible] শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক পত্র [illegible] প্রকাশিত হয়। [illegible] টাকা [illegible] বাগবাজার গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

২। গৌড়ীয়—[illegible] শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ [illegible] বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক [illegible] ৩, যাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—[illegible] পারমার্থিক পাক্ষিক বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীপদ্মনাভ [illegible] হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১॥০

৪। সজ্জনতোষণী—[illegible] পারমার্থিক পত্রিকা। [illegible] হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—[illegible] শ্রীপাদ [illegible] বি-এল, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া [illegible] হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

[illegible] শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, [illegible] শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য [illegible] ছাপা। [illegible] ১০৩৬ পৃষ্ঠায় [illegible] ৩১৮ পৃষ্ঠায় [illegible] পত্র। [illegible] শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের [illegible] ১২, [illegible] মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

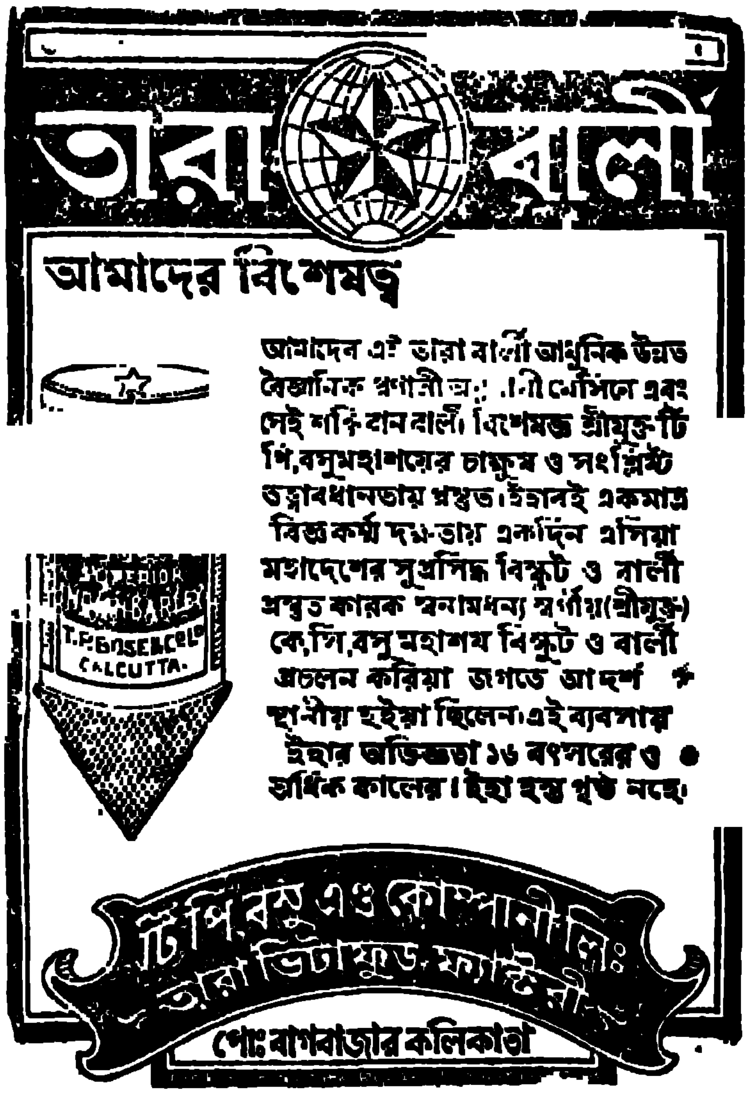

সচিত্র

নবদ্বীপ পঞ্জিকা

ভিক্ষা—মাত্র ৵০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—১৬,	১০—৫১,	১৩—২২	১৭—৩৮,	১৯—৩৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৬,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—০৫
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩০,	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৩,	২০—১২

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

শনিবার অন্যান্যদিন

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১২-১০	১৩-৩০	১৪-৩৩	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫০	৯-৩০	১২-১৯	১২-৪২	১৫-৪০	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২০	১০-৩	১২-৫১	১৩-১২	১৫-১২	১৯-১১

শ্রীকার্য্যাধ্যক্ষ: শ্রীমায়াপুর,
'প্রেসিডেন্ট'—'শ্রীনাথ' মহারাজ

দৈনিক

R.R. (C) ৭৩৪৪

শ্রীচৈতন্যোপনিষদ্
বহু বৎসর পর পুনঃ ও
অনুবাদক প্রকাশিত
হইয়াছে। কাগজ ও
ছাপা অতি উত্তম।
ভিক্ষা ।০ মাত্র
শ্রীচৈতন্যমঠ,
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

নদীয়াপ্রকাশ
THE
NADIA-PRAKASH

"গৌড়ীয়"
৭ম বর্ষ হইতে
১১শ বর্ষ পর্য্যন্ত
প্রতি বর্ষ কাপড়ে
বাঁধাই
ভিক্ষা ৩।০ মাত্র।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ
বাগবাজার, কলিকাতা

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত—নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১০ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৩০শে জ্যৈষ্ঠ, বৃহস্পতিবার ১৩৪২, ১৩ই জুন ১৯৩৫ [৮৭শ সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

—:০:—

ভূমিকম্পের আতঙ্কজনক বিবরণ
১০০ গ্রাম বিধ্বস্ত

৭ই জুন মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত যে সরকারী সংবাদ পাওয়া গিয়াছে উহাতে প্রকাশ যে, দৈর্ঘ্য ১৩০ মাইল এবং প্রস্থ ২০ মাইল ব্যাপী স্থানে এই ভূমিকম্প হইয়াছে। কালাত এবং মোস্তাং সহর ব্যতীত কোয়েটা মস্তুঙ্গ ও কালাত রাজ্যে অন্ততঃ ১০০ খানি গ্রাম সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হইয়াছে। বিধ্বস্ত গ্রামগুলির অনুসন্ধান কার্য্য এখনও শেষ হয় নাই; কিন্তু গ্রাম্য অঞ্চলে মৃত্যুর সংখ্যা ১২ হাজার হইতে ১৫ হাজারের মধ্যে হইবে বলিয়া বর্ত্তমানে অনুমান করা যাইতেছে। কাজেই খুব সম্ভব কোয়েটার মৃত্যু সংখ্যা লইয়া ভূমিকম্পে মোট মৃত্যু সংখ্যা ৪০ হাজারেরও অধিক হইবে। সর্ব্বত্র আশ্রয়প্রার্থীদের সংখ্যা অনুমান ১৫ হাজারের কম হইবে না।

বর্ত্তমানে কোয়েটায় উপযুক্ত পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য ও চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। আহতদিগের জন্য সম্ভব সত্বর অন্যত্র প্রেরণ করা হইতেছে। 'ভিকারস ভিক্টোরিয়া' নামে সৈন্যবাহক বিমানপোতখানি কোয়েটা হইতে আহত ব্যক্তিদিগকে করাচী আনয়ন করিবার জন্য লাহোর হইতে কোয়েটা অভিমুখে প্রেরণ করা হইয়াছে।

পীড়িত ও আহত ব্যক্তিদের সাহায্যার্থ লেডী উইলিংডন 'কোয়েটা-ভূমিকম্প ফণ্ড' নামক একটি ফণ্ড খুলিয়াছেন। আহত ব্যক্তিদের অবস্থা সম্বন্ধে ইহাতে আভাস পাওয়া যায়। এই সংবাদ তালিকায় সাধারণ ভারতবাসীদের কাহারও নাম নাই।

নরহত্যার মামলা
আসামীর যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর

সেদিন বর্দ্ধমানের জেলা ও দায়রা জজ মিঃ আর গুপ্ত জুরীদের সর্ব্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া চান্দুরিয়া গ্রামের দিবাকর পালককে তাহার স্বগ্রামবাসী সাতকড়ি বাঁকে হত্যা করিবার অভিযোগে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারা অনুযায়ী যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ যে, একদিন দিবাকরের পত্নী যখন এক কেন্দ্র হইতে বাড়ীতে ফিরিতেছিল তখন সাতকড়ি তাহাকে ধরিয়া টান দেয় তজ্জন্য সাতকড়িকে অনেকবার শাসন করা হয়। গত ২৪শে এপ্রিল রাত্রে প্রায় ৮টার সময়ে সাতকড়ি যখন আরও ৬জন লোকের সহিত এক স্বর্ণকারের দোকানের বারান্দায় উপবিষ্ট ছিল তখন দিবাকর অকস্মাৎ এক হাসুয়া দ্বারা আক্রমণ করিয়া তাহাকে মারিয়া ফেলে।

শ্রীরামপুর হাঙ্গামা কেস

গত মঙ্গলবার শ্রীরামপুরে একটী মসজিদ বাদ্য লইয়া পুলিশ ও মুসলমান জনতার মধ্যে যে সংঘর্ষ হইয়া গিয়াছে তৎসম্পর্কে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ১৪৭ ধারা (দাঙ্গা), ২৫৩ ধারা (পুলিসের কর্ত্তব্যকার্য্যে বাধা প্রদান) ও ৩২৩ ধারা (মারাত্মক অস্ত্রদ্বারা আঘাত) অনুযায়ী কয়েক জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

পুলিশ উপদ্রুত অঞ্চলে টহল দিয়া ফিরিতেছে। অবস্থা এখন সম্পূর্ণ সন্তোষজনক বলিয়া মনে হইতেছে।

বাঙ্গালীর প্রথম স্থান

এলাহাবাদ হাইকোর্টের এডভোকেট শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র রায়ের পুত্র শ্রীমান সন্তোষচন্দ্র রায় বর্ত্তমান বৎসরের বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের বি এ পরীক্ষায় প্রথম স্থান লাভ করিয়াছেন। তাঁহার অধ্যয়নের বিষয় ছিল প্রাচীন ভারতের ইতিহাস ও কৃষ্টি এবং দর্শনশাস্ত্র।

গত ১৫ বৎসরের মধ্যে আর কোন বাঙ্গালী ছাত্র কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় প্রথমস্থান অধিকার করে নাই। শ্রীমান্ সন্তোষচন্দ্র রায়ের সাফল্যের বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি ১৯২১ সালে পড়া ছাড়িয়া দেন এবং ১৯৩৩ সালে পুনরায় অধ্যয়ন আরম্ভ করেন।

জলাভাবে শোচনীয় মৃত্যু

বাঁকুড়া সদর মহকুমার বড়জোড়া থানার অধীন পখারডিহি-ইউনিয়নের পখারডিহি গ্রাম নিবাসী সুরেন্দ্রমোহন গোস্বামী নামক এক ব্যক্তির জলাভাবে শোচনীয় মৃত্যুর এক সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, গোস্বামী মহাশয়ের একটি গরু হারাইয়া যাওয়ায় তিনি ঐ দিন গ্রামের চতুষ্পার্শ্বে তাহার অন্বেষণে বাহির হইয়া যান। জঙ্গলের মধ্যে ঘুরিতে ঘুরিতে দারুণ পিপাসার্ত্ত হইয়া মাঠের মধ্যে এক গাছের তলায় আশ্রয় লইয়া তিনি তাঁহার সঙ্গীর লোকটিকে সত্বর জলসংগ্রহের জন্য কাতর প্রার্থনা জানান। সঙ্গীয় লোকটি অতি কষ্টে জল সংগ্রহ করিয়া ফিরিয়া আসিয়া গোস্বামী মহাশয়কে মৃত্যুমুখে পতিত অবস্থায় দেখিতে পায়।

৫০ ঘণ্টা সাইকেল চালনা

গত ২৯শে মে খুলনায় শ্রীমান মনোমোহন চট্টোপাধ্যায় ৫০ ঘণ্টাব্যাপী সাইকেল চালাইতে মনস্থ করিয়া বিকাল ৬টার সময় স্থানীয় গান্ধী পার্কে সাইকেল চালাইতে প্রবৃত্ত হন এবং ক্রমাগত দু'দিন দু'রাত্রি অনবরত সাইকেল চালনা করেন এবং ৩১শে মে রাত্রি ৮ ঘটিকায় ৫০ ঘণ্টা সাইকেল চালনা শেষ করিয়া সাইকেল হইতে অবতরণ করেন। এই দুইদিন তিনি সাইকেল চালাইতে চালাইতে সামান্য কিছু মিষ্টি ও দুধ খাইয়াছেন। শ্রীমানের বয়স মাত্র ১৭ বৎসর। দৌড় ও ফুটবল খেলায়ও তিনি বিশেষ পারদর্শী।

নোয়াখালীতে খেয়া নৌকা ডুবি

সহর ও রেলওয়ে ষ্টেশনের মাঝামাঝি নোয়াখালি খালে একটি দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ একখানি যাত্রী বোঝাই খেয়া নৌকা সহর হইতে ষ্টেশনের দিকে যাইতেছিল। যাত্রীদের মধ্যে একটী স্ত্রীলোক ও কয়েকটী শিশুও ছিল। অর্দ্ধেক পথ অতিক্রম করিবার পূর্ব্বেই সহসা নৌকাখানি উল্টাইয়া যায়। তীরে বাঁধা নৌকাগুলি তৎক্ষণাৎ জলমগ্নদের উদ্ধার করে। সৌভাগ্যক্রমে যাত্রীদের মালপত্রাদির ক্ষতি ছাড়া কাহারও প্রাণনাশ ঘটে নাই।

পাটনা জেলা বোর্ড

পাটনা জেলাবোর্ডের মেডিক্যাল সাব কমিটির এক অধিবেশনে স্থির হইয়াছে যে, বর্ত্তমান বৎসরে সাময়িকভাবে ৩৬টি নূতন দাতব্য ঔষধালয় খোলা হইবে। কোন মহকুমায় কয়টি ঔষধালয় হইবে তাহা নিম্নে দেওয়া গেল—

সাদরে ৩, বিহারে ১৩, বাঢ় ১২, দানাপুরে ৮।

ভারত সরকারের ইস্তাহার

তাং ৫ই জুন, ১৯৩৫

কোয়েটা-ভূমিকম্প-সম্বন্ধে জনসাধারণের মধ্যে যে-সমস্ত বেআক্কেল আতিরঞ্জক গুজব রটিয়া যাইতেছে, তাহা অপনোদনের জন্য সপরিষদ বড়লাটবাহাদুর নিম্নলিখিত ইস্তাহার প্রকাশ করিয়াছেন :—

দুই একদিন পূর্ব্বে সরকারী সংবাদে প্রকাশিত হইয়াছিল যে, কোয়েটার সাধারণের প্রবেশ নিষিদ্ধ হইয়াছে। ইহার এইরূপ ভুল অর্থ করা হইয়াছে যে, ভূমিকম্পের ৪৮ ঘণ্টা পরে সকল রকমের সাহায্য ও উদ্ধার কার্য্য বন্ধ করা হইয়াছে এবং ধ্বংস স্তূপের মধ্য হইতে জীবিত ব্যক্তিদিগকে উদ্ধার-করিবার কোন চেষ্টা করা হইতেছে না। ইহা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। সৈন্যগণ বরাবরই উদ্ধারকার্য্য যথাসাধ্য করিয়া আসিতেছে। কিন্তু পাছে কোনরূপ লুঠ তরাজ হয় বা কোনরূপ মহামারীর আবির্ভাব হয়, এই ভয়ে বিধ্বস্ত অঞ্চলে সাধারণের প্রবেশ বন্ধ করা হইয়াছে। বিধ্বস্ত ভূমিকম্পের ফলে কোয়েটার ভূমিকম্প-পূর্ব্বাদির ধ্বংস এতবেশী এবং ব্যাপক যে, ধ্বংসস্তূপের মধ্যে জীবিত প্রাণী আর আছে বলিয়া আশঙ্কা যায় না, তথাপি উদ্ধার-কার্য্য যথাসম্ভব করা হইতেছে।

জীবিত ব্যক্তিদিগকে উদ্ধার করিবার জন্যই সৈন্যদলকর্তৃক প্রাথমিক সাহায্য আরম্ভ হইয়াছিল। কিন্তু পরে উদ্ধার-কার্য্য ও সাধারণের ধন-সম্পত্তি উদ্ধার রক্ষা করিবার জন্য নূতনরূপ সাহায্য প্রয়োজন হওয়ায় সৈন্যদলকর্তৃক সুসংবদ্ধভাবে, তাহা গত ৩রা জুন আরম্ভ করা হয় এবং এই উদ্দেশ্যে অন্যান্য অঞ্চল হইতে কোয়েটায় সৈন্য আনয়ন করা হয়; কিন্তু তাহাও পরে সাধারণের স্বাস্থ্যার্থে ভীষণ পূতিগন্ধ ও সংক্রামক মহামারীর ভয়ে আপাততঃ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

দ্বিতীয় গুজব এই যে, সহরের ধ্বংস স্তূপগুলিকে হয় কোন বিস্ফোরক দ্রব্যের সাহায্যে উড়াইয়া দেওয়া হইবে, কিম্বা অগ্নির সাহায্যে পুড়াইয়া ফেলা হইবে। সরকার অতিশয় দৃঢ়তার সহিত ইহার প্রতিবাদ করিতেছেন. মনুষ্যত্বের দিক দিয়া ইহা করা অসম্ভব। এমন কি, বিস্ফোরক দ্রব্যের সাহায্যে ধ্বংস স্তূপগুলিকে উড়াইয়া দেওয়া অসাধ্য; কারণ তাহাদের পরিমাণ এতবেশী যে,তাহাদিগকে উঠাইয়া দেওয়ার মত কোনরূপ বিস্ফোরক দ্রব্যই নাই,বিহারের ভূমিকম্পের পতনোন্মুখ গৃহগুলিকে অধিকতর ক্ষতির আশঙ্কায় উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু কোয়েটার একরূপ সমস্ত গৃহই ভূমিসাৎ হইয়া গিয়াছে।

অসাধারণ আত্মীয়স্বজনের অনুসন্ধান করিবার জন্য এবং যেরূপ বহু প্রতিষ্ঠান সাহায্য করে কোয়েটা যাইতে উদ্গ্রীব। ভারত সরকার তাহা উপলব্ধি করিয়াও নিম্নলিখিত কারণে তাঁহাদের গমনে বাধা প্রদান করিয়াছেন। (১) অনাচার ঘটিবার সম্ভাবনা, (২) সংবাদ আদান প্রদানে বিঘ্ন ঘটিবার সম্ভাবনা, (৩) কলেরা প্রভৃতি ভীষণ মহামারী দেখাদিবার আশঙ্কা, (৪) খাদ্য ও জলাভাব ঘটিবার সম্ভাবনা (যেহেতু সমস্ত অধিবাসীই বর্ত্তমানে তাবুতে বাস করিতেছে; (৫) ভূমিকম্পে প্রপীড়িত নরনারীদিগকে স্থানান্তরিত করা এবং চিকিৎসা ও অন্যান্য সেবাকার্য্যে রসদ সংগ্রহের কার্য্যে সমস্ত প্রকারের যান-বাহনাদি নিয়োজিত করার প্রয়োজনীয়তা (৬) আবার ভূমিকম্পে নূতন প্রাণহানির আশঙ্কা।

ভূমিকম্পে কতজন ভারতীয় হতাহত হইয়াছে তাহার নির্ভুল তালিকা প্রদান করা বর্ত্তমানে অসম্ভব। কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে সমগ্র পরিবার ও বাসস্থান পূর্ণ সমস্তই ধ্বংস হওয়ায় মৃত ব্যক্তদের নাম খাম জানা যাইতেছে না। তবে ২৫১৬ জন ভারতীয় সরকারী কর্মচারিবৃন্দের তালিকা প্রকাশ করা হইয়াছে যে-সরকারী ভারতীয় যাহারা ভূমিকম্পে প্রাণ হারাইয়াছে. যদিও তাহাদের নাম প্রকাশ করা অসম্ভব তথাপি যাহারা-জীবিত আছে তাহাদের নাম প্রকাশ করিবার সরকার চেষ্টা করিতেছেন। এবিষয়ে ভিত্তিহীন অমূলক গুজব প্রকাশ করিয়া জনসাধারণের মনে ভীতি সঞ্চার না করিতে ভারত সরকার সমস্ত সংবাদপত্রকে অনুরোধ করিতেছেন।

নূতন ব্রিটিশ মন্ত্রীসভা

প্রধান মন্ত্রীর পদে বলডুইন্

নূতন ব্রিটিশ মন্ত্রিসভা গঠিত হইয়াছে। মিঃ এন্টনি ইডেন বিশেষভাবে রাষ্ট্র সঙ্ঘের কার্য্যের ভার লইবেন। লর্ড ইউষ্টেস পার্সিকে দপ্তরবিহীন মন্ত্রীর পদ প্রদান করা হইয়াছে—অর্থাৎ তিনি মন্ত্রিসভার সদস্য থাকিবেন ও তাহার অধীনে কোন দপ্তর থাকিবে না। মেজর ট্রাইন পোষ্টম্যাষ্টার জেনারেল হইবেন। তবে তাঁহাকে মন্ত্রি সভার সদস্য বলিয়া গণ্য করা হইবে না। স্যার হিল্টন ইয়ং স্বাস্থ্য মন্ত্রী ছিলেন। তিনি "পিয়ার" হইয়াছেন।

নবগঠিত মন্ত্রিসভা

নবগঠিত মন্ত্রিসভার সদস্যগণের নাম নিম্নে দেওয়া হইল :—

১। প্রধান মন্ত্রী—মিঃ বলডুইন

২। লর্ড প্রেসিডেন্ট—মিঃ ম্যাকডোনাল্ড

৩। স্বরাষ্ট্র সচিব ও ডেপুটি লীডার—স্যার জন সাইমন্

৪। পররাষ্ট্র সচিব—স্যার স্যামুয়েল হোর

৫। ভারত সচিব—মারকুইস অব জেটল্যাণ্ড

৬। লর্ড প্রিভীসিল মন্ত্রী, রাষ্ট্রসঙ্ঘের কাজের ভারপ্রাপ্ত—মিঃ এন্টনি ইডেন।

৭। রাজস্ব সচিব—মিঃ নেভিল চেম্বারলেন।

৮। ডোমিনিয়ন মন্ত্রী—মিঃ টমাস।

৯। কলোনির মন্ত্রী—মিঃ ম্যালকম ম্যাকডোনাল্ড।

১০। লর্ড হাই চ্যান্সেলার—লর্ড হেলসহাম।

১১। লর্ড প্রিভিসীল—লর্ড লণ্ডনডেরী।

১২। সমরসচিব—লর্ড হ্যালিফাক্স।

১৩। বিমান সচিব—স্যার ফিলিপ কানলিফ লিষ্টার।

১৪। স্কটল্যাণ্ডের সচিব—স্যার গডফ্রে কলিন্স।

১৫। স্বাস্থ্য মন্ত্রী—স্যার কিংসলি উড।

১৬। বাণিজ্য সচিব—মিঃ ওয়াল্টার রান্সিম্যান।

১৭। নৌ-সচিব—স্যার বল্টন আইরিস মনসেল।

১৮। শিক্ষা সচিব—মিঃ অলিভার ষ্ট্যানলি।

১৯। কৃষিমন্ত্রী—মিঃ ওয়াল্টার ই ইলিয়ট।

২০। শ্রমিক মন্ত্রী—মিঃ আর্নেষ্ট ব্রাউন।

২১। ফার্ষ্ট কমিশনার অব ওয়ার্কস—মিঃ উইলিয়ম ওর্মসবিগোর।

২২। দপ্তরবিহীন মন্ত্রী—লর্ড ইউষ্টেস পার্সি।

পর পর দুইটী ডাকাতি

গত ৩রা জুন শিবালী থানার অন্তর্গত কোনও বাড়ীতে একটী ভীষণ ডাকাতি হইয়াছে বলিয়া শিবালী থানা হইতে এক সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

প্রকাশ, বালুয়াপুর গ্রামের পণ্ডিত দেবীমাধব নন্দনপ্রসাদ নামক এক ব্যক্তির বাড়ীতে। অনুমান ১২ জন লোক মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া হানা দেয়। তাহারা গৃহস্বামীকে ভীষণ ভাবে আহত করিয়া যাহা কিছু পায় সব অপহরণ করিয়া লইয়া যায়। আহত ব্যক্তিকে হাসপাতালে পাঠাইয়া দেওয়া হয়।

মেদায়পুর সার্কেলে অপর একটী ডাকাতি হয়। প্রকাশ এক দল ডাকাতে বাদাই মুখরম গ্রামের ঠাকুর কল্যাণ সিং নামক এক ব্যক্তির বাড়ীতে হানা দেয়; গ্রামবাসিগণ তাহাদিগকে বাধা প্রদান করিলে উভয় দলের প্রায় দুই ঘণ্টা যাবৎ লড়াই চলে। ডাকাতগণ গ্রামবাসীদের আক্রমণ করে।

পুলিশ কর্ম্মচারীর গৃহে ডাকাতি

নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জ থানা হইতে এক ভীষণ ডাকাতির সংবাদ আসিয়াছে। প্রকাশ যে, ডাকাতগণ অনেক ধনসম্পত্তি লুণ্ঠন করিয়াছে। প্রায় বিশজন ডাকাত বন্দুক, টর্চ ও ছোরা প্রভৃতিতে সজ্জিত হইয়া পুলিশ সাব-ইন্সপেক্টর মৌলবী মোজাম্মেল হকের গৃহে হানা দেয় এবং দরজা ভাঙ্গিয়া গৃহে প্রবেশ করে। অতঃপর ডাকাতগণ মৌলবী মোজাম্মেল হকের বৃদ্ধ পিতাকে বাঁধিয়া রাখিয়া অনেক টাকা ও অলঙ্কারাদি সহ প্রস্থান করে। স্থানীয় পুলিশকে সংবাদ দেওয়া হইয়াছে। তাহারা ঐ সম্পর্কে তদন্ত করিতেছে।

সিগারেটের আগুন হইতে প্রলয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ড

সিমলার খবরে প্রকাশ, কসৌলীর নিকটবর্ত্তী অরণ্যে আগুন লাগিয়া সমস্ত কসৌলী সহরকে গ্রাস করিবার উপক্রম করিয়াছিল। এই অগ্নিকাণ্ডে চেশায়ার রেজিমেন্টের ক্যাপ্টেন লেন দগ্ধ হইয়া মারা গিয়াছে। লেফ্টন্যান্ট রীড এবং অপর দুইজন সৈনিক গুরুতরভাবে আহত হইয়াছেন। প্রথমে সিগারেটের আগুন হইতে উৎপত্তি লাভ করিয়া অগ্নিকাণ্ড ক্রমশঃ বিস্তার লাভ করিতে থাকে ও কসৌলী সহরকে গ্রাস করিবার উপক্রম করে। সেনাবাহিনী অর্গলমুক্ত অগ্নির বিরুদ্ধে প্রবল সংগ্রামে অবতীর্ণ হয় এবং সমস্ত দিন ও সমস্ত রাত্রি অক্লান্ত পরিশ্রম করে। এক সময়ে অবস্থা এতদূর চরমে উঠিয়াছিল যে, সমগ্র সহর ধ্বংস হইবে বলিয়া সকলেই মনে করিয়া বসিয়াছিলেন কিন্তু সেনা বাহিনীর অসমসাহসিক প্রচেষ্টার ফলের জন্য সহরটী রক্ষা পাইয়াছে।

ক্যাপ্টেন লেনের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। আহত অপর তিনজনকে হাসপাতালে পাঠান হইয়াছে অগ্নি এখনও নির্ব্বাপিত না হইলেও আয়ত্বের মধ্যে আসিয়াছে। কসৌলী রিসার্চ ইন্‌ষ্টিটিউটের পাদদেশ হইতে উৎপত্তি লাভ করিয়া অগ্নি পাতিয়ালা হাউসের পাদদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। ক্লাব হইতে বালীকিনা পর্য্যন্ত সমস্ত বৃক্ষাদি ভস্মীভূত হইয়াছে। রাত্রে অগ্নি ভয়ঙ্কর রূপ ধরিয়া অগ্রসর হয়। অসমসাহসিক প্রচেষ্টার ফলেই গাছপালা কাটিয়া ফেলিয়া অগ্নিকে সংযত করা সম্ভবপর হইয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্র

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ [illegible]
[illegible]

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১০ম বর্ষ | ২৬ ত্রিবিক্রম গৌরাব্দ ৪৪৯, ৩০শে জ্যৈষ্ঠ বঙ্গাব্দ ১৩৪২, ১৩ই জুন ইং ১৯৩৫ বৃহস্পতিবার | ৮৭ সংখ্যা

প্রচার-প্রসঙ্গ

উত্তরবঙ্গে

গত ১৬ই জ্যৈষ্ঠ কদমবাড়ীতে একটী বিরাট সভার আয়োজন হইয়াছিল। বক্তৃতার বিষয় ছিল "ভাগবতধর্ম্ম"। সভার প্রারম্ভে ব্রহ্মচারিগণ শুদ্ধবৈষ্ণব-বন্দনা ও কীর্ত্তন করেন। তৎপরে প্রথমে মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ভাগবতের ও ভাগবতধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে তুলনামূলক আলোচনা করেন। তৎপরে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ প্রায় দেড়ঘণ্টা কাল ভাগবতধর্ম্ম কি এবং কি-প্রকারে আচরণীয় তাহা বিশেষভাবে প্রাঞ্জল ভাষায় বুঝাইয়া দেন। স্বামীজীর বক্তৃতায় যে সর্ব্বসাধারণ আকৃষ্ট হন, একথা সহজ সুবিদিত। সভায় হিন্দু ও মুসলমান প্রায় দ্বিসহস্র শ্রোতার সমাবেশ হইয়াছিল।

গত ১৭ই জ্যৈষ্ঠ ঐ দেওয়ানগঞ্জ মডেল স্কুল-প্রাঙ্গণেই ছাত্রবৃন্দের সাহায্যে শ্রীচৈতন্যলীলা প্রদর্শিত হয়। পণ্ডিত ব্রহ্মচারীজী সুমধুর প্রাঞ্জল ভাষায় সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীকে উহা বুঝাইয়া দেন। শ্রোতৃবৃন্দ পরমাকৃষ্ট হইয়া গৌড়ীয়মঠের আচার্য্যবর্য্য শ্রীল প্রভুপাদের ভূয়সী প্রশংসা করেন। এই আচার্য্যপাদপদ্ম যে ভাবে জগদ্বাসী বিশ্বে শুদ্ধভক্তির বন্যা প্লাবিত করিয়াছেন তাহা সকলেই অনুভব করিতে পারিতেছেন।

গত ১৮ই জ্যৈষ্ঠ কদমবাড়ী থানার ইন্‌চার্জ অফিসার শ্রীযুক্ত আকাশ কলি বাবুর ঐকান্তিক আগ্রহে তথাকার থিয়েটার-হলে "শ্রীচৈতন্যশিক্ষা" সম্বন্ধে বক্তৃতা হয়। প্রথমে ব্রহ্মচারীজী ও পরে স্বামীজী বক্তৃতা করেন। সভায় বহু শিক্ষিত বহু ব্যক্তি ও মহিলা উপস্থিত থাকিয়া শ্রীচৈতন্যদেবের আচরিত ও প্রচারিত ধর্ম্মের সারমর্ম্ম ও শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী-শ্রবণের সৌভাগ্য লাভ করেন। স্বামীজীর শুভাগমনে উত্তরবঙ্গে বেশ একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। সজ্জনমণ্ডলীর আনন্দ আর ধরে না।

যে উত্তরবঙ্গে অধিকাংশ লোক শাক্ত ও বৌদ্ধ এবং ভূত-প্রেতাদির পূজায় ব্যস্ত ছিল আজ সেই উত্তরবঙ্গবাসী পুনরায় কুল-জাতি-জাত বিচার পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধভক্তিস্রোতে প্রবেশ লাভ করিতেছেন, উহা একমাত্র আচার্য্যের আচারসম্মত প্রচারের ফল। আজ উত্তরবঙ্গবাসীর পরম ধন্য!

গত ১৯শে জ্যৈষ্ঠ স্বামীজী জেলা রংপুরের অধীন নীলফামারী মহকুমায় শুভাগমন করেন। ষ্টেশনে সংকীর্ত্তন দলসহ বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উপস্থিত থাকিয়া স্বামীজীকে অভ্যর্থনা করিয়া সেই দিনযোগে স্থানীয় প্রান্তরে শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র রায় বি-এল, মহোদয়ের গৃহে লইয়া যান। স্থানীয় ইংরাজী বিদ্যালয়ের হেডপণ্ডিত শ্রীযুক্ত আনন্দনাথ ঘোষ নিয়োগী ও শ্রীযুক্ত কেদারনাথ রায় বৈষ্ণবগণের বাসস্থান ও আহারাদির ব্যবস্থা করিয়া শুদ্ধভক্তি-প্রচারে বিশেষ সহায়তা করিতেছেন। তাঁহাদের সেবাচেষ্টা প্রশংসনীয়।

গত ২০শে ও ২১শে জ্যৈষ্ঠ দুই দিবস স্থানীয় থিয়েটার হলে "মানবের কর্ত্তব্য" সম্বন্ধে বক্তৃতা হয়। স্বামীজী ও ব্রহ্মচারীজী অতি সরল ভাষায় [illegible] সর্ব্বসাধারণকে বিষয়টী বুঝাইয়া দেন। বিস্তীর্ণ হলে তিলধারণেরও স্থান ছিল না। বহু লোক বাহিরে থাকিয়া আগ্রহের সহিত শ্রবণ করিয়াছেন। নীলফামারীর সভায় উত্তরবঙ্গে এত লোকের সমাবেশ অভূতপূর্ব্ব দৃশ্য, তাহা সকলে স্বীকার করিয়াছেন। প্রত্যহ পূর্ব্বাহ্ণে সহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের গৃহে যাইয়া বৈষ্ণবগণ শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী কীর্ত্তন করিতেছেন।

২২শে জ্যৈষ্ঠ বুধবার অপরাহ্ণ ৬টা হইতে ৮টা পর্য্যন্ত উকিল শ্রীযুক্ত [illegible] মহাশয়ের গৃহে স্বামীজী শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও কীর্ত্তন করেন। স্বামীজীর পাঠ ও কীর্ত্তনে সকলেই অতীব মুগ্ধ হন। ঐ অঞ্চলে প্রত্যেক সভাতেই স্থানীয় উকীল, মোক্তার, অফিসার ও কর্ম্মচারিবৃন্দ সকলেই উপস্থিত থাকেন।

ময়মনসিংহে

গত ৭ই জ্যৈষ্ঠ ময়মনসিংহ শ্রীগৌরাঙ্গ-গৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীনৃসিংহচতুর্দ্দশী মহামহোৎসব সুষ্ঠুভাবে পালিত হইয়াছে। প্রাতে মঙ্গলারাত্রিকের পর শ্রীমঠের প্রাঙ্গণে শ্রীপাদ নবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারীর মূলগায়কত্বে বিবিধ মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হইয়াছিল। মধ্যাহ্নারাত্রিকের পর পণ্ডিত শ্রীপাদ ত্রিভুবনেশ্বর সেবাপতি শ্রীশ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীশ্রীনৃসিংহদেবের আবির্ভাবতত্ত্ব এবং প্রহ্লাদ মহারাজের শিক্ষা সম্বন্ধে শ্রোতৃমণ্ডলীর নিকট প্রাঞ্জল ভাষায় পাঠ করিয়াছিলেন। পাঠের পর শ্রীপাদ উদ্ধারণ [illegible] কীর্ত্তন করেন। তৎপরে সকলকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

[illegible] জেলায়

[illegible]

বৈষ্ণবস্মৃতি বিধানে বিবাহ

গত [illegible] জ্যৈষ্ঠ বুধবার [illegible] শ্রীপাদ [illegible] শ্রীপাদ ত্রিভুবনেশ্বর সেবাপতি গৌড়ীয়মঠের [illegible] বৈষ্ণবস্মৃতি অনুসারে প্রথম দিন [illegible] এবং পরে সেই মহাপ্রসাদ [illegible] অর্পণ করা হয়। তৎপর শ্রীপাদ [illegible] ব্রহ্মচারী শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত হইতে [illegible] পাঠ করিয়াছিলেন। শ্রীপাদ [illegible] ব্রহ্মচারী [illegible] সম্পন্ন করিয়াছিলেন। উক্ত বিবাহ-কার্য্য [illegible] বহু সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক ও [illegible] যোগদান করিয়াছিলেন। উক্ত কার্য্যগুলি পণ্ডিত শ্রীপাদ ত্রিভুবনেশ্বর সেবাপতি মহোদয়ের পৌরোহিত্যে বৈষ্ণবস্মৃতির বিধানানুযায়ী সম্পন্ন হইতে দেখিয়া সকলেই ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৬ ত্রিবিক্রম আদিত্যবার গৌরাব্দ ৪৪৯

শ্রীরামানুজস্বামীর শিক্ষা

শ্রীরামানুজস্বামী বৈষ্ণবাচার্য্যগণের অন্যতম। তাঁহার উপদেশ সকল বৈষ্ণব-মাত্রেরই শ্রদ্ধেয় ও পালনীয়। ইঁহার শিষ্যগণ শ্রীসম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণব। তাঁহারা ঐশ্বর্য্যমার্গে মাধুর্য্যবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য-বিগ্রহ শ্রীনারায়ণের উপাসনা করিয়া থাকেন। নারায়ণের মূল যিনি, সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের কথা বা [illegible] সেবার কথা ইঁহাদের নিকট অজ্ঞাত। কিন্তু মহাপ্রভুর আশ্রিত গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণ [illegible] মাধুর্য্যলীলাশ্রয়ে [illegible] [illegible]। শ্রীমন্মহাপ্রভুর মতেই [illegible] বা [illegible] বাকিগণ উপলব্ধি করিতে সমর্থ, অপরে নহে। শ্রীরামানুজাচার্য্য শ্রীনারায়ণের [illegible]।

জগতে আগমবাদমূলক সুসিদ্ধান্তের [illegible] ভগবদ্ভক্তাবলী প্রচার করিয়াছিলেন। ইঁহার উপদেশ জীব-গণকে [illegible] বলিয়া আজ [illegible] কিছু আলোচনা করিতেছি।

গুরু [illegible] আজ্ঞা লাভ করিয়া [illegible] শ্রীরামানুজ শ্রীবৈষ্ণবগণ-সমাবৃত হইয়া [illegible] গমন করতঃ অন্তিম বৈষ্ণব সমক্ষে আহ্বান করিয়া সকল-অঙ্গের প্রণাম [illegible] সমস্ত শাস্ত্রের সার [illegible] উপদেশাবলী [illegible] শ্রীবৈষ্ণবগণের নিকট কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। বৈষ্ণবাচার্য্যের সেই সব উপদেশ মনোযোগ-সহ শ্রবণপূর্ব্বক কায়মনোবাক্যে পালন করিলে আমাদের মঙ্গলের সম্ভাবনা। তাই তদালোচনায় আমাদের ক্ষুদ্র প্রয়াস।

— —

উপদেশ

সাধকেঃ প্রাথমিক জীবনেরই সদ্‌গুরুপদাশ্রয় বিধেয়। স্বীয় ইষ্টদেব শ্রীগুরু-পাদপদ্ম এবং বৈষ্ণবের ঐশ্বর্য্য সমান জ্ঞান করতঃ সম্মান করিবে। পূর্ব্বাচার্য্যদিগের বাক্যে বিশ্বাস করিবে। ইন্দ্রিয়বিক্রয় করিয়া দিবানিশি যাপন করিবে না। পরমার্থ-শাস্ত্র ব্যতীত তত্ত্বশাস্ত্র সকল সামান্য শাস্ত্র; তাহাতে নিরত হইয়া থাকিবে না। প্রথমে আচার্য্যের কৃপায় ভগবজ্জ্ঞান লাভ করতঃ ভগবদ্‌বিষয়ক শাস্ত্র সর্ব্বদা আলোচনা করিবে। শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধাদি পার্থিব বিষয়ের কিঙ্কর হইবে না। অর্থাৎ ঐ বিষয়সমূহকে ভগবৎকার্য্যসমূহে ব্যয় গ্রহণ পূর্ব্বক সেই সকলকে সমান দেখিবে; বিষয় নিবেদনে আসক্ত হইবে না। পুষ্প, চন্দন, তাম্বূল প্রভৃতি সুগন্ধি দ্রব্য দেবকার্য্যসম্পূর্ণবিহীন কোন কার্য্য করিবে না, ভক্তিপথস্থ ব্যক্তিগণ কেবল ভগবন্নির্মাল্যরূপ ভক্তদ্রব্য করিবে। ভগবন্নামকীর্ত্তনে তোমাদের যে রুচি ছিল সেই রুচি এখন তদীয় ভক্তগণের নাম-সংকীর্ত্তনে হউক। মহাভাগবতজনই ভগবৎ-প্রাপ্তির একমাত্র কারণ, ইহা জানিয়া দৃঢ়-রূপে উক্ত ভাবের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইবে।

সাত্ত্বিক পুরুষ বিষয়সংস্পর্শে যেরূপ বিনষ্ট হয়, বিষ্ণুবৈমুখ্য ও বৈষ্ণববৈমুখ্য পরিত্যাগ করিলে মনুষ্যমাত্রেই তদ্রূপ নির্বাণ-প্রাপ্ত হইয়া থাকে। বৈষ্ণবসেবায় উপায়-বুদ্ধি ত্যাগ করিয়া বুদ্ধিমান ব্যক্তি উপেয়-বুদ্ধি করিবে। বৈষ্ণবসেবা করিয়া অন্য কোন ফল পাওয়া যায় এইরূপ বুদ্ধিকে উপায়বুদ্ধি বলে। এত সুকৃতিফলে ভাগ্যক্রমে বৈষ্ণবসেবা লাভ হয়, এই বুদ্ধিকে উপেয়বুদ্ধি বলে। মহাভাগবতদিগকে আহ্বান করিতে হইলে অসম্মানসূচক একবচন ব্যবহার করিবে না, সম্মানসূচক বহুবচন ব্যবহার করিবে। বৈষ্ণবদর্শনমাত্রেই কৃতাঞ্জলি হইবে। ভগবান বিষ্ণু বা বিশুদ্ধ বৈষ্ণবগণের নিকট পদ বিস্তার করিয়া বসিবে [illegible] হবেন, বৈষ্ণব ও ভগবানের গৃহের দিকে পাদ-প্রসারণপূর্ব্বক কখনও নিদ্রা যাইবে না। নিদ্রা হইতে উঠিয়া গুরুপরম্পরা-প্রণালীমতে ভগবৎ-নামসহ নাম উচ্চারণ করিবে। ভগবদ্বিগ্রহকে মহাভাগবত দর্শন করিয়া ঐরূপ [illegible] করিবে। গুরুপ্রণাম মন্ত্রগণকে ধ্যান পূর্ব্বক ভূমিতে দণ্ডবৎ প্রণাম করিবে। ভগবানের বা ভগবদ্ভক্তের সংকীর্ত্তন করিবে।

প্রকার বিঘ্নিত হইবে না। অন্য দেবতার কীর্ত্তন তাঁহারা বিঘ্নিত হইবে না। বিষ্ণু বা বৈষ্ণবগণের নাম কীর্ত্তনকারী ভক্ত পুরুষ দেখিয়া আনন্দ লাভ না করা তাহাদের মধ্যে একটী অপরাধ বা অপচার বলিয়া জানিবে। শ্রীবৈষ্ণবদিগের দেহছায়া লঙ্ঘন করিবে না। স্বীয় দেহের ছায়া অন্য বৈষ্ণব কর্ত্তৃক স্পর্শ করাইবে না। বৈষ্ণবদিগের পঞ্চ-সংস্কার অপ্রাপ্ত ব্যক্তিদিগকে স্পর্শ করিয়া বৈষ্ণবদিগকে স্পর্শ করিবে। পুণ্ড্র ধারণকারী দরিদ্র বৈষ্ণবকে অনাদর করিলে পাতক হয়। কোন বৈষ্ণব যদি আমি দাস বলিয়া পূর্ব্বে প্রণাম করেন, তবে তাঁহাকে অনাদর করিলে মহা অপরাধ হয়। বৈষ্ণবের জন্ম, নিদ্রা, আলস্য অপ্রকাশ্য। সেই সকল দেখিয়া কাহাকেও কিছু বলিবে না। তাঁহাদিগের দোষসকল পরিত্যাগ করিয়া গুণসকল কীর্ত্তন করিবে। বিষ্ণুপাদোদক ও বৈষ্ণব-পাদোদকরূপ উত্তম জল প্রাকৃত লোকের দর্শনপথে থাকিয়া পান করিবে না। গুরুপরম্পরাজ্ঞানহীন ও শ্রীতত্ত্বসম্বন্ধজ্ঞানরহিত ব্যক্তির পাদোদক কদাপি গ্রহণ করিবে না। চিৎ, অচিৎ ও ঈশ্বর এক তত্ত্বত্রয়। ভগবান্ এক অখণ্ডতত্ত্ব এবং সেই অখণ্ড বস্তুর দুইটী বিশেষ অর্থাৎ চিৎ ও অচিৎ—এইরূপ জ্ঞানরহিত ব্যক্তি পঞ্চসংস্কারযুক্ত হইলে তাহাদের পাদোদক গ্রহণ করিবে না। অনাসক্তিযুক্ত অর্থাৎ অর্থপঞ্চক জ্ঞান এবং তত্ত্বত্রয়জ্ঞানযুক্ত ও সদাচারযুক্ত বৈষ্ণব-পাদোদক নিত্য পান করিবে। আপনাকে বৈষ্ণবের সহিত সমজ্ঞান করিবে না। প্রাকৃত লোকের দৈবাৎ সংস্পর্শমাত্র বস্ত্রের সহিত স্নাত হইয়া সর্ব্বদা বৈষ্ণবচরণামৃত পান করিবে।

কোপাদি আচার্য্য ত্যজিবে এবং অবস্থা(?) ভাগবতে প্রবন্ধ দিনের মধ্যে একবার অবশ্য কীর্ত্তন করিবে। দেহাভিমানী ব্যক্তির সহিত বাস করিবে না। বিষয়াতুর বঞ্চকগণ যদি বৈষ্ণবচিহ্ন সকল ধারণ করে তথাপি তাহাদের সহিত বাস করিবে না। অন্য দেবতা-ভক্তগণের সহিত সম-দোষ-নিবৃত্তির জন্য পরদোষ-তৎপর ব্যক্তির সহিত সর্ব্বদা সম্ভাষণ করিবে না। মহা-ভাগ বৈষ্ণবদিগের সহিত সর্ব্বদা সংলাপ করিবে। তাঁহাদের নিন্দুক পুরুষগণকে দেখিবে না। অন্য প্রতি অপরাধী ক্রূর ব্যক্তিদিগকে দেখিবে না। গুরু ও বৈষ্ণবের ধাঁহারা একনিষ্ঠ এরূপ পুরুষদিগের সহিত বাস করিবে। সৎসম্প্রদায়ে প্রয়োজনসিদ্ধির যে উপায় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তদ্ব্যতীত অন্যোপায়-নিষ্ঠ পুরুষদিগকে পরিবর্জ্জন করিবে অর্থাৎ তাহাদিগের সঙ্গ করিবে না। প্রপত্তি-ধর্ম্মনিরত ব্যক্তিগণের সহিত বাস করিবে। তত্ত্বত্রয়-অভিজ্ঞ এবং তত্ত্বার্থ-বিশারদ মহাত্মার সহিত বাস করিবে। অর্থকামপর ব্যক্তির সহিত বাস করিবে না। ভগবদ্ভক্তি-নিষ্ঠ ব্যক্তির সহিত সর্ব্বদা সংলাপ করিবে। যদি কোন বৈষ্ণব তিরস্কার করেন তাহা হইলে অপকার স্মরণ না করিয়া মৌন হইয়া বসিয়া থাকিবে। ইহাতে বৈষ্ণবের পরম পদে বুদ্ধি সঞ্জাত হয়। শ্রীবৈষ্ণবদিগের সর্ব্বদা হিত চেষ্টা করিবে। যে কর্ম্ম ধর্ম্ম-বহির্ভূত তাহা যদ্যপি মহাফলযুক্ত হয়, মেধাবী ব্যক্তি তাহাকে হিত বলিয়া স্বীকার করিবে না। পুষ্প, চন্দন, তাম্বূল, বস্ত্র, উদক, ফলাদি এবং অন্য যাহা হরিকে প্রদান করা হয় নাই তাহা কখনই সেবন করিবে না। স্বদেহ-প্রিয় ভোগ্যদ্রব্য পরমাত্মাকে অর্পণ করিবে না। শাস্ত্রীয় সমস্ত ভোগ্য দ্রব্য বিষ্ণুকে অর্পণ করিবে। ভগবদর্পিত সুগন্ধি পানীয় চন্দনাদি বস্তুতে ভোগবুদ্ধি পরিহার করিয়া সর্ব্বদা প্রসাদবুদ্ধি করিবে। শাস্ত্রীয় সমস্ত কর্ম্ম মহাভাগবতের কৈঙ্কর্য্যবুদ্ধিতে করিবে। বিষ্ণুভক্তদিগের পূজা করিলে পরমার্থ আছে। বৈষ্ণবে বিদ্বেষ করিলে কোন পরমার্থ হয় না, কেবল আত্মার নাশ হয়। অর্চ্চামূর্ত্তিতে শিলাবুদ্ধি, গুরুতে মনুষ্যবুদ্ধি, বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি, বিষ্ণু বা বৈষ্ণবের কলিমল-নাশক চরণামৃতকে জলবুদ্ধি, কলিকলুষহারী সিদ্ধ ভগবন্মন্ত্রে শব্দসামান্যবুদ্ধি, ভগবান্ বিষ্ণুতে এবং তদিতর দেবতাগণে যাহার সমানবুদ্ধি, সেই ব্যক্তি নারকী। বৈষ্ণব-দিগের আরাধন ভগবানের উত্তম পূজাবিধি। বিষ্ণু অপরাধ অপেক্ষা বৈষ্ণব উল্লঙ্ঘন গুরুতর, বৈষ্ণবগণের নিন্দাজন্য বিষ্ণুগণ হইতে গুরুতর তাহা জানিয়া অতিযত্নে বৈষ্ণব-দিগের সমারাধনে তৎপর হও।

ছায়া স্পর্শ হইবার পূর্ব্বে তাঁহাদিগকে সম্যক্ পূজা না করিয়া তখন তাঁহাদিগের মধ্যে চলিয়া গেলে বিশেষ অপরাধ হয়; বৈষ্ণব আসিতেছেন শুনিয়া কিছুদূর অগ্রসর হইয়া অভ্যর্থনা করিবে। আর বৈষ্ণব যখন চলিয়া যান, তখন তাঁহার সহিত কিছুদূর অনুগমন করিবে। পূর্ব্বোক্ত অনুষ্ঠান দুইটী না করিলে মহাদোষ হয়। স্বীয় জীবন-যাত্রাতে বৈষ্ণবের সাদৃশ্য সহিত ঐক্য করিয়া সর্ব্বদা তাঁহার পূজা করিতে হয়।

বিবাদি গুণ দ্বারা এবং ভক্তি দ্বারা মহাত্মা বৈষ্ণবদিগের অনুসরণ না করিয়া প্রাকৃত ব্যক্তিদিগের গৃহে গৃহে সর্ব্বদা দেবতার্চ্চার নিমিত্ত পুনঃ পুনঃ গমন করতঃ আপনার নামের পূর্ব্বে তাহাদের নাম স্বীয় নিয়মাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক সাদরে উচ্চারণ করিলে বৈষ্ণবের স্বরূপের হানি হয়। ভগবানের দিব্য বিমান ও গোপুর (পুরদ্বার) সকল দৃষ্টিমাত্রেই অঞ্জলি ধারণ করিবে। অন্য দেবতাদিগের মন্দির দেখিয়া কোন

মহাভাগ চরমাশ্রয় বলিয়া জানিবে। সেই মহাত্মাদিগকে বিশেষরূপে বিশ্বাস করিবে। বৈরাগ্য-জ্ঞান-ভক্ত্যাদি-যুক্ত যে মহাত্মা ভাগবত সকল আছেন তাঁহাদের প্রতি প্রীতি অভ্যাস করিবে। প্রাকৃত লোকের গৃহাগত শালগ্রাম-শিলার চরণামৃত গ্রহণ করিবে না। প্রাকৃত লোকদিগের গৃহস্থিত বিষ্ণুবিগ্রহ সেবা করিবে না। ভগবানের লীলাস্থান সকলে প্রাকৃত লোকের দৃষ্ট হইলেও তীর্থপ্রসাদ গ্রহণ করিবে, সংশয় করিবে না। বিষ্ণুসন্নিধানে যদি কোন শ্রীবৈষ্ণব প্রসাদ দান করেন তাহা "আমি উপবাসাদি-যুক্ত" বলিয়া পরিত্যাগ করিবে না। সকলাপহর শ্রীহরিপ্রসাদে কখনও উচ্ছিষ্ট বুদ্ধি করিবে না। বৈষ্ণবদিগের নিকটে নিজগুণ কীর্ত্তন করিবে না। মহাত্মা বৈষ্ণবগণের ভগবৎ-কৈঙ্কর্য্য-সময়ে একক্ষণও অন্য কার্য্য করিবে না। প্রত্যহ এক দণ্ড করিয়া আপন সমুদয় সকল বিষয়পূর্ব্বক বর্জ্জন করিবে। স্ব-

এত তফাৎ ?

[মহোপদেশক আচার্য্য শ্রীপাদ কিশোরী-মোহন ভক্তিবান্ধব বি-এল্]

এখন জ্যৈষ্ঠ মাস। আমরা কেহ বা কলিকাতা, কেহ বা কলিকাতার নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে বসবাস করি। তাই জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রখর মার্ত্তণ্ডতাপের ক্লেশ আমাদের নিকট অপরিচিত নহে। প্রখর সূর্য্যের তাপে বসুন্ধরা বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে, প্রাণিজগৎ উত্তাপে ক্লিষ্ট হইয়া 'ত্রাহি' 'ত্রাহি' ডাক ছাড়িতেছে। ধনী অট্টালিকাবাসি-গণেরও নিস্তার নাই। তাঁহারা বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবনী শক্তির প্রভাবে প্রকৃতি দেবীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিবার জন্য কিছু কিছু সরঞ্জাম সংগ্রহ করিতে পারিলেও অব্যাহতি লাভ করিতে পারিতেছেন না। বৈদ্যুতিক পাখা যথেষ্ট পরিমাণে প্রভৃতিও তাঁহা-দিগকে এই জ্যৈষ্ঠ মাসের অসহ্য তাপ হইতে মুক্ত করিতে পারিতেছে না। তাই তাঁহারাও ক্রমাগত 'ত্রাহি' 'ত্রাহি' রব করিতেছেন। উত্তপ্ত বাতাস বৈদ্যুতিক পাখার সাহায্যে শ্রান্তি দূর করিতে পারিতেছে না এবং যথেষ্টভাবে তৃষ্ণা নিবারণ করিতে না পারিয়া আরও তৃষ্ণা বৃদ্ধি করিয়া ক্লেশ আনয়ন করিতেছে।

দীন-দুঃখীদের ত আর কথাই নাই। বিশেষতঃ বাঙ্গালীদিগকে এই রৌদ্রের তাপ সহ্য করিয়া গৃহের বাহিরে কার্য্য করিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য অর্থ রোজগার করিতে হইতেছে। কলিকাতাবাসী মাদৃশ নির্দ্ধন ব্যক্তি কোনদিন স্বপ্নেও ভাবিতে পারে না যে ঠিক এই সময়ে দার্জ্জিলিং এর মত স্থানে বাসিতে লেপ গায়ে দিতে বাধ্য হইতে হয়। শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপায় আজ দার্জ্জিলিংএ আসিবার সৌভাগ্য হইয়াছে। কলিকাতায় যখন ট্রেণে চাপা গেল, তখন গরমে প্রাণ যায় যায়, পাখার বাতাস করিতে করিতে প্রাণান্ত হইতে হইয়াছিল। সমস্ত রাত্রি চলিয়া শিলিগুড়ি পর্য্যন্ত আসা গেল, তখনও সেই ভাব। তারপর শিলিগুড়ি ছাড়িয়া ক্রমশঃ হিমালয় পর্ব্বতে আরোহণ করিতে লাগিলাম এবং ক্রমশঃ সেই পূর্ব্ব গরম এবং তজ্জনিত শান্তি ও ক্লেশ অজ্ঞাতভাবে বিদূরিত হইতে লাগিল। কার্শিয়ঙ্ হইতে কিছু কিছু কিছু খুব শৈত্য হইতে বেশ শীত অনুভূত হইতে লাগিল। বেলা ১১টায় সময় দার্জ্জিলিং এ দেখা গেল, কেবল কুজ্ঝটিকায় সমস্ত আকাশ আচ্ছন্ন, আকাশে সূর্য্য দেখা যায় না। সমস্ত দিবাভাগের মধ্যে সূর্য্য একবার কি দুইবার যদি দেখা যায়, তবে সেও বহু ভাগ্যের কথা।

আর সেই মার্ত্তণ্ডতাপ নাই, সেই গ্রীষ্মের দারুণ শ্রান্তি, ক্লান্তি নাই, সেই তা হুতাশ নাই, রাত্রিতে নিদ্রার অভাব নাই, পথশ্রান্তি নাই, পিপাসার জন্য ছাতিফাটা "জল জল" চীৎকার নাই, কর্ম্মে আলস্য নাই, জ্যৈষ্ঠের সমস্ত তাপ বিদূরিত হইয়া গিয়াছে। গরম দেশের লোক, কখনও গ্রীষ্মের সময় দার্জ্জিলিং শৈলের ধারণা করিতে পারি নাই, তাই কখনও চিন্তার মধ্যে উদয়ই হয় নাই যে এই দারুণ গ্রীষ্মে এই দার্জ্জিলিং এর সহিত কলিকাতার জল বায়ুর এত তফাৎ। তাই লাটের বড়লোকগণ গ্রীষ্মের তাপ হইতে মুক্ত হইবার জন্য এই রকম সময়ে দার্জ্জিলিং শৈল আশ্রয় করিয়া থাকেন।

কিন্তু এখানে আসিয়া দেখিলাম যে, দার্জ্জিলিংএ আসিয়া যাঁহারা এক প্রকারের তাপ হইতে মুক্ত হইবার জন্য বহু অর্থব্যয় ও বহু আয়াস স্বীকার করিয়াছেন বা করিতেছেন, কই তাঁহারা ত আবার অন্যান্য বহু প্রকারের তাপে এখানেও কষ্ট পাইতে-ছেন! কিন্তু এরূপ হইল কেন? কলিকাতা হইতে দার্জ্জিলিং অতি অল্প রাস্তা এবং অল্প সময়েই এখানে পৌঁছান যায়। এত অল্প সময়ের মধ্যে এবং এত অল্প রাস্তা অতিক্রম করিয়া এত তাপ হইতে মুক্ত হইয়া এত শীতলতা লাভ হইল। কলিকাতার সহিত দার্জ্জিলিংএর এত তফাৎ! এই ঘটনা হইতে আমার চিত্তে একটী উদ্বেগ আনিয়া দিয়া আমাকে ঘোর চিন্তা-সাগরে নিমজ্জিত করিয়া দিল। এক অবস্থায় অধিষ্ঠিত থাকিয়া অন্য অবস্থার চিত্র (আবার সেই অবস্থার ব্যাপার যদি আমাদের অভিজ্ঞতার অতীত হয়।) আমাদের অনুভব হয় না; তাই জ্যৈষ্ঠ মাসে কলিকাতায় বসিয়া দার্জ্জিলিংএর শীতলতার কথা অনুভব আমরা করিতে পারি না।

এই সকল কথা চিন্তা করিতে করিতে সাধু মহাজনগণের উপদেশ স্মৃতিপটে উদিত হইতে লাগিল। সাধু মহাজনগণ বলেন, বহির্জীবকুল ত্রিতাপ-জ্বালায় অহর্নিশ তাপ ভোগ করিতেছে। এই প্রকার ত্রিতাপ-ক্লেশ হইতে মুক্ত হইতে হইলে সাধুসঙ্গ এবং সাধুদিগের কৃপাই একমাত্র অবলম্বন। আমরা শাস্ত্রেও দেখিতে পাই,—

মহৎকৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়।
কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু, সংসার নহে ক্ষয়॥
সাধুসঙ্গ, সাধুসঙ্গ, সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥

এই সব কথা শ্রবণ করিয়া আমাদের মনে খুবই সন্দেহ উপস্থিত হয়। ত্রিতাপের যে যন্ত্রণা তাহা ভোগ করিতে করিতে অশেষ কষ্ট পাইয়া থাকি, কিন্তু মহাজনের কথায় আস্থা স্থাপন করিতে পারি না।

"নিতাইপদ-কমল, কোটিচন্দ্রসুশীতল,
যে ছায়ায় জগত জুড়ায়।
হেন নিতাই বিনে ভাই, রাধাকৃষ্ণ পাইতে নাই
দৃঢ় করি' ধর নিতাই পায়॥"

জ্যৈষ্ঠ মাসের রৌদ্রের তাপে অত্যন্ত ক্লিষ্ট ব্যক্তির নিকট যেরূপ দার্জ্জিলিং শৈলের শীতলতা অনুভববোগ্য হয় না, সেইরূপ মাদৃশ সংসার-ত্রিতাপে জর্জ্জরিত গৃহমেধী ব্যক্তির নিকট নিতাইপদ-কমলের কোটিচন্দ্রশীতলতা কিরূপে অনুভূত হইতে পারে? তাই কোন হিতাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি আমাদিগকে নিতাইপদকমল অর্থাৎ শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয়পূর্ব্বক সংসার-জ্বালারূপ ত্রিতাপের হাত হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য সদুপদেশ প্রদান করিলে আমরা তদুত্তরে বলিয়া থাকি, "এত তফাৎ কখনও হইতে পারে না।"

—

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম যে এই জগতের পণ্ডীর অন্তর্গত বস্তু নন্, তিনি যে সাধারণ বিচারের কোন জীববিশেষ নহেন, তিনি যে সেবক-ভগবান্, শ্রীভগবানের সমস্তশক্তি-সত্তা যে তাঁহাতে পূর্ণভাবে অবস্থিত, তাঁহার কৃপাদৃষ্টিমাত্রেই যে আমাদের সমুদয় ত্রিতাপ দূরীভূত হইয়া যাইতে পারে, মায়িক ভূমিকায় অবস্থিত ও কেবলমাত্র অক্ষজ জ্ঞানযুক্ত মায়িক-বুদ্ধিবিশিষ্ট মাদৃশ ব্যক্তির তাহা বোধগম্য হয় না। তাই মনে মনে সদাই প্রশ্ন করিয়া থাকি—'এত তফাৎ'?

———

যাঁহারা সর্ব্বান্তঃকরণে কোটিচন্দ্র-সুশীতল শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করিয়াছেন তাঁহারা আমাদিগকে তাহা আশ্রয় করিবার জন্য সর্ব্বদা আহ্বান করিয়া বলিতেছেন। "হে জীব, তোমরা তোমাদের ভূমিকায় অবস্থিত থাকিয়া এখানকার শীতলতার কথা চিন্তা, ধারণা বা বিচার করিবার যদি চেষ্টা করিতে থাক, তবে তাহা উপলব্ধি করিতে পারিবে না, কারণ এই অবস্থা একমাত্র গুরুকৃপালব্ধ ব্যাপার। যে অবস্থায় আছ, সেই অবস্থাতেই থাকিবে, অথচ সেখান হইতে—সেই ত্রিতাপের রাজ্য হইতে ত্রিতাপের বহির্ভূত শ্রীগুরুপাদপদ্মের মহিমা উপলব্ধি করিতে থাকিবে, এইরূপ দুইটী অসামঞ্জস্য ব্যাপার সংঘটিত হইতে পারে না। যেমন এই সময় কলিকাতায় বাস করিতে থাকিয়া দার্জ্জিলিংএ না আসিয়া দার্জ্জিলিংএর শীতলতা উপলব্ধির বিষয় হয় না, সেইরূপ শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম সন্নিধানে না আসা পর্য্যন্ত সেই নিতাইপদ-কমলের সর্ব্ব-ত্রিতাপজ্বালা-নিবারক কোটিচন্দ্র-সুশীতলতার বিষয়ও উপলব্ধির বিষয় হয় না।

এমন মনে করা উচিত নয় যে, কেবলমাত্র শ্রীগুরুদেবের সহিত স্থানের সান্নিধ্য হইলেই তৎপাদপদ্মের শীতলতা উপলব্ধি হইতে পারিবে। তাহা নহে, শ্রীগুরুপাদপদ্মের সান্নিধ্য নিষ্কপটভাবে লাভ করিতে হইবে আমাদের যথাসর্ব্বস্ব সেই পাদপদ্মে অর্পণ করিতে হইবে। অর্থাৎ পূর্ণভাবে আত্ম-সমর্পণ করা ব্যতীত ঐরূপ শীতলতা-লাভের অন্য উপায় নাই। এখন যে ব্যবধান জন্য আমাদের চিত্তে সদাই সন্দেহ আনিয়া দিতেছে এবং বলাইতেছে 'এত তফাৎ?' এরূপ অবস্থায় উপনীত হইতে পারিলে তখন আর ঐ সন্দেহ থাকিবে না।"

হে আমার শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধুবর্গ, আপনাদিগের নিকট আজ আমার করযোড়ে এই প্রার্থনা, যেমন কলিকাতার উৎকট গ্রীষ্মতাপ হইতে দার্জ্জিলিংএ আসিয়া উক্তস্থানের তারতম্য এবং এখানকার শীতলতা উপলব্ধি করিয়া রৌদ্রের তাপ হইতে মুক্ত হইতে পারিয়াছি, আপনারা আশীর্ব্বাদ ও কৃপা করুন যেন, নিতাইপদ-কমলের কোটীচন্দ্র-শীতলতা লাভ করিবার জন্য উদ্গ্রীব হইতে পারি এবং ত্রিতাপক্লিষ্ট সংসারাশ্রমের অবস্থা আর শ্রীগুরুপাদ-পদ্মাশ্রয়ের অবস্থার বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করিবার যোগ্যতা অর্জ্জন করিতে সমর্থ হই। তাহা হইলে আর 'এত তফাৎ' এই প্রশ্ন হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাদিগকে সন্দেহের রাজ্যে নিক্ষেপ করিতে পারিবে না।

সারকথা

—::—

মহৎকৃপা ব্যতীত কি 'প্রেম' সম্ভব ?

মহৎকৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়।
কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু সংসার নহে ক্ষয়॥
ভক্তি বিনা কৃষ্ণে কভু নহে প্রেমোদয়।
প্রেম বিনা কৃষ্ণপ্রাপ্তি অন্য হৈতে নয়॥

(চৈঃ চঃ)

মহাভাগবতমুখে শুদ্ধনামের প্রচার কিরূপ ?

'কৃষ্ণ', 'কৃষ্ণ' কহ করি' প্রভু যবে বলিল।
'কৃষ্ণ' কহি, ব্যাঘ্রমৃগ নাচিতে লাগিল॥
"হরিবোল" বলি' প্রভু করে উচ্চধ্বনি।
বৃক্ষলতা—প্রফুল্লিত, সেই ধ্বনি শুনি'॥
কেহ যদি তাঁ'র মুখে শুনে কৃষ্ণনাম।
তাঁ'র মুখে আন শুনে, তাঁ'র মুখে আন॥
সবে 'কৃষ্ণ', 'হরি' বলি' নাচে কান্দে হাসে।
পরম্পরায় 'বৈষ্ণব' হইল সর্ব্বদেশে॥

(চৈঃ চঃ)

স্বপনেও না কর ভাই স্ত্রী-সম্ভাষণ। গৃহে স্ত্রী ছাড়িয়া ভাই আসিয়াছ বন

শুদ্ধভক্তি মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ

(আকর মঠরাজ)

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ গজ উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে সাক্ষাদ্ভাবে শ্রীচৈতন্যদেবের ভবনে শ্রীকৃষ্ণ [illegible] বিরাজমান এই স্থান [illegible], [illegible]পীঠ বা শ্রীগুরুতত্ত্ববস্তু। এই মঠ [illegible] শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারের কেন্দ্র এবং এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী [illegible] আচার্য্য চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠ হইতে পারমার্থিক দৈনিক পত্র 'নদীয়া-প্রকাশ' মাসিক সম্পাদনে প্রকাশিত ও সুপ্রাচীন সংস্কৃত পত্রিকা 'নদীয়া-প্রকাশ' প্রথম প্রকাশিত হইয়াছেন। প্রতি বৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমা ও অপরিত উত্সবাদিতে [illegible] সমারোহে ব্যাপৃত হইয়া থাকে। রক্ষক—শ্রীপাদ [illegible] ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) মঠে

১নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রচারিত শুদ্ধভক্তি-প্রচারোদ্দেশ্যে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীশ্রীভাগবত-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই মঠে শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ-শ্রীরাধাগোবিন্দজীউ সমাসীন নিত্য সেবিত হন। 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। ঐ মঠে পাঠ, সংকীর্ত্তন, মহাপ্রসাদ-বিতরণ-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি শাস্ত্র ও গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হয়। এই মঠ হইতে মহানগরীর সর্ব্বত্র হরিকথা-প্রচার, নগরসংকীর্ত্তন, বক্তৃতা, শোভা ও সঙ্কীর্ত্তন-যাত্রা-মহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান হয়। মঠরক্ষক—মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-স্থান মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া সহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীজগন্নাথের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবিজ্ঞানানন্দ ব্রজবাসী সেবাকোবিদ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী এখানে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান, রক্ষক—শ্রীনরহরি দাসাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—গোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

(৭) কাজীর সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপা-প্রাপ্ত শ্রীচাঁদকাজীর [illegible]। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তালোক।

(৮) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

স্বরূপগঞ্জ, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও গান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান দাস ব্রহ্মচারী।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর মঠ

চাঁপাহাটি, [illegible] সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

[illegible] শ্রীগৌর-গদাধরের [illegible] সেবা। রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

১০) মোদদ্রুম-ছত্র "গৌড়ের নৈমিষ

মাউগাছি, পোঃ ভাণ্ডার, (বর্দ্ধমান)।

শ্রীবাসুদেবের ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান। শ্রীগৌরনিত্যানন্দের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীমদ্ বিহারী ব্রজবাসী, ভক্তবান্ধব।

(১১) ভোতিয়া কুঞ্জকানন

শ্রীনৃসিংহদেবের মন্দির নিকটবর্ত্তী, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক- শ্রীনরোত্তমানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১২) কুঞ্জকুটীর—পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া। রক্ষক—শ্রীঅমৃতানন্দ অধিকারী

(১৩) ভাগবত-আসন—পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

এই স্থান হইতে ভাগবতসিদ্ধান্ত প্রদায়ী প্রচারিত হয়। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভাগবতাশ্রী।

(১৪) একায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ রাণাঘাট, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী ভক্তিভূষণ।

(১৫) মহেশ পণ্ডিতের পাট

[illegible], পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরবিকিশোর ব্রজবাসী।

(১৬) মাধ্বগৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, পোঃ ঢাকা

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ।

(১৭) গোপালজীউ মঠ—কমলাপুর,(ঢাকা)

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান। রক্ষক—শ্রীরাধাদাস ব্রজবাসী.

(১৮) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)।

এখানে শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবনবিহারী ব্রহ্মচারী

(১৯) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

রতনবাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীনৃত্যগোপাল ব্রহ্মচারী এম-এ, বি-এল।

(২০) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ বাসু, (ঢাকা)

এখানে মহা প্রভুর শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(২১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ পানাগড় (বর্দ্ধমান)।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীদেবেন্দ্র দাসাধিকারী.

(২২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ছুরকোলা, পোঃ চিৎকুড়া, (বাঁকুড়া)

এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী।

(২৩) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকনিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে গুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজগবন্ধু ব্রজবাসী ভক্তিরত্ন।

(২৪) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী।

(২৫) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাণপুর, পোঃ বক্সীবাজার, (কটক)

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদ-রমণ-জীউর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর

(২৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ জগন্নাথ পুরী,

শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন।

(২৭) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদ-রাধারমণজীউর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগদাধর অধিকারী

(২৮) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী দাসাধিকারী।

(২৯) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভূর, রাজমহেন্দ্রী গোদাবরী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ দাসাধিকারী ভক্তিসোপান।

(৩০) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪২নং রাজপথ, বেনারস সিটি

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(৩১) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন গোস্বামী

(৩২) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর-বিনোদ-বিলাসজীউর সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীমদনমোহন দাসাধিকারী।

(৩৩) কৃষ্ণচৈতন্য মঠ

পুরাণমণ্ডল, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা।

এখানে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিত্য-সেবা হয়। রক্ষক—শ্রীহৃদয় ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠ

[illegible] মথুরা

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী [illegible]

(৩৫) ব্রজস্বানন্দ সুখদকুঞ্জ শ্রীরাধাকুণ্ড

রক্ষক— [illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৬) কুঞ্জ [illegible] শ্রীরাধাকুণ্ড

[illegible] মঠ

[illegible], [illegible] কুরুক্ষেত্র

(পাঞ্জাব) রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৩৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীদের সেবা।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ

(৩৯) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল।

এখানে গোবিন্দবিনোদজীউর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবনমালী অধিকারী।

(৪০) সারস্বত-গৌড়ীয় মঠ

ডাকঘর সাতারণপুর, ইউ, পি

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসম্বন্ধ গিরি

(৪১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ রয়াপেট্টা মাদ্রাজ।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা।

রক্ষক— শ্রীপাদ [illegible] ভক্তিবান্ধব।

(৪২) বোম্বে-গৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়

খোজীর রোড, চোটানি বিল্ডিং, বাংলো নং ১, বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মা মজুমদার।

(৪৩) অমরাবতি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমরাম, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বর দাস অধিকারী

(৪৪) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী

(৪৫) পাটনা গৌড়ীয় মঠ

১০০ মিঠাপুর, পাটনা।

রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী বাগভূষণ

(৪৬) গয়া গৌড়ীয় মঠ

চিন্ ম্যানস, চাঁদ রোড, গয়া

রক্ষক—উপদেশক শ্রীসর্ব্বেশ্বর দাসপ্রভু

(৪৭) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠ বালেশ্বর

রক্ষক—শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয়

৩ গ্লষ্টার হাউস, ক্যাওয়ান গার্ডেন, এস. ডাব্লিউ ৭, লণ্ডন

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন

(৪৯) বার্লিন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

Berlin W. 30

Eisenacher strasse 20 I;

(৫০) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

৩৫০ নং ডালহাউসী ষ্ট্রীট রেঙ্গুন।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—প্রথম- ৬০৲
প্রথম ৩২৫ে দশম-স্কন্ধ পর্য্যন্ত ৪৮৲
ভোজন অবয়বক কাঁকবত ৷৶০
২। ভাগবত বিধান, শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। ভাগ-বদ্ধন শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড— ২য় খণ্ড—১৲, ৩য় খণ্ড—৸০;
৪- ৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—১৲; ২য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব—১৲
৮। নবদ্বীপতত্ত্ব—দীপিকা ও মহাপ্র-দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণবদর্শন ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমদ্ভাগবত শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিচার-গুচ্ছ ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ।০
১৮। বামন-আনন্দ ।০
১৯। ভাক্তাববেক কুঞ্জবালি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵০
২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৷৵০
২২। অবস্থা-তত্ত্ব ৶০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও
শ্রীনবদ্বীপশতকম্ ও (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
২৬। গীতার কেবল মাত্র-ভাষা ।০
২৭। দুঃখমন্থিকা অনন্তশোভন মাধুর্য্য ২৲
২৮। বেদান্তসূত্রের মাহাত্ম্য ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸
৩০। দীপ-দিগ্ দর্শন ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৶০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি ৵০
৪১। গীতাবলী ৵০
৪২। চিত্রে নবদ্বীপ ১।০
৪৩। সাধনকণ ৵০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৵০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৵০
৪৬। অর্চ্চনকণ
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৵০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। আম্নায়সূত্র ৴১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (মাধ্বভাষ্য) ।০
৫৩। গৌড়ীয়কোষঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ০
৫৫। অমৃতপ্রবাহভাষ্য বা মাধ্যাহ্নিকচন্দ্রিকা ।০
৫৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৵০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণবেদন ৶০
৫৯। শিক্ষাষ্টক ৶০
৬০। নামমাহাত্ম্য ৵০

সংস্কৃত অক্ষরে প্রকাশিত
শ্রীচৈতন্যলীলামৃত সারঃ ।০
৬১। সিদ্ধান্ত-দর্পণ বিবিধার্থঃ ।০
৬২। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৬৩। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৪। মাধুর্য্য শিক্ষাষ্টকম্ ৷৵০
৬৫। গৌড়ীয়মঠ পরিচয়ঃ ৵০
৬৬। মায়াবাদশতদূষণী ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত
৬৭। রায় রামানন্দ ।০
৬৮। এ কিউ ওয়ার্ডস্ অন্ বেদান্ত ।০
৬৯। ব্রহ্মসূত্র ।০
৭০। বেদান্ত—ইট্‌স্ মরফলজি এণ্ড অন্টোলজি ।০
৭১। ভিসেন্সিভ আর্ট্স ৷৵৫
৭২। লাইফ এণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৭৩। বৈষ্ণবীজম ।০
৭৪। কোয়েট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৵০
৭৫। দি ভাগবত ।০
৭৬। থিইস্টিক ফিলসফি এণ্ড আলেকজেণ্ডার ডিসেন্ট ।০
৭৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ১।০
৭৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম ভাগ) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত
৭৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮০। সাধন-পথ ।০
৮১। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৮২। গীতাবলী ৵০
৮৩। শরণাগতি ৵০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত
৮৪। শরণাগতি ৵০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত
শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠ-ভিষগের

বেহালার পাচন
সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত ম্যালেরিয়া এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৸৵০ আনা, বড় বোতল ১৶০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউণ্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।
জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং
কারখানা—৮নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার
কলিকাতা

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে উৎসুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে প্রমাণের ও শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও [illegible] ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ ভাণ্ডারী এম, এ, এম, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

প্রস্তুত করিতে কত সহজ
দামে কত সস্তা
জ্বরে কত উপকারী
রবিনসনের 'পেটেন্ট' বার্লি

আপনার
রোগ নিবারণী ক্ষমতা বৃদ্ধি করিবে

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—ওঁ পাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। প্রতি বর্ষ ৩॥ টাকা ভিক্ষায় কলিকাতা বাগবাজার গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৬৲, ষাণ্মাসিক ৩।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১।০

৪। পরমার্থী—উৎকল ভাষায় মহোপদেশক সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ বিনায়ক সেবাতীর্থ বি-এস্, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১।০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল শ্লোক অক্ষরে এবং স্বাক্ষরে বর্তমান যুগ শুদ্ধভক্তগণের মধ্যে মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। আর্ট পেপার ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৩৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। অধিকন্তু ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোকসূচী, গ্রন্থসূচী, গানসূচী, পত্রসূচী, বিষয়সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী-পত্র। সমগ্র শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমন বিরাট সংস্করণ জগতের কোথাও আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সর্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

কলিকাতার বাজার দর

চাউলের দর

	প্রতি মণ
বাসমতি	৯৷০
বালাম চাল	৫৷৵০
কাটারীভোগ	৫৷৵০-৫৷৵০
বাঁকতুলসী	৩৸৵০
দাদখানী	৩৸৵০
ঐ পুরাতন	৪।০
পাটনাই উৎকৃষ্ট	৪৲
এক্সেট্রা কোয়ালিটি	৩৸৵০
সিদ্ধ মেসিন	২৸৵০

চিনির দর

সাদা দানা মেডি	৯।০-৯॥৵০
দেশী সাদা দানা	৮॥৵০-৯।০
,, লাল ,,	৮।৵০ ৮৸৵০
আতপ –	
নূতন আতপ	৩॥৵০ ৩৸৵০
পেশোয়ারী	৮।০-৮॥০
বাঁকতুলসী আতপ	৪॥৵০-৪৸৵০
ঐ সাধারণ	৪।০-৪॥০
পাটনাই আতপ	৪॥০-৪॥৵০
কাটারীভোগ	৫৸০
ঐ মেসিন	২৸০

মুগের দর

রামগীতা প্রতি মণ	৫২৲

লম্বা পাওয়া	৭৲
সাদা পাওয়া	৪৸০
চৈত্র পুরুল	৪৸০

আটা ও ময়দার দর

পেটেন্ট ময়দা প্রতি মণ	৫।৵০ ৫॥০
গৃহস্থালীর ব্যবহারোপযোগী	৪৸০-৪৸৵০
আটা (বি)	৪৸৵০-৫৲
সুজী	৫৵০-৫।৭
আটা (এস)	৪।৵০-৬॥০
,, (২)	৪॥৵০ ৪॥৵০
,, (কে)	৪।০-৪।৵০
,, (৩)	৩॥৵০-৩৸০

সোণা-রূপা

			প্রতি ভরি
টাকশালের বার	,,	,,	৩৫৵০
বড়ালের বার	,,	,,	৩৫।৵০
গিনি	,,	,,	২২৵০
চাঁদির বার	প্রতি ১০০ ভরি		৬৪৲
ঐ খুচরা	,,	,,	৬৪।০

লোহ ও হার্ডওয়ার

টাটার তৈয়ারী	প্রতি হন্দর
লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম মার্ক)	৬৲-৬৷৵০
ঐ বে-মার্কা হালকা ওজন	৫৵০-৫।৵০
বরগা (টি-আয়রণ)	৬৷৵০-৬৸৵০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৬৲-৬৷৵০

সরোজকুমার মল্লিক এণ্ড সন্‌স্ লিঃ
জগন্নাথঘাট, বড়বাজার, কলিকাতা

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—১৬,	১০—৩১,	১৩—২২	১৭—৫৮,	১৯—৩৪
মহেশগঞ্জ	আঃ	৭—২৪,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—৫৪
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—১০	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—৫২

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

রবিবার ব্যতীত দিন

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৩৫	৯-২৫	১২-১০	১১-৩৪	১৫-৩৪	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১২-১১	১৫-১২	১৫-৪১	১৮-৭৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-৫১	১৩-১২	১৬-১২	১৯-১১

সচিত্র
নবদ্বীপ পঞ্জিকা
ভিক্ষা—মাত্র ৶০
প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

সম্পাদক—প্রভুপাদ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
প্রতিষ্ঠাতা—শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ

দৈনিক

R.E. GC 1544

ঐতরেয়োপনিষদ্

বহু বৎসর পূর্ব্ব হইতে অগ্রিম প্রকাশিত হইয়াছে। সপ্তাহ ও দ্বাদশ পত্রিকা একত্র।
বিনা ১০ মাত্র
শ্রীচৈতন্যমঠ,
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

নদীয়াপ্রকাশ
THE
NADIA-PRAKASH

"গৌড়ীয়"
১ম বর্ষ হইতে
১১শ বর্ষ পর্য্যন্ত
প্রতি বর্ষ কাগজে
বাঁধাই
ভিক্ষা ৩৷০ মাত্র।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ
বাগবাজার, কলিকাতা।

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচার-নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১০ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৩১শে জ্যৈষ্ঠ, শুক্রবার ১৩৪২, ১৪ই জুন ১৯৩৫ [৮৮শ সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

ডাকাতে পুলিশে লড়াই
দুইজন ডাকাত নিহত

গোয়ালিয়র রাজ্যের উজোডুঙ্গা নামক গ্রামের মনোহর নামক এক ব্রাহ্মণ মহাজনের বাড়ীতে ডাকাত পড়িয়াছিল। উক্ত ডাকাত দলের সহিত একদল পুলিশের সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষের ফলে দুইজন ডাকাত মারা গিয়াছে ও কয়েকজন কনেষ্টবল জখম হইয়াছে।

প্রকাশ, মনোহরের বাড়ীতে যে ডাকাতি হইবে, তাহা পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়া পুলিশ গিয়া লুকাইয়া থাকে। ডাকাত আসিলে পুলিশ দল তাহাদিগকে ঘেরাও করিয়া ফেলে। উভয় দলে গুলি-বৃষ্টি হয়; কিছুক্ষণ পরই ডাকাতেরা তাহাদের দলের দুইজনের মৃতদেহ একটী রাইফেল এবং বহু গুলী বারুদ ফেলিয়া অন্ধকারে পলাইয়া যায়।

কৃষকদের দুঃখ লাঘব

কৃষক সম্প্রদায়ের দুঃখ লাঘবের জন্য গোয়ালিয়র দরবার আদেশ দিয়াছেন যে, কৃষকদের বিরুদ্ধে কোনও ডিক্রী হইলে বর্ত্তমান বৎসরের শেষ পর্য্যন্ত ঐ ডিক্রী জারী করা যাইবে না। কৃষকদের গরু-বাছুর এবং কৃষির জোত ক্রোক করা যাইবে না।

মেদিনীপুরে ভীষণ অগ্নিকাণ্ড

গত মঙ্গলবার বোলপুর, জেলার বোলপুর গ্রামে অগ্নিকাণ্ডে শতাধিক গৃহ ভস্মীভূত হইয়াছে এবং অধিকাংশ লোকই সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে। তিনি গুরুতররূপে আহত হইয়া হাসপাতালে প্রেরিত হইয়াছেন। ঐ অগ্নিকাণ্ডে আরও কয়েক ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। বিস্তৃত বিবরণ জানা যায় নাই।

রেলওয়ার্কসপে অগ্নিকাণ্ড

গত শনিবার শেষ রাত্রে ই-বি রেলের কাঁচরাপাড়াস্থিত লোকো ওয়ার্কসপের প্যাটার্ণ ষ্টোরে আগুন লাগে। কারখানার দমকল সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত হইয়া অগ্নি নির্ব্বাপণের জন্য বিশেষ চেষ্টা করে। প্রায় দুই ঘণ্টা পরে অগ্নি নির্ব্বাপিত হয়। প্রকাশ, প্রায় অর্দ্ধ লক্ষ টাকা ক্ষতি হইয়াছে। অগ্নির উত্তাপে ছাদের একাংশ খসিয়া পড়ে এবং কতকগুলি মূল্যবান্ প্যাটার্ণ ও রেলওয়ে ষ্টোর্স নষ্ট হইয়া যায়। অগ্নির কারণ সম্বন্ধে তদন্ত করা হইতেছে।

ট্রামের সঙ্গে লরীর সংঘর্ষ

গত রবিবার অপরাহ্ণ ৪-৫ মিনিটের সময় উত্তর কলিকাতায় একটী ভীষণ দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে, ফলে ১৩ জন সাংঘাতিক আহত হইয়াছে এবং একজনের মৃত্যু হইয়াছে।

বৈঠকখানা রোডের আর্য্য অপেরা বাবা পার্টির ২০ জন লোক তাহাদের বাদ্য যন্ত্রাদি সাজসরঞ্জাম সহ একখানি মোটর লরী করিয়া উত্তর কলিকাতার দিকে যাইতেছিল। লরীখানি চিত্তরঞ্জন এভিনিউয়ের উপর দিয়া খুব বেগে যাইতেছিল। সে ষ্ট্রীটের নিকট চলন্ত লরীখানি শ্যামবাজারগামী একখানি ট্রামের সম্মুখীন হয়। লরীখানি খুব বেগে যাইতেছিল এবং চালক লরীখানি সামলাইতে না পারিয়া সম্মুখে ট্রামকে বাঁচাইবার জন্য একেবারে মোড় ঘুরাইয়া ফেলে। ফলে লরীর উপরিস্থিত সমস্ত লোক ছিটকাইয়া পড়িয়া যায় এবং ৫ জন ট্রামের তলায় পড়ে। দুর্ভাগ্যবশতঃ চন্দ্র নামক ১০ বৎসর বয়স্ক একটী বালক ট্রামের তলায় পিষ্ট হয়। তাহার দেহের সমস্ত হাড় ভাঙ্গিয়া যায় এবং নাড়ী ভুঁড়ি বাহির হইয়া পড়ে। হাসপাতালে লওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ১৫ মিনিটের মধ্যে তাহার মৃত্যু হইয়াছে।

খালে অজ্ঞাত মৃতদেহ

লক্ষ্ণৌ জেলার অন্তর্গত অজপতি গ্রামের নিকটে ক্যানাল খালে একটী মৃতদেহ ভাসিতে দেখা যায়। মৃতদেহটির হস্তপদ আবদ্ধ দেখা যায়। উহা কোন মুসলমানের মৃতদেহ বলিয়া সনাক্ত করা হইয়াছে। তাহার মৃত্যুর রহস্য কিছুমাত্র উদ্ঘাটন করা যায় নাই।

নিসারের মৃত্যু হয় নাই

কোয়েটা ভূমিকম্পের ফলে প্রসিদ্ধ ক্রিকেট খেলোয়াড় মহম্মদ নিসার নিহত হইয়াছেন বলিয়া সংবাদ রটে। বলা বাহুল্য, এই সংবাদে দেশবাসী মর্ম্মাহত হয়। সম্প্রতি জানা গিয়াছে যে কোয়েটা ভূমিকম্পে যিনি মারা গিয়াছেন তাঁহার নামও নিসার বটে, তবে তিনি বিখ্যাত ক্রিকেট খেলোয়াড় নিসার নহেন। কোয়েটায় নিহত ব্যক্তিদের জন্য এই শোকের মধ্যেও এই সংবাদে লোক কথঞ্চিৎ আনন্দ অনুভব করিবে।

বৈমানিকদের স্মৃতি

গত ১৮ শে এপ্রিল বিমান দুর্ঘটনায় বিখ্যাত বাঙ্গালী বৈমানিক মিঃ বি কে দাস ও মিঃ ডি কে রায় এবং মিঃ পি ভগ্ন ও মিঃ ব্রাউনলো নামক দুইজন আরোহী শোচনীয় ভাবে নিহত হন, ইহা সকলেরই স্মরণ আছে। সুখের বিষয় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার শ্রীযুত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং মেয়র মৌলবী ফজলুল হক, ইঁহাদের উপযুক্ত স্মৃতিরক্ষার্থ অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহাদের প্রস্তাব এই যে, দমদমার বিমানের আড্ডার নিকট তাঁহাদের জন্য একটী স্মৃতি মন্দির নির্ম্মিত হইবে এবং এদেশের যে-সব যুবক বিমান বিদ্যা শিক্ষা করিবে, তাহাদের জন্য একটী বৃত্তি স্থাপিত হইবে। এই সকল কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য অন্ততঃপক্ষে বিশহাজার টাকা দরকার। ফণ্ডের নাম হইবে এরোপ্লেন দাস রায় স্মৃতি ভাণ্ডার।

মাতৃভাষা বাধ্যতামূলকের ব্যবস্থা

প্রকাশ, রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, তথায় মাতৃভাষা বাধ্যতামূলক করা হইবে। যে সমস্ত ছাত্র ব্রহ্মদেশবাসী নহে তাহাদিগকেও অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে ব্রহ্মভাষা শিক্ষালাভ করিতে হইবে। নতুবা তাহাদিগকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা দিতে দেওয়া হইবে না।

সরকারী সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ
ব্যবস্থাপক সভায় সদস্যপদ ইস্তফা

নাগপুর, ৫ই জুন নরসিংপুর জিলা হইতে অতিরিক্ত জিলা ও দায়রা জজ এবং প্রথম শ্রেণীর সাব জজের কোর্ট তুলিয়া দিবার সরকারী সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে নরসিংপুর কেন্দ্রের প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত অর্জ্জুন লাল ব্যবস্থাপক সভার সদস্যপদ ইস্তফা দিয়াছেন। শ্রীযুক্ত অর্জ্জুন লাল বলেন, সরকারের এই কার্য্যে জনসাধারণের মধ্যে তীব্র অসন্তোষের সৃষ্টি হইয়াছে। নির্ব্বাচকমণ্ডলীর দ্বারা অভিযোগ প্রতিকারের কোনও ব্যবস্থা করিতে না পারিলে ব্যবস্থাপক সভার সদস্য পদে প্রতিযোগিতার মূল্য নাই।

পেটের দায়ে অদ্ভুত ভঙ্গী

মধ্যপ্রদেশের বাংলোয়া নামক স্থানের এক বেকার মুসলমান সম্ভবতঃ অন্ন সংগ্রহে লোকের মনযোগ আকর্ষণের জন্য অবশেষে একটা নূতন ফন্দী বাহির করে। সে "আগুন লাগিয়াছে" বলিয়া চীৎকার করিতে থাকে। তাহার চীৎকারে ঐ স্থানে বহুলোক আসিয়া হাজির হয় এবং কোথায় আগুন লাগিয়াছে দেখাইয়া দিতে বলে। বেকার মুসলমান নিজের পেটে হাত দিয়া বলে—'এখানে'। বেকার মুসলমানটিকে মিথ্যা সংবাদ দিবার জন্য ফৌজদারীতে অভিযুক্ত করা হইয়াছে। বিচারে জেল হইলে তাহার 'পেটের আগুন' নিবাইবার একটা ব্যবস্থা কিছু দিনের জন্য হইবে বটে। কিন্তু এই বেকার নিজের অজ্ঞাতসারে যে প্রশ্ন তুলিয়াছে তাহা আরও ব্যাপক। দেশে হাজার হাজার বেকারের পেটে যে আগুন জ্বলিতেছে কোন জলকলে সে আগুন নির্বাপিত হইবে?

প্রতারণার দায়ে খেতাঙ্গের দণ্ড

গত শনিবার বাঙ্কশাল আদালতের চতুর্থ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এইচ এ কোল নামক জনৈক শ্বেতাঙ্গকে প্রতারণার অভিযোগে ১৮ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। আসামী অপরাধ স্বীকার করে এবং ইতিপূর্বে আরও কয়েকবার দণ্ডিত হইয়াছে বলিয়া বলে।

৪ জনের প্রাণদণ্ডের আদেশ

কুমিল্লার সেসনস জজ মিঃ ... সহিত একমত হইয়া রাজসাহীর দায়রা জজ ...গ্রামের জনৈক গ্রামবাসীকে হত্যার অপরাধে ৪ জনের প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ দিয়াছেন।

নিহত ব্যক্তির পত্নী রাজসাক্ষী হন এবং তাহার অপরাধ ক্ষমা করা হইয়াছে।

পাঞ্জাবে বিধবাশ্রম প্রতিষ্ঠা

পাঞ্জাবের অন্তর্গত জলন্ধর জেলার ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের পরলোকগত রায় বাহাদুর লালা সুখদয়াল চৌধুরীর বিধবা পত্নী শ্রীমতী কুশল দেবী তথায় একটি বিধবাশ্রম প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য ১৮,০০০৲ টাকা দান করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। সিমলাতে ভারতীয় ... বিভাগের এসিষ্ট্যান্ট ডিরেক্টর অধিবাসী মিঃ ...র হস্তে তিনি ঐ টাকা দিয়াছেন। শ্রীমতী কুশল দেবীর ইচ্ছানুযায়ী একটি পরিকল্পনা প্রস্তুতের জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করা হইয়াছে।

আফগানিস্থানের ঘোষণা

আফগানিস্থান ঘোষণা করিয়াছেন যে, কোয়েটার ভূমিকম্পে নিহত ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে তিন দিন শোকদিবস প্রতিপালিত হইবে এবং কাবুলের সমস্ত মসজিদে নমাজ প্রার্থনা ইত্যাদি হইবে। আফগানিস্থান একটা মহৎ দৃষ্টান্ত স্থাপন করিলেন স্বীকার করিতে হইবে। সাধারণতঃ সম্রাট, রাজা নেতা, ধনী বা প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের মৃত্যুর জন্যই সকল দেশে সরকারীভাবে বা জাতীয়ভাবে শোক প্রকাশ করা হইয়া থাকে। কিন্তু দৈবদুর্বিপাকে নিহত অনশনের অখ্যাত অজ্ঞাত সহস্র সহস্র জনসাধারণের জন্য জাতীয়ভাবে শোক প্রকাশ, মানুষের প্রতি অকৃত্রিম প্রীতির নিদর্শন এবং মহত্ত্বের পরিচায়ক। আফগানিস্থানের এই মহত্ত্ব প্রত্যেক সভ্য দেশ ও রাষ্ট্রের অনুসরণ যোগ্য।

তেজস্বী বালিকার কৃতিত্ব

পনর বৎসর বয়স্কা তেজস্বী বালিকা সুভদ্রা দেবী এবৎসর মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের এস এস এল সি পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া গৌরবে কৃতিত্বলাভ করিয়াছে। বালিকার অসাধারণ সাফল্যের জন্য তাহাকে সুপ্রসিদ্ধ সুলতান বাজার লাইব্রেরীতে এক প্রীতি সম্মেলন সম্বর্দ্ধিত করা হইয়াছে।

নোয়াখালীতে সশস্ত্র ডাকাতি

গত ৬ঠা জুন মঙ্গলবার রাত্রি ১ ঘটিকার সময় পন্নিপাড়া গ্রামের মৌঃ গোলাম রহমান দারগা সাহেবের বাড়ীতে এক সশস্ত্র ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। ডাকাতগণ বন্দুক লাঠি টর্চ লাইট ইত্যাদি সঙ্গে করিয়া আসে। তাহারা দালানের দরজা ভাঙ্গিয়া দারোগা সাহেবের বৃদ্ধ পিতাকে বাঁধিয়া ফেলে। তাহারা বহু টাকা ও সোনার জিনিসপত্র লইয়া পলায়ন করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

জোর পুলিশ তদন্ত চলিতেছে। এখন পর্য্যন্ত কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই।

কসৌলীতে অগ্নিকাণ্ড

পাঞ্জাবের কসৌলী সহরে ভীষণ অগ্নিকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। কসৌলীর প্রাচীন অধিবাসীগণ বলেন যে, এরূপ অগ্নিকাণ্ড কসৌলীতে আর কখনও হয় নাই। সমস্ত সহরই এই ভীষণ অগ্নিকাণ্ডের ফলে ধ্বংস হইবে বলিয়া আশঙ্কা হইয়াছিল। সৌভাগ্যক্রমে সৈন্যদের বিশেষ চেষ্টার তাহা হয় নাই বটে, কিন্তু বহু বাড়ী ঘর সম্পত্তি নষ্ট হইয়াছে, কয়েকজন সৈনিকও মারা গিয়াছে। প্রকাশ, একটি সিগারেটের আগুনের ফলেই এই অগ্নিকাণ্ডের সৃষ্টি। মানুষের সামান্য অসতর্কতা ও অমনোযোগিতার ফলও যে কিরূপ ভয়াবহ হইতে পারে বর্ত্তমান ঘটনা তাহারই দৃষ্টান্ত। যাহারা অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, যাহাদের আত্মীয়স্বজন নিহত হইয়াছে তাঁহাদের সকলের প্রতি আমরা সমবেদনা প্রকাশ করিতেছি।

ফ্রান্সের নূতন মন্ত্রীসভা

গত ৭ই জুন ফরাসী পার্লিয়ামেন্টে সমস্ত প্রশ্নোত্তর ভোটের বৃথার প্রস্তাবে মঃ লাভালের নেতৃত্বে গঠিত নূতন মন্ত্রিসভার পক্ষে ৪০০ ভোট এবং বিপক্ষে ১৩৭ ভোট হয় এবং মন্ত্রিসভার প্রতি আস্থা সূচিত হয়।

এই বিষয় লাভের পর মন্ত্রিসভার ঘোষণায় গঠিত হয়। এই ঘোষণার প্রধান বিষয় এই যে, মন্ত্রীসভা আগামী পাঁচ মাসের নিমিত্ত ফ্রান্সের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য এবং ফাটকা বাজীর বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য অতিরিক্ত ক্ষমতা দাবী করিয়াছেন।

মঃ লাভাল বলেন, "দেশের রাজনৈতিক অবস্থা সুব্যবস্থা করিবার জন্যই আমরা অতিরিক্ত ক্ষমতা দাবী করিতেছি। গবর্ণমেন্টের অধিক অবস্থাই ফ্রান্সের একমাত্র শত্রু। সমস্ত জগতের দৃষ্টি আমাদের উপর নিবদ্ধ; আপনারা যদি আমাদিগকে ক্ষমতা না দেন, তবে আমাদের পররাষ্ট্রনীতি এবং শান্তি বিপন্ন হইবে।"

ভারতীয় শ্রমিকদের অধিকার

আন্তর্জাতিক শ্রমিক সম্মেলনের ভারতীয় মালিকগণের প্রতিনিধি মিঃ লালজী এবং ভারতীয় শ্রমিকগণের প্রতিনিধি মিঃ মুদালিয়র সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, তাঁহারা শ্রমিক সংক্রান্ত প্রশ্ন আলোচনায় আর কোনও অংশ গ্রহণ করিবেন না। এই বিষয়ে ভারতের দিক হইতে তাঁহাদের মতে অত্যাবশ্যক তিনটি সংশোধন প্রস্তাব তাঁহারা পেশ করেন, কিন্তু কমিটি উহা গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হওয়ায় তাঁহারা উক্ত সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ঐ সংশোধন প্রস্তাব তিনটিতে সংগৃহীত শ্রমিকের সম্পত্তি মালিক হইবার অধিকার, বিচারক্ষেত্রে সমনাধিকার এবং ভোটাধিকারের ব্যবস্থা করা হয়। আর ভোলেক জোর প্রথম দুইটি সংশোধন প্রস্তাব সমর্থন করেন।

আসামে প্রবল ঝড়
রংপুরে

গত ৮ই জুন রাত্রি প্রায় ১১টার সময় রংপুর সহরের উপর দিয়া এক প্রবল ঝড় বহিয়া গিয়াছে। ঝড় একদিক স্থায়ী হয় নাই; কিন্তু তাহার মধ্যেই বৃক্ষ গৃহাদির গুরুতর ক্ষতি করিয়া গিয়াছে। বহু টিনের ঘরের চাল উড়িয়া গিয়াছে। গাছ পড়িয়া বহু ঘর ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। বাজারের মধ্যে পেট্রোল পাম্পের নিকট একটি প্রাচীন বটগাছ ভাঙ্গিয়া উপর পড়িয়া রাস্তা বন্ধ করিয়া ফেলিয়াছে। সেখানে একটি মোটর বাস দাঁড়াইয়াছিল ... উহার ... হইয়া গিয়াছে। মোটরগাড়ীতে একটি ... কোন প্রাণহানির সংবাদ পাওয়া যায় নাই। রংপুর ইলেক্ট্রিক কোম্পানীর ক্ষতিই সমধিক হইয়াছে। ঝড় আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত সহর অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া যায়। পরে দেখা যায়, তারগুলি বহুস্থলে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়াছে এবং অনেকগুলি খাম ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। এই সকল ক্ষতি মেরামত করিয়া আলোক সরবরাহ করিতে ৭।৮ দিন লাগিবে।

ডিব্রুগড়ে

গত ১৫ই জুন অপরাহ্ণে সাড়ে তিন ঘটিকার সময় ডিব্রুগড়ে প্রবল ঝড় হইয়াছে ঝড়ের সহিত বৃষ্টিও হইয়াছিল। ইহকালের মধ্যে এরূপ ঝড় হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। ঝড়ের বেগে বহু খড়ের ঘর, টিনের চালা প্রভৃতি উড়িয়া গিয়াছে। পাকা বাড়ীর অংশবিশেষ ধ্বসিয়া পড়িয়াছে এবং শতশত বৃক্ষ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে এবং সমূলে উৎপাটিত হইয়াছে। ভাগীরথী নদীতে কয়েকখানা নৌকা ডুবিয়া যায়। মাড়বারী শিল্পাশ্রমী সমেত একখানি নৌকা মধ্যস্থলে নিমজ্জিত হইয়াছিল কিন্তু বহুলোকের চেষ্টায় উহা উঠাইতে পারা যায় এবং যাত্রী ও ব্যক্তিগণের জীবন রক্ষা পায়। মুর্শিদাবাদ, নাগপুর, পাবনা ও ভীষণ ঝড় হইয়াছে।

ব্রহ্মপুত্রের জলোচ্ছ্বাস

ব্রহ্মপুত্র নদের হঠাৎ জলোচ্ছ্বাস হেতু শিবসাগর মহকুমার অন্তর্গত কাপ্তানপুর মৌজা প্লাবিত হইয়া গিয়াছে। অধিকাংশ ঘরবাড়ী জলে ডুবিয়া গিয়াছে। স্থানে স্থানে জল ৫ ফুট পর্য্যন্ত গভীর। আউশধান নষ্ট হইয়া গিয়াছে। প্রায় ৮ মাইল ব্যাপী স্থান প্লাবিত হইয়াছে। বন্যা যদি কমিয়া না যায় তাহা হইলে উহা আরও বিস্তৃত হইয়া পড়িবে। কাহারও প্রাণহানির সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

গুজরাটে পৌঢ়ের উদ্যম

বরোদার জনৈক মারাঠি ৩৭ বৎসর বয়সে বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিয়াছিলেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই। ৫৭ বৎসর বয়সে পুনর্ব্বার ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিয়াছিলেন। তিনি বরদা ব্যাঙ্কে কেরাণীর কাজ করেন; তিনি গত বৎসর অফিসের কাজ করিয়াও নিয়মিতরূপে ৮ ঘণ্টা পড়াশুনা করিয়াছেন। তিনি তাঁহার পরীক্ষায় অকৃতকার্য্যতায় নিরুৎসাহ না হইয়া আগামী বৎসর কৃতকার্য্য হইবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন তাঁহার সাফল্য বিষয়ে এই যে, এক বৎসর চাকরী যে ব্যাঙ্ক হইতে বৎসর বয়সে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন, তাঁহার সে ; তিনি কর্ম্মরত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে।
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে।

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
—পারমার্থিক পত্র—

আরাধ্যো ভগবান ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
[illegible]
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১০ম বর্ষ | ২৭ ত্রিবিক্রম গৌরাব্দ ৪৪৯, ৩১শে জ্যৈষ্ঠ বঙ্গাব্দ ১৩৪২, ১৪ই জুন ইং ১৯৩৫ শুক্রবার ৮৮শ সংখ্যা

দার্জ্জিলিংএ ধর্ম্ম-সভা

সুপ্রসিদ্ধ বক্তা ভক্তিসারঙ্গ প্রভুর বক্তৃতা

শ্রোতৃবৃন্দের উচ্চ প্রশংসা

গত ৮।৬।৩৫ তারিখে দার্জ্জিলিং নৃপেন্দ্র নারায়ণ পাবলিক হ'লে রায় বাহাদুর সরকার মহোদয়ের সভাপতিত্বে এক বিরাট সভার অধিবেশন হইয়াছিল। শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রসিদ্ধ প্রচারক মহামহোপদেশক শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু "The Message of Lord Chaitanya (শ্রীচৈতন্যের বাণী) সম্বন্ধে ইংরাজীতে একটী সারগর্ভ বক্তৃতা দিয়াছেন।

সভাপতি-প্রস্তাব-মুখে রাজর্ষি প্রাজ্ঞের বক্তৃতা

দিনাজপুরের সুপ্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী রাজর্ষি শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম্-এ, লোক মোহনভূষণ মহোদয় সভাপতি-বরণের প্রস্তাব করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "আজ আমাদের বড় সৌভাগ্যের দিন যে, দার্জ্জিলিংএ শ্রীগৌড়ীয়মঠের বাণী কীর্ত্তিত হইবে। যিনি বর্ত্তমান যুগের যুগাচার্য্য, যিনি অচৈতন্য বিশ্বে চৈতন্যবাণীর প্লাবন আনিয়াছেন; সেই পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর স্বয়ং দার্জ্জিলিংএ পদার্পণ করিয়াছেন। তাঁহার উপযুক্ত কয়েকজন শিষ্যও এখানে আসিয়াছেন। আমার মত একজন সামান্য ব্যক্তিরও শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণ আশ্রয় করিবার সৌভাগ্য হইয়াছে। এমন কি, আমি তাঁহারই চরণে বকলম দিয়াছি।

বর্ত্তমানে পৃথিবীতে যে-সকল ধর্ম্মের কথা চলিতেছে, তাহার মধ্যে শ্রীল প্রভুপাদ যে ধর্ম্মের কথা প্রচার করিতেছেন, তাহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। আমি একজন সামান্য টুনটুনে পাখী, শ্রীল প্রভুপাদের মাহাত্ম্য বর্ণন করিতে পারি আমার সাধ্য কি? তাঁহার অপার করুণার কথা বর্ণন করিবার সামর্থ্য আমার নাই। তিনি সমস্ত অপসম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যে প্রবল আন্দোলন আনিয়াছেন এবং সত্যধর্ম্ম প্রচার জন্য জীবনের একমাত্র ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন, সে-সম্বন্ধে অধিক কথা বলিতে গেলে হয়ত আমার সহিত বিরুদ্ধ মতাবলম্বী ব্যক্তিগণ সেই সকল কথাগুলিকে অতিরঞ্জিত বলিয়া মনে করিতে পারেন। কিন্তু অতিরঞ্জিত করিয়া কোন কথা বলা আমার স্বভাব নয়। আমার যাহা সরল বিশ্বাস ও অনুভূতি তাহাই মাত্র বলিতেছি।

শ্রীগুরুপাদপদ্মে আমরা "মূকং করোতি বাচালং" প্রভৃতি লক্ষ্য করি। শ্রীগুরুকৃপায় মূকও যে বাচাল হইতে পারে তাহার দৃষ্টান্ত আমার প্রভুপাদেরই একজন বিশিষ্ট শিষ্যের মধ্যে লক্ষ্য করি। তিনি পূর্ব্বে বক্তা না থাকিলেও শ্রীগুরুদেবের কৃপায় এখন একজন বিশিষ্ট বক্তা হইয়াছেন। তাঁর বক্তৃতা আপনারা আগামী সোমবার ১০ই জুন তারিখে শুনিতে পাইবেন। আজ প্রভুপাদের অপর এক শিষ্য শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গোস্বামী ইংরাজীতে বক্তৃতা করিবেন।

আমাদের মত লোকের আর সময় নাই, আমাদের এখন এক পা কবরে পড়িয়াছে, এরূপ সময়ে প্রভুপাদ আমাদের নিকট চৈতন্যবাণী কীর্ত্তন করিতেছেন।

"মহদ্বিচলনং নৃণাং গৃহিণাং দীনচেতসাম্।
নিঃশ্রেয়সায় ভগবন্ নান্যথা কল্পতে ক্বচিৎ॥"
"মহান্তের স্বভাব এই তারিতে পামর।
নিজ কার্য্য নাহি তবু যান পরঘর॥"

প্রভুপাদ নিজের অসুস্থতা অগ্রাহ্য করিয়া ভোগী বিলাসী আমাদের মত ব্যক্তিগণের মঙ্গলের জন্য এখানে আসিয়াছেন। তাঁর বিচার—লোকে যতই তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করুক না কেন, তিনি সকলকে সত্যের বাণী শ্রবণ করাইবেন। এরূপ বিরুদ্ধাচরণের প্রমাণও স্থানে স্থানে পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে তিনি কিছু পশ্চাৎপদ নহেন। আমাদের দুর্ভাগ্য যে এরূপ ধর্ম্মসভায় লোকসমাগম কমই হইয়া থাকে, কারণ এরূপ উপযুক্ত বিষয়ে উপযুক্ত শ্রোতা কমই পাওয়া যায়।

সভাপতি মহাশয়ের কথা আর কি বলিব? তিনি নাকি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের ইংরাজী অনুবাদ করিয়াছেন। আমি তাঁহার ছাত্র। তিনি একজন বিখ্যাত ঐতিহাসিক। অবশ্য সেদিক দিয়া আমার অধিকার বক্তব্য কিছুই নাই তবে তিনি শ্রীচৈতন্যদেব সম্বন্ধে অনেক চর্চ্চা করিয়াছেন। অতএব আমি সর্ব্বান্তঃকরণে প্রস্তাব করি যে, এই সভায় স্যর যদুনাথ সরকার কে-টি, সি-আই-ই মহোদয় কৃপাপূর্ব্বক সভাপতির আসনগ্রহণ করুন।

দার্জ্জিলিংএর বিখ্যাত উকিল রায় সাহেব শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন চট্টোপাধ্যায় ঐ প্রস্তাব সমর্থন করেন। তদনন্তর গোস্বামী প্রভুর বক্তৃতা হয়। তৎপর সভাপতি মহোদয় একটী নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করিবার পর শ্রীগৌড়ীয়মঠের তরফ হইতে শ্রীযুক্ত আটবিহারী কর্পূর এম্-এ মহোদয় ইংরাজী ভাষায় সভাপতি মহোদয় ও সমবেত সভ্যবৃন্দকে ধন্যবাদ প্রদান করিলে রাত্রি ৮ ঘটিকার সময় সভা ভঙ্গ হয়।

সভাপতির বক্তৃতা

[সভাপতি মহোদয় ইংরাজী ভাষায় বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন, নিম্নে তাহার মর্ম্ম প্রকাশিত হইল]

বক্তা মহোদয়ের পাণ্ডিত্যপূর্ণ, কোমল ও হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতার পর আমার কিছু বলিতে যাওয়া শোভা পায় না। আজিকার এই ধর্ম্মসভায় বক্তৃতা দিবার আমি যোগ্য বা পারদর্শী (expert) নহি। আমি একজন সাধারণ ব্যক্তি (layman) হিসাবে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের জীবন চরিত আলোচনা করিয়াছি মাত্র। শ্রীচৈতন্যদেবের মাহাত্ম্য বহুভাবে বিচার করা যাইতে পারে, তাঁহার চরিত্র, মানুষের উপর তাঁহার শিক্ষার প্রভাব, বঙ্গদেশে তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্মশিক্ষা প্রভৃতি আমাদের লক্ষ্য করা বিষয়।

অদ্বৈতাচার্য্য, নিত্যানন্দ প্রভৃতি মহান্তগণ যখন তাঁহার চরিত্র ও প্রচার দেখিয়া অদ্ভুত পরিণাম আশা দেখাইয়াছিলেন এবং তাঁহার সম্বন্ধে জগদ্বাসীর নিকট প্রচার করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে বহুল চর্চ্চিত থাকিলেও তাহা চিরকাল স্থায়ী হইতে পারে না; এরূপ প্রচারকার্য্য যুগে যুগে বৃদ্ধি পাইতে থাকিলেও তাহার একটী সীমা আছে। ঐ সমস্ত ধর্ম্মকর্ত্তা শান্তি আনিতে পারে না। কিন্তু শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্ম জগতে শান্তি প্রদান করিতেছেন। তাঁহার ধর্ম্মে বৈষ্ণবগোস্বামিগণও মনের শান্তি (Consolation) লাভ করিতে পারিয়াছেন। সংসার-দুঃখতাপের মধ্যেও মানবজাতি নিত্যশান্তি খুঁজিতে পারিবেন। তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্ম জীবধর্ম্ম এবং উহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। বিশ্ব-

(অতঃপর ৩য় পৃষ্ঠায় ৩য় কলমে দ্রষ্টব্য)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৭ ত্রিবিক্রম তিথি গর্ভোদশায়ী ৪৪২

নির্ব্বিশেষবাদীর চিন্তাস্রোত

ইহজগতে কর্ম্মের ফলস্বরূপ যে স্থূল ও সূক্ষ্মদেহ লাভ হইয়া থাকে তাহাতে জীবগণ প্রায়ই নানাবিধ যন্ত্রণা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। বাসনাময় সূক্ষ্মদেহ পাঞ্চভৌতিক দেহকে পরিত্যাগ করিলে যে মৃতদেহের অবস্থান হয় তাহার কোনও অনুভূতি থাকে না, তাহাকে আঘাত করিলেও কোন সাড়া দেয় না; তাহার সম্মুখে যদি সমস্ত বিশ্ব কাঁদিয়া আকুল হয় তথাপি তাহার কোনও স্পন্দন লক্ষিত হয় না। ইহা দেখিয়া অজ্ঞ-ব্যক্তিগণ মনে করিতে পারেন যে, মৃত্যুই শান্তিময় অবস্থা; কারণ মৃতদেহে অশান্তির কোনও লক্ষণ দেখা যায় না। কেহ কেহ আবার বলেন,—শ্মশানে রাজা-প্রজা, ধনী, নির্ধন সকলেরই এক অবস্থান। উক্তিকারী ব্যক্তিগণ যদি দেহমাত্র হইত তাহা হইলে তাঁহাদের কথার সত্যতা কেহই অস্বীকার করিতেন না। কিন্তু দেহের অতিরিক্ত যদি কোনও বস্তু থাকে যাহার জন্য প্রাণিগণ বস্তুতঃ ভ্রমণ করিতে সমর্থ হয় এবং কর্ম্মানুসারে বিভিন্ন জন্ম প্রাপ্ত হয় তাহা হইলে তাঁহাদের কথার সার্থকতা কোথায়? আর্য্যঋষিগণ জন্মান্তরবাদ ও কর্ম্মফল স্বীকার করিয়া থাকেন। সুতরাং তাঁহারা ঐ প্রকারের মতে মত দিতে পারেন না।

মৃতদেহের স্পন্দনহীন অবস্থাকে শান্তির আগার বলিয়া মনে করিয়া নির্ব্বিশেষবাদীর চিন্তাস্রোতে আত্মবিনাশকারী জনগণের বিচার স্মরণ করিয়া একটী ঘটনা মনে পড়িল। কোনও সম্পত্তি-সম্পন্ন ব্যক্তির দুইটি নিতান্ত অশান্ত ছেলে ছিল। তাহারা সর্ব্বদাই ক্রীড়া-কৌতুক আমোদপ্রমোদাদিতে কাল কাটাইত। পুস্তকের কোনও কথা তাহাদের কর্ণগোচর হইলে তাহাদের শরীরে জ্বর আসিত। এই দুষ্ট দুইটির পড়াশুনার জন্য তাহাদের পিতা একজন উপযুক্ত গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করিলেন। শিক্ষক মহাশয় তাহাদিগকে কড়া শাসনে রাখিতেন। একদিন ঐ শিক্ষকের অনুপস্থিতিতে ছোট ভাই বড় ভাইকে বলিল—"দাদা, এই মাষ্টারটার অত্যাচার আর সহ্য করা যায় না। ইহার মৃত্যু হলে বাঁচি। তুমি কি ইহাকে চোখে দেখ না?" তাহা শুনিয়া বুদ্ধিমান্ বড় ভাইটি বলিল,—'দূর নিতান্ত বোকা, এক শিক্ষকের মৃত্যু হইলে বাবা পুনরায় আর একজন শিক্ষক নিযুক্ত করিবেন। তিনি হয়ত আরও কড়া হইবেন। যদি বাবার মৃত্যু হয়, তাহা হইলে আমাদের উপরে শাসন করিবার আর কেহ থাকিবে না।" পাঠকগণ এখন একটু স্থিরচিত্তে চিন্তা করিয়া দেখুন, নির্ব্বিশেষবাদীর চিন্তাস্রোত এই বুদ্ধিমান বড় ছেলেটীর মত কিনা? ছোট ছেলেটীর চিন্তাস্রোতের সহিত আধিকারিক দেবগুরুর অস্তিত্ব-বিনাশের চিন্তাস্রোতের তুলনা করা যাইতে পারে। এক ইন্দ্র অপসারিত হইলে ভগবান্ অন্য ইন্দ্র নিযুক্ত করিবেন, এক ব্রহ্মা অপসারিত হইলে ভগবান্ অপর ব্রহ্মা নিযুক্ত করিবেন, এক শিব অপসারিত হইলে অপর শিব তাঁহার স্থান অধিকার করিবেন; সুতরাং দৈবদুর্বিপাক, গর্ভযন্ত্রণা ও প্রাণব্যাধির হস্ত হইতে নিষ্কৃতিলাভের আর উপায় নাই। যাঁহার নির্দেশক্রমে উক্ত আধিকারিক দেবগণ কার্য্যাদি করিতেছেন তাঁহাকে যদি নির্ব্বিশেষ-সলিলে সমাধি দেওয়া যায়—তাঁহার অস্তিত্ব বিনাশ করিয়া যদি তাঁহাকে শক্তিহীন ও ক্রিয়াহীন করা যায় তাহা হইলে নিশ্চিন্তে যথেচ্ছাচারিতার স্রোত প্রবর্ত্তন করা যাইবে। নির্ব্বিশেষবাদীর কথা চরমে এই অবস্থায়ই দাঁড়ায় না কি? আর নিজেকে মৃতদেহের ন্যায় স্পন্দনহীন অবস্থায় বিলীন করিতে পারিলে অশান্তির তরঙ্গ আর আমাদিগকে আক্রমণ করিতে পারিবে না! মনোধর্ম্মের অধীন লোকের এই সকল চিন্তায় বিভোর থাকিলেও ভগবান্ বিলুপ্ত হইয়া যাইবেন না, আমরাও কর্ম্মফলের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইব না। বুদ্ধিমান্ জনগণের হৃদয়ে এই ধারণা অবশ্যই স্থান পাইবে যে, পূর্ব্বোক্ত বালকদ্বয়ের বিচারানুসারে তাহাদের পিতার মৃত্যু হইলে তাহারা শাসনের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া শান্তি লাভ করিবে, এই প্রকার ধারণা তাহাদের থাকিলেও পিতার মৃত্যুর পরে তাহাদিগকে উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপনের ফলে গ্রাসাচ্ছাদনাদির অভাবে অশেষ কষ্ট পাইতে হইবে, আনন্দ বিন্দুমাত্রও তাহাদের নিকট উপস্থিত হইবে না; পক্ষান্তরে পিতৃদেবের অভিপ্রায়ানুসারে শিক্ষকের শাসন মানিয়া চলিলে তাহাদের ইহজগতের দুঃখ কষ্ট হইতে নিষ্কৃতি পাইবার সম্ভাবনা আছে। সেইপ্রকার নির্ব্বিশেষ চিন্তাস্রোতে আনন্দ-লাভের সম্ভাবনা নাই। পক্ষান্তরে সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের অভিপ্রায়ানুসারে জীবগণ যদি উপযুক্ত শিক্ষক ভাগবতগণের শাসন গ্রহণ পূর্ব্বক ভগবদ্ভক্তির আশ্রয় গ্রহণ করেন তাহা হইলে তাঁহারা নিত্যানন্দ-সাগরে সন্তরণ করিবার সৌভাগ্য পাইবেন

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

[গত ২২শে জ্যৈষ্ঠ, ৫ই জুন, বুধবার দার্জ্জিলিং 'আর্যাভেল'-ভবনে সভায় পর কীর্ত্তিত]

আমরা এই জগতে সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক এই তিনরকমের লোক দেখিতে পাই। সাত্ত্বিক-বর্গের লোক বলেন যে, রাজসিক ও তামসিক প্রকৃতির লোক থাকায় আমাদের অসুবিধা হচ্ছে। আবার রাজসিক ও তামসিক প্রকৃতির লোক বল্ছে যে, সাত্ত্বিক-প্রকৃতির লোক থাকায় আমাদের অসুবিধা হচ্ছে, ওরা আমাদের অংশ থেকে কিছু দিতে বল্ছে। ওঁরা এ-টা অনুযোগ দিতে পারেন যে, একজনের monopoly (একচেটিয়া) থাক্বে কেন? এরকম অবস্থায় পরস্পরের মধ্যে ভীষণ অশান্তি এসে পড়েছে। অতএব জগতে একটা শান্তি এসে উপস্থিত হোক্। সাধারণ বিচারে সাত্ত্বিক-প্রকৃতির এক তৃতীয়াংশে অধিকার

সেদিন একটা কাগজে দেখ্ছিলাম, সম্পাদক ব'লছেন যে, সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি করা দরকার। কিন্তু শাস্ত্রের বিচারে আমরা দেখতে পাই, রজোগুণের দ্বারা তমোগুণ নষ্ট করা দরকার; সত্ত্বগুণের দ্বারা রজোগুণ নষ্ট করা দরকার। আবার বিশুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা সত্ত্বগুণ নষ্ট করা দরকার। রাজসিক প্রবৃত্তি নিয়ে যদি যুদ্ধ করা হয় তবে তার অন্য দুই ভাই এর প্রতি আক্রমণ করা যেতে পারে। সাত্ত্বিক প্রবৃত্তি ব'লছেন, আর দুটো বৃত্তি কম হ'লে শান্তি স্থাপিত হ'তে পারে।

পরার্থিতার প্রচারকারিগণ ব'লছেন, মানবজাতির উপকার করা দরকার। মানুষ নানারকম ব্যাপার হ'তে কষ্ট পাচ্ছে, তা' থেকে তা'দের রক্ষা করা দরকার। কেহ হয়ত Pasteur Institute করলেন, পশুদিগের দ্বারা মানুষের সুবিধার জন্য। কিন্তু সেইরূপ কার্য্যে মানুষের উপকার কর্তে গিয়ে পশুদিগের প্রতি আবার অত্যাচার করা হয়। আবার অন্যান্য প্রাণীর উপকার কর্তে গিয়ে মানুষের শারীরিক ও মানসিক অমঙ্গল করা হয়। যেমন পাট্‌কল বিলাতে নিয়ে মানুষের অপকার করা হয়। আবার মানুষের শরীরপুষ্টির জন্য ছাগলের দুধ প্রস্তুত করতে গিয়ে ছাগলের শারীরিক অমঙ্গল করা হয়। মানুষের উপকার জন্য monkey gland নিতে গিয়ে বাঁদরের প্রতি অত্যাচার করা হয়। দেখা যায়, এরূপ পরার্থিতার ব্যাপারে এক সম্প্রদায়ের উপকার কর্তে গিয়ে অন্য সম্প্রদায়ের প্রতি অবিচার করা হয়। ঐরকম যত কর্তে গিয়ে যে সমস্যা সৃষ্টি করি, সেই সমস্যা নিজের মঙ্গলের জন্য যত্ন কর্লে কাজ হ'তে পারে।

এলাহাবাদে শ্রীরূপগৌড়ীয়মঠের আবাসস্থল নির্ম্মাণের পূর্ব্বে ভিত্তিস্থাপনোপলক্ষে আমাদের একটা সভা হ'য়েছিল। তখন গভর্ণর বাহাদুর স্যার মালকম্ হেলি সাহেব সেই সভায় সভাপতিত্ব ক'রেছিলেন। আমাদের বিচার হ'য়েছিল যে রাজপুরুষ নিয়ে কাজ কর্লে অনেক লোকের আগ্রহ পায়। কিন্তু কতকগুলি লোক এর বিরুদ্ধে বিচার কর্লেন যে, ধর্ম্ম-ব্যাপারে রাজপুরুষের সংস্রব কেন করা হ'চ্ছে। সেই সভায় সভাপতি মহোদয় ব'লেছিলেন যে পরার্থিতার ব্যাপারেই লোকেরা আমাদের মত রাজপুরুষকে ডাকিয়া থাকেন। কিন্তু আপনাদের ভেতর সেরূপ ব্যবধান কিছু নাই। অবশ্য আপনারা ব'লছেন, মানবজাতির উপকার হোক্। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব জগতের সকলের মঙ্গল হোক্, এই কথা ব'লেছেন। আমাদের কথাটা প্রত্যেক মানুষের কাছে প্রচারিত হোক্, তা'তে সকলেই লাভবান্ হ'বে এবং শান্তি এসে উপস্থিত হ'বে। গভর্ণর সাহেব সে কথাটা কতকটা বুঝতে পারলেন। তিনি এর মধ্যে পরাবিদ্যার একটা দিক্ লক্ষ্য করলেন। আর এই কারণ দেখিয়েই তিনি আমাদের ঐ সভায় যোগদান করবার কারণ নির্দেশ ক'রেছিলেন।

পরাবিদ্যার ভেতর পারমার্থিক বিচারটা যে ভাল ক'রে রাখা হ'য়েছে তা নয়। মানুষগণ যে সমস্ত কৃত্রিম নিয়মাদি ক'রেছেন, তা'তে এক দেশের লোক বাধ্য হ'বে, আবার অন্য দেশের লোক তা'তে হয়ত বিচার করতে বাধ্য হ'বে না। কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেবের কথাতে ঐরকম কৃত্রিম নিয়মাদি (Conventional rules) কিছুই নাই। যেগুলোকে লোকে Conventional defect (কৃত্রিমতাদুষ্ট অভাব) মনে করে সেগুলো বাস্তবিক তা' নয়, সে গুলো গোড়া থেকেই আছে।

লোকে বলছে আমাদের কথা সাম্প্রদায়িক, অতএব আমাদের কথা কেউ নেবে না। শ্রীচৈতন্যদেবের কথাগুলোকে বাস্তব কৃত্রিমতা বলে মনে না ক'রে একটু তলিয়ে বুঝলে আর অসুবিধা হয় না, তাঁর কথাগুলো পড়া হয় না। আমরা তাঁর কথাগুলোকে সকলকে আলোচনা করতে বল্ছি, কাকেও জোর ক'রে নিতে বল্ছি না। গীতায় ভগবানের উপদেশে দেখতে পাই,—

যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে॥

অন্য লোকে শ্রেষ্ঠ বলেন standard টা অনুসরণ ক'রে থাকে।

কোন একটা শব্দ বল্‌লে লোকে বলবে এতে কিছু provincialism (দেশগত বৈশিষ্ট্য) আছে. ওটা আমরা গ্রহণ কেন করব? পাশ্চাত্যদেশে মহাপ্রভুর কথা নিয়ে আমাদের প্রচারকরা গেছেন ও বক্তৃতাদি দিচ্ছেন। সেখান থেকে কথা আস্‌ছে এবং তাঁ'রা বল্‌ছে এ দেশের myths (পৌরাণিক গল্প) অন্য সেখানে পাঠাবার দরকার নেই। তাদের mentality (চিত্তবৃত্তি) আমরা জানি। সে দেশের লোকেরা তা'দের চোখ্ দিয়ে আমাদের দেখ্‌তে শিখেছে, তা'তে সঠিক দর্শন হচ্ছে না। তাঁ'রা বিদেশী আমরা বিভিন্ন। তাঁ'দের চিন্তাস্রোত আমরা কতক বুঝ্‌তে পারছি। আমাদের দেশের চিন্তাস্রোতটা তাঁদের আলোচনা করা হয় নাই। রামমোহন রায়, ম্যাক্সমূলার প্রভৃতির চিন্তাস্রোত খুব defective (অসম্পূর্ণ)। পাশ্চাত্য-দেশীয় চিন্তাস্রোত তাঁদের জোর খাটাবার দরুণ এদেশের চিন্তাস্রোত আলোচনা করবার সুবিধা তাঁদের হয়নি। Thibaut, Griffith, Max Muller প্রভৃতি পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ ভারতীয় সাহিত্য অনুবাদ ক'রেছেন। তাঁ'রা কেবল বাহিরের চেহারা নিয়ে ঐ কাজ ক'রেছেন; ভিতর দিকটা তাঁরা অগ্রাহ্য ক'রেছেন।

তাঁদের অনুসন্ধান ভালো ভাল হ'তে পারে কিন্তু তাঁ'দের তাত্ত্বিক বিচার বা ভাব ঠিক হচ্ছে না। আমাদের ইচ্ছা আমাদের কথার Spirit (ভাবটা) টা যাতে তাঁরা ধারণা করতে পারে। পাশ্চাত্য দার্শনিকে ভাল কিছু থাক্‌লে আমরা তা নিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু Semitesদের চিন্তাস্রোত আমরা গ্রহণ করতে প্রস্তুত নই।

জগন্নাথ দর্শন করতে গিয়ে, রাজসিক ও তামসিক প্রবৃত্তির লোক বল্‌ছেন যে, আমাদের অংশটা বজায় থাকুক অর্থাৎ আমাদের কি জগন্নাথ দর্শন হ'বে না? একমাত্র বিশুদ্ধসত্ত্বেই জগন্নাথদর্শন হয়। এতে অন্য প্রকৃতির লোক বল্‌বে যে জগন্নাথ কি সাত্ত্বিক লোকের একচেটিয়া? তিনি কি কেবল তাদেরই একচেটে সম্পত্তি, জগন্নাথ কি আংশিক দেবতা? সাত্ত্বিক গুণ কা'কে বলি? যে গুণের কোন পরিবর্তন হয় না। সত্ত্ব বল্‌তে অধিষ্ঠান বোঝায়। যারা সাত্ত্বিক বৃত্তিকে যখন ছাড়বে রাজসিক ও তামসিক-বৃত্তি বৃদ্ধি কর্‌বার জন্য যত্নবান্, শাস্ত্রে তাঁ'দের ব্যবস্থা দিয়েছেন,—

> তৃণং যথা মধ্যেয়তা শান্তিং
> সেবন্তামাধবঃ।
> সেবাং হি প্রসবো বত্তো পশূনাং
> সঙ্গত্যো যথা॥

অসাত্ত্বিক-প্রকৃতিবিশিষ্ট লোকদের কাছ থেকে হামেশা আস্‌ছে যে, বিষ্ণুভক্তি-প্রচারের জন্য নানা অসুবিধা ঘটছে, অতএব রাজসিক গুণ বৃদ্ধি করা দরকার। কিন্তু সাত্ত্বিক-প্রকৃতির লোকদের বিচার "প্রাণীমাত্রে মনোবাক্যে উদ্বেগ না দিবে"। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব এই কথা ব'লেছেন। চৈতন্যদেবের কথায় শান্তির অভাব হ'বে না। তিনি ব'লেছেন,—

> তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
> অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥

কীর্ত্তন জিনিষটাকে ভাল ক'রে বোঝা দরকার। কীর্ত্তনের ফলে হরির হৃদয়ের সঙ্গে জীবের হৃদয় তারে তারে বেজে উঠ্‌বে। হরি হচ্ছেন অধোক্ষজ। হরিকীর্ত্তন করলে তিনি আমাদের সমস্ত সম্পদকে অর্থাৎ অনাবশ্যকীয় অংশসমূহকে সরিয়ে দেন এবং মানুষের মঙ্গল ক'রে দেন। সেই হরিকীর্ত্তনের একটা মস্ত দুর্ভিক্ষ এসে পড়েছে। হরি সম্বন্ধে education (শিক্ষা) দরকার। সেই শিক্ষাটার নাম পরবিদ্যা। সেই হরি বাস্তবসত্য, তিনিই সর্ব্বদা কীর্ত্তনীয়ঃ।

> সততং প্রসন্নাস্য বীর্য্যসংবিদো
> ভবন্তি হৃৎকর্ণ-রসায়নাঃ কথাঃ।
> তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি
> শ্রদ্ধা-রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি॥

ভগবান্ নিত্য বস্তুকে আকর্ষণ করেন, অনিত্য বস্তুকে আকর্ষণ করেন না। শ্রৌতকথা কেবল সাধুমুখ থেকে শুনে যেতে হবে, তাতে আমাদের পূর্ব্বের যে empiricism (জাগতিক অভিজ্ঞতা) আছে, সেগুলো ত্যাগ করতে হ'বে। Theistic education (পারমার্থিক শিক্ষা) টা আমাদের দেশে চাপা পড়ে গিয়েছে। পাশ্চাত্য জগৎ পরমার্থের খবর কতটুকু রাখে। যদি অনভিজ্ঞ না হ'য়ে এ সব কথা শোনে, তবে তা'রাও বুঝতে পারে। জানাটা দরকার, না জেনে গর্ব করাটা উচিত নয়। সাম্প্রদায়িক ধারণা নিয়ে থাক্‌লে তুলনামূলক বিচারের সুবিধা হ'বে না।

কা'কে 'হরি' বলে, এ কথাটা অমনি ঝট্ ক'রে বোঝা যাবে না। উপরের শ্লোকের লিখিত তৃণাদপি প্রভৃতি গুণ থাক্‌লে 'হরি' কথাটা বোঝা যাবে। platform lecture (সভায় বক্তৃতা) এর চেয়ে Camera lecture (ঘরে বসিয়া উপদেশ) ভাল। সভায় অনেক রকমের কম বেশী শিক্ষিত লোকের সমাবেশ থাকে; তাতে কা'র কতটুকু শিক্ষা আছে, কে কতটুকু গ্রহণ করতে পার্‌বে সেটা বোঝা যায় না। সভায় বক্তৃতাটা এক রকম হয়; সকলের ধারণার সুবিধা হয় না। কিন্তু ঘরে ব'সে উপদেশ দিলে—কার কতটুকু শিক্ষা, কে কতটুকু গ্রহণ করতে পারে তা' বুঝতে পারা যায় এবং তাতে বেশী ফলও পাওয়া যায়। বিষয়টা ভাল করে বোঝাতে পার্‌লে জগতের বেশী উপকার হ'তে পারে।

বক্তার আসন ও শ্রোতার আসন যদি এক করে ফেলা যায়, তা' হ'লে শিক্ষা হ'বে না। আমাদের বক্তব্য বিষয় এত আছে যে, সৃষ্টির শেষ পর্য্যন্ত বলতে পারি। সব ধরণের কথা আছে যেগুলি পাশ্চাত্য জাতির ভিতর নাই; সেগুলো কি তা'দের ভেতর আনা উচিত নয়? হরিকীর্ত্তন আবার এমনি কাণে শোনা যায় না। তা শুন্‌তে হ'লে তার জন্য কাণ তৈরী করতে হবে। অনন্তকাল ধ'রে কাণের ভেতর যে সব ময়লা জমেছে সেগুলো পরিষ্কার করা দরকার। এ কথাগুলো বলবার জন্য গৌড়ীয়মঠ ৬ খানা journal (পত্রিকা) চালাচ্ছেন। এই কার্য্যে এখন আমাদের অনেক লোক অনেক সাহায্য ক'রছেন। তাঁরা বিনা পারিশ্রমিকে এই কার্য্যে ব্রতী হ'য়েছেন। এই কাজের জন্য যে কা'কেও সন্ন্যাসী বা ব্রহ্মচারী সাজ্‌তে হবে, এমন কথা নয়। যিনি যেখানে অবস্থান ক'রেছেন তিনি সেই স্থান থেকে শ্রবণ কীর্ত্তন করতে থাকুন। সকলের কাছে আমাদের এই ভিক্ষা যে, দয়া ক'রে চৈতন্যদেবের কথাটা শ্রবণ করুন। আমি সব চেয়ে খারাপ লোক, আপনারা সকলে ভাল লোক।

> দন্তে নিধায় তৃণকং পদয়োর্নিপত্য
> কৃত্বা চ কাকুশতমেতদহং ব্রবীমি।
> হে সাধবঃ! সকলমেব বিহায় দূরাৎ
> চৈতন্যচন্দ্রচরণে কুরুতানুরাগম্॥

দার্জ্জিলিঙে ধর্ম্মসভা

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

ধর্ম্মে ভগবৎপ্রাপ্তির বিষয়ে বিভিন্ন মতবাদ থাকিলেও শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত বৈষ্ণবধর্ম্মে ভগবৎপ্রাপ্তির একমাত্র পথকে ভক্তির পথ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। জ্ঞানচর্চ্চার পথে শাস্ত্রসকলের বিচার বিভিন্ন বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছে। কর্মকাণ্ডের দ্বারাও ভগবান্‌কে পাওয়া যায় না। কর্ম্ম ও জ্ঞানমার্গ আমাদিগকে ভগবানের কাছে নিয়ে যেতে পারে না। অতএব ভক্তিই একমাত্র পথ। কর্ম্ম ও জ্ঞানমার্গ হইতে ভিন্ন ভক্তিপথই ভগবৎপ্রাপ্তির একমাত্র উপায় বা পথ, শ্রীচৈতন্যদেব এই শিক্ষাই জগদ্বাসীকে শিক্ষা দিয়াছেন। ভগবৎ-সাক্ষাৎকারে জীবের পরমার্থ সংঘটিত হয়। ভগবৎসেবাতেই জীবের শ্রেয়ঃ। মধুররসে ভগবৎসেবাতেই শ্রীচৈতন্যের শিক্ষার বৈশিষ্ট্য। তিনি শ্রীনামে রুচি, জীবে দয়া ও বৈষ্ণবসেবার কথা বিশেষভাবে বলিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যভাগবতে শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের সময়ের তাৎকালিক অবস্থা বিশেষভাবে বর্ণিত দেখা যায়। সে-সময়ে পাণ্ডিত্যের (Intellectual culture) খুব প্রসার লাভ করিয়াছিল। সেই পাণ্ডিত্যের যুগে শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন জগতে প্রচার করিয়াছিলেন। ভবরোগের মহৌষধ ব'লে তিনি এই নামকীর্ত্তন প্রচার করেন এবং জীবের ঘরে ঘরে ইহা প্রচারিত হউক, এই শিক্ষা দিয়াছিলেন। ইহাই তাঁহার শিক্ষার বৈশিষ্ট্য। তাঁহার প্রকটকালে যে অভাবের কথা বর্ণিত হইয়াছে বর্ত্তমানকালে সেই অভাবের যে কিছু কমি আছে, এমন নয়। আমরা মাত্র বিলাসের বশে ধর্ম্মকার্য্যে প্রবৃত্ত হই; কিন্তু সেই ধর্ম্ম যদি আমাদের নিত্যমঙ্গলের সহায়ক হয়, তবে তাহারই কার্য্যকারিতা ও সার্থকতা দৃষ্ট হয়।

শ্রীযুক্ত কপূরের বক্তৃতা

শ্রীযুক্ত আত্মবিহারী কপূর, এম্-এ ভক্তিভূষণ মহোদয় বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলেন, শ্রীগৌড়ীয়মঠের পক্ষ হইতে আমি সভাপতি মহোদয়কে ধন্যবাদ দিবার জন্য দণ্ডায়মান হইয়াছি। আমার এইরূপ কার্য্য একটি মামুলী কার্য্য (formal) বলিয়া মনে করি না, কিন্তু বাস্তবিকই ইহা তাঁহার প্রতি আমাদের আন্তরিক অভিব্যক্তি। অন্যকার সভায় সভার সভাপতিত্ব করিয়া তিনি আজ ভগবৎ পাদপদ্মেরই সেবা করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যের শিক্ষা-প্রচার করিবার জন্যই এই সভা আহূত। শ্রীচৈতন্য ব'লেছিলেন,—

> পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম।
> সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম।

শ্রীচৈতন্যদেবের বাণীপ্রচার বিষয়ে যিনিই গৌড়ীয়মঠকে সাহায্য করিবেন তিনিই আমাদের প্রিয় এবং আমরাও তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ ও ঋণী। অতএব আমাদের এই ধন্যবাদপ্রদান একটা মামুলী ব্যাপার নহে। সভাপতি মহোদয় এই কার্য্যে যে তাঁহার বহুমূল্য সময় ব্যয়িত করিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি আমাদের ধন্যবাদের পাত্র।

(ক্রমশঃ)

শুদ্ধভক্তি মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ

(আকর-মঠরাজ)

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমহাযোগপীঠ ১৮৫৩ প্রায় ৩০০ গজ উত্তর-পূর্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্যদেব শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীগান্ধর্বিকা-গিরিধারী বিরাজমান। এই স্থান সংকীর্তন-তীর্থ, পরাবিদ্যাপীঠ ও সাত্বতজনস্থলী। এই মঠাধীশের শ্রীমুখে শ্রীমায়াপুর শাস্ত্র-গ্রন্থ-বেদান্তসমূহের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারী সাত্বত-সাম্প্রদায়িক-আচার্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠ হইতে পারমার্থিক দৈনিক 'নদীয়া-প্রকাশ', সাপ্তাহিক সংস্করণ প্রকাশিত ও সুপ্রাচীন মাসিক পত্রিকা 'সজ্জন-তোষণী' প্রকাশিত হইয়াছেন। প্রতি বৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমা এবং অন্যান্য শুভযোগ উপলক্ষে সংকীর্তন-মহোৎসবাদি অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্তী স্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫

শ্রীমহাপ্রভু-প্রচারিত শ্রীনাম প্রেম-ধর্ম-প্রচারোদ্দেশ্যে গৌড়দেশের সর্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভজনমন্দিরে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দকৃষ্ণ অহর্নিশে নিত্য সেবিত হন। 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। প্রত্যহ পাঠ, সংকীর্তন, সপ্রধান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদির আলোচনা ও ভক্তগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হয়। এই মঠ হইতে মহাপ্রভুর সমস্ত হরিকথা-প্রচার, মহানগর-সংকীর্তন, বক্তৃতা, ব্যাখ্যা ও সংকীর্তন-মহা-মহোৎসবাদি ভক্তানুষ্ঠান হয়। মঠরক্ষক - মহামহোপদেশক আচার্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব-স্থান মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া সহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী সেবাকোবিদ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমহাপ্রভুর কীর্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী এখানে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্তমান, রক্ষক—শ্রীঅদ্বৈত দাসাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্তমান। রক্ষক—গোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

(৭) কাজীর সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপা-প্রাপ্ত শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক।

(৮) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও রাধামাধবের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান দাস ব্রহ্মচারী।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(১০) মোদদ্রুম-ছত্র "গৌড়ের নৈমিষ"

মাউগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান শ্রীগৌরনিত্যানন্দের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীবঙ্কুবিহারী ব্রজবাসী, ভক্তিভূষণ।

(১১) ভেঁতিয়া কুঞ্জকানন

শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্তী.

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক— শ্রীনবীনানন্দ ব্রহ্মচারী

(১২) কুঞ্জকুটীর —পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া। রক্ষক—শ্রীমধুসূদন অধিকারী

(১৩) ভাগবত-আসন—পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

এই স্থান হইতে ভাগবতসিদ্ধান্ত প্রণালী প্রচারিত হয়। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৪) একায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ চাপড়া, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য গোস্বামী ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৫) মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুল, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(১৬) মাধ্বগৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, পোঃ ঢাকা

পূর্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বা-গিরিধারীর সেবা বর্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ।

(১৭) গোপালজীউ মঠ—কমলাপুর, (ঢাকা)

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান। রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রজবাসী.

(১৮) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)।

এখানে শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(১৯) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

রমনা, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য অধ্যাপক শ্রীসুন্দর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২০) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাধু, (ত্রিপুরা)

এখানে সত্যভামার শ্রীগোপালদেবের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীগোপালদাস ব্রজবাসী

(২১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাণীগঞ্জ (বর্দ্ধমান)।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারীর নিত্য-সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীচৈতন্য দাসাধিকারী.

(২২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ঝুমুরকোলা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী।

(২৩) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকানিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে গুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিরত্ন।

(২৪) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী।

(২৫) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাগবাড়ি, পোঃ বক্সীবাজার, (কটক)

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদবিহারী জীউর নিত্যসেবা বর্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর

(২৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর পুরী,

শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ গান্ধর্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন।

(২৭) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্বত, পোঃ পুরী উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীউর নিত্য-সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীগদাধর অধিকারী

(২৮) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী দাসাধিকারী।

(২৯) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভূর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্তমান। মঠরক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ দাসাধিকারী ভক্তিলোচন।

(৩০) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪২নং কবিরপুরা, বেনারস সিটি

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকাগিরিধারীর সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীসুদেবর ব্রহ্মচারী।

(৩১) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন

(৩২) পরমহংস মঠ.

পোঃ নিমসার, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও গৌর-বিনোদ-বিহারীজীর সেবা বর্তমান।

রক্ষক—শ্রীসত্যনারায়ণ দাসাধিকারী।

(৩৩) কৃষ্ণচৈতন্য মঠ

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

এখানে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিত্য-সেবা হয়। রক্ষক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠ

বঙ্গালীঘাট মথুরা

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ

(৩৫) ব্রজস্বানন্দ সুখদকুঞ্জ—শ্রীরাধাকুণ্ড

রক্ষক—শ্রীরাধারমণচরণদাস ব্রহ্মচারী

(৩৬) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৩৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ

সেবগাঁও, পোঃ হোডেল, জেলা গুড়গাঁও (পাঞ্জাব) রক্ষক— শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৩৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্বিকাগিরিধারীর সেবা।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসম্বন্ধ তুর্যাশ্রমী

(৩৯) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল।

এখানে গৌরবিনোদবিহারীর সেবা বর্তমান।

রক্ষক—শ্রীনবীগোপাল অধিকারী।

(৪০) সারস্বত-গৌড়ীয় মঠ

ডাকঘর সাহারণপুর, ইউ, পি

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্বস্ব গিরি

(৪১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ রাসপেট্টা মাদ্রাজ।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্বাগিরিধারীর সেবা।

রক্ষক— শ্রীপাদ ভক্তানন্দ ভক্তিবিকাশ।

(৪২) বোম্বে-গৌড়ীয়-মঠ কার্য্যালয়

প্রোক্টর রোড, চৌপাটি পোষ্ট, বাংলো নং ১, বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ দেবশর্মা মজুমদার।

(৪৩) অমরাসি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমরসি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীব্রজেশ্বর দাস অধিকারী

(৪৪) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী

(৪৫) পাটনা গৌড়ীয় মঠ

১০০ মিঠাপুর, পাটনা।

রক্ষক—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী রাসভূষণ

(৪৬) গয়া গৌড়ীয় মঠ

ফিল্ড হাউস, চার্চ রোড, গয়া

রক্ষক —উপদেশক শ্রীসর্বেশ্বর রাসভূষণ

(৪৭) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠ বালেশ্বর

রক্ষক —শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয়

৩, গ্লষ্টার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, এস-ডাব্লিউ ৭, লণ্ডন

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন

(৪৯) বার্লিন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

Berlin W. 30

Eisenacher strasse 29 I,

(৫০) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

৩১০ নং ডালহাউসী ষ্ট্রীট রেঙ্গুন।

শুদ্ধভক্ত গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—প্রথম ৪০৲
প্রথম ০।০ে দশম খণ্ড পর্য্যন্ত ১৮৲
অন্যান্য স্কন্ধের প্রতিখণ্ড ৷৶০
২। অনুভাষ্য বিবৃতি শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। অমৃতপ্রবাহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৭৲
৪। নবদ্বীপ-ভাবী ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৩—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৩ ৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—১৲; ২য় খণ্ড ৷৷০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব —১৲
৮। সৎক্রিয়াসার—দীপিকা ও সংস্কার-দীপিকা ১৷০
৯। প্রেমবিবর্ত্ত ১৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিবর্ত্ত ভঙ্গ ৷৵০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ৷০
১৮। বাদন-খণ্ডন ৷৹
১৯। অনুভাষ্যের কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵০
২১। গৌড়ীয়-গীতিকা ৷৵০
২২। ভজন-রহস্য ৷০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ ৭ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
২৬। গীতার কেবল মান্ন-ভাষা ৷০
২৭। বৃহদ্ভাগবতামৃত সনাতন-গোস্বামী ভাষ্য ২৲
২৮। বেদান্তসূত্রের ভাষ্য ৷০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸
৩০। দীন-দীপ দর্পণ ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ৷০
৪০। শরণাগতি ৴০
৪১। গীতাবলী ৴০
৪২। চিত্রে নবদ্বীপ ১৷০
৪৩। সাধনকণা
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা
৪৫। নিত্যদীপশতক ৴০
৪৬। অর্চ্চনপদ্ধতি ৴০
৪৭। সদাচারস্মৃতি ৴০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (৪র্থ সংস্করণ) ৴১০
৪৯। আত্মনিবেদন ৷১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ৷০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ৷০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ০
৫৫। অর্থপঞ্চকাবলী বা প্রাচীনাচার্যোক্তী ৷০
৫৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৴০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ৷০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণবিজয় ৶০
৫৯। শিক্ষাষ্টক ৶০
৬০। সাধ্যসাধন ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত সার: ৷০
৬১। সিদ্ধান্ত-দর্পণ দিব্যিকঃ ৷০
৬২। সটীক শিক্ষাষ্টকম্ ৷০
৬৩। উপদেশম্ ৷০
৬৪। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৷৶০
৬৫। গৌড়ীয়মঠ পরিচয়ঃ ৴০
৬৬। সারাসার্থদর্শন ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৭। রায় রামানন্দ
৬৮। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ৷০
৬৯। বায়কথ ৷০
৭০। বেদান্ত—ইট্স্ মরফলজি অ্যাণ্ড অন্টোলজি ৷০
৭১। বিবেডিক আফেয়ার্স ৷৶০
৭২। দি ক্যারিয়ার ডিভাইন অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ৷০
৭৩। বৈষ্ণবিজম ৷০
৭৪। দি রাইট গৌড়ীয়মঠ ইন তুলনা ৴০
৷০
৭৫। বৈদিক প্রিন্সিপল অ্যাণ্ড আদিকল্যাণ ডিভোশন ৷০
৭৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২৷০
৭৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (১ম খণ্ড). ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৭৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷০
৮০। সাধন-পথ ৷০
৮১। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৮২। গীতাবলী ৴০
৮৩। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৪। শরণাগতি ৴০

তেলগু ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। শিকার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৸০ আনা, বড় বোতল ১৶০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত ক্যালিকোমিক্সচারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন প্রকারে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।
জে. বি. দত্ত এণ্ড কোং
কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার
কলিকাতা

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে উৎসুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা অক্ষরে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে বর্ণনার ও শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও
শ্রী কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিসুন্দর ব্রহ্মচারী এম, এ, বি, এল, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

[ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত্র,

[illegible] কলেজের [illegible] প্রধান অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ [illegible] মহাশয় [illegible] সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্য্য এম-এ, মহোদয়ের [illegible] গবেষণা এবং পাণ্ডিত্য লেখনীর অমৃতময় [illegible] একাধারে [illegible] এবং [illegible] জীবনচরিত্র-গ্রন্থে [illegible] এই বিরাট [illegible] বৈষ্ণব চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য [illegible] শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত, সিদ্ধান্তের সম্যক আলোচনা [illegible] প্রায় [illegible] পৃষ্ঠায় [illegible] শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের প্রণীত মুখবন্ধ (Foreward) [illegible] ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে [illegible] (Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছেন। [illegible]—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—[illegible] গৌড়ীয়মঠ, [illegible]; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা ; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST— [illegible] শ্রীল [illegible] গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক পত্রিকা একাদশীতে প্রকাশিত হয়। প্রতি বর্ষ ৩৷ টাকা [illegible] কলিকাতা বাগবাজারস্থ গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

২। গৌড়ীয়—[illegible] পণ্ডিত শ্রীপাদ [illegible] বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত [illegible] একমাত্র [illegible] পাক্ষিক [illegible] শ্রীপ্রপন্নাশ্রম মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১।০

৪। পরমার্থী—[illegible] সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—[illegible] পণ্ডিত [illegible] বিরচিত সেবাতীর্থ বি-এল, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া [illegible] হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১।০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল শ্লোক [illegible] বর্ত্তমান যুগ [illegible] মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। আর্ট পেপারে ছাপা। [illegible] ১০২৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। [illegible] ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোক সূচী, পদ্যসূচী, গানসূচী, [illegible] সূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী-পত্র। সমগ্র শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের [illegible] ও [illegible] বিরাট [illegible] কোথাও আর প্রকাশিত হয় নাই, ইহা নিঃসন্দেহ [illegible] গীতার [illegible] সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা [illegible] মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৪৬,	১০—৩১,	১৩—২২	১৭—৩৮,	১৯—৩৩
স্বরূপগঞ্জ	ছাঃ	৭—১৪,	১১—০,	১৪—০	১৮—৯,	২০—৫৫
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৯,	২০—১২

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

সর্ব্বদার অন্যান্য দিন

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১২-১০	১২-৩৩	১৫-৩৬	১৮-৩১
স্বরূপগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫০	৯-৩০	১২-১৯	১২-৫২	১৫-৫১	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২০	১০-৩	১২-৫১	১৩-১২	১৬-১১	১৮-১১

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে ; বিদ্যালয় ও [illegible] এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিদেশী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

সচিত্র

নবদ্বীপ পঞ্জিকা

ভিক্ষা—মাত্র ৶০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ

পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈনিক

RN. GC 1544

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত—নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক সংবাদপত্র

১০ম খণ্ড শ্রীমায়াপুর—৩২শে জ্যৈষ্ঠ, শনিবার ১৩৪২, ১৫ই জুন ১৯৩৫ [৮৩শ সংখ্যা]

ছান্দোগ্যোপনিষদ্
বঙ্গ অক্ষরে মূল ও অনুবাদসহ প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি উত্তম। ভিক্ষা ।০ মাত্র
শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

"গৌড়ীয়"
৭ম বর্ষ হইতে ১০ম বর্ষ পর্য্যন্ত প্রতি বর্ষ কাগজে বাঁধাই ভিক্ষা ৩।০ মাত্র।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ
বাগবাজার কলিকাতা

বিবিধ সংবাদ

নানাস্থানে ডাকাতি
হুগলী জেলার গ্রামে

চুঁচুড়া মহকুমার অন্তর্গত বলাগড়ের নিকটবর্ত্তী বাকিপুর গ্রামের শ্রীযুত গোপাল চন্দ্র দাসের গৃহে কিছুদিন পূর্ব্বে এক দুঃসাহসিক ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। রাত্রি প্রায় আড়াইটার সময় একদল ডাকাত ছোরা ও লাঠি প্রভৃতিতে সজ্জিত হইয়া দেয়াল টপকাইয়া বাড়ীতে প্রবেশ করে এবং দরজা ভাঙ্গিয়া গৃহে প্রবেশ করিয়া গৃহের লোকজনদিগকে মারপিট করিতে আরম্ভ করে। ডাকাতগণ ভয় দেখাইয়া চাবি আদায় করিবার চেষ্টা করে। অতঃপর তাহারা বাক্স ও আলমারী প্রভৃতি ভাঙ্গিতে থাকে এবং বাড়ী খুঁজিয়া অনেক ধন সম্পত্তি হস্তগত করে। অবশেষে বাহির হইতে দরজা আটকাইয়া রাখিয়া তাহারা চম্পট দেয়।

গোয়ালিয়র রাজ্যে

গোয়ালিয়র রাজ্যের বিজাবলি নামক গ্রামে ডাকাতি ও গৃহদাহ হইয়াছে। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে, প্রায় ৩০ জন সশস্ত্র ডাকাত শেঠ হরীলাল চম্পালালের বাড়ীতে প্রবেশ করে। তাহারা বাড়ীর লোকজনকে নির্দ্দয় ভাবে প্রহার করিয়া নগদ অর্থ ও অলঙ্কারে প্রায় দুই হাজার টাকা হস্তগত করে। অতঃপর ডাকাতগণ ঐ বাড়ীতে আগুন লাগাইয়া দিয়া পলায়ন করে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত করিতেছে।

একই কূপে ৬টী মৃতদেহ

সাহারাণপুর জেলার অন্তর্গত [illegible] গ্রাম হইতে এক শোচনীয় সংবাদ আসিয়াছে। তথায় এক স্ত্রীলোক তাহার দুইটি ছেলেকে এক কূপে নিক্ষেপ করিয়া তাহার পর নিজে তাহার মধ্যে ঝম্প প্রদান করিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে।

প্রকাশ, উক্ত রমণী একমাস পূর্ব্বে যমজ সন্তান প্রসব করে। তদবধি সে পাকস্থলীতে দারুণ বেদনা অনুভব করিতেছিল। সম্ভবতঃ যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া সে তাহার শিশু দুইটীকে কূপে নিক্ষেপ করিয়া পরে আত্মহত্যা করে।

এই ঘটনার দুইদিন পরে তাহার স্বামীও স্ত্রীর শোক সহ্য করিতে না পারিয়া ঐ কূপে ঝম্প প্রদান করিয়া প্রাণত্যাগ করে।

মৃতদেহগুলি কূপ হইতে উত্তোলন করিয়া মামলা রুজু করা হয়।

বাঙ্গলায় ডাকাতি
এক সপ্তাহে ২৪টি

গত ১লা জুন যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহে বাঙ্গালাদেশে মোট ২৪টি ডাকাতি হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। গত সপ্তাহের তুলনায় এই সপ্তাহে ডাকাতির সংখ্যা কিছু বেশী।

মেদিনীপুর ও নদীয়ায় তিনটী করিয়া ডাকাতি হইয়াছে; বাকুড়া, বগুড়া, দিনাজপুর, মালদহ, রংপুর এবং ঢাকায় ২টী করিয়া, বর্দ্ধমান, হুগলী, যশোহর, মুর্শিদাবাদ, ফরিদপুর ও ত্রিপুরায় ১টী করিয়া ডাকাতি হইয়াছে। একটী ডাকাতিতে আগ্নেয় অস্ত্র ব্যবহার করা হইয়াছে এবং অপর একটি ডাকাতিতে হত্যাকাণ্ড হইয়াছে।

শ্রীনগরে প্রচণ্ড ভূমিকম্প হইবার গুজব

কাশ্মীর গবর্ণমেণ্ট নিম্নলিখিত মর্ম্মে এক ইস্তাহার প্রচার করিয়াছেন—সংবাদপত্রে এই মর্ম্মে রিপোর্ট বাহির হইয়াছে যে, নিকটস্থ পাহাড় বিদীর্ণ হওয়া ১৫ই জুলাই হইতে ৫ই আগষ্টের মধ্যে শ্রীনগরে প্রচণ্ড ভূমিকম্প হইবে। সাধারণ অবস্থায় এইরূপ গুজব উপেক্ষা করা উচিত, কিন্তু সম্প্রতি কোয়েটার ভীষণ ভূমিকম্পের পর এইরূপ গুজব কাশ্মীরের অধিবাসী ও অস্থায়ী ভ্রমণকারীদের মনে আতঙ্কের সৃষ্টি করিতে পারে। স্থানীয় একখানি সংবাদপত্রের ১লা এপ্রিলের সংখ্যায় প্রকাশিত হয় যে, বিখ্যাত ভূতত্ত্ববিদ ডাক্তার রবার্ট ম্যাকালম আমেরিকার [illegible] সম্বন্ধে জনসাধারণকে সতর্কীকরণ করিয়া দিয়াছেন। অনুসন্ধানে জানা যায়, ঐরূপ কোন লোকের অস্তিত্ব নাই এবং উহা কাল্পনিক মাত্র। সংবাদপত্রের সম্পাদকও কাল্পনিক সংবাদ প্রকাশের জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। সুতরাং অনর্থক আতঙ্কের কোন কারণ নাই।

আন্তর্জাতিক শ্রমিক সম্মিলন

আন্তর্জাতিক শ্রমিক সম্মিলনে '৪০ঘণ্টা সপ্তাহের' যে প্রস্তাব উপস্থাপিত হয় তাহার কমিটি আলোচনায় মালিক প্রতিনিধিগণ যোগদান করিতে অস্বীকৃত হওয়ার ফলে অচল অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। গত ১০ই জুন সম্মিলনের অধিবেশন স্থগিত থাকে। সুতরাং ১২ই জুনের পূর্ণাধিবেশনের পূর্ব্বে সম্মিলনের আর কোন বৈঠক হইবে না; সোমবার ও মঙ্গলবার যে বৈঠকের ব্যবস্থা হইয়াছিল তাহা স্থগিত রাখা হইয়াছে।

মুদ্রা জাল করার অভিযোগ

পাটনার অতিরিক্ত দায়রা জজ মিঃ এল পি চন্দ্র সোমবার দৌলতপুর থানার অন্তর্গত মোর গ্রামের রাম সিং নামক এক ব্যক্তিকে দণ্ডবিধির ২৩৫ ও ২৩৩ ধারানুসারে পাঁচ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। আসামীর অপর তিন সহযোগীর উক্ত ধারা অনুযায়ী অভিযুক্ত করা হইয়াছিল। আসামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল এই যে, তাহাদের নিকট টাকা জাল করার সমস্ত সরঞ্জাম পাওয়া গিয়াছিল এবং কতকগুলি মেকী টাকাও তাহাদের নিকট ছিল। মামলার চারজন এসেসারের মধ্যে তিনজন এসেসার আসামীদিগকে দণ্ডবিধির ৩২৫ ধারার অপরাধ সম্পর্কে নির্দ্দোষ বলিয়া মত প্রকাশ করেন এবং দণ্ডবিধির ২৩৩ ধারার অপরাধ সম্পর্কে এসেসারগণ একমত হইয়া আসামীদিগকে নির্দ্দোষ সাব্যস্ত করেন। জজ একমাত্র রাম সিংকে দণ্ডিত করিয়া অপর আসামীদিগকে মুক্তি দিয়াছেন।

ডাকাতদল গ্রেপ্তার

ধানবাদের এক সংবাদে প্রকাশ যে, গোয়েন্দা বিভাগের পুলিশ স্থানীয় পুলিশের সাহায্যে গোলকডী কয়লার খনির নিকট একদল ডাকাত গ্রেপ্তার করিয়াছে। প্রকাশ যে তাহারা সংবাদ পায় একদল বাহিরের লোক ডাকাতি করিবার অভিপ্রায়ে ঐ অঞ্চলে আগমন করিয়াছে। কয়লার খনির নিকট জঙ্গলে লুকাইয়া থাকে। দুই ঘণ্টার পরে অবশেষে গোলকডীর নিকটে পুলিশ ডাকাতদিগকে গ্রেপ্তার করিতে সমর্থ হয়।

প্রকাশ যে, ঐ ডাকাতদলে ৯জন লোক ছিল। তাহারা সকলেই অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ছিল। তাহাদের মধ্যে ৬ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। তিনজন এখনও পলাতক আছে। ধৃতব্যক্তিগণ সকলেই যশোহর ও ময়মনসিংহের বাঙ্গালী যুবক বলিয়া প্রকাশ।

অমরাবতীতে সাধু খুন

অমরাবতী জেলার [illegible] নামক স্থানে এক সাধু খুন হইয়াছে। পুলিশ এপর্যন্ত দুইজন [illegible] গ্রেপ্তার করিয়াছে; কিন্তু [illegible] হত্যা করা হইয়াছে, [illegible] জানা যায় নাই।

[illegible] প্রকাশ যে, ঐ সাধু [illegible] একটি মন্দির [illegible] করেন। [illegible] নিকট [illegible] ছিল। [illegible]

[illegible] করে।

[illegible] হাজার টাকা জরিমানা

[illegible] জন [illegible] করা হইয়াছে। প্রকাশ আসামী দুইজন [illegible] গোপনে কিছু [illegible] কার [illegible] আমদানী করিত [illegible] দোকানদারের নিকট উহা বিক্রয় করিত। [illegible] আসামী [illegible] অটক [illegible] গ্রেপ্তার পূর্বক চালান দিয়াছিল।

৭০০০, টাকার ক্ষতি

গত ২৫ [illegible] অগ্নিকাণ্ডের ফলে [illegible] গাড়ী সম্পূর্ণরূপে [illegible] হইয়াছে। [illegible] হইয়া [illegible] প্রায় দুই ঘণ্টা [illegible] করা হয়। ক্ষতির পরিমাণ ৭০০০, টাকা বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে।

হায়দরাবাদ রাজ্যে বেতারে প্রচারের ব্যবস্থা

হায়দরাবাদ রাজ্যের সর্বত্র বেতারে সংবাদ ও বক্তৃতা প্রভৃতি প্রচারের জন্য এক বেতার ঘাটি স্থাপনের আয়োজন হইতেছে। বৎসরাধিক কাল যাবৎ মিঃ মহবুব আলী নামক এক ব্যক্তির নিজস্ব একটি বেতার ঘাঁটি ছিল; গত ফেব্রুয়ারী মাসে উহা গভর্ণমেন্টের হাতে গিয়াছে। তাঁহাকে নবগঠিত বেতার বিভাগের ডিরেক্টার নিযুক্ত করা হইয়াছে। ঐ বিভাগ একটি শক্তিশালী বোর্ড দ্বারা পরিচালিত হইবে। বোর্ডে স্যার আকবর হায়দরী, সমরসচিব নবাব আকিল জঙ্গ বাহাদুর স্বরাষ্ট্র সচিব নবাব [illegible] বাহাদুর (বোর্ডের সেক্রেটারী) প্রমুখ ব্যক্তিগণকে লইয়া বোর্ড গঠিত হইবে।

মাঞ্চুরিয়ার অবস্থা

মাঞ্চুরিয়া দখল করিয়া জাপান তাঁহাদের শান্তি প্রতিষ্ঠার কাজে পুনরায়ই [illegible]। [illegible] চীনের [illegible] উদ্ধার করিয়াছিল। কিন্তু সৌভাগ্য [illegible] জাপানের [illegible] করিয়াছেন [illegible], কিন্তু এখনো [illegible] গভর্ণমেন্ট কর্তৃক [illegible] উচিত পারেন নাই। একদিকে [illegible] —[illegible] উপায়ের না [illegible] চেষ্টা করিতেছেন।

ঠাকুরদার সন্ধানে ইংরেজ বালক

[illegible] নামক [illegible] ইংরেজ বালক [illegible] চাঁদ [illegible] আসিয়াছিল। তাহাদিগের নিকট কোন টিকেট না থাকায় [illegible] গ্রেপ্তার করিয়া [illegible] ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট উপস্থিত করা হয়। তাহাদিগকে পুনরায় বোম্বাই প্রেরণ করা হইয়াছে, [illegible] তাহাদিগকে [illegible] হইবে।

[illegible] শোচনীয় মৃত্যু

[illegible] নামক একটী মজুর [illegible] শোচনীয়ভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। লোকটী একটী [illegible] সময় দৈবক্রমে পাড়ের মাটি ধ্বসিয়া চাপা পড়িয়া যায়। হঠাৎই তাহার মৃত্যু হয়।

কলহের শোচনীয় পরিণতি

কোন এক পরিবারের একজন পুরুষ ও তাহার স্ত্রীর সহিত উক্ত বাড়ীর অপর একজন [illegible] বিবাদ হয়। ফলে পুরুষটি নিহত এবং তাহার স্ত্রী গুরুতররূপে জখম হয়। জেরা পাওয়া গিয়াছে বাকবিতণ্ডা হওয়ার ফলে উক্ত শোচনীয় দুর্ঘটনা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়া প্রকাশ। প্রকাশ যে, ঘটনার পরক্ষণে আক্রমণকারী থানায় চৌকীতে গিয়া সমস্ত বিষয় স্বীকার করে। তাহাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

পুলিশের ছদ্মবেশে ডাকাতি জন্য

[illegible] নামক গ্রামে একটি সশস্ত্র ডাকাতি করার অভিযোগে কনু নামক জনৈক নামজাদা দস্যুকে [illegible] পাঁচ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ যে, ১৯৩৩ সালের ১৭ই ডিসেম্বর তারিখে কনু ও অন্যান্য লোকেরা পুলিশের ছদ্মবেশে জনৈক বণিকের বাড়ীতে হানা দেয় এবং [illegible] ঢুকিয়া উক্ত বাড়ীর তিনজন লোককে জখম করে। তাহারা কয়েক হাজার টাকা মূল্যের মালপত্র লুণ্ঠন করে।

[illegible] ডাকাতি মামলায় কনু বর্তমানে [illegible] কারাদণ্ডের মেয়াদ ভোগ করিতেছে। গত বৎসর উক্ত মামলা সম্পর্কে ৬৫ ব্যক্তির ফাঁসি হইয়াছিল।

মোটর গাড়ীতে বিষধর সর্প

[illegible] সকালে জব্বলপুরের [illegible] কন্ট্রাক্টর বেসাস রসিদ এণ্ড সন্স কোম্পানীর একখানা নূতন চমৎকার মোটরে [illegible] বিষধর সর্প দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে এক ভীষণ মোটর দুর্ঘটনা ঘটে। ফলে [illegible] সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। প্রকাশ যে, গাড়ীখানা রাস্তায় চলিবার সময় মোটরচালক পা [illegible] একটী বিষধর [illegible] দেখিতে পায়। ইহাতে চালকটী বিচলিত হইয়া গাড়ী হইতে লাফাইয়া পড়িতে [illegible]। কিন্তু গাড়ীখানা না থামাইবার দরুণ উহা বিপথে চলিয়া সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হইয়া যায়। সৌভাগ্যবশতঃ ঐ সময় গাড়ীতে অপর কোন যাত্রী ছিল না। মোটর চালক সামান্য আঘাত পাইয়াছে।

নূতন ভারত-সচিব অভিনন্দন জ্ঞাপন

বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সভাপতি বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুর স্যার বিজয়চাঁদ মহাতাব নূতন ভারতসচিব মারকুইস অব জেটল্যাণ্ডের নিকট নিম্নলিখিত মর্ম্মে তার করিয়াছেন:—

"ভারতসচিব পদে আপনার নিয়োগে বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন আপনাকে আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছে। বাঙ্গলা আপনার নিকট হইতে যথেষ্ট আশা করে।"

নিখিল-বঙ্গ সাধারণ স্বাস্থ্য সম্মিলনী

২৪ পরগণা জেলা স্যানিটারী অফিসার্স এসোসিয়েশনের উদ্যোগে আগামী ১৫ই জুন, শনিবার অপরাহ্ণ সাড়ে তিন ঘটিকার সময় ২৪ পরগণার জেলা বোর্ডের সভা কক্ষে নিখিল বঙ্গ সাধারণ স্বাস্থ্য সম্মিলনীর প্রথম অধিবেশন আরম্ভ হইবে। প্রেসিডেন্সী বিভাগের সাধারণ স্বাস্থ্য বিভাগের সহকারী ডিরেক্টার ডাঃ বি সি মুখার্জী সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন। ১৬ই জুনও সম্মিলনীর অধিবেশন হইবে। বাঙ্গলার বিভিন্ন জেলা হইতে প্রতিনিধিগণ যোগদান করিবেন।

ট্রেণ হইতে স্বর্ণ চুরির মামলা

অমৃতসরের ব্যাঙ্কের ভগবান দাস লালেরাম কর্তৃক তাঁহাদের বোম্বাই শাখায় প্রেরিত প্রায় ৩০ হাজার টাকা মূল্যের সোণার পার্শেল অমৃতসর ও লাহোরের মধ্যে ফ্রন্টিয়ার মেল হইতে চুরি করিবার অভিযোগে ঝাঙ্গ জেলার আকব এবং সাত জন মুসলমান অভিযুক্ত হইয়াছিল। লাহোরের স্পেশ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ আর এক দফা শুনানী হইয়াছে। রাওয়ালপিণ্ডী ষ্টেশনের প্লাটফরমের রেলওয়ে পুলিশের আফিসে কোর্ট বসিয়াছিল।

ঐ মামলায় ফরিয়াদী পক্ষে রাওয়ালপিণ্ডী ও কালামাবাদের কয়েকজন ব্যাঙ্কার ও স্বর্ণকারের সাক্ষ্য গৃহীত হইয়াছে। রাওয়ালপিণ্ডীর [illegible] নামক এক স্বর্ণকার সাক্ষ্যে বলে যে, সে তাহার পত্নীকে আনিবার জন্য কালামাবাদে গিয়াছিল। ঐ সময়ে আসামী খান মহম্মদ [illegible] সহিত সাক্ষীর শ্বশুরের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাকে কিছু স্বর্ণ ক্রয় করিতে অনুরোধ করে। আসামী বলে যে, সে মেসোপোটেমিয়া হইতে ঐ স্বর্ণ আনিয়াছে। সাক্ষী [illegible] সহিত তাড়াতাড়ি আসামীর গ্রামে গিয়া ৩০, টাকা তোলা দরে কিছু স্বর্ণ ক্রয় করে। পরে তাহারা উহা ৩৫, টাকা দরে বিক্রয় করে। লাভের টাকা তিনজন স্বর্ণকারের মধ্যে সমান ভাবে ভাগ হয়। সাক্ষী রাওয়ালপিণ্ডীতে ঐ দরে আসামীর নিকট আরও [illegible] স্বর্ণ ক্রয় করিয়াছে। উহার লাভ সে একাই আত্মসাৎ করিয়াছে। উপসংহারে সে বলে যে, এই মামলার তদন্তের সময়ে পুলিশ তাহার নিকট হইতে লাভের সমস্ত টাকাই আদায় করিয়াছে।

সাক্ষীর শ্বশুর [illegible] ও সহকর্মী [illegible] এবং অপর একজন স্বর্ণকার সাক্ষীর উক্তি সমর্থন করে।

অতঃপর রাওয়ালপিণ্ডির ব্যাঙ্কারদের সাক্ষ্য গৃহীত হয়। তাহারা তাহাদের হিসাবের খাতা ও রসিদ দ্বারা সপ্রমাণ করে যে, তাহারা [illegible] বাজার দরে মুকুন্দ চাঁদ ও অন্যান্য স্বর্ণকারের নিকট হইতে স্বর্ণ ক্রয় করিয়াছিল।

অতঃপর সেদিনকার শুনানী শেষ হয়। আগামী কল্য ফরিয়াদীর সাক্ষীদের সাক্ষ্য গৃহীত হইবে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ
মতং
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১০ম বর্ষ } ২৮ ত্রিবিক্রম গৌরাব্দ ৪৪৯, ৩২শে জ্যৈষ্ঠ বঙ্গাব্দ ১৩৪২, ১৫ই জুন ১৯৩৫ শনিবার ৮৪শ সংখ্যা

প্রভুপাদ-প্রসঙ্গে

৬।৬।৩৫ তারিখে শ্রীল প্রভুপাদ নদীয়া-প্রকাশে সম্পাদকীয় স্তম্ভে প্রকাশিত "শ্রীগুরুদেব সাক্ষাৎ ভগবান্ হইতে কোন অংশেই কম নহেন" প্রবন্ধ এবং অন্তত্র প্রকাশিত "ভৃত্যের ভাবনা" প্রবন্ধের লেখকগণকে প্রশংসা করিলেন।

ঐ তারিখে শ্রীল প্রভুপাদ কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

ভগবান তাঁহার স্বরূপ-বিচারে আমাদিগের মঙ্গলের জন্য দুইটি জিনিষ পাঠাইয়া দিয়াছেন। যথা (১) অর্চ্চা এবং (২) শ্রীনাম। এই দুইএর সেবার দ্বারা আমাদের চিরস্থায়ী পরম কল্যাণলাভ হইতে পারে। পঞ্চরাত্র অর্চ্চাবিগ্রহের সেবার কথা বলিয়াছেন এবং ভাগবত শ্রীনামের সেবার কথা জানাইয়াছেন। পঞ্চরাত্রে ও ভাগবতে পার্থক্য নাই, দুইএর উদ্দেশ্য এক। অনর্থযুক্ত অবস্থায় অর্চ্চাবিগ্রহের সেবার ব্যবস্থা এবং অনর্থমুক্তাবস্থায় শ্রীনামসেবারই শ্রেষ্ঠত্ব। তাই শ্রীনামকে "মুক্তকুলৈরুপাস্যমানং" প্রভৃতি বাক্য দ্বারা শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু বর্ণন করিয়াছেন।

ভাগবত ভক্তির কথাই কীর্ত্তন ক'রেছেন। ভক্তিসদাচার—জ্ঞানসদাচার ও কর্ম্মসদাচার হ'তে শ্রেষ্ঠ। ভাগবতের সম্যক্ আলোচনা হওয়া আবশ্যক; আবার মহাপ্রভুর অনুগত না হ'য়ে ভাগবত আলোচনা একবারেই নিষ্ফল।

প্রঃ। মহাপ্রভুর প্রকটের পূর্ব্বে তা হ'লে কি ভাগবত আলোচনা হয় নাই?

উঃ। প্রভুপাদ—এখনও ত' ভাগবত-ব্যবসায়ীরা ভাগবত পাঠ ও আলোচনা করিতেছে, পূর্ব্বেও সেইরূপ চলিত। মহাপ্রভুর শিক্ষানুযায়ী ভাগবত পাঠ না হইলে ভাগবত-পাঠই হয় নাই বুঝিতে হইবে।

গত ৭।৬।৩৫ তারিখে প্রাতে শ্রীল প্রভুপাদ বলেন যে, শ্রীশ্রীব্রজধাম-প্রচারের জন্য খুব জোর আবশ্যক এবং এ বৎসর আগামী অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তাহ হইতে শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা আরম্ভ করিতে হইবে। অতএব এই সময় হইতেই ঐ সংবাদ সংবাদপত্র-সাহায্যে ভারতের সর্ব্বত্র প্রচারিত হওয়া উচিত।

গত ৯ই জুন অপরাহ্ণে দিনাজপুরের সুপ্রসিদ্ধ জমিদার শ্রীযুত শরদিন্দুনারায়ণ রায় এম্-এ, শাস্ত্রী, বেদান্তভূষণ, ভুবনমণ্ডল মহোদয় শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্ম-দর্শনমানসে "আশ্রমঢেল" ভবনে গমন করিয়াছিলেন। তথায় তিনি বহুক্ষণ হরিকথা-শ্রবণের সৌভাগ্য পাইয়াছিলেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ, শ্রীযুক্ত সুপ্রসন্ন রায় নামক জনৈক ভক্তসহ ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ হইতে এবং মহামহোপদেশক পণ্ডিতপ্রবর শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ বি-এ ও উপদেশক শ্রীপাদ পরমানন্দ বিদ্যারত্ন ভক্তিকুসুম মহোদয় কলিকাতা হইতে রওনা হইয়া গত ১০ই জুন সোমবার দার্জ্জিলিংএ 'আশ্রমঢেল' নামক ভবনে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সন্নিধানে উপস্থিত হইয়াছেন।

গত ১১ই জুন প্রাতে কলিকাতা স্কটিস্ চার্চ্চ কলেজের সংস্কৃতের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রকুমার কর্ম্মকার এম্ এ, এবং কুচবিহার কলেজের সংস্কৃতের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হরিদাস সেনগুপ্ত মহাশয়দ্বয় শ্রীল প্রভুপাদের চরণ দর্শন করিতে তথায় গমন করেন এবং কিছু হরিকথা শ্রবণপূর্ব্বক তৃপ্ত হইতে না পারায় পুনরায় আসিবেন বলিয়া চলিয়া যা'ন। তাঁহারা বলেন যে এমন কথা শুনিবার তাঁহাদের পূর্ব্বে কোন দিন সুযোগ হয় নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষায় এমন কথা শুনিবার কোন সম্ভাবনা নাই।

বৈষ্ণবগণের শ্রদ্ধা প্রদর্শন

পূর্ব্ববঙ্গে সনাতন বৈষ্ণবধর্ম্ম-প্রচারের কেন্দ্রস্থলী ঢাকার শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের নাম পাঠকবর্গ অবগত আছেন। সম্প্রতি বিলাত-প্রত্যাগত প্রসিদ্ধ বাগ্মী ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ ঢাকায় আসিয়া শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠে অবস্থান করিতেছেন। তিনিই শ্রীগুরুদেবের আদেশে ঢাকায় শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ প্রথম স্থাপনকালে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছিলেন। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের সেবকগণ স্বামীজী মহারাজকে একটী অভিনন্দন প্রদান করিয়াছেন। এতদুপলক্ষে বহুলোককে উক্ত দিবস মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল।

স্বামীজী মহারাজ ঢাকা রায় লাইব্রেরীতে ২৩ শিক্ষিত ভদ্রমণ্ডলীর নিকট বৈষ্ণবধর্ম্ম সম্বন্ধে ইংরাজী ভাষায় বিবিধ তথ্যপূর্ণ এক হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা দিয়াছিলেন, কঠিন তত্ত্ব বিষয়ে প্রাঞ্জল ভাষায় এই প্রকার বক্তৃতা উপস্থিত সজ্জনবৃন্দ মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় শ্রবণ করিয়াছিলেন। রায় লাইব্রেরীর সম্পাদক মহাশয় বক্তাকে বিশেষ ধন্যবাদ প্রদান করেন।

গৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিবেক ভারতী গোস্বামী মহারাজ বালিয়াটীর জমিদারগণের আহ্বানে তথায় গমন করায় বালিয়াটী হইতে মহারাজকে এক অভিনন্দনপত্র প্রদান করা হয়। বালিয়াটি-পুরাই-গৌরাঙ্গ-মঠে শ্রীপাদ ভারতী মহারাজের গমন উপলক্ষে তত্রত্য সকলে সেবাবৃত্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক সভার শোভাযাত্রা এবং মহাসমারোহে সম্মান করিয়া এক অপূর্ব্ব দৃশ্য স্থাপন করিয়াছেন। এই প্রকার সম্মান তথায় ইতিপূর্ব্বে হয় নাই।

—স্থানীয় সাপ্তাহিক ৯ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৪২

ব্রহ্মদেশে গৌড়ীয়মঠের প্রচার

শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম সেবক উপদেশক শ্রীপাদ [illegible] ভক্তিবিকাশ পরমহংস ব্রহ্মচারী [illegible] মহারাজের [illegible] প্রচার করিতেছেন। তাঁহারা গত ... ও ... তারিখে যে ... ও ... পিমানা (Pyinmana) ... (Yamethin) নামক স্থানে ... প্রবাসী ... ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর ... গত ... ও ২৮শে যে ... Pyawbwe নামক স্থানে গমন করেন। ... শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকগণকে ... সম্বর্দ্ধনা করেন। ... তাঁহারা ... (Thazi) নামক স্থানে গমন করেন। ... অভিনন্দন-পরায়ণ শ্রীযুক্ত ... মহোদয় শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারকগণের সম্বর্দ্ধনা করিয়া ... সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন।

কৃষ্ণ আমায় পালে, রাখে' যাঁন সর্ব্বকাল। আত্মনিবেদন-দৈন্যে ঘুচাও জঞ্জাল॥

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৮ ত্রিবিক্রম বুধবার গৌরাব্দ ৪৪৯

কোমলশ্রদ্ধা ও দৃঢ়শ্রদ্ধা

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভু নররূপে জগতে আগমনপূর্ব্বক যে মঙ্গলময়ী শিক্ষা আমাদিগকে দিয়া গিয়াছেন, সেই অমৃত গ্রহণ করিয়া অমৃতত্ব লাভ বা আত্মোপলব্ধি করা উচিত, না—তথাকথিত কোনও মানবের কল্পিত শিক্ষাকে আমাদের মঙ্গলের পথ বলিয়া গ্রহণ করা কর্ত্তব্য, একথা স্থিরচিত্তে বুদ্ধিমত্তার সহিত বিচার করিলে ভগবদ্বাণীর শ্রেষ্ঠত্বই আমাদের উপলব্ধির বিষয় হয়। সুতরাং গণসঙ্ঘশক্তির প্রতি অনাস্থাপ্রযুক্ত ভগবদ্বাণীর বা ভগবদ্ভক্তের উপর নিষ্ঠ বিশ্বাস যাঁহাদের আসিয়াছে শ্রীগুরুবৈষ্ণবে বিশ্বাসরূপ সম্বলে সম্বলী বা ধনী হইয়াছেন তাঁহারাই ভাগ্যবান্—তাঁহারাই শ্রদ্ধাবান্।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষার সার আলোচনা করিতে গিয়া আমরা জানিতে পারি যে, কৃষ্ণপ্রেমই জীবের নিত্য ধর্ম। এই ধর্ম হইতে জীব কখনই বিচ্ছিন্ন হইতে পারে না, কিন্তু কৃষ্ণবহির্ম্মুখতাক্রমে মায়াযোগে হইয়া অন্য বিষয়ে অনুরাগ হওয়ায় ক্রমশঃ সেই ধর্ম গুপ্তপ্রায় হইয়া জীবাত্মার অন্তঃকোষে লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। অতএব সংসার-দুঃখ উপস্থিত হইয়া জীবকে নিরন্তর দুঃখ দিতেছে। পুনরায় সৌভাগ্যক্রমে জীব যদি "আমি নিত্য কৃষ্ণদাস"—এই কথাটী স্মরণ করেন, তবে উক্ত ধর্ম পুনরুদিত হইয়া জীবের মায়াবিধান অবরুদ্ধ করিবে। এক বাস্তবসত্য বস্তুতে শ্রদ্ধা-বিশ্বাস সকল মঙ্গলের মূল বা নিদান এবং আত্মোপলব্ধি ও ভগবদ্দর্শনের প্রথম সোপান, কিন্তু এই বাস্তব বিশ্বাস করিবার সৌভাগ্য যাঁহাদের হয় নাই, তাঁহারা ভাগ্যহীন, তাঁহাদের কপাল পোড়া; অভাগা ব্যক্তিগণের অপ্রাকৃত বস্তুতে বিশ্বাস হয় না। তাই শাস্ত্র বলেন—

"মহাপ্রসাদে গোবিন্দে নামব্রহ্মণি বৈষ্ণবে।
স্বল্পপুণ্যবতাং রাজন্ বিশ্বাসো নৈব জায়তে॥"
(মহাভারত)

অল্প-সুকৃতিবান্ ব্যক্তির ভগবানের উচ্ছিষ্ট প্রসাদে, প্রকট, অপ্রকট ও অর্চ্চা শ্রীবিগ্রহে, শ্রীনামব্রহ্ম ও বৈষ্ণবে দৃঢ়শ্রদ্ধা হয় না। নিত্যসুকৃতিই বহু পুণ্য অর্থাৎ জীব-পাপক্ষয়াদি ধর্ম্ম। নৈমিত্তিক সুকৃতিতে অল্পপুণ্য, তদ্দ্বারা চিন্ময় বিষয়ে শ্রদ্ধা হয় না। মহাপ্রসাদ, কৃষ্ণ, কৃষ্ণনাম ও শুদ্ধ বৈষ্ণব—এই চারিটি এই জগতের মধ্যে চিন্ময় ও চিৎপ্রকাশক, চিদ্দীপক ও জড়-বিদ্রাবক। পাপমলিন ব্যক্তিগণের এই চিন্ময় বস্তুতে বিশ্বাস হয় না বলিয়া ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণ বলিতেছেন,—

"যাবৎ পাপৈস্তু মলিনং হৃদয়ং তাবদেব হি
ন শাস্ত্রে সত্যবুদ্ধিঃ স্যাৎ সদ্বুদ্ধিঃ সদ্গুরৌ তথা।
অনেকজন্মজনিতপুণ্যরাশিফলং মহৎ
সৎসঙ্গশাস্ত্রশ্রবণাদেব প্রেমাদি জায়তে॥"

—যেকালে হৃদয় পাপরাশিতে মলিন থাকে, তৎকালে শাস্ত্রে সত্যবুদ্ধি ও সদ্গুরুতে সদ্বুদ্ধি হয় না। অনেক জন্মের মহাসুকৃতি-ফলে সৎসঙ্গ এবং শাস্ত্রশ্রবণ হইতে প্রেমা লাভ হয়।

আমাদের ধারণা, যাঁহাদের ভগবানে বিশ্বাস হইয়াছে তাঁহারা বোধ হয় নির্দ্দোষ কিন্তু এই মনঃকল্পিত ধারণার মূল যে অন্ত-কপটতাপূর্ণ এবং ইহা যে নিজ মূর্খতারই জ্ঞাপক তাহা বুদ্ধি একটু কাজ হইলেই আমরা বেশ বুঝিতে পারি। তাই অবশেষে অনুতাপানল প্রজ্বলিত হইয়া অমার্জিতকে ক্রমশঃ নির্ম্মল করে। আবার কোন কোন লোকের সংসারক্ষয়োন্মুখ হইলে বহু জন্মের সুকৃতিফলে স্বভাবসিদ্ধ বিশ্বাস উদিত হয়। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন—

"কোন ভাগ্যে কোন জীবের শ্রদ্ধা যদি হয়।
তবে সেই জীব সাধুসঙ্গ করয়।"
"শ্রদ্ধা শব্দে বিশ্বাস কহে সুদৃঢ় নিশ্চয়।
কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্ব্বকর্ম্ম কৃত হয়॥"

এই সুদৃঢ় বিশ্বাসের নাম শ্রদ্ধা। সুকৃতি-জনিত আত্মপ্রসন্নতাক্রমে আত্মায় নিরন্তর শ্রদ্ধার উদয় হয়। উদিতশ্রদ্ধ পুরুষ উপযুক্ত সাধুসঙ্গক্রমে স্বীয় অনর্থ বিনষ্ট করিয়া ক্রমশঃ নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি ও ভাব পর্য্যন্ত উন্নতি লাভ করেন।

এই শ্রদ্ধা দুইপ্রকার—কোমলশ্রদ্ধা ও দৃঢ়শ্রদ্ধা। যে শ্রদ্ধা অল্প ও অসাধুসঙ্গে পরিবর্ত্তনশীলা তাহাই কোমলশ্রদ্ধা আর যে শ্রদ্ধা অগ্রাহ্যা, অতর্কা, অপরিবর্ত্তনী ও অত্যন্ত বলবতী, তাহাই দৃঢ়শ্রদ্ধা; তাহার অপর নাম নিষ্ঠা বা রাগ। সাধুসঙ্গে শ্রদ্ধা যে পরিমাণে বৃদ্ধি হয় সেই পরিমাণে জীবের মঙ্গল হয়। সুতরাং এই শ্রদ্ধাবৃত্তিকে অতি যত্নের সহিত সর্ব্বক্ষণ সংরক্ষণ ও সংবর্দ্ধন করা যে বিশেষ আবশ্যক, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

স্বতঃসিদ্ধ শ্রদ্ধা প্রবলরূপে উদিত হইলে স্বয়ং রাগমার্গে প্রবেশ করে। আর শাস্ত্র-যুক্তিবিধি ইত্যাদি অপেক্ষা না করিয়াই কৃষ্ণভক্তিরূপ ভাবপথে নির্ভয়ে আত্মোন্নতি-সাধনে সমর্থ হয়; কিন্তু ঐ উদিতশ্রদ্ধা যদি কোমল অবস্থায় থাকে তখন সদ্গুরুর নিকট বিচারশাস্ত্র লাভ করিয়া উন্নত হয়। শাস্ত্র ও গুরুবাক্যে বিশ্বাসরূপ যখন শ্রদ্ধার পরিচয় তখন সাধারণতঃ শাস্ত্রবিচার নিতান্ত প্রয়োজনীয়। তাই শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

"সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস।
ইহা হৈতে লাগে কৃষ্ণে সুদৃঢ় মানস॥"

এই সকল উপদেশের দ্বারা বুঝা যায় যে, শাস্ত্রবিচার দ্বারা শ্রদ্ধা ক্রমশঃ পুষ্ট হইয়া উন্নতি লাভ করে। কোমলশ্রদ্ধা সম্বন্ধে শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

"কোন ভাগ্যে কোন জীবের
'শ্রদ্ধা' যদি হয়।
তবে সেই জীব সাধুসঙ্গ করয়॥
সাধুসঙ্গ হৈতে হয় 'শ্রবণ-কীর্ত্তন'।
সাধনভক্ত্যে হয় 'সর্ব্বানর্থনিবর্ত্তন'॥
অনর্থনিবৃত্তি হৈলে 'ভক্তিনিষ্ঠা' হয়।
নিষ্ঠা হৈতে শ্রবণাদ্যে 'রুচি' উপজয়॥
রুচি হৈতে হয় তবে 'আসক্তি' প্রচুর।
আসক্তি হৈতে জন্মে প্রীত্যঙ্কুর।
সেই ভাব গাঢ় হৈলে ধরে 'প্রেম' নাম।
সেই প্রেমা প্রয়োজন 'সর্ব্বানন্দধাম'॥"

দৃঢ়শ্রদ্ধার শাস্ত্রযুক্তির বাধা নাই। কিন্তু কোমলশ্রদ্ধদিগের শাস্ত্র ও সাধুসঙ্গ ব্যতীত উন্নতিলাভের অন্য কোন পথ নাই। এই শ্রেণীর শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তির পক্ষে দীক্ষা নিতান্ত প্রয়োজন। সদ্গুরুর নিকট সম্প্রদায় লাভ, মন্ত্রগ্রহণ ও গুরুপরিচর্য্যা-মতে অর্চ্চনাদি সাধন করিতে করিতে তাঁহাদের ক্রমোন্নতি হয়। দৃঢ়শ্রদ্ধ ভক্তের মনে স্বতঃসিদ্ধ বিশ্বাসজনিত সমস্ত সিদ্ধান্তই নামের কৃপায় উদিত হয়; অতএব দৃঢ়শ্রদ্ধ পুরুষদিগের প্রমাণ আলোচনার প্রয়োজন নাই। কিন্তু কোমলশ্রদ্ধ ব্যক্তিগণ যদি দৃঢ়শ্রদ্ধগণের অনুকরণে শাস্ত্রালোচনায় ঔদাসীন্য প্রদর্শন করেন তাহা হইলে প্রমাণ অবলম্বন ব্যতীত তাঁহারা সত্বরই পথচ্যুত হইয়া পড়েন। সুতরাং বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত থাকাই—অনুকরণ না করিয়া অনুসরণ করাই বা শ্রৌতপথকে বা শাস্ত্রপথকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকাই মঙ্গলের নিদান। ব্রহ্মবাক্যস্বরূপ বেদই একমাত্র প্রমাণ; কিন্তু বেদ বিপুল এবং জ্ঞানী, অজ্ঞানী প্রভৃতি অধিকারীদের জন্য অনেক ব্যবস্থা থাকায় শুদ্ধভক্তের প্রতি বেদের বিশুদ্ধ উপদেশ এবং শুদ্ধভক্তির কথা সহজে অবধারণ করা যায় না। সেইজন্য বেদের সার অমল-পুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতই প্রমাণ-শিরোমণি বলিয়া জীবের নিকট প্রকটিত। মহাভাগ্যবান্ জনগণই দৃঢ়শ্রদ্ধাবান্। এই দৃঢ়শ্রদ্ধাবান্‌গণের সঙ্গ করিলেই শ্রদ্ধা ক্রমশঃ দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইতে থাকে; আর হরিবিমুখ বিষয়ী লোকের সঙ্গ করিলে কোমলশ্রদ্ধা ক্রমশঃ লুপ্ত হইয়া যায়। সুতরাং বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিমাত্রেরই অসৎসঙ্গ ও অসচ্ছিক্ষা সর্ব্বতোভাবে পরিহার করিয়া সত্যের সঙ্গ ও সদ্বস্তুর চিন্তায় আত্মনিয়োগ করা যে একান্ত কর্ত্তব্য তাহাতে আর সন্দেহ কি?

"সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥"

"কৃপা।"

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিকেবল ঔডুলোমী]

কৃপা অর্জ্জন করা যায় না। যাহা স্বচেষ্টায় উপার্জ্জিত হইতে পারে তাহা কৃপা নহে, কর্ম্মফল। সাধন করিয়া যোগ্যতা দ্বারা ভগবৎকৃপা লাভ করিব—ইহা অসম্ভব। কৃপামাত্রই অহৈতুকী। হেতুমূলে তাহা বদ্ধ কখনও কৃপানামে সংজ্ঞিত হইতে পারে না। কৃপা বিনা-কারণে আপনা আপনি নামিয়া আসে। কৃপাময়ের স্বাধীন ইচ্ছার উপরই তাহার অবতরণ নির্ভর করে। এই পদার্থটির উপর কাহারও কোনও দাবী দাওয়া চলে না। যদি অধিকার খাটাইতে পারি, তবে আর তাহা কৃপা হইল না। কৃপার ধর্ম্মই এই যে, তাহার উপর জোর চলিবে না। ইচ্ছামত যখন তখন তাহাকে না পাওয়াই তাহার বৈশিষ্ট্য। এই দুর্লভতাই তাহার মূল্যবত্তা।

সাধক-জীবকে প্রতিপদে ভগবানের এই অবদানটির উপর নির্ভর করিতে হয়। জীব নিজে প্রযত্ন করিয়া কখনই সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না। সে কর্ম্ম করিয়া কখনই সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না। সে কর্ম্ম করিয়া কর্ম্মফল পাইতে পারে কিন্তু ভগবৎসেবা সাধনবলে লভ্য হয় না। ভগবান্ কখনই আত্মনির্ভরশীল অহঙ্কারীকে তাঁহার সেবায় কোনো অধিকার দেন না। ভগবানের ধামটী সম্পূর্ণ তাঁহার নিজস্ব। সেখানে তাঁহার অভিপ্রায় ব্যতীত কেহ নিজবলে প্রবেশ করিতে পারে না। তাঁহার কৃপার ভিখারী হইয়া অপেক্ষা করিতে হইবে। তিনি কৃপা করিয়া যাহাকে স্বীকার করিবেন, শুধু সেই ব্যক্তি তাঁহার চাকরী পাইবে। বহু লোক দরখাস্ত করিতে পারে—কিন্তু মঞ্জুর করিবার মালিক তিনি। জীব দরজার বাহিরে ধর্ণা দিয়া পড়িয়া থাকিবে কিন্তু তিনি কৃপা না করিলে কাছে যাইতে পারিবে না। এই কৃপার জন্য উন্মুখ হইয়া থাকা ছাড়া জীবের গত্যন্তর নাই। বাহিরের খোলসে মুগ্ধ না হইয়া যিনি আভ্যন্তরীণ 'সেবা' পদার্থটি চান, তাঁহাকে কৃপার জন্য দরকার হইলে যুগযুগান্তর ধৈর্য্য ধরিতে হইবে। কৃপাছাড়া যখন কিছুতেই হইবার জো নাই তখন প্রতীক্ষা ছাড়া আর উপায় কি? সাধন-ভজনের যদি কিছু অর্থ থাকে, তবে তাহা এই কৃপার জন্য বসিয়া থাকা। তৃষিত চাতক জলের জন্য চীৎকার করিয়া কণ্ঠ ও গগন বিদীর্ণ করে, তথাপি নদী-নালার দিকে যায় না, তাই একদিন নবজলধর কৃপাবারিবিন্দু বর্ষণ করিয়া তাহার শুষ্ক রসনাকে সিক্ত করিয়া দেয়। জীবকে তেমনি করিয়া অপেক্ষা করিতে হইবে—তবে তাহার, প্রাণমন্দিরে আবির্ভূত হইয়া তাহার সকল অপেক্ষার শ্রেষ্ঠকে

জুড়াইয়া দিবে। সেই শুভ আনন্দ মুহূর্ত একদিন নিশ্চয়ই আসিবে, এই উৎসাহে জীবকে ধৈর্য্য ধরিয়া বসিয়া থাকিতে হইবে।

কৃপা যে চায়—তাহাকে ধৈর্য্য হারাইলে চলিবে কেন? যে কৃপাভিখারী সে অসহায় অন্ধ। সে নিজে কখনও ভজনপথে চলিতে যায় না—পারেও না। সহিষ্ণুতাই তাহার যষ্টি বা অবলম্বন। তাহাতে ভর করিয়া সে দাঁড়াইয়া থাকে। শ্রীগুরুদেবের কৃপা বর্ত্তিকা-স্বরূপে এই অন্ধকে বর্ত্ম প্রদর্শন করে। কৃপা-প্রার্থী বড় দীন। শুধু কৃপার উপরই সে নির্ভর করিয়া আছে। অন্য কিছুতে তাহার আস্থা নাই। সে জানে অন্য ভরসা করিয়া কিছু লাভও নাই। তাহার আশ্রয়-স্থল শুধু ভগবানের ও ভাগবতের কৃপা। সে কৃপোপজীবী ভিখারী, তাহার ধৈর্য্যের অভাব নাই। কৃপা পাইবার আশায় সে উৎসাহান্বিত হইয়া বাঁচিয়া থাকে। এই আশাবন্ধ তাহার জীবাতু—ধৈর্য্য রাখিবার ভূমি। ইহাই তাহার ভজন—ইহারই নাম ভক্তি। যিনি সেবক হইতে চান, তাহাকে এই কৃপার কাঙ্গাল হইতে হইবে।

কৃপাই চাই। কৃপা ব্যতীত কিছুই হইবার উপায় নাই। জীব এত অক্ষম, এত দুর্ব্বল যে কৃপার সাহায্য ছাড়া সে এক পাও চলিতে পারে না। যখনই কৃপাকে অগ্রাহ্য করিয়া অহঙ্কারভরে সে অগ্রসর হইতে চায়, তখনই সে আছাড় খাইয়া পড়ে। জীবের এই পঙ্গুত্বেই কৃপার ঐকান্তিক প্রয়োজনীয়তা। জীব এত অসহায় বলিয়াই কৃপা তাহার পক্ষে অপরিহার্য্য তত্ত্ব। জীবের এই অসহায়তার অনুভূতিকে অগ্রদূত করিয়া কৃপা নিম্নস্ত-পথে নামিয়া আসে। কৃপাকে প্রার্থনা করিয়া পাওয়া যায় না; অথচ মানুষ যখনই তাহার প্রয়োজন বোধ হয়, তখনই হাসি-মুখে তিনি আসিয়া হাজির হন। তিনি যেমনই অপরিহার্য্য, তেমনই যথা-সময়ে অবার্থরূপে উপস্থিত। তাঁহার এই ধর্ম্মটিই তাঁহাকে অতি মধুর ও অতি প্রিয় করিয়াছে।

কৃপা দুর্লভ হইলেও সুলভ। অহঙ্কারী তাহার সন্ধান পায় না বটে; কিন্তু দীনজন তাহাকে হৃদয়ে বাঁধিয়া ফেলিয়াছে। নিষ্কিঞ্চনের প্রতি কৃপা তাঁহার অদ্ভুত ভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া ধরে। প্রাকৃত সম্পদকে তুচ্ছ করিয়া যে কাঙ্গাল-বেশে পথে দাঁড়াইয়াছে, কৃপা তাহাকে সেবারাজ্যের রাজপ্রাসাদে তুলিয়া লয়। যে অন্য কিছু চায় না, সেই তাঁহাকে পায়। দীনজনের প্রতি এই পক্ষপাতিত্ব তাঁহার সহজধর্ম্ম। যে নীচ হইয়া সকলের পশ্চাতে আত্মগোপন করিয়া থাকে, তাহাকে উচ্চাসনে বসাইয়া সম্মুখে তুলিয়া ধরিতে কৃপার বড় লোভ। যে নিজকে লঘু বলিয়া বুঝিয়াছে কৃপা ঢাক বাজাইয়া তাহাকেই গুরু বলিয়া ঘোষণা করে। কৃপার সঙ্গে পারিয়া উঠা যায় না। সে সাধুকে বাজারে টানিয়া আনে, মূককে মুখর করিয়া তোলে, লোক-লোচনের অন্তরালে যে লুকাইয়া থাকিতে চায়, সেই মহাভাগবতকে আচার্য্যরূপে প্রকাশ করিয়া দেয়।

কৃপার স্নেহ-কটাক্ষ যে লাভ করিয়াছে—সেই ধনী। তাহার সকল অভাব ঘুচিয়া গিয়াছে। কৃপাসিক্ত ভাগ্যবান্‌জনের সাধনপথে আর কোনও ভয় নাই। শ্রীগুরুদেবের কৃপা নৃসিংহরূপে অনুক্ষণ তাহাকে ভজনবিঘ্নের কবল হইতে রক্ষা করে; শুধু তাহাই নহে—হাত ধরিয়া তাহাকে বাঞ্ছিত সেবা-রাজ্যে পৌঁছাইয়া দেয়। কৃপালাভ করা তাহার চরম ভাগ্য, কেননা কৃপাই তাহাকে প্রয়োজনতত্ত্ব মিলাইয়া দেয়। গুরুকৃপা ও কৃষ্ণপ্রেম এই উভয়ের মধ্যে কোনও দূরত্ব বা ব্যবধান নাই। কৃপাই প্রেমদান করে। কৃপালাভ করাই সাধক-জীবনের শেষ কথা। আবার সিদ্ধ মুক্তকুলও একমাত্র কৃপারই মুখাপেক্ষী। কৃপাটী না হইলে সেবা পাইবেন কিরূপে? সেব্যতত্ত্ব স্বেচ্ছাময় স্বতন্ত্রপুরুষ। তাঁহার ইচ্ছা না হইলে তাঁহার গায়ে হাত দিবার কাহারও সাধ্য নাই। তাঁহার কৃপা-হাসিটীর দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সেবায় অগ্রসর হইতে হইবে। কৃপা হইতে যে বঞ্চিত হইয়াছে, সেবারাজ্য হইতে সে ছুটি পাইয়াছে। সে হতভাগ্যের দুঃখের অবধি নাই। কি সাধক, কি সিদ্ধ, কোনও অবস্থাতেই কৃপাকে বাদ দিয়া কাজ চলিবে না।

কৃপার গতি অবরোহপথে। সে উপর হইতে নীচে নামিয়া আসে। নীচ হইতে কেহ উপরে উঠিয়া তাহাকে পাড়িতে না। কৃপা তরল পাত্রে প্রবাহিত হয়, কিন্তু নিম্ন খাদ পাইলেই সেখানে আসিয়া জমিয়া যায়। যেখানে সুনীচতা সেখানেই কৃপার অধিষ্ঠান। দৈন্যই জীবের হইয়া কৃপাময়-শক্তিটীকে তাহার আধারে আবাহন করে। কৃপা রস-প্রবাহ উৎসের ন্যায় কৃষ্ণপাদপদ্মে নিরুদ্ধ থাকে, কিন্তু জীবের আর্ত্তি ও দীনতা তাহার মুখ ভাঙ্গাইয়া দেয়। দীন-অধমের আর্ত্তিহুঙ্কারে তাহার স্বপ্ন টুটিয়া যায়, অমনি কল কল করিয়া জীব-হৃদয় প্লাবিত করিয়া সে ছুটিয়া আসে। কৃপা অহৈতুকী—তথাপি এই দৈন্য ও আর্ত্তি তাঁহাকে চঞ্চল করিয়া তোলে। দীন জনের কাতর বিজ্ঞপ্তি তিনি অগ্রাহ্য করিতে পারেন না। বলিতে কি—এই কাতর হৃদয়ই তাঁহার চির অধিষ্ঠান। দুর্ব্বলক্ষেত্রেই তাঁহার আবির্ভাব। জীবের অসহায়তার জন্যই কৃপার প্রয়োজনীয়তা। জীবের দুর্ব্বলতাই ভগবানের কৃপাশক্তিকে সার্থক করিয়াছে। অথবা তিনি স্বরূপতঃ কৃপাময় বলিয়াই জীব স্বরূপতঃ দুর্ব্বল। বিষয় ও আশ্রয়ের এই পরস্পর আপেক্ষিকতাই মধুর লীলা। শক্তিমান্ ও শক্তির এই আশ্রয়েই বিহার।

তিনি লীলাময়—তাই তিনি কৃপাময়। লীলা করেন বলিয়াই তাঁহাকে কৃপা করিতে হয়। যাহাকে লইয়া তাঁহার লীলা, তাহাকে লীলার উপযোগী করিবার জন্যই তাঁহাকে কৃপা প্রকাশ করিতে হয়। আশ্রয়টী যে অযোগ্য। তাহাকে লইয়া রস জমাইতে হইলে বিষয় হইতে কিছু আশা দরকার, কেননা বিষয়টীই সমস্ত শক্তির আধার। অথচ বিষয় একাকী কোনও লীলা করিতে পারেন না। আশ্রয়ের কাছে এইখানে তিনি ঠেকা। নিজেরই অংশ বিস্তার করিয়া তাহার সঙ্গে তাঁহাকে খেলিতে হয় নয়ের সঙ্গে নিজের ক্রীড়ার নামই মধুলবিলাস। বিলাসের জন্য তাঁহার ইচ্ছাশক্তি সক্রিয় হয়। এই ইচ্ছাশক্তিরই অপর নাম কৃপাশক্তি। অদ্বিতীয় শক্তিমানের আত্মাপ্রকটিত বলিয়া তাহাকে ইচ্ছাশক্তি বলি, আর সেই শক্তিই আশ্রয়-বিগ্রহে প্রকটিত হয় বলিয়া তাহা কৃপাশক্তি। কৃপাশক্তি শক্তিমদ্‌বিগ্রহের স্বরূপশক্তি। কৃপা লীলাময়ের স্বধর্ম্ম।

কৃপা লীলার সহায়ক। লীলাময়ের লীলাবিস্তারে কৃপাই প্রধান আশ্রয়। কৃপাশক্তি লীলাশক্তিতে কেন্দ্রীভূত। কৃপা অংশিনী লীলাশক্তির অংশ অথবা লীলার শক্তিরূপ। কৃপাহীন তত্ত্ব লীলাহীন বা নির্গুণ। এইরূপই কৃপা সগুণতত্ত্বের স্বরূপশক্তি। তত্ত্ব সগুণক বলিয়া কৃপাময়। জীব শক্তিমান্ তত্ত্বের বিভিন্নাংশ তত্ত্ব। ভগবৎশক্তি লীলাময়ের কৃপাশক্তি। জীব কৃপাকণ এবং লীলাকণ। জীব ভগবানের কৃপাশ্রিত লীলাসহচর। ভগবান্ জীবকে অনুক্ষণ কৃপা করিয়া লীলাসাৎ করিবার জন্য ব্যস্ত। জীব স্বরূপগত ভাবেও তাঁহার কৃপা পাইয়া পরিকরভুক্ত হইতে পারে। কৃপালাভ করা তাহার আশ্রয়। ইহা হইতে সে বিচ্ছিন্ন হইতে পারে না। শুধু বিরূপগত হইয়া সে কৃপাশক্তি হইয়াছে। কৃপাময় কৃপাজাল বিস্তার করিয়া বসিয়া আছেন—কিন্তু জীব স্বেচ্ছায় তাহা হইতে দূরে ছুটিয়া পলায়, আর নিজের অকল্যাণ বরণ করে।

অতিথি-সেবী বিপ্র

চারিশত বর্ষপূর্ব্বে ভারতবাসীর আতিথ্য-ধর্ম্মের প্রতি কিরূপ অনুরাগ ছিল, ভাবিতে শরীর পুলকিত হয়। অদ্য একটী দরিদ্র ব্রাহ্মণের আতিথেয়তার বিবরণ পাঠকগণকে উপহার দিতেছি।

এই ব্রাহ্মণ ভিক্ষোপজীবী ছিলেন। দিবসে ভিক্ষাবৃত্তিদ্বারা যাহা লব্ধ হইত, স্বামি-স্ত্রীর তাহাতে কোন প্রকারে চালনা যাইত।

দক্ষিণদেশ-ভ্রমণকালে মহাপ্রভু সঙ্গী একদা এই দরিদ্র ব্রাহ্মণের কাছে আহার্য্য প্রার্থনা করিলেন। ব্রাহ্মণের গৃহে তণ্ডুল-কণিকা পর্য্যন্ত নাই, কি দিবেন? আবার অতিথিকে বিমুখ করিতেও পারেন না। অগত্যা প্রভুর সঙ্গীকে বসাইয়া রাখিয়া পুনর্ব্বার ভিক্ষায় চলিলেন। ভিক্ষায় দুটী নারিকেল পাওয়া গেল, তাহাই আনিয়া অতিথিকে দিলেন।

ধর্ম্মের যে কোন অঙ্গই সাধিত হউক না কেন, নিষ্ঠা চাই, নিষ্ঠা হইলেই ফল পাওয়া যায়। দরিদ্র ব্রাহ্মণ এই আতিথ্য-নিষ্ঠার ফল হাতে হাতে পাইলেন।

মহাপ্রভুর কানে সঙ্গী-মুখাৎ এই দরিদ্র ব্রাহ্মণের কথা প্রবেশ করিল গেল; সুতরাং তিনি অবিলম্বে ব্রাহ্মণের বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

ব্রাহ্মণ মহা ব্যতিব্যস্ত,—অতিথিকে কি দিয়া সম্মান করিবেন? বসিতে দিবার জন্য একখানি আসনও তাঁহার নাই।

ব্রাহ্মণী নিকটে ছিলেন, পদযুগ্ম দর্শন করিয়া তিনি মহাপ্রভুর প্রতি লক্ষ্য করিতেছিলেন। ব্রাহ্মণের ব্যতিব্যস্ততা দেখিয়া তিনি বলিলেন—"তুমি কে দেখিতেছ না, আজ স্বয়ং নারায়ণ আজ তোমার গৃহে। দেখিতেছ না—উঁহার অঙ্গে শত শত বিদ্যুৎ খেলা করিতেছে? যাও—তুলসী আনয়ন কর, ইঁহার চরণে তাহা অর্পণ করিয়া কৃতার্থ হওয়া যাউক।

এ অবলার কথায় বিপ্র যেন জ্ঞান পাইলেন, সন্ন্যাসীর অমানুষিক তেজই তাঁহার অনুভব হইল; তিনি বলিতে লাগিলেন—"আজ আমার সৌভাগ্য সমুদিত হইয়াছে। হে অতিথি! আপনি আপন স্বরূপ বলেন," পরিধান কৌপীন, কোন মানুষ তাহা সম্ভবে? আপনার আগমনে এখানে সন্ন্যাসী আসিয়াছে। হে প্রভো! আপনি ভগবান্, দাসের প্রতি কৃপা করিয়া আসিয়াছেন, দাসের মাথায় পাদপদ্ম অর্পণ করুন।

এ বলিয়া চরণে পড়িতে গেল, প্রভু তখন তাড়াতাড়ি তাঁহাকে আলিঙ্গন দিয়া ধরিয়া রাখিলেন। প্রভুর আলিঙ্গন পাইয়া অনুভব-পূর্ণ আনন্দে ব্রাহ্মণ নাচিতে লাগিলেন।

শ্রীপ্রভুও "হরে কৃষ্ণ" মহামন্ত্র গাইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। গ্রামের লোক নর্ত্তনের সঙ্গে নাচিয়া পড়িল, সকলেই সেই প্রেমবন্যায় ভাসিয়া গেল। একদিনের নৃত্যে গ্রামের আজন্মসঞ্চিত পাপ কোথায় গেল, সকলেই কৃষ্ণোপাসক হইল। এইরূপে একজনের পুণ্যে সে দেশ তরিয়া গেল।

শুদ্ধভক্তি মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ

(আকর মঠরাজ)

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

[illegible] পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে [illegible] শ্রীচৈতন্যদেবের [illegible] বিরাজমান। এই স্থান [illegible] বিদ্যাপীঠ [illegible] এই মঠ হইতে শ্রীবি[illegible] দেবালয়সমূহের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর ও [illegible] সাম্প্রদায়িক আচার্য্য চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠ হইতে পারমার্থিক দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ, [illegible] [illegible] প্রকাশিত হইতেছেন [illegible] [illegible] বয়স্ক [illegible] ও অধ্যাপক [illegible] [illegible] অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫

শ্রীমহাপ্রভুর প্রচারিত শুদ্ধভক্তি ও নাম-প্রচারোদ্দেশ্যে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় [illegible] প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই মঠমধ্যে শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ-শ্রীগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী জীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। প্রত্যহ প্রাতে, সন্ধ্যায় সপ্রস্থান-চতুষ্টয় বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি গ্রন্থ ও শুদ্ধভক্তের সম্বন্ধে আলোচনা হয়। এই মঠ হইতে মহামণ্ডলীর সকল কার্য্য [illegible], [illegible] সঙ্কীর্ত্তন, [illegible] [illegible]-মহোৎসবাদির অনুষ্ঠান হয়। রক্ষক মহোপদেশক আচার্য্য শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-স্থান মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া সহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা এবং শ্রীক্ষেত্রপালের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী সেবাকোবিদ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌর-লীলার রাসস্থলী এখানে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান, রক্ষক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—গোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

(৭) কাজীর সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তালোক।

(৮) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও রাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান দাস ব্রহ্মচারী।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌড়পার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্র নাথ দাসাধিকারী।

১০) মোদদ্রুম ছত্র "গৌড়ের নৈমিষ"

মামগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান। শ্রীগৌরনিত্যানন্দের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীকুঞ্জবিহারী ব্রজবাসী, [illegible]।

(১১) ভেতিয়া কুঞ্জকানন

শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক— শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী

(১২) কুঞ্জকুটীর—পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীমধুসূদন অধিকারী

(১৩) ভাগবত-আসন—পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

এই স্থান হইতে ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচারিত হয়। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তালোক, ভাণ্ডারী।

(১৪) একায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী [illegible]।

(১৫) মহেশ পণ্ডিতের পাট

চান্দুড়, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিবিনোদ ব্রজবাসী।

(১৬) মাধ্বগৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, পোঃ ঢাকা

পূর্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ।

(১৭) গোপালজীউ মঠ—কমলাপুর,(ঢাকা)

গোপালজীউর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান। রক্ষক—শ্রীমাধবদাস ব্রজবাসী।

(১৮) গদাই গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)।

এখানে শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(১৯) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

[illegible]বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রী[illegible] ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২০) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাধু, ([illegible])

এখানে সপার্ষদ শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(২১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীচৈতন্য দাসাধিকারী,

(২২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ফুলবেড়িয়া, পোঃ চিংড়ী, (মানভূম)

এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী।

(২৩) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে গুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত।

(২৪) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী।

(২৫) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশপাল, পোঃ বক্সীবাজার, (কটক)

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদমদন-জীউর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর

(২৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর পুরী,

শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন।

(২৭) পুরুষোত্তম মঠ

[illegible], পোঃ পুরী সহর।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীউর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগদাধর অধিকারী

(২৮) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌরাঙ্গনাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবিপিন-বিহারী দাসাধিকারী।

(২৯) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, জেলা গোদাবরী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—শ্রীরাধাকান্ত দাসাধিকারী ভক্তিলোচন।

(৩০) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪২নং [illegible]পুরা, বেনারস সিটি

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(৩১) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী

(৩২) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও গৌর-বিনোদ-বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীসত্যনারায়ণ দাসাধিকারী।

(৩৩) কৃষ্ণচৈতন্য মঠ

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

এখানে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিত্য-সেবা হয়। রক্ষক—শ্রীমদন ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠ

বিশ্রামঘাট মথুরা

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুধীর যাচক

(৩৫) ব্রজানন্দ সুখদকুঞ্জ—শ্রীরাধাকুণ্ড

রক্ষক—শ্রীরাধারমণচরণদাস ব্রহ্মচারী

(৩৬) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৩৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ

সেবপাড়ী, পোঃ ডোডোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব) রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৩৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমী

(৩৯) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল।

এখানে গৌরাঙ্গমোহনরায়ের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীবনগোপাল অধিকারী।

(৪০) সারস্বত-গৌড়ীয় মঠ

[illegible] [illegible]পুর, চট্ট, সি

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি

(৪১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ রায়পেট্টা মাদ্রাজ।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা।

রক্ষক—[illegible] শ্রীপাদ [illegible]নন্দ ভক্তিবিকাশ

(৪২ [illegible]-গৌড়ীয়-মঠ কার্য্যালয়

গ্রোভার রোড, চোটানি বিল্ডিং, বান্দ্রা নং ১, বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মা মজুমদার।

(৪৩) অমরসি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমরসি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীরাধেশ্বর দাস অধিকারী

(৪৪) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী

(৪৫) পাটনা গৌড়ীয় মঠ

১০০ মিঠাপুর, পাটনা।

রক্ষক—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী রাগভূষণ

(৪৬) গয়া গৌড়ীয় মঠ

ফিল সাহেব, চাঁদ রোড, গয়া

রক্ষক—উপদেশক শ্রীসর্ব্বেশ্বর রাগবন্ধু

(৪৭) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠ বালেশ্বর

রক্ষক—শ্রীবনোয়ারিলাল ব্রহ্মচারী

(৪৮) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয়

৩ গ্লাডষ্টোন হাউস, বসওয়েল গার্ডেন্স, এস ডব্লিউ ৭, লণ্ডন

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন

(৪৯) বার্লিন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

Berlin W. 30

Eisenacher strasse 20 I,

(৫০) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

৩৫০ নং ডালহাউসী ষ্ট্রীট রেঙ্গুন।

শুদ্ধ ভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—প্রথম ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রাপ্তব্য ।৶০
২। শ্রীমদ্ভাগবত বিবৃতি শ্রীচৈতন্যভাগবত ৯৲
৩। [illegible] শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৯৲
৪। ঐ অনুভাষ্য ৬৲
৫। শ্রীল নরহরি [illegible]
১ম খণ্ড ৩- ১৲; ২য় খণ্ড—৮
৩ ৮০
৬। শ্রীল নরোত্তমের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—১৲; ২য় খণ্ড ৮০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব—১৲
৮। সৎক্রিয়াসার—দীপিকা ও সংস্কার-দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণব ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যোপনিষৎ (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা (বাঁধা) ২৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৮০
১৪। সাধনকণ্ঠহার (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাম্প্রদায়িক বিচার ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৮০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ।০
১৮। সাধন-পাথেয় ।০
১৯। ভক্তাবলীর পুষ্পাঞ্জলি (বাঁধা)
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৸৶০
২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য
২২। [illegible]
২৩। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও
শ্রীনবদ্বীপধাম (বাঁধা) ৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ)
২৬। গীতার কেবল মাত্র-ভাষা ।০
২৭। [illegible] ২৲
২৮। [illegible] ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷
৩০। দীপ-[illegible] ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৶০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা)
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৮০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি ৴০
৪১। গীতাবলী ৴০
৪২। চিত্রে নবদ্বীপ ।।০
৪৩। সাধনকণা ৴০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৴০
৪৬। [illegible] ৴০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (২য় সংস্করণ) ৴১০
৪৯। [illegible] ৴০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (১ম খণ্ড) ৩৲
৫১। [illegible] ।০
৫২। [illegible] ([illegible]) ।০
৫৩। [illegible] ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ০
৫৫। [illegible] ।০
৫৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ? ৴০
৫৭। উপদেশামৃত (ভাষাবিবৃতি) ।০
৫৮। শ্রীহংসদূত ৶০
৫৯। [illegible] ৶০
৬০। সাহজ্যনাশ ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত সারঃ ৮০
৬১। সিদ্ধান্ত-দর্পণ [illegible] ।০
৬২। সটীক [illegible] ।০
৬৩। [illegible] ।০
৬৪। [illegible] ৶০
৬৫। গৌড়ীয়কণ্ঠহারঃ ৴০
৬৬। [illegible] ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৭। [illegible] ।০
৬৮। এ [illegible] ॥০
৬৯। [illegible] ।০
৭০। বেদান্ত—[illegible]
[illegible] ।০
৭১। [illegible] ।৶০
৭২। [illegible]
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।০
৭৩। বৈষ্ণবীজম ।০
৭৪। [illegible] গৌড়ীয়মঠ [illegible] ৴০
৭৫। [illegible] ।০
৭৬। [illegible]
[illegible] ।০
৭৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২।০
৭৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (অনুবাদ) ১৫

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৭৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮০। সাধন-পথ ।০
৮১। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৮২। গীতাবলী ৴০
৮৩। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৪। শরণাগতি ৴০

তেলগু ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠ মহাশয়ের

মেহোদার পাচন

সর্ব্বপ্রকার মেহরোগের অব্যর্থ মহৌষধ

[illegible] কেবলমাত্র উপায় বলিলেই [illegible] নূতন ও পুরাতন [illegible] মূল্য বোতল [illegible] আনা। [illegible]

ঠিকানা—১১নং [illegible] রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

[illegible] জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউন্টেনপেন ?

পরীক্ষা করিয়া দেখা [illegible] ফাউন্টেনপেনের [illegible] কাগজে [illegible] হয় না। মূল্য [illegible]
জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং [illegible] লেন, [illegible] কলিকাতা

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের [illegible] যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মহোত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, [illegible], উপনিষদ, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পত্রায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে বিষয়সূচী ও শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৮০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, [illegible]
ও কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ ভাস্করাগ্রী এম, এ, এল, কর্ত্তৃক [illegible]

"শ্রী কৃষ্ণচৈতন্য"

[ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

[illegible] ... Foreward ... Prefaces ... Contents ... index Glossary ... [illegible]

শ্রীভক্তির অন্যান্য গ্রন্থ

১। THE HARMONIST— [illegible]

[illegible]

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

[illegible]

প্রাপ্তিস্থান — শ্রীচৈতন্য-[illegible]

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—২৩,	১০—৫১,	১৩—২২	১৭—০৮,	১৯—৪৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৬,	১১—৯,		১৮—৯,	[illegible]
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩০	১১—১৩,		১৮—১৩,	২০—১২

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

রবিবার ব্যতীত

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৩৫	৯-২৫	১২-১০	১২-৩৪	১৫-০৪	১৮-০১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫০	৯-৩০	১২-১৯	১২-৫২	১৫-৪১	১৮-০৬
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২০	১০-৩	১২-৫১	১৩-১২	১৬-১২	১৯ ১১

একশত
বৎসরেরও
অধিক কাল
রবিনসনের
'পেটেন্ট'
বার্লি
পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ
বার্লি জল
এবং
বার্লি কাঞ্জি
রূপে
পরিগণিত হইয়াছে
ইহার পরিবর্তে অন্য
কোন বার্লি লইবেন না
অন্য কোন বার্লিই
রবিনসনের
'পেটেন্ট'
বার্লির
সমতুল্য নহে

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈ নি ক

R.B. No. 1544

নদীয়াপ্রকাশ
THE
NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত—নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১০ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২রা আষাঢ়, সোমবার ১৩৪২, ১৭ই জুন ১৯৩৫ [৯০তম সংখ্যা

ঐতরেয়োপনিষদ্

বড় অক্ষরে মূল ও
অনুবাদসহ প্রকাশিত
হইয়াছে। কাগজ ও
ছাপা অতি উত্তম।
ভিক্ষা ।০ মাত্র
শ্রীচৈতন্যমঠ,
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

"গৌড়ীয়"

৭ম বর্ষ হইতে
১২শ বর্ষ পর্য্যন্ত
সাত বর্ষ কাগজে
বাঁধাই
ভিক্ষা ৩৷০ মাত্র।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ

বিবিধ সংবাদ

—:০:—

কোয়েটার সাহায্য

শ্রমিক সংগ্রহ

গত ১৫ই জুন লক্ষ্ণৌ হইতে একদল শ্রমিক সংগ্রহকারী ভদ্রলোক বেরেলিতে আসিয়াছিলেন। তিনি কোয়েটায় প্রেরণ করিবার জন্য বহুসংখ্যক রাজমিস্ত্রী, কর্ম্মকার এবং কাঠমিস্ত্রি ইত্যাদির নাম তালিকাভুক্ত করিয়াছেন। প্রকাশ যে এই সকল শ্রমিক মিলিটারী সার্ভিসের নিয়ম অনুসারে ভূমিকম্পবিধ্বস্ত অঞ্চলে যাইয়া কাজ করিবেন। সম্পত্তি পুনরুদ্ধার এবং অস্থায়ীভাবে ঘরবাড়ী নির্ম্মাণ এই উভয়বিধ কার্য্যেই ইহাদিগকে নিয়োগ করা হইবে। রাজমিস্ত্রিদিগকে মাসিক ১২৲ টাকা বেতন দেওয়া হইবে। অন্যান্যের বেতনের পরিমাণ মাসিক ৩০৲ টাকা হইতে ৪০৲ টাকা পর্য্যন্ত হইবে।

— —

বর্দ্ধমান খবর

রৌদ্রের প্রচণ্ড উত্তাপে বর্দ্ধমানের সর্ব্বত্র জলাভাব দেখা দিয়াছে। জেলায় উৎপন্ন নত ইক্ষু ও পাট অধিকাংশই মরিয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে সামান্য বৃষ্টি হইয়াছিল, সেই সুযোগে কৃষকেরা জমিতে কতক ধান্য বপন করিয়াছিল; তাহাও অঙ্কুরে বিনষ্ট হইল। অধিকাংশ গ্রামেই কর্দ্দমাক্ত জল জলই পানীয়রূপে ব্যবহৃত হইতেছে। গত বৎসরের অনাবৃষ্টির জন্য চাষীদের বীজ ধান পর্য্যন্ত নাই—যাহা ছিল তাহাও জমিতে নষ্ট হইল। আউশ ধানের আশা একদিনেই নষ্ট হইয়াছে। জেলার মহকুমা হইতে অনাহারের সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। চুরি ডাকাতি বিশেষভাবে বাড়িয়া গিয়াছে। বিসূচিকার সংবাদও অত্যধিক পাওয়া যাইতেছে। সাহায্যার্থে সংবাদও কয়েকটী পাওয়া গিয়াছে। ফেরীওয়ালা ও ভিখারী পর্য্যন্ত নিরাপদে পথ চলিতে পারে না। ব্যবসা-বাণিজ্যের অবস্থা শোচনীয়। সমস্ত ব্যবসায়িগণ হাত গুটাইয়া বসিয়া আছে। বড় বড় প্রতিষ্ঠানের পক্ষেও টিকিয়া থাকা অসম্ভব হইতেছে। কর্ম্মচারীদের কার্য্য হইতে বঞ্চিত করা হইতেছে।

———

বুড়িগঙ্গায় নৌকাডুবি

গত ১৫ই জুন বহু যাত্রী বোঝাই একখানি দেশী নৌকা ঢাকা সদর হইতে ৮ মাইল দূরবর্ত্তী মীরপুর দরগা অভিমুখে রওনা হয়। নৌকায় পাল খাটান হয়। মীরপুর পুলের নিকট বুড়িগঙ্গা নদীতে হঠাৎ প্রবল বাতাস আসিয়া নৌকাখানি আক্রমণ করে। পালের দড়ি ছিন্ন হইয়া যায় এবং নৌকাখানি ঘূর্ণিপাকের মধ্যে পড়িয়া যাত্রীসহ উল্টাইয়া যায়। ফলে একটী বৃদ্ধ ও একটী তরুণীর মৃত্যু হয়।

টাঙ্গাইলে ভীষণ দাঙ্গা

কৈজুরির জমিদার বাবু যোগেশচন্দ্র রায় চৌধুরীর একজন বর্গাদার আকন্দপাড়ার একখণ্ড জমির আগাছা উঠাইতেছিল, এমন সময় অপর একদলের প্রায় ৫০ জন লোক আসিয়া তাহাকে বাধা দেয়।

বর্গাদার চলিয়া যাইয়া পুনরায় অন্যান্য ৬জন লোকসহ তথায় আসিয়া উপস্থিত হয়। তাহারা ঐ জমিতে গেলে অপর পক্ষ লাঠি, সড়কী ও অন্যান্য অস্ত্রাদি সহ ঐ ৬ জন লোককে আক্রমণ করে। ফলে একজন মুসলমান নিহত হয় ও তিনজন ভীষণভাবে আহত হয়। আহত ব্যক্তিদিগকে টাঙ্গাইল হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হইয়াছে।

গুলীতে গোরার আত্মহত্যা

প্রকাশ, বিগত বুধবার রয়েল স্কটস্ সেনাদলের সৈনিক ল্যান্স-করপোরেল বুধবার গুলী করিয়া আত্মহত্যা করিয়াছে।

ল্যান্স-করপোরেল নাকি নিজের দলের সেনাবাহিনীতে সামরিক অপরাধে বিচারের জন্য আটক রাখা হইয়াছিল। বুধবার প্রত্যুষে সে জনৈক প্রহরীর বন্দুক ছিনাইয়া লইয়া গুলী করিয়া আত্মহত্যা করে বলিয়া প্রকাশ।

আমতায় ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষ

বিগত ৮ই জুন শনিবার ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, ক্ষিতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত আমতার গণ প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করেন। এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য—অতি অল্প মূল্যে দরিদ্র জনসাধারণের সাহায্যার্থ ঔষধ ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা। ডাঃ ঘোষ ও শ্রীযুক্ত দাশগুপ্ত মহাশয় এই প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করিয়া অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করেন ও ইহার সাফল্য কামনা করেন।

— — —

ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার ফল

[দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পর]

শান্তিপুর ওরিয়েণ্টাল একাডেমি

সুশীলকুমার সান্যাল ৩, শচীন্দ্রনাথ বিশ্বাস ৩, শচীন্দ্রনাথ চট্টো ৩, নিকুঞ্জ সান্যাল ২, তারাপদ দাস ১, বাহিনীভূষণ মুখো ১, শঙ্করচরণ মুখো ১, দয়ালহরি চট্টো ১, আনন্দকুমার প্রামাণিক ২।

চাকদহ রামলাল একাডেমি

সুনীলকুমার দাস ২, নন্দলাল মুখো ২, শান্তিকুমার চট্টোপাধ্যায় ২, বিমলকুমার মুখো ১, সৌরীন্দ্রনাথ পাল ১, অসীমকুমার চট্টো ১, রাধাপদ চৌধুরী ১, প্রভাত মিত্র ২, অতুলাখ্য মুখোপাধ্যায় ২, নরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ৩, ভূপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ২।

বেথুয়াডহরী চণ্ডীচরণ জে, কে, ইনষ্টিটিউশন

বীরেন্দ্রকুমার বিশ্বাস ১, জিতেন্দ্রনাথ গুপ্ত ২, কালীকিশোর মণ্ডল ২, সুকুমার বিশ্বাস ২, মহম্মদ আব্দুল রহিম ২।

আড়ংঘাটা রাধারাণী ইনষ্টিটিউশন

মহম্মদ আফাজউদ্দিন মণ্ডল ২, নবগোপাল সাহা ২, জগন্নাথ গুপ্ত ১।

বেথনগর বিপ্রদাস এইচ ই স্কুল

মদনমোহন গুপ্ত ১, নিমাই গুপ্ত ১, শৈলেশনাথ বিশ্বাস ২, বিনয়কৃষ্ণ দত্ত ২।

চুয়াডাঙ্গা ভি, জে, এইচ ই স্কুল

মহম্মদ মোজাম্মেল হক ২, মোস্তফা আলি বিশ্বাস ২, হরেন্দ্রনাথ আচার্য্য ২, সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায় ১, বৈদ্যনাথ পাল ২, দেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ১, গিরিজাভূষণ নাথ ২, গোবিন্দপ্রসাদ সরকার ৩, আবদুল আজিজ ১, আবু মোহাম্মদ জোয়ারদার ২, হরিভূষণ রায় ৩, গিরীন্দ্রনাথ বিশ্বাস ২, সুধীরকুমার চৌধুরী ২, রবীন্দ্রনাথ চৌধুরী ১, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় ২, শচীন্দ্রনাথ দত্ত ২, পূর্ণেন্দু সেন ২, সত্যেন্দ্রনাথ সেন ২, উপেন্দ্রমোহন চক্রবর্ত্তী ১, রাধাভূষণ চক্রবর্ত্তী ১, মহম্মদ হলাসেম ২।

আলমডাঙ্গা এইচ, ই, স্কুল

নিমাইচন্দ্র দত্ত ৩, চিত্তকুমার সরকার ২, হেমন্তকুমার বিশ্বাস ২, কালীকৃষ্ণ ঘোষ ২, পঞ্চানন ঘোষ ২।

মেহেরপুর এইচ ই স্কুল

শৈলেশচন্দ্র ভট্টা ১, সন্তোষ দাশগুপ্ত ১, তারাপদ বিশ্বাস ২, কমলাকান্ত সিংহ ২।

কৃষ্ণগঞ্জ এম এল ইন্

পরেশনাথ বসু ১, সচ্চিদানন্দ আর্য্য ২, বিমলেন্দু সাহা ২, ধীরেন্দ্রনাথ মুন্সী ২, পশুপতি দ্বিবেদী ২, মৃগাঙ্কধর বিশ্বাস ২, অনিলকুমার মুখো ২, আব্দুর রজ্জাক ৩।

ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার ফল

গুণানুসারে প্রথম দশজন

১। নির্মলকুমার রায়—বালীগঞ্জ জগন্নাথ ইনষ্টিটিউট।

২। [illegible] রায় চৌধুরী—আসান সোল ই, আর, আর হাই স্কুল।

৩। শিবাংশুকুমার ঘোষ—সারদাবার হাই স্কুল।

৪। সুনীলকান্তি সেন—মিত্র ইনষ্টিটিউশন (ভবানীপুর)।

৫। কুমুদকান্ত রায়—আসানসোল ই, আই আর, হাই স্কুল।

৬। মধুসূদন চক্রবর্ত্তী—বালীগঞ্জ জগবন্ধু ইনষ্টিটিউট।

৭। অতুলচন্দ্র পাল বাঁকুড়া জিলা স্কুল

৮। দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ময়মনসিংহ মৃত্যুঞ্জয় হাইস্কুল।

৯। বিমলচন্দ্র মজুমদার -ভবানীপুর সাউথ সুবার্বন ইনষ্টিটিউশন।

১০। শিবদাস ভট্টাচার্য্য - বাজবজ ই, ডি, এল, হাই স্কুল।

নদীয়া জেলার ফল

নিম্নে নদীয়া জেলার স্কুলের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার ফল দেওয়া হইল:—

শ্রীমায়াপুর ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

ভূপালচন্দ্র নাথ ১, সীতানাথ দত্ত ১ নিরঞ্জন মণ্ডল ১ ; চন্দ্রকৃষ্ণ দাস ১ ; হরেন্দ্র কুমার বিশ্বাস ২, সুধীরঞ্জন বসু ১, মহম্মদ জাবেদ হোসেন পুরন্দরবিহারী বসাক ২ ; সতীজীবন লাহিড়ী ৩ ; শৈলপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ১; দেবনারায়ণ ঘোষাল ২, কালিদাস প্রামাণিক ১, কৃষ্ণদাস বসু ২।

বেলপুকুর হাই স্কুল

বাঞ্ছারাম পাল ৩, তুর্গা দাস ভট্টাচার্য্য ১ ; গোপাল চন্দ্র ভট্টাচার্য্য ২ ; মহম্মদ নকিবুদ্দিন মণ্ডল ২ ; অনিলকুমার মুখোপাধ্যায় ২ ; গোষ্ঠ গোপাল কুণ্ডী ১ ; চন্দ্রনাথ মহালি ১, বীরেন্দ্রনাথ কুণ্ডু ১।

আমলা সদরপুর হাই স্কুল

শশীকান্ত হালদার ১ ; সুধাংশু শেখর পাল ৩ ; প্রমথ কুমার মিত্র ৩ মণীন্দ্র মোহন নাথ ২ ; মহম্মদ মোজাম্মেল হক ২ সদানন্দ সরকার ৩

কুমারখালি এম. এন. এচ. ই স্কুল

অশ্বিনী কুমার সাহা ৩, প্রদ্যোত কুমার সেন ২, রবীন্দ্রনাথ দে ২, জগবন্ধু পাল ১, বীরেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য ১, আবদুল গনি বিশ্বাস ১ অমূল্যরতন কর্মকার ২, নারায়ণ চন্দ্র সাহা ২ অমূল্য চট্টো ২, শশাঙ্কশেখর রায় ২, সদানন্দ কুণ্ডু ১।

রাণাঘাট লাল গোপাল হাই -

সুপ্রকাশ চন্দ্র পালিত ১, পূর্ণচন্দ্র চন্দ্র ১, অমরেন্দ্র নাথ দে, কৃষ্ণ গোপাল মুখো ২, শিব প্রসন্ন রায় ১, রণজিৎ কুমার মুখো ২, জ্ঞান কুমার সেন ২, অনাদি নাথ মুখো ২, সুধীরকুমার পাল ১, কানাইলাল সাহা ২, গৌর গোপাল মজুমদার ২, নির্মল কুমার দত্ত ২, পার্বতীচরণ গাঙ্গো ২, কালিদাস রায় ২, কৃষ্ণপদ বিশ্বাস ২, প্রশান্ত কুমার ভট্টা ২, সুনীল কুমার ঝা ২, রমানাথ কুণ্ডু ২, মণি মোহন ঘোষ ২, দুর্গা চরণ চক্রবর্তী ২, পাঁচকড়ি বন্দ্যো ২, শ্রীকান্ত রতন ঘোষ ২।

খোকসা জানিপুর হাই

বিমলপদ রায় ২, শক্তিপদ চৌধুরী ২, নলিনীভূষণ মজুমদার শৈলেশ আচার্য্য ২ মুন্সী আবু আমের ২।

আড়ংঘাটা রামেশ্বর হাই স্কুল

হরগোপাল লাহিড়ী ২ ; শক্তিপদ বিশ্বাস ২ ; রাসবিহারী ঘোষ ২ ; বীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ২ ; নীলকান্ত চট্টো ২ ; বিমলানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় ২, কালিদাস চট্টোপাধ্যায় ২ ; মহম্মদ ওয়াহেদ আলি ৩।

নবদ্বীপ রাধারমণ হাই স্কুল

বৈদ্যনাথ দত্ত ১ ; সুনীলকুমার ভট্টাচার্য্য ১ ; জগবন্ধু ভট্টা ১ শরদিন্দুনারায়ণ মুখোপাধ্যায় ১, নিতাইপদ দাস ১ ; প্রাণগোবিন্দ গোস্বামী ২ ; রাধাকৃষ্ণ ভাদুড়ী ২ ; যুগলকিশোর গোস্বামী ১; শিবনারায়ণ মজুমদার ২; ক্ষিতীশচন্দ্র ঘোষ ২ ; আনন্দকুমার গুপ্ত ২ ; শ্রীবাস চন্দ্র সরকার ২, বলদেব গোস্বামী ২ ; ধীরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় ১ ; অজিত কুমার সেন ২ ; জ্যোতিষনাথ সাহা ৩ ১ ; চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায় ১ ; অমলকুমার চক্র ২, শিবচন্দ্র সিংহ ১ ; শিবপদ দাস ২ ; জিতেন্দ্রনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় ২ ; সুধীর কুমার কাঞ্জিলাল ৩, বিমলচন্দ্র কর্মকার ২, হরিনাথ গোস্বামী ২।

নবদ্বীপ হিন্দু স্কুল

ভবানী প্রসাদ সা ১ ; গৌরচন্দ্র মণ্ডল ২ ; শান্তি মৈত্র ১ ; হিমাংশুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ১ ; শশধর মণ্ডল ২ ; দেবী প্রসাদ নন্দী ২ ; নির্মলকুমার রায় চৌধুরী ১ ; মুরারি বিশ্বাস ৩; গৌর সাহা ২।

কৃষ্ণনগর সি ; এম ; এস ; সেণ্ট জন্‌স হাইস্কুল

জনদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ১ ; রবি গোপাল সরকার ২ ; সুধাংশুকুমার বিশ্বাস ৩, জ্যোতিঃপ্রকাশ ঘোষ ২ ; কিশোরীমোহন পাঁড়ে ১ ; সুরাইয়া নাথ ১ ; বিশ্বরঞ্জন নাথ ২ ; অরুণকুমার রায় ১ ; অধীর কুমার রায় ১ ; অজিতকুমার মজুমদার ২, বিনয় কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ২ ; মধুসূদন বন্দ্যোপাধ্যায় ১ ; সুধীরকুমার সরকার ২ ; নরেন্দ্রনাথ আচার্য্য ২; জ্ঞানেন্দ্রকুমার পাল ৩, আবদার্‌রসিদ শেখ ২

সুধাকরপুর হাই স্কুল

হেমপ্রভা সরকার ১, প্রমথ কুমার দত্ত দত্ত ২; বলাইচন্দ্র গড়াই ৩; রাধাগোবিন্দ দাস ১, বিমলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ১, মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায় ২।

শিকারপুর হাই স্কুল

শক্তিপদ ভট্টাচার্য্য ১, গোপাল দাস বৈরাগ্য ১, বলরাম গঙ্গোপাধ্যায় ১, মহম্মদ সফিউল্লা ১, মহম্মদ মহবুব রসিদ সেখ ১, মহম্মদ মুসাদ্দর হোসেন ১, মহম্মদ নুরুল হক ১

চাপড়া হাইস্কুল

সুধীরকুমার কুণ্ডু ২, তারকনাথ চট্টোপাধ্যায় ১। নন্দকিশোর চট্টোপাধ্যায় ২

কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুল

রণেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ২, প্রমথ নাথ বসু ২, সুশেনকুমার দত্ত ১, অমরেন্দ্র মুখোপাধ্যায় ১ তুলসীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ১, অমীয়রঞ্জন সেন গুপ্ত ১ বিভূতি ভূষণ সেন ২, কাশীনাথ দাস গুপ্ত ১, অলোক লক্ষ্মী ২, বীরেন্দ্রমোহন দত্ত ২ কনককুমার বিশ্বাস ১, হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ২, মদনকুমার তালুকদার ১, শৈলেশ গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ১, সন্তোষকান্তি মজুমদার ২।

জামসেরপুর বি, এম হাই

নীলরতন বাগচী, কালাচাঁদ বসু ২ প্রকাশচন্দ্র বাগচী ১।

ছুটিপুর হাই

শ্রীপতিনাথ ভৌমিক ২ মনমোহন মিত্র ২।

কৃষ্ণনগর এ, ভি, স্কুল

বিশ্বনাথ চট্টো ২ পাঁচকড়ি চট্টো ২ বীরেন্দ্রকুমার ঘোষ ১ কেশবলাল হালদার ২ সুশীলকুমার বন্দ্যো ১ পূর্ণচন্দ্র প্রামাণিক ২ মধুসূদন মিত্র ২ নিরঞ্জন বাগচি ২ নির্মলেন্দু গুপ্ত ২ তারাশঙ্কর মুখো ২ সন্তোষকুমার মিত্র ২ প্রফুল্লকুমার নায়েক ২ গোবিন্দচন্দ্র হালদার ৩ দেবপ্রসাদ সেনগুপ্ত ২ সুধাংশুমোহন প্রামাণিক ১ আজিজুর রহমান ২ আনিসুর রহমান ২।

মুড়াগাছা হাই

রামকৃষ্ণ মুখো ২ সুনীলকুমার পাল ৩ লক্ষ্মীনারায়ণ গঙ্গো ১ মনোরঞ্জন দত্ত ১ সুশান্ত চট্টো ১ অজিতকুমার চক্র ১ অরবিন্দ বিশ্বাস ২ তারাপদ ভট্টা ১ কমলকুমার ভট্টা ১ দেবনারায়ণ মুখো ২ পরিমলচন্দ্র ঘোষাল ২ বিশ্বনাথ ভট্টা ৩।

প্রাইভেট ছাত্র

নরেন্দ্র চট্টো ২ বিশ্বেশ্বর বিশ্বাস ২ প্রফুল্ল চন্দ্র চক্র ২ অন্নদাপদ সান্যাল ৩ হরিশচন্দ্র বন্দ্যো ৩ খন্দকার আবদুল হাই ২ তারকনাথ দাস ২।

গোঁসাই দুর্গাপুর হাই

নগেন্দ্রচন্দ্র চট্টো ১ উমাপদকুমার সরকার ২ মনোমোহন বন্দ্যো ২।

ধুবুলিয়া হাই

বিশ্বনাথ প্রামাণিক ২ রামকৃষ্ণ চট্টো ১ জগদীশ রায় ১ ভূপেন্দ্র নারায়ণ দত্ত ১ প্রফুল্লকুমার চাকি ১ সতীশচন্দ্র মুখো ২ মুকেশ চন্দ্র চট্টো ১ অনিলকুমার প্রামাণিক ১ নলিনীরঞ্জন অধিকারী ২ শিবপ্রসাদ চক্র ৩ অর্জুন বাড়ৈ ২ সতীশচন্দ্র কর ২ নীরেন্দ্রনাথ মজুমদার ২ খন্দকার আবদুল জোব্বার ১ অজিতকুমার মণ্ডল ২, যদুনাথ সেনগুপ্ত ১, বৈদ্যনাথ বসু ২, তারাপদ কর্মকার ২ রণজিৎকুমার সাহা ২, বিনয়কুমার রায় চৌধুরী ২ শিবদাস ঘোষ ২, গোপেন্দ্রকৃষ্ণ মজুমদার ২, শচীন্দ্রনারায়ণ বসু ২, বিজয়েন্দ্র সরকার ১, সমরেন্দ্রনাথ কুণ্ডু ২, তারাপদ পাল ২, বিমলকুমার রায়চৌধুরী ২ সত্যজীবন সিংহ ১, প্রফুল্লচন্দ্র চট্টো ২, নিরঞ্জন কুমার সাহা ৩, মহাদেব বর্মন বিশ্বাস ১ মহম্মদ আকবর হোসেন ২, মহম্মদ বাহা রুদ্দিন ২, কফিলুদ্দিন আমেদ ১।

কুষ্টিয়া মিউনিসিপ্যাল একাডেমী

সুশীলকুমার ঘোষ ২, সুধী কুমার সেন ২, নরেন্দ্রনাথ পাল ১, ভবতোষ চক্রবর্তী ২, মহম্মদ খালিলুজ্জমান ১।

পাকুলী হাই

সুধীরকুমার দত্ত ২ ; ফণীচন্দ্র সরকার ১ কালিদাস দাস চক্রবর্ত্তী ১ ; ক্ষিতিশমোহন রায় ১ ; ক্ষিতীশচন্দ্র ঘোষ ১ ; বারীন্দ্র কুমার ঘোষ ১ ; বিধুভেন্দ্র নারায়ণ সেনগুপ্ত ২ বিনয়ভূষণ বন্দ্যো ১ অনিলচন্দ্র বন্দ্যো ১ ; নীহাররঞ্জন দাসগুপ্ত ২; নীরদমোহন রায় ১। সুনীলকুমার বন্দ্যো ১, মহম্মদ আমিরুদ্দিন ১ আতাহার হোসেন ১, মহম্মদ আবদুল রসিদ ২, মহম্মদ বাহারুদ্দিন প্রামাণিক ২, মহম্মদ মুজিবর রহমান ২।

রাণাঘাট পি সি হাই

অজিতকুমার নাথ ২, নির্মল নন্দী ১, বিজয়চন্দ্র কুণ্ডু ১, সুধাময় বন্দ্যো ৩, অজিতকুমার রায় চৌধুরী ৩, তাড়িতকুমার মল্লিক ২, গোবিন্দচন্দ্র কুণ্ডু ১, রণজিৎকুমার খাঁ ২, গৌরধন বন্দ্যো ১, অন্নদাপদ বন্দ্যো ২, জিতেন্দ্রনাথ বিশ্বাস ২, হেমন্তকুমার চট্টো ১, নৃপেন্দ্র মুখো ২, রাসবিহারী মুখো ২, কালীকিঙ্কর সিংহ ২, শান্তিনাথ চট্টো ২, নির্মলগোপাল বন্দ্যো ১।

শান্তিপুর মিউনিসিপাল হাই

প্রভাত নন্দী ১, সুধীর চন্দ্র ১, শৈলেশচন্দ্র সান্যাল ২, অমরেন্দ্রনাথ লাহিড়ী ১, দীনবন্ধু দাস ১, জগবন্ধু বন্দ্যো ২, কানাইলাল পাল ২, হারাধন পাল ১, তারিণীপ্রসাদ ব্রহ্মচারী ২, নীহাররঞ্জন সরকার ২, সন্তোষকুমার সরকার ৩, বসন্ত দেব প্রামাণিক ১, সুধীরকুমার চট্টো ২, ভবানীপ্রসাদ মুখো ২, ব্রজগোপাল মুখো ৩ শচীন্দ্রকুমার বন্দ্যো ৩, পরমানন্দ গোস্বামী ৩, মহঃ মাহতাব আলম ২।

[অতঃপর ১ম পৃষ্ঠার ৫ম কলমে দ্রষ্টব্য]

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১০ম বর্ষ | ১ বামন গৌরাব্দ ৪৪৯, ২রা আষাঢ় বঙ্গাব্দ ১৩৪২, ১৭ই জুন ইং ১৯৩৫ সোমবার | ২০৬ষ্ঠ সংখ্যা

অভিনন্দন

পাঠকগণ অবগত আছেন যে, "লণ্ডন গৌড়ীয় মিশন" সোসাইটীর সভাপতি মাননীয় মারকুইস অফ্ জেট্‌ল্যাণ্ড মহোদয় এক বৎসরের উপর উক্ত মিশনের সভাপতিত্ব করিয়া শ্রীমন্ মহাপ্রভুর সেবা করিয়া আসিতেছেন। তিনি গৌড়ীয়-মিশনের জন্য আন্তরিকভাবে যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন এবং যাহাতে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর চেতনবাণী পাশ্চাত্য দেশে প্রচারিত হয় তজ্জন্য শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজকে প্রচুর সাহায্য করিয়াছেন। সম্প্রতি ইংলণ্ডের ক্যাবিনেট বদল হওয়ায় তাঁহার বিশেষ পদোন্নতি হইয়াছে এবং বর্ত্তমানে তিনি স্যর স্যামুয়েল হোরের স্থানে ভারতসাম্রাজ্যের "সেক্রেটারী অফ্ ষ্টেট্‌স্ ফর ইণ্ডিয়া ইন্ কাউন্সিল" পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। তাঁহার ঐরূপ পদোন্নতিতে লণ্ডন-গৌড়ীয়-মিশন, তথা শ্রীগৌড়ীয়মঠের অনুগত জনগণ অতিশয় আহ্লাদিত হইয়াছেন। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর প্রসাদে তিনি যোগ্যতা, সম্মান ও প্রতিষ্ঠার সহিত রাজকার্য্য সমাধা করুন এবং তাঁহার উচ্চাসনে অবস্থিত থাকিয়া লণ্ডন-গৌড়ীয়-মিশনের কার্য্য যাহাতে উত্তরোত্তর প্রসার লাভ করিতে পারে তদ্বিষয়ে যত্নবান্ হউন্ ভগবানের নিকট কায়মনোবাক্যে আমাদের ইহাই প্রার্থনা। তাঁহার পদোন্নতিতে আমরা তাঁহাকে আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি।

দার্জ্জিলিংএ প্রচার

Sir John A. Woodhead মহোদয় বঙ্গেশ্বর বাহাদুরের কাউন্সিলের সিনিয়র মেম্বর। শ্রীগৌড়ীয়মঠ ও তদীয় শ্রীমদ্ [illegible] মহারাজের সহিত তিনি পরিচিত। এক্ষণে তিনি দার্জ্জিলিংএ অবস্থান করিতেছেন। মহামহোপদেশক শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু তাঁহার সহিত তাঁহার দার্জ্জিলিংএর আবাসে সাক্ষাৎ করেন। উভয়েতে মহোদয় অপ্রাকৃত প্রভুকে মঠের কার্য্যাবলী সম্বন্ধে অনেক কথা প্রশ্ন করেন এবং শুদ্ধ ভক্তিসিদ্ধান্ত কিছু 'কিছু মহাপ্রভুর চেতনবাণী শ্রবণ করিয়াছেন। বিলাতে বন মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ ও মিশনের কথা কিছু কিছু শুনিয়াছেন। তিনি শ্রীল প্রভুপাদের আদর্শ চরিত্র ও বিশ্বমঙ্গল-সাধন-কার্য্যে আত্মোৎসর্গের কথা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত প্রীত হইয়াছেন। মহাপ্রভুর চেতনবাণীতে তিনি শ্রদ্ধাবিশিষ্ট। ভারতবর্ষে ও পাশ্চাত্যদেশে চৈতন্যবাণী প্রচারের জন্য যে সকল কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে, তাহার পরিচয় তিনি গোস্বামী প্রভুর নিকট জানিতে পারিয়া বিশেষ আনন্দপ্রকাশ করিয়াছেন এবং ভবিষ্যতে সুযোগ হইলে এসম্বন্ধে তিনি আরও অধিক কিছু শুনিতে ইচ্ছুক আছেন, ইহা জানাইয়াছেন।

দার্জ্জিলিংএ গৌড়ীয়-সম্পাদকের বক্তৃতা

"শ্রীচৈতন্যের বাণী কি বস্তু"?

দার্জ্জিলিং ১১।৬।৩৫

গত ১০।৬।৩৫ তারিখে দার্জ্জিলিং সহরের "নৃপেন্দ্রনারায়ণ পাবলিক হলে" একটি বিদ্বজ্জনমণ্ডলীশোভিত সভায় শ্রীগৌড়ীয় মঠের সুপ্রসিদ্ধ বক্তা গৌড়ীয়সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ মহোদয় সন্ধ্যা ৬টা হইতে ৭টা পর্য্যন্ত তাঁহার স্বভাবসুলভ ওজস্বিনী ও মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে শ্রৌতমুখে প্রাপ্ত "শ্রীচৈতন্যের বাণী" সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। বক্তা মহোদয় শ্রীগুরুপাদপদ্মে শরণাগতির ফলে যে অপ্রাকৃত-ভক্তি লাভ করিয়াছেন এবং শ্রীচৈতন্যদেবের মাহাত্ম্য যেরূপ উপলব্ধি করিয়াছেন, তাঁহার সেই উপলব্ধির ফল তিনি তাঁহার অমৃতনিঃস্যন্দিনী ভাষার সাহায্যে শ্রোতৃমণ্ডলীর হৃদয়ে যেরূপ প্রেরণা দিয়াছেন, তাহাতে উপস্থিত সকলেই শ্রীচৈতন্যদেবের চেতনময়ী বাণীর বৈশিষ্ট্য—কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, তপ ও অন্যাভিলাষাদির অকর্ম্মণ্যতা— ভক্তির বৈশিষ্ট্য ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব সম্যগ্‌রূপে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। তাঁহার চেতনময়ী ধীরা ও বাণী অনন্যসাধারণভাবে শ্রোতৃমণ্ডলীর হৃদয়ে যে অভূতপূর্ব্ব ভাবের সঞ্চার করিয়াছিল তাহাতে মনে হয় যে, আজ দার্জ্জিলিংএর মত সহরে—যেখানে ভোগিকুল ভোগবিলাসে জীবনযাপন করাটাই মনুষ্য-জীবনের সফলতা মনে করে সেই স্থানেও একটা চেতনের স্পন্দন আনয়ন করিয়াছে।

উক্ত সভায় ২৪ পরগণা আলিপুর কোর্টের সুপ্রসিদ্ধ উকিল রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত রামতারণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং ডাঃ শ্রীযুক্ত ডি, এন্, মৈত্র পিএইচ ডি মহোদয়ের সমর্থনে লেফ্‌টান্যেণ্ট কর্ণেল ইউ, এন্, মুখার্জ্জি মহোদয় সভার আসনগ্রহণ করেন।

সভাপতি মহোদয় আসন-গ্রহণ-কালে বলেন,—"অদ্য আমার প্রথম কর্ত্তব্য এই যে, আপনারা আমাকে আজ যে সম্মান প্রদান করিয়াছেন তজ্জন্য আপনাদিগকে আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা।

শিক্ষিত বাঙ্গালীরাই দুঃখ ক'রেছেন যে, আমরা আজ স্বদেশের দুঃখ পাচ্ছি। আমাদের জাতির শরীরে একটা কঠিন রোগ ঢু'কেছে। ক্ষয়রোগ যখন জন্মায়, মানুষ তখন সেটা প্রথমে বুঝতে পারে না। তার পর ক্রমশঃ যখন বেড়ে থাকে, তখন বোঝে; এ আর চুপ ক'রে থাকা উচিত নয়। অতএব সেই অবস্থায় আর চুপ ক'রে থাক্‌তে পারে না। তারপর এমন সময় এসে উপস্থিত হয়, যখন রোগটা অসাধ্য হয়ে যায়। এর শেষফল কি হয়? নিজের সম্বন্ধে অজ্ঞানের ফলে ক্ষয়রোগ যেমন সর্ব্বনাশকর জাতির পক্ষে ঐরূপ অজ্ঞানও তেমনি সর্ব্বনাশকর। পাশ্চাত্যদেশে শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐরূপ অজ্ঞানতা নাই।

নিজেদের মূলই হ'চ্ছে অজ্ঞানতা। দেহের যেরূপ গঠন ও ক্রিয়া আছে, জাতিরও শরীরের সেইরূপ গঠন ও জীবন আছে। সেইটা না জানার নাম অজ্ঞান। 'ধর্ম্ম'-শব্দ [illegible] শব্দ নিষ্পন্ন হ'য়েছে। 'ধর্ম্ম' শব্দ বল্‌তে [illegible] বুঝায়। বাল্যকাল থেকে আমরা কি শিখি? আমাদের জাতীয় জীবনের যাবতীয় ইতিবৃত্ত আলোচনা ক'রে প্রণিধান করলে দেখা যাবে যে আমাদের কি শেখা হ'য়েছে, আমাদের নিজস্ব গৌরবের কিছু আছে কিনা, এবং কতটা কথা আমাদের গৌরব করবার আছে।

যে মহাপুরুষের কথা আজ শোন্‌বার জন্য উপস্থিত হ'য়েছি, তাঁ'র তুল্য জগতে আর কেউ জন্মেছেন কিনা জানি না। তাই সেই গৌরবের কথা—আমার কথা শোন্‌বার জন্য আমরা উপস্থিত হ'য়েছি। অতএব আশা করি, বক্তা মহোদয় সেই সম্বন্ধে আমা'দিগকে কিছু বলবেন। উপস্থিত আর কিছু বলিতে চাই না।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১ বামন মঙ্গলবার সম্বৎ ৪৪৯

প্রলম্ব

[illegible] অনর্থ আসিয়া সাধকগণকে বিপথে চালিত করিবার জন্য চেষ্টা করে। কৃষ্ণাবতারে যে সকল অসুর এবং দৈত্যকে [illegible] বাধা প্রদান করিয়াছে যেমন কংস, অঘাসুর, পুতনাদি অসুরগণ অনর্থের প্রতীকস্বরূপ। কোন্ কোন্ অসুর কোন্ কোন্ অনর্থের প্রতীকস্বরূপ, তাহা সাধুগুরুগণ অবগত হইয়া সেই সেই অনর্থ হইতে নিজেকে রক্ষা করিবার জন্য সাধকগণকে [illegible] নিকট [illegible] অনর্থ জীবকে পরমার্থ-পথ [illegible] করিবে। কোন অসুর কোন্ অনর্থের প্রতীক, তাহা ক্রমশঃ আলোচনা করিবার আশা হৃদয়ে পোষণ করিয়া অদ্য আমরা কৃষ্ণাবতারে প্রলম্বাসুরের বিষয় আলোচনা করিতে প্রয়াস পাইতেছি।

—

ভজনের প্রতিকূল-ভাব সাধকের হৃদয়ে উদিত হইয়া জীবকে অস্থির করিয়া তোলে। এমতাবস্থায় বিচলিত না হইয়া জীবগণকে রক্ষা করিবার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ যিনি, সেই শ্রীগুরুপাদপদ্মের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করিয়া সাধকগণ অহরহঃ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিকট সকাতরে প্রতিকূল-বর্জ্জন-শক্তি প্রার্থনা করিবেন। তাহা করিতে পারিলে চিত্ত ক্রমশঃ শোধিত হয়। কৃষ্ণ যে সকল অসুরকে বধ করিয়াছেন, সেই সকলের দৈত্যভাবো উৎপাত দূর করিবার অভিপ্রায়ে হরির নিকট সর্বদা ক্রন্দন করিলে শ্রীহরি সেই সকল অনর্থ দূর করেন। কৃষ্ণকর্তৃক নিহত অসুরগণ যে সকল অনর্থের প্রতীক সেই সমস্ত প্রতীক দূর করিবার ইহাই একমাত্র উপায়। এতদ্ব্যতীত সেই সকল অনর্থ দূর করিবার অন্য চেষ্টা পণ্ডশ্রম মাত্র। কৃষ্ণ যে সকল অসুরগণকে বধ করিয়াছেন, সেই সেই অনর্থের সম্বন্ধেই এক কথা, আর যে সকল অসুরকে বলদেব নাশ করিয়া থাকেন সেই অনর্থগুলি সাধককে নিজ চেষ্টা দ্বারা দূর করিতে হইবে; ইহাই গুরুভজনের রহস্য। আমরা অদ্য যে অসুরের কথা আলোচনা করিতে বসিয়াছি, বলদেব প্রভু সেই অসুরকে বধ করিয়াছেন। সুতরাং জীলাম্পট্য-লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাশারূপ প্রলম্ব নামক অনর্থ সাধক নিজ যত্নাগ্রহে কৃষ্ণকৃপায় দূর করিবেন। স্ত্রী বা পুরুষ-সঙ্গ-লাম্পট্য, অর্থলোভ, বিষয়সুখ, নিজের সম্মানাদি, আত্মমান বৃদ্ধি, স্বীয় প্রতিষ্ঠা-লাভ—এ সমস্তই পরমার্থনাশক প্রবল অনর্থ; সুতরাং একদিকে ভজনের মহাপ্রতিকূল জানিয়া তন্নিরসনার্থ প্রাণপণে যত্ন করা যে বিশেষ আবশ্যক, তাহা বলাই বাহুল্য মাত্র। [illegible] সম্বন্ধ হইলে অবশ্যই কৃষ্ণকৃপা হয় এবং উহারই বলদেব ভাবের আবির্ভাবে—কৃষ্ণ দাসাভিমানের উদয়ে ঐ সকল অনেকেই নষ্ট [illegible]। এই সকল অসুরত্ব বা অনর্থ সেবা প্রভাবে নষ্ট বা নষ্টপ্রায় হইলে ক্রমশঃ অমৃত অনুশীলনে বিশেষ উন্নত হয়। আমার বক্তব্য এই বিষয়গুলি হৃদয়ঙ্গমে বিচার করিয়া হৃদয়ঙ্গমতা হইলে তাঁহারা নিজেও উন্নত হইবেন ও আমাদের ন্যায় দুর্বল জীবগণকেও সাহায্য করিতে পারিবেন বলিয়া আশা করি।

প্রলম্ব নামক অসুর লাভাদি প্রতীক কৃষ্ণাবেষী কংসের প্রেরিত একজন দৈত্য ছিল। একদা গ্রীষ্মকালে রামকৃষ্ণ গোপবালকসহ ক্রীড়োদ্যত হইলে এই প্রলম্বাসুর গোপবালকবেশে তাঁহাদের অনিষ্ট সাধন করিবার জন্য ক্রীড়ায় যোগদান করিয়াছিল।

ক্রীড়ার বিষয় আলোচনা করিতে গিয়া আমরা প্রলম্বাসুরের উদ্দেশ্য জানিতে অবগত হইতে পারি। একদা রামকৃষ্ণ গোচারণ ছলনায় গোবৎসকুল পুরস্কৃত বনে বিহার করিতে থাকিলে গোপগণের অলক্ষিতে গ্রীষ্মঋতু আবির্ভূত হইল। যেখানে বলদেবের সহিত সাক্ষাৎ ভগবান কৃষ্ণ বাস করেন সেই বৃন্দাবনের প্রভাবে ঋতুঃ ফাগুন, গ্রীষ্মকালও বসন্তকালের ন্যায় অনুভূত হইতে লাগিল। তৎকালে সেখানে নির্ঝরসমূহের অবিরত কঠোরধ্বনি ঝিল্লীগণের শব্দ আচ্ছন্ন হইয়া গেল এবং নিরন্তর নির্ঝরোত্থিত জলকণাসংস্পর্শে স্নিগ্ধ তরুশ্রেণীর দ্বারা বৃন্দাবনভূমি ভূষিত হইল। সেখানে অনিবার হরিবর্ণ তৃণময় স্থানে পদ্ম, উৎপল প্রভৃতি জলজাত কুসুমের পরাগবাহী নদী, সরোবর, প্রস্রবণ প্রভৃতির তরঙ্গস্পর্শী শীতল বায়ু প্রবাহিত হওয়ায় ব্রজবাসিগণের গ্রীষ্মকালীন তৃষ্ণা বা অগ্নিবৎ কোনরূপ তাপ বিদ্যমান ছিল না। সেই বৃন্দাবনে অগাধ-সলিলা নদীসমূহের জলরাশি তীরসমূহ স্পর্শ করিয়া পুলিন অতিক্রম পূর্বক সর্বদা তথায় পঙ্কসমূহ দ্রব করিতেছিল। অতএব 'নিদাঘ-কালীন সূর্যকিরণ বিষতুল্য উগ্র হইয়াও সেই ভূমির শীতলত্ব অপহরণ করিতে পারে নাই। সেখানে বনরাজি অতিশয় শোভাময় ও কুসুমিত হইয়াছিল এবং তথায় পশুপক্ষিগণ শব্দ, ময়ূর ও ভ্রমরগণ সঙ্গীত এবং কোকিল ও সারসগণ কূজন করিতেছে দেখিয়া তথায় ক্রীড়া করিতে ইচ্ছা হইলে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গোপগণের দ্বারা পরিবৃত হইয়া সেই বনে প্রবেশ করিলেন। তথায় রামকৃষ্ণ প্রভৃতি গোপশিশুগণ প্রবাল, ময়ূর-পুচ্ছ, পুষ্পগুচ্ছ এবং গৈরিকাদিতে ভূষিত হইয়া নৃত্য, পরস্পর যুদ্ধ এবং গান করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণ নৃত্য করিলে কোন কোন গোপ বাদ্য কেহ কেহ গান এবং অন্যে শৃঙ্গ, বংশী ও করতাল বাজাইয়া 'সাধু' 'সাধু' বলিয়া প্রশংসা করিতেছিল। রামকৃষ্ণকে ক্রীড়োদ্যত দেখিয়া দেবগণ গোপবেশে স্নেহপূর্বক কৃষ্ণ ও রামের স্তুতি করিতে লাগিলেন। কোথাও বা রামকৃষ্ণ কেশ-গ্রহণে বেণী ধারণ পূর্বক ভ্রমণ, লম্ফন, উৎক্ষেপণ, আস্ফোটন, আকর্ষণ এবং বাহু যুদ্ধের দ্বারা ক্রীড়া করিতেছিলেন। আবার কোন স্থানে অন্য গোপবালকগণ নৃত্য করিতে থাকিলে রামকৃষ্ণ গায়ক ও বাদক হইয়া 'সাধু' 'সাধু' শব্দে প্রশংসা করিতে [illegible]। আবার কোথাও [illegible] উচ্চহাস্য, কোথাও নানারকম উপহাস, কোথাও [illegible] অবলম্বন, কোন স্থানে বা লুপ্তচুলা অন্বেষণ প্রভৃতি লৌকিক ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইয়া তৃণ বনের নদী, পর্বত, পরিভ্রমণ, কুঞ্জবন এবং সরোবরসকলে বিচরণ করিতেছিলেন।

এমন সময় প্রলম্ব নামক অসুর গোপবেশ ধারণ পূর্বক রামকৃষ্ণের হরণেচ্ছায় গোপগণের সহিত সেই বনে পশুচারণশীল রামকৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হইল। যাদবশ্রেষ্ঠ সর্বান্তর্যামী ভগবান্ কৃষ্ণ তাহার আগমনহেতু অবগত হইয়াও তাহাকে বধ করিতে উৎসুক হইয়া বন্ধু বলিয়া স্বীকার করিলেন। ক্রীড়া-নেতা শ্রীকৃষ্ণ তথায় গোপবালকগণকে আহ্বান করিয়া বলিলেন,—হে বালকগণ, আমরা দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া যথাযথভাবে ক্রীড়া করিব। অতঃপর গোপগণ সেই ক্রীড়ায় রামকৃষ্ণকে দুই দলের নায়ক কল্পনা করিল। গোপগণের মধ্যে কতিপয় কৃষ্ণের পক্ষে এবং কতিপয় রামের পক্ষে যোগদান করিল। তাঁহারা বাহ্য এবং বাহকভাবে নানারূপ ক্রীড়ায় আচরণ করিল। সেই ক্রীড়ায় বিজেতৃগণ পরাজিতের স্কন্ধে আরোহণ এবং পরাজিতগণ তাঁহাদিগকে বহন করিতে লাগিল। এইরূপে কৃষ্ণানুবর্তী গোপগণ কেহ কেহ বাহকরূপে অন্য কর্তৃক বাহিত হইয়া গোচারণ করিতে করিতে ভাণ্ডীরক নামক বটবৃক্ষতলে গমন করিল। যখন বলদেবের পক্ষস্থ শ্রীদাম, বৃষভ প্রভৃতি গোপগণ জয়ী হইত, তখন শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি গোপগণ তাঁহাদিগকে বহন করিত। সেদিন ক্রীড়ায় পরাজিত হইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীদামকে, ভদ্রসেন বৃষভকে এবং প্রলম্বাসুর বলদেবকে বহন করিতে লাগিল। অসুরশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণাদি প্রবল শ্রীকৃষ্ণকে দুঃসহ মনে করিয়া বলদেবকে বহন পূর্বক সত্বর নির্দিষ্ট স্থান হইতেও বহু দূরে যেয়ের অগোচর স্থানে প্রস্থান করিল। সেই মহাসুর পর্বত-প্রমাণ-ভার বলদেবকে বহন করিতে করিতে দুঃখপ্রাপ্ত হইয়া স্বীয় অসুরমূর্তি ধারণ করিল এবং তাহার শরীর সুবর্ণালঙ্কৃত হওয়ায় উহা মেঘ চন্দ্রশোভিত বিদ্যুৎ-প্রদীপ্ত মেঘের ন্যায় শোভা পাইতেছিল। তখন তাহার নয়নদ্বয় প্রদীপ্ত, উগ্র দন্তসকল ভ্রূকুটিভঙ্গযুক্ত এবং কেশরাশি অনল অনলসম হইয়াছিল। বলদেব কনক-কিরীট-কুণ্ডল-শোভায় বিচিত্র সেই আকাশচর-বিশালকায়ে ভীত হইয়া পড়িল। অতঃপর দৈত্যবধে অঙ্গ নিজের অবতারের কথা স্মরণ হওয়ায় ইন্দ্র যেরূপ বজ্রদ্বারা গিরিকে প্রহার করেন সেইরূপ নিজের অপহরণকারী অসুরের মস্তকে দৃঢ়মুষ্টিদ্বারা প্রহার করিলেন। অনন্তর ভীষণ আঘাতবশতঃ মস্তক বিদীর্ণ ও মুখ হইতে রুধির নির্গত হওয়ায় সেই অসুর মহাশব্দ করিতে করিতে ইন্দ্রের বজ্রাহত পর্বতের ন্যায় ভূপতিত হইল। বলদেব প্রভু প্রলম্বাসুরকে এইভাবে বধ করিয়াছিলেন, একথা আমরা শ্রীমদ্ভাগবতে দেখিতে পাই।

রামকৃষ্ণ ক্রীড়োদ্যত থাকিলে প্রলম্ব বন্ধুরূপে আসিয়া যেমন তাঁহাদিগকে হরণের চেষ্টা করিয়াছিল সাধকজীবগণ যখন গুরুসেবা করেন, তখন এই প্রলম্বাসুরের প্রতীক স্ত্রীলাম্পট্য, লাভ, পূজা ও প্রতিষ্ঠাশারূপ অনর্থজাল কপট বন্ধুরূপে জীবের নিকট আসিয়া উপস্থিত হয় এবং তাহাকে বহন করা রূপ উন্নিরবর্গদের ভাব দেখাইয়া গুরুগৃহ হইতে বা গুরুবৈষ্ণব-সঙ্গ হইতে একান্তে লইয়া গিয়া তাহাকে বিনাশ করিবার চেষ্টা করে। এই সব ভীষণাকৃতি অনর্থগুলি আমাদিগকে আক্রমণ করিলে আমরা প্রথমমুখে ভীত হইয়া পড়ি; কিন্তু তাহাতে ভীত হওয়া সাধকগণের উচিত নয়। দৃঢ়তা-বর্দ্ধনের জন্য বা কৃপানুরাগ পরীক্ষার জন্য কৃষ্ণেচ্ছাতেই এ সব অনর্থ আমাদের নিকট আসিয়াছে বা আসিতেছে জানিয়া সেই ভজন-প্রতিকূল-ভাবগুলিকে গুরুকৃপায় দূর করিবার যত্ন করাই দরকার। দৈন্যাসুরে কৃপাবল ভিক্ষা করিলে শ্রীগুরুপাদপদ্ম এই সব অনর্থাসুরের হস্ত হইতে রক্ষা হইবার সাধকমাত্রকেই দিয়া থাকেন। [illegible] সাধকগণ উপরিউক্ত অনর্থাসুরে [illegible] না হইয়া সাধুগুরুপদপদ্মে সেগুলিকে হইতে অপসারিত করিবার যত্ন করিবেন।

কোন কোন মহাজন ব্রজবাসীদিগের প্রত্যক্ষরে আত্মার দ্রব—সম্পূর্ণ সাযুজ্যরূপ মোক্ষানুসন্ধানকেই আত্মচৌর্য্যরূপ প্রলম্বাসুর বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। এই সাযুজ্য-মুক্তিস্পৃহা আত্মচৌর্য্যরূপ দোষবিশেষ; যেহেতু তাহাতে কিছুমাত্র আনন্দ নাই॥

তাহাতে জীবের কোন লাভ নাই এবং জগতের কোন প্রকার উপকারসাধনও হয় না। এই মত বিশ্বাস করিতে গেলে, ব্রহ্মে সম্পূর্ণ উদাসীনতা আরোপ করিয়া তাঁহার সত্তার প্রতি ক্রমশঃ সংশয় উৎপন্ন হয়, গাঢ়রূপে আলোচনা করিলে জীবনদশায় নাস্তিক এবং একটী অমূলক অবিদ্যার কল্পনা করিতে হয় এবং তাহাতে বস্তুতঃ সমস্ত মানবচেষ্টা ও বিচার নিরর্থক হইয়া পড়ে। সুতরাং এ বিষয়েও আমাদের সতর্কতা অবলম্বন করা বিধেয়।

জিগীষা

[শ্রীমান্ রামকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী]

"শ্রেয়াংসি বহু বিঘ্নানি", "সৎকার্য্যে অনেক বাধা" প্রভৃতি বাক্যগুলি আমরা সকলেই অন্ততঃ এক আধবারও শুনিতে পাইয়াছি। সৎকার্য্য যেমন বহু প্রকারের, বিঘ্নও তেমন অশেষবিধ। সুতরাং যে কোন সৎকার্য্যে সাফল্যলাভ করিতে হইলে আমাদিগের এ অশেষবিধ বিঘ্নাদির হস্ত হইতে নিষ্কৃতি-লাভোপায় অবগত হওয়া একান্ত আবশ্যক। নতুবা মনোরথসাধন পথে পদে পদে পদস্খলন-সম্ভাবনা অবশ্যম্ভাবী। আমাদের অদ্যকার আলোচ্য উক্ত অশেষবিধ বিঘ্নের অন্যতম জিগীষা-বিঘ্ন।

জিগীষা-অর্থে জয়ের ইচ্ছা। সুতরাং জিগীষাসম্পন্ন ব্যক্তি আপনাকে বড় মনে করে অর্থাৎ অহঙ্কারের বশ হয়। "আমি বড় কুলীন, আমি বড় বিদ্বান্, আমি বড় বুদ্ধিমান্, আমি ধনাঢ্য, আমি গুণসম্পন্ন, আমার ন্যায় গুণী আর কে আছে, সুতরাং আমাকে অমুক লোক কোন্ বিষয়ে পরাজিত বা হতপ্রতিভ করিবে?" ইত্যাদি কলুষিত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া অপরকে নিজাপেক্ষা হেয় প্রতিপন্ন করিবার দুষ্প্রবৃত্তি জিগীষার প্রবল প্রেরণার সূচনা প্রকাশ করে। এই জিগীষাযুক্ত হৃদয়ের নিভৃত কোণেও লুক্কায়িত থাকিলে যে কোনও সৎকার্য্যে সুফল-লাভাশা সুদূর-পরাহত।

বিশেষতঃ সিদ্ধান্তবিষয়ক অর্থাৎ শাস্ত্রসম্বন্ধীয় বা ভগবান্ ও ভক্তি, গুরু ও সেবা প্রভৃতি বিষয়ের তত্ত্ব বিশেষভাবে অবগত হইয়া তত্তদ্বিষয়ে সাফল্যলাভ করিবার পথে ঐ জিগীষা-দুষ্প্রবৃত্তির দুষ্ট অভিযান পরিদৃষ্ট হয়; সুতরাং উক্তবিধ বিষয়ে সাফল্যকামী ব্যক্তিগণ জিগীষা—জয়েচ্ছা একেবারেই ত্যাগ করিবেন—শ্রেয়ঃপথের ঐ প্রবল বাধাকে চতুর্দ্দিকে ধ্বংস করিবার জন্য সুতীক্ষ্ণ সাধনসমরপ্রাঙ্গণে অবতীর্ণ হইবেন। কারণ জিগীষা-রিপুকে বিজয় করিতে না পারিলে—হৃদয়ে জিগীষার জ্বলিতে থাকিলে পূর্ব্বোক্ত বিষয়সমূহে অভিজ্ঞ ব্যক্তির নিকট হইতে তত্তৎ সিদ্ধান্তসমূহ বুঝিয়া লইবার চেষ্টা থাকে না; পক্ষান্তরে তর্ক-তর্কাদির দ্বারা স্বীয় প্রতিভাবলে তাঁহাকে পরাজিত করতঃ নিজ গুরুত্বস্থাপনের চেষ্টা প্রবল হয়। ফলে আমাদের লাভের কোঠায় শূন্য পড়ে, আমরা প্রকৃত সিদ্ধান্ত-ব্যুৎপত্তি বা চরম লাভ হইতে চিরবঞ্চিত হই।

গীতা এতৎসম্বন্ধে অর্থাৎ তত্ত্বজিজ্ঞাসুর স্বভাব-কীর্ত্তনে গাহিয়াছেন—

"তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥"

অর্থাৎ তত্ত্বজিজ্ঞাসু ব্যক্তি জিগীষা বুদ্ধি বা তর্কবিতর্কাদি সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়া তত্ত্ব-জ্ঞানে পারদর্শিগণের ও তত্ত্বদর্শী মহাজনগণের আশ্রয়গ্রহণ করিবেন। আমি শাস্ত্রাদিতে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছি বা আমি তর্কাদির দ্বারা অপরকে ঠকাইয়া স্বীয় গুরুত্বস্থাপনে সমর্থ ইত্যাদি অহঙ্কার ভাব হৃদয় হইতে পরিমুক্ত হইয়া তত্ত্বজিজ্ঞাসু ব্যক্তি 'নিরভিমানী' তত্ত্বদর্শী মহাজনকে প্রণিপাতপূর্ব্বক এবং অকৃত্রিম সেবামুখে তাঁহার প্রীতিবিধান করতঃ সিদ্ধান্তবিষয়ক বা যে কোনও বাঞ্ছিত প্রশ্ন উত্থাপন করিবেন, তাহা হইলে তত্ত্বজ্ঞ মহাজন কৃপাপরবশ হইয়া প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানোপদেশ করিবেন; যদ্দ্বারা তত্ত্বজিজ্ঞাসু ব্যক্তি প্রকৃত-লাভে লাভবান্ হইবেন।

এস্থলে পাঠক প্রশ্নমুখে বলিতে পারেন যে, শাস্ত্র "অনন্ত কালঃ বহবশ্চ বিঘ্নাঃ। যৎসারভূতং তদুপাসিতব্যম্॥" প্রভৃতি উপদেশ করিয়াছেন; সুতরাং অল্পকালের জন্য এই যে দুর্লভ মানবজন্ম তাহাও যদি এইরূপ অনাবশ্যক (?) সিদ্ধান্ত-পাঠে প্রভৃতি লাভের জন্য ব্যয়িত হইল তাহা হইলে আর সারগ্রহণ করিব কখন? [illegible] অতএব আমরা এই সব বৃথা বিচার-মীমাংসাদি পরিত্যাগ করিয়া একাগ্রমনে "সর্ব্বথা প্রযত্নেন ভক্তিযোগং সমাশ্রয়েৎ" এই বাণীর অনুসরণ করতঃ অমোঘ [illegible] স্বল্পকালমধ্যে মানবজীবনকে প্রকৃত সারগ্রহণ দ্বারা সাফল্যমণ্ডিত করিব। কিন্তু এইরূপ ধারণা পূর্ণ ভ্রমাত্মক। কলিকাতা কি বস্তু এবং কলিকাতায় যাইবার রাস্তা না জানিয়া যেমন কেহ কলিকাতা যাইবার জন্য উৎসুক হয় না বা যাইতে পারে না, কলিকাতা কি ব্যাপার এবং তথায় যাইবার রাস্তা যেমন তাহাকে [illegible] অভিজ্ঞ ব্যক্তির নিকট হইতে জানিয়া লইতে হয়, কলিকাতার বিবরণ জানিতে পারিলে যেমন কলিকাতা দর্শনের একটী প্রবল আকাঙ্ক্ষা তাহার হৃদয়ে উদিত হয় তদ্রূপ কেহ কৃষ্ণভক্তি বা কৃষ্ণকে পাইবার আশা হৃদয়ে পোষণ করিলে তাঁহাকে প্রথমতঃ কৃষ্ণতত্ত্ব, কৃষ্ণভক্তিতত্ত্ব এবং তল্লাভোপায় প্রভৃতি অবগত হইতে হইবে। সুতরাং ঐ ব্যক্তিকে শাস্ত্র সম্বন্ধে শুদ্ধবৈষ্ণবের নিকট হইতে কৃষ্ণভক্তি কি, তাহা লাভ করিবার কি উপায় আছে প্রভৃতি বিষয়গুলি বিশেষভাবে জানিতে হইবে। কারণ কৃষ্ণ বা কৃষ্ণভক্তি লাভ করিতে হইলে শুদ্ধবৈষ্ণব ও তদাশ্রয়ে শাস্ত্রালোচনা ব্যতীত অন্য উপায় নাই বলিয়া আমরা আমাদের এই সকল [illegible] লাভ করিতে পারি। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীপ্রভু এই সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

"সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস।
ইহা হৈতে কৃষ্ণে লাগে সুদৃঢ় মানস॥"

বিশেষতঃ গীতোক্ত প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবামুখে [illegible] হইয়া আপনা পাপে অনভিজ্ঞানপূর্ব্বক যে কালক্ষেপণ তাহা বৃথা কালক্ষয় মাত্র নহে; পরন্তু তাহাই দুর্লভ মানবজন্ম ও অহঙ্কারের পরে সদাচার এবং ঐকান্তিকভাবে সম্বন্ধের সদাচারের ফলে [illegible] অনায়াসেই তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেন এবং উহা দ্বারা তাঁহার সর্ব্বার্থসিদ্ধি হয়।

জিগীষার দুইটী সহচর—জল্প ও বিতণ্ডা। জিগীষাপরবশ হইয়া যে-কোন প্রকারেই হউক স্বীয় মতস্থাপনসম্বন্ধীয় যে যুক্ত তর্ক তাহার নাম জল্প এবং পরপক্ষদূষণসম্বন্ধীয় যে বৃথা বিতর্ক তাহার নাম বিতণ্ডা। তত্ত্বজিজ্ঞাসু ব্যক্তির এই দুইটী সর্ব্বথা পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। বস্তুতঃপক্ষে জয়েচ্ছা যাঁহার হৃদয়ে বলবতী, তিনি কখনও সর্ব্ববিদ্যাপারদর্শী হইয়াও পণ্ডিত আখ্যা পাইতে পারেন না; কারণ পণ্ডিত ব্যক্তি অমানী ও মানদ। জিগীষাযুক্ত ব্যক্তির স্বভাব তদ্বিপরীত; সে কাহাকেও নিজাপেক্ষা বড় বা সম্মানের পাত্র মনে করে না; সে দুনিয়াকে তাহার নিকট পরাজিত মনে করে। জিগীষা তাহার চক্ষুর্ষেনাপতিরূপে তাহাকে যেন দুনিয়ার একচ্ছত্র সম্রাট্ করিয়া তোলে। যদিও কোন ব্যক্তি বস্তুতঃ শাস্ত্রপারদর্শী হইয়া বিশ্বময় পণ্ডিত বলিয়া আখ্যাত হন, তথাপি বুদ্ধিমান্ জনগণ ঐ ব্যক্তির তাদৃশ পাণ্ডিত্যের আদর করেন না। শ্রীভগবানও এতাদৃশ পাণ্ডিত্য-গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়া থাকেন। শ্রীশচীনন্দনের দিগ্বিজয়ী-বিজয়লীলা আমাদের এস্থলে প্রকৃষ্ট উদাহরণ স্বরূপ।

প্রকৃত পণ্ডিতগণ জিগীষাবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির বড় পাণ্ডিত্যকে পাণ্ডিত্য বলিয়াই স্বীকার করেন না; যেহেতু 'ভগবদ্'-[illegible] পাণ্ডিত্যের প্রধান লক্ষণ। সুতরাং তাদৃশ পাণ্ডিত্যের আদরও তাঁহাদের মধ্যে দৃষ্ট হয় না। তাঁহারা জিগীষাসম্পন্ন পাণ্ডিত্যকে অতীব ঘৃণা করেন। এতৎসম্বন্ধে একটী সুন্দর আখ্যায়িকা আমরা শুনিতে পাই—পূর্ব্বকালে একজন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত চতুর্দ্দিক স্বীয় পাণ্ডিত্যপ্রভাবে জয় করিয়া অবশেষে একজন প্রবীণ সর্ব্বজনীন পণ্ডিতের নিকট উপস্থিত হইলেন। এই প্রবীণ পণ্ডিতটীকে পরাজিত করিতে পারিলেই দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত সার্ব্বভৌম-পণ্ডিত-পদ লাভ করিতে পারেন, সুতরাং দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত প্রবীণ পণ্ডিতের নিকট উপস্থিত হইয়া, তিনি [illegible] সমস্ত পণ্ডিতমণ্ডলীকে পরাজিত করিয়া সম্প্রতি প্রবীণ পণ্ডিতের নিকট আসিয়াছেন এই কথা বিজ্ঞাপনপূর্ব্বক তাঁহার সঙ্গে প্রবীণ পণ্ডিত মহাশয়কে শাস্ত্রবিচার করিতে অথবা নির্ব্বিচারে জয়পত্র লিখিয়া দিতে প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। প্রবীণ পণ্ডিত মহাশয় প্রস্তাবশ্রবণে নীরবে নির্ব্বিচারে অচিরেই একখানি জয়পত্র লিখিয়া দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতের হস্তে অর্পণ করিলেন এবং তাঁহাকেই অদ্য হইতে সার্ব্বভৌম পণ্ডিত বলিয়া স্থির স্বীকার করিলেন এবং নানা স্তোত্রবাক্যের দ্বারা তাঁহাকে আপ্যায়িত করতঃ বিদায় দিলেন। অনন্তর দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত সোল্লাসে [illegible] হর্ষোৎফুল্লবদনে স্বদেশ যাত্রা করিলেন। কিন্তু পথিমধ্যে মহাবাধা ঘটিল। ঐ পথেই প্রবীণ পণ্ডিতের একজন শিষ্য কার্য্যব্যপদেশে আসিতেছিলেন। তিনি দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতের হস্তে জয়পত্রটী দর্শন করিয়া এবং সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া উঁহার সঙ্গে শাস্ত্রবিচারে উদ্যোগী হইলেন। তাঁহার গুরুদেবকে যে অপরে পরাজিত করিতে পারে না ইহা প্রদর্শনের জন্যই তাঁহার ঐ বিচারে অভিনিবেশ। সুতরাং তাঁহার উদ্যোগ জিগীষার প্রতিষ্ঠার জন্য নহে, গুরুভক্তি প্রদর্শনের জন্য। রাস্তার মধ্যেই তুমুল শাস্ত্রযুদ্ধ বাধিল। উভয়েই মহারথ। সুতরাং বহু সময় ধরিয়া ভীষণ সংগ্রাম চলিল। অবশেষে চতুরাননবৎ দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতই পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়া জয়পত্র প্রত্যর্পণ করিলেন। শাস্ত্র-বিচারে গুরুমহিমার [illegible] বিদ্যা শুরু করিতে পারিয়া ঐ প্রবীণ পণ্ডিতের উপযুক্ত শিষ্য আত্মপ্রসন্নতা লাভ করিলেন।

পাঠকগণ এই আখ্যায়িকায় দেখিবেন যে গর্ব্বহারী শ্রীভগবান্ কিরূপে জিগীষাসম্পন্ন পাণ্ডিত্যগর্ব্বী দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতের গর্ব্ব খর্ব্ব করিলেন।

শুদ্ধভক্তি মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ

(আকর-মঠরাজ)

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমদ্‌যোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ গজ উত্তর-পূর্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যবর্য্য শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্যমঠ বিরাজমান। এই স্থান সাধক-তীর্থ, শাস্ত্রব্যাপীঠ বা সাত্বতভজনস্থলী। এই মঠাভ্যন্তরে শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু ব্যাকরণাদি বেদান্তসমূহের,অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী ও সাত্বত সম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের শ্রীপাদ বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠাভ্যন্তরে পারমার্থিক দৈনিকপত্র 'নদীয়া-প্রকাশ', সাপ্তাহিক সম্প্রদায়ে অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থাদি প্রকাশকল্পে 'নদীয়া প্রকাশ' মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতি বৎসর শ্রীধাম পরিক্রমাকালে ও অন্যান্য শুভকোৎসবে কীর্ত্তন-শাস্ত্রমুখে মহামহোপদেশকাদি ভক্তগণ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত সুবিমল ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশ্যে গৌড়দেশের মধ্যপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই শ্রীমঠাভ্যন্তরে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দজীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্তন, সপ্রধান-চতুর্ব্বেদোক্ত, শ্রীমদ্ভাগবত,শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্‌ আলোচনা হয়। এই মঠ হইতে মহানগরীর সর্ব্বত্র হরিকথা-প্রচার, নগরসঙ্কীর্ত্তন, বক্তৃতা, পাঠাদি ও সঙ্কীর্ত্তন-মহা-মহোৎসবাদি উৎসবের অনুষ্ঠান হয়। মঠরক্ষক—মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া সহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীজগন্নাথের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবিদ্যানন্দ ব্রজবাসী সেবাকোবিদ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী এখানে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান, রক্ষক—শ্রীমৎনিত্য মাধবিকারী

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—গোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

(৭) কাজীর সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপা-প্রাপ্ত শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক।

(৮) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও রাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান দাস ব্রহ্মচারী।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্র নাথ দাসাধিকারী।

(১০) মোদদ্রুম-ছত্র "গৌড়ের নৈমিষ

মাউগাছি, পোঃ ভাণ্ডার, (বর্দ্ধমান)।

শ্রীবাসুদেবদত্তের ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান। শ্রীগৌরনিত্যানন্দের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীঅকুলিতারী ব্রজবাসী, ভক্তিভূষণ।

(১১) জেতিয়া কুঞ্জকানন

শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী.

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক শ্রীনরোত্তম ব্রহ্মচারী

(১২) কুঞ্জকুটীর—পোঃ কৃষ্ণনগর,

নদীয়া। রক্ষক - শ্রীমদ্বচানন্দ অধিকারী

(১৩) ভাগবত-আসন—পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

এই স্থান হইতে ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচারিত হয়। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভাক্তশাস্ত্রী।

(১৪) একায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ তালখালি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীপ্রমথনাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী ভক্তিশরণ

(১৫) মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপাড়া, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরবিকিশোর ব্রজবাসী।

(১৬) মাধ্বগৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, পোঃ ঢাকা

পূর্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাবিনোদ বি-এ।

(১৭) গোপালজীউ মঠ—কমলাপুর,(ঢাকা)

গোপালজীউ শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান। রক্ষক—শ্রীরাধাদাস ব্রজবাসী.

(১৮) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)।

এখানে শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রসারিত ব্রহ্মচারী

(১৯) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীসুন্দর ভাক্তশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২০) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাধু, (ঢাকা)

এখানে নন্দকুমার শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(২১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ পানাগড় (বর্দ্ধমান)।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীহেরম্ব দাসাধিকারী.

(২২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ভুবনেশ্বর, পোঃ চিৎকৃতা, (মান্দ্রাজ)

এখানে শ্রীকৃষ্ণগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরাধানাথ অধিকারী।

(২৩) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে গুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজগবন্ধুদাস ব্রজবাসী ভক্তিরত্ন।

(২৪) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী।

(২৫) সচ্চিদানন্দ মঠ

বালিয়াটি, পোঃ বক্সীবাজার, (কটক)

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদবল্লভজীউর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর

(২৬) জিয়ড়-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ কূর্ম্মক্ষেত্র পুরী,

শ্রীশ্রী গুরু গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন।

(২৭) পুরুষোত্তম মঠ

ঝাঞ্ঝপীঠ, পোঃ পুরী উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীউর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপদ্মনাভ অধিকারী

(২৮) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী দাসাধিকারী।

(২৯) রায়ানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, গোদাবরী

শ্রীশ্রী গুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—শ্রীনিতাইচরণ দাসাধিকারী ভক্তিলোচন।

(৩০) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪২নং কবিরপুরা, বেনারস সিটি

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীসনাতন ব্রহ্মচারী।

(৩১) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বোন

(৩২) পরমহংস মঠ.

পোঃ নিমসার, সীতাপুর

এখানে শ্রীশ্রীমদ্ভাগবত পাঠশালা ও গৌরবিনোদ-বিহারীজীর সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীসত্যনারায়ণ দাসাধিকারী।

(৩৩) কৃষ্ণচৈতন্য মঠ

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

এখানে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিত্য-সেবা হয়। রক্ষক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠ

বিশ্রামঘাট মথুরা

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ যাচক

(৩৫) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ—শ্রীরাধাকুণ্ড

রক্ষক—শ্রীরাধারমণচরণদাস ব্রহ্মচারী

(৩৬) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৩৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ

পেবগাছী, পোঃ কোডোল, জেলা অরগাঁও (পাঞ্জাব) রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৩৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং রতমান রোড, নিউ দিল্লী।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক কৃপাশ্রয়ী

(৩৯) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল।

এখানে গৌর-বিনোদবিহারীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীনবীনগোপাল অধিকারী।

(৪০) সারস্বত-গৌড়ীয় মঠ

কাছার্ মাধবপুর, চট্ট, পি

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি

(৪১) মান্দ্রাজ-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ রায়পেট্টা মান্দ্রাজ।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিবিলাস

(৪২) বোম্বে-গৌড়ীয়-মঠ কার্য্যালয়

গ্রোরীর রোড্, চৌপাটি বিচ্ছিং, বাংলো নং ১, বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মা মজুমদার।

(৪৩) অম্বরসি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অম্বরসি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীমাধবের দাস অধিকারী

(৪৪) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ.

পোঃ চকচকা, কামরূপ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী

(৪৫) পাটনা গৌড়ীয় মঠ

১০০ মিঠাপুর, পাটনা।

রক্ষক—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী বাগভূষণ

(৪৬) গয়া গৌড়ীয় মঠ

ফিল্ড হাউস্, চাঁদ রোড্, গয়া

রক্ষক—উপদেশক শ্রীসর্ব্বেশ্বর রায়জু

(৪৭) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠ বালেশ্বর

রক্ষক—শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয়

৩ মন্ট্যাগ হাউস, কণ্‌ওয়াল গার্ডেন্‌স, এস-ডব্লিউ ৭, লণ্ডন

রক্ষক—ত্রিদণ্ডস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন

(৪৯) বার্লিন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

Berlin W. 30

Eisenacher strasse 29 II

(৫০) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়.

৩৫০ নং ডালহৌসী ষ্ট্রীট রেঙ্গুন।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্—প্রথম	৪৲
... হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত	২৬৲
দশম স্কন্ধের প্রাক্তন	।৶০
ভক্তমাল বিহারি শ্রীচৈতন্যভাগবত	৬৲
... শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত	৬৲
সজ্জনতোষণী-	৬৲
শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী	
... ৩—১৲; ৩য় খণ্ড—৮০	
৩ ৮০	
শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী	
খণ্ড—১৲; ২য় খণ্ড - ৮০	
শ্রীচৈতন্যদেব —১৲	
সং ভাষায়—দীপিকা ও অনুবাদ-শিক্ষা	।১০
বৈষ্ণবধর্ম	১৲
গৌড়ীয়-কণ্ঠহার	১৲
শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা)	২৲
শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা)	১৲
হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	৸০
... (দ্বিতীয় সংস্করণ)	।০
বৈষ্ণবসমাজে কি বিচার হয়	।০
ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব	৸০
...	।০
...	।০
... (বাঁধা)	১৲
গৌড়ীয়-গৌরব	৷৶০
গৌড়ীয়-সাহিত্য	৵০
...	।০
শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীনবদ্বীপধাম (বাঁধা)	১৲
গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)	২৲
গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ)	২৲
...	।০
...	১৲
...	।০
প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ)	৸
...	৶০
... (তৃতীয়-সংস্করণ)	৶০
গোস্বামী ... (বাঁধা)	।০
নবদ্বীপধাম-প্রবন্ধ	৸০
... (নবদ্বীপ-পরিক্রমা)	৶০
শ্রীকৃষ্ণমালা	৶০
নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য	৶০
ঐ প্রথম খণ্ড	৶০
শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	।০
...	।০
...	৶০
গীতাবলী	৶০
চিত্রে নবদ্বীপ	১০
...	
প্রেমপ্রদীপ	

৪৫। নবদ্বীপশতক	/০
৪৬। অর্চ্চনপদ্ধতি	/০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ	/০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (৪র্থ সংস্করণ)	।১০
৪৯। ...	।১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম খণ্ড)	৩৲
৫১। ...	।০
৫২। মানমঞ্জরী (...)	।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ	৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয়	০
৫৫। ...	।০
৫৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ?	
৫৭। ঈশোপনিষদ (ভাষ্যাদিসহ)	।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণস্তবরাজ	৶০
৫৯। ...	৶০
৬০। ...	/০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত সারঃ	।০
৬১। ...	।০
৬২। ...	।০
৬৩। ...	।০
৬৪। ...	৷৶০
৬৫। গৌড়ীয়মঠ পরিচয়ঃ	/০
৬৬। ...	৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৭। ...	।০
৬৮। এ ভিউ অফ দি ...	।০
৬৯। ...	।০
৭০। বেদান্ত—ইট্‌স্ মর্ফলজি এ্যাণ্ড অন্টলজি	।০
৭১। ...	৷৶০
৭২। ... শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু	।০
৭৩। বৈষ্ণবীজম	।০
৭৪। ... গৌড়ীয়মঠ ...	/০
৭৫। ...	।০
৭৬। ...	।০
৭৭। ব্রহ্ম-সংহিতা	২।০
৭৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (...)	১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৭৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি	
৮০। সাধন-পথ	।০
৮১। ...	/১০
৮২। গীতাবলী	/০
৮৩। ...	/০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৪। ...	/০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত	৭৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠ ভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

[illegible] একমাত্র উপায় বলিয়াই ... । [illegible] ... একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। ছোট বোতল ৷৶০ আনা, বড় বোতল ১৷৶০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

[illegible]

অভিনব আবিষ্কার

কাউনটেনপেন ইঙ্ক

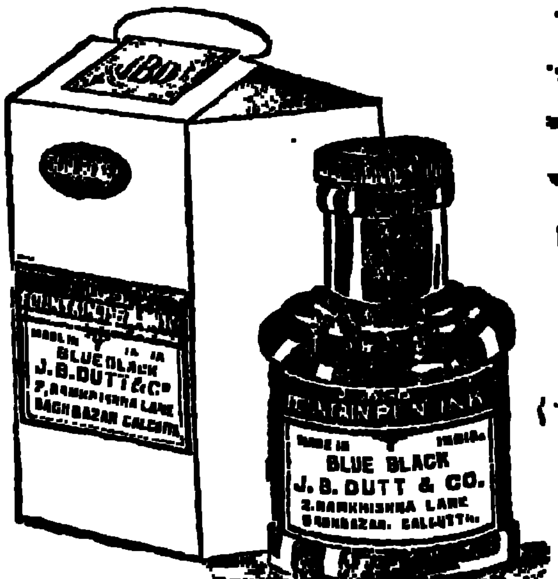

কলিকাতা

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে কথামার ও শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কাব্যব্যাকরণতীর্থ-সম্পাদিত ও শ্রীকৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিস্বরূপ ভাগবতী এম্‌, এ, এম্‌, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

(ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের [illegible] অধ্যাপক [illegible] শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল [illegible] ... এবং পাশ্চাত্য লেখনীর অনুভব ... ঐতিহাসিক-পাঠে ... বিরাট, আদি ... ভাষা ও ... শ্রীমহাপ্রভুর প্রচারিত, সিদ্ধান্তের সম্যক আলোচনা প্রথম খণ্ড ... শ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ... মুখবন্ধ (Foreword) ... (Preface), বিষয় তালিকা (Contents) ... (Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ভিক্ষা—১২, পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—বাগবাজার গৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, ... শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা ; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জেলা—নদীয়া।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে : বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের অত্যন্ত সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিদেশী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শুদ্ধভক্তগণের অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—শ্রীপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। বার্ষিক মূল্য ... টাকা ভিক্ষায় কলিকাতা বাগবাজার গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৬৲, ষাণ্মাসিক ৩।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—[illegible] পারমার্থিক পাক্ষিক। মেদিনীপুর শ্রীশ্যামানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১।০

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত [illegible] সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ বিমানবিহারী সেবাতীর্থ বি-এল, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া [illegible] হইতে প্রকাশিত আগামী আষাঢ় মাসে। ভিক্ষা সডাক ১।০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল বোল্ড অক্ষরে এবং তাহাতে বর্ত্তমান যুগে শুদ্ধভক্তগণের মধ্যে মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। আর্ট পেপারে ছাপা। রয়েল অক্টেভো আকারে ১০৩৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। অতিরিক্ত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোক সূচী, পদ্যসূচী, গ্রন্থসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়সূচী, স্থানসূচী প্রভৃতি বিভিন্ন সূচী-পত্র। সমগ্র শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অথচ বিরাট সংস্করণ জগতের কোথাও আর সর্ব্বাঙ্গ প্রকাশিত হয় নাই, যাঁহা নিরপেক্ষ পাঠক মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৪৩,	১০—৫১,	১৩—২২	১৭—৩৮,	১৯—০৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—০৫
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৫০,	১১—১৭,	১৪—৯	১৮—১৩,	২০—১২

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

সংবাদ অভ্যান্তরিক

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৫৫	৯-৪৫	১২-১০	১৪-৩৪	১৫-৩৬	১৮-৫১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৫	৯-৫০	১২-১১	১৪-৪৫	১৫-৫১	১৮-৫৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২০	১০-৪	১২-৫১	১৫-১২	১৬-১১	১৯-১১

সচিত্র
নবদ্বীপ পঞ্জিকা

ভিক্ষা—মাত্র ।৵০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ

পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'শ্রীনাম' নবদ্বীপ

দৈনিক

R. B. GC 1544

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচার-নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

চৈতন্যোপনিষৎ

বঙ্গানুবাদ মূল ও অনুবাদসহ প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি উত্তম। ভিক্ষা ।০ মাত্র
শ্রীচৈতন্যমঠ,
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

"গৌড়ীয়"

৭ম বর্ষ হইতে ১১শ বর্ষ পর্য্যন্ত প্রতি বর্ষ কাগজে বাঁধাই ভিক্ষা ৩৷০ মাত্র।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ
বাগবাজার, কলিকাতা

১০ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৩রা আষাঢ়, মঙ্গলবার ১৩৪২. ১৮ই জুন ১৯৩৫ [৯১তম সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

—:০:—

যশোরপুররাজ্যে সশস্ত্র ডাকাতি
৫ হাজার টাকা লুণ্ঠিত

খয়েরপুর রাজ্যের এক গ্রামে এক ডাকাতি হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। প্রকাশ, একদল দস্যু হঠাৎ আবির্ভূত হইয়া এক ধনী বণিকের গৃহ আক্রমণ করে এবং হাজার টাকা মূল্যের ধনসম্পত্তি লুণ্ঠন করিয়া চম্পট দেয়। দস্যুদল সারকানার দিকে পলায়ন করে। পুলিশ জোর দস্যুদলের পশ্চাদনুসরণ করিতেছে।

—

মুলতান সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার জের
দুইজনের প্রাণদণ্ড

গত এপ্রিল মাসে মুলতান দাঙ্গার সময় যে সব নরহত্যা হয় তৎসম্পর্কে দুইজন লোক প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। দায়রা জজ মিঃ লুই বালতার নামক জনৈক লোককে হত্যা করার অভিযোগ সম্পর্কে মহম্মদ নিজামকে প্রাণদণ্ড এবং অপর দুই জনের প্রত্যেককে সাত বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। সেখদত্ত নামক চার বৎসর বয়স্ক একটী শিশুকে হত্যা করার অভিযোগে হক নিবাজ প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে।

মিঃ লুই বীরভান হত্যা সম্পর্কিত মামলায় অভিযুক্ত চারজন মুসলমান আসামীকে মুক্তি দিয়াছেন। বীরভান হত্যার ফলে সাম্প্রদায়িক মনোমালিন্য দাঙ্গা হাঙ্গামায় পরিণত হইয়াছিল। এই দাঙ্গার সময় চারটী নরহত্যা হয়।

—

ফরিদপুরে ডাকাতি

গত ৮ই মে জাকলা গ্রামে এক ভীষণ ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। ডাকাতেরা সংখ্যায় ১২।১৪ জন ছিল। রাত্রি আন্দাজ ১টা ২টার সময় উহারা গ্রামের নগর মাঝির বাড়ীতে হানা দেয়। নগর মাঝি তাহার ভাই ও তাহার পরিবার ৫।৭ জন ডাকাতদের খুব ধস্তাধস্তি হয়। ফলে সকলেই আহত হইয়াছে। তন্মধ্যে নগর মাঝিই গুরুতরভাবে আহত হয়। তাহার মাথা কাটিয়া গিয়াছে, হাত ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। তাহাদের সবাইকেই নিকটবর্ত্তী হাসপাতালে (রাজবাড়ী হাসপাতালে) পাঠান হইয়াছে। নগর মাঝির অবস্থা সঙ্কটাপন্ন।

—

প্রয়াগে সশস্ত্র রাহাজানি

সেদিন এলাহাবাদে' ক্যাপিটাল মুদ্রাযন্ত্রের জনৈক ভৃত্যকে পথিমধ্যে আক্রমণ ও আহত করিয়া তাহার বেতনের টাকা ছিনাইয়া লওয়ার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। প্রকাশ, রাত্রি ৮ ঘটিকার সময় কর্ম্মস্থল হইতে বাড়ীতে প্রত্যাবর্ত্তনের পথে বাঁধ রোড দিয়া যাইবার সময় তিনজন লোক ছোরা লইয়া ঐ ব্যক্তিকে আক্রমণ করে এবং ছোরার ঘায়ে তাহাকে আহত করিয়া তাহার বেতনের টাকাগুলি লইয়া চম্পট দেয় লোকটি হাসপাতালে আছে এবং ক্রমে ভাল হইয়া উঠিতেছে। ঘটনা সম্বন্ধে পুলিশ তদন্ত চলিতেছে।

ইনসিওরেন্স প্রতারণার মামলা

জেনারেল ইন্সিওরেন্স কোম্পানীকে প্রতারণা করিবার ষড়যন্ত্রের অভিযোগে নোয়াখালী সহরের বাসিন্দা উপেন্দ্রচন্দ্র শীল, জনৈক ডাক্তার ও উক্ত কোম্পানীর সংশ্লিষ্ট ইন্সিওরেন্স এজেন্টের বিরুদ্ধে এখানে একটী মামলা দায়ের হইয়াছে। প্রকাশ, আসামীরা পরস্পরের যোগাযোগে ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে মৃত তারকচন্দ্র শীলের জীবন বীমা ১৯৩২ খৃষ্টাব্দের সংশ্লিষ্ট করে এবং ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে উহা উপেন্দ্রচন্দ্র শীলের স্বপক্ষে হস্তান্তরিত করে। সম্প্রতি জনৈক চৌকাদারের রোজনামা খাতা হইতে তারকচন্দ্র শীলের মৃত্যুর সঠিক তারিখ জানা গিয়াছে।

—

আসামে বিমান গমনের চেষ্টা

ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল এয়ারওয়েজ কোম্পানী মাল ও আরোহী বহনের জন্য আসামে বিমান অবতরণের উপযোগী স্থান খুঁজিতেছেন। উপযুক্ত অবতরণ স্থান না পাইলে, কোম্পানী বিমান সমূহের অবতরণ স্থানরূপে ব্রহ্মপুত্র ও অন্যান্য বড় নদীর জলদেশ ব্যবহারের চেষ্টা করিবেন। প্রকাশ যে, কোম্পানী বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসামের সর্ব্বত্র ডাক ও আরোহী বহনের ব্যবস্থা করিবেন।

বাঙ্গলা হইতে পাট রপ্তানি
গত মে মাসের হিসাব

১৯৩৫ সালের মে মাসে বাঙ্গলা দেশ হইতে মোট ৩৬০,৪৮৮ গাঁট পাট রপ্তানি হইয়াছে। প্রতি গাঁটের ওজন ৪০০ পাউণ্ড। তন্মধ্যে কলিকাতা হইতে ৩৪৬ ৯১২ গাঁট ও চট্টগ্রাম হইতে ১২,৫১৬ গাঁট রপ্তানি হইয়াছে। ১৯৩৩ ও ১৯৩৪ সালের মে মাসে বাঙ্গলা দেশ হইতে যথাক্রমে মোট ২৬০,৩৯১ ও ২৮৪,২৪৫ গাঁট পাট রপ্তানি হইয়াছিল। তন্মধ্যে কলিকাতা হইতে ২৪২,১২৯ ও ২৭১,৭০১ গাঁট। অবশিষ্ট চট্টগ্রাম হইতে রপ্তানি হইয়াছিল।

———

পথিমধ্যে ডাকাতের আক্রমণ

গত ১২ই জুন সাওতাল পরগণার ডেপুটী পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত অঘোরী রঘুনাথ সহায়ের কন্যার বিবাহোপলক্ষে কন্যাপক্ষের লোকজন দশ হাজার টাকাসহ পাটনা হইতে সাঁওতাল পরগণা যাইতেছিল, পথিমধ্যে, মজঃফরপুর এবং সীতামারীর মধ্যবর্ত্তী স্থানে একদল ডাকাত তাহাদিগকে আক্রমণ করে। ডাকাতেরা কয়েক সহস্র টাকা মূল্যের অলঙ্কারাদি সহ চম্পট দেয়।

কলিকাতায় মৃত্যু সংখ্যা

গত ৮ই জুন যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহে কলিকাতা সহরের সংক্রামক ব্যাধির খতিয়ান নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

আলোচ্য সপ্তাহে কলেরায় মোট আক্রমণ ১০৭ ও মৃত্যু ৪৬, গত ১লা জুন যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহে মোট আক্রমণ ১০৯ ও মৃত্যু ৪৮ ছিল। এই সপ্তাহে বসন্তে মোট আক্রমণ ৫৩ ও মৃত্যু ৩০; গত সপ্তাহে আক্রমণ ৬৯ ও মৃত্যু ২৬ ছিল। সেরিব্রো-স্পাইনাল ফিভার প্রকোপ আলোচ্য সপ্তাহে হ্রাস পাইয়াছে, এই সপ্তাহে আক্রমণ ২, ও মৃত্যু ১ এবং গত সপ্তাহে আক্রমণ ১৭ ও মৃত্যু ১০; আলোচ্য সপ্তাহে টাইফয়েড রোগে ৮ জন মারা গিয়াছে, গত সপ্তাহে ১৩ জন মারা গিয়াছিল।

এই সপ্তাহে কলিকাতা সহর ও শহরতলী এরিয়ায় মোট মৃত্যু সংখ্যা ৭৯০, গত সপ্তাহে ৫৭৮ ছিল।

শ্রীযুক্ত চেট্টির দেওয়ানী ত্যাগের গুজব ভিত্তিহীন

কোচিন ষ্টেটের কার্য্য পরিচালন সমিতির সদস্যপদ গ্রহণ করার প্রস্তাবে রাজী হওয়ায় স্যার সন্মুখম চেট্টি দেওয়ানী পদ ত্যাগ করিবেন বলিয়া মাদ্রাজের কয়েকখানি দৈনিক পত্রিকায় ও দেশীয় ভাষায় প্রচারিত পত্রিকায় যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

বাঙ্গলায় বন্যানিবাস

বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট বন্যানিবাস স্থাপনের জন্য যে তিনলক্ষ টাকা দান পাইয়াছেন, কথা ছিল, ঐ টাকা দ্বারা কালিম্পংএ একটি [illegible] নির্ম্মিত হইবে। কিন্তু স্থানীয় [illegible] সম্পাদক ডাঃ গ্রেহাম সাহেব এবং অন্যান্য অধিবাসীরা উহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। ডাঃ গ্রেহামের মত [illegible] কারণেই প্রতিবাদ করিয়াছেন। [illegible] বন্যানিবাসে রোগ [illegible] নির্ম্মাণ করিতে হইলে [illegible] হইয়াছে। [illegible] একটি [illegible] স্থাপনের [illegible] [illegible] কালিম্পং [illegible] [illegible] কিন্তু [illegible] আছে লোকালয় হইতে ঐ স্থানটি দূরে বলিয়া জনসাধারণের পক্ষ হইতে কোন আপত্তি হয় নাই। বাঙ্গলা সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগের ডাইরেক্টর ঐ স্থানে বন্যানিবাস স্থাপন অনুমোদন করিয়াছেন। কেন্দ্রের গবর্ণমেণ্ট যদি তাঁহাদের প্রস্তুত অর্থ দ্বারা এবং অন্যভাবে সাহায্য করেন, তাহা হইলে কালিম্পংএ একটি উৎকৃষ্ট স্থায়ী যক্ষ্মা বন্যানিবাস স্থাপিত হইতে পারে। কালিম্পং বন্যানিবাসের কর্তৃপক্ষের হাতে ঐ তিন লক্ষ টাকা অর্পণ করিয়া গবর্ণমেণ্ট উহার সাহায্য, রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালন সম্পর্কে কোন ব্যবস্থা করিতে অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে বন্যানিবাসের কর্তৃপক্ষের নিশ্চয়ই কোন আপত্তি হইবে না।

ভারতের বেকার সমস্যা

গত ১৭ই জুন আন্তর্জাতিক শ্রমিক সম্মেলনে ভারতীয় মালিক শ্রেণীর প্রতিনিধি মিঃ [illegible] বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন, ভারতীয় শিল্প বাণিজ্যের অবস্থা অতীব শোচনীয়। পৃথিবীর সমস্ত দেশের মধ্যে ভারতবর্ষেই হয়ত বেকার সমস্যা সর্ব্বাপেক্ষা উৎকট। কৃষিকার্য ভারতবাসীদের প্রধান উপজীবিকা; কিন্তু ভারতবর্ষে কৃষির অবস্থা শোচনীয়; ভারতীয় কৃষিজ পণ্য বিক্রয়ের বাজার পৃথিবীর অন্যান্য জাতি দখল করিয়া ফেলিয়াছে এবং ভারতবর্ষেও বিদেশী পণ্য বিক্রয় হইতেছে। ভারতীয় শিল্পের অবস্থাও কৃষির মতই শোচনীয়, শীঘ্র যে উন্নতি হইবে এমন কোনও আশাও নাই।

উপসংহারে মিঃ [illegible] বলেন, বিদেশীরা অন্যায় প্রতিযোগিতা করিয়া অসম্ভব সস্তায় ভারতবর্ষে মাল বিক্রয় করিতেছে; প্রধানতঃ এই জন্যই ভারতীয় শিল্প বাণিজ্যের এমন দুর্দশা।

ছুরিকাঘাতে আম ব্যবসায়ীর মৃত্যু

১২ই জুন রাত্রিতে [illegible] কলে নবকুমার নন্দী লেনের মজিদার কালোয়ার (২৪) নামক একজন আম ব্যবসায়ীর ছুরিকাঘাতে মৃত্যু হয়।

প্রকাশ দিন রাত্রি ৯টায় ৬ জন লোকে [illegible] বসিয়া গল্প করিতেছিল। [illegible] কালোয়ারের [illegible] উপস্থিত [illegible] [illegible] [illegible] মাথিক [illegible] [illegible] নিকট [illegible] [illegible] পরে তাহার মৃত্যু হয়।

হাওড়া থানার ইন্সপেক্টার [illegible] ঘটনাস্থলে যাইয়া [illegible] হাসপাতালে পাঠাইয়া দেন। মাথিক কালোয়ার ও অপর [illegible] বাক্তিকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

কোয়েটা প্রত্যাগত পাঠান গ্রেপ্তার

চোরাই মাল রাখা ও বিক্রয় করার অভিযোগে [illegible] কোয়েটার একজন পাঠানকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। উক্ত পাঠানটী নাকি [illegible] অলঙ্কার একজন স্বর্ণকারের নিকট বিক্রয় করিতে চাহে। স্বর্ণকার ঐ জিনিষপত্রের মূল্য নির্দ্ধারণের পূর্ব্বে পাঠানটীকে কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারেন, সে একজন কোয়েটা-বাসী। ভূমিকম্পে তাহার পরিবারের [illegible] সব নষ্ট হইয়াছে। সোনার অলঙ্কারগুলি [illegible] করিয়া একটী [illegible] মধ্যে একজন [illegible] দেখে। তাহাকে উহার কারণ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হইলে সে কোন সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারে না; সে একজন পুলিশ ডাকে। পুলিশ পাঠানটীকে থানায় লইয়া গেলে চোরাই মাল রাখার অভিযোগে তাহাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

বিস্ফোরক দ্রব্য আইনে অভিযুক্ত মোহান্তের হাজত বাস

পাটনা সিটির, কাইঘাট অঞ্চলের মোহান্ত মদন সিংকে কিছুদিন পূর্ব্বে তাঁহাদের সংলগ্ন [illegible] দোকানে বিস্ফোরক [illegible] সম্পর্কে, বিস্ফোরক দ্রব্য আইন অনুসারে গ্রেপ্তার করা হয় এবং ২০০০৲ টাকার জামিনে তাহাকে মুক্তি দিবার আদেশ হইয়াছিল। জামিন দিতে না পারায় তিনি এখনও হাজতে আছেন। স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের মঞ্জুরী পাইলে তাঁহার বিচার আরম্ভ হইবে।

জলে পড়িয়া বালিকার মৃত্যু

গত ৯ই জুন বিক্রমপুরান্তর্গত বাঘিয়া গ্রামে শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র পালের বাড়ীতে এক শোচনীয় দুর্ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে। প্রকাশ যে, পুকুরের ঘাটের উপরে কয়েকটী অল্পবয়স্ক ছেলেমেয়ে বসিয়া স্নান করিতেছিলেন এবং নানারূপ আলাপ করিতেছিলেন। এই সময়ে একটী ৬ বৎসর বয়স্কা মেয়ে সকলের অলক্ষ্যে জলে পড়িয়া যায়। অনুসন্ধানের পর মেয়েটীকে মৃতাবস্থায় জল হইতে তোলা হয়।

দারোগা ও কনেষ্টবল হত্যার দায় হইতে অব্যাহতি

[illegible] নামক এক ব্যক্তিকে হত্যা করিবার অভিযোগে দারোগা [illegible] গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল। তাঁহাকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। তদন্তে জানা গিয়াছে যে, দারোগার বিরুদ্ধে কোনও প্রমাণ নাই।

ঐ সম্পর্কে একজন কনেষ্টবলকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল তাহাকেও প্রমাণ অভাবে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে।

এলোরে দারুণ অগ্নিকাণ্ড

এলোরের এক সংবাদে প্রকাশ [illegible] পুরের নিকট এক গ্রামে অগ্নিকাণ্ডের ফলে ৩০০ খানি আদি দ্রাবিড় সম্প্রদায়ের গৃহ ভস্মীভূত হইয়াছে। ফলে বহু পরিবার গৃহহীন হইয়াছে।

রৌপ্যের মূল্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা

রৌপ্যের মূল্য বৃদ্ধি হওয়ায় যে অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য আগামী ১৭ই জুন তারিখে ভারতীয় বণিক সমিতির একটী অতিরিক্ত অধিবেশন আহ্বান করা হইয়াছে। [illegible] বণিক [illegible] মনে করেন, রৌপ্যের [illegible] আরও বাড়িবে, ইহা অনিবার্য। রৌপ্যের মূল্য বৃদ্ধির ফলে জনসাধারণ টাকা গলাইয়া বিক্রি করিয়া লাভবান হইতে থাকিলে কিরূপ [illegible] অবলম্বন করা উচিত তৎসম্পর্কে সমিতি ভারত সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে।

ফাঁসীর আসামীর প্রাণভিক্ষা আবেদন অগ্রাহ্য

গত ৮ই ডিসেম্বর শ্রীরামপুরে একটি লোককে হত্যা করার অপরাধে রামশরণ কুর্ম্মী নামক এক ব্যক্তি ছুটকার দায়রা জজ কর্তৃক প্রাণদণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল করিলে হাইকোর্ট উক্ত প্রাণদণ্ডাজ্ঞা বহাল রাখেন। গত ১০ই জুন তাহার ফাঁসীর দিন নির্দ্ধারিত হইয়াছিল; কিন্তু আসামী ভারত সরকারের দয়া ভিক্ষা করিয়া দরখাস্ত করিলে ভারত সরকার তাহার প্রাণদণ্ড স্থগিত রাখিবার আদেশ দেন। উক্ত আদেশ অনুযায়ী ১০ই জুন আসামীর প্রাণদণ্ড স্থগিত থাকে। সম্প্রতি ভারত-সরকার তাহার প্রাণভিক্ষার আবেদন অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

দুঃসাহসিক ডাকাতি

গত ১২ই জুন রাত্রে শিবরামপুর থানার চণ্ডীপুর গ্রামে বাবুরাম পাটোয়ারীর বাড়ীতে এক দুঃসাহসিক ডাকাতি হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। বাবুরাম রামলাল পাটোয়ারী এবং চাপরাসীকে সঙ্গে লইয়া কার্য্যে ব্যাপৃত ছিল, এই সময় ডাকাতগণ তাহার গৃহে প্রবেশ করিয়া তাহাদের নিষ্ঠুর প্রহারে জর্জ্জরিত করিয়া নগদ ৬ হাজার টাকা লইয়া প্রস্থান করিয়াছে। তদন্ত চলিতেছে।

মাতা ও কন্যার সাফল্য
একই সময়ে বিভিন্ন পরীক্ষায়

কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান শ্রীযুত সুরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত কাব্যতীর্থ মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী শ্রীযুক্তা জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী এবার 'কলাপের' আদ্য পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। [illegible] তাঁহাদের জ্যেষ্ঠা কন্যা কুমারী নির্ম্মলা দাশগুপ্তা এবার প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। শ্রীমতী নির্ম্মলা সংস্কৃতে বেশ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন। শ্রীযুক্তা জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী পূর্ণিয়ার শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা।

পাটনায় জোড়া খুনের মামলা

গত ১২ই জুন পাটনার অতিরিক্ত দায়রা জজ মিঃ এন সি চন্দ্রের সমক্ষে পুনঃপুন জোড়া খুন মামলার শুনানী আরম্ভ হইয়াছে। মামলার বিবরণে প্রকাশ, আসামীরা বর্শা তরবারি ও অন্যান্য মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র লইয়া হরিহর সিং নামে এক ব্যক্তির চাষের ক্ষেতে উপস্থিত হইয়া ক্ষেতের শস্যাদি লুণ্ঠন করিবার উপক্রম করে। হরিহর সিং ও তাহার লোকজন তাহাদের বাধা দিবার চেষ্টা করায় আসামীরা নাকি তাহাদের উপর মারপিট করিতে থাকে। ফলে একজনের ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় এবং আর একজনের লইয়া যাইবার পথে মৃত্যু হয়। ইহা ছাড়া হরিহরের পক্ষে আর কয়েকজন গুরুতরভাবে আহত হয়। আসামীদের সংখ্যা মোটের উপর ২২।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

—পারমার্থিক পত্র—

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১০ম বর্ষ — বামন — গৌরাব্দ ৪৪৯, ৩রা আষাঢ় বঙ্গাব্দ ১৩৪২, ১৮ই জুন ১৯৩৫ — মঙ্গলবার — ৯০তম সংখ্যা

প্রচার-প্রসঙ্গ

মধ্যপ্রদেশের সম্বলপুরে

গত ৮ই জুন শনিবার অপরাহ্নে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ সম্বলপুর ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড হলে বহু শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তির সমক্ষে "গীতার কর্ম্মযোগ" বিষয়ে প্রায় দেড়ঘণ্টাকাল বিশেষ যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন। স্বামীজীর বক্তৃতার জন্য ঐ সময় সভার আয়োজন পূর্ব্ব হইতেই হইয়াছিল। স্থানীয় উকীল শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর বেহেরা (উৎকলবাসী) মহাশয় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। বক্তৃতান্তে সভাপতি মহাশয় উৎকল ভাষায় একটী সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। তাঁহার বঙ্গানুবাদ নিম্নে লিখিত হইল।

সমবেত ভদ্রমণ্ডলি, শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ আজ এই সভায় আমাদিগকে যে অপূর্ব্ব বাণী শ্রবণ করাইলেন তজ্জন্য আমি সম্বলপুরবাসীর পক্ষ হইতে সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। গীতার কর্ম্মযোগ বুঝাইতে গিয়া তিনি কর্ম্ম, অকর্ম্ম ও বিকর্ম্ম এবং নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্যকর্ম্ম প্রভৃতি শাস্ত্রযুক্তিসহকারে যেভাবে সহজে বুঝাইয়া দিলেন, তাহাতে তাঁহার পাণ্ডিত্যের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারি না। আজ গোস্বামিমঠ যেরূপভাবে জগতে প্রেমধর্ম্মের কথা প্রচার করিয়া জগৎকে বাস্তবিক মঙ্গলের পথে লইয়া যাইতেছেন তাহা অপেক্ষা মহাবদান্যতার কার্য্য আর হইতে পারে না। আশা করি আপনারা স্বামীজীর বিচারপূর্ণ যুক্তিগুলি অবধারণপূর্ব্বক তদনুসরণে চেষ্টাযুক্ত হইবেন। তৎপরে কীর্ত্তনান্তে সভা ভঙ্গ হয়।

সভায় সমবেত বাঙ্গালী ও উৎকলবাসী বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির মধ্যে কয়েকজনের নাম নিম্নে উল্লিখিত হইল :—

উকীল শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর বেহেরা; উকীল শ্রীযুক্ত এম্, এন্, বর্ম্মা; উকীল শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র বসু; বাবু কেশবচন্দ্র রক্ষিত, ডিষ্ট্রিক্টবোর্ডের অবসরপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ার, স্থানীয় পোষ্টমাষ্টার; বাবু সুশীলকুমার সরকার কন্ট্রাক্টার; ডাঃ এন সেন; বাবু উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (বিষ্ণুপুর) ইত্যাদি

গত রবিবার ৯ই জুন স্বামীজী স্থানীয় অবসরপ্রাপ্ত ইঞ্জিনীয়ার (ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড) শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র রক্ষিত মহাশয়ের গৃহে ছায়াচিত্রে শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা ও শিক্ষা-সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন।

সভারম্ভে প্রথমাবসরে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ-মূর্ত্তি প্রদর্শনপূর্ব্বক স্বামীজী "রাধাকৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতির্হ্লাদিনীশক্তিরস্মাৎ" শ্লোকটী ব্যাখ্যামুখে শ্রীচৈতন্যতত্ত্ব কীর্ত্তন করেন এবং যে উদ্দেশ্যে চৈতন্যমহাপ্রভু জগতে অবতীর্ণ হন, তাহা বুঝাইয়া দেন। তৎপরে মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বে কলির প্রথম সন্ধ্যায় জগতের অবস্থা, বিদ্যা, ধর্ম্ম প্রভৃতির অসদ্ব্যবহার, মহাপ্রভুর জন্মলীলা, বাল্যলীলা, অধ্যাপকলীলা, দিগ্বিজয়ী পরাজয়, গয়াযাত্রা, ঈশ্বরপুরীসহ সাক্ষাৎ, জগাই-মাধাই-উদ্ধার, কাশীবাসী সন্ন্যাসীগণের উদ্ধার, কৃষ্ণপথ, গৃহত্যাগের চিত্র, কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, আরোহপন্থা প্রভৃতির অসুবিধা এবং সাধুকৃপার বৈশিষ্ট্য কীর্ত্তন এবং সর্ব্বশেষে ছায়াচিত্রে পরমার্থ-শিক্ষাপ্রচার-আবিষ্কারক শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের জগদ্ব্যাপী প্রচার বক্তৃতা শেষ করেন।

গত মঙ্গলবার স্বামীজী সম্বলপুর সংস্কৃতালয়ে বহু সম্ভ্রান্ত উচ্চপদস্থ বাঙ্গালী ও উৎকল ব্রাহ্মণগণের সমক্ষে শ্রীমদ্ভাগবত ১ম স্কন্ধ ১ম অধ্যায় হইতে শ্রীমদ্ভাগবতের ৬টী প্রশ্নের অন্যতম 'ঐকান্তিক শ্রেয়ঃ কি' অবলম্বনে ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

স্বামীজী সভামধ্যে বলেন—শ্রুতি ও স্মৃতি দুইটীই বেদের অংশ এবং উহা ব্রাহ্মণগণের দুইটি চক্ষুস্বরূপ। ব্রাহ্মণগণ তন্মধ্যে একটি হীন হইলে কাণা আর দুটি হীন হইলে অন্ধ বলিয়া গণ্য হইবেন। অষ্টাদশ পুরাণ বেদমধ্যে পরিগণিত; কেন না, বেদের অর্থ পূরণ করেন বলিয়া পুরাণ নাম হইয়াছে। সুতরাং যাহা বেদের অংশ পূর্ণ করে, তাহা অ-বেদ-বস্তু নহে, বেদই। যথা—

"ইতিহাস-পুরাণঞ্চ পঞ্চম বেদ উচ্যতে॥"

সেই অষ্টাদশ পুরাণ মধ্যে ৬টী সাত্ত্বিক পুরাণ শ্রেষ্ঠ। আবার শ্রীমদ্ভাগবত তন্মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; উহা অমলপুরাণ বলিয়া কথিত। অতঃপর স্বামীজী ভাগবতের প্রথম মঙ্গলাচরণ কীর্ত্তন করতঃ কতিপয় মূলশ্লোক ব্যাখ্যা করেন।

স্বামীজীর পাঠ-শ্রবণে শ্রোতৃবৃন্দ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া শ্রবণেচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন।

ব্রহ্মদেশের শানরাজ্যে

ব্রহ্মদেশের পূর্ব্বসীমায় করদমিত্র শানষ্টেট (Shan State) অবস্থিত। শ্রীচৈতন্যমঠসেবক উপদেশক শ্রীপাদ ভক্তিকেশব ভক্তিশাস্ত্রী ও শ্রীপাদ সত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী গত ১লা জুন শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী প্রচার-উদ্দেশে সাদার্ণ শানষ্টেট ট্রেনে (Southern Shan State trainএ) আরোহণ করিয়া শানরাজ্যে শুভবিজয় করেন।

বেলা ৮ ঘটিকার সময় ট্রেনখানি থাজি (Thazi) জংসন পরিত্যাগ করিয়া কালো (Kalaw) অভিমুখে ধাবিত হইল। কিছুদূর অগ্রসর হইয়া ট্রেনখানি অত্যুচ্চ পর্ব্বতশ্রেণীর মধ্য দিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া মন্থরগতিতে ধাবিত হইতে লাগিল। উভয় পার্শ্বে অত্যুচ্চ পর্ব্বতমালা, কোথাও পর্ব্বতমালার মধ্যপ্রদেশে গভীর গহ্বর অন্ধকারের উপত্যকা, কোথাও বৃক্ষলতা-পরিশোভিত [illegible] মধ্য দিয়া ট্রেনখানি [illegible] অতিক্রম করিতেছে; জনমানবের সাড়া নাই, মধ্যে মধ্যে দুই একটি পাহাড়ী ষ্টেশন দেখা যায়, সেখানে [illegible] Railway কর্ম্মচারী। কোথাও কোথাও পর্ব্বতশৃঙ্গের [illegible] ট্রেনখানি [illegible] করিতেছে; কোথাও অত্যুচ্চ পর্ব্বতশৃঙ্গে হইতে ট্রেনখানি চতুর্দ্দিকে ধীরে ধীরে অবতরণ করিতেছে। উভয়পার্শ্বে বিবিধ বনানী, [illegible] Southern Shan State-এর অন্তর্গত কালো (Kalaw) নামক স্থানে ট্রেনখানি উপস্থিত হইল [illegible] Arcadia নামক [illegible] Taunggyi (Taunggzi) অভিমুখে শুভবিজয় করেন।

—

কৃষ্ণ আমার পালে, রাখে যান সর্ব্বকাল। আত্মনিবেদন দৈন্যে ঘুচাও জঞ্জাল॥

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২ বামন ৪৪৪ শ্রীচৈতন্যাব্দ

লোকে হরিভজন করে কেন?

সকলেই সুখের কাঙ্গাল। আমরা যে জগতে বাস করি সেখানে সকলই দুঃখময়। আমরা এই দুঃখময় সংসারসমুদ্রে সুখের অনুসন্ধান করিতে গিয়া মধ্যে মধ্যে দুঃখনিবৃত্তিরূপ ক্ষণিক সুখের আভাস পাইলেও তাহা আনন্দ এবং পরম দুঃখের সহচর হওয়ায় আমরা সুখাশায় কেবল দুঃখই ভোগ করি। জন্মের পূর্ব্ব হইতে আরম্ভ করিয়া মৃত্যুর শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত অমিশ্র সুখের এককণাও আমরা লাভ করিতে পারি না। নিত্য বস্তুর সেবায় যে কি নিত্যানন্দ আছে তাহা আমরা জানি না বলিয়াই দুঃখ ও অভাব সকলের ক্ষণিক নিবৃত্তিকেই সুখ বলিয়া গ্রহণ করি। দুঃখময় সংসারকে আমরা সুখের সংসার বা আনন্দের বাজার মনে করি বলিয়া আমাদিগকে আমৃত্যু যে কি অসহনীয় কষ্ট ভোগ করিতে হয় তাহা বর্ণনাতীত। জন্মপ্রাপ্তিও অনেক কষ্ট ও দুঃখের বিষয়। জন্ম হইলে আহারাদির দ্বারা শরীরাদির পুষ্টি হইতে থাকে তাহাতে আবার পীড়াও সর্ব্বদাই আছে। এতদ্ব্যতীত শীত, উষ্ণ প্রভৃতি কত কষ্ট যে আছে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। এই সমস্ত কষ্ট নিবৃত্তির জন্য গেলে অনেক শারীরিক কষ্ট স্বীকার করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিতে হয়। গৃহনির্ম্মাণাদি না করিলে থাকা যায় না; সংসারে থাকিতে হইলে গৃহিণীরও দরকার। আবার বিবাহ করিয়া সন্তানাদিও উৎপাদন করিতে হয় এবং তাহাদের ভরণপোষণের চিন্তাও আমাদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলে, ইহার মধ্যে আবার অন্যান্য লোকের সহিত বাদাবিসম্বাদ জনিত অনেক ক্লেশ ভোগ করিতে হয়। পরে বৃদ্ধ হইলে আর কিছুই ভাল লাগে না। সুখের জন্য সমস্ত জীবন চেষ্টা করিয়াও যখন আশার তৃপ্তি হয় না তখন বৃদ্ধ বয়সে অনুতাপই সমস্ত জীবনের কর্ম্মফলে উদিত হইয়া জীবকে শিক্ষা দেয় কিন্তু তাহাতেও আমাদের সুখাশার অবসান হয় না; এমনি আমাদের দুর্দ্দৈব! তাই বলিতেছিলাম, এ সংসারে অবিমিশ্র সুখ কোথায়, সুখময় বস্তুর অধিষ্ঠানও বা এখানে কোথায়?

এ সংসারে বাস করা বড়ই কষ্টকর কিন্তু পরমেশ্বরের বৈকুণ্ঠধাম পাইলে অবিদ্যা সুখদুঃখ আর কিছুই থাকে না; পরন্তু অনন্ত নিত্যানন্দ লাভ করিতে পারা যায়। তাই বলি, আমাদের ভগবদ্ভজন বাকে পড়িয়া, নিজের সুখের লাগিয়া। যদি এ জগতে সুখ থাকিত, এমন কি পরজগতে ভগবৎসেবায় যে সুখ আছে সেই পূর্ণানন্দের কোটাংশের এক অংশও যদি আমরা ভোগ করিতে পারিতাম তাহা হইলে আমরা শতকরা শতজনই বোধ হয় ভগবদ্ভজন করিতাম না, ভগবানের কথায় কাণ দিতাম না, জন্ম-জন্মান্তরেও নিত্যানন্দের অধিকারী হইবার জন্য সচেষ্ট হইতাম না। সুতরাং পরম করুণাময় ভগবান্ সংসারে দুঃখ রাখিয়া আমাদের প্রতি যে কিরূপ কৃপা করিয়াছেন তাহা বুঝিবার ব্যক্তিগণ নিশ্চয় করিবেন কি? না—আধ্যাত্মিক জন্য লালায়িত হইয়া এই দৈহিক ও মানসিক দুঃখকে ভগবানের পরম করুণা না জানিয়া দুর্ভাগ্যবশতঃ উহাকে ভগবানের নিষ্ঠুরতা (?) বলিয়া জ্ঞান করতঃ অপরাধই অর্জ্জন করিবেন?

আমরা এ জগতে দুঃখ পাই বলিয়া সুখের অনুসন্ধান করিতে করিতে অবশেষে আনন্দের আকরস্বরূপ ভগবানের কৃপা লাভ করি এবং পরমেশ্বরের তুষ্টি সাধন করিবার জন্য চেষ্টা প্রদর্শন করি। আবার অনেকে বলেন, আপাততঃ আমরা সংসারের সুখ ভোগ করি পরে বৃদ্ধাবস্থায় ঈশ্বরের তুষ্টি সাধন করিব। কিন্তু এরূপ মনে করিলে কিছুই হইবে না। সময় অতি সংক্ষেপ; যেদিন কর্ত্তব্যজ্ঞান উদিত হয় সেইদিন হইতেই তাঁহার ভজনা করা কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ মানবজীবন অতি দুর্লভ ও অনিত্য; কোন্ দিন যে মৃত্যু হইবে তাহা বলা যায় না, সুতরাং দেরী করিয়া লাভ কি?

এতদিন ত অনেক কাজ করিলাম, তাহাতে কিছু লাভ হইল কি? এতদিন ধরিয়া সংসারের সেবা করিয়াও যখন নিত্য সুখের বা শান্তির সন্ধান পাওয়া গেল না তখন সেই রাস্তা ছাড়িয়া শ্রৌতপন্থা, ভক্তিরাস্তা বা বৈকুণ্ঠের পথ ধরা উচিত নয় কি? শেষ বয়সে ইচ্ছা এবং আনন্দের পরম্পর-দুঃখী জীবাত্মিজারী মানুষের কথা শুনা কর্ত্তব্য নয় কি?

সংসারে ভুলিলি শ্রীগৌরাঙ্গ ভুলিলি
না শুনিলি সাধুর কথা
ইহ-পরকাল দু'কাল খোয়ালি
খাইলি আপন মাথা

তাই বলি, মহাজনের কোমল ও মধুর চিত্ত হইতে আবেগোত্থিত এই অমৃতপ্রসবিনী উপদেশবাণী কি আমাদের হৃদয়ে এখনও স্থান পাইবে না? শ্রীলঠাকুর নরোত্তমের এই অমৃতবাণী কি অমৃতের পাদপদ্মে আমাদিগকে আকৃষ্ট করিবে না? আমরা কি এবারেও এমন দুর্লভ মনুষ্যজন্ম এবং সদ্গুরু পাইয়াও মৃত্যুকেই আমাদের সহচর বলিয়া আলিঙ্গন করিব?

পরমেশ্বরের সন্তোষবিধান করিবার জন্য অবস্থাভেদে মানবগণ যে যত্ন করেন, সাধারণতঃ তাহার চারিটি কারণ দেখা যায়—ভয়, আশা, কর্ত্তব্যবুদ্ধি ও রাগ। নরক-ভয়, অর্থাভাব, পীড়া, মৃত্যুভয় প্রভৃতি যেখানে ভগবদ্ভজনের প্রধান সেখানে ভয়ের দ্বারা উত্তেজিত হইয়াই ভগবদ্ভজন আরম্ভ হইয়াছে। যাহারা সংসারে উন্নতি-লাভের জন্য বিষয়-সুখ প্রার্থনা পূর্ব্বক ভগবদ্-ভজন করেন তাঁহারা আশার দ্বারা চালিত হইয়া ঈশ্বর-সাধনা করেন জানিতে হইবে। কিন্তু ঈশ্বর-আরাধনায় এতই সুখ আছে যে প্রথমে ভয় বা আশাক্রমে তাহাতে প্রবৃত্ত হইয়া অবশেষে অনেকেই ভয় ও আশাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক শুদ্ধভজনে প্রবৃত্ত হন। যাঁহারা সৃষ্টিকর্ত্তার প্রতি অনুরক্ত হইয়া তাঁহার ভজনা করেন তাঁহারা কর্ত্তব্যবুদ্ধি দ্বারা চালিত হইয়া ঐকার্য্যে প্রবৃত্ত হন। যাঁহারা ভয়, আশা বা কর্ত্তব্যবুদ্ধির দ্বারা চালিত না হইয়াও ঈশ্বরসাধনে প্রীতিলাভ করেন তাঁহারা রাগের বশবর্ত্তী হইয়া ভগবদ্ভজন করেন। কোন একটী বিষয় দেখিবামাত্র চিত্ত তাহার প্রতি যে স্বাভাবিকভাবে বিচারের পূর্ব্বেই ধাবিত হয়, তাহার নাম রাগ। পরমেশ্বরকে চিন্তা করিবামাত্র এই প্রবৃত্তি যাঁহার উদিত হয় তিনি রাগক্রমে ঈশ্বর-ভজনা করেন।

ভয়, আশা ও কর্ত্তব্যবুদ্ধির দ্বারা যে সকল উপাসক ভগবানের ভজনা করেন তাঁহাদের ভজন তত বিশুদ্ধ নহে; এতাদৃশ ভজন বিশুদ্ধ না হইলেও অধিকাংশ ব্যক্তিই এই তিনটীর যে কোন একটী গ্রহণ করিয়া ভগবদ্-ভজনে অগ্রসর হন। রাগমার্গে ভগবদ্ভজন করেন এমন লোকের সংখ্যা অতি কম। ইঁহাদের সংখ্যা অত্যল্প হইলেও ইঁহারাই যথার্থ সাধক বা ভগবদ্ভক্ত।

আমরা শাস্ত্রালোচনা করিতে গিয়া জীব ও ঈশ্বরের মধ্যে যে একটি নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে তাহা জানিবার সৌভাগ্য পাই। রাগের উদয় হইলেই সেই সম্বন্ধের পরিচয় পাওয়া যায়। সেই সম্বন্ধ নিত্য বটে কিন্তু জড়বদ্ধজীবের পক্ষে তাহা গুপ্ত হইয়া রহিয়াছে। সাধুসঙ্গরূপ সুবিধা পাইলেই তাহা প্রকাশিত হইবে। দিয়াশলাই ঘষিলে বা চকমকি ঠুকিলে যেরূপ অগ্নি বাহির হয় তদ্রূপ সাধনক্রমে ঐ সম্বন্ধ প্রকাশিত হইয়া পড়ে। ভয়, আশা ও কর্ত্তব্যবুদ্ধি-ক্রমে ভজন করিতে করিতে অনেকের পক্ষে সেই সম্বন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। ধ্রুব প্রথমে রাজ্যপ্রাপ্তির আশায় ভগবদ্-আরাধনা করেন কিন্তু সাধনাক্রমে সেই পবিত্র-সম্বন্ধ-জনিত রাগের উদয় হওয়ায় তিনি আর সাংসারিক বর গ্রহণ করেন নাই। ইহাই সাধকজনের বৈশিষ্ট্য, ইহার . 1 ভূষণ, ইহারই নাম শুদ্ধা ভক্তি এবং ইহাই আত্মবৃত্তির প্রকৃত উদ্দেশ্য বা সম্বন্ধজ্ঞানোদয়ে কৃষ্ণসেবারম্ভ। ভয় ও আশা নিত্য নয়। সাধকের যখন বুদ্ধি ভাল হয় তখন তিনি ভয় ও আশা পরিত্যাগ করেন এবং কর্ত্তব্যবুদ্ধিই তখন তাঁহার আশ্রয় হয়। পরমেশ্বরের প্রতি রাগের যে পর্য্যন্ত উদয় না হয় সে-পর্য্যন্ত সাধক কর্ত্তব্যবুদ্ধি পরিত্যাগ করে না। কর্ত্তব্যবুদ্ধি হইতে বিধির সম্মান ও অবিধির পরিত্যাগ—এই দুইটী বিচার উদ্ভূত হয়। ভাগ্যবান্ ব্যক্তিগণ শাস্ত্রোক্ত সাধনপ্রণালী আশ্রয় করিয়া সাধুসঙ্গ করিতে করিতে অনর্থনিবৃত্তি হইলে ক্রমশঃ শুদ্ধসেবায় প্রবৃত্ত হন। অতএব বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ স্থিরচিত্তে এসব কথা স্মরণ করিয়া ভগবদ্ভজন করিবেন এবং ক্রমশঃ শুদ্ধির পথে অগ্রসর হইয়া শুদ্ধভক্তের আনুগত্যে ধন্য হইবেন—কোন সন্দেহ নাই।

প্রভুপাদ-প্রসঙ্গে

৩ জুন, ১৯৩০

গত ৩ জুন তারিখে সন্ধ্যার পর শ্রীল প্রভুপাদ দার্জ্জিলিং পাহাড়ে 'আবরার্জেন্' নামক ভবনের বিতল গৃহে কতিপয় ভদ্রলোক সহিত ইংরেজী ও কথোপকথনচ্ছলে বলিলেন যে, প্রত্যেক মানুষেরই চরম মঙ্গল লাভের জন্য ভগবদ্ভক্তি অর্জ্জন করা আবশ্যক। অনেকে বিচার করেন যে, ভগবদ্ভক্তি লাভ করিবার জন্য অন্য লোকের অর্থাৎ গুরু স্বীকার করিবার আবশ্যকতা কি? কিন্তু শাস্ত্রে আমরা দেখিতে পাই যে "আদৌ গুরুপাদাশ্রয়ঃ তস্মাৎ কৃষ্ণদীক্ষাদি শিক্ষণম্। বিশ্রম্ভেণ গুরোঃ সেবা সাধুবর্ত্মানুবর্ত্তনম্॥" অতএব সদ্গুরুপাদাশ্রয় ব্যতীত মানুষের ভগবদ্ভক্তি লাভ হইবারই উপায় নাই। যাহারা নিজের শক্তির উপর নির্ভর করিয়া কেহ ভগবদ্ভক্তিলাভের চেষ্টা করিতে যান তাহা হইলে তিনি তাহাতে সফলকাম হইবেন না। কারণ বদ্ধজীবের শক্তিটা অনর্থযুক্ত। সেই অনর্থযুক্ত শক্তির সাহায্যে কিরূপে ভক্তিলাভ হইতে পারে?

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ
কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥

অহঙ্কারবিমূঢ় হইয়া মানুষ যদি নিজেই কর্ত্তা সাজিতে যায়, অর্থাৎ সেব্যের আসন টানিয়া লইতে যায়, তবে তাহার আপনা আপনি ভক্তি বা সেবাবৃত্তি আসিবার সম্ভাবনা কোথায়? এইজন্য শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-রচনার প্রারম্ভেই

বন্দে গুরূনীশভক্তানীশমীশাবতারকান্।
তৎপ্রকাশাংশ্চ তচ্ছক্তীঃ কৃষ্ণচৈতন্য-
সংজ্ঞকম্॥

বৈরাগী ভাই গ্রাম্যকথা না শুনিবে কাণে। গ্রাম্যবার্ত্তা না কহিবে যবে মিলিবে আনে॥

এই শ্লোকে শ্রীমন্মহাপ্রভু ভক্তবৈষ্ণবের ব্যবস্থা দিয়াছেন। জীবাত্মার সাথে শ্রীভগবানের মধুর সম্বন্ধ বিচার একমাত্র স্থাপিত হইয়েছেন—আচার্য্যদেব।

এখানে ভগবান্ তাঁহাকে দর্শন করিবার কোন প্রকার সুযোগ অবস্থাতে দেন নাই; যতটুকু দিয়াছেন ততটুকু দাক্ষিণ্যভাবে। বৈকুণ্ঠ-জগতে মূল বিশ্বের অবস্থান। এ জগতে বিশ্বের যে প্রতিবিম্বটা দেখা যাইতেছে, তাহা মূল বিশ্বের বিকৃত হেয় প্রতিফলন। [illegible] সর্ব্বদা ভগবানের সেবা করিতেছেন। অতএব ভগবৎপ্রেষ্ঠ ভক্তগণের সেবা যদি আমরা করি, তবে তাহাদের [illegible] সেবা করা হইয়া [illegible] আমরা যে সেবা করিব, [illegible] সেবা নিজের জন্য গ্রহণ করেন না, পরন্তু উহা ভগবানের নিকট পৌঁছাইয়া দেন। "মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা" ভক্তি বৈ" বিচারে মধ্যস্থের ভগবৎসেবা ভগবানের নিকট পৌঁছায় না। কিন্তু শ্রীগুরুদেবের মাধ্যমে সেই সেবাগ্রহণপূর্ব্বক ভগবৎপাদপদ্মে পৌঁছাইয়া দিতে পারেন। কিন্তু যদি কাহারও এরূপ বিচার হয় যে তিনি গুরুর অপেক্ষা বুদ্ধিমান্, তবে তিনি নরকে পতিত হইলেন।

আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।

ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ॥

"আদৌ গুরুপাদাশ্রয়ঃ" শ্লোকে বিশ্রম্ভের সহিত শ্রীগুরুদেবের সেবার কথা উপদেশ করিয়াছেন। অর্থাৎ অন্তরঙ্গ হইয়া গুরুর সেবা করিতে হইবে, দূরে থাকিয়া—তাঁহার সঙ্গ বর্জ্জিত বা সঙ্গ হইতে দূরে থাকিয়া বিশ্রম্ভসেবা হয় না। শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু যেমন মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ সেবা করিয়াছিলেন, উহারই নাম বিশ্রম্ভসেবা। দূরে থাকিয়া মর্য্যাদার প্রত্যাশাযুক্ত যে সেবা তাহা বিশ্রম্ভসেবা নহে, তদ্দ্বারা গুরুসেবা ঠিক মত হয় না।

এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদ :"বেদাধ্যয়ন-বিদ্যাকর্ম্মবিমুক্তমানিনঃ ইত্যাদি" "ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাৎ" প্রভৃতি শ্লোক আলোচনা করেন। 'ভয়ং দ্বিতীয়াভি-নিবেশতঃ স্যাৎ" শ্লোকে বুধ আভজেৎ তং ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা" এই বাক্যে বলিয়াছেন যে ভক্তিমান্ ব্যক্তি গুরুকে ঈশ্বর অর্থাৎ ভগবান্ হইতে অভিন্ন প্রভু এবং পরমপ্রেষ্ঠ জানিয়া ঐকান্তিক-ভক্তিসহকারে ভজনা করিবেন।

৯ই জুন, ১৯৩৫

গত ৯।৬।৩৫ তারিখে অপরাহ্ণে দিনাজপুরের স্বনামপ্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম্-এ, এফ্-আর-এ-এস্, ভক্তিভূষণ, ভূবনমঙ্গল মহাশয় শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্ম দর্শন করিবার জন্য আগমন করেন। শ্রীল প্রভুপাদ কথাপ্রসঙ্গে তাঁহাকে বলিলেন, শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীহরির কথা কীর্ত্তন করতে ব'লেছেন। তাঁর কথা শুন্‌লে আমরা নিশ্চয়ই তৃণাদপি সুনীচ হ'ব। এ জগতে আমাদের অনেক অসুবিধা এসে প'ড়েছে, সেগুলোকেই বাধা ব'লে মনে ক'রছি। তাই এ জগৎকে যতটা উপেক্ষা করতে পারা যায়, ততটাই সুবিধা।

মহাপ্রভুর উপদেশে যে তৃণাদপি সুনীচ হবার কথা আছে, সেই উপদেশ গ্রহণ করলে আমাদের আর ambition (সাংসারিক উচ্চ আকাঙ্ক্ষা) থাকবে না। 'আমি কে?' এই চিন্তাটা যদি আমরা করতে থাকি তবে আমাদের অহঙ্কারটা খর্ব্ব হ'য়ে যায়। Non-credulous (শাস্ত্রবাক্যে আস্থাহীন) লোকদের কোন কথা শুনতে গেলে আমার সন্দেহ হয়।

আর্য্যদের প্রবর্ত্তিত বর্ণাশ্রমে প্রত্যেক ব'লে জানা হ'বে। একবর্ণ অন্য বর্ণের বৃত্তি encroach (অনধিকার) করতে গেলে বিপদ্ ঘটে। বাংলাতে ইংরাজরাজত্বের পূর্ব্বে যখন সর্ব্বজগতে বিপ্লব চল্‌ছিল, তখন কি অবস্থাটাই গিয়েছে! কিন্তু গত দেড়শত বৎসর লক্ষ্য করছি এবং দেখছি যে আমরা civic rules (রাজার বিধি নিয়ম) পালন ক'রে সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করছি। রাজ্যশাসনের ক্ষমতা এখন ইংরাজদের হাতে গিয়ে পড়েছে, কিন্তু আমাদের কর্ত্তব্য rulerকে (শাসনকর্ত্তাকে) সাহায্য করা এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে নিজেদের কাজ গুছিয়ে নেওয়া। বর্ণাশ্রমধর্ম্মের ব্যতিক্রম হওয়ায় কত অসুবিধা হ'য়েছে। যার যে position (অবস্থা), সে যদি তাই নিয়ে থাকে তবে অসুবিধা হয় না। "যে-যেহধিকারে যা নিষ্ঠা স গুণঃ পরিকীর্ত্তিতঃ" "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরো ধর্ম্মঃ ভয়াবহঃ"। ইংরাজশাসনের ফলে education (শিক্ষা) টা কিরূপ বেড়ে গিয়েছে, ছাপাখানার সুবিধা হ'য়ে প্রভৃতি কত বেড়ে গিয়েছে, সংস্কৃত পড়ার কত সুবিধা হ'য়েছে। আমরা যে কত benefit (উপকার) পেয়েছি, তাতে আর্য্যধর্ম্ম ও বৈষ্ণবধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য প্রমাণ করতে পারছি। ইংরেজরাজত্বে আজ আমরা "যত্র গুণকণঃ শ্রোতব্যং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকম্। যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ॥" ভাগবতের এই শাসন বলবার সুযোগ পেয়েছি। এ যত লোক বলতে বসেছে, তাদের তো বৃদ্ধি কম আর সত্ত্বগুণ নষ্ট হয়। অবশ্য, রাজসিক প্রবৃত্তি বৃদ্ধি ক'রে অর্থোপার্জ্জন বেড়ে যাচ্ছে, এ এক রকম একটা উদ্দেশ্য না থাকতে পারে; কিন্তু রাজসিক প্রবৃত্তি বৃদ্ধি ও সত্ত্বগুণের বিনাশের বিষয়ময় ফল দেখ্‌বার তার সামর্থ্য হয় নাই।

বিমূর্ত্তবিবর্জ্জিত হ'য়ে শ্রীপাট প্রভৃতি স্থানে কি রকম জীবন চিন্তাস্রোত চলেছে! আমাদের দেশে কতক লোক সুর ধরেছে, জাতির উন্নতিসাধন করা দরকার; কিন্তু আমি বলি যে, ইউরোপে তা'রা জাতীয় উন্নতি খুব ক'রেছে। কিন্তু তাতে তাদের কেউর কৈ শান্তি এসেছে কি? [illegible] ভাগবতের কথাটা [illegible] শুনতে চায় না। পূর্ব্বে বৈষ্ণব [illegible] কি রকম সরল ছিল। আমরা ontological aspect (বস্তুর সত্তা) [illegible] morphological aspect [illegible] চেহারা) টা আলোচনা করব [illegible] নষ্ট ক'রে ও বুদ্ধি করবার [illegible] তাতে ভুল হ'য়ে যাবে। আমি [illegible] অনেক বুড়ো হ'য়েছে, অতএব এই বুড়ো কাজটা অনেকে দেখেছে ও বুঝেছে। এদের কথাটা সহজে উড়িয়ে [illegible] ঠিক নয়।

[illegible] আমার দরকার, তা'রা যদি নিরাশ্রয় চায় নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের জন্য বাস হয়, তবে কেবল হরিকীর্ত্তন করাই তাদের উচিত। অনিত্য বস্তুর জন্য ব্যস্ত না হ'য়ে, নিজের নিত্যমঙ্গল কিসে হ'তে পারে তার অনুসন্ধানে ব্যস্ত হওয়া দরকার। নিত্য ও চিরকালই পাওয়া যাইবে। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদ, 'সত্যং সুখং ত-দ্বিষং', 'মক্ষিকা' কুলে গদতো বতো বা' প্রভৃতি শ্লোক আলোচনা-মুখে কৃষ্ণভক্তের মুখ্য উদ্দেশ্য প্রতিপাদন করেন।

ঔরঙ্গজেব গোবিন্দের মন্দির ভাঙ্গবার যত্ন ক'রেছিল। কিন্তু গোবিন্দ বা তাঁহার মন্দির কি অচেতন বস্তু যে আওরঙ্গজেব সেটাকে ভেঙ্গে দিতে পারে? মন্দিরটা কি কোনোর বস্তু বা ঔরঙ্গজেবের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু যে তাহা ভাঙ্গা যাইতে পারে। শ্রীমন্দিরকে যদি পাথরবুদ্ধি করা যায়, তবে 'অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীঃ গুরুষু নরমতিঃ" প্রভৃতি বুদ্ধি হ'য়ে পোষণ হ'য়ে যেতে হয়। সাধারণ লোকে মনে করবে যে, মন্দিরটা চাক্ষুষ দেখা যাচ্ছে তাহা গিয়েছে। শ্রীমন্দিরে মানুষের একটা সহজিয়া-বুদ্ধি হ'য়েছিল, মন্দিরের পাথরে পূজা বুদ্ধি হ'য়েছিল, সেইটা ধ্বংস করবার জন্য গোবিন্দের ইচ্ছাতেই ঔরঙ্গজেবের দ্বারা মন্দিরভাঙ্গা হ'য়েছিল, এ কথাটা সকলে বুঝতে না পেরে মনে করে যে, ঔরঙ্গজেব রাজশক্তি পেয়ে গোবিন্দের মন্দির ভেঙ্গে দিয়েছিল। মন্দিরাদিকেও ঐরূপ আধ্যাত্মিকতা হ'য়েছিল; সে কি ক'রে বুঝবে যে কৃষ্ণকে crush (ধ্বংস) করা যায় না। "মায়াবদ্ধ জীবের নাহি কৃষ্ণস্মৃতিজ্ঞান।" 'অন্যাভিলাষিতা' বিচার না এনে, 'অন্যা শীলতে' বিচার করতে থাকুন অর্থাৎ সেবার বিচার ত্যাগ ক'রে ভগবানকে ভোগ করবার জন্য ব্যস্ত হন। 'অন্যা শীলতে' বিচারের লোক সব পদ্ধতি অবলম্বন ক'রে থাকে এবং তাতে ব্রজবাসিগণের কৃষ্ণের প্রতি প্রীতিটা নষ্ট ক'রে দিতে যায়, আর মথুরার লোক মনে করে যে কৃষ্ণ তাদেরই হাতের মুঠোর মধ্যের লোক।

১১ই জুন, ১৯৩৫

গতকল্য ১১।৬।৩৫ তারিখ [illegible] ছিল। শ্রীল প্রভুপাদ [illegible] বিবাসী শ্রীযুক্ত পূর্ণ [illegible] [illegible] তাঁহার [illegible] ঐ [illegible] [illegible] শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ, মহোপদেশক শ্রীপাদ [illegible] গোস্বামী, বিধিগ্রাম্য প্রভৃতি শ্রীপাট প্রথমন্থগ মহারাজ, উপদেশক শ্রীপাদ [illegible] [illegible], মহোপদেশক শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী [illegible], শ্রীপাদ আদিকেশব ভক্তিতিলক, শ্রীপাদ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী, মহোপদেশক আচার্য্য শ্রীপাদ কিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব ও শ্রীমান্ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী পূর্ণবাবুর দেবালয় বাসা বাটীতে শুভপদার্পণ করেন। শ্রীল প্রভুপাদের বাসস্থান হইতে দেবালয় ঠিক স্থান প্রায় দুই মাইল। তিনখানা মোটরযোগে সকলে তথায় গিয়াছিলেন।

শ্রীল প্রভুপাদ তথায় উপস্থিত হইলে শ্রীযুক্ত পূর্ণ বাবুর পরিবারবর্গ শঙ্খধ্বনি দ্বারা আচার্য্যদেবের শুভপদার্পণ অভিনন্দিত করেন।

অতঃপর শ্রীল প্রভুপাদ আসনগ্রহণ করিলে শ্রীযুক্ত পূর্ণ বাবু সস্ত্রীক শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম পুষ্পচন্দনাদি দ্বারা অর্চ্চন করেন এবং উহাদের অপ্রাপ্ত পুত্র-কন্যাগণও আচার্য্যের পাদপদ্ম পূজা করেন। শ্রীল প্রভুপাদের তথায় শুভবিজয় শ্রবণ করিয়া তদ্দেশ সমাজ জনগণ আসিয়া শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মে প্রণত হন।

শ্রীল প্রভুপাদের নির্দ্দেশানুসারে শ্রীপাদ পরমানন্দ প্রভু—

"কবে হ'বে বল সে-দিন আমার।
অপরাধ ঘুচি, শুদ্ধনামে রুচি,
কৃপাবলে হ'বে হৃদয়ে সঞ্চার॥"

—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কৃত এই গীতটী সমবেত ভক্তগণের সহিত মিলিতকণ্ঠে কীর্ত্তন করেন।

(ক্রমশঃ)

শুদ্ধভক্তি মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ

(আকর-মঠরাজ)

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ হস্ত উত্তর-পূর্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যবর্য শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্যমঠ বিরাজমান। এই স্থান সংবৎ তীর্থ, পরাবিদ্যাপীঠ বা সাত্বতজনপদী। এই মঠাভ্যন্তরে শ্রীভক্তিবিনোদ [illegible] বালাখানা [illegible] অধ্যাপনা [illegible] শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী [illegible] সম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় [illegible] বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠ হইতে পারমার্থিক দৈনিকপত্র 'নদীয়া-প্রকাশ', সাপ্তাহিক [illegible] ও সুপ্রাচীন [illegible] 'নদীয়া-প্রকাশ' [illegible] প্রকাশিত হইতেছেন। প্রতি বৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমাসহ [illegible] ভক্তগোষ্ঠীর [illegible] মহোৎসবাদি [illegible] অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক —শ্রীপাদ [illegible] ব্রহ্মচারী [illegible]।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত শুদ্ধভক্তি-প্রচারোদ্দেশ্যে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্তধামে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীরাধাগোবিন্দজীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রদান-চতুর্দ্দশ-স্তোত্র, শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি লীলা ও ভক্তগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হয়। এই মঠ হইতে মহানগরীর সর্ব্বত্র হরিকথা-প্রচার, মহানগর-সঙ্কীর্ত্তন, বক্তৃতা, ব্যাখ্যা ও সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞ-মহোৎসবাদি উৎসবের অনুষ্ঠান হয়। মঠরক্ষক—মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া সহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী সেবাকোবিদ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী এখানে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান, রক্ষক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—গোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

(৭) কাজীর সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপা-প্রাপ্ত শ্রীচাঁদ কাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক।

(৮) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, [illegible] রাধাগোবিন্দের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক শ্রীজগদীশ দাস অধিকারী।

(৯) শ্রীগৌর [illegible] মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ [illegible], (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা [illegible] রক্ষক শ্রীউপেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(১০) মোদদ্রুম-ছত্র গৌড়ের বৈদিক

মামগাছি, পোঃ [illegible], (বর্দ্ধমান)।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান। শ্রীগৌরনিত্যানন্দের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী, ভক্তিভূষণ।

(১১) ভেতিয়া বৃন্দাবন

শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী,

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক— শ্রীনরোত্তমানন্দ ব্রহ্মচারী

(১২) কুঞ্জকুটীর—পোঃ কৃষ্ণনগর,

নদীয়া। রক্ষক—শ্রীঅদ্বয়ানন্দ অধিকারী

(১৩) ভাগবত-আসন—পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

এই স্থান হইতে ভাগবতাসনের গ্রন্থাবলী প্রচারিত হয়। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তশাস্ত্রী।

(১৪) একায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ চাঁদবাগ, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য গোস্বামী ভক্তিস্বভাব।

(১৫) মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঠালপাড়া, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরাসবিহারী ব্রজবাসী।

(১৬) মাধবগৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, পোঃ ঢাকা

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাবিনোদ বি-এ।

(১৭) গোপালজীউ—কমলাপুর, (ঢাকা)

গোপালজীউর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান। রক্ষক—শ্রীমঙ্গলদাস ব্রজবাসী,

(১৮) নিতাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)।

এখানে শ্রীনিতাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(১৯) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীসুন্দর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২০) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ দাদু, (ঢাকা)

এখানে বহু প্রাচীন শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(২১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক —শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী,

(২২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

কুঞ্জঘোটা, পোঃ [illegible], (মানভূম)

[illegible] শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী।

(২৩) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে গুরু গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীকমলাকান্ত ব্রজবাসী ভক্তিরত্ন।

(২৪) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী।

(২৫) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশপড়া, পোঃ বক্সীবাজার, (কটক)

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদবল্লভজীউর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর

(২৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর পুরী,

শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন।

(২৭) পুরুষোত্তম মঠ

ভক্তিকুটী, পোঃ পুরী উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদরাধাবল্লভজীউর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগদাধর অধিকারী

(২৮) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী দাসাধিকারী।

(২৯) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, জেলা গোদাবরী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—শ্রীনবাইচরণ দাসাধিকারী ভক্তিমোচন।

(৩০) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪৫নং কাশিমপুরা, বেনারস সিটি

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীমাধব ব্রহ্মচারী।

(৩১) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বোধী

(৩২) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও গৌরবিনোদ-বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীসত্যনারায়ণ দাসাধিকারী।

(৩৩) কৃষ্ণচৈতন্য মঠ

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

এখানে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ জীউর নিত্যসেবা হয়। রক্ষক—শ্রীমধুসূদন ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠ

সতীঘাট মথুরা

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ [illegible] মহারাজ

(৩৫) শ্রীগোবিন্দ সুখদ কুঞ্জ—শ্রীরাধাকুণ্ড

রক্ষক—শ্রীরাধানন্দচন্দ্র ব্রহ্মচারী

(৩৬) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৩৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ

শেখপাড়া, পোঃ বোরোজোল, জেলা গুজরাণওয়ালা (পাঞ্জাব) রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৩৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪০নং ওয়ুমান রোড, নিউ দিল্লী।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ পুরী মহারাজ.

(৩৯) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল।

এখানে গৌর-রাধাবিনোদের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীনবীনগোপাল অধিকারী।

(৪০) সারস্বত-গৌড়ীয় মঠ

চাঁদবাগ মাধবপুর, হট্ট, জি

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি

(৪১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ রায়পেট্টা মাদ্রাজ।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীপাদ [illegible] ভক্তিবিলাস

(৪২) বোম্বে-গৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়

গোয়ালিয়া রোড, চোটানি বিল্ডিং, বাংলো নং ১, বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মা মজুমদার।

(৪৩) অমরাজ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমরাজ, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীরাজেন্দ্র দাস অধিকারী

(৪৪) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ।

রক্ষক—শ্রীগুরুদাস ব্রহ্মচারী

(৪৫) পাটনা গৌড়ীয় মঠ

.০০ মিঠাপুর, পাটনা।

রক্ষক—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী রাসভূষণ

(৪৬) গয়া গৌড়ীয় মঠ

জিল্ হাউস, চাঁদ রোড, গয়া

রক্ষক—উপদেশক শ্রীমাধব রায়চৌধুরী

(৪৭) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠ বালেশ্বর

রক্ষক—শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয়

৩ গ্ল্যাডস্টোন হাউস, ক্যালকাটা রোড, [illegible] ৭, লণ্ডন

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন

(৪৯) বার্লিন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

Berlin W. 30

Eisenacher strasse 29 [illegible]

(৫০) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

৩৫০ নং ডালহৌসী ষ্ট্রীট রেঙ্গুন।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্—সমগ্র ৪০৲

প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲

একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রান্তখণ্ড ।৶০

২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲

৩। ভাষ্য-সহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৯৲

৪। সজ্জনতোষণী-কড়চা ৪৲

৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

১ম খণ্ড ৩—১৲; ৩য় খণ্ড—৮০

৩- ৮০

৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

১ম খণ্ড—১৲; ২য় খণ্ড ৮০

৭। শ্রীচৈতন্যদেব—১৲

৮। সংক্রমসার—দীপিকা ও সংক্ষেপ-দীপিকা ১।০

৯। বৈষ্ণবধর্ম ২৲

১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲

১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲

১২। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (বাঁধা) ২৲

১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৮০

১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০

১৫। বৈষ্ণবসাহিত্য বিবরণ ।০

১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৮০

১৭। চৈতন্যোপনিষদ ।০

১৮। বাদশ-আলবর ।০

১৯। আত্মবোধ কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲

২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶০

২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৶০

২২। ভজন-রহস্য ।০

২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲

২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲

২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲

২৬। গীতার কেবল মূল-ভাষা ।০

২৭। বৃহদ্ভাগবতামৃত (সারার্থ ...) সানুবাদ ২

২৮। বেদান্তসূত্রের সানুবাদ ।০

২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৮

৩০। দীপ-দর্শন ৶০

৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৶০

৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০

৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৮০

৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০

৩৫। গীতমালা ৴১০

৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০

৩৭। ঐ প্রমাণ খণ্ড ৶০

৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০

৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ।০

৪০। শরণাগতি ৴০

৪১। গীতাবলী ৴০

৪২। চিত্রে নবদ্বীপ ১।০

৪৩। সাধনকণা

৪৪। প্রেমবিবর্ত্তচন্দ্রিকা

৪৫। নবদ্বীপশতক

৪৬। অর্চনপদ্ধতি

৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০

৪৮। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১০

৪৯। আচারবিধি ৴১০

৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম খণ্ড) ৩৲

৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০

৫২। প্রপন্নজীবনামৃত (সানুবাদ) ।০

৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৮০

৫৪। পুরুষার্থ-নির্ণয় ০

৫৫। তত্ত্বসূত্রাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০

৫৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৴০

৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০

৫৮। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা

৫৯। শিক্ষাষ্টক ৶০

৬০। মাধ্যুর্য্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত সারঃ ।০

৬১। সিদ্ধান্ত-দর্পণী বিধিবিবেকঃ ।০

৬২। সটীক শিক্ষাষ্টকম্ ।০

৬৩। তত্ত্বসূত্রম্ ।০

৬৪। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৶০

৬৫। গৌড়ীয়মঠ পরিচয়ঃ ৴০

৬৬। সারার্থদর্শনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৭। বাধ বাধাবাদ ।০

৬৮। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ॥০

৬৯। নাম ভজন ।০

৭০। বেদান্ত—ইটস্ মর্ফলজি অ্যান্ড অন্টলজি ।০

৭১। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ।৶০

৭২। লাইফ অ্যান্ড প্রিসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।০

৭৩। বৈষ্ণবীজম্ ।০

৭৪। কোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৴০

৭৫। দি ভাগবত ।০

৭৬। থিওরিটিক্যাল ডিসিপ্লিন অ্যান্ড অ্যাক্টিভিটিজ্ ডিভোশন ।০

৭৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২।০

৭৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম ভাগ) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৭৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০

৮০। সাধন-পথ ।০

৮১। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০

৮২। গীতাবলী ৴০

৮৩। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৪। শরণাগতি ৴০

তেলগু ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-পালাজ্বর ও জীর্ণ জ্বরে মুমুর্ষু পল্লীবাসীর পক্ষে একমাত্র উপায় বলিয়াই ... আধিক। ... সংযুক্ত ... একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার ... কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৮০ আনা, বড় বোতল ১৶০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং ... রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

... ক্যালিফোর্নিয়া ... জে. বি. দত্ত এণ্ড কোং ...

অভিনব আবিষ্কার

ফাউন্টেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। উহাতে নিব বা কাগজ কোন প্রকারে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে. বি. দত্ত এণ্ড কোং

... বাগবাজার কলিকাতা

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বযুগে ... খানি পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণ ... ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, ... লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী ... এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। ... পুরাণ, উপনিষদ্, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণ ... হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে ... অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত ... শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ... আনা।

প্রাপ্তিস্থান:—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও ... ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ ... এম, এ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

(ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত্র

কটক রেভেন্সা কলেজের ভূতপূর্ব্ব প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিশাস্ত্র 'ঠাকুরাণ' সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্য্য এম-এ, মহোদয়ের শ্রেষ্ঠগবেষণা এবং পাণ্ডিত্য লেখনীর অমৃতময় আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং তত্ত্ব ও প্রামাণ্যের জীবনচরিত-সারে বড় হইল এই বিরাট, অভিনব ও আদর্শীয় গ্রন্থ নানাচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দার্শনিক পণ্ডিতগণের মতের তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক আলোচনা প্রথম খণ্ড ৩৩৭ অধ্যায়ে, প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় হইয়া ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের প্রণীত মুখবন্ধ (Foreward) প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে শ্লোকাদির সূচীপত্র ও শব্দসূচীপত্র (Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা—১৫, পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। প্রতি বর্ষ ৬। টাকা ভিক্ষায় কলিকাতা বাগবাজারস্থ গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷৹ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত- হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। বৈষ্ণবীয় শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৷৹

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৹ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিত্যানন্দ সেবাতীর্থ বি-এল, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষার মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১৷৹ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল শ্লোক অক্ষরে এবং তাহার বর্ত্তমান যুগে শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। আর সুন্দর ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজী আকারে ১০৩৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। তদ্ব্যতীত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোক-সূচী, পদ্যসূচী, গ্রন্থসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়-সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিবিধ সূচী-পত্র। সর্ব্বত্র শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অথচ বিরাট সংস্করণ জগতের কোথাও আর পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই, তাহা প্রত্যেক পাঠক-পাঠিকা একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীচৈতন্যমঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৪৬,	১০—৩১,	১৩—২২	১৭—০৮,	১৯—৩৪
মহেশগঞ্জ	আঃ	৭—২৪,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—০৫
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—১২

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

রবিবার অন্যান্যদিন

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১২-১০	১২-৩৪	১৫-৩৬	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	আঃ	৫-৫০	৯-৩০	১২-১৯	১২-৪২	১৫-৪১	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২০	১০-০	১২-৪১	১৩-১২	১৬-১২	১৯-১১

শ্রীধাম মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে : বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র দরিদ্র ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

আমাদের বিশেষত্ব

আমাদের এই তারা বার্লী আধুনিক উন্নত বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুযায়ী মেসিনে এবং সেই শক্তিবান বার্লী বিশেষজ্ঞ শ্রীযুক্ত টি পি, বসু মহাশয়ের চাক্ষুষ ও সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধানতায় প্রস্তুত। ইহারই একমাত্র বিজ্ঞকর্ম্ম দক্ষতায় একদিন এসিয়া মহাদেশের সুপ্রসিদ্ধ বিস্কুট ও বার্লী প্রস্তুত কারক স্বনামধন্য স্বর্গীয় (শ্রীযুক্ত) কে, সি, বসু মহাশয় বিস্কুট ও বার্লী প্রচলন করিয়া জগতে আদর্শ স্থানীয় হইয়া ছিলেন। এই ব্যবসায় ইহার অভিজ্ঞতা ১৬ বৎসরেরও অধিক কালের। ইহা হস্ত পৃষ্ট নহে।

পোঃ বাগবাজার কলিকাতা

সচিত্র
নবদ্বীপ পঞ্জিকা

ভিক্ষা—মাত্র ৵৹

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ

পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'প্রকাশ' নবদ্বীপ

দৈনিক

Reg. No. C 1544

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

চৈতন্যোপনিষদ্
বঙ্গ অক্ষরে মূল ও অনুবাদসহ প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি উত্তম। ভিক্ষা ।০ মাত্র
শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

"গৌড়ীয়"
৭ম বর্ষ হইতে ১১শ বর্ষ পর্য্যন্ত প্রতি বর্ষ কাপড়ে বাঁধাই ভিক্ষা ৩।০ মাত্র।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ
বাগবাজার, কলিকাতা

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত—নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১০ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৪ঠা আষাঢ়, বুধবার ১৩৪২. ১৯শে জুন ১৯৩৫ [৯২তম সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

—:•:—

চীনে নূতন রাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠা
জাপানের ভিতরের কথা

ইদানীং জাপানী গবর্ণমেন্টের নামে চীনের নিকট যে সকল দাবী উপস্থিত করা হইয়াছে, তাহার খসড়া কর্ণেল তকাহাসি কর্তৃক রচিত। "রয়টারের" প্রতিনিধি উক্ত কর্ণেল তকাহাসির সহিত দেখা করিয়াছিলেন। প্রশ্নের উত্তরে কর্ণেল তকাহাসি বলেন,—চীনের কর্তৃপক্ষ জাপানের সমস্ত দাবীই পূরণ করিতেছেন। জাপানের গোয়েন্দা বিভাগের তিন জন লোককে গ্রেপ্তার করা সম্পর্কে এখনও মতভেদ রহিয়াছে। তবে সেই সম্পর্কে জাপানের পক্ষ হইতে এপর্য্যন্ত কোন দাবী করা হয় নাই।

তিনি আরও বলেন,— চীনাদের ঘরোয়া বিবাদের সহিত জাপানী কর্তৃপক্ষ জড়িত হইবেন না। তবে জাপানের ইচ্ছা অনুসারে যাহাতে কাজ হয়, তাহার প্রতি জাপানী কর্তৃপক্ষ খর লক্ষ্য রাখিবেন।

তিনি আরও বলেন যে চীনে জাপানের নীতি সম্পর্কে জাপানী রাজনীতিকগণের মতভেদ হইয়াছে বলিয়া গুজব রটিয়াছে। এই সকল গুজবের উপর কোন প্রকার গুরুত্ব আরোপ করা যায় না। কারণ ইহা জোর দিয়া বলিতে পারা যায় যে, জাপানী সেনাধ্যক্ষগণের মধ্যে এমন অনেকে আছেন—যাহারা প্রকৃত পক্ষে উত্তর চীনে জাপানের পৃষ্ঠপোষিত একটি নূতন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন করিতেছেন।

———

আইনসভায় আসন দাবী

মাড়োয়ারী সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি এবং শ্রীরাজা বিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার শ্রীযুত চাঁদমল সরাওগী ১৫ই জুন আসাম গবর্ণরের সহিত সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাৎ কালে তিনি মাড়োয়ারী সম্প্রদায়ের জন্য উচ্চতর আইন সভায় একটী আসন নির্দ্দেশ করিবার জন্য গবর্ণরকে অনুরোধ করেন। পৃথক্ মাড়োয়ারী নির্ব্বাচক মণ্ডলীর সৃষ্টি করিয়া কিংবা মনোনয়ন প্রথায় একজন মাড়োয়ারীকে উক্ত আইন সভায় প্রেরণের ব্যবস্থার জন্য তিনি গবর্ণরের নিকট এক আবেদনও পেশ করিয়াছেন।

রুজভেল্টের নয়া ব্যবস্থা
দস্তখত স্বাক্ষর

ওয়াশিংটনের খবরে প্রকাশ, প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট "জাতীয় পুনরুজ্জীবন আইনের" সংক্ষিপ্ত খসড়ায় নাম স্বাক্ষর করিয়াছেন। জনৈকী রেল রোড আইন ও রেলপথের সমন্বয় সাধনের কার্য্যালয় এক বৎসর বজায় রাখিবার জন্য আমেরিকায় উভয় প্রতিনিধি সভার যুক্ত প্রস্তাবেও প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট নাম স্বাক্ষর করিয়াছেন। রেল রোড আইনে প্রেসিডেন্ট যদি নাম স্বাক্ষর না করিতেন তাহা হইলে ১৬ই জুনের পর পুরাতন "জাতীয় পুনরুজ্জীবন আইনের" কার্য্যকাল উত্তীর্ণ হইলে রেল কর্তৃপক্ষ ৫০ হাজার কর্মচারী বরখাস্ত করিতে পারিতেন।

সরকারী ব্যবস্থাই ঠিক
স্যার জোসেফ ভোরের বক্তৃতা

আন্তর্জাতিক শ্রমিক সম্মেলনে বক্তৃতা দান কালে স্যার জোসেফ ভোর বলেন যে ভারতের অন্যান্য প্রতিনিধিগণের বক্তৃতার ফলে সম্মেলনে উপস্থিত সকলের মনে কয়েকটী ভুল ধারণার উৎপত্তি হইতে পারে বলিয়া তাঁহার মনে হয় এবং তিনি সেই সকল ভুল ধারণার সংশোধন করিতে ইচ্ছা করেন। বিদেশী পণ্যদ্রব্যের অন্যায় প্রতিযোগিতায় ভারতীয় শিল্প নষ্ট হইতে বসিয়াছে এ কথা সত্য নহে। বর্ত্তমান কৃষি দুর্দ্দিনের দিনে কৃষকগণ যাহাতে যথাসম্ভব সস্তাদরে নিত্যদ্রব্য কিনিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। আর্থিক দুর্গতি দূর করিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে 'ভারতসরকার জনসাধারণের উপর আরও বেশী চাপ পড়িবে এবং শেষ পর্য্যন্ত আদৌ ফলপ্রদ হইবে না এরূপ কোন পরিকল্পনা গ্রহণ না করিয়া বাহির হইতে বর্ত্তমান ব্যবস্থা বহাল রাখাই সঙ্গত বলিয়া মনে করেন। ভারত সরকার সেই পরিকল্পনাগুলি উপেক্ষা করিয়াছেন, ঐ কথাও সত্য নহে। পল্লীবাসীদিগের সাহায্যার্থ সরকার যে এক কোটি টাকা দিয়াছেন, তাহাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ভারতবাসীদিগের নিকট হইতে অধিকতর সহযোগিতা লাভের জন্য আন্তর্জাতিক শ্রমিকসমিতির আবেদনপত্র নিকট অনুরোধ জানাইবেন বলিয়া স্যার জোসেফ জোর তাঁহার আশা ব্যক্ত করেন।

অতঃপর আফগানিস্তানের প্রতিনিধি মিঃ ওমর খাঁ তাঁহার দেশের সমাজ সংস্কার কার্য্যের উল্লেখ বিবরণ দান করেন।

ইণ্ডিয়া লীগের সভাপতি ক্রিজম্যানের আবেদন অগ্রাহ্য

সাম্রাজ্য বিরোধী সঙ্ঘের সম্পাদক মিঃ রেজিনাল্ড ব্রিজম্যান ইণ্ডিয়া লীগের সদস্য হইবার জন্য যে আবেদন করিয়াছিলেন, লীগের কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতি উহা অগ্রাহ্য করিয়াছেন। মিঃ ব্রিজম্যান "ইউনাইটেড প্রেস"কে জানাইয়াছেন যে, তিনি কয়েক মাস পূর্ব্বে আবেদন করিয়াছিলেন; কিন্তু এতদিন তাঁহাকে কিছুই জানান হয় নাই। আবেদন পেশ করিবার অল্পদিন পরেই তাঁহাকে লীগের এক সভায় উপস্থিত হইবার জন্য আমন্ত্রণ করা হয়; কিন্তু সভার কয়েক দিন পূর্ব্বে জানান হয় যে, ভুলে তাঁহাকে আমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। ক্যাকস্টনগণ এবং ভারত হিতৈষী ব্যক্তিগণ শীঘ্রই এই সম্পর্কে আলোচনা করিবেন। তাঁহারা বলেন যে, ইণ্ডিয়া লীগ শ্রমিক দলের পৃষ্ঠপোষিত প্রতিষ্ঠান ব্যতীত অপর কিছুই নহে। সুতরাং উহা অবশ্যই শ্রমিক দলের নীতি অনুসরণও নির্দ্দেশ পালন করিবে।

শান্তিপুর সংবাদ
পানীয় জল

শান্তিপুর, ১লা আষাঢ়.

এখানকার সূত্রাগড় দক্ষিণপাড়ার খালের মধ্যে যে দুই তিনটী দহ আছে, তাহার জল অনেক লোকের জীবন। গঙ্গা বহু দূরে। অত দূরে যাওয়া সকলের পক্ষে সম্ভব নহে। কিন্তু লোকে নানা রকম ময়লা কাপড় চোপড় কাচিয়া দহের জল নষ্ট করিতেছে। কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে দৃষ্টিপাত করিলে জনটুকু রক্ষা পায় এবং অনেকের স্নান ও পানের সুবিধা হয়।

স্বাস্থ্য

এখানকার সাধারণ স্বাস্থ্য বেশ ভালই যাইতেছে। কোনও রকম রোগ বালাই নাই। তবে মোড়ে মোড়ে এম-বি, ডাক্তারের আবির্ভাব দেখা যাইতেছে।

খেয়াঘাট

এই দারুণ রৌদ্রে গুপ্তিপাড়া খেয়াঘাটে যাত্রীদের বিশ্রামের জন্য একখানি ঘর বাঁধা নিতান্ত প্রয়োজন। খেয়াঘাটের রাস্তারও সংস্কার দরকার।

বৃষ্টিপাত

এখানকার আশে পাশে বৃষ্টিপাত হইয়েছে কিন্তু শান্তিপুরে বৃষ্টিপাতের নাম গন্ধ নাই।

কোয়েটার ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প

বহু আহত ব্যক্তিকে লাহোরে প্রেরণ

কর্ণেল রায় নিম্নলিখিত বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন:

আশা করা গিয়াছিল যে, [illegible]

হাসপাতালে [illegible] লাহোরে ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। কিন্তু এখন দেখা যাইতেছে যে আহতদের মোট সংখ্যা ৪৩৭ জনের অধিক হইবে না। ইহাদের মধ্যে [illegible] জন ইতিমধ্যেই লাহোরে আসিয়া পৌঁছিয়াছে এবং বাকী ৭০ জন আসিয়া আগামীকল্য পৌঁছিবে বলিয়া আশা করা যায়।

এই সকল আহত ব্যক্তিদের অনেকেরই [illegible] কোন [illegible] ইহাদের [illegible] প্রয়োজন [illegible] ইহাদের অনেককে কয়েকমাস হাসপাতালে রাখা প্রয়োজন হইতে পারে, কাজেই সামরিক কর্তৃপক্ষ স্থির করিয়াছেন যে, গুরুতরভাবে আহত সমস্ত ব্যক্তিকেই লাহোর মেয়োহাসপাতালে রাখা হইবে। সেখানে যে কেবল স্থান সঙ্কুলান হইবে এমন নয়, পরন্তু সেখানে সকল প্রকার সুবন্দোবস্ত ও ব্যবস্থা রহিয়াছে। দশ বার দিন পর অপেক্ষাকৃত কম আহত ব্যক্তিদের স্ব স্ব জেলাস্থিত হাসপাতালগুলিতে প্রেরণ করা হইতে পারে।

কাপ্তান জনেস এম্বুলান্স ট্রেন লইয়া বাকী ৭০ জনকে আনয়ন করিবার জন্য কোয়েটা গিয়াছেন।

জনৈক গুজরাটীর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা

চিমনলাল নামে জনৈক গুজরাটী কোয়েটা হইতে আমেদাবাদে আসিয়াছে। সে এবং তাহার পরিবারের আরও তিনজন লোক সহরের বাহিরে একটি ডাকবাংলায় ভূমিকম্পের সময় নিদ্রিত ছিল; ডাকবাংলাটী বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, তবে তাহারা সকলেই প্রাণে বাঁচিয়াছে।

ভূমিকম্পের পর সে সহরের গুজরাটী পল্লীতে যায় এবং সেখানে গিয়া ধ্বংসস্তূপের ভিতরে একটী রমণীর কাতর কণ্ঠ শুনিতে পায়। দুইজন সেবকের সাহায্যে সে রমণীটিকে উদ্ধার করে, কিন্তু উদ্ধার করার পর দেখে যে, তাহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়াছে। দুইদিন সে সহরের চারিদিকে ঘুরিয়া দেখে এবং কতিপয় ব্যক্তিকে উদ্ধার করে। সে বলে যে, কয়েকটী পরিবার নিশ্চিহ্ন হইয়াছে এবং অপর কয়েকটী পরিবারের মাত্র দুইচারজন বাঁচিয়া আছে।

লাহোরে আরও ৭৪৩ জন আশ্রয়প্রার্থী

গত ১৩ই জুন অপরাহ্নকালে আরও দুইখানা স্পেশ্যাল ট্রেন লাহোরে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। ইহাতে ৭৪৩ জন আশ্রয়প্রার্থী আসিয়াছে। ইহার মধ্যে ১৮৬ জন সম্পূর্ণ [illegible]। লাহোরে এপর্যন্ত মোট ১৭,১০১ জন আশ্রয়প্রার্থী আসিয়াছে।

[illegible] অপর একখানি এম্বুলেন্স ট্রেন গত সকালে ৯টার সময় আসিয়া পৌঁছে। ইহাতে ২৮১ জন আশ্রয়প্রার্থী আছে, তন্মধ্যে ১৬৫ জন চলিতে ফিরিতে সম্পূর্ণ অসমর্থ। ট্রেনে চিকিৎসার ভাল ব্যবস্থা ছিল। কয়েকজন পদস্থ কর্মচারী, ডাক্তার, সামরিক লোক ও স্বেচ্ছাসেবকও ঐ ট্রেনে ছিলেন। আহত লোকদিগকে রেড ক্রশ ও সামরিক এম্বুলেন্স গাড়িতে করিয়া মেয়োহাসপাতালে লইয়া যাওয়া হয়।

ষ্টেশনে সম্বর্দ্ধনা

ডেপুটী কমিশনার মিঃ [illegible] পর্টার, পাঞ্জাবের অসামরিক হাসপাতালসমূহের ইনস্পেক্টর জেনারেল কর্ণেল রায়, সিটি ম্যাজিষ্ট্রেট সর্দার নরেন্দ্র নাথ সিংহ এবং কয়েকজন বিশিষ্ট ডাক্তার ও [illegible] আশ্রয়প্রার্থীদিগকে সম্বর্দ্ধনা করিবার জন্য ষ্টেশনে ছিলেন।

দ্বিতীয় স্পেশ্যাল ট্রেনখানি আসিয়া পৌঁছায় বিকাল ৩টার সময়। উহাতে মোট ৪৬২ জন আশ্রয়প্রার্থী ছিল, তন্মধ্যে শুধু ৭ আহত ব্যক্তি [illegible]।

আগামী কল্য সন্ধ্যায় আরও একখানা এম্বুলেন্স ট্রেন আসিয়া পৌঁছিবার সম্ভাবনা আছে। মেয়োহাসপাতালে ৮০০টি অতিরিক্ত শয্যার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। যে সমস্ত আহত ব্যক্তির অবস্থা সঙ্কটজনক, তাহাদিগকে মেয়োহাসপাতালে প্রেরণ করা হইতেছে। কর্তৃপক্ষগণ আশা করেন যে সমস্ত লোকেরই গভর্ণমেন্ট হাসপাতালে স্থান দেওয়া হইবে।

বেলুচিস্তানের এজেন্ট জেনারেল

বেলুচিস্তানের এজেন্ট জেনারেল স্যার নরম্যান কাটার সিমলায় আসিয়াছিলেন। ১৩ই জুন সন্ধ্যায় তিনি সিমলা পরিত্যাগ করিয়াছেন। লাহোর হইতে তিনি বিমান পোতে চড়িয়া কোয়েটা যাইবেন।

কুমিল্লা জেলে দুইজনের ফাঁসি

এক খুনের জন্য ৪ জনের প্রাণদণ্ড

মফিজপুরের তালুকদার ও মহাজন হারাণ সাহকে হত্যা করার অপরাধে আলী [illegible] ওরফে মুন্সী ও তাহার ভ্রাতা মুন্সর আলী এবং ফিরোজ আলী ওরফে জিনা ও আবদুল আজিজ ওরফে আজিজের প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ হইয়াছিল। গত ১৩ই জুন প্রত্যূষে কুমিল্লা জেলে পূর্ব্বোক্ত দুইজনের ফাঁসি হইয়াছে। সেদিন প্রত্যূষে ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে শেষোক্ত দুই ব্যক্তির ফাঁসি হইবার কথা ছিল। কুমিল্লা জেলে এক সময়ে মাত্র দুইজনের ফাঁসির ব্যবস্থা আছে বলিয়া তাহাদিগকে ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে স্থানান্তরিত করা হইয়াছিল।

তামরগুডারবারে গুলীতে আত্মহত্যা

[illegible] লইয়া ভ্রাতৃ [illegible]

তামরগুডারবারে বৃহস্পতিবার অধিক রাত্রে এক শোচনীয় ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে। এক ভদ্র পরিবারের বাঙ্গালী যুবক তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে গুলী করিয়া পরে আত্মহত্যা করিয়াছে। সুন্দরবনে জমী ক্রয়ের দলিল লইয়া উভয়ের মধ্যে প্রায় [illegible] হইত এবং নাকি এই ঘটনা ঘটিয়াছে। উভয় ভ্রাতাই ভাল শিকারী ছিল। গত মাসে ১২টী বাঘ শিকার করিয়াছিল এবং তন্মধ্যে ১০টী বাঘের প্রত্যেকটির জন্য ২০০্ টাকা করিয়া সরকারী পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছিল।

লর্ড মেয়রের কোয়েটা তহবিলে দান

লর্ড মেয়রের কোয়েটা তহবিলে ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ড হইতে ১,০০০ পাউণ্ড, কিসনার কোম্পানী হইতে ৫০০ পাউণ্ড ও প্যাসিফিক্ ও ওরিয়েন্ট হইতে ১০৫ পাউণ্ড টাকা পাওয়া গিয়াছে।

ভীষণ মোটর দুর্ঘটনা

আগ্রা এবং কানপুর মধ্যবর্ত্তী স্থানে নয়াবাস্ত্র স্থানে আগ্রা আলীগড় রোডে একটি ভীষণ মোটর দুর্ঘটনা সংঘটিত হওয়ায় ৪ জন নিহত এবং ১৬ জন গুরুতররূপে আহত হইয়াছে।

প্রকাশ যে, একখানি মোটর লরী ২০ জন যাত্রী লইয়া হাথরসের দিকে যাইতেছিল। রাত্রি ৮টার সময় বিপরীত দিক হইতে আগত আর একখানা লরীকে পাশ কাটাইয়া যাইবার সময় উপরোক্ত লরীখানা একটি গাছের সহিত গিয়া ধাক্কা খায়। ফলে লরীখানা একেবারে ভাঙ্গিয়া চুরমার হয় এবং ৪ জন যাত্রী মারা যায়। বাকী যাহারা ছিল তাহারা গুরুতরভাবে আহত হয় এবং তাহাদিগকে আগ্রায় স্থানান্তরিত করা হয়।

শান্তিপুর সাহিত্য-সম্মেলন

গত ২৫ ও ২৬শে জ্যৈষ্ঠ শান্তিপুর সাহিত্য পরিষদের উদ্যোগে শান্তিপুর সাহিত্য-সম্মিলনের দ্বাদশ অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। অপরাজেয় কথাশিল্পী শ্রীযুত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় মূল সভায় এবং লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক, বিচিত্রা সম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় সাহিত্য শাখার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

২৫শে তারিখে অপরাহ্ণে স্থানীয় মিউনিসিপ্যাল স্কুল ভবনে মূল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধন সঙ্গীত গীত হইবার পর সভাপতি-বরণকার্য্য সম্পন্ন হয়। অতঃপর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুত শশীকান্ত মৈত্র এম-এ, বি এল, কাব্য সাংখ্যতীর্থ, এম এল এ, মহাশয় তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন। অতঃপর সভাপতি শরৎচন্দ্র তাঁহার মূল্যবান অভিভাষণ পাঠ করেন। ইহার পর যথারীতি ধন্যবাদ প্রদান ও সঙ্গীতের পরে সেদিনকার কার্য্য শেষ হয়।

২৬শে তারিখে প্রাতে শান্তিপুর সাহিত্য-পরিষদ ভবনে সম্মিলনের বিশেষ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় শান্তিপুরের সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক পরলোকগত দামোদর মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের চিত্র উন্মোচন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। শ্রদ্ধেয় উপেন্দ্রবাবু এই সভায় সভানেতৃত্ব করেন। এই সভায় দামোদর মুখোপাধ্যায় সম্বন্ধে কয়েকটি কবিতা পাঠ ও বক্তৃতাদি হয়।

শিশু চুরির চেষ্টা

কয়েকদিন পূর্ব্বে জেসোর ডাক্তার শ্রীযুক্ত বংশীধন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের দেড়বৎসর বয়সের একটি কন্যা তাঁহার এক ছেলের সহিত বাড়িতে গৃহের বারান্দায় শুইয়াছিল। এমন সময় হঠাৎ একজন মুসলমান বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া কন্যাটিকে তুলিয়া লয় ও দৌড়াইয়া পলাইতে থাকে। বাটীর লোকে তাড়া করিলে সে কন্যাটির কোমর হইতে একটি সোনার পাটা ছিঁড়িয়া লয় এবং কন্যাটিকে একটি পুকুরের ধারে ফেলিয়া দেয়। পুলিশ সন্দেহক্রমে সহিসপাড়ার তিনজন মুসলমানকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

শ্রমিক নেতা গ্রেপ্তার

বেঙ্গল লেবার এসোসিয়েসনের সম্পাদক শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সেন গত বৃহস্পতিবার গ্রেপ্তার হইয়াছেন। ইডেন হাসপাতাল রোডে কয়েকজন শ্রমিকের সহিত তিনি আলাপ করিতেছিলেন—এমন সময় তাঁহাকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৪৮ ধারানুসারে (অনধিকার প্রবেশ) গ্রেপ্তার করা হয়। শ্রীযুক্ত সেনকে শুক্রবার ৫০০্ টাকার জামিনে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে।

যুবকের সলিল সমাধি

যশোর হইতে একটী ১৭ বৎসর বয়স্ক যুবকের সলিল সমাধির সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। প্রকাশ, বিভূতিভূষণ দত্ত নামক একটী যুবক যশোরে অবস্থিত ই আই রেলের রিজার্ভ ট্যাঙ্কে একাকী স্নান করিবার কালে গভীর জলে মগ্ন হয়। পরে উক্ত ট্যাঙ্ক হইতে তাহার দেহ উদ্ধার করা হইয়াছে। মৃতব্যক্তি [illegible] অফিসের কর্মচারী অনিলকুমার দত্তের ভ্রাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
—পারমার্থিক পত্র—
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১০ম বর্ষ | ৩ বামন গৌরাব্দ ৪৪৯, ৪ঠা আষাঢ় বঙ্গাব্দ ১৩৪২, ১৯শে জুন খৃঃ ১৯৩৫ | বুধবার | [illegible]তম সংখ্যা

যাত্রিদের জন্য নলকূপ

পুণ্যশীলা মহিলার দান

তীর্থক্ষেত্রে আগমন করেন অনেকেই। কিন্তু তাঁহাদেরই তীর্থদর্শন সার্থক হয় যাঁহারা তীর্থে আসিয়া তীর্থের সেবা করেন। অভুক্তদরিদ্রদের চরিতার্থতা প্রকৃত তীর্থদর্শন নহে, তীর্থসেবাতেই তীর্থদর্শনের যথার্থ ফল পাওয়া যায়। তীর্থে আসিয়া তীর্থপদ সাধুগণের নিকট ভগবৎপ্রসঙ্গ শ্রবণ, ভগবান্ ও ভক্তগণের সেবা, তীর্থবাসিগণের জন্য পান্থশালা ও জলাশয়াদির ব্যবস্থা প্রভৃতি সকলই তীর্থ-সেবার মধ্যে পরিগণিত। আমরা জানিয়া আনন্দিত হইলাম, হুগলী জেলার তেলিনীপাড়ার সুপ্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী শ্রীযুক্তা সত্যবতী দেবী শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের জন্মভূমি শ্রীধাম মায়াপুরের যাত্রিগণের পানীয় জলের সুবিধার জন্য স্বেচ্ছায় একটি নলকূপের ব্যবস্থা করিয়াছেন। নলকূপটি শ্রীযোগপীঠের (মহাপ্রভুর বাটীর) প্রবেশদ্বারে নির্ম্মিত হইয়াছে। গত গৌরপ্রকটোৎসব-সময়ে পঁচিশ হাজারেরও অধিক সংখ্যক যাত্রী শ্রীধাম মায়াপুরে সমবেত হইয়াছিলেন। সেই সময়ে উক্ত ভক্তিমতী মহিলাও শ্রীধাম মায়াপুরে আগমন করিয়াছিলেন। যদিও চারিটি নলকূপ এবং কয়েকটি ইন্দারা ও পুষ্করিণী শ্রীধামের বিভিন্ন স্থানে আছে, তথাপি যাত্রিসংখ্যার তুলনায় তাহা মোটেই পর্য্যাপ্ত নহে। ঐ অপর্য্যাপ্ত অবস্থা লক্ষ্য করিয়াই উক্ত সহৃদয়া ধর্ম্মশীলা মহিলা স্বেচ্ছায় নলকূপটির ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাঁহার এই কার্য্য শ্রীধাম-সেবারই অঙ্গবিশেষ। আমরা আশা করি, এই পুণ্যশীলা জননী যাত্রিগণের অবস্থানাদির জন্য আরও কিছু সেবা ক্রমশঃ করিবেন। ভগবানের কৃপা তাঁহার উপর বর্ষিত হউক ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

সাময়িক প্রসঙ্গ

দার্জ্জিলিং ১৪।৬।৩৫

কয়েকদিন হইল মহোপদেশক আচার্য্য শ্রীপাদ কিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব বি-এল, মঠ-পরিচালক শ্রীপাদ ওঙ্কার ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীপাদ প্যারীমোহন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী দার্জ্জিলিং হইতে রংপুর জেলার অন্তর্গত নীলফামারীতে গমনপূর্ব্বক ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজের প্রচার-দলের সহিত সম্মিলিত হইয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদের ২৪শে জুনের মধ্যে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রত্যাবর্ত্তনের কথা।

যুক্তপ্রদেশের সীতাপুর জেলার অন্তর্গত লক্ষ্মীপুরের অধিবাসিগণের উদ্যোগে শ্রীযুক্ত শিবনারায়ণ শেঠ মহাশয়ের ভবনে গত ৬ই জুন অপরাহ্নে একটি বক্তৃতা সভার আয়োজন হইয়াছিল। সভাটি শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত জনমণ্ডলীতে পরিপূর্ণ ছিল। ঐ সভায় নৈমিষারণ্য শ্রীনৈমিষারণ্যমঠের অধ্যক্ষ সেবক শ্রীপাদ গৌরাঙ্গসুন্দর ব্রহ্মচারী নারায়ণ সম্বন্ধে ইংরেজীতে একটি বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। যাঁহারা ইংরেজী জানেন না, তাঁহাদের জন্য শ্রীযুক্ত রামদাস চৌবে এম্-এ, বি-এল মহোদয় ব্রহ্মচারীজীর বক্তৃতা হিন্দীতে অনুবাদ করিয়া বলিয়াছেন। শ্রোতৃগণের নিকট বিষয়টী সম্পূর্ণ নূতন। তাঁহারা বক্তৃতা-শ্রবণে আনন্দিত হইয়া শ্রোতৃগণ আরও কিছু শুনিবার পিপাসা প্রকাশ করিয়াছেন।

পাটনা গৌড়ীয়মঠের রক্ষক শ্রীপাদ নিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী কাব্যভূষণ ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় গত ১০ই জুন আবার গমন করিয়া অধ্যাপক রায় বাহাদুর ডাঃ [illegible] এম্-এ, অবসরপ্রাপ্ত [illegible] মহোদয়ের ভবনে [illegible] ৮ ঘটিকা হইতে ৯-৩০ ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বহু শিক্ষিত ব্যক্তি ঐ পাঠের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন।

গত ১২ই জুন রামকৃষ্ণ মহোদয় প্রসিদ্ধ [illegible] কোম্পানীর ছাপাখানাতে 'ভাগবত ধর্ম্ম'-সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন।

মেদিনীপুর জেলার [illegible] গ্রামের শ্রীভাগবতজনানন্দমঠে সমাধিপ্রাপ্ত শ্রীপাদ ভাগবতজনানন্দ প্রভুর [illegible] বিরহ-মহোৎসব গত [illegible] জ্যৈষ্ঠ [illegible] সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত মহারাজ [illegible] পুরের বিভিন্ন স্থানে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করিয়া কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ প্রায় ১ম সপ্তাহ পূর্ব্ব হইতে শ্রীমঠে উপস্থিত হইয়া পারিপার্শ্বিক বহু স্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিশুদ্ধ প্রেমধর্ম্মের কথা প্রচার করিয়াছেন। উৎসবে দূরদেশ হইতে বহু সম্ভ্রান্ত ও সজ্জন ব্যক্তি যোগদান করিয়াছিলেন। শ্রীমঠের নবীন [illegible] শ্রীমন্দিরে প্রাতে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর পর শ্রীশ্রীগৌর-গান্ধর্ব্বিকা 'গিরিধারী'কে মন্দিরে [illegible] সমাগত বহু ব্যক্তিকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল [illegible] একটী বক্তৃতা সভার অধিবেশন হয়। স্বামীজী [illegible] ঘটিকা পর্য্যন্ত [illegible] বক্তৃতা প্রদান করেন। তাঁহার [illegible] শ্রীপাদ ভাগবত-[illegible] ও [illegible] সুপ্রসিদ্ধ [illegible] করেন। বক্তৃতা [illegible] বিশেষ মুগ্ধ হইয়াছিলেন। বক্তৃতার সমাগত ভক্ত [illegible] মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল।

গৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ গত ২০শে জ্যৈষ্ঠ পাবনা জেলার হাড়িয়া [illegible] হইতে নৌকাযোগে [illegible] যাত্রা করেন। স্বামীজী [illegible] উপস্থিত হইলে স্বামীজীর [illegible] একটী সংকীর্ত্তনবাহিনী সহ [illegible] করেন। স্বামীজী [illegible] সংকীর্ত্তনবাহিনী [illegible] শ্রীযুক্ত রামজীবন [illegible] মহোদয়ের ভবনে উপস্থিত হন এবং [illegible] উপস্থিত [illegible] অভ্যর্থনা করেন। স্বামীজী [illegible] বলেন।

[illegible] একটী বিরাট [illegible] স্বামীজী [illegible] একটী বক্তৃতা [illegible] শ্রোতৃমণ্ডলী বিশেষ প্রীতি [illegible] করেন।

কৃষ্ণ আমায় পালে, রাখে' জান সর্ব্বকাল। আত্মনিবেদন দৈন্যে ঘুচাও জঞ্জাল।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৩ শ্রাবণ শুক্র শ্রীধর ৪৪২

শ্রীক্ষেত্র

নীলাচল শ্রীক্ষেত্র নামে সুপরিচিত। এই স্থান জগদীশের সেবানন্দবর্দ্ধক 'বাসব-কুসুম-শ্রবা-সম্ভারে সুশোভিত বলিয়া ইহার নাম শ্রীক্ষেত্র। নীলাম্বুদ-বিনোদিত নীলাচলের সুষমা দর্শনের প্রশংসা আমরা বিলাসিকুলের নিকটও শুনিতে পাই; কিন্তু এই বিলাসিগণের বিলাস যে বিলাস-বিগ্রহের বিলাসের চেষ্টা বিরুদ্ধ লোচন, সেই বিলাসেশ্বরের ভক্ত সেবকগণ প্রেমাঞ্জন-চ্ছুরিত ভক্তিবিলোচনের সাহায্যে শ্রীক্ষেত্রের যে 'শ্রী' দর্শন করিয়া সেবোন্মুখ হন, সেই 'শ্রী'ই শ্রীক্ষেত্রের সৌন্দর্য্য-বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্যেরও বিশেষ বৈশিষ্ট্য যাহা বৈশিষ্ট্যের গৌরীশৃঙ্গ, তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন বৈশিষ্ট্যের শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনীর বিপ্রলম্ভ-মহাভাব-বারিধির প্রেম-বৈচিত্ত্য-লীলায়। একমাত্র মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদগণই শ্রীক্ষেত্রের সেই দর্শন-বৈশিষ্ট্যের চমৎকারিতা চিত্রের সন্দর্শনের অধিকারী। সুতরাং শুধু নীলাচলনাথের কথা নহে, নীলাচলের প্রত্যেকটি বস্তু—আকাশ, বাতাস, বৃক্ষ, লতা, চটক-পর্ব্বত, সৈকত, বালুকা, নীলাম্বুধি, তাহার বীচিমালা, তাহার কলকণ্ঠ, অণু, পরমাণু যাহা কিছু বলুন, প্রত্যেকটিই তাঁহাদের প্রেমপূর্ণ দর্শনের নিকট যে 'বস্তু'—যে রূপ প্রকট করে, অভক্তসম্প্রদায়ের নিকট তাহা গুপ্ত থাকিয়া তাহারা ঐ দর্শন হইতে বঞ্চিত।

স্নানযাত্রা গত ১লা আষাঢ় সম্পন্ন হইয়াছে। পৌর্ণমাসীতে স্নানযাত্রা। আবির্ভাবের পরেই পক্ষকালাবধি সেবকগণ কর্ত্তৃক শ্রীবিগ্রহগণের স্নান হইয়া থাকে। উহা হইতে শ্রীজগন্নাথদেবের অঙ্গরূপে আমরা পূর্ণিমার সৌন্দর্য্য দেখিতে পাই। ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাব-তিথি পৌর্ণমাসীতেও আমরা তাহা লক্ষ্য করিবার সুযোগ পাই। গৌরাবির্ভাব-পৌর্ণমাসী ও জগদীশ-স্নান-পূর্ণিমা একত্রেই সেবা-পৌর্ণমাসীর শুভ্র আলোক ভক্তের ভক্ত হৃদয় সরোবরে আলো করিয়া বিরাজিত। রথযাত্রা উপলক্ষে সহস্র সহস্র যাত্রী নীলাচলে সমবেত হন। কিন্তু স্নানযাত্রা-দর্শন করিবার ইচ্ছা কয় জনের হয়? যাহা যে নিজেদের বিচার পূর্ণ করিয়া পুরুষোত্তম লীলা সমুদ্রে অন্তর্য্যামী রূপে অবস্থিত, তাহাই বা কয়জনের অনুভবের বিষয় হয়। পুরুষোত্তম ক্ষেত্রের বৈশিষ্ট্য নীলাদ্রি পুরুষোত্তমদেবের বিচারে—অপ্রাকৃত ভগবদ্বিগ্রহের বিবিধ-লীলার আলোচনায়। আগামী ১৭ই আষাঢ় রথযাত্রা। সুতরাং উহা আগতপ্রায়। রথযাত্রার বাহু দর্শন নীলাচলে যাইবার জন্য লালায়িত হইতেছেন। অনেকে স্নানযাত্রা-দর্শনান্তে রথযাত্রা দর্শন করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন। স্নানযাত্রা ও রথযাত্রার মধ্যবর্ত্তী পক্ষকাল সময় 'অনবসর কাল' বলিয়া পরিচিত। এই সময় মহালক্ষ্মীর নিভৃত কক্ষে শ্রীজগদীশের বিলাস হইয়া থাকে। সেবকগণ জগদীশের ঘর ঘটাইতে যাইয়া কাহাকেও প্রবেশ করিতে দেন না। মহাপ্রভুর অনুগত গৌড়ীয়বৈষ্ণবগণ তাঁহাতে বিপ্রলম্ভাশ্রিতা সেবার অনুসরণ করেন। রামানন্দ হইতে শ্রীকৃষ্ণের অদর্শন-লীলায় তাঁহাদের অন্তঃকরণ অধিকার করিয়া বৃষভানুসুতার ও তাঁহার অনুগতগণের আনুগত্যে কৃষ্ণান্বেষণে তাঁহারা দিশেহারা হইয়া থাকেন। কৃষ্ণ আলালনাথে চতুর্ভুজ-রূপে বিরাজিত। গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণ অনবসর-কালে জগদীশের দর্শন না পাইয়া অন্বেষণ করিতে করিতে আলালনাথে যাইয়া উপস্থিত হন, কিন্তু সেখানে কৃষ্ণ চতুর্ভুজ। চতুর্ভুজ-বিগ্রহ ধারণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ মায়াবশী গোপীগণকে বঞ্চনা করিয়াছিলেন। তাঁহারা দূর হইতে চতুর্ভুজবিগ্রহকে প্রণাম করিয়া সরিয়া পড়িয়াছিলেন। বৃষভানুসুতার মহাভাবের নিকট ঐ চতুর্ভুজ রক্ষিত হইতে পারে নাই। সেখানে কৃষ্ণকে তাঁহার দ্বিভুজ মুরলীধররূপেই আত্মপ্রকাশ করিতে হইয়াছে। বৃষভানুসুতার ভাবে বিভাবিত মহাপ্রভুর দর্শনের নিকট চতুর্ভুজ শ্রীআলালনাথও মাধুর্য্যলীলাময় দ্বিভুজ যশোদানন্দনরূপেই প্রকাশিত; তথায় ঐশ্বর্য্য বিভূতিও স্থান পায় না।

জনসাধারণ প্রাকৃত দর্শনে জগদীশকে দেখিতে যাইয়া অসুবিধায় পড়ে—কেহ কেহ আবার জগদীশ-চরণে অপরাধ যে না করে, তাহাও নহে। "প্রাকৃত করিয়া মানে বিষ্ণু কলেবর বিষ্ণুনিন্দা নাহি আর ইহার উপর" প্রাকৃতদর্শনে জগদীশ জড়-পদার্থরূপে পরিগণিত হন। কিন্তু জগদীশ তাহা নহেন। তিনি সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ। তাঁহার সৌন্দর্য্যের নিকট কোটি কন্দর্পের সৌন্দর্য্য হীনপ্রভ। চিদ্বিলাস-বিচারের পূর্ণতম-বিকাশ তাঁহাতেই। মহাপ্রভুর দর্শনে তাহা পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। ভগবানের স্বরূপ চিদ্বিভূতি ভগবানই পূর্ণরূপে প্রকাশ করিতে পারেন। অণুচিৎ জীবের পক্ষে তাহা কখনও সম্ভবপর নহে। তাই গৌরসুন্দর তাঁহার আশ্রিতগণ জগদীশের যে পরিচয় সেবোন্মুখ-নয়নে প্রদান করিয়াছেন তাহাই জগদীশের প্রকৃত পরিচয়। এই পরিচয়ে পরিচিত হইতে না পারিলে রথযাত্রা-দর্শন প্রকৃতরূপে কখনই সম্পাদিত হয় না। "রথে তু বামনং দৃষ্ট্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে" এই বাণী অনুসারে পুনর্জন্মের হাত হইতে নিষ্কৃতিলাভের জন্য অনেকে রথযাত্রা-দর্শনে যান না। ইত্যাদি রোগের কবল হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য পুনর্জন্ম থাকিতে না হয় তজ্জন্য যে চেষ্টা, তাহা তাঁহারা কর্ম্মকাণ্ড বলিয়াই জানেন। তাঁহারা—প্রকৃত ভক্তগণ চান—জগদীশ-সেবা-কৌশল শিক্ষা করিতে—সেবাদ্বারা জগদীশের আনন্দ-বিধান করিতে।

হাওড়া ষ্টেশন হইতে পুরী যাইতে পথিমধ্যে বৈতরণী ও ভুবনেশ্বর। বৈতরণী কর্ম্মকাণ্ডের স্থান আর ভুবনেশ্বর জ্ঞানিগণের নির্ব্বিশেষ বিচারের স্থান। কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডের বিচার অতিক্রম করিয়া তখন আমরা বুঝিতে পারি—

"অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥"

তখন আমরা জানিতে পারি—

"কর্ম্মকাণ্ড জ্ঞানকাণ্ড, সকলই বিষের ভাণ্ড,
অমৃত বলিয়া যেবা খায়।
নানা যোনি ভ্রমণ করে, কদর্য্য ভক্ষণ করে,
তা'র জন্ম অধঃপাতে যায়॥"

তখন আমরা ভক্তিযোগের অধিকারী হইয়া আমরা পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে পূর্ণব্রহ্মকে দর্শন করিতে বা তাঁহার সেবা করিতে অধিকার পাই। তখন আরও দৃষ্টিগোচর হয় যে, অপ্রাকৃত যাত্রা জগদীশের পশ্চাতে অবস্থানপূর্ব্বক দুর্ভাগাজনগণকে অন্তর্নিহিতা, কর্ম্ম ও জ্ঞানক্রীড়ায় ভুলাইয়া রাখিয়া ত্রিতাপের তাণ্ডব প্রকাশদ্বারা মহাশ্মশান সৃষ্টি করিয়া আছে। তৎকালে তাহাদের দুর্দ্দশা দেখিয়া মনে পড়ে মহাপ্রভুর কৃপা-বাণী—

"ভারতভূমিতে হৈল মনুষ্যজন্ম যা'র।
জন্ম সার্থক করি' কর পর উপকার॥"

এই পরোপকারের-ফলে—সঙ্কীর্ত্তনে যোগদানের ফলে শ্রীক্ষেত্রের 'শ্রী' পূর্ণ বিকশিত অবস্থায় ভক্তের নয়নপথের পথিক হন এবং নীলাচলের নিকটবর্ত্তী আলালনাথ ও কোণার্কের সূর্য্যমন্দিরের পারমার্থিক চমৎকারিতা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

"সরস্বতীজয় শ্রী"

[বৈষ্ণব-পত্র]

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের কৃপা যে-রূপে তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তগণ উপলব্ধি করিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে। ভিক্ষা ৯০ টাকা মাত্র প্রাপ্তি। স্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার কলিকাতা।

ন'দের গোপাল

চপলচূড়ামণির বাল্যলীলা

গৌরগোপালের হাতে খড়ি

শুভদিনে মিশ্র পুরন্দর পুত্রের হাতে খড়ি দিলেন। তৎপর সমারোহে চূড়াকরণাদিও সমাধা করিলেন। 'ন'দের গোপাল' আমাদের পরতত্ত্ব পরমেশ্বর শ্রীশ্রীনিমাই—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য; তাঁহারই হাতে খড়ি, চূড়াকরণ ইত্যাদির অভিনয় মিশ্র পুরন্দর বাৎসল্যরসে আচরণ করিলেন। ন'দের গোপাল বাণীনাথ সুতরাং যে কোন শিক্ষাই তাঁহার অচিরাতে লাভ হয়। দুই-মাত্র বর্ণমালা শিখিলেন। দুই তিন দিনে ফলাদি শিক্ষা করতঃ নামমালা অর্থাৎ রাম, কৃষ্ণ, মুরারি, মুকুন্দ, বনমালী ইত্যাদি স্বীয় নামমালা লিখিয়া পড়িয়া স্বীয় নামপ্রচারকারী নিজেকে জগতে প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

শচীসুতের অদ্ভুত আব্দার

ন'দের গোপাল পরম চপল। দুষ্টামি, দুষ্টামি, শিষ্টামি সকলই তাঁহাতে সমানভাবে বিরাজমান। যদিও ন'দের গোপাল তখন মাত্র কচি ছেলে তথাপি শ্রীমায়াপুরে তখন তাঁহার এমন বিষয়ে অপ্রতিহত প্রভাব। তাঁহার সকলই অদ্ভুত—নয়নের ভঙ্গিমা, বচনের রচনা, আব্দারের মধুরিমা সকলই পরমাদ্ভুত। খেলিতে খেলিতে ন'দের গোপাল অকস্মাৎ আকাশপানে দৃষ্টিপাত করতঃ উড্ডীয়মান পক্ষীটিকে দেখিয়া উহাই আমার চাই বলিয়া ক্রন্দন আরম্ভ করিলেন, কখনও বা আকাশের চাঁদ, তারকাবলি ইত্যাদি তাঁহার আব্দারের বিষয় হইল। আব্দারের বিষয় না পাইলে ন'দের গোপালের রোদনের আর বিরাম নাই, তবে ক্রন্দন থামাইবার একটী সুকৌশল আছে—হরি-নাম-কীর্ত্তন। কীর্ত্তনপিতা স্বনামকীর্ত্তন-শ্রবণমাত্রে শান্ত হন। ক্রন্দনকালে যদি কেহ হাতে তালি দিয়া হরিনাম উচ্চারণ করেন তবেই তাঁহার সকল চাঞ্চল্যাদি দূর হয়। সুতরাং ন'দের গোপালের ক্রন্দন-নিবারণার্থ শচীর অঙ্গন প্রাণভক্তগণকর্ত্তৃক কীর্ত্তনমুখরিত থাকিত।

হরিবাসর-দিবসে বিষ্ণুনৈবেদ্য ভক্ষণ

মায়াপুরবাসিনী বহু বহু মহিলা একদা অনবরত হরিনামোচ্চারণ করিতে থাকিলেও নদের গোপাল সেদিন কিছুতেই শান্ত হইতেছেন না। সকলে নিমাইএর নিকট ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহার কি চাই তাহা জানিতে চাহিলেন। ন'দের

গোপাল এক অদ্ভুত কথা সকলকে জানাইলেন। তিনি চার হরিবাসরব্রত-পরায়ণ পণ্ডিত জগদীশ ও হিরণ্য নামক ব্রাহ্মণদ্বয়ের বিষ্ণু-উদ্দেশ্যে আহৃত দিব্য নৈবেদ্যসমূহ। আর্থনা করিয়া শ্রীশচী-দেবী প্রদান পাইলেন। এ দিকে লোক-পরম্পরায় বৈষ্ণবব্রাহ্মণদ্বয় শচীর নিমাইএর এইরূপ আবদারের কথা শ্রবণ করিয়া চমৎকৃত হইলেন। তাঁহারা মনে মনে চিন্তা করিতেছিলেন —"আজ শ্রীহরিবাসর তাহা শিশু নিমাই কিরূপে জানিল এবং অদ্য আমাদের ঘরে বিষ্ণুনৈবেদ্যের বৈচিত্র্য-প্রাচুর্যের কথাই বা কিরূপে অবগত হইল ?" ধন্য, শত ধন্য নন্দের গোপালের বাল্যলীলা! শত ধন্য শচীর ঘরে শিশু নিমাইরূপে ব্রজেশ্বরের ভক্তবিমোহন-লীলা-পারিপাটী!! যাঁহার জন্য ব্রাহ্মণদ্বয় বিচিত্র নৈবেদ্য আহরণ করিয়াছেন সেই নৈবেদ্যভোক্তা সর্ব-যজ্ঞেশ্বর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য কিরূপে ব্রাহ্মণদ্বয়ের আহৃত নৈবেদ্যের বিষয় অবগত হইলেন তাহা চৈতন্যের মায়ায় তাঁহাদের বুঝিবার সাধ্য রহিল না। তাঁহারা চিন্তা করিতে লাগিলেন—তাহা হইলে শচীর ঘরে শিশু নিমাই কে ? হয় ত বা আমাদের আরাধ্যদেবই তাঁহাতে আবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে এই সম্বন্ধে অবগত করাইয়াছেন, তাহাতেই তাঁহার আমাদের আহৃত এই বিষ্ণুনৈবেদ্যের প্রতি অভিলাষ সঞ্জাত হইয়াছে। অতঃপর পরম ভাগ্যবান্ ব্রাহ্মণদ্বয় শ্রীমহাপ্রভুকে তাঁহাদের আরাধ্য প্রভুর উদ্দেশ্যে আনীত নৈবেদ্য প্রদান করিয়া শ্রীহরিবাসর-ব্রত পালন সার্থক করিলেন।

গঙ্গারঘাটে চাপল্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন

জগচ্চূড়ামণি চাপল্যের চূড়ান্ত-লীলা প্রকাশ করেন গঙ্গার ঘাটে। নিমাই না করেন এরূপ চাপল্য বিরল। পাঠ-শালা হইতে লেখা-পড়া শেষ করিয়া গৃহে গমনের পূর্বেই সর্বাঙ্গে মসীবিন্দুদ্বারা সুশোভিত হইয়া চপল নিমাই গঙ্গাস্নানে গমন করিলেন। প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুর তৎকালে বঙ্গের সর্বশ্রেষ্ঠ নগর। গঙ্গার এক একটী ঘাটে তখন লক্ষ লক্ষ লোক গতায়াত করিতে আসিত। সুতরাং চপল 'ন'দের গোপাল' আর কোথাও এরূপ লোকসংঘট্ট না পাওয়ায় গঙ্গার ঘাটে তাহা পূরণ করিয়া লইতেন। জাতি-বর্ণনির্বিশেষে আবালবৃদ্ধবনিতা কেহই নিমাইর চাপল্য ও অত্যাচার হইতে মুক্তি পাইতেন না। কখনও অন্যের গায়ে কুল্লোল প্রদান, অন্যকে স্পর্শ করা, কাহারও চরণ ধরিয়া আকর্ষণ ইত্যাদি চাপল্যের বিবিধ প্রকার ছিল। কেহ কোনরূপে নিমাইকে কোন প্রকারে ধরিতে বা সামলাইতে না পারিয়া অগত্যা একদিন সকল গঙ্গাস্নানার্থী ব্রাহ্মণগণ শ্রীল জগন্নাথ মিশ্রের ভবনে উপস্থিত হইয়া অভিযোগ করিতে লাগিলেন।

(ক্রমশঃ)

প্রভুপাদ-প্রসঙ্গে

(২)

১২ই জুন, ১৯৩৩

অতঃপর শ্রীল প্রভুপাদ বলেন যে, প্রত্যেক গৃহস্থের মন্দিরে শ্রীল বাসুদেবের ভজন করাই বিধেয়। মানুষ কর্মপ্রবাহের ফলে গ্রথিত কর্মের বশে জন্মজন্মান্তর ত্রিতাপে কষ্ট পাইতেছে, সেই কর্মফলের বন্ধ হইতে নিস্তার পাইবার তাহাদের আর অন্য কোন উপায় নাই। প্রারব্ধ কর্ম জীবকে ভোগে নিযুক্ত রাখে, কিন্তু একমাত্র বাসুদেবাচ্চনপ্রভাবে তাঁহার কৃপায় এরূপ প্রারব্ধ কর্ম ফল-ভোগ হইতে রক্ষা পাওয়া যাইতে পারে। অতএব আপনারা সকলে বাসুদেবের সেবায় আত্মনিয়োগ করুন।

শ্রীল প্রভুপাদ সেবং হইতে ফিরিবার মুখে দার্জ্জিলিংস্থিত, বিদাস' ও, এন্, মুখার্জ্জি প্রভৃতি সজ্জনের আর্থ প্রদর্শন করিয়া নিজ বাসস্থানে তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

"বৈষ্ণবের ক্রিয়ামুদ্রা বিজ্ঞে না বুঝয়" —শাস্ত্রে এইরূপ বাক্য আমরা দেখিতে পাই। আচার্য্যবর শ্রীল প্রভুপাদ কি উদ্দেশ্যে কখন কোথায় যাইতেছেন, মানুষ বদ্ধজীবের তাহা ধারণা করিবার সামর্থ্য নাই। তবে অযাচিতভাবে কোথাও কাহারও বাড়ীতে মহাজের পদার্পণ যে তাহারই নিত্যকল্যাণের জন্য, ইহা যাঁহারা অনুধাবন করিতে পারেন, তাঁহারাই ধন্য হইতে পারেন। মহাজনগণ যাহাকে কৃপা করিতে ইচ্ছা করেন, তাহার প্রতি বাহ্যতঃ এইরূপ ভাবেই দেখাইয়া থাকেন। সুকৃতি-শালী বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ তাহা উদ্দেশ্য অবগত হইলে চতুর্বিধ অভিমান পরিত্যাগ পূর্বক মহাজনচরণে শরণাগত হইবার যে সুযোগ হইতে আত্মনির্ণয় বরণ করিয়া লইয়া থাকেন। আর দুর্ভাগাগণ অঙ্গ বিচারপ্রণালীপূর্বক নরকের পথ আবিষ্কার করেন।

১৩ই জুন, ১৯৩৩

গত ১৩।৬।৩৩ তারিখে প্রাতে গৃহের মধ্যে পদচারণ করিতে করিতে শ্রীল প্রভু-পাদ বলিলেন, বাস্তব অদ্বৈতবাদ পরিত্যাগ-পূর্বক বৈষ্ণবতা গ্রহণ করুন। সকলের আরাধ্য হইতে যখন বিষ্ণুর আরাধনা শ্রেষ্ঠ, তখন সেই অধোক্ষজ বিষ্ণুর সেবার প্রাবল্য চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হউক।

শ্রীল প্রভুপাদ ইচ্ছা করিয়াছেন যে, শ্রীক্ষেত্রের চটক পর্বতে বিভিন্ন মন্দিরে চব্বিশ প্রকার বিষ্ণু শ্রীমূর্ত্তি প্রকটিত করা দরকার। যাহাতে এই সকল শ্রীমূর্ত্তি সত্বর প্রকটিত হইতে পারেন, তজ্জন্য সকলেই চেষ্টান্বিত হউন। চটক পর্বতকে কেহ যেন জড় পর্বত জ্ঞান ধারণা করিয়া না বসেন। চটক পর্বত হইতেছেন অপ্রাকৃত ভূমিকা।

দুর্জ্জয়লিঙ্গে শ্রীল প্রভু-পাদের শুভবিজয়োপলক্ষে

(শ্রীসচ্চিদানন্দ দাসাধিকারী)

(১)

বিশাল, বিরাট্ দেহ, স্থির, নির্ব্বিকার,
যাঁ'তে শোভে অগণন, চারু তুঙ্গ শৃঙ্গ,
নগরাজ হিমালয়, সৌন্দর্য্য অপার,
প্রমোদ উদ্যান যার শৈল দুর্জ্জয়লিঙ্গ।

(২)

কৈলাস ভূধর সম অতি মনোরম,
নন্দন জিনিয়া যার অপূর্ব্ব কানন,
পারিজাত সম যার পুষ্প নিরুপম,
যাহার সুষমাহরে যোগিজন মন।

(৩)

গগন চুম্বিছে যার সহাস্য বদন,
দেবগণ যাহে যথা সতত বিহার,
মলয় মরুত যারে করে সন্তর্পণ,
মাধুর্য্য তাহার বর্ণে সাধ্য আছে কার ?

(৪)

বিলাসী জনের যাহা প্রিয় বসাবাস,
বিজ্ঞান-নৈপুণ্য যারে সেবে অনুক্ষণ,
যাহার বায়ুতে ভুঞ্জ কুসুমের বাস,
সে-স্থান দেখিতে কার নাহি যায় মন ?

(৫)

ভোগসুখ যেথানে করিয়া বিহার,
জড়ীয় সম্ভোগে কাল করিয়া যাপন,
লভিত অনিত্য সুখ, আনন্দ অসার,
দুর্জ্জয়লিঙ্গে হ'ল আজ প্রেমের কানন।

(৬)

ভোগ-অধিকারী যথা বুঝাবার তরে,
নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ, সাধু মহাজন,
সঙ্গে লয়ে কৃপাপ্রাপ্ত যত অনুচরে,
মোহপ্রস্ত উদ্ধারিতে করেছে গমন।

(৭)

দারুণ ত্রিতাপদাহে তাপিত হইয়া,
অবৈষ্ণব-বক্তু-শ্রীতে যুগশ্চয় জন,
বসন্ত কোকিল সম, শৈলবাসে গিয়া,
একমাত্র সংজ্ঞাদাতা করে বিতরণ।

(৮)

বিজ্ঞাপনের আলো থাকা অহর্নিশ যুড়ে,
"বাইট এগারেটে" কিম্বা "টাইগার হিলে",
"কাঞ্চনজঙ্ঘার" সেই সুস্নিগ্ধ শিখরে,
তাহা নিবারিত হয়, কি কাজ করিলে ?

(৯)

"লো হিউ" ত'ল কিম্বা রমণীয় "মল"
"অবসেভে" ভ্রমণ আর গি'র আরোহণ,
এ সবে দিতে নারে চির শান্তি বল,
যাহা বিনা দুঃখ থাকে জীবন মরণ।

(১০)

শ্রী, ধন, বিদ্যা, কুলে সম্মান না করি,
অনাহ যে তাপত্রয় দহে মানবেরে,
তাহা হ'তে শান্তি হয়, না সেবিলে হরি,
শৈলে প্রভু সেথা এই বল দানিবারে।

(১১)

"প্রসারিত মহাপ্রেম-পীযূষ-সাগরে"
আপাপ্রভু জীব যদি হরিনামাশ্রয়ে,
মজ্জন করয়ে, তাপ দূর করিবারে,
পরা শান্তি মহাসুখ সেও সে লভয়ে।

(১২)

কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ অবতার,
নাম হৈতে হয় সর্ব্ব জগৎ নিস্তার,
নাম বিনা কলিকালে নাহি আর ধর্ম্ম
সর্ব্বমন্ত্রসার নাম এই শাস্ত্রমর্ম্ম।

(১৩)

"প্রভুর কৃপায় আজি মাগি এই ভিক্ষা,
বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণশিক্ষা,
কৃষ্ণের সংসার কর, ছাড়ি' অনাচার,
জীবে দয়া, কৃষ্ণনাম সর্ব্বধর্ম্মসার॥"

(১৪)

"সংসারসিন্ধুতরণে হৃদয়ং যদি স্যাৎ
প্রেমামৃতে বিহরণে যদি চিত্তবৃত্তিঃ।
সংকীর্ত্তনায় ভজনে যদি তে মনঃ স্যাৎ।
চৈতন্যচন্দ্রচরণে কুরুতানুরাগম্॥"

(১৫)

অজ্ঞাত সম্প্রদায়ে, আর দ্রুত বদে,
চির সত্য এই বাণী প্রচার করিতে,
সরস্বতী প্রভুপাদ ন'দে নিজগণে
শৈলশৃঙ্গে দিয়াছেন অসীম কৃপাতে।

(১৬)

(শেষের)

সুকৃতি সঞ্চয় নাহি সঙ্গে যাইবার,
পুণ্যবান, রত্নবান, সঙ্গে সবল,
বর্দ্ধিবেন কেহ, যাঁর আছে অধিকার,
প্রভুবাক্য যথাযথ করিয়া স্মরণ।

- - -

সৎক্রিয়াসারদীপিকা

তৃতীয় সংস্করণ

নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন
গ্রন্থ-বিভাগ: শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শুদ্ধভক্তি মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ

(আকর মঠরাজ)

প্রাচীন নবদ্বীপ, ঢাকর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ গজ উত্তর-পূর্বে শ্রীব্রজপত্তন। [illegible] শ্রীশ্রীগান্ধর্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্তমান। এই স্থান সংকীর্তন ও শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত প্রচারের কেন্দ্র। এই মঠ হইতে শ্রীচৈতন্য-বাণী প্রচারের নানাবিধ ব্যবস্থা হইয়াছে। [illegible] শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারী ও শ্রীসম্প্রদায়-আচার্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের শ্রীপাদ বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠ হইতে পারমার্থিক দৈনিক 'নদীয়া-প্রকাশ', [illegible] প্রকাশিত ও [illegible] 'নদীয়া-প্রকাশ' [illegible] প্রকাশিত হইতেছিল। [illegible] [illegible] হইয়া থাকে। রক্ষক —শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্তী ষ্ট্রীট বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন — বড়বাজার ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত শুদ্ধভক্তি-প্রচারোদ্দেশ্যে গৌড়দেশের সর্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় [illegible] শ্রীশ্রীমঠ স্থাপিত আছেন। এই মঠমধ্যে শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ-শ্রীরাধাগোবিন্দজীউ প্রভৃতির নিত্য সেবা হয়। 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। [illegible] মহাপ্রভু-[illegible] শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি গ্রন্থের সমাক আলোচনা হয়। এই মঠ হইতে মহানগরীর সর্বত্র হরিকথা-প্রচার, মহানগর-সংকীর্তন, [illegible] ও [illegible] অনুষ্ঠান হয়। রক্ষক মহামহোপদেশক আচার্য্য শ্রীপাদ [illegible] বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব স্থান মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া সহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা [illegible] শ্রীঅধোক্ষজের সেবা বর্তমান। রক্ষক —শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী সেবাকোবিদ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্তন-বিলাস বা শ্রীগৌর-লীলার রাসস্থলী এখানে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও [illegible] সেবা বর্তমান, রক্ষক— শ্রীনরসিংহ দাসাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্তমান। রক্ষক—গোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

(৭) জগাই মাধাই সমাধি পাট

সুপ্রাচীন শ্রী মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপা-প্রাপ্ত শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তালোক।

(৮) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে শ্রীশ্রীকৃষ্ণপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও রাধামাধবের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান দাস ব্রহ্মচারী।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক— শ্রীউপেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(১০) মোদদ্রুম-ছত্র গৌড়ের বৈভব

মামগাছি, পোঃ ভালুকা, (বর্দ্ধমান)।

শ্রীবাসুদেবদত্ত ঠাকুর সদাশিবের স্থান। শ্রীগৌরনিত্যানন্দের সেবা বর্তমান। রক্ষক —শ্রীকৃষ্ণবিহারী ব্রজবাসী, ভক্তিভূষণ।

(১১) শ্রীগদ্রুম কুঞ্জকানন

প্রদ্যুম্ন-কুঞ্জের পশ্চিম নিকটবর্তী, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক- শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী

(১২) কৃষ্ণকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া। রক্ষক—শ্রীসত্যানন্দ অধিকারী

(১৩) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

এই স্থান হইতে ভাগবতসিদ্ধান্ত প্রদর্শনী প্রচারিত হয়। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তালোক, ভাঁকপালা।

(১৪) একায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ চাপড়া, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরানাথ ভট্টাচার্য গোস্বামী ও [illegible]

(১৫) মহেশ পণ্ডিতের পাট

চাকদহ, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক— শ্রীরাধাবিনোদ ব্রজবাসী।

(১৬) মাধ্বগৌড়ীয় মঠ

১০নং নারিন্দা রোড, পোঃ ঢাকা

পূর্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বা-গিরিধারীর সেবা বর্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ।

(১৭) গোপালজীউ মঠ—কমলাপুর, (ঢাকা)

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান। রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী।

(১৮) গদাই গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি (ঢাকা)।

এখানে শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(১৯) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য অধ্যাপক শ্রীযুক্ত [illegible] এম-এ, বি-এল।

(২০) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ [illegible], (ঢাকা)

এখানে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের সেবা বর্তমান। রক্ষক- শ্রীপাদ [illegible] ব্রজবাসী

(২১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারীর নিত্য-সেবা বর্তমান। রক্ষক শ্রীচৈতন্য দাসাধিকারী,

(২২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

কৃষ্ণকোণা, পোঃ চিংড়ি, (মানভূম)

এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীহরনাথ অধিকারী।

(২৩) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্তমান। রক্ষক — শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিরত্ন।

(২৪) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী।

(২৫) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাণপাল, পোঃ বক্সীবাজার, (কটক)

এখানে শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীউর নিত্যসেবা বর্তমান। রক্ষক - মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর

(২৬) ত্রিদণ্ডি গৌড়ীয় মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর পুরী,

শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ গান্ধর্বাগিরিধারীর সেবা, রক্ষক—শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন।

(২৭) পুরুষোত্তম মঠ

কাঞ্চকুবী, পোঃ পুরী উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীউর নিত্য-সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীগদাধর অধিকারী

(২৮) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীবামনবিহারী দাসাধিকারী।

(২৯) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, জেলা গোদাবরী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্তমান রক্ষক — শ্রীরামনাথ দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী।

(৩০) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

৪২নং কবিরপুরা, বেনারস সিটি

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্বা-গিরিধারীর সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীসনাতন ব্রহ্মচারী।

(৩১) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বা-গিরিধারীর সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ

(৩২) পরমহংস মঠ

পোঃ নিমসার, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও গৌর-বিনোদ-বিহারীজীউর সেবা বর্তমান।

রক্ষক —শ্রীসত্যনারায়ণ দাসাধিকারী।

(৩৩) কৃষ্ণচৈতন্য মঠ

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

এখানে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিত্য-সেবা হয়। রক্ষক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠ

বিশ্রামঘাট মথুরা

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ

(৩৫) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ—শ্রীরাধাকুণ্ড

রক্ষক— শ্রীরাধারমণচরণ ব্রহ্মচারী

(৩৬) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৩৭) গোরাবিহারী মঠ

দেবগাঁও, পোঃ [illegible], জেলা [illegible] (পাঞ্জাব) রক্ষক—শ্রীগোরাবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৩৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্বিকাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসম্বন্ধ তুর্যাশ্রমী

(৩৯) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল।

এখানে গৌর-মদনমোহনের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীবনগোপাল অধিকারী।

(৪০) ভারত-গৌড়ীয় মঠ

[illegible] মালাবরপুর, সি. পি

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিস্বরূপ গিরি

(৪১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ রায়পেট্টা মাদ্রাজ।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্বা-গিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীপাদ [illegible] ভক্তিবিকাশ

(৪২) বোম্বে-গৌড়ীয়-মঠ কার্য্যালয়

গ্রোন্টি রোড, চৌপাটি সিফেস, বাংলো নং ১, বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ দেবশর্মা মজুমদার।

(৪৩) অমরাবতী গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমরাবতী, মেদিনীপুর

রক্ষক— শ্রীবজেশ্বর দাস অধিকারী

(৪৪) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, আসাম।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী

(৪৫) পাটনা গৌড়ীয় মঠ

১০০ মিঠাপুর, পাটনা।

রক্ষক—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী বাগভূষণ

(৪৬) গয়া গৌড়ীয় মঠ

কিং লাইন, চাঁদ রোড, গয়া

রক্ষক —উপদেশক শ্রীসর্বেশ্বর রাগভূষণ

(৪৭) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠ বালেশ্বর

রক্ষক —শ্রীমনোবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয়

৩ গ্লাডষ্টোন হাউস, ক্লাইভ গার্ডেন্স, এল - ডাব্লু ৭, লণ্ডন

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন

(৪৯) বার্লিন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

Berlin W. 30

Eisenacher strasse 20 I.

(৫০) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

৩৫০ নং ডালহৌসী ষ্ট্রীট রেঙ্গুন।

৮

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম ও৪০ ক্ষন্দ ভক্ত পরায় ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ প্রেমবত ।৶০
২। অনুভাষ্য বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। অনু-ভাষ্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৮৲
৪। নবদ্বীপ-পঞ্জী ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৩—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪ ৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—১৲; ২য় খণ্ড ৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব—১৲
৮। সৎক্রিয়াসার—দীপিকা ও সংস্কার-
দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণবধর্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ৩৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্য বিচার ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষৎ ।০
১৮। প্রেম-প্রদীপ ।০
১৯। ভাগবতের কৃষ্ণমাধুর্য (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৶০
২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৶০
২২। ভজন-রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও
শ্রীনবদ্বীপশতক (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্তি-টীকা-সহ) ২৲
২৬। প্রকৃত কেবল মায়াবাদ ।০
২৭। বৃহদ্ভাগবতামৃত অনুবাদসহ সারার্থ ২৲
২৮। বেদান্তসূত্রের সারার্থ ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸
৩০। দীন-হীন দুঃখ ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৶০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দীপিকা ।০
৪০। শরণাগতি ৵০
৪১। গীতাবলী ৵০
৪২। চিত্রে নবদ্বীপ ।।০
৪৩। সাধনকণ ৵০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৵০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৵০
৪৬। অর্চনকণ ৵০
৪৭। মহাচার্যবাদঃ ৵০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। অর্চনকণ ৶১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (১ম খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মানমঞ্জরী (সারবাহ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয়
৫৫। শ্রুতস্তুতিব্যাখ্যা বা রায়রামানন্দপ্রণীত
৫৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন?
৫৭। উপদেশামৃত (অনুবাদসহ) ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ
৬০। সাধনবাণী ৵০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত সারঃ ।০
৬১। সিদ্ধান্ত-রত্নবলী টিপ্পনঃ ।০
৬২। সটিক নিত্যাচারসূত্রম্ ।০
৬৩। ভক্তিসন্দর্ভ ।০
৬৪। সংস্কার দীপিকা ৶০
৬৫। গৌড়ীয়মঠের পাঠ্যঃ ৵০
৬৬। মায়াবাদখণ্ডন ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৭। গীত গোবিন্দ ।০
৬৮। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ।০
৬৯। নামভজন ।০
৭০। বেদান্ত—ইটস মরফলজি এণ্ড অন্টোলজি ।০
৭১। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ৶০
৭২। লাইফ এণ্ড প্রিসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।০
৭৩। বৈষ্ণবীজম ।০
৭৪। বোম্বাই গৌড়ীয়মঠ উদ্বোধন ৵০
৭৫। দি ভাগবত ।০
৭৬। ইভোলিউশন অব কনসেপ্ট অব আবেদন ডিভোশন ।০
৭৭। ব্রহ্মসংহিতা ২।০
৭৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভঙ্গুর গৌরব) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৭৯। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ।০
৮০। সাধন-পথ ।০
৮১। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৮২। গীতাবলী ৵০
৮৩। শরণাগতি ৴

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৪। শরণাগতি ৴

তেলগু ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। জ্বরের প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর ও নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অবস্থায় সাধক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৸০ আনা, বড় বোতল ১৷০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং ভক্তাডিহি রোড, কলিকাতা।
অথবা
পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক দ্য লাবরেটরী কেমিক্যাল কোম্পানী

অভিনব আবিষ্কার

ফাউণ্টেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউণ্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট, ইহাতে নিব বা কাগজ কোন অনিষ্ট হয় না; সুন্দর ও অতি উজ্জ্বল। জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং ল্যাবরেটরী লেন, বাগবাজার কলিকাতা

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে বর্ণানুক্রমিক শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও
ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ ভক্তশাস্ত্রী এম, এস, বি, কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

যখন ব্যাধির প্রকোপ
চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়ে
তখন প্রচুর পরিমানে

রবিনসনের

'পেটেন্ট'

বার্লি

সেবন করুন

ইহাতে আপনি সুস্থ
থাকিবেন এবং আপ-
নার ডাক্তারের খরচ
বাঁচিয়া যাইবে

B.6

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'শ্রীনাক' মায়াপুর

দৈনিক

R.R. GC 1544

মৈত্রায়ণোপনিষদ্ ।
বড় অক্ষরে মূল ও অনুবাদসহ প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি উত্তম। ভিক্ষা ।০ মাত্র
শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

নদীয়াপ্রকাশ
THE
NADIA-PRAKASH

"গৌড়ীয়"
৭ম বর্ষ হইতে ১১শ বর্ষ পর্য্যন্ত প্রতি বর্ষ কাপড়ে বাঁধাই
ভিক্ষা ৩৷০ মাত্র।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ
বাগবাজার, কলিকাতা

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচার-নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১০ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৫ই আষাঢ়, বৃহস্পতিবার ১৩৪২, ২০শে জুন ১৯৩৫ [১৩তম সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

—:০:—

চীন সংবাদ
অবস্থার গুরুত্ব কমে নাই

উত্তর চীনে যে গুরুত্বপূর্ণ পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে, আজও তাহার কোন পরিবর্তন ঘটে নাই। জাপানের ২০০০ জন নূতন সৈন্য চীনের বিরোধীয় অঞ্চলে গিয়া পৌঁছিয়াছে। গত ১৫ই জুন জাপানী বিমানপোতগুলিকে পিকিং নগরীর উপরে উড়িয়া বেড়াইতে দেখা গিয়াছে। চীনের বিখ্যাত কাচারের অভ্যন্তরে সৈন্যবাহী ট্রেণগুলি খালি অবস্থায় দাঁড়াইয়া আছে। সেগুলি প্রস্তুত করিয়াই রাখা হইয়াছে। প্রয়োজন হইলেই চারি হাজার হইতে পাঁচ হাজার জাপানী সৈন্য লইয়া এই ট্রেণগুলি দক্ষিণদিকে যাত্রা করিতে পারিবে।

গুরুতর রাজনৈতিক আলোচনার কেন্দ্রস্থল বর্তমানে পিকিং হইতে নানকিংএ স্থানান্তরিত হইয়াছে। একটা মীমাংসা করিবার জন্য জাপানের সামরিক নেতারা হয়ত তথায় যাইতে পারেন।

চাহার প্রদেশের কলগান নামক স্থানে জাপানের গোয়েন্দা বিভাগের চারিজন লোককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। তথাকার প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের শাসনকর্ত্তাকে পদত্যাগ করিতে হইবে এবং চাহার প্রদেশ হইতে চীনা সৈন্য অপসারণ করিতে হইবে,—এই মর্ম্মে জাপানীরা দাবী উপস্থিত করিয়াছে।

———

বি-এ পরীক্ষায় মহিলার কৃতিত্ব

শ্রীযুক্ত এস সি নিয়োগী ব্যারিষ্টার মহাশয়ের কন্যা কুমারী প্রতিভা নিয়োগী এবার বি-এ পরীক্ষায় সংস্কৃত অনার্সে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ইনি বেথুন কলেজের ছাত্রী ছিলেন এবং সমস্ত পরীক্ষাতেই ইনি বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় কুমারী প্রতিভা নিয়োগী ২০৲ টাকার বৃত্তি লাভ করেন এবং আই এ পরীক্ষাতেও তিনি ২০৲ টাকার বৃত্তি পান। স্কুল ও কলেজে বরাবরই তিনি ছাত্রীদের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আসিয়াছেন এবং বিদ্যাসাগর পুরস্কার বেথুন পুরস্কার ও মোহিনীমোহন পুরস্কার পাইয়াছেন।

নিখিলভারত শিক্ষানীতির প্রয়োজন

প্রকাশ যে, শিক্ষা সম্পর্কিত কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা পরিষদটি পুনরুজ্জীবিত করার বিষয়ে ভারত সরকার মনোযোগী হইয়াছেন এবং কয়েক দিনের মধ্যেই এই সম্বন্ধে সরকারের সিদ্ধান্ত ঘোষিত হইবে।

স্মরণ থাকিবে যে, ১৯২১ সালে মণ্টেগু চেমসফোর্ড শাসনসংস্কার প্রবর্তিত হইবার সময় এই কেন্দ্রীয় পরিষদ গঠিত হইয়াছিল; কিন্তু দুই বৎসর পরে ইঞ্চকেপ রিট্রেঞ্চমেণ্ট কমিটির সুপারিশ অনুসারে তাহা উঠাইয়া দেওয়া হয়। সম্প্রতি নিখিল ভারত বিশ্ববিদ্যালয় সম্মেলন ভারতবর্ষে সুসমঞ্জস শিক্ষাবিস্তারের অভাবের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। সাইমন কমিশনের শিক্ষা সম্পর্কিত কমিটিও কেন্দ্রীয় পরিষদের পুনরুজ্জীবনের জন্য প্রবলভাবে সুপারিশ করিয়াছিলেন।

বৃটেনের সহিত জার্ম্মাণীর সমান অধিকার দাবী

নৌ-বহর সম্পর্কে জার্ম্মাণীর দাবীতে জাপানের মতামত কি ইতোপূর্বে বৃটিশ তাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল। গত ১৬ জুন লণ্ডনে উহার উত্তর প্রেরণ করা হইয়াছে। জার্ম্মাণীর দাবী এই যে, বৃটেনের যত টন মালবাহী রণতরী রাখিবার অধিকার থাকিবে জার্ম্মাণীকে তাহার শতকরা ৩৫ ভাগ মালবাহী রণতরী রাখিতে দিতে হইবে।

বে-সরকারী সংবাদে জানা যায় যে, জাপান এই দাবীতে কোন আপত্তি করে নাই। কিন্তু জাপান গ্রেট বৃটেনের সহিত সমান অধিকার পাইবার দাবীও ত্যাগ করে নাই।

বিমান চালনা শিক্ষার্থ বিলাত গমন
ভারতীয় যুবকগণের উত্তম

গত ১৪ই জুন সন্ধ্যাকালে বোম্বাই উড্ডয়ন সমিতির দুইজন সভ্য বিমানযোগে হেষ্টন বিমানবন্দরে পৌঁছিয়াছেন। খারাপ আবহাওয়ার জন্য ফ্রাঙ্কফোর্ট ও কলোন এর মধ্য পথে কয়েক ঘণ্টা দেরী হইলেও তাঁহারা ঠিক সময়ে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। সেপ্টেম্বর মাসের পূর্ব্বে ভারত-প্রত্যাগমনের তাঁহাদের কোন ইচ্ছা নাই।

"পূর্ব্ববঙ্গ ভাষা কোষ"

ঈশ্বর পাঠশালার প্রধান শিক্ষক ও প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত অবনীমোহন চক্রবর্ত্তী "পূর্ব্ববঙ্গ ভাষা কোষ" নামে পূর্ব্ববঙ্গীয় কথ্য ভাষার একখানা অভিধান প্রণয়নের শ্রমসাধ্য কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। এই বিষয়ে উৎসাহসম্পন্ন প্রত্যেকের সাহায্য ও সহযোগিতা তিনি প্রার্থনা করিয়াছেন।

ঝড়

গত রবিবার ঢাকা লোহার গাঁ অঞ্চলে খুব ঝড় বৃষ্টি ও বজ্রপাত হইয়াছে। কৃষ্ণপুর গ্রামে শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র দাসের বাড়ীর গোয়াল ঘরে একটী বজ্রপাত হইয়া একটী গরু মারা গিয়াছে। এবং তালপুর গ্রামের শ্রীযুক্ত লালমোহন সিংহ রায় মহাশয়ের ঘরের চালে বজ্রপাত হইয়াছে। সেই ঘরে সাত জন ছোট বড় ছেলেমেয়ে বেহুঁশ হইয়া যায় ও ঘরের ভিতর সকলে কয়েক মিনিট পর্য্যন্ত অজ্ঞান হইয়া থাকে।

———

পত্রিকা জগতে যুক্ত-প্রদেশের স্থান
১৯৩৩-৩৪ সালের সরকারী রিপোর্ট

যুক্ত প্রদেশের সরকারী রিপোর্টে ১৯৩৩-৩৪ সালে যুক্ত প্রদেশে যে সকল পত্রিকাদি বাহির হইয়াছে, তাহার একটী হিসাব দেওয়া হইয়াছে। যুক্ত প্রদেশে সাহিত্যচর্চা, উর্দ্দু ও হিন্দী প্রধানতঃ এই দুই ভাষাতেই হইয়া থাকে। ১৯৩৩-৩৪ সালে উর্দ্দু ভাষায় লিখিত সাময়িক পত্রিকার সংখ্যা ছিল ২৭৫, হিন্দীতে ছিল ২৩৩। সরকারী রিপোর্টের মতে পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা উক্ত বৎসরে সাময়িক পত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। নিম্নলিখিত স্থানগুলি হইতে নিম্নলিখিত সংখ্যক সাময়িক পত্র প্রকাশিত হইয়া থাকে:—

এলাহাবাদ	৯২
লক্ষ্ণৌ	৫৯
কাণপুর	৫৭
বারাণসী	৪৫
আগ্রা	৪৮
মীরাট	১০

অধিকাংশ পত্রিকার গ্রাহক সংখ্যা ৫ শতের মধ্যে সীমাবদ্ধ। উর্দ্দু ও ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত মাত্র এগারো খানি সাময়িক পত্রের কাটতি চার হাজারের অধিক।

প্রহারের ফলে মৃত্যু

কানপুর জেলার আকবরপুর পরগণার ভনতা গ্রামের অধিবাসী ঠাকুর প্রতাপ সিং একজন জমিদার তাহার কর্মচারী সাধু রামের বিরুদ্ধে কানপুরের অনুন্নত সেবক সঙ্ঘের জয়েন্ট সেক্রেটারী ঠাকুরদাস সিং এক মামলা দায়ের করিয়াছিলেন। উহার ফলে সাধু রামের পাঁচ ছয় মাস কঠোর কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে।

ফরিয়াদী পক্ষের বর্ণনা হইতে জানা যায়, গত ১৭ই ডিসেম্বর তারিখে উপরিউক্ত জমিদারের গুড়া আসিয়া এক চামারকে বলে যে, জমিদারের কাজ করিতে যাইতে হইবে। সেই সময় এক চামার অসুস্থ ছিল সে যাইতে অস্বীকার করে। তথাপি তাহাকে জোর করিয়া কাজে লইয়া যাওয়া হয়। তাহাকে জল টানিবার কোনার কাজে নিযুক্ত করা হয়। কিছু সময় কাজ করিবার পর অসুস্থ এই চামার অধিকতর অসুস্থ হইয়া পড়ে। এই অবস্থায় কাজ বন্ধ করিয়া সে মাটির উপর শুইয়া থাকে। এই সময় সাধু রাম আসিয়া তাহাকে গালিগালাজ করে। তাহাতেও কোন ফল না হওয়ায় সাধু রাম তাহাকে পাদুকা দ্বারা প্রহার করে। প্রহারের ফলে এই চামার অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া থাকে। সে এত দুর্বল হইয়াছিল যে, একাকী তাহার বাড়ী ফিরিবার ক্ষমতা ছিল না। এই অবস্থায় দুপুর পর্য্যন্ত ঘটনাস্থলে পড়িয়া থাকে। পরে অন্যান্য শ্রমিকেরা তাহাকে ধরিয়া তাহার বাড়ীতে দিয়া আসে।

এই চামারের আত্মীয় অমরু চামারের উপদেশ অনুসারে থানায় এজাহার দেওয়া হয়। এদিকে এই চামার শয্যাশায়ী হইয়া থাকে। তাহার নাক ও মুখ দিয়া রক্ত পড়িতেছিল, কয়েক দিন অসুখে ভুগিবার পর ৩০শে ডিসেম্বর তারিখে তাহার মৃত্যু হয়। কিন্তু পরীক্ষায় নাকি এমন কোন কিছুই প্রমাণিত হয় না, যাহাতে বলিতে পারা যায় যে, তাহার কোনও অস্বাভাবিক কারণে মৃত্যু ঘটিয়াছে। তাই পুলিশ এই বিষয়ে কোন তদন্ত করার প্রয়োজন মনে করে না।

এই অবস্থায় অনুন্নত সেবকসঙ্ঘের জয়েন্ট সেক্রেটারী এই মামলা উপস্থিত করেন। ফরিয়াদীপক্ষের কয়েকজন সাক্ষীর জবানবন্দীর পর আসামী তাহার অপরাধ অস্বীকার করে। আসামীপক্ষ হইতে দুইজন সাক্ষী উপস্থিত করা হয়।

শুনানীর পর প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ মোহন দয়াল এই মামলায় আসামীকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া দণ্ডবিধির ৩২৩ ধারা অনুসারে ৬ মাস কঠোর কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন।

মেয়র সম্বর্দ্ধনা

বঙ্গীয় সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী সঙ্ঘ হইতে কলিকাতার মেয়র মৌলবী এ কে ফজলুল হক এম এল এ মহোদয়কে অভিনন্দন উপলক্ষে গত বৃহস্পতিবার এলবার্ট হলে এক জনসভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে।

কলিকাতা কর্পোরেশনের সভ্য ডাঃ আর আহমেদ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে শ্রীযুক্তা নেলী সেন গুপ্তা, মিঃ জে সি গুপ্ত, মৃণালকান্তি বসু, শ্রীযুক্ত বসন্তলাল মুরারকা, ডাঃ এম এম বসু, ডাঃ অতুল সেন, শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার সরকার, শ্রীযুত ব্রজেন গুপ্ত, শ্রীযুত জ্ঞানেন্দ্রমোহন চৌধুরী, মিঃ এইচ কে সরকার সুধীন্দ্র চক্রবর্ত্তী এবং নৃপেন চৌধুরীর নাম উল্লেখযোগ্য।

সভারম্ভে মেয়র মহোদয় এবং সভাপতি মহাশয়কে যথোচিতভাবে পুষ্পমাল্যে ভূষিত করা হয়।

অতঃপর সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী সঙ্ঘের শ্রীযুত জ্ঞানেন্দ্রমোহন চৌধুরী সঙ্ঘের পক্ষ হইতে মেয়র মহোদয়কে একটি অভিনন্দন পাঠ করেন।

অভিনন্দনপত্রের উত্তরে মেয়র মহোদয় বলেন যে, বর্ত্তমানে ভারতের সবচেয়ে গুরুতর রাজনৈতিক সমস্যা হইতেছে হিন্দু মুসলমান ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের মিলন ও একযোগে জাতীয় কল্যাণ সাধনের চেষ্টা সম্ভব করা।

বাঙ্গলার সংক্রামক ব্যাধির হিসাব

গত ৮ই জুন যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহের বাঙ্গলার সংক্রামক ব্যাধির খতিয়ান নিম্নে প্রদত্ত হইল:

আলোচ্য সপ্তাহে কলেরায় মোট আক্রমণ ৮১১ ও মৃত্যু গত সপ্তাহে আক্রমণ ৮১৭ ও মৃত্যু ৩৬৩, গত বৎসরের এই সপ্তাহে আক্রমণ ৮৬০ ও মৃত্যু ৩৮৫। আলোচ্য সপ্তাহে বসন্তে মোট আক্রমণ ৫৪৮ ও মৃত্যু ১৬৭; গত সপ্তাহে আক্রমণ ৫১০

আক্রমণ ৩৩১ ও মৃত্যু ১০৩। আলোচ্য সপ্তাহে ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রমণ ১৭৫ ও মৃত্যু ১১; গত সপ্তাহে আক্রমণ ১১০ ও মৃত্যু ৪; গত বৎসরের এই সপ্তাহে আক্রমণ ২১ ও মৃত্যু ৯। আলোচ্য সপ্তাহে মেনেঞ্জাইটিস রোগে আক্রমণ ২২ ও মৃত্যু ৫; গত সপ্তাহে আক্রমণ ১৯ ও মৃত্যু ১২; গত বৎসরের এই সপ্তাহে আক্রমণ ৮ ও মৃত্যু ৬।

জিলাসমূহের মৃত্যুসংখ্যা

কলেরা:—বর্দ্ধমান ১১, বীরভূম ১০, বাঁকুড়া ৫২, মেদিনীপুর ৯, হুগলী ১২, হাওড়া ৪০, চব্বিশ পরগণা ৫৯, কলিকাতা ৪৬, নদীয়া ৫, মুর্শিদাবাদ ১৮, খুলনা ৫, পাবনা ১, কুচবিহার ৬, ঢাকা ১, ময়মনসিংহ ৫৭, ফরিদপুর ১, বাখরগঞ্জ ১১, চট্টগ্রাম ৮২, পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম ২, ত্রিপুরা ২৬, নোয়াখালী ১০ বসন্ত:—বর্দ্ধমান ১১, বীরভূম ৮, মেদিনীপুর ১৩, হুগলী ৫, হাওড়া ৬, চব্বিশ পরগণা ৮, কলিকাতা ৩০, মুর্শিদাবাদ ১৮, খুলনা ১, রাজসাহী ৪, দিনাজপুর ১০, জলপাইগুড়ি ২, বগুড়া ৫, পাবনা ৫ মালদহ ১৪, কুচবিহার ৯, ঢাকা ৭, ময়মনসিংহ ৪, ফরিদপুর ৩, বাখরগঞ্জ ৪, চট্টগ্রাম ১, ত্রিপুরা ২।

ইনফ্লুয়েঞ্জা—হুগলী ১, চব্বিশপরগণা ২ ও কলিকাতা ৮। অন্য কোন স্থান হইতে আর কোন মৃত্যুসংবাদ পাওয়া যায় নাই।

কালীকটে বৃহৎ সামুদ্রিক জন্তু ধৃত

গুরুবায়ুর ও [illegible] মধ্যবর্ত্তী চেটওয়ে গ্রামের একজন মাঝি এক বৃহদাকার সামুদ্রিক জন্তু ধরিয়াছে। উহার পেটের ভিতরে প্রায় একশত ছোট ছোট হাঙর পাওয়া গিয়াছে। উহাদের প্রত্যেকটির মূল্য প্রায় তিন আনা হইবে।

পকেটমারা ধৃত

পল্লীগ্রামেও পকেটকাটার উপদ্রব দেখা দিয়াছে। কদমা বাজারে জনৈক ভদ্রলোক বাজার করিতেছিল, সেই সময় একটা লোক তাহার ঘাড়ের উপর দিয়া হাত দিয়া উপর পকেট হইতে রুমালে বাঁধা নোট নিবার সময় হাতে হাতে ধৃত হয়। ধৃত লোকটি মুসলমান এবং তাহার বাড়ী অনেক দূরে। উহাকে টঙ্গীবাড়ী থানায় চালান দেওয়া হইয়াছে।

সত্যযুগের নারায়ণ প্রাপ্তি

ঢাকার বাবু রমণীকান্ত ঘোষ এসোসিয়েটেড প্রেসের প্রতিনিধির নিকট এক অদ্ভুত কাহিনী বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন যে গত ১৭ই মে রাত্রিতে নিদ্রিত অবস্থায় তাঁহার মনোজগতে এক পরিবর্ত্তন আরম্ভ হয়। মনে হইল, তিনি ঊর্দ্ধে অসীম নীলাকাশে ভাসিতেছেন এবং নিম্নে ঘোর কৃষ্ণবর্ণ উত্তাল তরঙ্গ বিক্ষোভিত নীলাম্বু বহিয়াছে। ঐ নীলাম্বুর তলদেশে করাল বদন সামুদ্রিক জন্তু বিচরণ করিতেছে। এই ভাবে অনন্ত জলরাশি পার হইয়া, অপর তীরে পৌঁছিবার পর পটকার গাঢ় অন্ধকারে ডুবিয়া গেল। কিয়ৎক্ষণের জন্য কিছুই আর দৃষ্টি গোচর হইল না। তারপর অকস্মাৎ "আমি এখানে আমাকে রক্ষা কর" এইরূপ চীৎকার শুনিতে পাইলেন। পরদিন প্রাতঃকালে নিয়মিত স্নান সমাপনান্তে সদ্য রোপিত বৃক্ষে জলসেচন করিবার বাসনা করেন। জলসেক করিয়া ঐ মূল বৃক্ষের তলদেশ খনন করিতে থাকিলে ৬ ইঞ্চি পরিমাণ মৃত্তিকা খনন করিবার পরেই একটী প্রস্তর নির্ম্মিত বিগ্রহ পাওয়া যায়। বিশেষ যত্ন সহকারে ধৌত করিয়া উহা তিনি রাখিয়া দেন।

আশ্চর্য্যের বিষয় যে ঐ মূর্ত্তি বিশেষ ভাবে লক্ষ করিতে থাকিলে, তিনি দেখিতে পান যে, উহা দেখিতে ঠিক জীবন্ত মানুষের মত। উহার দুইটী বাঁকা ভ্রূ ও নবনীত ঘাড় রহিয়াছে। অধিকতর নিকটে আনিয়া দৃষ্টি করিলে দেখা গেল যে, উহার রং গাঢ় লালবর্ণ এবং উহা ক্রমশঃ নীলাভায় পরিণত হইয়া পুনরায় সাদায় পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল।

অতঃপর তিনি স্থানীয় শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতদিগের পরামর্শ গ্রহণ করেন। তাঁহারা বলিলেন যে সত্য যুগের প্রভু নারায়ণের আবির্ভাব হইয়াছে।"

— —

কসাই ও সিপাহীতে দাঙ্গা

সম্প্রতি নোয়াখালী দত্তপাড়ায় স্থানীয় কসাই ও সৈনিকদের মধ্যে যে দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে তৎসম্পর্কে নোয়াখালীর সিনিয়র ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এ আর বসুর এজলাসে আলীপুরের উকীল মিঃ আমানত হক, মৌলবী আবদুল বারি, মৌলবী আনোয়ার উল্লা ও অপর তিনজন মুসলমানকে দাঙ্গা, পীড়া ও বে-আইনী জটলার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়। অদ্য উক্ত মামলার পুনরায় শুনানী আরম্ভ হইয়াছে।

এপর্য্যন্ত একজন হাবিলদার ও তিনজন সিপাহী সহ ১৩ জনের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইয়াছে। সাক্ষীগণ সকলেই আসামীদিগকে সনাক্ত করে এবং অধিকাংশ সাক্ষীই অভিযোগ সমর্থন করে। একমাত্র আবদার রহমান নামক একজন সাক্ষীকে পাব্লিক প্রসিকিউটর বিরুদ্ধবাদী বলিয়া ঘোষণা করেন। কারণ পুলিশের নিকট সে যে উক্তি করিয়াছে, আদালতে সে তাহার বিপরীত উক্তি করে। ম্যাজিষ্ট্রেটের সম্মতিক্রমে তাহাকে জেরা করা হয়।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, গত ২১শে এপ্রিল তিনজন সিপাহী, একজন হাবিলদার ও একজন এ্যাসিষ্ট্যান্ট সাবইন্সপেক্টর দত্তপাড়ায় দেওয়ানজীর হাটে গেলে একদল মুসলমান তাহাদিগকে তাড়া করিয়া মারপিট করে। জিলা বোর্ডের রাস্তার পার্শ্বে, উক্ত স্থানে গরু জবাই করা সম্পর্কে তাহারা কিছু দিন পূর্ব্বে আপত্তি করিয়াছিল বলিয়াই নাকি তাহারা সিপাহীদিগকে আক্রমণ করে। একজন সিপাহীকে বে-আইনীভাবে আটকও রাখা হইয়াছিল বলিয়া প্রকাশ। মামলায় পুলিশ তদন্তের পর ৭ জন মুসলমানের বিরুদ্ধে চার্জ্জশিট দাখিল করে। ছয় জনের বিরুদ্ধে মামলা চলিতেছে; একজন এখনও পলাতক আছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১০ম বর্ষ | ৪ বামন গৌরাব্দ ৪৪৯, ৫ই আষাঢ় বঙ্গাব্দ ১৩৪২, ২০শে জুন ইং ১৯৩৫ বৃহস্পতিবার | ২০৩ম সংখ্যা

আসামে প্রচার

গত ৮ই জুন বিজনী অভয়াপুরী রাজ-ষ্টেটের সুযোগ্য ম্যানেজার সাহেব আসাম সরভোগ শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণকে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারের জন্য নিমন্ত্রণ করেন। শ্রীমঠের রক্ষক 'ধর্ম্মভূষণ' শ্রীপাদ ভক্তি-বিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ ঐ দিবস বেলা ১টার সময় সরভোগ হইতে তথায় যাত্রা করেন। স্বামীজী মহারাজ সদলবলে বধাইগাঁও নামক ষ্টেশনে অবতরণ করিলে তাঁহাদিগকে সম্বর্দ্ধনা করিয়া সুসজ্জিত হস্তীপৃষ্ঠে লইয়া যাওয়া হয়। হস্তিপৃষ্ঠে ৩ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া প্রচারকগণ রাজধানীতে উপস্থিত হন। তথায় মহোপদেশক আচার্য্য পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ দাসাধিকারী সেবাতীর্থ ভক্তিশাস্ত্রী পূর্ব্বেই উপস্থিত হইয়াছিলেন।

৯ই জুন বিষ্ণুপুর, ধানা, ভাটিপাড়া, বৈটামারী, চকাবাজনী, সরভোগ, বাকশ-গণপাড়া, কলেয়া, বড়খোলা, গোয়ালপাড়া, তেজেলী প্রভৃতি নানা স্থান হইতে প্রায় ২০০ দুই শত ভক্ত আসিয়া বিরাট নগর-সঙ্কীর্ত্তনে যোগদান করেন। ৮ টার সময় এই সঙ্কীর্ত্তন নগর ভ্রমণে বহির্গত হয়। শঙ্খ, ঘণ্টা, করতাল, কাঁসর, মৃদঙ্গ প্রভৃতির সহিত ভক্তমণ্ডলীর সঙ্কীর্ত্তনধ্বনি যেন অম্বর ভেদ করিয়া চলিতেছিল। দেখিতে দেখিতে অসংখ্য সজ্জন এই সঙ্কীর্ত্তনে যোগদান করেন এবং শ্বেত, পীত, লোহিত, সবুজ প্রভৃতি নানা বর্ণের বিচিত্র পতাকা সকল উড়িতে থাকে। সমস্ত রাস্তা এবং পল্লী ঘুরিয়া বেলা ১২টার সময় সঙ্কীর্ত্তনমণ্ডলী প্রত্যাগমন করেন।

বেলা ২টার সময় স্থানীয় দেবীমন্দিরের নাটমন্দিরে একটী বক্তৃতা সভার আয়োজন হয়। চতুর্দ্দিক হইতে প্রায় ৮০০ আটশত লোক সভায় যোগদান করেন। প্রথমে শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ মহোদয় [illegible] শ্রীচৈতন্যদেবের অবতারত্ব সম্বন্ধে একটী সারগর্ভ বক্তৃতা করেন। পরে স্বামীজী মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্য-দেবের মত, বারাণসীতে শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্য ভবনে শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভুর নিকট যে সম্বন্ধজ্ঞানের কথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন সেই সম্বন্ধ-জ্ঞানের কথা, চারিসম্প্রদায়ের কথা ও মত, শ্রীচৈতন্যদেবের অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্ব কি? শ্রৌতপথ কি, আরোহবাদ ও অবরোহ-বাদের বৈশিষ্ট্য, গুরুতত্ত্ব কি? শ্রীগুরুর কি প্রভৃতি সম্বন্ধে প্রায় ১॥ দেড় ঘণ্টাকাল ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা করেন। উক্ত সভাতে শ্রীযুক্ত দুর্গাকুমার মুখোপাধ্যায়, বিজনী রাজ-ষ্টেটের হেডক্লার্ক মহোদয় শ্রীগৌড়ীয়মিশনের আচার্য্যপ্রবর শ্রীল প্রভুপাদের অযাচিত দানের কথা এবং আসামবাসিগণের প্রতি তাঁহার করুণার কথা বর্ণন করিয়া বক্তৃগণকে ধন্যবাদ প্রদান করেন।

সভায় উপস্থিত জনগণের মধ্যে নিম্ন-লিখিত ব্যক্তিগণের নাম বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য।

শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দত্ত বি-এ হেডমাষ্টার; শ্রীদীনেশ চন্দ্র রায় এ্যাকাউন্টেণ্ট; শ্রীদুর্গাকুমার মুখোপাধ্যায় হেডক্লার্ক; শ্রীসীতানাথ গাঙ্গুলী সাহেব; শ্রীহরনাথ পাঠক বি-এ; শ্রীযতীন্দ্র চন্দ্র মজুমদার; শ্রীসুধাংশু চন্দ্র মজুমদার; শ্রীললিতমোহন মজুমদার; শ্রীপ্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া ষ্টিমার মার্চ্চেণ্ট; কুমার [illegible] বাহাদুর দেব; শ্রী[illegible]চাঁদ দাস কন্ট্রাক্টর; মোহন পাঠক কন্ট্রাক্টর; শ্রীবংশীধর বড়ুয়া এম-এল-এ; শ্রীঅশ্বিনীকুমার চ্যাটার্জ্জী [illegible], শ্রীতারাপদ ব্যানার্জ্জী; শ্রীদুর্গাকুমার রায়, শ্রীতারকনাথ দাস, শ্রীরামশরণ রায় বাহাদুর নবীন; শ্রীঅনিল [illegible]; শ্রীনরেন্দ্র নারায়ণ সিংহ; কালীশরণ রায়; শ্রীমদনমোহন দাস; শ্রীমাধবচন্দ্র দাস কোর্টইন্সপেক্টর সাহেব; শ্রীকেশবচন্দ্র রায় কম্পাউণ্ডার; শ্রীগণেশ দাস কম্পাউণ্ডার; শ্রী[illegible] রায়; শ্রীদেবেন্দ্র নারায়ণ নিয়োগী মাষ্টার মহাশয়; শ্রীরজনীকান্ত দাস।

আসামে প্রচার

বিগত ১৩।৬।৩৫ তারিখে রায় সাহেব শ্রীযুক্ত বাবু কৈলাস বিহারী শরণ মহোদয়ের যত্নে ও চেষ্টায় আসাম দুর্গাবাড়ীতে সন্ধ্যা ৭-৩০টা হইতে এক বক্তৃতা সভার অধিবেশন হয়। উক্ত সভায় ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীপাদ শিবানন্দ ব্রহ্মচারী রামকৃষ্ণ 'ভাগবত-ধর্ম্ম' সম্বন্ধে দেড়ঘণ্টা কাল হিন্দীভাষায় বক্তৃতা করেন। বহু বিহারী বাঙ্গালী শিক্ষিত ভদ্রলোক উপস্থিত থাকিয়া বক্তৃতা-শ্রবণে পরমানন্দ প্রকাশ করেন। তন্মধ্যে নিম্ন-লিখিত ভদ্রলোকের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত সারদানাথ মিত্র, রিটায়ার্ড সিভিল সার্জ্জন; রায় সাহেব শ্রীযুক্ত কৈলাস বিহারী শরণ; এম, ডি, ও, শ্রীযুক্ত [illegible] দেব মহাশয়; সিনিয়ার ডেপুটি শ্রীযুক্ত [illegible] সিং; ডাক্তার শ্রীযুক্ত কিশোরী মোহন নাগ; ডাঃ সুধীর কুমার সেন, বাবু হেমেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জী।

গত ১৩।৬।৩৫ তারিখে রায় বাহাদুর সারদানাথ মিত্র রিটায়ার্ড সিভিল সার্জ্জন মহোদয়ের নিজ [illegible] সন্ধ্যা ৮টা হইতে ৯॥০ টা পর্য্যন্ত রামকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী [illegible] শ্রীল প্রভুপাদের [illegible] বর্ণন করেন। [illegible] শ্রবণ করিয়া [illegible] হইয়াছেন।

[illegible]তে প্রচার

গত ১৪।৬।৩৫ তারিখে [illegible] মহোপদেশক [illegible] শ্রীপাদ [illegible] প্রভু [illegible]। তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদের আদেশে মহোপদেশক শ্রীপাদ [illegible] ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ [illegible] ও মহোপদেশক আচার্য্য শ্রীপাদ [illegible] ভক্তিশাস্ত্রী বি-এল [illegible] বেলা ১০-৩০ [illegible] প্রচার [illegible] এবং রাত্রি [illegible] সময় শ্রীপাদ [illegible] মহারাজের [illegible] হন। [illegible] শ্রীপাদ [illegible] মহারাজ মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ [illegible] ব্রহ্মচারী [illegible] প্রচার করিতেছেন।

ঐ দিন সন্ধ্যাকালে শ্রীপাদ [illegible] মহাশয় [illegible] ব্যক্তিগণের নিকট [illegible] শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা-কথা কীর্ত্তন করেন। স্থানীয় [illegible]। তাঁহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর অলৌকিক চরিত-কথা শ্রবণে বিশেষ প্রীত ও উপকৃত হইয়াছেন।

কৃষ্ণ আমায় পালে, রাখে' জান সর্ব্বকাল। আত্মনিবেদন দৈন্যে ঘুচাও জঞ্জাল॥

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

বামন আদি কাহ্নগোষ্ঠী ৪৪৯

তর্ক ও বিশ্বাস

আমরা বলিতে পাই —"বিশ্বাসে মিলয়ে বস্তু তর্কে বহুদূর।" এই বস্তু প্রাকৃতিক কোনও জিনিষ নহে, পরমার্থ বা ভগবানই সেই বস্তু। তাহা বিশ্বাসে লাভ করা যায় তর্কে নহে। এই বাক্যের অর্থ করিয়া কেহ কেহ বলেন যে, কাষ্ঠ-পাথরাদিকে ভগবদ্বস্তু বলিয়া বিশ্বাস করিলে তাহাই ভগবান্ হইয়া যায়। এই ধারণাও সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মিকা। জড় পদার্থ - চেতন নহে। সুতরাং কাষ্ঠ-পাথরাদির পক্ষে বিভুচিৎ ভগবান্ হওয়া কখনও সম্ভবপর নহে। তবে ঐ বাক্যের মর্ম্ম কি?

বিশ্বাস ব্যতীত শুধু তর্ক সাহায্যে বিষয় নির্ণয়কে 'তর্ক' বলা যাইতে পারে। এই নির্ণয়কার্য্যের মধ্যে ইন্দ্রিয়জ্ঞান অপূর্ণ ও দোষযুক্ত (defective)। আমি চিন্তা করিয়া যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম, আমা অপেক্ষা কম অথবা আমার সমান বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি তাহা স্বীকার করিয়া লইতে পারেন, কিন্তু যাঁহার বুদ্ধিমত্তা আমা অপেক্ষা অধিক, আমার সিদ্ধান্ত তিনি অনায়াসে উড়াইয়া দিতে পারেন। তাঁহা অপেক্ষা অধিক বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির সিদ্ধান্তে আবার তাঁহার সিদ্ধান্ত উপেক্ষিত হইতে পারে। বিচারালয়ে আমরা দেখিতে পাই, একই ঘটনা অবলম্বন করিয়া বিরুদ্ধপক্ষীয় চৌকস ব্যবহারজীবী পরস্পর বিরোধী যে সওয়াল জবাব (Argument) করেন, তাহার কোনটী অসত্য তাহা নির্ণয় করা সহজসাধ্য নহে। প্রাকৃত সম্বন্ধে জগতের বিষয় লইয়াই যদি এই প্রকার অসুবিধায় পড়িতে হয়, তাহা হইলে এই দুরবগাহ পরমার্থের, যে জগৎ আমাদের বর্তমান ইন্দ্রিয়জ্ঞানের গোচরীভূত নহে, কোটি চেষ্টাতেও আমাদের ইন্দ্রিয়সমূহ যে রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারে না, সেই জগৎ সম্বন্ধে কিপ্রকারে প্রকৃত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়? এতসকল বিষয় আলোচনা করিলে স্পষ্টই বুঝা যাইবে যে, আমাদের মস্তিষ্ক যতই উর্ব্বর হউক না কেন, তাহার চেষ্টায় পরতত্ত্বের সন্ধান পাওয়া কখনই সম্ভবপর নহে। 'তর্কে বহুদূর' অর্থে ইহাই বুঝায় যে, পরতত্ত্ব তর্ক হইতে এত দূরে যে, তর্ক তাহা লাভে সমর্থ নহে।

তর্কের সাহায্যে পরতত্ত্ব লাভ করিবার প্রয়াসে কিপ্রকার বিড়ম্বনাগ্রস্ত হইতে হয় তাহা একটী দৃষ্টান্তদ্বারা পরিস্ফুট করিতে প্রয়াস পাইতেছি। আরবদেশে আম হয় না। তথাকার এক ব্যক্তি ভারতে আম আস্বাদনের সুযোগ পাইয়াছিল। সে দেশে যাইয়া আমের অতিশয় সুখ্যাতি করিতে লাগিল। তাহাতে একটী বালক আমের আস্বাদন কিপ্রকার তাহা জানিবার জন্য বড়ই কৌতূহলাবিষ্ট হইল। শাস্ত্র অন্ধ-বিশ্বাসী অপর এক ব্যক্তি পুস্তকে পড়িয়াছিল যে আম অম্ল যুক্ত এবং মধুর; লোকটী বড় কৌতুক-প্রিয়। সে বলিল— "আমের স্বাদ কিপ্রকার তাহা আমি তোমাকে জানাইতেছি। তজ্জন্য তোমাকে কিছু খরচ করিতে হইবে না। ঠিক আস্বাদনই পাইবে কিছু তেঁতুল ও গুড় লইয়া আইস।" ঐ জিনিষগুলি আনা হইলে সে বলিল—"তেঁতুল ও গুড় একসঙ্গে মিশ্রণ কর এবং আমার দাড়িতে লাগাও।" লাগান হইলে বলিল— "এখন আমার দাড়ি চাটিতে থাক, তাহা হইলেই আমের আস্বাদন পাইবে।" বালকটী তাহাই করিল এবং আম খাইলাম বলিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। চতুর্দ্দিকে কথাটা ছড়াইয়া পড়িল। তাহার গণ্ডগোল শুনিয়া প্রত্যক্ষদর্শী বলিল— "ওরে বোকা বালক, আমের স্বাদ ঐ প্রকারের নহে।" এই কথা শুনিয়াই শাস্ত্র-অন্ধ-বিশ্বাসী লোকটী পুঁথির পাতা দেখাইয়া বলিল—"আমি বহুগ্রন্থ পড়িয়াছি, আম অম্লমধুর ও কটুমধুর, সুতরাং আম ঐপ্রকার না হইয়া পারে না।" এই বলিয়া সে প্রত্যক্ষদর্শীর সহিত ভীষণ তর্ক-যুদ্ধ আরম্ভ করিল। কিন্তু তর্কের ফলে যে লোকটী আমের আস্বাদন পায় নাই তাহার সংশয় দূরিতে পারেন।

পাশ্চাত্য কৃষক যখন ভারতে আসিবার সুযোগ পায় নাই, তখন সেই স্থানে জনরব ছিল যে ভারত স্বর্ণময়, ভারতের নদী তীরের বালুকারাশিও স্বর্ণচূর্ণ। পরবর্ত্তি-কালে নাবিকগণ এদেশে আসিয়া যখন প্রকৃত অবস্থা দেখিয়া গেল এবং প্রকৃত ঘটনা বলিল, তখনও আবদ্ধচিত্ত সম্প্রদায় তাহা বিশ্বাস করিতে চাহে নাই, কিম্বদন্তীর উপরে তর্ক করিয়াছে। কিন্তু তর্কের ফলে সত্যে উপনীত হইতে পারে নাই।

পূর্ব্বোল্লিখিত ঘটনা দুইটিতে প্রত্যক্ষ দর্শনের কথা বলা হইয়াছে। পরমার্থ সম্বন্ধেও প্রত্যক্ষ দর্শন আছে, তাহা ইহ জগতের ন্যায় প্রত্যক্ষদর্শন নহে। ইন্দ্রিয়-নিচয়ের অপটুতা নিবন্ধন ইহজগতে আমরা যাহা প্রত্যক্ষ ঘটনা বলিয়া বর্ণন করি, তাহার মধ্যেও যথেষ্ট ভ্রান্তি থাকিয়া যায়। অন্যমনস্ক থাকিলে চক্ষুর সম্মুখ দিয়া একটি গরু চলিয়া গেলেও তাহা আমাদের দর্শনের বিষয় হয় না; তাই কেহ তৎসম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে বলি—আমি দেখি নাই। এক স্থানে দাঁড়াইয়া দূর হইতে একটি জিনিষই পাঁচ জনে দেখিলে পাঁচ জনের বর্ণন পৃথক্ পৃথক্ হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য, দৃষ্টিশক্তির যাঁহার যেমন ক্ষমতা, তিনি সেইরূপই বর্ণন করেন। শুধু চক্ষু নহে—আমাদের কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা এবং ত্বকেরও ঐ প্রকার অপটুতা আছে। অক্ষ-শব্দে ইন্দ্রিয় বুঝায়। ইন্দ্রিয়ের গোচরীভূত বা গ্রাহ্য হইলেই তাহা প্রত্যক্ষ। ইহ জগতের প্রত্যক্ষ-দর্শনের দোষতা প্রদর্শিত হইল। এই সকল ইন্দ্রিয় স্ব-স্ব চেষ্টায় ভগবান্‌কে জানিতে পারে না। পরমার্থ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ বলিতে ভগবান্ যে কৃপাপূর্ব্বক সেবাগ্রহণার্থ সদ্গুরুর পাদপদ্মে দীক্ষা-প্রাপ্ত জনগণের সেবোন্মুখ চিদিন্দ্রিয়-নিচয়ের সম্মুখীন হইয়া থাকেন, তদর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। এই প্রত্যক্ষ - সেবোন্মুখ চিদিন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষ, ভগবৎ-বিমুখ অচিদিন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষ নহে।

চিদ্দর্শনে মুক্তপুরুষগণ ভক্তসঙ্গে সচ্চিদানন্দের যে প্রাকট্য দর্শন করেন, তাঁহার যে কোটি-কন্দর্প-বিনিন্দিত রূপ ভক্তদের সেবাবৃত্তির গোচরীভূত হয়, তাঁহার যে বিলাস-বিচিত্রতা ভক্ত-সেবকের সেবা চমৎকারিতায় প্রকাশিত হইয়া থাকে, তাহা গুরুপরম্পরায় ইহজগতে প্রকটিত ও প্রকাশিত হইয়া থাকে। গোলোক-বৈকুণ্ঠের সেবাবৃত্ত-ভক্তগণের মধ্যে যাঁহারা ইহজগতে কৃপাপূর্ব্বক আগমন করেন, তাঁহারা মর্ত্ত্যজীব নহেন—ভগবৎ-পার্ষদ। ইহ জগতের মায়া-নির্ম্মিত আবরণ আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে অবস্থিত বলিয়া আমরা তাঁহাদের স্বরূপ জানিতে পারি না। কিন্তু অকৃত্রিম-সুকৃতি-সম্পন্ন জনগণের চিত্ত স্বতঃই তাঁহাতে আকৃষ্ট হইয়া থাকে। এই সৌভাগ্যবান জনগণ তাঁহাদের বাণীতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া অচিরেই পরতত্ত্ব লাভে সমর্থ হন। ইহাই "বিশ্বাসে মিলয়ে বস্তু"।

অপ্রাকৃত প্রত্যক্ষদর্শীগণের কৃপা ব্যতীত প্রত্যক্ষ সাহায্যে পরতত্ত্ব জানা যায় না। পূর্ব্বোক্ত উদাহরণে যে লোকটী আমের আস্বাদন পাইয়াছিল, সে যেমন যাহা আমের আস্বাদন নহে তাহা বলিয়া দিতে পারিয়াছিল, সেই প্রকার অপ্রাকৃত প্রত্যক্ষদর্শীগণ যাহা পরমার্থ-সম্বন্ধীয় প্রকৃত সিদ্ধান্ত নহে তাহা অনায়াসে বলিয়া দিতে পারেন। আবার আমের আস্বাদন যেমন যিনি আস্বাদন করিয়াছেন তিনিই বলিতে পারেন, সেইপ্রকার বৈকুণ্ঠের অধিবাসী মুক্ত মহাপুরুষগণই বৈকুণ্ঠের স্বরূপ বর্ণন করিতে পারেন। মুক্ত মহাপুরুষগণকর্তৃকই শাস্ত্রাদি লিপিবদ্ধ হইয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু সেই শাস্ত্রের কৃপা প্রার্থনা না করিয়া শাস্ত্রকে ব্যক্তিজ্ঞানের অধীন করিতে গেলেই অসুবিধায় পড়িতে হইবে—ভক্তগণ হইতে হইবে। এইজন্য মহাজনগণের নিকট শাস্ত্র অধ্যয়নের বিধি। কারণ, শাস্ত্রের মর্ম্ম তাঁহাদের হৃদয়ে প্রকাশিত বলিয়া তাঁহারা সহজেই তাহার প্রকৃত মর্ম্ম-বর্ণনে সমর্থ। প্রশ্ন হইতে পারে, যুক্তি ও তর্কের বলে যদি পরমার্থ লাভ না হইতে পারে, তাহা হইলে শ্রীমদ্ শঙ্করাচার্য্য, শ্রীপাদ বিষ্ণুস্বামী, শ্রীপাদ রামানুজ, শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু প্রমুখ আচার্য্যগণ তাঁহাদের বিচারে এত যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন কেন? উত্তর—ইহাতে তাঁহাদের কৃপাদৃষ্টাই প্রদর্শিত হইয়াছে। আমরা যুক্তি তর্ক ব্যতীত কিছুই স্বীকার করিতে চাহি না। তাঁহাদের যুক্তির নিকট আমাদের যুক্তি পরাজয় স্বীকার করিবেই; এই প্রকারে তাঁহাদের আনুগত্য করিলেও আমাদের মঙ্গল হইবে। 'তর্ক' বিচার কেহ যেন এক মনে না করেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে অক্ষেন্দ্রিয়-সাহায্যে যুক্তিজালবিস্তারই 'তর্ক'; সেবোন্মুখতার সহিত পরতত্ত্বের উৎকর্ষের অনুশীলনই বিচার। এই বিচারের ভিত্তি - মুক্তপুরুষে বিশ্বাস। বিচার সম্বন্ধে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী বলেন,—

"চৈতন্যচরণে করহ বিচার।
বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার॥"

ন'দের গোপাল

(২)

ব্রাহ্মণগণের অভিযোগ

শুন শুন ওহে মিশ্র পরম বান্ধব।
তোমার পুত্রের অপরাধ কহি সব॥
কালমতে করিতে না পারি গঙ্গাস্নান।
কেহ বোলে,—'জল দিয়া কাণে মোর খান'॥
আরো বোলে,—কারে খান কয়, এই দেখ।
কলিযুগে 'নারায়ণ' মূর্ত্তি পরতেখ॥
কেহ বোলে,—মোর শিব-লিঙ্গ করে চুরি।
কেহ বোলে—মোর লই' পলায় উত্তরী॥
কেহ বোলে—পুষ্প, দূর্ব্বা, নৈবেদ্য, চন্দন।
বিষ্ণু পূজিবারে সজ্জা, বিষ্ণুর আসন॥
আমি করি স্নান তেথা বৈসে সে আসনে।
সব খাই' পরি' তবে করে পলায়নে॥
আরো বোলে,—তুমি কেন দুঃখ ভাব মনে।
যাঁর লাগি' কৈলে সেই খাইলা আপনে॥
কেহ বোলে,—সন্ধ্যা করি জলেতে নামিয়া।
ডুব দিয়া লৈয়া যায় চরণে ধরিয়া॥
কেহ বোলে,—আমার না রহে সাজি ধুতি।
কেহ বোলে—আমার চোরায় গীতা পুঁথি॥
কেহ বোলে,—পুত্র অতি বালক আমার।
কর্ণে জল দিয়া তারে কাঁদায় অপার॥

কেহ বোলে,—মোর পৃষ্ঠে দিয়া কাঁধে চড়ে।
'মুঞি রে মহেশ' বলি' ঝাঁপ দিয়া পড়ে॥
কেহ বোলে, বৈসে মোর পূজার আসনে।
নৈবেদ্য খাইয়া বিষ্ণু পূজয়ে আপনে॥
স্নান করি' উঠিলে বালুকা দেয় অঙ্গে।
যতেক চপল শিশু সেই তাঁর সঙ্গে॥
স্ত্রীবাসে পুরুষবাসে করয়ে বদল।
পরিবার বেলা সব লজ্জায় বিকল॥
পরম বান্ধব তুমি মিশ্র জগন্নাথ।
নিত্য এই মত করে কহিনু তোমাত॥
দুই প্রহরেও নাহি উঠে জল হৈতে।
দেহ বা তাহার ভাল থাকিবে কেমতে॥
(* চৈতন্যভাগবত)

—ইত্যাদি অসংখ্য অভিযোগ চপল নিমাইর নামে উত্থাপন করিয়া ব্রাহ্মণগণ বিচারার্থ মিশ্রপুরন্দরের মুখ চাহিয়া আছেন। এহেন সময়ে ক্রোধান্বিতা বালা-পুরবাসিনী গঙ্গাস্নাননিরতা ব্রাহ্মণতনয়াগণ আসিয়া শ্রীশচীমাতার সমীপে অভিযোগ উত্থাপনপ্রসঙ্গে বলিতে লাগিলেন।

বালিকাগণের অভিযোগ

"শুন ঠাকুরাণী নিজ-পুত্রের করম।
বসন করয়ে চুরি বোলে অতি মন্দ।
উত্তর করিলে জল দেয়, করে দ্বন্দ্ব॥
ব্রত করিবারে যত আনি ফুলফল।
ছড়াইয়া ফেলে বল করিয়া সকল॥
স্নান করি' উঠিলে বালুকা দেয় অঙ্গে।
যতেক চপল শিশু সেই তার সঙ্গে॥
অলক্ষিতে আসি' কর্ণে বোলে বড় বোল।
কেহ বোলে,—মোর মুখে দিলেক কুল্লোল।
ওকড়ার বিচি দেয় কেশের ভিতরে।
কেহ বোলে,—মোরে চাহে বিভা করিবারে॥
প্রতিদিন এই মত করে ব্যবহার।
তোমার নিমাই কিবা রাজার কুমার?
পূর্ব্বে শুনিলাম যেন নন্দের কুমার।
সেই মত সব করে নিমাই তোমার॥
দুষিবে বাপ মায়েরে বলিব যেই দিনে।
তখনে কোন্দল হবে তোমা সনে॥
নিবারণ কর ঝাট আপন ছাওয়াল।
নদীয়ায় হেন কর্ম কভু নহে ভাল॥

অভিযোগের প্রাচুর্য্যে শচীমাতা ব্যতিব্যস্ত। শচী দেবী নিমাই ঘরে আসিলে তাহাকে যথোচিত শাসাইবেন বলিয়া সকলকে সান্ত্বনা দান করিতে লাগিলেন। এই যে এত সব অভিযোগ বা বিকারি গৌরগোপালের নামে হইতেছিল ইহার মধ্যেও কিন্তু একটি চমৎকার ব্যাপার অনুস্যূত ছিল। যদিও সকলে নিমাইএর চাঞ্চল্যে ব্যস্ত ব্যগ্রা, গঙ্গাস্নানাদি সোপাঙ্গিকভাবে করিতে পারিতেন না, তথাপি কেহই কিন্তু নিমাইকে অন্তরে অন্তরে অতীব প্রীতি-প্রদর্শন না করিয়া পারিতেন না; যেহেতু সেই গোপালই ত্রিজগজ্জনাকর্ষী রূপের গোপাল। মিশ্র পুরন্দর পুত্রের এইরূপ দুরাচারের কথা শ্রবণ করিয়া তর্জন গর্জ্জন করিতে করিতে পুত্রশাসনমানসে গঙ্গা-তীরাভিমুখে চলিলেন। সর্ব্বজ্ঞশিরোমণি গৌরগোপাল ইহা অবগত হইয়াও গঙ্গায় বালকগণের সহিত বিবিধ জলক্রীড়ায় রত রহিলেন। এদিকে অভিযোগকারিণী বালাপুরললনাগণ, জগন্নাথ মিশ্র নিমাইকে শাস্তিপ্রদানার্থ গঙ্গা-তীরাভিমুখে আসিতেছেন দেখিয়া পাছে জগন্নাথ মিশ্র তাহাদের প্রিয়-তম নদীয়া-নগরের কোমল শিশুকে প্রহারাদির দ্বারা তাহাকে ব্যথিত করেন, সেই ভয়ে নিমাইকে সত্বর পলায়নের উপদেশ প্রদান করিলেন এবং অদূরে আগুয়ানে মিশ্রবরকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া নিজেরাও পলায়নোন্মুখী হইলেন।

চতুশ্চূড়ামণি গৌরসুন্দর সব অভি-যোগই মিথ্যা-প্রতিপাদনার্থ স্বীয় জলক্রীড়ার প্রিয়সাথীগণকে "অদ্য নিমাই গঙ্গাস্নানে আইসে নাই, তাহারা নিমাইর প্রতীক্ষায় আছে" ইত্যাদি কথা জগন্নাথ মিশ্র তাহার কথা জিজ্ঞাসা করিলে বলিতে হইবে বলিয়া পরামর্শ দিয়া অন্য পথে স্বগৃহে উপস্থিত হইলেন। জগন্নাথ মিশ্র গঙ্গার ঘাটে উপস্থিত হইয়া পুত্রকে শিশুগণ মধ্যে দেখিতে না পাইয়া নিমাই কোথায় জিজ্ঞাসা করিলেন। শিশুগণ নিমাইর শিক্ষায় সুশিক্ষিত সুতরাং তাহারা যথাযথ উত্তর প্রদান করতঃ জগন্নাথ মিশ্রকে "নিমাই অদ্য গঙ্গাস্নানে আইসে নাই এবং আমরা তাহার অপেক্ষা করিতেছি" ইত্যাদি কথা জানাইল। অভিযোগকারী ব্রাহ্মণগণ ব্যাপার বুঝিয়া জগন্নাথমিশ্রকে সকৌতুকে বলিতে লাগিলেন যে, নিমাই ভীত হইয়া ঘরে পলাইয়া গিয়াছে। অদ্য তাহাকে ক্ষমা করা হউক, দ্বিতীয়বার ঐরূপ করিলে যেন তাহাকে শাসন করা হয় বলিয়া সকলে জগন্নাথ মিশ্রকে মন্ত্রণা প্রদান করতঃ তাঁহার ভাগ্যের প্রশংসা করিতে করিতে গৌরগুণাবলী কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

তুমি সে গোবিন্দ সত্য প্রভুর চরণ।
তাঁর মহাভাগ্য,—যাঁর এহেন নন্দন॥
কোটী অপরাধ যদি বিশ্বম্ভর করে।
তবু তাঁরে থুইবাঙ হৃদয় উপরে

সার্ব্বজ্ঞ পড়ুয়া নিমাই কালিমাখা-অঙ্গে অপর পথে শচীমাতার পাশে উপস্থিত হইয়া স্নানার্থ তৈল প্রার্থনা করিলেন। শচীমাতা অবাক্! নিমাইর শরীরে স্নানের চিহ্ন ত কিছুই লক্ষিত হইতেছে না! লিখন-কালির বিন্দু সব অঙ্গে অবিকল লাগিয়া রহিয়াছে। তবে কি সব অভিযোগই মিথ্যা। এমন সময়ে জগন্নাথ মিশ্র পুনঃ উপস্থিত হইলেন। জগন্নাথ মিশ্র নিমাইকে তাহার অপব্যবহারের কথা বলিয়া তিরস্কার করিতে লাগিলেন। নিমাই তখন সক্রোধে 'আমি অদ্য গঙ্গাস্নানে যাই নাই' বলিয়া শপথ করিতে লাগিলেন এবং তাহার নামে লোকে এইরূপ মিথ্যা অভিযোগ করিলে তিনি সত্য সত্যই ঐরূপ অত্যাচার করিবেন বলিয়া ভয় দেখাইতে লাগিলেন। এইরূপে নদের গোপালের অনন্তলীলা তৎকালে নদীয়ার প্রত্যহ সংঘটিত হইত। শ্রীচৈতন্যভাগবত-প্রণেতা চৈতন্যলীলা বর্ণন করিতে গিয়া বলিয়াছেন।

এ সব লীলার কভু নাহি পরিচ্ছেদ।
আবির্ভাব তিরোভাব এইমাত্র বেদ॥
চৈতন্যকথার আদি অন্ত নাহি দেখি।
তাঁহার কৃপায় যে বোলান, তাহা লিখি॥

* * *

পরম চপল, নদের গোপাল,
গেলেন বাবের সদনে।
তিরস্কারে ভীতরবে
পলায় ছুটে সঘনে॥
(সেই)
জগন্নাথ আর শচীমাতার
পদে করি নমস্কার॥
মায়াপুরে, মাধবারে,
তথা বাস করিবার॥

—শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

দিল্লীতে প্রচার

দিল্লীগৌড়ীয়মঠ-রক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসর্ব্বস্ব তুর্য্যাশ্রমী মহারাজ গত ২৯শে যে রবিবার লেডি সরকারের নিকট (ল মেম্বর সার এন্ এন্ সরকারের স্ত্রী) প্রায় ২ ঘণ্টাকাল শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর প্রচারিত অমল প্রেমধর্ম্মের কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন।

নিত্যকল্যাণ লাভ বিষয়ে পরাঙ্মুখ বা অবহেলাকেই প্রণালীবিষয়ে বলিতে গিয়া স্বামীজী প্রথমে বলেন,—পরমার্থ বা অপ্রাকৃত বিষয়জ্ঞান লাভ করিবার পক্ষে শ্রুতি বা শ্রৌতপথই একমাত্র আমাদের অবলম্বনীয়। গঙ্গাজলের প্রয়োজন হইলে যেমন গঙ্গোত্রী যে ধারায় বা যে খাতে প্রবাহিত হইয়াছেন সেই খাত হইতেই তাহা সংগ্রহ করিতে হইবে, সমদর্শনশীল অন্য জলধারা হইতে গঙ্গাজল লাভ হইবে না সেইপ্রকার জীবের নিত্য-কল্যাণময় আত্মধর্ম্ম—চেতনধর্ম্মের কথাও শ্রৌতপারম্পর্য্যে যে খাতে নামিয়া আসিয়াছে সেই সাধুগুরুরূপ খাত হইতেই শ্রুতিমূলে সংগ্রহ করিতে হইবে; অন্যত্র হইতে নহে। যেমন গঙ্গাজল যে কোন পাত্রের মধ্য দিয়া আসিলেও তাহার ব্রহ্মদ্রবত্ব গুণের হানি হয় না। সেই প্রকার অপ্রাকৃত বাণীসমূহও যে কোন মুখে উদ্ভূত মহাজনের হৃদয়ে প্রকাশিত হইতে পারেন, তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। তবে মহাজন হওয়া প্রয়োজন—মূল খাতের সহিত যোগযুক্ত থাকা প্রয়োজন। শাস্ত্র বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির মধ্যে মাত্র দ্বাদশজনকে মহাজন বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন; আর যাঁহারা এই দ্বাদশজন মহাজনের পথের অনুসরণ করিয়াছেন তাঁহারাও 'মহাজন'-নামে খ্যাত, বাহিরের বিচারে বা জাগতিক বিচারে শাস্ত্রীয় আলোচনায় বিশেষ অভিজ্ঞতা থাকিলেও বা পারদর্শী হইলেও তিনি যদি সম্যগ্‌ভাবে মহাজনগণের পন্থা অনুসরণকারী না হ'ন তাহা হইলে সেই ব্যক্তির হৃদয়ে সত্যবস্তুর আবির্ভাব হয় না, সুতরাং সেই প্রকার ব্যক্তির সঙ্গ দ্বারা আমাদের প্রকৃত মঙ্গল লাভ হয় না। ঐ প্রকার প্রকৃত সাধু জগতে অতি বিরল; বহু ভাগ্যফলে ঐ প্রকার সাধুর সঙ্গ জীবের লাভ হওয়া থাকে। যাঁহারা বাস্তবিকই সত্যানুসন্ধিৎসু তাঁহার নিকট ভগবান্ সাধুরূপে অবতীর্ণ হন; আর যাঁহারা বাহিরে শুধু ভক্তির ভান দেখাইলেও অন্তরে হৃদয় বাসনা-পরিপূর্ণ রাখেন, তাঁহাদের ভাগ্যে বঞ্চক গুরুই লাভ হইয়া থাকে।

লেডি সরকার—মুক্তি কাহাকে বলে? শুনিয়াছি, ভক্তগণ নাকি মুক্তিও প্রার্থনা করেন না।

স্বামীজী—জীবের স্বরূপে অবস্থিতির নামই মুক্তি। তবে ঐ সব লোকদিগের মুক্তির যে ধারণা তাহা শুদ্ধভক্তগণের কাম্য নহে। সে মুক্তি পাঁচ প্রকার—সালোক্য বা বৈকুণ্ঠ-বাস, সার্ষ্টি—বিষ্ণুর প্রায় সমান ঐশ্বর্য্য, সামীপ্য—বিষ্ণুর অতিশয় নিকটে বাসের ইচ্ছা, সারূপ্য—বিষ্ণুর ন্যায় চতুর্ভুজত্ব লাভ, সাযুজ্য—বিষ্ণুর সহিত এক হইয়া যাওয়া। এই পাঁচ প্রকার মুক্তির মধ্যে কোনটিতেই অহৈতুকী'র কোন কথা নাই। প্রত্যেকটিতেই নিজের সুখের বাঞ্ছা অনুস্যূত রহিয়াছে। সর্ব্বতোভাবে উপাস্যের তৃপ্তিবিধানের কথা নাই, সেই জন্যই শুদ্ধ ভক্তগণ এই মুক্তি প্রার্থনা ত করেনই না, পরন্তু ভগবান্ দিতে গেলেও তাহা তাঁহারা গ্রহণ করেন না। ভক্তগণ ভগবান্‌কে এতটা ভাল বাসেন। আর পঞ্চম প্রকার মুক্তির ত কথা, ভক্তগণ সাযুজ্য'র নাম পর্য্যন্ত শ্রুতি-মূলে শ্রবণ করিতে চাহেন না। ভক্তগণ যে মুক্তি গ্রহণ করেন না তাহার উল্লেখ আমরা অনেকস্থলে শ্রীমদ্ভাগবতে দেখিতে পাই।

(ক্রমশঃ)

স্বপনেও না কর ভাই স্ত্রী-সম্ভাষণ। গৃহে স্ত্রী ছাড়িয়া ভাই আসিয়াছ বন॥

শুদ্ধভক্তি মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ

(আকর-মঠরাজ)

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ গজ উত্তর-পূর্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যবর শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের প্রতিষ্ঠিত 'বর্ত্তমান। এই স্থান [illegible], পরাবিদ্যাপীঠ বা সাত্বতভক্তমণ্ডলী। [illegible] শ্রীগৌর-নারায়ণ [illegible] গৌরাঙ্গসমূহের, শ্রীমদনন্ত আচার্য্যগণ এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য চতুষ্টয় তাঁহাদের শ্রীপাদ বিগ্রহের [illegible] নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠহইতে পারমার্থিক দৈনিকপত্র 'নদীয়া-প্রকাশ', সাত্বত সম্প্রদায়ে অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থাদি [illegible] 'নদীয়া-প্রকাশ' ব্যাপার প্রকাশিত হইয়াছেন। পাঠ বাসর শ্রীপাদ-পদ্মের [illegible] ভক্তগোষ্ঠীসহ কীর্ত্তন-প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি বৎসর অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক।—শ্রীপাদ [illegible] ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রচারিত প্রতিষ্ঠান ভক্ত-বৃন্দ-প্রচারোদ্দেশ্যে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভজনস্থানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দজীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সম্প্রদায়-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদির লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হয়। এই মঠ হইতে মহানগরীর সর্ব্বত্র হরিকথা-প্রচার, মহানগর-সঙ্কীর্ত্তন, বক্তৃতা, ব্যাখ্যা ও সঙ্কীর্ত্তন-মহা-মহোৎসবাদি ভক্তাঙ্গের অনুষ্ঠান হয়। মঠরক্ষক —মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগ-পীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া সহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী সেবাকোবিদ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌর-লীলার রাসস্থলী এখানে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান, রক্ষক—শ্রীবসন্ত দাসাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—গোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

(৭) কাজীর সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

এই স্থানে শ্রীগৌরসুন্দর-দলিত চাঁদ-কাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তালোক।

(৮) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ 'বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্‌'ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও রাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান দাস ব্রহ্মচারী।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্র নাথ দাসাধিকারী।

(১০) মোদদ্রুম-ছত্র "গৌড়ের নৈমিষ

মামগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)।

শ্রীবাসাদেবসার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান। শ্রীগৌরনিত্যানন্দের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক —শ্রীবঙ্কুবিহারী ব্রজবাসী, ভাক্তভূষণ।

(১১) শ্রী ভক্তিরা কৃষ্ণকানন

শ্রীনৃসিংহদেব পল্লীর নিকটবর্ত্তী, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক- শ্রীনরোত্তম ব্রহ্মচারী

(১২) কৃষ্ণকুটীর—পোঃ কৃষ্ণনগর,

নদীয়া। রক্ষক—শ্রীমধুসূদন অধিকারী

(১৩) ভাগবত-আসন—পোঃ কৃষ্ণ-নগর (নদীয়া)

এই স্থান হইতে ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থা-বলী প্রকাশিত হয়। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্ম-চারী ভক্তালোক, ভক্তশাস্ত্রী।

(১৪) একায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ রানাঘাট, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীমৎ [illegible] গোস্বামী ভক্তিস্বভাব।

(১৫) বক্রেশ পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলী, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(১৬) মাধ্বগৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, পোঃ ঢাকা

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক —মহামহোপদেশক শ্রীপাদ কুঞ্জরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ।

(১৭) গোপালজীউর মঠ—কমলাপুর,(ঢাকা)

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান। রক্ষক—শ্রীপরাণদাস ব্রজবাসী,

(১৮) নিতাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)।

এখানে শ্রীনিতাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীঅপ্রাকৃত ব্রহ্মচারী

(১৯) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

রমনাবাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীসুন্দর ভক্তশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২০) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাধ্ব, (ত্রিপুরা)

এখানে বড় কৃষ্ণমালা শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক- শ্রীরাধারমণদাস ব্রজবাসী

(২১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাণীবাঁধ (বর্দ্ধমান)।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক —শ্রীনরেন্দ্র দাসাধিকারী,

(২২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

কুসুমকোলা, পোঃ ঝিকরগাছা, (মানভূম)

এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভবানাথ অধিকারী।

(২৩) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকাসিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে গুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরি-ধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজগবন্ধুদাস ব্রজবাসী ভাক্তরত্ন।

(২৪) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী।

(২৫) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁধগড়ি, পোঃ বক্সীবাজার, (কটক)

এখানে শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ-বিনোদরসিক-জীউর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহা-মহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর

(২৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর পুরী,

শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন।

(২৭) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী টাউন।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীউর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগদাধর আধিকারি

(২৮) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌরগোবিন্দের ও শ্রীরাধাগোপী-নাথের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবিপিন-বিহারী দাসাধিকারী।

(২৯) রায়রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, জেলা গোদাবরী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—শ্রীনবীন দাসাধিকারী তর্কভূষণ।

(৩০) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪২নং কবিরপুরা, বেনারস সিটি

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীসনাতন ব্রহ্মচারী।

(৩১) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী

(৩২) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও গৌর-বিনোদ-বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীসত্যনারায়ণ দাসাধিকারী।

(৩৩) কৃষ্ণচৈতন্য মঠ

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

এখানে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিত্য-সেবা হয়। রক্ষক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠ

মথুরা

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ

(৩৫) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ—শ্রীরাধাকুণ্ড

রক্ষক—শ্রীনারায়ণচরণদাস ব্রহ্মচারী

(৩৬) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৩৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ

দেবনাথী, পোঃ হোডেল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব) রক্ষক— শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৩৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং ওয়ার্ডন রোড, নিউ দিল্লী।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব কুঞ্জারণ্য

(৩৯) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল।

এখানে গৌরবিনোদবিহারীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীনীলগোপাল অধিকারী।

(৪০) সারস্বত-গৌড়ীয় মঠ

ডাকঘর মাধবপুর, চট্ট, পি

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি

(৪১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ রায়পেট্টা মাদ্রাজ।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা।

রক্ষক—শ্রীপাদ ওঙ্কারানন্দ ভক্তিবিলাস

(৪২) বোম্বে-গৌড়ীয়-মঠ কার্য্যালয়

প্রোক্টার রোড, ভোটানি বিল্ডিং, ব্লক নং ১, বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মা মজুমদার।

(৪৩) অমরাজি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমরাজি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাস অধিকারী

(৪৪) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী

(৪৫) পাটনা গৌড়ীয় মঠ

১০০ মিঠাপুরা, পাটনা।

রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী রামকৃষ্ণ

(৪৬) গয়া গৌড়ীয় মঠ

মিল সাহেব, চার্চ রোড, গয়া

রক্ষক—উপদেশক শ্রীসনোদন রাসবন্ধু

(৪৭) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠ বালেশ্বর

রক্ষক—শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয়

৩ গ্লষ্টার হাউস, কনওয়াল গার্ডেন, এস-ডব্লিউ ৭, লণ্ডন

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন

(৪৯) বার্লিন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

Berlin W. 30

Eisenacher strasse 29 I;

(৫০) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

৩৫০ নং ডালহাউসী ষ্ট্রীট রেঙ্গুন।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

- ১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
- প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
- একাদশ হইতে প্রান্তপর্য্যন্ত ৷৶০
- ২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
- ৩। ভাষ্য-সমেত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
- ৪। সরস্বতী-জয়শ্রী
- ৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
- ১ম খণ্ড৷০ ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০; ৪র্থ খণ্ড ৸০
- ৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
- ১ম খণ্ড—১৲; ২য় খণ্ড - ৸০
- ৭। শ্রীচৈতন্যদেব—১৲
- ৮। সৎক্রিয়াসার—দীপিকা ও সংস্কার-দীপিকা ১৷০
- ৯। জৈবধর্ম্ম ২৲
- ১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
- ১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
- ১২। শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
- ১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
- ১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷০
- ১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিবর্ত্ত-তত্ত্ব ৷০
- ১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
- ১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ৷০
- ১৮। বামন-আখ্যান ৷০
- ১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
- ২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৶০
- ২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৷৶০
- ২২। ভজন-রহস্য ৷০
- ২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
- ২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
- ২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
- ২৬। গীতার কেবল মূল-ব্যাখ্যা ৷০
- ২৭। বৃহদ্ভাগবতামৃত-সঙ্গলিত ভাগবতাসার ২৲
- ২৮। বেদান্তসূত্রের সারার্থ ৷০
- ২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸
- ৩০। শ্রীল-হরিদাস ৷৶০
- ৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৶০
- ৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
- ৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
- ৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
- ৩৫। গীতমালা ৵১০
- ৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
- ৩৭। ঐ প্রমাণ খণ্ড ৶০
- ৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷০
- ৩৯। শ্রীগৌরমণ্ডলপরিক্রমা বর্ণন ৷০
- ৪০। শরণাগতি ৵০
- ৪১। গীতাবলী ৵০
- ৪২। চিত্রে নবদ্বীপ ৷৷০
- ৪৩। সাধনকণ ৵০
- ৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৵০
- ৪৫। নবদ্বীপশতক ৵
- ৪৬। অর্চনকণ ৵
- ৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৵০
- ৪৮। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ ৵১০
- ৪৯। আত্মকথা ৷১০
- ৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম খণ্ড) ৩৲
- ৫১। ব্রহ্মসংহিতা
- ৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ)
- ৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
- ৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ০
- ৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ৷০
- ৫৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ? ৵০
- ৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ৷০
- ৫৮। শ্রীকৃষ্ণবিজয় ৶০
- ৫৯। শিক্ষাষ্টক ৶০
- ৬০। সারস্বতবাণী ৵০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

- শ্রীচৈতন্যলীলামৃত সারঃ ৷০
- ৬১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিজিতঃ ৷০
- ৬২। সটীক শিক্ষাষ্টকম্ ৷০
- ৬৩। তত্ত্বসূত্রম্ ৷০
- ৬৪। সাত্বত শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
- ৬৫। গৌড়ীয়মঠস্থ পাঠঃ ৵০
- ৬৬। সারার্থদর্শনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

- ৬৭। রায় রামানন্দ
- ৬৮। এ কিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত
- ৬৯। নামভজন
- ৭০। বেদান্ত—ইট্‌স্ মর্ফলজি অ্যাণ্ড অন্টলজি
- ৭১। বিজেক্টেড অ্যাড্রেস ৷৶০
- ৭২। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ৷০
- ৭৩। বৈষ্ণবীজম ৷০
- ৭৪। শ্রীধাম গৌড়ীয়মঠ ইন ব্রিফ ৵০
- ৭৫। দি ভাগবত ৷০
- ৭৬। থিওরেটিক বেসিস অ্যাণ্ড অ্যাপ্লায়েড ডিরেকশন ৷০
- ৭৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২৷০
- ৭৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

- ৭৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷০
- ৮০। সাধন-পথ ৷০
- ৮১। কল্যাণ-কল্পতরু ৵১০
- ৮২। গীতাবলী ৵০
- ৮৩। শরণাগতি ৵০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

- ৮৪। শরণাগতি ৵০

তেলগু ভাষায় প্রকাশিত

- শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অবস্থার সাধক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৸৵০ আনা, বড় বোতল ১৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও বাগবাজারী জে. বি. দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউন্টেনপেন ইঙ্ক

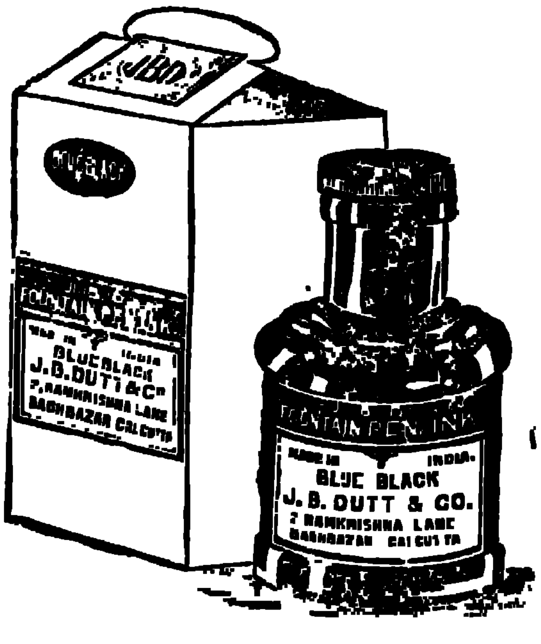

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ। জে. বি. দত্ত এণ্ড কোং ২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার কলিকাতা

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে কথাসার ও শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি, এ সম্পাদিত ও এক মনোরঞ্জন মনিবাসী ভক্তিভূষণ সাঙ্গপালী এম, এম, বি, কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

[ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্‌শা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সরস্বতী-বৈভবাচার্য্য এম-এ, মহোদয়ের ঐতিহাসিক গবেষণা এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ লেখনীর অদ্ভুত আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে মগ্ন হউন। এই বিরাট, আকর ও আকর্ষণীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সমন্বিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দার্শনিক প্রসিদ্ধ মতবাদের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক আলোচনা প্রথম খণ্ডে ৩৫ অধ্যায়ে, প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় করা ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের লিখিত মুখবন্ধ (Foreward) প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সাজান শব্দসূচী (Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। বার্ষিক মূল্য ৪৲ টাকা ভিক্ষায় কলিকাতা বাগবাজারস্থ গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৸০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—উড়িয়া ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। মেদিনীপুর শ্রীশ্যামানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১।০

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৸০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিত্যানন্দ সেবাতীর্থ বি-এল, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া গৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১৸০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল শ্লোক অন্বয়ে এবং তাহার বর্তমান যুগে শুদ্ধভক্তি প্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। আর্ট পেপারে ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৩৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোক সূচী, পদ্যসূচী, গ্রন্থসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়-সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী-পত্র। সভাষ্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট সংস্করণ জগতের কোথাও আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই, তাহা নিরপেক্ষ পাঠক মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আকর্ষণ সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

আমাদের বিশেষত্ব

আমাদের এই তারা বার্লী আধুনিক উন্নত বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুযায়ী মেসিনে এবং সেই শক্তিবান বার্লী বিশেষজ্ঞ শ্রীযুক্ত টি পি, বসু মহাশয়ের চাক্ষুষ ও সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধানতায় প্রস্তুত। ইহারই একমাত্র বিজ্ঞ কর্ম্ম দক্ষতায় একদিন এসিয়া মহাদেশের সুপ্রসিদ্ধ বিস্কুট ও বার্লী প্রস্তুত কারক স্বনামধন্য স্বর্গীয় (শ্রীযুক্ত) কে, সি, বসু মহাশয় বিস্কুট ও বার্লী প্রচলন করিয়া জগতে আদর্শ স্থানীয় হইয়া ছিলেন। এই ব্যবসায় ইহার অভিজ্ঞতা ১৬ বৎসরের ও অধিক কালের। ইহা হস্ত পৃষ্ট নহে।

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৩৬,	১০—৩১,	১৩—২২	১৭—৩৮,	১৯—৩৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—০৫
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—১২

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

শনিবার ব্যতীত প্রতিদিন

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৩৫	৯-২৫	১২-১০	১২-৩৪	১৫-৩৪	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫০	৯-৩০	১২-১৯	১২-৪২	১৫-৪১	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-৫১	১৩-১২	১৬-১২	১৯-১১

পোঃ বাগবাজার কলিকাতা

সচিত্র
নবদ্বীপ পঞ্জিকা

ভিক্ষা—মাত্র ৵০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

চৈতন্যোপনিষদ্
বহু অন্বেষণে মূল ও অনুবাদসহ প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি উত্তম। ভিক্ষা ।০ মাত্র
শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

“গৌড়ীয়”
৭ম বর্ষ হইতে ১১শ বর্ষ পর্য্যন্ত প্রতি বর্ষ কাপড়ে বাঁধাই ভিক্ষা ৩।০ মাত্র।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ
বাগবাজার, কলিকাতা

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচার-নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১০ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৬ই আষাঢ়, শুক্রবার ১৩৪২, ২১শে জুন ১৯৩৫ [৯৪তম সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

ধ্বংসের পর কোয়েটা
এক সহস্র মৃত ব্যক্তির শ্রাদ্ধ

গত ১১ই জুন প্রাতঃকালে কোয়েটায় ভূমিকম্পে নিহত এক সহস্র ব্যক্তির শ্রাদ্ধ কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। দুইশত ব্রাহ্মণ সমস্ত দিন কার্য্যে ব্যস্ত ছিলেন। তাঁহারা কোন দান গ্রহণ করেন নাই।

শ্রাদ্ধের জন্য প্রায় ৩০০০ ছেলের মস্তক মুণ্ডন করিতে হয়। অনেক নাপিতের প্রয়োজন হওয়াতে শিকারপুর হইতে ৮টার রেল ট্রেণে দৈনিক ১৲ টাকা মজুরী দেওয়ার চুক্তিতে একদল হিন্দু নাপিত আনা হইয়াছিল একজন সজ্জন ব্যক্তি নাপিত সংগ্রহে খুব সহায়তা করিয়াছিলেন।

ক্রিকেট খেলোয়াড় মিঃ আনোয়ার পীড়িত আছেন

হায়দ্রাবাদের একটি ক্রিকেট টিমের ক্যাপ্টেন জানাইয়াছেন যে, তাহাদের টিমের খেলোয়াড় মিঃ আনোয়ার মারা যান নাই। তিনি বর্ত্তমানে জাকোবাবাদ হাসপাতালে আছেন। তিনি খুব গুরুতররূপে আহত হইয়াছেন। সেই আঘাতের ফলে তিনি মারা গিয়াছেন বলিয়া ধরা হইয়াছিল।

ওয়েষ্টার্ণ কমাণ্ড হেড কোয়াটার করাচীতে স্থানান্তরিত

গত ১৭ই জুন কোয়েটা সম্পর্কে বড়লাট হোয়াইট হলে যে তার করিয়াছেন, তাহাতে জানান হইয়াছে যে, ওয়েষ্টার্ণ কমাণ্ড (পশ্চিম অঞ্চলীয় সামরিক ঘাঁটি) ঘাঁটিকে আপাততঃ করাচীতে প্রতিষ্ঠিত করা হইবে। ভূমিকম্পের এই হেড কোয়াটার স্থায়িভাবে করাচীতে প্রতিষ্ঠিত করা হইবে কি না ঠিক নাই। তবে মনে হয় যে, কোয়েটা সহর ধ্বংস হওয়ায় হেড কোয়াটার এই যে করাচীতে স্থানান্তরিত করা হইতেছে ইহা সাময়িক ব্যবস্থামাত্র। করাচীতে স্থায়ীভাবে হেড কোয়াটার স্থাপন করা হইবে কি না, তাহা নির্ভর করে কোয়েটার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে।

হতাহত ব্যক্তিদের সংখ্যা

সৈন্য বিভাগের ওয়েষ্টার্ণ কম্যাণ্ডের হেড কোয়ার্টার গতকল্য করাচীতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বেলুচিস্থান ডিষ্ট্রিক্টের হেড কোয়ার্টার কোয়েটাতেই থাকিবে। বড়লাট গত ১৭ই জুন কোয়েটার বর্ত্তমান অবস্থা সম্পর্কে এক তারে ভারত সচিবকে এই সংবাদ জানাইয়াছেন।

ঐ তারে আরও জানান হইয়াছে যে, যাহারা ধ্বংসে অক্ষত তাঁহারা ব্যতীত কোয়েটার সমস্ত ইংরাজের পত্নীকে তাঁহাদের সন্তানগণ সহ বিধ্বস্ত সহর হইতে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। আহত সমস্ত ভারতীয়কেও স্থানান্তরিত করা হইয়াছে; কেবল গুরুতরভাবে আহত ছয় ব্যক্তিকে চিকিৎসার জন্য ক্যান্টনমেণ্ট হাসপাতালে রাখা হইয়াছে।

বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত হিসাবে নির্দ্ধারিত হইয়াছে যে, কোয়েটা মহকুমা ও সামরিক মার্কেটে ২৫১১জন হত ও ১১৮৫জন আহত হইয়াছে। সমগ্র অঞ্চলে আহত ব্যক্তিগণ সহ জীবিত লোকদের সংখ্যা ১৩১৭৩। কালাত রাজ্যে ৩১৩১ জন হত এবং ১৫৫৭ জন আহত হইয়াছে, জীবিত ব্যক্তিদের সংখ্যা জানা যায় নাই।

শ্রমিকদের জন্য ভ্রমণের ব্যবস্থা

আমেদাবাদের অরবিন্দ মিলের মালিকগণ একখানি স্পেশাল ট্রেণে মিলের প্রায় ৩০০শত মজুরকে বোম্বাই লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। বোম্বাইয়ে—তাহাদিগকে দুইদিন রাখিয়া সমস্ত প্রধান প্রধান স্থানগুলি ঘুরাইয়া দেখান হইবে। ভারতে এই জাতীয় উদ্যম ইহাই প্রথম। ইহাতে প্রায় ৩,০০০ টাকা খরচ হইবে। মিলের এজেণ্ট মিঃ কস্তুরী ভাই লাল ভাই ইহাদিগকে বোম্বাইতে অভ্যর্থনা করিবেন।

উত্তর চীনের অবস্থা
এখনও গুরুতর

উত্তর চীনের পরিস্থিতি এখনও গুরুতর ও অনিশ্চিত রহিয়াছে। পিকিং হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে বটে যে, বিরোধের একটা মীমাংসা হইয়া গিয়াছে এবং সে মীমাংসার মর্ম্ম এই যে, কালগানে তিনজন অবসরপ্রাপ্ত জাপানী সৈন্যের গ্রেপ্তারের সহিত যাহারা সংশ্লিষ্ট তাহাদের শাস্তি হইবে এবং চীন গবর্ণমেণ্ট ক্ষমা প্রার্থনা করিবে; কিন্তু তিনৎসিন হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে, জাপানী সমরকর্ত্তারা চীনের এই প্রস্তাব যথেষ্ট নহে বলিয়া অগ্রাহ্য করিয়াছেন। জাপানের দাবী সর্ব্বাঙ্গীনভাবে নানকিং গবর্ণমেণ্ট স্বীকার করিবেন বলিয়া যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতেও জাপানী সমরকর্ত্তারা আপত্তি জানাইয়া দৃঢ়ভাবে বলিতেছেন যে, তাঁহারা রাজনীতিকগণকে এবিষয়ে হাত দিতে দিবেন না।

জাপানী সমরনায়কগণ ঘোষণা করিয়াছেন যে, নানকিং গবর্ণমেণ্ট যদি তাঁহাদের বর্ত্তমান মনোভাব পরিত্যাগ না করেন তাহা হইলে শীঘ্র একটা মীমাংসা করিয়া ফেলিবার জন্য তাঁহারা উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন।

চীন-জাপান সমস্যা
স্যার-স্যামুয়েলের সহিত চীন-দূতের সাক্ষাৎ

লণ্ডনস্থ চৈনিক রাষ্ট্রদূত তিন দিনে পররাষ্ট্র সচিব স্যার স্যামুয়েল হোরের সহিত তিনবার সাক্ষাৎ করিয়াছেন। ১৯২২ সালের চীনের অধিকার স্বীকার করিয়া নয়টী রাষ্ট্রের সম্মিলিত চুক্তিপত্র গৃহীত হইয়াছিল। তাহাদের প্রত্যেকের নিকটই চীন সরকার উত্তর-চীনে জাপানের বর্ত্তমান কার্য্যবিধির প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন। চৈনিক রাষ্ট্রদূতও স্যার স্যামুয়েলের নিকট সেই প্রতিবাদ জানাইয়াছেন।

জাপান ঐ নব রাষ্ট্র চুক্তির অন্যতম স্বাক্ষরকারী ছিল। উহাতে চীন সাম্রাজ্যের গণ্ডীর মধ্যে চীনের অধিকার ও স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছিল। রাষ্ট্র বিশেষ নিজ সুবিধার জন্য চীনের কোন অবস্থার সুযোগ লইবে না এই প্রতিশ্রুতি ও উক্ত চুক্তিতে দেওয়া হইয়াছিল।

মিঃ লয়েড জর্জ্জের ব্যবস্থা বাতিল
মন্ত্রিসভা কমিটির রিপোর্ট

“রয়টার” জানিতে পারিয়াছেন, মন্ত্রিসভায় যে কমিটি মিঃ লয়েড জর্জের “নয়া ব্যবস্থার” পরিকল্পনা পরীক্ষা করিতেছিলেন, তাহারা এ সম্বন্ধে একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। কমিটি মন্ত্রিসভায় এক মর্ম্মে রিপোর্ট পেশ করিবেন যে, গবর্ণমেণ্ট ইতঃপূর্ব্বেই যে পন্থা অবলম্বন করিবেন বলিয়া সঙ্কল্প করিয়াছেন তাহা অপেক্ষা এই পরিকল্পনা কোন দিক দিয়াই অধিকতর সুবিধাজনক নহে। প্রকাশ, কমিটি মিঃ লয়েড জর্জ্জের প্রস্তাবগুলিকে অত্যন্ত অস্পষ্ট এবং উহার ভবিষ্যৎ ফল অনিশ্চিত বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন।

কলিকাতায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা
চারিজন হিন্দু আহত

গত রবিবার ডিহি শ্রীরামপুর রোডে রাত্রি প্রায় ৮ ঘটিকার সময় এক হিন্দু মুসলমানে দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে। দাঙ্গায় ৪জন হিন্দু সামান্য আহত হইয়াছে। পুলিশ যথাসময়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া দাঙ্গা থামাইয়া দেওয়ায় আর কিছু হইতে পারে নাই। পুলিশ ৩জন হিন্দু ও ৪ জন মুসলমানকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

প্রকাশ যে, ডিহি শ্রীরামপুর রোডে চিত্তরঞ্জন হাসপাতালের নিকটবর্ত্তী একটি মসজিদ হইতে অনুমান ৫০ হাত দূরে এক বাড়ীতে গত ৭দিন যাবৎ হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন হইতেছিল। রবিবারদিন সঙ্কীর্ত্তনের তৃতীয় দিবস ছিল। গত তিন বৎসর যাবৎই নাকি হিন্দুগণ ঐ জায়গায় সঙ্কীর্ত্তন করিয়া থাকে। গত দুই তিন বৎসর সঙ্কীর্ত্তন অনুষ্ঠান করা নাকি কীর্ত্তন উদ্যোক্তার "মানস" ছিল এবং এই বারই ছিল তাহাদের শেষ বৎসর।

গত ৬ষ্ঠ দিন যাবৎ উক্ত মসজিদের মুসলমানেরা কীর্ত্তনকারীদের কীর্ত্তন বন্ধ রাখিবার জন্য কয় রোজ অনুরোধ করিয়া আসিতে থাকে। কিন্তু কোনরূপে দুই দিন কাটিয়া যায়; রবিবার দিনও মুসলমানেরা কীর্ত্তনে আপত্তি জানাইলে হিন্দুরা বলে যে, মুসলমানদের প্রার্থনার সময় তাহারা কীর্ত্তন বন্ধ রাখিবে। মসজিদের প্রধান মৌলবী নাকি হিন্দুদের এই প্রস্তাবে কোন আপত্তি করেন নাই। কিন্তু অপরাপর মুসলমানগণ তাহাতে রাজী হন নাই। ফলে নানারূপ তর্ক বিতর্ক চলিতে থাকে। পরে মুসলমানগণ ইট পাটকেল ছুড়িতে থাকে এবং লাঠি লইয়া হিন্দুদিগকে আক্রমণ করে। ফলে ৪ জন হিন্দু আহত হয়।

এই সময় পুলিশ আসিয়া পড়ায় দাঙ্গা আর বেশীদূর গড়ায় নাই। আহত হিন্দুদিগকে চিত্তরঞ্জন হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়।

ধৃতব্যক্তিদের প্রত্যেককে জামিনে মুক্ত দেওয়া হইয়াছে।

বড়লাটের ভূমিকম্প সাহায্য ভাণ্ডার

বড়লাটের ভূমিকম্প সাহায্য ভাণ্ডারে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত মোট ১৯২৯০৫৬ টাকা ৭ আনা এবং ৮৯ পাউণ্ড পর্য্যন্ত সংগৃহীত হইয়াছে।

বজ্রপাতে মৃত্যু

বনগাঁ হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, তথায় একজন স্ত্রীলোক, একটি গরু ও একটি মহিষের বজ্রপাতে মৃত্যু হইয়াছে।

দুই মুসলমানসমাজে গোলযোগ
শান্তিভঙ্গের আশঙ্কায় গ্রেপ্তার

কতিপয় মীরজাই, মুসলমানদের গোরস্থান আক্রমণ করে বলিয়া অভিযোগ করা হয়। প্রকাশ, তাহার ফলে কোহাটের আহমদিয়া ও অ আহমদিয়াদের মধ্যে মনোমালিন্যের সৃষ্টি হইয়াছে। শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা করিয়া পুলিশ ৬ জন মীরজাই ও ৪ জন মুসলমানকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

এই সম্পর্কে লাহোরের অতুল আলিকে কোহাটিয়ান হইতে দুইখানি টেলিগ্রাম আসিয়াছে। একখানিতে উল্লিখিত হইয়াছে যে, মীরজাইরা মুসলমানদের গোরস্থান চড়াও করিয়াছিল। দ্বিতীয় টেলিগ্রামখানি ব্যবস্থাপক সভার সদস্য চৌধুরী আফজল হকের নামে আসে। উহাতে উল্লিখিত হইয়াছে যে, ৬ জন মীরজাই ও ৪ জন মুসলমান গ্রেপ্তার হইয়াছে।

শোচনীয় দুর্ঘটনা

গত ১৪ই জুন করাচী রামবাগী মসজিদের এক গুণ্ডা হঠাৎ একখানি ছোরা বাহির করিয়া একব্যক্তি এবং তাহার পত্নীকে গুরুতরভাবে আঘাত করে। আহত ব্যক্তিদ্বয়কে সিভিল হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। তথায় তাহাদের অবস্থা সাংঘাতিক বলিয়া প্রকাশ।

প্রকাশ, আততায়ী তাহাদের সহিত একই বাড়ীতে বাস করে। সামান্য কয়েকটি টাকা ধার দিতে অস্বীকার করায় সে ক্রোধে অন্ধ হইয়া এই কার্য্য করিয়াছে।

ক্যানিং হোষ্টেলে রিভলবার প্রাপ্তি

কিছুদিন পূর্ব্বে বঙ্গবাসী কলেজের সংলগ্ন ক্যানিং হোষ্টেলে একটী ট্রাঙ্কের মধ্যে একটী পুরাতন অব্যবহার্য্য রিভলবার পাওয়া যায়। পুলিশ তদন্ত করিতেছে। এপর্য্যন্ত কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই।

জোড়া খুন

জেড়ামারা হইতে এক চাঞ্চল্যকর জোড়া খুনের সংবাদ আসিয়াছে। প্রকাশ, গত ১৪ই জুন রাত্রিতে সাধনা প্রামাণিক নামক ৩৫ বৎসর বয়স্ক একজন নমঃশূদ্র জেড়ামারার কৃষ্ণজীবন মিস্ত্রির বাড়ীতে অতিথি হয়। সে বলে যে সে কুষ্টিয়ার গোলনা গ্রামে খান-খাওয়া উপলক্ষে রওয়ানা হইয়াছে। কৃষ্ণজীবন তাহাকে ঐ রাত্রির জন্য অতিথি করিতে স্বীকৃত হয়। আহারাদির পর সাধনা ও কৃষ্ণজীবন বারান্দায় শুইয়া থাকে। কৃষ্ণজীবন গভীর নিদ্রামগ্ন হইলে প্রকাশ যে, সাধনা রাত্রি প্রায় একটার সময় কৃষ্ণজীবনকে একখানা কাটারী দ্বারা সাংঘাতিকভাবে আঘাত করে। ফলে কৃষ্ণজীবন মৃত্যুমুখে পতিত হয়। কৃষ্ণজীবনের আর্ত্তনাদ শুনিয়া নারায়ণচন্দ্র বিশ্বাস নামক একজন প্রতিবেশী ঘটনাস্থলে আগমন করে। আততায়ী তাহাকেও একইভাবে হত্যা করে। কৃষ্ণজীবনের স্ত্রী ও অপরাপর ব্যক্তিগণ বাধা দিতে আসিলে তাহারাও আততায়ীর হস্তে গুরুতরভাবে আহত হয়। পরে পুলিশ তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে সমর্থ হয়।

প্রকাশ যে, সাধনার সহিত কৃষ্ণজীবনের কন্যার বিবাহ একপ্রকার স্থির হইয়া গিয়াছিল। ঐ নিমিত্ত সাধনা কৃষ্ণজীবনকে কিছু টাকাও অগ্রিম প্রদান করিয়াছিল। কৃষ্ণজীবন ঘটনার দিন রাত্রিতে তাহাকে ঐ টাকা ফেরৎ দিতে চাহিলে, সাধনা স্নান হইতে বাড়ী ফিরিবার পথে ঐ টাকা লইয়া যাইতে চাহে। বিবাহের প্রস্তাব বাতিল হওয়ায় বোধ হয় সাধনার মনে বিশেষ ক্রোধের উদ্রেক হইয়াছিল।

জামসেদপুরে অগ্নিকাণ্ড

গত ১৫ই জুন মধ্যাহ্নে সাকচী বাজারে একটি কাঠের গোলায় আগুন লাগে। প্রবল বায়ু প্রবাহে অগ্নি অন্যান্য কাঠগোলায় ব্যাপ্ত হয়। উহার ফলে কয়েক কাঠের গোলা ভস্মীভূত হইয়াছে এবং উহাদের নিকটস্থ দোকানসমূহের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। আগুন নিবাইবার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছিল। ক্ষতির পরিমাণ কয়েক হাজার টাকা।

টাটা আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোম্পানী
এক বৎসরে ১৭৬৷০ লক্ষ টাকা লাভ

টাটা আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোম্পানী প্রকাশ করিয়াছেন যে, ১৯৩৪ সালের মার্চ্চ মাসে যে বৎসর শেষ হইয়াছে সেই বৎসর তাঁহারা ১৭৬৷০ লক্ষ টাকা লাভ করিয়াছেন। কর্ম্মচারীদের বোনাস বাবদ ১১লক্ষ টাকা রাখিয়া প্রথম প্রেফারেন্স শেয়ারে ৯ টাকা ও দ্বিতীয় প্রেফারেন্স শেয়ারে ১১৷০ টাকা দিবার জন্য তাঁহারা সুপারিশ করিয়াছেন। আগামী ২৭শে জুন রিপোর্ট গ্রহণ জন্য অংশীদারদের সাধারণ সভা হইবে।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি

আগামী ২৮শে জুন হইতে এক বৎসরের জন্য বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি করিয়া বাঙ্গলা সরকার এইমাত্র এক ইস্তাহার বাহির করিয়াছেন।

প্রকাশ, ভাবী শাসন সংস্কার সম্পর্কে যে বিশেষ অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে তজ্জন্য ব্যবস্থাপক সভার আয়ুষ্কাল এইরূপ ভাবে বৃদ্ধি করা হইয়াছে।

ঢাকায় প্রবল ঘূর্ণিবাত্যা

গত ১৩ই জুন রাত্রিতে ঢাকায় হঠাৎ প্রবল ঘূর্ণিবাত্যার ফলে বহু বাড়ীঘরের ক্ষতি সাধিত হইয়াছে। অনেক বাড়ীর চালা উড়িয়া গিয়াছে এবং গাছপালা উৎপাটিত হইয়া পড়িয়াছে। স্থানীয় এক তুলার গুদাম ভূমিসাৎ হইয়াছে। কাহারও প্রাণহানি হয় নাই।

কার্য্যনিরত দারোগা খুন

ফরিদপুর জেলার গোয়ালন্দ থানার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ সাব ইনস্পেক্টর সৈয়দ আরসদ আলী তাঁহার আফিসে বসিয়া কাজ করিতেছিলেন। এমন সময় একজন বৈপ্লবিক সন্দেহভাজন ব্যক্তি আসিয়া তাঁহাকে হত্যা করে। এই সন্দেহভাজন লোকটির বাড়ী চট্টগ্রামে। তাহাকে গোয়ালন্দ থানার এলাকার মধ্যে অন্তরীণ করা হইয়াছিল। 'দা'এর আঘাতে মিঃ আরসদ আলীর মস্তক প্রায় দেহচ্যুত হইয়াছিল। তৎক্ষণাৎ তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। ঘটনার অব্যবহিত পরেই রক্তমাখা অস্ত্র সহ আততায়ী বলিয়া সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট, পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এবং গোয়ালন্দের মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি ঘটনাস্থল পরিদর্শন করিয়াছেন। মিঃ আরসদ আলী বিশেষ জনপ্রিয় পুলিশ কর্ম্মচারী ছিলেন। তাঁহার বিধবা পত্নী, বৃদ্ধা মাতা এবং কয়েকটি পুত্রকন্যা বিদ্যমান।

বিমানযোগে ইংলণ্ড যাত্রা

কালীপুরের জমিদার শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রকান্ত লাহিড়ী চৌধুরী গত১৮ই জুন কলিকাতা হইতে বিমানযোগে ইংলণ্ড যাত্রা করিয়াছেন। তিনি ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের প্রতিনিধি হিসাবে এম্পায়ার পার্লামেণ্টারী কনফারেন্সে যোগদান করিবেন।

ময়মনসিংহ হইতে যাত্রার প্রাক্কালে তাঁহাকে মুক্তাগাছার জমিদারবর্গ এবং গৌরীপুর মিউনিসিপ্যালিটীর পক্ষ হইতে বিদায় সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করা হয়।

বন্দুকের গুলীতে আত্মহত্যা

যশোহর সদর পুলিশ বাহিনীর একজন হিন্দুস্থানী সিপাহী গতকল্য পুলিশ লাইনে প্রাতঃকাল ৯টার সময় নিজের বন্দুক দ্বারা আত্মহত্যা করিয়াছে। প্রকাশ, তাহাকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হইয়াছে শুনিয়া সে আত্মহত্যা করে। পুলিশ তদন্ত করিতেছে।

আটলাণ্টিক মহাসাগরে দুর্ঘটনা

সংবাদ পাওয়া গেল যে, বাগডাদের দ্বীপ (ক্যানেডার পূর্ব্বে আটলাণ্টিক মহাসাগরে) এবং কেপ পয়েণ্টএর মাঝামাঝি জায়গায় ঘন কুয়াসার মধ্যে কানাডার প্রশান্ত মহাসাগরচারী জাহাজ "এম্প্রেস অব-বৃটেন" এর সহিত বৃটিশ জাহাজ "কার্লিগান" এর সংঘর্ষ হইয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ
বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১০ম বর্ষ | ৫ বামন গৌরাব্দ ৪৪৯, ৬ই আষাঢ় বঙ্গাব্দ ১৩৪২, ২১শে জুন ইং ১৯৩৫ শুক্রবার | ৯৪৩ম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিকেবল ঔডুলোমী মহারাজ প্রত্যহ দিল্লী গৌড়ীয়মঠে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। তদ্ব্যতীত স্বামীজী শ্রীমঠে সমাগত ভদ্র-গণের নিকট মহাপ্রভুর শিক্ষা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। স্বামীজী ইংরাজী ভাষায় সুশিক্ষিত। যাঁহারা বাঙ্গালা জানেন না তিনি তাঁহাদের নিকট ইংরেজীতেই ভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণী বর্ণন করেন। অনেক সময় স্বামীজী বাহিরে যাইয়াও হরিকথা প্রচার করেন। দিল্লীগৌড়ীয়-মঠের রক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসম্বন্ধ তুর্য্যাশ্রমী মহারাজ দিল্লী মহানগরীর গৃহে গৃহে যাইয়া প্রচার করিয়া থাকেন; তাঁহার যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাণী-ব্যাখ্যা শ্রোতৃবৃন্দের মর্ম্মস্পর্শী হইয়া থাকে।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রসূন বোধায়ন মহারাজ পুরী শ্রীপুরুষোত্তম মঠে অবস্থান করিয়া বিভিন্ন স্থানে ছায়াচিত্র-যোগে গৌর-লীলা ও কৃষ্ণলীলা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। প্রচারকার্য্যে তাঁহার চেষ্টা, যত্ন ও উদ্যম বিশেষ প্রশংসনীয়।

ইটাখোলা গ্রামটী নীলফামারী ষ্টেশন হইতে দুই ক্রোশ ব্যবধানে অবস্থিত। তথাকার শ্রীযুত কেশবমোহন দাস একজন সদাচার ব্যক্তি। তাঁহার আচার ব্যবহার, সরলতা ও সজ্জনতা প্রশংসনীয়। তিনি নবীন হইলেও তাঁহার মহাপ্রভুর কথা-প্রচারে অদম্য উৎসাহ এবং বৈষ্ণবগণের প্রতি তাঁহার স্বাভাবিক শ্রদ্ধাও প্রশংসনীয়। তিনি নিয়মিতভাবে গৌড়ীয় পাঠ করিয়া থাকেন এবং তাহা হইতে সার গ্রহণ পূর্ব্বক সজ্জ-জীবন লাভ করিতে যত্নবান্। ঐ ব্যক্তি আচার্য্য শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন প্রভুর প্রচারের ফলে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার্য্য বিষয়ে আকৃষ্ট হইয়াছেন। তিনি শ্রীপাদ ভারতী মহারাজের প্রচারে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন।

নীলফামারী রেলওয়ে ষ্টেশনের কর্ম্মচারি-গণের বিশেষ চেষ্টায় ও আগ্রহে গত ১৫।৬।৩৫ তারিখে অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ সদলবলে নীলফামারী সহরে আসিয়া উপস্থিত হন। ঐ তারিখে রাত্রি ৮টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত স্বামীজী নীলফামারী রেলওয়ে ষ্টেশনে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে মহারাজ অম্বরীষের উপাখ্যান পাঠ করেন। ঐ সভায় ষ্টেশনের কর্ম্মচারিগণ ব্যতীত বাহিরের অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

মনুষ্যজীবনে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা প্রভৃতি ইন্দ্রিয়সকল লাভ করিয়া কিরূপে উহাদের সদ্ব্যবহার করিতে হয় এবং তদ্দ্বারা নিজ চিরন্তনী কল্যাণ-সাধন কিরূপে করিতে হয়, অম্বরীষ মহারাজের চরিত্র হইতে 'স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োর্ব্বচাংসি বৈকুণ্ঠ-গুণানুবর্ণনে। করৌ হরের্মন্দিরমার্জ্জনাদিষু শ্রুতিঞ্চকারাচ্যুতসৎকথোদয়ে।' প্রভৃতি ব্যাখ্যামুখে স্বামীজী অতি সুন্দরভাবে বুঝাইয়া দেন।

নীলফামারী সহরে শ্রীযুত আনন্দনাথ গুহ নিয়োগী মহাশয় একজন প্রসিদ্ধ, সজ্জন ও বিশিষ্ট ব্যক্তি। তাঁহার উপযুক্ত এক-মাত্র পুত্র শ্রীযুত ধীরেন্দ্রচন্দ্র গুহ নিয়োগী মহাশয়ও যোগ্য পিতার যোগ্যপুত্র। নীলফা-মারীতে প্রচার-সময়ে তাঁহারা শ্রীগৌড়ীয়-মঠের প্রচারকগণকে নিজ বাড়ীতে সাদরে রাখিয়া তাঁহাদের সেবা করিয়াছেন এবং যাহাতে মহাপ্রভুর বাণী ভদ্র ব্যক্তিগণের নিকট সুষ্ঠুভাবে প্রচারিত হইতে পারে তজ্জন্যও যত্ন করিয়াছেন। সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিগণের তাঁহাদের বাড়ীতে অবস্থান-কালে যাহাতে কোন প্রকার অসুবিধা ভোগ করিতে না হয় তজ্জন্য তাঁহারা বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়াছেন। গত ১৬ই জুন তাঁহাদের বাড়ীতে সন্ধ্যার পর শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ হইয়াছে।

গত ২৪শে জ্যৈষ্ঠ পাবনা জেলার সাহাজাদপুর গ্রামস্থিত পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত প্রাণচন্দ্র দাসাধিকারী মহোদয়ের বাটীর সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে একটী সভা হয়। ঐ সভায় শ্রীমান্ পতিতপাবন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী একটী সারগর্ভ বক্তৃতা করেন।

পরে গ্রামবাসী ভক্তবৃন্দের পক্ষ হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজকে একটী অভিনন্দন প্রদান করা হয়। উত্তরে স্বামীজী একটী বক্তৃতা প্রদান করেন এবং বলেন,—দীক্ষা ব'লে একটী কথা প্রচলিত আছে। কিন্তু অনেকেই দীক্ষা-গ্রহণ করার উদ্দেশ্য কি, তাহা বুঝিতে অসমর্থ। এই দীক্ষাশব্দের প্রকৃত অর্থ দিব্যজ্ঞান বা ভগবৎসম্বন্ধীয় জ্ঞান। আমরা ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে যে জ্ঞান লাভ করি, তাহাকে ইন্দ্রিয়জজ্ঞান বা অক্ষজজ্ঞান বলে। কিন্তু ভগবান্ অধোক্ষজ বস্তু। তাঁহাকে আমরা মাপিয়া লইতে পারি না, একমাত্র শ্রৌতপন্থায় তাঁহাকে আমরা জানিতে পারি।

যত প্রকার দেহধারী প্রাণী আছে তন্মধ্যে মনুষ্যদেহের আমরা কিছু উৎকর্ষ দেখিতে পাই। এই দেহে আমাদের যেসমস্ত ইন্দ্রিয়াদি লাভ হইয়াছে তাহাতেও বিশেষত্ব আছে। আমরা অক্ষজজ্ঞানের অধীন হইয়া ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব করি এবং পরিদৃশ্যমান জগতের মোহে মুগ্ধ থাকি এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর সঙ্গ করিয়া নিজেকে ধন্য মনে করি। সৌভাগ্যক্রমে যখন উহার নশ্বরতা উপলব্ধি করি তখন আমাদের ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসার উদয় হয়। ব্রহ্ম-বস্তু-বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করিলে ব্রাহ্মণ-সংজ্ঞা হয়। উহা কাহারও জাতিগত সম্পত্তি নহে, 'বৃহত্ত্বাদি-কারিতা।' একই তত্ত্ববস্তুর ত্রিবিধ প্রকাশ। অসম্যক্, আংশিক ও পূর্ণ প্রকাশ; অসম্যক্ প্রকাশ—ব্রহ্ম, আংশিক প্রকাশ—পরমাত্মা ও পূর্ণপ্রকাশ—ভগবান্। ঈশ্বরকে বাদ দিয়া স্বতন্ত্রভাবে আমার অস্তিত্ব সংরক্ষিত হইতে পারে না। ভগবান্ জীবমাত্রেরই সেব্য। প্রত্যেক জীবের সঙ্গে ও ভগবানের সঙ্গে নিত্য বিলাস আছে। এখানে আমরা যেসকল বস্তুর সঙ্গে বিলাস করি সেই সব উপকরণগুলিতে নশ্বর ধর্ম্ম আছে। এই সমস্ত নশ্বর বস্তুর সঙ্গ করিয়া মানুষ প্রতারিত হয় মাত্র এবং অপরকে প্রতারণা করে। আমরা এই প্রতারণার হাত হইতে কোনক্রমে মুক্তি লাভ করিতে পারি না, যতদিন না ভগবৎসম্বন্ধীয় বুদ্ধি লাভ করিতে পারি। সদ্গুরুই এক-মাত্র সেই বুদ্ধি দান করিতে সমর্থ।

অজ্ঞানে প্রতারিত বদ্ধজীবকুল মায়ার কবলে প্রতি মুহূর্ত্তে প্রতারিত হয়। গুরুদেব আমাদের ক্ষুদ্র আধ্যক্ষিকজ্ঞান বা জৈব-জ্ঞানের অকর্ম্মণ্যতা দেখাইয়া পরব্রহ্মের অভিজ্ঞতা দান করেন।

তৎপরদিবস নিকটবর্ত্তী ধুবিল গোয়ালিয়া গ্রামবাসী ভক্ত শ্রীযুক্ত সুবলদাস মহাশয়ের বাটীতে স্বামীজী মহারাজ একটী বক্তৃতা প্রদান করেন এবং ছায়াচিত্রযোগে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-লীলা প্রদর্শিত হয়।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৫ বামন তিথি গৌরাব্দ ৪৪৯

"আমার সেবা সে নিয়ম"

সেব্যের সেবাই সেবকের একমাত্র কৃত্য। এই সেবাই তাঁহার পূজন এবং এই সেবাই তাঁহার ভজন। বিধিমার্গে মর্য্যাদা-বুদ্ধিতে যে অর্চ্চন বা পূজনের কথা বিধিমার্গীর মধ্যে দৃষ্ট হয়, অনুরাগমার্গে প্রবেশের সুযোগ হইলে তাহা ভজনে পরিণত হয়। পূজনকে ভজনের অঙ্গ বলা হইলেও গৌড়ীয়বৈষ্ণবগণ যে অর্থে 'ভজন'-শব্দ প্রয়োগ করেন, তাহা মুখ্যভাবে রাগমার্গের সেবাকেই লক্ষ্য করে। মর্য্যাদা-বুদ্ধিতে অপরাধ হইবে যে-প্রবল বাধা শুদ্ধ-সেবার অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায় রাগমার্গের ভজনে প্রবিষ্ট হইলে তাহার অন্তর্দ্ধান হইয়া থাকে। রাগমার্গে সেবক সেব্যের আনন্দ-সম্পাদন-কার্য্যে এত তন্ময় যে, সেব্যের সেবার জন্য যদি তাঁহাকে নিরয়েও যাইতে হয় তথাপি তাহার ভ্রূক্ষেপ নাই। দুঃখ, কষ্ট, রোগ, শোক, জরা, মৃত্যু, শৌচ, অশৌচ প্রভৃতির কোন চিন্তাই তাঁহাকে সেবা হইতে বিচ্যুত করিতে পারে না। তাঁহার হৃদয় হইতে সর্ব্বদাই ধ্বনিত হইতেছে—"আমার সেবা সে নিয়ম।"

মহাপ্রভুর পদ সব পতিত পাবন। তাঁহাদের প্রত্যেকেরই জীবনী আমাদিগকে সেবার ঐ চমৎকারিতা প্রদর্শন করিতেছেন। আজ একজনের কথা বলি। তিনি সাধারণের বিচারে দার্শনিক বা পণ্ডিত নহেন। তাঁহার বর্ণজ্ঞান কতটুকু ছিল তাহাও আমরা জানি না। কিন্তু নিখিল-পাণ্ডিত্য-প্রতিভা যাঁহার পদনখের আরতি করিবার সৌভাগ্য পাইলে ধন্য হয়, সেই শুদ্ধসেবালোকে তাঁহার অন্তঃকরণ উদ্ভাসিত। তিনি মহাপ্রভুর প্রিয় সেবক গোবিন্দ। গোবিন্দ শ্রীল ঈশ্বরপুরীপাদের কৃপা-পাত্র। কায়মনোবাক্যে পুরীপাদের সেবার ফলে পুরীপাদের অপ্রাকটলোকে অভিযানের সময় গোবিন্দ তাঁহাকর্ত্তৃক স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর সেবার আদেশ পাইয়াছেন। মহাপ্রভু স্বয়ং ভগবান্ হইয়াও আচার্য্য-রূপে "গুরুর সেবক হয় মান্য আপনার" এই বিচার-প্রদর্শনকল্পে প্রথমতঃ গোবিন্দকে 'সেবক'-রূপে গ্রহণ করিতে ইতস্ততঃ করিয়াছিলেন কিন্তু পরে 'গুরুর আদেশ অবিচারে পালনীয়' অন্যান্য ভক্তগণ এই বিচার উপস্থাপিত করিলে মহাপ্রভু গোবিন্দকে স্বীকার করিলেন।

শ্রীগোবিন্দ মহাভাবে মহাপ্রভুর সেবা করিতেছেন। মহাপ্রভু মহাপ্রসাদ-গ্রহণের পর গম্ভীরার দ্বারদেশে বিশ্রাম করেন। সেই সময় গোবিন্দ আসিয়া তাঁহার পাদসম্বাহন করেন। মহাপ্রভু নিদ্রিত হইলে গোবিন্দ প্রসাদ পাইতে যান। একদিন মহাপ্রভু দ্বারদেশ ব্যাপিয়া এমনভাবে শয়ন করিলেন যে, গোবিন্দ যে স্থানে বসিয়া পাদসম্বাহন করিবেন সেই স্থানে যাইবার পথ রুদ্ধ হইল। একটু পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিয়া ভিতরে যাইবার জন্য পথ-প্রদানার্থ অনেক অনুনয় করিলেন, কিন্তু মহাপ্রভু অতিরিক্ত শ্রান্তি জানাইয়া অক্ষমতা জ্ঞাপন করিলেন। গোবিন্দ তখন উপায়ান্তর না দেখিয়া মহাপ্রভুর শ্রীঅঙ্গের উপর বহির্ব্বাস দিয়া প্রভুকে লঙ্ঘন করিয়া ভিতরে গেলেন এবং পাদসম্বাহন করিতে লাগিলেন। মর্য্যাদা-মার্গের সেবকগণ কখনই এই সেবা করিতে পারিবেন না। বিষ্ণু-বৈষ্ণবের ছায়া পর্য্যন্ত উল্লঙ্ঘন করিলে মহাপরাধ হয়; আর স্বয়ং ভগবান্‌কে লঙ্ঘন করা! ইহা কি তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর? কিন্তু প্রভুর সেবাই যাঁহার ধন, সেবা না করিলে প্রভুর দেহের কষ্ট হইবে—এই চিন্তা যাঁহার হৃদয়কে তীব্রভাবে আলোড়িত করিয়া তুলিয়াছে সেই শুদ্ধ-সেবক কি নিজের অপরাধের ভয়ে এক-পার্শ্বে নিশ্চিন্তে যোড়করে দণ্ডায়মান থাকিতে পারেন? সেইরূপ শুদ্ধসেবক সেবনকার্য্যে অন্তর্য্যামীরও অন্তর্য্যামী। অন্তর্য্যামীর অন্তর জানিয়া তিনি সেবা করিয়া থাকেন। তাই মহাপ্রভুর সেবার্থ তাঁহাকে লঙ্ঘন করিতে গোবিন্দ বিন্দুমাত্রও ইতস্ততঃ করেন নাই।

ইহার পরবর্ত্তী ঘটনায় "আমার সেবা সে নিয়ম"—ভক্তবরের এই মহাবাক্য মূর্ত্তিমৎ হইয়া উঠিয়াছে। মহাপ্রভু গোবিন্দের সেবায় অতি সত্বরই নিদ্রাভিভূত হইলেন। এখন গোবিন্দের প্রসাদগ্রহণের জন্য যাইবার সময়, কিন্তু এই দিবস যাইতেছেন না, একাগ্রমনে পাদ-সম্বাহনই করিতেছেন। কেন যাইতেছেন না, তাহার কারণ—

"সেবা লাগি' কোটি 'অপরাধ'
নাহি গণি।
স্বনিমিত্ত 'অপরাধাভাসে' ভয় মানি॥"

শুদ্ধ ভক্ত স্বসুখের জন্য শাস্ত্রনিষিদ্ধ বাক্য বিন্দুমাত্রও গ্রহণ করেন না। কিন্তু ঐ নিষেধবাক্য তাঁহাকে সেব্যের সেবা হইতে চুলমাত্রও বিচ্যুত করিতে পারে না। তাঁহার বাক্য—

"আমার সেবা সে নিয়ম।
অপরাধ হউক, কিংবা নরকে গমন॥"

মহাপ্রভু দুই দণ্ড অর্থাৎ প্রায় একঘণ্টা বিশ্রামের পর উত্থিত হইয়া দেখিলেন, গোবিন্দ তখনও পাদসম্বাহন করিতেছেন। প্রসাদ পাইতে না যাইবার কারণ জিজ্ঞাসিত হইয়া গোবিন্দ বলিলেন যে, পথের অভাবে যাইতে পারেন নাই। যেপ্রকারে আসিলেন সেইপ্রকারেই গেলেন না কেন, এই কথা জিজ্ঞাসিত হইয়া গোবিন্দ কিছু উত্তর না দিয়া নিস্তব্ধ রহিলেন। কেন নিস্তব্ধ তাহা সংক্ষেপে বুঝা যায়। "আমার সেবাবুদ্ধি কতটা জাগিয়াছে দেখুন, আমি আপনার সেবার জন্যই জীবনযাপন করিতেছি, আপনার সেবার জন্য শাস্ত্রনীতি-লঙ্ঘনেও কুণ্ঠিত নহি, কিন্তু নিজের জন্য আমি কিছুই করি না" এই দাম্ভিকতা-পূর্ণ বাক্য ভক্ত কখনও প্রকাশ করেন না; পরন্তু তিনি সতত্ই তৃণ অপেক্ষাও সুনীচ, তরু অপেক্ষাও সহিষ্ণু, অমানী ও মানদ। সুতরাং মুখে সেবার ঢক্কা-নিনাদ তাঁহার পক্ষে কখনও সম্ভবপর নহে। তবে গোবিন্দের সেবাই তাঁহার নিরন্তর ভিতর দিয়া সেবানিষ্ঠের চিত্ত পূর্ব্বোল্লিখিত বাক্যদ্বয়ে গোবিন্দের চিত্তের বিচার প্রদর্শন করিতেছে।

"শ্রীচৈতন্যদেবের বাণী"

[গত ৮।৬।৩৫ তারিখে দার্জ্জিলিং "নৃপেন্দ্রনারায়ণ পাবলিক হলে" শ্রীগৌড়ীয়-মঠের পক্ষ হইতে সুপ্রসিদ্ধ বক্তা মহামহোপদেশক শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী মহোদয়ের ইংরাজী বক্তৃতার মর্ম্ম]

শ্রদ্ধাস্পদ সভাপতি মহোদয় ও সমবেত সজ্জনমণ্ডলি, আমি প্রথমেই সভাপতি মহোদয়কে এবং এই সভার আহ্বানকারী সহৃদয় ব্যক্তিগণকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। দার্জ্জিলিং-এর বন্ধুগণের সহিত মিলিত হইবার এবং শ্রীচৈতন্যের বাণী কীর্ত্তন করিয়া আলোচনা করিবার যে সুযোগ ও সৌভাগ্য পাইয়াছি, তজ্জন্য আমি কৃতজ্ঞ।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর নাম, রূপ, গুণ প্রভৃতির কথা সকলেরই নিকট বিদিত। আমি বক্তা নহি। মহাপ্রভুর কথা ইংরাজী ভাষায় ব্যক্ত করা খুবই দুরূহ। আমি বাক্যকলার একজন অনুসন্ধিৎসু; মহাপ্রভুর শিক্ষানুসারে আমরা জানিতে পারি যে, "কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ"ই বদ্ধজীবনের একমাত্র কর্ত্তব্য এবং ভবসমুদ্রপারের একমাত্র রাজকীয় পথ। আমার ন্যায় ব্যক্তির পক্ষে আতিকার ভাষায় স্পষ্টভাবে সম্পন্ন করা খুবই উৎসাহ।

আমি বহু অনুবিধার মধ্যে পতিত জনগণের একজন। এই প্রসঙ্গে বহু কথা আছে, আমি মাত্র কয়টী কথা মাত্র বলিতে সমর্থ হইব। আমাদের সকলের স্মরণ করা উচিত যে, আমরা সকলেই বদ্ধজীব, অতএব ভ্রম, প্রমাদ, করণাপাটব ও বিপ্রলিপ্সাদোষ দোষচতুষ্টয়ে। বেদাদি সমস্ত শাস্ত্র শ্রীভগবৎকর্ত্তৃক প্রকাশিত এবং উহারা তাঁহারই মূর্ত্তিমতী বাণী। শাস্ত্রই আমাদের সকল প্রমাণের মূল ও শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। সেই সকল শাস্ত্রমতে বিচার প্রযুক্ত হইলেও ভগবৎপ্রকাশই তাহার মূলে অবস্থিত।

ভগবৎপ্রকাশিত সকল শাস্ত্রই সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন—এই তিনটীর কথা বলিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যের বাণীও সেই তিনটী তত্ত্বের কথাই প্রতিধ্বনিত করিয়াছেন। এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, সেই শ্রীচৈতন্যদেব কে এবং তাঁহার স্বরূপই বা কি? শাস্ত্র-প্রমাণে আমরা জানিতে পারি যে, তিনি স্বয়ং কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য কেহ নহেন। তিনিই শ্রীমদনমোহন। শ্রীরাধার ভাবকান্তি গ্রহণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ শ্রীচৈতন্যরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন। প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীজগন্নাথমিশ্রের গৃহে শ্রীশচীদেবীর গর্ভে ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দের ১৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে তিনি আবির্ভূত হন। শাস্ত্রে তাঁহার আবির্ভাবের গুহ্য কারণত্রয় এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে। যথা—

শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা-
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুতমধুরিমা কীদৃশো বা
মদীয়ঃ।
সৌখ্যঞ্চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং
বেতি লোভা-
ত্তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ॥

—"শ্রীরাধার প্রণয়মহিমা কিরূপ, আমার অদ্ভুত মধুরিমা যাহা শ্রীরাধা আস্বাদন করেন তাহাই বা কিরূপ, আমার মধুরিমার অনুভূতি হইতে শ্রীরাধারই বা কি সুখের উদয় হয়," এই তিনটী বিষয়ে লোভ জন্মিলে শ্রীকৃষ্ণরূপ চন্দ্র শচীগর্ভসমুদ্রে জন্মগ্রহণ করিলেন। তিনি আমাদের মত হাড়মাসের শরীর নিয়ে এখানে আসেন নাই, তাঁহার অপ্রাকৃত দেহেই তিনি এখানে আসিয়াছিলেন। উপরিউক্ত গুহ্যকারণত্রয় ব্যতীত তাঁহার আবির্ভাবের সাধারণ কারণ-বর্ণনে আমরা নিম্নলিখিত শ্লোকটী দেখিতে পাই—

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্।
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ॥

—"সুবর্ণকান্তিসমূহ দ্বারা দীপ্যমান শচীনন্দন হরি তোমাদের হৃদয়ে স্ফূর্ত্তিলাভ করুন। তিনি যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট উজ্জ্বলরস জগৎকে কখনও দান করেন নাই, সেই স্বভক্তি সম্পত্তি দান করিবার জন্য কলিকালে অবতীর্ণ হইয়াছেন।"

কৃষ্ণপ্রেম-লাভই মানব-জীবনের চরম উৎকর্ষ এবং সেই কৃষ্ণপ্রেম-লাভের উপায়-স্বরূপে গোপীগণের আনুগত্য স্বীকারেই সিদ্ধিলাভ হয়। গোপীর আনুগত্যেরজন্যই

সর্ব্বোপরি শ্রেষ্ঠ, বৈষ্ণবচূড়ামণি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ভাষায় আমরা এই বাক্যের সার্থকতা দেখিতে পাই,—

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম-
বৃন্দাবনং
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা
কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থো
মহান্
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরো
নঃ পরঃ॥

এই জগতে যে শান্ত, দাস্য, সখ্য বাৎসল্য ও মধুর এই পাঁচরকমের সম্বন্ধের পরিচয় আছে, শ্রীকৃষ্ণের সহিত সেই পাঁচপ্রকার সম্বন্ধে সম্বন্ধ হইতে পারিলেই আমাদের মনুষ্যজন্ম সার্থক হয়। শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধের সহিত এখানকার সম্বন্ধ হেয় ও বিকৃতভাবে অবস্থিত।

মহাপ্রভু—
'তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥'
বিচারে শ্রীনাম-কীর্ত্তন—

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥"

প্রচার করিয়াছেন। এই যে শ্রীনামের কথা বলিয়াছেন, ঐ শ্রীনাম নামী শ্রীকৃষ্ণ হইতে অভিন্ন। আবার শ্রীকৃষ্ণনাম-কীর্ত্তন করিতে হইলে অসাধুসঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক সৎসঙ্গে ঐ নামকীর্ত্তন করা দরকার, নচেৎ শ্রীনাম-কীর্ত্তন না হইয়া নামাপরাধ হইয়া যায়।

সাধুসঙ্গে কৃষ্ণনাম এই মাত্র চাই।
সংসার জিনিতে আর কোন বস্তু নাই॥

সাধুসঙ্গ ব্যতীত কৃষ্ণভক্তির উদ্রেক হয় না। শাস্ত্র বলেন,—"ভক্তিস্তু ভগবদ্ভক্তসঙ্গেন পরিজায়তে"। সাধুসঙ্গের মূলে প্রথমেই শ্রদ্ধা দরকার। শ্রদ্ধা শব্দে সুদৃঢ় বিশ্বাস বুঝায়। কিসে দৃঢ়বিশ্বাস? সাধু ও শাস্ত্রে দৃঢ় বিশ্বাসই শ্রদ্ধা।

"আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ
ভজনক্রিয়া।
ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাৎ ততো নিষ্ঠা
রুচিস্ততঃ॥
অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ
প্রেমাভ্যুদঞ্চতি।
সাধকানাময়ং প্রেম্ণঃ প্রাদুর্ভাবে
ভবেৎ ক্রমঃ॥"

ভগবৎ-প্রেমলাভের জন্য শাস্ত্রে উপরি-উক্ত ক্রম নিরূপিত হইয়াছে। এই বিষয়ে আমরা সাধুসঙ্গ করিতে প্রবৃত্ত হইব। তিনি 'অহেতুক' প্রভৃতি যে মহামন্ত্র প্রদান করিয়াছেন, তাহার বিবরণ আমরা কলি-সন্তরণোপনিষদে দেখিতে পাই।

যেখানে আমরা কৃষ্ণের প্রতি অহৈতুক প্রেমের কথা দেখিতে পাই। কিন্তু মহাপ্রভুর কৃপাব্যতীত সেই প্রেমের স্বরূপ তত্ত্ব বিষয় কেহ জানিতে পারে না। বেদের কর্ম্ম, জ্ঞান প্রভৃতি মধুপুষ্পিত বাক্যের দ্বারা কৃষ্ণপাদাব্জবিহীন ব্যক্তিগণ সর্ব্বদা বঞ্চিত হইয়া থাকেন। কর্ম্ম ও জ্ঞানের পথে আমাদের মঙ্গল নাই। ভক্তির পথই আমাদের নিত্য মঙ্গলের রাজকীয় পথ।

মহাপ্রভু শ্রীনাম-কীর্ত্তনকেই ভবরোগের একমাত্র মহৌষধি বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন এবং মহাপ্রসাদ সেই রোগের পথ্য বলিয়া জানাইয়াছেন। কৃষ্ণপ্রেমই সমস্ত শাস্ত্রের সার কথা ও শিক্ষা। নানাপ্রকার শাস্ত্রে বুভুক্ষা (ভোগ) ও মুমুক্ষার (ত্যাগের) কথা দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ বলিতেছে 'ভোগ কর', আবার কেহ বলিতেছে 'ভোগে সুখ নাই', ভোগের শেষ পরিণাম বড়ই কষ্টদায়ক, অতএব ভোগের পথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক শান্তিলাভের জন্য ত্যাগের পথ গ্রহণ করা দরকার। এই দুইটী পথই আমাদিগকে প্রলুব্ধ করে এবং আমরা কর্ণধারবিহীন অবস্থায় একটী না একটাতে ঝাঁপাইয়া পড়ি। ত্যাগের পথে আত্মহত্যা করিয়া আমার কি লাভ হইবে? যদি আমার আমিত্বই ধ্বংস হইয়া গেল, তবে যে সুখের জন্য এত কঠোরতা সেই সুখই বা কে ভোগ করিবে?

শ্রীমদ্ভাগবতের বিচার গ্রহণপূর্ব্বক মহাপ্রভু কৃষ্ণভজনেই সর্ব্বার্থসিদ্ধিলাভ শিক্ষা দিলেন এবং জানাইলেন,—

"যথা তরোর্ম্মূলনিষেচনেন তৃপ্যন্তি
তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ।
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং তথৈব
সর্ব্বার্হণমচ্যুতেজ্যা॥"

অর্থাৎ তরুমূলে জলসেচন করিলে যেমন সমস্ত বৃক্ষ সঞ্জীবিত হয়, প্রাণে আহার দিলে যেরূপ সমস্ত দেহের পুষ্টি হয়, সেইরূপ কৃষ্ণভজনেই জীবের সর্ব্বার্থসিদ্ধি লাভ হয়।

গীতাতে আমরা আমাদের স্থূল দেহ, সূক্ষ্ম দেহ ও আত্মা এই তিনটী বিষয় অবগত হই।

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥

স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহ অহর্নিশ পরিবর্ত্তিত হইতেছে, উহারা ধ্বংসশীল। আত্মাই একমাত্র নিত্যবস্তু। সেই আত্মার মঙ্গল-সাধন করাই দরকার। তাই উপনিষদ্ সেই আত্মাকে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য উপদেশ দিয়া বলিয়াছেন,—

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।
ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং
পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি॥

আত্মার বিচারে নিত্যকল্যাণের কথা আছে, কিন্তু দেহ ও মনের বিচারে বুভুক্ষা ও মুমুক্ষার কথা আসিয়া পড়ে। ভক্তির পথেই আত্মার নিত্য মঙ্গল সাধিত হইতে পারে। এ দেশে আমরা সকলেই বিদেশী। বৈকুণ্ঠ-জগৎ আমাদের নিত্য বসতিস্থল। অতএব বিদেশ হইতে স্বদেশে অর্থাৎ সেই শান্তির কোমল ভগবৎপাদপদ্মে ফিরিয়া যাইতে হইবে। ইহাই মনুষ্যজীবনের একমাত্র কর্ত্তব্য।

জীব কৃষ্ণের বিভিন্নাংশ; অতএব কৃষ্ণের সহিত অচিন্ত্যভেদাভেদসম্বন্ধবিশিষ্ট। সূর্য্যের সহিত সূর্য্যরশ্মির যেরূপ সম্বন্ধ, কৃষ্ণের সহিত জীবেরও সেইরূপ সম্বন্ধ। কৃষ্ণ হইতে বিচ্যুত হইলেই আমাদের পতন, আর তাঁহার সঙ্গে সম্বন্ধবিশিষ্ট থাকিলেই আমাদের মঙ্গল। কেন্দ্র ঠিক না থাকিলে যেমন বৃত্ত ঠিক হয় না, সেইরূপ কৃষ্ণকে কেন্দ্র না করিয়া সংসারে আমরা যত কিছুই করি না কেন, সবেতেই অমঙ্গল আনয়ন করিবে। অতএব আমাদের কর্ত্তব্য, নিজের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য কোন কিছু না করিয়া কৃষ্ণেন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য আমাদের সমস্ত চেষ্টা কেন্দ্রীভূত করা। ঐ কেন্দ্র-বিচ্যুতি ঘটিলেই সমূহ বিপদ উপস্থিত হয়। তাই শাস্ত্র বলেন,—

এতাবজ্জন্মসাফল্যং দেহিনামিহ দেহিষু।
প্রাণৈরর্থৈর্ধিয়া বাচা শ্রেয়ঃ আচরণং
সদা॥

বৈষ্ণবগণ কর্ম্মবীর বা জ্ঞানবীর নহেন। তাঁহারা প্রকৃত উন্নতিপথে বাহিত, তাঁহারা কৃষ্ণভজন ব্যতীত অন্য কোন ইতর কার্য্যে প্রবৃত্ত হন না। তাঁদের সমস্ত কষ্ট ও ত্যাগস্বীকার একমাত্র কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতির জন্য। কৃষ্ণ হইতেও বৈষ্ণবের সহিষ্ণু হওয়া দরকার। কৃষ্ণভজনের উপায়-নির্দ্দেশে মহাপ্রভু "তৃণাদপি সুনীচেন" শ্লোক উপদেশ দিয়াছেন। বৈষ্ণবের কৃত্য ঐরূপ তৃণাদপি সুনীচ, তরুর মত সহিষ্ণু, অমানী ও মানদধর্ম্ম-বিশিষ্ট হ'য়ে সদা হরি-কীর্ত্তন করা।

পাশ্চাত্যদেশবাসীর ভগবৎজ্ঞানের সহিত মহাপ্রভুর কথিত কৃষ্ণপ্রেমের অনেক পার্থক্য আছে। 'শ্রীভগবান্' এই কথা বলিলে ইহার মধ্যে অনেক তত্ত্ব বুঝায়। এই পৃথিবীর কার্য্য খুব নিয়মিতভাবে চলিয়া থাকে; তাহাতে পৃথিবীর অন্তরালে যে এক মহীয়সী শক্তি অন্তর্নিহিত আছে তাহা বুঝা যায়। আমাদের দর্শনে বাধা পড়ছে ব'লে আমরা তাঁকে দেখ্‌তে পাই না।

এতৎপ্রসঙ্গে বহু মহোদয়,—
"শ্রী ভক্তিযোগঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি
সূরয়ঃ"
প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত-ভক্তিবিলোচনেন সন্তঃ
সদৈব"
প্রভৃতি শ্লোক আলোচনা করেন।

সূর্য্যকে দেখিতে হইলে যেরূপ সূর্য্য-কিরণের সাহায্যেই তাহা সম্ভব হয়, সেইরূপ ভগবদ্বস্তুকে দেখিতে হইলে একমাত্র ভগবৎকৃপাই সম্বল, তদ্ব্যতিরেকে নিজ চেষ্টার দ্বারা সম্ভব হয় না। তাই "আত্মৈবাত্ম সংকরঃ" প্রভৃতি বিচারে শরণা-গতি-পথই একমাত্র পথ বলি নির্দ্ধারিত হইয়াছে। কিন্তু জগতে অনেক সংশয়বাদী আছেন, যাঁহারা প্রত্যক্ষ ব্যতীত অন্য কিছু বিশ্বাস করিতে চান্ না।

ভগবৎকৃপাতেই আমাদের অজ্ঞান হইতে মুক্তিলাভ হইতে পারে। জগতের প্রত্যেক জিনিষের দিকে যদি তাকাইয়া বিচার করি, তবে ভগবৎসত্তা অবিশ্বাস করিতে পারা যায় না। ভগবান্ সূর্য্যের ন্যায় স্বতঃ-প্রকাশিত বস্তু, তাঁহাকে কেহ প্রকাশ করিতে পারে না। অধিকন্তু তিনি সকলকে প্রকাশিত করিয়া থাকেন। তিনি আমাদের জড় ইন্দ্রিয়ের গোচরীভূত বস্তু নহেন। তাই তাঁহার নাম অধোক্ষজ। এই সকল ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ভগবদ্বস্তুকে বুঝিবা সইতে যাওয়া আর রাবণের স্বর্গে উঠিবার জন্য স্বর্গের সিঁড়ি প্রস্তুত করা একই কথা। অর্থাৎ উভয় ব্যাপারই কার্য্যকরী হয় না। কিন্তু একমাত্র শরণাগত জনের নিকট তিনি আত্মপ্রকাশ করেন। ভগবান্ তিন মাত্রের অতীত চতুর্থ বস্তু। আমাদের তিন-মাত্রের ইন্দ্রিয়দ্বারা ঐ অতীত বস্তুর ধারণা অসম্ভব।

শ্রীচৈতন্যদেব আমাদিগকে বৈকুণ্ঠবাণী শ্রবণ কীর্ত্তন করিতে বলিয়াছেন এবং তর্কপথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রৌতপথ গ্রহণ করিতে বলিয়াছেন। সদ্গুরুপাদাশ্রয়ে শিক্ষাই শ্রৌতপথাবলম্বন।

ভগবান্ ব্যতীত ভিন্ন বস্তুর সহিত প্রেম সম্ভব হয় না। ভগবান্ কে? ব্রহ্মসংহিতায় ইহার উত্তর পাই,—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্॥

সেই কৃষ্ণ অখিলরসামৃতমূর্ত্তি। ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ এই তিন বাক্য লইয়া যে বিবাদ, তাহা "যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্য তনুভা য আত্মান্তর্যামী পুরুষ ইতি সোঽস্যাংশবিভবঃ। ষড়ৈশ্বর্য্যৈঃ পূর্ণো য ইহ ভগবান্ স স্বয়ময়ং ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ॥" এই শ্লোকে মীমাংসিত হইয়াছে।

(ক্রমশঃ)

আপনেও না কর ভাই স্ত্রী-সম্ভাষণ। গৃহে স্ত্রী ছাড়িয়া ভাই আসিয়াছ বন॥

শুদ্ধভক্তি মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ

(আকর-মঠরাজ)

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ গজ উত্তর-পূর্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যবর শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্যমঠ বিরাজমান। এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বতকল্পতরু। এই মহাতীর্থে শ্রীভক্তিবিনোদ বিরচিত ব্যাকরণাদি বেদান্তসমূহের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র 'নদীয়া-প্রকাশ', সাত্বত-সম্প্রদায়ে অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থাদি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতি বৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীসহ কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা মহামহোৎসবাদি তথায় অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫

শ্রীমহাপ্রভু-প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশ্যে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভজনমন্দিরে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দজীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সজ্জন-চতুর্দ্দেবাদ, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হয়। এই মঠ হইতে মহানগরীর সর্ব্বত্র হরিকথা-প্রচার, মহানাম-সঙ্কীর্ত্তন, বক্তৃতা, ব্যাখ্যা ও সঙ্কীর্ত্তন-মণ্ডলী-মহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান হয়। মঠরক্ষক—মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া সহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী সেবাকোবিদ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী এখানে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান, রক্ষক—শ্রীনন্দকিশোর দাসাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—গোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

(৭) কাজীর সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীমদানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক।

(৮) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও রাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান দাস ব্রহ্মচারী।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(১০) মোদদ্রুম-ছত্র "গৌড়ের বৈকুণ্ঠ"

মামগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান। শ্রীগৌরনিত্যানন্দের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবঙ্কুবিহারী ব্রজবাসী, ভক্তিভূষণ।

(১১) তেতিয়া কুঞ্জকানন

শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী,

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীনবীনানন্দ ব্রহ্মচারী

(১২) কুলিয়া কুটীর—পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীঅমৃতানন্দ অধিকারী

(১৩) ভাগবত-আসন—পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

এই স্থান হইতে ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচারিত হয়। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৪) একায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ দামপাড়া, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী ভক্তিসদন।

(১৫) মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(১৬) মাধ্বগৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, পোঃ ঢাকা

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ

(১৭) গোপালজীউমঠ—কমলাপুর, (ঢাকা)

গোপালজীউ শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান। রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রজবাসী।

(১৮) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)।

এখানে শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(১৯) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

মহারাজগঞ্জ, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীমধুসূদন ভক্তিশাস্ত্রী এম্-এ, বি-এল।

(২০) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ সাব্রুম, (কুমিল্লা)

এখানে মদনমোহন শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(২১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী।

(২২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

সুয়রকোণা, পোঃ চিড়কুতা, (বাঁকুড়া)

এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী।

(২৩) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে গুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজগবন্ধু দাস ব্রজবাসী ভক্তিরত্ন।

(২৪) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী।

(২৫) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগড়ি, পোঃ বক্সীবাজার, (কটক)

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদবিহারীজীউর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর

(২৬) শিবসত্তি-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর পুরী,

শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন।

(২৭) পুরুষোত্তম মঠ

ভক্তিকুটী, পোঃ পুরী উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদরাধারমণজীউর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীসনাতন অধিকারী

(২৮) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী দাসাধিকারী।

(২৯) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—শ্রীনিতাইচরণ দাসাধিকারী ভক্তিলোচন।

(৩০) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪২নং কবিরপুরা, বেনারস সিটি

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীসদেবক ব্রহ্মচারী।

(৩১) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী

(৩২) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও গৌরবিনোদ-বিহারীজীউর সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীসত্যনারায়ণ দাসাধিকারী।

(৩৩) কৃষ্ণচৈতন্য মঠ

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

এখানে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিত্যসেবা হয়। রক্ষক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠ

বিশ্রামঘাট মথুরা

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ

(৩৫) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ—শ্রীরাধাকুণ্ড

রক্ষক—শ্রীরাধারমণচরণদাস ব্রহ্মচারী

(৩৬) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৩৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ

সেবাকারী, পোঃ চোতোল, জেলা গুরদাস (পাঞ্জাব) রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৩৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং রায়সান রোড, নিউ দিল্লী।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসদন দুর্য্যাশ্রমী

(৩৯) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল।

এখানে গৌরবিনোদরায়ের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪০) মাধব-গৌড়ীয় মঠ

ভবিষ্যত মাধবপুর, চট্ট, দি

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি

(৪১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ রায়পেট্টা মাদ্রাজ।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীপাদ ভগবান্ ভক্তিবিকাশ

(৪২) বোম্বে-গৌড়ীয়-মঠ কার্য্যালয়

গ্রোটার রোড, ভোটাবি বিল্ডিং, বাংলো নং ১, বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ সেবাশ্রম মজুমদার।

(৪৩) অমরপি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমরপি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীকেশব দাস অধিকারী

(৪৪) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী

(৪৫) পাটনা গৌড়ীয় মঠ

১০০ মিঠাপুর, পাটনা।

রক্ষক—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী রাসভূষণ

(৪৬) গয়া গৌড়ীয় মঠ

হিল হাউস, চার্চ রোড, গয়া

রক্ষক—উপদেশক শ্রীসর্ব্বেশ্বর রাসরত্ন

(৪৭) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠ বালেশ্বর

রক্ষক—শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয়

৩ গ্লাষ্টার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, এস্-ডব্লিউ ৭, লণ্ডন

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন

(৪৯) বার্লিন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

Berlin W. 30

Eisenacher strasse 29 ॥

(৫০) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

৩৫০ নং ডালহাউসী ষ্ট্রীট রেঙ্গুন।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৶০
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। ভাষ্য-সহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সজ্জনতোষণী-পত্রী ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০;
৩ ৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—১৲; ২য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব—১৲
৮। সংক্ষেপসার—দীপিকা ও সংস্কার-দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণবধর্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ।০
১৮। খণ্ডন-খল্লাল বর ।০
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৶০
২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৷৶০
২২। জগন্ন-রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
২৬। গীতার কেবল মান্য-ভাষা ।০
২৭। দুঃসঙ্গমালিকা অপগৌরবঃ সাধ্যবাদ ২৲
২৮। বেদান্তস্যমন্তক সাধ্যবাদ ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸
৩০। দীপ-দিগ্দর্শন ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৶০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা)
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌরমণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি ৴০
৪১। গীতাবলী ৴০
৪২। চিত্রে নবদ্বীপ ২।০
৪৩। সাধনকণ ৴০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৴০
৪৬। অর্চ্চনপদ্ধতি ৴০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। আত্মবশ ৴১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৴০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সাধ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত সারঃ ।০
৬১। সিদ্ধান্ত-সমন্বয় বিধিবোধঃ ।০
৬২। সটিক শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৬৩। ভক্ত্যঙ্গম্ ।০
৬৪। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৬৫। গৌড়ীয়মঠস্য পাঠশাঃ ৴০
৬৬। সারাৎসারবর্ণনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৭। রায় রামানন্দ ।০
৬৮। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ।০
৭০। বেদান্ত—ইটস্ মর্ফলজি অ্যাণ্ড অন্টলজি ।০
৭১। থিয়েষ্টিক ওয়ার্ল্ডস ৷৶০
৭২। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৭৩। বৈষ্ণবিজম ।০
৭৪। দোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৴০
৭৫। দি ভাগবত ।০
৭৬। থয়েষ্টিক ফিলজফি অ্যাণ্ড অ্যাবসলুট ডিভোশন ।০
৭৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২।০
৭৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া ভাষায় প্রকাশিত

৭৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮০। সাধন-পথ ।০
৮১। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৮২। গীতাবলী ৴০
৮৩। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৪। শরণাগতি ৴০

তেলগু ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অথবার সাধক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৸০ আনা, বড় বোতল ১৶০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত ক্যালিসথেনিক্স ক্যাম্প এণ্ড ব্যায়ামশালার জে. বি. দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

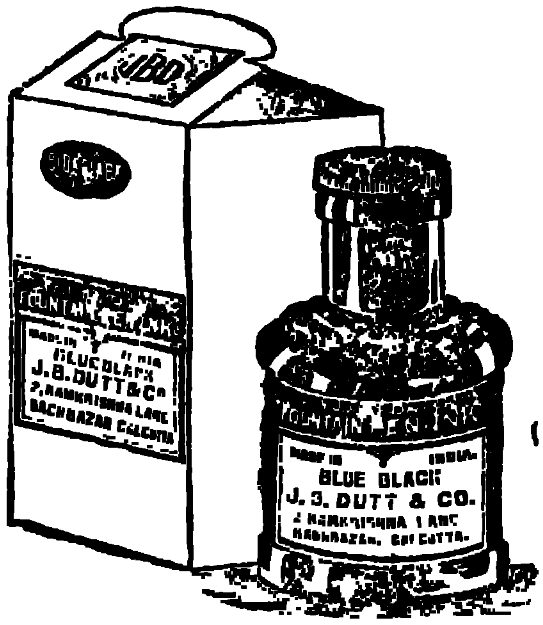

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ খারাপ হয় না। মূল্য অতি সুলভ।
জে. বি. দত্ত এণ্ড কোং
৭নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার
কলিকাতা

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে উৎসুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পত্রায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে বিষয়সার ও শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও
ডাঃ কৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভারতী এম, এম, এস, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

[ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্‌শ কলেজের সংস্কৃতের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম-এ, মহোদয়ের গ্রেষণবেষণা এবং পারদর্শী লেখনীর অনুভূত অবদান করিয়া একাধারে দর্শন এবং তত্ত্ব ও ভগবানের জীবনচরিত-গাথা বহু ছবি ও চিত্রাদি, অর্জন ও আত্মীয় বহু মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য মনস্বীর প্রাসঙ্গ রচনের সাহিত্য তুলনা-মূলে শ্রীমহাপ্রভুর প্রচারিত, সিদ্ধান্তের সম্যক আলোচনা প্রথম খণ্ড ৩৩শ অধ্যায়ে, প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় ছাপা ও বিভূপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের প্রণীত মুখবন্ধ (Foreward) প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সাজান শব্দসূচী (Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ভিক্ষা—১৫, পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মান্দ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রয়পেটা, মান্দ্রাজ : শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা ; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক পত্রিকা একাদশীতে প্রকাশিত হয়। প্রতি বর্ষ ৪৷০ টাকা ভিক্ষায় কলিকাতা বাগবাজার গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। বৈষ্ণবদর্শনা শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৷০

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ বিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এল, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া গৌরাঙ্গমঠ হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষার মাসিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল শ্লোক অঙ্কের এবং তাহার বর্ত্তমান-যুগে শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। আর্ট পেপারে ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৩৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোক সূচী, পদ্যসূচী, গদ্যসূচী, পাদসূচী, বিষয়-সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিবিধ সূচী-পত্র। সডাক শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট সংস্করণ জগতের কোথায়ও আর প্রকাশিত হয় নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক-মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৯৲ নয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে : বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র কিম্বা ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

সচিত্র
নবদ্বীপ পঞ্জিকা

ভিক্ষা—মাত্র ৵০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৫৬,	১০—৩১,	১৩—২২	১৭—৩৮,	১৯—৩৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—০৫
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৩.	২০—১২

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

রবিবার ভিন্ন অন্যান্য দিন

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১২-১০	১২-৩৪	১৫-৩৪	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১২-১৯	১২-৪২	১৫-৪১	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-৫২	১৩-১২	১৬-১৭	১৯-১১

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'শ্রীনাথ' নবদ্বীপ

দৈনিক

R.N. GC 1544

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA PRAKASH

শ্রীচৈতন্যোপনিষৎ
বড় অক্ষরে মূল ও অনুবাদসহ প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি উত্তম। ভিক্ষা ।০ মাত্র
শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

"গৌড়ীয়"
৭ম বর্ষ হইতে ১৩শ বর্ষ পর্য্যন্ত প্রতি বর্ষ কাগজে বাঁধাই ভিক্ষা ৩।০ মাত্র।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ
বাগবাজার, কলিকাতা।

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত—নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১০ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৭ই আষাঢ়, শনিবার ১৩৪২, ২২শে জুন ১৯৩৫ [৯৫তম সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

—:•:—

চীন জাপানের দাবীতে রাজি অবস্থার কথঞ্চিৎ উন্নতি

সর্বশেষ সংবাদে উত্তর চীনের অবস্থার উন্নতি পরিলক্ষিত হয়।

চাং চুং-র (মাঞ্চুকো) খবরে প্রকাশ যে, তিয়েনের ঘটনা সম্পর্কে মিটমাটের জন্য জাপানের যে সকল দাবী চীন পূর্ব্বেই মানিয়া লইয়াছিল একটী ৫-ঠকে পাঁচ ঘণ্টাব্যাপী আলোচনার পর কোয়াংটুঙের সামরিক কর্তৃপক্ষ সেই সকল দাবী পূরণে সম্মতি দিয়াছেন।

নানকিংএর খবরে প্রকাশ যে, নানকিং সরকার জেনারেল হুও চে্ং না-নকে বরখাস্ত করিয়াছেন।

টিয়েন্টসিনের সংবাদে প্রকাশ যে, নূতন সৈন্যদল আসিয়া পুরাতন সৈন্যদলের স্থান গ্রহণ করায় পূর্ব্বতন জাপানী সৈন্যদল জাপানে ফেরৎ পাঠান হইয়াছে।

—

বৃটিশ মন্ত্রিসভার প্রথম দর্শন ভাইকাউন্ট হোরের বাণী

হুইটসান ছুটির পর গত ১১ই জুন প্রথম অধিবেশনে কমন-সভা নূতন মন্ত্রিগণকে সাদর সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। গত ছয় বৎসরের মধ্যে এই প্রথম মিঃ ম্যাকডোনাল্ড প্রধান মন্ত্রীর আসনে উপবিষ্ট।

মিঃ ল্যান্সবারী দপ্তরবিহীন নূতন মন্ত্রিদের এবং প্রিভি কাউন্সিলের লর্ড প্রেসিডেন্টের কর্ত্তব্যকার্য্য লইয়া মিঃ বল্ডুইনকে প্রশ্ন করেন। মিঃ বল্ডুইন উত্তরে বলেন যে, মিঃ এন্টনী ইডেনের নিয়োগ (দপ্তরহীন মন্ত্রিসভার সচিব) বিশ্ব-শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টাকে প্রকৃতই কার্য্যকরী করিবে। লর্ড ইউষ্টেস পার্সি (দপ্তরবিহীন মন্ত্রী) সম্পর্কে তিনি বলেন যে, বিভাগীয় দায়িত্ব হইতে মুক্ত থাকিয়া সাধারণ নীতির প্রতি অত্যন্ত মনোযোগ দিতে পারিবেন এমন সব মন্ত্রী নিয়োগে কাজের খুব সুবিধা হয়। প্রিভি কাউন্সিলের লর্ড প্রেসিডেন্ট (মিঃ র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড) সম্পর্কে মিঃ বল্ডুইন বলেন যে, তিনি এ পর্য্যন্ত যত পদ গ্রহণ করিয়াছেন তন্মধ্যে লর্ড প্রেসিডেন্টের মত অল্প বেতনে অত বেশী কাজ আর কোন পদে তাঁহাকে করিতে হয় নাই।

স্যার হার্বার্ট স্যামুয়েল জিজ্ঞাসা করেন, বিমানচুক্তি কতদূর অগ্রসর হইল। পররাষ্ট্র সচিব স্যার স্যামুয়েল হোর উত্তর দেন যে, গবর্ণমেণ্ট বিষয়টি সম্বন্ধে বিবেচনা করিতেছেন,—কারণ তাঁহারা উহার আশু আবশ্যকতা সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন। নীতি এবং কার্য্যক্রম সম্পর্কীয় বহু প্রশ্ন উহার সহিত জড়িত; সুতরাং সংশ্লিষ্ট শক্তিবর্গের বিশদ আলোচনা অপরিহার্য্য। এ অবস্থায় এখন আর কমন সভায় বিস্তৃত আলোচনা না করাই ভাল।

বিমান বাহিনী বৃদ্ধির সময় মুনাফার জন্য ব্যবসাদারী নিবারণ সম্পর্কে বিমান সচিব স্যার ফিলিপ কানলিফ লিষ্টার ঘোষণা করেন যে, সমস্ত কন্ট্রাক্ট সম্বন্ধে যাহাতে রাজকোষ বিভাগের সহিত পরামর্শ করা হয় এবং মূল্য নিয়ন্ত্রণ যাহাতে করা যায় সে জন্য বিমান দপ্তর ব্যাপক ব্যবস্থা করিয়াছেন। কেহই যাহাতে অতিরিক্ত লাভ না করিতে পারে বিমান দপ্তর তাহার ব্যবস্থা করিতে চান।

——

সামরিক স্টাফ কলেজের কার্য্য আরম্ভ

ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত কোয়েটার স্টাফ কলেজ কোয়েটা হইতে করাচীতে স্থানান্তরিত হইয়াছে। এক সপ্তাহের মধ্যেই অফিস সমূহের কার্য্য আরম্ভ হইবে। ১৭ই জুন সন্ধ্যায় একখানি ট্রেনযোগে সামরিক কার্য্যালয়ের আসবাব পত্র ও দলিল দস্তাবেজ আসিয়া পৌঁছিয়াছে। সেদিন আরও দুই খানি স্পেশাল ট্রেনে চল্লিশ জন উচ্চ কর্ম্মচারী তাঁহাদের সহকারীদের লইয়া আসিয়াছেন। শুধু সৈন্যদলকেই নাকি কোয়েটার অবস্থা যে পর্য্যন্ত স্বাভাবিক না হয় সেই পর্য্যন্ত তথায় রাখা হইবে। কিমারির হাওয়ারে মিউলস ম্যানসনে সামরিক কার্য্যালয়ের জন্য স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তথায় প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ও টেলিফোন বসানো হইতেছে এবং উক্ত কার্য্যালয়ের সীমানার মধ্যে তাঁবু খাটানো হইতেছে।

বেলিয়ার ব্যারাকের নিকটে ২০টী বিশ্রাম স্থান স্থাপন হইয়াছে। যে সমস্ত ইংরেজ পরিবার গত সপ্তাহে এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে তাঁহাদের তথায় আশ্রয় দেওয়া হইয়াছে। তন্মধ্যে কয়েকজন ১৭ই জুন 'ক্যামিলা' জাহাজযোগে ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়াছেন।

প্রকাশ জেনারেল অফিসার কমান্ডিং শীঘ্রই করাচিতে আসিতেছেন।

অমৃত কুমারীর দান

কোয়েটা ভূমিকম্পে যাহারা জীবিত আছে, তাহাদের মধ্যে বিতরণের জন্য শ্রীমতী অমৃত কুমারী ৬০ হাজার প্যাকেট ক্যাম্ফর এ্যাসপিরিণ দান করিয়াছেন। বড়লাটের প্রাইভেট সেক্রেটারী ঐসব জিনিষের প্রাপ্তি স্বীকার সম্পর্কে শ্রীমতী অমৃত কুমারীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া একখানি চিঠি দিয়াছেন। এই সব প্যাকেট বেলুচিস্থানে সেবাকার্য্যে নিযুক্ত রেডক্রশ সোসাইটীর নিকট পাঠাইয়া দেওয়া হইবে।

ডাকাত ভ্রমে বরযাত্রী দলের উপর গুলী

একটি বিবাহের বরযাত্রীদলকে ডাকাত দল বলিয়া ভ্রম করিয়া গ্রামবাসীরা গুলীবর্ষণ করে। ফলে বরযাত্রীদলের একজন নিহত ও আর কয়েক ব্যক্তি আহত হইয়াছে। এই ঘটনা লক্ষ্ণৌ হইতে কয়েক মাইল দূরে উনাও জেলার অন্তর্গত বাগঁসী গ্রামে ঘটিয়াছে। একজন আহত ব্যক্তি সনাক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত এই ব্যক্তি ধরা পড়ে নাই। আহতগণ হাসপাতালে আছে। ঘটনাটি পুলিশে রিপোর্ট করা হইয়াছে।

সশস্ত্র ডাকাতির গুজব

সম্প্রতি একদিন সংবাদ রটে যে, দিনাজপুর সহরের আশেপাশেই একটি সশস্ত্র ডাকাতি হইবে। এই সংবাদ পাইয়া পুলিশ কাঞ্চন নদী এবং সহরের অন্যান্য প্রবেশ পথগুলিতে সশস্ত্র পাহারা দিতে থাকে।

প্রকাশ যে, এই সম্পর্কে পাকল রায় নামে সহরের একজন বেকার যুবককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে এবং তাহার গৃহে নাকি একখানা ছোরা পাওয়া গিয়াছে।

এতৎসম্পর্কে আরও ৩ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

পুলিশ ইনস্পেক্টার খুন

গয়া জিলার জাহানাবাদে গত ১৪ই জুন রাত্রিতে একটী নৃশংস হত্যাকাণ্ড হইয়া গিয়াছে।

প্রকাশ, মৌলবী সাহেব রহমান নামক একজন অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ ইনস্পেক্টর তাঁহার বাড়ীর আঙ্গিনায় ঘুমাইতেছিলেন এমন সময় কোন অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি তাঁহাকে ধারাল অস্ত্র দ্বারা খুন করে। পুলিশ সন্দেহক্রমে ৮ ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

নমো ভগবতে নারায়ণায়

১৫ আষাঢ়, শনিবার ১৩৪২

কলিকাতার মত জন বহুল সহরের স্বাস্থ্য প্রধানতঃ নির্ভর করে খোলা ময়দান ও পার্কগুলির উপর। কিন্তু সম্প্রতি কলেজ স্কোয়ার কর্ণওয়ালিস স্কোয়ার, দেশবন্ধু পার্ক প্রভৃতি কয়েকটি প্রায় দখল করিয়া থাকা মাত্র তাঁহারা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছেন। ইহাতে খেলাধুলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিদিগের কিছু খেলাধূলার সুবিধা হইয়াছে বটে, কিন্তু অন্যদিকে স্বাস্থ্যান্বেষী ব্যক্তিদিগের অসুবিধা অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। এখন পার্কগুলিতে স্বাধীনভাবে বিচরণ করিবার উপায় নাই —মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে খেলা করিবার জন্য। কেবল তাহাই নহে, সময়ের উৎকৃষ্ট সময়ে যে ভাবে মহোৎসবের পার্কগুলিতে স্বল্পভাবে দখল হইতেছে তাহাতে শীঘ্রই পুরুষদের বেড়ান বন্ধ হইয়া যাইবে!

কলিকাতা কর্পোরেশন জলের অপচয় বন্ধ করিবার জন্য সচেষ্ট হইয়াছেন। উহার জন্য তাঁহারা কর্পোরেশন আইনের সাহায্য লইবেন। অপচয় বন্ধ হওয়াই উচিত। কোন জিনিসেরই অপচয় হওয়া উচিত নয়। সহরবাসী সকলেই এ বিষয়ে সতর্ক হইয়া সাহায্য করিবেন সন্দেহ নাই। কিন্তু দারুণ গ্রীষ্মের সময় প্রয়োজনমত জলসরবরাহের প্রতি কর্পোরেশন যেন সতর্ক দৃষ্টি রাখেন।

বিধ্বস্ত কোয়েটার ভয়াবহ সংবাদ পাঠক পড়িয়াছেন। একটীর পর একটী করিয়া যে সকল দৈবদুর্বিপাক মানুষকে দুঃখ দিয়েছে তাহার কথা কেহ কখনও ভুলিতে পারিবে কিনা সন্দেহ। বিহারের ভূমিকম্প, জলপ্লাবন ও কোয়েটার প্রলয়ঙ্কর ভূমিকম্প মানুষকে চরম দুঃখের কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছে। এই সকল দুঃখ কষ্ট হইতে কি প্রকারে উদ্ধার লাভ করা যাইবে তাহা চিন্তার বিষয়। একথা ভুলিলে চলিবে না যে বিশ্বের সকল কার্য্য সর্বশক্তিমান ভগবান কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। তাঁহার সকল কার্য্যের মধ্যেই মঙ্গল নিহিত আছে। আপাতঃ দৃষ্টিতে দুঃখের মনে হইলেও ইহার পশ্চাতে যে ঈশ্বরের মঙ্গলময় হাত আছে, ইহা নিশ্চিত। সর্বশক্তিমান ভগবানের উপর সম্পূর্ণ আস্থা রাখিয়া সকলে তাঁহার কার্য্য মনে করিতে পারিলে এইসকল আকস্মিক কার্য্যের ফলাফল মানুষকে স্পর্শ করিতে পারিবে না।

বাঙ্গলার কৃতপুত্র গভর্ণর স্যার হুসেন্ আব, [illegible] ভারতবর্ষের [illegible] হইয়াছেন. এজন্য আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন ও আনন্দ প্রকাশ করিতেছি। তিনি বাঙলা দেশের অবস্থা বিশেষভাবে অবগত আছেন। আমরা আশা করি তিনি তাঁহার কার্যকালে এদেশের অভাব বিদূরণে নিজের অভিজ্ঞতার মত অকুণ্ঠিত চিত্তে প্রকাশ করিবেন।

রৌপ্যের দরবৃদ্ধিজনিত সমস্যা

মার্চেন্টস চেম্বারের বৈঠক

গত ১১ই জুন রাত্রিতে ইণ্ডিয়ান মার্চেন্টস চেম্বারের কার্য্য নির্বাহক সমিতিতে রৌপ্য সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা হয়। স্যার পুরুষোত্তম দাস ঠাকুরদাস, মাথু সুবেদার, বুলিয়ন মার্চেন্টস এসোসিয়েশনের সভাপতি চুনিলাল মেটা, অধ্যাপক জি এন জোশী ও আরও কয়েকজন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ আলোচনায় যোগদান করেন। ভারতীয় ব্যবসায়ীগণের স্বার্থ রক্ষার জন্য এই বিষয়ে গবর্ণমেন্ট কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত, —মাথু সুবেদার এই বিতর্কের অবতারণা করেন বলিয়া প্রকাশ, সাধারণ ভাবে সকলেই একমত হন যে, টাকা গলাইলে যে রৌপ্য পাওয়া যায়, তাহার মূল্য এক টাকা হইতে অনেক কম, সুতরাং টাকা সম্বন্ধে অনতিবিলম্বে কোন বিপদাশঙ্কা নাই। দর বৃদ্ধি ভারতের পক্ষে মঙ্গলকর কি না এবং টাকা গলাইলে যে রূপা পাওয়া যায়, তাহার মূল্য টাকার সমান হইলে গবর্ণমেন্টের কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত, তৎসম্বন্ধে বিভিন্নরূপ মত প্রকাশিত হয়। সাধারণতঃ বক্তারা বিনিময় হারের কোন ব্যতিক্রম করার বিরোধী। অধিকাংশের অভিমত এই যে, অবস্থা আরও কিছুদিন পর্য্যবেক্ষণ করা হউক। তাঁহারা বিবেচনা করেন যে, আমেরিকার রৌপ্য সংক্রান্ত নীতি সফল হইবে না এবং রৌপ্যের দর বৃদ্ধি স্থায়ী হইবে না—উহা সাময়িক মাত্র। স্যার পুরুষোত্তমদাস ঠাকুরদাস বলেন যে, টাকা গলাইয়া যে রৌপ্য পাওয়া যায়, তাহার মূল্য টাকা অপেক্ষা কম রাখিবার জন্য গভর্ণমেন্টের রৌপ্যের উপর রপ্তানি শুল্ক বসান উচিত। তাঁহার বিবেচনায় বর্ত্তমান অবস্থায় ভারতের পক্ষে ইহাই প্রকৃষ্ট উপায়। ইহাতে গবর্ণমেন্টের মোটা আয় হইবে এবং সেই সঙ্গে টাকার মূল্য ঠিক থাকিবে—বিনিময়ের হার বৃদ্ধির অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে না। শেষ পর্য্যন্ত সমিতি সিদ্ধান্ত করেন যে, টাকার কোন বিপদ উপস্থিত না হওয়া পর্য্যন্ত, অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিতে গবর্ণমেন্টকে জানাইবেন।

বিমান-চালক মোদীর অর্থদণ্ড

কার্ণেলের এক সংবাদে প্রকাশ, গত ১১শে জানুয়ারী মার্কাপুরে [illegible] পাণ্ডের নিকট যে ডাকবাহী বিমানপোতখানি ধ্বংস হয় এবং যাহার ফলে একটী স্ত্রীলোক ও ৫ বৎসরের একটী শিশু নিহত হয়, সেই বিমানপোতের চালক মিঃ জে, ডি, মোদীকে, মার্কাপুরের মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট ১ হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করিবার আদেশ দিয়াছেন।

অসাবধানতার ফলে মৃত্যুর কারণ স্বরূপ হওয়ায় মার্কাপুরের ডেপুটী পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০৪ (ক) ধারানুসারে মিঃ মোদীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন।

কোয়েটার বর্ত্তমান পরিস্থিতি

সরকারী ইস্তাহার

১৬ই জুন মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত সময়ের নিম্নোক্ত মর্ম্মের সরকারী রিপোর্ট ভারত সচিবের নিকট প্রেরণ করা হইয়াছে:—

সমস্ত ইংরেজ মহিলা ও শিশু সন্তানগণকে কোয়েটার বাহিরে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে; কেবলমাত্র যাহারা চলিতে অক্ষম তাহারাই কোয়েটায় রহিয়া গিয়াছেন। আহত সমস্ত ভারতীয়গণকে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে, কেবলমাত্র ক্যাণ্টনমেণ্ট হাসপাতালে ৬ জন গুরুতর আহত অবস্থায় পড়িয়া আছে, সহরের চারিদিকে কাটা তারের বেড়া দেওয়া হইয়াছে। ১২টী লাউডস্পীকারের মারফৎ ভারতীয় সঙ্গীত গীত হইতেছে, সৈন্যদের জন্য একটী সিনেমা বসান হইয়াছে। কোয়েটা মহকুমা ও কালাত ষ্টেটে মৃত্যু সংখ্যার পরিমাণ নিম্নোক্ত রকম:—কোয়েটা মহকুমা লরিয়া সার্কেল মৃত ১২০৬ জন ও আহত ৩৪১ জন, বেগমি মৃত ১০৮জন, আহত ২৩জন, কুচলাখ মৃত ৮, আহত ৯, গুলিস্তান মৃত ৭৭ আহত ২৮জন. ভুরাণী মৃত ১০১, আহত ১৪৪ কাসী মৃত ১৭ আহত ৩৭০জন। সমগ্র অঞ্চলে আহত ও লোক লইয়া ১৬,১৬৩ জন জীবিত আছে। কালাত রাজ্যের মাস্তুং সার্কেলে ১৭৫৩ জন মারা গিয়াছে। ৭১৬ জন আহত হইয়াছে. তিরিরে ৭১০ জন মারা গিয়াছে ও ২৭৫ জন আহত হইয়াছে ক্রিগা বাগে মারা গিয়াছে ১২০ জন, আহত হইয়াছে ৫০ জন। অপরাপর আরও ১১ জন মারা গিয়াছে। অনুমান ১৪ হাজার আশ্রয়প্রার্থী সক্করে উপস্থিত হইয়াছে। উহাদের ৭ শতেরও অধিক গুরুতর। উহাদের অধিকাংশকেই লাহোর হাসপাতালে স্থান দান করা হইয়াছে। জেকোবাবাদের হতাহতের সংখ্যা ৬ হইতে ৭ হাজার হইবে। কোয়েটায় অনেক ঘোড়াও মারা গিয়াছে। সরকার পাঞ্জাব রিলিফ ফণ্ডে একলক্ষ টাকা দান করিবেন। ভয়োর্থ কয়াতেঃ হেড কোয়ার্টার ১৮ই হইতে কলাটিতে স্থানান্তরিত হইতেছে। ডেপুটি ডিষ্ট্রিক্ট হেড কোয়ার্টার কোয়েটাতেই থাকিবে। কোন বিশেষ ঘটনা না ঘটিলে আর কোন সরকারী বিবৃতি প্রকাশ করা হইবে না।

রাস্তায় নায়েব খুন

গত শুক্রবার রাত্রিকালে নাগেশ্বরীতে কাছারী বাড়ীতে রাজা প্রদ্যুম্ননাথ ঠাকুরের নায়েব শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র রায় নিহত হইয়াছেন। প্রকাশ যে, রাত্রিকালে কে বা কাহারা ঘরের বেড়া কাটিয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়াছিল। নায়েব তখন নিদ্রিত ছিলেন। এই অবস্থায় গুরুতর আঘাতে তাঁহাকে হত্যা করা হয়।

রাসায়নিক গবেষণাগার ও শিল্পভবন স্থাপন

বাখরগঞ্জের জেলা বোর্ড শীঘ্রই একটী রাসায়নিক গবেষণা-মন্দির ও শিল্প ভবন স্থাপন করিবে। বোর্ডের চিকিৎসকগণ কঠিন রোগ নির্ণয়ের সুবিধার জন্য দরিদ্র-রোগীদের লইয়া রাসায়নিক গবেষণা মন্দিরে গবেষণা করিবে। শিল্প ভবনে উক্ত জেলার গৃহশিল্পজাত দ্রব্যসমূহ রক্ষিত হইবে। যাহাতে বাজারে ঐ সকল দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পায় তজ্জন্য প্রচার কার্য্য চালান হইবে।

দুইজন বাঙ্গালী গ্রেপ্তার

পুলিশ সংবাদ পাইয়া হাওড়া, কদমতলা রেলওয়ে ষ্টেশনের উপর দুই ব্যক্তি এবং শরৎচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও শশিভূষণ মহাজনকে সন্দেহক্রমে গ্রেপ্তার করে। প্রকাশ তাহাদের নিকট ছোরা, টর্চলাইট, সিঁদ কাটিবার যন্ত্রপাতি পাওয়া গিয়াছে।

খারা ষ্টেটের রাজা সাহেবের মৃত্যু

৮৮ বৎসর বয়সে, এলাহাবাদ জিলার খারা এষ্টেটের মহারাজ রাজা রামসিংহের মৃত্যু হইয়াছে। রেওয়া ষ্টেটের সহিত রাজা সাহেবের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল।

ভীষণ মোটর দুর্ঘটনা

জব্বলপুর পাঁচমারির এক সংবাদে প্রকাশ, গত বৃহস্পতিবার ব্যবস্থাপক সভার সদস্য খান বাহাদুর এস এম জুলফা পাঁচমারিতে এক ভীষণ মোটর দুর্ঘটনায় আহত হইয়াছেন। একটী বৃক্ষে ধাক্কা লাগিয়া ঐ দুর্ঘটনা হয়। তাঁহাকে পাঁচমারি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। প্রকাশ যে খান বাহাদুর ক্রমশঃ আরোগ্য লাভ করিতেছেন।

ইঙ্গ-জার্ম্মাণ নৌবল আলোচনা

সরকারীভাবে জানা গিয়াছে যে, ইঙ্গ-জার্ম্মাণ নৌবল চুক্তি সম্পর্কে এ পর্য্যন্ত যে সকল বিষয়ের আলোচনা হইয়াছে, তাহাতে মোটামুটি উভয়পক্ষ একমত হইয়াছেন। এরূপ একটী চুক্তি হইয়াছে যে জার্ম্মাণীর নৌবল কোন সময়েই বৃটিশ নৌবলের শতকরা ৩৫ ভাগের বেশী হইবে না।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৬ বামন অব্দ শ্রীগৌরাব্দা ৪৪৯

ভাবগ্রাহী জনার্দ্দন

'জন' নামক অসুরকে নিহত করিয়া শ্রীভগবান জনার্দ্দন নামে [illegible]; 'অর্দ্দন' পীড়নার্থে ব্যবহৃত হয়। পুরুষার্থ-লাভের জন্য জনগণকর্ত্তৃক যাচিত হন বলিয়াও শ্রীভগবানের 'জনার্দ্দন'-সংজ্ঞা, অভ্র—ব্যাখ্যা করা। পরব্যোমে 'শ্রীমূর্ত্তি চতুর্ব্যূহ'—বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ। প্রত্যেকের বিলাস-বিগ্রহের অন্যতম শ্রীজনার্দ্দন। তাঁহার দক্ষিণ হস্তের নিম্ন হস্তে পদ্ম, দক্ষিণের ঊর্দ্ধ হস্তে চক্র, বামদিকের ঊর্দ্ধ হস্তে শঙ্খ এবং নিম্ন হস্তে গদা। "জনার্দ্দন—পদ্মচক্রশঙ্খগদাকর।" মায়াপুরে শ্রীচৈতন্য মঠের উত্তরে বল্লালদীঘির নিকট শ্রীজনার্দ্দন-মন্দির বিদ্যমান। শ্রীমন্মহাপ্রভু দাক্ষিণাত্য ভ্রমণকালে ত্রিবান্দ্রমে অনন্তপদ্মনাভ-জনার্দ্দনের এক স্থানে দর্শন করিয়া

বিষ্ণুতত্ত্ব এক হইয়াও প্রকাশ-লীলা ও বিলাস-লীলা-ভেদে বিভিন্ন সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত। ভাবগ্রাহী জনার্দ্দন বলিতে, অন্তর্যামী ভগবান যে জনের অন্তরের ভাবানুসারে তাঁহাকে কৃপা করিয়া থাকেন [illegible] বুঝিতে পারা যায়। এই কথার মধ্যে ইহাও অন্তর্নিহিত যে অন্তরে এক ভাব, বাহিরে অপর ভাব প্রকাশকারী কপটতার পথে যিনি যান তিনি ভাঁহার করুণা হইতে বঞ্চিত হইতে হয়। যেখানে অন্তরে কাপট্য লেশমাত্রও নাই, অথচ বাহিরে কতিপয় শব্দ-উচ্চারণ [illegible] ত্রুটি, সেই স্থানেই কপটতার চরম বিকাশ।

কোনও অর্থবিক্রেতা গোয়ালার একটী পুত্র ছিল। পিতা ও পুত্রের উভয়েরই বাহিরে বেশ বেশভূষার বেশ। উভয়েই তিলক মালায় মাথা ও শিখা-কণ্ঠি বিভূষিত; অনবরত গোপাল গোবিন্দের নাম বেশ দেখান হয়; করে জপমালা রহিয়াছে। যে কোনও লোক দেখিলেই তাহাদিগকে পরম বৈষ্ণব মনে না করিয়া পারেন না। একদিন [illegible] ক্রেতা আসিলে তাহারা দুগ্ধাদি-দ্রব্যাদি দ্রব্যের ভাব করিয়া ক্রেতাগণকে পরের ঘরে বসাইল। পুত্র তাদের (?) কোথায় চুরাইয়া বলিতে লাগিল—"কেশব, কেশব"। পুত্রের কথা শেষ হইতে না হইতেই পিতা বলিতে লাগিল—"গোপাল, গোপাল"। পুত্র পুনরায় বলিল—"হরি হরি", পিতা আরও আবেগের সহিত বলিল—"হর হর"। ক্রেতারা প্রথমে উঁহাদের অবস্থা দেখিয়াই মুগ্ধ হইয়াছিল, এক্ষণে এ প্রকার কথা শ্রবণ করিয়া একেবারে গলিয়া গেল। অবশ্য পুত্রটি "কে সব, কে সব" অর্থেই "কেশব, কেশব" বলিয়াছিল। ক্রেতারা তাহার অন্তর্গত ভাব বুঝিতে না পারিলেও তাহার পিতা ঐ সঙ্কেতের অর্থ বুঝিয়াই উত্তর দিয়াছিল—"গোপাল, গোপাল"। পাঠকগণ বোধ হয় সহজেই বুঝিতে পারিতেছেন যে 'কেশব' বলিয়া পুত্রটি পিতাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—"কে সব?—ইহারা কে, অর্থাৎ ইঁহাদের প্রকৃত আপনি কিপ্রকার বুঝিতেছেন। লোকগুলি মূর্খ না চতুর?" পিতা উত্তর করিল—"গোপাল অর্থাৎ লোকগুলি গরু,—নিরেট মূর্খ"। তখন পুত্র অনুমতি চাহিল—"হরি অর্থাৎ চুরি করি, ইহাদিগকে নানারূপে ঠকাই" পিতা অনুমতি দিল—"হর অর্থাৎ চুরি কর, যত পার ঠকাও।" ঐ পিতা ও পুত্রকে বিশ্বাস করিয়া উক্ত ক্রেতাদের কি অবস্থা হইয়াছিল, তাহা পাঠকগণকে আর বলিবার দরকার নাই। ঐ প্রকার বেশ ও ঐ প্রকার নাম (?)-গ্রহণে কি ফল হয় তাহা কতক বৎসরের মধ্যেই উঁহাদের প্রতিবেশীরা ভালরূপে জানিতে পারিয়াছিল। অর্থের নাশ হইয়া ঐ পিতাপুত্র গলিতকুষ্ঠ রোগাক্রান্ত হইয়া বহু বৎসর অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছে। এই প্রকার কপটতার ফলে আপাতসাংসারিক উন্নতি লক্ষিত হইলেও অন্তর্যামীর দৃষ্টি যে এড়ান যায় না, তাহা ঐ ঘটনাই প্রমাণিত করিতেছে।

একটু স্থিরচিত্তে চিন্তা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, বিষ্ণুভক্তিরহিত অবস্থায় যাহা কিছু করা যায় তৎসমুদয়ই কপটতার পরিচয়। ক-শব্দে ব্রহ্মা; পট—আচ্ছাদন। ব্রহ্মাকে আচ্ছাদন করিবার কার্য্যই কপটতা। ব্রহ্মা—আদি-গুরু; তাঁহাকে আচ্ছাদন অর্থে তাঁহার ভাগবতসিদ্ধান্তমালা যিনি শ্রীকৃষ্ণ হইতে পাইয়াছেন—তাহারই আচ্ছাদন; সুতরাং কপটতা অবশ্য আর অন্য কিছু কপটতা। 'ক' শব্দের এক অর্থ বিষ্ণু; বিষ্ণুকে আচ্ছাদন করা অর্থে একমাত্র ভোক্তা বিষ্ণুকে ভোগের আসন হইতে অপসারিত করিবার ও নিজেরা বিষ্ণুভোগ্য সামগ্রী নিজে ভোগ করিবার উদ্যম। সুতরাং বিষ্ণু-সম্বন্ধবিচ্যুত হইয়া দেহ-মনের তৃপ্তিসাধনার্থ যাহা কিছু করা যায় তৎসমুদয় কপটতা ব্যতীত আর কিছুই নহে। ধর্ম, অর্থ, কাম—এমন কি, মোক্ষের বাসনা পর্য্যন্ত কপটতারই অন্তর্গত; কারণ এই চতুর্ব্বর্গের মধ্যে বিষ্ণুভক্তির লেশমাত্র নাই; তাহাতে স্বার্থান্বেষীগৃহাদিরূপ কাম আছে মাত্র। কাম কপটতারই অন্তর্গত। পূর্বোক্ত উদাহরণে যদিও গোয়ালা ও তাহার পুত্র ভক্তির ভাব বাহ্যতঃ প্রকাশ করিয়াছিল কিন্তু অন্তরে ভক্তির লেশমাত্রও ছিল না বলিয়া তাহারা ভাবগ্রাহী ভগবান্ কর্ত্তৃক দণ্ডিত হইয়াছে। বিষ্ণুভক্তিরহিত জনগণ কর্ম্মের লাগর-দোলায় কিপ্রকার নিয়ত ভোগ ভোগ করিতেছে তাহা প্রত্যক্ষিক ঘটনাই প্রমাণ করিতেছে। কভু স্বর্গে উঠা কভু নরকে ডুবা অপেক্ষা অধিক বিড়ম্বনা আর কি হইতে পারে? নির্ব্বিশেষ-সাগরে আত্মহত্যা নিষ্ক্রমপ্রাপ্তির চরম ফল ব্যতীত আর কি?

ভাবগ্রাহী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু, যাহার অন্তরে লেশমাত্রও ভোগ-কামনা আছে, তাহাকেও কিপ্রকারে অনাদর করেন তাহার উদাহরণ আমরা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে দেখিতে পাই। পরম বৈষ্ণব তপন মিশ্রের নন্দন শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী পিতার প্রকট-কাল পর্য্যন্ত মহাপ্রভুর আদেশে বারাণসীতে পিতৃসন্নিধানে ছিলেন। ঐ সময়ের মধ্যে একবার তিনি একটী ঝালিতে বহু সামগ্রী সাজাইয়া মহাপ্রভুর পাদপদ্ম সন্দর্শনার্থ নীলাচলে গিয়াছিলেন। রামদাস বিশ্বাস নামক জনৈক কায়স্থ পণ্ডিত পথিমধ্যে তাঁহার সঙ্গী হন। রামদাস সর্ব্বশাস্ত্রে প্রবীণ ও কাব্যপ্রকাশের অধ্যাপক এবং রঘুনাথের উপাসক; অনুক্ষণ রামনাম জপ করেন। ভট্ট গোস্বামীর নিষেধ সত্ত্বেও রামদাস নানাপ্রকারে তাঁহার সেবা এবং তাঁহার ঝালিটী বহন করিতে লাগিলেন। ভট্ট গোস্বামী মহাপ্রভুর শ্রীচরণে উপস্থিত হইলে মহাপ্রভু তাঁহাকে আলিঙ্গন প্রদানপূর্ব্বক সস্নেহে তাঁহাকে সেবাকার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু রামদাস ঐপ্রকার পণ্ডিত হইয়া এবং নিরন্তর রামনাম জপ করিয়াও যে মহাপ্রভুর স্নেহলাভে সমর্থ হন নাই তাহা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের নিম্নোক্ত বাক্যই প্রমাণ করিতেছে—

রামদাস যদি প্রথম প্রভুরে মিলিলা।
মহাপ্রভু অধিক তাঁরে কৃপা না করিলা॥

মহাপ্রভুর রামদাসের প্রতি ঐপ্রকার উদাসীন্যের কারণ—

"অন্তরে মুমুক্ষু তেঁহো, বিদ্যাগর্ব্ববান্।
সর্ব্বচিত্তজ্ঞাতা প্রভু—সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্॥"

মোক্ষকামনার যদি ঐপ্রকারে উপেক্ষিত হয়, তাহা হইলে ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম-কামনার স্থান যে ভগবচ্চরণে কিছুমাত্র নাই তাহা সহজেই অনুমেয়।

কৃষ্ণসুখৈষণা বাঞ্ছার বিষয় হইলে—অন্তর কৃষ্ণসুখৈষণায় উদ্ভাসিত থাকিলে ভাবগ্রাহীর করুণায় পঞ্চম পুরুষার্থ কৃষ্ণপ্রেম আশীর্ব্বাদরূপে আমাদের শিরে বর্ষিত হইয়া থাকে। স্বসুখ-কামনার লেশও না থাকায় একমাত্র কৃষ্ণসুখৈষণাই কপটতা-বর্জ্জিত। শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্যামী ও ভাবগ্রাহী—এই কথাটি স্মরণ রাখিয়া ভজনে প্রবৃত্ত হইলেই নিত্য-কল্যাণ লাভ হয়।

"শ্রীচৈতন্যদেবের বাণী"

(২)

কৃষ্ণই একমাত্র ভগবত্তত্ত্ব। তিনিই আমাদিগকে বলিয়াছেন,—

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং
ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি
মা শুচঃ॥"

আবার শ্রীমদ্ভাগবতে আমরা দেখিতে পাই,—

অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ
ক্ষিণোত্যভদ্রাণি চ শং তনোতি।
সত্ত্বস্য শুদ্ধিং পরমাত্মভক্তিং
জ্ঞানঞ্চ বিজ্ঞানবিরাগযুক্তম্॥

বিষয় ও আশ্রয়ের মধ্যে যে পার্থক্য, তাহা পাশ্চাত্য দার্শনিকগণের বিচারেও ধ্বংস করিতে হইবে না।

প্রেমকথাটা আজকাল যথেচ্ছভাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সাধারণভাবে প্রেমটা একটা মনের অবস্থাকেই নির্দ্দেশ করে কিন্তু পারমার্থিকগণের বিচারে উহা ভগবানের ইন্দ্রিয়তৃপ্তিতেই পর্য্যবসিত। এ জগতের কামের যে কথা তাহা প্রেমেরই কেবল বিকৃত প্রতিফলন। ইহাতে আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছাই প্রধান। অন্য বস্তুর প্রতি প্রেম হয় না। 'প্রেম' অধ্যক্ষ বস্তুর প্রতিই প্রযোজ্য। এইরূপ কাম ও প্রেমের মধ্যে আকাশপাতাল ব্যবধান আছে।

অতএব কাম-প্রেমে বহুত অন্তর।
কাম অন্ধতমঃ, প্রেম নির্ম্মল ভাস্কর॥

আধুনিক কাম আমাদিগকে কিরূপ আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে এবং কিরূপভাবে আমাদিগকে কষ্ট দিতেছে, তাহার একটী দৃষ্টান্ত এই শ্লোকটিতে পরিস্ফুট হইয়াছে।

"কামাদীনাং কতি ন কতিধা পালিতা
দুর্নিদেশাঃ
তেষাং জাতা ময়ি ন করুণা ন ত্রপা
নোপশান্তিঃ।
উৎসৃজ্যৈতানথ যদুপতে সাম্প্রতং
লব্ধবুদ্ধি-
স্ত্বামায়াতঃ শরণমভয়ং মাং নিযুঙ্ক্ষ্বাত্ম-
দাস্যে॥"

তাই কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর আর্ত্ত মহাপ্রভুর বাণীতে আমরা দেখিতে পাই,—

"কৃষ্ণ তোমার হঙ যদি বলে একবার।
মায়াবন্ধ হইতে কৃষ্ণ তারে করে পার॥"

মহাপ্রভু এই যে কৃষ্ণপ্রেমের কথা বলিয়াছেন, ইহা ধর্ম্মার্থকামমোক্ষরূপ চতুর্ব্বর্গ হইতে শ্রেষ্ঠ। অতএব অধোক্ষজে ভক্তি করাই মানবমাত্রেরই ধর্ম্ম।

'স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো
ভক্তিরধোক্ষজে,'

পূর্ণ ভগবানের কামপূরণ করার নামই প্রেম। কাম নরকে নিয়ে যায়, যা

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

— পারমার্থিক পত্র —

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১০ম বর্ষ } ৬ বামন গৌরাব্দ ৪৪৯, ৭ই আষাঢ় বঙ্গাব্দ ১৩৪২, ২২শে জুন ইং ১৯৩৫ শনিবার } ৯৫তম সংখ্যা

ব্রহ্মদেশের সান্‌রাজ্যে প্রচার

টাঙ্গি ১৩।৬।৩৫

শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম প্রচারক উপদেশক শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ ভক্তিসার মহোদয় ও শ্রীপাদ সত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী সাউদার্ণ সান্‌রাজ্যের বিভিন্নস্থানে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের বাণী প্রচার করিতেছেন। তাঁহারা কালো (Kalaw) হইতে রওনা হইয়া পাহাড়পথ অতিক্রম পূর্ব্বক টাঙ্গি (Tawnggzi) সহরে উপস্থিত হন। টাঙ্গি দক্ষিণ সান্ ষ্টেটের প্রধান সহর। ইহার দৃশ্য অতি মনোরম। ইহা সুউচ্চ পর্ব্বতের উপরিভাগে (আনুমানিক প্রায় সাড়ে চারি হাজার ফিট উচ্চে) অবস্থিত। সমুদ্র-পৃষ্ঠ হইতে এই স্থান সাড়ে পাঁচ হাজার ফিট উচ্চ। টাঙ্গি সহরের সুপ্রসিদ্ধ বেঙ্গল সোসিয়েল ক্লাবে মঠসেবকদ্বয় কএকদিবস যাবৎ বক্তৃতা ও কীর্ত্তনাদি করিয়াছেন।

গত ৪ঠা ও ৫ই জুন উক্ত ক্লাবে 'শ্রীচৈতন্যদেবের বাণী' সম্বন্ধে বক্তৃতা হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত জ্ঞানানন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয় সভাপতির আসনগ্রহণ করিয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠের বিশ্বব্যাপী প্রচারের কথা সজ্জনসমক্ষে প্রচার করেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠের বাণী শ্রবণ করিয়া এখানকার বন্ধুগণ তাঁহাদের প্রচারকার্য্যের সহায়তা করেন। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ শ্রীগৌড়ীয়মঠের সত্যবাণী প্রচারে সহায়তা করিয়াছেন:—মিঃ এন্, এল্ বসু, উকীল, মিঃ বি, বসু মিউনিসিপ্যাল সেক্রেটারী; মিঃ এস্, সি মজুমদার সেক্রেটারী অব বেঙ্গল ক্লাব; শ্রীযুক্ত নিবারণ চন্দ্র দে মার্চেন্ট, শ্রীযুক্ত কে সি রায় পোষ্টমাষ্টার প্রভৃতি।

উক্ত প্রচারকদ্বয় টাঙ্গি সহরের প্রচার-কার্য্য সমাধা করিয়া টাঙ্গি হইতে প্রায় ৬০ মাইল দূরবর্ত্তী লয়লেম্ (Loilem) স্থানে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারোদ্দেশে গমন করেন। টাঙ্গি হইতে লয়লেম পর্ব্বতমালা ও ভীষণ অরণ্য অতিক্রম করিয়া যাইতে হয়। পর্ব্বতের উপরিভাগে ঘুরিয়া ঘুরিয়া মোটরকার যাইবার পথ আছে। মোটর-খানি কোথায়ও হাজার ফিট উচ্চে উঠিতে লাগিল এবং কোথায়ও হাজার ফিট নিম্নে যাইতে লাগিল। চতুর্দ্দিকে ভীষণ অরণ্য; পর্ব্বতের উপরিভাগে মোটর-খানি একটু Slip করিলে আর জীবনের আশা নাই, প্রায় দুই হাজার ফিট নিম্নে পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা। শুনা গেল সিংহ ব্যতীত সকল হিংস্রজন্তুই এই পার্ব্বত্যবনে পরিদৃষ্ট হয়। প্রচারকদ্বয় বেলা ২টার সময় লয়লেমে (Loilem) উপস্থিত হন। তথাকার স্থানীয় পোষ্ট-মাষ্টার কে, সি দত্ত; ডাঃ এস্, কে রায়; এস্ দত্ত কন্‌ট্রাক্টর প্রমুখ সজ্জনবৃন্দ তাঁহাদের সাদর সম্বর্দ্ধনা করেন। প্রচারকদ্বয় লয়লেমের বিভিন্নস্থানে পাঠ-কীর্ত্তনাদি দ্বারা দিবসচতুষ্টয় স্থানীয় সজ্জনগণকে শ্রীচৈতন্য-বাণী-শ্রবণের অবকাশ প্রদান করেন। স্থানীয় ভারতীয় অধিবাসিবৃন্দ ব্যতীত নিম্নলিখিত সজ্জনগণ তাঁহাদের প্রচারকার্য্যে যথেষ্ট সহানুভূতি প্রকাশ করেন—মিঃ এন্, ডাফট কোল; মিঃ পি, এ, মার্কেট; মিঃ গোডার; মিঃ মিল এম্-ডি ও।

'লয়লেম' সহরের প্রচারকার্য্য সমাধা করিয়া প্রচারকদ্বয় পুনরায় ১২ই জুন টাঙ্গি সহরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।

পাবনা জেলায় প্রচার

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ গত ১৭ই জ্যৈষ্ঠ সন্ধ্যায় পাবনা জিলার হাটুরিয়া জগন্নাথপুর গ্রামের জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু প্রমথনাথ বাগ্‌চী মহোদয়ের ভবনে "শ্রীচৈতন্যদেবের দান" সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতার মর্ম্ম—আমরা জগতে অনেক প্রকার দাতার নাম শুনিতে পাই কিন্তু শ্রীগৌরসুন্দর সেই প্রকারের কোন দাতা নহেন। তিনি অন্নহীনকে অন্নদান, বস্ত্রহীনকে বস্ত্রদান, কিম্বা রোগীকে ঔষধদান এইপ্রকার কোন দান করেন নাই। তিনি স্বয়ং ভগবান্ হইয়াও অচিন্ত্যশক্তিবলে আমাদের নিকট উদিত হইয়া যাবতীয় জীবই যে ভগবানের সেবক, তাহাই নিজে আচরণ করিয়া শিক্ষা দিয়াছিলেন। যেদিন হইতে জীব ভগবানের নিত্য সেবা-ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ভোগের ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছে সেই দিন হইতে সে ভোক্তৃত্ব ধরিয়া সুখের জন্য চেষ্টিত হইতেছে কিন্তু সুখ বা শান্তি কোন দিনও পাইতেছে না—কেবল প্রতারিত হইতেছে। যেদিন সে নিজেকে আবার ভগবানের নিত্য সেবক বলিয়া জানিতে পারিবে, সেই দিন তাহার হৃদয়ের যাবতীয় অসৎ পিপাসা দূরীভূত হইবে। তাই তিনি জীবের দ্বারে দ্বারে গিয়া কৃষ্ণকীর্ত্তন করিয়াছিলেন। এই জগতে জন্মগ্রহণ করিয়া যত মিথ্যা পরিচয় আমরা লাভ করিয়াছি তাহাতেই আমরা সুখ বা দুঃখ ভোগ করিতেছি। যেদিন আমরা ভগবৎসম্বন্ধীয় বুদ্ধি থেকে চ্যুত হইয়াছি সেই দিন হইতে আমাদের সর্ব্বনাশ হইয়াছে।

বেদশাস্ত্র আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, বেদ মুখ্যভাবে কৃষ্ণভজনই শিক্ষা দিয়াছেন এবং গৌণভাবে কর্ম্ম ও জ্ঞানের উপদেশ দিয়াছেন। জন্মগ্রহণাবধি আমাদের স্থূল ও সূক্ষ্মদেহে যে আমি-বুদ্ধি হয় উহাই দুঃখের কারণ। ভোগাভিমানই দুঃখ। যাহারা এই জগতের কিছু পেলে ধনী হওয়া যায় বা না পেলে দরিদ্র হওয়া যায় তাহারাই মূঢ়। সম্বন্ধের অনুশীলন কারণে মানব প্রাকৃত নাম গ্রহণ করে; একটু উন্নত অবস্থায় ঐ বস্তুর চিন্তা ও বিলাস-বিষয়ে আকাঙ্ক্ষা লাভ করিলে তাঁহারা বৈষ্ণবনামে অভিহিত হন। শ্রীচৈতন্যদেব বেদের একদেশীয় বিচারকে নিরাস ক'রে সার্ব্ব লৌকিক বিচার প্রবর্ত্তন ক'রিয়াছিলেন এবং সর্ব্বনাশে প্রবৃত্ত বদ্ধ জীবকুলকে ঐ অচিদ্বাদীদের হাত হ'তে মুক্ত করাইয়া চিদ্বিলাসের সন্ধান দিয়াছিলেন। এই ভারতবর্ষে কোন দিন চার্ব্বাক বিচার ছিল না। ভারতবাসী চিরদিনই ধর্ম্মের আদর করেন কিন্তু যেদিন হইতে আমরা ধর্ম্মের আদর পরিত্যাগ করিয়াছি সেই দিন হইতে আমাদের সর্ব্বনাশ হইয়াছে। সেই দিন হইতে বর্ণাশ্রমধর্ম্মের অপব্যবহার হইতে আরম্ভ হইয়াছে এবং আমরা পরমার্থলাভে বঞ্চিত হইয়াছি। যদি আমরা পুনরায় বর্ণাশ্রমে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারি তবেই আমরা পরা শান্তি লাভ করিতে পারিব এবং আমাদের মধ্যে পুনরায় ঐক্যতান দেখা দিবে এবং সমগ্র জগৎকে আমরা নিত্য শান্তির সন্ধান দিতে সমর্থ হইব। অন্য কোন উপায়ে শান্তিলাভ হবে না; বরং অশান্তি ভোগ করিতে হবে। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তিত হয়।

শুদ্ধভক্তি মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ

(আকর মঠরাজ)

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ গজ উত্তর-পূর্বে শ্রীব্রজপত্তনে মহাপীঠস্থ শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীগৌরগান্ধর্বিকা-গিরিধারী বিরাজমান। এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, সরস্বতীপীঠ বা সাত্বতভক্তনগরী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি বেদান্তসমূহের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারী ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠ হইতে পারমার্থিক দৈনিকপত্র 'নদীয়া-প্রকাশ', সাত্বত-সম্প্রদায়ে প্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থাদি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতি বৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমা উৎসব ও অপর ভক্তগোষ্ঠীসহ কীর্ত্তন-পর্য্যটনমুখে মহামহোৎসবাদি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক।—শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রচারিত শুদ্ধনাম সংকীর্ত্তন-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্তসদনারামে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দকৌড় মন্দিরে নিত্য সেবিত হন। 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। উৎসবে পাঠ, সংকীর্ত্তন, শ্রীপ্রহ্লাদ-চতুর্বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদির লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হয়। এই মঠ হইতে মহানগরীর সর্ব্বত্র হরিকথা-প্রচার, মহানগর-সংকীর্ত্তন, বক্তৃতা, ব্যাখ্যা ও সংকীর্ত্তন-যাত্রা-মহোৎসবাদি ভক্তাঙ্গের অনুষ্ঠান হয়। মঠরক্ষক—মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-স্থান মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া সহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীবালগোপালের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী সেবাকোবিদ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী এখানে শ্রীগৌরবিনোদানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান, রক্ষক—শ্রীমন্মথ দাসাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—গোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

(৭) কাজীর সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপা প্রাপ্ত শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক।

(৮) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও রাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান দাস সদাচারী।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(১০) মোদদ্রুম-ছত্র গৌড়ের বৈদিক

মাউগাছি, পোঃ জাহ্নগর, (বর্দ্ধমান)।

শ্রীবাসুদেবদত্ত ঠাকুর সুখাসনের স্থান। শ্রীগৌরনিত্যানন্দের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীকুঞ্জবিহারী ব্রজবাসী, ভক্তিভূষণ।

(১১) জেতিয়া কুঞ্জকানন

শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী.

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক- শ্রীবনোয়ারী ব্রহ্মচারী

(১২) কুঞ্জকুটীর—পোঃ কৃষ্ণনগর,

নদীয়া। রক্ষক—শ্রীঅমৃতানন্দ অধিকারী

(১৩) ভাগবত-আসন—পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

এই স্থান হইতে ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচারিত হয়। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৪) একায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ চাপরালি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য গোস্বামী ভক্তিসার।

(১৫) মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(১৬) মাধ্বগৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, পোঃ ঢাকা

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ।

(১৭) গোপালজীউ মঠ—কমলাপুর, (ঢাকা)

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিদ্যমান। রক্ষক—শ্রীমহানন্দদাস ব্রজবাসী.

(১৮) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)।

এখানে শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(১৯) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

মতবাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অনঙ্গমোহন শ্রীমৎবর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২০) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাধ্, (ত্রিপুরা)

এখানে মহাপ্রভুর শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(২১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীঅবেক্ষক দাসাধিকারী.

(২২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ভুবনেশ্বর(?), পোঃ চিহুবৃত্তা, (মানভূম)

এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী।

(২৩) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে গুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজগবন্ধুদাস ব্রজবাসী ভক্তিরত্ন।

(২৪) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী।

(২৫) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগড়ি, পোঃ বখীবাজার, (কটক)

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদবনমালীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর

(২৬) ত্রিদণ্ডি গৌড়ীয় মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর পুরী,

শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন।

(২৭) পুরুষোত্তম মঠ

ভক্তিকুটী, পোঃ পুরী চটকপর্ব্বত।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীউর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগদাধর অধিকারী

(২৮) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী দাসাধিকারী।

(২৯) রাধারমণ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, জেলা গোদাবরী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র দাসাধিকারী ভক্তিলোচন।

(৩০) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪২নং কবিরপুরা, বেনারস সিটি

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীমহেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(৩১) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ

(৩২) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও গৌরবিনোদ-বিহারীজীর সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীসত্যনারায়ণ দাসাধিকারী।

(৩৩) কৃষ্ণচৈতন্য মঠ

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

এখানে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিত্য-সেবা হয়। রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণপ্রেম ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠ

বিশ্রামঘাট মথুরা

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ

(৩৫) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ—শ্রীরাধাকুণ্ড

রক্ষক—শ্রীরাধারমণচরণদাস ব্রহ্মচারী

(৩৬) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৩৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ

দেবগ্রাম, পোঃ দোতোল, জেলা গুরদাসপুর (পাঞ্জাব) রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৩৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্বিকাগিরিধারীর সেবা।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব তপস্বী

(৩৯) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল।

এখানে গৌরবিনোদরায়ের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীবনগোপাল অধিকারী।

(৪০) সারস্বত-গৌড়ীয় মঠ

তারবার সাহারণপুর, ইউ, পি

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি

(৪১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ রায়পেট্টা মাদ্রাজ।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্বিকাগিরিধারীর সেবা।

রক্ষক — শ্রীপাদ প্রণবানন্দ ভক্তিবিকাশ

(৪২) বোম্বে-গৌড়ীয়-মঠ কার্য্যালয়

গ্রোষ্টার রোড, চোপাটি বিল্ডিং, বাংলো নং ১, বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মা মজুমদার।

(৪৩) অমরজি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমরাস, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীমহেশ্বর দাস অধিকারী

(৪৪) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী

(৪৫) পাটনা গৌড়ীয় মঠ

১০০ মিঠাপুরা, পাটনা।

রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী বাগভূষণ

(৪৬) গয়া গৌড়ীয় মঠ

ফিল সাহেব, চাচ রোড, গয়া

রক্ষক—উপদেশক শ্রীমহেশ্বর প্রার্থক

(৪৭) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠ বালেশ্বর

রক্ষক—শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয়

৩ গ্রহাম টাউন, কর্ণওয়াল গার্ডেন, এস. ডাব্লিউ ৭, লণ্ডন

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন

(৪৯) বার্লিন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

Berlin W. 30

Eisenacher strasse 20 I,

(৫০) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

৩৫০ নং ডালহাউসী ষ্ট্রীট রেঙ্গুন।

প্রেম কামদেবের চরণে পৌঁছিয়ে দেয়। প্রেমদাতাই চরম বোধ।

'মোক্ষং বিক্ষিপ্তাক্ষম্'

শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষায় কোন প্রকার ভাবকেলির কথা নাই। তাঁহার শিক্ষা সর্বতোভাবে দার্শনিক-শিক্ষাপূর্ণ। তিনি স্বয়ং নাগাবতার হইয়া কৃষ্ণপ্রেমধন বিতরণ করিয়াছেন। মহামন্ত্র কীর্তন ব্যতীত কৃষ্ণপ্রেম-লাভের অন্য উপায় নাই। শ্রীল প্রভুপাদ সেই চেতনবাণীর বিজ্ঞাবৈকল্পী হইয়া প্রত্যেক জীবের দ্বারে ফিরিতেছেন। বর্তমানে তিনি এই দার্জিলিংএ অবস্থান করিতেছেন। জাতিবর্ণ নির্বিশেষে শ্রীচৈতন্য-বাণী শ্রবণের অধিকার সকলেরই আছে। শুশ্রূষু ব্যক্তিমাত্রেই তাঁহার নিকট হইতে ঐ চেতনবাণী শ্রবণ করিতে পারেন। বক্তৃতা শেষে আমি আপনাদের নিকট নিম্নলিখিত শ্লোক বিচারে সকলকে শ্রীচৈতন্যের বাণী শ্রবণ করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছি,—

দন্তে নিধায় তৃণকং পদয়োর্নিপত্য
কৃত্বা চ কাকুশতমেতদহং ব্রবীমি।
হে সাধবঃ, সকলমেব বিহায় দূরাৎ
চৈতন্যচন্দ্রচরণে কুরুতানুরাগম্॥

"শ্রীচৈতন্যের বাণী"

[গত ১০।৬।২৫ তারিখে সন্ধ্যা ৬ ঘটিকার সময় দার্জিলিং "নৃপেন্দ্র নারায়ণ পাবলিক্ হলে" মহামহোপদেশক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ, বি-এ, গৌড়ীয়-সম্পাদক মহোদয়ের বক্তৃতার মর্ম]

পরম শ্রদ্ধাস্পদ সভাপতি মহোদয় ও সমবেত সজ্জনমণ্ডলি,

আজ বক্তব্য বিষয় নির্দ্ধারিত হ'য়েছে—'শ্রীচৈতন্যের বাণী'। সভাপতি মহাশয়ের নিকট হ'তে একটা বড় উপদেশ শুন্‌তে পেয়েছি। তাতে আমাকে খুব উৎসাহিত ক'রেছে। তিনি একটা কথা ব'লেছেন,—সমাজের দেহে যক্ষ্মা রোগ ভীষণ সংক্রামক হ'য়ে উঠেছে। আমরা সেই রোগে ক্লিষ্ট হ'য়ে এবং জীর্ণ শীর্ণ হ'য়েও সে-বিষয়ে মনোনিবেশ করছি না। আমাদের এমন অবস্থা দাঁড়িয়েছে যে, যদি এ অবস্থায় ধন্বন্তরিও এসে বলে দেয়, তথাপি তাঁ'র উপদেশে বধির থাকতে চাই। সেই ক্ষয়-রোগের মূল কারণ—অজ্ঞানতা।

আজিকার বক্তৃতার বিষয় ঐ অজ্ঞানতা বা অচৈতন্যতা। অচৈতন্যতা বল্‌লে চেতনতার অভাব বুঝায়। যেটা কেবলমাত্র জড়সর্বস্ব, তারই নাম অজ্ঞানতা। সভাপতি মহাশয় ব'লেছেন, শ্রীচৈতন্যের মত অদ্বিতীয় মহাপুরুষ আর এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন নাই। তিনি কে? তিনি সেই শ্রীচৈতন্য। 'শ্রী'শব্দে শোভা বুঝায়। বিভু-চৈতন্যই সর্বশোভাকর। চেতনতার সঙ্গে যুক্ত হয়ে শ্রীচৈতন্যদেবে "শোভা" মূর্তিমতী হ'য়েছে।

ইতিহাস থেকে আমরা কি শিখ্‌তে পারি? ইতিহাসের চোখ দিয়ে যদি শ্রীচৈতন্যদেবকে দেখ্‌তে যাই, তবে তাঁকে হয়ত একজন খুব বিদ্বান্, না হয় রূপবান্, না হয় বৈরাগ্যবান্, না হয় সুনীতিপরায়ণ, না হয় একজন শ্রেষ্ঠ সন্ন্যাসী প্রভৃতি রূপে দেখতে থাকুন। কিন্তু ঐরূপ ইতিহাসের চোখ আমাদিগকে অন্ধ ক'রে দিয়েছে। শ্রীমদ্ভাগবত ঐরকম ইতিহাসের চোখকে বা দৃষ্টিকে 'মাংসদৃক্' ব'লেছেন। অর্থাৎ ইতিহাসের চোখ দিয়ে কেবল জড়ই দেখতে পাওয়া যায়, চৈতন্য দেখা যায় না। আবার ঐ চোখ দিয়ে তাঁ'কে মাপলে, তত একজন মহাপুরুষ ব'লে দেখে থাক। তিনি কিন্তু ঐরকমের কোনটাই নন্। যদি তাই হ'তেন, তা'হলে তিনি এই অচৈতন্য বিশ্ব-মাঝারে চৈতন্যের বিজয়ী সঞ্চার করতে পার্‌তেন না।

শ্রীচৈতন্যের প্রচারের বৈশিষ্ট্য হ'চ্ছে যে, রোগ আমাদের হ'য়েছে, অজ্ঞানতা আমাদের ঘিরেছে, কিন্তু সেই রোগের মূল ধ'রে চিকিৎসা করা হোক্, নিদান ধ'রে চিকিৎসা ক'রে তা'র মূলটা উৎপাটিত ক'রে দেওয়া হোক্। যদি সাময়িক চিকিৎসা করা যায়, তাতে বিশেষ ফল হবে না, কেননা রোগের বীজ না মরলে, রোগ আবার গজাবে। শ্রীচৈতন্যদেব রোগের মূল ব'লেছেন—অজ্ঞানতা; আর সেই অজ্ঞানতা দূর করবার উপদেশ দিয়াছেন। সেই অজ্ঞানতা কি? শ্রীচৈতন্যের শিক্ষা শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর ভাষায় দেখতে পাওয়া যায়,—

অজ্ঞানতমের নাম কহিয়ে কৈতব।
ধর্ম, অর্থ, কাম-বাঞ্ছা আদি এই সব॥
তার মধ্যে মোক্ষবাঞ্ছা কৈতব প্রধান।
যাহা হ'তে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্ধান॥

অজ্ঞানতা যাহাতে দূরীভূত হয় তাহা কাহাকেও বলতে দিচ্ছি না এটাও একটা কৈতব।

ধর্মবাঞ্ছা—এটাও একটা কৈতব বা কপটতা। একথাটা শুন্‌লে লোকে হয়ত একটু চমকে উঠ্‌বে। কি? ধার্মিক হওয়াটাও কপটতার মধ্যে? ধর্ম কথাটা বল্‌লে, এর দুটো অর্থ বুঝায়। একটি নিত্য ধর্ম আর অপরটি অনিত্য ধর্ম। যেটা অনিত্য ধর্ম সেইটাকে কপটতার মধ্যে ফেলা হ'য়েছে। নিত্য ধর্ম কপটতা নয়। নিত্য ধর্ম কি, তাহা জান্‌তে হ'বে।

জলের নিত্য ধর্ম বল্‌লে তাহার তরলতাকেই উদ্দেশ করে। যদিও নৈমিত্তিক কারণ বশতঃ জল কাঠিন্যপ্রাপ্ত হয় কিন্তু তরলতাপ্রাপ্তিতেও তাহার জলে পরিণত হবার একটা চেষ্টা থাকে। কাঠিন্য তাহার সাময়িক স্বভাব বা আগন্তুক ধর্ম। ধর্মবাঞ্ছা বল্‌তে ঐহলৌকিক বা পারলৌকিক সুখ-কামনা বুঝায়। ঐরূপ সুখ-কামনার মূলে আছে ভোগ আবার সেই ভোগের মূলে অজ্ঞানতা। অর্থ বাঞ্ছা বল্‌তে আমি জাগতিক প্রয়োজন কিছু চাই। কাম-বাঞ্ছা বল্‌তে ভোগ-কামনা কিছু চাই। অজ্ঞানতা বশতঃ মানুষ এই সবের পিছনে ছুটছে। কিন্তু ঐ ছুটাছুটির ফলে দেখা যায় যে কোন দিন তা'রা শান্তি পায় না। আলেয়ার পিছনে ছুট্‌তে ছুট্‌তে মানুষ যেমন অশান্তির মধ্যে পড়ে যায় সেই রকম ঐ ধর্মার্থ-কাম-বাঞ্ছার জন্য ব্যস্ত হ'লেও মানুষের ঐ দশা ঘটে। তারপর ভোগ করতে করতে যখন শান্তি পায় না, তখন ত্যাগের পথ ধরতে যায়। কিন্তু একবার ভোগ আবার ত্যাগ এই নাগর-দোলায় মানুষ ঘুরতে থাকে, শান্তি পায় না।

পাশ্চাত্যদেশে জাগতিক বিদ্যার অভাব দূর হয়। তা'রা খুব শিক্ষিত হ'য়ে এক যান্ত্রিক যুগের অবতারণা ক'রেছে এবং অভাব দূর করবার অনেক চেষ্টা করেছে, ধনের দ্বারা কত তা'রাও শান্তি চাচ্ছে। যান্ত্রিক সভ্যতার চরমসীমা আমরা সকলেই দেখ্‌ছি। বৈজ্ঞানিক উপায়ে যে বহু অস্ত্র আবিষ্কৃত হচ্ছে, সেই সবের দ্বারা কত কত লোক নিজের মৃত্যু ডেকে এনেছে। ইউরোপে এই যে ভীষণ যুদ্ধ হ'য়ে গেল, সেই যুদ্ধ কি ঐরূপ ধ্বংসের সাক্ষ্য দেয় নাই? তারপর আবার অস্ত্র-নিয়ন্ত্রণ-বৈঠক (League of Nations) দ্বারা শান্তিস্থাপনের জন্য চেষ্টা কেন? সভ্যতার মজ্জায় তা'দের অশান্তি ঢুকেছে। তাই আবার মিলনের প্রস্তাব। কিন্তু শান্তি কোথায়?

যেখানে সেখানে কেবল চাই চাই রব, সমাজের ভেতর বলুন, ব্যক্তি বিশেষের ভিতর বলুন, জাতিসমূহের ভেতর বলুন, সর্বত্র চাই চাই রব, কোথাও শান্তি নাই। তা হ'লে কি বল্‌তে হ'বে যে সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে নির্জ্জনের অন্ধকারাশ্রয় করা দরকার? লাল কাপড় পরে সাধু সাজ্‌তে হ'বে? শ্রীচৈতন্যদেব বল্‌ছেন, না, তা নয়, সত্যকে তত্ত্ব না জেনে ঐরূপ কার্য্যে আরও কপটতারই প্রকাশ পাইয়া থাকে। তিনি যে কথাটা ব'লেছেন তা'তে মোক্ষবাঞ্ছাটা আরও সব চেয়ে বেশী চাঞ্চল্য, অধিকন্তু সেটাও ভীষণ অনর্থাপর্যপর। স্ব বল্‌তে নিজকে বুঝায়। চেতনের যদি উৎপাদন হ'ত তবে ঐরূপ চাইতাম না।

কেউ হয়ত বল্‌বেন, চৈতন্যের বাণীতে ব্যষ্টিভাবে তত্ত্বের কথা ব'লেছেন, সমষ্টিভাবে ও কথাটা খাট্‌তে পারে না। শ্রীজীব তা'র মীমাংসা ক'রেছেন। যক্ষ্মা রোগটা অচেতন দেহেই প্রবেশ ক'রে থাকে। চেতনে প্রবেশ করে না। স্থূল দেহেতেই ক্ষয়রোগ হয়, চেতন আত্মার হয় না। দেহেতে আমি বুদ্ধি—এটা অজ্ঞানতা। আমরা দেহৈকসর্বস্ব হ'য়ে পড়েছি। দেহ, মন ও আত্মা—তিনটি পৃথক্ বস্তু। আত্মা চেতন। সেই চেতনে অজ্ঞানতা নাই। সেই আত্মাকে যদি জান্‌তে পারি, তবে সমস্ত অজ্ঞানতার বীজ ধ্বংস হ'য়ে যাবে। গুরুর সে-কথা আমরা শুনি নাই। তাই সেই কথাটা ভাল ক'রে নিজে আচরণ ক'রে বুঝাবার জন্য শ্রীচৈতন্য এলেন।

নীতিওয়ালা অনেক লোক হয় ত কৃষ্ণকে দুর্নীতি-পরায়ণ বল্‌বেন। এটা ভুল, তা'রা বোঝে না। ঐ ভুলটা ভেঙ্গে দেবার জন্য শ্রীচৈতন্য এলেন। তিনি এসে জীবকে বললেন,—ওহে জীব, তোমরা খণ্ড মাপকাঠি নিয়ে অখণ্ড, অধোক্ষজ মহীয়ান্ পরমপুরুষকে মাপ্‌তে যাও, সেটা তোমাদের ভুল। তিনি যে স্বরাট্, স্বতন্ত্র Transcendental Despot বা Spiritual Autocrat. তিনি পুরুষোত্তম, স্বরাট্; যিনি নীতি ও বিধি সৃষ্টি করেন, যিনি বিধির বিধি, তাঁ'তে ঐরূপ নীতির কথা খাট্‌তে পারে না। তাঁহার সর্ব্ব-শক্তিমত্তাকে তুমি তোমার মুঠোর ভিতর পুরতে চাও? তিনি তোমার মুঠোর ভেতর আস্‌বেন কেন? তিনি যে পূর্ণ-তত্ত্ব চেতন, তা শ্রীচৈতন্যদেব জানিয়ে দিলেন।

তাঁ'র এক আকর্ষণ আছে, সেই আকর্ষণের মধ্যে তুমি তোমাকে নিক্ষেপ ক'রে দাও, তা'তে তোমার সমস্ত অজ্ঞানতা দূরীভূত হ'য়ে যা'বে। এই ঘড়াটা হাতে ধরে রয়েছি, পড়ছে না। এর পরিবর্ত্তন হ'চ্ছে আমার এই হাত। যোগ্যতার সাহায্যে দিলে, ঘড়াটা পড়ে যায়। যেখানে প্রাকৃতিক সেখানে আকর্ষণ নাই।

আগুন্ ফুল্‌কির সঙ্গে যখন মূল আগুনের সংযোগ থাকে, তখন তার সত্তা লোপ পায় না, কিন্তু একক অবস্থায় তার সত্তা লোপ পায়। আমরা পরিপূর্ণ জ্ঞান-ভাণ্ডার হ'তে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে পড়েছি, সেজন্যই রোগ্—ব্যষ্টিগতেও রোগ আর সমষ্টি-গতেও রোগ, তাই সে কথায় কাণ দিচ্ছি না।

(ক্রমশঃ)

সৎক্রিয়াসারদীপিকা

তৃতীয়-সংস্করণ

এই ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন

গ্রন্থ-বিভাগ শ্রীচৈতন্যমঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—প্রথম ৪০৲
প্রথম হইতে দশম খণ্ড পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রাপ্তব্য ।৶০
২। গৌড়ীয়-ভাষ্য শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। অনুভাষ্য-সমেত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। নবদ্বীপ-পঞ্জী
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০ ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
ও ৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—১৲; ২য় খণ্ড ৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব—১৲
৮। সৎক্রিয়াসার—দীপিকা ও সংস্কার-দীপিকা ।।০
৯। বৈষ্ণবম্ ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
৫। বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত বিচার-পত্র ।০
৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ।০
৮। প্রেম-আলাপ ।০
৯। ঠাকুরদেবের কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৶০
২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৷৶০
২২। ভজন-রহস্য
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ)
২৬। গীতার কেবল মূল-ভাষা ।০
২৭। [illegible] ১৲
২৮। বেদান্তদর্শনের সারার্থ ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸
৩০। [illegible] ৷৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৶০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৷৶০
৩৫। গীতমালা /১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ খণ্ড ৷৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ
৪০। শরণাগতি
৪১। গীতাবলী
৪২। চিত্রে নবদ্বীপ ।।০
৪৩। সাধনকণা
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা
৪৫। নবদ্বীপশতক /০
৪৬। অর্চ্চনক্রম /০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ /০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) /১০
৪৯। আম্নায়সূত্র ৷১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? /০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রী[illegible] ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৷৶০
৬০। সাধুবাণী /০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যলীলামৃত সারঃ ।০
৬১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী [illegible] ।০
৬২। নাটক লক্ষণসংগ্রহম্ ।০
৬৩। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৪। সাত্বত শিক্ষাষ্টকম্ ৷৶০
৬৫। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ /০
৬৬। সারার্থদর্শনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৭। রায় রামানন্দ ।০
৬৮। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ।০
৬৯। নামভজন ।০
৭০। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজি অ্যাণ্ড অন্টলজি ।০
৭১। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ৷৶০
৭২। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৭৩। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৪। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ডাজ্ /০
৭৫। দি ভাগবত ।০
৭৬। ইরোটিক প্রিন্সিপ্‌ল অ্যাণ্ড আনঅ্যালয়েড্ ডিভোশন ।০
৭৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ।।০
৭৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৭৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮০। সাধন-পথ ।০
৮১। কল্যাণ-কল্পতরু /১০
৮২। গীতাবলী /০
৮৩। শরণাগতি /০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৪। শরণাগতি /০

তেলগু ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র সম্বল বলিলেই হয়। কাটতি অত্যন্ত অধিক। ইহার প্রীতি সংযুক্ত কাগজের এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৸০ আনা, বড় বোতল ১৶০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।
অথবা
পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে. বি. দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন প্রকারে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।
জে. বি. দত্ত এণ্ড কোং
ঠিকানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার
কলিকাতা

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে উৎসুক, তাঁহাদের অবশ্যই এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে কথাসার ও শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তপাঠ-সম্পাদিত ও
অঃ কৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ এম, এ, বি, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

(ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্স কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত আচার্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য এম-এ, মহোদয়ের স্রোতস্বিনী এবং গাম্ভীর্যপূর্ণ লেখনীর অনুপম অবদান ক'রয়া প্রকাশিত হইল এবং এক ও অদ্বিতীয় জীবনচরিত-গ্রন্থে যত চিত্র এত বিরাট, আকার ও আয়তনের বহু মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সাহিত্যের যাবতীয় প্রমাণ-সহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সমূহ আলোচনা প্রথম খণ্ডে প্রথম অধ্যায়ে, প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় এই বিস্তৃত শ্রীশ্রীমহাপ্রভু-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের স্বলিখিত মুখবন্ধ (Foreward) প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সাজান পারিভাষিক শব্দাবলী (Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জেলা—নদীয়া।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে : বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের অতিরিক্ত সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST – প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক পত্রিকা একাদশীতে প্রকাশিত হয়। প্রতি বর্ষ ৬৷ টাকা ভিক্ষায় কলিকাতা বাগবাজারস্থ গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

২। গৌড়ীয় মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, যাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। দৈমিষারণ্য শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৷০

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিত্যানন্দ সেবাতীর্থ বি-এল, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া গৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষার মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল শ্লোক অন্বয় এবং তাহার বর্ত্তমান যুগ শ্রেষ্ঠভাষ্যকারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। আর্ট সুন্দর ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৯৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। তদ্ব্যতীত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোক সূচী, পদসূচী, গ্রন্থসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়-সূচী, অধ্যায় প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী-পত্র। নবাব শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমন্দ বিরাট সংস্করণ জগতের কোথায়ও আর সর্বাঙ্গ প্রকাশিত হয় নাই, উহা নিরপেক্ষ পাঠক মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সজ্জনসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

কলিকাতার বাজার দর

চাউলের দর

	প্রতি মণ
বাদশাভোগ	৬৷০
মাঝা চাল	৫৷৵০
কাটারীভোগ	৫৷৵০-৫৸৵০
বাঁকতুলসী	৪৸৵০
বালাম	৩৸৵০
ঐ পুরাতন	৪৷০
পাটনাই উৎকৃষ্ট	৪৲
এগারেক কোয়ালিটি	৩৸৵০
সিদ্ধ রেঙ্গুন	২৸৵০

চিনির দর

সাদা কাশীরেডি	৯৷০-৯৷৵০
দেশী সাদা দানা	৮৷৷৵০-৯৷০
,, লাল ,,	৮৷৵০-৮৸৵০
আতপ –	
নূতন আতপ	৩৸৵০-৩৸৵০
পেশোয়ারী	৮৷০-৮৷০
বাঁকতুলসী আতপ	৪৷৷৵০-৬৸৵০
ঐ মাঝারি	৪৷০-৬৷০
পাটনাই আতপ	৪৷০-৪৷৷৵০
কাটারীভোগ	৫৸০
ঐ রেঙ্গুন	২৸০

ঘৃতের দর

বাঘসীতা প্রতি মণ	৫২৲
ভয়সা গাওয়া	৪৭৲
মাঝা গাওয়া	৪৫৷০
টেকা খুচরা	৪৬৷০

আটা ও ময়দার দর

পেটেন্ট ময়দা প্রতি মণ	৫৷৵০ ৫৷০
গৃহকার্য্যের ব্যবহারোপযোগী	৪৸০-৪৸৵০
আটা (বি)	৪৸৵০-৫৲
সুজী	৫৵০-৫৷০
আটা (এস)	৪৷৵০-৪৷০
,, (২)	৪৷৵০ ৪৷৷৵০
,, (কে)	৪৷০ ৪৷৷৵০
,, (৩)	৩৸৵০-৩৸০

তেলের দর

শ্রীকৃষ্ণ সরিষার তৈল	১৫৷০-১৫৷০
ঐ খুচরা	১৬৲-১৬৷০
নারিকেল তৈল	১১৷০-১১৸০
রেড়ির তৈল	১০৷৵০-১১৸০

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপকারী পানীয়

রবিনসনের 'পেটেন্ট' বার্লি

হইতে বার্লিজল প্রস্তুত হয়

জ্বর সন্নিকটে আসিলে যথেষ্ট পরিমানে উহা সেবন করুন।

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'শ্রীনাম' নবদ্বীপ

দৈনিক

নদীয়াপ্রকাশ

THE
NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচার-নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১০ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৯ই আষাঢ়, সোমবার ১৩৪২, ২৩শে জুন ১৯৩৫ [৯৬তম সংখ্যা

ঐতরেয়োপনিষৎ

বড় অক্ষরে মূল ও অনুবাদসহ প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি উত্তম। ভিক্ষা ।০ মাত্র
শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

"গৌড়ীয়"

৭ম বর্ষ হইতে ১১শ বর্ষ পর্য্যন্ত প্রতি বর্ষ কাগজে বাঁধাই ভিক্ষা ৩।০ মাত্র।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ
বাগবাজার, কলিকাতা

বিবিধ সংবাদ

-:০:—

আসাম উপত্যকার মুসলমান
গবর্ণরের নিকট ডেপুটেশন

গৌহাটির আঞ্জুমান ইসলামিয়ার পক্ষ হইতে মৌলবী ওয়াহেদ আলীর নেতৃত্বে প্রেরিত এক ডেপুটেশন গত ১৫ই জুন তারিখে আসাম গবর্ণরের সহিত দেখা করিয়াছিলেন।

নূতন শাসনতন্ত্রে আসাম উপত্যকার মুসলমানদের জন্য ১৫টি সদস্যপদ নির্দিষ্ট করার জন্য তাঁহারা গবর্ণরকে অনুরোধ করেন। প্রকাশ যে, সমস্ত বিষয় শুনিয়া আসাম গবর্ণর বলেন, আসাম উপত্যকার মুসলমানদের জন্য ১৩টি আসন নির্দিষ্ট করা উচিত। গবর্ণর আরও বলেন যে, এই মর্ম্মে এক সুপারিশ তিনি আসামের ভোটাধিকার কমিটির নিকট প্রেরণ করিবেন।

মহিলাদের গ্রামউন্নয়ন কার্য্য শিক্ষার ব্যবস্থা

লক্ষ্ণৌয়ে মহিলাদিগকে গ্রামউন্নয়ন কার্য্যের জন্য তৈয়ারী করা হইতেছে। দুই বৎসর পূর্ব্বে যুক্তপ্রদেশে স্ত্রীলোকদের বিদ্যালয় স্থাপন, শিশুপালন ও উন্নত জীবন যাপন শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে একজন মহিলা কর্ম্মী নিযুক্ত করা হইয়াছিল। ১৯৩২ সালে দশজন মহিলাকে উন্নয়নকার্য্য প্রণালী শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। ১৯৩৩ সালে ১১ জন স্ত্রীলোক ট্রেনিং ক্লাসে শিক্ষা লাভ করেন। ১৯৩৪ সালে যে ট্রেনিং ক্লাস খোলা হইয়াছে তাহাতে ২০ জন স্ত্রীলোক শিক্ষালাভ করিতেছেন। উক্ত ট্রেনিং ক্লাসের জন্য শিক্ষাবিভাগ হইতে ১৫০০৲ টাকা দেওয়া হয়।

ম্যাট্রিকুলেশনের নূতন নিয়ম
এতদিনে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত

ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার পাঠ্য বিষয়ে রদবদল করা এবং বাঙ্গলা ভাষায় ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা গ্রহণের জন্য ১৯২২ সাল হইতে যে আলোচনা চলিতেছিল এতদিনে তাহার চূড়ান্ত মীমাংসা হইল। শিক্ষা মন্ত্রীর মারফতে বাঙ্গলা সরকার ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় নূতন বিধি নিয়ম মঞ্জুর করিয়াছেন।

নূতন নিয়মানুসারে প্রত্যেককেই ইতিহাস, ভূগোল এবং প্রাথমিক বিজ্ঞান পড়িতে হইবে। বাঙ্গলা ভাষার মধ্য দিয়া শিক্ষা দেওয়া এবং বাঙ্গলা ভাষাতেই পরীক্ষা লওয়া হইবে। কিন্তু যাহাতে ইংরাজী ভাষা শিক্ষার কোনও ব্যাঘাত না ঘটে তাহার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই নিয়ম কবে হইতে প্রবর্ত্তিত হইবে তাহা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ এবং গবর্ণমেণ্টের মধ্যে পরামর্শাদি স্থির হইবে। যাহাতে ১৯৩৭ সাল হইতেই এই নূতন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হয় তাহার জন্য চেষ্টা চলিতেছে।

শ্রীমান দেবেন্দ্রনাথ সেনের ঈশান বৃত্তি লাভ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৩৪ সালের বি-এ পরীক্ষায় স্কটিশ চার্চ্চ কলেজের ছাত্র শ্রীমান দেবেন্দ্রনাথ সেন "ঈশান বৃত্তি" লাভ করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। তাহার গণিতে অনার্স ছিল।

পরলোকগত ঈশানচন্দ্র (?) বিহারী বসু উক্ত "ঈশান বৃত্তি" প্রতিষ্ঠা করে প্রতমাসে ৫৲ টাকা সুদের ১২০০০৲ টাকার কোম্পানীর কাগজ বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করেন। বি-এ, পরীক্ষায় যে সমস্ত হিন্দু ছাত্র অনার্স পাইয়া উত্তীর্ণ হন, তাঁহাদের মধ্যে যিনি সর্বাপেক্ষা অধিক নম্বর পান তাঁহাকেই এই বৃত্তি দেওয়া হইয়া থাকে। তাঁহাকে প্রেসিডেন্সী কলেজে এম এ পরীক্ষার জন্য অধ্যয়ন করিতে হয়।

উত্তর চীনে নূতন গভর্ণমেণ্ট?
নানকিং সরকারের বিপদ

উত্তর চীনে নূতন স্বাধীন গবর্ণমেণ্ট গঠন করিবার চেষ্টা চলিতেছে বলিয়া পিকিং হইতে খবর পাওয়া গিয়াছে। খবরটী সরকারীভাবে সমর্থিত হয় নাই। সংবাদে আরও প্রকাশ যে, শান্সী প্রদেশের শাসনকর্ত্তা মিঃ এন ইয়েন চাইসিন প্রস্তাবিত নূতন গবর্ণমেণ্টের সহিত যোগদান করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। নূতন গবর্ণমেণ্ট গঠিত হইলে উহা নানকিং সরকারের অধীন থাকিবে না।

সম্পত্তি উদ্ধার করিয়া মালিককে আহ্বান

কোয়েটা ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্তদের পরিবারের যাঁহারা জীবিত আছেন, বেলুচিস্থানের কর্তৃপক্ষ তাঁহাদিগকে জানাইতেছেন যে, তাঁহাদের সম্পত্তি উদ্ধার করিয়া সরকারের নিকট জমা রাখা হইয়াছে। ঐসব সম্পত্তি আনিবার জন্য তাঁহাদিগকে কোয়েটা যাইবার জন্য বলা হইয়াছে এবং ৭ খানা ছাড়পত্র দেওয়া হইয়াছে।

ফ্রান্সের সঙ্গে পরামর্শ

আগামী শুক্রবার দিন মিঃ এণ্টনি ইডেন (লর্ড সীল মন্ত্রী) প্যারিসে যাইতেছেন। তথায় নৌবল নিয়ন্ত্রণ এবং ইউরোপের বর্ত্তমান সমস্যা সম্বন্ধে ফরাসী গভর্ণমেণ্টের সহিত তিনি পরামর্শ করিবেন।

ম্যাট্রিকুলেশনের নূতন নিয়ম
শিক্ষামন্ত্রী কর্ত্তৃক অনুমোদন

বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টের শিক্ষামন্ত্রী ১৯শে জুন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার নূতন নিয়মাবলী অনুমোদন করিয়াছেন।

গত ১৯২২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার নিয়মাবলী পরিবর্ত্তনের প্রস্তাব করেন। উহাতে বয়সের বাধা নিষেধ রহিত করিবার, বাঙ্গলা ভাষার সাহায্যে ইংরাজী ব্যতীত সমস্ত বিষয় শিক্ষাদান ও পরীক্ষা গ্রহণ এবং বৃত্তি মূলক শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করিতে বলা হইয়াছিল। এ বিষয়ে বহু লেখালেখি ও আলোচনার পর বিশ্ববিদ্যালয় ও গবর্ণমেণ্ট অনেক বিষয়ে একমত হন। অবশেষে ১৯৩১ সালের ডিসেম্বর মাসে সিনেট ঐ আলোচনা অনুযায়ী নিয়মাবলীর কাম পুনর্বিবেচনা করিবার জন্য এক কমিটি নিযুক্ত করেন। ১৯৩২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বিশ্ববিদ্যালয় কমিটির নির্দ্দেশের ভিত্তিতে সংশোধিত নিয়মাবলী পাঠ্য বিষয়ের তালিকাসহ গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রেরণ করেন। ১৯৩৩-৩৪ সালে এই বিষয় গবর্ণমেণ্টের বিবেচনাধীন ছিল। অবশেষে ১৯৩৪ সালের আগষ্ট মাসে সংশোধিত নিয়মাবলী সম্পর্কে বিবেচনা করিবার জন্য বাঙ্গলা ও আসাম গবর্ণমেণ্টের এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিদের এক বৈঠক হয়। উহাতে নিয়মাবলী আরও পরিবর্ত্তিত হয়। এক্ষণে ঐ বৈঠকের নির্দ্দেশ সমূহ মোটামুটিভাবে বিশ্ববিদ্যালয় ও গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছে। এক্ষণে কোন তারিখ হইতে এই নিয়মাবলী বলবৎ হইবে, বিশ্ববিদ্যালয় তাহা গবর্ণমেণ্টের সম্মতিক্রমে স্থির করিবেন।

নমো ভগবতে বাসুদেবায়

৯ই আষাঢ়, সোমবার ১৩৪২

ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ পুলিশ-ষ্টেশনের দারোগাকে অস্বাভাবিকভাবে হত্যা করা হইয়াছে, এখবর আমরা প্রকাশ করিয়াছি। এপ্রকার জঘন্য কার্য্য স্থির মস্তিষ্ক ব্যক্তিদ্বারা সংঘটিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। যে বা যাহারা এই প্রকার কার্য্যের দ্বারা হেয় মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়াছেন তাহাদের কার্য্যের আমরা তীব্র প্রতিবাদ করিতেছি। প্রকাশ, অন্তরীণাবদ্ধ একব্যক্তি নাকি হত্যাকারী। হত্যাকারী যেই হউক না কেন, আমরা আশা করি, প্রকৃত তদন্তের ফলে যে বা যাহারা দোষী সাব্যস্ত হইবে তাহাকে বা তাহাদিগকেই আইনের কঠোর দণ্ড ভোগ করিতে হইবে। যথোচিত বিচার না হইলে অশান্তি ক্রমে বাড়িয়াই উঠিবে।

শ্রীযুক্ত মোহন লাল কাপুরের পত্নি শ্রীযুক্তা মনোরমা দেবীর অদম্য উৎসাহ ও চেষ্টায় আজমীরে একটি অন্ধ-বিদ্যালয় স্থাপিত হইতেছে শুনিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম। এই বিদ্যালয়টি স্থাপিত হইলে রাজপুতনার একটি বড় অভাব দূর হইবে সন্দেহ নাই। রাজপুতনায় এখন কোন অন্ধ বিদ্যালয় নাই। ইতিমধ্যেই স্কুলের জন্য স্থান সংগ্রহ করা হইয়াছে ও দুইজন শিক্ষক নিযুক্ত করা হইয়াছে। ঊর্দ্ধে পনর বৎসরের বালকদিগকে তথায় ভর্ত্তি করা হইবে। শ্রীযুক্তা মনোরমা দেবী আজমীর লেডিজ ক্লাবের সেক্রেটারী। তাঁহার এই চেষ্টা প্রশংসনীয়। এইপ্রকার প্রতিষ্ঠান করিতে বহু অর্থের প্রয়োজন। মহানুভব ব্যক্তির সাহায্যে আশা করি তাঁহার এই মহান্ চেষ্টা সাফল্য মণ্ডিত হইবে।

কথায় আছে যে, পোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখিলেও ভয় হয়। আমাদের অবস্থাও সেইরূপ। সব সময় নানা প্রকার উপদ্রবে উৎপীড়িত হইয়া এখন যাহা কিছু দেখি তাহাতেই ভয় পাইয়া থাকি। বিচার করিবার আর প্রবৃত্তি আসে না। আজকাল প্রায় সব জায়গাতে ডাকাতির হিড়িক লাগিয়াই আছে। সম্প্রতি লক্ষ্ণৌর নিকটবর্ত্তী বাঠোলী গ্রামে একটি শোচনীয় ঘটনা ঘটিয়াছে। অন্যত্র গতকল্য তাহা প্রকাশ করিয়াছি। বিবাহের জন্য বৎসর একদল বরযাত্রি সমারোহের সহিত বাজিতে ঐ গ্রাম দিয়া যাইতেছিল। গ্রামবাসীরা ডাকাত ভাবিয়া ভয়ে তাহাদের উপর গুলী-বর্ষণ করিতে থাকে। ফলে কয়েকব্যক্তি আহত হয়। একটী আহত ব্যক্তি সনাক্ত হইবার পর বাজি ধরা পড়ে। ডাকাতির ভয়ে আমরা সর্ব্বদাই ভীত; এঅবস্থায় আলো-বাজনা সহ বরযাত্রী দলকে ডাকাতদল বলিয়া ভ্রম হওয়া কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নহে!

কোয়েটা ভূমিকম্পে প্রপীড়িত ইংরেজদিগকে স্বদেশে পাঠাইবার জন্য ভারত গবর্ণমেন্ট বিশেষ ব্যবস্থা করিয়াছেন। গত ১৯শে জুন রাত্রি ৮টার সময় 'কররা' নামক জাহাজখানি প্রায় সাত শত যাত্রি সহ সাউদাম্পটন্ রওনা হইয়া গিয়াছে। মিঃ জে হ্যাকোর্ড ইহার ক্যাপটেইন। 'কররা' জাহাজখানি সাধারণতঃ ভারতবর্ষ ও আফ্রিকার মধ্যে যাতায়াত করিয়া থাকে। গবর্ণমেন্ট বিপন্ন ইংরেজদিগকে প্রেরণের জন্য এই জাহাজখানি চুক্তি করিয়াছিলেন। এই জাহাজখানিতে ১২শত ডেকযাত্রির ও ২৪৫ জন সেলুন যাত্রির ব্যবস্থা আছে। বর্ত্তমানে উহাতে ৭০ জন প্রথম শ্রেণীর ও দুইশত জন দ্বিতীয় শ্রেণীর ও বাকী ডেকযাত্রির জন্য বন্দোবস্ত করা হইয়াছে।

আসামে হাতীর লড়াই
স্থানীয় জনসাধারণের ত্রাস

ডিব্রুগড় হইতে ১৫ মাইল দূরবর্ত্তী দুলিয়াজান নামক স্থান হইতে ৩টি হাতীর মধ্যে ভীষণ লড়াইয়ের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। হাতী ৩টি ডিব্রুগড়ের ধনী মাড়োয়ারী ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত জয়নারায়ণ চেলিয়ার। লড়াইয়ের ফলে একটি হাতী মারা গিয়াছে ও আর একটী গুরুতর আহত হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত চেলিয়া চালকাটা 'স মিল এণ্ড টিম্বার কোম্পানী' লিমিটেডের স্বত্বাধিকারী জঙ্গল হইতে কাঠের গুঁড়ি টানিয়া আনিবার জন্য তাঁহার কয়েকটি হাতী আছে। ঘটনার দিন রাত্রে বৃহৎ দন্তবিশিষ্ট একটি হাতী উন্মত্ত হইয়া গিয়া শিকল ছিঁড়িয়া দন্তবিশিষ্ট আর একটি হাতীকে আক্রমণ করে। এবং লড়াইয়ের পর তাহাকে মারিয়া ফেলে। তাহার পর সেই হাতীটি একটি মাদী হাতীকে আক্রমণ করে এবং তাহার পেটের ভিতর দাঁত প্রবেশ করাইয়া দেয়। ফলে মেয়ে হাতীটির পেট হইতে নাড়ী বাহির হইয়া পড়ে। মেয়ে হাতীটি গুরুতর আহত হইয়াছে। আক্রমণকারী হাতীটিকে এখনও ধরা যায় নাই। সমগ্র অঞ্চল তাহার জন্য শঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে। তাহাকে মারিবার জন্য কয়েকজন শিকারীকে প্রেরণ করা হইয়াছে।

খুন না উধাও

ফরিদপুর জিলার ঘৃণদিয়া নিবাসী আবদুল গণি কিছুদিন কোন সন্ধান না পাইয়া তাহার আত্মীয়গণ তাহাকে খুন করা হইয়াছে সন্দেহ করিয়া পুলিশে সংবাদ জ্ঞাপন করে। প্রকাশ, সংবাদ পাইয়া পুলিশ আসিয়া সন্দেহক্রমে কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করিয়া পরে ছাড়িয়া দেয়। প্রকাশ যে, গত ২৭শে জ্যৈষ্ঠ আবদুলগণি কিছু রাত্রে নিকটবর্ত্তী কোন বাড়ীতে বেড়াইতে গিয়াছিল, কিন্তু তথা হইতে সে আর ফিরিয়া আসে নাই।

ভূমিকম্পে বিপন্ন ইংরেজগণ
স্বদেশে যাত্রা

ভূমিকম্পে বিপন্ন ইংরাজগণকে বিলাতে প্রেরণের জন্য ভারত গবর্ণমেন্ট ৯ হাজার ৯ শত টনের 'কররা' জাহাজখানি বিশেষ করিয়া চুক্তি করিয়াছেন। ১৯শে জুন রাত্রি ৮টার সময় প্রায় ৭ শত যাত্রীসহ ঐ জাহাজখানি কাপ্তেন মিঃ জে হ্যাকোর্ডের নেতৃত্বে সাউদাম্পটন রওনা হইয়া গিয়াছে। এই জাহাজখানি সাধারণতঃ ভারত ও আফ্রিকার মধ্যে যাতায়াত করে। উহাতে ২৪০ জন সেলুন যাত্রীর ও ১২ শত ডেক যাত্রীর অবস্থানের সংস্থান আছে। এক্ষণে উহাতে ৭০ জন প্রথম শ্রেণীর এবং অবশিষ্ট ডেক যাত্রীর অবস্থানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

বোম্বাই হইতে বহু দূরে ভূমিকম্পন

সেদিন কোলাবা মানমন্দিরে ভূকম্প জ্ঞাপক যন্ত্রে ভূকম্পন রেকর্ড হইয়াছে। ভূমিকম্পের উৎপত্তি স্থল ঐস্থান হইতে ৩৪৬০ মাইল দূরে অবস্থিত।

ইউনিয়ন বোর্ডের কেরাণী খুন

ফরিদপুর জিলার কোটালিপাড়া থানার অন্তর্গত মদনপাড় নিবাসী শ্রীযুক্ত হারাধন চৌধুরী মহাশয়ের অফিসের বাবদ ইউনিয়ন বোর্ডের কেরাণী কালীপদ ঠাকুরকে কে বা কাহারা হত্যা করিয়াছে। প্রকাশ, কালীপদ আন্দাজ রাত্রি ৯টার সময় পশ্চিমপাড় গ্রাম দিয়া ফিরিতেছিল এই সময় আততায়ীরা তাহার হাতের হারিকেন লইয়া তাহাকে ছোরা মারে। কালীপদ চীৎকার করিলে আততায়ীরা পলাইয়া যায়। স্থানীয় ভদ্রলোকগণ এবং পুলিশের কর্তৃপক্ষ প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়া কালীপদকে গোপালগঞ্জে পাঠাইয়া দেন। শুনা যায়, মৃত্যুকালীন জবানবন্দীতে তাহার আততায়ী বলিয়া কালীপদ দুই জনের নাম করিয়াছে। যাহারা দুই জনই নাকি ভদ্রবংশীয়।

কোয়েটা ভূমিকম্পে সাহায্য

বড়লাটের সাহায্য ভাণ্ডারে ১৮ই জুন পর্য্যন্ত মোট ১৭৩২৭৪২৸/৩ পাই জমা হইয়াছে। রাজা মহারাজা বড়লাটের সাহায্য ভাণ্ডারে ১০ হাজার টাকা দিয়াছেন।

GOVERNMENT OF BENGAL.

BENGAL VETERINARY COLLEGE.

Belgachia, Calcutta.

The date of admission into the above College is extended to 7th July, 1935. Candidates desirous of admission should present themselves for selection to the undersigned with necessary certificates, as per rules, on or before that date. The Course is three years (G. V. Sc., Diploma). Passed Matric. or equivalent accepted. Prospectus, etc., may be had on application from the College Manager.

A. D. MacGregor, F. R. C. V. S.,
F. Z. S., I. V. S.,
Principal,

Bengal Veterinary College.
Belgachia, Calcutta,
The 18th June, 1935.

সেতারের সপ্তাহ কারাদণ্ড

গত ১৯শে জুন নাগপুরের প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট ডি ই এলস্টোর প্রতি প্রত্যেক দফা অভিযোগের জন্য ১ বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিয়াছেন। এলবেটো একজন সেতার এবং তাহার বয়স ৩১ বৎসর। সে সিঁধ কাটায় ও চুরির অভিযোগে অভিযুক্ত হয়। দণ্ডাদেশ ভোগ একত্রে চলিবে।

মেয়োহাসপাতালের ডাঃ মিস গ্রোভার কলিকাতায় অবস্থান কালে গত ১৬ই জুন এলবেটো তাঁহার গৃহে সিঁধ কাটিয়া প্রবেশ করে এবং তাঁহার ছুরি কাঁচি প্রভৃতি অপহরণ করে।

জুয়াড়ের মোহান্তের আত্মহত্যা

শেখপুরার বিখ্যাত গুরুদ্বার নানকশাহের মোহান্ত গলায় দড়ি লাগাইয়া আত্মহত্যা করিয়াছেন। কতকগুলি স্থাবর এবং অস্থাবর সম্পত্তি লইয়া তাঁহার এক মামলা চলিতেছিল। ট্রাইবিউন্যালের বিচারে বিপক্ষে রায় প্রদত্ত হওয়াই তিনি আত্মহত্যা করেন।

আন্তর্জাতিক সাহায্য সঙ্ঘের আবেদন

যে সকল আন্তর্জাতিক সাহায্য সঙ্ঘের সদস্য আছেন, তাঁহাদিগকে কোয়েটা ভূমিকম্পের সাহায্য বরাবর ভারত সরকারের নিকট প্রেরণ করিবার জন্য জেনেভা হইতে উক্ত সঙ্ঘ আবেদন করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১০ম বর্ষ ৮ বামন গৌরাব্দ ৪৪৯ ৯ই আষাঢ় বঙ্গাব্দ ১৩৪২ ২৪শে জুন ১৯৩৫ সোমবার ২৬৩ম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

পুরুষোত্তমমঠে বার্ষিক মহোৎসব

সাধারণের অবিদিত নাই যে, উৎকল প্রদেশের শ্রীপুরুষোত্তম-ক্ষেত্র হইতেই সমগ্র বিশ্বে সর্ব্ব-শাস্ত্র-ধর্ম্ম-সমন্বয়-কারিণী শ্রীচৈতন্যবাণী জগতে প্রচারিত হয়েন। এই বাণীর শ্রীপুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে প্রকট-লীলায় এবং বর্ত্তমানে বিশ্বের সর্ব্বত্র প্রকট-বিগ্রহের সংকীর্ত্তনে ঐ বাণীর প্রসার লক্ষ্য করিয়া স্ব স্বরূপে ঐ বাণীর সার্থকতা দর্শনে সমর্থ হইতেছি। পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রের মহিমা-কীর্ত্তনার্থই এই শ্রীপুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে শ্রীশ্রীপুরুষোত্তমমঠ প্রকটিত হইয়াছেন। স্বতঃ জগদীশ-ক্ষেত্রে শ্রীজগদীশের সকল পার্ব্বণাদি সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া থাকে, তথাপি শ্রীজগদীশের রথযাত্রা বিশ্ববিশ্রুত। এই সময় সমগ্র ভারত হইতে লক্ষ লক্ষ যাত্রীর সমাবেশ হইয়া থাকে শ্রীপুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে। সেই সময়ে তাঁহাদের নিকট শ্রীপুরুষোত্তমের মহিমা কীর্ত্তনের নিমিত্ত শ্রীপুরুষোত্তমমঠের বার্ষিক মহোৎসব আরম্ভ হইয়া থাকে রথযাত্রার ঠিক এক সপ্তাহ পূর্ব্ব হইতে। এবার আগামী ১২ই আষাঢ় ২৭শে জুন বৃহস্পতিবার হইতে এই মহোৎসব আরম্ভ হইতেছেন। রথযাত্রার পরদিন অর্থাৎ ১৮ই আষাঢ় পর্য্যন্ত ঐ উৎসব চলিবে পূর্ণোদ্যমে। প্রত্যহ শ্রীমঠে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা, ভাগবত-ধর্ম্ম বিষয়িণী বক্তৃতা, শ্রীহরিসংকীর্ত্তন ও ইষ্টগোষ্ঠী হইবে। তদ্ব্যতীত নগরে শ্রীনামপ্রেম-বিতরণও শ্রীমহোৎসবের অঙ্গ হইবে। সাধারণ মহোৎসব হইবে ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের একবিংশ-বিরহ মহামহোৎসব-বাসরে আগামী ১৫ই আষাঢ় ৩০শে জুন রবিবার। এই দিবস সমাগত সহস্র সহস্র ব্যক্তিগণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইবে এবং অপরাহ্ণে মহতী সভায় ঠাকুরের পরমার্থময় চরিত্র সম্বন্ধে সুপ্রসিদ্ধ বক্তৃগণ বক্তৃতা করিবেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ ইতোমধ্যেই পুরীতে পৌঁছিয়া পাঠ ও বক্তৃতা করিতেছেন।

স্নানযাত্রা

গত ১লা আষাঢ় শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা হইয়াছে। সেই সময় শ্রীপুরুষোত্তম মঠের শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ দাস বাবাজী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীমদ্ভক্তি-প্রসূন বোধায়ন মহারাজ, শ্রীপাদ গদাধর দাসাধিকারী, শ্রীপাদ অতুলানন্দ সেবাবিলাস ব্রহ্মচারী প্রমুখ বৈষ্ণববৃন্দ সংকীর্ত্তন-সহকারে শ্রীমঠ হইতে শ্রীজগদীশের স্নান-বেদীর সম্মুখে গমনপূর্ব্বক মহোল্লাসে শ্রীজগন্নাথদেবের দর্শনসাধন লীলাদি কীর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রীপাদ বাবাজী মহারাজের আন্তরিকতায় কীর্ত্তনে ও ভাবাবেশে নৃত্য দর্শনে দর্শকবৃন্দ মুগ্ধ হইয়াছেন।

বঙ্গবাসী কলেজের প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু মহাশয়ের পৌরোহিত্যে গত ৩২শে জ্যৈষ্ঠ শ্রীপুরুষোত্তম মঠের জনৈক প্রচারককর্ত্তৃক ছায়াচিত্র-যোগে কৃষ্ণলীলা প্রদর্শিত হইয়াছে। তিনি প্রসঙ্গক্রমে উপদেশপূর্ণ বক্তৃতাও প্রদান করিয়াছেন।

স্নানযাত্রার পর হইতে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের ডিরেক্টার রায় বাহাদুর [illegible] মহাশয়ের বাটীতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ প্রত্যহ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিতেছেন।

আনন্দ-সংবাদ

আমরা জানিয়া আনন্দিত হইলাম, কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন মহাশয় শ্রীপুরুষোত্তম মঠে একটী [illegible]-স্থাপনের ব্যয়ভার-বহনে স্বীকৃত হইয়াছেন। বিভিন্ন দুরারোগ্য রোগ নিরাময়ে কবিরাজ মহাশয়ের বিশেষ খ্যাতি আছে। ভগবৎসেবার প্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারিলে তাহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ খ্যাতি। এই কার্য্যে তাঁহার উৎসাহ চিরদিনই থাক।

বোম্বে প্রেসিডেন্সীতে প্রচার

সুপ্রসিদ্ধ বক্তা ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি মহারাজের বোম্বে নগরীতে জয়বিজয়ের কথা পাঠকগণ ইতঃপূর্ব্বেই অবগত আছেন। স্বামীজী তথায় কিছুকাল প্রচার করিয়া পুণা নগরীতে শুভ-বিজয় করিয়াছেন। বোম্বের ন্যায় পুণাবাসী জনসাধারণও শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার [illegible]-প্রেরিত এই প্রচারক মহোদয়কে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়াছেন। স্বামীজীর বক্তৃতা ও শাস্ত্রব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া জনসাধারণ মুগ্ধ হইয়াছেন। পুণার 'সকাল', 'কেশরী', 'জ্ঞানপ্রকাশ' প্রভৃতি পত্রিকাসমূহে স্বামীজীর প্রচারবার্ত্তা প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীধামে কীর্ত্তন

শ্রীধাম মায়াপুরে বর্ত্তমানে প্রাতঃকালে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অন্ত্যলীলা এবং রাত্রিতে শ্রীমদ্ভাগবত দশম স্কন্ধ [illegible] ব্যাখ্যা হইতেছে। প্রত্যহ বেলা ২ ঘটিকা হইতে ৩ ঘটিকা পর্য্যন্ত এক ঘণ্টাকাল সময় শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত আলোচিত হয়।

বগুড়ায় প্রচার

গত ১৭ [illegible] তারিখে মহোপদেশক আচার্য্য শ্রীপাদ [illegible] ও শ্রীপাদ প্যারীমোহন ব্রহ্মচারী [illegible] বগুড়া জেলার [illegible] বগুড়া সহরে [illegible] শ্রীযুত গৌরীনাথ সরকার এম এ, বি-এল, মহাশয় শ্রীল প্রভুপাদের আশ্রিত শুদ্ধভক্ত। এই বগুড়া-সহরে তাঁহারই উদ্যোগে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারিত হয়, অধুনা তিনি [illegible] শ্রীল প্রভুপাদের নিকট কাতর প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন। তৎফলে শ্রীল প্রভুপাদের নির্দ্দেশক্রমে প্রচারকদ্বয় তথায় গমন করেন এবং [illegible] ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ, মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ [illegible] প্রচারকগণ [illegible] ঘটিকার সময় তথায় উপস্থিত হন।

১৬।৬।৩৫ তারিখে শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ বগুড়ায় আসিয়াছিলেন। ১৭।৬।৩৫ তারিখে সন্ধ্যার পর বগুড়ার অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি শ্রীযুত হরিমোহন দত্ত মহাশয়ের বাটীতে স্বামীজী বহু শ্রোতার নিকট শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীসনাতন-শিক্ষা পাঠ করেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৮ মাঘ [illegible]

সাধকের পঞ্চবিধ-দশা।

[illegible] শ্রবণ আবশ্যক। [illegible] পরমার্থ [illegible] আর দ্বিতীয় কোন উপায় নাই বলিয়া [illegible] চরণাশ্রয়ের কথা বলিয়াছেন। [illegible]

[illegible]

শ্রীনামের আশ্রয় করা উচিত। [illegible]

[illegible]

[illegible] ভক্তসঙ্গে [illegible] নাম, রূপ, গুণ ও লীলা [illegible]

[illegible]

"[illegible]"

[illegible]

শ্রী [illegible] শ্রীপাদ [illegible]

আমরা এই পঞ্চদশা বিষয়ে আলোচনা করিতে গিয়া জানিতে পারি, সুযোগ্য গুরুর নিকট সাধন ও সাধ্য বিষয় শ্রবণকালে যে প্রথম দশা হয় তাহাকেই নাম শ্রবণ দশা।

[illegible] এবং নামগ্রহণ করিবার প্রণালী [illegible] প্রথম দশায় লাভ হয়, [illegible] নামের চৈতন্যময়ত্ব উদিত হয়। [illegible] শ্রীগুরুদেবের নিকট নামপ্রেম-ঐশ্বর্য্য [illegible] পাওয়া যায়। [illegible] শ্রীগুরু-

[illegible] শ্রীগুরুর নিকট [illegible] নাম [illegible]

[illegible]

[illegible]

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

পরমার্থ-সম্পুটের রত্নরাজি
ভিক্ষা :—১ম খণ্ড—৸০ ; ২য় খণ্ড —১৲ ; ৩য় খণ্ড—৸০ ৪র্থ খণ্ড—৸০

"শ্রীচৈতন্যের বাণী"

(২)

শ্রীচৈতন্যের বাণী যে এখন নাই, এমন নয়। গৌড়ীয়মঠের এমন কি কাজ পড়েছে? সেই চৈতন্যবাণী নিয়ে তাঁরা সকলের দ্বারে দ্বারে বিলোচ্ছেন আর ব'লছেন—ওহে জীব, এই সমস্ত বিপদের মূল কারণ অজ্ঞানতা; পূর্ণ জ্ঞানের আধার থেকে তুমি তোমাকে বিচ্ছিন্ন ক'রে ফেলেছ তাই তোমার অনেক অসুবিধা ঘটেছে। তাঁ'র আকর্ষণ আছে ব'লে তাঁ'র নাম কৃষ্ণ। দেহ আকর্ষণের মধ্যে নিজেকে নিক্ষেপ কর। শুধু মানবীয় জীবনের কেন, যেখানে যত জীব আছে, যত চেতন আছে তাঁ'দের সকলেরই পক্ষে একমাত্র সেবাই পথ [illegible] আকর্ষণ সন্ধান।

পরীক্ষিৎ মহারাজ সার্ব্বভৌম সম্রাট্ ছিলেন। তক্ষকদংশনে সাত দিনের মধ্যে মৃত্যুর কথা তিনি শুনলেন। তাঁর জানা ছিল সময় ছিল, কিন্তু আমাদের কখন মৃত্যু হবে তা জানি না, এখন হ'তে পারে। এই যে কোলেতেই জীবন মৃত্যুর আভাস দেখা গেল, এক সেকেণ্ডের মধ্যে সহস্র সহস্র লোক মরে গেল। এক সেকেণ্ড পূর্ব্বে যাঁ'রা কেউ কি জানত যে, তাঁ'দের মরণ এসেছে অতএব প্রতিমুহূর্ত্তে আমরা মরণোন্মুখ হচ্ছি। পরীক্ষিৎ মহারাজ অজ্ঞানতা দূর করবার সব চেয়ে সহজ পথ অনুসন্ধান করলেন। অনেক কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী সভায় এসে অনেক উপদেশ দিলেন। কিন্তু সেখানে একজন পরমহংস অবধূত মহারাজ শ্রীল শুকদেব গোস্বামী এসে উপস্থিত হ'লেন। তিনি এই বিপদকালে [illegible] চৈতন্যের কথা শ্রবণ করবার পরামর্শ দিলেন এবং বললেন উহাতেই সব অসুবিধা দূর হবে। আমাদের বাংলা—চৈতন্যের বাণী emotional (ভাবকেলি মাত্র) কিন্তু তা নয়, তিনি চেতনের খনি। চৈতন্যের বাণী যেখানে প্রবেশ ক'রেছে, সেখানে নিষ্ক্রিয়তা নাই।

আমরা লোকের জন্য আকাশপাতাল আলোড়ন ক'রে থাকি। কাম, ক্রোধ প্রভৃতি মানুষকে কত চোটবিশিষ্ট ক'রে দেয়, কিন্তু তা'র পিছনে আছে কি? কেবল মৃত্যু, মৃত্যু! জাগতিক ক্রিয়াশীলতা মানুষকে চেতন ক'রে দিতে পারে না। চেতনের স্বভাবই হচ্ছে পূর্ণচেতনের সহিত আকর্ষণ, তাহার জন্য নাম সেবা বা ভক্তি। শ্রীচৈতন্যদেব নামে রুচি, জীবে দয়া ও বৈষ্ণব-সেবন—এই তিন বিষয়ে যত্ন করতে ব'লেছেন। জীবে দয়ার পূর্ণ অভিব্যক্তি হচ্ছে অজ্ঞানতা দূর করা, যে বিষয়ে কথা আজ [illegible] মহাশয় ব'লেছেন। সাময়িক সুবিধার মূল্য কতটুকু? কিছুক্ষণ পরে সেটা ত ফুরিয়ে যাবে। ভিখারীকে একটা পয়সা দিয়ে কতটুকু উপকার করা হ'বে? কিছুক্ষণ পরে তার আবার সব অসুবিধাই এসে যাবে। কিন্তু যদি অজ্ঞানতাই নষ্ট করা যায় তবেই তার প্রকৃত স্থায়ী উপকার করা হ'বে। তাই শ্রীমদ্ভাগবত ব'লেছেন—"প্রাণৈরর্থৈর্ধিয়া বাচা শ্রেয়আচরণং সদা।" কি রকম দয়া করতে হবে? ঐ যে জীবকুল কৃষ্ণ বস্তুকে অর্থাৎ দেহ-দ্রবিণ প্রভৃতি ভোগ্য বস্তুতে অথবা জায়া-বিষয়ে আসক্ত হ'য়ে রয়েছে তা থেকে তাঁ'দের মুক্ত করতে হ'বে।

শ্রীনাম চিন্ময়ী চেতন, শব্দব্রহ্ম, বৈকুণ্ঠ হ'তে নেমে এসেছেন। যাঁকে চক্ষু, নাসা, জিহ্বা, ত্বকাদি দ্বারা গ্রহণ করিতে বা ঐ ঐ ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য করিতে পারা যায় না, তাঁকে (সেই ভগবান্‌কে) জানা যাবে কি করে? তবে একটী মাত্র ইন্দ্রিয় আছে—যার দ্বারা তিনি গোচরীভূত হন। শব্দ'ন না দিয়া যদি শব্দের idea (ধারণা) করতে হয়, তবে কাণই মূল। শাস্ত্র যেমন শব্দব্রহ্ম (Symbolised Sound) শ্রীনাম চিন্ময়ী ভাই। যাঁকে দেখা যায় না, যাঁকে শাস্ত্র অপ্রাকৃত বস্তু ব'লেছেন, তিনি নামী হ'য়েও যখন শ্রীনাম বা শব্দরূপে শ্রবণের পথ দিয়ে আমাদের হৃদয়ে এসে উপস্থিত হন, তখন সমস্ত অজ্ঞানতা নিবৃত্ত হ'য়ে যায় তখনই পূর্ণ জ্ঞানী হ'তে পারি। আর [illegible] জ্ঞান কখনও মানুষকে মরণের মুখ থেকে রক্ষা করতে পারে না। পূর্ণ-জ্ঞান-লাভে আমাদের যথার্থকামনাল পূর্ণীভূত হ'য়ে যায়। এই মরণ হ'তে রক্ষা পেতে হ'লে পূর্ণচেতনের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধজ্ঞান জানা দরকার।

মন দিয়ে পূর্ণ চেতন আছে। আমরা যে চেতন, এটা সকলের নিকট জানান দরকার। আপনাকে অচেতন জানাই অজ্ঞানতা। তাই উপনিষদের বাণীতে দেখ্‌তে পাওয়া যায়, "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত" অর্থাৎ অজ্ঞানতা দূরীভূত ক'রে চেতনে উদ্বুদ্ধ হও, বা চেতনকে জাগাও; শ্রীচৈতন্যদেব আর একটী কথা ব'লেছেন—বৈষ্ণবতা। অবশ্য এককালি (তিলক-ফোঁটা), কর্কমালা (টিকি রাখা) প্রভৃতি ব্যাপারগুলিই বৈষ্ণবতা নয়। কিন্তু পূর্ণচেতন ও ব্যাপ্য বস্তু। বৈষ্ণব যিনি, যিনি সেই পূর্ণ-চেতন ব্যাপ্য বস্তুর সহিত সম্মিলিত হ'য়ে রয়েছেন, তাঁর সেবাসুখ কেবল চাচ্ছেন, নিজের সুখ কিছুই চান না, অথবা পরের সুখের নামে নিজের সুখেচ্ছা কিছু করেন না।

শ্রীভগবান্ নির্বিশেষ নহেন। তবে আমাদের মত হাড়মাসের দেহ বা ইন্দ্রিয় তাঁহার নাই। তাঁর চক্রগুলি অপ্রাকৃত, তিনি কি রকম? তাঁর পরিচয় প্রাপ্ত

দিয়েছেন, "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎপ্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ ব্রহ্ম।" সেই মূল বস্তু অপ্রাকৃত। তাঁর সুখ অনুসন্ধান করতে গেলে তাঁর নিজজন যাঁরা, যাঁদের তিনি আত্মসাৎ ক'রেছেন, তাঁদের সেবা করতে হ'বে। তা'হলে তাঁরা আমাদের অজ্ঞানতা কোথায় জানিয়ে দিয়ে আমাদের উপকার করতে পারবেন। ইহাই শ্রীচৈতন্যের বাণী। এইজন্য তাঁর বাণী সার্বজনীন, সার্বকালিক ও সার্বদেশিক এবং সকল যুগ ও সকল জীবের জন্য।

সভাপতি মহাশয়ের বাক্য আবার উদ্ধার ক'রে বলছি। হে জীব, তুমি এই জগতের উপর বেশী নির্ভর কর্‌ছ। তোমার দেশাত্মবোধ ও দেহাত্মবোধটা খুব প্রবল হয়েছে। কিন্তু এ স্থলটাই চতুর্দিক; এটা অচেতনের দেশ, এখানে এখন একরকম, পরে আবার অন্যরকম এটা আমাদের নিত্য বাসস্থান নয়, দুদিন পরে এখান থেকে চ'লে যেতে হ'বে। আমাদের নিত্য দেশ বৈকুণ্ঠ, চেতনের রাজ্য। সেখানে আমরা যদি আমাদের চেতনের আশ্রয়ে সহিত মিলন ক'রে নিতে পারি, তা' হ'লেই সুবিধা হ'য়ে যাবে।

শ্রীচৈতন্যদেবের আর একটা বাণী ব'লে উপসংহার করছি। তিনি

'তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥'

—এই উপদেশ দিয়েছেন। হরিকীর্তনের দ্বারা সমস্ত অজ্ঞানতা দূরীভূত হ'য়ে যাবে। মানুষ কি রকম অবস্থায় হরিকীর্তন করবে, ঐ শ্লোকে তা'র ব্যবস্থা ক'রেছেন। কিন্তু আজকাল আধুনিক লোকে বিচার করছে এবং বলছে যে, বৈষ্ণবগণ ঐ 'তৃণাদপি' উপদেশ আমাদের নির্বীর্য ক'রে দিয়েছে। বৈষ্ণবগণ কেবল 'দাস', 'দাস' এই বাক্যে আমাদের দুর্বল করে দিচ্ছে। কিন্তু বিচার ক'রে দেখুন যে বৈষ্ণবগণের ঐরূপ বিচার কতদূর সর্বশক্তিযুক্ত কি শক্তিহীন। স্বতন্ত্র স্বাধীন জাতি ত অনেকেই রয়েছেন। কই তাঁরাই বা কতটা রোগের কেলিহান্ ভিক্ষা হ'তে নিজদিগকে রক্ষা করতে পেরেছেন? তাঁরা বীরবাবু হ'য়েও বা কাম-ক্রোধাদির দাসত্ব হ'তে আপনাদিগকে কতটুকু রক্ষা করতে পেরেছেন? কাম-ক্রোধাদি বা রোগের দাসত্ব করা অপেক্ষা ভগবানের দাসত্ব করাটা কি ভাল, না মন্দ?—সুধীগণ এ বিষয় বিচার করুবেন।

সভাপতি মহাশয় একজন ঐতিহাসিক। ঐতিহাসিক তথ্যসমূহ তাঁহার অগোচর নাই। পরিব্রাজক 'ইবন বতুতা' যখন ভারতবর্ষে আগমন করেন, তখন ৶০ আনায় ১৷০ মণ চাউল পাওয়া যাইত, তারপর সায়েস্তা খাঁর সময়ে ঐরূপ সস্তাই ছিল। তখন মানুষের খেতের অভাব ছিল না। কিন্তু তখনই কি অশান্তির অভাব ছিল? তখন কি অশান্তির অনল জ্বলে নাই? শ্রীচৈতন্যদেব যখন পুরীধামে বাস করিতেছিলেন, তখন পাঠানদের যুদ্ধ চলিতেছিল এবং রাজনৈতিক আকাশও ঘনঘটায় আচ্ছন্ন ছিল। শ্রীচৈতন্যদেব কিন্তু সেইপ্রকার তাৎকালিক অমঙ্গলের জন্য চিন্তা করেন নাই বা সেদিকে কোন প্রকার চেষ্টা দেখান নাই।

শ্রীচৈতন্যদেবের সময় হোসেনসার রাজত্বকাল। শ্রীচৈতন্যদেবের পশ্চাতে বিনা দানে বহুলোকের সমাবেশ দেখিয়া বোধেন না তাঁহার মন্ত্রীবর শ্রীল রূপ সনাতনকে ব'লেছিলেন, 'বিনা দানে এঁর প্রতি এত লোক যাইতেছে, আর আমার নিকট হইতে এত সাহায্য লইয়া আমার প্রজা-বর্গের মধ্যে অনেকেই আমার বিরুদ্ধে বিশৃঙ্খলতা ক'রছে, এ বড়ই আশ্চর্যের বিষয়। এর কারণ কি? কারণ তিনি চেতনের পূর্ণবিকাশ, তাঁর সংস্পর্শে যাহারা আত্মনিক্ষেপ ক'রছে তারাই সেইরূপ চেতন হ'তে যাচ্ছে। যখনই স্বরূপের দিকে তাকাব, তখনই চৈতন্যের আবার বলতে হ'বে—

'নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো বনস্থো যতির্বা।
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিলপরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধে-
র্গোপীভর্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ॥'

তা' হ'লে আমার স্বরূপ কি? সেই যে পূর্ণ সচ্চিদানন্দ, সেই যে অখণ্ড-জ্ঞানস্বরূপ ভগবান্, তাঁরই সেবকের আমি একজন ক্ষুদ্র দাসানুদাস। এই প্রকার পূর্ণ জ্ঞানের নাম ভক্তি। এটা ভাবুকতা (emotion) নয়। এই চেতনের বাণী আমাদের ব'লে দিচ্ছে, 'হে জীব, তোমরা অমর, অমৃতের সন্তান। পূর্ণ চেতনের অংশ, সেই পূর্ণচেতনের সেবা কর, তোমাদের সমস্ত অভাব, অসুবিধা, অশান্তি দূরীভূত হ'বে। কাম ও প্রেমের মধ্যে এই পার্থক্য যে, প্রথমটা অচেতনের বাণী আর শেষটা চেতনের বাণী।

সভাপতির অভিভাষণ

[গৌড়ীয়-সম্পাদক মহোদয়ের বক্তৃতার পর সভাপতি লেফটেনান্ট কর্ণেল চট্ট, এম, মুখার্জি মহোদয় নিম্নলিখিত মর্মে একটী বক্তৃতা প্রদান করেন]

এতক্ষণ যাহা একাগ্র ভাবে শুনিলাম, যাহা শিক্ষা, চিন্তা ও সমালোচনার সামগ্রী বক্তা যে সোপানের থেকে এই সকল কথা বললেন, সেই সোপানে উঠিবার সামর্থ্য আমাদের নাই। তবে যা শুনলাম, তা শিক্ষা করা দরকার। যদি কাহারও ইচ্ছা থাকে তবে এ কথাগুলি বিচার করবেন।

আমি 'ঐতিহাসিক' দিক থেকে বলছি: চৈতন্যদেবের স্বরূপ বোঝা বড়ই কঠিন। তিনি ধর্ম-প্রবর্ত্তক, নীতি-শিক্ষক ও উপদেশক ছিলেন। তিনি তাঁহার পদের দ্বারা হিন্দুস্থান অধিকার ক'রেছিলেন। মাদ্রাজ, মহারাষ্ট্র, গুজরাট প্রভৃতি দেশে গিয়া প্রচার করেছিলেন। কিন্তু চৈতন্যদেবের জীবন অদ্ভুত জীবন। তিনি সম্প্রদায় প্রভৃতি গঠন করবার কথা কিছুই বলেন নাই। ২৪ বৎসর বয়সে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ ক'রেছিলেন। কেবল ভক্তজীবনের ফলে নিত্যানন্দ প্রভৃতি বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ ক'রেছিল। এই রকম ধর্মপ্রবর্ত্তন ব্যাপারে কোন তুলনাও হয় নাই।

বাঙ্গালাদেশে চৈতন্যদেবের পূর্ব্বে আর উত্তর ধর্মপ্রবর্ত্তনের চেষ্টা হ'য়েছিল, কিন্তু সফল হয় নাই। পালদের রাজত্ব কালে থেকে লোকজন বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন অথবা যে কি ছিল তা বুঝতে পারা যায় না। তারপর বুদ্ধদেব ও চৈতন্যদেবের মধ্যের কথা চিন্তা করলে gravity (গুরুত্ব)টা বুঝতে পারা যায়। মনে হয় ঐ সময়ে বুদ্ধদেব ও বিদ্যা প্রভৃতি পতিত ছিল।

চৈতন্যদেবের জন্য বাঙ্গালাদেশে মধ্যের Renaissance (পুনর্জন্ম) হ'য়েছিল। ইতিহাস পড়ার অভাবে চৈতন্যদেবের কথা আমরা জানি না। আমাদের দেশ এত যে বড়, সে কথায় আমরা আদর ক'রতে পারি নাই। আমি নিজস্বরের থেকে বলছি, যা বুঝেছি, তাহাই বললাম।

প্রশংসাবাদ প্রদান

অতঃপর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সভাপতি মহোদয়কে ধন্যবাদ প্রদান করে বলেন যে, সভাপতি মহোদয় গুণে, মানে, জ্ঞানে, ঐতিহাসিক প্রত্নতত্ত্ববিদ, শিক্ষিত, ঐতিহাসিক ও পণ্ডিত। পূর্ব বৈষ্ণবরা ব'লেছেন যে তিনি এখান থেকে বলছেন অথাৎ দার্শনিকদের [illegible] বাক্যের দ্বারা ঐ প্রকারে। অতএব শ্রীচৈতন্যদেবকে নানাদিক হইতে angle of vision (কোনও দর্শন দিয়ে দেখে) দর্শন করে। সাধারণ বিচারে দার্শনিক অবস্থান। যোগ্যতা না হ'লে চৈতন্যদেবকে দর্শন করা যায় না। "নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন" ইত্যাদি।

সভাপতি মহাশয় তাঁহার বক্তৃতার সময় এই কার্য্যের জন্য অধিক কার্য এবং

শ্রীমায়াপুর মঠ ও গৌড়ীয়মঠে প্রচার

ফরাসী মহিলার শ্রীচৈতন্যবাণী শ্রবণ

বাঙ্গালী মহিলার বেদ ও পঞ্চরাত্রে প্রণাম

ঢাকা হইতে বিশেষ সংবাদদাতা জানাইয়াছেন যে, গত ১৮ই জুন রবিবার অপরাহ্নে ঢাকা জগন্নাথ কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যাপক, বর্তমানে ঢাকার প্রসিদ্ধ ব্যবহারজীবী ও ঢাকা বারের প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত [illegible] নাথ এম এ, বি-এল্ মহাশয় মাদাম মার্সিনী পোটাম (Maximani [illegible]) নাম্নী জনৈকা বিদুষী ফরাসী-মহিলাকে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের উপদেশামৃত শ্রবণ করাইবার জন্য ঢাকা নবাবপুর রোডস্থিত শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয়মঠে লইয়া গিয়াছিলেন। উক্ত মহিলা [illegible] [illegible], সুতরাং তিনি যে বিশেষ শিক্ষিতা মহিলা তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। অথচ এই প্রকার একজন শিক্ষিতা পাশ্চাত্য-মহিলা বাঙ্গালী হিন্দুরমণীর বেশে গৌরমঠে গিয়াছিলেন; শুধু তাহাই নহে, অন্যান্য ধর্মপ্রাণ লোকের ন্যায় শ্রীবিগ্রহের নিকট সসম্মানে প্রণত হইয়াছেন এবং বৈষ্ণবগণের নিকট যুক্তকরে উপদেশ প্রার্থনা করিয়াছেন। শ্রীপাদ [illegible] বিদ্যারত্ন বি-এ মহোদয় তাঁহার ঔৎসুক্য দেখিয়া তাঁহার নিকট বহুক্ষণ ধরিয়া আমার মহাপ্রভুর [illegible] বাণী কীর্তন করিয়াছেন। এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া তিনি অতিশয় আনন্দিত হন। সর্বপ্রকার অন্যাভিলাষিতাশূন্য ও ভগবৎ-পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ [illegible] শ্রীমহাপ্রভুর [illegible] [illegible] এই কথা বিদেশীয় [illegible] বিদুষী মহিলা [illegible] এবং শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মদর্শন [illegible] প্রভৃতি [illegible] প্রকাশ করেন। [illegible] [illegible] প্রত্যাবর্ত্তনের সংবাদ পাইলে [illegible] যাইবেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠের [illegible] [illegible] পত্র পাইয়া তিনি [illegible] করিয়াছেন। [illegible] বিলাতের উচ্চশিক্ষিতা মহিলা [illegible] বাঙ্গালী সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক [illegible] হরিকথা শ্রবণ করিয়াছেন।

আমাদিগকে শ্রীচৈতন্যদেবের বাণী আলোচনা করিবার সুযোগ দেওয়ায় আমাদিগের নিকট আন্তরিকভাবে ধন্যবাদার্হ।

পরনিন্দা পরচর্চা না কর কখন। দূরে যে এক স্থে ভজ শ্রীগৌরচরণ॥

শুদ্ধভক্তি মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ

(আকর মঠরাজ)

প্রাচীন নবদ্বীপ, ঈশোদ্যান, শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমহাপ্রভুর জন্মপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ গজ উত্তর-পূর্বে শ্রীনবদ্বীপের আচার্য্যবর্য্য শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্যমঠ বিরাজমান। এই স্থান সারস্বত-চতুষ্পাঠী, পরাবিদ্যাপীঠ বা সারস্বতভবনপল্লী। এই মঠাশ্রিত শ্রীভক্তিসারস্বত ব্যাকরণাদি বেদান্তসমূহের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী ও সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের অর্চ্চন নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠ হইতে পারমার্থিক দৈনিকপত্র 'নদীয়া-প্রকাশ', সাপ্তাহিক সংস্করণে অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থাদি শৃঙ্খলক্রমে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রকাশিত হইতেছেন। প্রতি বৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমাসমূহ ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীসহ কীর্ত্তন-সন্দর্ভমুখে মহামহোৎসবাদি উৎসবাদি অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫

শ্রীমহাপ্রভু-প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তি-ধর্ম্ম প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন; এই ভক্তগন্তব্যালয়ে শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ-শ্রীরাধাবিনোদানন্দজীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। ঐ মঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, মহাজন-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি লীলা ও গ্রন্থরাজের সম্যক্ আলোচনা হয়। এই মঠ হইতে বঙ্গদেশীয় সর্ব্বত্র হরিকথা-প্রচার, নগর-সঙ্কীর্ত্তন, বক্তৃতা, ব্যাখ্যা ও সঙ্কীর্ত্তন-মহামহোৎসবাদি উৎসবাদির অনুষ্ঠান হয়। মঠরক্ষক—মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব-স্থান মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া সহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী সেবাকোবিদ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌর-লীলার রাসস্থলী এখানে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান, রক্ষক—শ্রীরঘুপতি দাসাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—গোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

(৭) কাজীর সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীমধ্বানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তালোক।

(৮) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও রাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান দাস ব্রহ্মচারী।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্র নাথ দাসাধিকারী

(১০) মোদদ্রুম-ছত্র "গৌড়ের বৈদিক

মামগাছি, পোঃ জাহ্নগর, (বর্দ্ধমান)

শ্রীবাসুদেব দত্ত ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান। শ্রীগৌরনিত্যানন্দের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবঙ্কুবিহারী ব্রজবাসী, ভক্তিভূষণ।

(১১) জেতিয়া কুঞ্জকানন

শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী,

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীনদীয়ানন্দ ব্রহ্মচারী

(১২) কুঞ্জকুটীর—পোঃ কৃষ্ণনগর,

নদীয়া। রক্ষক—শ্রীমধুসূদনানন্দ অধিকারী

(১৩) ভাগবত-আসন—পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

এই স্থান হইতে ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচারিত হয়। রক্ষক—শ্রীবহ্বানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৪) একায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ রাসখালি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী ভক্তিপ্রভাব।

(১৫) মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(১৬) মাধ্বগৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, পোঃ ঢাকা

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীপাদ কৃষ্ণানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ।

(১৭) গোপালজীউমঠ—কমলাপুর,(ঢাকা)

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান। রক্ষক—শ্রীরাধানাথ ব্রজবাসী.

(১৮) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)।

এখানে শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(১৯) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীসুন্দরানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী এম্-এ, বি-এল।

(২০) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাছ, (ত্রিপুরা)

এখানে ষড়্ভুজ শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(২১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ বারুইপুর (বর্দ্ধমান)।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীচন্দ্রকান্ত দাসাধিকারী.

(২২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ভুসুরকোণা, পোঃ চিৎকুণ্ডা, (বাঁকুড়া)

এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী।

(২৩) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান্দাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত।

(২৪) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী।

(২৫) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ বক্সীবাজার, (কটক)

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীউর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর

(২৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর পুরী,

শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন।

(২৭) পুরুষোত্তম মঠ

ভক্তিকুটী, পোঃ পুরী উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদপ্রাণধনজীউর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগদাধর অধিকারী

(২৮) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবিপিন-বিহারী দাসাধিকারী।

(২৯) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, তটেই গোদাবরী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—শ্রীনিতাইচরণ দাসাধিকারী ভক্তিলোচন।

(৩০) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪২নং কবিরপুরা, বেনারস সিটি

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(৩১) শ্রীরূপ গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বনতীর্থ

(৩২) পরমহংস মঠ.

পোঃ নিমসার, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও গৌর-বিনোদ-বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীসত্যনারায়ণ দাসাধিকারী।

(৩৩) কৃষ্ণচৈতন্য মঠ

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

এখানে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিত্য-সেবা হয়। রক্ষক—শ্রীশ্যামানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠ

স্বামীঘাট মথুরা

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ যাচক

(৩৫) স্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ—শ্রীরাধাকুণ্ড

রক্ষক—শ্রীরাধারমণচরণদাস ব্রহ্মচারী

(৩৬) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৩৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ

শেখুপুরা, পোঃ কোজোলা, জেলা গুরদাসপুর (পাঞ্জাব) রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৩৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসম্বন্ধ তুর্যাশ্রমী

(৩৯) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল।

এখানে গৌরশ্যামসুন্দরের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪০) সারস্বত-গৌড়ীয় মঠ

ভারতীয় সাগরপুর, ছট্, মি

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি

(৪১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ রায়পেট্টা মাদ্রাজ।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা।

রক্ষক—শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিবিকাশ

(৪২) বোম্বে-গৌড়ীয়-মঠ কার্য্যালয়

গ্রোট্টার রোড, চৌপাটি বিল্ডিং, বাংলো নং ১, বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মা মজুমদার।

(৪৩) অমরজি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমরজি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীমহেশ্বর দাস অধিকারী

(৪৪) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী

(৪৫) পাটনা গৌড়ীয় মঠ

১০০ মিঠাপুর, পাটনা।

রক্ষক—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী কাব্যরত্ন

(৪৬) গয়া গৌড়ীয় মঠ

হিল হাউস, চার্চ রোড, গয়া

রক্ষক—উপদেশক শ্রীসর্ব্বেশ্বর রায়গুপ্ত

(৪৭) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠ বালেশ্বর

রক্ষক—শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয়

৩ গ্লষ্টার হাউস, কর্নওয়াল গার্ডেন্স, এস্. ডব্লিউ ৭, লণ্ডন

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন

(৪৯) বার্লিন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

Berlin W. 30

Eisenacher strasse 29 II

(৫০) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

৩৫০ নং ডালহাউসী ষ্ট্রীট রেঙ্গুন।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
[illegible] ২৮৲
[illegible] প্রতিখণ্ড ৸৵০
২। তাৎপর্য সহিত শ্রীচৈতন্যভাগবত ৩৲
৩। তাৎপর্য সহিত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৩৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী ৮৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড—১৲, ৩য় খণ্ড—৮০
৬—৮০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—১৲, ২য় খণ্ড ৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব—১৲
৮। সৎক্রিয়াসার—দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণব ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিবর্ত-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষৎ ।০
১৮। বামন-আম্নায় ।০
১৯। ভক্তিবিবেক ভুক্তাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৸৵০
২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৸৵০
২২। ভজন-রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যভাগবতম্ ও
শ্রীনবদ্বীপশতকম্ ও (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ)
২৬। গীতার কেবল মূল-ভাষা ।০
২৭। দুর্লভসার গুণাগুণ শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধ বা ২৲
২৮। প্রেমবিবর্ত্ত-সমন্বিত সারাংশ ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸
৩০। দীন-দশ-বর্ণন ৶০
৩১। সাধন-পথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।
৩৩। শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। ব্রজগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা বর্ণন ।০
৪০। শরণাগতি ৴০
৪১। গীতাবলী ৴০
৪২। চিত্রে নবদ্বীপ ২।০
৪৩। প্রবন্ধ [illegible]
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা
৪৫। নবদ্বীপশতক ৴০
৪৬। অর্চনপথ ৴০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। আত্মনিবেদন ৴১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌড়ীয়কোষঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৴০
৫৭। ঈশোপনিষৎ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীগুরুদেব ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। দশমূল ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক ।০
৬১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী তিথিকৃতঃ ।০
৬২। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৬৩। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৪। সাত্বত শিক্ষাষ্টকম্ ৷৵০
৬৫। গৌড়ীয়মঠ পরিচয়ঃ ৴০
৬৬। সারার্থবর্ষিণী ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৭। রায় রামানন্দ
৬৮। এ কিউ ওয়ার্ডস্ অব্ বেদান্ত ।০
৬৯। নামভজন ।০
৭০। বেদান্ত—ইট্‌স্ মরফলজি অ্যাণ্ড অন্টলজি
৭১। সিলেক্টেড ওয়ার্ড্‌স
৭২। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু
৭৩। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৪। লেক্‌চার গৌড়ীয়মঠ টক্ ফুরে ৴০
৭৫। দি ভাগবত ।০
৭৬। ইরোটিক প্রিন্সিপ্‌ল অ্যাণ্ড আনেলয়েড ডিভোশন
৭৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২।০
৭৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম ভাগ) ১৫

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৭৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮০। সাধন-পথ ।০
৮১। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৮২। গীতাবলী ৴০
৮৩। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৪। শরণাগতি ৴০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। প্রীহার দীর্ঘ সংযুক্ত জ্বরাধিক্য এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ আনা, বড় বোতল ১৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালিপ্রস্তুতকারক ও ব্যবসায়ী জে. বি. দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে. বি. দত্ত এণ্ড কোং
কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার
কলিকাতা

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এক গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে বর্ণানুক্রমিক শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে [illegible]

সুবর্ণ সুযোগ ! বর্ণ সুযোগ !

শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদরচিত গৌড়ীয়ভাষ্য সহিত

বিখ্যাত গ্রন্থ

শ্রীশ্রীচৈতন্য ভাগবত

গ্রন্থের আয়তন :—ক্রাউন কোয়ার্টো মূল ১০৯৬ পৃষ্ঠা, সূচীপত্র ২৪৪ পৃষ্ঠা, মোট১৩৪০ পৃষ্ঠা

ভিক্ষা (বাঁধাই) মাত্র ৭৲ সাত টাকা

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা

নদীয়া সার্টিফিকেট আদালতের নীলাম ইস্তাহার

কেস্ নং এবং কোর্টের নাম	নীলাম ইস্তাহার (A) (B) বা ধারায় প্রকাশিত	ডিক্রিদার	দেনদার	যে দাবীর জন্য সম্পত্তি বিক্রয়ের আদেশ হইয়াছে	বিক্রয়ের স্থান তারিখ ও সময়	কি রকম স্বত্ব	থানা, মৌজার নাম ও গ্রাম	খতিয়ান নং প্লট (জানা থাকিলে) অথবা অন্য প্রয়োজনীয় বিবরণ	১০ জমির পরিমাণ (জানা থাকিলে)	১১ জমা (জানা থাকিলে)	১২ মন্তব্য
১০ A D, ৩১।৩৫ নদীয়াসার্টিফিকেট আদালত		এ, পালচৌধুরী	হাসী কপালি	৮৮।/১	৪।৮।৩৫	স্থিতিবান	থানা নবদ্বীপ মৌজে গঙ্গাপ্রসাদ	৬৭ খতিয়ান	৪/২।৸/০	৮৸/৯	এ, পালচৌধুরী
৩২ A, D, ৩১।৩৫			আবদুল জব্বার মণ্ডল দিং	১৪০।/১	১১।৮।৩৫	রায়তি স্থিতিবান	থানা শান্তিপুর মৌজে নিশ্চুব	১৪ খতিয়ান	১-৮৪	২৪৸/০	ঐ
২১৫ R. P. ৩১।৩৫		আর, পালচৌধুরী	জহুর শেখ	৪৫৸/৯	১১।৮।৩৫	ঐ	থানা শান্তিপুর মৌজে পাঁচপোতা	৪৫৯ খতিয়ান	৫-৬১	১২৸/০	আর পালচৌধুরী
১৬০ R, P, ৩১।৩৫			বাতুন বিবি দিং	১৮৶/৩	১১।৮।৩৫	ঐ	থানা কৃষ্ণনগর মৌজে বটালী	২৭০ খতিয়ান	-৬৩	১৪৶/০	ঐ
১৯ R. P, ৩১।৩৫			অনন্ত কপালি	১৭৸/০	১১।৮।৩৫		থানা নবদ্বীপ মৌজে কল্পপাড়া	৬৭১ খতিয়ান	-৪৭	২৸/০	ঐ
২০২ R, P, ৩১।৩৫			সরস্বতী সাহা	১৩৩৶৬	২।৯।৩৫		থানা ও মৌজে নবদ্বীপ	১০৩২।৩৬ খতিয়ান		৩৸০	ঐ
৩৭ R, P, ৩১।৩৫			অনুকূল কপালি	১৮৶০	২।৯।৩৫		থানা নবদ্বীপ মৌজে কল্পপাড়া	৩৩২।৫ খতিয়ান	১-৭২	৮৸/১০	ঐ
২১৩ N, R. ৩১।৩৫		গৌরীশঙ্কর রায় বাহাদুর	মণিন্দ্রকুমার দাস বৃদ্ধি দিং	৫৯৸৶৯	২২।৭।৩৫	দখলকার	থানা ও মৌজে কৃষ্ণনগর	২১১০ খতিয়ান	-২	১৶৯	গৌরীশঙ্কর রায় বাহাদুর
২১৪ N, R, ৩১।৩৫			ঐ	৭০।৶৯	২২।৭।৩৫	ঐ		২১১০ খতিয়ান		১৶৯	এ, পালচৌ
১০৫৪ N. R, ৩১।৩৫			কুঞ্জমোহন প্রামাণিক	১৪৻৩	১১।৮।৩৫	নিষ্কর	থানা শান্তিপুর মৌজে বাবলাগাছি	১০৩ খতিয়ান	৪-৯২		গৌরীশঙ্কর রায় বাহাদুর
১১২ N, R. ৩১।৩৫			দুর্গামোহন প্রামাণিক দিং	১৭৸/০	১১।৮।৩৫		থানা কৃষ্ণনগর পাঞ্জর ছাতিমতলা	২৬০ খতিয়ান	১৪-০৮	নিষ্কর	

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'শ্রীনাম' নবদ্বীপ

দৈনিক

RK. GO 1544

চৈতন্যোপনিষৎ
বঙ্গ অক্ষরে মূল ও
অনুবাদসহ প্রকাশিত
হইয়াছে। কাগজ ও
ছাপা অতি উত্তম।
ভিক্ষা ।০ মাত্র
শ্রীচৈতন্যমঠ,
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

নদীয়া-প্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

"গৌড়ীয়"
৭ম বর্ষ হইতে
১১শ বর্ষ পর্য্যন্ত
গোল্ড এন্টিক কাগজে
বাঁধাই
ভিক্ষা ৩৷০ মাত্র।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ
বাগবাজার, কলিকাতা

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচার-নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১০ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১০ই আষাঢ়, মঙ্গলবার ১৩৪২, ২৫শে জুন ১৯৩৫ [৯৭তম সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

—:o:—

ইঙ্গ-জার্ম্মাণ নৌ-বলসম্পর্কে আলোচনা
ফ্রান্স মন্ত্রীর অসন্তোষ

আগামী নৌবল নিয়ন্ত্রণ সম্মেলনে যুদ্ধ জাহাজের শ্রেণী সম্পর্কে যদি কোন বন্দোবস্ত না হয়, তাহা হইলে জার্ম্মাণীর "পকেট সংস্করণ" যুদ্ধের জাহাজগুলিও সাধারণ যুদ্ধ জাহাজ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য করা হইবে। ১৮শে জুন লণ্ডনে বৃটিশ নৌ সচিবের দপ্তরে ইঙ্গ জার্ম্মাণ আলোচনার ফলে উপরোক্ত বিষয়টি স্থির হইয়াছে। জার্ম্মাণীর নৌবল বৃদ্ধি বিষয়ক কার্য্যতালিকা, রণতরীর আকার ও শ্রেণী ইত্যাদির কথাও আলোচিত হইয়াছিল। এইরূপ মনে হয় যে, বিমানপোতবাহী কয়েকখানি রণতরী নির্ম্মাণ করাই বর্ত্তমানে জার্ম্মাণ জাতির উদ্দেশ্য।

গত ১৭শে জুন চেম্বারের পররাষ্ট্রীয় কমিটির নিকট প্রধানমন্ত্রী মিঃ লাভাল ইউরোপীয় পরিস্থিতির ব্যাখ্যা করেন। আলোচনার সময় কমিটির সদস্যগণ ইঙ্গ-জার্ম্মাণ নৌ-চুক্তির প্রতি বিরুদ্ধ মনোভাব প্রকাশ করেন। তাঁহারা বলেন যে, ঐ চুক্তি দ্বারা ভার্সাই সন্ধি লঙ্ঘন করা হইয়াছে।

মিঃ এন্টনী ইডেন শুক্রবার লণ্ডনে আসিবেন; তিনি না আসা পর্য্যন্ত স্পষ্ট কোন মত প্রকাশ করিতে মিঃ লাভাল যদিও অনিচ্ছা দেখান, তথাপি পীড়াপীড়ির ফলে তিনি স্বীকার করেন যে, ঐ চুক্তি তাঁহাকে বিস্মিত করিয়াছে এবং ঐ চুক্তির দ্বারা ফেব্রুয়ারী মাসের ইঙ্গফরাসী চুক্তির সর্ত্ত লঙ্ঘন করা হইয়াছে। কারণ, ভার্সাই সন্ধি ভঙ্গকে কোন এক পক্ষে স্বীকার করিয়া লওয়া ইঙ্গফরাসী চুক্তিতে নিষিদ্ধ হইয়াছিল।

কলেজ লেবরেটরী হইতে চুরি
শ্রেণীর ছাত্র অভিযুক্ত

হাটহাজারি কর্ত্তৃরীনাথ নিবাসী শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী রক্ষিতের পুত্র শ্রীমান ননীগোপাল রক্ষিত চট্টগ্রাম কলেজের ১ম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। কিছুদিন পূর্ব্বে কলেজের জনৈক বেয়ারা কর্ত্তৃপক্ষের নিকট এই অভিযোগ করে যে, লেবরেটরী রুমের একটি ডেস্ক হইতে ননীগোপাল ও রফিকুল নামক আর একজন ছাত্র কয়েকটী যন্ত্র চুরি করিয়া লইয়া যাইতেছে। এই সম্পর্কে তদন্ত হয় এবং শ্রীমান ননীগোপালকে ঐ কলেজ হইতে অন্য কলেজে যাইতে বলা হয়। সে তদনুসারে সার্টিফিকেটের জন্য আবেদন করে ও তাহা দেওয়ার যথারীতি হুকুমও হয়। কিছুদিন পরে লেবোরেটরী-ডিমনষ্ট্রেটার পুলিশে অভিযোগ করেন। ননীগোপালকে বার্ম্মা হইতে চুরির অভিযোগে গ্রেপ্তার পূর্ব্বক এখানে আনয়ন করিলে তাহার প্রতি হাজতবাসের আদেশ দেওয়া হয়।

— —

রাত্রিযোগে গ্রাম আক্রমণ

বেরিলী আওনলা পুলিশ সার্কেলের এলাকাভুক্ত মনলা গ্রামের এক সংবাদে প্রকাশ, ২১শে জুন রাত্রিতে তথায় একদল জুলাহা বর্শা হাতে চড়াও হইয়া একজনকে নিহত ও কয়েক জনকে সাংঘাতিক জখম করিয়াছে। বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় নাই। প্রকাশ, কোন বিষয় লইয়া দিনের বেলায় জুলাহাদের সহিত গ্রামবাসী কয়েক-জনের কলহ হইয়াছিল এবং তাহাই এই মারাত্মক আক্রমণের কারণ

আবিসিনিয়ার আশঙ্কা
অবস্থা আরও গুরুতর

আবিসিনিয়া গবর্ণমেণ্ট আবার একটি বিজ্ঞপ্তিতে জানাইয়াছেন, রাষ্ট্রসঙ্ঘে আবিসিনিয়া গবর্ণমেণ্ট আবেদন করার পর অবস্থা ক্রমশঃ আরও গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছে এবং আবিসিনিয়ার স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্যের উপর আক্রমণ এখন আসন্ন হইয়াছে। প্যারিসস্থ আবিসিনিয়া রাজদূত উপরোক্ত বিজ্ঞপ্তি রাষ্ট্রসঙ্ঘে প্রেরণ করিয়াছেন। আবিসিনিয়া গবর্ণমেণ্ট প্রস্তাব করিয়াছেন যে, আবিসিনিয়া ও ইটালীয় সোমালিল্যাণ্ডের সীমান্ত প্রদেশে যাইয়া অনুসন্ধানের জন্য রাষ্ট্রসঙ্ঘ পরিষদ একটি কমিশন নিযুক্ত করুন; এই কমিশন এপর্য্যন্ত যত ঘটনা ঘটিয়াছে তাহার সত্য মিথ্যা সম্বন্ধে তদন্ত করিয়া সরাসরি রাষ্ট্রসঙ্ঘ পরিষদে রিপোর্ট দাখিল করিবেন।

আবিসিনিয়ার উপরোক্ত বিজ্ঞপ্তি সম্বন্ধে রোমে দায়িত্বশীল কোন ব্যক্তি বা দলের সুচিন্তিত অভিমত এখনও পাওয়া যায় নাই; কিন্তু সংবাদপত্রগুলি তাহাদের পূর্ব্বের সাবধানবাণীর পুনরাবৃত্তি করিতেছে। তাহারা বলিতেছে যে, রাষ্ট্রসঙ্ঘ যদি তাহার ন্যায়সঙ্গত কর্ম্মপন্থার সীমা অতিক্রম করে তাহা হইলে ইটালীর রাষ্ট্রসঙ্ঘ পরিত্যাগ করিবার গুরুতর সম্ভাবনা উপস্থিত হইবে

পর্ব্বত হইতে প্রস্তর পতন

পশ্চিমঘাট পর্ব্বতমালায় প্রবল বৃষ্টির সময়ে প্রায় ৮টন-ওজনের একখানি প্রস্তর উপর হইতে গড়াইয়া মাদ্রাজ মেল ট্রেণের ইঞ্জিনে পতিত হয়। ইঞ্জিন প্রস্তর খণ্ডকে প্রায় ৬০০ ফিট দূরে এক সুড়ঙ্গে লইয়া গিয়া লাইনচ্যুত হয়। উহার ফলে ইঞ্জিনের ক্ষতি হইয়াছে এবং লাইনটী বহুদূর পর্য্যন্ত ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। ট্রেণের কোন আরোহী জখম হয় নাই; ট্রেণে খুব ঝাঁকুনি লাগিয়াছিল। ট্রেণ নির্দ্দিষ্ট সময়ের ৩ ঘণ্টা পর পুণায় পৌঁছে।

অভাবের তাড়নায় আত্মহত্যা

চিৎপুর পুলিশ ষ্টেশনের এলাকাধীন ঘোষবাগান লেনে গত বৃহস্পতিবার দিবস একটী শোচনীয় আত্মহত্যা সংঘটিত হইয়া গিয়াছে। মদন জোয়ারা নামক জনৈক হিন্দুস্থানী প্রৌঢ় গৃহের ছাদের সহিত দড়ি দ্বারা উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করিয়াছে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে, কিছু দিন পূর্ব্বে লোকটীর চাকুরী যায়। তৎপর আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াও সে কোথাও চাকুরীর সন্ধান করিয়া উঠিতে পারে নাই। ফলে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য সে চারিদিকে ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়ে। মৃত্যুর পূর্ব্ব দিবস জনৈক পাওনাদার ঐ লোকটীর বাসায় আসিয়া কড়া কথা শুনাইয়া যায়। টাকা পরিশোধের কোনরূপ উপায়ান্তর না দেখিয়া পরদিবস লোকটী গলায় দড়ি লাগাইয়া আত্মহত্যা করিয়াছে। ঐসময় তাহার স্ত্রী ছেলেমেয়েসহ দোকানে আহার সংস্থানে বাহির হইয়াছিল।

গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া স্ত্রীলোকটী তাহার স্বামীর এই হৃদয়বিদারক জীবনান্তের দৃশ্য দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়া উঠে। তাহার চীৎকারে আশেপাশের বিস্তর লোক আসিয়া উপস্থিত হয়। পুলিশ খবর পাইয়া ঘটনাস্থলে আসিয়া অনুসন্ধানান্তে মৃতদেহটি পরীক্ষার জন্য শবব্যবচ্ছেদাগারে পাঠাইয়া দেয়।

নমো ভগবতে নারায়ণায়

১০ই আষাঢ়, মঙ্গলবার ১৩৪২

দীর্ঘ দ্বাদশ বৎসর সুগভীর চিন্তার পর এবার বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট শিক্ষামন্ত্রীর আগ্রহে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার নব পাঠ্যতালিকার অনুমোদন করিয়াছেন। ১৯২১ সালে ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় নির্দ্দিষ্ট বয়সের সীমা বর্দ্ধিত করিবার। ইংরেজী ভিন্ন সমস্ত বিষয় বাঙ্গালায় শিক্ষা দিবার এক প্রস্তাব কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টের অনুমোদনের জন্য প্রেরিত হইয়াছিল। বিশ্ববিদ্যালয় ও গবর্ণমেণ্টের মধ্যে আলোচনার পর ১৯২৭ সালে "সিনেট" বিষয়টি বিষদভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য এক কমিটি নিযুক্ত করেন। এই কমিটি ১৯৩২ সালে তাঁহাদের রিপোর্টে পাঠ্য বিষয়ের বিস্তৃত তালিকা প্রেরণ করেন। ১৯৩৩-৩৪ সালে উহা গবর্ণমেণ্টের বিবেচনাধীন থাকে। পরে ১৯৩৪ সালে বাঙ্গলা ও আসাম সরকারের বৈঠকে উহা কিছু পরিবর্ত্তিত হয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় গবর্ণমেণ্ট ঐ বৈঠকে যে সিদ্ধান্ত হয় তাহা এখন মানিয়া লইয়াছেন।

নবরচিত প্রস্তাবানুসারে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার্থীদের ইতিহাস, ভূগোল ও প্রাথমিক বিজ্ঞান অবশ্য পাঠ্য বিষয় হইবে। এবং সমস্ত বিষয় বাঙ্গলায় শিক্ষা দেওয়া হইবে। বাহাতে ইংরেজী ভাষা শিক্ষার কোন বাধা না ঘটে তাহারও যথোচিত উপযুক্ত ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এ প্রকার শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের জ্ঞান যে বৃদ্ধি পাইবে ইহা বলা বাহুল্য মাত্র। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ত্তমান সুযোগ্য ভাইস্ চ্যান্সেলারের উপযুক্ত পিতার মহান্ পদাঙ্কনা তাঁহারই আমলে কার্য্যে পরিণত হওয়ায় অন্তরের অন্তস্তল হইতে তিনি যে গৌরব ও আনন্দ অনুভব করিতেছেন তাহার সহিত সমগ্র বাঙ্গলা দেশের সকলের গৌরব ও আনন্দ অবিচ্ছিন্নভাবে জড়িত আছে সন্দেহ নাই। জন-প্রিয় সুযোগ্য তরুণ ভাইস্ চ্যান্সেলার ইহাদ্বারা সকলের আরও অধিক প্রিয় হইলেন।

ভগবৎ সেবা সমাজসংস্কার রাজ্যপালন, আত্মীয়স্বজন প্রতিপালন প্রভৃতি যত প্রকার কর্ত্তব্যকর্ত্তব্য আমাদের আছে সে সকল সম্পাদনের নিমিত্ত সর্ব্বপ্রথম দরকার আমাদের শরীর ধারণ। আজ এই শরীর ধারণই এক মহাসমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে—অন্ন সমস্যা আমাদের এক জীবন সমস্যা। কিন্তু আমরা তাহা ভাবিয়াও উপলব্ধি করিতে সক্ষম হই না এমনি দুর্ভাগ্য! 'অনশন'-ক্লিষ্ট অস্থিচর্ম্মসার শতগ্রন্থিযুক্ত জীর্ণবাস-পরিহিত দলটে উপবাসের-চিহ্নাঙ্কিত- বেদনাযুক্ত মৃতপ্রায় চলন্ত জীবসকলও আমাদের হৃদয় আলোড়ন করিতে সমর্থ হয় না। উপেক্ষা করিলে এই সমস্যা কমিয়া যাইবে না,—অধিকন্তু উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া সমাজে দারুণ অশান্তির সৃষ্টি করিবে। চুরি ডাকাতি প্রভৃতি যে সকল কাজ আমাদের অন্তায় জঘন্য বলিয়া মনে হয় তাহাও ব্যক্তি বিশেষের এই সমস্যা সমাধানের সাময়িক চেষ্টা মাত্র। এই সকল কাজ সমর্থন করি না কিন্তু এই সমস্যা দুরীভূত না হইলে উহা ঘটিবেই। এই মনুষ্যত্ব বিনাশকারী সমস্যার কোনও সমাধান নাই কি?

৭০ মাইল ব্যাপী ফাটল

সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, কোয়েটায় ভূমিকম্পে প্রায় ৭৫ মাইলব্যাপী স্থান ভূমিতে ফাটল ধরিয়াছে। কোয়েটা সহরের ১৫ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে চিলতান পাহাড় হইতে আরম্ভ করিয়া পুরাতন কালাত সহর পর্য্যন্ত ধ্বংসের চিহ্ন পরিদৃষ্ট হয়। কালাতের পরে আর কোন অঞ্চল বিধ্বস্ত হয় নাই। ইহাই বিগত ভূমিকম্পের একটা বিশেষত্ব।

১৯শে জুন তারিখ জিয়োলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার এসিষ্ট্যাণ্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ ডব্লিউ ডি ওয়েষ্টের ১৯শে জুন তারিখে মাস্তাং ও কালাতে পরিদর্শনের কথা ছিল, তিনি বিধ্বস্ত অঞ্চল পরীক্ষার পর তাঁহার মতামত প্রকাশ করিবেন বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। ভূমিকম্পে পার্ব্বত্য অঞ্চল ও সমতলভূমি উভয় দিকের ক্ষতি হইয়াছে।

মাস্তাংয়ের তিন মাইল দূরে নোটগ্রাম হইতে ফাটলের চিহ্ন সুস্পষ্ট। ফাটলের দরুণ কোথাও দুই এক ফুট, কোথাও বা ২০ ফুট পরিমিত স্থান ফাঁক হইয়া গিয়াছে। কোন কোন স্থান পূর্ব্ব হইতে অনেক নীচু হইয়া গিয়াছে, আবার কোন স্থান উঁচু হইয়াছে।

কম্পনের পরদিন প্রাতেই ঐ ফাটল দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল। তিরি, সরিয়াব, খারকুচা ও মাস্তোচরে উপর দিয়াও এইরূপ ফাটল ধরিয়াছে। নোট গ্রামের চারিপাশে এবং মাস্তাংয়ের গ্রামসমূহের শস্য ক্ষেতগুলি বিচ্ছিন্ন হইয়াছে।

রেল লাইনে নরমুণ্ড

দমদমের নিকটে ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেল লাইনের উপরে একটি নরমুণ্ড ও একখানা পা পাওয়া গিয়াছে। সন্দেহ করা যাইতেছে যে, কাহাকেও হত্যা করিয়া টুকরা টুকরা করিয়া কাটা হইয়াছে এবং পরে ঐ স্থানে ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে। মনে হয় যে, মৃত দেহের অপরাপর অংশ গত পর্য্যন্তে খাইয়া ফেলিয়াছে। শিয়ালদহের রেলওয়ে পুলিশ তদন্ত করিতেছে, এপর্য্যন্ত হত্যাকারীর কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

বিক্রমপুরে সেনাদল

গত ১৮ই জুন আড়িয়লের পুলিশ ক্যাম্প উঠিয়া গিয়াছে। বোধ হয় ২।৪ দিনের মধ্যেই বিক্রমপুরের ৮টা ক্যাম্পই উঠিয়া যাইবে। অতঃপর রাজনৈতিক বন্দীগণ ও সন্দেহভাজনগণ প্রায় 'ওয়াচ এণ্ড ওয়ার্ড' কমিটিগুলির দ্বারা পরিদর্শিত হইবে। কমিটির সভ্যগণ ভাল রিপোর্ট দিলে তাহাদের নাম কাটাও যাইতে পারে।

কম্পনের মধ্যে বিদ্যুৎ ঝলক

ভূমিকম্পের মধ্যে চিলতান পাহাড়ের দিক হইতে কালাতের উপর দিয়া বিদ্যুৎ-ঝলকের মত একটী অত্যুজ্জ্বল আলো দেখা গিয়াছিল। ঐ আলো কয়েক সেকেণ্ড মাত্র ছিল; কিন্তু তবুও চারিদিক অকস্মাৎ এত আলোকিত হইয়াছিল যেন মনে হইতেছিল দিবা দ্বিপ্রহর। ইহার পরেই ভীষণ ঘর্ঘর শব্দের সঙ্গে কম্পন আরম্ভ হয়।

বড়লাট ও লেডী উইলিংডনের কোয়েটা যাত্রা

বড়লাট ও লেডী উইলিংডন আগামী ১লা জুলাই সিমলা হইতে কোয়েটা যাত্রা করিবেন। ৮ই জুলাই তারিখে তাঁহারা সিমলায় ফিরিবেন। তৎপূর্ব্বে তাঁহারা লাহোর, মুলতান, ভাওয়ালপুর করাচী হাসপাতাল ও সাহায্যকেন্দ্রসমূহ পরিদর্শন করিবেন।

পর্ত্তুগালে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ

মন্ত্রিগণের প্রাণরক্ষা

সম্প্রতি পর্ত্তুগালের মন্ত্রী-মণ্ডলীর সদস্যগণ নিশ্চিত মৃত্যুর হাত হইতে কোনক্রমে বাঁচিয়া গিয়াছেন। মন্ত্রীগণ বোমা নিক্ষেপের নূতন যন্ত্রের পরীক্ষাকার্য্য পরিদর্শন করিতেছিলেন এমন সময় তাঁহারা যেখানে দাঁড়াইয়াছিলেন ঠিক তাহার নিম্নদেশেই একটী বোমানিক্ষেপ-যন্ত্র বিদীর্ণ হইয়া যায়। আঠারো জন লোক আহত হইয়া হাসপাতালে নীত হয়। ছয় জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। এই সপ্তাহে সামরিক কৌশল প্রদর্শনের যে ব্যবস্থা হইয়াছিল তৎসম্পর্কীয় একটি ক্রীড়াক্ষেত্রে উপরোক্ত দুর্ঘটনা ঘটে। শত শত দর্শক ঐ সময় ক্রীড়াক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন। বিস্ফোরণটিকে দুর্ঘটনা বলিয়া বর্ণনা করিলেও কিছু দিন যাবৎ পর্ত্তুগালে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের আশঙ্কা করা হইতেছে। সরকারের নিকটে কম্যুনিষ্ট ষড়যন্ত্রের আশঙ্কা সম্পর্কে বিবেচনা করিবার জন্য মাত্র এক সপ্তাহ পূর্ব্বে সামরিক বাহিনীকে মন্ত্রী মণ্ডল সমস্ত রাত্রি ধরিয়া সভা করেন। গত সোমবার পুলিশ ও সৈন্যদল রাত্রি কালে পাহারা দিয়াছিল। এবং লিসবনের বিশিষ্ট স্থানগুলিতে মেশিনগান পাহারা ছিল। পরে বহু লোককে গ্রেপ্তার করা হয়। বর্ত্তমানে পর্ত্তুগালের প্রেসিডেন্ট হইতেছেন মার্শাল কারমোনা। সমগ্র দেশ একণে প্রকৃতপক্ষে ডিক্টেটরের অধীনে রহিয়াছে।

আই এ আই এস সি পরীক্ষার বৃত্তি

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৫৲ টাকা বৃত্তি প্রাপ্ত প্রথম দশজনের নাম ও ছাত্রীদের নাম দেওয়া হইল। এতদ্ভিন্ন ২০৲ টাকা আরও ২৮টি বৃত্তি বিভিন্ন বিভাগের ছাত্ররা পাইয়াছেন।

প্রথম শ্রেণীর ২৫৲ টাকার বৃত্তি ১০টী

(১) বিমলচন্দ্র সিংহ, প্রেসিডেন্সী (২) মনীষা সেন, স্কটিস চার্চ্চ, (৩) অমিয় কুমার রায়চৌধুরী, রিপন, (৪) জন কেরো, সেণ্ট জেভিয়ার্স, (৫) হরিহর মিশ্র, রিপন, (৬) কৃষ্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, প্রেসিডেন্সী, (৭) আইতি খান, ডায়োসেসান, (৮) সুবিমলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, আশুতোষ, (৯) কালিদাস মুখোপাধ্যায়, স্কটিস চার্চ্চ, (১০) বিধুভূষণ সেনগুপ্ত, বঙ্গবাসী।

ছাত্রীদের জন্য মাসিক ২০ টাকার বিশেষ বৃত্তি

(১) ক্যাথলীন লেওলিন, (এনকাল), লরেটো হাউস। ফিলিস ভেলেন্ট (নন-কাল), ডায়োসেসান। (৩) আশালতা দত্ত, ময়মনসিংহ কলেজ। (৪) লীলা দাশগুপ্তা, স্কটিস চার্চ্চ। (৫) জ্যোৎস্না পাঠক, ভিক্টোরিয়া ইনষ্টিটিউট। (৬) হরিস ডি সিলভা (নন-কলি), চট্টগ্রাম কলেজ। (৭) প্রতিমা দাশগুপ্তা, স্কটিস্ চার্চ্চ। (৮) কমলিনী বিশ্বাস, কৃষ্ণনগর। (৯) গীতা সেন, আশুতোষ। (১০) স্মৃতিরেখা দাশ, স্কটিস্ চার্চ্চ। (১১) অঞ্জলি ঘোষ, ভিক্টোরিয়া ইনষ্টিটিউট। (১২) রেণু রায় (নন-কলি), লরেটো হাউস। (১৩) সিসলি ডাকেট, (নন-কলি) লরেটো হাউস।

আসামের নূতন লাট

আসামের লাট স্যার মাইকেল কীন চারি মাসের ছুটী লইয়া ইংলণ্ডে যাইতেছেন। অস্থায়ী লাট স্যার এব্রাহাম লেন ১৯শে জুন কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার স্থলে মিঃ ডব্লিউ এস হট অর্থসচিব হইয়াছেন।

কৃষ্ণনগর কলেজ

দেবতোষ গোস্বামী ও শুভেন্দু বক্সী কৃষ্ণনগর কলেজ হইতে ২০৲ টাকার বৃত্তি লাভ করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

— পারমার্থিক পত্র —

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

[illegible]

১০ম বর্ষ | বামন | গৌরাব্দ ৪৪৯, ১০ই আষাঢ় বঙ্গাব্দ ১৩৪২, ২৫শে জুন ১৯৩৫ | মঙ্গলবার | [illegible] সংখ্যা

প্রচার-প্রসঙ্গ

১৮.৬.৩৫ তারিখে বগুড়ায় "হিন্দু-ধর্ম-সভা" গৃহে উক্ত সভার সভাপতি বগুড়ার প্রসিদ্ধ উকীল শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ সেন মহাশয়ের সভাপতিত্বে সন্ধ্যা ৭টার সময় একটী সভা আহূত হইয়াছিল। ঐ সভায় শ্রীপাদ অরণ্য মহারাজ 'সনাতন ধর্ম' সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন। বক্তৃতার শেষে সভাপতি মহোদয়ের নির্দেশক্রমে শ্রীপাদ [illegible] মহোদয় শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার্য্য বিষয় সম্বন্ধে প্রায় এক ঘণ্টাকাল একটী বক্তৃতা প্রদান করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীধাম মায়াপুরে আবির্ভাবের কারণ, অচৈতন্যদিগকে চেতনবাণীর দ্বারা চৈতন্যদান, ভগবদ্বিমুখ জীবকে কৃষ্ণোন্মুখ-করণ, কলিযুগের লীলাভিনয় আচার প্রচার, গোস্বামিশাস্ত্র-গণের [illegible] শিক্ষা, শ্রীগৌরসুন্দরের অপ্রকটে আবার অন্ধকারযুগের কাহিনী, অনন্তর শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আবির্ভাব, তাঁর পর ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর কর্তৃক আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্য মঠ ও তাঁহার শাখা শ্রীগৌড়ীয়মঠ প্রভৃতি স্থাপন এবং ঐ সমস্ত মঠ হইতে শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্তবাণী আচার-প্রচারমুখে প্রবর্তন প্রভৃতি বহু বিষয় সংক্ষেপে কীর্তন করেন।

তৎপরে শ্রীপাদ অরণ্য মহারাজ "সনাতনধর্ম"-সম্বন্ধে তাঁহার স্বাভাবিকী ওজস্বিনী ভাষায় সভাবৃন্দকে মুগ্ধ করিয়া অর্দ্ধঘণ্টাকাল বক্তৃতা প্রদান করেন।

সভাস্থলটি স্থানীয় শিক্ষিত সজ্জন বহু উকিল, ডাক্তার প্রভৃতি শ্রোতৃবৃন্দের দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়াছিল। স্থানাভাব বশতঃ অনেককে দণ্ডায়মান থাকিতে হইয়াছিল। [illegible] উচ্চকণ্ঠে হরিকীর্তন করিয়া সভায় বাকিগণ পদ্মাসনে [illegible] করেন এবং [illegible] কথা পুনরায় শ্রবণ করিবার জন্য প্রার্থনা জানাইলে সভাপতি মহোদয় ১৯.৬.৩৫ তারিখে সন্ধ্যার পর ৭টার সময় পুনরায় সভা-আহ্বানের বিষয় জ্ঞাপন করেন।

পর দিন [illegible] 'নবাবগঞ্জবাসী' শ্রীপাদ ভাগবতবান্ধব অরণ্য মহারাজ শ্রীপাদ [illegible] জয়স্থল [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] বাবুর বাসায় শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন এবং পরে [illegible] শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গপদ [illegible] হয়।

পর ১৯শে [illegible] জয়পুর গ্রামস্থ শ্রীযুক্ত [illegible] মহোদয়ের বাটীতে একটী [illegible] [illegible] এ সময় [illegible] [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] [illegible] মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। [illegible] মহোদয় [illegible] নিকট [illegible] পরিচয় প্রদান করেন এবং বলেন, [illegible] আমার [illegible] [illegible] আমার যে আলাপ হইয়াছে, তাহাতে ইঁহার সৌজন্য, পাণ্ডিত্য ও সর্বোপরি ভগবৎপরায়ণতা আমাকে মুগ্ধ করিয়াছে। গৌড়ীয়-মিশনের প্রচারবার্ত্তা সম্বন্ধে আপনারা পূর্ব্বেই অবগত আছেন। ইনি তাঁহাদের একজন বিশিষ্ট প্রচারক। যাহা হউক, ইহার নিকট হইতে অমৃতময়ী বাণী শ্রবণ করিয়া আপনারা যথার্থ তৃপ্ত হইবেন, ইহা আমি সর্বতোভাবে আশা করি। অনন্তর সভাপতি মহোদয় উপবেশন করিলে পর তাঁহার শ্রীযুক্ত বাবু [illegible] কুমার [illegible] মহোদয় একটী অভিনন্দনপত্র পাঠ করেন। তৎপরে স্বামীজী মহারাজ প্রায় [illegible] ঘণ্টাকাল 'মনুষ্যজীবনের কর্তব্য' সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা প্রদান করেন।

[illegible] মহোদয় [illegible] [illegible] করিলেন তাহাতে তাঁহার [illegible] [illegible] বিচারে তিনি [illegible] [illegible] [illegible]। আমাদের প্রতি [illegible] [illegible] শ্রীচৈতন্যদেবের [illegible] [illegible] 'শ্রীকৃষ্ণ' আমাদের কাছে [illegible] [illegible] উহা [illegible] করেন, [illegible] আমাদের [illegible] [illegible] করা হইবে। আমার যেন কোন [illegible] নাই যে আমাকে [illegible] করিতে [illegible], তাহা [illegible]।

এই মনুষ্য-জীবনে [illegible] স্বীকার করিয়া [illegible] যে [illegible] [illegible] [illegible] পারিলে [illegible] [illegible] নিজেকে [illegible] [illegible] আমরা [illegible] [illegible] [illegible], আমাদের [illegible] চরণে অর্পণ করিতে পারিব সেদিন আমাদের 'চিত্তের অর্থ-শ্বর যে একমাত্র ভগবান্' তাহা জানিতে পারিব এবং সত্য [illegible] বক্তৃলোক হইয়া যাব। এই জগতের কোন বস্তু পাইয়া আমরা বড় হইতে পারিব না। [illegible] হইতে পারিলে [illegible] বিচারে আমরা [illegible] [illegible] বলিয়া মনে করি। কিন্তু এই [illegible] কোন [illegible] আমরা [illegible] বলে মনে করিলেও চিন্তা করিয়া দেখিতে জানিতে পারিব উহা [illegible] চাহে এই জগতের কোন বস্তু দ্বারা মুগ্ধ হলে আমরা ভগবানকে [illegible] যাই।

নিমন্ত্রণ পত্র

[illegible]

[illegible], শ্রীমায়াপুর

[illegible]

আগামী [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] নিকুঞ্জ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সাধু-শাস্ত্র [illegible] [illegible] যে, [illegible] [illegible] হইতেছে সকল [illegible] সর্ব সাধু-বর্গ সমন্বয়কারী [illegible] প্রচারিত হইবে। [illegible] [illegible] [illegible] দান করিলে [illegible] হইব।

প্রার্থনাকারী:
শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ
শ্রীঅতুলচন্দ্র [illegible]
শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন
[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

স্বামীজীর বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া সভাস্থ শ্রোতৃবৃন্দ বিশেষ [illegible] করেন। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] স্বামীজী [illegible] বক্তৃতার বিশেষ [illegible], [illegible] সভার কার্য শেষ হয়। আর [illegible] [illegible] [illegible]।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৯ বামন [illegible] ৪৪৯

শ্রীমান্ শ্যামসুন্দর

[illegible]

[illegible] 'শ্রীমান্' এবং [illegible] নির্দিষ্ট [illegible] দেশ-দেশান্তরের [illegible] নাম [illegible] ব্যবহার করিয়াছেন। কেহ কেহ ব্যক্তিগত [illegible] বলিয়া [illegible] হয়। [illegible] অধ্যাপক [illegible] 'শ্রীমান্' শব্দের প্রকৃত অর্থ চিন্তা করিয়া [illegible] নিকট [illegible] যে, পূর্বের মধ্যম নিকৃষ্ট [illegible] অনেক আত্মীয়স্বজনের নাম [illegible] 'শ্রীমান্' লিখিবার দোষ [illegible] বর্জনীয় হইলেন। কিন্তু 'শ্রীমান্' শব্দের প্রকৃত অর্থ [illegible] কারণ দেখা যায় যে, সকল [illegible] 'শ্রীকৃষ্ণ' সম্বন্ধেই উহার যথার্থ প্রয়োগ হইতে পারে। কিন্তু বা আধুনিক [illegible] পূর্বক 'শ্রীমান্'-শব্দ প্রয়োগ করিতে হইবে, ইহা কোন্ সময় হইতে [illegible] প্রচলিত হইয়াছে তাহা নির্ণয় করা সহজসাধ্য নহে। তাহা নির্ণয়ের প্রয়োজনও বর্তমানে আমাদের নাই। 'শ্রীমান্' শব্দ কেন মাত্র শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধেই প্রযোজ্য হইবে এবং শ্যামসুন্দর কেন শ্রীকৃষ্ণকেই বুঝাইবে তাহাই আমরা বর্তমান প্রবন্ধে আলোচনা করিব।

বেদান্ত-দর্শনের [illegible] প্রথম শ্লোক—

'মনোমধ্যাদিভিঃ শব্দৈঃ স্বরূপং যস্য কীর্ত্যতে।
হৃদয়ে স্ফুরতু শ্রীমান্ সৌ শ্যামসুন্দরঃ॥"

—মনোময়াদি শব্দে যাঁহার স্বরূপ কীর্তিত হইয়া থাকেন সেই শ্রীমান্ শ্যামসুন্দর আমার হৃদয়ে স্ফূর্তিপ্রাপ্ত হউন।

এই শ্লোকে মনোময়াদি-শব্দে যদিও তাঁহার স্বরূপ স্পষ্টরূপে ব্যক্ত হন নাই, তথাপি আমরা জানিতে পারি যে, সেই ব্রহ্মই শ্রীমান্ শ্যামসুন্দররূপে ভক্তের হৃদয়ে স্ফূর্তিপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন। অজ্ঞ-জনের সাধারণ মাংসচক্ষু লোচনে এই শ্যামসুন্দররূপ দৃষ্টিগোচর হন না। কৃপাপূর্বক যাঁহার হৃদয়ে স্ফূর্তিপ্রাপ্ত হন, তিনিই জানিতে পারেন—পরব্রহ্ম স্বয়ং শ্রীমান্ ও শ্যামসুন্দর।

'শ্রী' কাহাকে বলে? ভগবদ্বেষ্টা-বশত বিষ্ণুপুরাণ বলিয়াছেন—

"ঐশ্বর্যস্য সমগ্রস্য বীর্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ
জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষণ্ণাং ভগ ইতীঙ্গনা॥"

বৈভবং বা যথা সর্বং জগৎস্থিতিবিধায়কং।
সর্বজ্ঞত্বমনন্তং গুণানাং বা তথৈব চ।
মাধুর্য্যাদ্যো বহো যেন 'শ্রীমান্'-ইত্যভিধীয়তে॥"

পৃথিবীর যাবতীয় সৌভাগ্য বা যাবতীয় বৈভব 'শ্রী'-শব্দে উক্ত। 'শ্রী'র অন্য নাম লক্ষ্মী। 'শ্রী'-শব্দে সর্বজ্ঞত্ব ও গুণসকলের অনন্তত্ব বুঝায়। যাবতীয় সৌভাগ্য, যাবতীয় বৈভব, সর্বজ্ঞত্ব ও গুণসকলের অনন্তত্ব যেখানে শ্রীভগবান্ বাসুদেবে আছে বলিয়া তিনি 'শ্রীমান্' নামে অভিহিত।

স্কন্দপুরাণ আরও বলেন—

"মনোধামস্থা প্রীতিরনুরাগস্তথা স্থিরঃ।
অনন্যথাং ভগোবাপি তস্য শ্রীমান্ ইতি স্মৃতঃ॥"

এই বাক্যে জানিতে পারি, সকলেই ভগবানকে অতুল প্রীতি ও অতুল অনুরাগ প্রদর্শন করিয়া থাকে এবং শ্রীভগবান সকলেরই প্রীতি ও অনুরাগ সমুদ্ভাবন করিয়া থাকেন বলিয়া তাঁহার নাম শ্রীমান্। ইহাই শ্রীমান শব্দের প্রকৃত অর্থ। প্রাবৃট্ কালে স্রোতস্বিনীসমূহ যে প্রকার মহাসমুদ্রে উচ্ছলিত হইয়া আবেগভরে বারিধি-বক্ষে আত্মসমর্পণ করে, সেই প্রকার ভক্তি, প্রেম, প্রীতি, অনুরাগ প্রভৃতির উচ্চতম-বিকাশ শ্রীভগবানে সমর্পিত হয়। ইহাদের প্রত্যেকটি 'শ্রী'র এক একটি রূপ। সুতরাং 'শ্রীমান্' ভগবান ব্যতীত আর কেহ হইতে পারে না। এখন চিন্তা করিয়া দেখুন অন্য জীবের কথা কি, ব্রহ্মা বা মহেশ্বরকেও 'শ্রীমান' বলিয়া অভিহিত করিলে যেন তাঁহাদিগকে উপহাস করা হয়। 'শ্রী' বলিতে যাহা বুঝায় তাহা কৃষ্ণ ব্যতীত আর কাহারও নাই।

"শ্যায়তে গচ্ছতি যতঃ অগ্নির্ ইতি শ্যামঃ।"

অগ্নিগণ যাঁহাতে গমন করে তিনিই শ্যাম। 'শ্যৈ' ধাতুর অর্থ গমন। ভগবান্ ভিন্ন বিশ্বসংসারের মন অন্য কিছুতেই সকল সমবায়ের পাইতে পারে না। সুতরাং ভগবান ভিন্ন আর কোন বস্তুই সর্ববাধ-সর্বাশ্রয়ে 'শ্যাম'-নামে পরিচিত হইতে পারে না।

পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, ভাব, ভক্তি, প্রেম ও অনুরাগ স্রোতস্বিনী বা সহস্রমুখী উদ্দীপনারূপ শ্রীভগবানের পাদপদ্ম আশ্রয় করে বলিয়া তিনি শ্রীমান্ বিশেষণে বিশেষিত। ঐ চতুষ্টয়ের সমাবেশ হেতুই শ্রীভগবান্ সুন্দর—পরম সুন্দর।

আবার যেখানে 'শ্রী' সেই স্থানেই সৌন্দর্য। যথা—

সর্বং যত্র সুখং তত্র শ্রীস্তত্র মতঃ ধ্রুবা।
সৌন্দর্যং সৌভগং তত্র শাশ্বতঃ
নচ সংশয়ঃ॥
—শ্রীপদ্মপুরাণ

—যেখানে বিশুদ্ধসত্ত্বের অবস্থিতি, সেই স্থানেই সুখ, 'শ্রী', সৌন্দর্য ও সৌভাগ্য নিত্য বিরাজিত।

প্রকৃত প্রেমিক ভক্তের নিকট শ্রীভগবান্ ব্যতীত অপর কিছুই সুন্দর হইতে পারে না। আমরা সংসারের অসার বস্তুসমূহের মধ্যে যদি কোনটী সুন্দর বলিয়া মনে করি, তাহা হইলে সেই বস্তুটী সংগ্রহের জন্য বিশেষ চেষ্টান্বিত হই। এমন কি, একেবারে মোহিত হইয়া যাই। বস্তুতঃপক্ষে ক্ষণস্থায়ী বস্তু,—যাহা মুহূর্তের মধ্যে লয়প্রাপ্ত হয় তাহাতে কখনও নিত্যসৌন্দর্যের বিদ্যমানতা থাকিতে পারে না। অথচ দাবদের দিনে কীটপতঙ্গ যেমন অগ্নির মোহে মুগ্ধ হইয়া নাচিতে নাচিতে স্বেচ্ছায় প্রাণ বিসর্জন করে, সেই প্রকার উদ্ভ্রান্তের পাত্রায় পাত্রায় দেখিতে পাওয়া যায়, ঐ সৌন্দর্যের আস্বাদের জন্যই কত লোকই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে, কত দুর্ভাবিগ্রস্ত হইয়াছে, কত বংশলোপ পর্যান্ত হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। যে সুন্দর নিত্য সুন্দর, যে সুন্দরের নিকট উপস্থিত হইতে পারিলে সেই সুন্দরের সৌন্দর্য বা আনন্দ সমস্ত স্বেচ্ছায় স্নিগ্ধবদনে আলিঙ্গন করিয়া থাকে, অথচ যে সুন্দরের নিকট সকল 'ব্রহ্ম-বিষয়' পর্যন্ত হইয়া আনন্দহিল্লোলে স্থান প্রাপ্ত হয় সেই শ্যামসুন্দরের পাদপদ্মের নখপঙ্ক্তির সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হইবার চেষ্টা কয়জনের আছে?

ভক্ত যখন ভাবাবস্থায় চিত্তে স্বীয় হৃদয়-বৃন্দাবনের প্রতি অবলোকন করেন, তখন পরম শ্রীমান্ শ্যামসুন্দর ভক্তের নয়নপথের পথিক হইয়া স্ব স্ব অঙ্গমাধুর্য-সৌন্দর্যের প্রকাশ করেন। সাংসারিক সুখ-দুঃখাদির কথা—শিশু-স্ত্রী প্রভৃতির কথা দূরে থাকুক, তাঁহার নিজ চিন্তা পর্যন্ত ঐ অবস্থায় তাঁহাকে মনোমধ্যে হইতে ফিরাইয়া আনিতে অসমর্থ, এমনই অনির্বচনীয় দশান্তর অনুভব করেন ভক্ত শ্রীমান শ্যামসুন্দরের দর্শনে। ভক্তের ঐ অবস্থাই তাঁহার কৈবল্য। কেবল ভক্তের প্রকাশেই ভক্ত ভগবান্ ব্যতীত আর কিছু দেখিতে থাকিতে পারেন না। ঐ কৈবল্য অবস্থায় ইন্দ্র, ব্রহ্মা বা শিবত্ব প্রভৃতি সকলই ভক্তের নিকট তুচ্ছতুল্য বলিয়া মনে হয়।

সকল সৌভাগ্য বা সকল বিভবের আধার বলিয়া যিনি শ্রীমান্, যিনি স্বভাবতঃ সর্বমনোহর এবং যিনি সৌন্দর্যের অক্ষয় ভাণ্ডার, তিনি ব্যতীত আর কে হৃদয়ের দেবতা হইতে পারেন? বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি আর কাহাকে হৃদয়-সিংহাসনে স্থাপন করিতে পারেন? পারেন না বলিয়াই শ্রীব্যাসদেব বলিয়াছেন—"মম হৃদয়ে স্ফুরতু অসৌ শ্রীমান্ শ্যামসুন্দরঃ" যাঁহারা শ্রদ্ধা, ভক্তি, অনুরাগ ও প্রেমের অধিকারী, তাঁহারা শ্রীমান্ শ্যামসুন্দরের সেবায় ব্রতী

'গীতায় কর্মযোগ'

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ কর্তৃক গত ৮ই জুন তারিখে সরলপুরস্থ রিক্রিয়েশন ক্লাবে প্রদত্ত বক্তৃতার মর্ম]

সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলি, গীতায় কর্মযোগ-সম্বন্ধে আপনারা আমাকে কিছু বলিবার জন্য আদেশ করিয়াছেন; কিন্তু সর্বাগ্রে আমি আপনাদের জানাইতেছি যে, এসম্বন্ধে আমি নিজের কোন মনগড়া মতবাদ প্রকাশ করিব না; কারণ তাহাতে অনৈক্য হইতে পারে। "ভিন্নরুচির্হি লোকাঃ" লোক-সকল বিভিন্নরুচিসম্পন্ন বলিয়া স্ব-স্ব অভিরুচি অনুসারে গীতা বা অন্যান্য শাস্ত্রের তাৎপর্য্য প্রকাশ করিয়া থাকে। 'ভক্ত' শব্দটী উচ্চারণ করিলে কেহ নিজ পরিচিত কোন ব্যক্তি বিশেষকে, কেহ দেবতাকে আর নিরঞ্জন ঈশ্বরের প্রকৃত অর্থ অবগত হইয়া থাকেন। আপনারা গীতায় "ভব মদ্ভক্ত" শব্দটী পড়িয়া থাকিবেন, উহার প্রকৃত অর্থ ব্যাকরণবিদ্-মাত্রেই জানেন, কিন্তু কোনও বাঙ্গালা ঐ শব্দের অর্থ করিয়াছে "মদের ভক্ত"। তাহার অভিপ্রায় এই যে ভগবান্ মদের ভক্ত হইতে বলিতেছেন। এবিষয়ে গ্রামোফোনে একটী রেকর্ডও বাহির হইয়াছে। এইরূপ গীতার কর্মযোগ সম্বন্ধে অনেকে অনেকপ্রকার মতবাদ পোষণ করেন। কিন্তু প্রকৃত মর্ম জানিতে হইলে গীতায় শ্রীভগবানের নিম্নলিখিত বাক্যই একমাত্র অবলম্বন। যথা—

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥
(৪র্থ অঃ ৩৪ শ্লোক)

অর্থাৎ তত্ত্ববস্তু প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তি দ্বারা লভ্য। তত্ত্বদর্শী জ্ঞানিগণ সেই বৃত্তিবিশিষ্ট ব্যক্তিগণকেই তত্ত্ব উপদেশ করিবেন।

সুতরাং তত্ত্বদর্শী ব্যক্তির নিকট হইতে আমি যাহা অবগত হইয়াছি, তাহাই আপনাদের নিকট কীর্তন করিব। আপনারা সঙ্কীর্ণতা, সাম্প্রদায়িকতা বা নিজ নিজ মনোধর্মভাব পরিত্যাগপূর্বক নিরপেক্ষ বিচারে উহা অবধারণ করিলে নিজেকে ধন্য জ্ঞান করিব।

যাঁহারা গীতার প্রথম ষট্ক অথবা কেবল ৬ষ্ঠ অধ্যায় পর্যান্ত পাঠ করিয়াই ইতি করিয়াছেন, তাঁহাদের বিচারে বা ব্যাখ্যা হইয়া তাহাকে সচ্চিদানন্দব্রহ্মরূপে বর্ণন করেন। এই সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীমান্ শ্যামসুন্দরই নন্দসুত, যশোদানন্দন, গোপীজনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ। এইজন্য মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

"কৃষ্ণের অন্য অর্থ নাহি মানি।
কৃষ্ণ-যে শ্যামসুন্দর, যশোদানন্দন এই-মাত্র জানি॥"

বৈরাগী ভাই গ্রাম্যকথা না শুনিবে কানে। গ্রাম্যবার্তা না কহিবে যবে মিলিবে আনে॥

অন্য প্রকার হইতে পারে কিন্তু শাস্ত্র-তাৎপর্য্য অবগত হইতে হইলে উপক্রম হইতে উপসংহার পর্য্যন্ত পাঠ করিতে হইবে। নচেৎ বিপরীত বুঝা যাইবে।

গীতা শ্রীভগবানের শ্রীমুখবাক্য বলিয়া সকলেই উহাতে অল্পবিস্তর শ্রদ্ধা সম্পন্ন; কিন্তু কতকটা সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা-হেতু, কতকটা অনধিকার হেতু উহার বিভিন্ন প্রকার অর্থ প্রকাশিত হইয়াছে। অদ্যাবধি যোগ ভিন্ন গীতার বহু প্রকারের সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে—কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী, অন্য এমন কি নাস্তিক-প্রকৃতির ব্যক্তিও গীতার একটী সংস্করণ বাহির করিয়া যেন নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করিয়াছেন; কিন্তু তদ্দ্বারা অধিকাংশ ব্যক্তিই ভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছেন।

গীতা কি উদ্দেশ্যে উক্ত হইয়াছেন, তৎসম্বন্ধেও অনেকে বিভিন্ন মতবাদ পোষণ করেন। কেহ বলেন, যোদ্ধাগণ অর্জ্জুনকে যুদ্ধ করিতে উৎসাহান্বিত করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ গীতা বলিয়াছেন। কেহ রাজনীতির দিকে আবার কেহ বা আধ্যাত্মিক অর্থ করিয়া দেশের দিকে গীতার মোড় ফিরাইয়াছেন; কিন্তু যাঁহারা প্রকৃত-তত্ত্বদর্শী, তাঁহারা বলেন—

"যাঁহা কৃষ্ণ, তাঁহা নাহি মায়ার অধিকার।"

এবং মায়াধীশ কৃষ্ণচন্দ্র যাঁহার রথের সারথিরূপে উপবিষ্ট, সেই অর্জ্জুন কোন প্রকারে মায়াগ্রস্ত হইতে পারেন না। বিশেষতঃ আপনারা অর্জ্জুনকে "গুড়াকেশ" নামে ১ম অঃ ২৪ শ্লোকে অভিহিত হইতে দেখিয়াছেন, যাহার অর্থ জিতনিদ্র অর্থাৎ শ্রীভগবানের নাম রূপ-গুণ-লীলাদিতে যাঁহার চিত্তবৃত্তি জাগ্রত, যিনি স্থিতপ্রজ্ঞ, যাঁহার ভক্তিবলে কৃষ্ণচন্দ্র সামান্য সারথির কার্য্য করিতে প্রস্তুত, তিনি কি মোহগ্রস্ত হইতে পারেন? তাঁহারা বলেন,—"ভগবান্ জীবনিচয়কে অবিদ্যা-শাদ্দূলীর মুখ হইতে মোচন করিবার অভিপ্রায়ে অর্জ্জুনের মোহনিবারণ ছল করতঃ পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ আত্মতত্ত্ব-নিরূপণ-রূপ এই গীতাশাস্ত্র উপদেশ করিয়াছেন"।

কর্ম্মযোগ সম্বন্ধেও অনেকের মতভেদ দৃষ্ট হইয়া থাকে। কেহ বলেন সংসার-কর্ম্ম, কেহ বলেন জীবগণের যথাসাধ্য সহায়তা করা, কেহ বলেন স্ব-স্ব বর্ণাশ্রম-কর্ম্ম কেহ বা দেশের কর্ম্ম, বিশ্বের দৈহিক বা মানসিক উপকার ইত্যাদি বলেন; কিন্তু ভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন—

কিং কর্ম্ম কিমকর্ম্মেতি কবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ।
তত্তে কর্ম্ম প্রবক্ষ্যামি যজ্জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ॥
কর্ম্মণো হ্যপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যঞ্চ বিকর্ম্মণঃ।
অকর্ম্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহনা কর্ম্মণো গতিঃ॥ (৪।১৬-১৭)

কাহাকে কর্ম্ম ও কাহাকে অকর্ম্ম বলে, তাহা স্থির করিতে কবিদিগেরও মোহ হইয়া থাকে। আমি সেই বিষয় তোমাকে উপদেশ দিতেছি, তাহা অবগত হইয়া সমস্ত অশুভ হইতে মোক্ষলাভ করিবে। কর্ম্মের গতি, বিকর্ম্মের গতি ও অকর্ম্মের গতি পৃথক্ পৃথক্ বিচার করিয়া জানা কর্ত্তব্য। কর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব অতিশয় দুর্গম।

আমি ২য় অধ্যায়ের মধ্যে কি কর্ম্ম কর্ত্তব্য, তাহা স্পষ্টরূপে বলেন নাই। কেবল "যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ" শ্লোকে যজ্ঞের নিমিত্ত কর্ম্ম কর, অন্যথা সংসারবন্ধন হইবে। এখানে 'যজ্ঞ' অর্থে দেবগণের উদ্দেশ্যে যাগযজ্ঞ করিয়া আত্মতৃপ্তি করা—ভগবানের উদ্দেশ্যে নহে, কারণ তৎসম্বন্ধেও তিনি নিষেধ করিয়াছেন। যথা—

যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতি বাদিনঃ॥
কামাত্মানঃ স্বর্গপরাঃ জন্মকর্ম্মফলপ্রদাম্।
ক্রিয়া-বিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্য্যগতিং প্রতি॥
ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃত-চেতসাম্।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে॥ (গীঃ২।৪২-৪৪)

ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপা
যজ্ঞৈরিষ্ট্বা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে।
তে পুণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্র-লোকম্
অশ্নন্তি দিব্যান্ দিবি দেবভোগান্॥
তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।
এবং ত্রয়ীধর্ম্মমনুপ্রপন্না
গতাগতং কামকামা লভন্তে॥ (গীঃ ৯।২০-২১)

অনভিজ্ঞ, সর্ব্বদা বেদবাদে রত, নাস্তিক, কর্ম্মফলাকাঙ্ক্ষী, স্বর্গপ্রার্থী, জন্ম-কর্ম্মফল-প্রদ-ক্রিয়াবহুল ভোগ ও ঐশ্বর্য্যের প্রতি গতিশীল ব্যক্তিগণ আপাত-মনোরম শ্রবণরমণীয় এই পুষ্পিতবাক্যে অনুরক্ত। আর যাহারা ভোগ ও ঐশ্বর্য্যসুখে একান্ত আসক্ত, সেই অবিবেকী মূঢ়জনগণের বুদ্ধি সমাধি অর্থাৎ ভগবানে একনিষ্ঠতা লাভ করে না। বিত্রয়-অধ্যয়নকারী, সোমপানে যজ্ঞপাপ ব্যক্তিগণ যজ্ঞদ্বারা আমার উপাসনা করিয়া স্বর্গগতি প্রার্থনা করে। তাহারা পুণ্যলব্ধ দেবলোকে দিব্য দেবভোগসকল প্রাপ্ত হয়। তাহারা পুণ্যলব্ধ সেই বিশাল স্বর্গলোক ভোগ করতঃ পুণ্যক্ষয়ে পুনরায় মর্ত্ত্যলোকে আগমন করে। কামকামী ব্যক্তিগণ বেদ ত্রয়ীর অনুগত হইয়া পুনঃ পুনঃ গতাগতি লাভ করে।

'যজ্ঞ' বলিতে তিনি কএক যজ্ঞের উক্তি করিয়াছেন—

দ্রব্যযজ্ঞাস্তপোযজ্ঞা যোগ-যজ্ঞাস্তথাপরে।
স্বাধ্যায় জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ যতয়ঃ সংশিতব্রতাঃ॥

তৎপরে বলিতেছেন,—

শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্‌যজ্ঞাজ্‌ জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ।
সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে॥

অর্থাৎ দ্রব্যময় যজ্ঞ অপেক্ষা জ্ঞানযজ্ঞ শ্রেষ্ঠ। সমস্ত কর্ম্মই জ্ঞানে পরিসমাপ্তি লাভ করে।

এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, সে-জ্ঞানপ্রাপ্তি কিরূপে সম্ভব? তদুত্তরে পরবর্ত্তী শ্লোকে বলিতেছেন,—

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥

এখানে সকলেই জ্ঞানী বলিয়া নিজেকে পরিচিত করিতে চেষ্টা করিলেও তিনি-প্রশ্নের লক্ষণ ধরিয়া বিচার করিলে জ্ঞানীর স্বরূপ বুঝিতে পারা যায়।

আপনারা আরও খানিক দূর অগ্রসর হইলে দেখিতে পাইবেন—

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥ (গীঃ ৯।২৭)

তুমি যাহা কর, যাহা ভোগ কর, যাহা হবন কর, যে তপস্যা কর, সে সমুদয় আমাতে অর্পণ কর। কর্ম্ম অত সহজ সহজভাবে কৃত হইয়া গেলে ব্যবহারিক মতে কর্ম্মজড় লোকেরা আমাকে অবশেষে যে অর্পণ করে তা কিছুই নয়। কর্ম্মকেই মূলে আমাতে অর্পিত করিয়া ভক্তিরূপে অনুষ্ঠান কর।

তাহা হইলে আপনারা বুঝিতে পারিতেছেন যে, ভগবান্ আমাদের যে কর্ম্মের উপদেশ করিতেছেন তাহা কর্ম্ম নহে, পরন্তু ভক্তি; ভগবদুদ্দেশ্যে কৃত হইলেই কর্ম্মসংজ্ঞা থাকে না, তাহাকে ভক্তি বলিতে হয়। এইরূপে যেখানে জ্ঞান বা যোগের কথা উক্ত হইয়াছে তাহাও কেবল তুলনা-মূলক বিচারের জন্য, কিন্তু তত্ত্বস্থলেও ভক্তিই প্রতিপাদিত হইয়াছে। আপনারা গীতার চরম উপদেশ শ্রবণ করিলেই ভগবানের প্রকৃত অভিপ্রায় কি তাহা বুঝিতে পারিবেন—

সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।
ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্॥
মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥
সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥ (১৮।৬৪-৬৬)

এক্ষণে পুনরায় গুহ্যতম উপদেশ করিতেছি শ্রবণ কর। আমি শাস্ত্রদেশের মধ্যে যত গুপ্ত বিষয় আছে, সে সমুদায় অপেক্ষা ইহা শ্রেষ্ঠ। তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়। অতএব তোমার হিতের জন্য আমি বলিতেছি। ভক্তিযুক্ত হইয়া তুমি আমাতে চিত্ত অর্পণ কর। কর্ম্মযোগী, জ্ঞান-যোগী ও ধ্যানযোগিগণের যেরূপ চিন্তা, সেরূপ করিবে না। সমস্ত কর্ম্মেই আমার স্বরূপ-স্বরূপের ধ্যান কর আমার পূজা এই যে তাহা হইলে তুমি আমার এই সচ্চিদানন্দ স্বরূপের নিত্যসেবকত্ব লাভ করিবে। তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয় বলিয়া এই নির্গুণ ভক্তির উপদেশ করিলাম।

জ্ঞানযোগ ও ঈশ্বরজ্ঞানশাস্ত্রের উপদেশ-স্থলে বর্ণাশ্রমাদিধর্ম্ম, যতিধর্ম্ম, বৈরাগ্য শমদমাদিধর্ম্ম, ধ্যানযোগ, ঈশ্বরের ঈশিতার বশীভূতত্ব প্রভৃতি যত প্রকার ধর্ম্ম বলিয়াছি সে সমুদয় পরিত্যাগ করিয়া ভগবৎস্বরূপ আমার একমাত্র শরণাপন্ন আশ্রয় কর। তাহা হইলে আমি তোমাকে সংসার-দশার সকল পাপ এবং পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্ম পরিত্যাগ জন্য যে সকল পাপ, সে সমুদয় হইতে উদ্ধার করিব তুমি অতএব কোন শোক করিবে না।

"সরস্বতীজয় শ্রী"

[বৈভব খণ্ড]

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের কৃপা যে ভাবে তাঁহার স্বরূপ জগৎকে দেখাইয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে। মূল্য ৮৲ টাকা মাত্র প্রাপ্তি। স্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার কলিকাতা।

শুদ্ধভক্তি মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ

(আকর মঠরাজ)

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

[illegible] শ্রীচৈতন্য- [illegible]। [illegible] শ্রীকৃষ্ণ-গৌরাঙ্গ- [illegible] 'নদীয়া-প্রকাশ', [illegible] প্রাচীন [illegible] 'নদীয়া-প্রকাশ' [illegible]। [illegible] সমাধি [illegible]। রক্ষক—শ্রী [illegible] ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্তী ষ্ট্রীট বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন ন, বড়বাজার ৪১১৫

শ্রীমায়াপুর [illegible] শ্রীগৌড়ীয় [illegible] শ্রীকৃষ্ণ-গৌরাঙ্গ শ্রীবিনোদ-[illegible] নিত্য সেবা হয়। 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক [illegible] প্রকাশিত হইতেছেন। [illegible] আলোচনা হয়। এই মঠ হইতে মহানগরীর [illegible] প্রচার, [illegible] হয়। রক্ষক [illegible] শ্রীপাদ [illegible] বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমায়াপুর [illegible] মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া সহ শ্রীগৌরনারায়ণ [illegible] শ্রীচৈতন্য [illegible] শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা [illegible] শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী সেবাকোবিদ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমায়াপুর [illegible] শ্রীগৌর-লীলার [illegible] এখানে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্তমান, রক্ষক—শ্রী [illegible] দাসাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্তমান। রক্ষক—গোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

(৭) কাজীর সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

এই স্থানে শ্রীগৌরসুন্দর-পাদ শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রী [illegible] ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক।

(৮) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও রাধামাধবের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান দাস ব্রহ্মচারী।

(৯) শ্রীগৌর গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(১০) মোদদ্রুম-ছত্র "গৌড়ের নৈমিষ

মাউগাছি, পোঃ ভাণ্ডারা, (বর্দ্ধমান)।

শ্রীবাসাঙ্গনস্থ ঠাকুর স্থানের স্থান। শ্রীগৌরনিত্যানন্দের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীকুঞ্জবিহারী ব্রজবাসী, কাব্যতীর্থ।

(১১) ভেতিয়া কুঞ্জকানন

শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্তী.

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক - শ্রীনদীয়ানন্দ ব্রহ্মচারী

(১২) কুঞ্জকুটীর—পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া। রক্ষক—শ্রীঅনুপানন্দ অধিকারী

(১৩) ভাগবত-আসন—পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

এই স্থান হইতে ভাগবতসিদ্ধান্ত প্রকাশনী প্রচারিত হয়। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, কাব্যশাস্ত্রী।

(১৪) একায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ কালনাদি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৫ মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঁচাপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরাধিকেশোর ব্রজবাসী।

(১৬) মাধ্বগৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, পোঃ ঢাকা

পূর্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা-গিরিধারীর সেবা বর্তমান। রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীপাদ প্রণবানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ।

(১৭) গোপালজীউমঠ—কমলাপুর,(ঢাকা)

গোপালজীউ শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান। রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী.

(১৮) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)।

এখানে শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীসনাতিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(১৯) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীসুন্দর ভাগবতশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২০) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ সাহু, (ত্রিপুরা)

এখানে মঠ-কুমারী শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীগোপীকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(২১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ পানাগড় (বর্দ্ধমান)।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্য-সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীচন্দ্রকান্ত দাসাধিকারী.

(২২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ভুবনেশ্বর (?), পোঃ চকুরা, (মালদহ)

এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী।

(২৩) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে গুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভাগবত।

(২৪) সোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী।

(২৫) সচ্চিদানন্দ মঠ

বালিগড়ি, পোঃ বলীবাজার, (কটক)

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদবল্লভ-জীউর নিত্যসেবা বর্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর

(২৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর পুরী.

শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বা-গিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন।

(২৭) পুরুষোত্তম মঠ

ভক্তিকুটী, পোঃ পুরী উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীউর নিত্য-সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীপদ্মনাভ অধিকারী

(২৮) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌরচন্দ্র ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী দাসাধিকারী।

(২৯) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, রাজমহেন্দ্রী গোদাবরী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্তমান। মঠরক্ষক—শ্রীনরহরি দাসাধিকারী ভক্তিলোচন।

(৩০) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

৯২নং কাশীপুরা, বেনারস সিটি

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা-গিরিধারীর সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীমধুসূদন ব্রহ্মচারী।

(৩১) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা-গিরিধারীর সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ

(৩২) পরমহংস মঠ.

পোঃ নিমসার, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও গৌরবিনোদ-বিলাসজীর সেবা বর্তমান।

রক্ষক—শ্রীসত্যনারায়ণ দাসাধিকারী।

(৩৩) কৃষ্ণচৈতন্য মঠ

পুরাণমহল, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

এখানে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিত্য-সেবা হয়। রক্ষক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠ

সপ্তর্ষিঘাট মথুরা

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ (?) মাধব

(৩৫) ব্রজস্বানন্দ সুখদকুঞ্জ—শ্রীরাধাকুণ্ড

রক্ষক—শ্রীরাধারমণচরণ ব্রহ্মচারী

(৩৬) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৩৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ

দেবস্থলী, পোঃ গোঝোল, জেলা গুর্দাসপুর (পাঞ্জাব) রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৩৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৫৩নং কুতুব রোড, নিউ দিল্লী।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বা-গিরিধারীর সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ (?)

(৩৯) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল।

এখানে গৌর-বিনোদলালের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীমদনগোপাল অধিকারী।

(৪০) সারস্বত-গৌড়ীয় মঠ

রায়বাহার সাতারমপুর, মন্ট, সি

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল (?) গিরি

(৪১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ রায়পেটা মাদ্রাজ।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বা-গিরিধারীর সেবা। রক্ষক -শ্রীপাদ কৃপানন্দ ভক্তিবিভব

৪২) বোম্বে গৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়

প্রোক্টার রোড, চৌপাটি সিফেস, বাংলো নং ১, বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীসুন্দরানন্দ দেবশর্মা মজুমদার।

(৪৩) অমরাস গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমরাস, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবন দাস অধিকারী

(৪৪) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী

(৪৫) পাটনা গৌড়ীয় মঠ

২০০ মিঠাপুরা, পাটনা।

রক্ষক— শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী ভাগবত

(৪৬) গয়া গৌড়ীয় মঠ

ফিল্ড সাহেব, চাঁদ রোড, গয়া

রক্ষক—উপদেশক শ্রীমধুসূদন ভাগবত

(৪৭) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠ বালেশ্বর

রক্ষক -শ্রীবনোয়ারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয়

৩ ম্যাপল হাউস, কলভাল গার্ডেন্স, এন-দারউড, লণ্ডন

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ

(৪৯) বার্লিন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

Berlin W. 30

Eisenacher strasse 29 II

(৫০) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

৩২০ নং ডালহৌসী ষ্ট্রীট রেঙ্গুন।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিস্কন্ধ ৷৴০
২। অনুভাষ্য বিবৃতি শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। অমৃত-প্রবাহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। নবদ্বীপ-পঞ্জিকা ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৩—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০;
৩—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—১৲; ২য় খণ্ড - ৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব—১৲
৮। সৎক্রিয়াসার—দীপিকা ও সংস্কার-দীপিকা ১৷
৯। বৈষ্ণবধর্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিপ্র-তত্ত্ব ৷০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ৷০
১৮। বাহন-আসন্ন ৷০
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৴০
২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৷৴০
২২। ভজন-রহস্য
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ১৲
২৬। গীতার কেমন মানে-ভাষ্য ৷০
২৭। মুক্তিমঞ্জিকা অগমোদঃ সাধনায় ২৲
২৮। বেদান্তভজনার সাধনায় ৷০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸
৩০। দীপ-বিস্মরণ ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৶০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷০
৩৯। ব্রজগৌরমণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ৷০
৪০। শরণাগতি
৪১। গীতাবলী
৪২। চিত্রে নবদ্বীপ ১৷০
৪৩। সাধকভজন ৴০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৴০
৪৬। অর্চ্চনপদ্ধতি ৴০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। আচারধর্ম ৲১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ)
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয়
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ৷০
৫৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৴০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ৷০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণবিবেক ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যলীলামৃত সারঃ ৷০
৬১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিজয়ঃ ৷০
৬২। সচিত্র-শিক্ষাষ্টকম্ ৷০
৬৩। তত্ত্বসূত্রম্ ৷০
৬৪। সাত্বত শিক্ষাষ্টকম্ ৷৶০
৬৫। গৌড়ীয়মঠ পরিচয়ঃ ৴০
৬৬। মায়াবাদশতদূষণম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৭। রায় রামানন্দ ৷০
৬৮। এ ফিউ ওয়ার্ডস্ অন্ বেদান্ত ৷০
৬৯। নামভজন ৷০
৭০। বেদান্ত—ইট্‌স্ মরফলজি অ্যাণ্ড অন্টলজি ৷০
৭১। সিলেক্টেড অ্যাড্রেসেস ৷৶০
৭২। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু
৭৩। বৈষ্ণবীজম
৭৪। শোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ স্ট্যাণ্ডস্ ৴০
৭৫। দি ভাগবত ৷০
৭৬। থিয়োরিটিক্যাল বেসিস্ অব্ দি শ্রীচৈতন্য ধর্ম ...
৭৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২৷০
৭৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৭৯। শ্রীগৌরবাণীপ্রচারাদর্শ ৷০
৮০। সাধন-পথ ৷০
৮১। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৮২। গীতাবলী ৴০
৮৩। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৪। শরণাগতি ৴০

তেলগু ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত পালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অবস্থায় সাধক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৴০ আনা, বড় বোতল ১৶০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউন্টেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।
জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং
কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার
কলিকাতা

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কর্ত্তা, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে বর্ণানুক্রমিক শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৷৷০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তশাস্ত্রী-সম্পাদিত ও
ডাঃ কৃষ্ণকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিভূষণ ভাগবতশাস্ত্রী এম, এ, এম, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সুবর্ণ সুযোগ ! সুবর্ণ সুযোগ !

শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদরচিত গৌড়ীয়ভাষ্য সহিত

বিশাল গ্রন্থ

শ্রীশ্রীচৈতন্য ভাগবত

গ্রন্থের আয়তন :—ক্রাউন কোয়ার্টো খুলে ১০৯৬ পৃষ্ঠা, সূচীপত্র ২৪৪ পৃষ্ঠা, মোট ১৩৪০ পৃষ্ঠা

ভিক্ষা (বাঁধাই) মাত্র ৭৲ সাত টাকা

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা

নদীয়া সার্টিফিকেট আদালতের নীলাম ইস্তাহার

কেস্ নং এবং কোর্টের নাম	২ নীলাম ইস্তাহার (A) (B) ধারায় প্রকাশিত	৩ ডিক্রীদার	৪ দেনাদার	যে দাবীর জন্য সম্পত্তি বিক্রয়ের আদেশ হইয়াছে	বিক্রয়ের স্থান তারিখ ও সময়	কি রকম স্বত্ব	থানা, মৌজার নাম ও গ্রাম	খতিয়ান নং প্লট (জানা থাকিলে) অথবা অন্য প্রয়োজনীয় বিবরণ	জমির পরিমাণ (জানা থাকিলে)	১১ জমা (জানা থাকিলে)	১২ মন্তব্য
৪০১ R R, ৩৪।৩৫ নদীয়া সার্টিফিকেট আদালত		গৌরীশচন্দ্র রায় বাহাদুর	বরদানারায়ণ চেংলাজিং ওয়ার্ড এস্টেট বিং	১১২৸৭	১৯।৮।৩৫	রায়তি স্থিতিবান	থানা ও মৌজে কৃষ্ণনগর	৪০৩১ খতিয়ান	১৩-২০	৪৪৶৩	গৌরীশচন্দ্র বাহাদুর
৪৪৪ N, R, ৩৪।৩৫		ঐ	কুমারনাথ শুকুল বিং	৪১৸৶০	১৯।৮।৩৫	মধ্যস্বত্ব চিরস্থায়ী মোকররী	থানা কৃষ্ণনগর রাধানগর	৯০ খতিয়ান	২-৩৫	৬৸৶০	
৩১৬ N. R. ৩৪।৩৫			রবি প্রামাণিক	১০।৶১	১৯।৮।৩৫	রায়তি স্থিতিবান	থানা শান্তিপুর মৌজে হরিপুর	৫৭০ খতিয়ান	-৮	।১	ঐ
২৭৪ N, R, ৩৪।৩৫			খেপাই মণ্ডল বিং	২১৸৶৩	১৯।৮।৩৫	রায়তি মোকররী	থানা চাপড়া মৌজে পাকুরগাছী	৮১ খতিয়ান	২-৭৮	১০৸০	
১৫৬ N, R, ৩৪।৩৫			নিতাপদ বাগ্দী বিং	১০৫৸৶৩	১৯।৮।৩৫	রায়তি স্থিতিবান	থানা কৃষ্ণনগর মৌজে (১) সিদ্ধেডাঙ্গা (২) দিগনগর	(১) ১৪ খতিয়ান (২) ২০৩ নং	৭-৩৪ ৪-৫৭	২৩৶০	ঐ
৩৪৪ N, R, ৩৪।৩৫			একাদশী মণ্ডল বিং	৩৫৸৶৩	২।৯।৩৫		থানা চাপড়া মৌজে গোবিন্দপুর	২৫ খতিয়ান	৯ ৫৩	৩৩৸/৪	
৩৫০ N, R, ৩৪।৩৫			ঐ	৭৮।৬	২।৯।৩৫	ঐ	থানা ঐ মৌজে ঐ	২৩ খতিয়ান	৯-২০	৫৩৸৶৬	
১১১ N, R, ৩৪।৩৫			সাতকড়ি মণ্ডল বিং	৩১৸৶৩	২।৯।৩৫	রায়তি মোকররী	থানা কৃষ্ণগঞ্জ মৌজে চৌগাছা	৬৬১ খতিয়ান	৮-১০	১৪।৶০	ঐ
২৫৭ N, R, ৩৪।৩৫			অনুদাচরণ বিশ্বাস বিং	২৩৶৩	২।৯।৩৫	ঐ		১২৮ খতিয়ান	৩-৪২	৯৸৶৬	
১০৪৪ N. R, ৩৩।৩৪		ঐ	ভুবনমোহন প্রামাণিক	১৪৻৩	১৯।৮।৩৫	নিষ্কর	থানা শান্তিপুর মৌজে বাগানপাড়া	১০০ খতিয়ান	৪-১২		গৌরীশ চন্দ্র রায়
১১২ N, R, ৩৩।৩৪			মুরারীমোহন প্রামাণিক বিং	১৭৸৶০	১৯।৮।৩৫	ঐ	থানা কৃষ্ণনগর পাঃপুঃ তাতলা	২৬৩ খতিয়ান	১৪-৩৮	নিষ্কর	ঐ

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'নদীয়া' প্রকাশ

দৈনিক

RL. GO 1544

শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্
[illegible] অক্ষরে মূল ও অনুবাদসহ প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি উত্তম। ভিক্ষা ।৫ মাত্র
শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

"গৌড়ীয়"
৭ম বর্ষ হইতে ১১শ বর্ষ পর্য্যন্ত প্রতি বর্ষ কাগজে বাঁধাই ভিক্ষা ৩॥০ মাত্র।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ
বাগবাজার, কলিকাতা

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচার-নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১০ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১১ই আষাঢ়, বুধবার ১৩৪২, ২৬শে জুন ১৯৩৫ [৯৮তম সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

—:০:—

বৃটেন ও সোভিয়েটের আলোচনা

নৌ-বল সম্পর্কে মস্কোয় কথা

সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, নৌ বাহিনীর অস্ত্র সজ্জা সম্পর্কে সোভিয়েট সরকারের সহিত আলোচনা করিবার জন্য বৃটেন উদ্যোগী হইয়াছেন। বৃটিশ রাজদূত ২১শে জুন মঃ লিটভিনফকে সংবাদ দিয়াছেন। সংবাদে আরও বলা হইয়াছে যে, ইঙ্গজার্ম্মাণ নৌ-চুক্তির সর্ত্তগুলির কথা বৃটিশ রাজদূত মঃ লিটভিনফকে জানাইয়াছেন এবং ফ্রান্স ও ইটালীর সহিত বৃটেনের যে আলোচনা চলিতেছে তাহা কতদূর অগ্রসর হইল সোভিয়েট সরকারকে তাহাও জানাইবার ভার বৃটিশ রাজদূত গ্রহণ করিয়াছেন।

জুবলী ফিল্মে দর্শকদের আশঙ্কা

[illegible] হাউসের সেক্রেটারীর সহিত জুবলী ফিল্মের সেক্রেটারীর একটি মীমাংসা হওয়ার ফলে জুবলী ফিল্মের প্রদর্শনী যথাযথ ভাবে বন্ধ হইবে বলিয়া যে নোটিশ দিয়াছেন তাহা প্রত্যাহৃত হইয়াছে।

কাশীতে বেরীবেরীর প্রকোপ

কাশীতে পূর্বের ন্যায় আবার বেরীবেরীর প্রকোপ ভীষণ মাত্রায় দেখা দিয়াছে। যাহাদের একবার বেরীবেরী হইয়া গিয়াছে, তাহারা পুনরাক্রান্ত হইতেছে। অনেক নূতন লোকও এই রোগে আক্রান্ত হইতেছে। পূর্ব্ববারের বেরীবেরী 'মৃত্যু-ঘটিত' বিরল হইত; কিন্তু এবার আক্রান্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দুই একবার দাস্ত হওয়ার পরই মৃত্যু হইতেছে।

ইঙ্গ-জার্ম্মাণ নৌ চুক্তি

নৌ-সচিবের বিবৃতি

গত ২১শে জুন কমন্স সভায় ইঙ্গ-জার্ম্মাণ নৌবল সংক্রান্ত চুক্তির পক্ষে নৌ সচিব বলেন যে, চুক্তিটি অন্যান্য দেশের নৌ বলের বাধার অনুকূল হওয়া আবশ্যক। চুক্তি গ্রহণ করা উচিত হয় নাই বলিয়া যে দাবি করা হইয়াছে তৎসম্পর্কে তাঁর জবাবে সর্বশেষ বলেন, "আমাদের বাস্তব সত্যের সম্মুখীন হইতে হইবে।" (উচ্চ ধ্বনি) আমাদিগকে একটি অপরিবর্তনীয় বাস্তব সমস্যার সমাধান করিতে হইবে। জার্ম্মাণী ইতোমধ্যেই ভার্সাই সন্ধিতে যে মাত্রা নির্দ্ধারণ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল তাহার অতিরিক্ত নৌবহর প্রস্তুত করিয়াছে, জার্ম্মাণীর এক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ফলে যে অবস্থার উদ্ভব হইতে পারে তাহা নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্যই আমরা জার্ম্মাণীর সহিত চুক্তি করিয়াছি। আমরা বিশ্বাস করি যে ঐ চুক্তি পরিণামে পৃথিবীর সকল নৌ শক্তিরই সর্ব্বের অনুকূল হইবে এবং আমাদের বিশ্বাস যে জার্ম্মাণীর প্রস্তাব গ্রহণ অথবা বিলম্ব করিলে আমরা গুরুতর ভুল করিতাম।"

বি এস সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণা মহিলা

এবৎসর যাহারা বি-এস-সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন, লাহোর এফ, সি কলেজের অধ্যাপক মিঃ মেহের চাঁদ শেঠীর পত্নী শ্রীমতী বিদ্যা শেঠী তাঁহাদের মধ্যে একমাত্র মহিলা। পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দু রমণীদের মধ্যে তিনিই প্রথম বিজ্ঞানে ডিগ্রী লাভ করিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র আগামী বার উপাধী পরীক্ষা দিবেন। শ্রীমতী শেঠী উদ্ভিদ্ 'বিজ্ঞান অনার্স' ও এম-এস পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইবেন।

মৃতের পুনর্জীবন দান

হৃদযন্ত্রে ঔষধ ইঞ্জেকশনের ফল

কানাডার কৃতবিদ্য চিকিৎসক ডাঃ এ এফ লোয়াড সম্প্রতি চিকিৎসা বিদ্যায় এক অদ্ভুত কার্য্য প্রদর্শন করিয়াছেন। পাঁচ বৎসর বয়সের একটি মেয়ে মারা গিয়াছে বলিয়া সকলে সিদ্ধান্ত করার পর ডাঃ লোয়াড তাহাকে পুনর্জীবন দান করিয়াছেন। মেয়েটির পাঁচ মিনিটকাল একেবারে হৃদস্পন্দন ছিল না। ডাঃ লোয়াড ইঞ্জেকশন করিয়া তাহার হৃদয়ে ৯ ফোঁটা এড্রিনালিন প্রয়োগে তাহার দেহে পুনরায় জীবন সঞ্চার করেন।

যদিও এ রকম ধরণের অস্ত্রোপচার আজকাল হইয়া থাকে তথাপি পাঁচ মিনিটকাল মৃত বলিয়া প্রতীয়মান হওয়ার পর কাহারও পুনর্জীবন লাভের ঘটনা এই প্রথম। ডাঃ লোয়াড এবিষয়ে কানাডিয়ান মেডিক্যাল এসোসিয়েশনের নিকট একটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ দাখিল করিবেন বলিয়া আশা করা যায়।

যে মেয়েটি এই ভাবে প্রাণ ফিরিয়া পাইয়াছে তাহার নাম গ্রে বাক্সটন; অসুস্থ অবস্থায় তাহার শরীরে অস্ত্রোপচার করার ফলেই তাহার হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। ডাঃ লোয়াড একটি বিবৃতিতে বলেন, "মেয়েটি যে মারা গিয়াছিল তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই; এড্রিনালিন ইঞ্জেকশনই তাহাকে পুনর্জীবিত করে।"

এড্রিনালিন প্রয়োগে পুনর্জীবন সঞ্চার আরও হইয়াছে, তন্মধ্যে তিনটি ঘটনা নিম্নে দেওয়া হইল:—

১৯২৩ সালে বার্মিংহাম এর (ইংলণ্ড) ডাঃ ক্যাম্বেল একবার একটি ১১ মাসের শিশুর পুনর্জীবন দান করেন; শিশুটির হৃদস্পন্দন চার মিনিটকাল বন্ধ ছিল।

গত বৎসর জন পাকারিং নামক একজন ইংরাজ মাল্লা—৭।০ মিনিট মৃতাবস্থায় থাকার পর পুনর্জীবন লাভ করে।

এই বৎসরের প্রারম্ভে টাইলার এর (টেক্সাস) এক ১১ বৎসর বয়স্ক যুবককে কবর দিবার জন্য বাহিরে লইয়া যাইবার উদ্যোগ করা হয়; কিন্তু চিকিৎসকগণ এড্রিনালিন ইঞ্জেকশন দিয়া তাহাকে 'জীবন্ত' সমাধি হইতে রক্ষা করেন।

সুইজারল্যাণ্ডের যুক্তরাষ্ট্র

যুবকগণের তীব্র আন্দোলন

সুইজারল্যাণ্ডের বর্ত্তমান যুক্তরাষ্ট্র শাসনতন্ত্র সংশোধন করিবার জন্য সকল রাজনৈতিক দলের যুবকগণের পক্ষ হইতে তীব্র আন্দোলন চলিতেছে। ইহার ফলে গবর্ণমেন্ট স্থির করিয়াছেন যে, এই প্রশ্নের মীমাংসা করিবার জন্য ৮ই সেপ্টেম্বর তারিখে সমগ্র জাতির ভোট গ্রহণ করিবেন।

পলায়নপর আসামীকে গ্রেপ্তার

চাকলাকান্দি পুলিশ হাজত হইতে গত ১৩ই জুন একটী বিচারাধীন আসামী পলায়ন করে। সুশীলচন্দ্র শর্মা নামক জনৈক একজন যুবক কৌশলের সহিত তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

প্রকাশ যে, লোকটীর গতিবিধিতে সুশীলের সন্দেহ জন্মে, কিন্তু সে প্রথমে একা উহাকে ধরিবার সাহস পায় না। তাহাকে নানারূপ কথাবার্ত্তায় ভুলাইয়া রাখিয়া সুশীল দ্বিতীয় লোকের আগমন প্রতীক্ষা করিতে থাকে। এমন সময় সেখানে একজন কৃষক উপস্থিত হয় এবং তাঁহার সাহায্যে সুশীল আসামীকে ধরিয়া পুলিশের হস্তে সমর্পণ করে।

নমো ভগবতে বাসুদেবায়

১১ই আষাঢ়, বুধবার ১৩৪২

কোয়েটার জন্য নদীয়ার সাহায্য ভাণ্ডার

ভূমিকম্পের ফলে কোয়েটার যে শোচনীয় অবস্থা হইয়াছে তাহা কাহারও অবিদিত নহে। ঐ ঘটনার সঙ্গে সঙ্গেই সদাশয় বড়লাট বাহাদুর সাহায্য ভাণ্ডার খুলিয়াছেন। যদিও বর্ত্তমানে ভারতবাসীর আর্থিক অবস্থা বিশেষ স্বচ্ছল নহে তথাপি ভাইসরয়ের ঐ সাহায্য ভাণ্ডারে ক্রমশই অধিক সংখ্যক অর্থ সংগৃহীত হইতেছে দেখিয়া আমরা আশ্বস্ত ও আনন্দিত। পুণ্যকর্ম্মের জন্য ভারতবাসীর সুনাম চিরকালই আছে। তাহারা নিজেদের অসচ্ছলতার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য না করিয়া দুঃস্থ ও দুর্দ্দশাগ্রস্ত জনগণের সাহায্যার্থ আপ্রাণ যত্ন ও চেষ্টা করিয়া থাকেন তাহার দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে কোথাও বিরল নহে। আমরা আশা করি বিহারের ভূকম্প প্রপীড়িত জনগণ যে প্রকার সমগ্র ভারতবাসীর সাহায্য পাইয়াছে এক্ষেত্রে তাহার অন্যথা হইবে না।

* * *

নদীয়ার সুযোগ্য ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এস্ দত্ত, আই সি-এস মহোদয়ের সভাপতিত্বে সেদিন নদীয়া জিলা বোর্ড আফিসে এক সভার আহ্বান হইয়াছিল। তাহাতে এই জেলার অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। এই সভায় কোয়েটার ভূমিকম্পে যে সকল ব্যক্তির জীবন ও ধন নষ্ট হইয়াছে তাহাদের প্রতি শোক প্রকাশ করিয়া এক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। তৎপরে সভার প্রকৃত উদ্দেশ্য বিবৃত করিয়া একটী প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। এই প্রস্তাবানুসারে মহামান্য বড়লাট বাহাদুরের সাহায্য ভাণ্ডারে সাহায্য প্রদানার্থ অর্থাদি সংগ্রহের নিমিত্ত একটী সাধারণ সমিতি গঠিত হইয়াছে। এই সমিতিতে জিলা জজ, পুলিশ-সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সিভিল-সার্জ্জন, কৃষ্ণনগর কলেজের প্রিন্সিপাল, কৃষ্ণনগর মিউনিসিপালিটির প্রিন্সিপাল প্রমুখ ব্যক্তি ব্যতীত জেলার গণ্যমান্য ব্যক্তি অনেকেই সভাপদে বৃত হইয়াছেন। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মহানন্দ ব্রহ্মচারী মহোদয়ের প্রস্তাবে এবং বাবু ভূপেন্দ্রচন্দ্র শোভাকর মহাশয়ের সমর্থনে একটী কার্য্যকরী সমিতিও গঠিত হইয়াছে। এই সমিতির সভাপতি মাননীয় জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট মহোদয়। এই সমিতি দুর্গতদের জন্য অর্থাদি সংগ্রহের জন্য যে চেষ্টা করিতেছেন আমরা আশা করি জেলার জনসাধারণ তাহাতে যথাশক্তি সাহায্য করিতে কোনও প্রকারে অন্যথা করিবেন না। আমাদের সদাশয় ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এস দত্ত আই সি এস্ মহোদয়ের মধুর ব্যবহারে ও কার্য্যকুশলতায় নদীয়ার প্রত্যেক মহকুমায় অতি সুচারুরূপে গত "সিলভার জুবিলি" উৎসব সম্পাদিত হইয়াছে। তাঁহার কার্য্যকুশলতায় ও অনুপ্রেরণায় প্রত্যেক মহকুমা হইতেই কোয়েটার দুঃস্থগণের সাহায্যার্থ যথেষ্ট পরিমাণে অর্থও সংগৃহীত আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

জ্যৈষ্ঠ মাসে নদীয়ায় অনাবৃষ্টির ফলে জনসাধারণ বড়ই উদ্বিগ্ন ও আতঙ্ক-গ্রস্ত হইয়াছিল। চাষীগণের মনের অবস্থা যে কি প্রকার হইয়াছিল তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা বড়ই কঠিন। ভগবদিচ্ছায় আষাঢ়ের প্রারম্ভ হইতেই আমরা প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি পাইতেছি, অনাবৃষ্টিতে যে প্রকার শস্যাদি শুষ্ক হইয়া যায় অতি বৃষ্টিতেও নিম্নভূমিতে অতিরিক্ত প্লাবনের ফলে শস্য হানি ঘটিয়া থাকে। যে পরিমাণে বৃষ্টি বর্ত্তমানে পাওয়া যাইতেছে তাহাতে আশা করা যায় ইহা শস্যের অনুকূলই হইবে

বঙ্গের নদীয়া জেলা বর্দ্ধমানাদি আরও কয়েকটি জেলার ন্যায় ম্যালেরিয়ার তাণ্ডব ক্ষেত্র বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বর্ষাকালেই অধিক পল্লীবাসীগণকে ইহার কবলে বেশী পরিমাণে পড়িতে হয়। চতুর্দ্দিকে আগাছা ও আবর্জ্জনা জন্মিয়া পল্লীর স্বাস্থ্য এই সময় কি প্রকার ভয়াবহ করে তাহা যাহারা এই সময় একবার পল্লীঅঞ্চলে ভ্রমণ করেন তাঁহারা অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন। ইহার প্রতিকার করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন অশিক্ষিত জনগণকে স্ব স্ব গ্রামের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তার শিক্ষা প্রদান করা। ছায়াচিত্রে বক্তৃতা প্রদান মন্দের ভাল হইলেও তাহাতেও উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। ইহার জন্য প্রয়োজন শিক্ষিত কর্ম্মী যুবকগণের গ্রামে গ্রামে হাতে কলমে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সংরক্ষণ প্রণালী শিক্ষাপ্রদান; জেলাবোর্ড যদি প্রত্যেক ইউনিয়ন বোর্ডের জন্য পৃথকভাবে লোক নিযুক্ত করিয়া এই কার্য্য সম্পাদনে রত হন তাহা হইলে রোগের সমস্যাও প্রশমিত হইতে পারে, পল্লীবাসীগণেরও যথেষ্ট উপকার হয়। আপাতঃ দৃষ্টিতে ব্যয়বহুল বলিয়া মনে হইলেও জেলা প্রতিষ্ঠানের ন্যায় সর্ব্বহিতব্রত অনুষ্ঠানের পক্ষে তাহা অসম্ভব নহে বলিয়াই আমাদের মনে হয়। Prevention is better than cure, সুতরাং রোগের কারণ কুইনাইন বিতরণের পূর্ব্বে এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা জেলা বোর্ড মাত্রেরই একান্ত কর্ত্তব্য। অবশ্য ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত দরিদ্রজনগণকে কুইনাইন সিনকোনা বিতরণ করা যে একান্ত কর্ত্তব্য তদ্বিষয়ে কাহারও মতভেদ থাকিতে পারে না।

ডিব্রুগড়ে ব্রহ্মপুত্রের ভাঙ্গন

বর্ষাসমাগমে ব্রহ্মপুত্র আবার পূর্ব্বমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। পূর্ব্বোদ্যমে ভাঙ্গন আরম্ভ হইয়াছে। উহার তীরবর্ত্তী বহু ঘরবাড়ী ও ইমারত এই ভাঙ্গনের কবলে পড়িয়া ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। ফলে স্থানীয় লোকজনের বিশেষ দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে। পুরাণবাজার এবং মেওয়ানীপট্টির হাটে যাতায়াত বন্ধ হইয়াছে।

একপক্ষকাল যাবৎ ডিব্রুগড়ে বর্ষণ হইতেছে। নদী কানায় কানায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। জল যদি আরও বৃদ্ধি পায় তবে সহরে এবং উহার চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সমূহে বন্যা দেখা দিবে। সকলে অত্যন্ত উদ্বেগে কালাতিপাত করিতেছে।

চলন্ত ট্রেণ হইতে কয়েদীর পলায়ন

১১শে জুন প্রাতে ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের একখানা অফিস ট্রেণ হাওড়ার দিকে আসিবার সময় উত্তরপাড়া ষ্টেশন অতিক্রম করিতেই এক চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটে। একটী কয়েদী চলন্ত ট্রেণ হইতে লাফাইয়া পড়ায় ট্রেণখানাকে হঠাৎ পথিমধ্যে থামাইতে হয়। প্রকাশ, খাটাস সেখ নামক একজন কয়েদীকে রংপুর হইতে বাঁকুড়া কারান্তরিত করা হইতেছিল। কয়েদীটি হাত কড়া ও দড়িসহ গাড়ী হইতে লাফাইয়া পড়ে। পাহারাওয়ালাগণ শিকল টানিয়া গাড়ী থামাইয়া দেয়। কয়েদী বিশেষ আঘাত প্রাপ্ত না হওয়ায় দৌড়াইয়া পলায়ন করিতে চেষ্টা করে। পাহারাওয়ালাগণ অল্পক্ষণের মধ্যেই তাহাকে ধরিয়া ফেলে এবং ঐ গাড়ীতেই হাওড়া লইয়া আসে। অতঃপর তাহাকে চিকিৎসার জন্য হাওড়া হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। প্রকাশ, উক্ত কয়েদীকে পাহারাওয়ালাদের হেপাজত হইতে পলায়নের চেষ্টা করার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হইবে।

মিঃ এন্টনী ইডেনের দৌত্য
মুসোলিনীর সহিত আলোচনা

বৃটিশ রাষ্ট্রসঙ্ঘ সচিব মিঃ এন্টনী ইডেন নৌ-বাহিনী সম্পর্কে এবং পশ্চিম ইউরোপীয় বিমান চুক্তি সম্পর্কে ফরাসী প্রধানমন্ত্রী মঃ লাভালের সহিত কথাবার্ত্তা শেষ করিয়া ঐ একই দিবসে সিনর মুসোলিনীর সহিত আলোচনার জন্য রোমে যাইবেন। সিনর মুসোলিনী নিজেও মিঃ ইডেনের সহিত আলোচনা করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন।

সুন্দরবন জমিদার সভা

লর্ড জেটল্যাণ্ড ভারত-সচিবের পদ গ্রহণ করায় সুন্দরবন জমিদার সভা তাঁহাকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিয়া গত ১১শে তারিখে টেলিগ্রাফ করিয়াছেন।

বোম্বাই-ত্রিবাঙ্কুর বিমানডাক
টাটা কোম্পানীর উদ্যোগ

মেসার্স টাটা কোম্পানী বোম্বাই ও ত্রিবাঙ্কুরের মধ্যে বিমানডাক খুলিবার ব্যবস্থা করিতেছেন। বিমানডাক প্রথমতঃ বোম্বাই হইতে কোচিনে যাইবে এবং তথা হইতে ত্রিবাঙ্কুর যাইবে। বর্ত্তমানে কোচিনে অথবা বন্দরের পার্শ্ববর্ত্তী কোন স্থানে বিমানপোত অবতরণের উপযুক্ত স্থান নাই; কয়েকমাস যাবৎ কর্তৃপক্ষ উপযুক্ত স্থানের অনুসন্ধান করিতেছেন, খুব সম্ভব কোচিনেই বিমানঘাটি স্থাপিত হইবে। আগামী কয়েক মাসের মধ্যে ত্রিবাঙ্কুরে অবতরণ-ভূমি ঠিক করা হইবে। এতদ্ব্যতীত মাদ্রাজ কলম্বো বিমানডাক খোলা হইলে পশ্চিম উপকূল সহরের সহিত মাদ্রাজ ও কলম্বোর যোগাযোগ স্থাপনার্থ ত্রিচীনপল্লী ও ত্রিবাঙ্কুরের মধ্যেও বিমানডাক চলাচল আরম্ভ হইবে বলিয়া প্রকাশ।

আগামী জুলাইয়ে বোম্বাই-ত্রিবাঙ্কুর বিমানডাক খোলা হইবে, এইরূপ আশা করা যায়।

কূপ খননে অভ্র আবিষ্কার

গোণ্ডওয়ানম্ হইতে অভ্র আবিষ্কারের এক সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। স্থানীয় সীতারাম এণ্ড কোংর বাড়ীতে একটি কূপ খনন করিবার সময় কয়েকজন মজুর দেখিতে পায় যে মৃত্তিকার সঙ্গে অভ্রও মিশ্রিত রহিয়াছে। রাসায়নিক পরীক্ষার পর জানা গিয়াছে যে উক্ত অভ্র বিশুদ্ধ। এই বিষয়ে আরও পরীক্ষা চলিতেছে।

চিকাগোর বধিরগণের জন্য থিয়েটার

থিয়েটার বা সবাক চলচ্চিত্র দেখিয়া আনন্দ উপভোগ করিতে পারে তাহারাই যাহাদের শ্রবণশক্তি আছে; কিন্তু যাহারা বধির—এবং বধিরদের সংখ্যা কম নহে, তাহাদের পক্ষে সবাক চিত্র বা নাটাভিনয় দেখা বিড়ম্বনা মাত্র। কিন্তু আমেরিকার শিকাগো সহরে বধিরগণের এই দুঃখ দূর করিবার জন্য সম্প্রতি ব্যবস্থা করা হইয়াছে। শিকাগোয় শুধু বধিরগণের জন্যই একটি থিয়েটার ভবন বিশেষভাবে নির্ম্মিত হইয়াছে। এই ভবনে ৩০ হাজার লোকের বসিবার আসন আছে এবং প্রত্যেক আসনের সহিত আধুনিকতম বৈদ্যুতিক শ্রবণ যন্ত্র সংযুক্ত হইয়াছে। থিয়েটারের শব্দ-নিক্ষেপ যন্ত্রের সহিত প্রত্যেক শ্রবণ যন্ত্রের তারের সংযোগ আছে; প্রত্যেক তারপ্রান্তে হাতলের আকারের প্রবন্ধ আছে, উক্ত হাতলটী চোয়ালের উপর চাপিয়া যে কোন বধির শ্রোতা গান, বাজনা বা বক্তৃতা স্পষ্ট শুনিতে পাইবেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১০ম বর্ষ | ১০ বামন গৌরাব্দ ৪৪৯, ১১ই আষাঢ় বঙ্গাব্দ ১৩৪২, ২৬শে জুন ইং ১৯৩৫ বুধবার | ২৮৩তম সংখ্যা

বগুড়া ডুবু ডুবু

আষাঢ় মাস হইলেও বগুড়া সহরে বৃষ্টি নাই, প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড-তাপে জীবকুল ত্রাহি ত্রাহি করিতেছে, তথাপি বগুড়া আজ ডুবু ডুবু, এ কেমন কথা !

বগুড়া-সহরবাসীর নিকট শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের তথা শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার-বিষয় একটী নূতন কথা। জগদ্গুরু শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের কৃপায় শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী ও শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য বিদ্যাভূষণ, মহোপদেশক আচার্য্য শ্রীপাদ কিশোরী মোহন ভক্তিবান্ধব বি-এল ও মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ ভক্তিশাস্ত্রী প্রভৃতি প্রচারকগণ আজ কয়েকদিন যাবৎ বগুড়াতে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার্য্য বিষয় বিশেষভাবে প্রচার করিতেছেন।

গত ১৯।৬।৩৫ তারিখে সন্ধ্যা ৭৷০ টার সময় বগুড়া 'হিন্দু-ধর্ম্ম-সভা-গৃহে' বগুড়ার সিনিয়র ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহোদয়ের সভাপতিত্বে শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ 'বৈষ্ণব' সম্বন্ধে ওজস্বিনী ভাষায় একটী দীর্ঘ বক্তৃতা করেন। প্রথমে বহুতর বিচার করিয়া জীবের সম্বন্ধ প্রদান পূর্ব্বক, তাহার ধর্ম্ম ভাগবত-সিদ্ধান্ত-মতে নিরূপণ করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীকে চমৎকৃত করেন। সভায় বহু শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত ও পদস্থ ব্যক্তি উপস্থিত হইয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত বিষয় ও আচরণ, অলৌকিকত্ব ও বহুপ্রাচীন উপলব্ধি করিয়া উপস্থিত সজ্জনমণ্ডলী এতই আকৃষ্ট হন যে তাঁহারা তৃপ্ত হইতে না পারিয়া পুনরায় তৎপরদিবস (২০।৬।৩৫) বগুড়া টাউনহলে আরও একটী সভা আহ্বান করেন।

২০।৬।৩৫ তারিখের সভায় শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ 'বগুড়া হিন্দুধর্ম্মসভা'র সভাপতি শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ সান্যাল মহোদয়ের প্রস্তাবে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। টাউনহলটী শিক্ষিত পুরুষ ও মহিলাবৃন্দের দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়াছিল। স্থানাভাব বশতঃ অনেককেই হলঘরের বাহিরে দণ্ডায়মান হইয়া শ্রবণ করিতে হইয়াছিল।

মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় "জীবের পরম প্রয়োজন" সম্বন্ধে এক ঘণ্টাকাল একটী গবেষণাময়ী দার্শনিক-তথ্যসিদ্ধান্তপূর্ণা বক্তৃতা করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীকে স্তম্ভিত করেন। তাহাতে দার্শনিকগণের মধ্যে মতভেদের কারণোল্লেখে পণ্ডিতজী 'দ্রষ্টা' ও 'দৃশ্য' বস্তুর বিভিন্ন ভূমিকায়, বিভিন্ন বিচারে ও বিভিন্ন-দেশ-কাল পাত্রের মধ্যে অবস্থিত থাকায়, 'দর্শনে'র ভেদ উপস্থিত হওয়ার কথা বলেন। শুধু তাহাই নহে, 'দ্রষ্টা' ও 'দৃশ্য' বস্তুর অবিচার ও স্বরূপ ও পারবশ্যনীতার ও মতভেদের অবকাশ ঘটিয়াছে। কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভু যে চিদ্-ভূমিকা হইতে ভাগবতধর্ম্মের কথা বলিয়াছেন, তাহাতে চৈতন্যবিশিষ্ট জীবাত্মা ও পূর্ণ-বিভু-চেতন ভগবানের নিত্যসম্বন্ধের কথা প্রকটিত হইয়াছে। এইরূপ নিত্যসম্বন্ধের মধ্যে যে দর্শন-বিচার, তাহাতে কখনও পরিবর্ত্তনশীলতা বা মতভেদ দৃষ্ট হয় না।

চেতন জৈব-ভূমিকায় অবস্থান ব্যতীত অন্যান্য স্থূল বা সূক্ষ্ম ভূমিকার অবস্থিত ব্যক্তিগণের যে প্রয়োজন, তাহাও পরিবর্ত্তন-শীল। সেরূপ প্রয়োজন মহাপ্রভুর বিচার্য্য-বিষয় নহে এবং উহা 'পরম' মধ্যে গণিত হইতে পারে না। আবার 'প্রয়োজন' বিচার করিতে হইলে সম্বন্ধ বিনীত হওয়া দরকার। অণুচেতন জীবের সহিত বিভু-চেতন ভগবানের সম্বন্ধ বিনীত হইলেই পরম প্রয়োজনের সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে।

'পরম প্রয়োজন' বিচারে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর বলিয়াছেন, "আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম-বৃন্দাবনং রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা। শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থো মহান্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরো নঃ পরঃ॥" অতএব কৃষ্ণপ্রেমই জীবের পরম প্রয়োজন। এতদ্ব্যতীত অন্য যাহা কিছু প্রয়োজন, তাহাকে 'পরম' না বলিয়া অধম বলা হয়, ইহাই মহাপ্রভুর সিদ্ধান্তসার।

সভা ভঙ্গ হইবার প্রাক্কালেই বগুড়াবাসী অনেকেই নগর-সঙ্কীর্ত্তনের জন্য বাসনা জ্ঞাপন করিলে স্থির হয় যে, পরদিবস প্রাতঃ ৬টার সময় নগরসঙ্কীর্ত্তন বাহির হইবে। তদনুযায়ী গত ২১।৬।৩৫ তারিখে ৬টার সময় বহু ভদ্র ও শিক্ষিত ব্যক্তি নগরসঙ্কীর্ত্তনে যোগদান করেন। সমস্ত সহরে কীর্ত্তনযাত্রা প্রদক্ষিণ করিয়া সঙ্কীর্ত্তনদল বেলা ৯টার সময় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ ও শ্রীপাদ অরণ্য মহারাজ সঙ্কীর্ত্তন-বাহিনী পরিচালনা করিতে করিতে যখন সহরের মধ্য দিয়া চলিতেছিলেন তখন স্ত্রী-বৃদ্ধ-বালক-যুবা-নির্ব্বিশেষে সকলেই নির্ব্বিরোধ-স্বরে সেই দৃশ্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন।

বগুড়ার শতকরা ৮৫ জন অধিবাসী মুসলমান। টাউনহলে যে সভা আহূত হইয়াছিল, তাহাতে বহু শিক্ষিত মুসলমান উকীল, ডাক্তার প্রভৃতি যোগদান করেন এবং বক্তৃতার বিষয় ও প্রতিপাদ্য বিষয় শ্রবণ করিয়া আনন্দিত হন।

নওগাঁ জেলা কোর্টের গভর্ণমেন্ট প্লীডার শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রনাথ সরকার এম্-এ, বি এল মহাশয় একজন অতি সজ্জন ও ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তি। শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবে তাঁহার শ্রদ্ধা বিশেষ প্রশংসনীয়া। তাঁহার ভক্তিমতী সহধর্ম্মিণীর যোগ্য পতির যোগ্যা পত্নী। শ্রীশ্রীগুরু-পাদপদ্মের মনোহভীষ্টপূরণকল্পে তাঁহাদের আলয়ে আগত প্রচারকগণের শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারের সুবিধার্থে তাঁহাদের আপ্রাণ-চেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়া।

গত ২১।৬।৩৫ তারিখে 'হিন্দুধর্ম্ম-সভা'য় শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ ভাগবত পাঠ করেন।

এক মন্ত্রাপ জেলায় প্রচার

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ গত ১৭ই জুন বিংশতিজন একটি দল শ্রীনবযোগ-গৌড়ীয়মঠ হইতে বেলা ৮ ঘটিকার সময় যাত্রা করিয়া কামরূপ জেলার অন্তর্গত 'বড়পেটায়' উপস্থিত হন। উক্ত দিবস অপরাহ্ণে স্থানীয় শ্রীযুক্ত নবীন নাথ চৌধুরী উকীল মহাশয়ের বাসায় স্বামীজী শ্রীমদ্ভাগবত হইতে মহারাজ পরীক্ষিৎকর্তৃক কলি-নিগ্রহ-প্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ, অপরোক্ষ, অধোক্ষজ ও অপ্রাকৃত জ্ঞানের বৈশিষ্ট্য ও সম্বন্ধাদিতত্ত্ব বর্ণন করিয়াছেন। স্থানীয় ডাক্তার, নৈয়ায়িক ও অন্যান্য পণ্ডিত, উকীল, মোক্তার, অভিভাবকবৃন্দ প্রায় ৩০০ তিনশত শ্রোতা স্বামীজীর পাঠ শ্রবণ করিয়া নিজদিগকে কৃতার্থ মনে করিয়াছেন।

শ্রীল প্রভুপাদ

কলিকাতা। ২৪।৬।৩৫

শ্রীল প্রভুপাদের আগামী কল্য প্রাতে নর্থবেঙ্গল এক্সপ্রেসে সপার্ষদে দার্জ্জিলিং হইতে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে পৌঁছিয়াছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১০ বামন কৃষ্ণ অভিন্ন ৪৪৯

কৃষ্ণদর্শন ও কৃষ্ণবর্ণন

শ্রীমদ্ভাগবত ১ম স্কন্ধ ৭ম অধ্যায়ে নিম্নলিখিত শ্লোক-চতুষ্টয় দেখিতে পাই,—

ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক্ প্রণিহিতেঽমলে।
অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াম্॥
যয়া সম্মোহিতো জীব আত্মানং
ত্রিগুণাত্মকম্।
পরোঽপি মনুতেঽনর্থং তৎকৃতঞ্চাভিপদ্যতে॥
অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ভক্তিযোগমধোক্ষজে।
লোকস্যাজানতো বিদ্বাংশ্চক্রে
সাত্বতসংহিতাম্॥
যস্যাং বৈ শ্রূয়মাণায়াং কৃষ্ণে পরমপূরুষে।
ভক্তিরুৎপদ্যতে পুংসঃ শোকমোহভয়াপহা॥

—ভক্তিযোগ-প্রভাবে উপাধিশূন্য মন সম্যক্ রূপে সমাহিত হইলে শ্রীব্যাসদেব কান্তি, অংশ ও স্বরূপশক্তি-সমন্বিত শ্রীকৃষ্ণকে এবং তাঁহার পশ্চাদ্ভাগে অতি হেয়ভাবে আশ্রিতা মায়াকে দর্শন করিলেন। সেই মায়ার দ্বারা জীবের স্বরূপ আবৃত ও বিক্ষিপ্ত হইলে জীব সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই ত্রিগুণাত্মক জড়ের অতীত হইয়াও আপনাকে জড়দেহ ও মনোবৃত্তি জ্ঞান করে। তাদৃশ ত্রিগুণাত্মক আত্মাভিমানজ কর্তৃত্বাভিমানে তাহার সংসার-বন্ধন লাভ হইয়া থাকে। অধোক্ষজাতীত বিষ্ণুতে অব্যবহিত ভক্তি অনুষ্ঠিত হইলে সংসারের দুঃখভোগ নিবৃত্ত হয়, ইহাও শ্রীব্যাসদেব দর্শন করিলেন। এই সমুদয় দর্শন করিয়া সর্বজ্ঞ শ্রীব্যাসদেব শ্রীমদ্ভাগবত নামক পারমহংসী সংহিতা রচনা করিলেন। এই পারমহংসী সংহিতা শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গে পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শোক, মোহ ও ভয়নাশিনী ভক্তি উদয় হইয়া থাকে।

উক্ত শ্লোকচতুষ্টয়ে বৈষ্ণবদর্শনের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। অবৈষ্ণব দার্শনিকগণ যে-প্রকারে ধ্রুব, প্রমাদ, করণাপাটব ও বিপ্রলিপ্সা এই দোষচতুষ্টয়যুক্ত অক্ষজজ্ঞান অবলম্বন করিয়া বিভিন্ন মনোধর্মরূপ সাধন বলে বস্তুর দর্শনে প্রয়াস করেন, উক্ত শ্লোকসমূহে যে দর্শনের কথা বলা হইয়াছে তাহা তদ্রূপ অক্ষজ দর্শন নহে। উহা সেই দর্শন, যে-দর্শন সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত্‌-গীতা বলিয়াছেন,—

দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্।
ইত্যাদি। উহা সেই দর্শন, যে-দর্শনে দ্রষ্টা অধোক্ষজ বস্তু দৃষ্টককে আকর্ষণ করিয়া সেবা-সৌভাগ্য স্বাধীন-স্বরূপ প্রদর্শন করেন। এই দর্শনে কর্মের আবিলতা বা জ্ঞানমার্গের আত্মবঞ্চনার কোন কথা নাই। বস্তুতঃপক্ষে ভেদবিশিষ্ট জীবের নিরাহার দ্বারা বিষয়নিবৃত্তির যে বিধান দেখা যায় তাহা অভক্ত মুক্তলোক সম্বন্ধীয় বিধান মাত্র। অষ্টাঙ্গযোগে যে যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার প্রভৃতির দ্বারা বিষয়নিবৃত্তির অভ্যাস ব্যবস্থাপিত হইয়াছে তাহা ঐ প্রকার লোকসম্বন্ধীয় বিধি। কিন্তু বিশুদ্ধপ্রজ্ঞ পুরুষগণ সম্বন্ধে ঐ বিধি স্বীকৃত হয় না। বিশুদ্ধপ্রজ্ঞ পুরুষগণ ভগবৎকৃপায় তাঁহার শ্রীমূর্ত্তি-সৌন্দর্য্য-দর্শনের সৌভাগ্য পাইয়া তাঁহাতেই আকৃষ্ট। সুতরাং মায়িক জড়ীয় বিষয়ের প্রতি আসক্তি আপনা হইতেই দূরে পলায়ন করে। কৃষ্ণ-মাহাত্ম্য ও কৃষ্ণসৌন্দর্য্য যাঁহাদের হৃদয়ে উদিত হয় তাঁহারা নিরাকারাদি বাস্তবিক বুদ্ধি হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া অপ্রাকৃত-বস্তু দর্শনের সৌভাগ্য পান। প্রাকৃত বিজ্ঞান বা বুদ্ধি অপ্রাকৃত বস্তুকে প্রমাণিত করিবার যোগ্য নহে। প্রধান তাঁহার দুর্দ্দশা এই যে, সে 'অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত-গোচর'—এই কথা স্বীকার না করিয়া তাহার ইন্দ্রিয়জ্ঞানের অগোচর বস্তুকেও তাহার অধীন বস্তু মনে করে। বলা বাহুল্য, এই বুদ্ধিই তাহার দুর্ভাগ্যের চরম লক্ষণ। সত্য বটে, শ্রীকৃষ্ণ লৌকিকে প্রকটিত হইয়া লীলা-বিলাসাদি করিয়া থাকেন। তাই বলিয়া তিনি প্রাকৃত দর্শনের বিষয় নহেন। যাঁহারা সংসিদ্ধিতে উপনীত হইয়াছেন তাঁহারা জানেন, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অনাদি-অনন্ত-অপ্রাকৃতকালে গোলোকধাম হইতেও নিজ অচিন্ত্যশক্তিক্রমে গৌড়দেশে ও অন্য ভক্তক্রমে গোলোকস্থ ব্রজের সহিত এই অবতীর্ণ হইয়াও সর্বদা তত্ত্ব সবিশেষ রূপে বিচরণ করেন। এই সকল কৃষ্ণলীলা আত্মার বিশুদ্ধ সত্ত্ব দি হইতে জীব অবগত হইয়া থাকেন। চর্মচক্ষু প্রভৃতির দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার ধাম, তাঁহার পরিকর প্রভৃতি কিছুই উপলব্ধির বিষয় হইতে পারেন না। ভক্তিযোগ-প্রভাবে শ্রীব্যাসদেবের বিশুদ্ধ সমাধির অবস্থা লক্ষ্য করিয়া স্বীয় গুরু শ্রীনারদ তাঁহাকে আদেশ করিয়াছিলেন,—

অথো মহাভাগ ভবানমোঘদৃক্
শুচিশ্রবাঃ সত্যরতো ধৃতব্রতঃ।
উরুক্রমস্যাখিলবন্ধমুক্তয়ে
সমাধিনানুস্মর তদ্বিচেষ্টিতম্॥

(ভাঃ ১।৫।১৩)

—হে মহাত্মন্ ব্যাসদেব! যেহেতু আপনি যথার্থ দর্শনশীল পবিত্রকীর্ত্তি-শ্রবণযুক্ত, সত্যনিষ্ঠ ও ভগবৎসেবা-নিয়ম-পরায়ণ, অতএব সকল লোকের মায়াবন্ধন-বিমোচনের জন্য আপনি ভগবান্ উরুক্রমের অখিল লীলাচেষ্টা সেবাসমাধি অবলম্বন পূর্ব্বক বর্ণন করুন।

'সহসা বিদধীত ন ক্রিয়াম্'

[শ্রীবামনকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী]

স্বরাট্ ভগবানের প্রবৃত্ত দাস্যভোগ অপব্যবহার করিয়া বিশ্ব-জগতে বদ্ধজীবমাত্রেই মায়াবেষ্টাধিষ্ঠিতের অভিনেতৃরূপে বিভিন্ন সাজে বহু অভিনয় করিতে রত। অবশ্য জীবগণ তটস্থ-শক্তিগণাংশ; তাঁহারা ইচ্ছা করিলে উহা না করিতেও পারেন। অর্থাৎ সংসার মায়া মোহিনীর মোহ-মদিরায় বিমুগ্ধ না থাকিয়া—স্বধামের জীবনকে শোচনীয় পরিণতির পথে প্রচালিত না করিয়া শ্রীগুরুবৈষ্ণব শাস্ত্রকাদির কল্যাণবাণী সংকীর্ত্তনে আকৃষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণ-চরণ-কল্পবৃক্ষের সেবাশ্রয় বরণপূর্ব্বক চিরকাল পরমানন্দে বিরাজমান থাকিতেও পারেন।

উক্ত দুই প্রকার অবস্থা তটস্থশক্তি জীবের লাভ করিবার সুযোগহেতু আমরা জগতে দুই প্রকার জীবই দেখিতে পাই; এক প্রকার জীব পুণ্যাত্মক কারণে বিমুখ-মোহিনীর সংসার-নাট্যাভিনয়ের অভিনেতা বিশ্বকেন্দ্রকে ক্রীড়কে বক্তৃতা করেন—

•　•　•

ঈশ্বরোঽহমহং ভোগী সিদ্ধোঽহং বলবান্
সুখী
আঢ্যোঽভিজনবানস্মি কোঽন্যোঽস্তি
সদৃশো ময়া।

—আমিই ঈশ্বর, আমিই ভোগী, আমিই সিদ্ধ, আমিই সুখী। আমি আঢ্য অর্থাৎ সম্পন্ন, আমি কুলীন আমার ন্যায় আর কে আছে? এই চিন্তাস্রোতযুক্ত ব্যক্তিগণ জগৎ উহা সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হন যে, তাঁহারা সংসারবন্ধনকে স্বল্পকালের জন্য ঐ অভিনয় করিতে আসিয়াছেন; উহা তাঁহাদের নিত্যকৃত্য বা চির স্বভাব নহে।

অন্য প্রকার জীব সাধুশাস্ত্র-গুরুবাক্যাদির অনুসরণে পরমানন্দে আত্মপরিচয়মুখে বলেন—

নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো
ন শূদ্রো
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো বনস্থো
যতির্বা।
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিলপরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধে-
র্গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ॥

—আমরা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, রাজা, বৈশ্য, শূদ্র, ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ বা সন্ন্যাসী নই; কিন্তু আমরা নিত্য স্বতঃপ্রকাশমান নিখিল-পরমানন্দপূর্ণ-অমৃত-সমুদ্রস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের পদকমলের দাসগণের দাসানুদাস।

অবস্থান জগদ্বস্তুতে বিষয়ের অন্ধ বস্তুর মায়া কাটিয়া দিয়া জীবের যে ভোগজ্ঞান হয়, তাহা স্বরূপজ্ঞান নহে। অপর জগদ্বিজয় বস্তু বস্তুতঃ অনর্থের পরিচায়ক মনোধর্ম। মনোধর্মীগণ কৃষ্ণলীলা-বর্ণনে স্বাধীনতা দিব সাজিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়া বসে। কারণ, তাহাদের চিত্ত কৃষ্ণেতর বিষয়ে আকৃষ্ট বলিয়া তাহাদের বর্ণনে পরমপুরুষার্থ কৃষ্ণপ্রেমার স্থানে ধর্ম, অর্থ, কাম বা মোক্ষবাসনারূপ কৈতবের ভাব দৃষ্ট হইয়া থাকে মাত্র। ভোগবৃত্তি প্রতীতি কখনও অধোক্ষজ বস্তুসকলের ধারণা করিতে পারে না বলিয়া জীবকুল তাহাদের বর্ণিত বিষয়সমূহ শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিলে নিত্য চৈতন্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে।

আমরা যাহারা শ্রীমঠাশ্রিতে আসিয়াছি, সদ্গুরুর অহৈতুকী কৃপায় তৎপাদপদ্মে স্থান লাভ করিবার সুযোগ পাইয়াছি, তাহারা শেষোক্ত মুক্তজীবের অনুসরণে উহাদের ন্যায় সৌভাগ্য-লাভের পথে চালিত হইয়াছি। আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্মে শ্রদ্ধা এখনও দৃঢ় হয় নাই; আমরা এখনও সম্পূর্ণরূপে কোমলশ্রদ্ধ জীব। আমাদের এ অবস্থায় বহুপ্রকার বাধাবিঘ্ন উপস্থিত হইবেই হইবে; তৎসমস্ত হইতে আমরা গুরুবৈষ্ণবের কৃপাবল এবং শাস্ত্রবাণীর অনুশীলনসমূহ অবলম্বনকে গ্রহণ করিয়া নিরাপদ হইতে পারি। কিন্তু আমরা যদি আমাদের এইরূপ রক্ষাকর্ত্তা শ্রীগুরুবৈষ্ণবের পাদপদ্মেই অপরাধের আচরণ করি বা শাস্ত্রাদির অনুশাসনসমূহ অবমাননা পূর্ব্বক স্বেচ্ছাচারী হই, তাহা হইলে আমাদের স্বীয় চেষ্টায় কোন প্রকারেই আর মঙ্গলপথলাভে সমর্থ হইয়া কৃষ্ণচরণ-কল্পবৃক্ষের সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে পারি না। সুতরাং আমাদের উক্ত অপরাধসমূহ কিরূপে অনুষ্ঠিত হয় এবং তাহা হইতে কিপ্রকারে নিস্তার-লাভ করা যায় তাহা আলোচিত হওয়া আবশ্যক। আমরা অদ্য এই সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

বৈষ্ণবাপরাধ, গুর্ব্বপরাধ প্রভৃতি আমাদের নানাপ্রকারে উপস্থিত হইতে পারে। শ্রীগুরুদেবের একান্ত সেবক যাঁহারা তাঁহারাই বৈষ্ণব। আমরা অজ্ঞানে বৈষ্ণব কে, তাহা জানিতে পারি না। অনেকস্থলে হয় ত বা আমরা বৈষ্ণবের সঙ্গে একত্রেই বাস করি, একত্রে শয়ন-ভোজনাদি করি, একত্রে প্রচারকার্য্যাদি ও অন্যান্য সেবাকার্য্যাদি করি কিন্তু বৈষ্ণবঠাকুরকে চিনিতে পারি না। সুতরাং বৈষ্ণবঠাকুরকে আমাদের ন্যায় পান-ভোজনশীল, নিদ্রাপরায়ণ, হিংসাদর্শাদিযুক্ত, রোগাদি প্রভৃতি দোষযুক্ত মায়াবদ্ধ মানবমাত্র মনে করিয়া অজ্ঞরূপে অপরাধ অনুষ্ঠানে রত হই। বৈষ্ণবগণের নিষ্কপট হৃদয়ের প্রেমকোমলাদি সজ্জনের সেবা প্রভৃতি দেখিয়াও আমরা অনেক সময় তাঁহাদিগকে 'বৈষ্ণব বলিয়া ত' মনে করিতে পারিই না, অধিকন্তু তাঁহাদিগকে আমাদের ন্যায় সাধারণ 'জীব' মনে করিয়া তাঁহাদিগকে বুঝাইবার বা শাসনবাক্যাদি

প্রয়োগের দ্বারা তদ্রূপ বৈষ্ণবাপরাধের অনুষ্ঠান করিয়া ফেলি। বৈষ্ণবপরম্পরায় বা স্বয়ং শ্রীগুরুমুখ হইতে ও যাঁহাকে বৈষ্ণব বলিয়া জানিতে পারি, তাঁহাকেও তাঁহার সঙ্গে কিছুদিন বাসকালে তাঁহার কোন প্রকার লোকবঞ্চনাময়ী বাহ্য ব্যবহার দর্শন করিয়া সহসাই তাঁহাকে অবৈষ্ণব ও আমার ন্যায় জীব সাধারণ কল্পনা করিয়া শুদ্ধবৈষ্ণবচরণে অপরাধ করি, তাহাতে লাভ হয়—পতনরূপ-দশা-প্রাপ্তি। আমরা অদ্য এই প্রকারের আর একটী বৈষ্ণবাপরাধ অনুষ্ঠিত হইবার বিষয় উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

শ্রীগুরুদেব যখন জীবপ্রতি করুণার্দ্র হইয়া ধরাধামে সপরিকরে অবতীর্ণ হন, তখন তাঁহার পারিষদবৃন্দ জীবোদ্ধারার্থ নানাদেশে, নানাবেশে প্রচার-কার্য্যাদি এবং অন্যান্য বিবিধ উপায়ে শ্রীগুরুদেবের জীবোদ্ধারলীলার পরিপুষ্টি সাধন করেন। অবশ্য গুরুপরিকরবৃন্দ বৈষ্ণববৃন্দ প্রতি-ক্ষণেই ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে গাঢ়তর হইয়াও তাঁহাদের প্রাণেশ্বরকে ভূতলে অবতীর্ণ দেখিয়া তাঁহারাও জীবপ্রতি করুণাবশতঃ যুগপৎ বহুসংখ্যক আসিয়া ভবভবনে শ্রীগুরু-মনোভীষ্টপূরণে ব্যস্ত থাকেন। এমতা-বস্থায় তাঁহাদের নিজেদের মধ্যে অনেক সময় হয় ত বা তাঁহারা পরস্পর পরস্পরের স্বভাব বা ক্রিয়াকলাপাদির আলোচনা কতঃ এক অন্যকে আক্রমণ করেন বা পরস্পর পরস্পরকে ঈর্ষার চোখে দেখেন বলিয়া আমাদের আধ্যক্ষিকজ্ঞানে আমরা ধারণা করিয়া বসি এবং সহসা বৈষ্ণবঠাকুরকে ভাক্তিক্যের চোখে দর্শন করিয়া অনর্থের অর্জন সুরু করতঃ নিরয়পথের পথিক সাজি। আমরা কোমলশ্রদ্ধ বলিয়া আমাদের ঐরূপ দশা লাভ হয়, কিন্তু ঐরূপ কোন ব্যাপার দর্শন করিলে আমাদের উচিত উক্ত বিষয়ের মীমাংসার জন্য শ্রীগুরুপাদপদ্ম বা আমাদের বিশ্বাসের পাত্র অর্থাৎ "নিজাভীষ্ট রুচপ্রেষ্ঠ" কোনও বৈষ্ণবের নিকট হইতে উক্ত বিষয়ের বিশেষরূপে বিচার শ্রবণ করা। কিন্তু তাহা না করিয়া যদি আমরা আমাদের এই ক্ষুদ্র চক্ষুকে বৈষ্ণবের মধ্যে (আমাদের ধারণায়) বর্ত্তমান কোনও অসামঞ্জস্যের ব্যাপার লক্ষ্য করিয়াই সহসা বৈষ্ণবসেবা, শ্রীগুরুসেবা বা হরিভজনাদির চেষ্টা ও আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া বিপথে বা সংসার-পথে চালিত হই তাহা হইলে আমাদের নিম্নোক্ত মহাজনবাণীর দশা-লাভ অনিবার্য্য হইবে।

"সংসার ভজিনি, গৌরাঙ্গ ভুলিলি
না শুনিলি সাধুর কথা।
ইহ-পরকাল, দু'কাল খোয়ালি
খাইলি আপন মাথা।"

সুতরাং কোমলশ্রদ্ধ আমাদের যে কোনও বৈষ্ণবের বা শ্রীগুরুদেবের কোনও প্রকার লোকবঞ্চনাকর বাহ্যিক ব্যবহার দর্শন করিয়া সহসা বিচলিত হওয়া উচিত নহে। অজ্ঞতাবশতঃ ঐরূপ কোন ব্যাপার দেখিয়া বিচলিত হইলেও সহসা হরিভজন বা গুরু-সেবাদি ত্যাগ করা উচিত নহে। "সহসা বিদধীত ন ক্রিয়াম্" বাণী স্মরণ রাখিয়া এবং শ্রীল রূপপাদের "উৎসাহান্নিশ্চয়াৎ ধৈর্য্যাৎ" বাণী কণ্ঠহার করিয়া ধৈর্য্যসহকারে সেই সব বিষয়ের মীমাংসা শ্রীগুরুপাদপদ্ম বা উন্নতস্তরের বৈষ্ণবের নিকট হইতে শ্রবণান্তে উহার সংশোধন করিয়া লইয়া শ্রীহরিভজনে নিযুক্ত থাকা উচিত।

সাত্বত স্মৃতি

ঊর্দ্ধপুণ্ড্র

ধর্ম্মার্থপথে প্রবেশপূর্ব্বক অগ্রসর হইতে যাঁহারা ইচ্ছা করেন তাঁহারা শ্রীগুরু-পাদপদ্মের নির্দেশানুসারে ললাটে ঊর্দ্ধপুণ্ড্র রচনা করিয়া শ্রীহরিমন্দির অঙ্কন করেন। শ্রীভগবান্ সমস্ত সময়েই আমাদের মধ্যে বিরাজিত রহিয়াছেন, আমরা তাঁহার নিত্যসেবক, তাঁহার ব্যতীত আমরা আর কাহারও নই, ইহা ঊর্দ্ধপুণ্ড্র আমাদিগকে সর্ব্বক্ষণ স্মরণ করাইয়া দেয়। ঊর্দ্ধপুণ্ড্র-রচনা কালে (তিলক করিবার সময় পদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে বর্ণিত নিম্নলিখিত ধ্যান করিতে হইবে।

ললাটে কেশবং ধ্যায়েন্নারায়ণমথোদরে।
বক্ষঃস্থলে মাধবন্তু গোবিন্দং কণ্ঠকূপকে॥
বিষ্ণুঞ্চ দক্ষিণে কুক্ষৌ বাহৌ চ মধুসূদনং।
ত্রিবিক্রমং কন্ধরে তু বামনং বামপার্শ্বকে॥
শ্রীধরং বামবাহৌ তু হৃষীকেশন্তু কন্ধরে।
পৃষ্ঠেতু পদ্মনাভঞ্চ কট্যাং দামোদরং ন্যসেৎ।
তৎপ্রক্ষালনতোয়ন্তু বাসুদেবেতি মূর্দ্ধনি॥

—ললাটে কেশবকে, উদরে নারায়ণকে, বক্ষঃস্থলে মাধবকে, কণ্ঠকূপে গোবিন্দকে, দক্ষিণকুক্ষিতে বিষ্ণুকে, দক্ষিণ বাহুতে মধুসূদনকে, দক্ষিণ কন্ধরে ত্রিবিক্রমকে, বাম-পার্শ্বে বামনকে, বামবাহুতে শ্রীধরকে, বামকন্ধরে হৃষীকেশকে, পৃষ্ঠে পদ্মনাভকে এবং কটিতে দামোদরকে ন্যাস করিতে হইবে। তিলক-প্রক্ষালন-জল 'বাসুদেবায় নমঃ' বলিয়া মস্তকে ন্যাস করিতে হইবে।

বৈষ্ণবমার্গে অবস্থিত সকলেরই তিলক করিবার বিধান শাস্ত্রে দৃষ্ট হয় এবং পূর্ব্বোক্ত ললাটাদিস্থানেই ঊর্দ্ধপুণ্ড্র রচনা করিতে হইবে। যথা—

ঊর্দ্ধপুণ্ড্রং ললাটে তু সর্ব্বেষাং প্রথমং স্মৃতম্।
ললাটাদিক্রমেণৈব ধারণন্তু বিধীয়তে।
—পদ্মপুরাণ

তিলক রচনার পর ইষ্টমন্ত্রাদি জপ করিতে হইবে। শ্রীবিগ্রহগণের উপাসক-গণ নিম্নলিখিত কিরীটি-মন্ত্র উচ্চারণ করিবেন।

ওঁ শ্রী-কিরীটি-কেয়ূর হার-মকরকুণ্ডল-চক্রশঙ্খ গদা-পদ্ম হস্ত-পীতাম্বর শ্রীবৎসা ঙ্কিত-বক্ষস্থল। শ্রীভূমি-সহিত স্বাত্মজ্যোতি-র্দীপ্তিকরায় সহস্রাদিত্যতেজসে নমো নমঃ

ঊর্দ্ধপুণ্ড্রের বিস্তার সম্বন্ধে পদ্মপুরাণে শ্রীভগবদুক্তি—

মৎপ্রিয়ার্থং শুভার্থং বা রক্ষার্থে চতুরানন।
মৎপূজা হোমকালে চ সায়ং প্রাতঃ
সমাহিতঃ॥
মদ্ভক্তো ধারয়েন্নিত্যমূর্দ্ধপুণ্ড্রং ভয়াপহম্।

ঐ বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে ভগবদ্ভক্ত চিত্ত স্থির করিয়া সায়ংকালে ও প্রাতঃকালে ভগবৎপ্রীতিবিধানার্থ ও হোমসময়ে নিত্য ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ করিবেন। ঐ ঊর্দ্ধপুণ্ড্র যাবতীয় ভয়-নিবারক ও নিত্যমঙ্গলপ্রদ। ঊর্দ্ধপুণ্ড্রব্যতীত যজ্ঞ, দান, তপস্যা, হোম, বেদপাঠ বা পিতৃলোকের তর্পণ যাহা কিছু করা যায় তৎসমুদায় ব্যর্থ হয়। পদ্ম-পুরাণে শ্রীনারদের বাক্য হইতে আমরা এই বিষয় অবগত হইতে পারি। পদ্মপুরাণ অন্যত্র আরও জোরের সহিত বলিতেছেন যে, যদি ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ না করিয়া সন্ধ্যাদি করা হয় তাহা হইলে তৎসমুদয় রাক্ষসের নির্দ্দিষ্ট ভুক্ত হইয়া থাকে এবং ফল-স্বরূপ নিরয় লাভ হয় যায়।

ঊর্দ্ধপুণ্ড্রকে রচনা করিতে হইবে—ত্রিপুণ্ড্র নহে। ত্রিপুণ্ড্র রচনা করিলে নরকগমন লাভ হয়। শ্রীহরির মন্দির-স্বরূপ ঊর্দ্ধপুণ্ড্র অঙ্ক করিলে নরকপাত নিশ্চিত। শরীরস্থ ঊর্দ্ধপুণ্ড্রহীন শরীরের নিন্দা করিয়া শ্রীনারদ বলিতেছেন—

যচ্ছরীরং মনুষ্যাণামূর্দ্ধপুণ্ড্রং বিনা কৃতম্।
দ্রষ্টব্যং নৈব তত্তাবৎ শ্মশানসদৃশং ভবেৎ।

মনুষ্যদিগের যে শরীর ঊর্দ্ধপুণ্ড্রহীন তাহাকে দর্শন করিতে হইবে না। ঊর্দ্ধপুণ্ড্রহীন দেহ শ্মশানতুল্য। পদ্ম-পুরাণ বলেন, যজ্ঞ ঊর্দ্ধপুণ্ড্র সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য। এতদ্বিষয়ে স্কন্দপুরাণও বলিতে-ছেন—

ত্রিপুণ্ড্রং যস্য বিপ্রস্য ঊর্দ্ধপুণ্ড্রং ন দৃশ্যতে।
তৎস্পৃষ্ট্বাপি চ
চৈলং স্নানং চ ততঃ পুষ্পমালাবিধানতঃ।
দ্বারবেদিষু নির্মাল্যং দুর্গন্ধং বিলেপনম্।
বৈষ্ণবং ভাবয়েৎ পুণ্ড্রং গোপীচন্দন-
সম্ভবম্।

সুতরাং আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে সকলকেই ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ করিয়া থাকিতে হইবে। শবদাহে সূতকাল উপস্থিত হইলেও ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ করিতে হইবে না। নারায়ণ ব্যতীত অন্য নাম উচ্চারণ করিতে হইবে না।

বিষ্ণুর নির্ম্মাল্য, ধূপাদের ও চন্দন ধারণ করিতে হইবে। বেদজ্ঞগণ বিধান দিয়াছেন যে, বৈষ্ণব ও ব্রাহ্মণগণের পক্ষে ঊর্দ্ধপুণ্ড্র এবং অন্যের অর্থাৎ অবৈষ্ণব শূদ্রাদির পক্ষে ত্রিপুণ্ড্র ধারণের ব্যবস্থা। যে ব্রাহ্মণের ললাটদেশে ত্রিপুণ্ড্র দেখা যায়, ঊর্দ্ধপুণ্ড্র দৃষ্ট হয় না তাহাকে স্পর্শ—এমন কি, দর্শন করিলেও সচেলে স্নান করিতে হইবে। এরূপ আরও অনেক অনেক শাস্ত্রবচন আছে। ঊর্দ্ধপুণ্ড্রের আকার মন্দিরের অনুরূপ হইবে, বংশপত্রের অথবা পদ্ম-কলিকার আকারবিশিষ্ট না হয় তৎপ্রতিবিধানের দৃষ্টি রাখিতে হইবে। কারণ ঐসকল আকারবিশিষ্ট ঊর্দ্ধপুণ্ড্র অবৈষ্ণব দুঃশিক্ষক ও অসুরগণের মনঃকল্পনা মাত্র। শুক্রাচার্য্য প্রভৃতি যাহা প্রকাশ-পূর্ব্বক ঐসকল তিলকের ব্যবস্থা দিয়াছেন। ঐ তিন প্রকার তিলক ধারণের কোনও ফল নাই; কারণ তাহাতে শ্রীহরি কখনও সন্তুষ্ট হন না।

(ক্রমশঃ)

সিমলায় প্রচার

শ্রীচৈতন্যমঠের প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-সর্ব্বস্ব পুরীগোস্বামী মহারাজ ও পণ্ডিত শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী গত জুন মাসের প্রথম হইতে প্রায় ১৪ দিবস কাল সিমলা প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী প্রচার করিয়াছেন।

গত ৩রা জুন শ্রীপাদ পুরীগোস্বামী মহারাজ ফয়জাবাদের সেসন্ জজ শ্রীযুত সিংহরায় মহোদয়ের বাসায় হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

৭ই জুন স্বামীজী করেস্ পলিটিক্যাল অফিসার রায় শ্রীযুত এন, বিশ্বাস বাহাদুর মহাশয়ের সিমলাস্থ বাসভবনে হরিকথা কীর্ত্তন করেন। উক্ত ভবন পুনরায় স্বামীজী মহারাজ রায় সাহেব বি, সি ঘোষ ও এন, কে ঘোষ মহোদয়ের নিকটেও হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছেন।

১৩ই জুন স্বামীজী শ্রীযুত গিরগোবিন্দ মাথুর, জগৎ সিং প্রভৃতি সজ্জনবৃন্দের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

১০ই জুন তিনি শ্রীযুত এস, এন্ ঘোষ রায় বাহাদুর মহোদয়ের নিকট প্রায় ১ ঘণ্টাকাল হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

শুদ্ধভক্তি মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ

(আকর-মঠরাজ)

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ হাত উত্তর-পূর্বে শ্রীব্রজপত্তনে শ্যাতাগারস্থ শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্যমঠ বিরাজমান। এই স্থান সাত্বত-তীর্থ, সর্ববিদ্যাপীঠ বা সাত্বতজননগরী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি বেদাঙ্গসমূহের,অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র 'নদীয়া-প্রকাশ', সাত্বত-সম্প্রদায়ে অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থাদি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতি বৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীসহ কীর্ত্তন-প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি একান্ত অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত সুনির্মল ভাক্ত্যর্থ-প্রচারোদ্দেশ্যে গৌড়দেশের সর্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভজনাগারে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীরাধেগোপীনাথজীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সংকীর্ত্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত,শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হয়। এই মঠ হইতে মহানগরীর সর্বত্র হরিকথা-প্রচার, মহানগর-সঙ্কীর্ত্তন, বক্তৃতা, ব্যাখ্যা ও সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞ-মহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান হয়। মঠরক্ষক—মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া সহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী সেবাকোবিদ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌর-লীলার রাসস্থলী এখানে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান, রক্ষক—শ্রীব্রহ্মচিত দাসাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—গোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

(৭) কাজীর সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপা-প্রাপ্ত শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক।

(৮) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও রাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজগদ্বন্ধু দাস ব্রহ্মচারী।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(১০) মোদদ্রুম-ছত্র বা গৌড়ের নৈমিষ

মাউগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান। শ্রীগৌরনিত্যানন্দের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবঙ্কুবিহারী ব্রজবাসী, ভক্তিভূষণ।

(১১) ভেতিয়া কুঞ্জকানন

শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী,

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীনবীনানন্দ ব্রহ্মচারী

(১২) কুঞ্জকুটীর—পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া। রক্ষক—শ্রীঅমৃতানন্দ অধিকারী

(১৩) ভাগবত-আসন—পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

এই স্থান হইতে ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচারিত হয়। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৪) একায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ দাসখালি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী ভক্তিসার।

(১৫) মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(১৬) মাধ্বগৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, পোঃ ঢাকা

পূর্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাবিনোদ বি-এ।

(১৭) গোপালজীউমঠ—কমলাপুর,(ঢাকা)

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান। রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রজবাসী.

(১৮) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)।

এখানে শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(১৯) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ এম্-এ, বি-এল।

(২০) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাহু, (ঢাকা)

এখানে মহাপ্রভুর শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(২১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীচৈতন্য দাসাধিকারী.

(২২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ভুবনেশ্বর, পোঃ চিৎকুণ্ডা, (বাঁকুড়া)

এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী।

(২৩) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকন্দিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে গুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান্দাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত।

(২৪) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ দাসাধিকারী।

(২৫) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশমুণ্ডি, পোঃ বক্সীবাজার, (কটক)

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদ-বনজীউর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর

(২৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর পুরী,

শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন।

(২৭) পুরুষোত্তম মঠ

ভক্তিকুটী, পোঃ পুরী উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীউর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগদাধর অধিকারী

(২৮) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলবরনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী দাসাধিকারী।

(২৯) রায়রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—শ্রীনিমাইচরণ দাসাধিকারী ভক্তিলোচন।

(৩০) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪২নং কলিদপুরা, বেনারস সিটি

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকাগিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীসর্বেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(৩১) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন গোস্বামী

(৩২) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও গৌরকিশোর-বিদ্যামন্দির সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীসত্যনারায়ণ দাসাধিকারী।

(৩৩) কৃষ্ণচৈতন্য মঠ

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

এখানে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিত্যসেবা হয়। রক্ষক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠ

সত্যনারায়ণ ঘাট মথুরা

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ

(৩৫) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ—শ্রীরাধাকুণ্ড

রক্ষক—শ্রীরাধারমণচরণদাস ব্রহ্মচারী

(৩৬) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৩৭) গৌরবিহারী মঠ

সেবাশ্রমী, পোঃ কোতোয়াল, জেলা অমৃতসর (পাঞ্জাব) রক্ষক—শ্রীগৌরবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৩৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং কুতব রোড, নিউ দিল্লী।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্বিকাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ

(৩৯) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল।

এখানে গৌর-মদনমোহনের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪০) সারস্বত-গৌড়ীয় মঠ

চন্দ্রিকার নাগেশ্বরম্, মহী, পি

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি

(৪১) মান্দ্রাজ-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ রায়পেট্টা মান্দ্রাজ।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীপাদ অনন্তানন্দ ভক্তিবিকাশ

(৪২) বোম্বে-গৌড়ীয়-মঠ কার্য্যালয়

গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, কোটাদি বিল্ডিং, বাংলো নং ১, বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মা অম্বরোপ।

(৪৩) অমরজি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমরজি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীবজেন্দ্র দাস অধিকারী

(৪৪) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী

(৪৫) পাটনা গৌড়ীয় মঠ

১০০ মিঠাপুরা, পাটনা।

রক্ষক—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী বাসভূষণ

(৪৬) গয়া গৌড়ীয় মঠ

দিল সাইড, চার্চ রোড, গয়া

রক্ষক—উপদেশক শ্রীসর্বেশ্বর বাসন্ত

(৪৭) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠ বালেশ্বর

রক্ষক—শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয়

৩ গ্লাডষ্টোন হাউস, কলভান গার্ডেন্স, এস-ডাব্লিউ ৭, লণ্ডন

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন

(৪৯) বার্লিন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

Berlin W. 30

Eisenacher strasse 29 II

(৫০) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

৩৫০ নং ডালহাউসী ষ্ট্রীট রেঙ্গুন।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্—সমগ্র ৪০৲
১২ খণ্ডে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ৸৵০
২। অনুভাষ্য বিবৃতি শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। ভাষ্য-যুক্ত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সজ্জনতোষণী-পত্রী ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৷৹ ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸৹;
৪র্থ খণ্ড ৸৹
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—১৲; ২য় খণ্ড - ৸৹
৭। শ্রীচৈতন্যদেব—১৲
৮। সৎক্রিয়াসার—দীপিকা ও সংস্কার-দীপিকা ১৷৹
৯। বৈষ্ণবশ্রী ৪৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ৩৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸৹
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷৹
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।৹
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸৹
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ।৹
১৮। ব্রাহ্মণ-আলবার ।৹
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৸৴০
২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৸৴০
২২। তত্ত্ব-সূত্র ৷৹
২৩। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
২৬। গীতার কেবল মূল-ভাষা ।৹
২৭। বৃহদ্ভাগবতামৃত সারার্থ ২৲
২৮। বেদান্তমতের সারার্থ ।৹
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸
৩০। দীন-হীন ক্রন্দন ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৶০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷৹
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸৹
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।৹
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ।৹
৪০। শরণাগতি
৪১। গীতাবলী
৪২। চিত্রে নবদ্বীপ ২৷৹
৪৩। [illegible] ৴০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৴০
৪৬। অর্থপঞ্চক ৴০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। আম্নায়সূত্র ৲১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।৹
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।৹
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸৹
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ৹
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।৹
৫৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৴০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।৹
৫৮। শ্রীকৃষ্ণদেব ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যলীলামৃত সারঃ ৷৹
৬১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিলিখিতঃ ।৹
৬২। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।৹
৬৩। তত্ত্বসূত্রম্ ।৹
৬৪। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৬৫। গৌড়ীয়মঠ পরিচয়ঃ ৴০
৬৬। সারার্থদর্শনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৭। রায় রামানন্দ ৷৹
৬৮। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন্ বেদান্ত ৷৹
৬৯। নাম ভজন ।৹
৭০। বেদান্ত—ইট্স্ মরফলজি অ্যাণ্ড অন্টলজি ৷৹
৭১। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস
৭২। লাইফ অ্যাণ্ড প্রেসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু
৭৩। বৈষ্ণবীজম্
৭৪। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ডাজ
৭৫। দি ভাগবত
৭৬। বৈদিক প্রিন্সিপল্স অ্যাণ্ড [illegible] ।৹
৭৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২৷৹
৭৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৭৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।৹
৮০। সাধন-পথ ।৹
৮১। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৮২। গীতাবলী ৴০
৮৩। শরণাগতি ৴

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৪। শরণাগতি ৴

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠ ভিষগ্রত্নের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। প্লীহার স্ফীতা সংযুক্ত কামলাক্রান্ত এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অবস্থায় সাধক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৸০ আনা, বড় বোতল ১৷০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালিপ্রস্তুতকারক ও ব্যবসায়ী জে. বি. দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউণ্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। উহাতে নিব বা কাগজ কোন প্রকারে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে. বি. দত্ত এণ্ড কোং
কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার
কলিকাতা

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে বর্ণাসার ও শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও
[illegible] ভক্তিভূষণ [illegible] এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

[ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম্‌-এ, মহোদয়ের প্রেমপূর্ণ গবেষণা এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ লেখনীর অমৃতময় আস্বাদন করিয়া একাধারে ধর্ম্ম এবং ... জীবনচরিত-পাঠে ... বিরাট, প্রামাণ্য ও আবশ্যকীয় মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সমন্বিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সর্ব্বপ্রকার প্রামাণ্য গ্রন্থের সাহায্যে তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা প্রথম খণ্ডে ৩০ অধ্যায়ে, ৫০০ অধিক পৃষ্ঠায় করা হইয়াছে ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের লিখিত মুখবন্ধ (Foreword) প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সাজান সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক পত্র; একাদশীতে প্রকাশিত হয়। প্রতি বর্ষ ৩৲ টাকা ভিক্ষায় কলিকাতা বাগবাজার গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। বৈদিবাধ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৷০

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ বিনায়ক সেবাতীর্থ বি-এস, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া গদাধর মঠ হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল শ্লোক অন্বয়ে এবং তাহাতে বর্ত্তমান যুগে শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। আর পূর্ব্ব ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৯৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সমাপ্ত হইয়াছে। তদ্ব্যতীত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোকসূচী, পদ্যসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়সূচী, গ্রন্থসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচীপত্র। সমগ্র শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট সংস্করণ জগতের কোথাও আর সম্ভব প্রকাশিত নাই, তথা অনেক পাঠক বাস্তবিক একবারেই ক্রয় করিতে পারেন না। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৯৲ নয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—২৬,	১০—৩১,	১৩—২২	১৭—৩৮	১৯—০৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৭,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৪,	২০—০৫
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩০,	১১—১০,	১৪—২১,	১৮—১৩,	২০—১২

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

ঘণ্টার অনুপাতিক

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১২-১০	১২-৩৪	১৬-৭৫	১৮ ৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫০	৯-৩০	১২-১২	১৫-৫২	১৬-৫৭	১৮-৭৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২০	১০-৩	১২-৫১	১৩-১২	১৬-১০	১৯ ১১

৮।

রবিনসনের
"পেটেন্ট"
বার্লি

অতি সহজে রোগীদের
শীঘ্রই নিরাময় করিয়া
তুলিতে পারে

জ্বর জ্বর
অবস্থায়
ইহা
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ
প্রতিষেধক

রবিনসনের
'পেটেন্ট' বার্লি
একশত বৎসরের
অধিককাল হইল
বিখ্যাত

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—"[illegible]"

দৈনিক

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

R.N. GC 1544

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচার-নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১০ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১২ই আষাঢ়, বৃহস্পতিবার ১৩৪২, ২৭শে জুন ১৯৩৫ [৯৭তম সংখ্যা

চৈতন্যোপনিষদ্
বড় অক্ষরে মূল ও অনুবাদসহ প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি উত্তম। ভিক্ষা ।০ মাত্র
শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

"গৌড়ীয়"
৭ম বর্ষ হইতে ১১শ বর্ষ পর্য্যন্ত পাঁচ বর্ষ কাগজে বাঁধাই ভিক্ষা ৩৷০ মাত্র।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ
বাগবাজার, কলিকাতা

বিবিধ সংবাদ

স্যার স্যামুয়েল ও চীন রাজদূত

[illegible] সাহায্য দাবী

লণ্ডনস্থ চৈনিক রাজদূত মিঃ কু. তাই-চি বৈদেশিক দপ্তরে স্যার স্যামুয়েল হোরের সহিত সাক্ষাৎ করেন। বৃটিশ পররাষ্ট্র সচিবকে চৈনিক রাজদূত জানান, সরকার [illegible] ১১নং আর্টিকেলের সাহায্য গ্রহণ করিবেন বলিয়া পরিষ্কার আভাস দিয়াছেন। ঐ আর্টিকেল অনুসারে লীগ-সভ্যের কোন সভ্য বহিঃ শত্রু আক্রমণ হইতে তাহার রাজ্যের অখণ্ডতা এবং রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা রক্ষার দাবী করিবার জন্য সভ্যের অপর সভ্যের সাহায্য প্রার্থনার অধিকারী। বৈদেশিক সচিব স্যার স্যামুয়েল হোর বলেন যদি লিগের চতুঃপার্শ্বে স্থান সকল দখল করিবার নীতি হইতে জাপানকে বিরত করিতে সমর্থ না হয় তাহা হইলেই ঐ আর্টিকেলের সাহায্য গ্রহণ করা হইবে। চৈনিক রাজদূত বলেন যে, যে পরিমাণ স্বাধীনতা দেওয়া সম্ভব চীন তাহা দিয়াছে, তাহার অতিরিক্ত সে আর দিতে পারে না।

আমেরিকার নৌ বাহিনীর ১৬টি যুদ্ধ জাহাজ এবং একটি সাব-মেরিণ বহর টিয়েনসিন অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। ওয়াশিংটনের সরকারী দপ্তরে অনুসন্ধান করিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, উত্তর চীনের চীন-জাপান দ্বন্দ্বের সহিত উক্ত যুদ্ধ জাহাজগুলির গতিবিধির কোন সম্বন্ধ নাই। রণপোতগুলির একমাত্র উদ্দেশ্য হইতেছে চীন উপকূলে [illegible]।

ভূমিকম্পের ভীষণ আতঙ্ক

বৃদ্ধা মহিলার মৃত্যু

কোয়েটার ভূমিকম্পের সময় নাকোয়া'র হুইলের লিটাখন গ্রামের একটি বৃদ্ধার পরিবারের সমস্ত লোকই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। এই মহিলা সম্প্রতি কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। কিন্তু সেই দুর্যোগময়ী রজনীর ভয়াবহ স্মৃতি সর্ব্বদাই তাঁহাকে পীড়া দিতেছিল। তিনি জীবনে বীতস্পৃহ হইয়াছিলেন। এবং সর্ব্বদাই একটা উৎকট আতঙ্কের মধ্যে সময় কর্ত্তন করিতেছিলেন। সেদিন ঝড়ের সময় কুণ্ডলীকৃত বালুকারাশি দেখিয়া তিনি বলিতে থাকেন যে, আবার বুঝি ভীষণ ভূমিকম্প আরম্ভ হইল। মহিলাটি এতই ভীতগ্রস্ত হন যে, তাঁহার সংজ্ঞালোপ পায় এবং শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হয়।

ট্রেণ আরোহীর নিকট রিভলবার

দুইজন মুসলমান পুরুষ ও এক বালিকার নিকট রিভলবার ও কয়েকটি টোটা পাওয়া যাওয়ায়, রেলওয়ে পুলিশ তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। তাহারা কোয়েটা মেল ট্রেণে আসিতেছিল। তাহাদের হাবভাবে অপর আরোহীদের সন্দেহ হওয়ায়, তাহারা ষ্টেশন মাষ্টারকে ঐ বিষয় জানায়। ষ্টেশন মাষ্টার তাহাদের তল্লাসী করান। ঐ সময়ে দুই ব্যক্তির মধ্যে একজন জানালা দিয়া একটি বাণ্ডিল ফেলিয়া দেয়। উহা উঠাইয়া আনিয়া খোলা হইলে [illegible] বাঁধা একটি রিভলবার পাওয়া যায়। অতঃপর তাহার সঙ্গীয় বৃহৎ পাগড়ীর ভিতর কয়েকটি টোটা পাওয়া যায়। বালিকা কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে অসমর্থ হয়।

পেশোয়ারে অগ্নির তাণ্ডবলীলা

সহর রক্ষার জন্য ডিনামাইট ব্যবহার

পেশোয়ার সহরের চৌক [illegible] এক ভীষণ অগ্নিকাণ্ড হইয়াছে। ঐ অঞ্চলের একাংশ ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে। অগ্নি নির্ব্বাপনের জন্য দমকলের সহিত সৈন্যবাহিনীও যোগ দিয়াছিল, কাহারও প্রাণহানি হয় নাই। বিগত ১৫ বৎসর যাবৎ পেশোয়ারে একরূপ মাঝে মাঝে অগ্নিকাণ্ড হইতেছে।

অর্দ্ধ মাইল ব্যাপী অগ্নিশিখা

পেশোয়ার সহরে প্রায় অর্দ্ধমাইল ব্যাপিয়া অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয়। অগ্নিশিখা যাহাতে বেশীদূর ব্যাপ্ত না হয় তজ্জন্য দমকলের সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ ও সেনাবাহিনী চেষ্টা করিয়াছিল। এইজন্য কতকগুলি ঘর-বাড়ী উড়াইয়া দেওয়া হইয়াছিল বলিয়া প্রকাশ।

তিন শতাধিক গৃহ ভস্মীভূত হইয়াছে এবং বহু লক্ষ টাকার ক্ষতি হইয়াছে। কাহারও প্রাণহানি হয় নাই। কিন্তু অনেকের খোঁজ পাওয়া যাইতেছে না বলিয়া প্রকাশ।

ডিনামাইট ব্যবহার

মুচি দুয়ের কটোরা অঞ্চল হইতে অগ্নিকাণ্ড আরম্ভ হয়। সন্ধ্যার সময় আগুন জ্বলিয়া উঠে। রাত্রি দ্বিপ্রহরের পূর্ব্বে উহা নির্ব্বাপিত করা সম্ভব হয় নাই। ইতোমধ্যে বহু ঘরবাড়ী ও দোকান-পাট ভস্মীভূত হইয়াছে। প্রবল বাতাসের বেগে কাঠের গুদাম হইতে আগুন অল্প সময়ের মধ্যেই চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। তখন পর্য্যাপ্ত সংখ্যক ডিনামাইট আনাইয়া পুলিশ ও সেনাবাহিনীরা বিপদ অঞ্চল হইতে সহর বিচ্ছিন্ন করার ব্যবস্থা হয়। বিপজ্জনক অঞ্চল হইতে অধিবাসীদিগকে তৎক্ষণাৎ সরাইয়া ফেলা হয়। এই অগ্নিকাণ্ডের ফলে কেহ হতাহত হইয়াছে কি না এবং হইয়া থাকিলে তাহাদের সংখ্যা কত, তাহা এখনও জানা যায় নাই।

ব্যাঙ্গালোর সায়েন্স এক্যাডেমী

কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তির যোগদান

লর্ড রাদারফোর্ড, স্যার উইলিয়ম ব্রেগ, স্যার গাউল্যাণ্ড হপকিন্স, স্যার জন রাসেল, মাদাম জলিয়ট কুরি, অধ্যাপক সাডি, অধ্যাপক এ ডি হিল, অধ্যাপক আর্ণোল্ড সোমারফিল্ড, অধ্যাপক হেন্স ফিশার, অধ্যাপক আর, এ, মিলিকান, অধ্যাপক গিলবার্ট কোবিল, অধ্যাপক ফ্রেডারিক জোলিও এবং অধ্যাপক নিলস বোহর প্রভৃতি ইউরোপের কতিপয় বিশিষ্ট পণ্ডিত ব্যক্তি বাঙ্গালোর ইণ্ডিয়ান একাডেমী অব সায়েন্সে যোগদান করিয়াছেন।

বোম্বাইএর মোটরের মামলা

মোটর গাড়ীর রেজিষ্ট্রেশন না বদলাইবার অভিযোগে বোম্বাইএর মেয়র শ্রীযুক্ত নরীমানকে মোটরযান আইনানুসারে অভিযুক্ত করা হইয়াছে। আসামীপক্ষের কয়েকটি কঠিন প্রশ্ন সম্পর্কে চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ড এন ডি খাণ্ডেলওয়ালা হাইকোর্টের মতামত চাহিয়া পাঠাইয়াছেন। মামলার সময়, শ্রীযুক্ত নরীমান হাইকোর্টের মতামত গ্রহণের জন্য আদালতকে অনেকবার অনুরোধ করিয়াছিলেন। কারণ মামলা সম্পর্কে আইন ঘটিত অনেক কঠিন প্রশ্ন উপস্থিত হইয়াছে।

নমো ভগবতে বাসুদেবায়

১২ই আষাঢ়, বৃহস্পতিবার ১৩৪২

মায়াপুরের রেল লাইন

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপ ঘাট পর্য্যন্ত যে লাইট-রেলওয়ে আছে তাহা উঠাইয়া দিয়া তৎস্থানে শুধু বাস চলাচল করিলে ভাড়ের সময় যাত্রীগণ অক্লেশে কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপ ঘাটে উপস্থিত হইতে পারেন কিনা তদ্বিষয় তদন্ত করিবার জন্য নদীয়ার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব সেদিন স্বরূপগঞ্জের ডাকবাংলায় আসিয়াছিলেন। গত অর্দ্ধোদয় যোগের সময় বহু সংখ্যক বাস এবং লাইট রেলওয়ে রাত দিন দৌড়াদৌড়ি করিয়াও যাত্রীর ভীড় কিছুমাত্র হ্রাস করিতে সমর্থ হয় নাই। সুতরাং কেবল বাসের পক্ষে যে তাহা কিছুতেই সম্ভবপর নহে তাহা সহজেই অনুমেয়।

পাঠকগণ বোধহয় অবগত আছেন কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম মায়াপুর হইয়া নবদ্বীপের খেয়াঘাট পর্য্যন্ত বড়লাইন করিবার প্রস্তাব বর্ত্তমানে সরকারের বিবেচনাধীন। এই লাইনটির প্রয়োজনীয়তা পূর্ব্ববঙ্গ ও উত্তর বঙ্গবাসীগণ একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। বলা বাহুল্য এই লাইনটী হইলে যোগের সময় ভীড়ের জন্য যাত্রীগণকে কোন প্রকার কষ্ট পাইতে হইবেনা, এবং কৃষ্ণনগরে ট্রেণ বদল করিতে হইবে না বলিয়া তাহাদের বিশেষ সুবিধা হইবে। আরও একটী কথা যাত্রীগণ নবদ্বীপে আসেন যাহা—শ্রীগৌরাঙ্গের স্মৃতি বক্ষে লইয়া তাঁহার পুতলীলাভূমী ও পরম পবিত্র আবির্ভাব স্থান দর্শনের নিমিত্ত। শ্রীধাম মায়াপুর যে মহাপ্রভুর আবির্ভাব স্থান তাহা সকলেই জানেন। এই স্থানের শ্রীযোগপীঠ শ্রীশ্রীবাস-অঙ্গন, শ্রীঅদ্বৈতভবন, শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্য ভবন (যথায় বর্ত্তমানে শ্রীচৈতন্য মঠ সংস্থাপিত), শ্রীমুরারীগুপ্তের পাট, কাজীর সমাধি, শ্রীধর অঙ্গন প্রভৃতি দর্শনের জন্য যাত্রীগণের স্বাভাবিক কৌতূহল বর্ত্তমান। বিশেষতঃ শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মভিটায় যে, অভ্রভেদী সু-উচ্চ মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে তাহা শুধু নবদ্বীপ মণ্ডলে কেন সমগ্র বঙ্গদেশেও অদ্বিতীয়। কিন্তু এই স্থানে যাতায়াতের সুবন্দোবস্ত অভাবে যাত্রীগণকে বহু ক্লেশ ভোগ করিতে হয়। অনেক সময় অর্থের অভাবে তাহারা স্থানটি না দেখিয়াও যাইতে পারেন না। প্রস্তাবিত রেল পথ লাইনটি প্রস্তুত হইলে যাত্রীদের পথক্লেশ নিবৃত্তি হইবে বলিয়া আমরা আশা করি। সরকার বাহাদুর জনসাধারণের উপকারার্থ এই কার্য্য অবিলম্বে আরম্ভ করুন ইহা সজ্জন মাত্রেরই আন্তরিক ইচ্ছা।

নবদ্বীপ মিউনিসিপালিটির কর্ত্তারা ও তাহার সঙ্গে কয়েকব্যক্তি মায়াপুর দিয়া রেল হইবার বিরোধী। তাহার মূল কারণ মায়াপুর দিয়া রেল লাইন হইলে যাত্রীগণ মায়াপুরেই অবস্থান করিবেন এবং তেঘরির অত্যাচার ভয়ে অনেকেই সহর নবদ্বীপে যাইতে চাহিবেন না। তাহাতে সহরের আয় এবং সঙ্গে সঙ্গে মিউনিসিপালিটির আয় কমিবে—যুক্তিটি প্রণিধান যোগ্যবটে! যদি এইরূপ আশঙ্কাই হয় তাহা হইলে যাহার জন্য যাত্রীরা তথায় যাইতে চাহিবেন না তাহা অপসারিত করিলেইত সহরের নিষ্কলঙ্ক হইতে পারে এবং অনায়াসে আতঙ্কেরও অবসান হয়। নবদ্বীপ মিউনিসিপালিটির কর্ত্তৃপক্ষগণ বোধ হয় একথা জানেন যে মায়াপুর দিয়া রেল লাইন হইলেও সহর নবদ্বীপের গা ঘেঁষিয়া ই, আই, আর লাইনের যে বড় রেল আছে তাহা উঠিয়া যাইবে না তবে এত আতঙ্ক কেন? ঐ লাইনের সাহায্যে তাহারা পশ্চিমবঙ্গ এবং পূর্ব্ববঙ্গ ও উত্তরবঙ্গ ব্যতীত সমগ্র ভারতের সহিত সংশ্লিষ্ট। সমগ্র ভারতের যাত্রী পাইয়াও তাহাদের অবস্থিত হইবে এরূপ প্রকার কি আশঙ্কা তাহাদের আছে?

মায়াপুর দিয়া বড়লাইন রেল-লাইন হইলে প্রকৃতপক্ষে নবদ্বীপের যাত্রী পূর্ব্বাপেক্ষা বেশীই হইবে। অতএব নিজের নাক কাটিয়া অপরের যাত্রাভঙ্গের কিছু সার্থকতা আছে কি?

অস্পষ্টতায় সোভিয়েট রাশিয়ার নূতন আবিষ্কার

সোভিয়েট রাশিয়া এক নূতন ধরণের 'ট্যাঙ্ক' আবিষ্কার করিয়াছে; এই নবাবিষ্কারের ফল তাহার জঙ্গসজ্জা দৃঢ়তর হইয়াছে। উক্ত ট্যাঙ্কের বৈশিষ্ট্য হইল এই যে, উহা জলে যেমন সাঁতার কাটে ডাঙাতেও তেমন দৌড়ায়। সম্প্রতি সরকারী কর্মচারিগণের সমক্ষে এই ধরণের জলস্থলচর সম্পন্ন কতকগুলি ট্যাঙ্ক তাহাদের কর্ম্মদক্ষতার পরিচয় দেয়। এক মহলায় পাঁচটি ইস্পাত বর্মাবৃত ট্যাঙ্ক নদীর উপর নানাপ্রকার সামরিক কৌশল প্রদর্শন করে, বিশেষজ্ঞগণ উহা দেখিয়া বলেন যে, এই নবাবিষ্কৃত ট্যাঙ্কগুলির গতি জলে এবং জমিতে সমান স্বচ্ছন্দ। ট্যাঙ্কের এইরূপ উন্নতি হওয়ার ফলে সোভিয়েট ট্যাঙ্কবাহিনী এখন বনবাদাড় জঙ্গল, হ্রদ, নদী সাঁতরাইয়া যে কোন পথে গন্তব্য স্থানে পৌঁছিতে পারিবে।

ট্রেণ চাপা পড়িয়া গ্রামবাসীর মৃত্যু

কুষ্টিয়ার জনৈক গ্রামবাসী ইতোমধ্যে ২নং আপ মিক্সড ট্রেণে চাপা পড়িয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। ঘটনার বিবরণে জানা যায় যে, ট্রেণখানি রাত্রি প্রায় ৭॥ ঘটিকার সময় কুষ্টিয়ার দিক হইতে যখন জগতীপুর ষ্টেশনের ডিষ্ট্যান্ট সিগনেলের নিকট চলিতেছিল তখনই এই দুর্ঘটনা ঘটে নিহত ব্যক্তির সঠিক পরিচয় এখনও জানা যায় নাই।

সশস্ত্র চোর ধৃত

গত শুক্রবার মধ্যরাত্রিতে আপার সার্কুলার রোডে নূরমহম্মদ নামে এক ব্যক্তি সশস্ত্র অবস্থায় ধৃত হইয়াছে। তাহার হাতে একখানা ছোরা ছিল। অনেকক্ষণ ধস্তাধস্তি করার পর সে ধরা পড়ে।

মহবুব আলী নামক একজন মিলের কর্ম্মচারী কার্য্য শেষে ফিরিবার সময় দেখে যে, লোকটি লালবাগান বস্তি হইতে বাহির হইল। উহাতে তাহার সন্দেহ হওয়ায় সে তাহার পিছনে ধাওয়া করে এবং ইতোমধ্যে স্থানীয় আরও কতিপয় ব্যক্তি আসিয়া মহবুব আলীর সঙ্গে যোগ দেয়। কিন্তু ঐ ব্যক্তি তাহার হাতের ছোরা দেখাইয়া সকলকে ভীতসন্ত্রস্ত করায় কেহ তাহাকে ধরিতে সাহস করে না। এমন সময় আবদুল গফুর নামে একজন বলবান যুবক ঐ স্থানে পাহারায় নিযুক্ত কনেষ্টবলের সাহায্যে তাহার ছোরা কাড়িয়া লইয়া তাহাকে গ্রেপ্তার করে। ধস্তাধস্তির সময়ে ধৃত ব্যক্তি কনেষ্টবলকে ছুরিকাঘাত করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। অতঃপর ধৃতব্যক্তিকে চোরাবাগান মানিকতলা থানায় লইয়া যাওয়া হয়। প্রকাশ যে, স্থানীয় এক মুসলমান ফকিরের ঘর হইতে চুরি করিয়া সে পলায়ন করিতেছিল।

নৌকাডুবিতে বালকের সলিল সমাধি

গত ১২শে জুন বেলা অনুমান ১১ ঘটিকার সময় নদীতে বাগেরহাট একখানা নৌকা জলমগ্ন হওয়ায় ফলে ৮॥০ বৎসরের একটী মুসলমান বালকের মৃত্যু হয়।

একখানা বড় নৌকা দক্ষিণ দিক হইতে পাল দিয়া উত্তর দিকে যাইতেছিল। এই সময় আর একখানা ছোট নৌকা ১০।১২ জন লোক নিয়া নদী অতিক্রম করিয়া বাজারে আসিতেছিল। এমন সময় পালের নৌকাখানা গতি না থামাইতে পারায় বড়নৌকাখানা ছোট নৌকাখানার উপর আসিয়া পড়ে। ছোট নৌকাখানা জলমগ্ন হইলে পর বহু যাত্রীরা সাঁতার কাটিয়া জীবন রক্ষা করে। কিছু পরে জলমগ্ন নৌকাখানার উদ্ধারের ফলে নৌকার মধ্যে আসমতের কোতুমানের ৮॥০ বৎসরের শিশুটীকে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়।

প্রতারণার অভিযোগে অভিযুক্ত

গত ২২শে মে বড়তলা থানার পুলিশ ডাঃ বংশরী মুখোপাধ্যায় নামে এক ব্যক্তিকে প্রতারণার অভিযোগে অভিযুক্ত করিয়া প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট খান বাহাদুর আবদুল মজুরের এজলাসে বিচারার্থ চালান দিয়াছিল। ম্যাজিষ্ট্রেট ডাঃ মুখোপাধ্যায়কে ৭০০ টাকার জামিনে মুক্তি দিয়াছিলেন এবং গত ৮ঠা জুন তাহার মামলার শুনানীর তারিখ ছিল। ৮ঠা জুন ডাঃ মুখোপাধ্যায় কোর্টে উপস্থিত না হওয়ায় মামলার শুনানী হইতে পারে নাই। পুলিশ তাঁহার বাড়ীতে খোঁজ লইয়া দেখিতে পায় যে, ডাঃ মুখোপাধ্যায় তাঁহার বাড়ী হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে

ইতিমধ্যে ২০শে জুন মামলার শুনানীর আর তারিখ পড়ে। কিন্তু পুলিশ তাহার আজ পর্য্যন্ত কোন সন্ধান পায় নাই। ডাঃ মুখোপাধ্যায়কে পুনরায় গ্রেপ্তারের জন্য পুলিশ জোর তদন্ত করিতেছে

ডাঃ মুখোপাধ্যায়ের নামে অভিযোগ ছিল এই যে, তিনি জাল চিঠির সাহায্যে একটি মিথ্যা ক্লাবের নামে এক দোকানদারকে প্রায় ৭০০৲ মূল্যের জিনিষ আদায় করিয়া পলায়ন করিয়াছিলেন।

বিদেশে স্বর্ণ রপ্তানি

গত ২২শে জুন তারিখ যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে ঐ সপ্তাহে পি এণ্ড ও মেল ষ্টীমার কমোরিন জাহাজযোগে বোম্বাই হইতে মোট ৬২০৯৮৬৭ টাকার সোনার বাট ইউরোপে চালান হইয়া গিয়াছে। ৩০৮৮১১ টাকা মূল্যের স্বর্ণ লণ্ডন হইয়া নিউইয়র্ক-প্যারিস ও আমষ্টার্ডাম যাইবে—অবশিষ্ট স্বর্ণ লণ্ডনেই থাকিয়া যাইবে। গ্রেটবৃটেন স্বর্ণমান পরিত্যাগের পর হইতে এযাবৎ ২০০৩৮৭৫১৯৫ টাকা মূল্যের স্বর্ণ বোম্বাই হইতে চালান হইয়া গিয়াছে।

ঢাকাতে ভীষণ কলেরার প্রাদুর্ভাব

দীর্ঘকাল অনাবৃষ্টি ও অত্যধিক গরমের জন্য ঢাকা মহকুমাতে ভীষণ ভাবে কলেরা দেখা দিয়াছে। বহু লোক এই রোগে মারা গিয়াছে। কোন কোন পরিবারের সমস্ত লোকই এই ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। গ্রামবাসীদের ভিতরে এত ত্রাসের সঞ্চার হইয়াছে যে, আর কেহ মৃতব্যক্তিগণের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করিতেছে না, কিম্বা শবদাহ করিতেও যাইতেছে না। মৃতদেহগুলি চাটায় প্রভৃতি দ্বারা ভূপ্রোথিত করিয়া রাখা হইতেছে।

নদীয়ায় বজ্রাঘাতে দুইজনের মৃত্যু

১৯শে জুন তারিখে বৈকালে ৫টার সময় যখন ভীষণ বৃষ্টি হইতেছিল সেই সময় নিকটবর্ত্তী ফাজিলপুর গ্রামের বিশ বাইশ বৎসরের নূচা ভাণ্ডার যুবক এবং বসন্তপুর গ্রামে কুড়ারাম দাস নামীয় একটী যুবক ও একটী ষাড় বজ্রাঘাতে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। বসন্তপুর গ্রামের চণ্ডীচরণ দাস ও তাহার অনবরত পুত্র ভাড়তের উত্তাপে দগ্ধ হইয়া গিয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

—পারমার্থিক পত্র—

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

[illegible]

১০ম বর্ষ } ১১ বামন গৌরাব্দ ৪৪৯, ১২ই আষাঢ় বঙ্গাব্দ ১৩৪২, ২৭শে জুন ইং ১৯৩৫ বৃহস্পতিবার { [illegible]তম সংখ্যা

প্রচার-প্রসঙ্গ

গৌড়ীয় মঠে শ্রীল প্রভুপাদ

কলিকাতা ২৫।৬।৩৫

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর পার্ষদগণসহ গত কল্য দার্জিলিং হইতে নর্থ বেঙ্গল এক্সপ্রেসে বেলা প্রায় ৯টা ৩০ মিনিটের সময় শ্রীগৌড়ীয়মঠে শুভ পদার্পণ করিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদ ২৮শে কিম্বা ২৯শে জুন পুরী যাত্রা করিবেন।

———

বোম্বে গৌড়ীয়মঠে শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা

বোম্বে ২৫।৬।৩৫

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি মহারাজ গত পরশ্ব পুনা হইতে বোম্বে গৌড়ীয়মঠে উপস্থিত হইয়াছেন। শ্রীমঠের শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা উৎসব বিশেষ সমারোহে সম্পন্ন করিবার জন্য বিশেষ যত্ন হইতেছে। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার অন্তরঙ্গ পার্ষদগণসহ এস্থানে শুভাগমন করিবেন বলিয়া আশা করা যায়। গৌড়ীয়বৈষ্ণবগণ সকলেই এতদুপলক্ষে নিমন্ত্রিত হইবেন।

———

সিমলায়

সিমলা গৌড়ীয়মঠের রক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসম্বন্ধ তুর্যাশ্রমী মহারাজ গত ১২ই জুন পূর্বাহ্নে সিমলা ব্যাঙ্কের প্রধান ম্যানেজার শ্রীযুত এস্, কে, বসু বি-এ মহোদয়ের সিমলাস্থিত বাসায় তাঁহার পরিপ্রশ্নের উত্তর-প্রদানমুখে যুক্তবৈরাগ্য ও ফল্গুবৈরাগ্যের পার্থক্য ও বৈষ্ণবাচার্যগণের সিদ্ধান্তের সহিত শঙ্করাচার্যের মতের পার্থক্য সম্বন্ধে বহুক্ষণ হরিকথা কীর্তন করেন। স্বামীজীর শাস্ত্রযুক্তিপূর্ণ ও সুমীমাংসা-সমন্বিত বিচার শ্রবণ করিয়া তিনি আনন্দ প্রকাশ করেন।

———

ঢাকায়

গত ১৭ই জৈষ্ঠ কোর্ট অফ্ ওয়ার্ডস (ঢাকা ডিভিসন) ডেপুটি ম্যানেজার শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার ঘোষ মহাশয়ের বাসায় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ পাঠ ও কীর্তন-মুখে শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন।

মঙ্গলাচরণের পর সমবেত সজ্জনমণ্ডলীকে যথাযোগ্য আপ্যায়ন পূর্বক তিনি চাতুর্মাস্য বা একাদশী মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়াছিলেন, কারণ সেইদিন হরিবাসর ছিল। চারি বর্ণ এবং চারি আশ্রমের প্রত্যেকেরই যে হরিবাসর ব্রত পালন করা একান্ত কর্তব্য তাহা তিনি বিশদরূপে বুঝাইয়া দেন। এই হরিবাসর-ব্রতপালনে যে হরিভক্তি লাভ হয় এবং উহা যে জাগতিক অন্যান্য ব্রতের সহিত সমান নয় উহা তিনি সুন্দরভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন। অন্যান্য ব্রতের ফলে জাগতিক অনিত্য সুখ-সম্পদ লাভ হয় আর হরিবাসর-পালনে হরিভক্তি লাভ হয় সুতরাং অন্য শুভ কর্মের সহিত হরিবাসর-ব্রতের তুলনা অপরাধ। কলিকালে জীবগণ অল্পায়ুঃ; সুতরাং বহুশাস্ত্র অধ্যয়ন তাহাদের পক্ষে অসম্ভব। যদিও কেহ কেহ বা দীর্ঘায়ুঃ হন, তথাপি তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই পরমার্থসংগ্রহে অর্থাৎ কৃষ্ণভজনে অলস বা চিত্তভ্রান্তিযুক্ত, আবার তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ কৃষ্ণভজনে উৎসাহী ও উদ্যমশীল হইলেও তাহাদের অধিকাংশই [illegible] অর্থাৎ অভাগ্যগ্রস্ত। আবার যাঁহারা উৎসাহ ও উদ্যমশীল ভাগ্যবান্‌গণের মধ্যে কেহ কেহ সুবুদ্ধিমান্, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই অল্পপুণ্যবান্ বা সাধুসঙ্গহীন। আবার তাঁহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও হরিকথনের সৌভাগ্য থাকিলে সর্বদাই বহুবিধ বিঘ্ন আসিয়া উপস্থিত হয়। 'শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি'। অতএব হরিকীর্তনই মুখ্য ধর্ম।

পাবনা জেলায়

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ ও কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ পাবনা জেলার [illegible]পুর গ্রামে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করিয়া গত ২৭শে জ্যৈষ্ঠ বেলা [illegible] সন্ধ্যায় পাবনা টাউনে উপস্থিত হন এবং তথায় শ্রীযুক্ত [illegible]কুমার দত্ত মহাশয়ের ভবনে অবস্থান করেন।

গত ২৮শে জ্যৈষ্ঠ স্থানীয় টাউনহলে একটী বিরাট সভার আয়োজন হয় এবং স্বামীজী মহারাজ ঐ সভায় "মনুষ্যজীবনের শ্রেয়ঃ কোথায়?" এই সম্বন্ধে একটী সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতার মর্ম নিম্নে সংক্ষেপে বর্ণিত হইল।

আমরা মানুষমাত্রেই জ্ঞানী ব'লে নিজেদিগকে পরিচয় প্রদান করিয়া থাকি কিন্তু চিন্তা করিবার অবসর হয় না—দেহটী চেতন না অচেতন? যে জিনিষ থাকা-কালে একটী চেতন বা জীবন্ত বলিয়া পরিচিত হয়, সেই বস্তুর কোন পরিচয় আছে কিনা, সে বিষয়ে আমরা প্রায়ই অজ্ঞ। এই মনুষ্যজন্মে আমরা আমাদের স্বরূপের ধর্ম বা আত্মধর্মের কথা জানিতে পারি বা পরমার্থ লাভ করিতে পারি; এজন্য মনুষ্যের শ্রেষ্ঠত্ব। মানুষ তাঁহার [illegible] বলে [illegible] যে ভগবান্, তাঁহার [illegible] করিতে পারে, এই [illegible] কাহারও সাক্ষাৎ পাই না। কিন্তু এখানে আমরা [illegible] হইয়া পড়িয়াছি।

বাল্যকাল থেকে আমাদের পিতামাতা, আত্মীয়স্বজন আমাদের [illegible] ব্যবহার করেন [illegible] আমরা [illegible] করিতে পারি না। [illegible]

[illegible] আমাদের [illegible] উপস্থিত হয়। অনেকের মধ্যে চেতনের কথা আমাদের বিশেষ জানা নাই। [illegible] আলোচনা করেন, [illegible] এই [illegible] নিশ্চয় নির্ণয় করিতে পারি, এই জন্য মনুষ্যজীবনের শ্রেষ্ঠত্ব।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১১ বামন আদি কারণোদশায়ী ৪৪৯

ডাঃ সচ্চিদানন্দ দাস

আমরা আমাদের সম্পর্ক বিশেষ সংবাদদাতার দ্বারে অবগত হইয়া আনন্দিত হইলাম যে, শ্রীগৌড়ীয়মঠের আচার্য্যবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের শিষ্য, আমাদের সতীর্থ ডাঃ শ্রীমান সচ্চিদানন্দ দাস এম এ, পিএইচ্‌-ডি "Bhakti cult in Bengal" (বঙ্গে ভক্তিধর্ম) সম্বন্ধে একটী মৌলিক প্রবন্ধ (Thesis) গৌড়ীয়-বৈষ্ণবের ধর্ম-বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করিয়া লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পি এইচ্‌-ডি উপাধি লাভ করিয়াছেন। [illegible] ডাঃ সচ্চিদানন্দ দাস এম এ, পিএইচ্‌-ডি [illegible] আমাদের [illegible] আপন করিলেন। [illegible] এই উপাধি লাভ করিয়া, তাঁহার এতাদৃশ মৌলিক গবেষণায় গৌড়ীয়বৈষ্ণবধর্মের মর্য্যাদার প্রদর্শন করিয়া পাশ্চাত্য বিদ্বন্মণ্ডলীর নিকট উপস্থাপন করিতে পারিয়াছেন বলিয়া সমগ্র গৌড়ীয়-বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে আমরা ডাঃ দাসকে অভিনন্দিত করিতেছি।

ডাঃ সচ্চিদানন্দ [illegible] তাঁহার অল্প বয়সে বাল্যকাল হইতে শ্রীল প্রভুপাদের সেবা [illegible] করিয়া তাঁহার স্নেহদৃষ্টি আকর্ষণ করেন। যথা [illegible] শ্রীমৎ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর [illegible] শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মে উপস্থিত হইয়া [illegible] —[illegible] গৌড়ীয়বৈষ্ণব[illegible] [illegible] প্রাপ্ত হইয়া [illegible] [illegible] শ্রীল প্রভুপাদের [illegible] [illegible] জন্মস্থান কলিকাতা হইতে [illegible] শ্রীগৌড়ীয়মঠে আগমন [illegible] যান। আচার্য্যবর্য্য শ্রীল প্রভুপাদ এর বাণী প্রচারার্থ তাঁহার এই মহতী চেষ্টা বহুস্থানে ফুল ফল-প্রসূ হইয়া কি-প্রকার সাফল্যে বিদ্যমান তাহা চক্ষুষ্মান ব্যক্তিমাত্রেরই দর্শনের সুযোগ পাইতেছেন; তাঁহার চেষ্টায় কত শিক্ষিত ব্যক্তি শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্ম আশ্রয় করিয়া প্রভুপাদের বাণী সমগ্র বিশ্বে বিতরণের জন্য উৎসর্গপ্রাণ হইয়াছেন তাহা আমরা প্রত্যক্ষ দর্শন করিতেছি। ঐ বাণীর আচার ও প্রচারই যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভজন, তাহা উক্ত বেদোজ্জ্বল-বুদ্ধিসম্পন্ন প্রকৃত-পণ্ডিতদের নিকট আমরা জানিবার ও শিখিবার সৌভাগ্য পাইতেছি। শ্রীচৈতন্য-মঙ্গলে কৃপাপূর্ণ বাণী—

"একলা মালাকার আমি কাঁহা কাঁহা যাব।
একলা বা কত ফল পাড়িয়া বিলাব॥
একলা উঠাঞা দিতে হয় পরিশ্রম।
কেহ পায়, কেহ না পায়, রহে মনে ভ্রম॥
অতএব আমি আজ্ঞা দিলুঁ সবাকারে।
যাহাঁ তাহাঁ প্রেমফল দেহ যারে তারে॥
একলা মালাকার আমি কত ফল খাব।
না দিয়া বা এই ফল আর কি করিব॥
আত্ম-ইচ্ছামৃতে বৃক্ষ সিঞ্চি নিরন্তর।
তাহাতে অসংখ্য ফল বৃক্ষের উপর॥
অতএব সব ফল দেহ যারে তারে।
খাইয়া হউক লোক অজর অমরে॥"

—[illegible] 'তাহলে পুনঃ [illegible] সন্তোষ [illegible] [illegible] হইয়া [illegible] গৌড়ীয়মঠের [illegible] [illegible] নিযুক্ত [illegible] আর হবে না

শ্রীল প্রভুপাদের কৃপানির্দেশানুসার [illegible] পরিদর্শন করিয়া [illegible] শ্রীমান সচ্চিদানন্দকে [illegible] প্রেরণ করেন [illegible] তাঁহাকে শ্রীল প্রভুপাদের সেবায় নিযুক্ত করিয়া 'কোথায় যাইবে' [illegible] প্রদর্শন করিয়াছেন; তাঁহার [illegible] Charity begins at home. [illegible] দেখিতে পাইতেছি। এই সময় হইতে সচ্চিদানন্দ শ্রীগৌড়ীয়মঠে বহু সেবার সুযোগ পাইয়াছেন। আজীবন বৈষ্ণব-সঙ্গের সঙ্গে থাকিয়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের [illegible] করিয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে এম্‌-এ পরীক্ষায় প্রথমশ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়া পাশ্চাত্যে প্রচার-কার্য্যের জন্য লণ্ডনে গমন করেন। তাহার [illegible] পূর্ব্বে তিনি '[illegible]' পরীক্ষায় বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। আজীবন শ্রীল প্রভুপাদের ও তাঁহার অনুগত জনগণের স্নেহে পরিবর্দ্ধিত হইয়া ডাঃ সচ্চিদানন্দ দাস এম-এ, পিএইচ-ডি, [illegible] উপাধি লাভ করিয়াছেন সমগ্র বিশ্ব ক্রমশঃ তাহার আলোকপ্রাপ্ত হইবেন বলিয়া আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। আমরা শ্রীনৃসিংহদেবের শ্রীচরণে তাঁহার আশাপূর্ণ দীর্ঘ জীবন কামনা করিতেছি।

"শ্রীনামতত্ত্ব"

[গত ২০শে চৈত্র সোমবার নারায়ণগঞ্জ [illegible] শ্রীমদ্‌ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ "নামতত্ত্ব" সম্বন্ধে প্রায় ছই ঘণ্টাকাল বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তাহার মর্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল।]

যাঁহারা আজ শুভদিনে এই নারায়ণগঞ্জ বিদ্যামন্দিরে হরিনামতত্ত্ব শ্রবণ এবং কীর্ত্তন করিবার জন্য মাদৃশ বক্তাকে সৌভাগ্য প্রদান করিয়াছেন, সেই সকল সজ্জন-মণ্ডলীকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

অদ্যকার বক্তব্য বিষয় 'শ্রীনাম তত্ত্ব'। হে সভ্যের শ্রোতৃমণ্ডলি, আপনারা আমাকে আশীর্ব্বাদ করুন, আমি যে কোন যুগে বা যে কোন স্থানে জন্মগ্রহণ করি, এবং যতদিন বাঁচিয়া থাকি—শ্রীহরির নাম-রূপ গুণ যেন আমার হৃদয়ে ধারণ করিতে পারি, তাঁহাই যেন আমার জীবাতু হয় এবং আমার জিহ্বায় তাঁহা যেন সর্ব্বদা নৃত্য করেন। আমি যেন হরির নাম-গুণ কীর্ত্তন করিয়া বিশ্ববাসীর সকলকে গুরুজ্ঞানে সেবা করিতে পারি।

আমি শ্রীনাম তত্ত্ব সম্বন্ধে কি বলিব? শ্রীনামতত্ত্ব সম্বন্ধে আমার শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে যাহা শ্রবণ করিয়াছি তাহাই আপনাদের নিকট কীর্ত্তন করিব। আমি যন্ত্র, শ্রীগুরুদেব—যন্ত্রী, তিনি যেরূপ বলান সেইরূপ বলি, যেরূপ নাচান সেইরূপ নাচি। আমি জানি 'মদগুরুঃ শ্রীজগদ্গুরুঃ মদাত্মা সর্ব্বভূতাত্মা'। 'আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ নাবমন্যেত কর্হিচিৎ'—এই কথা শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে বলিয়াছিলেন। [illegible] আমরা শ্রীমদ্ভাগবত পাঠে জানিতে পাই।

প্রথমাদ্ ভগবৎপ্রসাদো [illegible] কুতোঽপি। [illegible] বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্। শ্রীগুরুদেব তাঁহার গুরুদেবের নিকট হইতে শুনিয়াছেন। তাঁহার গুরুদেব আবার তাঁহার গুরুদেবের নিকট হইতে শুনিয়াছেন, এই প্রকারে গুরুপরম্পরা ক্রমে শ্রীনাম অবতীর্ণ হইয়াছেন। (এখানে তীর্থ মহারাজ শ্রীকৃষ্ণ হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান আচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্‌ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ পর্য্যন্ত গুরুপরম্পরার কথা শ্রোতৃবৃন্দকে জানাইয়া দেন)।

এই নামতত্ত্ব অবতীর্ণ হন কাঁহার নিকট? যিনি 'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ' শ্রীভগবানের এই বাণীতে প্রাবল্যে থাকিয়া তাঁহার পাদপদ্মে সর্ব্বস্ব নিবেদন করিয়াছেন, শ্রীভগবান তাঁহার হৃদয়ে কৃপাপূর্ব্বক নামরূপে অবতীর্ণ হন।

এখন এই নামের স্বরূপ কি?

নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্য-রসবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নাম-
নামিনোঃ॥

'কৃষ্ণনাম' চিন্তামণি-স্বরূপ, স্বয়ং কৃষ্ণ, চৈতন্যরসবিগ্রহ, পূর্ণ, মায়াতীত, নিত্যমুক্ত, কেন না, নাম-নামীতে ভেদ নাই।

এখানে 'চিন্তামণি'-শব্দে দুই অর্থ বুঝায়, (১) যত দোষ যত আছে তাহার নিবারণ (২) আমাদের যাহা কিছু প্রার্থিত, শ্রীনামের নিকট তাহার সকলই অধিষ্ঠিত।

কৃষ্ণ শব্দের অর্থ —

কৃষির্ভূবাচকঃ শব্দো ণশ্চ নির্বৃতিবাচকঃ।
তয়োরৈক্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে॥

কৃষ্ ধাতু ভূ অর্থাৎ আকর্ষক সত্ত্বাবাচক; 'ণ' শব্দ নিবৃতি অর্থাৎ পরমানন্দ-বাচক। কৃষ্ ধাতুকে 'ণ' প্রত্যয় করিয়া উভয়ের ঐক্যে 'কৃষ্ণ'-শব্দে পরংব্রহ্ম প্রতিপাদিত হইয়াছে। সর্ব্বাগ্রে নিবেদিত-আত্মাকে ভগবান্ প্রথমতঃ আকর্ষণ করেন, তাহার পর তাঁহাকে আনন্দ দান করেন।

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্॥

গো শব্দের পঞ্চ প্রকার অর্থ—ইন্দ্রিয়, বেদ, পৃথিবী, গাভী ও গোপ। সুতরাং 'গোবিন্দ' ইন্দ্রিয়ের অধিপতি, তিনি বেদের প্রতিপাদ্য বিষয়, তিনি পৃথিবীর পালন-কর্ত্তা, গাভীর রক্ষক এবং অপ্রাকৃত গোপ-পালক।

শ্রীনাম চেতন বস্তু এবং সকল রসের আকর মূর্ত্তিমান বিগ্রহ। তিনি নিত্য, তিনি শুদ্ধ, তিনি পূর্ণ এবং তিনি মুক্ত। কারণ, নাম ও নামীতে অভেদ।

"যেই নাম সেই কৃষ্ণ ভজ নিষ্ঠা করি,"
এই কথা আপনারা সকলেই শুনিয়াছেন। যদিও নাম ও নামীতে ভেদ নাই—তাহা হইলেও নামী অপেক্ষা নাম অধিক কৃপালু। নামীর চরণে সমস্ত অপরাধ, নামের চরণে সমস্ত অপরাধ, এই সকল অপরাধ হইতে শুদ্ধনাম—উচ্চারণকারীকে মুক্ত করেন। এজন্য তিনি নামী হইতে অধিকতর কৃপালু। শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুর নামাষ্টকের এই শ্লোকে আমরা ইহার প্রমাণ পাই।

বাচ্যং বাচকমিত্যুদেতি ভবতো
নাম স্বরূপদ্বয়ম্।
পূর্ব্বস্মাৎ পরমেব হন্ত করুণং
তত্রাপি জানীমহে॥
যস্তস্মিন্ বিহিতাপরাধনিবহঃ প্রাণী
সমন্তাদ্ভবেৎ।
আস্যেনেদমুপাস্য সোঽপি হি
সদানন্দাম্বুধৌ মজ্জতি॥

(হে নাম, 'বাচ্য' অর্থাৎ বিগ্রহচৈতন্য ও আনন্দময়-বিগ্রহ এবং 'বাচক' অর্থাৎ

কৃষ্ণ, গোবিন্দ ইত্যাদি বর্ণাত্মক তোমার দুইটী স্বরূপ, কিন্তু আমরা এ বাচ্য-স্বরূপ হইতে বাচকস্বরূপকে অধিক কৃপাময় বলিয়া মনে করি ; কেন না, জীবসকল তোমার বাচ্যস্বরূপে কৃতাপরাধ (সেবাপরাধী) হইয়া বাচকস্বরূপ তোমার 'নাম' উচ্চারণ করিবামাত্রই নিরপরাধ হইয়া আনন্দসমুদ্রে নিমগ্ন হন।

এই নাম শুদ্ধভাবে গ্রহণ করিলে উচ্চারণকারীকে তিনি সর্ব্বস্ব অর্থাৎ প্রেমধন পর্য্যন্ত প্রদান করেন।

শব্দসামান্য ও শব্দব্রহ্মের পার্থক্য

'জল' এই শব্দটী আমার পিপাসা দূর করিতে পারে না। 'অগ্নি' এই শব্দটী অগ্নিবস্তু নহে। এই প্রকার অচিৎ জগতে কালের ভিতর যেসকল দ্রব্য আবদ্ধ আছে তাহাদের নাম বা শব্দ উক্তিই বস্তুতঃ হইতে পৃথক্‌ শব্দ ও উক্তির বস্তু এক নহে, এবং শব্দসমূহ লয়, প্রলয়, বিক্রিয়া ও কালাধীন এই চারি দোষে দুষ্ট। তদ্রূপ ইন্দ্রিয়জ্ঞান-জাত শব্দসমূহ। উহাতে এক শব্দের অর্থ এক এক সময় এক এক জনের নিকট অন্যরূপে বিভিন্নার্থবোধক। যেমন,'সন্ধ্যা হইয়াছে— এই কথা শুনিলে কাহারও মনে হইবে যে এখন সান্ধ্য ভ্রমণের সময় উপস্থিত হইয়াছে আবার যিনি ভগবদ্ভক্ত তাঁহার মনে হইবে এই সময় ভগবানের আরাত্রিকাদি করিতে হইবে, আবার কাহারও মনে হইবে 'চল যাই তাস খেলার আড্ডায়'।

শব্দসামান্য অপর ইন্দ্রিয়-চতুষ্টয়ের প্রমাণ-সাপেক্ষ। একটী শব্দ কর্ণদ্বারা শ্রবণ করিলে চক্ষুদ্বারা দর্শন করিয়া সম্যোগ্যেই বস্তুর অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রমাণ লইবার প্রয়োজন হয় এবং চক্ষুদ্বারা দর্শন করিলেও সকল সময় নিশ্চিত হওয়া যায় না, স্পর্শ দ্বারা তাহার আকারাদি অপর ইন্দ্রিয়গণকে সাহায্য করিবার জন্য অগ্রসর হয়। কিন্তু শব্দব্রহ্ম এরূপ নহে। উহা পরব্যোম বা চিদাকাশ হইতে আগত। চেতনভূমিতে ভগবানের নাম, রূপ, গুণ, লীলা ও পরিকর-বৈশিষ্ট্য নিত্য প্রতিষ্ঠিত। নাম -চিন্ময় আর গ্রাম—জড়। নামে চিন্ময়ী লীলা, আর গ্রামে জড়ত্বাদের তাণ্ডবনৃত্য। যাহা অন্য কোন যুগে অন্য কোন যুগাবতার বিতরণ করেন নাই এইরূপ অনর্পিতচর নামপ্রেম প্রদান করিবার জন্য শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর অবতার।

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ
কলৌ।
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্‌।
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ॥

যুগধর্ম্ম

সত্যযুগে ধর্ম্ম চতুষ্পাদ—তপঃ, শৌচ, দয়া ও সত্য। ত্রেতাতে অহঙ্কারে ভগবানের জন্য ধর্ম্ম ত্রিপাদ - শৌচ, দয়া ও সত্য। দ্বাপরে অত্যধিক দম্ভ ও দর্পের নিমিত্ত দ্বাপরে ধর্ম্ম দ্বিপাদ দয়া ও সত্য। কলিতে মাদকদ্রব্য-সেবন ও জীবহিংসাহেতু জীব দয়াহীন। সুতরাং কলিযুগে যুগধর্ম্ম একমাত্র হরিনামই সত্যবস্তু। এই একপাদ বিশিষ্ট ধর্ম্ম ও হরিনামগানেই অপর যুগের ন্যায় সমস্ত সাধ্য হয়,এজন্য কলিযুগের বৈশিষ্ট্য।

মহাপ্রভু গৌরসুন্দর এই হরিনাম ঘরে ঘরে বিতরণ করিয়াছেন। সুতরাং মহাপ্রভুর আশ্রয়ে যিনি ভজনা করেন তাঁহার ন্যায় ভাগ্যবান কে ? তাঁহার ন্যায় গুণী কে ? তাঁহার ন্যায় ধনী আর কে ? এবং তাঁহার ন্যায় সদাচারীই বা কে ?

আরাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্‌।
নারাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্‌॥
অন্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্‌।
নান্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্‌॥

আমি সদগুরু-আশ্রয়ে হরিনাম গ্রহণ করি না বলিয়া সর্ব্বদা ত্রিতাপে দগ্ধীভূত হইতেছি। "অংহঃ সংহরতে ...ঃ" এই শ্লোক আলোচনায় আমরা জানিতে পারি যে, হরিনাম ত্রিজগতের মুকুন্দের অবতারস্বরূপ,পাপপুঞ্জের উচ্চাটনকারী। সুতরাং হরিনামগ্রহণে সকল পাপ দূরীভূত হয় এবং সকল তাপ বিদূরিত হয়।

'সদ্গুরুর আশ্রয়ে হরিনাম করিতে হইবে' একথা শ্রবণ করিলেই সদ্গুরুর লক্ষণ কি ? এই প্রশ্ন মনে উদিত হয়। আমরা মহাজনের প্রশ্নোত্তর হইতে জানি—সেই বস্তু জানাইয়াছেন যে, যিনি আমার অজ্ঞানান্ধকার দূর করিয়া দিব্যচক্ষু উন্মীলিত করেন তিনিই সদ্গুরু। শ্রীগুরুদেব গোলোক বৃন্দাবনের প্রেমসম্পৎ প্রদানকারী কৃষ্ণস্বরূপেরই। সুতরাং এই লক্ষণ নশ্বর নহে, উহা সুনিশ্চিত।

'তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা' ইত্যাদি শ্লোক এবং "নদী সুদুর্গম্ তবং ..." এই শ্লোক আলোচনায় আমরা জানিতে পারি যে, নরজন্ম দুর্লভ হরিভজন আরও দুর্লভ। সেই হরিভক্তের মধ্যে নামগ্রহণকারী আরও দুর্লভ।

যেন জন্মশতৈঃ পূর্ব্বং বাসুদেবঃ সমর্চ্চিতঃ।
তন্মুখে হরিনামানি সদা তিষ্ঠন্তি ভারত॥

ইন্দ্রিয়ের অধিপতি হৃষীকেশের সেবা ব্যতীত ইন্দ্রিয়ের চালনার কোন মূল্য নাই। ১ বাদ দিলে ১০-এর কোন মূল্য নাই। সেইরূপ

"ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুং
দুরাশয়া যে বহিরর্থমানিনঃ"

এই শ্লোক আমাদের আলোচনার বিষয় হওয়া উচিত।

নামগ্রহণেই শ্রীহরি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক তুষ্ট হন। সেইজন্য উহা সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ। এখন এই নামগ্রহণের প্রণালী আমাদের জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক।

নাম-উচ্চারণে বর্ণাশুদ্ধি হইলেও নাম-গ্রহণের কোন ব্যবধান থাকিবে না। ব্যবধান দুই প্রকার - ( ) বর্ণ-ব্যবধান ও (২) তত্ত্ব-ব্যবধান।

বর্ণ ব্যবধান এইরূপ 'হরিকরি' এই স্থানে প্রথম ও শেষ অক্ষরে হরিনাম হইলেও 'রিক' এই ব্যবধান মধ্যে থাকায় নামফলের প্রতিবন্ধক হইল।

তত্ত্ব ব্যবধান। যথা—মায়াবাদ, ধর্ম্ম অর্থ কাম আর নির্ব্বিশেষবাদ এই তিন প্রকারে অপরাধিজনসমূহ হরিনাম হয় না। নামগ্রহণকে সূর্য্যের সহিত তুলনা করা যায়। নামরূপ সূর্য্য উদিত হইলে মায়া-অন্ধকার দূরীভূত হয়। আবার মেঘাচ্ছন্ন হইলে সূর্য্যদর্শন হয় না। মেঘের ছায়া চক্ষের উপর পড়িলে নামসূর্য্য দর্শন হয় না ; কিন্তু মেঘ সূর্য্যকে ঢাকিতে পারে না ; মেঘ খণ্ডবস্তু, সূর্য্য পূর্ণবস্তু। মেঘ না অপসারিত হইলে সূর্য্যদর্শন হয় না।

এখানে মেঘ অর্থে অনর্থ বুঝিতে হইবে। সেই অনর্থ চারি প্রকার—(১) অজ্ঞানতা (২) অসত্তৃষ্ণা, (৩) হৃদয়দৌর্ব্বল্য ও (৪) অপরাধ।

অজ্ঞানতা চারি প্রকার (১) স্বরূপ-ভ্রম, (২) পরস্বরূপ (অর্থাৎ কৃষ্ণ)-ভ্রম, (৩) সাধ্যসাধনস্বরূপ-(হরিনাম) ভ্রম, (৪) বিরোধিস্বরূপভ্রম (যাহাকে না চিনিতে পারে) ; অসত্তৃষ্ণা চারিভাগে বিভক্ত—যথা— (১) ধর্ম্ম, (২) অর্থ, (৩) কাম ও (৪ মোক্ষ।

হৃদয়-দৌর্ব্বল্য চারিপ্রকার—

(১) নিষিদ্ধাচার (২) কুটিনাটি (৩) জীবহিংসা (৪) লাভ পূজা-প্রতিষ্ঠাশা।

অপরাধ চারিপ্রকার—

(১) নামাপরাধ, (২) ধামাপরাধ (৩) বৈষ্ণবাপরাধ (৪) সেবাপরাধ। নামাপরাধ আবার দশবিধ এবং ধামাপরাধ দশবিধ।

বৈষ্ণবাপরাধ চারিপ্রকার। যথা— মহাপ্রসাদের প্রতি অপরাধ, ভাগবত (গ্রন্থ ও ভক্ত) এর প্রতি অপরাধ, গঙ্গাচরণে অপরাধ ও তুলসীর চরণে অপরাধ। সেবাপরাধ বত্রিশ প্রকার।

এই সকল অনর্থ-মেঘ দূরীভূত হইলে জীবের হৃদয়াকাশে নামসূর্য্যের উদয় হয়।

'সত্যং দিশত্যর্থিতমর্থিতো নৃণাং' ইত্যাদি শ্লোক এই প্রসঙ্গে আলোচ্য।

নামের আরাধনায় কৃষ্ণের আরাধনা ও বৈষ্ণবারাধনা। কৃষ্ণের আরাধনায় বৈষ্ণবারাধনা ও নামের আরাধনা এবং বৈষ্ণব-আরাধনায় কৃষ্ণের আরাধনা ও নামের আরাধনা। ইহা আমাদের বিশেষভাবে স্মরণ রাখা উচিত।

(ক্রমশঃ)

আরোহ ও অবরোহপন্থীর গতি

চক্ষপাতে প্রাণপাতে কিবা ফলোদয় ?
সুখে-কিরণে রহি,' ধরণী যদি সহি
তাপে দগ্ধ' নাহি প্রাণ যায়।
শুধু বল হাতে ধ'রে কিবা ফলোদয় ?
(২)
উর্দ্ধ পথে রেটধুম আসনী-নিলয়।
যদি করি জপ যোগ, তু'টি দিন মায়া ভোগ,
শুধু বল শুনল কি হায় ?
বলেতে যেমন হয়, কে ছাঁদিতে পায় ?
(৩)
প্রাণপাত ক'রে লহ' তীর্থ সমুদয়
নানাবিধ অনুষ্ঠান, কাটাইয়া কিংবা দান,
কায়' সদা কিবা লাভ হায় ?
বাতুলের শুধু কথা সার কুলময় ॥
(৪)
আগম পুরাণ পড়' নিত্য পাঠিয়ায়।
পারি যদি পড়িবারে, পণ্ডিত পুঁথিবারে,
পণ্ডিত কিবা ফল তায় ?
সেই ভেকরে বাক্ নিশ্চয় হয় ॥

[illegible]

অতএব ... আবশ্যিক হয়।

[illegible]

শুদ্ধভক্তি মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ

(আকর-মঠরাজ)

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ গজ উত্তর-পূর্বে শ্রীব্রজপত্তনে মায়াপুরের শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্যমঠ বিরাজমান। এই স্থান সংকেত-তীর্থ, শ্রীধামপ্রচারিণী বা শ্রীধামনবদ্বীপ। এই মঠ-গৃহে শ্রীচৈতন্য-মায়াপুর-প্রভৃতি দেবালয়সমূহের, অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের প্রচুর নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র 'নদীয়া-প্রকাশ', সাত্বত-সম্প্রদায়ে অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতি বৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অষ্টোত্তরশত কীর্ত্তন-পাঠাদিযুক্ত মহামহোৎসব সমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তি-ধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশ্যে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই গুরুদ্বারে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দজীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। এই মঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সজ্জন-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি গ্রন্থ ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হয়। এই মঠ হইতে মহানগরীর সর্ব্বত্র হরিকথা-প্রচার, মহানগর-সঙ্কীর্ত্তন, বক্তৃতা, ব্যাখ্যা ও সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞ-মহোৎসবাদি ভক্তদের অনুষ্ঠান হয়। রক্ষক—মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-স্থান মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া সহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীগুরুদেবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী সেবকোত্তম।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী এখানে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান, রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বর দাসাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—গোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

(৭) কাজীর সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপা-প্রাপ্ত শ্রীচাঁদ-কাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক।

(৮) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও রাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান দাস ব্রহ্মচারী।

(৯) শ্রীগৌর গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(১০) মোদদ্রুম-ছত্র গৌড়ের নৈমিষ

মামগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান। শ্রীগৌরনিত্যানন্দের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবঙ্কুবিহারী ব্রজবাসী, ভক্তিভূষণ।

(১১) ভেটিয়া কৃষ্ণকানন

শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী,
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
রক্ষক- শ্রীনবীনানন্দ ব্রহ্মচারী

(১২) কুকুকুটীর—পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া। রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণানন্দ অধিকারী

(১৩) ভাগবত-আসন—পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

এই স্থান হইতে ভাগবতসিদ্ধান্ত প্রদর্শনী প্রচারিত হয়। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৪) একায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ রামধাল, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী ভক্তিবান্ধব

(১৫) মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(১৬) মাধ্বগৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, পোঃ ঢাকা

পূর্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ।

(১৭) গোপালজীউ মঠ—কমলাপুর,(ঢাকা)

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান। রক্ষক—শ্রীনন্দলাল ব্রজবাসী.

(১৮) গদাই গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি (ঢাকা)।

এখানে শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(১৯) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অপ্রাকৃত শ্রীব্রজবর ভাগবতী এম-এ, বি-এল।

(২০) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাধু, (ঢাকা)

এখানে সপরিকরে শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরাধাকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(২১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্য সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীঅবধেশ দাসাধিকারী.

(২২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

কুকুদকোলা, পোঃ ডিবকুণ্ডা, (বাঁকুড়া)

এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী।

(২৩) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকুলিয়া, পোঃ সাধুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে গুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজগন্নাথ ব্রজবাসী ভক্তিরত্ন।

(২৪) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী।

(২৫) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশদহ, পোঃ বক্সীবাজার, (কটক)

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদানন্দ-জীউর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর

(২৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর পুরী,

শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন।

(২৭) পুরুষোত্তম মঠ

আকবুলী, পোঃ পুরী টাউন।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদপ্রাণবল্লভজীউর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগদাধর অধিকারী

(২৮) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌরলীলানাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী দাসাধিকারী।

(২৯) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভূর, পশ্চিম গোদাবরী

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী।

(৩০) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৭২নং কবিরপুরা, বেনারস সিটি

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীমধুসূদন ব্রহ্মচারী।

(৩১) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রৌতী

(৩২) পরমহংস মঠ.

পোঃ নিমসার, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও গৌর-বিনোদ-বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীসত্যনারায়ণ দাসাধিকারী।

(৩৩) কৃষ্ণচৈতন্য মঠ

পুরাণগড়, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

এখানে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিত্য-সেবা হয়। রক্ষক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠ

বঙ্গালীঘাট মথুরা

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি[illegible]

(৩৫) স্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ—শ্রীরাধাকুণ্ড

রক্ষক—শ্রীরাধারমণচরণদাস ব্রহ্মচারী

(৩৬) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৩৭) গোপীবিহারী মঠ

দেববাসী, পোঃ ডোডোন, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব) রক্ষক—শ্রীগোপীবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৩৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪০নং কুতুব রোড, নিউ দিল্লী।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি[illegible]

(৩৯) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল।

এখানে গৌর-বিনোদরায়ের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীনবীনগোপাল অধিকারী।

(৪০) সারস্বত-গৌড়ীয় মঠ

[illegible] নারায়ণপুর, ইউ. পি

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি

(৪১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ রায়পেট্টা মাদ্রাজ।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীপাদ ক্ষমানন্দ ভক্তিবিকাশ

(৪২) বোম্বে-গৌড়ীয়-মঠ কার্য্যালয়

গোয়ালিয়া রোড, চৌপাটি বিল্ডিং, বাংলো নং ১, বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মা মজুমদার।

(৪৩) অমরজি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমরজি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীবিশ্বেশ্বর দাস অধিকারী

(৪৪) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্‌চকা, কামরূপ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী

(৪৫) পাটনা গৌড়ীয় মঠ

১০০ মিঠাপুর, পাটনা।

রক্ষক—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী বাগ্ভূষণ

(৪৬) গয়া গৌড়ীয় মঠ

মিল মাওড়, চাঁদ রোড, গয়া

রক্ষক—উপদেশক শ্রী[illegible]

(৪৭) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠ বালেশ্বর

রক্ষক—শ্রীবনোয়ারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয়

৩ গ্লষ্টার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, এস-ডব্লিউ ৭, লণ্ডন

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন

(৪৯) বার্লিন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

Berlin W. 30
Eisenacher strasse 20 I;

(৫০) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

৩৫০ নং ডালহাউসী ষ্ট্রীট রেঙ্গুন।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম স্কন্ধ হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ পৃথক্‌ ৸৶০
২। অনুভাষ্য বিবৃতি শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। অনুভাষ্য-সহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সজ্জনতোষণী ৭৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸—১৲; ৩য় খণ্ড—৸৹
৪ ৸৹
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—১৲; ২য় খণ্ড ৸৹
৭। শ্রীচৈতন্যদেব—১৲
৮। সংস্কারসার—দীপিকা ও সংস্কার-দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণব ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা)
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধকণ্ঠমালা (তৃতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত বিচার তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষৎ ।০
১৮। বাহ্মণ আনন্দ ।০
১৯। ভাগবতের কৃষ্ণনাম (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৸৶০
২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৸৶০
২২। অর্চ্চন-পদ্ধতি ৷০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও
শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
২৬। গীতার কেবল মূল-ভাষা ৷০
২৭। বৃহদ্ভাগবতামৃত ভাগবতের সারার্থ ২৲
২৮। বেদান্তদর্শনের সারার্থ ৷০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸
৩০। মন-শিক্ষা ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৶০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি ৴০
৪১। গীতাবলী ৴০
৪২। চিত্রে নবদ্বীপ ।১০
৪৩। সাধনকণা ৴০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৴০
৪৬। অর্থপঞ্চক
৪৭। মহাপ্রভুস্থানঃ
৪৮। তত্ত্বসূত্রম্ (৫ম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। শ্রীকৃষ্ণ ৷১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সাধুবার্ত্তা) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৴০
৫৭। ঈশোপনিষৎ (ভাষ্যাদিসহ)
৫৮। সাধুবেশ
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ
৬০। সাধকবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত সারঃ ৷০
৬১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিলাসঃ ০
৬২। প্রমেয় শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৬৩। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৪। সাধুসঙ্গ শিক্ষাষ্টকম্ ৷৶০
৬৫। গৌড়ীয়মঠস্থ পাঠ্যঃ ৴০
৬৬। সারার্থদর্শনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৭। রায় রামানন্দ ৷০
৬৮। এ কিউ গ্লিম্পস্ অব্ বেদান্ত
৬৯। নামভজন ।০
৭০। বেদান্ত—ইটস্ মর্ফোলজি এ্যাণ্ড অন্টোলজি ।০
৭১। থিওসফি অব্ ভাগবত ৶০
৭২। লাইফ এ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।০
৭৩। বৈষ্ণবধর্ম ।০
৭৪। গোল্ডেন গৌড়ীয় মঠ টুওয়ার্ড ৴০
৭৫। দি ভাগবত
৭৬। ভেদিক প্রিন্সিপল্স এ্যাণ্ড আনালিসিস অব্ রিলিজিয়ন ।০
৭৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২।০
৭৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

অসমীয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৭৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮০। সাধন-পথ ।০
৮১। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৮২। গীতাবলী ৴০
৮৩। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৪। শরণাগতি ৴০

তেলগু ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ১৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠ মহাশয়ের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-সংস্পৃষ্ট জীর্ণ শীর্ণকায় মৃত্যুপথযাত্রী পল্লীবাসীর রক্ষাকল্পে একমাত্র উপায় বলিয়াই সকলে আশা করিতেছেন। পাঁচন সেবনে জ্বর দূর হয় এবং পুনরায় জ্বর আসিবার আর কোন কারণ থাকে না। ছোট বোতল ৸০ আনা, বড় বোতল ১৷০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালি-আবিষ্কারক জে. ডি. দত্ত এণ্ড কোং মহাশয়ের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

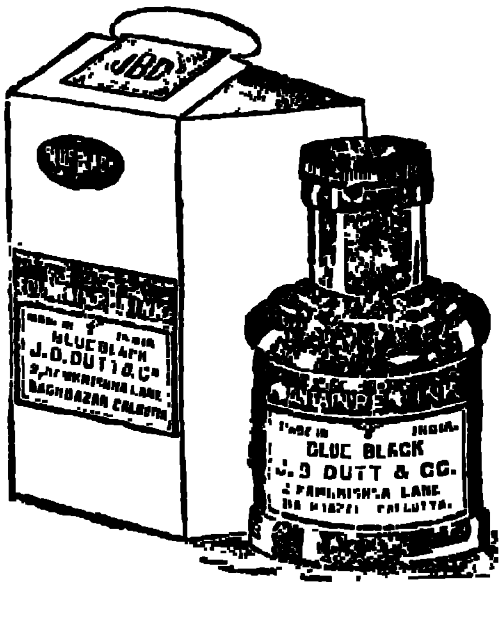

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে. ডি. দত্ত এণ্ড কোং
প্রধান অফিস—২নং পক্ষিশালা লেন, বাগবাজার
কলিকাতা

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বের যুগে এই গ্রন্থখানি পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। প্রমাণাদির অর্থে অকারাদি ক্রমে শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ১০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তশাস্ত্রী-সম্পাদিত ও
শ্রীকৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভারতী এম, এ, এম, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

[ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

[illegible] (Foreward) [illegible] (Prefaces), [illegible] (Contents) [illegible] (Index Glossary) [illegible]

ভিক্ষা—১৫, পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—[illegible] গৌড়ীয়মঠ [illegible], শ্রীগৌড়ীয়মঠ, [illegible], কলিকাতা ; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—[illegible]

২। গৌড়ীয় [illegible]

৩। ভাগবত—[illegible]

৪। পরমার্থী—[illegible]

৫। কীর্ত্তন—[illegible]

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

[illegible]

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার ট্রেনের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৪০,	১০	১,	১৩—২২	১৭—৩৮,	১৯—৩৫
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৫,	১১	.	১৪—০	১৮—৯,	২০—০৫
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৫০	১১	৩,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—১২

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার ট্রেনের সময়

[illegible]

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১২ ১০	১২-৩৪	১৫-১৬	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৫	৯-৩০	১২-১৯	১২-৪২	১৫-৪১	১৮-১৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২০	১০-৩	১২-৫১	১৩-১২	১৬-১২	১৯-১১

রবিনসনের
"পেটেন্ট"
বার্লি

অতি সহজে রোগীদের
শীঘ্রই নিরাময় করিয়া
তুলিতে পারে

জ্বর জ্বর
অবস্থায়
ইহা
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ
প্রতিষেধক

রবিনসনের
"পেটেন্ট" বার্লি
একশত বৎসরের
অধিককাল হইল
বিখ্যাত

B.4

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'উদয়' নবদ্বীপ

দৈ নি ক

R.R. GC 1544

নদীয়াপ্রকাশ
THE
NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচার-নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১০ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১৩ই আষাঢ়, শুক্রবার ১৩৪২. ২৮শে জুন ১৯৩৫ ; ১০০তম সংখ্যা

চৈতন্যোপনিষদ্
—
নূতন আকারে মূল ও
অনুবাদসহ প্রকাশিত
হইয়াছে। কাগজ ও
ছাপা অতি উত্তম।
ভিক্ষা ।০ মাত্র
শ্রীচৈতন্যমঠ,
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

"গৌড়ীয়"
—
৭ম বর্ষ হইতে
১২শ বর্ষ পর্য্যন্ত
বাঁধা বই আকারে
পাইবেন
ভিক্ষা ৩।০ মাত্র।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ
বাগবাজার, কলিকাতা

বিবিধ সংবাদ

—:০:—

নবদ্বীপ হিন্দুস্কুল আরও একটী ছাত্র উত্তীর্ণ

গত ১৭ই জুন তারিখের নদীয়া-প্রকাশে নদীয়া জেলার স্কুলসমূহের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার ফল বাহির হইয়াছে। নবদ্বীপ হিন্দুস্কুলের হেডমাষ্টার মহাশয় তাঁহার ২৩শে জুন (১৯৩৫) তারিখের পত্রে জানাইতেছেন যে, ঐ সংবাদে নবদ্বীপ হিন্দুস্কুলের উত্তীর্ণ ছাত্রদের যে তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে তদ্ব্যতীত শ্রীগৌরবরণ চাটার্জি নামক আরও একটী ছাত্র প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

—

স্পেনের বিদ্রোহীদের বিচার

মাদ্রিদ হইতে প্রকাশ, স্পেনের কাটালোনিয়া প্রদেশের অষ্টুরিয়াস নামক স্থানে গত অক্টোবর মাসে বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছিল। প্রকাশ যে, এই বিদ্রোহের সময় ৩৫০০ জন নিহত হয়। এই বিদ্রোহ সম্পর্কে ৬৫ জনকে সামরিক আদালতে অভিযুক্ত করা হইয়াছিল। আদালত ৪ জনকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। অতিরিক্ত ৩৬ জনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছে। বাকীদের প্রতি ১২ বৎসর করিয়া কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। অবশিষ্ট ১৮জন মুক্তিলাভ করিয়াছে।

—

চৈনিক চিত্রশিল্পীর প্রত্যাগমন

বিখ্যাত চৈনিক চিত্রশিল্পী মিঃ লৌ রাইস্যাব ইউরোপে তাঁহার সাফল্যপূর্ণ চিত্রকলা প্রদর্শনীর পর সম্প্রতি চীনে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। তিনি বার্লিনে ১৯৩৪ সালের

কুচবিহারের মহারাণীর উদারতা

গত পূর্ব্ব রবিবার কুচবিহারের মহারাণী কলিকাতা হইতে বিমানযোগে বিলাত যাবেন বলিয়া কথা ছিল। কিন্তু তিনি অকস্মাৎ দার্জ্জিলিং এ ফিরিয়া আসিয়াছেন। কারণ অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে যে, তিনি যখন দমদমে বিমানে আরোহণ করিতে যাইবেন সে সময় এক ব্যক্তি তথায় আসিয়া মহারাণীর সাক্ষাৎ প্রার্থনা করেন। বিমান ছাড়িতে তখন মাত্র কয়েক মিনিট বিলম্ব ছিল, সুতরাং তাঁহাকে অনুমতি দেওয়া হয় না। তখন তিনি নিজের নাম প্রকাশ করিয়া মহারাণীকে পুনরায় অনুরোধ জানাইতে বলেন। নাম শুনিয়া মহারাণী তাহাকে সাক্ষাতের অনুমতি দেন। লোকটি মহারাণীর নিকটস্থ হইয়া বলেন যে, তিনি বিলাত হইতে তার পাইয়াছেন যে তাঁহার পিতা মৃত্যুশয্যায়। তিনি পিতাকে দেখিতে যাইতে চাহেন। এই বিমানে যাইতে না পারিলে তিনি পিতাকে দেখিতে পাইবেন না। মহারাণী দুইজন আরোহীর টিকেট কিনিয়াছিলেন। উক্ত লোকটির কথা শুনিয়া মহারাণী তৎক্ষণাৎ টিকেট দুইখানি লোকটিকে দেন। তখন ঐ লোকটি এবং তাহার স্ত্রী বিমানে উঠেন। মহারাণী ফিরিয়া আসেন। উক্ত লোকটি বিখ্যাত ব্যবসায়ী আর্চিবাল্ড মায়ারের পুত্র। মহারাণী আগামী শনিবার বিমানে করিয়া বিলাত যাত্রা করিবেন

আগামী মাসে চৈনিক শিল্পকলার যে প্রদর্শনী হয় তাহাতে আর একখানা চিত্র মিঃ লৌ চীন সরকার কর্ত্তৃক বার্লিনে প্রেরিত হয়।

হংকং বন্দরে চীনা যুদ্ধ-জাহাজ

এড্মিরাল চেনএর বিবৃতি

হংকং বন্দরে দুই চীনা যুদ্ধ-জাহাজের উপস্থিতির মূলে (হাইচি এবং হোইশেন্ নামক দুইটী বিদ্রোহী যুদ্ধ জাহাজ) কোনরূপ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য আছে এ'কথা "নানকিং" যুদ্ধ জাহাজের অধ্যক্ষ এড্মিরাল চেন অস্বীকার করেন। তিনি বলেন, নৌ বাহিনী সম্পর্কীয় ব্যাপারে জাহাজগুলি হংকংএ আসিয়াছে এবং ঐ বিষয়ে তাহারা কেন্দ্রীয় সরকার কর্ত্তৃক সম্পূর্ণরূপে সমর্থিত। ক্যাণ্টন সংবাদের প্রতি বিবাদ করিবার তাঁহাদের কোন ইচ্ছা নাই এবং সমস্ত মেরামতকার্য্য শেষ হইয়া গেলেই জাহাজগুলি ক্যাণ্টনে ফিরিয়া যাইবে। ব্যাপারটা দ্বীপের নিকট হাইচি ও হাইশেন এর উপর যে কয়েক রাউণ্ড গুলী বর্ষণ করা হয় তৎসম্বন্ধে এড্মিরাল চেন বলেন যে পলাতক যুদ্ধ জাহাজ দুটি আদেশ লঙ্ঘন পূর্ব্বক হংকং পলায়ন এবং সন্দেহজনক ব্যবহার করায় নিজেরাই নিজেদের বিপদ ডাকিয়া আনিয়াছিল।

কালিম্পংএ ট্রেন-সংঘর্ষের মামলা

গত ৭ই মে তারিখে কালিম্পং লেইট-রোড লেভেলের নিকট একখানি মালগাড়ী ও একখানা যাত্রী গাড়ীর সংঘর্ষের ফলে নয় জন যাত্রী আহত হয়। এসম্পর্কে দার্জ্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ের গার্ড এস-বি ব্যানার্জি এবং জমাদার মিঃ বাহাদুর ছত্রী কর্ত্তব্য কার্য্যে অবহেলার অভিযোগে কালিম্পংএর মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ভাণ্ডারী দে পাধ্যায় আই-সি-এসের এজলাসে অভিযুক্ত হইয়াছে। এর মধ্যে পুলিশ পক্ষে যাত্রী গাড়ীর গার্ড এবং জমাদার ও মাল গাড়ীর ড্রাই-

রাজকোটে ভাজো প্রবল ঝঞ্ঝা

গত মঙ্গলবার রাজকোট সহরের উপর দিয়া প্রবল বারিপাত, মুষলধারে বিদ্যুৎচমক ও ঘন ঘন বজ্রনির্ঘোষ করিয়া এক প্রচণ্ড ঝড় বহিয়া গিয়াছে। এই ঝড়ের ফলে বহু গৃহের চাল উড়িয়া গিয়াছে, শত শত বৃক্ষ উৎপাটিত ও দুইজন লোক বাজ পড়িয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। নবপ্রতিষ্ঠিত কাপড়ের কলের প্রায় একেবারে ভূপতিত হইয়াছে। টিনের চালা উড়িয়া পড়ায় জনৈক শ্রমিক সাংঘাতিকরূপে আহত হইয়াছে। যথাসময় উদ্ধার করা না হইলে লোকটী টিনের পাতগুলির তলে চাপা পড়িয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইত।

কয়েকটী টেলিগ্রাফ পোষ্ট ভূমিসাৎ হইয়া গিয়াছে; স্থানে স্থানে বৈদ্যুতিক তার ছিঁড়িয়া গিয়াছে। ৩০ ঘণ্টার মধ্যে বিদ্যুৎ বন্ধ হইয়া যায়। মিলের ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ৫০০০৲ টাকা। শত শত মজুরসহ ষ্টেট পাওয়ার হাউসের সমস্ত কর্ম্মচারী সংস্কার কার্য্যে লাগিয়া গিয়াছে।

প্রবল ঝড়ে রাস্তা ঘাট জলপ্লাবিত হইয়া গিয়াছিল। এক ঘণ্টার জন্য লোক ও যান বাহনাদি চলাচল বন্ধ ছিল। রাস্তায় এক হাঁটু জল দাঁড়াইয়া যায়, দোকানপাট সব বন্ধ হয়; স্রোতের মুখে বহু বেঞ্চ প্রভৃতি ভাসিয়া যায়। কাথিয়াবাড় ঢাকাবাড়ী এক ঘণ্টার জন্য আটক হইয়াছিল।

সহর হইতে ৮ মাইল দূরে অবস্থিত তেলেগু, ইউনিয়ন ও সমস্ত গ্রামটাই জলপ্লাবনে পরিবেষ্টিত হইয়াছিল।

রাজের 'বনের ঝড়' মাঠের পরিক্রমা ছিল। পরে পুলিশকে অবগতি দিয়া তাহাকে সাক্ষী উপস্থিত করিয়া দেয়

নমো ভগবতে বাসুদেবায়

১৫ই আষাঢ়, শুক্রবার ১৩৪২

সুপরিচিত ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ বাঙ্গালার ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ভারতে বা ফ্রান্সের কোনও নির্জন স্থানে শান্তিপূর্ণ আবহাওয়ার মধ্যে বাস করিবার উদ্দেশ্যে আগামী আগষ্ট মাসের প্রথম ভাগে ইউরোপ যাত্রা করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। তাঁহার ভ্রমণের ইতিমধ্যে সংগ্রহ করা হইয়াছে। তিন মাস কাল তথায় অবস্থানের পর তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিবেন।

— —

চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের হঠাৎ ইউরোপ যাওয়ার একটা গোপন উদ্দেশ্য আছে। তিনি তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'শ্রীকান্তের' জার্মানী ভাষায় তর্জমা নোবেল-প্রাইজের জন্য দাখিল করিবেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জার্মান ভাষার অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কানাইলাল গাঙ্গুলী 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসখানির জার্মানভাষায় তর্জমা করিবার ভার লইয়াছেন। প্রাণের গোপনতম স্থানে সযত্নরক্ষিত যে আশা ও উদ্দেশ্য লইয়া ঔপন্যাসিক মহাশয় ইউরোপ যাত্রা করিতেছেন প্রার্থনা করি যেন তাহা সফল হয়। শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় নোবেল প্রাইজ পাইলে তাঁহার নিজ সম্মানের সঙ্গে বাঙ্গলাভাষার যে গৌরব বৃদ্ধি পাইবে তাহা অতুলনীয়।

— —

শরৎবাবুর বাঙ্গালী হইলেও অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যেখানে ভাবের গভীর অনুভূতির অভাব তাহা সেখানে শব্দলহরী ছুটাইয়া নানা বিচিত্র বর্ণে ও ছন্দে সেই স্বল্প গভীর ভাবকে সুন্দর করিয়া তুলিবার প্রয়াস পায়। ভাবের অভাবকে অনুরঞ্জিত পাঠকগণের এইরূপে লুকাইয়া রাখিবার প্রকৃষ্ট উপায়। কিন্তু 'শ্রীকান্ত' নভেলখানির তেমন কোন অভাব নাই। অন্তরের অনুভূতি দিয়া শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের লেখা সরল স্বাভাবিক ভাষায় সকলের প্রাণস্পর্শ করিয়া উঠিয়াছে। তাহার ভাষার কঠিনতার জন্য ভাব লুপ্ত হয় নাই বরং তাহা সরল ও মধুর ভাষায় সহজ ও স্বাভাবিকভাবে সজীব করা হইয়াছে। নিজ জীবনের অভিজ্ঞতার ফলে তিনি যে চরিত্র অঙ্কনের কৃতিত্ব অর্জন করিয়াছেন তাহা অতুলনীয়। বাঙ্গলাভাষায় 'শ্রীকান্তে'র মত পুস্তক এক অমূল্য সম্পদ।

— —

[illegible] ট্রেন দুর্ঘটনা

গার্ড কর্পোরেশনের একখানি ট্রেন দুর্ঘটনায় পতিত হইয়াছিল ইহার ফলে ৪ জন নিহত এবং ১৬ জন আহত হইয়াছে। আহতদের মধ্যে একজন স্ত্রীলোক। বাথিনগর হইতে যে রেল লাইন গিয়াছে তাহার টাইগার ক্যাম্প ও লোপা স্টেশনের মধ্যবর্তী স্থানে এই দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। এই ট্রেনের মধ্যে অপরিষ্কৃত তৈলের পদার্থে পূর্ণ ৯খানা ওয়াগন এবং একখানি মেলভ্যান ছিল। আহতদিগকে নাসিরাবাদের এংলো-ইণ্ডিয়ান হাসপাতালে ভর্তি করা হইয়াছে।

দশ হাজার টাকার কোকেনসহ মুসলমান গ্রেপ্তার

গত ২০শে জুন সন্ধ্যাকালে আবদুল সত্তার নামে হাওড়া হইতে আগত এক আরোহীকে দিল্লী স্টেশনে দশ হাজার টাকারও অধিক মূল্যের কোকেনসহ গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। আবদুল সত্তার রোটাক অভিমুখে যাইতেছিল। সাব ইন্সপেক্টরের নেতৃত্বাধীনে দিল্লীর আবগারী পুলিশ দিল্লী স্টেশনে তাহাকে খানাতল্লাস করিয়া তাহার নিকট প্রায় দুই সের কোকেন পাইয়াছে। গত দশ বৎসরের মধ্যে এত অধিক কোকেনসহ আর কোন ব্যক্তি ধরা পড়ে নাই।

ত্রিপুরায় প্রবল বৃষ্টি

কয়েকদিন যাবৎ কুমিল্লায় প্রত্যহ প্রবল বৃষ্টি হইতেছে। উত্তরের দিক হইতে ঢল আসায় ব্রাহ্মণবাড়ীয়া মহকুমার কোন কোনও অংশ প্লাবিত হইয়াছে। উহার ফলে সমস্ত ফসল নষ্ট হইয়াছে। আসাম ও শ্রীহট্টের পাহাড় অঞ্চল হইতে যে জলরাশি আসিতেছে মেঘনা ও অন্যান্য নদী নালা তাহা বহন করিয়া কুলাইতে পারিতেছে না। সেইজন্য মেঘনার তীরবর্তী গ্রামসমূহ জলমগ্ন হইয়াছে।

হোটেল ও হাসপাতালে চুরি

গত ২৬শে জ্যৈষ্ঠ রবিবার বহিরাগী হাসপাতাল ও তার নিকট টী হোটেলে এক বাক্সেট চুরি হয়। ভুবন থানার দারোগা বদিরুদ্দিন সাহেবের তত্ত্বাবধানে ফলে প্রকাশ, স্থানীয় পুরাতন দাগী চোর সংবাদের বাটি হতে সমস্ত মালপত্র পাওয়া গিয়াছে। বর্তমানে আসামী ফেরার আছে। তদন্ত চলিতেছে।

ইঞ্জিনীয়ারিং শিক্ষার জন্য সিন্ধী বালিকার আবেদন

দুইটি সিন্ধী বালিকা ইঞ্জিনীয়ারিং শিক্ষা-শিক্ষা করিবার জন্য ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে আবেদন করিয়াছেন। ভারতের স্ত্রী শিক্ষার ইতিহাসে ইহা সম্পূর্ণ নূতন। উক্ত বালিকা দ্বয়ের নাম কুমারী গঙ্গা, এন, হিরোয়ানী এবং কুমারী লক্ষ্মী এন, হিরোয়ানী। তাঁহাদের পিতা স্থানীয় এক উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের শিক্ষক। তাঁহারা উভয়েই আই, এস-সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। এন, ই, ডি কলেজের প্রিন্সিপালের নিকট তাঁহারা ভর্তি হওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করিলে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।

মালয়ের সেলাংগর স্টেটে ভারতীয় নিয়োগ

যুক্তরাষ্ট্র পরিবেষ্টিত বাটীত মালয় যুক্তরাষ্ট্রে চারিটি স্টেট (সেলাংগর, পেরাক নেগ্রি সেম্বিলান ও পাহাং)। প্রত্যেক স্টেটে একটি করিয়া স্টেট কাউন্সিল আছে প্রত্যেক স্টেটের সুলতান নিজ নিজ স্টেটের স্টেট কাউন্সিলের সভাপতিত্ব করেন। সেলাংগর স্টেট কাউন্সিলে এইবার মিঃ জে, আর, বেঙ্কটরাম নামক একজন ভারতীয় নিযুক্ত হওয়ায় সেলাংগরের ভারতীয় সম্প্রদায় অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছেন। মিঃ বেঙ্কটরাম একজন অবসর প্রাপ্ত সিভিল ইঞ্জিনিয়ার। তিনি এবং তাহার স্ত্রী সেলাংগরে যথেষ্ট সমাজ সেবা কার্য্য করিয়াছেন।

—

ডিব্রুগড়ে ব্রহ্মপুত্রের ভাঙ্গন

বর্ষাসমাগমে ব্রহ্মপুত্র আবার পূর্ব্বমূর্তি ধারণ করিয়াছে। পূর্ণোদ্যমে ভাঙ্গন আরম্ভ হইয়াছে। উহার তীরবর্ত্তী বহু ঘরবাড়ী ও দোকান এই ভাঙ্গনের কবলে পড়িয়া ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে। ফলে স্থানীয় লোকজনের বিশেষ দুর্দশা উপস্থিত হইয়াছে। পুরানবাজার এবং দেওয়ানী গাঁওয়ের হাটে যাতায়াত বন্ধ হইয়াছে।

একপক্ষকাল যাবৎ ডিব্রুগড়ে প্রবল বর্ষণ হইতেছে। নদী নালা খানা ডোবায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। জল যদি আরও বৃদ্ধি পায় তবে সহরে এবং উহার পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহে বন্যা দেখা দিবে। সকলে অত্যন্ত উদ্বেগে কালাতিপাত করিতেছে

ইঙ্গ-ভারতীয় বাণিজ্য চুক্তি

লণ্ডনের এক সংবাদে প্রকাশ, গত ৩১শে মার্চ যে সরকারী বৎসর শেষ হইয়াছে, সেই বৎসরে ভারতের আমদানী বাণিজ্যের এক দিক আলোচনার উপর মন্তব্য করিয়া "ফিনান্সিয়াল টাইমস" বলেন, গোলটেবিল বৈঠকে স্যার হিউয়েট ও স্যার ... সিংটন ও ভারতবর্ষের মধ্যে পারস্পরিক সুবিধাদানের ভিত্তিতে বাণিজ্যের অধিকার নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে একটি চুক্তি করার যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তাহা পুনরালোচনা করা দরকার।

ভারতের বৃটিশ মূলধনের সংরক্ষণের জন্য দৃঢ়ভূমি ও অটোয়া ব্যবসায় সুবিধা যতদূর সম্ভব উপযুক্ত ব্যবস্থা করা হইয়াছে; কিন্তু বলা বাহুল্য রাখা হইয়াছে ইঙ্গ-ভারতীয় ও অটোয়া চুক্তি আগামী বৎসর পুনরালোচিত হইবে এবং মেয়াদীর চুক্তিরও মেয়াদ অবসান হইবে; সুতরাং পারস্পরিক ব্যবসায়ের অধিকার ও নির্দিষ্ট পরিমাণ পণ্য বিক্রয়ের সর্ত্তের ভিত্তিতে একটি ব্যাপক বাণিজ্য চুক্তি ছাড়া এই ব্যাপারের আর কি স্বাভাবিক পরিণতি হইতে পারে?

তরুণ ডাকাতের দণ্ড

হাওড়ার অন্তর্গত বালীর ডাকাতি সম্পর্কে ভগবান্ ও বাহাদুর সিং নামক দুইব্যক্তি বর্তমানে যথাক্রমে ৫ ও ৬ বৎসর কারাদণ্ড ভোগ করিতেছে। গত ৪ঠা ডিসেম্বর রাত্রিতে উত্তরপাড়া থানার রঘুনাথপুর গ্রামের তুলসীদাস কয়ালের বাটীতে ডাকাতি করার অপরাধে সম্প্রতি তাহারা চুঁচুড়ার সহঃ দায়রা জজ মিঃ ডি কে মুখার্জ্জী কর্তৃক ৫ বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। লছু ও জ্যোতি নামক অপর দুই আসামীর প্রত্যেকের প্রতি ৮ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডাজ্ঞা প্রদত্ত হইয়াছে। পূর্ব্বদণ্ডকাল উত্তীর্ণ হইবার পর ভগবান ও বাহাদুরকে উক্ত কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে।

অভিযোগে প্রকাশ, ১০ জন ডাকাতের একটি দল নানারূপ অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া দরজা ভাঙ্গিয়া ঘরে প্রবেশপূর্ব্বক বাটীর লোকদিগকে প্রহার করে এবং সিন্দুক ও আলমারী প্রভৃতি হইতে বহু মূল্যবান দ্রব্যাদি লইয়া উধাও হয়। গ্রামবাসিগণ বাটীর মালিকের সাহায্যার্থে আসে কিন্তু ডাকাতদিগের সহিত তাহারা আঁটিয়া উঠিতে পারে না।

৩ দিন পর পর উক্ত দুইটি ডাকাতি সংঘটিত হয়।

দুর্দ্ধান্ত ডাকাত গ্রেপ্তার

অমৃতসরের এক সংবাদে প্রকাশ, গুরুদাসপুরের মহম্মদ সিংহ নামক এক ব্যক্তির সংবাদ অনুসারে জালন্ধরের দারোগা কৃষ্ণ সিং বুংগ সিং নামক একজন দুর্দ্ধান্ত ডাকাতকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

প্রকাশ, ১৯৩৪ সালে আসামী ও অপর কয়েক ব্যক্তি জানুয়ারী ও এপ্রিল মাসে পর পর দুইটি ডাকাতি করে। প্রথম ডাকাতি ত্রিপুরা জিলার রামচন্দ্রপুরের কোন ধনী লোকের বাড়ীতে করা হয়। ঐ ডাকাতিতে প্রায় ২০০০৲ মূল্যের মাল লুণ্ঠিত হয়। দ্বিতীয় ডাকাতি করা হয় ঢাকা জিলার কোন গ্রামে। ডাকাতগণ কোন যাত্রীর নৌকা আক্রমণ করিয়া যাত্রীদিগের নিকট হইতে প্রায় ১৩ শত টাকার মূল্যের জিনিসপত্র লইয়া যায়।

আসামী অতিরিক্ত জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে হাজির করা হইলে ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাকে বিচারার্থ কুমিল্লা চালান দেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
—পারমার্থিক পত্র—
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

[illegible]

১০ম বর্ষ } ১২ বামন গৌরাব্দ ৪৪৯, ১৩ই আষাঢ় বঙ্গাব্দ ১৩৪২, ২৮শে জুন ইং ১৯৩৫ শুক্রবার { ১০০৪ম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

আগামী ১৪ই আষাঢ় ৩০শে জুন রবিবার শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠে ও ভারতের অন্যান্য শাখামঠসমূহে বর্ত্তমান সময়ের শুদ্ধভক্তি সুরধুনী প্রবাহের ভগীরথ ঠাকুর শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ প্রভুর একবিংশ বার্ষিক বিরহ-মহোৎসব কীর্ত্তনমুখে অনুষ্ঠিত হইবে। ঠাকুরের ভজনস্থলী কীর্ত্তনাখ্য গোদ্রুমদ্বীপস্থ (স্বরূপগঞ্জ) শ্রীস্বানন্দসুখদ কুঞ্জ ও নীলাচলস্থিত শ্রীপুরুষোত্তম মঠে উৎসবটী বিশেষভাবে হইবে। এই স্থানদ্বয়ে পাঠ, কীর্ত্তন, বক্তৃতা প্রভৃতি ব্যতীত জনসাধারণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইবে। এতদুপলক্ষে অস্মদীয় আচার্য্যদেব প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর নীলাচলে উপস্থিত থাকিবেন। তাঁহার পাদপদ্মপূজার জন্য শ্রীপুরুষোত্তম মঠের সেবকগণ বিশেষ আয়োজন করিতেছেন। অবগত হইয়া আমরা আনন্দিত হইলাম, তাঁহারা শ্রীল প্রভুপাদের অবস্থানের জন্য চটকপর্ব্বতস্থিত শ্রীমঠে একটী কুটীর নির্ম্মাণ করিয়াছেন। শ্রীপাদ অমৃতানন্দ সেবাবিলাস এই কার্য্যে কঠোর পরিশ্রম করিয়াছেন। অন্যান্য সময়েও আমরা তাঁহার আচার্য্যসেবার আর্ত্তি লক্ষ্য করিয়া আনন্দিত হইয়াছি। আচার্য্যদেবের পাদপদ্ম-সেবাই নিত্যকল্যাণ লাভের একমাত্র উপায়।

পুরী শ্রীপুরুষোত্তম মঠের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রসূন বোধায়ন মহারাজ, শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ দাস বাবাজী মহারাজ, শ্রীপাদ অমৃতানন্দ সেবাবিলাস ব্রহ্মচারী শ্রীমঠে পাঠ, কীর্ত্তন ও ছায়াচিত্রযোগে বক্তৃতা করিতেছেন। পুরীর গৃহে গৃহে যাইয়াও তাঁহারা হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিশ্রীরূপ পুরী মহারাজও শ্রীপুরুষোত্তম-মঠে অবস্থান করিয়া শুশ্রূষু ব্যক্তিগণের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ বগুড়া হইতে 'নর্থবেঙ্গল এক্সপ্রেসে' শ্রীল প্রভুপাদের সহিত মিলিত হন এবং তাঁহার সহিত গত ২৫শে জুন প্রাতে কলিকাতা গৌড়ীয়মঠে উপস্থিত হন। স্বামীজী শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র লস্করাদিসহ ঐ দিবসই 'পুরী এক্সপ্রেসে' যাত্রা করিয়া পরদিবস শ্রীপুরুষোত্তমমঠে উপস্থিত হইয়াছেন। পুরীর জনসাধারণের নিকট স্বামীজী সুপরিচিত। তাঁহার কথাগুলি নগরবাসিগণের দৃষ্টি বিশেষরূপে আকর্ষণ করিয়া থাকে।

শ্রীল প্রভুপাদের সহিত দার্জ্জিলিং হইতে তদীয় অন্তরঙ্গ মহামহোপদেশক পণ্ডিত-প্রবর শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ বি-এ, মহামহোপদেশক অধ্যাপক আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল এম্ এ ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিসুধাকর, মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিসারঙ্গ, উপদেশক আচার্য্য শ্রীপাদ পরমানন্দ বিদ্যারত্ন ভক্তিভূষণ, শ্রীপাদ সজ্জনানন্দ ব্রহ্মচারী প্রমুখ বৈষ্ণবগণ কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে উপস্থিত হইয়াছেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ শ্রীল প্রভুপাদের সহিত দার্জ্জিলিং হইতে 'নর্থবেঙ্গল এক্সপ্রেসে' যাত্রা করিয়া প্রচারার্থ শ্রীল প্রভুপাদের নির্দ্দেশক্রমে বগুড়ায় অবতরণ করিয়াছেন। এই স্থানে স্বামীজী কিছুকাল মহাপ্রভুর শিক্ষা কীর্ত্তন করিবেন।

অদ্য (শুক্রবার) কুচবিহারের মহারাণী কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ দর্শন করিবেন এবং তথায় কীর্ত্তন ও হরিকথা শ্রবণ করিবেন। তিনি এরোপ্লেনে ইউরোপ গত শনিবার জনৈক ব্যক্তিকে তাঁহার বিলাতস্থ মুমূর্ষু পিতার দর্শনের জন্য নিজে এরোপ্লেনের টিকেট ছইটী দিয়া উদারতা প্রদর্শন করিয়াছেন। মহাপ্রভুর উপদেশ অনুশীলনের বিষয় হইলে "জন্ম সার্থক করি' কর পর উপকার" এই উপদেশ-বাণী আমাদের হৃদয়ে আবেশপূর্ব্বক উদারতার ভাব পূর্ণরূপে উদ্বুদ্ধ করিয়া থাকে।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ গত ২৭শে জ্যৈষ্ঠ পাবনায় তিন দিবসকাল পাবনার ডাঃ বিহারীলাল সাহা মহাশয়ের ঠাকুরবাড়ীতে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে রায়-রামানন্দ-সংবাদ পাঠ করেন। স্বামীজী মহারাজের পাণ্ডিত্যপূর্ণ সুসিদ্ধান্ত-পূর্ণ ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলী বিশেষ প্রীতিলাভ করেন।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমী মহারাজ প্রত্যহ সন্ধ্যায় দিল্লী গৌড়ীয়মঠে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন। গত ১৪ই ও ১৬ই জুন স্বামীজী মহারাজ উক্ত গ্রন্থের মধ্যলীলার সনাতন-শিক্ষা হইতে সাধুসঙ্গের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ১৬ই জুন রবিবার শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের [illegible]-মিলন শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর [illegible] পর স্বামীজী মহারাজ—

"[illegible] কথা নিত্য [illegible]।
[illegible]"

—এই [illegible] ১ [illegible] 'চৈতন্যভাগবত' [illegible] কথা [illegible] কর্ম, জ্ঞান, যোগ, তপস্যা, ব্রত, [illegible] কোন উপায়ে [illegible] হইতে পারে না। [illegible] আশ্রয় গ্রহণ করিবেন।

বিধি ও নিষেধ

বিধি ও নিষেধ [illegible]।
[illegible]
সব [illegible] প্রচারিবার।
এই বিধি না মানিলে সর্ব্বনাশ হয়॥
সকল নিষেধ [illegible] না মানিল।
[illegible]
এ নিষেধ [illegible] না থাকিলে হয়।
এই কথা [illegible] পড়ে রহিল॥
বিধি ও নিষেধ [illegible] আছে।
[illegible]
[illegible]
[illegible]
কৃষ্ণ [illegible]।
[illegible]
গুরুসেবা-সুখে [illegible] এই সদাচার।
[illegible]

শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

কৃষ্ণ আমায় পালে, রাখে' জান সর্ব্বকাল। আত্মনিবেদন-দৈন্যে ঘুচাও জঞ্জাল।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১২ মাঘের 'নদীয়াপ্রকাশের' পর

বিবর্ত্ত ও বিকার

"অতত্ত্বতোঽন্যথা বুদ্ধির্বিবর্ত্ত ইত্যুদাহৃতঃ।" যে বস্তু যাহা নহে, তাহাকে সেই বস্তু বলিয়া প্রতীতি করার নাম বিবর্ত্ত। রজ্জু কিছু সর্প নহে, রজ্জুকে সর্প বলিয়া মনে করা 'বিবর্ত্ত'। এই প্রকারে শুক্তি রজত নহে, শুক্তিকে রজত বলিয়া মনে করা বিবর্ত্ত। এই বিবর্ত্তের বিচারে আমরা ইহাও লক্ষ্য করি যে একবস্তুর সহিত অপর বস্তুর ভ্রম হওয়ার [illegible] আবশ্যক। [illegible] অস্তিত্ব নাই, যাহার সম্বন্ধে [illegible] [illegible] কি প্রকারে সম্ভবপর [illegible] অস্তিত্ব এবং [illegible] এ টীর সহিত অপরটীর [illegible]।

ব্রহ্ম, জীব ও জগতের আলোচনা করিতে যাইয়া শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন, জীব বা জগৎ ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ কিছুই নাই, সবই ব্রহ্ম। ব্রহ্ম মায়ামোহিত হইলে জীবরূপে [illegible] হন। তাঁহার এই কথা প্রমাণ করিবার জন্য তিনি [illegible] 'রজ্জুতে সর্পভ্রম' [illegible] উদাহরণ দেখাইয়া বলিয়াছেন [illegible] সেইপ্রকার [illegible] সেই প্রকার [illegible] জীব বা জগৎ [illegible]। তাঁহার এই মতবাদই 'বিবর্ত্তবাদ' নামে [illegible]। আমাদের পূর্ব্বাচার্য্যগণ [illegible] করিয়া আমরা [illegible] সর্প— [illegible] সর্প বলিয়া [illegible] কিছু [illegible] অস্তিত্বহীনের [illegible] কি-প্রকারে?

[illegible] কেন? [illegible]

"[illegible] ব্রহ্মৈব বাস"

[illegible] কিছু [illegible] আছে, [illegible] আছে এবং ঐ আশ্রয় আছে। [illegible] থাকে, [illegible] বিশেষ উদাহরণ।

শ্রী[illegible] [illegible] সৃষ্টি হইয়াছে। [illegible] হইয়া বিবর্ত্তবাদিগণ বলেন যে, জীব ও জগতের পৃথক্ অস্তিত্ব স্বীকার করিলে ব্রহ্মকে বিকারগ্রস্ত বলা হয়। অদ্বৈতবাদী আচার্য্যগণ বলেন,—ঐ আশঙ্কা করিতে হইবে না, ব্রহ্ম কখনও বিকারগ্রস্ত হন না; বিবর্ত্তবাদিগণ যে বলেন, ব্রহ্ম মায়ামোহিত হন তাহাও বিচারসহ নহে। মায়া সর্ব্বদাই বিলজ্জভাবে ভগবানের পশ্চাতে অবস্থান করে সুতরাং ব্রহ্মকে আচ্ছাদন করা তাহার পক্ষে কখনই সম্ভবপর নহে। বিকারগ্রস্ত না হইয়াও ব্রহ্ম কি-প্রকারে অচিন্ত্য-শক্তিবলে জীব ও বিশ্বের সৃষ্টি করিয়া থাকেন, প্রাকৃত জগতের চিন্তামণিতে তাহার একটী দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। চিন্তামণি নানারূপ প্রসব করিয়াও স্বয়ং অবিকৃত স্বরূপে অবস্থান করে। প্রাকৃত বস্তুতে যদি এই প্রকার অচিন্ত্যশক্তি থাকে, তাহা হইলে বস্তুতঃ যে অপ্রাকৃত অনন্তশক্তিশালী এবং অচিন্ত্যশক্তিশালী থাকিবে, ইহাতে বিস্ময়ের [illegible] আর কি হইতে পারে? [illegible] বিবর্ত্তের শাস্ত্র সম্মত ভাবনা বিবর্ত্ত-বাদের আশ্রয় গ্রহণ করিলে [illegible] প্রতিপাদন করিতে যাব।

জীবতত্ত্ব—তটস্থা-শক্তি। সেই শক্তিতত্ত্বকে অচিন্ত্যশক্তির না জানিয়া 'ব্রহ্ম'-রূপে সিদ্ধ করিবার প্রয়াসে ব্রহ্মের বিকার স্থাপিত হইবে মাত্র। অদ্বৈতকুলের দুঃখ-বিমোচনার্থ শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য শ্রীবদের আদেশে ভগবৎস্বরূপ আচ্ছাদিত করিবার জন্য বিবর্ত্তবাদ স্থাপন করিয়া জীবব্রহ্মের সহিত ঐক্য করিয়া ভ্রমময় সিদ্ধান্ত প্রচার করিয়াছেন। [illegible] পরিণামবাদই প্রবর্ত্তিত করিয়াছে।

শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য ব্রহ্মসূত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ পাদ "তদনন্যত্বমারম্ভণ শব্দাদিভ্যঃ"-এর ভাষ্যে "বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ম্" (ছাঃ ৬।১।৪) শ্রুতির বাক্যের উদাহরণ দিয়া পরিণাম-বাদকে দোষযুক্ত [illegible] করিবার বলিয়া [illegible] উত্থাপন করিয়াছেন। প্রকৃতপ্রস্তাবে ব্রহ্মসূত্রে উক্তের [illegible] তাহার [illegible] বিকারত্বে একরূপ পরিণামবাদের [illegible] [illegible] বা [illegible] কাহাকে বলে? —"স [illegible] বুদ্ধিবিকার [illegible]।" একটী সত্য বস্তু হইতে অন্য একটী সত্য বস্তু উৎপন্ন হইলে তাহাকে অন্য বস্তু বলিয়া যে বুদ্ধি, তাহাই বিকার অর্থাৎ পরিণাম। ব্রহ্ম একটী সত্য বস্তু; তাঁহা হইতে তাঁহার অচিন্ত্যশক্তিক্রমে 'জীব'-রূপ একটী সত্য বস্তু ও 'জাগৎ'-রূপ একটী সত্যবস্তু পৃথক্রূপে হইয়াছেন। এইরূপ দৃষ্টান্তে ব্রহ্মের বিকার বা পরিণাম বলা হয়। "[illegible] নিমিত্তেতি [illegible]" এই [illegible] উপ-নিষদের বাণী হইতেই এ ব্রহ্ম [illegible] অভিন্ন-[illegible] শক্তি আছে তাহা সিদ্ধ হয়। সেই শক্তি-ক্রমে তাঁহার সত্যসঙ্কল্প জগদ্রূপে পরিণত হয়, এইরূপ সিদ্ধান্তে কোনও প্রকার দোষ প্রবেশ করিতে পারে না। "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্" (ছাঃ ৬।২।১), "তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়" (ছাঃ ৬।২।৩), "সন্মূলাঃ সোম্যেমাঃ প্রজাঃ সদায়তনাঃ সৎপ্রতিষ্ঠাঃ" (ছাঃ ৬।৮।৪), "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বম্" (ছাঃ ৬।৮।৭) প্রভৃতি উপনিষদ্বাক্যে স্পষ্ট জানা যায় যে, সেই ব্রহ্ম স্বীয় শক্তিক্রমে এই চিদচিদাত্মক-জগদ্রূপে পরিণত "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" এই বেদবাক্য বলিতেছেন যে, জগৎ ও জীব—'উপাদেয়', ব্রহ্ম—'উপাদান'। ভগবৎশক্তির পরিণামবাদের প্রকৃত অর্থ হৃদয়ঙ্গম হইলে ব্রহ্মসূত্রের (১।১।১২) 'আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ' বাণীর সুধা অর্থ আমাদের শুদ্ধ হৃদয়ে প্রকাশিত হইবে।

"সেবা"

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমী মহারাজ]

রসিকশেখরের নাম সেবা। রসিকেন্দ্র রসময়। তাঁহার রসের পুষ্টিসাধন করিতে পারিলে সেবা হয়। যাহাতে রস উৎপন্ন হয় না তাহা রসরাজের সেবা নহে। রস আনন্দ, সেবাও আনন্দস্বরূপ। সেবা আনন্দের বিকাশ। রসরাজের সর্ব্বপ্রধানা সেবিকা তাঁহারই হ্লাদিনীশক্তি; অতএব সেবিকাগণ হ্লাদিনীর কায়ব্যূহ।

সেবা—অখিলরসামৃতসিন্ধু। সেবার 'বিষয়'টি—রসস্বরূপ; আশ্রয়টি তাহার পরিপোষক। উভয়ের মধ্যে রসের উদ্ভব। সেবাই এই দুইয়ের মধ্যে। আশ্রয়ের দিক্ হইতে ইহাকে বলি সেবা, বিষয়ের দিক্ হইতে ইহার নাম লীলা। সেবা ও লীলা একই ব্যাপারের এপিঠ আর ওপিঠ।

সেবার অপর নাম লীলাপরিপুষ্টি। সেবক লীলাসহায়ক। লীলা অনন্তমুখিনী; সেইজন্য সেবাও অনুবর্ত্তিনী বলিয়া অনন্তমুখিনী। লীলা [illegible] সেখানে আর সেবা এই সেবালীলাদের পারস্পর[illegible] লীলা যেরূপ স্বচ্ছন্দগতি, সেবাও তদ্রূপ নিষিদ্ধতার অতীত। একটী আর একটীর অনুসরণ করিয়াও সম-সুর-তাল-লয়ে চলিতে থাকে। লীলা ও সেবা উভয়ে হাত ধরা-ধরি করিয়া চলে। কেহ কাহাকেও পশ্চাতে ফেলিয়া বিশেষভাবে অগ্রসর হইতে পারে না [illegible] তাহাদের সম্পর্ক এমনই আলৌকিকতার দৃষ্টান্তে সমতা।

প্রভুর ইচ্ছার অনুসরণই সেবা। তাঁহার ইচ্ছার কোনও নিয়ম-পদ্ধতি নাই। কেন না তাহা ইচ্ছা। উহার কারণ স্বাধীন শক্তি। নীতি বা বাধা নিয়ম তাহাকে প্রতিহত করিতে পারে না, পারিলে তাহার স্বতন্ত্রতাধর্ম্ম ক্ষুণ্ণ হইয়া যায়—স্বভাব নষ্ট হয়। সেবারও সেইজন্য কোনও বৈধমার্গ নাই। সেবার পথ কেহ বাঁধিয়া দিতে পারে না। এরূপ করিলে সেবা হইবে—ওরূপ করিলে হইবে না, একথা বলা চলে না। কেন না সেবাকে নীতিহীনা ইচ্ছার অনুসরণ করিতে হয়। ইচ্ছাময় যখন নীতির ধার ধারেন না, তখন সেবাই বা বিধিকে লইয়া কি করিবে? ইচ্ছাময় কোনও বিধিতে আবদ্ধ নন বলিয়া সেবারও কোনও নির্দ্দিষ্ট প্রণালী নাই।

সেব্যের স্বরূপানুসারে সেবার রূপ। সেব্যের ধর্ম্ম নির্ণীত হইলে সেবার প্রকৃতি বুঝা যায়। সেব্য লীলাময়—খেয়ালী, সেবা এই খেয়ালের ইন্ধন। প্রতিমুহূর্ত্তে লীলাময়ের নূতন নূতন খেয়াল চাপে,—নূতন নূতন সখ বা সাধ হয়, সেবা তাহা সকলই পরিপূরণ করিয়া দেয়। তাঁহার ক্রীড়া-বাসনার অন্ত নাই, প্রতি মুহূর্ত্তে তিনি নূতন নূতন খেলা খেলিতে চান। সেবা সেই খেলার উপকরণ ও সাথী সংগ্রহ করে। আনন্দপাথিধি ক্ষণে ক্ষণে নব নব ঊর্ম্মি তুলিয়া নৃত্য করিতে চায়—সেবা বায়ুসঞ্চালন করিয়া তাঁহার সেই সাধ পূর্ণ করে। সেবা ক্রীড়াপণ্যসাধকরূপ, সেবা তাঁহার পরিপূরিকা। তিনি ক্রীড়া করিতে চাহিলে সেবা ক্রীড়নক লইয়া হাজির হয়। তিনি বিলাসী, সেবা তাঁহার দূতী—বিলাস-চরিতার্থতার সাহায্যকারিণী। তাঁহার ভোগ-পিপাসায় ভোগ্য সরবরাহ করা সেবার কাজ। সেবাই ভোক্তা ও ভোগের মধ্যবর্ত্তী সম্বন্ধ। সেবাদেবী এইজন্যই সেব্য ও সেবিকা উভয়েরই এত প্রিয়।

সেবার অর্থ বাঞ্ছাপূরণ। সেব্যের মনগত বাসনাটি বুঝিয়া তাহা পরিপূরণ করার নাম সেবা। সেব্যের হৃদয়খানি নখদর্পণে জানিলেই তবে সেবা হইতে পারে। বাসনা মূর্ত্ত হইবার পূর্ব্বেই সেবা তাহার স্বরূপ বুঝিয়া লয় এবং অতিশয় চতুরতার সহিত মুখ হইতে বাহির হইতে না হইতেই তাহা পূর্ণ করিয়া ফেলে। সেবা অতিশয় ক্ষিপ্রা, তাই সে চিরচঞ্চল পুরুষটির সহিত পাল্লা দিয়া উঠিতে পারে। সেব্য যেখানে চঞ্চল সেবাকে সেখানে মন্থর হইলে চলিবে কেন? তিনি চতুর বলিয়াই সেবার নাম চতুরালি। তিনি—সার্ব্বভৌমপতি, সেবাও তাই নৃত্যশীলা। তিনি মুরলীধ্বনি করিয়া ছোটেন, সেবাও ক্ষিপ্রগতিতে তাঁহার অনুধাবন করে।

তাঁহার আকাঙ্ক্ষার শেষ নাই—সেবারও সাধ্যের সীমা নাই। অনন্তধাম অনন্তবৈভবরূপে প্রকটিত হইয়া রহিয়াছে, তাহার সমগ্র সামগ্রীই সেবার নিজের সম্পত্তি বা উপকরণ, কিন্তু সেই সকল

ভাঙ্গি দিয়াও সে লীলাময়ের লীলাপিপাসা মিটাইতে পারে না। সেবার এই অতৃপ্তি তখন সেব্যের তৃপ্তিবিধান করিয়া থাকে। উপকরণের স্বল্পতা ও অপূর্ণতাকে সেবা নিজের প্রাণের অতৃপ্তি দ্বারা পূর্ণ করিয়া দেয়। তিনি অনন্তবৈভব প্রকটিত করিয়াও তৃপ্তি লাভ করিতে পারেন না, কিন্তু সেবার এই অতৃপ্তিরূপ মাধুর্যটুকু পাইয়া তিনি পরম তৃপ্তিলাভ করেন। সেবার এই চমৎকারিতাতেই তিনি বশীভূত হইয়া পড়েন। সেই স্বেচ্ছাময় পুরুষ তখন পরাধীন ক্রীতদাসের ন্যায় সম্পূর্ণ আত্মজীভূত হইয়া যান। সেবার জয়জয়কার হয়। স্বাধীন পুরুষসিংহ বাঁধা পড়িয়াছে, পুরুষ-রত্ন অকিঞ্চিৎকর সেবার বশ্যতা স্বীকার করিয়াছেন দেখিয়া সেবা লজ্জায় সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। সেবা তাহার এই ঔদার্য্যে মুগ্ধ হইয়া তাহার প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট হন। সেবার কিন্তু মনুষ্যের অহোরাম নাই ; সে জানে,—তিনি পুরুষ, স্বাধীন, শক্তিমান, তাঁহার বশীকৃতত্ব তাঁহার ভক্তবাৎসল্যেরই পরিচয়। তাঁহার পুরুষত্বেরই সে-পরিচর্য্যা করে। সেবা যে-ভাবেই থাকুন, সেবা সুষ্ঠু ভাবে তাঁহার পরিচর্য্যা করিয়া থাকে। সেবা যখন সেব্যের স্বাধীনতা-স্বীকারের লীলা প্রদর্শন করে, তখনও সেবা সেব্যের সেবন-চমৎকারিতা প্রদর্শন করে। মহাভাগবতগণের আশ্রয়জাতিনিবন্ধন জড়তা কখনও তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না ; সেবা সেব্যের সমুদয় অবস্থাতেই নব নব ভাবে বিভাবিতা—নব নব উল্লাসে উল্লাসিতা। বিভা নূতন ভাবেই সেবার সৌন্দর্য্য ও বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিতেছে। আশ্রয়-বিগ্রহের বেশ ধারণ করিয়া আত্মগোপন করিতে চাহিলেও সেবার নিকট সেব্য ধরা পড়িয়া যান।

সেবা-রস। এইজন্যই তাহা এত সুস্বাদু. সেবা ও সেবক উভয়ের আনন্দের বস্তু। সেবা উহা পান করিয়া উন্মত্ত, সেবক উহা পরিবেশন করিয়া হৃষ্ট। বিষয় ও আশ্রয়ের উভয়ের প্রিয় বলিয়া সেবার এত গৌরব। তাহাকে সকলেই চাহে বলিয়া তাহার এত মূল্য। সেবা তাহাকে না পাইলে নীরস, শুষ্ক, নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়েন, সেবক তাহাকে ছাড়া বাঁচিতেই পারে না। সেবাই আশ্রয়ের জীবাতু। সেবা না থাকিলে তিনি প্রাণহীন হইয়া পড়েন, তাঁহার অস্তিত্বই লোপ পায়। সেবা ব্যতীত আশ্রয় বলিয়া একটী বস্তু থাকিতে পারে না। 'আশ্রয়' ব্যতীত 'বিষয়' নিরর্থক। বিষয়ের বিষয়ত্ব ও আশ্রয়ের আশ্রয়ত্ব রক্ষা করে এই সেবা। সেবাই বিষয় ও আশ্রয় উভয়কে ধারণ করিয়া লীলাময়ের লীলাকে সার্থক করিয়া রাখিয়াছে। সেবা আছে বলিয়াই তিনি লীলাময়। তাই তো তিনি সেবার কাছে এত ঋণী ! সেবা লীলাময়কে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে অর্থাৎ তিনি নিজের স্বরূপ বজায় রাখিবার জন্য সেবাকে প্রকটিত করিয়াছেন। এই সেবারূপা শক্তিটী তাঁহাকে পালন করিতেছে। সেবা লীলাময়ের সংরক্ষিণী শক্তি—ধাত্রী।

সেবাই লীলার প্রাণ। লীলা বিষয় ও আশ্রয়—এই দ্বিমূলা। সেবা এই দ্বৈতের সম্বন্ধ বা যোগসূত্র, বিষয় ও আশ্রয়ের মিলনে দৌত্য। বিষয় আশ্রয়কে পাইবার জন্য ব্যাকুল, আশ্রয় বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হইতে যায়। 'আশ্রয়' কি শূন্য ধরিয়া 'বিষয়ের' নিকট যাইবে ? সেবাই তাহার অবলম্বন। 'বিষয়'ও সেবার ভিতর দিয়াই 'আশ্রয়'কে স্বীকার করে। এই মিলনে সেবাই দূতী। সেবাই তাঁহাকে রসময় করিয়া রাখিয়াছে। লীলাময়ের যাবতীয় রস ও মাধুর্য্য এই সেবাকে পাইয়া সেবা বাৎসল্যরূপে আবর্ত্তিত হইয়া বিচিত্ররসের সৃষ্টি করে। সেবার এই বহুবিধা মূর্ত্তিতে লীলাময় বহুবিধ রস আস্বাদন করেন। সেবাই রস—সেবার প্রকারভেদে রসের বিভিন্নতা। রসমস্তোগের জন্য তিনি সেবারই মুখাপেক্ষী।

সেবা যখন যে মূর্ত্তি ধরিয়া আসে, রস-রাজ তদনুরূপ মূর্ত্তিতে সেই রস আস্বাদন করেন। সেবাই রসরাজের বিভিন্ন মূর্ত্তিকে প্রকটিত করে। সেবা যখন বাৎসল্যের রূপ ধরিয়া আসে, সেবা তখন স্নেহবিগ্রহ প্রকট করিতে বাধ্য হন। সেবার সখ্যরূপও 'বিষয়'কে সখা করিয়া তুলে। সেবা যখন মাধুর্য্য-রূপে আসে, 'বিষয়' তখন কান্তরূপে ফুটিয়া উঠেন। সেবাই বিষয়কে রূপ দান করে। সেবা বিচিত্রা বলিয়াই সেব্যেরও অনন্তরূপ। সেব্যের প্রত্যেকটি বিগ্রহই সেবার অনুরূপ ভাবে প্রকটিত। সেবার গৌরব-প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি সেবক-বস্তু হইয়া সেবাস্বরূপ মূর্ত্তি ধারণ করেন। সর্ব্ববিধ সেবাগ্রহণ করিবার যোগ্যতা আছে বলিয়াই তো তিনি সর্ব্ব-'বিষয়'। তাঁহার এই চমৎকারিতার জন্যই সেবা তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া তৃপ্ত হয়। সকল রসের 'বিষয়' হইয়া তিনি অদ্বিতীয় রসিকচূড়ামণি হইয়াছেন। তাঁহার এই চমৎকারী রূপের বিকাশের জন্য সেবারই বাহাদুরী। সেবা বিচিত্ররূপা না হইলে পুরুষের এই বিচিত্র রসমূর্ত্তি কে দেখিতে পাইত ? সেবার যতটি প্রকার-ভেদ হইতে পারে, পুরুষের ঠিক তৎসংখ্যক মূর্ত্তি আছে। অথবা সেবা অনন্তরূপা বলিয়া পুরুষের অনন্ত রূপ। সেবাই পুরুষকে উচ্চ্বাসে পড়ে বা নাচায়। সেবা সেবার হাতের পুতুল হইয়া যান বলিয়াই তাঁহার এত মাধুর্য্য। ঈশ্বরের এত স্বতন্ত্রতা সত্ত্বেও ত্রিভুবন তাঁহার চরণে আকৃষ্ট হইয়া রহি-যাছে। সেবার এমন সেবাকে পাইয়া ধন্য ও সার্থক হইয়াছে।

সেবা যেরূপ সেব্যকে রূপ দান করিতে পারে, সেবাও তদ্রূপ নূতন নূতন বাসনা আবিষ্কার করিয়া, সেবার বিচিত্র-রূপ ফুটাইয়া তুলেন—আস্বাদক তাঁহার বিবিধ-আস্বাদন-পিপাসাদ্বারা সেবার বিচিত্র মূর্ত্তি প্রকটিত করেন। সেবা সেব্যের বাসনানু-রূপ আকার গ্রহণ করিয়া তাঁহার তুষ্টিবিধান করে। সেবা কোনও একটী অভিনব লোভলালসা প্রকাশ করিয়া, সেবার নিকট হইতে তদনুরূপ বস্তু আদায় করিয়া লন। সেবা ও সেবার পরস্পরের মূর্ত্তি বিকাশ-শক্তির এই মধুর প্রতিযোগিতার লীলার মধুময় অভিব্যক্তি—রসের অপূর্ব্ব মহত্ত্ব—বিষয় ও আশ্রয়ের অপার আনন্দ। এই বর্ষিত রসেই লীলাধাম প্লাবমান। এত আনন্দই নিখিল সৃষ্টির ধাত্রী। ধামের ধাম তত্ত্ব বৈচিত্র্য এই রসসম্পদ। সেবার অধিষ্ঠানের নাম ধাম। তাই ধামের বিচিত্রতা সেবারসেরই বিভিন্ন বিকাশ। ধামের সমুদয় সামগ্রী রসেরই বিভিন্ন প্রকাশ-বৈভব। সন্ধিনী-শক্তির যাবতীয় পরিণাম—হ্লাদিনী শক্তিরই বিবিধ বিকাশ।

"শ্রীনামতত্ত্ব"

(২)

নামগ্রহণের ফল সপ্তসিদ্ধি-প্রাপ্তি, তাহা আমরা শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষাষ্টকের প্রথম শ্লোকে জানিতে পারি।

'চেতোদর্পণ-মার্জ্জনম্' ইত্যাদি। বিদ্যা-বধূজীবনং নামসংকীর্ত্তনং।

বিদ্যা দুই প্রকার। বর্ত্তমান বিদ্যা—অর্থকরী বিদ্যা সুতরাং তাহা অবিদ্যা। কিন্তু যে বিদ্যা দ্বারা অবিদ্যা দূরীভূত হইলে প্রেম প্রাপ্ত হয় সেই বিদ্যাই পরা বা ব্রহ্মবিদ্যা। সেই বিদ্যাবধূর জীবন শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন।

নামগ্রহণে দেশকালপাত্রের বিচার নাই

"নামামকারি বহুধা নিজসর্ব্বশক্তি-স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ" ইত্যাদি মহাপ্রভুর এই দ্বিতীয় শ্লোকই তাহার প্রমাণ।

নামকীর্ত্তনকারী—তৃণাদপি সুনীচ হইয়া অর্থাৎ দেহেন্দ্রিয়ের অভিমান পরি-ত্যাগ করিয়া, বৃক্ষের ন্যায় ধৈর্য্য ধারণ, অমানী ও মানদ হইয়া নামগ্রহণ করিলে হরিনাম তাঁহাকে কৃপা করিতে পারেন—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥

শুদ্ধ-নাম গ্রহণকারী শুদ্ধা ভক্তি ব্যতীত যথার্থ-কাম পর্য্যন্ত চাহিবেন না।

নামগ্রহণকারী স্বরূপতঃ জানিবেন নিত্য কৃষ্ণদাস এবং নামের স্বরূপ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, এই সম্বন্ধজ্ঞানবিশিষ্ট হইয়া নিরপরাধে হরিনাম গ্রহণ করিবেন। তাহা হইলেই নামের ফল প্রেমলাভ হইবে। তখনই তাঁহার অষ্টসাত্ত্বিক বিকার ও সর্ব্বপ্রকার কৃষ্ণেতর-বিষয়ে বিরক্তি উপস্থিত হইবে এবং তিনি নিত্য আনন্দময় ধামে প্রতিষ্ঠিত হইয়া অহৈতুকী নিত্য-সেবায় নিযুক্ত থাকিতে পারিবেন। কৃষ্ণ-নামে অরুচি হইলে [illegible] কৃষ্ণনামগ্রহণেই রুচি আনয়ন করিবে।

স্যাৎ কৃষ্ণনামচরিতাদিসিতাপ্যবিদ্যা-
পিত্তোপতপ্তরসনস্য ন রোচিকা নু।
কিন্ত্বাদরাদনুদিনং খ
[illegible]

অহো! যাহার রসনা অবিদ্যাপিত্ত-দ্বারা [illegible] অর্থাৎ যে অনাদিকাল হইতে কৃষ্ণবিমুখতা বশতঃ অবিদ্যাগ্রস্ত, তাহার নিকট শ্রীকৃষ্ণনাম রূপ-চরিতাদিরূপ সুমিষ্ট মিছরি রুচিপ্রদ হয় না। কিন্তু যদি আদরের সহিত (অর্থাৎ শ্রদ্ধান্বিত হইয়া) নিরন্তর সেই কৃষ্ণনাম-চরিতাদিরূপ মিছরি সেবন করা যায়, তবে ক্রমশঃ তাহার আস্বাদন উদিত হইয়া রুচি লাভ হয় এবং কৃষ্ণ বিমুখতারূপ অবিদ্যাপিত্তের উপশম হয়।

প্রথমে হরিনাম শ্রবণ করিবে। হরিনাম শ্রবণ করিলে হৃদয় নির্ম্মল হইবে। নির্ম্মল হৃদয়ে নামের রূপ, তৎপরে নামের গুণ, তৎপরে নামের পরিকরবৈশিষ্ট্য, তৎপরে নামের লীলা উদয় করাইবে।

নামগ্রহণের এই সকল ক্রম অনুসরণ করিলে নামে প্রেম আনয়ন করিবে।

নদি নাচে, প্রেম [illegible]
জগৎ নাচায় প্রেমে, যাহা করে পলায়ন।
সাধুসঙ্গে কৃষ্ণনাম এইমাত্র চাই।
সংসার জিনিতে আর কোন বস্তু নাই।
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

"সরস্বতীজয়শ্রী"

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের [illegible] করিয়াছেন, [illegible] হইয়াছে। [illegible] মূল্য [illegible]। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ, বাগ-বাজার, কলিকাতা।

শুদ্ধভক্তি   মঠ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ

([illegible])

[illegible] শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। [illegible] ৬০০ [illegible] শ্রীচৈতন্য [illegible] ইহাতে [illegible] মাধব [illegible] ও [illegible]।

[illegible] প্রধান [illegible] মঠ, [illegible] শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ-[illegible] ও শ্রী [illegible] হইতে [illegible] নদীয়া-প্রকাশ, [illegible] প্রকাশিত [illegible] 'নবদ্বীপ-পঞ্জিকা' [illegible] প্রকাশিত হইতেছেন। [illegible] শ্রীধাম-পরিক্রমা [illegible] হইয়া থাকে। রক্ষক—শ্রীপাদ [illegible] ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং, বড়বাজার ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত শুদ্ধভক্তি-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে [illegible] প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই [illegible] শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ-শ্রীরাধা-গোবিন্দ [illegible] নিত্য সেবিত হন। 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক [illegible] নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। [illegible] পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সম্প্রদান-চতুষ্টয় [illegible], শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি [illegible] ও [illegible] আলোচনা হয়। এই মঠ হইতে মহামহোপদেশক [illegible] সঙ্কীর্ত্তন, [illegible] সর্ব্বত্র [illegible]। রক্ষক—মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-স্থান মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া [illegible] শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ [illegible] সেবাকোবিদ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী এখানে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান, রক্ষক—শ্রীবনমালী [illegible] অধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—গোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

(৭) কাজীর সমাধি-পাট

মুসলমান [illegible], বামনপুকুর (নদীয়া)

এই স্থানে শ্রীগৌরসুন্দর-পদ [illegible] কাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীনরোত্তম ব্রহ্মচারী ভক্তিশোক।

(৮) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও গান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান দাস ব্রহ্মচারী।

(৯) শ্রীগৌর গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রনাথ অধিকারী।

(১০) মোদক্রম ভক্ত "গৌড়ের বৈদিক

মাউগাছি, পোঃ জাহাননগর, (বর্দ্ধমান)।

শ্রীবাসুদেবের ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান। শ্রীগৌরনিত্যানন্দের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবংশীবিহারী ব্রজবাসী, ভক্তিভূষিত।

(১১) তেভিয়া কুঞ্জকানন

শ্রীনৃসিংহদেব পল্লীর নিকটবর্ত্তী, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীনদীয়ানন্দ ব্রহ্মচারী

(১২) কুঞ্জকুটীর—পোঃ কৃষ্ণনগর,

নদীয়া। রক্ষক—শ্রীঅমৃতানন্দ অধিকারী

(১৩) ভাগবত-আসন—পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

এই স্থান হইতে ভাগবতাসনাম গ্রন্থাবলী প্রচারিত হয়। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তালোক, ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৪) একায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হামপাজি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী ভক্তিপ্রভাব।

(১৫) মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুল, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগবিকিশোর ব্রজবাসী।

(১৬) মাধ্বগৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, পোঃ ঢাকা

পূর্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ।

(১৭) গোপালজীউমঠ—কমলাপুর,(ঢাকা)

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান। রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রজবাসী,

(১৮) গদাই গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)।

এখানে শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(১৯) জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীমদ্ভক্তি [illegible] এম-এ, বি-এল।

(২০) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাদ্রু, (ঢাকা)

এখানে মদনমোহন শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(২১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবৈকুণ্ঠ অধিকারী,

(২২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

কুমুরকোণা, পোঃ চিংকুরা, (মানভূম)

এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী।

(২৩) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে গুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজগবন্ধুদাস ব্রজবাসী ভাক্তরত্ন।

(২৪) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী।

(২৫) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁলগলি, পোঃ বক্সীবাজার, (কটক)

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদমদনজীউর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর

(২৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর পুরী,

শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন।

(২৭) পুরুষোত্তম মঠ

ভক্তিকুটী, পোঃ পুরী উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীউর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগদাধর অধিকারী

(২৮) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী দাসাধিকারী।

(২৯) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভূর, পশ্চিম গোদাবরী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—শ্রীবিধাতাচরণ দাসাধিকারী ভক্তিলোচন।

(৩০) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৩২নং কাশীপুরা, বেনারস সিটি

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীসর্বেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(৩১) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় শ্রৌতী

(৩২) পরমহংস মঠ.

পোঃ নিমসার, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পারায়ণ ও গৌরবিনোদ-বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীসত্যনারায়ণ দাসাধিকারী।

(৩৩) কৃষ্ণচৈতন্য মঠ

পুরাণমহল, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

এখানে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিত্য-সেবা হয়। রক্ষক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠ

বঙ্গালীঘাট মথুরা

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ [illegible]

(৩৫) ব্রজস্বানন্দ সুখদকুঞ্জ—শ্রীরাধাকুণ্ড

রক্ষক—শ্রীরাধারমণ [illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৬) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৩৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ

দেবগাছী, পোঃ কোতোয়াল, জেলা গুর্দাসপুর (পাঞ্জাব) রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৩৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং কুতুব রোড, নিউ দিল্লী।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক [illegible]

(৩৯) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল।

এখানে গৌরবিনোদরায়ের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪০) সারস্বত-গৌড়ীয় মঠ

গান্ধীর মাধবপুর, চট্ট, পি

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি

(৪১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ রায়পেট্টা মাদ্রাজ।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বা-গিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীপাদ [illegible] ভক্তিবিকাশ

৪২) বোম্বে-গৌড়ীয়-মঠ কার্য্যালয়

গোয়ালিয়া রোড, ডোটানি বিল্ডিং, বাংলো নং ১, বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ [illegible] মজুমদার।

(৪৩) অম্বরলি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অম্বরাস, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীমাধবের দাস অধিকারী

(৪৪) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্‌চকা, কামরূপ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী

(৪৫) পাটনা গৌড়ীয় মঠ

১০০ মিঠাপুর, পাটনা।

রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী বাগভূষণ

(৪৬) গয়া গৌড়ীয় মঠ

মিল সাইড, চাঁদ রোড, গয়া

রক্ষক—উপদেশক শ্রীসর্বেশ্বর ব্রহ্মচারী

(৪৭) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠ বালেশ্বর

রক্ষক—শ্রীমনোহরদাস ব্রহ্মচারী

(৪৮) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয়

৩ গ্লাডস্টোন হাউস, কনওয়াল গার্ডেন্স, এস-ডব্লিউ ৭, লণ্ডন

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন

(৪৯) বার্লিন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

Berlin W. 30

Eisenacher strasse 20 I,

(৫০) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

৩৫০ নং ডালহৌসী ষ্ট্রীট রেঙ্গুণ।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৶০
২। অনুভাষ্য সহিত শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। অমৃত-প্রবাহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সজ্জনতোষণী ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ।০ ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০;
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—১৲; ২য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব—১৲
৮। সৎক্রিয়াসার—দীপিকা ও সংস্কার-দীপিকা ১।০
৯। জৈবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিবর্ত্ত-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষৎ ।০
১৮। বামন-আলবর ।০
১৯। ভাগবতের কৃষ্ণাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৸৶০
২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৸৵০
২২। ভজন-রহস্য
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ ৩ (বাঁধা) ৩৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
২৬। গীতার কেবল মূল-ভাষ্য ।০
২৭। বৃহদ্ভাগবতামৃত সানুবাদ ২৲
২৮। বেদান্তসূত্রের মাধ্বভাষ্য ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷০
৩০। দীন-দিনদর্পণ ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা ।০
৪০। শরণাগতি ৴০
৪১। গীতাবলী ৴০
৪২। চিত্রে নবদ্বীপ ১।০
৪৩। সাধনপথ ৴০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৴০
৪৬। অর্চ্চনপদ্ধতি ৴০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। [illegible] ৶১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৴০
৫৭। ঈশোপনিষৎ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীপুরুষমেধ ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। মাধববাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যলীলামৃত সারঃ ।০
৬১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিজিতঃ ।০
৬২। সটিক-শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৬৩। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৪। সানুবাদ শিক্ষাষ্টক ৷৶০
৬৫। গৌড়ীয়মঠ পাঠঃ ৴০
৬৬। সারার্থদর্শিনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৭। রায় রামানন্দ ।০
৬৮। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন্ বেদান্ত ।০
৬৯। নামভজন ।০
৭০। বেদান্ত—ইটস্ মর্ফলজি অ্যাণ্ড অণ্টলজি ।০
৭১। [illegible] ৶০
৭২। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৭৩। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৪। গোল্ডেন গৌড়ীয়মঠ টুর্‌ ৴০
৭৫। দি ভাগবত ।০
৭৬। ইয়োরোপিয়ান মিশন অ্যাণ্ড আমেরিকান মিশনরি ।০
৭৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২।০
৭৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম ভাগ) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৭৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮০। সাধন-পথ ।০
৮১। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৮২। গীতাবলী ৴০
৮৩। শরণাগতি ৴

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৪। শরণাগতি ৴

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় বঙ্গ পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। প্লীহা লিভার সংযুক্ত জ্বালাদি এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অব্যর্থ সাধক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ আনা, বড় বোতল ১৷৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত আবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে. বি. দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউন্টেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। উহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ। জে. বি. দত্ত এণ্ড কোং ম্যানুফ্যাক্চারার্স,—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার কলিকাতা

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের বিসম্বাদ যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের উৎপত্তি, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে শব্দানুক্রমণিকা ও শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীযতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তাচার্য্য-সম্পাদক ও
মঃ কৃষ্ণপ্রিয় ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ ভক্তিশাস্ত্রী এম. এ., এম. আর. এ. এস., কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

(ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

[illegible] কলেজের [illegible] অধ্যাপক [illegible] আচার্য্য [illegible] শ্রীমন্মহাপ্রভুর [illegible] Forward [illegible] Preface), বিষয় তালিকা (Contents) [illegible] Index Glossary [illegible] ভিক্ষা—১৫, পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—[illegible] গৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার কলিকাতা ; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জেলা—নদীয়া।

শুদ্ধভক্তির অপ্রাকৃত পত্র

১। THE HARMONIST—[illegible] ইংরেজী পাক্ষিক পত্রিকা [illegible] গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

২। গৌড়ীয়—[illegible] সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা [illegible] টাকা মাত্র।

৩। [illegible] ভিক্ষা [illegible]

৪। পরমার্থী—[illegible] সম্পাদিত [illegible] পাক্ষিক। [illegible] হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা [illegible] টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—[illegible] সম্পাদিত। [illegible] হইতে প্রকাশিত [illegible] ভিক্ষা [illegible] টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

[illegible] ১২, [illegible] মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে : বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চমৎকার বোর্ডিং [illegible] বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬, টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিদেশী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট,
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

আমাদের বিশেষত্ব

আমাদের এই ভারা বার্লী আধুনিক উন্নত বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুযায়ী মেশিনে এবং সেই শক্তিবান বার্লী বিশেষজ্ঞ শ্রীযুক্ত টি, সি, বসু মহাশয়ের চাক্ষুষ ও সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধানতায় প্রস্তুত। ইঁহারাই একমাত্র বিজ্ঞ কর্ম্ম দক্ষতায় একদিন এসিয়া মহাদেশের সুপ্রসিদ্ধ বিস্কুট ও বার্লী প্রস্তুত কারক স্বনামধন্য স্বর্গীয় (শ্রীযুক্ত) কে, সি, বসু মহাশয় বিস্কুট ও বার্লী প্রচলন করিয়া জগতে আদর্শ স্থানীয় হইয়া ছিলেন। এই ব্যবসায় ইঁহার অভিজ্ঞতা ১৬ বৎসরের ও অধিক কালের। ইহা হস্ত স্পৃষ্ট নহে।

টি, সি, বসু এণ্ড কোম্পানী লিঃ
ভারা ভিটাফুড ফ্যাক্টরী
পোঃ বাগবাজার কলিকাতা

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৪৯,	১০—৫১,	১৩—২	১৭—৪৮,	১৯—৩৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৬,	১১—৩,	১৪—০	১৮—২,	২০—০৪
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৮—১৩	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৩,	২০—১২

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

রবিবার ব্যতীত

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১২-১০	১২-৩৪	১৫-৩৪	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১২-১৯	১২-৪২	১৫-৪২	১৮-৫৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-৫১	১৩-১৪	১৬-১২	১৯-১১

সচিত্র

নবদ্বীপ পঞ্জিকা

ভিক্ষা—মাত্র ৫০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ

পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীমায়াপুর—পো: শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈনিক

R.N. Gc 1544

নদীয়া প্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচার-নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১০ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১৪ই আষাঢ়, শনিবার ১৩৪২ ২৯শে জুন ১৯৩৫ ১০১তম সংখ্যা।

ছান্দোগ্যোপনিষৎ
... অক্ষরে মূল ও ... অনুবাদসহ প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি উত্তম। ভিক্ষা ।০ মাত্র
শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

"গৌড়ীয়"
৩য় বর্ষ হইতে ১২শ বর্ষ পর্য্যন্ত পাওয়া যাইতেছে। বার্ষিক ভিক্ষা ৩॥০ মাত্র।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ
বাগবাজার, কলিকাতা

বিবিধ সংবাদ

—:•:—

ইঙ্গ-জার্ম্মাণ নৌ-বল আলোচনা
সাধারণ চুক্তির উপক্রমণিকা

সরকারী ইস্তাহারে প্রকাশ যে, গত ১৮ই জুন তারিখে বৃটেন ও জার্ম্মাণীর পরস্পরের মধ্যে [illegible] সম্পাদনের পর উভয় দেশের মধ্যে নৌ বল সম্বন্ধে আরও আলোচনা চলিয়াছে; উভয় দেশের সরকারী প্রতিনিধিগণের মধ্যে চুক্তিপূর্ণ যেরূপ বন্ধুত্বের মনোভাব লইয়া কথাবার্ত্তা হইয়াছে [illegible] সেইরূপ মনোভাব লইয়া আলোচনা করা হইয়াছে। ভবিষ্যতে কোন্ রকম যুদ্ধ জাহাজের সংখ্যা কত হইবে তৎসম্বন্ধে এবং ভবিষ্যৎ নৌ-নির্ম্মাণ পরিকল্পনা সম্বন্ধে পূর্ণ এবং অকপট আলোচনা হইয়াছে।

নৌ বলের মাত্রা নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে ভবিষ্যৎ সাধারণ চুক্তি সম্পর্কে জার্ম্মাণীর মতামত ও বৃটিশ গবর্ণমেন্টের প্রস্তাব সম্বলিত একটী বিবৃতি সংশ্লিষ্ট শক্তিবর্গের নিকট গোপনে পাঠান হইবে। জার্ম্মাণ ও বৃটিশ প্রতিনিধিগণ যে সব মতামত আদান প্রদান করিয়াছেন তাহা অবশ্য পরীক্ষামূলক, কারণ অন্যান্য নৌ শক্তিবর্গ যে মনোভাব অবলম্বন করিবে তাহার উপরেই ভবিষ্যৎ আন্তর্জাতিক নৌ-বল সম্মেলনের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নির্ভর করিতেছে।

—

হুগলী জেলে ফাঁসি

গত ২৫শে জুন প্রত্যুষে হুগলী জেলে ফুলচরণ কুর্মীর ফাঁসি হইয়া গিয়াছে।

কুর্মী একজন বেকার ছিল। চাকুরী যোগাড়ের জন্য সে চটকলের সর্দ্দার মহাদেওকে পাঁচটী টাকা দেয়। উক্ত সর্দ্দার নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে চাকুরী সংগ্রহ করিতে পারে না, অধিকন্তু তাহাকে টাকা ফেরৎ দিতেও অস্বীকৃত হয়। ইহাতে কুর্মী অত্যন্ত রুষ্ট হয়। ফলে গত ৮ই ডিসেম্বর মহাদেও নদী হইতে স্নান করিয়া ফিরিবার সময় কুর্মী একখানা ছোরা দ্বারা তাহার তলপেটে আঘাত করে।

পুলিশ হেফাজত হইতে বন্দীর পলায়ন

ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সদস্য সেথ তাহেরকে রাজদ্রোহের অভিযোগে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪ (ক) ধারা অনুসারে এক গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বলে বোম্বাই হইতে গ্রেপ্তার করিয়া কলিকাতায় আনয়ন করা হয় নাগপুরের ২ জন কনেষ্টবলের হেফাজতে তিনি কলিকাতায় প্রেরিত হন কিন্তু তিনি উক্ত কনেষ্টবলদ্বয়ের হেফাজত হইতে পলায়ন করেন।

প্রকাশ, সন্দেহবশে ধৃত ঐ ব্যক্তি হাওড়া পৌঁছার পর তাঁহাকে লালবাজারে পুলিশের সদরে চিত্তরঞ্জন এভিনিউ দিয়া লইয়া যাইবার সময় তিনি সহসা তাঁহাদের অজ্ঞাতসারে পার্শ্ববর্ত্তী এক বাড়ীতে প্রবেশ করেন ও সেই বাড়ীর মধ্য দিয়া পলায়ন করেন।

গোয়েন্দা পুলিশের কর্ম্মচারীবৃন্দ মঙ্গলবার রাতে কলিকাতার অনেক বাড়ীতে খানাতল্লাস করেন কিন্তু সন্দেহবশে ধৃত ঐ ব্যক্তির কোনও সন্ধান এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই।

সন্দেহবশে ধৃত ঐ ব্যক্তির সন্ধান ও গ্রেপ্তারের জন্য ৩০ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হইয়াছে।

রাধাচরণকে পাকড়াও করিবার ব্যবস্থা

আলীগড় হইতে খবর পাওয়া গিয়াছে যে, কুখ্যাত দস্যু রাধাচরণকে গ্রেপ্তার করিবার চেষ্টায় পুলিশ আপেক্ষ [illegible] অঞ্চল চষিয়া ফেলিতেছে, কিন্তু সে এখনও সদম্ভে [illegible] বিচরণ করিয়া বেড়াইতেছে। একবার সে অভিযুক্ত হইয়াছিল; কিন্তু সেশনের বিচারে সে মুক্তি পায়। ঐ মামলায় যাহারা তাহার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দান করিয়াছিল, সে এখন তাহাদের উপর প্রতিশোধ লইবার চেষ্টায় আছে। তাহার সম্পর্কে পুলিশকে খবর দিবার চেষ্টা করিয়াছিল এরূপ অনেককে নাকি সে ভবলীলাসাঙ্গ করিয়া দিয়াছে। এই দুর্দ্দান্ত দস্যুকে পাকড়াও করিবার জন্য সশস্ত্র পুলিশবাহিনী আনিয়া জেলার স্থানে স্থানে মোতায়েন করা হইয়াছে ও ১০টী নূতন পুলিশষ্টেশন বসান হইয়াছে। পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট রাধাচরণকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য ১০০০৲ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছেন—এদিকে দস্যু প্রবরও নাকি পুলিশ কর্ম্মচারীদিগকে তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করিয়া এই মর্ম্মে চিঠি দিয়াছে যে, যে তাহাকে ধরিবার জন্য চেষ্টা করিবে, তাহার (দস্যুর) হস্তে তাহার (পুলিশ কর্ম্মচারীর) প্রাণনাশ নিশ্চিত।

বৃটেনে ভীষণ গরম

লণ্ডন হইতে প্রকাশ বৃটেনে [illegible] উত্তাপ ভয়ঙ্কর বাড়িয়া গিয়াছে। অসহ্য শীত পড়ার পরেই এইরূপ অত্যন্ত গরম পড়ায় জনসাধারণের পক্ষে উহা দুঃসহ হইয়া উঠিয়াছে। গত ১৮৭১ সালের পর জুন মাসের মধ্যে এত গরম আর কোন বৎসর দেখা যায় নাই। গত ২৩শে জুন রাত্রে লণ্ডনে সর্ব্বাধিক উত্তাপ ৯০ডিগ্রী হইয়াছিল। কিন্তু পর পর দুই দিনের গরমের আধিক্য এরূপ হইয়া গিয়াছে যে উহা ১৮৭১ সালের 'রেকর্ড' অতিক্রম করিয়াছে। বৃটেনের অনেক অংশে দিবাভাগে উত্তাপ খুব বেশী। বাকিংহামে ৮৮ ডিগ্রী ও লণ্ডনে ৮৬ ডিগ্রী উত্তাপ উঠিয়াছিল, গতকল্য লণ্ডনে উত্তাপ ৮১ ডিগ্রী উঠিয়াছে এবং উত্তাপের ফলে অনেকের মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

স্কটল্যাণ্ডের অনেক অংশেও ভীষণ গরম পড়িয়াছে। স্কটল্যাণ্ডের অনেক স্থানে উত্তাপ ৯০ ডিগ্রীর উপরে উঠিয়াছে। সেখানে [illegible] স্নান করিবার সময় [illegible] লোক ডুবিয়া মারা গিয়াছে।

ডাকাত দলের সাহস ও [illegible] সংবাদ

[illegible]

নীলাম ইস্তাহার

প্রথম মুন্সেফ আদালত

মোকাম কৃষ্ণনগর

নীলামের দিন ৮ই জুলাই ১৯৩৩

(১)

১১ মনিজারী ৩৫ দাবী ৩৬৸/৯

ডিঃ সুধীর বেওয়া সাং চাঁদসড়ক

দেঃ মুরালীসেখ সাং চাঁদসড়ক পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালীর কৃষ্ণনগর গ্রামে ১৪১৮ খতিয়ানে -১৫শঃ জমী ৩।৶৫ জমা দেঃ ।০ অংশ মূল্য আঃ ১৭৫৲

(২)

২০৭ বাংজারী ৩৫ দাবী ১৪।০

ডিঃ অনাথনাথ মুখোপাধ্যায় সাং দেপাড়া

দেঃ ননীগোপাল চক্রবর্ত্তী সাং পোঃ দেপাড়া

থানা কালীগঞ্জের দেবগ্রাম মৌজার ২৭৪৭ খতিয়ানে ১০১শঃ জমী ১।০ জমা মূল্য আঃ ৫৲

(৩)

৬৭১ বাংজারী ৩৫ দাবী ৪১৸/০

ডিঃ নারায়ণচন্দ্র সরকার সাং পোড়াগাছা

দেঃ জহরা খাতুন বিবি সাং ভাতজাংলা পোঃ আনন্দনগর

থানা কোতয়ালীর পূর্ব ভাতজাংলা মৌজার ১৮১ খতিয়ানে ১৭-৪১শঃ জমী ২৭৸/৬ জমা দেঃ ।০ অংশ মূল্য আঃ ২০৲

(৪)

৫০৫ বাংজারী ৩৫ দাবী ২৬৸/০

ডিঃ মৌলভী হবিবউল্লা সাং খামারপাড়া

দেঃ কেশব হালদার সাং গোবরাপোতা পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালীর গোবরাপোতা গ্রামে সরকারী রাস্তার দক্ষিণ ১ বিঘা জমী মায় দুঃখানী চালাঘর, গোয়ালঘর প্রভৃতি সাজ-সরঞ্জাম সহ জমা ৩৶১০ মূল্য আঃ ১০৲

(৫)

১৫২২ বাংজারী ৩৫ দাবী ১০০৸/৯

ডিঃ ঐ

দেঃ ঐ

থানা নবদ্বীপের ভালুকডাঙ্গা মৌজার ৩২১ খতিয়ানের জমীর মধ্যে ১০ বিঘা জমীর জমা ৭৫৶১০ মূল্য ১৫০৲

(৬)

১৫২৩ বাংজারী ৩৫ দাবী ২৯৮৫

ডিঃ সতীশচন্দ্র হালদার দিং সাং বাবলা

দেঃ হরেন্দ্র কৃষ্ণ দে বোং ভালুকডাঙ্গা পোঃ পূর্ব্বস্থলী

থানা নবদ্বীপের ভালুকডাঙ্গা মৌজার ৬৩৭ খতিয়ানে ১৬৩০ বিঘা জমী ২০৪৷৶০ জমা মূল্য আঃ ২৫০৲

(৭)

২২৩ বন্ধকীজারী ৩৪ দাবী ৩১০৸/৬

ডিঃ রাধালদাস বাক্‌চি সাং গোকুলনগর

দেঃ হরিপদ ভট্টাচার্য্য সাং গোকুলনগর পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জের গোকুলনগর ও চকবেগে মৌজার ৩৪৮ খতিয়ানে ৯-৩৮শঃ জমী মূল্য আঃ ১০০৲

(৮)

৭৩০ বন্ধকীজারী ৩৫ দাবী ১১৯৭৸৩

ডিঃ কুমারখালী ব্যাঙ্ক কৃষ্ণনগর

দেঃ প্রবোধগোপাল মুখোপাধ্যায় সাং গোয়াড়ী পোঃ কৃষ্ণনগর

১৯২৩সালের ২৯শে সেপ্টেম্বর তারিখের বন্ধকনামামতে কোতয়ালীর গোবিন্দসড়ক মধ্যে ১১১০ খতিয়ানে -৩৬শঃ জমী ২৸২ জমা মায় ভিতরের ও নিয়ের পূর্ব্বদিকের অংশে ছোট ঘর এবং ১টী রান্নাঘর ১টী কাছার ঘর, ছোট বারান্দা, প্রাচীর পায়খানা মূল্য আঃ ৭০০৲

(৯)

৭৩১ বন্ধকীজারী ৩৫ দাবী ১১১৫৸/৩

ডিঃ ঐ

দেঃ যামিনীকান্ত অধিকারী সাং ও পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালীর কাঠালপোতা গ্রামে ৫৩৫২ খতিয়ানে ১১শঃ জমী ৸৫ জমা মায় পাকা ইমারত ঘর ২টী দালান ১টী পাকা পায়খানা ১টী প্রাচীর ২৫হাত রোয়াক ইত্যাদি আম্র গাছ ৩টী মূল্য আঃ ৮০০৲

(১০)

১৬৮৫ মনিজারী ৩৪ দাবী ২৩৬৷/৩

ডিঃ ধনপতি ভট্টাচার্য্য সাং বেলপুকুর

দেঃ অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় সাং ও পোঃ বেলপুকুর

১। থানা কোতয়ালীর বেলপুকুর গ্রামে ৭২৯১৯২ খতিয়ানে ৮৫শঃ জমী ব্রহ্মোত্তর মূল্য ৫০৲

২। ঐ গ্রামে ৭৫ খতিয়ানে ১১শঃ জমী ৷৶০ জমা মায় আকর আওলাত মূল্য ২০৲

দ্বিতীয় মুন্সেফ আদালত

নীলামের দিন ৮ই জুলাই ১৯৩৫,

(১)

৩৬৯ মনিজারী ৩৫ দাবী ২৫৸/০

ডিঃ বিমলাচরণ মুখোপাধ্যায় সাং মুড়াগাছা

দেঃ পাচুবিবি সাং পোঃ মুড়াগাছা

থানা নাকাশীপাড়ার মুড়াগাছা গ্রামে ৫৮৭ খতিয়ানে -৬৭শঃ জমী ৮।০ জমা মায় কাঁঠাল বৃক্ষাদি সহ মূল্য আঃ ১০৲

(২)

৪৩৪ মনিজারী ৩৫ দাবী ১৯৩।৶৬

ডিঃ অশ্বিনীকুমার ঘোষ সাং বহিরগাছি

দেঃ তপসা বিবি দিং সাং বহিরগাছি পোঃ মহৎপুর

থানা চাপড়ার বহিরগাছি গ্রামে ৬১ খতিয়ানে দেনদারের ৸৶৫ অংশে ৯-১৪শঃ জমী ২২৸৩ জমা মূল্য আঃ ২০০৲

(৩)

১৪৮৭ বাংজারী ৩৪ দাবী ৭১৪৶০

ডিঃ নৃসিংহচন্দ্র পালচৌধুরী সাং চক-হাবিশালা

দেঃ রাধারাণী দাসী সাং ও পোঃ চাকদহ

নদীয়া কালেক্টরীর ২৮৬৬ তৌজী দেউনিয়া মৌজার ২০নং পাথুরী মৌজার ৩৫৩নং লক্ষীগাছা মৌজার ১৯৮নং ও বৃত্তি-হুদা মৌজার ৫৮৬ খতিয়ানে ডিক্রীদার অধীন ।/৶// অংশে ১০১৷৸/৮ ও /২৮।৭ অংশে ২৭/৯ জমা মূল্য আঃ ১০০৲

সশস্ত্র ডাকাতির অভিযোগ

১৮ই সেপ্টেম্বর তারিখ রাত্রিতে ফলগার মণিমোহন মণ্ডল নামক জনৈক ধনী ব্যাক্তির বাড়ীতে ডাকাতি করিবার অভিযোগে আলীপুরের সহকারী দায়রা জজ মিঃ এস সি চক্রবর্ত্তী জুরীদের মত গ্রহণ করিয়া হারাণ সেখকে পাঁচ বৎসর এবং কৃষ্ণ মাঝা ও অপর চারজনের প্রত্যেককে তিন বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। তদুপরি আসামীদের প্রত্যেকে ২০০৲ টাকা অর্থদণ্ড অনাদায়ে আরও একবৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। হারাণ দাগী অপরাধী বিধায় কারাগার হইতে মুক্তিলাভের পর তাহাকে দুই বৎসর কাল পুলিশের নজরবন্দী হইয়া থাকিবার নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। আজিজ ও অপর একজন মুক্তি পাইয়াছে।

অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ যে, ডাকাতেরা মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রাদি লইয়া উক্ত বাড়ীতে বলপূর্ব্বক প্রবেশ করে এবং বাড়ীর লোকজনদিগকে মারপিট করিয়া নগদ টাকাকড়ি ও ৩৫০০৲ টাকা মূল্যের অলঙ্কারপত্র লইয়া চলিয়া যায়। আলীপুর গোয়েন্দা বিভাগের দারোগা রাধমদয় কবিরাজ মামলার তদন্ত করিয়া রফেকুল নামক জনৈক লোককে গ্রেপ্তার করেন। সে একটী জবানবন্দী প্রদান করে, ফলে অন্যান্য লোকদিগকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং অলঙ্কার পত্রের কতক অংশ উদ্ধার করা হয়।

ফরিয়াদী পক্ষে পাব্লিক প্রসিকিউটার মিঃ জে কে মুখার্জ্জি ও মিঃ ভোলানাথ দাস উপস্থিত হইয়াছিলেন। মিঃ বঙ্কিম নাথ আঢ্য ও হরেকৃষ্ণ পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন।

বিহার উড়িষ্যার পল্লী-উন্নয়ন প্রচেষ্টা

ভারত সরকার পল্লী উন্নয়নকার্য্যে যে একক্রোটি টাকা ব্যয় করিবেন, উহা হইতে বিহার উড়িষ্যাকে ১২,৫০,০০০ টাকা দান করিয়াছেন। এই অর্থ নিম্নোক্তভাবে ব্যয়িত হইবে:—পল্লী অঞ্চলের রাস্তাঘাটের ব্যবস্থায় ৬,০০,০০০ টাকা, পল্লী অঞ্চলে জল সরবরাহ ৫,০০,০০০ টাকা, উত্তর বিহারে বিভিন্ন রোডে ১,০০,০০০টাকা। পল্লী মঙ্গল প্রচেষ্টা ৫০,০০০ টাকা।

বালিকার শোচনীয় মৃত্যু

শেখপুরার নিকটবর্ত্তী গ্রামে ধানের কলে এক শোচনীয় দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। এই দুর্ঘটনার ফলে মহাশিংএর দফাদার সর্দ্দার সুরাটন সিংহের একটি ৪ বৎসর বয়স্ক কন্যা মারা গিয়াছে।

বালিকাটি অন্যান্য কয়েকজন লোকের সহিত কলঘরে গিয়াছিল। কলটি বলদের দ্বারা চালিত হয়। একজন লোক বালিকাটিকে ঘুরপাক খাইয়া আনন্দলাভ করিবার জন্য একটি চাকার উপর বসিতে দেয়। হঠাৎ বালিকাটী নীচে একটি গর্ত্তের মধ্যে পড়িয়া যায়। এইখানে কলের আর একটি চাকা বসান ছিল। তখনই কল থামাইয়া বালিকাটীকে তোলা হয়। কিন্তু দেখা যায় যে, আঘাতের ফলে সে মারা গিয়াছে।

প্রতারণার অভিনব ফন্দী

শিবপুর থানার পুলিশ এক কৌতুক-কর প্রতারণার অভিযোগ সম্পর্কে তদন্ত করিতেছে।

অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ, কিছুদিন পূর্ব্বে একজন হিন্দুস্থানী হিন্দু লতিফান বিবি নাম্নী এক বৃদ্ধার বাড়ীতে একখানি ঘর ভাড়া করে। তথায় এক সপ্তাহ অবস্থানের পর সে ঐ বৃদ্ধাকে বলে যে, তাহার কাণে যে ইয়ারিং আছে, তাহাতে অত্যন্ত ময়লা জমিয়াছে। যদি সে বিশ্বাস করিয়া কয়েক ঘণ্টার জন্য সে উহা তাহাকে দিতে পারে তবে সে উহা পরিষ্কার করিয়া আনিয়া পুনরায় তাহাকে প্রত্যার্পণ করিবে। বৃদ্ধা ঐ প্রস্তাবে রাজি হইয়া তাহাকে ইয়ারিং প্রদান করে। কয়েক ঘণ্টাপর লোকটী একটী পাত্রে তরল পদার্থের মধ্যে ঐরূপ ২টী ইয়ারিং লইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করে। উক্ত তরল পদার্থ এসিড বলিয়া লোকটী বৃদ্ধাকে সতর্ক করে। সোণা পরিষ্কার ও বিশুদ্ধ করার জন্য দ্রব্যাদি ক্রয় বাবদ ঐ রমণীর নিকট হইতে ঐ ব্যক্তি ৮টী টাকাও গ্রহণ করে। পরে কোন কারণে স্ত্রীলোকটির সন্দেহ হওয়ায় সে তদন্ত করিয়া জানিতে পারে যে, ঐ ইয়ারিং দুটি সোণা নির্ম্মিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

[illegible]

১০ম বর্ষ | ১৩ বামন গৌরাব্দ ৪৪৯, ১৪ই আষাঢ় বঙ্গাব্দ ১৩৪২, ২৯শে জুন ইং ১৯৩৫ শনিবার | [illegible] সংখ্যা

ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ

একবিংশ-বার্ষিক-বিরহস্মৃতিবাসরে দীনেশ প্রার্থনা

মানবের মাঝে করুণ-হৃদয়,
জগতের কাছে মহা-মহোদয়,
কত জন আসে, কত চ'লে যায়,
সাময়িক কাজ সেরে।
দিয়ে যায় তারে দৈহিক আরাম,
ক্ষুধা-পিপাসার ক্ষণিক বিরাম,
করে বহু দাতা এসে হাসপাতাল,
ধনাদি প্রদান ক'রে॥ ১॥

দেহ ও মনের দান বহুদিন,
জগতের তাহে অতি অনুকূল,
দান করে দেহ মনাদি বহন,
তার বলে মহাজন।
জগতের যত সুধন-ভিখারী,
যে-জন সংসার পোষণে কাণ্ডারী,
তার মনে করে অতি উপকারী,
চির আপনার জন॥ ২॥

সংসারী সে-সবে ক'রছে পোষণ,
সংসার-নাশক যেই সাধুজন,
অধোমুখ করে সংসার-জীবন,
(হায়) অরি মনে করে তায়।
সংসার পাতায়ে সুখের স্বপন,
দেখিবারে চাহে সেই মূঢ়গণ,
সাধুজনে পাছে ভাঙ্গে সে স্বপন,
করে সদা সেই ভয়॥ ৩॥

সুতরাং যত মনো-দেহধারী,
এ ভব-কারার প্রধান আসামী,
কারাবাসকাল যেই ধনধারী,
ধন দিয়ে করে দীর্ঘ।
বন-বাসী যত কারাবাসিগণ,
তাহারেই বলে দাতা মহাজন,
মহামায়ার দ্বি-র বিশেষণ,
চলে পাছে শ্রী ত স্বর্গ॥ ৪॥

আজি বঙ্গগণ সুখদ-প্রভাতে,
ভক্তিফুলে যাঁ'রে দিতেছে পূজিতে,
এঁ'র দয়া নহে সেইরূপ ক্ষুদ্রে,
শোন তাঁ'র দান গীত।
"ভারত-ভূমিতে জনম যাহার,
জনম সার্থক করি' আপনার,
অবিচারে কর পর উপকার",
এই তাঁর দান-রীতি॥ ৫॥

মনোহর দয়া করি' কত ধনী,
করে মানবেরে বহুদিন ঋণী,
দুই মনে পেয়ে কনক-কামিনী,
ডুবিবে ভবার্ণব পুনঃ।
এঁ'র দেয় ধন বহু ভাগ্যফল,
পাবে না মানব ত্রিলোক খুঁজিলে,
ছুঁইলে যে ধন যাবে নাক চ'লে,
প্রেমধন দিল তেন॥ ৬॥

শ্রীপ্রসাদ পথ্যাদি জীবগণে,
শ্রীনাম ঔষধ সদা বিতরণে,
অশোক প্রাবিত হেথায় স্থানে,
ভক্ত-কুটী নবদ্বীপ।
নবকুলে পদ-কৃপা-পরশে,
নাশিকা 'দুষ্কর্ম-পাপী' দূরে রেখে,
সু'সম্বাদ-বাণী স্বরা প্রকাশে,
এ দান সদয় হৈয়া॥ ৭॥

হেন দয়াময় করুণ-হৃদয়,
ভক্ত-মন্দাকিনী আনিয়া ধরায়,
সগর-বংশ—সংসারী কুলে,
করিলেক পরিত্রাণ।
তাঁহারই বিরহে আজি সমারোহে,
ভক্তগণ দেখ ভক্তি-গীত গাহে,
(তাই) সুখদ ভজন ভক্তিময়-বিরহে,
নাই কোন বিলাপন॥ ৮॥

প্রকৃত আনন্দ দেখা হ'তে মিলে,
প্রকৃত সুখের বন্ধ দ্বার খুলে,
আনন্দ স্বপন যেন কুঞ্জতলে,
(আজি) ভক্তবৃন্দ মাতোয়ারা।
আজি যে আভাষ, করে মনপ্রাণ,
সাগরের পারে কাঁদিয়া আকুল,
ভক্তিবিনোদ-পদে ভক্তিফুল
দানিতে প্রবেশ হায়রে॥ ৯॥

মন্বাধার-মণি সন্মাতে দেখিল,
ব্রজধামে আছি তাঁহারে ভুঁইয়া,
শ্রীভক্তিবিনোদ-চরণ পূজিয়া
না মাগি ভক্তি-বিন্দু।
ভক্তি-বিন্দু ভক্তি-বিনোদ,
তাঁর পদ পূজি' না পাও সন্তোষ,
ভবসিন্ধু হ'তে ভক্তি-বিনোদ,
জুটে নাই মোর বন্ধু॥ ১০॥

করুণা মাগে এ ভক্তজনে দীন,
হে ভক্তিবিনোদ, ভক্ত, প্রবীণ,
ভক্তিধামে কর সেবায়তে লীন,
অন্তরে বাঁধিয়া দুঃখ।
ব্রহ্মানন্দ কৃষ্ণসেবানন্দ-পানে,
খাদ্যোতের সম ভাবাও এ মনে,
(যেন) ধারাবাহে যা'ক' শুদ্ধ সঞ্চেতনে,
আর নাহি যদি দুঃখ [illegible]
বিনাশি' ভক্তি বিরোধী প্রতীপে,
জীবনদিশার জীবনীবাদ-দীপে,
ভক্তি সিদ্ধান্ত-পদে প্রাণ সঁ'পে,
শ্রবণ-কৃপা-কীর্তন।
থাকি চিরব্রত—এই অভিলাষী,
(ওহে) দানকমূল শ্রীকৃষ্ণবিনোদি।
অবোধেরে আজি আপনার জানি',
মাগি তব শ্রীচরণে॥ ১২॥

—শ্রীরাধাকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

সকলের পূজনীয় সেই মহাজন,
ভাবিবার বাকী নাই উ'হারে কাহার,
ভক্তিবিনোদ তিনি গৌরশ্রেষ্ঠ জন,
মধ্যাহ্ন ভাস্কর হতে অগোচর করে ? ১০॥
তাই আজি মোরা সবে একত্র হইয়া,
দণ্ডিত অন্তরে দেখা হ'বে কৃতাঞ্জলি,
পদ-পদ্মোপরে প্রণতি করিয়া,
পূজন চরণে তাঁ'র সেই পুষ্পাঞ্জলি॥ ১১॥

—শ্রীনবভারত বন্দ্যোপাধ্যায়

বিরহ গীতি

(আজ) শারদ-'মন্দরে নারদ-বাদিরে,
গৌড়ীয়ের মন্দিরে, কাননে, প্রাঙ্গনে,
[illegible]
মহোৎসবের মত করে 'কেশের কারণে ? ১॥
কার গুণ গীত, আর কার জয় গান,
কার আনন্দ-[illegible] করিতে সন্ধান,
কার পূজা [illegible] এক অভাবে সম্মান,
কার [illegible] ? ২॥
শত-শতগণ আজ কাহার চরণে,
[illegible] করিছে প্রদান,
কা'র [illegible] মনে,
মহামহোৎসব [illegible] ? ৩॥
কার উপকার [illegible],
[illegible] তাঁ'র [illegible],
কার [illegible] জীব-হিত-তরে,
[illegible] জানিয়া আপন [illegible] ? ৪॥
[illegible] জীব-[illegible],
[illegible],
সেলোক [illegible] ? ৫॥
সিদ্ধ [illegible] করিয়া সহায়,
গৌর-জন্ম-তিথি কেবা কৈল আবিষ্কার,
প্রতীচ্যে কবিতা কার প্রেরণায়,
অসংখ্য বৈষ্ণব গ্রন্থ রচিত কাহার ? ৬॥
প্রদীপ আলোকে কার, মহোমোহকারী,
প্রচারের 'নগ' হয়, পাষণ্ডেরা সব,
নদীয়ায় পলাইছে [illegible],
কে'র শুদ্ধ বৈষ্ণবের অপূর্ব বৈভব ? ৭॥
অভিমানে [illegible],
ভক্তি [illegible],
[illegible],
কাহার কৃপায় হ'ল ভক্ত সমুদ্র ? ৮॥
নামের মাহাত্ম্য আর ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব,
জাগতে জীব প্রতি অসীম কৃপায়,
যে করিল আপনারে, প্রকাশি' একত্ব,
তাঁহারে পূজিতে কার মন নাহি চায় ? ৯॥

কৃষ্ণ আমার পালে, রাখে' আর সর্বকাল। আত্মনিবেদন-দৈন্যে ঘুচাও বিলম্ব।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৩ মাধব অব্দঃ শ্রীগৌরাব্দ ৪৪৯

পরাৎপর গুরুদেবের বিরহ স্মৃতি

শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

ভগবানের কথা বলিবার বুদ্ধিমত্তার হিংস্রগণের বিবোধন প্রধানার্থে যে দয়ার প্রাকট্য হয়, তাহাই ভক্তিবিনোদ দয়া। এই দয়া কোমল চিত্তের স্বাভাবিক দেহ স্বীকৃত করে এবং উহা সর্ব-বিষ্ণুভক্তের আশ্রয়; সকল দিকে আছন্ন হইয়া এই দয়া পরমানন্দ প্রকাশ করিয়া থাকে। এই দয়ার শাস্ত্রবিচার সমন্বিত হইয়া থাকে। এই দয়া সমস্ত দান করে এবং হৃদ বহিঃস্থিত হিংস্র উদারতা বিধান করিয়া থাকে। এই স্বভাব দয়া মাধুর্য্য সাধনার সম্পূর্ণ থাকিয়া বিবোধনার্থের 'বিবোধন-কার্য্যে' মুখ্য ভোক্তাভিমান দুষ্ট স্বরূপই হয় নাই দেখিয়া। শুধু অহৈতুকী দয়া নহে, বিরাজমানা এই দয়া ও যখন ভক্তিবিনোদ চতুর্দিকে প্রকাশিত আছন্ন হইয়া গৌর ও গৌরপার্ষদগণের স্থানমাত্র আছন্নের আলোক-শাস্ত্রে বঞ্চিত হইয়া মনোধর্ম্মের প্রচুর প্রদর্শন করিতেছিল যখন গৌরজন বলিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠাকারীগণ সকলে শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত হারাইয়া কামকণ্ডুয়নে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল—যখন নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণবগণ বিরোধ করিয়া বলিয়া বিভেদিত হইতেছিল, ফলে ভক্তিমুখ জীবগণের বাস্তব সার্থকতা, সেই কাল ও অভীষ্ট গোস্বামীকে শুদ্ধভক্তির সমাজের সমাদর উন্নত নাই উদ্ধার আবশ্যক হইয়াছিল, ঠিক সেই সময়ে—পরমার্থসংসারের সেই জীবন মুহূর্ত্তে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু ইচ্ছায় তাঁহার ভক্তিবিনোদ দয়া ও পার্ষদগণের প্রাকৃত বীর্য্যের অভিব্যক্তকর্তা ও সেবা এবং মুলসঙ্কীর্ত্তন সজ্জের অপূর্ব চিহ্নের প্রভাব, তথা শুদ্ধ-শাস্ত্রের আশ্রয়ে নিত্যের সেবা-চমৎকারিতা-প্রদর্শনকল্পে বীরবলের প্রকট-লীলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ঐ ভক্তিবিনোদ দয়া সেবনীয় ও বাস্তব রূপাপ্রকৃতি-সাধনের অপরাধের কালিমালিপ্ত মবাবধী দূরে অপসারিত করিয়া অপরাধীকে শীঘ্র বৈষ্ণব দর্শনের সুযোগ দিয়াছিলেন। সৌভাগ্য ক্রমে সেই ভক্তিবিনোদ দয়াকে পরাৎপর গুরুপাদপদ্মরূপে জানিবার সুযোগ আমাদের হইয়াছে। সেই দয়ার বিগ্রহ স্বাভাবিক পাপে-পঙ্কে-জীবকাল প্রাণকে অবস্থান করিয়া কেবল ও অপরের দুঃখে কি-প্রকারে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ উপকার করা যায় তাহা 'ভক্ত-কল্পে' শিক্ষা দিয়াছেন। সচ্চিদানন্দলীলায় বিগ্রহের সেবায় সর্ব্বক্ষণ নিযুক্ত থাকিয়া অপরের দুষ্টি ও গতি আকর্ষণ করিলেও ঐ কারণটি হইয়া থাকে। যিনি এই সেবায় নিযুক্ত, তিনি—সচ্চিদানন্দ-ভক্তিধারাই যে ভক্তিবিনোদ হয়, তাহা প্রদর্শন করিয়া সচ্চিদানন্দ—ভক্তিবিনোদরূপে পরিচিত হন। ঐ কাহিনী আচার্য্যদেবের। যে ভক্তিবিনোদ দয়াকে আমরা পরাৎপর গুরুরূপে জানিতে পারিয়াছি তিনি শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর নামে পরিচিত। ভক্তি-শিক্ষক আচার্য্যগণের মধ্যে এই আচার্য্য-দেবের অন্তরঙ্গ-সঙ্ঘ সেবকগণ সর্ব্বদাই লক্ষ্য করিয়া থাকেন।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের দয়ার অন্ত নাই। তাহা অসীম বলিয়া তাহার কুল-কিনারা পাওয়া যায় না। তাঁহার দয়ার সম্বন্ধে যতই আলোচনা করা যায়, ততই বিস্ময়ে আপ্লুত না হইয়া থাকা যায় না। ঠাকুরের প্রকট কালে আমার ন্যায় যাঁহাদের তাঁহার পাদপদ্মসমীপে উপস্থিত হইবার সৌভাগ্য হয় নাই, তাঁহারা যদি ঠাকুরের শরণাগতি, কল্যাণ-কল্পতরু, গীতাবলী, গীতমালা, শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত, মহাপ্রভুর শিক্ষা, জৈবধর্ম্ম, তত্ত্বসূত্র, ভজনরহস্য, হরিনামচিন্তামণি, ভাগবতার্কমরীচিমালা, নবদ্বীপশতক, নবদ্বীপ-ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ আলোচনার সুযোগ পান, তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন—তিনি ঐ গ্রন্থাবলির প্রত্যেকটিতে আমাদের জন্য পরম-বাস্তব সংবাদ দিয়াছেন। অন্যপথ খুঁজার মূল্য দেখে না; বরং তাহা জানাইতে পারে। ঠাকুর আমাদের জন্য যে পরম সম্পদ রাখিয়া গিয়াছেন আমাদের ন্যায় পরম-বিস্ময় সম্পূর্ণ অজ্ঞগণের পক্ষে তাহা জানিবার সম্ভাবনা নাই বলিয়াই কৃপাময় ঠাকুর তাহা জানাইবার জন্য শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুবরকে গৌরকিশোরাদেশরূপে জগতে প্রেরণ করিয়াছেন। এই খানে আমরা গৌরশক্তি ভক্তিবিনোদ দয়ার পূর্ণ-বিকাশ দেখিতে পাই। অপ্রকট-কালে অবস্থান-কালেও যে প্রকাশ-বিগ্রহের ভিতর দিয়া ভক্তিবিনোদ দয়া প্রকটিত থাকিয়া আমাদের মঙ্গল বিধান করেন, এই ঘটনা তাহার জাজ্জ্বল্য প্রমাণ। বস্তুসিদ্ধি-সময়েও সেবকগণকে নিরন্তরভাবে 'প্রতারিত করিয়া' "কৃষ্ণভক্ত-বিরহ বিনা দুঃখ নাহি দেখি" এই শিক্ষার আদর্শ প্রদর্শনপূর্ব্বক ভক্তিবিনোদ দয়া আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকেন। এই যে অপ্রকট-মুহূর্ত্তেও স্বরূপের প্রাকট্য, ইহা যাহ ভক্তিবিনোদ দয়ার পক্ষেই সম্ভব এবং ইহা এক অনির্ব্বচনীয়-চমৎকারিতা।

শ্রীগৌরধাম, শ্রীগৌরনাম ও শ্রীগৌর-কাম-সেবায় ভক্তিবিনোদ দয়ার চমৎকারিতা প্রস্ফুটিত। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ সর্ব্বত্র গৌরনাম প্রচার করিয়া এবং বিশ্বময় এই নামের প্রচারকার্য্যে উপযুক্ত পাত্রের উপর ভার অর্পণ করিয়া গৌরনাম-সেবা সম্পাদন করিয়াছেন। শ্রীগৌরধাম শ্রীমায়াপুর আবিষ্কার করিয়া তথায় গৌরসেবা প্রকাশ এবং উপযুক্ত পাত্রের উপর শ্রীধামোজ্জ্বল-সেবার ভার অর্পণ করিয়া শ্রীগৌরধাম-সেবার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি ও অন্যান্য গ্রন্থে শ্রীগৌরনাম-সঙ্গ ও শ্রীরূপানুগগণের শিক্ষা বহুল প্রচার করিয়া এবং উপযুক্ত পাত্রদ্বারা প্রচার করাইয়া ঠাকুর শ্রীগৌরকাম পরিপূরণ করিয়াছেন।

আগামী কল্য অমাবস্যা। এই অমাবস্যা তিথিতেই বাংলা ১৩২১ সালের ৯ই আষাঢ় বেলা দ্বিপ্রহরের সময় শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বহির্দ্দৃষ্টিতে লীলাসংবরণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের মধ্যাহ্নিকলীলায় প্রবেশ করেন। অমাবস্যা তিথিতে চন্দ্র সূর্য্যকরণের সহিত বাস করেন। ঠাকুরের এই তিথিতে নিত্য-লীলায় প্রবেশ কৃষ্ণচন্দ্রের সেবা-বিরহের সহিত শুদ্ধভক্ত-চন্দ্রমার একত্র বাসের তাৎপর্য্য প্রদর্শন করিতেছে। অমাবস্যার যেমন অন্ধকার ঠাকুরের বিরহে ভক্তগণের হৃদয়ে যে বিপ্রলম্ভের উদয়, তাহাই প্রকাশ করিয়া থাকে। এই বিপ্রলম্ভ বাহ্যতঃ প্রাকৃত লোকের ন্যায় প্রতীয়মান হইলেও উহাদের মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ বিদ্যমান। বৈষ্ণবগণের বিপ্রলম্ভভাবে প্রাকৃতের দেহের অনুভব নাই, অপ্রাকৃত কৃষ্ণসেবার কারণ্য স্মৃতি-সহযোগে যাহা হৃদয়ে জাগ্রত হইয়া ক্রমে উন্নতপথে চালিত হয়। তাহাতে সেবার চমৎকারিতাই পূর্ণরূপে বিকশিত হইয়া থাকে। সুতরাং বিপ্রলম্ভে প্রাকৃত লোকের দেহের স্থানে অপ্রাকৃত সেবার বিকাশই হইয়া থাকে। অমাবস্যা রজনীর কৃষ্ণবর্ণ কৃষ্ণাঙ্গের ভক্তগণের যে বর্ণ, তাহাতে আত্মস্বরূপ দর্শন করি। বিপ্রলম্ভ কৃষ্ণভক্তির স্মৃতিতে ভক্তদের উজ্জ্বল আলোকে সেবকের প্রাণ উদ্ভাসিত হইয়া থাকে। আবার কৃষ্ণচতুর্দ্দশী পরি-স্ফুট হইয়া থাকে বৃষভানুসুতার তপ্তকাঞ্চন বর্ণের সংযোগে। এই তপ্তকাঞ্চনবর্ণা বার্ষভানবীদেবীর শরণ-সৌন্দর্য্য ভক্তগণকে কৃষ্ণসেবায় আকর্ষণ করিয়া থাকে। ঐ সেবার আনুগত্য ব্যতীত গৌড়ীয়বৈষ্ণবগণ কখনও স্বতন্ত্রভাবে কৃষ্ণসেবার জন্য ধাবিত হন না, বৃষভানুসুতার শরণ-সৌন্দর্য্যের প্রতি সেবকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া ভক্তিবিনোদ দয়া বিপ্রলম্ভে প্রকটলীলা সংগোপন পূর্ব্বক শীঘ্র চমৎকারিতায় এক নূতন অধ্যায় প্রকাশ করিলেন। যথাস্থিত কৃষ্ণলীলাস্থলী শ্রীরাধাকুণ্ডতটস্থিত শ্রীস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ ঠাকুরের অপ্রাকৃত-ভক্তি বা সেবা-ভজন। এই স্থানেই ঠাকুরের নিত্যলীলায় প্রবেশ।

ঠাকুর, তোমার দয়ার অন্ত নাই। পতিত, পামর, শুদ্ধবৈষ্ণব-সেবা-বিমুখ সম্পূর্ণ মূর্খ-কেও তোমার করুণা শ্রীচরণে আকর্ষণ করিতে সতত্ই রহেছে। তোমার দয়ার কথা চিন্তা করিলে স্বতঃই মনে হয়, "যে যত পতিত হয়। তব কৃপা তত তায়॥" তোমার এই কৃপার গুণে আমরা চরিত্রী আমার ন্যায় পামর ব্যক্তিও আজ তোমার অপ্রকট-তিথিতে দুই বিন্দু কৃতজ্ঞতাশ্রু বিসর্জ্জন না করিয়া থাকিতে পারিতেছে না। ঠাকুর, আশীর্ব্বাদ কর, তোমার শিক্ষা-দীক্ষায় শিক্ষিত ও দীক্ষিত হইবার জন্য তোমার অভিন্নবিগ্রহ ও নিজ্জনাথ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুবরের পাদপদ্ম সেবায় নিরত থাকিতে পারি।

"যে আনিল প্রেমধন করুণা প্রচুর।
কেন প্রভু কোথা গেলা বিনোদ ঠাকুর॥
কাহারে কহিব দুঃখ কাহারে বলিব
ভক্তিবিনোদ প্রভু কোথা গেলে পাব॥"

শ্রীল ঠাকুর সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ

[উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ বিনোদ বিহারী ব্রহ্মচারী, কৃতিরত্ন]

সচ্চিদানন্দ বস্তু লোকলোচনের অন্তরালে থাকিলে আমরা তাঁহার প্রকাশের বিষয় ধারণা করিতে পারি না। যাহা চক্ষুর অন্তরালে থাকে, তাহাকেই আমরা অপ্রকটিত অবস্থা বলি। বস্তুতঃ শুদ্ধসত্ত্ব বস্তুর অভাব বলিয়া কোন ব্যাপার নাই। আমাদের অক্ষমতায় যখন সাধ্য বস্তুর প্রতীতি হয়, তখনই তাহাকে আমরা নিত্য সনাতন বলিয়া আখ্যা দিতে ইচ্ছা করি। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিষয় প্রতিনিয়তই নদীয়া-প্রকাশে আলোচিত হইলেও অদ্য সচ্চিদানন্দের লীলার একটী বৈশিষ্ট্যকে আশ্রয় করিয়া আমরা তাঁহার পাদ-সেবক-রূপ স্মরণে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

আমরা চিরদিনই শুনিয়া আসিতেছি ও আলোচনা করিতেছি—"অপ্রাকৃত বস্তু নহে

প্রাকৃত-গোচর' "যাহা কৃষ্ণ, তাঁহা নাহি মায়ার অধিকার।" এই সকল বাক্য আমাদের মানসক্ষেত্রে গ্রথিত থাকিলেও হৃদ্‌গত অভিব্যক্তি নাই। যে সাধনে সাধকের পক্ষে হৃদয়-প্রাকট্য হয়, সে সাধনের প্রথম ইঙ্গিতই উক্ত বাক্যদ্বারাই আমাদিগকে সাবধান করিতেছে। শ্রীল ঠাকুরের বিষয় আলোচকগণের আকাশোত্থ বাক্য সমূহকে আশ্রয় করিয়া সচ্চিদানন্দ বস্তুর আলোচনা করিতে যাওয়া সম্পূর্ণ ভুল। সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শিক্ষার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ হইতেছে। আমার উদয় আর অনুজ্ঞানের দ্বারা বিধবিদ্ধ না হইলে আমার চিরদিন তাহা কখনই শ্রীল ঠাকুরকে প্রকাশ করিতে পারিবে না। সুতরাং এক্ষণে শুদ্ধ হওয়া থাকাই আমার পক্ষে এখন বাধক হইলেও শ্রীল ঠাকুরের আশ্বাসবাণী আমাদিগকে অনুপ্রাণিত করিতেছে। তিনি বলেন, অপ্রাকৃত-বস্তু-বিচারে শব্দই একমাত্র সম্বল।

শব্দ বলিতে আকাশোত্থ শব্দ নহে, বৈয়াকরণিকগণের স্ফোট, শব্দ বা কণ্ঠোত্থ শব্দ নহে, বৈজ্ঞানিকগণের বায়ুবিলোড়নোত্থ শব্দ নহে, বা সাধারণ দার্শনিকগণের বিষয় লোকের বাক্যানুসন্ধান নহে। এ শব্দ স্থূল সূক্ষ্ম হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্‌—নিত্য শুদ্ধ, পূর্ণ, মুক্ত অভিধেয় বেদ ও আম্নায় বাণী। এই বাণী-পরম্পরা বদ্ধজীবগণের উদ্ধারকল্পে তাহাদের নিত্য-চিত্তে প্রকাশিত হয়। এই বাণী যাঁহার হৃদয়ে উদিত হইয়াছেন তিনিই সকল সিদ্ধান্তে পণ্ডিত আছেন। সিদ্ধান্তবাণীর প্রকাশক শ্রীল ঠাকুরের আবির্ভাবের প্রধান বৈশিষ্ট্য তিনি নদীয়া প্রকাশ, তিনিই সিদ্ধান্তবাণী-প্রকাশ।

শ্রীল ঠাকুর মহাশয় নদীয়া-নগরীর আবির্ভাব ও আবিষ্কারের মহিমার প্রকাশক-সূত্রে তিনিই নদীয়া প্রকাশ। তাই আমরা নদীয়া-প্রকাশের সেবা, পূজা ও তাঁহার বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া অর্চ্চন করিয়া থাকি।

সরস্বতীরূপে যে বাণী তিনি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাই সিদ্ধান্তবাণী বা সিদ্ধান্ত-সরস্বতী। আমরা ঠাকুরের জীবনী হইতে, তাঁহার লিখিত গ্রন্থাদি হইতে এবং তাঁহার সাক্ষাৎ বাণী পরম্পরা হইতে ইহাই জানিয়াছি যে, সিদ্ধান্তবাণীর আশ্রয় ব্যতীত বা শব্দ-প্রমাণ ব্যতীত সচ্চিদানন্দ-ভক্তির বিনোদন হইতে পারে না। তাই শ্রীল ঠাকুরের পূজা—অর্থাৎ শ্রুতিসাধনকে লক্ষ্য করিয়া সিদ্ধান্ত বাণীর পাদপদ্মে অর্ঘ্য নিবেদন করি।

"তাতে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ॥"

শ্রীল ঠাকুরের দিব্যাশ্রয়ের আশ্রিত নিকট আত্মীয় পরিচয়াকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণের মুখে অনেকবার শুনিয়াছি—তাঁহারা শ্রীল ঠাকুরের কাছে অতি নিকটে ছিলেন এবং তাঁহার পরিচয়সম্বন্ধে তাঁহারা অভিজ্ঞ। এইরূপ কথা নদীয়া প্রকাশের আচার্যদেব শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর শুনিয়াছিলেন বলিয়াছেন—"তাঁহার নিকটে থাকা বা তাঁহার পরিচয় সম্বন্ধে জানা দূরের কথা, তোমরা তাঁহাকে দেখিতেও পাও নাই।" এই সমস্ত বাক্যের সফলতা ও সার্থকতা আমরা শ্রীল ঠাকুরের নিজ লিখিত 'চৈতন্য' গ্রন্থে পরেশানুভব জীব নিচয়ের অধ্যায়ে ২৭ পৃষ্ঠায় এইরূপ দেখিতে পাই—"বাক্য ও মন উভয়েই জড় সম্বন্ধে উৎপন্ন। তাহারা পবিত্র চেষ্টা কখনও চিদ্বস্তু স্পর্শ করিতে পারে না। যথা বেদ বলিয়াছেন—'যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।'" ঠাকুর সর্বদাই আমাদিগকে সাবধান করিয়াছেন—স্থূল ইন্দ্রিয় ও সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়ের দ্বারা চিদ্বস্তুর জ্ঞান অসম্ভব। শ্রীল ঠাকুর স্বয়ং সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ। তাহাতে প্রবিষ্ট হওয়া আমাদের কোথায়? সুতরাং বাহ্য ইন্দ্রিয় সমন্বিত পুরুষের কল্পনায় তাঁহার নিকটে থাকিতে পারে না বা এখন হইতে তাঁহার পরিচয় জানা বুদ্ধিবৃত্তিক, কাজে কাজেই অসম্ভব। তিনি নিত্য-মুক্ত, অন্তরঙ্গ মহাপুরুষ, তাঁহার সম্বন্ধে মায়াবদ্ধ মনুষ্যের ধারণা করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম।

শ্রীল ঠাকুর উক্ত গ্রন্থে উক্ত অধ্যায়ে ভাব-বিচার সম্বন্ধে যে বিচার প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার অভিজ্ঞতা ও সজ্জনতা প্রকাশ পায়। জড় বিজ্ঞানে জীব ও তদ্বৈজ্ঞানিক হইতে নিত্য থাকার অলৌকিকতা তিনি বিশেষরূপে প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি জানাইয়াছেন, অভ্রান্ততা কোনও বিষয়ে 'বাস্তবজ্ঞান' ও 'সংযম' উভয়ই প্রয়োজন। একপ ক্ষেত্রে সংক্ষেপে এবং বিস্তারে সর্বত্র দ্বারা চৈতন্য-জগতের যথাযথ প্রতিপাদনের যুক্তিযুক্ত ব্যবস্থা হইয়াছে। শ্রীল ঠাকুরের উক্ত বিচারের চমৎকারিতা হইতে তাঁহার অভিজ্ঞতা আচার্যের অনুভব করিতেছি।

দার্শনিক বিচার জগতে 'আচার্য্য' বলিলে আমরা যাহা বুঝিয়া থাকি, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর সেই আচার্য্য। তাঁহার বেদান্তভাষ্য, উপনিষদ্ভাষ্য, গৌর-নাম-ভাষ্য, গীতাভাষ্য প্রভৃতি ভাষ্যসমূহ হইতে তিনি আচার্য্য সমাজে নিঃসন্দেহে শীর্ষস্থানে অধিষ্ঠিত আছেন, ইহা আমরা সহজে অনুভব করিতে পারি। গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের বৈদান্তিক সাম্প্রদায়িকতা লইয়া যে অনুযোগ বিবাদ উত্থাপিত হইয়াছিল, তাহা শ্রীল আচার্য্য বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু নিরস্ত করিয়াছেন। তাহার পর ঠাকুর ভক্তিবিনোদ সমাজ-সংস্কারের শ্রেষ্ঠ পুরুষ। শ্রীল ঠাকুরের আশ্রয় বহু গ্রন্থ অপ্রকাশিত থাকায় তাঁহার লেখনীর পূর্ণ অভিব্যক্তি আমরা দেখিতে পাইতেছি না। সজ্জনগণ ভবিষ্যতে বহু কালের জগতের বহুল পরিমাণে হিত সাধন হইবে।

আচার্য্যের শিক্ষা হইতে আমরা পরোপকার সম্বন্ধে যে জ্ঞান লাভ করিয়াছি, তাহা সমসাময়িক-বিশেষ অবিশ্বসনীয় নষ্ট হইতে আত্মার বা বিধিবদ্ধ নষ্ট হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্‌। জীবকে সংসারে পতিত করিয়া তাহার নিত্য সত্তার আশা স্থাপন করাই ঠাকুরের বাক্যসমূহের উদ্দেশ্য। 'পর'-শব্দে অন্যের শ্রেষ্ঠ বস্তুকে লক্ষ্য করে যে-কোনও বাক্য আমাদের শ্রেষ্ঠতা বিনষ্ট হয় তাহাকে পরোপকার বলা যায় না। নিত্যানন্দময় বস্তু প্রেম। জীব নিত্যানন্দে প্রতিষ্ঠিত হলেই পরোপকারের ফল লাভ করিল। স্বভাব অভাবে আর জীবনের সার্থকতা কি, এবং জীবের পক্ষে তাহা কি-প্রকারে উপকারক হয়? আনন্দ-স্বরূপ বলিয়া এক হওয়া উচিত শোষা প্রাণের 'বিনাশ সাধনে আনন্দ' কাহার? উপকারই বা কাহার? সুতরাং শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ উক্ত প্রকার কোন উপকারকে উপকার না বলিয়া অপকার আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। ব্যবহারিক মিথ্যা নষ্ট হইলে পারমার্থিক সত্যানন্দ নিত্য বিরাজিত প্রতীত।

তাহার ফলের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহে পরিবর্তন-বৈষম্য লক্ষ্য করা যায় তাহার অনুসন্ধিৎসা বা আকাঙ্ক্ষা করা শ্রীল ঠাকুরের শিক্ষা বা পরোপকার সংজ্ঞা হইতে বিলক্ষণ হইয়াছে। ফল-বিচারে আনন্দের পরিপক্ব-সূত্রে এই বস্তুকেই তিনি স্থাপন করিয়াছেন। জীব তাহাকে অভিলাষ করিলেই স্থূল-সূক্ষ্ম-প্রাকৃতত্বের অধিকার করার ফলে প্রয়োজন বিচারে যে অবিদ্যা আবরণ করিয়াছে তাহা শ্রীল ঠাকুরের পরোপকার সম্বন্ধে 'প্রকার বহির্মুখ' হইয়াছে। এ প্রকার ফল ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতর হইয়া জীবকে ধারণ করে। এমন কি, পরে অনুশোচনাদ্বারা প্রায়শ্চিত্ত হইয়া থাকে উহাকেই বলিয়া প্রতিপন্ন হয়।

ঠাকুরের যাহা প্রয়োজন বিচার, তাহা যে সাধনে লাভ করা যায় তাহা সাধন ও সাধ্য উভয় পর্য্যায়ভুক্ত। যাহা সাধনের দ্বারা লাভ করা যায় তাহাই সাধ্য অর্থাৎ সাধনাধীন, কিন্তু ঠাকুরের শিক্ষা হইতে আমরা সাধনের সম্বন্ধে যে কথা সিদ্ধান্ত-বাণীরূপে শ্রবণ করিয়াছি তাহা সাধনাতিরিক্ত বস্তু হইয়ার উৎকর্ষ কৃপা-সাপেক্ষ হইয়াছে। অথচ তাঁহাকে ব্যক্ত করিতে গেলে সাধ্য একরূপ সাধনের প্রবিষ্ট হইতেই। সুতরাং তাহা সম্যক্‌ রূপে আপনাকে প্রকাশ পায়। বেদান্তসূত্র বলেন,—"অপি সংরাধনে প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্‌" অর্থাৎ সম্যক্‌-রূপে শ্রীমতী রাধারাণীর আনুগত্যে এখানে তত্ত্বজ্ঞ বিশুদ্ধসত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত জীবসমূহের শ্রবণ ও অনুধ্যানের অর্থাৎ অনুশীলন ও ধ্যানের বস্তু হইতেছে। যেখানে জড় প্রতীতি ও বিধানজ্ঞান, সেখানেই চেতনের উচ্চাধিকার অপব্যবহার বিষয় উৎকর্ষ সম্যক্‌ অর্থাৎ শুদ্ধভক্তির আরাধনা হইতে পৃথক্‌

বেদান্তের,—'প্রকাশশ্চ কর্মণ্যভ্যাসাৎ' সূত্র হইতে আমরা যে অনুশীলনের কথা জানিতে পারি তাহা প্রাকৃত কর্ম বা অভ্যাস প্রবৃত্তি হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক্‌। উক্তসূত্রে আনন্দলাভই ফলপ্রাপ্তির উপায়স্বরূপ। আমরা কোন বিষয়ের জ্ঞান-কৃপালাভ করিলেই যেপ্রকার ফল লাভ করিতে পারি অর্থাৎ তাহার প্রকৃত অনুশীলনই ফললাভের উপায় হয়, তদ্রূপ জানত আমাদিগকে ভগবৎস্বরূপ কাছে লইয়া যাইবে না; তাহার শ্রুতি ও পুনঃ পুনঃ অনুশীলনে ভগবৎস্বরূপ প্রকাশিত হন। এইজন্যই 'প্রকাশশ্চ'—অর্থাৎ ভগবৎস্বরূপ প্রকাশ। 'কর্মণি অভ্যাসাৎ' অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ অনুশীলন হইতে ফলপ্রাপ্তি হয়, এইরূপ বুঝিতে হইবে। ঠাকুর ভক্তিবিনোদের প্রতি শ্রদ্ধা অভিধেয় অধ্যায় বিচার করিলে আমরা উক্ত তত্ত্বের অনুসন্ধান পাইব।

শ্রীল ঠাকুর সচ্চিদানন্দ সম্বন্ধে আমাদের কোন বিষয়ে বলিতে যাওয়া অপেক্ষা আমরা যদি নদীয়া-প্রকাশ ও সিদ্ধান্তবাণী-প্রকাশের আশ্রয় গ্রহণ করি তাহা হইলেই আমরা শ্রীল ঠাকুর সম্বন্ধে সমস্ত বিষয় অবগত হইতে পারিব। অস্মদ্দেশ আচার্যদের তাঁহার সম্বন্ধে বৈষ্ণবগ্রন্থের উল্লেখে যাহা প্রকাশ করিয়াছেন তাহাই শ্রীল ঠাকুরের সম্বন্ধে আমাদের জানিবার বিষয়, তিনি জানাইয়াছেন। বৈষ্ণব ও অবৈষ্ণবের আবির্ভাব-কালেই সচ্চিদানন্দ বস্তুর আবির্ভাব হয়। আমরা এই প্রকার আলোচনা করিলে বৈশিষ্ট্যময় একটু লাভ করা যায়। বর্ত্তমান যুগে আত্মপ্রকাশ অসম্ভব বিধায় নীরবে তিনি আবির্ভাব লীলা প্রকাশ করিয়াছেন। প্রবন্ধ বিস্তারের ভয়ে আমরা তাঁহার সম্বন্ধে আরও অধিক কথা বলিয়া আলোচনা করিবার ইচ্ছা থাকিলেও তিরোভাব দিবসে আবির্ভাব সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া বিরত হইলাম। ইহা প্রকৃত বিষয়ের অন্যান্যস্থলে শ্রীল ঠাকুরের লিখিত গ্রন্থের "বিজ্ঞাপন, কল্যাণ কল্পতরু" গ্রন্থে আলোচনা করিলে অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দ বস্তুকে তাঁহার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।

নমো ভক্তিবিনোদায় সচ্চিদানন্দনামিনে।
গৌরশক্তিস্বরূপায় রূপানুগবরায় তে॥

* শ্রীনিন্দা পরচর্চা না কর কখন। দুষ্ট-ভ্রমে এক বেশে ভজ শ্রীগৌরচরণ॥

শুদ্ধভক্তি মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ

(আকর মঠরাজ)

প্রাচীন নবদ্বীপ, ঠাকুর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীবাস-অঙ্গন হইতে পায় ৩০০ গজ উত্তর-পূর্বে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীমঠ অবস্থিত। এই স্থান সারস্বত-বীথি, পরাবিদ্যাপীঠ বা সাত্বতপঞ্চরাত্রী। এই মঠপ্রাঙ্গণে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি বেদান্তদর্শনের,আম্নায়ের অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারী ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য চতুষ্টয় তাঁহাদের শ্রীপাদ বিগ্রহের নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠ হইতে পারমার্থিক দৈনিকপত্র 'নদীয়া-প্রকাশ', সাত্বত সম্প্রদায় অপ্রকাশিত গ্রন্থ ও সুপ্রাচীন গৌড়ীয় পাক্ষিকের 'নদীয়া-প্রকাশ' দৈনিকে প্রকাশিত হইতেছেন। প্রতি বৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমা ও অর্পিত গৌরজন্মোৎসব কীর্ত্তন-প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত শুদ্ধভক্ত-প্রচারোদ্দেশ্যে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভজনাগারে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দজীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। নিত্যই পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, মঙ্গলারাত্রিক-চতুর্দ্দশ-দেবাধ্য, শ্রীমদ্ভাগবত,শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি গ্রন্থ ও ভক্তগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হয়। এই মঠ হইতে মহানগরীর সর্ব্বত্র হরিকথা-প্রচার, মহানগর-সঙ্কীর্ত্তন, বক্তৃতা, পাঠ ও সঙ্কীর্ত্তন-মহা-মহোৎসবাদি অনুষ্ঠান হয়। মঠরক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্যিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া সহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীশচী-জগন্নাথের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী সেবাকোবিদ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী এখানে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান, রক্ষক—শ্রীমন্মাথ দাসাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—গোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

(৭) কাজীর সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপা-প্রাপ্ত শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীমঙ্গলানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক।

(৮) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও রাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান দাস ব্রহ্মচারী।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান) গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(১০) মোদদ্রুম-ছত্র গৌড়ের নৈমিষ

মাউগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান। শ্রীগৌরনিত্যানন্দের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবঙ্কুবিহারী ব্রজবাসী, ভক্তিভৃঙ্গ।

(১১) শ্রীভক্তিবিনোদ কুঞ্জকানন

শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী,

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীনরোত্তমানন্দ ব্রহ্মচারী

(১২) কুলিয়ার—পোঃ কৃষ্ণনগর,

নদীয়া। রক্ষক—শ্রীঅদ্বয়জ্ঞান অধিকারী

(১৩) ভাগবত-আসন—পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া

এই স্থান হইতে ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচারিত হয়। রক্ষক—শ্রীমঙ্গলানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৪) একায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ মসলন্দ, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী ভক্তিশরণ।

(১৫) মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(১৬) মাধ্বগৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, পোঃ ঢাকা

পূর্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীপাদ কৃষ্ণানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ।

(১৭) গোপালজীউর মঠ—কমলাপুর,(ঢাকা)

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান। রক্ষক—শ্রীব্রজদাস ব্রজবাসী,

(১৮) নিতাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)।

এখানে শ্রীনিতাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবনবিহারী ব্রহ্মচারী

(১৯) জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ এম-এ, বি-এল।

(২০) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাড়, (ত্রিপুরা)

এখানে সর্ব্বভূপতি শ্রীগোরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(২১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীকেশব দাসাধিকারী.

(২২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

কুমারকোলা, পোঃ চিরকুমা, (বাঁকুড়া

এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী।

(২৩) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে গুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান্‌দাস ব্রজবাসী ভক্তিবন্ধু।

(২৪) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী।

(২৫) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ বক্সীবাজার, (কটক)

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদবিহারী জীউর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর

(২৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর পুরী,

শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন।

(২৭) পুরুষোত্তম মঠ

ভক্তিকুটী, পোঃ পুরী উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদপ্রাণধনজীউর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগদাধর অধিকারী

(২৮) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়ানাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী দাসাধিকারী।

(২৯) রায়রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, পশ্চিম গোদাবরী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—শ্রীনিমাইচরণ দাসাধিকারী ভক্তিলোচন।

(৩০) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪২নং কবিরপুরা, বেনারস সিটি

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(৩১) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ. এলাহাবাদ

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন গোস্বামী

(৩২) পরমহংস মঠ.

পোঃ নিমসার, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও গৌরবিনোদ-বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীসনাতনদাস দাসাধিকারী।

(৩৩) কৃষ্ণচৈতন্য মঠ

পুরাণমণ্ডল, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

এখানে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিত্যসেবা হয়। রক্ষক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠ

বিশ্রামঘাট মথুরা

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ

(৩৫) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ—শ্রীরাধাকুণ্ড

রক্ষক—শ্রীরাধারমণচরণরজ ব্রহ্মচারী

(৩৬) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৩৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ

শেখপাড়া, পোঃ রোজোল, জেলা গুরদাসপুর (পাঞ্জাব) রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৩৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্বিকাগিরিধারীর সেবা।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকমল মধুসূদন মহারাজ

(৩৯) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল।

এখানে গৌরবিনোদলালের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীবনগোপাল অধিকারী।

(৪০) সারস্বত-গৌড়ীয় মঠ

হরিদ্বার সাতারণপুর, ইউ, পি

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি

(৪১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ রায়পেট্টা মাদ্রাজ।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা।

রক্ষক—শ্রীপাদ ভগবানন্দ ভক্তিবিজয়

(৪২) বোম্বে-গৌড়ীয়-মঠ কার্য্যালয়

ফ্রেঞ্চ রোড,, চৌপাটি ব্রিজ, বাংলো নং ১, বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ বেদান্তশাস্ত্রী মজুমদার।

(৪৩) অমরজি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমরজি, মেদিনীপুর

রক্ষক— শ্রীমহেশ্বর দাস অধিকারী

(৪৪) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী

(৪৫) পাটনা গৌড়ীয় মঠ

১০০ মিঠাপুর, পাটনা।

রক্ষক—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী রাগরত্ন

(৪৬) গয়া গৌড়ীয় মঠ

হিল হাউস, চাঁদ রোড, গয়া

রক্ষক—উপদেশক শ্রীসর্ব্বেশ্বর রাগরত্ন

(৪৭) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠ বালেশ্বর

রক্ষক—শ্রীমনোহরবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয়

৩ গ্লাষ্টার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, এস ডব্লিউ ৭, লণ্ডন

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন

(৪৯) বার্লিন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

Berlin W. 30

Eisenacher strasse 29 I,

(৫০) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

৩৫০ নং ডালহাউসী ষ্ট্রীট রেঙ্গুন।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বাঙ্গলায় প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সম্পূর্ণ ৪০৲
প্রথম স্কন্ধ হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে দ্বাদশ ৸৵০
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। ভাষ্য-সমেত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী ৮৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০ ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০; ৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—১৲; ২য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব—১৲
৮। সৎক্রিয়াসার—দীপিকা ও সংস্কার-দীপিকা ১।০
৯। জৈবধর্ম ৪৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা)
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ৷০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ৷০
১৮। দ্বাদশ-আলবার ৷০
১৯। ভক্তিভাবের কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৸৵০
২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৸৵০
২২। ভজন-রহস্য ৷০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও
শ্রীনবদ্বীপশতকম্ ও (বাঁধা)
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ৩৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
২৬। গীতার কেবল মূল-ভাষা ১
২৭। বৃহদ্ভাগবতামৃত [illegible] ২৲
২৮। বেদান্তসার মাহাত্ম্য ৷০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸
৩০। [illegible] ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা /১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷০
৩৯। ব্রজগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ৷০
৪০। শরণাগতি /০
৪১। গীতাবলী /০
৪২। চিত্রে নবদ্বীপ ।১০
৪৩। সাধনকণা /০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /০
৪৫। নবদ্বীপশতক /০
৪৬। অর্থপঞ্চক /০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ /০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) /১০
৪৯। আম্নায়সূত্র ।১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ৷০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ৷০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ৷০
৫৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? /০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ৷০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণদেবের ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সারস্বতবাণী /০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যলীলামৃত সারঃ ৷০
৬১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিজয়ঃ ৷০
৬২। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্ ৷০
৬৩। তত্ত্বসূত্রম্ ৷০
৬৪। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৷৵০
৬৫। গৌড়ীয়মঠের পরিচয়ঃ /০
৬৬। সাধনদর্পণম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৭। রায় রামানন্দ
৬৮। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন্ বেদান্ত
৬৯। নামভজন
৭০। বেদান্ত—ইট্‌স্ মরফলজি অ্যাণ্ড অন্টলজি ৷০
৭১। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড‌স ৶০
৭২। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ৷০
৭৩। বৈষ্ণবিজম্ ৷০
৭৪। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং /০
৭৫। দি ভাগবত ৷০
৭৬। থিয়োটিক্ প্রিন্সিপ্‌ল্‌স্ অ্যাণ্ড [illegible] ডিভোশন ৷০
৭৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২।০
৭৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৭৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷০
৮০। সাধন-পথ ৷০
৮১। কল্যাণ-কল্পতরু /১০
৮২। গীতাবলী /০
৮৩। শরণাগতি /০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৪। শরণাগতি /০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় ইহা। ইহার কার্য্যতঃ অত্যন্ত আশ্চর্য। প্লীহা যকৃত সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৸৵০ আনা, বড় বোতল ১৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।
অথবা
পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউন্‌টেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।
জে. বি. দত্ত এণ্ড কোং
কারখানা — ২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার
কলিকাতা

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণে লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে কথাসার ও শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রবিনসনের

"পেটেন্ট"

ব্যার্লি

এত পবিত্র

এত নির্ভরযোগ্য

এত সহজে পাচ্য যে

আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই

দেশ বিদেশ সকল স্থানেই

ইহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট

একশত বৎসর যাবৎ বিখ্যাত

B.9

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈনিক

R.E. GO 1544

চৈতন্যোপনিষদ্
বঙ্গ অক্ষরে মূল ও অনুবাদসহ প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি উত্তম।
ভিক্ষা ।০ মাত্র
শ্রীচৈতন্যমঠ,
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

"গৌড়ীয়"
৭ম বর্ষ হইতে ১১শ বর্ষ পর্যন্ত প্রতি বর্ষ কাগজে বাঁধাই
ভিক্ষা ৩।০ মাত্র।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ
বাগবাজার, কলিকাতা

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচার-নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১০ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১৬ই আষাঢ়, সোমবার ১৩৪২, ১লা জুলাই ১৯৩৫ [১০২তম সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

—:০:—

বাঙ্গালী মহিলার সাহস

হুঁচুড়া হইতে প্রকাশ আরামবাগের অন্তর্গত বৃন্দাবনপুর গ্রামের শ্রীযুত যতীন্দ্রনাথ বিশ্বাসের গৃহে গত ২৯শে মার্চ্চ ডাকাতি করার অভিযোগে পঞ্চু তাহার ভাই নারায়ণ, কানাই, পশুপতি, ননী এবং ভুবনকে অভিযুক্ত করা হইয়াছে। প্রকাশ, যতীনবাবুর স্ত্রী প্রভাবতী দাসী আত্মরক্ষা করিতে যাইয়া রামচন্দ্র নামক একজন ডাকাতকে ছোরা দ্বারা মারাত্মকভাবে আঘাত করেন ফলে তাহার মৃত্যু হয়। রাজসাক্ষী ভুবন পুরকায়েতের স্বীকারোক্তিতে প্রকাশ, পঞ্চুর নির্দ্দেশ অনুযায়ী প্রায় ১৫ জন লোক লাঠি, টর্চ্চ ও বল্লম প্রভৃতিতে সজ্জিত হইয়া যতীনবাবুর গৃহে হানা দেয়। অভিযুক্ত ব্যক্তিগণ, মৃত ব্যক্তি এবং রাজসাক্ষী সকলে ঐ ডাকাত দলে ছিল। যে গৃহে যতীনবাবুর স্ত্রী ছিলেন, রাজসাক্ষী সেই গৃহের বাহিরে ছিল। চারজন ঐ গৃহে প্রবেশ করে। তাহাদের মধ্যে রাম যতীনবাবুর স্ত্রীকে নজরে রাখে। হঠাৎ রাম ছুটিতে ছুটিতে বলে যে, তাহাকে মারিয়া ফেলিয়াছে। ডাকাতগণ তাহার পিছনে পিছনে যায় এবং তাহাকে পঞ্চুর গৃহে লইয়া যায়। পথে কয়েকজন গ্রামবাসী তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়াছিল। দুইদিন পরে পঞ্চু সকলকে জানায় যে, রাম ঐ দিন মারা গিয়াছে এবং তাহাকে যমেশ্বরী নদীর তীরে সৎকার করা হইয়াছে রাজসাক্ষী ঘটনার ১০ দিন পরে মুক্ত হয় এবং স্বীকারোক্তি করে। ডাকাতির জিনিষপত্রের সে কোন অংশ গ্রহণ করে নাই।

যতীনবাবুর মা, ৮ বৎসর বয়স্ক ছেলে এবং দশ বৎসর বয়স্কা মেয়ে বলে যে, তাহারা প্রভাবতী দাসীকে চীৎকার করিয়া বলিতে শুনে যে, সে ছোরাদ্বারা একজন ডাকাতকে খুন করিয়াছে। যতীনবাবুর মা বলেন যে, এক বৎসর পূর্ব্বে ঐ বাড়ীতে আর একবার ডাকাতি হয়। তখন হইতেই তাঁহার পুত্রবধূ তাহার বালিশের নীচে ছোরা রাখিত। মৃত ডাকাতের ভগ্নী ও বিধবা পত্নী বলে যে, ঘটনার দিন পঞ্চু রামকে ডাকিয়া লইয়া যায়। ঐ রাত্রিতে সে বাড়ী আসে না। রামের গামছা, কাপড় ও মাথার চুল সনাক্ত করিবার জন্য তাহাদিগকে নদীর পার লইয়া যাওয়া হইয়াছিল।

—

দারোগা খুনের জের

গত ১৫ই জুন তারিখে গোয়ালন্দের পুলিশ সাব ইন্সপেক্টর ইস্রাব আলী খাঁ নিহত হন। এই সম্বন্ধে আরও তদন্ত করিয়া জানা গেল যে, আততায়ী বলিয়া ধৃত ব্যক্তির নাম শ্রীরোহিণীকুমার বড়ুয়া। গত ৮ মাস যাবৎ তাঁকে গোয়ালন্দ থানার এলাকার মধ্যে অন্তরীণ করা হইয়াছিল। প্রকাশ, যে, এই আসামী গোয়ালন্দের মহকুমা হাকিমের নিকট এক স্বীকারোক্তি করিয়াছে। তাহাতে সে নিহত দারোগার বিরুদ্ধে ব্যক্তিগতভাবে কয়েকটি অভিযোগের বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করিয়াছে।

আততায়ী বলিয়া ধৃত শ্রীরোহিণীকুমার বড়ুয়ার বাড়ী চট্টগ্রাম জেলার জয়রো নামক গ্রামে। প্রায় তিন বৎসর পূর্ব্বে তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া হিজলী বন্দীশালায় আটক রাখা হয়। সেখানে থাকিয়া গত ১৩৩৩ সালে সে প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করিয়াছে। তাহার বয়স ১৯ বৎসর মাত্র।

গোয়ালন্দের পুলিশ এই বিষয়ে তদন্ত করিয়া আসামীর বিরুদ্ধে চার্জ্জসীট দাখিল করিয়াছে। প্রকাশ যে, রোহিণীকুমারের বিচারের জন্য একটি স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হইবে।

—

হোসেনাবাদে নৃশংস হত্যা

হোসেনাবাদ থানার ছই মাইল উত্তরে মানসী গ্রামে গত ২১শে জুন রাত্রিতে একজন ব্রাহ্মণকে নৃশংস ভাবে হত্যা করা হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। চার মাস পূর্ব্বে এই গ্রামে একটা খুন হয়। এই যুবকটি সেই খুনের মামলায় সরকার পক্ষে সাক্ষ্য দিয়াছিল। মৃতদেহ রেল লাইনের উপর পাওয়া যায় হত্যাকারী ফেরার হইয়াছে। পুলিশ এসম্বন্ধে জোর তদন্ত করিতেছে।

—

ব্যাঘ্রের কবলে যুবকের মৃত্যু

ডিব্রুগড় হইতে ৪০ মাইল দূরে শিবসাগর জেলার গোসাইগাঁও নামক এক গ্রাম হইতে এই মর্ম্মে এক চাঞ্চল্যকর সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, একজন ২৫ বৎসর বয়স্ক যুবক একটী ব্যাঘ্রের কবলে পড়িয়া প্রাণ হারাইয়াছে। প্রকাশ, ভুবেশ্বর নিয়োগী নামক একজন সাহসী যুবক অপর কয়েক জনের সহিত কাঠ কাটিতে বনে যান। সন্ধ্যার সময় সে যখন কাঠ লইয়া চলিয়া আসে তখন একটি প্রকাণ্ড ব্যাঘ্র তাহাকে আক্রমণ করে। আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত না হইতেই ব্যাঘ্রটি তাহার উপর লাফাইয়া পড়ে। ভুবেশ্বর নিয়োগী ব্যাঘ্রটিকে ঘুষি মারিতে থাকে। ইত্যবসরে তাহার অপরাপর সঙ্গিগণ তথায় উপস্থিত হয় এবং ব্যাঘ্রটিকে ভয় দেখাইবার জন্য চীৎকার করিতে থাকে চীৎকার শুনিয়া ব্যাঘ্রটি বনে প্রবেশ করে। আহত ভুবেশ্বরকে তৎক্ষণাৎ হাসপাতালে প্রেরণ করা হয় তথায় দুইদিন পরে তাহার মৃত্যু হয়।

—

এক আনার জন্য জোড়া খুন

চট্টগ্রামের অতিরিক্ত দায়রা ও জেলা জজ মিঃ আর সি দাশগুপ্ত স্পেশাল জুরীর সাহায্যে চট্টগ্রাম জোড়াপুলের মামলার রায় প্রদান করিয়াছেন। আসামী জীবন হোসেনকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছে। আসামী জাহাঙ্গীর মিঞা, ওজু মিঞা এবং বকর আলীকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছে এবং আসামী গুজলুকে সাত বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছে।

মামলার বিবরণে প্রকাশ, একখানা শাম্পান ভাড়া করা লইয়া সম্পর্কে ঝগড়া লাগিলে আসামীগণ শাম্পানের মালিক ওমর মিঞাকে এবং আলি মিঞাকে বর্শা দ্বারা মারাত্মকভাবে আঘাত করে। আলির ভ্রাতা সোনামিঞা বাধা দিতে আসিলে তাহাকেও জখম করা হয়। ওমর ও আলি তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ওমর এক আনা পয়সা দাবী করিলে ঐ ঝগড়ার সূত্রপাত হয়। জুরীগণ একবাক্যে আসামীগণকে দোষী সাব্যস্ত করেন।

— —

হনুমান জুটপ্রেসে আগুন

গত সোমবার বেলা অনুমান পৌনে ১ টার সময় হাওড়ার ঘুষুড়ীতে হনুমান জুটপ্রেসে এক অগ্নিকাণ্ডের ফলে একটী দোতালা পাটের গুদাম ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে। গুদামটি কাঁচা পাটে ভর্ত্তি ছিল। সংবাদ পাওয়া যায় ৫টি দমকল ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় এবং এক ঘণ্টারও বেশী সময়ের চেষ্টায় আগুনের প্রকোপ প্রশমিত করে। ক্ষতির পরিমাণ জানা যায় নাই।

নমো ভগবতে বাসুদেবায়

১৩ই আষাঢ়, শুক্রবার ১৩৪২

বিগত ১৯১৩ সালে, প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভায় গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী কতিপয় বেসরকারী সভ্য নিযুক্ত করিয়া, বঙ্গীয় স্বাস্থ্যরক্ষা সমিতির সংস্কার বিধান করা হইয়াছিল। তৎকাল হইতে বর্ত্তমান ১৩৩৫ সনের বর্ষারম্ভে বঙ্গীয় স্বাঃসমিতি বাবিংশতি বৎসর বয়সে পদার্পণ করিয়াছে। এই সমিতি বর্ত্তমানে ১৬জন সভ্য লইয়া গঠিত, তন্মধ্যে সাতজন পুরাতন কর্মচারীদলভুক্ত এবং অবশিষ্টগণ বেসরকারী। জনসাধারণ এই সমিতির ইতিবৃত্তান্ত অতাল্পই অবগত আছেন। প্রাদেশিক স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধীয় যাবতীয় ব্যাপারে, যাচিত বা আবশ্যকবোধে অযাচিতভাবে, সরকারকে পরামর্শ প্রদান করাই এই সমিতির সর্ব্বপ্রধান কার্য্য। প্রাদেশিক স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধীয় বিবিধ কার্য্যে যথাযথভাবে অর্থবণ্টন ব্যাপারেও সরকার এই সমিতির পরামর্শ গ্রহণ করিয়া থাকেন এবং স্থানীয় মিউনিসিপালিটি ও ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের, পানীয় জল সরবরাহ, ময়লা নিকাশ ও নালাকরণসংক্রান্ত যাবতীয় কার্য্যপ্রণালীর যৌক্তিকতা সম্বন্ধে সরকারের সহিত পরামর্শ করাও এই সমিতিরই কার্য্যান্তর্গত। একজন দক্ষ ইঞ্জিনিয়ারদ্বারা এই সমিতির কার্য্য পরিচালিত হইয়া থাকে। উক্ত ইঞ্জিনিয়ার এই সমিতি এবং সরকারকে স্বাস্থ্যরক্ষা সম্পর্কীয় যাবতীয় কার্য্যে পরামর্শ দিয়া থাকেন।

বাংলার সরকার এই মর্ম্মে এক সম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছেন যে তিনি কোয়েটার ভূমিকম্পবিপন্ন জনগণের ভরণপোষণার্থে অর্থ সাহায্য প্রদান করিবেন। সরকারী প্রভিডেন্ট ফাণ্ড অথবা জনসাধারণের প্রদত্ত চাঁদার ফাণ্ড হইতে এপ্রকার সাহায্য প্রদানের ব্যবস্থা করা হইবে। কোয়েটা সংক্রান্ত শকটপ্রাসকার্য্যে যে কেহ চাঁদা প্রদান করিবেন, তিনই উক্ত সরকারী সাহায্যের নিমিত্ত আবেদন করিতে পারিবেন। আবেদনকারী সাহায্যপ্রাপ্তির যথার্থ যোগ্য কিনা তাহা সাহায্যমঞ্জুরকারী সরকারী কর্মচারিগণের দ্বারা বিবেচিত হইবে। আবেদনকারীকে তজ্জন্য সন্তোষজনক প্রমাণ দর্শাইতে হইবে। আবেদনকারীকে ভূমিকম্পবিপন্ন তাহার নিজ পরিবারের বা নিজের অথবা তদীয় যে কোন আত্মীয় স্বজনের ভরণপোষণার্থ উক্ত সাহায্য প্রদান করা হইবে এবং উক্ত আত্মীয়-স্বজন আবেদনকারীর পুষ্যপোষ্য হইলেও তাহাকে উক্তরূপ সাহায্য প্রদানে কোন প্রকার আপত্তি করা হইবে না। ১৯৩৫ সনের নবেম্বরের শেষ পর্য্যন্ত এপ্রকার সরকারী সাহায্য চলিতে থাকিবে।

— —

স্বাস্থ্যরক্ষা সমিতির এই ইঞ্জিনিয়ার কখনও "Chief Engineer Public Health Departmant" নামে পরিচিত হন। তিনি মিউনিসিপালিটিকে স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধীয় যাবতীয় কার্য্যাদির ব্যবস্থাদিকা সম্পর্কে পরামর্শ দিয়া থাকেন এবং উক্তরূপ কার্য্যসমূহের গঠনকালে তাহা সাধারণভাবে পর্য্যবেক্ষণ করেন। তিনি সরকার এবং মিউনিসিপালিটির নিমিত্ত নালাকরণ, ময়লানিকাশ, পানীয় জলসরবরাহ প্রভৃতি স্বাস্থ্যরক্ষামূলক যাবতীয় কার্য্যের নক্সা নির্ম্মাণ করিয়া থাকেন।

৩৫ বার দণ্ড ভোগের পর

ধুবড়ী, হইতে প্রকাশ দেবী নামক হিন্দুস্থানী আদালত প্রাঙ্গণে কোনও মামলাকারীর পকেট কাটিবার সময়ে ধৃত হইয়াছিল। তাহাকে ধারার সোপর্দ্দ করা হইয়াছে। তদন্তে প্রকাশ পায় যে, সে ইতিপূর্ব্বে ৩৫ বার দণ্ডিত হইয়াছে। তাহার জীবনের ২৬ বৎসর জেলে কাটিয়াছে। গত ১৯০১ সনে সে প্রথম জেলে যায়।

———

কূপে পড়িয়া বালকের মৃত্যু

রাঁচির কাননও শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ রায় মহাশয়ের একটি ৭ বৎসরের পৌত্র ২৩শে জুন প্রাতঃকালে কূপে পড়িয়া মারা গিয়াছে। বেলা ৯টার সময় বালকটী সন্নিকটবর্ত্তী দুর্গাবাড়ীর কূপে জল আনিতে গিয়া উহাতে পড়িয়া যায়। প্রায় এক ঘণ্টা পর কূপের মধ্য হইতে তাহার মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়।

একটি সাইকেলের জন্য নয় মাস

গত মঙ্গলবারে ব্যারাকপুরের দ্বিতীয় মহকুমা হাকিম মিঃ টি পি ভট্টাচার্য্য গোলাম মণ্ডল নামক জনৈক লোককে একটি সাইকেল চুরি করার অভিযোগে নয় মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ যে, আসামী কলিকাতা হইতে ব্যারাকপুরে যায় এবং তথা হইতে সাইকেলটী চুরি করে। সে সাইকেলটী ইসমাইল নামক জনৈক লোকের নিকট বিক্রয় করিতে যায়; কিন্তু ইসমাইলের সন্দেহ হওয়ায় সে তাহাকে পুলিশে সমর্পণ করে।

———

রাঁচি-সংবাদ

বালকের রহস্যজনক মৃত্যু

রাঁচি হইতে প্রকাশ, বার্ম্মু থানার এলাকায় উমাদও গ্রাম হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, তথায় একটি ৮ বৎসরের বালককে হত্যা করা হইয়াছে। ২০ জুন বালকটী অন্যান্য দিনের মত গরু চরাইতে যায়, কিন্তু সেদিন আর সে বাড়ী ফিরিয়া আসে না। পরদিন প্রাতে তাহার মস্তকহীন দেহটী একটি নিম্নভূমিতে পাওয়া যায়। দেহটি দেখিয়া মনে হয় যে, কেহ একটি মাত্র অস্ত্রের আঘাতে বালকটির মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে।

এ সম্পর্কে পুলিশ জোর তদন্ত করিতেছে, কিন্তু এতাবৎ কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

কোয়েটা সংবাদ জাবী

কোয়েটা হইতে এই মর্ম্মে একটী প্রকাশ হইয়াছে যে, অমৃতসরের অধিবাসী জানী সিং ১২ দিন পরে জীবন্ত অবস্থায় ধ্বংসস্তূপের মধ্য হইতে উদ্ধার করা হইয়াছে।

———

গুরুতর আঘাতের ফলে মৃত্যু

নয় জন জুরীর সাহায্যে যশোহর জিলা ও দায়রা জজ মিঃ কে সি দাশগুপ্তের এজলাসে নওয়াপাড়া থানার অন্তর্গত আলকাতাদার দুই ভ্রাতা বিজয় কীর্ত্তনীয়া ও বিজয় কীর্ত্তনীয়ার যথাক্রমে ভাঃ বিঃর ৩০২ ও ৩০২।১০৯ ধারা অনুসারে বিচার হয়। অধিকাংশ জুরী বিজয়কে ৩২৬ ধারা অনুসারে দোষী এবং বিজয়কে নির্দ্দোষ সাব্যস্ত করেন। জজ জুরীদিগের সহিত একমত হইয়া বিজয়কে ১০ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন এবং বিজয়কে খালাস দেন।

অভিযোগে প্রকাশ, ফরিয়াদী চন্দ্রকান্ত মৃত্যুর সহিত আসামীদের জমি লইয়া ঝগড়া ছিল। ২৪শে মার্চ্চ প্রাতঃকালে চন্দ্রকান্ত হৃদয় বক্সীকে সঙ্গে করিয়া বিরোধীয় জমি চাষ করিতে গেলে বিজয় পিছন হইতে আসিয়া হৃদয়কে ধরিয়া ফেলে এবং বিজয়কে সত্বর আসিতে বলে। বিজয় একখানা দা ও বর্শা লইয়া দৌড়াইয়া আসিয়া হৃদয়কে ক্রমাগত আঘাত করিতে থাকে। হৃদয় নড়িতে না পারা পর্য্যন্ত বিজয় বিজয়কে আঘাত করিতে বলে। হৃদয়ের তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয়।

৬০০০৲ টাকার অলঙ্কার অপহৃত

বালির পুলিশ ৬০০০৲ টাকার অলঙ্কার অপহৃত হওয়ার এক চাঞ্চল্যকর সংবাদ পাইয়া সন্দেহক্রমে দুই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। প্রকাশ, ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের অফিসার মিঃ এ এম হাণ্টার তাঁহার গৃহের ভিতরে ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ারে ঐ অলঙ্কার রাখেন। ঐ স্থান হইতে উক্ত অলঙ্কার অপহৃত হয়। তদন্তের সময় জানা যায় যে, অপহরণ কারিগণ জলের পাইপের সাহায্যে স্নানের ঘরে প্রবেশ করে; তথা হইতে সহজে ড্রেসিং রুমে প্রবেশ করিতে সমর্থ হয় অলঙ্কারপত্র সহ তাহারা পুনরায় পাইপের সাহায্যে নীচে নামিয়া পলায়ন করে। প্রকাশ, অলঙ্কারগুলি গৃহস্বামীর এক অতিথির। ঐ অতিথি অল্প কয়েকদিনের জন্য তাঁহার গৃহে আসিয়াছিল। পুলিশ ঐ সম্পর্কে তদন্ত করিতেছে।

———

পুলিশ হাজতে চুরির অভিযোগ

মঙ্গলবার হাওড়ার এক ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে ইতোয়ারী ধুনিয়া নামে এক ব্যক্তিকে হাওড়া আদালতের পুলিশ হাজতে এক ব্যক্তির কাণ হইতে সোণার ইয়ারিং চুরির অভিযোগে অভিযুক্ত করা হইয়াছে। আরও তদন্ত সাপেক্ষে ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীকে হাজতে রাখিবার আদেশ দিয়াছেন।

অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ, আসামী অসদুপায়ে জীবিকা নির্ব্বাহের অভিযোগে অভিযুক্ত হয় এবং তাহার বিরুদ্ধে আনীত উক্ত মামলার বিচার কোন এক মঙ্গলবারে হইবার কথা ছিল। মঙ্গলবারে বিচারের জন্য তাহাকে আনিয়া রামানন্দ সিং ও অন্যান্য আসামীর সহিত হাজতে রাখা হয়। মারধরের অভিযোগে রামানন্দ সিংয়ের প্রতি ৩০৲ টাকা জরিমানা, অনাদায়ে ৩ মাসের সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়। রামানন্দের কাণে সোণার ইয়ারিং ছিল। হাজতের ভারপ্রাপ্ত দারোগা শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ দাস তাহাকে উহা খুলিয়া জেল কর্তৃপক্ষের নিকট জমা দিতে বলেন। তদনুসারে রামানন্দ সিং উক্ত ইয়ারিং খুলিতে চেষ্টা করে। সেই সময় এই আসামী তাহার প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়া উক্ত ইয়ারিং খুলিতে তাহাকে সাহায্য করে। কিন্তু ইয়ারিং খোলা হইবামাত্র এই আসামী উহা ছিনাইয়া লইয়া উহা গিলিয়া ফেলে। হাজতের ভারপ্রাপ্ত পুলিশ কর্ম্মচারী অবিলম্বে ঐ ঘটনার বিষয় ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটকে জানান। ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট অভিযোগ সম্বন্ধে হাওড়া পুলিশকে তদন্ত করিতে আদেশ দিয়াছেন।

———

যুবক গ্রেপ্তার

শ্রীযুক্ত হরিসত্য মুখোপাধ্যায়ের গৃহ হইতে প্রায় ৫৬৫ টাকা মূল্যের অলঙ্কারপত্র চুরি করিয়া পলায়ন করিবার অভিযোগে রেঙ্গুন বন্দরের পুলিশ সন্দেহক্রমে যে বাঙ্গালী যুবকটীকে গ্রেপ্তার করিয়া এখানে প্রেরণ করিয়াছে, তাহাকে ২৮শে জুন পর্য্যন্ত পুলিশ হাজতে রাখা হইবে এবং এসম্পর্কে আরও তদন্ত চলিবে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্র

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

৩য় বর্ষ | ১৫ বামন | গৌরাব্দ ৪৪২ | ১৬ই আষাঢ় বঙ্গাব্দ | ১লা জুলাই ইং ১৯২৮ | [illegible] | ১২৪ম সংখ্যা

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ-বিরহে গীতিদশক

পরম করুণাময় গুণমণি,
গৌরভাবের ভাবস্তম্ভ যিনি,
নয়ন গোচর হ'বেন কি তিনি,
শ্রীগৌরশক্তি ভক্তিবিনোদ ? ১ ॥
শ্রীজগন্নাথের প্রিয়তম রূপ,
শ্রীগৌরকিশোরের আত্ম-স্বরূপ,
হ'বেন কি নিত্য স্বগণানুরূপ,
শ্রীগৌরকরুণা ভক্তিবিনোদ ? ২ ॥
প্রচারি ভবেতে নাম চিন্তামণি,
আচার-আদর্শ স্থাপলেন যিনি,
স্মৃতি বণিকেতে শাসক তিনি
হবিবেন কি নিত্য ভক্তিবিনোদ ? ৩ ॥
প্রকাশিয়া শুদ্ধ শ্রীনাম মহিমা,
জানালেন যিনি অপরাধ সীমা,
স্বাপি সিংহাসনে করিয়া কি ক্ষমা,
হ'বেন বিরাজিত ভক্তিবিনোদ ? ৪ ॥
গুপ্ত গৌরধাম বিশ্বে প্রকাশি,
নাশিলেন দুষ্ট সজ্জনে সংশয়ি,
নিত্য নবদ্বীপ গৌর-বিলাসাশ্রি,
হ'বেন কি তুষ্ট শ্রীভক্তিবিনোদ ? ৫ ॥
ভক্তি ভাগীরথী তাঁ'র ভগীরথ,
শ্রীভক্তিবিনোদ দেখাইয়া পথ,
উদ্ধারিলা ভব, ঘোর মনোরথ,
পুরাবেন কি সেই ভক্তিবিনোদ ? ৬ ॥
শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গৌড়ীয় মহিমা,
প্রচারিয়া দেখালেন বিশ্বঃ সীমা,
মায়াবাদী জিনি করিয়া কি ক্ষমা,
হ'বেন বন্দনীয় শ্রীভক্তিবিনোদ ? ৭ ॥
শ্রীগৌরকিশোর সম্বন্ধ-স্বরূপ,
শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত অভিধেয়-রূপ,
যিনি' বারং প্রয়োজন স্বরূপ,
উদিবেন কি হৃদে ভক্তিবিনোদ ? ৮ ॥
সজ্জনতোষণী, নামাস্বাদাদি,
শিক্ষামৃত, জৈবধর্ম্ম প্রকাশ'ন,
বিতরিলা ভবে, আর কোরে তিনি,
বাঁধবেন কি কৃপা ভক্তিবিনোদ ? ৯ ॥
অমাবস্যা তিথি আষাঢ়েতে হায়!
প্রবেশিলেন যিনি নিত্য-লীলায়,
নবদ্বীপের তিনি অন্তরায়,
হ'বেন কি পুনঃ শ্রীভক্তিবিনোদ ? ১০ ॥

—শ্রীরাধাগোবিন্দ দাসাধিকারী,
শ্রীরামানন্দ গৌড়ীয়মঠ, কভূর।

সাময়িক প্রসঙ্গ

গত ১২ই জুন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ [illegible] হইতে যাত্রা করিয়া [illegible] সময় [illegible] পৌঁছেন। তথায় শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত মধ্যলীলা ১৮শ পরিচ্ছেদ হইতে শ্রীকাঁচড়াপাড়া গোপীনাথের প্রসঙ্গ পাঠ করেন। পাঠের পূর্ব্বে ও অন্তে মহাজন পদাবলী কীর্ত্তন হইয়াছিল।

—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ গত ৩০শে জ্যৈষ্ঠ পাবনা সহরের নিকটবর্ত্তী শালগাড়িয়া নামক স্থানের অধিবাসিগণের বিশেষ আগ্রহে ঐদিন সন্ধ্যায় তথায় শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র সাহা মহাশয়ের ঠাকুর বাড়ীতে "বৈষ্ণবধর্ম্ম" সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতার পর ছায়াচিত্রে শ্রীগৌরাঙ্গলীলা প্রদর্শিত হয়।

—

স্বামীজী পাবনা হইতে বগুড়া সহরে যান। তথায় প্রচার করিয়া গত ৬ই আষাঢ় সন্ধ্যায় উক্ত জেলার [illegible] ও [illegible] উপস্থিত হন।

গত ৭ই আষাঢ় [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] মহোদয়ের বিশেষ উদ্যোগে তাঁর বাসায় সন্ধ্যায় একটী সভা আহূত হয় এবং স্বামীজী মহারাজ তথায় "ভগবানের সেবা" সম্বন্ধে প্রায় দুই ঘণ্টাকাল বক্তৃতা প্রদান করেন। [illegible] বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া সমাগত শ্রোতৃবর্গ বিশেষ প্রীত লাভ করেন। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হইয়াছিল।

——

গত ৮ই আষাঢ় শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সাহা মহাশয়ের [illegible] সুসজ্জিত গৃহে একটী সভার আহ্বান হয় এবং তথায় স্বামীজী মহারাজ "জীবের কর্ত্তব্য" সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতার মর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল,

জীব সম্বন্ধে অনেকের অনেক প্রকার ধারণা থাকিলেও অনেক বস্তুকে জীব বলিয়া মনে করা হয়। অনেকেই দেহটাকে জীব বলিয়া মনে করেন কিন্তু দেহটা জীব হইতে পারে না কারণ উহা অচেতন। চেতনকেই জীব বলা যায়। শাস্ত্রে জীবকে ভগবানের তটস্থা শক্তি বলা হইয়াছে। যে শক্তিতে নশ্বর বস্তু আছে, তাহাকে ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি বলে। ভগবানের আর একটি শক্তি আছে, সেটী অন্তরঙ্গা শক্তি। উভয় শক্তির মধ্যস্থিত তটস্থ শক্তিকে জীব বলা হয়। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপরে এই বস্তু সুষ্ঠুভাবে উদ্ঘাটিত হয় নাই, কলির প্রথমে শ্রীচৈতন্যদেব এই কথাটী বিশেষ ভাবে প্রচার করেন। শাস্ত্রাদিতে থাকিলেও সকলে উহা অবগত ছিলেন না। তিনি বৈষ্ণব-ধর্ম্ম প্রচার করেন। এই বৈষ্ণবধর্ম্মই আমার একমাত্র [illegible]

[illegible]

——

[illegible]

—

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৫ বামন [illegible]

ভক্তি—ক্লেশঘ্নী

[illegible] জীবে আমরা সর্বদাই ক্লেশ ভোগ করি [illegible] ক্লেশের [illegible] বাগ। [illegible] কখনও কাঁদি, কখনও হাসি, কখনও রাগ, আবার কখনও [illegible] পরিবর্তন হই। [illegible] নির্ণয় করিতে অসমর্থ হইয়া [illegible] যে, ভক্তি—ক্লেশঘ্নী, শুভদা, মোক্ষলঘুতাকারিণী, সুদুর্লভা, সান্দ্রানন্দবিশেষাত্মা ও শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী। [illegible] গোস্বামী প্রভু [illegible] আমরা জানিতে পারি যে, ভক্তি সর্ববিধ ক্লেশনাশের অব্যর্থ-মহৌষধ স্বরূপ। ভগবানের সেবা প্রবৃত্তি যখন জীবের হৃদয়ে উদিত হইয়াছে, তখন তাঁহাকে পুনরায় [illegible] পারিবে—অর্থাৎ আবার সেবার [illegible] হইয়া থাকে [illegible] জীবের আর [illegible] জীবগণ যে অনন্ত [illegible] আসক্ত হইতে, তাহাতে আর [illegible] সেবাবিমুখ [illegible] ক্লেশের [illegible] পাপপুঞ্জের আর অন্য উপায় থাকিতে পারে না, তাহা সহজেই অনুমেয়।

শাস্ত্রপাঠে আমরা জানিতে পারি যে ক্লেশ [illegible] তিন প্রকার—পাপ, পাপবীজ ও অবিদ্যা। অপ্রারব্ধ ও প্রারব্ধভেদে এই পাপ আবার দুই প্রকার। যাহা আমাদের অন্তঃকরণে অবস্থিত আছে—যাহার ফলভোগ এখনও উপস্থিত হয় নাই তাহাকে অপ্রারব্ধ পাপ বলিয়া [illegible] এই অপ্রারব্ধ পাপ [illegible] আর যাহা [illegible] কর্মফলরূপে [illegible] ভোগ করিতে হয়, তাহাকেই নাম প্রারব্ধ পাপ। এই প্রারব্ধ ও অপ্রারব্ধ পাপ [illegible] বৈদশাস্ত্রের [illegible] ব্রহ্মচিন্তা দ্বারা ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াও ভোগ ব্যতীত বা কর্মফলব্যতীত নষ্ট হইবার নহে; ইহাই শাস্ত্রবাক্য। তাই আমাদের পূর্বগুরু শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু আমাদের দুঃখে দুঃখিত হইয়া ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে লিখিয়াছেন,—

"যদ্‌ব্রহ্ম সাক্ষাৎকৃতিনিষ্ঠয়াপি
বিনাশমায়াতি বিনা ন ভোগৈঃ।
অপৈতি নাম স্ফুরণেন তত্তে
প্রারব্ধকর্মেতি বিরৌতি বেদঃ॥"

অতএব আমরা পাপের এই ভীষণ নাশের কথা যখন চিন্তা করি, তখন সর্বশরীর কাঁপে, মনের পথ স্থির করিতে পারি না, নিরাশ হইয়া দুঃখসাগরের অতলস্পর্শে নিমগ্ন হই। অতএব আমাদি-গের ন্যায় [illegible] লক্ষ্য করিয়া এই পাপনাশের উপায় [illegible] বলিয়াছেন—

"[illegible] করোতোঽপাহংসি ভজনাৎ।
তথা [illegible] ভক্তিরুত্তমৈনান্যেন শক্যঃ॥"
—ভাঃ ১।১৪।১১

[illegible] প্রারব্ধ পাপাদি [illegible] ভক্তিশাস্ত্র কর্তৃক [illegible] অজ্ঞান কার্যাদি পাপকে [illegible] আমার উদ্দেশে অনুষ্ঠিত ভক্তিযোগের সম্পূর্ণ রূপে পাপসকলকে ভস্মীভূত করিয়া থাকে।]

ভক্তি যখন ক্লেশঘ্নী, তখন ভক্তির অভাবই যখন ক্লেশের মূল এবং ভক্তি যখন আত্মার নিত্যা বৃত্তি, তখন জীবের ক্লেশভোগ সম্ভব হয় কিরূপে? ইহাতেও অর্থাৎ জীব-দেহে [illegible] হইবার সম্ভাবনা খুবই বেশী; কিন্তু এই প্রশ্নের সমাধানে আমরা দেখিতে পাই যে, সর্বদা স্বরূপে আমরা চেতনের অনুরূপ [illegible] অথবা মায়াবশ হইবার যোগ্য। কিন্তু যখন আমরা [illegible] কৃষ্ণ বিস্মৃত হইয়া সেবাবৃত্তিতে বিমুখ যে প্রবৃত্তি থাকে তখন মায়াদেবী [illegible] আমাদিগকে আবদ্ধ করে, কিন্তু যে মুহূর্তে সেবাপ্রবৃত্তি সমুদিত হয় বা পুনরায়—স্ব-স্বরূপে উদ্দীপিত হইতে থাকে তখনই প্রকাশিত [illegible] সেরূপ মায়াদেবীকে দূরীভূত করে, ক্রমশ সেবা-প্রভাবে আমাদের অনর্থসমূহ [illegible] নষ্ট হয়। গোস্বামী [illegible] স্বরূপজ্ঞান—সম্বন্ধজ্ঞান বা ধামজ্ঞান এবং স্বরূপের বৃত্তি কৃষ্ণানুরাগ হৃদয়ে [illegible] উদিত হইলে পূর্ণবস্তু ভগবান্ যে আমাদের একমাত্র আরাধ্য বস্তু, তাহা আমাদের ধারণার বিষয় হয় এবং যে-সব আপাতমধুর বস্তুকে আমরা অনন্ত-কাল ধরিয়া ভোক্তাভিমানে ভোগ্য মনে করিয়া আসিতেছি সেগুলিকে ভগবৎসেবোপ-করণ বলিয়া জানিবার সুযোগ পাই। তাই যখন আমরা বৈকুণ্ঠলোকে উদ্ভাসিত হইয়া স্ব-স্বরূপ ও পরস্বরূপাদি উপলব্ধি করিতে পারি এবং স্বরূপের বিকৃতাবস্থা অবগত হওয়ার বিকৃত অবস্থাজনিত পাপ-পুণ্যাদি সমূলে বিনষ্ট হয়। ভক্তি যে ক্লেশঘ্নী এতৎসম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলো-চনা করিতে গিয়া ইহার সমাধান আমরা কপিল দেবহূতি-সংবাদে দেখিতে পাই।

"যন্নামধেয়শ্রবণানুকীর্তনাৎ
যৎপ্রহ্বণাৎ যৎস্মরণাদপি ক্বচিৎ।
শ্বাদোঽপি সদ্যঃ সবনায় কল্পতে।
কুতঃ পুনস্তে ভগবন্নু দর্শনাৎ॥"

[হে ভগবন্! কুক্কুরভোজী অন্ত্যজ-কুলোৎপন্ন ব্যক্তিও যদি আপনার নাম-শ্রবণ, শ্রবণান্তর কীর্তন, আপনাকে নমস্কার এবং আপনার স্মরণ করেন, তাহা হইলে তিনিও তৎক্ষণাৎ সোমযাগের অধিকারী হন, আর যাঁহারা আপনার সাক্ষাদ্দর্শনলাভ করেন, তাঁহাদের কথা আর কি বলিব ?]

ক্লেশোপশমনের উপায়-নির্দ্ধারণে এতৎ হইয়া আমরা পদ্মপুরাণে দেখিতে পাই —

"অপ্রারব্ধফলং পাপং কূটং বীজং
ফলোন্মুখম্।
ক্রমেণৈব প্রলীয়েত বিষ্ণুভক্তিরতাত্মনাম্॥"

পাপবাসনার নামই পাপবীজ। মনে মনে অসচ্চিন্তা বা ইন্দ্রিয়-বস্তু-ভোগ-স্পৃহারূপ পাপবীজ হৃদয়ের অন্তঃস্থলে অবস্থান করে। এই পাপবীজ বা পাপ-বাসনা হৃদয়ে থাকিলে তাহা বৃক্ষরূপে পরিণত হইয়া পাপফল প্রসব না করিয়া পারে না। সুতরাং বৃক্ষের শাখাকর্তনের ন্যায় পাপ ধ্বংস করিবার কৃত্রিম ও সাময়িক চেষ্টা না দেখাইয়া পাপবীজ ধ্বংস করার জন্য যত্নপর হওয়া যে বিশেষ দরকার তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। অজ্ঞানকুল-বদ্ধ আমরা পাপাদি নাশ করিবার জন্য প্রায়শ্চিত্তাদি আবাহন করি বটে, কিন্তু কর্দমাক্ত জলের দ্বারা পাদপদ্ম পরিষ্কার করিবার চেষ্টার ন্যায় কলুষময়দের চেষ্টা ফলপ্রদ না হইয়া হস্তিস্নানবৎ পণ্ডশ্রমে পর্যবসিত হয়। প্রায়শ্চিত্তাদির দ্বারা পাপাদি নষ্ট হইলেও পাপবীজ ধ্বংস হয় না। ভক্তি ব্যতীত এই পাপ ও পাপবীজ নাশের অন্য কোনও উপায় নাই। তাই শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

"কেচিৎ কেবলয়া ভক্ত্যা বাসুদেবপরায়ণাঃ।
অঘং ধুন্বন্তি কার্ৎস্ন্যেন নীহারমিব ভাস্করঃ॥"
—ভাঃ ৬।১।১৫

তপস্যা, দান ও চান্দ্রায়ণাদি ব্রত অথবা প্রায়শ্চিত্তাদি দ্বারা পাপ ক্ষয় হয় বটে, কিন্তু হৃদয়স্থ পাপবীজ অধর্মানুষ্ঠানরূপ চিত্তমালিন্য অথবা পাপের মূলীভূত চিত্ত বৃত্তিরূপ সংস্কার বিনষ্ট হয় না। পাপবীজ হৃদয়ে থাকে বলিয়া উহা জীবকে পাপে পুনঃ প্রবর্তিত করায়। শ্রীকৃষ্ণচরণার-বিন্দের সেবাদ্বারাই ইহা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, অন্য কোন সাধনের দ্বারা তাহা সম্ভবপর নহে।

পাপ, পাপবীজ ও অবিদ্যা—এই তিনটির মধ্যে অবিদ্যাই ক্লেশরোগের মূল। সুতরাং কৃষ্ণবিস্মৃতিরূপ এই অবিদ্যা হরি-ভক্তিরূপ বিদ্যার দ্বারা ধ্বংস করিবার জন্য যত্নপর হওয়াই উচিত। বৃক্ষের মূলোৎ-পাটন না হইলে তাহার শাখাপ্রশাখাদি ছেদন করিলেও যেমন তাহার পুনঃ অঙ্কুরোদ্গম হয়, তদ্রূপ কৃষ্ণবিস্মৃতিরূপ ক্লেশমূলের বিনাশার্থ ভগবানের সেবাস্বীকারমুখে অবিদ্যার মূলোৎপাটন না করিলে অর্থাৎ কৃষ্ণপাদপদ্মে সেবাবৈমুখ্য লাভ করিতে না পারিলে, অবিদ্যাহরণ হরি-গুরু-বৈষ্ণবের পাদপদ্মে শরণাগত হইতে না পারিলে এই ক্লেশের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার আর উপায় কোথায়? সেইজন্য বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ বিবাদ্ ব্যাপারিত শ্রীগুরুদেবের আনুগত্যে কৃষ্ণকৃপা বা কৃষ্ণসেবা-লাভের জন্য যত্নপর হন। সূর্যোদয়ের প্রাক্কালেই অর্থাৎ প্রভাত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই যেমন অন্ধকার বিদূরিত হইয়া যায়, সেইরূপ সেবালোক হৃদয়ে সম্যগ্ রূপে প্রকাশিত হইবার পূর্বেই অর্থাৎ সাধুসঙ্গে হরিভজন করিতে করিতেই সমস্ত অনর্থ বা ক্লেশাদি অনায়াসে বিদূরিত হয়। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

যৎপাদপঙ্কজপলাশবিলাসভক্ত্যা
কর্মাশয়ং গ্রথিতমুদ্‌গ্রথয়ন্তি সন্তঃ।
তদ্বন্ন রিক্তমতয়ো যতয়োঽপি রুদ্ধ-
স্রোতোগণাস্তমরণং ভজ বাসুদেবম্॥
—ভাঃ ৪।২২।৩৯

[ভক্তগণ ভগবানের পাদপদ্মের পত্রসদৃশ অঙ্গুলিসকলের কান্তি ভক্তির সহিত স্মরণ করিতে করিতে যেরূপ কর্মবাসনাময় হৃদয়গ্রন্থিকে অনায়াসেই ছেদন করেন, ভক্তিরহিত নির্বিষয়ী যোগিগণ ইন্দ্রিয়-গণকে সংযত করিয়াও তাদৃশ ফললাভ করিতে পারেন না। অতএব ইন্দ্রিয়নিগ্রহাদি-চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া বাসুদেবের ভজনা কর।]

জীবমাত্রেই যখন ভগবান্ কৃষ্ণের সেবক, তখন ভগবানের সেবা ব্যতীত যে তাঁহার আর কোন কৃত্য নাই এবং এই নিত্যকৃত্য, বিস্মৃত হওয়ার জন্যই যে সেই অপরাধের ফল-স্বরূপে তাঁহার ক্লেশভাগী হইয়েছে, এসকল কথা আমরা নিজ জীবনে দেখিয়াও দেখি-তেছি না, এমনই আমাদের ভ্রান্তি ও দুর্দৈব। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতোক্ত—"কৃষ্ণভুলি' সেই জীব অনাদি-বহির্মুখ। অতএব মায়া তারে দেয় সংসারদুঃখ বা দুঃখ"—এই অমূল্য বাণী আলোচনা দ্বারাই আমরা জানিতে পারি যে, নিত্য পিতার সেবা ছাড়িয়াই অকৃতজ্ঞ পুত্র আমাদের এই দুর্দশা ঘটিয়াছে। সুতরাং তাঁহার সেবা করিলে বা তৎপাদপদ্মে ভক্তিযুক্ত হইলেই যে আমাদের আর কোন অসুবিধা থাকিতে

মায়াকে পিছনে রাখি' কৃষ্ণপানে চায়। ভজিতে ভজিতে কৃষ্ণপাদপদ্ম পায়।

পারে না, আমরা পিতৃধনে ধনী হইতে পারি—সেবায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া সেবকাভিমানে প্রবৃত্ত হইতে বা নিত্যানন্দের অধিকারী হইতে পারি, তাহাতে আর সন্দেহ কি? তাই বলি, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ স্ব-স্বরূপের আলোচনামুখে পশু পক্ষি-কীট-পতঙ্গ-পর্য্যন্ত ও মানবদেহধারী জীবমাত্রের একমাত্র কৃত্য—ভগবৎসেবার কথা গুরুমুখে জানিয়া ভজনবিধির জন্য শ্রীগুরুদেবের বিশ্রম্ভ সেবায় নিযুক্ত থাকা। তাহা হইলে জানা যাইবে যে, ভগবৎসেবা ব্যতীত আর শ্রেয়ঃপথ নাই, মঙ্গললাভের আর দ্বিতীয় উপায় নাই, ভগবদ্দর্শনের এমন সহজ সরল পন্থা আর নাই, শ্রৌতপন্থার ন্যায় অভ্রান্ত ও উত্তম সরণি আর নাই। তাই বলিতেছিলাম, ভক্তিই একমাত্র 'ক্লেশঘ্নী' আর বাদবাকী সমস্তই অবর বা ব্যতিরেকভাবে ক্লেশদ বা ক্লেশের জনক।

কএকটি প্রশ্নের উত্তর

[১]

বীরভূম হইতে জনৈক জিজ্ঞাসু কতিপয় ব্যক্তির সন্দেহে সঙ্কলন করিয়া দৈনিক নদীয়াপ্রকাশের সম্পাদকমহোদয়ের নিকট কএকটী প্রশ্ন করিয়াছেন। সেই প্রশ্নগুলি সকলই পুরাতন কথা এবং জীবের বহির্ম্মুখতা হইতে উত্থিত সন্দেহেরই পুনরাবৃত্তিমাত্র। গৌড়ীয়পত্রে প্রত্যেক খণ্ডে ও বিবিধ প্রবন্ধে ঐসকল প্রশ্নের উত্তর বহুবার প্রদত্ত হইয়াছে। নদীয়া-প্রকাশেও যে ২।৪ বার তৎসম্বন্ধে আলোচনা না হইয়াছে, তাহা নহে। ভক্তি, ভক্ত ও ভগবানের স্বরূপের কিঞ্চিৎ উপলব্ধি হইলেই এই জাতীয় প্রশ্ন স্বতঃই মীমাংসিত হইয়া যায়।

প্রথম প্রশ্ন এই যে, ভগবদ্ভক্তগণ শ্রীকৃষ্ণগৌরাঙ্গের আশীর্ব্বাদ, পঞ্চসংস্কারের অন্তর্গত তৃতীয় সংস্কার অর্থাৎ ভগবদ্দাস্যসূচক নাম ও পারমার্থিক উপাধি-পরীক্ষালব্ধ উপাধিসকল গ্রহণ করিবেন কেন? প্রশ্নকর্ত্তা ঐসকলকে সাধারণ-প্রতিষ্ঠাকামী বদ্ধজীবের উপাধির সহিত এক মনে করেন এবং আরও বলিতে চাহেন যে, মহাপ্রভুর সময়ে ভক্তগণ এইরূপ 'উপাধি' (?) গ্রহণ করিতেন না।

ভগবদ্দাসের স্বরূপের অজ্ঞতা হইতে এইরূপ সন্দেহ ও বিতর্ক উপস্থিত হয়। যাঁহারা সদ্গুরুর পদাশ্রয় ও পারমার্থিক শিক্ষালাভ করেন নাই, তাঁহারা ভগবদ্দাস্যসূচক নাম ও শ্রীগুরুদেবের আশীর্ব্বাদকে সাধারণ নাম ও উপাধির ন্যায় মনে করিয়া থাকেন। কিন্তু বৈষ্ণবস্মৃতিতে দীক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেরই নিম্নলিখিত পঞ্চ সংস্কারের একান্ত আবশ্যকতা উক্ত হইয়াছে।

তাপঃ পুণ্ড্রং তথা নাম মন্ত্রো যাগশ্চ পঞ্চমঃ।
অমী হি পঞ্চসংস্কারাঃ পরমৈকান্তিহেতবঃ॥

তাপ অর্থাৎ যাহাকে অঙ্গে হরিনামাক্ষর অঙ্কিত-করণ, ঊর্দ্ধপুণ্ড্র, ভগবদ্দাস্যসূচক নাম, মন্ত্র এবং মন্ত্রের দ্বারা শ্রীশালগ্রামের অর্চ্চন দীক্ষিতব্যক্তিমাত্রেরই অবশ্য গ্রহণীয়। ইহা ঐকান্তিকী ভক্তির হেতুস্বরূপ। 'ভগবদ্দাস' বা সেবাপর নাম—যাহাকে প্রশ্নকারী সাধারণ উপাধি বলিয়া ভ্রম করিয়াছেন, তাহা গ্রহণ না করিলে কখনও ঐকান্তিকী পরমা ভক্তির উদয় হইবে না, অধিকন্তু ভগবৎপ্রসাদ-গ্রহণে ঐরূপ বিমুখতা-প্রদর্শনের জন্য তাহাকে হরিগুরুবৈষ্ণবের চরণে ভীষণ অপরাধে অপরাধী হইতে হইবে। ভগবদাশীর্ব্বাদ-গ্রহণে বিমুখ হওয়া জাগতিক বহির্ম্মুখ সামাজিক অভিমান কিংবা কপটতা করিয়া উপাধিবিনির্ম্মুক্ত নিষ্কিঞ্চনতার অভিনয় অত্যন্ত ভগবদ্বিমুখতা। 'আমি নীচজাতি বা উচ্চজাতি, আমি অমুক পিতার সন্তান বা অমুকের পিতা, ভ্রাতা, অথবা আমি সন্ন্যাসী, কিংবা আমি সর্ব্বত্যাগী',—এই সকল অভিমানই বহির্ম্মুখতার উপাধিগ্রহণে প্রবল পিপাসা। বহির্ম্মুখতার উপাধির জন্য হইতে মুক্ত করিবার জন্যই বৈষ্ণবস্মৃতিশাস্ত্রের ব্যবস্থানুসারে শ্রীগুরুদেব দীক্ষিত শিষ্যকে ভগবদ্দাস্যসূচক নাম ও ভগবৎসেবার অধিকারসূত্রে উৎসাহ ও উদ্দীপনামূলক আশীর্ব্বাদ প্রদান করিয়া থাকেন।

"প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ
কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥"

—গীতোক্ত এই শ্লোকানুসারে অহঙ্কার-বিমূঢ় ব্যক্তিগণই ভগবৎপ্রসাদ ও আশীর্ব্বাদকে সাধারণ উপাধির সহিত সমান মনে করিয়া প্রাকৃত উপাধিতে অভিনিবিষ্ট হন। পারমার্থিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ব্যক্তিগণ যে-সকল উপাধি প্রাপ্ত হন, তাহাও তাঁহাদের হরিসেবার উদ্দীপক। তাহাতে প্রতিষ্ঠা বা কোনরূপ অভিমানমূলক কোন প্রকার কথা নাই বা ঐরূপ উপাধি দ্বারা সেরূপ উদ্দীপনাও হয় না। বরং সাধকের কখনও হরিসেবায় অনুৎসাহ আসিলে হরিগুরুবৈষ্ণবের ঐসকল আশীর্ব্বাদ সাধককে ভগবৎসেবায় পুনরুদ্দীপ্ত করিয়া থাকে এবং তাঁহার নিজের স্বরূপজ্ঞান-লাভে সাহায্য করে।

গৌড়ীয়মঠাশ্রিত ত্রিদণ্ডিগণের নাম যাঁহারা লক্ষ্য করিয়াছেন, তাঁহারা দেখিবেন যে, তাঁহাদের প্রত্যেকটী নাম কেবল ভক্তিসূচক। ভক্তিবিদ্যার অনেক উপাধি থাকা সত্ত্বেও ত্রিদণ্ডিগণ তাঁহাদের সেই ভক্তিসূচক নামের পশ্চাতে সে-সকল লৌকিক উপাধির প্রয়োগ করেন না। যথা কোন ত্রিদণ্ডিপাদই তাঁহার ভক্তিসূচক নামের পরে বি-এ, এম্-এ, প্রভৃতি উপাধি ব্যবহার করেন না। এমন কি, পারমার্থিক উপাধি পরীক্ষায় প্রাপ্ত উপাধিসকল ও যথা ভাগবতশাস্ত্রী, সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য ইত্যাদি—ব্যবহার করেন না। কিন্তু যাঁহারা যাগে ত্রিদণ্ড গ্রহণ করেন নাই, তাঁহারা আপনাদিগকে নিষ্কিঞ্চনের অভিমানে যদি অন্তরে কপটতাস্থিত গোপন করিয়া ভগবদাশীর্ব্বাদ গ্রহণে বিমুখ হন, তাহা হইলে তাঁহারা পারমার্থিক আশীর্ব্বাদের পরিবর্ত্তে কোনও না কোন প্রকার (ব্যক্ত ও অব্যক্ত) জড় উপাধি গ্রহণ না করিয়া থাকিতে পারিবেন না। ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থ পারমার্থিক আশীর্ব্বাদ পরিত্যাগ করিয়া বহির্ম্মুখ-স্বার্থ সমাজের উপাধি গ্রহণ করিলে তাঁহাদের বহির্ম্মুখতা বা প্রাকৃত অভিনিবেশই বৃদ্ধি হইবে। আমার কোন উপাধি নাই—আমি নিরুপাধিক, এমন কি আমি ভক্তিসূচক নাম ও গুরুবৈষ্ণবের আশীর্ব্বাদ পর্য্যন্ত পরিত্যাগকারী—এইরূপ স্বাতন্ত্র্য চিন্তাস্রোত অপরাধী মায়াবাদী ও হরি-গুরু-বৈষ্ণব-বিদ্বেষী সম্প্রদায়েই দৃষ্ট হয়। ইহা বাহ্যে পরিহার-পরিত্যাগের সজ্জায় অধিকতর প্রতিষ্ঠা-পিপাসার পুঞ্জ বিজ্ঞাপন।

'আমি ত' বৈষ্ণব, এ বুদ্ধি হইলে,
অমানী না হ'ব আমি।
প্রতিষ্ঠাশা আসি', হৃদয় দূষিবে,
হইব নিরয়গামী॥"

—এই মহাজন বাক্যানুসারে জানা যায়, হরি-গুরু-বৈষ্ণবের আশীর্ব্বাদকে সাধারণ উপাধি জ্ঞান করিয়া তাহা পরিত্যাগের প্রয়াস নিজেকে নিরুপাধিক বৈষ্ণব বলিয়া কল্পনা ও তাহা লোকে প্রচার করিবারই চেষ্টা। এরূপ বিচার উপস্থিত হইলে "আমি বৈষ্ণব"—এই বুদ্ধি আসিয়া গেল, কাজেই তাহাতে অমানী হইবার কল্পনায় অধিকতর অভিমানী হইয়া পড়িলাম। তখন প্রতিষ্ঠা আসিয়া আমার হৃদয়কে দূষিত করিল, আমি নিশ্চয়ই নিরয়গামী হইলাম।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময়ে কেহ ভক্তিসূচক উপাধি গ্রহণ করিতেন না, এরূপ কল্পনা বৈষ্ণব ইতিহাসে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞতা মাত্র। স্বয়ং শ্রীমন্মহাপ্রভু বহু ব্যক্তিকে তাঁহাদের ভগবৎসেবোন্মুখতা ও হরিসেবার অনুকূলতা করিতে দেখিয়া তাঁহাদিগকে নানাপ্রকার উপাধি প্রদান করিয়াছেন; যথা—

শ্রীবিষ্ণুদাস নাম প্রভুর আশীষ।
প্রভুরে অনেক গ্রন্থ দিয়াছে লিখিয়া॥
'রঘুনাথ' নাম প্রভু দিল তাঁর নাম।
(চৈঃ চঃ অ ১০।১৪৯)

যিনি পরবর্ত্তিকালে "শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক" রচনা করিয়াছিলেন, সেই শিবানন্দাত্মজকে মহাপ্রভু 'পুরীদাস' নাম দিয়াছিলেন,—

ছোটপুত্রে দেখি' প্রভু নাম পুছিলা।
পরমানন্দ দাস নাম সেন জানাইলা॥
পূর্ব্বে যবে শিবানন্দ প্রভু স্থানে আইলা।
তবে মহাপ্রভু তাঁ'রে কহিতে লাগিলা॥
এবার তোমার যে হইবে কুমার।
'পুরীদাস' বলি' নাম ধরিও তাহার॥
তবে মায়ের গর্ভে হয় সেই ত' কুমার।
শিবানন্দ ঘরে গেলে, জন্ম হৈল তাঁ'র॥
প্রভু আজ্ঞায় ধরিলা নাম—পরমানন্দদাস।
'পুরীদাস' করি প্রভু করেন উপহাস॥
(চৈঃ চঃ অ ১২।৪৫—৪৯)

এই পরমানন্দদাস বা পুরীদাসই 'কবিকর্ণপুর' উপাধিতে বিভূষিত হইয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং 'সাকরমল্লিক' ও 'দবিরখাসকে' 'সনাতন' ও 'শ্রীরূপ' নাম প্রদান করিয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময় অনেক বৈষ্ণব 'আচার্য্য', 'আচার্য্যরত্ন', 'গোসাঞি' বা 'গোস্বামী' প্রভৃতি উপাধিতে বিভূষিত হন। শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্য 'আচার্য্যরত্ন' উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীঅনন্ত চট্টরাজ 'কণ্ঠাভরণ' উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন। (চৈঃ চঃ আঃ ১২।৮০ ও গৌরগণোদ্দেশ ১১৯ সং দ্রঃ) শ্রীনীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর দৌহিত্র শ্রীজগন্নাথ চক্রবর্ত্তী 'মামুঠাকুর' নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেবের সময়ে অনেক গৃহব্রতী বৈষ্ণব 'পণ্ডিত' উপাধিতে ভূষিত হইতেন; যেমন—গদাধর 'পণ্ডিত', বক্রেশ্বর 'পণ্ডিত', জগদানন্দ 'পণ্ডিত' প্রভৃতি। কেহ কেহ 'বৈষ্ণব' ও 'ঠাকুর' উপাধিতেও ভূষিত হইয়াছিলেন, যেমন [illegible] 'বৈষ্ণব', হরিদাস 'ঠাকুর' প্রভৃতি। শ্রীল হরিদাস অস্পৃশ্যকুলে আবির্ভূত হওয়ায় বৈষ্ণবগণের নিকট হইতে 'হরিদাস' নাম ও 'ঠাকুর' উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। জগন্নাথমন্দিরের [illegible] 'পুরুষ' [illegible]। শ্রীমন্মহাপ্রভু [illegible] অনেক ভাগবত-পাঠক সাধুকে 'ভাগবতাচার্য্য' উপাধি দিয়াছিলেন। (চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৫ম পঃ)। পুণ্ডরীক মহোপাধ্যায় 'বিদ্যানিধি', 'প্রেমনিধি' ও 'আচার্য্যনিধি' উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন। [illegible])

শুদ্ধভক্তি মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ

([illegible])

প্রাচীন নবদ্বীপ, [illegible] শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। [illegible] প্রায় ৩০০ [illegible] [illegible] সম্পাদক শ্রীমদ্‌ [illegible] [illegible] মহারাজ [illegible] এই মঠে শ্রীবি- [illegible] [illegible] শ্রীল [illegible] [illegible] মাসিক [illegible] তাঁহাদের উপর [illegible] নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠ হইতে পারমার্থিক বৈদিক [illegible] প্রকাশ', মাসিক সম্পাদক [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পরিক্রমা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইয়া থাকে। রক্ষক —শ্রীপাদ [illegible] ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫

শ্রীমদ্ভাগবত পাঠাদি প্রতিদিন [illegible] [illegible] গৌড়দেশের মধ্যস্থান [illegible] কলিকাতায় শ্রীগান্ধর্ব্বিকা-গিরি[illegible] [illegible] প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই তৃণস্থানে শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ-শ্রীগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারী সমাধিস্থ [illegible] সেবিত হন। 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক [illegible] নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। [illegible] পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, মহাপ্রসাদ-চতুষ্টয় [illegible], শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি [illegible] ও হরিকথার সমাক্‌ আলোচনা হয়। [illegible] হইতে মহানগরীর মধ্যে [illegible] নগর-সঙ্কীর্ত্তন, [illegible] [illegible] সঙ্কীর্ত্তন-মহা-মহোৎসবাদি [illegible] [illegible] হয়। রক্ষক—মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব হয় মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া [illegible] শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীপ্রাণনাথের নিত্য সেবা তথা শ্রীগুরু-[illegible]দের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবিজ্ঞানানন্দ [illegible] সেবাকোবিদ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী এখানে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান, রক্ষক—শ্রীমাধব দাসাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—গোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

(৭) কাজীর সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন ঈশোদ্যানপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) [illegible] স্থানে [illegible] চাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক।

(৮) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও রাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান দাস ব্রহ্মচারী।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(১০) মোদদ্রুম-ছত্র "গৌড়ের নৈমিষ"

মাউগাছি, পোঃ কালনা, (বর্দ্ধমান)।

শ্রীবাসাদ্রাতা ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান। শ্রীগৌরনিত্যানন্দের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক —শ্রীকুঞ্জবিহারী বনবাসী, ভক্তিভূষণ।

(১১) জোড়িয়া কুঞ্জকানন

শ্রীনৃসিংহদেব পল্লীর নিকটবর্ত্তী,
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীমধুসূদন ব্রহ্মচারী

(১২) কুলকুটীর—পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীমধুসূদন অধিকারী

(১৩) ভাগবত-আসন—পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

এই স্থান হইতে ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচারিত হয়। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভাক্তশাস্ত্রী।

(১৪) একায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ কালখালি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৫) মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঞ্চনপল্লী, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(১৬) মাধ্বগৌড়ীয় মঠ

২০নং নবাবপুর রোড, পোঃ ঢাকা

পূর্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ।

১৭) গোপালজীউ মঠ—কমলাপুর,(ঢাকা)

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান। রক্ষক—শ্রীহরিদাস ব্রজবাসী.

(১৮) নিতাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)।

এখানে শ্রীনিতাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(১৯) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীচন্দ্রশেখর ভাক্তশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২০) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাধু, (ত্রিপুরা)

এখানে শ্রীগুরু-সহিত শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

২১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক —শ্রীনরোত্তম দাসাধিকারী.

(২২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ভুবনেশ্বর, পোঃ চিকুরিয়া, (মানভূম)

এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী।

(২৩) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকসিমা, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে গুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান্‌দাস ব্রজবাসী ভাক্তরত্ন।

(২৪) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী।

(২৫) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ বক্সীবাজার, (কটক)

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণ-জীউর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর

(২৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর পুরী,

শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন।

(২৭) পুরুষোত্তম মঠ

ভক্তিকুটী, পোঃ পুরী উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীউর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগদাধর অধিকারী

(২৮) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলবরনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী দাসাধিকারী।

(২৯) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভূর, জেলা গোদাবরী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। মহোপদেশক—শ্রীনিত্যানন্দ দাসাধিকারী ভক্তিলোচন।

(৩০) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৭২নং খড়িমপুরা, বেনারস সিটি

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীসনাতন ব্রহ্মচারী।

(৩১) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন গোস্বামী

(৩২) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও গৌরবিনোদ-বিলাসজীউর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীসত্যনারায়ণ দাসাধিকারী।

(৩৩) কৃষ্ণচৈতন্য মঠ

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

এখানে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিত্য-সেবা হয়। রক্ষক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠ

বিশ্রামঘাট মথুরা

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ

(৩৫) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ—শ্রীরাধাকুণ্ড

রক্ষক—শ্রীরাধারমণচরণদাস ব্রহ্মচারী

(৩৬) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৩৭) গোবর্দ্ধনবিহারী মঠ

সেখপাড়া, পোঃ তোতোল, জেলা অমৃতসর (পাঞ্জাব) রক্ষক—শ্রীগোবর্দ্ধনধারী ব্রহ্মচারী।

(৩৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং কুতুব রোড, নিউ দিল্লী।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসম্বন্ধ তুর্য্যাশ্রমী

(৩৯) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল।

এখানে গৌরবিনোদরায়ের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪০) সারস্বত-গৌড়ীয় মঠ

চারধার সাতারপুর, চট্ট, সি

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি

(৪১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ রায়পেট্টা মাদ্রাজ।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীপাদ অনন্তানন্দ ভক্তিবিকাশ

৪২) বোম্বে-গৌড়ীয়-মঠ কার্য্যালয়

প্রোক্টার রোড, চোটানি বিল্ডিং, বাংলো নং ১, বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মা মজুমদার।

(৪৩) অমরসি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমরসি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীরাজেশ্বর দাস অধিকারী

(৪৪) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী

(৪৫) পাটনা গৌড়ীয় মঠ

১০০ মিঠাপুরা, পাটনা।

রক্ষক—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী রাগভূষণ

(৪৬) গয়া গৌড়ীয় মঠ

হিল সাইড, চার্চ রোড, গয়া

রক্ষক—উপদেশক শ্রীসর্ব্বেশ্বর রাগরত্ন

(৪৭) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠ বালেশ্বর

রক্ষক—শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয়

৩ গ্লষ্টার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, এস-ডাব্লিউ ৭, লণ্ডন

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন

(৪৯) বার্লিন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

Berlin W. 30
Eisenacher strasse 29 II

(৫০) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

৩৫০ নং ডালহাউসী ষ্ট্রীট রেঙ্গুন।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
প্রত্যেক স্কন্ধের প্রতিখণ্ড ৷৵০
২। অনুভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। অনুভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী ৬৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড—১৲; ২য় খণ্ড—৷৹
৩—৷৹
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—১৲; ২য় খণ্ড - ৷৹
৭। শ্রীচৈতন্যদেব—১৲
৮। সৎক্রিয়াসার—দীপিকা ও সংস্কার-দীপিকা ১৷০
৯। বৈষ্ণব-ধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৷৹
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ৷০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৷৹
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ৷০
১৮। বামন-আম্নায় ৷০
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵০
২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৵
২২। অরুণ-বরুণ ৷
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ ও (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
২৬। গীতার কেবল মূল-ভাষা ৷০
২৭। ভক্তিসন্দর্ভ ও গৌরপার্ষদ সানুবাদ ২৲
২৮। বেদান্তদর্শনের সারাংশ ৷০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷
৩০। জীব-নিস্তরণ ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৷৹
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ৷০
৪০। শরণাগতি ৴০
৪১। গীতাবলী ৴০
৪২। চিত্রে নবদ্বীপ ১৷০
৪৩। সাধনকণ ৴০
৪৪। শোকশাতনিকা ৴০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৴০
৪৬। অর্চ্চনপদ্ধতি ৴০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৴১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ৷০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ)
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৷৹
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ৷০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ৷০
৫৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৴০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ৷০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণনেত্র ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যলীলামৃত সারঃ ৷০
৬১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিবিধঃ ৷০
৬২। সচিত্র-শিক্ষাষ্টকম্ ৷০
৬৩। তত্ত্বসূত্রম্ ৷০
৬৪। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৷৵০
৬৫। গৌড়ীয়মঠ পরিচয়ঃ ৴০
৬৬। মায়াবাদনির্ণয়ম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৭। রায় রামানন্দ ৷০
৬৮। এ কিউ ওয়ার্ডস্ অন্ বেদান্ত
৬৯। ব্রহ্মসূত্র ৷০
৭০। বেদান্ত—ইট্স্ মরফলজি অ্যাণ্ড অন্টলজি ৷০
৭১। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড্স ৷৵০
৭২। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্ট্স অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ৷০
৭৩। বৈষ্ণবীজম্ ৷০
৭৪। শোর্ট গৌড়ীয়মঠ টক্ বুক ৴০
৭৫। দি ভাগবত
৭৬। স্রোতিক্ প্রিন্সিপ্ল্ অ্যাণ্ড অ্যাপ্রোচ্ড্ ডিভোশন ৷০
৭৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ১৷০
৭৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান্) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৭৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷০
৮০। সাধন-পথ ৷০
৮১। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৮২। গীতাবলী ৴০
৮৩। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৪। শরণাগতি ৴০

তেলগু ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ আনা, বড় বোতল ১৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে. বি. দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। উহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে. বি. দত্ত এণ্ড কোং
কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার
কলিকাতা

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের গুরুতা, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে বর্ণানুসার ও শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, এম, কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

(ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্স কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য এম্-এ, মহোদয়ের স্বোপার্জ্জিত গবেষণা এবং পারদর্শী লেখনীর অদ্ভুত আবাহন দ্বারা একাধারে দর্শন এবং গৌর ও স্বপার্ষদের জীবনচরিত-সাগরে দক্ষ হইল এই বিরাট, প্রাঞ্জল ও আদর্শনীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সকলের প্রসিদ্ধ মতের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক আলোচনা প্রথম খণ্ড ৩০৭ অধ্যায়ে, প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় হইয়াছে। ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের প্রণীত মুখবন্ধ (Foreward) প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সাজান শব্দসূচীপত্র (Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চতুর্দ্দিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিশেষ। ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র মেধাবী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক পত্রিকা একাদশীতে প্রকাশিত হয়। প্রতি বর্ষ ৪৲ টাকা ভিক্ষায় কলিকাতা বাগবাজার গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—তিনি ভাষায় প্রকাশিত পারমার্থিক পাক্ষিক। বৈদিকাবতী শ্রীসরস্বতী মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১॥০

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ বিমানন্দ দেবতীর্থ বি-এস্, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল শ্লোক অক্ষরে এবং তাহার বর্ত্তমান-যুগ শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। আট খণ্ডে ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৩৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোকসূচী, পদ্যসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়সূচী, গ্রন্থসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচীপত্র। সভাষ্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অপূর্ব্ব বিরাট সংস্করণ জগতের কোথাও আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠকমাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৮—৫৬,	১০—৩১,	১৩—২২	১৭—০৮,	১৯—৩৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—০৫
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—১২

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

শনিবার অস্থায়ী

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৩৪	১৪-৩৪	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪২	১৫-৪১	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-৫১	১৩-১২	১৬-১২	১৯-১১

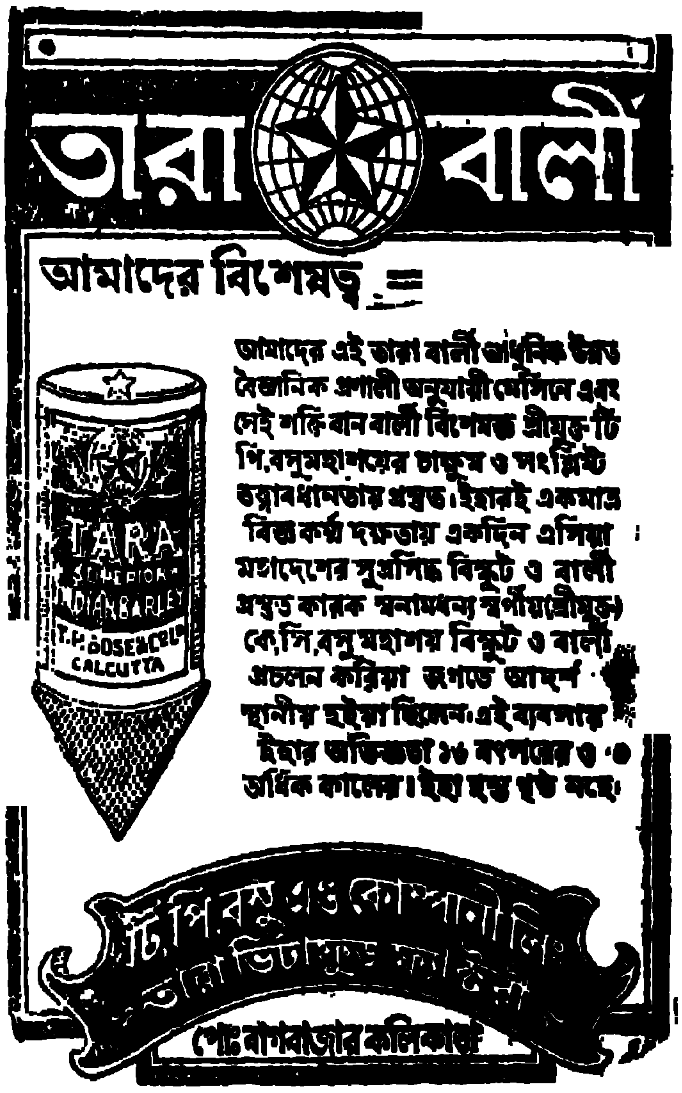

সচিত্র
নবদ্বীপ পঞ্জিকা

ভিক্ষা—মাত্র ৵০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'শ্রীনাম' নবদ্বীপ

দৈ নি ক

নদীয়াপ্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

R.R. Go 1344

চৈতন্যোপনিষদ্
বহু অনুসন্ধানে মূল ও অনুবাদসহ প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি উত্তম। ভিক্ষা ।০ মাত্র
শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

"গৌড়ীয়"
১৯ বর্ষ চলিতেছে
: ~ বর্ষ পর্যন্ত
প্রতি বর্ষ কাগজে বাঁধাই
ভিক্ষা ৩৷০ মাত্র।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ
বাগবাজার, কলিকাতা

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচার-নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১০ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১৭ই আষাঢ়, মঙ্গলবার ১৩৪২. ২রা জুলাই ১৯৩৫ ১০৩তম সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

—:০:—

অপরাধজনক নরহত্যার অপরাধে ৭ বৎসর

ফরিদপুরের দায়রা জজ ভাঃ দিঃ দ ৩০৪ ১৪৯ ধারা অনুসারে মৌলবী কাফিলুদ্দিন ও অপরাপর কয়েকজনকে ৭ বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। আসামীগণ দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল করিলে বিচারপতি মিঃ লর্ড উইলিয়ামস ও মিঃ জ্যাক্ আসামীদের আপীল ডিসমিস করিয়া দেন।

অভিযোগে প্রকাশ, সিরাজুদ্দিন ও অপরাপর কয়েকজনের সঙ্গে দরখাস্ত-কারীদের ঝগড়া ছিল। একদিন ফরিয়াদীর বাড়ীতে মিলাদসরিফ পাঠ হইতেছিল এমন সময় আসামীগণ আসিয়া সিরাজুদ্দিন ও তাহার যে কয়জনকে বাড়ী ছাড়িয়া যাইতে বলে। সিরাজুদ্দিন আপত্তি করিলে কফি-লুদ্দিনের হুকুম অনুসারে সিরাজুদ্দিনকে হত্যা করা হয়।

আসামী পক্ষে বলা হয় যে, ফরিয়াদী পক্ষই প্রথম তাহাদিগকে আক্রমণ করে।

নোট দ্বিগুণ করিবার কাহিনী

গার্ডেন রিচের ভগবান সুর্খি নামক একজন পানওয়ালাকে প্রতারণার চেষ্টার অপরাধে, আলীপুরের পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এল কে সেন মহম্মদ আবেদ নামক এক-ব্যক্তিকে ৩ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন।

গত ১লা মার্চ আসামী ফরিয়াদীর দোকান হইতে এক পয়সার পান ক্রয় করে এবং নানা কথায় আলাপ প্রসঙ্গে বলে যে, সে নোট দ্বিগুণ করিতে পারে। সে তাহাকে ৫টা মাত্র একখানা ১০৲ টাকার নোট লইয়া বাবনগর ময়দানে যাইতে বলে। ফরিয়াদী এই কথা একজন কনেষ্টবলকে বলিলে কনেষ্টবল তাহার সঙ্গে যাইতে রাজী হয়। নির্দ্দিষ্ট দিনে তাহারা তথায় যায়। কনেষ্টবল কিছু দূরে থাকে। আসামী ফরিয়াদীকে জিজ্ঞাসা করে, সে নোট আনিয়াছে কি না। যখন তাহারা আলাপ করিতেছিলেন এমন সময় কনেষ্টবল আসিয়া আসামীকে গ্রেপ্তার করে।

বন্দুকের গুলীতে বালকের মৃত্যু

গুড়িয়াডা হইতে ১৫ মাইল দূরবর্ত্তী বীরাদীনকা গ্রাম হইতে ভেঙ্কটরত্নম নামে একটি পনর বৎসরের কম বালকের শোচনীয় মৃত্যুসংবাদ পাওয়া গেল।

শনিবার দিন সন্ধ্যায় একজন শিকারী যোগনা একটী বন্দুক লইয়া শিকারে বাহির হয় এবং একটি ঘুঘু শিকার করে। ঘুঘুটি গাছের উপর হইতে পড়িয়া যাইবার সময় একটি গাছের ডালে আটকাইয়া যায়।

সেই সময় ভেঙ্কটরত্নম অপর তিনটি ছেলের সহিত সেখানে খেলা করিতেছিল। শিকারীটি গাছের উপরে উঠিয়া ঘুঘুটিকে পাড়িয়া আনিতে বলে। ভেঙ্কটরত্নম অস্বীকার করে।

শিকারীটি ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া বালকটিকে বন্দুক দিয়া গুলী করিবে বলিয়া ভয় দেখায়।

ভেঙ্কটরত্নম তাহার কাছে অগ্রসর হইয়া যদি সে প্রকৃত মানুষ হয় তাহা হইলে তাহাকে গুলী করুক, বলিয়া আহ্বান করে। ভেঙ্কটরত্নম শিকারী হইতে কয়েক ফুট আসিয়া পৌঁছিলে খুব জোরে একটি শব্দ শুনিতে পাওয়া যায় এবং বালকটির মৃতদেহ মাটীর উপর লুটাইয়া পড়ে। এই সম্পর্কে পুলিশ আসিয়া যোগনা নামে একজন মুসলমানকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

মৃতদেহ শবের জন্য মুখরেট হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়।

— · —

সশস্ত্র ডাকাতির মামলা

বাঁকি হইতে প্রকাশ, সশস্ত্র ডাকাতি করার অভিযোগে ভিকুইগড় থানার তেজু ভুইয়া এবং সিরাজগঞ্জ থানার অপর একজন আসামীকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৯৫ ধারায় মাসে পঞ্চকোট ডিষ্ট্রিক্ট জজ অ্যাসেসরের [illegible] ৩ বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

প্রকাশ যে গত ২০শে মার্চ [illegible] গ্রামের তুইজন মাড়োয়ারী ব্যবসায়ী গোহাবগড় বাজারে যায়। সন্ধ্যাবেলা তাহারা বাড়ী ফিরিবার সময় আসামীরা লাঠি ও বল্লম লইয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করে এবং তাহাদিগকে আহত করিয়া প্রায় ৬০০ টাকার তোড়া লইয়া পলায়ন করে।

মাননীয় বিচারপতি আসামীদের সকলকেই দোষী বলিয়া সাব্যস্ত করেন এবং প্রত্যেকের প্রতি ৩ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দেন।

———

পোষ্টমাষ্টারের ৫ বৎসর কারাদণ্ড

ঢাকার অতিরিক্ত দায়রা জজ মিঃ [illegible] কে দাশগুপ্ত কুরীবের সাবপোষ্ট [illegible] গ্রহণ করিয়া তহবিল তছরূপ ও জালিয়াতির অভিযোগে বিচার করিয়াছেন। মামলার পোষ্ট আফিসের পোষ্ট মাষ্টার জ্যোতিভূষণ দাসের প্রতি পাঁচ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড ও ২০০ টাকা অর্থদণ্ড [illegible] [illegible] হইয়াছে। ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট [illegible] [illegible] ২।০ টাকা করিয়া [illegible] কারাদণ্ডের আদেশ [illegible] [illegible]।

অভিযোগে প্রকাশ যে, মহম্মদ কাফিরুদ্দিন নামক এক ব্যক্তি নায়েবী পোষ্ট আফিসে [illegible] টাকা জমা দিয়াছিলেন। জ্যোতিভূষণ [illegible] [illegible] [illegible] টাকা উঠাইয়া [illegible] [illegible] জাল করিয়া [illegible] হিসাব হইতে ৬৫০ টাকা উঠাইয়া লইয়াছিল।

পরে প্রকাশ পায় যে, সেভিংস ব্যাঙ্ক টাকা উঠাইয়া লইবার জন্য [illegible] কাফিরুদ্দিনের [illegible] [illegible] [illegible] করিয়াছিল। কাফি-রুদ্দিনের ও আসামীদের [illegible] নমুনা [illegible] টাকা উঠাইবার আবেদন পত্র [illegible] [illegible] নিকট প্রেরিত হয়। তিনি [illegible] প্রকাশ করেন যে, আবেদন [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আছে।

———

[illegible] মধ্যে যুদ্ধ

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইতে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] নামক [illegible] [illegible] [illegible] ১৫ জন নিহত [illegible] ১০ জন আহত হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ছিল। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ছিল। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আছেন।

———

নমো ভগবতে নারায়ণায়

১৭ই আষাঢ়, মঙ্গলবার ১৩৪২

বর্তমান ১৯৩৫ সনের পাটের আবাদ কমাইবার জন্য বাংলার সরকার বিগত ২০শে সেপ্টেম্বর তারিখের প্রেসনোটে এক প্রস্তাব জানাইয়াছিলেন। প্রচারকার্য্যের সাহায্যে বাংলার কৃষকগণকে পাটের আবাদে কতক পরিমাণে বিরত করিতে পারা যায় এতদুদ্দেশ্যেই উক্ত প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল।

এতদনুযায়ী উপযুক্তরূপ প্রচারকার্য্যে যথাসময়েই হস্তক্ষেপ করা হইয়াছিল। ইহাতে পাটের আবাদ কত পরিমাণ কম হইয়াছে, বর্তমানে তাহার সঠিক হিসাব দেওয়া কঠিন। তবে যে সকল কৃষকগণ পাটের আবাদ করিয়া থাকেন, তাহারা সকলেই প্রচারকার্য্যে সহায়তা করিয়াছেন এবং ইহা হইতে এরূপ আশা করা যায় যে পাটের ... বিষয়ে উক্তরূপ হিসাব যথাযথ ভাবে সম্পূর্ণ হইবে। যে সকল সরকারী কর্মচারী এবং জনসাধারণের ঐকান্তিক সহায়তা এবং সাহায্যের ফলে উক্ত প্রচারকার্য্যে সাফল্যলাভ সম্ভবপর হইয়াছে, বাঙ্গলার সরকার তাহাদিগকে কৃতজ্ঞতা জানাইতেছেন।

কৃষকগণ যাহাতে উপযুক্তমূল্যে তাহাদের পাট বিক্রী করিতে পারেন, ইহাই পাটের আবাদ কমাইবার একমাত্র উদ্দেশ্য এবং বর্তমানে পাটের দরের অবস্থা বিবেচনায় এই উদ্দেশ্য সফল হইবে এরূপ আশা করা যায়। তবে কোন কোন স্থানে এরূপ আলোচনা হইয়াছে যে আগামী বৎসর পাটের চাষ বৃদ্ধি পাইবে যদি এরূপ কোন সম্ভাবনা দূর হয় এবং ভবিষ্যতে সরকারের কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে কোন নিশ্চয়তা না থাকে, তাহা হইলে সম্ভবতঃ বিক্রয় সময় পাটের মূল্যের কতকটা ক্ষতি ঘটিবে। একারণ বর্তমানে সরকার পুনরায় ঘোষণা করিতেছেন যে তাঁহারা এ বৎসরের ফলাফল বিশেষভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিবেন এবং আবশ্যক হইলে, কৃষকগণ যাহাতে উপযুক্তমূল্যে পাট বিক্রয় করিতে পারেন তজ্জন্য আগামী বৎসরেও এবারের ন্যায় প্রচারকার্য্যের ব্যবস্থা করিবেন।

আগামী বৎসর এরূপ প্রচারকার্য্যের আবশ্যক হইবে কিনা এবং হইলেও তাহা কি পরিমাণে হইবে তাহা এখনই বিবেচ্য বিষয় নহে। এসম্বন্ধে সরকার যথাসময়ে তাঁহার কার্য্যধারা জ্ঞাপন করিবেন।

শিলিগুড়িতে প্রবল ঝড়

সে দিন ডি এইচ রেলওয়ের শিলিগুড়ি অঞ্চলে প্রবল ঝড় ও বারিপাত হইয়া গিয়াছে। ফলে একটী বিরাট বৃক্ষ উৎপাটিত হইয়া ডি এইচ রেলওয়ে লাইনের সেবোকা ও রায়াং এর মধ্যবর্ত্তী স্থান আটক হইয়া যায়। কালিম্পং হইতে আগত ৪২ নং ডাউন মেল এই জন্য শিলিগুড়িতে অনেক বিলম্বে পৌঁছে। অল্প সময়ের মধ্যে লাইন পরিষ্কার করা হয়।

হাঙ্গামার বিবরণ

কয়েক দিন হইল কৃষ্ণনগরে ডিপুটি-ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ কে সি ঘোষের এজলাসে একটী দাঙ্গার মামলার রায় প্রকাশিত হইয়াছে। বি সরকারের পক্ষ হইতে ১৪৮ ও ৩২৬ ধারা অনুযায়ী চাকদহের গৌর-সিংহ রায়ের ১৮ জন লোকের বিরুদ্ধে এই মামলা আনয়ন করা হইয়াছে। রাণাঘাটের এস ডি ও র কোর্ট হইতে এই মামলা কৃষ্ণনগরে স্থানান্তরিত হয়। ১৮ জনের মধ্যে ৪ জনের এক বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ড হইয়াছে। অবশিষ্ট ১৪ জন খালাস পাইয়াছে। বি সরকারের নূতন ক্রীত নদীয়া জেলার ১নং তৌজির দখল লইয়া দাঙ্গার ফলেই এই মামলার সৃষ্টি হইয়াছিল।

উক্ত গৌরমোহন সিংহ রায় বি সরকারের পক্ষের নেকারুদ্দিন সেখ এবং আরও কয়েকজনের বিরুদ্ধে ১৪৯ ও ৩০২ ধারা অনুসারে পাল্টা অভিযোগ আনয়ন করিয়াছে। এই মোকদ্দমাও উক্ত ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ কে সি ঘোষের আদালতে হইয়াছে; তিনি ভালরূপে বিচার করিয়া আসামীদিগকে উক্ত ধারা অনুসারে দায়রায় সোপর্দ করিয়াছেন। দাঙ্গার ফলে গৌর-মোহন সিংহ রায় পক্ষের একজন লোক নিহত হইয়াছিল।

সাবডিভিসনাল ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ আর মুখার্জ্জী গত ২৭শে জুন গণিমণ্ডল, চাপা-মণ্ডল এবং আরও এক ব্যক্তিকে ৩৬৬ ধারা অনুসারে ৯ মাসের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ এই যে, তাহারা নওদা গ্রামের সুরেন্দু দাসী নাম্নী একটী হিন্দু বিবাহিতা স্ত্রীলোককে বাহির করিয়া লইয়া যায় এবং আসামীগণের অন্যতম চাপামণ্ডল তাহাকে জোর করিয়া বিবাহ করে।

হিন্দুসভার পক্ষ হইতে উকীল শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল কুমার মুখার্জ্জী, উকীল শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশ চন্দ্র মুখার্জ্জী, শ্রীযুক্ত অক্রুর চন্দ্র মুখার্জ্জী, দরখাস্তকারীর পক্ষ এবং পাব্লিক প্রসিকিউটর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র কুমার বসু আসামীপক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন।

নোট ডবল করার কল

গত ১৭ই জুন বহরমপুর ফৌজদারী কোর্টের প্রথম ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট মৌলবী আবাদুল সাহেবের এজলাসে খাগড়ার রজনীকান্ত পরামানিক, সীতারাম কুন্ডী, রাজকুমার ভক্ত ও কপী দাসের বিরুদ্ধে দণ্ডবিধির ১২০ বি ও ৪২০ ধারার প্রতারণা ও ষড়যন্ত্র অভিযোগে বিচারে প্রত্যেকের প্রত্যেক ধারা অনুযায়ী এক বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ড ও একশত টাকা করিয়া জরিমানার আদেশ হইয়াছে। উভয় দণ্ড একসঙ্গে চলিবে। শেষোক্ত আসামী কপী দাস অল্পবয়স বলিয়া এক বৎসরের জন্য ১০০ টাকা জামীন মুচলেকায় মুক্তি পাইয়াছে। অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ,—আসামী-গণ সৈদাবাদের ফটিক পরামাণিকের নিকট দুইশত টাকার নোট বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ডবল করিয়া চারিশত টাকার নোট করিয়া দিবার প্রতিশ্রুতিতে লয় এবং পরে একটি বাণ্ডিল বোঝাই কর্ত্তিত কাগজ প্রদান করে।

প্রতারণার অভিনব ফন্দী

গোয়াড়ী সার্কুলার রোডের আবদুল সামাদ নামক এক ব্যক্তিকে প্রতারণা করিয়া ৭০০৲ টাকা আত্মসাৎ করার অভিযোগে রামনারায়ণ সিং এবং ঈশ্বর মিশ্র নামক দুইজন হিন্দুস্থানী আসামী অতিরিক্ত প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ওয়াজিদ আলির এজলাসে অভিযুক্ত হয়। মামলার বিবরণে প্রকাশ, সম্প্রতি এক ব্যক্তি নিজেকে একজন দালাল বলিয়া পরিচয় দিয়া ফরিয়াদীকে বলে যে, এক ব্যক্তি বিহার ভূমিকম্পের সময় ১২০০৲ টাকার নোট পাইয়াছে এবং সে ঐ নোট সামান্য টাকা পাইলেই বিক্রয় করিবে। আলাপ আলোচনার পর স্থির হয় যে, ফরিয়াদী ৭০০৲ টাকায় ঐ নোট ক্রয় করিবে। তাহাকে সেন্ট্রাল এভেনিউর এক পার্কে লইয়া যাওয়া হয়। তথায় ফরিয়াদী দুই ব্যক্তিকে দেখিতে পায়। তাহাদের নিকট দুইটি পুটুলী ছিল এবং ঐ পুটলীতে নোট আছে বলিয়া বলা হয়। ফরিয়াদী উক্ত দালালকে ৭০০৲ টাকা দিয়া নোটগুলি লইতে চাহে। এমন সময় দুইজন খাকীজামা পরিহিত ব্যক্তি আসিয়া তথায় উপস্থিত হয়। তাহারা পুলিশ বলিয়া নিজেদের পরিচয় প্রদান করে এবং যাহার হাতে পুটুলীটি ছিল তাহাকে এবং ফরিয়াদীকে গ্রেপ্তার করে, ইতাবসরে, হাতা-হাতি লাগিলে খাকী জামা পরিহিত ব্যক্তিদ্বয় ও প্রতারকগণ অন্তর্হিত হয়। পুলিশ তদন্তের ফলে উপরিউক্ত আসামীদ্বয়কে গ্রেপ্তার করা হয়।

উকিল শ্রীযুক্ত শঙ্কর চাটার্জ্জী আসামীদের পক্ষে জামিনের আবেদন করিলে আসামী-দ্বয়কে যথাক্রমে ১০০০৲ টাকা এবং ৫০০৲ টাকার জামিনে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে।

NOTICE.

It is hereby notified for the information of the public that Maharajah Srish Chandra Nandy, M. A., M. L. C. of Kasimbazar, a ward of the Court, entered into an engagement in respect of mouza Tatla (under Touzi No. 23 of Nadia, police Station krishnagar in the District of Nadia) with one Babu Golap Chand Chetlangia, son of late Matilal Chetlangia, by caste Baishya, by profession merchant residing at 13 Daccapatty, Calcutta, at present of Goari krishnagar, Nadia Pttanidar of the said mouza along with other mouzas, under the superior landlord Rajkumari prafulla Nalini Dasi and others, whereby said Babu Golap Chand Chetlangia has entered into a definite contract with the aforesaid Maharajah, represented by the Manager Court of wards, to recognise Maharajah's pre-existing Darpattni right to the extent of /14/-annas on a rent of Rs1400/- per annum and to grant a Darpattani lease of the remaining 2 annas of the same previously held in Sepattani by the said Maharajah on a rent of Rs201/-per annum and on proper concideration settled and agreed to and a kabuliyat and an agreement have been drawn up and executed.

Anybody purchasing the pattani right of said Babu Golap Chand Chetlangia in respect of the aforesaid property will do so subject to the Maharajah's right and interest as a Darpattanidar of mouza Tatla.

Sd/- B. C. De
Manager
kasimbazar Raj Wards' Estate
2/1, Russell Street,
Calcutta.

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১০ম বর্ষ | ১৩ বামন | গৌরাব্দ ৪৬৯, ১৭ই আষাঢ় বঙ্গাব্দ ১৩৬২, ২রা জুলাই ইং ১৯৫৫ | মঙ্গলবার | ১০৩৬তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

আনন্দ সুখদ কুঞ্জে বিরহ-মহোৎসব

গত ১৫ই আষাঢ়, ৩০শে জুন তারিখে শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ভজনস্থলী কীর্তনাখ্য শ্রীগোদ্রুমদ্বীপস্থিত (স্বরূপগঞ্জ) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জে ঠাকুরের একবিংশ বার্ষিক বিরহ-মহোৎসব সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। উৎসবের পূর্বাহ্ণে শ্রীধাম মায়াপুরস্থিত শ্রীচৈতন্যমঠের কতিপয় সেবক শ্রীকুঞ্জে গমন করিয়া উৎসবের যাবতীয় বন্দোবস্ত করেন। উৎসব-দিবস ব্রাহ্মমুহূর্ত হইতেই ঠাকুরের রচিত গৌর-বিহিত-কীর্তনে শ্রীকুঞ্জ মুখরিত হয়। তৎপর বেলা ৮ ঘটিকার সময় একটী নগর-সঙ্কীর্তন বাহির হয়।

শ্রীকুঞ্জের সংলগ্ন শ্রীসরস্বতীর প্রায় তীরে তীরে অবস্থিত পাকা রাস্তা দিয়া ভক্তগণ গৌরজনের স্মৃতি-সুধায় উন্মত্তপ্রায় হইয়া আবেশভরে শ্রীমহাপ্রভু ও ঠাকুরের বিরহ-গীতি গাহিতে গাহিতে সরস্বতী ও সুরধুনীর সঙ্গমস্থলে উপস্থিত হন। এই স্থানের বিপরীত দিকে সুরধুনীর পূর্বতীরস্থিত ঠাকুরের আবিষ্কৃত গৌরজন্মস্থলী শ্রীধাম মায়াপুরের সুদৃশ্য অভ্রভেদী মন্দিরসমূহ এবং পশ্চিমপারস্থিত অপরাধ-ভঞ্জন পাট শ্রীকোলদ্বীপে স্থিত বর্তমান সহরনবদ্বীপ বাসিগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। শ্রীআনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ হইতে শ্রীধাম মায়াপুরের দৃশ্য আরও সুন্দর দেখায়। রাত্রিকালে বৈদ্যুতিক আলোকমালায় যখন মঠ-মন্দিরাদি আলোকিত হয়, তখনকার আকর্ষণীয় দৃশ্য দর্শকগণের চিত্ত বিশেষরূপে আকৃষ্ট করিয়া থাকে।

নগর সঙ্কীর্তনকালে ভক্তগণ গোদ্রুমের কয়েকজন বৈষ্ণবের সমাধি পরিক্রমা করেন। নগর ভ্রমণান্তে তাঁহারা শ্রীকুঞ্জে [illegible] পুনরায় মহাজনপদাবলী কীর্তন আরম্ভ করেন এবং শ্রীনদীয়া-প্রকাশের ১০১ সংখ্যা হইতে ঠাকুরের শিক্ষা এবং ঐ পত্রিকার ৪৪ সংখ্যা হইতে "ভক্তিবিনোদ-সপ্তক" পাঠ ও ব্যাখ্যা করা হয়। ভোগরাগ ও ভোগারাত্রিক সমাপনান্তে উপস্থিত নিমন্ত্রিত-অনিমন্ত্রিত সকলকেই বিচিত্র মহাপ্রসাদ প্রদান করা হয়। কলিকাতা ও অন্যান্য বহু স্থান হইতে অনেক ভক্ত এই উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। সন্ধ্যা হইতে পুনরায় শ্রীকুঞ্জে পাঠকীর্তনাদি হইয়াছে। মহোৎসবটী সর্বতোভাবে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

শ্রীচৈতন্যমঠে

যদিও শ্রীচৈতন্যমঠের অধিকাংশ সেবক শ্রীআনন্দ-সুখদ-কুঞ্জে বিরহ-মহোৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন, তথাপি মঠরক্ষক শ্রীপাদ নরহরিব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ প্রভুর নির্দেশক্রমে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পবিত্র চরিত্র আলোচনামুখে শ্রীচৈতন্যমঠে তদীয় তিরোভাব মহোৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। প্রাতঃকালে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে [illegible] ব্যাখ্যামুখে ঠাকুরের ভজন এবং আম্নায়-পারম্পর্য্যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর অষ্টম অধস্তনরূপে ঠাকুর শুদ্ধভক্তি প্রচারে যে-সকল ভুবনমঙ্গলকার্য্য করিয়াছেন তাহা যথাসম্ভব বর্ণন করা হইয়াছে। দ্বিপ্রহরেই ঠাকুরের অপ্রকটকাল। এই সময় ভক্তগণ বিপ্রলম্ভ-গীত "যে আনিল প্রেমধন করুণা প্রচুর" কীর্তন করেন। সন্ধ্যারাত্রিকের পর ভক্তিবিনোদবন্দনা ও অন্যান্য মহাজন-

ঢাকা বালিয়াটীতে শ্রীবাস পণ্ডিতের তিরোভাবোৎসব

শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা ঢাকা জেলার অন্তর্গত বালিয়াটীস্থ শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গমঠে শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিত ঠাকুরের তিরোভাবোৎসব সুচারুরূপে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রীল শ্রীবাস পণ্ডিত শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের পার্ষদ এবং পঞ্চতত্ত্বের অন্যতম। প্রভুর লীলাভিনয়ের সময় তাঁহার গৃহেই মহাপ্রভু সর্বক্ষণ সঙ্কীর্তন করিতেন। শ্রীল পণ্ডিত মহাশয় সর্বতোভাবে মহাপ্রভুর সেবা করিতেন। অবশ্য বাহ্যিক বিচারে শ্রীবাস পণ্ডিত শ্রীগৌরসুন্দর হইতে বয়সে অনেক বড় এবং উভয়েই ব্রাহ্মণকুলে আবির্ভূত কিন্তু অন্তরে শ্রীবাস পণ্ডিত, প্রাণের প্রভু—সর্বারাধ্যের প্রভু শ্রীগৌরসুন্দরকে শ্রীভগবান্‌রূপে জানিয়া তাঁহার সেবায় নিরত থাকিতেন। মহাপ্রভু যাহাতে কোনও প্রকারে বিঘ্নমাত্রও অসন্তুষ্টি উৎপাদিত না হয় তজ্জন্য তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করিতেন। মহাপ্রভু কীর্তন-সময়ে শ্রীবাস অঙ্গনের দ্বার রুদ্ধ করিয়া রাখিতেন, কোনও বহির্মুখ ব্যক্তিকে সংকীর্তন-মধ্যে প্রবেশের অধিকার দিতেন না। একদিন পণ্ডিতের শ্বশ্রুমাতা না বলিয়া গৃহমধ্যে কোথাও লুক্কায়িত ছিলেন। সেইদিন মহাপ্রভুর কীর্তনে স্ফূর্তি না হওয়ায় তিনি বলিলেন যে, নিশ্চয়ই কোন বহির্মুখ লোক শ্রীঅঙ্গনে রহিয়াছে।

ভক্তগণ অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেন, পণ্ডিত মহাশয়ের শ্বশ্রুমাতাই সেই বহির্মুখ ব্যক্তি। মহাপ্রভুর কীর্তন-স্ফূর্তির অন্তরায় হওয়ায় পণ্ডিত মহাশয় তাঁহাকে কেশে
পদাবলী কীর্তন এবং শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা হইয়াছে।

ধরিয়া গৃহের বাহির করিয়া দেন। ভগবদ্‌ভক্তের অন্তরায় হইলে লৌকিক বিচারাদির প্রতি উদাসীন হইয়া স্বজনাত্মীয়গণকে বর্জন করাই যে কৃষ্ণভক্তের একমাত্র কৃত্য, তাহা আচার্য্য শ্রীপাদ শ্রীবাস পণ্ডিত স্বয়ং আচরণ করিয়া আমাদিগকে শিক্ষা দিলেন।

যে-সকল ঘটনায় কদর্থবাদিগণ লোকে মুহ্যমান হয় তাহাও যে শুদ্ধভক্তের ভগবদ্‌ভজনে বিন্দুমাত্রও বাধা উপস্থিত করিতে পারে না, তাহা আমরা পণ্ডিত মহাশয়ের অপর একটী আদর্শে সুষ্ঠুরূপে দেখিতে পাই। একদিন মহাপ্রভুর কীর্তনসময়ে গভীর রাত্রিতে শ্রীবাস পণ্ডিত মহাশয়ের একটী পুত্রের মৃত্যু হয়। ইহাতে পণ্ডিত বিন্দুমাত্রও ক্ষুণ্ণ হন নাই, পক্ষান্তরে গৃহের স্ত্রীলোকগণ কান্না করিয়া তাহাতে মহাপ্রভুর কীর্তনে বাধা প্রদান না করিতে পারে তজ্জন্য সুন্দরভাবে তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলেন যে, যদি তাঁহারা পুত্রের জন্য ক্রন্দন করেন এবং সেই ক্রন্দন-শব্দে যদি মহাপ্রভুর কীর্তনে বাধাও হয় তাহা হইলে তিনি (শ্রীবাস পণ্ডিত) গঙ্গায় প্রবেশ করিয়া প্রাণ বিসর্জন করিবেন। শ্রীবাস পণ্ডিত মহাশয়ের চরিত্র আলোচনার পর মহাজন-পদাবলী কীর্তন হয়। তৎপরে সমাগত ভক্তগণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছে।

উৎসবে মঠরক্ষক শ্রীপাদ হরেরাম ব্রহ্মচারী [illegible] পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা সর্বসাধারণের সকলেরই বোধগম্য হইয়াছিল। শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গমঠের উৎসবাদিতে বালিয়াটীর জমিদারগণ অর্থ সাহায্য প্রভৃতি ও নানাবিধ সেবাকার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়া থাকেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৬ শ্রাবণ শুক্র গৌরাব্দ ৪৪২

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যবসায়

বিশ্বের সর্ব্বত্রই আমরা একটা প্রতিযোগিতা দেখিতে পাই। সকল লোকেরই ব্যবসায় আছে এবং প্রত্যেকেই তাঁহাদের দ্রব্যের ভিতর কোন বস্তু অন্যে অপেক্ষা উৎকৃষ্ট, তাহা প্রমাণ করিবার চেষ্টা করেন। সকল ব্যবসায়ের সকল সময়ে ক্রেতাদিগের প্রয়োজন থাকে না। কোন্ সময়ে কোন্ দ্রব্য কেন কাহার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক না থাকিবার সম্ভাবনা এবং কোন সময়ে তাহা কোন কারণে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মূল্য পাইতে পারে, তাহা অভিজ্ঞ ব্যবসায়ী অনুধাবন করেন। অতএব বিশ্বাসঘাতক ব্যবসায়ীরা সর্ব্বদাই এই সকল ব্যবসায়িগণকে ঠকাইতে চায়, তাহা নহে। এখন কোন্ দ্রব্য অধিক ও কোন্টার আর সব অপেক্ষা বিশেষভাবে পরামর্শ দিতে লাগিল যে, এই দ্রব্য হইতে অপেক্ষা আর অল্প মূল্যে পাওয়া যাইবে না সুতরাং এক্ষণেই ইহা ক্রয় করা কর্ত্তব্য। তাহার প্রলোভনে প্রতারিত এক কারবার। যখন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মূল্য পাইব বলিয়া মনের নিকট হইতে আশার আলোক পাইয়াছিলাম, ঠিক সেই সময় ঐ জিনিষের দর এমনভাবে নামিয়া গেল যে, আমাকে বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইল। মন ও বুদ্ধির এইপ্রকার প্রতারণা-কার্য্যে লক্ষ পণ্ডিত অনেক সময় পথের ভিখারী হইয়া পড়েন।

আজ আমরা এমন একজন অভিজ্ঞ মহাজনের একটা অমূল্য উপদেশের কথা বলিব, যে মহাজনকে দেহ ও মন কখনও প্রতারিত করিতে পারে না। আমাদের মন ও বুদ্ধি আমাদের উপর প্রভুত্ব করিতে চায়, দুর্দ্দমনীয় ইন্দ্রিয়গণ আমাদিগকে সর্ব্বক্ষণ কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্য নামক ষড়্‌রিপুর হাতে নিক্ষেপ করে আর কর্ম্মাদিতে নিযুক্ত করিয়া রাখে। কিন্তু আমাদের ঐ মহাজনের নিকট উহাদের বিন্দুমাত্রও তাঁহার উপর ইহাদের কোনও আধিপত্য নাই, পক্ষান্তরে যদি সেই মহাজনের শ্রীচরণসেবন পূর্ব্বক তাঁহার কোনও কার্য্যে নিযুক্ত হইতে পারে তাহা হইলে ইহাদের জীবন ধন্য হইবে বলিয়া উৎকণ্ঠিতভাবে তাঁহার পদপ্রান্তে করজোড়ে দণ্ডায়মান থাকে। সুখ, প্রতাপ, কর্ম্মপ্রাচুর্য্য বা ইন্দ্রিয়ের অনুকূল ও বিশ্বজিৎ বা অপরকে বঞ্চনা করিবার ইচ্ছা তাঁহাতে কখনও স্থান পায় না। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ

বলিয়া কি এ শ্রেষ্ঠ মহাজনের ব্যবসায়ের কথা শুনিবেন, যাহাতে যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মুনাফা হইবে তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ কি?

আমরা এই জগতে ব্যবসায় বাণিজ্য ... করি, তাহা অর্থলাভের জন্য। সেই অর্থলাভের উদ্দেশ্য সুখ সম্ভোগ লাভ করা। অর্থলাভ করিতে হইলে কোন কোন সময়ে অধিক অর্থ ব্যয় করিতে হইয়াছে। অর্থলাভ করিয়াও ... অনেক সময়েই ... না পাওয়া যায় ... তাহাও ... অনেক সময়ে আমরা দেখিতে পাই, মনের উপাসনা ক্রমে সংসারে চিন্তার এবং তাহাতে চিত্তের বিক্ষোভ জন্মে। অন্যদিক কর্ত্তৃত্বাভিমানে ... দুঃখিত হইতে হয়। আমাদের পূর্ব্ব মহাজন যে ধনের কথা বলিয়াছেন, তাহা সংক্ষেপে চিত্ত-সম্পদ, সংক্ষেপে চিত্ত-সম্পদ এবং তাহে আরও অধিক আনন্দ। তাহার সকল কার্য্যেই নববর্দ্ধমান আনন্দ। যে কেহ তাঁহার ধন দান করিলে তাহা ক্ষয় হইয়া যায়। এই জন্য যাহারা ব্যক্তির ভাণ্ডার থাকিলেও তাহাদের পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট। তাহার যাহা আছে, তাহা যদি সবই দান করিয়া ফেলে তাহা হইলে তাহাকে পথের ভিখারী সাজিয়া অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। কিন্তু আমাদের মহাজনের ধনও যেন একদিকে যেমন বিতরণে আনন্দ অপরদিকে সমস্ত ধন দান করিলেও তাহাতে ধনভাণ্ডার বিন্দুমাত্রও ন্যূনতাপ্রাপ্ত হয় না এবং ঐ ধনভাণ্ডার হইতে অসংখ্যজনকে বা তাহাদের সমস্ত ধন দান করিলেও ঐ ভাণ্ডার পরিপূর্ণ থাকে; ইহাই এই ধনের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। এখন সেই মহাজন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যবসায়ের যে অমূল্য বাণীটি বলিয়াছেন, তাহা বলিতেছি—

"কৃষ্ণভক্তিরসভাবিতা মতিঃ
ক্রীয়তাং যদি কুতোহপি লভ্যতে।
তত্র লৌল্যমপি মূল্যমেকলং
জন্মকোটিসুকৃতৈর্ন লভ্যতে॥"

ঐ মহাজনের নাম শ্রীল রায় রামানন্দ। বাহ্য বিচারে তিনি প্রতাপশালী স্বাধীন উৎকল-নৃপেন্দ্র প্রতাপরুদ্রের অধীন কোনও প্রদেশের শাসনকর্ত্তা কিন্তু তাঁহার প্রকৃত পরিচয় এই যে, তিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর একজন অন্তরঙ্গ পার্ষদ।

রামানন্দের কৃষ্ণকথা, স্বরূপের গান।
বিরহ-বেদনায় প্রভুর রাখয়ে পরাণ॥

মহাপ্রভু যখন একটি দীর্ঘ লীলার শেষ অষ্টাদশবর্ষ নিজের নীলাচলে অবস্থানপূর্ব্বক গম্ভীরার নিভৃত কক্ষে স্বীয় কৃষ্ণলীলারস আস্বাদন করিতেছিলেন, সেই সময় স্বরূপ দামোদর ও শ্রীরামানন্দই তাঁহার সহকর্মের সঙ্গী

কৃষ্ণভক্তি রস সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠসম্পদ্। এই সম্পদের অধিকারী যিনি, তিনি নিরন্তর প্রেমানন্দ-সাগরে ভাসমান। আনন্দ-চিন্ময়-বিগ্রহের নাম আনন্দ, রূপে আনন্দ, গুণে আনন্দ, লীলায় যে আনন্দ ও লীলায় না ... । সাধারণে এই প্রকারে আনন্দের আশ্রয় বলিয়া যে ব্যক্তি তাঁহার নাম শ্রবণ সেবা ও উৎকণ্ঠে রূপ, গুণ, পরিকর ও লীলার সেবা ক্রমশঃ লাভ করিবার সুযোগ পাইয়া তাঁহার ন্যায় আনন্দের অধিকারী হয় এবং উক্ত আনন্দের জন্য অন্য কিছু লাভ করিবার আর আশা থাকে না। যিনি কৃষ্ণপ্রেম-পণ্যের ব্যবসায় করেন, তিনি আনন্দ না চাহিলেও আনন্দ আপনা হইতেই তাঁহার হৃদয়ে উদিত হইয়া থাকে। এই যে কৃষ্ণপ্রেম-পণ্যের ব্যবসায়ের কথা বলা হইল, উহাতে পাঠকগণ যেন স্থূলবুদ্ধিকে লক্ষ্য না করেন। টাকা কড়ির জন্য শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থের পঠন-পাঠনরূপ যে ব্যবসা, তাহা নিরয়ের পথে লইয়া যায় মাত্র। শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থ টাকাকড়ি ব্যবসায়ের জন্য নহে। কৃষ্ণপ্রেম-পণ্য ব্যবসায়ের কথা বলিলে উহাই বুঝিতে হইবে যে, শ্রীগুরুপাদপদ্মের অহৈতুকী কৃপায় যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ্ কৃষ্ণপ্রেম লাভ করা যায়, তাহা সর্ব্বমূল্যে বিতরণ করিতে হইবে। আমরা উপরিউক্ত শ্লোকটীতে দেখিতে পাই যে, কোটিজন্মকৃত সুকৃতির ফলেও কৃষ্ণভক্তিরস-ভাবিত মতি পাওয়া যায় না, অথচ লৌল্যরূপ একটী মাত্র মূল্য দিয়াও কৃষ্ণপ্রেমধনে ধনী যিনি, তিনি মহাবদান্য বলিয়া তাঁহার নিকট অনায়াসে পাওয়া যায়। এই কারণে সুযোগ যখন উপস্থিত হয়, তখন নিমেষমাত্র কালও অতিবাহিত না করিয়া অবিলম্বেই উহা গ্রহণ করা কর্ত্তব্য; এবং যে বস্তুটী এত সহজে লাভ করা গেল, তাহা বিতরণের জন্যই মহাপ্রভুর আদেশ রহিয়াছে,—

যারে দেখ তারে কহ কৃষ্ণ উপদেশ।
আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা
তার' এই দেশ॥

সুতরাং এই যে অপ্রাকৃত জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্পত্তি, ইহা শ্রদ্ধা ও লৌল্যমূল্যে গ্রহণ এবং প্রতিদানে বিনামূল্যে বিতরণ-রূপ ব্যবসায়ই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যবসায়। এই ব্যবসায় যাঁহারা করেন, তাঁহারা সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের অতীত রাজ্যের অধিবাসী বলিয়া উক্ত গুণত্রয়ের প্রভাব যে অর্থ-কাঙ্ক্ষা দুষ্ট হয়, সেই অর্থাকাঙ্ক্ষা সম্বন্ধশূন্য। বিনামূল্যে তাঁহাদের পণ্য গৃহীত ও বিতরিত হইয়া থাকে। ইহাই এই ব্যবসায়ের বৈশিষ্ট্য। বুদ্ধিমান জনগণ এই ব্যবসায় আরম্ভ করুন, দেখিতে পাইবেন—যাবতীয় বেকার-সমস্যার সমাধান অনায়াসে হইয়া যাইবে।

কএকটি প্রশ্নের উত্তর

বৈষ্ণবগণ আমিষ বা নিরামিষ গ্রহণ করেন না

১। প্রশ্নকারীর প্রশ্ন এই যে, বৈষ্ণবগণ যখন জীব হিংসা করিবার পক্ষপাতী নহেন এবং তাঁহারা নিরামিষাশী তখন তাঁহারা উদ্ভিজ্জাতীয় খাদ্য কিরূপে গ্রহণ করেন? উদ্ভিদেও 'ও' সংজ্ঞাদির প্রায় জীবান্তর্গতই আছে। উদ্ভিদ বা কি করিয়া নিরামিষ হইল?

ভগবদ্ভক্তগণ ভগবৎসেবার অনুকূল জীবন-যাপনের জন্য ভগবৎপ্রসাদ-বুদ্ধিতে নির্গুণ বস্তুসমূহ গ্রহণ করিয়া থাকেন। তাঁহারা আমিষ বা নিরামিষ গ্রহণ করেন না—হিংস্র জন্তুর ন্যায় মৎস্য-মাংসাদি বা মর্কট বানর ও ছাগের ন্যায় উদ্ভিদাদি গ্রহণ করেন না। ভগবান্ বিষ্ণুর যাহা নৈবেদ্য, সেই নৈবেদ্যাবশেষই তাঁহারা ভগবৎসেবার জন্য সর্ব্বতোভাবে গ্রহণ করেন। ভগবৎপ্রসাদ বুদ্ধিতে তাহা গ্রহণ না করিলে আত্মঘাতীর শাস্তি হয়। আত্মহত্যারূপ পাপ হইতে জীবকে আত্মরক্ষা ও পাপক্ষয়ের জন্য ভগবৎপ্রসাদের ব্যবস্থা হইয়াছে। ভগবদ্ভক্তগণ ভোগ ও বৈরাগ্যের ন্যায় আত্মঘাতী নহেন। মৎস্য, পশু ও উদ্ভিদ—সকলই যখন চেতনবিশিষ্ট, তখন বায়ু ভক্ষণ করিয়া থাকা যাউক, এরূপ বিচারাবলম্বন করিলেও বায়ুর মধ্যস্থ অসংখ্য প্রাণিহত্যা করিয়া আত্মঘাতী হইতে হয়। এইজন্য ভগবদ্ভক্তগণ ভোগী বা ত্যাগী উভয় সম্প্রদায়ের বিচার পরিত্যাগপূর্ব্বক ভগবৎপ্রসাদ গ্রহণ করেন। তাঁহারা হবিষ্যান্ন প্রভৃতি প্রাকৃত বস্তু গ্রহণ করেন না; বিষ্ণুর মহাপ্রসাদই তাঁহারা গ্রহণ করিয়া থাকেন। মহাপ্রসাদ অপেক্ষাও তাঁহারা অধিকতর মহা-মহাপ্রসাদরূপ অর্থাৎ মহাভাগবত বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট-ভোজন-পিপাসু। কোন বস্তু সত্য সত্যই ভগবান্ গ্রহণ করিয়াছেন কিনা, উত্তম বৈষ্ণব গ্রহণ করিলেই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। এসকল কথা ভোগোন্মত্ত বা ত্যাগোন্মত্ত স্বাধীন-বুদ্ধি-যুক্ত ব্যক্তিগণের মাথায় সহজে প্রবেশ করে না। কিন্তু একান্ত সত্যপ্রিয় ব্যক্তিগণ এ বিষয় ধারণা করিতে পারেন।

ব্রত ও উপবাসের পার্থক্য

৩। প্রশ্নকারী 'ব্রত' ও 'উপবাসে'র পার্থক্য জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। ব্রতাদিদ্বারা নিজের বিরূপভাব পোষণ হয়। ভোগী ব্যক্তিগণ অনেক সময় একাদশী উপবাস করিয়া অর্থকরী ভোগ-সঙ্কল্প, কিম্বা পাপযুক্ত দুঃখ-ভোগের প্রায়শ্চিত্ত করিয়া থাকে। উপবাসের প্রকৃত তাৎপর্য্য—পাপ ও পুণ্য

হইতে পৃথক্ থাকিয়া হরি-গুরু বৈষ্ণব-সমীপে বাস। কিন্তু ভোগী ও ত্যাগী, কর্ম্মী ও জ্ঞানি-সম্প্রদায় উপবাসাদি শারীর-তপস্যাকে তাঁহাদের স্পষ্ট ও প্রচ্ছন্ন ভাবিভোগের রুচিকে শাসিত করিবার যথেষ্ট পরিণত করিয়াছেন। তাঁহারা ভবিষ্যতে অধিকতর ভোগে লিপ্ত হইবার জন্য উপবাস বা সংযম করিয়া থাকেন। কেহ কেহ ভোগের তিক্ত অভিজ্ঞতার প্রতিক্রিয়া ও প্রায়শ্চিত্তরূপে উপবাসাদি গ্রহণ করেন। উপবাসও ব্রত-বিশেষ। 'ব্রত' একটি ব্যাপক শব্দ, উপবাসাদি তদন্তর্গত। একাদশী, জন্মাষ্টমী, গৌরাবির্ভাব-পূর্ণিমা বা বিষ্ণুর অবতারাবলীর আবির্ভাব-দিবসে উপবাসাদিরূপা, হরিবাসর জন্মাষ্টমী-ব্রতাদি পালন ভক্তির অনুকূল ও আত্মার মঙ্গলবিধায়ক। কিন্তু অন্যান্য ফলভোগ বা ফলত্যাগপর ব্রত-উপবাসাদি ভুক্তিব্রত বা নাস্তিক্যব্রতের সোপান। কৃষ্ণব্রত হইবার জন্যই বৈষ্ণবগণ ভগবদ্ভক্তির অনুকূল ব্রত-উপবাসাদি স্বীকার করেন। তদ্ব্যতীত অন্যান্য ব্রত-তপস্যাদি অনেক অসুরের চরিত্রে এবং নাস্তিক ও পাষণ্ডগণের মধ্যেও দেখিতে পাওয়া যায়। আধুনিককালে দেশাত্মবোধ বা দেহাত্মবোধ হইতে যে ব্রত-উপবাসাদির অভিনয় দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা জাগতিক প্রতিষ্ঠা ও স্বার্থের লাভের অনুকূল হইলেও আত্মার অধঃপাতকর, তাহা জীবকে ভুক্তিব্রত ও দেহব্রত করাইয়া দেয়। মহারাজ পরীক্ষিৎ যে প্রায়োপবেশন ব্রত করিয়া পরমহংস-বিপ্রবর্য শ্রীশুকদেবের নিকট শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করিয়াছিলেন, তাহা কৃষ্ণসেবাব্রত এবং প্রত্যেক জীবের আত্মমঙ্গলবিধানকারী।

পারমার্থিকপত্রে বিজ্ঞাপন কেন?

৪। প্রশ্নকারী প্রশ্ন করিয়াছেন,— পারমার্থিক পত্র "দৈনিক-নদীয়াপ্রকাশ" ও "গৌড়ীয়ে" নানা জাতীয় বিজ্ঞাপন ও দেশের সংবাদাদি প্রদত্ত হয় কেন? এ কথার উত্তর নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয়ে কএকবারই প্রদত্ত হইয়াছে। এ কথার সত্য, সরল ও অকপট উত্তর হয় ত' আমাদের অনেকেরই অরুচিকর হইবে। আমাদিগের বহির্ম্মুখতার গভীরতা কত অধিক, তাহা জানাইবার জন্য—আমাদিগকে প্রাণে প্রাণে লজ্জিত হইয়া আত্মশোধন করিবার জন্য—আমাদিগের অহঙ্কারকে বিদূরিত করিবার জন্য "নদীয়াপ্রকাশ" ও "গৌড়ীয়ে" সাধারণ বিজ্ঞাপন ও সংবাদাদি প্রকাশিত হয়। আমরা অবিমিশ্র হরিকথা শুনিতে চাহি না, বা শুনিবার ধৈর্য্য রক্ষা করিতে পারি না—আমরা কিলেটিনের আবরণ না হইলে রোগ-নিবারক তিক্ত ঔষধ খাইতে চাহি না—ঔষধ মুখে প্রবেশ করাইয়া দিলেও তাহা মুখ হইতে ফেলিয়া দিই; এমন কি, রোগের সাহায্যে পাকস্থলী হইতেও তাহা বাহির করিয়া ফেলিতে চাহি। আমরা আমাদের সমস্ত পরিশ্রম-লব্ধ অর্থ "নদীয়া-প্রকাশ" ও "গৌড়ীয়ে"র প্রচারের জন্য প্রদান করি না, অথচ অবিদ্যা ভোগাদেবীর বিলাস-সম্ভারের জন্য ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকর গ্রাম্যবার্ত্তা-বহ-স্তূপ ক্রয় করিবার জন্য আমাদের পরিশ্রমলব্ধ অর্থের কতিপয়াংশ অপব্যয়কেই সদ্ব্যয় মনে করি, এই সকল কথা আমাদিগকে চোখে আঙ্গুল দিয়া জানাইবার জন্য—লজ্জা দিয়া ও ধিক্কার দিয়া জানাইবার জন্য "গৌড়ীয়" ও "নদীয়াপ্রকাশে"র প্রচ্ছদপটে—পরিচ্ছদ আবরণে সাধারণ বিজ্ঞাপন ও সাধারণ সংবাদ লেপাইত হয়। উহা হরিকথায় আমাদের উদাসীন্য ও রুচির অভাবেরই বিজ্ঞাপন-আমাদের কলঙ্কের বিজ্ঞাপন। যেদিন "দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ" ও "গৌড়ীয়ে"র সহস্র সহস্র সংস্করণ হইবে—বাংলার ও ভারতের প্রত্যেক নরনারী এই পারমার্থিক পত্রের সেবায় তাঁহাদের সমস্ত প্রাণ, অর্থ, বিদ্যা, বুদ্ধি নিয়োগ করিবেন, যেদিন তাঁহারা একমাত্র অনাবিল-পরমার্থ-কথা-শ্রবণ-ব্যতীত কোনও অন্যাভিলাষের কথায় রুচি-বিশিষ্ট থাকিবেন না, যেদিন তাঁহাদিগের হাতে 'তিন্নীর লাড্ডু' বা 'ছেলে ভুলানো মোয়া' প্রদান করিয়া মকরধ্বজ-ঔষধ-সেবনে তাঁহাদিগকে প্রলোচিত করিতে হইবে না, সেইদিন "দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ" ও "গৌড়ীয়ে"র অঙ্গে বহির্ম্মুখ জীব-জগতের কলঙ্কের বিজ্ঞাপন প্রকাশিত করা আর আবশ্যক হইবে না।

অন্য দিক দিয়া দেখিতে গেলে পারমার্থিক সংবাদপত্রে ঐরূপ সাধারণ সংবাদ ও নানাজাতীয় বিজ্ঞাপনাদি প্রকাশের সার্থকতা আছে। পারমার্থিক সন্দেশের পাশাপাশি অপারমার্থিক সংবাদ, বৈকুণ্ঠ-সংবাদের পাশাপাশি মায়িক সংবাদ, নিত্য-সংবাদের পাশাপাশি অনিত্যসংবাদ আমাদিগের নিকট পরমার্থ ও নিত্যজগতের উজ্জ্বলতাই অধিকতর পরিস্ফুট করিয়া দেয়। কোয়েটার ভূমিকম্প, অবলার প্রতি দুর্বৃত্তগণের অত্যাচার, অন্নবিরোধ বৈঠকের পুষ্পিত প্রস্তাবসমূহ, মানবজীবনের ক্ষণভঙ্গুরতা, ইন্দ্রিয়লালসার পরিণাম, জড়ীয় দেশাত্মবোধ ও জাতীয়তা-বুদ্ধির অবস্তুতাদি ভূরুণ সঙ্গীত ও সত্য প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্তসমূহের দ্বারা উপলব্ধি করাইয়া সত্যানুসন্ধিৎসুকে নিত্যজগতের প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট করিয়া থাকে।

পারমার্থিক সংবাদপত্রের বহিরঙ্গের সাধারণ বিজ্ঞাপনগুলি যদি পারমার্থিক পত্রের সামান্য বহিরঙ্গ সেবাও করিতে পারে, পরোক্ষভাবেও পরমার্থ-বার্ত্তা প্রচারে আনুকূল্য করে, তবুও তাহাদের পক্ষে মঙ্গল। কিন্তু এমন বস্তু, ব্যক্তি এমন কি জিনিষ যে, সকল বস্তুই তাহাদের যোগ্যতানুসারে ও তাহাদের যথাযথ প্রণালীতে, মহতের ও মহাভাগবত বৈষ্ণবের আনুগত্যে কোন না কোনভাবে আনুকূল্য করিবার যোগ্যতা লাভ করে। কেহ বহিরঙ্গ-সেবা, কেহ অন্তরের সেবা, কেহ বা সাক্ষাৎ অন্তরঙ্গ সেবা ও অন্তরঙ্গভাবে সেবা করিতে পারে। যাঁহারা সেবা-বিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত নহেন, তাঁহারা এই সকল কথা সেবারাজ্যের বাহিরে থাকিয়া বুঝিতে পারেন না, অনেক সময় প্রতিকূল সমালোচনা করিয়া স্ব-স্ব মূর্খতা প্রমাণিত করেন।

শিখা রাখিবার উদ্দেশ্য

৫। প্রশ্নকারীর পরের প্রশ্নটি অন্য জাতীয় ও সাধারণ কৌতূহল নিবারণের উদ্দেশ্যে পরিকল্পিত। শিখা রাখিবার উদ্দেশ্য কি? —শ্রীগুরুপাদপদ্মের সহিত, শ্রীচৈতন্য-শিক্ষার সহিত মস্তক বন্ধন করিবার উদ্দেশ্যে দীক্ষিত ও নামাশ্রিত ব্যক্তিমাত্রেই শিখা রাখিয়া থাকেন। শিখার অপর নাম —শ্রীচৈতন্যশিখা। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য উদ্দেশ্য বা কল্পিত ব্যাখ্যা ভোগমূলক।

মালিকার আধারের বাহিরে তর্জ্জনী কেন?

৬। প্রশ্নকারীর আর একটি প্রশ্ন —মালিকায় হরিনাম-গ্রহণকালে তর্জ্জনী বাহিরে রাখিবার উদ্দেশ্য কি? মালিকাতে তাহা স্পর্শ না করিবার বা কারণ কি? তর্জ্জনী ইহজগতের বস্তুসমূহের নির্দ্দেশক। আমরা ঐ অঙ্গুলিটিদ্বারা সর্ব্বদা ইহজগতের ভাল-মন্দ, পাপ-পুণ্য, ধর্ম্মাধর্ম্ম দেখাইয়া থাকি। যাহা প্রাকৃত ভাল-মন্দ নির্দ্দেশ করে, তাহা অপ্রাকৃত হরিনাম বা অপ্রাকৃত তুলসীকে স্পর্শ করিতে পারে না—এই সত্যকথা আমাদিগের হৃদয়ে দেদীপ্যমান রাখিবার জন্যই—নামগ্রহণকালে প্রাকৃতের অসৎসঙ্গ-বর্জ্জনের জন্যই ঐ অঙ্গুলীটিকে বাহিরে রাখা হয়। তিলকাদি রচনাকালেও তর্জ্জনী স্পর্শ করাইবার বিধি নাই। তর্জ্জনী রাখিবার কারণ এই যে, তাহা সর্ব্বদাই বলিয়া দিতেছে,—

অহ্ন্যাপৃতার্ত্তকরণা নিশি নিঃশয়ানা
নানামনোরথধিয়া ক্ষণভগ্ননিদ্রাঃ।
দৈবাহতার্থরচনা ঋষয়োঽপি দেব
যুষ্মৎপ্রসঙ্গবিমুখা ইহ সংসরন্তি॥

—ভাঃ ৩।৯।১০

যদি অকস্মাৎ অজ্ঞাতসারে তুলসীলঙ্ঘন হইয়া পড়ে, তবে বৈষ্ণবী তুলসী ও বিষ্ণুবস্তু শ্রীনাম-প্রভুর নিকট ঐ অজ্ঞানকৃত অপরাধ-মোচনার্থ সকাতরে ক্ষমা ভিক্ষা করিতে হইবে। কৃষ্ণপ্রিয়া বৈষ্ণবী তুলসী আমাদের নামভজনের সাক্ষী। তাঁহারই আনুগত্যে অর্থাৎ বৈষ্ণবের আনুগত্যে—বৈষ্ণবের মধ্যেই শ্রীনাম গ্রহণ করিতে হয়। সেই সাক্ষীকে লঙ্ঘন করিয়া অর্থাৎ কৃষ্ণপ্রিয় বৈষ্ণবকে অতিক্রম করিয়া কখনও শ্রীনাম হয় না। অজ্ঞানতঃ লঙ্ঘন হইলে তাঁহার শ্রীচরণে আন্তরিক সকাতর ক্ষমা-প্রার্থনা করাই একান্ত কর্ত্তব্য।

সাত্বত-স্মৃতি

ঊর্দ্ধপুণ্ড্র মাহাত্ম্য

স্কন্দপুরাণে দেখিতে পাওয়া যায়, যাঁহার ললাটাদি প্রদেশে শুভ্র ঊর্দ্ধপুণ্ড্র দৃষ্ট হয়, সে ব্যক্তি যদি চণ্ডালকুলেও আবির্ভূত হইয়া থাকে, তথাপি তাহার আত্মা পবিত্র। সে ব্যক্তি অপরাপরকে পবিত্র করিতে পারে। ঊর্দ্ধপুণ্ড্রে লক্ষ্মীদেবীর অবস্থান। ঊর্দ্ধপুণ্ড্রের মধ্যে হরি এবং শ্রীর নিবাস অবস্থিত। পদ্মপুরাণ বলিতেছেন, যাঁহার ললাটে ঊর্দ্ধপুণ্ড্র বিরাজিত তিনি চণ্ডালকুলে আবির্ভূত হইলেও পরম পবিত্র। নিঃসংশয়ে তাঁহাকে অবশ্যই পূজা করিতে হইবে। শিব পার্ব্বতীকে বলিতেছেন—

ঊর্দ্ধপুণ্ড্রস্য মধ্যে তু বিশালে সুমনোহরে।
লক্ষ্ম্যা সার্দ্ধং সমাসীনো দেবদেবো জনার্দ্দনঃ॥
তস্মাদ্যস্য শরীরে তু ঊর্দ্ধপুণ্ড্রং ধৃতং ভবেৎ।
তস্য দেহং ভগবতো বিমলং মন্দিরং শুভম্।
ঊর্দ্ধপুণ্ড্রধরো বিপ্রঃ সুরলোকেষু পূজিতঃ।
বিমানবরমারুহ্য যাতি বিষ্ণোঃ পরং পদম্।
ঊর্দ্ধপুণ্ড্রধরং বিপ্রং দৃষ্ট্বা পাপৈঃ প্রমুচ্যতে।
নাম স্মৃত্বা তথা ভক্ত্যা সর্ব্বদানফলং লভেৎ।
ঊর্দ্ধপুণ্ড্রধরং বিপ্রং যঃ শ্রাদ্ধে ভোজয়িষ্যতি।
আকল্পকোটি পিতরস্তস্য তৃপ্তা ন সংশয়ঃ।
ঊর্দ্ধপুণ্ড্রধরো বিপ্রো যস্তু কুর্য্যাৎ শ্রাদ্ধং শুভাননে।
কল্পকোটিসহস্রাণি বৈকুণ্ঠে বাসমাপ্নুয়াৎ।
যজ্ঞ-দান-তপশ্চর্য্যা জপ-হোমাদিকঞ্চ যৎ।
ঊর্দ্ধপুণ্ড্রধরঃ কুর্য্যাৎ তস্য পুণ্যমনন্তকম্।

—মনোহর ঊর্দ্ধপুণ্ড্রের সুবিস্তৃত মধ্য ভাগে দেবদেব শ্রীনারায়ণ শ্রীলক্ষ্মীদেবীর সহিত উপবেশন করিয়া থাকেন। সুতরাং যাহার শরীরে ঊর্দ্ধপুণ্ড্র থাকে, তাহার শরীর শ্রীনারায়ণের বিশুদ্ধ মন্দির স্বরূপ। যে ব্রাহ্মণ ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ করেন, তিনি সুরলোকে পূজিত হন এবং বিমানে আরোহণপূর্ব্বক বিষ্ণুর পরমধামে গমন করেন। ঊর্দ্ধপুণ্ড্রধারী ব্রাহ্মণকে দর্শন করিলে সকল পাপ বিনষ্ট হয় এবং ভক্তি সহকারে তাঁহার নাম স্মরণ করিলে সর্ব্বপ্রকার দানের ফল পাওয়া যায়। যিনি শ্রাদ্ধকালে ঊর্দ্ধপুণ্ড্রধারী ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইবেন, তাঁহার পিতৃপুরুষগণ কোটিকল্প-পর্য্যন্ত পরিতৃপ্তি লাভ করিবেন—ইহাতে কোনও সংশয় নাই। যে ব্যক্তি ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ করিয়া শ্রাদ্ধ করে, সে সহস্র কোটিকল্প বৈকুণ্ঠে বাস করিবার অধিকার পায়। ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ করিয়া যজ্ঞ, দান, তপস্যা, জপ ও হোম যাহা কিছু করা যায় তাহার ফল অনন্ত। পদ্মপুরাণাদিতেও ঊর্দ্ধপুণ্ড্রের বহু মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে।

পরনিন্দা পরচর্চ্চা না কর কখন। দৃঢ় রে একান্তে ভজ শ্রীগৌরচরণ॥

শুদ্ধভক্তি মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ

(আকর-মঠরাজ)

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমহাযোগপীঠ ৪৫৫৭ প্রায় ৩০০ বর্গ উত্তর-পূর্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যবর্য্য শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্যমঠ বিরাজমান। এই স্থান শারণ্ড-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বতজননী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি বেদান্তসমূহের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র 'নদীয়া-প্রকাশ', সাত্বত-সম্প্রদায়ে অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থাদি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতি বৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমাহ্বান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীসহ কীর্ত্তন-প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্তাঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তি-ধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশ্যে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্তসঙ্ঘারামে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দজীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রমাণ-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি লীলা ও ভক্তগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হয়। এই মঠ হইতে মহানগরীর সর্ব্বত্র হরিকথা-প্রচার, নগরসঙ্কীর্ত্তন, বক্তৃতা, ব্যাখ্যা ও সঙ্কীর্ত্তন-সভা-মহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান হয়। মঠরক্ষক—মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া সহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীশচী-জগন্নাথের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবিদ্যানন্দ ব্রজবাসী সেবাকোবিদ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী এখানে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান, রক্ষক—শ্রীমধ্বসিদ্ধ দাসাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—গোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

(৭) কাজীর সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক।

(৮) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও রাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান দাস ব্রহ্মচারী।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(১০) মোদদ্রুম-ছত্র "গৌড়ের বৈদিক"

মাউগাছি, পোঃ জান্নগর, (বর্দ্ধমান)।

শ্রীবাসানুজার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান। শ্রীগৌরনিত্যানন্দের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবঙ্কুবিহারী ব্রজবাসী, ভক্তিভূষণ।

(১১) ভেতিয়া সুন্দরানন্দ

শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী,

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীনদীয়ানন্দ ব্রহ্মচারী

(১২) কুঞ্জকুটীর—পোঃ কৃষ্ণনগর,

নদীয়া। রক্ষক—শ্রীঅনুভবানন্দ অধিকারী

(১৩) ভাগবত-আসন—পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

এই স্থান হইতে ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচারিত হয়। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৪) প্রকাশন মঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ কাশথাল, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী ভক্তিরত্নাব।

(১৫) মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(১৬) মাধ্বগৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, পোঃ ঢাকা

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ

(১৭) গোপালজীউ মঠ—কমলাপুর,(ঢাকা)

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান। রক্ষক—শ্রীমদনগোপাল ব্রজবাসী.

(১৮) নিতাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)।

এখানে শ্রীনিতাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবনবিহারী ব্রহ্মচারী

(১৯) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

রঙ্গবাজার, পোঃ ময়মনসিংহ,

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীমদ্‌রঞ্জন ভাগবতশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২০) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মায়, (ঢাকা)

এখানে বহু প্রাচীন শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বিদ্যমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(২১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(২২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

কুসুমকোলা, পোঃ চিত্রকূট, (মানভূম)

এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী।

(২৩) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে গুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজগবান্ধব ব্রজবাসী ভক্তিরত্ন।

(২৪) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী।

(২৫) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশবাড়ি, পোঃ বক্সীবাজার, (কটক)

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীউর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর

(২৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর পুরী,

শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন।

(২৭) পুরুষোত্তম মঠ

ভক্তিকুটী, পোঃ পুরী চটকা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদবিহারীজীউর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীসদানন্দ অধিকারী

(২৮) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগোপীনাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী দাসাধিকারী।

(২৯) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভূর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—শ্রীনিতাইচরণ দাসাধিকারী ভক্তিলোচন।

(৩০) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪২নং কবিরপুরা, বেনারস সিটি

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীসদেবস ব্রহ্মচারী।

(৩১) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বোধী

(৩২) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত-পাঠস্থলী ও গৌরবিনোদ-বিহারজীর সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীসত্যনারায়ণ দাসাধিকারী।

(৩৩) কৃষ্ণচৈতন্য মঠ

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

এখানে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিত্যসেবা হয়। রক্ষক—শ্রীজনার্দ্দন ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠ

বিশ্রামঘাট মথুরা

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ

(৩৫) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ—শ্রীরাধাকুণ্ড

রক্ষক—শ্রীরাধারমণদাস ব্রহ্মচারী

(৩৬) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৩৭) গোবর্দ্ধনবিহারী মঠ

শেখপাড়া, পোঃ ডেডোম, জেলা অমৃতসর (পাঞ্জাব) রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৩৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং কুতব রোড, নিউ দিল্লী।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী

(৩৯) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল।

এখানে গৌরবিনোদরায়ের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪০) মায়াবন্ত-গৌড়ীয় মঠ

রাঁচিতে নারায়ণপুর, চট্ট. পি

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি

(৪১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ রায়পেটা মাদ্রাজ।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীপাদ ভক্তানন্দ ভক্তিবিকাশ

(৪২) বোম্বে-গৌড়ীয়-মঠ কার্য্যালয়

প্রোক্টার রোড, চোটানি বিল্ডিং, ব্লক নং ১, বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মা মজুমদার।

(৪৩) অমরজি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমরজি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীবৈষ্ণবদাস অধিকারী

(৪৪) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্চকা, কামরূপ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী

(৪৫) পাটনা গৌড়ীয় মঠ

১০০ মিঠাপুর, পাটনা।

রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী রাসভূষণ

(৪৬) গয়া গৌড়ীয় মঠ

হিল সাইড, চার্চ রোড, গয়া

রক্ষক—উপদেশক শ্রীসর্ব্বেশ্বর দাসপ্রভু

(৪৭) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠ বালেশ্বর

রক্ষক—শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয়

৩ গ্লষ্টার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, এস-ডব্লিউ ৭, লণ্ডন

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন

(৪৯) বার্লিন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

Berlin W. 30

Eisenacher strasse 29 II

(৫০) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

৩৫০ নং ডালহাউসী ষ্ট্রীট রেঙ্গুন।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম স্কন্ধ হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৶০
২। অমৃতপ্রবাহভাষ্য সহিত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৯৲
৩। অনুভাষ্য সহিত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬
৪। সজ্জনতোষণী ৬
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৩—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ ৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—১৲; ২য় খণ্ড ৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব—১৲
৮। সৎক্রিয়াসার—দীপিকা ও সংস্কার-দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণবধর্ম্ম ১৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ৩৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। মায়াবাদের জীবনী (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম বিশ্ব-গুরু ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ।০
১৮। প্রবন্ধ-আলোচনা ।০
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৶০
২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৷৶০
২২। ভজন-রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ ও (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
২৬। গীতার কেবল মূল-ব্যাখ্যা ।০
২৭। বৃহদ্ভাগবতামৃত ২৲
২৮। বেদান্তদর্শনের সারার্থ ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸
৩০। দীন-হীন কথন ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৶০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৪। গীতমালা ৵১০
৩৫। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৬। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ।০
৩৯। শরণাগতি ৵০
৪০। গীতাবলী ৵০
৪১। চিত্রে নবদ্বীপ ১।০
৪২। সাধকদর্পণ ৵০
৪৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৵০
৪৪। নবদ্বীপশতক ৵০
৪৫। কল্যাণকল্পতরু ৵
৪৬। মহাজনগীতঃ ৵
৪৭। কল্যাণকল্পতরু (৫৯ সংস্করণ) ৵১
৪৮। অর্চ্চনপদ্ধতি ৵৶০
৪৯। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম খণ্ড) ৯৲
৫০। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫১। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫২। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৩। পুরুষার্থ-নির্ণয় ০
৫৪। ভক্তকৃপালিপি বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৫। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৵০
৫৬। উপদেশামৃত (অনুবাদসহ) ।০
৫৭। শ্রীশিক্ষাষ্টক ৶০
৫৮। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৫৯। নামাপরাধ ৵০

সংস্কৃত ও দেবনাগর অক্ষরে প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত নাটকঃ ।০
৬১। সিদ্ধান্ত-সংগ্রহঃ প্রতিবন্ধঃ ।০
৬২। সচিত্র শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৬৩। স্তবমালা ।০
৬৪। সাধুসার শিক্ষাষ্টকম্ ৷৶০
৬৫। গৌড়ীয়মঠ পরিচয়ঃ ৵০
৬৬। সারার্থদর্শনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৭। রায় রামানন্দ ।০
৬৮। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন্ বেদান্ত ।০
৬৯। নামভজন ।০
৭০। বেদান্ত—ইট্‌স্ মর্ফলজি অ্যাণ্ড অন্টলজি ।০
৭১। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ৷৶০
৭২। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।০
৭৩। বৈষ্ণবীজম ।০
৭৪। শ্রীগৌড়ীয়মঠ ইন্ ব্রিফ ৵০
৭৫। দি ভাগবত ।০
৭৬। ইংরেজিক রিলিজন অ্যাণ্ড অ্যাপ্লায়েড রিলিজন ।০
৭৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২।০
৭৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৭৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮০। সাধন-পথ ।০
৮১। কল্যাণ-কল্পতরু ৵১০
৮২। গীতাবলী ৵০
৮৩। শরণাগতি ৵০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৪। শরণাগতি ৵০

তেলগু ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠ ভিষগ্রত্নের

বেহালার পাঁচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় বঙ্গ পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিলেই অতি অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কি না। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ আনা, বড় বোতল ১৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।
অথবা
পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বহু বিজ্ঞান কর্তৃক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউণ্টেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউণ্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। উহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং
কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার
কলিকাতা

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে কথাসার ও শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও
শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ ভক্তিসুধাকর এম্, এ, বি, এল্, কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত.

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

। ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্স কলেজের ভাষাতত্ত্বের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভাগবতশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম-এ. মহোদয়ের শ্রেষ্ঠ গবেষণা এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ লেখনীর অমৃতফল আস্বাদন করিয়া একবাক্যে মনন এবং এক ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে মগ্ন হউন এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ বাঙালীর চিত্ত-সমাকৃষ্ট। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মনীষী প্রামাণ্য গ্রন্থের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক আলোচনা পূর্ণ অধ্যায়ে, প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় লেখা ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের প্রদত্ত মুখবন্ধ (Foreward) প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সাজান শব্দসূচী (Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে ; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আশ্রয় ও সুশিক্ষা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র মেধাবী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। প্রতি খণ্ড ৪৲ টাকা ভিক্ষায় কলিকাতা বাগবাজার গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৸০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। দৈনিয়াবরা শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৸০

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৸০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এস, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া শ্রীমঠ হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১৸০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল শ্লোক অক্ষরে এবং তাহাতে বর্ত্তমান-যুগে শুদ্ধভক্তি-প্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। আর্ট পেপারে ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০১৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোক সূচী, পদ্যসূচী, গানসূচী, পত্রসূচী, বিষয়-সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিভিন্ন সূচী-পত্র। সর্ব্বত্র শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ সংস্করণ ও অন্য বিরাট পুস্তক জগতের কোথাও আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই, তাহা নিরপেক্ষ পাঠক মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। জনসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

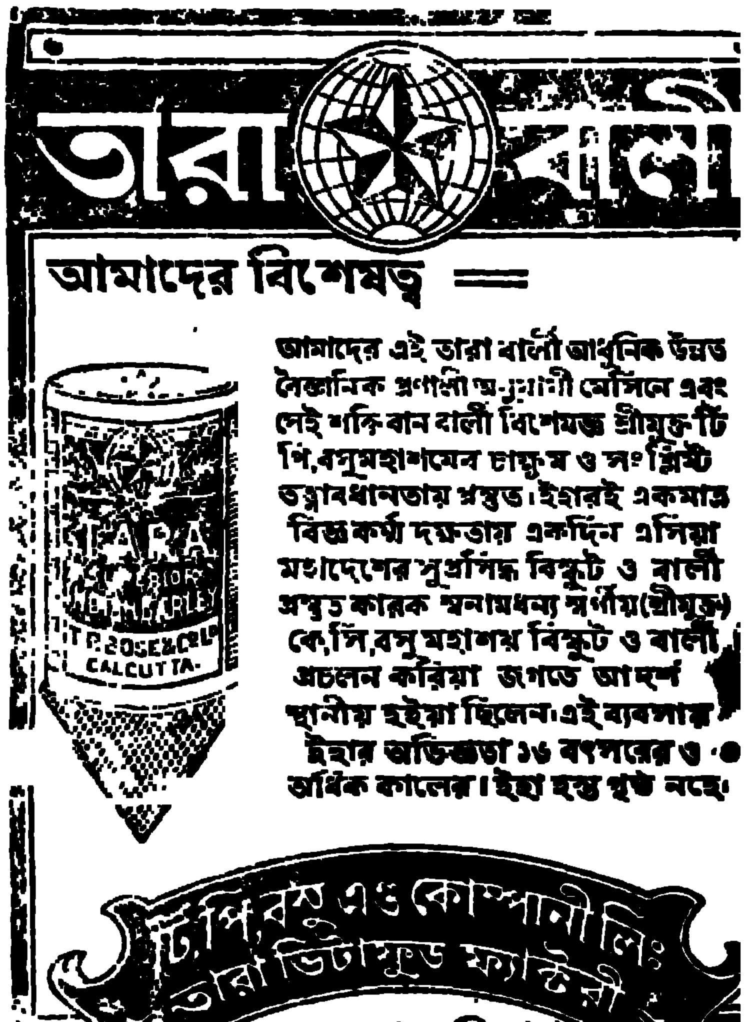

সচিত্র
নবদ্বীপ পঞ্জিকা

ভিক্ষা—মাত্র ৵১০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৪৭,	১০—৫১,	১৩—২২	১৭—৩৮,	১৯—৫৪
স্বরূপগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—৩,	১৪—০	১৮—২,	২০—০৫
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—১২

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

পরিবর্ত্তন অপ্রত্যাশিত

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১২-১০	১২-৩৪	১৫-৩৪	১৮ ৩১
স্বরূপগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৭	৯-৩০	১২-১৯	১২-৪২	১৫-৪১	১৮-৪৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২০	১০-৩	১২-৫১	১৩-১২	১৬-২০	১৯-১১

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈনিক

R.N. GC 1544

চৈতন্যোপনিষদ্
বড় অক্ষরে মূল ও
অনুবাদসহ প্রকাশিত
হইয়াছে। কাগজ ও
ছাপা অতি উত্তম।
ভিক্ষা ।০ মাত্র
শ্রীচৈতন্যমঠ,
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASI

ভারতের সর্ব্বত্র বঙ্গলে প্রচারপ্রাপ্ত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১০ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১৮ই আষাঢ়, বুধবার ১৩৪২, ৩রা জুলাই ১৯৩৫ [১০৪তম সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

—:০:—

কোয়েটা ভূমিকম্পে সাহায্য

সংযুক্ত প্রদেশের গবর্ণমেণ্ট গোরক্ষপুরের সিভিল সার্জ্জন ক্যাপ্টেন ডি, এম, মেকাবকে ভারত গবর্ণমেণ্টের অধীনে বেলুচিস্থানের ভূমিকম্পবিধ্বস্ত অঞ্চলে অস্থায়ীভাবে কাজ করিবার জন্য প্রেরণ করিয়াছেন।

প্রকাশ, ১০০ জন আহতের চিকিৎসা হইতে পারে এই প্রদেশের হাসপাতাল সমূহে তাহার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

বড়লাট ও সংযুক্ত প্রদেশের গবর্ণর কোয়েটা সাহায্য ভাণ্ডারের জন্য যে আবেদন করিয়াছিলেন, তাহা ব্যাপকভাবে প্রচারিত হইয়াছে। তাঁহাদের আবেদনে যে সাড়া পাওয়া গিয়াছে তাহাও আশাপ্রদ।

সিন্ধুর সর্ব্বত্র বিষম আতঙ্ক

আসন্ন ভূমিকম্পের গুজবে এবং ২৮শে জুন ভূমিকম্প হইবার ভবিষ্যদ্বাণীতে সিন্ধুর সর্ব্বত্র বিষম আতঙ্ক দেখা দেয়। লারকানা, সুক্কুর এবং অন্যান্য জেলার শতকরা ৮০ জন গ্রামবাসী উন্মুক্ত স্থানে রাত্রি যাপন করে এবং সারারাত্রি জোরে ও মন্ত্রাদি উচ্চারণ করিয়া কাটায়। অনেকে ব্যাঙ্ক হইতে টাকা পর্য্যন্ত তুলিয়া লইয়াছে। পরিত্যক্ত গৃহাদি ও ধন সম্পত্তি রক্ষার জন্য পুলিশের অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন করিতে হয়। ঐ সকল বাড়ীর মালিক গৃহ ছাড়িয়া উন্মুক্ত স্থানে নিশা যাপন করেন।

শিলংয়ে নারীদের কলেজ

শিলংয়ে লেডী কিন নামে কলেজ নামে দ্বিতীয় শ্রেণীর একটি কলেজ খোলা হইয়াছে। কলেজ ও ছাত্রী নিবাসের জন্য আসাম গবর্ণমেণ্ট ভারত গবর্ণমেণ্টের সামরিক বিভাগের নিকট ক্যেণ্টনমেণ্ট এলাকাস্থিত একটী ক্ষুদ্র পাহাড় চাহিয়াছেন।

অল্পদিন পূর্ব্বে খৃষ্টান মিশনারীদের উদ্যোগে শিলংয়ে সেণ্ট এণ্টনি কলেজ ও এডমণ্ডস কলেজ নামক আরও দুইটী দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজ স্থাপিত হইয়াছে।

শিলংয়ে শিক্ষকদের জন্য একটী ট্রেনিং কলেজ স্থাপনের চেষ্টা করা হইতেছে। একদল লোক কোহিমাতে ঐ কলেজ প্রতিষ্ঠিত করাইতে চাহেন। এক্ষণে ওয়াকিবহাল লোকদের নিকট হইতে জানা গিয়াছে যে, শিলংয়ে ঐ কলেজ স্থাপিত হইবে, কারণ এখানে বাঙ্গালী, খাসিয়া, নেপালী লুসাই, গারো নাগা, আসামী ও অন্যান্য জাতির বালক আছে বলিয়া শিক্ষার পক্ষে ইহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্থান

সম্রাটের বাণী

বড়লাটের নিকট ভারতসম্রাট নিম্নলিখিত মর্ম্মে একটী বাণী প্রেরণ করিয়াছেন।:—

"কোয়েটার শোচনীয় দুর্ঘটনার যে সব বিবরণ পাইয়াছি, তাহাতে তৎপরতার সহিত ও দক্ষতা সহকারে বিপন্নের সাহায্যের ও দুর্গতদের দুঃখবিমোচনের ব্যবস্থায় আমি বিশেষভাবে মুগ্ধ হইয়াছি। এইরূপ ভীষণ দুর্ঘটনায় প্রতিকারে যে সকল নরনারী অপূর্ব্ব প্রচেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিবেন।"

বড়লাটও উক্ত বাণী প্রেরণের জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়া ও সাহায্যকার্য্যের ব্যবস্থা সম্বন্ধে তাঁহার প্রশংসার কথা সকলকে জানাইবেন বলিয়া এক তার সম্রাটের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন।

কূপের ভিতর দুইজনের মৃত্যু

নৌরঙ্গপুর হইতে প্রাপ্ত এক সংবাদে প্রকাশ যে, পদ্মাপুর গ্রামে এক কূপের ভিতরে শ্বাসরোধ হইয়া দুই ব্যক্তির মৃত্যু ঘটিয়াছে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে, ঐ গ্রামে একটি কূপ খনন করা হইতেছিল। এক ব্যক্তি ঐ কূয়ায় নামে। তাহার কোনও সাড়া না পাওয়ায় আর এক ব্যক্তি কূয়ায় নামে। তাহারও ঐ অবস্থা ঘটে। তাহাদের কোনও বিপদ ঘটিয়াছে সন্দেহ করিয়া তৃতীয় এক ব্যক্তিকে যথোপযুক্ত সাবধান করিয়া দিয়া কূপে নামান হয়। সে তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী দুই ব্যক্তিকে মৃত অবস্থায় দেখিতে পায়। তাহাদের মৃতদেহ তদন্ত করিয়া সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে, বিষাক্ত গ্যাসে শ্বাস রোধ হওয়ায় তাহাদের মৃত্যু ঘটিয়াছে।

যশোহরে ডাকাতি

ঝিকরগাছা থানার অন্তর্গত মল্লিকপুর হইতে একটি দুঃসাহসিক ডাকাতির সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। প্রকাশ, গত ২৪শে জুন রাত্রিতে ১০।১২ জন লোক বন্দুক ও অন্যান্য মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া মল্লিকপুরের বাবু মজুমদারের বাড়ীতে হানা দেয়। ডাকাতেরা বাড়ীর দরজা ভাঙ্গিয়া ভিতরে প্রবেশ করে এবং বাড়ীর লোকজনকে আক্রমণ করে ও বাবু মজুমদারকে বন্দুকের গুলীতে আহত করে। তারপর তাহারা বহু মূল্যবান জিনিষপত্র ও অলঙ্কারাদি লইয়া চলিয়া যায়। আহত লোকটী সদর হাসপাতালে প্রেরিত হয় তাহাকে রক্তরক্তি পরীক্ষার জন্য কলিকাতায় প্রেরণ করা হইয়াছে বলিয়া শুনা যায়।

যক্ষ্মারোগের গবেষণায় বৃত্তি প্রদান

ইটালীয়ান ফ্যাসিষ্ট ন্যাশনাল ফেডারেশন যক্ষ্মারোগের গবেষণা করিবার জন্য যে বৃত্তি প্রদানের বন্দোবস্ত করিয়াছেন, তৎসম্পর্কে ভারত সরকার পাটনার ডাঃ নন্দলাল মুখোপাধ্যায় এম-বি, বি এস, মহাশয়ের নাম সুপারিশ করিয়াছেন। আন্তর্জ্জাতিক যক্ষ্মারোগ প্রতিকার সঙ্ঘের আগামী প্যারিস অধিবেশনে উঁহার নির্ব্বাচন সম্পর্কে শেষ সিদ্ধান্ত জানা যাইবে।

বিনা লাইসেন্সে বিমান চালনা

বিশিষ্ট বৈমানিক কেকোবাদ যে যাও পওনার চাফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারে দশটাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। তাহার বিরুদ্ধে বিনা লাইসেন্সে বিমান চালনার অভিযোগ আনা হইয়াছিল।

বোম্বাই ফ্লাইং ক্লাবের উদ্যোগে [illegible] অভিমুখে সমপ্রদান যে বিমান চালনা হয় তিনি তাহার সংশ্রবে [illegible] ছিলেন।

- - - -

বাজির কারখানায় বিস্ফোরণ

সুক্কুরে এক বোমা বিস্ফোরণে [illegible] এক ব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে [illegible] মৃত্যু হইয়াছে এবং গুরুতরভাবে আহত হইয়াছে। প্রকাশ, স্থানীয় এক আতসবাজির দোকানে এই বিস্ফোরণ হয়। আহত ব্যক্তিদ্বয় ঐ কারখানারই শ্রমিক। বিস্ফোরণের সময় উহারা তথায় কাজ করিতেছিল

ধ্বংসস্তূপের নীচে জীবন্ত পশু

২৬ দিন পরে পাঠী ও বিড়াল উদ্ধার

১৪ জন কলেজের ছাত্র ও ডাক্তার যে দল কোয়েটায় সাহায্য কার্য্য করিতে গিয়াছিল, এবং তথায় প্রাদেশিক রাইট সেক্রেটারী মিঃ রূপের অধীনে কার্য্য করিতেছিল তাহারা গত ২১শে জুন লাহোরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে। তাহাদের কথায় প্রকাশ, কোয়েটায় ঘোড়দৌড়ের মাঠের ছাউনীতে এক্ষণে প্রায় ২২শত ৭০জন লোক বাস করিতেছে এবং এখনও হাসপাতালে প্রায় ৩শত রোগী আছে। বে-সামরিক মহল্লায় যে সকল ছাত্র উদ্ধারকার্য্য করে, তাহাদের কথায় প্রকাশ, গত ২৬শে জুন অর্থাৎ ভূমিকম্পের ২৬দিন পর ধ্বংস স্তূপের মধ্য হইতে একটী পাঠীকে জীবন্ত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। তাহার ৩দিন পূর্ব্বে অর্থাৎ গত ২৩শে জুন ধ্বংসস্তূপের মধ্যস্থ একটী আলমারীর তাক্ হইতে একটী বিড়াল ও ছটী বিড়াল ছানাকে জীবন্ত অবস্থায় পাওয়া যায়। পাঠী ও বিড়ালটী কোনরূপ খাদ্য গ্রহণে সমর্থ হয় না। পরে উহারা খাদ্য গ্রহণ করিয়া জীবন রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে। বিড়ালটীর পা ও চক্ষুতে আঘাত লাগিয়াছে। ছাত্রগণ একটি বিড়াল ছানাকে লাহোরে লইয়া আসিয়াছে।

এই সম্পর্কে বিখ্যাত জনৈক পশু চিকিৎসক বলেন যে, খাদ্য ও জল গ্রহণ না করিয়া পশুরা দীর্ঘকাল জীবন ধারণ করিতে সক্ষম। খাদ্য ও জল গ্রহণ না করিয়া ৮০ দিন পর্য্যন্ত পশুকে জীবন ধারণ করিতে দেখা গিয়াছে।

— —

জেল আইন ভঙ্গের অভিযোগ ৬ জন রাজনৈতিক বন্দী দণ্ডিত

ঢাকা সেণ্ট্রাল জেলে একজন পাহারাদারকে প্রহার করিবার অভিযোগে ঢাকার মহকুমা হাকিম মিঃ আবদুল হালিম চৌধুরী ত্রিপুরা জেলার বালাপুর নিবাসী অতুলকুমার দত্ত, মুর্শিদাবাদের মনোজকুমার রায় চৌধুরী এবং ঢাকা জেলার শিবলী নিবাসী যোগেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী—ইহাদের প্রত্যেককে ৩ মাস এবং ঢাকার আবদুল্লাপুর নিবাসী বিজয়কৃষ্ণ গুহ, চট্ট-

আছে। ইহাতে সে আপত্তি করে। ফলে দুইপক্ষে বচসা আরম্ভ হয় এবং আসামীরা তাহাকে গালি দেয়। অবশেষে কয়েকজন আসামী উক্ত ওয়ার্ডারকে ধরিয়া মার দেয় এবং ইহা দ্বারা জেল আইনের ৫২ ধারা ভঙ্গ করে।

আসামীর পক্ষে বলা হয় যে, একজন আসামী মাত্র খাটার উপর বসিয়াছিল: কিন্তু আর সকলেই যথারীতি খাইতে বসিয়াছিল ওয়ার্ডার উক্ত আসামীকে লাথি মারিতে চাহে এবং তাহাকে গালিগালাজ করে। তখন তাহারা সকলে মিলিয়া উহার প্রতিবাদ করে এবং গালি না দিয়া ওয়ার্ডারকে তাহাদের সম্বন্ধে রিপোর্ট করিতে বলে। ওয়ার্ডার ইহাতে ক্রুদ্ধ হয় এবং ফলে তাহাদিগকে এক জায়গায় লইয়া গিয়া কতিপয় ওয়ার্ডার মিলিয়া তাহাদের উপর মারপিট করে।

জেলার উত্তরে জেলার স্বীকার করেন যে, তিনি মাখনলাল নন্দীর মাথায় আঘাতের চিহ্ন দেখিয়াছেন এবং জেল সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট স্বীকার করেন যে, মাখনলালের মাথায় ও অপর একজন আসামীর বুকে তিনি আঘাতের চিহ্ন দেখিয়াছেন।

আসামীদের পক্ষ হইতে কতিপয় কয়েদীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। তাহারা সকলেই বলে যে, ওয়ার্ডারকে আসামীরা প্রহার করে নাই, পক্ষান্তরে আসামীদিগকে হেড ওয়ার্ডারের নিকট উপস্থিত করা হইলে তাহাদিগকেই প্রহার করা হয়।

শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রজনীকান্ত দাস আসামী পক্ষ সমর্থন করেন।

— -

ঘুমন্ত শিশু ও সাপের আশ্চর্য্য কাহিনী

নিওদার হইতে আট মাইল দূরে পোপরেক গ্রামের এক ব্রাহ্মণ একটী ঘুমন্ত শিশু ও সর্পের আশ্চর্য্য কাহিনী বিবৃত করিয়াছেন গত সোমবার রাত্রে আড়াই বৎসর বয়স্ক একটী পীড়িত শিশুর মাতা কোন কারণে কিছুক্ষণের জন্য শয্যা ত্যাগ করিয়া অন্যত্র যায়। প্রায় ১৫মিনিট পরে সে ফিরিয়া আসে এবং দেখিতে পায়, একটী কেউটে সাপ কুণ্ডলী পাকাইয়া শিশুটীর মাথার উপর ফণা মেলিয়া বসিয়া আছে ও ক্রমাগত হিস্ হিস্ শব্দ করিতেছে। স্ত্রীলোকটী চীৎকার করিয়া উঠিলে তাহার স্বামী ও প্রতিবেশীরা ছুটিয়া আসে; কিন্তু পাছে শিশুটীর অনিষ্ট হয়, এই ভয়ে তাহারা সাপটীকে মারিতে পারে না। সাপটী ঐ অবস্থায় প্রায় এক ঘণ্টা অবস্থান করিয়া ধীরে ধীরে নর্দ্দমা দিয়া বাহির হইয়া যায়।

এলাহাবাদে প্রবল বারিপাত

গত ২৮শে জুন রাত্রিতে প্রবল বারিবর্ষণের ফলে এলাহাবাদে এক অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার পরিদৃষ্ট হয়। ৪ ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হইয়াছিল। ইহাতে সহরের কয়েকস্থানের রাস্তায় গুরুতর ফাটলের সৃষ্টি হয়। অনেক স্থানে কয়েক ফুট পর্য্যন্ত গভীর ফাটল দেখা যায়। অনেক পথচারী ও যানবাহন অতর্কিতে ফাটলের মধ্যে পড়িয়া যায়। তবে সৌভাগ্যবশতঃ কাহারও হতাহতের সংবাদ পাওয়া যায় নাই। লোকের ধারণা যে, কোন সময় ভূমিকম্পের ফলে হয়ত নিম্নস্তরে এই সব ফাটল হইয়াছিল; এক্ষণে বারিপাতের ফলে ঐ সকল ধাসিয়া গিয়া ফাটলগুলি বাহির হইয়া পড়িয়াছে।

গলায় ছুরিকাঘাতে নিহত

বাখরার জমিদার খান রাজা কুমারের কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে গলায় দুইটী স্থানে কে বা কাহারা ছোরা মারিয়াছিল। গত ২৮শে জুন তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। এই নৃশংস কার্য্যের কারণ রহস্যাবৃত। এই সম্পর্কে জোর পুলিশ তদন্ত চলিতেছে।

মোটর দুর্ঘটনায় বালকের মৃত্যু

মোটর চাপা দিয়া একটী হিন্দু বালকের মৃত্যু ঘটাইবার অভিযোগে অভিযুক্ত গঙ্গাসাগরের (মধুবাণী) মোহান্ত জগন্নাথ দাস হাজীপুরের মহকুমা হাকিম কর্ত্তৃক হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। জরিমানার টাকা আদায় হইলে উহা হইতে সাত শত টাকা নিহত বালকের পরিবারকে দেওয়া হইবে।

পুত্রকর্ত্তৃক পিতা আহত

একজন মণিপুরীকে গুরুতর জখম অবস্থায় লাংলোকাব হাসপাতালে লইয়া আসা হইয়াছে। তাহার অবস্থা অতিশয় সঙ্কটাপন্ন। এই সম্পর্কে পুলিশ তাহার পুত্রকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

প্রকাশ, আহত ব্যক্তি কোন পারিবারিক ব্যাপারে স্ত্রীর সহিত ঝগড়া করিতেছিল এবং ক্রোধান্বিত হইয়া স্ত্রীকে প্রহার করিতে থাকে। ইহাতে তাহার পুত্র তাহার মাথায় লাঠির দ্বারা আঘাত করে।

লাহোরে বিষম চাঞ্চল্য

লাহোরের সহরতলী অঞ্চলে পুলিশ পলাতক আসামী হাসানকে গ্রেপ্তার করিয়া তাহার নিকট হইতে একটি পিস্তল, ৩টী টোটা ও একখানি ছুরি উদ্ধার করিয়াছে। এই গ্রেপ্তারের ফলে ঐ অঞ্চলে বেশ একটু চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। একটি ছুরির মামলা সম্পর্কে পুলিশ হাসানের অনুসন্ধান করিতেছিল।

বোম্বাই-বিশ্ববিদ্যালয়ের-ভাইস-চ্যান্সেলার পরামর্শদাতা মনোনীত

শিল্প বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ এবং গবেষণার জন্য যে 'ব্যুরো' স্থাপিত হইয়াছে, ঐ 'ব্যুরোকে' পরামর্শদানের জন্য ভারত সরকার একটী পরামর্শ সভা' গঠন করিয়াছেন। জানা গিয়াছে যে, বোম্বাই গবর্ণমেন্ট বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার মিঃ জি এন চন্দাবরকর এবং শিল্পবিভাগের ডিরেক্টর মিঃ পি বি আদ্বানীকে ঐ কমিটির জন্য তাঁহাদের প্রতিনিধি মনোনীত করিয়াছেন।

———

ভারতের স্বর্ণ রপ্তানি

২৯শে জুন তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহে বোম্বাই হইতে ইউরোপে ৮,৮৯,৮৩২ টাকা মূল্যের স্বর্ণ প্রেরিত হইয়াছে।

গ্রেট ব্রিটেন স্বর্ণমান পরিত্যাগের পর বোম্বাই হইতে সর্ব্বমোট—২৩০,৫৭, ৩৫,০২৭ টাকা মূল্যের স্বর্ণ রপ্তানি হইয়াছে।

বোম্বাইয়ে ভীষণ অগ্নিকাণ্ড

বোম্বাইয়ের চাকলা ষ্ট্রীটের কোন এক দোকানে অগ্নিকাণ্ডের ফলে অনুমান ৭০ হাজার টাকা ক্ষতি হইয়াছে। অগ্নিশিখা নির্ব্বাপণ করিতে কয়েকটি দমকলের কয়েক-ঘণ্টাকাল সময় লাগিয়াছিল।

———

লণ্ডন-ভারত মোটর চালনায় রেকর্ড

পুণার ব্যারিষ্টার মিঃ বালসীওয়ালা মোটরে পুণা হইতে লণ্ডন গিয়াছিলেন। সেদিন প্রাতঃকালে তিনি পুনরায় মোটরযোগে পুণায় ফিরিয়া আসিয়াছেন। মাত্র ২৪ দিনে তিনি লণ্ডন হইতে ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া লণ্ডন ভারত মোটর চালনায় নূতন রেকর্ড প্রতিষ্ঠা করিলেন।

আসাম ব্যবস্থাপক সভার আয়ু বৃদ্ধি

সরকারীভাবে জানা গিয়াছে যে, আসাম ব্যবস্থাপক সভার আয়ু আগামী সেপ্টেম্বর মাস হইতে আরও এক বৎসর বাড়াইয়া দেওয়া হইবে।

— —

বজ্রাঘাতের ফলে অগ্নিকাণ্ড

রটলামের এক সংবাদে প্রকাশ, এক বাড়ীতে বজ্রপাতের ফলে মজুত প্রায় প্রায় ৫০ হাজার গাঁট খাসে আগুন লাগে। প্রায় ২৪ ঘণ্টা এই অগ্নিকাণ্ড স্থায়ী হয়। এই অগ্নিকাণ্ডের ফলে ৬টী মহিষ ভস্মীভূত হইয়াছে। মোট ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ৩০ হাজার টাকা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১০ম বর্ষ | ১৭ বামন | গৌরাব্দ ৪৪৯, ১৮ই আষাঢ় বঙ্গাব্দ ১৩৪২, ৩রা জুলাই ইং ১৯৩৫ | বুধবার | ১০৪৩ম সংখ্যা

বোম্বে নগরীতে শ্রীল প্রভুপাদ

ষ্টেশনে বিপুল সম্বর্দ্ধনা

বোম্বে গৌড়ীয়মঠে শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠার জন্য গৌড়ীয়-আচার্য্যভাস্কর প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর গত ২৯শে জুন কলিকাতা গৌড়ীয়মঠ হইতে রওনা হইয়া ই, আই, আর, লাইনের বোম্বে মেলে বোম্বে যাত্রা করিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদের অনুগমন করিয়াছেন মহামহোপদেশক পণ্ডিতপ্রবর শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ, ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীমদ্ভক্তি-রক্ষক শ্রীধর মহারাজ, মহামহোপদেশক শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ মহানন্দ ব্রহ্মচারী, ভক্ত্যালোক, শ্রীপাদ প্যারীমোহন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ সজ্জনানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনেত্রানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীসতীশ ব্রহ্মচারী, শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী ও এক গোপাল। বোম্বে ষ্টেশনে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি মহারাজ বোম্বের বহু বিশিষ্ট সজ্জনসহ সপার্ষদ শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্ম পূজাদ্বারা সম্বর্দ্ধনা করেন।

বোম্বের অপর এক সংবাদে প্রকাশ, আগামী ৮ই জুলাই বোম্বে গৌড়ীয়মঠে শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠোৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন হইবে। এই মহোৎসব যাহাতে সর্ব্বপ্রকারে সাফল্যমণ্ডিত হয়, তজ্জন্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি মহারাজ আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছেন। পুণা-নিবাসিনী শ্রীমতী সরোজকুমারী বসু নাম্নী জনৈক পুণ্যবতী রমণী উক্ত উৎসবের জন্য অর্থ সাহায্য করিতেছেন।

কুচবিহারের মহারাণী

কলিকাতা গৌড়ীয়মঠ দর্শন

কুচবিহারের মাননীয়া মহারাণী ইন্দিরা দেবী ইংলণ্ড যাত্রা করিবার পূর্ব্বে গত ২৮শে জুন বৃহস্পতিবার শ্রীগৌড়ীয়মঠ দর্শন করিয়াছেন। মহারাণীর সহিত মহারাজ কুমার ইন্দ্রজিতেন্দ্র নারায়ণ ভূপবাহাদুর, মহারাণীর দুইটী কন্যা ও তাঁহার এ, ডি, সি ছিলেন। মহামহোপদেশক শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র ব্যানার্জ্জী মহোদয় তাঁহাদিগকে গৌড়ীয়মঠে লইয়া আসেন। এই সম্ভ্রান্ত বিশিষ্ট অতিথিগণ শ্রীগৌড়ীয়মঠে উপস্থিত হইলে মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ, মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ, মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী, মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত এন্, কে, সান্যাল, শ্রীযুক্ত সখীচরণ রায় ভক্তিবিজয়, শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র দে, মিঃ কে, কে, সেন গ্র্যাজুয়েট প্রমুখ মঠসেবকগণ তাঁহাদিগকে সম্বর্দ্ধনা করেন।

মহারাণী সাহেবা ও তাঁহার পুত্র-কন্যাগণ শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সভাপতি ও আচার্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের প্রতি আচার্য্যোচিত সম্মান প্রদর্শন করিয়া শ্রীমন্দিরের শ্রীবিগ্রহ দর্শন করেন। তাঁহাদিগকে প্রসাদীমাল্য ও মহাপ্রসাদ প্রদান করা হইয়াছিল।

মহারাণী সাহেবা, আমাদের যাবতীয় কার্য্য ভগবৎসেবার অনুকূলে কেন সম্পন্ন হওয়া উচিত তৎসম্বন্ধে শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে বিশেষ মনোযোগের সহিত হরিকথা শ্রবণ করিয়াছেন। মহারাণী সাহেবা শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারের উচ্চ প্রশংসা করিয়া সর্ব্বতোভাবে তাহা সমর্থন করিয়াছেন।

বিদুষী ফরাসী মহিলা

শ্রীল প্রভুপাদের নিকট হরিকথা শ্রবণ

পাঠকগণ অবগত আছেন, Maximiani Portas Ph. D. D. Lit. ফরাসী দেশীয় জনৈকা উচ্চশিক্ষিতা সম্ভ্রান্ত মহিলা। তিনি গত ১৮ই জুন ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠে শ্রীচৈতন্যদেবের বাণী কিছু শ্রবণ করেন। শ্রীল প্রভুপাদের নিকট বিশেষভাবে তাহা শ্রবণার্থ ঢাকা হইতে কলিকাতা গমন করিয়াছিলেন। তথায় শ্রীগৌড়ীয়মঠে উপস্থিত হইয়া গত ২৮শে ও ২৯শে জুন দিবসদ্বয় শ্রীল প্রভুপাদের নিকট মহাপ্রভুর শিক্ষার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে হরিকথা শ্রবণ করিয়াছেন। উক্ত বিদুষী মহিলার আর্ত্তি দেখিয়া শ্রীল প্রভুপাদ প্রত্যহ প্রায় ২ ঘণ্টা যাবৎ তাঁহার নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। মহিলাটীর চিত্ত ভগবদ্দর্শনের আগ্রহ [illegible] প্রকাশ। তিনি মহাপ্রভু ও শ্রীল প্রভুপাদের নিকট শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত আনন্দিতা হন এবং শ্রীল প্রভুপাদ বোম্বে হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে পুনরায় তাঁহার নিকট ঐ চমৎকার পরমার্থবাণী শ্রবণ করিবেন বলিয়া ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন।

ধর্ম্মাধিকরণ

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

জীবকুল এই বিষয়াদি হইতে মায়া-কর্ত্তৃক শাসিত বা শোষিত হয়। সংসার এই বিষয়ে একটী ধর্ম্মাধিকরণ অর্থাৎ বিচারালয়ের সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে। এই রাজ্যে একটীমাত্র আইন মান্য করিতে হয় অর্থাৎ ভগবৎসেবা করাই জীবের একমাত্র কর্ত্তব্য। তাহাই জীবের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। একমাত্র ভগবৎসেবার দ্বারাই সংসারবন্ধন-ছেদ বা ভগবৎ-প্রীত্যুৎপাদন সম্ভবপর; সুতরাং উহাই সংসারের একমাত্র রাজপ্রবর্ত্তিত আইন বা বিধি। উক্ত বিধিপালনই আমাদের একমাত্র কৃত্য। [illegible]

গয়ায় প্রচার

পাটনা গৌড়ীয়মঠের রক্ষক শ্রীপাদ নিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী কিছুকালের জন্য গয়া-গৌড়ীয়মঠে গমন করিয়াছেন। তিনি গত ৭ই আষাঢ় গয়া গৌড়ীয়মঠে ছায়াচিত্রযোগে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গলীলা প্রদর্শন করিয়া একটী জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন। প্রায় দুই শত শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা শ্রবণে বিশেষ আনন্দিত হইয়াছেন।

গয়া-প্রবাসী শ্রীযুক্ত রমণীমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয় শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারাদির শ্রবণ করিয়া শ্রীমঠের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়াছেন। তিনি শ্রীমঠের প্রচার যাহাতে বিস্তৃতভাবে হইতে পারে তজ্জন্য চেষ্টা করিতেছেন। ভগবৎকথা-প্রচারে যাঁহারা কায়মনোবাক্যে চেষ্টা করেন তাঁহাদের জীবন ধন্য ধন্য। এ কার্য্যেই শ্রেয়ঃ আহৃত হইয়া থাকে। শ্রীমহাপ্রভুর "প্রাণৈরর্থৈর্ধিয়া বাচা শ্রেয় আচরণং সদা" এই বাণী প্রত্যেকে কার্য্যে পরিণত করিয়া সর্ব্বসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হইব। শ্রীপাদ রামকৃষ্ণ মহোদয়ের গত ৫ই আষাঢ় তাঁহার আলয়ে ছায়াচিত্রযোগে একটী বক্তৃতা প্রদান করিয়া শিক্ষাষ্টকের মহাপ্রভুর উপদেশ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৭ মাধব ৬৬ অনিরুদ্ধ ৪৪৯

পাপ

অমরা পাপপায় ব্যক্তিদিগকে ক্ষমতা করিবার জন্য ভারতের ভগবৎপ্রতীত ঋষিগণ বিধানাদি শাস্ত্রাদি, ইতিহাস ও বহুবিধ পুরাণ প্রণয়ন করিয়াছেন। যথাকালে [illegible] পরমার্থের কোনও কথা না পাইয়া গেলে তাঁহারা সমাজশৃঙ্খলাদি সংরক্ষণ করিয়া ঐকান্তিক ভক্তগণের ভজনের সহায়ক হন এবং তাহারা তাঁহাদের গৌণ প্রয়োজনীয়তা পরিদৃষ্ট হয়। ঐ সকল [illegible] পাপ পুণ্যের বিচার [illegible] পুণ্য কর্মের অনুষ্ঠানেই [illegible] সমাজ উন্নত হইতে [illegible] পারে। এই [illegible] পরমার্থের প্রতি অগ্রসর হয় তাহা তাঁহাদের সার্থকতা; নতুবা নিরীশ্বর নৈতিকতার কোনও মূল্য নাই। কারণ তাহা যোনি-ভ্রমণ হইতে জীবকুলকে কোনও প্রকারে রক্ষা করিতে পারে না।

যাঁহারা পরমার্থের পথে পদার্পণ করিয়াছেন, কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডের যাবতীয় চিন্তাস্রোতের উপরে তাঁহাদের স্থান। সুতরাং তাঁহাদের দ্বারা যে কোনও প্রকার পাপকর্ম অনুষ্ঠিত হইতে পারে না, তাহা বলাই বাহুল্য। মুখে স্বীকার করুন আর নাই করুন, সকলেই স্বরূপতঃ কৃষ্ণদাস। কৃষ্ণদাস্যবুদ্ধিতে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিলেই স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভবপর। স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য প্রত্যেকেরই যত্নপর হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। যাঁহারা পরমার্থের বিচার গ্রহণ করিবার যোগ্যতা লাভ করেন নাই তাঁহারা পাপকর্ম হইতে বিরত থাকিলে ক্রমশঃ সৎপথে চলিবার সুযোগ পাইবেন। এইজন্য তাহাতে পাপকর্ম হইতে বিরত থাকা যায় তজ্জন্য আমরা এতদ্বিষয়ে কিছু আলোচনা করিতে অগ্রসর হইতেছি।

যাহাতে নিজের, অপরের বা সমাজের অনিষ্ট সাধিত হয় তাহাই পাপ নামে অভিহিত। পাপের গুরুতা-বৃদ্ধিক্রমে তাহা পাতক, অতিপাতক ও মহাপাতক প্রভৃতি সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হয়। সাধু ও ঈশ্বরের প্রতি যদি দ্রোহাদি আচরিত হয় তাহা হইলে সেই কার্য্য অপরাধ নামে অভিহিত। অপরাধ সর্বাপেক্ষা কঠিন ব্যাধি। অস্মদীয় পরমেশ্বরস্বরূপ শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর পাপগুলিকে প্রধানতঃ একাদশটি ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—(১) হিংসা বা দ্বেষ, (২) নিষ্ঠুরতা, (৩) ক্রোধ বা কুটিলতা, (৪) চিত্তবিভ্রম, (৫) মিথ্যা, (৬) অবৈধতা, (৭) লাম্পট্য, (৮) স্বার্থপরতা, (৯) অপবিত্রতা, (১০) অশিষ্টাচার (১১) অপরাধপরতা। দ্বেষ হইতে হিংসার উৎপত্তি হইয়া থাকে। অপরের অনিষ্ট সাধনের চেষ্টাই হিংসা। হিংসা তিন প্রকার—নরহিংসা, পশুহিংসা ও দেবহিংসা। কোনও বিষয়ে অনুচিত আসক্তি 'লাম্পট্য' সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত। সংসারে পরস্পর পরস্পরের সহিত স্ত্রী-পুরুষসম্বন্ধে যুক্তিযুক্ত; কিন্তু পাপাসক্ত ব্যক্তি তাহার বিপরীত করিয়া অন্যের প্রতি হিংসা ও দ্বেষ করিয়া থাকে। হিংসা একটী প্রধান পাপ। নরহিংসা অত্যন্ত গুরুতর পাপ। ব্রাহ্মণ-হিংসা আত্মহিংসা স্ত্রী-হিংসা, বৈষ্ণব-হিংসা ও গুরুহিংসা সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে পাপযুক্ত। পশুহিংসাও সামান্য পাপ নহে। উদরপরায়ণ ব্যক্তিগণ জিহ্বার লাম্পট্যে যে পশুহিংসা করিয়া থাকে তাহা মানবধর্মের পরিচয় নহে, অপরন্তু পাশব বৃত্তির পরিচয় মাত্র। বেদাদি শাস্ত্রে যে পশুবধ ও বলিদানাদির বিধি দেখা যায়, তাহা কেবল উচ্ছৃঙ্খল পাশব বৃত্তির সঙ্কোচন দ্বারা মানবগণের সংশোধনের নিমিত্ত। এতদ্বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবত (১১।৫।১১-১৩) বলিতেছেন,—

"লোকে ব্যবায়ামিষমদ্যসেবা
নিত্যা হি জন্তোর্নহি তত্র চোদনা।
ব্যবস্থিতিস্তেষু বিবাহযজ্ঞ-
সুরাগ্রহৈরাসু নিবৃত্তিরিষ্টা॥
যদ্ঘ্রাণভক্ষো বিহিতঃ সুরায়া-
স্তথা পশোরালভনং ন হিংসা।
এবং ব্যবায়ঃ প্রজয়া ন রত্যৈ
ইমং বিশুদ্ধং ন বিদুঃ স্বধর্মম্॥
(ভাঃ ১১।৫।১১।১৩)

[জগতে স্ত্রীসঙ্গ, আমিষভক্ষণ এবং মদ্যপান প্রাণিমাত্রেরই স্বাভাবিক ধর্ম বলিয়া এ বিষয়ে শাস্ত্রবিধানের আবশ্যক নাই; পরন্তু যদি এসকল কার্য্য ত্যাগ করা সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব হয়, তাহা হইলে বিবাহদ্বারা স্ত্রীসঙ্গ, যজ্ঞদ্বারা আমিষভক্ষণ এবং সৌত্রামণি-যজ্ঞ দ্বারাই মদ্যপানের নিয়ম বিধান করা হইয়াছে। সুতরাং এসমস্ত বিষয় হইতে সর্বতোভাবে নিবৃত্তই বেদের মুখ্য উদ্দেশ্য জানিতে হইবে। শাস্ত্রে মদের আঘ্রাণ অভিবিহিত হইয়াছে, পান বিহিত হয় নাই; সেইরূপ যজ্ঞেই পশুহিংসার পরিবর্তে যজ্ঞে পশুস্পর্শমাত্র এবং আত্মতৃপ্তির পরিবর্তে কেবলমাত্র সন্তান উৎপাদনের জন্য মৈথুন বিহিত হইয়াছে, পরন্তু মনোধর্মবাদিগণ এরূপ বিশুদ্ধ স্বধর্ম অবগত নহেন।]

দেবহিংসা গুরুতর পাপ। অনভিজ্ঞ জনগণ নিজদিগের ব্যবহারকে ভাল বলিয়া অন্য দেশের সদাচরণ-প্রণালী নিন্দা করিয়া থাকে। এবং কি দেব-দাস্যাদি [illegible]

"পরমহংস সরস্বতী গোস্বামী"

এই প্রবন্ধে শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের জীবনের সমস্ত ঘটনাবলী বা তাঁহার জীবনচরিত বর্ণন করা উদ্দেশ্য নহে। অবশ্য এইরূপ একটী বিবরণ বহু লোকের ঐতিহাসিক কৌতূহল চরিতার্থ করিতে পারে। ভগবদবতার-সকলের এবং ভগবৎপ্রতিনিধি আচার্য্যগণের চরিত্রসমূহ প্রত্যেক জাতির শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ করা আছে। কিন্তু শাস্ত্রসমূহে যেসকল সত্য প্রকাশিত হইয়াছে, সকলেই সেই সত্যের নিকট পৌঁছিতে পারা যায় না। বর্তমান কালে জগতের লোকসমূহের ধারণা কিছু অন্য প্রকার। কোন ব্যক্তিবিশেষের দেহ ও মনের সম্পর্কে আমরা চলিত পুস্তকসমূহের চিন্তাধারার মধ্য দিয়া আসিতে পারি। ইহা সম্ভব যে একজন যে সেই ব্যক্তি ও তাহার চিন্তাধারা পরস্পর পৃথক্। প্রাকৃত ব্যক্তির সম্বন্ধে এই নিয়ম।

প্রাকৃত ব্যক্তির ন্যায় অপ্রাকৃত ব্যক্তির ঐরূপ কোন দোষ বা অভাব নাই। যে ভূমিকাতে ব্যক্তি ও তাহার চিন্তাধারা পরস্পর পৃথক্, সেইরূপ দ্বন্দ্বভাব অপ্রাকৃত ব্যক্তি অবস্থিত নয়। অপ্রাকৃত সত্ত্ব ও চিন্তাধারা অপ্রাকৃত ব্যক্তির সহিত অভিন্ন।

শ্রীভগবানের আবির্ভাব, শ্রীভগবদবতারগণের আবির্ভাব এবং তাঁহার নিত্য পার্ষদ ও সেবকগণের এই জগতে আবির্ভাব-বিবরণসমূহকে অদ্ভুত সুন্দর কবি বা আলঙ্কারিকগণের সৃষ্ট আকস্মিক [illegible] বলিয়া বিচার করা উচিত নয়। শুদ্ধ অপ্রাকৃত [illegible] করিতে [illegible] বিশ্বাস করে না। তাহা যে শিক্ষার অভাবে [illegible] পরিচয় তাহা সুধীসমাজ একবাক্যে স্বীকার করিবেন। পরমেশ্বর এক বই দুই নন, যার যে অধিকার, সেই অধিকারেই সে উপাসনা করে। বস্তুতঃ উপাসনা তত্ত্ব বুঝিতে সমর্থ না হইলেও ভাবগ্রাহী জনার্দন লোকের ভাব জানিয়া নিষ্কপট ও সরল প্রকৃতির জনগণকে কৃপা করিয়া থাকেন।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বলিয়াছেন যে, অজ্ঞ ব্যক্তির বুদ্ধি ভেদ জন্মাইতে নাই কিন্তু অজ্ঞগণ নিজের ভক্তকাণ্ডজ্ঞান বুঝিতে না পারিয়া যে দেবনিন্দাদি করিয়া থাকে তাহাতে দেশের ও সমাজের অকল্যাণ ও হয়ই, অধিকন্তু হিংসাকারী হিংসাকের মধ্যে ইহকাল ও পরকালে অশেষবিধ যন্ত্রণা ভোগ করিতে থাকে। অন্যান্য পাপগুলির বিষয় ক্রমশঃ বিচারিত হইবে।

ঘটনাবলীর সহিত মানবের কল্পনাপ্রসূত কাল্পনিক গল্পসমূহের সাদৃশ্য এত ক্ষীণ যে, যাঁহারা এই দুইটি বিষয়ই অবগত আছেন, তাঁহাদিগকে কখনই ভ্রমে পতিত হইতে হয় না। অপ্রাকৃতজ্ঞান [illegible] করিবার প্রত্যেকেরই সুযোগ আছে। অপ্রাকৃত শিক্ষকগণের ঐরূপ অপ্রাকৃত জ্ঞান বাস্তবিক শ্রদ্ধালু ব্যক্তিগণকে প্রদান করাই কার্য্য। এই প্রবন্ধে কোন গল্পের অবতারণা নাই। পারমার্থিক শিক্ষকের জীবনচরিত একটী গল্প মাত্র নহে কিম্বা এই প্রবন্ধে কোন ঐতিহাসিক নায়ক বা ঘটনাকে উজ্জ্বল [illegible] করিবার চেষ্টা করা হয় নাই। কিন্তু প্রবন্ধের নাম দেখিয়া ইহাকে কোন গল্প বা ঐতিহাসিক ঘটনার সহিত সাদৃশ্য করা যাইতে পারে।

প্রাকৃত জগতের জীব সকলের নিত্য ও চরম কল্যাণবিধান করিবার জন্য যে মহাপুরুষের সকলপ্রকার সমস্ত চেষ্টা কেন্দ্রীভূত, সেই পরমহংস শ্রীমৎ সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের পরিদৃশ্যমান জীবন-চরিত বর্ণন করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। এই পৃথিবীতে অপ্রাকৃত গুরুগণের সম্প্রদায়ভুক্ত তিনি। পারমার্থিক শিক্ষক কোন সম্প্রদায়, জাতি বা দেশের গণ্ডীর অন্তর্গত ব্যক্তি নহেন। বর্ণ-নির্ধারিত জাগতিক নির্দেশ ও আপেক্ষিকতার বাহিরে অবস্থিত অর্থাৎ ঐ সকলকে অতিক্রম করিয়া থাকে। অতএব ঐরূপ একজন শিক্ষককে দেশ-কালের অন্তর্গত ও অধীন একজন সাধারণ ব্যক্তির সহিত সমান মনে করিতে হইবে না। সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর মহাপুরুষগণেরই একজন। অপ্রাকৃত বিচারে তাঁহার ক্রিয়া কাহার বাধিত হইতে অভিন্ন। কোন ঐতিহাসিক ব্যক্তি সম্বন্ধে কিন্তু ঐরূপ অভিন্নত্ব নাই। তাঁহাদের কার্য্যাবলীকে জাগতিক উদ্দেশ্য ও অবস্থা সকলের একটী উৎপন্ন ফল বলিয়া ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। জগতের নায়কগণের জীবন-চরিতের লিখনপ্রণালী অপ্রাকৃত বিষয়ে আদৌ প্রযোজ্য নহে।

ভগবৎপ্রেরিত সেবকগণের অপ্রাকৃত চেষ্টার সকলের নিত্যমঙ্গল সাধন করা সহজসাধ্য। পরিদৃশ্যমান ব্যক্তিত্বের অসাধারণ ভাব উপলব্ধির অভাবে যীশুখৃষ্টের অনুচরগণ তাঁহাকে সাধারণ মানবের অবস্থায় অধিক বলিয়া ধারণা করিয়া থাকেন। যীশুখৃষ্টের ক্রুশে বিদ্ধ হওয়া এবং লঙ্কার রাক্ষসরাজ রাবণ কর্তৃক শ্রীরামচন্দ্রের পত্নী সীতাহরণ-ব্যাপার ঐতিহাসিক [illegible] সত্য ঘটনা হইতে পারে; কিন্তু যেসকল ব্যক্তি শ্রীরামচন্দ্র ও [illegible] সেবকগণের কার্য্যাবলী [illegible] প্রাকৃত [illegible] ও প্রাকৃত অভিজ্ঞতার দ্বারা মাপিয়া রাখিতে বা বুঝিতে চায়, তাহাদিগকে ক্ষমা করিবার [illegible] অপ্রাকৃত ব্যক্তিগণের

ঐরূপ বাহ্যিক অবস্থা দেখাইবার উদ্দেশ্য। ভগবান্ কিম্বা তাঁহার সেবকগণ বাহ্য জগতের অবস্থার অধীন নহেন। ভগবান্ তাঁহার নিজস্ব পূর্ণভাবে বজায় রাখিয়া পার্থিব ব্যক্তিগণের দৃষ্টিগোচর হইতে পারেন। যাঁহারা বাহিরেরভাবে ঐরূপ সম্ভাবনা অস্বীকার করেন, তাঁহারা ভগবানের সর্ব্বশক্তিমত্তাকে অস্বীকার করেন এবং নিজেদের বাহিক ব্যক্তিত্বের অপারমার্থিকত্ব অস্বীকার করেন।

জগতের ঐতিহাসিকগণ সত্যানুসন্ধান ব্যাপারটীকে অনিত্য অস্থায়ী জগতের বিষয়ানুসন্ধানে পর্য্যবসিত করিয়াছেন। সত্যানুসন্ধানকারীর স্রোতবিষয়কে নাকচ করিয়া দিবার চেষ্টা ঐতিহাসিকগণের মধ্যে পরিদৃষ্ট হয়। ঐতিহাসিকগণের ঐ প্রকার চেষ্টা অন্ধ ও উদ্দেশ্যবিহীন। তাঁহারা একটু অনুধাবন করিয়া দেখিলে তাঁহাদের অনুর্ব্বর চেষ্টার ফল উপলব্ধি করিতে পারেন এবং জীবনের একদেশে বিভাবিকার বিষয়ও বুঝিতে পারেন।

যদি আমরা রক্ষিত হইতে চাই, তবে আমরা আমাদের নিজ চেষ্টা ও কৌশলের দ্বারা রক্ষিত হইবার যোগ্য। আমাদের অভ্যন্তরে যে আলোক আছে তাহা আমরা আলোকরূপেই গ্রহণ করিতে পারি, অন্ধকাররূপে নহে। এখন পারমার্থিক গুরুর সহিত আমাদের কি কর্ত্তব্য? সত্যানুসন্ধানবিষয়েও আমরা আমাদের ব্যক্তিত্ব নষ্ট করিতে ইচ্ছা করি না। আমরা বিশ্বাস করি যে, কাণ্ডিত সঞ্চিত জ্ঞান আমাদের ব্যক্তিত্ব নির্দ্দেশ করে। ইহা অসম্পূর্ণ হইতে পারে, কিন্তু তথাচ ইহাই আমাদের ধন ও অন্য সমস্ত হইতে প্রিয়। বর্ত্তমান জগৎ এইরূপে চিন্তারত।

অতএব পারমার্থিক গুরুর কথাটা আমাদের নিকট অপ্রিয়। আমাদের ইন্দ্রিয়জ্ঞানের সহিত ঐরূপ গুরুর আধিপত্য খাপ খায় না। এইরূপ ধারণা করা হয় যে, যদি বাস্তব গুরুর অপতিত্ব স্বীকার করা হয়, তবে স্বেচ্ছায় আত্মহত্যা বরণ করা হয়। আমাদিগকে মুক্তিযুক্ত হইতে বলিলে অসুবিধা হয় না। তথাকথিত ভণ্ড গুরু (?) সকল অন্যায় দাবী করিয়া থাকে। কোন বিচক্ষণ ব্যক্তিই নিজের ইন্দ্রিয়সকলের চেষ্টাকে ছেদন করিয়া দিতে সম্মত হয় না। কিন্তু ভণ্ডগুরুসকল ঠিক ঐরূপ কর্ত্তনই দাবী করিয়া থাকে।

বোধযুক্ত ব্যক্তিগত বিচারে সদ্গুরুতে সম্পূর্ণভাবে প্রপত্তি খাপ খায় না। বাস্তব সদ্গুরু একেবারেই বোধযুক্ত। এইরূপ সদ্গুরুর যদি অভাব হয়, তবে পরমার্থ অর্জ্জন অসম্ভব হয়। কিন্তু ঐরূপ সদ্গুরু যদি পাওয়া যায়, তবে তাঁহাতে শরণাগত হওতে আমাদের আপত্তি কি হইতে পারে? সদ্গুরুতে নিরপেক্ষ শরণাগতিই আমাদের স্বতন্ত্রতা সদ্ব্যবহার। বৌদ্ধ ও মুসলমান-ধর্মাবলম্বিগণের মধ্যে ঐরূপ, অবৈষ্ণবী শরণাগতির জন্য চেষ্টার একটা ইতিহাস পাওয়া যায়। ঐরূপ সম্প্রদায়গণের মধ্যে যীশুখৃষ্টের প্রতি ও মহম্মদের প্রতি শরণাগতির দ্বারাই উহাদের মধ্যে একটা পারমার্থিক বন্ধন দৃষ্টিগোচর হয়। উঁহারা কোন এক নির্দ্দিষ্টদেশের বা নির্দ্দিষ্ট সময়ের একজনকে অতিমর্ত্ত্য পুরুষ বলিয়া স্বীকার করিলেও সর্ব্বগুরুত্ব-বাদ স্বীকার করেন না।

সদ্গুরুর পরিচালনা সর্ব্বদাই আমাদের পক্ষে আবশ্যক। আমরা ভগবৎ জীব এবং ভগবানের সহিত আমাদের অসীম ব্যবধান। সদ্গুরুই এই ব্যবধান নষ্ট করিয়া দিতে পারেন, কারণ তিনিই তাঁহার প্রতিনিধি।

তাঁহাকেই আমরা পারমার্থিক গুরু বলি, যিনি তাঁহার শক্তিদ্বারা আমাদের অজ্ঞানান্ধকার দূর করিতে এবং জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলিত করিয়া দিতে পারেন। আমাদের বহির্ম্মুখ প্রবৃত্তিগুলিকে শ্রীভগবানে কেন্দ্রীভূত করিবার বিষয়ে তিনিই আমাদের একমাত্র হিতার্থী। জন্ম, স্থিতি ও ভঙ্গের মূল কারণ হইতে তাঁহার ইতর অবস্থান নাই। অপ্রাকৃত পথ দিয়া অজ্ঞান ও সচ্চিদানন্দ বস্তুর নিকট লইয়া যাইবার তিনিই একমাত্র পথপ্রদর্শক। তাঁহার সঙ্গলাভ করিলে কোন নিষ্কপট আত্মনিবেদক ব্যক্তির আর যে ধ্বংসের ভাব নিজেকে বিচ্ছিন্ন হইতে পারে, তাদৃশ ধ্বংস বস্তুর জন্য লালায়িত হইবার বাসনা হয় না। বাস্তব সদ্গুরু স্বয়ং বন্ধু, বন্ধু বা শ্রীভগবানের দর্শন হয় এবং তিনি সর্ব্বদাই ভগবানের নিকটেই অবস্থিত। বাস্তব গুরুর ব্যক্তিত্ব বিশেষ আকর্ষণীয় জিনিষ। শাস্ত্রসকলে প্রচারকের জীবন্ত বাণ দেখিতে পাওয়া যায়। সদ্গুরুই একমাত্র সদ্ পদার্থ, তদ্ব্যতীত আর সমস্তকিছু, এমন কি আমাদের বিপথে চালিত আত্মা-সকলও অসৎ পদার্থ।

এ জগতে সত্য সকল প্রকারে আছেন। যখন আমরা সদ্গুরুর সাহায্য প্রার্থনা না করিয়া সন্তুষ্ট থাকি, তখনই আমরা সত্য বস্তু হইতে বিচ্যুত হই। আমাদের নিজেদের একটা ব্যক্তিত্ব থাকায়, গুরুতেও যদি একটা ব্যক্তিত্ব অনুসন্ধান করিতে যাই, তাহাতে আমাদের ভুল হয় না। আমাদের জাগতিক অবস্থানটা যুক্তিযুক্ত বলিয়া উহা স্থির; কিন্তু উহাতে কোন প্রকার বাধা উপস্থিত হইলে উহা যুক্তিবিরোধী হওয়ায় অবাস্তবিক ও অপ্রিয়। এ জগতে আমরা বাস্তব অবস্থানের কেবলমাত্র ছায়াই পাইয়া থাকি। প্রকৃত ব্যক্তিত্বের নিকট পৌঁছিতে পারিলে আমরা আপনার আমরা পরমেশ্বর নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছিতে পারি। এই জীবনে আমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য সদ্গুরুর অনুসন্ধান করা এবং তাঁহাকে পাওয়া যাইলে তাঁহার সঙ্গ পরিত্যাগ না করা। ইহা ঠিক যে সেইরূপ ব্যক্তির সহিত পরিচিত হওয়াটা অসম্ভব নয়।

কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই যে, তাঁহার কাহিনীর পাঠক কি আমাদের তাঁহার সহিত পরিচিত হইবার পক্ষে সাহায্যকারী? ঐরূপ কার্য্যটা কি ঘোড়ার সম্মুখে গাড়ী রাখার মত হয় না? আমাদের মানিক অভিজ্ঞতার প্রবণের দ্বারা আমরা কি তাঁহাকে গ্রহণ করিতে পারি? যদি ঐরূপ বিচারের বশবর্ত্তী হই তবে আমরা সেই ব্যক্তিকে একজন বড় পণ্ডিত না হয় একজন বড় যাজক, না হয় একজন গণৎকার, না হয় আমাদের সন্দেহের মীমাংসাকারী একজন শিক্ষক বলিয়া আশা করিতে থাকিব। আমরা কি আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় অভিজ্ঞতার দ্বারা সত্য বস্তুর একটা ধারণা করিতে ব্যস্ত হইব?

(ক্রমশঃ)

ধর্ম্মাধিকরণ

(শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী)

অবাস্তব রাজ্যের কথা স্বতন্ত্র; রাজার অর্থাৎ ইংলণ্ডের নৃপতিগণকর্ত্তৃক শাসিত রাজ্যসমূহে আমরা যাহারা বাস করি, তাহারা দেখিয়া থাকি— যে সমস্ত রাজ্যবাসী প্রজাগণ উক্ত রাজার প্রবর্ত্তিত বিধি-ব্যবস্থাদি অবমাননা করে বা রাজাকে কোনও প্রকার দুরভিসন্ধিমূলে রাজনীতি-গর্হিত কার্য্যাদি করে, রাজা তাহাদিগের উপর যথাযথ শাস্তিবিধান করতঃ তাহাদিগকে স্বমতে আনয়ন বা সৎপথে চালিত করেন। আবার এক রাজার অর্থাৎ সম্রাটের অধীনে অনেকগুলি রাজা থাকায় সম্রাট্ স্বয়ং সর্ব্বত্র গিয়া ঐরূপ রাজবিদ্রোহী-সকলকে শাস্তিপ্রদান করেন না, ভিন্ন ভিন্ন দেশে বিভাগীয় ভিন্ন ভিন্ন শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন।

এই বিশ্বরাজ্য তদ্রূপই। ইহার রাজা শ্রীভগবান্। তিনি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের মালিক বা সম্রাট্। সুতরাং তিনি সর্ব্ব ব্রহ্মাণ্ডের শাসন নিজ হাতে করেন না। ইহার শাসনভার তিনি মায়া-দেবীর হস্তে অর্পণ করিয়াছেন। মায়াদেবীর অপর নাম দুর্গা। রাজা যেরূপ প্রজাগণকর্ত্তৃক পূজিত হন, এই দুর্গাদেবীও এই জড় জগদ্বাসিগণ কর্ত্তৃক তদ্রূপ পূজিতা হন। সংসার কারাগারস্বরূপ। ইনি তাহার কারারক্ষী ও শাসিকা।

ঈশ্বরের রাজ্যে একটীমাত্র আইন—আদেশ বা বিধি সর্ব্বদা বলবৎ থাকে এবং উহাই মাত্র পালন করিলে বিশ্ববাসী জীবকুল নির্বিঘ্নে সুখে শান্তিতে কালযাপন করিতে পারে। সেই আদেশটী মাত্র শ্রীনামের নাম-গুণ-কীর্ত্তন। সর্ব্বপ্রাণে যিনি শ্রীভগবন্নামাদি কীর্ত্তন করেন তিনিই সুখে বৈকুণ্ঠে জগতে বাস করিতে পারেন। কিন্তু ঐ বিধি বা আদেশটী সকলের জানিবার সৌভাগ্য হয় না; অনেকের আবার উহা জানিবার সৌভাগ্য হইলেও উহা অর্থাৎ আদেশটী বুঝিবার শক্তি হয় না যে উহা পালন করিলে তাহাদের শুভ কোনরূপ আশঙ্কা নাই। অতএব একটীমাত্র আইন জগদ্বাসীর জানা থাকিলেও উহা অনেকেরই পালনের সৌভাগ্য হয় না। সুতরাং জগদ্বাসী অধিকাংশই ভগবদ্বিমুখ বা রাজবিদ্রোহী। কিন্তু কেহ বহুভাগ্যফলে ঐ আদেশটীকে পালনীয় মনে করিয়া উহা যথাযথ প্রতিপালনপূর্ব্বক রাজার অর্থাৎ ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভ করে। ঐ আদেশটী আবার রাজ্যের সর্ব্বত্র ঘোষণা করিয়া দেওয়া হয় না, উহা মাত্র ঈশ্বরের প্রিয় পারিষদবর্গ অর্থাৎ গুরুবর্গই জানেন। তবে ঐ গুরুবর্গ সকলকে জগদ্বাসীদের কথা জ্ঞাপন করেন। যাঁহার সৌভাগ্যোদয় হয় তিনিই তাহা বিশ্বাস করেন এবং তদ্পালনে দৃঢ়সংকল্প হন, আর যাঁহার দুর্ভাগ্য তিনি উঁহাদিগকে বা উঁহাদের কথিত বিষয়কে অবহেলা করিয়া রাজবিদ্রোহী বা ভগবৎ-সেবা-বিমুখ হন। সুতরাং রাজাদেশ অমান্য করায় ঐরূপ শাসনকর্ত্রী মায়াদেবী উহাদিগকে বিবিধ শাস্তি প্রদান করেন। এই মত প্রমাণ সম্বন্ধে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলেন—

"জীব নিত্য কৃষ্ণদাস তাহা ভুলি' গেল।
এই দোষে মায়া তার গলায় বাঁধিল॥
কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব অনাদি-বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ॥
কভু স্বর্গে উঠায় কভু নরকে ডুবায়।
দণ্ড্য জনে রাজা যেন নদীতে চুবায়॥"

মায়াদেবী এই প্রকারে উৎকট বিজ্ঞাপনাত্মক শাস্তিবিধান করিয়া জীবকুলকে শোধন করেন। জীব শাস্তিভোগ করতঃ শোধিত হইয়া ঐ আদেশপালনে হইলে ভগবান্ সদয় হন। ভগবান্ সদয় হইলে জীবের আর কোন অসুবিধা থাকিতে পারে না, কেন না তখনই নিত্যশান্তিময় রাজ্যে বাস করিবার অধিকারী হন।

(অতঃপর ৩য় পৃষ্ঠার ৩য় কলমে দ্রষ্টব্য)

পরনিন্দা পরচর্চ্চা না কর কখন। মৃদুভাবে একান্তে ভজ শ্রীগৌরচরণ॥

শুদ্ধভক্তি মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ

(আকর-মঠরাজ)

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ গজ উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যবর্য্য শ্রীভক্তিবিনোদ-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্যমঠ বিরাজমান। এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বতজনপদী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি বেদান্তসমূহের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারি ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠ হইতে পারমার্থিক দৈনিকপত্র 'নদীয়া-প্রকাশ', সাত্বত-সম্প্রদায়ে অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থাদি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতি বৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীসহ কীর্ত্তন-প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্তাঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত শুদ্ধভক্তি-ধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশ্যে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্তসঙ্ঘারামে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দজীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সম্প্রদান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি লীলা ও ভক্তগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হয়। এই মঠ হইতে মহানগরীর সর্ব্বত্র হরিকথা-প্রচার, মহানগর-সঙ্কীর্ত্তন, বক্তৃতা, ব্যাখ্যা ও সজ্জাসন-সভা-মহোৎসবাদি ভক্তাঙ্গের অনুষ্ঠান হয়। মঠরক্ষক—মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া সহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী সেবাকোবিদ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী এখানে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান, রক্ষক—শ্রীঅদ্বয়বিত দাসাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—গোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

(৭) কাজীর সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক।

(৮) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও রাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান দাস ব্রহ্মচারী।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(১০) মোদদ্রুম-ছত্র "গৌড়ের নৈমিষ"

মাউগাছি, পোঃ জাহ্নগর, (বর্দ্ধমান)।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান। শ্রীগৌরনিত্যানন্দের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবঙ্কুবিহারী ব্রজবাসী, ভক্তিভূষণ।

(১১) ভেতিয়া কুঞ্জকানন

শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী,

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীনবীনানন্দ ব্রহ্মচারী

(১২) কুঞ্জকুটীর—পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া। রক্ষক—শ্রীঅপ্রাকৃতানন্দ অধিকারী

(১৩) ভাগবত-আসন—পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

এই স্থান হইতে ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচারিত হয়। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৪) একায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ রাসখালি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী ভক্তিভাস্কর।

(১৫) মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাক্‌দহ (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(১৬) মাধ্বগৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, পোঃ ঢাকা

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ।

(১৭) গোপালজীউমঠ—কমলাপুর, (ঢাকা)

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান। রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী।

(১৮) নিতাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)।

এখানে শ্রীনিতাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(১৯) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীসুন্দর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২০) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ বারু, (ঢাকা)

এখানে ষড়্‌ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(২১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীচৈতন্য দাসাধিকারী।

(২২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ক্ষুদ্রকোলা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (বাঁকুড়া)

এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী।

(২৩) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিঙ্গুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে গুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান্‌দাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত।

(২৪) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী।

(২৫) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ বক্সীবাজার, (কটক)

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদবল্লভ-জীউর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর

(২৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর পুরী,

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন।

(২৭) পুরুষোত্তম মঠ

ভক্তিকুটী, পোঃ পুরী উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীউর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীসনাতন অধিকারী।

(২৮) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলবন্দার, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী দাসাধিকারী।

(২৯) রায়ানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভ্বুর, জেলা গোদাবরী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—শ্রীনিতাইচরণ দাসাধিকারী ভক্তিলোচন।

(৩০) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪২নং কবিরপুরা, বেনারস সিটি

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বাগিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীসদেবর ব্রহ্মচারী।

(৩১) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বোন

(৩২) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত-পাঠশালা ও গৌরবিনোদ-বিহারীজীর সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীসত্যনারায়ণ দাসাধিকারী।

(৩৩) কৃষ্ণচৈতন্য মঠ

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

এখানে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিত্যসেবা হয়। রক্ষক—শ্রীদর্শন ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠ

বিশ্রামঘাট মথুরা

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ

(৩৫) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ—শ্রীরাধাকুণ্ড

রক্ষক—শ্রীরাধারমণচরণদাস ব্রহ্মচারী

(৩৬) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৩৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ

শেখনাগী, পোঃ কোজোল, জেলা গুর্গাঁও (পাঞ্জাব) রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৩৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধরের সেবা।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসম্বন্ধ তুর্যাশ্রমী

(৩৯) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল।

এখানে গৌরবিনোদরায়ের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবনীগোপাল অধিকারী।

(৪০) সারস্বত-গৌড়ীয় মঠ

ধরিবার মাতারণপুর, চট, পি

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি

(৪১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ রায়পেট্টা মাদ্রাজ।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা।

রক্ষক—শ্রীপাদ ভগবান্‌ ভক্তিবিকাশ

(৪২) বোম্বে-গৌড়ীয়-মঠ কার্য্যালয়

প্রোক্টার রোড, চোটানি বিল্ডিং, বাংলো নং ১, বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মা মজুমদার।

(৪৩) অমরজি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমরজি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীযজ্ঞেশ্বর দাস অধিকারী

(৪৪) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী

(৪৫) পাটনা গৌড়ীয় মঠ

১০০ মিঠাপুরা, পাটনা।

রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী রাগভূষণ

(৪৬) গয়া গৌড়ীয় মঠ

হিল সাইড, চার্চ রোড, গয়া

রক্ষক—উপদেশক শ্রীসর্ব্বেশ্বর রাগতত্ত্ব

(৪৭) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠ বালেশ্বর

রক্ষক—শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয়

৩ গ্লাষ্টার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন্‌স, এস্‌-ডব্লিউ ৭, লণ্ডন

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন

(৪৯) বার্লিন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

Berlin W. 30

Eisenacher strasse 29 II

(৫০) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

৩৫০ নং ডালহাউসী ষ্ট্রীট রেঙ্গুন।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্—সমগ্র ৪০৲
প্রথম স্কন্ধে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ৩৮৲
একাদশ স্কন্ধতে প্রাপ্তব্য ।৶০
২। মাধুর্য্য বিরাট শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৩। অমৃত-প্রবাহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। নবদ্বীপ-পঞ্জিকা ৬৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড— ২৲; ২য় খণ্ড— ৮০
৩ ৮০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—১৲; ২য় খণ্ড ৮০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব — ১৲
৮। সৎ ক্রিয়াসার—দীপিকা ও সংস্কার-দীপিকা
৯। বৈষ্ণব ১৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার
১১। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বাঁধা
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। উপদেশামৃত (চতুর্থ সংস্করণ) ৮০
১৪। সিদ্ধান্তমালা (তৃতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবধর্ম্ম ও বিরুদ্ধ মত ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৮০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ।০
১৮। প্রমেয়-রত্নাবলী
১৯। অভ্যাসের কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶০
২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৶০
২২। ভজন-রহস্য ॥০
২৩। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীনবদ্বীপধাম (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
২৬। গীতার কেবল মূল-ভাষা ॥০
২৭। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য তত্ত্বসার ও মাহাত্ম্য ২৲
বেদান্তসূত্রের মাহাত্ম্য ॥০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ)
৩০। দীপ-দিন কৃত্য ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৶০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। শ্রীরূপমালা ৵১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি ৵০
৪১। গীতাবলী ৵০
৪২। চিত্রে নবদ্বীপ ॥০
৪৩। নামভজন
৪৪। প্রবন্ধাবলী
৪৫। নবদ্বীপশতক ৵০
৪৬। অর্চ্চনপদ্ধতি ৵০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৵০
৪৮। তত্ত্বসূত্রম্ (৫ম সংস্করণ) ৵১০
৪৯। অর্থপঞ্চক ৷১০
৫০। চৈতন্যমঙ্গল সমালোচনা (১ম খণ্ড) ৩৲
৫১। প্রমেয়রত্ন ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সাত্ত্বত) ।০
৫৩। শ্রীগৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-নির্ণয় ০
৫৫। ব্রহ্মসংহিতা ও সারগ্রাহিবৈষ্ণব ।০
৫৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৵০
৫৭। শ্রীগোপালতাপনী (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত ৶০
৫৯। বিদগ্ধমাধব ৶০
৬০। নামের বাণী ৵০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ভাষ্য ॥০
৬১। সিদ্ধান্ত-দর্পণ-রত্নাবলী বিবৃতিঃ ।০
৬২। সটীক শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৬৩। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৪। মাধুর্য্য বিকাশিকম্ ।৶০
৬৫। গৌড়ীয়মঠ পরিচয়ঃ ৵০
৬৬। সারার্থবর্ষিণী ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৭। শ্রীচৈতন্য
৬৮। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন্ গোড় ॥০
৬৯। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৭০। বেদান্ত—ইটস্ মর্ফলজি এন্ড অণ্টলজি ॥০
৭১। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ।৶০
৭২। লাইফ এন্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৭৩। বৈষ্ণবীজম ।০
৭৪। দোভাট্ গৌড়ীয় মঠ ডুইং
৭৫। দি ভাগবত
৭৬। এ রোটিক প্রিন্সিপ্‌ল এন্ড বাহেন্দ্রেড ভিক্তোরস ।০
৭৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২॥০
৭৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৭৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি
৮০। সাধন-পথ
৮১। কল্যাণ-কল্পতরু ৵১০
৮২। গীতাবলী ৵০
৮৩। শরণাগতি ৵০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৪। শরণাগতি ৵০

তেলগু ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাঁচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-পালাজ্বর জীর্ণ শীর্ণকায় বুবুর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। ইহার প্লীহা, যকৃত কামলাদি এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হইয়াছে কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৸০ আনা, বড় বোতল ১৶০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত ক্যালকাটা কেমিক্যাল ও ন্যাশনাল জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউণ্টেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউণ্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং
কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার
কলিকাতা

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানি পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের ব্যাখ্যা, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে উৎসুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা অক্ষরে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। ... গ্রন্থে সংগৃহীত শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তভূষণ ... ও
শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম শ্রমণ এম, এ, এর, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

বাংলা ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

[illegible] কলেজের [illegible] প্রধান অধ্যাপক [illegible] [illegible] [illegible] শ্রীকৃষ্ণনাম [illegible] [illegible] বৈষ্ণব [illegible] [illegible] এবং পাশ্চাত্য লেখনীর [illegible] [illegible] [illegible] জীবনচরিত-পাঠে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] চিত্র-সম্বলিত। পাচা ও পাশ্চাত্য [illegible] শ্রীমহাপ্রভুর [illegible] [illegible] আলোচনা [illegible] [illegible] শত পৃষ্ঠায় এবং ঐ বিষয়ে শ্রীশ্রীমদ্ভাগবত [illegible] গোস্বামী [illegible] মুখবন্ধ (Foreward) [illegible] [illegible] ভূমিকা (Preface), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে [illegible] (Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা—১৫, পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ, [illegible], [illegible], শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা, শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জেলা—নদীয়া।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক [illegible] একাদশীতে প্রকাশিত হয়। প্রতি বর্ষ [illegible] টাকা ভিক্ষায় কলিকাতা বাগবাজার গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

২। গৌড়ীয়—[illegible] শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—[illegible] ভাষায় [illegible] পারমার্থিক পাক্ষিক। নোয়াখালী শ্রীপরমহংস-মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১।০

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত [illegible] পাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—[illegible] পণ্ডিত শ্রীপাদ [illegible] সেবাতীর্থ বি-এল, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া [illegible] হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১।০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল শ্লোক অক্ষরে এবং তাহাতে বর্ত্তমান যুগে শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। অতি সুন্দর ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৯৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। অতিরিক্ত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোক সূচী, পদ্যসূচী, [illegible], [illegible], বিষয়-সূচী, [illegible] প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী-পত্র। সমগ্র শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট সংস্করণ জগতের কোথাও আর পূর্ব্বে প্রকাশিত হয় নাই, তাহা নিরপেক্ষ পাঠক মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। [illegible] সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২, বারটাকা স্থলে—৬, ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে। বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনাদি প্রতি মাসে মাত্র ৬, টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিয়াছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের অত্যন্ত সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র দরিদ্র ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

সচিত্র

নবদ্বীপ পঞ্জিকা

ভিক্ষা—মাত্র ।৴০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ

পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৩—৫৬,	১০—৫১,	১৩—২২	১৭—৩৮,	১৯—৩৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—৩,	১৪—০	১৮—১,	২০—৩৫
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৭০,	১১—১৩,	১৪—৯	১৮—১৩,	২০—১২

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

শনিবার ব্যতীত প্রত্যহ

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২২	১২-১০	১৩-৩৪	১৫-৫৪	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১২-১১	১২-৪২	১৫-১৭	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২০	১০-৩	১২-৫১	১৭-১২	১৬-১২	১৯-১১

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈ নি ক

Rg. Gc 1544

নদীয়াপ্রকাশ
THE
NADIA-PRAKASH

চৈতন্যোপনিষদ্

মহ অবতরে মূল ও অনুবাদসহ প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি উত্তম। ভিক্ষা I০ মাত্র
শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

"গৌড়ীয়"

৭ম বর্ষ হইতে ১১শ বর্ষ পর্য্যন্ত প্রতি বর্ষ কাপড়ে বাঁধাই
ভিক্ষা ৩I০ মাত্র।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ
বাগবাজার, কলিকাতা

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচার-নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১০ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১৯শে আষাঢ়, বৃহস্পতিবার ১৩৪২, ৪ঠা জুলাই ১৯৩৫ [১০৫তম সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

—:০:—

স্বামী হত্যার অভিযোগে দ্বীপান্তর আপীলে মুক্তিলাভ

বাটকের তোমার বৃদ্ধ বয়সে স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও আবার একটী তরুণীকে বিবাহ করে। ফলে দুই সতীনে মনোমালিন্য ঘটে। তোমার প্রথমা স্ত্রী বাবু বিবি সতীনকে বধ করিবার জন্য তোমার ভ্রাতা কাউমার শরণাপন্ন হয়। কাউমা তখন তাহার বন্ধু জনজার মহম্মদ আলিকে সঙ্গে লইয়া একদিন রাত্রে তোমাকে খুন করিয়া ফেলে এবং তাহার লাস জলে ভাসাইয়া দেয়।

পুলিশ তদন্তের ফলে বাবু বিবি, কাউমা, মহম্মদ আলি ও জনজার ধরা পড়ে।

মজফপুর যাবতৃন জেলা জজের বিচারে মহম্মদ আলি ও জনজারের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ হয়।

এই দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপিলের ফলে চারিজনেই মুক্তিলাভ করিয়াছে। বিচারপতির মতে এই মামলায় আসামীদের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনা হইয়াছিল তাহা প্রমাণিত হয় নাই।

— —

সীমান্তে উপজাতিদের মধ্যে লড়াই

বাংলাদেশ হইতে মাদ্রাসাগলীতে এক সংবাদ আসিয়াছে যে, বাজৌরে উপজাতিদের মধ্যে যুদ্ধ ফলে মোট ২০ জন হতাহত হইয়াছে। খাঁ ও মজাশির খাঁদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বিরোধই এই যুদ্ধের কারণ। উভয়পক্ষই অপরের এলাকা অধিকার করিয়া নিজ এলাকার বিস্তৃতি সাধনে চেষ্টা করিতেছে। বর্ত্তমানে যুদ্ধ থামিয়াছে এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা চলিতেছে।

উত্তরপাড়ার খনি দুর্ঘটনা কয়েকজন জখম

উত্তরপাড়ার ২৮শে জুন তারিখের খবরে প্রকাশ যে, গত বুধবার রাত্রিতে চ্যাম্পিয়ান চৌধ খাইনে পাহাড় বিদীর্ণ হওয়ায় ১৩জন কুলী জখম ও একজন কি দুইজন গুরুতর-রূপে নিষ্পেষিত হইয়াছে এবং তিনজন ধ্বংস-স্তূপের নীচে চাপা পড়িয়াছে। আহত লোকদিগকে হাসপাতালে প্রেরণ করা হইয়াছে। উক্ত লোক তিনজন এখনও ধ্বংসস্তূপের নীচে রহিয়াছে। তাহাদিগকে উদ্ধার করার জন্য সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা চলিতেছে।

মত্তপ পুত্র কর্ত্তৃক মত্তলোভী পিতাকে হত্যা

ছোট নাগপুরের ডেপুটী কমিশনারের বিচারে জ্যাকেরিয়া আরিয়া নামে সপ্তদশ বর্ষীয় এক যুবকের পিতৃহত্যার অপরাধে ফাঁসির হুকুম হয়। আসামী এই দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে পাটনা হাইকোর্টে আপিল করে। বিচারপতি ওয়ার্ড ও ফজল আলি মামলার বিবরণ আদ্যোপান্ত শুনিয়া আসামীর প্রাণদণ্ড মকুব করিয়া তাহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বাসের ব্যবস্থা দিয়াছেন।

অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ, আসামীর বৃদ্ধ পিতা এই বলিয়া তাহাকে গালিগালাজ করে যে, সে গ্রামে গ্রামে মদ খাইয়া ঘুরিয়া বেড়ায়; কিন্তু তাহার জন্য কখনও বাড়ীতে একটু মদ আনে না। ইহাতে নাকি আসামীর ধৈর্য্যচ্যুতি হয় এবং সে বৃদ্ধের মাথায় লাঠি মারিয়া তাহার জীবনলীলা সাঙ্গ করিয়া দেয়।

বিচারপতিরা তাঁহাদের রায়ে এইরূপ মন্তব্য করিয়াছেন যে, মৃত ব্যক্তি উক্তরূপ গালিগালাজ করিয়া আসামীর ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাইয়াছিল; তৎপরি সে অপরিণত বয়স্ক। অতএব প্রাণদণ্ডের পরিবর্ত্তে তাহাকে দ্বীপান্তরে পাঠাইলে ন্যায় বিচারের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হইবে না।

বৈজ্ঞানিক শিক্ষায় ছায়াচিত্রের সাহায্য রুশিয়ার অদ্ভুত প্রচেষ্টা

প্যাভলভ, জোফে প্রভৃতি জ্ঞানী লোকদের কর্তৃত্বাধীনে ছায়াচিত্রের দ্বারা আধুনিকতম বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার জনসাধারণের কাছে আদরণীয় করিবার চেষ্টা চলিতেছে। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগার, গবেষণাগার এবং ক্লিনিক গুলিতে ছায়াচিত্রের ব্যবহার করা হইতেছে। মনোযন্ত্রের বিখ্যাত পর্য্যবেক্ষক প্যাভলভের পরীক্ষাধীনে "মানব মনের কার্য্য" ও "মস্তিষ্কের সমস্যা" নামে দুইটি ছায়াচিত্র তোলা হইয়াছে।

জোফের কর্তৃত্বাধীনে "পরমাণুর ক্ষমতা" ও "বস্তুর গঠন" সম্বন্ধীয় বিষয় লইয়া দুইটি ছায়াচিত্র তোলা হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানগুলি কঠিন অবস্থায় ও বায়বীয় পদার্থ বিজ্ঞান সম্বন্ধে ছায়াচিত্র তুলিতেছেন।

আসামের প্রথম মুসলিম মহিলা গ্রাজুয়েট

শিলং নিবাসী মৌলবী ওয়াহেদ আলী সাহেবের কন্যা কুমারী হালিমা খাতুন এই বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হইলেন। তিনি অর্থনীতি ও দর্শনশাস্ত্র গ্রহণ করিয়া গৌহাটী কটন কলেজের ছাত্রীরূপে পরীক্ষা দিয়াছিলেন। ইতোপূর্ব্বে আসাম প্রদেশের অপর কোন মুসলিম মহিলা বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হন নাই। তাঁহাকে বহু হাদিসজ্ঞানহীন ব্যক্তির নিকট হইতে কুফরের ফতোয়া শুনিতে হইয়াছে।

আমেদাবাদে ভীষণ অগ্নিকাণ্ড ১২টি গুদাম ভস্মীভূত

গত ২৮শে জুন আমেদাবাদে কালুপুর গেটের বাহিরে ভীষণ অগ্নিকাণ্ডের ফলে ১২টি গুদাম ভস্মীভূত হইয়াছে। ঐ সকল গুদামে পণ্য মজুত ছিল। একটি সাবানের কারখানারও ক্ষতি হইয়াছে।

পুরা ৮ ঘণ্টা যাবৎ আগুন জ্বলিয়াছিল। ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ৬০ হাজার টাকা হইবে।

— —

বাঙ্গালীর কৃতিত্ব

শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র বাগচী জাপান হইতে কয়েকটি শিল্পবিদ্যা আয়ত্ত করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। তাঁহার সঙ্কল্প, তিনি কলিকাতায় শীঘ্রই একটি শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিবেন। তিনি যে সকল বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছেন তাহার মধ্যে টিনের কৌটায় ছাপা (Tin Printing) এবং কোলাপসিবল টিউব তৈয়ারীই (Manufacture of Collapsible tubes) প্রধান।

অখিলচন্দ্র স্বর্গীয় ডাক্তার প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের দৌহিত্র এবং দার্জ্জিলিং-এর ভূতপূর্ব্ব ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট স্বর্গীয় মহিমচন্দ্র বাগচী মহাশয়ের পুত্র।

- - -

অহিফেন সেবনে আমেরিকানের মৃত্যু

নিউইয়র্কের 'আমেরিকান মাইন সার্ভিসেস'-এর মিঃ আলবার্ট জেমস্ হাসপাতালে মারা গিয়াছেন। তাঁহাকে অজ্ঞানাবস্থায় তাঁহার গৃহে পাওয়া যায়। তাঁহার গৃহে অহিফেন পাওয়া যায় বলিয়া সন্দেহ করা যাইতেছে। অহিফেন সেবনের ফলেই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৮ মাধব শনি ত্রয়োদশী ৪৪৯

নিষ্ঠুরতা

নিষ্ঠুরতা ভীষণ পাপ। দেব ও হিংসার ফলে চিত্ত কঠিনতর হইলে তাহাদের সহিত নিষ্ঠুরতার যোগ হয়। শাস্ত্রকার দেখিতে পাই, ব্রাহ্মণদে "বাবাদি ভজকং নাস্তি।" দেষ, হিংসা ও নিষ্ঠুরতা একত্র সংযুক্ত হইয়া যাহাকে স্পর্শ করে তাহা দ্বারা কোনও শুভকর্ম খুব কমই হইয়া থাকে। নিষ্ঠুরতা জঘন্য পাশবিক বৃত্তি; অসভ্যতার চরম সীমায় উহার অবস্থান। বিবেকের উন্নত বিকাশের মানব নিষ্ঠুর হইতে পারে না। বিবেকশূন্য মানব পশুর সমান। তাহাদের দ্বারাই এই কার্য্য হইয়া থাকে। প্রতিহিংসা-চরিতার্থতা, রূপের নেশায় মত্ততা, সিংহাসন নিষ্কণ্টক করা প্রভৃতির জন্য লোভলোলুপ নৃপতি ও বাদশাহগণের নিষ্ঠুর আচরণ আমরা ইতিহাসে দেখিতে পাই। সামাজ অর্থ ও অলঙ্কারাদির লোভে নীচাশয়গণকর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের কাহিনী আমরা প্রায়ই সংবাদপত্রে দেখিতে পাই। জীবিত-প্রদর্শনের জন্যও ঐ পশু-প্রবৃত্তি কেহ কেহ প্রদর্শন করিয়া থাকে।

চতুর্বর্গ বাঞ্ছিত হইবার পরিবর্তে অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, জ্ঞান প্রভৃতি দুর্বাসনা-দ্বারা আবদ্ধরূপে আবিষ্ট প্রাপ্তির ফলে নিষ্ঠুরতার জন্ম হইয়া থাকে। জ্ঞানের ফলে নিষ্ঠুরতার জন্ম কি-প্রকারে হইতে পারে তাহা হয় ত' অনেকের প্রশ্নের বিষয় হইবে। শ্রীভগবানের একান্তিক ভক্তগণের বিচারে সাধারণ নিষ্ঠুরগণ অপেক্ষা জ্ঞানী নিষ্ঠুরগণ আরও অধম। সাধারণ নিষ্ঠুরগণ তাহাদের নিষ্ঠুরতাদ্বারা অপরের নশ্বর পাঞ্চভৌতিক দেহ বিনষ্ট করিয়া থাকে, কিন্তু জ্ঞানিগণ ব্রহ্ম বিলীন হইবার চেষ্টায় অবিনশ্বর জীবাত্মার বিলোপ-সাধন-প্রয়াসী।

জগতে অপরের উপকারের নামে যে-সকল কার্য্য কৃত হয়, তাহাও অনেকসময় নিষ্ঠুরতার প্রশ্রয় দিয়া থাকে। একটি উদাহরণ দিলেই বিষয়টি সকলেরই সহজে বোধগম্য হইবে। একজন দুষ্টপ্রকৃতির দাতব্য লোক ভীষণ-ব্যাধি গ্রস্ত হইয়া কোনও চিকিৎসকের নিকট আসেন। দয়ার্দ্রচিত্ত চিকিৎসক অতিশয় পরিশ্রম করিয়া তাহাকে নিরাময় করিল। শরীরে বেশ বল লাভ করিয়া লোকটির দুষ্কার্য্যের বৃদ্ধি জাগিয়া উঠিল এবং সে তাহার পাশবিক বৃত্তি পরিচালনা করিয়া নিষ্ঠুরতম কার্য্য করিতে লাগিল। ইহাতে উক্ত মহাশয় চিকিৎসকের কি গৌণভাবে নিষ্ঠুরতার প্রশ্রয় দেওয়া হইল না? বস্তুতঃপক্ষে মায়াবাদী বদ্ধ নিষ্ঠুরতার প্রত্যবায়ক অতিশয় অন্ধই হইয়া থাকে। কাহাকেও নিষ্ঠুরবৃত্তির কবল হইতে নির্ম্মুক্ত করিতে হইলে তাহার চিত্ত যাহাতে নির্ম্মল হইতে পারে তজ্জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। যে আত্মা অন্যাভিলাষিতা, কর্ম্ম ও জ্ঞানকাণ্ডের আবরণ হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া অপ্রাকৃত মদনমোহনের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইয়াছেন—যে আত্মা অপ্রাকৃত দিব্য বৃন্দাবনের কল্পতরুনিম্নে অবস্থিত রত্নময়-সিংহাসনে আসীন শ্রীশ্রীরাধা গোবিন্দের সেবা তাঁহাদের প্রেষ্ঠজনগণের আনুগত্যে লাভ করিয়াছেন—যে আত্মা বংশীবটতটস্থিত গোপীনাথের বেণুধ্বনিতে আকৃষ্ট হইয়া সখ্যশ্রেষ্ঠ প্রয়োজন কৃষ্ণপ্রেমের অধিকারী সেই আত্মাই সম্পূর্ণ নির্ম্মল। এহেন নির্ম্মল আত্মা নিজে ত' নিষ্ঠুরতা হইতে সম্পূর্ণ নির্মুক্ত বটেনই, অধিকন্তু এই আত্মার প্রভাবেই নিষ্ঠুরতা অপরের অন্তঃকরণ হইতে দূরে পলায়ন করিয়া থাকে। বুদ্ধিমান্ জনগণ কেহই নিষ্ঠুরতা ভালবাসেন না।

"অতএব মায়ামোহ ছাড়ি' বুদ্ধিমান্।
নিত্যতত্ত্ব কৃষ্ণভক্তি করুন সন্ধান।"

অধিকারী

[শ্রীসুদর্শনসনাতন ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্তিবৈভব]

জীবের দ্বিবিধ অবস্থা—বদ্ধ ও মুক্ত। বদ্ধ অবস্থাদের ধর্ম—কর্ম্মফল আর মুক্ত-ভূমিকায় মানব ভাগবতধর্ম্মের উপাসক।

কর্ম্মজগৎ যে দুঃখবহুল তাহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ এবং দুঃখের একান্ত অব্যাহতি মানবজীবনের প্রধান প্রচেষ্টা। কর্ম্মফল শুভ ও অশুভ সুতরাং সুখ ও দুঃখময়। শুভ কর্ম্মজ সুখ নশ্বর ও ক্ষণস্থায়ী। কর্ম্মফলে পরমানন্দ বা নিত্যানন্দ লাভ ঘটে না। সুতরাং ভাগবতধর্ম্ম মানবমাত্রেরই অবশ্য কাম্য।

কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে এই পারমার্থিক বা ভাগবতধর্ম্মের অধিকারী কে? ভাগবতশাস্ত্র বলেন:—

তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত
যাবতা।
মৎকথা-শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে।

ভাগবতধর্ম্মে প্রবোধ না হওয়া পর্য্যন্ত মানবকে কর্ম্মশৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকিতেই হইবে। ইহা মানবজীবনের অবিমৃষ্যকারিতার ফল—মায়াধিষ্ঠিতদের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম। জড়ভোগভোগ অতৃপ্তির যখন মানবের আকাঙ্ক্ষিত বিষয় হইয়া পড়িয়াছে—তখন ভাগবতধর্ম্মের উপাসনার চেষ্টা আত্মপ্রতারণা—আমার প্রাণহীন অনুষ্ঠানের আড়ম্বর মাত্র বলিয়াই মনে হয়।

সুতরাং কর্ম্মের দ্বারা লভ্য যাহা—পঞ্চেন্দ্রিয় ও মনের দ্বারা ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ এই ত্রিলোকের উপভোগ্য যাহা—তাহাতে অকুণ্ঠিত বীতরাগ ও ভাগবতধর্ম্মে প্রত্যয়বৃত্তি ব্যতীত পারমার্থিকতা-লাভের অধিকার কোথায়?

অথর্ব্ববেদের মুণ্ডকোপনিষদের প্রথম অধ্যায় দ্বিতীয় খণ্ডের দ্বাদশমন্ত্রে পারমার্থিক অধিকারতত্ত্বের কথা আলোচিত হইয়াছে।

পরীক্ষ্য লোকান্ কর্ম্মচিতান্ ব্রাহ্মণো
নির্ব্বেদমায়ান্নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন।
তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ
সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্।

কর্ম্মজ সুখ নশ্বর ও ক্ষণস্থায়ী—যেন মরুস্থলে মরীচিকাপ্রায়; সুতরাং হেয় ও অনুপাদেয়। এই প্রকার বৈরাগ্যময় বিচারযুক্ত ব্যক্তিই পারমার্থিকতার প্রকৃত ক্ষেত্র। ইহারই নাম ব্রাহ্মণতা। নির্ব্বেদময় জীবনের ইহাই প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। ব্রাহ্মণই সেই অশোক অভয় অমৃতময় নিঃশ্রেয়স-বিজ্ঞানের জন্য সমিধ্ করে সেবক ব্রহ্মপরায়ণ গুরুর অনুসরণের যোগ্য।

উপনিষদের নচিকেতার অথবা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার অর্জ্জুনের এই প্রকার নির্ব্বেদময় অবস্থা। কাজেকেই জন্মপরিগ্রহ করিয়াও তাঁহারা ব্রাহ্মণ। এই ব্রাহ্মণতাই 'তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া' শ্লোকে শ্রীগুরুপাদপদ্মে প্রণিপাতের অধিকার।

পারমার্থিকতার অভাব যেখানে—সেখানেই কর্ম্মকাণ্ডের প্রাদুর্ভাব। মানব তখন কর্ম্মবাদী—প্রকাশ্য অথবা প্রচ্ছন্ন।

ভোগকলুষিত সন্ন্যাসের কাষায়বাস আশ্রমনিষ্ঠতার পরিচায়ক নহে। কায়ক্লেশাদি সাধ'না পুণ্যধর্ম্মের তাত্ত্বিকপ্রমাণ। আকস্মিক শাস্ত্রজ্ঞান কিম্বা অনুষ্ঠানপ্রবণতা পারমার্থিকতা নহে।

অধ্যাত্মিক মুক্তিপথে শ্রীগুরুপাদপদ্মের আশ্রয়গ্রহণের অভিনয় সত্ত্বেও পারমার্থিকতার অভাবের এই আন্তরিকতার অভাব। পারমার্থিকতা হৃদয়বন্ধু-সমাশ্রয়ে শূদ্রপথে পাদবিক্ষেপের ন্যায়। জ্ঞাত বা অজ্ঞাত পদস্খলনের সঙ্গে সঙ্গেই মানবের কর্ম্মজগতে পতনের সম্ভাবনা।

"সরস্বতীজয়শ্রী"

[বৈষ্ণব-দর্শন]

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের কৃপা যে-রূপে তাঁহার অনুগত ভক্তগণ উপলব্ধি করিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে। ভিক্ষা ৩০ টাকা মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা।

"পরমহংস সরস্বতী গোস্বামী"

(২)

ভবিষ্যৎটা জানিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া লাভ কি? ভবিষ্যৎ ব্যাপারগুলি যদি আমাদের সম্মুখে উন্মুক্ত করিয়া দেওয়া হয়, তাহাতে মনুষ্যজাতির কি উপকার হইতে পারে? ঐরূপ ভবিষ্যৎ জ্ঞান জীবনের সমস্ত চমৎকারিতা ধ্বংস করিয়া দিবে। বৈজ্ঞানিকগণ প্রকৃতির রহস্যগুলি জানিবার জন্য বড়ই ব্যস্ত। সেই সকল তথ্য জানিবার পর তাঁহাদের কৃত্য কি? সেগুলি জানা হইয়া গেলে তাঁহারা দেখিতে পাইবেন যে, তাঁহাদের আর কোন কার্য্য নাই।

জগতের লোকসমূহ একটা কাল্পনিক মুক্তির দিকে ছুটিতেছে। উহার উদ্দেশ্য কি, কেহ কি বলিতে পারেন? কেবল জড়দেহের সুখটাই প্রার্থিত বস্তু নয়। অন্যান্য যাবতীয় সমস্ত স্বাধিকারহীন, তা হ'লে আমরা আর কি পাইতে চাই?

সদ্গুরু যিনি, তিনি আমাদের দৃষ্টিভূমির নিকটে উপস্থিত হইয়া আমাদের সকল অভাব পূরণ করিতে পারেন। তাঁহার আবির্ভাবটাই আমাদের বাঞ্ছনীয়। যখনই আমরা তাঁহাকে দেখিতে পাই, তখনই আমরা আমাদের সঠিক ভূমিকায় আসিয়া উপস্থিত হই। কিন্তু একমাত্র সদ্গুরুর কৃপাতেই আমরা আমাদিগকে চিনিতে সমর্থ হই।

গত ৬০ বৎসর যাবৎ শ্রীসরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর সকল লোকের নয়নগোচর হইয়াছেন। কত লোক তাঁহার প্রকৃত পরিচয় পাইয়া ধন্য হইয়াছেন। বিশ্লেষণকারীর বৈজ্ঞানিকগণ মনোজ ও অজ্ঞাত ইন্দ্রিয়জ্ঞানের দর্শনের উপরেই নির্ভরশীল। ঐ প্রকার বিচারে সরস্বতী ঠাকুর এই জগতেরই একজন লোকের মধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকেন। যাহা আমাদের ইন্দ্রিয়গণের দৃষ্টির অন্তর্গত, তাহাই আমাদের বিচারের অধীন।

ভগবান্ যদি আমাদের দৃষ্টিগোচর না হন, তবে কিরূপে আমরা তাঁহার নিকট যাইতে পারি? যদি তিনি আমাদের দৃষ্টিগোচর হইতে ইচ্ছুক হন, তবে কি আমরা তাঁহাকে আমাদের ভোগমুখ ইন্দ্রিয়সকলের দ্বারা চিনিতে পারিব, এইরূপ ধারণা করিতে পারি? একই সময়ে ভগবান্ আমাদের দৃষ্টিগোচর হইতে পারেন আবার আমাদের দৃষ্টির অগম্যও থাকিতে পারেন। তিনি তাঁহারই অহৈতুকী কৃপার দ্বারা আমাদের নিকট অবিভূর্ত হন, এইটী তাঁহার নিজস্ব ক্ষমতা। কিন্তু তিনি যখন আমাদের অবস্থা মত

করিতে চান্ না, তখন তিনি চান্ যে, আমরা সেবাপ্রণোদিত হইয়া তাঁহার নিকট যাইতে ইচ্ছুক হই। এই দুইটি সত্য যখন একই সময়ে প্রতিপাদিত হয়, তখনই সত্যবস্তুর দর্শন পাইয়া আমরা ধন্য হই।

আরোহপন্থী বৈজ্ঞানিকগণ উপরিউক্ত নিয়মের অর্দ্ধাংশগ্রহণ করেন। তাঁহারা বাস্তবসত্যের অহৈতুকী কৃপায় উদ্ভাসিত হইবার জন্য স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া প্রপত্তি স্বীকার করেন না। তাঁহারা চিন্তা করেন যে, ঐরূপ কার্য্য মানুষের স্বতন্ত্রতার সঙ্গে আদৌ খাপ খায় না; উহা বিশ্বাসের কথা। যদি কেহ বিশ্বাস করেন যে, সত্য বস্তুর নিকট পৌঁছিতে হইলে তাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ গুরুতে বা ভগবৎ-প্রতিনিধিতে প্রপন্ন হওয়া আবশ্যক, তাহা হইলে সেইপ্রকার বিশ্বাস ও তৎপ্রদর্শিত পন্থা-অবলম্বন তাঁহাকে সেই সত্য বস্তুর নিকট পৌঁছাইয়া দিতে সাহায্য করিবে ও পূর্ণ-স্বতন্ত্রতা লাভ করাইয়া ভগবানের সেবায় নিয়োজিত করিবে। অসত্য বস্তুতে আত্মনিয়োগ-বিষয়েও আমাদের পূর্ণ স্বতন্ত্রতা আছে, কিন্তু ঐরূপ কার্য্য স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার। আরোহপন্থী বৈজ্ঞানিকগণ বোঝেন এই গোলযোগ। এই সব যুক্তি-গুলি যদি স্পষ্টভাবে তাঁহাদের নিকট উপস্থিত করা যায়, তাহা হইলে উহা অস্বীকার করিবার তাঁহাদের পক্ষে কোন কারণ দেখা যায় না।

যেহেতু শ্রীসরস্বতী গোস্বামী প্রভু নিজকে একজন সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তির মত পরিচয় দিয়া থাকেন, অতএব তাঁহার ব্যক্তিত্বের সঠিক পরিচয় পাওয়া অত্যন্ত কঠিন। তিনি বাস্তবসত্য অবগত নহেন সুতরাং তিনি একজন সত্যানুসন্ধিৎসু, এরূপ বিচার করা উচিত নয়। যদি তাহাই হইত, তবে তাঁহার ধর্ম্মপ্রচারক হইবার কোন কারণ থাকিতে না। কিন্তু তিনি সর্ব্বদাই বলিয়া থাকেন যে, তিনি সকলের অপেক্ষা ভগবৎসেবায় দীন এবং তিনি বাদে বাকী সকলেই ভগবৎসেবায় নিযুক্ত। অতএব তাঁহার পক্ষে প্রচারক না হইয়া শিষ্য ও শিক্ষা-নবিশ হওয়াই উচিত। তিনি একজন শিক্ষা-নবিশেরই মত পরিচয় দেন। তিনি বলেন, তাঁহার শিষ্যগণ তাঁহারই গুরুস্থানীয়। তাঁহারা তাঁহার প্রতি কৃপালু হইয়া তাঁহাকে [illegible] পুরুষের সেবা-শিক্ষা দিয়া থাকেন।

কিন্তু তিনি তাঁহার শিষ্যমণ্ডলীসমেত অপর সকলকেই সত্যের কথা শিক্ষা দিয়া থাকেন। একই ব্যক্তিতে এরূপ আপাতঃপ্রতীয়মান দুইটি বিরুদ্ধ ব্যাপারের সমন্বয় কি-প্রকারে করা যাইতে পারে? গোস্বামী ঠাকুর সকল ব্যক্তিকেই তাঁহার গুরু অবলোকন করেন। এই কারণেই তিনি সকল লোকের শিক্ষক হইবার যোগ্য। যিনি নিজের শিক্ষানুযায়ী কার্য্য করেন তিনিই পারমার্থিক শিক্ষক। প্রকৃত গুরু যিনি তিনি অন্যান্য যাবতীয় কার্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বয়ং ভগবৎসেবা করিয়া আমাদিগকে ভগবৎসেবা শিক্ষা দিয়া থাকেন। সদ্গুরু সকলকেই ভগবৎসম্বন্ধ-বিশিষ্ট দেখিতে সমর্থ এবং এইরূপ উপলব্ধির বশে তিনি সকলের সহিত যথাযোগ্য ব্যবহার করিয়া থাকেন।

জগতের লোক শিক্ষা এবং পথনির্দ্দেশ জন্য তাঁহার নিকট ছুটিয়া যাইতে পারেন। সত্যপ্রচারের জন্য তিনি আপনাকে নিযুক্ত করিতে প্রস্তুত আছেন। যাহাদিগকে তিনি তুষ্ট করেন, তাহারাই তাঁহার নিয়োক্তা। জগতের লোক অন্য লোকের আত্মার সেবা করিতে চায় না; তাহারা অন্যান্য ব্যক্তির স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরের উপর আধিপত্য করিতে যায়। সেইজন্য তাহাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য এই হয় যাহাতে তাহারা অন্যের উপর, প্রকৃতির উপর, অন্যের ইন্দ্রিয়গণের উপর অবিসম্বাদিত কর্তৃত্ব চালাইতে পারে এবং সকলেই তাহাদিগকে প্রভুজ্ঞান করে। শ্রীসরস্বতী গোস্বামী প্রভুর আচরণ কিন্তু ঠিক উহার বিপরীত। সেইজন্যই তাঁহার সহিত অন্য লোকের আচরণের মিল হয় না। তিনি সকলেরই সেবা করেন বটে কিন্তু কাহারও স্থূল দেহ ও মনের সেবা করেন না। দেহ-মনের সেবা সম্ভব হয় না। উহাদিগকে আত্মার সেবায় লাগান সম্ভব। আত্মাকে আত্মার সেবায় লাগান সহজ। আত্মার পক্ষে দেহমনের উপর কর্তৃত্ব করার চেষ্টা করা সহজ।

আত্মার যে ভূমিকা, তাহাই বাস্তব ভূমিকা। সেই ভূমিকাতে সমস্তই চমৎকার। দেহ ও মনের ভূমিকাতে সমস্তই দুঃখময় ও পরিণামে অপ্রীতিকর। গোস্বামীজীর জীবনের একটি ঘটনাও যদি সম্পূর্ণরূপে ঠিকমত উপলব্ধি হয়, তাহা হইলে তাঁহার অখণ্ড ব্যক্তিত্ব লোকের অপ্রতিহত দৃষ্টির নিকট প্রতিভাত হইতে পারে। তখন তাঁহার প্রত্যেক কথা প্রত্যেক কার্য্য শাস্ত্রের সমস্ত অর্থই বিবৃত করিতেছে, বুঝা যাইবে।

ইতিহাস-পাঠকগণের কৌতূহলমাত্র চরিতার্থ করিবার জন্য শ্রীল সরস্বতী গোস্বামী প্রভুর জীবনচরিত লিখিয়া রাখিবার কোন আবশ্যকতা নাই; তবে যাঁহারা জাগতিক ব্যাপারের মোহ হইতে মুক্ত হইতে প্রস্তুত তাঁহাদের সাহায্যের জন্য ঐরূপ জীবনচরিতের আবশ্যকতা আছে। সত্য বস্তুকে এমন-ভাবে প্রচার করিতে হইবে, যাহাতে লোকে ভুল না বোঝে অর্থাৎ শুদ্ধভক্তের ক্রিয়া-কলাপের সহিত সাধারণ বদ্ধজীবের ক্রিয়া-কলাপের পার্থক্য স্পষ্টভাবে দেখাইয়া দেওয়া দরকার। আমাদের মায়ামুক্ত রুচির নিকট এই রকমের জীবনচরিত রুচিপ্রদ বা সহজ গ্রহণীয় হইবে না। কিন্তু ইহাকে যদি আমাদের কঠিন ভবব্যাধির ঔষধ বলিয়া উপলব্ধি হয়, তাহা হইলে ইহা রুচিপ্রদ বলিয়া গৃহীত হইতে পারে। শ্রীগোস্বামীজীর ক্রিয়া কলাপ স্পষ্টভাবে আলোচনা করিলে বুঝা যায় যে, তিনি জাগতিক অবস্থানের কঠিন সমস্যা মীমাংসা করিবার জন্য ভীষণ ব্যগ্র।

তাঁহার জীবনের কয়েকটি ঘটনা নিম্নে বর্ণন করা যাইতেছে। তিনি তাঁহার শ্রীগুরুপাদপদ্মের সহিত সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াই নিজের অজ্ঞানতার (?) বিষয় বুঝিতে পারার অভিনয় করিয়াছিলেন। শ্রীগুরুপাদপদ্মলাভের পরই তিনি বুঝিয়াছিলেন যে তিনি শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতে যাহা জানিতে পারিয়াছেন, জগৎকে তাহা জানানই তাঁহার একমাত্র কর্ত্তব্য। জীব অজ্ঞ কিন্তু শ্রীগুরুদেব অজ্ঞ নহেন, ইহা তিনি জানিয়াছিলেন। তিনি আরও জানিয়াছিলেন যে, শ্রীগুরুদেব ইচ্ছা করিলে শিষ্যের মুখ দিয়া তাঁহার নিজের কথা জগতের নিকট জানাইতে পারেন। মানুষ নিজের সত্য অজ্ঞতার বিষয় জানাইলে তাঁহাকে জানিবার সুবিধা হয়। এইরূপ আচরণের দ্বারা মানুষের অহঙ্কার ক্রমশঃ দূরীভূত হয়। অতএব তিনি জানাইলেন যে যাঁহারা তাঁহার নিকট হইতে ঐসব কথা শ্রবণ করিবেন তিনি তাঁহাদের নিকট ঋণী থাকিবেন এবং এইরূপ কার্য্য দ্বারা যদি তাঁহার নিজের অহঙ্কার (?) দূরীভূত হয়, তবে শ্রীগুরুদেব তাঁহাকে গ্রহণ করিতে পারিবেন এবং তাঁহার মুখ দিয়া শ্রীগুরুদেবের বাণী জগতের লোকের শুনিবার সুযোগ হইবে।

ঐরূপ স্বীকারোক্তিই যে শ্রীসরস্বতী গোস্বামী প্রভুর একমাত্র কৃত্য হইয়াছিল তাহা নহে, তিনি তাঁহার সেই স্বীকারোক্তিকে কার্য্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করিতেছেন। তিনি তাঁহার দেহ, মন ও ইন্দ্রিয়সকলকে ভগবৎসেবায় পূর্ণভাবে নিয়োজিত করিয়া ঐ কার্য্যে সফলকাম হইয়াছেন। ঐগুলি ভগবৎসেবায় নিয়োজিত থাকিলে উহারা আর অবাঞ্ছিত কার্য্যে ব্যাপৃত হইতে পারে না। তিনি তাঁহার দেহ, মন ও ইন্দ্রিয়গণকে তাঁহার প্রচারের অনুগত করিয়া ফেলিয়াছেন। পরমহংস গোস্বামী অন্যান্য পুরোহিতগণের কৃত্রিম অন্তঃসারহীন পূজার পক্ষপাতী নন।

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের আবাসস্থান শ্রীপুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে ইংরাজী ১৮৭৪ সালে পরমহংস সরস্বতী গোস্বামি প্রভু জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ঠাকুর ভক্তিবিনোদের হস্তে তখন শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরের পূজার ভার ন্যস্ত ছিল এবং তিনি তখন সেই পবিত্র ক্ষেত্রে বসিয়া ভক্তিগ্রন্থসকলের পুনরুদ্ধার-চেষ্টায় ব্যাপৃত ছিলেন। এইরূপ অনুকূল পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে ঐ বালক জন্মগ্রহণ করেন। শাস্ত্রে "হ্যৎকলে পুরুষোত্তমাৎ" অর্থাৎ শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্র হইতে বিশ্বে শুদ্ধভক্তির কথা প্রচারিত হইবে, এইরূপ ভবিষ্যদ্বাণী শুনিতে পাওয়া যায়। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ সেই শুদ্ধভক্তির কথা পুনঃ-প্রচারের মূল অগ্রণী। অতএব এই বালকের জন্ম ঠাকুর ভক্তিবিনোদ খুব শুভলক্ষণযুক্ত বলিয়া গ্রহণ করিলেন—ঐ প্রকার প্রচার-ব্যপদেশে। শ্রীগোস্বামীজী তাঁহার জন্ম হইতে ঠাকুর ভক্তিবিনোদের লিখিত শুদ্ধ-ভক্তিগ্রন্থাবলীর প্রভাবের পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে বেষ্টিত ছিলেন। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ অপ্রাকৃত বিষয়গুলিকে বিচারের দিক দিয়া বিচার করিতে গিয়া অপ্রাকৃত উপলব্ধির বিষয়ে একবারেই নীরব ছিলেন। অর্থাৎ তিনি নিজের উপলব্ধির কথা কাহাকেও বলিতেন না। সরস্বতী ঠাকুরের জন্ম ঐ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটাইয়াছে। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিয়া গিয়াছেন যে, খুব সত্বরই কোন ভগবৎ-শক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ জগতে শুদ্ধভক্তির কথা প্রচার করিবেন। তাঁহার সেই ভবিষ্যদ্বাণীর সহিত বর্ত্তমানে সরস্বতী ঠাকুরের কার্য্যাবলীর সামঞ্জস্য সহজ নির্ণয় করা অসম্ভব নহে।

শ্রীপরমহংস গোস্বামীজী যখন স্কুলে অধ্যয়ন করিতেন তখন স্কুলের বাহিরে তিনি কখনও স্কুল পাঠ্যপুস্তক পাঠ করিতেন না। স্কুলের বাহিরে তাঁহার সমস্ত সময় ভক্তসঙ্গে ইষ্টগোষ্ঠী, ভক্তিগ্রন্থ পাঠ (ভক্তিবিনোদ লিখিত) এবং অন্যান্য সাহিত্যচর্চ্চায় ব্যয়িত হইত। তাঁহার জন্ম হইতেই শুদ্ধ-ভক্তির বিষয় তাঁহার সমস্ত মনকে গ্রাস করিয়াছে। কিন্তু তিনিও ঠাকুর ভক্তিবিনোদের মত তাঁহার অপ্রাকৃত উপলব্ধি-বিষয়ে নীরব আছেন। এ সম্বন্ধে জগতের নিকট তিনি একটী অক্ষরমাত্রও স্পষ্টভাবে প্রকাশ করেন নাই। তাঁহার পার্ষদগণও তাঁহারই মত নীরব। যাঁহারা তাঁহার অপ্রাকৃত অনুভূতির কথা প্রচার করেন, তাঁহারা বিনা অনুমতিতে ঐরূপ করিয়া থাকেন। কিন্তু যাঁহারা তাঁহার প্রচারকার্য্যের সংস্পর্শে আসিয়াছেন, তাঁহারা বুঝিবার সুযোগ পাইয়াছেন যে, তিনি জগতের একজন সাধারণ ব্যক্তির মত নহেন।

(ক্রমশঃ)

শুদ্ধভক্তি মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ

(আকর-মঠরাজ)

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ হাত উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যবর্য্য শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্যমঠ বিরাজমান। এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বতশুদ্ধবস্থলী। এই মঠাভ্যন্তরে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি বেদান্তসমূহের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের প্রতিভূ নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র 'নদীয়া-প্রকাশ', সাত্বত-সম্প্রদায়ে অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থাদি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতি বৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠিসহ কীর্ত্তন-প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি, ভক্তসঙ্ঘ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তি-সঙ্গ-প্রচারোদ্দেশ্যে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই শুদ্ধভক্তমঠে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দজীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। নিত্য পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি গ্রন্থ ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হয়। এই মঠ হইতে মহানগরীর সর্ব্বত্র হরিকথা-প্রচার, মহানগর-সঙ্কীর্ত্তন, বক্তৃতা, ব্যাখ্যা ও সম্মিলন-সভা-মহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান হয়। মঠরক্ষক—মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-স্থান মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া সহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী সেবাকোবিদ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী এখানে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান, রক্ষক—শ্রীঅনন্ত বাসাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—গোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

(৭) কাজীর সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তালোক।

(৮) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও রাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান দাস ব্রহ্মচারী।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রনাথ বাসাধিকারী।

(১০) মোদদ্রুম-ছত্র গৌড়ের নৈমিষ

মাউগাছি, পোঃ ভাণ্ডারা, (বর্দ্ধমান)।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান। শ্রীগৌরনিত্যানন্দের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবঙ্কুবিহারী ব্রজবাসী, ভক্তিকুমুদ।

(১১) শ্রীকৃষ্ণনগর ভক্তিভবন

শ্রীমুনিংহদেবের পাড়ার নিকটবর্ত্তী,

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক— শ্রীনরোত্তমানন্দ ব্রহ্মচারী

(১২) কুলিয়াকুটীর—পোঃ কৃষ্ণনগর,

নদীয়া। রক্ষক—শ্রীঅদ্বৈতানন্দ আধিকারী

(১৩) ভাগবত-আসন—পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

এই স্থান হইতে ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচারিত হয়। রক্ষক— শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তালোক, ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৪) একায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ চাপড়া, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী ভক্তিশ্রবণ।

(১৫) মহেশ পণ্ডিতের পাট

শ্রীঠাকুরপুরী, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(১৬) মাধ্বগৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, পোঃ ঢাকা

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীপাদ কৃষ্ণানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ

(১৭) গোপালজীউ মঠ—কমলাপুর, (ঢাকা)

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান। রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবন দাস ব্রজবাসী,

(১৮) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)।

এখানে শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(১৯) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

রমনা, পোঃ রমনা, ঢাকা

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ এম-এ, বি-এল।

(২০) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মায়, (ঢাকা)

এখানে সপ্তশুদ্ধমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(২১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীচৈতন্য বাসাধিকারী.

(২২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

কুসুমকোলা, পোঃ চিকরা, (বাঁকুড়া)

এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী।

(২৩) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকণিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে গুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজগবন্ধুদাস ব্রজবাসী ভক্তিরত্ন।

(২৪) গোয়াড়ীপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন বাসাধিকারী।

(২৫) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগড়ি, পোঃ বক্সীবাজার, (কটক)

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীউর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর

(২৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর পুরী,

শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা। রক্ষক—শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন।

(২৭) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীউর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগদাধর অধিকারী

(২৮) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী বাসাধিকারী।

(২৯) সারানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, জেলা গোদাবরী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—শ্রীনরহরিদাস বাসাধিকারী ভক্তিমোচন।

(৩০) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪২নং কালিঙ্গপুরা, বেনারস সিটি

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীসদেব ব্রহ্মচারী।

(৩১) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বোন

(৩২) পরমহংস মঠ.

পোঃ নিমসার, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও গৌরবিনোদ-বিহারজীর সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীসত্যনারায়ণ বাসাধিকারী।

(৩৩) কৃষ্ণচৈতন্য মঠ

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

এখানে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিত্যসেবা হয়। রক্ষক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠ

সতঘরাঘাট মথুরা

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ

(৩৫) স্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ—শ্রীরাধাকুণ্ড

রক্ষক—শ্রীরাধারমণচরণদাস ব্রহ্মচারী

(৩৬) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৩৭) গোবর্দ্ধনবিহারী মঠ

গোবর্দ্ধন, পোঃ গোবর্দ্ধন, জেলা মথুরা

(পাঞ্জাব) রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৩৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং কুতুব রোড, নিউ দিল্লী।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধরের সেবা।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসম্বন্ধ তুর্য্যাশ্রমী

(৩৯) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল।

এখানে গৌরাঙ্গবিনোদরায়ের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীবনগোপাল অধিকারী।

(৪০) ভারত-গৌড়ীয় মঠ

চৌধুরীর নারায়ণপুর, চট্ট, দি

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি

(৪১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ রায়পেট্টা মাদ্রাজ।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা।

রক্ষক—শ্রীপাদ সনাতন ভক্তিবিকাশ

(৪২) বোম্বে-গৌড়ীয়-মঠ কার্য্যালয়

ফোর্টোর রোড, চৌপাটি বিল্ডিং, বাংলো নং ১, বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত মজুমদার।

(৪৩) অমরজি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমরজি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীঅক্ষয় দাস অধিকারী

(৪৪) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী

(৪৫) পাটনা গৌড়ীয় মঠ

১০০ মিরাপুরা, পাটনা।

রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী রাসভরণ

(৪৬) গয়া গৌড়ীয় মঠ

হিল সাইড, চাঁদ রোড, গয়া

রক্ষক—উপদেশক শ্রীসর্বেশ্বর রাসভরণ

(৪৭) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠ বালেশ্বর

রক্ষক—শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয়

৩ গ্লষ্টার হাউস, কণওয়াল গার্ডেন্স, এস-ডব্লিউ ৭, লণ্ডন

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন

(৪৯) বার্লিন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

Berlin W. 30

Eisenacher strasse 29 Ⅱ;

(৫০) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

৩২০ নং ডালহৌসী ষ্ট্রীট রেঙ্গুন।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম স্কন্ধে প্রথম হইতে পর্য্যন্ত ১৮৲
প্রকাশিত হইতেছে। প্রতিখণ্ড ।d/০
২। সাধারণ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। অনুভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৯৲
৪। সৎকর্ম্ম-ভাস্ত্রী ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড— ১৲; ২য় খণ্ড— ৸০
৩ ৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—১৲; ২য় খণ্ড ৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব—১৲
৮। সংক্ষেপসার—দীপিকা ও সংস্কার-দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণবধর্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমদ্ভাগবতের শিক্ষা (বাঁধা)
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিবর্ত্ত-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ।০
১৮। বাদল-আলবর ।০
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।d/০
২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।d/০
২২। ভজন-রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
২৬। গীতার কেবল মাত্র-ভাষ্য ।০
২৭। মুক্তিফলিকা অবলোকনঃ সারবাদ ২৲
২৮। বেদান্তশাস্ত্রে সারবাদ ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸
৩০। দাম-দিন দর্পণ ✓
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) d/০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। পরিক্রমাপথ (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) d/০
৩৫। গীতমালা /১
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য d/০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড d/০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি /০
৪১। গীতাবলী /০
৪২। চিত্রে নবদ্বীপ ১।০
৪৩। সাধনকণ /০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /০
৪৫। নবদ্বীপশতক
৪৬। অর্চ্চনপদ্ধতি
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ
৪৮। অর্চ্চনকণ্ঠভূষণ (২য় সংস্করণ)
৪৯। অক্ষরকণ ✓০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম খণ্ড) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা
৫২। মাধ্যমিকী (সারাধার)
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ০
৫৫। শ্রীমন্নাচার্য্যের আমানায়-সূত্রম্ ।০
৫৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? /০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণলেখ d/০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ d/০
৬০। সাধ্যবাণী /০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যলীলামৃত সারঃ ৸০
৬১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিভিন্নঃ ।০
৬২। সটিক শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৬৩। অপ্রকটম্ ।০
৬৪। সারবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ।d/০
৬৫। গৌড়ীয়মঠ পরিচয়ঃ /০
৬৬। সারাৎসারম্ d/০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৭। রায় রামানন্দ ।০
৬৮। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন্ বেদান্ত ।০
৬৯। সাধকদর্শন ।০
৭০। বেদান্ত—ইটস্ মর্ফলজি অ্যাণ্ড অন্টলজি ।০
৭১। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ।d/০
৭২। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।০
৭৩। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৪। কোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং /০
৭৫। দি ভাগবত
৭৬। থিয়োটিক প্রিন্সিপল অ্যাণ্ড অ্যাপ্লায়েড ফিলোসফি ।০
৭৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২।০
৭৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (অনুবাদ) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৭৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি
৮০। সাধন-পথ ।০
৮১। কল্যাণ-কল্পতরু /১০
৮২। গীতাবলী /০
৮৩। শরণাগতি /০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৪। শরণাগতি /০

তেলগু ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible] পাঁচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-পালাজ্বর জীর্ণজ্বরের মহৌষধ। [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ঠিকানা—১১নং [illegible] রোড, কলিকাতা।

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত ক্যালিকো [illegible] জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউন্টেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউণ্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন প্রকারে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং
কারখানা—১এ রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার
কলিকাতা

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানি পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, সাধকগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে উৎসুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা অক্ষরে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে বর্ণানুক্রমিক শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও

শ্রীঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ ভাগবতী এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

[ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

স্কটিশ চার্চ্চ কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিসুধাকর সিদ্ধান্ত-বৈভবাচার্য্য এম-এ, মহোদয়ের গ্রন্থ-গবেষণা এবং পাণ্ডিত্য লেখনীর অনুভব আস্বাদন করিয়া একাধারে ধন্য এবং এক ও অদ্বিতীয় জীবনচরিত-পাঠে ধন্য হউন এই বিরাট, আকর ও আদর্শ গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দার্শনিক প্রসিদ্ধ মনীষীদের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক আলোচনা প্রথম খণ্ডে ৩৬৭ অধ্যায়ে, প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় হইয়া ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের লিখিত মুখবন্ধ (Foreward) প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যাযুক্ত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। প্রতি বর্ষ ৬৲ টাকা ভিক্ষায় কলিকাতা বাগবাজারস্থ গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৬৲, ষাণ্মাসিক ৩।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত-তিনি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। দৈনিক প্রচারণার প্রথম সংস্করণ মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১।০

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ দাস সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিত্যানন্দ সেবাতীর্থ বি-এল, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১।০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল শ্লোক অক্ষরে এবং তাহাতে বর্ত্তমান-যুগে শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। আর্ট পেপারে ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৩৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। তদ্ব্যতীত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোক সূচী, পদসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়-সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী-পত্র। সকল শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অদ্ভুত বিরাট সংস্করণ জগতের কোথাও আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক-মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্য মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের অতিরিক্ত সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৪৩,	১০—৩১,	১৩—২২	১৭—৩৮,	১৯—৩৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—০৫
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩০,	১১—১০	১৪—৯	১৮—১৩,	২০—১২

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

শনিবার অন্যান্যদিন

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৩৫	৯-২৫	১২-১০	১২-৩৪	১৫-৩৪	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫০	৯-৩০	১২-১৯	১২-৪২	১৫-৪০	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২০	১০-৩	১২-৫১	১৩-১২	১৬-১২	১৯-১১

সচিত্র

নবদ্বীপ পঞ্জিকা

ভিক্ষা—মাত্র ।৵০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ

পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

[illegible]—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
[illegible]—[illegible]

রেজিঃ নং [illegible]

দৈনিক

নদীয়াপ্রকাশ

THE
NADIA-PRAKASH

[illegible]

"গৌড়ীয়"
৯ম বর্ষ চলিতে
১১শ বর্ষ পর্য্যন্ত
প্রতি বর্ষ কাগজে
বাঁধাই
ভিঃপিঃ ৩॥০ মাত্র।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ
বাগবাজার, কলিকাতা

[illegible] প্রচার-নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

[illegible] খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২০শে আষাঢ়, শুক্রবার ১৩৪২, ৫ই জুলাই ১৯৩৫ [১০৬তম সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

—:০:—

[illegible]দেশে ভীষণ জলপ্লাবন
জলমগ্ন হইয়া ৬০ জনের মৃত্যু

২৬ ঘণ্টা কাল মুষলধারে বারিপাতের [illegible] বাধাবাধে প্লাবন বলা হইয়াছে। ইহার ফলে ৬০ জন লোক মারা গিয়াছে।

[illegible] জানের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে, [illegible] মধ্যে বিজোতুর নাম উল্লেখযোগ্য। [illegible] ২০ হাজার লোক গৃহহীন হইয়াছে।

[illegible] ৩০ হাজার ঘরবাড়ী এবং বহু [illegible] জলপ্লাবিত হইয়াছে।

[illegible] ১০জন লোক মারা গিয়াছে। এতদ্ভিন্ন কয়েকটি খনি [illegible] [illegible] মুখ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। [illegible] কতিপয় শ্রমিক আটক হইয়া রহিয়াছে। আনুমানিক ক্ষতির পরিমাণ ২,৫০,০০০০০ টাকা।

[illegible] যাত্রী গ্রহণে বাধা

[illegible] ও [illegible] [illegible] [illegible] ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট [illegible] কোম্পানীর বিরুদ্ধে গত ২রা ফেব্রুয়ারী [illegible] সময় প্রথম শ্রেণীর ডেকে [illegible] করিয়া অসুবিধার সৃষ্টি করার [illegible] হাকিমের এজলাসে এক [illegible] গ্রহণ করিলে কোম্পানীর ৫০ [illegible] হয়। উক্ত বিচারের বিরুদ্ধে [illegible] কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ [illegible] ও জিলা [illegible] জজ সাব আই-সি-এসের [illegible] আপীল করিলে তাহার শুনানী [illegible]

—

কুচবিহারে ভীষণ বারিপাত
১০ ঘণ্টায় ১২ ইঞ্চি বৃষ্টি

গত ২১শে জুন রাত্রি ১০টার সময় হইতে সেদিন সকাল বেলা ৮টা পর্য্যন্ত ১২ ইঞ্চির বেশী বারিপাত হইয়াছে। গত ২০ বৎসরের মধ্যে এত অধিক বৃষ্টি আর কখনও হয় নাই। বারিপাতের সঙ্গে ঘন ঘন মেঘ গর্জ্জন এবং বজ্রপাত হইয়াছিল। ইহার ফলে নানা প্রকার ক্ষতি হইয়াছে।

সহরে কাহারও প্রাণহানি হয় নাই, কিন্তু জেলাগুলি হইতে চারিজনের মৃত্যু সংবাদ আসিয়াছে। নদী এবং পুষ্করিণীগুলিতে কানায় কানায় জল ভর্ত্তি হইয়াছে। এখনও বারিপাত বন্ধ হয় নাই।

—

খাজনা বাকীর দায়ে কয়েকটি জমিদারী নিলাম

খাজনা বাকীর জন্য গত নিলামের দিন ১ শত জমিদারী নিলামে তোলা হইয়াছিল। জেলার কালেক্টর বহু পরিমাণে খাজনা মাপ করার ফলে মাত্র অল্প কয়েকটি জমিদারী নিলাম হইয়াছে।

—

পিতৃহত্যার দশবৎসর কারাদণ্ড

অতিরিক্ত দায়রা জজ মিঃ আর, সি, বন্দ্যোপাধ্যায় জুরীগণের সহিত একমত হইয়া ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩০৪ ধারা অনুসারে জাফরনগর গ্রামের ভগবান মালাকারকে দশবৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ যে, ভগবান তাহার পিতাকে হঠাৎ বিবাদ-বশতঃ উত্তেজিত হইয়া গুলী করিয়া হত্যা করিয়াছে। তাহার পিতা ঐ সময় থানাতে খবর করিতে যাইতেছিল।

কুস্তির জের
সমর্থকদিগের মধ্যে ভীষণ দাঙ্গা

লাহোর হইতে ৫ মাইল দূরবর্ত্তী কোনও গ্রামে দুই পালোয়ানে কুস্তির পর তাহাদের সমর্থকদিগের মধ্যে ভীষণ দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে। দাঙ্গার ফলে একজন নিহত ও কয়েক ব্যক্তি গুরুতর আহত হইয়াছে।

প্রকাশ, কুস্তিতে পরাভূত পালোয়ানের সমর্থকদিগকে বিজয়ী পালোয়ানের দলের লোকেরা বিদ্রূপ করায় এই দাঙ্গার সূত্রপাত হয়। দাঙ্গায় গ্রামের প্রায় সকল বাসিন্দাই যোগদান করিয়াছিল। সংবাদপ্রাপ্তি মাত্র অবিলম্বে পুলিশ আসিয়া ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া দাঙ্গা থামাইয়া দিয়াছে।

—

মৃতের পুনরাবির্ভাব

কোতাপুরম্ গ্রামের পেদ্দাবালী রেড্ডিকে ১০ মাস পূর্ব্বে গ্রামের নিকট খুন করা হইয়াছে বলিয়া সংবাদ রটে। পুলিশ তদন্তের পেদ্দাবালি রেড্ডি ও অপরাপর কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে চার্জ্জ সিট দাখিল করে। সব ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে উক্ত মামলার বিচার হয়। একজন সাক্ষী ভিন্ন সরকার পক্ষের সমস্ত সাক্ষীর জবানবন্দী গৃহীত হয়। ২২শে জুন শুনানীর দিন ধার্য্য ছিল। ঠিক ঐ দিন ভাথালাবদগুরের সার্কেল পুলিশ ইন্সপেক্টার সুলহল জিলার পাতন পুলিশের নিকট হইতে এই মর্ম্মে এক সংবাদ পান যে, বালি রেড্ডি সশরীরে জীবিত আছে। ঐ সংবাদ পাইয়া ম্যাজিষ্ট্রেট শুনানী স্থগিত রাখেন। এক্ষণে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, পুলিশ বালি রেড্ডিকে তথা হইতে প্রহরাধীনে প্রেরণ করে।

কলিকাতার পানীয় জল দূষিত হয় নাই
প্রধান কর্ম্মকর্ত্তার বিবৃতি

কলিকাতা সহরে যে পরিস্রুত জলের জল সরবরাহ করা হইতেছে উহা দূষিত হইয়াছে, এরূপ জানাইয়া সহরবাসিগণকে উক্ত জল ফুটাইয়া খাইতে নির্দ্দেশ দিয়া সতর্কতা সূচক যে বিজ্ঞাপন ১৯৩৫ সালের ২৮শে জুন তারিখের "আনন্দবাজার পত্রিকায়" প্রকাশিত হইয়াছে তৎপ্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। ঐ সম্পর্কে আমি জানাইতেছি যে উক্ত পত্রিকায় প্রকাশিত ঐ বিজ্ঞাপন ভ্রমাত্মক ও সম্পূর্ণ অননুমোদিত। পলতা বা টালার পরিস্রুত জল কিছুমাত্র দূষিত হয় নাই—কলিকাতায় যে পানীয় জল সরবরাহ করা হয় উহাও ব্যাপকভাবে দূষিত হয় নাই। কোন অঞ্চল বিশেষের পরিস্রুত জল দূষিত বিবেচিত হইলে তখনই তাহার কারণ অনুসন্ধানের ও দোষ বিদূরণের ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়া থাকে।

জানালার শিক ভাঙ্গিয়া চুরি

গত বৃহস্পতিবার ২৩৬।১ কেট ষ্ট্রীট বহুবাজার পাইনের হিন্দুস্থান রোডের বাটী হইতে ঘড়ি কাউন্টেনপেন ও [illegible] প্রায় নগদ ৫০০৲ চুরি হইয়া গিয়াছে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, অপহরণকারিগণ দোতালার একটী জানালার লোহার শিক ভাঙ্গিয়া ঘরে প্রবেশপূর্ব্বক উক্ত দ্রব্যাদি লইয়া উধাও হয়। তাহারা পলায়ন করিবার সময় আম ও মিঠাই প্রভৃতি লয় এবং বাটীর সংলগ্ন বাগানে দিয়া পাইয়া চলিয়া যায়।

ডাকাতির হিড়িক

গত সোমবার ও বুধবারের মধ্যে ২৪ পরগণাতে তিনটি ডাকাতি হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

গত মঙ্গলবার রাত্রিতে ৪।৫ জন লোক বিজয়পুরের দেবেন্দ্রনাথ মণ্ডলের বাড়ীতে লাঠি সোটা লইয়া আক্রমণ করে। তাহারা ট্রাঙ্ক, স্যুটকেশ ও কাঠের বাক্সগুলি বাড়ীর বাহিরে লইয়া যায়। ঐগুলি ভাঙ্গিয়া মধ্যস্থিত জিনিসপত্র ও নগদ ১৩০৲ টাকা লইয়া তাহারা পলায়ন করে। পরদিন দেবেন্দ্র বাড়ীর বাহিরে যাইয়া বাক্সগুলি খালি পড়িয়া আছে দেখিতে পায়।

ইহার পরের রাত্রিতে হাবরায় হরিচরণ কর্মকারের বাড়ীতে আর একটি ডাকাতি হয়। প্রায় ১৫।১৬ জন ডাকাত টর্চ, ছোরা ও লাঠি লইয়া হরিচরণের বাড়ীতে প্রবেশ করে ও ২৩৬৷৷০ মূল্যের জিনিষ পত্র লইয়া চলিয়া যায়। প্রকাশ যে, হরিচরণ তিনজন লোককে চিনিতে পারিয়াছে তাহাদের নাম হিরোমেতুল্লা, ইব্রাহিম মণ্ডল ও কণকাপত্তা।

গত সোমবার রাত্রিতে ১০।১২ জন ডাকাত মধুরাপুরের কীনপর হালদারের বাড়ীতে প্রবেশ করে। তাহারা কাংবর ও তাহার পুত্রকে গুরুতরভাবে প্রহার করে ও জিনিষপত্রাদি লইয়া চলিয়া যায়। কাংবর ও তাহার পুত্র আহত হইয়াছে বলিয়া পুলিশকে সংবাদ দিতে পারে নাই। পরদিন অন্য একজন লোক পুলিশে সংবাদ দিতে গিয়াছিল।

রামনবমী ও মহরমের মিছিলের জের

ঢাকাবিরাগে ছুই জন হিন্দু ও চার জন মুসলমানের উপর নোটিশ জারি হইয়াছে। রামনবমী ও মহরমের সময় লাইসেন্সের সর্ত ভঙ্গ করিয়া তাহারা মিছিলকারীদের লাঠি সঙ্গে রাখিতে দিয়াছিল বলিয়া তাহাদের লাইসেন্স বাতিল করা হইবে না কেন, তাহাদিগকে তাহার কারণ দর্শাইতে বলা হইয়াছে। হিন্দুদের মধ্যে সহরের একজন বিশিষ্ট উকিল আছেন।

বর্দ্ধমানে গো-মড়ক

হাবরা থানার কয়েকটি গ্রামে গুটী বসন্ত হওয়ায় অধিকাংশ গরু মারা গিয়াছে। কিছুদিন কম মারা যাইবার পর এক্ষণে আবার ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছে। মদনগর, মণ্ডপ, সুলতানাবাদ ও বালাগড় প্রভৃতি গ্রামে আবার নূতন করিয়া গো-মড়ক আরম্ভ হইয়াছে। চিকিৎসার অভাবে এই রোগ অল্প দিনের মধ্যে সংক্রামিত হইয়া গিয়াছে। এই মহামারী যে গ্রামের উপর দিয়া অভিযান করিতেছে সেই গ্রামকেই গো-শূন্য করিতেছে। অবিলম্বে কিছু ব্যবস্থা না হইলে আরও বহুগ্রাম ধ্বংস হইবে। গ্রামবাসিগণ জেলা বোর্ডের সাহায্য না পাইয়া ভীতসন্ত্রস্ত হইয়া 'শনচণ্ডীর' পূজা ও 'পীরের' 'সিন্নি' দিতেছে। মৃত-পশুর পচা গন্ধে টিকিয়া থাকা গ্রামবাসীদের পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে।

লরী চাপায় বালকের মৃত্যু

কলিকাতা পুলিশ জনৈক লরী ড্রাইভারকে ধরিতে চেষ্টা করার সময় চন্দননগরের গঙ্গা-বক্ষে পুলিশের লোকজন ও উক্ত ড্রাইভারের মধ্যে বেশ চাঞ্চল্যকর সন্তরণ প্রতিযোগিতা হইয়া গিয়াছে। পুলিশ আসামীকে গ্রেপ্তার করিতে সমর্থ হয়।

এরূপ প্রকাশ যে, উক্ত ড্রাইভার অসতর্কভাবে তাহার লরী চালাইয়া গঙ্গার নিকটে জনৈক বালককে চাপা দেয়। বালকটী মৃত্যুমুখে পতিত হয়। আরও প্রকাশ যে, উক্ত লরী ড্রাইভার সম্ভবতঃ ব্রিটিশ এলাকায় যাইবার উদ্দেশ্যে গঙ্গায় ঝাঁপ দেয়। পুলিশে সংবাদ দেওয়া হইলে পুলিশ তার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া তাহাকে মাঝগঙ্গা হইতে গ্রেপ্তার করে।

শিকারপুরে ভয়ঙ্কর গ্রীষ্ম

যে সরকারী এক সংবাদে প্রকাশ যে, শিকারপুরে উত্তপ্ত বায়ু প্রবাহে দুইজন লোকের মৃত্যু হইয়াছে। তন্মধ্যে সিন্ধু ক্যানেল এলাকার হযরত ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁর সাহেব কেবলরাম অন্যতম। গত সপ্তাহে সমগ্র উত্তর পশ্চিম ভারতে সর্বোচ্চ তাপ সময়োচিত অপেক্ষা অনেক বেশী। নৌ-সারোতে সর্বোচ্চ তাপ ১২১ ডিগ্রী ছিল।

লরী দুর্ঘটনায় ২২ জন আহত

দিল্লীর নিকট একটি ভীষণ লরী দুর্ঘটনার ফলে ২২ জন যাত্রী গুরুতররূপে আহত হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে চারজন স্ত্রীলোক আছে। লরীখানাও চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে। লরীখানা গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড দিয়া বুলন্দ সহর হইতে দিল্লী অভিমুখে আসিতেছিল। হঠাৎ বাঁকিয়া যাইয়া উহা গাজিয়াবাদের তিন মাইল দূরে এক খাদের মধ্যে পড়িয়া যায়। দুর্ঘটনার কারণ এখনও জানা যায় নাই। আহত ব্যক্তিদিগকে গাজিয়াবাদ হাসপাতালে প্রেরণ করা হইয়াছে। তথায় তিনজনের অবস্থা আশঙ্কা-জনক বলিয়া জানা গিয়াছে। তাহাদের মধ্যে একটী শিশুও আছে।

নৌকায় ডাকাত চড়াও

হাতীবান্ধা থানায় কাটলিয়া নদীতে এক নৌ-ডাকাতির সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। সংবাদে প্রকাশ, হাতীবান্ধা থানার এক ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট আবদুল আলিম গত ১৩ই মে রাত্রি অনুমান ১০ ঘটিকার নৌকাযোগে কাটলিয়া নদী দিয়া যখন গৃহে ফিরিতেছিলেন, তখন ১০।১২ জন লোক লাঠি, অস্ত্র শস্ত্র, বৈদ্যুতিক মশাল প্রভৃতি নিয়া নৌকা আক্রমণ করে; কিন্তু টাকা বা কোন মূল্যবান জিনিষ না পাওয়ায় ডাকাতগণ ব্যর্থমনোরথ হইয়া চলিয়া যায়।

ত্রিপুরায় জল প্লাবন

উত্তর ত্রিপুরার পশ্চিমাংশ ব্রিজের বন্যার জল প্লাবিত হইয়াছে বলিয়া সংবাদ জানা গিয়াছে। মেঘনা নদীতে অসম্ভব জল বৃদ্ধি হওয়ায় তাহার তীরবর্তী স্থান এমন কি তিতাস নদীর দুকূল প্লাবিত করিয়া জলরাশি অধিকাংশ আউস ধান্য ও পৌষ শস্যের আংশিক নষ্ট করিয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ঐ সব অঞ্চলের খাদ্য মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। রেল লাইনের পশ্চিমে বিরাট জলরাশিমাত্র দেখা যাইতেছে।

নাছিরনগর, নবীনগর, সরাইল ও কসবা থানার অধিকাংশ শস্য নষ্ট হইয়াছে। বিধারটী, বরবার, কুড়িঘর, সাতরাপুর, কুণ্ডা ও বাঘী প্রভৃতি গ্রামের অবস্থা আরও শোচনীয়। ক্ষতির পরিমাণ সঠিক জানা যায় নাই।

গত বৎসরও বন্যার প্লাবনে এই সব অঞ্চলের শস্যই নষ্ট হইয়াছিল এবং সেই দৈন্যদশা কৃষককুল বা মধ্যবিত্তগণ আজও ছাড়াইয়া উঠিতে পারেন নাই। তদুপরি এই অকস্মিক প্লাবনে লোক বিভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে।

সিন্ধুনদে নৌ-দুর্ঘটনা

প্রবল বাতাসে একটী দেশী নৌকা উল্টাইয়া যাওয়ার ফলে সিন্ধুনদে ও ৮ জন লোকের সলিল সমাধি হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। নৌকায় ৪০ যাত্রী ছিল এবং তন্মধ্যে অধিকাংশই মুসলমান কৃষক। তাহারা তরমুজ বিক্রয়ের জন্য নৌকাযোগে সিন্ধু বাঁধ হইতে রোড়ুক যাইতেছিল। রাজনায়ক গ্রামের নিকটে মধ্য নদীতে এই নৌকা উল্টাইয়া যায়। এই ৮ জন ব্যতীত অপরাপর সমস্ত যাত্রী নৌকার পার্শ্ব ধরিয়া থাকে এবং তাহাদিগকে উদ্ধার করা হয়।

আমেরিকায় ভারতীয় ছাত্রের কৃতিত্ব

ঢাকার শ্রীযুক্ত বি. সি গুহ ঠাকুরতার পুত্র শ্রীমান প্রতিভূ গুহ ঠাকুরতা আমেরিকার ম্যাসাচুসেটস্ ইন্‌ষ্টিটিউট অব টেকনলজি হইতে মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং এ বি, এস-সি ডিগ্রী লাভ করিয়াছেন।

চৌকীদারের সাহায্যে ডাকাতি

চৌকীদারের নেতৃত্বে গঠিত দিনাজ জেলার বিভিন্ন থানার ১৩ জন লোক ডাকাতির চেষ্টায় কিভাবে মেখলীগঞ্জ বাড়ীখোলার নিকট গ্রেপ্তার হইয়াছে। তাহার খবর জানা গিয়াছে।

প্রকাশ, উক্ত আসামীগণ চাঁদপুর ঘাটে দৈনিক দেড়টাকা ভাড়ায় একনৌকা বাখুনিয়াতে বিবাহ উপলক্ষে যাইবার কথা বলিয়া ভাড়া করে এবং নৌকায় ডাকাতির অস্ত্র-শস্ত্র লুকাইয়া রাখে। বাড়ী খোলায় নৌকা নোঙ্গর করিয়া আরোহীদের কতিপয় পারে গিয়া খোঁজ খবর লইয়া আসে। তাহাদের ভাবভাবে মাঝির সন্দেহের উদ্রেক হয় এবং নদীতে থানার শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র মণ্ডলকে গোপনে খবর জানাইলে তিনি সর্বত্র খবর পৌঁছাইবার ব্যবস্থা করেন এবং আসামীগণ অবিলম্বে গ্রেপ্তার হয়। ঐস্থান মাদারীপুর মহকুমার এলাকার হওয়ায় আসামীগণকে ৩৯১ ধারা অনুসারে গ্রেপ্তার করিয়া মাদারীপুরে প্রেরণ করা হয়। প্রকাশ, আবদুল জলিল নামক একজন চৌকীদার ডাকাতের দলপতি।

দুঃসাহসিক ডাকাতি

ভাঙ্গোরা থানার অন্তর্গত কাজিকিমিরকা গ্রামে হীরা ও খুদু নামক দুই ব্যক্তির গৃহে দুঃসাহসিক ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। প্রায় ২৫ জন ডাকাত মধ্য রাত্রিতে তাহাদের গৃহ আক্রমণ করে। গৃহের লোকজন তাহাদিগকে বাধা দেয়, কিন্তু বন্দুক ও বর্শা দেখাইয়া ডাকাতগণ তাহাদিগকে ভয় দেখায়। গৃহের তিন ব্যক্তিকে গুরুতররূপে আহত করিয়া ডাকাতগণ অনেক ধনসম্পত্তিসহ চম্পট দেয়। পুলিশ তদন্ত করিতেছে।

মৌমাছির আক্রমণে জীবনান্ত

ফুকরী হইতে এই মর্মে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, এক ঝাঁক মৌমাছি ফুকরী ও হলকীর মধ্যে জবলপুর সেকশী রোডে এক বরযাত্রী দলকে আক্রমণ করে। ক্রুদ্ধ মৌমাছি বাহিনীর দংশনে ৩ জন লোক ও ২টি টাট্টু ঘোড়া প্রাণ হারাইয়াছে।

ডাকাতির চেষ্টায় পুলিশের বাধা

একদল ডাকাত শ্রীমতী তরুবালার গৃহে হানা দিবে এই মর্মে এক সংবাদ পাইয়া পুলিশ ঐ বাড়ীর নিকটে এক জঙ্গলে লুকাইয়া থাকে। মধ্য রাত্রিতে ডাকাতগণ উক্ত গৃহে উপস্থিত হইলে পুলিশ তাহাদিগকে হঠাৎ আক্রমণ করে। ডাকাতগণ পুলিশের উপর গুলী করে। পুলিশও ডাকাতদের উপর গুলী বর্ষণ করে। সংঘর্ষের ফলে দুই জন ডাকাত হত হয় এবং একজন পুলিশ সামান্য আহত হয়।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

— পারমার্থিক পত্র —

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে।
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে।

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং,
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ।

১০ম বর্ষ | ১৭ বামন | গৌরাব্দ ৪৬৯, ২০শে আষাঢ় বঙ্গাব্দ ১৩৬২, ৫ই জুলাই ইং ১৯৫৫ | শুক্রবার | ১০৬৩তম সংখ্যা

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিরহ-তিথি-পূজা

ঢাকায়

গত ১৫ই আষাঢ় ৩০শে জুন রবিবার ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠে ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব-তিথি-মহোৎসব মহাসমারোহের সহিত সম্পাদিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে প্রত্যূষে মঙ্গলারাত্রিকের পর প্রভাতী ও মহাজনপদাবলী কীর্তিত হয় এবং অপরাহ্নে ঠাকুরের আলোকচিত্র এক উচ্চ মঞ্চোপরি সংস্থাপন পূর্বক ভক্তিপ্রসূন-গ্রথিত মাল্যদ্বারা সুসজ্জিত করা হয়। প্রথমে ঠাকুরের রচিত ও ঠাকুরের মহিমাসূচক কতিপয় সঙ্গীত কীর্তিত হইয়াছিল। তৎপরে শ্রীপাদ শিবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস বি-এ ও আচার্য্য শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার 'ঠাকুরের দান' সম্বন্ধে দুইটী অভিভাষণ প্রদান করেন। অতঃপর গৌড়ীয়সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ মহোদয় ঠাকুরের জীবনী সম্বন্ধে শ্রোতৃমণ্ডলীকে অনেক নূতন বিষয় জানাইয়া 'বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি' ভাব যে ঠাকুরের চরিত্রের বিশেষত্ব ছিল এবং তিনি স্বয়ং আচরণ পূর্বক শুদ্ধভক্তবাণী প্রচার দ্বারা যে বৈষ্ণবজগতের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিয়াছেন তাহা সকলকে বিশেষভাবে জানাইয়াছেন। তাঁহার শিক্ষা অনুসরণ করিলেই আমাদের বাস্তব মঙ্গল হইবে, কেবল তাঁহার অভিনয় মাত্র করিয়া চিত্তবৃত্তিতে অমঙ্গল থাকিলে যে কিছুই হইবে না একথাও জানাইয়া দেন। বক্তৃতার পর পূজারাত্রিক কীর্তনাদির সময় ভোগ হয়। ঢাকা নারায়ণগঞ্জের বহু শিক্ষিত ও বিশিষ্ট ভদ্রলোক এই উৎসবে যোগদান করেন। কীর্তনান্তে শ্রোতৃবর্গকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরিত হয়।

শান্তাহারে প্রচার

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ আচার্য্যের ভিক্ষুসভার উদ্যোগে রেলওয়ে কোয়ার্টারে গত ১০ই আষাঢ় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করেন। পাঠকালে বলেন, ভগবানই একমাত্র বাস্তববস্তু। তাঁহার অপ্রাকৃত হস্তপদাদি আছে, তিনিই একমাত্র সেব্য, কিন্তু ভোক্তার অভিমান থাকাকালে জীবের সেব্যবস্তু অনুভবনীয় হয় না। যে পরিমাণে ভোক্তা-অভিমান হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিব বাস্তববস্তু সম্বন্ধে আমাদের সেই পরিমাণ অভিজ্ঞতা লাভ হইবে। যেখানে বিষ্ণু ব্যতীত দ্বিতীয় বস্তু চিন্তনীয় হইয়াছে, তাহাই মায়া। ঈশ্বরসম্বন্ধীয় বুদ্ধি লাভ করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে দীক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে। এই দীক্ষাপ্রভাবে শিষ্যের প্রকৃতিজাত আত্মমানে যে সমস্ত বস্তু চিন্তনীয় হইয়াছিল গুরুদেব তাহা অপসারিত করিয়া তাহাকে অপ্রাকৃত অনুভূতি দান করেন তখন সর্ব্বত্র শিষ্যের ভগবদধিষ্ঠান অনুভবনীয় হয়। শাস্ত্রে আমরা দুই প্রকার দর্শনের কথা দেখিতে পাই, আত্মদর্শন ও অনাত্মদর্শন। অনাত্মদর্শনে কাঠ, পাথর, দেওয়াল, মাংস ইত্যাদি দর্শন, আর আত্মদর্শনে সর্ব্বত্র বাসুদেবের অধিষ্ঠান বা বিষ্ণুসত্তার আবির্ভাব দর্শন হয়। মানবজাতির ভিতর বর্তমানে রজঃ ও তমোগুণের প্রাবল্যবশতঃ আর সত্ত্বগুণের বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায় না। তাই মানুষের ভিতর পশুভাবই বর্তমানে প্রবল হইয়াছে।

যেদিন হইতে আমরা ভগবান্‌কে বাদ দিয়াছি, সেই দিন আমরা নাস্তিক হইয়াছি তাই দুঃখদুর্দ্দশা প্রাপ্ত হইতেছি। এই মনুষ্যজন্মে আমরা যাবতীয় দুঃখ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া বৈকুণ্ঠে গমন করিতে পারি। পরমার্থ-লাভ ব্যতীত মনুষ্যজীবন নিরর্থক।

গত ১১ই আষাঢ় স্বামীজী মহারাজ উক্ত রেলওয়ে কোয়ার্টারে পুনরায় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করেন এবং বলেন, এই জগতে আমরা দুই প্রকার লোক দেখিতে পাই — যাহারা ঈশ্বর বিশ্বাস করে তাহাদিগকে সুর এবং যাহারা করে না তাহাদিগকে অসুর বলে। বদ্ধ অবস্থায় জীব মায়া-শক্তি কর্তৃক চালিত হইয়া চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ডে ভ্রমণ করিতে থাকে। এইরূপে ভ্রমণকালে হঠাৎ সৌভাগ্যক্রমে যখন মনুষ্যদেহ লাভ হয় তখন সাধুসঙ্গপ্রভাবে ভাগ্যবান্ জীব নিজের মায়াবদ্ধ অবস্থা উপলব্ধি করিতে পারিয়া যখন ভগবানের পাদপদ্মে শরণাগত হয় তখন ভগবানের কৃপায় তাহার মুক্তি লাভ হয়। ভগবানের পাদপদ্মে শরণাগত না হওয়া পর্য্যন্ত অন্য কোন প্রকার চেষ্টা দ্বারা জীব মায়ার হাত হইতে নিস্তার লাভ করিতে পারে না।

তৎপরদিবস স্বামীজী মহারাজ শান্তাহার বাজারে তারণ সাধক মাড়োয়ারী মহাশয়ের গৃহে সনাতনধর্ম্ম সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। পরে ছায়াচিত্রযোগে শ্রীপতিতপাবন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীশ্রীগৌরলীলা প্রদর্শন করেন। আদি ও অন্তে ভক্তিমূলক ও মহাজন-পদাবলী কীর্তিত হয়।

সাময়িক প্রসঙ্গ

কালীঘাটের ৮নং মহিমহালদার রোডস্থিত রায় বাহাদুর মণীন্দ্রমোহন গাঙ্গুলী, কলিকাতা হাইকোর্টের এডভোকেট রায় বাহাদুর হরেন্দ্রচন্দ্র দত্ত সি-আই-ই মহোদয় ও রায় বাহাদুর অক্রুরচন্দ্র মিত্র মহোদয় গত ২৩শে জুন শ্রীগৌড়ীয়মঠ দর্শন করিয়া আনন্দপ্রকাশ করেন।

পাটনা বি-এন, কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিমানবিহারী মজুমদার গত ২৭শে জুন কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ দর্শনে আগমন করিয়াছিলেন। তিনি শ্রীগৌড়ীয়মঠের বাণী পুস্তক শ্রবণ করিয়াছিলেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার দর্শনে তিনি আনন্দপ্রকাশ করিয়াছেন।

গত ১লা জুলাই শ্রীপুরুষোত্তম মঠের সেবকগণ মহাপ্রভুর অনুসরণে পুরীর শ্রীগুণ্ডিচা-মন্দির মার্জ্জন করিয়াছেন। তাঁহারা প্রতিবৎসরই এই ভক্তির অঙ্গ পালন করিয়া থাকেন। মার্জ্জন আরম্ভের পূর্ব্বে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে মহাপ্রভুর গুণ্ডিচা-মার্জ্জনলীলা মন্দিরের বারান্দাস্থিত অশ্বত্থবৃক্ষের নীচে পঠিত হইয়া থাকে। হৃদয় গুণ্ডিচা হইতে অন্যাভিলাষিতা, কর্ম্ম ও জ্ঞান প্রভৃতি আবর্জ্জনাগুলি ঝাঁটাইয়া ফেলিয়া দেওয়াই গুণ্ডিচা-মার্জ্জনের উদ্দেশ্য। শুদ্ধজীবাত্মার নিষ্কপট-আর্ত্তি-রথে আরোহণ করিয়া শ্রীশ্রীজগদীশ শ্রীবলদেব প্রভু সহ তাঁহার (জীবাত্মার) হৃদয়-গুণ্ডিচা-মন্দিরে অবস্থান করেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১০ বামন তিথি গৌরাব্দাঃ ৪৪৯

কুটিলতা

অসরল ব্যবহারের নাম কুটিলতা। বিশেষ উদ্দেশ্যমূলক কুটিলতা 'সরলতা' সংজ্ঞায় অভিহিত। প্রীতি-পাত্রের নিকটে ইহা [illegible] পায়। বৈষ্ণবগণের সহিত কুটিল ব্যবহারে উহাদের অপরাধের আবাহন করা হয় মাত্র।

অপস্বার্থের জন্যই সাধারণতঃ মানবগণ কুটিল হইয়া থাকে। কেহ কেহ কৌতুক দেখিবার জন্য [illegible] [illegible] থাকে। [illegible] কুটিলতা [illegible] করে না। [illegible] [illegible] উহাদের মধ্যে কুটিলতা কখনও স্থান পায় না। "[illegible]"—কুটিলতার [illegible]। অন্তরে [illegible] পোষণ করিয়া বাহিরে মিত্রতার [illegible] [illegible] কিছুই নয়। [illegible] ইহার প্রচুর উদাহরণ পাওয়া যায়। অন্তরে পূর্ণমাত্রায় [illegible] বাহিরে জনসাধারণের সহানুভূতি, তথা তাহাদের নিকট [illegible] [illegible] [illegible] কুটিলতার আর একটী উদাহরণ। অকস্মাৎ [illegible] কোনও সন্ধান না পাইয়া [illegible] 'বাঁচাও' [illegible] চিত্তচাঞ্চল্য-[illegible] [illegible], অপর কথায় [illegible] উপায় সম্বন্ধে "[illegible]" বলিয়া ঘোষণা করা কৌটিল্যের চরম অবস্থা।

কুটিলতার [illegible] আমরা [illegible] বলিয়া মনে করি এবং তদ্দ্বারা মানুষগণকে বঞ্চনা করিতে চেষ্টা করিয়া থাকি। আমার [illegible] [illegible] দেখিয়া বৈষ্ণবগণ [illegible] আমাকে [illegible] হইবার জন্য ইঙ্গিত করেন, তখন তথায় "[illegible]" আমার সাধুতা ও সেবাপরায়ণতা প্রদর্শন করিবার জন্য বাগ্র হই। আমার বাণী [illegible] বোধ হইবার মনের [illegible] প্রতিষ্ঠা সংগ্রহ করিবার জন্যই এ প্রকার কার্য্য করিয়া থাকি। কিন্তু উক্তপ্রকার কুটিল চেষ্টা যে আমাদের সর্ব্বনাশ হয়, তাহা আমাদের বোধগম্য হয় না। [illegible] একটু চিন্তা করিলেই [illegible] জানা যায় [illegible] কোথায় [illegible] লইয়া যায় তাহার কিনারা পাওয়া যায় না। কিন্তু বৈষ্ণবগণ অন্তর্যামী; তাঁহাদের নিকট আমাদের অন্তরের ভাব অপরিজ্ঞাত নহে।

সুতরাং তাঁহাদের সহিত কুটিল ব্যবহারে ঐহিক ও পারমার্থিক সকল বিষয়েই অসুবিধা ব্যতীত সুবিধা হয় না।

কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ মহাজনে কখনও অসরলতার লেশমাত্র পাওয়া যায় না। মনোধর্ম্মের কথার সাথে তিনি সম্পূর্ণ বিরক্ত। [illegible] [illegible] প্রায় সব [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কিছু [illegible] উদ্দেশ্য বা কোন [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সম্বন্ধে [illegible] [illegible] "[illegible]" [illegible] শ্লোকে সরলভাবে বিশ্লেষণে [illegible]।

মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল [illegible] পণ্ডিত সরল [illegible] বিষয়। তিনি [illegible] [illegible] বলিয়াছেন—

"[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] নাহি।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আর নাহি॥
যদি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]॥
মনের কথা [illegible] [illegible]
কেমন [illegible]।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]॥
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]-
[illegible] [illegible]।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] চায়॥
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।
নাম-[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] মাটি॥

আমরা [illegible] [illegible] সরল হইবার জন্য। [illegible] [illegible] [illegible] হইলেই সরলতার পূর্ণ বিকাশ হইয়া থাকে। তখন কুটিলতা, কপটতা প্রভৃতি অন্তরে আর স্থান পায় না। কুটিলতা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বৈষ্ণব গণের নিকট নিজের অসুবিধার কথা বাক্ত করাই [illegible] [illegible]। অন্যথা [illegible] [illegible] [illegible] কথা উত্থাপিত হয় না। অন্তরে যে-সকল অসৎ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। কুটিলতা সহজে ছাড়িয়া যাইতে চাহে না। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিতে হইবে এবং শুদ্ধ বৈষ্ণবগণের নিষ্কপট সর্ব্বদাই সেবার নিযুক্ত থাকিতে হইবে। তাহা হইলে উহা [illegible] [illegible] [illegible] করিতে পারিয়া দূরে পলায়ন করিবে।

সৎক্রিয়াসারদীপিকা

তৃতীয়-সংস্করণ

[illegible] ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন

গ্রন্থ-[illegible] শ্রীচৈতন্যমঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

"পরমহংস সরস্বতী গোস্বামী"

(৩)

যাঁহারা তাঁহার [illegible] পাইয়াছেন তাঁহারা [illegible] বুঝিয়াছেন যে, তিনি অপ্রাকৃত সত্যের প্রচার করিতেছেন, যে সত্য অপ্রাকৃত ভূমিকায় অনতিক্রান্তভাবে প্রকাশিত আছেন; [illegible] [illegible] যে-সকল [illegible] [illegible] বোধগম্য নহে তাহা পরমার্থ [illegible] [illegible] এবং তাঁহার [illegible] অপ্রাকৃত সত্যের নিকট [illegible] [illegible]। সত্য [illegible] [illegible] তাঁহাদের কৃপাতে আবিষ্কৃত হইয়াছে, [illegible] যুক্তি-[illegible] দ্বারা ঐ তত্ত্ব অবগত হইতে পারা যায় না। কিন্তু যদিও [illegible] [illegible] সত্য [illegible] জানা অসম্ভব, তথাপি উহার অনুসন্ধান হইতে কাহারও বিরত হওয়া উচিত নহে।

[illegible] সত্যের অনুসন্ধানের জন্য [illegible] চেষ্টার সহিত গুরুকৃপার সন্ধানের [illegible] অনুসন্ধানের কিছু পার্থক্য আছে। অতএব চেষ্টা যদি বাস্তবিক হয়, তবে তাহাতে [illegible] করিতে এবং [illegible] দূর হইতে পারে। পারমার্থিক [illegible] [illegible] সত্য বস্তু হইলে তাহার পূজোপচার বাস্তবিক [illegible] [illegible] [illegible] উপকারে আসে। অপ্রাকৃত ভূমিকায় [illegible] [illegible] পাইলে, তখন পূজোপচার অতঃ [illegible] পারমার্থিক মূল্য দেখা যায়।

একটি উদাহরণ দ্বারা এই বিষয়টী বুঝা যাইতে পারে। দীক্ষিত হইবার পূর্ব্বে কোন একজন রাসায়নিকের কথা ধরা যাউক। দীক্ষিত হইবার পর তিনি দেখেন যে নূতন আলোকে তিনি যে আলোক পাইলেন, তদ্দ্বারা তাঁহার রাসায়নিক গবেষণার উদ্দেশ্য এবং ফল মূলতঃ সংশোধিত হওয়া দরকার। একজন নবীন রাসায়নিক হিসাবে তিনি সমধর্ম্মী অন্যান্য রাসায়নিকের দৃষ্টি সংশোধন করিয়া দিতে পারেন। অন্ততঃ সত্যানুসন্ধান-বিষয়ে রাসায়নের পদ্ধতির অযোগ্যতা বিষয়ে তাঁহার সাক্ষ্য অন্যান্য রাসায়নিকগণকে ঐ বিষয়ে বিজ্ঞাপিত [illegible] পারমার্থিক নিয়মাবলীতে আস্থা স্থাপন হইতে রক্ষা করিতে পারে। প্রত্যেক ব্যক্তির এরূপ অভিজ্ঞতা তাহার নিজের ও অন্যের উপকারে আসিতে পারে। উহা কিন্তু শ্রীগুরুকৃপায় পরমার্থ-অনুসন্ধান-বিষয়ে উপলব্ধি লাভ করিবার পরই ঘটিয়া থাকে। অন্যতে আমাদের কার্য্যাবলী তাহাতে বুঝায় না যায় এবং যাহাতে তাহারা আমাদের অপকারী

না হয় তজ্জন্য সত্যের অনুসন্ধানের আবশ্যকতা আছে। শ্রীসরস্বতী গোস্বামী নিজ পরিশ্রমের দ্বারা জীবিকা অর্জ্জনে ব্রতী হন। তিনি কোন একটী রাজার অধীনে একটী চাকুরী গ্রহণ করেন। তাঁহার চিত্তবৃত্তি অনুযায়ী পরমার্থ অনুসন্ধানে ব্যস্ত হইয়া যখন তিনি সেই চাকুরী পরিত্যাগ করিলেন, তখনও ঐ রাজা তাঁহার বেতন বজায় রাখেন এবং তিনি শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের নিজ মূল টীকাসহ প্রকাশে নিযুক্ত হন। নূতন প্রকারের যুগপ্রবর্ত্তক ঠাকুর ভক্তিবিনোদ যে সজ্জনতোষণী প্রকাশ করেন, তিনি সেই মাসিক পত্রিকাখানি পরিচালনা করিতে থাকেন। ইতোমধ্যে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহাকে শ্রীল গৌর-কিশোর দাস গোস্বামী মহারাজের নিকট পাঠাইলে তিনি তাঁহাকে শ্রীগুরুপাদপদ্মরূপে দর্শন করেন। তাঁহার শ্রীগুরুদেবের সম্বন্ধে দুইটী কথা বলা আবশ্যক। তিনিই শ্রীগুরুদেবের যুগপ্রবর্ত্তক।

বাহিরের দিক দিয়া দেখিলে শ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী শ্রীসরস্বতী গোস্বামীর ঠিক বিপরীত। তৎকালে শ্রীল গৌরকিশোর ভারতের পূর্ব্ব ও পশ্চিমের সকলের নিকট পরিচিত এবং শুদ্ধ ভক্তগণের নিকট সশ্রদ্ধভাবে পূজ্য। তৎকালে তিনি বৃদ্ধ ও অন্ধ এবং লৌকিক বিচারে অশিক্ষিত। তিনি কঠোর বৈরাগ্য-যুক্ত ছিলেন। তিনি একটী নির্জ্জন স্থানে থাকিতেন এবং বহুদূর সকল মানুষের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার পবিত্রতার যশঃ-সৌরভ দিক দিক প্রচারিত হয় বহু ব্যক্তিকে তাঁহার নিকট আকর্ষণ করিয়াছিল। সরস্বতী গোস্বামী একজন সংস্কৃতের জ্ঞানী এবং বড় পণ্ডিত বলিয়া তৎকালে পরিচিত। যদিও তখন যুবক, কিন্তু উক্ত পাণ্ডিত্যের জন্য তাঁহার অপার খ্যাতি তাঁহাকে একজন বড় জ্যোতিষী বলিয়া পরিচিত করিয়াছিল। তৎকালে তিনি উক্ত জ্যোতিষের একটী সংস্কৃতটোলের অধ্যক্ষ ছিলেন।

তিনি শ্রীল গৌরকিশোরের কৃপাপ্রার্থী হইলে শ্রীল গৌরকিশোর তাঁহার প্রার্থনা অগ্রাহ্য করেন। শ্রীল গৌরকিশোরের নিয়ম ছিল, তিনি কাহাকেও শিষ্য করিবেন না। কিন্তু সরস্বতী গোস্বামীর প্রার্থনা তিনি শেষ পর্য্যন্ত অগ্রাহ্য করিতে না পারায় ইনি শেষে তাঁহার কৃপা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

এই ঘটনার পর ইনি যে নূতন অভিজ্ঞতা শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে লাভ করিলেন এবং তাহাতে যে একটা বাধা পাইলেন, তাহাতে তাঁহার জীবনের পট পরিবর্ত্তন হওয়ায় এক বৎসর যাবৎ ইনি একবস্ত্রে [illegible]

অবস্থায় কাটাইলেন। শ্রীগুরুদেবের কৃপায় তাঁহারই অপ্রাকৃত ব্যক্তিত্ব শিষ্যের হৃদয়ে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ভগবদ্দর্শনের সহিত এই ব্যাপারের অভিন্নত্ব দেখা যায়। শ্রীভগবানই গুরুরূপে আত্মপ্রকাশ করেন। সেইজন্য শ্রীগুরুকে শ্রীহরিরূপে দর্শন করিবার জন্য শিষ্যের প্রতি আদেশ। ইহা মানুষ-পূজা নহে, কিম্বা ভগবান্ হইতে ভিন্ন কোন গুরুর পূজা নহে। শিষ্য যদি সদ্গুরুতে ভগবদুপলব্ধি না করে, তবে তাহার গুরুর সহিত সাক্ষাৎই হয় নাই বুঝিতে হইবে।

সদ্গুরু ভগবদ্বিগ্রহ, এই ধারণা ভারতে সর্ব্বত্রই প্রচলিত। এইরূপ আত্মবান্ সমস্ত লোককে হঠাৎ নিরোপ বা অন্তর্নিবাসী বলিয়া ধারণা করা উচিত নয়। ঐরূপ ধারণার মূলে সত্য আছে। কিন্তু প্রেমানন্দময়বিগ্রহের দর্শনটা কিছু দৈনন্দিন ঘটনা নহে। শিষ্যের হৃদয়ে গুরুদেব প্রকাশিত হইলেই শিষ্য সেই গুরুদেবেই পরমার্থানুসন্ধানের উদ্দেশ্য বস্তু এবং তাঁহার জীবন্ত অভিব্যক্তি অনুভব করিতে পারেন। তখন আর শিষ্যের পক্ষে গুরুর সহিত জাগতিক সম্বন্ধ স্থাপন করা সম্ভবপর হয় না।

দীক্ষার পর শ্রীসরস্বতী গোস্বামী তাঁহার শ্রীগুরুদেব হইতে তফাতে বাস করিয়াছিলেন। যাঁহারা শ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামীর সেবক অভিনয় করিয়াছিলেন তাঁহারাই শরীরের সেবা (?) করিতে লাগিলেন। ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বাবাজী মহারাজের অনুকরণে বাহ্যে খুব বৈরাগ্যের অভিনয় করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই সাধারণ নৈতিক জীবন হইতেও পতিত হইয়াছিলেন। কিন্তু তৎকালে যাঁহারা বাবাজী মহারাজকে দর্শন করিতে আসিতেন, সকলেই ঐসকল ব্যক্তিগণকে ভয় ও সম্মান করিতেন। আগন্তুক ব্যক্তিগণের ধারণা ছিল যে, বাবাজী মহারাজের নিকট যাইতে হইলে ঐসকল ব্যক্তির সাহায্য নিতান্ত আবশ্যক।

শ্রীসরস্বতী গোস্বামী শ্রীগুরুদেবের সহিত দৈহিক সম্বন্ধে নিকটে না থাকিলেও, তাঁহার সেবার দ্বারা জ্ঞাতব্য বিষয়সমূহ অবগত হইতে পারিয়াছিলেন। বাবাজী মহারাজের সেবকাভিমানকারী অনুচরগণ শ্রীসরস্বতী গোস্বামীর সহিত বাবাজী মহারাজের সম্বন্ধটা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হন নাই। তাঁহার তিরোভাবের সময় বাবাজী মহারাজ কুলিয়া নবদ্বীপের গঙ্গার চড়ায় অবস্থান করিতেছিলেন। শ্রীসরস্বতী গোস্বামী তখন গঙ্গার অপর পারে শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে ছিলেন। এই তিরোভাব-সংবাদ শ্রীসরস্বতী গোস্বামীর সর্ব্বাঙ্গ এরূপ স্পর্শ করিয়াছিল যে, তিনি যাঁহার নিকট হইতে বাস্তবসত্যের সন্ধান পাইয়াছিলেন তাঁহার বিরহে এই জগৎ পরিত্যাগও করিতে চিন্তা করিয়াছিলেন। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে তিনি যেয়ায়নৌকায় যখন নদীপার হইতেছিলেন তখন সহসা উপলব্ধি করিলেন যে, তিনিও গুরুদেবকর্তৃক পরিত্যক্ত হন নাই এবং ঐরূপ সরল ব্যক্তিসকল তাঁহার সহিত যোগদান করিবেন। তিনি আরও উপলব্ধি করিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য এবং তাঁহার নিজজনগণ তাঁহার প্রচারের পশ্চাতে শ্রীধাম-মায়াপুরে উপস্থিত আছেন।

শ্রীগুরুদেবের আদেশপালন-ব্যাপারে শ্রীসরস্বতী গোস্বামী যেসকল অধিষ্ঠান স্থাপন করিতে লাগিলেন, এখন আমরা সেই সম্পর্কে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। তিনি দীক্ষালাভের পর কিছুকালের জন্য কঠোর বৈরাগ্য অবলম্বন করেন। ইহা-ত বাবাজী মহারাজ বলিয়াছিলেন যে শ্রীসরস্বতী-গোস্বামীর বৈরাগ্য তাঁহা হইতেও অধিক। তাহার পর সরস্বতী গোস্বামী বাহ্যভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক জনসমাজে মিশিতে লাগিলেন এবং শিক্ষার্থিগণের জন্য ছাপাখানা ও সভার বক্তৃতাদির সাহায্যে পূর্ণ উদ্যমে প্রচারকার্য্য চালাইতে লাগিলেন। তিনি সংস্কৃতপাঠ স্থাপন করিলেন এবং ছাত্রগণের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার সহিত পরমার্থশিক্ষা-লাভের জন্য শ্রীমঠের কর্তৃত্বাধীনে শ্রীমায়াপুরে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট স্থাপন করিলেন। এতদ্ব্যতীত ভারতবর্ষে বিভিন্ন স্থানে ৫০টী মঠ স্থাপন করিয়াছেন।

এইসকল প্রচারকার্য্যের সমস্ত এই স্থানে বর্ণন করা সম্ভব নয়। জাগতিক বিচারের দিক দিয়া সেইসকল ঘটনাবলীর বর্ণন অতীব সুখকর বটে। এইসকল কার্য্যে শ্রীসরস্বতী গোস্বামী ভারতের অনেক প্রধান প্রধান ব্যক্তির সাহায্য পাইয়াছেন, যদিও ইহাতে তাঁহাকে অনেক কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছে। এইরূপ কষ্ট ও বিপদ সহ্য করা পরমার্থ-ব্যাপারের একটা বাহ্য দিক্ মাত্র। এইরূপ বাহ্যিক আগ্রহপ্রকাশ প্রচার-বিষয়ে অনেক মূল্যবান্ বটে।

বর্ত্তমানযুগের বৈজ্ঞানিক চিত্তবৃত্তি সাধি চাক্ষুষ ফল দেখিতে চায়। তাঁহাদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার বাহিরের বিষয় তাঁহারা বিশ্বাস করিতে চান না। অনেক সরল-প্রকৃতির প্রসিদ্ধ ব্যক্তি সরস্বতী গোস্বামীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে, গৌড়ীয়দিগের কার্য্যদ্বারা সামাজিক ও মনুষ্যজাতির কি উপকার সাধিত হইতে পারে। ধর্ম্মানুষ্ঠান-সমূহ হইতে সাধারণ লোকে আশা করে যে, সেইসকল অনুষ্ঠানের লোকেরা মনুষ্য-জাতির নৈতিক ও সামাজিক উন্নতির জন্য কিছু বাধি কার্য্য করুক। ধর্ম্মপ্রচারকগণ যদি মানুষকে ভাল খাওয়া, ভাল বাড়ীতে বাস, পারিবারিকজীবন যাপন (যাহাতে মানুষ তাহার বাপ মায়ের উপর সন্তুষ্ট থাকিতে পারে) করাইবার সুযোগ দিতে পারে, তাহা হইলেও ঐগুলিও ধর্ম্মপ্রচারের স্থায়ি ফল বলিয়া গণ্য করা হয়। বৌদ্ধসাধনায় যে দানের কথা আছে, সমস্ত ধর্ম্মসম্প্রদায় সেইটাকে পরমার্থ-চেষ্টার চরম ফল বলিয়া গ্রহণ করিয়া লইয়াছে। মনুষ্যজীবন-পথে যে সমস্ত প্রয়োজন মানুষকে বিপদগামী করে সেই সব প্রয়োজন থেকে উদ্ধার-বিষয়ে সাহায্য পাওয়াই যেন কাহারও প্রার্থনার মুখ্য উদ্দেশ্য। হাঁসপাতালগুলি বর্ত্তমানে যেন ধর্ম্মপ্রচারকগণের একটী প্রিয় স্থান।

খৃষ্টীয় ধর্ম্মে নৈতিক চরিত্রই সর্ব্বাপেক্ষা প্রশংসনীয়। নীতির দ্বারা মানুষকে জয় করিবার জন্য চার্চ্চের (ধর্ম্মযাজকের) ইহা যেন একটা উপায়। নৈতিক জীবনে ভাল খাওয়া, ভাল স্থানে থাকা এবং বৈজ্ঞানিক প্রথানুসারে শরীর সুখ-সুবিধার জন্য। খৃষ্টীয় প্রচারকগণের মধ্যে নীতির মূলক প্রচারিতদের কিন্তু-কলাপের মধ্যে স্থায়ি স্থান অধিকার করিয়াছে অর্থাৎ নীতির আদর্শ সাধারণ লাভ করিয়াছে। বর্ত্তমান কালে এই দেশের এক স্থানে অনেক মঠাদিতে ঐরূপ অধিবাসিগণের মধ্যে নীতির উচ্চসীমা দেখিতে পাওয়া যায় না।

ভগবান্ একজন পুরুষ, তবে তিনি অপ্রাকৃত বস্তু। প্রাকৃত বস্তু চেতন-রহিত। কিন্তু অপ্রাকৃত বস্তু পূর্ণ চেতন-ময়। স্থূল শরীর জীবের আধার, উহা চেতনহীন। মানুষের স্থূল শরীরের কার্য্য-বৃত্তি ও চেতনাধারের বিষয় শারীরতত্ত্ববিদ্গণ কর্ত্তৃক নির্ণীত হইয়াছে যে উহারা অচেতন এবং রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা সংসাধিত। বৈজ্ঞানিক-চিত্তবৃত্তি-বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের এখন কোন উপায় নাই, যদ্দ্বারা তাঁহারা জড়শরীরের সহিত চেতনের সম্বন্ধ সন্তোষজনকরূপে স্থাপিত করিতে পারে।

ভগবান্ একজন পুরুষ, তাঁহার দেহ ও মন আছে। তবে তাঁহার দেহ ও মন স্থূলদেহমনের মত নহে। ভগবানের দেহমনের সহিত অচেতনের কোন সম্পর্ক নাই। অতএব তাঁহার দেহ ও মন তাঁহার ব্যক্তিত্ব হইতে অভিন্ন। মানুষের দেহ ও মন এই প্রাকৃত জগতে অপ্রাকৃত দেহমনের বিকৃত প্রতিফলন।

পারমার্থিক চিন্ময়রূপ ভগবৎসেবায় মানুষের দেহমনকে লাগান যাইতে পারে। যদি এ রকম না হইত তাহা হইলে দেহ-মনের পরমার্থের দিক দিয়া কোন ব্যবহারই থাকিত না। এইভাবে দেহ-মনকে ভগবদ্বস্তুর সেবাতেও লাগান সম্ভবপর। দেহ ও মনকে ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তের সেবায় লাগাইলে পরমার্থ-শক্তিতে সঞ্জীবিত হইতে পারে।

শ্রীসরস্বতী গোস্বামী যে সকল মঠ স্থাপন করিয়াছেন সেখানে প্রত্যেক সরল জীব উপযুক্ত আনুগত্যের ফলে অপ্রাকৃত জ্ঞানে সমৃদ্ধ হইয়া বাস্তব বস্তুর অনুসন্ধান সুযোগ লাভ করিতে পারে। শ্রীগোস্বামীজী প্রবন্ধ ও বক্তৃতাদির সাহায্যে বুঝাইতেছেন যে, পারমার্থিক-শিক্ষা-নবিশের মূল নীতিগুলি হিন্দুধর্ম্মের লিখিত মূল নীতি হইতে অভিন্ন।

সাধুসকল ভগবদ্ভক্তেরই চিহ্ন বা নিদর্শন। শ্রীসরস্বতী গোস্বামী বলিয়াছেন যে, নিত্যসিদ্ধগণ সাধারণ সকল যেরূপভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন, তাহাতে বৈকুণ্ঠসম্বন্ধ সমস্ত পরমার্থ উপাসনার মূলে অবস্থিত এবং বর্ত্তমান যুগে শ্রীনামকীর্ত্তনই শ্রীভগবানের একমাত্র শিক্ষা। ইহাই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের শিক্ষা। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব শ্রীনাম-কীর্ত্তনকেই ভগবৎসেবা বলিয়া স্থাপিত করিয়াছেন।

কোন কোন লোক শ্রীনামগ্রহণ-বিষয়ে অতীব দুর্ব্বলগণ মনে করে যে, তদ্দ্বারা জীবনের সমস্ত অভাব পরিপূরণ হইতে পারে না। শ্রীনাম গ্রহণই যদি একমাত্র সেবা হয় এবং ভগবৎসেবা ব্যতীত মনুষ্যের যদি আর কোন কৃত্য না থাকে, তবে তাহার বাঁচিয়া থাকা সম্ভব হয় কি-প্রকারে?

সমস্ত পরমার্থচেষ্টার কেন্দ্রস্থলে শ্রীনাম-কীর্ত্তনই অবস্থিত। শ্রীনাম একবার শ্রবণযোগ্য কর্ণে প্রবেশ করিলে, তাহার সমস্ত ইন্দ্রিয়কে নিয়মিত করিয়া দেন এবং কি-প্রকারে শ্রীনামের সেবা করিতে হইবে তাহাও শিক্ষা দেন। শ্রীনাম নামীর নাম, রূপ, গুণ, লীলা ও পরিকর-বৈশিষ্ট্যের মাহাত্ম্যের সহিত আছেন। ব্যক্তিবিশেষভাবে শ্রীনাম ভক্তদের নিয়মিত কার্য্যকলাপের সংবাদ লইয়া থাকেন। এইভাবে শ্রীনাম-কীর্ত্তন আমাদের সকল অভাব পূরণ করেন এবং আমাদের প্রত্যেক কার্য্যে আলোক প্রদান করেন। এইমাত্র জানা যায় যে, অপ্রাকৃত ভূমিকায় পড়োর বৃত্তিগুলির বৈশিষ্ট্য পূর্ণভাবে রক্ষা করিয়াও অপর সকল ইন্দ্রিয়ের কার্য্য করিতে সমর্থ।

মানুষের অহঙ্কার মাত্রই এত অসুবিধা আনিয়া উপস্থিত হয়, কারণ বহুতর তাহার অহঙ্কার দ্বারা চালিত হওয়া কোন একটা নিয়ম বা বিধি (Principle) স্বীকার করিতে চায় না। আমরা প্রত্যেকেই জানি যে, আমাদের বর্ত্তমান জ্ঞান আমাদিগকে কোথাও লইয়া যাইতে পারে না, অতএব আমাদের এ কার্য্যের জন্য আমাদিগের অপেক্ষা-শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির শরণগ্রহণ করা দরকার।

(ক্রমশঃ)

পরনিন্দা পরচর্চ্চা না কর কখন। যুক্তভাবে এখানে ভজ শ্রীগৌরচরণ॥

শুদ্ধভক্তি মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ

(আকর-মঠরাজ)

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ ধনু উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যবর্য্য শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্যমঠ বিরাজমান। এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বতজনস্থলী। এই মঠাভ্যন্তরে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি বেদান্তসমূহের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠ হইতে পারমার্থিক দৈনিকপত্র 'নদীয়া-প্রকাশ', সাত্বত-সম্প্রদায়ে অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থাদি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতি বৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীসহ কীর্ত্তন-প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫

শ্রীমহাপ্রভু-প্রচারিত শুদ্ধ ভক্তি-ধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশ্যে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভজনস্থানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দজীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সম্প্রদায়-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হয়। এ মঠ হইতে মহানগরীর সর্ব্বত্র হরিকথা-প্রচার, মহানগর-সঙ্কীর্ত্তন, বক্তৃতা, ব্যাখ্যা ও সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞ-মহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান হয়। মঠরক্ষক—মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া সহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীঅধোক্ষজের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী সেবাকোবিদ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী এখানে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান, রক্ষক—শ্রীবনবিহারী দাসাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—গোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

(৭) কাজীর সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদ-কাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক।

(৮) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও রাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান দাস ব্রহ্মচারী।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(১০) মোদদ্রুম-ছত্র "গৌড়ের বৈদিব

মাউগাছি, পোঃ জান্নগর, (বর্দ্ধমান)।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান। শ্রীগৌরনিত্যানন্দের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবঙ্কুবিহারী ব্রজবাসী, ভক্তিভূষণ।

(১১) ভেতিয়া কুঞ্জকানন

শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী.

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীনবীনানন্দ ব্রহ্মচারী

(১২) কুঞ্জকুটীর—পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া। রক্ষক—শ্রীঅমৃতানন্দ অধিকারী

(১৩) ভাগবত-আসন—পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

এই স্থান হইতে ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচারিত হয়। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৪) একায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ ভাসখালি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী ভক্তিস্বভাব।

(১৫) মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(১৬) মাধ্বগৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, পোঃ ঢাকা

পূর্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ।

(১৭) গোপালজীউ মঠ—কমলাপুর,(ঢাকা)

গোপালজীউ শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান। রক্ষক—শ্রীবল্লভদাস ব্রজবাসী.

(১৮) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)।

এখানে শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীঅমলবিবেক ব্রহ্মচারী

(১৯) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীঈশ্বর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২০) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ বাসু, (ঢাকা)

এখানে ষড়্ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(২১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীনরেন্দ্র দাসাধিকারী.

(২২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

কুমারকোলা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী।

(২৩) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকনিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে গুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান্‌দাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত।

(২৪) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী।

(২৫) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ বক্সীবাজার, (কটক)

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণ-জীউর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর

(২৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর পুরী,

শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা-গিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন।

(২৭) পুরুষোত্তম মঠ

ভক্তিকুটী, পোঃ পুরী উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদানন্দজীউর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগদাধর অধিকারী

(২৮) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়ানাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী দাসাধিকারী।

(২৯) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভূর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—শ্রীনিমাইচরণ দাসাধিকারী ভক্তিলোচন।

(৩০) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪২নং কালিকাপুরা, বেনারস সিটি

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(৩১) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা-গিরিধারীর সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী

(৩২) পরমহংস মঠ.

পোঃ নিমসার, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও গৌর-বিনোদ-বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীসত্যনারায়ণ দাসাধিকারী।

(৩৩) কৃষ্ণচৈতন্য মঠ

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

এখানে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিত্য-সেবা হয়। রক্ষক—শ্রীকার্ষ্ণ ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠ

স্বামীঘাট মথুরা

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকমল বাচক

(৩৫) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ—শ্রীরাধাকুণ্ড

রক্ষক—শ্রীরাধারমণচরণদাস ব্রহ্মচারী

(৩৬) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৩৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ

দেবগাঁও, পোঃ কোকোল, জেলা গুরুদাসপুর (পাঞ্জাব) রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৩৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং কতুবার রোড, নিউ দিল্লী।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধরের সেবা।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকিশলয় তুর্য্যাশ্রমী

(৩৯) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল।

এখানে গৌর-বনোয়ারীলালের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীনবীনগোপাল অধিকারী।

(৪০) সারস্বত-গৌড়ীয় মঠ

ডাকঘর সাহারণপুর, ইউ, পি

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি

(৪১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ রায়পেট্টা মাদ্রাজ।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বা-গিরিধারীর সেবা।

রক্ষক—শ্রীপাদ অনন্তানন্দ ভক্তিবিলাস

(৪২) বোম্বে-গৌড়ীয়-মঠ কার্য্যালয়

খেতোয়াড়ী রোড, চোটানি বিল্ডিং, বাংলো নং ১, বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মা মজুমদার।

(৪৩) অমরষি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমরষি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীহরেশ্বর দাস অধিকারী

(৪৪) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী

(৪৫) পাটনা গৌড়ীয় মঠ

১০০ মিঠাপুর, পাটনা।

রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী বাগ্‌ভূষণ

(৪৬) গয়া গৌড়ীয় মঠ

দিল মাড়ড়, চার্চ রোড, গয়া

রক্ষক—উপদেশক শ্রীসর্ব্বেশ্বর দাসরত্ন

(৪৭) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠ বালেশ্বর

রক্ষক—শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয়

৩ গ্লষ্টার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন, এস-ডব্লিউ ৭, লণ্ডন

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন

(৪৯) বার্লিন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

Berlin W. 30

Eisenacher strasse 29

(৫০) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

৩৫০ নং ডালহৌসী ষ্ট্রীট রেঙ্গুন।

শুদ্ধভক্ত গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—প্রথম ৪৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধের প্রতিখণ্ড ৷৶০
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। ভাষ্য-যুগলসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড০ ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
, ৪র্থ ৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—১৲; ২য় খণ্ড ৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব—১৲
৮। সৎক্রিয়াসার—দীপিকা ও সংস্কার-দীপিকা ৷৷০
৯। জৈবধর্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিবর্ত-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ।০
১৮। আম্নায়-সূত্র ।০
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৶০
২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৷৶০
২২। ভজন-রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ ৩ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
২৬। গীতার কেবল মাত্র-ভাষা ।০
২৭। দুর্গমশিক্ষা ভগবৎসন্দর্ভঃ সানুবাদ ২৲
২৮। বেদান্তস্যমন্তক সানুবাদ ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸
৩০। দীন-দিন রক্ষণ ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৶০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা ৵১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। ব্রজগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্শন ।০
৪০। শরণাগতি ৵০
৪১। গীতাবলী ৵০
৪২। চিত্রে নবদ্বীপ ৷৷০
৪৩। [illegible] ৵০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৵০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৵০
৪৬। অর্চ্চনপথ ৵০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৵০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (৪র্থ সংস্করণ) ৵১০
৪৯। [illegible] ৷১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ০
৫৫। [illegible] বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ? ৵০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। [illegible] ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। নামাবলী ৵০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যভাগবত সারঃ ।০
৬১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিজয়ঃ ।০
৬২। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৬৩। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৪। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৷৶০
৬৫। গৌড়ীয়মঠ পরিচয়ঃ ৵০
৬৬। সারাংশবর্ধনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৭। রায় রামানন্দ ।০
৬৮। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন্ [illegible] ।০
৬৯। [illegible] ।০
৭০। বেদান্ত—ইটস্ মর্ফলজি অ্যাণ্ড অন্টলজি ।০
৭১। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ৷৶০
৭২। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।০
৭৩। বৈষ্ণবীজম ।০
৭৪। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ৵০
৭৫। দি ভাগবত ।০
৭৬। [illegible] প্রিন্সিপ্‌ল্ অ্যাণ্ড অ্যাপ্লায়েড ডিভোশন ।০
৭৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২৷০
৭৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৭৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮০। সাধন-পথ ।০
৮১। কল্যাণ-কল্পতরু ৵১০
৮২। গীতাবলী ৵০
৮৩। শরণাগতি ৵০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৪। শরণাগতি ৵০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। শিশুর প্লীহা সংযুক্ত জ্বরাদির এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৸০ আনা, বড় বোতল ১৶০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।
অথবা
পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালিপ্রস্তুতকারক [illegible]

অভিনব আবিষ্কার

ফাউণ্টেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউণ্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা প্রস্তুত কোন প্রকারে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।
জে. বি. দত্ত এণ্ড কোং
কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার
কলিকাতা

“ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব”

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে বর্ণানুক্রমিক ও শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও
প্রঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ ভাণ্ডারী এল, এম, এস, কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

[ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত]

কটক রেভেন্স কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক ভাগবতোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিসুধাকর মহোপদেশক-বৈষ্ণবাচার্য্য এম-এ, মহোদয়ের গ্রন্থগবেষণা এবং পাণ্ডিত্য লেখনীর অমৃতফল আখ্যায়ন তাহার প্রকাশিত প্রথম এবং তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ের জীবনচরিত-পাঠে মগ্ন দুইটি বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সমন্বিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মনীষীর প্রামাণ্য মতের সাহায্যে কুমারী-ক্ষেত্রে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত, সিদ্ধান্তের সম্যক আলোচনা প্রথম খণ্ড ৩০০ অধ্যায়ে, প্রায় সহস্র পৃষ্ঠার উপর বিষ্ণুপাদ-শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের প্রণীত মুখবন্ধ (Foreward), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সংক্ষিপ্ত প্রামাণ্য সূচীপত্র (Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা—১৫, পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা, মাদ্রাজ: শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। প্রতি বর্ষ ৩। টাকা ভিক্ষায় কলিকাতা বাগবাজার গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

২। গৌড়ীয়—ভাগবতোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। বৈদিবাসনা শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১।০

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ দাস-দাস সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—ভাগবতোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ বিনায়ক মেধাতীর্থ বি-এস, বি-টি, সম্পাদক। আসাম-গোয়ালপাড়া গৌরাঙ্গমঠ হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১।০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল শ্লোক অক্ষরে এবং তাহার বর্তমান যুগে শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। আর্ট কাগজে ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৯৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। অতিরিক্ত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোকসূচী, পদ্যসূচী, গ্রন্থসূচী, গানসূচী, বিষয়সূচী, অক্ষরসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচীপত্র। সমগ্র শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অদ্ভুত বিরাট সংস্করণ জগতের কোথাও আর কখনও প্রকাশিত হয় নাই, তাহা নিঃসন্দেহে পাঠক মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন। জনসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২, বাঁধাই খরচ—৩, টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৩—৫৬,	১০—৩১,	১৩—২২	১৭—০৮,	১৯—০৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৩,	২০—০৫
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৮০,	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১০,	২০—১২

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

শনিবার অফার্ডিন

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৩৫	৯-৫৫	১২-১০	১২-৪৫	১৫-৩৫	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫০	৯-৩০	১২-১৯	১৫-৫২	১৫-৫৩	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-০	১২-৫১	১৩-১৫	১৬-১৫	১৯-১১

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়।

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—সহর সন্নিকট: বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬, টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম রূপে উত্তীর্ণ হইতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিদেশী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

সচিত্র

নবদ্বীপ পঞ্জিকা

ভিক্ষা—মাত্র ৶০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ

পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

কার্য্যালয়—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
[illegible]—শ্রীপাদ [illegible]

দৈনিক

R. N. C 1544

শ্রীভক্ত্যোপনিষদ্
বহু অনুবাদ মূল ও [illegible] প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি উত্তম। ভিক্ষা ।০ মাত্র
শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

"গৌড়ীয়"
৭ম বর্ষ হইতে ১১শ বর্ষ পর্য্যন্ত প্রতি বর্ষ কাপড়ে বাঁধাই ভিক্ষা ৩।০ মাত্র।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ
বাগবাজার, কলিকাতা।

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত-নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১০ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২১শে আষাঢ়, শনিবার ১৩৪২, ৬ই জুলাই ১৯৩৫ [১০৭তম সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

—:০:—

হিন্দু মুসলমান বিরোধ অঙ্কুরেই নিবারিত

[illegible]তে একটী সাম্প্রদায়িক [illegible]র উপক্রম হইয়াছিল, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে তাহারা বেশী দূর গড়ায় নাই। [illegible]দিগকে মহাবীর দলের স্বেচ্ছাসেবকগণ [illegible] জল বিতরণ করে, তাহা লইয়াই এই বিরোধ উপস্থিত হয়। প্রধান বাজারের একটী রাস্তার মোড়ে স্বেচ্ছাসেবকদের [illegible]খানে মুসলমানেরা আপত্তি করে। ক্রমে [illegible] হইতে হাতাহাতি আরম্ভ হয়। [illegible]তে একটা আতঙ্ক দেখা দেয়। শীঘ্রই [illegible] বন্ধ হইয়া যায়। পুলিশবাহিনীর [illegible] ডেপুটী কমিশনার ও মহাবীর দলের [illegible] যথাসময়ে অবস্থা আয়ত্তে আনিতে [illegible] হন।

— —

বাঙ্গালোর ইনষ্টিটিউটের কার্য্যকর্ম

পুণা মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্ত্তন [illegible] বক্তৃতা করিয়া স্যার সি, ভি [illegible] গত রাত্রিতে বাঙ্গালোর ইনষ্টিটিউটের [illegible] বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এই [illegible]টিউটের কাজ বিশেষ সন্তোষজনক। গত ২ বৎসরে প্রায় ৮০টি গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। আপাততঃ তিনি [illegible] পরিচালনায় বিশেষ ব্যস্ত আছেন, [illegible] পুনর্গঠনের পরিকল্পনা স্থির হইয়াছে; সুতরাং অতঃপর তিনি গবেষণা কার্য্যে মনোনিবেশ করিতে পারিবেন। আগামী [illegible] উঁহারা অনূন একশতটি গবেষণা-[illegible] প্রবন্ধ প্রকাশ করিতে পারিবেন বলিয়া [illegible] করেন।

[illegible] সি ভি রমণ শীঘ্রই আগামী [illegible] [illegible] পর্য্যন্ত [illegible] থাকিবেন।

শিক্ষকগণের শিক্ষার ব্যবস্থা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচেষ্টা

শিক্ষাতত্ত্ব ও ছাত্রের মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে ইউরোপে নিত্য নূতন গবেষণা চলিতেছে। পাশ্চাত্য জগতের গবেষণালব্ধ এই জ্ঞান যাহাতে এই দেশের শিক্ষকগণের নিকট সহজ লভ্য হয় ও সেই জ্ঞান যাহাতে তাঁহাদের শিক্ষাদান ব্রতের সহায়তা করিতে পারে সেই উদ্দেশ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চান্সেলার শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের উদ্যোগে শিক্ষকদিগের জন্য শিক্ষাতত্ত্ব শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। যাহাতে বহু শিক্ষক এই সুবিধা গ্রহণ করিতে পারেন সেই উদ্দেশ্যেই পাঠ সংক্ষিপ্ত করা হইয়াছে। মাত্র কয়েকমাসেই পাঠ সমাপ্ত হইবে। এই বিভাগের ভার অর্পিত হইয়াছে লণ্ডন প্রত্যাগত শিক্ষাতত্ত্ব বিশারদ শ্রীযুক্ত অনাথনাথ বসুর উপর। অনাথবাবু লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে টিচার্স ডিপ্লোমা লইয়া ইউরোপ ও আমেরিকার বহু স্থানের শিক্ষাদান পদ্ধতি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আসিয়া কাশী হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাতত্ত্বের অধ্যাপনা করিতেছিলেন।

বরিশালে ৬০ ঘণ্টা ব্যাপী সন্তরণ

শ্রীযুত হীরালাল দত্ত মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান অজিত কুমার দত্ত (মণ্টু) ৩রা জুলাই বরিশালে অবিরাম ৬০ ঘণ্টা সন্তরণ কাটিবার জন্য রওনা হইয়াছেন। পারিপার্শ্বিক অবস্থা অনুকূল থাকিলে শ্রীমান ৭২ ঘণ্টা পর্য্যন্ত সাঁতার কাটিতে পারে।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে অজিত দত্ত কয়েকদিন পূর্ব্বে ঢাকা পোগোজস্কুলে ৫০ ঘণ্টার উপরে অবিরাম সন্তরণ করিয়াছিল।

লণ্ডনে আবার বিমান দুর্ঘটনা

কয়েকজন যাত্রী আহত

গত ৩০শে জুন মধ্যাহ্নে, মান চাঁপপুরের বিমানপোতাশ্রয় গোনাগুসেতে রেলপথের একখানি বিমানপোত ভগ্ন হইয়াছে। কাহারও মৃত্যু হয় নাই। তবে যে ছয়জন যাত্রী উহাতে ছিল, তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজন আহত হইয়াছে। গুরুতরভাবে জখম হয় নাই। সিপাহপুর যাইবার পথে বিমানপোতখানি ভগ্ন হইয়াছে।

আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে বৃটিশ সপ্তাহ উৎসবের উদ্বোধনে যোগদানের জন্য হেণ্ডন হইতে সম্রাট ইয়ারলক ডিউক ব্রুসেলস্ রওনা হইয়া গিয়াছেন। ডিউক পত্নীর এই প্রথম বিমান বিহার। তাঁহাদের ৪ জন বিশিষ্ট বিমানপোতখানির সহিত বৃটেন বিমান-বাহিনীর 'সুপার্শে বাহক' কয়েকখানি বিমানপোত গমন করিতেছে। বেলজিয়াম উপকূলে উপনীত হইলে বেলজিয়ামের বিমান-বাহিনী একটী স্কোয়াড্রন তাঁহাদিগকে সম্বর্দ্ধিত করিবে। বৃটিশ মণ্ডপে যে বলনাচ হইবে, তাহাতে এই রাজদম্পতি ও বেলজিয়মের রাজা এবং রাণী যোগদান করিবেন। কটিস্ সামরিক ব্যাণ্ডবাদকদল ও জ্যাক টমাস পীচারের নেতৃত্বে লণ্ডন অর্কেষ্ট্রা এই সাপ্তাহিক উৎসবে যোগদান করিবেন।

কাগজের কলে অগ্নিকাণ্ড

শনিবার শেষ রাত্রিতে লক্ষ্ণৌয়ের আপার ইণ্ডিয়া কুপার পেপার মিলে অগ্নিকাণ্ডের ফলে কয়েক সহস্র টাকা ক্ষতি হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়। একটি মেশিনের নিকটস্থ খোলা কাগজে প্রথম আগুন লাগে এবং তৎপরে মেশিনটি অগ্নিশিখায় পরিবৃত

ছায়াচিত্রযোগে কোয়েটার দৃশ্য

গত মঙ্গলবার সন্ধ্যাকালে বোম্বাই মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন হলে কোয়েটা ভূমিকম্পের দৃশ্যাবলী ছায়াচিত্রে দেখান হয়। ভারতীয় ছায়াচিত্র সমিতির উদ্যোগে এই ব্যবস্থা হয়। বোম্বাইয়ের মেয়র মিঃ কে এফ নরীমান এবং কর্পোরেশনের অন্যান্য সভ্যগণ উপস্থিত ছিলেন। কোয়েটা ভূমিকম্পের সাড়ে ঘণ্টা পরে সামরিক আইন জারী হইবার পূর্ব্বেই করাচীর মিঃ পি কে হাজার ও মিঃ এস পি আজানী কর্ত্তৃক ছবিগুলি গৃহীত হইয়াছিল। ছবিগুলি দেখিয়া বুঝা যায় যে, কি পরিমাণ সম্পত্তি ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। উদ্ধারকার্য্যের ছবিও দেখান হইয়াছিল। প্রথমেই দেখা যায়, একদল উষ্ট্র পাঞ্জাবি বহন করিয়া আসিতেছে এবং তাহার পরেই দেখা যায় এম্বুলেন্স ট্রেণগুলি। করাচী ক্যাণ্টনমেণ্ট ও [illegible] পাড়ালের দৃশ্য বিশেষ মর্ম্মস্পর্শী। ফিল্মটী দৈর্ঘ্যে পনের হাজার ফিট। রায়সাহেব চুনীলাল মিঃ হাজার ও মিঃ আজানীর উদ্যমের প্রশংসা করেন। তিনি বলেন যে, ফিল্মটী ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে দেখান হইবে এবং উহা দেখাইয়া যে টাকা পাওয়া যাইবে, তাহা দুর্গতদের সাহায্যে ব্যয়িত হইবে।

হয়। প্রায় [illegible] অনুমান ১৫০ জন শ্রমিক কার্য্যে নিযুক্ত ছিল। তাহাদিগকে [illegible] স্থানান্তরিত করা হয়। দমকলের লোক-জনেরা অনুমান ছয় ঘণ্টাকাল কঠোর পরিশ্রমের পর আগুন নিবাইতে সমর্থ হয়। [illegible] গুদাম ও অন্যান্য [illegible] ঘর রক্ষা পায়।

নমো ভগবতে নারায়ণায়

২১শে আষাঢ়, শুক্রবার ১৩৪২

পাটের চাষ

গত ২০ শে সেপ্টেম্বর বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট ১৯৩৫ সালে পাট চাষ নিয়ন্ত্রণ করিয়া কি প্রকারে পাট চাষ করিতে হইবে তাহার এক খসড়া (scheme) বাহির করিয়াছেন এবং বহুল প্রচারের দ্বারা কৃষকদিগকে পূর্ব্বাপেক্ষা অল্প পরিমাণে পাটের চাষ করিতে প্রণোদিত করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন।

এবৎসরের প্রথমেই পাটের চাষ কমাইবার জন্য বিশেষভাবে সকলের নিকট প্রচার করা হইয়াছিল, কৃষকগণ সকলেই ইহা সমর্থন করিয়াছে এবং আশা করা যায় যে, যে পরিমাণে পাটের চাষ বর্ত্তমানে কমান দরকার কৃষকগণ সে পরিমাণ পাট-চাষ কমাইয়াছে। বাঙ্গলা-গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে এ প্রদেশের বাহাদের অশীম সাহায্য ও সহানুভূতির ফলে পাট চাষ নিয়ন্ত্রন করা সম্ভব হইয়াছে তাহাদের মহাদুভব কার্য্যের সমর্থন ও প্রশংসা করিতেছেন।

এরূপ চাষ নিয়ন্ত্রণ করিবার উদ্দেশ্য যাহাতে কৃষকগণ চাষে উচিৎ মূল্য লাভ করিতে পারেন এবং বর্ত্তমানে পাটের মূল্য দেখিয়া আশা করা যায় যে তাহারা উচিৎ মূল্যই পাইবেন। অবশ্য গবর্ণমেণ্ট আগামী বৎসরে কি প্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন তাহা না জানায় এবং আগামী বৎসর চাষ বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভবনা থাকায় তখন উচিৎ মূল্য পাওয়া যাইবে না বলিয়া কোন কোন স্থানে কথা উঠিয়াছে। গবর্ণমেণ্ট জানাইতেছেন যে তাহারা শুধু অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিবেন এবং দরকার হইলে কৃষকদের উচিৎ মূল্য প্রাপ্তির জন্য বর্ত্তমান বৎসরে যে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে আগামী বৎসরে তাহাই করিবেন। আগামী বৎসরে গবর্ণমেণ্টের চাষ-নিয়ন্ত্রণের কোন দরকার হইবে কিনা ও হইলে কি রকম দরকার হইবে তাহা বর্ত্তমানে সঠিক বলা অসম্ভব কিন্তু গবর্ণমেণ্ট এবিষয়ে বৎসরের শেষে এক ইস্তাহার বাহির করিবেন।

দেশের আকর্ষণ

জননী জন্মভূমির সঙ্গে মানুষের যে সম্বন্ধ বর্ত্তমান তাহা দুচ্ছেদ্য ও অচিন্তনীয় এবং তাহা এমন এক দৃঢ়, মধুর অথচ শক্ত সূত্রে বাঁধা যে তাহার মায়া কাটান মানুষের পক্ষে অসম্ভব না হইলেও খুবই শক্ত সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। দেশদেশান্তরে যেখানেই থাকিনা কেন, দেশমাতা জননীর স্নেহাঞ্চল হইতে যত দূরেই আমোদ প্রমোদ কিম্বা কঠোর পরিশ্রমের মধ্যে ব্যস্ত থাকিনা কেন, দেশমাতৃকার মধুর স্মৃতি প্রাণের গোপনতম প্রদেশে চিরকালেই জাগরুক থাকে। কর্ম্ম ব্যস্ত জীবনের মাঝে, নানা দুঃখদৈন্য-নৈরাশ্য বিড়ম্বনার মাঝে ইহার স্মৃতি বড়ই মধুর, বড়ই শান্তিপ্রদ। এই স্মৃতি প্রবাসীদের বুকের মাধুরিমা বৃদ্ধি করিয়া জীবনকে মধুরতর করিয়া তুলে—দুঃখ-কষ্ট-পূর্ণ জীবনের ক্লান্তি অপনোদন করিয়া শান্তির এক অপূর্ব্ব বার্ত্তা আনয়ন করে! এমনি মধুর, এমনি শান্তিপ্রদ এ স্মৃতি!

কোয়েটার ভূমিকম্পে প্রপীড়িত সর্ব্বহারা বহু বেলুচিকে করাচী আশ্রয় শিবিরে স্থান দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু তাহারা স্বদেশে আপনার বলিতে কেহ না থাকিলেও তথায় যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন। এমনি আকর্ষণ! প্রাণ তাহাদের পড়িয়া আছে দেশের মাটিতে, গাছ পালা ছায়া বহুল বৃক্ষের প্রতি পত্রে পত্রে। কর্ত্তৃপক্ষ তাহাদের আগ্রহাতিশয্যে বাধ্য হইয়া করাচীতে আশ্রয় প্রাপ্ত বেলুচিস্থানের অধিবাসীদের এক তালিকা প্রস্তুত করিতেছেন।

নৃশংসভাবে তালুকদার হত্যা

কলবা থানার নরখার গ্রাম হইতে এক নৃশংস নরহত্যার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। গত ২৬শে জুন সোমবার স্থানীয় তালুকদার শ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্তকে কে বা কাহারা কোচ-দ্বারা হত্যা করিয়াছে। পুলিশ জোর তদন্ত করিতেছে; কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কাহাকেও গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয় নাই। ময়না তদন্তের জন্য মৃতদেহ ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় প্রেরণ করা হইয়াছিল।

তড়িৎ স্পর্শে উদ্যানরক্ষকের মৃত্যু

শেবানগী নিকুঞ্জ ভবনের ৩০ বৎসর বয়স্ক মালী গত ২৮শে জুন শোচনীয় অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে, গত ২৮শে জুন উদ্যানে জলসেচন করিবার সময় উক্ত মালী বৈদ্যুতিক তারের সংস্পর্শে তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তাহার দুইটী শিশু-সন্তান ও নিঃসহায় অবস্থা র অবস্থা মর্ম্মান্তিক। পুলিশ তদন্তের পর মৃতদেহটী আত্মীয়স্বজনের হস্তে সমর্পণ করে।

নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়

আগামী ৭ই ডিসেম্বর নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি বিতরণ উৎসব অনুষ্ঠিত হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। সম্ভবতঃ মিঃ এম আর জয়াকর ঐ সময় কনভোকেশন অভিভাষণ পাঠ করিবেন।

ছায়াচিত্রে কোয়েটার ধ্বংসলীলা

মিঃ হার্ডার কর্ত্তৃক কোয়েটার ধ্বংসলীলার ১০০ ফুট লম্বা চলচ্চিত্রের কার্য্য সমাপ্ত হইয়াছে। ভূমিকম্পের অব্যবহিত পরে মিঃ হার্ডারের জনৈক বন্ধু কর্ত্তৃক ফটো গৃহীত হইয়াছিল। বর্ত্তমানে বোম্বাই নগরে মেয়র ও অন্যান্য বিশিষ্ট নাগরিকগণের সম্মুখে এই চিত্র প্রদর্শিত হইতেছে। বোম্বাই কোয়েটা সেবাকার্য্য তহবিলের সাহায্যার্থ কলিকাতাতে এই চিত্রটী দেখান হইবে। এই ছায়াচিত্রের স্বত্ব বিক্রয়ের জন্য মিঃ হার্ডার বিদেশ হইতে বিস্তর অনুরোধলিপি পাইয়াছেন কিন্তু মিঃ হার্ডার এবিষয়ে সম্মত হন নাই।

পাটের পূর্ব্বাভাষ

কোন জেলায় কত একর জমিতে পাটের চাষ হইয়াছে, তাহা নিম্নে দেওয়া হইল:—

জেলার নাম	গত বৎসর	এবৎসর
বগুড়া	৮১০০০	৫৩০০০
ঢাকা	৩০০০০০	২০৫০০০
বাখরগঞ্জ	৩৪০০০	২৫০০০
চট্টগ্রাম	৩০০	৩০০
কুচবিহার	২৫০০০	১৭৫০০
ত্রিপুরা রাজ্য	১৪০০	১২০০
মেদিনীপুর	৩৫০০	১০০০
হাওড়া	৩৫০০	৩০০০
ময়মনসিংহ	৬২৫০০০	৪৬০০০০
বিহার ও উড়িষ্যা	১৭০৮০০	১৪২০০

বাঙ্গলা, বিহার ও আসাম

আসামে কত একর জমিতে পাটের চাষ হইয়াছে তাহার আনুমানিক হিসাব বাহির হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন বাঙ্গলার কতকগুলি জেলার হিসাবও ক্রমে ক্রমে বাহির হইয়াছে অতঃপর গবর্ণমেণ্ট জানাইয়াছেন, আগামী ১০ই জুলাই মধ্যাহ্ন ১২টার সময় কলিকাতার রাইটার্স বিল্ডিংসে একসঙ্গে বাঙ্গলা, বিহার উড়িষ্যা ও আসামের পাটচাষের প্রাথমিক পূর্ব্বাভাষ প্রকাশ করা হইবে।

শিলংয়ে ভীষণ মোটর দুর্ঘটনা

গত শনিবার শিলং হইতে ২৫ মাইল দূরে শ্রীহট্ট শিলং রোডে এক ভীষণ মোটর দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে। প্রকাশ, চারিজন যাত্রীসহ একখানা মোটর রাস্তাচ্যুত হইয়া ২৫০ গজ নীচে এক খাদের মধ্যে পড়িয়া যায়। যাত্রীরা তৎক্ষণাৎ মারা গিয়াছে। মোটরখানা চুরমার হইয়া গিয়াছে। অনেক চেষ্টা করিয়াও মৃতদেহ উদ্ধার করা যায় নাই।

নেপাল মেল ডাকাতি

রক্সৌল হইতে ৬ মাইল উত্তরে বক্সনোর নিকটে মেল ডাকাতি সম্পর্কে যে সব লোককে দোষী বলিয়া মনে হয়, তাহাদের উপর রক্সৌলের সাব-ইন্সপেক্টর বাবু গজেন্দ্র প্রসাদসিংহ নজর রাখে। গতকল্য তিনি পার্ব্বতী থানাগুলি হইতে বহু পুলিশ লইয়া পুরুষর এবং শিলয়া গ্রামের অনেকগুলি বাড়ীতে একই সাথে খানাতল্লাস করেন। ইহার ফলে পুরুষর গ্রামের ইন্দ্রকত মিশ্রের বাড়ীতে এক হাজার টাকার ডিমান্ড গবর্ণমেণ্ট কারেন্সী নোট পাওয়া গিয়াছে। প্রকাশ, ইন্দ্রকত দলের ৭ জনের নাম স্বীকার করিয়াছে। ইন্দ্রকত, দামী এবং কেশব দফাদারকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। অপর ৩ জন পলাতক আছে। সমস্ত দলটির আত্মসমাজের চেষ্টা চলিতেছে।

জাল সাধুর কীর্ত্তি

কি ভাবে একজন জাল সাধু একজন নিরীহ ষ্টিমার কোম্পানীর কর্ম্মচারীকে প্রবঞ্চনা করিয়া নগদ অর্থ ও বহুবিধ তৈজসপত্রাদি লইয়া উধাও হইয়াছে তাহার এক চমকপ্রদ বিবরণ পাওয়া গিয়াছে।

চাঁদপুর ঘাটের ষ্টিমার কোম্পানীর কর্ম্মচারী শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য পারিবারিক অশান্তি, অসুখ-বিসুখ প্রভৃতিতে কষ্ট মনে দিন কাটাইতেছিলেন। প্রকাশ, এক ভদ্রলোক তাহাকে এক বড় সাধুর সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দেন। সাধু গৃহশান্তির জন্য এক কালীপূজার ব্যবস্থা দেন এবং বহু চাকুরী ও নগদ একলক্ষ টাকা পূজাবারা লাভ হইবে বলিয়া বলেন। পূজার খরচ বাবদ সাধু ২৫০ টাকা দাবী করেন এবং ক্রমশঃ ১৩৬৲ নগদ, ২৬ খানা নূতন বস্ত্র, বহুবিধ তৈজসপত্রসহ প্রভৃতি গ্রহণ করিয়া পূজার নির্দ্দিষ্ট দিনে সাধু গা ঢাকা দেয়।

শিলীগুড়ীতে অতিবৃষ্টি

গত ৩০শে জুন হইতে শিলীগুড়ীতে অবিরাম মুষল ধারায় বৃষ্টি হইতেছে। তিস্তা উপত্যকা অঞ্চলের সংবাদে প্রকাশ শিলীগুড়ী হইতে কালিম্পং যাইবার রাস্তার ১৫শ মাইলে পাহাড় ধসিয়া পড়ায় শিলীগুড়ী ও কালিম্পংয়ের মধ্যে মোটর চলাচল বন্ধ হইয়াছে। রাস্তা পরিষ্কার করিতে কয়েকদিন লাগিবে। ডি এইচ রেলওয়ে লাইন নিরাপদ আছে।

ঘূর্ণিবাত্যায় দুইজনের মৃত্যু

চন্দনীর এক সংবাদে প্রকাশ, গত শুক্রবার এক ভীষণ ঘূর্ণিবাত্যায় ফলে দুই ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে।

দুইজন শ্রমিকের শোচনীয় মৃত্যু

নগরের গোরাকাটক অঞ্চলে দুইজন শ্রমিক এক গৃহ নির্ম্মাণ করিবার সময় শোচনীয়ভাবে মারা গিয়াছে। প্রকাশ, শ্রমিকদ্বয় যাহার উপর ভর করিয়া কাজ করিতেছিল তাহারা সরিয়া যায়, ফলে তাহারা পড়িয়া গিয়া তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

— পারমার্থিক পত্র —

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম 'বৃন্দাবনং',
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১০ম বর্ষ | ২০ বামন | গৌরাব্দ ৪৪৯, ২১শে আষাঢ় বঙ্গাব্দ ১৩৪২, ৬ই জুলাই ইং ১৯৩৫ | শনিবার | ১০৭২তম সংখ্যা

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিরহ-তিথি-পূজা

কলিকাতায়

বিগত ১৫ই আষাঢ় ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমৎ সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের একবিংশ অপ্রকট-তিথিতে শ্রীগৌড়ীয়মঠে বিরহোৎসব হইয়াছিল।

উক্ত দিবস সারস্বত নাট্যমন্দিরে উচ্চ মঞ্চোপরি শ্রীমৎ ঠাকুরের আলেখ্য বিচিত্র পুষ্প-চন্দন ও বৈদ্যুতিক আলোক-মালা দ্বারা সুসজ্জিত করা হইয়াছিল।

উক্ত দিবস বহু শিক্ষিত ব্যক্তি বিরহোৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। প্রথমতঃ গুর্বষ্টক ও পঞ্চতত্ত্ব কীর্তনের পর উপদেশক আচার্য্য শ্রীপাদ কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ যদুনন্দন দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ হরিপদ বিদ্যারত্ন এম্-এ, বি-এল ও মহামহোপদেশক অধ্যাপক আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল এম্-এ ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিসুধাকর মহোদয়ত্রয় ঠাকুরের জীবনী ও বিভিন্ন অবদানের বিষয় উল্লেখ পূর্বক বক্তৃতা করেন। পরে 'যে আনিল প্রেমধন করুণা প্রচুর' এই বিরহসূচক কীর্তনের পর সভা ভঙ্গ হয়। উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল।

ককুরে

বিগত ১৫ই আষাঢ় শ্রীধাম মায়াপুরস্থিত আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠে এবং শাখামঠ শ্রীব্রজানন্দ-গৌড়ীয়মঠে বর্তমান যুগের শুদ্ধভক্তি-প্রচারের মূলপুরুষ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিরহ-মহামহোৎসব সমারোহের সহিত সংকীর্তনমুখে সুসম্পন্ন হইয়াছে। উক্ত বিরহ-উৎসব উপলক্ষে ঐ দিবস ব্রাহ্মমুহূর্ত হইতে মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত যথাক্রমে শ্রীগৌর ও গৌরভক্তের মহিমা কীর্তন, বিরহ-গীতি ও নাম-সংকীর্তন, হিন্দী এবং ইংরাজী ও বঙ্গ ভাষায় ঠাকুরের আচার-প্রচার-বৈশিষ্ট্য-বিবৃতি বক্তৃতা ও সমাগত ব্রাহ্মণাদি বর্ণনির্বিশেষে বহু আবাল-বৃদ্ধ-বনিতাকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছে। উৎসবে যোগদানকারী বহু আহ্বান সজ্জন ও বিশিষ্ট ভদ্রমহোদয় এবং ভদ্রমহিলাগণ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারীর জয়গানে মঠপ্রাঙ্গণ মুখরিত করিয়া শ্রদ্ধাসহকারে মহাপ্রসাদ সম্মান পূর্বক বিপুল তৃপ্তি অর্জন করিয়াছেন।

পাটনায়

গত ৩০শে জুন নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমৎ সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিরহমহামহোৎসব মহাসমারোহের সহিত অতি সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে বিঠাপুর হাউসের সুবিস্তৃত প্রাঙ্গণে এক বিরাট সভার অধিবেশন হয়। উক্ত সভায় সভাপতির পদে বৃত হন নব-কর্ত্তা শ্রীযুক্ত নন্দকিশোর চৌধুরী। সভাপতির নির্দেশানুসারে শ্রীযুক্ত ব্রজেশ্বরী প্রসাদ হ্যাডভোকেট মহোদয় প্রায় পৌণে এক ঘণ্টাকাল শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমন্দোদয়দয়ার ফলে বিশ্বের সর্বত্র বর্তমানে যে প্রকারে শুদ্ধ ভক্তির কথা প্রচার হইতেছে তাহা হিন্দিভাষায় আবেগভরে কীর্তন করেন। তৎপরে শ্রীপাদ নিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী কাব্যভূষণ মহোদয় ঠাকুরের অতিমর্ত্ত্য চরিত্র সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। অনন্তর সভাপতি মহোদয় তাঁহার অভিভাষণে গৌড়ীয়মঠাচার্য্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের ও তদনুগজনগণের অলৌকিক শক্তি ও পাণ্ডিত্যের এক বিশ্বব্যাপী প্রচারের বিষয় বর্ণন করেন। তৎপর শ্রীগৌড়ীয়মঠের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত ব্রজেশ্বরী প্রসাদ হ্যাডভোকেট মহোদয় সভাপতি মহোদয়কে ধন্যবাদ প্রদান করেন। তৎপরে সভা ভঙ্গ হয়। উক্ত সভায় আর্য্যসমাজের নেতা রায় বাহাদুর ব্রজনন্দন সিং ডেপুটি কমিশনার, বহু উকিল এবং বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বক্তৃতা শ্রবণ করিয়াছেন। তাঁহাদের সকলকেই মহাপ্রসাদ প্রদান করা হইয়াছে। তৎপর-দিবস প্রাতে প্রায় দুই শত কাঙ্গালীকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছে। এই উৎসবে শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ দাসাধিকারী ও শ্রীযুক্ত যদুনন্দনপ্রসাদ দাসাধিকারী মহোদয়দ্বয়ের সেবাচেষ্টা বিশেষ প্রশংসার্হ।

এলাহাবাদে

গত ১৫ই আষাঢ় প্রয়াগ শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অপ্রকট-তিথিমহোৎসব বিশেষ সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। ঐ দিবস ঠাকুরের মধ্যাহ্নিকের পর মঠসেবকগণ মিলিতকণ্ঠে মহাজনপদাবলী কীর্তন করেন। তৎপরে মঠরক্ষক মহোদয় ঠাকুরের অতিমর্ত্ত্য-জীবনী সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা করিয়া মহাভাগবতগণের আবির্ভাব ও তিরোভাব-তত্ত্ব ও ঠাকুরের অবদানের কথার বিষয় বর্ণন করেন। অতঃপর সমাগত নিমন্ত্রিত অনিমন্ত্রিত সকল ব্যক্তিকেই বিচিত্র মহাপ্রসাদ প্রদান করা হয়। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের কৃপাপ্রাপ্ত ভক্ত শ্রীযুক্ত রাধাচন্দ্র ঘোষ মহাশয় উৎসবের ব্যয়ভার বহন করিয়াছেন।

আসাম প্রদেশে

গত ২০শে জুন আসামপ্রদেশস্থ সরভোগ শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিরহ-মহোৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে অনেকক্ষণ যাবৎ মহাজন-পদাবলী কীর্তন হইয়াছে। তৎপরে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিলাস আশ্রম মহারাজ শ্রীচৈতন্য-ভাগবত হইতে আদিখণ্ডের বিষয় পাঠ করেন। অপরাহ্ণে একটি সভার আয়োজন হয়। তাহাতে উচ্চমঞ্চোপরি শ্রীল ভক্তি-বিনোদ ঠাকুরের আলেখ্য নানাবিধ পুষ্প-মাল্যে সুশোভিত করা হইয়াছিল। ঐ সভায় স্বামীজী 'ঠাকুরের দয়া' সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। তৎপরে বিরহ-সূচক কীর্তন হয়। পরিশেষে সন্ধ্যারাত্রিকের পর সমাগত প্রায় দুইশত সজ্জন ব্যক্তিকে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্বিকাগিরিধারীর [illegible]রূপে বিচিত্র মহাপ্রসাদ প্রদান করা হয়।

ঢাকাতে

ঢাকায় ১৫ই আষাঢ়, ১৩৪২

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিরহ-তিথি অন্যান্য বৎসরের ন্যায় যথাযোগ্য অনুষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ হইতে বিবিধ পাঠ, কীর্তন এবং পরে মহাপ্রসাদ বিতরণ হইয়াছিল।

আসামে প্রচার

গত ২৩শে জুন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিলাস আশ্রম মহারাজ কামরূপ জেলার অন্তর্গত কাকাটি গ্রামে পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত ভবেশ্বর দাস মহাশয়ের ভবনে উপস্থিত হন এবং তৎপরদিবস বেলা ৩টার সময় তাঁহার বাড়ীতে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে পঞ্চতত্ত্ব, শ্রীগুরুতত্ত্ব, শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দের মাহাত্ম্য প্রভৃতি পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

বুক আমার পাতে, যাবে' জান সর্বকাল। আত্মনিবেদন-দৈন্যে ঘুচাও জঞ্জাল।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২০ বামন অথবা শ্রীগৌরাব্দ ৪৪৯

চিত্তবিভ্রম

মাদকদ্রব্য-সেবন, বড় রিপুর প্রাবল্য, নাস্তিকতা ও জড়তা প্রভৃতি চিত্তবিভ্রমের কারণ। মাদকদ্রব্য-সেবনদ্বারা জগতে কি-প্রকার ভীষণ অনিষ্ট সাধিত হইতেছে তাহা ইতিহাস ও সংবাদপত্র পড়িলেই বেশ জানিতে পারা যায়। অবশ্য এরূপ অনেক নৃশংস ঘটনাও মাদকসেবীদ্বারা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে যাহা সর্বত্র প্রচারিত হয় না। বস্তুতঃপক্ষে মাদকদ্রব্যকে আশ্রয় করিয়াই প্রায় সকল পাপই অবস্থিত। মদ, গাঁজা, সিদ্ধি, চরস, অহিফেন, তামাক ও গুবাক প্রভৃতি মাদকদ্রব্য মধ্যে পরিগণিত। কোন কোন মাদকদ্রব্য এরূপ উগ্র যে, তাহাতে সহজেই স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়া থাকে। অহিফেন চিত্তকে অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ করিয়া পশুবৎ করিয়া ফেলে। তামাক সেবনেও মন জড়ীভূত হইয়া থাকে। সুতরাং মাদকদ্রব্যের সংস্পর্শে যে কাহারও যাওয়া উচিত নহে তাহা সকলেরই হৃদয়ঙ্গম হওয়া উচিত।

কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্য—এই ছয়টী রিপু চিত্তের প্রধান শত্রু। মানবের দুর্ভাগ্যবশতঃ ইহারা চিত্ত অধিকার করিয়া পাপপ্রবৃত্তির উদয় করাইয়া থাকে। ভগবদ্ভক্তের জন্য দেহযাত্রা-নির্ব্বাহার্থ যে অর্থ ও দ্রব্যাদির প্রয়োজন তদতিরিক্ত জিনিষের জন্য যে বাসনা উদয় হয় তাহাকে কাম বলা হইয়া থাকে। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী কামের একটী চমৎকার সংজ্ঞা দিয়াছেন—"আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছা তারে বলি কাম।" ভগবদ্ভজন উদ্দিষ্ট বিষয় না হইলে শরীরকে শুধু ব্যাধি প্রভৃতি হইতে নির্ম্মুক্ত রাখিবার জন্য দেহযাত্রোপযোগী দ্রব্যাদি গ্রহণ করিলেও কামের কবল হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না। কামনার অতৃপ্তিতে ক্রোধের উদয় হইয়া থাকে। ক্রোধের ফলে মানব হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হইয়া কলহ, কটূবাক্য ও অন্যের প্রতি আঘাত, আত্মঘাত প্রভৃতি পাপকার্য্য করিয়া থাকে। কামনা-পূরণের সহায়করূপে লোভ বিদ্বেষে উপস্থিত হইয়া বিষভুক্তপয়োমুখরূপে আত্মপ্রকাশ করে। লোভী ব্যক্তি না করিতে পারে এ প্রকার অন্যায় কার্য্য অতি অল্পই আছে। মোহেরই বন্ধু মদ। আপনাকে বড় বলিয়া জানিবার যে প্রবৃত্তি তাহাই মদ। আপনাকে সর্বদা সত্যই ক্ষুদ্রজ্ঞান হইলে বিনয় হৃদয়ে পূর্ণ হয়। অন্যকে মদ বীর বিক্রম পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। বস্তুতঃপক্ষে নিজেকে অবুদ্ধিৎ জীবাত্মাভাবে ভগবৎসেবায় নিযুক্ত হইলে মদের কবল হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। মোহ কিপ্রকারে অনর্থ উৎপাদন করে তাহা আমরা প্রায়ই দেখিতে পাই। অপরের উন্নতি সহ্য করিতে না পারাই মাৎসর্য্য—এই ছয়টীর যে কোনটী অতি সহজেই চিত্তবিভ্রম করিয়া ফেলে।

চিত্তবিভ্রম হইতেই নাস্তিকতার উদয়। নাস্তিকতা দুইপ্রকারে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে। ভগবান্ নাই বলিয়া নিশ্চয় করা এবং আছে কিনা এরূপ সন্দেহ করা—উভয়ই নাস্তিকতার অন্তর্গত। সুস্থচিত্তে ভগবৎসেবারাশি সর্বদাই বিরাজিত। সেই ভগবানের অস্তিত্বের প্রতি যদি সন্দেহের উদয় হয় তাহা হইলে চিত্ত যে প্রকৃতিস্থ নহে তাহা সহজেই অনুমেয়। এরূপ অনেক ঘটনা দেখা গিয়াছে যাহাতে একই ব্যক্তি সুস্থ অবস্থায় আস্তিক এবং অসুস্থ অবস্থায় নাস্তিক হইয়া পড়িয়াছে। ঐ ব্যক্তিই আবার সুস্থ হইলে শ্রীভগবানের অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন করে। কোন কোন ব্যক্তি উন্মাদ অবস্থায় অহরহঃ 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলিয়া চীৎকার করে কিন্তু কৃষ্ণ কে জিজ্ঞাসিত হইলে বলে যে, আমিই কৃষ্ণ। এই মায়াবাদ-চিন্তাস্রোতও চিত্তবিভ্রমেরই পরিচয়।

জড়তা বা আলস্যও চিত্তবিভ্রমেরই পরিচায়ক। চিত্ত সুস্থ থাকিলে 'কীর্ত্তনীয় সদা হরি'র উদাহরণ তাহাতে পাওয়া যা'য়। অসুস্থ অবস্থায় কৃষ্ণকীর্ত্তন-পরিত্যাগরূপ জড়তা হৃদয়ে অধিকার করিয়া বসে।

শ্রীমদ্ভাগবতে দেখিতে পাই কলি রাজা পরীক্ষিৎ কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইবার সময় চারিটী স্থানের প্রার্থনা করিয়াছিলেন। তাহা দ্যূত, পান, স্ত্রী ও জীবহিংসা। এতদ্ব্যতীত সুবর্ণ বলিয়া একটী স্থান পরীক্ষিৎ কলিকে দিয়াছিলেন। কলির বিক্রমে চিত্তবিভ্রম না হইয়া পারে না। কলির উক্ত স্থানগুলিকে যে আমাদের বিশেষ অসুবিধা ঘটাইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? যেখানে হরিকীর্ত্তন হইতে বিরতি সেই স্থানেই কলি প্রবেশ করিয়া থাকে। আর যেখানে ভগবদ্ভক্তগণ ভগবানের মহিমা কীর্ত্তন করেন তথায় ভগবানের অবস্থিতি। চিত্তবিভ্রম হইতে নিষ্কৃতি পাইতে হইলে সদ্বৈষ্ণব সাধুগণের পাদপদ্ম আশ্রয়ই একমাত্র কৃত্য।

সৎক্রিয়াসারদীপিকা

তৃতীয়-সংস্করণ

এই ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন
গ্রন্থ-বিভাগ শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

"পরমহংস সরস্বতী গোস্বামী"

(২)

সরলভাবে এইরূপ সত্যতা স্বীকার করিলে নিশ্চিত পথে বাকী ক্রিয়াগুলি কার্য্যপরম্পরায় সম্পন্ন হইতে পারিবে।

তৈর্দ্দর্শনীয়াবয়বৈরুদারবিলাসহাসেক্ষিতবামসূক্তৈঃ।
হৃতাত্মনো হৃতপ্রাণাংশ্চ ভক্তিরনিচ্ছতো মে গতিমণ্বীং প্রযুঙ্ক্তে॥

ভগবানই সর্ব্বাকর্ষী শ্রীভগবান্ স্বয়ং। সকল প্রপন্ন ব্যক্তিই তাঁহার আকর্ষণ অনুভব করিবার যোগ্য। কিন্তু ভগবান্ স্বতন্ত্র—স্বেচ্ছাময়। লৌকিক জাগতিক বিচার ও নীতির দ্বারা তিনি বাধ্য নন। ভগবানের প্রতি যাঁহাদের স্বাভাবিক প্রেম নাই, তাঁহাদেরই জন্য ঐসকল বিধিনিষেধ। ঐ বিধি নিষেধ তাঁর পাদপদ্মে পৌঁছিতে পারে না। ভগবান্ যখন কাহাকেও কৃপাপূর্ব্বক নিজের নিকট আকর্ষণ করেন, তখন সেই ব্যক্তি আত্মার মঙ্গলের জন্য বিধিগুলির উপকারিতা আপনা আপনি অনুভব করিতে পারেন। পরমহংস যিনি, অর্থাৎ যিনি ভগবান্‌কে উপলব্ধি করিয়াছেন, তিনি বাধ্যতামূলক কোন বিধি পালন করিতে বাধ্য নন্। শ্রীভগবান্ ঐ সকল বিধি-নিষেধের অতীত। সমস্ত বিধি-নিষেধের অচিন্ত্য উদ্দেশ্য ভগবানের যথেচ্ছাচারিতায় পূর্ণ হয়।

শুদ্ধজীবাত্মার উপর ঐরূপ কোন বিধির বিধান নাই, অপরিমিত কাম্য-জনাদের উপরই ঐ সকল বিধির প্রয়োগ। শ্রীকৃষ্ণের বাল্যকালে ইন্দ্রিয়জ যথেচ্ছাচারিতা থাকার উভয়ে ইন্দ্রিয়সংযমের অভাব আছে, ইহা মানুষ ভুল বুঝিয়াছে। যাঁহার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে, তাঁহা হইতে ইন্দ্রিয়ের স্বাধীনতা কিরূপে নির্বাসিত হইতে পারে? ভগবানের কার্য আমাদের বিচারের বিশেষ অযোগ্য হইবে কেন? এই গোলটা মানব-মেধাকে পীড়িত করিতেছে।

শ্রীনামের সেবকের জাগতিক কোন কার্য নাই। পারমার্থিক কার্য (?) প্রকাশিত হইলেই জড় কার্য আপনা আপনিই আবৃত হয়। পরমার্থজগতে কৃষ্ণই একমাত্র পুরুষ। পারমার্থিক স্ত্রীত্ব আর জাগতিক এক নয়। যাহারা এই দুইকে এক মনে করে তাহারা সমূহ ভ্রমে পতিত হয়।

পারমার্থিক শিক্ষা-প্রার্থীর পক্ষে অপ্রাকৃত লিঙ্গ-বিষয়ে আলোচনা নিষিদ্ধ। প্রাকৃত স্ত্রীপুরুষের সম্বন্ধের সহিত অপ্রাকৃত ব্যাপারের কোন সংস্পর্শ নাই। প্রাকৃত অপ্রাকৃতের বিকৃত ও হেয় প্রতিফলন। এই জগতের স্ত্রীত্ব পরমার্থবিচারে আদৌ স্ত্রীত্ব নহে। পরমার্থ-বিচারে মানব কৃষ্ণসেবাবিমুখ হইলে জাগতিক পুরুষত্ব ও স্ত্রীত্বরূপ অস্বাভাবিক বিচার তাহাদের আত্মাকে অধিকার করিয়া বসে। এই জগতের পুরুষ ও স্ত্রী উভয়েই স্বভাবতঃ অস্বাভাবিক পুরুষ, কারণ উভয়েই স্বয়ং ভোক্তা ও কর্ত্তা। ভোক্তৃত্ব ও কর্তৃত্ব পুরুষেরই ধর্ম। কিন্তু সমস্ত ভোক্তৃত্ব ও কর্ত্তৃত্ব যখন একমাত্র শ্রীকৃষ্ণেই বর্ত্তমান, তখন স্বভাবতঃ তিনিই একমাত্র পুরুষ। আর সমস্ত ব্যক্তিই পরমার্থবিচারে ভোগ্যের সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত।

ভগবান্ সর্ব্বভোক্তা হইলেও জাগতিক জড় বস্তুর ভোক্তা নহেন। জাগতিক সমস্ত সত্তাই ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তির ফল। এই বহিরঙ্গা শক্তি ভগবানের নিকট যাইতে অক্ষম। মানুষের স্থূল দেহ ও মন ঐ বহিরঙ্গা শক্তিকর্ত্তৃক সৃষ্ট। এগুলি ভগবানের ভোগ্য বস্তু নহে। অস্বাভাবিক পুরুষত্ব বদ্ধজীবের একটী রোগ, আর দেহ-মন-প্রাপ্তিটাও ঐ পুরুষত্বের কারণ।

এ জগতের পাঁচ প্রকার সম্বন্ধ বাস্তব জগতেও অনুধাবন করিতে পারা যায়, যথা:—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। শ্রীভগবান্‌ই একমাত্র বিষয় যাঁ'র সহিত ঐ পাঁচ প্রকার সম্বন্ধে জীব সম্বন্ধবিশিষ্ট হইতে পারে। এই পাঁচ প্রকার সম্বন্ধ 'শান্ত' হইতে ক্রমশঃ উচ্চস্তরে অবস্থিত এবং ক্রমশঃ অধিকতর বিস্তৃতের সহিত সংশ্লিষ্ট। এই অনুপাতে জাগতিক সম্বন্ধ সকল পারমার্থিক সম্বন্ধের কোন ধারণা দিতে পারে না।

সেই আনন্দ ও প্রেমময় ভগবানে সমস্ত সম্বন্ধই কেন্দ্রীভূত এবং সেই সকল পরম উপাদেয়, অসীম ও শুদ্ধ মাধুর্য্যপূর্ণ। এ জগতে অবস্থার বিপর্য্যয় থাকায়, অস্বাভাবিক সম্বন্ধের ফলে আমরা দুঃখ-সাগরে নিমগ্ন। জীবাত্মার জড়জগতের প্রতি কোন স্বাভাবিক আসক্তি নাই। কিন্তু বদ্ধজীবের সম্বন্ধগুলি জাগতিক বস্তু-সকল দ্বারা জাগতিক বিষয়েই বাধিত হয়। পরমার্থরুচির এই যে অস্বাভাবিক বিকৃতভাব, যাহা জীবাত্মার নিজস্ব নয়, অর্থাৎ এই যে ভোগেচ্ছা, ইহাই জীবের সমস্ত কষ্ট ও অবনতির মূলীভূত কারণ। জাগতিক অবস্থা হইতে মুক্ত হইয়া স্বাভাবিক পারমার্থিকতার কার্য্যকারিতা লাভ করাই মানবের শিক্ষণীয়।

এই পৃথিবীর সদাচারের দ্বারা বাস্তব সত্যের আভাস অতি নির্দ্দিষ্টই প্রকাশ করিতে পারা যায়। শ্রীসরস্বতী গোস্বামী তাঁহার স্বাভাবিক অবস্থা পরিত্যাগ করিয়া দিবার প্রার্থনা করিবার বিষয়ে বাস্তব সত্যের একমাত্র জীবন্ত প্রতিনিধি। সর্ব্বোচ্চ ভূমিকায় ভক্তের ব্যবহার কোন সঙ্কীর্ণ নিয়মের অধীন করিতে পারা যায় না। তজ্জ

তাঁহার ভক্ত আমার বিচার ব্যতীত অন্য কোন বিধির অধীন নহেন। ভগবান তাঁহাকে স্বভাবের প্রবৃত্তি বশে বিচারের সহিত ভগবৎসেবা করিয়া থাকেন। সেইজন্য ভগবানও তাঁহাদিগকে তাঁহার (ভগবানের) সমস্ত কার্য্যের উপর ক্ষমতা বা কর্তৃত্ব প্রদান করিয়া থাকেন। ভক্ত যদি কোন সেবা গ্রহণ করেন, তবে সেই সেবা ভগবানেরই জন্য, নিজের জন্য নহে। ভক্ত যে সেবা গ্রহণ করেন না, ভগবানও সেই সেবাগ্রহণে পরাঙ্মুখ হন। ভগবান্ ও ভক্তের কার্য্যে কোন পার্থক্য নাই।

বাস্তব সত্যের সেবাবাধা কোন ব্যক্তির বা সমাজের কোন ক্ষতি হইতে পারে না। তবে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, পার্থিব দেবতা দূরীভূত হইয়া অপার্থিব ভক্ত ও ও উপদেবতা আসিয়া উপস্থিত হন, যাহাতে বিশেষ কোন ক্ষতি হয় না। ভক্তের বিনয় বা নম্রতা জাগতিক বিচারে কোন প্রকার রাষ্ট্রীয় চিন্তাস্রোতের জন্য বা মানবসমাজের পরস্পর সম্প্রীতির ক্ষতির জন্য নহে। পারমার্থিক উৎকর্ষের জন্য আছে। ইহাতে কোন অলৌকিক অধিকার-গ্রহণ ভাব নাই। প্রত্যেক ভক্ত আপনাই ভগবৎপ্রতিনিধির আনুগত্যে শিক্ষিত হইতে যান। তাঁহাদের কেহই নিজবলে অপরকে চালিত ও শিক্ষিত করিতে ব্যস্ত নহেন। এই বিচারে ভক্তের নিকট অপর সকলেই শ্রেষ্ঠ। অপরকে তাঁহার চেয়ে হরিসেবায় শ্রেষ্ঠ মনে করেন বলিয়া এই শ্রৌত বিচার আসিয়া থাকে। এইরূপভাবে বাস্তবসত্য তাঁহার প্রতিনিধিগণের দ্বারা তাঁহার পূর্ণ কর্তৃত্ব বজায় রাখেন।

এই জগতে প্রকৃত দয়া নাই। সর্ব্বান্তঃকরণে সত্যের সেবা ব্যতীত দয়া বলিয়া কিছু থাকিতে পারে না। পার্থিব সত্য বা আংশিক সত্যের সেবা বাস্তব সত্যের প্রতি অভক্তির পরিচয়। অন্যান্য জীবের প্রতি উদারাস্থিত হইবার জন্য সংকর্ম আনুগত্য স্বীকার করা আবশ্যক। সামাজিক বা রাজনৈতিক সেবাতে ঈর্ষা আছে। যত কেন বিপদের পাহাড় আসিয়া উপস্থিত হউক না, সত্যের কৃপায় কেবল সত্যেরই সেবা করিব। যদি আমরা বাস্তবিক জগতের সেবা করিতে ইচ্ছুক হই তাহা হইলে এইরূপ বিচার ও প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করা দরকার।

বাস্তব বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে এবং তাঁহার প্রতি আমাদের কৃত্য সম্বন্ধে শ্রীসরস্বতী গোস্বামী আমাদিগের হৃদয়ে আলোক প্রদান করিতে অর্থাৎ শিক্ষিত করিতে সমর্থ। ইহার কারণ এই যে তিনি তাঁহার নিজের ব্যক্তিগত বিচার কখনও ভগবানের ইচ্ছার বিরুদ্ধে প্রয়োগ করেন না, অধিকন্তু তিনি সর্ব্বশিক্ষার মূল প্রবর্ত্তক ভগবান্ হইতে প্রাপ্ত শিক্ষা নিজে গ্রহণ করিয়া অপরকে বিতরণ উদ্দেশ্য-ধারণ করেন। বহুলীলোর বহুতা থাকা সত্ত্বেও শ্রীভগবান্ স্বয়ং শ্রীগুরুরূপে নিজের দিব্য শিক্ষাকে বদ্ধজীবের নিকট প্রকাশিত করেন। শ্রীসরস্বতী গোস্বামী প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাঁহার প্রাপ্য অধিকার দিতে প্রস্তুত আছেন। তিনি কাহারও বিচারের উপর কোন প্রকার নিজ দাবী করিতে ইচ্ছুক নহেন। বাস্তব সত্যের নিকট আমাদের অহৈতুকী ও অব্যবহিত প্রপত্তি প্রদান করা দরকার, কারণ তিনি আমাদের সেবার পরিবর্ত্তে নিজকে পূর্ণভাবে আমাদিগকে দিতে চাহেন।

ইহাতে শ্রীসরস্বতী গোস্বামীর কার্য্যাদি সংক্ষেপে বর্ণিত হইল। জগতের স্তরে স্তরে অপ্রাকৃত সত্যপ্রচারবিষয়ে তাঁহার উপায় নূতন ও অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক। তাঁহার পারমার্থিকমঠসমূহ, সংস্কৃত, বাঙ্গালা ইংরাজী ভাষায় সাহিত্য প্রচার, শিক্ষা-প্রচারক-সম্প্রদায়, দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক পত্রিকাদি প্রচার, স্থানে স্থানে পারমার্থিক সভা-সমিতি গঠন, উৎসবাদি করণ, জনসাধারণকে প্রকৃত পারমার্থিক জীবনযাপনের বিবিধ উপায় শিক্ষা দিবার বিভিন্ন উপায় মাত্র। ইহাতে জাতি, বর্ণ, ধর্ম্ম ও সম্প্রদায়নির্ব্বিশেষে সকলের শিক্ষা বদলের জন্য ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

"হরিভজন এক্ষণেই আরম্ভ করুন"

[শ্রীমধুকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী]

কৃষ্ণবিস্মৃতিবশে কর্ম্মদোষকে চতুরশীতি-যোনি-ভ্রমণকালব্যাপী দেহাত্মাভিমানে যে সুখদুঃখাদি ভোগ জীবের ভাগ্যে সংঘটিত হয়, উহাই জীবের সংসারবন্ধন। বস্তুতঃ কৃষ্ণদাস জীব স্বকীয়-বৃত্তি কৃষ্ণকৈঙ্কর্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক ‘কর্ত্তাহম্’-জ্ঞানে কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া নিজে ভোক্তার আসনের অধিকার লাভে তৎপর হয়। কর্ম্মের অনন্তত্বহেতু তৎফলেরও অশেষত্ব স্বতঃসিদ্ধ; সুতরাং কর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিগণ অনন্ত কর্ম্মফলচক্রে ঘূর্ণায়মান হইয়া সংসার-স্রোতে গা ভাসাইয়া দেয়। এইরূপে সংসারস্রোতকবলিত জীব-সমূহের মধ্যে অধিক সংখ্যক জীবই স্বরূপ-স্মৃতিকে একেবারেই হারাইয়া ফেলে এবং সংসারবন্ধন ব্যতীত অন্য কোন কৃত্য তাহাদের আছে বলিয়া কল্পনাও করিতে পারে না। আর অল্পসংখ্যক জীব কখনও কখনও "আমি কে, আমার কৃত্য কি, আমি কি চিরকালই সংসার ভ্রমণ করিব"? ইত্যাকার-চিন্তাবিশিষ্ট হয়। তন্মধ্যে আবার কেহ কেহ বা বহু-সুকৃতিবলে যখনই ঐরূপ চিন্তা হৃদয়ে উদিত হয়, তৎক্ষণাৎ সংসারকে বিষবৎ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সাধু-মহাজনের সকাশে গমন করিয়া ঐ প্রশ্নসমূহ সম্বন্ধে পরিপ্রশ্নাদিমুখে আত্মকল্যাণ-সরণি আবিষ্কার করে। তাহারা সাধুর নিকট গমন করিলে সাধুগণ জীবের কল্যাণকল্পে ভাগবতী বাণী কীর্ত্তন করেন—

"লব্ধ্বা সুদুর্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে
মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ।
তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাবৎ
নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ॥"

—"অনেক জন্মের পর এই মানবজন্ম লাভ হইয়াছে, সুতরাং ইহা অত্যন্ত দুর্লভ। এই জন্ম অনিত্য হইলেও পরমার্থপ্রদ। অতএব ধীরব্যক্তি যে পর্য্যন্ত মৃত্যু নিকটস্থ না হয়, তৎকালমধ্যে ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া চরম কল্যাণলাভের বা সংসার-নির্ম্মুক্তির জন্য চেষ্টা করিবেন।"

সাধুর মুখে এই কল্যাণপ্রদ বাণী শ্রবণ করিয়া তাঁহারা কৃতার্থতা বরণ করেন। আবার অন্য কেহ কেহ হৃদয়ে পূর্ব্বোক্ত প্রশ্নসমূহের উদয়ে মনে করেন—"আচ্ছা আমার বর্ত্তমানে যে কয়টী কাজ না করিলে নয় এবং যে কয়টী কাজ অর্দ্ধসম্পূর্ণাবস্থায় পড়িয়া আছে, যেমন বিবাহ-কালপ্রাপ্তা কন্যার বিবাহপ্রদান ও পুত্র এবৎসর বি-এ থার্ড ইয়ারে পড়িতেছে তাহাকে বি-এ পাশ করান, কনককান্তি বাবুর নিকট যে ঋণগ্রস্ত আছি তাহা পরিশোধ করা, কামিনী বাবুর মেয়ের (মিত্র মহাশয়ের নাম কামিনী বাবু) জীবিকানির্ব্বাহের একটা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করা প্রভৃতি কাজ না করিলে নয় এবং একটা নূতন বাড়ীনির্ম্মাণ, পুষ্করিণী খনন করা হইতেছে তাহা অর্দ্ধ-সম্পূর্ণ রহিয়াছে, যে চাকুরী করিতেছি, তাহা আর একটী বৎসর করিতে পারিলে পেন্সন পাওয়া যাইবে প্রভৃতি প্রভৃতি, তাহা সমাধা করিয়া পরে ঐ সমস্ত প্রশ্ন সম্বন্ধে আলোচনা করিব এবং যাহা কর্ত্তব্য নির্ণীত হয় তাহা অবশ্যই করিব" এইরূপ মনে করেন। তাঁহারা এমনভাবে মায়ামুগ্ধ হইয়া যান যে, তাঁহাদের বুঝিবার সামর্থ্য থাকে না যে তাঁহাদের শত সহস্র চেষ্টায়ও সংসারের কার্য্যসমূহ তাঁহারা কোনকালেই শেষ করিতে পারিবেন না। ‘এই কাযটী শেষ করিয়া পরমার্থচিন্তা করিব’ এইরূপ ধারণার বশবর্ত্তী হইলে যে ক্রমেই অধিক হইতে অধিকতর কর্ম্মসমূহ তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে চিরতরে কর্ম্ম-পাশেই আবদ্ধ করিয়া রাখিবে, পরমার্থ-চিন্তা করিবার জন্য তাঁহাদিগকে কস্মিন্‌-কালেও অবসর প্রদান করিবে না, ইহা একেবারে বিস্মৃত হন। এই সমস্ত জীবের ভুল ভাঙ্গিবার জন্য সচ্চিদানন্দ শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ নিম্নলিখিত ভাগবতী-গীতিটী গাহিয়াছেন—

জীবন সমাপ্ত-কালে করিব ভজন।
এবে করি গৃহ-সুখ।
কখনো একথা নাহি বলে বিজ্ঞজন।
এ দেহ পতনোন্মুখ॥
আজি বা শতেক বর্ষে অবশ্য মরণ।
নিশ্চিন্ত না থাক ভাই।
যত শীঘ্র পার ভজ শ্রীকৃষ্ণচরণ।
জীবনের ঠিক নাই॥
সংসার নির্ব্বাহ করি’ যাব আমি বৃন্দাবন।
ঋণত্রয় শোধিবারে করিতেছি সুযতন॥
এ আশায় নাহি প্রয়োজন।
এমন দুরাশাবশে, যাবে প্রাণ অবশেষে,
না হইবে দীনবন্ধুচরণ-সেবন॥
যদি সুমঙ্গল চাও সদা কৃষ্ণগুণ গাও।
গৃহে থাক বনে থাক ইথে তর্ক অকারণ॥

সংসারের কৃত্য শেষ করিয়া পরমার্থ-চিন্তা করিব, এরূপ ধারণা বঞ্চিত হইবার কৌশলমাত্র। ভক্তিবিনোদ ঠাকুর অন্য সঙ্গীতেও গাহিয়াছেন—

সংসার-তটিনী স্রোত নহে শেষ
মরণ নিকটে ঘোর।
সব সমাপিয়া ভজিব তোমায়
সে আশা বিফল মোর॥

ক্ষণস্থায়ী জীবন প্রাপ্ত হইয়া অমুক অমুক কার্য্য শেষ করতঃ হরিভজন করিব এরূপ ধারণা কোনমতেই করা উচিত নহে। জীবনস্রোত অবাধগতিতে কালের করাল কবলে নিপতিত হইতেছে। সুতরাং যন্মুহূর্ত্তে আমাদের সংসারের অনিত্যত্ব সম্বন্ধে সাধুগুরুমুখে শ্রবণ করিবার সৌভাগ্য হয় তৎক্ষণাৎই সংসারকে প্রজ্বলিতানলবৎ প্রাণান্তকারী মনে করিয়া উহা পরিত্যাগ করা উচিত এবং সেই মুহূর্ত্তেই সদ্গুরু-পদাশ্রয়পূর্ব্বক শ্রীহরিভজনে রত হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। অনেক মহাজন জীবন-স্রোতের অবাধগতিতে কালসাগরে পতিত হইবার বিষয় স্মরণ করাইয়া আর্ত্তিপ্রদর্শন-পূর্ব্বক কালস্রোতে ভাসমান জীববৃন্দকে ভজনোপদেশ প্রদান করিয়াছেন। যথা,—

চঞ্চল জীবন স্রোত প্রবাহিয়া
কালের সাগরে ধায়।
গেল যে দিবস না আসিবে আর
এবে কৃষ্ণ কি উপায়॥

বস্তুতঃপক্ষে যিনি আত্মমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী তাঁহার সংসার-বিষানলে ক্ষণার্দ্ধকালও অবস্থান করা উচিত নহে। তাই বলিতে-ছিলাম, সংসারের অনিত্যতা যখনই সাধু-গুরুমুখে শুনা যা’য় ঠিক তন্মুহূর্ত্তে হরিভজন আরম্ভ করা উচিত।

শুদ্ধভক্তি মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ

(আকর-মঠরাজ)

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ গজ উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যবর শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্যমঠ বিরাজমান। এই স্থান শাশ্বত-তীর্থ, সরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বত'ভক্তনগরী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরি-নামামৃত ব্যাকরণাদি বেদাঙ্গসমূহের,অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় উঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠ্রাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র 'নদীয়া-প্রকাশ', সাত্বত-সম্প্রদায়ে অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থাদি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতি বৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীসহ কীর্ত্তন-প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি তথায় অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তি-ধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশ্যে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভজনাগারে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দজীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সৎপ্রসঙ্গ-চতুর্দশবেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত,শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হয়। এই মঠ হইতে মহানগরীর সর্ব্বত্র হরিকথা-প্রচার, নগরসঙ্কীর্ত্তন, বক্তৃতা, ব্যাখ্যা ও সঙ্কীর্ত্তন-সভা-মহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান হয়। মঠরক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া সহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী সেবাকোবিদ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী এখানে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান, রক্ষক—শ্রীধনপতি দাসাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—গোবর্দ্ধন বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

(৭) কাজীর সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক।

(৮) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও রাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান দাস ব্রহ্মচারী।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্র নাথ দাসাধিকারী।

(১০) মোদদ্রুম-ছত্র "গৌড়ের নৈমিষ

মাউগাছি, পোঃ ভালুকা, (বর্দ্ধমান)।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান। শ্রীগৌরনিত্যানন্দের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবঙ্কুবিহারী ব্রজবাসী, ভক্তিভূষণ।

(১১) ভেজিয়া বৃন্দাবন

শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী.

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীনদীয়ানন্দ ব্রহ্মচারী

(১২) কুঞ্জকুটীর—পোঃ কৃষ্ণনগর,

নদীয়া। রক্ষক—শ্রীঅমৃতানন্দ অধিকারী

(১৩) ভাগবত-আসন—পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

এই স্থান হইতে ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচারিত হয়। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৪) একায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাসখালি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী ভক্তিবান্ধব।

(১৫) মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(১৬) মাধ্বগৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, পোঃ ঢাকা

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীপাদ কুঞ্জরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ।

(১৭) গোপালজীউ মঠ—কমলাপুর,(ঢাকা)

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিদ্যমান। রক্ষক—শ্রীমদনলাল ব্রজবাসী.

(১৮) নিতাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)।

এখানে শ্রীনিতাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(১৯) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীসুন্দর ভাক্তশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২০) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ,

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাছু, (ঢাকা)

এখানে মহাপ্রভুর শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(২১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীদেবেন্দ্র দাসাধিকারী.

(২২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

কুমুরকোলা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (বাকুড়া)

এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী।

(২৩) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকনিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে গুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিরত্ন।

(২৪) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী।

(২৫) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ বক্সীবাজার, (কটক)

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদবনজীউর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর

(২৬) ভক্তিকুটী-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ কুবলেশ্বর পুরী,

শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন।

(২৭) পুরুষোত্তম মঠ

ভক্তিকুটী, পোঃ পুরী উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদপ্রাণজীউর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীমাধব অধিকারী

(২৮) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগোপীনাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী দাসাধিকারী।

(২৯) রায়রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—শ্রীনিতাইচরণ দাসাধিকারী ভক্তিলোচন।

(৩০) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪৪নং কাঁইকপুরা, বেনারস সিটি

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীমহেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(৩১) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্যাজ্ঞবল্ক্যের জ্যোতী

(৩২) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও গৌরবিনোদ-বিহারজীর সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীসত্যনারায়ণ দাসাধিকারী।

(৩৩) কৃষ্ণচৈতন্য মঠ

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

এখানে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিত্য-সেবা হয়। রক্ষক—শ্রীজনার্দ্দন ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠ

বিশ্রামঘাট মথুরা

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ

(৩৫) রাধাবাজার-সুখদকুঞ্জ—শ্রীরাধাকুণ্ড

রক্ষক—শ্রীরাধারমণচরণদাস ব্রহ্মচারী

(৩৬) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৩৭) গোবর্দ্ধনবিহারী মঠ

গোস্বামী, পোঃ গোহানা, জেলা গুর্জ্জর (পাঞ্জাব) রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৩৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং কুতুব রোড, নিউ দিল্লী।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গুহারণ্য

(৩৯) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল।

এখানে গৌরবিনোদবিহারীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবনগোপাল অধিকারী।

(৪০) সারস্বত-গৌড়ীয় মঠ

ওয়ালটেয়ার মহারাণীপেট, ভাইজাগ, ডি

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন

(৪১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ রায়পেটা মাদ্রাজ।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা রক্ষক—শ্রীপাদ ওমানন্দ ভক্তিবিলাস

(৪২) বোম্বে-গৌড়ীয়-মঠ কার্য্যালয়

গ্রেসাম রোড, চোপাটি বিল্ডিং, বাংলো নং ১, বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত মজুমদার

(৪৩) অমরকিং গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমরকিং, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীকেশব দাস অধিকারী

(৪৪) মহাযোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্চকা, কামরূপ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী

(৪৫) পাটনা গৌড়ীয় মঠ

১০০ মিঠাপুরা, পাটনা।

রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী বাগভূষণ

(৪৬) গয়া গৌড়ীয় মঠ

হিল সাইড, চার্চ রোড, গয়া

রক্ষক—উপদেশক শ্রীসর্ব্বেশ্বর দাসবন্ধু

(৪৭) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠ বালেশ্বর

রক্ষক—শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয়

৩ গ্রীষ্টার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন, এস ডাব্লু ৭, লণ্ডন

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় ।

(৪৯) বার্লিন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

Berlin W. 30

Eisenacher strasse 29 I;

(৫০) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

৩৫০ নং অলগরাউঠী ষ্ট্রীট রেঙ্গুণ।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

[illegible] প্রকাশিত

১। শ্রীচৈতন্যভাগবত,—সচিত্র ৪০৲
প্রথম [illegible] খণ্ড পর্যন্ত ২৮৲
[illegible] খণ্ডেতে প্রাপ্তব্য ৷৵০
২। [illegible] শ্রীচৈতন্যভাগবত ৩৲
৩। অনুভাষ্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৩৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড [illegible] ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ ৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—১৲; ২য় খণ্ড ৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব—১৲
৮। বৃহদ্ভাগবতামৃত—দীপিকা ও সংস্কৃত-দীপিকা ৩।০
৯। জৈবধর্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিচার-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ।০
১৮। [illegible] ।০
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵০
২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৷৵০
২২। ভজন-রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ ও (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
২৬। গীতার কেবল মূল-ভাষা ।০
২৭। [illegible] ২৲
২৮। [illegible] ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸
৩০। [illegible] ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৶০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা /১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। [illegible] ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা [illegible] ।০
৪০। শরণাগতি /০
৪১। গীতাবলী /০
৪২। [illegible] ১।০
৪৩। [illegible] /০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /০
৪৫। নবদ্বীপশতক /০
৪৬। অর্চ্চনপদ্ধতি /০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ /০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) /১০
৪৯। অর্থপঞ্চক /১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ০
৫৫। [illegible] বা [illegible] ।০
৫৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? /০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণবোধ ৶০
৫৯। শিক্ষাপ্রদীপ ৵০
৬০। মায়াবাদী /০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যলীলামৃত সারঃ ।০
৬১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৬২। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৬৩। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৪। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৷৵০
৬৫। গৌড়ীয়মঠ পরিচয়ঃ /০
৬৬। মায়াবাদশতদূষণী ৶০

ইংরাজী ভাষায় গ্রন্থ

৬৭। রায় রামানন্দ ।০
৬৮। এ ফিউ ওয়ার্ডস্ অন্ বেদান্ত ।০
৬৯। [illegible] ।০
৭০। বেদান্ত—ইট্স্ মরফলজি অ্যাণ্ড অণ্টলজি ।০
৭১। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস্ ৷৵০
৭২। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।০
৭৩। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৪। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং /০
৭৫। দি ভাগবত ।০
৭৬। থিয়োটিক প্রিন্সিপল্স অ্যাণ্ড [illegible] ।০
৭৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২।০
৭৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (অনুবাদ) ১৫৲

॥ [illegible] প্রকাশিত

৭৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮০। সাধন-পথ ।০
৮১। কল্যাণ-কল্পতরু /১০
৮২। গীতাবলী /০
৮৩। শরণাগতি /০

[illegible] ভাষায় প্রকাশিত

৮৪। শরণাগতি /০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় বন্ধু পল্লীবাসীর [illegible] একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার [illegible] অভাব বাধক। [illegible] সংযুক্ত [illegible] এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার [illegible] হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ আনা, বড় বোতল ১৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।
অথবা
পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের
অভিনব আবিষ্কার

ফাউণ্টেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউণ্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। উহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।
জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং
কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার কলিকাতা

“ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব”

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণে লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। [illegible] গ্রন্থে বর্ণমালার ও শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও
ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিসুধাকর ভাগবতী এল, এম, এস, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

[ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, মহোদয়ের গ্রেষণা এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ লেখনীর অদ্ভুত আবাহন করিয়া প্রকাশিত হইল এবং ইহা শ্রীচৈতন্যের জীবনচরিত-সাহিত্যে এক বিরাট, অনন্য ও অপূর্ব গ্রন্থ। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সাহিত্যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের আলোচনা সম্বন্ধে ... অধ্যায়, ... পৃষ্ঠায় গ্রন্থ ও বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সভাপতি গোস্বামী প্রভুপাদের লিখিত মুখবন্ধ (Forward) প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সংক্ষিপ্ত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জেলা—নদীয়া।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। প্রতি খণ্ড ৩ টাকা ভিক্ষায় কলিকাতা বাগবাজার গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। বৈষ্ণবধর্ম্ম শ্রীগৌরমঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৷০

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত মধুসূদন মহাজন সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিত্যানন্দ সেবাতীর্থ বি-এল, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া গৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল শ্লোক অন্বয় এবং তাহার বঙ্গানুবাদ ও ভক্তিরসাচার্য্যের সহ মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। আর্ট পেপারে ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৩৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোক সূচী, পদসূচী, গ্রন্থসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়সূচী, স্থানসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচীপত্র। সমগ্র শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট সংস্করণ জগতের কোথায়ও আর সমাজ প্রকাশিত হয় নাই, যাহা নিরপেক্ষ পাঠক মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৫৩,	১০—৩১,	১৩—২২	১৭—৩৮,	১৯—৩৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—০৫
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩০,	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—১২

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

শনিবার ব্যতীত প্রত্যহ

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১২-১০	১২-৩৪	১৫-৩৪	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫০	৯-৩০	১২-১৯	১২-৪২	১৫-৪৩	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২০	১০-০	১২-৫১	১৩-১২	১৬-১০	১৯-১১

সচিত্র

নবদ্বীপ পঞ্জিকা

ভিক্ষা—মাত্র ৵০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ

পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

রবিনসনের 'পেটেন্ট' বার্লি সময়ের রুচি রক্ষা করে

একশত বৎসরের অধিক দিন ধরিয়া ইহা পৃথিবীর সর্ব্বোৎকৃষ্ট বার্লি জল এবং বার্লি কাঞ্জি রূপে পরিগণিত হইয়াছে

২ ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'শ্রীমায়া' নবদ্বীপ

দৈনিক

REG. C. No 1544

চৈতন্যোপনিষদ্
বহু অন্বেষণে মূল ও অনুবাদসহ প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি উত্তম। ভিক্ষা ।০ মাত্র।
শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

“গৌড়ীয়”
৭ম বর্ষ হইতে ১১শ বর্ষ পর্যন্ত প্রতি বর্ষ কাপড়ে বাঁধাই ভিক্ষা ৩।০ মাত্র।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ
বাগবাজার, কলিকাতা

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচারিত-নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১০ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২৩শে আষাঢ়, সোমবার ১৩৪২, ৮ই জুলাই ১৯৩৫ [১০৮তম সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

—:০:—

নদীয়ায় গোমড়ক
গ্রামবাসীদের অবর্ণনীয় দুর্দশা

গত ১৯শে আষাঢ় হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের নিকট শ্রীবাসপুর-গ্রামে ভীষণভাবে গোমড়ক আরম্ভ হইয়াছে। গত ১৯শে আষাঢ় রাখালগণ নিয়মিত গোচারণের পর গোপাল লইয়া গোধূলিতে গৃহে ফিরিয়া আসিতেছিল, এমন সময় হঠাৎ দুইটি গরু গোয়ালজাত হইয়া সেই স্থানেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। পরদিন ও ঠিক একইরূপে আরও কয়েকটি গরু অল্পক্ষণের মধ্যেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এক স্থানেই কয়েকটি গৃহস্থ পরিবারের গরুগুলি এইরূপ অস্বাভাবিকভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ায় তাহাদের অত্যন্ত দুর্দশা উপস্থিত হইয়াছে। যাহাদের কৃষিকার্যের উপর গৃহস্থের জীবিকা নির্ভর করিত, তাহাদের মৃত্যু সহ্য করিতে না পারিয়া আকুল আর্তনাদে তাহারা গগন কম্পিত করিয়া তুলিয়াছিল। এই মড়কের কারণ জানা যায় নাই তবে খাদ্যদ্রব্যে বিষাক্ত দ্রব্য ছিল বা কোনও সংক্রামক ব্যাধিতে গরুগুলি আক্রান্ত হইয়াছে বলিয়া অনেকে অনুমান করিতেছেন।

—

৩৬০০ তোলা রৌপ্য উদ্ধার

গত ১লা জুলাই টাঁকশাল রোডে শুল্ক-বিভাগের কর্তৃপক্ষ এক ব্যক্তির নিকট হইতে ৩৬০০ তোলা রৌপ্য হস্তগত করিয়াছে। ঐ রৌপ্য পণ্ডিচারী হইতে গোপনে আমদানী করা হইয়াছে বলিয়া সন্দেহ করা হইতেছে। একখানা রিক্সায় ঐ রৌপ্য লইয়া যাওয়া হইতেছিল। ঐ সম্পর্কে তদন্ত চলিতেছে।

মাঞ্চুকো সীমান্তে গোলযোগ
রুশিয়ার তীব্র প্রতিবাদ

মাঞ্চুরিয়া ও সোভিয়েট-রুশিয়ার সীমান্তে কয়েকটি ঘটনার ফলে সোভিয়েট-রুশিয়া জাপানের নিকট তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়াছে। সীমান্ত ঘটনার একটি তালিকা দিয়া প্রতিবাদলিপিতে বলা হইয়াছে, সোভিয়েট সীমানার মধ্যে মাঞ্চুরিয়া ও জাপানী সৈন্যগণ কর্তৃক চারজন সোভিয়েট কুলী নিহত হইয়াছে। উপরোক্ত ঘটনার প্রমাণ এই যে, সোভিয়েট-রুশিয়া ও জাপানের মধ্যে কলহ সৃষ্টি করাই স্থানীয় মাঞ্চুরিয়া কর্তৃপক্ষের ইচ্ছা। প্রতিবাদলিপিতে আরও বলা হইয়াছে যে, সোভিয়েট রুশিয়ার সীমানার অন্তর্ভুক্ত সমুদ্রে মাঞ্চুরিয় এবং জাপানী জাহাজ চলাচলের অনুমতি সোভিয়েট-রুশিয়া দিতে পারে না এবং ইহার ফলে কিছু ঘটিলে জাপান ও মাঞ্চুরিয়া কর্তৃপক্ষ তাহার জন্য দায়ী হইবে।

—

রথযাত্রা উৎসব নির্বিঘ্নে সম্পন্ন

এবৎসর পুরীতে রথযাত্রা উৎসব নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়াছে। অন্যান্য বারের মত এবারও ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে আগত যাত্রীর ভীড় দেখা গিয়াছে। সেদিন সারাদিন আকাশের অবস্থা বেশ ভালই ছিল। কিন্তু প্রচণ্ড রৌদ্রে যাত্রীদের বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছে।

বিপন্ন সাহায্য প্রতিষ্ঠানের স্বেচ্ছাসেবকবৃন্দ যাত্রীদের সুবিধার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন। কয়েকজন যাত্রী ভীড়ের মধ্যে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিল—তাহাদের যথাযথভাবে হাসপাতালে স্থানান্তরের ও চিকিৎসার ব্যবস্থা হয়।

শূন্যমার্গে ২৭ দিন
পৃথিবীর রেকর্ড ভঙ্গের উদ্যম

মেরিডিয়ান (মিসিসিপি) হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে, ফ্রেড কি এবং অল কি নামক দুই ভ্রাতা বিমানপোতে চড়িয়া আকাশে উড়িয়া বেড়াইতেছেন। নীচে না নামিয়া একাদিক্রমে কত বেশী সময় শূন্যমার্গে অবস্থান করা যায়, তাহার প্রতিযোগিতায় "রেকর্ড" স্থাপন করাই এই দুই ভাইয়ের উদ্দেশ্য। ১৯৩০ সালে জ্যাকসন একাদিক্রমে ৬৪৭ ঘণ্টা ২৮ মিনিট আকাশে উড়িয়া ছিলেন। কিন্তু ভাতৃদ্বয় এ পর্যন্ত ২৭ দিন একাদিক্রমে আকাশে উড়িতেছেন। ইতিমধ্যেই তাঁহারা পৃথিবীর "রেকর্ড" ভঙ্গ করিয়াছেন।

ব্যবসায়ে বাঙ্গালীর কৃতিত্ব

গত ২রা জুলাই বিকাল ৫। ঘটিকার সময় ২৫৯ নং আপার চিৎপুর রোডের জুয়েলার্স 'মধুসূদন চৌধুরী এণ্ড সন্স' এর ২১১।১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে নূতন শো-রুমের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য রায় জে সি সেন বাহাদুর মহাশয় বলেন যে, এই কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা মধুসূদন চৌধুরী সামান্য একটাকা চৌদ্দ আনা মাত্র পুঁজি নিয়া এই কারবার আরম্ভ করেন এবং কর্মনিপুণতা ফলে আজ তিনি একবড় কারবারের মালিক হইয়াছেন। উক্ত অনুষ্ঠানে বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি যোগদান করিয়াছিলেন।

—

বাঙ্গলায় ডাকাতি

জুন মাসের তৃতীয় সপ্তাহে বাঙ্গলার বিভিন্ন জিলায় ১৩টী ডাকাতির সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। চব্বিশপরগণা, বাখরগঞ্জ ও চট্টগ্রাম জিলায় ২টী করিয়া এবং বীরভূম, হুগলী, যশোহ, নদীয়া, দিনাজপুর রাজসাহী

সামরিক গুপ্তকথা প্রকাশ করার ফল
জার্মাণীতে দুইজনের প্রাণদণ্ড

সামরিক বিভাগের গুপ্ত সংবাদ প্রকাশ করার জন্য নাৎসী আইন অনুযায়ী যে চরম দণ্ডের বিধান রহিয়াছে তদনুসারে রুডো লিওনো (৩২) এবং উইলহেলমসহেভেন নিবাসী টমস রেকস নামক দুই ব্যক্তি পিপলস্ ট্রাইবুনাল কর্তৃক প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়। সেদিন প্রাতঃকালে বার্লিনে তাহাদের প্রাণদণ্ড হইয়া গিয়াছে। উক্ত অভিযোগে অভিযুক্ত উইলহেলম ব্যাটেস নামক তৃতীয় ব্যক্তি যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে।

শিলিগুড়ীতে প্রবল বৃষ্টি

গত ১লা জুলাই হইতে শিলিগুড়ীতে প্রবল বারিপাত হইতেছে। নিম্ন স্থানসমূহ জল জমিয়া গিয়াছে। কার্শিয়াংয়ে যাইবার মোটরের রাস্তা এখনও বন্ধই আছে। ২রা জুলাই দার্জিলিং হিমালয় রেলপথের তিস্তাভেলী শাখার সেভোক এবং রিয়াংয়ের মধ্যে অনেক বকম মাটি ধ্বসিয়া পড়িয়াছে। কলিকাতার ডাকসহ কালিম্পংগামী আপ-ট্রেণখানি পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতে হয়। উক্ত ট্রেণখানি রিয়াংয়ে ৬ ঘণ্টা পরে পৌছে। রেলপথের ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ মাটির স্তূপ পরিষ্কারের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু উহা কখন যে পরিষ্কার হইবে এবং কোন সময় যে পুনরায় যথারীতি গাড়ী চলাচল আরম্ভ হইবে তাহার কোনই নিশ্চয়তা নাই।

ঢাকা ফরিদপুর ও ময়মনসিংহে একটী করিয়া ডাকাতি হইয়াছে। দুইটী ডাকাতি সম্পর্কে জানা গিয়াছে যে, দস্যুগণ আগ্নেয়াস্ত্রে সজ্জিত ছিল এবং একটী ডাকাতিতে গৃহস্থের একটী বন্দুক লুঠ হইয়াছে।

নমো ভগবতে নারায়ণায়

২৩শে আষাঢ়, সোমবার ১৩৪২

একটীর পর একটী করিয়া বিপদাপদ এদেশে লাগিয়াই আছে; একটীর কবল হইতে উদ্ধার পাইতে না পাইতে, একটী বিপদের ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি মনের মধ্যে জাগরুক থাকিতে থাকিতেই নবতর বিপদ আসিয়া দেশবাসীকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছে। এমনি করিয়াই চলিয়াছে এ দেশের জীবন! ভূমিকম্প, জলপ্লাবন, দুর্ভিক্ষ একটীর পর একটী আসিয়া দেশবাসীকে বিপদ সাগরে ভাসাইয়া দিয়া যাইতেছে। এসব বিপদ হইতে উদ্ধার পাইতে দেশবাসী আজ অসমর্থ; ক্রমাগত দৈববিপাকের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে করিতে আজ তাহারা শক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছে; এখন বড় তাহারা ক্লান্ত, বড় অবসন্ন! বাঁচিবার আশা মানুষের চিরকালই থাকে, কিন্তু এখন আত্মরক্ষায় তাহারা অসমর্থ।

সম্প্রতি শ্রীহট্ট জেলার বানিয়াচঙ্গ হইতে দুর্ভিক্ষের মর্ম্মন্তুদ কাহিনী রোজই আসিতেছে। অন্নাভাবে কেবলমাত্র কচু আলু প্রভৃতিদ্বারা তাহারা জীবন ধারণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছিল কিন্তু সম্প্রতি তাহারও অভাব হইয়াছে। ক্ষুধার তীব্র-জ্বালা সহ্য না করিতে পারিয়া এক বৃহৎ পরিবারের ছয়জনের মৃত্যুর হৃদয় বিদারক কাহিনী অত্যন্ত করুণ ও প্রাণস্পর্শী। স্থানীয় লোকের সাহায্য করিবার ক্ষমতা নাই। গবর্ণমেণ্ট ও দেশবাসীর সাহায্য না পাইলে তাহাদের মৃত্যু সুনিকট। আশা-করি সহৃদয় দেশবাসী ও মহানুভব গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের কাতর আহ্বানে সাড়া দিবেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুযোগ্য ভাইস্‌চ্যান্সেলার শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের চেষ্টায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত স্কুলের শিক্ষকদিগকে শিক্ষাকার্য্য শিক্ষা দিবার এক বন্দোবস্ত হইয়াছে। যাহাতে সকল শিক্ষকই যোগদান করিতে পারেন তজ্জন্য পাঠ্যতালিকা খুব কম করা হইয়াছে। শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিবার প্রণালী শিক্ষা করিয়া শিক্ষকতা কার্য্যে নিযুক্ত হইলে ছাত্রদের অধিক উন্নতি আশা করা যায়। তাঁহার এই চেষ্টা প্রশংসনীয়। ছেলেদের কল্যাণকামী সুদক্ষ ভাইস্‌চ্যান্সেলারের কর্ম্মকুশলতা ও কর্ম্মতৎপরতার কথা নূতন করিয়া কিছু বলিবার নাই। এই কার্য্যের ভার শ্রীযুক্ত অনাথ নাথ বসুর হাতে সমর্পণ করা হইয়াছে। তিনি বিলাতে এই কার্য্য শিক্ষা করিয়া পৃথিবীর সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতা কার্য্য পরিদর্শন করিয়া একার্য্যে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন। তাঁহার অধীনায়কত্বে একার্য্যে ছাত্রদের মঙ্গল হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

জুতা তৈয়ারী শিক্ষা

বাঙ্গলা দেশের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের বেকার সমস্যা ঘুচাইবার জন্য বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টের শ্রমশিল্প বিভাগ মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী ঘরের একদল যুবককে জুতা তৈয়ারী শিক্ষা কার্য্যে নিযুক্ত করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। জুতাতৈয়ারী একটী লাভজনক ব্যবসা বিশেষতঃ এই ব্যবসা আরম্ভ করিতে বিশেষ মূলধনের প্রয়োজন নাই। যে সমস্ত যুবকগণ এ পর্য্যন্ত এই বিভাগে শিক্ষালাভ করিয়াছেন তাহাদের প্রত্যেকেই হয় কোনও কার্য্যে কাজ করিতেছেন অথবা নিজেরাই স্বাধীন ব্যবসা আরম্ভ করিয়াছেন।

কলিকাতা ১১০ নং সুরেন্দ্র নাথ ব্যানার্জ্জি রোডে কলিকাতা টেকনিক্যাল স্কুলে ক্লাস হইয়া থাকে এবং যে সমস্ত ছেলে শিক্ষা সমাপ্তির পর নিজেরা স্বাধীন ব্যবসা করিতে একান্ত ভাবে ইচ্ছুক তাহাদিগকেই শুধু এই ক্লাসে ভর্ত্তি করা হইবে। ১৫ই আগষ্টের পূর্ব্বে কেবল মাত্র বাঙ্গলা দেশের ছেলেদের প্রশংসাপত্র সহ দরখাস্ত সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বেঙ্গল ট্যানিং ইনষ্টিটিউট কর্ত্তৃক ক্যানাল সাউথ রোড পোঃ ইণ্টালী এই ঠিকানায় গৃহীত হইবে। দরখাস্তকারীদের স্বাস্থ্য ভাল হওয়া আবশ্যক।

গ্রীসের ভূতপূর্ব্ব রাজা

পত্নীর বিবাহবিচ্ছেদের আবেদন

গ্রীসের ভূতপূর্ব্ব রাজা জর্জ্জ বর্ত্তমানে লণ্ডনে বাস করিতেছেন। তাঁহার পত্নী গ্রীসের ভূতপূর্ব্ব রাণী এলিজাবেথ বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য আদালতে আবেদন করায়, ৬ই জুলাই তারিখে বুখারেষ্টের ডাইভোর্স কোর্টে তাহার (গ্রীসের ভূতপূর্ব্ব রাজার) হাজির হওয়া আবশ্যক,—এই মর্ম্মে সরকারী গেজেটে আদালতের সমন প্রকাশিত হইয়াছে। সমনে উল্লিখিত হইয়াছে যে, রুমানিয়ার আইন অনুসারে প্রতিবাদীর অনুপস্থিতিতেও বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা চলিবে। ভূতপূর্ব্ব রাণী হইতেছেন রাজা ক্যারলের ভগিনী। ইনি এক্ষণে রুমানিয়ার অধিবাসী এবং গ্রীসের নাগরিকের মর্য্যাদা বর্জ্জন করিয়াছেন।

অগ্নিনির্ব্বাপণের নূতন উপায়

হায়দরাবাদের ফায়ার ব্রিগেডের একজন কর্মচারী বলিতেছেন যে, তিনি অগ্নিনির্ব্বাপণের জন্য একপ্রকার রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুত করিয়াছেন। বর্ত্তমানে পৃথিবীতে অগ্নিনির্ব্বাপণের জন্য যে সমস্ত দ্রব্যাদি ব্যবহৃত হয়, তৎসমুদয় অপেক্ষা ইহা শ্রেষ্ঠ ও সুলভ। তিনি সাত মাস পরীক্ষার পর এমুনিনিয়াম সালফেট ও আর জাতীয় কোনও পদার্থদ্বারা ঐ দ্রব্য প্রস্তুত করিয়াছেন। উহা জলের সহিত মিশাইয়া পিচকারী দ্বারা ছড়াইয়া দিতে হয়। ইহাতে কোমল ও মূল্যবান বস্ত্রেরও কোন অনিষ্ট হয় না।

লণ্ডনে বাস ধর্ম্মঘটের অবসান

লণ্ডনে বাস ধর্ম্মঘটের আপোষ মীমাংসা হইয়াছে। ধর্ম্মঘটীরা কাজে যোগ দিয়াছে এবং প্রাতঃকাল হইতে স্বাভাবিকভাবে বাস চলাচল আরম্ভ হইয়াছে। রবিবার দ্বিপ্রহরে ইউনিয়ন ডেলিগেটদের এক সভায় এবং ট্রান্সপোর্ট বোর্ডের প্রতিনিধিদের সহিত ধর্ম্মঘটীদের প্রতিনিধিদের এক বৈঠকে কার্য্যে যোগদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

বাঁকুড়ায় ডাকাতি

প্রকাশ, গত ২৫শে জুন রাত্রি দ্বিপ্রহরে প্রায় ১৫।১৬ জন ডাকাত ছোরা, বর্শা, লাঠি ইত্যাদি অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া বাঁকুড়া থানার অন্তর্গত লক্ষী জনার্দ্দনপুর গ্রামের শ্রীযুত রামহরি রায়ের বাড়ীতে হানা দেয় এবং রামহরিবাবু এবং তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে প্রহার করিয়া চলিয়া যায়। তাহারা টাকাকড়ি ও গহনাপত্র লইতে সক্ষম হয় নাই। পুলিশ এই সম্পর্কে জোর তদন্ত করিতেছে।

শূকর হত্যা করিতে যাইয়া মানুষ হত্যা

মুঙ্গীরোডা কিড জেমসের ভ্রাতা এস জেমসের গুলীতে হেতাপসার গ্রামের নিকটে একজন শূকর অন্বেষণকারীর মৃত্যু ঘটিয়াছে প্রকাশ যে, প্রায় ৫০ জন লোক ইক্ষু ক্ষেত্রের মধ্যে শূকর অন্বেষণ করিতেছিল এই সময় মিঃ জেমসের সম্মুখ দিয়া একটি শূকর দৌড়াইয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গেই মিঃ জেমস দুইটি গুলী করেন কিন্তু তাহার গুলীতে শূকর না মরিয়া একজন শূকর অন্বেষণকারীর মৃত্যু ঘটে। গুলী লোকটির বক্ষঃস্থল ভেদ করিয়া হৃৎপিণ্ডের মধ্য দিয়া অতিক্রম করে ফলে তৎক্ষণাৎ তাহার মৃত্যু হয়।

চিত্তরঞ্জনের খতিয়ান

১৯৩৫ সালের ২২শে জুন যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহে বাঙ্গালায় কত লোক সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়াছে ও মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে তাহার খতিয়ান প্রদত্ত হইল:—

আলোচ্য সপ্তাহে কলেরায় মোট আক্রমণ ৬৫৬ ও মৃত্যু ৩৩৪, গত সপ্তাহে আক্রমণ ৬৬০ ও মৃত্যু ৩১১ গত বৎসর এই সপ্তাহে আক্রমণ ৯০৪ ও মৃত্যু ৩৮১। বসন্তে মোট আক্রান্ত ৩০৬ ও মৃত্যু ৯৮, গত সপ্তাহে আক্রান্ত ৩০১ ও মৃত্যু ১২৩; গত বৎসর এই সপ্তাহে আক্রান্ত ২৩০ ও মৃত ৪৮। ইনফ্লুয়েঞ্জায় মোট আক্রান্ত ১৫৮ ও মৃত্যু ১০, গত সপ্তাহে আক্রান্ত ১৪২ ও মৃত্যু ৯; গত বৎসর এই সপ্তাহে আক্রান্ত ৮২ ও মৃত্যু ১৪।

আলোচ্য সপ্তাহে মেনিনজাইটিসে মোট আক্রান্ত ১৫ ও মৃত্যু ৯, গত সপ্তাহে আক্রান্ত ২৫ ও মৃত্যু ২১; গত বৎসর এই সপ্তাহে আক্রান্ত ৬ ও মৃত্যু ৬।

আলোচ্য সপ্তাহে জিলা সমূহে মৃত্যুসংখ্যা

কলেরা:—বর্দ্ধমান ৩৩, বাঁকুড়া ৯, মেদিনীপুর ৯, হুগলী ১০, হাওড়া ৩১ চব্বিশপরগণা ২৭, কলিকাতা ৬৯, নদীয়া ৮, খুলনা ২, দিনাজপুর ১, জলপাইগুড়ি ১, রংপুর ২২, বগুড়া ১, পাবনা ৩, কুচবিহার ১৭, ঢাকা ২, ময়মনসিংহ ২০, বাখরগঞ্জ ১২, চট্টগ্রাম ৩২, পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম ৭, ত্রিপুরা ৯ ও নোয়াখালী ৯।

বসন্ত:—বর্দ্ধমান ৬, বীরভূম ৭, বাঁকুড়া ৩, মেদিনীপুর ১০, হুগলী ১, হাওড়া ৩, চব্বিশপরগণা ৩, কলিকাতা ১৫, মুর্শিদাবাদ ১০, দিনাজপুর ৫, জলপাইগুড়ী ২, রংপুর ৩, বগুড়া ২, পাবনা ২, মালদহ ৩, কুচবিহার ১৪, ঢাকা ৬, ফরিদপুর ১ ও বাখরগঞ্জ ১।

ইনফ্লুয়েঞ্জা:—হুগলী ১, কলিকাতা ৮, ও মুর্শিদাবাদ ১। অন্যান্য কোনস্থান হইতে মৃত্যুসংবাদ পাওয়া যায় নাই।

মেনিনজাইটিস:— হাওড়া ১ ও কলিকাতা ৫। অন্যান্য কোন স্থান হইতে মৃত্যু সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

দুই পাঠানদলে বিরোধ

দুই প্রতিদ্বন্দ্বী পাঠানদলে বিরোধের ফলে কীরাবারী বন্দরে ছোরামারামারিতে ৩ ব্যক্তি গুরুতরভাবে জখম হইয়াছে, তাহাদিগকে হাসপাতালে প্রেরণ করা হইয়াছে। আর তিন ব্যক্তি সামান্য আহত হইয়াছে। যে ছোরা ও লাঠি মারামারিতে ব্যবহৃত হয়, তাহার কতকগুলি পুলিশ হস্তগত করিয়াছে।

বাগদীঘি খনি অভ্যন্তরে অগ্নি

ঝরিয়া রেল লাইনের পূর্ব্ব দিকে বাগদিঘী কয়লার খনির আরও কতকটা স্থান ধসিয়া পড়িয়াছে,—ফলে রেল পথেরও ক্ষতি হইয়াছে। এই পথে রেল চলাচল বিপদ সঙ্কুল হইয়া উঠিয়াছে। কয়লার খনির মধ্যে এখনও অগ্নি প্রজ্জ্বলিত রহিয়াছে এবং বড় বড় ফাটল হইতে গাঢ় ধূমশিখা উদ্গত হইতেছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
—পারমার্থিক পত্র—
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

আরাধ্যো ভগবান ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১০ম বর্ষ | ২২ বামন | গৌরাব্দ ৪৪৯, ২৩শে আষাঢ় বঙ্গাব্দ ১৩৪২, ৮ই জুলাই ইং ১৯৩৫ | সোমবার | ১০৮৩তম সংখ্যা।

সাময়িক প্রসঙ্গ

আমরা জানিয়া আনন্দিত হইলাম, বোম্বে-বাসী ও প্রবাসী ভক্তগণ শ্রীল প্রভুপাদের অবস্থানের জন্য Hughes Road স্থিত সুপরিচিত "মণিভবন"-নামক প্রাসাদ ঠিক করিয়াছেন। ত্রিতলে শ্রীল প্রভুপাদের অবস্থানের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি তথায় যাইয়া শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণের সৌভাগ্য পাইতেছেন।

শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত শ্রীমদ্ভাগবত দ্বাদশ-স্কন্ধ—মূল শ্লোক, শ্লোক-সমূহের অন্বয়, প্রাঞ্জল বঙ্গানুবাদ, শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের সারার্থদর্শিনী টীকা, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকৃত ভাগবত-তাৎপর্য্য, ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের বিবৃতি, তথ্য ও প্রতি অধ্যায়ের কথাসার ও অধ্যায়-সূচী সহ ছাপা শেষ হইয়াছে। শ্লোক-সূচী, স্থান-কাল-পাত্র-সূচী প্রভৃতির কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। যদিও এই সকল কার্য্য সময়-সাপেক্ষ, তথাপি আমরা আশা করি, শ্রীল প্রভুপাদের নির্দ্দেশক্রমে যে-সকল কৃতবিদ্য, আত্মসমর্পণকারী সেবাপ্রাণ ব্যক্তি এই কার্য্যে আত্ম-নিয়োগ করিয়াছেন, তাঁহাদের চেষ্টা ও যত্নে অনতিবিলম্বেই ঐ বৃহৎকার্য্য সম্পন্ন হইবে।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসদন ভাগবত মহারাজ শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মে উপস্থিত হইবার জন্য গত ৩রা জুলাই শ্রীমায়াপুর হইতে বোম্বে অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। স্বামীজীর ঐ দিবস কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে অবস্থান করিয়া তৎপর দিবস বোম্বে মেলে যাইবার কথা। আমরা আশা করি, তিনি গত শনিবার প্রাতে নির্ব্বিঘ্নে তথায় পৌঁছিয়াছেন। বৃদ্ধবয়সেও সুদূর প্রদেশে ভক্তসেবনে যোগদান ও প্রচারার্থ অভিযানের নিমিত্ত তাঁহার সুৎকোচিত উদ্যম বাস্তবিকই প্রশংসনীয়। আমরা আশা করি, তিনি শীঘ্রই শ্রীল প্রভুপাদের সহিত শ্রীধাম মায়াপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন।

পুরী শ্রীপুরুষোত্তম মঠের বার্ষিক মহা-মহোৎসব শ্রীমঠে প্রাত্যহিক বিবিধ ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান এবং নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিরহ-তিথি-পালন, প্রতিষ্ঠাযাজন ও যথাগ্রে কীর্ত্তন-নর্ত্তনাদি-মুখে অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবারও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজের কার্য্য-কুশলতায় বেশ সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের পুরীতে উপস্থিতির সম্ভাবনা সত্ত্বেও তাহা হইতে বঞ্চিত হইয়া মঠ-সেবকগণ যে কিছু ভগ্নমনোরথ হইয়াছিলেন তাহা নহে; কিন্তু তাঁহারা তাহাই শ্রীল প্রভুপাদের অন্যত্র গমন এবং আচার্য্য-মনোহভীষ্ট-স্থাপনই তাঁহার সুষ্ঠুসেবা প্রভৃতি সেবা-পরায়ণ-চিন্তাস্রোত-বশে তাঁহারা উৎসাহ সংগ্রহ পূর্ব্বক পূর্ব্বোক্তভাবে উৎসবের সেবাদি করিয়াছেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অপ্রকট-তিথিতে শ্রীমঠের নব-নির্ম্মিত কুটীরে একটী বৃহতী সভার আহ্বান করিয়া প্রচারকগণ সমাগত সজ্জনগণের নিকট, ঠাকুরের পরমপূত চরিত্র ও অমন্দোদয়-দয়া-বিতরণ-বিষয়ে বর্ণন এবং সমবেত নিমন্ত্রিত অনিমন্ত্রিত সহস্র সহস্র ব্যক্তিকে মহাপ্রসাদ প্রদান করিয়াছেন।

পাটনার ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন জজ রায় বাহাদুর শিবাপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় তাঁহার ভক্তিমতী সহধর্ম্মিণীসহ নৈমিত্তিক পরমহংসমঠ-দর্শনে গিয়াছিলেন। মঠরক্ষক শ্রীপাদ সত্যনারায়ণ দাস অধিকারী ও শ্রীপাদ গৌরাঙ্গপ্রভু ব্রহ্মচারী তাঁহাদের নিকট গৌড়ীয়মঠের বার্ত্তা, প্রচার্য্যবিষয় ও শ্রীচৈতন্যদেবের উপদেশ-সম্বন্ধে হৃদয়গ্রাহী শ্রৌতবাণী কীর্ত্তন করিয়াছেন। জজ বাহাদুর একবার শ্রীল প্রভুপাদের নিকটও হরিকথা-শ্রবণের সৌভাগ্য পাইয়াছিলেন বলিয়া নিজেকে ধন্য জ্ঞান করেন। তাঁহারা শ্রীবিগ্রহদর্শন, চারকুণ্ডাস্নান ও মহাপ্রসাদ সম্মান করিয়া পরমানন্দ প্রকাশ করেন। তিনি শ্রীপরমহংস মঠের সেবকগণের ব্যবহারেরও ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন।

এলাহাবাদের শ্রীযুক্ত এ, বি, এল, কপূর এম্-এ, ভাকুলাট মহোদয় কয়েক বৎসর হইতে শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণ আশ্রয় করিয়াছেন। তিনি বিকানীর এম্, এম্ হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক। গ্রীষ্মের ছুটিতে তিনি কলিকাতা গৌড়ীয়মঠে শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মে আগমন করেন এবং প্রভুপাদের সঙ্গে দার্জ্জিলিং যান। এইবারই তাঁহার সর্ব্বপ্রথম বাংলাদেশে আগমন। দার্জ্জিলিং হইতে কলিকাতা হইয়া কপূরজী গত ৩০শে জুন সস্ত্রীক শ্রীধাম মায়াপুরে আগমন করিয়াছিলেন। কয়েকদিন শ্রীধামে অবস্থান করিয়া তিনি গত ৪ঠা জুলাই কলিকাতা প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। আমরা জানিয়া আনন্দিত হইলাম, তিনি শ্রীল প্রভুপাদের অনুমতিক্রমে 'ভাগবত'-নামক হিন্দি-পত্রিকার সেবায় আত্মনিয়োগ করিতেছেন। তাঁহার বৃদ্ধা জননীর হরিভজন-সুবিধার জন্য তিনি শ্রীধাম মায়াপুরে একটী গৃহ নির্ম্মাণ করিতেছেন। ইহাও বিশেষ আনন্দের বিষয়।

গত ১১ই আষাঢ় ঢাকা জেলার অন্তর্গত বালিয়াটী গ্রামস্থ শ্রীগদাই গৌরাঙ্গমঠে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা-মহোৎসব এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর দ্বিতীয়স্বরূপ শ্রীশ্রীল দামোদর স্বরূপ গোস্বামী প্রভুর বিরহ-তিথি পূজা সঙ্কীর্ত্তন-মুখে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। মঠ-রক্ষক শ্রীপাদ হরেরাম ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ১৩শ অধ্যায় হইতে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথের অগ্রে সগণ শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর সাত সম্প্রদায়ে রথাগ্রে নৃত্য-কীর্ত্তন-বিবৃতি পাঠ ও ব্যাখ্যামুখে বলিয়াছেন যে, শ্রীমন্মহাপ্রভু—রথযাত্রার পূর্ব্বে গুণ্ডিচামার্জ্জন-লীলাদ্বারা অন্যাভিলাষ, জ্ঞান, কর্ম্ম, লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি হইতে সম্পূর্ণরূপে চিত্ত শুদ্ধ হইলেই বিশুদ্ধসত্ত্বোজ্জ্বল-হৃদয়ে শ্রীশ্রীরাধামদনমোহনের আবির্ভাব সম্ভব হয়, এই বিচার শিক্ষা দিয়াছেন। অবর্ণ্য ক্রমে নীলা-ঐশ্বর্য্যপ্রধানস্থান হইতে সেবাপ্রাপ্তিতে শ্রীনীলাচলকে দ্বারকা এবং শ্রীসুন্দরাচলকে শ্রীবৃন্দাবন বলিয়া দর্শন হয়। অপ্রাকৃত গোপীগণের দ্বারকা হইতে বৃন্দাবনে কৃষ্ণকে আকর্ষণ করিয়া লওয়া ব্যাপারটী শ্রীশ্রীজগন্নাথের রথযাত্রার রহস্য। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর সেই ভাবে বিভাবিত হইয়া নৃত্য-কীর্ত্তনাদিদ্বারা অপ্রাকৃত অষ্ট-সাত্ত্বিক-বিকার প্রদর্শন করিয়াছেন। অতঃপর চৈঃ চঃ অন্ত্য ৫ম হইতে সিদ্ধান্তাচার্য্য শ্রীল দামোদরস্বরূপ প্রভুর বঙ্গদেশীয় অন্তরঙ্গ কবির প্রতি উপদেশ-প্রসঙ্গ পাঠ ও আলোচনা দ্বারা দামোদরস্বরূপ প্রভুর বিরহতিথির পূজা হয়। বিরহাত্মক মহাজন-পদাবলী ও মহামন্ত্র-কীর্ত্তন দ্বারা উৎসব সম্পন্ন হয়। সমাগত শ্রোতৃবৃন্দকে ফল ও মিষ্টান্ন প্রসাদ প্রদান করা হয়।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২২ মাধব [illegible] সম্বৎ ৪৪১

সেবা কি করিয়া পাওয়া যায় ?

সাধু [illegible] বলেন [illegible] করেন না তাঁহার সাধ [illegible] ভগবানের সাক্ষাৎ না দেন তাহা হইলে তাহা [illegible] সেবা হইতে পারে না—প্রভু সেবা-প্রবৃত্তি অনুকূল হইলেই প্রভুর প্রকৃত-সেবা লাভ হয় না। এ জগতে যখন এরূপ কথা শুনা যায় যে বিনা ভগবানের [illegible] বিশুদ্ধ [illegible] সেই আনন্দময়ের নিত্য জগতে [illegible] পতিতপাবন গৌর-সুন্দর ও তাঁহার পার্ষদগণের কৃপাব্যতীত জীবগণের কৃষ্ণসেবা-লাভ হইতেই পারে না, ইহাতে আর সন্দেহ কি? তাই সাধুগুরুর কৃপা ব্যতীত শ্রীবিগ্রহবৈষ্ণবের সেবা লাভ সম্পূর্ণ অসম্ভব; ইহা জানিয়াই [illegible] —

"মহৎ-কৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়।
কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু সংসার নহে ক্ষয়॥
ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরু কৃষ্ণ প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ॥
[illegible] যদি কৃপোন্মুখ হয়।
সেই জন নিস্তরে, মায়া তাহারে ছাড়য়॥"

গুরু-কৃপা ব্যতীত কৃষ্ণলাভ হয় না বলিয়া কি আমরা নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিব না কৃষ্ণানুকূল্যে সেবায় রত থাকিব? এই প্রশ্নের সমাধান করিতে না পারিয়া অনেকেই কৃষ্ণসেবানুকূল বিষয় ছাড়িয়া আত্মেন্দ্রিয়-তৃপ্তির কার্য্যে গা ঢালিয়া দেন এবং নিজ ভোগানুকূল কার্য্যাবলী সমর্থনের জন্য ভগবান্ ও ভক্তের ঘাড়ে দোষ চাপাইয়া বলিয়া থাকেন—'ভগবৎ-কৃপার অভাব, তাই বিষয়ে মগ্ন রহিয়াছি; ভগবানের কৃপা হইলে তাঁহাতে সেবাবুদ্ধি হইবে।' কৃষ্ণবিমুখ হতভাগ্য ব্যক্তিগণের এ সব কথা শ্রবণ করিয়া পরদুঃখ-দুঃখী, নিষ্কিঞ্চন ও নিরপেক্ষ সাধুগণ যদি কৃপা-পূর্ব্বক ঐ সকল ব্যক্তিকে কৃষ্ণ-সেবানুকূল কার্য্যে নিযুক্ত করিবার উপদেশ প্রদান করেন তখন তাঁহারা বলিয়া থাকেন—'প্রভো, আমরা ত ভগবানের বিষয় কিছুই জানি না এবং তাঁহার কৃপাও বুঝি না। ভগবান্ ত দূরের কথা, আপনাদিগকেই চিনিতে পারি না। ভগবৎ-কৃপা উপলব্ধি করিবার যোগ্যতা আমাদের নাই; এমত-অবস্থায় আপনাদের কৃপা হইলেও আমরা সেবা করিতে পারিব বলিয়া মনে হয়—আমাদের মঙ্গল হইবে বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু আপনারা কৃপা করিতেছেন না; তাই আমাদের দুর্দ্দৈবও কাটিতেছে না।'

ভগবদ্বাণীর মঙ্গলের জন্য তাঁহাদের নিকট গুরুমুখনিঃসৃত মঙ্গলময়ী হরিকথা কীর্ত্তন করিলে তাঁহারা এই প্রকার উত্তর দিয়া আমাদের মুখ বন্ধ করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু হায়! আমরা মূঢ় মানুষগণ—বৈষ্ণবগণ আমাদিগকে অযাচিত কৃপা করিতে চাহিলেও আমরা দূরে সরিয়া যাইতেছি—তাঁহাদের কৃপাবন্যা আমাদের হৃদয় মলিনচিত্ত বাসনার জঞ্জালরাশি ভাসাইয়া লইবার জন্য আমাদের নিকট উপস্থিত হইলেও আমরা হৃদয় বন্ধ প্রস্তুত করিয়া ঐ কৃপাবারি যাহাতে আমাদিগকে স্পর্শ করিতে না পারে তজ্জন্য তাহাতে উল্টিয়া পড়িয়া যাইতেছি। এমনি আমাদের চতুরালি! এমনি আমাদের পোড়া কপাল! তাই বলি, ভগবান্ ও ভক্তের কৃপা ত অবিরত সর্ব্বত্রই বহিতেছে, কিন্তু হতভাগ্য আমরা—নির্ব্বোধ আমরা সেই অমূল্য রত্নের বিশ্বাসী হইতেছি কই? তাহা গ্রহণ করিতেছি কই? সাধুগণ আমাদিগকে জোর করিয়া ঔষধ খাওয়াইয়া দিতেছেন আর অবোধ আমরা গলায় অঙ্গুলি দিয়া উদ্গার আনয়ন পূর্ব্বক তাহা ফেলিয়া দিতেছি এবং নিজের দোষ চাপা দিবার জন্য সাধুর ঘাড়ে দোষ চাপাইয়া বলিতেছি, সাধু আমায় কৃপা করিলেন কই? এমনি আমাদের আত্মবঞ্চনের আকাঙ্ক্ষা! তাই বলি, কপটতা করিলে কয় দিন থাকে? ক্ষতি কাহার? 'নিজের অন্তর গোপন রাখিয়া সাধুর ঘাড়ে দোষ চাপাইয়া সাধু-বৈষ্ণব চাড় দেখে ওড়াইয়া পচা ঘা লুকাইয়া রাখিবার চেষ্টায় লোকসান কাহার?

সেবোন্মুখতাই ভগবৎকৃপা। ভগবদ্ভক্তগণ আমাদিগকে যে সেবায় নিযুক্ত করেন—সেইটিই তাঁহাদের অপার কৃপা। কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্তে ভোগ-বুদ্ধি-বিশিষ্ট কপট ব্যক্তিগণ ভক্তের সেবা-নিয়োগ-ব্যাপারকে কৃপা মনে না করিয়া অন্য কিছু মনে করেন এবং কপটতা করিয়া পুনরায় কৃপা-বাঞ্ছার ভাণ করিয়া থাকেন। কিন্তু যিনি সত্য সত্যই নিষ্কপট, তিনি কৃপা-দেবীকে সেবাবিগ্রহরূপে কৃপা-বিতরণ করিবার জন্য সর্ব্বদাই দেখিতে পান। তাই সেই নিষ্কপট কৃপাভিখারী তখন নিত্যকাল কৃপাদেবীকে সেবারূপে প্রাপ্ত হইয়া উত্তরোত্তর উৎসাহ নিশ্চয় ও ধৈর্য্য সহকারে সেবানুকূল কার্য্যাবলী স্বীকার করেন। অপরে সেবাবিরোধী ও মুখে কপটতা পূর্ব্বক কৃপাভিখারী ব্যক্তির সর্ব্বনাশ পূর্ব্বক অনুক্ষণ সেবাপরায়ণ ও সেবায় অতৃপ্ত হইয়া কেবলমাত্র অবসরবিহীন সেবার জন্য কৃপাপ্রার্থী সাধুগণের সঙ্গে নিত্যকাল সেবায় রত থাকেন। সেবাই কৃপা; কৃপাই সেবা। সেবানুকূল কার্য্যের দ্বারাই ভগবান্ ও ভক্তের কৃপা লাভ বা সেবোন্মুখী সুকৃতি সঞ্চিত হয় আর সেবাবিমুখ কর্ম্মের দ্বারা সেবাবিমুখী দুষ্কৃতি সঞ্চিত হয়, সুতরাং যিনি সেবাবিমুখ কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিয়া কপটতাপূর্ব্বক ভাবিকৃপার সুখস্বপ্ন দর্শন করেন তিনি নিত্যকাল বঞ্চিত হন—ভগবৎ-কৃপা-লাভ তাঁহার ভাগ্যে ঘটে না।

কেহ কেহ বলেন, ভগবৎকৃপার দ্বারাই ভগবৎসেবা লাভ হয়—সাধনের কোন আবশ্যকতা নাই; আবার কেহ কেহ সাধনকেই ভগবৎসেবালাভের উপায় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অতএব অনেক সময়ে সাধন ও কৃপা লইয়া যে পরস্পরের সহিত বিবাদ উপস্থিত হয়, শ্রীমন্মহাপ্রভু তাহার মীমাংসা সুষ্ঠুভাবে দেখাইয়াছেন যে, সদ্গুরুর আনুগত্য ব্যতীত বদ্ধজীবের কৃষ্ণকৃপা লাভ হয় না।

"তাতে কৃষ্ণ ভজে করে গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছুটে পায় কৃষ্ণের চরণ॥"

লৌকিক, বৈদিক বা যে কোন ক্রিয়াই হউক না কেন, উহা হরিসেবানুকূল হইলেই কৃষ্ণকৃপা বা ক্রমশঃ কৃষ্ণে ঐকান্তিক সেবা-লাভের কারণ হয়। আবার ভক্তের ভক্ত-সেবা ব্যতীতও কৃষ্ণসেবায় নৈষ্ঠিকী রতি উদিত হয় না; সুতরাং কৃষ্ণসেবার কৃপা ও সাধন পরস্পর ঘনিষ্ঠসম্বন্ধ সূত্রে গ্রথিত, একটি ব্যতীত অপরটি হয় না। সেবোন্মুখী সুকৃতি সঞ্চয় বা সাধনই গুরুপাদপদ্মলাভের প্রাগবস্থা: উহা সেবাবিমুখ কর্ম্ম-চেষ্টা নহে। সুতরাং সাধন বা সেবানুকূল জ্ঞাত বা অজ্ঞাত কর্ম্মও ভগবৎকৃপাসঞ্জাত ব্যাপার। ভগবৎসেবানুকূল চেষ্টাও পৃথক বস্তু নহে। সাধনভক্তি বা সেবাই শুদ্ধ সম্বন্ধজ্ঞানের জনক আবার শুদ্ধ-সম্বন্ধজ্ঞানের উদয়েই অহৈতুকী নিত্যসিদ্ধা পরা ভক্তির আবির্ভাব। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

"বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রযোজিতঃ।
জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ যদহৈতুকম্॥"

অদ্বয়জ্ঞান বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণে পরমশ্রদ্ধা-হীন ভক্তি উদয় করাইবার চেষ্টারূপ ভক্তিযোগ অনুষ্ঠিত হইলে শীঘ্র বিষয়ভোগ-ত্যাগ এবং কৃষ্ণে সম্বন্ধজ্ঞান উদয় করায়। সুতরাং সাধন বা সেবা বাদ দিয়া কখনও কৃপা-লাভ হইতে পারে না। শ্রীভগবান্ সর্ব্বদা আমাদিগকে আকর্ষণ করিতেছেন। বৃহৎ ভূখণ্ড যেমন ক্ষুদ্র লোষ্ট্রখণ্ডকে আকর্ষণ করিতেছে, সূর্য্যদেব যে প্রকারে বায়ুযোগে গ্রহ ও উপগ্রহগণকে আকর্ষণ করিতেছে তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণ অণুচৈতন্য জীবকুলকে নিরন্তর আকর্ষণ করিতেছেন। তিনি শ্রৌতপন্থার বেদবাক্যের দ্বারা—সাধুমুখনিঃসৃত বাক্যের দ্বারা অনন্ত জীবগণকে নিত্যই স্বপাদপদ্মে আকৃষ্ট করিতেছেন; সুতরাং ভগবানের কৃপা-আকর্ষণ নাই ইহা অসম্ভব কথা। তবে ভগবান্ ও জীব উভয়েরই কিছু কর্ত্তব্য আছে। জীবের দিক হইতে শরণাগতি আর ভগবানের দিক হইতে সেবা-প্রদান। সুতরাং শরণাগতিই সেবাপ্রাপ্তির উপায়। যেখানে জীবের শরণাগতি বা সেবোন্মুখী বৃত্তি নাই সেখানে কৃপাবারি অজস্রধারায় বর্ষিত হইলেও সেই ভগবৎকৃপা উপলব্ধির বিষয় হয় না, ইহাই শাস্ত্রবাক্য। শাস্ত্র আলোচনা করিয়া আমরা জানিতে পারি যে, সাধনভক্তি ও কৃপা যুগপৎ এক সঙ্গে মিলিত হইলেই ভগবানের নিত্যসেবা লাভ হইয়া থাকে। তাই বলি ভক্ত, ভাগবত ও শ্রীগুরুর আনুগত্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক সাধনের কোনও মূল্যই নাই। আবার কৃপার আশায় কপটতা পূর্ব্বক সাধনভক্তিকে বাদ দিলেও সেবা-লাভ অসম্ভব। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন—"ত্যাগ [illegible] সেবা বৈকুণ্ঠবর্ত্মসু" বৈকুণ্ঠধামের সেবা অ-শক্তিমান্ জীবের পক্ষে দুর্লভ। তাই ভগবৎসেবালাভের একমাত্র উপায় ভক্ত-বৈষ্ণবের সেবা সকলের রুচিকর হয় না। ভক্তের তাহাও অসুবিধায় পতিত হয়। সুতরাং বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিমাত্রেরই শ্রীমদ্ভাগবতের এই নিম্নলিখিত শ্লোকটী কণ্ঠহার করিয়া সেবায় অগ্রসর হওয়া উচিত।

"তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো
ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্।
হৃদ্বাগ্বপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে
জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্॥"
(ভাঃ ১০।১৪।৮)

"কবে হবে ভাগ্যোদয়"

পরম অদ্ভুতময়, শ্রীকৃষ্ণকাহিনীচয়,
নিত্য নব নব সুধাপূর।
শ্রীহরি উত্তমঃশ্লোক, আনন্দিত সর্ব্বলোক
শুনিয়া যে গাথা সুমধুর॥
নিবৃত্ততর্ষ সাধুগণ, করিছেন বিতরণ,
কৃষ্ণনাম সুধা অনুক্ষণ।
শ্রবণের পথ দিয়া, হিয়া মাঝে প্রবেশিয়া,
নাশয়ে যতেক অমঙ্গল॥
ভব-ব্যাধি নাশিবারে, এই ভব-পারাবারে
মহৌষধ এক কৃষ্ণনাম।
দূর করি' ভাগ্যরাশি, যেন সেবা-সুখরাশি,
অন্তরেতে ভক্তিরসধাম॥
বিনা পশুঘাতী জন, কেবা করে উপেক্ষণ,
হেন নাম-শ্রবণ-সেবায়।
আত্মার হননকারী বৃথা নরনামধারী
জন তা'র অধঃপাতে যায়।
আমার শ্রবণপথে, না পশিল কোন মতে,
সুমঙ্গল শ্রীহরিকীর্ত্তন
অনাদি'বহির্ম্মুখ আমি, না সেবিয়া নিত্যস্বামী,
দুঃখেতে রহিনু মগন॥
শ্রবণ বধির মম, নানা ক্লেশে অনুক্ষণ,
জর জর নিজ কর্ম্মফলে।
(মম) কবে হবে ভাগ্যোদয়, ভক্তিকথা সুধাময়
প্রবেশিবে মম কর্ণমূলে॥
—শ্রীঅপর্ণা দেবী

মায়াকে পিছনে রাখি' কৃষ্ণপানে চায়। ভজিতে ভজিতে কৃষ্ণপাদপদ্ম পায়॥

ভগবান্ কি শত্রুভাবে লভ্য ?

[পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী]

কৃষ্ণবহির্ম্মুখ অভক্ত জীবমাত্রেরই চিত্তবৃত্তি ন্যূনাধিকভাবে রাবণ-শিশুপাল-হিরণ্যকশিপু-প্রভৃতি অসুরগণের প্রভাবে প্রভাবান্বিত। ভগবান্‌কে বাদ দিয়া কিরূপে অবাধে স্বীয় ভোগাধিকার বজায় রাখা যায় ইহাই হইল বহির্ম্মুখ জীবগণের জল্পনা-কল্পনার বিষয়। ভগবানের রাজ্যে থাকিয়াও ভগবান্‌কে অস্বীকার করার প্রবৃত্তি উচ্ছৃঙ্খল, প্রভুদ্রোহী ও অপরাধিগণের বাক্তিগণের মধ্যে দৃষ্ট হয়। পিতার যাবতীয় সম্পত্তি ভোগ করিব, পিতাকে আমার ভোগের ইন্ধন সরবরাহকারিরূপে নিযুক্ত রাখিব, প্রতিপদে প্রতিমুহূর্ত্তে পিতার দয়ায় বাঁচিয়া থাকিব অথচ ভুলক্রমেও পিতার নাম করিব না, পিতার যশঃ কীর্ত্তন করিব না এবং পিতার নিন্দা করিয়া বেড়াইব—এই প্রকার দুরভিসন্ধি তাহাদের হৃদয়ে বর্ত্তমান। আমার ন্যায় এরূপ শত সহস্র পিতৃদ্রোহীর বিরুদ্ধাচরণেও জগৎপিতা পরমেশ্বরের কিছুই ক্ষতিবৃদ্ধি হইবে না। অনন্ত সাগর হইতে এক অঞ্জলি জল গ্রহণ করিলেই বা কি? আর তাহাতে উৎপরিমাণ জল প্রদান করিলেই বা কি? সুতরাং যে ভগবান্ যাবতীয় ঐশ্বর্য্যের একমাত্র মালিক, যিনি নিরন্তরপূর্ণ, তাঁহার স্তুতি করিলেই কি তিনি অধিক মহিমান্বিত হইবেন? না—নিন্দা করিলেই সেই উত্তমঃশ্লোক শ্রীভগবানের মাহাত্ম্য হ্রাস হইবে? শ্রীভগবান্ অনূর্দ্ধ সমান একমাত্র স্বরাট্ লীলাপুরুষোত্তম। তিনি পূর্ণ সচ্চিদানন্দময়বিগ্রহ। তিনি অখিলরসামৃতমূর্ত্তি। মায়াবশ জীবের অভাব থাকিতে পারে, কিন্তু পূর্ণ, মায়াধীশ ভগবানের অভাব বলিয়া কোন বস্তু নাই। সুতরাং তাঁহার শত্রু হইয়াও কেহ তাঁহার কোনই ক্ষতি করিতে পারে না। বরং তাঁহার সহিত প্রতিযোগিতা করিতে গিয়া অপরাধী জীব আত্মবিনাশ লাভ করে। জীব দুর্ভাগ্যবশতঃ ভগবানের প্রভুত্ব স্বীকার করুক, আর নাই করুক, ভগবানই যে জীবের একমাত্র আশ্রয়স্থল তাহা তিনি জলদগম্ভীরস্বরে শ্রীগীতায় বলিয়াছেন,—

পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ।
বেদ্যং পবিত্রমোঙ্কার ঋক্ সাম যজুরেব চ॥
গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্॥
তপাম্যহমহং বর্ষং নিগৃহ্ণাম্যুৎসৃজামি চ।
অমৃতঞ্চৈব মৃত্যুশ্চ সদসচ্চাহমর্জ্জুন॥
অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ
প্রভুরেব চ।
ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে॥

অর্থাৎ আমিই এই জগতের পিতা, মাতা, ধাতা ও পিতামহ; আমিই পবিত্র ওঙ্কার; আমিই ঋক্, সাম ও যজুঃ; আমিই সকলের গতি, ভর্ত্তা, প্রভু, সাক্ষী, নিবাস, শরণ, সুহৃৎ, উৎপত্তি, নাশ, স্থিতি, হেতু এবং অব্যয় বীজ; নিদাঘকালে আমিই তাপ ও প্রাবৃট্‌ কালে আমিই বৃষ্টি, আমিই জল বর্ষণ করি, আমিই অমৃত; আমিই মৃত্যু এবং হে অর্জ্জুন, আমিই সদসৎ। এইরূপ ধ্যান করতঃ বিশ্বরূপ-স্বরূপে আমার উপাসনা হয়। আমিই সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা ও প্রভু। কিন্তু যাহারা অন্য দেবতাকে আমা হইতে 'স্বতন্ত্র' জ্ঞান করিয়া উপাসনা করে, তাহাদিগকেই 'প্রতীকোপাসক' বলা যায়। তাহারা আমার তত্ত্ব অবগত নয়, অতএব অতাত্ত্বিক উপাসনাবশতঃ তাহারা তত্ত্ব হইতে চ্যুত হয়। সূর্য্যাদি দেবতাকে আমার 'বিভূতি' বলিয়া উপাসনা করিলে শেষে মঙ্গল হইতেও পারে।

ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ শ্রীভগবান্‌ই জীবের একমাত্র নিয়ন্তা। তিনিই অখিল জীবের আশ্রয়। তিনিই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক বিশ্ব ও অনন্তব্রহ্মাণ্ডের কারণ, স্বরাট্ লীলাপুরুষোত্তম। তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন জীবই দণ্ডায়মান হইতে পারে না। জগতে যে কোন জীব যে কোনরূপ বিক্রম প্রকাশ করুক না কেন, তাহা তাঁহারই প্রেরণাক্রমে হইতেছে। তাঁহার যুদ্ধ করিবার বাসনা হইলেই তদিচ্ছাক্রমে তাঁহার প্রতিযোগী জীব তাঁহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। নতুবা, যিনি অদ্বিতীয় ও প্রতিদ্বন্দ্বিহীন তাঁহার সহিত যুদ্ধ বা শত্রুতাচরণ করিতে পারে এমন জীব কে আছে? যাঁহার শক্তিব্যতীত সমগ্র শক্তি প্রকাশ করিয়াও বায়ু একটি তৃণও বিচলিত করিতে পারে না, অগ্নি অখিলতেজোরাশিদ্বারা একটি তৃণখণ্ডও দগ্ধ করিতে সমর্থ হয় না, ইন্দ্র সমগ্রশক্তি দ্বারা বারিবর্ষণ করিয়াও ব্রজবাসিগণের বিন্দুমাত্রও ক্ষতি করিতে পারে না, সেই ভগবানের শক্তিব্যতীত কি কংস, শিশুপাল, জরাসন্ধ প্রভৃতি তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে পারে? ভগবানের ইচ্ছাক্রমে যে রাবণাদির অসাধারণ বল ও ত্রিলোকদুর্লভ ঐশ্বর্য্য ও সম্ভোগ-লাভ, তাহা রাবণাদি মায়ামোহিত হইয়া না বুঝিতে পারিয়া নিজেই কর্ত্তা, নিজেই ভোক্তা, নিজেই একমাত্র মালিক, নিজেই ঈশ্বর, নিজেই সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কার্য্যসাধনে সমর্থ, এ প্রকার দুর্বুদ্ধি পোষণ করিত। সেই সেই অহঙ্কার ও অপরাধফলেই তাহাদের ভগবানের হস্তে নিধনপ্রাপ্তি।

জীব দুর্ভাগ্যবশতঃ ভগবানের যতই শত্রুতাচরণ করুক্ না কেন, কিন্তু ভগবানের নিকট শত্রুমিত্র নাই। তিনি কাহাকেও দ্বেষ বা আদর করেন না। ভগবান্ স্বীয় মুখে গীতায় বলিয়াছেন,—

সমোহহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি
ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে
তেষু চাপ্যহম্॥

অর্থাৎ আমার স্বভাব এই যে, আমি সর্ব্বভূতের প্রতি সমতা আচরণ করি; আমার কেহ দ্বেষ্য নাই, কেহ প্রিয় নাই,—ইহাই আমার সাধারণ বিধি। কিন্তু আমার বিশেষ বিধি এই যে, যিনি আমাকে ভক্তিপূর্ব্বক ভজন করেন, তিনি আমাতে আসক্ত হন এবং আমি তাঁহাতে আসক্ত হই।

জীব নিজ নিজ কার্য্য-অনুসারে ভগবানের অনুগ্রহ ও নিগ্রহ লাভ করে। যেমন সন্তানের প্রতি লালন ও তাড়নে মাতাপিতার বাৎসল্যই প্রকট হয়, তেমন জীবের প্রতি অনুগ্রহ ও নিগ্রহ সমস্তই তাঁহার করুণার প্রকাশ মাত্র। ভগবান্ বলেন,—

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব
ভজাম্যহম্।"

সুতরাং জীবগণ যে যেরূপভাবে তাঁহাকে ভজনা করেন তিনি তাঁহাকে সেরূপ ভাবে ভজনা করেন। ইহাতে ভগবানের কোনও পক্ষপাতিত্ব নাই, কোনও বৈষম্য নাই। কোনও নিষ্ঠুরতা নাই। শর্করা স্বভাবতঃই মিষ্ট, কিন্তু পিত্তোপহত রসনায় উহা তিক্ত বলিয়া বোধ হয়। জিহ্বার দোষ বলিয়া শর্করায় তিক্ততা-দোষ আরোপ করা যেরূপ অন্যায় সেরূপ নিজকর্ম্মানুসারে ফলভোগিজীবের জন্য ভগবানের উপর দোষারোপ করা অন্যায় ও মহা-অপরাধ।

প্রশ্ন ছিল—'ভগবানের সহিত বিদ্বেষ বা তাঁহার সহিত শত্রুতাচরণদ্বারা কেহ তাঁহাকে পাইতে পারে কি না?' যখনই বহির্ম্মুখ অনর্থকেশাগ্র নিষ্কৃতিরোধী জীবের এরূপ প্রশ্ন উদিত হয়, তখনই জানিতে হইবে কংস-রাবণাদির প্রতিকূলভাব ও তাহাদের আচরিত কার্য্যের সহিত সহযোগিতা ও সহানুভূতি-জ্ঞাপনই ঐরূপ প্রশ্নের মূলে অবস্থিত। অথবা বিষ্ণুর আনুগত্য বা সেবার পথ আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছারূপ কাম ভোগের প্রতিকূল বলিয়া বশ্যাজী, বিভীষণ, প্রহ্লাদ বা ব্রজবাসিগণের ভজনপথ, কলিযুগে রূপানুগ বৈষ্ণবগণের সাধনপথ বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত সনাতন ভক্তিপথ আপাত-সুখের ব্যাঘাত জনক-বোধে নিজেদের এক একটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কংস বা রাবণ সাজিবার জন্য প্রবল-চেষ্টা দেখা যায়। কিংবা অপরাধযোগ চালাইবার জন্য, তুচ্ছ প্রভুত্বের জন্য, জগতের রূপ-রস-শব্দ-স্পর্শ-গন্ধভোগের চর্ব্বণীয়া প্রবৃত্তির জন্য, পরলোক, বৈকুণ্ঠ প্রভৃতিতে অনাস্থার জন্য রাবণের যুক্তি লইয়া মনে করি—"প্রথমতঃ ঈশ্বরের প্রভুত্ব অস্বীকারমুখে নিজ প্রভুত্ব-বলে ভোগপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিয়া লই। পরে যদি কেহ বাধা দিবার বাকি থাকেন, তবে দিতার অসমর্থ হইলেও ভগবদ্দ্বেষ বা ভক্তবিদ্বেষ বহুপ্রকারে হয়, সাধন করিয়া না হয় আত্মবিনাশই লাভ করিব; কিন্তু কদাচ বিষ্ণুকে অদ্বিতীয় ভোক্তা স্বীকার করিয়া নিজের ভোগ ছাড়িব না। বা আত্মবিনাশের পূর্ব্বে তাঁহার দাসত্ব স্বীকার করিয়া নিজের দীনতা প্রকাশ করিব না। সাধুশাস্ত্রবাক্যে শুনা যায়, ভগবানের ভজন অতি দুর্লভ। কৃষ্ণভজন সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন। নিজের ষোলআনা ভোগ ছাড়িয়া নিজের যথাসর্ব্বস্ব কৃষ্ণের ভোগানলে আহুতি দান করিতে হইবে। নিজের সুখের জন্য একবিন্দু রাখিলেও তাঁহার সেবা হইবে না—তিনি পরিতুষ্ট হইবেন না। সুতরাং, ভক্তবৎসল কৃষ্ণকে লাভ করিতে এত বন্ধুর বা বক্র পথ পরিত্যাগ করিয়া কংস বা শিশুপালের আত্মবিনাশের সহজ পথই অবলম্বনীয়। তাহাদেরও ত মুক্তিই লাভ হইবে।"

(ক্রমশ:)

তে প্রচারে

বিগত ৩০শে জুন দিল্লী গৌড়ীয়মঠে সচ্চিদানন্দ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের একবিংশ-বিরহমহোৎসব বিবিধ উৎসব-দ্যাজনমুখে বিশেষ সমারোহের সহিত সুসম্পাদিত হইয়াছে।

উক্ত দিবস অতি প্রত্যূষে মঙ্গলারাত্রিকের পর প্রভাতকালীন নগর-কীর্ত্তনে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন করেন। ঠাকুরের আলেখ্য বিচিত্র পত্রপুষ্পাদির দ্বারা অতি উজ্জ্বলরূপে সজ্জিত করা হইয়াছিল। মধ্যাহ্নারাত্রিকের পর একটি সভার অধিবেশন হইয়াছিল। বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হইবার পর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজ ঠাকুরের জীবনী বিশেষভাবে আলোচনা করিয়া ... আবশ্যকতা সম্বন্ধে ... ঘণ্টাকাল যাবৎ একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতান্তে পুনরায় মহাজনপদাবলী ও "যে আনিল প্রেমধন" প্রভৃতি কীর্ত্তনের পর উপস্থিত সজ্জনগণকে বিচিত্রতাপূর্ণ মহাপ্রসাদ প্রদান করা হয়।

শুদ্ধভক্তি মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ

(আকর-মঠরাজ)

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ শত হস্ত পূর্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যবর্য্য শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্যমঠ বিরাজমান। ৫৫ খান সারস্বত-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা গান্ধর্ব্বকলবতী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি বেদান্তসমূহের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠ হইতে পারমার্থিক দৈনিকপত্র 'নদীয়া-প্রকাশ', সাত্বত-সম্প্রদায়ে অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থাদি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতি বৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীসহ কীর্ত্তন-পঞ্চাহব্যাপী মহামহোৎসবাদি ভক্তাঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক —শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫

শ্রীমহাপ্রভু-প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশ্যে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্তসভাযামে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দজীউ গান্ধর্ব্বিকে নিত্য সেবিত হন। 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, প্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হয়। এই মঠ হইতে মহানগরীর সর্ব্বত্র হরিকথা-প্রচার, মহানগর-সঙ্কীর্ত্তন, বক্তৃতা, ব্যাখ্যা ও সঙ্কীর্ত্তন-সভা-মহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান হয়। মঠরক্ষক—মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া সহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী সেবাকোবিদ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌর-লীলার রাসস্থলী এখানে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান, রক্ষক—শ্রীবনবিহারী দাসাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—গোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

(৭) কাজীর সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদ-কাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক।

(৮) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও রাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান দাস ব্রহ্মচারী।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্র নাথ দাসাধিকারী।

(১০) মোদদ্রুম-ছত্র গৌড়ের বৈদিক

মাউগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)।

শ্রীবাসাঙ্গনের ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান। শ্রীগৌরনিত্যানন্দের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক —শ্রীবঙ্কুবিহারী ব্রজবাসী, ভক্তিভূষণ।

(১১) ভেণ্ডিয়া কুঞ্জকানন

শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীনবীনানন্দ ব্রহ্মচারী

(১২) কুঞ্জকুটীর—পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া। রক্ষক—শ্রীঅবধূতানন্দ অধিকারী

(১৩) ভাগবত-আসন—পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

এই স্থান হইতে ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচারিত হয়। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৪) একায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ রাণাঘাট, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী ভক্তিভাব।

(১৫) মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(১৬) মাধবগৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, পোঃ ঢাকা

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। এখানে শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীপাদ কৃষ্ণানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ।

(১৭) গোপালজীউর মঠ—কমলাপুর,(ঢাকা)

গোপালজীউর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান। রক্ষক—শ্রীকমলাদাস ব্রজবাসী.

(১৮) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)।

এখানে শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীঅদ্বয়বিগ্রহ ব্রহ্মচারী

(১৯) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ,

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক, শ্রীসুন্দর ভক্তিশাস্ত্রী এম্-এ, বি-এল।

(২০) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাধু, (ঢাকা)

এখানে বহু কুঞ্জমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(২১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক —শ্রীচৈতন্য দাসাধিকারী,

(২২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

জুমুরকোণা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী।

(২৩) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকণিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে গুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত।

(২৪) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী।

(২৫) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগড়, পোঃ বক্সীবাজার, (কটক)

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীউর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর

(২৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর পুরী,

শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন।

(২৭) পুরুষোত্তম মঠ

ভক্তিকুটী, পোঃ পুরী উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীউর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগদাধর অধিকারী

(২৮) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী দাসাধিকারী।

(২৯) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভূর, গোদাবরী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—শ্রীনিতাইচরণ দাসাধিকারী ভক্তিলোচন।

(৩০) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৭২নং কবিরপুরা, বেনারস সিটি

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বাগিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীসদেবানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ খ্যোতী

(৩২) পরমহংস মঠ.

পোঃ মিশ্রিক, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত-পাঠশালা ও গৌরবিনোদ-বিহারীজীর সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীসত্যনারায়ণ দাসাধিকারী।

(৩৩) কৃষ্ণচৈতন্য মঠ

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

এখানে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিত্য-সেবা হয়। রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠ

বিশ্রামঘাট মথুরা

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ

(৩৫) শ্রীকুঞ্জানন্দ-সুখদকুঞ্জ—শ্রীরাধাকুণ্ড

রক্ষক—শ্রীরাধারমণচরণদাস ব্রহ্মচারী

(৩৬) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৩৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ

সেবপালী, পোঃ ডোডোল, জেলা গুরদাসপুর (পাঞ্জাব) রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৩৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

১৩নং কুতুব রোড, নিউ দিল্লী।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গুহাশ্রয়ী

(৩৯) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল।

এখানে গৌরবিনোদরায়ের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবনগোপাল অধিকারী।

(৪০) নারদ-গৌড়ীয় মঠ

ডাকঘর নারায়ণপুর, মউ, সি পি

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি

(৪১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ রায়পেট্টা মাদ্রাজ।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীপাদ ভগবান ভক্তিবিজয়

(৪২) বোম্বে-গৌড়ীয়-মঠ কার্য্যালয়

প্রোক্টর রোড, চোটানি বিল্ডিং, ব্লক নং ১, বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীসুপেন্দ্রনাথ সেবকশ্রী মজুমদার।

(৪৩) অমরাসি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমরসি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীবংশীধর দাস অধিকারী

(৪৪) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ,

পোঃ চকচকা, কামরূপ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী

(৪৫) পাটনা গৌড়ীয় মঠ

১০০ মিঠাপুর, পাটনা।

রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী রাগভূষণ

(৪৬) গয়া গৌড়ীয় মঠ

হিল সাইড, চার্চ রোড, গয়া

রক্ষক—উপদেশক শ্রীসজ্জন সেবক রাগবন্ধু

(৪৭) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠ বালেশ্বর

রক্ষক—শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয়

৩ গ্লাষ্টার হাউস, কন্ওয়েল গার্ডেন্স, এস্-ডাব্লিউ ৭, লণ্ডন

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন

(৪৯) বার্লিন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়,

Berlin W. 30

Eisenacher strasse 29 II

(৫০) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ শাখালয়

৩৫০ নং ডালহৌসী ষ্ট্রীট রেঙ্গুন।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

গ্রন্থাকারে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সম্পূর্ণ ৪০৲
প্রথম স্কন্ধ হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ৩৮৲
প্রকাশন স্কন্ধগুলি প্রতিখণ্ড ॥৵০
২। গৌড়ীয়ভাষ্য বিবৃতি শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। অনুভাষ্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সজ্জনতোষণী-সম্পূর্ণী ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ ৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—১৲; ২য় খণ্ড – ৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব—১৲
৮। সৎক্রিয়াসার—দীপিকা ও সংস্কার-দীপিকা ১।০
৯। দৈববর্ণ ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ৷০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ৷০
১৮। বাউল-আউলাদ ৷০
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵০
২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৷৵০
২২। ভজন-রহস্য ৷০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ ও (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
২৬। গীতার কেবল মূল-ভাষা ৷০
২৭। মুক্তিমঞ্জিকা অপসোধনঃ সাধ্যসার ২৲
২৮। বেদান্তদর্শনের সাধ্যসার ৷০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸
৩০। দীপ-বিশ্লেষণ ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ৷০
৪০। শরণাগতি ৴০
৪১। গীতাবলী ৴০
৪২। চিত্রে নবদ্বীপ ১৷০
৪৩। সাধনকণা ৴০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৴০
৪৬। অর্চ্চনপদ্ধতি ৴০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। অর্চনাঙ্গ ৴১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ৷০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ৷০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ৷০
৫৫। স্তবরত্নাবলী বা নামাবলীরত্নচূর্ণী ৷০
৫৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৴০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ৷০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণবোধ ৵০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৬০। সারস্বতী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যলীলামৃত সারঃ ৷০
৬১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিদ্বিজয়ঃ ৷০
৬২। সচিক-শিক্ষাষ্টকম্ ৷০
৬৩। তত্ত্বসূত্রম্ ৷০
৬৪। সাধ্যসাধ শিক্ষাষ্টকম্ ৷৵০
৬৫। গৌড়ীয়মঠের পরিচয়ঃ ৴০
৬৬। সারস্বতবর্ণনম্ ৵০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৭। রায় রামানন্দ ৷০
৬৮। এ ফিউ ওয়ার্ডস্ অন্ বেদান্ত ৷০
৬৯। সারস্বত ৷০
৭০। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজি অ্যাণ্ড অন্টলজি ৷০
৭১। সিলেক্টেড স্পার্কস ৷৵০
৭২। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ৷০
৭৩। বৈষ্ণবীজম্ ৷০
৭৪। গোলাট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ৴০
৭৫। দি ভাগবত ৷০
৭৬। ইরোটিক প্রিন্সিপ্ল অ্যাণ্ড আনঅ্যালয়েড ডিভোশন ৷০
৭৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২৷০
৭৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (অনুর ভ্যান্) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৭৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷০
৮০। সাধন-পথ ৷০
৮১। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৮২। গীতাবলী ৴০
৮৩। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৪। শরণাগতি ৴০

তেলগু ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কাবকণ্ঠ ভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষ পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বাংলার চতুর কাটতি অত্যন্ত অধিক। শিকার সীমা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার জ্বরের সাধক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ আনা, বড় বোতল ১৷৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। উহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং
কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার
কলিকাতা

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বের যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণে লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে কথাসার ও শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও
ডাঃ কুঞ্জবিহারি বিদ্যাভূষণ ভক্তিভূষণ ভাগবতাচার্য্য এম, এ, এম, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

[ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কলিকাতা [illegible] কলেজের [illegible] প্রধান ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় [illegible] [illegible] বিদ্যাবিনোদ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এবং পারমার্থিক [illegible] [illegible] [illegible] এবং [illegible] [illegible] জীবনচরিত-পাঠ [illegible] [illegible] বিরাট, [illegible] [illegible] [illegible] ও [illegible] চিত্র-সমন্বিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] প্রচারিত, [illegible] [illegible] আলোচনা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সরস্বতী গোস্বামী [illegible] [illegible] মুখবন্ধ (Foreward) [illegible] ও [illegible] [illegible] (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Index Glossary [illegible] [illegible] [illegible]।

ভিক্ষা—১৫্‌, পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—[illegible] গৌড়ীয়মঠ [illegible], [illegible]; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা ; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জেলা—নদীয়া।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—[illegible] শ্রীল [illegible] সরস্বতী গোস্বামী-[illegible]-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক প্রতি [illegible] প্রকাশিত হয়। প্রতি [illegible] [illegible] টাকা [illegible] কলিকাতা বাগবাজার গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

২। গৌড়ীয়—[illegible] [illegible] শ্রীপাদ [illegible] বিদ্যাবিনোদ [illegible] [illegible] বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক [illegible] ৩্‌, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা [illegible]।

৩। ভাগবত—[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইতে প্রকাশিত। [illegible] [illegible] ১৷০

৪। নদীয়াপ্রকাশ—[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সম্পাদিত দৈনিক পত্রিকা। [illegible] শ্রীমায়াপুর [illegible] হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক [illegible] [illegible] ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইতে প্রকাশিত [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] ১৷০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

[illegible] মূল [illegible] [illegible] এবং [illegible] [illegible] [illegible] শুদ্ধভক্তিপ্রচারের [illegible] [illegible] শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও [illegible] শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] আকারে ১০৩৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোক-সূচী, [illegible]সূচী, [illegible]সূচী, [illegible]সূচী, [illegible]সূচী, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের [illegible] [illegible] ও [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ভিক্ষা ১২্‌, [illegible] [illegible]—৩্‌ [illegible] মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে ; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ আদর্শ ও আদর্শচরিত্র [illegible] ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬্‌ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম [illegible] প্রদর্শন করিয়াছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র মেধাবী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৫৬,	১০—৩১,	১৩—২২	১৭—০৮,	১৯—৩৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২১,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—০৫
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৭৩,	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—১২

প্রত্যাবর্ত্তন [illegible]

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৫৫	৯-২৫	১২-১০	১২-৩৪	১৫-৩৪	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১২-১১	১২-৫২	১৫-৫১	১৮-৪৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-৫১	১৩-১২	৬-১১	১৯-১১

সচিত্র
নবদ্বীপ পঞ্জিকা

ভিক্ষা—মাত্র ৵০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

রবিনসনের
পেটেন্ট বার্লি
সময়ের রুচি রক্ষা করে

একশত বৎসরের অধিক দিন ধরিয়া [illegible] পৃথিবীর সর্বোৎকৃষ্ট বার্লি জল এবং বার্লি কাঞ্জি রূপে পরিগণিত হইয়াছে

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'শ্রীনাম' নবদ্বীপ

দৈনিক

নদীয়াপ্রকাশ

THE
NADIA-PRAKASH

REG. No C. 1544

ঐতরেয়োপনিষৎ
বড় অক্ষরে মূল ও ভাষ্যাদিসহ প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি উত্তম। ভিক্ষা ।০ মাত্র
শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

"গৌড়ীয়"
১ম বর্ষ হইতে ১১শ বর্ষ পর্য্যন্ত প্রতি বর্ষ কাপড়ে বাঁধাই ভিক্ষা ৩৷০ মাত্র।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ
বাগবাজার, কলিকাতা

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচার-নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১০ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২৪শে আষাঢ়, মঙ্গলবার ১৩৪২, ৯ই জুলাই ১৯৩৫ [১০৯তম সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

—:০:—

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে বিমান ডাক
পরিকল্পনা সম্পর্কে আলোচনা

রেঙ্গুনের সংবাদে প্রকাশ ডাক ও তার বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেল মিঃ জি ভি বিউর এসোসিয়েটেড প্রেসের প্রতিনিধির নিকট এক বিবৃতি প্রসঙ্গে বলেন, পরিকল্পিত এম্পায়ার এয়ারমেল সার্ভিস লণ্ডন ও কলিকাতার মধ্যে সপ্তাহে পাঁচ বার এবং কলিকাতা ও অষ্ট্রেলিয়ার মধ্যে সপ্তাহে তিনবার যাতায়াত করিবে। উহা দ্বারা একদিকে লণ্ডন হইতে অষ্ট্রেলিয়া এবং অপরদিকে মিশরের পথে দক্ষিণ আফ্রিকা পর্য্যন্ত বিমান ডাক চলাচল হইবে।

এই জন্য ল্যাণ্ড প্লেন ও সী প্লেন উভয় প্রকার বিমানই ব্যবহৃত হইবে এবং দিবাভাগে ও রাত্রিতে দ্রুত সময়েই উহা চলিবে।

উক্ত পরিকল্পনা অনুসারে সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত সমস্ত দেশেই সাধারণ ডাকেই চিঠি পত্রের আদান প্রদান হইবে—এইজন্য অতিরিক্ত বিমান মাশুল লাগিবে না। যে সমস্ত দেশে এই সার্ভিসের কার্য্য হইবে তাহার অন্তর্ভুক্ত স্থানে ও সাম্রাজ্যের বহির্ভূত অঞ্চলের জন্য অতিরিক্ত বিমান মাশুল ধার্য্য করা হইবে। অবশ্য এই পরিকল্পনা কার্য্যকরী করার জন্য যথেষ্ট অর্থ এবং সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত দেশসমূহের সহযোগিতা ও সাহায্যের প্রয়োজন। ভারতবর্ষ হইতে পৃথক হইলে ব্রহ্মও পৃথক দেশ বলিয়া পরিগণিত হইবে। তখন এই সার্ভিসের সুবিধা গ্রহণ করিতে হইলে ব্রহ্মদেশকেও সহযোগিতা ও সাহায্য দান করিতে হইবে।

ব্রহ্ম সরকার এই বিষয়ে বিবেচনা করিতেছেন। এই সম্পর্কে আলোচনার জন্য ডাক ও তার বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেল রেঙ্গুনে আসিয়াছেন। তিনি ব্রহ্ম বণিক সভার সহিত ইতিমধ্যে আলোচনা করিয়াছেন, ব্রহ্মের ভারতীয় বণিক সভার সহিতও তিনি এই বিষয়ের কথাবার্ত্তা বলিবেন।

ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশের মধ্যে সপ্তাহে তিনবার বিমান ডাক চলাচল আরম্ভ হইলে তখন আর বর্ত্তমান সময়ের মত মাদ্রাজ ও রেঙ্গুণের মধ্যে অধিক সংখ্যক মেল ষ্টীমার প্রয়োজন হইবে না। এই বিষয়ে কর্ত্তৃপক্ষ আলোচনা করিতেছেন। ব্রহ্ম বিচ্ছেদের পর এবং এম্পায়ার এয়ার মেল সার্ভিস আরম্ভ হইলে যে ডাক মাশুল বৃদ্ধির প্রয়োজন হইবে সে বিষয়েও তাঁহারা বিবেচনা করিতেছেন।

———

আসাম প্রবাসীদের গবর্ণমেণ্টের নিকট ডেপুটেশন

আসাম প্রদেশের প্রবাসী সমিতির পক্ষ হইতে একদল প্রতিনিধি আসামের গবর্ণরের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। তাঁহারা এই দাবী উপস্থিত করিবেন যে নূতন শাসনতন্ত্রের আমলে আসামের উভয় আইন সভায় প্রবাসীদের প্রতিনিধি প্রেরণের ব্যবস্থা করিতে হইবে। রায় বাহাদুর কালীচরণ সেন এই প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব করিবেন।

———

কারাগারের অনশনের নূতন বিধি
মাদ্রাজ সরকারের নির্দ্দেশ

অনশন ধর্ম্মঘটী বন্দী সম্পর্কে নূতন বিধি রচিত হইয়াছে। এতদনুযায়ী কারাকর্ত্তৃপক্ষকে প্রায়োপবেশনকারী বন্দীকে অবিলম্বে অন্যান্য বন্দী হইতে স্বতন্ত্র রাখিবার নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। কারাগারে অনশন চরম অপরাধ এবং সঙ্ঘবদ্ধভাবে অনশন ধর্ম্মঘট বিদ্রোহের সমতুল, বন্দীদিগকে সে বিষয়ে সতর্ক করিয়া দিবার জন্যও কারাকর্ত্তৃপক্ষকে অনুরোধ করা হইয়াছে। বন্দী যতক্ষণ অনশনে থাকিবে সে পর্য্যন্ত তাহার কোনও অভিযোগের প্রতিকার করা হইবে না। অনশন অপরাধের বিচার কারাগারের মধ্যে যথাসম্ভব অল্পসময়ে শেষ করা হইবে। অনশনকারী বন্দীর প্রতি আচরণ সম্পর্কে কারাকর্ত্তৃপক্ষের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, তাঁহারা বন্দীদের বাধাবন্ধ করিতেও তাহাদিগকে মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করিতে চেষ্টিত থাকিবেন। কোন অবস্থায় অনশনকারী বন্দীকে কৃত্রিম উপায়ে আহার্য্য দিতে হইবে তাহা কারাগারের মেডিকেল অফিসারের বিবেচনাধীনে থাকিবে।

—

চিঠির বাক্সে বিস্ফোরক দ্রব্য

ঢাকায় গত সোমবার মাহুৎটুলী পোষ্ট অফিসের চিঠির বাক্সের মধ্যে কলিকাতা স্কুল অব একাউণ্টেন্সীর ম্যানেজারের নামে লিখিত একখানি খামের মধ্যে পত্র ও কাগজে মোড়া ফসফরাস প্রভৃতি সমস্ত দাহ্য বিস্ফোরক পদার্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রকাশ, ঐ খামখানির উপর ডাকঘরের ছাপ লাগাইবার সময় উহা হইতে ধূম উদ্গীরণ হইতে থাকে। অবিলম্বে পুলিশে সংবাদ দেওয়া হইলে পুলিশ আসিয়া খামের মধ্যে প্রাপ্ত পদার্থ রাসায়নিক পরীক্ষার জন্য প্রেরণ করিয়াছে।

———

আন্তর্জাতিক শ্রমিক সম্মেলন

শ্রমিকদিগের কার্য্যকালে যে সব পীড়া হয়, সে সম্বন্ধে আন্তর্জাতিক শ্রমিক সম্মেলনে চুক্তির যে খসড়া গ্রহণ করা হইয়াছে তাহার জন্য কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা সমীচীন সে সম্বন্ধে ভারত সরকার প্রাদেশিক সরকারগুলির নিকট মত জানিতে চাহিয়াছেন। বর্ত্তমান চুক্তির খসড়াতে ভারতীয় আইনের বহির্ভূত কতকগুলি পীড়া যোগ দেওয়া হইয়াছে। তাহার মধ্যে 'সিলিকোসিস' সর্ব্বপ্রধান।

———

আততায়ীর ছোরার আঘাতে অন্তরীণ নিহত
পশ্চাদ্দিক হইতে আক্রমণ

বঙ্গীয় সংশোধিত ফৌজদারী দণ্ডবিধি মতে কসুরে অন্তরীণ পরেশ চন্দ্র সেনকে গত ২৯শে জুলাই বৈকাল বেলা দুইটী বাঙ্গালী যুবক গুরুতর ভাবে ছোরার দ্বারা আঘাত করে।

প্রকাশ যে, অন্তরীণাবদ্ধ পরেশচন্দ্র সেন দৈনিক হাজিরা দিবার জন্য মুন্সীপুর থানায় যাইবার পথে গবর্ণমেণ্ট হাউস অতিক্রম করিবার সময় পেছন দিক হইতে দুইজন যুবক তাহাকে আক্রমণ করে। তিনজন মুসলমান ঐ সময় ঐ স্থান দিয়া যাইতেছিল, তাহারা আততায়ীদ্বয়কে তাড়া করে এবং একজনকে পাকড়াও করিয়া ফেলে, অপরজন কোথায় সরিয়া পড়ে। আহত যুবককে সেখান হইতে সঙ্গে সঙ্গেই ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড হাসপাতালে পাঠান হইয়াছিল, তথায় অল্পক্ষণের মধ্যেই তাহার মৃত্যু হয়।

মূল্যবান অলঙ্কারাদি চুরি

কিছুদিন পূর্ব্বে [illegible]-ষ্ট্রিটে বাবু কৃষ্ণমোহন নামক একজন বিখ্যাত পাট ব্যবসায়ীর বাড়ী হইতে বহু মূল্যবান অলঙ্কার চুরি যায়। পুলিশ এই সম্পর্কে শিবনাথ ও অপর ১ ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে। ধৃত ব্যক্তিদিগকে হাজতে রাখা হইয়াছে।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য'

[ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্স কলেজের উড়িষ্যার প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম-এ, মহোদয়ের গবেষণা এবং পাণ্ডিত্য লেখনীর অনুভূত আধ্যাত্মিক কারণ একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-সারে যত হইল এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দার্শনিক প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা প্রথম খণ্ডে ৩০শ অধ্যায়ে, প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় হইয়া ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের লিখিত মুখবন্ধ (Foreward) প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত শব্দসূচী-পরিশিষ্ট (Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রয়পেট্টা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। প্রতি বর্ষ ৩৲ টাকা ভিক্ষায় কলিকাতা বাগবাজার গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত -হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। বৈদিবারণ্য শ্রীপুরুষোত্তম মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১।০

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত মধুসূদন মহা-পাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এস, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া গদাধরাঙ্গন হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক ভিক্ষা সডাক ১।০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল শ্লোক অন্বয় এবং তাহার বর্ত্তমান-যুগে শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। আট খণ্ডে ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৩৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোক সূচী, পদ্যসূচী, গানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়-সূচী অর্থসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী-পত্র। সমগ্র শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট সংস্করণ জগতের কোথায়ও আর পূর্ব্বে প্রকাশিত হয় নাই, ইহা নিঃসন্দেহে পাঠক-মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আশুও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

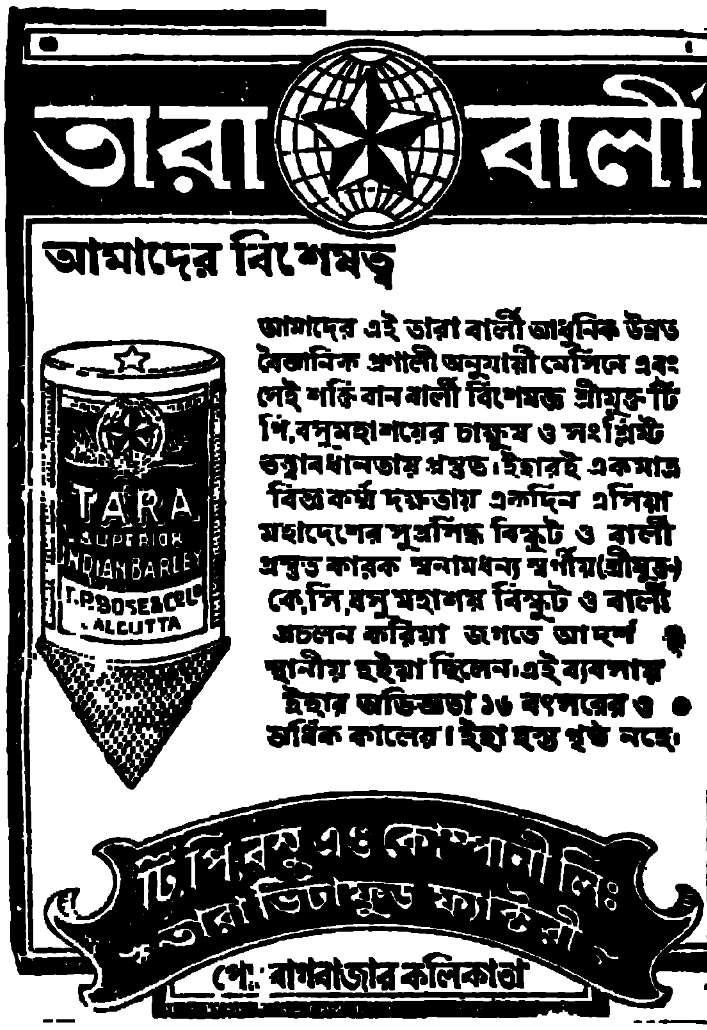

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৪৬,	১০—৩১,	১৩—২২	১৭—৩৮,	১৯—৩৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—০৫
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩০,	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৩,	২০—১২

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

শনিবার অন্যান্যদিন

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১২-১০	১২-৩৪	১৫-৭৪	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১২-১৯	১২-৪২	১৫-৪১	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-৫১	১৩-১২	১৬-১২	১৯-১১

সচিত্র

নবদ্বীপ পঞ্জিকা

ভিক্ষা—মাত্র ৵০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ

পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ। নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥ প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ। মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং, রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা। শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থো মহান্, শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১০ম বর্ষ | ২৩ বামন | গৌরাব্দ ৪৪৮, ২৪শে আষাঢ় ১৩৪১ | ৯ই জুলাই ইং ১৯৩৪ | মঙ্গলবার | ১০৯৩তম সংখ্যা

লণ্ডন গৌড়ীয় মিশনের কার্য্য

গৌড়ীয়মঠ-প্রচারকের বক্তৃতায় পাশ্চাত্য মনীষিগণ মুগ্ধ

ক্যাক্সটন্ হলে স্বামী বন

শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে ইউরোপে মহাপ্রভুর বাণী-প্রচারকার্য্যের জন্য ভারপ্রাপ্ত ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ গত ৩০ জুন অপরাহ্ণ ৪-৩০ মিনিটের সময় লণ্ডনস্থ "ইষ্ট ইণ্ডিয়া এসোসিয়েশনে"র এক সভায় একটী সংক্ষিপ্ত সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। ভারতে শীঘ্রই পারস্পরিক সম্বন্ধবিশিষ্ট একটী প্রতিষ্ঠান (Federal Constitution) স্থাপিত হইবে। স্বামীজীর বক্তৃতার বিষয় ছিল—ঐ প্রতিষ্ঠানে ধর্ম্মের স্থান ও সংরক্ষণ। ঐ সভায় মহামান্য মার্কুইস্ অব্ লুথিয়ান্ সভাপতি ছিলেন। প্রধান বক্তা ছিলেন মিঃ হগ মলসন্ এম্-পি (Mr. Hugh Molson) কিন্তু উচ্চশিক্ষিত শ্রোতৃবৃন্দ সকলেই স্বামীজীর বক্তৃতার বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে ভারতের জনসাধারণের মনস্তত্ত্ব ও পরমার্থ সম্বন্ধে যে অবস্থা তৎসম্বন্ধে স্বামীজী বেশ আলোকপাত করিয়াছিলেন।

লর্ড ল্যামিংটনের গৃহে পরমার্থবাণীপ্রচার

স্বামীজী লণ্ডন-গৌড়ীয়-মিশন-সোসাইটীর অন্যতম সহকারী সভাপতি মাননীয় লর্ড ল্যামিংটন জি-সি-এম্-জি, জি-সি-আই-ই, মহোদয়ের আলয়ে গত ২৮শে জুন মহাপ্রভুর উপদেশ-বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বহু সারগর্ভ কথা বলিয়াছিলেন। মাননীয় লর্ড ল্যামিংটন হিন্দুধর্ম্মের মূলনীতি ও ভিত্তি এবং পঞ্চোপাসনা ও শুদ্ধভক্তির পার্থক্য শ্রবণ করিয়া অতিশয় আনন্দপ্রকাশ করেন। হিন্দুধর্ম্মে বহু দেবতার কথা আছে কেন, হিন্দুগণ বহ্বীশ্বরবাদী কি পৌত্তলিক একেশ্বরবাদী প্রভৃতি বিষয়ে তিনি স্বামীজীকে প্রশ্ন করিয়া যে উত্তর পাইয়াছেন তাহাতে অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছেন।

স্যার ফ্রেডারিক সাইক্সের সহিত উৎসাহপূর্ণ আলোচনা

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ বন মহারাজ বোম্বের ভূতপূর্ব্ব গভর্ণর স্যার ফ্রেডারিক্ সাইক্স পি-সি, জি-সি-এস্-আই, জি-সি-আই-ই, জি-বি-ই, কে-সি-বি, সি-এম্-জি মেজর জেনারেল মহোদয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া থিওসফিক্যাল সোসাইটীর সহিত শ্রীচৈতন্যদেবের অনুগ গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের কি প্রভেদ তাহা বর্ণন করিয়াছেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি মানসিক-চিন্তাস্রোত-জাত আরোহবাদের সহিত মুক্ত শুদ্ধ জীবাত্মার উপাসিত বাস্তব সত্যের পার্থক্য বর্ণন করিয়াছেন।

জার্ম্মাণীতে Paganism (মিথ্যা দেবতা স্বীকারবাদ) বলিয়া যে ব্যাপার আছে তৎসম্বন্ধে মেজর জেনারেল প্রশ্ন করাতে স্বামীজী বলেন যে তাঁহার ধারণা এই যে Bonn বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক Hauer যে কথা বলিতেছেন তাহা খৃষ্ট-ধর্ম্মের বিচার হইতে তফাৎ। কারণ তাঁহার বিচারে ইউরোপে খৃষ্টধর্ম্ম তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে পারে নাই। অধ্যাপক Hauer এর সহিত সাক্ষাৎ আলোচনার ফলে স্বামীজী আরও বিবেচনা করেন যে, উক্ত অধ্যাপক হিন্দুশাস্ত্রের বিশেষতঃ উপনিষদের অনেক গ্রন্থ তাঁহার নিজের বিচার অনুযায়ী পাঠ করিয়াছেন এবং তাহার ফলে শঙ্করাচার্য্য-প্রণীত মায়াবাদভাষ্য আলোচনা করিয়া হিন্দুগণের আংশিক ধারণা গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার সোপার্জ্জিত ভারতীয় ধর্ম্মের ধারণাকে নিজের দেশের ছাঁচে ঢালিতে গিয়া উক্ত অধ্যাপক প্রকৃতিপূজার প্রশ্রয় দিয়াছেন। উক্ত অধ্যাপক বাহ্যিক ধর্ম্মে যে জাতীয়তার অত্যাসক্তি ও অত্যাবশ্যকতা দেখাইয়াছেন তাহা রাজনৈতিক নাজী-জার্ম্মাণীর মনোধর্ম্ম বিজ্ঞানের আন্দোলন হইতে পৃথক্ করা যায় না।

শরৎ ঋতুতে লণ্ডনে স্বামী বনের বক্তৃতার বিবরণ

লণ্ডন-গৌড়ীয় মিশনের উদ্যোগে স্বামী বন আগামী ১৮ই জুলাই তারিখে অপরাহ্ণ ৪-৩০ মিনিটের সময় ক্যাক্সটন হলে The Philosophical back ground of Hinduism (হিন্দুধর্ম্মের দার্শনিক ভিত্তি) সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবেন লর্ড ল্যামিংটন সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন। অন্যান্য বক্তৃতার বিষয় পরে প্রকাশিত হইবে।

বার্লিন গৌড়ীয় সোসাইটী

বর্ত্তমানে বার্লিন নগরে স্বামী বনের অনুপস্থিতি-কালে বার্লিন শাখা-সভাটীর তাঁহার নামীয় চিঠিপত্র ও কাগজাদি নিম্নলিখিত ঠিকানায় প্রেরিত হইবে।

Regierungsrat Herr Dr. Martin Weigert, Ph. D. L. L. D.
Honourary Secretary,
Gaudiya society, Berlin W 30
Eisenacherstrasse 29, Deutschland

শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যের জনৈক শিষ্য ডাঃ আর্ণষ্ট শুলজ শারীরিক অসুস্থতাবশতঃ জার্ম্মাণীর একটী স্বাস্থ্যনিবাসে অবস্থান করিতেছিলেন; এক্ষণে তিনি আরোগ্য লাভ করিয়াছেন। তজ্জন্য আমরা আন্তরিক আনন্দ প্রকাশ করিতেছি। শীঘ্রই তিনি পাশ্চাত্যদেশবাসীর পারমার্থিক উন্নতিবিধানের সেবাভার গ্রহণ করিবেন। পাঠকগণ অবগত আছেন যে, তিনি শ্রীগৌড়ীয় মঠাচার্য্যের নিকট হইতে শ্রীহরিনাম-মহামন্ত্র লাভ করিয়াছেন এবং লণ্ডনে প্রচারকগণের সহিত বহু দিবস বাস করিবার পর তিনি স্বামী বনের সহিত জার্ম্মাণী, চেকোস্লোভাকিয়া, অষ্ট্রিয়া প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়-সমূহে প্রচারকার্য্যে গত শীতকালে গিয়াছিলেন। আশা করা যায় যে, শীঘ্র তিনি ভারতবর্ষে আসিয়া কলিকাতায় আচার্য্য-পাদপদ্মে অবস্থান করিবেন।

আমলাযোড়ায় বিরহোৎসব

গত ১৫ই আষাঢ় শুক্রবার শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব তিথিতে আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম সভামণ্ডপে পর শ্রীপাদ মদনার্জ্জুন ব্রহ্মচারী সমবেত ভক্তমণ্ডলীর সমক্ষে শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের দান সম্বন্ধে প্রায় দেড় ঘণ্টাকাল ওজস্বিনী ভাষায় সিদ্ধান্তপূর্ণ বক্তৃতা করেন। বক্তৃতার পূর্ব্বে ও পরে শ্রীপাদ জয়গোপাল প্রভু সুললিতকণ্ঠে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন করেন। প্রায় দুইশত লোককে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। শ্রীপাদ হরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী ও শ্রীপাদ বঙ্কিমচন্দ্র দাসাধিকারীর সেবা উৎসাহ উল্লেখযোগ্য।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৩ বামন ভাদ্র প্রচার ৪৪২

মিথ্যা ব্যবহার

মিথ্যা-ব্যবহার ভীষণ পাপ। ইহাতে যে শুধু অপরের এবং সমাজের অনিষ্ট হয় তাহা নহে, মিথ্যা-ব্যবহারকারীর নিজের অনিষ্টও নিতান্ত কম হয় না। কথায় বলে—'দশদিন চোরের, একদিন সাধুর' মিথ্যা-ব্যবহারী একদিন না একদিন ধরা পড়িবেই। তখন ত' আর কেহ তাহাকে বিশ্বাস করিবেই না, অধিকন্তু ঐ জঘন্য কার্য্যে লিপ্ত বলিয়া সারা-জীবন তাহাকে অপরের সেবকাভিমান রাখাবাদে 'দণ্ড দেওয়া' অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে, কাহারো নিকট হইতে কোনরূপ প্রকার সহানুভূতি পাইবে না। এই ত' গেল জাগতিক নীতির কথা। পরমার্থের বিচারে, নিষ্কপটভাবে ভোগিকুল ভগবৎসম্বন্ধরহিত হইয়া সত্যবাদী (?) বলিয়া জগজ্জনিকার প্রতিষ্ঠা-সংগ্রহে সমর্থ হইলেও প্রকৃত সাধুগণকর্তৃক উপেক্ষিত হইয়া থাকে, সুতরাং মিথ্যাবাদী হইলে যে তাহাদের স্থান কোথায় তাহা সহজেই অনুমেয়। চিরকাল যাহার অস্তিত্ব, তাহাই সত্য। ভগবান্—নিত্য সত্য, তাঁহার ভক্ত—নিত্য সত্য এবং তাঁহার সেবা—নিত্য সত্য। এই তিনের সহিত যাহাদের সম্বন্ধ নাই, পারমার্থিক বিচারে তাহারা সত্যবাদী হইতে পারে না, এবং তাহাদের ব্যবহারও সত্য বলিয়া গৃহীত হইবার যোগ্য নহে।

মিথ্যা-কথা বলা, ধর্ম্ম-কাপট্য, বঞ্চনা ও পক্ষপাত—এই চারিপ্রকারে মিথ্যা-ব্যবহার আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে। যখন পাঠশালায় বাল্যশিক্ষা পাঠ করিয়াছি, তখনই দেখিতে পাইয়াছি—'মিথ্যা কথা বলা সকল দোষের আকর।' মিথ্যাবাদীর পরিণাম—মিথ্যাবাদী রাখালবালকের ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক নিহত হওয়ার উদাহরণে দেখিতে পাইয়াছি। সত্য বস্তুকে মিথ্যা বলিয়া বর্ণন করিতে যাইয়া মায়াবাদী রাখাল চিরকালই নির্ব্বিশেষ-ব্যাঘ্রের কবলে পতিত হয়।

বাহিরে শিখা, সূত্র, মালিকা, তিলক, কৌপীন-বহির্ব্বাসাদি রহিয়াছে অথচ অন্তরে ঈশ্বরভক্তির লেশমাত্র নাই—ইহাই ধর্ম্ম-কাপট্যের উদাহরণ। ইহাকে ধর্ম্মধ্বজিতাও বলা হয়। কৌপীন গ্রহণ করিয়া যোষিৎ-সঙ্গ বা যোষিৎসঙ্গীর সঙ্গ করিলে ধর্ম্ম-কাপট্যের প্রকৃষ্ট উদাহরণ প্রদর্শন করা হয় মাত্র। 'আমি ধর্ম্মকপট নহি' এই প্রকার কপটতা প্রদর্শনপূর্ব্বক পরমার্থের পথে প্রবেশ করিয়া বিষয়ার্থ অতিক্রম করিতে পারেন নাই যাঁহারা, তাঁহারা যদি শিখা-সূত্র-মালিকা-তিলকাদি ধারণ না করেন তাহা হইলে ধর্ম্মধ্বজিতার প্রকাশ পাইয়া থাকে। ইহাতে ভজন-উন্নতির সম্ভাবনা অতি অল্প।

মনের কথা প্রকাশ না করিয়া অন্যভাব প্রকাশ করিলে বঞ্চনা করা হয়; ইহাও মিথ্যা-ব্যবহার ব্যতীত আর কিছুই নহে। এই কার্য্যে লিপ্ত জনগণ 'শঠ' আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বসাধারণের উপেক্ষার ও ঘৃণার পাত্র হয়। শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের নিকট মঙ্গলগ্রহণার্থ আসিয়াও অনেকে জিজ্ঞাসিত হইয়াও মনের কথা খুলিয়া বলিবার সৎসাহস প্রদর্শন করিতে পারে না; কেহ কেহ বা মিথ্যা বলিতেও ইতস্ততঃ করে না। ইহাতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অনিষ্ট হইয়া থাকে। বদ্ধাবস্থায় সকলেরই মন দুর্বিষয়ে আসক্ত থাকে; ঐ আসক্তিই বদ্ধতার লক্ষণ। তাহা হইতে নিষ্কৃতি পাইবার নিমিত্ত সরল

একান্ত বাঞ্ছনীয়। গুরুবৈষ্ণবগণ অন্তর্যামী; আমি না বলিলেও তাঁহারা আমার অন্তরের কথা জানেন, সুতরাং আমি গোপন করিবার চেষ্টা করিলে কি ফলোদয় হইবে? তাঁহাদের নিকট হৃদয়ের দ্বার নিষ্কপটে সর্ব্বতোভাবে উন্মুক্ত করিতে পারিলে সকলেই দোষ সংশোধিত হইয়া ভজনোন্নতি হইতে পারে। গুরুবৈষ্ণবগণের নিকট মনের কথা গোপন রাখিয়া অন্য ভাব প্রকাশ করিলে সাধকের যে অনিষ্ট হয় তাহা পরিপূরণ করা এক প্রকার অসম্ভব। সুতরাং এই বঞ্চনা-চেষ্টা আত্মবঞ্চনা হইয়া থাকে মাত্র। কোন কার্য্য অপর কোনও ব্যক্তিকর্ত্তৃক কৃত হইলেও তাহা সম্পন্ন করিবার প্রতিষ্ঠা-সংগ্রহার্থ গুরুদেবের বা বৈষ্ণবগণের নিকট 'আমিই উহা করিয়াছি' বলিলে একদিকে যেমন 'অভক্ষ্যাবিকৃচ্ছায়া'র জঘন্য উদাহরণ প্রদর্শিত হয়, অপরদিকে তেমনি বঞ্চনা বা মিথ্যা আচরণের দণ্ডে পড়িতে হয়।

সত্যপক্ষে না থাকিয়া অসত্য পক্ষ অবলম্বন করিলে 'পক্ষপাত'-দোষে পতিত হইতে হয়। ইহাও মিথ্যা আচরণ ব্যতীত আর কিছুই নহে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, ভগবান্ ও ভাগবত সত্য বস্তু। তাঁহাদের আশ্রয়ে অবস্থান করাই নিরপেক্ষতা, তাহা না করিলে পক্ষপাতদোষে পড়িতে হয়।

সৎক্রিয়াসারদীপিকা

তৃতীয়-সংস্করণ

'নয় ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন
গ্রন্থ-বিভাগ শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রথে শ্রীশ্রীজগন্নাথ-দর্শন

[শ্রীপাদ সহজানন্দ ব্রহ্মচারিকালিখিত]

আজ রথ-দ্বিতীয়া। ভারতের অসংখ্য নরনারী শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা-সন্দর্শনে আজ ব্যস্ত। ইঁহাদের মধ্যে কতক লোক সত্যাহপ্রিতভাবে "রথ দেখা কলা বেচার" উদ্দেশে, আর কতক লোক পুণ্যার্জ্জনের অভিপ্রায়ে, আর বাকী অল্পসংখ্যক লোক "রথে তু বামনং দৃষ্ট্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে" এই শাস্ত্রোক্ত বাক্যের সার্থকতায়, জন্মমরণ-মালা হইতে চিরতরে অব্যাহতি-লাভের জন্য রথদর্শনে সমাগত। এই শেষোক্ত শ্রেণীর ব্যক্তিগণের বিষয়ই অত্রকার আলোচ্য বিষয়। ইঁহাদের মধ্যে অনেকেই বহু দূর-দূরান্তর দেশ হইতে বহু কষ্টে পাথেয়াদি সংগ্রহ পূর্ব্বক যানে বা পদব্রজে নীলাদ্রি-তটে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথসম্মুখে আসিয়া উপস্থিত। আবার ইঁহাদের মধ্যে অনেকেই ত্রিতাপ-জ্বালায় দগ্ধীভূত ও সংসারের নিষ্পেষণে পুনর্জন্ম-পরিগ্রহ ব্যাপারে সম্পূর্ণ বিগতস্পৃহ—কেবল তাহাই নহে পরন্তু পুনর্জন্ম-নিবারণে আগ্রহান্বিত।

রথে জগন্নাথদর্শনে জন্মান্তর-গ্রহণের দায় হইতে অব্যাহতি লাভ ঘটে, এই শাস্ত্রোক্ত বাক্য ব্যতীত—

"তাবৎ ভ্রমন্তি সংসারে মনুষ্যাঃ মন্দবুদ্ধয়ঃ।
যাবৎ জগৎ ন পশ্যন্তি কেশবস্য মহাত্মনঃ॥
অচৈতন্যমিদং বিশ্বং যদি চৈতন্যমীশ্বরম্।
ন বিদুঃ সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞোঽপি
ভ্রাম্যন্তে তে জনাঃ॥"

ইত্যাকার শাস্ত্রবাক্যের বাহ্য বা স্থূল ব্যাখ্যাও হয়ত তাহাদের কর্ণে প্রবেশ করিয়া তাহাদিগকে রথযাত্রা উপলক্ষে পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে আগমনে প্রণোদিত করিয়াছে। ইঁহাদের আশা, আকাঙ্ক্ষা অবশ্যই সহানুভূতি-যোগ্য ও প্রশংসনীয়।

কিন্তু হায়! তাহাদের মধ্যে কয়জনের স্মরণ আছে যে—

"অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত-গোচর।
বেদ-পুরাণেতে ইহা কহে নিরন্তর॥"

জড় চক্ষে যে অধোক্ষজ জগন্নাথদর্শন হয় না, একথা কি জগন্নাথের পাণ্ডাগণ একবার তাহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতে সাহসী হইয়াছে?

"সর্ব্বত্র কৃষ্ণের মূর্ত্তি করে ঝলমল।
সে দেখিতে পায় যার আঁখি নিরমল॥
অন্তীভূত চক্ষু যার বিষয়ধূলিতে।
কেমনে সে পরতত্ত্ব পাইবে দেখিতে॥"

কোন পাণ্ডা কি এ বিষয়ে তাহাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছেন? তাঁহারা ত' কেবল উচ্চকণ্ঠে তীর্থমাহাত্ম্য বর্ণন করিয়া যাত্রিদিগকে তীর্থে টানিয়াই আনেন।

কোনও প্রকৃত বন্ধু কি তাঁহাদিগকে বলিয়াছেন যে, গোবিন্দ-চরণ-সেবার সিদ্ধি-লাভের জন্য সাধুসঙ্গলাভই তীর্থগমনের মুখ্য উদ্দেশ্য; নতুবা "তীর্থযাত্রা পরিশ্রম কেবল মনের ভ্রম"। কোনও বন্ধু কি যাত্রিগণকে—

"ভবদ্বিধা ভাগবতাস্তীর্থভূতাঃ
স্বয়ং প্রভো।
তীর্থীকুর্ব্বন্তি তীর্থানি স্বান্তঃ-
স্থেন গদাভৃতা॥"

এই শ্লোকের তাৎপর্য্য অবগত করাইয়াছেন? যাহার শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর ন্যায় সাধুজনের দর্শন পাইয়া মহাপ্রভু যাহা বলিয়াছিলেন—

"গয়া-যাত্রা সফল আমার।
যতক্ষণে দেখিলাম চরণ তোমার॥"

সে কথা কি একবারও তাহাদিগকে কেহ মনে করাইয়া দিয়াছে? শরণাগতের প্রতি অবশ্য গৌর-কৃষ্ণ-জগন্নাথের কৃপা-বাহুল্যের পরিচায়ক—

"যদৈবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ
আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্"

এই বাক্যের সত্যতা উপলব্ধির উদ্দেশ্যে কেহ কি তাহাদিগকে শরণাগতিমূলে ভগবচ্চরণে কৃপাপ্রার্থী হইতে উপদেশ দিয়াছেন? একমাত্র বিশুদ্ধসত্ত্ব-সম্পন্ন হৃদয়েই যে অধোক্ষজ ভগবান্ বাসুদেবের উদয় হয়—অন্যত্র নহে, তাহাতে বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য কি কোন জগন্নাথের পাণ্ডা শ্রীমদ্ভাগবতের—

"সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেবশব্দিতং
যদীয়তে তত্র পুমান্ অপাবৃত
সত্ত্বে চ তস্মিন্ ভগবান্ বাসুদেবো
হ্যধোক্ষজো মে নমসা বিধীয়তে॥"

এই শ্লোকের ব্যাখ্যা শুনাইয়াছেন?

আজ পুরুষোত্তমে সমাগত অগণিত তীর্থযাত্রিগণের বড়ই সৌভাগ্য যে, এই সমস্ত তত্ত্ব বিশদরূপে হৃদয়ঙ্গম করাইবার জন্য পরমহংসধুর্য্য, কৃপাম্বুধি, জগদ্গুরু ও বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে শ্রীপুরুষোত্তম মঠ প্রকট করিয়াছেন।

"গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে।
গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥
জীবে সাক্ষাৎ নাহি, তাতে গুরু চৈত্ত্যরূপে।
শিক্ষা-গুরু হন কৃষ্ণ মহান্তস্বরূপে॥"

"ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু
সজ্জেত বুদ্ধিমান্।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ॥"

শাস্ত্রোক্ত এই সমস্ত বাক্যে বিশ্বাসী হইয়া যাঁহা রথযাত্রিগণ অতির গোবর্দ্ধন চটক-পর্ব্বতে শ্রীপুরুষোত্তমমঠে উপস্থিত হইয়া আচার্য্যবর্য্যের বাণী তাঁহার সেবকগণের নিকট শ্রবণ-সৌভাগ্য বরণ করিতে পারেন তবে

"সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি
শ্রদ্ধা-রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি॥"

—এই ভাগবতোক্ত শ্লোকের মর্ম স্ব-স্ব হৃদয়ে উপলব্ধি করিতে অবশ্যই সমর্থ হইবেন। সাধুপ্রসঙ্গ-প্রভাবে অবশ্যই তাঁহাদের চিত্ত-মল বিধৌত হইবে এবং তখন শুভবোধোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের বিশুদ্ধ-সত্ত্বহৃদয়ে অপরাধ-বর্জন এবং তৎফলে জন্মমরণ-যাতনার হস্ত হইতে অব্যাহতি-লাভ অনুভবগম্য হইবে।

শাস্ত্র বলেন—

"যেতাত্মা পুরুষঃ কৃষ্ণপাদমূলং ন মুঞ্চতি।
মুক্তসর্বপরিক্লেশঃ পান্থঃ স্ব-শরণং যথা॥"

কিন্তু ইহা বিশেষরূপে স্মরণ রাখিতে হইবে, সাধুগুরুর কৃপালাভ ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মে রতি মতি হওয়া বা অপরাধ-বর্জন অসম্ভব।

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন :—

"নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং
স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং
নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ॥"

এবং শ্রীভগবান্ বলেন—

সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহম্।
মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো
মনাগপি॥"

"গোবিন্দ কহয়ে মোর বৈষ্ণব পরাণ।
বৈষ্ণবজনয়ে মোর সতত বিশ্রাম॥"

শ্রীমদ্ভাগবত অন্যত্র বলেন,—

রহূগণৈতত্তপসা ন যাতি
ন চেজ্যয়া নির্বপণাদ্ গৃহাদ্বা।
ন চ্ছন্দসা নৈব জলাগ্নিসূর্যৈ-
র্বিনা মহৎপাদরজোঽভিষেকম্॥

—মূল কথা, ভগবদ্দর্শনলাভ সম্পূর্ণরূপে ভক্তকৃপা-সাপেক্ষ। এই সমস্ত শাস্ত্রবাক্য স্মরণ করিয়া সকলেরই তীর্থক্ষেত্রে যাইয়া তীর্থরূপ সাধুমহাজনগণের প্রকৃত সঙ্গ ও তাঁহাদের মুখোচ্চারিত গীতাবলী, হৃৎকর্ণ-রসায়ন হরিকথা-শ্রবণদ্বারা হরিভজনোন্মুখতা লাভ করা অবশ্য কর্তব্য।

ভগবান্ কি শত্রুভাবে লভ্য ?

(২)

বিপক্ষ পুনরায় প্রশ্ন করিতে পারেন,—"কেন ? শ্রীমদ্ভাগবত ত' আমাদের শত্রু-ভাব বা বৈরভাবের পথকেও সমর্থন করিয়াছেন। অরিকুলের পথ গ্রহণ করিলে ত' আমাদের তিন জন্মেই ভগবৎপ্রাপ্তি ঘটিবে, নতুবা যে আমাদের সাত জন্ম ঘুরিতে হইবে। আমাদের চাই, কৃষ্ণ-প্রাপ্তি। আমাদের কৃষ্ণের সুখে আবশ্যক কি ? আমরা তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ ও বিরুদ্ধচিন্তন দ্বারা তাঁহাকে পাইব না কেন ? শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে,—

তস্মাদ্বৈরানুবন্ধেন নির্বৈরেণ ভয়েন বা।
স্নেহাৎ কামেন বা যুঞ্জ্যাৎ কথঞ্চিৎ
নেক্ষতে পৃথক্॥"

৮

অর্থাৎ কি বৈরভাব, কি ভক্তিযোগ, কি ভয়, কি স্নেহ অথবা কি কাম,—ইহার যে কোন একটি উপায় দ্বারা তাঁহাতে মনঃ-সংযোগ করিতে হইবে, তাঁহাকে স্বতন্ত্রভাবে কখনও দেখিবে না। এই সকল বাক্য-দ্বারা প্রতিকূল-চিন্তাপরায়ণ, ভগবানের সেবা-বিমুখ আমরা বড়ই আনন্দিত হই। অতি দুঃসাধ্য অথচ সহজ ভক্তিযোগ-রূপ একমাত্র পথ ব্যতীত অন্য কোন পথ থাকিতে পারে এরূপ শাস্ত্রে সমর্থন পাইলে আমাদের নাস্তিক ও ভোগবাসনাপূর্ণ মনের বড়ই উল্লাস হয়। আমরা যদি সাধনভজনের কোনপ্রকার ক্লেশই স্বীকার না করিয়া অনায়াসে অপাধরচিন্তাদিকে লাভ করিতে পারি তবে আর ভাবনা কি ? আমরা যদি ভগবানের সেবা-দুঃখ স্বীকার না করিয়া সেবানিষ্ঠ ভক্তগণের সমান আসন লাভ করিতে পারি তবে আমাদের চতুরতা অপেক্ষা বড় আর কি হইতে পারে ? চিন্তা করিতে হইবে—শিশুপালাদির বৈরভাব ও কংসের ভয় পূর্ব্ব পূর্ব্ব নিমিত্তকে আশ্রয় করিয়া হইয়াছিল। তাহারা পূর্ব্বে ব্রহ্মর্ষিগণকর্তৃক অভিশপ্ত হইয়াই কৃষ্ণের বিরুদ্ধভাবাপন্ন হইয়াছিল ; কিন্তু স্বরূপতঃ তাহারা নারায়ণের দ্বাররক্ষক পার্ষদ ছিল। নারায়ণের পার্ষদ নারায়ণের যুযুৎসা-নিবৃত্তির জন্য শত্রুভাবে তাঁহারই ইচ্ছা পূরণ করিতেছে। কিন্তু যদি কোন বদ্ধ ক্ষুদ্র জীব শিশুপালাদির অনুকরণ করে তবে তাহার আত্মবিনাশই লাভ হইবে পরন্তু সদ্গতি লাভ হইবে না। যেমন শ্যেনপক্ষীর অনুকরণে যদি কোন ক্ষুদ্র কাকপক্ষী মেষলোমে জড়াইয়া তাহাকে ঊর্দ্ধে লইয়া যাইতে চায়, তবে যেরূপ সে নিজেই মেষলোমে আবদ্ধ হইয়া অপর কর্ত্তৃক নিহত হয়, তেমনই কংসাদির ন্যায় নাস্তিকতার অনুকরণ করিতে যাইয়া ক্ষুদ্রজীব ভগবদ্-বিদ্বেষজনিত অপরাধে অনন্ত নরকলাভ করে। সর্প-ব্যাঘ্রাদি মানুষের স্বাভাবিক শত্রু, সুতরাং উহাদের ভয়বশতঃ বা বিদ্বেষবশতঃ মানুষের মন স্বতঃই ঐ প্রাণীর চিন্তন ও শত্রুতাচরণ করিতে বাধ্য হয়। ভগবান যাহাদের হস্তে রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন, সেই কংসাদিও তাঁহাকে সাক্ষাদ্ভাবে দেখিয়াই বিরুদ্ধাচরণ করিতেছে। মৃত্যুর কারণ জানিয়া কে তাহার শত্রুকে উপেক্ষা করিতে পারে ? অতএব কংসের ভয়বশতঃ ও শিশুপালাদির বিদ্বেষবশতঃ কৃষ্ণে চিত্ত আবিষ্ট হওয়া স্বাভাবিক, তাহাদের সর্ব্বত্র, সর্ব্বকালে, ও সর্ব্বভাবে শত্রুভাবে কৃষ্ণানুশীলন হইয়াছিল। ভগবৎস্মৃতির জন্যই তাহাদের সাযুজ্য-গতি লাভ হইয়াছিল। ঐসকল ক্ষুদ্র প্রাপ্তিকে কৃষ্ণ-প্রেমিকগণ, এমন কি তাঁহার নিকৃষ্ট কোন সেবকই কামনা করেন না। কৃষ্ণকর্তৃক নিহত ঐসকল বৈরীগণের গতি—ব্রহ্ম-লোক। ব্রহ্মধাম নির্ব্বিশেষ। উহা কৃষ্ণের নির্ব্বিশেষ অঙ্গজ্যোতিঃ মাত্র। ব্রহ্মলোকের উপরে বৈকুণ্ঠ, তদুপরি গোলোক বৃন্দাবন। যাহারা নিজ নিজ সাধনা-দ্বারা ভগবানের বৈকুণ্ঠরাজ্যের চতুঃ-সীমানায়ও স্থান পাইল না তাহারা যে ভগবানের কত প্রিয়—তাহা সহজেই অনুমেয়। সুতরাং যাহারা তাঁহার প্রীতি পাইতে চান তাঁহারা কখনও কংস-শিশু-পালাদির অনুগমন করেন না। তাঁহারা একমাত্র রাজপথ ভক্তিযোগই অবলম্বন করেন, কখনও জ্ঞান-কর্ম্মরূপ অভক্তি-যোগ অবলম্বন করেন না। তবে "বৈরানু-বন্ধেন নির্বৈরেণ" কথা দ্বারা ইহাই জানিতে হইবে যে, কংস-শিশুপালাদির যে প্রকার তীব্র বৈরভাব ছিল, সে প্রকার তীব্রভক্তিযোগ দ্বারাই ভগবান্ আরাধ্য। অন্যাভিলাষিতাযুক্ত, অবকাশযুক্ত বা দুষ্ট-শূন্য ভক্তিদ্বারা ভগবান্ কখনই লভ্য হন না। "তস্মাদ্বৈরানুবন্ধেন" ইত্যাদিদ্বারা ভক্তদ্বেষযুক্ত কৃষ্ণাভিনিবিষ্ট ব্যক্তিগণের স্বভাবমাত্র উল্লিখিত হইয়াছে কিন্তু উহা কোন প্রকারেই সাধকের পক্ষে বিধি বলিয়া কথিত হয় নাই। কাম-ক্রোধ-ভয়-স্নেহাদি যুক্ত ব্যক্তি সাধারণ নৈতিক লোকসমাজেও নিন্দনীয়। অতএব তাহারা আবার ভক্তি-যোগী কি করিয়া হইবে ? নিষ্কাম, শান্ত ও অহঙ্কাররহিত জীবই কৃষ্ণভজনচেষ্টা আরম্ভ করিতে পারে। বদ্ধ, রিপুবশীভূত জীব নিজ নিজ খেয়াল, কল্পনা বা মায়াকেও মায়াধীশ কৃষ্ণ বলিয়া ভ্রম করে ; মায়া-দ্বারা মোহিত হওয়াকে কৃষ্ণপ্রাপ্তি বলা তাহাদের পক্ষে স্বাভাবিক ; মৃত্যুকে জীবন, মিত্রকে শত্রু, শত্রুকে মিত্র, প্রেয়ঃকেই শ্রেয়ঃ অথবা কুপথকেই মহাজনের পথ বলিয়া তাহারা চালাইতে পারে ; তাহাতে আত্ম-বিনাশ ব্যতীত কিছুই লভ্য হইবে না। কংস না হইয়া কংসের অভিনয় করিতে গেলে কংসাদির অপেক্ষা বহুগুণে হীন নরক-গতিই লভ্য। এজন্য শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্র প্রভৃতি ভগবদ্ভজনের বৈধপথ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সেই পথই সাধু-গুরুর আনুগত্যে আত্মমঙ্গলেচ্ছুর অনুসরণীয় নতুবা ভক্ত ও ভগবানের নিন্দা ও বিদ্বেষাদির বিষময়ফলস্বরূপ অনন্ত নরকভোগের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। এইজন্যই ভগব-নিন্দা ও বিদ্বেষকারিগণকে লক্ষ্য করিয়া স্বয়ং ভগবান্ গীতায় শ্রীমুখে অর্জ্জুনকে বলিতেছেন,—

তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু॥
আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি।
মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যান্ত্যধমাং
গতিম্॥
অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্॥
মোঘাশা মোঘকর্ম্মাণো মোঘজ্ঞানা
বিচেতসঃ।
রাক্ষসীমাসুরীং চৈব প্রকৃতিং মোহিনীং
শ্রিতাঃ॥

দিল্লীতে প্রচারে

বিগত ২০।৬।৩৫ তারিখে দিল্লী-গৌড়ীয়মঠের সেবকগণ দিল্লীর অন্তর্গত সীতারামবাজারনিবাসী শিবনলাল নামক জনৈক পাঞ্জাবী বণিকের বিশেষ আগ্রহে তদীয় গৃহে আহূত একটী বিশেষ সভায় প্রায় ১ ঘণ্টাকাল যাবৎ মহাজন-পদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিয়াছেন। সভায় বহু শিক্ষিত এবং পণ্ডিত লোক উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা গৌড়ীয়মঠের কীর্ত্তন শ্রবণে পরমানন্দিত হন।

বিগত ২২।৬।৩৫ তারিখে গবর্ণমেণ্ট প্রেসের কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত বিভূপদ মুখো-পাধ্যায় মহাশয়ের বিশেষ আগ্রহে গৌড়ীয়-মঠসেবক উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অনাদি-কৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈষ্ণবা-চার্য্য মহোদয় শ্রীমদ্ভাগবত হইতে ভক্ত প্রহ্লাদের চরিত্র পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। তাঁহার সুললিত ও চিত্তাকর্ষক ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া উপস্থিত শ্রোতৃবর্গ পরমানন্দিত হইয়াছিলেন। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন করা হইয়াছিল।

২৯।৬।৩৫ তারিখে ঐ প্রেসের উচ্চ-পদস্থ কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত বাবু যতীন্দ্রনাথ সরকার মহাশয়ের আহ্বানে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ তদীয় গৃহে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত হইতে সনাতনশিক্ষা পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যে ঐশ্বর্য্য-প্রভূত-শ্রীমদে অন্ধ হইয়া মানবকুল অশোক-অভয়-অমৃতপদ শ্রীভগবৎপাদপদ্মলাভে বঞ্চিত হয় সেই ঐশ্বর্য্যপ্রভূত শ্রীর অকিঞ্চিৎকরতা জগতের জীবকে জানাইবার জন্য শ্রীল সনাতনপ্রভু ঐ চারিসম্পদে সমৃদ্ধ হইয়াও তাহা পরিত্যাগ করিয়া অকিঞ্চন বৈষ্ণবের শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীপাদপদ্ম আশ্রয় করিয়া-ছিলেন। বদ্ধজীবের নিত্যমঙ্গলের পন্থা জানাইবার জন্যই তিনি নিজে বিজ্ঞ হইয়াও শ্রীগৌরসুন্দরের নিকট "কে আমি কেন মোরে জারে তাপত্রয়। ইহা নাহি জানি কেমনে হিত হয়॥" এই প্রশ্ন করিয়াছিলেন। স্বামীজী একঘণ্টার উপর এই সকল কঠিন বিষয় অতিশয় সরল ও সাধারণের বোধগম্য করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। স্বামীজীর ব্যাখ্যা শ্রবণে সকলেই বিশেষ পরিতুষ্ট হ'ন। বহু ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমহিলা সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন করা হয়।

পরনিন্দা পরচর্চ্চা না কর কখন। মুক্তভাবে একান্তে ভজ শ্রীগৌরচরণ॥

শুদ্ধভক্তি মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ

(আকর-মঠরাজ)

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ শত উত্তর-পূর্বে শ্রীরূপানুগ আচার্য্যবর্য্য শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্যমঠ বিরাজমান। এই স্থান শ্রীব্রহ্ম-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বত-ধর্ম্মস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরি-নামামৃত ব্যাকরণাদি বেদান্তসমূহের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র 'নদীয়া-প্রকাশ', সাত্বত-সম্প্রদায়ে অপ্রকাশিত এ সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতি বৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমাভিযান ও অপাপবিদ্ধ ভক্তগোষ্ঠীসহ কীর্ত্তন-প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্তাঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত শুদ্ধ ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশ্যে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই শুদ্ধসত্ত্বাধারে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দজীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রমাণ-চতুর্দ্দশ-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হয়। এই মঠ হইতে মহানগরীর সর্ব্বত্র হরিকথা-প্রচার, মহানগর-সঙ্কীর্ত্তন, বক্তৃতা, ব্যাখ্যা ও সঙ্কীর্ত্তন-মহা-মহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান হয়। মঠরক্ষক—মহামহোপদেশক অপ্রাকৃতিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া সহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী সেবাকোবিদ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী এখানে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান, রক্ষক—শ্রীঅর্পিত দাসাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—গোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

(৭) কাজীর সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদ-কাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তালোক।

(৮) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও রাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান দাস ব্রহ্মচারী।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

১০) মোদদ্রুম-ছত্র "গৌড়ের নৈমিষ"

মাউগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান। শ্রীগৌরনিত্যানন্দের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবঙ্কুবিহারী ব্রজবাসী, ভক্তভূষণ।

(১১) শ্রীউদ্যান কুঞ্জকানন

শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী,

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীনরহরানন্দ ব্রহ্মচারী

(১২) কুঞ্জকুটীর—পোঃ কৃষ্ণনগর,

নদীয়া। রক্ষক—শ্রীমধুসূদন অধিকারী

(১৩) ভাগবত-আসন—পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

এই স্থান হইতে ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচারিত হয়। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তালোক, ভক্তশাস্ত্রী।

(১৪) একায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হালখাল, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী ভক্তিবান্ধব।

(১৫) মহেশ পণ্ডিতের পাট

চাঁদুড়েপাল, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরাধাকিশোর ব্রজবাসী।

(১৬) মাধবগৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, পোঃ ঢাকা

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ।

(১৭) গোপালজীউমঠ—কমলাপুর,(ঢাকা)

গোপালজীউ শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান। রক্ষক—শ্রীমধুসূদন ব্রজবাসী,

(১৮) নিতাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)।

এখানে শ্রীনিতাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(১৯) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীযদুবর ভক্তশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২০) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ শাহু, (হাওড়া)

এখানে ষড়্ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(২১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীচৈতন্য দাসাধিকারী,

(২২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

কুমুরকোলা, পোঃ চিংড়ুলা, (মানভূম)

এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী।

(২৩) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকনিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে গুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান্দাস ব্রজবাসী ভক্তিরত্ন।

(২৪) গোয়াড়ীপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী।

(২৫) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ বক্সীবাজার, (কটক)

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণ-জীউর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর

(২৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর পুরী,

শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন।

(২৭) পুরুষোত্তম মঠ

ভক্তিকুটী, পোঃ পুরী উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীউর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগদাধর অধিকারী

(২৮) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়ানাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী দাসাধিকারী।

(২৯) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—শ্রীনিমাইচরণ দাসাধিকারী ভক্তলোচন।

(৩০) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪২নং কাশিপুরা, বেনারস সিটি

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বাগিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(৩১) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ

(৩২) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও গৌরবিনোদ-বিলাসজীউর সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীসত্যনারায়ণ দাসাধিকারী।

(৩৩) কৃষ্ণচৈতন্য মঠ

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

এখানে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিত্য-সেবা হয়। রক্ষক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠ

বিশ্রামঘাট মথুরা

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ

(৩৫) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ—শ্রীরাধাকুণ্ড

রক্ষক—শ্রীরাধারমণচরণদাস ব্রহ্মচারী

(৩৬) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৩৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ

সেবকাড়ী, পোঃ কোহোলা, জেলা গুরুদাসপুর (পাঞ্জাব) রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৩৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং কুতব রোড, নিউ দিল্লী।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসম্বন্ধ তুর্য্যাশ্রমী

(৩৯) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল।

এখানে গৌরবিনোদরায়ের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীনবীনগোপাল অধিকারী।

(৪০) সারস্বত গৌড়ীয় মঠ

হরিদ্বার মায়াপুর, ইউ, পি

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি

(৪১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ রায়পেট্টা মাদ্রাজ।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীপাদ ভক্তানন্দ ভক্তিবিভব

(৪২) বোম্বে-গৌড়ীয়-মঠ কার্য্যালয়

গ্রাণ্টের রোড, ছোটানি বিল্ডিং, বাংলো নং ১, বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মা মজুমদার।

(৪৩) অমরজি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমরজি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীমহেশ্বর দাস অধিকারী

(৪৪) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী

(৪৫) পাটনা গৌড়ীয় মঠ

১০০ মিঠাপুরা, পাটনা।

রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী রামভূষণ

(৪৬) গয়া গৌড়ীয় মঠ

হিল সাইড, চার্চ রোড, গয়া

রক্ষক—উপদেশক শ্রীসর্ব্বেশ্বর রামভদ্র

(৪৭) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠ বালেশ্বর

রক্ষক—শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয়

৩ গ্ল্যাডষ্টোন হাউস, ক্যাসেল গার্ডেন, এস-ডব্লিউ ৭, লণ্ডন

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন

(৪৯) বার্লিন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

Berlin W. 30

Eisenacher strasse 29 I,

(৫০) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

৩৫০ নং ডালহাউসী ষ্ট্রীট রেঙ্গুন।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবত,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম ৩২ হতে দশম স্কন্ধ পর্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হতে প্রতিখণ্ড ।৶০
২। অনুভাষ্য বিবৃতি শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। অমৃত-প্রবাহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড০ ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০;
৪ ৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—১৲; ২য় খণ্ড – ৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব—১৲
৮। সৎক্রিয়াসার—দীপিকা ও সংস্কার-দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণবদ ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা)
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিবর্ত-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ।০
১৮। [illegible]-আম্নায় ।০
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৶০
২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৷৶০
২২। ভজন-রহস্য ॥০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও
শ্রীনবদ্বীপশতকম্ ও (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্তি-টীকাসহ) ২৲
২৬। গীতার কেবল মূল-ভাষা ॥০
২৭। [illegible] গণোদ্দেশঃ সারার্থ ২৲
২৮। বেদান্তদর্শনার সারার্থ ॥০
২৯। প্রেমবিবর্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸
৩০। দীপ-দিগ্দর্শন ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৶০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা /১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি /০
৪১। গীতাবলী /০
৪২। চিত্রে নবদ্বীপ ১॥০
৪৩। সাধনকণা /০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /০
৪৫। নবদ্বীপশতক
৪৬। অর্থপঞ্চক
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) /১০
৪৯। [illegible] ৫১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-নির্ণয় ০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? /০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫৯। শিক্ষাষ্টক ৶০
৬০। [illegible] /০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যলীলামৃত সারঃ ।০
৬১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিভবঃ
৬২। সটিক-শিক্ষাদশমূলম্
৬৩। তত্ত্বসূত্রম্
৬৪। সারস্বত শিক্ষাষ্টকম্ ।৶০
৬৫। গৌড়ীয়মঠ পরিচয়ঃ /০
৬৬। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৭। রায় রামানন্দ ॥০
৬৮। এ কিউ ওয়ার্ডস্ অন্ বেদান্ত ॥০
৬৯। নামভজন ।০
৭০। বেদান্ত—ইট্স্ মরফলজি অ্যাণ্ড অণ্টলজি ।০
৭১। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড্স্ ৷৶০
৭২। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।০
৭৩। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৪। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং /০
৭৫। দি ভাগবত ।০
৭৬। [illegible] প্রিন্সিপ্ল্ অ্যাণ্ড [illegible] ডিফেন্স ।০
৭৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২॥০
৭৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৭৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮০। সাধন-পথ ।০
৮১। কল্যাণ-কল্পতরু /১০
৮২। গীতাবলী /০
৮৩। শরণাগতি /০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৪। শরণাগতি /০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত পালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৶০ আনা, বড় বোতল ১৷৶০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে. বি. দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন প্রকারে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে. বি. দত্ত এণ্ড কোং
কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার
কলিকাতা

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের পূজা, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে বর্ণসার ও শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও
ডাঃ কৃষ্ণকান্ত বসুজায়া ভক্তিভূষণ ভাণ্ডারী এল, এম, এফ, কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সুবর্ণ সুযোগ ! সুবর্ণ সুযোগ !

শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদরচিত গৌড়ীয়ভাষ্য সহিত

বিশাল গ্রন্থ

শ্রীশ্রীচৈতন্য ভাগবত

গ্রন্থের আয়তন ঃ—ক্রাউন কোয়ার্টো মূল ১০৯৬ পৃষ্ঠা, সূচীপত্র ২৪৪ পৃষ্ঠা, মোট ১৩৪০ পৃষ্ঠা

ভিক্ষা (বাঁধাই) মাত্র ৭৲ সাত টাকা

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা

নদীয়া সার্টিফিকেট আদালতের নীলাম ইস্তাহার

কেস নং এবং কোর্টের নাম	নীলাম ইস্তাহার (A) (B বা দাবীর প্রকাশিত	ডিক্রিদার	দেনদার	৫ যে দাবীর জন্য সম্পত্তি বিক্রয়ের আদেশ হইয়াছে	৬ বিক্রয়ের স্থান তারিখ ও সময়	৭ কি রকম জোত	থানা, মৌজার নাম ও গ্রাম	খতিয়ান নং প্লট (জানা থাকিলে) অথবা অন্য প্রয়োজনীয় বিবরণ	জমির পরিমাণ (জানা থাকিলে)	১১ জমা (জানা থাকিলে)	১২ মন্তব্য
২১১ R. P, ৩৪।৩৫ নদীয়া সার্টিফিকেট আদালত		আর, পালচৌধুরী	আহাদালি মণ্ডল দিং	১১১৸৩	২।৯।৩৫	রায়তি স্থিতিবান	থানা শান্তিপুর মৌজে কুলিয়া	১,৮ খতিয়ান	২৪-৮৮	৪৩।/৩	আর, পালচৌ
৫১ R. P, ৩৪।৩৫		ঐ	বাবেরআলি মণ্ডল দিং	৪০।৯	২।৯।৩৫	ঐ	থানা [illegible] মৌজে কালিপাড়া	১১ খতিয়ান	১-৫৮	৬৬৷/৯	
২২৪ R. P, ৩৪।৩৫			[illegible] মণ্ডল দিং	৩০৸/৯	২।৯।৩৫		থানা শান্তিপুর মৌজে কুলিয়া	২৩১ খতিয়ান	৫-৭৮	১২।৶০	ঐ
১১৫৬ A. P, ৩৪।৩৫		এ, পালচৌধুরী	মধু মণ্ডল দিং	৪৬৸/৭	২।৯।৩৫		থানা রাণাঘাট মৌজে ১নং পারুলী	৫৭ খতিয়ান	৮-৫৯	বিঘাপ্রতি ১৷০	এ, পালচৌ
২২৮ N. R, ৩৩।৩৫		গৌরীশঙ্কর রায় বাহাদুর	জগবন্ধু কর দিং	৪০/০	২।৯।৩৫	ঐ	থানা ও মৌজে কৃষ্ণনগর	৬২০৬ খতিয়ান	৪-১৬	৭৶০	গৌরীশঙ্কর বাহাদুর
১৭৩ N. R, ৩৪।৩৫		ঐ	কাদের সেখ	২৪৷৶৩	১৬।৯।৩৫	রায়তি মোকররী	থানা চাপড়া মৌজে পাকুরগাছী	৫৮ খতিয়ান	৩-১১	১২৲৬	
১৭৪ R. P, ৩৪।৩৫		আর, পালচৌধুরী	অনন্ত গোপাল দাস দিং	৩৩৸/৪	১৬।৯।৩৫	রায়তি স্থিতিবান	থানা কোতয়ালী মৌজে বাহাদুরপুর	১০৮ খতিয়ান	১-৩১		আর, পালচৌ
১৭৫ R. P, ৩৪।৩৫			ঐ	৫৩৶/৩	১৬।৯।৩৫			৫৬৭ খতিয়ান	১-৩৩	৮৷/০	ঐ
১৭৭ R. P, ৩৪।৩৫		ঐ		২৯৶/৩	১৬।৯।৩৫		থানা কোতয়ালী মৌজে [illegible]	৫২ খতিয়ান	১-০২	২৷৶৩	ঐ
১১৭৪ N. R, ৩৩।৩৪			ভুবনমোহন প্রামাণিক	১৪৲৩	১৯।৮।৩৫	নিষ্কর	থানা শান্তিপুর মৌজে বাগানপাড়া	১০০ খতিয়ান	৪-২২		গৌরীশঙ্কর রায় বাহাদুর
১১২ N. R, ৩৩।৩৪			মুরারীমোহন প্রামাণিক দিং	১৭৷৶৩	১৯।৮।৩৫	ঐ	থানা কৃষ্ণনগর [illegible]	২৬৭ খতিয়ান	১৪-০৮	নিষ্কর	ঐ

কার্য্যালয়—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'শ্রীমায়' নবদ্বীপ

দৈনিক

REG. No C. 1944

নদীয়াপ্রকাশ

THE
NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র সমাদৃত প্রচার-শালীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১০ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২৫শে আষাঢ়, বুধবার ১৩৪২, ১০ই জুলাই ১৯৩৫ [১১০তম সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

—:০:—

লাহোরে শিখমুসলিম বিরোধ
সিমলা হইতে গবর্ণরের আগমন

পাঞ্জাবের গবর্ণর, রাজস্ব-সচিব মিঃ ডয়েড ও চীফ সেক্রেটারী মিঃ পাক্‌লে এবং মিঃ বিয়েক্‌গলারের সহিত সিমলা হইতে গত ৩ই জুলাই লাহোরে পৌঁছিয়া শিখমুসলিম সমস্যা সম্পর্কেই আলোচনা চালাইয়াছেন। শিখ ও মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিগণ স্বতন্ত্রভাবে পাঞ্জাব গবর্ণরের সহিত সাক্ষাৎ করেন।

পরে নিম্নলিখিত ইস্তাহার জারী করা হয়।

"লাহোরের শহিদগঞ্জ মসজিদ লইয়া মুসলমান ও শিখদের মধ্যে বিরোধের ফলে যে বিষম সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে, জনসাধারণ তাহা উত্তমরূপে অবগত আছেন। উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে যাহাতে শান্তিপূর্ণভাবে একটী আপোষ রফা হয় তাহার চেষ্টা চলিতেছে।

এই বিরোধ সম্পর্কে কোন প্রকার মন্তব্য প্রকাশে বিরত থাকিয়া গবর্ণমেন্টকে সাহায্য করিবার জন্য পাঞ্জাব গবর্ণর সংবাদপত্র সমূহকে অনুরোধ জানাইতেছেন। সংবাদপত্রসমূহের পক্ষে সম্পূর্ণরূপে নীরব থাকা সম্ভবপর না হইলে অন্ততঃ যাহাতে কোনপ্রকার উত্তেজনাকর মন্তব্য অথবা সংবাদ যেন প্রকাশ করা না হয়। উত্তেজনার সৃষ্টি হইতে পারে এরূপ কোন প্রবন্ধ সম্বন্ধে [illegible] কড়া ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে।"

——

বাণিজ্যচক্রের অবস্থা
সাহায্য প্রার্থনা

বাণিজ্যচক্রে চরম দুরবস্থা দেখা দিয়াছে। দুর্ভিক্ষপীড়িত অঞ্চলের লোকসংখ্যা অনুমান ১লক্ষ ২০ হাজার। লোকে কোন কাজ পাইতেছে না এবং খাদ্যাদি সঞ্চিত করিয়া রাখিতে পারে নাই। ইতিপূর্ব্বে দুরবস্থার যে সব সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। অনশনপীড়িত পরিবারের দুরবস্থা সহরে আসিয়া অবর্ণনীয় দুঃখে সাহায্য ভিক্ষা করিতেছে। তাহারা দুরবস্থা ও অনশনের মর্ম্মান্তিক বিবরণ প্রদান করিতেছে। অর্থাভাবহেতু স্থানীয় কমিটি সাহায্য প্রদান করিতে পারিতেছেন না। অবিলম্বে দুর্ভিক্ষপীড়িত অঞ্চলে রিলিফের কার্য্য আরম্ভ করা প্রয়োজন। সুতরাং রিলিফের কার্য্য আরম্ভ করা সম্বন্ধে গবর্ণমেন্টের মনোভাব জানা যায় নাই। দুর্দশাগ্রস্ত নর-নারী বিশেষভাবে স্ত্রীলোক এবং শিশুরা পরিত্যক্ত শিশু অনাহার ও অর্দ্ধাহারে যাপন আশঙ্কা জাগাইতেছে। অবিলম্বে সাহায্য না করিলে অনেক মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। সহৃদয় ব্যক্তিদিগকে অর্থ সাহায্য করা সাহায্য অথবা পরিধেয় বিশেষ কাপড়ের মারফতে সাহায্য প্রদান করার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে।

——

কোয়েটার সেবাকার্য্য

পাঞ্জাবের প্রধানমন্ত্রী সর্দার সেকেন্দার হায়াৎ খানের নেতৃত্বে কোয়েটা ভূকম্প সম্পর্কে আলোচনার জন্য এক ডেপুটেশন বড়লাটের সহিত সাক্ষাৎ করেন। সর্দার মঙ্গল সিং, ভাই পরমানন্দ, লালা চাঁদলাল, রাজা গজনফর আলী খাঁ এবং মিঃ নিয়াজুদ্দিন ডেপুটেশনে যোগদান করিয়াছিলেন। তাঁহারা একবাক্য অনুমতিতে বড়লাটকে এই মর্ম্মে অনুরোধ করেন যে, অবিলম্বে ভূকম্পপীড়িতদের সম্পত্তি উদ্ধার করার ব্যবস্থা করা হউক এবং সেবাকার্য্য পরিচালনের জন্য একটী বে সরকারী ট্রাইবিউনাল গঠন করা হউক। বড়লাট তাঁহাদিগকে এই বলিয়া আশ্বাস দেন যে, অভিজ্ঞ চিকিৎসকের অনুমতি লাভ করিলেই পুনরায় উদ্ধার কার্য্য আরম্ভ করা হইবে।

——

জাপানের জাহাজ জলমগ্ন
১৫০ জনের সলিল সমাধি

জাপানের উপকূলে আসিয়া প্রবেশ করিয়াছে এরূপ উপসাগরের মধ্যে "মিত্‌সুমারু" নামক একখানি জাহাজ অপর একটী জাহাজের সহিত সংঘর্ষের ফলে জলমগ্ন হইয়াছে। "মিত্‌সুমারু" জাহাজে যাত্রী ও খালাসীতে মোট ১৫০জন আরোহী ছিল। তন্মধ্যে ১৫০ জন ডুবিয়া মারা গিয়াছে বলিয়া আশঙ্কা করা যাইতেছে।

——

বিপন্নের উদ্ধারে আত্মদান
জব্বলপুরে শোচনীয় ঘটনা

জব্বলপুর হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে, তথায় এক কূপে পতিত এক ব্যক্তিকে উদ্ধার করিতে যাইয়া দুইজন লোক প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছেন। প্রকাশ, অকস্মাৎ কূপমধ্যে পতিত একজনের জীবন সংশয় দেখিয়া সাক্ষী ও সমাগত অপর একব্যক্তি তাহাকে উদ্ধার করিতে কূপমধ্যে নামিয়া পড়ে। তিনি উপরের সহিত সংযুক্ত রজ্জুর সাহায্যে নিজকে ও বিপন্ন ব্যক্তিকে বাঁধিয়া দিয়া উপরের লোকদিগকে উহা টানিয়া তুলিতে ইঙ্গিত করেন। কিন্তু টানিতে না টানিতে রজ্জু ছিন্ন হইয়া তাঁহারা দুইজনেই কূপের মধ্যে পড়িয়া যান। পুনরায় অপর একব্যক্তি সাহসে কূপের মধ্যে নামিয়া আসিয়া উপরোক্ত দুইজনকে ও নিজেকে যুক্ত করিয়া রজ্জুর সহিত বাঁধিয়া উপরে টানিয়া তুলিতে ইঙ্গিত করেন। এবারও পুনরায় রজ্জু ছিঁড়িয়া যায়। ইহার পরে কেহ আর কূপের মধ্যে নামিতে সাহস পায় নাই। উপর হইতেই লৌহ অঙ্কুশ নিক্ষেপপূর্ব্বক রজ্জুর সহিত উহা আটকাইয়া তিনজনকেই টানিয়া তুলিয়া দেখা যায় যে, দুইব্যক্তি বিপন্নের উদ্ধারের নিমিত্ত কূপে নামিয়াছিলেন, তাঁহাদের মৃত্যু হইয়াছে; তৃতীয় ব্যক্তির প্রাণ রক্ষা হইয়াছে।

বেকার সমস্যা সমাধানের উদ্যম
বেওয়ার মহারাজার আদেশ

রেওয়া রাজ্যে শিক্ষিত ব্যক্তিদের বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য একটী নূতন ধরণের প্রচেষ্টা হইয়াছে। ঐ রাজ্যের মহারাজা আদেশ দিয়াছেন যে, এই রাজ্যের 'অর্থকরী কাইয়াম' পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ব্যক্তিগণ যদি এই আদেশ প্রচারের দুই বৎসরের মধ্যে চাষবাস আরম্ভ করেন তবে তাহাদের খাজনা শতকরা ১০৲ টাকা কমাইয়া দেওয়া হইবে। আর উচ্চতর পরীক্ষায় অথবা গ্রাজুয়েট উচ্চ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ব্যক্তিগণ কৃষিকার্য্য অবলম্বন করিলে তাহাদের খাজনা শতকরা ২৫৲ টাকা কম লওয়া হইবে।

এই আদেশ প্রচারের ফলে শিক্ষিতদিগের মধ্যে শিক্ষা লাভের জন্য একটা আগ্রহ জন্মিবে বলিয়াও আশা করা যায়।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

[ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের উচ্চশ্রেণীর প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম-এ, মহোদয়ের শ্রৌতগবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অনুপম আবাহন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-গ্রন্থে বড় হইবে এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ধর্মজীবন প্রসঙ্গ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত, সিদ্ধান্তের সম্যক আলোচনা প্রথম খণ্ড ৩০৭ অধ্যায়ে, প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় রচিত ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreward) প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। প্রতি বর্ষ ৩৲ টাকা ভিক্ষায় কলিকাতা বাগবাজারস্থ গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিকভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৷০

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ [illegible] সেবাতীর্থ বি-এল, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া [illegible] হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষার মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল বোল্ড অক্ষরে এবং তাহার বর্ত্তমান-যুগে শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। আর্ট কাগজে ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০২৩ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোকসূচী, পদ্যসূচী, গ্রন্থসূচী, পাত্রসূচী, স্থান-সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী-পত্র। সমগ্র শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট সংস্করণ জগতের কোথাও আর পূর্ব্বে প্রকাশিত হয় নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক-মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—১৬,	১০—৩১,	১৩—২২	১৭—৩৮,	১৯—৩৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—৩,	১৪—০	১৮—২,	২০—০৫
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩০,	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—১২

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

শনিবার অন্যান্যদিন

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১২-১০	১২-৩৫	১৫-৩৫	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫০	৯-৩০	১২-১৯	১২-৪২	১৫-৪২	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২০	১০-৩	১২-৪১	১৩-১২	১৬-১২	১৯-১১

রবিনসনের
'পেটেন্ট'
বার্লি
সেবন করাইয়া
আপনার
শিশুদের
জ্বর
এবং অন্যান্য
ব্যাধিনাশক
ক্ষমতা
বৃদ্ধি করিতে
সাহায্য করুণ
B.1

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১০ম বর্ষ | ২৪ বামন | গৌরাব্দ ৪৪৯, ২৫শে আষাঢ় বঙ্গাব্দ ১৩৪২, ১০ই জুলাই ইং ১৯৩৫ | বুধবার | ১১০তম সংখ্যা

লণ্ডন গৌড়ীয় মিশন সোসাইটী

ষাণ্মাসিক অধিবেশন

লণ্ডন-গৌড়ীয়-মিশন-সোসাইটীর বার্ষিক সাধারণ অধিবেশন নভেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত হইবে। আশা করা যায়, সোসাইটীর প্রেসিডেণ্ট ভারত-সচিব মাননীয় মার্কুইস অব্ জেটল্যাণ্ড পি-সি, জি-সি-এস্-আই, জি-সি-আই-ই মহোদয় উক্ত অধিবেশনে সভাপতির পদ গ্রহণ করিবেন।

নূতন ভাইস্ প্রেসিডেণ্ট

বঙ্গের ভূতপূর্ব্ব গভর্ণর মেজর জেনারেল স্যর ফ্রেডারিক সাইক্স্, পি-সি, জি-সি-এস-আই, জি-সি-আই-ই, জি-বি-ই, সি-বি, সি-এম-জি, মহোদয় লণ্ডন-গৌড়ীয়-মিশন-সোসাইটীর ভাইস্ প্রেসিডেণ্ট পদ গ্রহণ করিতে অনুগ্রহপূর্ব্বক স্বীকৃত হইয়াছেন।

বক্তৃতার ব্যবস্থা

ধর্ম্মজীবনে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা

গৌড়ীয়-মিশন-সোসাইটীর উদ্যোগে ক্যাক্সটন্ হলে আগামী সেপ্টেম্বর মাসে একটী মহতী সভার অধিবেশন হইবে। সেই সভায় মেজর জেনারেল স্যর ফ্রেডারিক সাইক্স মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ "The significance of education in a religious life" (ধর্ম্মজীবনে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা) সম্বন্ধে একটী অভিভাষণ পাঠ করিবেন।

লণ্ডন-গৌড়ীয়-মিশন-সোসাইটীর উদ্যোগে আর একটী অধিবেশন হইবে অক্টোবর মাসে। তাহাতেও শ্রীপাদ বন মহারাজই বক্তৃতা করিবেন। ঐ অধিবেশনে মাননীয় ভাইকাউণ্ট গোসেন পি-সি, জি-সি-এস-আই, সি-বি-ই মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন।

বগুড়ায় শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজ

বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতা

পাঠকগণ অবগত আছেন, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ গত ২৪শে জুন দার্জ্জিলিং হইতে বগুড়ায় শুভবিজয় করিয়াছেন। তাঁহার দর্শনলাভে ও তাঁহার শ্রীমুখে বীর্য্যবতী হরিকথা-শ্রবণে বগুড়াবাসী জনসাধারণ নিজদিগকে কৃতার্থ মনে করিতেছেন।

গত ২৫শে জুন স্বামীজী বগুড়ার মার্চেণ্ট শ্রীযুক্ত বনীগোপাল বসু মহাশয়ের আলয়ে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে অজামিল-চরিত্র পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। প্রসঙ্গক্রমে স্বামীজী নাম, নামাভাস ও নামাপরাধ সম্বন্ধে প্রণিধান-যোগ্য কথা বলিয়াছেন। সভায় বহু শিক্ষিত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। স্বামীজীর শাস্ত্রবিচার-শ্রবণে তাঁহারা বিস্ময়ে অভিভূত হইয়াছেন এবং এইপ্রকার চমৎকার সিদ্ধান্ত আর কখনও শোনেন নাই বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

গত ২৬শে জুন স্বামীজী বগুড়ার হিন্দু-ধর্ম্মসভাগৃহে পরমার্থ-বিষয়ে একটী চিত্তাকর্ষী গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। শ্রোতৃবৃন্দ সকলেই স্বামীজীর বক্তৃতার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। এই সভাগৃহে গত ২৭শে ও ২৮শে জুন মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ছায়াচিত্রযোগে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-লীলা প্রদর্শন করিয়া বক্তৃতা করিয়াছেন। তাহা জনসাধারণের বড়ই আদরের বস্তু হইয়াছিল।

গত ২৯শে জুন বগুড়া টাউনহলে শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ সান্যাল বি-এল মহাশয়ের সভাপতিত্বে একটী মহতী সভার অধিবেশন হয়। ঐ সভায় শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজ তাঁহার ইংলণ্ডে প্রচারের অভিজ্ঞতা বর্ণন করিয়া ইংরেজী-ভাষায় একটী বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। বিজেতা-জাতি বলিয়া যাঁহাদের সুদৃঢ় অভিমান রহিয়াছে তাঁহাদের সেই অভিমান-দুর্গ ভেদ করিয়া স্বামীজী ও শ্রীপাদ বন মহারাজ যে প্রকারে মহাপ্রভুর বাণী-প্রচারে সফলকাম হইয়াছেন তাহা শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃবৃন্দ বিশেষ আনন্দিত হন এবং গৌড়ীয়মঠের প্রচারের পুনঃ পুনঃ প্রশংসা করিতে থাকেন। এই দিবস স্বামীজীর বক্তৃতার পূর্ব্বে মহোপদেশক শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী 'শ্রীচৈতন্যের শিক্ষা' সম্বন্ধে অর্দ্ধঘণ্টাকাল একটী গবেষণা-মূলক বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন।

গত ৩০শে জুন বগুড়ার হিন্দুসভা-গৃহে শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজের উদ্যোগে নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের একবিংশ বিরহ-তিথি সম্মান উপলক্ষে এক বিরাট্ সভার অধিবেশন হইয়াছিল। এই সভায় একটী উচ্চ বেদীর উপরে ঠাকুরের আলেখ্য পুষ্পমাল্যে সজ্জিত করিয়া সংস্থাপিত হইয়াছিলেন। স্বামীজী ঠাকুরের জীবনী ও শিক্ষা বর্ণন করিয়া আবেগময়ী ভাষায় একটী সুদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন। তৎপরে উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দকে মহাপ্রসাদ প্রদান করা হয়।

বগুড়ার জমিদার রায় সাহেব শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ সরকার মহাশয় রথযাত্রা উপলক্ষে স্বামীজীর নিকট হরিকথা-শ্রবণ-পিপাসু হইয়া তাঁহাকে ও তাঁহার সঙ্গিগণকে তাঁহার আলয়ে যাইবার জন্য প্রার্থনা করেন। স্বামীজী তাঁহার প্রার্থনা অনুযায়ী গত ১লা জুলাই রায় সাহেবের গৃহে গমন করেন। ঐ দিবস মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী রায় সাহেবের গৃহে ছায়াচিত্রযোগে বক্তৃতা প্রদান করেন। তৎপর দিবস অর্থাৎ রথযাত্রা-বাসরে শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে মহাপ্রভুর রথাগ্রে নর্ত্তন ও কীর্ত্তনলীলা পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তচ্ছ্রবণে শ্রোতৃবৃন্দ নিজদিগকে কৃতার্থ জ্ঞান করিয়াছেন।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণের বগুড়ায় প্রচারকালে স্থানীয় এ্যাড্ভোকেট শ্রীযুক্ত গৌরীন্দ্রনাথ সরকার এম্-এ, বি-এল, স্থানীয় হিন্দুসভার সভাপতি এ্যাডভোকেট শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ সান্যাল বি-এল, তৎপুত্র শ্রীযুক্ত ভোলানাথ সান্যাল বি-এল, সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র মৈত্র চৌধুরী এল-এম-এস, এম-এল-সি, মার্চেণ্ট শ্রীযুক্ত হরিমোহন বসু প্রমুখ সজ্জনগণ যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহাদের এই মহৎ-কার্য্যের জন্য আমরা তাঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৩ বামন বৃহ অনিরুদ্ধ ৪৪৯

গুর্ব্ববজ্ঞা

গুরুজনগণের প্রতি অবজ্ঞা বা অবহেলা নীতিশাস্ত্র ও পরমার্থশাস্ত্র সমস্বরে গর্হণ করিয়াছেন। সাধারণ নীতিশাস্ত্রকারগণ মাতা, পিতা, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা প্রভৃতি দৈহিক-সম্বন্ধবিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে এবং উপদেষ্টৃগণকে গুরুজন বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। যাঁহারা সর্ব্বদা ভাবানন্দ হইয়া ভগবদ্ভজনে নিযুক্ত এবং পুত্র কন্যাগণের যদিও ভগবদ্ভজনে আকৃষ্ট করিবার জন্য যত্নবিশিষ্ট সেই সকল মাতাপিতার গুরুজনগণের সেবা আত্মকল্যাণার্থী ব্যক্তিমাত্রেরই একান্ত কর্ত্তব্য। কিন্তু দৈহিক-সম্বন্ধবিশিষ্ট জনগণ সংসারাসক্ত জীব হইলে ইঁহাদের কার্য্যে যে ভ্রম, প্রমাদ, করণাপাটব ও বিপ্রলিপ্সা দোষচতুষ্টয় থাকিবে, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। সুতরাং তাঁহাদের আদেশ যে সকল সময়েই মঙ্গলপ্রদ হইবে, তাহা বলা যায় না। অনেক সময় এরূপ উদাহরণও দেখিতে পাওয়া যায়, যে-স্থানে পূর্ব্বোক্ত দেহসম্পর্কিত জনগণ জানিয়া শুনিয়াও অন্যায় আচরণের জন্য তাঁহাদের সন্তানসন্ততিগণকে প্ররোচিত করিয়া থাকেন। পুত্র যদি ভগবদ্ভজনে সর্ব্বতোভাবে আত্মনিয়োগ করিয়া থাকে, তবে ঐ কার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য সেন্টায়সঙ্গ করিবার জন্য প্রবৃত্তিও কোন কোন পিশাচবৃত্তিসম্পন্ন ব্যক্তির মধ্যে দৃষ্ট হয়। গুর্ব্ববজ্ঞা নিষেধ করিয়া শাস্ত্র অন্যায় আচরণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছেন। অন্যায় আচরণে প্রবৃত্ত করা শাস্ত্রের আদেশ নহে। সুতরাং যেস্থলে অন্যায় আচরণের জন্য আদেশ আসে, তাহা কখনই প্রতিপালনীয় নহে। আমরা এই প্রকার উদাহরণও অনেকগুলি দেখিয়াছি, যাহাতে ভগবদ্ভজনে জীবনযাপনের জন্য সাধুগণের পদাশ্রয়কারী সন্তানগণকে তাঁহাদের অভিভাবকগণ গৃহে ভজনের সর্ব্বপ্রকার সুবিধা করিয়া দিবেন প্রতিশ্রুতি দিয়াও গৃহে লইয়া যাইয়া সর্ব্বক্ষণ তাহাদিগকে গৃহমেধীর কার্য্যের জন্যই উপদেশ দিয়াছেন এবং ভগবদ্ভজন বাদ দিয়া সংসারাসক্ত করিয়া আত্মীয়ের বেশে শত্রুতার চরম নিদর্শন প্রদর্শন পূর্ব্বক অভক্ষ্য-ভক্ষ্যতার জাজ্জ্বল্যমান উদাহরণ দেখাইয়াছেন। বলা বাহুল্য, যাহারা অন্যায় আচরণের জন্য প্ররোচিত করে তাহাদের আদেশ পালন করিলেই গুর্ব্ববজ্ঞা হইয়া থাকে। যাঁহারা প্রকৃত গুরুজন তাঁহারা কখনও অন্যায় আদেশ করিতে পারেন না।

সন্তানসন্ততিগণকে ভগবৎসেবায় নিযুক্ত করাই জনকের তাঁহাদের প্রতি মুখ্য কর্ত্তব্য। দুর্ভাগ্যবশে পুণ্যভূমি ভারত হইতেও ঐ কর্ত্তব্যজ্ঞান একপ্রকার অন্তর্হিত হইয়াছে বলিলেও, বোধ হয়, অত্যুক্তি হয় না। ভগবানের সেবায় তাহাদিগকে নিযুক্ত করিবার পরিবর্ত্তে জনকজননীগণ ভগবানের আসন গ্রহণ পূর্ব্বক নিজসেবায় তাহাদিগকে নিযুক্ত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর। এই কার্য্যের জন্য তাঁহারা অনেকসময় শ্লোক উচ্চারণ করেন,—

পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতা হি
পরমং তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ॥

এই শ্লোকোদ্দিষ্ট পিতা যে জগৎপিতা এবং "যথা তরোর্মূল-নিষেচনেন" শ্লোকের শিক্ষানুযায়ী জগৎপিতার সেবা করিলেই যে সকলের সেবা হইয়া থাকে, আধিকারিক দেবগণের বা দেহ-সম্পর্কিত আত্মীয়গণের পৃথক্ সেবা না করিলেও যে কোনও প্রকার অসুবিধা হয় না একথা স্বার্থান্ধ ব্যক্তিগণ কিছুতেই বুঝিতে চাহেন না।

গুরুর প্রতি অবজ্ঞা পাপ ও অপরাধ উভয়ই। গুর্ব্ববজ্ঞা দশবিধ নামাপরাধের অন্যতম। শ্রীগুরুদেবের করুণা বর্ণন করিয়া শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর বলিয়াছেন,—

চক্ষুদান দিলা যেই, জন্মে জন্মে প্রভু সেই
দিব্যজ্ঞান হৃদে প্রকাশিত।
প্রেমভক্তি যাঁহা হৈতে, অবিদ্যা বিনাশ যাতে
বেদে গায় যাঁহার চরিত॥

শ্রীল দাসগোস্বামী প্রভু বলিতেছেন,—

নামশ্রেষ্ঠং মনুমপি শচীপুত্রমত্র স্বরূপং
রূপং তস্যাগ্রজমুরুপুরীং মাথুরীং
গোষ্ঠবাটীম্।
রাধাকুণ্ডং গিরিবরমহো! রাধিকা-মাধবাশাং
প্রাপ্তো যস্য প্রথিতকৃপয়া
শ্রীগুরুং তং নতোঽস্মি॥

যাঁহার প্রথিতকৃপায় আমি শ্রীনাম, শ্রীমন্ত্র, শ্রীশচীনন্দন, শ্রীস্বরূপ দামোদর, শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, শ্রেষ্ঠ মথুরাপুরী, গোষ্ঠবাটী, রাধাকুণ্ড, গিরিরাজ গোবর্দ্ধন ও রাধামাধবের ভজন পাইয়াছি, সেই শ্রীগুরুপাদপদ্মের শ্রীচরণে আমি প্রণত হইতেছি।

নিখিল শাস্ত্র শ্রীগুরুপাদপদ্মকে শ্রীহরির অভিন্নবিগ্রহরূপে কীর্ত্তন করিয়াছেন। সাধুগণও তাঁহাকে সেই ভাবেই চিন্তা করিয়া থাকেন। এই মুকুন্দপ্রেষ্ঠ—শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ-বিগ্রহ শ্রীগুরুপাদপদ্মের অনুগ্রহ ব্যতীত ভগবদনুগ্রহলাভের কোনও সম্ভাবনা নাই। একমাত্র শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপাতেই ভগবদনুগ্রহ লাভ হইয়া থাকে। এই সারগর্ভ উপদেশ আমরা শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের নিকট বিশেষরূপে পাইয়া থাকি। এহেন গুরুপাদপদ্মের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিলে যে অনন্ত নিরয়ের ভাগী হইতে হবে তাহাতে আর বিচিত্র কি?

গুরুর অবমান জীবনের অপরাধ এবং নিকৃষ্টতম কার্য্য। শ্রীগুরুদেবের আদেশপালনে অবহেলা প্রদর্শন করিলেও গুর্ব্ববজ্ঞা হইয়া থাকে। বাহিরে কপটতাপূর্ণ শরণাগতির ভাব, অন্তরে গুরুশক্তির প্রতি কুতর্ক রাখা এবং যথাসাধ্য শ্রীগুরুসেবা হইতে বিরত থাকাও গুর্ব্ববজ্ঞারই অন্তর্গত নহে কি?

অমন্দোদয়-দয়া-বারিধি শ্রীগুরুপাদপদ্ম আমাদের দুঃখে দুঃখিত হইয়া আমাদিগকে দিব্যজ্ঞান—নিত্যানন্দধামের নিত্যসেবা—শ্রীকৃষ্ণপ্রেম নিত্যানন্দপ্রদ নিত্যসেবাপ্রদানে সচেষ্ট, ব্রজধামের অপ্রাকৃত সৌন্দর্য্যের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য সতত যত্নপর, শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, শ্রীরঘুনাথ প্রমুখ আচার্য্যবর্য্যগণের শিক্ষায় আমাদিগকে শিক্ষিত করিবার জন্য অনন্ত প্রয়াসবিশিষ্ট, এহেন পরমতম আত্মীয়ের উপদেশের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া যদি আমরা ত্যক্তগৃহ হইয়াও মঠপ্রভৃতির অপব্যবহারপূর্ব্বক লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠার পশ্চাদ্ধাবন করি অথবা গৃহে থাকিয়া গৃহমেধীর ধর্ম্মেরই বহুমানন করি, সংসারাসক্তিতে বদ্ধ থাকিবার জন্য যুক্তিজাল বিস্তার করিতে যত্নবিশিষ্ট হই এবং আমার অন্যায় কার্য্যাদির জন্য ভগবান্‌কে ও তাঁহার প্রকাশবিগ্রহ শ্রীগুরুপাদপদ্মকে দায়ী করিতে যত্নবিশিষ্ট হই তাহা হইলে কি আমাদের বুদ্ধিমত্তা প্রকাশ পাইবে, না নিজের অহিত-সাধনদ্বারা মূঢ়তার পরিচয় প্রদান করা হইবে মাত্র।

হে বন্ধুগণ, আমরা ত' সকলেই মঙ্গলপ্রার্থী—সকলেই ত' আনন্দপ্রার্থী; ঐ আনন্দলাভের জন্যই ত' আমরা ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করি, কিন্তু জগতের প্রাত্যহিক ঘটনা কি আমাদিগকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশপূর্ব্বক জানাইতেছে না—এ পথে সুখ-মরীচিকা আছে বটে, কিন্তু প্রকৃত সুখ নাই, সুতরাং এদিকে প্রধাবন নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় ও শ্রমপর মাত্র। আমরা ত' প্রায় সকলেই প্রত্যক্ষবাদী; কিন্তু এই প্রত্যক্ষ ঘটনায় আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে কে—সুখপ্রাপ্তিপ্রয়াসে অন্যজনের নিষ্ফলতা প্রত্যক্ষ করিয়াও আমাদের চৈতন্যোদয় হয় কৈ? হে বুদ্ধিমান্ বন্ধুবর্গ, আসুন আমরা "আর নারে বাপ" বলিয়া গুর্ব্ববজ্ঞার প্রতি পৃষ্ঠ প্রদর্শনপূর্ব্বক আবেশভরে কীর্ত্তন করি—অভয়, অশোক, নিত্যকল্যাণপ্রদ শ্রীগুরুপাদপদ্মের মহিমা কীর্ত্তন করি—

"শ্রীগুরুচরণপদ্ম কেবল ভকতিসদ্ম
বন্দো মুঞি সাবধান মতে।
যাঁহার প্রসাদে ভাই, এ ভব তরিয়া যাই,
কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয় যাঁহা হ'তে।
গুরুমুখপদ্ম-বাক্য চিত্তেতে করিয়া ঐক্য
আর না করিহ মনে আশা।
শ্রীগুরুচরণে রতি, সেই সে উত্তম গতি,
যে প্রসাদে পূরে সর্ব্ব আশা॥
চক্ষুদান দিলা যেই, জন্মে জন্মে প্রভু সেই,
দিব্যজ্ঞান হৃদে প্রকাশিত।
প্রেমভক্তি যাহা হৈতে,
অবিদ্যা বিনাশ যাতে,
বেদে গায় যাঁহার চরিত॥

"গুরুতত্ত্ব"

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমী]

জীবের স্বধর্ম্ম কৃষ্ণসেবা। যিনি কৃষ্ণসেবার অধিকারী তিনি জীবকে স্বধর্ম্মপালনে সহায়তা করিতে পারেন। সুতরাং কৃষ্ণসেবকই গুরু হইতে পারেন। যাহার উপর সেবার ভার রহিয়াছে—যিনি সেবাবিগ্রহ, তিনিই গুরুদেব। কৃষ্ণের সর্ব্ববিধসেবার মূল অধিকারিণী—শ্রীমতী বার্ষভানবী দেবী। সুতরাং তিনিই মূল গুরুতত্ত্ব। কৃষ্ণের সেবার অধিকার একমাত্র তিনিই দিতে পারেন। এইজন্য শ্রীমতী ছাড়া আর কেহ গুরু হইতে পারেন না। শ্রীমতী বা তাঁহার কায়ব্যূহগণ গুরুতত্ত্বরূপে বিরাজ করেন। শ্রীবার্ষভানবীর নিজজন ব্যতীত কৃষ্ণসেবায় জীবের অন্য কোনও গুরু নাই। বার্ষভানবীর সহিত যাঁহার সম্বন্ধ নাই, তিনি কৃষ্ণসেবায় গুরু নহেন। কৃষ্ণব্যতীত ইতরবস্তুর গুরু যে কেহ হইতে পারেন, কিন্তু 'কৃষ্ণ' এই পূর্ণতত্ত্বের সেবায় অধিকার দিবার ক্ষমতা শ্রীবার্ষভানবী বা তাঁহার কায়ব্যূহ ব্যতীত আর কাহারও নাই। কেননা শ্রীমতীই কৃষ্ণের সর্ব্বারাধ্যা ও একমাত্র সেবিকা। রাধানুগত্য ব্যতীত কৃষ্ণসেবা হয় না। কৃষ্ণকে যাঁহারা সেব্য বলিয়া বিচার করিয়াছেন, শ্রীরাধাকে তাঁহাদের গুরু বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। উজ্জ্বলরসেই হউক, বাৎসল্যরসেই হউক, সখ্য, দাস্য বা শান্ত রসেই হউক, কৃষ্ণ যাঁহাদের সেবার 'বিষয়', বার্ষভানবী তাঁহাদের গুরু। এই জন্যই বৃন্দাবনের গোপ-গোপীগণ শ্রীমতীকে প্রধানা সেবিকা জানিয়া তাঁহারই আনুগত্যে কৃষ্ণের পরিচর্য্যা বিধান করেন। শ্রীমতীকে বা তাঁহার নিজজনকে লঙ্ঘন করিয়া কাহারও কৃষ্ণসেবা হয় না। যিনি কামুক তিনি এই মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিতে পারেন—কিন্তু বৃন্দাবনের সকল সেবকেরই এই সেবা-কৌশলটী জানা আছে। লক্ষ্মীদেবী কৃষ্ণের মাধুর্য্যে আকৃষ্ট হইয়াও রাধানুগত্য না বুঝিয়া কৃষ্ণসেবা হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যময় প্রকাশ বা বিলাস নারায়ণের সেবিকা; তাই মাধুর্য্যলীলাময়-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের সেবায় বৈশিষ্ট্য তাঁহার উপলব্ধির বিষয় হয় নাই। কৃষ্ণসেবার

গুরুতত্ত্বের বিচারে ভুল করিয়া তিনি বঞ্চিত হইয়াছেন। কৃষ্ণসেবায় শ্রীমতীর কৃপা ব্যতীত গতি নাই। রাধারাণীর সম্বন্ধচ্যুত হইয়া রাধানাথের সেবা করা যায় না।

বার্ষভানবী তাঁহার কায়ব্যূহদ্বারা কৃষ্ণসেবা বিস্তার করেন। তিনি যেরূপ গুরুতত্ত্ব, তাঁহার অভিন্ন কায়ব্যূহগণও তদ্রূপ গুরুতত্ত্ব। বার্ষভানবীর অভিন্নবিগ্রহ শ্রীগুরুদেব। সেই গুরুদেব কৃষ্ণসেবার যোগ্যতা ও অধিকার দান করেন। এই সামর্থ্য শুধু শ্রীমতীর অভিন্নতত্ত্বেরই আছে। তাঁহার শ্রীচরণাশ্রয় ও কৃপাব্যতীত জীবের কৃষ্ণসেবায় অধিকার জন্মে না।

যিনি গুরুর স্বরূপ বুঝিতে ভুল করিয়াছেন—তাঁহার সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বেও ভ্রান্তি হইয়াছে। গুরুতত্ত্ব-বিচারের সহিত প্রয়োজনতত্ত্ববিচারের অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। শ্রীগুরুর স্বরূপ নির্ণয় করিতে পারিলে, 'প্রয়োজনে'র স্বরূপ পরিস্ফুট হইয়া উঠে। প্রয়োজনতত্ত্ব গুরু-অনুগামী। জীব যদি গুরুদেবকে কর্ম্মনিষ্ঠ বলিয়া জানে, তাহার প্রাপ্যও কর্ম্মফলই হইবে। জ্ঞানিগুরু নির্ব্বিশেষব্রহ্মবিচারে লইয়া যাইবেন। আর গুরুতত্ত্ব যখন শ্রীবার্ষভানবীর সহিত অভিন্নবিচারে প্রতিষ্ঠিত হইবে, প্রয়োজন-বিচারে তখন কৃষ্ণপ্রেম লাভ হইবে। গুরুর স্বরূপ বিচার যাহার পরিস্ফুট হয় নাই, সাধ্যতত্ত্ব তাহার নিকট অস্ফুট আছে। গুরুতত্ত্বের সহিত সম্বন্ধতত্ত্বের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। গুরুতত্ত্ব উপলব্ধি না হইলে সম্বন্ধতত্ত্ব জানা যায় না। যে সাধক গুরুতত্ত্ব বুঝিল না, শ্রীগুরুদেবের স্বরূপ নির্ণয় করিতে পারিল না, ভজনপথে তাহার পথনির্দ্দেশ হয় নাই, সাধ্যতত্ত্ব সে বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই, কাহার ভজন করিবে—সে জানে না। সে অন্ধকারে ঘুরিয়া মরিতেছে। গুরুতত্ত্বে যেখানে রাধারাণীর সম্পর্ক আছে, সাধ্যতত্ত্ব সেখানে রাধানাথ। রাধারাণীর যূথের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইলেই রাধানাথের সেবা হইতে পারে।

বার্ষভানবীর অনুগত শ্রীগুরুদেবের অনুগমনই ভজন। এইজন্যই শ্রীগুরুসেবাই শ্রীমতীর সেবা। শ্রীমতীর সেবাই কৃষ্ণসেবা। অর্থাৎ গুরুপাদই কৃষ্ণপাদ। এই বিচারে যাঁহারা প্রতিষ্ঠিত তাঁহারাই কৃষ্ণসেবা করিতেছেন—অন্যের কৃষ্ণসেবা আকাশকুসুম। শ্রীগুরুদেবের এই স্বরূপ যাহার উপলব্ধি হয় নাই, এই সম্বন্ধজ্ঞান যাহার জাগ্রত হয় নাই তাহার ভজন হইবে কিরূপে? গুরুতত্ত্ব যিনি সম্যগ্‌রূপে অনুভব করিয়াছেন, তিনি শ্রীগুরুদেবকে রাধা-কিঙ্করীপ্রবর জানিয়া তৎসেবাদ্বারা কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত হইয়া আছেন। তিনিই যথার্থ কৃষ্ণদাস্যে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিয়াছেন। গুরুদাসের কৃষ্ণসেবা-মর্য্যাদা লঙ্ঘন হয় না। তিনি সেবাপ্রণালী বা অধিকার-পরম্পরা অবগত আছেন। গুরুকৃপায় শ্রীবার্ষভানবীর পরিকরভুক্ত হইয়া তিনি তাঁহার কৃষ্ণসেবার অধিকার প্রাপ্ত হন। শ্রীগুরুদেব শ্রীমতীর প্রিয়জন। সুতরাং শ্রীগুরুদেবের প্রিয়সেবক শ্রীমতীর স্নেহের ও আদরের পাত্রজন। পাল্যদাসীর প্রতি শ্রীমতীর কৃপা অসীমা, শ্রীমতীর আশ্রিতপরম্পরা-ভুক্ত জন ভাগ্যবান্। তাঁহার ভৃত্যের ভৃত্যের ভৃত্যানুভৃত্যের ভৃত্যের সৌভাগ্যের সীমা নাই। যিনি তাঁহার ভৃত্যপর্য্যায়ের নিম্নতম অবস্থান হইবার অধিকার পাইয়াছেন তাঁহার পদধূলি পাইলে জীব ধন্য হইয়া যায়। 'আমার গুরুদেবের গুরু শ্রীবার্ষভানবী'—একথা যিনি বলিতে পারেন, রাধানাথের সেবায় তিনি প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছেন। যাঁহার গুরুপরম্পরার আদিস্থানে শ্রীবার্ষভানবী, তিনিই ব্রজধামের অধিকারী, তিনিই রাধানাথের দাস। গৌরসুন্দর রাধাভাব-দ্যুতিসুবলিততনু,—এইজন্য গৌরসুন্দর যে সেবকসম্প্রদায়ের পরিপালক গুরুতত্ত্ব সেই গুরুধারাতে রাধানাথের সেবা অবিমিশ্র-ধারায় প্রবাহিত আছে। শ্রীগৌরসুন্দর রাধাভাব-সমাযুক্ত। তাই, গৌরানুগগণ রাধানুগজন। এই বিশুদ্ধ গৌরানুগ-গৌড়ীয়ধারায় যিনি গুরুতত্ত্ব নির্দ্ধারিত করিয়াছেন, তিনি গৌরসুন্দরের মাধুর্য্য-বিগ্রহ শ্যামসুন্দরের সেবায় প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছেন। একমাত্র শ্রীবার্ষভানবীর ধারাতেই কৃষ্ণসেবার অধিকার। শুধু শ্রীমতীর নিজজনই রাধাকান্তের সেবায় গুরুতত্ত্ব।

কৃষ্ণপ্রেমসিন্ধুতে সন্তরণই প্রকৃষ্ট সন্তরণ

সন্তরণবীরকে গৌড়ীয়মঠ প্রচারকের উপদেশ

অবতারগণের আকর শ্রীকৃষ্ণের অংশাবতার শ্রীমদ্বুদ্ধদেবের যে মন্দির রেঙ্গুণে আছে তাহা দর্শনে গত ৩০শে জুন রবিবার রেঙ্গুণে প্রচারকার্য্যে নিযুক্ত গৌড়ীয়মঠের সেবকগণের কয়েকজন গমন করেন। ঐ মন্দিরটীর নাম স্যুয়েডাগন প্যাগোডা; ইহা রেঙ্গুণ সহরের একটী দ্রষ্টব্য ব্যাপার। বহু লক্ষ মুদ্রাব্যয়ে ইহা নির্ম্মিত হইয়াছে। রেঙ্গুণ সহরটী প্রাকৃত সৌন্দর্য্যে বেশ মনোরম শোভান্বিত। তন্মধ্যে এই বৌদ্ধ-মন্দিরটী সহরের এক প্রান্তে, নীরবপ্রদেশে সুসজ্জিত বিটপি-শ্রেণীর মধ্যে অবস্থিত। সুতরাং ইহাতে যে মানবচিত্ত বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয় তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তত্রত্য উক্ত বৌদ্ধমন্দিরটী দর্শনমানসে তথায় উপস্থিত হইলে তাঁহাদের সন্তরণবীর পি, কে, ঘোষের সহিত সাক্ষাৎ হয়। তদীয় সঙ্গিগণ গৌড়ীয়মঠের সেবকগণের নিকট তঁহার পরিচয় প্রদান করিলে মিঃ ঘোষ তাঁহার অমায়িক ব্যবহারে বিশেষরূপে তাঁহাদিগকে আপ্যায়িত করতঃ তঁহাদের সঙ্গে উক্ত বৌদ্ধমন্দির পরিক্রমা ও দর্শন করেন। ইনি প্রায় মাসাধিককাল রেঙ্গুণে অবস্থান করিতেছেন। তিনি ইতঃপূর্ব্বে রেঙ্গুণ লেকে ৮০ ঘণ্টা সন্তরণ করিয়া সন্তরণ-কৃতিত্ব প্রদর্শনপূর্ব্বক ব্রহ্মদেশ-বাসীকে বিমুগ্ধ করিয়াছেন। তিনি শীঘ্রই জাপান সিঙ্গাপুর প্রভৃতি অঞ্চলেও গমন করিবেন। মন্দিরপরিক্রমান্তে তিনি গৌড়ীয়মঠসেবকগণের অন্যতম উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ ভক্তিসার ভক্তিশাস্ত্রীজীর নিকট কিছুকাল হরিকথা শ্রবণ করেন। ভক্তিশাস্ত্রীজী মিঃ ঘোষকে বলেন—"আমরা বহু জন্ম পরে বহুভাগ্যে এই মনুষ্যদেহ লাভ করিয়াছি। ভবসাগর-সন্তরণের ইহাই পটুতর তরণী। অতএব এই মুহূর্ত্তেই কৃষ্ণকৃপারূপ অনুকূল বায়ুর সাহায্যে এবং শ্রীগুরুদেবের অহৈতুক-কৃপা-পরিচালনে ঘোর ভব-সাগর উত্তীর্ণ হইবার জন্য প্রস্তুত হওয়া মানবদেহপ্রাপ্ত আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য। বস্তুতঃ ইহাই বীরত্বের প্রকৃষ্ট পরিচয়।

এতৎপ্রসঙ্গে পণ্ডিতজী শ্রীমদ্ভাগবতের "নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্লভং প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারম্। ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা॥" "লব্ধ্বা সুদুর্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে" প্রভৃতি শ্লোক ব্যাখ্যা করিয়াছেন। মিঃ ঘোষের সৌজন্য প্রশংসনীয়। তিনি পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সন্তরণবীর, তাঁহার প্রতিভায় বঙ্গবাসী গৌরবান্বিত। আমরা তাঁহার সেই সমস্ত গুণাবলীর মূল্য হইতেও তাঁহার নিরভিমান ও সরল স্বভাবের মূল্য অনেক বেশী বলিয়া মনে করি। মিঃ ঘোষের এবং জগদ্বাসী সকলের নিকট আচার্য্যানুগত্যে আমাদের যুক্তকরে নিবেদন—

আর কেন মায়াজালে পড়িতেছ জীবমীন।
নাহি জান বদ্ধ হ'য়ে রবে তুমি চিরদিন॥
অতি তুচ্ছ ভোগ-আশে, বন্দী হ'য়ে মায়াপাশে,
(কেন) রহিলে বিকৃতভাবে দণ্ড্য যথা পরাধীন।
এখনও ভক্তিবলে কৃষ্ণপ্রেমসিন্ধুজলে,
ক্রীড়া করি' অনায়াসে থাক তুমি কৃষ্ণাধীন।

৺ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিরহোৎসব

ভক্তিসিদ্ধান্তবাণীসেবক-সম্মিলনীতে

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের একবিংশ বার্ষিক বিরহতিথি উপলক্ষে মেদিনীপুর জেলার শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী-সেবক-সম্মিলনীর সেবকগণ মহৎখানার সিংপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত সাধুচরণ দাসাধিকারী মহাশয়ের বাটীতে একটি সভার আয়োজন করেন। অপরাহ্ণ সাড়ে পাঁচ ঘটিকার সময় সেবকগণ খোল, করতাল, কাঁসর ও ঘণ্টা ইত্যাদি সহ বিবিধ বর্ণের পতাকাদি হস্তে লইয়া শ্রীনগরসঙ্কীর্ত্তন করেন। সুরম্য সিংহাসনে স্থাপিত গৌরজন শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আলেখ্যার্চ্চা বিবিধপুষ্প-মাল্যাদিতে ভূষিত হন। মঙ্গলাচরণমুখে গুর্ব্বষ্টকগীতি, গুরু-পরম্পরা কীর্ত্তিত হইবার পর "বৈষ্ণব-সাহিত্যে বিরহতত্ত্ব" পাঠারম্ভ হয়। তৎপরে শ্রীনদীয়াপ্রকাশ হইতে ঠাকুরের মহিমাবলিত একটি গীতি ও শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের "যে আনিল প্রেমধন করুণা প্রচুর।" গীতিটি গান করিয়া মহামন্ত্র-কীর্ত্তনান্তে সভা ভঙ্গ হয়। অতঃপর শ্রীশ্রীযোগপীঠে শ্রীমন্মহাপ্রভুর মন্দিরের সেবা-ভাণ্ডারে মাসিক পাঁচ টাকা হিসাবে সম্মিলনীর পক্ষ হইতে প্রদানের ব্যবস্থা হয়।

ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমে

১৫ আষাঢ় (১৩৪২), ৩০শে জুন (১৯৩৫) রবিবার দিবস নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের একবিংশ বার্ষিক বিরহোৎসব শ্রীমঠে অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। এতদুপলক্ষে শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আলেখ্য নানাবিধ পুষ্পমালিকাদ্বারা সুশোভিত করা হইয়াছিল। অর্চ্চনের পর গুরুবন্দনা, গুরুপরম্পরা, গুর্ব্বষ্টক, পঞ্চতত্ত্ব, পদাবলী ও মহামন্ত্র সংকীর্ত্তন হয়। তাহার পরে শ্রীশ্রীল ঠাকুরের এ জগতে আবির্ভাবের কারণ বিস্তারিতভাবে পাঠমুখে কীর্ত্তন করা হয়। ভোগরাগ ও ভোগকীর্ত্তনের পর ১টা হইতে বৈকাল ৫টা পর্য্যন্ত সমাগত ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলাদিগকে বহু বিচিত্রতা-পূর্ণ মহাপ্রসাদ প্রদান করা হয়। পরে কাঙ্গালীদিগকে মহাপ্রসাদ দেওয়া হয়।

ময়নপোতা-গ্রামনিবাসী গৃহস্থভক্ত শ্রীযুত হীরালাল দাস ও কৃষ্ণ দাসাধিকারীর সেবা-চেষ্টায় উৎসবটি সুন্দরভাবে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

সৎক্রিয়াসারদীপিকা
তৃতীয়-সংস্করণ
নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন
গ্রন্থ-বিভাগ শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শুদ্ধভক্তি মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ

(আকর-মঠরাজ)

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ গজ উত্তর-পূর্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যবর শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্যমঠ বিরাজমান। এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, সরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বতগুরুবর্গী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি বেদান্তসমূহের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক বৈদিকপত্র 'নদীয়া-প্রকাশ', সাত্বত-সম্প্রদায়ে অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থাদি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতি বৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীসহ কীর্ত্তন-প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্তাঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালী প্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তি-ধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশ্যে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভজনাগারে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দজীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রমাণ-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি গীতা ও ভক্তিগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হয়। এই মঠ হইতে মহানগরীর সর্ব্বত্র হরিকথা-প্রচার, মহানগর-সঙ্কীর্ত্তন, বক্তৃতা, ব্যাখ্যা ও সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞ-মহোৎসবাদি ভক্তাঙ্গের অনুষ্ঠান হয়। মঠরক্ষক—মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া সহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী সেবাকোবিদ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী এখানে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান, রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তি দাসাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—গোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

(৭) কাজীর সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক।

(৮) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও রাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান দাস ব্রহ্মচারী।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্র নাথ দাসাধিকারী।

১০) মোদদ্রুম-ছত্র গৌড়ের বৈদিক

মাউগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান। শ্রীগৌরনিত্যানন্দের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবঙ্কুবিহারী ব্রজবাসী, ভক্তিভূষণ।

(১১) তেঘরিয়া কুঞ্জকানন

শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী,

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীনরোত্তমানন্দ ব্রহ্মচারী

(১২) কুঞ্জকুটীর—পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া। রক্ষক—শ্রীঅনন্তানন্দ অধিকারী

(১৩) ভাগবত-আসন—পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

এই স্থান হইতে ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচারিত হয়। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৪) একায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাসখালি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী ভক্তিস্বভাব।

(১৫) মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(১৬) মাধ্বগৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, পোঃ ঢাকা

পূর্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ।

(১৭) গোপালজীউ মঠ—কমলাপুর,(ঢাকা)

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান। রক্ষক—শ্রীকমলদাস ব্রজবাসী.

(১৮) নিতাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)।

এখানে শ্রীনিতাই-গৌরাঙ্গের নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীঅমানিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(১৯) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

রমনাবাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২০) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাকু, (হাওড়া)

এখানে মহাপ্রভুর শ্রীমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(২১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ পানাগড় (বর্দ্ধমান)।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী.

(২২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

তুমুরকোণা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী।

(২৩) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকনিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে গুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজগবন্ধুদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত।

(২৪) গোয়াড়ীপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী।

(২৫) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগড়, পোঃ বক্সীবাজার, (কটক)

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদবল্লভ-জীউর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর

(২৬) ভক্তি-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর পুরী,

শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন।

(২৭) পুরুষোত্তম মঠ

ভক্তিকুটী, পোঃ পুরী উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীউর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীমাধব অধিকারী

(২৮) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী দাসাধিকারী।

(২৯) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—শ্রীনিতাইচরণ দাসাধিকারী ভক্তিলোচন।

(৩০) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪৫নং কবিপুরা, বেনারস সিটি

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীসন্দেশ ব্রহ্মচারী।

(৩১) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ. এলাহাবাদ

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ প্রেসিডেন্ট

(৩২) পরমহংস মঠ.

পোঃ নিমসার, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও গৌরবিনোদ-বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীসত্যনারায়ণ দাসাধিকারী।

(৩৩) কৃষ্ণচৈতন্য মঠ

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

এখানে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিত্য-সেবা হয়। রক্ষক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠ

বিশ্রামঘাট মথুরা

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ

(৩৫) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ—শ্রীরাধাকুণ্ড

রক্ষক—শ্রীরাধারমণচরণদাস ব্রহ্মচারী

(৩৬) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৩৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ

দেবনগরী, পোঃ গেজোল, জেলা অমৃতসর (পাঞ্জাব) রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৩৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং কম্যান রোড, নিউ দিল্লী।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসম্বন্ধ তুর্য্যাশ্রমী

(৩৯) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল।

এখানে গৌরবিনোদরায়ের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবনগোপাল অধিকারী।

(৪০) সারস্বত-গৌড়ীয় মঠ

হরিহরনাথ নারায়ণপুর, চট্ট, সি

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি

(৪১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ রায়পেট্টা মাদ্রাজ।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীপাদ ভগবান ভক্তিবিবেক

(৪২) বোম্বে-গৌড়ীয়-মঠ কার্য্যালয়

প্রোক্টার রোড, চৌপাটি বিল্ডিং, ব্লক নং ১, বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীভূপেন্দ্রনাথ সেবশর্ম্মা মজুমদার।

(৪৩) আমরসি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ আমরসি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীগোবর্দ্ধন দাস অধিকারী

(৪৪) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী

(৪৫) পাটনা গৌড়ীয় মঠ

১০০ মিঠাপুর, পাটনা।

রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী রাসভূষণ

(৪৬) গয়া গৌড়ীয় মঠ

নিউ গাডড, চার্চ রোড, গয়া

রক্ষক—উপদেশক শ্রীসন্দেশ রাসভূষণ

(৪৭) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠ বালেশ্বর

রক্ষক—শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয়

৩ প্লেস হাউস, গ্লসেষ্টার গার্ডেন্স, এল্ ডব্লিউ ৭, লণ্ডন

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ বন

(৪৯) বার্লিন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

Berlin W. 30

Eisenacher strasse 29 II.

(৫০) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

৩৫০ নং অক্টারলোনী ষ্ট্রীট রেঙ্গুন।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

। শ্রীমদ্ভাগবতম্‌—সমগ্র ৪০৲
৩৫খণ্ডে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
শ্রবণ অক্ষরে প্রতিখণ্ড ।৶০
ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
ভাষ্য-সহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
সরস্বতী-জয়শ্রী ৬৲
শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
৸০ ১৲ ৩য় খণ্ড—৸০
। ৸০
শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
খণ্ড—১৲; ২য় খণ্ড—৸০
শ্রীচৈতন্যদেব—১৲
সৎক্রিয়াসার—দীপিকা ও সংস্কার-
কা ১।০
বৈষ্ণবর্ণ ২৲
গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
। শ্রীসনাতন-প্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
চৈতন্যোপনিষদ্‌ ।০
বাদন-খান্‌ হ ।০
ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
গৌড়ীয়-গৌরব ৷৶০
গৌড়ীয়-সাহিত্য ৷৶০
ভজন-রহস্য ।০
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্‌ ও
শ্রীনবদ্বীপশতকম্‌ ও (বাঁধা) ১৲
গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
গীতার কেবল মূল-ভাষা ।০
দুর্গমসঙ্গমনী অপগৌরবঃ সাহসাব ২৲
বেদান্তদর্শনের সাহসাব ।০
প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸
দীপ-নির্ণয় ৶০
সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৶০
গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶
গীতমালা ৵১০
নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ।০
শরণাগতি ৵০
গীতাবলী ৵০
জৈব ধর্ম্ম ১।০
কল্যাণ ৵০
কল্যাণকল্পতরু ৵০

৪৫। নবদ্বীপশতক ৵০
৪৬। অর্চ্চনপদ্ধতি ৵০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৵০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৵১০
৪৯। আত্মতত্ত্ব ৶
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম খণ্ড) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ০
৫৫। ভক্তসুধাবলী বা সারাবারণভঙ্গী ।০
৫৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৵০
৫৭। ঈশোপনিষদ্‌ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণদেবর ৶০
৫৯। শিক্ষাষ্টকম্‌ ৶০
৬০। সংখ্যাবাণী ৵০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যলীলামৃত সারঃ ।০
৬১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী চরিতম্‌ ।০
৬২। সটিক-শিক্ষাষ্টকম্‌ ।০
৬৩। তত্ত্বসূত্রম্‌ ।০
৬৪। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্‌ ৷৶০
৬৫। গৌড়ীয়মঠ পরিচয়ঃ ৵০
৬৬। সারাৎসারবর্ষিনী ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৭। রায় রামানন্দ ।০
৬৮। এ কিউ ওয়ার্ডস্‌ অব্‌ বেদান্ত ।০
৬৯। সাধুসঙ্গ ।০
৭০। বেদান্ত—ইট্‌স্‌ মর্ফলজি অ্যাণ্ড অন্টলজি ।০
৭১। সিলেক্টেড ওয়ার্কস্‌ ৷৶০
৭২। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস অব্‌ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।০
৭৩। বৈষ্ণবিজম্‌ ।০
৭৪। রোমান্টিক গৌড়ীয়মঠ হিজ্‌ রুইন ৵০
৭৫। দি ভাগবত ।০
৭৬। ইবোটিক প্রিন্সিপ্‌ল্‌ অ্যাণ্ড ম্যানেজেড ডিভোশন ।০
৭৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২।০
৭৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম ভাগ) ১৬৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৭৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮০। সাধন-পথ ।০
৮১। কল্যাণ-কল্পতরু ৵১০
৮২। গীতাবলী ৵০
৮৩। শরণাগতি ৵০

আসামিয়া ভাষায় প্রকাশিত

৮৪। শরণাগতি ৵০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৶০ আনা, বড় বোতল ১৶০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ডনটেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউণ্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন প্রকারে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং
কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার
কলিকাতা

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্‌, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে কথাসার ও শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও
শ্রী কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ ভাণ্ডারী এম্‌, এ, এল্‌, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সুবর্ণ সুযোগ ! সুবর্ণ সুযোগ !

শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদরচিত গৌড়ীয়ভাষ্য সহিত

দ্বিতীয় গ্রন্থ

শ্রীশ্রীচৈতন্য ভাগবত

গ্রন্থের আয়তন :—ক্রাউন কোয়ার্টো মূল ১০৯৬ পৃষ্ঠা, সূচীপত্র ২৫৪ পৃষ্ঠা, মোট১৩৫০ পৃষ্ঠা।

ভিক্ষা (বাঁধাই) মাত্র ৭৲ সাত টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা।

নদীয়া সার্টিফিকেট আদালতের নীলাম ইস্তাহার

মং নং এবং কোর্টের নাম	নীলাম ইস্তাহার (A) (B) বা ! ধারায় প্রকাশিত	ডিক্রিদার	দেনদার	৫ যে দাবীর জন্য সম্পত্তি বিক্রয়ের আদেশ হইয়াছে	বিক্রয়ের স্থান তারিখ ও সময়	কি স্বত্ব [illegible]	থানা, মৌজার নাম ও গ্রাম	পরিমাণ ও প্রতি (জানা থাকিলে) অথবা [illegible] বিবরণ	[illegible] (জানা থাকিলে)	১১ দায় (জানা থাকিলে)	১২ মন্তব্য
২১১ R. P. ৩৪|৩৫ নদীয়া সার্টিফিকেট আদালত		আর, পালচৌধুরী	আহম্মদ মণ্ডল বিং	১১১৮৮০	২১|১|৩৫	রায়তি স্থিতিবান	থানা শান্তিপুর মৌজে ফুলিয়া	০.৬৮ একর	২৩-৮৮	৫১|৯/০	আর, পাল
৫১ R. P. ৩৪|৩৫			মহেরআলি মণ্ডল বিং	৪০|৭০	২১|১|৩৫		থানা নাকাশিপাড়া মৌজে [illegible]	১১ একর	১-৩৮	৩৮|/০	
২২৪ R. P. ৩৪|৩৫			কাজাী মণ্ডল বিং	৩০৮/৯	২১|১|৩৫		থানা শান্তিপুর মৌজে ফুলিয়া	২৩১ একর	৫-৭৮	১৪৪/০	
১১২৩ A. P. ৩৪|৩৫		ঐ, পালচৌধুরী	মধু মণ্ডল বিং	৪৭৮/০	২১|১|৩৫		থানা চাপড়া মৌজে ১নং [illegible]	৫৭ একর	৮-২৯	বিবাদপ্রতি ১।০	ঐ, পাল
২২৮ N. R. ৩৩|৩৫		গৌরীশঙ্কর রায় বাহাদুর	রাধাবন্ধু দাস বিং	৪০/০	৭|১|৩৫		থানা ও মৌজে কৃষ্ণনগর	৬২.০৬ একর	৪-১৬	৭/৯	গৌরীশ রায়
১৭৪ N. R. ৩৪|৩৫		ঐ	ফকির সেখ	২২৮/৬	১৬|১|৩৫	রায়তি মোকররী	থানা চাপড়া মৌজে পাতুরঘাটী	৫৮ একর	০-১১	১২৫০	
১৭৪ R. P. ৩৪|৩৫		আর, পালচৌধুরী	অমৃত গোপাল দাস বিং	৫৩৪/৫	১৬|১|৩৫	রায়তি স্থিতিবান	থানা কোতোয়ালী মৌজে বাহাদুরপুর	১০৮ একর	১-০১	৮৲	আর, প
১৭৫ R. P. ৩৪|৩৫		ঐ		৫৩|/০	১৬|১|৩৫	ঐ		৫৩৭ একর	১-৩৩	৬৮/০	
১৭৭ R. P. ৩৪|৩৫		ঐ		১৭৮/০	১৬|১|৩৫	ঐ	থানা কোতোয়ালী মৌজে হালাকোণ	৫১ একর	১-০২	২৮/০	
১০৩৩ N. R. ৩৩|৩৪			ভুবনমোহন [illegible]	১২৫০	১১|৮|৩৫	নিষ্কর	থানা শান্তিপুর মৌজে বাবলাবাড়ি	১০৩ একর	৪-৯২		গৌরী রায় বা
১১২ N. R. ৩৩|৩৪			মুরারীমোহন [illegible] বিং	৩৭৮/৫	১২|১|৩৫		থানা কৃষ্ণনগর [illegible]	২৫৩ একর	১২-০৮	নিষ্কর	ঐ

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈনিক

REG. No C. 1544

চৈতন্যোপনিষদ্
বহু অনাদরে মূল ও
অনুবাদসহ প্রকাশিত
হইয়াছে। কাগজ ও
ছাপা অতি উত্তম।
ভিক্ষা ।০ মাত্র
শ্রীচৈতন্যমঠ,
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

"গৌড়ীয়"
৭ম বর্ষ হইতে
১১শ বর্ষ পর্যন্ত
প্রতি বর্ষ কাপড়ে
বাঁধাই
ভিক্ষা ৩।০ মাত্র।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ
বাগবাজার, কলিকাতা

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত—নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১০ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২৬শে আষাঢ়, বৃহস্পতিবার ১৩৪২, ১১ই জুলাই ১৯৩৫ [১১১তম সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

—:০:—

পদব্রজে অদিলা হইতে করাচী

কলিকাতায় প্রত্যাগত হজযাত্রীর বিবরণ

ইতিপূর্ব্বে কলিকাতা পোর্ট হজ কমিটি হজ প্রত্যাগত অনুমান ৮০ জন নিঃসম্বল যাত্রীকে স্বগৃহে প্রেরণের ব্যবস্থা করিয়াছেন। গত বুধবারে উক্ত কমিটি অনুরূপ অবস্থায় পতিত আরও ২০ জন যাত্রীকে স্বগৃহে প্রেরণের ব্যবস্থা করিয়াছেন। উক্ত কমিটি প্রত্যেক যাত্রীকে গৃহে যাইবার রেল ও ষ্টীমার ভাড়া দিয়াছেন এবং তদুপরি তাহাদের প্রত্যেককে খাওয়া খরচ দিয়াছেন।

প্রকাশ প্রকাশ যে, এই সব যাত্রীরা ৩।৪ বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষ ত্যাগ করে এবং প্রত্যাগমনের অর্থ না থাকায় তাহারা কোন যাত্রী-জাহাজে না উঠিয়া দেশী পালবাহী দেশীয় নৌকায় সমুদ্র অতিক্রম করে। এই সব ডিঙ্গা করাচী অথবা বোম্বাই হইতে লোহিত সাগরের তীরবর্ত্তী বন্দরসমূহে মাল লইয়া যাতায়াত করিয়া থাকে। অতঃপর তাহারা অবশিষ্ট পথ পদব্রজে অতিক্রম করে। এইসব যাত্রীদের মধ্যে একজনের দেশীয় নৌকায় আসার অর্থ না থাকায়, সে মরুভূমির ও পর্ব্বতসঙ্কুল পথ দিয়া পদব্রজে ভারতে উপস্থিত হয়। আদিলা হইতে করাচী আসিতে তাহার নয় মাস লাগিয়াছিল

—

চলন্ত ট্রেণে শ্বেতাঙ্গকে আঘাত

আসামী ধৃত

ঢাকা জিলার চিৎসাইল হইতে চলন্ত ট্রেণে ডাকাতি করিবার দুঃসাহসিক চেষ্টা ও শ্বেতাঙ্গ রেলওয়ে যাত্রীকে ছোরা মারিবার চাঞ্চল্যকর সংবাদ আসিয়াছে। আহত মিঃ জি চ্যাপম্যান পত্নীসহ বি এন আর ট্রেণযোগে আদ্রা যাইতেছিলেন। রাত্রি দশ ঘটিকার সময় ট্রেণ চিৎসাইল ষ্টেশন ছাড়িবার পর মিসেস্ চ্যাপম্যান লক্ষ্য করেন এক বাঙ্গালী যুবক তাঁহাদের গাড়ীর পাদানীতে দাঁড়াইয়া কামরার দরজা খুলিবার চেষ্টা পাইতেছে। তিনি অবিলম্বে নিদ্রাগত মিঃ চ্যাপম্যানকে জাগাইয়া ঘটনা বিবৃত করিলে মিঃ চ্যাপম্যান দরজার দিকে অগ্রসর হন। দুর্বৃত্ত তৎক্ষণাৎ একখানি ছোরা দিয়া মিঃ চ্যাপম্যানের হাতে ও কক্ষীতে আঘাত করে। মিসেস চ্যাপম্যান আলো জ্বালিয়া অবিলম্বে বিপদজ্ঞাপক শিকল টানিলে ট্রেণ থামিয়া পড়ে এবং আততায়ীর অনুসন্ধান করা হয়। আঃ১-ক তৃতীয় শ্রেণীর এক কামরার মধ্যে বেঞ্চের তলে লুক্কায়িত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে। প্রকাশ মহারাজা প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুরের বাড়ীতে চুরি সম্পর্কে পুলিশ তাহার সন্ধান করিতেছিল।

—

নদীয়ায় প্রবল বারিপাত

শ্রীমায়াপুর, ৯ই জুলাই

নদীয়া জেলায় এতদঞ্চলে কয়েকদিন যাবৎ অনবরত প্রবল বারিপাত হইতেছে। মাঝে মাঝে বজ্রপাতের খবর পাওয়া যাইতেছে কিন্তু কোন প্রকার ক্ষতি হয় নাই। আজও আকাশ সম্পূর্ণ মেঘাচ্ছন্ন। অনবরত বারিপাতের ফলে এখানে বেশ শীত পড়িয়াছে।

—

শিশুর শোচনীয় মৃত্যু

পাটনা জংসন ষ্টেশনের কাছ্‌দার ছুহার ডোমের স্ত্রী তাহার তিন বৎসর বয়স্ক শিশু সন্তান সহ দুইখানি মাল বোঝাই ওয়াগনের মধ্যবর্ত্তী পথ দিয়া রেল লাইন অতিক্রম করিতেছিল। এই সময় অকস্মাৎ লাইনে কার্য্যরত একখানি সান্টিং ইঞ্জিনের সহিত সংঘর্ষের ফলে একখানি ওয়াগন দ্রুত চালিত হইয়া অপর ওয়াগনের উপর পতিত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে দুখার ডোমের স্ত্রী ও তাহার সন্তান ওয়াগনের চাপে পিষ্ট হয়। তন্মুহূর্ত্তে শিশুটির মৃত্যু হইয়াছে। স্ত্রীলোকটিকে জেলা রেল হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। তাহার অবস্থাও আশঙ্কাজনক।

—

কাশ্মীরে কলেরার প্রাদুর্ভাব

কাশ্মীর প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে ইতিমধ্যে প্রায় একশত লোকের কলেরা রোগে আক্রান্ত হওয়ার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। বিশেষ নদীর আশেপাশেই এই রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যাইতেছে। রোগ যাহাতে সংক্রমিত হইতে না পারে, তজ্জন্য কাশ্মীর সরকার ব্যবস্থা করিতেছেন।

—

ট্রেণ ও লরীতে সংঘর্ষ

নর্থ ওয়েষ্টার্ণ রেলপথের বিভাগীয় সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট জানাইয়াছেন গত ৪ঠা জুলাই ভোর ৬-৩০ মিনিটে লোধরান-কাহ্‌রার বিভাগের বিহারী রেলওয়ে ষ্টেশনের সীমা মধ্যে ৫৭১৭ মাইলের নিকটবর্ত্তী লেভেল ক্রসিংএ একখানা যাত্রীপূর্ণ লরীর সহিত ৩৭৭ আপ মিক্সড্ ট্রেণের সংঘর্ষ হয়। ৯।১০ জন যাত্রী আহত হইয়াছে। অধিকাংশের আঘাতই গুরুতর নহে।

—

কোচীনে প্রবল ঝড়

কোচীনে বর্ষা আরম্ভ হইয়াছে। গত ২ দিন যাবৎ প্রচণ্ড বেগে বারিবর্ষণ হইতেছে। এই প্রচণ্ড ঝড়ে সহর ও সহরতলীর বিস্তর ক্ষতি হইয়াছে।

গ্রীসের ভূতপূর্ব্ব রাণী

বিবাহ বিচ্ছেদের প্রার্থনা মঞ্জুর

মানসিক অশান্তি জন্মাইবার হেতুতে গ্রীসের ভূতপূর্ব্ব রাণী এলিজাবেথ গ্রীসের ভূতপূর্ব্ব রাজা জর্জের বিরুদ্ধে বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলা আনয়ন করেন। তাঁহার বিবাহ বিচ্ছেদের প্রার্থনা মঞ্জুর হইয়াছে। গুপ্ত কক্ষে উপবিষ্ট রক্তবর্ণ পরিচ্ছদ পরিহিত পাঁচজন জজের নিকট উক্ত আবেদনের শুনানী উঠে। শুনানীর সময় কোন পক্ষই উপস্থিত ছিলেন না। মাত্র ২০ মিনিটে শুনানী শেষ হইয়া যায়। গ্রীসের ভূতপূর্ব্ব রাজা পাঁচদিনের মধ্যে আপীল না করিলে উক্ত আবেদন সম্পর্কিত সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গৃহীত হইবে।

—

দূরবর্ত্তী গ্রামগুলিতে বহু বৃক্ষ উৎপাটিত হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। একটী নারিকেল বৃক্ষ ভূমিসাৎ হইবার ফলে একটী স্ত্রীলোকের মৃত্যু হইয়াছে ও অপর একটী স্ত্রীলোকের পা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। পুথুরের বিদ্যালয় গৃহটী ভূমিসাৎ হইয়াছে। ভীষণ ও ঝড়ের প্রবল স্রোতে দুইটী দেশীয় নৌকা উল্টাইয়া যায়। মাঝিরা সাঁতরাইয়া তীরে উঠে। এর্ণাকুলামে দুইটি নৌকা জলমগ্ন হইয়াছে।

সৈনিকের কাজে মুসোলিনীর দুইপুত্র

সিনর মুসোলিনী তাঁহার পুত্র ভিট্টোরিও (বয়স ১৯ বৎসর) ও ব্রুণোর (বয়স ১৭ বৎসর) বিশেষ অনুরোধে তাঁহাদিগকে উপনিবেশসমূহে সৈন্যের কাজ করিতে অনুমতি দিয়াছেন। সিনর মুসোলিনীর পুত্রদ্বয় একটি কাল-কোর্ত্তা বাহিনীর সহিত সৈনিকরূপে শীঘ্রই আফ্রিকায় যাত্রা করিতেছেন। ব্রুণো ইউরোপের মধ্যে বয়ঃকনিষ্ঠ বিমান চালক।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

[ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্শ কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সত্যাসত্য-বৈভবাচার্য্য এম-এ, মহোদয়ের স্রোতগবেষণা এবং পাণ্ডিত্য লেখনীর অমৃতফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে ধন্য হউন এই বিরাট, অভিনব ও অভিজাত গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সমন্বিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত, সিদ্ধান্তের সম্যক আলোচনা প্রথম খণ্ড ৬০৭ অধ্যায়ে, প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় লইয়া ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের প্রদত্ত মুখবন্ধ (Foreward) প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত শব্দসূচীপত্র (Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। প্রতি বর্ষ ৩। টাকা ভিক্ষায় কলিকাতা বাগবাজারস্থ গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাঙ্গলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৸০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। বৈদিকরণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৸০

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৸০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিত্যানন্দ সেবাতীর্থ বি-এল, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১৸০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল মোটা অক্ষরে এবং তাহাতে বর্ত্তমান-যুগে শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। আর্ট পেপারে ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০২৩ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোকসূচী, পদ্যসূচী, গ্রন্থসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিবিধ সূচীপত্র। সভাষ্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অপূর্ব্ব বিরাট সংস্করণ জগতের কোথাও আর সম্প্রতি প্রকাশিত হয় নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক-মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৯৲ নয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৪৬,	১০—৩১,	১৩—২২	১৭—৩৮,	১৯—৩৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—৩,	১৪—০	১৮—২,	২০—০৫
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—১২

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

শনিবার সপ্তাহদিন

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১২-১০	১২-৩৩	১৫-৩৪	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১২-১৯	১২-৪২	১৫-৪২	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-৫১	১৩-১২	১৬-১২	১৯-১১

রবিনসনের
'পেটেন্ট'
বার্লি
সেবন করাইয়া
আপনার
শিশুদের
ওজন
এবং অন্যান্য
ব্যাধিনাশক
ক্ষমতা
বৃদ্ধি করিতে
সাহায্য করুন
B.1

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

বিশ্বে এক দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১০ম বর্ষ | ২৫ বামন গৌরাব্দ ৪৪৯, ২৬শে আষাঢ় বঙ্গাব্দ ১৩৪২, ১১ই জুলাই ইং ১৯৩৫ বৃহস্পতিবার | ১১১৩শ সংখ্যা

মেদিনীপুরে শ্রীপাদ সাগর মহারাজ

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ গত ৬ই আষাঢ় কোলাঘাট অঞ্চলের জ্যোতিঘনশ্যাম-গ্রামে শ্রীযুক্ত পতিতপাবন হালদিকারী মহাশয়ের গৃহে শুভ পদার্পণ করেন। স্বামীজী তথায় তিন দিন শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। একদিন ছায়াচিত্র যোগে মহাপ্রভুর লীলা-বিষয়ে বক্তৃতা করিয়া সর্ব্বসাধারণকে তাহা বুঝাইয়া দেন।

স্বামীজী গত ১০ই আষাঢ় উক্ত গ্রামের নিকটবর্ত্তী জোড়দহ গ্রামে যাইয়া শ্রীযুক্ত কানাইলাল সিংহ মহাশয়ের আগ্রহে তাঁহার গৃহে অবস্থান করেন। সেই স্থানে স্বামীজী অবিরাম শুদ্ধভক্তির কথা কীর্ত্তন করেন। দুই দিবস শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ছায়াচিত্র-যোগে মহাপ্রভুর লীলা-বিষয়ে কীর্ত্তন করেন। শ্রীযুক্ত কানাইলাল সিংহ মহাশয়ের শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের-সেবা-কার্য্যে উৎসাহ প্রশংসনীয়।

শ্রীপাদ সাগর মহারাজ গত ১৩ই আষাঢ় জ্যোতিঘনশ্যাম মাড়ুকদা বাজারে উপস্থিত হন। ঐ দিবস স্বামীজীর সহিত মেদিনীর বেদান্তপণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামহংস দাস মহোদয়ের সহিত সাক্ষাৎকার হয়। পণ্ডিতজীর দৈন্য ও নম্র ব্যবহার প্রশংসনীয়। স্বামীজী পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট কিছুক্ষণ বৈষ্ণব-দর্শন-সম্বন্ধে হরিকথা কীর্ত্তন করেন। ঐ দিবস মাড়ুকদা গ্রামনিবাসী ডাক্তার শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র জানা ও শ্রীযুক্ত গৌরমোহন দাস মহাশয়গণের বিশেষ উৎসাহে উক্ত গ্রামে বিদ্যালয়ে বিরাট সভার আয়োজন হয়। ঐ সভায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামহংস দাস মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভাপতি মহোদয় সভাস্থলে গৌড়ীয়-মঠের বিশ্বব্যাপী প্রচারকার্য্যের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদের সঙ্গে তাঁহার পরিচয়ের কথা জ্ঞাপন করেন এবং তাঁহার রচিত গ্রন্থের উল্লেখ ও বৈষ্ণবগণে ঠাকুর ভক্তিবিনোদের মাহাত্ম্য ও বিচার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন। অতঃপর সভাপতি মহাশয় পরমারাধ্যতম শ্রীল প্রভুপাদের মাহাত্ম্য বিশেষভাবে কীর্ত্তন করেন। পরিশেষে সভার বক্তা শ্রীমৎ সাগর মহারাজের বাগ্মিতার ভূয়সী প্রশংসা করেন। তৎপর স্বামীজী "ভাগবতধর্ম্মে সার্ব্বজনীন প্রেম" সম্বন্ধে একটী চিত্তাকর্ষিণী বক্তৃতা প্রদান করেন।

স্বামীজীর বক্তৃতার পর সভাপতি মহোদয় তৎপর দিবস ছায়াচিত্র যোগে বক্তৃতা শ্রবণার্থ সকলকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন।

তৎপর দিবস ১৫ই আষাঢ় ছায়াচিত্র-যোগে বক্তৃতা হয়। প্রথম দিবস লোক-সংখ্যা প্রায় ৭০০।৮০০ এবং দ্বিতীয় দিবস প্রায় সহস্রাধিক হইয়াছিল। প্রচারের ফলে সর্ব্বসাধারণের প্রকৃত উপকার হইয়াছে। সেই স্থান হইতে স্বামীজী ১৬ই আষাঢ় জ্যোতিঘনশ্যামে পুনঃ ভূপতি বাবুর গৃহে প্রত্যাগমন করেন।

ঐ অঞ্চলের মঠাশ্রিত ভক্ত শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ দাস অধিকারী, শ্রীযুক্ত ভূপতিচরণ দাস অধিকারী, শ্রীযুক্ত রামচরণ হালদিকারী ও ভক্ত রাজেন্দ্র প্রভৃতি স্বামীজীর সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া প্রচারকার্য্যে যথাসাধ্য সহায়তা করিয়াছেন।

রাজসাহী জেলায় শ্রীপাদ অরণ্য মহারাজ

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রকাশ অরণ্য মহারাজ কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ গত ১৩ই আষাঢ় বগুড়া জেলার সান্তাহার হইতে রওনা হইয়া বেলা ৪ ঘটিকার সময় রাজসাহী জেলার অন্তর্গত নওগাঁ সহরে উপস্থিত হন এবং তথায় প্রসিদ্ধ উকিল শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের ভবনে অবস্থান করেন।

গত ১৫ই আষাঢ় স্থানীয় হিন্দু সাধারণের বিশেষ আগ্রহে থিয়েটার হলে একটী ধর্ম্ম সভা আহূত হয়। ঐ সভায় স্বামীজী মহারাজ "মনুষ্য-জীবনের শ্রেষ্ঠত্ব" সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতাটী শ্রোতৃবৃন্দের মর্ম্মস্পর্শিনী হইয়াছিল।

গত ১৬ই আষাঢ়, ১লা জুলাই সোমবার স্থানীয় বার লাইব্রেরীর সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসাক উকীল মহোদয়ের সভাপতিত্বে উক্ত থিয়েটার হলে আর একটী সভা হয়। ঐ সভায় স্বামীজী মহারাজ "জীবের ধর্ম্ম" সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা দান করেন। সর্ব্বপ্রথম সভাপতি মহাশয় স্বামীজী মহারাজের পরিচয়প্রদানমুখে বলেন,—"আজ বড়ই আনন্দের বিষয় যে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ আজ দুই দিবস হইল আমাদের এই নওগাঁ সহরে শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী প্রচারার্থ আগমন করিয়াছেন। শ্রীমন্ মহাপ্রভু স্বয়ং ভগবান্ হইয়াও জগজ্জীবকে কৃপা করিয়া অবতীর্ণ হইয়া যে প্রেমধন বিতরণ করিয়াছিলেন তাহা পরবর্ত্তিকালে অনেক পরিবর্ত্তিত বা বিকৃতভাবে লোকে বুঝিয়া লইয়াছেন। তাই শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে পুনরায় শুদ্ধভক্তিস্রোত প্রবাহিত হইয়াছে। সেই শুদ্ধভক্তির কথা স্বামীজী মহারাজ কিছু শুনাইবেন বলিবেন, আপনারা অবহিত চিত্তে শ্রবণ করুন।"

অতঃপর স্বামীজী ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা প্রদান করেন। শ্রোতৃবৃন্দ সকলেই তাঁহার বক্তৃতার প্রশংসা করিয়াছেন।

গত ১৭ই আষাঢ় মঙ্গলবার স্বামীজী উক্ত থিয়েটার হলে "সনাতন ধর্ম্ম" সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা প্রদান করেন, পরে ছায়াচিত্র-যোগে কিছুক্ষণ শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গলীলা প্রদর্শিত হয়। তৎপর দিবস উক্ত থিয়েটার হলে স্বামীজী মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠের আদি এবং অন্তে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তিত হয়।

স্বামীজীর পাঠ ও বক্তৃতায় নওগাঁ সহরে একটী বিশেষ সাড়া পড়িয়াছে।

সমুদ্রে যে শয্যা করেছে

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

হইলেও বাস্তবে হইলে চলিবে না, ধীরে—অতি ধীরে কণ্টকাকীর্ণ সমুদ্রাগ্রে গন্তব্য পথে পদক্ষেপ করিতে হইবে। যখনই চঞ্চলতাবশতঃ অধৈর্য্যভাব আসিবে, তখনই "পথা হ সর্বংহবে" মন্ত্র-কার্য্য অনিবার্য্য। সুতরাং বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি বহুবিঘ্ন-সঙ্কুল অরাতিদের এই অনিত্য জীবনটী লইয়াও যেন অনন্তকাল ধৈর্য্যধারণের জন্য প্রস্তুত থাকেন। বস্তুতঃ তাহাই প্রকৃত কৃপাকামীর পক্ষে প্রাণপ্রদ আচরণ। তিনি জানেন, বাঞ্ছিত হইলে—চঞ্চল হইলে কৃপা-লাভ হইবে—আশা মিটিবে না—যেহেতু কাদিবে না এবং ধৈর্য্যধারণ করিলে আমার কৃপাপ্রাপ্তি-আশাপূরণ অবশ্যম্ভাবী—সমুদ্রে শয্যা করিবেই পারিবে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৫ বামন আদি চৈতন্যাব্দ ৪৪১

লাম্পট্য

লাম্পট্য কি ?

লাম্পট্য একাধারে সকল পাপের আকর। অনর্থবহুল আসক্তি 'লাম্পট্য'-সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত। বহু জগতে আসক্তির বিষয় প্রধানতঃ তিনটী—অর্থ, স্ত্রী ও প্রতিষ্ঠা। তাই লাম্পট্যকে ত্রিবিধ শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে—অর্থ-লাম্পট্য স্ত্রী-লাম্পট্য ও প্রতিষ্ঠা-লাম্পট্য। 'লাম্পট্য' বলিতে আমরা সাধারণতঃ স্ত্রী-লাম্পট্যকেই বুঝিয়া থাকি; যেহেতু 'লম্প্'-ধাতু হইতে লম্পট শব্দের উৎপত্তিক্রমেই ঐ ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে। এই 'লম্প্' ধাতুর অন্তরক হওয়ার অর্থেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অর্থ-লাম্পট্য হইতেই স্ত্রী-লাম্পট্যের সূত্রপাত হয়, প্রতিষ্ঠা-লাম্পট্যের শেষ পরিণতি তাহাই।

অর্থ-লাম্পট্য

অর্থে অত্যধিক আসক্ত হইলে ধন ও বিষয়াদি লাভের আশা ক্রমশঃ এত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় যে, তাহা বিবেককে সম্পূর্ণরূপে অপসারিত করিয়া পৈশাচিক বৃত্তিকে তৎস্থানে স্থাপন করে, ফলে মানব-জীবনের যাবতীয় সুখ-শান্তি চিরতরে অন্তর্হিত হয়। অনায়াসে সংসারযাত্রা নির্বাহ হইতে পারে, এই প্রকার সংস্থান থাকা সত্ত্বেও অর্থ-লাম্পট্যবশে উৎকোচাদির প্রতি প্রধাবিত হইবার ফলে দুর্দশার চরম সীমায় উপনীত হইবার উদাহরণ আমরা প্রায়ই সংবাদপত্রের 'আইন আদালত'-প্রসঙ্গে দেখিতে পাই। এত দেখিয়াও কাহারো শিক্ষা হয়? অন্তর্মুখ কেন, অন্তর্মুখেরও যদি অর্থাদির বিষয়ে আসক্তি জন্মে, তাহার অন্তরেরই কারণ হইয়া থাকে। সুতরাং অন্তর্মুখীর পক্ষেও কিপ্রকার অভাব তাহা সহজেই অনুমেয়। অতএব বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি অর্থলাম্পট্য সর্বতোভাবে বিসর্জন দিয়া যাহাতে সংসারযাত্রা কোনও প্রকারে নির্বাহ হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিয়াই ভগবদ্ভজনে মনোনিবেশপূর্বক দুর্লভ মনুষ্যজীবনের সার্থকতা-সাধনে যত্নবিশিষ্ট হইবেন।

স্ত্রী-লাম্পট্য

আদিনাতে আসক্তই স্ত্রী-লাম্পট্য। বৈজ্ঞানিক, সংবাদে আসক্ত এবং শাস্ত্রের বিধি উল্লঙ্ঘনপূর্বক নিজ স্ত্রীতে ভোগের অন—বিবিধ প্রকারে স্ত্রী-লাম্পট্যের প্রকাশ দৃষ্ট হয়। দেশে এই ভীষণ পাপটী কি ভীষণভাবে বিস্তৃত হইয়াছে তাহা অসংখ্য কুৎসিত ব্যাধির অসংখ্য প্রকার পেটেণ্ট ঔষধের অসংখ্য বিজ্ঞাপন দৃষ্টেই অনেকটা অনুমান করা যায়। দুর্দশার চরম সীমা এই যে, অপর ধর্মের স্ত্রীলোকগণকে ধর্মণ কোন সম্প্রদায়ের কোন কোন ব্যক্তি কর্তৃক ধর্মের নামে অনুষ্ঠিত হইতেছে। বলা বাহুল্য, এই দুষ্কৃত্য—অসদ্ধর্ম ও স্ত্রীলাম্পট্য হইতেই জন্মগ্রহণ করিয়াছে। কোনও সম্প্রদায়ের কোনও বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি ইহার প্রতি ধিক্কার না করিয়া থাকিতে পারেন; না—সাধারণ নীতিজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিও উহাকে কুক্কুরবৃত্তি অপেক্ষাও হীন বলিয়া জানেন। এই জঘন্য বৃত্তি নিবারণের জন্য কোন কোন বিচারক কঠোর দণ্ড বিধান করিয়াছেন সত্য; কিন্তু তাহা কয় জনে জানে? ঐ কার্যের ঐ প্রকার শাস্তি চিত্রে অঙ্কিত করিয়া গ্রামে গ্রামে প্রদর্শন করা উচিত এবং যাহাতে অঙ্কুরেই তাহার আকাঙ্ক্ষা বিদূরিত হইতে পারে তজ্জন্য নীতিশিক্ষার ব্যবস্থাও একান্ত প্রয়োজন।

স্ত্রীলাম্পট্যের ফলে কি দুর্দশা হয় তাহা বর্ণন করিয়া কপিলদেব নীয় মাতাকে বলিতেছেন—

সত্যং শৌচং দয়া মৌনং বুদ্ধিশ্রীর্হ্রীর্যশঃ ক্ষমা।
শমো দমো ভগশ্চেতি যৎসঙ্গাদ্ যাতি সংক্ষয়ম্॥
তেষ্বশান্তেষু মূঢ়েষু খণ্ডিতাত্মস্বসাধুষু।
সঙ্গং ন কুর্যাচ্ছোচ্যেষু যোষিৎ-ক্রীড়ামৃগেষু চ॥
ভাঃ ৩।৩১।৩৩-৩৪

এই শ্লোকদ্বয়ে জানিতে পারি যে, স্ত্রী-লাম্পট্যের কথা কি, তাহার সঙ্গ যে করে তাহারও—সত্য, বাহ্যাভ্যন্তরে পবিত্রতা, দয়া, মৌন, পরমপুরুষার্থবিষয়া মতি, লজ্জা, হরিসেবাময়ী শোভা, কীর্তি, ক্ষমা, শম, দম ও অন্তঃকরণনিগ্রহ, চিত্তের প্রশান্তভাব, উন্নতি প্রভৃতি সদ্গুণ একেবারেই অন্তর্হিত হয়। সুতরাং স্ত্রীলাম্পট্য ত' বিবর্জন করিতে হইবেই, অধিকন্তু অশান্ত, যেহেতু আত্মবুদ্ধিবশতঃই, ক্রীড়ামৃগের ন্যায় কামিনীকুলের অনুগত, মূঢ় ও অতীব শোচ্য অসাধু ব্যক্তিগণের সঙ্গও সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করিতে হইবে। লৌকিকতা অনেক সময় এই পরিত্যাগের অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়। যে লৌকিকতা লোকের সর্বনাশ করে, তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত না করাই কি বুদ্ধিমানের কার্য নয়?

এতৎপ্রসঙ্গে আমাদের লক্ষিতব্য বিষয় এই যে, মায়া নানা মূর্তিতে মানবগণকে বিমোহিত করিয়া ভগবৎসম্বন্ধ বিচ্যুত করে। এই বিচ্যুতির ফলেই মানবগণ মূলকে যোষিৎ-জ্ঞানে এবং মূর্তিকে আত্মজ্ঞানে সেবা করিতে আরম্ভ করিয়া ইন্দ্রিয়-তর্পণরত হয়। ফলে ভগবৎসেবারূপ সৌভাগ্যাদি চিরতরে অন্তর্হিত হইয়া থাকে। প্রেমের অপব্যবহারের ফলে কর্মকাণ্ডীর ও অন্যান্য জ্ঞানকাণ্ডীর বিচার মানবকে আবৃত করিয়া ফেলে। এই আবৃতির ফলে দেবতার আসনে ভগবান্‌কে স্থাপনের পরিবর্তে স্ত্রীকে স্থাপন করিয়া থাকে। আশ্চর্যের বিষয়, এই কার্যকেই পাশ্চাত্য জগৎ সভ্যতা বলিয়া জ্ঞান করে। আর্যাবর্তও চিরকাল ঐ কার্যকে অনার্যোচিত অসভ্যতা বলিয়াই জানেন। ভারতের দুর্ভাগ্যবশতঃ পাশ্চাত্যের তরঙ্গ প্রাচ্যকে স্পর্শ করিতে বসিয়াছে। প্রাচ্যের মনীষিগণ এদিকে একটু দৃষ্টিপাত করিয়া সাবধান হইবেন কি?

প্রতিষ্ঠা-লাম্পট্য

প্রতিষ্ঠা-লাম্পট্য মানবকে অপদার্থে অন্ধ করিয়া থাকে। আমি প্রতিষ্ঠার দাস কিনা তাহা জানিতে বিশেষ ক্লেশ পাইতে হয় না। একটু প্রতিষ্ঠা কম হইলেই যখন কার্যে উৎসাহ হ্রাস পাইতে থাকে তখনই বুঝিতে হইবে, প্রতিষ্ঠালাম্পট্য অজিগরে আমাকে গ্রাস করিতে বসিয়াছে। তখনই সাবধান হইয়া উহার গ্রাস হইতে মুক্তি পাইবার জন্য ভগবদ্ভক্ত সজ্জনের শরণাপন্ন হইতে হইবে—শরণাগতিসহ উচ্চৈঃস্বরে গোবিন্দনাম কীর্তন করিতে হইবে।

ভজিলে গোবিন্দ-পদ আপনি পলায়ে সব
সিংহভয়ে যেন করিগণ।

উপসংহার

উপসংহারে বক্তব্য, একমাত্র ভগবৎসেবায় আত্ম-নিয়োগ-ব্যতীত অপ্রাকৃত কামদেব মদনমোহনের পাদপদ্ম-বৃত্তি-যুক্ত সর্বজনবরীয় পৌরোহিত্যে সেবা-প্রবৃত্তি ব্যতিরেকে কোনও প্রকার লাম্পট্যের কবল হইতে মুক্তিলাভের সম্ভাবনা বিন্দুমাত্রও নাই। অন্যের কথা কি, ভগবৎসেবা-বিমুখ হওয়ায় আদিকবি বেদজ্ঞানী ব্রহ্মা পর্যন্ত একদিন নীয় দুহিতার রূপে বিমুগ্ধ হইয়া তাহার পশ্চাদ্ধাবিত হইয়াছিলেন। ব্রহ্মকন্যা মৃগীরূপ ধারণ করিলে ব্রহ্মা মৃগরূপ ধারণ পূর্বক তাহার পশ্চাতে ছুটিয়াছিলেন। ব্রহ্মার অবতারগণের মধ্যে বহু ঋষি তপস্যায় অকৃতকার্য হইয়া পাকচৌতক নবম-দেহ-বিনষ্ট নারীর সাথে বরণপূর্বক যোষিৎ-ক্রীড়নকরূপে ঘৃণিত জীবন যাপন করিয়াছেন। শ্রেষ্ঠ জীব বলিয়া পরিচয় দিতে হইলে—লাম্পট্য-কবল হইতে মুক্ত হইয়া ধন্য হইতে হইলে ভক্তাশ্রয় গ্রহণ করিতেই হইবে।

"সবুরে মেওয়া ফলে"

(শ্রীমাধবকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী)

অমল প্রমাণ ও অমল পুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতের "অদ্য বাব্দশতান্তে বা" শ্লোকের 'ধ্রুবং' বাক্যটী শিরোধার্য করিয়া কর্মপথে অগ্রসর হইবার জন্য অনাসক্তিরূপে সাধন-সমর-ক্ষেত্রে যে মুহূর্তে অবতীর্ণ করিতে হইবে, ঠিক সেই মুহূর্তেই আবার আচার্যপাদ শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভুর 'উপদেশামৃত'-ভাণ্ডার হইতে "উৎসাহান্নিশ্চয়াদ্ধৈর্যাৎ" শ্লোকের 'ধৈর্য' বাক্যটি ভিক্ষা করিয়া লইয়া কণ্ঠহার করিতে হইবে। এই ধৈর্য বাক্যের উপদেশ—অভীষ্টলাভে বিলম্ব দেখিয়াও ধৈর্যাবলম্বন। 'ধৈর্য' কণ্ঠহার না হইলে 'ধ্রুবং' বাক্যের অনুসরণে আমরা অচিরে প্রেমোন্মত্ততায় ব্রতী হইয়াও ধৈর্যহীনতাবশতঃ অচিরেই বিফলতা লাভ করিব। ধৈর্যহীন হইয়া 'ধ্রুবং'এর অনুসরণে সাধন-সমর-ক্ষেত্রে অবতরণ করিয়াও কৃতকার্যতালাভে বিলম্বদর্শনে যদি আমরা পৃষ্ঠভঙ্গ দেই তাহা হইলে দুর্ভেদ্য মায়ার জয় আমাদের সম্ভবপর হইবে না. সুতরাং আমরা মায়া-পরাজিত হইয়া সংসার-চক্রে নিষ্পেষিত হইব—আমাদের ভাগ্যে মেওয়া ফলিবে না অর্থাৎ আমরা সাধনে কৃতকার্য হইতে পারিব না।

'ধ্রুবং' বাক্যটীর মধ্যে আমাদের অনেকগুলি চিন্তনীয় ব্যাপার অন্তর্হিত রহিয়াছে। প্রথমতঃ আমাদের এই দুর্লভ মনুষ্য জন্ম ক্ষণভঙ্গুর। ইহার নিমেষের বিশ্বাস আদৌ নাই, মরণ অবশ্যম্ভাবী বলিয়া জীবমাত্র, তাহাও আবার অনির্দিষ্টকালে সংঘটিত হইবে বলিয়া আরও ভয়ঙ্কর। এখনই এই মুহূর্তেই—আর একটী বর্ণও উচ্চারিত হইবার পূর্বেই জীবনের অবসান হইতে পারে এই অনিবার্য মৃত্যু যদি একটা নির্দিষ্টকালে হইত অর্থাৎ দশ, বিশ বা পঞ্চাশ বৎসর বাঁচিয়া থাকিবার পর নির্দিষ্টকালে অথবা অনির্দিষ্ট কালে মৃত্যু অনিবার্য প্রমাণও হইত, তাহা হইলেও একটা ভরসার কথা থাকিত। যেহেতু, জন্মের পর ঐ নির্দিষ্ট দশ বিশ বৎসরেই জীব যাহা কিছু প্রকৃত কর্তব্য শেষ করিয়া রাখিতে পারিত। 'ধ্রুবং' বাক্যের অনুসরণের জন্য তাহাকে অত ব্যতিব্যস্ত হইতে হইত না। অথবা ঐ দশ, বিশ বৎসরে যাহা কিছু সংসার ভোগ-পিপাসা সব নিবৃত্তি করতঃ তৎপর 'ধ্রুবং' বাক্যের অনুসরণ করা যাইত। কিন্তু হায়! অনির্দিষ্টকালে মৃত্যু অনিবার্য সংঘটিত হইবে, কাজেই সে সব সুবিধা (?) আর জীবের ভাগ্যে নাই এবং সেইজন্যই 'ধ্রুবং' বিশেষ বিবেকভাবে লক্ষ্যণীয়, সেইজন্যই

অবশ্যম্ভাবী 'তূর্ণং' বিশেষণের অনুসরণে এই মুহূর্তেই শ্রেয়োলাভপথে ব্রতী হওয়া একান্ত কর্তব্য। ইহাকে উপেক্ষা করিলে কালে অনিবার্য মৃত্যুর কবলে পতিত হইতে হইবে—মানবজীবনের সার্থকতা সম্পাদন আর মোটেই হইবে না।

শ্রীভগবান্ আমাদের চিরমঙ্গলময় পিতা। তাই তাঁহার অকৃতজ্ঞ সন্তানগণকে তিনি দুর্দশাগ্রস্ত দেখিয়া কৃপার্দ্র হইয়াই আমাদিগকে তাঁহারই দেওয়া দুর্লভ এই মনুষ্যদেহটী তাঁর শ্রীচরণসেবাপ্রাপ্তির পূর্বযোগ্য করিয়াও তাহা এইরূপ ক্ষণভঙ্গুর করিয়াছেন, যেন ঐ 'তূর্ণং' বাক্যের অনুসরণ করিয়া অতি সত্বর তাঁহার পাদপদ্মে আমরা পৌঁছিতে পারি। তাঁহার শ্রীচরণসেবাপ্রাপ্তির পূর্বযোগ্য এই দুর্লভ মনুষ্যদেহটী যদি চিরস্থায়ী, অজর ও অমর হইত তাহা হইলে মানব আর ভগবানের সর্বদুঃখাপহ অশোক অভয় পাদপদ্মে শরণ গ্রহণ করিত না—নিত্য পিতামাতার নিত্য সুখের অনুসন্ধানপর হইত না—ভবে বাঁচিয়া অক্ষয় সুখকেই পরমসুখ বলিয়া বিবেচিত থাকিত। শ্রীভগবান্ নরগণের "তূর্ণং যেন, বিষয়ে শ্রেয়োহয়নভিৎসুর্হরেঃ" এই দুর্বুদ্ধি নাশ করিবার জন্য মনুষ্যদেহের ক্ষণভঙ্গুরতাকে আবার নির্দিষ্টকালে ব্যবস্থা করেন নাই। অতএব মানবকুল 'তূর্ণং' বাক্যের অনুসরণ করুন, ইহাই ভগবানের একান্ত অভিপ্রায়। শ্রীভগবান্ মানবের প্রতি দয়ার আবিষ্কারবশতঃই তাহাদের জীবন-স্থিতি অনির্দিষ্টকালে অবস্থিত করিবার আদেশ জগৎ রাখিয়াছেন।

বিষয়হলাহলপায়ী মানবকুলকে অহৈতুক-করুণায় ভগবান্ তাঁহার নিত্য সুধাকর শ্রীচরণামৃত পান করাইবার জন্য এই সুন্দর ব্যবস্থা করিয়াছেন। মানব বিষ চাহিলেও তাহাকে অমৃত দেন, ইহাই ভগবানের করুণাপারাবারত্বের অদ্ভুত নিদর্শন। নরকুল কুবিষয়রসে মত্ত হইয়া সুখ পাইবে মনে করতঃ যখনই "ধনং দেহি, জনং দেহি, স্ত্রিয়ো দেহি, ধনান্যখ্যাতং দেহি" ইত্যাদি অসারাসার সাজাইয়া শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের পাদপদ্মে উপস্থিত হয়, তখনই ভগবান্ তখন তাঁহার অকৃতজ্ঞ মূর্খ সন্তানগণের নির্বুদ্ধিতায় ব্যথিত হইয়া তদীয় শব্দরূপী অবতার শ্রীমদ্ভাগবতের ঐ 'তূর্ণং' বাক্যের দ্বারা তাহাদের নরজীবনের ক্ষণভঙ্গুরত্ব স্মরণ করাইয়া এবং ঐ অমৃতের অজরামরত্বাদি স্মরণ করাইয়া দিয়া তাহাদিগকে নিজ চরণামৃত-সেবনমুখে আত্মাকে ও মৃত্যু হইতে রক্ষা করেন। রাজাধিরাজের নিকট হইতে সামান্য কপর্দক ভিক্ষা করিয়া লওয়া বুদ্ধিমানের কার্য কি? অন্যাভিলাষীও তাঁহার সেবা করিলে কৃপাসিন্ধু ভগবান্ সেই অর্থার্থীকে তাহার প্রার্থিত ইষ্টবস্তু দিয়া বঞ্চিত রাখেন না। এতদ্বিষয়ে শাস্ত্র বলিয়াছেন—

'অন্যকামী যদি করে কৃষ্ণের ভজন।
না মাগিলেহ কৃষ্ণ তারে দেন স্বচরণ।
কৃষ্ণ কহে আমায় ভজে মাগে বিষয়সুখ।
অমৃত ছাড়ি' বিষ মাগে এত বড় মূর্খ।
আমি বিজ্ঞ সেই মূর্খে বিষয় কেন দিব।
স্বচরণামৃত দিয়া বিষয় ভুলাইব।

• • •

সত্যং দিশত্যর্থিতমর্থিতো নৃণাং নৈবার্থদো
যৎ পুনরর্থিতা যতঃ।
স্বয়ং বিধত্তে ভজতামনিচ্ছতামিচ্ছাপিধানং
নিজপাদপল্লবম্।

—কৃষ্ণ প্রার্থিত হইলেই মনুষ্যদিগের প্রার্থনা পূরণ করেন সত্য, কিন্তু যে অর্থ হইতে পুনঃ পুনঃ প্রার্থনার উদয় হয়, সেই জাগতিক কোনও অনর্থ-অর্থ দেন না। অন্যকামী হইয়া যাহারা কেবল তাঁহার পাদপদ্ম পাইবার ইচ্ছা না করিয়াও তাঁহার ভজন করে, তাহাদিগকে তিনি স্বয়ংই অন্য কামনার আচ্ছাদক সেই নিজ-পাদপল্লব দিয়া থাকেন।

সুতরাং ভগবান্ কৃপাবশতঃ তাঁহার পতিত সন্তানগণকে ঐ "লব্ধ্বা সুদুর্লভমিদং" শ্লোক হইতে 'তূর্ণং' ও 'অনিত্য' বাক্যের দান করিয়া তাহাদের হৃদয়ে জাগাইয়া দেন এক গভীর গবেষণা। 'অনিত্য' শব্দটি শুনিয়া জীবের ক্ষণভঙ্গুরত্ব উপলব্ধিবশতঃ নরগণ ভীত হয় এবং 'তূর্ণং' শব্দটি "অনির্দিষ্টকালে মৃত্যু হইবে অতএব এই মুহূর্ত হইতে হরিভজন আরম্ভ করা আবশ্যক" এই নির্দেশটির জ্ঞাপক, ইহা জানিয়া নরগণ অতীব ব্যতিব্যস্ত হয়। তখন সেই ভয়ভীত মানবকুলের হৃদয়-তন্ত্রীতে ধ্বনিত হয়—তবে আমি কে? কেনই বা মরিব? জন্মিলামই বা কেন? কেনই বা মৃত্যু হইতে ভীত হইতেছি? আমাকে কেনই বা এই জন্মমরণের কবলে পতিত হইতে হইয়াছে? এই ভীতিজনক জন্মমরণের ব্যাধি হইতে আমার রক্ষাকর্তাই বা কে? কেই বা আমার এই প্রশ্নসমূহের উত্তরপ্রদানমুখে আমাকে শ্রেয়োলাভের প্রকৃষ্ট পন্থা বলিয়া দিবে?

এইরূপ ভয়ভীত নরগণকে অহৈতুকী দয়ার সাগর সাধুগণ উপদেশপ্রদানমুখে ভাগবতী ভাষায় বলেন—কর্তব্যাকর্তব্য-জিজ্ঞাসু পুরুষ উত্তমশ্রেয়ঃ অবগত হইবার জন্য সদ্গুরুকে আশ্রয় করিবেন। তৎপরে (সদ্গুরু কে? তদুত্তরে বলেন) যিনি শব্দব্রহ্মে অর্থাৎ শ্রুতিশাস্ত্রসিদ্ধান্তে সুনিপুণ, পরব্রহ্মে নিষ্ণাত অর্থাৎ যিনি অপরোক্ষ-অনুভূতি লাভ করিয়াছেন এবং তজ্জন্য যিনি প্রাকৃত কোনও ক্ষোভের বশীভূত নহেন, তিনিই সদ্গুরু।

"তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয়
উত্তমম্।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্॥"

এইরূপ সদ্গুরুদেবের নিকটে কিরূপ বৃত্তি লইয়া পূর্বোক্ত প্রশ্নসমূহের উত্তর-শ্রবণমুখে পরমশ্রেয়ঃ লাভ করিতে হয় তদ্বিষয়ের জন্য আমাদের "তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন" শ্লোক আলোচ্য। শ্রৌতপথে শ্রেয়োলাভ করিতে বহুবিধ উপদেশ জিজ্ঞাসু জীবের পালনীয়। তন্মধ্যে আমরা শ্রীরূপপাদের নিম্নলিখিত শ্লোকটী বিশেষভাবে অনুসরণীয় বলিয়া জানি।

উৎসাহান্নিশ্চয়াদ্ধৈর্যাৎ তত্তৎকর্ম-
প্রবর্তনাৎ।
সঙ্গত্যাগাৎ সতো বৃত্তেঃ ষড়্ভির্ভক্তিঃ
প্রসিধ্যতি॥

—ভক্তিসম্বন্ধীয় বিষয়ের আদরের সহিত অনুশীলন—উৎসাহ, নিশ্চয়—দৃঢ়বিশ্বাস, ধৈর্য—অভীষ্টলাভে বিলম্ব দেখিয়াও সাধনাতে শৈথিল্য না করা। ভক্তিপোষক কর্ম বিধি ও নিষেধভেদে দ্বিবিধ। শ্রবণাদিপালন এবং কৃষ্ণপ্রীত্যর্থে ভোগবর্জন। অসৎ, স্ত্রীসঙ্গ ও বৈষ্ণবাভাসরূপ যোষিৎসঙ্গ, যোষিৎসঙ্গিসঙ্গ এবং অভক্ত অর্থাৎ মায়াবাদী, নিরীশ্বর ও কর্মজড়ের সঙ্গত্যাগ। সদ্বৃত্তি—সাধুগণ যে সদাচার অনুষ্ঠান করিয়াছেন এবং যে বৃত্তির দ্বারা জীবননির্বাহ করিয়াছেন। এই ছয় প্রকার অনুষ্ঠানে ভক্তি পুষ্ট হয়।

ধৈর্য ও উৎসাহভরে যাহারা এই সমস্ত শ্রেয়ঃপ্রদ অনুষ্ঠান দ্বারা রাতারাতি বড় মানুষ হইবার দুরাশায় ধৈর্যের অনাদর করে তাহাদের বঞ্চিত হওয়া অবশ্যম্ভাবী। যিনি বস্তুতঃ শ্রেয়স্কামী তাঁহার ধৈর্যের অভাব থাকিলে চলিবে কেন? সুতরাং প্রকৃত শ্রেয়স্কামী আপ্রাণচেষ্টায় ধৈর্য-শিখর সৃষ্টি করে। শ্রেয়স্কামীর প্রবল উৎকণ্ঠায় নিমেষকালও কাম্যবস্তুর অপ্রাপ্তিতে যুগসম প্রতীত হয়, অথচ ধৈর্য তাহাকে এমন করিয়া তোলে যে সে শতসহস্র বজ্রনিপাত অম্লানবদনে সহ্য করিতে অনন্তকাল প্রতীক্ষায় থাকিতে পারে, তথাপি কাম্যবস্তুর প্রাপ্ত্যাশাত্যাগ তাহার পক্ষে কিছুতেই সম্ভবপর হয় না। সুতরাং এবম্বিধ মর্মান্তিক-যাতনা সহ্য করিয়াও সুদীর্ঘকাল সে ধৈর্য ধারণপূর্বক জীবনযাপন করে কেবল তাহার উৎকণ্ঠার উদ্দিষ্ট বস্তুলাভের জন্য। অবশ্য এইরূপ উৎকণ্ঠার আতিশয্যে কৃপাময় ভগবানের কাঙ্গাল আনিবার্য।

মহাপ্রভু সাক্ষাৎপ্রকটলীলাভাবে ভক্তগণকে যখন কৃপাশীর্বাদদানের দ্বারা অনুগৃহীত করিতেছিলেন, তখন বৈষ্ণবগণের প্রিয় এবং স্বকণ্ঠকীর্তনীয়া শ্রীমুকুন্দকে মহাপ্রভু ভক্তগণের অনুরোধ সত্ত্বেও কিছুতেই কৃপা না করিয়া মুকুন্দের কৃপাপ্রাপ্তিকাল কোটি-বর্ষ পরে বলিয়া নির্দেশ করিলেন। ধৈর্য্য-শীল ভক্তবর মুকুন্দ মহাপ্রভুর এইরূপ অভিপ্রায় জ্ঞাত হইয়া মহানন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভু কোটিবর্ষান্তেও তাঁহাকে কৃপা করিবেন, এই আনন্দ তাঁহাকে আপ্লুত করিয়া দিল। কোটিবর্ষ পরে কৃপালাভের আশাও তাঁহার ধৈর্যের অনটন উপস্থিত করিতে পারিল না। এই মহাধৈর্যধারণপূর্বক আনন্দনর্তনে মুকুন্দের সকল অসুবিধা নিরোধার্থে অবগত হইল। মুকুন্দের আনন্দনর্তন-সংবাদশ্রবণে মহাপ্রভু প্রীত হইলেন। মুকুন্দ কৃষ্ণপাবনের কৃপা-প্লাবনে ভাসিয়া গেল—সবুরে মেওয়া ফলিল।

চাতকিনী সুদীর্ঘকাল বারিদের কৃপা-বর্ষণ হইতে বঞ্চিত থাকিয়াও 'সবুর' করিতে ত্রুটি করে না। সবুরকে আশ্রয় করিয়া তাহার প্রভুর কৃপাবারিকেই চাতকিনীর যদি জীবনান্তও হয়, অথবা যদি প্রভু তাহাকে অশনিপাতনাদির দ্বারা নিপীড়িত করেন তথাপি সে কখনও নিম্ন অধীন হইবে না। চাতকিনীর এই ধৈর্যধারণফলে বা সবুরের গুণেই একদিন বারিদ কৃপাবর্ষণের দ্বারা তাহার সকল যাতনা জুড়াইয়া দেন। "সবুরে মেওয়া ফলে" বাক্যের ইহাই উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

চিকিৎসক আমার দৈহিক দুর্বলতা দূর করিবার জন্য আমাকে কিছু কিছু দুগ্ধ পান করিবার উপদেশ প্রদান করিলেন। আমি একদিন কিছু দুগ্ধ পান করিয়াই পরখ করিতে লাগিলাম, আমার শরীর কতটা সবল হইয়াছে। এইরূপে দুই তিন দিনেও যখন পরীক্ষায় সবলতার নিদর্শন পরিলক্ষিত হইল না আমি তখন এককালীন অপরিমিত দুগ্ধপান দ্বারা সবলতা-লাভের আশায় অতিরিক্ত দুগ্ধ পান করিয়া সর্বরোগের মূল উদরাময়-রোগগ্রস্ত হইলাম। শরীর সবল ত' হইলই না অধিকন্তু উদরাময়রোগের সঙ্গী আরও কতকগুলি উৎকট রোগের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া শয্যাশায়ী হইয়া পড়িলাম। সবুর করিতে পারিলাম না তাই মেওয়াও ফলিল না। দুঃখে—অতি দুঃখে অশান্তিকারে মগ্ন হইলাম।

কৃপা প্রতীক্ষাই সবুর করা। যিনি সবুর না করিয়া—প্রতীক্ষায় না থাকিয়া, অভিলষিত বস্তুলাভের জন্য অধৈর্য হইয়া "লম্ফঝম্প" ভাব প্রদর্শন করেন, তাঁহার অভিলষিত বস্তুর পরিবর্তে দণ্ড হয়—অদৃষ্ট কেন। বহুবিঘ্নময় বহুকালের জন্য আমাদের জীবন

(অতঃ ৩য় পৃষ্ঠার শেষ কলমে দ্রষ্টব্য)

শুদ্ধভক্তি মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ

(আকর-মঠরাজ)

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ গজ উত্তর-পূর্বে শ্রীব্রজপত্তন নামক শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ বিরাজমান। এই স্থান সাত্বত-রাজ্য, পরব্যোমপীঠ বা সাত্বতভজনস্থলী। এই মঠ হইতে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি গ্রন্থসমূহের, অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের ত্রিবিধ নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র 'নদীয়া-প্রকাশ', সাত্বত সম্প্রদায়ে অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থাদি প্রকাশের 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতি বৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অখণ্ড ভক্তগোষ্ঠীর কীর্ত্তন-সম্মেলনে মহামহোৎসবাদি অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫

শ্রীমহাপ্রভু প্রচারিত শুদ্ধভক্তি-প্রচারোদ্দেশ্যে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই 'ভজনস্থানে' শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দজীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রমাণ-চতুরঙ্গ-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদির লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হয়। এই মঠ হইতে মহানগরীর সর্ব্বত্র হরিকথা-প্রচার, মহানগর-সঙ্কীর্ত্তন, বক্তৃতা, ব্যাখ্যা ও সঙ্কীর্ত্তন-মহা-মহোৎসবাদি ভক্তগণের অনুষ্ঠান হয়। মঠরক্ষক—মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া সহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীজগন্নাথের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী সেবাকোবিদ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী এখানে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্তমান, রক্ষক—শ্রীনরহরি দাসাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্তমান। রক্ষক—গোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

(৭) কাজীর সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদ-কাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিআলোক।

(৮) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও রাধামাধবের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান দাস ব্রহ্মচারী।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

১০) মোদদ্রুম ছত্র "গৌড়ের নৈমিষ"

মামগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান। শ্রীগৌরনিত্যানন্দের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীবঙ্কুবিহারী ব্রজবাসী, ভক্তিভূষণ।

(১১) ভেতিয়া কুঞ্জকানন

শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্তী, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীনবীনানন্দ ব্রহ্মচারী

(১২) কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া। রক্ষক—শ্রীঅমৃতানন্দ অধিকারী

(১৩) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

এই স্থান হইতে ভাগবতসিদ্ধান্ত প্রচারিত হয়। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিআলোক, ভক্তশাস্ত্রী।

(১৪) একায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ কালখালি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী ভক্তিসার।

(১৫) মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুল, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(১৬) মাধ্বগৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, পোঃ ঢাকা

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বা-গিরিধরের সেবা বর্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীপাদ কৃষ্ণানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ

(১৭) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর, (ঢাকা)

গোপালজীউ শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান। রক্ষক—শ্রীবলরামদাস ব্রজবাসী।

(১৮) নিতাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)।

এখানে শ্রীনিতাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীসদাশিব ব্রহ্মচারী

(১৯) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীরঘুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২০) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ বালু, (ঢাকা)

এখানে ষড়ভুজ শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(২১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারীর নিত্য-সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী।

(২২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ভুবনকোলা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী।

(২৩) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে গুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তরত্ন।

(২৪) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী।

(২৫) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ বক্সীবাজার, (কটক)

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদবিহারীজীউর নিত্যসেবা বর্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর

(২৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর পুরী,

শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন।

(২৭) পুরুষোত্তম মঠ

ভক্তিকুটী, পোঃ পুরী সহর।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীউর নিত্য-সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীগদাধর অধিকারী

(২৮) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগোপীনাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী দাসাধিকারী।

(২৯) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, গোদাবরী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্তমান। মহোপদেশক—শ্রীনিত্যানন্দ দাসাধিকারী ভক্তিলোচন।

(৩০) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

৪২নং কবিরপুরা, বেনারস সিটি

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীসনাতন ব্রহ্মচারী।

(৩১) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী

(৩২) পরমহংস মঠ

পোঃ নিমসার, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও গৌরবিনোদ-বিলাসজীর সেবা বর্তমান।

রক্ষক—শ্রীসত্যনারায়ণ দাসাধিকারী।

(৩৩) কৃষ্ণচৈতন্য মঠ

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

এখানে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিত্য-সেবা হয়। রক্ষক—শ্রীকমল ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠ

বিশ্রামঘাট মথুরা

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ যাচক

(৩৫) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ—শ্রীরাধাকুণ্ড

রক্ষক—শ্রীনারায়ণচরণ দাস ব্রহ্মচারী

(৩৬) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৩৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ

শেখপাগী, পোঃ ডেরাজান, জেলা ফর্গাঁও (পাঞ্জাব) রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৩৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪০নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধরের সেবা।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসম্বন্ধ তুর্য্যাশ্রমী

(৩৯) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল।

এখানে গৌরবিনোদবিহারীর সেবা বর্তমান।

রক্ষক—শ্রীনবীনগোপাল অধিকারী।

(৪০) সারস্বত-গৌড়ীয় মঠ

হরিদ্বার সাহারণপুর, ইউ, পি

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি

(৪১) মান্দ্রাজ-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ রায়পেট্টা মান্দ্রাজ।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বা-গিরিধারীর সেবা।

রক্ষক—শ্রীপাদ জগদানন্দ ভক্তিবিলাস

(৪২) বোম্বে-গৌড়ীয়-মঠ কার্য্যালয়

গ্রোড়ার রোড, চোটানি বিল্ডিং, বাংলো নং ১, বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ সেবানন্দ মজুমদার।

(৪৩) অমরাজি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমরাজি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীরজেশ্বর দাস অধিকারী

(৪৪) নরোত্তম গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী

(৪৫) পাটনা গৌড়ীয় মঠ

১০০ মিঠাপুর, পাটনা।

রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী রাসরত্ন

(৪৬) গয়া গৌড়ীয় মঠ

দিল সাহেব, চাঁদ রোড, গয়া

রক্ষক—উপদেশক শ্রীসর্ব্বেশ্বর দাসবন্ধু

(৪৭) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠ বালেশ্বর

রক্ষক—শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয়

৩ গ্লষ্টার হাউস, ক্যাথেড্রাল গার্ডেন্‌স, এস. ডব্লিউ ৭, লণ্ডন

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন

(৪৯) বার্লিন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

Berlin W. 30

Eisenacher strasse 20 II,

(৫০) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

৩৫০ নং অগ্নাউনী ষ্ট্রীট রেঙ্গুন।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম ৩ স্কন্ধে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
প্রকাশিত হইতেছে প্রতিখণ্ড ৷৵৹
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। ভাষ্য-সমেত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৩—১৲; ৩য় খণ্ড—৸৹;
৪ ৸৹
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—১৲; ২য় খণ্ড—৸৹
৭। শ্রীচৈতন্যদেব—১৲
৮। সংস্কারাগার—দীপিকা ও সংস্কার-দীপিকা ১৷৹
৯। বৈষ্ণব ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸৹
১৪। নামভজনমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷৹
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিষয়-তত্ত্ব ৷৹
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸৹
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ৷৹
১৮। রায়ন-আলবর ৷৹
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵৹
২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৷৵৹
২২। ভজন-রহস্য ৷৹
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও
শ্রীনবদ্বীপশতকম্ ৩ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ৩৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
২৬। গীতার কেবল মূল-ভাষা ৷৹
২৭। মুক্তাফলটীকা ভগবৎসরঃ সানুবাদ ২৲
২৮। বেদান্তদর্শন সানুবাদ ৷৹
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸
৩০। দীপ-দিগ্দর্শন ৵৹
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৵৹
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷৹
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸৹
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶৹
৩৫। গীতমালা ৴১৹
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶৹
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶৹
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷৹
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ৷৹
৪০। শরণাগতি ৴৹
৪১। গীতাবলী ৴৹
৪২। চিত্রে নবদ্বীপ ১৷৹
৪৩। সাধনকণ ৴৹
৪৪। প্রেমপ্রদীপিকা ৴৹
৪৫। নবদ্বীপশতক ৴৹
৪৬। অর্চ্চনকণ ৴৹
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৴৹
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১৹
৪৯। আম্নায়সূত্র ৷১৹
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম ৪খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ৷৹
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ৷৹
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸৹
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ৷৹
৫৫। অবধুতাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ৷৹
৫৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৴৹
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ৷৹
৫৮। শ্রীকৃষ্ণসেবা ৶৹
৫৯। শিক্ষাষ্টক ৵৹
৬০। সাধবাণী ৴৹

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত সারঃ ৷৹
৬১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিজয়ঃ ৷৹
৬২। সটিক-শিক্ষাষ্টকম্ ৷৹
৬৩। ভক্তসরম্ ৷৹
৬৪। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৷৵৹
৬৫। গৌড়ীয়মঠ পরিচয়ঃ ৴৹
৬৬। মায়াবাদখণ্ডনম্ ৶৹

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৭। রায় রামানন্দ ৷৹
৬৮। এ কিউ ভার্জিন্ অব্ বেদাস্ ৷৹
৬৯। বাসুবন্ধ ৷৹
৭০। বেদান্ত—ইট্‌স্ মর্ফলজি অ্যান্ড অন্টোলজি ৷৹
৭১। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড্‌স্ ৵৹
৭২। লাইফ অ্যান্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ৷৹
৭৩। বৈষ্ণবীজম্ ৷৹
৭৪। বোম্বাই গৌড়ীয়মঠ ইন্ ফোকাস ৴৹
৭৫। দি ভাগবত ৷৹
৭৬। ইযোটিক্ প্রিন্সিপ্‌ল্ অ্যান্ড আবেলেটেড রিজোনস ৷৹
৭৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২৷৹
৭৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম ভাগ) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৭৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷৹
৮০। সাধন-পথ ৷৹
৮১। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১৹
৮২। গীতাবলী ৴৹
৮৩। শরণাগতি ৴৹

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৪। শরণাগতি ৴৹

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵৹ আনা, বড় বোতল ১৶৹ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত গণিতাবিজ্ঞানবেত্তা ও ব্যবসায়ী জে. বি. দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউণ্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। উহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে. বি. দত্ত এণ্ড কোং
কারখানা—৩নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার
কলিকাতা

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে কথাসার ও শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸৹ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও
ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ ভক্তশাস্ত্রী এম, এ, এম, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সুবর্ণ সুযোগ ! সুবর্ণ সুযোগ !

শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদরচিত গৌড়ীয়ভাষ্য সহিত

বিরাট গ্রন্থ

শ্রীশ্রীচৈতন্য ভাগবত

গ্রন্থের আয়তন :—ক্রাউন কোয়ার্টো মূল ১০৯৬ পৃষ্ঠা, সূচীপত্র ২৪৪ পৃষ্ঠা, মোট১৩৪০

ভিক্ষা (বাঁধাই) মাত্র ৭৲ সাত টাকা

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা

নদীয়া সার্টিফিকেট আদালতের নীলাম ইস্তাহার

নং এবং সার্টিফিকেট	২ নীলাম ইস্তাহার (A) (B) বা কাহার প্রকাশিত	ডিক্রিদার	৪ দেনদার	যে দাবীর জন্য সম্পত্তি বিক্রয়ের আদেশ হইয়াছে	বিক্রয়ের স্থান তারিখ ও সময়	কি রকম স্বত্ব	থানা, মৌজার নাম ও গ্রাম	খতিয়ান নং প্রভৃতি (জানা থাকিলে) অথবা অন্য প্রয়োজনীয় বিবরণ	১০ জমির পরিমাণ (জানা থাকিলে)	১১ জমা (জানা থাকিলে)	১২ মন্তব্য
R. P. ৪।৩৫ সার্টিফিকেট [illegible]		আর, পালচৌধুরী	আহ্লাদ মণ্ডল গং	১১১৸৶	২।১।৩৫	রায়তি স্থিতিবান	থানা শান্তিপুর মৌজে ফুলবা	১১৮ খতিয়ান	২৪-৮৮	৫১।৶	আর, পালচৌধুরী
R. P. ৩৫			নায়েবআলি মণ্ডল গং	৪০।৩	২।১।৩৫		থানা নাকাশি মৌজে কালিপাড়া	১১ খতিয়ান	১-৫৮	৩৸৶	
R. P. ৩৫			হাজারী মণ্ডল গং	৩০৸/৯	২।১।৩৫		থানা শান্তিপুর মৌজে ফুলিয়া	২৯১ খতিয়ান	৫-৭৮	১২৸/০	
A. P. ৪৩৫		এ, পালচৌধুরী	মধু মণ্ডল গং	৪৩৸/১	২।১।৩৫	ঐ	থানা রাণাঘাট মৌজে ১নং পায়রী	১৭ খতিয়ান	৮-৪৯	বিঘাপ্রতি ১।০	এ, পালচৌধুরী
N. R. ৩৫		গৌরীশচন্দ্র রায় বাহাদুর	জগবন্ধু কর গং	৪০/০	৭।১।৩৫		থানা ও মৌজে কৃষ্ণনগর	৬২০৬ খতিয়ান	৪-১৬	৭৶০	গৌরীশচন্দ্র রায় বাহাদুর
N. R. ৩৫		ঐ	কফিল সেখ	২৪।৶৩	১৬।১।৩৫	রায়তি মোকররী	থানা চাপড়া মৌজে পাঠানপাড়া	৫৮ খতিয়ান	৩-১৯	১২৻০	
R. P. ৩৫		আর, পালচৌধুরী	অনন্ত গোপাল দাস গং	৩৩।৶৪	১৬।১।৩৫	রায়তি স্থিতিবান	থানা কোতয়ালী মৌজে বাহাদুরপুর	১০৮ খতিয়ান	১-০১		আর, পালচৌধুরী
R. P. ৩৫			ঐ	৫০৶০	১৬।১।৩৫		ঐ	৪০৭ খতিয়ান	১-৩৩	৮।০	ঐ
R. P. ৩৫		ঐ	ঐ	১৭৸৶৫	১৬।১।৩৫	ঐ	থানা কোতয়ালী মৌজে [illegible]	৫৯ খতিয়ান	১-০২	২।৶০	ঐ
N. R. ৩৩৫			ভুবনমোহন প্রামাণিক	১২৻৩	১৯।১।৩৫	নিষ্কর	থানা শান্তিপুর মৌজে বাগআঁচড়া	১০০ খতিয়ান	৪-১২		গৌরীশচন্দ্র রায় বাহাদুর
N. R. ৩৩৫		ঐ	মুরারীমোহন প্রামাণিক গং	১৭।৶০	১৯।১।৩৫	ঐ	থানা কৃষ্ণনগর পাঁচকুল [illegible]	২৬৩ খতিয়ান	১৪-০৮	নিষ্কর	ঐ

দৈনিক

REG. No C. 1544

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

চৈতন্যোপনিষৎ
বহু অন্বয়ে মূল ও
সদ্ব্যাখ্যাসহ প্রকাশিত
হইয়াছে। কাগজ ও
ছাপা অতি উত্তম।
ভিক্ষা ।০ মাত্র
শ্রীচৈতন্যমঠ,
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

"গৌড়ীয়"
৭ম বর্ষ হইতে
১১শ বর্ষ পর্যন্ত
প্রতি বর্ষ কাপড়ে
বাঁধাই
ভিক্ষা ৩॥০ মাত্র।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ
বাগবাজার, কলিকাতা

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচার-নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১০ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২৭শে আষাঢ়, শুক্রবার ১৩৪২. ১২ই জুলাই ১৯৩৫ [১১২তম সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

ইণ্ডিয়ান সায়েন্স নিউজ এসোসিয়েশন
ভারতীয় বিজ্ঞানবিদ্‌গণের নব-প্রতিষ্ঠান

ইণ্ডিয়ান সায়েন্স নিউজ এসোসিয়েশন বা ভারতীয় বৈজ্ঞানিক সংবাদ সমিতি নামে একটী নব প্রতিষ্ঠান গঠনের উদ্দেশ্যে কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতের খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক ও সুধীবৃন্দ পরামর্শ করিতেছেন।

ভারতীয় বৈজ্ঞানিকগণ যে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান তাঁহাদের শিক্ষা ব্যাপদেশে লাভ করিবেন, তাহা প্রকাশ ও প্রচার করা এবং ইংরেজী ও দেশীয় ভাষায় ঐ সম্পর্কে বক্তৃতার ও প্রকাশের ব্যবস্থা করাই এই নব প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য উক্ত পরিকল্পিত সমিতি "সায়েন্স এণ্ড কালচার" নামে একখানি মাসিক পত্রিকাও প্রকাশ করিবেন।

পি সি রায় ও ভারতের বিভিন্ন স্থানের প্রায় ৫ শত বৈজ্ঞানিক ও সুধী এই পরিকল্পনা সমর্থন করিয়াছেন। গত ৯ই জুলাই সায়েন্স কলেজে স্যার পি সি রায়ের সভাপতিত্বে এক সভা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চ্যান্সেলার শ্রীযুত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় উপস্থিত না থাকায় অধ্যাপক সতীশ ঘোষ তাঁহাদিগকে সাদর সম্ভাষণ জ্ঞাপন করেন। অধ্যাপক শ্রীযুত মেঘনাদ সাহা এই নব প্রতিষ্ঠানের নিয়মাবলী এবং উহার কার্য্যতালিকা সভায় সকলকে জ্ঞাপন করেন।

স্নান করিতে কুম্ভীরের কবলে

[illegible] গোমতী নদীতে স্নান করিবার কালে জনৈক যুবক কুম্ভীরের কবলে পতিত হয়। অন্য স্নানার্থিগণ তাহার চীৎকার শুনিয়া তাহাকে উদ্ধার করিতে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় এবং বহু পরিশ্রমের ফলে তাহাকে রক্ষা করিতে সমর্থ হয়। যুবকটীকে অনতিবিলম্বে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে।

নূতন উড়িষ্যা প্রদেশ

উড়িষ্যা বিচ্ছিন্ন হওয়ার ফলে যে সমস্ত আর্থিক সমস্যার সৃষ্টি হইবে তৎসমুদয়ের মীমাংসা সম্পর্কে বিহার ও উড়িষ্যা গবর্ণমেণ্টের সহিত আলোচনা করিবার জন্য মিঃ জে সি নিক্সন রাঁচি আগমন করিয়াছেন। বর্ত্তমান প্রদেশের দেনাপাওনা বিহার ও উড়িষ্যা উভয় প্রদেশের মধ্যে বাটন করা সম্পর্কে কিরূপ নীতি অবলম্বন করা হইবে তাহা স্থির করাই ঐ আলোচনার উদ্দেশ্য!

---

২ জন নিহত ৪ জন আহত

বেরিলির এক সংবাদে প্রকাশ, ফেরোজা পুলিশ সার্কেলের অধীন সমাতী গ্রামে কৃষাণ এবং আহীর দলের মধ্যে হাঙ্গামার ফলে ২ ব্যক্তি নিহত ও ৪ জন গুরুতর আহত হইয়াছে। প্রকাশ, জমি লইয়া বিরোধের ফলে ঐ হাঙ্গামা হয়। এই সম্পর্কে পুলিশ দুই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

ইউরোপ প্রত্যাগত কৃতি বাঙ্গালী

ডাক্তার শৈলেন্দ্রনাথ চৌধুরী কলিকাতার ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুল হইতে উত্তীর্ণ হইয়া দন্তচিকিৎসা বিজ্ঞানে বিশেষ শিক্ষালাভার্থ ইউরোপ গমন করেন। তিনি প্যারিস দন্ত বিদ্যালয় হইতে সুখ্যাতির সহিত (D. E. D. P.) উপাধি লাভ করিয়া লণ্ডন ও ইউরোপের দন্তচিকিৎসার হাসপাতালগুলি পরিদর্শন করেন। ডাঃ চৌধুরী দন্তচিকিৎসায় দক্ষতা অর্জ্জনের পর সম্প্রতি দেশে প্রত্যাগমন করিয়াছেন।

বালকের শোচনীয় মৃত্যু

মুঙ্গেরে কৃষ্ণ ফ্লাওয়ার মিলের স্বত্বাধিকারী শেঠ কিষণলালের নাবালক পুত্র গোবিন্দরাম মিলবাড়ীর ছাদের উপর অন্যের অলক্ষিতে ঘুড়ি উড়াইবার কালে অকস্মাৎ পাঁচিল টপকাইয়া নীচে পড়িয়া যায়। বাড়ীর লোকজন সারাদিন সহরময় এবং আত্মীয় স্বজনের বাড়ীতে গোবিন্দরামের খোঁজ করে। কিন্তু কোথাও তাহার সন্ধান পাওয়া যায় না। সন্ধ্যায় মিলের কুলির পুনঃ খুঁজিয়া মিলের বাহিরে আসিলে সংজ্ঞাহীন গোবিন্দরামের প্রতি তাহাদের দৃষ্টি পড়ে; তাহারা মিলমালিকের নিকট সংবাদ দিলে অবিলম্বে ডাক্তার ডাকা হয়। কিন্তু তখন চিকিৎসার সময় উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল বালকের জীবন রক্ষা করা সম্ভব হয় নাই।

বোম্বাইয়ে রৌপ্যের মূল্য হ্রাস

গত ৫ই জুলাই রাত্রি হইতে বোম্বাইয়ে রূপার দর অনেক নামিয়া গিয়াছে। আগে বিকা কেবল কম দরে রৌপ্য ক্রয় করায় যে সমস্ত ব্যবসায়ী তাঁহাদের মজুত রৌপ্য চড়া দরে বিক্রয় করিতে পারিতেছিলেন না, তাঁহারা লণ্ডনে সিকি পেনি কম দরে ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে সংবাদ পাইয়া বিক্রেতারূপে বাজারে উপস্থিত হন। ৫ই জুলাই পূর্ব্বাহ্নে প্রতি শত তোলা রূপার মূল্য ৭১।০ টাকা অর্থাৎ ৩৲ টাকা কম ছিল। রূপার দর নামিয়া যাওয়ায় কোম্পানীর কাগজ এবং শেয়ারের দরও নামিয়া গিয়াছে। শতকরা ৩॥০ সুদের কোম্পানীর কাগজের দাম ৯৫৷০ টাকা হইয়াছে।

মাদ্রাজে নূতন গ্যাস আবিষ্কার
শক্তিশালী এবং রন্ধনে ব্যবহারের উপযোগী

মাদ্রাজের সন্নিকটস্থ অম্বিকাপুরের একপ্রকার গ্যাস আবিষ্কৃত হইয়াছে। উহা মোটেই বিষাক্ত নহে এবং বিশিষ্ট রাসায়নিকগণের মতে উহা বাড়ীতে রন্ধন কার্য্যে ও অন্যান্য উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইতে পারে। উক্ত গ্যাস অত্যন্ত শক্তিশালী।

ঐ অঞ্চলে একটী টিউবওয়েল বসাইবার সময় জনৈক শ্রমিক একটী প্রজ্বলিত দিয়াশলাইয়ের কাঠি উক্ত টিউবওয়েলের গর্ত্তের মধ্যে নিক্ষেপ করে। তাহাতেই ঐখানে এই গ্যাসের অস্তিত্ব হঠাৎ জানা যায়। উক্ত প্রজ্বলিত কাঠি ফেলিবার ফলে হঠাৎ বিস্ফোরণ হয় এবং প্রায় ১০ ফিট উচ্চ অগ্নিশিখা পরিলক্ষিত হয়। ঐ গ্যাস মেথিলেটেড স্পিরিটের ন্যায় দগ্ধ হইতে দেখা যায় এবং ঐ স্থানের মালিক কার্য্যে ঐ গ্যাস ব্যবহার করিতেছেন। শীঘ্র এ সম্বন্ধে আরও জানা যাইবে।

বঙ্গে এক সপ্তাহে ১৫টি ডাকাতি

গত ২৯শে জুন যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহে বঙ্গের বিভিন্ন জেলা হইতে পুলিশ ১৫টী ডাকাতির সংবাদ পাইয়াছে। এই ১৫টি ডাকাতির মধ্যে ৩টী করিয়া ডাকাতি মেদিনীপুরে ও যশোহরে, ২টি বর্দ্ধমানে এবং ১টি করিয়া বাঁকুড়া, হাওড়া, দিনাজপুর পাবনা, ত্রিপুরা, ফরিদপুর ও ময়মনসিংহে হইয়াছে।

তিনটি ডাকাতিতে আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহৃত হয় এবং একটী ডাকাতিতে ২ ব্যক্তি নিহত হয়। আর একটী ডাকাতিতে দস্যুগণ কর্ত্তৃক একব্যক্তি নিহত হয়।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

(ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত)

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য এম-এ, মহোদয়ের গবেষণা এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ লেখনীর অমূল্য অবদান করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-গাথা বহু হইয়া এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় বহু মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মনীষীর প্রামাণ্য দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক আলোচনা প্রথম খণ্ড ৩০শ অধ্যায়ে, প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় হইয়া ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের প্রণীত মুখবন্ধ (Foreward) প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত ব্যবহৃত শব্দাবলী (Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। প্রতি বর্ষ ৩৲ টাকা ভিক্ষায় কলিকাতা বাগবাজারস্থ গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৷০

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ ব্রহ্মচারী সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এস, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত অমৃত গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল বোল্ড অক্ষরে এবং তাহাতে বর্ত্তমান-যুগে শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। আর্ট পেপারে ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৯৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। অতিরিক্ত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোক সূচী, পদ্যসূচী, গ্রন্থসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়-সূচী, স্থানসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী-পত্র। সভাষ্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট অমূল্য বিরাট সংস্করণ জগতের কোথায়ও আর পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক-মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৮৲ আটটাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৪৬,	১০—৩১,	১৩—২২	১৭—৩৮,	১৯—৩৫
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—০৫
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৩	২০- ১২

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

শনিবার অন্যান্যদিন

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১২-১০	১২-৩৪	১৫-৩৪	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫০	৯-৩০	১২-১৯	১২-৪২	১৫-৪০	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২০	১০-৩	১২-৫১	১৩-১২	১৬-১২	১৯-১১

রবিন্‌সনের
'পেটেন্ট'
বার্লি
সেবন করাইয়া
আপনার
শিশুদের
উদর
এবং অন্যান্য
ব্যাধিনাশক
ক্ষমতা
বৃদ্ধি করিতে
সাহায্য করুণ
B.1

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৩য় বর্ষ | ২৬ বামন | গৌরাব্দ ৪৪৯, ২৭শে আষাঢ় বঙ্গাব্দ ১৩৪২, ১২ই জুলাই ইং ১৯৩৫ | শুক্রবার | ১১২তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

পুরীতে প্রচার

বারবাটার বহরমের জনৈক মহাশয় পুরীতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিকুসুম শ্রৌতী মহারাজের নিকট কয়েকদিবস নিজালয়ে ভাগবতশ্রবণ করিবার সুযোগ পাওয়া নিজকে কৃতার্থ জ্ঞান করিয়াছেন। তিনি মহাপ্রভুর সেবাও কিছু করিয়াছেন। ভগবৎ-সেবা লাভ হইতে পারিলেই বস্তুতঃপক্ষে ভাগবতশ্রবণের সার্থকতা হয়।

গৌহাটী মঠে শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা

গত ৮ই জুলাই সোমবার গৌহাটীমঠে গৌড়ীয়মঠাচার্য্য শ্রীল প্রভুপাদের অভেদ্যার হরিকীর্ত্তনমুখে শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এই উৎসব মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। বিস্তৃত বিবরণ আগামীতে প্রকাশিত হইবে।

ভুবনেশ্বরে উৎসব

গত ৭ই জুলাই ভুবনেশ্বর ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠে বার্ষিক মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এতদুপলক্ষে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রসূন বোধায়ন মহারাজ গত ৫ই জুলাই পুরী শ্রীপুরুষোত্তম মঠ হইতে কতিপয় ভক্তসহ ভুবনেশ্বরে গমন করিয়াছেন। স্বামীজীর শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, কীর্ত্তন ও মহাপ্রসাদবিতরণমুখে মহোৎসব সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। উৎসবান্তে স্বামীজী কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠে মহোৎসবে যোগদান করিয়াছেন।

কটকে উৎসব

পুরী শ্রীপুরুষোত্তম মঠের উৎসবের পর কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠেও মহোৎসব আরম্ভ হইয়াছে। এতদুপলক্ষে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিকুসুম শ্রৌতী মহারাজ কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ গত ৬ই জুলাই পুরী শ্রীপুরুষোত্তম মঠ হইতে কটক অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন।

রংপুর জেলায় প্রচার

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ মহোপদেশক শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী, মহোপদেশক শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী এবং আরও কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ গত ৬ই জুলাই রংপুর জেলার অন্তর্গত কুড়িগ্রামে প্রচারার্থ শুভবিজয় করিয়াছেন। স্বামীজীর আগমনসংবাদ পাইয়া তথাকার লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিল শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র চন্দ মহোদয় সহরের বিশিষ্ট লোকজন-সমন্বিত সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রাসহ ষ্টেশনে স্বামীজীকে অভ্যর্থনা করিয়াছেন। প্রচারকগণ আপাততঃ সতীশ বাবুর গৃহেই অবস্থান করিতেছেন। গত ৭ই জুলাই শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজের অধিনায়কত্বে এক বিরাট নগর-সঙ্কীর্ত্তন বাহির হইয়াছিল। স্থানীয় জনগণের চেষ্টায় ও আগ্রহে স্থানীয় কালীবাড়ীর নাটমন্দিরে একটী বক্তৃতা সভার অধিবেশন হইয়াছিল। ঐ সভায় শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজ 'মহাপ্রভুর শিক্ষা' সম্বন্ধে মর্ম্মস্পর্শিনী ভাষায় একটী গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। শ্রোতৃবৃন্দ তচ্ছ্রবণে বিশেষ আনন্দপ্রকাশ করিয়াছেন।

বিরহ তিথি পূজা

গত ১৫ই আষাঢ় ঢাকা জেলান্তর্গত বালিয়াটি গ্রামস্থ শ্রীগদাইগৌরাঙ্গমঠে শ্রীশ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী প্রভুর ও শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিরহ-তিথি-পূজা সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। ঐ দিবস পূর্ব্বাহ্ণ ৮ ঘটিকা হইতে ১০ ঘটিকা পর্য্যন্ত একটি সভার অধিবেশন হইয়াছিল।

দশমূল-শিক্ষার অন্তর্গত পঞ্চম-শ্লোকে আমরা প্রমেয়-তত্ত্বাবলীতে যে সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজনতত্ত্ব দেখিতে পাই, তাহাতে আমরা দেখি যে, সম্বন্ধজ্ঞানানুশীলনমুখে অভিধেয়ভক্তির অবলম্বনে ক্রমশঃ অনর্থমুক্ত হইলে আমরা প্রয়োজনতত্ত্বের সন্ধান পাই। এই প্রয়োজনতত্ত্ব হইতেছে "শ্রীকৃষ্ণপ্রেম"। কৃষ্ণপ্রেম জীবজগতের নিত্য স্বভাবের সম্পত্তি। এই প্রেমের চমৎকারিতার জন্য তাহার মধ্যে দুইটী ব্যাপার নিত্য বর্ত্তমান রহিয়াছে। উহা সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভ বলিয়া শাস্ত্রে বর্ণিত। উহার প্রতিশব্দ মিলন ও বিচ্ছেদ। এই 'সম্ভোগ' ও 'বিপ্রলম্ভ' চিত্তে নিত্য বর্ত্তমান থাকিয়া প্রেমাস্পদ শ্রীকৃষ্ণের সহিত প্রেমিক নিত্য-ভক্ত কৃষ্ণভক্তগণের চিদ্বিলাস ব্যাপারে অখণ্ড অফুরন্ত আনন্দাম্বুধির সৃষ্টি করিয়াছে। ইহজগতে আমরা শ্রীভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তগণের যে একটা প্রকট ব্যাপারের কথা শুনিতে পাই, তাহা আমাদের মাংসদৃক্ দর্শনের নিকট প্রাপঞ্চিক বলিয়া মনে হইলেও বেদদৃক্ শুদ্ধভক্তগণের নিকট উহা উক্ত রসচমৎকারিতারই উদ্দেশ। বেদদৃক্ পর্য্যায়ে পরিগণিত হইলে এতাদৃশ রহস্যের সন্ধান পাওয়া যায়। এই মহাতিথিতে দুইটী গৌরশক্তি—শ্রীশ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী ও নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর অনাবৃত-চেতন শুদ্ধভক্তগণের হৃদয়ে উক্ত বিপ্রলম্ভ রসচমৎকারিতার প্রাকট্য করিয়াছেন। তাঁহাদের অহৈতুকী কৃপা আমাদের একান্ত সম্বল হউক, তাহা হইলে আমরা মিলন ও বিচ্ছেদের চিত্ত অভিজ্ঞতা হইতে আমরা সর্বতোভাবে রক্ষা পাইয়া অশোক, অভয় ও অমৃতধামে নিত্য স্থিতি লাভ করিতে পারিব। এতৎপর যুবক ধীর ১৩৪০ বঙ্গাব্দে ৮ই আষাঢ় তারিখে উক্ত 'বর্দ্ধিতবৃহৎ' গৌড়ীয়সম্পাদক মহোপদেশক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ মহোদয় যে বক্তৃতা দিয়াছেন তাহা 'বৈষ্ণব-সাহিত্যে বিরহতত্ত্ব' গ্রন্থ হইতে শ্রীপাদ হরেরাম ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী পাঠ করিয়াছেন। শোভাযাত্রিকবৃন্দকে ন্যূনাধিক শত শত ব্যক্তিকে মহাপ্রসাদ প্রদান করা হয়।

সভায় উপস্থিত সজ্জনগণের মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র সরকার, বি-এ, বিটি, হেড্মাষ্টার বালিয়াটী হাইস্কুল; শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র সাহা, বি-এ, এসিষ্টান্ট টিচার বালিয়াটী হাইস্কুল, জমিদার শ্রীযুক্ত মুরলী মোহন রায়চৌধুরী, জমিদার শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রমোহন রায়চৌধুরী, জমিদার শ্রীযুক্ত প্রমথপ্রসন্ন রায়চৌধুরী, জমিদার শ্রীযুক্ত কালিমোহন রায়চৌধুরী, জমিদার শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন রায়চৌধুরী, জমিদার শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রমোহন রায়চৌধুরী, জমিদার শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী, জমিদার শ্রীযুক্ত সত্যমোহন রায়চৌধুরী, জমিদার শ্রীযুক্ত শ্রীপতিচরণ রায়চৌধুরী, শ্রীযুক্ত রমেশ নারায়ণ নিয়োগী স্থানীয় পোষ্টমাষ্টার, শ্রীযুক্ত হরিকমোহন গোস্বামী।

আমার পাছে, রাখে' ভাব সর্ব্বকাল। আপনি-বদন-বৈষ্ণবে ছড়াও জঞ্জাল॥

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৬ মাঘ বিধি গৌরাব্দ ৪৪১

স্বার্থসর্ব্বস্বতা

স্বার্থকেই সর্ব্বস্ব জ্ঞান করার নাম স্বার্থসর্ব্বস্বতা। স্বার্থ বলিতে 'নিজ প্রয়োজনকে' বুঝায়। এই প্রয়োজন যখন দেহ ও মনের ভোগপর বস্তুতে আবদ্ধ থাকে তখন স্বার্থ অপস্বার্থকেই লক্ষ্য করে; এই অপস্বার্থের বশবর্ত্তী হইয়া মানব অপরের ক্ষতি করিতে দ্বিধা বোধ করে না। প্রতি পাপাচারের প্রতি অবৈধ কামনা, সংকীর্ণ-কামনা, বিষয় চৌর্য্য অসন্তোষ, অহঙ্কার, মৎসরতা, হিংসা, লাম্পট্য, প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার পাপ স্বপস্বার্থপরতা হইতে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। সুতরাং স্বার্থ যখন নিজ দেহ-মনের আরাম অর্থেই ব্যবহৃত হয়, তখন স্বার্থ-সর্ব্বস্বতার ন্যায় পাপ অতিঅল্পই দৃষ্ট হয়।

বৈষ্ণবগণের বিচারে স্ব—আত্মা, অর্থ—নিত্যপ্রয়োজন ভগবৎপ্রীতি। বস্তুতঃ বিশুদ্ধ বুদ্ধিতে আত্মার ভগবৎপ্রীতি-বিধানরূপ প্রয়োজনই স্বার্থ। এই স্বার্থই অর্থাৎ কৃষ্ণসেবা দ্বারা অপ্রাকৃত গোপীজনবল্লভের আনন্দ-বিধানই যখন সর্ব্বস্ব বলিয়া বিবেচিত ও গৃহীত হয় তখন স্বার্থ-সর্ব্বস্বতার মধ্যে পরার্থপরতার পূর্ণ বিকাশ পরিদৃষ্ট হয়। জড়জগতে আমরা যে-সকল পরোপকার করিয়া থাকি, তাহা ক্ষণিক; উহাতে নিত্যকালের উপকার হয় না। আবার এরূপ উপকারের অন্তরালে অপকার যে লুক্কায়িত না থাকে তাহাও নহে। স্থূল পাঞ্চভৌতিক দেহ ও সূক্ষ্মদেহ মন অনিত্য; সুতরাং তৎসম্বন্ধীয় যে উপকার তাহাও অনিত্য না হইয়া পারে না। কিন্তু আত্মবস্তু নিত্য; সুতরাং আত্মসম্বন্ধীয় উপকারও নিত্য। যেমন বৃক্ষের মূলদেশে জলসিঞ্চন করিলে শাখা-প্রশাখা-পল্লব-পত্রাদি সঞ্জীবিত ও সতেজ থাকে, পৃথক্‌রূপে প্রতি শাখায় বা প্রতি পত্রে জল দেওয়ার প্রয়োজন হয় না, সেই প্রকার সর্ব্বজীব সমষ্টির জীবাত্মার আকর বিষ্ণুতত্ত্ব ভগবানের সেবা করিলে—তাঁহার আনন্দবিধান করিলে সকলেরই সেবা করা হইয়া থাকে। "তস্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্টং" জগৎকে পৃথক্‌ভাবে তুষ্ট করিবার প্রয়োজন হয় না। সুতরাং তাহাতেই যুগপৎ স্বার্থপরতা ও পরার্থপরতা হইয়া থাকে। এই বিষয়টী লক্ষ্য করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত (৪।৩১।১৪) বলিয়াছেন—

> যথা তরোর্মূলনিষেচনেন
> তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ।
> প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং
> তথৈব সর্ব্বার্হণমচ্যুতেজ্যা॥

আত্মার নিত্যা বৃত্তি—ভগবৎসেবা। সুতরাং আত্মার প্রয়োজন অর্থে 'স্বার্থ'-শব্দ ব্যবহৃত হইলে স্বার্থসর্ব্বস্বতার ন্যায় শ্রেষ্ঠ সম্পদ্ মানবের আর কিছুই হইতে পারে না। দেহ ও মন-সম্বন্ধীয় অপস্বার্থে সুখ আছে মনে করিয়া মানবগণ সেই দিকে প্রধাবিত হয়, কিন্তু অভিজ্ঞতায় শিক্ষা করে যে তাহার ফলস্বরূপে চিত্তানল-দহন ব্যতীত আর কিছুই লাভ হয় না। ঐ চিত্তানল তুষানলের ন্যায় ক্রমশঃ দগ্ধ করিয়া মানবের বিবেক ভস্মসাৎ করিয়া থাকে। চিত্তানলের লেলিহান জিহ্বায় পতিত হইলে মানব হতাশা ও হতবুদ্ধি হইয়া অকালে কালের কবলে পতিত হয়। সুতরাং এই প্রকার অপস্বার্থ-সর্ব্বস্বতায় শুধু যে অপরেরই অনিষ্ট হয় তাহা নহে, পরন্তু নিজেরও সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্ষতি হইয়া থাকে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, অপস্বার্থসর্ব্বস্বতার তিক্ত অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াও অতি অল্প-সংখ্যক ব্যক্তিই তাহার কবল হইতে মুক্ত হইতে পারে। Habit is the second nature.

ভগবৎসেবাপরায়ণতারূপ প্রকৃত-স্বার্থ-সর্ব্বস্বতার এমনই মহান্ প্রভাব যে, তাহার আশ্রয়কারী অপরের নিত্যকল্যাণ-বিধানের জন্য ব্যস্ত না হইয়া পারেন না। "জন্ম সার্থক করি' কর পর উপকার" বাণী তাঁহার ধমনীতে ধমনীতে প্রবাহিত। সাধুমুখে ভগবৎকথা-শ্রবণে জন্ম সার্থক হয় সেই শ্রীহরি-কীর্ত্তনে আচারের সহিত প্রচারে নিজের ও অপরের নিত্যকল্যাণ সাধিত হইয়া থাকে। ভক্তের স্বার্থসর্ব্বস্বতার কি-প্রকার সুন্দর বিকাশ, তাহা ভক্তবর প্রহ্লাদের শ্রীনৃসিংহ সমীপে নিম্নলিখিত বাক্যে স্ফুটরূপে প্রকাশিত হইয়াছে—

> প্রায়েণ দেব মুনয়ঃ স্ববিমুক্তিকামা
> মৌনং চরন্তি বিজনে ন পরার্থনিষ্ঠাঃ।
> নৈতান্ বিহায় কৃপণান্ বিমুমুক্ষ একো
> নান্যং ত্বদস্য শরণং ভ্রমতোঽনুপশ্যে॥
>
> —ভাঃ ৭।৯।৪৪

—হে দেব, প্রায়ই নিজমুক্তিকামী মুনিগণ নির্জ্জনে মৌনব্রত পালন করেন; তাঁহারা পরার্থপর নহেন। জীবগণকে পরিত্যাগ করিয়া আমি একাকী মুক্তিলাভ করিতে ইচ্ছা করি না। হে ভগবন্, তোমা ব্যতীত অন্য কাহাকেও ভ্রমণশীল লোকগণের রক্ষক দেখি না।

প্রকৃত-স্বার্থসর্ব্বস্ব ভক্তগণ অপস্বার্থসর্ব্বস্ব জনগণের দুঃখ-দর্শনে তাহা হইতে তাহাদিগকে মুক্ত করিবার জন্য কিপ্রকার আগ্রহবিশিষ্ট তাহা আমরা গৌড়ীয় শ্রীল বাসুদেব দত্ত ঠাকুরের চরিত্রে আরও সুন্দররূপে দেখিতে পাই। তিনি ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের পাদপদ্মে প্রার্থনা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন - "হে প্রভো, এই অপস্বার্থান্ধ জনগণের দুঃখ দেখিয়া আমি আর স্থির থাকিতে পারিতেছি না। উহারা সুখের অনুসন্ধান করিতেছে কিন্তু প্রকৃত সুখ—প্রকৃত আনন্দ—অখণ্ড আনন্দ যে তোমার পাদপদ্মসেবায় আছে, তাহা মায়ামোহবশতঃ উহারা বুঝিতে পারিতেছে না। তুমি উহাদিগকে ঐ মোহ হইতে উদ্ধার করিয়া তোমার পাদপদ্ম-সেবায় নিযুক্ত কর; কর্ম্মফলে উহাদের যে-সকল দুঃখ সঞ্চিত রহিয়াছে তৎসমুদয় আমার মস্তকে অর্পণ কর। তাহা আমি অনায়াসে ভোগ করিব কিন্তু উহাদের দুঃখ আমি কিছুতেই দেখিতে পারিতেছি না।" মহাত্মা বাসুদেবের বাণী কি এই গৌড়সেবকের বাণী অপেক্ষা অধিক উদার? যাঁহার সেবক এই প্রকার ঔদার্য্য প্রদর্শন করিয়াছেন তাঁহার অসীম ঔদার্য্য বারিধির তুলনা কোথায় পাওয়া যাইবে? তিনি যে অনর্পিতচরী ভক্তিশ্রী সুধাবৃষ্টিতে জগজ্জনের যে অপূর্ব্ব অমন্দোদয় সৌভাগ্যভাণ্ডার সর্ব্বসাধারণের নিমিত্ত উন্মুক্ত রাখিয়াছেন, জগতে অপর কেহ কখনও তাহা দান করিতে পারেন নাই; অপরের পক্ষে তাহা সম্ভবপরও নহে। কারণ বস্তুরূপ অবতারীর তাহা নিজস্ব ধন। সুতরাং অপস্বার্থ-সর্ব্বস্বতার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া পর-স্বার্থ-সর্ব্বস্বতার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ্ প্রাপ্ত হইতে হইলে গৌরপাদপদ্ম আশ্রয় ব্যতীত আর গত্যন্তর নাই।

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মই ভক্তিসৌরভ

[শ্রীভক্তিসৌরভ-দাস-লিখিত]

'ভজ্' ধাতু 'ক্তি' প্রত্যয় করিয়া 'ভক্তি' শব্দ নিষ্পন্ন। ভজ—'সেবায়াম্'। নিত্যসেব্যের প্রতি নিত্যসেবকের যাহা নিত্য কৃত্য তাহার নাম সেবা। বিভু-চৈতন্য ভগবানের সঙ্গে বিভিন্নাংশ অণুচৈতন্য বা জীব-চৈতন্যের যাহা স্বাভাবিকী বৃত্তি, তাহারই নাম সেবা বা ভক্তি। জড়ের ধর্ম্মে সেবা বলিয়া কোন শব্দ নাই। পরিদৃশ্যমান জগতে জনসেবা, দেশসেবা, পশুসেবা, সমাজ-সেবা প্রভৃতি উক্তিতে সেবা বলিয়া যাহা প্রচলিত রহিয়াছে, একটু সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে পরিদর্শন করিলে সহজেই উপলব্ধি করিতে পারা যায় যে, সেটী সেবার মুখোস-পরিহিত ছদ্মবেশী ভোগ বা কাম। যেখানে সেবা অধোক্ষজের নিত্য শ্রীইন্দ্রিয়ের জন্য সাগর-সঙ্গমাভিসারিণী সুরধুনীর ন্যায় সেবক জীব-চৈতন্যের অহৈতুকী অপ্রতিহতা গতি, তাহারই নাম শুদ্ধ-সেবা বা ভক্তি।

'সৌরভ' বলিলে সদ্‌গন্ধকেই বুঝায়। জাগতিক বস্তুর সদ্‌গন্ধ অর্থাৎ নিত্যকাল-স্থায়ী হয় না। জড়জগতে মায়িক ফলপুষ্পাদির তুচ্ছিকর সৌরভ দৃষ্ট হইলেও ইহাই পরিদৃষ্ট হয় যে, সেই সৌরভ ক্ষণিকের জন্য। কালের গতিতে তাহার আর অস্তিত্ব থাকে না। জাগতিক সৌরভ প্রথর মার্ত্তণ্ড তাপে বিশুষ্ক হইয়া যায়, প্রলয়ঙ্কর কালানলের লেলিহান শিখায় ভস্মীভূত ভস্মীভূত হইয়া যায়। জাগতিক সৌরভের আধারগুলি মুহূর্ত্তে জরামৃত্যুযুক্ত জরাব্যাধির উত্তপ্ত তরঙ্গের ঘাত-প্রতিঘাতে চূর্ণবিচূর্ণ হ'য়ে প'চে প'চে খ'সে যায়—কিমা, কৃমি কীটের আবাসস্থলী পূতিগন্ধময় দুর্গন্ধে পরিণত হয়। অসদ্বস্তুর সদ্‌গন্ধ কোথা হ'তে? অসদ্বস্তু পশ্চাতে পিছনে আত্মবিনাশকারী বিষাক্ত দুর্গন্ধ প্রচ্ছন্নভাবে বিরাজ করিতেছে। তাই বলি, জাগতিক তথাকথিত ইন্দ্রিয়তর্পণের ভোগ-সৌরভে আকৃষ্ট-অপরিণামদর্শী জাগতিক ভাবুকের হতে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী।

বিশ্বের এই ভীষণ দুর্দ্দিনে মহামায়ার দুর্গকাণ্ডে আবদ্ধ জড়সৌরভে আকৃষ্ট জীবগণকে ভবরোগ ভয়াবহ কালাতিকালের ভয় রূপের প্রকোপ হইতে রক্ষা করিবার জন্যই আজ শ্রীগুরুপাদপদ্মরূপ ভক্তিসৌরভের অবতরণ। ভক্তি যাঁহার সৌরভ,—যিনি ভক্তবাঞ্ছা বিশ্ববিগ্রহের আনন্দ-বিধানকারী সর্ব্ব দক্ষ ও সমস্ত বস্তু তিনিই ভক্তিসৌরভ অর্থাৎ শ্রীগুরুপাদপদ্ম। সেই ভক্তির কণামাত্র লাভ করিলে জীবের অনন্তকালের ক্লেশ নিবৃত্ত হয়—সর্ব্ববিধ অমঙ্গলরাশি দূরীভূত হইয়া নিত্যকল্যাণ উদিত হয়; সেই স্বরূপতঃ ভক্তির সৌরভ যিনি প্রতি জেবের নাসারন্ধ্রে প্রদান করিবার জন্য অনুক্ষণ সচেষ্ট, তিনিই ভক্তিসৌরভের আকর—শ্রীগুরুপাদপদ্ম। যিনি নিজের ভক্তিরূপ সৌরভ দুর্ভাগ্যগ্রস্ত জগতের জীবগণকে বিতরণ করিবার জন্য কপট-মানবের বেশে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নবধা ভক্তির বিগ্রহ হওন-বাওরে সর্ব্ব, তিনিই ভক্তি-সৌরভের প্রেরণ—আমার শ্রীগুরুপাদপদ্ম। বিশ্ববিশ্রুত পূতিগন্ধে আকৃষ্ট মানুষ জীবগণের নাসারন্ধ্র-সমীপে দুর্গাতীত সৌরভের পসরা লইয়া যিনি অবতীর্ণ—অপ্রাকৃত বৃন্দাবনীয় যুগলবিগ্রহের পাদপদ্ম-সৌরভ-প্রদানের জন্য তৃণ হইতেও সুনীচ, তরু অপেক্ষাও সহিষ্ণু, অমানী মানদ হইয়া "কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ" বাণীর মূর্ত্তবিগ্রহরূপে যিনি জগতে আগমন করিয়াছেন—নিত্যকল্যাণ-প্রদানের জন্য যিনি জগতের দ্বারে দ্বারে বিচরণ করিতেছেন, সেই স্বার্থসর্ব্বস্বতাবিহীন-জন শ্রীগুরুপাদপদ্মই একমাত্র ভক্তিসৌরভ। নিখিল সৌরভের তিনিই একমাত্র কারণ।

যে ভক্তির সৌরভ একবার নাসারন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইলে ভুক্তিকাম-মুক্তিকামরূপিণী মুক্তির সৌরভ তুচ্ছীয় পূতিগন্ধের ন্যায় দুর্গন্ধ বোধ

মায়াকে পিছনে রাখি' কৃষ্ণপানে চাহ। ভজিতে ভজিতে কৃষ্ণপাদপদ্ম পাহ।

রস—শ্যাম গোপাল যাদুর সৈকতে শীত লহরীরূপে যে সৌরভ ভেসে বেড়ায়—যে সৌরভের আকর্ষণ উন্মত্ত ক'রে তোলে বনজঙ্গলে পর্য্যন্ত, যে সৌরভের মত্ততায় অম্বুর ভূমিবিনীর ন্যায় ব্রজললনাগণ বাধিত হয় ধর্ম্মের সেতুসেতু-শৃঙ্খল ছিন্ন ক'রে—ব্রজবাসাগণ যে সৌরভের প্রেরণায় তরু-লতা-জল পুষ্প-পশুপক্ষী-স্থাবর-জঙ্গমাদিকে পর্য্যন্ত উন্মাদিনীর বেশে মনতায়ের সন্তান জিজ্ঞাসা করে—গোবর্দ্ধনের নিভৃত নিকুঞ্জে যে সৌরভ নিত্য আমোদিত করে, যথায় রাধাসরসীতটে যে সৌরভের প্রবলপ্লাবন প্রবাহিত হয়, সেই পূর্ণসেবাসৌরভের অনুসন্ধান তাঁহারই আমার পতিতপাবন শ্রীগুরুপাদপদ্ম।

যাঁহার সেবা-সৌরভে, বাণী-সৌরভে, সিদ্ধান্তসৌরভে আকৃষ্ট হ'য়ে আজ বিশ্বের জীববৃন্দ মাতাল হ'য়ে ছুটেছে—অমরাবতীর নন্দনকাননের পারিজাত-সৌরভ বিতৃষ্ণ হ'য়ে যায় যে সৌরভের উন্মাদনায়,—দুর্দ্দমনীয় ইন্দ্রিয়-তাড়নকের বিষদন্ত উৎপাটিত হ'য়ে যায় যে সৌরভের পরশে, ত্রিতাপজ্বালাপূর্ণ বিশ্বকে পূর্ণব্রহ্মের নিত্যনিকেতন ব'লে উপলব্ধি হয় যে সৌরভের স্বাদুতে সমীরণে—বিধি-মহেশের অধিকৃত স্থানকে তুচ্ছ ব'লে মনে হয় যে সৌরভের কণাস্পর্শে, সেই সৌরভের পূর্ণ-আকর সৌরভরূপের মূর্ত্তবিগ্রহ হচ্ছেন আমার শ্রীগুরুপাদপদ্ম।

একদিন নিজের সৌরভ নিজে বিতরণ করিবার জন্য নিজের সৌরভ নিজে উপভোগ করিবার জন্য আশ্রয়বিগ্রহরূপে যিনি লীলা করিয়াছিলেন বিপ্রলম্ভভাবে পুরুষোত্তম-ক্ষেত্র-বারিধি-তটে—যিনি বিপ্রলম্ভভাবে নিজ সৌরভে আকৃষ্ট হওয়া প্রবাহিত হ'য়েছিলেন ব্রহ্মশৈলের দিকে—কালিন্দী-ভ্রমে ঝম্পপ্রদান ক'রেছিলেন নীলাম্বুধির বুকে—ঐ লীলার জন্য বেহারের প্রতি রেণু পরমাণু এখনও বিপ্রলম্ভের উৎসরূপে বিরাজিত, সেই বিপ্রলম্ভের স্থানে বিপ্রলম্ভের কথা জগদ্বাসীকে বিতরণ করিবার জন্য আজ যে গৌরবাণী প্রকটিত হ'য়েছেন—ভক্তি-সৌরভে জগদ্বাসীকে মাতাল ক'রে তুলেছেন, সেই সৌরভরূপাণ্ডিত শ্রীগুরুপাদপদ্মই একমাত্র ভক্তিসৌরভের মূল আশ্রয়। প্রাচ্য-নিম্নতট হ'তে যে ভক্তিসৌরভের বাণী প্রকটিত হ'য়ে বর্ণসিন্ধু পার হ'য়ে প্রতীচ্য জগতের মনীষিবৃন্দকেও মধুর ক'রে তুলেছে, তিনিই ভক্তিসৌরভের আশ্রয়ণ আমার শ্রীগুরু-পদ্ম। যাঁ'র নাম-শ্রবণে ভক্তি, কীর্ত্তনে ভক্তি, স্মরণে ভক্তি, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য ও আত্মনিবেদনে একমাত্র লাভ হয় কৃষ্ণাকর্ষিণী শুদ্ধা ভক্তি, যাঁ'র বচনে ভক্তি, দর্শনে ভক্তি, গমনে ভক্তি, ধ্যান-নিদিধ্যাসনে একমাত্র শুদ্ধা ভক্তি লভ্য হয় তিনিই ভক্ত-জন সেই ভক্তিসৌরভের আশ্রয়জন আমার শ্রীগুরুপাদপদ্ম। যাঁ'র আশ্রয়গ্রহণে জীবের শুদ্ধা ভক্তি ভিন্ন আর কোন প্রকার কামনা থাকে না তিনিই আমার ভক্তিসৌরভের বিলাসকের শ্রীগুরুপাদপদ্ম। যাঁর প্রভাবে ভক্তিসৌরভে সর্ব্বতোভাবে আকৃষ্ট হন, সেই কৃষ্ণপ্রদাতা কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুপাদপদ্মই ভক্তি-সৌরভের আশ্রয়জন।

ওগো ভক্তিসৌরভের মূর্ত্তবিগ্রহ শ্রীগুরু-পাদপদ্ম! বিষয়-সৌরভের পূতিগন্ধে আকৃষ্টচিত্ত, সকল ভক্তিসৌরভ-সেবার উদাসীন বিমুখ আমাকে অহৈতুকী কৃপা-বিতরণে ভক্তিসৌরভের রাসে নিযুক্ত করুন, ইহাই আমার একমাত্র প্রার্থনা।

প্রভু তব পদযুগে মোর নিবেদন।
নাহি চাহি বিত্ত সুখ দেহ ধন জন॥
নাহি চাহি স্বর্গ আর মোক্ষ নাহি মাগি।
না করি প্রার্থনা কোন বিভূতির লাগি॥
নিজ-কর্ম্মগুণদোষে যে যে জন্ম পাই।
জন্মে জন্মে যেন তব নামগুণ গাই॥
এইমাত্র আশা মম তোমার চরণে।
অহৈতুকী ভক্তি হৃদে জাগে অনুক্ষণে॥
বিষয়ে যে প্রীতি এবে আছয়ে আমার।
সেই মত প্রীতি হউক চরণে তোমার॥
বিপদে সম্পদে তাহা থাকুক সমভাবে।
দিনে দিনে বৃদ্ধি হউক নামের প্রভাবে॥
পশুপক্ষী হ'য়ে থাকি স্বর্গে বা নিরয়ে।
তব ভক্তি রহু এই সেবক-হৃদয়ে॥

বন্ধু কে?

[শ্রীপাদ বিলাসবিগ্রহ বঙ্গাধিকারী]

'বন্ধু কে?—এই প্রশ্নের উত্তর সংক্ষেপে দিতে হইলে বলিতে হয়, যিনি বা যাঁহারা আমাদের হিত-কামনায় বা হিত-সাধনে রত, তিনি বা তাঁহারা আমাদের বন্ধু। কিন্তু এই বন্ধুর স্বরূপ আমাদের অবস্থানুযায়ী পরিবর্ত্তিত হয়। “সমশীলাঃ ভজন্তি বৈ” এই ন্যায়ানুসারে যখন আমরা যে প্রকৃতিতে অবস্থিত থাকি, তখন আমরা সেই প্রকৃতির ব্যক্তিকে বন্ধু বলিয়া স্বীকার করি অর্থাৎ আমাদের রুচি অনুযায়ী বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়।

শাস্ত্রে বিবিধ রুচিসম্পন্ন ব্যক্তির কথা উল্লিখিত আছে। যথা—প্রেয়ঃপন্থী ও শ্রেয়ঃ-পন্থী। প্রেয়ঃপন্থী লোকসমূহ আপাত-রুচিকর বিষয়ে আসক্ত এবং শ্রেয়ঃপন্থী লোকসমূহ নিত্যকল্যাণপ্রদ বিষয়ে অনুরক্ত। যাহারা প্রেয়ঃপন্থী, তাহারা নিজ ইন্দ্রিয়-তর্পণে উৎসাহপ্রদানকারী ব্যক্তিসকলকে বন্ধুরূপে বরণ করে। আর যাঁহারা শ্রেয়ঃপন্থী তাঁহারা “সত এবাস্য ছিন্দন্তি মনো-ব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ”—এই বাক্যের তাৎপর্য্য অবগত হইয়া সাধুবর্গ অনুসরণ পূর্ব্বক সাধুদিগের সহিত বন্ধুত্বস্থাপনে প্রয়াস পান। ইহাই সৎ ও অসৎ-সম্প্রদায়-উৎপত্তির মূলীভূত কারণ।

মুক্ত জীবের যেরূপ সেবা-প্রবৃত্তি এবং বদ্ধ জীবের ভোগপ্রবৃত্তি যেরূপ স্বাভাবিকী, তদ্রূপ উভয়ের পরস্পরের একনিষ্ঠতা ও বহুনিষ্ঠতা স্বাভাবিকী। এই একনিষ্ঠতা বুদ্ধিকে ব্যবসায়াত্মিকা এবং বহুনিষ্ঠতা-বুদ্ধিকে অব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি বলিয়া শাস্ত্রে গীত হইয়াছে।

আমরা বদ্ধজীব সুতরাং বহুনিষ্ঠতা আমাদের স্বাভাবিকী কিন্তু একনিষ্ঠ ভগবদ্ভক্তগণ যখন আমাদের এই ব্যভিচার-দুষ্ট হৃদয়ে উচ্চৈঃস্বরে একনিষ্ঠতা প্রচার করেন, তখন তাঁহাদের সেই শাস্ত্রসিদ্ধান্ত-পূর্ণ বাক্যগুলির সহিত আমাদেরই মত ব্যভিচারধর্ম্মে অবস্থিত ব্যক্তি-সকলের অসংখ্য বুলি আদির পার্থক্য লক্ষ্য করিয়া ভগবদ্ভক্তগণকেই সাম্প্রদায়িক, অনুদার প্রভৃতি আখ্যা প্রদান করিয়া আত্মশ্লাঘা অনুভব করি।

দৈবী মায়ায় বিমোহিত থাকায় শাস্ত্র-আলোচনা করিয়াও বুঝি না যে, সাধু ও শাস্ত্র একবাক্যে বজ্রনির্ঘোষে একনিষ্ঠতাই নির্দেশ করিতেছেন। যথা—

“মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।”
“মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।”
“কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ।”
“সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।”
“অহং ভক্তপরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ”। প্রভৃতি।

এই কারণেই যখন সেই সর্ব্বকারণ-কারণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং এই মরজগতে আবির্ভূত হইয়া আমাদেরই আত্মীয়ক স্বজনাবর্গে আমাদিগকে দেহ-মনোধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার শরণগ্রহণ করিতে বলিয়া গেলেন তাহাতেও তাঁহার সেই বাক্যগুলিকে নিজ নিজ রুচি অনুযায়ী ব্যাখ্যা করিয়া আমরা কেহ কর্ম্মযোগী, কেহ জ্ঞানযোগী, আবার কেহ বা অষ্টাঙ্গ-যোগী হইয়া বসিলাম। তিনি যে একমাত্র সেব্য বস্তু এবং তাঁহার সমস্ত বাক্যের তাৎপর্য্য যে একমাত্র ভক্তিযোগ অর্থাৎ তাঁহার ঐকান্তিকী সেবা, তাহা আমাদের আদৌ উপলব্ধি হইল না।

আমাদের ঈদৃশী অবস্থা দর্শনে সেই পরমকারুণিক কৃষ্ণ আবার ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়া শ্রীমহাপ্রভুরূপে কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ নিরসনপূর্ব্বক একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই যে সেব্য এবং ভক্তিই যে সেই কৃষ্ণপ্রাপ্তির একমাত্র উপায়, তাহা বিশেষভাবে আচরণ ও প্রচারণ করিয়া গেলেন কিন্তু আমাদের দুর্দ্দৈব এমনই যে, সে-কথায় কর্ণপাত না করিয়া অর্থাৎ কৃষ্ণভক্তির কথা দূরে রাখিয়া তাঁহার অপ্রাকৃত বিলাসাদির অনুকরণে অঙ্গ-কম্পনাদি শিক্ষা করিয়া তাঁহারই নাম লইয়া নানাবিধ অপ-সম্প্রদায়ে পরিণত হইলাম। তজ্জন্যই আজ আবার সেই গৌরশক্তি—গৌড়ীয়মঠাচার্য্য পরমহংসকুল-চূড়ামণি প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর এই জগতে অবতীর্ণ হইয়া আমাদিগকে সেই অসদ্ বিষয়গুলির হস্ত হইতে পরিমুক্ত করাইয়া কৃষ্ণানুশীলনে অনুরক্ত করাইবার প্রয়াস পাইতেছেন, কিন্তু আমরা সেই অসদ্বিষয়সমূহের মধ্যে একটিতে না একটিতে আমাদের নিজ অস্তিত্ব দর্শন করিয়া তাঁহাকেও আমাদের ধারণায় সাম্প্রদায়িকতা প্রভৃতি গণ্ডীর ভিতরে লইয়া আসিয়া তাঁহার অনাবিল সত্যবাণী-গুলি শ্রবণে ঔদাসীন্য প্রকাশ করিতেছি।

এ কথা একবারও মনে হইতেছে না যে, যখন ভক্ত ও ভগবান্ এই মর্ত্ত্যজগতে অবতীর্ণ হন, তখন অসুরমোহন ও ভক্ত-তোষণ এই এক অদ্ভুত লীলা যুগপৎ হইতে থাকে।

আত্মমঙ্গলেচ্ছু ব্যক্তিমাত্রেরই শাস্ত্র-বাক্যে আস্থা স্থাপন করা একান্ত কর্ত্তব্য। যাহারা তাহা ক'রতে প্রস্তুত নহে তাহারা উচ্ছৃঙ্খল প্রভৃতি আখ্যায় আখ্যাত হয়। বহির্ম্মুখ জনগণের ধারণায় যাঁহারা সিদ্ধ মহাত্মা, অবতার প্রভৃতি আখ্যা প্রাপ্ত হন তাঁহারা যদি শ্রীহরির অভক্ত হন অর্থাৎ নিত্য-সেব্যের নিত্যসেবায় প্রতিষ্ঠিত না হন, তাহা হইলে “হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্‌গুণাঃ” এই শাস্ত্রবাক্যানুসারে বুঝিতে হইবে—তাঁহাদিগের কোনই সদ্গুণ নাই।

তাই বলি, ভাই যদি কেহ শ্রেয়স্কামী থাক এবং প্রকৃত বন্ধু চাও তাহা হইলে গীতোক্ত প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তি লইয়া শ্রীচৈতন্যবাণী শ্রবণ কর, দেখিবে তিনি ভিন্ন এ জগতে আর কেহ বন্ধু নাই।

“সরস্বতীজয়শ্রী”

[বৈষ্ণব-পত্র]

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের কৃপা যে ভাবে তাঁহার অনুগত ভক্তগণ উপলব্ধি করিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে। ভিক্ষা ৩৲ টাকা মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগ-বাজার, কলিকাতা।

শুদ্ধভক্তি মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ

(আকর-মঠরাজ)

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ ধনু উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যবর্য্য শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্যমঠ বিরাজমান। এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, সর্ব্ববিদ্যাপীঠ বা সাত্বতচত্বরস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি সেবাকসমূহের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র 'নদীয়া-প্রকাশ', সাত্বত-সম্প্রদায়ে অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থাদি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতি বৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীসহ কীর্ত্তন-প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি তথায় অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তি-ধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশ্যে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভজনমন্দিরে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দজীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সৎপ্রসঙ্গ-চতুর্ব্বেদাঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি লীলা ও গ্রন্থদের সম্যক্ আলোচনা হয়। এই মঠ হইতে মহানগরীর সর্ব্বত্র হরিকথা-প্রচার, মহানগর-সঙ্কীর্ত্তন, বক্তৃতা, ব্যাখ্যা ও সঙ্কীর্ত্তন-যাত্রা-মহোৎসবাদি ভক্তাঙ্গের অনুষ্ঠান হয়। মঠরক্ষক—মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া সহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীনারায়ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী সেবাকোবিদ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী এখানে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান, রক্ষক—শ্রীনরহরি দাসাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—গোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

(৭) কাজীর সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপা-প্রাপ্ত শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তালোক।

(৮) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও রাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান দাস ব্রহ্মচারী।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(১০) মোদদ্রুম-ছত্র "গৌড়ের নৈমিষ

মাউগাছি, পোঃ ভাণ্ডার, (বর্দ্ধমান)।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান। শ্রীগৌরনিত্যানন্দের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবঙ্কুবিহারী ব্রজবাসী, ভক্তভূষণ।

(১১) ভেতিয়া কুঞ্জকানন

শ্রীনৃসিংহদেব পল্লীর নিকটবর্ত্তী.

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীনরোত্তমানন্দ ব্রহ্মচারী

(১২) কুঞ্জকুটীর—পোঃ কৃষ্ণনগর,

নদীয়া। রক্ষক—শ্রীঅমৃতানন্দ অধিকারী

(১৩) ভাগবত-আসন—পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

এই স্থান হইতে ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচারিত হয়। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৪) একায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাসখালি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী ভক্তিসুধাকর।

(১৫) মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(১৬) মাধ্বগৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, পোঃ ঢাকা

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাবিনোদ বি-এ।

(১৭) গোপালজীউ মঠ—কমলাপুর,(ঢাকা)

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান। রক্ষক—শ্রীমদনদাস ব্রজবাসী.

(১৮) নিতাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটী, (ঢাকা)।

এখানে শ্রীনিতাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীঅর্চ্চাধিকারী ব্রহ্মচারী

(১৯) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

রত্নাকর, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীমধুসূদন ভক্তিশাস্ত্রী এম্-এ, বি-এল।

(২০) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাধ, (কাঁথি)

এখানে শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি শ্রীগোপালের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(২১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রামবাঁধ (বর্দ্ধমান)।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী.

(২২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ভুবনেশ্বর, পোঃ চিনকুড়া, (মানভূম)

এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী।

(২৩) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে গুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান্‌দাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত।

(২৪) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী।

(২৫) সচ্চিদানন্দ মঠ

বীণাপাড়া, পোঃ বক্সীবাজার, (কটক)

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদানন্দজীউর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর

(২৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর পুরী,

শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন।

(২৭) পুরুষোত্তম মঠ

ভক্তিকুটী, পোঃ পুরী উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদাধরজীউর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগদাধর অধিকারী

(২৮) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌরাঙ্গনাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী দাসাধিকারী।

(২৯) রায়ানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, জেলা গোদাবরী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র দাসাধিকারী ভক্তিমোহন।

(৩০) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪২নং কাশিমপুরা, বেনারস সিটি

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীসদাশিব ব্রহ্মচারী।

(৩১) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা-গিরিধারীর সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ

(৩২) পরমহংস মঠ.

পোঃ নিমসার, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পারায়ণ ও গৌরবিনোদ-বিহারীজীর সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীসত্যনারায়ণ দাসাধিকারী।

(৩৩) কৃষ্ণচৈতন্য মঠ

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

এখানে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিত্যসেবা হয়। রক্ষক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠ

বিশ্রামঘাট মথুরা

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ

(৩৫) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ—শ্রীরাধাকুণ্ড

রক্ষক—শ্রীরাধারমণচরণদাস ব্রহ্মচারী

(৩৬) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৩৭) গোবিন্দবিহারী মঠ

দেবপালী, পোঃ গোজোন, জেলা গুর্দাসপুর (পাঞ্জাব) রক্ষক—শ্রীগোবিন্দবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৩৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং বর্দ্ধমান রোড, নিউ দিল্লী।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ

(৩৯) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল।

এখানে গৌরবিনোদানন্দের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪০) সারস্বত-গৌড়ীয় মঠ

হরিদ্বার সাতরাণপুর, চট্ট, পি

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি

(৪১) মান্দ্রাজ-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ রায়পেট্টা মান্দ্রাজ।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীপাদ ভগবান্‌ ভক্তিবিজয়

(৪২) বোম্বে-গৌড়ীয়-মঠ কার্য্যালয়

প্রোক্টার রোড, ভেটানি বিল্ডিং, বাংলো নং ১, বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মা মজুমদার।

(৪৩) অমরসি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমরসি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বর দাস অধিকারী

(৪৪) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী

(৪৫) পাটনা গৌড়ীয় মঠ

১০০ মিঠাপুরা, পাটনা।

রক্ষক—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী রায়বল্লভ

(৪৬) গয়া গৌড়ীয় মঠ

বিল সাহেব, চাঁদ রোড, গয়া

রক্ষক—উপদেশক শ্রীসর্ব্বেশ্বর বালাসত্ত্ব

(৪৭) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠ বালেশ্বর

রক্ষক—শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয়

৩ গ্ল্যাডস্টোন হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, এস-ডব্লিউ ৭, লণ্ডন

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন

(৪৯) বার্লিন গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয়

Berlin W. 30

Eisenacher strasse 20 I,

(৫০) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

৩৫০ নং ডালহাউসী ষ্ট্রীট রেঙ্গুন।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

অভ্যাস্তরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবত,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম ৩য় হতে দশম খণ্ড পর্যন্ত ১৮৲
একাদশ স্কন্ধ হতে প্রতিখণ্ড ৷৶০
২। অনুভাষ্য বিবৃতি শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। অনু-ভাষ্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৷০ ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড ৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—১৲; ২য় খণ্ড - ৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব—১৲
৮। সংস্কৃতভাষার—দীপিকা ও সংস্কার-দীপিকা ১৷০
৯। বৈষ্ণব ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ১৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিচার-তত্ত্ব ৷০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ৷০
। ব্রাহ্মণ-আদালত ৷০
৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
১০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৶০
১১। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৷৶০
১২। তত্ত্ব-সূত্র ৷০
৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও
শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
৬। গীতার কেবল মাত্র-ভাষ্য ৷০
৭। শ্রীকৃষ্ণভক্তি অনর্গৌরবঃ মাহাত্ম্য ২৲
৮। বেদান্তদর্শনের মাহাত্ম্য ৷০
৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸
০। দীন-বিনতিক্ষণ ৶০
সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৶০
গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
। গীতমালা ৵১০
। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷০
শ্রীগৌরমণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ৷০
শরণাগতি ৵০
। গীতাবলী ৵০
। চিত্রে নবদ্বীপ ১৷০
। প্রার্থনা ৵০
। ক্ষেত্রমাহাত্ম্যসারিকা ৵০

৪৫। নবদ্বীপশতক ৵০
৪৬। অর্চ্চনপদ্ধতি ৵০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৵০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৵১০
৪৯। অন্তরঙ্গ ৷১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম খণ্ড) ৬৲
৫১। প্রমেয়রত্নাবলী ৷০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ৷০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ৷০
৫৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ? ৵০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ৷০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণদেবের ৶০
৫৯। শিক্ষাষ্টক ৶০
৬০। সাধ্যসাধন ৵০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যলীলামৃত সারঃ ৷০
৬১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিদ্বিজয়ঃ ৷০
৬২। সটিক-শিক্ষাষ্টকম্ ৷০
৬৩। তত্ত্বসূত্রম্ ৷০
৬৪। সানুবাদ শিক্ষাষ্টক ৷৶০
৬৫। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ৵০
৬৬। মায়াবাদখণ্ডনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৭। রায় রামানন্দ ৷০
৬৮। এ কিউ ওয়ার্ডস্ অন্ বেদান্ত ৷০
৬৯। নামভজন ৷০
৭০। বেদান্ত—ইট্স্ মরফলজি অ্যাণ্ড অন্টলজি ৷০
৭১। ভিদেটিক ওয়ার্ড্‌স ৷৶০
৭২। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ৷০
৭৩। বৈষ্ণবীজম্ ৷০
৭৪। দোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৵০
৭৫। দি ভাগবত ৷০
৭৬। হ্যারোটিক প্রিন্সিপল্ অ্যাণ্ড আবেদনেস্ত ফিলোসফি ৷০
৭৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২৷০
৭৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম ভাগ) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৭৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷০
৮০। সাধন-পথ ৷০
৮১। কল্যাণ-কল্পতরু ৵১০
৮২। গীতাবলী ৵০
৮৩। শরণাগতি ৵০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৪। শরণাগতি ৵০

তেলগু ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মৃত্যু' পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় কবিরাজ মহাশয়ের প্রস্তুত ঔষধ আবশ্যক। শিরায় প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অবস্থার সাধক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৮০ আনা, বড় বোতল ১৶০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুপ্রসিদ্ধ ক্যালিফোর্নিয়া ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউন্‌টেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং
কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার
কলিকাতা

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে কথাসার ও শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও
অঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ ভাণ্ডারী এম, এস, এস, কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সুবর্ণ সুযোগ !   সুবর্ণ সুযোগ !

শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদরচিত গৌড়ীয়ভাষ্য সহিত

বিরাট গ্রন্থ

শ্রীশ্রীচৈতন্য ভাগবত

গ্রন্থের আয়তন :—ক্রাউন কোয়ার্টো মূল ১০৯৬ পৃষ্ঠা, সূচীপত্র ২৪৪ পৃষ্ঠা, মোট১৩৪০ পৃষ্ঠা

ভিক্ষা বাঁধাই মাত্র ৭৲ সাত টাকা

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা

নদীয়া সার্টিফিকেট আদালতের নীলাম ইস্তাহার

এবং নম্বর	নীলাম ইস্তাহার (A) (B) বা পারায় প্রকাশিত	ডিক্রীদার	দেনাদার	যে দাবীর জন্য সম্পত্তির নীলাম হইবে	তারিখ ও সময়	৭ কি রকম জোত	৮ থানা, মৌজার নাম ও গ্রাম	৯ খতিয়ান নং প্লট (জানা থাকিলে) অথবা অন্য প্রয়োজনীয় বিবরণ	১০ জমির পরিমাণ (জানা থাকিলে)	১১ খাজনা (জানা থাকিলে)	১২ মন্তব্য
R. P. [illegible]।৩৫ নদীয়া সার্টিফিকেট আদালত		আর, পালচৌধুরী	আতলাল মণ্ডল গং	১১১৸৬	২.১।৩৫	রায়তি স্থিতিবান	থানা শান্তিপুর মৌজে ফুলিয়া	৩.৮ খতিয়ান	২৪-৮৮	৫১।৶৩	আর, পালচৌধুরী
৪১ R. P. ৩৪।৩৫		ঐ	নাসেরআলি মণ্ডল গং	৬১৬	২।১।৩৫	ঐ	থানা চাকদহ মৌজে কালিপাড়া	১১ খতিয়ান	১-৩৮	৬৸৶৩	ঐ
২১৪ R. P. ৩৪।৩৫		ঐ	রাজানী মণ্ডল গং	৩০৸৶৯	২।১।৩৫	ঐ	থানা শান্তিপুর মৌজে ফুলিয়া	২৯১ খতিয়ান	৫-৭৮	১২।৶০	ঐ
১১১৮ A. P. ৩৩।৩৪		এ, পালচৌধুরী	মধু মণ্ডল গং	৪৬৸৶৭	২।১।৩৫	ঐ	থানা রাণাঘাট মৌজে ১নং পারুলী	৪৭ খতিয়ান	৮-৪৯	বিঘাপ্রতি ১।০	এ, পালচৌধুরী
১১৮ N. R. ৩৪।৩৫		গৌরীশচন্দ্র রায় বাহাদুর	জগবন্ধু কর গং	৪০/০	৭।১।৩৫	ঐ	থানা ও মৌজে কৃষ্ণনগর	৬২০৬ খতিয়ান	৪-১৬	৭৶৯	গৌরীশচন্দ্র রায় বাহাদুর
[illegible] N. R. ৩৪।৩৫		ঐ	কবির সেখ	২৪৸৶৬	১৬।১।৩৫	রায়তি মোকররী	থানা চাপড়া মৌজে পাকুরগাছী	৫৮ খতিয়ান	৩-১৯	১২৲	ঐ
[illegible] R. P. ৩৪।৩৫		আর, পালচৌধুরী	অমৃত গোপাল ঘোষ গং	৩৩৸৶৪	১৬।১।৩৫	রায়তি স্থিতিবান	থানা কোতয়ালী মৌজে বাহাদুরপুর	১০৮ খতিয়ান	১-০১	৫৲	আর, পালচৌধুরী
[illegible] R. P. ৩৪।৩৫			ঐ	৫০৶৯	১৬।১।৩৫	ঐ	ঐ	৪৬৭ খতিয়ান	১-৩৩	৮।৶০	ঐ
[illegible] R. P. ৩৪।৩৫				১৭৸৶৯	১৬।১।৩৫	ঐ	থানা কোতয়ালী মৌজে রায়কোল	৬৯ খতিয়ান	১-০২	২৷৶৩	ঐ
[illegible] N. R. ৩৩।৩৪			ভুবনমোহন প্রামাণিক	১৪৲৩	১৯।১।৩৫	নিষ্কর	থানা শান্তিপুর মৌজে বাথানগাছি	১০০ খতিয়ান	৪-৯২		গৌরীশচন্দ্র রায় বাহাদুর
[illegible] N. R. ৩৩।৩৪			মুরারীমোহন প্রামাণিক গং	১৭।৶৩	১৯।১।৩৫	ঐ	থানা কৃষ্ণনগর পাড়ুয়া [illegible]	২৬৩ খতিয়ান	[illegible]	নিষ্কর	ঐ

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'শ্রীনাম' নবদ্বীপ

দৈ নি ক

REG. NO C. 1544

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচার-নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১০ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২৮শে আষাঢ়, শনিবার ১৩৪২. ১৩ই জুলাই ১৯৩৫ [১১৩তম সংখ্যা

চৈতন্যোপনিষদ্
বঙ্গ অক্ষরে মূল ও অনুবাদসহ প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি উত্তম। ভিক্ষা ।০ মাত্র
শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

“গৌড়ীয়”
৭ম বর্ষ হইতে ১১শ বর্ষ পর্য্যন্ত প্রতি বর্ষ কাপড়ে বাঁধাই ভিক্ষা ৩।০ মাত্র।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ
বাগবাজার, কলিকাতা

বিবিধ সংবাদ

—:০:—

ভারতে শিল্পোন্নতির প্রচেষ্টা

শিল্পতত্ত্ব পরামর্শ সমিতির অধিবেশন

গত ৮ই জুলাই শিল্পতত্ত্ব গবেষণা সম্পর্কিত পরামর্শ সমিতির প্রথম অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। অনারেবল মিঃ মিচেল সভার কার্য্য আরম্ভ করেন। তিনি বলেন যে, গত বৎসরের এ [illegible] অর্থনীতি সম্মেলনের ফলে দুইটি উদ্দেশ্যে এই সমিতি গঠিত হয়। প্রথম উদ্দেশ্য হইল, শিল্পোন্নতির বিষয়ে নানাবিধ তথ্য সংগ্রহ পূর্ব্বক যাহারা শিল্প বাণিজ্য করে বা করিতে প্রয়াসী তাহাদিগকে ঐ সম্বন্ধে সংবাদ ও পরামর্শ প্রদান করা এবং দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হইল শিল্প সম্পর্কে গবেষণার প্রচেষ্টা করা। অসংখ্য ছোট ছোট শিল্প প্রতিষ্ঠান আছে যাহারা নিজের যথাযোগ্য গবেষণার ব্যবস্থা করিতে অপারগ। কাজেই সরকার মনে করেন যে, ব্যবসায়িগণ, কেন্দ্রীয় সরকার, প্রাদেশিক সরকার সমূহ এবং দেশীয় রাজ্যগুলির পারস্পরিক সহযোগিতার উপরই ভারতের উন্নতি নির্ভর করে।

বাঘের মুখ হইতে বালিকা উদ্ধার

হরিহর মাতারীতে একটী সাঁওতালী বালিকা গো মহিষাদি লইয়া গৃহে ফিরিবার কালে মাতারী ষ্টেশনের নিকটে একটী ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিল। তাহার চীৎকারে একজন সাঁওতাল ঘটনাস্থলে আসিয়া ব্যাঘ্রটি তাড়াইয়া বালিকাটিকে উদ্ধার করে। আহত বালিকাটিকে চিকিৎসার জন্য [illegible] হাসপাতালে প্রেরণ করা হইয়াছে।

মধ্যপ্রদেশে গ্রামোন্নয়ন

গবর্ণমেন্টের বিভিন্ন প্রস্তাব

ভারত গবর্ণমেন্ট মধ্যপ্রদেশের গবর্ণমেন্টকে গ্রামোন্নয়নের জন্য যে পাঁচ লক্ষ টাকা দিয়াছেন, তাহা যে ভাবে কাজে খাটানো হইবে সে সম্বন্ধে মধ্যপ্রদেশের গবর্ণমেন্ট একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছেন। ঐ টাকা তাঁহারা নিম্নলিখিত কাজে খরচ করিবেন বলিয়া প্রস্তাব করিয়াছেন:—

জলসরবরাহের জন্য ও পল্লীর স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য ১০০,০০০৲ টাকা, ঋণ সালিশী বোর্ড স্থাপনের জন্য ১০০,০০০৲ টাকা, আদিম অধিবাসীদের অবস্থার উন্নতির জন্য ৪০,০০০৲ টাকা ও যে সমস্ত গ্রামে [illegible] প্রথা প্রচলিত তাহাদের উন্নতির জন্য ২০,০০০৲ টাকা।

অবশিষ্ট টাকা গৃহপালিত পশু-পালন কার্য্যের উন্নতি, জেলা কাউন্সিলে প্রয়োজনের জন্য সরবরাহ, কৃষিজাত দ্রব্যাদি সমবায়ের জন্য গুদাম নির্মাণ, বান্দা জেলায় কৃষিশালা খোলা, কৃষিকার্য্যের জন্য ট্র্যাক্টর ও কৃষিকার্য্যের যন্ত্রাদি ক্রয় এবং সিনেমা প্রদর্শনের জন্য সিনেমা লরী ক্রয় প্রভৃতির পরিকল্পনায় ব্যয়িত হইবে।

—

রাজসাহীতে বিদ্যুৎ সরবরাহের আয়োজন

গত ৮ই জুলাই প্রাতঃকালে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এ এস লার্কিনের পত্নী চট্ট-গ্রাম ইঞ্জিনিয়ারিং এণ্ড [illegible] সাপ্লাই কোম্পানী লিমিটেডের 'পাওয়ার হাউসের' ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করিয়াছেন। এই কোম্পানী রাজসাহীতে বিদ্যুৎ সরবরাহের লাইসেন্স পাইয়াছে। আগামী জানুয়ারী মাস হইতে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হইবে।

ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে লাইব্রেরীয়ান ট্রেণিং ক্লাশ

১লা জুলাই হইতে আরম্ভ

অনেকদিন আন্দোলন চালাইবার ফলে গত ১লা জুলাই হইতে কলিকাতা ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে লাইব্রেরীয়ান ট্রেণিং ক্লাশ খোলা হইয়াছে। উক্ত ক্লাশে ২০জন ছাত্র গ্রহণ করা হইয়াছে, তন্মধ্যে কয়েকজন পুরাতন লাইব্রেরীয়ানও আছেন। পাঞ্জাব, দিল্লী, বিহার উড়িষ্যা মধ্যপ্রদেশ এবং বোম্বাই হইতে ছাত্র সংগ্রহ করা হইয়াছে। ২০ জন ছাত্রের মধ্যে ৯ জনই পুরাতন লাইব্রেরীয়ান, ১১ জনকে নূতন সংগ্রহ করা হইয়াছে। একজন শিক্ষক তাহাদের শিক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত আছেন তদ্ব্যতীত ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর লাইব্রেরীয়ান খান বাহাদুর আসাদুল্লা ট্রেণিং ক্লাশে বক্তৃতা প্রদান করিতেছেন। ৬ মাস শিক্ষা প্রদান করা হইবে এবং ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে তাহাদিগকে হাতে কলমে লাইব্রেরীর কাজ শিক্ষা দেওয়া হইবে। শিক্ষা শেষ হইলে ডিপ্লোমা দেওয়া হইবে। শিক্ষা প্রাপ্ত লাইব্রেরীয়ানের কদর দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতেছে। ঐ শিক্ষালাভের জন্য ২০০ দরখাস্ত করা হইয়াছিল। উহাতেও বুঝা গিয়াছে যে, লাইব্রেরী সম্পর্কে বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষালাভের জন্য জনসাধারণের আগ্রহ দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতেছে

জলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া আত্মহত্যা

শীলঘাট হইতে এখানে সংবাদ আসিয়াছে যে, বীরেন্দ্রচন্দ্র চুড়িয়া নামে ২৫ বৎসর বয়স্ক এক বিকৃত মস্তিষ্ক ব্যক্তি ব্রহ্মপুত্র নদীতে আত্মহত্যা করিয়াছে।

প্রকাশ, স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটির অধীনে বীরেন্দ্র কয়েদখানার [illegible] করিত। সম্প্রতি তাহার মস্তিষ্ক বিকৃতির লক্ষণ প্রকাশ পায়। ডিব্রুগড়ের অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট রেবতীধর বারদোলয়ের বাড়ীতে অনধিকার প্রবেশের অভিযোগে পুলিশ তাহাকে গ্রেপ্তার করে। তাহাকে ডাক্তারের পরীক্ষাধীন রাখা হয় ও ডিব্রুগড়ের সিভিল সার্জ্জন তাহাকে বিকৃতমস্তিষ্ক বলিয়া সাব্যস্ত করেন। তদনুসারে তাহাকে তেজপুরের পাগলা গারদে প্রেরণের আদেশ দেওয়া হয়। একখানি [illegible] তেজপুরে লইয়া যাইতেছিল। সেই সময় ষ্টীমারের উপর হইতে নদীতে ঝম্প প্রদান করে ও অদৃশ্য হয়। তাহার পর উদ্ধারের জন্য চেষ্টা করা হয়। কিন্তু নদের কোনই সন্ধান পাওয়া যায় না।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রচণ্ড ঝড়

১৪ জন নিহত ৪০০ জন আহত

কিছু দিন পূর্ব্বে নিউইয়র্ক রাষ্ট্রে ভীষণ বন্যার ফলে ৩৬ জনের প্রাণহানি হইয়াছিল ও ৮ জনের কোন খোঁজ পাওয়া যায় নাই এই মর্ম্মে এক সরকারী বিবৃতি প্রকাশিত হইয়াছিল। সম্প্রতি মন্টানা রাষ্ট্রে প্রবল ঝটিকায় ২৫ জনের মৃত্যু হইয়াছে ও প্রায় ৪০০ জন আহত হইয়াছে। সমুদ্র-তীরের নিকট দুইটী জলস্তম্ভ উত্থিত হয় তাহার পরেই প্রবল বৃষ্টি ও ঝটিকা আরম্ভ হয়।

বহুলোক আশ্রয়হীন হইয়াছে। ক্ষতির পরিমাণ অনুমানিক বিশ লক্ষ ডলার। এলমিরার দুই ওয়ার্ডের সংবাদে তথায় শান্তি-রক্ষার জন্য ন্যাশনাল গার্ড প্রেরণ করা হইয়াছে।

নমো ভগবতে নারায়ণায়

২৮শে আষাঢ়, শনিবার ১৩৪২

কোয়েটার প্রলয়ঙ্কর ভূমিকম্পে যে ক্ষতি সাধিত হইয়াছে তাহা অপরিমেয়। বিহারের ভূমিকম্প দেশবাসীর আতঙ্ক উপস্থিত করিয়াছিল—দৈব দুর্বিপাকগ্রস্ত বিহারের আর্ত্তজনগণকে সাহায্য করিবার জন্য দেশবাসীর মধ্যে তুমুল সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল। কিন্তু কোয়েটার ভূমিকম্প ব্যাপকতা'র ক্ষতির পরিমাণ বিহার হইতে অনেকাংশে বেশী হইলেও দেশবাসীর নিকট হইতে তদনুরূপ কোন সাড়া পাওয়া যায় নাই। ইহার কারণ কি? এপর্য্যন্ত বড়লাটের কোয়েটা সাহায্য ভাণ্ডারে মোট ২১ লক্ষ ৫৫ হাজার টাকা এবং ৮৩০৩ পাউণ্ড অর্থ পাওয়া গিয়াছে। কোয়েটার যে ভীষণ ক্ষতি সাধিত হইয়াছে এবং কোয়েটাবাসীদিগকে পুনরায় তাহাদের স্বাভাবিক জীবন যাত্রার সুবিধা করিয়া দিতে হইলে যে প্রকার অর্থের প্রয়োজন এক্ষেত্রে সে পরিমাণ অর্থ প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। এই প্রকার আশানুরূপ সাহায্য না পাওয়ার কারণ কি? অনেকে বলেন যে ভারতবর্ষীয় বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান সমূহকে কোয়েটায় যাইয়া অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিতে না দেওয়ার জন্যই এদেশের লোক ধ্বংসের সম্যক্ ধারণা করিতে না পারিয়া সাহায্য করিতেছেন না। আবার অনেকে বলেন যে ভারতবর্ষের সঙ্গে কোয়েটার রাজনীতির কোন সম্পর্ক না থাকাই ইহার কারণ। আমাদের মনে হয় যে সাংবাদিকে লোকে বহু-দুঃখের দিক দিয়াই করিয়া থাকে, তাহার সঙ্গে রাজনীতির কোনও সম্পর্ক আছে কিনা সন্দেহ। বস্তুতঃ উপর্য্যুপরি বিহার ভূমিকম্পে ও সম্রাট রজতজুবিলীতে মুক্ত হস্তে সাহায্য করার পর সাধারণের সাহায্য করিবার প্রবৃত্তি সম্পূর্ণ বজায় থাকিলেও সে ক্ষমতা আর নাই। এদেশের লোক গরীব হইলেও মনুষ্যত্ব ও দয়ায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, অন্যের দুঃখ কষ্টে এদেশের প্রাণ স্বতঃই আকুল হইয়া উঠে—সাহায্য করিবার সময় তাঁহারা পাত্রাপাত্র কখনও বিচার করে না। অবস্থানুরূপে এখানকার লোক চিরকালই অন্যের দুঃখকষ্ট লাঘব করিতে চেষ্টা করে—অক্ষম হইলে সজলনেত্রে কেবলমাত্র সর্ব্বশক্তিমান পরম করুণাময় ভগবানের নিকটে হৃদয়ের অন্তস্তল প্রদেশ হইতে আর্ত্তের ত্রাণের জন্য আকুল প্রার্থনা জানাইয়া থাকে। অসহায়ের ইহার বেশী আর কি দিবার আছে? অন্তরের সহানুভূতিই যে তাহার একমাত্র সম্বল!

বাঁকিয়াড়ের দুর্ভিক্ষের করুণ কাহিনী প্রত্যহই দেশবাসীর নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে আকুল করিয়া তুলিতেছে। খাদ্যাভাবে তথায় দারুণ দুর্দশা উপস্থিত হইয়াছে,—অবিলম্বে উপযুক্ত সাহায্য প্রাপ্ত না হইলে তথায় দুর্দশার সীমা থাকিবে না। দুর্ভিক্ষপীড়িত অঞ্চলের লোকসংখ্যা প্রায় এক লক্ষ কুড়ি হাজার। কাহারও গৃহে অন্ন নাই ক্ষুধার্ত্ত শীর্ণকায় সকলেই শতগ্রন্থিযুক্ত ছিন্ন বস্ত্র পরিহিত। তদুপরি আমাশয় প্রভৃতি রোগ তথায় ভীষণভাবে দেখা দিয়াছে। শীঘ্র গবর্ণমেণ্ট ও দেশবাসীর দৃষ্টি এখানে নিপতিত না হইলে অবস্থা ভীষণতর হইয়া উঠিবে সন্দেহ নাই।

লক্ষ্ণৌতে বন্দুক চুরি

লক্ষ্ণৌর আলমবাগস্থিত চিনির কলের এক কর্মচারীর বাড়ী হইতে একটি বার বোরের দোনালা বন্দুক চুরি গিয়াছে। বন্দুকটী ঐ বাড়ীর একজন অতিথির। প্রাতঃকালে বাড়ীর পার্শ্বস্থিত একটি জমিতে কতকগুলি ট্রাঙ্ক খোলা অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে দেখা যায়; বন্দুকটি যে চুরি গিয়াছে, তাহা তখন জানিতে পারা যায়। এই চুরির উপর কোনরূপ রাজনৈতিক গুরুত্ব আরোপিত হয় নাই।

চাকলাকর ট্রেণ ডাকাতির মামলা

১নং আপ মেল ট্রেণে চাকলাকর ডাকাতি সম্পর্কে স্থানীয় দায়রা জজ মিঃ ইয়াটিনের এজলাসে চন্দন আলী, মহাবীর গোপাল ও ভাবেন্দ্রনাথ লাহার বিরুদ্ধে মামলার শুনানী চলিতেছে। প্রকাশ, প্রথম আসামী কতিপয় মহিলাযাত্রীকে ছোরা দেখাইয়া তাঁহাদের প্রায় ৫ হাজার টাকা মূল্যের অলঙ্কার হস্তগত করিয়া পলায়ন করিবার কালে গয়া রেল পুলিশের ভারপ্রাপ্ত ইন্সপেক্টর মিঃ বৃন্দাবনের তৎপরতায় গ্রেপ্তার হয়। ঘটনা সম্পর্কে তদন্ত ব্যাপদেশে কলিকাতায় অপর দুইজন আসামীকে লুণ্ঠিত দ্রব্যের কিয়দংশসহ গ্রেপ্তার করা হয়। আসামীরা সকলেই ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৯২, ৩৯৭, ৪১১ ও ৪১৪ ধারা অনুযায়ী অভিযুক্ত হইয়াছে। সরকার পক্ষে এপর্য্যন্ত ৪০ জন সাক্ষীর জবানবন্দী গৃহীত হইয়াছে।

সাতজন গ্রামবাসী দণ্ডিত

গত ২২শে এপ্রিল বুধরুক গ্রামের নিকটে রয়েল আর্টিলারীর প্রাইভেট কর ও প্রাইভেট মোড়ারের উপর মারপিট করায় অভিযোগে সাতজন গ্রামবাসীর বিরুদ্ধে মামলা হয়। পুণার অতিরিক্ত জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ মোদক তাহাদের সকলকেই দণ্ডিত করিয়াছেন। আসামীদের মধ্যে ৪ জনকে জরিমানা করিয়া সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হইয়াছে। তাহাদের নাম সাধু সওদান, মুকারাম শ্রীপতি, কাদের চাঁদভাই ও ভিকন চাঁদভাই। প্রথমোক্ত দুইজন হিন্দু এবং শেষোক্ত দুইজন মুসলমান। অপর তিনজনের প্রতি চারিমাস কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে এবং একজনকে মুচলেকাবদ্ধ করা হইয়াছে।

অক্ষম পিতার দুই বৎসরের শিশু কন্যা দান

গত ৪ঠা জুলাই মাদারীপুরে উমর আলী হাওলাদার নামক এক মুসলমান বধর সদর মহকুমা হাকিমের আদালতে উপস্থিত হইয়া তাহাদের দুই বৎসর বয়স্কা কন্যাকে অপর এক ব্যক্তিকে দান করিতেছে—এই মর্ম্মে এক দলিল দেয়, তখন আদালত গৃহে বিশেষ চাঞ্চল্য সৃষ্ট হয়।

দলিলে দেখা যায় যে তাহাদের ছয়টী সন্তান। দারিদ্র্যবশতঃ সন্তানদের ভরণ পোষণ করিতে না পারিয়া উহাকে দান করা হইতেছে। অতঃপর এই কন্যার উপর তাহাদের কোন দাবী থাকিবে না, দলিলে ইহাও লেখা হইয়াছে।

ইঙ্গ-জার্ম্মাণ নৌ-চুক্তির জের ব্রিটেনের জার্ম্মাণী ও ফ্রান্সের সহিত কথাবার্ত্তা

ইংলণ্ড জার্ম্মাণী ও ফ্রান্স নৌ-বহর নির্ম্মাণ সম্পর্কে কিরূপ পরিকল্পনা অবলম্বন করিবে ইঙ্গ জার্ম্মাণ নৌ-চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার পর ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট জার্ম্মাণ ও ফরাসী গবর্ণমেণ্টের সহিত তাহাদের দূত মারফৎ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কতোক খুঁটিনাটি বিষয়ও যথা:—আগামী বৎসর জার্ম্মাণী প্রকৃত পক্ষে কিরূপ আকারের ও ধরণের জাহাজ নির্ম্মাণে হস্তক্ষেপ করিবে এবং বিশেষভাবে চুক্তি অনুযায়ী সর্ব্বোচ্চ সংখ্যক জাহাজ নির্ম্মাণ করিবার জন্য কিরূপ হারে পোত নির্ম্মাণ কার্য্য করিবার অভিপ্রায় পোষণ করিয়া থাকে, তাহা এই আলোচনায় স্থান পাইয়াছে। ব্রিটিশ সরকারের অভিপ্রায় এই যে জার্ম্মাণীর নিকট হইতে সংবাদ পাইলে পর জার্ম্মাণ ফরাসী ও ব্রিটেনের পরিকল্পনা সম্পর্কে আলোচনা চলিবে।

ইঙ্গ-জার্ম্মাণ নৌ চুক্তির আলোচনার সময় সব-মেরিন সমূহের বিলোপ সাধন সম্পর্কে মিঃ লয়েড জর্জ ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের মনোভাব সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন বলিয়া গত ২রা জুলাই কমন্স সভায় উল্লেখ করা হয় ৩রা জুলাইর অধিবেশনে ইংলণ্ডের প্রধান নৌ সচিব বিপুল হর্ষ ধ্বনির মধ্যে তাহা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলিয়া ঘোষণা করেন। তিনি ইহও বলেন যে, উহা দ্বারা প্রকৃত ব্যাপারের সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থ করা হইয়াছে। গত ডিসেম্বর ২১শে যে তারিখে এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, অন্যান্য দেশ যদি সাবমেরিণ সমূহের বিলোপ সাধনে সম্মত হয়, তাহা হইলে ব্রিটিশ ঐরূপ করিতে রাজী হইবেন। জার্ম্মাণ প্রতিনিধিগণও রেড মিটিংয়ে উক্ত প্রকার অভিমত সমর্থন করিয়াছিলেন। ব্রিটেন সাবমেরিণ-সমূহের বিলোপসাধন প্রচেষ্টায় সর্ব্বদাই নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছে এবং ওয়াশিংটন বৈঠকের পর হইতে উহা কার্য্যে পরিণত করার জন্য চাপ দিয়া আসিতেছে।

বাজিতে পুড়িয়া তিন জনের মৃত্যু

মাদ্রাজে কোন বিবাহ উপলক্ষে বাজি তৈরী করিতে যাইয়া গত ৬ই জুলাই গোবিন্দপুর গ্রামের তিনজন লোক পুড়িয়া মারা গিয়াছে। আরও ৬ জন গুরুতরভাবে দগ্ধ হইয়াছে।

ঝড়ে ডায়মণ্ড-হারবারে নৌকা ডুবি

গত ৮ই জুলাই হইতে ডায়মণ্ড হারবারে ঝড়ো আবহাওয়া চলিতেছে। বিচালী বোঝাই একখানি প্রকাণ্ড নৌকা অপরাহ্নে গঙ্গায় ডুবিয়া গিয়াছে। নৌকায় মাঝি সহ ১০ জন লোক ছিল। তাহাদের মধ্যে ৪জনকে বিচালীর বোঝার উপর ভাসমান অবস্থায় সন্ধ্যায় স্থানীয় কাষ্টমস হাউসের নিকট উদ্ধার করা হইয়াছে। অপর ৬ জনের এখন পর্য্যন্ত কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

প্রতীক্ষায়

(শ্রীজিতেন্দ্র নাথ চন্দ্র)

ওগো, জীবন দেবতা মোর!
তুমি কত দূর, তুমি কত দূর—
তোমারি আশায় এ ঘোর নিশায়,
অধীর আবেগে অজানা দিশায়,
এনেছি বাহিয়া বহুদূর হ'তে
জীর্ণ তরণী মোর;
তুমি কত দূর, তুমি কত দূর।
উত্তাল শত কামনালহরী
তরণীর চারিদিকে,
বিপদ ঝটিকা গরজি গরজি
শঙ্কা জাগায় চিতে;
স্নেহমমতার বন্ধন টুটি,
পিপাসিত প্রাণে আসিয়াছি ছুটি,
মোর ভক্তিরা বত কুলকজী
সরবে বাধায় সুর;
তুমি কত দূর, তুমি কত দূর।
(আমি) পাষাণ হৃদয়ে আসন পাতিয়া,
তব রূপ লাগি' রয়েছি চাহিয়া;
পূজা-উপচার শত জনমের
হৃদয়ের অঞ্জলি মোর;
তুমি কত দূর, তুমি কত দূর!

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১০ম বর্ষ | ২৭ বামন | গৌরাব্দ ৪৪৯, ২৮শে আষাঢ় বঙ্গাব্দ ১৩৪২, ১৩ই জুলাই ইং ১৯৩৫ | শনিবার | ১১৩৪শ সংখ্যা

পুরুষোত্তম-প্রসঙ্গ

বিরহ-মহোৎসব

পুরী শ্রীপুরুষোত্তমমঠে বার্ষিক মহোৎসব সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে, একথা পাঠকগণ অবগত আছেন। উৎকল সংবাদে প্রকাশ, চটকপর্বতস্থ শ্রীপুরুষোত্তমমঠে এবার যে সুবৃহৎ যোগপীঠ কুটীর নির্মিত হইয়াছে তাহাতে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের একবিংশ বার্ষিক-বিরহোৎসব উপলক্ষে গত ৩০শে জুন একটী বিরাট সভার অধিবেশন হইয়াছিল। উক্ত বেদীর উপর শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আলেখ্য পুষ্পমাল্যাদি দ্বারা সুসজ্জিত হইয়া বিরাজ করিতেছিলেন। ঠাকুরের চতুষ্পার্শ্বে তাঁহার রচিত গ্রন্থাবলী বিরাজ করিতেছিল। সভার প্রারম্ভে গুরু, বৈষ্ণব ও ভগবদ্বন্দনা দ্বারা মঙ্গলাচরণ হয়। তৎপরে বিবিধ মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হয়। কীর্ত্তনান্তে যথাক্রমে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিহৃদয় বোন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ ওজস্বিনী ভাষায় অতি সুন্দররূপে ঠাকুরের অতিমর্ত্ত্য চরিত্র ও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভুর নাম, ধাম ও কামসেবার সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা বর্ণন করেন। ঠাকুর যে মহাপ্রভুর শুদ্ধভক্তি-প্রচারার্থই জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন তাহাও বক্তৃগণ বিবিধ উদাহরণ দ্বারা সকলকে বুঝাইয়া দেন। বক্তৃতার পরে বিপ্রলম্ভাত্মক কীর্ত্তন হয়। তৎপরে সমাগত সহস্র সহস্র ব্যক্তিকে শ্রীজগন্নাথদেবের বিচিত্র মহাপ্রসাদ প্রদান করা হয়। এই উৎসবের ব্যয়ভার আলেপ্পার ভক্তিমতী রাণী-সাহেবা বহন করিয়াছেন।

গুণ্ডিচামার্জ্জন

উক্ত উৎসবের পরদিবস অর্থাৎ ১লা জুলাই শ্রীপুরুষোত্তমমঠের সেবকগণ পূর্ব্বোক্ত ত্রিদণ্ডিপাদগণের অনুগমনে ভক্তিকুটীর হইতে সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রাসহ গুণ্ডিচা-মন্দিরের সম্মুখে উপস্থিত হন। তথায় শ্রীপাদ পর্ব্বত মহারাজ গুণ্ডিচামার্জ্জনের রহস্য বর্ণন করিয়া একটী সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। তৎপরে শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ তাঁহার স্বভাব-সুলভ সুললিতস্বরে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে মহাপ্রভুর গুণ্ডিচা-মার্জ্জনলীলা পাঠ করিয়া ব্যাখ্যা করেন। শত শত শ্রোতা তাঁহার আবেগপূর্ণ পাঠ ও ব্যাখ্যা চিত্রাপিতের ন্যায় অবস্থানপূর্ব্বক শ্রবণ করিয়াছেন। পাঠের পর ত্রিদণ্ডিপাদগণ ও তাঁহাদের অনুগামিগণ সঙ্কীর্ত্তনমুখে নৃত্য করিতে করিতে শ্রীগুণ্ডিচামন্দির প্রদক্ষিণ করিতে থাকেন। শ্রীপাদ ভারতী মহারাজের উদ্দণ্ড নৃত্যসহকারে উচ্চ কীর্ত্তন দর্শকবৃন্দকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করিয়াছিল। অতঃপর মহাপ্রভুর স্ব'ত বক্ষে ধারণ করিয়া সকলেই সঙ্কীর্ত্তনমুখে শ্রীমন্দির সম্মার্জ্জন পূর্ব্বক জলদ্বারা বিধৌত করেন।

রথযাত্রা

তৎপর দিবস অর্থাৎ ২রা জুলাই তারিখে রথযাত্রা বাসর ছিল। এই দিবস অপরাহ্ণ ৪-৪৫ মিনিটের সময় শ্রীশ্রীজগন্নাথ, শ্রীশ্রীবলদেব ও শ্রীশ্রীসুভদ্রাদেবী পৃথক্ পৃথক্ রথে নীলাচলে শ্রীমন্দির হইতে সুন্দরাচলের শ্রীগুণ্ডিচা-মন্দির অভিমুখে যাত্রা করেন। মহাপ্রভুর অনুসরণে গৌরবাণীর সেবকগণ শ্রীপুরুষোত্তম মঠ হইতে সঙ্কীর্ত্তন সহ নীলাচলের মন্দির-সম্মুখে উপস্থিত হন এবং রথাগ্রে কীর্ত্তন ও নর্ত্তন করিতে থাকেন। "সেই ত পরাণনাথ পাইনু" পদ্যের পরসমূহ আবেশময়ী ভাষায় কীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ যখন রথাগ্রে নৃত্য করিতে করিতে চলিতে থাকেন তখন রথযাত্রার সহস্র সহস্র দর্শক তাঁহাকে ঘিরিয়া একদৃষ্টে তাঁহার কীর্ত্তন-নৃত্য দেখিতে থাকেন। তখনকার দৃশ্য অতি চমৎকার। গৌরবাণীর মহিমা যেন অবতমুখী হইয়া সকলকে আকর্ষণ করিতেছিল। আমরা যখন বিশ্বের বিভিন্নপ্রান্ত হইতে বিভিন্ন দেশের, বিভিন্ন ভাষার বিভিন্ন ব্যক্তিকে গৌরবাণীর পাদপদ্মে আকৃষ্ট হইতে দেখি তখন স্বতঃই মনে হয় কলিযুগ বাস্তবিকই ধন্য ও কৃতার্থ। এই সময় যাঁহারা জগতে জন্মগ্রহণ করিয়া গৌরবাণীর গৌরকীর্ত্তন-শ্রবণের সৌভাগ্য হইয়াছে তাঁহাদের জীবন বাস্তবিকই ধন্যাতিধন্য। গৌরবাণী শ্রবণ পূর্ব্বক যাঁহারা জীবন ধন্য করিয়াছেন আমরা তাঁহাদের পদরেণু হইবার জন্য প্রার্থনা করি।

শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ, শ্রীপাদ শ্রোতী মহারাজ, শ্রীপাদ পর্ব্বত মহারাজ, শ্রীপাদ যোগানন্দ মহারাজ, শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ দাস বাবাজী, শ্রীপাদ গদাধর দাসাধিকারী, শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীভক্তিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী, শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাসাধিকারী, শ্রীজানকী বল্লভ ব্রহ্মচারী এবং উৎকলের বিভিন্ন স্থান হইতে সমাগত বহু ভক্ত রথাগ্রে নর্ত্তন ও কীর্ত্তন করিয়াছেন।

দিল্লীতে প্রচার

গৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসর্ব্বস্ব তুর্যাশ্রমী ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমী মহারাজদ্বয় এবং উপদেশক আচার্য্য শ্রীপাদ অবাধি-

শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা

বোম্বে-গৌড়ীয়-মঠে

গত ২৫ জুলাই নিজস্ব সংবাদদাতার দ্বারে প্রকাশ, গত ৮ই জুলাই সোমবার গৌড়ীয়মঠাচার্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অহৈতুকী কৃপায় শ্রীচৈতন্যমঠের অষ্টম শাখামঠ বোম্বে গৌড়ীয়মঠে শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে আহূত একটী বিরাট সভায় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ পঞ্চরাত্রোক্ত অর্চন ও শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত ভজনের বৈশিষ্ট্য বিষয়ে মর্ম্মস্পর্শিনী ভাষায় একটী জ্ঞানগর্ভপূর্ণ হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা প্রদান পূর্ব্বক তত্রত্য অধিবাসিবৃন্দের নিত্যমঙ্গল বিধান করিয়াছেন। শিক্ষিত সজ্জনগণ আচার্য্যের শ্রীমুখে বাস্তবতা হরিকথা শ্রবণের সৌভাগ্যলাভ করতঃ পরম উপকৃত ও আনন্দিত হইয়া নিজদিগকে ধন্য মনে করেন। বক্তৃতার আদি ও অন্তে মহাজন-পদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়। অনন্তর শিক্ষিত অশিক্ষিত, ধনী দরিদ্র, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলকেই চতুর্ব্বিধ-রসসমন্বিত মহাপ্রসাদ অকাতরে বিতরণ করা হয়।

কৃষ্ণ প্রেমচারী ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ দ্বিতীয় বার-স্থানে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করতঃ শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গমনোভীষ্ট পূরণমুখে জীব-মঙ্গল বিধান করিতেছেন। তথাকার অধিবাসিবৃন্দ এই শুদ্ধভক্তগণের নিকট বিশুদ্ধ-ভক্তি-সিদ্ধান্তবাণী শুনিয়া পরমানন্দিত হইতেছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ

২৭ শ্রাবণ বুধবার শ্রীগৌরাব্দ ৪৪৯

চাতুর্মাস্য

শ্রীহরির শয়নকাল মাসচতুষ্টয় চাতুর্মাস্য-ব্রত অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন ও কার্ত্তিক—এই চারি মাসই শ্রীহরির শয়নকাল। চাতুর্মাস্যব্রত শয়ন-একাদশী, কর্কট-সংক্রান্তি অথবা আষাঢ়-পূর্ণিমা হইতে আরম্ভ হইয়া থাকে। এই একাদশী পক্ষে গতকল্য হইতে চাতুর্মাস্য-ব্রত আরম্ভ হইয়াছে। উত্থানৈকাদশী পর্য্যন্ত ইহার অবধি। যাঁহারা কর্কট-সংক্রান্তি হইতে অর্থাৎ আষাঢ়-সংক্রান্তি হইতে এই ব্রত আরম্ভ করিবেন কার্ত্তিক-সংক্রান্তি পর্য্যন্ত তাঁহাদিগের ব্রতকাল। আর আষাঢ়-পূর্ণিমায় আরম্ভ হইলে কার্ত্তিক-পূর্ণিমা পর্য্যন্ত ব্রত পালন করিতে হইবে।

চাতুর্মাস্যের মুখ্যবিধি—শ্রীহরির শয়নকাল, মাসচতুষ্টয় উত্তম কথা, উত্তম চিন্তা হইতে সম্পূর্ণরূপে পরিমুক্ত হইয়া নিরন্তর কৃষ্ণকীর্ত্তনে সময় অতিবাহিত করা। শয়নকালে বিবাহ করিতে নাই। যাঁহারা কৃষ্ণেতর বিষয়ে ব্যস্ত থাকিলেই শ্রীহরি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিরক্ত হইয়া থাকেন। আর যাঁহারা উত্তর বিষয় সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়া চিত্তবৃত্তিকে অবস্থান পূর্ব্বক কৃষ্ণসেবার্থই তন তাঁহাদের বাঞ্ছিত শুদ্ধ-চিত্ত-রূপ ক্ষেত্র-সমূহে শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব অনন্তদেবের অনন্তমুখী অনন্তসেবা-কার্য্যে শ্রীহরি সুখে নিদ্রা যান।

শ্রাবণ মাসে শাক, ভাদ্রমাসে দধি, আশ্বিন মাসে দুগ্ধ এবং কার্ত্তিক মাসে বরবটি, কলাই, শীম প্রভৃতি ভোজন সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। লাউ, শীম, বরবটি, কলিম, পটল, বেগুন, মরিচ প্রভৃতি চাতুর্মাস্যে নিষিদ্ধ। বরবটি, শীম প্রভৃতি আমিষজাতীয় খাদ্যগুলি কার্ত্তিক মাসে বিশেষভাবে পরিত্যাজ্য। এই ব্রত-পালন-কালে রাজসীয় বিলাস-ব্যসন সম্পূর্ণরূপে বিসর্জ্জন করিতে হইবে।

চাতুর্মাস্য—বৈষ্ণবব্রত। কোন ব্যক্তি যদি মনে মনেও এই ব্রত আচরণ করেন তাহা হইলেও তিনি শত জন্মের পাপ হইতে বিমুক্ত হন। আর যে ব্যক্তি একাহারী, শান্ত, নিত্যস্নায়ী ও দৃঢ়ব্রত হইয়া মাসচতুষ্টয় শ্রীহরিপূজায় নিযুক্ত থাকেন তিনি বিষ্ণু-লোক প্রাপ্ত হন। যিনি ভূশয্যাশায়ী হইয়া এই মাসচতুষ্টয় শ্রীহরির অর্চ্চন করেন তিনি বৈষ্ণবী গতি লাভ করেন। কি পুরুষ, কি স্ত্রীলোক প্রত্যেকেরই এই ব্রতপালন বিধেয়। তৈল মর্দ্দন, মধু, পুষ্পোপভোগ তথা কটু, অম্ল, তিক্ত, মধুর, ক্ষার ও কষায় দ্রব্য পরিত্যাজ্য। দধি, দুগ্ধ, ঘৃত পক্ক-অন্ন প্রভৃতি গ্রহণেরও বিধি নাই, ক্ষৌর-কর্ম্মাদি চাতুর্মাস্যকালে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। সমর্থ থাকিলে এক দিন পর এক দিন ভোজন বিধেয়। স্মরণ রাখিতে হইবে যে শ্রীহরি-সেবাই মুখ্যবিধি। যাহাতে সেবার ব্যাঘাত হয় এরূপভাবে ভক্তৈরবাহ্যাচারেও কোনও সুবিধা হয় না। পক্ষান্তরে সেবার নামে ভোগে প্রমত্ত হইলে—শাস্ত্রানুসারে নিয়ম পালন না করিলেও ঘোর অপরাধে পড়িতে হয়। বার বার তব ও পূজাদ্বারা কৃষ্ণকে প্রসন্ন করিয়া বৈষ্ণবগণের সহিত মহাপ্রসাদ ও চরণামৃত স্বীকার করিতে হইবে। বৃদ্ধ-পীড়াদিবারা দেহকাকে শক্ত করিতে হইবে। নীরাজন করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে শয়ন করাইতে হইবে। অবশ্য বিষ্ণুমন্দির পূর্ব্বক ভূমিতে শয়ন করিতে হইবে।

"তোমার রুচিই খারাপ"

"অত্যাবল, অতুৰা পর্ব্বদোষ লইবন"

প্রমোদপুর রাজ্যের রাজধানী বিলাস-নগরে সেদিন আনন্দের স্রোত প্রবাহিত হইয়াছে। ফাল্গুন মাসের দক্ষিণ হাওয়া মালতি-মল্লিকা-যূথিকা-বেল-বকুল-গন্ধরাজ-গোলাপাদির সৌরভে ভরপুর হইয়া পিকদুলের 'কুহু কুহু'-কীর্ত্তনশ্রবণ করিতে করিতে নগরীতে প্রবেশ করিয়া অধিবাসি-গণের স্পর্শ ও ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের আনন্দবিধান করিতেছে। তদুপরি স্বয়ং রাজার আদেশ —"দরিদ্রগণকে যথেষ্ট ধন দান কর। নগরবাসিগণের ভোজের ব্যবস্থা কর এবং আমোদ-প্রমোদের যেন কোনও প্রকার ত্রুটী না হয়। ৭ দিন এইভাবে আনন্দের বন্যা প্রবাহিত রাখিতে হইবে।" পাঠকগণ বোধ হয় এখন এই সুসংবাদের কারণ জিজ্ঞাসা না করিয়া থাকিতে পারিবেন না। ইহার কারণ, রাজা বহু বৎসর অপুত্রক থাকিয়া ঐদিন কন্দর্পের ন্যায় অবয়ববিশিষ্ট একটী পুত্ররত্নের মুখ-দর্শনের সৌভাগ্য পাইয়াছেন।

পুত্র হইবার সঙ্গে সঙ্গেই রাজা একজন জ্যোতিষী ডাকিয়া পাঠাইলেন। জ্যোতিষী জন্ম তারিখ ও সময়াদি লিখিয়া লইয়া গেলেন। রাত্রি আসিয়া রাশিচক্র আঁকিতেই তাঁহার মুখ গম্ভীর হইল। তাঁহার ৭ বৎসরের পুত্র পিতার ঐ অবস্থা লক্ষ্য করিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিল। পুত্রটীর বয়স অল্প হইলেও বেশ চতুর এবং এই অল্প বয়সেই মধ্যেও পরোপকারিতা প্রভৃতি অনেক সদ্গুণের পরিচয় প্রদান করিয়াছে। পিতা বলিলেন—তোমার ঐ কথা শুনিয়া কাজ নাই। কিন্তু পুত্রটী বলিল—যে ঘটনা আপনার অন্তঃকরণকে ঐপ্রকারে পীড়িত করিতেছে তাহা আমার নিকট বলিলে আপনার মনঃক্লেশের অনেক লাঘব হইবে। অনিচ্ছা-সত্ত্বেও জ্যোতিষী পুত্রের নিকট কারণ না বলিয়া পারিলেন না। পুত্র তাহা শুনিয়া বলিলেন, এইজন্য ভাবিতে হইবে না। ভগবানের কৃপা হইলে আমি রাজপুত্রের সকল বিপদই বিনষ্ট করিতে পারিব। রাজা আমাদের অনেক উপকার করেন, তাঁহার অর্থাদি পাইয়াই আমাদের জীবিকা-নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। সুতরাং কৃতজ্ঞতা সূত্রে ও প্রয়োজন হইলে প্রাণ দিয়াও রাজপুত্রের হিত-সাধনে চেষ্টিত হইতে হইবে। আপনি রাজপুত্রের ঐসকল অমঙ্গলের কথা রাজাকে বলিবেন না।

জ্যোতিষী—রাজাকে ঐ কথা বলিবারও উপায় নাই, বলিলেই আবার তাঁহার জীবন যাইবে, আরও বিপদ এই যে তুমি যে যে উপায় অবলম্বন করিয়া রাজপুত্রের উপকার করিবে, তাহা তাঁহার প্রীতিপ্রদ হইবে না, আবার যদি তুমি কারণগুলি খুলিয়া তাঁহাকে বল তাহা হইলে তুমি পাথর হইয়া যাইবে।

পুত্র—যদি পাথর হইতেই হয়, হইব তাহাতে কি? কিন্তু পাথরত্ব হইতে পরবর্ত্তি-সময়ে উদ্ধার পাইবার উপায় কিছু নাই কি?

জ্যোতিষী—আছে, কিন্তু সে বড় কঠিন কথা। ঐ উপায়ের কথা স্মরণ করিলেই মনে হয়, উপায় আছে বলার চেয়ে উপায় নাই বলিলেই ভাল হইত—যদি রাজপুত্র স্বহস্তে তাঁহার পুত্রের রক্ত পাথরে প্রদান করে তাহা হইলে তুমি পাথরত্ব হইতে মুক্ত হইতে পার।

পুত্র—আপনি কোন চিন্তা করিবেন না। আমাকে পাথর হইতে হইবে না; অথচ রাজপুত্রের জীবনও রক্ষিত হইবে।

জ্যোতিষীর ঐ পুত্রটীর নাম মধুসূদন আচার্য্য। তাহার সৎস্বভাবের কথা শুনিয়া এবং তাহা লক্ষ্য করিয়া স্বয়ং রাজাও মুগ্ধ। রাজপুত্র তাহা ভক্তি দিতে শিখিয়াছে অবধি সে সর্ব্বদাই তাঁহার নিকট থাকে। এই-ভাবে একযুগ চলিয়া গিয়াছে। রাজপুত্রের বয়স এখন ১৩ বৎসর আর মধুসূদনের বয়স ২০ বৎসর কিন্তু লম্বা চোড়ায় রাজপুত্র মধুসূদন অপেক্ষা বড় দেখায়ই মনে হয়। উভয়েই একসঙ্গে খেলা করে। এখন রাজপুত্রের বিপদ আসিবার সময়। কাজেই মধুসূদন সর্ব্বদাই তাঁহার নিকট থাকে। একদিন উভয়ে বেড়াইতে বেড়াইতে অরণ্যে প্রবেশ করিয়াছে। এই সময় রাজপুত্রের কথা চিন্তা করায় মধুসূদনের মনে হইল—এইস্থানে আসা ভাল হয় নাই। একটী শৃগাল কোথা হইতে তাহার পশ্চাৎ ঘাঁটি ইবার জন্য রাজপুত্র তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিল। মধুসূদন প্রমাদ গণিল। শৃগালের সংসর্গে এই বনে রাজপুত্রের মৃত্যু হইবার কথা; তাই সে ছুটিয়া যাইয়া রাজপুত্রকে পশ্চাতে ফেলিয়া নিজেই শৃগালটীকে ধরিল। অন্তরে বাহিরে না পাইয়া রাজপুত্র মনে মনে চটিয়া গেল। কিন্তু বাহিরে কিছু বলিল না।

ষোল বৎসরের বিপদই রাজপুত্রের জীবন বিপদ্। এই সময়ে সে অত্যন্ত বল-শৌর্য্য প্রকাশ করিয়া প্রমোদপুর রাজ্য আক্রমণের জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া পিতার অনুমতি চাহিলেন। মধুসূদন সেই সময়ে রাজার নিকটে ছিল। সে বলিল—কুমারের বয়স এখন মাত্র ১৬ বৎসর। এসময়ে তাঁহার যুদ্ধে যাওয়া কিছুতেই উচিত নহে। আরও কয়েক বৎসর পরে দেখা যাইবে। রাজা মধুসূদনের কথাই শুনিলেন—রাজপুত্রকে যুদ্ধে যাইতে অনুমতি দিলেন না। এবার মধুসূদনের প্রতি রাজকুমারের অসন্তুষ্টি আরও বৃদ্ধি পাইল। এই বৎসর রাজপুত্র যুদ্ধে গেলে তাঁহাকে বন্দী হইয়া থাকিতে হইত।

পর বৎসরে রাজপুত্রের বিবাহ হইল। তাহার সহিত মধুসূদনও তাহার শ্বশুরালয়ে গেল। উভয়েই পৃথক্ থাকিতে বসিয়াছে। কিন্তু রাজপুত্রের বাটিতে সে বড় মৎস্যখণ্ড দেওয়া হইয়াছিল, মধুসূদন তাড়াতাড়ি তাহা উঠাইয়া বিড়ালকে দিল। পরি-বেশকগণ ও অন্যান্য সকলেই বিশেষ দুঃখিত হইল রাজপুত্রের মনের অবস্থা সকলেই অনুমেয়। ক্রোধে তাঁহার মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ হইল কিন্তু তথাপি বাহিরে কিছুই বলিল না। ঐ মৎস্যখণ্ডের কাঁটায় রাজ-পুত্রের মৃত্যু হইবার কারণ জানিত বলিয়াই মধুসূদন সকলের অসন্তুষ্টির পাত্র হইবে জানিয়াও ঐ কার্য্য করিয়াছে।

এখন সবচেয়ে বড় বিপদের কথা। রাজ-পুত্র সস্ত্রীক শয়ন করিয়া আছে। মধুসূদন সেই দিন ঐ ঘরের কোথাও লুকাইয়া আছে। গভীর রাত্রিতে একটী সর্প ঐ ঘরে প্রবেশ করিল। মধুসূদন উভয়ের নিদ্রার ব্যাঘাত কিছুমাত্র না করিয়া অতি সন্তর্পণে বিশেষ বুদ্ধিমত্তার সহিত সর্পটিকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া একটী পাত্রের মধ্যে রাখিল। দুর্ভাগ্যক্রমে এক বিন্দু রক্ত রাজ-পুত্রের স্ত্রীর শরীরে পড়িল। ঐ রক্তবিন্দু দেখিলেও রাজপুত্রের মৃত্যু হইবে। তার বিপদ্! এত চেষ্টাসত্ত্বেও তুমি কিছুতেই ছাড়িবে না! উপায়ান্তর না দেখিয়া মধুসূদন তুলা দিয়া অতি সন্তর্পণে উহা উঠাইল; কিন্তু অতিশয় সতর্ক হওয়া সত্ত্বেও রাজ-পুত্রের স্ত্রী জাগরিত হইল আর মধুসূদনও কার্য্যোদ্ধার হইয়াছে বলিয়া দৌড়িয়া পলাইল। কিন্তু রাজপুত্রের স্ত্রী দীপালোকেই তাহাকে চিনিয়া রাজপুত্রের নিকট মধুসূদনের বিরুদ্ধে এক গল্প বলিল। রাজপুত্র পূর্ব্ব হইতেই মধুসূদনের প্রতি অসন্তুষ্ট ছিল। এই ঘটনায় তাহার ধৈর্য্যের বাঁধ টুটিয়া গেল এবং মনে মনে অনু-

দুঃখের হ তাকাইয়া আক্ষেপোচ্ছে বলিল—"সত্য বল, তুমি এই প্রকার অসৎকর্ম কেন করিলে, নতুবা এখনই তোমার গর্দান লইব। অনেক দিন ধরিয়া আমাকে বধ করিবার সুযোগ তোমাকে দিয়া রাখিয়াছি।"

মধুসূদন—রাজপুত্র, আমি যাহা করিয়াছি সকলই তোমার হিতের জন্য, কিন্তু যদি খুলিয়া বলি তাহা হইলে এখনই পাথর হইয়া যাইব। বল, কি করিব?

রাজপুত্র—তোমার চাতুরী রাখিয়া দাও, তোমার কিছুই খাটাপ। ঐ সকল চালাকী কথায় চলিবে না। সত্য বল, নতুবা এখনই গর্দান লইব। এই দেখ আমার হাতে অসি রহিয়াছে।

মধুসূদন দেখিল—না বলিলে মৃত্যু, আর বলিলে পাথরত্ব-প্রাপ্তি। বরং পাথরত্ব হইতে উদ্ধার পাইবার উপায় আছে। এই সকল বিষয় চিন্তা করিয়া মধুসূদন বলিল—"রাজকুমার, বলিতেছি—ঘটনাগুলি একে একে সকলই খুলিয়া বলিতেছি। তৎপূর্বে একটী কথা বলিয়া রাখি। আমাকে বন্ধু বলিয়াই মনে করিয়া আমার পাথরত্ব-প্রাপ্তিতে তোমার মনে অতিশয় ক্ষোভ হইবে। সেই ক্ষোভ হইতে পরিত্রাণের একটী উপায় আছে। কিন্তু তাহাও বড়ই ভীষণ ও নির্দয় কাণ্ড। তথাপি তোমার ক্ষোভজনিত অপরোধের জন্য তাহা বলিতেছি। তোমার জ্যেষ্ঠ পুত্রের রক্তধারা যদি আমার পাথর-দেহের স্নান করাও তাহা হইলে আমি পুনরায় এই শরীর প্রাপ্ত হইব।" এই সকল কথা বলিয়া মধুসূদন আনুপূর্বিক সকল ঘটনা খুলিয়া বলিল, আর অমনিই পাথরত্ব প্রাপ্ত হইল। রাজকুমার তখন আপনার নির্বোধতা বুঝিয়া বিস্ময়াপন্ন হইল। দেব-ঘটনার প্রমাণ-স্বরূপ ঘরে একটী পাত্রে বিষাক্ত অবস্থায় তাহার আকৃতি সর্পটিও দেখিতে পাইল। প্রকাশ, পুত্রের জন্মের পর রাজপুত্র নিজ তনয়ের রক্তধারা বন্ধুর পাষাণ-দেহ পুনরায় মনুষ্যদেহে পরিণত করিয়াছিল।

ঘৃণিত অভিযোগে মধুসূদনের প্রতি রাজপুত্রের যে ক্রোধ হইয়াছিল, পারমার্থিক পক্ষে এই প্রকার বাক্যে পর প্রকাশ করায় শ্রীগৌরের পাঠকগণ নিশ্চয়ই আমার উপর তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী অসন্তুষ্ট হইবেন। আমি তাঁহাদের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া নিবেদন করিতেছি যে, বাল্যকালে শ্রুত এই ঘটনাটির দ্বারা বৌদ্ধসিদ্ধান্তের উপদেশাবলী কি-প্রকারে বুঝান যাইতে পারা যায় তজ্জন্য প্রমাণবিশিষ্ট হইয়াই এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি। রাজপুত্রের মৃগয়ার পর্য্যাবসান যদি অন্যাভিলাষিতা, অপর রাজ-কন্যার রূপ, সংকল্পনাদি 'সর্প' আখ্যান

যোগ এবং স্ত্রীর সঙ্গে সর্পভক্ষণর্দ্ধ জ্ঞানের প্রবাদের সঙ্গে তুলনা করা যায়, তাহা হইলে দেখিতে পাইব—প্রকৃত আচার্য্য মধুসূদন ঐ মধুসূদনকে বিনাশ করিয়া সকলই সংসারসাগরে, মনে মনে নিজকে রাজপুত্র-জ্ঞানকারী ব্যক্তিগণের নিত্য-কল্যাণ বিধান করিয়া থাকেন।

অন্যাভিলাষিতা—দুষ্ট মৃগয়ার অনুসরণপূর্ব্বক যে কোনও উপায়ে উদর-পূর্ত্তির চেষ্টা। ঐ চেষ্টায় অপরের বিশেষ অনিষ্ট হয় বলিয়া তাহাদের হস্তে নিধন-প্রাপ্তির সম্ভাবনা।

কর্ম—সুকর্মই হউক, আর কুকর্মই হউক, মায়াদেবীর বন্ধনেই আমাদিগকে আবদ্ধ করিয়া থাকে। ভোগ করিতে যাইয়া ভোগের বন্দী হইয়া অর্থাৎ অপরের ভোগ্য হইয়া অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় যায়।

হঠযোগাদি অভ্যাস করিয়া মানবগণ সাধারণতঃ কিছু ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইলেই তাহাতেই বুজরুগি দেখাইতে আরম্ভ করে। ঐ বুজরুগিই সর্পের কণ্টকের ন্যায় তাহার প্রাণান্ত হইবার কারণ হইয়া দাঁড়ায়।

শুষ্কজ্ঞানী নির্বিশেষ-লোকের আলোকে আত্মবিনাশ করিয়া থাকে মাত্র। ভোগ-জ্ঞানে ঐ আলো দর্শনমাত্র পতঙ্গের ন্যায় আমাদের আত্মলীলার—আত্মবৃত্তিস্ফূর্তির সকল আশা-ভরসার ইতি হইয়া থাকে।

পতিতপাবন শ্রীগুরুপাদপদ্ম আমাদিগকে ঐসকল হইতে অতিশয় কৌশলে উদ্ধার করিয়া থাকেন। যদি ঐসকল পরিত্যাগের কথা প্রথমমুখে আমরা শুনিতে পাই, তাহা হইলে আমাদের লক্ষভ্রষ্ট হইবারই সম্ভাবনা বেশী। সুকর্ম-যোনিপ্রাপ্ত ইন্দ্রের ইতিবৃত্ত তাহার সাক্ষ্য-রূপে বর্তমান। যখন শ্রীগুরুপাদপদ্ম দেখেন—আমরা ঐ সকলেরই বশীভূত হইয়া তাঁহার মঙ্গলময়-চেষ্টা অমঙ্গলরূপে ধরিয়া লইতেছি, তৎকালে তিনি নিস্তব্ধ থাকেন। যখন আসক্তির বস্তু ত্যাগ করিয়া তাঁহার অনুগমন করি, তখন তিনি আনন্দিত চিত্তে পুনরায় তাঁহার আচার্য্য-লীলা প্রদর্শন করেন। তাই বলি, আমরা বুঝি আর না বুঝি তিনি আমাদের একমাত্র উপকারী—একমাত্র হিতকারক।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

পরমার্থ-জিজ্ঞাসুর অবশ্যপাঠ্য

ভিক্ষা :—১ম খণ্ড—৵০ ; ২য় খণ্ড —১৲ ; ৩য় খণ্ড—৵০ ৪র্থ খণ্ড—৵০

সুবর্ণ সুযোগ

[শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী]

বর্তমানে কলিকাল। 'কলি' অর্থে বিবাদ-বিসম্বাদ, অত্যধিক তর্কাদি ব্যাপার বিশেষকেই বুঝায়। ইদানীং আমরা প্রত্যক্ষকেও তাহাই দেখিতেছি। বিবাদ-বিসম্বাদ, একে অন্যের অপকার করা, নানারূপ নূতন নূতন আধিব্যাধির আক্রমণ, ভূমিকম্প, ঝটিকাবর্ত প্রভৃতি দৈবদুর্যোগ প্রভৃতি লাগিয়াই আছে। অনেকে হয়ত বলিবেন, জগৎ খুব উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছে ও হইতেছে, যান্ত্রিক-সুবিধা এই যুগকে সুখশান্তি-মণ্ডিত করিয়াছে। আমরা কিন্তু সে কথা সম্পূর্ণ মানিয়া লইতে পারি না, যান্ত্রিক সভ্যতায় একদিকে যেমন আমাদের সুবিধা কিছু কিছু আছে অপরদিকে তেমন অসুবিধাও রহিয়াছে। বিশেষ কথা যতই সুবিধার পথ এ যুগে আবিষ্কৃত হউক মানুষ কিন্তু সুখে স্বচ্ছন্দে পূর্ব যুগের ন্যায় এই যুগে কালযাপন করিতে পারিতেছে না; অধিকন্তু, মনোবাধা, রোগশোক প্রভৃতিতে কি রাজা, কি প্রজা, কি ধনী, কি দরিদ্র সকলকেই এই যুগে বিশেষভাবে নিপীড়িত হইতে হইতেছে।

কলিকালে এত অসুবিধা বা কলিযুগ সমস্ত দোষের আকর হইলেও তাহার একটি মহান্ গুণ আছে। শ্রীমদ্ভাগবত (১২।৩।৫১) আমাদিগকে উৎসাহে বলিয়াছেন—

"কলের্দোষনিধে রাজন্নস্তি হ্যেকো মহান্ গুণঃ।
কীর্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তসঙ্গঃ পরং ব্রজেৎ॥"

—হে রাজন্, কলির দোষরাশির মধ্যেও একটী মহান্ গুণ দেখিতে পাওয়া যায়, কৃষ্ণের কীর্তনমাত্রেই জীব বন্ধনমুক্ত হইয়া ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হয়। সুতরাং এবংবিধ সুবর্ণসুযোগ আর কোথায় পাওয়া যাইবে? অন্যান্য যুগে ধ্যান-ধারণাদির দ্বারা, যাগযজ্ঞাদির দ্বারা অথবা উৎকট তপস্যাদির দ্বারা যাহা সুলভ হইত না কলিযুগে সেই দুর্লভ বস্তু একমাত্র কৃষ্ণকীর্তন করিলে সুলভ হয়। তাই শাস্ত্রকার উচ্চরবে কীর্তন করিয়াছেন—

ধ্যায়ন্ কৃতে যজন্ যজ্ঞৈস্ত্রেতায়াং
দ্বাপরেঽর্চ্চয়ন্।
যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সংকীর্ত্য
কেশবম্॥

—সত্যযুগে ধ্যান, ত্রেতায় যজ্ঞানুষ্ঠান, দ্বাপরে পরিচর্য্যা দ্বারা যে ফল লাভ হয়, কলিযুগে একমাত্র হরিনাম-কীর্তনেই অনায়াসে সেই ফল লাভ হইয়া থাকে।

কলিহত জীবের পক্ষে শ্রীনামকীর্তন ব্যতীত সংসারমুক্তির গত্যন্তর নাই। পরন্তু শ্রীনামও কলিকালে পরমকৃপাবশে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহার (শ্রীনামের) শুভবুদ্ধিও এই কলিযুগে অকাতরে অবিচারে সর্ব্বত্র অকাতরে দান করিতেছেন। সুতরাং এবংবিধ সুবর্ণসুযোগ যিনি বরণ না করিবেন তাঁহার ন্যায় দুর্ভাগা ও বঞ্চিত জন আর কে?

কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ অবতার।
নাম হৈতে হয় সর্ব জগৎ-নিস্তার॥
নাম বিনা কলিকালে নাহি আর ধর্ম।
সর্ব-মন্ত্র-সার নাম এই শাস্ত্রমর্ম॥

অন্যান্য যাবতীয় সৎকর্ম সম্পাদিত না হইলে ফলপ্রদ হয় না। এমন কি অনেক-স্থলে সদনুষ্ঠানে কোনওরূপ ত্রুটী পরিলক্ষিত হইলে বিপরীত ফল লাভ হয় কিন্তু শ্রীনামের পতিতপাবনত্ব সম্বন্ধে মহাজনগণ বলিয়াছেন—

আকৃষ্টিঃ কৃতচেতসাং সুমনসামুচ্চাটনং
চাংহসা-
মাচণ্ডালমমূকলোকসুলভো বশ্যশ্চ
মুক্তিশ্রিয়ঃ।
নো দীক্ষাং ন চ সৎক্রিয়াং ন চ
পুরশ্চর্য্যাং মনাগীক্ষতে
মন্ত্রোঽয়ং রসনাস্পৃগেব ফলতি শ্রীকৃষ্ণ-
নামাত্মকঃ॥

পদ্যাবলীতে ১৮অঙ্কধৃত শ্রীধরস্বামিকৃত শ্লোক]

—ত্রিগুণাতীত মুক্তকুলের চিত্তের আকর্ষক-স্বরূপ, পাপপুণ্যের উন্মূলনকারী, চণ্ডাল হইতে আরম্ভ করিয়া বাক্‌শক্তিবান্ ব্যক্তিমাত্রেরই সুলভ, মুক্তিরূপ ঐশ্বর্য্যের বশকারী,—এবম্ভূত শ্রীকৃষ্ণনামস্বরূপ এই মহামন্ত্র রসনাস্পর্শমাত্রেই ফলদান করেন, দীক্ষাদি সৎকার্য্য বা পুরশ্চরণ, এসকলকে কিঞ্চিন্মাত্রও অপেক্ষা করেন না। সুতরাং এই প্রকার সুলভ শ্রীনামগ্রহণ করিয়া আমরা যদি নিত্যমঙ্গল বরণ না করিলাম, অযাচিতভাবে প্রাপ্ত শ্রীনামরূপ সুবর্ণসুযোগকে যদি গ্রহণ না করিলাম তাহা হইলে আমাদের ন্যায় শোচ্য আর কে?

সংসাররূপ দুস্তরজলধি হইতে উত্তরণের সুপটু নৌকা একমাত্র আমাদের এই বর্তমানে যাহা সুলভ হইয়াছে সেই মানবতনু। শ্রীগুরুদেবও কালজীবের দুর্দশার অন্ত নাই দেখিয়া কৃপাপূর্বক আবির্ভূত হইয়াছেন এবং কর্ণধাররূপে আমাদিগকে পারে লইয়া যাইবার জন্য উচ্চস্বরে আহ্বান করিতেছেন। সুতরাং এবংবিধ সুবর্ণসুযোগ আমরা বরণ করিয়া যদি সংসার-জলধি হইতে উত্তীর্ণ হইতে চেষ্টাবিশিষ্ট না হই তাহা হইলে আমাদের সে দুর্ভাগ্যের জন্য দায়ী কে হইবে? তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন—

নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্লভং
প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারম্।
ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং
পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা॥

(ক্রমশঃ)

শুদ্ধভক্তি মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ

(আকর-মঠরাজ)

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ গজ উত্তর-পূর্বে শ্রীবল্লালদিঘির তীরে শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্যমঠ বিরাজমান। এই স্থান সর্বশ্রেষ্ঠ-তীর্থ, সরবিদ্যাপীঠ বা সাক্ষাৎবৈকুণ্ঠ। এই মঠাভ্যন্তরে শ্রীভক্তিবিনোদ প্রভৃতি মহাজনগণের শাস্ত্রালোচনা, অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারী ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের স্বীয় বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র 'নদীয়া-প্রকাশ', সাত্বত সম্প্রদায়ে অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থাদি প্রকাশকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতি বৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীসহ কীর্তন-প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি তথায় অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত সুবিমল ভক্তি-ধর্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভজনমন্দিরে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দজীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক আলোচনা হয়। এই মঠ হইতে মহানগরীর সর্বত্র হরিকথা-প্রচার, মহানগর-সঙ্কীর্তন, বক্তৃতা, ব্যাখ্যা ও সঙ্কীর্তন-সভা-মহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান হয়। মঠরক্ষক—মহামহোপদেশক আচার্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া সহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী সেবাকোবিদ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রঙ্গস্থলী এখানে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্তমান, রক্ষক—শ্রীবর্ণিত অধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্তমান। রক্ষক—গোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

(৭) কাজীর সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক।

(৮) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও রাধামাধবের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান দাস ব্রহ্মচারী।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড়, (বর্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(১০) মোদদ্রুম-ছত্র "গৌড়ের নৈমিষ"

মাউগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্ধমান)।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান। শ্রীগৌরনিত্যানন্দের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীবঙ্কুবিহারী ব্রজবাসী, ভক্তিভূষণ।

(১১) শ্রেষ্ঠিয়া কুঞ্জকানন

শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্তী,

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীনরোত্তমানন্দ ব্রহ্মচারী

(১২) কুঞ্জকুটীর—পোঃ কৃষ্ণনগর,

নদীয়া। রক্ষক—শ্রীঅনুভবানন্দ অধিকারী

(১৩) ভাগবত-আসন—পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

এই স্থান হইতে ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচারিত হয়। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৪) একায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ চাকদহ, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য গোস্বামী ভক্তিস্বভাব।

(১৫) মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(১৬) মাধ্বগৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, পোঃ ঢাকা

পূর্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বা-গিরিধরের সেবা বর্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ।

(১৭) গোপালজীউমঠ—কমলাপুর, (ঢাকা)

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান। রক্ষক—শ্রীবনমালী দাস ব্রজবাসী।

(১৮) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)।

এখানে শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীসনাতিক ব্রহ্মচারী

(১৯) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

রমনা, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য অধ্যাপক শ্রীসুন্দর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২০) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মালু, (ঢাকা)

এখানে বহু পুরাতন শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(২১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্ধমান)।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারীর নিত্য-সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীনরেন্দ্র দাসাধিকারী,

(২২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ভুমুরকোণা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী।

(২৩) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকনিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে গুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান্দাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত।

(২৪) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী।

(২৫) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগড়, পোঃ বক্সীবাজার, (কটক)

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদবিনোদজীউর নিত্যসেবা বর্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর

(২৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর পুরী,

শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন।

(২৭) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্বত, পোঃ পুরী উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদরাধারমণজীউর নিত্যসেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীগদাধর অধিকারী

(২৮) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়ানন্দের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী দাসাধিকারী।

(২৯) রায়ানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, জেলা গোদাবরী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্তমান। মঠরক্ষক—শ্রীনিমাইচরণ দাসাধিকারী ভক্তিলোচন।

(৩০) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪২নং কাশিপুরা, বেনারস সিটি

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্বাকাশীনাথের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীসর্বেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(৩১) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন গোস্বামী

(৩২) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর

এখানে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠশালা ও গৌরবিনোদ-বিলাসজীউর সেবা বর্তমান।

রক্ষক—শ্রীসত্যনারায়ণ দাসাধিকারী।

(৩৩) কৃষ্ণচৈতন্য মঠ

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

এখানে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিত্য-সেবা হয়। রক্ষক—শ্রীঅর্জুন ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠ

স্বামীঘাট মথুরা

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ

(৩৫) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ—শ্রীরাধাকুণ্ড

রক্ষক—শ্রীরাধারমণচরণদাস ব্রহ্মচারী

(৩৬) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৩৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ

দেবগাঁও, পোঃ গোহানা, জেলা গুজরাট (পাঞ্জাব) রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রজবাসী।

(৩৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং কুইন্স রোড, নিউ দিল্লী।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্বিকাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসম্বন্ধ তুর্যাশ্রমী

(৩৯) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল।

এখানে গৌরবিনোদজীউর সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীবনগোপাল অধিকারী।

(৪০) সারস্বত-গৌড়ীয় মঠ

কাছার সাহারণপুর, চট্ট, দি

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিস্বরূপ গিরি

(৪১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ রায়পেটা মাদ্রাজ।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীপাদ সর্বানন্দ ভক্তিবিলাস

(৪২) বোম্বে-গৌড়ীয়-মঠ কার্যালয়

গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, ভোটানি বিল্ডিং, বাংলো নং ১, বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ দেবশর্মা মজুমদার।

(৪৩) অমরজি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমরজি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীমহেশ্বর দাস অধিকারী

(৪৪) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্চকা, কামরূপ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী

(৪৫) পাটনা গৌড়ীয় মঠ

১০০ মিঠাপুরা, পাটনা।

রক্ষক—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী বাগভূষণ

(৪৬) গয়া গৌড়ীয় মঠ

হিল সাইড, চার্চ রোড, গয়া

রক্ষক—উপদেশক শ্রীসর্বেশ্বর দাসরত্ন

(৪৭) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠ বালেশ্বর

রক্ষক—শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ-কার্যালয়

৩ গ্ল্যাডস্টোন হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, এস ডব্লিউ ৭, লণ্ডন

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন

(৪৯) বার্লিন গৌড়ীয়মঠ কার্যালয়

Berlin W. 30

Eisenacher strasse 29 II

(৫০) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ কার্যালয়

৩৫০ নং ডালহৌসী ষ্ট্রীট রেঙ্গুন।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড প্রত্যেক ১৮৲
প্রত্যেক খণ্ডের প্রতিখণ্ড ।৶০
২। শাস্ত্রসম্মত বিবৃতি শ্রীচৈতন্যভাগবত ৩৲
৩। অমৃত-প্রবাহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৩৲
৪। সংস্কৃত-পত্রী ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড৷০ ৩—১৲, ৩য় খণ্ড—৸
৪ ৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—১৲, ২য় খণ্ড ৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব—১৲
৮। সংক্রমসার—দীপিকা ও সংস্কৃত-দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণব ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধকজীবনমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিচার-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ।০
১৮। ব্রাহ্মণ-আস্‌ত্র ।০
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵০
২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৷৵০
২২। ভজন-রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ ও (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
২৬। গীতার কেবল মাত্র-ভাষা ।০
২৭। দুর্জ্জনমুখচপেটিকা অপসৌরভ্য মাহাত্ম্য ২৲
২৮। বেদান্তদর্শন মাহাত্ম্য ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸
৩০। দীন-বিশ্বদর্পণ ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৶০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা ৵১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি ৵০
৪১। গীতাবলী ৵০
৪২। চিত্রে নবদ্বীপ ১।০
৪৩। সাধককণ্ঠ ৵০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৵০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৵০
৪৬। অর্চ্চনপদ্ধতি ৵০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৵০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৵১০
৪৯। অমৃতবাণী ৷৵০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম খণ্ড) ৩৲
৫১। রত্নসংগ্রহ ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। বেদান্তকৌস্তুভঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-নির্ণয় ০
৫৫। আর্য্যশাস্ত্রাবলী ও মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৵০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যান্বিত) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। নামবাণী ৵০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত সারঃ ।০
৬১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিবিধঃ ।০
৬২। সচিত্র শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৬৩। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৪। সাধনার শিক্ষাষ্টকম্ ৷৵০
৬৫। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ৵০
৬৬। মায়াবাদশতদূষণম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৭। রায় রামানন্দ ।০
৬৮। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন্ বেদান্ত ।০
৬৯। ব্রাহ্মণত্ব ।০
৭০। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজি অ্যাণ্ড অন্টোলজি ।০
৭১। ডিভোশন্ ওয়ার্ল্ডস ৷৵০
৭২। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।০
৭৩। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৪। রেপোর্ট গৌড়ীয়মঠ টক্ কুটীর ৵০
৭৫। দি ভাগবত ।০
৭৬। ভ্যেদিক প্রিন্সিপ্‌ল্ অ্যাণ্ড অ্যাপ্লায়েড থিওলজি ।০
৭৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২।০
৭৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম ভাগ) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৭৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮০। সাধন-পথ ।০
৮১। কল্যাণ-কল্পতরু ৵১০
৮২। গীতাবলী ৵০
৮৩। শরণাগতি ৵০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৪। শরণাগতি ৵০

তেলগু ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ৭৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠ ভূষণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ সর্ব্বত্র মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-জনিত জীর্ণ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ ... ইহার গুণ ... পরীক্ষা করিয়া দেখুন যে আপনার স্বাস্থ্য সাধক ... ছোট বোতল ৷৵০ আনা, বড় বোতল ১৶০ আনা। প্যাকিং ৮৫ বৎসর।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক জে. বি. দত্ত এণ্ড কোং-এর

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন প্রকারে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে. বি. দত্ত এণ্ড কোং
কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার
কলিকাতা

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণে লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে বর্ণানুক্রমিক শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও
শ্রীমদ্ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ ভক্তিসুধাকর ... এম্, এ, এল, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

[ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

[illegible] (Foreward) [illegible] (Prefaces), [illegible] (Contents) [illegible] (Index Glossary) [illegible]

ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—বাগবাজার গৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জেলা—নদীয়া।

শ্রীধাম মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার নিকটে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিশেষ্ট। ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—[illegible] ইংরেজী পাক্ষিক পত্র একাদশীতে প্রকাশিত হয়। [illegible] টাকা [illegible] কলিকাতা বাগবাজার গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

২। গৌড়ীয়—[illegible] সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক [illegible] টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত [illegible] শ্রীনবদ্বীপ হইতে প্রকাশিত। [illegible]

৪। [illegible]—[illegible] সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। [illegible] হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা [illegible] টাকা মাত্র।

৫। [illegible]—[illegible] সম্পাদিত। [illegible] হইতে প্রকাশিত [illegible]

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

[illegible]

প্রাপ্তিস্থান — শ্রীচৈতন্যমঠ

[illegible]

সচিত্র
নবদ্বীপ পঞ্জিকা

ভিক্ষা—মাত্র ৵০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ

পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৪৩,	১০—৫১,	১৩—২২	১৭—৩৮,	১৯—৩৪
স্বরূপগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	১৯—৫৫
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩০	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—১২

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

ভাড়ার তালিকা

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৫৫	৯-২৫	১২-১০	১২-৩০	১৫-৩৬	১৮-৩১
স্বরূপগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১২-১১	১২-৪২	১৫-৪১	১৮-৫৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-৫১	১৩-১২	১৬-১১	১৯-১১

রবিনসনের পেটেন্ট বার্লি

গুণাবলীয় সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিশুদ্ধ এবং সর্ব্বাপেক্ষা আরামদায়ক পানীয়

অন্য বার্লি কিনিবেন না

জ্বর জ্বর অবস্থাতেও খুব আশ্চর্য্যজনক কার্য্য করিবে

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'শ্রীমায়াপুর' নবদ্বীপ

দৈনিক

REG. NO C. 1544

উদ্বোধনোপনিষদ্
বহু অধ্যয়ের ফল ও [illegible]
[illegible] । কাগজ ও
ছাপা অতি উত্তম।
ভিক্ষা ।০ মাত্র
উদ্বোধন,
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

"গৌড়ীয়"
৭ম বর্ষ হইতে
১১শ বর্ষ পর্যন্ত
প্রতি বর্ষ কাপড়ে
বাঁধাই
ভিক্ষা ৩৷০ মাত্র।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
বাগবাজার, কলিকাতা।

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচার-নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১০ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৩০শে আষাঢ়, সোমবার ১৩৪২, ১৫ই জুলাই ১৯৩৫ [১১৪তম সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

জাপানে আবার প্রবল ভূমিকম্প
টোকিও হইতে একশত মাইল দূরে

টোকিও'র একশত মাইল দক্ষিণপশ্চিম দিকে অবস্থিত শিজোকা জেলা প্রবল ভূকম্পনে আলোড়িত হইয়াছে। শিজোকা সহরে অনেক ঘরবাড়ী ভূমিসাৎ হইয়াছে। তথায় আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছে এবং সংবাদ আদান প্রদানে বিঘ্ন উপস্থিত হইয়াছে। টোকিও'তেও কম্পন অনুভূত হইয়াছিল, কিন্তু কোন ক্ষতি হয় নাই। ভূমিকম্পের ফলে ২৪ জন নিহত ও ৫৮ জন আহত হইয়াছে। ৫৭টি বাড়ী ধ্বংস হইয়াছে এবং অগ্নিকাণ্ডের ফলে অনেক বাড়ীর ক্ষতি হইয়াছে।

দেরাদুনের সামরিক বিদ্যালয়

১৯৩৫ সালের ১০শে আগষ্ট হইতে দেরাদুনের ভারতীয় সামরিক বিদ্যালয়ের যে বৎসর আরম্ভ হইবে, সেই বৎসরের জন্য ভারতীয় শিক্ষার্থীরূপে ভারতীয় সৈন্যগণের মধ্য হইতে ১৯ জনকে গ্রহণ করা হইয়াছে। একখানি সরকারী ইস্তাহারে উপরোক্ত ১৯ জনের নাম দেওয়া হইয়াছে। ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, স্বাভাবিক অবস্থায় ১৫ জন লওয়ার কথা ছিল; কিন্তু কয়েকজন শিক্ষার্থী তাহাদের শিক্ষা অসমাপ্ত রাখিয়াই বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়াছে বলিয়া যে সকল স্থান খালি হইয়াছে, তাহাতে নূতন শিক্ষার্থী গ্রহণ করার সুবিধা হইয়াছে। তাই ১৯ জনকে লওয়া সম্ভবপর হইয়াছে।

চীনে প্রবল বন্যা
তিন হাজার নর নারীর প্রাণনাশ

হোনান প্রদেশের ইয়েনচে নগরী বন্যা প্লাবিত হইয়া গিয়াছে। চীনা রিপোর্টে যে হিসাব পাওয়া গিয়াছে তাহাতে দেখা যায়, মৃত্যু সংখ্যা দুই হাজার। উক্ত রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, হোনান-প্রদেশের ইয়েনচেং গ্রামটি নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে এবং এক হাজার গ্রামবাসী জলমগ্ন হইয়াছে।

বোম্বাইয়ে রবার টায়ারের কারখানা স্থাপনের আয়োজন

কোনও বিদেশী কোম্পানী বোম্বাইয়ে রবারের টিউব ও সলিড টায়ার প্রস্তুত করিবার কারখানা স্থাপনের আয়োজন করিতেছে বলিয়া জানা গিয়াছে। উহার মূলধন হইবে ৫০ লক্ষ টাকা। কোম্পানী সমগ্র মূলধন স্বদেশ হইতে সংগ্রহ করিবে। বোম্বাইয়ে প্রচুর কাঁচামাল এবং বহু নিপুণ শ্রমজীবি আছে বলিয়া কারখানা স্থাপনের জন্য ঐ স্থান মনোনীত হইয়াছে। বোম্বাইয়ে বিদ্যুৎ অত্যন্ত সস্তা। প্রস্তাবিত কোম্পানীর একজন প্রতিনিধি নাকি কোনও বিশিষ্ট হাইড্রো-ইলেকট্রিক কোম্পানীর সহিত ৫ হাজার কোটি ইউনিট বিদ্যুৎ সরবরাহের কথাবার্তা স্থির করিয়াছেন। সহরের এলাকার মধ্যে কারখানা স্থাপনের জমির জন্য বোম্বাই ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাষ্টের সহিত কথাবার্তা চলিতেছে। অনুমান হয় যে, আগামী বৎসরের প্রথম হইতেই কারখানার কাজ আরম্ভ হইবে।

আসামে মূক-বধির বিদ্যালয়

আসাম প্রদেশে মূক ও বধিরের সংখ্যা ৭০০ জনের কম নহে। তথাপি এই প্রদেশে মূক ও বধিরের শিক্ষার জন্য কোন বিদ্যালয় নাই। তবে আসাম হইতে প্রেরিত ২০ জন মূক বধির কলিকাতায় যাইয়া তথাকার বিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করে তন্মধ্যে ৩ জন আসাম সরকারের বৃত্তি ভোগ করিয়া থাকে। ভারতের মূক ও বধিরদিগের শিক্ষা কার্য্যে অভিজ্ঞ শিক্ষকগণের যে সমিতি আছে, তাহার পক্ষ হইতে সম্প্রতি একজন প্রতিনিধি শিলং সহরে আসিয়াছিলেন। আসাম প্রদেশে একটি মূক-বধির বিদ্যালয় স্থাপন করা যায় কিনা, এই সম্বন্ধে তদন্ত করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। তিনি আসাম গবর্ণরের শাসন পরিষদের সদস্য রায় বাহাদুর প্রমোদচন্দ্র দত্ত, মন্ত্রিবর, শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর এবং অন্যান্য সদস্য ব্যক্তিগণের সহিত পরামর্শ করিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন যে আসাম প্রদেশে মূক ও বধিরের জন্য কোন বিদ্যালয় স্থাপিত হইলে তাঁহারা যথাসাধ্য সাহায্য করিবেন।

চলন্ত ট্রেণে দুঃসাহসিক ডাকাতি

বস্তির ম্যাজিষ্ট্রেট মীর্জ্জা আব্দুল্লীন আমেদ ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৯৫।৩৯৭ ধারা মতে চন্দ্রেশ্বর, জগাতি, সাধুরি, ভরি এই চারজনকে বিচারার্থ দায়রা সোপর্দ্দ করিয়াছেন।

আসামীরা বস্তি জিলার ওয়াল্টারগঞ্জ ও টিনিচ ষ্টেশনের মধ্যে এক চাঞ্চল্যকর ট্রেণ ডাকাতির সহিত সংশ্লিষ্ট। বাভনন টিনিচ কলের মনরাজ নামে জনৈক কর্মচারী ২ হাজার ২ শত ৮২ টাকা সঙ্গে লইয়া বস্তি হইতে ট্রেণযোগে বাভনন যাইতেছিলেন। আসামীরা তাঁহাকে বস্তি হইতেই অনুসরণ করে। ট্রেণ ওয়াল্টারগঞ্জে পৌঁছিলে আসামীরা ইণ্টার ক্লাসের যে কামরায় মনরাজ ছিলেন সেই কামরায় তাহাদের দলের নেতা উদয়রাজ সিংহের নেতৃত্বে প্রবেশ করে। মনরাজ ব্যতীত ঐ কামরায় এলাহাবাদের জনৈক অধ্যাপক ও জনৈক সাব-ইন্সপেক্টার ছিলেন। ট্রেণ চলিতে আরম্ভ করিলে উদয়রাজ মনরাজের চক্ষুর মধ্যে এক প্রকার চূর্ণ নিক্ষেপ করিয়া তাহার দৃষ্টি বিভ্রম ঘটায়। সঙ্গে সঙ্গে তাহার দলের লোকেরা মনরাজকে প্রহার করিয়া টাকার থলিয়া কাড়িয়া লয়। এই সময় অধ্যাপককে কয়েকজনে মিলিয়া ধরিয়া রাখে। অপর যাত্রী সাব-ইন্সপেক্টার ঘুমে অচেতন থাকেন। আসামীরা অতঃপর টাকার থলিয়া ট্রেণের বাহিরে নিক্ষেপ করিয়া একে একে চলন্ত ট্রেণ হইতে লাফাইয়া পড়ে। রেল কর্তৃপক্ষ ও পুলিশ ঘটনার সংবাদ পাইয়া অবিলম্বে তদন্ত আরম্ভ করিয়া দেখিতে পায় যে, তখন অপরিচিত আহত অবস্থায় লাইনের পার্শ্বে পড়িয়া আছেন। তাহাদের মধ্যে একজনকে নিহত অবস্থায় পাওয়া যায়। লুণ্ঠিত টাকা সম্পূর্ণ উদ্ধার হইয়াছে।

মেঘনায় খেয়ানৌকা জলমগ্ন

মেঘনা নদীতে একটি খেয়া নৌকা জলমগ্ন হইবার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

৪০ জন যাত্রী ও মালপত্রাদি সহ একখানা খেয়া নৌকা নোয়াখালী সহরের দক্ষিণে ৬ মাইল দূরে অবস্থিত মেঘনা নদীর জাহাজের চরে যাইতেছিল। নৌকাখানি গন্তব্যস্থলের অর্দ্ধ মাইল দূরে থাকিতে প্রবল ঝটিকায় মধ্য নদীতে যাত্রীসহ উল্টাইয়া যায়। কয়েকখানি নৌকা যাত্রীদের সাহায্যে অগ্রসর হয়। সৌভাগ্যক্রমে সব কয়টী যাত্রীরই প্রাণরক্ষা হইয়াছে।

নমো ভগবতে নারায়ণায়

৩০শে আষাঢ়, সোমবার ১৩৪২

বেকার সমস্যা এক ভীষণ সমস্যা। ইহার প্রতিকারের নানা প্রকার উপায় আলোচিত হইয়াছে; কোন কোনও স্থানে এই সমস্যা সমাধানের চেষ্টাও কিছু কিছু কার্য্যে পরিণত হইয়াছে, কিন্তু অবস্থার তুলনায় তাহা অতি সামান্য। সম্প্রতি রেওয়ার রাজা শিক্ষিত ব্যক্তিদের এই সমস্যা সমাধানের এক উদার পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন। তিনি আদেশ দিয়াছেন যে তাঁহার রাজ্যে 'ভার্ণাকুলার ফাইনাল' পাশ করে কোন ব্যক্তি কৃষিকার্য্য আরম্ভ করিলে তাঁহাকে শতকরা দশ টাকা খাজনা কমাইয়া দেওয়া হইবে এবং ম্যাট্রিকুলেশন পাশ যে কোন ব্যক্তি কৃষিকার্য্য আরম্ভ করিলে তিনি শতকরা ২৫৲ টাকা খাজনা মাপ পাইবেন। তাঁহার এই চেষ্টা প্রশংসনীয়। বেকার সমস্যা সমাধানের এই অভিনব পন্থাতে একদিকে যেমন এই সমস্যা দূর হইবে অন্যদিকে তেমন সাধারণের মধ্যে শিক্ষা লাভেরও আকাঙ্ক্ষা জন্মিবে। দেশের জমিদারবর্গ অনুরূপ কোনও পন্থা অবলম্বন করিলে দেশের বেকার সমস্যা কিয়ৎ পরিমাণে দূর হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতি জগৎকে সভ্যতার উচ্চস্তরে লইয়া যাইতেছে, বিজ্ঞানের সহিত সভ্যতার এক অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ বিদ্যমান। যে সমস্ত জাতি আজ সভ্যতার উচ্চতম স্তরে অধিষ্ঠিত, চিন্তা করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, বিজ্ঞানের অনুশীলনই ঐ সকল জাতিকে ঐ স্থানে অধিষ্ঠিত করিয়াছে। বিজ্ঞান মানবের সুখ সুবিধা বাড়াইয়া তুলিয়া মানবের জীবনকে সহজ ও সুখময় করিয়া তুলিয়াছে। কাহারও কাহারও ধারণা যে বিজ্ঞান মানবের বর্ত্তমান দুঃখের জন্য দায়ী। এ ধারণা যে কত ভ্রান্ত তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে। মানুষের মেধা ও অনুসন্ধিৎসা-বৃত্তি [illegible] সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানের উন্নতি লাভ ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে; ঐ বৃত্তি সকলের হ্রাস প্রাপ্তির সময় বিজ্ঞানের উন্নতি অসম্ভব। বিজ্ঞানের দান সমূহের ঠিক ঠিক ব্যবহারে মানবের সুখ সুবিধা বর্দ্ধিত হইয়া থাকে—উহাদের অসদ্ব্যবহারেই অশান্তির উৎপত্তি। এজন্য বিজ্ঞান দায়ী নহে, দায়ী মানবের মন। সম্প্রতি বিজ্ঞানের উন্নতিকল্পে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কতিপয় বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিককে লইয়া এক বিজ্ঞান সমিতি গঠিত হইয়াছে। ডাঃ [illegible] রায় এই সমিতির সম্পাদক হইয়াছেন এবং ডাঃ মেঘনাথ সাহা ও ডাঃ বিধুভূষণ রায় সহকারী সম্পাদক হইয়াছেন। বিজ্ঞান যাহাতে সকলে অতি সহজেই শিক্ষা লাভ করিতে পারে এবং যাহাতে বিজ্ঞানের দান সমূহ সকল কাজে লাগান যাইতে পারে তাহাই সমিতির উদ্দেশ্য। দেশের প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিকদিগকে লইয়া এই সমিতি গঠিত হইয়াছে; আশা করা যায় এই সমিতি দেশের কল্যাণ সাধনে সমর্থ হইবেন।

শান্তিপুর সংবাদ

বারিপাত

কয়েক দিন হইতে এখানে প্রচুর বারিপাত হইতেছে। খাল, বিল, ডোবা প্রভৃতি সব জলে ভরিয়া গিয়াছে। আজও আকাশ বেশ মেঘাচ্ছন্ন। অনবরত বারিপাতের ফলে এখানে বেশ শীত বোধ হইতেছে।

মশা ও মাছি

এবার এখানে খুব মশা মাছি দেখা যাইতেছে। মশার উপদ্রব নিবারণের জন্য স্বাস্থ্য বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টিপাত প্রার্থনীয়।

রথযাত্রা

বড় বাজার, বড় গোস্বামীদের, সূত্রাগড়ের রথযাত্রা উৎসব যথানিয়মে সুসম্পন্ন হইয়াছে। নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমূহের যাত্রিগণ মেলার ক্ষেত্র জমকাইয়া রাখিয়াছিল।

আশ্চর্য্য প্রাকৃতিক দৃশ্য

গত ২৭শে আষাঢ় সকালে শ্রীধাম মায়াপুরে প্রকৃতির এক অদ্ভুত শ্রী দেখা গিয়াছে। ক্রমাগত কয়েক দিন যাবৎ অনবরত বৃষ্টির পর গতকল্য বৃষ্টি থামিয়াছে। গতকল্য আকাশ বেশ পরিষ্কার ছিল। অদ্য প্রভাতে কুয়াশায় সমস্ত দিক আচ্ছন্ন ছিল। কোথাও কিছু দেখা যাইতেছিল না। বেলা প্রায় সাড়ে আটটা পর্য্যন্ত কুয়াসা থাকে। পরে বেশ রৌদ্র হয়। এ প্রকার ঘন কুয়াসা পড়াতে সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছে।

প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত শিখের ফাঁসি

হাসানবাঈ নামে জনৈকা ইহুদী রমণী ও তাহার ভৃত্য রহিমৎ খাঁকে গত জানুয়ারী মাসে হত্যা করার অপরাধে সর্দ্দার নারায়ণ সিং নামক এক শিখ প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়। গত ১০ই জুলাই প্রাতে যারবেদা জেলে তাহার ফাঁসি হইয়া গিয়াছে।

ছাতা নির্ম্মাণ শিক্ষা দান

বাঙ্গালা গবর্ণমেন্টের শিল্পবিভাগ বাঙ্গালার মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের যুবকদের বেকার সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে একদল যুবককে ছাতি নির্ম্মাণ কার্য্যে নিযুক্ত করিবেন। পূর্ব্বে এই বিভাগে যে সব ছাত্র কার্য্য শিক্ষা করিয়াছেন তাহারা বর্ত্তমানে হয় স্বাধীন ব্যবসা খুলিয়াছেন অথবা অন্য কোন ছাতির ব্যবসায়ে নিযুক্ত আছেন। শিক্ষাকাল ছয় মাস মাত্র। ইনডাষ্ট্রীয়াল রিসার্চ ল্যাবরেটরীতে, ক্যানাল সাউথ রোড ইটালী পটলডাঙ্গা কলিকাতায় এই ক্লাস হইবে। বাঙ্গালা দেশের যে সব ছাত্র শিক্ষা সমাপ্তির পর নিজেরা স্বাধীন ব্যবসা করিতে প্রস্তুত আছেন এবং সেই মর্ম্মে প্রতিশ্রুতি দিতে স্বীকার করিবেন শুধু তাহাদিগকেই এই ক্লাসে ভর্ত্তি করা হইবে।

আগামী ১৭ই জুলাইর পূর্ব্বে ছাত্রদের আবেদন ৬০।১এ ফ্রি স্কুল ষ্ট্রীট কলিকাতা এই ঠিকানায় ডিরেক্টর অব্ পাবলিক ইন্‌ষ্ট্রাক্‌সন্ কর্ত্তৃক গৃহীত হইবে। দরখাস্তে ছাত্রের বয়স ও শিক্ষার উল্লেখ করিতে হইবে।

অন্ধগণের শিক্ষা ও জীবিকার্জ্জন

সমস্যার সমাধান কিরূপ সম্ভব

মাদ্রাজ পুণামালেস্থিত অন্ধ বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ মিঃ ডব্লিউ গত ৫ই জুলাই অপরাহ্ণে মাদ্রাজ রোটারী ক্লাবে অন্ধদের শিক্ষা সম্বন্ধে এক বক্তৃতা করিয়াছেন।

তিনি বলেন, "অন্ধদের শিক্ষা সম্বন্ধে কিছু বলিতে হইলে প্রথমে এই বিষয়ের অগ্রদূত ভ্যালেন্টাইন হে লুই ব্রেল ও ডাঃ টমাস রোডস আর্মিটেজের নাম উল্লেখ করা উচিত। 'ভ্যালেন্টাইন হে' ১৭৮৪ সালে প্যারিসে অন্ধদের সর্ব্বপ্রথম বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এখনও উহা প্যারিসে অন্ধদের শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয়রূপে বর্ত্তমান। লুই ব্রেল অন্ধ ছিলেন। তিনি ঐ বিদ্যালয়ে ছাত্ররূপে প্রবেশ করিয়া উহার শিক্ষক হইয়াছিলেন। অন্ধগণ যাহাতে চক্ষুষ্মান ব্যক্তিদের ন্যায় সহজে পড়িতে পারে তজ্জন্য তিনি ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে এক প্রকার উন্নত অক্ষর প্রস্তুত করেন। উহাই সুপ্রসিদ্ধ ব্রেলপদ্ধতি। পরে ডাঃ আর্মিটেজের চেষ্টায় উহা ইংলণ্ড ও ইউরোপের অন্ধ-বিদ্যালয়সমূহে প্রচলিত হয়। ১৮৬৮ সালে ডাঃ আর্মিটেজ বৃটিশ ও বৈদেশিক অন্ধ সমিতি স্থাপন করেন। উহা এক্ষণে জাতীয় অন্ধপরিষদ নামে পরিচিত।

বক্তা মাদ্রাজ অন্ধ বিদ্যালয় সম্পর্কে বলেন [illegible] অন্ধের স্কুল এবং বয়স্ক লোকদের চাকা ও তাঁত দ্বারা [illegible] করা হয়। উহাতে একটি প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগ একটি শিল্প বিভাগ ও একটি কারখানা বিভাগ আছে। এতদ্ব্যতীত উহাতে ভারতের প্রথম ব্রেল প্রিন্টিং প্রেস প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সাধারণতঃ শিক্ষার সময় চারি বৎসর। উহার পর শিক্ষার্থিগণ বিদ্যালয়ের কারখানায় কর্ম্মী নিযুক্ত হয়। শীঘ্রই উহাতে আর তাহাদের স্থান সঙ্কুলান হইবে না। তাহাদের নানাপ্রকার কাজে নিযুক্ত করিবার উপায় উদ্ভাবন করিতে হইবে। ইউরোপের বিভিন্ন দেশের বড় বড় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক অন্ধ কর্ম্মী নিযুক্ত করা হয়। রুশিয়ায় ৮৫০০ জন অন্ধ কলকারখানায় এবং কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত আছে। এক্ষণে তথায় ৫০ প্রকার শিল্পে অন্ধকর্ম্মী নিযুক্ত করা হয়।

মাদ্রাজের নূতন বিমান ঘাঁটি

সেণ্ট্রাল ষ্টেশন হইতে দশ মাইল দূরে পুণামলি হাই রোডের পার্শ্বে মাদ্রাজের নূতন বিমানঘাঁটির স্থান নির্ব্বাচন করা হইয়াছে। মীনাম্বাক্কম রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে প্রস্তাবিত বিমান ঘাঁটির দূরত্ব পাঁচ মাইল। মাদ্রাজ ফ্লাইং ক্লাবের বিভিন্ন সদস্যগণ ও মাদ্রাজ সরকার নির্ব্বাচন অনুমোদন করিয়াছেন,—এ বিষয়ে ভারত সরকারের সমর্থন আশা করা যাইতেছে। স্থানীয় কোনও ইউরোপীয় ফার্ম নির্ম্মাণ-কার্য্যের ভার পাইয়াছে এবং আশা করা যায় দেড়বৎসর কালের মধ্যে এই নূতন ঘাঁটি ব্যবহারোপযোগী হইবে। বিমান ডাকের প্রসারের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকিবে এবং এখানে রাত্রিযোগে বিমান পোতের অবতরণ অধিরোহণের ব্যবস্থা হইবে। মাদ্রাজ ফ্লাইং ক্লাব মাদ্রাজে, এই সম্পর্কে একটী বিমানচালনা শিক্ষা কেন্দ্র খুলিবার বন্দোবস্ত করিয়াছেন।

চার আনার জন্য ছয় মাস

গত বৃহস্পতিবার বাঙ্কশাল কোর্টের অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এইচ কে মিত্র আবুলকালেম নামক জনৈক পুরাতন পাপীকে জেনারেল পোষ্ট আফিসে জনৈক লোকের পকেট কাটিয়া চার আনা পয়সা চুরি করিবার অভিযোগে ছয় মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

৪টী কন্যাসহ কূপে ঝম্প প্রদান

এই মর্ম্মে এক সংবাদ প্রকাশ হইয়াছে যে, [illegible] জেলার [illegible] থানার অন্তর্গত [illegible] গ্রামের মালোয়া নাম্নী একটি স্ত্রীলোক তাহার স্বামীর সহিত ঝগড়া করিয়া ৪টি কন্যাসহ কূপে ঝম্পপ্রদান করিয়াছে। কন্যা চারিটীরও মৃত্যু হইয়াছে।

বোমা প্রস্তুতকালে বিস্ফোরণ

বাঁকুড়া হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, সহর হইতে ১২ মাইল দূরে বোদা গোবার গ্রামের আশরফ নামক একটী যুবক বোমা প্রস্তুত করিবার সময় বিস্ফোরণের ফলে মারা গিয়াছে। মৃতব্যক্তির গৃহে তল্লাসীর ফলে পুলিশ একখানি "পাঞ্জাব হত্যাকাণ্ড" ও "আমরা কেন খুন করেছি" পুস্তিকার একখানি পাণ্ডুলিপি পাইয়াছে। এই সম্পর্কে দুই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। পুলিশ ঐ অঞ্চলে টহল দিতেছে। যে যুবকটী মারা গিয়াছে সে [illegible] উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিল।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

— পারমার্থিক পত্র —

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১০ম বর্ষ ৷ ২৯ বামন গৌরাব্দ ৪৪৯, ৩০শে আষাঢ় বঙ্গাব্দ ১৩৪২, ১৫ই জুলাই ইং ১৯৩৫ সোমবার ২ ১১৪৫ম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

বোম্বেনগরীতে শ্রীল প্রভুপাদ

বোম্বে ১০।৭।৩৫

শ্রীগৌড়ীয়মঠের আচার্য্যবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ তাঁহার কতিপয় শিক্ষিত শিষ্যসহ বোম্বে নগরীতে শুভ পদার্পণ করিবার পর হইতে আজ কিছুদিন এখানে মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রের কথা প্রচারের বিশেষ সাড়া পড়িয়াছে। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি মহারাজের উদ্যোগে বোম্বে গৌড়ীয়মঠে যে শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা উৎসব হইয়াছে তদুপলক্ষে শ্রীল প্রভু-পাদ কৃপাপূর্ব্বক এই সময় এই স্থানে শুভা-গমন করিয়াছেন। স্থানীয় শিক্ষিত জনগণ শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করিয়া বিস্মিত হইতেছেন। বৈষ্ণবদর্শনের চমৎকারিতা সম্বন্ধে তাঁহারা সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ছিলেন। তাঁহাদের ধারণা ছিল ভাবুকতা ব্যতীত কোন কথা বৈষ্ণবগণের মধ্যে নাই। শ্রীল প্রভুপাদ বৈষ্ণবসম্প্রদায়-চতুষ্টয়ের আচার্য্যগণের দর্শনবিচার বর্ণন করিয়া যখন মহাপ্রভুর চিৎসমন্বয়কারী অচিন্ত্যভেদাভেদ-দর্শনের বিষয় শিক্ষিতগণের নিকট কীর্ত্তন করেন তখন তাঁহাদের ভ্রান্ত ধারণা সম্পূর্ণ-রূপে বিনষ্ট হয় এবং বড় বড়, দার্শনিক পণ্ডিতগণও স্বীকার করেন যে, মহা-প্রভুপ্রচারিত অচিন্ত্যভেদাভেদবাদের নিকট অন্য কোন সিদ্ধান্তই অগ্রসর হইবার যোগ্য নহে।

পাটনায় প্রচার

পাটনা-গৌড়ীয়মঠের রক্ষক শ্রীপাদ নিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী রাগভূষণ মহাশয় গত ৯ই জুলাই বিহার মেলের কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত তারাচাঁদলাল সাহা মহাশয়ের আগ্রহে ও যত্নে তাঁহার আলয়ে যাইয়া শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিয়াছেন। পাটনার ঐ অঞ্চলের অধি-বাসিবৃন্দ রাগভূষণ মহোদয়ের পাঠ ও ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া এরূপ মুগ্ধ হইয়াছেন যে, প্রতি মাসে রাগভূষণজী যাহাতে মাসে অন্ততঃ দুই দিবস ঐ অঞ্চলে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিতে পারেন তজ্জন্য পুনঃ পুনঃ নিবেদন জানাইয়া-ছেন। ব্রহ্মচারীজী তাঁহাদের আগ্রহ দেখিয়া আগামী সপ্তাহে ছায়াচিত্রযোগে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের লীলা প্রদর্শন করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন।

বারিপদায় প্রচার

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত মহারাজ শ্রীপুরুষোত্তম মঠের উৎসবসমাপ্তির পর গত ৬ই জুলাই অপরাহ্নে প্রচারার্থ কয়েকজন ব্রহ্মচারী সহ বারিপদায় গমন করিয়াছেন।

ত্রিদণ্ডিগৌড়ীয়মঠে বার্ষিক মহোৎসব

ভুবনেশ্বর ১০।৭।৩৫

[ডাকযোগে প্রাপ্ত]

গত ২২শে আষাঢ় ভুবনেশ্বরস্থিত ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠের বার্ষিক মহামহোৎসব সুচারু-রূপে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। উৎসবের দুই দিবস পূর্ব্বেই ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি প্রসূন বোধায়ন মহারাজ পুরী হইতে তথায় আগমন করেন। তাঁহার যত্নে উৎসবের সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। [illegible] [illegible] মধ্যারাত্রিকের পর উপস্থিত সজ্জনগণের নিকট শ্রীচৈতন্যভাগবত যথাযথ হইতে ভুবনেশ্বর-মাহাত্ম্য ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভুবনেশ্বরে শুভবিজয় প্রসঙ্গ পাঠ করিয়া ভুবনেশ্বরবাসী ও ভুবনেশ্বরের রাজাদের কথা সম্বন্ধে ১ ঘণ্টা কাল অতি প্রাঞ্জল ভাষায় বক্তৃতা করেন। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হইয়াছিল।

তৎপর দিবস যথাসময় ভোগরাগ হইলে উপস্থিত বহুবিশিষ্ট ভদ্রলোক ও কাঙ্গালী-গণকে বিচিত্রতাযুক্ত মহাপ্রসাদ প্রদান করা হইয়াছে। তাঁহারা শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের জয়ধ্বনিমুখে মহানন্দে মহাপ্রসাদ সম্মান করিয়াছেন। উৎসবের সমস্ত ব্যবস্থায় মন্দির নির্ম্মাণকারী পরমভাগবত শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ-প্রসাদ দাসাধিকারী ভক্তিভূষণ মহোদয় প্রধান করিয়াছেন। তজ্জন্য আমরা তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করি। মঠরক্ষক শ্রীপাদ পরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী ও ভক্ত রসিক উৎসবে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয়মঠে উৎসব

গত ১৫ই আষাঢ় ও ১৭ই আষাঢ় যথাক্রমে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব-তিথি ও শ্রীশ্রীজগন্নাথ-দেবের রথযাত্রা-তিথিদ্বয় ডুমুরদুয়া শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয়মঠে হর্ষের সহিত পালিত হইয়াছে। উক্ত দিবসই উষঃকীর্ত্তন হইতে রাত্রি ৯ ঘটিকা পর্য্যন্ত সংকীর্ত্তন, শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ এবং বহু লোককে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছে। ১৫ই আষাঢ় ঠাকুরের বিরহগীতি ও ঠাকুরের দান-সম্বন্ধে আলোচনা ও ঠাকুরের জীবনী কীর্ত্তন হইয়াছে। স্থানীয় ভক্তবৃন্দ ব্রাহ্মণসজ্জনগণ উক্ত মহোৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন।

সচ্চিদানন্দমঠে মহোৎসব

কটক ১০।৭।৩৫

কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠে সমারোহে বার্ষিক মহোৎসব চলিতেছে। শ্রীপাদ ভক্তি-বিবেক ভারতী মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রসূন বোধায়ন মহারাজ প্রমুখ ত্রিদণ্ডিপাদগণ এই মহোৎসবে যোগদান করিয়া কটকের জনসাধারণের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন। মহা-মহোপদেশক অধ্যাপক আচার্য্যত্রিক পণ্ডিত শ্রীপাদ নারায়ণ দাস ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিসুধাকর এম্-এ মহোদয় প্রাতে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে সনাতনশিক্ষার অভিধেয়-তত্ত্ব পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন। সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত হইতে নবযোগেন্দ্র-সংবাদ পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন।

ময়মনসিংহে সন্দেশ

গত ১৫ই আষাঢ় শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা ময়মনসিংহ বড়বাজারস্থ শ্রীজগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠে শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিরহ-মহামহোৎসব সুচারুরূপে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। প্রাতে মঙ্গলারাত্রিক ও উষঃকীর্ত্তনান্তে ৭টা হইতে শ্রীপাদ কৃষ্ণপ্রেম ব্রহ্মচারী শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত পারায়ণ আরম্ভ করেন। অপরাহ্ণ ৩টা হইতে স্থানীয় ভক্তগণ সমবেত হইতে থাকেন। শ্রীশ্রীরাধাকান্ত জীউর পূজারাদি মনোরম হইয়াছিল। রাত্রি ৮টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত ঠাকুর মহাশয়ের আলেখ্য জীবনী মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীপাদ মধুসূদন ভক্তিশাস্ত্রী এম্ এ, মহোদয় বিশেষ

(অতঃপর ৩য় পৃষ্ঠার শেষ কলমে দ্রষ্টব্য),

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৯ বর্ষ শ্রীগৌর সংখ্যা ৪৪৯

নিত্যমুক্ত ও বদ্ধমুক্ত

আমরা পূর্বে আলোচনা করিতে গিয়া জানিতে পারিয়াছি যে, মুক্ত ও বদ্ধভেদে জীব দুই প্রকার। স্বরূপের আবরণ ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যময় স্বরূপের বিবিধ। আর বদ্ধজীব পঞ্চপ্রকার—পূর্ণবিকশিতচেতন, বিকচিতচেতন, মুকুলিতচেতন, সঙ্কোচিতচেতন ও আচ্ছাদিতচেতন। এতন্মধ্যে পূর্ণবিকশিতচেতন, বিকচিতচেতন ও মুকুলিতচেতন জীবগণ মনুষ্যদেহধারী, সঙ্কোচিতচেতন বদ্ধজীবগণ পশু,পক্ষী,সরীসৃপ-দেহপ্রাপ্ত আর আচ্ছাদিতচেতন জীবগণ স্থাবর বৃক্ষ ও প্রস্তরাদিদেহে অবস্থিত। পূর্ববর্ণিত জীবসমূহের স্বরূপের বিকাশ অনুসারে এইরূপ বিভাগ হইয়াছে। এই বিভাগে চেতনের বিকাশের তারতম্য অনুসারে দেখা যায়। আবার এই বিভাগেই সম্পূর্ণ অবনতি হইয়া থাকে। মায়াকবলগ্রস্ত জীব ক্রমশঃ উন্নত হইতে উন্নততর অবস্থাপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। তাই ভাগ্যক্রমে জীবের উন্নত অবস্থাও লাভ হয়, ইহাও জীবের চরম উন্নতি। কেবল সাধুসঙ্গপ্রভাবে ও ভগবৎকৃপাপ্রাপ্তি দ্বারাই এই দুরবস্থা হইতে মুক্তিলাভ হয়। পূর্ণচেতনপ্রাপ্ত জীব, ভগবদ্ভক্ত শ্রীগুরুদেবের কৃপা ভগবান্ ব্যতীত আর কাহারও সংস্পর্শে এই দুর্দৈব হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না। সুতরাং হরিভক্ত বৈষ্ণবের কৃপা বা সঙ্গই যখন ভক্তিমুক্তি বা কৃষ্ণপ্রাপ্তির একমাত্র উপায় তখন অন্য উপায় ছাড়িয়া তাঁহাদের কৃপালাভের জন্য যত্নপর হওয়া উচিত নহে কি? মনুষ্যজীবন ব্যতীত অন্য জীবনে হরিভজনের সুযোগ নাই; তবে শুদ্ধবৈষ্ণবের কৃপা হইলে সকলেরই উদ্ধার হইতে পারে—এ কথা সত্য। এ মনুষ্যজন্ম পরমার্থের অনুকূল হওয়ায় শ্রেষ্ঠ বলিয়া অভিহিত হয়। এই মনুষ্যজীবন পঞ্চবিধ—নীতিশূন্যজীবন, কেবল নৈতিক জীবন, সেশ্বর নৈতিকজীবন, সাধনভক্ত জীবন ও ভাবভক্ত জীবন। এই পাঁচটি জীবন আলোচনা করিলে আমরা জানিতে পারি নীতিশূন্য স্বেচ্ছাচারময় জীবনে ও কেবলনৈতিক জীবনে ঈশ্বর চর্চা নাই। এই নীতিশূন্যজীবন সর্বথা পাপময়। নিজের ইন্দ্রিয়সুখ এই জীবনের একমাত্র ভাবনা। ইহাতে পরলোক বলিয়া কোন বিশ্বাস থাকে না; এতাদৃশ জীবন-যাপনকারীর পশু, পক্ষী ইত্যাদি জন্ম, অধর্মে বাস্তবিক মনুষ্যজীবন সম্ভব হইতে পারে। অজ্ঞানবৃত্ত জীবন স্বভাবতঃ দুর্বল ও অবশ্যই হইয়া উঠে। আর কেবলনৈতিক অর্থাৎ নিরীশ্বর জীবনযাপন সর্বদাই অকর্ম্মণ্য। পরমেশ্বরের উপাসনা জীবের সর্বদাই কর্তব্য কর্ম। এই প্রধান কর্তব্যে উদাসীন হইয়া সমস্ত নীতি পালন করিলেও নিরীশ্বর-নৈতিক ব্যক্তিগণকে নরকে গমন করিতে হয়, ইহাই শাস্ত্রবাক্য। ঈশ্বরবিশ্বাস যে হৃদয়ে নাই সে অতি দুর্ভাগ্য জগতের ভার স্বরূপ। সেই জীবন পশুতুল্য। নীতিশূন্য জীবনে আহার, নিদ্রা, মৈথুন প্রভৃতিতে জীবের একমাত্র অনুরাগ দৃষ্ট হয়। আর নৈতিকদিগের ঐসমস্ত বিষয়ে অনুরাগ আছে বটে কিন্তু তাঁহারা বিবেকবিজ্ঞান বিষয়কে দুর্নিগৃহ করেন, এইমাত্র পার্থক্য। সুতরাং স্পষ্ট কথা বলিতে গেলে নীতিশূন্য ব্যক্তির চরিত্র অপরকে দূষিত করে এবং নীতিযুক্ত নিরীশ্বর ব্যক্তিগণের চরিত্রকে উৎকৃষ্ট পশুচরিত্র ব্যতীত আর কি বলা যাইতে পারে? এই দুইটি জীবন ব্যতীত সেশ্বরজীবন কল্পিত-নৈতিকজীবন ও বাস্তব-নৈতিকজীবনভেদে দুই প্রকার। এই কল্পিত সেশ্বর-জীবন দুরবস্থা বাহা সর্বতো অশুভ ও পাপময় বলিয়া ইহাও নিরীশ্বর নৈতিকজীবনের ন্যায় নীতিশূন্য জীবন। কেবল-নৈতিকজীবন ও কল্পিত সেশ্বর নৈতিকজীবনে এইপ্রকার মুক্ত পাপ-দর্শিত হয় এবং তাহা অপেক্ষা উচ্চপ্রবৃত্তি নাই বলিয়া শাস্ত্র তাঁহাদিগকে মুকুলিত-চেতনজীব আখ্যা দিয়াছেন। বাস্তব-সেশ্বরনৈতিকজীবনে চেতনবৃত্তি উন্মেষিত হয়। এই জীবনে সকলের কর্তা, পাতা ও নিয়ন্তা একজন আছেন—এতাদৃশ একজন পরমপুরুষ আছেন এইরূপ বিশ্বাস হয় কিন্তু তৎপ্রতি ঐ চেতন প্রস্ফুটিত হয় নাই। এই অবস্থা-লাভের পর সৌভাগ্যক্রমে সদ্গুরু-চরণাশ্রয়ের সৌভাগ্য হইলে সাধনভক্তিক্রমে শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ ও আসক্তি প্রভৃতি পাপরাশি ক্রমানির্মূল হইতে থাকে। পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইলে ভাবভক্তির আরম্ভ হয়। এই সেশ্বর-নৈতিক-জীবনে বা সাধনভক্তির জীবনে বিকচিত-চেতন জীব পরিলক্ষিত হয়। ভাবভক্তির জীবনে জীব পূর্ণবিকশিত অবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং প্রেমভক্তি পূর্ণ হইলে প্রেমভক্তি হয়। এই প্রেমভক্তির উদয় হইলে বদ্ধ থাকা আর থাকে না; তখন জীব তখন নিরন্তর ভগবৎ-সেবা করিবার সৌভাগ্য পান—ইহাই তাঁর বদ্ধমুক্তাবস্থা।

যে-সকল জীব কখনও বদ্ধ হন নাই, নিরন্তর বৈকুণ্ঠে বাস করিতেছেন তাঁহারা নিত্যমুক্ত। নিরন্তর ভগবৎ নিত্যদাস্য ভগবৎসেবাই তাঁহাদের স্বভাব ও ক্রিয়া। তাঁহারা ভগবানের অনন্তলীলার সহায়কারী। ভগবান্ যখন প্রপঞ্চে আসেন তখন অনেক মুক্তজীব তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে আসেন। ইঁহারা কখনও বদ্ধ হন না। ইঁহারা ভগবানের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার আবির্ভাবে তাঁহার পূর্বে বা পরে আসেন—নিত্যভাবে প্রকাশিত করেন। এইসব জীব নিত্যসিদ্ধ, ভগবানের নিত্য পরিকর এবং সর্বদাই মুক্ত। বদ্ধমুক্ত জীবগণের আচরণ সর্বতোভাবে নিত্যমুক্তগণেরই অনুরূপ। তাঁহারা বদ্ধ হওয়ার অবস্থাতেও সমস্ত বিষয় অবগত আছেন। তাঁহারাও সময় সময় জগতে অবতরণ করিয়া জীবগণকে স্বদেশে ফিরিয়া যাইবার জন্য উপদেশ প্রদান করেন এবং জীবের চক্ষে অঙ্গুলি নির্দেশ পূর্বক পরলোকে যাইবার একমাত্র উপায় নির্দেশ করেন। তাঁহারা স্বেচ্ছায় নিজদেহে বিচরণ করেন এবং পুনরায় স্বধামে গমন করেন। এই যে জীবকল্যাণার্থ তাঁহাদের জগতে গমনাগমন তাহাতে তাঁহাদের কোন ক্ষতি হয় না।

মুক্ত জীবগণের কোনও বন্ধন নাই; তাঁহাদের আশ্রয় চিন্ময়, অঙ্গসমূহ চিন্ময়, মন চিন্ময় এবং শরীরাদি সবই চিন্ময়। তাঁহাদের নিত্য শুদ্ধ চিন্ময়দেহে স্ত্রী-পুরুষ ভেদ নাই, এই চিন্ময় শরীর স্বরূপ অপ্রাকৃত। যখন যে ভাব হয়, তাহাতেই শুদ্ধজীবের স্ত্রী ও পুরুষ উদিত হইয়া থাকে। দাস্যভাবে দাস্যরূপ, সখ্যভাবে পুরুষরূপ, মাধুর্য্যভাবে ও পিতৃবাৎসল্যে বাৎসল্যে স্ত্রী ও পুরুষ-ভাব হয়। মধুর উজ্জ্বলরসে সকল জীবই গোপীরূপা। চেতন জীবের শরীরে ভাবানুযায়ী যে স্ত্রী ও পুরুষ সংগঠন—এই অচিন্ত্য বৈশিষ্ট্য যুক্তিতর্কের গোচরীভূত নয়। ইহা শুদ্ধশাস্ত্র জানা যায়। এই মুক্তজীবগণের আর পিপাসা নাই, ভববন্ধনাগার তাঁহাদের স্পর্শ করে না। সাধিকা বস্তুতঃ তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন সেবায় সমর্থা হন। যাঁহারা ঐশ্বর্য্যভাববিশিষ্ট তাঁহারা দাস্য পর্য্যন্ত লাভ করেন। যাঁহারা মাধুর্য্যভক্ত তাঁহারা সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর লাভ করিয়া থাকেন। এই মুক্ত জীবসকল নিজ নিজ ভাবানুযায়ী স্বভাব শ্রীকৃষ্ণ ক্ষেত্র কেহ কেহ স্ত্রীভাবে ও কেহ কেহ পুরুষভাবে অবস্থিত থাকেন। তাঁহাদের চিন্ময় দেহে বা চিন্ময় দেহে অঙ্গসমূহের জরা জীবাবস্থায়, মরণ উৎপত্তি ও শারীরিক সর্বাদি বন্ধনের প্রয়োজনীয়তা নাই। তবে সেখানে যে প্রসাদাদি গ্রহণের কথা শুনা যায় তাহাতে ভগবৎপ্রসাদরূপ চিৎ-সামগ্রী-সেবন দ্বারা চিৎ-শরীরের পুষ্টি হয় মাত্র। চিন্ময় জগতে চিন্ময় শরীরে নিরন্তর কৃষ্ণসেবা-রত জীবগণের ইহাই বৈশিষ্ট্য।

মুক্তজীবগণ—নিত্যস্বরূপসিদ্ধ সেবাপর। অপ্রাকৃত জীবগণ নিত্যকালই স্বরূপশক্তি শ্রীকৃষ্ণের দাস বা দাসীরূপে ভগবানের সেবা করিয়া থাকেন। পূর্ণশক্তিমানই সাক্ষাদ্ভাবে ভগবানের সেবা করিবার যোগ্য। মধ্যমাবস্থা-ভক্তই পরস্বরূপ। শক্তিস্বরূপে শ্রীরূপ এবং আবরণশক্তি—শ্রীরাধা। এই শ্রীরাধাকৃষ্ণ একস্বরূপ; তাঁহারা বিভূতির জন্য দুই রূপে প্রকাশ পাইয়াছেন। ভগবানের লীলা দেখিয়া। সকল রূপে ভগবান্ স্বয়ং সেবা হইয়া একভাবে ও সেবকরূপে অন্য ভাব গ্রহণ করিয়া সেই অন্য ভাগবত-স্বরূপকে অন্তরঙ্গ-ব্রজদেবীদিগের আনুগত্য করিয়া অচিন্ত্য লীলা বিস্তার করিয়াছেন। পূর্বাবে শ্রীমতী রাধিকা, বাৎসল্যে শ্রীনন্দ-যশোদা, সখ্যে সুবল ও দাস্যে রক্তক—ইঁহারা স্বরূপগত ভগবানের সেবক-সেবিকা। ইহার মধ্যে বৈশিষ্ট্য এই যে, মধুরে রসে শ্রীমতী যেরূপ সাক্ষাৎ ভগবৎ-বিগ্রহ বিশেষ, অন্যান্য রসে শ্রীবলদেবই সেইরূপ সাক্ষাদ্বিগ্রহ। নন্দ-যশোদা, সুবল রক্তক প্রভৃতি সকলেই এই বলদেবেরই অংশস্বরূপ। সেইজন্যই শাস্ত্র শ্রীগুরু-পাদপদ্মকে মধুর রসে অভিন্ন শ্রীবার্ষভানবী এবং অন্যান্য রসে সাক্ষাৎ নিত্যানন্দ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। সুতরাং রাগানুগামী জীবমাত্রেরই যে শ্রীগুরুপাদপদ্মকে সাক্ষাৎ নিত্যানন্দরূপে উপাসনা করা উচিত তাহাতে আর সন্দেহ কি? তাই বলি, যিনি মুক্ত-জীবকুলের একমাত্র উপাস্য, যিনি বদ্ধজীব-কুলের একমাত্র কর্তা, যাঁহার কৃপাই সেবা-সিদ্ধিলাভের একমাত্র উপায়, সেই গুরু-পাদপদ্ম সাক্ষাৎ শ্রীনিত্যানন্দ—শ্রীচৈতন্যের প্রকাশ—শ্রীচৈতন্যের দ্বিতীয় দেহ বা পূর্ণ চৈতন্যস্বরূপ ব্যতীত আর কে? এই কথা-গুলি গুরুকৃপায় উপলব্ধি দিয়া হইলে জানিব আমরা মহাভাগ্যবান্—আমরা শ্রীগুরুকৃপাপ্রাপ্ত। সেবা-বৈষ্ণবী-শক্তির সৌভাগ্য হইলে আমরা বুঝিব, শ্রীগুরুদেব কত মহান্, কত উদার, কত দয়াল! এমন কৃপাই সকল। বৈষ্ণবগণ কৃপা করুন।

সুবর্ণ সুযোগ

(২)

—এই সুযোগটী সকল কার্য্যের মূল। অর্থের আশ, দুর্লভ ও সুদুর্লভ। ইহাই পরিবর্ত্তন যোগ্য। অতএব ইহার কর্তব্য। গুরুপাদপদ্ম অনুকূল হইয়া যাহারা প্রতিদিন এইরূপ সৌভাগ্যাদি প্রাপ্ত হইয়াও যিনি এই সংসারসমুদ্র পার হইতে চেষ্টা না করেন, যিনি অহৈতুকরূপাময় অবতীর্ণ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মপ্রাপ্তিরূপ সুবর্ণসুযোগ গ্রহণ না করেন তিনি আত্মঘাতী; তাই বুদ্ধিমান্ জনগণ সতর্ক হ'ন, তাঁহারা জানিতে পারিলে কখনও অবহেলা না করিয়া শীঘ্রই সাধনভক্তির অনুশীলন করিয়া সর্বে ভুক্তি-মুক্তি-পুরুষার্থ হইতে বিরত থাকেন।

নামকে শিক্ষার রাখি কৃষ্ণপ্রাপ্তির ছার। ভজিতে ভজিতে কৃষ্ণপাদপদ্ম পায়।

চিরবদ্ধ কর্মবিমোহ জীব আমরা পদে পদেই পদস্খলিত হই, যেহেতু আমাদের চালক বা কর্ণধার বর্তমানে দুই-জন। মন চিরকালই প্রেমের বাধক। জীবকে প্রেম হইতে বঞ্চিত করিয়া প্রেমের পূর্ণবিপরীত নিক্ষেপ করাই মনের স্বভাবের বিক্রিয়া। তাই শ্রীচৈতন্যবাণীর পসরা লইয়া যাঁহারা ফেরী করিতে করিতে আমাদের দুয়ার-দ্বারে সঘনে সাড়া দিতেছেন আমরা মনের নফর হইয়া অবজ্ঞা-লোচনে তাঁহাদিগকে তাড়া করিতেছি। তাঁহাদের অযাচিত বিনামূল্যে বিতরিত শ্রীনামনিধি গ্রহণ না করিয়া বিষয়বিষ্ঠাগর্তে নিপতিত হইতেছি—দুর্ভাগ্যের এই ত লক্ষণ। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর আমাদের দুর্দশা বর্ণন করিয়া আক্ষেপের সুরে গাহিয়াছেন—

সাধুসঙ্গ না হইল হায়।
গেল দিন অকারণ, করি' অর্থ উপার্জন
পরমার্থ রহিল কোথায়॥
সুবর্ণ করিয়া ত্যাগ, তুচ্ছ লোষ্ট্র-অনুরাগ
দুর্ভাগার এই ত লক্ষণ।
কুসঙ্গেতে মন দিয়া, সাধুজনে পরিহরি,
মায়াসেবে কাটানু জীবন॥
অতিমুক্তা বরণে, ঘৃণা করি মনে মনে,
বাতুলতা বাঁধি তাহায়।
যে সত্যতা শ্রেষ্ঠ ধন, হারাইনু চিন্তামণি,
দেখে তাহা রহিবে কোথায়॥
জ্ঞানের গরিমা-বলে, ভক্তিরূপ সুমঙ্গলে
উপেক্ষিনু স্বার্থ পরমার্থ।
দুই কর্মাশ্রিত জ্ঞান, শেষে হবে অবসান,
কর্মযোগে আমাকে রাখিয়া॥

এই কর্মজ্ঞান-জালে এতকাল আমরা যাহা করিয়াছি তাহা ত্যাগ করতঃ এখনও আসুন আমরা শ্রীকৃষ্ণনামসংকীর্তনে মত্ত হইয়া কলিতে—বিবাদ বিসম্বাদের যুগেও শ্রীনাম-কীর্তনরূপ সুবর্ণসুযোগ বরণ করতঃ মানবজীবনসাফল্য অর্জন করি এবং করযোড়ে শ্রীভগবৎপাদপদ্মে প্রার্থনা জানাই—

কামাদীনাং কতি ন কতিধা
পালিতা দুর্নিদেশাঃ
তেষাং জাতা ময়ি ন করুণা
ন ত্রপা নোপশান্তিঃ।
উৎসৃজ্যৈতানথ যদুপতে
সাম্প্রতং লব্ধবুদ্ধি-
স্ত্বামায়াতঃ শরণমভয়ং
মাং নিযুঙ্ক্ষ্বাত্মদাস্যে॥

অনন্তকান্তি-বলে কলিযুগ বিবাদ-বর্জিত যুগ হইলেও অবতারী শ্রীগৌরসুন্দরকে তাহার বক্ষে ধারণ করিবার সৌভাগ্য পাইয়াছে; এমন কি—সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর-যুগেও শ্রীভগবান্ জীবপ্রতি এরূপ করুণাপূর্ণ হইয়া জগদ্গুরু গৌরসুন্দরকে তাঁহাদের অন্তরে যাইবার জন্য উত্তার আহ্বান করেন নাই। অধিকন্তু অন্যান্য যুগে যে সর্বোৎকৃষ্ট উজ্জ্বলরস কখনও বিতরণ করেন নাই, কলিযুগ জীবপ্রতি অহৈতুক-কৃপাপরবশ হইয়া বদান্যাবতার রাধাভাবদ্যুতি শ্রীশচীনন্দন সেই অমূল্য অনর্পিত স্বভক্তি সম্পদ দান করিবার জন্যই এই কলিযুগে অবতীর্ণ হইয়াছেন। আমাদের পূর্বাচার্য শ্রীশ্রীল রূপগোস্বামীপ্রভু তৎকৃত বিদগ্ধ-মাধব গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বল-রসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্।
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ॥

—সুবর্ণকান্তিসমূহদ্বারা দীপ্যমান শচীনন্দন হরি তোমাদের হৃদয়ে স্ফূর্তি লাভ করুন। তিনি যে সর্বোৎকৃষ্ট উজ্জ্বলরস জগৎকে কখনও দান করেন নাই, সেই স্বভক্তি-সম্পত্তি দান করিবার জন্য কলিকালে অবতীর্ণ হইয়াছেন। সুতরাং এহেন অমূল্য রত্ন আমাদের সম্মুখে অযাচিতভাবে বিতরিত হইতেছে দেখিয়া অবজ্ঞা যদি সেই অপূর্ব সুবর্ণসুযোগ বরণপূর্বক সেই অনর্পিত ধনে সৌভাগ্যান্বিত না হই তাহা হইলে আমরা যে জীবন্মৃত নহি তাহার প্রমাণ কি?

অবিদ্যায়ামন্তরে বর্তমানাঃ
স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ।
জঙ্ঘন্যমানাঃ পরিযন্তি মূঢ়া
অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ॥
(কঠ ১।২।৫)

অর্থাৎ যাহারা অবিদ্যার মধ্যে বর্তমান থাকিয়া আপনাদিগকে বিবেকী ও পণ্ডিত বলিয়া মনে করে, সেই সকল বিপথগামী অজ্ঞব্যক্তি অন্ধব্যক্তি দ্বারা পরিচালিত অপর অন্ধের ন্যায় বিপন্ন হইয়া থাকে। কলিহত বদ্ধ জীব আমরাও তদ্রূপ নিজ নিজেন্দ্রিয়ের তৃপ্তি লিপ্সার্থে বিসর্জন করতঃ ঘোরতর মায়াদেবীর কণ্টককুণ্ডকে বিদ্ধ হইয়া অসুরের বিপরীতাভিমুখে নিত্যকাল ক্রমাগত প্রচালিত হইতেছি, আমরা ভুলিয়াছি—আমাদের কৃত্য, আমরা হারাইয়াছি আমাদের যথাসর্বস্ব, আমরা মজিয়াছি—কামক্রোধ অদ্ভুত ইন্দ্রজালে, বিভ্রান্ত প্রেম-প্রয়াসী আমরা ছুটিয়াছি—দূর দূর অন্তর্জ্ঞান-পারে, সংসার-সাহারার অন্বেষণে। এমন দুর্দিনে, আমাদের এরূপ শোচনীয় জীবনযাত্রার মধ্যপথে, কলিযুগে শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের প্রদত্ত সুবর্ণসুযোগকে কলিযুগের মাহেন্দ্রক্ষণে শ্রীনামকে প্রোজ্জ্বল করতঃ পুনরায় অপূর্ব সুবর্ণসুযোগ জগৎকে দান করিলেন—গৌড়ীয় আর এক অভিনব অবর্ণিত যুগের মহাজন বিনা মহাপুরুষ এবং তাঁহারই প্রেরণায়, তাঁহারই জীবপ্রতি অহৈতুকী কৃপাপরবশ হইয়া, তৎপ্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌড়ীয়মঠের বিচিত্র পতাকা জগতের পরমার্থিগণের সর্বোচ্চ প্রদেশে উড্ডীয়মান হইয়া জগতের বহির্মুখ দৃষ্টিকে আকর্ষণ করিল এবং সেই সুবর্ণসুযোগে গৌড়ীয়-মঠবাসী সুবর্ণসুযোগবরণকারী মহাত্মবৃন্দ বিনীতকণ্ঠে দয়ার্দ্রসুরে গাহিয়া উঠিলেন—

"জগদ্বাসি-ভ্রাতৃবৃন্দ!
(ভাই) কৃষ্ণ বল সঙ্গে চল
এইমাত্র ভিক্ষা চাই।"

"হে জগজ্জীবগণ! তোমরা সকলেই আমাদের আত্মীয়—বিশ্বের যাবতীয় প্রাণীই আমাদের স্বগোষ্ঠী, যেখানে যত চেতনাচেতন সকলই আমাদের প্রভুর, সুতরাং আমরা আমাদের আত্মীয়কে চিরদুর্দশার কবলে, মহাদেবের জীবন দুঃখানলে ফেলিয়া যাইব না, আমাদের স্বজনগণকে জীবন হইতে জীবনান্তর চারিদিকে নিপতিত করিবার জন্য তাহাদের মনঃপূত প্রেয়ঃ সাময়িক অনিত্যসুখের আলেয়া প্রদর্শনমুখে আপাতমধুর সহানুভূতি দেখাইয়া দৈহিক রোগ প্রশমনার্থ হাসপাতাল খুলিব না, বন্যা বা অন্ন-দুর্ভিক্ষ নিবারণার্থ (হরিকীর্তন দুর্ভিক্ষ উপেক্ষা করিয়া) চেষ্টাবিশিষ্ট হইব না, দেহমনোবৃত্তির কোনও প্রকার রসদ যোগাইব না, আমরা শুধু আমাদের প্রভুর আদেশে তোমাদিগকে জানাইবার জন্য তোমাদিগকে চিরকালের পথ পরিষ্কারের নিমিত্ত, তোমাদিগকে কলিযুগের এই সুবর্ণসুযোগে বিনামূল্যে বিতরিত অমূল্যরত্ন শ্রীকৃষ্ণভক্তির সন্ধান প্রদানের জন্য এই পরমার্থ-গীতিটী গাহিব—

"আর কেন মায়াজালে পড়িতেছ জীব-মীন।
নাহি জান বদ্ধ হ'য়ে রবে তুমি চিরদিন॥
অতি তুচ্ছ ভোগ আশে, বন্দী হ'য়ে মায়াপাশে,
(কেন) রহিলে বিকৃতভাবে দণ্ড্য যথা পরাধীন।
এখনও ভক্তিবলে কৃষ্ণপ্রেমসিন্ধুজলে,
ক্রীড়া করি' অনায়াসে থাক তুমি কৃষ্ণাধীন॥"

বঞ্চিত সম্প্রদায়ের অন্যতম অভাগা আমার পুনরায় বিলাপ উপস্থিত হইতেছে যে, কলিযুগে জন্মগ্রহণ করিয়া বদ্ধজীব আমরা মানবজীবন ধন্য করিবার এহেন অপূর্ব সুবর্ণসুযোগ প্রাপ্ত হইয়াও যদি তাহাতে বিমুখ হইয়া দুর্ভাগ্যকেই স্বীকার করিলাম, আমরা যদি এরূপ অহৈতুক কৃপাময় জগদ্গুরুর আবির্ভাবকালেও তৎপাদপদ্মে শরণাগত না হইলাম, তাহা হইলে আমাদের দুর্ভাগ্যের, আমাদের বন্ধনদশার আর কোনকালের শেষ হইবে না, আমরা আত্মবিস্মৃতির অন্ধকার-আলোর সীমামধ্যে অবস্থান করিয়া কণ্টকার আবর্তে উদ্ভ্রান্তচিত্ত যে তিমিরে সেই তিমিরেই থাকিয়া যাইব।

আক্ষেপ ও প্রার্থনা

[শ্রীসত্যানন্দ ব্রহ্মচারী]

আশীষের ভার ব'য়ে চলিতেছি ঘাড়ে ক'রে
ভারী বোঝা পাষাণের মত।
আর ত সহিতে নারি এই মোট এত ভারী
যাহা মোরে চাপিয়াছে সতত॥
অতিশয় ক্লেশাক্রান্ত, পরিশ্রান্ত যে জীবের,
তার ভাগ্যে কেন এই দুঃখ।
নবলক্ষ জলজের, বিংশলক্ষ স্থাবরের
বিহগের গতি দশ লক্ষ॥
এই সব আদি করি', জন্মজন্মান্তর ধরি'
যাওয়া আসি, কত আর।
কে আছে এ সংসারে বিনা সেই গুরুবরে
নামাইতে এই গুরুভার॥
বিশ্বের পাতক পড়ে এ যে হতভাগা ঘরে,
দেখেও কি দেখিবে না কেহ।
জাগিয়া মজিছে যারে, শোক-মোহ-মায়া-ঘোরে
অজনাথা দয়া, দেহ, গেহ॥
পড়িয়া সংসারকূপে ডুবিয়া স্বকীয় দোষে,
অবশ হ'য়েছে দেহ যায়।
কৃপাসিন্ধু হরিনাম, শক্তি নাহি আছে যার
কিরূপে সে পাইবে উদ্ধার॥
অবশ হ'য়েছে দেহ, বিশ্বাস করে না কেহ,
তারে ইহা অলসের কথা।
তাই হ'য়ে নিরুপায়, কেবে নিজে নিঃসহায়
পাইতেছি নিদারুণ ব্যথা॥
একে মোর এ দুর্গতি, তাতে বড় অখ্যাতি
এর চেয়ে দুঃখ কিছু নাই।
অচিন্ত্য শকতি যার, অসাধ্য কি আছে তার,
কেবে তাহা আমি ত না পাই।
তাই অতি সকাতরে, যোড় করি দুই করে
প্রার্থি আমি নির্ভয় হইয়া।
অচিন্ত্যশক্তিবলে তুলে নিন্ অবহেলে
গুরু মোরে সদয় হইয়া॥

অগ্রামসশিংহ সন্দেশ

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণন করিয়াছিলেন। ঠাকুর মহাশয়ের অতিমর্ত্য-জীবনী-শ্রবণে শ্রোতৃবৃন্দ পরম আনন্দিত হইয়াছিলেন। ভোগরাগ ও আরাত্রিক সমাপনান্তে নিমন্ত্রিত ও অনিমন্ত্রিত সকলকেই বিচিত্র মহাপ্রসাদ প্রদান করা হয়।

মঠবাসিগণের মধ্যে শ্রীযুক্তা মোক্ষদা সুন্দরী দাস ও শ্রীযুক্ত অশ্বিনী কুমার দাস শ্রীশ্রীবিনোদবাণীকীর্তন ও শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর ভোগারাত্রিক চূড়াপ্রদান করিয়া অক্ষুণ্ণ সুকৃতি অর্জন করিয়াছেন। তাঁহারা নানাভাবে মঠের সেবা করিয়া থাকেন। প্রার্থনা শ্রীশ্রীবিনোদবাণীজী তাঁহাদের সেবা-প্রবৃত্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করুন।

শুদ্ধভক্তি মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ

(আকর-মঠরাজ)

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমায়াপুর-যোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ শত হস্ত-পূর্বে শ্রীবল্লালদীঘির অন্তর্গত শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্যমঠ বিরাজমান। এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা শুদ্ধভক্তশালী। এই মঠরাজে শ্রীভক্তিবিনোদ-সিদ্ধান্তপূর্ণ ব্যাকরণাদি বেদান্তসমূহের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় শ্রীতাদের উপাস্য বিগ্রহের শুদ্ধ নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে, পারমার্থিক দৈনিকপত্র 'নদীয়া-প্রকাশ', সাত্বত-সম্প্রদায়ে অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন সংবাদ প্রকাশকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতি বৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমাপ্রদান ও অসংখ্য ভক্তগোষ্ঠীসহ কীর্ত্তন-প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি শুভকার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত সুনির্মল ভক্তি-ধর্ম-প্রচারোদ্দেশ্যে গৌড়দেশের সর্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই শুদ্ধভক্তাশ্রমে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দজীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সংকীর্ত্তন, সদ্গ্রন্থ-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদির লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক আলোচনা হয়। এই মঠ হইতে মহানগরীর সর্বত্র হরিকথা-প্রচার, নগরসংকীর্ত্তন, বক্তৃতা, ব্যাখ্যা ও মহোৎসব-যাত্রা-মহোৎসবাদি শুভকার্যের অনুষ্ঠান হয়। মঠরক্ষক—মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া সহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবিদ্যানন্দ ব্রহ্মচারী সেবাকোবিদ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী এখানে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান, রক্ষক—শ্রীমৎ... দাসাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—গোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

(৭) কাজীর সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপা-প্রাপ্ত শ্রীচাঁদ-কাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীমদানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক।

(৮) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও রাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান দাস ব্রহ্মচারী।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্র নাথ দাসাধিকারী।

১০) মোদদ্রুম-ছত্র গৌড়ের বৈদিক

মাউগাছি, পোঃ ভাণ্ডর, (বর্দ্ধমান)।

শ্রীনারায়ণী ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান। শ্রীগৌরনিত্যানন্দের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীকুঞ্জবিহারী ব্রজবাসী, ভক্তিকুটির।

(১১) শ্রীজিয়া বৃন্দাবন

শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীনবীনানন্দ ব্রহ্মচারী

(১২) কুলিয়াকুটীর—পোঃ কৃষ্ণনগর,

নদীয়া। রক্ষক—শ্রীমদ্বৈভবানন্দ অধিকারী

(১৩) ভাগবত-আসন—পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

এই স্থান হইতে ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচারিত হয়। রক্ষক—শ্রীসদানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৪) একায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরাধানাথ মহান্তাচার্য গোস্বামী ভক্তিসার।

(১৫) মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুকুর, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিবিনোদ ব্রজবাসী।

(১৬) মাধ্বগৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, পোঃ ঢাকা

পূর্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীপাদ কৃষ্ণানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ।

(১৭) গোপালজীউ মঠ—কমলাপুর, (ঢাকা)

গোপালজীউর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান। রক্ষক—শ্রীবনমালী ব্রজবাসী,

(১৮) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)।

এখানে শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীমদ্‌ ব্রহ্মচারী

(১৯) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

মহারাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীযশোবর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২০) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাধব, (ঢাকা)

এখানে শ্রীকৃষ্ণমূর্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(২১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ পানাগড় (বর্দ্ধমান)।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীচৈতন্য দাসাধিকারী.

(২২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

কুসুমকোলা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীহরিনাথ অধিকারী।

(২৩) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে গুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজগবন্ধুদাস ব্রজবাসী ভক্তিরত্ন।

(২৪) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী।

(২৫) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাণগড়, পোঃ বালীবাজার, (কটক)

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদানন্দ-জীউর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর

(২৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর পুরী,

শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন।

(২৭) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীউর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীসনাতন অধিকারী

(২৮) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়-নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী দাসাধিকারী।

(২৯) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, গোদাবরী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—শ্রীনবীনচন্দ্র দাসাধিকারী ভক্তিলোচন।

(৩০) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

২২নং কালিকাপুরা, বেনারস সিটি

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্বাগিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীমঙ্গলানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ

(৩২) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও গৌরবিনোদ-বিলাসজীউর সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীমদ্‌নারায়ণ দাসাধিকারী।

(৩৩) কৃষ্ণচৈতন্য মঠ

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

এখানে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিত্য-সেবা হয়। রক্ষক—শ্রীবন্ধন ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠ

সত্যনারায়ণ মথুরা

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন

(৩৫) শ্রীব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ—শ্রীরাধাকুণ্ড

রক্ষক—শ্রীরাধারমণচরণ ব্রহ্মচারী

(৩৬) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৩৭) গোবিন্দবিহারী মঠ

সেবনাটী, পোঃ হোডেল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব) রক্ষক—শ্রীগৌরবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৩৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪০নং কুতুব রোড, নিউ দিল্লী।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্বিকাগিরিধরের সেবা।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌধ আশ্রমী

(৩৯) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল।

এখানে গৌরবিনোদবিহারীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবনগোপাল অধিকারী।

(৪০) সারস্বত-গৌড়ীয় মঠ

মাদ্রাজ সাংতমপুর, ইউ, পি

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক গিরি

(৪১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ রায়পেট্টা মাদ্রাজ।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীপাদ ... ভক্তিবিকাশ

৪২) বোম্বে-গৌড়ীয়-মঠ কার্য্যালয়

গোস্বামী রোড, ডোঙরি বিল্ডিং, ব্লক নং ১, বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ সেবাশ্রী মজুমদার।

(৪৩) অমরজি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমরজি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীরাজেশ্বর দাস অধিকারী

(৪৪) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্চকা, কামরূপ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী

(৪৫) পাটনা গৌড়ীয় মঠ

১০০ মিঠাপুর, পাটনা।

রক্ষক—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী রাসভক্ত

(৪৬) গয়া গৌড়ীয় মঠ

মিল হাউস, চাচ রোড, গয়া

রক্ষক—উপদেশক শ্রীমহেশ্বর রায়চৌধুরী

(৪৭) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠ বালেশ্বর

রক্ষক—শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয়

৩ গ্লৌষ্টার হাউস, ক্যাম্বেল গার্ডেনস, এস. ডাব্লু ৭, লণ্ডন

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন

(৪৯) বার্লিন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

Berlin W. 30

Eisenacher strasse 29 I,

(৫০) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

৩৫০ নং ডালহাউসী ষ্ট্রীট রেঙ্গুন।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবত,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম স্কন্ধে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধতে প্রতিখণ্ড ৷৶০
২। অনুভাষ্য বিবৃতি শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। অনু-ভাষ্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৷০ ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—১৲; ২য় খণ্ড –৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব—১৲
৮। সৎক্রিয়াসার—দীপিকা ও সংস্কার-দীপিকা ১৷০
৯। জৈবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ২৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরুদ্ধ-তত্ত্ব ৷০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ৷০
১৮। রাসক্রীড়া-তত্ত্ব ৷০
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৶০
২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৷৶০
২২। ভজন-রহস্য
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ ৪ (বাঁধা)
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ)
২৬। গীতার কেবল মূল-ভাষা
২৭। বৃত্তিমহিকা অপৌরুষেয় শাস্ত্রবাদ ২৲
২৮। বেদান্তত্বসার শাস্ত্রবাদ ৷০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸
৩০। দীন-হিন্দু ব্রহ্ম ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৶০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা ৵১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ৷০
৪০। শরণাগতি ৵০
৪১। গীতাবলী ৵০
৪২। চিত্রে নবদ্বীপ ১৷০
৪৩। সাধনকণ ৵০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৵০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৵০
৪৬। অর্চ্চনকৌমুদী ৵০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৵০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৵১০
৪৯। অৰ্চ্চনপদ্ধতি ৷১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ৷০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ৷০
৫৩। গৌড়ীয়কোষঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ৷৫
৫৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ? ৵০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ৷০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণদেবের ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সাধ্যবাণী ৵০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যলীলামৃত সারঃ ৷০
৬১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিদ্বিজয়ঃ ৷০
৬২। সটিক-দশকাবশমূলম্ ৷০
৬৩। তত্ত্বসূত্রম্ ৷০
৬৪। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৷৶০
৬৫। গৌড়ীয়মঠ পরিচয়ঃ ৵০
৬৬। সারার্থবর্ষিণম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৭। রায় রামানন্দ ৷০
৬৮। এ কিউ ভার্ডিস অন্ বেদান্ত ৷০
৬৯। নামভজন ৷০
৭০। বেদান্ত—ইট্‌স্ মর্ফলজি এণ্ড অন্টলজি ৷০
৭১। ভিসেণ্টস্ ভাক্টস্ ৷৶০
৭২। লাইফ এণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ৷০
৭৩। বৈষ্ণবীজম ৷০
৭৪। কোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ৵০
৭৫। দি ভাগবত ৷০
৭৬। রিলেটিভ্ ওয়ার্ল্ডস এণ্ড আবেদনেড ডিভোশন ৷০
৭৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২৷০
৭৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৭৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷০
৮০। সাধন-পথ ৷০
৮১। কল্যাণ-কল্পতরু ৵১০
৮২। গীতাবলী ৵০
৮৩। শরণাগতি ৵০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৪। শরণাগতি ৵০

তেলগু ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। নিত্য শীত সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৶০ আনা, বড় বোতল ১৶০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালিসমাবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউণ্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। উহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং
কারখানা,—৩নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার
কলিকাতা

“ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব”

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে কথাসার ও শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও
শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ব্রহ্মচারী এম, এ, এম, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সুবর্ণ সুযোগ ! সুবর্ণ সুযোগ !

শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদরচিত গৌড়ীয়ভাষ্য সহিত

বিরাট গ্রন্থ

শ্রীশ্রীচৈতন্য ভাগবত

গ্রন্থের আয়তন ঃ—ক্রাউন কোয়ার্টো মূল ১০৯৬ পৃষ্ঠা, সূচীপত্র ২৪৪ পৃষ্ঠা, মোট ১৩৪০ পৃষ্ঠা

ভিক্ষা (বাঁধাই) মাত্র ৭৲ সাত টাকা

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা

ফিকেট ইস্তা

১ কেস নং এবং কোর্টের নাম	২ নীলাম ইস্তাহার (A) (B) বা যাহার প্রকাশিত	৩ ডিক্রিদার	৪ দেনাদার	৫ যে দাবীর জন্য সম্পত্তি বিক্রয়ের আদেশ হইয়াছে	বিক্রয়ের স্থান, তারিখ ও সময়	কি রকম স্বত্ব	থানা, মৌজার নাম ও গ্রাম	খতিয়ান নং প্লট (জানা থাকিলে) অথবা অন্য প্রয়োজনীয় বিবরণ	১০ জমির পরিমাণ (জানা থাকিলে)	১১ জমা (জানা থাকিলে)	১২ মন্তব্য
১১ B, নীলাম সার্টিফিকেট আদালত		বিভূতিভূষণ পাল চৌধুরী দিং	লেকজান বিবি	১৭৸৵১	২৭।৭।৩৫	রায়তি স্থিতিবান	থানা মাকালীপাড়া মৌজে রূপরপোতা	৪২২ খতিয়ান	১-০৮	২।/১১	বিভূতিভূষণ পালচৌধুরী দিং
১৮ B, ৩৪।৩৫		ঐ	কালী বিবি	১২৪৶৪	৫।৮।৩৫	ঐ	থানা ঐ মৌজে ঐ	৪৪৪ খতিয়ান	-৪০	১/১০	ঐ
১১৫ B, ৩৪।৩৫			মুসলিম মল্লিক	১৮।৵০	৫।৮।৩৫		থানা মাকালীপাড়া মৌজে জালতলা	২১৪ খতিয়ান	-৫২	০৵০	
১৩১ B, ৩৪।৩৫		ঐ	ফকিরচাঁদ মণ্ডল দিং	২৭৸২	৫।৮।৩৫		থানা মাকালীপাড়া সাং হরিশচন্দ্রপুর	৫২১ খতিয়ান	১-১৫	৩৸৵৯	
১৩৩ B, ৩৪।৩৫			চণ্ডীচরণ বড়াল দিং	৩৭৸৵০	১৯।৮।৩৫	ঐ	থানা মাকালীপাড়া সাং বেগুনবাড়ী	১০৩৪ খতিয়ান	১-১৪	৫।৶৯	
৯০ B, ৩৪।৩৫			চটুই সেখ	১১৲	১৯।৮।৩৫	ঐ	থানা মাকালীপাড়া সাং খড়িপুর	৫৫ খতিয়ান	১-০৩	৸৵৹	
২ B, ৩৪।৩৫			বৈদ্যনাথ দাস	৪০৸৵৪	২৫।৮।৩৫	রায়তি মোকররী	থানা মাকালীপাড়া সাং হরনগর	৩৭২ খতিয়ান	১১-৯৬	৪৸০	
২৩৩ B, ৩৪।৩৫		ঐ	কোবাদ সেখ কাঠালী	৭।/৮	১।৯।৩৫	রায়তি স্থিতিবান	থানা মাকালীপাড়া সাং সেবা	৬৬ খতিয়ান	১-০০	।/৫	
২৪২ B, ৩৪।৩৫		ঐ	যুধিষ্ঠির কর্মকার	৪০৸৶৬	১।৯।৩৫		ঐ	২৫৬ খতিয়ান	১৩-৭৪	৮৸/০	
২৩ b, ৩৪।৩৫		ঐ	মহিউদ্দিন হাজি দিং	২৩৸/০	৪।৯।৩৫	রায়তি মোকররী	থানা মাকালীপাড়া সাং হরনগর	৩৮৭ খতিয়ান	৪-৩১	৩৶৮	
৩৮ b, ৩৪।৩৫		ঐ	এমেজদ্দীন সেখ	৭৸৯	৪।৯।৩৫	রায়তি স্থিতিবান	থানা মাকালীপাড়া সাং গোপীপুর	১৩০ খতিয়ান	-৫৭	৷৵৫	

৮৮

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'শ্রীনাম' নবদ্বীপ

দৈনিক

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

REG. NO C. 1544

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত—নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১০ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৩১শে আষাঢ়, মঙ্গলবার ১৩৪২, ১৬ই জুলাই ১৯৩৫ [১১৫তম সংখ্যা

চৈতন্যোপনিষদ্
বড় অক্ষরে মূল ও অনুবাদসহ প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি উত্তম। ভিক্ষা ।০ মাত্র
শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

"গৌড়ীয়"
৭ম বর্ষ হইতে ১১শ বর্ষ পর্য্যন্ত পৃথক বর্ষ কাপড়ে বাঁধাই ভিক্ষা ৩।০ মাত্র।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ
বাগবাজার, কলিকাতা

বিবিধ সংবাদ

-:০:—

কুচবিহারাধিপতি মহারাজার অভিষেক
২রা ডিসেম্বর দিন ধার্য্য

প্রকাশ, ২রা ডিসেম্বর কুচবিহারের মহারাজা জগদীপেন্দ্র নারায়ণ ভূপবাহাদুরের অভিষেক হইবে। মহারাজা বিলাতে পড়াশুনা করিতেছেন। তিনি অক্টোবর মাসে ফিরিয়া আসিবেন।

চারি আনার ট্যাক্সি

কিছুকাল যাবৎ বোম্বাইর জনসাধারণ আট আনার ট্যাক্সির স্থলে চারি আনার ট্যাক্সি প্রবর্তনের জন্য আন্দোলন করিতেছিল। এই আন্দোলন ব্যর্থ হইয়াছে। ট্যাক্সি ড্রাইভার্স ইউনিয়ন বলিতেছে যে, বর্ত্তমানে এইরূপ প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করা অসম্ভব।

দুর্দ্দান্ত দস্যু ধরা পড়িতে পড়িতে পড়িল না

আলিগড় জেলার খয়ের গ্রামের দুর্দ্দান্ত ডাকাত রাধাচরণ তাহার সঙ্গীদের সহিত মথুরা-আগ্রায় গ্রামে বেরা নামক একটি গ্রামের নিকটে লুকাইয়া আছে জানিতে পারিয়া আগ্রার পুলিশ অনতিবিলম্বে তথায় গিয়া স্থানটি ঘেরাও করে। প্রায় আধঘণ্টা ধরিয়া দুই পক্ষ হইতেই গুলী বর্ষিত হয়। প্রকাশ, উহার ফলে রাধাচরণের ছুন্না নামক একজন সহচর নিহত হয় এবং চন্দনা ও আরও দুই ব্যক্তিকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। পুলিশ একটি বন্দুক এবং কিছু গোলাগুলীও হস্তগত করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

একসঙ্গে দুই ছাত্রের আত্মহত্যা
বন্ধু কর্ত্তৃক বন্ধুর অনুগমন

নাগপুর রবার্টসন মেডিক্যাল স্কুলের এস কে রায় এবং এম এন সিদ্দিক নামক দুইজন ছাত্র এক সঙ্গে গত রবিবার রাত্রিতে 'পটাসিয়াম সায়েনাইড' সেবন করিয়া আত্মহত্যা করিয়াছে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে, উক্ত ছাত্রদ্বয় এক শ্রেণীতে পড়িত এবং এক ঘরে বাস করিত। তাহাদের মধ্যে একজন অর্থ সঙ্কটে পতিত হইয়া মনে করে যে, একমাত্র মৃত্যুই তাহাকে মানসিক অশান্তি হইতে রক্ষা করিতে পারে। তাহার বন্ধু তাহাকে সঙ্কল্পচ্যুত করিতে চেষ্টা করে। কিন্তু তাহার চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় সেও আত্মহত্যা করে। তাহাদের একজনের মৃতদেহ তাহাদের ঘরের ভিতরে এবং অপরের মৃতদেহ বাহিরে পাওয়া যায়।

———

বন্যায় ৫০ হাজার লোক নিরাশ্রয়
বহু লোকের প্রাণনাশ

ইয়াংসিকিয়াং নদীর তীরবর্ত্তী স্থানসমূহ জলপ্লাবিত হওয়ায় ৫০ হাজার লোক নিরাশ্রয় এবং বহুলোকের প্রাণনাশ হইয়াছে। চিংচো অঞ্চলে একটী গ্রাম নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে—এই গ্রামের দুই-তৃতীয়াংশ অধিবাসী মারা গিয়াছে। জল ধীরে ধীরে বহু জনবহুল সহর প্লাবিত করিতেছে। সাসী অঞ্চলে যেসিন নদীর যে বাঁধ লক্ষ লক্ষ লোককে জলপ্লাবন হইতে রক্ষা করিয়াছে, তাহাও ভাঙ্গিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে এবং হাজার হাজার লোক গাছে ও ঘরের মটকায় আশ্রয় লইতেছে।

বাণিজ্য শুল্কে রাজস্ব
১৯৩৫ সালের জুনমাসের হিসাব

গবর্ণমেন্টের অধীন "ব্যবসা বাণিজ্য সংক্রান্ত হিসাব ও তথ্যাদি সংগ্রহ বিভাগে" যে বিবরণী লিপিবদ্ধ হইয়াছে তাহাতে দেখা যায়, ১৯৩৫ সালের জুন মাসে ভারতের জলপথে ও স্থলপথে যে কাষ্টম শুল্ক সংগৃহীত হইয়াছে তাহার পরিমাণ ৪ কোটি ৩ লক্ষ টাকা। তৎপূর্ববর্ত্তী মাসে মোট ৪ কোটি ৮৫ লক্ষ টাকা সংগৃহীত হইয়াছিল। বিগত ১৯৩৪ সালের জুন মাসে যে কাষ্টম শুল্ক পাওয়া গিয়াছিল তাহার পরিমাণ ৩ কোটি ৭১ লক্ষ টাকা।

১৯৩৫ সালের এপ্রিল, মে, জুন এই তিন মাসে কাষ্টম শুল্ক বাবদ মোট ১৩কোটি ৪৬ লক্ষ টাকা আদায় হইয়াছে। গত বৎসর এই তিন মাসে কাষ্টম শুল্ক বাবদে ১২কোটি ৯লক্ষ টাকা পাওয়া গিয়াছিল।

৮ হাজার অধিবাসীর সিন্ধু-সীমান্ত ত্যাগ
জমির অধিকার লইয়া বিরাট

জ্যাকোবাবাদ হইতে প্রাপ্ত এক খবরে জানা যায় যে, সিন্ধু সীমান্তবর্ত্তী কালাণী অঞ্চলের ৮ হাজার অধিবাসী ঐ অঞ্চল ত্যাগ করিয়া সাহদাকোট খাড়গ্যাসিং এবং সিন্ধুদেশের অপরাপর গ্রামে বসবাসের ব্যবস্থা করিতেছে। কালাণী নেতাকে মোটা টাকা জামিন দিয়া মুক্তি লইতে বলা হয়; কিন্তু সে জামিন দিতে না পারায় তাহাকে হাজতে লইয়া যাওয়া হয়; অন্যথায় কালাণী ও বুগটিদের মধ্যে গুরুতর সংঘর্ষ বাধিবার আশঙ্কা থাকিয়া যাইত। কালাণীরা কালাদের খানের নিকট হইতে জমি কিনিয়াছিল বলিয়া দাবী করে। ঐ জমির পরিমাণ ৮০ হাজার একর বলিয়া প্রকাশ।

হাইস্কুল সম্পর্কে নূতন নিয়ম
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যম

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেট সভা সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত হাইস্কুল সমূহের ছাত্রদের ভর্ত্তি, স্কুল পরিবর্ত্তন, ক্লাশ প্রোমোশন, বিদায়, বেতন প্রভৃতি সম্পর্কে স্কুল কর্ত্তৃপক্ষের কর্ত্তব্য-নির্দ্দেশ সূচক নূতন নিয়মাবলী রচনা করিয়া উহা বাঙ্গলা সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টরের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। প্রস্তাবিত নূতন নিয়ম আসামের হাইস্কুল সমূহে প্রবর্ত্তন করা সম্বন্ধে আসাম সরকারের শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টরের অভিমত জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে। এ বিষয়ে সরকারের সমর্থন পাওয়া গেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ যাবতীয় হাই স্কুলে নূতন নিয়মাবলী সম্বলিত সার্কুলার জারী করিবেন। প্রকাশ, এই নূতন নিয়ম প্রচলিত হইলে হাইস্কুল সমূহের কার্য্য পরিচালনায় যথেষ্ট সুবিধা হইবে।

———

অসময়ে আকাশ কুয়াসাচ্ছন্ন

গত ১১ই জুলাই প্রাতঃকাল হইতে চুঁচুড়ায় একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার দৃষ্ট হইতেছে। আকাশ শীতকালের ন্যায় কুয়াসা দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। কুয়াসা অন্তর্হিত হওয়ারও কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না।

স্থানীয় প্রাচীনতম ব্যক্তিগণ বলিতেছেন যে, তাঁহাদের জীবনে তাঁহারা কখনও জুলাই মাসে কোন কুয়াসা দেখেন নাই।

এই জাম সম্পর্কিত বিরোধ (কীবধার) পলিটিক্যাল এজেন্টের দরবারে এই মাসের শেষের দিকে উঠিবে।

নমো ভগবতে বাসুদেবায়

৩১শে আষাঢ়, মঙ্গলবার ১৩৪২

পাটের প্রাথমিক পূর্ব্বাভাষ শতকরা ২৮'৮৩ ভাগ কমিয়াছে

১৯৩৫ সালে বাঙ্গলা দেশের কোন জেলায় কত একর জমিতে পাটের চাষ হইয়াছে তাহার আনুমানিক বিবরণ একে একে প্রকাশিত হইয়াছে। সুতরাং বাঙ্গলা, বিহার এবং আসাম প্রদেশের হিসাব একত্র করিয়া আর একটি সরকারী বিবরণ প্রচার করা হইয়াছে।

ইহাতে জানা যায়, ১৯৩৫ সালে বাঙ্গলা বিহার ও আসাম প্রদেশে মোট ১৮৫৮২০০ একর জমিতে পাট চাষ হইয়াছে। ১৯৩৪ সালে যে পরিমাণ জমিতে পাট হইয়াছিল, তাহার সহিত তুলনায় এবার ৭৫২৯০০ একর কম জমিতে পাটের চাষ হইয়াছে, অর্থাৎ গত বৎসরের তুলনায় এবার পাটচাষের জমির পরিমাণ শতকরা ২৮'৮৩ ভাগ কমিয়াছে।

কোন প্রদেশে মোট কত একর জমিতে গত বৎসর পাটচাষ হইয়াছিল এবং এবারেই বা কত একর জমিতে পাট চাষ হইয়াছে, তাহার হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল:—

প্রদেশ	১৯৩৪	১৯৩৫
বাঙ্গলা (কুচবিহার ও ত্রিপুরা রাজ্যসহ)	২২৮৮৭০০	১৬১৩৫০০
বিহার ও উড়িষ্যা	১৭৯৮০০	১৪২০০০
আসাম	১৪৮৬০০	১০২৭০০
মোট	২৬১১১০০	১৮৫৮২০০

গত বৎসরের তুলনায় এবার বাঙ্গলা দেশে ৬৭৫২০০ একর, বিহার উড়িষ্যায় ৩১৮০০ একর এবং আসাম প্রদেশে ৪৫৯০০ একর কম জমিতে পাটের চাষ হইয়াছে।

বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টের কৃষি বিভাগের অস্থায়ী ডিরেক্টার মিঃ কে ম্যাকলিন বলেন,—"গত ১৯৩৪ সালের তুলনায় এবার বাঙ্গলা দেশে মোট ৬৭৫২০০ একর কম জমিতে পাটের চাষ হইয়াছে অর্থাৎ বাঙ্গলা দেশে পাট চাষের জমির পরিমাণ এবার গত বৎসরের তুলনায় শতকরা ২৯ ভাগ কমিয়া গিয়াছে। চাষের সময়ে আবহাওয়া অনুকূল ছিল না এবং পাট চাষ [illegible] জন্য [illegible] আন্দোলন করা হইয়াছিল, [illegible] কারণে এবার পাটের চাষ [illegible] কম হইয়াছে।

মিঃ ম্যাকলিন আরও বলেন যে, [illegible] এবার খারাপ হইয়াছে [illegible] ফসলের অবস্থা [illegible]। [illegible] মোট কত মণ পাট [illegible] তাহা এখনও অনুমান করিবার সময় আসে নাই। বিভিন্ন জেলার কালেক্টর, [illegible] এবং কৃষিবিভাগের কর্ম্মচারী বৃন্দের সাহায্যে সরকারী হিসাব সংগ্রহ করা হইয়াছে। কালেক্টরগণ রিপোর্ট দিয়াছেন যে, কৃষকগণের হাতে অল্প পাটই মজুদ আছে।

জাল নোট রাখার অভিযোগ

গত ১২ই জুলাই প্রাতঃকালে কাশীপুরের পুলিশ দিল মহম্মদ নামে এক ব্যক্তি এবং তাহার ভূস্বামিকারিণীকে একখানি একশত টাকার জাল নোট রাখার অভিযোগে কলিকাতার উত্তর বিভাগের ডেপুটি পুলিশ কমিশনারের নিকট হাজির করে।

প্রকাশ, প্রথম আসামী দিল মহম্মদ কাশীপুর পোষ্ট আফিসে একখানি একশত টাকার নোট ভাঙ্গাইতে যায়। নোটখানি জাল বলিয়া সন্দেহ হওয়ায় পোষ্টমাষ্টার দিল মহম্মদকে পুলিশে ধরাইয়া দেন। পুলিশের প্রশ্নের উত্তরে আসামী বলে যে, নোটখানি তাহার ভূস্বামিকারিণী তাহাকে ভাঙ্গাইতে দিয়াছেন। পুলিশ আসামীকে লইয়া তখন সেই মহিলার নিকট যায়। মহিলাটি বলেন যে, তিনি নোটখানি রাস্তায় কুড়াইয়া পান এবং দিল মহম্মদকে উহা ভাঙ্গাইতে দেন।

পুলিশ অতঃপর মহিলাটিকেও গ্রেপ্তার করে এবং উভয় আসামীকেই স্থানীয় থানায় লইয়া যায়।

ভারত সরকারের নূতন ঋণ

পূর্ব্ব ঋণ পরিশোধের জন্য শতকরা বার্ষিক ৩ ষ্টার্লিং সুদে ভারত সরকারকে এক কোটী ষ্টার্লিং মুদ্রা ঋণ দিবার জন্য আবেদন গ্রহণ ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ডে বেলা ৯ ঘটিকার সময় আরম্ভ হয় এবং ১০ মিনিট পরেই বন্ধ হইয়া যায়।

প্রবল ঘূর্ণিবাত্যা

গত ৯ই জুলাই [illegible] প্রবল ঘূর্ণিবাত্যা বহিয়া গিয়াছে। সহরে [illegible] বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, গ্রাম অঞ্চল [illegible] ক্ষতিকর হইয়াছে। অনেক গাছপালা ভূমিসাৎ হইয়াছে এবং অনেক কুটীর চালা উড়িয়া গিয়াছে। [illegible] গ্রামে [illegible] কিন্তু বিশেষ [illegible] না হইলেই উহা নিরাপদ বলা হয়। আবহাওয়া এখন শান্ত। বৃষ্টির সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে।

রথযাত্রায় দুর্ঘটনা

চৌমুহানী রেলওয়ে ষ্টেশনের সহকারী ষ্টেশন মাষ্টার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রকুমার চৌধুরী মহাশয়ের [illegible] পুত্র গত রথযাত্রার দিন [illegible] রথ দেখিবার জন্য গিয়াছিল। রথ টানিবার সময় রথের নীচে পড়িয়া সাংঘাতিক রূপে আহত হয়। তাহাকে [illegible] হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। সে গত শনিবার হাসপাতালে মারা গিয়াছে।

টাটা কোম্পানীর ১২ লক্ষ টাকা বোনাস

টাটা আয়রণ ও ষ্টীল কোম্পানীর জেনারেল ম্যানেজার এক সার্কুলারে লোহার কারখানার শ্রমিকদিগকে জানাইয়াছেন যে, ১৯৩৪-৩৫ সালে যে লাভ হইয়াছে, তাহা হইতে ১২ লক্ষ টাকা বোনাস দেওয়া হইবে। সমস্ত কর্ম্মচারী, শ্রমিক এবং দৈনিক হারের মজুরগণ এই টাকা হইতে এক মাসের বেতনের সমান বোনাস স্বরূপ পাইবে।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের ইস্তাহার

কলিকাতা, ৬ই জুলাই, ১৯৩৫

আশা করা যায় শীঘ্রই নূতন শাসন-সংস্কার আইন পাশ হইবে। এই আইনানুসারে প্রথম যে নির্ব্বাচন হইবে তাহার জন্য বাঙ্গলা সরকার এখন ভোটারদের একটা খসড়া তালিকা তৈয়ারী করিতেছেন।

শাসন-সংস্কার আইন পাশ না হওয়া পর্য্যন্ত এবং ভোটারদের তালিকা তৈয়ারীর জন্য কাউন্সিল অর্ডার না হওয়া পর্য্যন্ত তালিকা তৈয়ারীর পাকাপাকি আদেশ দেওয়া যাইতে পারে না। ভোটারের সংখ্যা খুব বাড়িয়া গিয়াছে। অতএব যে সকল কর্ত্তৃপক্ষের উপর পাকা তালিকা তৈয়ারী করা ও ছাপানর ভার থাকিবে তাঁহাদের কাজের সুবিধার জন্য বাঙ্গলা সরকার এই অর্ডার হওয়ার পূর্ব্বেই কার্য্য আরম্ভ করা আবশ্যক বোধ করিয়াছেন। আশা করা যায় যে ভোটারের যে খসড়া তালিকা এখন তৈয়ারী করা হইতেছে তাহা হইতেই পাকা তালিকা তৈয়ারী হইতে পারিবে; এবং সরকারের অভিপ্রায় এই যে, যে সকল ব্যক্তি ভোটারের খসড়া তালিকাতে তাঁহাদের নাম দিতে চাহেন তাঁহাদিগকে সেজন্য যেন সকল রকম সুবিধা দেওয়া হয়। কারণ তাহা হইলে পাকা তালিকা তৈয়ারী করিবার সময় ভোটার তালিকায় নাম লেখাইবার দাবী করার লোক যথাসম্ভব কম হইবে।

২। হাউস অব কমন্স যে ভারত গবর্ণমেণ্ট [illegible] আইনের যে খসড়াটি পাশ করিয়াছেন তাহার [illegible] ভোটের অধিকার সম্বন্ধে যে তফসীল আছে তাহারই উপর নির্ভর করিয়া প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার নির্দ্দিষ্ট নির্ব্বাচকমণ্ডলীর তালিকা তৈয়ারী হইতেছে:—

(১) সাধারণ নির্ব্বাচক মণ্ডলীর (এতদন্তর্গত [illegible] নির্ব্বাচকমণ্ডলী) এবং তপশীলভুক্ত জাতিসমূহের নির্ব্বাচকমণ্ডলী,

(২) [illegible] নির্ব্বাচকমণ্ডলী;

(৩) মুসলমান নির্ব্বাচকমণ্ডলী; এবং

(৪) ভূম্যধিকারী নির্ব্বাচকমণ্ডলী।

(ক) হিন্দু এবং (খ) বাঙ্গালী মুসলমান, ভারতীয় খৃষ্টান, এংলো ইণ্ডিয়ান ও ইউরোপীয়ান নির্ব্বাচকমণ্ডলীর মধ্যে পড়েন না তাহারা, যেমন—বৌদ্ধ, পার্শী, ইহুদী, সাধারণ নির্ব্বাচকমণ্ডলীগুলির মধ্যে পড়িবেন। যে সকল যোগ্যতার উপর নির্ভর করিয়া ভোটারদের খসড়া তালিকা তৈয়ারী করা হইতেছে তাহার বিবরণ এই সঙ্গে দেওয়া হইল।

যে কর্ত্তৃপক্ষদের উপর খসড়া তালিকা তৈয়ারী করার ভার আছে তাহারা এই সকল যোগ্যতাবিশিষ্ট লোকদের নির্ভুল তালিকা তৈয়ারী করার জন্য যতদূর সম্ভব চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু যাহাতে কোন ভুল না হয় সেজন্য যাহাদের এ বিষয়ে স্বার্থ রহিয়াছে তাহাদের যদি আশঙ্কা হয় যে, তাঁহাদের নাম তালিকা হইতে বাদ পড়িতে পারে তবে তাহারা যেন তালিকা তৈয়ারীর ভারপ্রাপ্ত কর্ত্তৃপক্ষদের নিকট তাহাদের নাম পাঠাইয়া দেন। অতএব তাহাদিগকে বলা যাইতেছে যে, এই সঙ্গে তালিকাভুক্ত হইবার দাবীর যে ফরম দেওয়া হইল তাহাতে নাম লিখিয়া পাঠাইবেন। সাধারণ নির্ব্বাচকমণ্ডলী তপশীলভুক্ত জাতিসমূহের নির্ব্বাচকমণ্ডলীর, ভারতীয় খ্রীষ্টান ও মুসলমান নির্ব্বাচকমণ্ডলীগুলি সম্পর্কে কলিকাতা কর্পোরেশনের চীফ এক্‌জিকিউটিভ অফিসার, অন্যান্য মিউনিসিপ্যালিটিতে মিউনিসিপ্যাল কমিশনারের চেয়ারম্যান এবং মিউনিসিপ্যালিটির সীমানার বাহিরের স্থানের সবডিভিসনাল অফিসারের নিকট ১৫ই আগষ্ট তারিখের মধ্যে এই ফরম পাঠাইতে হইবে।

ভূম্যধিকারী নির্ব্বাচকমণ্ডলীর তালিকার বেলায় কলিকাতায় প্রেসিডেন্সী বিভাগের কমিশনারের নিকট এবং অন্যান্য স্থানে তথাকার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট দাবীর ফরম পাঠাইতে হইবে।

দরখাস্তকারীদের প্রমাণ দেখাইতে হইবে যে যে সকল যোগ্যতা থাকা দরকার তাহা তাহাদের আছে।

তপশীলভুক্ত জাতিসমূহের নির্ব্বাচকমণ্ডলীর তালিকাতে নাম লিখাইতে হইলে প্রত্যেক ভোটার তাহার জাতি কি তাহা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবেন। যে সকল জাতিকে 'তপশীলভুক্ত জাতি' বলা হয় তাহাদের একটি তালিকা এই সঙ্গে দেওয়া হইল।

এবিষয়ে যাহাদের স্বার্থ রহিয়াছে তাহারা প্রত্যেকই নাম দিবার দাবীর ফরম যথাসম্ভব শীঘ্র পাঠাইয়া দিবার প্রতি লক্ষ্য রাখিবেন। কারণ তাহা হইলে ভোটারদের খসড়া তালিকা যখন প্রকাশ করা হইবে তখন এই তালিকা সংশোধন করার জন্য [illegible] নিকট উপস্থিত হইয়া বারাবারি দাবীর ও আপত্তি করার কষ্ট সহ্য করিতে হইবে না।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

— পারমার্থিক পত্র —

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৮ম বর্ষ | ৩০ বামন | গৌরাব্দ ৪৪৯, ৩১শে আষাঢ় বঙ্গাব্দ ১৩৪২, ১৬ই জুলাই ইং ১৯৩৫ | মঙ্গলবার | ১১৫তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

নওগাঁ টাউনে প্রচার

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ বর্ত্তমানে রাজসাহী জেলার অন্তর্গত নওগাঁও টাউনের বিভিন্ন স্থানে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করিতেছেন। এই প্রচারকার্য্যে কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের সহকারী ইন্সপেক্টর শ্রীযুক্ত বটকৃষ্ণ দাস বি-এ ও স্থানীয় উকীল শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার চক্রবর্ত্তী মহোদয়ের উৎসাহ প্রশংসনীয়।

গত ১৯শে আষাঢ় বাজারস্থিত ঠাকুরবাড়ীর নাট্যমন্দিরে একটী ধর্ম্মসভা আহূত হয়। তথায় স্বামীজী মহারাজ "শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা" সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতাকালে বলেন,—

"সাধু পাওয়া কষ্ট বড় জীবের জানিয়া।
সাধু-ভক্তরূপে কৃষ্ণ আইলা নদীয়া॥"

শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং ভগবান্ হইয়াও জীবগণকে তাঁহার ভজন শিক্ষা দিবার জন্য কৃপা পূর্ব্বক ইহজগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কৃষ্ণবিমুখ হইয়া জীবগণ সংসারদশাপ্রাপ্ত হয় এবং যেকাল পর্য্যন্ত পুনরায় কৃষ্ণোন্মুখ না হয় তৎকাল পর্য্যন্ত এই মায়ার সংসারে জন্ম-মরণ-মালায় পরিভ্রমণ করিতে থাকে। সংসারজ্বালায় প্রপীড়িত বদ্ধজীবকুলকে উদ্ধার করিবার জন্য কখনও স্বয়ং ভগবান্ আবার কখনও বা তাঁহার কোন নিজজন ইহজগতে আসেন। তাঁহার নিজজন বা নিজজন-বেশে তিনি স্বয়ং আসিয়া সংসারনিবৃত্তির উপায়স্বরূপ শ্রীভগবানের নাম-রূপ-গুণ-লীলা প্রভৃতির কথা কীর্ত্তন করেন। উহা শ্রবণ করিতে করিতে জীব ভগবানের পাদপদ্মে আকৃষ্ট হয়। তখন জীবের সংসারদশা ক্ষয় হয় এবং সে মায়ামুক্ত অবস্থা লাভ করে।

অজ্ঞানতাই জীবের যাবতীয় দুঃখের একমাত্র কারণ। আলোক ব্যতীত যেমন অন্ধকার দূরীভূত হয় না, সেইরূপ একমাত্র জ্ঞানসূর্য্য কৃষ্ণকে বাদ দিয়া আমরা যে জ্ঞান লাভ করি তাহাতে অজ্ঞানতা দূর হয় না।

অদ্যকার বক্তৃতার বিষয় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা। এই কলিকালে শ্রীচৈতন্যদেব ইহ জগতে উদিত হইয়া কৃষ্ণভজনই যে মনুষ্য-জীবনের একমাত্র কৃত্য, তাহা শিক্ষা দিয়াছিলেন। যিনি যাবতীয় জীবকে আকর্ষণ করেন তিনিই কৃষ্ণ। যাবতীয় জীবই বিলাসপরায়ণ। কিন্তু বিলাসের একমাত্র মালিক কৃষ্ণ। তাঁহাকে বাদ দিয়া মায়ার বিলাসে জীব প্রমত্ত হইয়া প্রতারিত হয়। অপ্রাকৃত জগতে বিলাস আছে, সেখানেও সাহিত্য আছে। এই জগতে আমরা যাহা কিছু দেখিতেছি, তাহা সেই চিজ্জগতের বিকৃত প্রতিফলন। সেই চিজ্জগতে বা চৈতন্যময়লোকে গোলোক বা বৈকুণ্ঠে যে সাহিত্য আছে তাহারই সন্ধান দিবার জন্য শ্রীগৌরাঙ্গদেব ইহ জগতে উদিত হন। যেকাল পর্য্যন্ত আমরা মায়ার বিলাসে প্রমত্ত থাকি, সেকাল পর্য্যন্ত চিদ্বিলাসময়লোকের কোন কথা বুঝিতে সমর্থ হই না।

গত ২০শে আষাঢ় নওগাঁ বাজারস্থিত নাট্যমন্দিরে আর একটী ধর্ম্মসভা হয় এবং উহাতে স্বামীজী 'শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা' সম্বন্ধে আর একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতার মর্ম্ম—শ্রীচৈতন্যদেব কৃপা পূর্ব্বক জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং ভগবান্। তিন কালের অন্তর্ভুক্ত কোন বস্তু নহেন বা তিনি প্রাকৃত জড়ের পুত্তলবিশেষও নহেন। তিনি কিম্বা তাঁহার ভক্তগণ ইহ জগতে উদিত হইয়া যে সব লীলা করেন তাহা জীবের প্রাকৃত-ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে। আমাদের ভোগোন্মুখী বুদ্ধিতে জগৎ-দর্শন হয় আর সেবোন্মুখী বুদ্ধিতে জগদীশ-দর্শন হয়। জগৎ যাঁহা হইতে আসিয়াছে তিনিই জগদীশ।

প্রত্যেক জীবে স্বাধীনতারূপ একটী বস্তু ভগবান্ দান করিয়াছেন তাহার অসদ্ব্যবহারফলে জীব মায়ার অধীনতাপাশে আবদ্ধ হয়। ভগবানের আনুগত্য করাই জীবের স্বাধীনতার সদ্ব্যবহার। জীবমাত্রেই ভগবানের আশ্রিত এবং ভগবান্ই জীবের একমাত্র আশ্রয়স্থল।

(ক্রমশঃ)

SWAMI BON IN LONDON

Illuminating Lecture On Religion

[From Forward, July 11,1935]

LONDON, (By Air Mail)

Swami B. H. Bon of the Calcutta Gaudiya Math and preacher in-charge of the Gaudiya Mission in Europe, after finishing his lecture tour in the different Universities and learned Societies of Germany, Czekoslovakia and Austria, and after exciting great admiration from the educated public of those places, recently returned to London.

The Swamiji delivered a highly illuminating lecture in a meeting of the East Indian Association at the Caxton Hall on the 26th of June at 4-30 p. m. with the Marquess of Lothian in the chair. The other speaker of the evening was Mr Hugh Molson M. P. The Swamiji favourably impressed the distinguished audience with speech on 'The place and protection of religion in India under the new Constitution'.

The Swamiji was highly appreciated and his speech threw ample light on the psychology and religious mentality of the average people of India at the present age.

লণ্ডনে স্বামী বন

ধর্ম্ম সম্বন্ধে পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা

য়ুরোপের গৌড়ীয়-মিশনের প্রচারকার্য্যের ভারপ্রাপ্ত কলিকাতা গৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক স্বামী ভক্তিহৃদয় বন জার্ম্মাণী, চেকোস্লোভেকিয়া ও অষ্ট্রিয়ার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ও পণ্ডিতসভায় বক্তৃতা-প্রদানে তথাকার বিজ্ঞজনের প্রশংসা লাভ করিয়া সম্প্রতি লণ্ডনে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।

গত ২৬শে জুন বৈকাল ৪॥০ ঘটিকার সময় ইষ্ট ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের কাক্সটন হলে স্বামীজী এক সুগভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন। মার্কুইস্ অব্ লোথিয়ান্ মহোদয় সভাপতির আসনগ্রহণ করিয়াছিলেন। মিঃ হিউস্ মলসন এম্-পি মহোদয়ও ঐ সভায় বক্তৃতা করেন। স্বামীজী ভারতের নূতন শাসনতন্ত্রে ধর্ম্মের স্থান ও সংরক্ষণ সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়া সভার সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। স্বামীজীকে সকলেই প্রশংসা করেন। তাঁহার বক্তৃতা ভারতের সাধারণ লোকের ধর্ম্মভাবের ও তাহাদের মনস্তত্ত্বের স্বরূপ বিকাশ করিয়াছিল।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৩০ বামন শ্রীগৌরাব্দ ৪৪৯

অপবিত্রতা

শারীরিক, মানসিক ও আত্মিক ভেদে অপবিত্রতাকে ত্রিবিধভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। শারীরিক ও মানসিক অপবিত্রতা পুনরায় দেশ, কাল ও পাত্র-বিচারে ত্রিবিধ। ম্লেচ্ছবর্গাক্রান্ত দেশে গমন করিলে, বিশেষতঃ তথায় বাস করিলে ম্লেচ্ছগণের অশুদ্ধ আচরণের প্রভাবে দেশ-গত অপবিত্রতার জন্ম হইয়া থাকে। কিন্তু দেশ-কাল-পাত্র, চতুর্লোকদিগের কবল হইতে অজ্ঞ লোককে উদ্ধারের জন্য যুক্ত বা কোনপ্রকার দ্বারা কায়মনোবাক্যে চেষ্টা, বিশেষতঃ পরমার্থ প্রচারের জন্য কায়মনোবাক্যে ম্লেচ্ছ-দেশে গমন করিলে শুদ্ধবৈষ্ণব ব্যক্তি ঐ অপবিত্রতাদ্বারা আক্রান্ত না হইতেও পারেন। এই কারণেই জন্য ম্লেচ্ছদেশে গমনে শাস্ত্রের নিষেধ নাই। কিন্তু এই ত্রিবিধের মধ্যে প্রথম দুইটির সেবকগণের ঐ অপবিত্রতাদ্বারা আক্রান্ত না হইবার যে একেবারেই সম্ভাবনার অভাব, তাহা নহে; কিন্তু যিনি পরমার্থালোকে প্রকৃত-ভাবে উদ্ভাসিত, তিনি প্রচারদ্বারা অপরকে পবিত্র করেন, নিজে কখনও অপবিত্র হন না। কর্ম্মকাণ্ডীয় স্মার্ত্তগণের মতে মলমাস অপবিত্র; তখন কোনও শুভ কার্য্য করিতে নাই। কিন্তু বৈষ্ণবগণের পুরুষোত্তম-মাসে সমস্ত মাসব্যাপী শ্রীহরি-সঙ্কীর্ত্তনে নিরন্তর নিরত থাকাই শাস্ত্র ও গুর্ব্বাদির বিধান। কর্ম্মকাণ্ডীয় স্মার্ত্তগণ বিবাহের উদ্বন্ধনাদিকে এবং কোন কোন গুরুতর বৃহৎ ঘটনা অর্থাৎ গ্রহণাদি কালকে নির্দ্দিষ্ট কার্য্যের পক্ষে 'অকাল' বলেন। শুদ্ধবৈষ্ণবগণ সকল সময়েই হরিসেবা-পর। অকাল-ভোজন, অকাল-নিদ্রা, অকাল-গাত্রমর্দ্দন প্রভৃতি হইতে বিরত থাকা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। মদ্যপায়ী, লম্পট প্রভৃতির সহিত বাস, তাহাদের স্পর্শাদিত দ্রব্যাদি গ্রহণ বা ঐ দ্রব্য দেব-সেবায় অর্পণ প্রভৃতিতে পাত্রগত অপবিত্রতা লক্ষিত হয়। অসৎপাত্র সম্বন্ধে যে কোনও কার্য্য, তাহাই পাত্রগত অপবিত্রতা।

শরীর, বস্ত্র, শয্যা, গৃহ প্রভৃতি অপরিষ্কার রাখিলে শারীরিক অপবিত্রতা ঘটিয়া থাকে। অসচ্চিন্তায় নিযুক্ত থাকিলে মানসিক অপবিত্রতার অবস্থান হয়। মূলতঃ অপরের অনিষ্ট চিন্তাই অসচ্চিন্তা; কিন্তু আত্মজ্ঞানী মহাত্মগণের বিচারে যাহা নিত্যকাল স্থায়ী নহে তাহাই অসৎ। মন আত্মার অধীন না হইয়া যাহা কিছু চিন্তা করিবে নিত্যস্থিতির অভাব হেতু তাহাই অসৎ। সুতরাং যাঁহারা আত্ম-তত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত নহেন, তাঁহারা সকলেই মানসিক অপবিত্রতায় আক্রান্ত। ভগবৎসেবা-বিস্মৃতিই আত্মা-সম্বন্ধীয় অপবিত্রতা। শুদ্ধ আত্মায় কখনও ঐ অপবিত্রতার স্থান নাই; পবিত্রতার আকর ভগবৎসেবাই তাঁহার সম্পত্তি। এই সম্পত্তি হারাইয়া ভোগের আশায় যখন ঊর্দ্ধ্বের পথে অবনতির দিকে জীবের গতি হইয়া থাকে, তখন ত্রিবিধ অপবিত্রতাই তাহাকে ক্রমে ক্রমে গ্রাস করিয়া থাকে। শারীরিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দিকে দৃষ্টি রাখিয়াও মানসিক অপবিত্রতার চরম-সীমায় অবস্থিত লোকের দৃষ্টান্ত বিরল নহে। তাহাদের সঙ্গ দুঃসঙ্গ-জ্ঞানে সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। শুদ্ধভক্তি-সদাচারে নিষ্ঠা ভক্তিরই পূর্ব্বলক্ষণ সকল প্রকার অপবিত্রতার কবল হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না। যুক্ত প্রদেশাদি পশ্চিম দেশসমূহে প্রেমধর্ম্ম-প্রচারের জন্য মহাপ্রভু কর্ত্তৃক আদিষ্ট শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভু ও শ্রীল সনাতন গোস্বামিচরণ ভক্তি-সদাচার-দ্বারা ম্লেচ্ছ ও অনাচারগ্রস্ত জনগণের অপবিত্রতা দূর করিয়াছিলেন।

শুদ্ধভক্তের আচারেই যাবতীয় অপবিত্রতা সমূলে দূরীভূত হয় বটে কিন্তু যে-পর্য্যন্ত শুদ্ধভক্তের বিচার গ্রহণের যোগ্যতার অভাব থাকে, সে-পর্য্যন্ত অভক্ত-নিষ্ঠগণ শারীরিক ও মানসিক অপবিত্রতার দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া ঐসকল বস্তু-সকলকে যত্নপূর্ব্বক সেবানিষ্ঠ হইবেন। শ্রীহরিনামে সর্ব্বসিদ্ধি হইলেও ভক্তি-গ্রন্থে কারণ নির্ণয়ে শ্রীল জীবগোস্বামিপাদ ভক্ত্যঙ্গ কর্ম্মাদি-পরিত্যাগের প্রয়োজনীয়তা প্রদর্শন করিয়াছেন। পুরুষোত্তমের স্মরণে যাবতীয় অপবিত্রতা বিনষ্ট হয় সুতরাং তাঁহার স্মৃতি যাহাতে সর্ব্বক্ষণ অন্তঃকরণে থাকে তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

ভক্তগণ বাহ্য শারীরিক অপবিত্রতা ত' পরিত্যাগ করিবেনই, তদতীত বায়ু-পিত্ত-কফাত্মক শরীরকে আত্মা বলিয়া গণনা, স্ত্রী-পরিবারাদিতে মমত্ব-বুদ্ধি, ভৌমাদি জড়বস্তুতে ঈশ্বরবুদ্ধি, শ্রীবিগ্রহে মৃণ্ময়াদি বুদ্ধি, জলাদিতে তীর্থবুদ্ধি, গুরুতে সামান্য মর্ত্ত্যবুদ্ধি, বৈষ্ণবে প্রাকৃত জাতিবুদ্ধি প্রভৃতি অপবিত্রতাগুলিও বিশেষ যত্ন সহকারে ত্যাগ করিবেন। নতুবা শুদ্ধভক্তির অভাবে অর্চ্চন সুষ্ঠুরূপে হইবে না।

সৎক্রিয়াসারদীপিকা
তৃতীয়-সংস্করণ
নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন
গ্রন্থ-বিভাগ শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

প্রায়শ্চিত্ত ও চিত্তশুদ্ধি

[শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী]

পাপীদিগের পাপক্ষালনের নিমিত্ত স্মৃতি-শাস্ত্র প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করিয়াছেন। প্রায়শ্চিত্ত করিয়া মানব নিষ্পাপ হইবে, ইহাই প্রায়শ্চিত্তের উদ্দেশ্য। কিন্তু ঐ ধৌত-পাপাবস্থা স্থায়ী হয় না, কারণ প্রায়শ্চিত্ত-দ্বারা কৃতপাপ বিনষ্ট হইলেও পাপপ্রবৃত্তি ধ্বংস হয় না। সুতরাং পূর্ব্বকৃত পাপ প্রায়শ্চিত্তদ্বারা ধ্বংস করিতে সমর্থ হইয়াও মানব পাপ প্রবৃত্তিবশতঃ পুনরায় পাপানুষ্ঠান দ্বারা পাপাচ্ছন্ন হয়। সুতরাং প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা প্রকৃতপ্রস্তাবে চিত্তশুদ্ধি হয় না। চিত্ত-শুদ্ধি হইলে পাপপ্রবৃত্তি বিন্দুমাত্রও চিত্ত-মধ্যে থাকিতে পারে না; সুতরাং ঐ সময় প্রায়শ্চিত্তাদি ব্যতিরেকেই পাপের উৎকট যন্ত্রণা-ভোগ ও কল্পিত স্বর্গ পর্য্যন্ত নিত্য-শান্তিনিলয় কৃষ্ণপাদপদ্ম লাভ হয়।

সাধুসঙ্গে গুর্ব্বানুগত্যে অপরাধশূন্য হইয়া শ্রীকৃষ্ণনামগ্রহণে চিত্তশুদ্ধি লাভ হয়। শুধু চিত্তশুদ্ধি কেন, শ্রীকৃষ্ণনাম-কীর্ত্তনে সর্ব্ব-শুভোদয় হইয়া থাকে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখনিঃসৃত বাণীই তাহার প্রমাণ—

চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ-কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূ-
জীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং
পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ-
সঙ্কীর্ত্তনম্॥

—চিত্তরূপ দর্পণের মার্জ্জনকারী, ভবরূপ মহাদাবাগ্নির নির্ব্বাপণকারী, জীবের মঙ্গল-স্বরূপ কৈরবচন্দ্রিকা-বিতরণকারী, বিদ্যা-বধূর জীবনস্বরূপ, আনন্দসমুদ্রের বর্দ্ধনকারী, পদে পদে পূর্ণামৃতাস্বাদনস্বরূপ এবং সর্ব্ব-চিত্ত-শীতলকারী শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন বিশেষ-রূপে জয়যুক্ত হউন।

মহাপ্রভুর এই বাণীতে কর্ম্মকাণ্ডীয় প্রায়শ্চিত্তে ও ভক্তিমার্গের নামসংকীর্ত্তনে কত তফাৎ তাহা সহজেই বুঝা যাইবে।

পাপের সংখ্যা নাই। জীব অনন্তপ্রকারে পাপ করিতে পারে। প্রায়শ্চিত্তবিধানও শাস্ত্রে বহুতর দৃষ্ট হয়। দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণ শান্তিস্বস্ত্যয়ন, প্রশান্তি ইত্যাদি কতই না এক নিঃশ্বাসে বলিয়া ফেলেন। তুষানলে, তপ্ততৈলে, তপ্তশূলে অতি শোচনীয়ভাবে প্রাণ-বিসর্জ্জন বিধাও প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু আন্তরিক অনুশোচনা ও ভগবদ্ভক্তির সহিত সংযুক্ত না হইলে উহা প্রাণহীন অনুষ্ঠান মাত্র এবং দেশকালপাত্র-ভেদে সুব্যবস্থিত না হইলে উহা সামাজিক অত্যাচারেই পর্য্যবসিত।

সুবুদ্ধি রায় বাঙ্গলার রাজা ছিলেন। কালক্রমে তাঁহার রাজচ্যুতি ঘটিল। মুসলমান হুসেনসাহ মুখে জল ঢালিয়া তাঁহার জাতি নষ্ট করিলেন। তিনি প্রায়শ্চিত্ত-করণোদ্দেশ্যে প্রথমতঃ বাঙ্গলার পরে বারাণসীতে গিয়া প্রায়শ্চিত্তবিধি জানিতে চাহিলেন। কাশীবাসী পণ্ডিতমণ্ডলী প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করিয়া বলিলেন—

* * তপ্ত ঘৃত খাঞা ছাড় প্রাণ।

অপূর্ব্ব প্রায়শ্চিত্ত! মরার উপর খাঁড়ার ঘা। ধন্য ব্যবস্থাকারী পণ্ডিতগণ! বিনা অপরাধে মুসলমান রাজা যদিও জাতিনাশ করিলেন তবু প্রাণটা বিনষ্ট করেন নাই, কিন্তু এবারে পণ্ডিতসমাজ প্রায়শ্চিত্তমুখে শেষ ব্যবস্থা করিবার জন্য আদেশ দিলেন। ব্যবস্থা শুনিয়া সুবুদ্ধি রায় চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিলেন। নিরুপায় হইয়া নিরুপায়ের উপায় গৌরসুন্দরের পায় পড়িয়া উপদেশ প্রার্থনা করিলেন। পরমপাবন মহাবদান্য প্রভু করুণায় আপ্লুত হইয়া সুবুদ্ধি রায়কে বলিতে লাগিলেন—

* * * ইহা হৈতে যাহ বৃন্দাবন।
নিরন্তর কর কৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তন॥
এক নামাভাসে তোমার পাপদোষ যাবে।
আর নাম হৈতে কৃষ্ণচরণ পাইবে॥

সুবুদ্ধি রায় নবজীবন প্রাপ্ত হইলেন। তিনি মহাপ্রভুর আদেশ পালন পূর্ব্বক সংসারপাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়া মহাপ্রভুর পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করিলেন। জীবন ধন্য হইল। নামকীর্ত্তনে মাতিয়া নামানন্দে ভাসিয়া গেলেন। এইরূপ অসংখ্য দৃষ্টান্ত শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়।

নামাচার্য্য ঠাকুর হরিদাস যখন বেনাপোলে ভজনকালে রামচন্দ্রখানপ্রেরিত বেশ্যাকর্ত্তৃক পরীক্ষিত হইয়া নামপ্রভাবে বেশ্যার চিত্তশুদ্ধি করাইলেন তখন বেশ্যা ভবক্লেশনিবারণের প্রায়শ্চিত্তবিধি হরিদাস ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলে হরিদাস ঠাকুর তাহাকে নিষ্কিঞ্চন হইয়া শ্রীনাম ও ভক্তিদেবী শ্রীতুলসীর সেবা করিতে আদেশ করিলেন—

বেশ্যা কহে কৃপা করি' কর উপদেশ।
কি মোর কর্ত্তব্য যাতে যায় ভব-ক্লেশ॥
ঠাকুর কহে ঘরের দ্রব্য ব্রাহ্মণে কর দান।
এই ঘরে আসি তুমি করহ বিশ্রাম॥
নিরন্তর নাম লহ কর তুলসী-সেবন।
অচিরাৎ পাবে তবে কৃষ্ণের চরণ॥

উহাই প্রায়শ্চিত্ত-ব্যবস্থা। কাশীবাসী পণ্ডিতগণের ব্যবস্থায় তপ্তঘৃত পান করিয়া তপনান্দনের প্রাপ্তি আর ঠাকুর হরিদাসের ব্যবস্থায় কৃষ্ণপদে সর্ব্বাত্মসমর্পণ। একটি দুঃখের পর দুঃখবন্ধনের উপায়স্বরূপ আত্মহত্যা আর অপরটি আনন্দের পর আনন্দ—নিত্যানন্দের পথে আত্মবিক্রয়। সুতরাং চিত্তশুদ্ধি ও প্রায়শ্চিত্ত কত পার্থক্য-যুক্ত তাহা সুধীগণ উপলব্ধি করুন।

মানবজীবনের সার্থকতা কোথায়?

(শ্রীবাবারমণ ব্রহ্মচারী)

(১)

বহু বহু জন্ম জন্মান্তরের পর এই সুদুর্লভ মনুষ্য-জন্ম লাভ হয়। "এই সুদুর্লভ মনুষ্যজন্মের সার্থকতা কোথায়" তাহা মনুষ্যমাত্রেরই বিবেচনা করা একান্ত কর্ত্তব্য। এই জগতীতে আগমন করতঃ বিমুখিনী মায়াকর্ত্তৃক আলিঙ্গিত হইয়া জীব মায়িক বস্তুর সেবায় নিজের আত্ম-অভিমানপূর্ব্বক তদ্বিষয়ে কর্ত্তব্য-সাধন-তৎপরতাকেই মনুষ্যজীবনের একমাত্র সার্থকতা বলিয়া মনে করে এবং তদনুরূপ কার্য্য করিতে করিতে কালের স্রোতে ভাসিতে থাকে।

মায়াদেবীর বিচিত্রতাপূর্ণ জগতে নয়ন ও মনোমুগ্ধকর বস্তুর বিচিত্রতা দর্শন করিয়া নিত্য নবনবায়মান ভোগ করিবার স্পৃহা বদ্ধজীবের হৃদয়-অন্তঃপুরে গুপ্তভাবে লুক্কায়িত থাকিয়া তাহার ঐ প্রকার ভোগ-স্পৃহা চরিতার্থ করাকেই মনুষ্যজীবনের সার্থকতা বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চাহে। ঐ প্রকার ভোগরূপ বঞ্চককে পরমাত্মীয়-বোধে তাহার মধুর্দ্দীপ্ত বাক্যগুলি অর্থাৎ তাহার বঞ্চনাময়ী প্রেরণাগুলি একমাত্র পালনীয় মনে করিয়া "কর্ত্তব্য-মিতি মত্বা" এই বিচারে মনুষ্য যে কোন কার্য্য করিতে যায়, তাহাতে মনুষ্যজীবনের কর্ত্তব্যসাধনের পরিবর্ত্তে মূলে স্বাভাবিক ভোগ-স্পৃহাই থাকিয়া যায়। তখন দেহ-সম্বন্ধীয় স্ত্রী, পুত্র ও আত্মীয়-স্বজনের ভরণ-পোষণাদি মাত্র মনুষ্যজীবনের সার্থকতারূপ প্রতিপন্ন হয়। এবং প্রতিপন্ন বিষয় প্রচার-রূপে পালনের নিমিত্ত মনুষ্য তখন ঊর্দ্ধ-নিঃশ্বাসে দৌড়িতে দৌড়িতে মায়ার দ্বারে অতিথি হইয়া দরজায় ধাক্কা দিতে থাকে, এবং আর্ত্তনাদের সহিত ডাকিতে থাকে—কে আছ, শীঘ্র দরজা খোল, আমি বিপন্ন। তখন মায়াদেবী মোহিনীমূর্ত্তিতে তাহার নিকটস্থ হইয়া বলিতে থাকেন,—কে তুমি, তোমার প্রয়োজন কি? কি জন্য তুমি এখানে আগমন করিয়াছ।" তাহার উত্তরে ঐ জীব বলিতে থাকে,—আমি অর্থের প্রত্যাশী হইয়া তোমার দ্বারস্থ হইয়াছি। তুমি আমার প্রতি সদয় হইয়া আমাকে কিছু অর্থ প্রদান কর। কেন না, আমি ঐ অর্থের দ্বারা স্ত্রী, পুত্র আত্মীয়স্বজনের সেবা করিয়া আমার এই মনুষ্যজীবনের সার্থকতা করিব। মায়াদেবী তখন তাহার উত্তরে বলিতে থাকেন,—তুমি যদি ধনের প্রত্যাশী হও, তাহা হইলে তোমাকে নিজ স্বাতন্ত্র্য ছাড়িয়া আমার নিকট আসিতে হইবে, অর্থাৎ তোমার নিজের নিজত্বকে বলিদান করিয়া আমি যখন যাহা আদেশ করিব, সেই মুহূর্ত্তে তাহা অবনতমস্তকে পালন করিয়া আমার চিরকৃতদাস থাকিতে হইবে এই সর্ত্তে প্রস্তুত থাকিলে কিছু কনক পাইতে পারিবে। তাহাও সুদুর্লভ। তখন সেই জীব কাতর-স্বরে করযোড়ে নিবেদন করিতে থাকে,—"আপনি যখন যাহা আদেশ করিবেন, তাহা আমি অবনতমস্তকে পালন করিব। ইহাতে আমার বিন্দুমাত্রও ত্রুটী হইবে না।"

কিন্তু হায়! দুর্দ্দৈবের ফের এমনই যে, ঐ জীব বিষয়-মোহ-মদিরায় প্রমত্ত হইয়া স্ব-স্বরূপের শুভাগমনের কথা বিস্মৃত হওয়া ধূর্ত্তা, কপটী, ছদ্মবেশি-ভয়ানকা মায়ার কর্কশ বাক্যগুলিও অতি আদরের বলিয়া মনে করিল অমনি সে মায়ার শাসনের জোরে চিরতরে বন্দী হওয়া কনক-ভোগকেই জীবনের ব্রত করিয়া বসিল—কনক কামিনী যে বাঘিনী-স্বরূপ, তাহা তাহার বোধগম্য হইল না। ঐ অর্থ তখন তাহার জীবনকে অনর্থে বিজড়িত করিয়া জন্ম-জন্মান্তরের ঘূর্ণিপাকে ফেলিয়া দিয়া পরম বা শ্রেষ্ঠ প্রয়োজন যাহা, তাহা হইতে শত কোটী যোজন দূরে অবস্থান করাইল। বস্তুতঃপক্ষে জড় অর্থের প্রয়াস ত্যাগ করিয়া পরমার্থ অর্জ্জনের স্পৃহা জাগিলে নিঃশ্রেয়স বা শ্রেষ্ঠ প্রয়োজন লাভ হইতে পারে।

কেহ কেহ ঐ প্রকার বিচারকে বহুমানন না করিয়া কর্ম্মমার্গে নিজের জীবন উৎসর্গ করাকেই জীবনের যথাযথ কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করেন। কিন্তু কর্ম্মের নাগর-দোলায় আরোহণ করতঃ জগতে কর্ম্মবীর সাজিবার অভিলাষই কি মানব-জীবনের সার্থকতা?

"তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে॥"
ভাঃ ১১।২০।৯

অর্থাৎ যেকাল পর্য্যন্ত কর্ম্মফলভোগে বিরক্তি না হয় অথবা ভগবৎ-কথা-শ্রবণে শ্রদ্ধা বিন্দুমাত্রও না জন্মে তৎকাল পর্য্যন্ত কর্ম্মসকলেরই অনুষ্ঠান করিবে। কিন্তু যাঁহারা প্রকৃত কর্ত্তব্য সাধনের জন্য অর্থাৎ মানবজীবনের সার্থকতা সম্পাদনে ব্রতী হইয়াছেন, তাঁহারা ঐ প্রকার দৈহিক বা মানসিক সেবাকে চরম প্রয়োজন বিবেচনা করিলেন না। কেন না, এই যে পঞ্চভূতাত্মক দেহ, ইহা অনিত্য কুক্কুর-শৃগালের ভক্ষ্য এবং এই মন সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক; "এই ক্ষণ এই মন সব মনোধর্ম্ম" মন যে বিচারটাকে এক মিনিটের পূর্ব্বে অতি উত্তম বলিয়া গ্রহণ করে, আবার পর মুহূর্ত্তে তাহা চুরমার করিয়া দেয়। যাঁহারা নিজ নিজ জীবনের সার্থকতা সত্য সত্য করিতে চাহেন তাঁহারা একবার সরল অন্তঃকরণে শ্রীচৈতন্যভাগবতের এই বাক্যটী বিচার করিবেন।

"ভারতভূমিতে হৈল মনুষ্যজন্ম যার।
জন্ম সার্থক করি' কর পর উপকার॥"

শ্রীমহাপ্রভু পরের উপকার করিতে বলিয়াছেন কিন্তু সে উপকারের মুখ্য তাৎপর্য্য কি তাহা মনুষ্যমাত্রেরই বিচার করা কর্ত্তব্য,—

"চৈতন্যচন্দ্রের দয়া করহ বিচার।
বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার॥

চৌরাশীলক্ষ যোনি ভ্রমণ করিবার পর এই ভারতভূমিতে জন্মলাভ পরম সৌভাগ্যের বিষয়। কেন না, এই ভারতভূমি তপোবন, এইখানে বহু মুনি ঋষি জন্মগ্রহণ করিয়া আরাধনা দ্বারা শ্রীভগবদ্দর্শন লাভ করিয়াছেন এবং শ্রীভগবান্ও "পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্। ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।" এই বাক্য সফল করিবার জন্য যুগে যুগে নানা অবতাররূপে মায়ার পতিত জীবকে উদ্ধারের জন্য সাঙ্গোপাঙ্গ ও ধামসহ এই তপঃক্ষেত্র বা ধর্ম্মক্ষেত্র ভারতবর্ষে আবির্ভূত হইয়াছেন, হইতেছেন ও হইবেন। এবং বিষ্ণুপাদোদক গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী, নর্ম্মদা, সিন্ধু, কাবেরী প্রভৃতি যাবতীয় পূতা স্রোতস্বতী প্রবাহিত হইয়া ভারতবর্ষকে সর্ব্বদা পবিত্র করিয়া জীবের পাপ নাশ করতঃ শ্রীভগবানের পাদপদ্মে রতি উৎপন্ন করাইতেছেন। সুতরাং আমরা যাহারা এই প্রকার ধর্ম্মক্ষেত্র ভারতবর্ষে জন্মলাভ করিয়াছি তাহাদের পরম উপকার করা স্বাভাবিক বুদ্ধি, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

(ক্রমশঃ)

অভিমান

নহি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় নই, বৈশ্যও নহি স্বরূপে আমি।
শোকবর্ণের শূদ্রও নই—নহি ব্রহ্মচারী, গৃহের স্বামী॥
আমি বনচারী কিম্বা সন্ন্যাসী নহি,—এ' সকল মোর স্বরূপ নহে।
বদ্ধভূমিকায় অভিমান-জাতি সঠিক প্রলেপে আবরি' রহে॥
আমি সুন্দর, রূপসী আমি, আমি ধনবান্ সবার সেরা।
আমি কুৎসিৎ, ভিখারী অধম,—বিরাট আঁধারে পরাণ ঘেরা॥
আমি ব্রাহ্মণ, সবার শ্রেষ্ঠ, আমি যে বংশে গুণে বড়।
কভু অভিমান আমি দীনপ্রজা, কখনো বা আমি রাজেশ্বর।
মানী, গুণী আমি পূজ্য সবার, আমি বিদ্বান, মূর্খ, নীচু।
কভু উপকারী, দয়ালু প্রধান, কখনো বা ফিরি কাহার পিছু॥
আমি গৃহস্থ, বানপ্রস্থ, যতি, আমি মোক্ষকামী বিষয়ত্যাগী।
ভোক্তা আমিই, কর্ত্তাও আমি, আমিই এতেক সুখের ভাগী॥
স্রষ্টা আমার দৃশ্য জগৎ, জীবকগুলির আমিই স্বামী।
রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দের, পান করি পানপাত্র আমি॥
গ্রহ-নক্ষত্রী এই ধরণীর বিচিত্রতাগুলি আমারি তরে।
ভোক্তা আমার ভোগ উপচার, সাজানো রয়েছে নিখিল ভ'রে॥
কোটি অভিমানে মত্ত জগৎ, বহুরূপী সাজ সাজি যে ভালো।
আঁধারের দেশে বসতি মোদের, সহেনা নয়নে রবির আলো॥
চৌরাশী লক্ষ জনম ধরিয়া, নানা অভিমানে বেড়াই ঘুরে।
সেবা-পীড়িকায় জাগে না পরাণ, ঘুমায়ে পড়েছি বিস্মৃতি-পুরে॥
কবে মোহসের নেশা টুটিবে আমার, স্বরূপের জ্ঞান উঠিবে ফুটি'॥
'দাস আমি' কবে সেদিন হবে, আমাদেরের চরণ দু'টী॥
গোপী প্রাণধন মদনমোহন, সে পদকমলকুসুম যাঁ'র।
সে মহাজনের দাস অনুদাসে সঁপিব না কবে জীবন তার॥
শরণাগতের রক্ষক তুমি, শ্রীগুরুপাদপদ্ম করুণাময়।
এ' কাণ্ঠকণ্ঠে গাহিব না কবে পরাণ ভরিয়া তোমারি জয়॥
শ্রীগুরুদেবের শ্রীপদরেণুতে আত্মনিবেদন কবে বা হবে।
দাস অভিমানে সে' রাঙা-চরণে, মস্তক আমার লুটাবে তবে॥

—শ্রীঅপর্ণা দেবী

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
পরমার্থ-সম্পুটের রত্নরাজি
ভিক্ষা:—১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০ ৪র্থ খণ্ড—৸০

শুদ্ধভক্তি মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ

(আকর-মঠরাজ)

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ গজ দক্ষিণ-পূর্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যবর শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীগৌরগন্ধর্ব্বা বিরাজমান। এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, গুরুবিদ্যাপীঠ বা সাত্বতপ্রবর্ত্তনী। এই মহাতীর্থে শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর ব্যাকরণাদি বেদাঙ্গসমূহের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সঙ্গে নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র 'নদীয়া-প্রকাশ', সাত্বত-সম্প্রদায়ে অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থাদি লোকাবলে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতি বৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীসহ কীর্তন-প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্তাঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫

শ্রীমহাপ্রভু-প্রচারিত শুদ্ধভক্তি প্রচারোদ্দেশ্যে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভজনমন্দিরে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীরাধাগোবিন্দজীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্তন, সপ্রমাণ-চতুর্বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদির পাঠ ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হয়। এই মঠে ১৯২৭ মহানগরীর সমস্ত হরিকথা-প্রচার, মহানগর-সঙ্কীর্তন, বক্তৃতা, ব্যাখ্যা ও সঙ্কীর্তন-মহা-মহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান হয়। মঠরক্ষক—মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-স্থান মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া সহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী সেবাকোবিদ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রঙ্গস্থলী এখানে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্তমান, রক্ষক—শ্রীমহাদেব দাসাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্তমান। রক্ষক—গোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

(৭) কাজীর সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক।

(৮) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও রাধামাধবের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান দাস ব্রহ্মচারী।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

১০) মোদদ্রুম-ছত্র "গৌড়ের নৈমিষ"

মাউগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)।

শ্রীবাসানুজ শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান। শ্রীগৌরনিত্যানন্দের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীকুঞ্জবিহারী ব্রজবাসী, ভক্তিভূষণ।

(১১) ভেতিরা কৃষ্ণকানন

শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী,

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীনরোত্তমানন্দ ব্রহ্মচারী

(১২) কুঞ্জকুটীর—পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া। রক্ষক—শ্রীমধুরানন্দ অধিকারী

১৩) ভাগবত-আসন—পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

এই স্থান হইতে ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচারিত হয়। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৪) একায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাসখালি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী ভক্তিসার।

(১৫) মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(১৬) মাধ্বগৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, পোঃ ঢাকা

পূর্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ।

(১৭) গোপালজীউ—কমলাপুর,(ঢাকা)

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিদ্যমান। রক্ষক—শ্রীরাধালদাস ব্রজবাসী.

(১৮) গদাই গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)।

এখানে শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীসনাতন ব্রহ্মচারী

(১৯) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

রমনাবাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীমদ্ভক্ত ভক্তিশাস্ত্রী এম্-এ, বি-এল।

(২০) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ বাড়ু, (ঢাকা)

এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(২১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ পানাগড় (বর্দ্ধমান)।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্য-সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীনরেন্দ্র দাসাধিকারী.

(২২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

কুমুরকোলা, পোঃ চিকন্দা, (খান্দুয়া)

এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীনবানাথ অধিকারী।

(২৩) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকন্দিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে গুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান্দাস ব্রজবাসী ভক্তিরত্ন।

(২৪) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী।

(২৫) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশপাড়া, পোঃ বক্সীবাজার, (কটক)

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদবল্লভজীউর নিত্যসেবা বর্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর

(২৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর পুরী,

শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন।

(২৭) পুরুষোত্তম মঠ

ভক্তিকুটী, পোঃ পুরী উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদবিহারীজীউর নিত্য-সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীসনাতন অধিকারী

(২৮) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী দাসাধিকারী।

(২৯) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, পশ্চিম গোদাবরী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্তমান। মঠরক্ষক—শ্রীনিমাইচাঁদ দাসাধিকারী ভক্তিলোচন।

(৩০) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৭২নং কাদিমপুরা, বেনারস সিটি

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা-গোবিন্দের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীসর্বেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(৩১) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ

(৩২) পরমহংস মঠ.

পোঃ নিমসার, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও গৌরবিনোদ-বিহারীজীর সেবা বর্তমান।

রক্ষক—শ্রীমন্নারায়ণ দাসাধিকারী।

(৩৩) কৃষ্ণচৈতন্য মঠ

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

এখানে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিত্য-সেবা হয়। রক্ষক—শ্রীনবীন ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠ

'সপ্তাশ্রমবাট মথুরা'

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ

(৩৫) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ—শ্রীরাধাকুণ্ড

রক্ষক—শ্রীরাধারমণচরণদাস ব্রহ্মচারী

(৩৬) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৩৭) গোবর্দ্ধনবিহারী মঠ

সেবদাসী, পোঃ চোকোল, জেলা গুর্দাসপুর (পাঞ্জাব) রক্ষক—শ্রীগোবর্দ্ধনবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৩৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৬৩নং কুতুব রোড, নিউ দিল্লী।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গোস্বামী

(৩৯) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল।

এখানে গৌরব্যাসদেবের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীনবীনগোপাল অধিকারী।

(৪০) মায়াবতী-গৌড়ীয় মঠ

নারায়ণ সাতারিপুর, চট্ট, দি

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি

(৪১) মান্দ্রাজ-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ রায়পেট্টা মান্দ্রাজ।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীপাদ ভগবান্দাস ভক্তিবিজয়

(৪২) বোম্বে-গৌড়ীয়-মঠ কার্য্যালয়

গ্রান্টরোড, চৌপাটি সিফেস, বাংলো নং ১. বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত মজুমদার।

(৪৩) অমরসি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমরসি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীঅক্ষেশ্বর দাস অধিকারী

(৪৪) সন্তোষ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্‌চকা, কামরূপ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী

(৪৫) পাটনা গৌড়ীয় মঠ

১০০ মিঠাপুর, পাটনা।

রক্ষক—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী বাগভূষণ

(৪৬) গয়া গৌড়ীয় মঠ

মিল সাহেব, চাঁদ রোড, গয়া

রক্ষক—উপদেশক শ্রীসর্বেশ্বর রাসবন্ধু

(৪৭) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠ বালেশ্বর

রক্ষক—শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয়

৩ মার্ব্বেল হাউস, এলজিন এভেন্যু, ডব্লিউ ৭, লণ্ডন

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন

(৪৯) বার্লিন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

Berlin W. 30

Eisenacher strasse 20

(৫০) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

৩১০ নং ডালহাউসী ষ্ট্রীট রেঙ্গুন।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রাপ্তব্য ।৵০
২। অনুভাষ্য সমেত শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। ভাষ্য সমেত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী ৬৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ।০ —১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—১৲; ২য় খণ্ড ৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব—১৲
৮। সৎক্রিয়াসার—দীপিকা ও সংস্কার-দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণবধর্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিবর্ত্ত-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ।০
১৮। [illegible] ।০
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵০
২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৷৵০
২২। ভজন-রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও
শ্রীনবদ্বীপশতকম্ ও (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ)
২৬। গীতার কেবল বঙ্গ-ভাষা ।০
২৭। [illegible] ২৲
২৮। বেদান্তদর্শনের সাহায্য ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸
৩০। জৈব-ধর্ম ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌরমণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি ৴০
৪১। গীতাবলী ৴০
৪২। চিত্রে নবদ্বীপ ১।০
৪৩। সাধনকণা ৴০
৪৪। প্রেমপ্রদীপিকা
৪৫। নবদ্বীপশতক ৴০
৪৬। অর্থপঞ্চক ৴০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। [illegible] ৲১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৴০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণদেব ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৬০। সংবাদবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যলীলামৃত সারঃ ।০
৬১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিজিতঃ ।০
৬২। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৬৩। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৪। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ।৵০
৬৫। গৌড়ীয়মঠ পরিচয়ঃ ৴০
৬৬। সারার্থবর্ষণম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৭। রায় রামানন্দ ।০
৬৮। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন্ বেদান্ত
৬৯। নামভজন ।০
৭০। বেদান্ত—ইট্স্ মরফলজি য্যাণ্ড অন্টলজি ।০
৭১। বিদেটিক গ্লান্সেস ৷৵০
৭২। লাইফ য্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু
৭৩। বৈষ্ণবীজম ।০
৭৪। শোর্ট গৌড়ীয়মঠ টুর্ ৴০
৭৫। দি ভাগবত ।০
৭৬। থিয়োটিক প্রিন্সিপ্ল্স য্যাণ্ড
আবেলেক্ট ডিভোশন ।০
৭৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২।০
৭৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৭৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮০। সাধন-পথ ।০
৮১। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৮২। গীতাবলী ৴০
৮৩। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৪। শরণাগতি ৴০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। বিনামূল্যে প্রাপ্ত সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ।৵০ আনা, বড় বোতল ১৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং
কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার
কলিকাতা

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা অক্ষরে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে কথাসার ও শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও [illegible] ভক্তিভূধর [illegible] এম, এ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

স্বর্ণ সুযোগ ! স্বর্ণ সুযোগ !

শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদরচিত গৌড়ীয়ভাষ্য সহিত

বিরাট্ গ্রন্থ

শ্রীশ্রীচৈতন্য ভাগবত

গ্রন্থের আয়তন ঃ—ক্রাউন কোয়ার্টো মূল ১০৯৬ পৃষ্ঠা, সূচীপত্র ২৪৪ পৃষ্ঠা, মোট১৩৪০ পৃষ্ঠা

ভিক্ষা-বাঁধাই মাত্র ৭, সাত টাকা

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা

নদীয়া সার্টিফিকেট আদালতের নীলাম ইস্তাহার

	কেস নং এবং কোর্টের নাম	নীলাম ইস্তাহার (A) (B বা ধারায় প্রকাশিত	ডিক্রিদার	দেনদার	যে দাবীর জন্য সম্পত্তি বিক্রয়ের আদেশ হইয়াছে	বিক্রয়ের স্থান তারিখ ও সময়	কি রকম জোত	থানা, মৌজার নাম ও গ্রাম	খতিয়ান নং প্লট (জানা থাকিলে) অথবা অন্য প্রকার জমীর বিবরণ	১০ জমির পরিমাণ (জানা থাকিলে)	জমা (জানা থাকিলে)	
	৫৭ B, ১১।৫৫ নদীয়াসার্টিফিকেট আদালত		বিভূতিভূষণ পাল চৌধুরী দিং	কুসুম বিবি	১০।/৮	২।১।৫৫	রায়তি স্থিতিবান	থানা নাকাশীপাড়া মৌজে হরনগর	৩৩১ খতিয়ান	৩-৮৪	১৸/৫	বিভূতিভূষণ পালচৌধুরী
	৫৮ B, ৩১।৫৪		ঐ	বাঁদী সেখ দিং	৭৸/২	২।১।৫৫	ঐ	থানা ঐ মৌজে ঐ	৩০২ খতিয়ান	-৮৭		
২৫ ৩৫	৫৯ B, ৩৪।৫৫			বিধু প্রামাণিক	১৭৸৴১	২।১।৫৫	ঐ	থানা ঐ মৌজে ঐ	৪২০ খতিয়ান	১-৭২	১।/০	
৫৬ ৫	২০৮ B, ৩৪।৫৫		ঐ	হোসেন সেখ দিং	২৫৸০	১৬।১।৫৫	ঐ	থানা নাকাশীপাড়া মৌজে ভগবানপুর	৪৭০ খতিয়ান	৫-০		
৮ ৩০	৪৮ B, ৩৪।৫৫			জগেন পাড়ুই দিং	৬৸/৪	১৬।১।৫৫		থানা নাকাশীপাড়া মৌজে হরনগর	৪৪০ খতিয়ান	১-১৪		
৩১	৫৫ B, ৩৪।৫৫		ঐ	আহমান আলি সেখ দিং	২৬৸/৮	১৬।১।৫৫		থানা নাকাশীপাড়া গ্রাং গোবীপুর	১৫৫ খতিয়ান	৫-৪১	৫৸/৭	ঐ
৩৪	৫১ A, D, ৩৪।৫৫		ঃ, পালচৌধুরী	মঙ্গলা বস্ত বিশ্বাস	১৪২।৶/৬	১৬।১।৫৫	ঐ	থানা হাসখালি মৌজে চন্দ্রবিন্দপাড়া	১৫০ খতিয়ান	১১-৮৬	২৩।৶/৯	ঃ, পালচৌধুরী
১৪	১৮৭ R, p, ৩৪।৫৫		আর,পালচৌধুরী	রাধারাণী দেবী দিং	১১৸০	১৬।১।৫৫	মধ্যস্বত্ব চিরস্থায়ী	থানা কোতওয়ালী মৌজে আমঘাটা	৩৯৩ খতিয়ান	১-৮৩	বিক্রয়	আর,পালচৌধুরী
	২০২ R, p, ৩৪।৫৫				১৫।৬	১৬।১।৫৫	রায়ত ঐ	থানা কৃষ্ণনগর মৌজে স্বর্ণবিহার	১১৫৩ খতিয়ান	১-৯৯		
	২৩০ R, p, ৩৪।৫৫				৫৩৷/৯	১৬।১।৫৫			১২০৮ খতিয়ান	২৩-০৫		
	২০১ R. p, ৩৪।৫৫			ঐ	২৫।/৬	১৬।১।৫৫		থানা কৃষ্ণনগর মৌজে স্বর্ণবিহার	১১৪৯ খতিয়ান	৩-৩৬	২/সেন্	

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'শ্রীমায়া' নবদ্বীপ

দৈনিক

REG. NO C. 1544

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত-নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১০ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১লা শ্রাবণ, বুধবার ১৩৪২, ১৭ই জুলাই ১৯৩৫ [১১৬তম সংখ্যা

চৈতন্যোপনিষদ্
মূল অক্ষরে মূল ও অনুবাদসহ প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি উত্তম। ভিক্ষা ।০ আনা
শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

"গৌড়ীয়"
৭ম বর্ষ হইতে ১১শ বর্ষ পর্য্যন্ত প্রতি বর্ষ কাগজে বাঁধাই ভিক্ষা ৩।০ মাত্র। শ্রীগৌড়ীয় মঠ বাগবাজার, কলিকাতা

বিবিধ সংবাদ

ইয়াং-সি কিয়াং নদীর জল বাঁধ ভাঙ্গিল সহরে প্রবেশ

হ্যাংকাওতে জাপানীদের বিশেষ অধিকারভুক্ত যে অঞ্চল আছে, তাহা রক্ষা করিবার জন্য একটি পাকা বাঁধ নির্ম্মাণ করা হইয়াছিল। হুপে প্রদেশে প্রবল বন্যার ফলে ইয়াং সি-কিয়াং নদীর জল বাড়িয়া এই বাঁধের এক অংশ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। এই ভাঙ্গনের পথ দিয়া প্রচণ্ড বেগে নদীর জল সহরে প্রবেশ করিতেছে। এই জলস্রোত প্রতিরোধ করিবার জন্য এপর্য্যন্ত সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। ফলে সমগ্র সহর প্লাবিত হইবার আশঙ্কা দেখা দিয়াছে।

হিমশিলার সংবাদ ভিত্তিহীন

ডিব্রুগড়ের ডেপুটি কমিশনার সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য নিম্নলিখিত বিবৃতিটি প্রেরণ করিয়াছেন :—

পর্ব্বতোপরি হইতে ব্রহ্মপুত্র নদে এক বিরাট আকার হিমশিলা ক্রমে নামিয়া আসিতেছে বলিয়া একখানি সাময়িক পত্রিকায় মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও কাল্পনিক। কেবলমাত্র সতর্কতা অবলম্বনের জন্য ডিব্রুগড় বন্যা সাহায্য সমিতি পুনর্গঠনের উদ্দেশ্যে ডেপুটি কমিশনার হিসাবে আমি গত ৫ই জুলাই এক জনসভা আহ্বান করি। সভায় সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা হয় যে বন্যার কোন সংবাদ পাইয়া এই সভা আহ্বান করা হয় নাই; তবে মাঝে মাঝে যে প্লাবন হয় তাহা উল্লেখ করা হয়। ব্রহ্মপুত্রের তীরভূমির উচ্চাংশে ৮।১০ দিনের মধ্যেই ডিব্রুগড়ে বন্যার প্রকোপ হয় এবারে নিম্নাংশ অন্য স্থানের এই জেলার পূর্ব্বাপেক্ষা ব্যাপক ভাবে বন্যা হইবার বিশেষ সম্ভাবনা।

এক পক্ষ কালের মধ্যে বৃষ্টি হয় নাই। ব্রহ্মপুত্রেরও জল বাড়িতেছে না। ডিব্রুগড়ে ব্রহ্মপুত্রে চর দেখা দিয়াছে। এক্ষণে জলের 'লেবেল', বন্যার সময়ের লেবেল অপেক্ষা ৫ ফুট কম আছে।

ভারত গবর্ণমেণ্টের ঋণ

ভারত গবর্ণমেণ্ট শতকরা ৩ টাকা হার সুদে লণ্ডনে এক কোটি পাউণ্ড ঋণ গ্রহণ করিবেন বলিয়া বিজ্ঞাপন দিয়াছিলেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই ২১ হাজার ব্যক্তি মোট ৭ কোটি ২০ লক্ষ পাউণ্ড ধার দেওয়ার প্রস্তাব জানাইয়া দরখাস্ত করেন।

তারকেশ্বরের মোহান্ত নির্ব্বাচন

হুগলী জেলা জজ শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন আদেশ দিয়াছেন যে, আগামী ৩রা আগষ্ট তারিখে মণ্ডলীর ৮ জন মোহান্ত এক সভায় সমবেত হইয়া তারকেশ্বরের মোহান্ত নির্ব্বাচন সম্পর্কে একযোগে তাঁহাদের সুচিন্তিত মতামত জ্ঞাপন করিবেন। তারকেশ্বরের সম্পত্তি হইতে উপরোক্ত আটজন মোহান্তের ভ্রমণের ব্যয় প্রদান করা হইবে।

বাদীপক্ষ—অর্থাৎ প্রজা সভার পক্ষ হইতেই এইরূপ প্রস্তাব করা হইয়াছিল। জজসাহেব তাহাই যুক্তিসঙ্গত বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। ব্রাহ্মণসভা বলিয়াছিলেন যে এরূপভাবে একসঙ্গে আলোচনা করিয়া মতামত জ্ঞাপন করা প্রচলিত রীতি এবং হাইকোর্টও কতকটা এইরূপ ইঙ্গিত করিয়াছেন।

বিবাদীপক্ষ এই বিষয়ে কোন প্রতিবাদ উত্থাপন করেন নাই।

রুশিয়ার জনসংখ্যা বৃদ্ধি
একত্রিভূত কৃষিকার্য্যের উন্নতি

রুশিয়ায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার গত ৪ বৎসরের গড়পড়তা হার হইতে শতকরা ৬৬ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। গত বৎসর জনসংখ্যা মোট ৩৪॥ লক্ষ দাঁড়াইয়াছে। এরূপ গতিতে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি আর কোনও দেশেই দেখা যায় নাই।

১৯২৫ সন হইতে এ পর্য্যন্ত আড়াই কোটি লোক বাড়িয়াছে। ১০০ বৎসর পূর্ব্বে ম্যালথাস ও ১০ বৎসর পূর্ব্বে অধ্যাপক কেইন্স ক্রমবর্দ্ধিত লোকসংখ্যা বৃদ্ধির বিরুদ্ধে সতর্কবাণী প্রচার করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই সতর্কবাণী সোভিয়েট গবর্ণমেণ্টকে বিচলিত করিতে পারে নাই; পরন্তু এই লোক সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য সোভিয়েট সরকার আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন। রুশিয়া পৃথিবীর এক-ষষ্ঠাংশ স্থান জুড়িয়া আছে ও উহার বিপুল প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য্য আরও কোটী কোটী লোকের জীবিকা সংস্থান করিতে সক্ষম।

জনসংখ্যা যতশীঘ্র বর্দ্ধিত হইবে রুশিয়া তাহার বিপুল প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য্য ততশীঘ্রই কাজে লাগাইতে পারিবে। রাষ্ট্রের অধীনে একত্রিভূত কৃষিকার্য্যের ফলে প্রচুর শস্যাদি উৎপন্ন হওয়াতে কৃষকদিগের অবস্থার যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে এবং উহার ফলেই জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। অনুমান করা যাইতেছে যে সন্তান প্রসবের পূর্ব্বে ও পরে শিল্পকার্য্যে নিযুক্ত স্ত্রীলোকদিগকে এক মাস ছুটী দিবার যে ব্যবস্থা করা হইবে তাহার ফলে জনসংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাইবে।

কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত স্ত্রীলোকগণ বর্ত্তমানে উক্ত সুযোগ ভোগ করিতেছেন। রুশিয়ার শতকরা ৮০ জন স্ত্রীলোকই কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত।

পুলিশের বেড়াজালে দস্যুদল
রিভলবার ও কার্ত্তুজ প্রাপ্তি

গোণ্ডার একটী সংবাদে প্রকাশ যে, পুলিশ ছয়জন ডাকাতকে গ্রেপ্তার করিয়াছে, উক্ত ডাকাত দল গোণ্ডা জিলার সর্ব্বত্র আতঙ্কের সঞ্চার করিয়াছিল বলিয়া প্রকাশ। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে, সার্কেল ইন্‌স্পেক্টর মিঃ মামুদ আলী খাঁন কোন সূত্রে সংবাদ পাইয়া একদল কনেষ্টবল সহ তিন দিন যাবৎ পশ্চাদ্ধাবন করিয়া ১৪ জন লোককে গ্রেপ্তার করেন। তন্মধ্যে দস্যু সর্দ্দার বলিয়া বর্ণিত জানচন্দ্রও আছে। তদুপরি পুলিশ অন্যান্য জিনিষের মধ্যে একটি ছয়নলা রিভলবার এবং কতকগুলি তাজা কার্ত্তুজ হস্তগত করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

আরও প্রকাশ, আর একটি ডাকাতদলকেও গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। উক্ত দলের একটি তরুণী পুলিশের নিকট উক্ত দলের সন্ধান দিয়াছিল। এই দলের সর্দ্দার এখনও ধরা পড়ে নাই।

আহত ব্যক্তিদ্বয়ের পরিচয়

বিমান দুর্ঘটনায় নিপতিত হইয়াছিলেন তাঁহাদের নাম মিঃ আর কে আম্বর বৌরজী; ইনি বোম্বাইয়ের এক ব্যবসায়ীর পুত্র মিঃ করণী; ইনি পুনা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্র।

প্রকাশ, তাঁহারা গত ১২ই জুলাই প্রাতে দ্বিতীয়বার বিমানপোতে আরোহণ করেন। ৩ শত ফুট উচ্চ স্থান হইতে বিমানপোতখানি পড়িয়া যায়। মিঃ করণীর একটি পা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে এবং বৌরজীর মাথায় লাগিয়াছে। এক বৎসরের মধ্যে বৌরজী এই দ্বিতীয় বার দুর্ঘটনায় পতিত হইলেন।

নমো ভগবতে নারায়ণায়

১লা শ্রাবণ, বুধবার ১৩৫২

প্রকৃতিকে সম্পূর্ণভাবে জয় করিবার— নদী সমুদ্র সময় আকাশ দূরত্ব প্রভৃতি বহু প্রকার বাধা আছে তাহাদের উপর সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব করিবার যে অদ্ভুত আশা মানুষকে বিগত শতাব্দি হইতে পাইয়া বসিয়াছে। মানুষের স্বাভাবিক চেষ্টা ও উদ্যম এই সকল বাধা বিপত্তিকে অনেক পরিমাণে বিদূরিত করিতেও সমর্থ হইয়াছে ফলে স্থলপথে রেলগাড়ী, জলপথে ষ্টীমার ও জাহাজ এবং ব্যোমপথে এরোপ্লেন আবিষ্কৃত হইয়া দূরকে নিকট করিয়া মানুষের যাতায়াতের সুখসুবিধা বাড়াইয়া তুলিয়াছে। মানুষের অপরাজেয় শক্তির নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়া প্রকৃতি তাহার স্বাধীন শক্তি মানুষের পদমূলে অর্ঘ্যরূপে অর্পণ করিতে বসিয়াছে। শক্তিশালী মানব জলস্থল বায়ুর উপর সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব চালাইতেছে কিন্তু প্রকৃতির একটী মাত্র সম্পদ আজও আয়ত্ত করে নাই। নীরবে মাথা উঁচু করিয়া আজও দাঁড়াইয়া পর্ব্বত সমূহ প্রকৃতির উপর মানুষের অভিযান লক্ষ্য করিয়াছে; তাহার স্বাধীনতা কখনও নষ্ট করে নাই। আজ পর্ব্বতগুলির উপরও মানুষ তাহার কর্তৃত্ব স্থাপন করিতে চাহিতেছে। অজ্ঞেয়কে জয় করিবার বা নাগাল পাইবার নেশা মানুষকে পাইয়া বসিয়াছে। হিমালয়কে জয় করিয়া তাহার শৃঙ্গে আরোহণ করা চাই বলিয়াই যেন তাহার উপরে উঠিবার এত চেষ্টা। অসম্ভব বলিয়া কোন কথা আজ উন্নত বিজ্ঞানভিত্তিক মানুষ বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহে। এরূপ ভাবে চলিলে মানুষ ইহার পরে কি করিবে তাহাই সমস্যা হইয়া দাঁড়াইবে।

গর্ব্বিত হইয়া মানুষ যে সকল কার্য্য করে—কার্য্য সম্পাদনে যে গরিমায় স্ফীত হইয়া উঠে সেই গরিমাই মানুষকে অধঃপতনের দিকে টানিয়া লইয়া যায়। জগতের কতকগুলি কার্য্য করিয়া নিজেকে সর্ব্বশক্তিমান ভাবে সে যখন ভগবানের সত্তা অস্বীকার করিয়া ভগবানের আসন নিজেই দখল করিতে চায় তখনই তাহার অধঃপতন উপস্থিত হয়। মানুষ সে বিষয় চিন্তা করে না বলিয়াই তাহার দুর্দ্দশা আসন্ন থাকে।

কোয়েটার ভূমিকম্পে সাহায্য

কোয়েটা ভূমিকম্পে বিপন্ন ব্যক্তিবর্গের সাহায্যের জন্য নিউজিল্যাণ্ড সরকার ১ হাজার পাউণ্ড মুদ্রা প্রদান করিয়াছেন।

ব্যবস্থাপক সভায় আসন বণ্টন

বোম্বাই কমিটীর নির্দ্দেশ

বোম্বাইয়ে গত মাস যাবৎ পুণায় "নির্ব্বাচকমণ্ডলীর সীমা নির্দ্দেশ কমিটির" অধিবেশন হইতেছিল। জানা গেল যে, কমিটির কাজ শেষ হইয়াছে এবং রিপোর্টও দাখিল হইয়াছে।

বোম্বাই ব্যবস্থাপক সভায় ১০৫ জন সদস্য থাকিবেন। হিন্দুদের আসনগুলি জনসংখ্যার অনুপাতে বণ্টন করা হইয়াছে। প্রকাশ, হিন্দুদের প্রত্যেক নির্ব্বাচন কেন্দ্রেই ভোটদাতারা একজন নির্ব্বাচনপ্রার্থীকে একাধিক ভোট দিতে পারিবে।

মুসলমানদের জন্য ৩০টি আসন সংরক্ষিত থাকিবে। প্রেসিডেন্সীর ২৬টি জেলার জন্য এক একটি আসন এবং বরোচ পূর্ব্ব খান্দেশ, বিজাপুর ও বেলগাঁও জেলার জন্য একটি করিয়া অতিরিক্ত আসন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে কারণ এই সকল জেলায় মুসলমান ভোটের সংখ্যা অন্যান্য জেলা হইতে অধিক। মুসলমান আসনগুলির মধ্যে চারিটি বোম্বাই সহরের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, এতদ্ব্যতীত একটি আসন মুসলমান নারীদের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। আমেদাবাদ সহরের জন্য একটি মুসলমান আসন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, এবং সুরাট ও উত্তর অঞ্চলের অন্যান্য সহরগুলি একযোগে একটি মুসলমান আসন পাইবে।

ইউরোপীয়ানদের জন্য বোম্বাই সহরে একটি আসন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বণিক সম্প্রদায়ের জন্য সাতটি আসন সংরক্ষিত আছে তন্মধ্যে বোম্বাইয়ের ইউরোপীয়ান চেম্বার অব কমার্স এবং ইউরোপীয়ান ট্রেডার্স এসোসিয়েশন একটি করিয়া আসন পাইবে। ইহার মধ্যে প্রথমটির সদস্যসংখ্যা মাত্র ২০০ এবং দ্বিতীয়টির সদস্য সংখ্যা মাত্র ৪০।

এদিকে ভারতীয় বণিক সমিতির সদস্য সংখ্যা ৭০০ হইলেও উহার জন্য মাত্র একটি আসন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বর্ত্তমান ব্যবস্থাপক সভায় ইষ্ট ইণ্ডিয়ান কটন এসোসিয়েশনের কোন প্রতিনিধি নাই, কিন্তু এবার এই এসোসিয়েশনের জন্য একটি নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে। বোম্বাই কলওয়ালা সমিতি একটি আসন পাইবে।

শ্রমিকদের জন্য সাতটি আসন নির্দ্দিষ্ট আছে। রেজিষ্টার্ড ট্রেড ইউনিয়নগুলি এই সাতজন সদস্য নির্ব্বাচন করিবে।

হিন্দুদের সম্পর্কে ব্যবস্থা করা হইয়াছে যে, কোন নির্ব্বাচন কেন্দ্রে অনুন্নত সম্প্রদায়, মারাঠা (সম্প্রদায় বিশেষ) এবং নারীজাতির জন্য সংরক্ষিত আসন সহ চারিটির অধিক আসন থাকিবে না। কাজেই হিন্দুদের জন্য নির্দ্দিষ্ট আসনগুলির মধ্যে অনুন্নত সম্প্রদায়সমূহের ১৫টি আসন, মারাঠাদের জন্য সংরক্ষিত ৭টি আসন এবং নারীজাতির জন্য সংরক্ষিত ৫টি আসনও ধরা হইবে। অনুন্নত সম্প্রদায়ে সমস্ত নির্ব্বাচনে পুণাচুক্তিই অনুসৃত হইবে।

হিন্দু নারীদের জন্য যে পাঁচটী আসন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহা প্রথমতঃ ভাষা হিসাবে এবং তৎপর শিক্ষার তারতম্য হিসাবে বণ্টন করা হইয়াছে।

সাধারণ নির্ব্বাচন কেন্দ্রের ৬টি আসন বোম্বাই সহরের জন্য সংরক্ষিত হইয়াছে। বোম্বাই সহরকে তিনটি নির্ব্বাচনকেন্দ্রে ভাগ করা হইবে এবং এক এক কেন্দ্র হইতে দুই জন করিয়া নির্ব্বাচিত হইবেন। এতদ্ব্যতীত বোম্বাই সহরে মারাঠাদের মধ্য হইতে একজন, অনুন্নত সম্প্রদায়সমূহ হইতে একজন এবং হিন্দু স্ত্রীলোকদের মধ্য হইতে একজন সদস্য নির্ব্বাচিত হইবেন।

মাতার পরিবর্ত্তে সর্পের অন্তিম চুম্বন

সর্প সঙ্কুল হাজারীবাগ জেলায় একটী শোচনীয় দুর্ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে, বা-পেটন নাম্নী একটি পঞ্চদশ বর্ষীয়া বালিকা তাহার মাতার ঘরে গিয়া তাহাকে বিদায় সম্ভাষণ জানাইয়া আসিত। ঘটনার দিন রাত্রিতেও সে অভ্যাস বিধির ন্যায় তাহার মাতার ঘরে যায়; কিন্তু তাহার মাতা যে স্নানাগারে রহিয়াছেন, সে তাহা জানিতে পারে নাই, কারণ ঘর অন্ধকার ছিল। বালিকা যথারীতি চুম্বন দিয়া বিদায় লইবার জন্য মাতার বালিশের উপর ঝুঁকিয়া পড়ে, কিন্তু বালিশের উপর শায়িত একটী গোক্ষুরা সাপ ফণা তুলিয়া বালিকাকে অধরে দংশন করে।

১৪টী দেশী বোমা আবিষ্কার

[illegible] পুলিশ আরপুরা গ্রামে জনৈক শিখের বাড়ী হইতে ১৪টী দেশী বোমা হস্তগত করিয়াছে। কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই।

রাস্তার লোকের গালে চড়

বিনা কারণে একজন শিখ পথচারীকে মারপিটের অভিযোগে অভিযুক্ত ৫ জন মুসলমানের বিচার শেষ হওয়ায় [illegible] জেলে দেওয়া হইয়াছে। প্রকাশ যে, উক্ত শিখ গতকল্য বৈকালে বেড়াইয়া আসিবার সময় রাস্তার মধ্যে ধরিয়া তাহার গণ্ডদেশে চপেটাঘাত করা হয় ও তাহারই দাড়ীগুলি কাটিয়া লইয়া তাহাকেও উহারা [illegible] করা হয়। কয়েকদিন এক বিবৃতিদানের পর আসামীরা অপরাধ স্বীকার করে ও বিনা শর্ত্তে ক্ষমা প্রার্থনা করে। আসামীদের প্রত্যেকের নিকট হইতে এক বৎসরের সচ্চরিত্রতার জন্য ১,০০০ টাকার এক একটি জামীন মুচলেকা আদায় করিয়া লইয়া তাহাদিগকে খালাস দেওয়া হয়।

চীনা ঠিকাদারের মৃত্যু

অনেকদিন রোগ ভোগের পর গত বুধবার প্রাতে ব্রহ্মদেশের বিখ্যাত চীনা ঠিকাদার মিঃ আ সার্কের মৃত্যু হইয়াছে। গত ১৬ই জুলাই তাঁহার অস্ত্রোপচার সম্পন্ন হইল। মিঃ সার্ক ব্রহ্মদেশের ব্যবস্থাপক সভাগৃহ, সৈন্যদের বাসস্থান, রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয় গৃহ, বেতার বার্ত্তা গৃহ এবং অন্যান্য অনেক বড় বড় গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

ভারতীয় বৈমানিক আহত

পুণা বিমানাশ্রয়ের নিকট বোম্বাই ফ্লাইং ক্লাবের একখানি বিমান বিনষ্ট হইয়াছে। আরোহী জনৈক ভারতীয় বৈমানিক এবং একজন যাত্রী আহত হইয়াছে। আঘাত গুরুতর। বিস্তারিত বিবরণ জানা যায় নাই।

মেঘনা নদীতে নৌকাডুবি

গত ১৩ই আষাঢ় বৈকালে মেঘনা নদীতে বহু যাত্রী ও মালপত্র সহ দুইখানা নৌকা ডুবিয়া গিয়াছে। নৌকা ও যাত্রীদিগকে পাওয়া যাইতেছে না। এই লাইনে প্রায়ই নৌকা ডুবিয়া লোক মারা যাইতেছে।

৬৮০০০৲ টাকার কোকেন হস্তগত

ইন্সপেক্টর [illegible] এক সংবাদ পাইয়া, রেঙ্গুন নদীর অপর তীরে ডালায় এক গৃহে হানা দিয়া প্রায় ৪৫০ আউন্স কোকেন হস্তগত করিয়াছেন। ঐ কোকেনের মূল্য প্রায় ৬৮০০০৲ হইবে। যে আউন্সী কোকেন কয়েকটী টিনের বাক্সে গৃহের ইতস্ততঃ রাখা হইয়াছিল। ৩ বৎসর এত কোকেন আর হস্তগত করা হয় নাই। এ সম্পর্কে দুইজন বন্দীকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত হরিপ্রসাদ খাণ্ডেলওয়ালা

কলিকাতা ষ্টক এক্সচেঞ্জের ভূতপূর্ব্ব প্রেসিডেণ্ট শ্রীযুত ভোলানাথ খাণ্ডেলওয়ালের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত হরিপ্রসাদ খাণ্ডেলওয়াল লণ্ডনের চার্টার্ড একাউণ্ট্যাণ্টদিগের ফাইনাল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-কম পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। ইনি লণ্ডনে গিয়া লণ্ডন স্কুল অব ইকনমিক্স হইতেও বি-কম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি আগামী আগষ্ট মাসে দেশে ফিরিবেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

— পারমার্থিক পত্র —

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

১০ম বর্ষ | ১ শ্রীধর, গৌরাব্দ ৪৪৯, ১লা শ্রাবণ, বঙ্গাব্দ ১৩৪২, ১৭ই জুলাই ইং ১৯৩৫ | বুধবার | ১১৬৪ম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

বোম্বের ১২ই জুলাই তারিখের পত্রে প্রকাশ, শ্রীল প্রভুপাদ আরও কিছুকাল বোম্বে মহানগরীতে অবস্থান করিয়া শুশ্রূষু মনীষিগণে নিরন্তর হরিকথা-কীর্ত্তনে স্বীকৃত হইয়াছেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ ও মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী শ্রীল প্রভুপাদের নির্দ্দেশক্রমে বোম্বে গৌড়ীয়মঠে অবস্থান করিয়া মহাপ্রভুর শিক্ষা প্রচার করিতেছেন। তদ্ব্যতীত মহামহোপদেশক পণ্ডিতপ্রবর শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসম্বল ভাগবত মহারাজ এবং আরও ১৫।১৬ জন ভক্ত শ্রীল প্রভুপাদের সহিত বোম্বে মহানগরীতে আছেন।

গত ৮ই জুলাই অপরাহ্নে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজের সভাপতিত্বে বোম্বের সুবৃহৎ জিন্না হলে হিন্দুজনসাধারণের একটী মহতী সভার অধিবেশন হইয়াছিল। মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু সেই সভায় ভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে একটী হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি মহারাজ বোম্বে হইতে কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ গত ১০ই জুলাই যাত্রা করিয়া তৎপরদিবস যুক্তপ্রদেশের রাজধানী এলাহাবাদে পৌঁছিয়াছেন। স্বামীজী শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠে অবস্থান করিয়া উক্ত নগরের বিশিষ্ট জনগণের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন। স্বামীজীর পাঠ ও বক্তৃতা-কালে সর্ব্বসাধারণ তাঁহার নিকট হইতে শুদ্ধ উপদেশামৃত-শ্রবণের সুযোগ পাইয়া থাকেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ও মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিত্যরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রীসহ রংপুর জেলায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা প্রচার করিতেছেন। স্বামীজীর শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা-শ্রবণে শ্রোতৃবৃন্দের বিশেষ উপকার হইতেছে।

পণ্ডিত শ্রীপাদ রামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী পশ্চিম গোদাবরী জেলার অন্তর্গত কভুর নামক স্থানের শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গৌড়ীয়মঠে অবস্থান করিয়া স্থানীয় জনগণের নিকট ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী কীর্ত্তন করিতেছেন। ব্রহ্মচারীজী তথাকার জনসাধারণের মঙ্গলার্থী হইয়া তেলেগু শিক্ষা করিয়া সেই ভাষায় প্রচার করিতেছেন।

চাতুর্ম্মাস্যোপলক্ষে গত এক পক্ষ হইতে শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠে প্রত্যহ প্রাতে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, দ্বিপ্রহরে শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত এবং সন্ধ্যার পর শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা হইতেছে। পাঠের আদিতে ও অন্তে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হইয়া থাকে। শুদ্ধজনগণের উপস্থিতি প্রার্থনীয়।

বীরভূম হইতে শ্রীধাম মায়াপুরে আগত জনৈক শিক্ষিত সজ্জনের নিকট শ্রীচৈতন্যমঠের রক্ষক শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ প্রভু গত ১৩ই জুলাই অপরাহ্নে শ্রীমঠের অধিষ্ঠাতৃগণ এবং মঠের বিগ্রহ প্রভৃতির ভজনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বহুক্ষণ হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। সেবাবিগ্রহ প্রভুর সৌম্য মূর্ত্তি, বিশুদ্ধ ব্যবহার ও মহাজনগণের কীর্ত্তন উপদেশাবলী শ্রোতৃবৃন্দের হৃদয় বিশেষরূপে আকর্ষণ করিয়া থাকে।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত মহারাজ গত ২১শে আষাঢ়, বুধবার, রাজবাড়ী নাটমন্দিরে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ এবং ব্যাখ্যা করেন। পাঠের আদি এবং অন্তে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হয় এবং পরে ভাগবতপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-লীলা প্রদর্শিত হয়।

নবদ্বীপ-পঞ্জিকা

অদ্য হইতে ৩ দিনের

১ শ্রীধর, ১ শ্রাবণ, ১৭ই জুলাই, বুধ, তৃত অনিরুদ্ধ, কৃষ্ণ প্রতিপদ, দণ্ড ৯।১৩, শ্রবণা নক্ষত্রে দণ্ড ৩।৫৩, বিষ্কুম্ভযোগ দণ্ড ১০।৩ কৌলবকরণ

২ শ্রীধর, ২ শ্রাবণ, ১৮ই জুলাই, বৃহস্পতি, আদি কামদেবপত্নী, কৃষ্ণদ্বিতীয়া শ্রীপতি প্রাতঃ ৬।২৩ পরে তৃতীয়া বিষ্কু দণ্ড ৪।৩৬, ধনিষ্ঠা, প্রীতিযোগ দণ্ড ২।১০, শ্রীবিষ্ণুযোগ প্রাতঃ ৭।৯ পরে আয়ুষ্মান্‌যোগ দণ্ড ৪।১১ গরকরণ

৩ শ্রীধর, ৩ শ্রাবণ, ১৯ জুলাই, শুক্র, বিধি সংযোগপত্নী, কৃষ্ণচতুর্থী, কপিল দণ্ড ২৮, শতভিষা নক্ষত্র দণ্ড ১২।৩২, সৌভাগ্য যোগ দণ্ড ১।১২ বণিজকরণ

BOMBAY GAUDIYA MATH

Installation Of Sree Vigrahas

(From Bombay 13.7.35)

The ceremony in connection with installation of Sree Vigrahas at the Bombay Gaudiya Math was very successfully celebrated on the 8th instant.

The rites according to the Vaishnava Smriti were very solemnly observed since early morning; and the actual installation of the Deities was performed amidst Sankirttan and loud shouts of joy by the President-Acharyya His Divine Grace Paramahansa Sree Sreemad Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj. His Divine Grace Sree Paramahansa Maharaj delivered a very learned lecture on the devotional rituals of Pancharatra system and the sublime and spontaneous devotion of the Bhagabat as teaching preached by Sree Chaitanya Mahaprabhu, which was deeply impressive to the large number of elite of the city present on the occasion. All present and a large number of poor were treated to Mahaprasad under the auspices of the Math.

In the evening of the same day the meeting was held at the Jinnah Hall largely attended by the elite public of the metropolis under the presidentship of His Holiness R. R. Sridhar Maharaj and a very interesting lecture was delivered by Mahamahopadesak Pandit Atul Chandra Banerjee.

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১ শ্রীধর কৃষ্ণ অনিরুদ্ধ ৪৪৯

কালচক্র ও মানব-মনীষা

বাহ্যে-পরকার আমাদের দৃষ্টির গোচর না হইয়াও যাহার প্রভাব অনুভব করায়, কালচক্র সেই দৃষ্টিশক্তির অন্তরালে থাকিয়াও স্বীয় প্রবল-পরাক্রম চক্রবৃন্দের সহিত বিশেষরূপে পরিচিত করাইয়া থাকে। কালচক্রের বৈশিষ্ট্য এই যে, তাহা প্রাণি-গণকে নিপীড়িত করিয়াও স্বীয় অধীনতায় দৃঢ় করিয়া রাখিতে পারে। অন্য প্রাণীর কথা কি, প্রাণিশ্রেষ্ঠ মানব পর্য্যন্ত তাহার অহঙ্কার-প্রণোদিত যাবতীয় বিজ্ঞাবুদ্ধির বলেও কালচক্রের পীড়ন ও তাহার অধীনতা-পাশ হইতে মুক্ত হইতে পারে না। যেদিন যাহাকে রাজরাজেশ্বরের সিংহাসনে আসীন দেখিয়াছি আজ যে তাহাকে ভিক্ষুকের বেশে পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখিতেছি, তাহা কি কালচক্রের পীড়ন নহে? কাল যাহাকে একজনে অপর ব্যক্তিগণকে অস্থির করিতে দেখিয়াছি আজ যে সে পরাধীনতাবশে নিস্তেজ ও নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িয়াছে, তাহা কি কালপীড়ন নহে? কাল যাহাকে পুত্র-পৌত্রে শোভিত দেখিয়াছি, আজ যে সে উদরের সংস্থানের জন্য দ্বারে দ্বারে পথপ্রান্তে হইয়া পড়িয়াছে ইহা কি কাল-চক্রের নিষ্পেষণ নহে? যেদিন যাঁহার রূপের প্রভাবে যাহাকে ছুঁইতে না পারে সেই অবস্থায় দেখিয়াছি আজ যে সে শীর্ণা দেহের রূপ কদর্য্যাকৃত অবস্থায় দিবা প্রত্যক্ষ তাহা কি কালের নিষ্ঠুর আচরণ নহে? কাল যাহাকে পুত্র-পৌত্র-দৌহিত্র-পরিবেষ্টিত-অবস্থায় আনন্দ-সাগরে ভাসিতে দেখিয়াছি আজ যে সে শোকাকুল তাহা কি কাল-বিড়ম্বনা নয়? কালের এই নিষ্ঠুর আচরণ হইতে কবে লক্ষ কাহারও অন্তর কালের কবল হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য সম্ভবপর, কেবলই বা কালের ঐ প্রভাব-শূন্য হইবার জন্য কালনিয়ন্তা শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের পাদপদ্ম শরণ গ্রহণে অভি-লাষী? বল কাল! বল তোমার আরও প্রভাব?! বল — অনন্ত বল তোমার যোজন-চাতুর্য্য, যে চাতুর্য্য নিবন্ধন জগদ্বাসীগণ চন্দ্ৰ-সূর্য্যের ন্যায় জীব-জগতে ক্রমান্বয়ে থাকে!!! তোমার প্রভাবে জীবগুলি নানাবিধ অবস্থার ন্যায় নানা যোনির কারাগারে চতুর্দশ-ভুবন-মধ্যস্থ ব্রহ্মাণ্ডের চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া কষ্ট-ক্লেশ ভোগ করে। বন্দীদের যাহা অপরাধে যে দৈন্য প্রস্তুত হয় তাহা অপরের ব্যবহার করে, কিন্তু জীব কর্ম্মবিপাকে ঘুরিয়া যে ক্লেশ-দৈন্য প্রস্তুত করে তাহা তাহারই ভোগ্য। এই স্থানেই তোমার বাহাদুরী। নিজে শৃঙ্খল প্রস্তুত করিয়া তাহাতেই নিজের হস্তপদাদি আবদ্ধ করা অপেক্ষা আর অধিক বাহাদুরীর কথা কি হইতে পারে? কাল! এই সকল দৃষ্টান্ত দেখিয়া তোমার কার্য্য-কুশলতার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারা যায় কি?

হে কাল! প্রাণিশ্রেষ্ঠ মানব নিজ সুখের জন্য বহু ক্লেশ স্বীকার করিয়াও যে প্রয়োজনীয় বস্তু উপার্জন করে, তুমি হয় ত' এক মুহূর্তের মধ্যেই তাহা বিনষ্ট করিয়া কৌতুক দেখ। প্রাণিশ্রেষ্ঠ কিন্তু তথাপি তোমার ঐ সর্বনাশকর কৌতুকের কথা একবারও চিন্তা করে না; হয় ত' অনেক সময় শোকে অন্ধ হয়, তথাপি তোমার প্রভাব তাহার শিরোধার্য্য। তোমার প্রভাবের বলেই সে নরকযোনি লাভ করিয়াও নরকযোগ্য আহারাদিতে সন্তুষ্ট থাকিয়া নারকি-গণের পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করে না। তোমার প্রভাবেই মানব ধন, জন, দেহ, গেহ, স্ত্রী, পুত্র, বন্ধু, বান্ধব প্রভৃতি নানা মনোরম বন্ধন করিয়া আপনাকে কৃতার্থ বোধ করে। তোমার প্রভাব-বলেই কুটুম্ব-ভরণ-পোষণের জন্য পাপকার্য্যাদির আবাহন করিতেও কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ করে না। তোমার প্রভাবে কলত্রাদি-শিশুর আধ-আধ আলাপ কেমন মধুর মনে হয়! অসদ্বৈষয়িকগণের নির্জ্জন-বিলাস-সম্ভোগকামনা কেমন প্রলোভনের বিপণি বিস্তার করে! এই সকল প্রলোভন-সামগ্রী যে আসক্তি-জালে আবৃত তাহা তোমা' প্রভাবে একবারও চিন্তার বিষয় হয় না। কেহ অঙ্গুলি নির্দ্দেশপূর্ব্বক তাহা দেখাইয়া দিলেও তোমার প্রভাব এরূপ যে—"পরকাল আছে কি না জানা নাই, অনাসক্তিতেই বা লাভ কি? এখন খুঁসা পড়া যাউক, ঘোমটা পূর্ণমাত্রায় হউক, যে যেথা যাইবে ...। যে ভব-কালের ভোগের কত বিড়ম্বনা উপস্থিত করে তাহা তোমার প্রভাবে মোটেই বোধ-গম্য হয় না।

তোমার প্রভাবের কথা, আর কত বলিব? ইহা যে বলিয়া শেষ করা যায় না। কখনও বৈরাগ্যাশ্রমের ভাণ করিয়া বলি—'যদি আমার স্ত্রী বিয়োগ হয়, তাহা হইলে বাঁচিতাম, সংসারাশ্রম ছিন্ন হইত।' কিন্তু ভগবান্ কৃপা করিয়া আমার সেই ভোগের সামগ্রী যখন সরান তখন বলি— 'ভগবান্ তুমি কি ঠাট্টাও বুঝ না? একবার কি একটু ব'ললাম, তাহাতেই তোমার এমন ক্রোধ হইল যে, ঐরূপে নিষ্ঠুর আচরণ করিলে! আচ্ছা তুমি একটী লইয়া গেলে, দেখ আমি আর একটী সংগ্রহ করিতে পারি কি না?' যেমনই কথা, তেমনই কাজ! প্রায় বৎসর অতিবাহিত হইতে না হইতেই নূতন গৃহলক্ষ্মীর আলোকে গৃহ আলোকিত হইল। শোকাকুল দুঃখ ব্যবহার আসক্তি-জলে মরুস্থানে পরিণত হইল। তাই বলি, বল কালের প্রভাব! কাল! তুমিই ধন্য!!

অভাবের তাড়নায়, রোগ-শয্যায় বার্দ্ধক্যাবস্থায় যখন যন্ত্রণায় ছটফট করিতে থাকি তখন আমার আসক্তির পাত্র আত্মীয়গণ সুমধুর স্বরলোকে মধুর বাক্যোক্তিতে কি চমৎকার মধু বর্ষণ করে! তথাপি তোমার প্রভাবেই আমি তাহা-দিগকে না আকড়াইয়া থাকিতে পারি না।

মৃত্যুর সময় উপস্থিত। যমাকৃতি যমদূতগণ আমার প্রতীক্ষা করিতেছে। তখনও যাবতীয় বিষয়ের সন্ধান দ্বারা আমি আমার স্নেহপুত্তলিগুলিকে অভিষিক্ত করিতে ব্যস্ত হই। তখন যদি আমার কোনও পরম বান্ধব আসিয়া বলে—"শেষ নিঃশ্বাস যে অতি নিকটে, ভগবানের নাম কর—অন্ততঃ "হরে কৃষ্ণ" বল, তাহা হইলে তাহাকে বিরক্তির সহিত বলি— "এত কথা বলিবার সময় কোথায়?" সংসারের যাবতীয় বস্তুর সন্ধান দিতে সময়ের অভাব বা কষ্ট হয় না, যত কষ্ট ও সময়ের অভাব "হরে কৃষ্ণ" উচ্চারণে! এই কষ্টই যদি না হইবে, তাহা হইলে আমি কি-প্রকারে কালের প্রভাবের অধীন থাকিব? এমন মনিবটী কোথায় পাইব? কালচক্র, তোমার নিকট মানব-মনীষা সর্ব্বদাই পরাজিত।

শ্রবণের মর্ম্ম

[শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়]

আমরা মানুষ। ক্রমবিকাশের ফলে মনুষ্যেতর জীবসকল হইতে আমরা বিদ্যা, বুদ্ধি ও গুণসম্পন্ন হইয়া এই বর্ত্তমান অবস্থায় উপনীত হইয়াছি। অন্যান্য জীব-জন্তু প্রভৃতি হইতে আমরা বড় বুদ্ধিমত্তায় আমরা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এইজন্যই অন্যান্য প্রাণীর উপর, এমন কি বিদ্যাবুদ্ধি প্রভৃতিতে মানুষের মধ্যেও যাহারা আমাদের চেয়ে হেয় তাহাদের উপরও প্রভুত্ব করিবার আমাদের একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি আছে। প্রকাশ্যভাবে না হইলেও আমাদের অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে অন্যের উপর প্রভুত্ব করিবার বাসনা সর্ব্বদাই জাগিয়া আছে। আমরা এই প্রভুত্ব করিতে পারিলেই এখানে আনন্দ লাভ করি ও প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা ক্রমশঃ বাড়াইয়া তুলি। কিন্তু প্রকৃতির এমনি স্বভাব যে, কাহাকেও চিরকাল প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে দেয় না। ভাঙ্গা-গড়া, চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া নূতন কিছু স্থাপন করা, আবার তাহা ধ্বংস করাই যেন তাহার স্বভাব দেখায়। তাই মানুষের প্রাধান্য বল, যৌবন প্রভৃতি চিরকাল থাকে না— ইহাদেরই অভাবে মানুষ কাতর হইয়া পড়ে। মানুষ আমরা আমাদের সব কাজের মধ্যে— সব চেষ্টার মধ্যে শান্তি খুঁজিয়া থাকি। কিন্তু দেখিতে পাই, যখনই আমরা এই শান্তি এই জাগতিক জিনিষের মধ্যে পাইতে চাই—প্রতিষ্ঠা, গৌরব, প্রভুত্ব প্রভৃতির দ্বারা যখনই আমরা শান্তিলাভ করিতে চেষ্টা করি তখনই আমরা ব্যর্থকাম হই। মরুভূমির মরীচিকার মত ধনজন-প্রতিষ্ঠার পিছনে ছুটিয়া আমরা আমাদের দুঃখই বাড়াইয়া তুলি। শান্তি কখনও মিলে না—অশান্তিই বাড়িয়া যায়। হতাশা আসিয়া আমাদিগকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। এই হতাশার মধ্যেই আমরা কোনও বৃহৎ শক্তির উপর আস্থা স্থাপন করিয়া তাঁহারই উপর আমাদের সর্ব্বকর্ম্মের ফলাফল অর্পণ করিয়া তাঁহারই সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে সচেষ্ট হই। প্রকৃত শান্তি এখানেই মিলে। এই বহির্ম্মুখতার দিনে দুঃখের মধ্যেই আমরা ভগবানের উপর আস্থা স্থাপন করিয়া শান্তিলাভ করিতে চাই; সুখ-ঐশ্বর্য্যের মধ্যে আমাদের তাঁহার কথা মনে পড়িতেই চায় না। এমনি আমাদের স্বভাব।

ভগবানের সহিত আমাদের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ রহিয়াছে। আমরা সেই সম্পর্ক স্বীকার না করিলেই আমাদের দুঃখ-কষ্ট উপস্থিত হয়। জীব তাহার শুদ্ধ-নিত্য-মুক্ত-নির্ম্মল স্বরূপে ভগবানের নিত্যদাস। সূর্য্যের সহিত তাহার কিরণ-কণার যেমন অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ রহিয়াছে ভগবানের সঙ্গে মানুষের তেমনই সম্বন্ধ বিদ্যমান। কিরণকণাগুলি যেমন সূর্য্য নয় অথচ সূর্য্য হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ও নয় সেইপ্রকার জীব সাক্ষাৎ কৃষ্ণ বা ভগবান্ নহে অথচ তাঁহা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্নও নহে। যেকাল জীব কৃষ্ণকে ভুলিয়াছে তাহা-দিগকেই মায়া সংসারে সুখদুঃখ দিতেছে। জীব কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি। জল ও স্থল উভয়ের মধ্যবর্ত্তী যে অতি সূক্ষ্মরেখা বর্ত্তমান, তাহাকে তট বলে। তট জলও বটে, স্থলও বটে; তট উভয়ই। জীব চেতন পদার্থ। চেতন পদার্থের স্বাভাবিক গুণই স্বাধীনতা বা স্বতন্ত্রতা। ইচ্ছাশক্তি, জ্ঞানশক্তি বা বুদ্ধিশক্তি চেতনমাত্রেরই আছে। কিন্তু জীব পূর্ণচেতন ভগবানের অণু-অংশ বলিয়া তাহার স্বতন্ত্রতা বা স্বাধীনতাও সামান্য ও সসীম। কিন্তু ভগবান্ পূর্ণচেতন তাই তাঁহার স্বাধীনতাও অসীম—মানুষের চিন্তার অতীত। মানুষের বর্ত্তমান চেতন-স্বরূপ দুইটী আবরণ দ্বারা আবৃত থাকায় তাহা সাধারণের বোধগম্য নহে। এই চেতনস্বরূপটী একটি স্থূলদেহ—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা প্রভৃতি, যাহাদ্বারা আমরা প্রত্যক্ষ করি এবং মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কাররূপ

সূক্ষ্ম

আর একটি গহ্বরের দ্বারা আবৃত। জীব যখন তাহার স্বাধীন স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার করে তখনই সে ভগবানের প্রতি উন্মুখ হইয়া পড়ে ও তাঁহার সেবায় অবস্থিত থাকিয়া তাঁহার সাক্ষাৎসেবার চমৎকারিত্ব আস্বাদন ও অনুভব করিবার সুযোগ পায়। আর যখন জীব তাহার স্বতন্ত্রতার অসদ্ব্যবহার করে তখনই সে তটের অপর পারে অবস্থিত মায়ার রাজ্যে আসিয়া পড়ে এবং সংসারের সুখদুঃখ লাভ করিয়া ভগবান্‌কে ভুলিয়া থাকে। এই সময়ই সর্ব্ব-করুণাময় ভগবান্ সাধু, গুরু ও শাস্ত্ররূপে আমাদের কাছে আসিয়া আমাদের চরম মঙ্গলের কথা আমাদিগকে মনে করাইয়া দেন। এই সাধুগুরু ও শাস্ত্র হইতে সন্ধান পাইয়া মানুষ পরমতত্ত্ব লাভ করিতে সমর্থ হয়।

কৃষ্ণই পরমতত্ত্ব। ব্রহ্ম কৃষ্ণের অঙ্গজ্যোতিঃস্বরূপ। দূর হইতে সূর্য্যকে আমরা কেবল জ্যোতির্ম্ময় দেখি? তাঁহার কোন প্রকার কায়া দেখিতে পাই না। কিন্তু তাঁহার আকারাদি সবই আছে। তাঁহার নিকটস্থ হইলে তাঁহাকে দেখা যাইতে পারে। তেমনি ভগবান্‌কে দূর হইতে শুধু জ্যোতির্ম্ময় দর্শন করা তাঁহার সম্যগ্‌ দর্শন নয়, কেবল আংশিক দর্শনমাত্র - শুধু তাঁহার অঙ্গজ্যোতিঃ দর্শন মাত্র।

কৃষ্ণের শক্তি অনন্ত, অসীম, কিন্তু তাহা মুখ্যতঃ তিনভাবে বলা যায়। প্রথম তাঁহার অন্তের বাহিরের শক্তি, দ্বিতীয় তাঁহার অন্তরের শক্তি, তৃতীয় তাঁহার ভিতর ও বাহির এই উভয়ের মধ্যে অবস্থিত তটের শক্তি। তাঁহার বাহিরের শক্তি হইতে পরিদৃশ্যমান্ জড়জগতের সৃষ্টি হইয়াছে। তাঁহার অন্তরের শক্তি হইতে তাঁহার নিজধাম ও তাঁহার প্রিয়জনগণের প্রকাশ ও তটস্থশক্তি হইতে জীবসকল উদ্ভূত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে জীবের যে সম্পর্ক রহিয়াছে তাহার জ্ঞানই সম্বন্ধ-জ্ঞান। ভগবানের সঙ্গে আমাদের কি সম্পর্ক রহিয়াছে তাহা জানার চেষ্টাই সম্বন্ধে প্রয়োজন। আমাদের সঙ্গে ভগবানের যে সম্পর্ক রহিয়াছে তাহা জানিয়া ভগবানের প্রতি আমাদের কর্ত্তব্য-সম্পাদনই সাধন; তাহাই অভিধেয়। এই সাধনদ্বারা জীবের যে ফল লাভ হয় তাহাই জীবের প্রয়োজন। জীবের সহিত ভগবানের নিত্য-সেবক-প্রভুসম্বন্ধ বিদ্যমান। কৃষ্ণের সেবা করাই জীবের অভিধেয় ও সাধনার ফলে পরিপূর্ণভাবে কৃষ্ণের আনন্দ-বিধানই শুদ্ধ জীবের উদ্দেশ্য—তাহাই প্রয়োজন। এই প্রয়োজন লাভ করিতে হইলে সদ্‌গুরুচরণাশ্রয়, সাধুসঙ্গ, শ্রবণ-কীর্ত্তন প্রভৃতি করা কর্ত্তব্য। ইহাসকল সাধনের অঙ্গ।

সাধন দুই প্রকার—রাগানুগা ও বৈধী। কৃষ্ণের প্রতি স্বাভাবিক প্রীতি থাকিলে, তাঁহার প্রতি অন্তরের স্বাভাবিক টান থাকিলে যে ভক্তি উদয় হয় তাহাই রাগাত্মিকা ভক্তি। এই রাগাত্মিকা ভক্তিতে যাঁহাদের লোভ থাকে, তাঁহারা ভগবানের প্রিয়জনের অনুগত হইয়া যে সেবা করেন, তাহাই রাগানুগা সেবা। যাঁহাদের এই প্রকার স্বাভাবিক টান থাকে না, যাঁহারা শাস্ত্রের বিধি-নিষেধ মানিয়া তাহারই নির্দ্দেশানুসারে সাধন করিয়া থাকেন তাঁহাদের সাধনকে বৈধী ভক্তি বলে। প্রাণে একটু শ্রদ্ধার উদয় হইলেই জীব সাধুসঙ্গ করিয়া থাকে। এই সাধুসঙ্গে বাস, হরিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তন প্রভৃতিদ্বারা তাহার হৃদয়ের ময়লা ক্রমশঃ দূর হইয়া যায়। এই অবস্থার নামই অনর্থ-নিবৃত্তি। হৃদয়ের এই অনর্থ-নিবৃত্তি হইলে পর নিষ্ঠার উদয় হয়। তখন ভগবানের সেবায় সর্ব্বক্ষণ লাগিয়া থাকিবার বাসনা জাগিয়া থাকে। এই নিষ্ঠা হইতেই তাঁহার সেবার জন্য জীবের রুচি জন্মিয়া থাকে ও পরে আসক্তিতে পরিণত হইয়া থাকে। আসক্তি জন্মিলে মানুষ ভগবানের সর্ব্বক্ষণ সেবা ভিন্ন অন্য কোন চিন্তাই করিতে পারে না এবং সেবাতেই পরম আনন্দ লাভ করিয়া থাকে। সেবা গভীরতর হইলে কৃষ্ণপ্রেমের ভাব অন্তরে জাগিয়া থাকে ও ক্রমশঃ পরিপক্ক হইয়া গভীর প্রেমে পর্য্যবসিত হয়। ইহাই ভগবৎ-প্রেম। সাধন হইতে আরম্ভ করিয়া ভজনের তারতম্যানুসারে এই প্রেমের উদয় হইয়া থাকে। হৃদয়ে প্রেমের উদয় হইলে মানুষ তাহার চরম লক্ষ্যে পৌঁছিয়া সর্ব্বক্ষণই ভগবৎ-সেবায় মত্ত থাকে। ইহাই আমার প্রথম সাধুসঙ্গ ও প্রথম শ্রবণ।

মানবজীবনের সার্থকতা কোথায়?

(২)

বদ্ধজীবসমূহ নিজে ভোক্তার আসন গ্রহণ করিয়া ভোগবুদ্ধিতে ভগবানের বস্তুসমূহ সংগ্রহ করিতে ব্যস্ত হইতেছে। দৈহিক ও মানসিক সুখ-শান্তিই তাহাদের চরমকাম্য; এজন্য তাহারা নৈমিত্তিক ধর্ম্ম-প্রতিপালনে তৎপর। স্বরূপ-জ্ঞান-সম্বন্ধে শাস্ত্র-কথিত আত্মধর্ম্মসম্বন্ধে তাহারা সম্পূর্ণ উদাসীন। স্বরূপে অবস্থিত হইলে জানা যায় "জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস" জীবের স্বরূপের বৃত্তি হচ্ছে কৃষ্ণের নিত্যদাসত্ব। এই অবস্থা লাভ হইলে আমাদের বোধগম্য হইবে যে,—

"ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্য-
স্বিদ্ধনম্॥"

"একলা ঈশ্বর কৃষ্ণ আর সব ভৃত্য।
যারে যৈছে নাচায় সে তৈছে করে নৃত্য॥"

একমাত্র প্রভু হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ আর সব তাঁহার দাস, তাঁহার দাসত্ব করাই মানব জীবনের সার্থকতা। স্বামিসেবাতে যেমন সতী স্ত্রীর জীবনের সার্থকতা, সেই প্রকার ভগবানের সেবাই হচ্ছে সমস্ত শাস্ত্রের মূল।

"ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুং
দুরাশয়া যে বহিরর্থমানিনঃ।
অন্ধা যথান্ধৈরুপনীয়মানা-
স্তেঽপীশতন্ত্র্যামুরুদাম্নি বদ্ধাঃ॥"
(ভাঃ ৭।৫।৩১)

গৃহকে যাহারা ব্রত করিয়াছে, তাহাদের চিত্ত অসদ্গুরু হইতে অথবা আপনা হইতে কিম্বা অন্যের দ্বারা কোন প্রকারে কৃষ্ণে নিযুক্ত হয় না। তাহারা অজিতেন্দ্রিয় হওয়ায় পুনঃ পুনঃ এই প্রকার ত্রিতাপময় সংসারে প্রবেশ পূর্ব্বক চর্ব্বিত বিষয় চর্ব্বণ করিতে থাকে। যাহারা শব্দ-স্পর্শাদি [illegible]তা বাহ্য বিষয়সমূহকে বহুমানন করে তাহারা সেই সকল বিষয়ে আসক্ত হইয়া সকল স্বার্থের একমাত্র গতি যে বিষ্ণু তাহা জানিতে পারে না। অন্ধ যে-প্রকার অন্য-অন্ধ-কর্ত্তৃক চালিত হইয়া গর্ত্তে পতিত হয়, প্রকৃত পথ জানিতে পারে না, সেইরূপ কর্ম্মিগণ ভগবানের বেদরূপ দীর্ঘ-রজ্জুতে আবদ্ধ হইয়া কাম্যকর্ম্মে নিযুক্ত হয়।

তাই নিজে অন্ধ হইয়া অপরকে পথ প্রদর্শন করিতে না যাইয়া সর্ব্বাগ্রে নিজের জীবনকে স্বার্থের গতি যে একমাত্র বিষ্ণু, তাঁহার সেবায় সম্পূর্ণরূপে নিয়োজিত করতঃ নিজের আচারপ্রচারময় জীবনদ্বারা ভারতবাসীকে—শুধু ভারতবাসীকে কেন, সমগ্র পৃথিবীর জীবসমূহকে মায়া-পিশাচীর কোল হইতে ছিনাইয়া লইয়া শ্রীভগবানের অভয়-চরণারবিন্দের সেবায় লাগাইয়া দিতে পারিলে জীবের পরম উপকার করা হয়।

অনেকে কর্ম্ম হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য শুষ্কজ্ঞান অবলম্বন করিয়া 'ব্রহ্ম নিরাকার নির্ব্বিশেষ' এই প্রকার ধারণাপূর্ব্বক 'অহং ব্রহ্মাস্মি,' 'তত্ত্বমসি,' ইত্যাদি প্রাদেশিক বাক্যকে বহুমানন করতঃ ব্রহ্মনির্ব্বাণ বা সাযুজ্য মুক্তিকে অভিলাষ করিয়া নিজেকে মুক্ত মনে করেন। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন-
স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥
(ভাঃ ১০।২।৩২)

যাঁহারা শ্রীভগবানের সেবাকে চরম বলিয়া বরণ করিয়াছেন এই প্রকার ভক্ত ব্যতীত অন্য যাহারা নিজদিগকে বিমুক্ত বলিয়া মনে করে, শ্রীভগবানের প্রতি ভক্তিহীন অর্থাৎ তিনি ঈশ্বর, আমি তাঁহার ভৃত্য এই প্রকার জ্ঞানহীন হইয়া যে ব্যক্তি ত্রিপুটী বিনাশ করতঃ অর্থাৎ সেবা, সেবক, সেব্য এই তিনটিকে বিচ্ছিন্ন পূর্ব্বক নিজের অস্তিত্ব লোপ করিতে চাহে তাহাদের যে বুদ্ধি বা জ্ঞান তাহা শুদ্ধ নয়, তাহাদের জ্ঞান শুষ্ক। তাহারা শমদমাদি অত্যন্ত কষ্টসাধনের ফলে নিজেকে জীবন্মুক্ত বোধ করিয়া সকলের আশ্রয়স্বরূপ শ্রীভগবানের পাদপদ্ম অনাদর করায় অধঃপতিত হয়, অর্থাৎ পুনরায় অধিকতর হীন অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্ত্তাম্।
স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভি-
র্যে প্রায়শোঽজিত জিতোঽপ্যসি
তৈস্ত্রিলোক্যাম্॥
(ভাঃ ১০।১৪।৩)

যিনি জ্ঞানের প্রয়াস দূরে পরিত্যাগ করিয়া নিজের জীবনসার্থক করিবার আশায় ভগবৎপরায়ণ সাধুর সঙ্গ করতঃ তাঁহার শ্রীমুখাবগলিত বীর্য্যবতী ভগবৎকথা শ্রবণপূর্ব্বক যে কোন অবস্থায় থাকিয়াও কায়মনোবাক্যের দ্বারা তাঁহার সেবায় রত থাকেন, ভগবান্ অজিত হইয়াও সেইপ্রকার ভক্তের নিকট জিত হন।

ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ।
জ্ঞান-বৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষণ্ণাং ভগ ইতীঙ্গনা॥

ভগবান্ সমগ্র ঐশ্বর্য্য, সমগ্র বীর্য্য, সমগ্র শ্রী, সমগ্র জ্ঞান, সমগ্র বৈরাগ্য এই প্রকার ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্যময়। অদ্বয়জ্ঞান পুরুষ নিরাকার নির্ব্বিশেষ নন তাঁহার যে বিশেষত্ব আছে তাহা আমার ন্যায় কূপমণ্ডূকের ধারণার অতীত। এই প্রকার অসার বিচারকে পরিত্যাগপূর্ব্বক নিজের সত্তাকে বিসর্জ্জন দেওয়ার বুদ্ধি না করিয়া শুদ্ধসত্ত্বময় শ্রীভগবানের সেবায় নিয়োজিত হইলে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সার্থকতা লাভ হয়।

ভক্তিস্ত্বয়ি স্থিরতরা ভগবন্ যদি স্যা-
দ্দৈবেন নঃ ফলতি দিব্যকিশোরমূর্ত্তিঃ।
মুক্তিঃ স্বয়ং মুকুলিতাঞ্জলি সেবতেঽস্মান্
ধর্ম্মার্থকামগতয়ঃ সময়প্রতীক্ষাঃ॥

শ্রীভগবানে যাহার স্থিরতরা নিশ্চলা অচলা ভক্তি, অর্থাৎ "তিনি সেব্য আমি সেবক, তাঁহার সেবাই আমার নিত্যধর্ম্ম" এই প্রকার বিচার-পরায়ণ ব্যক্তির নিকটে শ্রীভগবানের দিব্যকিশোর-মূর্ত্তি প্রকাশিত হয়, যাহারা "আমি ব্রহ্ম" এই প্রকার উচ্চারণকারী মহা অপরাধী ব্যক্তিদের নিকট নয়। জন্মান্ধ ব্যক্তি যে প্রকার সূর্য্যের মহিমা বুঝিতে সমর্থ নয়, সেই প্রকার মায়াদোষে অন্ধ ব্যক্তি শ্রীভগবানের শ্রীমূর্ত্তি কি-প্রকারে দর্শন করিবে?

(ক্রমশঃ)

শুদ্ধভক্তি মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ

(আকর-মঠরাজ)

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ গজ উত্তর-পূর্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্যবর্য শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্যমঠ বিরাজমান। এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, পরাবিদ্যাপীঠ বা সাত্বতচত্বরস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীবিদ্যারত্ন ব্যাকরণাদি বেদাঙ্গসমূহের,অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠ হইতে পারমার্থিক দৈনিকপত্র 'নদীয়া-প্রকাশ', সাত্বত-সম্প্রদায়ে অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়াছে। 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতি বৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীসহ কীর্তন-শোভাযাত্রায় মহামহোৎসবাদি উক্ত মঠে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্তী ষ্ট্রীট,বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রচারিত সুবিমল ভক্তিধর্ম-প্রচারোদ্দেশ্যে গৌড়দেশের সর্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই মঠ-মন্দিরে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দজীউ নিত্য সেবিত হন। 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, কীর্তন, সপ্রমাণ-চতুর্থবেদাঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হয়। এই মঠ হইতে মহানগরীর সর্বত্র হরিকথা-প্রচার, মহানাম-সঙ্কীর্তন, বক্তৃতা, ব্যাখ্যা ও সঙ্কীর্তন-মহা-মহোৎসবাদি ভক্তাঙ্গের অনুষ্ঠান হয়। মঠরক্ষক—মহামহোপদেশক আচার্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া সহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীলক্ষ্মী-[illegible] সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী সেবাকোবিদ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী এখানে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্তমান, রক্ষক—শ্রীবনমালী দাসাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্তমান। রক্ষক—গোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

(৭) কাজীর সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিআলোক।

(৮) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও রাধামাধবের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান দাস ব্রহ্মচারী।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(১০) মোদদ্রুম-ছত্র "গৌড়ের বৈদিক"

মাউগাছি, পোঃ ভাণ্ডার, (বর্দ্ধমান)।

শ্রীবাসুদেবদত্ত ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান। শ্রীগৌরনিত্যানন্দের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীকুঞ্জবিহারী ব্রজবাসী, ভক্তিভূষণ।

(১১) ভেড়িয়া কুঞ্জকানন

শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্তী, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীবনমালী ব্রহ্মচারী

(১২) কৃষ্ণকুটীর—পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া। রক্ষক—শ্রীপ্রভুপানন্দ অধিকারী

(১৩) ভাগবত-আসন—পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

এই স্থান হইতে ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচারিত হয়। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিআলোক, ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৪) একায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ ভাগ্যাল, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য গোস্বামী ভক্তিস্বভাব

(১৫) মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(১৬) মাধ্বগৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, পোঃ ঢাকা

পূর্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বা-গিরিধরের সেবা বর্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাবিনোদ বি-এ।

(১৭) গোপালজীউ মঠ—কমলাপুর,(ঢাকা)

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান। রক্ষক—শ্রীরাধাচরণ দাস ব্রজবাসী.

(১৮) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)।

এখানে শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(১৯) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য অধ্যাপক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, বি-এল।

(২০) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ বাবু, (ঢাকা)

এখানে মহাপ্রভুর শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীগোপালকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(২১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ খাতবাঁধ (বর্দ্ধমান)।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারীর নিত্য-সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীকেশব দাসাধিকারী.

(২২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ভুবনেশ্বর, পোঃ চিকাকুলা, (মাদ্রাজ)

এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী।

(২৩) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে গুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীজগবন্ধুদাস ব্রজবাসী ভক্তিরত্ন।

(২৪) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী।

(২৫) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ বক্সীবাজার, (কটক)

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদবিহারী জীউর নিত্যসেবা বর্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর

(২৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর পুরী.

শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ গান্ধর্বাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন।

(২৭) পুরুষোত্তম মঠ

ভক্তিকুটী, পোঃ পুরী চটকপর্বত।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীউর নিত্যসেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীগদাধর অধিকারী

(২৮) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়েশ্বর ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী দাসাধিকারী।

(২৯) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, গোদাবরী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্বা-গিরিধরের সেবা বর্তমান। রক্ষক—[illegible] দাসাধিকারী [illegible]।

(৩০) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪২নং দাসাশ্বমেধ, বেনারস সিটি

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীমাধব ব্রহ্মচারী।

(৩১) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন

(৩২) পরমহংস মঠ.

পোঃ নিমসার, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও গৌরবিনোদ-বিহারীজীর সেবা বর্তমান।

রক্ষক—শ্রীসত্যনারায়ণ দাসাধিকারী।

(৩৩) কৃষ্ণচৈতন্য মঠ

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

এখানে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিত্যসেবা হয়। রক্ষক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠ

বঙ্গালীঘাট মথুরা

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ

(৩৫) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ—শ্রীরাধাকুণ্ড

রক্ষক—শ্রীরাধারমণচরণ ব্রহ্মচারী

(৩৬) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৩৭) গোবর্দ্ধনবিহারী মঠ

সেবাকুঞ্জ, পোঃ গোবর্দ্ধন, জেলা মথুরা (পাঞ্জাব) রক্ষক—শ্রীগোবিন্দবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৩৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্বিকাগিরিধরের সেবা।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌধ আশ্রমী

(৩৯) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল।

এখানে গৌরমদনমোহনের সেবা বর্তমান।

রক্ষক—শ্রীবনগোপাল অধিকারী।

(৪০) সারস্বত-গৌড়ীয় মঠ

ডাকঘর সাতারণপুর, ইউ. পি

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্বস্ব গিরি

(৪১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ রায়পেট্টা মাদ্রাজ।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্বাগিরিধারীর সেবা।

রক্ষক—শ্রীপাদ জগদানন্দ ভক্তিবিকাশ

(৪২) বোম্বে-গৌড়ীয় মঠ কার্যালয়

গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, চৌপাটি বিল্ডিং, বাংলো নং ১, বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ দেবশর্মা মজুমদার।

(৪৩) অমরাসি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমরাসি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীরজনীকান্ত দাস অধিকারী

(৪৪) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী

(৪৫) পাটনা গৌড়ীয় মঠ

১০০ মিঠাপুর, পাটনা।

রক্ষক—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী রাগভক্ত

(৪৬) গয়া গৌড়ীয় মঠ

ফিল্ড সাহেব, চার্চ রোড, গয়া

রক্ষক—উপদেশক শ্রীমন্মেশ্বর রায়বন্ধু

(৪৭) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠ বালেশ্বর

রক্ষক—শ্রীবনোয়ারীবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ-কার্যালয়

৩ গ্লাউচেস্টার হাউস, কর্নওয়াল গার্ডেন্স, এস-ডাব্লিউ ৭, লণ্ডন

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন

(৪৯) বার্লিন গৌড়ীয়মঠ কার্যালয়

Berlin W. 30

Eisenacher strasse 20

(৫০) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ কার্যালয়

৩১০ নং ডালহাউসী ষ্ট্রীট রেঙ্গুন

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম স্কন্ধ হইতে নবম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ পর্য্যন্ত প্রত্যেক ॥৵০
২। ভাষ্যসহ বেদান্ত শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। ভাষ্য সহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৩—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ- ৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—১৲; ২য় খণ্ড - ৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব—১৲
৮। সৎক্রিয়াসার—দীপিকা ও সংস্কার-দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণব ২৲
। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
৪। সাধকণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ।০
৮। প্রেম-প্রদীপ ।০
৯। ভাগবতের কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
০। গৌড়ীয়-গৌরব ॥৵০
১। গৌড়ীয়-সাহিত্য ॥৵০
২২। ভজন-রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ ও (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্তি-টীকাসহ) ২৲
২৬। গীতার কেবল বাক্য-ভাষ্য ।০
১। বৃহদ্ভক্তিকা অনর্গৌরবঃ সানুবাদ ২৲
। বেদান্তসূত্রার সানুবাদ ।০
১। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸
০। জীব-জিজ্ঞাসা ৵০
১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৵০
২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা ৵১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। ব্রজমণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি ৵০
৪১। গীতাবলী ৵০
৪২। চিত্রে নবদ্বীপ ১।০
৪৩। সাধনকণা ৵০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৵০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৵০
৪৬। অর্চনকণ
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৵১০
৪৯। আম্নায়
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয়
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৵০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণবোধ ৵০
৫৯। শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৬০। সংস্কারদীপিকা ৵০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যলীলামৃত সারঃ ।০
৬১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিবৃতিঃ ।০
৬২। সটিক-শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৬৩। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৪। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ।৵০
৬৫। গৌড়ীয়মঠস্থ পরিচয়ঃ ৵০
৬৬। মায়াবাদশতদূষণম্ ৵০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৭। রায় রামানন্দ ।০
৬৮। এ কিউ ওয়ার্ডস অব বেদান্ত ।০
৬৯। নামভজন ।০
৭০। বেদান্ত—ইট্স্ মর্ফলজি অ্যাণ্ড অণ্টলজি ।০
৭১। সিলেক্টেড ওয়ার্কস ।৵০
৭২। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।০
৭৩। বৈষ্ণবিজম্ ।০
৭৪। গোসাই গৌড়ীয়মঠ টক স্যুট ৵০
৭৫। দি ভাগবত ।০
৭৬। থিয়েস্টিক ফিলসফি অ্যাণ্ড অ্যানেকডোটস্ ইণ্ডিয়ান ।০
৭৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২।০
৭৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৭৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮০। সাধন-পথ ।০
৮১। কল্যাণ-কল্পতরু ৵১০
৮২। গীতাবলী ৵০
৮৩। শরণাগতি

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৪। শরণাগতি ৵

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ১৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠ ভট্টের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-সমন্বিত জীর্ণ জ্বরের মধ্যে পল্লীবাসীর পাচনের একমাত্র উপায় বলিয়াই তাহার কার্য্যও অত্যন্ত অধিক। তিক্তার প্রতি সংযুক্ত ... একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার জ্বরের সম্বন্ধে ... ছোট বোতল ৸৵০ আনা, বড় বোতল ১৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক পঞ্জাবগামী জে. বি. দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউণ্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন একমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং
কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার
কলিকাতা

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের সংঘর্ষ যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে কথাসার ও শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও শ্রীঃ বৃহস্পতি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম শ্রমণ ব্রহ্মচারী এম, এ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

জ্বর
হইতে
মুক্তি
লাভ করিতে
রবিনসনের
'পেটেন্ট'
বার্লি
সেবন করুন

B.S

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'শ্রীনাম' নবদ্বীপ

দৈ নি ক

REG. NO C. 1544

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত—নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১০ম খণ্ড   শ্রীমায়াপুর—২রা শ্রাবণ, বৃহস্পতিবার ১৩৪২. ১৮ই জুলাই ১৯৩৫   [১১৭তম সংখ্যা

চৈতন্যোপনিষদ্

বড় অক্ষরে মূল ও অনুবাদসহ প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি উত্তম। ভিক্ষা ।০ মাত্র
শ্রীচৈতন্যমঠ,
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

"গৌড়ীয়"

১ম বর্ষ হইতে ১১শ বর্ষ পর্যন্ত পাকা বই কাগজে বাঁধাই ভিক্ষা ১০ মাত্র।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ
বাগবাজার, কলিকাতা

বিবিধ সংবাদ

ভীষণ মোটর দুর্ঘটনা
৬৫ বৎসরের বৃদ্ধার মৃত্যু

অমৃতসর হইতে ১১ মাইল দূরে কাপুরতলার নিকট এক ভীষণ মোটর দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে। প্রকাশ, একটি জৈন পরিবার, জৈন গুরু পূজা সোহানলালের শোকসভা-ব্যাপারে যোগদান করিবার উদ্দেশ্যে মোটরযোগে কাংড়া জেলা হইতে আসিতেছিল। মোটরখানা একটি বৃক্ষে ধাক্কা লাগিয়া নষ্ট হইয়া যায়। ফলে ৬৫ বৎসরের এক বৃদ্ধ তৎক্ষণাৎ মারা যায়। এতদ্ব্যতীত আর ৪ জন চারজন স্ত্রীলোক গুরুতররূপে আহত হয়। মোটরের প্রায় সকলেই অল্পবিস্তর আহত হইয়াছে। মোটরচালক সামান্য আঘাত পাইয়াছে। তাহাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। আহতদিগকে স্থানীয় সিভিল হাসপাতালে প্রেরণ করা হইয়াছে।

১১ জন যাত্রী আহত

গত ৬ঠা জুলাই বৃহস্পতিবার বিনাইদহ হইতে চুয়াডাঙ্গার পথে এক মোটর দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে। এক্সাইজ এষ্টেটের নায়েব শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত বিনাইদহ হইতে বৈকাল ৬টার সময় মোটরযোগে রওনা হন। ৯ মাইল দূরবর্তী নারায়ণপুর গ্রামের নিকট আসিলে উক্ত মোটরের সম্মুখের চাকা খুলিয়া যায় এবং তৎক্ষণাৎ মোটরখানি রাস্তার বাম পার্শ্বের একটি প্রকাণ্ড সেগুন গাছে ধাক্কা খায়। ফলে মোটরখানি ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া যায়। শ্রীযুক্ত দত্ত এবং অপর ১০ জন যাত্রী গুরুতরভাবে আহত হইয়াছেন, তন্মধ্যে একজনের অবস্থা সঙ্কটাপন্ন। প্রকাশ মোটরখানি প্রায় ২০ মাইল বেগে আসিতেছিল, এই অবস্থায় ধাক্কা লাগে।

সরকারের দুর্ভিক্ষসাহায্য ভাণ্ডার

গত ১৬ই জুলাই লাটের ভারত সরকারের দুর্ভিক্ষ সাহায্য ভাণ্ডারের পরিচালক বোর্ডের এক বৈঠক হয়। স্যার জগদীশ প্রসাদ ঐ বৈঠকের সভাপতিত্ব করেন। স্যার বাট্রাণ্ড গ্ল্যান্সি, স্যার গিরিজাশঙ্কর বাজপেয়ী এবং মিঃ এ সি বাডেনক ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেন। মাদ্রাজ প্রদেশের অনন্তপুর ও বেল্লেরী জিলার দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িতদের জন্য পঁচিশ হাজার টাকা এবং কোয়েটার ভূকম্প সাহায্য ভাণ্ডারে পঞ্চাশ হাজার টাকা দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়।

মোহান্ত দায়রা সোপর্দ্দ

গাইঘাট, মঠের মোহান্ত বিস্ফোরক পদার্থ আইনের ৪ এবং ৫ ধারা অনুসারে দায়রা সোপর্দ্দ হইয়াছে। মোহান্তের নামে অভিযোগ এই যে, তিনি তাঁহার প্রতিবেশী একজন বাঙ্গালী দর্জ্জিকে বিপদে ফেলিবার জন্য ডিনামাইটের সাহায্যে তাঁহার ঘর ও দর্জ্জির দোকানের মধ্যবর্তী দেওয়াল ভাঙ্গিয়া ফেলেন। দুইটী ঘরই বাহির হইতে তালাচাবির দ্বারা বন্ধ ছিল। শেষ রাত্রে এই ঘটনা ঘটে। প্রথমতঃ পুলিশ দর্জ্জির দোকানের মালিক একজন বাঙ্গালী যুবককে গ্রেপ্তার করে। তারপর কিছুদিন পরে তাহাকে ছাড়িয়া দেয় এবং মোহান্তকে গ্রেপ্তার করিয়া চালান দেয়। পাটনার সিটী ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে এই মামলার প্রাথমিক তদন্ত হইয়াছিল।

করাচী হইতে কেপটাউন বিমানে যাইবার চেষ্টা

তিনজন ভারতীয় বৈমানিক একটি পুসমথ বিমানে আগামী ১লা আগষ্ট তারিখে করাচী হইতে কেপটাউন যাত্রার আয়োজন করিয়াছেন। তাঁহাদের নাম—মিঃ টি এচ, দস্তুর, মিঃ কে ডি পোচখানওয়ালা ও মিঃ এন এফ দালাল। তাঁহারা তিনজনই পার্শি। তাঁহাদের মধ্যে মিঃ দস্তুর 'বি' লাইসেন্সধারী একজন অভিজ্ঞ বৈমানিক; অপর দুই ব্যক্তি 'এ' লাইসেন্সধারী।

তাঁহারা করাচী হইতে জাস্ক, বুশায়ার, বসরা, বাগদাদ, আম্মান, কাইরো, আসুয়ান, খার্টুম, জুবা, এন্টেবি, নাইরোবী, ব্রোকেনহিল, স্যালিসবারি, বুলাওয়েও, জোহানেসবার্গ ও কিম্বার্লি হইয়া কেপটাউনে যাইবার সঙ্কল্প করিয়াছেন।

তাঁহাদের ভ্রমণের সমস্ত ব্যয় মিঃ পোচখানওয়ালা ও মিঃ দালাল বহন করিবেন। লিম্বডির রাজকুমার তাঁহাদিগকে বিশেষ উৎসাহিত করিয়াছেন। প্রকাশ যে, রাজকুমার তাঁহার পুসমথ বিমান তাঁহাদের নিকট ১১ হাজার টাকায় বিক্রয় করিতে চাহিলে বৈমানিকগণ বলেন যে, তাঁহারা মাত্র ৭ হাজার টাকা দিতে পারেন। রাজকুমার বলেন যে, যদি কেপটাউনে যাইবার উদ্দেশ্যে ঐ বিমান ব্যবহৃত হয় তাহা হইলে অবশিষ্ট ৫ হাজার টাকা তাঁহাদিগকে দান করা হইল বলিয়া ধরা হইবে।

বৈমানিকগণ অত্যন্ত অল্প পরিমাণ জিনিষপত্র সঙ্গে লইবেন। তাঁহাদের সমস্ত জিনিষ একটি মাত্র সুটকেসে ভর্ত্তি করা হইবে। তাহারা ১৮ই জুলাই জাহাজে বোম্বাই হইতে করাচী যাত্রা করিবেন। তথায় তাঁহাদের যাত্রার আয়োজন করা হইতেছে।

এই সম্পর্কে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, ভারতীয়গণ কর্তৃক ভারত হইতে কেপটাউনে যাইবার চেষ্টা তিনবার এবং ইংলণ্ড হইতে কেপটাউনে যাইবার চেষ্টা একবার ব্যর্থ হইয়াছে।

সাঁওতাল নারীর সাহস

বীরভূম থানা হইতে এক সাঁওতাল রমণীর অসম সাহসের ফলে তাহার সঙ্গিনী জীবন রক্ষা পাওয়ার সংবাদ আসিয়াছে। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে, দুইজন সাঁওতাল রমণী জ্বালানি কাঠ সংগ্রহের জন্য তাহাদের গ্রামের নিকটবর্তী জঙ্গলে প্রবেশ করিয়াছিল, তথায় তাহাদের মধ্যে একজন এক ভল্লুক কর্তৃক আক্রান্ত হয়। অপর রমণী উহা দেখিয়া তাহার নিকটে গমন করিয়া ভল্লুকের মস্তকে আঘাত করিতে থাকে। উহার ফলে ভল্লুক তাহার সঙ্গিনীকে ছাড়িয়া দিয়া পলায়ন করে। আহত স্ত্রীলোককে হাসপাতালে পাঠান হইয়াছে।

কয়লার খনিতে দুর্ঘটনা

ঝরিয়া বাগদিগি কয়লার খনিতে দুর্ঘটনার ফলে কতজন হতাহত হইয়াছে তৎসম্পর্কে বহু গুজব রটিতেছে। প্রকাশ, ধানবাদের আঞ্চলিক ডেপুটী কমিশনার, খনি সমূহের চীফ ইন্সপেক্টর, পুলিশের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এবং কয়েকজন কয়লার খনির ম্যানেজারের সাহায্যে এই ব্যাপারের তদন্ত করিয়াছেন। তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে ইতিপূর্ব্বে সংবাদপত্রে হতাহতের যে সংখ্যা বাহির হইয়াছে তাহাই ঠিক।

নমো ভগবতে নারায়ণায়

২রা শ্রাবণ, বৃহস্পতিবার ১৩৪২

সম্রাটের সিলভার জুবিলী
নদীয়া জেলার দান

নিম্নে নদীয়া জেলার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সমূহের সম্রাটের সিলভার জুবিলীতে দানের হিসাব প্রদত্ত হইল। ক্রমে দাতার নাম ও দানের হিসাব বিস্তারিতভাবে প্রকাশিত হইবে।

জেলার দেওয়ানি আদালতের কর্মচারীবৃন্দ—৩০১৵০, পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট ও কর্মচারীবৃন্দ—৩১।৴০, কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুলের শিক্ষকবৃন্দ ৪৫৴০, কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যক্ষ ও অধ্যাপকবৃন্দ—১০৪৸৴০ নবা ইংরেজী বিদ্যালয় এবং চারিটি মাদ্রাসা—৯৭৲, সেকেণ্ডারী স্কুলসমূহ—৮০।৶০, জে, এম ও এম, ই স্কুল ৮৲; গুর্লি গার্লস স্কুল ১।০, ডেটুলার ওয়াডস্ এষ্ট ৯৲, নলডাঙ্গা ওয়াডস্ এষ্ট ১০৫৲, সাবইন্সপেক্টর অব পুলিশ (কর্মচারীবৃন্দের দান)—১২৩০, অনাথ বন্ধু ব্যানার্জী ১৲ কার্তিকচন্দ্র মুখার্জী ১৲; পাঁচুগোপাল সরকার ১৲, মন্মথনাথ বিশ্বাস ।০ অতুলচন্দ্র বসু ৭।০, রবীন্দ্রনাথ বসু ৭ জেটোরপাড়া ইন্সপেক্টর ৫৸৴০, অন্যান্য দান ২৭।০ এবং ৮৭৸৴০, জে, এম, এম, এম, ই স্কুল সমূহের মোট দান ৯১৲

মিঃ এস বসু, জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট, নদীয়া ২৭।০, মিঃ এস, এন, মিত্র আই, সি এস ১৫৲ মিঃ এন, সেন, ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ১০৲; মি. এস এস [illegible] অফিসার ২০., মিঃ কে এস ঘোষ ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ১১।০, মিঃ জি আর ব্যানার্জী ১০৲, বাবু এ কে মজুমদার ৮৵০, বাবু বি, সি, মল্লিক ৫৲, বাবু সুরেশচন্দ্র মিত্র ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ১৫৲, মিঃ এস সি মুখার্জী ৬।০, বাবু এন এন মুখার্জী ৭০, বাবু রমেশচন্দ্র [illegible] সব রেজিষ্ট্রার, ৯৲ বাবু কে, এন মুখার্জী সাব রেজিষ্ট্রার [illegible] ৫.০, [illegible] ৫৲, বাবু কেদারনাথ [illegible] ২৲, বাবু এস, [illegible] ৩৲, বাবু এস, [illegible] ১০৲ এক্সাইজ [illegible] ২০৲, মিঃ জি এন, [illegible] ২০; [illegible] ৮০৸০, ইন্সপেক্টর অব পুলিশ, [illegible] (কম্পা [illegible]) ৫৫।৵০, [illegible] ইন্সপেক্টর অব পুলিশ ও কর্মচারী [illegible] ৬০, এম ই, এম স্কুলের প্রধান [illegible] শিক্ষকবৃন্দ এবং ছাত্রবৃন্দ [illegible] ও কর্মচারীবৃন্দ ৪৭৵০

আন্তর্জাতিক সাহায্য সমিতি

কোয়েটায় ভীষণ ভূমিকম্পে অধিবাসীদের দুঃখ বিমোচনকল্পে সহযোগিতা করিবার জন্য ভারত সরকার আন্তর্জাতিক সাহায্য সমিতিকে অনুরোধ করিয়াছেন। ঐ সম্পর্কে জেভিও নেশানস (রাষ্ট্রসঙ্ঘের বেতার অনুষ্ঠান) ২২শে এবং ২৩শে জুন যে ঘোষণা করিয়াছেন তাহা ভারতবাসীর কৌতূহল উদ্রেক করিবে।

"অনেকেই খবরের কাগজে দেখিয়াছেন, কিছুদিন আগে বেলুচিস্থানে ভীষণ ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে। তাহাতে কোয়েটা সহর একেবারে ধ্বংস হইয়াছে। সরকারী হিসাবে প্রকাশ, প্রায় ৫০,০০০ লোক প্রাণ হারাইয়াছে এবং কত লোক যে আহত ও নিরাশ্রয় হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। কোয়েটাবাসীর দুর্গতি নিরসন জন্য ভারত এবং বৃটিশ সরকার বিধিমতে সাহায্যাঞ্জলির ব্যবস্থা করিতেছেন। ভারত সরকার আন্তর্জাতিক সাহায্য সমিতির নিকটও সহযোগিতা প্রার্থনা করিয়াছেন। আন্তর্জাতিক সাহায্য সমিতি বেলুচিস্থানের দুর্গতদের রক্ষার জন্য সভ্য-রাষ্ট্র ও অন্যান্য বে সরকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট অর্থ সাহায্যের জন্য আবেদন করিয়াছেন।"

এই প্রথম আন্তর্জাতিক সাহায্য সমিতির নিকট আবেদন আসিয়াছে।

আন্তর্জাতিক সাহায্য সমিতি কিরূপে সৃষ্ট হয় তাহার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস নিম্নে দেওয়া হইল :—

"১৪ বৎসর পূর্বে ইতালীর রাজনৈতিক সিঃ সিয়াওলো বলেন যে, রাষ্ট্রসঙ্ঘের সহায়তায় এমন কোন স্থায়ী প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা উচিৎ যে, হঠাৎ কোন দেশে প্রাকৃতিক দুর্ঘটনা ঘটিলে, ঐ প্রতিষ্ঠানের দ্বারা অন্যান্য দেশের সাহায্য-স্পৃহাকে সত্বর কার্যে পরিণত করা যাইবে। এই বিষয়ে ইতালীর সরকারের উৎসাহ পাইয়া সিনর সিয়াওলো বাক্লুস আর বিভিন্ন সমিতি ও সংঘে তাঁহার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেন। বার বৎসর ধরিয়া তাঁহার অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে অবশেষে রাষ্ট্রসঙ্ঘের সহায়তায় এ বিষয়ে একটী চুক্তি গৃহীত হয়। এই চুক্তি বিভিন্ন দেশে অনুমোদিত হওয়ার পর দুই বৎসর অতীত হইল আন্তর্জাতিক সাহায্য সমিতির প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। এবং এই মাত্র প্রথমবার ভারতীয় সরকারের অনুরোধে এই সমিতি কাজে নামিয়াছেন।"

"সমিতির সভ্য যে কোন দেশে তাহার দেওয়া সভাপতিকে রক্ষার প্রতিনিধি মনোনীত করিতে পারেন। হঠাৎ দুর্ঘটনায় কোন দেশকে সাহায্য করিবার জন্য সমেলন একটী ভাণ্ডার স্থাপিয়াছেন। বিভিন্ন সভ্যকে অল্প পরিমাণ চাঁদা এই ভাণ্ডারের জন্য দিতে হয়। ইহা ছাড়া বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের আর্থিক দানও সংগৃহীত হয়।

"সমিতির কাজ, কোন দেশ প্রাকৃতিক দুর্ঘটনার কবলে পড়িলে, বিভিন্ন দেশের স্বতঃপ্রবৃত্ত সাহায্যের ব্যবহার সমন্বয় করিয়া যাহাতে অবিলম্বে সাহায্য দান করা যায়, তাহার বন্দোবস্ত করা। তাই বলিয়া সমিতি বিভিন্ন বে সরকারী প্রতিষ্ঠানের কার্যে হস্তক্ষেপ করেন না বা জাতীয় কোন কাজের ভার লন না। বিভিন্ন জাতীয় প্রতিষ্ঠান যাহাতে সমবেত হইয়া সুষ্ঠুরূপে দুর্গতদের দুঃখ মোচন কার্য সম্পন্ন করিতে পারে, সমেলন তাহারই ব্যবস্থা করেন।"

গর্ত হইতে ধূম ও অগ্নি নির্গত

কয়েকদিন হইল নৈনীতালে একটী বিস্ময়কর ব্যাপার ঘটিয়াছে। ভাল্লিতালের হ্রদের নিকটবর্তী একটি ছোট গর্তের ভিতর হইতে ধূম ও অগ্নিশিখা নির্গত হইতেছে।

এই দৃশ্য দেখিবার জন্য বহু লোক ভাল্লিতালের মোটর থামিবার স্থানের রেলিংয়ের চতুর্দ্দিকে ভিড় জমাইতেছে।

ঐ অঞ্চলের নিকটবর্তী স্থান হইতে লুকানো প্রস্তরখণ্ডে লোকের শরীর পুড়িয়া গিয়াছে বলিয়াও সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। ঐ সকল প্রস্তরখণ্ডের উপরে গন্ধকের কণা ও অন্যান্য রাসায়নিক দ্রব্য আছে। বিশ্লেষণ করিয়া দেখিবার জন্য কতকগুলি প্রস্তর খণ্ড সেণ্ট জোসেফ কলেজের ল্যাবরেটরীতে প্রেরিত হইয়াছে।

গত ১৩ই সকালে একটি কুলী যখন রাস্তার ভিতর দিয়া যাইতেছিল তখন হঠাৎ তাহার হঠাৎ আগুন জ্বলিয়া উঠে। লোকজন আসিয়া আগুন নিবাইয়া ফেলিলে দেখা যায় যে, তাহার পকেটে ঐরূপ কতকগুলি প্রস্তর খণ্ড আছে। একজন মোটর চালক ঐরূপ একটি প্রস্তর খণ্ড কুড়াইতে যাইয়া তাহার অঙ্গুল পুড়াইয়া ফেলিয়াছে।

পল্লী অঞ্চল উন্নয়নে ৭লক্ষ টাকা

১০ই জুলাই বোম্বাই ব্যবস্থাপক সভায় পল্লী উন্নয়ন জন্য ৭ লক্ষ টাকা ব্যয় সম্পর্কিত সরকারী প্রস্তাবটি গৃহীত হইয়াছে। এই ৭ লক্ষ টাকা পল্লী অঞ্চল উন্নয়নকল্পে ব্যয়ের জন্য গবর্ণমেণ্ট সরকারের উপর যে অভিযোগ আরোপ সম্পন্ন করিয়াছেন, মন্ত্রী [illegible] তাহার তীব্র প্রতিবাদ করেন।

গ্রামে কচুরীপানার উপদ্রব

[illegible] কাঁচড়াপাড়া [illegible] গ্রাম হইতে [illegible] গ্রাম পাশের খালে কচুরী আসিয়া জমা হইয়াছে এমন যে কাঁচড়াপাড়া মৌকা চলাচল একপ্রকার বন্ধ হইয়াছে। [illegible] কচুরী খালের পার্শ্ববর্তী ধানক্ষেতে উঠিয়া ধানের বিশেষ ক্ষতি করিতেছে।

কলিকাতার বাজার দর

আটা ও ময়দার দর

পেটেণ্ট ময়দা প্রতি মণ	৫৵০-৫।০
উৎকৃষ্ট	৪৸৵০-৫৲
গৃহস্থালীর ব্যবহারোপযোগী	৪।০-৪৸৵০
আটা (বি)	৪৸৵০-৪৸০
সুজী	৪৸৵০-৫৲
আটা (এস)	৪৵০-৪।০
„ (২)	৪৶০-৪।৴০
„ (কে)	৩৸০ ৩৸৵০
„ (৩)	৩৵০-৩।০
পোলার্ড ভুষি	১৸৶০-২৲
ভুষি	১৸৵০ ১৸৶০

তেলের দর

আশুতোষ মিলের—	১৫৲-১৯৲
শ্রীকৃষ্ণ সরিষার তৈল	১৫৸০-১৬৲
ঐ খুচরা	১৭।০-১৭।০
নারিকেল তৈল	১১।০-১১।০-১২৲
রেড়ির তৈল	১১৸০

ঘৃতের দর

হায়দীঘী প্রতি মণ	৫৯৲
লম্বা গাওয়া	৭৯৲
রাজা গাওয়া	৪৭।০
গাজিয়াম	৪৯৲

চিনির দর

সাদা কাশী রেডি	৯৸০
দেশী সাদা দানা	৯৵০-৯৸৵০
„ লাল „	৮৸৵০-৯

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
দাদখানি	৬৸০
মাজা চাল	৫৸০
ঐ নূতন	৫।০
কাটারীভোগ	৬।০-৭।০
বাঁকতুলসী	৫৵০
বাগরা নূতন	৪।৵০
ঐ পুরাতন	৫৵০
এভারেজ কোয়ালিটি	৪।০
সিদ্ধ রেঙ্গুণ	৩.৵০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৸০
পেশোয়ারী	১০৲ ১০।০
বাঁকতুলসী আতপ	৪৸০-৫৲
ঐ মাঝারি	৪।০-৪৸৵০
পাটনাই আতপ	৪।০-৪৸০
কাটারীভোগ	৬।০
ঐ রেঙ্গুণ	৩।০

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

— পারমার্থিক পত্র —

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

১০ম বর্ষ | ২ শ্রীধর গৌরাব্দ ৪৪৯, ২রা শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১৩৪২, ১৮ই জুলাই ইং ১৯৩৫ বৃহস্পতিবার | ১১৭তম সংখ্যা

শ্রীল সনাতন গোস্বামী

শ্রীচৈতন্যমঠে বিরহ-তিথি-পূজা

(১)

গত ৩১শে আষাঢ় সোমবার শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর অপ্রকট-তিথি আষাঢ় পৌর্ণমাসীর উপলক্ষে শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠে একটী মহোৎসবের ব্যবস্থা হইয়াছিল। ঐ তিথিতে কাশী শ্রীসনাতন-গৌড়ীয়মঠেও মহোৎসব হইয়াছে। উভয়স্থানেই শ্রীল সনাতন প্রভুর চরিত্রালোচনা, মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন ও মহাপ্রসাদ-বিতরণমুখে মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই তিথি হইতেই পৌর্ণমাস্যাব্রতপক্ষে চাতুর্ম্মাস্যব্রত আরম্ভ হইয়াছে।

শ্রীল রূপ-গোস্বামী প্রভু ও শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু কর্ণাট-দেশীয় ব্রাহ্মণ-কুলে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। উভয়েই গৌড়-দেশের বাদসাহ হুসেনসাহের প্রিয় মন্ত্রী ছিলেন। বাদসাহ তাঁহাদের কার্য্যে বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাদিগকে যথাক্রমে 'দবির-খাস' ও 'সাকরমল্লিক' উপাধি দিয়াছিলেন। হুসেনসাহ যুদ্ধ-বিগ্রহাদিতেই লিপ্ত থাকিতেন; রাজ্যপরিচালন বস্তুতঃপক্ষে সর্ব্বতোভাবে তাঁহারাই করিতেন। শ্রীল রূপ গোস্বামিপাদ ও শ্রীল সনাতন গোস্বামিচরণ উভয়েই সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ পরমপণ্ডিত ছিলেন। অবশ্য এই সকল তাঁহাদের বাহ্য পরিচয়। এই অবস্থা হইতে কৃষ্ণকৃপা কি-প্রকারে আকর্ষণ করেন, তাহা তাঁহাদের চরিত্রে দেদীপ্যমান।

সাংসারিক অভাবের তাড়নায় গৃহাদি ছাড়িয়া বিরক্তের বেশগ্রহণে অনেকের ইচ্ছা হইতে পারে। কিন্তু যাঁহাদের সুখ-ঐশ্বর্য্য, সুকোমল শয্যার অভাব নাই, মান-সম্মানের অন্ত নাই, লাভ-পূজা প্রতিষ্ঠা যাঁহাদের করায়ত্ত, অর্থাদির পক্ষেও যাঁহাদের বিলাস, সাংসারিক-শান্তির বস্তু যাঁহাদের পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান তাঁহাদের পক্ষে ঐসকল ছাড়িয়া সন্ন্যাসী হইয়া বনপথে ভ্রমণ, এক এক দিন এক এক বৃক্ষতলে শয়ন, কখনও উপবাসে কখনও কিছু চানা চিবাইয়া কালকাটান প্রভৃতি অবস্থা স্বেচ্ছায় বরণ আমাদের নিকট স্বপ্নের বিষয় বলিয়া মনে হয়। এ যে কপ্‌নি-বিলাসে পড়িয়া রাজসিংহাসন হইতে বৃক্ষতলবাসী হওয়া নহে, স্বেচ্ছায়—সজ্ঞানে সাংসারিক সুখশান্তি বিসর্জ্জন! ইহা নিশ্চয় সত্য যে কোন্‌ শক্তি কৃষ্ণ শক্তিকে অনায়াসে আকর্ষণ করিতে পারেন। সুতরাং সে-শক্তির আকর্ষণে শ্রীল রূপ-গোস্বামী প্রভু ও শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর নিকট বিলাস-সম্ভার-পরিপূর্ণ সংসার নিতান্ত তুচ্ছ বোধ হইয়াছিল, যে শক্তির আকর্ষণে ঐসকল পশ্চাতে ফেলিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন, সেই শক্তির নিকট সাংসারিক-জড়শক্তি—জড়াসক্তি সম্পূর্ণরূপে পরাজিত। সেই শক্তি—সেই বৃহতী শক্তি কি? তাহা ভগবৎকৃপা—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর দয়া—যে দয়াস্রোত-দয়-দয়া যাবতীয় হৃত্তর-বাসনা জীবহৃদয় হইতে দূরীভূত করিয়া কৃষ্ণভজনের অদম্য-প্রেরণা আনায়। এই দয়া লাভ হইলেই বিচার হয়—

"রাজ্য মোরে প্রীতি করে, সে মোর বন্ধন"

ঐ দয়ার শক্তি অনুভব করিয়াই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন—

"চৈতন্যচন্দ্রের দয়া করহ বিচার।
বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার"

সাধন-ভজনবলেও পরাভূত। জগৎ বলেন,—"রূপ ও সনাতন ভগবানের নিত্য পার্ষদ তাঁহাদের পক্ষেই ঐপ্রকার ক্লেশ-সহন সম্ভব, অপরের পক্ষে তাহা নহে।" একথা ঠিক যে শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু ও শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু মহাপ্রভুর নিত্য পার্ষদ; ভগবৎপার্ষদগণ নিত্যসিদ্ধ মহাপুরুষ; তাঁহাদের সাধন ভজনের প্রয়োজন কি? প্রভু করুণার বশবর্ত্তী হইয়া স্বয়ং আচরণ পূর্ব্বক হাতে-কলমে শিক্ষা দিবার জন্যই তাঁহাদের ঐ ক্লেশ বরণ। আমরা তাহা লক্ষ্য না করিয়া উল্টা বুঝিয়া রাখ' হইয়া গেলাম। যাহাতে আমাদের ভিতরে তাহাকে বিসর্জ্জন করিতে পারিলাম, সা'র বেড়ানই কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করিলাম।

ইহা খাঁটী সত্য যে বৃথা ক্লেশ করিয়া লাভ নাই—কষ্টবৈরাগ্যের ফল চরম কিন্তু কৃষ্ণপ্রীত্যর্থে ভোগ ত্যাগকে যাঁহারা বৈরাগ্যের সম্বন্ধে চিন্তা করি তাহা হইলেও বড়ই অসুবিধার কথা, তাহা পরস্পর বিরোধ অগ্রসর হওয়ার প্রধান অন্তরায়। এমন কোনও ক্লেশ থাকিতে পারে না, যাহা ভক্ত ভগবানের সেবার জন্য বরণ করিতে কিঞ্চিন্মাত্রও ইতস্ততঃ করিবেন। সেবা-বৃত্তির উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে দেহস্মৃতি লোপ পাইতে থাকে—ক্লেশের জ্ঞান যখন লুপ্ত মিলিয়া যায়—সাধক তখন আনন্দে দিন-রাত্রি পরিশ্রম করিয়া সেবার কার্য্য করেন।

নওগাঁ অঞ্চলে প্রচার

গত ২২শে আষাঢ় সুলতানপুরনিবাসী শ্রীযুক্ত ভবেন্দ্রনাথ দাস মহাশয়ের বাটীতে একটী ধর্ম্মসভা আহূত হয়। তথায় ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীপাদ ... ... মহারাজ "বৈষ্ণবধর্ম্ম" সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতার পর ছায়াচিত্রে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গলীলা প্রদর্শিত হয়।

গত ২৭শে আষাঢ় নওগাঁ সহরের ... 'অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার' বাড়ীতে মহারাজ "মনুষ্যজীবনের কর্ত্তব্য" সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা প্রদান করেন এবং ছায়াচিত্রে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর শিক্ষা সম্বন্ধে বক্তৃতা হয়।

কটক সচ্চিদানন্দমঠে বাৎসরিক মহোৎসব

কটক, ১২ই জুন

গতকল্য কটক সচ্চিদানন্দ মঠের বাৎসরিক সাধারণ মহোৎসব মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। আকাশের অবস্থা বেশ ভাল ছিল। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ... ... শ্রীমদ্‌-ভাগবতের ব্যাখ্যা অতি সুন্দর হইয়াছিল। শ্রোতা সকলেই মুগ্ধ হইয়াছেন। যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে ডিষ্ট্রিক্ট জজ, গভর্ণমেণ্ট উকিল, ময়ূরভঞ্জের রাজা সাহেব, ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত ... ... সেন, ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত ... ... চট্টোপাধ্যায়, ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত ... ... সেন, ইনকামট্যাক্স অফিসার, ... ব্যক্তিগণের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ... ... সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তি-প্রদীপ তীর্থ মহারাজ সমাগত ভদ্রমণ্ডলীকে অভ্যর্থনা করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২ শ্রীধর আদি কার্ত্তিকোদ্যাপনী ৪৪৯

অশিষ্টাচার

যাঁহারা সাধু-শাস্ত্রের শাসন মানিয়া চলেন না তাঁহারা অশিষ্ট। অশিষ্টগণ লোকসকলের পথিক, তাঁহারা মনগড়া বুদ্ধি চালাইবার জন্য স্বেচ্ছাচারী হইয়া পড়েন। সুতরাং তাঁহাদের চরিত্রে স্বেচ্ছাচারিতার প্রবল ভাব দৃষ্ট হয়। শাস্ত্রের শাসনবাক্যের সহিত নিজেদের অশান্ত মনের চিন্তাস্রোতের মিল হয় না বলিয়া অনেক সময় তাঁহারা সাধু-শাস্ত্রকারদিগকে একঘেয়ে, সাম্প্রদায়িক প্রভৃতি সংজ্ঞা প্রদান করিয়া থাকেন অথবা নিজদিগকে বিজ্ঞ জ্ঞান করেন। কোনও পাশ্চাত্য মনীষী বলিয়াছেন—We think our fathers fool Our wiser sons will no doubt think বস্তুতঃ অশিষ্টাচারের গতি এই প্রকারে। পাশ্চাত্যদিগের আদর্শে নিজেদের সাজাইতে যাইয়া যদি আমরা আমাদের পরম হিতৈষী পূর্ব্বাচার্য্যগণকে অন্ধ প্রভৃতি মনে করিতে দ্বিধাবোধ না করি তাহা হইলে আমাদের সন্তানসন্ততিগণ যে আমাদের উচ্ছৃঙ্খল বুদ্ধি লক্ষ্য করিয়া আমাদিগকে অন্ধ, মূর্খ, অসভ্য প্রভৃতি বলিবে তাহাতে আর সন্দেহ কি?

একটী ঘটনা শুনিয়াছি কোনও ব্যক্তি তাহার বৃদ্ধ পিতাকে অতিশয় অনাদর করিত। একটী ভগ্ন পাত্রে তাহার আহার দেওয়া হইত। আহারের পাত্রটী পাছে তাহারা পুনর্ব্বার ব্যবহার করেন এইজন্য উহা রাখিয়া দেওয়া হইত। একদিন বৃদ্ধের হাত হইতে পাত্রটী হঠাৎ পড়িয়া একেবারে চূর্ণ হইয়া গেল। তাহাতে বৃদ্ধের পুত্রবধূর ক্রোধের আর সীমা রহিল না। সে অকথ্য ভাষায় বৃদ্ধকে তিরস্কার করিতে লাগিল। এই গালি শ্রবণ করিয়া তাহার পুত্র—বৃদ্ধের পৌত্রও বৃদ্ধকে গালি দিয়া বলিতে লাগিল—"বুড়ো, তুই আমার যে পাত্র ভাঙ্গিলি এখন আর কোথা পাইব? আমার বাবা যে একেবারে বৃদ্ধ হইবেন, আমার মা যখন বৃদ্ধা হইবে তখন আমি তাঁহাকে ভাত দিবার জন্য একপ্রকার ভাঙ্গা পাত্র আর কোথায় পাইব?" এইবার বৃদ্ধের পুত্রবধূর একটু চৈতন্যোদয় হইল। সে দেখিল—বৃদ্ধকে সে যেভাবে উপেক্ষিত করিতেছে, তাহার পুত্রও তাহাকে সেই প্রকার অপমানের জন্য প্রস্তুত হইতেছে। ঐ দিন হইতে সে পিতৃদেবকে—শ্বশুরকে যত্ন করিতে লাগিল। এই উদাহরণ দেখিয়া—নিজেরা অশিষ্ট হইলে সন্তানসন্ততিগণকর্ত্তৃক তাহার উপযুক্ত পুরস্কার পাওয়া যাইবে, এই চিন্তা করিয়াও যদি জনগণ অশিষ্টাচার পরিত্যাগ করে তাহা হইলেও অন্ততঃ মন্দের ভাল নহে কি? উপদেশে শিক্ষা না হইলে অনেকে অপরের অবস্থা দেখিয়া শিক্ষা করে। সন্তানের চরিত্র শিক্ষা হইয়া থাকে। তাহাদেরও যাহাতে চৈতন্যোদয় না হয় সে ভয়ও আছে।

সাধুশাস্ত্রবাণীর প্রতি অনাদরের ফলে পুণ্যভূমি ভারতবর্ষের পরিণাম আজ কি ভীষণ দুর্গতি হইয়াছে! অনেকে বলিবেন,—ভারতে রেলগাড়ীর বন্দোবস্ত হইয়াছে, টাকবিভাগের উন্নতি হইয়াছে, মুদ্রণ-যন্ত্রাদি হইয়াছে, নূতন নূতন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সুতরাং ভারতের দুর্গতি কোথায়? কিন্তু ঐগুলি কি সুগতির চরম লক্ষণ? বৈজ্ঞানিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে অশান্তির মাত্রা বৃদ্ধি পাইতেছে কেন? অনেকাংশে ক্ষুধেই ত' কলির লোককে সন্তানের চক্ষে দেখিতেছে না; ইহার কারণ কি? অপরাধ আসিয়া বন্ধুত্বের মধ্যস্থলে মহামারী হইতেছে কেন? দেশে দেশে, প্রদেশে প্রদেশে, বিভাগে বিভাগে, জেলায় জেলায়, মহকুমায় মহকুমায়, থানায় থানায়, কোর্টে কোর্টে, গ্রামে গ্রামে, বিবাদ-বিসম্বাদ প্রতিদিন অবস্থায় কেন? জাতিতে জাতিতে অহি-নকুল সম্বন্ধ হইতেছে কেন? এই সকল কি অশিষ্টতা নহে? শিক্ষার স্থান যে সকল স্থান, সে-সকল স্থান ছাত্রগণের ক্রমশঃই অধিকতর উচ্ছৃঙ্খল হইবার অভিযোগ শিক্ষক ও অধ্যাপক-মণ্ডলী হইতেও পাওয়া যাইতেছে কেন? নিরপেক্ষভাবে কারণ অনুসন্ধান করুন, দেখিতে পাইবেন, সাধুশাস্ত্রের প্রতি উদাসীন্য—পরমার্থশিক্ষার প্রতি দুর্নিবারতা ইহার মূলীভূত কারণ। কেহ কেহ বলেন,—পরাধীনতাই এই অশিষ্টতা-বৃদ্ধির কারণ; কিন্তু পাশ্চাত্য স্বাধীন দেশগুলির মধ্যে কি অশিষ্টতার উদাহরণ কিছু কম পাওয়া যায়?

শিষ্টতার আগার হৃদয়ে ধারণ করিয়া যাঁহারা আমাদের জন্য অহৈতুক-করুণাবশতঃ উপদেশবাণী শাস্ত্রগ্রন্থরূপে সংরক্ষণ করিয়াছেন, সেখানে যদি উপেক্ষা প্রদর্শন করি—প্রকৃত শিক্ষককে যদি অবহেলা করি—যাঁহারা আমাদের শিষ্টাচার শিক্ষা দিবে, তাহাকে যদি উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করি তাহা হইলে অশিষ্টাচার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিশৃঙ্খলতাজনিত অশান্তির অনল সমগ্র দেশ গ্রাস করিবে না কি? তাই আমাদের শিক্ষিত ভ্রাতৃবৃন্দের নিকট নিবেদন—তাহারা কি ঠেকিয়াও শিখিবেন না? পরমার্থজ্ঞানের অভাবে যে ভীষণ অবস্থা দিক্‌দিগন্তে পর্য্যন্ত আত্মপ্রকাশ করিয়াছে তাহা প্রতিক্ষণ অনুভব করিয়াও কি "Back to God and back to Home"-এর জন্য যত্নবিশিষ্ট হইবেন না? তাঁহারা কি প্রকৃত শিষ্টাচার—ভগবৎসেবায় আত্মনিয়োগপূর্ব্বক "আপনি আচরি' ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়" এই শিক্ষামার্গ গ্রহণ করিবেন না? তাহা হইলে তাঁহাদের শিক্ষার মূল্য কি? পাশ্চাত্য দেশ হইতে আমদানী কপট-শিষ্টাচার ভারতের সম্পদ নহে। মনঃপ্রাণে সরল হইয়া জগদ্গুরু—জীবমাত্রকেই স্বরূপতঃ ভগবদ্দাস জানিয়া সকলকেই প্রীতির চক্ষে অবলোকন—সকলকেই ভগবদ্ভজনের আনুষ্ঠানিক আকর্ষণই ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিষ্টাচার। সে-স্থানের আচার ব্যবহার যে আবরণেই আবৃত থাকুক এই শিষ্টাচারের অভাব যে-স্থানে, ভারত—পরমার্থ ভারতের দৃষ্টিতে তাহা অশিষ্টাচার ব্যতীত আর কিছুই নহে। পরমার্থ-ভারত সর্ব্বদাই স্বাধীন আছে, ভবিষ্যতেও স্বাধীন থাকিবে। পরমার্থ ভারত জগতের গুরু; তিনি স্বীয় শিষ্টাচারের আলোকে জগতের যাবতীয় অশিষ্টাচার দূরীভূত করিবেন। তাঁহার অধীনতায় থাকাই প্রকৃত মঙ্গল।

গৃহস্থের কৃত্য

[শ্রীবাসুকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী]

কর্ম্মচক্রে নিপেষিত নরগণের অশেষবিধ বিপদাপন্ন জীবনকে ক্রমশঃ নিয়মিতকরণাভিপ্রায়ে তাঁহাদিগকে নিঃশ্রেয়সবস্তু প্রদর্শন করাইবার জন্য শাস্ত্রগণসমূহে চতুরাশ্রমের কথা মানবের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী পূর্ব্ব মহাজনগণ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। চতুরাশ্রম—ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস। ভিন্ন ভিন্ন আশ্রমের ভিন্ন ভিন্ন কর্ত্তব্য। তাহাও পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাজনগণ স্বতন্ত্রভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আমরা কেবল গৃহীর কর্ত্তব্য ও লক্ষণ সম্বন্ধে কিঞ্চিদালোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

আশ্রমের বিভাগানুযায়ী মানবের পৃথক্ পৃথক্ কৃত্য নির্দ্দিষ্ট থাকিলেও প্রত্যেক আশ্রমীরই অনুষ্ঠেয়ো শ্রীহরিভক্তি আচরণীয়া। শুধু চতুরাশ্রমী কেন, নিখিল প্রাণিবৃন্দেরই—তাহারা যাঁহার কৃপায় বাঁচিয়া থাকে, যাঁহার কৃপায় আহার্য্য প্রাপ্ত হয়, এক কথায় যিনি তাঁহাদের সর্ব্বস্বধন, তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে অচলাভক্তিবিশিষ্ট হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।১৮।৪৩) ভগবদ্বাক্যে আমরা দেখিতে পাই—

ব্রহ্মচর্য্যং তপঃ শৌচং সন্তোষো ভূতসৌহৃদম্।

গৃহস্থস্যাপ্যৃতৌ গন্তুঃ সর্ব্বেষাং মদুপাসনম্॥

[ব্রহ্মচর্য্য, তপস্যা, শৌচ, সন্তোষ ও সকল প্রাণীর সহিত সৌহৃদ্য—এই সমস্ত ঋতুগামী ও ঋতুকালচারী গৃহস্থাশ্রমীর কর্ত্তব্য; কিন্তু আমার (শ্রীভগবানের) উপাসনা সকল প্রাণীরই কর্ত্তব্য।]

অবশ্য এস্থলে আমাদের সন্দেহ হইতে পারে যে, শাস্ত্রবিধির অনুযায়ী বিবাহিতা স্ত্রীর ঋতুরক্ষাকরণ, যজ্ঞে সুরাপান, যজ্ঞীয় আমিষভক্ষণ প্রভৃতিও ত হরিভক্তির সম্পূর্ণ প্রতিকূল, সুতরাং চতুরাশ্রমীর যদি হরিভজনই মুখ্য ও অবশ্য কৃত্য নির্দ্দিষ্ট হইল তাহা হইলে শাস্ত্রে কেন ঐসমস্ত প্রতিকূল বিষয়ের উপদেশ করিয়াছেন? এই প্রশ্নের উত্তর শ্রীমদ্ভাগবতই (১১।৫।১১) আমাদিগকে প্রদান করিয়াছেন—

লোকে ব্যবায়ামিষমদ্যসেবা-
নিত্যা হি জন্তোর্ন হি তত্র চোদনা।
ব্যবস্থিতিস্তেষু বিবাহযজ্ঞ-
সুরাগ্রহৈরাসু নিবৃত্তিরিষ্টা॥

—জগতে স্ত্রীসঙ্গ, আমিষভক্ষণ ও সুরাপান প্রভৃতি সকল প্রাণীরই নিত্য অর্থাৎ তদ্বিষয়ে প্রাণিদিগের স্বাভাবিকী প্রবৃত্তি আছে। শাস্ত্রের যে বিধি দেখা যায় তাহার অকারণে প্রতাবায় নাই। তবে তদ্বিষয়ে বিবাহ, যজ্ঞ ও সুরাগ্রহাদির যে ব্যবস্থা হইয়াছে অর্থাৎ বিবাহিতা স্ত্রীর সঙ্গ, যজ্ঞীয় আমিষের ভক্ষণ এবং যজ্ঞে সুরাপান প্রভৃতির যে নিয়ম করা হইয়াছে, ঐসকল নিয়মও লোলুপ জীবের প্রবৃত্তি নিবৃত্ত করিবার জন্যই নির্দ্ধারিত জানিতে হইবে।

চতুরাশ্রমের অন্তর্গত গার্হস্থ্যাশ্রমবিধি প্রতিপালন এবং কামাসক্ত বিষয়ান্ধ গৃহমেধীর গৃহাসক্তিরূপে স্থিতি এক পর্য্যায়ভুক্ত নহে। যথার্থ গৃহস্থাশ্রম সম্বন্ধে সাত্বত-সংহিতা প্রসঙ্গক্রমে বলিয়াছেন—

অথবা অপি তে বয়াং সাধবো গৃহমেধিনঃ।
যদ্গৃহা হ্যর্হবর্য্যাম্বু-তৃণভূমীশ্বরাবরাঃ॥
(ভাঃ ৪।২২।১০)

—শ্রীপৃথু মহারাজ সনৎকুমারাদি জগদ্গুরু ঋষিবৃন্দকে বলিয়াছেন—যাঁহাদিগের গৃহে আপনাদের ন্যায় পূজ্যতম সাধুগণের সেবাযোগ্য জল, তৃণ, ভূমি, গৃহস্বামী ও ভৃত্যাদি সেবাসম্ভার বর্ত্তমান থাকে তাঁহারাই প্রকৃত গৃহস্থাশ্রমী ও নির্ধন হইলেও তাঁহারাই প্রকৃত ধনী। যিনি প্রকৃত গার্হস্থ্যাশ্রমী তিনি কখনই গৃহে আসক্তিযুক্ত হন না। তাঁহারা ভগবন্নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে গৃহে অবস্থান করেন। তাঁহারা ভাগবতের (১১।১৭।৫৩-৫৪) এইরূপ শিক্ষা গ্রহণ করেন -

গৃহার্থী সদৃশীং ভার্য্যামুদ্বহেদজুগুপ্সিতাম্।
যবীয়সীন্তু বয়সা যাং সবর্ণামনুক্রমাৎ॥
ইজ্যাধ্যয়নদানানি সর্ব্বেষাঞ্চ দ্বিজন্মনাম্।
প্রতিগ্রহোঽধ্যাপনঞ্চ ব্রাহ্মণস্যৈব যাজনম্॥

—পুত্র, স্ত্রী, আত্মীয়গণের সহিত সম্বন্ধ পান্থশালাস্থিত ব্যক্তিগণের সঙ্গতুল্য। যেমন্ নিদ্রাকালে দৃষ্ট স্বপ্ন নিদ্রাবসানে

বিনষ্ট হয়, সেইরূপ মমতাস্পদীভূত পুত্রকলত্রাদিও প্রতিদিবসে বিনাশপ্রাপ্ত হয় অর্থাৎ তাহারাও স্বপ্নের ন্যায় নশ্বর। এইরূপ বিবেচনা করিয়া অনাসক্তভাবে অতিথির ন্যায় গৃহে বাস করিলে মমতা ও অহঙ্কারযুক্ত ব্যক্তি গৃহে আবদ্ধ হন না।

প্রকৃত গৃহস্থাশ্রমী সন্ন্যাসাশ্রমীর প্রতিও শ্রদ্ধা বিশিষ্ট হইবেন। পরন্তু গৃহস্থাশ্রমের উপর অন্যান্য আশ্রমের অস্তিত্ব নির্ভর করে বলিয়া গৃহস্থ আশ্রমবাসীদিগকে কদাচিৎ যেন উপেক্ষার চক্ষে না দেখেন। প্রকৃত গৃহস্থাশ্রমী অতিথি সেবায় সর্ব্বদা রত থাকিবেন। অবশ্য গৃহস্থাশ্রমী প্রত্যেকেই যে ধনশালী হইবেন এবং সেই ধনাদির দ্বারাই অতিথিসেবা, অন্যান্য সৎকার্য্য বা গৃহস্থাশ্রমীর কর্ত্তব্য-কর্ম্ম সম্পাদন করিবেন, তাহা না হইলে অর্থাৎ অর্থাদিবিহীন দরিদ্র হইলে তাহা করিবেন না এরূপ নহে। 'যদৃচ্ছালাভে সন্তুষ্ট' বাক্যের অনুসরণে প্রকৃত গৃহস্থাশ্রমী নিজের অবস্থায় তুষ্ট থাকিবে। আমার অধিক ধন হউক এবং আমি তদ্দ্বারা হরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবা করি এরূপ বুদ্ধি সেবাবুদ্ধি নহে, উহা কপটভোগবুদ্ধিরই পরিচায়ক। কৃষ্ণ আমাকে তাঁহার ও তদীয়গণের সেবার জন্য যাহা দিয়াছেন তদ্দ্বারাই আমি কৃষ্ণের ও তদীয়গণের সেবা যথাযথভাবে অকপটচিত্তে করিব—ইহাই প্রকৃত গৃহস্থের অনুষ্ঠিত ধারণা। তাহাই কামনা—তোষৈষণা। শাস্ত্র বলেন—

তৃণানি ভূমিরুদকং বাক্ চতুর্থী চ সূনৃতা।
এতান্যপি সতাং গেহে নোচ্ছিদ্যন্তে কদাচন॥

অর্থাৎ অতিথি-সেবার জন্য সদ্গৃহস্থের গৃহে অন্ততঃ পক্ষে তৃণ, ভূমি, উদক ও সুমিষ্ট বাক্যের অভাব হয় না। অতএব এই চারিটী বস্তু দ্বারাই সদ্গৃহস্থ যথাযোগ্য অতিথিসেবায় সমর্থ হন। সুতরাং অর্থহীনতা অতিথি-সেবা বা হরিগুরু-বৈষ্ণবসেবার ব্যাঘাত উৎপাদনে অসমর্থ।

যে ব্যক্তি গৃহে আসক্তচিত্ত, পুত্রধনৈষণাদ্বারা আতুর এবং দৈন্য ও আলস্যপরায়ণ, সেই মূঢ়জনই দেহে, গেহে আমি-আমার বুদ্ধি করতঃ গৃহমেধী-সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। গৃহমেধী সতত চিন্তা করে—

অহো মে পিতরৌ বৃদ্ধৌ ভার্য্যা বালাত্মজাত্মজাঃ।
অনাথা মামৃতে দীনাঃ কথং জীবন্তি দুঃখিতাঃ॥
এবং গৃহাশয়াক্ষিপ্তহৃদয়ো মূঢ়ধীরয়ম্।
অতৃপ্তস্তাননুধ্যায়ন্ মৃতোঽন্ধং বিশতে তমঃ॥

"হায়! আমার বৃদ্ধ মাতাপিতা, শিশুসন্তানাদিবিশিষ্টা ভার্য্যা এবং সন্তানগুলি আমা বিনা অনাথ ও দুঃখিত হইয়া দীনভাবে কিরূপেই বা জীবনধারণ করিবে, এই প্রকার গৃহাভিলাষে আক্ষিপ্তচিত্ত অসন্তুষ্ট ও মন্দবুদ্ধি ব্যক্তি পুত্রকন্যাদিকে সর্ব্বদা ধ্যান করে এবং মৃত্যুর পর 'অন্ধ' নামক অতি তামসী যোনিতে প্রবেশ করে।

প্রকৃত গৃহস্থাশ্রমী এই গৃহ আমার, আমি ইহা পরিচালনা করিব ইত্যাদি অসদ্বুদ্ধিবিশিষ্ট না হইয়া ইহা কৃষ্ণের সংসার, কৃষ্ণের ইচ্ছা হয় তিনি ইহা রক্ষা করিবেন, অথবা নষ্ট করিবেন তাহাতে আমার ক্ষতিবৃদ্ধি কিছুই নাই, এইরূপ বুদ্ধিবিশিষ্ট হইয়া সংসারের যাবতীয় কর্ম্ম কৃষ্ণপ্রীত্যর্থে অনুষ্ঠান করিবেন। নিজকে কৃষ্ণের সংসারের ভৃত্যমাত্র মনে করিয়া কৃষ্ণের সংসারপালনের জন্য সংসারনির্ব্বাহ করিবেন। প্রকৃত গৃহস্থাশ্রমী ভক্তিযোগের অবিরুদ্ধ সমস্ত বিষয় স্বীকার করিবেন। "হরিসেবায় যাহা অনুকূল। বিষয় বলিয়া তাহে ত্যাগে হয় ভুল॥" এই মহাবাক্যের অনুসরণ করিয়া হরিসেবানুকূল বস্তুকে প্রাপঞ্চিক বা বিষয়বুদ্ধি করিবেন না। এইরূপে সমস্ত ভার কৃষ্ণচরণে অর্পিত হইলে ভগবান্ও তাঁহার প্রতিজ্ঞানুযায়ী সেই প্রকৃত গৃহস্থের প্রতি গীতার—

"অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥"

এই গীতোক্ত কর্ত্তব্য সম্পাদনে বিরত থাকিবেন না।

গৃহমেধী ও গৃহস্থাশ্রমীর মধ্যে পার্থক্য এই যে, ভগবৎপাদপদ্মে নির্ভরকারী গৃহস্থাশ্রমী ভগবৎপ্রসাদে সমস্ত বিষয় যথাযোগ্য ভোগ করিয়াও পরিশেষে নিত্যানন্দধামের সৌভাগ্য প্রাপ্ত হন। আর গৃহমেধিগণ "কর্ত্তাহম্" অভিমানে মন্দবুদ্ধিসম্পন্ন হইয়া গৃহে বাস করতঃ ক্রমশঃ অনন্ত নিরয়পথের যাত্রী হন এবং ভোগময় কর্ম্মক্ষেত্রেই তাহাদের পুনঃ পুনঃ শোচনীয়ভাবে গতাগতি করিতে হয়। প্রকৃত গৃহস্থাশ্রমী ভগবন্নিষ্ঠাসহকারে গৃহে অবস্থান করতঃ বিষয়সমূহদ্বারা ভগবচ্চরণ পরিচর্য্যা করিয়া "গৃহেতে গোলোক ভায়" বাক্যের সার্থকতা সম্পাদন করেন। তাঁহাদের গৃহপরিচালনার বুদ্ধি এইরূপ—

আমার বলিতে প্রভু আর কিছু নাই।
তুমিই আমার মাত্র পিতা, বন্ধু, ভাই॥
বন্ধু দারা সুত সুতা তব দাসী দাস।
সেই ত সম্বন্ধে সবে আমার প্রয়াস॥
ধন জন গৃহদার তোমার বলিয়া।
রক্ষা করি আমি মাত্র সেবক হইয়া॥
তোমার কার্য্যের তরে উপার্জ্জিব ধন।
তোমার সংসারব্যয় করিব বহন॥
ভাল মন্দ নাহি জানি সেবামাত্র করি।
তোমার সংসারে আমি বিষয়-প্রহরী॥
তোমার ইচ্ছায় মোর ইন্দ্রিয়-চালনা।
শ্রবণ দর্শন ঘ্রাণ ভোজন-বাসনা॥
নিজসুখ লাগি কিছু নাহি করি আর।
ভকতিবিনোদ বলে তব সুখসার॥

গৃহস্থাশ্রমীর কর্ত্তব্য সম্বন্ধে শাস্ত্রসমূহ বহুবিধ ব্যবস্থা কীর্ত্তন করিয়াছেন। আমরা এস্থলে তাহা হইতে মাত্র কয়েকটী বাক্যোদ্ধারপূর্ব্বক সংক্ষেপে তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ লিপিবদ্ধ করিলাম।

মায়াবদ্ধ জীব ও মায়াপুর

(শ্রীসহজানন্দ দাসাধিকারী)

(১)
চর্ম্মের প্রাচীরে ঘেরা বন্দীশালা মাঝে,
লোহার গরাদে ঘেরা গবাক্ষের পথে,
কাতরা বন্দী এক নিরাশের সাঁঝে,
উত্তপ্ত নিশ্বাস ছাড়ি' দেখে আতঙ্কিতে।

(২)
সুদূরে গঙ্গার তটে, আকাশের গায়,
সমুজ্জ্বল আলোকরাশি, স্নিগ্ধ সুবিমল,
সুরম্য মন্দির চূড়ে প্রেমজ্যোতি প্রায়,
যাহা হেরি আঁখি তার হ'লো সুশীতল।

(৩)
কুতূহলে সাশ্রুকণ্ঠে জিজ্ঞাসে তখন,
বল ভাই দয়া করি, অমন আলোক,
অপূর্ব্ব আশ্চর্য্য যাহা দেখিনি কখন
কোথা হ'তে আসিতেছে চিত্তে দিয়া সুখ?

(৪)
বলে তবে সেই জন হেসে সুমধুর,
যে পবিত্র স্থান হ'তে আসিছে আলোক,
নাম তার জেনো তুমি শ্রীধাম-মায়াপুর,
যে নামস্মরণে পূত হয় সব লোক।

(৫)
পাপাসক্ত নরজন, আমার মতন,
কুক্রিয়ায় সদা রত গৃহমেধী হ'য়ে,
কখন দেখিতে নারে সে পুণ্যভবন,
বিষয়ের কূপে সদা নিমগ্ন থাকিয়ে।

(৬)
পাপিজন দূরে থাক্, পাপত্যাগী যারা,
জ্ঞান, যোগ, কর্ম্মমার্গ আশ্রয় করিয়া,
ভুক্তি, মুক্তি, কাম বাঞ্ছে হ'য়ে আত্মহারা,
যেতে নারে, ল'য়ে তথা স্পৃহাযুক্ত হিয়া।

(৭)
শরণ লইয়া যারা, নিষ্কিঞ্চন হ'য়ে,
হরি-গুরু বৈষ্ণবেরে নামাশ্রয়ে সেবে,
কৈতবতা ত্যজি', আর নির্ব্যলীক হ'য়ে,
অনায়াসে তাহারাই সেই ধাম লভে।

(৮)
আলোকের স্তম্ভ, কিবা বারিধির সম,
অম্বর ভেদিয়া যার অতি উচ্চশির,
অপূর্ব্ব সুষমা যার, অতি নিরুপম,
তাহা হয় যোগপীঠে শ্রীগৌরমন্দির।

(৯)
তাঁহাতেই রহিয়াছে অপূর্ব্ব গঠন,
দিব্যজ্যোতিঃ, চারুকান্তি মধুরিমা-ঘন,
পঞ্চতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণের ভিন্ন ভিন্ন ধাম,
পুণ্যক্ষেত্র পীঠস্থান সদা জ্যোতির্ম্ময়॥

(১০)
মহাপ্রভুর ধাম সেই তীর্থমধ্যে শ্রেষ্ঠ,
অভিন্ন ব্রজধাম সেই গৌরাঙ্গ-বর্ণিত,
সেবা উদ্ঘাটিল যাহা শ্রীকৃষ্ণের প্রেষ্ঠ,
অভিন্ন-বিনোদ শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী।

(১১)
যাঁর অনুকম্পা লভি' উদ্ধারিজন,
পুণ্যশ্লোক, গুরুবন্ধু, বৈষ্ণবপ্রধান,
প্রেম-আশা, সেবাশ্রয় ভক্তিবিজয়,
মহাপ্রভুর মঠ এ ক'রেছে নির্ম্মাণ।

(১২)
অদ্বৈত ভবন, আর শ্রীবাসঅঙ্গন,
গৌরকিশোর-মন্দির, মুরারিমন্দির,
নির্ম্মিয়াছে যত সব শ্রেষ্ঠ মহাজন,
তাঁদের চরণে মোর, নত করি' শির।

(১৩)
এই সব গুরুজনে শত নমস্কার,
তাঁদের চরণ-ধূলি আর পাদোদক,
তাঁহাদের পাদপদ্ম অবশেষ আর,
সাধকের বল হো'ক সর্ব্বকাল লোক।

(১৪)
শুনিয়া এ সব কথা সেই বন্দীজন,
নিজ ভাগ্যে নিন্দা করে, ছাড়ি' দীর্ঘশ্বাস,
আমার এ দেহ পাপে কিবা প্রয়োজন,
হ'ক শীঘ্র ভব তাপ এ দেহের নাশ।

(১৫)
পুনর্জন্ম যেন মোর হয় অনুকূল,
অকৈতব ভক্তি দিও হরিগুরুপদে,
কৃষ্ণকার্য্যে যেন নাহি হয় ভুল।
গৃহেতে বনেতে কিবা সম্পদে বিপদে।

নবদ্বীপ-পঞ্জিকা

—:০:—

অদ্য হইতে ৩ দিনের

২ শ্রীধর, ২ শ্রাবণ, ১৮ই জুলাই, বৃহস্পতি, তিথি কামদৈকাদশী, কৃষ্ণপক্ষীয়া শ্রীপতি প্রাতঃ ৬।৫১ পরে দ্বাদশী বিষ্ণু রা শেষ ৪।৩৬, ধনিষ্ঠা, দণ্ডকেশ রা ২।১০, শ্রীবিষ্ণুযোগ প্রাতঃ ৫।৯ পরে আয়ুষ্মান্‌যোগ রা শেষ ৪।১১ ধ্রুবকরণ

৩ শ্রীধর, ৩ শ্রাবণ, ১৯ জুলাই, শুক্র, তিথি দ্বাদশী, কৃষ্ণত্রয়োদশী, কাল্য রা ২।৮, শতভিষা নক্ষত্র রা ১২।৫১, সৌভাগ্যযোগ রা ১।১২ বণিজকরণ।

৪ শ্রীধর ৪ শ্রাবণ ২০ জুলাই শনি অন্যন্য কাম্যৈকাদশী কৃষ্ণপক্ষীয় শ্রীধর রা ১১।৫৯ পূর্ব্বভাদ্রপদ নক্ষত্র রা ১০।৫০ শোভনযোগ রা ১০।১৯ কৌলবকরণ শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামীর তিরোভাব।

পরনিন্দা পরচর্চ্চা না কর কখন। দৃঢ়ভাবে একান্তে ভজ শ্রীগৌরচরণ॥

শুদ্ধভক্তি মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ

(আকর-মঠরাজ)

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীব্রজপত্তনে প্রায় ৩০০ বর্গ উত্তর-পূর্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্যদেব এবং সেবক-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব বিরাজমান। এই স্থান পারমার্থিক তীর্থ, পরাবিদ্যাপীঠ বা সাত্বতজনপদী। এক মঠ'তেই শ্রীভক্তি-সাধক ব্যাকরণাদি বেদান্তসমূহের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারী ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠ হইতে পারমার্থিক দৈনিকপত্র 'নদীয়া-প্রকাশ', সাপ্তাহিক সজ্জনতোষণী ও প্রাচীন ও অধুনা প্রচারকগণ 'নদীয়া-প্রকাশ' প্রেসের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। প্রতি বৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অপরিত ভক্তগোষ্ঠীসহ কীর্ত্তন-প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৪

শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রচারিত শুদ্ধভক্তি-প্রচারোদ্দেশ্যে গৌড়দেশের সর্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভজনমন্দিরে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীরাধাবিনোদানন্দজীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। নিত্য পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্তাহান্ত-চতুর্মাস্যে, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি শাস্ত্র ও ভক্তগ্রন্থের সম্যক আলোচনা হয়। এই মঠ হইতে মহানগরীর সর্বত্র হরিকথা-প্রচার, মহানগর-সঙ্কীর্ত্তন, বক্তৃতা, ব্যাখ্যা ও সঙ্কীর্ত্তন-মহা-মহোৎসবাদি ভক্তদের অনুষ্ঠান হয়। মঠরক্ষক—মহামহোপদেশক আচার্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া সহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীগুরুবর্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবিদ্যানন্দ ব্রহ্মচারী সেবাকোবিদ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরসুন্দরের রাসস্থলী এখানে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান, রক্ষক—শ্রীমদ্‌ধর্ম্মবিৎ দাসাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—গোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

(৭) কাজীর সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক।

(৮) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান দাস ব্রহ্মচারী।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

১০) মোদদ্রুম-ছত্র গৌড়ের বৈদিক

মাউগাছি, পোঃ ভালগর, (বর্দ্ধমান)।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান। শ্রীগৌরনিত্যানন্দের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীকুঞ্জবিহারী ব্রজবাসী, ভক্তভূষণ।

(১১) ভেতিয়া কুঞ্জকানন

শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্তী, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীসদানন্দ ব্রহ্মচারী

(১২) কুঞ্জকুটীর—পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া। রক্ষক—শ্রীঅমৃতানন্দ অধিকারী

(১৩) ভাগবত-আসন—পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

এই স্থান হইতে ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচারিত হয়। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভাক্তশাস্ত্রী।

(১৪) একায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৫) মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঁচালপুল, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(১৬) মাধ্বগৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, পোঃ ঢাকা

পূর্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীপাদ কুঞ্জরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ।

(১৭) গোপালজীউমঠ—কমলাপুর,(ঢাকা)

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান। রক্ষক—শ্রীমদনদাস ব্রজবাসী।

(১৮) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)।

এখানে শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীঅমানীক ব্রহ্মচারী

(১৯) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীসুন্দর ভাক্তশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২০) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাধু, (ঢাকা)

এখানে বহু পুরাতন শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(২১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রানীবাঁধ (বর্দ্ধমান)।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবৈকুণ্ঠ দাসাধিকারী।

(২২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ছুঁচুড়া, পোঃ চিনসুড়া, (মানভূম)

এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী।

(২৩) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে গুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান্‌দাস ব্রজবাসী ভক্তিরত্ন।

(২৪) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী।

(২৫) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাগমারি, পোঃ বক্সীবাজার, (কটক)

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণ-জীউর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর

(২৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর পুরী,

শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ গান্ধর্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন।

(২৭) পুরুষোত্তম মঠ

ভক্তিকুটী, পোঃ পুরী উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীউর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীসদানন্দ অধিকারী

(২৮) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌরাঙ্গদেব ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী দাসাধিকারী।

(২৯) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, জেলা গোদাবরী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্বিকা গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—শ্রীনরহরিচরণ দাসাধিকারী ভক্তবান্ধব।

(৩০) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪২নং কালিপুরা, বেনারস সিটি

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্বাগিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীমাধব ব্রহ্মচারী।

(৩১) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন গোস্বামী

(৩২) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও গৌর-বিনোদ-বিহারজীর সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীসত্যনারায়ণ দাসাধিকারী।

(৩৩) কৃষ্ণচৈতন্য মঠ

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

এখানে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিত্য-সেবা হয়। রক্ষক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠ

স্বামীঘাট মথুরা

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ

(৩৫) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ—শ্রীরাধাকুণ্ড

রক্ষক—শ্রীরাধারমণচরণদাস ব্রহ্মচারী

(৩৬) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৩৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ

দেবপালী, পোঃ কোতোল, জেলা অমৃতসর (পাঞ্জাব) রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৩৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং কুতুব রোড, নিউ দিল্লী।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্বিকাগিরিধারীর সেবা।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসম্বন্ধ তুর্য্যাশ্রমী

(৩৯) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল।

এখানে গৌর-বনোয়ারীর সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীবনীগোপাল অধিকারী।

(৪০) সারস্বত-গৌড়ীয় মঠ

তাইঘার নারায়ণপুর, ই-ই, পি

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-সর্বস্ব গিরি

(৪১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ রায়পেট্টা মাদ্রাজ।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্বাগিরিধারীর সেবা।

রক্ষক—শ্রীপাদ কমলানন্দ ভক্তিবিকাশ

৪২) বোম্বে-গৌড়ীয়-মঠ কার্য্যালয়

পোর্টার রোড, চৌপাটি সিফেস, বাংলো নং ১, বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ দেবশর্মা মজুমদার।

(৪৩) অমরগিরি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমরগিরি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীমহেশ্বর দাস অধিকারী

(৪৪) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্‌চকা, কামরূপ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী

(৪৫) পাটনা গৌড়ীয় মঠ

১০০ মিঠাপুরা, পাটনা।

রক্ষক—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী রাগভূষণ

(৪৬) গয়া গৌড়ীয় মঠ

হিল সাইড, চার্চ রোড, গয়া

রক্ষক—উপদেশক শ্রীমধুসূদন বাগবন্ধু

(৪৭) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠ বালেশ্বর

রক্ষক—শ্রীবনোয়ারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয়

৩ গ্লাষ্টার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন, এস-ডাব্লিউ ৭, লণ্ডন

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন

(৪৯) বার্লিন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

Berlin W. 30

Eisenacher strasse 20 I,

(৫০) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ শাখালয়

৩৫০ নং ডালহৌসী ষ্ট্রীট রেঙ্গুন

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্—সমগ্র ৪০৲
প্রথম চারি স্কন্ধ পঞ্চম খণ্ড পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ৸৶০
২। অনুভাষ্য সহিত শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। ভাষ্য-সমেত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী ১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০; ৪ ৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী ১ম খণ্ড—১৲; ২য় খণ্ড ৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব—১৲
৮। সৎক্রিয়াসার—দীপিকা ও সংস্কার-দীপিকা ১।০
৯। জৈবধর্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিপ্র-তত্ত্ব ।
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸
১৭। চৈতন্যোপনিষৎ ।০
১৮। বাদন-আল্‌বর ।০
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵০
২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৷৵০
২২। ভজন-রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ ২ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২
২৬। গীতার কেবল মূল-ভাষা ।০
২৭। মুক্তাফলিকা [illegible] সানুবাদ ২৲
২৮। বেদান্তস্যমন্তক সানুবাদ ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸
৩০। দীন-[illegible] ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা ৵১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি ৵০
৪১। গীতাবলী ৵০
৪২। চিত্রে নবদ্বীপ ১।০
৪৩। সাধন[illegible] ৵০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৵০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৵০
৪৬। অর্চ্চনক ৵০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৵১০
৪৯। [illegible] ৵১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম ৪খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ)
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৵০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রী[illegible] ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সংখ্যাবাণী ৵০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যলীলামৃত সারঃ ।০
৬১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিবিধঃ ।০
৬২। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৬৩। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৪। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ।৶০
৬৫। গৌড়ীয়মঠস্য পাঠ্যঃ ৵০
৬৬। মায়াবাদনির্ণয়ম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৭। রায় রামানন্দ ।০
৬৮। এ কিউ ওয়াডিস অব্ বেদান্ত ।০
৬৯। নামভজন ।
৭০। বেদান্ত—ইটস্ মর্ফলজি অ্যাণ্ড অন্টলজি ৸০
৭১। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড'স ৶০
৭২। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।০
৭৩। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৪। শোর্ট গৌড়ীয়মঠ টক্ ফুটিং ৵০
৭৫। দি ভাগবত ।০
৭৬। ভলোডিক প্রিন্সিপল অ্যাণ্ড অ্যাভেলেবল ডিভোশন ।০
৭৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ১।০
৭৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৭৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি
৮০। সাধন-পথ ।০
৮১। কল্যাণ-কল্পতরু ৵১০
৮২। গীতাবলী ৵০
৮৩। শরণাগতি ৵

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৪। শরণাগতি ৵

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মৃতপ্রায় পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বাজারে ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। জ্বরের প্লীহা সংযুক্ত কামলার এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৸৵০ আনা, বড় বোতল ১৶০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।
অথবা
পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত ক্যালিকো-প্রিন্টিং-ব্যবসায়ী জে. বি. দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে. বি. দত্ত এণ্ড কোং
কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার
কলিকাতা

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, বৈষ্ণবের শুদ্ধতা, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এত দেখুন বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে বক্তব্যসার ও শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও
ডাঃ কৃষ্ণকান্তি বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সুবর্ণ সুযোগ ! সুবর্ণ সুযোগ !

শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদরচিত গৌড়ীয়ভাষ্য সহিত

বিরাট গ্রন্থ

শ্রীশ্রীচৈতন্য ভাগবত

গ্রন্থের আয়তন ঃ—ক্রাউন কোয়ার্টো মূল ১০৯৬ পৃষ্ঠা, সূচীপত্র ২৪৪ পৃষ্ঠা, মোট১৩৪০ পৃষ্ঠা

ভিক্ষা বাঁধাই মাত্র ৭৲ সাত টাকা

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা

নদীয়া সার্টিফিকেট আদালতের নীলাম ইস্তাহার

১ কেস নং এবং কোর্টের নাম	২ নীলাম ইস্তাহার (A) (B) বা সংবাদ প্রকাশ	৩ ডিক্রীদার	৪ দেনদার	৫ যে দাবীর জন্য সম্পত্তি বিক্রয়ের আদেশ হইয়াছে	৬ বিক্রয়ের স্থান তারিখ ও সময়	৭ কি রকম জোত	৮ থানা, মৌজার নাম ও গ্রাম	৯ খতিয়ান নং প্রভৃতি (জানা থাকিলে) অথবা অন্য কোনো বিবরণ	১০ জমির পরিমাণ (জানা থাকিলে)	১১ জমা (জানা থাকিলে)	১২ মন্তব্য
[illegible] N. R. ৩৪।৩৫ নদীয়া সার্টিফিকেট আদালত		গৌরীশচন্দ্র রায় বাহাদুর	কৃষ্ণপ্রসাদ মিঃ	১০৭৬৮৯	১৬।৯।৩৫	রায়তি স্থিতিবান	থানা চাপড়া মৌজে পাকুরগাছী	২৬ খতিয়ান	১০-২৯	৫০৯	গৌরীশচন্দ্র রায় বাহাদুর
৫১৪ N. R. ৩৪।১৫		ঐ	রসিক মন্ডল মিং	৪২৮৯/৩	১৬।৯।৩৫	ঐ	থানা কৃষ্ণগঞ্জ মৌজে চৌগাছা	১০৩৭ খতিয়ান	৩-৩৭	১২।০/৮	ঐ
৪১৬ N. R. ৩৪।৩৫		ঐ	আজিম মন্ডল মিং	৯১।৶০	১৬।৯।৩৫	ঐ	থানা ঐ মৌজে ঐ	১০৪০ খতিয়ান	৩-২৯	৯৲	ঐ
২৮৬ N. R. ৩৪।৫৫		ঐ	কেশব [illegible] মিং	৩২৸৩	১৪।১০।৩৫	ঐ	থানা চাপড়া মৌজে গোবিন্দপুর	৭৫ খতিয়ান	৩-২০	১৪৶৩	ঐ
১৮১ N. R. ৩৪।১৫		ঐ	ফজেল সেখ	১৪।৬	১৪।১০।৩৫	ঐ	থানা ঐ মৌজে ঐ	৩১ খতিয়ান	২-৪	১০৶০	ঐ
১৫৯ N. R. ৩৪।৫৫		ঐ	মেহেরণ নেছা বিবি	৮৸০	১৪।১০।৩৫	নিষ্কর	থানা শান্তিপুর পাঁচপোতা	২১৬ খতিয়ান	১-৩২	৵১০গন্ডা	ঐ
২১ B.		বিভূতিভূষণ পাল চৌধুরী মিং	সেকজান বিবি	১৭৸/৯	২৭।৭।৩৫	রায়তি স্থিতিবান	থানা রাজাপাড়া মৌজে নবগপোতা	৪২২ খতিয়ান	১-৭৮	২১/১১	বিভূতিভূষণ পালচৌধুরী
৫৬ p. N. ৩৪।৩৫		প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় মিং	তিনকড়ি মন্ডল মিং	৬১৵৫	১৯।৮।৩৫	ঐ	থানা করিমপুর মৌজে পাঁচপোতা	২৮৮ খতিয়ান	৪-৪৫	৮।৶৬	প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়
৫৫ p. N. ৩৪।৩৫		ঐ	ঐ	২৫/৯	১৯।৮।৩৫	ঐ	থানা ঐ মৌজে ঐ	৪৭ খতিয়ান	·৯৩	২৸০	ঐ
২৪ p. N. ৩৪।৩৫		ঐ	রবীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মিং	৭৸৶৩	১৯।৮।৩৫	নিষ্কর ব্যতীত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত	ঐ	২৩৮ খতিয়ান	১-৯৭	নিষ্কর বন্দোবস্ত	ঐ
২৭১ R. p. ৩৪।৩৫		ঐ	ঐ	২৫।/৩	১৬।৯।৩৫	ঐ	থানা কৃষ্ণনগর মৌজে সুবর্ণবিহার	১২৫২ খতিয়ান	৩-৬৬	২।/গন্ডা	ঐ

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'প্রকাশ' নবদ্বীপ

দৈনিক

REG. NO C. 1544

নদীয়াপ্রকাশ
THE
NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচার-নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১০ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৩রা শ্রাবণ, শুক্রবার ১৩৪২, ১৯শে জুলাই ১৯৩৫ [১১৮তম সংখ্যা

চৈতন্যোপনিষদ্
বহু অনুসন্ধানে মূল ও অনুবাদসহ প্রকাশিত হইয়াছে। আকার ও ছাপা অতি উত্তম। ভিক্ষা ।০ মাত্র
শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

"গৌড়ীয়"
১ম বর্ষ হইতে ১১শ বর্ষ পর্যন্ত প্রতি বর্ষ কাগজে বাঁধাই ভিক্ষা ৩।০ মাত্র।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ
বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীমায়াপুরে ব্রডগেজ লাইন

মহাপ্রভু শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের পবিত্র স্মৃতির সহিত বিজড়িত বলিয়া নবদ্বীপ হিন্দুদিগের সর্বশ্রেষ্ঠ তীর্থক্ষেত্ররূপে পরিগণিত। এই তীর্থস্থান-দর্শনার্থে প্রতিবৎসর বিভিন্ন দেশ হইতে বহুসংখ্যক নরনারী এখানে আগমন করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে আসাম এবং উত্তর ও পূর্ববঙ্গের অধিবাসী ব্যক্তিগণের সংখ্যাই অধিক দৃষ্ট হয়। আসাম এবং উত্তর বা পূর্ববঙ্গের যে কোন স্থান হইতে নবদ্বীপ আসিতে হইলে, কৃষ্ণনগর হইতে মোটরবাস-যোগে অথবা লাইট-লাইনের ট্রেনযোগে নবদ্বীপ পৌঁছিতে হয়। ইহাতে বিশেষ পর্বাহ এবং মেলার সময় তীর্থযাত্রিগণের অসীম দুর্ভোগ ঘটিয়া থাকে। তদুপলক্ষে অতিরিক্ত বহুসংখ্যক মোটরবাস এবং লাইট লাইনে স্পেশাল ট্রেনের ব্যবস্থা করিয়াও সমাগত যাত্রিগণের যাতায়াতের সুবন্দোবস্ত করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। বিগত অর্দ্ধোদয়যোগ-উপলক্ষে প্রত্যহ কৃষ্ণনগরে প্রায় ২০,০০০ বিশহাজার যাত্রীর সমাগম হইয়াছিল। লাইটলাইনের স্পেশাল ট্রেন এবং জনপ্রতি ১৲ একটাকা ভাড়া আদায় করিয়াও বহুসংখ্যক মোটরবাস যাত্রিগণকে যথাসময়ে স্থানান্তরিত করিতে সমর্থ হয় নাই। এবং ফলে ষ্টেশনে খাদ্যদ্রব্যাদির অভাব ঘটায় যাত্রিগণকে অত্যন্ত কষ্টভোগ করিতে হইয়াছে।

তীর্থযাত্রিগণের উল্লিখিতরূপ দুর্ভোগের প্রতিকারকল্পে কৃষ্ণনগর হইতে স্বরূপগঞ্জ ও মায়াপুর হইয়া একটি ব্রডগেজ লাইন খুলিবার জন্য দীর্ঘকাল যাবৎ প্রস্তাব চলিতেছে। বিগত ১৯শে জুন তারিখে নদীয়ার মিঃ ম্যাজিষ্ট্রেট সার্ভে-ডিপার্টমেন্টের অফিসার ও [illegible] সঙ্গে লইয়া [illegible] জনসাধারণের মতামত জানিবার জন্য স্বরূপগঞ্জের ডাকবাংলোয় আগমন করেন। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব স্থানীয় জনগণের পক্ষ হইতে কাহারও প্রতিনিধিকে উক্ত বিষয় সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিবার জন্য আহ্বান করেন। তন্মধ্যে মহেশগঞ্জবাসীর পক্ষ হইতে মহেশগঞ্জের জমিদার মিঃ আর পাল চৌধুরী, নবদ্বীপবাসীর পক্ষ হইতে নবদ্বীপ মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান প্রভৃতি ৫ জন এবং জলঙ্গী নদীর উত্তরতীরস্থ অঞ্চলের অধিবাসিগণের পক্ষ হইতে শ্রীধামমায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠের পাঁচজন প্রতিনিধি ডাকবাংলোয় উপস্থিত হন। এতদ্ব্যতীত অপরাপর আরও বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ডাকবাংলোর বাহিরে উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত প্রতিনিধিগণ সমক্ষে মিঃ ম্যাজিষ্ট্রেট যে-সকল প্রশ্ন উত্থাপন করেন, নিম্নে তাহার সংক্ষিপ্ত উত্তর পর্যায়ক্রমে বিবৃত হইল:—

১। তীর্থস্থান এবং সংস্কৃতচর্চার কেন্দ্র বলিয়াই নবদ্বীপের একমাত্র খ্যাতি। আসাম প্রদেশ এবং উত্তর ও পূর্ববঙ্গের তীর্থযাত্রিগণের অর্থই নবদ্বীপের আর্থিক-পরিপুষ্টির একমাত্র হেতু। প্রস্তাবিত ব্রডগেজ লাইন নির্মিত হইলে উক্ত যাত্রিগণের যাতায়াতের পক্ষে বিশেষ সুবিধা হইবে।

২। নবদ্বীপের তীর্থযাত্রিগণ মায়াপুর দর্শনার্থে আসিয়া থাকেন এবং মায়াপুরের যাত্রিগণও নবদ্বীপ দর্শন করিতে যান। এতদুভয় স্থানের মধ্যে মায়াপুর নবদ্বীপ অপেক্ষা অধিকতর প্রাচীন ও পবিত্র বলিয়া গণ্য।

৩। নবদ্বীপ ও মায়াপুর যাইতে হইলে তীর্থযাত্রিগণকে ভাগীরথী পার হওয়ার জন্য খেয়া নৌকায় উঠিতে হয়। নবদ্বীপ খেয়াঘাটের যাহা কিছু আয় তাহার অধিকাংশই এইভাবে তীর্থযাত্রিগণের নিকট হইতে গৃহীত হইয়া থাকে। বর্তমান লাইট রেলওয়ে খুলিবার পর হইতে খেয়া-ঘাটের আয় দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

৪। প্রতিবৎসর নবদ্বীপ এবং মায়াপুরে বহু মেলা এবং বিশেষ বিশেষ পর্বাদি উপলক্ষে এত যাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে যে বহুসংখ্যক মোটরবাসের সাহায্যেও তাহাদের যাতায়াতের সুবিধা হওয়া অসম্ভব হইয়া পড়ে। লাইট রেলওয়ে বহু স্পেশাল-ট্রেনের ব্যবস্থা করিয়াও কৃষ্ণনগরের সমবেত যাত্রিগণের যাতায়াতের সুবন্দোবস্ত করিতে অসমর্থ হয়।

৫। নবদ্বীপ হইতে কৃষ্ণনগর পর্যন্ত বর্তমান পাকারাস্তার উপর হইতে লাইট লাইন উঠাইয়া উক্ত রাস্তাটির কিছু সংস্কার সাধন করিলে মোটর-যোগে স্থানীয় লোকের পক্ষে কাছারী কলেজ প্রভৃতি স্থানে যাতায়াতের সুবন্দোবস্ত হইত বটে কিন্তু ইহাতে মেলা উপলক্ষে সমাগত যাত্রিগণের যাতায়াতের সুবন্দোবস্ত হওয়া অসম্ভব। যদি প্রস্তাবিত ব্রডগেজ লাইন নির্মিত হইয়া ভাগীরথীর নিকটবর্তিস্থানে তাহার একটি ষ্টেশন হইলে তাহাতে স্থানীয় লোকের পক্ষে কৃষ্ণনগরে যাতায়াতের অধিকতর সুবিধা হইবে। অতএব স্থানীয় জনগণ এবং তীর্থযাত্রী—এই উভয়েরই যাতায়াতের সুবিধাবিধান করিতে হইলে কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপ পর্যন্ত একটি ব্রডগেজ লাইন নির্মাণ ব্যতীত উপায়ান্তর নাই। ব্রডগেজ লাইন হইলে তীর্থযাত্রীর সংখ্যাও ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা আছে।

অতঃপর প্রস্তাবিত ব্রডগেজ লাইন কোন্ স্থানের উপর দিয়া নির্মিত হইবে তদ্বিষয়ে আলোচনা আরম্ভ হয়। মিঃ আর, পাল চৌধুরী এবং নবদ্বীপবাসীর প্রতিনিধিগণ মহেশগঞ্জের ভিতর দিয়া উক্ত লাইন নির্মিত হয় তদ্রূপ অভিমত প্রকাশ করেন। মায়াপুরের ভিতর দিয়া যাহাতে ব্রডগেজ না হয় তজ্জন্য তাঁহারা নানারূপ আপত্তি উত্থাপন করেন। তাঁহাদের ঐসকল আপত্তির প্রত্যুত্তরে শ্রীচৈতন্যমঠের প্রতিনিধিগণ মায়াপুরের ভিতর দিয়া উক্ত ব্রডগেজ নির্মাণে যে-সকল যৌক্তিকতা দেখাইয়াছেন তাহা নিম্নে পর্যায়ক্রমে লিখিত হইল।

—

১নং আপত্তি:—যদি প্রস্তাবিত ব্রডগেজ লাইন জলঙ্গী নদীর দক্ষিণ পার্শ্বে অর্থাৎ, মহেশগঞ্জের মধ্য দিয়া নির্মিত হয় তবে রেলপথে অধিক পরিমাণে মাল আমদানী ও রপ্তানী হইবে।

উত্তর:—বর্তমান লাইট রেলওয়েতে এযাবৎ কোন মাল আমদানী রপ্তানি করা হয় নাই এবং ভবিষ্যতেও সেইরূপ হইবার কোন আশা নাই। জলঙ্গী নদীর উত্তর-পার্শ্বস্থ অঞ্চল অপেক্ষাকৃত অধিকতর উর্বর। তথায় কৃষিকার্যোপযুক্ত জমির পরিমাণ খুব অধিক। উক্ত অঞ্চলে ধান, পাট, কলাই ও যবাদি শস্য প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। এ স্থান হইতে ঐসকল কৃষিজাত দ্রব্যাদি বিদেশে রপ্তানী হইয়া থাকে এবং বহুসংখ্যক ব্যবসায়ী ও আড়তদার ঐ সকল দ্রব্যের ব্যবসা করিয়া থাকেন। একমাত্র নৌকার সাহায্যেই কলিকাতা ও পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন স্থানের সহিত উক্তস্থানের যাবতীয় আমদানী ও রপ্তানী কার্য চলিয়া থাকে। জলঙ্গীর উত্তর অঞ্চলের আর্থিক অবস্থাও অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল। তথায় প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুরে একটা সহর নির্মিত হইতেছে। উক্ত সহরের অধিবাসিগণের দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় যাবতীয় খাদ্যদ্রব্য ও কাঠ কয়লা, বাসনপত্র, কাপড়, ষ্টেশনারী দ্রব্য, দালান-নির্মাণের আসবাবপত্র বিভিন্ন স্থান হইতে

রক্ষানী করা আবশ্যক। উক্ত অঞ্চলের কোন স্থানের এই সকল প্রবাদির কোন দোকান নাই। নিম্নলিখিত কারণ দৃষ্টে মায়াপুরের খ্যাতি সহজেই অনুমিত হইবে।

(ক) মায়াপুর অঞ্চলে দুইটী উচ্চ ইংরাজী ও একটি মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত আছে।

(খ) এখানে পরবিদ্যাপীঠ এবং সংস্কৃত-চর্চার নিমিত্ত টোল স্থাপিত হইয়াছে।

(গ) এখানে একটী প্রিন্টিং প্রেস আছে।

(ঘ) মায়াপুর হইতে একটী দৈনিকসংবাদ-পত্র প্রকাশিত হইয়া থাকে এবং সমগ্র নদীয়া জেলার মধ্যে ইহাই একমাত্র দৈনিক-সংবাদ-পত্র।

(ঙ) মায়াপুর সমগ্র বঙ্গদেশের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা পবিত্র তীর্থস্থান এবং তথায় প্রতি বৎসর উত্তর ও পূর্ব্ববঙ্গ হইতে বহু-সংখ্যক যাত্রী দর্শনার্থে আসিয়া থাকেন।

(চ) এখানে প্রাচীন যুগের অনেক দর্শন-যোগ্য স্থান বিদ্যমান এবং তাহা গভর্ণমেণ্টের Ancient Monuments' act দ্বারা সুরক্ষিত।

(ছ) মায়াপুর একটী সহরে পরিণত হইয়েছে।

(জ) মায়াপুর কটনমিল নামে একটী কটনামিল এখানে শীঘ্রই প্রতিষ্ঠিত হইবে ইত্যাদি ইত্যাদি।

জলঙ্গী নদীর দক্ষিণ পার্শ্বে কোথাও উক্তরূপ প্রতিষ্ঠানাদি বর্ত্তমান নাই। অধিকন্তু উক্ত অঞ্চলে ব্রডগেজ লাইন নির্ম্মিত হইলে বর্ত্তমান পাকা রাস্তার সহিত তাহার প্রতি-যোগিতা আরম্ভ হইবে। এই বিষয়টী সকলেরই বিবেচ্য হওয়া উচিত, কারণ ভারত সরকার উক্ত প্রতিযোগিতা নিবারণার্থে দীর্ঘকাল যাবৎ চেষ্টা করিতেছেন। ইতঃপূর্ব্বে এই বিষয়সম্বন্ধে আলোচনা করিবার নিমিত্ত একটী সভা হইয়া গিয়াছে; তাহাতে মহামান্য বড়লাট বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

২নং আপত্তি:—মহেশগঞ্জ অঞ্চলে উক্ত ব্রডগেজ লাইন নির্ম্মিত হইলে দূরবর্ত্তী যাত্রিগণের পক্ষে নবদ্বীপ আসিতে হইলে মায়াপুর অপেক্ষা দূরত্ব কম হইবে।

উত্তর:—নবদ্বীপবাসীর এবং স্থানীয় অঞ্চলের লোক শতকরা ৯৯ জন কৃষ্ণনগরের কাছারী এবং কলেজ প্রভৃতি স্থানে গমনাগমন করিয়া থাকেন। ইহার একমাত্র কারণ এই যে, কৃষ্ণনগরের কাছারী এবং কলেজ রেলষ্টেশন হইতে বহুদূরে অবস্থিত। প্রস্তাবিত ব্রডগেজ লাইন নির্ম্মিত হইয়া কাছারীর নিকটবর্ত্তী স্থানে একটী ষ্টেশন নির্ম্মিত হইলে স্থানীয় লোকের পক্ষে বিশেষ সুবিধা হইবে। এরূপ হইলে উক্ত ষ্টেশনটী নবদ্বীপঘাট হইতে আট মাইল দূরবর্ত্তী হইবে এবং বর্ত্তমানে লাইট লাইনে যে দূরত্ব অতি-ক্রম করিতে এক ঘণ্টা সময়ের আবশ্যক হইয়া থাকে তৎকালে তাহা ২০ বিশ মিনিট অতিক্রম করা যাইবে।

অধিকন্তু মায়াপুর অঞ্চলে প্রস্তাবিত ব্রডগেজ নির্ম্মিত হইলে এবং অন্যান্য দূরবর্ত্তী তীর্থযাত্রিগণের পক্ষে দুই মাইল অতিরিক্ত দূরত্ব অতিক্রম করিতে হইলেও ইহাতে যাত্রিগণের অন্য বিষয় বিশেষ সুবিধা ঘটিবে। কৃষ্ণনগর ষ্টেশনে বর্ত্তমান যাত্রিগণের যেরূপ ট্রেণ পরিবর্ত্তন করিতে হয় এবং তজ্জন্য যাহা কিছু ব্যয় হইয়া থাকে তৎকালে আর তাহা করিতে হইবে না—ট্রেণ-পরিবর্ত্তনের কষ্টও স্বীকার করিতে হইবে না। অতএব দেখা যাইতেছে যে, মায়াপুরে ব্রডগেজ নির্ম্মিত হইলে তাহাতে যাত্রিগণের একদিকে যাতায়াতের যেরূপ সুবিধা হয় অপর দিকে খরচও আবার তেমনি কম লাগে।

———

৩নং আপত্তি:—মায়াপুরে ব্রডগেজ নির্ম্মিত হইলে শতকরা ২৫ভাগ খেয়াঘাটের আয় কমিয়া যাইবে।

উত্তর:—এই ধারণাটী একান্তই অমূলক, কেন না মায়াপুরে উক্ত ব্রডগেজ নির্ম্মিত হইলে যে সঙ্গে সঙ্গে ভাগীরথী নদীর উপর দিয়া একটি পুল নির্ম্মিত হইবে, এরূপ কোন প্রস্তাব এপর্য্যন্ত উত্থাপিত করা হয় নাই। অতএব মায়াপুরে ব্রডগেজ নির্ম্মিত হইলে খেয়াঘাটের আয় কমিয়া যাইবে এরূপ ধারণা করিবার সময় এখনও হয় নাই। লাইট লাইন যেস্থানে আসিয়া শেষ হইয়াছে সেইস্থান হইতে খেয়ায় নবদ্বীপ এবং মায়াপুরে আসিতে হয়। অতএব তীর্থযাত্রিগণের পক্ষে নদীপার হওয়া ভিন্ন উপায়ান্তর নাই এবং এরূপে তাহাদিগকে খেয়াঘাটে কিছু অর্থ ব্যয় করিতেই হইয়া থাকে। অতএব মায়াপুরে ব্রডগেজ লাইন নির্ম্মিত হইলেই যে খেয়াঘাটের আয় হ্রাস পাইবে, তাহার কোন নিশ্চিত কারণ দেখা যায় না। ব্রডগেজ লাইনে যাতায়াতের সুবিধা হইবে বলিয়া যাত্রিসংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে এবং তাহাতে খেয়াঘাটের আয়ও সঙ্গে সঙ্গেই বৃদ্ধি পাইবে।

বর্ত্তমান সহর নবদ্বীপ উত্তর ও পূর্ব্ববঙ্গের তীর্থযাত্রিগণের নিকট সম্পূর্ণভাবে ঋণী। কারণ তাঁহাদের অর্থেই নবদ্বীপের বর্ত্তমান আর্থিক স্বচ্ছলতা লাভ হইয়াছে।

বিগত ১০।১২ বৎসরের মধ্যে মিউনিসিপ্যালিটীর আয়ের পরিমাণ অনেকাংশে বৃদ্ধি পাইয়াছে। তাঁহাদের এইরূপ আয়-বৃদ্ধির একমাত্র কারণ গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের দ্বারা বিদেশের বিভিন্ন স্থানে বৈষ্ণব-ধর্ম্ম-প্রচার ও তাহার ফলে মায়াপুর-নবদ্বীপদর্শনার্থী প্রতি বৎসর বহু সংখ্যক যাত্রীর সমাগম। ১০।১২ বৎসর পূর্ব্বে খেয়াঘাটের যে আয় ছিল বর্ত্তমানে তাহা দ্বিগুণের অধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে। অতএব এইক্ষেত্রে মায়াপুরের গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্ম্ম প্রচারকগণের নিকটে সহর নবদ্বীপ-বাসিগণের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।

আরও একটী কথা, নবদ্বীপ মিউনিসি-প্যালিটীর সভ্যগণই বলেন যে, সহর নবদ্বীপ দেখিতে যে-সকল যাত্রী আগমন করেন, তাঁহাদের অনেকেই মায়াপুর দেখিবার সুযোগ পান না, ইহার প্রধান কারণ, মায়াপুরে দর্শনীয় বহু দেবালয় প্রভৃতি থাকিলেও যাতায়াতের অসুবিধা আছে। যাঁহারা মায়াপুর দেখিতে আসেন না, তাঁহাদের অনেকেই ই. আই. আর লাইন দিয়া নবদ্বীপে আসেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে, হুগোলঘাট হইতে ৫০ ছয় পয়সা ব্যয় করিয়াই যাত্রিগণ অনায়াসে মায়াপুরে আসিতে পারিবেন বলিয়া, মায়াপুর দিয়া রেললাইন হইলে ইষ্টবেঙ্গল রেলওয়ের আয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নবদ্বীপের খেয়াঘাটের আয়ও অনেক বৃদ্ধি পাইবে, ইহা স্বতঃসিদ্ধ।

খেয়ার আয় কিছু কমিবে, তর্কস্থলে যদি তাহা ধরিয়াও লওয়া যায়, তাহা হইলেও খেয়াঘাটের অতি সামান্য আয়-হ্রাসের আশঙ্কায় যে যাত্রিগণের অর্থে নবদ্বীপের অর্থসমৃদ্ধি লাভ হইয়াছে তাঁহাদের যাতায়াতের পথে অসুবিধা ঘটান কখনই কৃতজ্ঞতার পরিচায়ক নহে। ষ্টেটের অত্যাচার যে-প্রকার সহর নবদ্বীপের অঙ্গে কলঙ্ক-কালিমা লেপন করিয়াছে, যাত্রিগণের যাতায়াতের সুবিধার পরিপন্থী হইলে তাহার অপর সংস্করণ প্রকাশিত হইবে কিনা, তাহাও বিবেচ্য।

নবদ্বীপ মিউনিসিপালিটীর সভ্যগণই ইহা স্বীকার করিয়াছেন যে, লাইট রেল লাইন খুলিবার পর হইতে খেয়াঘাটের আয় দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে। অতএব ব্রডগেজ লাইন নির্ম্মিত হইলে যে খেয়াঘাটের আয় আরও দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইবে, এরূপ আশা করা যায়। সুতরাং ব্রডগেজ লাইন হইলে খেয়াঘাটের আয় হ্রাস পাইবে, এরূপ চিন্তার কোনই কারণ নাই।

৪নং আপত্তি:—মহেশগঞ্জের ভিতর দিয়া ব্রডগেজ নির্ম্মিত হইলে মিঃ আর পাল চৌধুরী তজ্জন্য বিনামূল্যে জমি ছাড়িয়া দিবেন।

উত্তর:—মায়াপুরের ভিতর দিয়া উক্ত লাইন নির্ম্মিত হইলে তত্রস্থানীয় অধিবাসিগণও উক্তরূপ বদান্যতা প্রদর্শনে বিন্দুমাত্র ত্রুটী করিবেন না। অধিকন্তু বর্ত্তমানে ভারত-সরকারের এ সম্বন্ধে বিবেচ্য কিছুই হইতে পারে না এবং রেলওয়ে কোম্পানীও যে ব্যক্তিবিশেষের একটা আবদারের বশবর্ত্তী হইয়া কোনরূপ কার্য্য করিবেন তাহাও আশা করা যায় না। উক্ত লাইন নির্ম্মাণ ব্যাপারে তাঁহারা তাঁহাদের বাণিজ্য-বিষয়ক আয়-ব্যয়াদির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবেন। লক্ষলক্ষ টাকার ব্যবসায়ে তাঁহারা যে চারি পাঁচ হাজার টাকার বায়সংক্ষেপের জন্য একান্ত ব্যগ্র হইয়া পড়িবেন এরূপও আশা করা যায় না।

এ সম্বন্ধে আরও একটী বিশেষ বিবেচ্য-বিষয় এই যে, মায়াপুরের ভিতর দিয়া ব্রডগেজ হইলে তাহার দৈর্ঘ্য পাঁচ মাইল মাত্র হইবে। কিন্তু মহেশগঞ্জের অঞ্চলে উক্ত লাইন নির্ম্মিত হইলে তাহার দৈর্ঘ্য হইবে ১০ মাইলেরও অধিক এবং তজ্জন্য মহেশগঞ্জের ভিতর দিয়া উক্ত লাইন নির্ম্মাণ করিতে গেলে মায়াপুর অপেক্ষা প্রায় ৫ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত ব্যয় হইবে। রেলওয়ে কোম্পানী ৫ হাজার টাকা লাভের আশায় ৫ লক্ষ টাকা অধিক ব্যয় করিতে প্রস্তুত হইবেন কি? মিঃ আর পাল চৌধুরী যদি রেলওয়ে কোম্পানীর প্রতি এতই সদয় হন, তাহা হইলে মায়াপুর দিয়া রেল লাইন হইলেও তাঁহার বদান্যতা-প্রকাশের কোনই অসুবিধা হইবে না। কারণ মায়াপুরের পার্শ্বেও তাঁহার যথেষ্ট জমি আছে। ইচ্ছা করিলেই বিনা মূল্যে ছাড়িয়া দিতে পারিবেন।

৫নং আপত্তি—মায়াপুরের কতকস্থান নিম্ন বলিয়া তথায় রেল লাইন হইলে বাঁধ দেওয়ার আবশ্যক হইবে, তজ্জন্য বহু বহু অর্থব্যয় হইবে।

উত্তর:—কোথাও রেললাইন নির্ম্মিত হইলে স্থানে স্থানে বাঁধ দেওয়ার আবশ্যক প্রায়ই হইয়া থাকে এবং ১০ মাইল দূরত্বের মধ্যে যে অর্থব্যয় হইবে ৫ মাইলের দূরত্বে তাহার অর্দ্ধব্যয়েই উক্তরূপ বাঁধবাঁধা সম্পন্ন হইতে পারিবে। কৃষ্ণ-নগর হইতে নবদ্বীপ পর্য্যন্ত যে পাকারাস্তা রহিয়াছে, ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড যেহেতু রেল-কোম্পানীর নিকট তাহা দান করিতে পারেন না—অতএব মহেশগঞ্জের ভিতর দিয়া ব্রডগেজ নির্ম্মাণ করিতে গেলেও উক্তরূপ স্থানে স্থানে বাঁধ দেওয়ার একান্তই আবশ্যক হইয়া পড়িবে।

———

৬নং আপত্তি: মায়াপুরে রেললাইনের নিমিত্ত বাঁধ নির্ম্মাণ করিলে তাহাতে বৃষ্টির জল আবদ্ধ হইয়া নবদ্বীপ সহরে জলপ্লাবন হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

উত্তর:—এরূপ আপত্তি অতিরিক্ত দূরদর্শিতার পরিচায়ক বলিয়া মনে হয়। কিন্তু ইহা একান্তই কাল্পনিক আশঙ্কা মাত্র। বৃষ্টির জল যতই হউক না কেন ভাগীরথী ও জলঙ্গী নদীই তাহাকে বাহিয়া সমুদ্রে লইয়া যাইতে পারিবে, তজ্জন্য নবদ্বীপ সহরের ভিতর দিয়া তাহাকে সমুদ্রযাত্রার পথ খুঁজিতে হইবে না। বৃষ্টির জল যাহাতে কোথাও আবদ্ধ হইতে না পারে তজ্জন্য বাঁধের স্থানে

(অতঃপর ৭ম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
—পারমার্থিক পত্র—
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

৭ম বর্ষ | ৩ শ্রীধর | গৌরাব্দ ৪৪৯, ৩রা শ্রাবণ | বঙ্গাব্দ ১৩৪২, ১৯শে জুলাই ইং ১৯৩৫ | শুক্রবার | ১১৬৩তম সংখ্যা

শ্রীল সনাতন গোস্বামী

শ্রীচৈতন্যমঠে বিরহ-তিথি-পূজা
(২)

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভু ভক্তবৃন্দের নিকট বৃন্দাবন যাইবার অভিপ্রায় জানাইয়া নীলাচল হইতে গৌড়দেশে আগমন করেন এবং রামকেলিতে যাইয়া শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতনকে দর্শন দেন। তাঁহারা রাত্রিকালে আসিয়া মহাপ্রভুর উপদেশামৃত শ্রবণ করেন। শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গে বিষয়-বিরক্তি ও নিষ্কিঞ্চন হইয়া কৃষ্ণসেবায় আসক্তি হয়। মহাপ্রভু সে-বার বৃন্দাবন না যাইয়া পুরী ফিরিয়া যান; পরবর্ত্তী বৎসরে বৃন্দাবনে যান। সংবাদ লইয়া শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু মহাপ্রভুর উদ্দেশে যাত্রা করেন। তাঁহার সহিত তাঁহার অনুজ অনুপমও ছিলেন, এই অনুপমেরই তনয়রূপে আবির্ভূত আমাদের সিদ্ধান্তাচার্য্য শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু। প্রয়াগে দশাশ্বমেধঘাটে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভুর নিকট আদেশ-তত্ত্ব বিশেষরূপে বর্ণন করেন। তাহা "শ্রীরূপ-শিক্ষা" বা "শ্রীরূপানুগ্রহ" নামে পরিচিত। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য-লীলা ঊনবিংশ পরিচ্ছেদে ইহা সবিস্তার বর্ণিত আছে।

শ্রীরূপ প্রভু চলিয়া গেলে শ্রীসনাতন প্রভু, বাদসাহ কিছুতেই ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত নহেন বলিয়া রোগাক্রান্তির ভাণ করিয়া গৃহে অবস্থান পূর্ব্বক কয়েকজন পণ্ডিতসহ ভাগবত আলোচনা করিতে লাগিলেন। একদিন বাদসাহ আসিয়া তাহা দেখিতে পাইলেন এবং পুনরায় রাজকার্য্যে মনোনিবেশ করিবার জন্ত বহু অনুরোধ করিলেন, কিন্তু সনাতন প্রভু কিছুতেই স্বীকৃত হইলেন না। তখন বাদসাহ তাঁহাকে বন্দিশালায় প্রেরণ করিয়া উড়িষ্যা-জয়ের জন্য যাত্রা করেন। এদিকে সনাতন প্রভু কৃষ্ণসেবার অনুকূল সকলই অবস্থ স্বীকার্য্য চিন্তা করিয়া কারারক্ষককে ৭০০০ মুদ্রা উৎকোচ দিয়া রাত্রিকালে চলিয়া আসেন এবং গঙ্গা পার হইয়া মহাপ্রভুর পাদপদ্মাভিমুখে যাত্রা করেন। সঙ্গে ঈশান নামক একটী ভৃত্য ছিল।

সনাতন প্রভু নিষ্কিঞ্চন অবস্থায় চলিতেছিলেন, কিন্তু ঈশান গোপনে আটটী স্বর্ণ-মুদ্রা সঙ্গে রাখিয়াছিল। পথিমধ্যে উভয়ে পাতড়া-পর্ব্বতে উপস্থিত হইলে তথাকার ভৌমিক উভয়কে হত্যা করিয়া ঐ মুদ্রা কয়টি লইবার জন্য তাঁহাদিগকে আতিথ্য-গ্রহণার্থ আগ্রহ যত্ন করিতে লাগিল। তাহাতে সনাতনের মনে সন্দেহ হইল, তিনি ঈশানকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন তাহার নিকট স্বর্ণমুদ্রা আছে। ঈশান একটী গোপন করিয়া সাতটীর কথা বলিল। সনাতন প্রভু তাহা গ্রহণ করিয়া ভৌমিককে দিলেন এবং ভৌমিকের লোকদ্বারা পর্ব্বত পার হইয়া ঈশানকে বিদায় দিলেন এবং একাকীই চলিতে লাগিলেন। হাজিপুরে পৌঁছিলে ভগ্নীপতি রাজকর্ম্মচারী শ্রীকান্ত তাঁহাকে দেখিয়া এবং তাঁহার নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া তাঁহাকে গঙ্গা পার করিয়া দিলেন; এই সময় শ্রীকান্ত সনাতন প্রভুর নিতান্ত অনিচ্ছা-সত্ত্বেও তাঁহাকে একটি ভোট কম্বল দিলেন।

সনাতন প্রভু চলিতে চলিতে কাশীতে উপস্থিত হন এবং তথায় চন্দ্রশেখরের গৃহে মহাপ্রভুর পাদপদ্ম দর্শন পান। মহাপ্রভুর আদেশানুসারে বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া তপনমিশ্র-প্রদত্ত পুরাতন বস্ত্রদ্বারা কৌপীন ও বহির্ব্বাস নির্ম্মাণপূর্ব্বক পরিধান করেন এবং ভোটকম্বলটী বদল করিয়া গঙ্গাতীর হইতে একখানি ছেঁড়া কাঁথা গ্রহণপূর্ব্বক মহাপ্রভুর আনন্দ বিধান করেন।

"মহাপ্রভুর ভক্তগণের বৈরাগ্য প্রধান।
যাহা দেখি' প্রীত হন গৌর ভগবান্।"

কাশীতে শ্রীসনাতনের পরিপ্রশ্নের উত্তরে মহাপ্রভু তাঁহাকে 'জীবের স্বরূপ' 'কৃষ্ণ-শক্তি', কৃষ্ণের স্বরূপ-বিচারে ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবানের বিচার; স্বয়ংরূপ, তদেকাত্ম ও আবেশ—এগুলো 'বৈভব' ও 'প্রাভব'-বিলাসাদি-ক্রমে ভগবানের মূর্ত্তি-ভেদ সকলের বিচার বর্ণন করেন। অতঃপর পুরুষাবতারের মায়াতীতত্ব, মন্বন্তরাবতার, গুণাবতার, শক্ত্যাবেশাবতার ও বাল্য-পৌগণ্ড-বয়সভেদে লীলাসকল এবং কিশোর-লীলার নিত্যত্ব ব্যাখ্যা করেন। কৃষ্ণ-লোকতত্ত্ব, পরব্যোমতত্ত্ব, কারণাব্ধি-তত্ত্ব এবং মায়িক ব্রহ্মাণ্ডতত্ত্ব প্রভৃতি বর্ণন করিলেন। তৎপরে মহাপ্রভু অভিধেয় ও প্রয়োজনতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সর্ব্ব-শেষে 'আত্মারামাশ্চ মুনয়ঃ' শ্লোকের ৬১ প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই সকল বিষয় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্যলীলা ২০শ—২৪শ পরিচ্ছেদে বর্ণিত আছে।

নির্য্যাণ

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম সেবক শ্রীপাদ ব্রজেশ্বর দাস অধিকারী মহোদয় গত ২৭শে আষাঢ় (১৩৪২), ১২ই জুলাই (১৯৩৫) শুক্রবার শ্রীহরিবাসর-তিথিতে শ্রীনামকীর্ত্তন করিতে করিতে মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত [illegible] গৌড়ীয়মঠে সেবা-রাত্রি আনুষ্ঠানিক [illegible] ও ভক্তিকার সহিত [illegible] করিয়াছেন। এই সময়ে তাঁহার [illegible] অধিক হইয়াছিল। কিন্তু [illegible] তাঁহার সেবাকার্য্যে উৎসাহ অধিক ছিল।

বাল্যকাল [illegible] কোনপ্রকার [illegible] হইতে তাঁহার ভক্তি [illegible]। [illegible] শ্রী [illegible] কোন [illegible] বাস্তব-সত্যের বাণী শ্রবণ করিয়া তিনি মুগ্ধ হন এবং সর্ব্বতোভাবে ভগবৎসেবার জন্য গৃহ [illegible] পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্ম আশ্রয় করেন।

শ্রীগুরু-পাদপদ্ম-আশ্রয়ের পর হইতে তিনি তাঁহার [illegible] বিভিন্ন সেবাকার্য্যে নিযুক্ত হন। [illegible] শ্রীগৌড়ীয়-[illegible] সেবায় নিযুক্ত ছিলেন। এক কালে তিনি [illegible] ছিলেন। [illegible] শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে [illegible]। [illegible] পর [illegible] শ্রীধাম বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠের [illegible] করিয়াছেন। তৎপরে [illegible] তথাকার সেবাভার প্রাপ্ত হন। [illegible] হইলেও সেবাকার্য্যে উৎসাহ [illegible] যুবকের ন্যায়। "শ্রীগুরুচরণপদ্ম কেবল ভকতি-সদ্ম বন্দো মুঞি সাবধান মতে" শ্রীভগবান্ অপেক্ষা, যাহার প্রতি শ্রীগুরুদেবের অনুগ্রহ, তাহার কোথাও ভয় নাই" এই বিচার সেবকের হৃদয়ে সর্ব্বদা জাগরিত থাকে। এই বিচারপর হইয়া তিনি সর্ব্বাবস্থায় সেবাকার্য্য সুষ্ঠুরূপে সম্পাদন করিয়াছেন। গুরুসেবার ফলস্বরূপেই তিনি শ্রীহরিবাসরে হরিনাম করিতে করিতে নির্য্যাণ লাভ করিয়াছেন।

কৃষ্ণ আমার পালে, রাখে' জান সর্ব্বকাল। আত্মনিবেদন-দৈন্যে ঘুচাও জঞ্জাল।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৩ শ্রীধর [illegible] ৪৪৯

জগন্নাশ-কার্য্য

[illegible] সকল [illegible] কার্য্য, "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" [illegible] পৃথিবীর [illegible] জগতের বা জগদ্বাসীর ধ্বংসের দিকে অগ্রসর যে তাহার প্রকৃত কারণ, [illegible] এই শব্দের [illegible] শ্রীকৃষ্ণের [illegible] এতদ্দেশীয়গণের মতের অনুসরণ করিতে [illegible] এই অনুসরণের অন্তরায় যাহা, তাহার উল্লেখ করা।

জগতের উন্নতিকল্পে [illegible] এই স্থানে সজ্জনগণ দৈহিক [illegible] জগন্নাশ-কার্য্যের আলোচনা বিবেচনা করেন। তাঁহারা যাহা [illegible] পঞ্চমহাভূতের উপাদান [illegible] প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছি। তাহারা বোধ হয় লক্ষ্য করিয়াছেন [illegible] সমর্থ হন না; এই উদাহরণ [illegible] বলিবেন—[illegible] সৃষ্টি [illegible] সৃষ্টি করিয়াছেন, কেন সৃষ্টি করিলেন, সৃষ্টি-কার্য্য [illegible] আবার প্রলয়কালে [illegible] বা কেন করেন —এই সকল উত্তরের জ্ঞান আছে কি? জগদ্বাসী, বিশেষতঃ [illegible] কি মানবের [illegible]? তাহা হইলে [illegible] মানবের শ্রেষ্ঠত্ব কোথায়?

[illegible] অতীত। [illegible] আছে [illegible]। সুতরাং সৎকার্য্য বলিতে ভগবদ্ভক্তিকেই লক্ষ্য করা হয়। কারণ ভগবান্ নিত্য, তাঁহার সেবক নিত্য, সুতরাং তাঁহার সেবাও নিত্য। সত্যের প্রভাবেই অস্তিত্ব, অসত্যের প্রভাবে লয় হইয়া থাকে। সুতরাং নিজে সৎকার্য্য না করা জগন্নাশ-কার্য্য; কারণ মানব কিছু না করিয়া থাকিতে পারে না। সৎকার্য্য না করিলে অসৎকার্য্য করিয়া বসিবে। নিজে ত' সৎকার্য্য করিবে না, অপরের সৎকার্য্যেও বাধা দিবে—ইহা নিতান্ত হীন কার্য্য; ইহার ন্যায় জগন্নাশকর কার্য্য আর কিছুই হইতে পারে না।

ফল্গুবৈরাগ্য দ্বিতীয় প্রকার জগন্নাশ-কার্য্য। যে-সকল বস্তুদ্বারা ভগবৎসেবা করা যাইবে, তাহাদিগকে প্রাপঞ্চিক বস্তু জ্ঞানে পরিত্যাগের নাম ফল্গুবৈরাগ্য। কেবলমাত্র যাহারা ভগবৎসেবাকেই বুঝিতে না পারিয়া ফল্গুবৈরাগ্যের আশ্রয় করে। কেহ কেহ অলস উদ্দেশ্যের বশে, কেহ কেহ পারিবারিক অশান্তিতে, কেহ কেহ বা সংসার-নিন্দা লোভযোগী সম্প্রদায়ের অসাধুত্ব-নিবন্ধন ফল্গুবৈরাগ্যের আশ্রয় করিয়া থাকে। বৈরাগ্যের বেশ গ্রহণ করিলেই যে হরিপ্রাণ শান্ত-শিষ্ট ভাব ধারণ করিবে তাহা নহে। ঐসকল ফল্গুবৈরাগী সংগ্রহ করায় ইন্দ্রিয়-নিচয়ের তাড়নার দুর্নীতির আবাহন করিয়া জগন্নাশ কার্য্য করিয়া বসে। বিবেকের বেশ গ্রহণ করিয়া ঐ [illegible] এক অস্থির করে, আবার সমাজের ভয়ে তাহা চাপা দিবার জন্য অপ্রাকৃতিক জীবন-যাপনকর কার্য্যে লিপ্ত হইয়া থাকে। আউল, বাউল, কর্ত্তাভজা, নেড়া প্রভৃতি অপসম্প্রদায় বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক অকাল-[illegible]ক্রমে যে জীবন অস্থির কার্য্যের প্রশ্রয় দেয়, পরমার্থ-লাভ দূরের কথা, সাধারণ নৈতিক জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়া পশুবৎ জীবন-যাপন করিয়া থাকে।

এই অকালবৈরাগী-নিবারণের জন্য শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন যে, যাঁর যার অধিকারে যে যে অনুষ্ঠান নির্দ্দিষ্ট আছে সেই সেই আচার সেই সেই লোকের পক্ষে সদাচার; অধিকার বিচার না করিয়া অনধিকারগত আচার স্বীকার করিলে নিজের ও জগতের অমঙ্গল ঘটিয়া থাকে।

ঈশ্বর-বিদ্বেষগণ ঈশ্বর-সংস্থানের কোনও উপায় না করিতে পারিয়া বক ধার্ম্মিক সাজিয়া থাকে এবং ধর্ম্মের নামে নিজেদের অসৎ চিত্তবৃত্তি অনুযায়ী অসদাচরণ প্রবর্ত্তন করে। আউল, বাউল, কিশোরী ভজা প্রভৃতি অপসম্প্রদায়গুলি ধর্ম্মের নামে যে অনাচার বিস্তার করিয়াছে তাহা শ্রবণ করিলে কর্ণে অঙ্গুলি না দিয়া থাকা যায় না। ইহাতে জগতের যে সমূহ অনিষ্ট হইয়া থাকে তাহা বিজ্ঞমাত্রেই অনায়াসে বুঝিয়া লইতে পারেন।

অন্যায় যুদ্ধ ক্ষত্রিয়ের কাপুরুষতার পরিচয়। রক্তলোলুপতা ক্ষাত্র-ধর্ম্ম নহে; ভগবৎসেবার বিঘ্নকারী দস্যুগণের দমনের জন্য ন্যায়-যুদ্ধের বিধান শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ আছে। ব্রহ্মণ্যধর্ম্মের অধীনতায় কার্য্য করাই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম। ভগবৎসেবাই ব্রহ্মণ্য-ধর্ম্মের বিকাশ। কাল-প্রভাবে কলির আক্রমণে জগতের গতি পাপের প্রতি প্রধাবিত। ধর্ম্মাধর্ম্মের প্রতি উদাসীন হইয়া স্ব-স্ব-বিক্রম-প্রদর্শনার্থ পাশ্চাত্য পণ্ডিতমণ্ডলী বিজ্ঞানবলে কিম্ভূতকিমাকার-জ্ঞানশূন্য উন্মত্ত অজ্ঞানের ন্যায় বিগত ইউরোপীয় মহাসমরে যে পৈশাচিক নরমেধযজ্ঞ করিয়াছেন, তাহাতে কলির প্রভাব ও অন্যায়-যুদ্ধের ফলে জগন্নাশ-কার্য্যের প্রকৃষ্ট উদাহরণ পাওয়া যায়।

ভগবৎসেবায় বিরত থাকিলে ইন্দ্রিয়-গণের বিদ্রোহ আপনি জাগিয়া যায়। এই উপায়ের প্রতি উদাসীন থাকিয়া তাহাদের নিগ্রহার্থ প্রাণায়ামাদি যে কৃত্রিম যোগ-পদ্ধতি দৃষ্ট হয় তাহাও অন্যায় যুদ্ধেরই পরিণতি। যোগসিদ্ধগণ অস্বাভাবিক অত্যাচার করিয়া বিশেষ অমঙ্গল সাধন করিয়া থাকে। তাহা অনেক সময় মানবকে [illegible] করিয়া থাকে।

অর্থ, ক্ষমতা, সময়, সামগ্রী [illegible] ব্যবহার করাই বিধেয়। অন্যায়রূপে ব্যয় করিলে অপচয়-রূপ পাপ করা হইয়া থাকে। ঐসকল ভগবৎসেবায় নিযুক্ত হইলেই তাহাদের পূর্ণ সার্থকতা; তাহাতে জগতের উন্নতি হইয়া থাকে। [illegible] ঐসকলের অসদ্ব্যবহার-জন্য কি-প্রকার বৈষম্য-সমস্যা উপস্থিত হয় এবং তাহাদের দ্বারা জগতের কি প্রকার জীবন অনিষ্ট হইয়া থাকে তাহার উদাহরণ প্রত্যহ শত শত পাওয়া যায়। অবশ্য ইহাও কলিরই প্রভাব ব্যতীত আর অন্য কিছুই নহে।

কলির প্রভাব যখন পূর্ণতা লাভ করে তখন চাতুর্ব্বর্ণ্য অন্তর্হিত হওয়ায় জগৎ প্রলয়ে বিনষ্ট হয়। কলিই জগন্নাশের মূল। জগন্নাথের সেবাদ্বারা নিত্য জগতের অধিবাসী হওয়া যায়। যাঁহারা জগন্নাশ-নিবারণে সচেষ্ট থাকেন, তাঁহাদের প্রধান কর্ত্তব্য, জগন্নাথের সেবায় আত্মনিয়োগ-পূর্ব্বক অপরকেও তৎপ্রতি আকর্ষণ। তাঁহাদের সর্ব্বদাই স্মরণ রাখা উচিত —

"জগতের পিতা কৃষ্ণ যে না ভজে বাপ।
পিতৃদ্রোহী পাতকীর জন্মে জন্মে তাপ॥"

বস্তুতঃ যাঁহা হইতে চেতন জৈব-জগৎ ও অচেতন জড়-জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে সেই জগন্নাথের সেবা ব্যতীত নিত্য-জগতের অধিবাসী হইবার উপায় আর কি থাকিতে পারে?

কর্ম্মতত্ত্ব

(শ্রীপাদ সুদর্শন সনাতন ভক্তিশাস্ত্রী)

শ্রীমদ্ভাগবতে সৃষ্টিতত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে—

কালং কর্ম্ম স্বভাবঞ্চ মায়েশো মায়য়া স্বয়া।
আত্মন্ যদৃচ্ছয়া প্রাপ্তং বিবুভূষুরুপাদদে॥

মায়াধীশ ভগবানের মায়াতে সিসৃক্ষা সমুদিত হইয়াছে। প্রলয়ের অবসান ও সৃজনের কাল উহাই। বিমুখ জীব-লোকের কর্ম্মোপাদান—স্বভাব বা প্রকৃতি আর জীবের সঞ্চিত কর্ম্মরূপ অদৃষ্ট।

সৃষ্টিকালে প্রকৃতির পরিণামে ও জীবের অদৃষ্টাবলম্বনে বিমুখ জৈবজগৎ রচিত হয়। সুতরাং এই জগৎ বৈষম্যময়। জীবের অদৃষ্টরূপ সঞ্চিত কর্ম্ম বৈচিত্র্যই ইহার বৈষম্যের কারণ। যাঁহারা কর্ম্মাদৃষ্ট অথবা কর্ম্মফল স্বীকার করেন না তাঁহারা এই জগৎ-বৈষম্যের সমাধানে অক্ষম। শাস্ত্র-মতানুসারে সৃষ্টি অনাদি সুতরাং কর্ম্মও অনাদি এবং জীব প্রবাহ ও অনাদি।

সূক্ষ্ম ও স্থূলভেদে জীবের শরীর দ্বিবিধ। সূক্ষ্ম শরীরই মানবের মানসক্ষেত্র আর পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়-সমন্বিত বাহ্যদেহই স্থূলশরীর। মানসক্ষেত্রের দুইটী প্রধান বিভাগ—মন ও বুদ্ধি। যাবতীয় বাসনা কামনা মনের ধর্ম্ম আর ভাবনা বা বিচার-বিশ্লেষণ বুদ্ধির বিষয়। বাহ্যেন্দ্রিয় দ্বারা আমাদের কর্ম্মচেষ্টা প্রকাশিত হয়। সুতরাং কর্ম্ম বলিতে আমরা বুঝি এই ত্রিবিধ ক্রিয়া—বাসনা, ভাবনা ও প্রয়াস—মন, বুদ্ধি ও দেহের সমগ্র প্রচেষ্টা।

জীবনে আমরা প্রতিনিয়তই কর্ম্ম করি। বাসনার স্রোত বহিতে থাকে আমাদের মনে। বুদ্ধি বিচার করে—গ্রহণীয় অথবা বর্জ্জনীয়। অনুকূল কামনাগুলি সকল ভাবনার প্রেরণা আসে আমাদের কর্ম্মচেষ্টার মধ্য দিয়া।

কর্ম্মত্যাগ ক্ষণমাত্রও সম্ভব নহে। প্রাকৃত গুণের তাড়নায় অবশভাবে মানব কর্ম্মে নিয়োজিত থাকে।

ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু
তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ
প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ॥

প্রাকৃত-দেহধারী মানবমাত্রেই অনুক্ষণ কর্ম্ম করিতে বাধ্য। কর্ম্মের ফল দ্বিবিধ—শুভ ও অশুভ। এই উভয়বিধ ফলই নশ্বর ও অনিত্য। সদসৎ-ভেদে কর্ম্মেরও দুইটি বিভাগ আছে। সৎকর্ম্মের ফল শুভজনক। অসৎকর্ম্মের ফল অশুভ। সৎকর্ম্মের দ্বারা মানব স্বকীয় ও পরকীয় লৌকিক বা আর্থিক মঙ্গল সাধন করিতে পারে। আর অসৎকর্ম্মের দ্বারা নিজের ও পরের অমঙ্গল সাধিত হইয়া থাকে। এখন দেখা যাইতেছে, মানব জীব কর্ম্মপ্রভাবে নিজের ও জগতের

মায়াকে পিছনে রাখি' কৃষ্ণপানে চায়। ভজিতে ভজিতে কৃষ্ণপাদপদ্ম পায়॥

ইন্দ্রিয় সাধন করিতে সমর্থ। তাই সৎ-অসৎ-সঙ্গের প্রভাব জীবনগঠনের প্রধান উপাদানরূপে গৃহীত হয়। অসৎ ও সৎ বাল্যজীবনের সংস্কাররূপে ও পরবর্তী কর্মফল অদৃষ্টরূপে ভবিষ্যতের স্রষ্টা—বর্তমানের নিয়ন্তা।

অসৎ কর্ম বর্জনীয় এবং সৎকর্ম অনুসরণীয়। বর্তমান জীবনে আমরা যে সকল কর্ম করি তাহার নাম ক্রিয়মাণ কর্ম আর পূর্ব-জন্মার্জিত সঞ্চিত কর্মের অংশবিশেষ যাহা বর্তমান জীবনে অবশ্য ভোগ্য তাহাই প্রাক্তন বা প্রারব্ধ।

জন্ম জন্মান্তরীণ কর্মের সমষ্টি সঞ্চিত—আমাদের বর্তমান জীবনের সঙ্গে যাহা সংযুক্ত; আর সমস্ত সঞ্চিত—ফলোন্মুখ প্রারব্ধভোগবিধায়ক বিভিন্ন সঞ্চিতের বিচিত্র সমাবেশ।

বর্তমান জীবনের যে সমস্ত চেষ্টা—তাহাই হলো আমাদের ক্রিয়মাণ কর্ম। এই চেষ্টাই পুরুষকার। পুরুষকারের প্রাবল্যে আমাদের জীবনের বহুগুণ সংস্কারের গতি অথবা প্রারব্ধের বিরতি পরিবর্তিত হইতে পারে।

সাবিত্রীর প্রারব্ধ ছিল বৈধব্য। কিন্তু উৎকট তপস্যার ফলে বৈধব্য-বিধান নিবারিত হইয়াছিল। সুতরাং সংস্কার মনোবৃত্তি ও প্রারব্ধ কর্মফল বর্তমানজীবনের প্রকৃত পুরুষকারবলে পরিবর্তনযোগ্য। কিন্তু কোন কিছু অদৃষ্ট অথবা অকারণের বশ হয় না।

"ভুক্তানুভুক্ত ব্যবস্থা বিনা কোথায় ত্বকুঃ" ইহাই ধর্মশাস্ত্রের নির্দেশ। কর্মের শুভ ও অশুভ ফল সুখ ও দুঃখ অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং সুখ ও দুঃখ অবশ্যভোগ্য। জন্ম-জীবনে দুঃখ-দৈন্য অপরিহার্য; মানব তাই কর্মের অবসান ঘটাইতে চাহে। ভগবদ্‌ভক্ত বা ভগবানের স্বাভাবিক প্রচেষ্টা। ভগবদ্ভজন ও ভগবদ্‌ভক্ত কৃপা-বুদ্ধির একমাত্র উপায়।

"দীনেরে অধিক দয়া করেন ভগবান্"

[শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী]

কোন দাতা যদি কোনও ধনাঢ্য ব্যক্তিকে প্রচুর অর্থদান করেন, তাহা হইলে আমরা কেহই এই দানের প্রশংসা করিতে পারি না; কিন্তু ঐ দাতা ঐরূপ ধনাঢ্যকে প্রচুর অর্থদান না করিয়া যদি কোন ক্ষুধাপীড়িত উদরান্ন-সংস্থান-সামর্থ্যহীন ব্যক্তিকে তদপেক্ষা স্বল্পার্থ দান করেন, তাহা হইলেও সুধীসমাজ তাঁহার (ঐ দাতার) সেই সুবিবেচনার প্রশংসা না করিয়া পারেন না।

শ্রীভগবান্ অদোষদর্শী। তাঁহার ন্যায় দাতা কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। বিশেষতঃ তিনি দানের দেশ, কাল, পাত্র প্রভৃতি বিশেষ বিবেচনাপূর্বক দান করেন বলিয়াই তাঁহার দানের মাহাত্ম্য সকলেই কীর্তন করেন। তাঁহার দান হইতে বঞ্চিত অথবা উদারপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ অর্থাৎ কি জীবমাত্রেই তাঁহার দানের প্রশংসা করেন এবং তাঁহার দয়া হইতে চিরবঞ্চিত বা ত্যক্তগণও তাঁহাকে 'কৃপাময়' 'করুণাসিন্ধু' 'দীনবন্ধু' 'দয়াল' প্রভৃতি বিশেষণে বিশেষিত করেন। সুতরাং দানের পূর্বে কাহাকে দান করিব, কোথায় দিলে কখনই বা উহা অনুষ্ঠিত হবে প্রকৃত বিষয় বিবেচিত হওয়া দরকার। শ্রীভগবান্ গীতায় নিজমুখে এ সম্বন্ধে সুন্দর ব্যবস্থা দিয়াছেন—

"দাতব্যমিতি যদ্দানং দীয়তেঽনুপকারিণে।
দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্॥"

—গীতাশাস্ত্রের উল্লিখিত শ্লোক হইতে বোধগম্য হয় দেশ, কাল ও পাত্র বিচারপূর্বক দানই প্রকৃত দান বা সাত্ত্বিক দান। পাত্র-বিবেচনায় দাতা—অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি বিবেচিত হয়। যাহার অভাব নাই এরূপ ব্যক্তিকে দান করিলে ঐ দানের মধ্যে কিছু স্বকীয় স্বার্থসিদ্ধির দুরাশা লুপ্ত আছে বুঝা যায়।

নিষ্কিঞ্চন ব্যতীত আমরা সকলেই অভাবগ্রস্ত। শ্রীভগবানও আমাদিগকে অভাবগ্রস্ত দেখিয়া তাঁহার দয়ার অক্ষয় ভাণ্ডার খুলিয়া উন্মুক্ত রাখেন। তাঁহার দানগ্রহণে কাহারও বাধা নাই, জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে তাঁহারা কৃপাভাণ্ডারের অধিকার লাভে সমর্থ, সেখানে জীবমাত্রেরই অবারিত দ্বার। জীবমাত্রেই অর্থের কাঙ্গাল। কিন্তু অনেকে আবার ধনাদিরূপ অর্থাদির কিঞ্চিৎ লাভে সমর্থ হইয়া ধরাকে সরাজ্ঞান করতঃ নিজেকে ধনী, আঢ্য, সুখী সন্তুষ্ট মনে করে। ভগবানের সদা এরূপ অভিমানী ব্যক্তির প্রতি কখনই দয়া হয় না; বরঞ্চ যে দরিদ্র হইলেও অভিমানমদে আরোহণপূর্বক অপরকে হীনজ্ঞান করার অপরাধের শাস্তিস্বরূপ শ্রীভগবান্ স্বীয় কৃপাদান হইতে উহাকে বঞ্চিত রাখেন। বিমুখমোহিনী মায়ার আচ্ছাদনপ্রভাব; সুতরাং সেও ভগবদিচ্ছায় উহাকে এরূপভাবে মোহিত রাখে যে সে ভগবদ্দান হইতে বঞ্চিত হইয়াও নিজেকে অসুখী বা বঞ্চিত মনে করে না। ইহাই অঘটনঘটনপটীয়সী মায়ার দুরতিক্রমণীয় প্রভাবের বৈশিষ্ট্য।

ভগবান্ দীনজন-নাথ। তিনি যাহার হৃদয়ে দীনতার প্রাচুর্য লক্ষ্য করেন, তাহার প্রতিই তাঁহার করুণা অজস্রধারায় পরিস্রুত হয়। সুদামা বিপ্র, বিদুর প্রভৃতি দীনতা-সম্পন্ন ভক্তগণই তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণস্থল। কোনও কৃপাপ্রাপ্ত বৈষ্ণবসম্প্রদায় গাহিয়াছেন—

"দীনেরে অধিক দয়া করেন ভগবান্।
পণ্ডিত, কুলীন, ধনীর বড় অভিমান॥"

ভগবৎকৃপালাভের ইহা এক পরম সুবর্ণসুযোগ। যিনি নিজেকে যত দীন, নিঃস্ব, সর্বহারা কাঙ্গাল মনে করতঃ কৃষ্ণের দ্বারে প্রার্থী হইতে পারিবেন তিনিই কৃষ্ণের তত অধিক কৃপাদানলাভের অধিকারী হইবেন। পরন্তু যিনি কৃষ্ণকৃপালাভের জন্য নিজের যাহা কিছু সম্পদ আছে সমস্তই অপরকে বিলাইয়া দিয়া বা ভগবান্‌কে দিয়া একেবারে পথের ভিখারী সাজেন এবং তদুপরি অন্নের সংস্থানের উপায় নিজের উপর না রাখিয়া সম্পূর্ণভাবে কৃষ্ণের প্রতি নির্ভর করিবেন এবং "কৃষ্ণ আমায় নিশ্চয়ই পালন করিবেন" এইরূপ দৃঢ়ধারণা হৃদয়ে পোষণ করিবেন, তিনি নিশ্চয়ই কৃষ্ণের কৃপাদান হইতে বঞ্চিত হইবেন না। তবে দৈন্যধারণ একান্ত আবশ্যক; কারণ কৃষ্ণ অনেক সময় দীনতার প্রকৃতত্ব সম্বন্ধে পরীক্ষাগ্রহণ করেন। যিনি প্রকৃত দীন তিনি সমস্ত পরীক্ষা উপস্থিত হইলেও অবিচলিত থাকেন। তাঁহার হৃদয়ের দীনতা ও শ্রীকৃষ্ণের কৃপাদানগ্রহণের বলবতী স্পৃহা তাহাতে আরও দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হয়। যেহেতু তাঁহার সম্বল বলিতে একমাত্র কৃষ্ণব্যতীত আর কিছুই নাই। তাই কৃষ্ণের কৃপাদান-প্রাপ্ত কোনও ধনী দরিদ্র জীবগণকে উপদেশ করিয়াছেন—

"কৃষ্ণ আমায় পালে রাখে জান সর্বকাল
আত্মনিবেদন দৈন্যে ঘুচাও জঞ্জাল॥"

"দীনেরে অধিক দয়া করেন ভগবান্"—এই বাক্যের সার্থকতা আমরা ভগবানের নিজলীলার ঘটনাচিত্রে দেখিতে পাইব। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের প্রাক্কালে কৃষ্ণ পাণ্ডবপক্ষ অথবা কুরুপক্ষাবলম্বন করিবেন তাহা নির্দ্ধারণার্থ তিনি অর্জ্জুন ও দুর্যোধনকে বলিলেন—"আগামী কল্য আপনাদের মধ্যে যিনি আমার নিকট অগ্রে উপস্থিত হইবেন এবং যাঁহার সহিত আমার প্রথম সাক্ষাৎ হইবে আমি তাঁহারই পক্ষ অবলম্বন করিব" এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় ভবনে প্রত্যাগমন করিলেন। কিন্তু চক্রধারীর চক্র বুঝিবে কে? তিনি ঐ দিবস রাত্রিতে শয়নকালে একটী দিব্য কনকাসন স্বীয় শিরঃপ্রদেশে সুসজ্জিত রাখিলেন এবং পদপ্রদেশে একটী সামান্য কিছু বিছাইয়া দিলেন। অতি প্রত্যুষকালে ধন-জন-মদ-গর্বিত দুর্যোধন শ্রীকৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হইয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন—আমি অগ্রে আসিয়াছি সুতরাং কৃষ্ণ আমার পক্ষই অবলম্বন করিবেন এবং এ স্থলেও দেখিতেছি শ্রীকৃষ্ণ আমাকে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন, আমার জন্য তিনি এই কনকাসনটী সুসজ্জিত রাখিয়াছেন; আমি রাজা সুতরাং আমার যথাযোগ্য সম্মান তিনি কেন না করিবেন? বিশেষতঃ শ্রীকৃষ্ণ নিদ্রোত্থিত হইলে আমাকেই প্রথম দেখিতে পাইবেন; যেহেতু আমি শিয়রের সম্মুখ-সন্নিধানে অবস্থিত রহিয়াছি— এইরূপ চিন্তা করতঃ অভিমানী দুর্যোধন কনকাসনটীতে উপবেশন করিয়া কৃষ্ণের নিদ্রাভঙ্গকাল প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। এদিকে শ্রীঅর্জ্জুনও কৃষ্ণচরণ হৃদয়ে একান্তভাবে চিন্তা করিতে করিতে কৃষ্ণভবনে উপস্থিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ পাদমূলে স্থিত আসনটীতে উপবেশনপূর্বক কৃষ্ণের জাগরণকাল প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুনের আগমনের পরেই শ্রীকৃষ্ণ নিদ্রা হইতে উত্থিত হইলেন এবং নিদ্রা হইতে উঠিয়া প্রথমে সম্মুখেই অর্জ্জুনকে উপবিষ্ট দেখিতে পাইলেন, যেহেতু অর্জ্জুন পাদমূলে উপবিষ্ট ছিলেন। দুর্যোধনের সকল আশায় ছাই পড়িল। অভিমানী দুর্যোধন মনে করিয়াছিল "যেহেতু সে শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখেই আছে সুতরাং তাহার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের দৃষ্টি আগে পতিত হইবে, কিন্তু কার্যতঃ তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত হইল। শ্রীকৃষ্ণ দৈন্য বুঝিয়া পবিত্র হৃদয়ে স্বীয় আসন পাতিলেন। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণকৃপা পাইতে হইলে আমাদিগকে সতত দৈন্যাবলম্বন করতঃ কৃষ্ণপাদপদ্মে কৃপাভিক্ষা করিতে হইবে।

নবদ্বীপ-পঞ্জিকা

—:০:—

অদ্য হইতে ৩ দিনের

৩ শ্রীধর, ৭ শ্রাবণ, ২৩ জুলাই, শুক্র, তিথি সঙ্কটনাশী কৃষ্ণচতুর্থী, দণ্ড ২১।৩০, শতভিষা নক্ষত্র দণ্ড ১১।৩১, সৌভাগ্য-যোগ দণ্ড ১।১২ ববকরণ।

৪ শ্রীধর ৮ শ্রাবণ ২৪ জুলাই শনিবার কৃষ্ণপঞ্চমী দণ্ড ৫১।৩৯ পূর্বভাদ্রপদ নক্ষত্র দণ্ড ১৩।৫০ শোভনযোগ দণ্ড ২০।১২ কৌলবকরণ শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামিপ্রভুর তিরোভাব।

৫ শ্রীধর ৯ শ্রাবণ ২৫ জুলাই রবি মধ্যবাসরে কৃষ্ণষষ্ঠী দণ্ড ৯।২৬ উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্র দণ্ড ৯।১৬ অতিগণ্ডযোগ দণ্ড ৭।১১ গরকরণ দণ্ড ১০।২৬ বণিজকরণ দণ্ড ৩১।১৬ পরে বিষ্টিকরণ

শুদ্ধভক্তি মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ

(আকর-মঠরাজ)

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ গজ উত্তর-পূর্বে শ্রীব্রজপত্তনে মঠাগারস্থ শ্রীগুরু-সেবক-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ বিরাজমান। এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, পরাবিদ্যাপীঠ বা সাত্বতজনপদী। এই মঠ-স্থানে শ্রীভক্তিবিনোদ বাগ্মিপাদ ও বাক্সিদ্ধ বিদ্বৎসমূহের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্যবৃন্দের উপাস্য বিগ্রহের প্রত্যহ নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠ হইতে পারমার্থিক দৈনিকপত্র 'নদীয়া-প্রকাশ', সাত্বত সম্প্রদায়ে অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থাদি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতি বৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীসহ কীর্ত্তন-প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত শুদ্ধভক্তি-ধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই শুদ্ধভক্ত্যাগারে শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দজীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, কীর্ত্তন, সপ্রমাণ-চতুর্দ্দশভুবন, শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি নানা ভক্তিগ্রন্থের সম্যক আলোচনা হয়। এই মঠ হইতে বঙ্গদেশীয় সমগ্র হরিকথা-প্রচার, নগরসংকীর্ত্তন, বক্তৃতা, ব্যাখ্যা ও সঙ্কীর্ত্তন-যাত্রা-মহোৎসবাদি ভক্তাঙ্গের অনুষ্ঠান হয়। রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-স্থান মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীশচীমাতা ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া সহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীপাদপদ্মের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী সেবাকোবিদ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী এখানে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান, রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ দাসাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—গোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

(৭) কাজীর সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক।

(৮) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও রাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান দাস ব্রহ্মচারী।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্র নাথ দাসাধিকারী।

(১০) মোদদ্রুম-ছত্র "গৌড়ের নৈমিষ"

মাউগাছি, পোঃ জান্নগর, (বর্দ্ধমান)।

শ্রীবাসানন্দার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান। শ্রীগৌরনিত্যানন্দের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবঙ্কুবিহারী ব্রজবাসী, ভাক্তভূষণ।

(১১) ভেক্তিয়া কুঞ্জকানন

শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী.

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীনরোত্তমানন্দ ব্রহ্মচারী

(১২) কুঞ্জকুটীর—পোঃ কৃষ্ণনগর,

নদীয়া। রক্ষক—শ্রীঅমৃতানন্দ অধিকারী

(১৩) ভাগবত-আসন—পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

এই স্থান হইতে ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচারিত হয়। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভাক্তশাস্ত্রী।

(১৪) একায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ রানাঘাট, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য গোস্বামী ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৫) মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঁচরাপাড়া, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরসিকানন্দ ব্রজবাসী।

(১৬) মাধ্বগৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, পোঃ ঢাকা

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীপাদ কুঞ্জবানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ।

(১৭) গোপালজীউমঠ—কমলাপুর, (ঢাকা)

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান। রক্ষক—শ্রীরাধালদাস ব্রজবাসী.

(১৮) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)।

এখানে শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(১৯) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীসুন্দর ভাক্তশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২০) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাসু, (ত্রিপুরা)

এখানে মহাপ্রভুর শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(২১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীচৈতন্য দাসাধিকারী.

(২২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ভুবনেশ্বরডাঙ্গা, পোঃ চিত্রকূটা, (বাঁকুড়া)

এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী।

(২৩) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে গুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজগবান্‌দাস ব্রজবাসী ভক্তিরত্ন।

(২৪) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী।

(২৫) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশপাড়া, পোঃ বক্সীবাজার, (কটক)

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদবিহারী জীউর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর

(২৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ কুমারের পুরী,

শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ গান্ধর্বিকাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন।

(২৭) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপুরী, পোঃ পুরী টাউন।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীউর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগদাধর অধিকারী

(২৮) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলবরনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগোপীনাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী দাসাধিকারী।

(২৯) রায়রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভূর, জেলা গোদাবরী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। মহারক্ষক—শ্রীনবীনচন্দ্র দাসাধিকারী ভাক্তলোচন।

(৩০) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪২নং কালীপুরা, বেনারস সিটি

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকাগিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীনন্দীশ্বর ব্রহ্মচারী।

(৩১) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ যোতী

(৩২) পরমহংস মঠ.

পোঃ নিমসার, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও গৌর-বিনোদ-বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীসত্যনারায়ণ দাসাধিকারী।

(৩৩) কৃষ্ণচৈতন্য মঠ

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

এখানে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিত্য-সেবা হয়। রক্ষক—শ্রীজীবন ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠ

বঙ্গালঘাট মথুরা

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ

(৩৫) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ—শ্রীরাধাকুণ্ড

রক্ষক—শ্রীরাধারমণচরণদাস ব্রহ্মচারী

(৩৬) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৩৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ

সেবগাছী, পোঃ গোঁড়োল, জেলা গুর্দাসপুর (পাঞ্জাব) রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৩৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪০নং রহমান রোড, নিউ দিল্লী।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্বিকাগিরিধরের সেবা।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ

(৩৯) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল।

এখানে গৌরবিনোদজীউর সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীনন্দীগোপাল অধিকারী।

(৪০) সারস্বত-গৌড়ীয় মঠ

মাদ্রাজ সাউথ্যাম্পটন, রোড, মি

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ পিরি

(৪১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ রয়াপেট্টা মাদ্রাজ।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্বিকাগিরিধারীর সেবা।

রক্ষক—শ্রীপাদ হরিহরানন্দ ভাক্তবিলাস

(৪২) বোম্বে-গৌড়ীয়-মঠ কার্য্যালয়

গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, ডোটানি লজ্, বাংলো নং ১, বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীসুপেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মা মজুমদার।

(৪৩) অমরাসি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমরাসি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বর দাস অধিকারী

(৪৪) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী

(৪৫) পাটনা গৌড়ীয় মঠ

২০০ মিঠাপুর, পাটনা।

রক্ষক—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী কাব্যভূষণ

(৪৬) গয়া গৌড়ীয় মঠ

মিল হাউস, চার্চ রোড, গয়া

রক্ষক—উপদেশক শ্রীসর্ব্বেশ্বর বাগচন্দ্র

(৪৭) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠ বালেশ্বর

রক্ষক—শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয়

৩ ষ্টাৰ হাউস, কনওয়াল গার্ডেন্স, এস-ডব্লু ৭, লণ্ডন

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন

(৪৯) বার্লিন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

Berlin W. 30

Eisenacher strasse 20 I.

(৫০) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

৩১০ নং ডালহাউসী ষ্ট্রীট রেঙ্গুন

স্থানে আবশ্যক হইলে সেতু নির্ম্মাণ করিয়া দেওয়া হইবে।

৭নং আপত্তি :- মায়াপুর প্রাচীন স্থান কি না?

উত্তর—গবর্ণমেণ্টের রেকর্ডসমূহ, ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সমস্ত দলিল পত্র এবং পুরাতন সমস্ত ম্যাপ ও দলিল পত্রাদি দেখিলে শ্রীমায়াপুরই প্রাচীন নবদ্বীপের শিক্ষাকেন্দ্র বলিয়া প্রমাণিত হইয়া থাকে। বৈষ্ণবশাস্ত্র এবং অন্যান্য পুরাতন গ্রন্থসমূহ শ্রীমায়াপুরকেই প্রাচীন নবদ্বীপের শিক্ষার প্রধান কেন্দ্র এবং শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের জন্মস্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করে। স্বর্গীয় রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বর্গীয় মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যারত্ন, শ্রীযুক্ত প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্য বিদ্যামহার্ণব, রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ, অধ্যাপক নিশিকান্ত সান্যাল, ডাঃ সচ্চিদানন্দ দাস এম্ এ পি এইচ-ডি প্রত্নতত্ত্ববিশারদ প্রভৃতি প্রত্নতত্ত্ববিদগণ শ্রীমায়াপুরকে শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের জন্মস্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহা শুধু প্রত্নতত্ত্ববিদগণের অভিমত, অথচ উপস্থিত ব্যাপারের সঙ্গে ইহার কোনও সংস্রব নাই।

দেশবাসী শ্রীমায়াপুরকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিয়া থাকেন এবং প্রতি বৎসর ভারতের সকল বিশেষতঃ উত্তর এবং পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের বহু ধর্ম্মপ্রাণ যাত্রী হৃদয়ে সুগভীর ধর্ম্মভাব লইয়া এখানে আসিয়া থাকেন। এই সকল অসংখ্য ব্যক্তিগণের গমনের সুবিধার জন্যই এখানে রেলের বিশেষ প্রয়োজন।

৮নং আপত্তি :— নবদ্বীপে বর্ত্তমানে যে জোর করিয়া ট্যাক্স আদায় করা হইতেছে, প্রস্তাবিত রেলপথটি হইলে শ্রীমায়াপুরেও তাহাই হইবে।

উত্তর - ঈর্ষাপরবশ হইয়াই এইপ্রকার কথা উঠিতে পারে ইহা ছাড়া উহার অন্য কোনও কারণ নাই। বাস্তবিক পক্ষে শ্রীমায়াপুর-দর্শনে যে অসংখ্য যাত্রী আসেন, তাঁহাদের মধ্যে অন্ততঃ একজনও জোর করিয়া কোন প্রকার ট্যাক্স শ্রীমায়াপুরে গ্রহণ করা হয় বলিয়া বলিতে পারিবেন না। ইহা ঈর্ষামূলক উক্তি এবং ইহার সঙ্গে বর্ত্তমান ব্যাপারের কোনও সম্পর্ক নাই।

৯নং আপত্তি :— শ্রীমায়াপুর দিয়া রেল পথ হইলে যাত্রিগণ নবদ্বীপে আসিবেন না এবং তাহার ফলে পুরাতন শিক্ষার কেন্দ্র ধ্বংস হইয়া যাইবে।

উত্তর—ইহা অত্যন্ত কাল্পনিক ও অসত্য বলা যায়। মহেশগঞ্জ বা শ্রীমায়াপুর যেখান দিয়াই রেলপথ আসুক না কেন, তাহা নবদ্বীপের সহরের অপর দিকে ভাগীরথীর তীর পর্য্যন্ত আসিবেই; সুতরাং শ্রীমায়াপুর দিয়া প্রস্তাবিত রেল লাইন চলিলে নবদ্বীপবাসীদের কোন ক্ষতি হইবে না: ইহা নবদ্বীপবাসীগণ একটু নিরপেক্ষভাবে চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারিবেন। বর্ত্তমানেও যে সব যাত্রী শ্রীমায়াপুর আসেন, তাঁহারা পুরাতন সমৃদ্ধশালী নবদ্বীপ সহরে তীর্থস্থানে ছই মাইলের অধিক ও তিন ক্রোশ গমন করিয়া থাকেন। আবার ই আই আর লাইনে আগত যাত্রিগণও নবদ্বীপ হইতে দলবদ্ধ শ্রীমায়াপুরে আসিয়া থাকেন। বস্তুতঃ এই নিকটবর্ত্তী দুইটী তীর্থস্থানই যাত্রিগণ দর্শন করিয়া থাকেন; কোনটিই বাদ দেন না। প্রস্তাবিত ব্রডগেজ রেল লাইনটি হইলে যাত্রিগণের শ্রীমায়াপুর ও নবদ্বীপে যাতায়াতের খুব সুবিধা হইবে এবং আরও অধিক সংখ্যক যাত্রী শ্রীমায়াপুর ও নবদ্বীপে আসিয়া বর্ত্তমান সহর নবদ্বীপকে আরও সমৃদ্ধশালী ও উন্নত করিয়া তুলিবে।

বাজার,বাসস্থান প্রভৃতি নবদ্বীপ সহরে থাকায় ভদ্র সহস্র সহস্র সমস্ত যাত্রীই নবদ্বীপে বাস করিবেন। সকল যাত্রীকেই নবদ্বীপ যাইতে হইবে সুতরাং নবদ্বীপে যাত্রীর সংখ্যা ক্রেতার সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া নবদ্বীপ আরও সমৃদ্ধশালী হইয়া উঠিবে।

যদিও শ্রীমায়াপুর শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের জন্মস্থান ও প্রাচীন নবদ্বীপ সহরের অবস্থান বলিয়া সঠিক নিদ্ধারিত হইয়াছে তথাপি বর্ত্তমান নবদ্বীপ সহর শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের নামের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকায় বিগত দুই শতাব্দী ধরিয়া লোকের মনে নবদ্বীপের প্রতি তীর্থজ্ঞানে এমন গভীর শ্রদ্ধার ভাব আছে যে, নবদ্বীপ সহরের সঙ্গে রেলওয়ে লাইন সংযুক্ত না থাকিলেও যাত্রিগণ শ্রদ্ধার বশবর্ত্তী হইয়া তথায় যাইয়াই থাকিবেন। বিশেষতঃ যেমন হাওড়া ষ্টেশন কলিকাতার বিশেষ সমৃদ্ধি করিয়াছে, তেমনি শ্রীমায়াপুর ষ্টেশনও নবদ্বীপের অবস্থা আরও উন্নতি করিয়া নবদ্বীপকে আরও প্রাধান্য দান করিবে।

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠ মহোদয়ের

কেশলাবণ্য তৈল

সর্ব্ববিধ শিরোরোগের অব্যর্থ মহৌষধ।

[illegible]

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত ফাউণ্টেনপেন-ইঙ্ক-প্রস্তুতকারক জে. বি. দত্ত এণ্ড কোং এর

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউণ্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন প্রকারে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে. বি. দত্ত এণ্ড কোং

সদর দফ্তর—৭নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার

কলিকাতা

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে কথাসার ও শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সৎক্রিয়াসারদীপিকা

তৃতীয়-সংস্করণ

নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন

গ্রন্থ-বিভাগ শ্রীচৈতন্যমঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

পরমার্থ-সম্পুটের রত্নরাজি

ভিক্ষা :—১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০ ৪র্থ খণ্ড—৸০ —

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও
ডাঃ কুঞ্জবিহারি ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, এম, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

(ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

স্কট চেচেশ্চা কলেজের ইতিহাসের প্রধান ও প্রবীণ অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীল নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিসুধাকর সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম-এ, মহোদয়ের গবেষণা এবং গভীর লেখনীর অদ্ভুত আস্বাদন করিবা ভোগাসে দর্শন এবং এক ও অন্যান্যের জীবনচরিত-গ্রন্থে নয় ইহা এই বিরাট, আকর ও অপূর্ব্ব বহু মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সমন্বিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দার্শনিক প্রামাণ্য মতের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক আলোচনা প্রথম খণ্ড ৩৩৫ অধ্যায়ে, প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় চইয়া ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের লিখিত মুখবন্ধ (Foreward) প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদি (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সাজান বিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা—১৫, পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST— প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। প্রতি বর্ষ ৩। টাকা ভিক্ষায় কলিকাতা বাগবাজারস্থ গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—তিন ভাষায় একত্রে পারমার্থিক পাক্ষিক। বেদিয়ারপা শ্রীগৌরমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১॥০

৪। নদীয়াবাণী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ বিদ্যানন্দ সেবাতীর্থ বি-এল, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া গদাধরাঙ্গন হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় পাক্ষিক। ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল শ্লোক অক্ষরে এবং তাহাতে বর্ত্তমান যুগ শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। আড় ফর্ম্মা ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজী আকারে ১০৩৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোক সূচী, পদসূচী, গ্রন্থসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়-সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী-পত্র। সভাষ্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অথচ বিরাট সংস্করণ জগতের কোথায়ও আর কখনও প্রকাশিত হয় নাই, তজ্জন্য অনেক পাঠক খাতেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

সচিত্র
নবদ্বীপ পঞ্জিকা

ভিক্ষা—মাত্র ৵১০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ

পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৪৬,	১০—৫১,	১৩—২২	১৭—৩৮,	১৯—৩৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯	২০—০৫
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—১৩,	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৩,	২০—১২

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

শনিবার অন্যান্যদিন

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১২-১০	১২-৩৪	১৫-৩৪	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১২-১৯	১২-৪২	১৫-৪১	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-৫১	১৩-১২	১৬-১০	১৯-১১

রবিনসনের 'পেটেন্ট' বার্লি

রুগ্নাবস্থায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিশুদ্ধ এবং সর্ব্বাপেক্ষা আরামদায়ক পানীয়

ইহার পরিবর্ত্তে অন্য বার্লি কিনিবেন না

জ্বর জ্বর অবস্থাতেও খুব আশ্চর্য্যজনক কার্য্য করিবে

৪.৪

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'শ্রীমায়া' নবদ্বীপ

দৈনিক

REG. NO C. 1544

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

চৈতন্যোপনিষদ্ বড় অক্ষরে মূল ও অনুবাদসহ প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি উত্তম। ভিক্ষা ।০ মাত্র
শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

"গৌড়ীয়"
৭ম বর্ষ হইতে ১১শ বর্ষ পর্য্যন্ত প্রতি বর্ষ কাগজে বাঁধাই ভিক্ষা ৩।০ মাত্র।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ বাগবাজার, কলিকাতা

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচার-নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১০ম খণ্ড শ্রীমায়াপুর—৪ঠা শ্রাবণ, শনিবার ১৩৪২, ২০শে জুলাই ১৯৩৫ [১১৯তম সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

ইণ্ডিয়ান টি সেস কমিটি প্রচার কার্য্যের পরিকল্পনা

ইণ্ডিয়ান টি সেস কমিটি বর্ত্তমান বৎসরের মার্চ্চ মাস হইতে তিন মাসের জন্য দেশীয় সংবাদপত্রের সাহায্যে প্রচারকার্য্য চালাইবার কাজ আরম্ভ করিয়াছিলেন। সম্প্রতি তাঁহাদের এই প্রচার কার্য্য শেষ হইয়াছে।

এ যাবৎ প্রচার কার্য্যে তাঁহারা যে যে সাফল্য লাভ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহারা আরও নয় মাস ভারতীয় সংবাদপত্রে চা সম্বন্ধে ব্যাপকভাবে প্রচার কার্য্য চালাইবেন বলিয়া প্রকাশ। সংযুক্ত প্রদেশে, মাদ্রাজ, বিহার, বঙ্গদেশ ও হায়দরাবাদে যে সমস্ত ইংরাজী, হিন্দী, উর্দ্দু, বাঙ্গলা, তামিল ও তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত দৈনিক, সাপ্তাহিক, অর্দ্ধসাপ্তাহিক ও পাক্ষিক সংবাদপত্রের প্রচার আছে, তাহার প্রায় শতাধিক সংবাদপত্রের সাহায্যে প্রচার কার্য্য চালানো হইবে বলিয়া মনে হয়। ইহার পূর্ব্বে প্রচারের জন্য মাত্র ৪৭টি সংবাদপত্রের সাহায্য লওয়া হইয়াছিল।

সংবাদপত্রে গত তিন মাসের প্রচারের ফলে ৪ কোটি লোক ভারতীয় চা ব্যবসায়ের, পানীয় হিসাবে ভারতীয় চায়ের উপযোগিতার ও পানীয় হিসাবে ব্যবহারের জন্য ভারতীয় চা কি ভাবে প্রস্তুত করিতে হয়, তাহার মোটামুটি পরিচয় পাইয়াছেন। ভারতীয় চায়ের উপরে গিতা ও ব্যবসায় সম্বন্ধে উপদেশ সম্বলিত বহু প্রবন্ধও সংবাদপত্রে প্রকাশ করা হইয়াছে।

এই মাসের শেষ ভাগ হইতে ব্যাপক প্রচার কার্য্য আরম্ভ হইবে। এই কমিটি স্থির করিয়াছেন যে, দেশীয় সংবাদপত্রের সাহায্যে বহু শ্রেণীর লোকের মধ্যে প্রচার করা সম্ভব, তাহা তাঁহারা সমস্তই করিবেন। বিশেষভাবে মাসিক পত্রিকার সাহায্যে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শিক্ষিতা ভারতীয় মহিলাদের ভিতর প্রচারকার্য্য চালাইবার ইচ্ছা তাঁহাদের আছে।

বিহারেও সুদের হার নিয়ন্ত্রণ চেষ্টা
ব্যবস্থাপক সভায় বিল পেশ করিবার সঙ্কল্প

মিঃ এস কে পি সিংহ কৃষকদের ঋণভার লাঘবের জন্য বিহার ও উড়িষ্যা ব্যবস্থাপক সভার আগামী অধিবেশনে এক বিল পেশ করিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে। উহার উদ্দেশ্য পল্লীগ্রামে সুদের অত্যধিক হার রহিত করা এবং কাবুলী মহাজনদের জুলুম নিবারণ করা। প্রকাশ যে, পল্লীগ্রামে কাবুলী মহাজনদের জুলুম এরূপ হইয়াছে যে অনেক সময়ে নারীদের পক্ষে বাড়ী হইতে বাহির হওয়া অসম্ভব হয়, কারণ কাবুলীগণ খাতকের বাড়ীর দরজায় বসিয়া থাকে। বিল পাশ হইলে মহাজনের পক্ষে খাতককে কোনও রূপ ভয় প্রদর্শন করা অপরাধ হইবে। সমস্ত মহাজনকে রেজিষ্টারীভুক্ত হইতে হইবে এবং যথোপযুক্ত হিসাব রাখিতে হইবে। বিলে সুদের সর্ব্বোচ্চ হারও নির্দ্দিষ্ট হইবে; প্রস্তাবিত বিল পাঞ্জাব ও যুক্তপ্রদেশ ব্যবস্থাপক সভায় গৃহীত বিলের ন্যায় হইবে।

পাটনায় চুরির মামলায় চারিজন আসামীর কঠোর কারাদণ্ড

পাটনার সহকারী দায়রা জজ মঃ এক বক্তব্য মামলায় রায় দিয়াছেন। ঐ মামলায় ১২জন লোক বিহার ভূমিকম্পের অব্যবহিত পূর্ব্বে পাটনা সহরে উপর্য্যুপরি চুরি করিবার অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়াছিল। আসামীগণ দাগী চোর, তাহারা কলিকাতা হইতে আসিয়াছিল। বিচারে আসামীদের মধ্যে চারিজন ৩ হইতে ৬ বৎসর পর্য্যন্ত বিভিন্ন সময়ের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে।

অষ্ট্রীয়ার চ্যান্সেলারের বিপদ

অষ্ট্রীয়ার চ্যান্সেলার ডাঃ ভন সুসনিগ সপরিবারে যখন উক্ত অষ্ট্রীয়ার প্রমোদ ভ্রমণে যাইতেছিলেন, তখন লিঞ্জের নিকট মোটর দুর্ঘটনায় তাঁহার পত্নী নিহত হন এবং তিনি নিজে আহত হইয়া হাসপাতালে প্রেরিত হন। প্রকাশ, মোটর চালক মূর্চ্ছিত হওয়ায় মোটরখানি আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া যায় এবং একটী গাছের সহিত ধাক্কা লাগিয়া ভাঙ্গিয়া যায়। মোটরের সমস্ত আরোহী ছিটকাইয়া পড়েন। ডাঃ সুসনিগের পত্নী সঙ্গে সঙ্গে মারা যান। মোটরচালক গুরুতররূপে আহত হইয়াছে, চ্যান্সেলারের কন্যার কোনরূপ আঘাত লাগে নাই তবে তাঁহার ৭ বৎসর বয়স্ক পুত্র ও একজন পুলিশ কর্ম্মচারী সামান্যরূপে আহত হইয়াছে।

দুর্ঘটনার সংবাদ পৌঁছিবামাত্র মন্ত্রিসভার অধিবেশন হয় এবং ভাইস-চ্যান্সেলার প্রিন্স ষ্টারেমবার্গ বিমানযোগে রোম হইতে ভিয়েনায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তিনি রোমে প্রমোদ ভ্রমণে গিয়াছিলেন। ডাঃ সুসনিগ সম্পূর্ণরূপ আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত প্রিন্স ষ্টারেমবার্গ সম্ভবতঃ চ্যান্সেলারের কাজ করিবেন।

ভারতীয় চিকিৎসা পরিষদের সিমলায় দুইদিনব্যাপী অধিবেশন

ভারতীয় চিকিৎসা পরিষদের কার্য্যকরী সমিতির গতকল্য ও অদ্যকার অধিবেশনে স্থির হইয়াছে যে, ভারতে চিকিৎসা সম্পর্কিত শিক্ষা ও পরীক্ষাসমূহ পরিদর্শন করিবার জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া একটি সমিতি গঠিত হইবে :—

ঔষধ বিভাগ :—লেপ্টেনাণ্ট কর্ণেল বার্ক (চিকিৎসা পরিষদের সম্পাদক) মাদ্রাজের ডাঃ কুমার স্বামী এবং বোম্বাইয়ের ডাঃ প্যাটেল।

অস্ত্র চিকিৎসা বিভাগ :—বোম্বাইয়ের ডাঃ কুপার, লক্ষ্ণৌর ডাঃ ভাটিয়া এবং কলিকাতার ডাঃ এল এম বাঁড়ুয্যে।

ধাত্রী বিদ্যা বিভাগ :—ডাঃ নরেন্দ্র বসু, ডাঃ জেরাড এবং ডাঃ বেণার্ট। চিকিৎসা বিভাগে পারস্পরিক সাহায্য সম্বন্ধেও আলোচনা হয়। একদেশের ডাক্তারী পাশ অপর দেশে অনুমোদিত না হইলেও পারস্পরিক সাহায্য চলে; ভারতেও উক্ত পারস্পরিক সাহায্য কিভাবে প্রবর্ত্তন করা যায়, তৎসম্বন্ধে বৃটেনের সাধারণ চিকিৎসা পরিষদের নিকট পরামর্শ চাওয়া হইবে।

১২ই জুলাই মধ্যাহ্ন ভোজনের পূর্ব্বেই অধিবেশনের কার্য্য শেষ হইয়াছে।

ধানের গোলায় কার্ত্তুজ প্রাপ্তি

নাটোরে পুলিশ খানাতল্লাসীর ফলে গ্রামাণিক নামক এক ব্যক্তির ধানের গোলায় চারটী টাকা এবং ছয়টী বন্দুকের কার্ত্তুজ পাইয়াছে। ছয়টী বন্দুক কার্ত্তুজের মধ্যে একটী রাইফেলের কার্ত্তুজও আছে। পুলিশ গৃহস্বামী ও তাহার পুত্রকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। মহকুমা হাকিম উভয়কে ৫০০্ টাকার জামিনে মুক্তি দিবার আদেশ দিয়াছেন।

নদী অপরত্বে বাংলায়

৩১শে শ্রাবণ, শুক্রবার ১৩৫২

বর্ষা আসিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে বাংলায় ম্যালেরিয়া ভীতি প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। ম্যালেরিয়ার আক্রমণে বাংলার গ্রামসমূহ একেবারে মিয়মান হইয়া আছে—সজীবতার কোন প্রকার আভাস মাত্র নাই। বাংলা দেশে বর্ধমান, যশোহর ও নদীয়া জেলা ম্যালেরিয়ার প্রধান কেন্দ্র. এখানেই এই সাংঘাতিক ব্যাধির প্রকোপ সবচেয়ে বেশী, অন্যান্য জেলাও ইহার আক্রমণ হইতে রক্ষা পায় নাই। জাগতিক বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সমস্ত সভ্য দেশে যাহা জনগণের প্রতি বিশেষ নজর দিয়া জনসাধারণের স্বাস্থ্যে যাহা অটুট থাকে তাহার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। শুধু বাদ পড়িয়াছে আমাদের দেশ, বিশেষতঃ এই বাঙ্গালা দেশ। সরকার গভর্ণমেন্ট ইহার প্রতিকারের বিশেষ চেষ্টা করিয়া থাকেন বটে কিন্তু এদেশের সকলের আশানুরূপ সহানুভূতির অভাবে তাহা এ পর্যন্তও বিশেষ ফলদায়ক হয় নাই। এই ব্যাধির সাময়িক ভাবে চাপা দিবার পরিবর্তে দেশের সকলে গভর্ণমেন্টের সহিত একযোগে ইহার সমূল উচ্ছেদ সাধনে প্রবৃত্ত হইলে দেশের অসহায় নরনারীগণ অকাল মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পাইবে বলিয়া আশা করা যায়।

বাঙ্গলা দেশের ছায়া চিত্রের এক নূতন যুগ আসিয়াছে, ছোট বড় প্রত্যেক নগরেই প্রায়, ছায়াচিত্র দেখাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। ছায়াচিত্রে দেশ বিদেশের নানা প্রকার খবর, দেশ বিদেশের নর-নারীর বিচিত্র জীবনযাত্রা প্রণালী, বিজ্ঞানের নূতন আবিষ্কারসমূহ, প্রকৃতির দৈব দুর্বিপাকের দৃশ্যাবলী দেখিয়া মানুষের জ্ঞান বৃদ্ধি পাইবার সুযোগ ঘটে। সুষ্ঠু ভাবে পরিচালিত হইলে শিক্ষা বিস্তারে ইহা বিশেষ সহায়তা করে, কিন্তু বর্তমানে এদেশে যে সমস্ত চিত্র ছায়াচিত্রে প্রদর্শিত হয় তাহাদের বেশীর ভাগই কুরুচি পরিপূর্ণ। কুরুচিপূর্ণ চিত্রই আজকাল বেশী—দর্শকেরা আমোদও পায় তাহাতে অত্যন্ত অধিক। ইহাতে দর্শকদের মনোবৃত্তির যে ইঙ্গিত পাওয়া যায় তাহা অত্যন্ত দুঃখ ও ভয়াবহ। কর্তৃপক্ষ ও সেন্সর কমিটি এই প্রকার কুৎসিৎ চিত্রসমূহ বাদ দিয়া শিক্ষাপ্রদানকারী চিত্রসমূহ দেখাইবার ব্যবস্থা করিলে নৈতিক চরিত্রের উৎকর্ষ এবং শিক্ষা বিস্তারের সাহায্য করা হইবে বলিয়া মনে হয়।

ম্যাজিষ্ট্রেটের শিল্প ভাণ্ডারে সাহায্য
নদীয়া জেলার দান

মিঃ এস গুপ্ত, আই, সি, এস, ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিশ—২১।০, বাবু রমাপতি মুখার্জি হেড ক্লার্ক ৩।৵০, বাবু হরেকৃষ্ণ সেন একাউন্টান্ট ২১৲, বাবু বিমলপ্রসাদ রায় ক্লার্ক—১৷৵০, বাবু কুসুমকুমারী নন্দী ক্লার্ক ১৷০, বাবু মিঃ ডি. কে. দুয়ারীখানী ১৷০, মহম্মদ বেলায়েৎ হোসেন ১৷৵০, মহম্মদ চারেন ১৷৴০, বাবু সতীশনাথ বিশ্বাস ১৷৴০, মহম্মদ এনাবৎ আলী খান ১৷৴০ এ, এম, আরেফ, বি, সি. (অনার) বার-এট-ল, ডিষ্ট্রিক্ট এণ্ড সেসন জজ, নদীয়া, ৩০৲, বাবু ক্ষিতিপতিনাথ মিত্র সাব জজ, নদীয়া ২০৲, বাবু নগেন্দ্রনাথ বসু এডিসনাল সাব জজ, নদীয়া ২০৲, বাবু জনার্দনপ্রসাদ মুখার্জি, মুন্সিফ, ফাষ্ট কোর্ট সদর ১২৷০ বাবু কমলেশচন্দ্র সেন, মুন্সিফ সেকেণ্ড কোর্ট সদর ৪৵০, বাবু কালাচাঁদচরণ সেনগুপ্ত ৩৷০, বাবু হেমচন্দ্র চক্রবর্তী নাজির, ৪৷০, বাবু নির্মলচন্দ্র গুহ ৩৷০, বাবু নীরদচন্দ্র ঘটক ৩৲, মৌলুভি এস, এম আকবর উদ্দিন ৩৷০, বাবু সুরেশচন্দ্র ঘোষ ২৷৵০, বাবু রমেশচন্দ্র রায় ২৲, বাবু কিশোরীলাল চ্যাটার্জি ২৲, বাবু শ্রীকান্ত পাল ১৷৵০, বাবু সত্যগোপাল দত্ত গুপ্ত ১৷৵০, মৌলুভি কামালউদ্দিন আহমেদ ১৷৵০, বাবু প্রমথেশ চ্যাটার্জি ১৷৵০, বাবু কৃষ্ণ নারায়ণ মুখার্জি ১৷৵০, বাবু প্রাণগোপাল সান্যাল ১৷৵০, বাবু সতীশচন্দ্র রায়, ১৷৵০, বাবু ধীরেন্দ্রনাথ বানার্জি ১৷৵০, বাবু নীহার কুমার দাস ১৷৵০; বাবু সত্যকান্ত বানার্জি ১৷৵০, বাবু মোহিনীমোহন বসাক ১৷৵০, বাবু অমূল্যচন্দ্র কর্মকার, ১৷৵০, বাবু ভোলানাথ বানার্জি ১৷৴০, বাবু নগেন্দ্রনাথ মুখা: - ৩৷৵০, বাবু নন্দগোপাল মুখার্জি ১৷৵০, বাবু প্রকাশচন্দ্র বসু ১৷৵০, মৌলুভি মহম্মদ হোসেন ৯৷৵০

আসামের কারাবিভাগ
১৯৩৪ খৃষ্টাব্দের রিপোর্ট

১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে আসাম প্রদেশের অন্তর্গত কারাগারসমূহের শাসন সম্পর্কে সরকারী রিপোর্টে প্রকাশ :—

আলোচ্য বৎসরের শেষভাগে বিভিন্ন কারাগারের মোট বন্দীসংখ্যা ১৫ হাজার ৮ শত ৮ জন ছিল; ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের সংখ্যা ১৪ হাজার ৫ শত ৮১ ছিল।

এই বৎসর বিচারাধীন বন্দীদের কারাবাসের কাল গড়পড়তা ৭৬.৯৮ দিন ছিল, পূর্ব বৎসর বিচারাধীন ব্যক্তিদিগকে গড়পড়তা ২৬.৭১ দিনের অধিক কারাগারে থাকিতে হয় নাই।

আলোচ্যবর্ষে অল্পবয়স্ক ও অনধিক পনর বৎসর বয়স্ক বন্দীর সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে। অতএব অল্পবয়স্ক অপরাধীদের জন্য কারাদণ্ডের ব্যবস্থা না করিয়া প্রধানতঃ আসাম শিশু আইন ও আসাম বোরষ্টাল আইনানুযায়ী তাহাদের যথোচিত ব্যবস্থা যাহাতে করা হয়, তজ্জন্য সরকার ম্যাজিষ্ট্রেটদিগকে উপদেশ দিয়াছেন। স্বল্প সময়ের জন্য কারাদণ্ডের আধিক্যও সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে।

সাধারণ অপরাধে কারাদণ্ড না দিয়া অপরাধীদিগকে ব্যাপকভাবে সংশোধনের সুযোগ দিবার নিয়ম প্রবর্তনের জন্য বিধি প্রণয়নের বিষয় সরকারের বিবেচনাধীন রহিয়াছে।

কারামুক্ত বন্দীদের সাহায্য প্রতিষ্ঠান আলোচ্যবর্ষে যথেষ্ট পরিমাণে তাঁহাদের কার্যকারিতার পরিচয় দিয়াছেন।

সরকারী ও বে সরকারী কারাপরিদর্শকগণ এই বৎসর সর্বসমেত ৮৮২ বার কারাগার পরিদর্শন করিয়াছেন।

কারাগারসমূহের ব্যয় আলোচ্যবর্ষে হ্রাস পাইয়াছিল, ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে বন্দীদের মাথা পিছু ১১১ টাকা ৭ পাই হিসাবে মোট ব্যয় ১৬ লক্ষ ৩৮ হাজার ৯ শত ৮৬ টাকা স্থলে এই বৎসর জনপ্রতি ১০৭ টাকা ১০ আনা ৪ পাই হিসাবে মোট ১৬ লক্ষ ১০ হাজার ২ শত ৭৮ টাকা ব্যয় হইয়াছে। আহার্য-দ্রব্যের মূল্যহ্রাস প্রধানতঃ এই ব্যয়হ্রাসের কারণ। পূর্ব বৎসরের জেল হাসপাতালের ৫২ হাজার ৭ শত ৮৬ টাকা ব্যয় স্থলে এবৎসর ৪৩ হাজার ৩৫৫ টাকা ব্যয় হইয়াছে।

জেলে বন্দীদের প্রস্তুত পণ্যদ্রব্যের পরিমাণ আলোচ্যবর্ষে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে মোট ৭ লক্ষ ৩১ হাজার ৮ শত ৫০ টাকা মূল্যের দ্রব্যাদি তৈয়ারী হয়। আলোচ্য বর্ষে প্রায় ১লক্ষ টাকার পণ্যদ্রব্যেরও অধিক উৎপন্ন হইয়াছে। কোয়েম্বাটুর জেলে প্রস্তুত দ্রব্য ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে ৪১ হাজার ৭৩০ টাকায় বিক্রয় হয়। আলোচ্য বর্ষে ৫১ হাজার ৮ শত ৫৫ টাকার দ্রব্য বিক্রয় হইয়াছে। জেলাজেলে প্রস্তুতদ্রব্যের বিক্রয়ও যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে অসুস্থ বন্দীর সংখ্যা হ্রাস পাইলেও কারাগারে বন্দীদের মৃত্যুসংখ্যা ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের তুলনায় বৃদ্ধি পাইয়াছে।

দুইসম্প্রদায়ের মধ্যে দাঙ্গা

সিন্ধুর এক সংবাদে প্রকাশ, বেলুচিস্থানের মুসলমানদের দুই দলের মধ্যে এক দাঙ্গায় এক ব্যক্তি নিহত হইয়াছে এবং কয়েকজন আহত হইয়াছে। প্রকাশ, কয়েকজন বোম্বা সম্প্রদায়ের মুসলমান হুক্কার গন্ধ ছড়াইতেছিল। গন্ধ ছড়াইতে ছড়াইতে তাহারা বখন ঘুরাইয়া পরে তখন সাহানী সম্প্রদায়ের একজন মুসলমান তাহাদিগকে দেখিতে পায়। দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেক দিনের ঝগড়া ছিল। সাহানী সম্প্রদায় অমনই দল পুষ্ট করিয়া গোলাদের উপর আক্রমণ করে। এক জনকে হত্যা করা হয়, অপর একজনকে গুরুতররূপে আঘাত করা হয়। অপরাপর ব্যক্তিগণ সামান্য আহত হইয়াছে। আক্রমণকারিগণ পুলিশের নিকট এই মর্মে এক সংবাদ প্রেরণ করে যে, এক দল চোরের সহিত দাঙ্গায় সমর্থ হইয়াছে। পুলিশ তদন্ত করিয়া সত্য সংবাদ জানিতে পারে এবং আক্রমণকারীদিগকে গ্রেপ্তার করে।

একারবার জমিদার দণ্ডিত

রাওলপিণ্ডি হইতে চার মাইল দূরে হামিদাস গ্রামে রাজাদ খাঁ ও অপর দশজন ক্ষতিপত্রিশালী জমিদার অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ আব্বাস আলি খাঁর উপর মারপিট করার দায়ে অভিযুক্ত হন। রাওলপিণ্ডির অতিরিক্ত জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট ঐ মামলার রায় দিয়াছেন। আসামীদের ৩জনকে ২ বৎসর করিয়া, ২ জনকে দেড় বৎসর করিয়া এবং একজনকে এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছে। বাকী পাঁচজনকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। রায় দানের পর দণ্ডপ্রাপ্ত আসামীগণ আদালতপ্রাঙ্গণে গোলমাল আরম্ভ করিয়াছিল। রিজার্ভ পুলিশ আসিয়া হাঙ্গামা থামায়।

ঐ গ্রামের দুই দল মুসলমানের মধ্যে বহুদিন যাবৎ রেষারেষী চলিতেছিল। উহার ফলেই উল্লিখিত ঘটনা ঘটে।

বাড়িতে কন্যা হত্যা

আগ্রা জেলার শাহাই গ্রামের এক সংবাদে প্রকাশ, গরীব দাস নামক এক ব্যক্তি বাড়িতে হঠাৎ আসিয়া তাহার কন্যাকে হত্যা করে এবং অপর কয়েক ব্যক্তিকে আহত করে। তাহারা বালিকাকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করে।

গরীব আগ্রা ক্যান্টনমেন্টের কোন এক অফিসারের খানসামার কাজ করে। প্রকাশ যে, সে এক ব্যক্তির নিকট হইতে টাকা লয় এবং তাহার সহিত তাহার কন্যার বিবাহ দিতে চাহে। কিন্তু তাহার ভাইরা ইহাতে সম্মত হয় না। মৃতদেহ পরীক্ষার্থে খবর দেওয়া হইয়াছে আহত ব্যক্তিদিগকে হাসপাতালে প্রেরণ করা হইয়াছে এবং গরীবকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

রেলগাড়ীর কলকব্জা তৈয়ারী

ব্যবস্থা পরিষদের আগামী অধিবেশন রেল গাড়ীর কলকব্জা তৈয়ারী সম্পর্কে বিশেষ আলোচনা হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। ঐ সম্পর্কে অনেক প্রশ্ন ও প্রস্তাব উত্থাপিত হইবে। পরিষদের সদস্য মিঃ তি তি গিরি এই মর্মে এক প্রস্তাবের নোটিশ দিয়াছেন যে, সরকারী রেলওয়ের কারখানায় যাহাতে ভারতে সমস্ত রেলগাড়ীর কলকব্জা তৈয়ারী হইতে পারে, তদ্বিষয়ে সত্বর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাবলী গ্রহণ করা হউক।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

১০ম বর্ষ — ৪র্থ — গৌরাব্দ ৪৪৯, ৪ঠা শ্রাবণ, বঙ্গাব্দ ১৩৪২, ২০শে জুলাই ইং ১৯৩৫ — শনিবার — ১১৯৩ম সংখ্যা

প্রচার-প্রসঙ্গ

ব্রহ্মদেশের বেসিন-সহরে

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিকমল গিরি মহারাজ রেঙ্গুন সহরের বিভিন্ন স্থানে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করিয়া কয়েকজন ব্রহ্মচারী সহ বেসিন সহরে ষ্টীমার-যোগে উপস্থিত হইয়াছেন। বেসিন ব্রহ্মদেশের একটী প্রসিদ্ধ বন্দর। স্থানীয় সুপ্রসিদ্ধ ব্যাড্ভোকেট মিঃ বি, এন, দাস এম্-এল্-সি মহোদয় শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণের বেসিন সহরে প্রচারকার্য্যের জন্য ৪৭ নং কমিশনার রোডস্থ একটী বৃহৎ বাংলোতে বাসস্থান প্রদান করিয়াছেন এবং নানাভাবে তাঁহাদের প্রচারকার্য্যের সহায়তা করিতেছেন। তদীয় সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ দাস, ব্যাড্ভোকেট এবং স্থানীয় সুপ্রসিদ্ধ শ্রীযুক্ত অমূল্য কৃষ্ণ বসু, ব্যাড্ভোকেট মহোদয়ও প্রচারে যথেষ্ট সহানুভূতি প্রদর্শন করিতেছেন। তাঁহাদের উদ্যোগে গত ৭ই জুলাই স্থানীয় সুপ্রসিদ্ধ বেঙ্গল সোস্যাল ক্লাবে একটী বিদ্বজ্জন-মণ্ডিত সভার অধিবেশন হয়। মিঃ বি, এন্, দাস ব্যাড্ভোকেট মহাশয় সর্ব্বসাধারণের সম্মতিক্রমে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভারম্ভে ভক্তবৎসল্য ও জয়দেব-গোস্বামিবিরচিত দশাবতার-স্তোত্র কীর্ত্তন হয়। তৎপরে উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিবৈভব মহোদয় শ্রীচৈতন্যদেবের বাণী সম্বন্ধে আবেগময়ী ভাষায় প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা কাল বক্তৃতা প্রদান করেন।

তৎপরে স্বামীজী মহারাজ তাঁহার স্বভাব-সুলভ ওজস্বিনী ভাষায় প্রায় এক ঘণ্টা কাল ভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে একটী গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন। উপস্থিত শিক্ষিত ভদ্রমণ্ডলী ও মহিলাবৃন্দ বক্তৃতা-শ্রবণে অতিশয় আনন্দিত হন। বক্তৃতার অন্তে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হইয়াছে।

তৎপরে সভাপতি মহোদয় বক্তাকে ধন্যবাদ প্রদানমুখে শ্রীগৌড়ীয়মঠের বিশ্বব্যাপী প্রচারের কথা সর্ব্বজনসমক্ষে বর্ণন করেন এবং বহু শিক্ষিত লোক যে এই সদনুষ্ঠানে আত্মসমর্পণ করিয়া দেশ-বিদেশে চৈতন্যদেবের কথা কীর্ত্তন করিতেছেন, তাহা বিশেষভাবে বলেন।

ঢাকায়

গত ১৪ই জুলাই শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের সাপ্তাহিক অধিবেশনে গৌড়ীয় সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ মহোদয় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অন্ত্যলীলার বিংশ পরিচ্ছেদ পাঠ প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন কি, এই ভুবনমঙ্গল সঙ্কীর্ত্তনে অধিকার কি কি, সঙ্কীর্ত্তন-ভজনাদির বৈশিষ্ট্য কি, ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভজন কেন, ইহার প্রভাবে কলিযুগ ধন্য কেন প্রভৃতি বিষয়সমূহ বিশদভাবে বর্ণন করিয়াছেন। বিদ্যাবিনোদ প্রভুর ব্যাখ্যা-শ্রবণে শ্রোতৃবৃন্দ পরমোপকৃত হইয়াছেন।

পাটনায়

পাটনা গৌড়ীয়মঠের রক্ষক শ্রীপাদ শিবানন্দ ব্রহ্মচারী ভাগবতভূষণ মহোদয় গত ১২।৭।৩৫ তারিখে নিউ ক্যাপিট্যাল সর্ব্ববিধানস্থ ঠাকুরবাড়ীর বিস্তৃত প্রাঙ্গণে সন্ধ্যা ৮ ঘটিকা হইতে ৯-৩০ ঘটিকা পর্য্যন্ত ছায়াচিত্রযোগে শ্রীরূপসনাতন, গৌরলীলা, গৌড়ীয়াচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের প্রচার-বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করিয়া হিন্দিভাষায় একটী চমৎকার বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। প্রায় তিন শত শিক্ষিত বাঙ্গালী ও বিহারী ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা উপস্থিত থাকিয়া চিত্রার্পিতের ন্যায় চিত্র দর্শন ও শ্রবণ করিয়া আনন্দপ্রকাশ করেন।

ভাগবতভূষণ মহোদয় গত ১৪।৭।৩৫ তারিখে মিঠাপুরস্থিত মিলমার্চ্চেণ্ট শ্রীযুক্ত বাবু নারায়ণপ্রসাদ বণিক্ মহাশয়ের বাটীতে সন্ধ্যা ৮ ঘটিকা হইতে ৯-৩০ ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীমদ্ভাগবত ৬ষ্ঠ স্কন্ধ তৃতীয় অধ্যায়ের বিস্তৃত পাঠ ও হিন্দি ভাষায় ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বহু শিক্ষিত বিহারী শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন।

পাটনার সুপ্রসিদ্ধ দৈনিক 'দি ইণ্ডিয়ান নেশন' পত্রে প্রকাশ, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারক শ্রীপাদ শিবানন্দ ব্রহ্মচারী ভাগবতভূষণ ভক্তিশাস্ত্রী পাটনা মিঠাপুরস্থ মিল মার্চ্চেণ্ট বাবু লক্ষ্মীনারায়ণ বণিক্ মহাশয়ের গৃহে সন্ধ্যার পর হইতে দুই ঘণ্টাকাল অতি সুন্দরভাবে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ এবং হিন্দী ভাষায় ব্যাখ্যা করিয়াছেন। উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে ডি-এস্-পি রায়বাহাদুর বংশীধর পাণ্ডে, ডেপুটী কমিশনার রায়বাহাদুর ব্রজনন্দন সিংহ, মিঃ যাদুবংশী বাসুদেব নারায়ণ, মিঠাপুর হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক মিঃ কে, এম্, দত্ত প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

শ্রীল প্রভুপাদ

বোম্বের এক সংবাদে প্রকাশ, প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর জুলাই মাসের অন্তে কলিকাতা গৌড়ীয়মঠে শুভবিজয় করিবেন।

শ্রীল সনাতন গোস্বামী

শ্রীচৈতন্যমঠে বিরহ-তিথি-পূজা

(৩)

শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভু ও তদীয় অগ্রজ শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু উভয়েই বিনয়ের খনি, 'তৃণাদপি সুনীচেন' শ্লোকের মূর্ত্ত বিগ্রহ, বৈরাগ্যের প্রতিমূর্ত্তি এবং সাত্বত-শাস্ত্রের প্রকৃত শিক্ষক। তাঁহারা মহাপ্রভুর পাদপদ্মদর্শনার্থ একবার নীলাচলে গিয়াছিলেন। কিন্তু মহাপ্রভুর আদেশে তাঁহারা ব্রজমণ্ডলে অবস্থান করিয়া লুপ্ততীর্থ উদ্ধার, শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা, গ্রন্থ প্রণয়ন ও ভক্তি-শাস্ত্র প্রচার করিয়াছেন। তাঁহাদের গ্রন্থরাজি গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-গ্রন্থসম্পুটের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ্। তাঁহাদের পাদপদ্মে পুনঃ পুনঃ প্রণতি জ্ঞাপন করিতেছি। তাঁহাদের গ্রন্থরাজির প্রকৃত অর্থ জানিবার জন্য রূপানুগবর গৌড়ীয়াচার্য্যগণের পাদপদ্ম আশ্রয় করিলে মানবজীবন সার্থকতামণ্ডিত হয়।

সাত্বত-স্মৃতির ও সম্বন্ধতত্ত্বের আচার্য্য গৌরপার্ষদ শ্রীল সনাতন গোস্বামী আষাঢ়-পৌর্ণমাসীতে অপ্রকট-লীলা প্রকাশ করিয়া একদিকে যেমন দৈব-ভক্তগণের দৃষ্টি শ্রীহরির শ্রীচাতুর্ম্মাস্য ব্রত-পালনের দিকে আকর্ষণ করিলেন, অপরদিকে তেমনি পরিপূর্ণতম শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের সেবা-বৈভবই যে পূর্ণতম লাভ তাহাও জানাইলেন।

বীরভূম জেলার অন্তর্গত বড়রায় গ্রাম-নিবাসী রাসবিহারী মিত্র মহাশয়ের ভক্তিমতী পত্নী শ্রীযুক্তা রত্নমণি মিত্র মহোদয়া শ্রীচৈতন্যমঠের ঐ উৎসবের ব্যয়ভার বহন করিয়া ভক্ত্যনুকূল সুকৃতি অর্জ্জন করিয়াছেন।

কৃষ্ণ আমায় পালে, রাখে' জান সর্ব্বকাল। আত্মনিবেদন-দৈন্যে ঘুচাও জঞ্জাল।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

[illegible] গৌরাব্দ ৪৪৯

অদ্বৈতবাদের ভিত্তি

দ্বৈতবাদিগণ অবরোহপথ বা শ্রুতপ্রমাণের কথা স্বীকার করেন না। আরোহপথ বা মস্তিষ্কের প্রচেষ্টা-সিদ্ধান্তই তাঁহাদের প্রমাণ। এই চেষ্টার জন্য তাঁহারা যুক্তিকে স্বীকার করেন। যুক্তি কিন্তু শাশ্বত নহে। উহা মনের বৃত্তিবিশেষ। আমার মানসিক শক্তি যে পরিমাণে উৎকর্ষতা লাভ করিয়াছে আমি সেই অনুসারে বিচার করিয়া থাকি। আমাপেক্ষা যাঁহার মানসিকবৃত্তি অধিক পরিস্ফুট তিনি অনায়াসে আমার বিচারকে খণ্ডন করিতে পারেন। মানস-বৃত্তি নিত্য নহে এবং উহার উৎকর্ষতার শেষ সীমা কোথায় তাহাও মনোধর্মজীবিগণ নির্ণয় করিতে অসমর্থ। সুতরাং মনোধর্মে অবস্থিত জনগণের কাহার উক্তি কাহা কর্তৃক খণ্ডিত হইবে, তাহা তাঁহারা কেহই জানেন না। একযুগে একজন যে যুক্তির ভিত্তি তুলিয়া বাহবা পাইলেন, সেই যুগে সেই যুক্তি খণ্ডনের কোন লোক না থাকিলেও পরবর্তিযুগে অপরে তাহা খণ্ডন করিতে পারেন। আবার যিনি খণ্ডন করিলেন, তাহার ঐ খণ্ডনকার্যে কি সত্য আছে বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষতা-লাভের অভাবে তাঁহার সমসাময়িক কোনও ব্যক্তি তাহা ধরিতে না পারিলেও উপযুক্ত ব্যক্তি তাহা যে কোন সময়ে ঠিক প্রদর্শন করিবেন। মন চঞ্চল, তাহার গতি চঞ্চলা। "এই তাল, এই মন্দ এই সব ক্ষণ"—ইহাই চঞ্চল মনোধর্মের কার্য্য। সুতরাং আমরা মনোধর্মের আশ্রয়ে যে সিদ্ধান্তের সিদ্ধান্ত-লাভ কখনও সম্ভবপর নহে তাহা সহজেই বুঝা যায়। মানবের চিন্তাশক্তির একটা সীমা আছে। ভগবত্তত্ত্ব এই সীমার অন্তর্গত নহেন। সুতরাং কেবলাদ্বৈতবাদীর ভিত্তি মনোধর্মে অবস্থিত বলিয়া তাহার অস্থিরতা থাকিবেই। মতভেদ জন্যই তাঁহাদের যুক্তি নিত্য হইতে পারে না।

বিবর্ত্ত সম্বন্ধে কেবলাদ্বৈতবাদিগণের দুইটী মত। একমতে বলেন দুগ্ধ যেমন বিকৃত হইয়া দধি হয় তদ্রূপ ব্রহ্ম বিকৃত হইয়া জগৎ হইয়াছে। অপরে বিচার করেন—অন্ধকারে যে-প্রকার রজ্জুতে সর্প, শুক্তিতে রজত-ভ্রম হয়, সেই প্রকার ব্রহ্মেই জগদ্-ভ্রম হইতেছে; জীব বা জগৎ বলিয়া কোনও বাস্তব পৃথক্ অস্তিত্ব নাই। জগতে যত প্রকার জড়ীয় বস্তু দেখেন তৎসমুদয়কে ব্রহ্মাতিরিক্ত বিবর্ত্তবাদী ও স্বগত ভেদ সম্বন্ধীয় দ্বারা ব্রহ্মসত্তার ধারাবাহিকে জড় বলিয়া বিচার করেন। পরে চেতনবিশিষ্ট যত বস্তু দেখেন সে সমুদয়কে চেতনজাতীয় বস্তু বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করেন। যে বুদ্ধিদ্বারা এই দুইটী বস্তু নির্দ্দিষ্ট করেন সেই বুদ্ধি মনের বৃত্তিবিশেষ এবং যুক্তির অন্তর্গত। চিত্তবৃত্তি মূলানুসন্ধান করা যে বুদ্ধির কর্ম্ম নয়; তথাপি তাহাকে অনেক প্রকারে পেষণ করিয়া অভিমত প্রকাশ করেন যে চিৎ ও জড় কোন মূলতত্ত্বে অবস্থিত হইতে পারে। তাঁহাদের এই মূলতত্ত্বই তাঁহাদের ব্রহ্ম-কল্পনা। অবশ্য এই কল্পনা-কার্য্যে তাঁহাদিগকে অনেক বাধা কাটাইতে হইয়াছে এবং পরিশ্রমও যথেষ্টই করিতে হইয়াছে। কিন্তু সাধারণ যুক্তিই আবার প্রমাণ করে যে ঐ পরিশ্রমের ফলে মৃতাহুতি প্রদান করা হইয়াছে মাত্র।

ব্রহ্মব্যতীত যদি বস্তু নাই তবে এই জগৎ-কল্পনা কিরূপে সম্ভব হয়? রজ্জু ও সর্পের যে উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে তাহাও অসম্পূর্ণ; কারণ, এই উদাহরণটী স্বীকার করিলে দুইটী পৃথক্ বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়। সর্পও আছে, রজ্জুও আছে। তাই রজ্জুতে সর্পের ভ্রম। যদি রজ্জু না থাকিত তাহা হইলে তাহাতে সর্পের ভ্রম কিরূপে হইত? ব্রহ্ম ব্যতীত যদি অপর কোনও বস্তু না থাকিত তাহা হইলে কাহার সহিত ব্রহ্মের ভ্রম হইত? শুক্তিরজত উদাহরণও তদ্রূপ। এই সাধারণ যুক্তিতেই অদ্বৈতবাদের মূলভিত্তি উৎপাটিত করে না কি?

দুগ্ধের বিকার যেমন দধি সেই প্রকার ব্রহ্মের বিকার জগৎ হইলে দধি যেমন সত্য বস্তু, জগৎও তদ্রূপ সত্য হইয়া পড়ে। সুতরাং অদ্বৈত-মতের 'জগন্মিথ্যা' উক্তি সাধারণ যুক্তিতেই আকাশকুসুম বলিয়া প্রতিপন্ন হয় না কি?

যুক্তিই অদ্বৈতমতের ভিত্তি। আবার যুক্তিই তৎসমুদয় সম্পূর্ণরূপে বিনাশ করিতেছে। বস্তুতঃপক্ষে যুক্তি কখনই অদ্বৈত-মত-স্থাপনে সমর্থ নহে। আর যুক্তিকে ত্যাগ করিলে কে সেই মত সমর্থন করিবে? যদি বলা হয়—শব্দ জ্ঞান, তাহাও ভুল। কারণ শব্দজ্ঞানেই জীব, জগৎ ও ব্রহ্মের ভেদপ্রতীতি দৃষ্ট হয়। এবং এই শব্দজ্ঞান নষ্ট করিবার জন্যই অদ্বৈতবাদী যুক্তির সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং শব্দজ্ঞানে যে-সকল বস্তু পাওয়া যায়, তাহাদিগকে দুই চারিটি তাঁহার মতের উদাহরণ-রূপে গ্রহণ করিয়া অকৃতকার্য্য হইয়াছেন।

যদি বল, অদ্বৈতবাদ বেদশাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে; কিন্তু তাহাও অকথ্য। বেদ কখনও কেবলাদ্বৈতবাদের প্রশ্রয় দেন নাই। শ্রুতিবাক্যের যথার্থ বুঝিতে অসমর্থ হইয়া কেহ কেহ কল্পনা বা গৌণ বৃত্তির আশ্রয়ে প্রকৃত রূপকে বিরূপরূপে দর্শন করিয়াছেন তাহাতেই কেবলাদ্বৈতবাদের সৃষ্টি হইয়াছে। তাঁহারা যেসকল শ্রুতি অবলম্বন করেন, সেই সব শ্রুতিতে বস্তুতঃপক্ষে অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধ বলা হইয়াছে। কারণ, আপাতদর্শনে অদ্বৈতমত-পোষক বাক্যের মধ্যে মধ্যেই দ্বৈতমত-পোষক বাক্য সকল কথিত হইয়াছে। সুতরাং বেদ বস্তুতঃপক্ষে কেবলাদ্বৈত বা কেবলদ্বৈতবাদ—এই দুইটির কোনটীই বলেন নাই। বিশেষরূপে বিচার করিলে ইহাই প্রতিপাদ্য হইবে যে, কেবলাদ্বৈত ও কেবলদ্বৈত উভয়ের অতীত যে অচিন্ত্য ভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত তাহাই বেদের শিক্ষা এবং এই শিক্ষাই শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু সর্বসাধারণকে জানাইয়া দিয়াছেন। "অচিন্ত্য" বিশেষণটী থাকাতেই আমরা বুঝিতে পারিয়াছি যে ব্রহ্ম, জীব ও জগৎকে একত্র সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়া মানব-মনীষার কার্য্য নহে। অচিন্ত্যশক্তিমান্ পুরুষ যখন কৃপা করেন তখন সৎসিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। সেই অচিন্ত্য পুরুষের বাক্যই বেদশাস্ত্র। এই বেদশাস্ত্র সিদ্ধান্তসমাবেশস্বরূপ, নিরপেক্ষ। শব্দপ্রমাণ, বেদবাক্য, যুক্তি, সহজানুভূতি, সিদ্ধ জ্ঞান ও প্রত্যক্ষানুমান প্রমাণ সকলই অদ্বৈতবাদ বিনাশ করিতেছে। সুতরাং ইহার ভিত্তি মূলোৎপাটনের গতি প্রাপ্ত হইয়া যায়।

অসত্তৃষ্ণা

সৎ-শব্দে স্থিতিশীল নিত্য পদার্থ বুঝায়; অসৎ-শব্দে তদ্বিপরীত অর্থাৎ অনিত্য বস্তুকে লক্ষ্য করে। প্রাকৃত জগতে দৃশ্যপদার্থ-সমূহের অস্তিত্ব অল্পকালের জন্য সত্য বলিয়া প্রতীত হইলেও সত্ত্বরূপে তৎসমূহের অস্তিত্ব অনিত্য বুঝা যায়। "[illegible]" বাক্য হইতে আমরা স্পষ্টরূপে জানিতে পারি যে মায়িক চতুর্দ্দশ ভুবনের যাবতীয় বস্তুই অসৎ নিত্য পরিণামশীল। অতএব নিরপেক্ষভাবে সদসৎ বিচার করিলে এ জগতের যাবতীয় বস্তুই অসৎ বলিয়া বিচারিত হয়। তবে সৎ বস্তু কে? এবং কোথায়? ভাগবতে শ্রীশ্রীভাগবতের চতুঃশ্লোকের ১ম শ্লোকে দেখা যায়—

অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্ যৎ সদসৎ পরম্।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহম্॥

অর্থাৎ যিনি জগৎসৃষ্টির পূর্ব হইতে আছেন, যিনি সমস্ত বস্তুর চেয়ে শ্রেষ্ঠ, জগৎপ্রলয়ে যিনিই একমাত্র অবশিষ্ট থাকেন তিনিই সেই সৎবস্তু ভগবান্। যথা ব্রহ্মসংহিতায়—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্বকারণকারণম্॥

সেই সচ্চিদানন্দকন্দের, সমস্ত বস্তুর অনাদি ও আদি এবং সর্ব্বকারণকারণ শ্রীশ্রীকৃষ্ণচন্দ্রই পরম ঈশ্বর ও জীবাদির নিত্য প্রভু।

পরতত্ত্ব জীব সেই কৃষ্ণের নিত্য দাস এবং সেই ভগবৎসেবাই তাহার নিত্য ধর্ম্ম। নিত্য ধর্ম্মে অবস্থানকালে জীবের কৃষ্ণস্মৃতিই প্রবল। কৃষ্ণবিস্মৃতিরূপ অবিদ্যা-বশে বশীভূত হইয়া সেই পরতত্ত্ব জীবের সংসারগতি হয়। আমি কৃষ্ণের, কৃষ্ণ আমার, আমি নিত্য কৃষ্ণদাস—এই শুদ্ধ জ্ঞান-ভাবে জড় ত্রিতাপক্লেশবোধ-বিশিষ্ট তখনই আমি ও পার্থিব সমস্ত বস্তুই আমার বুদ্ধিতে গ্রাহ্য। এই অবস্থাকেই জীবের বদ্ধাবস্থা বলে, এই অবস্থায় জীব সদসদ্বিচার-শূন্য হইয়া প্রাকৃত অসৎ বস্তুকে নিত্য জানিয়া তৎসংগ্রহে ব্যস্ত হইয়া তাহাতে অনুরাগী বা তাহাতে অসমর্থ ও সেই বস্তুর অভাবে দুঃখী। এইরূপ সুখ-দুঃখের আবাহনে তাহার কতকাল কাটিয়া যাইতেছে। মরুভূমিতে মরীচিকা-দর্শনে তৃষিত পথিক জলপানবুদ্ধিতে জলপান করিতে গিয়া যেমন প্রাণনাশক বালু-তুষ মধ্যেই প্রাণত্যাগ করে সেইরূপ ভোগাসক্ত মূঢ় জীব মায়ামরীচিকারূপ অনিত্য বস্তুসংগ্রহে ব্যস্ত হইয়া ত্রিতাপ-তপ্ত সংসারের মধ্যেই নিজের অস্তিত্ব হারাইতে বসিয়াছে। হায়! হায়! জীবের দুর্গতির কথা মনে হইলে দুঃখের সীমা থাকে না ও হৃদয় কাঁপিয়া উঠে। এ সম্বন্ধে শাস্ত্র-প্রমাণ বাক্য—

দৈবেন তে হতধিয়ো ভবতঃ প্রসঙ্গাৎ
সর্বাশুভোপশমনাদ্বিমুখেন্দ্রিয়া যে।
কুর্বন্তি কামসুখলেশলবায় দীনা
লোভাভিভূতমনসোঽকুশলানি শশ্বৎ॥
ক্ষুত্তৃট্ত্রিধাতুভিরিমা মুহুরর্দ্যমানাঃ
শীতোষ্ণবাতবর্ষৈরিতরেতরাচ্চ।
কামাগ্নিনাচ্যুত রুষা চ সুদুর্ভরেণ
সংপশ্যতো মন উরুক্রম সীদতে মে॥

অর্থাৎ দুষ্ট কামসুখলাভার্থে জীব স্বাভাবিক বৃত্তিতে সর্বাশুভনাশক শ্রীভগবানের সেবা হইতে বিচ্যুত হইয়া লোভবশে সমস্ত অকুশল অসৎ দুঃখের রাশি বরণ করিল। এই অবস্থায় জীব ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শীত, বর্ষা, বাত ইত্যাদির দ্বারা অভিভূত, কাম, ক্রোধ, লোভাদির বশীভূত হইয়া কতই না কষ্টভোগ করে। জীবের এ দুর্দশা দেখিলে মন অবসন্ন হয়।

জীবের স্বরূপজ্ঞানাভাবে অর্থাৎ "আমি কে" এই জ্ঞানাভাবে এরূপ দুর্দশা হইয়াছে। তাই আজ পরতত্ত্ব জীব সৎ-বস্তুর সেবা ত্যাগ করিয়া—অসৎ-বস্তু-লাভে ব্যতিব্যস্ত হইয়াছে। "তাবদ্ভয়ং দ্রবিণগেহসুহৃন্নিমিত্তং শোকঃ স্পৃহা পরিভবো বিপুলশ্চ লোভঃ। তাবন্মমেত্যসদবগ্রহ আর্ত্তিমূলং

ধাবমানেহঙ্ঘ্রিযুগলং প্রপুনীত লোকঃ ॥

তবে কি জীবের সংসারসাগর পার হইবার আর সম্ভাবনা নাই? তবে কি জীব চিরদিনই অনর্থযুক্ত থাকিয়া তাঁহার প্রভুর সেবা হারাইবে? না। জীব যদি পুনরায় সৎপ্রসঙ্গে অসদ্বস্তুর তৃষ্ণায় বাধিত না হইয়া একবার শ্রীশ্রীভগবানের শ্রীপাদপদ্মসেবা-তৃষ্ণায় বাধিত হয় তবে সে তাহার নিত্য প্রভুসেবালাভে সমর্থ হইবে। কিন্তু সেই শুভভাবনাদের এ ভগবৎসেবা প্রাপ্তির একমাত্র দ্বার শ্রীভাগবত অর্থাৎ শ্রীভগবদ্ভক্ত-সেবা।

"সাধুসঙ্গো বিমুক্তের্দ্বারং"

চিৎকণ জীব, কৃষ্ণ চিন্ময় ভাস্কর।
নিত্য কৃষ্ণ দেখি, কৃষ্ণে করেন আদর॥
কৃষ্ণবহির্মুখ হৈয়া ভোগবাঞ্ছা করে।
নিকটস্থ মায়া তারে জাপটিয়া ধরে॥
পিশাচী পাইলে যেন মতিচ্ছন্ন হয়।
মায়াগ্রস্ত জীবের হয় সে ভাব উদয়॥
আমি নিত্য কৃষ্ণদাস এই কথা ভুলে।
মায়ার নফর হৈয়া চিরদিন বুলে॥
কভু রাজা, কভু প্রজা, কভু বিপ্র, শূদ্র।
কভু দুঃখী কভু সুখী, কভু কীট ক্ষুদ্র॥
কভু স্বর্গে, কভু মর্ত্যে, নরকে বা কভু।
কভু দেব, কভু দৈত্য, কভু দাস প্রভু॥
এইরূপ সংসার ভ্রমিতে কোন জন।
সাধুসঙ্গে নিজতত্ত্ব অবগত হন॥
নিজতত্ত্ব জানি আর সংসার না চায়।
কেন বা ভজিনু মায়া করে হায় হায়॥
কেঁদে বলে ওহে কৃষ্ণ! আমি তব দাস।
তোমার চরণ ছাড়ি হৈল সর্ব্বনাশ॥
কাকুতি করিয়া কৃষ্ণে ডাকে একবার।
কৃপা করি কৃষ্ণ তারে ছাড়ান সংসার॥
মায়াকে পিছনে রাখি কৃষ্ণপানে চায়।
ভজিতে ভজিতে কৃষ্ণপাদপদ্ম পায়॥
কৃষ্ণ তাঁরে দেন নিজ চিচ্ছক্তির বল।
মায়া আকর্ষণ ছাড়ে হইয়া দুর্ব্বল॥
সাধুসঙ্গে কৃষ্ণনাম এই মাত্র চাই।
সংসার জিনিতে আর কোন বস্তু নাই॥

তাই বলি, জীবের অসৎসঙ্গরূপ অনর্থ হইতে মুক্ত হইয়া একমাত্র সম্বল, শ্রীশ্রীভগবৎসেবা-প্রাপ্তির একমাত্র উপায়—ঐকান্তিক শ্রীভগবদ্ভক্তের চরণ পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ।

ভ্রম সংশোধন

গত ১৫ই জুলাই সোমবার তারিখের ৯১০ তম সংখ্যা শ্রী[illegible]র ৪র্থ পৃষ্ঠার ৩য় কলমে ২য় প্যারায় ৩০ লাইনে "চিৎ-সম্বিতের পুষ্টি"র স্থলে "জীবিতের পুষ্টি" হইবে।

—

গোড়ায় গলদ

(শ্রীসজ্জনানন্দ ব্রহ্মচারী)

নববিধা ভক্তির প্রথম অঙ্গ "শ্রবণের" বহু অভিনয় সত্ত্বেও প্রকৃত বিষয়ের উপলব্ধির অভাব প্রায়শঃ দৃষ্ট হয়। আমাদের জীবন যে নলিনীদলগত জলবিন্দুর ন্যায় নিতান্তই চঞ্চল ও অস্থায়ী, জন্ম ও মৃত্যু যে একই সূত্রে গ্রথিত—অদ্য বা অব্দশতান্তে যে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, যে কোন মুহূর্তেই যে মৃত্যু আমাদিগকে গ্রাস করিতে পারে এই এত বড় প্রত্যক্ষীভূত সত্য বিষয়টীও আমাদের উপলব্ধির বিষয় হয় না। অন্যে পরে কা কথা। প্রতি মুহূর্ত্তে আমাদের চক্ষের সমক্ষে,—দক্ষিণে বামে, সম্মুখে, পশ্চাতে অসংখ্য প্রাণী যমমন্দিরে প্রবেশ করিতেছে দেখিয়াও ত আমরা জীবনের স্থায়িত্বই আকাঙ্ক্ষা করিতেছি। জীবনের অনিত্যতা ও ক্ষণভঙ্গুরতা এবং পক্ষান্তরে পরমার্থসাধনের আবশ্যকতা স্মরণ করিয়া, ক্ষণার্দ্ধমাত্রকাল অযথা ব্যয় না করিয়া, কৌমারকাল হইতেই সাধুগুরুপাদাশ্রয়ে হরিভজন করা যে অবশ্য কর্ত্তব্য এবং তাহার অন্যথা আচরণ অর্থাৎ ভবসমুদ্র উত্তীর্ণ হওয়ার উপযোগী দেহতরণী ও গুরুরূপ কর্ণধার ও ভগবৎকৃপারূপ অনুকূল বায়ুপ্রবাহ প্রাপ্ত হইয়াও হরিভজনমূলে দুরতিক্রমণীয় সংসার-সাগর পার হওয়ার চেষ্টা হইতে বিরত থাকা যে নিতান্তই আত্মঘাতীর কার্য্য—আহার, নিদ্রা, মৈথুনাদি বিষয়ভোগ যে মনুষ্যেতর অপরাপর জীবেরও অবশ্যই প্রাপ্য ও সুলভ, কিন্তু নরজন্ম পাইয়া অপর জন্মে তাহার সম্পূর্ণ অসম্ভব—এ সব কথা কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইলেও তাহার উপলব্ধি কোথায় বা কতক্ষণে পরিলক্ষিত হয়?

তবে কি শ্রবণের কোন সার্থকতা নাই? ভগবদ্বাক্য ও শ্রীমদ্ভাগবত।—"ভ্রম, প্রমাদ বিপ্রলিপ্সা, করণাপাটব। ঈশ্বরের বাক্যে দোষ নাহি এই সব॥" সেই ভাগবতোক্ত শ্রবণ-মাহাত্ম্য কি অলীক? তাহা ত কখনই নহে। তবেই বুঝিতে হইবে উহার মূলেতে উক্ত বাক্যের ন্যায় প্রকৃত বিষয় এ স্থলে কখনই শ্রুত হয় নাই। এ ক্ষেত্রে বাক্যের ন্যায় প্রকৃত বিষয়ের শ্রোতাভাব অবশ্যই শোচনীয়। [illegible]-প্রবাহের প্রণালীর ন্যায় শ্রবণেরও সুনির্দ্দিষ্ট প্রণালী আছে। তাহার অনবলম্বনই প্রকৃত বিষয়ের অনুপলব্ধির কারণ।

এই বিষয়ের পর্য্যালোচনা করিতে গিয়া আমাদের প্রথমেই স্মরণ করা কর্ত্তব্য যে—

"আদৌ গুরুপদাশ্রয়স্ততঃ কৃষ্ণদীক্ষাদি
শিক্ষণম্।
বিশ্রম্ভেণ গুরোঃ সেবা সাধুবর্ত্মানুবর্ত্তনম্॥"

এ স্থলে "বিশ্রম্ভেণ গুরোঃ সেবা" কথাটির তাৎপর্য্য বিশেষভাবে লক্ষ্যতব্য। কারণ, শ্রীগুরুপদাশ্রয় ও দীক্ষাগ্রহণের অন্ততঃ একটা বাহ্য অভিনয়ও আমরা করিয়া থাকি সত্য, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত "বিশ্রম্ভেণ গুরোঃ সেবা"র সেরূপ একটা অভিনয় হইতেও আমরা সম্পূর্ণ বিরত থাকি। শ্রীগুরুদেবের নিকটে থাকিয়া দৃঢ়বিশ্বাসের সহিত তদীয় সেবাই "বিশ্রম্ভেণ গুরোঃ সেবা" বাক্যে সূচিত হয়। গুরুপ্রসাদলব্ধ তত্ত্বজ্ঞানের উপলব্ধি লাভ করিতে হইলে—

"তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ।
সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্॥"

এবং—

"তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন
সেবয়া"।

এই উপদেশবাক্য বিশেষভাবে মনে রাখা আবশ্যক। এখানে "অভিগচ্ছেৎ" "সমিৎপাণি" ও "সেবয়া" এই শব্দত্রয় বিশেষভাবে লক্ষ্যের বিষয়।

তীর্থ টিকেটে শ্রীগুরুদেবের নিকট গমনাগমনের অভিনয়, "অভিগচ্ছেৎ" শব্দবাচ্য নহে। ও "সেবা" অর্থে আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিমূলক শ্রীগুরুদেবের সাময়িক বা ক্ষণিক দর্শন বা অভিবাদন মাত্র নহে। এবং "সমিৎপাণিঃ" শব্দে গুরুসেবার কোন উপকরণ সংগ্রহ না করা বা শ্রীগুরুদেবের মনোভীষ্ট পূর্ণ না করা বুঝায় না। এ বিষয়টি প্রণিধান করিয়া শ্রীগুরুদেবের নিকটে থাকিয়া তদীয় অন্তরঙ্গ সেবা-সৌভাগ্য আমরা কয়জনে বরণ করিয়াছি? অনেকেই করি নাই, কাজেই আমাদের ভাগ্যে শ্রীগুরুপাদপদ্মের সৌন্দর্য্যদর্শন বা গুরুনিষ্ঠ বাক্যের সত্যতা উপলব্ধি হইতেছে না। "যকর্মকক্ পুমান্"। আমরা গুরুসেবায় যেরূপ উদাসীনতা প্রদর্শন করিতেছি ফলও তদনুপাতেই হইতেছে। সেবায় উদাসীনরূপ গোড়ায় গলদ দূরীভূত করিয়া আমরা যে পর্য্যন্ত না বিশ্রম্ভ সহকারে গুরুসেবাব্রতে দীক্ষিত হইব সেপর্য্যন্ত আমরা যে তিমিরে সে তিমিরেই থাকিব এবং বালুকার উপর স্থাপিত সৌধনির্ম্মাণের প্রয়াসের ন্যায় গোড়ায় গলদ রাখিয়া ভজনার্থ ভক্তি সৌধনির্ম্মাণের যাবতীয় প্রয়াস নিষ্ফলতাতেই পর্য্যবসিত হইবে। অতএব সে-বিষয়ে সতর্ক হইয়া আমরা যদি—

"দদাতি প্রতিগৃহ্ণাতি, গুহ্যমাখ্যাতি
পৃচ্ছতি"

ইত্যাদি বহুবিধ সঙ্গের তাৎপর্য্য বুঝিয়া—

"উৎসাহান্নিশ্চয়াদ্ধৈর্য্যাৎ তত্তৎকর্ম্ম-
প্রবর্ত্তনাৎ"

বাক্যের উপদেশানুযায়ী সেবা-কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হই, তাহা হইলে অচিরেই আমরা—

"সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ॥"

—শ্লোকের সত্যতা স্বজীবনে উপলব্ধি করিয়া সত্যপথ অনুসরণক্রমে স্বীয় গন্তব্য নিত্যধামের নিকট অগ্রসর হইতে থাকিব ও সমস্ত তত্ত্বই আমাদের হৃদয়ে উপলব্ধি হইতে থাকিবে। সাধুসঙ্গক্রমে একবার কোনমতে শ্রদ্ধা-লাভ হইলে সাধুসঙ্গে ভজিতে ভজিতে অনর্থনিবৃত্তি, নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি প্রভৃতি ক্রমান্বয়ে লাভ হইবে। সাধুসঙ্গফলে সাংসারিক বিষয়ে ক্রমে নির্ব্বেদ বা বৈরাগ্য উপস্থিত হইয়া শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবে ক্রমে দৃঢ়া অচলা ভক্তি উদিত হইবে এবং হৃদয়গত কাম দূরীভূত হইয়া বিশুদ্ধসত্ত্ব-হৃদয়ে ভগবৎ-তত্ত্ব ও ভগবদ্রূপাদি উপলব্ধির বিষয় হইবে। তখন দুঃখপরিণাম বিষয়মধ্যে নিতান্ত অনিচ্ছা সহকারে থাকিয়াও ভগবদ্ভজনে অগ্রসর হইতে পারিব ও নিম্নোদ্ধৃত ভাগবতোক্ত শ্লোকের বিষয় হৃদয়ে অপূর্ব্ব আশা ও উৎসাহের সঞ্চার করিবে—

"জাতশ্রদ্ধো মৎকথাসু নির্ব্বিণ্ণঃ সর্ব্বকর্ম্মসু।
বেদ দুঃখাত্মকান্ কামান্
পরিত্যাগেঽপ্যনীশ্বরঃ।
ততো ভজেত মাং প্রীতঃ শ্রদ্ধালুর্দৃঢ়-
নিশ্চয়ঃ।
জুষমাণশ্চ তান্ কামান্ দুঃখোদর্কাংশ্চ
গর্হয়ন্।
প্রোক্তেন ভক্তিযোগেন ভজতো
মাহসকৃন্মুনেঃ।
কামা হৃদয্যা নশ্যন্তি সর্ব্বে ময়ি হৃদি
স্থিতে॥"

ধুবড়ীতে তীর্থমহারাজ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ গত ১৫ই জুলাই সন্ধ্যা ৭॥ ঘটিকায় প্রচারার্থ ধুবড়ীতে পৌঁছিয়াছেন।

নবদ্বীপ-পঞ্জিকা

অদ্য হইতে ৩ দিনের

৪ শ্রীধর ৪ শ্রাবণ ২০ জুলাই শনি অমায় কৌলোভদ্রী কৃষ্ণপক্ষী শ্রীধর ৪। ১১।৫৯ পূর্ব্বফাল্গুনী নক্ষত্র বা ১০।৫০ যোগনবোধ বা ১৮।১৯ কৌলবকরণ শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামিপ্রভুর তিরোভাব।

৫ শ্রীধর ৫ শ্রাবণ ২১ জুলাই রবি সর্ব্ব বাসুদেব চক্রবর্ত্তী দং ৯।১৬ উত্তরফাল্গুনী নক্ষত্র বা ৯।১৬ পরিঘযোগ বা ৭।১১ গরকরণ দি ১০।২৮ গতে বণিজকরণ দং ৯।১৬ গতে বিষ্টিকরণ।

৬ শ্রীধর ৬ শ্রাবণ ২২ জুলাই সোম সর্ব্বশিব সম্পূর্ণ কৃষ্ণপক্ষী দ্বাদশী বা ৭।১ (বেলা) শ বদ্ধ ৭।৫০ শুভযোগ দি ৪।১৯ বিষ্টিকরণ দি ৮।৯ গতে ববকরণ।

শুদ্ধভক্তি মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ

(আকর মঠরাজ)

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমহাযোগপীঠ ৩৫৫০ প্রায় ৩০০ ধনু উত্তর-পূর্বে শ্রীব্রজপত্তনে সাড়াধরে শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্যমঠ বিরাজমান। এই স্থান সর্বক্ষেত্র-তীর্থ, পরাবস্থাপীঠ বা সাত্বতকল্পতরু। এই মহাতীর্থে শ্রীভক্তিবিনোদ আসন শ্রীমদ্‌ব্যাকরণাদি বেদান্তসমূহের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের অভিষেক নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠ হইতে পারমার্থিক দৈনিকপত্র 'নদীয়া-প্রকাশ', সাত্বত সম্প্রদায়ে অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থাদি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতি বৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমাদ্যুত্থান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীসহ কীর্ত্তন-প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত শুদ্ধভক্তি-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের প্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভজনাগারে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দজীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, মহাপ্রসাদ-চতুষ্টয়-বেদান্ত শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি লীলা ও ভক্তগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হয়। এই মঠ হইতে মহাজনগণের নানা হরিকথা-প্রচার, মহাজন-সঙ্কীর্ত্তন, বক্তৃতা, ব্যাখ্যা ও সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞ-মহোৎসবাদি ভক্তগণের অনুষ্ঠান হয়। মঠরক্ষক—মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া সহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীগন্ধর্ব্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবিদ্যানন্দ ব্রজবাসী সেবাকোবিদ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরাঙ্গের রাসস্থলী এখানে শ্রীগৌরবিজ্ঞানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান, রক্ষক—শ্রীবনবিহারী দাসাধিকারী

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—গোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

(৭) কাজীর সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপা-প্রাপ্ত শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীমদানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক।

(৮) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও রাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান দাস ব্রহ্মচারী।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্র নাথ দাসাধিকারী।

(১০) মোদদ্রুম-ছত্র "গৌড়ের নৈমিষ"

মাউগাছি, পোঃ জাহ্নগর, (বর্দ্ধমান)।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান। শ্রীগৌরনিত্যানন্দের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবঙ্কুবিহারী ব্রজবাসী, ভক্তিশাস্ত্রী।

(১১) ভেতিয়া ভুবকানন

শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী.

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক— শ্রীনরহরি দাস ব্রহ্মচারী

(১২) কুঞ্জকুটীর—পোঃ কৃষ্ণনগর,

নদীয়া রক্ষক—শ্রীঅচ্যুতানন্দ অধিকারী

(১৩) ভাগবত-আসন—পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

এই স্থান হইতে ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচারিত হয়। রক্ষক—শ্রীমদানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৪) একায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ রাণাঘাট, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীপ্রমথনাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী ভক্তিসার।

(১৫) মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঁচালাপাড়া, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(১৬) মাধ্বগৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, পোঃ ঢাকা

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাবিনোদ বি-এ।

(১৭) গোপালজীউ মঠ—কমলাপুর, (ঢাকা)

গোপালজীউ শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান। রক্ষক—শ্রীনরোত্তম দাস ব্রজবাসী.

(১৮) নিতাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি. (ঢাকা)।

এখানে শ্রীনিতাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীসদাশিব ব্রহ্মচারী

(১৯) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

রমনাবাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, ব্রহ্মচারী এম-এ, বি-এল।

(২০) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাদ্রু, (ঢাকা)

এখানে মদনমোহন গোবিন্দের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(২১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাণীগঞ্জ (বর্দ্ধমান)।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীঅচ্যুতানন্দ দাসাধিকারী.

(২২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ভুবনেশ্বর, পোঃ চিৎপুর, (বাঁকুড়া)

এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরামনাথ অধিকারী।

(২৩) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে গুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিরত্ন।

(২৪) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী।

(২৫) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগড়, পোঃ বক্সীবাজার, (কটক)

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদবিহারীজীউর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর

(২৬) ব্রহ্মগিরি-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর পুরী.

শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন।

(২৭) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীউর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগদাধর অধিকারী

(২৮) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌরহরি ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী দাসাধিকারী।

(২৯) রায়রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভূর, জেলা গোদাবরী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—শ্রীনরহরি দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী।

(৩০) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৯০নং মদনপুরা, বেনারস সিটি

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীমধ্বেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(৩১) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী

(৩২) পরমহংস মঠ.

পোঃ নিমসার, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও গৌর-বিনোদ-বিহারীজীউর সেবা বর্ত্তমান

রক্ষক—শ্রীমদ্‌নারায়ণ দাসাধিকারী।

(৩৩) কৃষ্ণচৈতন্য মঠ

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

এখানে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিত্য-সেবা হয়। রক্ষক—শ্রীসুন্দর ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠ

কৃষ্ণজন্মভূমি মথুরা

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ

(৩৫) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ—শ্রীরাধাকুণ্ড

রক্ষক—শ্রীরাধারমণচরণদাস ব্রহ্মচারী

(৩৬) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৩৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ

সেবাকুঞ্জ, পোঃ গোবর্দ্ধন, জেলা মথুরা

(পাঞ্জাব) রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৩৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ কুমার ...

(৩৯) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল।

এখানে গৌরমদনমোহনের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীনবীনগোপাল অধিকারী।

(৪০) সারস্বত-গৌড়ীয় মঠ

রাজঘাট নারায়ণপুর, মঠ, ...

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিস্বরূপ গিরি

(৪১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ এগমোর মাদ্রাজ।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীপাদ অনন্তানন্দ ভক্তিবিনোদ

(৪২) বোম্বে-গৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়

গ্রোগাঁও রোড, চৌপাটি সি ফেস, বাংলো নং ১, বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীভূপেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত মজুমদার।

(৪৩) অমরাজি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমরাজি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীমধুসূদন দাস অধিকারী

(৪৪) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী

(৪৫) পাটনা গৌড়ীয় মঠ

২০০ মিঠাপুর, পাটনা।

রক্ষক—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী বাগচৌধুরী

(৪৬) গয়া গৌড়ীয় মঠ

ভিল মাইল, চাঁদ রোড, গয়া

রক্ষক—উপদেশক শ্রীসর্ব্বেশ্বর বাগচী

(৪৭) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠ বালেশ্বর

রক্ষক—শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয়

৩ গ্ল্যাডস্টোন ... লণ্ডন ...

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি ...

(৪৯) বার্লিন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

Berlin W. 30

Eisenacher strasse 20

(৫০) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

৩১০ নং ডালহৌসী ষ্ট্রীট রেঙ্গুন।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গভাষায় প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম স্কন্ধের প্রথম খণ্ড পর্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধের প্রতিখণ্ড ৷৵০
২। গৌড়ীয় বিবৃতি শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। অনুভাষ্য-সমেত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৷৵০ ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ ৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—১৲; ২য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব—১৲
৮। সৎক্রিয়াসার—দীপিকা ও সংস্কার-দীপিকা ১৷০
৯। বৈষ্ণবধর্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিচার-তত্ত্ব ৷০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ৷০
১৮। [illegible] ৷০
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵০
২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৷৵০
২২। ভজন-রহস্য ৷০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
২৬। গীতার কেবল মূল-ভাষা ৷০
২৭। [illegible] ২৲
২৮। বেদান্তসূত্রের মাহাত্ম্য ৷০
২৯। প্রেমবিবর্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸
৩০। দীন-দিব্য-দর্শন ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৶০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ৷০
৪০। শরণাগতি ৴০
৪১। গীতাবলী ৴০
৪২। প্রিয় নবদ্বীপ ১৷০
৪৩। [illegible] ৴০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৪৫। নবদ্বীপশতক
৪৬। অর্চ্চনপদ্ধতি
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (৪র্থ সংস্করণ)
৪৯। অষ্টকম্ ৴১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ৷০
৫২। মাধ্যমকরী (সানুবাদ) ৷০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-নির্ণয় ০
৫৫। অমৃতকণাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ৷০
৫৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৴০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ৷০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণদেবের ৶০
৫৯। শিক্ষাষ্টক ৶০
৬০। মায়াবাদী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যলীলামৃত সারঃ ৷০
৬১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ৷০
৬২। সজ্জন-শিক্ষামৃতম্ ৷০
৬৩। তত্ত্বসূত্রম্ ৷০
৬৪। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৷৵০
৬৫। গৌড়ীয়মঠের পরিচয়ঃ ৴০
৬৬। মায়াবাদখণ্ডনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৭। রায় রামানন্দ ৷০
৬৮। এ ফিউ ওয়ার্ডস্ অন্ বেদান্ত ৷০
৬৯। বাবাজান ৷০
৭০। বেদান্ত—ইটস্ মর্ফলজি অ্যাণ্ড অন্টলজি ৷০
৭১। বিজিটিং ক্লার্ক্স ৷৵০
৭২। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ৷০
৭৩। বৈষ্ণবীজম্ ৷০
৭৪। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ফাইটিং ৴০
৭৫। দি ভাগবত
৭৬। থিইস্টিক ফিলসফি অ্যাণ্ড আকাদেমিক ভিজোলন ৷০
৭৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২৷০
৭৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৭৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷০
৮০। সাধন-পথ ৷০
৮১। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৮২। গীতাবলী ৴০
৮৩। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৪। শরণাগতি ৴০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় বৃহৎ প্লীহাপীড়িত রোগীর প্রাণরক্ষায় একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কীর্তি অতুল সাধক। প্লীহা যকৃৎ কামলা এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অবস্থায় সাধক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ আনা, বড় বোতল ১৷৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।
অথবা
পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউন্‌টেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ। জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার কলিকাতা

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে কথাসার ও শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও
ওঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ অধিকারী এম্, এ, এল্, কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। প্রতি বর্ষ ৩॥ টাকা ভিক্ষায় কলিকাতা বাগবাজারস্থ গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, বাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—তিনি ভাষায় একত্রে পাক্ষিক পত্রিকা। বৈদিকবার্ত্তা শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১॥০

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ দাস-দাস সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিত্যানন্দ সেবাতীর্থ বি-এল, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া গদাধরাঙ্গন হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীজীব চর্চা

প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল মোটা অক্ষরে এবং তাহাতে বর্ত্তমান-যুগে শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। আর্ট কাগজে ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০১৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোক সূচী, পদসূচী, গ্রন্থসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়সূচী, স্থানসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী-পত্র। সমগ্র শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট অথচ বিরাট সংস্করণ জগতের কোথায়ও আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক-মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৩—৪৬,	১০—৩১,	১৩—২২	১৭—৩৮,	১৯—৩৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—১,	১৪—০	১৮—৯,	২০—৩৫
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩০,	১১—১৩,	১৪—৯	১৮—১৩,	২০—৪২

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

সংবাদ অজ্ঞাতদিন

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৮৫	৯-২৫	১২-১০	১২-৩৪	১৫-৭৪	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১২-১১	১২-৪২	১৫-৪১	১৮-৩১
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-৫১	১৩-১২	১৬-১২	১৯-১১

শ্রীধাম মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

[ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম-এ, মহোদয়ের শ্রৌতগবেষণা এবং পাণ্ডিত্য লেখনীর অমৃতময় আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং তত্ত্ব ও জগতের জীবনচরিত-পাঠে ধন্য হউন এই বিরাট, সাতশত আটত্রিশ পৃষ্ঠা সম্বলিত ও বিভিন্ন চিত্র-শোভিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের প্রসঙ্গ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত, সিদ্ধান্তের সম্যক আলোচনা প্রথম খণ্ডে ৩০৩ অধ্যায়ে, প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় হইয়া ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের স্বলিখিত মুখবন্ধ (Foreward) প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত শব্দসূচী-পত্র (Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

প্রস্তুত করিতে কত সহজ
দামে কত সস্তা
জ্বরে কত উপকারী

আপনার
রোগ নিবারণী ক্ষমতা বৃদ্ধি করিবে

রবিনসনের "পেটেন্ট" বার্লি

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'শ্রীনাথ' নবদ্বীপ

দৈনিক

REG. NO C. 1544

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচার-নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

ঐতরেয়োপনিষদ্
বড় অক্ষরে মূল ও অনুবাদসহ প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি উত্তম। ভিক্ষা ।০ মাত্র
শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

"গৌড়ীয়"
৭ম বর্ষ হইতে ১১শ বর্ষ পর্য্যন্ত প্রতি বর্ষ কাপড়ে বাঁধাই
ভিক্ষা ৩।০ মাত্র।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ
বাগবাজার, কলিকাতা

১০ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৫ই শ্রাবণ, সোমবার ১৩৪২, ২২শে জুলাই ১৯৩৫ [১২০তম সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

—:০:—

বেলফাষ্টে গুরুতর অবস্থা
আবার ভীষণ দাঙ্গাহাঙ্গামা

গত ১৩ই জুলাই সন্ধ্যাকালে বেলফাষ্টে আবার গুরুতর দাঙ্গা বাধে। জনতা পুলিশ বেষ্টনী ভেদ করিয়া ইয়র্ক ষ্ট্রীটে অনেক বাড়ীর জানালা ও আসবাব আদি ভাঙ্গিয়া ফেলে এবং বহু সংখ্যক বাড়ীতে আগুন লাগাইয়া দেয়। গুড়ুম ও গুলী বর্ষণও চলে। পুলিশ বেটন রাইফেল ও সাঁজোয়া গাড়ী ব্যবহার করে। সৈন্যদল রাইফেল ও ইস্পাত নির্ম্মিত শিরস্ত্রাণে সজ্জিত হইয়া লরীতে করিয়া অকুস্থলে উপস্থিত হয়। দাঙ্গার ফলে দুইজন নিহত হইয়াছে এবং অনেক লোক আহতাবস্থায় হাসপাতালে নীত হইয়াছে।

অগ্নি দগ্ধ হইয়া ঘুমন্ত শিশুর মৃত্যু

ঢাকার বেণীপুর গ্রামের শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার পাল মহাশয়ের চারিবৎসরের শিশুপুত্র ঘরের ভিতর আগুনে দগ্ধ হইয়া মারা গিয়াছে। প্রকাশ, শিশুর মাতা সন্ধ্যার পর তাহাকে ঘুমন্ত অবস্থায় মশারির ভিতর রাখিয়া ঘাটে কাজ করিতে যান। ইতিমধ্যে পাল মহাশয়ের নবম বর্ষীয়া কন্যা একটি কেরাসিনের আলো লইয়া ভাই ঘুমাইয়াছে কিনা দেখিতে যায়। হঠাৎ বালিকার হাতের আলো হইতে মশারিতে আগুন লাগিয়া যায়। বালিকা ভয়ে কোনরূপ চীৎকার না করিয়া তক্তপোষের নীচে গিয়া আশ্রয় লয়। শিশুটির আর্ত্তনাদে চারিদিক হইতে লোকজন ছুটিয়া আসে এবং আগুন নিভাইয়া শিশুটিকে রক্ষার চেষ্টা করে। শিশুটি অর্দ্ধদগ্ধ অবস্থায় কিছুক্ষণ জীবিত ছিল।

বোমা বর্ষণকারী তিন শত বিমানপোত
আক্রমণের পরিকল্পনা

আরও তিনশত বোমাবর্ষণকারী বিমানপোত শীঘ্রই উত্তর আফ্রিকায় রওনা হইতেছে। উক্ত বিমানপোতগুলি সহকারী সমর সচিব জেনারেল ভালির অধিনায়কত্বে পরিচালিত হইবে। আফ্রিকার ইতালীয় উপনিবেশগুলিতে বর্ত্তমানে একশত বিমানপোত আছে। জানা গিয়াছে যে, সিনর মুসোলিনী আবিসিনিয়াকে দ্রুত পরাজিত করিবার জন্য বিমানশক্তির উপরই নির্ভর করিতেছেন। আবিসিনিয়ার অধিবাসিগণকে ভয় দেখাইবার জন্য মুসোলিনী সম্ভবতঃ বিমান আক্রমণ দ্বারা যুদ্ধ আরম্ভ করিবেন।

রাষ্ট্রসঙ্ঘ পরিষদের পরিকল্পনা

ইতালী-আবিসিনিয়ার বিবাদ সম্পর্কে আলোচনা করিবার জন্য রাষ্ট্রসঙ্ঘ পরিষদের সভা সম্ভবতঃ আগষ্ট মাসের গোড়ার দিকে আহূত হইবে। রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ সম্পাদক মিঃ অ্যাভেন দুই ঘণ্টা পরিদর্শনের পর আবিসিনিয়ার মন্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। উক্ত সাক্ষাৎকারের পরেই ১৭ই জুলাই রাষ্ট্রসঙ্ঘ পরিষদের সভা আহ্বানের উপরোক্ত সংবাদ জানা গিয়াছে।

কাহারও সর্ব্বনাশ কাহারও পৌষমাস

বরিশালের শ্রীযুত প্রবোধচন্দ্র ঘোষের পত্নী শ্রীমতী জ্যোতি লতা ঘোষ দীর্ঘ দিন রোগ ভোগের পর গত বৃহস্পতিবার মাত্র ২৯ বৎসর বয়সে তাঁহার স্বামীর কর্ম্মস্থানে সিউড়ির বাসভবনে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। এই মৃত্যু সংবাদ পাইয়া মৃতার বৃদ্ধ পিতামাতা কন্যাকে শেষ দেখা দেখিবার জন্য আসলে ওখানে যান। উক্ত বাড়ীই অতি সন্নিকটে অবস্থিত। কন্যাকে শেষ দেখা দেখিবার জন্য যাইবার সময় তাঁহারা বাড়ীতে তালা দিয়া যান। কিন্তু এমনই গ্রহের ফের যে, যেহেতু কন্যার মৃত্যুজনিত শোকের সুযোগ গ্রহণ করিয়া একদল চোর প্রকাশ্য দিবালোকে দরজা ভাঙ্গিয়া মৃতার পিতা শ্রীযুত সখানাথ গুহের বাড়ীতে প্রবেশ করে এবং নগদ ও অলঙ্কারে প্রায় ২ হাজার টাকা লইয়া চম্পট দেয়।

জার্ম্মাণীতে ভীষণ খনি দুর্ঘটনা
দশজন নিহত এবং ২৭ জন আহত

ডর্টমুণ্ডে একদল কয়লা খনির দুই হাজার ফুট নিম্নে বিস্ফোরণের ফলে দশজন নিহত হইয়াছে এবং সাতাশ জন আহত হইয়াছে।

খনির অভ্যন্তরে আগুন লাগায় উদ্ধারকার্য্য চালানো অত্যন্ত কঠিন হইয়া পড়িয়াছে।

—

রবারের চাকাযুক্ত শকট

লোহার চাকা যুক্ত শকট চালনার ফলে রাজপথ বারবার সংস্কারের প্রয়োজন হয় বলিয়া বোম্বাই সরকার উক্ত প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে যাহাতে রবারের চাকাযুক্ত শকট ব্যবহৃত হয় তাহার চেষ্টা করিতেছেন। এইজন্য পথকর পরিমাণ হ্রাস করিয়া বা উহা রদ করিয়া গাড়োয়ানদিগকে রবারের চাকা ব্যবহারের জন্য উৎসাহ দিতে বিভিন্ন মিউনিসিপ্যালিটি, লোকাল ও ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডকে বলা হইয়াছে। গত পহলা এপ্রিল হইতে কোন সরকারী রাস্তায় চলাচলের জন্য রবারের চাকাযুক্ত শকটের বাবদ ট্যাক্স লওয়া হইবে না বলিয়া বোম্বাই সরকার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

জাপ-সরকারের পরিকল্পনা
বিমান চলাচলে সাহায্য

দেশরক্ষার জন্য যে পঞ্চবার্ষিক বিমান-পরিকল্পনা করা হইয়াছিল তাহা শেষ করিবার সঙ্গে সঙ্গে জাপ-সরকার অ-সামরিক বিমান চলাচলে সাহায্য করিবার জন্য এক বিপুল পরিকল্পনা খাড়া করিয়াছেন। ঐ পরিকল্পনা অনুসারে প্রাথমিক ব্যয় হইবে এক কোটি ২০লক্ষ পাউণ্ড। তৎপরে প্রতি বৎসর ২ লক্ষ পাউণ্ড করিয়া ব্যয় করা হইবে। বিমান অবতরণের স্থান সমূহ প্রস্তুতের জন্য অবিলম্বেই ব্যবস্থা করা হইতেছে। বিমান যাহাতে সম্পূর্ণরূপে জাপানেই প্রস্তুত হয় তজ্জন্য জাপ-সরকার বিমান-প্রস্তুতকারকদিগকে সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য করিবেন স্থির করিয়াছেন।

বাঙ্গলা হইতে পাট রপ্তানি

বাণিজ্য বিষয়ে সরকারী তথ্য সংগ্রহ বিভাগে প্রাপ্ত হিসাবে প্রকাশ যে, গত জুন মাসে বাঙ্গলা হইতে মোট ৪৪৬৫৯২ গাঁইট (প্রতি গাঁইটের ওজন ৪০০ পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় ৫ মণ) পাট রপ্তানি হইয়াছে; তন্মধ্যে ৪৪০৭৬৬ গাঁইট কলিকাতা হইতে এবং ২৮২৬ গাঁইট চট্টগ্রাম হইতে রপ্তানি হইয়াছে। ১৯৩৩ ও ১৯৩৪ সালের জুন মাসে যথাক্রমে ৩৬৭৭৬৯ এবং ২৭৩৩০৫ গাঁইট পাট রপ্তানি হইয়াছিল।

চলন্ত ট্রেনে উঠিবার বিপদ

তিন দাঁড়িয়া ই, বি রেলওয়ে কাংখারার টীমা কেউ বিশ্বাস পুত্র চরণ তিন বাড়িয়া লোকান ট্রেনে উঠিবার সময় দৈবক্রমে পড়িয়া গিয়া বাঁ পায়ে গুরুতর আঘাত পাইয়াছে। তাহাকে স্থানীয় রেলওয়ে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হইলে তথায় তাহার পা কাটিয়া ফেলিতে হইয়াছে।

নমো ভগবতে নারায়ণায়

৫ই শ্রাবণ, সোমবার ১৩৪২

কলিকাতার হাওড়ার পুল নূতন করিয়া গড়া হইবে। বহুদিন পূর্ব্বে হাওড়ার পুল যানবাহন ও হাঁটা চলাচলের অযোগ্য বলিয়া যে ধারণা সাধারণতঃ মনে উদিত হইত, আজও সেই পুল পথিক, গোযান, মটর ও মোটর বাসের বিরাট অভিযানের অত্যাচার নীরবে বুক পাতিয়া সহ্য করিয়া কলিকাতার পশ্চিমপার হাওড়ার সঙ্গে সংযুক্ত রাখিয়া কলিকাতা নগরীকে সমৃদ্ধশালী করিয়া তুলিয়াছে। নূতন পুল নির্ম্মাণ পরিকল্পনা আর এক যুগ হইতে আরম্ভ হইয়াছে, টেণ্ডারও আহ্বান করা হইয়াছে, শীঘ্রই কাহাদের উপর পুল নির্ম্মাণের ভার দেওয়া হইবে তাহাও প্রকাশিত হইবে।

এই পুল নির্ম্মাণে দুই কোটি টাকা ব্যয় করা হইবে স্থির হইয়াছে। এই বিরাট ব্যয় বহুল পুলের নির্ম্মাণ কার্য্যের ভার লাভ করিবেন কাহারা? ইহার সহিত এই দেশের অর্থ নৈতিক সম্বন্ধ বিজড়িত, ইহার উপর ভারতের স্বার্থ বিশেষ ভাবে নির্ভর করে। বিদেশীয় কোম্পানীর হস্তে পুল নির্ম্মাণের ভার অর্পণ করা হইলে দেশের অর্থ দেশে থাকিবে না এবং আধুনিকতম বিজ্ঞানের যে কৃতিত্ব এই পুল নির্ম্মাণে প্রদর্শিত হইবে। তাহার সৌভাগ্য হইতেও ভারতবাসী বঞ্চিত হইবে। পুল নির্ম্মাণের ভার দেশীয় কোম্পানীর উপর ন্যস্ত হইলে, মাল মসলা দেশীয় কোম্পানী হইতে গৃহীত হইলে, দেশের অর্থ দেশেই থাকিবে এবং এদেশের লোক আধুনিক পুল নির্ম্মাণের কৃতিত্ব প্রদর্শন করিবার সুযোগ লাভ করিবে। দেখা যাক, বরাত কোন কাহাদের!

শিশু-মন

শিশুর মন স্বচ্ছ এবং একখণ্ড পরিষ্কার, অমলিন শ্লেটের মত,—যে কোন প্রকার দাগ পড়িলে সহজেই তথায় অঙ্কিত হইয়া যায়। যে কোন জিনিষ তাহার নয়ন পথে পতিত হউক না কেন, যে কোন প্রকার শব্দই তাহার কর্ণগোচর হউক না কেন, সকলই তাহার মনরূপ শ্লেটে অঙ্কিত হইতে থাকে। এই প্রকার ভাবধারা তাহার মনশ্লেটে গভীরভাবে অঙ্কিত হইলে পর তাহাই তাহার নিজের ভাব বলিয়া মনে হয়। ইহার অন্তরালে অন্য কোন প্রকার শক্তি আছে কিনা, থাকিলে তাহা কোন ক্রিয়া করিতেছে কিনা তাহা কখনও মনে উদিত হয় না। নানা প্রকার ভাবধারার মধ্যে বর্দ্ধিত হইয়া নিজের বুদ্ধি ও চিন্তাশক্তিদ্বারা বিচার করিয়া তাহার মতানুযায়ী একটী ভাবকে সে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচনা করিয়া নেয় এবং তাহাকেই তাহার আদর্শ বলিয়া স্থির করিয়া তাহার অনুসরণে প্রবৃত্ত হয়।

* * *

মানবস্বভাব স্বাধীন ও স্বতন্ত্র; একবার বুদ্ধি বৃত্তি পরিপক্ক হইলে পর, একবার বিবেচনা ও বিচার শক্তির আস্বাদ পাইলে পর যদি অন্যের মত, অন্যের কথাবার্ত্তা তাহার স্বীয় মতানুযায়ী না হয় বা স্বীয় মতের অনুকূল না হইয়া পরিপন্থী হয় তাহা হইলে তাহা উপেক্ষা করিবারই তাহার এক স্বাভাবিক প্রবৃত্তি জন্মে। শিশুকাল হইতে যে ভাব তাহার মনে গভীর দাগ কাটিয়াছে তাহার বিপরীত কথা উপেক্ষা করাই তাহার স্বভাব। পরিণত বুদ্ধির পর কত প্রকার ভাল মন্দ কথাই তাহার কাণের উপর দিয়া ঢেউ খেলিয়া যায় কিন্তু একটিও তাহার অন্তরে প্রবেশ করে না। যতক্ষণ পর্য্যন্ত না তাহার বিচারশক্তি অন্যের নিকট পরাজিত হয়, যতক্ষণ না সে অন্যের মহান, আদর্শ জীবনধারা আকৃষ্ট হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত এতকাল সঞ্চিত ভাবধারাই তাহার মনের উপর একাধিপত্য করিতে থাকে। যখনই দেখা যায় অন্য একজন ভাল কথা ও সদুপদেশ দিলেও আর একজন তাহা গ্রহণ করিতেছে না বরং উড়াইয়া দিতেছে তখনই বুঝিতে হইবে যে, সে তখন পর্য্যন্তও উপদেশকারীর নিকট তাহার বিচারশক্তি খর্ব্ব করিবার মত বা মাথা নোয়াবার মত কিছুই পায় নাই। তাহাকে স্বীয় মতানুযায়ী করিতে হইলে তাহার উন্নত বিচার শক্তির নিকট উন্নততর বিচারশক্তি উপস্থিত করিতে হইবে ও আদর্শ জীবনের দ্বারা তাহাকে আকৃষ্ট করিতে হইবে। অন্যথা তাহাকে মতাবলম্বী করিয়া সৎ পথে আনা সম্ভব হইবে না।

* * *

শিশুকালে যে ভাবধারা মানুষ পায় তাহাই তাহার জীবনের সম্বল হইয়া দাঁড়ায়—গ্রহণ করিবার সামর্থ পায় শিশুকালের ভাবেই পূর্ণ হইয়া তাহাই শেষ দিন পর্য্যন্ত থাকিয়া যায়। তাই শিশুকালে সৎসঙ্গ একান্ত দরকার, যাহাতে অন্য প্রকার ভাবধারা তাহার স্বচ্ছ মনে অঙ্কিত হইতে না পারিয়া কেবল তাহা সদ্ভাবেই পূর্ণ হইবার সুযোগ পায়। শিশুকালে সৎসঙ্গ না পাইলে জীবনব্যাপি অপরিপক্ক অসার বুদ্ধিই শুধু থাকিয়া যায়; বৃদ্ধকালেও চিন্তা বুদ্ধি বর্ত্তমান থাকে—থাকে না শুধু তাহাতে শিশুর সারল্য। যে মন একদিন সুযোগ ও সুবিধা পাইলে মহান্ ভাবে মহীয়ান হইয়া মহৎ কার্য্য সাধনে সক্ষম হইত, উপযুক্ত খাদ্য অভাবে তাহাই ফলহীন, শুষ্ক, বৃন্তচ্যুত কুঁড়ির মত পরিপূর্ণতা লাভে অসমর্থ হয়। অকাল মৃত্যুই ইহার পরিণতি। এমনি করিয়াই চলিয়াছে শতকরা নিরানব্বই জনের জীবন; উপযুক্ত অনুকূল সঙ্গের অভাবে তাহা বিনষ্ট হইতেছে অকালে।

সম্রাটের সিংহাসনারোহণ জুবিলী

নদীয়া জেলার দান

শ্রীযুক্ত ভূষণ দাস পেসকার ১॥০, বাবু পদ্মচরণ কর ২॥০, বাবু নৃসিংহ প্রসাদ মুহুরি ৩৲, বাবু জানকিনাথ রায় ১৸৴০, বাবু নলিনীমোহন গোস্বামী ১৸৴০, মৌলবি সের আলী বিশ্বাস ১৷৴০, মৌলবি আবুল মকসুদ ১০ এতানবাস হোসেন ২৴০, বাবু ভুবনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১৷৶০, বাবু অন্নদাপদ পাল ১৷৶০, জেমস্ গইন্দু প্রকাশ বিশ্বাস ১৷৶০, বাবু অমলেন্দু বক্সী ১৷৶০, বাবু ক্ষিতীশচন্দ্র কর্ম্মকার ১৷৶০, মেহেরপুরের মুন্সেফ ও কর্ম্মচারীবৃন্দ ২২॥৶০, বাবু নীরেন্দ্রনাথ বাগচি ১৩॥০, বাবু রঘুনাথ মুখার্জ্জি ৩॥০, রামহরি দে চৌধুরী ৩৲, বাবু মন্মথনাথ পালচৌধুরী ১৸৴০, বাবু সন্তোষকুমার অধিকারী ১৸৴০, মৌলবি ওয়াজেদউদ্দিন আমেদ ১৸৴০, বাবু নীলকান্ত চাটার্জ্জি ১৸৴০, বাবু নির্ম্মলচন্দ্র সরকার ১৸০, বাবু হেমন্তচন্দ্র পাল ১৸০, বাবু কামাখ্যানাথ চক্রবর্ত্তী ১৸৴০, বাবু নৃসিংহদেব ভট্টাচার্য্য ১৸০, বাবু হরিচরণ পাল ২৶০ বাবু ধীরেন্দ্রনাথ মুহুরী ৸৴০, বাবু আশুতোষ উকিল ১৩॥০, বাবু পঞ্চানন বিশ্বাস ২/০, বাবু সনৎকুমার গুপ্ত ১৷৶০, বাবু মহাদেবচন্দ্র রায় ১৷৶০, বাবু রমাকান্ত মুহুরী ২৷৶০, বাবু শ্রীশচন্দ্র বিশ্বাস ১৷৶০, বাবু বিশ্বপদ বসু ১৸৴০, বাবু সুরেন্দ্রচন্দ্র বিশ্বাস ১৸৴০, বাবু মাখনলাল মৈত্র ১৸৴০, মৌলবি ইয়াকুব হোসেন সর্দ্দার ১০, বাবু মনীন্দ্রচন্দ্র মৈত্র ১৷/০. মৌলবি মহম্মদ ইদ্রিস ১৷/০. বাবু তারকদাস মুখার্জ্জি ২১/০, বাবু অশ্বিনীকুমার মজুমদার ১৸৴০ বাবু কিরণচন্দ্র বাগচি ১৸৴০, মৌলবি আবদুল আজিজ খান ১৷৶০, মৌলবি আব্দারওয়ার কবিরুদ্দিন ১৸৴০, মৌলবি আবু মহম্মদ কৈশর ১/০, মহম্মদ ইয়াকুব ৯৲, বাবু গোলাপ চৌধুরী ১৸৴০, প্রসেস সার্ভার কুঠিয়া ৫০।

হিন্দুর উপর অত্যাচার

৪১ জন মুসলমান গ্রেপ্তার

গত ২৭শে জুন তারিখে রাজসাহী জেলার নওগাঁর বিলপুর গ্রামে এক লোমহর্ষক অত্যাচারের বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। প্রকাশ গত ১২ই আষাঢ় সকালবেলা শ্রীযুত রাধারমণ বাবু যখন তাঁহার বাড়ীর আঙ্গিনায় বসিয়া তামাক খাইতেছিলেন, তখন অকস্মাৎ শতাধিক মুসলমান ভীষণ চীৎকার করিয়া রাধারমণ বাবুর বাড়ী ঘিরিয়া ফেলে এবং কতক মুসলমান তাহা রমণবাবুকে কান ধরিয়া তুলিয়া মারপিট করিতে থাকে। রাধারমণবাবুর স্ত্রী ভীতা হইয়া অন্দরবাড়ীর প্রবেশের দরজা বন্ধ করিয়া একখানা ঘরের ভিতর লুকাইয়া ঘরের খিল বন্ধ করিয়া দেন। কিন্তু ২৫।৩০ জন দুর্বৃত্ত দরজা ভাঙ্গিয়া অন্দরে প্রবেশ করে এবং ঘরের দরজা ভাঙ্গিয়া রাধারমণবাবুর স্ত্রীকে সজোরে টানিয়া আনে। দুর্বৃত্তগণ পরে তাঁহাকে কিছু দূর নিয়া উলঙ্গ করিয়া নিকটস্থ বাগানে লইয়া যায়, তাঁহার হাতের শাঁখা ভাঙ্গিয়া ফেলে, অলঙ্কারাদি সব খুলিয়া লয় এবং বর্ব্বরের মত অকথ্য অত্যাচার করে। অন্য এক দল দুর্বৃত্ত রাধারমণ-বাবুকে ও তাঁহার ভ্রাতা শশিভূষণ সরকারকে (বয়স ২৬।২৭) মারপিট করিতে থাকে। দুর্বৃত্তগণ পুনরায় রাধারমণবাবুর স্ত্রীকে পুকুরের মত ধরিয়া প্রমুক্ত রজনী সাহার মোক নেয় সম্মুখে আনিয়া নির্দ্দয়ভাবে অত্যাচার করিতে থাকে। রজনীবাবু এবং অন্যান্য হিন্দুগণ দুর্বৃত্তগণকে অত্যাচার করিতে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা পাইলে তাহারা হিন্দুদিগকে আক্রমণ করে। এই সুযোগে রাধারমণবাবুর স্ত্রী অতিকষ্টে রজনীবাবুর বাড়ীতে ঢুকিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। দুর্বৃত্তগণ তখন রাধারমণবাবুকে ও তাহার ভ্রাতা শশিভূষণকে মারধর করিতে করিতে ডিষ্ট্রিক্ট-বোর্ড ও লোকালবোর্ডের রাস্তা দিয়া সমস্ত গ্রামখানা ঘুরাইয়া ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া যায়।

ঘটনার পর ২৪ ঘণ্টার মধ্যে কোনও লোক থানায় খবর দিতে পারে নাই। কারণ থানায় খবর যাহাতে যাইতে না পারে সেজন্য মুসলমানগণ গ্রামের চারিদিকে সকল রাস্তায় পাহারা দিতেছিল।

তৎপরদিন জনৈক ভদ্রলোক চারঘাট থানায় এই ঘটনার সংবাদ দেন। থানার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী ঘটনাস্থলে পৌঁছিয়া তদন্ত আরম্ভ করেন এবং অবস্থার গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্টকে সংবাদ দেন। পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সশস্ত্র পুলিশ সহ ৩০শে জুন ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন। এপর্য্যন্ত এই অত্যাচার সম্পর্কে ৪১জন মুসলমান ধৃত হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে স্থানীয় দুইজন মুসলমান চৌকীদারও আছে।

বেকার যুবকের আত্মহত্যা

গত ১২ই জুলাই রাত্রিতে ঢাকা বালিয়াটি নিবাসী ও আড়িয়াল উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের শিক্ষক লোকনাথ দে মহাশয়ের মধ্যম পুত্র হরিদাস দে উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করিয়াছে। সে আড়িয়াল মধ্য উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়িয়াছিল। চাকুরীর চেষ্টায় নানাস্থানে ঘুরিয়া ফিরিয়া সে বাড়ীতে আসে। প্রকাশ যে আত্মহত্যার পূর্ব্বে এক চিঠিতে লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছে যে তাহার মৃত্যুর জন্য কেহই দায়ী নহে; বেকার অবস্থায় জীবনযাপন করা অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়ঃ। টঙ্গীবাড়ী থানার দারোগা মৃতদেহ পরীক্ষা করিয়া সৎকারের আদেশ দিয়াছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
—পারমার্থিক পত্র—
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১০ম বর্ষ } ৬ শ্রীধর গৌরাব্দ ৪৪৯, ৬ই শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১৩৪২, ২২শে জুলাই ইং ১৯৩৫ সোমবার ১২০তম সংখ্যা

সাময়িক সন্দেশ

প্রভুপাদ-প্রসঙ্গে

বোম্বে হইতে প্রেরিত শ্রীপাদ মহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তালোক প্রভুর পত্রে প্রকাশ, শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ গত ১৭ই জুলাই প্রাতঃকালে তদীয় অনুকম্পিত মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ বি-এ প্রমুখ বৈষ্ণবগণের নিকট শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম শ্লোক তিনটি ব্যাখ্যা করিয়া সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্ব-সম্বন্ধে বহু কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। প্রসঙ্গক্রমে শ্রীল প্রভুপাদ ইহাও বলিয়াছেন যে—ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই শব্দত্রয়ের পারমার্থিক লক্ষ্য—অভিধেয়, প্রয়োজন ও সম্বন্ধ।

•　　•　　•

শ্রীযুক্ত গণেশ বিষ্ণু কুলকার্ণি নামক একজন গৌড়-সারস্বত-ব্রাহ্মণ শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্ম দর্শন করিতে আসিলে শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার নিকট বহুক্ষণ হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। থিওসফিক্যাল সোসাইটীর সেক্রেটারী মিঃ সিন্ধওয়ালার নিকটও শ্রীল প্রভুপাদ ১৷০ ঘণ্টার উপর হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছেন।

কুড়িগ্রামে প্রচার

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ মহোপদেশক শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, মহোপদেশক শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী এবং আরও কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ গত ৬ই জুলাই বেলা ৩ ঘটিকার সময় প্রচারার্থ রংপুর জেলার অন্তর্গত কুড়িগ্রামে উপস্থিত হন। সহরের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রাসহ স্বামীজীকে অভ্যর্থনা করিয়াছেন।

তৎপর দিবস অর্থাৎ ৭ই জুলাই স্বামীজীর অধিনায়কত্বে একটি বিপুল নগর-সঙ্কীর্ত্তন বহির্গত হয়; তাহাতেও বহু শিক্ষিত ব্যক্তি যোগদান করিয়াছিলেন। সঙ্কীর্ত্তন-ধ্বনিতে সহরটী প্লাবিত হইয়াছিল। এই দিবস ও ৮ই জুলাই স্থানীয় কালীবাড়ীতে বিরাট্ সভা আহুত হয়; উভয় দিবসই স্বামীজী শ্রীনাম-তত্ত্ব সম্বন্ধে একটী সারগর্ভ চিত্তাকর্ষী বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন। স্বামীজী নাম, নামাভাস ও নামাপরাধের মধ্যে পার্থক্য অতি বিশদরূপে ব্যাখ্যা করিয়া দেখাইয়াছেন। শ্রোতৃবৃন্দ স্বামীজীর নিকট ঐ বিষয়ে নূতন আলোক পাইয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছেন।

গত ৯ই ও ১০ই জুলাই দিবসদ্বয় স্বামীজীর সভাপতিত্বে এক বিরাট্ সভার অধিবেশন হইয়াছিল। উভয় দিবসই মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় "সনাতন ধর্ম্ম" সম্বন্ধে অতি সুন্দর বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন।

কুড়িগ্রামের মুন্সেফ শ্রীযুক্ত শিবপদ বসু মহাশয়ের বিশেষ আগ্রহে পূজ্যপাদ শ্রীমৎ মহারাজ স্থানীয় সাহিত্যপরিষদে গত ১১ই জুলাই "শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও চরিত্র" সম্বন্ধে একটী বিশেষ গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন। বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি শ্রোতা ছিলেন; বক্তৃতা-শ্রবণে সকলেই আনন্দপ্রকাশ করেন।

•　　•　　•

গত ১২ই জুলাই মহোপদেশক শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী স্থানীয় কালীবাড়ীতে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে প্রহ্লাদ-চরিত্র পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহার সারগর্ভ ব্যাখ্যা শ্রোতৃবৃন্দের বড়ই প্রাণস্পর্শী হইয়াছিল।

•　　•　　•

কুড়িগ্রাম হরিসভার সভাপতি শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার বাগ্‌চি ও সম্পাদক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়দ্বয়ের বিশেষ আগ্রহে ও অনুরোধে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তি-প্রদীপ তীর্থ মহারাজ গত ২৬শে আষাঢ় ১১ই জুলাই রবিবার সন্ধ্যা ৭॥ ঘটিকার সময় হরিকথাকীর্ত্তনমুখে উক্ত হরিসভার নব-নির্ম্মিত-গৃহের দ্বারোদ্ঘাটন করিয়াছেন।

ধুবড়ীতে প্রচার

পূজ্যপাদ শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজ—মহোপদেশক শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, মহোপদেশক শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী এবং আরও কতিপয় গৌড়ীয়-মঠসেবকসহ গত ১৫ই জুলাই কুড়িগ্রাম হইতে রওনা হইয়া সন্ধ্যা ৭॥ ঘটিকার সময় আসাম প্রদেশের অন্তর্গত ধুবড়ী নামক প্রসিদ্ধস্থানে উপস্থিত হন। স্থানীয় কীর্ত্তনমঠের সম্পাদক মহোপদেশক শ্রীপাদ নিত্যানন্দ সেবাতীর্থ বি-এস্‌সি, বি-টি মহোদয় বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি সমভিব্যাহারে সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রাসহ ধুবড়ী ষ্টেশনে স্বগণ স্বামীজীকে অভ্যর্থনা করিয়া মঠে লইয়া যান। নিম্নে সেবাতীর্থ মহোদয়ের আহ্বানলিপি প্রদত্ত হইল; তাহাতে ঐ স্থানে স্বামীজীর প্রচার-পদ্ধতি পাওয়া যাইবে।

শ্রীকলিকাতা-গৌড়ীয়মঠ হইতে প্রত্যাগত শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম প্রচারক পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্‌ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ শুদ্ধভক্তি-প্রচারের জন্য ধুবড়ী নগরীতে শুভপদার্পণ করিয়াছেন। এবার-কার প্রচারতালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১। ৩১শে আষাঢ় মঙ্গলবার—"সনাতন ধর্ম্ম"-সম্বন্ধে স্বামীজীর বক্তৃতা।

২। ১লা শ্রাবণ বুধবার—"শ্রীনাম-মাহাত্ম্য"-সম্বন্ধে স্বামীজীর বক্তৃতা।

৩। ২রা শ্রাবণ বৃহস্পতিবার—"ছায়াচিত্রে শ্রীগৌরাঙ্গলীলা"। বক্তা—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী।

৪। ৩রা শ্রাবণ শুক্রবার—ঐ

স্থান—হরিসভা-প্রাঙ্গণ।

সময়—সন্ধ্যা ৭-৩০ ঘটিকা হইতে।

শ্রীনিত্যানন্দ সেবাতীর্থ

আসামের কামরূপ জেলায়

সরভোগ ১৪।৭।৩৫

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ গতকল্য বেলা ১০॥ ঘটিকার সময় সরভোগ গৌড়ীয়মঠ হইতে কামরূপ জেলার অন্তর্গত চণ্ডাবাড়ীনা নামক গ্রামে প্রচারার্থ কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ শুভবিজয় করেন। স্বামীজীর দর্শন ও তাঁহার শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণের জন্য বহু স্থানের বহু লোক উক্ত স্থানে সমবেত হন। স্বামীজীর ঐ স্থানে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই বহু লোক দূরে আসিয়া স্বামীজীকে অভ্যর্থনা করেন। স্বামীজী ঐ সময় দেড়ঘণ্টাকাল হরিকথা কীর্ত্তন করেন। তৎপর পুনরায় অপরাহ্ণে ৩ ঘটিকা হইতে শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ করিয়া মহাপ্রভু শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের আদি-উদার-লীলা বিস্তৃতরূপে তিন ঘণ্টাকাল বর্ণন করেন। স্বামীজীর নিকট হরিকথা শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃবৃন্দ পরম তৃপ্ত হন।

কৃষ্ণ আমায় পালে, রাখে' যান সর্ব্বকাল। আত্মনিবেদন-দৈন্যে ঘুচাও জঞ্জাল॥

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৬ শ্রীধর সর্বশিব সর্বাণ ৪৪২

এক অদ্ভুত গৃহ !

আমরা সাধারণতঃ যেসকল গৃহ দেখিয়া থাকি সেগুলি স্থাবর; তাহাদের চলচ্ছক্তি নাই, তাহাদের চক্ষু, কর্ণ, নাসা, হস্তপদাদি ইন্দ্রিয় নাই। কিন্তু আজ আমরা যে গৃহের কথা আলোচনা করিতে বসিয়াছি তাহা ক্ষিত্যপ্‌তেজোমরুদ্ব্যোম এই পঞ্চভূতের দ্বারা নির্মিত হইলেও বা চেতন না হইলেও চেতনের ন্যায় ক্রিয়াশীল,—চলচ্ছক্তিযুক্ত ও হস্তপদাদি-ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট। যাঁহার গৃহটী এরূপ ধরণের বিচিত্রতাযুক্ত ও অদ্ভুত, সেই মালিক বা গৃহস্থ যে কিরূপ ধরণের তাহা বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ বিচার করিবেন না কি? এখানে গৃহী ও গৃহ উভয়কেই দেখা যায় কিন্তু আমরা যে গৃহের কথা বলিতেছি সেই গৃহটি দেখা গেলেও এই গৃহের মালিককে চেষ্টা করিয়াও দেখা যায় না; তবে আহার-বিহারাদি দেখিয়া ও কথাবার্তা শুনিয়া—কার্য্য দেখিয়া কারণের অর্থাৎ তৃতীয় বিষয় উহার অনুভব করিয়া থাকি মাত্র। তাই বলিতেছিলাম, এই অদ্ভুত গৃহের প্রজাটী এই দেশের নন, ইনি বিদেশী, কোন বিশেষ কারণবশতঃ এদেশে আসিয়া পড়িয়াছেন এবং এই অদ্ভুত গৃহকে সতত সঙ্গে সঙ্গে বাধিয়া চলা ফেরা আদি করেন। এই গৃহটী মানবের তৈয়ারী নয়—ইহা বিশ্বকর্ম্মার তৈয়ারী জিনিষ; ইহা মাটি দিয়া তৈয়ারী বা মাটির বিকার হইলেও এক অদ্ভুত প্রকারের। তাই বলি, এ যে এক অদ্ভুত গৃহ! কথা-বলা গৃহ! ক্রমবর্দ্ধমান গৃহ! বালক, যুবক, বৃদ্ধ প্রভৃতি মায়াময়ী গৃহ! বয়সের সঙ্গে সঙ্গে নবনবভাবে পরিবর্ত্তনশীল গৃহ।

এই অদ্ভুত গৃহটীর নাম দেহ এবং এই দেহঘরে যিনি বাস করেন তিনি জীব আত্মা অর্থাৎ আমি স্বয়ং। এই জীবাত্মা যতদিন এই গৃহে বাস করেন ততদিন ঘরের দরজা জানালা অর্থাৎ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয়-গুলি যথারীতি খোলেন বা বন্ধ করেন এবং প্রয়োজনানুসারে ঐগুলি ব্যবহার করেন কিন্তু ইনি এই ঘরে কতদিন বাস করিবেন, এ কথা কাহাকেও বলেন না এবং যাইবার কালে কাহাকেও বলিয়া যান না, দরজা জানালাগুলি বেশ করিয়া বন্ধ করিয়াও যান না। ইঁহার গৃহপরিত্যাগের কোনরূপ সময় নাই, তিথি বার নাই, নক্ষত্র অসময় নাই, অমৃত যোগ, অশুভ দিন, মাহেন্দ্র বা মঘা নাই; পথ ঘাট, স্নান আহার নাই। যে ঘরে এত দিন থাকিয়া বাস করিয়াছেন সেই ঘরের কোন ব্যবস্থাই তিনি করেন না, ছাড়িয়া গেলে সেই ঘরের কি দশা হইবে তাহা একবার চিন্তাও করেন না। প্রত্যেক ঘরেরই কেহ না কেহ ওয়ারিশ থাকে, কিন্তু এই ঘরের ওয়ারিশও কেহই থাকে না; এমন কি অতি যত্নে লালিতপালিত এই ক্রমবর্দ্ধমান গৃহটীকে জ্বালিয়া পুড়িয়া বা অগ্নিদগ্ধ করিয়া ভস্মে পরিণত করিতে পারিলেই যেন লোকের একটা দায় ঘুচিয়া যায়। এখানকার ঘরগুলি কাহারও বোঝা বহু নয়—খাবার জিনিষ নয় কিন্তু এই গৃহটী পরিত্যক্ত হইলে ইহাকে উদ্ধার করিবার অংশীদার অনেক জোটে। তাই বলি, এই গৃহটী যেমন অদ্ভুত, এই গৃহের মালিকও তেমনই এক আশ্চর্য্য ধরণের। এই গৃহটি এত সাধের যে এই গৃহটিকে রাখিতে হইলে আবার আর একটি মাটির ঘর দরকার হয় এবং এই ঘরটি এমনভাবে তৈয়ারী যে ইহাতে আকৃষ্ট হয় না এমন লোক জগতে খুব কমই আছে এবং এই ঘরের আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, আমরা এই গৃহকেই গৃহস্থ বা গৃহী বলিয়া ভ্রান্ত হইয়া ভালবাসি; তাই আমরা এই অদ্ভুত গৃহের অদ্ভুত প্রজাকে চিনিতে পারি না। এই গৃহটি মালিকের এত অনুগত যে মালিক যখন যা বলে সে তখন মালিকের ইচ্ছা সেই সেই কার্য্য করে, এমনিই ইহার বৈশিষ্ট্য!

বাজার ঘাটে, হোটেলে বা সরবতের দোকানে লোক যতক্ষণ না পেট ভরিয়া খাওয়া হয় বা যতক্ষণ না পিপাসা দূরীভূত হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত সেখানে থাকে; তারপর আর কেহ সেখানে অবস্থান করে না, সকলেই চলিয়া যায় ইহাতে কেহ শোক করে কি? পথিকের মত সেই স্থান ত্যাগ করিতে কোন বাধা বা আপত্তি করে কি? কিম্বা অপরে তজ্জন্য শোকপ্রকাশ করে কি? কিন্তু আমরা যে ঘরের কথা আলোচনা করিতেছি সেই ঘরে কিছু ভোগের জন্য বা বিষয়-তৃষ্ণা নিবারণের জন্য আসিয়া সেই কার্য্য হইয়া গেলে যখন আমরা অন্যত্র চলিয়া যাই অর্থাৎ জীবাত্মা যখন এই দেহ ছাড়িয়া চলিয়া যান তখন অপরে শোক করে কেন? এবং আমরাই বা ইহা ছাড়িবার জন্য এত ব্যাকুল বা ভীত হই কেন? এতদ্বিষয়ে আমরা কোনওদিন চিন্তা করিয়াছি কি?

মরা দেহটা যখন আমাদের সম্মুখে পড়িয়া থাকে অর্থাৎ আমাদের কোন সঙ্গী, খেলার সাথী বা বন্ধু যখন বিশ্বকর্ম্মার তৈয়ারী এই দেহটি পরিত্যাগ করিয়া মৃতের ইচ্ছায় চলিয়া যাইতে বাধ্য হন তখন আমরা কাঁদি, কিন্তু বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় তাঁহার সহিত এতদিন বাস করিয়াও তাঁহাকে চিনিতে পারি না বা তাঁহার বিষয় কিছুই অবগত হইতে পারি না; পরন্তু গৃহকে গৃহী মনে করিয়া ভ্রান্ত হই। তাই অবশেষে ক্রন্দনই আমাদের সম্বল হয়। এখন প্রশ্ন হইতে পারে আমরা কেন কাঁদি—আচ্ছা, দেহটী মৃত্যুকালে যে ভাবে যে অবস্থায় পড়িয়া থাকে তাহা ত প্রত্যহই ঐভাবে নিদ্রাকালে পড়িয়া থাকিত। তখন আমরা কাঁদিতাম না কেন বা শোকে অধীর হইতাম না কেন? কারণ, আমরা জানি, ঘুম হইতে সে আবার জাগিবে—আবার আমাদের সহিত কথা কহিবে আবার আমাদের চিত্তবিনোদন করিবে—ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি বিধান করিবে। কিন্তু মরা দেহটী ত' আর উঠিবে না—আমাদের ইন্দ্রিয় তর্পণ ত' আর করিবে না! সুতরাং দেহটী দ্বারা ইন্দ্রিয়তর্পণ বা সুখভোগ হইবে না বলিয়াই আমরা কাঁদি! গৃহী যতদিন থাকে ততদিন এই গৃহটী সচল থাকে, কণ্ঠ থাকে এবং চেতনের ন্যায় প্রতিভাত হয়, কিন্তু এই দেহগৃহবাসী গৃহী জীব এই ঘরটী ত্যাগ করিবামাত্র এই ঘরের কোন মূল্যই থাকে না, পরন্তু অস্পৃশ্য, ঘৃণাবস্তু বলিয়া মনে হয়; এমনি গৃহের বৈচিত্র্য বা বৈশিষ্ট্য! তাই বলিতেছিলাম, ছায়ার ন্যায় অনুগামী এমন অদ্ভুত গৃহ কি আর আছে?

এই দেহ গৃহের মধ্যে কে আছেন, যিনি থাকার দরুণ এই অচেতন দেহটি সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া এমনভাবে চলাফেরা করে—আমাদের সঙ্গে কথা কয়—আমাদের ভাবের বিনিময়ে ভাব প্রদান করে? আমরা তাঁহাকে কোন দিন দেখিয়াছি কি? আমরা কি জানি, ঐ দেহের মধ্যে কে, যিনি আমাদের সকল ইন্দ্রিয়কে ফাঁকি দিয়া সকলের অজ্ঞাতসারে চলিয়া যান? কৈ? আমরা ত' তাঁহাকে দেখি নাই। কেবল দেহটাই দেখিয়াছি মাত্র। আচ্ছা তাঁহাকে দেখা ত' দূরের কথা, তাঁহাকে দেখিবার জন্য আমরা চেষ্টাও করিয়াছি কি? উঁহাকে জানিবার জন্য কখন ইচ্ছা হইয়াছে কি? এই দেহগৃহটা যে আমার ভালবাসার পাত্র নয়—গৃহী নয়, এ কথা কখন স্বপ্নেও ভাবিয়াছি কি? হায় দুর্দ্দৈব! কুকার্য্যবৃত্তির ইহাই পরিণাম! দেহাত্মবুদ্ধ হওয়ারই ফল! মায়ার এমনি খেলা! এসকল কথা শুনিলে হয় ত' অনেকেই হতভম্ব হইয়া পড়িবে; এমনি আমাদের অবস্থা! তাই বলি, আমরা কি চিরকাল স্বপ্নই দেখিব? ঘুম কি আমাদের এই জন্মে ভাঙ্গিবে না? এই মনুষ্য-দেহ-গৃহের মধ্যে থাকিয়া কি আমরা নিজেকে একজন মনুষ্য মনে করিব? গৃহীর সন্ধান না করিয়া—নিজের সন্ধান না করিয়া আমরা কি নির্ব্বোধ বালকের মত পুতুল-খেলার ন্যায় এই সংসার লইয়াই মাতিয়া থাকিব—নিজেকে জানিবার জন্য কি একবারও উৎসুক হইব না? আমরা অনেকে হয় ত আকাশে কত তারা, জলে কত মাছ, বাগানে কত ফুল, এক টাকায় কত পয়সা, অমুক রাজার কয় কন্যা ইত্যাদি কতই না জানিবার জন্য ব্যস্ত হই বা এই মানবজন্ম ব্যয়িত করি; কিন্তু উপস্থিত আসল কথা জানিবার জন্য ব্যগ্র হই কয় জন?

আহার, নিদ্রা, ইন্দ্রিয়ের সুখভোগ, ভয়—এই চারিটী ব্যাপারে আমরা ব্যস্ত। আচ্ছা, এই চারিটী সুখ কি আমাদিগকেই ব্যস্ত করে? না, পশু-পক্ষীদিগকেও করে? আমরা সকল প্রাণী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া দাবী করি; কিন্তু যদি সকল প্রাণীতেই এই চারিটি কার্য্য সমানভাবে থাকে তবে আমাদের শ্রেষ্ঠত্ব কোন্ খানে? সকল পশুপক্ষীকে আমরা বুদ্ধিবলে বা গায়ের জোরে বধ, কায়েদে বা ভোগ করিতে পারি বলিয়াই কি আমরা শ্রেষ্ঠ? মানুষ কিন্তু তাহাই মনে করে। বিদ্যা বিদ্যাবুদ্ধি-বিবেকের জন্য মানুষ শ্রেষ্ঠ, ইহাও কেহ কেহ বলেন। যদি তাহাই হয় তবে বিদ্যাবুদ্ধি-বিবেকের বাহাদুরীটা কোথায়, একের উপর অন্যের আধিপত্য বিস্তার—একের ভোগের জন্য অপরের আকাঙ্ক্ষা—একের মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গিয়া তাহা অন্যকে ভোগ করাই কি এই বিবেক-বুদ্ধির শ্রেষ্ঠত্ব? মানুষ কি এইজন্যই শ্রেষ্ঠ? না তা নয়; মনুষ্যজন্ম—নিজেকে নিজে জানিবার জন্য—ভগবানের বিষয় উপলব্ধি করিবার জন্য। সেইজন্যই বলি এই গৃহটী এক অদ্ভুত গৃহ! মজার গৃহ! নূতন ধরণের কথা-কহা গৃহ! তাই বলিতেছিলাম, এই মনুষ্য-দেহ অপর দেহ হইতে এমনি ভাবে গঠিত, উহার ইন্দ্রিয়গুলি এমনিভাবে সন্নিবেশিত যে, জীবাত্মা এই দেহপুরে প্রবেশ করিয়া বা বাসের সৌভাগ্য পাইয়া তাঁহার আত্মপরিচয়লাভে সমর্থ হন—তাঁহার সহিত এই দেহের কি সম্বন্ধ, এই দেহের সহিত অপর দেহের কি পার্থক্য, তাঁহার নিত্য নিবাস কোথায়, কে তাঁহার নিত্য বান্ধব, কে তাঁহার নিত্য পিতা, পুত্র আত্মীয়, স্বজন, তাঁহার নিত্য স্বভাব, নিত্য-ধর্ম, নিত্য কর্ত্তব্য কি, তিনি কে, এই দেহ-প্রাপ্তিতে অবগত হইয়া পরমার্থ বা পরমধন ভগবানকে লাভ করিবার সৌভাগ্য পান। তাই বলি, ভগবানকে পাইবার বা আত্ম-উপলব্ধি করিবার প্রধান আশ্রয় বা উপায় বলিয়া এই মনুষ্যজন্ম বা মনুষ্য-দেহরূপ এই অদ্ভুত গৃহের শ্রেষ্ঠত্ব আমরা স্বীকার করি। আচ্ছা এখন দেখি, ভগবান্‌কে জানা ত দূরের কথা, এ সব কথা কি আমরা কোনদিন স্বপ্নেও শুনিয়াছি?

দিনের পর দিন চলিয়া যাইতেছে। আমরা ত বেশ মনের সুখে খাওয়াই বহিতেছি। স্ত্রী পুত্র-কন্যার জন্য বা তাহাদের জন্য-

পেশাবের বা ভোজনের জন্য প্রাণপাত পরিশ্রম করিতেছি এবং ইহা করিয়া লোকের কাছে কতই না বাহাদুরী লইতেছি। কিন্তু এমন একটি অদ্ভুত গৃহ পাইয়াও তৎপ্রতি বা নিজের প্রতি ভ্রূক্ষেপও করিতেছি না। হায়রে দুর্দৈব! হায়রে আমার পোড়া-কপাল! মৃত্যু যে নিকট! তাই বলি, আর কতদিন এমনি করিয়া থাকিব? আচার্য্যের চীৎকার ও ক্রন্দন আমার কাণে কি পৌঁছিবে না? সেই আচার্য্যাদি-মানিগণের গগনভেদী আর্তনাদ,—'জীব জাগ, জীব জাগ রব'—'উঠ, উঠ, আর ঘুমাইও না' রব বা কাতরোক্তি আমাদের কর্ণ-কুহরে আসিয়াও কি সহর্ষিত না হওয়া বাধিরাঙ্গঃকরণে হতাশপ্রাণে ফিরিয়াই যাইবে? একদিন ত হঠাৎ এই ছুটাছুটি বন্ধ হওয়া যাইবে, একদিন ত' এই সাধের জিনিষ সব ছাড়িয়া যাইতে হইবে! তবে এখনও অলসভাবে বসিয়া কেন? হায়! হায়! আমরা আমাদের শ্রেষ্ঠ জন্মের শ্রেষ্ঠত্ব জানিবার অবকাশ কি পাইব না? হায়! হায়! এমন করিয়া কি পশুপক্ষি-গণের মত জীবন যাপন করিয়া চলিয়া যাইব? ভবপারের নৌকাস্বরূপ এমন একটী সুপটু দেহ-তরী এবং গোলোকাগত কৃষ্ণপ্রেরিত অনুকূল নাবিকের সমবায়ের দুর্লভ সুযোগ কি পাইয়াও আমরা নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকিব? এমন একটী সুন্দর ও পরমাশ্চর্য্য অদ্ভুত গৃহ পাইয়াও কি আমরা আমাদের নিত্য গৃহ বা নিত্য পিতার সন্ধানে উৎসুক হইব না, স্বদেশে ফিরিয়া যাইবার জন্য, ভগবানের নিকটে ফিরিয়া গিয়া সাবেক তাঁহার সেবা করিবার জন্য কি ভগবানের নিকট প্রার্থনা জানাইব না? তাই বলি আসুন, আমরা আজ সকলে মিলিয়া এই অদ্ভুত গৃহ ও এই অদ্ভুত গৃহীর অর্থাৎ আমরা নিজে নিজের সন্ধানে ব্যস্ত হই এবং সদ্গুরু চরণাশ্রয়পূর্ব্বক ভগবান্ স্মরণ করি ও কাতরকণ্ঠে প্রার্থনা করি—

"একবার ডাকিব আর সব দিকে।
পলাইতে পথ নাই যম আছে পিছে॥"

"সংসার-কূপে-কণ্টকৈ পতিতস্য কাম-
ক্রোধাদি-নক্রমকরৈঃ কবলীকৃতস্য।
দুর্ব্বাসনা নিগড়িতস্য নিরাশ্রয়স্য
চৈতন্যচন্দ্র দেহি মে পদাবলম্বনম্॥"

শ্রীলপ্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

পরমার্থ-সম্পুটের রত্নরাজি

ভিক্ষা :—১ম খণ্ড—৸৹; ২য় খণ্ড ১৷৹; ৩য় খণ্ড—৸৹ ৪র্থ খণ্ড—৸৹ —

ঈশ্বরের সাড়া

(শ্রীমধুসূদন ব্রহ্মচারী)

(১)

ঈশ্বর সাড়া দেন জীবকে প্রতি পদে পদেই। জীবের দৈনন্দিন স্বপ্ন, দুষ্ট, শোক, অশোক ঘটনাসমূহের মধ্য দিয়াও সেই সাড়া অনুভূত হইয়া থাকে। ঈশ্বর অপার করুণার পারাবার। তাই তিনি সতত মায়াকবলিত ত্রিতাপতাপিত জীবকুলকে তদীয় অশোক অভয় সুখদ প্রেমদ পাদপদ্মের প্রতি বিশেষভাবে আকর্ষণ করেন। তাঁহার প্রিয় জীবকুল তাঁহাকে ভুলিয়া আছে দেখিয়া তিনি অন্তরে অন্তরে ব্যথানুভব করেন এবং পদে পদে প্রত্যেকটী ব্যাপারে অচিন্ত্যশক্তির বৈশিষ্ট্যের সহিত তাহাদের সেই ভুল ভাঙ্গিবার জন্য যে যত্ন করেন উহাকেই আমরা এই প্রবন্ধে ঈশ্বরের সাড়া বলিয়া অভিহিত করিতেছি।

জীবকুল যখন মায় বিবাহবন্ধনে বন্দী হইয়া সংসারের শোচনীয় জীবনব্যাপী সংগ্রামের সম্মিকটে উপস্থিত হইবে, তাহার আভাস হইতেই তাহারা বোধতে পায়, তাহাদের নিকট হইতে ঈশ্বরের অদৃশ্য হইবার বীজপরিবেশন। অতঃপর জীবকুল যখন বিবাহবন্ধনে বন্দী হয় তখন তাহাদের আর মনে থাকে না সেই পুরাতন বাল্যবন্ধুগণের সহিত তাহাদের যে ঈশ্বরের সাড়ার প্রেরণায় অনেক সময় ঠাকুর দর্শনাদি ব্যাপারের জন্য সাধু আশ্রমে, মঠমন্দিরে যাওয়া হইত সেই সব ঘটনাগুলির কথা। আসক্তি-আত্ম-অহঙ্কারের প্রবল তরঙ্গ সব ভাসাইয়া লইয়া যায়। যে সব স্থানে গেলে তাহাদের হৃদয়ে ঈশ্বরবিশ্বাস বা ঈশ্বর-পাদপদ্মে কৃতজ্ঞতার একটা ভাব আসিত বা ঈশ্বরের একটা অজ্ঞাত কৃপার প্রেরণা পাওয়া যাইত, সেসব স্থানের কথা আর মনে পড়ে না। ইহার মূলে অবস্থিত ঐ কামিনীরূপিণী মায়ার মহীয়সী মোহিনীশক্তি। অবশ্য জীব-কুলের বিবাহবন্ধনপ্রাপ্ত অবস্থায়ও যদি মতি ঈশ্বরের দিকে থাকে, সহধর্ম্মিণী যদি ভগবৎসেবায় সহায়কারিণী হন তাহা হইলে অসুবিধার কথা নাই কিন্তু অধিকাংশস্থলেই ঐ বন্ধনে চিত্ত বিমাধুরিতে এরূপ আচ্ছন্ন হয় যে, তাহাতে আর ভগবানের করুণা এবং তাঁহার প্রতি কর্ত্তব্যবুদ্ধি আমাদের হৃদয়ে আদৌ স্থান পায় না। তখন মস্গুল হইয়া পড়ি বহির্জ্জগতের হট্টগোলে, দুনিয়ার মজাদারী খেলায়, তখন আমরা আপন ভোলা হইয়া যমযকের 'হো হো'এর মধ্যে আপনাকে বিলাইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইতে চাহি। একটুও আমরা চিন্তা করি না যে, ঈশ্বরের সাড়ার উদ্বুদ্ধ না হইলে অন্তরের দুঃখ হইতে নিষ্কৃতিলাভের আর উপায় নাই। যে স্বরূপবিভ্রান্ত নর যদি নির্ম্মল চিত্তদর্পণে ঈশ্বরের সাড়া প্রতিফলিত দেখিয়া অভদ্র-বিনাশপূর্ব্বক কল্যাণ-পুষ্প দেখিতে চাও তবে ঐ শোন সাত্বতপুরাণ কতরূপ সুমধুর তাহার উপায় বর্ণন করতঃ কি গাহিয়াছেন—

অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ
ক্ষিণোত্যভদ্রাণি চ শং তনোতি।
সত্ত্বস্য শুদ্ধিং পরমাত্মভক্তিং
জ্ঞানঞ্চ বিজ্ঞান-বিরাগযুক্তম্॥

—শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মযুগলের অনুস্মরণ-স্মৃতি জীবের যাবতীয় অভদ্র অর্থাৎ অমঙ্গল বিনষ্ট করিয়া অশেষ কল্যাণ বিস্তার করে। তাঁহার চরণ-স্মরণে অন্তঃকরণ-শুদ্ধি এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান ও বিরাগযুক্ত প্রেমলক্ষণা ভক্তি লাভ হয়।

জীবমাত্রেই অনুধাবন করিলে বুঝিতে পারে যে ঈশ্বর তাহাকে জাগাইবার জন্য বিশেষভাবে সাড়া দেন, তাহার জীবন-যাত্রার দৈবদুর্যোগকালে, বন্ধুর সহিত মনোমালিন্যে, স্ত্রীর সহিত সংসার-বখাটে কলহোৎপাত্তকালে, রোগশয্যায় শায়িত-বস্থায়, শত্রুর সহিত তুমুল সমরপ্রাঙ্গণে প্রভৃতি শত শত অবস্থায়। আর যাঁহাদের দৃষ্টি নির্ম্মল তাঁহারা দেখিতে পান, ঈশ্বর সাড়া দেন প্রতি পদে, প্রতি পলে; প্রতি ক্ষণে, প্রতি স্থানে, প্রতি ব্যাপারে শয়নে, স্বপনে আহরণে-বিহরণে ভজনে-গর্জ্জনে সর্ব্বদা সর্ব্বতোভাবে। তাই কোন মহাজন উদাত্তস্বরে—

"সর্ব্বত্র প্রভুর লীলা করে ঝলমল।
সে দেখিতে পায় যার আঁখি নিরমল॥"

এই চিরসত্য-গীতিটি গাহিয়া সকলেই সর্ব্বদা যে ঈশ্বরের সাড়া পাওয়া যায় তাহার ইঙ্গিত করিয়াছেন।

জীবকুলকে ঈশ্বরের জাগরণী সাড়া উপলব্ধি করাইবার জন্যই বিশ্ব যেন তাহার প্রত্যেকটী দৃশ্য পদার্থকেও সর্ব্বদা শিক্ষিত সুসজ্জিত ও প্রস্তুত রাখিয়াছে। ঐ যে উৎকণ্ঠিতচিত্তে সতৃষ্ণনয়নে ধনীর দুয়ারে কাঙ্গালী দাঁড়িয়ে আছে, ঈশ্বরের সাড়া যেন মূর্ত্তিমন্ত হইয়া রহিয়াছে ঐ দৃষ্টির মধ্যে, ঐ কাঙ্গালীর সকরুণ দৃষ্টির অন্তরালে। শিশুর জন্মের বহু পূর্ব্ব হইতেই মাতৃস্তন্য ক্ষরিত হয় ভাবী শিশুর প্রাণরক্ষার নিমিত্ত ঈশ্বরের সাড়ার কথা স্মরণ করাইয়া। স্বপনের করুণ বিলাপ, বিহঙ্গের বিহগকাকলি প্রভৃতির মধ্যেও ঈশ্বরের সাড়ার সবই গভীর মন্ত্রে অভিনাদিত।

(ক্রমশঃ)

মানব জীবনের সার্থকতা কোথায়?

(১১৭ সংখ্যায় প্রকাশিতাংশের পর)

(৩)

ভোগত্যাগের ব্যক্তিগণ পতঙ্গের ন্যায় অগ্নিতে নিজের প্রাণ বিসর্জ্জন করিবে মাত্র আর ভগবদ্ভক্তের নিকট মুক্তিদাসী করযোড়ে কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার সেবা করিবার জন্য দণ্ডায়মানা থাকিবে। এবং ধর্ম,অর্থ, কামের কি কথা, ভক্তের সেবা করিয়া নিজেকে ধন্য করিবার জন্য মুক্তি পর্য্যন্ত আজ্ঞার অপেক্ষায় বহির্দ্বারে দণ্ডায়মান থাকে।

আজ বড়ই আনন্দের বিষয় এই যে, বিষয়-কোলাহলে মগ্ন বিশ্ববাসীর মঙ্গলের জন্য পরম দয়ালু নিত্যানন্দাভিন্ন শ্রীগুরুপাদ-পদ্ম যেভাবে উদিত হইয়াছেন, এবং প্রতিজীবের দ্বারে দ্বারে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনর্পিতচর দেশের পসরা লইয়া শ্রদ্ধা-মূল্যে অযাচিতভাবে, অকাতরে বিলিয়ে দিচ্ছেন। এই প্রকার মহাদানকারী শ্রীগুরুপাদপদ্ম দেখেও তাঁহাকে যাঁহাদের মনুষ্যত্ব বর্ত্তমান, তাঁহার সেবার অভিনয়ে যাঁহারা লাভ, পূজা ও প্রতিষ্ঠাকে অত্যধিক মনে করিয়াছেন তাঁহাদের মঙ্গল সুদূরপরাহত। পতিতপাবন শ্রীগুরুদেবের নিকট আমাদের প্রার্থনা—

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং
কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে
ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি॥

হে শ্রীগুরুদেব! আমি ধন, জন, বা সুন্দরী কবিতা কামনা করি না, আমি এইমাত্র কামনা করি যে জন্মে জন্মে যেন আপনাতে অহৈতুকী ভক্তি থাকে। এই প্রকার আর্ত্তি সহকারে যে ব্যক্তি শ্রীগুরুদেবে আত্মসমর্পণ করতঃ শ্রীহরিভজনে নিয়োজিত হন তিনিই প্রকৃত মানব-জীবনকে সার্থক করিলেন।

নবদ্বীপ-পঞ্জিকা

৩ দিনের

৫ শ্রীধর ৫ শ্রাবণ ২১ জুলাই রবি সন্ধ বাসুদেব কৃষ্ণষষ্ঠী দং ৯।২৬ উত্তরভাদ্রপদ অগ্রাহ্য দং ৯।৯৬ অতিগণ্ডযোগ দং ৭।২৯ গরকরণ দি ১০।২৮ গতে বণিজকরণ দং ৯।১৬ গতে বিষ্টিকরণ।

৬ শ্রীধর ৬ শ্রাবণ ২২ জুলাই সোম সর্ব্বাদির সপ্তমী কৃষ্ণসপ্তমী দং ৭।১২ রেবতী দণ্ড ৭।৫০ সুকর্ম্মাযোগ দি ৪।১১ বিষ্টিকরণ দি ৮।৯ গতে ববকরণ।

৭ শ্রীধর ৭ শ্রাবণ ২৩ জুলাই মঙ্গল কালু প্রচার কৃষ্ণাষ্টমী অষ্টমীকেশ দি ৫।১ অশ্বিনী দণ্ড দি ৫ ৩০৮ ধৃতিযোগ দি ২।৩৮ বালবকরণ শ্রীলোকনাথ গোস্বামি-প্রভুর তিরোভাব।

শুদ্ধভক্তি মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ

(আকর মঠরাজ)

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীনবদ্বীপ-পীঠ হইতে প্রায় ৩০০ বর্ষ উৎপন্ন-পুরে শ্রীব্রজপত্তনে ব্যাপীয়ক্ত শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্যমঠ বিরাজমান। এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বতপঞ্চরাত্রী। এই মঠ-তীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি বেদান্তসমূহের,অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারী ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র 'নদীয়া-প্রকাশ', সাত্বত-সম্প্রদায়ে অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থাদি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতি বৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অসংখ্য ভক্তগোষ্ঠীসহ কীর্তন-প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তিধর্ম্ম প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভজনাগারে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দজীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রধান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত,শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হয়। এই মঠ হইতে মহানগরীর সর্বত্র হরিকথা-প্রচার, মহানগর-সঙ্কীর্ত্তন, বক্তৃতা, ব্যাখ্যা ও সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞ-মহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান হয়। মঠরক্ষক—মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া সহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীবিদ্যানন্দ ব্রজবাসী সেবাকোবিদ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী এখানে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্তমান, রক্ষক—শ্রীঅবধিত দাসাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—গোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারি গুপ্তের পাট

(৭) কাজীর সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীমঙ্গল ব্রহ্মচারী ভক্তালোক।

(৮) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও রাধামাধবের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান দাস ব্রহ্মচারী।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(১০) মোদদ্রুম ছত্র শ্রীগৌড়ের বৈদিক

মাউগাছি, পোঃ ভাণ্ডার, (বর্দ্ধমান)।

শ্রীনারায়ণের ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান। শ্রীগৌরনিত্যানন্দের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবঙ্কুবিহারী ব্রজবাসী, ভক্তিভূষণ।

(১১) জোড়িয়া কুঞ্জকানন

শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী,

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীনরহরি ব্রহ্মচারী

(১২) কুঞ্জকুটীর—পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া। রক্ষক—শ্রীঅনন্তানন্দ অধিকারী

(১৩) ভাগবত-আসন—পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

এই স্থান হইতে ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচারিত হয়। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তালোক, ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৪) একায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ চাপড়া, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরাধানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী ভক্তিকমল।

(১৫) মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঁচড়াপাড়া, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(১৬) মাধ্বগৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, পোঃ ঢাকা

পূর্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বা-গিরিধারীর সেবা বর্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীপাদ কুঞ্জানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ।

(১৭) গোপালজীউ—কমলাপুর,(ঢাকা)

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান। রক্ষক—শ্রীরাধারমণ ব্রজবাসী।

(১৮) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)।

এখানে শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(১৯) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

রঙবাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীসুন্দর আনন্দ বিদ্যাবিনোদ এম-এ, বি-এল।

(২০) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাধু, (ঢাকা)

এখানে মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(২১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারীর নিত্য-সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীঅক্ষয় দাসাধিকারী,

(২২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

কুমারখালী, পোঃ ঢিকুলি, (বাঁকুড়া)

এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী।

(২৩) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে গুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্তমান রক্ষক—শ্রীভগবান্দাস ব্রজবাসী ভক্তিরত্ন।

(২৪) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী।

(২৫) সচ্চিদানন্দ মঠ

বালিয়াটি, পোঃ বক্সীবাজার, (কটক)

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদানন্দজীউর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর

(২৬) ভক্তিকুটি-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর পুরী,

শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন।

(২৭) পুরুষোত্তম মঠ

ভক্তিকুটী, পোঃ পুরী উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদবল্লভজীউর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীমাধব অধিকারী

(২৮) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়ানাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী দাসাধিকারী।

(২৯) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, জেলা গোদাবরী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—শ্রীমন্নারায়ণ দাসাধিকারী ভক্তিলোচন।

(৩০) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪২নং কালীপুরা, বেনারস সিটি

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্বাগিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীসর্বেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(৩১) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ

(৩২) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও গৌরবিনোদ-বিহারীজীর সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীসত্যনারায়ণ দাসাধিকারী।

(৩৩) কৃষ্ণচৈতন্য মঠ

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

এখানে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিত্যসেবা হয়। রক্ষক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠ

বঙ্গালীঘাট মথুরা

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন

(৩৫) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ—শ্রীরাধাকুণ্ড

রক্ষক—শ্রীরাধারমণচরণ ব্রহ্মচারী

(৩৬) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৩৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ

সেবপারী, পোঃ কোহোঙ, জেলা গুরদাসপুর (পাঞ্জাব) রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৩৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং কতুবান রোড, দিল্লী সহর।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্বিকাগিরিধারীর সেবা।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি

(৩৯) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল।

এখানে গৌরবল্লভের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধাগোপাল অধিকারী।

(৪০) মাধুর্য্য-গৌড়ীয় মঠ

চারবাগ নাথরামপুর, রোড, লি

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসার গিরি

(৪১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ রায়পেট্টা মাদ্রাজ।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্বাগিরিধারীর সেবা।

রক্ষক—শ্রীপাদ ওয়ারাকল আচাৰ্য্য ভক্তিবিকাশ

৪২) বোম্বে-গৌড়ীয়-মঠ কার্য্যালয়

গ্রোভার রোড, চৌপাটি বিল্ডিং, বাংলো নং ১, বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মা মজুমদার।

(৪৩) অমরাজি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমরাজি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীকেশব দাস অধিকারী

(৪৪) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী

(৪৫) পাটনা গৌড়ীয় মঠ

১০০ মিঠাপুর, পাটনা।

রক্ষক—শ্রীবিরজানন্দ ব্রহ্মচারী ভাগবত

(৪৬) গয়া গৌড়ীয় মঠ

মিল মাঠ, চার্চ রোড, গয়া

রক্ষক—উপদেশক শ্রীসত্যেশ্বর রামধন

(৪৭) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠ বালেশ্বর

রক্ষক—শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয়

৩ ব্রান্ডন রোড, ভেরনন পার্ক, এন-ডাব্লিউ ৭, লণ্ডন

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন

(৪৯) বার্লিন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

Berlin W. 30

Eisenacher strasse 20 I.

(৫০) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

৩৫০ নং ডালহাউসী ষ্ট্রীট রেঙ্গুন।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০
প্রথম স্কন্ধে প্রথম হইতে দশম অধ্যায় ২৮
একাদশ অধ্যায় হইতে প্রতিখণ্ড ৷৵০
২। অনুভাষ্য বিবৃতি শ্রীচৈতন্যভাগবত ৩
৩। অমৃত-প্রবাহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৩
৪। সজ্জনতোষণী ৪
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৩—১; ৩য় খণ্ড—৷৷০
৩ ৷৷০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—১; ২য় খণ্ড—৷৷০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব—১
৮। সৎক্রিয়াসার—দীপিকা ও সংস্কার-দীপিকা ১৷০
৯। বৈষ্ণবধর্ম ২
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৷৷০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিচার-তত্ত্ব ৷০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৷৷০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ৷০
১৮। ভজন-রহস্য ৷০
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵০
২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৷৵০
২২। ভজন-রহস্য ৷০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২
২৬। গীতার কেবল মূল-ভাষ্য
২৭। শ্রীকৃষ্ণলীলা স্তবমালা সানুবাদ ২
২৮। বেদান্তসূত্রের সানুবাদ ৷০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৷
৩০। দীন-দিন দর্পণ ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৷৷০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ৷০
৪০। শরণাগতি ৴০
৪১। গীতাবলী ৴০
৪২। চিত্রে নবদ্বীপ ১৷০
৪৩। সাধনকণা ৴০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৴০
৪৬। কল্যাণকল্পতরু ৴০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (৩য় সংস্করণ) ৴১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৴১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম খণ্ড) ৩
৫১। প্রমেয়রত্নাবলী ৷০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ৷০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৷৷০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ০
৫৫। শুদ্ধভক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ৷০
৫৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৴০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ৷০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ ৵০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৬০। সংখ্যাবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যলীলামৃত সারঃ ৷০
৬১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিবিধঃ ৷০
৬২। সচিত্র-শিক্ষাষ্টকম্ ৷০
৬৩। তত্ত্বসূত্রম্ ৷০
৬৪। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৷৵০
৬৫। গৌড়ীয়মঠ পরিচয়ঃ ৴০
৬৬। সারার্থবর্ষিণী ৵০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৭। রায় রামানন্দ ৷৷০
৬৮। এ কিউ ভার্চ্চন্ অব্ বেদান্ত ৷৷০
৬৯। ভাগবতম্ ৷০
৭০। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজি অ্যাণ্ড অন্টলজি ৷৷০
৭১। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস্ ৷৵০
৭২। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ৷০
৭৩। বৈষ্ণবীজম্ ৷০
৭৪। দি গৌড়ীয় মঠ ইন্ ব্রীফ ৴০
৭৫। দি ভাগবত ৷০
৭৬। ইংলিশ প্রিচিং অ্যাণ্ড আনেকডোটস্ ৷০
৭৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২৷০
৭৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৭৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷০
৮০। সাধন-পথ ৷০
৮১। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৮২। গীতাবলী ৴০
৮৩। শরণাগতি ৴০

আসামিয়া ভাষায় প্রকাশিত

৮৪। শরণাগতি ৴০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাঁচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর পক্ষে ইহা সঞ্জীবনী সুধা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ... একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ আনা, বড় বোতল ১৵০ আনা। পাইকারি দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং ডেক্সার্স লেন রোড, কলিকাতা।
অথবা
পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউন্টেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রূপে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।
জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং
কারখানা—৮নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার কলিকাতা

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণে লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে বিষয়সার ও শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৷৷০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীসুন্দরানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও
শ্রী হরকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ ভক্তিশাস্ত্রী এম, এম, এম, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—শ্রীপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। প্রতি বর্ষ ৪॥ টাকা ভিক্ষায় কলিকাতা বাগবাজার গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। বৈদিবৃন্দাবন শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১॥০

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ ভক্তপাদ সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিত্যানন্দ সেবাতীর্থ বি-এল, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া গদাধরাঙ্গন হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষার মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল শ্লোক পয়ারে এবং তাহার বর্তমান-যুগে শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। অতি সুন্দর ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৩৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। অতিরিক্ত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোক সূচী, পদসূচী, গ্রন্থসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়-সূচী, স্থানসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী-পত্র। সমগ্র শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট সংস্করণ জগতের কোথায়ও আজ পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই, যাহা নিরপেক্ষ পাঠক-মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সর্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিদেশী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

[ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্স কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী মহামহো-পদেশকাচার্য এম-এ, মহোদয়ের স্রোতস্বিনী এবং গভীর গবেষণা ও পরিপক্ব লেখনীর অনুভবনীয় আবাহন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্তি ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে এক অপূর্ব এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দার্শনিক প্রসঙ্গ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত, সিদ্ধান্তের সম্যক আলোচনা প্রথম খণ্ড ৩৩৭ অধ্যায়ে, প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় করিয়া ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের স্বলিখিত মুখবন্ধ (Foreward) প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সংস্কৃত শব্দসূচী (Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মান্দ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা, মান্দ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৪৬,	১০—৩১,	১৩—২২	১৭—৫৮,	১৯—৩৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—০৫
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—১২

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

শনিবার অপরাহ্নে

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১২-১০	১২-৩৪	১৫-৭৪	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১২-১১	১২-৪২	১৫-৪০	১৮-৫৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২০	১০-৩	১২-৫১	১৩-১২	১৬-১০	১৯-১১

প্রস্তুত করিতে কত সহজ
দামে কত সস্তা
জ্বরে কত উপকারী
রবিনসনের
পেটেন্ট বার্লি
আপনার শিশুদের রোগ নিবারণী ক্ষমতা বৃদ্ধি করিবে

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'প্রকাশ' নবদ্বীপ

REG. NO C. 1544

দৈনিক

নদীয়াপ্রকাশ

THE
NADIA-PRAKASH

চৈতন্যোপনিষদ্
মূল অন্বয়ে মূল ও
অনুবাদসহ প্রকাশিত
হইয়াছে। কাগজ ও
ছাপা অতি উত্তম।
ভিক্ষা ।০ মাত্র
শ্রীচৈতন্যমঠ,
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

"গৌড়ীয়"
৭ম বর্ষ হইতে
১১শ বর্ষ পর্য্যন্ত
প্রতি বর্ষ কাপড়ে
বাঁধাই
ভিক্ষা ৩॥০ মাত্র।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ
বাগবাজার, কলিকাতা

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত—নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১০ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৭ই শ্রাবণ, মঙ্গলবার ১৩৪২, ২৩শে জুলাই ১৯৩৫ [১২১তম সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

—:০:—

ফরমোজায় প্রবল ভূমিকম্প
বহু গৃহ ক্ষতিগ্রস্ত ও সংবাদ আদানপ্রদানে বাধা

চিকুয়ান, বিক্রিংহু এবং তাইকো প্রদেশগুলিতে প্রচণ্ড ভূমিকম্পের ফলে প্রায় ৩৫জন লোক নিহত এবং একশত আটজন লোক আহত হইয়াছে। বহু গৃহ ক্ষতিগ্রস্ত এবং যানবাহন চলাচল ও সংবাদ আদান প্রদানে বাধার সৃষ্টি হইয়াছে। গত তিন মাসের মধ্যে এই পঞ্চমবার ভূমিকম্প হইল।

জব্বলপুরে ভূমিকম্প

গতকল্য রাত্রি ৩টার সময় জব্বলপুরে ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে। কম্পন বেশ জোরেই অনুভূত হইয়াছিল এবং কিছুকাল স্থায়ী হয়। কম্পনের সময় দূরাগত কামান গর্জ্জনের মত শোনা যায়। কোনও ক্ষতি হইয়াছে বলিয়া এপর্য্যন্ত কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

———

এক পয়সার জন্য হাঙ্গামা

গত ১০ই জুলাই প্রাতে পঞ্জাবনিবেশের বাজারে দুইদল লোকের মধ্যে হাঙ্গামা বাধিয়া গিয়াছিল। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, জনৈক মুসলমান কেরিওয়ালা এক ঝুড়ি আম লইয়া বাজারে যায়। জনৈক শিখ কমিশন এজেণ্ট উহা বিক্রয় করিবার পর যে কমিশন দাবী করে কেরিওয়ালা তাহার এক পয়সা কম দিতে চায়, ইহাতে উভয়ের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয় ও ক্রমে কোর্টাধ্যক্ষ ও কেরিওয়ালার সমর্থকদের মধ্যে মারামারি আরম্ভ হয়। পুলিশ ঘটনাস্থলে আসিয়া হাঙ্গামা থামায় এবং দুই দলের কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করে।

জাপানের বিশেষ দূত
কলিকাতায় আগমন

জাপানের বিশেষ দূত (আফগানিস্থানে এটাচী অফিসার) মিঃ এস মাৎসুসিমা মঙ্গলবার অপরাহ্নে রেঙ্গুন হইতে কলিকাতায় উপস্থিত হইয়াছেন। খিদিরপুর ডকে জাপানী কনসাল ও নিপ্পন ক্লাবের সভ্যগণ তাঁহাকে অভ্যর্থনা করেন।

প্রকাশ যে, মিঃ মাৎসুসিমা শ্যাম, ইন্দোচীন, সিঙ্গাপুর, ওলন্দাজ অধিকৃত পূর্ব্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, ভারত, আফগানিস্থান, ইরাণ, ইরাক প্যালেষ্টাইন এবং নিকট প্রাচ্যের অপরাপর দেশের সহিত জাপানের রাজনৈতিক ও বাণিজ্য সম্পর্কীয় ব্যাপার তদন্ত করিতে বাহির হইয়াছেন। ইহাতে অনুমান হয় যে, তাঁহার এই সফর ভারতে ও ইরাকে জাপানের কূট-রাজনীতিক প্রতিনিধি নিয়োগের পূর্ব্বসূচনা।

———

রেলওয়ে মজুরের আয় হ্রাস

রেলওয়ে আয় ক্রমাগত হ্রাসপ্রাপ্ত হইতে থাকায় ভারত সরকারের উদ্বেগের কারণ উপস্থিত হইয়াছে। ভারত সরকার বিবেচনা করেন যে, এই ক্রমবর্দ্ধমান আয়হ্রাস রোধ করিবার জন্য অবিলম্বে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত। এই উদ্দেশ্যে সমস্ত রেলওয়ে এজেণ্টকে সিমলায় আহ্বান করা হইয়াছে এবং সেদিন প্রাতে তাঁহারা এক বৈঠকে সমবেত হন। এই বৈঠকে রেলওয়ে বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সদস্য মিঃ জাফর উল্লা, রেলওয়ে বোর্ডের চীফ কমিশনার স্যার গথরী রাসেল, ফাইনান্সিয়াল কমিশনার মিঃ রাও এবং ফাইনান্স বিভাগের পক্ষ হইতে স্যার জেমস গ্রিগ বর্ড ও ফাইনান্সিয়াল সেক্রেটারী মিঃ টাটেনহাম যোগদান করিয়াছিলেন। সভার কার্য্য গোপনে হইয়াছিল।

যুবকের আত্মদান
অপরের প্রাণ রক্ষায় জীবন বিসর্জ্জন

গয়া জেলার অন্তর্গত জেহানাবাদের এক সংবাদে প্রকাশ, গৌরীশঙ্কর নামক এক ব্যক্তি অপরিচিত এক ব্যক্তির জীবন রক্ষা করিতে যাইয়া নিজের প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছে। এক ব্যক্তি টিকারী রাজ্যের অন্তর্গত জেহানাবাদের নিকটস্থ 'মোহিনী' নামক এক পাহাড়ী নদী পার হইতেছিল, হঠাৎ পাহাড় হইতে জলস্রোত আসিয়া তাহাকে ভাসাইয়া লইয়া যায়। লোকটি সাহায্যের জন্য চীৎকার করিলে তথায় অনেক লোক জড় হয়। কিন্তু প্রবল স্রোতের সামনে কেহ তাহাকে উদ্ধার করিতে সাহস করে না। এমন সময় একজন যুবক তথায় উপস্থিত হয় এবং ইতস্ততঃ না করিয়া নদীতে ঝাঁপাইয়া পড়ে। অনেক কষ্টে গৌরীশঙ্কর লোকটিকে তীরে লইয়া আসে। কিন্তু ইহাতে সে এত পরিশ্রান্ত হইয়া পড়ে যে বেশীক্ষণ ঐ স্রোতের মুখে দাঁড়াইতে পারে না। তাহাকে স্রোতে টানিয়া লইয়া যায়। পরদিন তাহার মৃতদেহ পাওয়া যায়। গৌরীশঙ্কর একমাত্র তাহার পত্নী রাখিয়া মারা গিয়াছে। প্রকাশ, জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট তাহার পত্নীর জীবিকার ব্যবস্থা করিবেন।

সিন্ধুতে বেকার সমস্যা

ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল লীগের প্রেসিডেণ্ট শ্রীযুত দুর্গাদাস আদোয়ানী করাচীর মিউনিসিপ্যাল হলে সিন্ধুদেশের বেকার সমস্যা সম্পর্কে এক বক্তৃতা দেন। তিনি বলেন যে, সমগ্র সিন্ধুদেশে তিন লক্ষের অধিক বেকার আছে। তন্মধ্যে একমাত্র করাচীতে দশ হাজার বেকার আছে। তিনি বলেন যে, সিন্ধু একটী কৃষিপ্রধান প্রদেশ, যাহাতে যুবকগণ কৃষিকার্য্যে আত্মনিয়োগ করিতে পারে তজ্জন্য একটী 'কৃষিমণ্ডল' গঠিত হওয়া প্রয়োজন।

সাম্রাজ্যে ভারতের স্থান
প্রতিনিধিগণের স্ফূর্ত্তি ও ব্যবস্থা

জানা গিয়াছে যে, সাম্রাজ্যিক পার্লামেণ্টারি সম্মেলনের কোন অধিবেশনে কোন প্রস্তাব গৃহীত হইবে না। সাম্রাজ্যে ভারতের স্থান সম্পর্কীয় বিষয়টি আলোচ্য বিষয়গুলির অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্য একজন ভারতীয় প্রতিনিধি যে চেষ্টা করেন, তাহা অন্যান্য প্রতিনিধিগণ অগ্রাহ্য করেন। বলা হয় যে, কোন বিতর্কমূলক রাজনীতি উক্ত সম্মেলনের আলোচ্য বিষয় নহে। প্রতিনিধিগণকে বিভিন্ন শিল্পকেন্দ্র, যুদ্ধজাহাজাদি দেখাইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কার্য্যসূচী দেখিলে মনে হয় যে, সমস্ত ব্যাপারটা আনন্দ, স্ফূর্ত্তি, অভ্যর্থনা। ভোজনাদির পর বক্তৃতা ও সামান্য কিছু আলোচনা ব্যতীত আর কিছুই হয় নাই।

সিংহল হইতে বিখ্যাত বট শাখা আনয়ন

সিংহলের বিখ্যাত ধর্ম্মযাজক রেভাঃ শ্রীসুমনা 'মহাবোধির সাগর' জাহাজযোগে সিংহলের বিখ্যাত 'বট' বৃক্ষের একখানা চার ফুট শাখা এদেশে আনয়ন করিয়াছেন। ঐ উপলক্ষে সিডনী প্যাগোডাতে বিশেষভাবে মিঃ মাথ্যু বু, মিসেস মাথ্যু বু, মিঃ বা দায়ু, মিসেস বা দায়ু, ইউ মঙ লাট প্রভৃতি বিখ্যাত বৌদ্ধগণ এবং বহু বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি মিলিত হন। পবিত্র বটবৃক্ষ সিংহলের রাজা মহেন্দ্র কর্তৃক রোপিত বলিয়া প্রবাদ আছে। শাখাটা যথারীতি সৎকারে সিডনী প্যাগোডাতে আনয়ন করা হয়। তথা হইতে উহা রেলযোগে ঘাটিনে প্রেরণ করা হইয়াছে। এসম্পর্কে বলা প্রয়োজন যে, ঐ শাখা সিংহলের এক স্থানে তাঁহাদের ব্রহ্মদেশের বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠানের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। উহা ঘাটিনে প্যাগোডার কাছাকাছি রোপণ করা হইবে।

নমো ভগবতে বাসুদেবায়

৬ই শ্রাবণ, মঙ্গলবার ১৩৪২

ঢাকা-আরিচা রেল লাইন নির্ম্মাণ পরিকল্পনা স্থগিত হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। ইহার কারণ কি? ঢাকা হইতে মানিকগঞ্জের দূরত্ব অতি সামান্য, অথচ বর্ত্তমানে যাতায়াতের অসুবিধার জন্য ঢাকা হইতে মানিকগঞ্জ যাইতে বহু সময় অনর্থক ব্যয় হইয়া থাকে। বিশেষতঃ এই লাইনটি খোলা হইলে ঢাকা হইতে কলিকাতা যাওয়ারও সময় কম লাগিবে এবং মানিকগঞ্জ মহকুমার অধিবাসীর যাতায়াতের কষ্টের অনেক লাঘব হইবে। কলিকাতা বা ঢাকা যাইতে হইলে মানিকগঞ্জ অধিবাসীর যে কষ্ট স্বীকার করিতে হয় তাহা অবর্ণনীয়। সাধারণের অসুবিধার কথা মনে রাখিয়া আশা করি কর্তৃপক্ষ এই রেল লাইন নির্ম্মাণ প্রস্তাব স্থগিত রাখার কথা বিশেষ ভাবে পুনরায় চিন্তা করিবেন।

বহুল প্রচারের ফলে এবার পাটের চাষ অনেক কমিয়াছে। উপযুক্ত পাট চাষের মূল্যের উপর এদেশের কৃষকদের লাভ নির্ভর করে। এ কৃষি প্রধান দেশে ফসলের মূল্যের উপর দৃষ্টিপাত করিয়া চাষ নিয়ন্ত্রিত না হইলে কৃষি চাষীদের অবস্থা ক্রমশঃ শোচনীয় হইয়া উঠে। চাষীদের ভিতর শিক্ষা না থাকার জন্য চাষের ফসলের অভিজ্ঞতা না থাকার জন্য তাহারা কি পরিমাণে চাষ করিতে হইবে তাহা বুঝিতে সমর্থ হয় না বলিয়াই তাহাদের দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইতে হয়। বাজারের চাহিদা কি প্রকার, ফসলের কি প্রকার দর হইবে, তাহা না বুঝিতে পারিয়া তাহারা আন্দাজে চাষ করিয়া অনেক সময়েই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া থাকে। এবৎসর প্রথম হইতেই সরকার গবর্ণমেণ্টের বহুল প্রচারের ফলে পাটের চাষ অনেক পরিমাণে কম হইয়াছে। ফলে কৃষকগণ ফসলের উপযুক্ত মূল্য লাভ করিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতে পারিবে বলিয়া আশা করা যায়।

কোয়েটায় আবার ভূমিকম্প

গত ১৫ই জুলাই সকাল ১১ ঘটিকার সময় কোয়েটায় খবর শব্দ সহিত এক প্রবল ভূ-কম্পন অনুভূত হইয়াছে। প্রায় পনের সেকেণ্ড কাল কম্পন স্থায়ী হইয়াছিল। কোনরূপ ক্ষতির সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

পুনরায় আতঙ্কে আবার অনেকের কোয়েটা ত্যাগ

কায় সোমবার হইতে কোয়েটা পরিত্যাগ কার্য্য চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু তৎসত্বেও সাড়ে ৯ শত অধিবাসী এই মফস্বলে সহরেই অবস্থান করিতেছেন। তাহারা সেদিন পর্য্যন্ত ঘোড়দৌড়ের মাঠে অবস্থান করেন। কোয়েটা ত্যাগ করিবা যাইবার পূর্ব্বে তাহাদের সম্পত্তি পুনরুদ্ধার করিতে তাহারা দৃঢ়সঙ্কল্প। কিন্তু সেদিনকার ভূমিকম্পে তাহাদের সকল আশা-ভরসাই নির্ম্মূল হইয়াছে। এসোসিয়েটেড প্রেসের প্রতিনিধির নিকট জনৈক আশ্রয় প্রার্থী বলেন যে, সেদিনকার কম্পনে সহরটা বিশেষভাবে কম্পিত হয়। যদি এখনও কোন পাকা বাড়ী থাকিত, তবে সেদিনকার কম্পনে উহার বিশেষ ক্ষতি হইত। সেইজন্য সেদিন ৩৫০ জন লোক কোয়েটা ত্যাগ করেন। তাহাদের মধ্যে কতিপয় ব্যক্তি আফগান যাইতেছেন, কতিপয় ব্যক্তি পাঞ্জাবে এবং অবশিষ্ট সকলে সিন্ধুর নগরসমূহে যাইতেছেন।

করাচীতে ৫৫জন লোক পৌঁছিয়াছেন। আরও বোধ হয় অনেকে কোয়েটা ত্যাগ করিবেন।

প্রকাশ, বেলুচিস্তানের ভূমিকম্প সাহায্য তহবিল হইতে সাহায্য কার্য্য পরিচালনের জন্য যে যে সরকারী সাব-কমিটী গঠিত হইয়াছে, সেই কমিটী সম্প্রতি পুনর্গঠন ব্যবস্থা ও নগদ সাহায্য বাবদ ৩১ হাজার টাকার জন্য আবেদন করিয়াছেন।

কৃষক ও কাবুলীতে সংঘর্ষ

লাহোর হইতে ছয় মাইল দূরবর্ত্তী বাকে গ্রামে দুই দলের বিরোধের ফলে একজন নিহত ও দুইজন সাংঘাতিকরূপে আহত হইয়াছে। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, ঐ অঞ্চলের কৃষক ও কাবুলীর সম্প্রদায়ের মধ্যে বহুকাল যাবৎ যে বিরোধের ভাব ধূমায়িত হইয়া আসিতেছিল তাহার সম্প্রতি চরমভাবে পর্য্যবসান হইয়াছে।

সাব ইন্‌স্পেক্টরের অধিনায়কত্বে একদল পুলিশ যথাসময় ঘটনাস্থলে উপস্থিত হওয়ায় অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিতে পারে নাই। কিন্তু সাব ইনস্পেক্টর মহাশয়কে জনতা ছত্রভঙ্গ করিবার জন্য তিনবার শূন্যে বন্দুক ছুঁড়িয়া ভয় প্রদর্শন করিতে হইয়াছিল।

এই সম্পর্কে ১৫ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

আসামের জঙ্গলে গণ্ডার শিকার

জাফরসিং নামক ইতিপূর্ব্বে ৫ম আসাম রাইফেল নামক সৈন্যদলের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সম্প্রতি তাহার নামে এইরূপ অভিযোগ করা হয় যে, সে দরঙ্গ জেলার কুমার বাটীর নিকট বিকার্ট করা এবং কোনও প্রকারে শ্রেণী বিভাগ না করা জঙ্গলে প্রবেশ করিয়া বহু সংখ্যক গণ্ডার শিকার করিয়াছে এবং এই সকল গণ্ডারের হাড় বে-আইনীভাবে চালান দিয়াছে। অভিযোগে আরও বলা হয় যে, আসামী গত দুই বৎসর যাবৎ একটা লাইসেন্সবিহীন বন্দুক দ্বারা গণ্ডার শিকার করিতেছে। বনবিভাগের একষ্ট্রা এসিষ্টাণ্ট কনসারভেটার মিঃ এম সি গিরি বলেন, দেখিয়াছেন যে, আসামী তিনটি গণ্ডার মারিয়াছে। তিনি উক্ত আসামীর নিকট হইতে গণ্ডারের চামড়া, হাড় এবং মাথার খুলি ইত্যাদি লইয়া আসিয়াছেন।

প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ কে সি বড়ুয়ার নিকট এই মামলার শুনানী হয়। বিচারে আসামীর প্রতি ছয় মাস কঠোর কারাদণ্ড এবং ২০০৲ টাকা অর্থদণ্ড, অনাদায়ে আরও ছয় সপ্তাহ কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে।

বাঙ্গলায় সংক্রামক রোগ

গত ৬ই জুলাই যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে উহাতে বাঙ্গলায় কলেরা, বসন্ত ইনফ্লুয়েঞ্জা ও মেনিঞ্জাইটিস রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের সংখ্যা যথাক্রমে ১১২০,২১২,৯৭ ও ১৭ এবং মৃত ব্যক্তিদের সংখ্যা যথাক্রমে ৫১০, ৮৬, ১০ ও ১৪।

উহার পূর্ব্ব সপ্তাহে ঐ সমস্ত রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদের সংখ্যা যথাক্রমে ৮৩৩, ১৮১, ১২৭ ও ৩১, এবং মৃত ব্যক্তিদের সংখ্যা যথাক্রমে ৪১৫, ৭৩, ৯ ও ১০ ছিল।

আলোচ্য সপ্তাহে কোন জেলায় কত লোকের মৃত্যু হইয়াছে, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

কলেরা—বর্দ্ধমান ২১, বাঁকুড়া ১৩, মেদিনীপুর ২৮, হুগলী ৮৬, হাওড়া ৫৩, ২৪পরগণা ৭৮, কলিকাতা ৭৬, নদীয়া ৩, মালদহ ১, কুচবিহার ৬, ঢাকা ৭, ময়মনসিংহ ৮, ফরিদপুর ৩, বাখরগঞ্জ ২৪, চট্টগ্রাম ৭৫, পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম ৫, ত্রিপুরা ২৭, নোয়াখালী ২১।

বসন্ত—বর্দ্ধমান ৫, বীরভূম ৬ বাঁকুড়া ১, মেদিনীপুর ২, হুগলী ৪, হাওড়া ৩, ২৪পরগণা ১, কলিকাতা ১১, নদীয়া ১, মুর্শিদাবাদ ৭, যশোহর ১ খুলনা ১, দিনাজপুর ৯, জলপাইগুড়ী ১, রংপুর ৪, বগুড়া ২, পাবনা ১, মালদহ ১, কুচবিহার ৪, ঢাকা ৩, ময়মনসিংহ ২, ফরিদপুর ৪, বাখরগঞ্জ ২, ত্রিপুরা ২।

ইনফ্লুয়েঞ্জা—২৪পরগণা ১, কলিকাতা ৮, চট্টগ্রাম ১।

মেনিঞ্জাইটিস—কলিকাতা ১৪।

---

২১ জন শ্রমিকের কারাদণ্ড

চা-বাগানের মধ্যে দাঙ্গা হাঙ্গামা ও মারপিট করিয়া শান্তিভঙ্গ করা এবং অন্যান্য অভিযোগে অভিযুক্ত ২১ জন শ্রমিককে বিচারার্থ প্রেরণ করা হইয়াছিল। গত ১৩ই জুলাই এ-স-ডি-ও মৌলবী মাসাদর আলী এই মামলার রায় প্রকাশ করিয়াছেন। বিচারক সমস্ত আসামীকেই দোষী সাব্যস্ত করেন। ছয় জন আসামীর প্রতি ৬ মাস করিয়া কঠোর কারাদণ্ড এবং বাকী ১৫ জনের প্রতি তিন মাস করিয়া কঠোর কারাদণ্ডের আদেশ হয়।

ফরিয়াদী পক্ষের বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, গত ১৩ই জুন তারিখে মাতাল অবস্থায় একজন শ্রমিক বড়াবিল চা বাগানের সহকারী ম্যানেজার মিঃ অর্ডের নিকট আসিয়া একদিনের ছুটি চায়। তিনি ইহাতে অসম্মত হইলে উক্ত শ্রমিক তাহার সহিত উদ্ধত আচরণ করে। তখন তিনি তাহাকে সামান্য প্রহার দিয়া বাহির করিয়া দেন। পরদিবস অপরাহ্নে মিঃ অর্ড যখন অফিসের বারান্দায় দাঁড়াইয়া চা ওজন করিতেছিলেন, তখন লাঠি হস্তে প্রায় ৪০ জন শ্রমিক তাঁহাকে আক্রমণ করে। তিনি প্রাণভয়ে অফিস ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দেন। শ্রমিকগণ ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া ঐ ঘরের জানালা ভাঙ্গিয়া ফেলে এবং মিঃ অর্ডকে লক্ষ্য করিয়া ইটপাটকেল ইত্যাদি নিক্ষেপ করে। ইহার ফলে তিনি আহত হন। তাঁহার শরীরের কয়েকটি স্থানেই জখম হয়। সংবাদ পাইয়া পুলিশ আসিয়া উপস্থিত হয় এবং কতিপয় শ্রমিককে ধরিয়া লইয়া যায়।" মৃত শ্রমিকগণের মধ্যে ২১ জনকে সনাক্ত করা হইয়াছিল। বিচারে তাহাদের প্রত্যেকের প্রতিই দণ্ডাদেশ দেওয়া হইয়াছে।

প্রথম হিন্দু মহিলা ব্যারিষ্টার

প্রথম হিন্দু মহিলা ব্যারিষ্টার শ্রীমতী সরোজিনী এম (শ্রীযুত কালীপ্রসাদ জয়সোয়ালের কন্যা) আগামী শরৎকাল হইতে পাটনায় ব্যারিষ্টারী সুরু করিবেন। তিনি প্রাচীন ভারতের শিক্ষা সম্পর্কে গবেষণাও চালাইবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

আসাম প্রবাসীদের দাবী

আসাম প্রদেশের প্রবাসী বাঙ্গালী ও অন্যান্যের পক্ষ হইতে গৌহাটীর রায় বাহাদুর কালীচরণ সেন, ডেপুটির রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত মনোমোহন লাহিড়ী, ধুবড়ীর শ্রীযুত বসন্তনাথ চাটুর্য্যে প্রভৃতি এক ডেপুটেশন লইয়া গত ১১ই জুলাই তারিখে শিলংএ আসাম গবর্ণরের সহিত দেখা করিয়াছিলেন। তাঁহারা আসাম প্রবাসী বাঙ্গালী ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের অভাব অভিযোগের কথা বর্ণনা করিয়া ব্যবস্থাপক সভায় আসন সংরক্ষণের দাবী করেন। গবর্ণর বিশেষ ধৈর্য্য সহকারে তাঁহাদের বক্তব্য শ্রবণ করিয়াছেন এবং অনেকটা সহানুভূতি দেখাইয়াছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

—পারমার্থিক পত্র—

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে।
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে।

আরাধ্যো ভগবান ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ।

১০ম বর্ষ } ৭ শ্রীধর গৌরাব্দ ৪৪৯, ৭ই শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১৩৪২, ২৩শে জুলাই ইং ১৯৩৫ মঙ্গলবার } ১২১৩তম সংখ্যা

বারিপদায় প্রচার

বারিপদা ১৭।৭।৩৫

গত ৭ই জুলাই ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিস্বরূপ পর্বত মহারাজ কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ ময়ূরভঞ্জের রাজধানী বারিপদায় শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের পুনর্যাত্রা উপলক্ষে তথায় প্রতিবৎসরের ন্যায় কীর্ত্তনাদি ও স্থানীয় উচ্চনীচ সকলেরই নিকট শ্রীগৌড়ীয়-মঠের প্রচারিত শ্রীচৈতন্যবাণী বা বিশুদ্ধ প্রেমধর্ম্মের কথা প্রচারের জন্য কৃপাপূর্ব্বক উপস্থিত হইয়াছিলেন। রোগাদিতে প্রমত্ত বহু জীবগণের সর্ব্বপ্রকার অজ্ঞান ও সংশয়-ছেদনরূপ প্রকৃত জীবসেবার কার্য্য করিয়া স্বামীজী অজ্ঞজনগণের ভোগলালসামূলক কপট কৃষ্ণসেবাভিনয় বা কৃষ্ণবিমুখতার পরিণাম, অনিত্যসম্বন্ধে জগতের বহিরঙ্গা শক্তি ভুবন-পূজিতা দুর্গা বা কালীর বাহার এবং অন্যপ্রকার বাসনা, তাহা হইতে উদ্ধারের উপায় প্রভৃতি বিষয়সমূহ বর্ণনপূর্ব্বক শ্রীমদ্-ভাগবত-বর্ণিত বামন মহাজনের অন্যতম শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজের চরিত্র কীর্ত্তন করিয়াছেন।

তাঁহার এই অকৈতব হরিকীর্ত্তন ও সর্ব্বজীবের স্ব-পর-মঙ্গলের মুখ্য উপায় একমাত্র কৃষ্ণকীর্ত্তন-প্রচার-কার্য্যে শ্রীগৌড়ীয়মঠাশ্রিত পরমভাগবত শ্রীযোগেন্দ্র-নাথ ঘোষ (উদলা), শ্রীমহেশ দাস ও শ্রীলালমোহন দাস (বারিপদা) প্রভৃতি ব্যক্তিগণের সাহায্য ও সেবাচেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়। তাঁহাদের সমবেত চেষ্টায় এবৎসর বাহুড়া-যাত্রাকালে ময়ূর-ভঞ্জের বিভিন্ন স্থান হইতে প্রায় শতাধিক শ্রীচৈতন্যচরণাশ্রিত ও শ্রীআচার্য্যাশ্রিত ভক্ত গৌড়ীয়ভক্ত একত্রিত হইয়া স্বামীজীর ব্যবস্থিত বিরাট্-সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রায় যোগদান করিয়াছিলেন।

স্বামীজী মহারাজ বারিপদায় উপস্থিত হইয়া বাহুড়া-যাত্রার পূর্ব্বদিন ৯ই জুলাই স্থানীয় সব্ ডিভিসনাল অফিসার ও সব্-জজ শ্রীযুক্ত বাবু বিভাকর মহাপাত্র মহোদয়ের বাটীতে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও 'চেতনের ধর্ম্ম' সম্বন্ধে হরিকথা বলিয়াছিলেন। তথায় স্থানীয় ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু ভাগীরথী পাল প্রমুখ বিশিষ্ট শ্রোতৃবৃন্দের "অনেকের কেন ভগবানের দিকে মতি হয় না?" প্রশ্নের উত্তরে স্বামীজী মহারাজ জীবের নিজস্বতন্ত্রতার অপব্যবহারজনিত মায়াভোগ-চেষ্টা ও তৎপরিণামে ত্রিতাপদুঃখলাভ এবং সংসারবাসনার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি; সেইজন্য মনের প্রতি দয়ার অনিত্য ফল, জ্ঞানবুদ্ধির হরিণ-যোনি-লাভের কারণ, চেতনের প্রতি দয়ার নিত্য ফল ও সদ্গুরুপাদাশ্রয়ের একান্ত প্রয়োজনীয়তা কীর্ত্তন করিলে সকলে বিশেষ সন্তুষ্ট ও প্রভাবিত হইয়াছিলেন।

পরদিন ১০ই জুলাই স্বামীজী মহারাজ শ্রীশ্রীভক্তিভবনমন্দিরে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীভক্তিসার্ব্বভৌমের আবশ্যকতা পাঠ ও ব্যাখ্যা করার পর গোধূলি-লগ্নে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের বাহুড়া প্রভৃতি বিগ্রহগণ-সহ অগণিত জনগণ সহ যোগদান করিয়া শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের সম্ভোগবিহার ও দর্শন-কারী সকলের অশেষ মঙ্গল সাধন করিয়াছেন। তাঁহার ব্যবস্থানুসারে পরবর্তী দিনসমূহ যথাক্রমে বিরাট্ সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রায় বিশেষভাবে সাফল্য লাভ করিয়াছে।

অতঃপর ১৩ই জুলাই স্বামীজী মহারাজ স্থানীয় অবসরপ্রাপ্ত সেসন্ জজ শ্রীযুক্ত বাবু হরিদাস বসু মহোদয়ের আলয়ে শ্রীমদ্-ভাগবত পাঠ ও হরিকথা বলেন। তাঁহার ভক্তিসিদ্ধান্তপূর্ণ হরিকথা শুনিয়া শ্রীযুক্ত বাবু জ্ঞানেন্দ্র গোপাল মুখার্জি বি-এ, শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ বসু ম্যাজিষ্ট্রেট ও সদস্য প্রভৃতি বিশিষ্ট শ্রোতৃবৃন্দ বিশেষ শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়াছেন।

তৎপরদিন ১৪ই জুলাই স্বামীজী মহারাজ ময়ূরভঞ্জ মহারাজের সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত বাবু রাধাগোবিন্দ দাস এম্ এ, বি-এল্, মহোদয়ের ভবনে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও হরিকথা বলেন। তথায় শ্রীযুক্ত বাবু পরমানন্দ আচার্য্য বি-এস্ সি, এম্-আর-এ-এস্, শ্রীযুক্ত বাবু রাধাগোবিন্দ দাস প্রভৃতি বিশিষ্ট শ্রোতৃগণ যথাক্রমে (১) শ্রীচৈতন্য-দেব যে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, তাহা শাস্ত্রে কোথাও আছে কিনা এবং তিনি নিজমুখে সেকথা কেন বলেন নাই? (২) শ্রীকৃষ্ণকে যে যেভাবে ভজুক সকলের সুখ সমান কেন নয়? (৩) শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্বে কেহ কি তাঁহাকে পূর্ণভাবে পায় নাই যে শ্রীচৈতন্যের বেলায় রূপগোস্বামী "অনর্পিত-চরীং চিরাৎ" বলিবে?—ইত্যাদি প্রশ্ন উঠাইলে স্বামীজী মহারাজ যথাক্রমে নানা শাস্ত্র হইতে শ্রীচৈতন্যদেব যে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ তাহা প্রদর্শন করেন।

দ্বিতীয় প্রশ্ন-প্রসঙ্গে স্বামীজী বলেন—পাত্রভেদে এক ব্যক্তির প্রতি বিভিন্নপ্রকার সম্বন্ধহেতু যেমন ভিন্ন ভিন্ন সুখ আস্বাদন করা হয় তদ্রূপ কৃষ্ণসেবায়ও ভিন্ন ভিন্ন প্রকার বিচিত্রতা আছে এবং শেষে তৃতীয় প্রশ্নের বিচারে বলেন, বিভাগোলোকে শ্রীকৃষ্ণের নিত্য মাধুর্য্য ও শ্রীরাধাগোবিন্দ-মিলিততনু শ্রীগৌরসুন্দরের নিত্য ঔদার্য্য-প্রকোষ্ঠ বর্ত্তমান; শ্রীগৌরাঙ্গদেবে কৃষ্ণ-তত্ত্বে ঔদার্য্যের মধ্যে মাধুর্য্য অর্থাৎ বিষয় ও আশ্রয়ের পরস্পর সুখ একত্র আস্বাদন-রূপ উজ্জ্বলরস 'অনর্পিতচরীং চিরাৎ' বাক্যের লক্ষিতব্য ইত্যাদি প্রকার আভাস দিয়া উক্ত কথার উপসংহার করেন।

স্বামীজী মহারাজ গত ১৫ই ও ১৬ই জুলাই দিবসদ্বয় যথাক্রমে পরমভাগবত শ্রীযুক্ত বাবু গোবিন্দচন্দ্র দাস সর্দার ও শ্রীযুক্ত বাবু রমেশচন্দ্র ঘোষ সেটেলমেণ্ট অফিসার মহোদয়দ্বয়ের গৃহে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও সঙ্কীর্ত্তন করিয়া বহু ভাগ্যবান্ ব্যক্তির বিশেষ মঙ্গল সাধনপূর্ব্বক গত ১৭ই জুলাই বারিপদার বাহিরে মুর্শিদনা নামক স্থানে হরিকথাপ্রচারে রওনা হইয়াছেন। সেখান [illegible] আরও কয়েকটি বিশিষ্ট স্থানে পাঠ, কীর্ত্তন ও বক্তৃতা করিতে পারেন।

SREE SATCHIDANANDA MATH

Cuttack, 15. 7. 35

The annual celebrations of Sree Satchidananda Math, the Cuttack branch of the Calcutta Gaudiya Math ended with grand success on Sunday. In the evening Sreemad Bhagabat was read and lucidly explained by the great eloquent Swamiji. His Holiness Sreemad Bhakti Vivek Bharati Maharaj who kept spell bound for hours the vast audience composed of the most respectable gentry of the town including the Raja Sahib of Madhupur, the District and Sessions Judge, Government Pleader, and other advocates Messrs. Subodh Chandra Chatturji, Satis Chandra Bose, Lalit Mohan Sen, the Income-tax Officer Mr. Samiya, Mr. Sarat Chandra De Banker, the Manager of Ratan Estate, many professors, students and ladies.

All were treated to Mahaprasad under the management of His Holiness Sreemad Bhakti Prasun Budhayan Maharaj and other devotees of the Math. —FORWARD

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৭ শ্রীধর মাঘ গৌরাব্দ ৪৪৯

জীব ভোক্তা, না ভোগ্য ?

জীব ভোক্তা না ভোগ্য—দ্রষ্টা, না দৃশ্য ?—এই বিচার করিতে গেলেই জীবের স্বরূপবিচার আসিয়া উপস্থিত হয়। বদ্ধ ও মুক্ত ভেদে জীব দুইপ্রকার। মুক্ত জীবগণ স্বরূপে অবস্থিত বলিয়া তাঁহাদের স্বরূপের প্রকৃত অভিমান—ভৃত্যাভিমান বা ভগবদ্দাসাভিমান প্রবল ; তাই তাঁহারা ইহ জগতের অনিত্যত্ব উপলব্ধি করতঃ দেহাদিকে ভগবানের সেবোপকরণ জানিয়া তাহাতে আসক্তি পরিহার পূর্ব্বক ভগবৎ দ্রব্যসমূহকে প্রভুসেবায় লাগাইবার জন্য ব্যস্ত। জীব স্বরূপতঃ ভগবানের দাস এবং দাসাভিমানই তাহার স্বরূপ ও ভগবৎসেবাই তাহার বৃত্তি। কিন্তু এই সম্বন্ধজ্ঞানের যেখানে ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে সেইখানেই অবিদ্যা-বশতঃ স্বরূপের বৃত্তি আবৃত হইয়া বিপর্য্যয় হইয়াছে, অর্থাৎ চেতন আত্মার বৃত্তি জড়প্রায় হওয়ায় দেহমনের প্রাবল্য বশতঃ নিজেকে 'দেহোঽহম্' প্রবৃত্তি করিয়া মনে হইতেছে। যেখানে শরীরকে শরীরী বলিয়া বোধ হইতেছে, সেখানে আত্মার স্বরূপ আবৃত হইয়াছে এবং সে বিরূপগ্রস্ত হইয়া নিজকে এ জগতেরই একজন বলিয়া মনে করিতেছে। ইহারই নাম বদ্ধতা বা বন্ধ। একবার স্বরূপবিস্মৃতি ঘটিলে তাহা পুনরুদ্ধার করা ভগবৎ সাধুর কৃপাব্যতীত অন্য উপায়ে হয় না। সুতরাং এতদ্বিষয়ে আমাদের সাধুশাস্ত্র-গুরুবাক্যে নির্ভর করাই দরকার। অন্যথা স্বরূপোদ্বোধনের অন্য আশা নাই ; তাই আত্মস্বরূপ সম্বন্ধে আমরা শ্রীমন্ মহাপ্রভুর উপদেশটি নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

"নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো বনস্থো যতির্বা।
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিলপরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধে-
র্গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ॥"
(পদ্যাবলী ৬৩ শ্লোক)

জীব যখন ভগবানের নিত্যভৃত্য, তাঁহার দাস বা সেবক তখন জীব যে ভগবানের সেবোপকরণ—তাঁহার ভোগ্য বা দৃশ্য, পরন্তু ভোক্তা বা দ্রষ্টা নহে, ইহাতে আর সন্দেহ কি ? এই জগৎ বা পরজগৎ সকলেরই প্রভু একমাত্র ভোক্তা আর বাদবাকী তাঁহার ভোগ্য বা সেবকশ্রেণীভুক্ত সুতরাং জীবের আপনাকে দৃশ্য বা ভোগ্য আত্মজ্ঞানই তাহার পক্ষে শ্রেয়ঃ ; দ্রষ্টা বা ভোক্তা অভিমানে জড়ভোগ্য জগৎকে নিজ ভোগ্যজ্ঞান বা ভোক্তৃ-অভিমানী ছোটখাট প্রভু সাজিয়া জগৎ-ভোগের যে দুষ্টতা তাহাতে অমঙ্গল বা অকল্যাণের দুঃখই লাভ হয়। জগতের প্রতি সেবাদৃষ্টিতে যে অনুপাদেয়তা আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় সেই অনুপাদেয়তা বা ভোক্তৃত্ব দূরে রাখিয়া নিজেকে ভোগ্য বা দৃশ্যত্বে স্থাপন পূর্ব্বক যে সর্ব্বত্র সেবায় প্রকটনের চেষ্টা—নিজেকে সর্ব্বক্ষণ সেবকাভিমানে প্রতিষ্ঠিত রাখিবার ঐকান্তিক যত্ন, সেইখানেই জীবের মঙ্গল কিন্তু আমাদের প্রায় শতকরা শতজনের ধারণা যে, আমরা দ্রষ্টা বা ভোক্তা ; তাই আমরা জগদ্ভোগের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা এবং অধোক্ষজ ভগবান্‌কেও দেখিয়া লইবার জন্য সর্ব্বক্ষণ ব্যস্ত। আমরা ভগবদ্দর্শনের ছলনা করি বা দেখি সাক্ষাৎ ভগবান্ অর্চ্চাবতার শ্রীবিগ্রহকেও কাঠপাথর-বুদ্ধি করিয়া থাকি এবং যে রূপ সমস্ত ভুবনকে মোহিত করে সেই ভগবদ্রূপ-দর্শনের ছলনায় পরন্তু জগতের নানা কুরূপ দেখিবার জন্য আমাদের চিত্ত ধাবিত হয়। এমনি আমাদের দুর্দ্দৈব !

ভগবান্ দৃশ্য বা ভোগ্য নহেন, তিনি দ্রষ্টা বা ভোক্তা। এই দ্রষ্টা বা ভোক্তার আসন হইতে একচেটিয়া সেই ভগবানকে দৃশ্যপর্য্যায়ে টানিয়া আনিবার চেষ্টা বা তাঁহাকে ভোগ করিবার যে দুরভিসন্ধি, যাহা অজ্ঞতারই পরিচায়ক ব্যতীত আর কি ? জীবের এই দ্রষ্টৃ-অভিমানই তাহার সর্ব্বনাশের মূল। এতদবস্থায় সাধুগুরুসেবায় আত্মনিয়োগ করতঃ দ্রষ্টৃ-অভিমান পরিত্যাগপূর্ব্বক দৃশ্যাভিমানকে হৃদয়ে প্রকট করা বিশেষ প্রয়োজন ; কারণ দ্রষ্টৃ-অভিমান পরিত্যাগ করিয়া জীবের যখন সম্পূর্ণভাবে ভগবানের দৃশ্য বা তাঁহার ভক্তবৎসল-গত দাস অভিমান হয়, তখনই জীব উন্মুখ হইয়া থাকে এবং সেই সেবোন্মুখ-প্রেমনেত্রেই ভগবদ্দর্শন লাভ হয়। সদ্গুরুর বিগ্রহসেবা করিতে করিতে যখন আমরা জানিতে পারি যে, ভগবান্ আমাদিগকে দেখিবেন, আমরা তাঁহার ভোগের উপকরণ, তাঁহার ভোগে আমাদের সম্ভোগের কোন অবকাশ নাই, তাঁহারই নিরঙ্কুশ স্বেচ্ছাচারিতা আছে, তখনই ভগবান্ আমাদের নিকট নিজকে প্রকাশ করেন। ভগবানের ভোগের বস্তু আমাদিগকে যখন তিনি কৃপাপূর্ব্বক ভোগ্য বলিয়া গ্রহণ করেন তখনই আমাদের মঙ্গল হয় কিন্তু যদি আমরা তাঁহার কৃপালাভে বঞ্চিত হই অর্থাৎ আমরা যদি ভগবানের সেবক হইতে না পারি তাহা হইলে এই জগতে আমাদিগকে মায়ার সেবা বা জগতের গোলামী করিতে হইবেই হইবে—মাতা-পিতা-পুত্র-আদি অন্যান্য জগবাসী আমাদিগকে ভোগ করিবেই করিবে, আমাদিগকে তাহাদের তাঁবেদার বা গোলাম করিয়া নানাবিধ বলীবর্দ্দের ন্যায় আমাকে আমৃত্যু কষ্ট দিবে। আমরা তাহাদের কেহ নই যে তাহারা আমাদিগকে দয়া করিবে ; তাই তাহারা বনের পক্ষী-পোষার ন্যায় আমাদিগকে পোষণের বা আমাদিগকে প্রীতিপ্রদর্শনের ছল দেখাইয়া অবশেষে আমাদের সর্ব্বনাশ করিবে। তাই বলি, দাস বা চাকরী যখন করিতেই হইবে তখন আর সাজা ভোক্তা বা সাজা দ্রষ্টা হইয়া লাভ কি ? সুতরাং আর কালক্ষেপ না করিয়া ঠেকিয়া শেখার পরিবর্ত্তে আমাদের ভগবানের সেবা করিবার জন্য উদ্গ্রীব হওয়া উচিত নয় কি ?

আমরা যে দ্রষ্টা নহি—দৃশ্য, ভোক্তা নহি—ভোগ্য, এই বিলক্ষণময়ী কথা শুনিবার সৌভাগ্য আমাদের হইয়াছে—গুরুগৃহে আসিয়া—গৌড়ীয়মঠাচার্য্য শ্রীল প্রভুপাদের কোটিচন্দ্রসুশীতল শ্রীচরণ-ছায়ায় আসিয়া। তৎপূর্ব্বে এসকল কথা আমরা কখনও শুনি নাই এবং এসব কথা অপর কেহ শুনিতে পাইবে বলিয়া ধারণা করিতেও পারি না। সচ্চিদানন্দবিগ্রহ ভগবান্‌কে আমাদের মাংস-চক্ষুদ্বারা মাপিয়া লওয়া যায় না বলিয়া আমাদের প্রভুপাদ প্রায়ই বলিয়া থাকেন যে, তোমরা ভগবান্‌কে দেখিতে যাইও না ; পরন্তু সকলের একমাত্র দ্রষ্টা ভগবানকে দর্শন দিতে যাইও। তাঁহার শুভদৃষ্টি পতিত হইলে মঙ্গল হইবে—দ্রষ্টা-অভিমান ঘুচিয়া দৃশ্য-অভিমান জাগিবে—হৃদয়ে ভগবানের দাস্যাভিমান জাগিয়া তোমাদিগকে ভগবৎসেবায় অধিকার দান করিবে।

জগতের ভোগিসম্প্রদায় নিজদিগকে দ্রষ্টা ও ভোগী মনে করে, ত্যাগি-সম্প্রদায় ভোগে সুখ নাই দেখিয়া উহার তিক্ত আস্বাদতা লইয়া তৎপ্রতিবাদী হইয়া ভোক্তা ও দ্রষ্টার নিঃশেষ ভাবই চরম মনে করিয়া থাকে। কিন্তু সাজা ভোক্তার আপনাকে ভোক্তা ও দ্রষ্টা মনে করা যেরূপ অমঙ্গল, ভোক্তৃ ও দ্রষ্টৃ-ভাবের গলায় ফাঁসির দড়ি ঝুলাইয়া দিয়া ভোক্তা ও দ্রষ্টার আত্মহত্যা ততোধিক অমঙ্গলের পথ। একথা হতভাগ্য ত্যাগীরা বুঝিয়া উঠিতে পারে না কিন্তু বিদ্বান্ ভক্তগণ এতাদৃশ ভোগ ও ত্যাগের প্রতি উদাসীন হইয়া ভগবদ্ভক্তি যাজন করেন। তাই তাঁহারা ভোগীও নন, ত্যাগীও নন পরন্তু ভগবানের সেবক। ভগবদ্ভক্ত ব্যতীত আর বাদবাকী সকলেই ভোক্তা বা দ্রষ্টা-অভিমানী। বদ্ধজীবের ইহাই লক্ষণ। তাই বলিতেছিলাম, নিজেকে একমাত্র পরম ভোক্তা ও পরম দ্রষ্টা ভগবানের ভোগ্য ও দৃশ্যবুদ্ধি হইলেই মঙ্গল—নিজেকে দ্রষ্টা বা ভোক্তা না জানিয়া ভগবানের দৃশ্য বা ভোগ্য বলিয়া জানাই শ্রেয়ঃ ; নতুবা যোনিভ্রমণ অবশ্যম্ভাবী। তাই বলি, সাধু সাবধান।

তত্ত্বজ্ঞান

[শ্রীপাদ সুদর্শন সনাতন ভক্তিশাস্ত্রী]

ষড়্‌বিকার মানবের জন্মাদিবৃত্তির পরিচয়ই কর্ম্ম। ইহা অজ্ঞানাক্রান্ত জীবাত্মার উপাধিরূপ ব্যাধির সহজ বিকাশ। এই কর্ম্ম ত্রিবিধ—সঞ্চিত, প্রারব্ধ ও ক্রিয়মাণ। সুকৃত ও দুষ্কৃত ভেদে কর্ম্মফল—সুখ ও দুঃখভোগ। পুণ্যাত্মার পক্ষে সুখভোগ ও পাপীর পক্ষে দুঃখভোগ—কর্ম্মজগতের চিরন্তন বিধান।

পূর্ব্বদেহং পরিত্যজ্য জীবঃ কর্ম্মবশানুগঃ।
স্বর্গং বা নরকং বাপি প্রাপ্নোতি
স্বকৃতেন বৈ॥

বর্ত্তমান দেহাবসানে জীব স্বীয় সুকৃত ও দুষ্কৃতানুসারে স্বর্গ বা নরক ভোগ করে। আবার পুনর্জন্ম লাভ করে। নব কর্ম্ম সঞ্চিত হয় ও পূর্ব্বসঞ্চিত কর্ম্মের প্রারব্ধ ফল ভোগ হয়। ইহাই কর্ম্মশৃঙ্খল। কর্ম্মজীবনে সুখ নশ্বর ও ক্ষণস্থায়ী সুতরাং কর্ম্মবন্ধমুক্তির আকাঙ্ক্ষা জীবের পক্ষে স্বাভাবিক।

প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিমার্গভেদে কর্ম্মচেষ্টা দ্বিবিধা। দুঃখদ কর্ম্মশৃঙ্খল যখন অসহ্য হইয়া উঠে তখনই মানবের কর্ম্মপ্রবৃত্তির শৈথিল্য সমুদিত হয় এবং অষ্টাঙ্গ-যোগবিহিত কর্ম্মনিবৃত্তি-রূপ কৈবল্যসাধনের আকাঙ্ক্ষা কোন কোন জীব-স্বাতন্ত্র্যে পরিলক্ষিত হয়।

বদ্ধজীবনে কর্ম্মফলদাতা সর্ব্বকর্ম্ম-প্রযোজককর্ত্তা জগদ্ব্যাপী পরেশভাবের নাম পরমাত্মা। অষ্টাঙ্গ-যোগসাধনে যে ঈশ্বর-প্রণিধান ব্যবস্থা, তাহা পরমাত্মার অবতার-বিশেষ। ইনিই শাস্ত্র-কথিত 'পুরুষ'।

পরমাত্মার দ্বিবিধ বিকাশ—ব্যষ্টিপ্রকাশ ও সমষ্টিপ্রকাশ। সমষ্টিপ্রকাশ দ্বারা তিনি বিরাট্ ব্রহ্মাণ্ড-বিগ্রহ এবং ব্যষ্টিপ্রকাশ দ্বারা তিনি জীবহৃদয়ে জীবসমবায়ী অঙ্গুষ্ঠপরিমাণ পুরুষবিশেষ।

জীব কখন কখন আত্মানন্দকে সূক্ষ্মবোধ করিয়া পরমাত্মানন্দকে বৃহৎ-জ্ঞানে আত্মসম বাঞ্ছা করিয়া থাকে। জীবাত্মার স্বকীয় সত্তার বিলক্ষণ আত্ম-পরমাত্ম-যোগই কৈবল্যসাধন। কর্ম্মনিবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে আত্মসত্তানাশরূপ সর্ব্বনাশই ইহাতে ঘটিয়া থাকে। সুতরাং ইহা ভগবৎ-সেবা-বিমুখ ভাবভক্তিবাদ মাত্র। শাস্ত্রান্তরে আমরা দেখিতে পাই—

যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন।
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা॥

মায়াকে পিছনে রাখি' কৃষ্ণপানে চায়। 'ভজিতে ভজিতে কৃষ্ণপাদপদ্ম পায়॥'

হে অর্জ্জুন, প্রদীপ্ত অগ্নি যেমন কাষ্ঠরাশিকে ভস্মসাৎ করে সেইরূপ জ্ঞানাগ্নি সমস্ত কর্ম্মরাশিকে ভস্মীভূত করে।

জ্ঞান-বলে কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্তি-লাভ করা যায়। এই জ্ঞানের স্বরূপ কি? জ্ঞান-শব্দে এখানে তত্ত্বজ্ঞান বা আত্মার তত্ত্বজ্ঞানই লক্ষীভূত বিষয়। জড়ীয়জ্ঞান, লৌকিকজ্ঞান অথবা জড়-লিঙ্গের ব্যতিরেক জ্ঞান আলোচ্য নহে। জড়ীয়জ্ঞানের বিষয় স্থূল, লৌকিকজ্ঞানের বিষয় সূক্ষ্ম আর জড়-লিঙ্গের ব্যতিরেক জ্ঞানের বিষয় জড়াতীত বস্তুহীন অবাস্তবতা।

বিশুদ্ধ আত্মার দুইটি স্বাভাবিকবৃত্তি বর্ত্তমান—বিচারবৃত্তি ও আস্বাদনবৃত্তি। বিচার-বৃত্তি—জ্ঞান আর আস্বাদনবৃত্তি—ভক্তি। চিদানন্দ-জীবের চিৎ অর্থাৎ মাহাত্মের বিকাশই জ্ঞান এবং আনন্দ বা হ্লাদিনীর বিকাশ রাগ বা ভক্তি। রাগ ও জ্ঞানে ভেদ এই, জ্ঞান তত্ত্ব উপলব্ধি মাত্র আর রসযুক্ত আনন্দময় অনুভূতি ভাবপদবাচ্য। জ্ঞানে চিন্তার সমাধি কিন্তু রাগে অনুশীলনের আধিক্য হইতে থাকে। জ্ঞানে আত্মতৃপ্তি কিন্তু রাগে ব্যাকুলতার বৃদ্ধি হয়। জ্ঞান চৈতন্যের স্বরূপ এবং রাগ আনন্দের স্বরূপ সুতরাং জ্ঞানই জীবের স্বরূপ আর অনুরাগ বা ভক্তি জীবের বৃত্তি।

তত্ত্বজ্ঞানই তত্ত্বজ্ঞান। ইহা জীবতত্ত্বের সহিত ভগবত্তত্ত্বের সম্বন্ধ স্থাপন করে। আর সম্বন্ধ-জ্ঞানোদ্ভাসিত আত্মার সহজ সেবা-প্রবৃত্তি ভক্তি। সুতরাং তত্ত্বজ্ঞান ভক্তির পরিপোষক। আস্বাদনশূন্য ভক্তিবিবর্জ্জিত যে জ্ঞান তাহা চরমে অভেদ-ব্রহ্মবাদে পরিণত হয়। ইহাই মোক্ষবাদ বা ব্রহ্মজ্ঞান। জীবস্বাতন্ত্র্য স্বকীয় হ্লাদিনী বৃত্তির অস্বীকৃতভাব ও কেবল সাম্যের অনুশীলনদ্বারা কর্ম্মনিবৃত্তির সঙ্গে বৈরস্যের বিনাশরূপ সমাধান সম্ভব হয়। সুতরাং ইহাও পরম ও চরমকল্যাণরহিত আত্মসমাধানের বিভাব পর্য্যায়। স্বয়ং ভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন—ভক্তিই কর্ম্মনিবৃত্তির একমাত্র উপায়।

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং
তরন্তি তে॥

ভক্তির সাধনপরিচয়ে কথিত হইয়াছে
ক্লেশঘ্নী শুভদা মোক্ষলঘুতাকৃৎ সুদুর্লভা।
সান্দ্রানন্দবিশেষাত্মা শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী চ সা॥

অবিদ্যা—পাপবীজ—অনারব্ধ পাপ ও পাপবাসনা এবং পুণ্যবীজ অনারব্ধ পুণ্য ও পুণ্যবাসনা। এই সকলকর্ম্মবীজের বিনাশন সাধনভক্তির প্রথম লক্ষণ। জগৎপ্রীণন—শুভসুখপ্রদান ইহার দ্বিতীয় লক্ষণ। মোক্ষ-কামনাকে তুচ্ছ ধারণা করাই তৃতীয় লক্ষণ এবং ইহার চতুর্থ লক্ষণ—ভক্তির সুদুর্ল্লভতা।

অতএব সিদ্ধান্ত এই, আত্মযোগ অথবা ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা মায়াবদ্ধমুক্তিরূপ কর্ম্ম-নিবৃত্তি সম্ভবপর হইলেও তাহাতে জীব-তত্ত্বের সত্তা বা বৃত্তিবিনাশরূপ অপগতি লাভ হয় বলিয়া "ভক্তিযোগই একমাত্র ন্যায়।

ঈশ্বরের সাড়া

(২)

শরতের বসন্তে নবীন পল্লবোদগম, জীব-চিত্তের প্রফুল্লতার ইঙ্গিত করে ঈশ্বরের সাড়ার আবির্ভাব-লগ্ন। জগতের যাহা কিছু বিশেষ সুন্দর অথবা যাহা কিছু বিশেষ ভয়ঙ্কর সর্ব্বত্রই লক্ষ্য করিলে পাওয়া যায় ঈশ্বরের সাড়ার অনুভূতি।

স্বরূপবিভ্রান্ত জীব তাঁহাকে দেখুক আর নাই দেখুক, তাঁহার সাড়ায় কর্ণপাত করুক আর নাই করুক, ঈশ্বরের প্রেম-ভক্তগণ কিন্তু সর্ব্বদা বিভোর থাকেন ঈশ্বরের সেই সাড়ার ধ্বনিতে. তাঁহারা তন্ময় থাকেন তাঁহার সেই অচিন্ত্য শ্যাম-সুন্দর মিলনমানসাকর্ষিমূর্ত্তি-সেবায়। তাই ব্রহ্মা শ্রীভগবানের স্তুতিমুখে গাহিয়াছেন—

প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিতভক্তিবিলোচনেন।
সন্তঃ সদৈব হৃদয়েষু বিলোকয়ন্তি।
যং শ্যামসুন্দরমচিন্ত্যগুণস্বরূপং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

—প্রেমাঞ্জনদ্বারা রঞ্জিত ভক্তিচক্ষুর্ব্বিশিষ্ট সাধুগণ যে অচিন্ত্যগুণবিশিষ্ট শ্যামসুন্দর কৃষ্ণকে হৃদয়ে অবলোকন করেন,সেই আদি-পুরুষ ভগবান্‌কে আমি ভজনা করি।

ভগবানের একান্ত প্রিয় ভক্তগণ সর্ব্ব-কাল ভগবান্‌কে সর্ব্বত্র ভক্তিচক্ষুতে দর্শন করেন। তাই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীপ্রভুও বলিয়াছেন—

স্থাবর-জঙ্গম দেখে না দেখে তার মূর্ত্তি।
সর্ব্বত্র হয় তাঁর ইষ্টদেব-স্ফূর্ত্তি॥

মায়ার বিমুখমোহিনী শক্তিতে বদ্ধজীব-কুল আমরা অভিভূত হইয়া পড়িয়াছি; তাই ঈশ্বরের সাড়া আমাদের আর বুঝিবার সামর্থ্য আদৌ নাই। আবার ঈশ্বরের জীবকল্যাণকারী কৃপাহ্বানরূপ সাড়া বুঝিতে হইলে ঐ মায়ানির্ম্মুক্তি ব্যতীত বুঝা যায় না। মায়ানির্ম্মুক্তির একমাত্র উপায়—সাধুগুরু-সেবা। সাধুগুরু সেবাফলে মায়াবন্ধন শিথিল হয় এবং মায়াদেবী সন্তুষ্টা হইয়া আমাদিগকে তাঁহার নিষ্কপট কৃপার অধিকারী করেন। তৎপর ক্রমশঃ আমরা ঈশ্বরের সাড়া শুনিতে পাইয়া তৎ-প্রতি আকৃষ্ট ও ধাবিত হই। কৃষ্ণবহির্ম্মুখ জীবগণকে ত্রিতাপাদি ক্লেশপ্রদান করতঃ শোধন করিয়া ক্রমশঃ কৃষ্ণোন্মুখ করাই মায়ার উদ্দেশ্য। মায়ার দুইপ্রকার কৃপা—নিষ্কপট কৃপা ও কপটকৃপা। যেস্থলে মায়া নিষ্কপট কৃপা করেন সেখানে জীব বিদ্যা-বৃত্তিতে কৃষ্ণভক্তি দান করেন। যেস্থলে মায়ার কপট কৃপা, সেস্থলে মায়া জড়ীয় অনিত্যসুখ দিয়া জীবগণকে চালিত করেন। যেস্থলে নিতান্ত অনুগ্রহ, সেস্থলে ব্রহ্ম-নির্ব্বাণে জীবকে নিক্ষেপ করেন; তাহাতে জীবের সর্ব্বনাশ। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকৃত শ্রীহরিনামচিন্তামণিগ্রন্থে এই বিষয় বিশেষভাবে বর্ণিত আছে। তাহার কিয়দংশ আমরা এখানে উদ্ধৃত করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি।

* সাধুসেবায় দূর হয় মায়া।
অকপটে দেন তারে কৃষ্ণপদছায়া॥
মায়া কৃষ্ণদাসী বহির্ম্মুখ জীবে দণ্ডে।
মায়া পূজিলেও শুভ নাহি পায় ভণ্ডে॥
কৃষ্ণনাম করে যেই, মায়াদেবী তারে।
নিষ্কপটে কৃপা করি' লয় ভবপারে॥

শ্রীনাম-মাহাত্ম্য

(শ্রীসহজানন্দ দাসাধিকারী)

(১)

নিশান্ত দিবস আসে, শীতান্তে বসন্ত আসে
কালচক্র ঘুরিছে নিয়ত,
সেই কাল-চক্রে প'ড়ে, জীব বিশ্ব চরাচরে.
দেহ ভাঙ্গি' যেতেছে সতত।

(২)

কত শত শত মরে, সংখ্যা তার কেবা করে,
বাধিবিতে অবধি নয়,
কিন্তু নামাশ্রিত যেই, মরিয়া না মরে সেই,
তার পাশে যেতে নারে যম।

(৩)

অজামিল উপাখ্যান, করে ইহা সুপ্রমাণ,
নামাভাসে হয় সদ্গতি,
পূর্ব্বকৃত পাপরাশি, হ'য়ে যায় ভস্মরাশি,
শীঘ্র হয় কৃষ্ণপদে রতি।

(৪)

ঠাকুর শ্রীহরিদাস, শ্রীনামে যাঁর উল্লাস,
নামাচার্য্য বলি যাঁ'র খ্যাতি;
বাইশ বাজারে তাঁর, ঘাতকে করি' প্রহার,
নারে কাজি করিবারে ক্ষতি।

(৫)

রামচন্দ্র-প্রেরিত, দুষ্টা নারী বিমণ্ডিত,
ফাঁদ পাতে ধর্ম্ম নাশিবারে,
নিজেই সে ফাঁদে পড়ে, অনুতাপে পুড়ে মরে,
হরিদাস উদ্ধারে তাহারে।

(৬)

অম্বরীষ মহারাজ, সসাগরা পৃথ্বীরাজ,
নামের মাহাত্ম্য দেখাইল,
যাঁরে অপমান ক'রে, দুর্ব্বাসা ঘুরিয়ে মরে,
ক্ষমা মাগি' প্রাণ বাঁচাইল।

(৭)

ব্রহ্মা, শিব, নিরন্তর, যে নামেতে তৎপর,
নারদাদি-দেবঋষিবর,
শ্রীবাস পণ্ডিত আর, শ্রীঅদ্বৈত অবতার,
নিত্যানন্দ আর গদাধর।

(৮)

সত্যযুগে ধ্যানফল, ত্রেতাতে যজ্ঞের ফল,
দ্বাপরে অর্চ্চনে ফল যাহা,
কলিকালে নামবলে, অতিমাত্র অবহেলে,
লভে জীব অনায়াসে তাহা।

(৯)

মধুর মধুর সেই নাম, যাহা নাশে অন্ধকার,
মঙ্গলের মঙ্গল হয় যাতে,
নিগমকল্পতরুর ফল, যাহা দেয় চিদ্বল,
যার শক্তি না পারি বর্ণিতে।

(১০)

সঙ্কেত বা পরিহাসে, ভোজনে বা উপবাসে,
হাঁটিতে শুইতে কিম্বা আর,
উচ্চারিত হ'লে পরে, অনায়াসে জীবে তারে,
নাম-তত্ত্ব অনন্ত অপার।

(১১)

পাপনাশ যাতে হয়, অনর্থাদি হয় ক্ষয়,
ভক্তিধন যাতে লাভ হয়,
কৃষ্ণপদে হয় প্রেম, যাহা জাম্বুনদ হেম,
যাহা হ'তে শ্রেষ্ঠ কিছু নয়।

(১২)

হেন নাম-চিন্তামণি, সর্ব্ববেদ-শিরোমণি,
নামী সনে যার ভেদ নাই,
ধ্যান, পূজা,জপ ত্যজি,সে-নাম-রসেতে মজি'
কৃষ্ণপ্রেম যাহা হ'তে পাই।

(১৩)

চিত্তমল যাতে কাটে, ভববন্ধ যায় টুটে,
ত্রিতাপের জ্বালা দূরে যায়,
পরা-বিদ্যা শক্তি' যাতে, শ্রেয়ঃধন মিলে যাতে
জীবগণ পরানন্দ পায়।

(১৪)

গুরুকুল-পূজনীয়, সাধুগণ-সেবনীয়,
ওগো নাম কৃপা করি' দাসে।
স্থান দেও তব পাদে, যার সুশীতল ছায়ে,
পাপ তাপ যাইবে নিঃশেষে।

নবদ্বীপ-পঞ্জিকা

অদ্য হইতে ৩ দিনের

৭ শ্রীধর ৭ শ্রাবণ ২৩ জুলাই মঙ্গল বার, প্রথম রুক্মাইয়া হৃষীকেশ দি ৫।১ আশ্লেষা দণ্ড দি পে ৬।৩৮ ধ্রুবযোগ দি ।৩৮ বালবকরণ শ্রীলোকনাথ গোস্বামি-প্রভুর তিরোভাব।

৮ শ্রীধর ৮ শ্রাবণ ২৪ জুলাই বুধ শুক্লা আনন্দ কৃষ্ণনবমী গোবিন্দ দি ৬।১৮ জয়ন্তী মঘা দি পে ৫।৩৫ ধ্রুবযোগ দি ১১।১১ গরকরণ দি ৬।১৮ গতে বণিজকরণ রা ২।৩৮ গতে বিষ্টিকরণ।

৯ শ্রীধর ৯ শ্রাবণ ২৫ জুলাই বৃহস্পতি বার, কারণোদশায়ী কৃষ্ণদশমী মধুসূদন দি ১।৫০ পূর্ব্বফল্গুনী দি দি ৫।১৬ গণ্ডযোগ দি ৯।১ বিষ্টিকরণ দি ১।৫৯ গতে ববকরণ।

শুদ্ধভক্তি মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ

(আকর-মঠরাজ)

প্রাচীন নবদ্বীপ, তাকবর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ গজ উত্তর-পূর্বে শ্রীএকপদনে আচার্য্যবর শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্যমঠ বিরাজমান। এই স্থান শাশ্বত-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বতজননী। এই মহাতীর্থে শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত ব্যাকরণাদি বেদাঙ্গসমূহের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র 'নদীয়া-প্রকাশ', সাত্বত-সম্প্রদায়ে অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থাদি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতি বৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীসহ কীর্ত্তন-প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্তাঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫

শ্রীমহাপ্রভু-প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভজনমন্দিরে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দজীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রমাণ-চতুর্ব্বেদাদি, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হয়। এই মঠ হইতে মহানগরীর সর্ব্বত্র হরিকথা-প্রচার, মহানগর-সঙ্কীর্ত্তন, বক্তৃতা, ব্যাখ্যা ও সঙ্কীর্ত্তন-মহা-মহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান হয়। মঠরক্ষক—মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া সহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী সেবাকোবিদ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী এখানে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান, রক্ষক—শ্রীবনবিহারী দাসাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—গোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

(৭) কাজীর সমাধি-পাট

প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীমদানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক।

(৮) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও রাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান দাস ব্রহ্মচারী।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(১০) মোদদ্রুম-ছত্র "গৌড়ের নৈমিষ"

মাউগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান। শ্রীগৌরনিত্যানন্দের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবঙ্কুবিহারী ব্রজবাসী, ভক্তিভূষণ।

(১১) শ্রীভক্তিরা কুঞ্জকানন

শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী,

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীনরোত্তমানন্দ ব্রহ্মচারী

(১২) কুলিয়াকুটীর—পোঃ কৃষ্ণনগর,

নদীয়া। রক্ষক—শ্রীঅনন্তানন্দ অধিকারী

(১৩) ভাগবত-আসন—পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

এই স্থান হইতে ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচারিত হয়। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৪) প্রকাশন মঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভাঁড়ারী গোস্বামী ভক্তিভূষণ।

(১৫) মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিবিনোদ ব্রজবাসী।

(১৬) মাধ্বগৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, পোঃ ঢাকা

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ।

(১৭) গোপালজীউ মঠ—কমলাপুর, (ঢাকা)

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান। রক্ষক—শ্রীরাধারমণ ব্রজবাসী।

(১৮) নিতাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)।

এখানে শ্রীনিতাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীঅভিরাম ব্রহ্মচারী

(১৯) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীমদ্ভক্তি ভক্তিশাস্ত্রী এম্-এ, বি-এল।

(২০) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাধু, (ঢাকা)

এখানে অষ্টভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(২১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীনরেন্দ্রকৃষ্ণ দাসাধিকারী।

(২২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

কুসুমকোলা, পোঃ চিৎপুর, (মানভূম)

এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী।

(২৩) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরনিমা, পোঃ বালুরেখপুর, মেদিনীপুর।

এখানে গুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান্‌দাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত।

(২৪) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী।

(২৫) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগড়, পোঃ বালুবাজার, (কটক)

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীউর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর

(২৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ কুমলেশ্বর পুরী,

শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা। রক্ষক—শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন।

(২৭) পুরুষোত্তম মঠ

ভক্তিকুটী, পোঃ পুরী উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীউর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগদাধর অধিকারী

(২৮) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলবরনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী দাসাধিকারী।

(২৯) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—শ্রীনিত্যাইচরণ দাসাধিকারী ভক্তিলোচন।

(৩০) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪২নং কবিন্দপুরা, বেনারস সিটি

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীমহেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(৩১) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী

(৩২) পরমহংস মঠ

পোঃ নিমসার, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও গৌরবিনোদ-বিহারজীউর সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীসত্যনারায়ণ দাসাধিকারী।

(৩৩) কৃষ্ণচৈতন্য মঠ

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

এখানে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিত্য-সেবা হয়। রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠ

বিশ্রামঘাট মথুরা

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ

(৩৫) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ—শ্রীরাধাকুণ্ড

রক্ষক—শ্রীরাধারমণচরণদাস ব্রহ্মচারী

(৩৬) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৩৭) গোবর্দ্ধনবিহারী মঠ

দেবনগরী, পোঃ কোহেলান, জেলা গুজরাট (পাঞ্জাব) রক্ষক—শ্রীগোবিন্দবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৩৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসম্বন্ধ তুর্য্যাশ্রমী

(৩৯) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল।

এখানে গৌরাঙ্গবিনোদজনের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীনন্দগোপাল অধিকারী।

(৪০) মাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

হরিদ্বার সাতারণপুর, ইউ, পি

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি

(৪১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ রায়পেট্টা মাদ্রাজ।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীপাদ ওঁকারানন্দ ভক্তিবিকাশ

(৪২) বোম্বে-গৌড়ীয়-মঠ কার্য্যালয়

গ্রোবীর রোড, চৌপাটি বিল্ডিং, ব্লক নং ১, বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মা মজুমদার।

(৪৩) অমরজি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমরজি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীকেশব দাস অধিকারী

(৪৪) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী

(৪৫) পাটনা গৌড়ীয় মঠ

১০০ মিঠাপুর, পাটনা।

রক্ষক—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী রাসবন্ধ

(৪৬) গয়া গৌড়ীয় মঠ

বিল হাউস, চার্চ রোড, গয়া

রক্ষক—উপদেশক শ্রীমদ্দেবেন্দ্র রায়বর

(৪৭) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠ বালেশ্বর

রক্ষক—শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয়

৩ ম্যাঁস হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেনস, এস-ডব্লিউ ৭, লণ্ডন

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন

(৪৯) বার্লিন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

Berlin W. 30

Eisenacher strasse 30 E;

(৫০) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

৩১০ নং ডালহৌসী ষ্ট্রীট রেঙ্গুন।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ১৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ৸৹
২। [illegible] বিরচিত শ্রীচৈতন্যভাগবত ৩৲
৩। [illegible] শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৩৲
৪। [illegible] ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৷৹ ৩—১৲; ৩য় খণ্ড—৷৹ ও ৸৹
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—১৲; ২য় খণ্ড—৷৹
৭। শ্রীচৈতন্যদেব—১৲
৮। সৎক্রিয়াসার—দীপিকা ও সংস্কার-দীপিকা ১।৹
৯। বৈবর্ত্ত ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸৹
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।৹
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিবর্ত্ত-তত্ত্ব ।৹
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸৹
১৭। চৈতন্যোপনিষৎ ।৹
১৮। [illegible] ।৹
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৸৹
২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৸৹
২২। ভজন-রহস্য ।৹
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
২৬। গীতার কেবল মূল-ভাষা ।৹
২৭। [illegible] সানুবাদ ২৲
২৮। বেদান্তস্যমন্তক সানুবাদ ।৹
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸
৩০। দীপ-দিগ্‌দর্শন ৶৹
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৶৹
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।৹
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸৹
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶৹
৩৫। গীতমালা ৴১৹
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶৹
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶৹
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।৹
৩৯। শ্রীগৌরমণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ।৹
৪০। শরণাগতি ৴৹
৪১। গীতাবলী ৴৹
৪২। চিত্রে নবদ্বীপ ১।৹
৪৩। সাধনকণ ৴৹
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴৹
৪৫। নবদ্বীপশতক ৴৹
৪৬। অর্চ্চনকণ
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ)
৪৯। [illegible] ৴১৹
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃত (১ম খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।৹
৫২। [illegible] (সানুবাদ) ।৹
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸৹
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ৹
৫৫। 'নবযুক্তাবলী বা [illegible]' ।৹
৫৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৴৹
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।৹
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶৹
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶৹
৬০। সারস্বতবাণী ৴৹

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যলীলামৃত সারঃ ।৹
৬১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিবিধঃ
৬২। সটিক শিক্ষাষ্টকম্ ।৹
৬৩। তত্ত্বসূত্রম্ ।৹
৬৪। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ।৶৹
৬৫। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ৴৹
৬৬। সারাৎসারম্ ৶৹

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৭। রায় রামানন্দ ।৹
৬৮। এ কিউ ওয়ার্ডস অন্ বেদান্ত ।৹
৬৯। নামভজন ।৹
৭০। বেদান্ত—ইটস্ মর্ফলজি অ্যাণ্ড অন্টোলজি ।৹
৭১। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ।৶৹
৭২। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।৹
৭৩। বৈষ্ণবীজম্ ।৹
৭৪। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ৴৹
৭৫। দি ভাগবত ।৹
৭৬। থিয়েটিক প্রিন্সিপ্ল অ্যাণ্ড অ্যাবেনডেড ডিভোশন ।৹
৭৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২।৹
৭৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম ভাগ) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৭৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।৹
৮০। সাধন-পথ ।৹
৮১। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১৹
৮২। গীতাবলী ৴৹
৮৩। শরণাগতি ৴৹

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৪। শরণাগতি ৴৹

তেলগু ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠ মহাশয়ের

বেহালার পাঁচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। জ্বরের প্লীহা, যকৃৎ কাশাদির এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৹ আনা, বড় বোতল ১৶৹ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা,

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালি-আবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং
কারখানা—[illegible] রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার
কলিকাতা

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানি পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে চাহেন, তাঁহাদের অবশ্যই এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এক গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা অক্ষরে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে বর্ণসার ও শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸৹ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদক ও
অঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ ভক্তিশাস্ত্রী এম, এস, এফ, কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—

প্রভুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। প্রতি খণ্ড ৩৷০ টাকা ভিক্ষায় কলিকাতা বাগবাজার গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

২। গৌড়ীয় —মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। দৈনিক শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৷০

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ বিনোদ সেবাতীর্থ বি-এস, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া শ্রীপাদমঠ হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল শ্লোক সকলের এবং তাহাতে বর্ত্তমান-যুগের শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। আর্ট সুন্দর ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০১৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। তদ্ব্যতীত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোকসূচী, পদ্যসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়সূচী, গ্রন্থসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচীপত্র। সভাষ্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমল সংস্করণ জগতের কোথাও আর কখনও প্রকাশিত হয় নাই, যাহা নিরপেক্ষ পাঠক মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৪৬,	১০—৫১,	১৩—২২	১৭—৫৮,	১৯—৪৫
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৬,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—০৫
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৪	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৩,	২০—১৫

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

শনিবার অপরাহ্ন

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১২-১০	১২-৩৪	১৫-৩৬	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১২-১৯	১২-৪২	১৫-৪১	১৮-৪৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-৫১	১৩-১২	৬-১১	১৯-১১

"কৃষ্ণ"

[ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্স কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিসুধাকর মহোদয়ের বহুবৎসরের গ্রোপেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অনুপম অবদান আমরা একাধারে প্রচুর এবং ৬৫ ও অধ্যায়ের জীবনচরিত-পাঠে মত দুইটি বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ প্রকাশিত ও বিবিধ চিত্র-সজ্জিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সর্ব্বজীব পাষণ্ড পণ্ডিত দরদে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত, সিদ্ধান্তের সম্যক আলোচনা প্রথম খণ্ড ৬৩৭ অধ্যায়ে, প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় হইয়া ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের প্রণীত মুখবন্ধ (Foreward) প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সাজান শব্দসূচী (Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—বাগবাজার গৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

প্রস্তুত করিতে কত সহজ
দামে কত সস্তা
জ্বরে কত উপকারী
রবিনসনের পেটেন্ট বার্লি
আপনার রোগ নিবারণী ক্ষমতা বৃদ্ধি করিবে

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈনিক

REG. NO C. 1544

শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্
মূল অক্ষরে মূল ও
অনুবাদসহ প্রকাশিত
হইয়াছে। কাগজ ও
ছাপা অতি উত্তম।
ভিক্ষা ।০ মাত্র
শ্রীচৈতন্যমঠ,
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

"গৌড়ীয়"
৭ম বর্ষ হইতে
১১শ বর্ষ পর্যন্ত
প্রতি বর্ষ কাগজে
বাঁধাই
ভিক্ষা ৩॥০ মাত্র।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ
বাগবাজার, কলিকাতা

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচার-নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১০ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৮ই শ্রাবণ, বুধবার ১৩৪২, ২৪শে জুলাই ১৯৩৫ [১২২তম সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

ভারত-ব্রহ্ম আর্থিক সম্পর্ক
ট্রাইবিউন্যালের নির্দ্দেশ অগ্রাহ্য করিবার প্রস্তাব

ভারত ও ব্রহ্মদেশের মধ্যে আর্থিক সম্পর্ক কিরূপ হইবে, তাহা স্থির করিবার জন্য যে ট্রাইবিউন্যাল গঠিত হইয়াছিল, ব্যবস্থাপক সভার আগামী অধিবেশনে তাহা লইয়া তুমুল আলোচনা হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে; ব্যবস্থাপক সভার ডাঃ বা ম'র দলের সমস্ত ইউ-মঙ্ পাই ঐ সম্পর্কে এক প্রস্তাবের নোটিশ দিয়াছেন। ঐ প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে, ঐ রিপোর্ট জন-মতের বিরুদ্ধে এবং ব্রহ্মদেশের আর্থিক অবস্থাপক্ষে ক্ষতিকর। সুতরাং উহা সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য করা হউক। ব্রহ্মদেশের সংশোধিত ফৌজদারী আইন তুলিয়া লইয়া, ঐ আইনে দণ্ডরাজবন্দীদিগকে মুক্তিদান করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া যে দুইটী প্রস্তাবের নোটিশ দেওয়া হইয়াছিল, গবর্ণর স্যার টম স্কুপার উহা উপস্থিত করার অনুমতি দান করেন নাই।

আতসবাজী প্রস্তুত কালে বিপদ

বালতালে এক ভীষণ বিস্ফোরণের ফলে এক যুবক গুরুতররূপে আহত হইয়াছে। প্রকাশ, শীতল সিঠোবা মুরী নামে জনৈক ব্যক্তি গণপতি উৎসবের জন্য আতসবাজী প্রস্তুত করিতেছিল। একটি টিনের আধারে বারুদ পূর্ণ করা হইয়াছিল। উহা হঠাৎ ভীষণ শব্দে বিদীর্ণ হইয়া যায়। মুরীর মুখ গুরুতররূপে পুড়িয়া বিকৃত হইয়া গিয়াছে। তাহাকে বালতাল হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে।

সহীদগঞ্জে সৈন্যদের গুলী চালন

-::-::

পাঁচ জন নিহত এবং বহু আহত
৭০০০ মুসলমানের মিছিল

—:o:o:o:—

লাহোরে গুলী চলিয়াছে। ৫ জন নিহত এবং বহুলোক আহত হইয়াছে; সৈন্যগণ মোট চারিবার গুলী করিয়াছিল।

অবস্থা এখনও সঙ্গীন রহিয়াছে। গুলী বর্ষণের পরও মুসলমানগণ জিদ ছাড়ে নাই। শুক্রবার দিন জুম্মার নমাজের পর হইতে গণ্ডগোল আরম্ভ হয়। ৭০০০০ মুসলমানের এক মিছিল সহিদগঞ্জে অগ্রসর হইবার চেষ্টা করে। পুলিশ আসিয়া তাহাদের গতিরোধ করে। তিনজন ম্যাজিষ্ট্রেট জনতাকে ছত্রভঙ্গ হইবার আদেশ দেন। ইহাতে কোন ফল হয় না।

কয়েকবার লাঠি চার্জ করা হয়। অনুমান ৫৫০ জনকে গ্রেপ্তার করিয়া জেলের লরীতে তুলিয়া বিভিন্ন থানায় প্রেরণ করা হয়। ইহাতেও মুসলমান জনতা অবিচলিত থাকে। সারারাত্রি রাস্তার উপর থাকিয়া তাহারা সান্ধ্য আদেশ অমান্য করে। গভীর রাত্রিতে কমিশনার এবং পুলিশের ইন্সপেক্টর জেনারেল প্রমুখ পদস্থ কর্মচারিগণ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। সৈন্য ও পুলিশগণ বিশেষ সতর্কতা সহকারে টহল দিয়া ফিরিতে থাকে। বিপজ্জনক অঞ্চলে ম্যাজিষ্ট্রেটগণ উপস্থিত থাকেন।

এইরূপে রাত্রি অতিবাহিত হয়। শনিবার সকাল বেলায় আবার জনতা বর্দ্ধিত হইতে থাকে। বেলা ৮-৩০ মিনিটের সময় তাহারা সহীদগঞ্জের দিকে অগ্রসর হয়। পূর্ব্ববৎ পুলিশ আসিয়া তাহাদের গতিরোধ করে। লাঠি চার্জ ব্যর্থ হয়। জনতার মধ্য হইতে ইটপাটকেল নিক্ষিপ্ত হওয়ার ফলে কয়েকজন সরকারী কর্মচারী আহত হন। অতঃপর দিল্লী গেটের নিকটে গুলী চলে।

সাত হাজার মুসলমানের মিছিল

গত ১৯শে জুলাই আবার একটা গুরুতর অবস্থার উদ্ভব হইয়াছিল। প্রায় ৭০০০ মুসলমান এক মিছিল করিয়া ১৪৪ ধারার আদেশ অমান্য করিয়া সহীদগঞ্জ গুরুদ্বারের দিকে অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিয়াছিল। পুলিশ আসিয়া তাহাদিগকে বাধা দেয় এবং কয়েকবার লাঠি চার্জ করে। ইহাতেও জনতা ছত্রভঙ্গ না হওয়ায় ৩০০ জন মুসলমানকে গ্রেপ্তার করা হয়।

শুক্রবার দিন জুম্মার নমাজের দিন বলিয়া বাদশাহী মসজিদে প্রায় ১৬০০০ মুসলমান সমবেত হইয়াছিল। নমাজ সমাপ্ত হইবার পর "কর্ম্ম পরিষদের" তৃতীয় ডিক্টেটার মিঃ হাকিম আলীর নেতৃত্বে মুসলমানগণ এক সভা করে। ঐ সভায় স্থির হয় যে, একটি মিছিল লইয়া সহীদগঞ্জে যাইতে হইবে।

হীরামণ্ডীর দিক হইতে ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ফকুন্দ চাঁদ ও মিঃ গোলাম মহম্মদ এবং অন্যের অন্যদের দিক হইতে ক্যান্টনমেন্ট ম্যাজিষ্ট্রেট মিছিলকারীদিগকে ছত্রভঙ্গ হইবার আদেশ দেন। তাহারা তাহাতে অসম্মত হয়। এই সময় কয়েকবার লাঠি চার্জ করা হয়। হীরা-মণ্ডীর দিক হইতে ২০০ জন এবং অন্যের অন্যদের দিক হইতে ১০০ জন লোককে গ্রেপ্তার করিয়া জেলের লরীতে করিয়া বিভিন্ন থানা, সিটি কোতোয়ালী এবং ফোর্টে প্রেরণ করা হয়।

পাঁচজন নিহত

বারবার লাঠি চার্জ দ্বারা কোন ফল না হওয়াতে এবং মুসলমানেরা ইটপাটকেল ছুড়িতে আরম্ভ করাতে গত ২০শে জুলাই দিল্লী-গেটের নিকটে পুলিশ গুলী চালাইতে বাধ্য হয়। প্রকাশ যে গুলী চালনার ফলে পাঁচজন নিহত এবং বহুলোক আহত হইয়াছে।

ইংলণ্ডে সন্তরণের সুযোগ দিলিবে না

"রেনল্ডস্ উইকলি" নামক সংবাদপত্রে প্রকাশ—লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের দুইজন ভারতীয় ছাত্র, ইণ্ডিয়া আফিস এবং হোম অফিসের নিকট অভিযোগ করিয়াছেন যে, লণ্ডনের উপকণ্ঠে অবস্থিত কোন ক্ষুদ্র জলাশয়ে তাঁহারা সন্তরণ করিবার সুবিধা চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদিগকে সেই সুবিধা দেওয়া হয় নাই। উক্ত জলাশয়ের ম্যানেজার দুঃখ প্রকাশ করিয়া জানাইয়াছেন যে কৃষ্ণকায়দিগকে তথায় প্রবেশ করিতে দেওয়া হইবে না,—এই মর্ম্মে তাঁহাদের একটা নিয়ম আছে।

তহবিল তছরূপের অভিযোগ

মিউচুয়াল ফণ্ড কোম্পানীর অনুমান ৬০০০ টাকা তছরূপ করা সম্পর্কে পুলিশ উক্ত কোম্পানীর করাচীর আফিসে হানা দিয়া হিসাবপত্রের বহি, ফাইল ও অন্যান্য কাগজপত্র হস্তগত করে। তৎপরে পুলিশ উক্ত কোম্পানীর ম্যানেজিং এজেন্টকে গ্রেপ্তার করে।

নমো ভগবতে নারায়ণায়

৮ই শ্রাবণ, বুধবার ১৩৪২

প্রকৃতির তাণ্ডবলীলা আমাদের এই এসিয়া ভূখণ্ডে লাগিয়াই আছে—ভূমিকম্প, বন্যা, ঝড় বৃষ্টি, অগ্নিকাণ্ড ইত্যাদির প্রকোপে দেশবাসী পীড়িত ও উদ্বস্ত হইয়া উঠিয়াছে। সম্প্রতি প্রশান্ত মহাসাগরে জাপানের অধিকৃত ফরমোসা দ্বীপে প্রবল ভূমিকম্প হওয়ায় বহু ঘর বাড়ী বিধ্বস্ত হইয়া শোচনীয় অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে। চল্লিশ জনের মৃত্যু হইয়াছে এবং শতাধিক লোক আহত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। রাজপুতনার জয়পুরেও প্রবল ভূমিকম্পন অনুভূত হইয়াছিল কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে কোনও ক্ষতি সাধিত হয় নাই।

বিহারে বাঙ্গালী-বিদ্বেষ রোগ যেন ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে। তথায় কোন বাঙ্গালী কর্ম্মচারী নিযুক্ত করা হইবে না বলিয়া যে গুজব শুনা গিয়াছিল তাহা ঠিক নয় বলিয়া প্রতিবাদ করা হইয়াছিল; গুজব মিথ্যা হইলেই আনন্দের বিষয় সন্দেহ নাই, কিন্তু সম্প্রতি পাটনাবিশ্ববিদ্যালয়ে জনৈক বাঙ্গালী ছাত্রকে ভর্ত্তি হওয়ার অনুমতি না দেওয়ায় বাঙ্গালীর প্রতি তাহাদের যে মনোভাবের প্রকাশ পাইয়াছে তাহা কোনও প্রকারে সমর্থন করা যাইতে পারে না। পাটনা প্রভৃতি স্থানের আবহাওয়া স্বাস্থ্যের অনুকূল বলিয়া এবং পাটনায় আইন পড়িবার খরচ কলিকাতাবিশ্ববিদ্যালয় হইতে কম বলিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু ছাত্র প্রতি বৎসর তথায় অধ্যয়নের নিমিত্ত গমন করিয়া থাকে। কিছুদিন হইল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটী ছাত্র পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন অধ্যয়ন করিতে ইচ্ছুক হইয়া কর্ত্তৃপক্ষের নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছিল, কিন্তু ছাত্রটী বিহারের বাসিন্দা নয় বলিয়া তাহার আবেদন অগ্রাহ্য করা হইয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এই প্রকার কোনও নিয়ম নাই এবং এখানে বহু বিহারী ছাত্র অধ্যয়নার্থ আসিয়া থাকে। বিহারী ছাত্রগণ বাঙ্গলায় যে সুযোগ সুবিধা পায় বাঙ্গালী ছাত্রগণও বিহারে সেই প্রকার সুযোগ সুবিধা না পাইলে পরস্পরের ভাবের আদানপ্রদান ও সুসম্বন্ধ বর্ত্তমান থাকা কখনও সম্ভব নয়। আশা করা যায় পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ এবিষয় বিশেষভাবে বিচার করিয়া দেখিবেন। অধিক বলা বাহুল্য মাত্র।

জলসেচ লইয়া সংঘর্ষ

হাটোদাহ হইতে এই মর্ম্মে সংবাদ আসিয়াছে যে, দুই দল 'হাড়ির' মধ্যে তাহাদের স্ব স্ব দলের ক্ষেতের মধ্যে জল সরবরাহ লইয়া সংঘর্ষ হইয়া গিয়াছে। ফলে একজনের মৃত্যু হইয়াছে এবং কয়েকজন জখম হইয়াছে।

এরূপ প্রকাশ যে, একদল হাড়ি অন্য দলের ক্ষেতের উপর দিয়া তাহাদের নিজেদের ক্ষেতে জল লইয়া যাইতে চাহে। ইহাতে উভয় দলের মধ্যে বচসা আরম্ভ হয় এবং পরে উহা দাঙ্গায় পরিণত হয়। ফলে দুগধার সম্প্রদায়ের একজন 'হাড়ি' নিহত ও কয়েকজন জখম হয়। এই সম্পর্কে পাঁচজন 'হাড়ি'কে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

বর্দ্ধমানে দুর্ভিক্ষ সাহায্য কমিটী গঠিত

এই জেলায় রয়না, গলসি প্রভৃতি থানায় দুর্ভিক্ষের দরুণ যে দুরবস্থা দেখা দিয়াছে, উহার প্রতিকারের উপায় উদ্ভাবনের নিমিত্ত গতকল্য সন্ধ্যায় বনগোপাল টাউন হলে স্থানীয় উকিল সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে এক জনসভা হইয়া গিয়াছে। একজন কংগ্রেসকর্মী গত সপ্তাহে একমাত্র রয়না থানায় সহস্রাধিক নিরন্ন লোকের যে দুর্দশা স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছেন উহা সভায় বর্ণনা করেন। নিরন্ন লোকের দুর্দশা মোচনের উপায় নির্দ্ধারণের জন্য একটী অস্থায়ী কমিটী গঠিত হইয়াছে এবং উহাতে শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, মোক্তার শ্রীযুক্ত ভবানীদাস মজুমদার এবং শ্রীযুক্ত কোলানাথ রায় যথাক্রমে সভাপতি, সম্পাদক এবং কোষাধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়াছেন। সভায় ইহাও স্থির হইয়াছে যে, উক্ত কমিটী এসম্পর্কে বর্দ্ধমানের মহারাজা, জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও আরও কতিপয় ব্যক্তির নিকট উপস্থিত হইবেন।

আমেরিকায় কৃতী বাঙ্গালী

ঢাকার ভূতপূর্ব্ব সব-জজ পরলোকগত রায় বাহাদুর কমলা নাথ দাশগুপ্তের পুত্র ডাক্তার প্রফুল্লকুমার দাশগুপ্ত কলিকাতা হইতে দন্ত-চিকিৎসা বিজ্ঞানে উত্তীর্ণ হইয়া বিশেষ শিক্ষালাভার্থ ইউরোপ গমন করেন।

তিনি প্যারিস দন্ত-বিদ্যালয় হইতে সুখ্যাতির সহিত ডি, ই, ডি, পি উপাধি লাভ করিয়া ঐ বিষয়ে বিশেষ পারদর্শিতা অর্জ্জন করিবার অভিলাষে আমেরিকা যাত্রা করেন। আমেরিকার পেনসিলভেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তিনি এবৎসর দন্ত-চিকিৎসা বিদ্যার সর্ব্বোচ্চ উপাধি ডি ডি, এস লাভ করিয়াছেন। অতঃপর তিনি কিছুকাল হইতে রেডিওলজি বিজ্ঞানে গবেষণা আরম্ভ করিয়াছেন। উহা সম্পন্ন হইলে শীঘ্রই তিনি স্বদেশে প্রত্যাগমন করিবেন।

বাঙ্গালী বৈমানিক

রয়েল এরোনটিকেল সোসাইটীর ডিপ্লোমা-প্রাপ্ত মিঃ বি এন গুপ্ত গত ১৩ই জুলাই করাচী এরোড্রোমে যোগদান করিয়াছেন। পাবলিক সার্ভিস কমিশন কর্ত্তৃক মনোনীত বৈমানিকগণের মধ্যে এই বৎসরে তিনিই একমাত্র ভারতবাসী। আসাম ও বঙ্গদেশের তিনজন ভারতীয় বৈমানিকের মধ্যে মিঃ গুপ্তই সর্বপ্রথম ইংলণ্ড হইতে ব্রিটিশ পাইলটস্ "বি" লাইসেন্স প্রাপ্ত হন। ঐ লাইসেন্স পাইবার পূর্ব্বে তিনি জার্ম্মাণীতে পাইলটস "এ" লাইসেন্স প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং হামবার্গের "দর জার্ম্মাণ ফ্লাইং ক্লাব" এর একজন সদস্য ছিলেন। এতদ্ব্যতীত তিনি ইংলণ্ডে গ্রাউণ্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ও জার্ম্মাণীতে ইলেকট্রিক ইঞ্জিনিয়ারিংএও সবিশেষ দক্ষতা লাভ করেন।

মিঃ গুপ্ত কাছাড়ের সুপ্রসিদ্ধ ধনী ও চা-কর মিঃ বিপুল গুপ্তের পুত্র।

কোয়েটা ভূমিকম্পে সেবাকার্য্য

টাটা কোম্পানীর সদিচ্ছা

কোয়েটার ভূকম্প বিধ্বস্তদের নিমিত্ত ঘর তৈয়ারী করার জন্য মেসার্স টাটা আয়রণ এ্যাণ্ড ষ্টীল কোম্পানী অতি অল্প-মূল্যে টীন সরবরাহ করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। উহাতে নির্দ্দিষ্ট মূল্য হইতে ১৩০০০ টাকা কম দিতে হইবে। ১৩ই জুলাই পর্য্যন্ত কোয়েটা সাহায্য ভাণ্ডারে মোট ২৬০৩৪৯১৲ টাকা এবং ৮৩১৫ পাউণ্ড ১৩ শিলিং সংগৃহীত হইয়াছে। বেঙ্গল চেম্বর অব কমার্স ১০৭৮২৫৲ টাকা সাহায্য দান করিয়াছেন।

ভূ-কম্প প্রপীড়িত সাহায্যার্থে বীমা কোম্পানীর ব্যবস্থা

ওয়েষ্টার্ণ ইণ্ডিয়া লাইফ ইন্সিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেডের কর্ত্তৃপক্ষ কোয়েটার ভূমিকম্পের ফলে ঐ কোম্পানীর যে সমস্ত বীমাকারী হতাহত হইয়াছেন তাঁহাদের জন্য বিশেষ সুবিধার ব্যবস্থা করিয়াছেন। বর্ত্তমান বৎসরের ১লা মে পর্য্যন্ত বীমাকারীদের নিকট যে টাকা প্রাপ্য ছিল তাহা আগামী বৎসর ১লা জানুয়ারীর মধ্যে পরিশোধ করিলেই চলিবে। এই বিলম্বের জন্য সুদ লওয়া হইবে না। বর্ত্তমান বৎসরের ১লা জানুয়ারীর পরে যে সমস্ত পলিসি বাতিল হইয়াছে তাহা ১৯৩৬ সালের ১লা জানুয়ারীর মধ্যে কোম্পানীর প্রাপ্য মিটাইয়া দিলেই পুনরায় বহাল করিয়া দেওয়া হইবে। এই কোম্পানী হইতে কোয়েটা ভূমিকম্প সাহায্য ভাণ্ডারে পাঁচশত টাকা দেওয়া হইয়াছে।

ইংলণ্ডে বহু বিমান দুর্ঘটনা

বুধবারের একটী জলযান বিমান ধ্বংস হওয়ার পরে ১৭ই জুলাই আরও দুইটী আশ্চর্য্যরকম দুর্ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে। জলযান বিমানের কোন লোক মারা পড়ে নাই। প্রথম দুর্ঘটনায় একটী নূতন ব্রিটিশ বিমান ব্রুসেলসএ বিদেশী বিমানগুলির সহিত প্রতিযোগিতা করিবার সময় ভাঙ্গিয়া পড়ে এবং বিমান চালক লেঃ ষ্টাওয়ার নিহত হন। অন্য আর একটী দুর্ঘটনায় দুইটী 'ফ্লাই বী' বিমান রাজা যখন ইংলিশ চ্যানেলে নৌ-বাহিনীর ক্রীড়া-কৌশল দেখিতেছিলেন সেই সময় ভাঙ্গিয়া সমুদ্রের মধ্যে পড়ে। প্রথমটি একটি ক্রুইজারের গুলী লাগিয়া এবং দ্বিতীয়টী 'রোডনী' নামক যুদ্ধ জাহাজের গোলায় আঘাতে ধ্বংস হয়।

ভূমিকম্পে নিহত হিন্দুগণের চিতাভস্ম

রাওলপিণ্ডি সনাতন ধর্ম্মসভার পক্ষ হইতে মানিক মালিক কোয়েটার নিহত হিন্দুদের চিতাভস্ম সংগ্রহের জন্য গমন করেন। তিনি জানাইতেছেন যে, তিন হাজার থলে চিতাভস্ম সংগ্রহ করিয়া হরিদ্বারের গঙ্গায় বিসর্জ্জনের জন্য প্রেরিত হইয়াছে। মৃতদেহের যে সমস্ত অলঙ্কারপত্র পাওয়া গিয়াছিল, তাহা স্থানীয় সরকারী কর্ম্মচারীদের নিকট জমা রাখা হইয়াছে। রাওলপিণ্ডি ধর্ম্মসভার সম্পাদক বিশ্বদাস মহাবীরদলের কতিপয় স্বেচ্ছাসেবকসহ হরিদ্বারে যাইবেন। যে মালগাড়ীতে চিতাভস্ম প্রেরিত হইয়াছে তাহা আসিয়া না পৌঁছানো পর্য্যন্ত তিনি অপেক্ষা করিতেছেন। মৃত ব্যক্তিদিগের যে সব আত্মীয়স্বজন চিতাভস্ম বিসর্জ্জনের সময় উপস্থিত থাকিতে চাহেন, তাঁহাদিগকে রাওলপিণ্ডি সনাতন ধর্ম্মসভার সভাপতি শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল চাধার সহিত পত্রালাপ করিতে বলা হইয়াছে।

অগ্নিকাণ্ডে ২০খানি গৃহ ভস্মসাৎ

নোসেরা সিটি হইতে একটী ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ডের সংবাদ আসিয়াছে। গত ১৫ই জুলাই দ্বিপ্রহরে অগ্নিকাণ্ডে ২০টী গৃহ ভস্মসাৎ হইয়া গিয়াছে। কোন প্রাণহানির সংবাদ পাওয়া যায় নাই। স্থানীয় অধিবাসীরা অগ্নি নির্ব্বাপিত করিতে অসমর্থ হওয়ায় কর্ত্তৃপক্ষের অনুরোধে সাহায্য আসিয়া উপস্থিত হয়। ৩০টী সৈন্য দলের মিলিত চেষ্টায় অবশেষে বহুকষ্টে অগ্নি সম্পূর্ণ নির্ব্বাপিত হয়। অগ্নিশিখা যাহাতে বিস্তৃত হইয়া না পড়িতে পারে, তজ্জন্য কয়েকটী গৃহ ভূমিসাৎ করিয়া ফেলিতে হইয়াছিল।

ট্রেণ লাইনচ্যুত করিবার চেষ্টা

প্যাসেঞ্জার ট্রেণ লাইনচ্যুত করিবার উদ্দেশ্যে কোন দুষ্ট লোক চন্দননগর রেল ষ্টেশনের নিকট ইট ইত্যাদি রেল-পথের মেইন লাইনের উপর প্রস্তর, ইট ও অন্যান্য জিনিষ স্তূপীকৃত করিয়া রাখে। প্রকাশ, সিগন্যাল সার্ভিস নষ্ট করিবার জন্য সিগন্যালের তারও বাঁকান হইয়াছিল। ইহাও প্রকাশ যে, ২০শে জুলাই উহা ধরা পড়িলে কয়েক ব্যক্তি মাঠের উপর দিয়া দৌড়াইয়া পলায়ন করে। রেলওয়ে পুলিশ জোর তদন্ত করিতেছে। এপর্য্যন্ত কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ।

১০ম বর্ষ } ৮ শ্রীধর গৌরাব্দ ৪৪৯, ৮ই শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১৩৪২, ২৪শে জুলাই ইং ১৯৩৫ বুধবার { ১২২তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

কটকে প্রচারক

উড়িষ্যার রাজধানী কটকে বর্ত্তমান সময়ে শুদ্ধভক্তি-প্রচারের মেরুদণ্ড—শ্রীল প্রভুপাদের অন্তরঙ্গ মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল এম্-এ, ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্তিসুধাকর মহোদয়, একথা বলিলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি করা হয় না। তাঁহার আচারময় জীবন, তাঁহার সেবানিষ্ঠা, শ্রীগুরুপাদপদ্মের মনোভীষ্ট-স্থাপনে তাঁহার দৃঢ়তা চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তিগণকে সত্য সত্যই স্তম্ভিত করিয়াছে; তাঁহার ন্যায় মহাপুরুষের চরণসংস্পর্শে আসিবার সৌভাগ্য হইয়াছে, এই কথা স্মরণ করিলে স্বতঃ আপনা হইতেই অনির্ব্বচনীয়-গৌরবে পরিপূর্ণ হয়। এই গৌরবে প্রতিষ্ঠা আছে কি না জানি না; তবে যদি থাকে তাহাও প্রার্থনীয় ও বরণীয়। তিনি শুধু এক বদনের সাহায্যেই যে প্রচার করেন তাহা নহে। তাঁহার লেখনী সহস্র সহস্র বদন সৃষ্টি করিয়া দিগ্দিগন্তে গুরু-পাদপদ্ম-মহিমা প্রচার করিতেছে। সেদিনও কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠের বার্ষিক মহা-মহোৎসব-সময়ে শত শত ব্যক্তি তাঁহার আদর্শজীবনের প্রভাব লক্ষ্য করিয়াছেন, ইহা আমরা কটকের অনেক সম্ভ্রান্ত সজ্জনের পত্রে অবগত হইয়াছি।

* * *

কটকের সংবাদে আরও প্রকাশ, বাগ্মিবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজের সরল, সহজ ভাষায় পাঠ ও ব্যাখ্যায় কটক সহরে শিক্ষিত জনগণের মধ্যেও একটী সাড়া পড়িয়াছে। ময়ূরভঞ্জের রাজা সাহেব, জেলাজজ শ্রীযুক্ত সাধুচরণ মহান্তি, অ্যাডভোকেট শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, গভর্ণমেণ্ট প্লীডার শ্রীযুক্ত চিন্তামণি আচার্য্য, অ্যাডভোকেট শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বসু প্রমুখ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি সচ্চিদানন্দমঠের উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রসূন বোধায়ন মহারাজ মহোৎসবটিকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছেন। তাঁহাদের ও শ্রীপাদ ভক্তি-সুধাকর প্রভুর প্রচেষ্টায় গত ১৩ই জুলাই কটকনগরীতে একটী বিরাট্ নগর-সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হইয়াছিল।

* * *

শ্রীসচ্চিদানন্দমঠের উৎসবান্তে শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ ও শ্রীপাদ বোধায়ন মহারাজ পুরী শ্রীপুরুষোত্তমমঠে গমন করিয়াছেন। স্বামীজীদ্বয় পুরীর ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার ও রায় বাহাদুর ডাক্তার মহাশয়ের নিকট বহুক্ষণ হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। তৎপরে তাঁহারা পুনরায় কটকে আগমন করেন।

* * *

গত ১৫-৭-৩৫ তারিখে সন্ধ্যায় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠে শ্রীচৈতন্যভাগবত মধ্যলীলা ১ম অঃ হইতে শ্রীমহাপ্রভুর শ্রীয় জননীর প্রতি নিম্নলিখিত উক্তিসমূহ পাঠ করিয়া যুক্তিসহকারে তাহা ব্যাখ্যা করিয়াছেন—

প্রভু বলে—আমি পড়িলাম কৃষ্ণনাম।
সত্য কৃষ্ণচরণকমল ভগবান॥
সত্য কৃষ্ণ-নাম-গুণ-শ্রবণ-কীর্ত্তন।
সত্য কৃষ্ণচন্দ্রের সেবক যে যে জন॥
সেই শাস্ত্র সত্য, কৃষ্ণভক্তি কহে যায়।
অন্যথা হইলে শাস্ত্র পাষণ্ড পায়॥
যস্মিন্ শাস্ত্রে পুরাণে বা হরিভক্তির্ন দৃশ্যতে।
শ্রোতব্যং নৈব তৎ-শাস্ত্রং যদি
ব্রহ্মা স্বয়ং বদেৎ॥
চণ্ডাল চণ্ডাল নহে যদি কৃষ্ণ বলে।
বিপ্র 'বিপ্র' নহে যদি অসৎপথে চলে।

* * *

গত ১৬-৭-৩৫ তারিখে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত সুদামা বিপ্রের উপাখ্যান ব্যাখ্যা শেষ করিয়াছেন।

* * *

গত ১৭-৭-৩৫ প্রাতে শ্রীপাদ শ্রৌতী মহারাজ শ্রীউপদেশামৃত হইতে 'বাচো বেগং' ব্যাখ্যা করেন।

* * *

গত ২০-৭-৩৫ স্থানীয় টাউনহলে শ্রীসচ্চিদানন্দমঠের সেবকগণ ছায়াচিত্রে শ্রীগৌরলীলা প্রদর্শন করিয়া চিত্তাকর্ষক বক্তৃতা করিয়াছেন।

* * *

গত ২১-৭-৩৫ তারিখে রামচন্দ্রভবনে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভারতী মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

শ্রীসনাতন-গৌড়ীয়মঠ

কাশী শ্রীসনাতন-গৌড়ীয়-মঠে গত আষাঢ়-পূর্ণিমা তিথিতে (৩১শে আষাঢ়, ১৩৪২) শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর বিরহ-মহোৎসব শ্রীসনাতন-শিক্ষা-আলোচনা, মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন ও মহাপ্রসাদ-বিতরণমুখে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। মঠ-সেবক শ্রীপাদ রাধানাথ ব্রহ্মচারী ভক্তিপতাকা অপরাহ্নে শ্রীমঠ-প্রাঙ্গণে শ্রীল সনাতন গোস্বামিপ্রভু-চরিত্র সম্বন্ধে প্রায় একঘণ্টা-কাল একটী বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন।

শ্রীরামানন্দ গৌড়ীয়মঠ

গত ২৮শে আষাঢ় কোভোরনামী গৌর-বাণী হইতে পুণ্যসলিলা গোদাবরীতটে শ্রীশ্রীগৌররামানন্দ মিলনস্থলীস্থিত শ্রীরামানন্দ গৌড়ীয়মঠের সেবকগণ ভক্তিসঙ্কীর্ত্তন-মুখে চাতুর্মাস্য-ব্রত উদ্যাপন আরম্ভ করিয়াছেন। প্রত্যহ ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত হইতে রাত্রি ১০ ঘটিকা পর্য্যন্ত মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পারায়ণ ও ব্যাখ্যা এবং ইষ্টগোষ্ঠী হইয়া থাকে। রাত্রিতে সঙ্কীর্ত্তনান্তে সমাগত ভদ্রমহোদয় ও মহিলাগণকে ভগবৎ-প্রসাদ বিতরণ করা হয়। প্রত্যহ স্থানীয় বহু সজ্জনব্যক্তি নিয়মিতভাবে উক্ত ব্রতোদ্যাপনে যোগদান করিয়া নিত্য সুকৃতি অর্জ্জন করিতেছেন।

ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী-সেবক-সম্মিলনী

গত ৩১শে আষাঢ় শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণী-সেবক-সম্মিলনীর সেবকবৃন্দ নারায়ণ-গঞ্জ থানার ভদ্রকালী গ্রামে শ্রীযুক্ত হারাধন চক্রপাট মহাশয়ের বাটীতে আহূত হইয়া সন্ধ্যার পর শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুপাদের প্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তৎপর মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হয়। অতঃপর শ্রীনদীয়া-প্রকাশ ১০ম বর্ষ ১১০ সংখ্যা হইতে চাতুর্মাস্য-প্রবন্ধটি পাঠান্তে সভা ভঙ্গ করা হয়।

* * *

তৎপর দিবস ভদ্রেশ্বর-শিব-মন্দিরে সন্ধ্যা ৮টার সময় স্থানীয় ভদ্রমহোদয়গণের উদ্যোগে একটি বক্তৃতার আয়োজন হয়। সাম্মিলনীর সম্পাদক মহাশয় "শ্রীগৌড়ীয়মঠ কি করেন?" প্রায় ১৷০ ঘণ্টাকাল বিষয়টী প্রাঞ্জল ভাষায় বক্তৃতা করিয়া উপস্থিত জনসাধারণকে বুঝাইয়া দেন। স্থানীয় স্কুলের হেড্মাষ্টার মহাশয় সম্মিলনীকে একটী অভিনন্দন প্রদান করেন।

কৃষ্ণ আমায় পালে, রাখে' যান সর্ব্বকাল। আত্মনিবেদন-দৈন্যে ঘুচাও জঞ্জাল॥

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৮ শ্রাবণ বৃহস্পতিবার ৪৪৯

পরেশানুভূতি

জীবগণের ভিন্ন ভিন্ন স্তরে আহৃত জ্ঞান এক নহে—সকলগুলিই যে পরিণামে এক হইবে, তাহাও নহে; এক স্তরের জ্ঞান যে অপর স্তরকে সাহায্য করিবে, অনেক ক্ষেত্রেই তাহাও নহে। এক ভূমিকায় আহৃত জ্ঞান অপর ভূমিকায় আহৃত জ্ঞানের বিচারে বিরোধী ভেদ, অকিঞ্চিৎকর এবং কখনও ব্যাঘাতকর বলিয়াও বিবেচিত হইতে পারে। যে স্তরের জ্ঞান লাভ হইলে তাহা হইতে বিচ্যুত হইবার কোনও সম্ভাবনা নাই—যে জ্ঞানের নিকট অন্য অন্য যাবতীয় জ্ঞান নিকৃষ্ট হয়, তাহা লাভের জন্য বহু জন্মের সুকৃতির বিকাশ হওয়া থাকে। ঐ জ্ঞানই সম্বন্ধ-জ্ঞান-রূপে পরিচিত। শ্রীল রূপগোস্বামী-পাদ উত্তমা ভক্তির সংজ্ঞায় "জ্ঞান কর্ম্মাদ্যনাবৃতম্" প্রভৃতি উক্তিতে যে জ্ঞানের কথা বলিয়াছেন, শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর যে জ্ঞানকে বিষের ভাণ্ড বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহা এই জ্ঞান নহে; যে জ্ঞান—জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞান বিনষ্ট করিয়া বস্তুসত্তাকে অজ্ঞানে পর্য্যবসিত হইতে যত্নপর সেই জ্ঞানকেই তাঁহারা নিরাস করিয়াছেন। সেই জ্ঞান—সম্বন্ধজ্ঞান নহে, পর-সম্বন্ধ-বিনাশক কুজ্ঞান মাত্র।

বিভিন্ন স্তরে আহৃত জ্ঞান প্রধানতঃ ৫ ভাগে বিভক্ত—(১) ইন্দ্রিয়ার্থজ্ঞান, (২) নৈতিক জ্ঞান, (৩) ঈশ্বর-জ্ঞান, (৪) ব্রহ্মজ্ঞান ও (৫) শুদ্ধজ্ঞান। ইন্দ্রিয়ার্থজ্ঞানে প্রাকৃত ইন্দ্রিয়-সমূহ বাহ্যজগতের ভাবসকল সংগ্রহ-পিপাসা মাত্র বহন করে। অন্তরেন্দ্রিয় মন বহির্দ্বার প্রথম বৃত্তিদ্বারা ঐ ভাব-সকল বাহ্যজগৎ হইতে আহরণ করে, দ্বিতীয় বৃত্তিদ্বারা স্মৃতিতে সংরক্ষণ করে, তৃতীয়-বৃত্তি দ্বারা তাহাদের সন্মিলন ও বিয়োজনরূপে কল্পনা-বিভাবনাদি কার্য্য করায়, চতুর্থবৃত্তিদ্বারা ঐসকল ভাবের জাতিনিরূপণ-পূর্ব্বক সংখ্যা লঘু করে এবং সংমিশ্রিত কোন লঘুভাবকে পুনরায় বিভক্ত করিয়া সংখ্যার আধিক্য করে। মনের পঞ্চম-বৃত্তিদ্বারা সংগৃহীত ভাবসকল হইতে যুক্ত অর্থ নিঃসৃত হয়; ইহার নাম যুক্তি। এই যুক্তিদ্বারাই সমস্ত বিজ্ঞান ও জড়বিজ্ঞান আবিষ্কৃত হয়। এই যুক্তি কেবল মনের বৃত্তিবিশেষ মাত্র ও মনের অতীত তত্ত্ব ধারণা করিতে অসমর্থ। সুতরাং পরেশানু-ভূতি তাহার এলাকার বহির্ভূত।

ইন্দ্রিয়ার্থজ্ঞানের সাহায্যে জগতের মঙ্গলামঙ্গল বিচার দ্বারা নৈতিক-জ্ঞানের উদয় হইয়া থাকে। চিত্ত-প্রসাদ-বিষয়ে প্রীতি ও তৎপ্রতিকূল-বিষয়ে বিদ্বেষ জ্ঞানের বিষয়; ঐসকল ঘটনা লইয়া যুক্তিমূলে নীতিশাস্ত্র কল্পিত হয়। তাহাতে ভোগপর প্রীতির উন্নতি ও তদ্বিপরীত দোষ বর্জ্জ করিবার উপদেশ আছে। মানবপ্রকৃতিতে আরও উচ্চতর বৃত্তি আছে বলিয়া কেবল নৈতিক-জ্ঞান মানবকে সন্তুষ্ট করিতে পারে না। নৈতিকজ্ঞানে সামাজিক ধর্ম্মাধর্ম্ম, পাপপুণ্যের বিচার এবং শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক উন্নতির কথা থাকিলেও নিত্যানন্দধামের পরেশানুভব সম্বন্ধে তাহা নিস্তব্ধ।

পৃথিবীর যাবতীয় বস্তুর গঠন, পরস্পরের সম্বন্ধ, প্রাণিগণের সুশৃঙ্খলভাবে যথানিয়মে কার্য্য, পরস্পরের অভাব-নিরাকরণের সংযোগ ও ঈশ্বরের বিধান আলোচনা করিয়া মানব-মনীষা যুক্তিবলে স্থির করে যে, জগৎ স্বয়ং উৎপন্ন হইতে পারে না; কোন এক প্রধান জ্ঞানসম্পন্ন হইতে ইহা নিঃসৃত হইয়াছে। তিনি জগতের পূজ্য এবং সর্ব্ব-শক্তিমান্। অতএব আমরা তাঁহার পূজা করা কর্ত্তব্য। তাহা হইলে তিনি আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া আমাদের ভোগ-সুখের সুব্যবস্থা করিয়া দিবেন। এই সর্ব্বশক্তিমান্ পুরুষ সম্বন্ধে আবার কেহ বলেন যে, তিনি নিজ উচ্চ-স্বভাববশতঃ আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়া আমাদের সুখবৃদ্ধির যাবতীয় উপায় করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি আমাদের নিকট হইতে কিছু আশা করেন না; সুতরাং তাঁহার পূজাদির বিশেষ প্রয়োজনীয়তা নাই। কোন কোন ঈশ্বরবাদী বলেন, কর্ত্তব্যকর্ম্মদ্বারা স্বর্গাদি সুখ লাভ হইয়া থাকে, অকর্ত্তব্য কর্ম্ম করিলে নরক-প্রাপ্তি ঘটে। এই ঈশ্বরজ্ঞান—নিরপেক্ষ যোগে জ্ঞান ও সমস্ত কর্ম্মবন্ধ; বস্তুতঃ ইহাতেও নিত্য-নিষ্ঠ স্বরূপবোধ নাই। পরেশানুভূতি ইহার অনেক উপরে।

পূর্ব্বোক্ত ঈশ্বর-জ্ঞানে সন্তুষ্ট থাকিতে না পারিয়া জ্ঞানের অধিকতর উন্নতি লাভের জন্য যুক্তিকে পুনরায় সেবন করিতে থাকে; কিন্তু যুক্তির দৌড় ঐ পর্য্যন্তই পুনঃ পুনঃ নিযুক্ত হইয়াও যুক্তি উপাধিহীন না দেখিয়া বেদান্ত-শাস্ত্রাদির লক্ষণবৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক ব্যতিরেক চিন্তা প্রসব করে। বস্তুতঃ প্রাপ্য বস্তুর আকার, বিকার, গুণ, বিশেষ প্রভৃতি আছে; কিন্তু নিষেধমুখে উহারা যুক্তি বলে—তাহা নিরাকার, নির্বিকার, নির্গুণ ও নির্বিশেষ। এই প্রকারে যুক্তির অন্ধিকারচর্চ্চার কল্পনামূলে নির্বিশেষ ভক্ত-গণ ব্রহ্ম-জ্ঞানের জন্ম হয়। এই ব্রহ্মজ্ঞানেও যে পরেশানুভূতিলাভের কোনও সম্ভাবনা নাই, তাহা এখন সহজেই উপলব্ধির বিষয় হইতেছে।

জনসাধারণ যে-সকল জ্ঞানে পরেশানুভূতি লাভের সম্ভাবনা বলিয়া সাধারণতঃ মনে করেন, পরেশানুভূতি যে তাহা অপেক্ষা অনেক উচ্চে তাহা প্রদর্শিত হইল। এখন প্রথমতঃ জিজ্ঞাস্য—এই অনুভূতিলাভের সম্ভাবনা আছে কি না? দ্বিতীয়তঃ যদি থাকে, তাহা হইলে তল্লাভের উপায় কি? প্রথম প্রশ্নের উত্তর—নিশ্চয়ই আছে। দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ-চন্দ্র স্বয়ং বলিয়াছেন—

"তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥"

অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম ও পূর্ব্বোক্ত জ্ঞান-চতুষ্টয়ের পিপাসা সম্পূর্ণরূপে বিসর্জ্জনপূর্ব্বক "আমি স্বরূপতঃ ভগবদ্দাস, ভগবৎসেবাই আমার একমাত্র কার্য্য" এই শুদ্ধজ্ঞানে উদ্ভাসিত হইয়া সততযুক্তাবস্থায় প্রীতির সহিত ভগবদ্ভজন করিতে থাকিলে পরেশ-সূর্য্যের দয়া বা নিত্য-বুদ্ধিযোগরূপ কিরণ পাওয়া যায়; তাঁহার সাহায্যেই পরেশানুভূতি হইয়া থাকে। আতুর বা চঞ্চল হইলে চলিবে না। এই পরেশানুভূতির জন্য চাই দৃঢ়তা, চিত্তের স্থিরতা ও ভগবৎকৃপাকাঙ্ক্ষার প্রতীক্ষা; কিন্তু তাই বলিয়া নিশ্চেষ্ট হইলে চলিবে না বা অষ্টাঙ্গ-যোগাদি কৃত্রিম উপায়ে চিত্ত স্থির করিবার চেষ্টাও কোন সুফল ফলিবে না, চাই—সতত যুক্ত-অবস্থায় ভজন

ঔদার্য্যধাম শ্রীগৌরবন

[শ্রীরাধাকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী]

ভক্তজ্ঞানদাতা সুবর্ণবর্ণ সর্ব্বাব-তারী শ্রীগোপালনন্দনের বিভিন্ন মূর্ত্তিতে বিভিন্ন লীলার প্রকটাপ্রকট স্থানসমূহ 'শ্রীধাম' বলিয়া শাস্ত্রসমূহে কীর্ত্তিত হইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গা চিচ্ছক্তি হইতে গোলোক, মথুরা, বৈকুণ্ঠ, নবদ্বীপ প্রভৃতি লীলাপীঠ প্রকটিত হন। শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার পরিকর, রূপ, গুণ, লীলা, লীলাপীঠ শ্রীধাম প্রভৃতি নিত্যবস্তু। শ্রীকৃষ্ণ মাধুর্য্যময় এবং অবতারী অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ হইতেই রাম-নৃসিংহাদি অবতার-সমূহের প্রকাশ। মাধুর্য্যময় শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহের ঔদার্য্যময় বিগ্রহ শ্রীনবদ্বীপ-সুধাকর গৌরসুন্দর। অনেকে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগৌর এবং শ্রীকৃষ্ণধাম বৃন্দাবন ও শ্রীগৌর-ধাম নবদ্বীপকে পৃথক্ বুদ্ধি করেন। শাস্ত্র-সমূহ তাঁহাদিগকে তিরস্কারপূর্ব্বক বলিয়াছেন—

নবদ্বীপঃ সাক্ষাদ্ব্রজপুরমেতো গৌড়পতিতো
শচীপুত্রঃ সাক্ষাদ্ব্রজপতিসুতো নাগ-এবঃ।
ন বৈ ধাম্যোবস্থাবিভূষিতঃ কাক-জ্ঞানটো
নবদ্বীপে সাক্ষাৎ ব্রজপুরজনানাং বিলসিতে
(শ্রীনবদ্বীপশতক)

—আহা, এই গৌড়দেশে নবদ্বীপধাম-সাক্ষাৎ ব্রজপুর অর্থাৎ শ্রীবৃন্দাবন, আর শচীনন্দন শ্রীগৌরসুন্দর সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন নাগরশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ। সেই শচীসুত শ্রীরাধার ভাবকান্তিতে সুবর্ণচ্ছটাযুক্ত হইয়া শ্রীধাম-নবদ্বীপে ব্রজপুর অপেক্ষাও উদারলীলা (ঔদার্য্যলীলা) বিস্তার করিয়াছেন। সুতরাং শ্রীগৌর ও শ্রীকৃষ্ণে, শ্রীগৌরধাম ও শ্রীকৃষ্ণধামে পৃথক্ বুদ্ধি মহাপরাধজনক। উহা ভক্তিবিনাশী ধামাপরাধের অন্তর্গত। গৌর-ধাম-সেবকের শ্রীশ্রীব্রজধাম সুলভ। অধিকন্তু মাধুর্য্যধাম শ্রীবৃন্দাবন হইতেও ঔদার্য্যধাম শ্রীগৌরধাম নবদ্বীপ অধিক কৃপাময়।

শ্রীনবদ্বীপশতকে গীত হইয়াছে—

অহো বৃন্দারণ্যে হরি হরি হরীতি প্রজপতাং
ব্রজস্বারাধ্যাপ্রিয়বৃন্দে অপরাধোদ্ধারে ইহ।
নবদ্বীপে গৌরঃ করুণাতিচয়ং কাষ্যতি সদা
ব্রজানন্দং সাক্ষাৎ পরমরসদং হন্ত॥

অনুবাদ

—অহো বৃন্দাবনে 'হরি' 'হরি' 'হরি' এই নাম যাঁহারা প্রকৃষ্টরূপে অর্থাৎ নামাপ-রাধাদিরহিতাবস্থায় জপ করেন, তাঁহাদের অপরাধ অবগত হইলে শ্রীরাধাকৃষ্ণের (চরণসেবা) প্রাপ্তি ঘটে। কিন্তু আহা! এই নবদ্বীপে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের করুণারাশি কৃপা-বশতঃ অপনোদন করিয়া সাক্ষাৎ পরমরসদ প্রেমের আনন্দ সর্ব্বদা বিস্তার করিতেছেন।

শ্রীভগবদ্ধামসমূহ বিশুদ্ধ চিন্ময়। শ্রীধাম জড় দেশকালের বহির্ভূত স্বতন্ত্র চিদ্দেশ। আমাদের অজ্ঞদৃষ্টিতে প্রকৃত ভগবদ্ধাম দর্শন হয় না বলিয়া আমরা কেহ ঐতিহাসিক চক্ষুতে, কেহ প্রত্নতাত্ত্বিক দৃষ্টিতে শ্রীধামকে পৌরাণিক ইতিহাসপ্রসিদ্ধ স্থান বা ভাল অথবা মন্দ আবহাওয়াযুক্ত বাসস্থান অথবা বাণিজ্যমূলক স্থান বলিয়া ধারণা করি। কিন্তু শ্রীধামে প্রাকৃতদেবের স্থান নাই। শ্রীভগবান্ অহৈতুকী কৃপার বশে সংসার-দুঃখার্ত্তে পতিত, দুঃসংসার দুঃস্থগণের, অন্যাভিলাষী, কামক্রোধাদি শত্রুগণের কবলকবলে কবলিত জীবকুলের দুঃখাপনোদনজন্য শ্রীধাম, শ্রীপরিকর প্রভৃতি সহ প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হন। শ্রীকৃষ্ণ যেমন পতিতপাবন শ্রীকৃষ্ণের ধামও তেমনই পতিতোদ্ধারক। শ্রীধাম কালমায়াপ্রকৃতিঅতীত। সুতরাং কালকবলিত জীবের পক্ষে শ্রীধামাশ্রয় ভিন্ন সদাশ্রয় কোথায়? অথচ শ্রীধামবাস সকলেরই সৌভাগ্যে হয় না, অধিকাংশই ধামবাস করিতে গিয়া ধাম-চরণে অপরাধ করতঃ অনেক সময় বিপরীত গতিই প্রাপ্ত হয়। অতএব বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ ধামবাস-কালে সর্ব্বতো ধামাপরাধ হইতে বিমুক্ত থাকিবেন।

শ্রীনবদ্বীপ-ধামবাস ব্যতীত কলিহত জীবের নিত্যমঙ্গললাভের আর অন্য শ্রেষ্ঠ উপায় দৃষ্ট হয় না। কোটিকল্পকালীন

মায়াকে পিছনে রাখি' কৃষ্ণপানে চায়। ভজিতে ভজিতে কৃষ্ণপাদপদ্ম পায়॥

শ্রীভক্তিমার্গানুসরণকারীর পক্ষে শ্রীনবদ্বীপ-ধামবাস ব্যতীত ভক্তিসিদ্ধান্তের সম্যক্ সুষ্ঠুপলব্ধি অসম্ভব। শ্রীগৌরধামসেবা ব্যতীত ইতর কোটি সাধনভজনেও সদ্যঃ বিশুদ্ধ প্রেমসম্পত্তি লাভ অসম্ভব—

উপাসতাং বা গুরুবর্য্যকোটি-
রধীয়তাং বা শ্রুতিশাস্ত্রকোটিঃ
চৈতন্যচন্দ্র পুরোপকণ্ঠভাজাং
লভ্যঃ পরং ভক্তি রসঙ্গলাভঃ ॥

—কোটিসংখ্যক শ্রেষ্ঠ গুরুর (?) আশ্রয়গ্রহণই করুক, অথবা আগমনিগমাদি কোটি কোটি শ্রুতিশাস্ত্রই অধ্যয়ন করুক, (তাহাতে বিশুদ্ধ প্রেমলাভের সম্ভাবনা নাই) কিন্তু শ্রীগৌরধাম-সেবোন্মুখ ব্যক্তিগণের নিশ্চয়ই সদ্যঃ বিশুদ্ধ প্রেমপ্রাপ্তি ঘটে। সুধীগণ যোগবেদান্ত, ধর্ম্মকাম, বহুগ্রন্থকণ্ঠাদি বর্জ্জনপূর্ব্বক একবার শ্রীনবদ্বীপচন্দ্রের চরণাশ্রয়পূর্ব্বক তদীয় ধামবাসকেই মানবজন্মের কৃতিত্বের পরিচায়ক বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। অবিদ্যাসাগর হইতে মুক্ত হইয়া প্রেমসমুদ্রে বিহারেচ্ছু পুরুষের গৌরধাম শ্রীমায়াপুর-সেবাই—তদ্ধামবাসই একমাত্র কৃত্য। তাই জীবের শুভানুধ্যায়ী মহাজনগণ গাহিয়াছেন—

সংসারসিন্ধু-তরণে হৃদয়ং যদি স্যাৎ
সঙ্কীর্ত্তনামৃতরসে রমতে মনশ্চেৎ।
প্রেমাম্বুধৌ বিহরণে যদি চিত্তবৃত্তি-
র্মায়াপুরাখ্যনগরে বসতিং কুরুধ্বম্ ॥

অর্থাৎ যদি কাহারও সংসার-সমুদ্র উত্তীর্ণ হইবার অভিলাষ থাকে, যদি কাহারও গৌরবিহিত সঙ্কীর্ত্তনামৃতরসাস্বাদনের স্পৃহা বলবতী হয়, যদি প্রেমসমুদ্রে বিহারার্থ কাহারও চিত্তবৃত্তি প্রধাবিত হয়, তাহা হইলে তিনি শ্রীমায়াপুর নামক নগরে বসতি করুন। শ্রীগৌরধাম কেবলমাত্র তাহার দর্শন, স্পর্শন, তদীয় গুণ-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন এমন কি দুর্ব্বিহিত ব্যক্তিগণের ধামোদ্দেশে অযত্নাভিধান অথবা আদরের বিদ্বেষোদ্ভূত হইয়াও প্রেমদান (বিপ্রলম্ভরস) প্রদানে সমর্থ।

গৌরধাম-সেবায় প্রতিকূলাচরণকারী ব্যক্তিগণ অনন্তনরকের প্রধান আসামী। উঁহাদের সঙ্গে কোনওরূপ সম্বন্ধ রাখা বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য নহে। উঁহারা দৈহিক বা যে কোনও সম্বন্ধে স্বজন হইলেও উঁহাদিগকে স্বজনাখ্য দস্যুজ্ঞানে—পরম দুঃসঙ্গজ্ঞানে উঁহাদিগের সঙ্গ সর্ব্বত্র পরিত্যাজ্য। গৌরধাম-সেবায় বিরুদ্ধাচরণকারী পিতা পিতা নহে, গৌরধামবিমুখ মাতা, মাতা নহে। গৌরধামবাসে বিঘ্নোৎপাদনকারী বন্ধু, বন্ধু নহে—

না মে ন মাতা ন চ মে পিতা বা
ন মে ন বন্ধুঃ ন চ মে সখা বা।
ন মে ন মিত্রং ন চ মে গুরুর্ন
যো মে ন মায়াপুরবাসমিচ্ছেৎ ॥

বহু বহু জন্মের সুকৃতির বলে শ্রীনবদ্বীপধামবাস-সৌভাগ্য জীবের লাভ হয়। যাঁহারা সুকৃতিবলে প্রকৃত ধামের স্বরূপদর্শনে সমর্থ তাঁহারা ধামের ধাতৃত্ব বস্তুই চিদানন্দময় দর্শন করেন এবং উত্তরোত্তর ধামের চরণে আসক্তিবিশিষ্ট হন। কিন্তু আমার ন্যায় মায়াপরাধী জন মায়ামোহাবৃতচক্ষুতে জড় প্রকৃতি প্রাকৃতবস্তুসমূহের আয়তন মনে করিয়া অপ্রাকৃত চিদ্ধামের অভিন্ন করিতেও ক্রমশঃ মায়াপরাধবশে ধাম হইতে চ্যুত হয়; সুতরাং আমার ন্যায় সেইরূপ শ্রীনবদ্বীপধামের বিরোধী, ধামবাসের অভিনয়কারী, শ্রীনবদ্বীপ ও বৃন্দাবনধামের সহিত অন্য তীর্থসমূহের সাম্যবুদ্ধিকারী, ধামসেবানন্দকে জড়ানন্দজ্ঞানকারী এবং বিশ্বপাবন ধামাশ্রিত পুরুষগণের নিন্দাকারী তথা শ্রীধামবাসী বৈষ্ণবগণের অসম্মান ও অবমাননাকারী ব্যক্তিগণ মঙ্গলকামী ধামবাস-প্রার্থিগণের অসঙ্গ্য। তাই ধামবাসনিষ্ঠ কোনও সুজন নৈষ্ঠিকতার দৃঢ়তায় বলিতেছেন—

যে গৌরস্থলবাসিনিন্দনরতা যে বা ন মায়াপুরং
প্রাপ্তে তুল্যমিত্ব যে চ কুধিয়ঃ কেনাপি তং গোদ্রুমম্।
যে গোদ্রুমস্থ নিত্যসুখচিদ্রূপং মন্যন্তে বা
তৈঃ পাপিষ্ঠনরাধমৈর্ন ভবতু স্বপ্নেঽপি মে সঙ্গতিঃ ॥

—যাহারা গৌড়স্থলবাসিগণের নিন্দায় রত থাকে, অথবা যাহারা মায়াপুরের প্রতি সম্মান প্রদর্শন না করে, কিম্বা যেসকল দুর্ব্বুদ্ধিজন গোদ্রুমের সহিত অন্যস্থানের তুলনা করে এবং গোদ্রুমকে এই প্রপঞ্চে প্রকটিত নিত্য চিৎসুখস্বরূপ মনে না করে, সেই সকল পাপিষ্ঠ নরাধমগণের সাথে স্বপ্নেও যেন আমার সঙ্গ না ঘটে।

সুতরাং যিনি ধামবাসলিপ্সু, তিনি ঐ সমস্ত ধামবাসবিরোধী ব্যাপারসমূহ হইতে বিমুক্ত থাকিবেন। ক্রোঁচা বাবা ধামবাসের অভিনয়কারী জড়বদ্ধ জীবগণকে বঞ্চন করিবার জন্য জাল পাতিয়া রাখেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপদহীন ভণ্ডপাষণ্ডী ব্যক্তিগণ "আমি ধামে বাস করিতেছি" মনে করিয়া ঐ মায়া-জালের উপরেই বাস করে; ধামবাস-সৌভাগ্য তাহাদের কোনকালেই লভ্য হয় না। তাই ধামতত্ত্বজ্ঞ মহাজন গাহিয়াছেন—

ধামের উপরে জড় মায়া পাতি' জাল।
আচ্ছাদিয়া রাখে এই ধাম চিরকাল ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যে যার নাহিক সম্বন্ধ।
জালের উপরে বাস করে সেই অন্ধ ॥
মনে ভাবে "আমি আছি নবদ্বীপপুরে"।
ক্রোঁচাবাবা বুদ্ধ করি' রাখে তারে দূরে ॥

শ্রীধামবাস-অভিনয়কারী আমি আজ মায়াপরাধবশে ক্রোঁচা বাবাকর্ত্তৃক দূরে অপসারিত ও নির্ব্বাসিত হইয়া ব্যাকুল-ক্রন্দনে বুক ভাসাইতে ভাসাইতে পুনঃ ধামবাস-সৌভাগ্যলাভের নিমিত্ত শ্রীগুরুপাদপদ্মের অদোষদর্শিনী অহৈতুকী কৃপা বাঞ্ছা করিতেছি এবং উঁহাদের ধাম শ্রীনবদ্বীপের পাদপদ্মোদ্দেশে পুনঃ পুনঃ প্রণতি জ্ঞাপনপূর্ব্বক তাঁহার বন্দনা করিতেছি—

স্ফুরচ্ছান্দোগ্যাখ্যা বদতি পরমং ব্রহ্মপুরকং
স্মৃতির্বৈকুণ্ঠাখ্যং বদতি কিল যদ্বিষ্ণুসদনম্।
শ্বেতদ্বীপঞ্চান্যে বিরলরসিকোঽয়ং ব্রজবনং
নবদ্বীপং বন্দে পরমসুখদং তং চিদুদিতম্ ॥

—ছান্দোগ্য নামক উপনিষদে যাহা 'পরব্রহ্মপুর' নামে উক্ত, স্মৃতি যাঁহাকে "বিষ্ণুসদন বৈকুণ্ঠ" বলিয়া কীর্ত্তন করেন, অপরাপর মহাজন যাঁহাকে 'শ্বেতদ্বীপ' এবং বিরল রসিক ভক্ত যাঁহাকে 'ব্রজবন' নামে অভিহিত করেন, সেই চিচ্ছক্তিপ্রকটিত পরমসুখদ শ্রীনবদ্বীপধামকে বন্দনা করিতেছি।

শ্রীধর-চরিত্র

(শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ দাসাধিকারী)

(১)

নবধা ভক্তির ক্ষেত্র
নবদ্বীপ-ধাম, শোভিছে শ্রীঅন্তর্দ্বীপ
অতি মনোরম, যথা দেবী সুরধুনী
তরঙ্গ তুলিয়া ধাইছে আপন মনে
কল কল স্বনে—নিরন্তর গাহি সুখে
গৌরগুণগান। ভাগীরথী পূর্ব্বতটে
অভিন্ন গোকুল, শোভিছে শ্রীমায়াপুরে
জগন্নাথালয়। হরিধ্বনি করিয়া বিধুরে
কৃষ্ণধন-প্রবর্ত্তক গৌরহরি যথা,
হইলেন অবতীর্ণ মহাযোগপীঠে।
তাহার অনতিদূরে,
উত্তর পূর্ব্বদিকে, শ্রীব্রজপত্তন-ক্ষেত্র
আচার্য্যভবন। তথা ভক্তগণধাম
অপূর্ব্ব দর্শন শোভে শ্রীচৈতন্যমঠ
অতি মনোরম। শ্রীচৈতন্য বিশ্বব্যাপী
প্রচারিতে শ্রীচৈতন্যবাণী এইস্থানে
গৌরনিজজন, শ্রীগৌরকিশোর প্রভু
করিলা স্থাপন। শ্রীব্রজপত্তন-ক্ষেত্র
করি' অতিক্রম, শোভিছে ক্রোশার্দ্ধ মধ্যে
ভক্তবর শ্রীধর-অঙ্গন। শ্রীগৌরের
প্রিয় পাত্র, অতি দীন সরল ব্রাহ্মণ,
ভক্ত শ্রীধর তথা যাপিতেন কাল,
পরম-আনন্দে; ভিক্ষার প্রবৃত্তি
ত্যজি ঐশ্বর্য্যের মুখে দীন বেশ ধরি,
বেচাইলা নিষ্কপটে প্রীতির সেবা।
শচীনন্দন-নিমাইএর বৃন্দাবনচাঁদ
কলিতম নাশ তরে, তাঁর মায়াপুরে
করিলা বিবিধ লীলা ভক্তগণসহ
শ্রীগৌরাঙ্গরূপে। করিবারে ভক্তের
মাহাত্ম্য-প্রচার, 'ভক্ত-বৎসল' নাম
প্রচারিতে সর্ব্ববিশ্বমাঝে, একদিন
ভক্তজনমনোহর, হইলেন
বহির্গত নগরভ্রমণে, ভক্তসঙ্গ
দীনের ঠাকুর। সেবক-বান্ধবগণ
হেরে সশঙ্ক নগরভ্রমণকালে
শচীদুলালের। ধন্য নাগরিকগণে
দর্শনপ্রভাবে হরি' প্রেমে মত্ত হ'য়ে।
অতি মনোহর,
দধি, ব্রাহ্মণ বহু জনাকীর্ণ পুরী
শোভিছে শ্রীমায়াপুর গঙ্গাপুলিনতটে।
এক জাতি লক্ষ লক্ষ না পারি বর্ণিতে।
সকল সম্পূর্ণ করি' পূর্ণ হ'তে বিশ্ব,
রাখিলা এ বিধাতার জাহ্নবীর কূলে
শ্রীগৌরবিহার লাগি'। পূর্ব্বে যথা হরি
মথুরা নগরে, ভ্রমণ করিলা সুখে
তবে সেই মত হরি আসি মায়াপুরে,
শচীপুত্ররূপে, ভ্রমণ করেন রঙ্গে।
ভক্তগণ মালাকার, বণিকের গৃহে,
মহানন্দে করিলা ভ্রমণ, সর্ব্বশেষে
আসিলেন ভক্তবর শ্রীধরভবনে
শ্রীশচীনন্দন। প্রভু দেখি' দূরবাসে
ভক্ত শ্রীধর বসাইলা যত্ন করি',
পাদ্যাসন দিয়া। পরম সুশান্ত দীন
সরল সজ্জন। জীবিকা উপায় শুধু
কদলীকানন, অবিরত হরিনাম
গাহি উচ্চৈঃস্বরে, সদা দিব্য নিরন্তর
প্রেমসিন্ধু মাঝে।
শ্রীশচীনন্দন
জিজ্ঞাসে সহাস্যে,—"বল বল হে শ্রীধর,
দুঃখ তব কি কারণ? অন্নবস্ত্র নাহে
ভুঞ্জহ অশেষ ক্লেশ। হরি হরি বল
সর্ব্বক্ষণ, হরিনামে ধরে ছ'নয়ন,
হরি—যিনি গোলোকের নাথ ভগবান্
তিনি যথা বাঞ্ছাকল্পতরু, তুমি যথা
চিন্তামণিধর, শত শত সম্পাদন
সমস্তে ফিরে যাঁহার সেবন তরে,
কেন লক্ষ্মীকান্তে তুষি' করি' অধুনা
কত কি কারণ, অন্ন বস্ত্র তবে শত
দুঃখ অশেষপ্রকার।"

(ক্রমশঃ)

নবদ্বীপ-পঞ্জিকা

অদ্য হইতে ৩ দিনের

৮ শ্রীধর ৮ শ্রাবণ ২৪ জুলাই বুধ কৃষ্ণ অষ্টমী দণ্ড দিবা ৯।১৮ ভরণী ঋক্ষ দিবা শেষ ৫।৮৫ ধৃতিযোগ দিবা ১১।১১ গরকরণ দিবা ৩।১৮ গতে বণিজকরণ রাত্রি ২।৩৮ গতে বিষ্টিকরণ।

৯ শ্রীধর ৯ শ্রাবণ ২৫ জুলাই বৃহস্পতি কৃষ্ণ নবমী দণ্ড দিবা ১২০ কৃত্তিকা দিবা ৫।৯৭ শূলযোগ দিবা ৯।১ বিষ্টিকরণ দিবা ১।১৯ গতে ববকরণ।

১০ শ্রীধর ১০ শ্রাবণ ২৬ জুলাই শুক্র কৃষ্ণ দশমী দণ্ড দিবা ১।১৫ রোহিণী দিবা ৫।৯ বৃদ্ধিযোগ দিবা ৭।১২ বালবকরণ। কালিকা একাদশীর উপবাস।

শুদ্ধভক্তি মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ

(আকর-মঠরাজ)

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীমহাযোগপীঠ ৮৫৫ গ্রাম ০০ নং উত্তর-পূর্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যবর্য্য শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্যমঠ বিরাজমান। এই স্থান ৮ বসু-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বতভক্তরতী। এই মঠাভ্যন্তরে শ্রীহরি-নামামৃত ব্যাকরণাদি বেদান্তসমূহের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র 'নদীয়া-প্রকাশ', সাত্বত-সম্প্রদায়ে অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থাদি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতি বৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীসহ কীর্ত্তন-প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্তাঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তি-ধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশ্যে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভজনাগারে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দজীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হয়। এই মঠ হইতে মহানগরীর সর্ব্বত্র হরিকথা-প্রচার, মহানগর-সঙ্কীর্ত্তন, বক্তৃতা, ব্যাখ্যা ও সঙ্কীর্ত্তন মহা-মহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান হয়। মঠরক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগ-পীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া সহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী সেবাকোবিদ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌর-লীলার রাসস্থলী এখানে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান, রক্ষক—শ্রীমৎসিদ্ধ দাসাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—গোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

(৭) কাজীর সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদ-কাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক।

(৮) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও রাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান দাস ব্রহ্মচারী।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্র নাথ দাসাধিকারী।

(১০) মোদদ্রুম-ছত্র "গৌড়ের নৈমিষ

মাউগাছি, পোঃ ভাজনঘাট, (বর্দ্ধমান)।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান। শ্রীগৌরনিত্যানন্দের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবঙ্কুবিহারী ব্রজবাসী, ভক্তিভূষিত।

(১১) তোতিয়া কুঞ্জকানন

শ্রীনৃসিংহদেব পল্লীর নিকটবর্ত্তী,

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীনরোত্তম ব্রহ্মচারী

(১২) কুঞ্জকুটীর—পোঃ কৃষ্ণনগর,

নদীয়া। রক্ষক—শ্রীঅমৃতানন্দ অধিকারী

(১৩) ভাগবত-আসন—পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

এই স্থান হইতে ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচারিত হয়। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৪) একায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ চাপড়া, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীমদ্যাদবাচার্য্য গোস্বামী ভক্তিবল্লভ।

(১৫) মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(১৬) মাধ্বগৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, পোঃ ঢাকা

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীপাদ কুঞ্জরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ।

(১৭) গোপালজীউমঠ—কমলাপুর, (ঢাকা)

গোপালজীউর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান। রক্ষক—শ্রীমদ্রাধানাথ ব্রজবাসী।

(১৮) নদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)।

এখানে শ্রীনিতাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(১৯) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীসুন্দর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২০) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মালু, (কাছাড়)

এখানে সত্যভূজঙ্গ শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(২১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ পানাগড় (বর্দ্ধমান)।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীনরেন্দ্র দাসাধিকারী।

(২২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

জুমুরকোলা, পোঃ চিনকুড়া, (মালদহ)

এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরামনাথ অধিকারী।

(২৩) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে গুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান্দাস ব্রজবাসী ভক্তিরত্ন।

(২৪) সোনামুখী প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী।

(২৫) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগড়ি, পোঃ বক্সীবাজার, (কটক)

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীউর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর

(২৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর পুরী,

শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন।

(২৭) পুরুষোত্তম মঠ

ভক্তিকুটী, পোঃ পুরী উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীউর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগদাধর অধিকারী

(২৮) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীনাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবিপিন-বিহারী দাসাধিকারী।

(২৯) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, তটেই গোদাবরী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—শ্রীবিনোদবিহারী দাসাধিকারী ভক্তিলোচন।

(৩০) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪২নং কালিপুরা, বেনারস সিটি

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বাগিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীমৎসেবক ব্রহ্মচারী।

(৩১) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ এলাহাবাদ

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বোধী

(৩২) পরমহংস মঠ.

পোঃ নৈমষার, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও গৌর-বিনোদ-বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীসত্যনারায়ণ দাসাধিকারী।

(৩৩) কৃষ্ণচৈতন্য মঠ

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

এখানে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিত্য-সেবা হয়। রক্ষক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠ

সপ্তঋষিঘাট মথুরা

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য

(৩৫) শ্রীবার্ষভানবী-সুখদকুঞ্জ—শ্রীরাধাকুণ্ড

রক্ষক—শ্রীরাধারমণচরণদাস ব্রহ্মচারী

(৩৬) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৩৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ

শেখপাড়া, পোঃ হোডোল, জেলা গুড়গাঁও (পাঞ্জাব) রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৩৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং ভগবান রোড, নিউ দিল্লী।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গোস্বামী

(৩৯) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল।

এখানে গৌরবিনোদবিহারীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪০) সারস্বত-গৌড়ীয় মঠ

মায়াবর নারায়ণপুর, এই, পি

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি

(৪১) মান্দ্রাজ-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ রায়পেট্টা মান্দ্রাজ।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীপাদ নরহরি ভক্তিবিভব

(৪২) বোম্বে-গৌড়ীয়-মঠ কার্য্যালয়

গ্রোভীয় রোড, চৌপাটি বিল্ডিং, বাংলো নং ১, বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মা মজুমদার।

(৪৩) অমরজি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমরাসি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীমহেশ্বর দাস অধিকারী

(৪৪) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী

(৪৫) পাটনা গৌড়ীয় মঠ

১০০ দিঘাপুরা, পাটনা।

রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী ভাগবত

(৪৬) গয়া গৌড়ীয় মঠ

দিল খাইভ, চাঁদ রোড, গয়া

রক্ষক—উপদেশক শ্রীসজ্জনেশ্বর ভাগবত

(৪৭) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠ বালেশ্বর

রক্ষক—শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয়

৩ গ্লাইর হাউস, কণওয়ান গার্ডেন, এস. ডাব্লিউ ৭, লণ্ডন

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন

(৪৯) বার্লিন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

Berlin W. 30

Eisenacher strasse 29 I.

(৫০) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

৩৫০ নং ডালহাউসী ষ্ট্রীট রেঙ্গুন।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম ও ১৫শ হইতে দ্বাদশ স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৵০
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। ভাষ্য-ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৬—১৲; ৩য় খণ্ড—৸
৩- ৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—১৲; ২য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব—১৲
৮। সৎক্রিয়াসার—দীপিকা ও সংস্কার-দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণবধর্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরুদ্ধ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ।০
১৮। বাদন-আল্‌বর ।০
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৵০
২২। ভজন-রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
২৬ গীতার কেবল মাত্র-ভাষ্য ।০
২৭ দুর্ব্বিজ্ঞান ভাগবতের সাহবাদ ২৲
২৮ বেদান্তদর্শনের সাহবাদ ।০
২৯ প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸
৩০ দীপ-নির্ণয় ৶০
৩১ সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৶০
৩২ গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩. নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
গীতমালা ৴১০
নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯ শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা বর্ণন ।০
৪০ শরণাগতি ৴০
৪১ গীতাবলী ৴০
৪২ চিত্রে নবদ্বীপ ১।০
৪৩ প্রবন্ধ ৴০
৪৪ প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৴০
৪৬। অর্থপঞ্চক ৴০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ)
৪৯। অনুভাষ্য
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ০
৫৫। স্তবমুক্তাবলী বা মাধবাদনদত্তুর্বী ।০
৫৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৴০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণদেবের ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যলীলামৃত সারঃ ।০
৬১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিবিধঃ ।০
৬২। নাটিক-শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৬৩। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৪। সাহুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ।৵০
৬৫। গৌড়ীয়মঠের পরিচয়ঃ ৴০
৬৬। সারাংশবর্দ্ধিনী ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৭। রায় রামানন্দ ।০
৬৮। এ কিউ ওয়ার্ডস্ অন বেদান্ত ।০
৬৯। মাধবতত্ত্ব ।০
৭০। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজি অ্যাণ্ড অন্টলজি ।০
৭১। ভিকেটিভ ওয়ার্ডস্ ।৵০
৭২। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।০
৭৩। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৪। বোম্বাই গৌড়ীয়মঠ ইন ব্রিফ ৴০
৭৫। দি ভাগবত ।০
৭৬। ইরোটিক প্রিন্সিপ্‌ল অ্যাণ্ড আনএলয়েড ডিভোশন ।০
৭৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২।০
৭৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৭৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮০। সাধন-পথ ।০
৮১। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৮২। গীতাবলী ৴০
৮৩। শরণাগতি ৴০

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৮৪। শরণাগতি ৴০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাঁচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া পর্য্যটিত জীর্ণ শীর্ণকায় মানব ... পাঁচনের একমাত্র উপায় বলিয়াই ... জ্বর কাটিতে অভাব আবক। ... নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার ... সংশয় দূর হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ আনা, বড় বোতল ১৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে.বি. দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউন্‌টেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউণ্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে. বি. দত্ত এণ্ড কোং
কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার
কলিকাতা

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণে লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে বর্ণমালার ও শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও ডাঃ কুঞ্জবিহারি বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিসুধাকর প্রভুপাদী এম, এ, বি, কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। প্রতি বর্ষ ৩ টাকা ভিক্ষায় কলিকাতা বাগবাজার গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক বৈদিকধর্ম্ম শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১।০

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিত্যানন্দ সেবাতীর্থ বি-এল, বি-টি. সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া গদাধরাঙ্গন হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষার পাক্ষিক। ভিক্ষা সডাক ১।০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল শ্লোক অক্ষরে অক্ষরে তাহাতে বর্ত্তমান-যুগে শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। আর্ট পেপারে ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৯৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। তদ্ব্যতীত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোক সূচী, পদ্যসূচী, গানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়সূচী, স্থানসূচী প্রভৃতি বিবৃত সূচীপত্র। সমগ্র শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ ইংরাজী ৭ খণ্ড [illegible], এরূপ জগতের কোথাও আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই, যাহা নিয়মিত পাঠক মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। জনসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা খরচে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনাদি প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র দরিদ্র ছাত্রগণকে বিনা খরচে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

[ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম-এ, মহোদয়ের গবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অনুভব [illegible] অবদান ভারতে একাধারে প্রথম এবং এক ও অদ্বয়ের জীবনচরিত-পাঠে যত হইবে এই বিরাট, শান্তির ও আত্মীয় মত মার্জিত ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দার্শনিক প্রসঙ্গ সমূহের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত, সিদ্ধান্তের সম্যক আলোচনা প্রথম খণ্ড [illegible], প্রায় সহস্র পৃষ্ঠার গ্রন্থ ও বিদুগণ শ্রীশ্রীমদ্‌ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের স্বীয় মুখবন্ধ (Foreword) গ্রন্থাগত ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সংস্কৃত শব্দগুলির অর্থ-সূচী (Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৪৬,	১০—৩১,	১৩—২২	১৭—৩৮,	১৯—৩৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২১,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—০৫
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৬	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—১৭

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

রবিবার ব্যতীত প্রতিদিন

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১২-১০	১২-৩৪	১৫-৩৪	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১২-১৯	১২-৪২	১৫-৪৩	১৮-৫৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-৫১	১৩-১২	৬-১১	১৯-১১

প্রস্তুত করিতে কত সহজ
দামে কত সস্তা
জ্বরে কত উপকারী
রবিনসনের "পেটেন্ট" বার্লি
আপনার শিশুদের রোগ নিবারণী ক্ষমতা বৃদ্ধি করিবে
19.4

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—"প্রকাশ" নবদ্বীপ

দৈনিক

REG. NO C. 1544

প্রত্যেকোপনিষদ্
... অক্ষরে মুদ্রিত
... প্রকাশিত
হইয়াছে। কাগজ ও
ছাপা অতি উত্তম।
ভিক্ষা ।০ মাত্র
শ্রীচৈতন্যমঠ,
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

"গৌড়ীয়"
১ম বর্ষ হইতে
১১শ বর্ষ পর্য্যন্ত
প্রতি বর্ষ কাপড়ে
বাঁধাই
ভিক্ষা ৩৷০ মাত্র।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ
বাগবাজার, কলিকাতা

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১০ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৯ই শ্রাবণ, বৃহস্পতিবার ১৩৪২, ২৫শে জুলাই ১৯৩৫ [১২৩তম সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

—:০:—

সৈন্যগণ কর্তৃক আক্রমণ একজন গ্রামবাসী নিহত ও কয়েক জন আহত

১৮ই জুলাই সন্ধ্যায় জব্বলপুর হইতে প্রায় ৩ মাইল দূরে বেদা নামক গ্রামে কতিপয় বৃটিশ সৈন্যের হানার সংবাদে জব্বলপুরে যথেষ্ট চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে। সৈন্যদের হানার ফলে একজন গ্রামবাসীর মৃত্যু হইয়াছে ও প্রায় ১২ জন আহত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। আহতদের মধ্যে স্ত্রীলোক ও শিশু কয়েকজন আছে। এরূপ প্রকাশ যে, বুধবার সন্ধ্যায় অনৈক বৃটিশ সৈন্য পাহাড় হইতে নামিয়া আসিয়া পার্শ্ববর্ত্তী কলোনী গ্রামের এক চাষার ... বালিকার শ্লীলতাহানির চেষ্টা করে। বালিকাটী ... চীৎকার করিয়া উঠিলে গ্রামবাসীরা ঘটনাস্থলে আসিয়া পড়ে এবং উক্ত সৈনিককে মারপিট করিয়া তাড়াইয়া দেয়। পরদিন সন্ধ্যার সময় প্রায় ৪০ জন সৈন্য হকিষ্টিক লইয়া বেদা গ্রামে হানা দেয় এবং তাহার ফলে উপরোক্তরূপ হয়। সৈন্যগণের চলিয়া যাওয়ার পর পুলিশ আসিয়া তদন্ত আরম্ভ করে।

কূপে পড়িয়া নারীর মৃত্যু

গত ১৬ই জুলাই ... বাঁচিতে জলে ডুবিয়া একজনের মৃত্যু ঘটিয়াছে। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে, মনোরমা নাম্নী ২৫ বৎসর বয়স্কা এক রমণী যখন কূপ হইতে জল উঠাইতেছিল তখন হঠাৎ তাহার পা পিছলাইয়া যাওয়ায় সে কূপে পড়িয়া মারা যায়।

খয়েরপুর রাজ্যে প্রাচীন নগরী আবিষ্কৃত
মহেঞ্জোদারো হইতে প্রাচীনতর

খয়েরপুর রাজ্যের কোটিজী নামক স্থানে একটী প্রাচীন নগরী আবিষ্কৃত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। সিন্ধুর বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত মিঃ ... ঠাকুর নামক পূর্ব্বে একটী শুষ্ক নদীর উপরে এক মৃত্তিকাস্তূপ দেখিতে পান। ঐ মৃত্তিকাস্তূপ খনন করিয়া তিনি প্রাচীন আসবাব ও শিল্প দ্রব্য প্রভৃতি বাহির করেন। তাঁহার মতে এই নগরীটী মহেঞ্জোদারো অপেক্ষা প্রাচীনতর। বোম্বাই-এর অধ্যাপক ... ঐ বিষয়ে তাঁহার সহিত একমত। খয়েরপুর রাজ্যের কর্তৃপক্ষকে সংবাদ দেওয়া হইয়াছে। স্থানটী কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে আছে। শীঘ্রই ব্যাপক ভাবে খনন কার্য্য আরম্ভ হইবে।

——

টেবিলের ড্রয়ারে গোক্ষুরা সাপ

কিংস রেজিমেন্টের প্রথম ব্যাটালিয়নের লেফটেনান্ট ও কোয়ার্টার মাষ্টার কে কে টি ক্যানেনের কন্যা মিস্ ক্যানেন গত রবিবার প্রাতে তাঁহাদের বাংলোয় চিঠি লিখিবার জন্য তাঁহার টেবিলের লিখিবার উপকরণ রাখিবার ড্রয়ার খুলিয়া দেখেন যে, এক বিষধর সর্প উহাতে কুণ্ডলী পাকাইয়া রহিয়াছে। তিনি তৎক্ষণাৎ ড্রয়ার বন্ধ করিয়া প্রস্থান করেন; কিন্তু তিনি আপন চক্ষুকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে না পারিয়া পুনরায় আসিয়া অতি সাবধানে ড্রয়ার খুলিয়া দেখেন যে, সর্পক্রুদ্ধ হইয়া ফোঁস ফোঁস করিতেছে। তিনি সাহায্যের জন্য চাকরদিগকে ডাকেন। তাহারা সাবধানে টেবিল বাহিরে লইয়া গিয়া উহাকে মারিয়া ফেলে। প্রায় ৬ ফুট দীর্ঘ গোক্ষুরা সাপ ছিল

জাপানে ভূমিকম্প
আলিপুরের যন্ত্রের রেকর্ড

আলীপুরের আবহাওয়া অফিসের ভূমিকম্প পরিমাপক যন্ত্রে ১১শে জুলাই ৬টা ২৯ মিনিটের সময় একবার অপেক্ষাকৃত গুরুতর রকমের ভূমিকম্প সূচিত হইয়াছে। এরূপ অনুমান করা হইয়াছে যে, ইহার উৎপত্তি স্থল জাপান হইতে পারে। যোটের উপর কলিকাতা হইতে ৩৪০০ মাইল দূরে এই কম্পন হইয়াছে।

——

ছয় আনা নয় পাইর জন্য ২ বৎসর কারাদণ্ড

টিকেট বিহীন পত্রের ডাক মাশুল আদায় করিয়া পোষ্ট অফিসে জমা না দেওয়ার অভিযোগে উমেশচন্দ্র নমঃদাস নামক ঢাকা ইলের একজন ডাক পিয়নকে দায়রায় সোপর্দ্দ করা হয়। জুরীগণ তাহাকে পোষ্ট-অফিস আইনের ৫২ ধারা এবং দণ্ডবিধির ৩৮০ ধারানুসারে দোষী সাব্যস্ত করেন। দায়রা জজ জুরীদের সহিত একমত হইয়া তাহাকে দুই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। প্রকাশ, আসামী মাত্র ৬ আনা ৯ পাই আত্মসাৎ করিয়াছিল। সে ২৪ বৎসর যাবৎ ঐ কার্য্য করিয়া আসিতেছিল এবং সম্প্রতি অবসর গ্রহণের জন্য দরখাস্ত করিয়াছিল।

——

গঙ্গায় ডুবিয়া আত্মহত্যা

বর্দ্ধমান ষ্টেটের অন্তর্গত কালিকাপুর নিবাসী ... ১৭ বৎসর বয়স্কা পুত্রবধূ গত ২০শে জ্যৈষ্ঠ গঙ্গায় ডুবিয়া আত্মহত্যা করিয়াছেন। এই সম্পর্কে ... পিতা স্থানীয় মহকুমা হাকিমের নিকট এক আবেদন করিয়াছেন। হাকিম স্বয়ং ঘটনাস্থলে যাইয়া তদন্ত করিয়া উক্ত বধূর শ্বশুর ও শাশুড়ীকে ৩২০ ও ৩২৫ ধারায় অভিযুক্ত করিবার আদেশ দিয়াছেন। অভিযোগ এই যে, শ্বশুর ও শাশুড়ী তাহাদের পুত্রবধূর উপর অত্যাচার করিতেন; ইহার ফলেই সে গঙ্গায় ডুবিয়া আত্মহত্যা করিয়াছে।

——

সাঁওতালের নৃশংস কাণ্ড

ছোটনাগপুরের চরকা মুণ্ডার বিরুদ্ধে একটী বালিকার শিরশ্ছেদ করিবার অভিযোগ হয়। ছোটনাগপুরের জুডিসিয়াল কমিশনারের বিচারে তাহার প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়। চরকা এই দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল করে। বিচারপতি ... ও লুথি আপীল নাকচ করিয়া তাহার প্রতি নিম্ন আদালতের দণ্ড বহাল করিবার হুকুম দিয়াছেন।

প্রকাশ, কেতকী নামে অষ্টম বর্ষীয়া একটী বালিকা অপরাপর কয়েকজনের সঙ্গে ঘটনার দিন প্রাতে মাঠে ছাগল চরাইতে যায়। সে তাহার সঙ্গীদের কাছ হইতে কিছুদূরে বসিয়া পিপুল ফল আহরণ করিবার জন্য একটী পাতার ঠোঙ্গা বানাইতেছিল এমন সময় ... চরকা মুণ্ডা একখানি ... লইয়া তাহার সম্মুখীন হয় এবং ... বালিকাকে আঘাত করিতে থাকে। বালিকা আর্ত্তনাদ করিয়া উঠে। তাহার সঙ্গীরা দূর হইতে এই নৃশংস ... চরকা ... তাহার বাড়ী যায় এবং ... পিতার কাছে স্বীকার করে ... করে। আসামী পুলিশের কাছে ... বালিকার মুণ্ড ছেদন করিয়াছিল।

——

রুশদিকে উন্মাদরোগ সারিবার দাবী

মস্তিষ্ক রোগ এবং মেনিনজাইটিস, আলসার প্রভৃতি রোগে যদি কেহ পাগল হইয়া যায় তাহা হইলে তাহাকে রোগমুক্ত করিতে মাত্র দশদিন লাগিবে বলিয়া মস্কোর অধ্যাপক সেরোভ্রা কোক দাবী করেন। তিনি বলেন যে, গত দুইমাসে তিনি বাকুলানারের তিনশত রোগীকে রোগমুক্ত করিয়াছেন। উক্ত রোগীদিগের রোগমুক্তির কোন আশা ছিল না বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছিল। উক্ত রুশীয় বৈজ্ঞানিক পশু ও মৎস্যের মস্তিষ্কের সার এবং আর একটী ঔষধ (উহা কি তাহা প্রকাশ করিতে তিনি অস্বীকৃত) মিশ্রিত করিয়া ঔষধ প্রস্তুত করেন। মানসিক কোন কারণে কেহ উন্মাদ রোগগ্রস্ত হইলে উক্তরূপ চিকিৎসায় তাহার আরোগ্য হইবার কোন সম্ভাবনা নাই।

৫১ জন লোক হঠাৎ পীড়িত

কাঁথি হইতে প্রায় একমাইল দূরবর্তী কিশোরপুর গ্রাম হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, তথায় খাদ্য বিষাক্ত হওয়ার ফলে ৫১ জন লোক পীড়িত হয়। তাহাদের মধ্যে চারিজন মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে এবং দুইজন মুমূর্ষু অবস্থায় আছে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে, গত সোমবার রাত্রি এক মহাজনের বাড়ীতে বহুলোক সত্যনারায়ণের সিন্নি গ্রহণ করে। ঐ রাত্রিতে এবং পরদিন প্রাতে ঐ সমস্ত লোক হঠাৎ পীড়িত হয়। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ঘটনার সংবাদ পাওয়া মাত্র তাহাদের চিকিৎসার বন্দোবস্ত করেন। মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট ঐ গ্রামে গমন করিয়া দুইটি মৃতদেহ শবচ্ছেদ কারবার জন্য পাঠাইয়াছেন। যে যে বস্তু দ্বারা সিন্নি প্রস্তুত করা হইয়াছিল, পুলিশ তৎসমুদয় হস্তগত করিয়া রাসায়নিক পরীক্ষার জন্য পাঠাইয়াছে।

রেলপথের উপর হিন্দুর মৃতদেহ

ইষ্ট বাঙ্গলা রেলপথে পাটুলী ষ্টেশনের নিকটে একজন হিন্দুকে দ্বিখণ্ডিত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে। মৃতদেহটি নিরাপদ মজুমদার নামক এক ব্যক্তির বলিয়া সনাক্ত করা হইয়াছে। ২৪পরগণার অন্তর্গত পূর্ব্ববর্ত্তী থানার পুলিশ ঐ ব্যক্তিকে একটী খুনের মামলা সম্পর্কে খুঁজিতেছিল। প্রকাশ, পূর্ব্বদিন সে তাহার স্ত্রীকে হত্যা করিয়া সরিয়া পড়ে। পরদিন তাহার মৃতদেহ পাওয়া যায়। শবব্যবচ্ছেদ পরীক্ষায় জানা গিয়াছে যে, ঐ লোকটী আত্মহত্যা করিয়াছে।

মিউনিসিপ্যাল কমিশনার দণ্ডিত

সদর মহকুমা হাকিম শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষের বিচারে ভেজাল সরিষার তৈল রাখা এবং বিক্রি করার অপরাধে বঙ্গীয় ভেজাল খাদ্য আইনের ৬ ধারা অনুসারে স্থানীয় ব্যবসায়ী শ্রীকৈলাসচন্দ্র সাহার ৩০৭৲ টাকা এবং শ্রীমহেশচন্দ্র সাহার ২০০৲ টাকা অর্থদণ্ড হইয়াছে। মহেশ সাহা একজন মিউনিসিপ্যাল কমিশনার।

মামলায় প্রকাশ, কৈলাসচন্দ্র সাহা ও মহেশচন্দ্র সাহার ফার্ম্ম গোপনে বীণাপাণি মার্কা ভেজাল সরিষার তৈল এবং অশুদ্ধ তৈল বিক্রয় করিত। মিউনিসিপ্যালিটীর স্বাস্থ্য বিভাগের জনৈক কর্ম্মচারী একজন মিউনিসিপ্যাল কমিশনারসহ একদিন ভেজাল তৈল বিক্রী করিবার সময় ঐ দোকানে হানা দেয়। অতঃপর বীণাপাণি মার্কা তৈল রাসায়নিক পরীক্ষার জন্য বঙ্গীয় স্বাস্থ্যবিভাগের লেবরেটরীতে (কলিকাতা) পাঠান হয়। উহা পরীক্ষার পরে ভেজাল বলিয়া প্রমাণিত হয়। ফার্ম্মের পূর্ব্বেও ভেজাল তৈল বিক্রয়ের অপরাধে শাস্তি হইয়াছিল।

খ্রীষ্টানদের মিছিল আক্রমণ

ডাবেরপাড়া খৃষ্টান মিশনের কাদার লেথাক নামক একজন পাদরী সাহেব, নদীয়া ইসলাম মিশনের সেক্রেটারী মিঃ রিয়াজুদ্দীন, আবু তাহের ইমানি সাহেব, মেবাইল খাঁ, ভূষণ খাঁ, আসগর আলী খাঁ প্রভৃতির নামে এক মামলা আনয়ন করিয়াছেন।

অভিযোগের বিবরণ এই যে, গত ডিসেম্বর মাসে ডাবেরপাড়া খৃষ্টান মিশনের পক্ষ হইতে একটি ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় মিছিল বাহির করা হইয়াছিল। এই মিছিল কোনও মসজিদের নিকট দিয়া যাইবার সময় মুসলমানগণ বলে যে বাজনা বন্ধ করিতে হইবে। খৃষ্টানেরা ইহাতে অসম্মত হইলে মুসলমানগণ লাঠি লইয়া মিছিল আক্রমণ করে। এই ঘটনা হইতেই মামলার উদ্ভব হইয়াছে। ফরিয়াদী পক্ষের কাতপয় সাক্ষীর জবানবন্দী গৃহীত হইয়াছে।

---

৪০ জন দারোগার নামে মামলা

সারণ জেলার ৪০ জন পুলিশ সাব-ইন্সপেক্টার এবং অন্যান্য কতিপয় পুলিশ কর্ম্মচারীর নামে আদালতে মামলা উপস্থিত করা হইয়াছে। তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ এই যে, তাহারা গুরুতর রকমের অপরাধ চাপিয়া দিয়াছে এবং কয়েকটি স্থলে ফৌজদারী মামলা উপস্থিত করে নাই। সারণ জেলায় কয়েকটি ডাকাতি হইয়াছিল; কিন্তু পুলিশ রিপোর্টে তাহার কোন উল্লেখই নাই। অপর কয়েকটি স্থলে ডাকাতির অভিযোগকে চুরির অভিযোগ বলিয়া লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে এবং চুরির অভিযোগ বলিয়াই তদন্ত করা হইয়াছে। অভিযোগ এই যে, কয়েকজন পুলিশ কর্ম্মচারীর সম্মতিক্রমে এইরূপ করা হইয়াছে। এই সকল কর্ম্মচারী ইতিমধ্যে অপর জেলায় বদলী হইয়া গিয়াছে। সি-আই-ডি ইন্সপেক্টার মিঃ রেমণ্ড নাকি এই সকল বিষয় তদন্ত করিয়া বাহির করিয়াছেন।

গোয়ালিয়র রাজ্যে ডাকাতি

গত সপ্তাহে গোয়ালিয়র রাজ্যে তিনটি ডাকাতি হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। তন্মধ্যে মনসাকর্ণবাদ গ্রামে ডাকাতগণ এক মহাজনের গৃহে হানা দেয় এবং টাকা পয়সা কোথায় আছে তাহার খোঁজ না পাইয়া উক্ত মহাজনকে হত্যা করে। প্রকাশ, ডাকাতগণ তাঁহার গৃহ হইতে ২০০০০৲ টাকার জিনিষপত্র লইয়া গিয়াছে। মুরিয়া এবং বুড়াখাড়া গ্রামে হানা দিয়া ডাকাতগণ এক ব্যক্তিকে হত্যা করিয়াছে এবং কয়েক শত টাকার জিনিষপত্র আত্মসাৎ করিয়াছে। বিষণপুরা গ্রামে দেবী নামক একজন দফাদারের নিকট ডাকাতগণ খাবার চাহে। তাহাদের ইচ্ছানুসারে খাবার দেওয়া না হওয়ায় ডাকাতগণ দেবী এবং তাহার ২০ বৎসর বয়স্ক পুত্রকে গুলী করিয়া হত্যা করে।

ভারতে অষ্ট্রিয়ার পণ্যদ্রব্যের প্রদর্শনী

ভিয়েনা হইতে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ ভারতবর্ষে অষ্ট্রিয়ার পণ্যদ্রব্যের প্রদর্শনী খুলিবার জন্য ভারত ও অষ্ট্রিয়ান সরকারের মধ্যে যে কথাবার্ত্তা চলিতেছিল তাহা সাফল্যের দিকে অগ্রসর হইতেছে। আগামী শীতকালে দিল্লী অথবা কলিকাতায় উক্ত প্রদর্শনী হইবে বলিয়া প্রকাশ। দিল্লীতেই প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হইবার বেশী সম্ভাবনা।

কূপ সংস্কার করিতে যাইয়া দুই ব্যক্তির মৃত্যু

মাণিকপুর গ্রামে একটী কূপ সংস্কার করিতে যাইয়া দুইব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে। কূপের মধ্যে সর্পাদি আছে মনে করিয়া উপরে কতকগুলি জলন্ত খড়কুটা ফেলা হয়; কিন্তু কার্ব্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস থাকার দরুণ ঐ খড়কুটা জ্বলে না। তখন একজন বিহারী কূপটা সংস্কার করিবার জন্য কূপের মধ্যে নামে; কিন্তু সে আর বাহির হয় না। পরদিন এক ব্যক্তি তাহার সন্ধানে কূপে নামে; কিন্তু সেও বাহির হয় না। পরে দেখা যায়, উভয়েরই মৃত্যু হইয়াছে।

গয়া ট্রেণ ডাকাতির মামলা

চাঞ্চল্যকর ট্রেণ ডাকাতির মামলায় অভিযুক্ত আসামী চমন আলী, হাজেন শাহা ও মতাবীর সেনাপতি প্রভৃতি পলাতক আসামীর জজ মহোদয় দণ্ডাদেশ প্রদান করিয়াছেন।

মামলার বিবরণে প্রকাশ, আসামী চমন আলী গত ১৩ই মার্চ রাত্রিকালে হাওড়া-দিল্লী এক্সপ্রেস ট্রেণের প্যাসেঞ্জার তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় উঠিয়া ছোরা দেখাইয়া একজন মাড়োয়ারী মহিলার ৫০০০৲ মূল্যের অলঙ্কার লইয়া প্রস্থান করে। পাড়ীতে মোট ৮ জন মহিলা ছিলেন; তন্মধ্যে ২ জন গয়া অভিমুখে তীর্থযাত্রী বাঙ্গালী মহিলা, বাকী ৬ জন মাড়োয়ারী স্ত্রীলোক পশ্চিমাঞ্চলে যাইতেছিলেন। পরবর্ত্তী ষ্টেশনে কাছাকাছি গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া আসামী পলায়ন করে।

সংবাদ প্রাপ্তি মাত্র গয়া রেলওয়ে ষ্টেশনের ভারপ্রাপ্ত পুলিশ ইন্সপেক্টার তদন্ত আরম্ভ করেন। দুই দিন জোর অনুসন্ধানের ফলে গয়া সহরের এক অখ্যাত স্থান হইতে পুলিশ উক্ত চমন আলীকে গ্রেপ্তার করে। তাহার নিকট হইতে গুপ্তকথা আদায় করিয়া পুলিশ বাকী ৩জন আসামীকে কলিকাতায় গ্রেপ্তার করিয়া তাহাদের নিকটে চমন আলী কর্তৃক অপহৃত অলঙ্কারগুলি উদ্ধার করে।

জুরিগণের সহিত একমত হইয়া দায়রা জজ মহোদয় চমন আলীকে ৭ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড ও ৫০০ টাকা অর্থদণ্ড এবং বাকী দুইজন আসামীকে ২ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড ও ৫০০ টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করেন।

মসজিদে সংজ্ঞাহীন বৃদ্ধ ও বালক

আনারকলির সন্নিকটে একটী মসজিদের মধ্যে ৬৫ বৎসরের এক বৃদ্ধ ও একটি ১৫ বছরের বালককে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, গতকল্য বৃদ্ধ, বালকটী এবং অপর তিনজন লোক উক্ত মসজিদে আসিয়া রাত্রিবাস করিতে প্রার্থনা জানায়। কিন্তু ইমাম তাহাদের প্রার্থনায় স্বীকৃত হন নাই। তাহারা অদ্ভুত, একথা বলিয়া জানিয়া ইমাম সাহেবকে যাহারা নমাজ পড়িতে আসিয়াছিল তাহাদের নিকট হইতে কিছু কিছু আদায় করিয়া ঐ পাঁচজনকে খাইবার খরচ দেয়। অতঃপর তাহারা বাজারে গিয়া কিছু খাবার খাইয়া পুনরায় মসজিদে ফিরিয়া আসে। তাহারা রাত্রে মসজিদের মধ্যেই নিদ্রা যায়। প্রাতঃকালে বৃদ্ধ ও বালকটিকে অচৈতন্য অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাদিগকে অবিলম্বে মেয়ো-হাসপাতালে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। সেখানে পরীক্ষার পর জানা যায়, তাহাদের প্রতি ধুতুরাবিষ প্রয়োগ করা হইয়াছে। বৃদ্ধের অবস্থা সঙ্কটজনক।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১০ম বর্ষ } ৯ শ্রীধর গৌরাব্দ ৪৪৯, ৯ই শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১৩৪২, ২৫শে জুলাই ইং ১৯৩৫ বৃহস্পতিবার { ১২৬৩তম সংখ্যা

বিলাতে প্রচার

পাঠকগণ অবগত আছেন, মহামান্য মার্কুইস্ অব্ জেট্‌ল্যাণ্ড মহোদয় লণ্ডন গৌড়ীয়মঠের প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিহৃদয় বন মহারাজের নিকট শ্রীগৌড়ীয়মঠকর্ত্তৃক প্রচারিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর দান প্রেমধর্ম্মের বিষয় শ্রবণ পূর্ব্বক অতিশয় আনন্দিত হইয়া লণ্ডন গৌড়ীয়-মিশন সোসাইটীর প্রেসিডেণ্টের পদ গ্রহণ করিয়াছেন। ভারতসচিব-পদ-প্রাপ্তির পরও মহামান্য জেট্‌ল্যাণ্ড মহোদয় স্বামীজীর প্রচারে কি প্রকার সহানুভূতিসম্পন্ন, তাহা স্বামীজীর অভিনন্দনের উত্তরে লিখিত নিম্নলিখিত পত্রেই প্রকাশ —

INDIA OFFICE,
Whitehall S. W. I.

My dear Tridandi Swami,

I was very glad to receive your letter of the 8th June and your congratulations upon my appointment as Secretary of State for India. I have had many friendly messages on my appointment, but none that I value more than the message which you send on behalf of the Gaudiya Mission Society.

I shall certainly look forward to seeing you before long, though I fear that at the moment, owing to the number of my engagements, I am not in a position to suggest a date. I shall hope to write to you again a little later on.

With kind regards,
Yours sincerely,
Sd. Zetland.

Tridandi Swami B. H. Bon,
Sree Gaudiya Mission Society
London.

অর্থানুবাদ

ইণ্ডিয়া অফিস্, হোয়াইট হল
এস্, ডব্লিউ, ১

প্রিয় ত্রিদণ্ডিস্বামি,

আমি আপনার ৮ই জুন তারিখের পত্র ও আমার 'ভারত সচিব'-পদ-প্রাপ্তির জন্য আপনার অভিনন্দন লাভ করিয়া পরম আনন্দ লাভ করিয়াছি। আমার এই পদ-প্রাপ্তিতে আমি বন্ধুবান্ধবগণের নিকট হইতে অসংখ্য অভিনন্দন লাভ করিয়াছি, কিন্তু (লণ্ডন) 'গৌড়ীয়মিশন সোসাইটী'র পক্ষ হইতে আপনি আমাকে যে অভিনন্দন প্রদান করিয়াছেন, তদপেক্ষা আর কোনটিকেই আমি অধিক মূল্যবান্ বলিয়া বিচার করি না।

আমি অবশ্য অচিরেই আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিব বলিয়া আশা করিতেছি; কিন্তু আশঙ্কা এই যে, বর্ত্তমানে আমাকে এত অধিকসংখ্যক কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতে হইতেছে যে, আমি কোন তারিখ নির্দ্ধারিত করিতে পারিতেছি না। পরে আপনাকে পুনরায় পত্রদ্বারা কিছু নিবেদন করিব।

আপনার অকৃত্রিম
(স্বাঃ) জেট্‌ল্যাণ্ড

• • •

লর্ড জেট্‌ল্যাণ্ড মহোদয় যখন বাঙ্গলার গবর্ণর-পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তখন 'লর্ড রোণাল্ডসে' নামে পরিচিত ছিলেন। সে সময়ে ভারতীয় ধর্ম্মশাস্ত্র ও দর্শন শাস্ত্রে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ পরিদৃষ্ট হইয়াছিল। তিনি ভারতীয় ধর্ম্মের তথ্য জানিবার জন্য বিভিন্ন প্রচলিত প্রতিষ্ঠানে গমন করিতেন। কিন্তু লণ্ডন গৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণকে পাইয়া তিনি আরও অধিকতর আত্মীয়তা ও আগ্রহের সহিত ভারতীয় দর্শন ও ধর্ম্ম-বিজ্ঞান, বিশেষতঃ শ্রীচৈতন্যদেবের বাণীর বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে জানিবার সুযোগ পাইয়াছেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠের বাণী শ্রবণ করিয়া তিনি অতিশয় আনন্দিত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার দেশবাসী যাহাতে ঐ বাণী শ্রবণ করিয়া বিশেষ লাভবান্ হইতে পারে সেই মহানুভবতার বশবর্ত্তী হইয়া তিনি শ্রীপাদ বন মহারাজকে একবার লিখিয়াছিলেন— "I need hardly assure you that you have my continued good wishes for your work in this country"

ব্রহ্মের বেসিন বন্দরে

পাঠকগণ অবগত আছেন,—ব্রহ্মদেশের অন্তর্গত বেসিন (Bassein) বন্দরে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ তথায় প্রচারার্থ গত কয়েকদিন যাবৎ শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী প্রচার করিতেছেন। বেসিনের সুপ্রসিদ্ধ চট্টলসাম্মিলনীতে স্বামীর অধিবেশন হয়। ঐ সভার পুরোভাগে স্বামীজীর নির্দ্দেশানুসারে সর্ব্বাগ্রে উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ ভক্তিসার আচার্য্য মহোদয় "সার্ব্বজনীন বৈষ্ণবধর্ম্ম" সম্বন্ধে একটী পাণ্ডিত্যপূর্ণ দার্শনিক বক্তৃতা প্রদান করেন। তৎপরে স্বামীজী শ্রীগৌরসুন্দরের প্রচারিত প্রেমধর্ম্মের অসমোর্দ্ধত্ব শাস্ত্রযুক্তিমূলে প্রমাণ করিয়া, অপ্রাকৃত প্রেমই যে একমাত্র ভগবানকে বশীভূত করিতে সমর্থ তাহা বক্তৃতা দ্বারা অতি প্রাঞ্জলভাবে সকলকে বুঝাইয়া দেন। স্বামীজীর বক্তৃতা শ্রবণে শ্রোতৃবৃন্দ সকলেই বিস্মিত ও মুগ্ধ হন।

ঐ দিবস যে সমস্ত ভদ্রলোক সভায় যোগদান করিতে পারেন নাই তাঁহাদের আগ্রহে তৎপর দিবস ১২ই জুলাই তারিখে বেঙ্গল ইউনিয়ান ক্লাবে পুনরায় একটি সভা হয়। পূর্ব্বদিনের 'সার্ব্বজনীন বৈষ্ণবধর্ম্ম' সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদানের জন্য স্থানীয় অধিবাসিবৃন্দ শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকবৃন্দকে অনুরোধ করেন। স্বামীজী মহারাজের ইচ্ছানুসারে শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ প্রভু [illegible] উক্ত ক্লাবে 'সার্ব্বজনীন বৈষ্ণবধর্ম্ম' সম্বন্ধে উচ্চকণ্ঠে বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতা সকলেরই শ্রুতিপ্রীতিপ্রদ হইয়াছিল।

নওগাঁ দুবলহাটীতে

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ [illegible] ব্রহ্মচারী সহ গত ২৫শে আষাঢ় নওগাঁ টাউন হইতে রওনা হইয়া দুই ঘটিকার সময় দুবলহাটী রাজবাটীতে উপস্থিত হন। মহামান্য রাজাবাহাদুর মাননীয় ম্যানেজার বাবু প্রভৃতি উপস্থিত থাকিয়া স্বামীজী মহারাজকে বিশেষ সম্বর্দ্ধনা করেন এবং স্বামীজী মহারাজকে তথায় কয়েকদিন অবস্থান করিয়া হরিকথা প্রচার করিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করেন। স্বামীজী মহারাজও সানন্দে ঐ প্রস্তাবে সম্মতি দান পূর্ব্বক তথায় প্রচার করেন।

বরাহনগরে

গত ৫ই শ্রাবণ বরাহনগরনিবাসী স্বধামগত বৈকুণ্ঠনাথ রায় চৌধুরী মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র জমিদার শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী মহাশয়ের গঙ্গাতীরস্থ ভবনে শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম সেবক মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী, প্রত্নবিদ্যালঙ্কার মহোদয় অপরাহ্ণ ৭—৯ ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীধাম ও নামের সংবাদ পাঠ করিয়া আত্ম-শান্তি লাভের উপায় বিশদরূপে বর্ণন করিয়াছেন। পাঠের আদিতে ও অন্তে সুললিত মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হইয়াছে।

৯ শ্রীধর আদি কামদৈকাদশী ৪৪১

সেবাপরাধ

জীবমাত্রেই যখন স্বরূপতঃ সৎ ও ভগবানের সেবক তখন একমাত্র সদ্বস্তু ভগবান্ ও ভগবানের আত্মীয়-স্বজনগণের অর্থাৎ ভক্তগণের কায়মনোবাক্যে সেবা করা যে একান্ত কর্ত্তব্য তাহা সহজেই অনুমেয়। আমরা বর্ত্তমানে পরজগৎ হইতে অনন্ত-কোটী-যোজন দূরে অবস্থিত এই নশ্বর জগতের অধিবাসী হইয়া পড়িয়াছি। সুতরাং এমতাবস্থায় আমাদের পক্ষে ভগবানের সেবা করা সম্পূর্ণ অসম্ভব জানিয়া ভগবান্ অহৈতুকী কৃপাপূর্ব্বক আমাদের মঙ্গলের জন্য পরজগৎ হইতে এ জগতে শ্রীনাম-রূপে, শ্রীবিগ্রহরূপে নামিয়া আসিয়াছেন এবং তাঁহার এই মঙ্গলময় আবির্ভাবের কথা সম্যগ্‌রূপে অবগত হইয়া আমরা তাঁহার চরণে শরণগ্রহণপূর্ব্বক যাহাতে তাঁহার নিরন্তর সেবা করিতে পারি এবং মহাজনানুমোদিত কায়মনোবাক্যে সেবা-সম্পন্ন হইয়া পুনরায় স্বদেশে প্রত্যাগমন করিতে পারি তজ্জন্য দয়াময় ভগবান্ তাঁহার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম নিজজন শ্রীগুরুদেব—সাক্ষাৎ নিত্যানন্দকে ও শুদ্ধভক্ত বৈষ্ণবগণকে এ জগতে প্রেরণ করিয়া আমাদের সৌভাগ্যকাশে উদিত করাইয়াছেন। তাই বর্ত্তমানে বিরূপ ছাড়িয়া স্বরূপ ফিরিয়া পাইবার সুবর্ণ সুযোগ আমাদের হইয়াছে। এখন যদি আমরা সেবায় নিযুক্ত হইতে না পারি তাহা হইলে এমন সুযোগ পাইবার আমাদের সুবিধা রহিল না। সেবাবিষয়ে জ্ঞান না থাকিলে সেবাপরাধ অবশ্যম্ভাবী। তজ্জন্য সেবার ফল যেমন ভক্তিপ্রবৃত্তি বা প্রেম, সেইরূপ নামাপরাধের ফল তার বিপরীত অর্থাৎ প্রবৃত্তি অথবা ভোগ বা ত্যাগ। সেবা সেবকের, সুখদ, তজ্জন্য আর সেবাপরাধ কাম্য, শোকপ্রদ ও দুঃখের জনক-স্বরূপ; সুতরাং সেবাপরাধের বিষয় সম্যগ্‌রূপে অবগত হইয়া সতর্কতাবলম্বনপূর্ব্বক সেবা করা নিশ্চয় কর্ত্তব্য। আমরা অদ্য এতদ্বিষয়ে দুই একটী কথা আলোচনা করিতেছি।

শ্রীআগমশাস্ত্রে ও শ্রীমূর্ত্তিসেবা-সম্বন্ধে নানাবিধ অপরাধের কথা লিপিবদ্ধ আছে। সমস্ত অপরাধের কথা বিবৃত করা দুঃসাধ্য। তাই আমরা আগম শাস্ত্রে যে ৩২ প্রকার সেবাপরাধের কথা কথিত হইয়াছে তাহা বর্ণন করিতেছি।

যথা—(১) যান অর্থাৎ শিবিকাদিতে আরোহণ অথবা পদে পাদুকা প্রদান করতঃ ভগবদ্গৃহে গমন, (২) ভগবৎপ্রীত্যর্থে কৃত উৎসবাদি অর্থাৎ ভগবৎসম্বন্ধীয় জন্মাষ্টমী, দোল প্রভৃতি উৎসবের অকরণ, (৩) ভগবানের সম্মুখে প্রণাম না করা, (৪) উচ্ছিষ্টলিপ্ত দেহে অথবা অশৌচে ভগবদ্-বন্দনাদি, (৫) এক হস্ত দ্বারা প্রণাম, (৬) শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে প্রদক্ষিণ, (৭) ভগবানের অগ্রে পাদপ্রসারণ, (৮) পর্য্যঙ্ক-বন্ধন অর্থাৎ ভগবানের অগ্রে হস্ত দ্বারা জানুদ্বয় বন্ধনপূর্ব্বক উপবেশন, (৯-১৮) শ্রীমূর্ত্তির অগ্রে শয়ন, ভোজন, মিথ্যাকথন, উচ্চৈঃস্বরে ভাষণ, পরস্পর কথোপকথন, রোদন, কলহ, কাহারও প্রতি নিগ্রহ, কাহারও প্রতি অনুগ্রহকরণ, সাধারণ মনুষ্যের প্রতি নিষ্ঠুর ভাষণ, (১৯) কম্বলের আবরণ অর্থাৎ কম্বল গায়ে দিয়া সেবাদি-কার্য্য করিবে না, কিন্তু পাড়া হইলে দোষ খণ্ডিত হইতে পারে, (২০-২৩) পরনিন্দা, পরস্তুতি, অশ্লীল ভাষণ অর্থাৎ মন্দ কথা, অধোবায়ু পরিত্যাগ। (২৪) সামর্থ্য থাকিলেও অল্প উপচার দান অর্থাৎ পুষ্প, তুলসী প্রভৃতি আহরণ করিয়া পরিপাটীরূপে ভগবৎপূজাদি নির্ব্বাহ করিতে সামর্থ্য থাকিলেও সংক্ষেপে অল্প দ্রব্যে পূজাদিনির্ব্বাহকরণ অর্থাৎ অর্থ-সামর্থ্য থাকিলেও কুণ্ঠা প্রকাশপূর্ব্বক অল্প-ব্যয়ে ভগবৎপূজাকরণ, (২৫) অনিবেদিত ভক্ষণ, (২৬) যেকালে যে ফল বা শস্যাদি উৎপন্ন হয় সেকালে তাহা ভগবানে প্রদান না করা, (২৭) আনীত দ্রব্যের অগ্রভাগ অন্যকে দিয়া অবশিষ্টাংশ ব্যঞ্জনাদিতে প্রদান, (২৮) শ্রীমূর্ত্তির দিকে পৃষ্ঠদেশ প্রদর্শন করিয়া উপবেশন, (২৯) শ্রীমূর্ত্তির অগ্রে শ্রীগুরুদেব ব্যতীত অন্যকে অভিবাদন, (৩০) গুরুদেবে মৌন অর্থাৎ গুরুদেবের কোন স্তবাদি না করিয়া তূষ্ণীম্ভাবে অবস্থান, (৩১) আপনার স্তুতিকরণ এবং (৩২) দেবনিন্দা। এই বত্রিশ প্রকার সেবাপরাধ বারাহপুরাণ এবং অন্যান্য শাস্ত্রে যে সকল অপরাধের কথা বর্ণিত আছে তাহার সংক্ষেপে বর্ণিত হইল। যথা—রাজান্নভক্ষণ, অন্ধকার গৃহে শ্রীমূর্ত্তির স্পর্শন, বিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া কেবল চাদরে শ্রীহরির উপাসনা করা, বাদ্য না করিয়া শ্রীমন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটন, কুক্কুরাদি দ্বারা দূষিত দ্রব্যাদি সংগ্রহকরণ, পূজাকালে মৌনভঙ্গ, পূজা করিতে করিতে মলত্যাগার্থ গমন, গন্ধমাল্য প্রদান না করিয়া অগ্রে ধূপ দেওন, অযোগ্য পুষ্পে পূজন, দন্তধাবন না করিয়া, স্ত্রীসম্ভোগ করিয়া, রজঃস্বলা স্ত্রীস্পর্শ, দীপস্পর্শ, শবস্পর্শ, রক্তবর্ণ, নীলবর্ণ, অধৌত বস্ত্র ও পরবস্ত্র পরিধান; মৃতদর্শন, অধোবায়ু পরিত্যাগ, ক্রোধকরণ, শ্মশানগমন, ভুক্তদ্রব্য জীর্ণ না হইতে কুসুম্ভ অর্থাৎ গাঁজাপান, পিন্যাক অর্থাৎ অহিফেন ভোজন, এবং তৈলমর্দ্দন করিয়া হরিস্পর্শ, হরিসেবা, ভগবৎ-শাস্ত্রের প্রতি অনাদর করিয়া অন্যশাস্ত্রের প্রবর্ত্তন, ভগবানের অগ্রে তাম্বূলচর্ব্বণ, এরণ্ডপত্রস্থ পুষ্পদ্বারা অর্চ্চন, আসুরিককালে ভগবৎপূজা, পীঠ অথবা ভূমিতে উপবেশনপূর্ব্বক পূজন, স্নানকালে বামহস্তদ্বারা শ্রীমূর্ত্তিস্পর্শন, পর্য্যুষিত অথবা যাচিত পুষ্পদ্বারা অর্চ্চন, পূজাকালে থুৎকার নিক্ষেপ, পূজাকালে স্বীয় গর্ব্ব প্রতিপাদন অর্থাৎ আমি বড় পূজক ইত্যাদি মনন, তির্য্যক্‌পুণ্ড্র ধারণ, পাদপ্রক্ষালন না করিয়া শ্রীমন্দিরে প্রবেশ, অবৈষ্ণবের পাক করা অন্ন ভগবান্‌কে নিবেদন, অবৈষ্ণবের সম্মুখে বিষ্ণুপূজন, গণেশকে পূজা করিয়া এবং কপালি অর্থাৎ নরাস্থিধারী প্রভৃতি ব্যক্তিকে দর্শন করিয়া বিষ্ণুপূজন, নখস্পৃষ্ট জলে শ্রীমূর্ত্তির সেবন, ঘর্ম্মাক্তকলেবরে বিষ্ণুপূজন, নির্ম্মাল্য লঙ্ঘন, ভগবানের নামে শপথাদি করণ ইত্যাদি।

সেবাপরাধ অসংখ্য। আমরা তন্মধ্যে কিছু কিছু সংক্ষেপে আলোচনা করিবার প্রয়াস পাইলাম। শাস্ত্রে যে সকল অপরাধের কথা আছে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ সেগুলিকে বরাহপুরাণ ও পদ্মপুরাণ-মতে সাধারণ ব্যবহার, অবজ্ঞা, অপবিত্রতা, ঔদাসীন্য ও গর্ব্ব, এই পাঁচভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। অর্থ আছে অথচ শ্রীমূর্ত্তি-সেবনে নিয়মিতরূপে উৎসব করা হয় না। সামর্থ্য থাকিতেও গৌণোপচার দ্বারা পূজা নির্ব্বাহ করা, যেকালে যে দ্রব্য বা ফল পাওয়া যায় তাহা যত্নপূর্ব্বক ভগবান্‌কে না দেওয়া, ভগবানের স্তব, বন্দনা, প্রণতি না করিয়া অবস্থিত হওয়া। প্রদীপ না জ্বালিয়া ভগবদ্গৃহে প্রবেশ। সাধারণ ব্যবহার হইতে এই সকল অপরাধ সংঘটিত হয়। মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণ একটু সতর্কতা অবলম্বন করিলেই অনায়াসে এই সকল অপরাধের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারেন।

যানারোহণ বা পাদুকা গ্রহণপূর্ব্বক ভগবদ্গৃহে গমন, শ্রীমূর্ত্তির সম্মুখে প্রণাম না করা, একহস্ত দ্বারা বা খালিহাতে প্রণাম, অনুনিবারা ভগবন্মূর্ত্তি নিক্ষেপ, শ্রীমূর্ত্তির সম্মুখে প্রদক্ষিণ, শ্রীমূর্ত্তির অগ্রে পাদপ্রসারণ, পর্য্যঙ্কবন্ধে স্তব পাঠ, শ্রীমূর্ত্তির অগ্রে শয়ন, ভোজন ইত্যাদি শারীরিকর্ম, উচ্চৈঃস্বরে ভাষণ, পরস্পরে কথোপকথন বিষয়ভৌতিকচর্চ্চায় রোদন, কলহ, অন্য ব্যক্তির সহিত আলোচনা অধোবায়ু পরিত্যাগ, আনীত দ্রব্যের অগ্রভাগ অন্যকে দিয়া অবশিষ্টাংশ ভগবানকে অর্পণ, শ্রীমূর্ত্তির দিকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিয়া উপবেশন, শ্রীমূর্ত্তির সম্মুখে অন্যকে অভিবাদন, অকালে শ্রীমূর্ত্তি দর্শন (যেকালে বাহির হন সে-সময় ব্যতীত অন্য সময় দর্শন) এই কার্য্যসকল সেবা সম্বন্ধে অবজ্ঞা।

উচ্ছিষ্ট বা অশুচিকার অশুচিদেহে ভগবন্মন্দিরে গমন, পশুলোমযুক্ত বস্ত্রাবরণে ভগবানের সেবাকরণ, পূজাসময়ে থুৎকার, সেবা-সময়ে অন্যবিষয়ে চিন্তা ইত্যাদি নানা-প্রকার অপবিত্রতার কথা শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ আছে। ভগবৎ-সেবার পূর্ব্বে অন্নগ্রহণ, অনিবেদিত-অন্নগ্রহণ, শ্রীমূর্ত্তি ও তৎসেবার দর্শন না করা, নিজ প্রিয়বস্তু ও কালোচিত ফলাদি অর্পণ না করা, হরিবাসর পালন না করা, এসমস্ত সেবাপরাধগুলি নিষ্ঠাভাব হইতেই হৃদয়ে স্থান পায়। সেবাকালে আপনাকে নিষ্কিঞ্চন ভগবদ্দাস বলিয়া জানা দরকার তাহা না করিয়া আপনার প্রশংসা কীর্ত্তন বা আপনাকে শ্রেষ্ঠ পূজক বলিয়া অভিমান করার নাম সেবাকালীন গর্ব্ব। অনেক সামগ্রী ও আড়ম্বরের সহিত শ্রীমূর্ত্তি-সেবা করিয়া আপনার বড় বিবেচনা করিলে গর্ব্ব হয়।

যাঁহারা আত্মমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী তাঁহারা এই বিপজ্জনক সেবাপরাধ হইতে সতর্ক হইয়া সাধুর আনুগত্যে শ্রীমূর্ত্তি সেবা করিলে তাঁহাদের অমঙ্গলের আর সম্ভাবনা থাকে না। সর্ব্বপ্রকার অপরাধ করিয়াও মনুষ্য যদি ভগবৎসেবার্থ ভগবদভিন্ন শ্রীগুরুসেবা করিবার সৌভাগ্য পায় তাহা হইলে সে সেইসকল অপরাধ হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারে। শ্রীগুরুকৃপার নিকট অসম্ভব বলিয়া কোনও কথা নাই। শ্রীগুরুকৃপাকণার লেশমাত্র পাইলেও অসাধ্য কার্য্যও সহজসাধ্য হইয়া পড়ে; এমন কি, বেদেরও অগম্য এবং বেদমুনিবৃন্দেরও দুর্লভ অতীন্দ্রিয়, অপ্রাকৃত কৃষ্ণের সহিত সাক্ষাৎকারও অতীব সুলভ ও সহজ হয়; সুতরাং গুরুতে শুদ্ধবুদ্ধি করিয়া—তাঁহাকে ভগবান্ বা ভগবৎ-শ্রেষ্ঠ জানিয়া নিরন্তর তাঁহার ও তৎশ্রেষ্ঠ গৌরের শুদ্ধসেবাদাসের জন্য নিষ্কপট ও ঐকান্তিকী প্রচেষ্টা যে বিশেষ আবশ্যক, তাহাতে আর সন্দেহ কি? তাই বলি, গুরুদাসই কৃষ্ণদাস, এতদ্ব্যতীত অন্য কেহই কৃষ্ণদাস বা কৃষ্ণকৃপাপাত্রের যোগ্য নহে এবং এই সেবাপরাধের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার সামর্থ্য আর কাহারও নাই বা থাকিতেও পারে না। সাধু সাবধান!!

বৈষ্ণবের লক্ষণ

(শ্রীমহানন্দ ব্যাসাধিকারী)

বাহাতে বৈষ্ণবে অবৈষ্ণববুদ্ধি বা অবৈষ্ণবে বৈষ্ণববুদ্ধিরূপ নামাপরাধ হইতে সতর্ক থাকিতে পারা যায়, তজ্জন্য বৈষ্ণবের শাস্ত্রোক্ত লক্ষণ ও পরিচয় পর্য্যালোচিত হওয়া আবশ্যক।

অসাধু কখনও বৈষ্ণব নহে। বৈষ্ণবতায় অন্যাভিলাষ, অশান্তভাব বা চঞ্চলচিত্ততার অবকাশ নাই। শাস্ত্র বলেন—

"কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম, অতএব শান্ত।
ভুক্তিমুক্তিসিদ্ধিকামী সকলই অশান্ত॥"

ভুক্তি, মুক্তি প্রভৃতি অন্যাভিলাষ-সম্পন্ন ব্যক্তির হৃদয়ে বৈষ্ণবতার প্রধান লক্ষণ ভক্তি উদিত হয় না।

"ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা যাবৎ পিশাচী
হৃদি বর্ত্ততে।
তাবদ্ভক্তি-সুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ॥"

হিংসা-দ্বেষ-শোকাদি দ্বারা অভিভূত অন্তঃকরণে বিষ্ণুভক্তির সম্ভাবনা নাই।

"শোকামর্ষাদিভির্ভাবৈরাক্রান্তং যস্য
মানসম্।
কথং তত্র মুকুন্দস্য স্ফূর্ত্তি সম্ভাবনা ভবেৎ॥"

অবৈষ্ণবের নিকট শ্রীবিষ্ণুর অর্চ্চামূর্ত্তি পূজা হইলেও বিষ্ণুভক্ত বা অন্য কেহ সমাদৃত হন না। প্রাকৃত কনিষ্ঠাধিকারী ব্যক্তি ও অবৈষ্ণবের পার্থক্য বেশী নহে। কারণ কনিষ্ঠাধিকারী অবৈষ্ণবতুল্য।

"অর্চ্চায়ামেব হরয়ে যঃ পূজাং শ্রদ্ধয়েহতে।
ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ
স্মৃতঃ॥"

বিষ্ণুর আরাধনাপেক্ষা যে বৈষ্ণবের পূজা শ্রেষ্ঠ, অবৈষ্ণবের আচরণে সে বিশ্বাসের অভাব পরিদৃষ্ট হয়।

"আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং
পরম্।
তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চ্চনম্॥"

এই বাক্যে তাহার বিশ্বাসের নিদর্শনাভাব। শ্রীগোবিন্দের অর্চ্চনা করিয়া তদাশ্রিত ভক্তজনকে যে ব্যক্তি সমাদর করে না, সে যে বৈষ্ণব নহে পরন্তু দাম্ভিক-মাত্র, সে-কথা অবৈষ্ণবের সম্ভাবনা নাই। সে বুঝে না যে—

অর্চ্চয়িত্বা তু গোবিন্দং তদীয়ান্নার্চ্চয়েত্তু যঃ।
ন স ভাগবতো জ্ঞেয়ঃ কেবলং দাম্ভিকঃ
স্মৃতঃ॥"

"আমার ভক্তের পূজা আমা হৈতে
বড়।
বেদ-পুরাণেতে উহা কহিয়াছে দড়॥"
"যে মে ভক্তাঃ জনাঃ পার্থ ন মে ভক্তাশ্চ
তে জনাঃ।
মদ্ভক্তানাং যে ভক্তাস্তে মে ভক্ততমা
মতাঃ॥"

এই সমস্ত ভগবদ্বাক্যে অবৈষ্ণবের বিশ্বাসাভাব; বিশ্বাস থাকিলে তাহার আচরণও তদ্রূপই হইত।

বৈষ্ণবমাত্রই সাধু। সাধু কখনও অব্যবস্থিত-চিত্ত নহে; পরন্তু স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ তাহাতে সম্পূর্ণরূপে বিদ্যমান। তিনি বিষয়-বাসনামূলক সর্ব্বপ্রকারের কামদোষ-বিবর্জ্জিত। তিনি আত্মারাম—দুঃখাগমে উদ্বিগ্ন বা সুখাগমে উৎফুল্ল হন না। ভয়, ক্রোধ বা আসক্তি তাঁহাতে থাকিতে পারে না। তিনি ইন্দ্রিয়জয়ী গোস্বামী। পরব্রহ্ম বা ভগবানের সাক্ষাৎকারলাভে তাঁহার কৃষ্ণেতর সমস্ত বাসনা সমূলে উৎপাটিত হইয়াছে।

গীতাতে তাঁহার পরিচয় নিম্নোক্ত শ্লোকে পাওয়া যায়—

"প্রজহাতি যদা কামান্ সর্ব্বান্ পার্থ
মনোগতান্।
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে॥
দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে॥
যঃ সর্ব্বত্রানভিস্নেহস্তত্তৎ প্রাপ্য
শুভাশুভম্।
নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা
প্রতিষ্ঠিতা॥"

বৈষ্ণব-সেবার দোহাই দিয়া কিংবা সমদর্শিতা প্রদর্শন করিয়া কখনও নামগ্রহণে শৈথিল্য প্রদর্শন করেন না। প্রত্যহ তিন লক্ষ না হইলেও অন্ততঃ এক লক্ষ নাম তিনি অবশ্যই গ্রহণ করেন। কারণ, মহাপ্রভু "লক্ষপতি" অর্থাৎ যিনি অন্ততঃ এক লক্ষবার নাম না করেন এরূপ ব্যক্তির নিবেদিত অন্ন কখনও গ্রহণ করেন না। তিনি মধ্যমাধিকারী ভক্তের লক্ষণ-স্বরূপে বলিয়াছেন:—

"কৃষ্ণনাম নিরন্তর যাঁহার বদনে।
সেই ত বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠ ভজ তাঁহার চরণে॥"

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন, ঈশ্বরে, তদধীন ভক্তে, অজ্ঞজনে ও দ্বেষপরায়ণ ব্যক্তিতে যিনি যথাক্রমে প্রেম, মৈত্রী বা বন্ধুতা, কৃপা ও উপেক্ষা প্রদর্শন করেন তিনি মধ্যমাধিকারী বৈষ্ণব। ইহার অন্যথাকারী বৈষ্ণব-পদবাচ্য নহে।

"ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ।
প্রেম-মৈত্রী-কৃপোপেক্ষা যঃ করোতি
স মধ্যমঃ॥"

বলা বাহুল্য যে, বৈষ্ণব অবশ্যই ভগবানের প্রিয়। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় তাঁহার লক্ষণ এইরূপ। যে ভক্ত সর্ব্বভূতে দ্বেষ না করে, মিত্র ও অহঙ্কারশূন্য, কিন্তু জীবমাত্রে মিত্রতা ও করুণাসম্পন্ন, ক্ষমাশীল, সতত সন্তুষ্ট, সংযমী ও দৃঢ়নিশ্চয় এবং ঈশ্বরে অর্পিত-মনোবুদ্ধি তিনিই ভগবানের প্রিয়। যাঁহা হইতে লোক উদ্বেগ পায় না ও যিনি অপর লোক হইতে উদ্বেগপ্রাপ্ত হন না এবং হর্ষ, ক্রোধ ও ভয়রূপ উদ্বেগ হইতে যিনি মুক্ত তিনি ভগবানের প্রিয়। যিনি হর্ষ, দ্বেষ, শোক ও আকাঙ্ক্ষারহিত, শুভাশুভফলত্যাগী ও ভক্তিমান্ তিনি ভগবানের প্রিয়। শত্রু-মিত্রে, মানাপমানে, শীতোষ্ণ ও সুখ-দুঃখে যিনি সমবুদ্ধি, যিনি আসক্তিবর্জ্জিত ও নিন্দাস্তুতিতে তুল্যবুদ্ধি, যে কোন অবস্থাতেই সন্তুষ্ট ও স্থিরমতি তিনি ভগবানের প্রিয়। আবার শ্রীমদ্ভাগবত বলেন, হৃষীকেশ ভগবান্ তাঁহার প্রতিই অতি শীঘ্র সন্তুষ্ট হন যিনি—

"পিতেব পুত্রং করুণো নোদ্বেজয়তি
যো জনম্।
বিশুদ্ধস্য হৃষীকেশস্তূর্ণং তস্য প্রসীদতি॥"

যিনি প্রাণিমাত্রকে উদ্বেগ না দিয়া করুণ পিতার ন্যায় পুত্র-নির্ব্বিশেষে অবলোকন করেন সেই বিশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির প্রতি ভগবান্ অতি শীঘ্র সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। এই সমস্ত বাক্য হইতে আমরা বৈষ্ণবের লক্ষণসমূহ প্রাপ্ত হই। উহাদ্বারা বৈষ্ণবতা সম্বন্ধে আত্মপরীক্ষা ও অন্যপরীক্ষা চলিতে পারে। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ব্যক্তিই বৈষ্ণব। তিনি অপরকে উপদেশাদি দ্বারা চালাইতে সমর্থ। বাস্তবিকে উপদেশের কাজেও ভক্তির উপদেশ প্রদানে তাঁহারই অধিকার, অপরের নহে। কারণ—

"তৃণাদপি ভাগবতং গ্রাহ্যং ন মুখ্যা ন চ
টীকয়া।"

বাগ্-বেগ, ক্রোধবেগ, জিহ্বা-বেগাদি ধারণে অসমর্থ ব্যক্তি বৈষ্ণবপদবাচ্য নহে। যিনি "তৃণাদপি সুনীচ" শ্লোকের মর্ম্মানুবর্ত্তিত পয়ারের অর্থে আস্থাবান্ তিনিই বৈষ্ণব। সে পয়ারটি এই:—

"তৃণ হৈতে নীচ হঞা সদা লবে নাম।
আপনি নিরভিমানী, অন্যে দিবে মান॥
তরুসম সহিষ্ণুতা বৈষ্ণব করিবে।
ভর্ৎসন তাড়নে কা'কে কিছু না বলিবে॥
কৃষ্ণ অধিষ্ঠান জানি সর্ব্বজীবে সদা।
সম্মান করিবে সবে আদরে সর্ব্বথা॥
দৈন্য, দয়া, অন্যে মান, প্রতিষ্ঠা-বর্জ্জন।
চারিগুণে গুণী হঞা করহ কীর্ত্তন॥"

শ্রীলপ্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

পরমার্থ-সম্পুটের অমূল্য মাণিক্য
ভিক্ষা :—১ম খণ্ড—৷৵০ :
১৲; ৩য় খণ্ড—৷৵০ ৪র্থ খণ্ড—৷৵০ —
প্রাপ্তিস্থান—গ্রন্থ-বিভাগ, শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ধন্য-চরিত্র

(২)

প্রভুর বচন শুনি,
করযোড়ে সবিনয়ে কহে ভক্তরাজ
শ্রীহরিকৃপায় মোর কভু নাহি থাকি
অনশনে, প্রত্যহ কিছু না কিছু দেন
ভগবান, তাতে তুষ্ট হ'য়ে করি দিন
অতিক্রম। এই দেখ দেব! পরিধেয়,
কোনক্রমে করি তবে লজ্জা নিবারণ।
শ্রীধর উত্তর শুনি গৌর ভগবান্
কহিলেন পুনর্ব্বার শুনহে ব্রাহ্মণ,
এই দেখ শ্রীহরির ভজনের ফল,
শত স্থানে ছিন্ন বস্ত্র,
এই দেখ জরাজীর্ণ কুটীর উপরে,
নাহি লোকে এক গুচ্ছ তৃণ কি কারণে?
প্রত্যক্ষেতে দেখ এই গ্রামবাসিগণ,
পরিহরি সে নিষ্ঠুর শ্রীহরির সেবা,
সর্ব্ববিধ কামদাত্রী পূজিয়া চণ্ডিকা,
সর্পভয়বিনাশিনী দেবী বিষহরি
স্বচ্ছন্দে রহিয়া সবে বিলাসের সুখ,
করিছে কালাতিপাত পরম আনন্দে।
আর তুমি সর্বক্ষণ করি' হরি হরি,
নিশিদিন রত থাকি হরির সেবায়,
বিসর্জ্জিয়া ঐহিক সুখ-আকাঙ্ক্ষা
স্বেচ্ছায় ক'রেছ এই দুর্দ্দশা প্রাপ্ত।
শ্রীকৃষ্ণে শরণাগত
কহিলা শ্রীধর শ্রীশচীনন্দন পানে',
দেখ বিপ্র বিচারিয়া তুমি বিচক্ষণ,
এই পৃথিবীর নরপতি, অর্থ[illegible]
[illegible] উচ্চ অট্টালিকা, নরপতি
[illegible] অট্টালিকা মাঝে
[illegible] পালঙ্ক উপরে
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] সুখে [illegible] পুষ্পাদি,
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

শুদ্ধভক্তি মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ

(আকর-মঠরাজ)

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীনবদ্বীপধাম হইতে প্রায় ৩০০ বর্ষ উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যবর্য্য শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্যমঠ বিরাজমান। এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বতকল্পতরু। এই মঠাভ্যন্তরে শ্রীভক্তি-নামামৃত ব্যাকরণাদি বেদান্তসমূহের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারি ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র 'নদীয়া-প্রকাশ', সাত্বত সম্প্রদায়ে অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থাদি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতি বৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমাদ্ভুত ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীসহ কীর্ত্তন-প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তি-ধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভজনমন্দিরে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দজীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। প্রত্যহ পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি গ্রন্থ ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হয়। এই মঠ হইতে মহানগরীর সর্ব্বত্র হরিকথা-প্রচার, মহানগর-সঙ্কীর্ত্তন, বক্তৃতা, ব্যাখ্যা ও সঙ্কীর্ত্তন মহা-মহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান হয়। মঠরক্ষক—মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-স্থান মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী সেবাকোবিদ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী এখানে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান, রক্ষক—শ্রীমদ্বিত দাসাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—গোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

(৭) কাজীর সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদ-কাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীমদানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক।

(৮) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও রাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান দাস ব্রহ্মচারী।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(১০) মোদদ্রুম-ছত্র "গৌড়ের নৈমিষ"

মাউগাছি, পোঃ জান্নগর, (বর্দ্ধমান)।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান। শ্রীগৌরনিত্যানন্দের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবঙ্কুবিহারী ব্রজবাসী, ভক্তিভূষণ।

(১১) ঋতুদ্বীপ কুঞ্জকানন

শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীনদীয়ানন্দ ব্রহ্মচারী

(১২) কুঞ্জকুটীর—পোঃ কৃষ্ণনগর,

নদীয়া। রক্ষক—শ্রীমধুসূদনানন্দ অধিকারী

(১৩) ভাগবত-আসন—পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

এই স্থান হইতে ভাগবতসিদ্ধান্ত প্রদর্শনী প্রচারিত হয়। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৪) একায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হালসাদি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী ভক্তিসার।

(১৫) মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঁচালপাড়া, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(১৬) মাধ্বগৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, পোঃ ঢাকা

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীপাদ কুঞ্জবিনোদ বিদ্যাবিনোদ বি-এ

(১৭) গোপালজীউ মঠ—কমলাপুর, (ঢাকা)

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান। রক্ষক—শ্রীরাধাদাস ব্রজবাসী.

(১৮) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)।

এখানে শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীমদ্বাদিদ্বিজ ব্রহ্মচারী

(১৯) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

মহারাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীসুন্দর ভাগবতাশ্রী এম-এ, বি-এল।

(২০) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাল্লু, (কাঁথি)

এখানে মহাপুরুষাদির গৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(২১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীঅতেশ্বর দাসাধিকারী.

(২২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

গুরুবোতা, পোঃ চিৎকুড়া, (বাঁকুড়া)

এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী।

(২৩) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে গুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান্দাস ব্রজবাসী ভক্তিরত্ন।

(২৪) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী।

(২৫) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ বক্সীবাজার, (কটক)

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদবনমালীজীউর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর

(২৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর পুরী,

শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন।

(২৭) পুরুষোত্তম মঠ

ভক্তিকুটী, পোঃ পুরী উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীউর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগদাধর অধিকারী

(২৮) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগোপীনাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী দাসাধিকারী।

(২৯) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, গোদাবরী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—শ্রীনরহরি দাসাধিকারী ভক্তিলোচন।

(৩০) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪৭নং কার্ত্তিকপুরা, বেনারস সিটি

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বাগিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীমহেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(৩১) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বোন

(৩২) সনাতন মঠ.

পোঃ নিমসার, সীতাপুর

এখানে শ্রীপ্রণব পাঠশালা ও গৌরবিনোদ-বিহারীজীউর সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীমদনারায়ণ দাসাধিকারী।

(৩৩) কৃষ্ণচৈতন্য মঠ

পুরাণমহল, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

এখানে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিত্য-সেবা হয়। রক্ষক—শ্রীসুন্দর ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠ

ঝণ্ডাঘাট মথুরা

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ

(৩৫) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ—শ্রীরাধাকুণ্ড

রক্ষক—শ্রীরাধারমণচরণ ব্রহ্মচারী

(৩৬) কুঞ্জবিহারী-মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৩৭) গোপীবিহারী মঠ

সেবগ্রামী, পোঃ মোঙ্গেল, জেলা গুর্দাসপুর (পাঞ্জাব) রক্ষক—শ্রীগোপবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৩৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং বনমান রোড, নিউ দিল্লী।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধরের সেবা।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গোস্বামী

(৩৯) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল।

এখানে গৌরবিনোদজীউর সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীনবগোপাল অধিকারী।

(৪০) সারস্বত-গৌড়ীয় মঠ

কারবার মাতারণপুর, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসম্বন্ধ গিরি

(৪১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ রায়পেট্টা মাদ্রাজ।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা।

রক্ষক—শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব

(৪২) বোম্বে-গৌড়ীয়-মঠ কার্য্যালয়

প্রোক্টর রোড, চৌপাটি বিল্ডিং, বাংলো নং ১, বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মা মজুমদার।

(৪৩) অমরাসি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমরাসি, মেদিনীপুর

(৪৪) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী

(৪৫) পাটনা গৌড়ীয় মঠ

১০০ মিঠাপুর, পাটনা।

রক্ষক—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী রামকমল

(৪৬) গয়া গৌড়ীয় মঠ

হিল সাইড, চার্চ রোড, গয়া

রক্ষক—উপদেশক শ্রীমদেশ্বর বাসুদেব

(৪৭) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠ বালেশ্বর

রক্ষক—শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয়

৩ গ্লস্টার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, এস-ডব্লিউ ৭, লণ্ডন

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন

(৪৯) বার্লিন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

Berlin W. 30

Eisenacher strasse 30 I.

(৫০) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

৩৫০ নং ডালহৌসী ষ্ট্রীট রেঙ্গুন।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম স্কন্ধ হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ- দ্বাদশ স্কন্ধ পৃথক ৷৷৴০
২। পঞ্চম বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৩৲
৩। অনু-ভাষ্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৩৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড— ৩—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৩- ৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—১৲; ২য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব—১৲
৮। সৎক্রিয়াসার—দীপিকা ও সংস্কার-দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণব ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষৎ ।০
১৮। ব্রাহ্মণ-আল্ বর ।০
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৷৴০
২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৷৷৴০
২২। ভজন-রহস্য
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ ও (বাঁধা) ৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ)
২৬। গীতার কেবল মূল-ভাষা ।০
২৭। দুঃখিমাত্রিকা অপগৌরবঃ সানুবাদ ২৲
২৮। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸
৩০। দীপ-দিগ্ দর্শন ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৶০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-প্রমাণ ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি ৴০
৪১। গীতাবলী ৴০
৪২। চিত্রে নবদ্বীপ ১।০
৪৩। সাধনকণ ৴০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৴০
৪৬। অর্চ্চনপদ্ধতি ৴০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। স্তবকল্প ৴১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয়
৫৫। গুরুচরণাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৴০
৫৭। ঈশোপনিষৎ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণবোধ ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সাধ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যলীলামৃত সারঃ ।০
৬১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৬২। সটিক-শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৬৩। জন্মকম্ ।০
৬৪। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৷৷৴০
৬৫। গৌড়ীয়মঠ পরিচয়ঃ ৴০
৬৬। সায়াহ্নবর্ণনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৭। রায় রামানন্দ ।০
৬৮। এ কিউ ওয়ার্ডস্ অন্ বেদান্ত ।০
৬৯। নামভজন ।০
৭০। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজি অ্যাণ্ড অণ্টলজি ।০
৭১। থিয়েষ্টিক ওয়ার্কস ৷৷৴০
৭২। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।০
৭৩। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৪। কোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ৴০
৭৫। দি ভাগবত ।০
৭৬। ইরোটিক্ প্রিন্সিপ্ল্ অ্যাণ্ড আনেলয়েড ডিভোশন ।০
৭৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২।০
৭৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম ভাগ) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৭৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮০। সাধন-পথ ।০
৮১। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৮২। গীতাবলী ৴০
৮৩। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৪। শরণাগতি ৴০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
গৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় ইহা হইতে ... কার্ত্তি ... সাধক। ... সংযুক্ত ... একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অবস্থার সহায়ক হইবে কিনা ... মূল্য ছোট বোতল ৷৷৴০ আনা, বড় বোতল ১৷৴০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউন্‌টেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। উহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং
কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার
কলিকাতা

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণে লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে কথাসার ও শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও
শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ দুঃখহারী এম, এ, বি, এল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। প্রতি বর্ষ [illegible] টাকা ভিক্ষায় কলিকাতা বাগবাজার গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৬৲, ষাণ্মাসিক ৩৸০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। বৈষ্ণবাশ্রম শ্রী[illegible] হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৸০

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহা-[illegible] সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৸০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ [illegible] সেবাতীর্থ বি-এল, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া [illegible] হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় পাক্ষিক। ভিক্ষা সডাক ১৸০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল শ্লোক অক্ষরে এবং তাঁহার বর্ত্তমান যুগে শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। অতি সুন্দর ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০২৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। তদতিরিক্ত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোক সূচী, পদ্যসূচী, গ্রন্থসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়-সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী-পত্র। সমগ্র শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের একত্র উৎকৃষ্ট ও অখণ্ড বিরাট সংস্করণ জগতের কোথায়ও আর কখনও প্রকাশিত হয় নাই, যাহা নিরপেক্ষ পাঠক-মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

[ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

[illegible] কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম্-এ, মহোদয়ের স্রোতস্বতী এবং পরিপক্ক লেখনীর অপূর্ব্ব অবদান যাহা একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-গাথা [illegible] এই বিরাট, অভিনব ও অসাধারণ গ্রন্থ বাঁধাই ও বিবিধ চিত্র-সজ্জিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দার্শনিক প্রণালী অনুসারে বর্ত্তমান যুগে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা প্রথম খণ্ডে [illegible] অধ্যায়ে, প্রায় [illegible] পৃষ্ঠায় হইয়া ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের স্বকীয় মুখবন্ধ (Foreward) প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত শব্দসূচী [illegible] (Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, [illegible], মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

[illegible]

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

প্রস্তুত করিতে কত সহজ
দামে কত সস্তা
জ্বরে কত উপকারী

আপনার
রোগ নিবারণী
ক্ষমতা
বৃদ্ধি করিবে

রবিনসনের
'পেটেন্ট'
বার্লি

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'শ্রীনাম' নবদ্বীপ

দৈনিক

REG. NO C. 1544

নদীয়াপ্রকাশ
THE
NADIA-PRAKASH

চৈতন্যোপনিষদ্
বঙ্গ অক্ষরে মূল ও
অনুবাদসহ প্রকাশিত
হইয়াছে। কাগজ ও
ছাপা অতি উত্তম।
ভিক্ষা ।০ মাত্র
শ্রীচৈতন্যমঠ,
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

"গৌড়ীয়"
৭ম বর্ষ হইতে
১১শ বর্ষ পর্য্যন্ত
প্রতি বর্ষ কাগজে
বাঁধাই
ভিক্ষা ৩া০ মাত্র।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ
বাগবাজার, কলিকাতা

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচার-নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১০ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১০ই শ্রাবণ, শুক্রবার ১৩৪২, ২৬শে জুলাই ১৯৩৫ [১২৪তম সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

—:০:—

রুশ-জাপ সঙ্ঘর্ষের সম্ভাবনা
জাপানী সৈন্যের ঘোষণা

সীমার প্রদেশ হইতে মঙ্গোলিয়ার সৈন্যদলকে বহিষ্কৃত করিবে বলিয়া মাঞ্চুকুও যে সঙ্কল্প ব্যক্ত করিয়াছে তাহা সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করিয়া জাপানী কোয়ানতুং সৈন্যদল এক ইস্তাহার প্রচার করিয়াছে। জাপানী কোয়ানতুং সৈন্যদলের এই ঘোষণার ফলে সীমান্তের সঙ্ঘর্ষ বৃদ্ধি পাইল।

জাপানী কোয়ানতুং সৈন্যদল "যে কোন জরুরী অবস্থার জন্য প্রস্তুত আছে" বলিয়া স্থানীয় সংবাদ-পত্রগুলি বর্ণনা করিতেছে।

———

বলপূর্ব্বক আরতি বন্ধ

নয়াদিল্লীর খবরে প্রকাশ যে, প্রায় এক হাজার মুসলমান দাঙ্গা হাঙ্গামা করিবার অভিযোগে গ্রেপ্তার হইয়াছে। কিন্তু এই সংবাদ এখনও সমর্থিত হয় নাই।

প্রকাশ, খাজিকান মসজিদে প্রায় ৫,০০০ মুসলমান নমাজ পড়িতে আসিয়াছিল। তাহারা বলপূর্ব্বক নিকটবর্ত্তী একটি মন্দিরের আরতি বন্ধ করিয়া দেয়। ঐ সম্পর্কেই উক্ত মুসলমানদিগকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। ১৪৪ ধারা জারী করা হইয়াছে এবং পুলিশ ও সৈন্যদল পাহারা দিতেছে, কাহাকেও সহরে প্রবেশ করিতে বা সহর হইতে বাহিরে আসিতে দেওয়া হইতেছে না। ভয়ানকভাবে লাঠি চালনা হইলেও জনতা ভঙ্গ হইয়াছে। লুঠতরাজ করিয়া মুসলমান লাঠি ঐ স্থানের দিকে যাইতেছে।

ইতালী ও আবিসিনিয়ার যুদ্ধ নিশ্চিত

—::০::—

ইতালীয় সৈন্যের সুয়েজ খাল অতিক্রম
মুসোলিনীর গরম মেজাজ

ইতালী ও আবিসিনিয়ার বিরোধ আপোষে মিটিবার আর সম্ভাবনা নাই। যুদ্ধ নিশ্চিত। আবিসিনিয়া ইতালীর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিকট অভিযোগ করায় সিনর মুসোলিনী ভয়ানক ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। তিনি ইউরোপীয় জাতিগুলির মহিমা কীর্ত্তন করিয়া বলিয়াছেন যে, "নিগ্রো, বর্ব্বর ও অসভ্য" জাতির যোগাযোগের জন্য ইতালীকে জবাবদিহি করিতে হইবে ইহা তাঁহার ধারণাতীত। তিনি নিজকে বৃটিশ ও ফরাসী সাম্রাজ্য-গঠয়িতাদের সহিত তুলনা করিয়াছেন। ইউরোপের উপনিবেশ বিস্তারের ব্রতও তিনি এই সঙ্গে প্রচার করিয়াছেন।

সম্প্রতি আবিসিনিয়া সম্রাট যে উক্তি করিয়াছেন ইতালী সরকার তাহার তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়াছে। ১ লক্ষ ২০ হাজার ইতালীয় সৈন্য সুয়েজ খাল অতিক্রম করিয়াছে। আরও দশ সহস্র সৈন্যের এক বাহিনী ঐ পথে অগ্রসর হইতেছে।

———

ইতালীর তের হাজার টন শস্য ক্রয়

ইতালী ১৩ হাজার টন শস্য ক্রয় করিয়াছে। উহা সৈন্যদলের জন্য আফ্রিকায় প্রেরিত হইবে।

———

ইতালীর সৈন্যের সুয়েজ খাল অতিক্রম

বিশ্বস্তসূত্রে জানা গিয়াছে যে,১,২০,০০০ ইতালীয় সৈন্য সুয়েজ খাল অতিক্রম করিয়াছে এবং আরও দশ সহস্র সৈন্যের এক বাহিনী ঐ পথে আসিতেছে। মাসোয়া এবং মোগাদিসো হইতে সহস্র সহস্র ইতালীয় সৈন্য অক্ষম হইয়া পড়িয়াছে বলিয়া যে সংবাদ আসিয়াছে তাহা বিশ্বাসযোগ্য নহে। আবহাওয়ার অবস্থা খারাপ থাকার দরুণ সৈন্য বাহিনীর অল্প কিছু ক্ষতি হইয়াছে, তদতিরিক্ত আর কিছুই হয় নাই।

মুসোলিনীর বাণী

আবিসিনিয়ার ব্যাপার সম্পর্কে সিনর মুসোলিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিলে সিনর মুসোলিনী বলেন, "উপনিবেশ বিস্তারের ব্রত পালন করিবার যোগ্যতা যদি এখনও ইউরোপের অক্ষুণ্ণ না থাকে তাহা হইলে তাহার পতন অনিবার্য্য হইয়াছে বুঝিতে হইবে।"

তিনি আরও বলেন যে, "যে সকল মহান জাতি সমগ্র মানব সমাজে নূতন যুগ আনিয়াছে এবং মানবজাতিকে নূতনভাবে গড়িয়াছে। তাহাদিগকে আজ নিগ্রো, বর্ব্বর ও অসভ্য জাতিগুলির অভিযোগের জবাবদিহি করিবার জন্য রাষ্ট্রসঙ্ঘের সম্মুখে দাঁড়াইতে হইবে—ইহা কি সম্ভব?"

তিনি বলেন যে, চরম মুহূর্ত্ত এখন আসিয়াছে। তিনি জানেন যে, নানাপ্রকার অসুবিধা আছে; কিন্তু সর্ব্বশেষ যত্নের সহিত তিনি প্রত্যেকটি বিষয়ের ব্যবস্থা করিতেছেন।

বিবাহ বাসর শ্মশানে পরিণত
১০জন লোকের মৃত্যু

শাহারাণপুরের এক সংবাদে প্রকাশ যে, একদল লোক একটি বিবাহের বরযাত্রী হইয়া বাহাদুরপুর গ্রাম হইতে খেংগ্রামে গিয়াছিল। বরযাত্রীদের জন্য একটি গাছের তলায় রান্না হয়। রান্নার সময় ডালের মধ্যে একটী বিষধর সর্প পতিত হয়। তাহা কেহ লক্ষ্য করে নাই। সকলকে ডাল পরিবেশন করা হইলে পর উহা ধরা পড়ে। ইতোমধ্যে বরযাত্রীদল সেই ডাল পাইয়া নিঃশেষ করিয়া দিয়াছে। ডাল খাওয়ার পর একে একে ১০ জন বরযাত্রীর মৃত্যু হয়।

———

বিশ্বাসভঙ্গ ও হিসাব জালের মামলা

পাটনা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের ষ্টোরের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী মহম্মদ ইশাক সেদিন হাইকোর্ট কর্ত্তৃক ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪০৯ ও ৪৭৭ ক ধারা অনুসারে ৫ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। দুইটি কারাদণ্ডই একসঙ্গে চলিবে। অধিকাংশ জুরী যে মত প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা প্রমাণ প্রতিকূল বলিয়া বিবেচিত হওয়াতে সরকারী দায়রা জজ মামলাটি হাইকোর্টে পাঠান।

কয়েক হাজার টাকা মূল্যের হাসপাতালের জিনিষপত্র ঐ আসামীর দানাপুরস্থিত বাড়ীতে পাওয়া যায়। আসামী সপরিবারে হাসপাতালের সীমার মধ্যেই বাস করিতেন বলিয়া তাঁহার বাড়ী সাধারণতঃ তালাবন্ধ থাকিত। বর্ত্তমান মামলাটি একটা দেওয়াল ঘড়ী সম্পর্কে করা হইয়াছিল। ঐ ঘরটি [illegible] অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছিল না।

নমো ভগবতে নারায়ণায়

১০ই শ্রাবণ, শুক্রবার ১৩৪২

আমরা শুনিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলাম, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব ভাইস চ্যান্সেলার সনামপ্রসিদ্ধ স্যর দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী কে-টি মহোদয় বর্ত্তমানে রোগশয্যায় শায়িত। কর্ত্তব্যগণ তাঁহার নিকট হইতে বিদায় লইয়াছেন। শ্রীগৌরাঙ্গমঠের প্রচারের চমৎকারিত্বে লক্ষ্য করায় তাঁহার প্রসাদের জন্য তিনি প্রভূত যত্ন করিয়াছেন। তাঁহার গুণাবলী আমরা সময়ান্তরে বর্ণন করিব। এক্ষণে শ্রীভগবানের পাদপদ্মে প্রার্থনা, সর্ব্বাধিকারী মহোদয় শীঘ্র নিরাময় হইয়া জীবনের শেষকাল পাণ্ডিত্য-প্রতিভা ভগবৎসেবায় নিযুক্ত করিবার সুযোগ প্রাপ্ত

বাঙ্গালার মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে

বলিয়াছেন তাহা দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় যে অত্যন্ত মূল্যবান্ সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। তিনি বলিয়াছেন যে, প্রত্যেক শিক্ষিত যুবকের সহরের মায়ামোহ কাটাইয়া দেশ-জুড়িয়া পল্লীগ্রামে সাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার করিয়া অতি সাধারণ জীবন যাত্রা-দ্বারা যাহাতে পরোপকারের ভাবই প্রবল হয়, তাহা করাই কর্ত্তব্য। শিক্ষিত যুবকগণের দৃষ্টি পল্লী ছাড়িয়া সহরের দিকে নিপতিত হওয়ায় পল্লীগ্রামের অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে; পল্লীগ্রামের উন্নতি সাধিত না হইলে দেশের ভবিষ্যত অন্ধকার। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইনের ছাত্র কম ভর্ত্তি হইয়াছে শুনিয়া তিনি বলিয়াছেন যে, উহা একটী সুলক্ষণ, কারণ আইন ব্যবসায় উপযুক্ত পল্লী সন্তানকে পল্লী হইতে ছিনাইয়া সহরে লইয়া যায় এবং পল্লীগ্রামের দুর্দ্দশা বাড়াইয়া তুলে। এমন শিক্ষা ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন যাহাতে দেশের সকলের পল্লীগ্রামে সাময়িকভাবে হইলেও তথায় বাস করিবার এক স্বাভাবিক প্রবৃত্তি আসিবে।

গভর্ণর বাহাদুরের কথাগুলি খুবই সত্য এবং দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় খুবই প্রয়োজনীয়; কিন্তু একটু চিন্তা করিলে দেখা যায় যে পল্লীগ্রাম ছাড়িয়া সহরের দিকে দেশবাসীর দৃষ্টি পড়িয়াছে স্বীয় আমোদ প্রমোদ বর্দ্ধনের জন্য নয়, দুর্ব্বিবৃত্তির জন্য ততুলকণা সংগ্রহের আশায়ই গ্রামবাসী পল্লীত্যাগ করিয়া সহরে যাইতে বাধ্য হইয়াছে। যে দারিদ্র্য বিরাট্ আকার ধারণ করিয়া আজ দেশের সমস্ত নির্ম্মম নিষ্ঠুরভাবে বিরাজিত তাহাই বর্ত্তমান এই অবস্থার জন্য দায়ী। এই দারিদ্র্য দূর না হইলে দেশের অবস্থা অন্য প্রকার বা আশানুরূপ হওয়া অসম্ভব।

কলিকাতায় জলসরবরাহ কর্তৃপক্ষের নামে সহরে খারাপ জল সরবরাহ করার অভিযোগ সহরবাসীর নিকট হইতে প্রায়ই শুনা যাইতেছে। বর্ত্তমানে অস্বাস্থ্যকর জল সরবরাহের প্রতিবাদে যে তীব্র আন্দোলন সংবাদপত্রে চলিয়াছে তাহা মোটেই অমূলক বা উপেক্ষণীয় নহে। পরীক্ষায় জানা গিয়াছে যে, পলতা জলের ট্যাঙ্কগুলিতে বহু আগাছা জন্মাইয়াছে ও তাহারই পচন ফলে জল দূষিত হইতেছে এবং ঐ সকল আগাছা তথায় প্রচুর পরিমাণে পচনের ফলে 'মার্শ-গ্যাস' নামক এক প্রকার গ্যাস তথায় উৎপন্ন হইতেছে। একেত কলিকাতা সহরের রাস্তাগুলির নীচে ময়লা,গ্যাস,জল প্রভৃতির পাইপের ছিদ্র হওয়ায় ও ফাটলের ফলে জল দূষিত হওয়ার বিশেষ সম্ভাবনা, তদুপরি কর্তৃপক্ষের অসতর্ক দৃষ্টির ফলে জলের ট্যাঙ্কে আগাছা জন্মিয়া জল দূষিত হইলে জনবহুল কলিকাতা সহরের স্বাস্থ্য যে অত্যন্ত বিপন্ন হইয়া উঠিবে তাহা বলাই বাহুল্য। কর্তৃপক্ষের এদিকে দায়িত্বপূর্ণ দৃষ্টি থাকা একান্ত আবশ্যক।

দুর্ঘটনায় সাইকেল আরোহীর মৃত্যু

গত ২১শে জুলাই রবিবার মোহিনী চক্রবর্ত্তী নামক এক ব্যক্তি অপার চিৎপুর রোড দিয়া সাইকেলে যাইতেছিল। একটী ঘোড়ার গাড়ীর ঘোড়া হঠাৎ গাড়ী হইতে ছুটিয়া গিয়া রাস্তা দিয়া দৌড়াইতে থাকে এবং গাড়ীখানি উক্ত সাইকেল আরোহীর উপরে গিয়া পড়ে; ফলে সে পড়িয়া যায় ও গুরুতররূপে আহত হয়। স্থানীয় পুলিশ আহত ব্যক্তিকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করে। তথায় যাইবার সাথে সাথেই তাহার মৃত্যু হইয়াছে।

ট্রেণে চুরির জের

সংযুক্ত প্রদেশের রেলওয়ে পুলিশের সহকারী ইন্সপেক্টর জেনারেল কিদেশচন্দ্র আরোরা নামক জনৈক লোকের গ্রেপ্তারের জন্য ১০০৲ টাকার একটি পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছেন। এরূপ প্রকাশ যে, গত ৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখে আলীগড় ও টুণ্ডলার মধ্যে ১৩নং ডাউন ট্রেণের ইন্টার ক্লাসের কোন এক কামরা হইতে উক্ত কিদেশচন্দ্র অরোরা অনুমান ৬৫৪০৲ টাকা মূল্যের অলঙ্কারপত্র চুরি করিয়াছিল।

ক্যানিংএ দুঃসাহসিক ডাকাতি

২৪ পরগণা জেলার ক্যানিং থানার প্রায় ১১ মাইল উত্তর-পশ্চিমে মুকুন্দপুর গ্রামের কোন গৃহস্থের বাড়ীতে সম্প্রতি এক দুঃসাহসিক ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। এই ডাকাতির ফলে গৃহস্বামী নিহত এবং নগদ ও অলঙ্কার সহ বহু টাকা লুণ্ঠিত হইয়াছে।

গত ২রা শ্রাবণ মধ্যরাত্রিতে গৃহস্বামী পত্নী ও সন্তান সন্ততি সহ নিদ্রিত হইলে দুর্বৃত্তগণ বাড়ীতে প্রবেশ করে। গৃহস্বামীর পুত্রগণ বারান্দায় ঘুমাইতেছিল। যাহাতে তাহারা কোনরূপ চীৎকার করিতে সমর্থ না হয়, তজ্জন্য দস্যুগণ তাহাদিগকে মাদুর দ্বারা ঢাকিয়া রাখে। উহারা খোদনের পত্নীকে বাঁধিয়া তাহাকে হত্যার ভয় প্রদর্শন করিয়া সিন্দুকের ও বাক্সের চাবি তাহার নিকট চাহে। অতঃপর দুর্বৃত্তগণ ঘরে প্রবেশ করিয়া বাক্স, তোরঙ্গ প্রভৃতি ভাঙ্গিয়া দলিল ও কাগজপত্র সব পুড়াইয়া ফেলে। উহারা মেজে খুঁড়িয়া নগদ ও অলঙ্কারে কয়েক সহস্র টাকা হস্তগত করে। উহারা খোদনকেও নির্য্যাতন করে এবং তাহার গলদেশের ধুতি গলায় জড়াইয়া তাহার শ্বাসরোধ করিয়া হত্যা করে এবং বারান্দায় তাহাকে ফেলিয়া চম্পট দেয়। যাইবার সময় উহারা খোদনের একটী একনালা বন্দুকও লইয়া গিয়াছে। ডাকাতদল বাড়ী ত্যাগ করার পরই বাড়ীর লোকজন সাহায্যের জন্য চীৎকার করে। চীৎকার শ্রবণ করিয়া মৃতব্যক্তির ভ্রাতা ঐ বাড়ীতে আসে। সে তাহার ভ্রাতার মৃতদেহ দেখিতে পায় এবং তাহার ভ্রাতুষ্পুত্র নিকট লুণ্ঠনাদির সমস্ত বিবরণ শ্রবণ করে।

প্রবল উত্তেজনার মুখে পত্নীহত্যা

পত্নী হত্যার অভিযোগে হুগলী জেলা ও সেসন জজের বিচারে বালিহড়ার পুটিরাম গৌরা ৬ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। প্রকাশ যে, আসামী তাহার স্ত্রীর চরিত্রে সন্দিহান ছিল, এই ব্যাপার লইয়া স্বামী স্ত্রীর মধ্যে প্রায়ই কলহ হইত। অনুমান ৪ মাস কাল পূর্ব্বে ঘটনার দিন আসামী ভিন্ন গ্রামে যাইবার নাম করিয়া বাড়ীর নিকটে লুকাইয়া থাকে ঐ সময় সে একজন অপরিচিত লোককে তাহার ঘরে প্রবেশ করিতে দেখে আসামী তখন একখানা কুঠার হস্তে ঘরে প্রবেশ করিয়া পত্নীকে আক্রমণ করে ও কুঠারাঘাতে পত্নীকে হত্যা করিয়া উক্ত লোকটীর পশ্চাদ্ধাবন করে, লোকটী পলাইয়া যায়। আসামী আর গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করে না অবশেষে বৃন্দাবনে সে ধৃত হয়। আসামী নিম্ন আদালতে অপরাধ স্বীকার করিয়া বলে যে প্রবল উত্তেজনার মুখে পড়িয়াই সে তাহার পত্নীকে হত্যা করিয়াছে। সেসনে বিচারকালে আসামী স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করে।

বিমান ধ্বংসে ১৩ জন নিহত

একখানি ওলন্দাজ বিমানপোত মিলান ফ্রাঙ্কফোর্ট এর বেদের পথে মেলোবার নিকটে চূর্ণ বিচূর্ণ হওয়ায় দশজন যাত্রী ও ৩ জন চালক নিহত হইয়াছে।

দুর্ঘটনার বিবরণ

সুইজারল্যাণ্ডে যে ওলন্দাজ বিমানখানি ধ্বংস হইয়াছে, তাহাতে ৯ জন যাত্রী ও ৪জন চালক ছিল। ঝড়ের জন্য বিমানপোতখানি যে কেমন উপর দিয়া যাইতে ছিল না, তাহা বেশ বুঝা যায় সেই সময় এক পর্ব্বতের পার্শ্বে লাগিয়া উহা চুরমার হয় এবং উহাতে আগুন ধরিয়া যায়। বিমানপোতখানিতে যাহারা ছিল সকলেই সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

কেবল মহিলা ষ্টুয়ার্ড্রেস আঘাতের ফলে পরে মারা যায় কিন্তু দুর্ঘটনার কারণ সম্বন্ধে কোন কিছু ব্যক্ত করিতে সে পারে নাই। তৎপূর্ব্বেই তাহার মৃত্যু হইয়াছে।

মৃত ব্যক্তিগণের কেবলমাত্র দুইজন ব্যতীত খুব সম্ভব সকলেই ওলন্দাজ। অপর দুইজন যাত্রী ইংলণ্ডের লোক। তাহাদের নাম মিঃ নেসবীট এবং মিঃ ওয়াটস বলিয়া প্রকাশ।

খুলনায় রেল দুর্ঘটনা

গত শনিবার রাত্রে যখন কলনায় ট্রেণ বাগেরহাট অভিমুখে যাইতেছিল তখন বাহিরদিয়া ষ্টেশনের নিকট একটি দুর্ঘটনা ঘটে।

প্রকাশ, কয়েকজন বালক রেল লাইনের পাশ দিয়া বাজাইয়া যাইতেছিল। ইতোমধ্যে হঠাৎ গাড়ী আসিয়া পড়ায় তাহারা হতভম্ব হইয়া পড়ে এবং এদিক ওদিক ছুটাছুটি করিতে থাকে। দুর্ভাগ্যবশতঃ উহাদের একজন ট্রেণের সহিত ধাক্কা লাগিয়া তৎক্ষণাৎ অজ্ঞান হইয়া পড়ে। ট্রেণ তৎক্ষণাৎ থামিয়া যায় এবং লোকটির প্রাথমিক চিকিৎসার পর ঐ ট্রেণেই তাহাকে বাগেরহাট লইয়া গিয়া স্থানীয় হাসপাতালে দেওয়া হয়।

চুরির অপরাধে ৫ বৎসর কারাদণ্ড

গত ১৭ই জুলাই রাত্রিতে সদর মহকুমা হাকিম রণজিৎ দত্ত ওরফে মহাবীর কুর্ম্মী (৩০) নামক এক ব্যক্তিকে ৫ বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। তিনি আরও আদেশ দিয়াছেন যে, কারামুক্তির পর ৫ বৎসর পর্য্যন্ত সে কখন কোথায় থাকে তাহা জানাইতে হইবে। ইতোপূর্ব্বে এই ব্যক্তি আরও ১৩বার বিভিন্ন অপরাধে অভিযুক্ত হইয়া ১৭ বৎসর কারাদণ্ড ভোগ করিয়াছে।

অভিযোগে প্রকাশ, গত ৭ই জুন রাত্রিতে সে রক্তদা বিস্তালয়ের মাষ্টারের খিল খুলিয়া কয়েকখানা কাপড় চুরি করে। ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৫৭।৩৮০ ও ৭৫ ধারা অনুসারে অভিযুক্ত করা হয়।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে।
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে।

৭ম বর্ষ } ১০ শ্রীধর গৌরাব্দ ৪৪৯, ১০ই শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১৩৪২, ২৬শে জুলাই ইং ১৯৩৫ শুক্রবার { ১২৪তম সংখ্যা

প্রচার-প্রসঙ্গ

মেদিনীপুর জেলায়

মেদিনীপুর ২২ ৭।৩৫

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্‌ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ গত ১লা জুলাই জোতিঘনশ্যামের শ্রীপাদচরণ দাসাধিকারীর গৃহে শুভাগমন করিয়া দুই দিবস শ্রীমদ্‌ভাগবত পাঠ কীর্ত্তন ও অনুসন্ধিৎসু সজ্জনগণের নিকট তাঁহাদের পারিশ্রমের সদুত্তর প্রদান করিয়াছেন। দাসাধিকারী মহাশয়ের সেবাপ্রাণতা আদর্শস্থানীয়।

• • •

গত ৩রা জুলাই গোবোকপাড়া-গ্রামনিবাসী ভক্ত শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র পাতাইৎ মহাশয়ের সাদর আহ্বানে স্বামীজী তাঁহার গৃহে এক দিবস শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, ৬ই দিবস শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অর্জ্জুনসখা-কল্পে যে নবকলেবর তত্ত্ব তাহা স্বামীজী গত ৫ই জুলাই প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাহা সমাগত সজ্জনগণের বড়ই হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল।

• • •

স্বামীজী গত ৬ই জুলাই পলাশপাই গ্রামের হরিসভায় সমাগত সজ্জনগণের নিকট গৃহস্থজীবনের কর্ত্তব্য বিষয়ে বিশেষভাবে উপদেশ করেন।

স্বামীজী মাছুয়াগ্রামনিবাসী জমিদার শ্রীযুক্ত কীর্ত্তিবাস চৌধুরীর আগ্রহাতিশয্যে তদীয় আলয়ে শুভ পদার্পণ করিয়া গত ৭ই জুলাই হইতে ৯ই জুলাই পর্য্যন্ত শুভৈকশিক্ষা ও বাণী কীর্ত্তন করেন। প্রথম ও দ্বিতীয় দিবস শ্রীমদ্ভাগবত হইতে প্রহ্লাদ-চরিত্র পাঠ করেন; তাহা শ্রবণে সমাগত সকলেই বিশেষ আনন্দপ্রকাশ করেন। তৃতীয় দিবস ছায়াচিত্রযোগে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গলীলা প্রদর্শন করেন। কৌতূহল স্বামীজীর শ্রীমুখনিঃসৃত হরিকথা-শ্রবণে শুদ্ধভক্ত ও বিদ্ধ ভক্তির বৈশিষ্ট্য বুঝিতে পারিয়া অপসম্প্রদায়ের জীবনের অকিঞ্চিৎকরতা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করেন। বংশীধর চৌধুরী মহাশয়ের হরিগুরুবৈষ্ণব-সেবায় জন্য নিষ্কপট-চেষ্টা প্রশংসনীয়।

• • •

গত ১০ই জুলাই স্বামীজী মহারাজ জোতিঘনশ্যাম রামকৃষ্ণপুরনিবাসী নন্দপুর কাঁথি মেদিনীপুর ইনষ্টিটিউশনের সুযোগ্য প্রধান হেডমাষ্টার শ্রীযুক্ত রাম-স্ব মহাশয় মহাশয়ের আগ্রহে তদীয় গৃহে শুভপদার্পণ করিয়া ১০ই জুলাই হইতে ১৩ই পর্য্যন্ত সপ্তাহকাল অনুক্ষণ হরিকথা কীর্ত্তন ও প্রত্যহ সন্ধ্যার পর শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন; তদ্ব্যতীত স্বামীজী সমাগত বহু জিজ্ঞাসু ব্যক্তির প্রশ্নের সদুত্তর প্রদান করিয়াছেন। গত ১৪ই জুলাই স্বামীজী ছায়াচিত্র-যোগে শ্রীগৌরাঙ্গলীলা প্রদর্শন করেন।

হেড্‌মাষ্টার মহাশয়ের বৃদ্ধ বয়সেও শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গবাণীপ্রচারে অদম্য উৎসাহ ও ঐকান্তিকতা আদর্শস্থানীয়। স্বামীজী মহারাজ ১৬ই জুলাই সোনাখালী বাজার হইয়া তাজপুরগ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র মাইতি ও রজনীকান্ত মাইতির গৃহে পদার্পণ করিয়া গত ১৭ই জুলাই হইতে ১৯শে পর্য্যন্ত প্রত্যহ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও কীর্ত্তন করেন।

বরাহনগরে

বরাহনগরে গত ৫ই শ্রাবণ তারিখে শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী মহোদয়ের গৃহে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রত্নবিদ্যালঙ্কার মহোদয়ের ভাগবত পাঠকালে উপস্থিত জনগণমধ্যে শ্রীনগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকেদারনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীবিমলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়, শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীঅধরচন্দ্র দে, শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য বট্টভীর্থ, জমিদার শ্রীনরেশচন্দ্র সিংহ, শ্রীসুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বিদ্যানিধি প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

নওগাঁ যুবকসমিতিতে

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ গত ২৩শে আষাঢ় নওগাঁর যুবকসমিতির শ্রীরমেশচন্দ্রের মাতার সম্মুখস্থ নাট্যমন্দিরে "সনাতন-ধর্ম্ম" সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। সর্ব্বপ্রথম শ্রীগৌড়ীয়মঠ ও স্বামীজী মহারাজের পরিচয়প্রসঙ্গে উক্ত সভায় ছাত্রসমিতির রাজা রায়চাঁদের সাবেকার বলেন, বাংলার অথবা বাঙ্গালীর গৌরবের কিছু থাকে তবে তাহা শ্রীচৈতন্যদেবের আচরিত ও প্রচারিত বিমল প্রেমধর্ম্ম। বঙ্গজগতে শ্রীচৈতন্যদেবের দান অতুলনীয়। এই ধর্ম্মে জীবজগতে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষবাসনারূপ এই চতুর্বিধপ্রকার অনর্থ আছে তাহা সম্পূর্ণরূপে দূর করিয়া জীবকে ভগবৎপ্রেমামৃত প্রদান করা হইয়াছে।

মানবজাতির সমস্ত চিন্তাধারাকে সম্পূর্ণ উল্টাইয়া দিয়া শ্রীচৈতন্যদেব এমন একটী মহাভাবের বন্যা আনয়ন করিয়াছিলেন যাহাতে যাবতীয় কুল, মান, দেশ, জাতি, বর্ণ প্রভৃতির অভিমান পরিত্যাগ করাইয়া সকলকে এক মহাপ্রেমসূত্রে আবদ্ধ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানকালে সমগ্র জগতে পুনরায় এক মহা ঐক্যতান আনয়ন করিবার জন্য শ্রীগৌড়ীয়মঠ সর্ব্বত্র শ্রীচৈতন্যবাণী কীর্ত্তন করিতেছেন। আমাদের বড়ই সৌভাগ্য যে, উক্ত গৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্‌ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ এই সভায় "সনাতনধর্ম্ম" সম্বন্ধে বক্তৃতা দান করিবেন। আপনারা অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন।

স্বামীজী বলেন হিন্দুকুলে জন্মগ্রহণ করিবার পর আমরা হিন্দু, মুসলমান, পুরুষ, স্ত্রী, কুলীন ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈশ্য, শূদ্র, চণ্ডাল, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাসী ইত্যাদি নানা প্রকার পরিচয় দান করিয়া থাকি। কিন্তু আপনারা বোধ হয় লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন, আমরা দেহকে লক্ষ্য করিয়া এই সব পরিচয় দান করি। এই দেহটী আমরা, উহার ধর্ম্মও অনিত্য, আবার উহার অন্তরে যে মন তাহার ধর্ম্মও চঞ্চল। মন আজ যাহাকে ধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিল, কাল হয় ত তাহা পরিত্যাগ করিয়া আর একটী ভাবকে ধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিল। এখন আমরা দেহকে পাইলাম, দেহ ও মনের পর আত্মা। যখন আমরা চৈতন্য স্বরূপ এবং আত্মার উপলব্ধি করিতে পারি তখন আমাদের "সনাতন ধর্ম্ম" জিজ্ঞাসার উদয় হয়। তখন আমরা সদ্গুরুর নিকট আশ্রয় করি। তখন তিনি আমাদিগকে জানান, এই দেহ বা মন তুমি নও, দেহ ও মন তোমার কর্ম্ম এবং জন্য আবরণ মাত্র। তুমি আত্মা বা সনাতন বস্তু। তোমার নিত্য বিশুদ্ধ আত্মা ভগবানের সেবা করা, উহাই তোমার নিত্য-ধর্ম্ম বা সনাতন ধর্ম্ম। কিন্তু অনাদিকাল হইতে তুমি তোমার নিত্য প্রভুর সেবা পরিত্যাগ করিয়া তোমার অভিমানে মায়া-প্রদত্ত উপাধি লাভ করিয়া এই মায়ার রাজ্যে জন্ম, মৃত্যু ও বিভিন্ন যন্ত্রণা ভোগ করিতেছ, কিন্তু কিছুতেই তোমার বেদনার অবসান হইতেছে না। কারণ, ভোগ তোমার স্বরূপের ধর্ম্ম নহে। তোমার স্বরূপের ধর্ম্ম ভগবানের সেবা করা। যেদিন তুমি পুনরায় নিজেকে ভগবানের সেবক বলিয়া জানিতে পারিবে সেইদিন তুমি পরা শান্তি লাভ করিতে পারিবে।

কৃষ্ণ আমার পালে, রাখে' জান সর্ব্বকাল। আত্মনিবেদন-দৈন্যে ঘুচাও জঞ্জাল।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১০ শ্রীধর তিথি গর্ভোদশায়ী ৪৪৯

বৃকাসুর

আমরা বেদালোচনা করিতে গিয়া ঋগ্বেদে "ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্। তদ্বিপ্রাসো বিপন্যবো জাগৃবাংসঃ সমিন্ধতে। বিষ্ণোর্যৎ পরমং পদম্"—এই মন্ত্র দেখিতে পাই এবং এই বেদমন্ত্রের অর্থ অবগত হইয়া জানিতে পারি যে, সূরিগণই—বৈষ্ণবগণই দিব্যচক্ষু দ্বারা—আত্ম-চক্ষুদ্বারা পরমেশ বিষ্ণুর পরমপদ সর্ব্বদা প্রত্যক্ষ দর্শন করেন—চিন্ময়ীরূপে সতত ভগবদ্ভজনে রত থাকেন। তাঁহারা যে কেবল নিজে-নিজেই ভগবানের সেবা করেন তাহা নহে, পরন্তু ইহজগতের অনিত্য বস্তুর চেষ্টা ও নিত্যবস্তু ভগবানের অপূর্ব্ব সান্নিধ্য মাধুর্য্য উপলব্ধি করিয়া দুঃখী জীবগণকে সেই নিত্যানন্দধামে অধিকারী করিবার জন্য আচারময় প্রচার করেন। এই সূরিগণ বা বৈষ্ণবগণ হরিজন। আর যাহারা হরিভজন করে না তাহারা অসুর—দেহাত্মাভিমানী। এই অসুরগণ যখন ভগবদ্ভক্ত নহেন তখন তাহারা যে হরিবিমুখ অভক্ত তাহা বলাই বাহুল্য মাত্র। এই অসুরগণ যখন হরিভজন করে না তখন তাহারা যে, যে ভগবান্ নহে তাহার ভজন করিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? যাহারা হরিভজন—কৃষ্ণের ভজন যাহারা করে না তাহাদের মধ্যে কেহ দেহারামী, কেহ জীব-সেবী, কেহ দেশসেবী, কেহ-মাতৃ-পিতৃ-সেবী আখ্যায় আখ্যাত হইয়া বহির্জগতে কার্য্যকুশলতা প্রদর্শন করে; কিন্তু ইহাদের মধ্যে কাহারও সেব্যগণের মধ্যে কেহই ভগবান না হওয়ায় তাহাদের ভগবানের সেবা হয় না; তাই তাহারা অসুরের সেবা করাকরাই হইয়া কাহারও আত্মার বৃত্তি ভগবৎ-সেবা-র বা ভগবানকে জানা যায় না—ভগবৎ-ইন্দ্রিয় হয় না; পরন্তু ভগবৎ-সেবা একমাত্র উপায় এবং মনুষ্যদেহ পাইয়াও কেবল দেহমনের Exercise করাই সার হয় এবং পরে নরকই আমাদের ভাগ্যফল হইয়া দাঁড়ায়। শাস্ত্র বলেন,—

"চারিবর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে।
স্বকর্ম্ম করিতেও সে রৌরবে পড়ি' মজে॥"
(চৈঃ চঃ)

"ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥"
(ভাঃ ১।২।৮)

হরিভক্তগণ হরির সুখের জন্য হরির সেবা করেন, প্রভুর প্রীতি ব্যতীত তাঁহাদের অন্য আশা নাই, আকাঙ্ক্ষা নাই। ইহারই নাম ভৃত্যত্ব বা শিষ্যত্ব। তাই বলি, শিষ্যত্ব যদি চিরকাল না থাকে, কিছুদিন পরে যদি শিষ্য গুরু হইবার প্রয়াস দেখায় বা প্রভুর আসন গ্রহণ করে তবে সেখানে অন্তরে ভৃত্যত্ব বা শিষ্যত্বের লেশমাত্র নাই বুঝিতে হইবে। যেখানে নিজস্বার্থের জন্য গুরু-উপাসনার ছলনা দৃষ্ট হয়, সেখানে ভক্তি নাই, থাকিতে পারে না। সেইজন্য কৃষ্ণবিমুখ ব্যক্তি ভগবান্ কৃষ্ণকে বাদ দিয়া জাগতিক যে কোন একটী বস্তুকে কৃষ্ণের আসনে জোর করিয়া বসাইয়া তাহার সেবা করিবার যে ছলনা দেখায় তাহা যে ভক্তি নহে পরন্তু অভক্তির একটা অভিব্যক্তি তাহা আমরা বুদ্ধিহীনতা ও সাধুসঙ্গের অভাবে বুঝিয়া উঠিতে পারি না। এজগতের অনন্তকোটী জীব অনাদিকাল হইতে বিষ্ণুবিমুখ হইয়া অনন্তকোটী-দুঃখে জর্জ্জরিত হইবার জন্য এই কয়েদখানায়—এই মহামায়ার দুর্গে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে প্রায় শতকরা শতজনই ঐরূপ। ইহাদের মধ্য হইতে যদি একটী লোককেও বাঁচাইতে পারা যায় তাহা হইলে অনন্তকোটী হাসপাতাল করা অপেক্ষা তাহাতে অনন্তগুণে পরোপকার করা হইবে। কিন্তু আমরা যদি এবিষয়ে উদাসীন থাকি, গৌড়ীয়মঠের সেবক বলিয়াও যদি হরিবিমুখ মনুষ্যগণকে প্রত্যেক ব্যক্তির চির-মঙ্গলপ্রাপ্তির জন্য চৈতন্যরস প্রাদন বক্তৃতা পান করাইয়া বাধ্য করিবার জন্য উদ্যত না হই তাহা হইলে জীবের মঙ্গল করা হইল না, যাহারা ভ্রমক্রমে দেবতা-মনুষ্য প্রভৃতির সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছে তাহাদিগকে ভগবানের সেবায় নিযুক্ত করা হইল না; প্রত্যুত জীবগণকে দয়া করার পরিবর্ত্তে হিংসাই করা হইল।

ভগবানের সেবা ছাড়া পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গ, বৃক্ষ, মনুষ্য, ধনী, নির্দ্ধন, যোগী, যতি কাহারও অন্য কোন কৃত্য নাই বা থাকিতে পারে না; সকলেই যখন ভগবানের সন্তান বা সেবক তখন ভগবানের সেবা ছাড়া বৃক্ষদেহধারী বা মনুষ্যদেহধারী জীবগণের আর কি অন্য কৃত্য থাকিতে পারে, ইহা আমাদের ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে স্থান পায় না। গৌড়ীয়মঠবাসী সরস্বতী-পুত্র অথবা সরস্বতী-কৃপায় যে সকল কথা শুনিবার সৌভাগ্য পাইয়াছি সে সকল কথা জগতের প্রায় শতকরা শতজনেই জানে না ইহা আমরা নিশ্চিতরূপে বলিতে পারি এবং যদি কেহ এসব কথা শুনিয়া দূর হইতে প্রস্তর নিক্ষেপ না করিয়া ইহার সত্যতা জানিবার জন্য আমাদের ন্যায় আচার্য্যঠাকুরের নিকট আসেন তাহা হইলে আমরা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি যে, যদি তাঁহারা নিষ্কপটে মনোযোগসহকারে এতদ্বিষয়ে পরিশ্রম করেন তাহা হইলে তাঁহাদের সমস্ত অজ্ঞান সূর্য্যোদয়ে অন্ধকাররাশির ন্যায় বিনষ্ট না হইয়া পারিবে না। ব্যবসা চালাইবার জন্য বা নিজেদের দল ভারি করিবার জন্য আমরা এসকল কথা বলি নাই। জগতের সর্ব্বজীবগণ ভগবানের বাধ্য থাকিয়াছে, তাই আমরা আচার্য্য-আজ্ঞায় এই বিশুদ্ধ সত্য শ্রেয়ঃকথা জগদ্বাসী বন্ধুগণের নিকট প্রচার করিবার জন্য শত শত গ্যালন রক্ত নষ্ট করিতে বসিয়াছি। কিন্তু আমরা জানি এই প্রকৃত সত্যকথা খুব কম লোকেই ধরিতে পারিবে। সত্য কথা বহু লোকে চায় না, একথা চিরন্তন সত্য; কারণ সত্যকথা প্রেয়ঃ নহে—Flattery নহে,—মূর্খ লোককে পণ্ডিত বলিয়া Certificate দেওয়া নহে; পরন্তু ইহা নিত্যমঙ্গলপ্রদ, কৃষ্ণাকর্ষক। এসব সত্য কথা শুনিতে বেশী লোক প্রয়াসী নহেন বলিয়া শাস্ত্র বলেন—

"শ্রবণায়াপি বহুভির্যো ন লভ্যঃ
শৃণ্বন্তোঽপি বহবো যং ন বিদ্যুঃ।
আশ্চর্য্যো বক্তা কুশলোঽস্য লব্ধা-
ঽশ্চর্য্যো জ্ঞাতা কুশলানুশিষ্টঃ॥"

—এই শ্রেয়ের কথা শুনিবার লোক বহু পাওয়া যায় না দুই চারিজন পাওয়া গেলেও তাহা শুনিয়াও অনেকে আবার তাহা উপলব্ধি করিতে পারে না। আর শ্রেয়ঃবিষয়ের নিপুণ বক্তাও অতি দুর্লভ। আবার যদিও এইরূপ দুর্লভ উপদেষ্টা কখনও অবতীর্ণ হন কিন্তু আচার্য্যের অনুগত শ্রোতা আরও দুর্লভ।

যাহারা প্রেয়ঃপন্থী তাহারা অসুর আর যাহারা শ্রেয়ঃপন্থী তাহারাই সুর বা ভগবদ্ভক্ত। আমরা অদ্য যাহার কথা আলোচনা করিতেছি তাহার নাম শুনিয়াই বোধ হয় সকলেই ইহার স্বরূপ অবগত হইয়াছেন। এই ব্যক্তি প্রেয়ঃপন্থা—জনৈক শিবভক্ত-ক্রব। ইহার বিষয় আলোচনা করিলে আজ আমরা জানিতে পারিব যে, দেবতাদের গতি কি এবং তাঁহাদের কপটতা কত বেশী এবং উপাসকদের তাহাদের শ্রদ্ধা কত কম ও আনুগত্যের ভাগে কিরূপ Flatterer, তাই ভগবান্ বলিয়াছেন যাহারা পুত্রেও বিষয়ভোগে আসক্ত ও পরেও সুখাদিবরে অভিলাষী তাদৃশ অত্যাসক্ত পুরুষ আমার আশ্রয় না ও অনুগ্রহলাভে দুষ্কর জানিয়া আমাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্য দেবতার সেবা করিয়া থাকে এবং উক্ত অন্যদেবতা হইতে শীঘ্র-সন্তুষ্ট তাদৃশ দেবতাগণের নিকট হইতে রাজ্যশ্রী লাভ করিয়া উদ্ধত, গর্ব্বিত ও অসাবধান হইয়া বরদাতৃগণকেও বিস্মরণপূর্ব্বক অবজ্ঞা করিয়া নিজের ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করিয়া থাকে।

দেবতাদের কি গতি এবং দেবোপাসকের পাল্লায় পড়িয়া উপাস্য দেবতাগণকেও যাবে যাবে যে কি অসুবিধায় পড়িতে হয় তাহা আমরা বৃকাসুরের জীবনীতে দেখিতে পাই। কৃপাভক্ত দেবযাজিগণ এই সব কথা শুনিয়া ইহার অনুধাবন যদি কিঞ্চিৎও উপলব্ধি করিতে পারেন এবং তৎফলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা শুনিতে প্রস্তুত হন, এই আশা লইয়া আজ আমরা বৃকাসুরের বিষয় বর্ণন করিতে মনস্থ করিয়াছি। দীননাথ ভগবন্! পতিতপাবন! আমার বন্ধুগণকে সুমতি দাও, তাঁহাদিগকে তোমার কথা শুনিতে সুযোগ দাও, আমার বন্ধুবর্গকে আর অন্ধকারের মধ্যে ঘুরাইও না। গৌর হে! যদি বদ্ধ জীবের প্রতি তুমি কৃপাদৃষ্টি না কর তবে কখনও বদ্ধজীব মুক্ত হইয়া বৈষ্ণব হইতে পারিবে না। এসব কথা শুনিবার কাণ সহজে কাহারও প্রস্তুত হয় না, তাই তোমার নিকটে হৃদয়ের ব্যথা জানাইলাম। আবার শ্রীনিত্যানন্দের অনুগ্রহ ব্যতীত কাহারও গৌরসুন্দরের কৃপালাভ করিবার অধিকার নাই, গৌরসুন্দরকে সেবা করিবার অধিকার নাই, বুঝিবার অধিকার নাই এবং কৃষ্ণপ্রেম লাভ করিবার উপায় নাই; তাই জগতের প্রতি অযাচিত কৃপাপ্রদর্শনের জন্য শ্রীকৃষ্ণনিত্যানন্দের নিকটে কৃপাভিক্ষা করিতেছি।

শকুনি নামক অসুরের পুত্র দুর্ম্মতি বৃকাসুর একসময়ে পথে নারদের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া তাঁহার নিকট ব্রহ্মাদি দেবতার মধ্যে কোন্ দেবতা সত্বর সন্তুষ্ট হন—এই কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল। প্রত্যুত্তরে শঙ্করারাধনার কথা অবগত হইয়া বৃকাসুর কুরুক্ষেত্রে নিজ গাত্র হইতে মাংস গ্রহণপূর্ব্বক তদ্দ্বারা মহাদেবের উদ্দেশ্যে অগ্নিতে আহুতি প্রদানপূর্ব্বক মহাদেবের আরাধনা করিয়াছিল।

এইরূপ আরাধনাতেও দেবদর্শন লাভ করিতে না পারিয়া উক্ত অসুর সপ্তম দিবসে কেদারতীর্থের জলে মস্তকের কেশসমূহ অভিষিক্ত করিয়া খড়্গদ্বারা স্বীয় মস্তকছেদনে প্রবৃত্ত হইলে তৎক্ষণাৎ পরমকারুণিক শঙ্কর যজ্ঞানল হইতে সাক্ষাৎ অগ্নির ন্যায় উত্থিত হইয়া স্বকীয় হস্তযুগলদ্বারা তদীয় হস্তদ্বয় ধারণ পূর্ব্বক আমরা যেরূপ কোন প্রকার দুঃখবশতঃ মৃত্যুকামনাবিশিষ্ট ব্যক্তিকে মৃত্যুচেষ্টা হইতে নিবারিত করি, সেইরূপ তিনি তাহাকে শিরশ্ছেদ-চেষ্টা হইতে বারণ করিলেন। তখন বৃকাসুরও তদীয় স্পর্শলাভ করিয়া পুনরায় পরিপূর্ণকলেবর হইয়া উঠিল। শঙ্কর তাহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন,—হে বৎস, শিরশ্ছেদে আর কোন প্রয়োজন নাই,—তুমি আমার নিকটে যে অভীষ্ট বর প্রার্থনা কর, তাহাই প্রদান করিব। আমি শরণাগত পুরুষগণের জলমাত্র প্রদানেই সন্তুষ্ট হইয়া

মায়াকে পিছনে রাখি' কৃষ্ণপানে চায়। ভজিতে ভজিতে কৃষ্ণপাদপদ্ম পায়॥

থাকি, তথাপি তুমি নিরর্থক অতিশয় কষ্টকর তপস্যাদ্বারা শরীরকে পীড়াপ্রদান করিয়াছ; অতএব আর আত্মপীড়নের প্রয়োজন নাই। অনন্তর পাপাত্মা অসুর শিবসন্নিধানে এক অদ্ভুত বর প্রার্থনা করিল যে, আমি যাহার মস্তকে হস্ত স্থাপন করিব, সেই ব্যক্তিই যেন মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ভগবান্ শঙ্কর তাদৃশ বাক্যশ্রবণে ক্ষণকাল দুঃখিতচিত্তের ন্যায় অবস্থানপূর্ব্বক অসুরের প্রভুই ভাবসহকারে সর্পকে অমৃত প্রদান করার ন্যায় তাহাকেও "তথাস্তু" বলিয়া অভীষ্ট বর প্রদান করিলেন। অতঃপর ঐ অসুর বরের সত্যতা পরীক্ষার জন্য বরদাতাদেবেরই মস্তকে নিজহস্তপ্রদানে উদ্যত হইলে তিনি নিজপ্রদত্ত সেই বরহেতু ভীতিপ্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর ঐ অসুর তাঁহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইল তিনি অতিশয় ভীত ও কম্পিতকলেবরে পলায়মান হইয়া ধাবমান হইলেন। এইরূপে তিনি উত্তর দিক্ হইতে আরম্ভ করিয়া স্বর্গ, মর্ত্ত্য এবং দিক্‌সমূহের সীমা পর্য্যন্ত ধাবিত হইয়াছিলেন। ঐ সমস্ত স্থানে ব্রহ্মাদি দেবগণ সকলেই এ বিষয়ে কোন প্রতিকার অবগত না হইয়া মৌনভাবে অবস্থান করিতে থাকিলে তিনি যেস্থানে সাক্ষাৎ শ্রীহরি বাসদেবরূপে, শান্তচিত্ত পরমহংস সাধুগণের পরমগতিরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছেন, যেস্থান একবার লাভ করিলে তথা হইতে জীবের পুনরায় সংসারমার্গে পতিত হইতে হয় না, সেই তমোগুণাতীত শুদ্ধসত্ত্বাশ্রিত সমুজ্জ্বল শ্বেতদ্বীপে গমন করিলেন। সর্ব্বান্তর্যামী শ্রীহরি দূর হইতে তাঁহাকে তাদৃশ সঙ্কটাপন্ন দেখিয়া যোগমায়ায় বালব্রহ্মচারীর বেশধারণপূর্ব্বক মেখলা, অজিন, দণ্ড এবং অক্ষমালায় সজ্জিত হইয়া হস্তে কুশগ্রহণ সহকারে ব্রহ্মতেজে অগ্নিতুল্য দীপ্তকলেবরে বৃকাসুরের সম্মুখে আগমন করিয়া বিনয়ের সহিত তাহাকে অভিবাদন করিলেন। শ্রীভগবান্ বলিলেন,—হে শকুনিনন্দন, আপনাকে দেখিয়া স্পষ্টই বোধ হয় যে, আপনি অত্যন্ত শ্রান্ত হইয়াছেন। আপনি কিজন্য এতদূরে আসিয়াছেন, তাহা বলুন। সম্প্রতি ক্ষণকাল এখানে বিশ্রাম করুন; যেহেতু পুরুষের এই শরীর সর্ব্বপ্রকার অভীষ্টপ্রদানে সমর্থ; সেইজন্য এই শরীরের রক্ষা বিশেষরূপে কর্ত্তব্য। হে প্রভো, ভবদীয় সঙ্কল্পিত কার্য্য আমাদের শ্রবণযোগ্য হইলে তাহা বলুন। যেহেতু পুরুষগণ প্রায়ই অপর পুরুষগণের সাহায্যে নিজ নিজ কার্য্য সাধন করিয়া থাকেন। শ্রীশুকদেব বলিলেন,—শ্রীহরির সুমধুর বাক্যে এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইলে বৃকাসুর শ্রান্তিশূন্য হইয়া তাঁহার নিকট যথাক্রমে স্বকীয় অভীষ্ট কার্য্যবৃত্তান্ত বর্ণন করিল। শ্রীভগবান্ বলিলেন,—যিনি দক্ষশাপে পিশাচবৃত্তি লাভ করিয়া কেবলমাত্র প্রেতপিশাচগণেরই আধিপত্য প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই শিব যদি আপনাকে এইরূপ বলিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমরা তাদৃশ বাক্যে শ্রদ্ধা করিতে পারিব না। হে দানবরাজ, যদি শঙ্করকে জগদ্‌গুরুজ্ঞানে তদীয় বাক্যে আপনার বিশ্বাস জন্মিয়া থাকে, তাহা হইলে শীঘ্র স্বীয় মস্তকে হস্ত অর্পণপূর্ব্বক ইহার পরীক্ষা করিয়া দেখুন। হে দৈত্যবর, যদি তাহার বাক্য কিঞ্চিন্মাত্রও মিথ্যারূপে প্রতীত হয় তাহা হইলে যাহাতে পুনরায় এরূপ মিথ্যাবাক্য না বলিতে পারে, সেইরূপে এই মিথ্যাবাদীকে বিনষ্ট করুন। ভগবানের এবম্বিধ মনোরম বচনবিন্যাসে কুবুদ্ধি বৃকাসুর মোহিত হইয়া বরপ্রাপ্তি বিস্মরণপূর্ব্বক নিজ মস্তকে স্বীয় হস্ত অর্পণ করিল। অনন্তর ঐ অসুর তৎক্ষণাৎ বিদীর্ণমস্তকে বজ্রাহতের ন্যায় ভূপতিত হইলে আকাশে জয়ধ্বনি, নমোবাক্যধ্বনি এবং প্রশংসা-সূচকধ্বনি উত্থিত হইল।

কৃষ্ণভক্ত অপরাধী দেববাসিগণের হয়েছে পরিণতি। অহঙ্কারের ফলই দেখ ফল। যেখানে কৃষ্ণভজনে বীতস্পৃহা, সেইখানেই এতাদৃশী অসুবিধা। সুতরাং বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণেরও যে "এত সব ছাড়ি' আর বর্ণাশ্রমধর্ম্ম। অকিঞ্চন হইয়া লয় কৃষ্ণৈকশরণ॥" এই মহাজন বাক্যপালনে বদ্ধপর হওয়া বিশেষ আবশ্যক, তাহাতে আর সন্দেহ কি? তাই বলি সাধু সাবধান!

নবদ্বীপ-পঞ্জিকা

—:•:—

অদ্য হইতে ৩ দিনের

১০ শ্রীধর ১০ শ্রাবণ ২৬ জুলাই শুক্র-তিথি শুক্লৈকাদশী দণ্ড দি ১৫ রোহিণী নক্ষত্র দি ৫।২ বৃদ্ধিযোগ দি ৭।১২ বালবকরণ। কামিকা একাদশীর উপবাস।

১১ শ্রীধর ১১ শ্রাবণ ২৭ জুলাই শনি বার কৃষ্ণদ্বাদশী দণ্ড দি ১২।৪০ মৃগশিরা নক্ষত্র দি ৫ ৩২ ধ্রুবযোগ রাত্রি ৫ ৪৫ পরে ব্যাঘাতযোগ রা ৫ ৫২ তৈতিলকরণ। দি ৯ ৫৪ মধ্যে কামিকা একাদশীর পারণ।

১২ শ্রীধর ১২ শ্রাবণ ২৮ জুলাই রবি বার বাসুদেব কৃষ্ণত্রয়োদশী দণ্ড দি ১২।১৮ আর্দ্রা নক্ষত্র দি ৩।২৭ হর্ষণযোগ রা ৩।৩ বণিজকরণ দি ১২।৪৫ পরে বিষ্টিকরণ রা ১ ৩ শ্রীশ্রী পঞ্চনিকরণ।

শ্রীধর-চরিত্র

—:•:—

(৩)

তেমতি আমিও বিপ্র
স্বকর্ম্মের ফলে, এ সংসারে আসি'
নিজ বুদ্ধি রুচি অনুসারে, এ প্রপঞ্চে
বাহ্যদেহে, ভোগসুখে রহি' উদাসীন
কাটাতেছি দিন গত শ্রীহরিসেবায়।
সুতরাং নাহি কোন প্রয়োজন মম
প্রাপঞ্চিক অবস্থার তারতম্য হেরি'
করিতে বিচার এই নাগরিক সনে।
শ্রীধরবচন শুনি, প্রভু বিশ্বম্ভর,
অন্তরে পাইলা বড় আনন্দ উল্লাস,
কপট সরোষে ভীতি প্রদর্শন করি
কহিলা শ্রীধরে, শোন বিপ্র,বহু ধনে
তুমি ধনবান্, তাই প্রয়োজন তব
নাহি বাহ্য ধনে। যে ধনে হইয়া ধনী
অপরেরে না ভাব অভাব, সেই ধন
অচিরেই জানাবে জগদ্বাসীরে,
সমস্ত ধনে ধনবান্ এক সে শ্রীধর,
আত্মদীন বেশমাত্র বাহ্যে পরিহিত,
দেখি তুমি কিপ্রকারে ভুলাও সংসারে।
ভক্তবৎসল হরি,
জানাইতে বিশ্বজনে বৈষ্ণববিচার,
বাহ্যেতে কলহ করে শ্রীশচীনন্দন,
অবশ্য' ভোগবাদ পাষণ্ড বিচার,
সদা সেবারত ভক্ত শ্রীধর সনে।
অন্তরে প্রেমধারা দয়ালু হরি,
তাঁর দাস নিজ প্রভুচরণ সেবিয়া,
সমস্ত অধিকারী প্রেম-সম্পত্তির।
না বাঞ্ছে স্বপনে তাঁরা দেহ-গেহ-সুখ।
অজ্ঞান-মোহনকরে জীব বিকলের
অথবা ইন্দ্রিয়সুখ-সাধন-উদ্দেশে,
বিষয়ের ভোগবাদী পাষণ্ডগণের
শ্রীবিষ্ণুরে জল-তুলসী-প্রদান
কপটতা-পূর্ণ তাহা কর্মযোগ হয়।
কিন্তু নারায়ণাশ্রিত শুদ্ধ ভক্তগণ,
করে যদি ঐকান্তিকী সেবাবুদ্ধি সহ,
নাহিক বাসনা কিছু বাহ্যে শুধু তাঁর
একমাত্র বাঞ্ছা জাগে শ্রীহরিতোষণ।
শ্রীহরিসেবায় যেবা দুঃখ হয় যত
সেই সে পরম সুখ, এ বুদ্ধি প্রবল।
কিন্তু বিশ্বে মূঢ়গণ অজ্ঞ নয়নে
বৈষ্ণবের বাহ্যদেহে দারিদ্র্য নেহারি,
প্রেমোন্মাদে কভু বা কাঁদিত, হাসি'
প্রেমাবেশে, অদ্ভুত আচরণ-বিলাস,
বাহ্যে যত ধন জন বিদ্যা প্রতিভার,
সমাদর অহঙ্কারে হইয়া পতিত,
ভক্তজনে ভাবে তাঁ'রা দীনহীন বলি'।
মায়াবদ্ধ জীবগণে,
এই কুদর্শন হ'তে করিতে নিস্তার,
হেন লীলা করে প্রভু শ্রীধরের সনে,
বাহ্যে কলহের ভাণ করিয়া প্রকাশ।
বিনয়ে শ্রীধর কহে শুনহে পণ্ডিত
না হয় উচিত তব তোমার আমার
মুখে যাও এ দীনেরে করি' পরিহার।
কি করিলে ফিরে যাব?
সরোষে কহিলা উচ্চে প্রভু বিশ্বম্ভর,
উদ্দেশ্য প্রকাশি' মিছা শ্রীধর-সকাশে।
মিষ্টবাক্যে কভু আমি না ছাড়িব তোমা,
এইক্ষণে বল তুমি কি দিবা আমারে,
বিফলেতে কভু নাহি ফিরে যাব আমি।
শত শত কন্দর্প
জিনিয়া রূপ, জগতের নাথ হরি
প্রদর্শন করি নিজ ভক্তের লীলা,
চিরঋণী হ'য়াছেন এ বিশ্বজনের,
কায়মনোবাক্যে সেবা অঙ্গীকার করি,
যে কোন কৌশলে এ'কে হলে কিম্বা বলে,
অহৈতুক কৃপাদানে করেন কল্যাণ।
শ্রীগৌরবচন শুনি'
দীনভাবে যুক্তকরে কহিল শ্রীধর,
সম্পত্তির মধ্যে কিবা আছয়ে আমার,
জগতে আমার নাহি হয় সঙ্গুলান,
আপনি বিচার করি কহলা এখনি।
কি দান করিতে পারি বলহ ব্রাহ্মণ,
দীন আমি কদমূল বেচে দিন যাই,
কোনভাবে দুঃখ ক্লেশ সহিয়া অন্তরে।
এই পরিদৃশ্যমান
বিশ্বমাঝে যত যত জড়বীরগণ,
স্ব স্ব-ক্রিয়া-সাধনের ফলভোগে রত
তাহার আংশিক কিছু করিয়া প্রদান,
বাঞ্ছা নাম ধরে তারা মানবসমাজে।
পরন্তু আমার স্থান সম্পদ তুলনা
তাদৃশ প্রতিষ্ঠালাভে নাহি সম্ভাবনা।
শ্রীধরের বাক্য শুনি,'
কহিলেন শ্রীশচীনন্দন। হে শ্রীধর,
জানি আমি যেমন আছয়ে তোমার,
না চাহি সম্প্রতি আমি তব গুপ্ত ধন,
এবে দাও বিনামূল্যে কিছু কদলীমূল,
তবে মোর কলহেতে পাইবে নিস্তার।
নবদ্বীপে চাঁদ গৌর,
এই লীলা করি' মুখে নিজজনসহ,
শিক্ষা দিলা বিশ্বজনে পরম যতনে।
হে সাধক, কায়মনো-বাক্যে সেবার,
সেবা ক'র তব মোর অভাবপূরণ,
এসেছে নিত্যানন্দ-দেশে শুভক্ষণ ধরি,'
করিবারে জগতের কল্যাণসাধন।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

পরমার্থ সম্বন্ধে সুসঙ্গতি ভিক্ষা :—১ম খণ্ড—।৵০, ২য় খণ্ড ।৵; ৩য় খণ্ড—৵ ৪র্থ খণ্ড—৵০ —
প্রাপ্তিস্থান—গ্রন্থ বিভাগ, শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শুদ্ধভক্তি মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ

(আকর মঠরাজ)

শ্রীধাম নবদ্বীপ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

[illegible] প্রায় ৩০০ [illegible] শ্রীচৈতন্য [illegible] বিরাজমান। [illegible] শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ- [illegible] সম্প্রদায়- [illegible] সেবিত হইতেছেন। এই মঠ হইতে পারমার্থিক দৈনিকপত্র 'নদীয়া-প্রকাশ', সাপ্তাহিক [illegible] 'নদীয়া-প্রকাশ' [illegible] প্রকাশিত হইতেছেন। [illegible] শ্রীধাম-পরিক্রমা [illegible] মহামহোৎসব [illegible] অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—শ্রীপাদ [illegible] ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রচারিত শুদ্ধভক্তি [illegible] গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীশ্রীগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী [illegible] আছেন। এই মঠস্থাপনে শ্রীগৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ [illegible] সম্পাদিত হয়। 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। [illegible] আলোচনা হয়। [illegible] রক্ষক—[illegible] শ্রীকৃষ্ণবিহারী বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া সহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা এবং শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী সেবাকোবিদ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরাঙ্গের রাসস্থলী এখানে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান, রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বর দাসাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—গোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

(৭) কাজীর সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপা-পাত্র চাঁদ-কাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীমধুসূদন ব্রহ্মচারী ভক্তালোক।

(৮) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও রাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান দাস ব্রহ্মচারী।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্র নাথ দাসাধিকারী।

(১০) মোদদ্রুম-ছত্র "গৌড়ের নৈমিষ"

মাউগাছি, পোঃ ভাণ্ডার, (বর্দ্ধমান)।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান। শ্রীগৌরনিত্যানন্দের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীনন্দবিহারী ব্রজবাসী, ভক্তভূষণ।

(১১) চেতিয়া কুঞ্জকানন

শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী,

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক শ্রীনরোত্তমানন্দ ব্রহ্মচারী

(১২) কুঞ্জকুটীর—পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীমধুসূদন অধিকারী

(১৩) ভাগবত-আসন—পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

এই স্থান হইতে ভাগবতসিদ্ধান্ত প্রদর্শনী প্রচারিত হয়। রক্ষক—শ্রীযতানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তালোক, ভাক্তশাস্ত্রী।

(১৪) একায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ রাসপাড়া, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীমন্নাথ চট্টোপাধ্যায় গোস্বামী ভক্তিধর।

(১৫) মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরাধাকান্ত ব্রজবাসী।

(১৬) মাধ্বগৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, পোঃ ঢাকা

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ বি-এ।

(১৭) গোপালজীউ মঠ—কমলাপুর, (ঢাকা)

গোপালজীউর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান। রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী।

(১৮) মদনাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি (ঢাকা)।

এখানে শ্রীমদনাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(১৯) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

রতবাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ ভাক্তশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২০) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ বাগ্, (ঢাকা)

এখানে বড় ভূঞার শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(২১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীঅদ্বৈতকৃষ্ণ দাসাধিকারী।

(২২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ভুরুকোণা, পোঃ চিত্রকুণ্ডা, (মানভূম)

এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী।

(২৩) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকনিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে গুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবংশীদাস ব্রজবাসী ভক্তিরত্ন।

(২৪) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী।

(২৫) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগড়িয়া, পোঃ বক্সীবাজার, (কটক)

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদবিহারী জীউর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর

(২৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর পুরী,

শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন।

(২৭) পুরুষোত্তম মঠ

কাজীপুর, পোঃ পুরী উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমদনমোহনজীউর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীমাধব অধিকারী

(২৮) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগোপীনাথদেব ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী দাসাধিকারী।

(২৯) রায়রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভূর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। মহোপদেশক—শ্রীনরহরি দাসাধিকারী ভক্তিসেবন।

(৩০) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪২নং কাজিপুরা, বেনারস সিটি

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীমহেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(৩১) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ

(৩২) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও গৌর-বিনোদ-বিলাসমঠীর সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীসত্যনারায়ণ দাসাধিকারী।

(৩৩) কৃষ্ণচৈতন্য মঠ

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

এখানে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিত্য-সেবা হয়। রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণপদ ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠ

'কংসখালি মথুরা

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ

(৩৫) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ—শ্রীরাধাকুণ্ড

রক্ষক—শ্রীরাধারমণচরণদাস ব্রহ্মচারী

(৩৬) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৩৭) গোকুলবিহারী মঠ

সেবনারী, পোঃ ভেড়োড়, জেলা গুরদাসপুর (পাঞ্জাব) রক্ষক—শ্রীগোকুলবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৩৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং ওয়ার্ডান রোড, নিউ দিল্লী।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসম্বন্ধ তুর্য্যাশ্রমী

(৩৯) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল।

এখানে গৌরবিনোদরাধেশ সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪০) সারস্বত-গৌড়ীয় মঠ

রামরায় সাতারামপুর, চট্টি, সি

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি

(৪১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ রায়াপেট্টা মাদ্রাজ।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা।

রক্ষক—শ্রীপাদ কৃষ্ণানন্দ ভক্তিবিজয়

(৪২) বোম্বে-গৌড়ীয়-মঠ কার্য্যালয়

গ্রাণ্টার রোড, চৌপাটি বিল্ডিং, ব্লক নং ১, বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ দেববর্ম্মা মজুমদার।

(৪৩) অমরাগ্নি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমরাস, মেদিনীপুর

(৪৪) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী

(৪৫) পাটনা গৌড়ীয় মঠ

১০০ মিঠাপুর, পাটনা।

রক্ষক—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী বাসুদেব

(৪৬) গয়া গৌড়ীয় মঠ

মিল রোড, চাঁদ রোড, গয়া

রক্ষক—উপদেশক শ্রীসর্ব্বেশ্বর বাসুদেব

(৪৭) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠ বালেশ্বর

রক্ষক—শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয়

৩ ম্যার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, এস-ডব্লিউ ৭, লণ্ডন

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন, এম

(৪৯) বার্লিন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

Berlin W. 30

Eisenacher strasse 20 ।

(৫০) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

৩৫০ নং ডালহাউসী ষ্ট্রীট রেঙ্গুন।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

গ্রন্থাকারে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—প্রথম ৪০৲
প্রথম স্কন্ধ হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ৷৶০
২। অনুভাষ্য বিবৃতি শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। ভাষ্য-সমেত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সজ্জনতোষণী-কণ্ঠশ্রী ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড০ ও—১৲; ৩য় খণ্ড—
৩- ৷০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—১৲; ২য় খণ্ড—৷০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব—১৲
৮। সৎক্রিয়াসার—দীপিকা ও সংস্কার-দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণবধর্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৷০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিষয়-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৷০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ।০
১৮। বালক-সাল্ বর ।০
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৶০
২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৷৶০
২২। ভজন-রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ ও (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
২৬ গীতার কেবল মূল-ভাষা ।০
২৭ দুঃসঙ্গবর্জ্জিকা গুণগৌরবঃ সারবান ২৲
২৮ বেদান্তসূত্রের সারার্থ ।০
২৯ প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷
৩০ দীপ-নির্ঘণ্ট ৶০
৩১ সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৶০
৩২ গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩ নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৷০
৩৪ ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫ গীতমালা ৵১০
৩৬ নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭ ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮ শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯ শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ।০
৪০ শরণাগতি ৵০
৪১ গীতাবলী ৵০
৪২ চিত্রে নবদ্বীপ ১।০
৪৩ সারস্বত ৵০
৪৪ প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৵০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৵০
৪৬। অর্চ্চনপদ্ধতি ৵০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৵০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৵১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৵১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম ৪র্থ খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মাধ্যমণ্ডলী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৷০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ০
৫৫। ভক্তমুক্তাবলী বা সারাৎসারশতদূষণী ।০
৫৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৵০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণনাম ৶০
৫৯। শিক্ষাষ্টক ৶০
৬০। সাংখ্যবাণী ৵০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যলীলামৃত সারঃ ।০
৬১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিধিবাদঃ ।০
৬২। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৬৩। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৪। সাধ্যসার শিক্ষাষ্টকম্ ৷৶০
৬৫। গৌড়ীয়মঠের পরিচয়ঃ ৵০
৬৬। সারাৎসারবর্ণনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৭। রায় রামানন্দ ।০
৬৮। এ ফিউ ওয়ার্ডস্ অন্ বেদান্ত ।০
৬৯। নামভজন ।০
৭০। বেদান্ত—ইটস্ মর্ফলজি য়্যাণ্ড অন্টলজি ।০
৭১। বিশেষিক ওয়ার্ল্ড্স্ ৷৶০
৭২। লাইফ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।০
৭৩। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৪। রেজাট্ গৌড়ীয়মঠ ইন জুনি ৵০
৭৫। দি ভাগবত ।০
৭৬। ইরোটিক প্রিন্সিপ্ল য়্যাণ্ড আনএলয়েড ডিভোশন ।০
৭৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২।০
৭৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (জনুয়ার ভাগ) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৭৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮০। সাধন-পথ ।০
৮১। কল্যাণ-কল্পতরু ৵১০
৮২। গীতাবলী ৵০
৮৩। শরণাগতি ৵০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৪। শরণাগতি ৵০

তেলগু ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

৺কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মৃত্যু পথী ... ইহার কার্য্যকারিতা অক্ষয় অধিক। ... প্রত্যহ একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অবস্থা ... হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৶০ আনা, বড় বোতল ১৶০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং
কারখানা—৭নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার
কলিকাতা

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে কথাসার ও শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৷০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও
শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিসুধাকর পূজারী এম, এম, এস, কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। প্রতি বর্ষ ৪॥ টাকা ভিক্ষায় কলিকাতা বাগবাজারস্থ গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৬৲, ষাণ্মাসিক ১৷৹ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। বৈদিবারণসী শ্রীসনাতন মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৷৹

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৹ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিত্যানন্দ সেবাতীর্থ বি-এল, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষার মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১৷৹ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল শ্লোক অক্ষরে এবং তাঁহার বর্ত্তমান যুগে শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। আড় সুন্দর ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৯৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। অতিরিক্ত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোক সূচী, পদ্যসূচী, বাক্যসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়-সূচী, স্থানসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী-পত্র। সতাই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট সংস্করণ জগতের কোথায়ও আর পূর্ব্বে প্রকাশিত হয় নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক-মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৪৬,	১০—৪১,	১৩—২২	১৭—৩৮,	১৯—৩৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—৫৫
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—১২

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

শনিবার অভ্যাধিন

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১২-১০	১২-৩৪	১৫-৩৬	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১২-১৯	১২-৪২	১৫-৪৯	১৮-৫৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-৫১	১৩-১২	১৬-১২	১৯-১১

শ্রীধাম—মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়,

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

"কৃষ্ণ"

[ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্স কলেজের দর্শনের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম-এ, মহোদয়ের শ্রেষ্ঠগবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অনুভূতময় আস্বাদন কারয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-গাথে বড় হইল এই বিরাট, আলেখ্য ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দার্শনিক সমস্ত দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত, সিদ্ধান্তের সম্যক আলোচনা প্রথম খণ্ডে ৩৩শ অধ্যায়ে, প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের স্বলিখিত মুখবন্ধ (Foreward) গ্রন্থকার ও প্রচ-রকের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সাঙ্কেতিক শব্দসূচী (Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

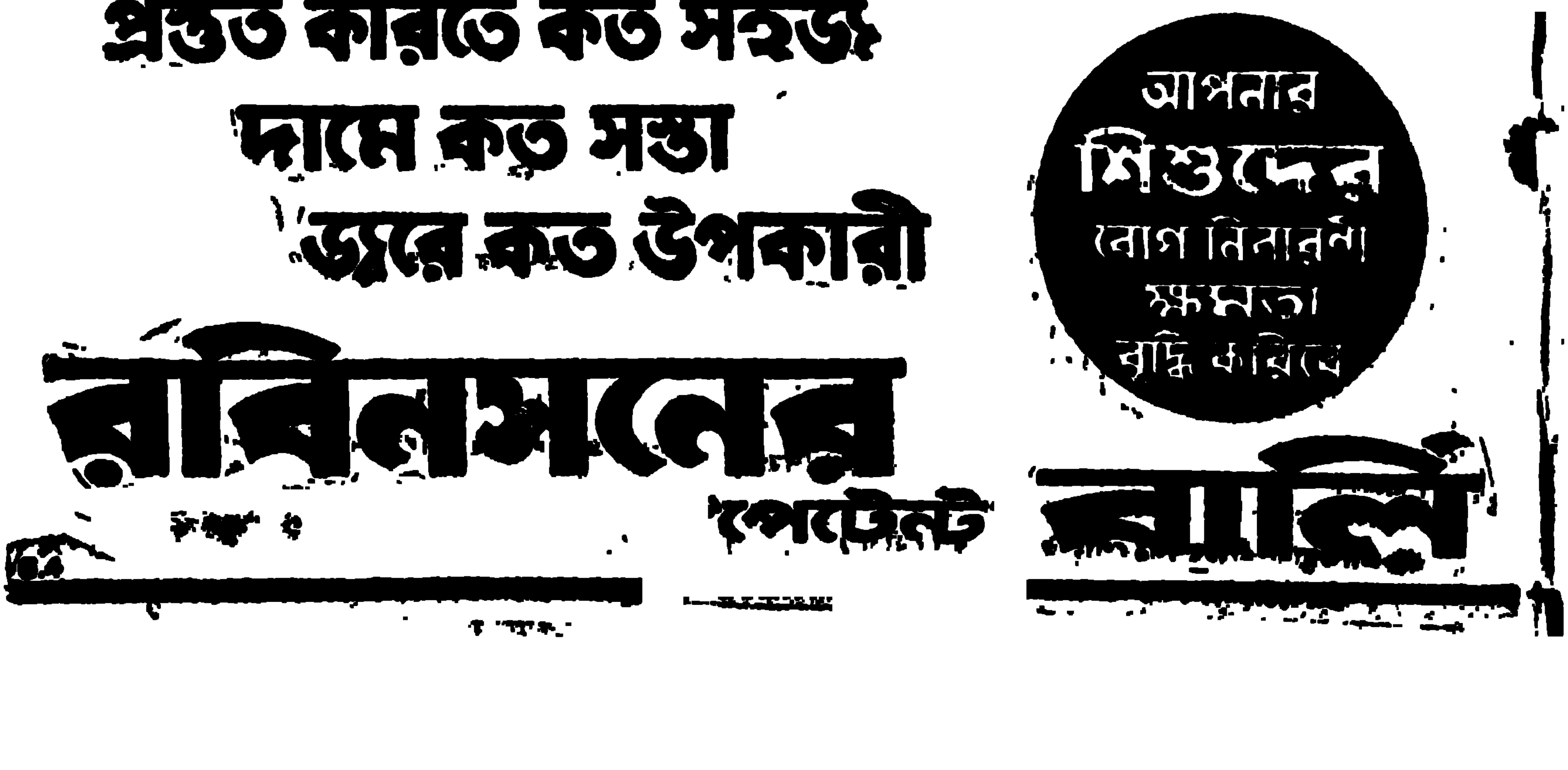

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'শ্রীমায়া' নবদ্বীপ

দৈনিক

REG. NO C. 1544

নদীয়াপ্রকাশ
THE
NADIA-PRAKASH

চৈতন্যোপনিষদ্
বড় অক্ষরে মূল ও
অনুবাদসহ প্রকাশিত
হইয়াছে। কাগজ ও
ছাপা অতি উত্তম।
ভিক্ষা ।০ মাত্র
শ্রীচৈতন্যমঠ,
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

"গৌড়ীয়"
৭ম বর্ষ হইতে
১১শ বর্ষ পর্য্যন্ত
প্রতি বর্ষ কাপড়ে
বাঁধাই
ভিক্ষা ৩৷০ মাত্র।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ
বাগবাজার, কলিকাতা

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত—নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১০ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১১ই শ্রাবণ, শনিবার ১৩৪২, ২৭শে জুলাই ১৯৩৫ [১২৫তম সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

জাপ-ব্যবসায়ীদের পরিকল্পনা
অমৃতসরে লৌহকারখানা স্থাপনের চেষ্টা

'হিন্দুস্থান টাইমস্' পত্রিকার নিজস্ব সংবাদদাতা জানাইতেছেন যে, অমৃতসরে একটী লৌহ ও ইস্পাতের কারখানা স্থাপনের জন্য জাপানী ব্যবসায়ীদের পক্ষ হইতে চেষ্টা চলিতেছে। ঐ জন্য নাকি প্রায় চল্লিশ লক্ষ পাউণ্ড মূলধন বাবদ ব্যয় হইবে এবং তাহাতে বাৎসরিক পঞ্চাশ হাজার টন মাল উৎপন্ন হইবে।

প্রকাশ, এই সংবাদ বণিক ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে পাওয়া গিয়াছে।

নোটজালের ষড়যন্ত্রের অভিযোগ

চুঁচুড়া ও [illegible] বাদশাপুরে সম্প্রতি নোট জালের ষড়যন্ত্রের যে সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, তৎসম্পর্কে হুগলী জেলার নানাস্থান হইতে দশজন লোককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে একজন স্ত্রীলোকও আছে। তাহারা এখন চুঁচুড়া হাজতে আছে।

স্থানীয় পুলিশ জেলা ও অপর এক ব্যক্তির বাড়ী ঘেরাও করে। খানাতল্লাসের ফলে পুলিশ কয়েকটি জাল নোট, নোট জালের ব্লক ও মুদ্রার কতকগুলি জিনিষ পায়।

জেলা জজের নিকট তিনজন আসামীর পক্ষ হইতে জামিনের জন্য আবেদন করা হইয়াছিল। তিনি তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

ইতালী সরকারের নূতন ব্যবস্থা
নোটের জন্য মজুত স্বর্ণ রাখিবার বিধান রদ

বাস্তবতঃ স্বর্ণমান পরিত্যাগ না করিলেও ইতালী চলতি নোটের জন্য মজুত স্বর্ণের সর্ব্বনিম্ন পরিমাণ কমাইয়া দিয়া নামতঃ স্বর্ণমান বজায় রাখিয়াছে। উপরোক্ত ধরণের ব্যবস্থা ফরাসী গভর্ণমেণ্ট অবলম্বন করিতে পারে। মজুত স্বর্ণের পরিমাণ কমানোর ফলে যদি নোটের পরিমাণ বাড়িয়া যায় তাহা হইলে শেষ পর্য্যন্ত আবার মুদ্রাস্ফীতির ব্যবস্থা করিতে হইবে। গত ২২শে জুলাই ষ্টক এক্সচেঞ্জ বন্ধ হইবার পর মন্ত্রীদিগের গোপন সভায় যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় তাহাতে বুঝা যায় যে, আবিসিনিয়ার যুদ্ধের জন্য অতিমাত্রায় জিনিষপত্র ক্রয়ের ফলে ইতালীর ধনকোষের উপর অত্যন্ত চাপ পড়িতেছে এবং সম্প্রতি ধনকোষ হইতে বহু পরিমাণ স্বর্ণ বাহির হইয়া গিয়াছে। নোটের জন্য মজুত স্বর্ণের পরিমাণ কমানোর ফলে ইতালী সরকার বিভিন্ন কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য নয় কোটি বিশ লক্ষ পাউণ্ড পাইবেন।

স্বর্ণ মজুত রাখিবার বিধান স্থগিত

চলতি নোটের শতকরা একশত টাকার নোটের জন্য চল্লিশ টাকা মূল্যের স্বর্ণ মজুত রাখিবার যে বিধান ছিল, ইতালী সরকার তাহা স্থগিত রাখিয়াছেন।

জাহাজ ও খেয়া নৌকার সংঘর্ষ

গত ২২শে জুলাই বি আই এস এন কোম্পানী ও আর এস এন কোম্পানী লিমিটেডের 'আলো' নামক ষ্টীমারের ধাক্কায় মুন্সীগঞ্জ মহকুমার লোহজঙ্গের নিকট এক খেয়া নৌকা ডুবিয়া যায়। উহার ফলে নৌকার সমস্ত আরোহী জলে পতিত হয়। তাহাদের মধ্যে কালাচাঁদ নামক এক বালক সাঁতার কাটিতে না পারিয়া ডুবিয়া মারা যায়। ঐ ঘটনা সম্পর্কে তদন্ত করিবার জন্য আসাম গবর্ণমেণ্ট এক মেরিন কোর্ট নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ঐ কোর্ট কর্ত্তৃক তদন্ত শেষ হইয়াছে। কোর্ট ষ্টীমারের সারেংকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া ছয় মাসের জন্য তাহার লাইসেন্স বাতিল করিবার নির্দ্দেশ দিয়াছেন।

জমিদার সমিতির প্রস্তাব
সরকারের হাতে জমিদারী ছাড়িয়া দেওয়ার ইচ্ছা

গত শনিবার রাজসাহী বিভাগের কমিশনার মিঃ এফ ডব্লিউ রবার্টসন রংপুর কালেক্টরীর রেকর্ড রুমের দ্বারোদ্ঘাটন করেন।

মিঃ রবার্টসন এক ঘরোয়া বৈঠকে উত্তরবঙ্গ জমিদার সমিতির সভ্যগণের সহিত সাক্ষাৎ করেন। জমিদারগণ প্রস্তাব করেন যে, বর্ত্তমান আর্থিক দুরবস্থা হইতে তাঁহাদিগকে ত্রাণ করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টের সমস্ত জমিদারদের জমিদারী নিজ হস্তে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। মিঃ রবার্টসন বলেন যে, আগামী সেপ্টেম্বর মাসে বিভিন্ন বিভাগের কমিশনারদের যে সভা হইবে সেই সভায় তাঁহাদের ঐ প্রস্তাব উপস্থিত করা হইবে।

নৃশংস হত্যাকাণ্ড

উড়পালা নিবাসী জনৈক আবগারী [illegible] সরকারের রামপুরে কৃষ্ণচন্দ্র সরকার ও নিবারণ মাঝি উক্ত গ্রামের [illegible] অপরাধে [illegible] ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে অভিযুক্ত হয়। সোমবার ১৫ই জুলাই ম্যাজিষ্ট্রেট উভয়কে ৩০৩।৩০৪ ৩২৪।৩০০।১১০ ধারা আই পি সিতে অভিযুক্ত করিয়া দায়রায় সোপর্দ্দ করিয়াছেন।

আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্ঘ
সরকারের নিকট অনুরোধ জানাইয়া কয়েকটী প্রস্তাব

২১শে জুলাই মিঃ তাহেরুদ্দিনের সভাপতিত্বে আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্ঘের এক বৈঠক হয়। কলিকাতা, রংপুর এবং পাবনা ও আসাম উপত্যকার জেলাসমূহের বহু প্রতিনিধি তাহাতে যোগ দেন। একটী স্থায়ী সঙ্ঘ গঠিত হইয়াছে এবং গৌহাটিতে উহার প্রধান কার্য্যালয় স্থাপন করা হইয়াছে। মিঃ কেশবনারায়ণ দত্ত উহার সভাপতি ও মিঃ নবনাথ গোস্বামী উহার সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। যথাশীঘ্র আসামে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের এবং গৌহাটিতে উহার স্থান নির্দ্ধারণের জন্য সরকারকে অনুরোধ করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। আর একটি প্রস্তাবে [illegible] কমিটিতে [illegible] সরকারী [illegible] সংখ্যা রাখিবার কথা বলা হইয়াছে।

লক্ষ্ণৌয়ে আবার বোমা

গত ২২শে জুলাই [illegible] মহল্লায় এক বোমা বিস্ফোরণ হইয়াছে। খবরে প্রকাশ বোমাটি একটি [illegible] মধ্যে পুরিয়া কোন লোকের [illegible] রাখা হইয়াছিল। একটি [illegible] বিস্ফোরণ ঘটে। বালকটি [illegible] গুরুতর আঘাত পাইয়াছে।

পুলিশ কর্ম্মচারীরা কোন [illegible] করিতে-ছেন। প্রকাশ যে নারিকেলের মালার মধ্যে কাচের টুকরা ও পেরেক পুরিয়া এই বোমাটি প্রস্তুত করা হইয়াছিল।

গত ১৭ই জুলাই তারিখে লক্ষ্ণৌয়ে একটি বোমা ফাটিয়াছিল। ইহার ১০ দিন পরে পুনরায় এই বোমাটি ফাটিয়াছে।

নমো ভগবতে বাসুদেবায়

১১ই শ্রাবণ, শনিবার ১৩৪২

সহর নবদ্বীপে ভেটের অত্যাচার

সহর নবদ্বীপের ভেটের অত্যাচারের কথা আমরা বহুবার লিখিয়াছি; কিন্তু লিখিলে কি হইবে, যাহাদের উপর তত্ত্বাবধানের ক্ষমতা রহিয়াছে তাঁহারা যদি উদাসীন থাকেন, তাহা হইলে ঐ পাপ দূরীভূত হইতে পারে না। 'সিদ্ধতায় টনিকে'র এমনই গুণ যে, যে ব্যক্তি তাহার আস্বাদ পায় সে ব্যক্তি কিছুতেই তাহা ছাড়িতে চায় না। ব্যবসায়িগণ তাহা বেশ জানেন ঠাকুর লইয়া যাহারা ব্যবসা করে তাহারাও ব্যবসায়ীই; কোন্ ব্যবসায়ী স্বেচ্ছায় স্বীয় লাভজনক ব্যবসায় পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করে? সুতরাং সহর নবদ্বীপের ভেট-আদায়কারী ঠাকুরবাড়ীওয়ালারা দুটো কথা শুনিলেই যে যাত্রী লোকদিগকে ভেটের দায় হইতে মুক্তি দিবেন তাহা কখনও সম্ভবপর নহে। কথায় বলে—'পেটে খাইলে পিঠে সহে"। যাহাতে উদর-পূর্ত্তির সংস্থান হয়—অনায়াসে স্ত্রী-পুত্রাদির ভরণপোষণ ও তাহাদের আমোদ-আহ্লাদের অর্থাদি লাভ হয়, তাহার জন্য যদি অপরের কটূক্তি একটু আধটুকু শুনিতে হয়, এমন কি মহাপ্রভুর পবিত্রস্মৃতির সহিত বিজড়িত স্থানের দুর্নামও রটে তাহা হইলেই কি অর্থলোলুপ ব্যক্তি তাহা ছাড়িতে পারে? কিন্তু সহরের নগরপালগণ নীরব কেন? তাঁহারা ত' সহরের উন্নতির জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা কি জানেন না যে, মহাপ্রভু শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের পবিত্র স্মৃতির সহিত বিজড়িত বলিয়াই সহস্র সহস্র যাত্রী ঐ সহরে আসিয়া থাকে? ঐ যাত্রীগণ উৎপীড়িত হইয়া দেশে দেশে যে সহরনবদ্বীপের কুখ্যাতি করিতেছেন তাহা নগরনবদ্বীপের উন্নতির কথা বটে! নগরপালগণের শিরোরত্নের অগ্রজ একবার আমাদের নিকট ভেটের অত্যাচারের জন্য অন্যত্র স্থানের অধিবাসীগণ নবদ্বীপবাসিগণকে কি প্রকার ঘৃণার চক্ষে দেখেন তাহা বলিয়াছেন। সুতরাং নগরপালগণ যে উহা একেবারেই জানেন না তাহা আমাদের বোধ হয় না। এই ভেটের অত্যাচার সম্বন্ধে আমরা বহু পত্রাদি পাইয়া থাকি। গতকল্য ও কৃষ্ণনগর সিটি ষ্টেশনের বুকিং ক্লার্ক শ্রীযুক্ত ভবানীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় হইতে ঐ মর্ম্মে একটী পত্র আমরা পাইয়াছি। নিম্নে তাহার কিয়দংশ প্রকাশ করিতেছি। আমরা জানি উপবীতধারী হইলে ভেটের দায় হইতে অব্যাহতি পায় কিন্তু বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও অব্যাহতি পান নাই ইহা বড়ই আশ্চর্য্য।

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পত্র

"আমি অতি দুঃখের সহিত নিম্নলিখিত ঘটনাটি আপনাকে জানাইতে বাধ্য হইলাম। আশা করি, যদি কোন প্রতিকারের উপায় থাকে করিতে চেষ্টা করিবেন। আমি গত শুক্রবার আমার স্ত্রী ও আমার এক আত্মীয়কে লইয়া ভগবদ্দর্শনে যাইয়া প্রথমে আমি সোনার গৌরাঙ্গদেবের বাটী যাই; সেখানে দরজায় বসিয়া একটী বাবু চা পান করিতেছিলেন। তিনি বলিলেন ।/৫ করিয়া প্রত্যেককে দিতে হইবে তবে দর্শন করিতে পারিবেন। আমি অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া বলিলাম—অত পয়সা আমার নিকট নাই, দয়া করিয়া ভগবানকে দর্শন করিতে দিন আমরা যথাসাধ্য প্রণামী দিব। কিন্তু দুঃখের কথা বলিব কি, তিনি আমাকে অপমানসূচক বাক্য বলিয়া তাড়াইয়া দিলেন। পরে আমি ষড়ভুজ গৌরাঙ্গদেবের বাড়ী যাই; সেখানেও এক ব্যবস্থা। অতঃপর আমি বিফল মনোরথ হইয়া ফিরিতে বাধ্য হইলাম।"

ভগবানকে লইয়া ব্যবসা করা হইতেছে কিনা তাহাও তিনি জিজ্ঞাসা করিয়া অবশেষে বলিয়াছেন, "বাস্তবিক যদি তাহাই হয় (অর্থাৎ ভগবানকে লইয়া যদি ব্যবসা করাই হয়) তাহা হইলে ভগবান্ আর কতদিন অত্যাচার সহ্য করিয়া গরীবের প্রাণে ব্যথা দিবেন? আশা করি বিশেষভাবে প্রতিকারের জন্য অগ্রসর হইবেন।"

ঐ ঠাকুর বাড়ীগুলির প্রত্যেকটি ব্যক্তিগত সম্পত্তি কিনা তাহা আমরা জানি না। যদি কোনটি তাহা না হইয়া থাকে তবে আমাদের বিশ্বাস সুযোগ্য জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও এস, ডি, ও মহোদয়গণের একটু কৃপাদৃষ্টি হইলে ইহার প্রতিকার হওয়া নিতান্ত অসম্ভব নহে।

নৃশংস হত্যাকাণ্ডের মামলা

ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ চট্ট এম বসু সহকারী দায়রা জজরূপে নৃশংস হত্যাকাণ্ডের অপরাধে অভিযুক্ত ভনু শেখের প্রতি ৫ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড ও অপর দুইজন আসামীর প্রতি ২ বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ প্রদান করেন।

প্রকাশ, গত চৈত্র মাসে একদিন সান্ধ্যবেলা রহমৎ আলী আসামীদের বাড়ীর নিকট দিয়া যাইতেছিল। তাহাদের অনুরোধে রহমৎ আলী কোনরূপ সন্দেহ না করিয়া তামাক খাইতে গৃহমধ্যে যায়। কিছুক্ষণ পরে আসামীরা তাহাকে আক্রমণ করিয়া তাহার গুহ্যদ্বারের মধ্যে তপ্ত লৌহশলাকা প্রবেশ করাইয়া দেয়। অতঃপর আসামী। রহমৎ আলীকে মৃতপ্রায় অবস্থায় মাঠে রাখিয়া আসে। সারা রাত্রি ঐ ভাবে মাঠে কাটাইয়া পরদিন সকালে সে থানায় গিয়া ঘটনা বিবৃতি করে। তৎপর রহমৎ মৃত্যু মুখে পতিত হয়।

আসামী পক্ষের উকিল বলেন যে, মৃত ব্যক্তি একজন নামকরা বদমায়েস ছিল এবং অপর লোকের গুপ্ত অপরাধকে তাঁহার মক্কেলগণের উপর বিদ্বেষবশেই আরোপ করা হইয়াছে

অলৌকিক ক্ষমতাপন্ন ফকির

কিছুদিন পূর্ব্বে এক ফকির গুজরাটে আসিয়া সহরের বাহিরে এক কূপের নিকটে আস্তানা করিয়া বসেন এবং একদল লোক যথারীতি তাঁহার পরম ভক্ত হইয়া পড়ে। তাহারা মনে করিত, ফকির সাহেব অলৌকিক ক্ষমতাশালী; তিনি ভূত, ভবিষ্যত বলিয়া দিতে পারেন, এমন কি বেড়ী দেওয়া কয়েদীকেও মুক্ত করিতে পারেন।

একদিন ফকিরসাহেব লালা জগদীশ সহায় নামক এক সম্পন্ন ভদ্রলোককে বলিলেন, লালাজী যদি তাঁহার সাদা ঘোড়াটি দিতে পারেন, তবে তাঁহার মনোরথ সিদ্ধ হইবে। কিছুক্ষণ মুদিত নেত্রে অবস্থান করিয়া যেন ফকির প্রত্যাদেশ পাইলেন, ঘোড়াটি কোথায় পাঠাইতে হইবে। পরে জানা গিয়াছে, উহা ফকির সাহেবেরই বাড়ী।

ঘোড়া দিয়াও লালা জগদীশ সহায়ের মনোরথ পূর্ণ না হওয়ায় লালাজী ফকিরের বিরুদ্ধে এজাহার দেন। নিকটবর্ত্তী এক ষ্টেশনের থানা হইতে ফকিরকে দণ্ডবিধির ৪২০ ধারা অনুসারে গ্রেপ্তার করিয়া আনা হইয়াছে। প্রকাশ, ফকির আর এক ব্যক্তিকে প্রতারণা করিয়া তাঁহার বাইসাইকেলটি আত্মসাৎ করিয়াছে।

বিক্রমপুরে সর্পের উৎপাত

আউট সাহীর বিরাবাড়ীর দীঘিতে এক বিরাট পাহাড়ী সর্পের আবির্ভাব হইয়াছে। ঐরূপ সাপ এতদঞ্চলে বড় একটা দেখা যায় না। দিনে ইহার দেখা বড় মিলে না; রাত্রিতে কোন কোন সময় দেখা যায়। বন্দুকের সাহায্যে ইহাকে মারার চেষ্টা চলিতেছে। এই ব্যাপারে সমস্ত গ্রামে একটা আতঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছে।

কয়েক দিন পূর্ব্বে একটী বালিকা সর্পাঘাতে মারা গিয়াছে। গ্রামের কয়েকটি যুবক একবার পাঁচটী বিষধর সর্প মারিয়া যথেষ্ট প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছে।

মোহিনীমিলের নিকট জাপানী কোম্পানীর পত্র

ওসাকা ম্যানুফ্যাকচারিং এসোসিয়েশন মোহিনী মিলের নিকট জাপানে তৈরী কাপড় ভারতে তৈরী বলিয়া চালাইবার জন্য যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন তাহার সত্যতা নির্দ্ধারণের জন্য জাপানের সিমলাস্থিত কনসাল জেনারেল জাপান সরকারের নিকট তার করিয়াছেন।

কনসাল জেনারেলের নিকট সাক্ষাৎ করিলে তিনি বলেন ওসাকা ম্যানুফ্যাকচারিং এসোসিয়েশনের নামে কোন সমিতি জাপানে আছে, একথা তাহার জানা ছিল না, অবশ্য উপরোক্ত নামে কোন ব্যক্তি বিশেষ ব্যবসা চালাইতে পারে। তিনি বলেন, ভারত ও জাপানের মধ্যে বাণিজ্যচুক্তি হইবার পর জাপান হইতে ভারতে বস্ত্রাদির রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য কেবলমাত্র একটি আমদানীকারী সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সমিতিটির নাম 'কটন ইউনিয়ন'।

মিঃ এম পি গান্ধী ভারত সরকারের নিকট যে অভিযোগ করিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন তাহার উপর জাপান কনসাল জেনারেল বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন এবং এ বিষয়ে সঠিক খবর জানিবার জন্য জাপান সরকারের নিকট তার করিয়াছেন।

পল্লীগ্রামে মারধর করিবার জের

জব্বলপুরে যেখানে কিংস রেজিমেন্টের কয়েকজন সৈন্যের বেপরোয়া মারপিটের ফলে একজন গ্রামবাসীর মৃত্যু ঘটে ও কয়েকজন আহত হয়, এইরূপ সংবাদ পাওয়া গিয়াছিল। ঐ সম্বন্ধে আরও অনুসন্ধানের ফলে জানা গিয়াছে যে, সামরিক আইনানুসারে গত শুক্রবার হইতে সমস্ত কিংস রেজিমেন্টকে ব্যারাকে বন্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে। অন্য একটি সৈন্যদল তাহাদিগকে পাহারা দিতেছে প্রকাশ, কিংস রেজিমেন্টের সৈন্যদিগকে পরস্পরের সহিত কথাবার্ত্তা বলিতে দেওয়া হইতেছে না।

অপরাধীদিগকে সনাক্ত করিবার জন্য যখন আহত ব্যক্তিদিগকে আনা হয়, তখন দিনের উপরে সৈন্যদের কুচকাওয়াজ করানো হইয়াছিল। প্রকাশ, তাহারা কয়েকজন সৈন্যকে সনাক্ত করিয়াছে।

অপরাধীদের বিচারের জন্য শীঘ্রই এখানে সামরিক কোর্ট বসিবে।

ব্রহ্ম ব্যবস্থাপক সভার নির্ব্বাচন

এসোসিয়েটেড প্রেস জানিতে পারিয়াছে যে, এই বৎসর ব্রহ্ম ব্যবস্থাপক সভার সাধারণ নির্ব্বাচন হইবে না। খুব সম্ভব আগষ্টের শেষভাগে অথবা সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে ব্যবস্থাপক সভার আয়ুষ্কাল বৃদ্ধির ঘোষণা করা হইবে।

বোধ হয়, ১৯৩৭ সালের এপ্রিলমাসে ব্রহ্মদেশ ভারতবর্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন করা হইবে। ব্রহ্ম ব্যবস্থাপক সভা বিলোপ এবং প্রাদেশিক নূতন সভার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের জন্য উদ্যমপূর্ণ যে প্রস্তাব নোটিশ দিয়াছিলেন, অস্থায়ী গবর্ণর স্যার উবল্ দুপার তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

—পারমার্থিক পত্র—

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

১০ম বর্ষ   ১১ শ্রীধর   গৌরাব্দ ৪৪৯, ১১ই শ্রাবণ বঙ্গাব্দ   শনিবার   সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

এলাহাবাদের 'লীডার'-পত্রে প্রকাশ, শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি মহারাজ বোম্বে হইতে এলাহাবাদে আসিয়া এলাহাবাদস্থ প্রাণ্ট্‌ট্রাংক রোড ও ক্যানিং ষ্ট্রীটের সঙ্গমে অবস্থিত শ্রীরূপগৌড়ীয়মঠে ব্রহ্মচারিবৃন্দসহ অবস্থানপূর্ব্বক প্রত্যহ সন্ধ্যা ৭ ঘটিকা হইতে মঠ-প্রাঙ্গণে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। পাঠের আদিতে ও অন্তে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হয়।

শ্রীরামানন্দ-গৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক শ্রীপাদ নৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিলাট মহোদয় গোদাবরী জেলার বিভিন্ন স্থানে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর বাণী কীর্ত্তন করিতেছেন। উক্ত শ্রীমঠের সেবোন্নতির জন্যও ব্রহ্মচারীজী যথেষ্ট পরিশ্রম করিতেছেন। শ্রীপাদ রামগোবিন্দ ব্রহ্মচারীজী বর্ত্তমানে শ্রীরামানন্দগৌড়ীয়মঠে অবস্থানপূর্ব্বক স্থানীয় লোকগণের নিকট তেলেগু ভাষায় হরিকীর্ত্তন করিতেছেন।

শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ দাস বাবাজী মহারাজ পুরী শ্রীপুরুষোত্তমমঠে অবস্থান করিয়া সমাগত যাত্রিগণের নিকট শ্রীপুরুষোত্তমতত্ত্ব ও মহাপ্রভুর মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

সজনী দুর্ব্বলবাটীতে

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ গত ২৭শে আষাঢ় দুর্ব্বলবাটীর রঘুনাথজীর ঠাকুরবাটীতে "সনাতনধর্ম্ম" সম্বন্ধে আর একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। তাহার মর্ম্ম :—এই সনাতনধর্ম্মের বক্তা শ্রীভগবান্ স্বয়ং। আমাদের হৃদয়ের যাবতীয় কপটতা বা তস্করতা যখন দূর হয় তখন আমরা জানিতে পারি—ভগবানই একমাত্র বাস্তব বস্তু। এই ভগবানকে কেহ বা সবিশেষ কেহ বা নির্ব্বিশেষ বলেন। কিন্তু যাবতীয় বিরুদ্ধগুণের সামঞ্জস্য যাহাতে তিনিই ভগবান্। তিনি সবিশেষ এবং নির্ব্বিশেষ উভয় অবস্থায় থাকিতে পারেন। তাঁহার অপ্রাকৃত আকার বেদে স্বীকৃত হইয়াছে। তাহার প্রাকৃত কোন আকার নাই, এই জন্য 'নিরাকার' শব্দ বেদে দেখিতে পাওয়া যায়।

আমরা কালীধাম বা মুক্তিধাম অতিক্রম করিয়া বৈকুণ্ঠধামে যাই এবং তথা হইতে মথুরায় উপস্থিত হইলে বিশুদ্ধসত্ত্বায় বাসুদেব আবির্ভূত হন, এবং আমাদের নির্ব্বিশেষ-চিন্তাস্রোত ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। তিনি ঐ প্রণবকে বিশেষত্ব স্বীকার করিলেও তাহা জড়ীয় কোন ব্যাপার নহে। জীবের যাবতীয় ভোগোন্মুখিনী ও ত্যাগোন্মুখিনী বৃত্তি ধ্বংস হইলে সেবোন্মুখিনী বৃত্তিতে সেবাবস্তুর আবির্ভাব অনুভবনীয় হয়। জীবের শুদ্ধ অবস্থায় আত্মানুভূতি হইলে আত্মার স্বাভাবিক ধীর চিন্তক্রিয়াসহ ভক্তের নিকট প্রকাশিত হয়।

সনাতনধর্ম্মের অপর নাম ভাগবতধর্ম্ম। উহাতে ভগবান্ এবং ভক্তের নিত্য বিশেষত্ব স্বীকৃত হইয়াছে যদু, নারদ, শম্ভু, কুমার কপিল, ব্যাস প্রভৃতি মহাজনগণ এই বিমল ভাগবতধর্ম্ম আচরণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের অনুসরণকারী যাঁহারা, তাঁহারা এই ধর্ম্মের বিষয় বলিতে পারিবেন। অনুকরণকারী যাঁহারা তাঁহারা কখনও সনাতন ধর্ম্মের কথা বুঝিতে সমর্থ নহেন। আমি অপ্রাক্ত-গো। আমার অসংযত ইন্দ্রিয়গুলিকে হৃষীকপতির সেবায় নিযুক্ত করিবার জন্য আমরা গুরুসমীপে গমন করি। তখন গুরুদেব আমাদিগকে সদুপদেশ বা বৈকুণ্ঠের শব্দ শ্রবণ করান এবং ঐ অপ্রাকৃত-বাণী-শ্রবণ-প্রভাবে আমাদের কাপটিক প্রাকৃতাহঙ্কার অপসারিত হয়। তখন গুরুদেব শিষ্যকে আত্মসম করিয়া ভগবানের সহিত যে তাহার নিত্যসম্বন্ধ, তাহা জানাইয়া দেন।

বেদে কর্ম্ম, জ্ঞান এবং ভক্তি এই ত্রিবিধ কাণ্ড আছে। বহির্ম্মুখী জীবকে নিবৃত্তিমার্গে লইবার জন্য শাস্ত্রে কর্ম্ম এবং জ্ঞানমার্গ উপদেশ করিয়াছেন। কিন্তু আমরা শাস্ত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য বুঝিতে অসমর্থ হইয়া কর্ম্ম এবং জ্ঞানকে বহুমানন করিয়া থাকি।

দীক্ষা-শব্দের প্রকৃত অর্থ দিব্যজ্ঞান। বিষ্ণুসম্বন্ধীয় বুদ্ধিলাভ করাই দীক্ষার প্রকৃত তাৎপর্য্য। প্রত্যেক দীক্ষিত ব্যক্তির বিষ্ণুর আদেশ গ্রহণ করা একান্ত কর্ত্তব্য। যাঁহার ভোক্তা অভিমান আছে তিনি কখনও ভক্তপদ বাচ্য হইতে পারেন না। নরাকারে ভগবান্ অবতীর্ণ হন। শ্রীনাম-কৃপায় আত্মোপলব্ধি হয় এবং দেহগত অহঙ্কার অপসারিত হয়। সংস্কারপ্রভাবে দ্বিজত্ব লাভ হয়।

সর্ব্বদাই শ্রীভগবানের কথা আলোচিত হইলে আমরা আশ্বস্ত হইতে পারি। সনাতনধর্ম্মে উদ্বুদ্ধ হ'য়ে সনাতন বস্তু বিষ্ণু-সম্বন্ধীয় বুদ্ধি লাভ করিলে আমরা কৃষ্ণ-সংসার বৈকুণ্ঠে যেতে পারি এবং এই সনাতনধর্ম্মের বিজয়পতাকা লইয়া সমস্ত জগৎকে ... করিতে পারি এবং বলিতে পারি যে যদি তোমরা শান্তি, সুখ বা আনন্দ চাও তবে সেই একমাত্র শান্তিপ্রদ, সুখময় ও আনন্দময় বস্তু যে ভগবান্, তাঁহার পাদপদ্ম একান্তভাবে আশ্রয় করিলে নিত্য শান্তি লাভ করিতে পারিবে। নচেৎ কল্পনাময় আলেয়ার পশ্চাতে ধাবিত হইয়া প্রতারিত হইবে মাত্র।

সর্ব্বেশ্বর বিষ্ণুসম্বন্ধীয় বুদ্ধি হইতে চ্যুত হওয়াতে বর্ত্তমানে আমাদের দুঃখ বিপদরাশি উপস্থিত হইয়াছে। যে ভগবান্ আমাদের দুঃখে কাতর হইয়া যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া আমাদিগকে ত্রাণ করিবার জন্য কতই না চেষ্টা করিয়াছেন আমরা কেবলই তাঁহার কথা বিস্মৃত হইয়া আছি। আমাদের মত অকৃতজ্ঞ আর কে আছে? এই অনুগ্রহ আমরা যাহাতে সদা সর্ব্বদাই স্মরণ করিতে পারি, তজ্জন্য একমাত্র ভগবান্ দয়া করিয়া আমাদিগকে দান করিয়াছেন।

আপনারা ইন্দ্রিয়গণকে বশে রাখিয়া আপনাদের মালিক বস্তুকে সতত স্মরণ পূর্ব্বক বিষ্ণুসম্বন্ধ করিয়া কৃষ্ণের সংসার করুন; তাহা হইলে এই সংসার-বৈকুণ্ঠে পরিণত হইবে, আর ত্রিতাপজ্বালা ভোগ করিতে হইবে না।

> জনক-জননী-জায়া যে সংসারে আছে তথা
> তাতে কিবা আছে বল সুখ।

এই সঙ্গমস্থলে আমরা প্রকৃত সুখের অনুসন্ধান ক'রে যেতে পারি। ভগবানের একমাত্র বিভূতি—এই দেবী-দেবীর ... চেষ্টা উপলব্ধি করিয়া আমরা নিরাবিষ্ট চিত্তে অনুসন্ধান করিতে পারি। আমাদের বক্তার পর ছায়াচিত্রে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-লীলা প্রদর্শিত হয়।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১১ শ্রীধর বুধবার শ্রীগৌরাব্দ ৪৬৯

ব্রহ্মানুভূতি

গত বুধবার আমরা "পরেশানুভূতি" প্রবন্ধে যাহা আলোচনা করিয়াছি তাহার মূল কথা এই যে, ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞান, বৈজ্ঞিক-জ্ঞান, কল্পনার ঈশ্বর-জ্ঞান বা অদ্ধ জ্ঞানিগণের ব্রহ্মজ্ঞান পরতত্ত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অকিঞ্চিৎকর; সুতরাং ঐ ঐ জ্ঞানকাণ্ডের সম্বল করিয়া যাঁহারা বসিয়া আছেন, তাঁহাদের পক্ষে পরেশানুভূতি সম্ভবপর নহে। প্রাকৃত-বাক্যের যুক্তি ও তর্কের অগোচর অপ্রাকৃত-বাক্যের আধার শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সেবোন্মুখ ব্যক্তির প্রতি কৃপাবশ্য বিস্তার করিলে তৎসাহায্যে সেবক পরেশানুভূতি-লাভের অধিকারী হন। পরেশের ত্রিবিধ প্রতীতি—ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্; সুতরাং পরেশানুভূতিও ত্রিবিধা—ব্রহ্মানুভূতি, পরমাত্মানুভূতি ও ভগবদনুভূতি।

ব্রহ্মজ্ঞ ভরত রাজা রহূগণকে যেসকল অমূল্য উপদেশ প্রদান করিয়াছেন তন্মধ্যে একটি নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে।

জ্ঞানং বিশুদ্ধং পরমার্থমেক-
মনন্তরং ত্ববহির্ব্রহ্ম সত্যম্।
প্রত্যক্ প্রশান্তং ভগবচ্ছব্দসংজ্ঞং
যদ্বাসুদেবং কবয়ো বদন্তি॥

(ভাঃ ৫।১২।১১)

এই শ্লোকে অদ্বয়-জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দনের ত্রিবিধ প্রতীতির কথাই সংক্ষেপতঃ বলা হইয়াছে। প্রথমপ্রতীতি ব্রহ্ম সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—"জ্ঞানং বিশুদ্ধং পরমার্থমেকমনন্তরং ত্ববহির্ব্রহ্ম সত্যম্"; তিনি সত্য, বিশুদ্ধজ্ঞান, মোক্ষপ্রদ, অদ্বিতীয় ও সর্বব্যাপক। দ্বিতীয়প্রতীতি পরমাত্মা-সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—"প্রত্যক্ প্রশান্তম্"; পরমাত্মা—সর্বজীবের অন্তরে অবস্থিত এবং তিনি ক্ষোভশূন্য। তৃতীয় বা পূর্ণপ্রতীতি সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—"ভগবচ্ছব্দসংজ্ঞং যদ্বাসুদেবং কবয়ো বদন্তি", পরতত্ত্বের পূর্ণপ্রতীতি 'ভগবান্'-শব্দে অভিহিত; তাঁহাকে অপ্রাকৃত কবিগণ 'বাসুদেব'-রূপে বর্ণন করেন। শ্রীবাসুদেব ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা ও আশ্রয়, পরমাত্মার অংশী এবং ভক্তগণের উপাস্য বস্তু।

বস্তুতঃপক্ষে জগতের সমস্ত সবিশেষ-চিন্তার বিপরীত কোন নির্বিশেষ-চিন্তাগত পরেশভাব সম্ভবপরে অসিদ্ধ। পরতত্ত্ব সর্বতোভাবে স্বপ্রকাশ। জ্ঞানানুশীলনকারী জীবকর্তৃক পরেশানুভূতি পূর্ণভাবে নির্বিশেষরূপে প্রতিভাত হয়। কেবল চিন্তাকে শেষ করিলে ব্যতিরেক অবস্থায় সেই পরেশতত্ত্বের যে নির্বিশেষের আবির্ভাব হয়, তাহাই ব্রহ্ম; উহা পরেশতত্ত্বের বিশ্লিষ্টস্বরূপ নহে। কেবলাদ্বৈতবাদযোগে দৃষ্ট না হইলে চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ ঐ উপায়ে পরেশতত্ত্বের আভাস পাইতে পারেন মাত্র। এই ব্রহ্মানুভূতিতে পরেশানুভূতি এত ক্ষীণা যে তাহা পর্যাপ্তরূপা মোটেই নহে। কারণ, সর্বতোভাবে ইহাতে ভক্তির পুষ্টি সম্ভবপর নহে। সনকাদি ঋষিগণ ঐ অনুভূতিতে আবদ্ধ থাকিয়া শান্তভক্তির আশ্রয়রূপে উদাহৃত হইয়াছেন।

ব্রহ্মের স্বরূপনির্ণয়ে শ্রীব্রহ্মসংহিতায় শ্রীব্রহ্মার উক্তি—

যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ডকোটি-
কোটিষ্বশেষবসুধাদিবিভূতিভিন্নম্।
তদ্ব্রহ্ম নিষ্কলমনন্তমশেষভূতং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

এই শ্লোক হইতে আমরা জানিতে পারি যে, আদিপুরুষ, অপ্রাকৃত-নাম-রূপ-গুণ-লীলাময়-বিগ্রহ শ্রীগোবিন্দের অঙ্গপ্রভা হইতেই ব্রহ্মের আবির্ভাব। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীচরিতামৃতে বলিয়াছেন—

তাঁহার অঙ্গের শুদ্ধ কিরণমণ্ডল।
উপনিষৎ কহে তাঁরে ব্রহ্ম সুনির্মল॥
চর্মচক্ষে দেখে যৈছে সূর্য নির্বিশেষ।
জ্ঞানমার্গে লৈতে নারে তাঁহার বিশেষ॥

ব্রহ্মধামে কাঁহারা যান, তদ্বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন—

মুনয়ো বাতবসনাঃ শ্রমণা ঊর্ধ্বমন্থিনঃ।
ব্রহ্মাখ্যং ধাম তে যান্তি শান্তাঃ
সন্ন্যাসিনোঽমলাঃ॥

দিগম্বর, শ্রমশীল, ঊর্ধ্বরেতা মুনিগণ, শান্ত ও নির্মল সন্ন্যাসিগণ ব্রহ্মধাম লাভ করেন। কিন্তু প্রকৃত বিচারে ইঁহারা—"এহো বাহ্য" অর্থাৎ অন্তরঙ্গ পার্ষদরূপে পরেশের সেবা করিবার সৌভাগ্যলাভে বঞ্চিত।

কথামৃত

[শ্রীরাধাকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী]

ভূতকুলের অমরত্ব অমৃতপানজনিত। উহা ভোগের পারিপাট্যবর্ধনকল্পে। কিন্তু দেবকুলের এই অমরত্ব বস্তুতঃ অমরত্ব নহে। ভক্তঃপ্রোক্তভাবে উহাতে মরত্বই অনুস্যূত। অমরগণ চিরামর নহেন—মৃত্যুশীল—স্বর্গলোকে (দুঃখাদিরহিত স্বর্গে) অবস্থান তাঁহাদের চিরস্থায়ী নহে; ঐ সুখের পশ্চাদ্গামী দুঃখকেও দেখিতে পাওয়া যায়। ত্রিবেদোক্ত যজ্ঞাদি-কর্মপরায়ণ ব্যক্তিগণ যজ্ঞশেষ সোমরসপানে নিষ্পাপ হইয়া ভোগার্থ স্বর্গলোক প্রার্থনা করেন। স্বর্গলোকপ্রাপ্ত হইয়া তথায় দিব্য দেবভোগ-উপভোগান্তে সঞ্চিত পুণ্য ক্ষীণ হইলে পুনরায় মর্ত্যলোক প্রাপ্ত হন। স্বর্গলোকবাসী হইলেও তাঁহাদের কেহই প্রকৃত অমরত্বলাভে সমর্থ হন না। পাপপুণ্য অবসানে তাঁহাদের গতাগতিই সার হয়। সুতরাং সুরাসুর বা সুরপ্রিয় বিষয়ভোগসমূহ কস্মিন্‌কালেও চিরামরত্ব প্রদানে সমর্থ নহে বরং মরত্ব ও দুঃখেরই অগ্রদূত। কিন্তু আমাদের আলোচ্য কথামৃত তদ্রূপ নহে, উহা দুঃখহারী, ভবগহনে গতাগতির পূর্ণ প্রতিবন্ধক, সংসারতাপনাশী, সুখদ, শুভদ ও চিরামরত্বপ্রদ। এই কথামৃত অমরগণের নিকট প্রাপ্য নহে, ইহার প্রাপ্তিস্থল একমাত্র নিত্য অমৃতপুত্র সাধুগণের শ্রীমুখারবিন্দ। এই কথামৃতকামিগণ কথামৃতে অনাদরকারী দুঃসঙ্গসমূহ পরিহার পূর্বক কথামৃত-পরিবেশক বাণী-সেবক সাধুগণের সৎসেবা করিবেন, তাহা হইলে তাঁহাদের উত্তরোত্তর রুচি ক্রমশঃ পীন হইয়া কথামৃতের অপূর্ব আস্বাদ সেবনীয় হইবে এবং চির অমৃতত্ব সুলভ হইবে।

ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু
সজ্জেত বুদ্ধিমান্।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ॥

যিনি সাধুগণের শ্রীমুখারবিন্দ হইতে "তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন" উপায়ে এই উক্তিরূপ কথামৃত আহরণপূর্বক শ্রোত্রপথে হইয়া আস্বাদন করেন তিনি অমৃতের পুত্রত্ব লাভ করেন—অমৃতসেবন করতঃ কৃতকৃতার্থ হন। যাঁহারা এই কথামৃত লাভ করিয়াছেন, সেই প্রকৃত অমর সাধুগণ তাহা যতই পরিবেশনপূর্বক অপর জীবসমূহকে ইহার মাহাত্ম্য ও উপকারিতা উপলব্ধি করাইতে পারেন, ততই তাঁহাদের আনন্দ উত্তরোত্তর বর্ধিত হয়। তাই তাঁহারা সর্বদা এই কথামৃত পরিবেশনের জন্য জীবের দ্বারে দ্বারে অযাচিতভাবে কতনা লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সহ্য করিয়াও উহা পরিবেশনের জন্য প্রস্তুত। তাঁহারা নিজেরাও পরস্পর পরস্পরকে এই কথামৃত পরিবেশনপূর্বক কৃষ্ণকথামৃতাব্ধিতে নিমজ্জিত থাকেন। অখিলরসামৃতমূর্তি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং কথামৃত-সেবনকারী ভক্তবৃন্দের চরিত্র অপূর্বভাবে কীর্তন করিয়াছেন—

"মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ॥"

যাঁহাদিগের চিত্ত আমাতেই অর্পিত, যাঁহাদের প্রাণ মদ্গত, এতদ্রূপ ভক্তগণ পরস্পরকে আমার কথা (কৃষ্ণকথারূপ অমৃত) বুঝাইয়া (শ্রোত্রপথে সেবন করাইয়া) এবং সর্বদা আমার কথা কীর্তন করিয়া (কৃষ্ণকথামৃত পান করিয়া) পরম সন্তোষ লাভ করেন। তাঁহাদের আর কোন অভাব থাকে না (সংসারে আসক্তি বা রুচি থাকে না) সুতরাং তাঁহারা কথামৃতপানে মাতোয়ারা থাকেন। কথামৃতের স্বাদ যিনি পাইয়াছেন তাঁহার নিকট সংসার ও দূরের কথা স্বর্গ ও জাগতিক একান্ত কাম্য বর্গচতুষ্টয়ও তৃণোপম মনে হয়। শাস্ত্র বলেন—

"তৎকথামৃতপাথোধৌ বিহরন্তো মহামুদঃ।
কুর্বন্তি কৃতিনঃ কেচিচ্চতুর্বর্গং
তৃণোপমম্॥"

—যে কৃতী ব্যক্তিগণ মহানন্দে কৃষ্ণকথামৃতসাগরে বিহার করেন, তাঁহারা কল্পদ্রুম চতুর্বর্গকে অনায়াসে তৃণবৎ তুচ্ছজ্ঞান করেন। বস্তুতঃ বহির্মুখ জীবগণ ততদিনই তুচ্ছ সাধ্য কর্মজ্ঞানাদি মার্গাবলম্বনপূর্বক ব্যর্থ চেষ্টায় রত থাকেন, যতদিন তাঁহারা এই কৃষ্ণকথামৃতের আস্বাদন লাভ না করেন। শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

তাবৎ কর্মাণি কুর্বীত ন
নির্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথা-শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা
যাবন্ন জায়তে॥

(ভাঃ ১১।২০।৯)

—যেকাল পর্যন্ত কর্মফল-ভোগে বিরক্তি না জন্মে, অথবা ভক্তিমার্গে আমার কথামৃতে রুচি না হয় তৎকাল পর্যন্তই কর্মফলের অনুষ্ঠান কর্তব্য। ফলকথা—ত্যাগী বা ভগবদ্ভক্তের কর্মানুষ্ঠানাদির প্রয়োজন নাই। বস্তুতঃ কর্মমার্গে যাঁহারা আসক্তিহীন বা শুষ্ক-বৈরাগ্যাদিতে যাঁহাদের বীতস্পৃহা কেবলমাত্র তাঁহারাই কথামৃতপানমত্ত হইয়া ভক্তিসিদ্ধি লাভ করেন বা প্রকৃত অমরপদবী প্রাপ্ত হন। শ্রীভগবান্ আরও বলিয়াছেন—

যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্তু যঃ পুমান্।
ন নির্বিণ্ণো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য
সিদ্ধিদঃ॥

(ভাঃ ১১।২০।৮)

পূর্বসুকৃতিফলে আমার কথায় (কৃষ্ণকথামৃতে) যাঁহার দৃঢ়বিশ্বাস জন্মিয়াছে, অথচ শুষ্ক-বৈরাগ্যাদিতে আগ্রহ হয় নাই কিংবা কর্মমার্গেও আসক্তি নাই, তাঁহার পক্ষেই ভক্তিযোগ সিদ্ধিদায়ক হয়।

'কৃষ্ণ' এই দুইটি বর্ণ কথামৃতের উৎপত্তিস্থল। শ্রীচৈতন্যসরস্বতী কর্তৃক এই বর্ণ দুইটির যে বিবিধ প্রকার বিশ্লেষণ তাহাই কথামৃত। শ্রীচৈতন্যসরস্বতী কর্তৃক এই বর্ণ দুইটি যখন উচ্চারিত ও নিঃসৃত হয় তখনই কথামৃতাদি উত্তালতরঙ্গে উদ্বেলিত হইয়া কৃষ্ণের নিজজনসমূহকে স্বীয় বক্ষে আকর্ষণ করতঃ তাঁহাদিগকে ঐ উত্তাল তরঙ্গে তরঙ্গায়িত করিতে থাকেন। এইরূপে কথামৃতনিমজ্জিত ভক্তসমূহ উক্ত চৈতন্যসরস্বতীর প্রেরণায় চালিত হইয়া দ্বারে দ্বারে গিয়া জীবকুলকে সংসারস্রোতে নিপতিত হইয়া দুঃখভোগের পরিবর্তে এই কথামৃতসাগরে নিমজ্জিত করিবার উদ্দেশ্যে এই পরম শ্রেয়ঃ উপদেশ প্রদান করেন। "এবঞ্চ ভবাম্বুধৌ কৃষ্ণপ্রেমসিন্ধুবন্ধে,

মায়াকে পিছনে রাখি' কৃষ্ণপানে চায়। ভজিতে ভজিতে কৃষ্ণপাদপদ্ম পায়॥

ক্রীড়া করি' অনায়াসে থাক জীব কৃষ্ণাধীন।"
কথামৃতাভিধরূপ 'কৃষ্ণ'-বর্ণ দুইটির কথা
বর্ণনে শাস্ত্র বলিয়াছেন—

তুণ্ডে তাণ্ডবিনীরতিং বিতনুতে
তুণ্ডাবলীলব্ধয়ে
কর্ণক্রোড়কড়ম্বিনী ঘটয়তে কর্ণার্বুদেভ্যঃ
স্পৃহাম্।
চেতঃ প্রাঙ্গণসঙ্গিনী বিজয়তে সর্বেন্দ্রিয়াণাং
কৃতিং
নো জানে জনিতা কিয়দ্ভিরমৃতৈঃ
কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়ী॥

—'কৃষ্ণ' এই দুইটী বর্ণ কত অমৃতের সহিত যে উৎপন্ন হইয়াছে তাহা জানি না। অর্থাৎ উহাতে যে কত অমৃত রহিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। দেখ, যখন তাহা জিহ্বায় নৃত্য করে, তখন বহু জিহ্বা পাইবার জন্য রতি-বিস্তার করে, যখন কর্ণকুহরে প্রবেশ করে তখন অর্বুদ কর্ণের জন্য স্পৃহা জন্মায়, যখন চিত্তপ্রাঙ্গণে উদিত হয় তখন সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াকে বিজয় করে।

সংকীর্তনপিতা শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর এই কথামৃত প্রদান করতঃ মানবকে প্রকৃত অমর করিবার জন্য জগতে আসিয়াছিলেন। তিনি এমন কিছু দিতে আসেন নাই যাহা ক্ষণভঙ্গুর, যাহার ফল বিষময়—যাহার অন্তিমে দুঃখপ্রদ। তিনি চিরামৃত বা নিত্য সেবকত্ব প্রদান করিবার জন্য আসিয়াছিলেন। তাই তিনি স্বীয় আচরণে কথামৃতে অনাদরকারীর প্রতি উপেক্ষা-প্রদর্শন করিতে এবং কথামৃতাস্বাদী সুজনের আদর করিবার জন্য আচরণ করিয়া শিক্ষা দিয়াছেন। প্রথমতঃ উড়িষ্যা রাজ মহারাজ শ্রীপ্রতাপরুদ্রকে ভক্তবৃন্দের অনুরোধ সত্ত্বেও মহাপ্রভু স্বীকার করেন নাই; কিন্তু যখন সেই ভক্তপ্রবর মহারাজ প্রতাপরুদ্র প্রভুর প্রেমাবেশ হেতু সার্বভৌমের আদেশক্রমে রাজপরিচ্ছদ পরিত্যাগ করতঃ সমস্ত বৈষ্ণবগণের আদেশ লইয়া দীন বৈষ্ণববেশে বৈষ্ণবের সহিত প্রভুর পাদসম্বাহন এবং কথামৃতে অধ্যায়ের গোপীগীতা পাঠ করিতে লাগিলেন তখন—

শুনিতে শুনিতে প্রভুর আনন্দ অপার।
বল বল বলি' প্রভু বলে বারবার॥
'তব কথামৃতং' শ্লোক রাজা যে পড়িল।
উঠি' প্রভু প্রেমাবেশে আলিঙ্গন কৈল॥

বৈষ্ণবভাবে প্রভু বলিতে লাগিলেন—

তুমি মোরে দিলে বহু অমূল্য রতন।
মোর কিছু দিতে নাহি, দিনু আলিঙ্গন॥
এত বলি' সেই শ্লোক পড়ে বারবার।
দুই জনার অঙ্গে কম্প, নেত্রে জলধার॥

শ্লোকটী এই—

তব কথামৃতং তপ্তজীবনং
কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্।
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং
ভুবি গৃণন্তি যে ভূরিদা জনাঃ॥

[হে প্রিয়, সংসারে যাঁহারা তোমার তাপক্লিষ্ট ব্যক্তিদিগের জীবনপ্রদ, ব্রহ্মজ্ঞদিগের আদৃত, সর্বপাপনাশক, শ্রবণমাত্রেই মঙ্গলপ্রদ, সর্বশক্তিসমন্বিত ও সর্বব্যাপক কথামৃত বর্ণন করেন অর্থাৎ গান করেন, তাঁহারাই সর্বশ্রেষ্ঠ দাতা।]

বস্তুতঃ কৃষ্ণ-কথামৃত-বিতরণকারীই যে সর্বশ্রেষ্ঠদাতা তাহা প্রদর্শন করতঃ মহাপ্রভু অজ্ঞাতসারে মহারাজ প্রতাপরুদ্রকে—

ভূরিদা ভূরিদা বলি' করে আলিঙ্গন।
ইঁহো নাহি জানে,—ইঁহো হয় কোন্ জন॥
পূর্বসেবা দেখি তাঁরে কৃপা উপজিল।
অনুসন্ধান বিনা কৃপা-প্রসাদ করিল॥

* * *

প্রভু বলে কে তুমি করিলা মোর হিত।
আচম্বিতে আসি' পিয়াও কৃষ্ণলীলামৃত॥

বেদান্তে "আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ" এই প্রথমোক্ত সূত্রে এবং "অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ, অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ" এই শেষোক্ত সূত্রে বস্তুতঃপক্ষে এই কথামৃত পান করতঃ অমৃতত্ব, অমরত্ব বা অনাবৃত্তিলাভের কথাই পরিস্ফুটরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন। সুতরাং যাঁহারা নিত্য অমৃতত্ব লাভ করতঃ অমৃতের সেবা-সুখে কৃতকৃতার্থ হইতে আকাঙ্ক্ষা করেন, তাঁহারা সজ্জনগণের "তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া" এই বিধি অনুসারে সাধুমুখারবিন্দ হইতে কথামৃতশ্রবণ-পানে প্রবৃত্ত হউন। যে কোনও প্রকারে যদি একবার এই কথামৃত বা নামামৃত জীবের শ্রবণপুটে পানের সৌভাগ্য উদিত হয় তাহা হইলেও এই নামামৃত বা কথামৃতই স্বরূপানন্দনিত্য পরম অমৃতস্বরূপ বলিয়া সেই জীবকে অচিরাৎ চিরামৃতত্ব প্রদান করেন।

অর্থাৎ শ্রুতি নামামৃতরূপং মুরারে-
বিরমিতনিজধর্ম্মধ্যান-পূজাদিযত্নম্।
কথমপি সকৃদাত্তং মুক্তিদং প্রাণিনাং যৎ।
পরমমমৃতমেকং জীবনং ভূষণং মে॥
(বৃহদ্ভাগবতামৃত ১।১।৯)

* * *

মধুর-মধুরমেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাং
সকলনিগমবল্লী-সৎফলং চিৎস্বরূপম্।
সকৃদপি পরিগীতং শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা
ভৃগুবর নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনাম॥
(হঃ ভঃ বিঃ ধৃত স্কন্দপুরাণ-বাক্য)

যাহা হইতে নিজধর্ম, ধ্যান ও পূজাদি চেষ্টা বিরত হইয়া যায় এইরূপ আস্বাদনস্বরূপ মুরারির নাম পুনঃ পুনঃ জয়যুক্ত হউন। এই নাম যেকোনরূপে গৃহীত হইলেই প্রাণিগণের মুক্তিদান করিয়া থাকেন এবং ইহাই একমাত্র পরম অমৃতস্বরূপ, ইহা আমার জীবন এবং ইহা আমার ভূষণ।

এই হরিনাম সর্ববিধ মঙ্গলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মঙ্গলস্বরূপ, মধুর হইতে সুমধুর, নিখিল শ্রুতিলতিকার চিন্ময় নিত্যফল। হে ভার্গবশ্রেষ্ঠ, শ্রদ্ধায় হউক কিংবা হেলায় হউক মানব যদি কৃষ্ণনাম একবারও প্রকৃষ্টরূপে অর্থাৎ নিরপরাধে কীর্তন করেন, তাহা হইলে সেই নাম সেইক্ষণাৎ নরমাত্রকে পরিত্রাণ করিয়া থাকেন।

শ্রীধর-চরিত্র

(৪)

শুনি বিশ্বম্ভরবাণী,
চিন্তিল শ্রীধর, এই বিপ্র বড় অতি
উদ্ধতস্বভাব, চঞ্চল অস্থিরমতি,
যদি কথা নাহি রাখি বিপ্রের ইচ্ছায়,
প্রচার করিতে পারে অপকার-মত।
অথচ দরিদ্র আমি, অভাব অশন,
বিনামূল্যে দ্রব্যদান অতি অসম্ভব,
তথাপি ব্রাহ্মণ হয় ভাগবততনু,
করিলে তাঁহার সেবা নিষ্কপট হৃদে,
পরম সৌভাগ্য লাভ হইবে আমার।
তজ্জন্য যদ্যপি তিনি বল প্রকাশিয়া,
অথবা কৌশল করি, যে কোন সামগ্রী
গ্রহণ করিলে মোর নাহিক আপত্তি।
প্রতিদিন কিছু কিছু করিব প্রদান,
ছলনা বিস্তার করি' যদি এ ব্রাহ্মণ,
আমা হ'তে কোনরূপে উপকৃত হন,
সে মোর সৌভাগ্য বল জানিব নিশ্চয়।
অন্তর্দ্বীপ শশধর,
এই লীলা খেলা করি শ্রীধরের সনে,
শিক্ষা দিলা নীতিবাদী স্মার্তসম্প্রদায়ে,
যদিও বৈষম্যপূর্ণ এই ব্যবহার,
অশেষ কল্যাণপ্রদ তথাপি জীবের।
জীবশুভাকাঙ্ক্ষী বিশ্বে যত মহাজন
এরূপ আপাতমধুর ছলনা প্রকাশি,'
কৌশলে সুকৃতি দানে দীনহীন জীবে।
চিন্তিয়া শ্রীধর কহে শুনহে গোঁসাই
খোলকলা মোচা আমি দিব [illegible]
বিনামূল্যে। তবে আর না কর কলহ।
প্রভু বিশ্বম্ভর কহে,
শ্রীধরসম্মতি শুনি সন্তোষমনে।
ভাল আর দ্বন্দ্ব নাহি তোমা আমা সনে
তব পাশে পাই যদি কদলকমূল॥
গোলোকের নাথ হরি
এই মত প্রতিদিন বিশ্বম্ভররূপে
অকস্মাৎ আসি কলা মূলাদি লইয়া
পরম আনন্দে করে নৈবেদ্য ভোজন
শ্রীধর দোকানে, প্রথায় যাজন করি'
তাঁর কলমূলে।
নবদ্বীপসুধাকর,
একদা জিজ্ঞাসে নিজ ভক্ত শ্রীধরে
বল দেখি মোর কিবা হয় পরিচয়?
এত বড় কর তুমি মোরে কি কারণে?
শ্রীগৌরাঙ্গবাক্য শুনি কহিল শ্রীধর
অতি বিনয়েতে। তবে ব্রাহ্মণ তুমি
শ্রীবিষ্ণুর অংশ, বিষ্ণুসেবা প্রতিদিন
কর্তব্য আমার।
প্রতিবাদ করি' হরি
শ্রীধর-উত্তরে, সত্য ইহা নহে কভু
যদিও দেখিছ তুমি সম্মুখেতে তব,
ব্রাহ্মণ-তনয়, তথাপি ব্রাহ্মণ নহি
না জানিলা আমি হই গোপের নন্দন।
কহিলেন অকস্মাৎ স্বরূপ আপন।
এই বাক্যে প্রকাশিলা নিজ তত্ত্ব গূঢ়
শ্রীবিষ্ণুর অংশ আমি কভু নাহি হই
তাঁর অংশী হই আমি গোপেন্দ্রতনয়।
শ্রীগৌরের বাক্য শুনি হাসিলা শ্রীধর,
চিনিতে নারিল তাঁর মায়ার প্রভাবে।
সম্প্রতি আপন গূঢ় লীলার বিলাস,
আপনার ছন্নলীলা রাখিতে গোপনে,
নিজগুণ গৌরকৃষ্ণ ইচ্ছা অনুসারে
না চিনিল নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ শ্রীধর।
প্রভু কহে তব মোর শুনহ শ্রীধর,
সেই গঙ্গা পূজ তুমি অশেষ যতনে
শ্রীবিষ্ণুর পাদোদ্ভবা সেই সুরধুনী
আমার নিকটে লভে সকল মাহাত্ম্য,
সে গঙ্গার হই আমি জনম-কারণ।
উদ্ধত নিমাইবাক্যে,
শ্রীধর কহিল, বিপ্র এত গুরু তুমি,
না কর বিশ্বাস লোকপাবনী জাহ্নবী,
গঙ্গা হ'তে শ্রেষ্ঠ বলি গণ্য নিজেরে
একি অসম্ভব শুনি' তোমার বচন।
মানবের বয়োবৃদ্ধিসহ জন্মে জ্ঞান,
ক্রমে ক্রমে খর্ব্ব হয় বাল চপলতা,
দেখি বিপরীত তাহা উদ্ধত ব্রাহ্মণ!
চাঞ্চল্য বেড়েছে বুঝি এখন তোমার।
তৎপরে এই মত শুনিয়া ভর্ৎসন
অন্তরে লভিয়া তার পরম সন্তোষ,
কণ্ঠ রুদ্ধ করি নিজ ভক্ত লইয়া
প্রত্যাগত হইলেন আপনার গৃহে,
যোগপীঠ যথাস্থান মায়াপুর মাঝে।

নবদ্বীপ-পঞ্জিকা

অদ্য হইতে ৩ দিনের

১১ শ্রীধর ১১ শ্রাবণ ২৭ জুলাই শনি বার কৃষ্ণপক্ষীয় কৃষ্ণানবমী দণ্ড দি ১২।৪০ মৃগশিরা নক্ষত্র দণ্ড দি ৫.৩২ ধ্রুবযোগ প্রাতঃ ৫ ঘঃ পরে বাধাভ্যোগ রাঃ ৪.৫২ তৈতিলকরণ। দি ৯ ৫৪ মধ্যে কাশিকা একাদশীর পারণ।

১২ শ্রীধর ১২ শ্রাবণ ২৮ জুলাই রবি বার বাসুদেব কৃষ্ণদ্বাদশী দণ্ড দি ১২।৫৫ আর্দ্রা নক্ষত্র দণ্ড দি ৩.১৩ হর্ষণযোগ রাঃ ৮।১৩ বণিজকরণ দি ২।৮৫ পরে বিষ্টিকরণ রাঃ ১.১ পরে শকুনিকরণ।

১৩ শ্রীধর ১৩ শ্রাবণ ২৯ জুলাই সোম বার ত্রয়োদশী দণ্ড দি ১।২১ পুনর্বসু নক্ষত্র দি ৭.৪০ বজ্রযোগ রাঃ ৬।২৪ শকুনিকরণ।

শুদ্ধভক্তি মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ

(আকর-মঠরাজ)

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ গজ উত্তর-পূর্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যবর্গ শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-মন্দিরে বিরাজমান। এই স্থান সংস্কৃত...পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বতচতুষ্পাঠী। এই মঠ হইতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও তৎপার্ষদগণের বেদাম্ভসমূহের,সম্পাদন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক আচার্য্য চতুষ্টয় উাহাদের শ্রীপাদ বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠ হইতে পারমার্থিক দৈনিকপত্র 'নদীয়া-প্রকাশ', সাত্বত-সম্প্রদায়ে অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থাদি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতি বৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমাপ্রদান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠিসহ কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা মহামহোৎসবাদি এখান অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১নং ক্ষীরোদপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত বিমল ভক্ত-ধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশ্যে গৌড়দেশের সর্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্তসমাজাগারে শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ শ্রীবিনোদানন্দজীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রদান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত,শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতা'দি লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক আলোচনা হয়। এই মঠ হইতে নগরময় সমগ্র হরিকথা-প্রচার, মহানগর-সঙ্কীর্ত্তন, বক্তৃতা, ব্যাখ্যা ও সঙ্গীতন-মহা-মহোৎসবাদি উৎসবের অনুষ্ঠান হয়। মঠরক্ষক মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-স্থান মহাযোগ-পীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া সহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী সেবাকোবিদ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌর-লীলার রাসস্থলী এখানে শ্রীগৌরবিগ্রহানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান, রক্ষক—শ্রীনবনিত দাসাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—গোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

(৭) কাজীর সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদ-কাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তালোক।

(৮) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান দাস ব্রহ্মচারী।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্র নাথ দাসাধিকারী।

(১০) মোদদ্রুম-ছত্র "গৌড়ের নৈমিষ"

মাউগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান। শ্রীগৌরনিত্যানন্দের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবঙ্কুবিহারী ব্রজবাসী, ভক্তভূষণ।

(১১) ভেড়িয়া কুঞ্জকানন

শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী.

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীবোধানন্দ ব্রহ্মচারী

(১২) কুঞ্জকুটীর—পোঃ কৃষ্ণনগর,

নদীয়া। রক্ষক—শ্রীঅমৃতানন্দ অধিকারী

(১৩) ভাগবত-আসন—পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

এই স্থান হইতে ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচারিত হয়। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৪) একায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ ব্যাসঘাটি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীযদুনাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী ভক্তিস্বত্বার।

(১৫) মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিবিনোদ ব্রজবাসী।

(১৬) মাধ্বগৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, পোঃ ঢাকা

পূর্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ

(১৭) গোপালজীউ—কমলাপুর,(ঢাকা)

গোপালজীউ শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান। রক্ষক—শ্রীহরিদাস ব্রজবাসী,

(১৮) নিতাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)।

এখানে শ্রীনিতাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রমোদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(১৯) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

মধুবাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীসুন্দর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২০) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাঝু, (হাওড়া)

এখানে বড় কুঞ্জামৃত শ্রীগোপালের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(২১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী.

(২২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ফুলবেড়িয়া, পোঃ চিত্রগুড়া, (মানভূম)

এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী।

(২৩) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে গুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান্‌দাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত।

(২৪) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী।

(২৫) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ বক্সীবাজার, (কটক)

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদবল্লভজীউর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর

(২৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর পুরী,

শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন।

(২৭) পুরুষোত্তম মঠ

ভক্তিকুটী, পোঃ পুরী উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীউর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীমাধব অধিকারী

(২৮) সত্যগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগোপীনাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবিপিন-বিহারী দাসাধিকারী।

(২৯) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, গোদাবরী;

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—শ্রীরামগৌরহরি দাসাধিকারী ভক্তিলোচন।

(৩০) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৭২নং কালিপুরা, বেনারস সিটি

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীমধুসূদন ব্রহ্মচারী।

(৩১) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ

(৩২) পরমহংস মঠ.

পোঃ নিমসার, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও গৌর-বিনোদ-বিহারীজীর সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীনরনারায়ণ দাসাধিকারী।

(৩৩) কৃষ্ণচৈতন্য মঠ

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

এখানে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিত্য-সেবা হয়। রক্ষক—শ্রীসুন্দর ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠ

বিশ্রামঘাট মথুরা

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ

(৩৫) গোবর্দ্ধন-সুখদকুঞ্জ—শ্রীরাধাকুণ্ড

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভচরণ ব্রহ্মচারী

(৩৬) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৩৭) গোকুলবিহারী মঠ

শেখুপুরা, পোঃ চোচোয়াল, জেলা অমৃতসর (পাঞ্জাব) রক্ষক—শ্রীগোপালবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৩৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং বর্দ্ধমান রোড, নিউ দিল্লী।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমী

(৩৯) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল।

এখানে গৌর-মদনগোপালের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবনগোপাল অধিকারী।

(৪০) সারস্বত-গৌড়ীয় মঠ

মাদ্রাজ সাতাবলপুর, ৩ ই, পি

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক গিরি

(৪১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ রায়পেট্টা মাদ্রাজ।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীপাদ ভগবান ভক্তিবিকাশ

(৪২) বোম্বে-গৌড়ীয়-মঠ কার্য্যালয়

গ্রান্টার রোড, চোটানি বিল্ডিং, ব্লক নং ১, বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মা মজুমদার।

(৪৩) অম্বরসি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অম্বরসি, মেদিনীপুর

(৪৪) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী

(৪৫) পাটনা গৌড়ীয় মঠ

১০০ মিঠাপুরা, পাটনা।

রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী বাগভূষণ

(৪৬) গয়া গৌড়ীয় মঠ

হিল সাইড, চার্চ রোড, গয়া

রক্ষক—উপদেশক শ্রীসজ্জন রামদাস

(৪৭) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠ বালেশ্বর

রক্ষক—শ্রীবনোয়ারিবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয়

৩ গ্লষ্টার হাউস, কর্নওয়াল গার্ডেন, এস-ডব্লিউ ৭, লণ্ডন

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন

(৪৯) বার্লিন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

Berlin W. 30

Eisenacher strasse 20 I.

(৫০) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

৩৫০ নং ডালহাউসী ষ্ট্রীট রেঙ্গুন।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

প্রকাশকের প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবত,—সমগ্র	৪০৲
প্রত্যেক স্কন্ধে ক্রমশঃ খণ্ড খণ্ড প্রকাশ	২৮৲
প্রত্যেক খণ্ড	৸৹
২। অনুভাষ্য বিবৃতি শ্রীচৈতন্যভাগবত	৩৲
৩। অমৃত-প্রবাহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত	৩৲
৬। নবদ্বীপ-পঞ্জী	৪৲
প্রাচীন প্রভুপাদের পদ্মাবলী	
১ম খণ্ড— ১৲ ৩য় খণ্ড—৸৹	
২য় খণ্ড ৸৹	
প্রাচীন প্রভুপাদের পদ্মাবলী	
১ম খণ্ড—১৲ ২য় খণ্ড – ৸৹	
৭। শ্রীচৈতন্যদেব—১৲	
৮। সংক্রিয়াসার—দীপিকা ও সংস্কার-দীপিকা	১।৹
৯। দৈববর্ণ	২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার	২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা)	২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা)	১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	৸৹
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ)	।৹
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিচার-তত্ত্ব	।৹
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব	৸৹
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্	।৹
১৮। বালক-বালক	।৹
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা)	১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব	।৵৹
২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য	।৵৹
২২। ভজন-রহস্য	।৹
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ ও (বাঁধা)	১
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)	১৲
২৫। গীতা (চক্রবর্তি-টীকাসহ)	
২৬। গীতার কেবল মূল-ভাষা	।৹
২৭। দুর্গমসঙ্গমিকা অনুসৌরভ মাহাত্ম্য	২৲
২৮। বেদান্তদর্শনের মাহাত্ম্য	।৹
২৯। প্রেমবিবর্ত (তৃতীয়-সংস্করণ)	৸
৩০। দীন-বিন্দুর্দর্শন	৶৹
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ)	৶৹
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা)	।৹
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা	৸৹
৩৪। ভক্তিসদাচার (নবীন-পরিশিষ্ট)	৶৹
৩৫। গীতমালা	⁄১৹
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য	৶৹
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড	৶৹
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	।৹
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্শন	।৹
৪০। শরণাগতি	⁄৹
৪১। গীতাবলী	⁄৹
৪২। চিত্রে নবদ্বীপ	৷৸৹
৪৩। সাধনকণ	⁄৹
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা	⁄৹
৪৫। নবদ্বীপশতক	⁄৹
৪৬। অর্চনপদ্ধতি	৴৹
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ	৴৹
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ)	⁄১৹
৪৯। অদ্ভুতবাদ	৴১৹
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম খণ্ড)	৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা	।৹
৫২। প্রার্থনারসবাণী (সানুবাদ)	।৹
৫৩। গৌড়ীয়কোষণঃ	৸৹
৫৪। পুরুষার্থ-নির্ণয়	৹
৫৫। শ্রবণমঙ্গলী বা রাধারসসুধানিধি	।৹
৫৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন?	⁄৹
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষাবিবৃত)	।৹
৫৮। শ্রীকৃষ্ণের	৶৹
৫৯। নিত্যরত্নদীপ	৶৹
৬০। সংবাদবাণী	⁄৹

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যলীলামৃত সারঃ	।৹
৬১। নিত্যানন্দ-সরস্বতী বিবিক্তম্	।৹
৬২। বৈষ্ণব-শিক্ষাদশমূলম্	।৹
৬৩। তত্ত্বসূত্রম্	।৹
৬৪। সাত্ত্বত নিত্যাক্তম্	।৵৹
৬৫। গৌড়ীয়মঠের পরিচয়ঃ	⁄৹
৬৬। সাত্ত্বতধর্মবিদ্	৶৹

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৭। রায় রামানন্দ	।৹
৬৮। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন্ বেদান্ত	।৹
৬৯। বায়কমল	।৹
৭০। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজি অ্যাণ্ড অন্টলজি	।৹
৭১। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস্	।৵৹
৭২। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু	
৭৩। বৈষ্ণবীজম্	।৹
৭৪। গোস্বামী গৌড়ীয়মঠ ইন ব্রিফ	⁄৹
৭৫। দি ভাগবত	।৹
৭৬। ইংলোপিক্ বিশিপ্স অ্যাণ্ড ভ্যালেন্সেজ ডিভোশন	।৹
৭৭। ব্রহ্ম-সংহিতা	২।৹
৭৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম ভাগ)	১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৭৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি	।৹
৮০। সাধন-পথ	।৹
৮১। কল্যাণ-কল্পতরু	⁄১৹
৮২। গীতাবলী	⁄৹
৮৩। শরণাগতি	⁄৹

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৪। শরণাগতি	⁄৹

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত	৩৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরেব অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কীর্ত্তি অতুল আছে। অপর প্রীহা সংযুক্ত কালজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অপরাধ সাধক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ।৵৹ আনা, বড় বোতল ১৵৹ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউণ্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন প্রকারে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার

কলিকাতা

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের সংঘর্ষ যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণে লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে বর্ণানুসারে শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸৹ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিসুধা ভাণ্ডারী এম, এস, এ, কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

[ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্শা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম-এ, মহোদয়ের [illegible] এবং পাণ্ডিত্য লেখনীর [illegible] আস্বাদন তাঁহারা একাধারে [illegible] এবং [illegible] ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে [illegible] বিরাট, অভিনব ও আশ্চর্য্য [illegible] চিত্রসমূহ। [illegible] প্রাপ্ত নগরের [illegible] শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের প্রচারিত। [illegible] আলোচনা প্রথম খণ্ডে [illegible] অধ্যায়ে, প্রায় [illegible] পৃষ্ঠায় [illegible] বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের লিখিত মুখবন্ধ (Foreward) [illegible] ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে [illegible] Index Glossary সহ প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা—১৫ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মান্দ্রাজ গৌড়ীয়মঠ [illegible], মান্দ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা ; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—
প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক [illegible] একাদশীতে প্রকাশিত হয়। [illegible] টাকা ভিক্ষায় কলিকাতা বাগবাজার গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

২। গৌড়ীয় মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩, ষাণ্মাসিক ১৷৹ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—[illegible] ভাষায় একমাত্র [illegible] পাক্ষিক [illegible] শ্রীগৌড়ীয়-মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৷৹

৪। পরমার্থী—উৎকল [illegible] সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৹ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—[illegible] শ্রীপাদ [illegible] সেবাতীর্থ বি-এল, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া [illegible] হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১৷৹ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

মূলের মধ্য শ্লোক অন্বয় এবং তাহার [illegible] মূল [illegible] মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সম্বলিত হইয়াছে। আট খণ্ডে ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৩৮ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও তাঁহার সম্পূর্ণ [illegible] হইয়াছে। [illegible] ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোকসূচী, পদ্যসূচী, গ্রন্থসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়-সূচী, [illegible] সূচী প্রভৃতি। [illegible] শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের [illegible] ও অন্য [illegible] গ্রন্থের [illegible] আর [illegible] প্রকাশিত হয় নাই, [illegible] পাঠক মাত্রেই [illegible] পাইবেন [illegible] ১২, বাঁধাই [illegible] মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান – শ্রীচৈতন্যমঠ,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৪৬,	১০—৫১,	১৩—২২	১৭—৫৮,	১৯—৩৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২১,	১১—৬,	১৪—০	১৮—৯,	২০—০৫
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৫	১১—২০,	১৪ ১	১৮—১৩,	২০—১৫

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

[illegible]

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১২-১০	১২-৩৪	১৫-২৬	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫০	৯-৩৫	১২-১১	১২-৬২	১৫-৪১	১৮-৫২
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২১	৭-০	১২-৫১	১৩-১২	৮-১১	

একশত
বৎসরেরও
অধিক কাল
পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ
বার্লি জল
এবং
বার্লি কাঞ্জি
রূপে
পরিগণিত হইয়াছে

ইহার পরিবর্তে অন্য
কোন বার্লি লইবেন না

অন্যকোন বার্লিই
রবিনসনের
সমতুল্য নহে

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'প্রকাশ' নবদ্বীপ

দৈনিক

REG. NO C. 1544

শ্রীচৈতন্যোপনিষৎ
বহু অন্বেষণে মূল ও
অনুবাদসহ প্রকাশিত
হইয়াছে। ভাষ্য ও
ভাষা অধি-টীকা।
ভিক্ষা ।০ আনা
শ্রীচৈতন্যমঠ,
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

"গৌড়ীয়"
৭ম বর্ষ হইতে
১১শ বর্ষ পর্যন্ত
প্রতি বর্ষ কাগজে
বাধাই
ভিক্ষা ৩॥০ মাত্র।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ
বাগবাজার, কলিকাতা

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১০ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১৩ই শ্রাবণ, সোমবার ১৩৪২, ২৯শে জুলাই ১৯৩৫ [১২৬তম সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

—:০:—

জামসেদপুরে হত্যাকাণ্ড
শোচনীয় পরিণতি

গত ১৭ই জুলাই বেলা ১১ ঘটিকার সময় শাকচিপুর মহকুমার পাত্রসায়রবাসী কালীপদ দে (পটল) নামক এক ব্যক্তি নিহত হইয়াছে। এ সম্পর্কে প্রেমজ সিং নামক একজন নেপালী ভৃত্যকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। মৃত্যুর পর কালীপদের শবটি হাসপাতালে লাইয়া চিকিৎসালয়ে পরীক্ষার জন্য নীত হয়। নেপালী ভৃত্যটি বাগবাটের সাব ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট এজাহারে স্বীকারোক্তি করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

কোয়েটায় আবার ভূকম্প

গত ২৭শে জুলাই অপরাহ্ণ চারিটার সময় কোয়েটায় পুনরায় প্রবল ভূমিকম্প অনুভূত হয়। কম্পন প্রায় আট সেকেণ্ড কাল স্থায়ী হয়। যে কয়েকখানি ঘরবাড়ী পূর্বে ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছিল, তাহাও এবার ভূমিসাৎ হইয়াছে। কম্পনের সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত লোকজন খোলা জায়গায় আসিয়া একত্রিত হয়।

শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রী বরখাস্ত

তেজপুর মিউনিসিপ্যাল উচ্চ ইংরাজী বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী শ্রীযুক্তা গৌরী চৌধুরী ও ঐ স্কুলের শিক্ষক শ্রীযুক্ত সদানন্দ চৌধুরী বি এল (ইঁহারা স্বামী স্ত্রী) কর্তৃপক্ষ দ্বারা ... বরখাস্ত হইয়াছেন। স্বামী আন্দোলনে সংশ্লিষ্ট থাকায় এই হেতু তাঁহারা উভয়েই চাকুরী হইতে বরখাস্ত হইয়াছেন।

বিহারে তদন্ত
পুলিশের নিকট রিপোর্ট তলব

নিখিল ভারত গ্রাম উদ্যোগ সঙ্ঘের কার্যাবলীর প্রতি বিহারের পুলিশ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। বিহার উড়িষ্যায় এই সঙ্ঘের কার্য্য কতদূর অগ্রসর হইয়াছে, কি প্রণালীতে কাজ করা হইতেছে এবং জনসাধারণের উপর উহা কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিতেছে,—এই সমস্ত বিষয় নির্দ্ধারণ করিবার জন্য গোপনে তদন্ত করা হইতেছে।

পুলিশকে নাকি জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে,—গ্রাম উদ্যোগ সঙ্ঘের পক্ষ হইতে গভর্ণমেণ্টের কর্মচারীদের নিকট কোনও প্রকার সাহায্য প্রার্থনা করা হইয়াছে কি না? যদি করা হইয়া থাকে তবে সরকারী কর্মচারী কোনরূপ সাহায্য দিয়াছেন কি না? এবং যদি দিয়া থাকেন তবে কতটা সাহায্য দিয়াছেন? এই সমস্ত বিষয়ে তদন্ত করিয়া রিপোর্ট দিতে হইবে। মনে হইতেছে যে, বিহার উড়িষ্যার সকল স্থানেই এইরূপ ভাবে তদন্ত করা হইতেছে।

জলে ডুবিয়া মৃত্যু

গত রবিবার দিনাজপুর সহরের লালবাগ পল্লীবাসী, চামড়ার ব্যাপারী মৌলবী নাজির হোসেনের একটি মেয়ে ও দুইটি ছেলে এবং ঐ পল্লীর হাজী বাহাদুদ্দীনের একটি নাতনী মৌলবী নাজির হোসেনের একজন পাচক-চাকরের সঙ্গে কাঞ্চন নদীতে স্নান করিতে যায়। পাচকটি তাহাদিগকে ঘাটে বসাইয়াছিল। এমন সময় শিশু চারিটি তাহার অলক্ষ্যে জলে নামিয়া পড়ে ও ডুবিয়া যায়। মৌলবী নাজির হোসেনের একটি ছেলেকে উদ্ধার করা হইয়াছে, অপর তিনটি শিশু মারা যায়। পরে তাহাদের মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে।

ব্রহ্ম বিদ্রোহের নেতা
প্রাণদণ্ড বহাল

সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার অপরাধে বা সে তো তিন থারাবদীর সেসন জজ কর্ত্তৃক প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন, হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি মিঃ মিয়া বু ও মিঃ বাগলে গত ২৬শে জুলাই তাঁহার আপীল অগ্রাহ্য করিয়া তাঁহার প্রাণদণ্ড বহাল রাখিয়াছেন।

মামলার প্রকাশ, তিনি, সঙ্গীদের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া ইনসিন ও থারাবদী জেলায় সরকারী সৈন্যদল আক্রমণ করিয়াছিলেন। ১৯৩০ সালের বিদ্রোহে বা সো তো তিন একদল বিদ্রোহীর নেতা ছিলেন। ১৯৩১ সালের ২৭শে জুন পর্য্যন্ত ফেরার থাকিয়া ঐ তারিখে তিনি আত্মসমর্পণ করেন। প্রকাশ, ১৯৩০ সালের ২৪শে ডিসেম্বর তিনি কোনও গ্রামের অধিবাসীদের একটি বন্দুক ও কার্ত্তুজ ছিনাইয়া লইয়া ছিলেন, এবং একজন বন্দী ইনস্পেক্টরকে আহত করিয়াছিলেন। পরে সেলাউং-এ ক্যাপ্টেন রাই পরিচালিত একদল সামরিক পুলিশের সহিত তাঁহার দলের যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে বিদ্রোহীরা পরাজিত হয়, কিন্তু ক্যাপটেন রাই আহত হন। বিদ্রোহী নেতা সায়াসানের বাড়ীতে বিদ্রোহীদের যে সভায় বিদ্রোহের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, বর্ত্তমান আসামীও সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন।

বাটীতে মাতা হত্যা

গত ১০ই জুলাই চরকেশো গ্রামের নিতাই বাগদি নামক এক ব্যক্তি নিজের মাতা একটি বিধবাটিকে খুন করিয়াছে। নিতাই ঘরে বসিয়া কথা বলিতেছিল এমন সময় ঐ বিধবাটি ঘরের দরজায় আসে। নিতাই বাহির হইয়া একখানি কাটারি দ্বারা তাহার গলা কাটিয়া ফেলে।

পুলিশের নিকট নিতাই বলিয়াছে যে, সে মা কালীর আদেশে বিধবাটিকে বলি দিয়াছে।

যোগ্য মুসলমান প্রার্থীর অভাব

সরকারী রেলওয়ে সমূহের সুপিরিয়র রেভিনিউ এষ্টাব্লিসমেণ্টের ট্রান্সপোর্টেশন ও কমার্শিয়াল বিভাগে ৮জন লোক নিয়োগ সম্পর্কে মাত্র একজন মুসলমান নিযুক্ত হইয়াছেন, কারণ ১৯৩৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে পাবলিক সার্ভিস কমিশন কর্ত্তৃক গৃহীত পরীক্ষায় মুসলমান সম্প্রদায়ের আর কোন প্রার্থী উপযুক্ত বিবেচিত হন নাই। ভারত সরকার একটি পদ আপাততঃ খালি রাখিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন এবং আগামী নবেম্বর মাসে পাবলিক সার্ভিস কমিশন আর একটি প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার ব্যবস্থা করিবেন, তাহাতে যদি যোগ্য মুসলমান প্রার্থী পাওয়া যায়, তাহা হইলে ঐ পদে একজন মুসলমানকে নিযুক্ত করা হইবে।

মাছ ধরিতে যাইয়া নিখোঁজ

গত ১৮ই জুলাই ব্রহ্মপুত্র তীরে তেজপুরের নিকটবর্ত্তী সেরেকী বস্তী নামক গ্রামের ২০ বৎসর বয়স্ক একটী যুবতী মাছ ধরিবার মানসে স্থানীয় একটী নদীতে যায়। তাহার নাম কৈতো দাস। তাহার সঙ্গে সমাই নামে কাছারী জাতীয় আর একটী স্ত্রীলোকও ছিল। মাছ ধরিবার সময় দৈবক্রমে তাহারা অধিক জলে আসিয়া স্রোতের মধ্যে পতিত হয়। নদীর প্রবল স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে তাহারা ব্রহ্মপুত্র নদে যাইবার মুখ পর্য্যন্ত আসে। এই অবস্থায় সমাইকে একজন মাঝি উদ্ধার করে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ কৈতো দাস অতল জলে ডুবিয়া যায়। আজ পর্য্যন্ত তাহার কোনও খোঁজ পাওয়া যায় নাই।

নবো জগতে বাঙালার

১৩ই শ্রাবণ, সোমবার ১৩৪২

বাঙালা তথা ভারতের সমাজের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে চারিদিকে দেখিতে পাওয়া যায় শুধু নিরন্ন, উপবাসক্লিষ্ট, অসহায়ের মলিন বদন, অভাবের তাড়নায়, ক্ষুন্নিবৃত্তির প্রবল চিন্তায় জীবন প্রভাতেই তাহাদের সায়াহ্ন উপস্থিত। দেহে বল নাই, প্রাণে শক্তি নাই, মনের জোর নাই, মুখের ঔজ্জ্বল্য কালিমায় পর্যবসিত হইয়া তাহারা চলিয়াছে নিজের মাতৃত্র চাহিয়া নিশ্চিন্ত মনে মৃত্যুকে বরণ করিতে; একমাত্র মৃত্যুই যেন তাহাদের সমস্ত দুঃখ, দৈন্য, চিন্তারাশি দূর করিয়া শান্তিদান করিতে সমর্থ! কিন্তু এ দুঃখ, দৈন্য, অভাব-অভিযোগের কারণ কি? বিকাশোন্মুখ জাতির যৌবন তাড়াইয়া অকালে এই বার্ধক্যের দিকে অভিযান কেন; চিন্তার বিষয়। উহার একমাত্র কারণ দারিদ্র্য—উপযুক্ত পরিশ্রম, আহার ও শিক্ষার অভাবে জাতি আজ পঙ্গু, উৎসাহ উদ্যমহীন, গড্ডলিকা প্রবাহে ভাসমান। এই সর্বগ্রাসী দারিদ্র্যের হাত হইতে রক্ষা পাইতে হইলে, অকাল ধ্বংসের মুখ হইতে জাতিকে বাঁচাইতে হইলে চাই কৃষির উন্নতি চাই শিক্ষার ব্যবস্থা, চাই নিজেদের বৈশিষ্ট্যে অকৃত্রিম সন্ধান। সেদিন ও স্যার জন এণ্ডারসন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা প্রদান কালে বলিয়াছেন যে, পতনোন্মুখ এই দেশের গৌরব স্থাপন করিতে হইলে, জাতিকে সজীব করিয়া তুলিতে হইলে, সমাজে প্রাণ সঞ্চার করিতে হইলে চাই দেশবাসী সকলের, বিশেষতঃ উচ্চ শিক্ষিত ছাত্র সমাজের গ্রামে গ্রামে কৃষিকার্যের উন্নতি সাধনে প্রবৃত্ত হওয়া, শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহ স্থাপন করা, যাহাতে দুঃস্থ দরিদ্র গ্রামবাসীর অন্নের সংস্থান হইতে পারে। অন্যের অনুকরণে মত্ত হইয়া আমরা আজ নিজেদের বৈশিষ্ট্য, স্বীয় স্বাতন্ত্র্য হারাইতে বসিয়াছি; নিজেদের সম্পদ লক্ষ্য না করিয়া অনুকরণ ধর্মে প্রবৃত্ত হইয়াছি! গ্রাম ছাড়িয়া আমাদের দৃষ্টি সহরের দিকে পতিত হইয়াছে, সহরের চাকচিক্যময়, বিলাসাড়ম্বরপূর্ণ জীবনযাত্রার মোহে আকৃষ্ট হইয়া সমাজের প্রকৃত প্রাণ, রসদ-সরবরাহকারী গ্রামকে আমরা উপেক্ষা করিয়াছি। তাই এত দুর্গতি, তাই এত অধঃপতন। সহরের বিলাসিতাপূর্ণ জীবনযাত্রার মোহ কাটাইয়া, সরল আড়ম্বরহীন জীবনযাত্রায় দীক্ষিত হইলে, গ্রামের দরিদ্র অশিক্ষিত ভাইয়ের প্রতি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দৃষ্টি পড়িলে, তাহাদের কৃষির শিক্ষার উন্নতি সাধনে দৃঢ় সংকল্প হইলেই সমাজে প্রাণ ফিরিয়া আসা সম্ভব। জীবন্মৃত জাতিকে বাঁচাইবার ইহাই ঔষধ। গড্ডলিকা প্রবাহের মুখ হইতে ফিরাইয়া আনিয়া জাতিকে আত্মস্থ, কেবল কাজে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইতে হইবে, নতুবা জাতির ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী।

নৃশংস হত্যাকাণ্ডের মামলা

শ্রীহট্ট জুরীগণের সহিত একমত হইয়া দ্বিতীয় অতিরিক্ত দায়রা জজ মিঃ শিশির কুমার সেন আই-সি-এস বানচ হত্যাকাণ্ড মামলায় আসামী আমীর হুসেন, অঘোর কৈবর্ত ও যোগেন্দ্র কৈবর্তকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২।৩৪ ধারার বলে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

প্রকাশ, বানচ গ্রামের সম্ভ্রান্ত ও প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্র মোহন চৌধুরী মহাশয়ের সহিত আসামীদের শত্রুতা ছিল। আসামীরা তাঁহাকে হত্যা করিবার সংকল্প করে এবং ১৯৩৪ সালের ১৮ই এপ্রিল তারিখে [illegible] সংক্রান্ত কার্য শেষ করিয়া জিতেন বাবু যখন স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করিতেছিলেন, শালদীঘাপোতার নিকটে লুক্কায়িত আসামীরা তাঁহাকে অতর্কিতে আক্রমণ করে। আসামীরা তাঁহার মস্তক ও বামহস্ত ছেদন করিয়া সঙ্গে লইয়া যায়। পরদিন ঘোড়াটিকে জিতেন বাবুর গৃহের নিকট চড়িয়া বেড়াইতে দেখিয়া তাঁহার আত্মীয়-স্বজনেরা শঙ্কিত হইয়া খোঁজ খবর করিতে থাকেন। শালদীঘাপোতার নিকটে মস্তক ও বামহস্তবিহীন তাঁহার মৃতদেহটি দেখিতে পাওয়া যায়। পুলিশ তদন্তের ফলে, হরিকিশোর দাস নামক এক ব্যক্তিকে এই সম্পর্কে গ্রেপ্তার করা হয়। সে ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট স্বীকারোক্তি করে। ম্যাজিষ্ট্রেট দায়রা জজ আসামীদিগকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছিলেন। আপীল করা হইলে হাইকোর্ট পুনর্বিচারের জন্য মামলাটি শ্রীহট্টের দ্বিতীয় অতিরিক্ত দায়রা জজের এজলাসে প্রেরণ করেন।

বাণিজ্য বিমানের উন্নতি

সামরিক বিমানপোত বিভাগের মিঃ এ জয়েড টেলর রোটারী ক্লাব কর্তৃক আহূত এক সভায় বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তা ভবিষ্যতের পরিবেশের ভার ক্রমশঃ ও একশত টন এমন কি হাজার টন ভারী বিমানপোত ইতস্ততঃ মহাশূন্যে ক্রটিহীনভাবে বিচরণ করিয়া বেড়াইবে, মিঃ টেলর এইরূপ সম্ভাবনার আভাস দিয়াছেন।

মিঃ টেলরের বক্তৃতার বিষয় ছিল "বাণিজ্য বিমানপোত ও উহার ভবিষ্যৎ"। গত ১৫ বৎসরের মধ্যে বিমানপোতের যে দ্রুত উন্নতি হইয়াছে, তিনি সংক্ষেপে তাহা বিবৃত করিতে যাইয়া বলেন যে, ১৯২০ সনে প্যারী ও লণ্ডনের মধ্যে যাতায়াতকারী একটী বিমানপোতে সর্বপ্রথম বাণিজ্য ব্যাপদেশে ব্যবহৃত করা হইয়াছিল। বক্তা বলেন যে, সর্বপ্রথম অবস্থায় প্রত্যেক যাত্রীকে এই সময় দূরত্ব অতিক্রম করিতে ২০ পাউণ্ড করিয়া দিতে হইত এবং চিঠিপত্রাদির মাশুল ছিল প্রতিবারে ১০ শিলিং করিয়া। পরে সরকারী সাহায্য ও বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন বিমানপোতের দ্রুত প্রসারের ফলে বর্তমানে ভাড়া বহুল পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে। বাণিজ্য বিমান পরিচালনা এখন জনসাধারণের সম্যক দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে।

বাণিজ্য বিমানপোতের দ্রুত উৎকর্ষের উদ্দেশ্যে সরকারী সাহায্যের কথা প্রসঙ্গে মিঃ টেলর বলেন যে, গত পাঁচ বৎসরের মধ্যে আমেরিকার যুক্ত-রাষ্ট্র ডাক-বিভাগ ঐ দেশের অভ্যন্তরীণ ডাক চলাচলের উন্নতির জন্য প্রায় ২৫ কোটী টাকা ব্যয় করিয়াছে।

অতঃপর বক্তা বিমানপোতের গতিবেগ বর্দ্ধিত করিবার দুইটী উপায় নির্দ্দেশ করিয়া বলেন যে, দিবারাত্র বিমানপোত চালনার প্রয়োজন থাকিলেও বর্তমানে সম্ভবপর নহে: যেহেতু দিবারাত্র বেতার বন্দোবস্ত, গগনস্পর্শী আলোক স্তম্ভ, আলোকিত বিমান ষ্টেশন প্রভৃতি পর্যাপ্ত পরিমাণে বিদ্যমান না থাকায় রাত্রিবেলা ব্যোমযান চালনা কষ্টসাধ্য হইয়া উঠে।

১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষের মধ্যে যে সপ্তাহে পাঁচবার বিমান ডাকের প্রবর্তন করা হইবে, সে সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়া মিঃ টেলর তাঁহার বক্তৃতার উপসংহার করেন।

বাঙ্গালী ডাক্তারের কৃতিত্ব

বেঙ্গল নাগপুর রেলের সহকারী ম্যালেরিয়া বিশেষজ্ঞ ডাঃ অমিয়কুমার অধিকারী সিঙ্গাপুর এডওয়ার্ড মেডিক্যাল কলেজে রাষ্ট্র সঙ্ঘের স্বাস্থ্য বিভাগ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ম্যালেরিয়া গবেষণাগারে ম্যালেরিয়া নিবারণের উপায় সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করিয়া গত মঙ্গলবার কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন।

১৯৩৪ সালে উক্ত গবেষণাগার প্রতিষ্ঠিত হয়। উহাতে শিক্ষালাভের জন্য পৃথিবীর প্রান্তের বিভিন্ন দেশের চিকিৎসা বিদ্যা বিশারদ ১২ জন লোককে আহ্বান করা হয়। ঐ বৎসর দক্ষিণ আফ্রিকার একজন ডাক্তার নিখরচায় তথায় শিক্ষা করিয়াছেন। এ বৎসর ডাঃ অধিকারী ভারতীয়দের মধ্যে সর্বপ্রথম রাষ্ট্রসঙ্ঘ কর্তৃক নির্বাচিত হইয়া তথায় গিয়াছিলেন। তিনি বাগনানের রায় বাহাদুর অঘোরনাথ অধিকারীর পুত্র।

ডাঃ অধিকারী বহু দিন বেঙ্গল নাগপুর রেলে সহকারী ম্যালেরিওলজিষ্ট এবং ৬ মাস কাল ইষ্ট বেঙ্গল রেলের প্রধান ম্যালেরিওলজিষ্টরূপে কাজ করিয়া খ্যাতি ও অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছেন। সিঙ্গাপুর যাত্রার পূর্বে বেঙ্গল নাগপুর রেলের প্রধান ম্যালেরিওলজিষ্ট ডাঃ জে কাইট এবং তাঁহার সহকারী ডাঃ অধিকারী কলিকাতার দক্ষিণ দিকস্থ জলাভূমি হইতে ম্যালেরিয়া বাহক মশকের বিমান বাহন এবং রেলিং জাহাজে মশকের কলিকাতার দিকে অভিযান নিবারণ করিয়াছিলেন।

পাঁচজন ডাকাত গ্রেপ্তার

ডাকাতি করিতে উদ্যত হওয়ায়, এই অবস্থায় পাঁচজন ডাকাতকে গ্রেপ্তার করিবার কয়েক দিন পূর্বে ত্রিপুরায় ডাকাতি দেখা গিয়াছিল। প্রকাশ পুলিশের নিকট কোন সূত্রে সংবাদ পৌঁছে যে একদল ডাকাত সেই রাত্রিতে শ্রীযুক্ত ভোলানাথ দাস অথবা মিঃ চুনীলাল দে মহাশয়ের বাড়ীতে ডাকাতি করিবে বলিয়া মতলব করিয়াছে। উহাতে বাধা দেওয়ার অভিপ্রায়ে একদল পুলিশ পূর্ব হইতে প্রস্তুত হইয়া আত্মগোপন করিয়া থাকে। গভীর রাত্রিতে ডাকাত দলের লোকেরা লাঠি, বল্লম, ছোরা, লোহার ডাণ্ডা ইত্যাদি লইয়া মিঃ চুনীলাল দে মহাশয়ের বাড়ীতে প্রবেশ করে। সাড়া পাইয়া পুলিশগণ সদলবলে অগ্রসর হয় এবং হাতে হাতে তিনজন ডাকাতকে ধরিয়া ফেলে। এই সময় ৪।৫ জন ডাকাত পলাইয়া যায়। পুলিশ তাহাদের অনুসন্ধান করিয়া শেষ পর্যন্ত আরও দুইজনকে গ্রেপ্তার করিতে সমর্থ হয়। ধৃত পাঁচজনকেই হাজতে রাখা হইয়াছে।

ছাত্রের আত্মহত্যা

বরিশাল ব্রজমোহন কলেজের বি-এস-সি ক্লাসের ছাত্র শ্রীমান্ অমূল্য দাশগুপ্ত গত ১৩ই জুলাই বাড়িতে অহিফেন সেবনে আত্মহত্যা করিয়াছে। এ দুর্ঘটনার সঠিক কারণ এখনও জানা যায় নাই

ঘটনার ২ দিন পূর্বে অমূল্য বরিশাল হইতে হঠাৎ তাহার বাড়ীতে চলিয়া আসে। ঘটনার রাত্রিতে অমূল্য এবং তাহার এক ভ্রাতা এক বিছানায় শয়ন করিয়াছিল। প্রাতঃকালে তাহাকে মৃতাবস্থায় দেখা যায়। অনুসন্ধানের ফলে দেখা যায় যে, তাহার মাথার কাছের অহিফেনের কৌটায় অহিফেন কম রহিয়াছে। ঐ অহিফেন সেবনেই তাহার মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া সকলে অনুমান করেন।

প্রধান শিক্ষককে প্রহার

বাগনান নবা হরিনাথী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষককে অন্যায়ভাবে মারপিট করার অভিযোগে উলুবেড়িয়া মহকুমা হাকিমের এজলাসে বর্টুন এর নিবাসী যতীন্দ্রনাথ পাত্র ও তাহার ভ্রাতার প্রত্যেকের ৪০৲ টাকা করিয়া অর্থদণ্ড হইয়াছে এবং দণ্ড বাবদ ফরিয়াদীকে ৫০৲ টাকা দিবার আদেশ হইয়াছে।

মোটর চাপা পড়িয়া শিশুর মৃত্যু

গত ২২শে জুলাই অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময় বিহারের গবর্ণরের কন্যা মিস সিফটন বাজারের মধ্যে বক্সারের দিয়া যখন মোটর চালাইয়া যাইতেছিলেন, তখন একটী শিশু হঠাৎ সামনে আসিয়া পড়ে এবং মোটর চাপা পড়িয়া মারা যায়।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৮ম বর্ষ } ১৩ শ্রীধর গৌরাব্দ ৪৪৯, ১৩ই শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১৩৪২, ২৯শে জুলাই ইং ১৯৩৫ সোমবার ১২৬৩তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

কলিকাতায় শ্রীল প্রভুপাদ

গৌড়ীয়-আচার্য্য ভাস্কর প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রমুখ কতিপয় সেবক সমভিব্যাহারে গত ২৬শে জুলাই বোম্বে নগরী হইতে যাত্রা করিয়া বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের বোম্বে মেলে গতকল্য ২৮শে জুলাই রবিবার প্রাতে কলিকাতা পৌঁছিয়াছেন।

শ্রীএকায়নমঠে উৎসব

গত ৭ই শ্রাবণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রিয় পার্ষদ শ্রীশ্রীল লোকনাথ গোস্বামী প্রভুর অপ্রকটোৎসব পাঠ-কীর্ত্তনমুখে সুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীশ্রীল লোকনাথ গোস্বামী প্রভু তালখড়িতে যে বংশে আবির্ভূত হইয়া সেই বংশ ধন্য করিয়াছিলেন, সেই ভট্টাচার্য্যবংশীয় শ্রীপাদ রমানাথ দাস অধিকারী মহোদয় বর্ত্তমানে শ্রীএকায়নমঠের রক্ষক। তিনি ঐ অপ্রকটোৎসবোপলক্ষে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ১৮শ পরিচ্ছেদ পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তদ্ব্যতীত ভক্তিরত্নাকর ১ম তরঙ্গ ২১শ পৃষ্ঠা হইতে তাঁহার পরিচয় পাঠ করা হয়। শ্রীশ্রীল লোকনাথ গোস্বামীর প্রভুর একমাত্র শিষ্য শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের "প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা" পুস্তিকা হইতে গুরুবন্দনা এবং ঠাকুরের প্রার্থনায় মহামন্ত্র ও মহাজন-পদাবলী উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন হইয়াছে। এই উৎসবের ব্যয়ভার ভক্ত বলাই ঘোষ এবং স্থানীয় সম্ভ্রান্ত মহিলা শ্রীমতী নিরুপমা দাসী উভয়ে বহন করিয়া শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের প্রসাদভাজন হইয়াছেন।

কটকে প্রচার

গত ২০শে জুলাই শনিবার ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ কটক টাউনহলে ছায়াচিত্রযোগে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বে নবদ্বীপের অবস্থা, বিদ্যাকুল-ব্যাখ্যাকারী পণ্ডিতগণ, ভণ্ড যোগী, তামসিক পূজা, কর্ম্ম-জ্ঞান যোগাদির চিত্র, অদ্বৈতাচার্য্যের তুলসী-গঙ্গাজলে ভগবৎপূজা ও হুঙ্কার এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমায়াপুরে শচীগৃহে আবির্ভাব প্রভৃতি বিষয়সমূহ বক্তৃতা করিয়াছিলেন। স্থানীয় দৈনিক 'সমাজে' ২১শে তাং তাহা উক্তপূর্ব্বক প্রকাশিত হইয়াছে।

গত ২১শে জুলাই স্থানীয় রাজভবনে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মলীলা হইতে জগাই-মাধাই-উদ্ধার পর্য্যন্ত ছায়াচিত্রে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন। নিম্নলিখিত বিশিষ্ট সজ্জনগণ উপস্থিত ছিলেন।

মধুপুরের রাজাসাহেব, সুকিন্দার রাজাসাহেব, বাবু চিন্তামণি আচার্য্য গভর্ণমেণ্ট প্লীডার ও জমিদার, শ্রীযুক্ত রাধাকিশোর দাস, পেস্কার জজকোর্ট, শ্রীযুক্ত মধুসূদন দাস প্লীডার, কটক মিউনিসিপ্যালিটির এক্‌জিকিউটিভ অফিসার সোমনাথ মহাপাত্র, সার্জেন্ট মিঃ সাহিয়া, শশীভূষণ রায় জমিদার, রাসবিহারী রায় প্লীডার, ব্রজবিহারী মহান্তি প্লীডার, অন্তর্য্যামী দাস প্লীডার, সুধানারায়ণজী জমিদার ও উকিল, কমিশনারের পার্শন্যাল এসিষ্টাণ্ট উমাচরণ দাস, ভূতপূর্ব্ব এম্-এল্-সি লক্ষ্মীধর মহান্তি প্লীডার প্রভৃতি।

গত ২২শে জুলাই ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠে ছায়াচিত্রযোগে গজ-উদ্ধার, দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ, বলিছলনা ও বৎসহরণ, বাল্যক্রীড়া ও গোষ্ঠ গোচারণ, বলি ও বামনদেব এবং শিবের ভগবৎস্তুতি প্রভৃতি বিষয়বর্ণন অবলম্বনে তাঁহার বক্তৃতা করেন। সমবেত শ্রোতৃগণ বিশেষ আকৃষ্ট হইয়াছেন।

ঐ দিবস ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ পি, ডব্লিউ, ডি'র এক্‌জিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত যোগানন্দ বক্সী মহাশয়ের ভবনে শ্রীমদ্ভাগবতের সপ্তমস্কন্ধ হইতে বালকগণের প্রতি প্রহ্লাদের উপদেশ ব্যাখ্যা করেন।

গত ২৩শে জুলাই ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ স্থানীয় মাড়োয়ারীগণের সত্যনারায়ণ মন্দিরে হিন্দি ভাষায় সনাতন-ধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়া বহু মাড়োয়ারীর চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছেন।

গত ২৪শে জুলাই উঁহাদের আগ্রহে স্বামীজী শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। অতঃপর স্বামীজী ব্রহ্মপুরে প্রচারার্থ যাত্রা করিয়াছেন।

ঐ দিবস শ্রীমদ্ ভারতী মহারাজ বাবু মনোহরলাল সেন জমিদার এবং ডাক্তার শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ সিংহ মহাশয়ের ভবনে শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা করেন। বহুলোক স্বামীজীর পাঠে আকৃষ্ট হইয়াছেন।

দুবলহাটীতে

গত ২৮শে আষাঢ় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ দুবলহাটীর শ্রীরঘুনাথজীর মন্দিরের সম্মুখস্থ নাটমন্দিরে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ এবং ব্যাখ্যা করেন। পাঠকালে বলেন—এই শ্রীমদ্ভাগবতে দেহ বা মনোধর্ম্মের কোন কথা নাই। উহাতে আত্মধর্ম্মের কথা কীর্ত্তিত হইয়াছে। শ্রীভগবান্ স্বয়ং এই ধর্ম্মের বক্তা। প্রকৃতিজাত অভিমান থাকাকালে এই শ্রীমদ্ভাগবতের কথা উপলব্ধি হয় না। বেদের মধ্যে যে একাত্মবাদ বা চৈতন্যবাদের কথা আছে তাহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না, কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতে আমরা এক প্রকারের সন্ধান পাই। উহাতে নৈষ্কর্ম্ম্যবাদের কথা আছে অর্থাৎ দেহসম্বন্ধীয় বুদ্ধিতে কর্ম্ম করিতে নিষেধ করা হইয়াছে। তাই বলিয়া ভগবৎসম্বন্ধীয় বুদ্ধিতে কার্য্য করিতে নিষেধ করেন নাই। অবস্থাভেদে বর্ত্তমান আমরা সাধারণতঃ যে কর্ম্ম করি তাহা পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণোদ্দেশ্য করিয়া কর্ম্ম করিলে আমরা যথার্থ লাভবান্ হইতে পারিব। বিষ্ণুসম্বন্ধীয় বুদ্ধিতে যে ক্রিয়া করা যায় তাহার নাম ভক্তি এবং বিষ্ণুসম্বন্ধীয় বুদ্ধি হইতে চ্যুত হইয়া যে ক্রিয়া করা যায় তাহার নাম কর্ম্ম। বেদের মুখ্য উদ্দেশ্য কৃষ্ণভজন শিক্ষা দেওয়া। কিন্তু বেদের অপৌরুষেয় বাক্যের প্রকৃতার্থ অল্পজ্ঞানচালিত আমরা বুঝিতে অসমর্থ হই বলিয়া নিজের নিত্যত্ব এবং ভগবানের অধ্যক্ষতা স্বীকার করিতে পারি না।

শ্রীল ব্যাসদেব বেদ বিভাগ করিয়া এবং অষ্টাদশখানা পুরাণ লিখিয়া যখন শান্তি পাইলেন না তখন হঠাৎ শ্রীল নারদ গোস্বামীর সঙ্গে তাঁহার দেখা হইলে তাঁহার উপদেশক্রমে তিনি শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থ রচনা করেন এবং তৎপূর্ব্বে আত্মিকভাবে বহু শাস্ত্র আলোচনা করিয়াছিলেন তাহার অকর্ম্মণ্যতা উপলব্ধি করিয়াছিলেন।

ভগবান্ কালাতীত বস্তু। কাল তাঁহা হ'তে আসিয়াছে সুতরাং কাল তাঁহাকে সৃষ্টি বা ধ্বংস করিতে পারে না। অপ্রাকৃত অনুভূতিতে শুদ্ধচিত্তে সেবা-প্রভাবে ভগবদ্বস্তু অনুভবনীয় হন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১০ শ্রীধর সর্বসিদ্ধি গৌরাব্দ ৪৪৯

সম্পাদকীয়

অজ্ঞ, অল্প-জ্ঞানবশতঃ বিলাস-বৈচিত্র্য বুঝিতে না পারিয়া একদিকে মায়াবাদী যে-প্রকার নাস্তিকতাপূর্ণ অজ্ঞতা প্রকাশ করে, অপরদিকে চিদ্বিলাসকে জড়-বিলাসের সমজ্ঞান করিয়া প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায় সেইরূপ অসুবিধায় পতিত হয়—সেবার ভাণে অনেক সময় চরিত্রহীনতার পরিচয় প্রদান করে।

• • •

ভগবান্ ও তাঁহার পার্ষদগণের এবং পার্ষদগণের পরস্পরের মধ্যে প্রীতির কি সম্বন্ধ তাহা পার্ষদগণই সর্বাপেক্ষা ভাল জানেন। তাহা বুঝিতে না পারিয়া 'অহঙ্কার-বিমূঢ়' কিঞ্চিৎ-জ্ঞান-সম্পন্ন ব্যক্তিগণ পাণ্ডিত্য-প্রকাশের বাহাদুরী লইয়া অগ্রসর হয়, ইহা আশ্চর্যের বিষয় নহে কি? শ্রীল রূপপাদের পারকীয়-বাদ ও শ্রীল জীবপাদের স্বকীয়বাদের মর্ম বুঝিতে অসমর্থ হইয়া অনেক পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তি শ্রীল জীবপাদকে শ্রীপাদ রূপ গোস্বামীর বিরুদ্ধ মনে করে। অন্তর্দর্শী না হইলে যে প্রকৃত তত্ত্ব বোধগম্য হয় না ইহা কিছুতেই তাহাদের মস্তিষ্কে প্রবেশ করে না। শ্রীল রূপপাদ ও শ্রীল জীবগোস্বামিচরণ—উভয়ের প্রচারই যে একতাৎপর্যপর তাহা শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ব্রহ্মসংহিতার ব্যাখ্যাকালে প্রদর্শন করিয়াছেন।

• • •

শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর হিরণ্যকশিপুকে অসুর বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। প্রহ্লাদও তাঁহাকে "অসুরবর্য" বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। হিরণ্যকশিপুর মস্তুঁবিবেক-ভাব যে নরাধম তুল্য তাহা শ্রীব্যাসদেব অঙ্গুলিনির্দেশপূর্বক প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীচিন্দরকের অনেক পাঠক জড়-বিচারের বিচার পাঠ করিয়া শ্রীব্যাসদেবকে অন্যায় কার্যের আসামী বলিয়া সাব্যস্ত করিতে চাহেন। মর্মোপলব্ধি করিতে না পারিয়া যাহারা আক্ষরিক-জ্ঞানের বহুমানন করে তাহাদের ঐপ্রকার দুর্দশাই হয়। শ্রীব্যাসদেব প্রকৃত-তত্ত্ব জানিতেন না, এরূপ মনে করা একদিকে যে-প্রকার নাস্তিক পরিচয় ও অপরাধের আবাহন, অপরদিকে তিনি জানিয়া শুনিয়াও সত্য গোপন করিয়াছেন, এরূপ ধারণা করাও তদ্রূপ অপরাধের কথা নহে। শ্রীভগবানের মনোবৃত্তি কি-প্রকারে সম্পন্ন করিতে হয় তাহা ভগবানের নিজ জনগণই ভাল জানেন। গুরুর উপর গুরুগিরি করিতে যাওয়া—মাধবেন্দ্রপুরীর ভার শ্রীঈশ্বরপুরীকে উপদেশ দিবার চেষ্টা করা—শ্রীব্যাসদেবকে ভ্রান্ত বিবেচনা করা—শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর আচরণে দোষ আরোপ করা—শ্রীল জীব গোস্বামিপাদকে বিপক্ষবাদী মনে করা প্রভৃতির ভার গৌরবে পড়িবার আর প্রকৃষ্ট পথ মোটেই নাই।

• • •

পতিতপাবন শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু ছোট হরিদাসের যে আচরণ দর্শন করিয়াছেন, তাহা হইতে সাবধান থাকিবার জন্য গৌড়ীয়শ্রেষ্ঠ আচার্যবর্গের ইঙ্গিত। যখন তাহার স্বরূপ পূর্বরূপে প্রকাশিত হইল, তখন বঞ্চিত থাকিবার এতৎপরিকরসম্প্রদায় সেই কার্যের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া হৈ চৈ আরম্ভ করিয়াছিল। শুনা যায়, অনেক যুক্তবৎ পর এখনও কেহ কেহ নিভৃত-কোণে ঐ কার্যে ব্যস্ত আছে। আমরা তাহাদিগকে দোষ দেই না, দোষ তাহাদের অদৃষ্টের। তাঁহাদিগের নিকট বিনীতভাবে নিবেদন,—লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাশা কুটিনাটী, আত্মম্ভরিতা, প্রাকৃত-জ্ঞান-গরিমা, বৈষ্ণবদ্বেষ প্রভৃতি দূরীভূত করিয়া তাঁহারা চৈতন্যশ্রেষ্ঠের পথ ধরুন।

"চৈতন্যের ভক্তগণের নিত্য কর 'সঙ্গ'।
তবে ত' জানিবা সিদ্ধান্ত-সমুদ্র-তরঙ্গ॥"

"জীবের সম্মান দিবে জানি' কৃষ্ণ-অধিষ্ঠান"
—এই শিক্ষায় যাঁহারা শিক্ষিত, তাঁহারা কখনও অন্যের নিন্দা করিতে পারেন না। তাঁহাদের ঘাড়ে ঐ দোষ চাপান—'ঐ চোর' নীতিরই অনুসরণ।

"বৈষ্ণবের ক্রিয়ামুদ্রা বিজ্ঞে না বুঝয়" অজ্ঞ হইয়া সেই কার্যে হস্তক্ষেপপূর্বক অক্ষজ-জ্ঞানের দৌড় প্রদর্শন বুদ্ধিমত্তার পরিচয় নহে। তাহাতে অকল্যাণ বুঝা যায় না, পক্ষান্তরে কর্মের পশ্চাত্তাপ ও অপরাধ-বিশিষ্ট হইতে হয়। "উল্টা বুঝিলি সাব" যাহাতে কেহ না হন, তজ্জন্য অপ্রাকৃত বাসীর প্রত্যেকের পায়ে পড়িয়া আমরা শ্রীচৈতন্যদেবের কৃপা বৈষ্ণবগণের আনুগত্যে আলোচনা করিতে নিবেদন জানাইতেছি। তাই প্রার্থনা—

"দন্তে নিধায় তৃণকং পদয়োর্নিপত্য
কৃত্বা চ কাকুশতমেতদহং ব্রবীমি।
হে সাধবঃ! সকলমেব বিহায় দূরা-
চ্চৈতন্যচন্দ্রচরণে কুরুতানুরাগম্॥"

• • •

এমন সব পণ্ডিত ব্যক্তি সম্প্রতি দেখা যায় যাঁহারা নিজদিগকে ভক্তমানী জ্ঞান করিয়া ষড়্‌গোস্বামীর অন্যতম শ্রীল গোপাল-ভট্ট গোস্বামী-সঙ্কলিত সাত্বত-স্মৃতি-বিধান-সমূহকেও আধুনিক মনে করেন। মহাপ্রভুর আদেশে শ্রীল সনাতন গোস্বামিচরণ ও শ্রীমদ্ গোপাল ভট্ট গোস্বামিপাদ যে-সকল স্মৃতিগ্রন্থ সংগ্রহ ও লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা কি বায়ুতে বিলীন হইবার জন্য? এইপ্রকার উক্তিতে লৌকিক বুদ্ধিই পায়!

যাঁহারা রূপানুগ বলিয়া পরিচয় দেন তাঁহাদেরও কেহ কেহ রূপশিক্ষার মূলদেশে "প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা" "অনাসক্তস্য বিষয়ান্" প্রভৃতি শ্লোক-নির্দিষ্ট যুক্ত-বৈরাগ্যের অনুসরণ না করিয়া শ্রীল পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, শ্রীল রায় রামানন্দ প্রভৃতি রূপানুগগণের মধ্যে বৈরাগ্যের অভাব লক্ষ্য করেন, ইহা এক অদ্ভুত ব্যাপার হইলেও বর্তমানে আর বিস্ময়কর ব্যাপার নহে; কারণ সহজিয়া ও ফল্গু বৈরাগ্যের সেবকগণের মধ্যে তাহা বিশেষভাবে বিস্তৃত হইয়াছে। "অধিক পাণ্ডিত্যে সকলকে অভিভূত করিতে পারি, কোন সময় আমারও অপমান না হউক, অন্ততঃ এত-খানা কঠোর ছিল" প্রভৃতি উক্তি কি-প্রকার "তৃণাদপি সুনীচতা"র পরিচয় তাহা পাঠকগণ বিবেচনা করিবেন।

শব্দের শক্তি

আমরা জানি, যাঁহার শক্তি আছে তিনিই শক্তিমান্; সুতরাং যে শব্দ শক্তি-সমন্বিত তিনি স্বয়ংই যে শক্তিমান্ তাহাতে আর সন্দেহ কি? জাগতিক শব্দশক্তি সসীম, জড় শব্দের স্বরূপশক্তি নাই; কারণ তাহা অচেতন। কিন্তু পরজগতের শব্দের শক্তি অচিন্ত্য। সে-জগতের শব্দ মায়াব্যবধানরহিত বলিয়া শব্দী হইতে অভিন্ন এবং অপূর্ব শক্তিযুক্ত বলতঃ অসাধ্যসাধনে সমর্থ। শাস্ত্র বলেন,—

"নামচিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নাম-
নামিনোঃ॥"
(ভক্তিরসামৃতসিন্ধু)

"নামরূপে কলিকালে কৃষ্ণ অবতার।
নাম হইতে হয় সর্ব জগৎ নিস্তার॥"

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শব্দস্বরূপে জগতে প্রকটিত হইয়াছেন। এই শ্রীহরি—শব্দ-ব্রহ্ম নির্গুণ বস্তু বলিয়া জগজ্জাত জগতের মানুষ আমরা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎকার করিতে পারিতেছি না বা তাঁহার অসীম-শক্তি বা মাধুর্য আমাদের উপলব্ধির বিষয় হইতেছে না। আমাদের জড় ইন্দ্রিয়গুলি জগজ্জাত বলিয়া জগজ্জাত বস্তুর রূপ-রস-গন্ধ-শব্দস্পর্শাদি অনুভব করিতে যোগ্যতাবিশিষ্ট। জগজ্জাতবস্তু জগদতীত বস্তুর নিকট পৌঁছিতে পারে না; তাই এই সকল ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আমাদের সঙ্গে জগজ্জাত অনিত্য বস্তুর সাক্ষাৎ হইয়া থাকে। আমরা জড় ইন্দ্রিয়-দ্বারা যদি জড় বিষয়ে ব্যস্ত থাকি তাহা হইলে আমাদের চেতনতা লাভ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। সুতরাং জগজ্জাত বস্তুর সীমানা অতিক্রম করিয়া নির্গুণ বস্তুর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য ব্যগ্র হওয়া—নিজস্বরূপ ও নিজ আরাধ্য হরিগুরুবৈষ্ণবের নিত্য উপলব্ধি করিবার জন্য ব্যাকুল হওয়া উচিত কি না, আমার বন্ধুবর্গ বিচার করিবেন না কি? চেতনের বিকাশ যদি না হইল তাহা হইলে মনুষ্যজন্ম পাইয়া লাভ হইল কি? তাই বলি, নির্গুণ বস্তুর সহিত সাক্ষাতের একটী বই আর রাস্তা নাই; সেই রাস্তা একমাত্র কাণ। জীবন্ত ও জাগ্রত সাধুর শ্রীমুখবিগলিত চেতনময়ী বীর্যবতী হরিকথা বা বৈকুণ্ঠ-শব্দ যখন আমাদিগকে কৃপা করিবার জন্য আগমন করেন তখন যদি আমরা সেই শব্দরূপী ভগবান্‌কে কর্ণদ্বারে সর্বদা ভজি তাহা হইলে এই শব্দরূপী ব্রহ্ম কর্ণদ্বার দিয়া আমাদের হৃদয়ে প্রবেশপূর্বক কামকালিমা নাশ করতঃ আমাদের হৃদয়ে স্বীয় বিজয়-সিংহাসন রচনা করিবেনই করিবেন।

নির্গুণ বস্তু বা শব্দ স্বেচ্ছায় জগজ্জাত জগতে আসিতে পারেন, তিনি গুণময়পদার্থ রূপকে অবতীর্ণ হন। এই বৈকুণ্ঠশব্দ শ্রৌতপথাবলম্বনে সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীগুরুদেবের বা বৈষ্ণবগণের শ্রীমুখ-গলিতে জগতে আবির্ভাবলীলা প্রকাশ করেন। সেইজন্য সাধুর সতী চিন্ময়ী কীর্তনরতা জিহ্বাকে শ্রীনাম-জননী বলা হয়। অনেকের ধারণা—এই নির্গুণ বস্তু যখন পরজগৎ হইতে এজগতে আসেন, তখন তাঁহাকে জগজ্জাতবস্তুর রূপ গ্রহণ করিয়া এই জগতে আসিতে হয়। কিন্তু তাহাদের এই মনঃকল্পিত অসতী ধারণা যে অভক্তি-প্রসূত ও অপসাধ্য, তাহা সহজেই অনুমেয়। কারণ, পরম-ভগবান্ সর্বশক্তিমান্ স্বাধীন বস্তুকে মায়ার অধীনে আনিবার দুষ্ট চেষ্টা বা ভগবানের অসীম শক্তিমত্তা-বিষয়ে সন্দিহানতা মূর্খতারই জ্ঞাপক। তাই বলিতেছিলাম, স্বেচ্ছাময় শব্দ—নির্গুণবস্তু ইহাতে নির্গুণের কোন অপলাপ হয় না। সাধু-মুখবিগলিত বাণী বা শব্দ চেতনময়ী ও অসীম শক্তিশালী; কিন্তু আমাদের দ্বার জগজ্জাত জড়শিশু যেরূপ কথা বলে সেগুলি জগজ্জাত। এই সকল শব্দ জড়াকাশ হইতে উৎপন্ন হইয়া কিছুক্ষণ জড়াকাশে থাকিয়া জড়াকাশেই লয়প্রাপ্ত হয়। এই শব্দ আমাদিগকে মঙ্গলে লইয়া যায়। এই সকল শব্দ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যের জন্য—আমাদিগকে অসুবিধায় ফেলিবার জন্য জগতে প্রকাশিত হইয়াছে—দূরাকাশে ব্যাপ্ত রহিয়াছে। খাওয়া, দাওয়া, থাকা, বৈষয়িক বর্গে মত্ত হওয়া এবং মরিয়া যাওয়াই একদের বিষয়। কিন্তু শ্রৌতপথাবলম্বনে আমাদের কর্ণে যেসকল কথা প্রবেশ হয় সেই সকল কথায় এমন অলৌকিকী ক্রিয়াকারিণী শক্তি আছে যে, সেই শব্দ প্রতিপদে একমাত্র মুকুন্দ অনুভব

মায়াকে পিছনে রাখি' কৃষ্ণপানে চায়। ভজিতে ভজিতে কৃষ্ণপাদপদ্ম পায়॥

করিলে নামের চেতনতা প্রস্ফুটিত করিয়া দেয়। এই নাম বৈকুণ্ঠ হইতে ব্রহ্মলোক ভেদ করিয়া চতুর্দ্দশভুবনে আসিয়া জীবগণকে মায়ামুক্ত ও সেবোন্মুখ করিয়া পুনরায় বিরজা ব্রহ্মলোক ভেদ করতঃ বৈকুণ্ঠে লইয়া যায়—ইহারই নাম নামশক্তি। এই নাম জীবমাত্রেরই একমাত্র উপায় ও অবলম্বনীয়। এই নামব্রহ্মের শরণাগত হওয়া ব্যতীত জীবের আর অন্য কোন উপায় নাই। তাই শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥"
প্রভু কহে, কহিলাম এই মহামন্ত্র।
ইহা জপ গিয়া সবে করিয়া নির্ব্বন্ধ॥
ইহা হৈতে সর্ব্বসিদ্ধি হইবে সবার।
সর্ব্বক্ষণ বল ইথে বিধি নাহি আর॥
কি শোয়নে কি ভোজনে কিবা জাগরণে।
অহর্নিশ চিন্ত কৃষ্ণ বলহ বদনে॥
কৃষ্ণনাম হৈতে হ'বে সংসার-মোচন।
কৃষ্ণ নাম হৈতে পাবে কৃষ্ণের চরণ॥
কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ অবতার।
নাম হৈতে হয় সর্ব্ব জগৎ নিস্তার॥
নাম বিনা কলিকালে নাহি আর ধর্ম্ম।
সর্ব্বমন্ত্রসার নাম এই শাস্ত্রমর্ম্ম॥
কুবুদ্ধি ছাড়িয়া কর শ্রবণ-কীর্ত্তন।
অচিরাতে পাবে তবে কৃষ্ণ-প্রেমধন॥

এই নামের প্রতি উদাসীন হইয়া উচ্চযোগের পথ লইয়া বাহাদুরী করিতে গেলে অসুবিধা হইবে। তাহা ভাল না হইলে এই সমস্যা বুঝা যাইবে না। যাঁহারা ভাগ্যহীন, তাঁহারা হরিকথা শুনিতেছেন মনে করিলেও কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে শুনিতেছেন না, তাই বঞ্চিত হইতেছেন। আমরা আমাদের সৌভাগ্যক্রমে যদি ভক্তদিগের বস্তু সেবা করিবার জন্য প্রবৃত্তিবিশিষ্ট হই, তাহা হইলেই এ সব কথা আমাদের কাণে যাইবে—আমরা কথা শুনিতে পারিব—বলিতে বা বুঝাইতে পারিব। সুতরাং আমাদের কর্ত্তব্য—সত্যি সত্যি চেতন হইতে কোথায় চেতনময়ী হরিকথা প্রকাশিত হইতেছে সেদিকে লক্ষ্য রাখা—মনোযোগ দেওয়া। কারণ, জগতে অনুস্বার-বিসর্গ লইয়া মারা ও চিল্লার করতঃ অনেক লোক বস আছে। শব্দযোগ হইতে আবির্ভূত চেতনময় শব্দের তাৎপর্য্য তাহাদের উপলব্ধি হয় না। তাই তাহারা হরিকথা বলিতে পারে না, এমন কি হরিকথা বলার অভিনয় করিয়াও তাহারা দিন দিন নিম্নেই ডুবিয়া যায়। সুতরাং অসাধুসঙ্গ পরিহার পূর্ব্বক সাধুসঙ্গে শাস্ত্র আলোচনাই আবশ্যক। তাই শাস্ত্র বলেন,—

"ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গ-মুক্তিভিঃ॥"

কৃপাপ্রার্থনা ব্যতীত উপায় কি?

(শ্রীমহানন্দ দাসাধিকারী)

সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তন, ভাগবতশ্রবণ, মথুরাবাস, শ্রদ্ধায় শ্রীমূর্ত্তির সেবা—ভক্তির এই পঞ্চ সাধনের প্রথমকৃত্য সাধুসঙ্গ আদৌ যাহার হইল না তাহার ভক্তিপথে অগ্রোন্নতি কিরূপে সম্ভব?

"ভক্তিস্তু ভগবদ্ভক্তসঙ্গেন পরিজায়তে"।

সাধুসঙ্গ ব্যতীত অনর্থ-নিবৃত্তির বা ইন্দ্রিয়দমনের সম্ভাবনা কোথায়? শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর বলিয়াছেন—"কিবা বা করিতে পারে, কাম-ক্রোধ সাধকেরে যদি হয় সাধুজনার সঙ্গ?" সৎসঙ্গ বা সাধুসঙ্গ দুই প্রকারে হইয়া থাকে।

"দদাতি প্রতিগৃহ্ণাতি গুহ্যমাখ্যাতি পৃচ্ছতি।
ভুঙ্ক্তে ভোজয়তে চৈব ষড়্বিধং প্রীতি-লক্ষণম্॥"

আর বিশ্রম্ভসহকারে গুরুসেবা দ্বারা ভজনোন্নতি হয়।

"বিশ্রম্ভেণ গুরোঃ সেবা সাধুবর্ত্মানুবর্ত্তনম্॥"

নিকটে থাকিয়া অন্তরঙ্গ সেবাই বিশ্রম্ভ-সেবা। "সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো" শ্লোকেও সাধুসঙ্গ প্রভৃতি সঙ্গের উপদেশ প্রাপ্ত হই। তবে সে-সব আমরা কেন করি না?

ইহার কারণ সাধুসঙ্গের জন্য বহু দূরে যাইতে হয় না। সাধুগণ আমাকে কিছু সঙ্গ দেওয়ার জন্য আমার গৃহে কৃপাপূর্ব্বক আসিয়া উপস্থিত হন না।

"মহদ্বিচলনং নৃণাং গৃহিণাং দীন-চেতসাম্।
নিঃশ্রেয়সায় ভগবন্নান্যথা কল্পতে ক্বচিৎ॥"

এই বাক্যের সার্থকতায় তাঁহারা আমার ন্যায় পামরের উদ্ধারের নিমিত্ত ক্ষণিককালের জন্য আমার গৃহে পদার্পণ করিয়া যাইতে পারেন মাত্র, কিন্তু তাঁহাদের প্রকৃষ্টসঙ্গ লাভ করিতে হইলে বা তাঁহাদের নিকট হইতে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে হইলে তাঁহাদের নিকট গিয়া প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাসহকারে তত্ত্বজিজ্ঞাসার্থ বাস করা কর্ত্তব্য। "তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ"।

"বনন্তু সাত্ত্বিকো বাসো গ্রামো রাজস উচ্যতে"।

এই হেতু তাঁহারা গ্রামে না থাকিয়া বনে বা মঠেই বাস করেন। কাজেই তাঁহাদের সঙ্গ লাভ করিতে হইলে আমাদের গৃহব্রত-ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া তাঁহাদের নিকটে যাইতে হয়। কিন্তু গৃহমেধী আমরা গৃহ ছাড়িতে পারি না। ইহার কারণ—ভয় এবং আসক্তি। ভয় কিসের জন্য?—না আমার ধন-জন-স্ত্রীপুত্রাদির সংরক্ষণ আমার অনুপস্থিতিতে চলিবে না। আমি ভাবি—

"অহো মে পিতরৌ বৃদ্ধৌ ভার্য্যা বালাত্মজাত্মজাঃ।
অনাথা মামৃতে দীনাঃ কথং জীবন্তি দুঃখিতাঃ॥"

কিন্তু একবারও ভাবি না যে মূঢ়তা-প্রযুক্ত এরূপ দুশ্চিন্তার ফলে দেহান্তে আমাকে অন্ধতামিস্র নরকে গমন করিতে হইবে। কারণ, শাস্ত্র বলেন—

"এবং গৃহাশয়াক্ষিপ্তহৃদয়ো মূঢ়ধীরয়ম্।
অতৃপ্তস্তাননুধ্যায়ন্ মৃতোঽন্ধং বিশতে তমঃ॥"

আমার যে এই ভয় ইহার মূলে ভগবচ্চরণে বিশ্বাস বা প্রপত্তির অভাব ব্যতীত আর কিছুই নাই। ভগবানের অভয়পদ প্রকৃষ্টরূপে বরণ না করায় দরুণই দেহ, অর্থ, আত্মীয়স্বজন ও সুহৃদ্বর্গের বিনাশাশঙ্কা আমার হৃদয়কে দখল করিয়া বসিয়াছে। তাহার উপলব্ধি আমার না থাকিলেও শাস্ত্র স্পষ্টভাবেই তাহা ঘোষণা করিয়া বলিতেছেন:—

"তাবদ্ভয়ং দ্রবিণদেহ-সুহৃন্নিমিত্তং
শোকঃ স্পৃহা পরিভবো বিপুলশ্চ লোভঃ।
তাবন্মমেত্যসদবগ্রহ আর্ত্তিমূলং
যাবন্ন তেঽঙ্ঘ্রিমভয়ং প্রবৃণীত লোকঃ॥"

এবং এই ভয়ের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়ার উপায়স্বরূপে নিম্নোক্ত শ্লোকে উপদেশ করিয়াছেন যে দ্বিতীয়াভিনিবেশ অর্থাৎ কৃষ্ণেতর বিষয়ে অভিনিবিষ্ট হওয়ার ফলে মায়াবশতঃ স্বরূপের বিস্মৃতি ঘটে যেহ, অর্থ ও সুহৃদাদির অনিষ্টাশঙ্কায় ভয় হয়। অতএব বুদ্ধিমান্ বা তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি গুরুকে ভগবান্ হইতে অভিন্ন জানিয়া ভক্তিসহকারে তাঁহার ভজন করিবেন।

"ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যা-
দীশাদপেতস্য বিপর্য্যয়োঽস্মৃতিঃ।
তন্মায়য়াতো বুধ আভজেত্তং
ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা॥"

কিন্তু শ্রীগুরুদেব হইতে বহুদূরে থাকিয়া, তাঁহার সহিত সম্পর্ক না রাখিয়া, তাঁহার সেবা না করিয়া গৃহব্রতধর্ম্মের সমাশ্রয়ে কিরূপে তাঁহার ভজন হইতে পারে? প্রত্যুত তাহা সম্পূর্ণ অসম্ভব। "ছাড়িয়া বৈষ্ণবসেবা নিস্তার পেয়েছে কেবা।" কাজেই দেখা যাইতেছে যে সৎসঙ্গ বা সাধুজনসঙ্গ প্রকৃষ্টসঙ্গ ব্যতীত উপায়ান্তর নাই। কিন্তু তাহাও সুকৃতিসাপেক্ষ:—

"সৎসঙ্গঃ প্রাপ্যতে পুংভিঃ সুকৃতৈঃ
পূর্ব্বসঞ্চিতৈঃ।"

এমতাবস্থায় যাহার পূর্ব্বসঞ্চিত সুকৃতির অভাবের ফলে সাধুসঙ্গের অনুকূল অবস্থা এখনও লাভ হয় নাই, তাহার পক্ষে শ্রীল নরোত্তমঠাকুরের কৃপা-প্রার্থনামূলক উপদেশই একমাত্র সম্বল:—

"গৃহে বা বনেতে থাক, হা গৌরাঙ্গ
ব'লে ডাক"।

এই উপদেশমূলে কপটতা-রহিত হইয়া, কায়মনোবাক্যে ভগবচ্চরণে শরণাগত হইয়া তাঁহার কৃপাপ্রার্থী হইলে তৎকৃপায় প্রাপ্ত ভক্তবৈষ্ণবের সেবা বা সঙ্গপ্রভাবে দুস্তরা মায়া-সমুদ্র উত্তীর্ণ হওয়া যাইবে। তখন কুক্কুর-শৃগালভক্ষ্য নিজদেহ বা তৎকথিত আত্মীয়বর্গের দেহাদির নিমিত্ত বৃথা ভয় দূর হইবে। এই কথাই শ্রীমদ্ভাগবতে নিম্নোক্ত শ্লোকে উপদিষ্ট হইয়াছে।

"যেষাং স এষ ভগবান্ দয়য়েদনন্তঃ
সর্ব্বাত্মনাশ্রিতপদো যদি নির্ব্যলীকম্।
তে দুস্তরামতিতরন্তি চ দেবমায়াং
নৈষাং মমাহমিতি ধীঃ শ্ব-শৃগালভক্ষ্যে॥"

তাই বর্ত্তমান বদ্ধ অবস্থায় আমরা সর্ব্বক্ষণ হরিগুরু-বৈষ্ণবের কৃপাপ্রার্থনাই করিব।

"কৃষ্ণ কৃপাপারাবার কভু করিবেন
অঙ্গীকার"

ইহাই বর্ত্তমানে বদ্ধাবস্থায় আমাদের একমাত্র ভরসা। যে পর্য্যন্ত না আমরা সংসারবন্ধন ছিন্ন করিয়া গুরুপদপ্রান্তে যাইতে পারি তাবৎকাল পর্য্যন্ত ভগবৎ-প্রসঙ্গে শ্রদ্ধা রাখিয়া, ভক্তিতত্ত্ব বিষয় পরিত্যাগে অসমর্থ হইলেও তাহাতে নির্ব্বেদযুক্ত হইয়া, এবং বিষয়ভোগকে দুঃখাত্মক জানিয়া, মনে মনে তাহার নিন্দা করিতে করিতে ভগবদ্ভজনে যত্নশীল থাকিব। এইরূপ করিতে করিতে ভগবৎকৃপায় আমাদের বিষয়-বাসনামূলক কাম নষ্ট হইলে সাধুজনের প্রকৃষ্টসঙ্গ ও তাঁহাদের সেবা সুযোগলাভক্রমে উত্তরোত্তর ভজনপথে অগ্রসর হইতে পারিব। শ্রীমদ্ভাগবত আমাদিগকে সেই উপদেশ দিয়াই বলিয়াছেন—

"জাতশ্রদ্ধো মৎকথাসু নির্ব্বিণ্ণঃ সর্ব্বকর্ম্মসু।
বেদ দুঃখাত্মকান্ কামান্ পরিত্যাগেঽপ্যনীশ্বরঃ॥
ততো ভজেত মাং প্রীতঃ শ্রদ্ধালুর্দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
জুষমাণশ্চ তান্ কামান্ দুঃখোদর্কাংশ্চ গর্হয়ন্॥
প্রোক্তেন ভক্তিযোগেন ভজতো মাসকৃন্মুনেঃ।
কামা হৃদয্যা নশ্যন্তি সর্ব্বে ময়ি হৃদি স্থিতে॥"

নবদ্বীপ-পঞ্জিকা

১৩ শ্রীধর ১৩ শ্রাবণ ২৯ জুলাই সোম সর্ব্বশিব সরবর্ণ কৃষ্ণচতুর্দ্দশী দণ্ড দি ১।২১ পুনর্ব্বসু ভুজঙ্গ দ ৭।৫০ বজ্রযোগ দ ৩।১৮ শকুনিকরণ।

শুদ্ধভক্তি মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ

(আকর-মঠরাজ)

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ গজ উত্তর-পূর্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যবর্য শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্যমঠ বিরাজমান। এই স্থান শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ-তীর্থ, পরাবিদ্যাপীঠ বা শাস্ত্রচর্চ্চাস্থলী। এই মঠ-পীঠে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি বেদান্তসমূহের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের প্রত্যহ নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠ হইতে পারমার্থিক দৈনিকপত্র 'নদীয়া-প্রকাশ', সাত্বত-সম্প্রদায়ে অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন অপ্রকাশিত গ্রন্থসমূহ 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতি বৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমাস্থান ও অসংখ্য ভক্তগোষ্ঠীসহ কীর্ত্তন-প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি এস্থানে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫

শ্রীমহাপ্রভু প্রচারিত সুনির্মল ভক্তি-ধর্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্তমন্দিরে শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দজীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক ও নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। ঐ মঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রধান-চতুষ্টয়-দেবোক্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি শাস্ত্র ও গ্রন্থাদির সম্যক্ আলোচনা হয়। এই মঠ হইতে নগরীর সর্ব্বত্র হরিকথা-প্রচার, নগর-সঙ্কীর্ত্তন, বক্তৃতা, ব্যাখ্যা সঙ্কীর্ত্তন-সহ মহোৎসবাদি কার্য্যের অনুষ্ঠান হয়। মঠরক্ষক—মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-স্থান মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া সহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী সেবাকোবিদ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী এখানে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান, রক্ষক—শ্রীরাধিত দাসাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—গোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

(৭) কাজীর সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীপ্রণব ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক।

(৮) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও রাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান দাস ব্রহ্মচারী।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্র নাথ দাসাধিকারী।

(১০) মোদদ্রুম-ছত্র "গৌড়ের নৈমিষ"

মাউগাছি, পোঃ কালনা, (বর্দ্ধমান)।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান। শ্রীগৌরনিত্যানন্দের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবঙ্কুবিহারী ব্রজবাসী, ভক্তভূষণ।

(১১) ঋতুদ্বীপ—ক্ষেত্রিয়া কুঞ্জকানন

শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী,

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীনরোত্তমানন্দ ব্রহ্মচারী

(১২) কুঞ্জকুটীর—পোঃ কৃষ্ণনগর,

নদীয়া। রক্ষক—শ্রীঅমৃতানন্দ অধিকারী

(১৩) ভাগবত-আসন—পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

এই স্থান হইতে ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচারিত হয়। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৪) একায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ তালখালি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীমাধব ভট্টাচার্য্য গোস্বামী ভক্তিপ্রভাব।

(১৫) মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(১৬) মাধ্বগৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, পোঃ ঢাকা

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীপাদ কৃষ্ণানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ।

(১৭) গোপালজীউর মঠ—কমলাপুর, (ঢাকা)

গোপালজীউর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ দাস ব্রজবাসী।

(১৮) মদনমোহন-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)।

এখানে শ্রীনিতাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীঅমৃতানন্দ ব্রহ্মচারী

(১৯) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

মহাবাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীযশোবর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২০) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাধু, (কাছাড়)

এখানে ষড়্ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(২১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীঅদ্বৈতকৃষ্ণ দাসাধিকারী।

(২২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

কুকুরকোটা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজগন্নাথ অধিকারী।

(২৩) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিঙ্গড়িয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে গুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত।

(২৪) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী।

(২৫) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ বক্সীবাজার, (কটক)

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদমদনজীউর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর

(২৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর পুরী,

শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা। রক্ষক—শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন।

(২৭) পুরুষোত্তম মঠ

ভক্তিকুটী, পোঃ পুরী উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীউর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগদাধর অধিকারী

(২৮) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী দাসাধিকারী।

(২৯) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, গোদাবরী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—শ্রীসনাতনদাস দাসাধিকারী ভক্তিলোচন।

(৩০) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪২নং কালিপুরা, বেনারস সিটি

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(৩১) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ

(৩২) পরমহংস মঠ,

পোঃ নৈমিষার, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও গৌর-বিনোদ-বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীসনাতনারায়ণ দাসাধিকারী।

(৩৩) কৃষ্ণচৈতন্য মঠ

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

এখানে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিত্য-সেবা হয়। রক্ষক—শ্রীহরপদ ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠ

স্বামীঘাট মথুরা

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ

(৩৫) প্রেমভক্তিকুঞ্জ-সুখদকুঞ্জ—শ্রীরাধাকুণ্ড

রক্ষক—শ্রীরাধারমণচরণদাস ব্রহ্মচারী

(৩৬) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৩৭) গোদ্রুমবিহারী মঠ

সেবপাটী, পোঃ তোতোল, জেলা গুরুদাসপুর

(পাঞ্জাব) রক্ষক—শ্রীগোদ্রুমবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৩৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসম্বন্ধ তুর্য্যাশ্রমী

(৩৯) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল।

এখানে গৌর বনোয়ারীর সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীবনগোপাল অধিকারী।

(৪০) সারস্বত-গৌড়ীয় মঠ

৭৩নং মার্শ সাগরণপুর, মাউ, পি

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিস্বরূপ গিরি

(৪১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ রায়পেট্টা মাদ্রাজ।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বা-গিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীপাদ ভক্তানন্দ ভক্তিবিকাশ

(৪২) বোম্বে-গৌড়ীয়-মঠ কার্য্যালয়

গোরক্ষা রোড, চোটানি বিল্ডিং, ব্লক নং ১, বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মা মজুমদার।

(৪৩) অমরাসি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমরাসি, মেদিনীপুর

(৪৪) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী

(৪৫) পাটনা গৌড়ীয় মঠ

১০০ মিঠাপুরা, পাটনা।

রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী রাগভূষণ

(৪৬) গয়া গৌড়ীয় মঠ

ফিল্ড সাইড, চাঁদ রোড, গয়া

রক্ষক—উপদেশক শ্রীঅক্ষয় রাঘবভূ

(৪৭) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠ বালেশ্বর

রক্ষক—শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয়

৩ গ্ল্যাডস্টোন হাউস, কলহার্ন গার্ডেন্স, এস-ডব্লিউ ৭, লণ্ডন

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন

(৪৯) বার্লিন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

Berlin W. 30

Eisenacner strasse 30 I.

(৫০) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ শাখালয়

৩২০ নং ডালহাউসী ষ্ট্রীট রেঙ্গুন।

গৌড়ীয় ভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গভাষায় প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম ৩২তে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ৩৮৲
প্রকাশন ষষ্ঠতে প্রতিখণ্ড ৷৶০
২। ভাষ্যসহ বিবৃতি শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। ভাষ্য-সহিত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড— ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
ও ৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—১৲; ২য় খণ্ড—৸৵
৭। শ্রীচৈতন্যদেব—১৲
৮। সৎক্রিয়াসার—দীপিকা ও সংস্কার-দীপিকা ১৷৷
৯। বৈষ্ণব ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা)
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধনকল্পমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিশিষ্টগ্রন্থ ৷০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ৷০
১৮। ভজন-আলয় ৷০
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৶০
২১। গৌড়ীয়-সাধিকা ৷৶০
২২। ভজন-রহস্য ৷০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও
শ্রীনবদ্বীপশতকম্ ও (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
২৬। গীতার কেবল মূল-ভাষ্য ৷০
২৭। দুর্গমসঙ্গমনী অপসোমবঃ মাহাত্ম্য ২৲
২৮। বেদান্তদর্শনে মাধ্বমত ৷০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸
৩০। দীন-মিশ্রণের ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৶০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। শ্রীকৃষ্ণমালা ⁄১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। শ্রীপ্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা নির্ঘণ্ট ৷০
৪০। শরণাগতি ⁄০
৪১। গীতাবলী ⁄০
৪২। প্রিয় নবদ্বীপ ১৷০
৪৩। সাধনপথ ⁄০
৪৪। বেদান্তদর্শনিকা ⁄০
৪৫। নবদ্বীপশতক
৪৬। অর্চ্চনকণ্ঠ
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ
৪৮। অর্চ্চনপদ্ধতি (৫ম সংস্করণ) ⁄১০
৪৯। সাধুসঙ্গ ।১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ৷০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ৷০
৫৩। গোবিন্দভাষ্য ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ৷০
৫৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ⁄০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (অন্বয়াদিসহ) ৷০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণদেবের ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সাধ্যসাধন ⁄০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত সারঃ ৷০
৬১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিধিকরঃ ৷০
৬২। সটিক-শিক্ষাষ্টকম্ ৷০
৬৩। তত্ত্বসূত্রম্ ৷০
৬৪। সাত্বত শিক্ষাষ্টকম্ ৷৶০
৬৫। গৌড়ীয়মঠের পরিচয়ঃ ⁄০
৬৬। সাধারণধর্মবিদ্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৭। রায় রামানন্দ ৷০
৬৮। এ কিউ ওয়ার্ডস্ অন্ বেদান্ত ৷০
৬৯। সাধকতত্ত্ব ৷০
৭০। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজি অ্যাণ্ড অন্টলজি ৷০
৭১। বিলেক্টেড ওয়ার্ক্স ৷৶০
৭২। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ৷০
৭৩। বৈষ্ণবীজম্ ৷০
৭৪। রেলেটি গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ⁄০
৭৫। দি ভাগবত
৭৬। থিওলজিক্যাল প্রিন্সিপ্ল্‌স্ অ্যাণ্ড আন্ডোয়েড ডিরেকশন ৷০
৭৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২৷০
৭৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম ভাগ) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৭৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷০
৮০। সাধন-পথ ৷০
৮১। কল্যাণ-কল্পতরু ⁄১০
৮২। গীতাবলী ⁄০
৮৩। শরণাগতি ⁄০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৪। শরণাগতি ⁄

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২.

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
১-নং বাগবাজার, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠ মহাশয়ের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরে অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-জনিত জীর্ণ জ্বরে ও পালাজ্বরে একমাত্র উপায় জানিবেন। যকৃৎ প্লীহা সংযুক্ত জ্বরে ও নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিলে যে প্রকার আশ্চর্য্য সুফল পাওয়া যায় তাহা বলা যায় না। মূল্য ছোট বোতল ৸০ আনা, বড় বোতল ১৷৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং মটরাডিঙি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালিরাসায়নিক ও ব্যবসায়ী জে. বি. দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে. বি. দত্ত এণ্ড কোং
কারখানা—৮নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার
কলিকাতা

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে কথাসার ও শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৮০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও
ও কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিসুধীর ব্রহ্মচারী এম, এস, এস, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

[ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্শ কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্য্য এম-এ, মহোদয়ের শ্রৌতগবেষণা এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ লেখনীর অমৃতফল [illegible] একাধারে মনন এবং [illegible] জীবনচরিত-পাঠে মন [illegible] বিরাট, [illegible] ও আত্মীয় [illegible] ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দার্শনিক [illegible] তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক আলোচনা প্রথম খণ্ড [illegible] অধ্যায়ে, প্রায় [illegible] পৃষ্ঠায় [illegible] শ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের প্রণীত মুখবন্ধ (Foreward) [illegible] ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে অধ্যায়ক্রমে [illegible] সূচীপত্র (Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ [illegible], মাদ্রাজ, শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর; জিলা—নদীয়া।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র :

১। THE HARMONIST— প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। প্রতি [illegible] টাকা ভিক্ষায় কলিকাতা বাগবাজার গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা ৬৲, ষাণ্মাসিক ৩।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—তিনি অবার [illegible] পারমার্থিক পাক্ষিক বৈদিক্যকা শ্রীমন্মধ্ব মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১।০

৪। পরমার্থী—[illegible] উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ বিনোদ [illegible] বি-এল, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া [illegible] হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১।০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত অমর গ্রন্থ

[illegible] প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের [illegible] ছাপা। [illegible] ১০৯৮ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও [illegible] সম্পূর্ণ [illegible] ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোক সূচী, পদ্যসূচী, গ্রন্থসূচী, [illegible] সূচী, [illegible] সহিত 'অমৃত কণা' পত্র। [illegible] শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের [illegible] ইংরাজী ও বাংলা [illegible] এরূপ [illegible] প্রকাশিত হয় নাই, [illegible] পাঠক মাত্রেই একখানি [illegible] রাখিবা [illegible] [illegible] ১২৲ বারটাকা [illegible]—৬৲ [illegible] মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান — শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাড়ে	[illegible]	১১—৫১,	১৩—১২	১৬—৩৬,	১৯—৩৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	[illegible]	১১—৭,	১৪—০	১৮—৯,	২০—০৫
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩০	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৩,	২০—১২

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

রবিবার ব্যতীত

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	[illegible]	১২-১০	১২-৩৪	[illegible]	১৮-০১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫০	[illegible]	১২-১১	১২-৫২	[illegible]	১৮-০২
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	[illegible]	[illegible]	১২-৪১	১৩-১২	[illegible]	১৯-১১

একশত
বৎসরেরও
অধিক কাল
রবিনসনের

পৃথিবী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ
বার্লি ভাল
এবং
কান্তি
[illegible]
পরিগণিত হইয়াছে

ইহার পরিবর্তে অন্য
কোন বার্লি লইবেননা

অন্যকোন বার্লিই
রবিনসনের

কার্য্যালয়—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'শ্রীনাথ' নবদ্বীপ

দৈনিক

REG. NO C. 1544

চৈতন্যোপনিষদ্ ... অক্ষরে মূল ও অনুবাদক প্রকাশিত হইয়াছে। ... ভিক্ষা।০ মাত্র শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

নদীয়াপ্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

"গৌড়ীয়" ১ম বর্ষ হইতে ১৩শ বর্ষ পর্য্যন্ত প্রতি বর্ষ কাগজে বাঁধাই ভিক্ষা ৩৷০ মাত্র। শ্রীগৌড়ীয় মঠ বাগবাজার, কলিকাতা

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১০ম খণ্ড ; শ্রীমায়াপুর—১৪ই শ্রাবণ, মঙ্গলবার ১৩৪২, ৩০শে জুলাই ১৯৩৫ { ১২৭তম সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

—:০:—

কয়লার খনিতে বিস্ফোরণ

৭০ জন আহত ৩৩ জনের মৃত্যু

গত ২৩শে জুলাই অপরাহ্ন ৮টা ১৫ মিনিটের সময় [illegible] নিকট [illegible] কয়লার খনিতে এক ভীষণ বিস্ফোরণ হইয়া গিয়াছে। বৈদ্যুতিক তার ছিঁড়িয়া যাওয়ায় উহার ফলে এই দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে বলিয়া অনুমান করা যাইতেছে। খনিটি খনি বিভাগের কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে আছে।

অগ্নি নির্ব্বাপিত হইয়াছে। আর কোনও বিপদের সম্ভাবনা নাই। ৭০ জন লোক জখম হইয়াছিল, তন্মধ্যে ৩৩ জনের মৃত্যু হইয়াছে।

আসানসোলের ডিষ্ট্রিক্ট মেডিকেল অফিসার পরিদর্শন করিতেছেন। তিনি আহত দের চিকিৎসার সমস্ত ব্যবস্থা করিতেছেন।

এই খনিটির মালিক ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে। এই রেলওয়ের একজন [illegible] মৃত্যু হইয়াছেন।

——

ফ্রান্সের সমরোপকরণ রপ্তানি নিষিদ্ধ

গত ২৩শে জুলাই কমন্স সভায় আবিসিনিয়া সম্পর্কীয় নীতি সম্বন্ধে প্রশ্নের পর প্রশ্ন [illegible] অতিষ্ঠ হইয়া উঠেন।

উত্তরে স্যার স্যামুয়েল হোর জানান যে, এ সম্বন্ধে তিনি নিজেই একটী বিবৃতি প্রকাশ করিবেন। তিনি উত্তর করেন যে ফ্রান্স হইতে আবিসিনিয়াকে ও ইতালীকে সমরোপকরণ রপ্তানি নিষিদ্ধ হইয়াছে।

ই বি আর এবং ই আই আর

একত্রে কার্য্য পরিচালনার কথা

ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ে এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে—এই দুইটি রেলপথ পরিচালনের ব্যবস্থা এক করিবার প্রস্তাব উঠিয়াছে। এই সম্বন্ধে উভয় রেলপথের কর্তৃপক্ষের মধ্যে আলোচনা চলিতেছে। প্রকাশ যে, রেলওয়ে-সমূহের কমিশনার স্যার গথরি রাসেল এইরূপ করণের পক্ষপাতী। কারণ এতদ্বারা রেলওয়ে পরিচালনার ব্যয় যথেষ্ট হ্রাস পাইবে।

——

হাওড়ার সেতু নির্ম্মাণে বাঙ্গালী বেকার নিয়োগ

বঙ্গীয় বেকার যুবক সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত মনোমোহন চৌধুরী প্রস্তাবিত হাওড়ার নূতন সেতু নির্ম্মাণ সম্পর্কে বাঙ্গলার গবর্ণমেন্টের দৃষ্টি আকর্ষণ পূর্ব্বক প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, কোন ঠিকাদার হাওড়ার সেতু নির্ম্মাণের কনট্রাক্ট পাইলে তাহাকে সেতু নির্ম্মাণ সম্পর্কিত কার্য্যে উপযুক্ত সংখ্যক বাঙ্গালী নিয়োগ করিতে হইবে, সরকার যদি ইহা কনট্রাক্ট পাইবার অন্যতম সর্ত্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, তাহা হইলে সাময়িকভাবে কিছু কয়েক সহস্র বেকার বাঙ্গালীর উপজীবিকার সংস্থান হইতে পারে। বাঙ্গালা লাটের প্রাইভেট সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত চৌধুরীর চিঠির উত্তরে আশ্বাস দিয়াছেন যে, সরকার তাঁহার এই প্রস্তাব সহানুভূতিসহকারে বিবেচনা করিবেন।

শ্রীযুক্ত চৌধুরী আশা করেন, সরকারের সহানুভূতি থাকিলে ও তাহা বিবেচনা করা হইলে হাওড়া সেতু নির্ম্মাণকালে অন্যূন তিন হাজার বেকার বাঙ্গালী যুবকের কাজের সংস্থান হইবে।

৭৫ লক্ষ টাকা সংগ্রহের পরিকল্পনা

করাচীর ক্রেতা ও ব্যবসায়ী ... কার্য্যনির্ব্বাহক কমিটি কর্ত্তৃক গৃহীত এক প্রস্তাবে কোয়েটা ভূমিকম্পে আহত ও দুর্দ্দশাগ্রস্ত ব্যক্তিদের সাহায্যার্থ ৭৫ লক্ষ টাকা সংগ্রহের পরিকল্পনা করা হইয়াছে। উহা ভারতের নিকট প্রেরিত হইয়াছে।

প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে, দুর্গতদের দুর্দ্দশা লাঘব করিবার উদ্দেশ্যে যথাসম্ভব কম ব্যয়ে যথাসম্ভব ... ভারত গবর্ণমেণ্টকে রেল ও ষ্টীমার টিকেটের উপর কর ধার্য্য করিতে অনুরোধ করা হউক। উহা হইতে যে অর্থ পাওয়া যাইবে তাহা বড়লাটের ভূমিকম্প সাহায্য ভাণ্ডারে প্রদত্ত হইবে। প্রস্তাবে আরও বলা হইয়াছে যে, রেলে তৃতীয় শ্রেণীর প্রত্যেক টিকেটের উপর এক পয়সা, মধ্যম শ্রেণীর প্রত্যেক টিকেটের উপর দুই পয়সা, দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রত্যেক টিকেটের উপর এক আনা, প্রথম শ্রেণীর প্রত্যেক টিকেটের উপর দুই আনা এবং জাহাজের প্রত্যেক ডেক টিকেটের উপর আট আনা কর ধার্য্য করিয়া উহা দুই বৎসর কাল বলবৎ রাখা হউক। ১৯৩৩-৩৪ সালের রেল যাত্রীদের সংখ্যা হইতে হিসাব করা হইয়াছে যে, দুই বৎসর ৭৫ লক্ষ টাকা আদায় হইবে। ঐ বৎসর তৃতীয় শ্রেণীর টিকেট ৩৩॥০ কোটি টাকার বিক্রীত হইয়াছে।

——

বৃটেনকে সতর্ক করণ

ইতালীর সংবাদপত্রসমূহের মন্তব্য

বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে সরকারীভাবে সংবাদ না আসা পর্য্যন্ত আবিসিনিয়ায় অস্ত্রশস্ত্র রপ্তানীতে বাধা দিবে না বলিয়া বৃটেন যে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছে, তৎসম্বন্ধে ইতালীর সরকারীমহল কোন মন্তব্য প্রকাশ করিতে চাহেন না। তবে এখানকার সাধারণ মনোভাব এই যে, যাহা ইতালীর বন্ধু নহে, তাহা তাহার বিরুদ্ধেই বলা হইবে।

আবিসিনিয়ার পক্ষ গ্রহণ না করিবার জন্য সংবাদপত্রসমূহে বৃটেনকে সতর্ক করিয়া দেওয়া হইয়াছে। "জেনেভি" নামক সংবাদপত্র বলিয়াছে যে, জাপানের সহিত প্রতিযোগিতায় আবিসিনিয়ার জন্য বে-আইনী অস্ত্রশস্ত্র সহ বৃটিশই প্রথম লোহিত সাগরে পৌঁছিবে এবং ইতালীকে হয়ত ... করিতে হইবে।

সরল বিশ্বাসের পুরস্কার

হায়দ্রাবাদ জিলার টাণ্ডু মহম্মদ খান গ্রামের এক দল লোক মোটরবাস যোগে করাচী জিলার মীরপুর বাথ রো গ্রামে যাইবার পথে এক জনহীন গভীর জঙ্গলে পরিত্যক্ত হইয়া অসহ্য দুঃখকষ্ট করিয়া লোকালয়ে ফিরিয়া আসিয়াছে। প্রকাশ যাত্রীদল স্ত্রী পুরুষ ও শিশু লইয়া সংখ্যায় ১২ জন ছিল। বাস উপরোক্ত জঙ্গলে পৌঁছিলে প্রবল বৃষ্টি আরম্ভ হয়, বাস চালক সঙ্গে সঙ্গে তথায় বাস থামাইয়া দেয়। বৃষ্টি থামিলে চালক যাত্রীদের অবতরণ করিতে অনুরোধ করিয়া বলে, গাড়ীর গোলযোগবশতঃ এই দুর্য্যোগে তাহার বাস গন্তব্য স্থানে পৌঁছিতে পারিবে না। সে ডিপোতে ফিরিয়া যাইয়া অল্প সময়ের মধ্যেই নূতন বাস পাঠাইয়া দিবে। তাহার কথায় যাত্রীদল বাস হইতে নামিয়া থাকে। তাহাদের মালপত্র নূতন বাসে বোঝাই করিয়া পাঠাইয়া দেওয়া হইবে এই আশ্বাস বাণীতে নির্ভর করিয়া তাহারা বাস ছাড়িয়া দেয়। তাহারা একদিন নূতন বাসের অপেক্ষায় অনাহারে অনিদ্রায় জঙ্গলে কাটাইয়া তাহারা পরদিন সম্প্রতি ফিরিয়া আসিয়া বাস চালকের বিরুদ্ধে পুলিশে অভিযোগ জানাইয়াছে।

নমো ভগবতে বাসুদেবায়

১০ই শ্রাবণ, মঙ্গলবার ১৩৫২

সম্প্রতি বর্দ্ধমান জেলা হইতে দুর্ভিক্ষের করুণ কাহিনী প্রায়ই আসিতেছে। অনাহারে মুমূর্ষু নরনারীর জীবন সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিয়াছে, কয়েকটি খাদ্যাভাবে মৃতপ্রায় হইয়া আছে। সবদিকেই ক্ষুধাতুর নরনারীর আকুল ক্রন্দন। গভর্ণমেন্ট কৃষকদের সাহায্যে কিছু ঋণ দিয়াছেন সত্য কিন্তু ব্যাপক দুর্ভিক্ষের অনুপাতে তাহা অতি সামান্য। অবিলম্বে দেশবাসীর সাহায্য না পাইলে তাহাদের দুরবস্থা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইবে।

শ্রীহট্ট জেলার বানিয়াচঙ্গের দুর্ভিক্ষের কথাও আমরা পূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছি। দুর্ভিক্ষের আকার নাকি এখন আরও ভীষণ হইয়া উঠিয়াছে। অবশ্য ইহাতে গভর্ণমেণ্ট ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান যথা মঠমন্দির দ্বারা হউক, প্রকৃত ভক্তের দলে, অবস্থার অনুরূপ দেশবাসী আর্ত্তের ত্রাণে উপযুক্ত যথাসাধ্য সাহায্য করিবেন আশা করা যায়।

বিলাতে সম্প্রতি ভারতীয় ছাত্রের প্রতি যে ব্যবহারের সংবাদ এখানে আসিয়াছে তাহা অত্যন্ত হীন প্রবৃত্তির পরিচায়ক —উহার চিত্তের বিকৃত লক্ষণ। ভারতীয় [illegible] সাতার কাটিবার জন্য কর্তৃপক্ষের অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছিল কিন্তু তাহারা বিদেশীয় আগন্তুক বলিয়া তাহাদের আবেদন অগ্রাহ্য হইয়াছে। বিদেশীদের প্রতি এপ্রকার মনোভাব থাকিলে পরস্পর বন্ধুত্ব বা মৈত্রীর ভাব বর্ত্তমান থাকা অসম্ভব।

যে কোন কার্য্য সম্পাদনের নিমিত্ত অনশন ব্রত গ্রহণ করা এক মহৌষধ; ইহা যেন দেশে একপ্রকার ফ্যাসানের মত দাঁড়াইয়াছে। ছেলের নাড়ু খাওয়া হইতে আরম্ভ করিয়া অতি গুরুত্বপূর্ণ কার্য্যসমূহও অনশনের দ্বারা সম্পন্ন করিবার চেষ্টা যেন দেখাদেখি দাবানলের মত ছড়াইয়া পড়িয়াছে। কবে কোন নেতা অনশনের দ্বারা কোন কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিল তাহা দেখিয়া আজকাল সকলেই অনশনব্রত আরম্ভ করিয়াছে, তাহাদের হীন স্বার্থ পূরণের উদ্দেশ্যে। ইহাতে অনশনব্রত এককালে সাধারণের মনের উপর যে প্রভাব বিস্তার করিত তাহা আর আর নাই।

সম্প্রতি ঢাকা জেলার কুশারীপাড়া গ্রাম হইতে এক বৃদ্ধের অনশনের খবর আসিয়াছে। গ্রামের মধ্যে অযোগ্য ব্যাপার লইয়া এক কলহের উৎপত্তি হইয়াছে তাহাই মিটাইবার জন্য তিনি অনশন আরম্ভ করিয়াছেন। ইহা সম্পূর্ণ খেয়াল ছাড়া আর কিছুই নহে। উপযুক্ত যুক্তিতর্ক দ্বারা বিবাদ হইলে যে জীবন কোনও মহত্তর কার্য্যে ব্যয়িত হইতে পারিত তাহাই খেলাধূলার মত বৃথা কাজে ব্যয় করা বুদ্ধিমত্তার পরিচয় বলিয়া মনে হয় না। যাকে তাকে যে প্রকারে অনশনব্রত গ্রহণের প্রবণতা তাহাতে কোন দিন হয়ত শুনিতে পাওয়া যাইবে কোনও নেতা (?) দাম্পত্য কলহ মিটাইবার জন্যও অনশনব্রত গ্রহণ করিয়াছেন। সেদিন আর বোধ হয় বেশী দেরী নাই।

রেশম ব্যবসায়ী সমিতি

রেশম ব্যবসায়ী সমিতির প্রেসিডেন্ট ভারত সরকারের বাণিজ্য সদস্যের নিকট নিম্নলিখিত মর্ম্মে একটী তার প্রেরণ করিয়াছেন:—

"রেশম ব্যবসায়ী সমিতি কৃত্রিম রেশম বস্ত্রের অত্যধিক আমদানীর তীব্র প্রতিবাদ করিতেছেন। এইগুলি প্রকৃত রেশমীবস্ত্র নহে, আমদানী শুল্ক এড়াইবার জন্য রেশম বস্ত্রের ন্যায় উৎপন্ন কৃত্রিম রেশমের বস্ত্রখণ্ড মাত্র।

এই কৃত্রিম বস্ত্রের আমদানী অবিলম্বে বন্ধ করিয়া দেওয়া হউক অথবা এই জাতীয় বস্ত্রের উপর যে পরিমাণ শুল্ক ধার্য্য করিবার নিয়ম রহিয়াছে তাহা যথারীতি প্রয়োগ করা হউক। এইরূপ না করিলে অকৃত্রিম বস্ত্র ব্যবসায়ের দারুণ ক্ষতি হইবে। এমন কি অনশন ও তাহার ফলেও আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না, ব্যবসায়ীগণের এইরূপ দীন প্রচেষ্টার ফলে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ মাল সরবরাহের যে ব্যবস্থা ছিল তাহা নষ্ট হইয়া যাইবে এবং স্বাভাবিক ব্যবসা বাণিজ্যের রীতিনীতি ক্ষুণ্ণ হইবে।

"এই সম্পর্কে কালবিলম্ব না করিয়া যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হউক"

জলপথে হজযাত্রার পরিণাম

জলপথে হজযাত্রা যে অত্যন্ত বিপদসঙ্কুল ও ক্লেশবহুল তৎপ্রতি ভারত সরকার এক ইস্তাহার মারফত পূর্ব্বেই হজযাত্রীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। কিন্তু সরকারের সতর্কবাণী সত্ত্বেও বর্ত্তমান বৎসর ফেব্রুয়ারী মাসে কয়েকখানি মোটর বাস কয়েক জন যাত্রী লইয়া জলপথে হজযাত্রা করে। পথিমধ্যে ঝড় ও প্রাকৃতিক দুর্যোগবশতঃ যাত্রীদের অনেককেই দৈবযোগে বেদুইন অতিক্রম করিতে হয়। পরিশেষে ৫ খানি মোটর বাস মোট ৯১ জন যাত্রী লইয়া মরুভূমি পারস্য অতিক্রম পূর্ব্বক বোম্বাইয়ে পৌঁছে। কিন্তু বোম্বাইয়ে ইরাকী গভর্ণমেন্ট ঐ সকল বাস আটক করেন, কারণ জাহাজ-বন্দিরা রোডে [illegible] লইয়া চলাচল নিষিদ্ধ। ফলে মোটর ব্যতীত অন্য যানে বাহিরের যাত্রীদের পৌঁছিবার উপায় না থাকায় যাত্রীদের বিষম সঙ্কটে পড়িতে হয়। অধিকাংশ যাত্রীই স্থলপথে ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হয়। কেহ কেহ জলপথে যাত্রাবশতঃ অত্যধিক ব্যয়হেতু সর্ব্বস্বান্ত হইয়া সরকারের শরণাপন্ন হয় এবং সরকারী খরচে স্বদেশে ফিরিতে সক্ষম হয়। মাত্র ২২ জন যাত্রী ইরাকী টুরিং মোটর নিযুক্ত করিয়া জনপ্রতি ১১১২।০ আনা ব্যয়ে ও মদিনা মক্কা পরিদর্শন করিয়াছেন। বাহুল্য ব্যতীত এই সকল স্থলপথে হজযাত্রীদিগকে স্থানে স্থানে মরুভূমির মোটরবাস হইতে অবতরণ করিয়া পদব্রজে পথ অতিক্রম করিতে ও শারীরিক ক্লেশ সহ্য করিতে হইয়াছে। অতঃপর হজযাত্রীরা রাস্তাঘাটের দুরবস্থা, সময়ের অনিশ্চয়তা ও ব্যয়বাহুল্যের কথা চিন্তা করিয়া স্থলপথে যাতায়াতের ইচ্ছা পরিহার পূর্ব্বক ভবিষ্যতে সুলভে ও সহজে জাহাজযোগে হজযাত্রা করিবেন বলিয়া আশা করা যায়।

পাটনায় বিস্ফোরণ

সম্প্রতি পাটনা মধুবনী মহকুমার অন্তর্গত পানওয়ারা গ্রামে বোমা বিস্ফোরণের ফলে জনৈক যুবকের মৃত্যু হইয়াছে ও তিনজন সাংঘাতিকরূপে আহত হইয়া হাসপাতালে আছে। অনুসন্ধানের ফলে জানা গেল যে মধুবনী হাকিম মিঃ এল এন রাও আই সি এস মহোদয়ের সমক্ষে উক্ত তিন ব্যক্তির মৃত্যুকালীন জবানবন্দী লওয়া হইয়াছে। জবানবন্দীর সময় সতর্ক পুলিশ পাহারার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই সম্পর্কে কয়েকটী গৃহে খানাতল্লাস ও কয়েক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। কয়েকখানি বাজেয়াপ্ত পুস্তক ব্যতীত আর কিছু পাওয়া যায় নাই বলিয়া প্রকাশ।

বৈমানিকের নূতন উদ্যম

বরাল এবং জোসের একখানি বিমানপোত ২৫শে জুলাই প্রাতে জোয়াকুন গীতার পেওয়ারদের নেতৃত্বে প্লাইমাউথ হইতে সিঙ্গাপুর যাত্রা করিয়াছে। এই বিমানপোতের মধ্যে পাইলট মিঃ মস্ ব্যতীত অপর চারিজন লোকও আছে এই বিমানপোতখানি কেবল বৃটিশের অধিকারভুক্ত অঞ্চলের উপর দিয়া উড়িয়া ১৯ দিন মধ্যে সিঙ্গাপুরে পৌঁছিতে চেষ্টা করিবে। জিব্রাল্টার, মাল্টা, আবুকির, বাসরা, করাচী, গোপালপুর ও চট্টগ্রাম হইয়া সিঙ্গাপুরে উপনীত হওয়াই ইহার উদ্দেশ্য।

মোহাজালীতে বাঁধ নির্ম্মাণ

মোহাজালীস্থ সরকারী বাগানগুলির নিকটে দেওয়া নীতি স্থির দিয়া যে আড়াআড়ি বাঁধ নির্ম্মাণের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছিল তাহার ২০০ ফুট নির্ম্মাণ শেষ হইয়াছে। কাজলাটার পুকুরের দক্ষিণে আরও ১০৬ ফুট একটা বাঁধ নির্ম্মাণের কাজ মিউনিসিপ্যালিটি আরম্ভ করিয়াছেন। সম্প্রতি উভয়দিকে ভাঙ্গন ধরিয়াছে। এই বাঁধ নির্ম্মাণের ফলে ভাঙ্গন বন্ধ হইবে বলিয়া মনে হয় কারণ বাঁধ নির্ম্মাণের কার্য্য আরম্ভ হইবার পর গত দুইমাসের মধ্যে যেখানে বাঁধ নির্ম্মাণ হইয়াছে, সেখানে আর ভাঙ্গে নাই অন্যান্য স্থানে এই সময়ের মধ্যে প্রায় ৪০ ফুট ভাঙ্গিয়াছে।

পুষ্করিণীতে খানাতল্লাসী

গত ২৯শে আষাঢ় রবিবার ৮। ঘটিকার সময় ঢাকা গোয়েন্দা বিভাগের সাব-ইন্সপেক্টর তিনকড়িকুমার ভট্টাচার্য্য মহাশয় ঢাকা আমলাপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত শশীকুমার দে মহাশয়ের বাড়ীর উত্তর ধারের পুষ্করিণীটি তন্ন তন্ন করিয়া তল্লাসী করেন। প্রায় ৮। টার সময় তল্লাসী আরম্ভ করা হয় এবং ১২ টায় শেষ হয়। আপত্তিজনক কিছুই পাওয়া যায় নাই। প্রকাশ, উক্ত শশী বাবুর বাড়ীতে খানাতল্লাসী করিয়া একটী বাজেয়াপ্ত পুস্তক পাওয়া গিয়াছিল। ঐ সম্পর্কেই নাকি পুকুর তল্লাসী করা হয় বলিয়া প্রকাশ।

একে একে ছয় জনকে হত্যা

গত ২৫শে জুলাই রাত্রে কাণপুর সহরের সিসামৌ মহল্লার অন্তঃপুরের এক শিখের অকস্মাৎ মস্তিষ্ক বিকৃত হওয়া যায় এবং সে উন্মত্ত হইয়া তাহার পত্নীসহ ছয় ব্যক্তিকে হত্যা করে। প্রকাশ, পত্নীর সহিত কলহের পর সে একখানা দা দ্বারা পত্নীকে আক্রমণ করে। ফলে সঙ্গে সঙ্গে তাহার পত্নীর মৃত্যু হয়। তাহার পর সে অপরাপর লোককে পর পর আক্রমণ করে। ইহার ফলে বাড়ীর আর একজন স্ত্রীলোক, বাড়ীর মালিক, মালিকের পত্নী ও দুইজন প্রতিবেশী নিহত হয়। শিখকে এখনও গ্রেপ্তার করিতে পারা যায় নাই।

রেঙ্গুনে হিন্দুদের মধ্যে চাঞ্চল্য

গত ২৩শে জুলাই রেঙ্গুন উন্নতি সাধন ট্রাষ্টের নির্দ্দেশ মত ডালা রোডে একটী হিন্দু মন্দির ভাঙ্গিয়া দেওয়ায় স্থানীয় হিন্দু সম্প্রদায় বিশেষভাবে বিচলিত হইয়া উঠিয়াছে।

মন্দির অবিলম্বে ভাঙ্গিয়া ফেলিবার জন্য রেঙ্গুন উন্নতি সাধন ট্রাষ্টের চেয়ারম্যানের আদেশের বিরুদ্ধে ব্রহ্ম প্রদেশের হিন্দু সভার পক্ষ হইতে ব্রহ্ম গভর্ণমেন্টের রাজস্ব বিভাগের সেক্রেটারীর নিকট যে আপীল করা হয়, তাহা গত ২৫শে জুলাই অন্যায়ভাবে যে অগ্রাহ্য হয়, তাহা বোধহয় পাঠকবর্গের স্মরণ আছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
—পারমার্থিক পত্র—
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে ॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে ॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা ।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ ॥

১০ম বর্ষ | ১৪ শ্রীধর গৌরাব্দ ৪৪৯, ১৪ই শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১৩৪২, ৩০শে জুলাই ইং ১৯৩৫ মঙ্গলবার | ১২৭৪তম সংখ্যা

প্রচার-প্রসঙ্গ

ব্রহ্মদেশে

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ কয়েকদিন যাবৎ ব্রহ্মদেশের প্রসিদ্ধ বন্দর বেসিন সহরের লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তিগণের নিকট বিস্তৃত হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন।

• • •

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ প্রোম নগরীতে কয়েকদিন শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করিয়া মান্দালয় অভিমুখে রওনা হইয়াছেন। স্বামীজী ইরাবতী নদীর তীরস্থ বন্দরগুলিতে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গবাণী প্রচার করিয়া মান্দালয়ে উপনীত হইবেন।

• • •

বেসিন সহরের সুপ্রসিদ্ধ মার্চেন্ট শ্রীহট্টবাসী পরমভাগবত শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ দেব মহাশয়ের বাসভবনে একটী হলে উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ দাস ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিবৈভব মহোদয় ১০ই জুলাই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয়ের শাস্ত্রযুক্তিপূর্ণ প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃবৃন্দ সকলেই বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়া পুনরায় তৎপর আরও দুই দিবস শ্রবণ করিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন। তদনুসারে পরবর্ত্তী দুইদিনও ভক্তিশাস্ত্রীজীর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীরূপশিক্ষা ব্যাখ্যা হয়। বহু মান্য ও উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। সকলেই ভক্তিশাস্ত্রীজীর ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া তাহার উচ্চ প্রশংসা করেন।

• • •

গত ১৮ই জুলাই সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার কমিশনার রোডস্থ ৭৭ নং গৌড়ীয়মঠ ক্যাম্পে বেসিন সহরের সর্ব্বজনপ্রসিদ্ধ মিঃ বি. এন্, এম-এ, এল-এল-বি অ্যাডভোকেট ও মিঃ এ, ক, বসু অ্যাডভোকেট মহোদয়দ্বয় উপস্থিত হইয়া ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজের নিকট ভক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে নানারূপ পরিপ্রশ্ন করেন। স্বামীজী মহোদয় প্রায় দুই ঘণ্টাকাল শাস্ত্রযুক্তি ও প্রমাণাদিসহ হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া তাঁহাদের সকল প্রশ্নের সদুত্তর প্রদান করেন।

কামরূপ জেলায়

গত ২০শে জুলাই শ্রীসরভোগ গৌড়ীয়মঠ হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ কামরূপ জেলার অন্তর্গত বড়কুড়িহাগ্রামে শুভবিজয় করেন। উক্তগ্রামে স্থানীয় অধিবাসী শ্রীযুক্ত দীননাথ দেবশর্ম্মার বাড়ীতে এক সভার অধিবেশন হয়। শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত ১ম স্কন্ধ সপ্তদশ অধ্যায় হইতে শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজ যে কলিনিগ্রহ করেন, সেই উপাখ্যান পাঠ করেন। উপস্থিত সজ্জনগণের মধ্যে নিম্নলিখিত জনগণের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

শ্রীরত্নেশ্বর দেবশর্ম্মা, শ্রীকন্দর্প দেবশর্ম্মা, শ্রীহৃদেশ্বর দেবশর্ম্মা, শ্রীধর্ম্মপতি দেবশর্ম্মা, শ্রীহরিচরণ পাটওয়ারী, শ্রীবিধুচরণ পাটওয়ারী, শ্রীরামেশ্বর দেবশর্ম্মা, শ্রীদেবীনাথ দেবশর্ম্মা, শ্রীকমলাকান্ত দেবশর্ম্মা, শ্রীপ্রাণনাথ দেবশর্ম্মা, শ্রীসত্যনাথ দেবশর্ম্মা, শ্রীউত্তম দেবশর্ম্মা, শ্রীহরিদেব দেবশর্ম্মা, শ্রীলক্ষ্মীনাথ দেবশর্ম্মা।

গত ২৩শে জুলাই মঙ্গলবার স্বামীজী মহারাজ বড়কুড়িহা হইতে নিহতে গমন করেন। তথায় পরমভাগবত শ্রীমাধবীশ দাসাধিকারী মহোদয়ের বাড়ীতে ২৪শে জুলাই বুধবার সন্ধ্যার সময় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ হয়। শ্রীমদ্ আশ্রম মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত ১ম স্কন্ধ অষ্টম অধ্যায় হইতে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীকুন্তীদেবীর স্তব পাঠ করেন এবং শ্রীভক্তবৎসল ও শ্রৌতপন্থা কি, তাহা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেন। শ্রোতৃবৃন্দ বিশেষ আগ্রহ সহকারে পাঠ শ্রবণ করেন। সভায় উপস্থিত সজ্জনগণের মধ্যে শ্রীমাধবীশ দাসাধিকারী, শ্রীপতিতপাবন দাসাধিকারী, বলোত্তর নিবাসী শ্রীতারাপদ রায়, শ্রীমতিলাল ভট্টাচার্য্য, শ্রীসুরেশচন্দ্র সাহা, শ্রীকালীপদ ঠাকুরিয়া প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি মহারাজের নির্দ্দেশক্রমে উপদেশক শ্রীবিভাবিদাস ব্রহ্মচারী আরও কতিপয় গৌড়ীয়মঠসেবক গত ১৩ই জুলাই শ্রীশ্রীগৌরবাণী প্রচারার্থ এলাহাবাদ শ্রীরূপগৌড়ীয়মঠ হইতে মির্জ্জাপুরে গমন করেন। তথায় তাঁহারা স্থানীয় বাঙ্গালীদের হরিসভায় অবস্থান করেন। গত ১১ই জুলাই উক্ত হরিসভা-গৃহে শ্রীপাদ বিভাবিদাস ব্রহ্মচারী সন্ধ্যা ৭॥ ঘটিকা হইতে সপ্তাহ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। ব্রহ্মচারীজীর মুখে ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃবৃন্দ বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেন। শ্রোতৃবৃন্দের মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শ্রীযুক্ত রামযাদব ঘোষ, অ্যাডভোকেট এম এ-বি-এল, রামগোপাল ঘোষ, রামকেশব ঘোষ বি-এ, ডাঃ হরিচরণ মুখার্জি, প্রমথনাথ ভট্টাচার্য্য, সুধীরচন্দ্র রায়, জ্ঞানচন্দ্র মুখার্জি, মহেন্দ্রনাথ মুখার্জি বি এ, সত্যচরণ মুখার্জি, মিঃ এইচ, ডি, চাটার্জি, ললিতমোহন ঘোষাল, হরিশ্চন্দ্র চাটার্জি উকীল, রাধালাল গোস্বামী, ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ মুখার্জি।

গত ১৮ই জুলাই সুবৃহৎ টাউনহলে ব্রহ্মচারীজী ছায়াচিত্রে শ্রীগৌরসুন্দরের জন্ম-লীলা ও তাঁহার শিক্ষা সম্বন্ধে প্রায় ২ ঘণ্টাকাল হিন্দিভাষায় বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতার পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত রামযাদব বাবু শ্রীগৌড়ীয়মঠের পরিচয় সভাগণের নিকট প্রদান করেন। সভায় প্রায় ২০০ শত শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীযুক্ত রাধালাল গোস্বামী হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ। তিনি মির্জ্জাপুর সনাতনধর্ম্মরক্ষিণী সভার মন্ত্রী। তাঁহার চেষ্টায় গত ১৯শে জুলাই একটী মহতী সভার অধিবেশন হয়। ঐ সভায় ব্রহ্মচারীজী ছায়াচিত্রে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারাদিবিষয় ১॥ ঘণ্টাকাল হিন্দিভাষায় বক্তৃতা করেন। সভায় বহু হিন্দুস্থানী সজ্জন উপস্থিত হইয়াছিলেন।

গত ২২শে জুলাই শ্রীযুক্ত ললিতমোহন ঘোষাল মহাশয়ের বাটীতে বাঙ্গালাভাষায় ছায়াচিত্রযোগে বক্তৃতা হয়। কয়েকদিবস পরে শ্রীপাদ প্রাণবন্ধু ব্রহ্মচারী তাঁহাদের সঙ্গে যোগদান করেন।

খুলনা জেলায়

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অনুকম্পিত শ্রীপাদ রাধারমণ দাস বাবাজী মহারাজ গত ৩১শে আষাঢ় খুলনা জেলার অন্তর্গত বেলফুলিয়ার বৈষ্ণবশিরোমণি শ্রীযুক্ত শীতলচন্দ্র বিশ্বাস মহাশয়ের বাটীতে সন্ধ্যা প্রায় ৬॥ ঘটিকা হইতে দুইঘণ্টাকাল শ্রীমদ্ভাগবত হইতে অজামিল উপাখ্যান পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শ্রীপাদ ভক্তিসিন্ধু প্রভুর সুললিতকণ্ঠে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হইয়াছে।

শ্রী একায়নমঠে উৎসব

হাঁসখালি ২৬।৭।৩৫

গত ১৫ই আষাঢ়, নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিরহ-তিথি হাঁসখালি গোবিন্দপুরে শ্রীএকায়নমঠের [illegible] সুষ্ঠুভাবে পালন করিয়াছেন। আদর্শ গৃহস্থ বৈষ্ণব শ্রীপাদ কৃপাসিন্ধু দাসাধিকারী মহাশয়ের ভাগ্যবতী সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী অমলা বালা দেবী এই উৎসবের ব্যয়ভারাদি বহন করিয়াছেন।

কৃষ্ণ আমার পাদে, মানে’ জান সর্ব্বকাল। আত্মসমর্পণ-দেহে ক্ষুদ্র জ্ঞান।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৪ শ্রীধর ৪৪৯ গৌরাব্দ

চিৎপদার্থের ধর্ম্ম

জগতে ঈশ্বর, চেতন ও জড় এই তিনটী পদার্থ লক্ষিত হয়। এই পূর্ণচেতন ঈশ্বর এবং অণুচেতন জীব চিরকাল-নিবন্ধন সাদৃশ্যযুক্ত। এই জীবের পূর্ণতা নাই, পরব্রহ্মের তাহা আছে। জীব সত্য কিন্তু নিত্যরূপে সত্য নহে। পরমেশ্বর নিত্যসত্য; পরমেশ্বরের ইচ্ছাধীনে জীবের সত্তা বলিয়া জীব সত্য হইলেও নিত্যসত্য নহে এবং নিত্য হইলেও নিত্য নিত্য নহে। জীব নিত্য একথা সত্য, কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছা সর্ব্বাপেক্ষা বলবতী হওয়ায় যদি কোন জীবকে লয় করিবার জন্য ঈশ্বরের ইচ্ছা হয় তবে লয় অবশ্যই হইতে পারিবে। তদ্ধেতুই উপরিউক্ত কথা তাঁহার প্রতি প্রযোজ্য হইয়াছে এবং ইহাতে খণ্ডচৈতন্য ক্ষুদ্র জীব ও নিত্যচৈতন্য পরমেশ্বরের ভেদেও অবিসম্বাদিতরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। জীবের স্বরূপ চিদানন্দ এবং ব্রহ্মের স্বরূপ সচ্চিদানন্দ। 'দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া' ইত্যাদি মুণ্ডকোপনিষদ্‌-বাক্যে জীব এবং ব্রহ্ম যে একত্র বসতি করিয়া সমান-শ্রী হন তাহা স্বীকৃত হইয়াছে। ব্রহ্ম জীব উভয়েই চিদানন্দ-স্বরূপ—ইহাই সমানশ্রীর প্রকৃত অর্থ। কিন্তু মতবাদাগ্রহপরায়ণ ভাষ্যিগণ স্বাধীনভাবে অযোগ্য শাস্ত্রের কথা আলোচনা করিতে গিয়া অণুবুদ্ধি ব্যক্তিগণ অনেক সময় ব্রহ্ম ও জীবে ভেদবুদ্ধি করেন না। তাঁহাদের এতদৃশী অজ্ঞবুদ্ধির প্রশংসা করা যায় না বলিয়া তাহা গর্হণীয়। বাস্তবিক জীব ব্রহ্মস্বরূপ হইলেও পূর্ণব্রহ্ম প্রাপ্ত হন না; যেহেতু ব্রহ্ম স্বয়ং নির্বিকার ও অপরিবর্ত্তিত কিন্তু পরব্রহ্মের জীবশক্তি হইতে জীব নিঃসৃত হইয়া পরিণামকে লাভ করিয়াছে। এতদ্দ্বারাই জীব ও ব্রহ্মেতে কোন একবিষয়ে বিশেষ ভেদের কথা উপলব্ধি হয়।

মৃত্তিকা, প্রস্তর, জল, অগ্নি, বায়ু আকাশ, গৃহ, দেহ, ও বস্ত্র প্রভৃতি বস্তুর ইচ্ছাশক্তি নাই বলিয়া সেগুলি জড়। এই জড়বস্তুগণ বহিরঙ্গা মায়াশক্তির পরিণতি। চেতনের বিচারশক্তি ও ইচ্ছাশক্তি আছে কিন্তু জড়ের তাহা নাই; ইহাই চেতন ও জড়ের বৈলক্ষণ্য।

কোন একটী শব্দের উল্লেখ করিবামাত্র যদি তাহার কিছু অর্থ প্রকাশ হয় তবে তাহাকে পদ বলে। ঐ পদের লক্ষিত দ্রব্যই পদার্থ-সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হয়। আমরা সাধারণতঃ চিৎ ও অচিৎ এই দুইটী পদার্থের কথা জানিতে পাই। আমরা ইতঃপূর্ব্বে তিনটী পদার্থের কথা উল্লেখ করিলেও যুক্তির অতীত ভগবদ্বিষয়ে যুক্তোক্তপ্রযুক্ত তাঁহার পদার্থ-সংজ্ঞা হইতে পারে না বলিয়া আমরা চিৎ ও অচিৎ—চেতন জীব ও অচেতন জড় এই দুইটিকে পদার্থের মধ্যে ধরিলাম। এতদুভয়ের মধ্যে চিৎপদার্থের ধর্ম্মই আমাদের আলোচ্য হওয়ায় আমরা শুদ্ধবৈষ্ণব আনুগত্যে তদ্বিষয় বর্ণনে প্রবৃত্ত হইলাম।

আমরা আজ যে বিষয় আলোচনা করিতে মনস্থ করিয়াছি, বিচার এবং অনুরাগই সেই চিৎপদার্থের ধর্ম। বিচারার্থে স্বরূপজ্ঞান এবং অনুরাগ অর্থে কৃষ্ণের প্রীতি লক্ষিতব্য। বস্তুমাত্রেরই স্বরূপ ও বৃত্তি বলিয়া দুইটী অঙ্গ আছে; সুতরাং আত্মা জ্ঞানস্বরূপ এবং ভগবানে অনুরাগই সেই আত্মার বৃত্তি। অণুচেতন আত্মা পূর্ণচেতন ভগবানের নিত্য সেবক বলিয়া ভগবান্ ব্যতীত তাঁহার অনুরাগের পাত্র আর কেহ নাই বা থাকিতে পারে না। শ্রীগুরুদেব এবং বৈষ্ণবগণ কৃষ্ণের নিত্য-সখী এবং পরিকর বলিয়া তাঁহারাও জীবের অনুরাগের পাত্র ও সেব্য হন। 'আমি নিত্য কৃষ্ণদাস' এই স্বরূপজ্ঞানই তত্ত্বজ্ঞান এবং পরতত্ত্বস্বরূপ ভগবানে অর্থপ্রতারহিতপ্রাণই জীবের নিত্য আনুগত্যময়ী সেবা বৃত্তি ভক্তি। তবে শুদ্ধ উপলব্ধির নাম জ্ঞান এবং রাগযুক্ত উপলব্ধিই রাগ নামে অভিহিত। জ্ঞান কাঠিন্যসূচক কিন্তু রাগ আর্দ্রতাযুক্ত। জ্ঞানে চিত্তের সম স্থিতি কিন্তু রাগে বহুরাগের আধিক্য হয়। জ্ঞানের হেতু আছে কিন্তু রাগ অহৈতুকী. জ্ঞানে আত্মতৃপ্তি কিন্তু রাগে আত্মবিস্মৃতি হয়। জ্ঞানে সন্তোষ কিন্তু রাগে ব্যাকুলতা পরিদৃষ্ট হয়। জ্ঞান উদাসীন কিন্তু রাগ লম্পট, জ্ঞান চৈতন্যের স্বরূপ এবং রাগ আনন্দের স্বরূপ। শুদ্ধ পূর্ণরূপাগত না হইলে অপ্রাকৃত বিষয়ের স্বরূপবোধ—স্বরূপসিদ্ধি বা প্রকৃত সম্বন্ধজ্ঞান জীবের হয় না। ভাগ্যক্রমে এই প্রকৃত সম্বন্ধজ্ঞান উদিত হইলে সদ্গুরুসমর্পিত শুদ্ধ জীবাত্মার নিত্য বৃত্তি কৃষ্ণানুরাগ বা ভক্তি প্রকাশিত হয়। তৎপূর্ব্বে শুদ্ধ সেবা বা আত্মবৃত্তি-পরিচালনের কোন কথাই নাই। তবে শাস্ত্রাদিতে যে বৈধী ভক্তির কথা দেখা যায় সেখানেও প্রত্যাহার অর্থাৎ চেষ্টারূপ স্বরূপের পরোক্ষভাব বলা হয় সাধনক্রিয়া বলা হয়। এই সাধনক্রিয়া অবলম্বনপূর্ব্বক শুদ্ধবৈষ্ণবের আনুগত্যে ক্রমশঃ অপ্রাকৃতের দিকে অগ্রসর হইতে সচেষ্ট হইলে তদ্দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি বা মুক্ত—জীবের প্রকৃত সম্বন্ধজ্ঞানই লাভ হয়।

মুক্তাবস্থায় চিজ্জগতীয় জ্ঞানস্বরূপ আত্মার কৃষ্ণপাদপদ্মে অনুরাগ থাকে কিন্তু জীব স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার বশতঃ তদবস্থা হইতে প্রাকৃতাবস্থায় পতিত হইলে ঐ অনুরাগ তুচ্ছপদার্থে যুক্ত হইয়া থাকে; তদ্ধেতু ঐ অবস্থায় তত্ত্বজ্ঞান, তত্ত্বসত্তা এবং আনন্দ বিকৃতাবস্থা প্রাপ্ত হয়। বিষয়ানুরাগই এই পরানুরাগের বিকার। অনুরাগ একই বৃত্তি, উপাধিভেদে নানারূপ প্রাপ্ত হয় মাত্র। অর্থে অনুরাগ হইলে লোভ, স্ত্রীদেহে অনুরাগ জন্মিলে লাম্পট্য, দুঃশীলেদের প্রতি উহা অনুষ্ঠিত হইলে দয়া, মাতা-পিতার প্রতি হইলে স্নেহ, উপকারী পুরুষের প্রতি হইলে কৃতজ্ঞতা, আত্মতুল্যরূপ উপাধিযুক্ত হইলে প্রীতি এবং প্রতিকূলরূপ উপাধিপ্রাপ্ত হইলে দ্বেষ বলিয়া কথিত হয়। বদ্ধজীবমাত্রেই নানা উপাধিগ্রস্ত; কিন্তু নিরুপাধিক না হইতে পারিলে তাহার আর নিস্তার নাই। তাই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ—"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ" শ্লোকে সর্ব্বধর্ম অর্থাৎ যাবতীয় মায়িক উপাধি পরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহাতে শরণ-গ্রহণের উপদেশ দিয়াছেন। এই সমস্ত উপাধি পরিত্যাগপূর্ব্বক ভগবচ্চরণে অর্পণই অনুরাগ। এই পরানুরাগ দেহধারী জীবের পক্ষে সম্পূর্ণরূপে সম্ভব না হইলেও শুদ্ধ বৈষ্ণবের আনুগত্যে শুদ্ধবিচারের দ্বারা এই সকল উপাধি পরিত্যাগের চেষ্টা বা অভ্যাস ক্রমশঃ করিতে হইবে। আমরা যদি চিৎপদার্থের ধর্ম্ম কি, এই কথা কেবলমাত্র জানিয়া রাখি তাহা হইলে সুবিধা হইবে না; পরন্তু তাহাতে আকৃষ্ট হইয়া যদি আমরা মহাজন-পথে চলিয়া উপাধি-বিনির্ম্মুক্ত হইবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করি—নিষ্কপটে শুদ্ধবৈষ্ণবের সেবা করি তাহা হইলে পাপ ও পাপবাসনার মূল যে অবিদ্যা বা অজ্ঞান—স্বরূপবিস্মৃতি তাহা অনায়াসে বিদূরিত হইবে এবং তখনই জীব উপাধিনির্ম্মুক্ত হওয়া সেবানন্দে মগ্ন হইবার যোগ্যতা পাইয়া নিজকে কৃতকৃতার্থ মনে করিবে। তাই বলি, চেতনবস্তু মাত্রই—পূর্ণচেতন ভগবানে অনুরাগই চিৎপদার্থের—চেতনজীবের একমাত্র ধর্ম।

একাধারে আদর্শ গৃহস্থ ও আদর্শ মঠসেবক
শ্রীপাদ সজ্জন-সুহৃদ্ প্রভুর নিত্যধামে প্রয়াণ

বিগত ৭ই শ্রাবণ (১৩৪২) মঙ্গলবার কৃষ্ণাষ্টমী গৌরপার্ষদ শ্রীল লোকনাথ গোস্বামী প্রভুর তিরোভাব-তিথিতে বেলা প্রায় ২॥ ঘটিকার সময় শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত আদর্শ গৃহস্থভক্ত ঢাকা দিগ্‌বাজারনিবাসী শ্রীপাদ সজ্জনসুহৃদ্ দাসাধিকারী প্রভু (সুপ্রসন্ন বাবু) নিত্যধামে প্রয়াণ করিয়াছেন। তাঁহার অপ্রকটের সময় হইতে শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের সেবকগণ তাঁহার গৃহে সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করেন। তাঁহার নির্য্যাণ-লাভ হইলে মাধ্বগৌড়ীয়মঠের সেবকগণ তাঁহার শ্রীঅঙ্গ তুলসীমালা ও ভগবৎ-নির্মাল্য-পুষ্প-চন্দনাদি দ্বারা তাঁহার শ্রীগুরুগৌরাঙ্গসেবায় সমর্পিত দেহকে সুশোভিত করিয়া সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রার সহিত মঠসেবকগণ তাঁহাকে স্কন্ধে বহনপূর্ব্বক ঢাকা সহরের অনতিদূরে তাঁহাদের বাগানে নিয়া পারলৌকিক কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন।

শ্রীপাদ সজ্জনসুহৃদ্ প্রভু শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত কোন কোন ভক্তের নিকট ততটা সুপরিচিত নহেন। ইহার দুইটী প্রধান কারণ আছে। তিনি ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের সর্ব্বতোমুখী সেবায় এমনভাবে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন যে, মঠসেবকগণ শ্রীমঠের অধিকাংশ দায়িত্বপূর্ণ সেবাকার্য্যের ভার তাঁহার উপর সম্পূর্ণ ন্যস্ত করিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন। এইজন্য শ্রীমঠের নির্দ্দিষ্ট দায়িত্বপূর্ণ সেবা-কার্য্যাদি পরিত্যাগ-পূর্ব্বক তিনি সকল মঠসেবকের সহিত সকল সময় সাক্ষাৎ করিতে পারিতেন না। অন্য কারণ এই যে, তিনি নিজের বিন্দুমাত্র প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষা না করিয়া নীরবে সকল সেবাকার্য্য সুচারুরূপে সম্পাদন করিয়া যাইতেন, তিনি যে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের কোন সেবাকার্য্য করিতেছেন,—এই কথা কাহাকেও সহজে জানিতে দিতেন না।

এই সেবকবর বাহ্যদৃষ্টিতে একজন গৃহস্থভক্তরূপে সর্ব্বসাধারণের নিকট পরিচিত থাকিলেও প্রকৃতপক্ষে তিনি গৃহত্যাগী মঠবাসী অনেক সেবকেরও আদর্শস্বরূপ ছিলেন। জাগতিক বিচারে তিনি ঢাকার একজন বনেদী সম্ভ্রান্তবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্র, ভাই, বন্ধু, আত্মীয়স্বজনের দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিলেন। ধন, ঐশ্বর্য্য, রূপ, শ্রী কোনটিরই তাঁহার অভাব ছিল না। গৃহে ভোগবিলাসের সমস্ত দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান রহিয়াছে; স্ত্রী, পুত্র, দাসদাসী সকলেই তাঁহার নানাপ্রকার সেবা করিবার জন্য উদ্গ্রীব রহিয়াছেন, কিন্তু সজ্জনসুহৃদ্ প্রভু এই সকলের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠকেই তাঁহার নিজগৃহ ও মঠপ্রাণ শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের ও তাঁহাদের সেবকগণের সেবাকেই তাঁহার জীবনের একমাত্র ব্রতরূপে বরণ করিয়াছিলেন।

তিনি প্রত্যহ ভোর হইতে সমস্ত দিন শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠে উপস্থিত হইয়া রাত্রি ১১টা, ১২টা অর্থাৎ রাত্রিতে মঠসেবকগণের বিশ্রামের পূর্ব্ব সময় পর্য্যন্ত মঠে অবস্থানপূর্ব্বক সকল প্রকার সেবা-কার্য্যই একনিষ্ঠতা ও বিশেষ প্রীতির সহিত সুসম্পন্ন করিতেন। শ্রীমঠের সেবকগণ্ড যাহা

মায়াকে পিছনে রাখি' কৃষ্ণপানে চায়। ভজিতে ভজিতে কৃষ্ণপাদপদ্ম পায়॥

সেবা, বাজার করা, তরকারী আনাজ কুটা, তাহার সংরক্ষণ, পরিবেশন, উচ্ছিষ্ট বাসন-পত্র মাজা, উচ্ছিষ্ট-স্থান পরিষ্কার, মাধুকরী ভিক্ষা, চাঁদা বসান, চাঁদা আদায়, দ্বারে দ্বারে গিয়া 'গৌড়ীয়-প্রকাশ' ও গ্রন্থাদি বিক্রয়, সকলের নিকট হরিকথা-কীর্ত্তন, পাঠ-কীর্ত্তনে যোগদান এবং গ্রন্থ-বিভাগের যাবতীয় সেবাকার্য্য তাঁহার স্বাভাবিকী প্রবৃত্তির সহিত অতি সাবধানে সম্পন্ন করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। তাঁহার এই সমস্ত সেবা-কার্য্যের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে, তাহাতে কোন প্রকার অভ্যভিলাষ, প্রতিষ্ঠাশা বা কৃত্রিমতার লেশমাত্র ছিল না। শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবাকার্য্যের কোন্‌টি উচ্চ, কোন্‌টি নীচ—এরূপ ধারণা বা মঠের সেবাকার্য্যাদি করিয়া নিজের পারিবারিক ব্যক্তিগত কোন প্রকার স্বার্থসিদ্ধির বিন্দুমাত্র চেষ্টাও আমরা তাঁহার চরিত্রে কখনও লক্ষ্য করি নাই। একাধারে যেমন "সকলে আমাকে বড় ভক্ত বলিয়া প্রতিষ্ঠা দিউন, আমার সেবাকার্য্য সকলে দেখুন"—এই প্রকার কোন চেষ্টাই তাঁহার কোন সেবাকার্য্যে কখনও ছিল না, অপরদিকে তেমনই সেবাকার্য্যে শ্রীগুরু বৈষ্ণবের আদেশের অপেক্ষায়ও তিনি কখনও থাকিতেন না। বৈষ্ণবগণ বলিলে সেবার কার্য্যাদি করিব, না বলিলে কিছু করিব না, বা ব্যক্তিগত অন্য কোন কার্য্য করিব—এই প্রকার স্বভাববিশিষ্ট তিনি ছিলেন না। সেবা-কার্য্যে তাঁহার স্বাভাবিক এমন একটি নিষ্কপট অকৃত্রিম অনুরাগ ছিল যে, এক মুহূর্ত্ত সেবাকার্য্য-বিহীন হইয়া থাকা তাঁহার পক্ষে যেন অত্যন্ত কষ্টকর বলিয়া মনে হইত। তাই কোন সেবাকার্য্যের জন্য কেহ তাঁহাকে না বলিলেও তিনি নিজে অনুসন্ধান করিয়া সমস্ত সেবা-কার্য্য করিতেন।

শ্রীপাদ সজ্জনসুহৃদ্ প্রভুর সেবা-কার্য্যে আমরা আর একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াছি,—শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের যে কোন সেবার কার্য্য পাইলে তিনি নিজকে যেন কৃতকৃতার্থ জ্ঞান করিয়া তাহাতে এরূপ তন্ময় হইয়া পড়িতেন যে, নিজের স্নান, খাওয়া, শয়া, বিশ্রামের কথা সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইয়া যাইতেন। মাধুকরী ভিক্ষা, চাঁদা আদায়, 'গৌড়ীয়'র সেবা-কার্য্য প্রভৃতিতে নিযুক্ত থাকায় কোন কোন দিন বেলা ১টা, ১॥টা বাজিয়া যাইত, কিন্তু সেবা-কার্য্য সুষ্ঠুরূপে সম্পাদন না করা পর্য্যন্ত এ দিকে তাঁহার বিন্দুমাত্রও লক্ষ্য থাকিত না। তাহাতে শ্রীমঠের প্রসাদ পরিবেশন-কার্য্যে বহু সেবক ব্যাপৃত থাকিলেও তিনি তাঁহাদের নিকট সকাতরে প্রার্থনা করিয়া তাঁহাদের নিকট হইতে পরিবেশন-কার্য্যাদি লইয়া নিজে সপ্রমাদর ও উৎসাহের সহিত পরিবেশন-কার্য্যাদি করিতেন। রাত্রি ১২টা, ১২॥টা বাজিতেছে, মঠসেবকগণ প্রসাদাদি সেবা করিয়া বিশ্রাম করিতে যাইতেছেন, কিন্তু সজ্জনসুহৃদ্ প্রভু যে প্রসাদ পাইবেন, বাড়ীতে যাইবেন, অধিক রাত্রি হইয়া যাইতেছে, সেদিকে তাঁহার বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ নাই। অনেক সময় মঠসেবকগণ তাঁহাকে কর্ম্মক্লান্ত বলিয়া প্রসাদ সেবন করাইয়া বিশ্রামের জন্য বাড়ীতে পাঠাইতেন। সেবাতে তিনি এরূপই তন্ময় থাকিতেন যে, তাঁহার বাহ্যজ্ঞান আছে বলিয়া মনে হইত না।

পূর্ব্বাশ্রমের আত্মীয়স্বজনের মধ্যে অনেকের সজ্জনসুহৃদ্ প্রভুর এই প্রকার বাড়ীঘর পরিত্যাগ করিয়া—সংসারের স্ত্রী-পুত্র প্রতিপালনে বা অন্য কোন কার্য্যের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া সর্ব্বক্ষণ মঠে থাকার প্রবৃত্তি-দর্শনে তাঁহার প্রতি বিশেষ অসন্তুষ্ট ছিলেন। বন্ধুবর্গের মধ্যে কেহ কেহ বা এতজ্জন্য তাঁহাকে নানাপ্রকার তিরস্কার ও ঠাট্টা বিদ্রূপাদিও করিয়াছেন, কিন্তু তিনি সর্ব্বক্ষণ শ্রীমঠে থাকিয়া শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-সেবাতে এমন সুদৃঢ়ভাবে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন যে, আত্মীয়-স্বজনের সকল চেষ্টা তাঁহার সেবা-নিষ্ঠার নিকট হার মানিতে বাধ্য হইয়াছিল।

শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের ঢাকায় পারমার্থিক প্রদর্শনীর সময় এবং শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয়মঠের নূতন ভবিতে ভিত্তি-স্থাপন-কালেও তিনি যে কতভাবে কতপ্রকার সেবাকার্য্য করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। শ্রীপাদ তীর্থমহারাজ প্রচার-কার্য্যের জন্য যতদিনকাল শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠে অবস্থান-কালেও তিনি সর্ব্বক্ষণ তাঁহার নিকট থাকিয়া তাঁহার বিভিন্ন সেবা-কার্য্যের বিশেষ সহায়ক ছিলেন। এইবার পংযোবাধ্য শ্রীল প্রভুপাদ বাজিতপুর অবস্থান-কালেও এই শ্রীগুরুগৌরাঙ্গৈকপ্রাণ সেবকবর তথায় তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে উপস্থিত হইয়া বিভিন্ন সেবাকার্য্যে আত্মনিয়োগপূর্ব্বক নিজকে কৃতার্থম্মন্য জ্ঞান করিয়াছেন। এক কথায় তিনি তাঁহার প্রাণ, অর্থ, বাক্য ও বুদ্ধি—সমস্তই নিষ্কপট ও অকৃত্রিমভাবে শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের সেবায় সমর্পণ করিয়াছিলেন। তাঁহাকে সর্ব্বক্ষণ মঠে বাস ও মঠের সেবাকার্য্যাদিতে তন্ময়চিত্তের সহিত নিযুক্ত থাকিতে দেখিয়া ঢাকাবাসী অপরিচিত জনসাধারণ তাঁহাকে শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠবাসী একজন প্রধান সেবকরূপেই জানিতেন।

এখানে আর একটি কথা আমরা প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না যে, এই সরলপ্রাণ গুরুসেবকবর শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠরক্ষক মহামহোপদেশক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভুর বিভিন্নপ্রকার শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-সেবাকার্য্যের একজন সর্ব্বপ্রধান সহায়ক ছিলেন। তিনি সর্ব্বক্ষণ তাঁহার নিকট অবস্থান করিয়া তাঁহার শ্রীগুরুসেবার কার্য্যে কতভাবে ও কতপ্রকারে যে তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছেন, তাহা ভাষায় আমাদের বর্ণনাতীত। শ্রীপাদ সজ্জনসুহৃদ্‌প্রভু এত প্রকার সেবা করিয়াও "আমি শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের সেবার কার্য্য কিছুই করিতে পারিতেছি না"—এইরূপ চিত্তভাব নিষ্কপটভাবে অতি দীনতার সহিত সর্ব্বক্ষণ প্রদর্শন করিতেন। তিনি অসুস্থতার মধ্যেও শয্যাশায়ী থাকিয়া শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের যে-কোন সেবককে দেখিলেই "আমি শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের ও আপনাদের সেবা কিছুই করিতে পারিলাম না, আপনারা আমাকে কৃপা করুন, যাহাতে আমি নিত্যকাল আপনাদের সেবা-সৌভাগ্য লাভ করিয়া ধন্য হইতে পারি"—মুখে এই কথা উচ্চারণ করিতেন ও কাঁদিয়া আকুল হইয়া পড়িতেন। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের সেবকগণও তাঁহার নিষ্কপট অক্লান্ত সেবাপ্রাণতা দেখিয়া এতদূর মুগ্ধ হইয়াছেন যে, তাঁহার অপ্রকটের পর তাঁহারা প্রত্যেকেই যেন প্রাণহারা হইয়াছেন বলিয়া সত্য সত্য হৃদয়ে উপলব্ধি করিতেছেন। শুধু শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠসেবকগণই বা বলি কেন, শ্রীল প্রভুপাদ ও তাঁহার প্রেষ্ঠজনগণ—সকলেই আজ তাঁহার বিরহে বিশেষ কাতর। ইহাতে স্বতন্ত্র কৃষ্ণের ইচ্ছাই বলবতী। কৃষ্ণ তাঁহার এ হেন নিষ্কপট পরমপ্রিয়-সেবককে আর এই মরজগতে না রাখিয়া তাঁহার পরমানন্দময় নিত্যধাম গোলোকে আকর্ষণ করিয়া লইয়া গিয়াছেন। তাঁহার বিরহ-ব্যথা আজ আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতেছে—

"কৃষ্ণ মোরে দয়া করি' দিয়াছিলেন সঙ্গ।
স্বতন্ত্র কৃষ্ণের ইচ্ছা—হইল সঙ্গ ভঙ্গ॥"

শ্রীপাদ সজ্জনসুহৃদ্‌প্রভু এরূপ সেবাপ্রাণতার আদর্শ দেখাইয়া কেবল যে নিজের ব্যক্তিগত পরমমঙ্গল লাভ করিয়া গিয়াছেন, তাহা নহে; তিনি আজ তাঁহার পিতা, মাতা, ভ্রাতা, সহধর্ম্মিণী, পুত্র ও বন্ধুবর্গ—সকলকেই আত্যন্তিক মঙ্গললাভের পরম সুযোগ করিয়া দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার অপ্রকটের পর তাঁহার শোকাকুল পরিবারবর্গ সকলেই শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ রক্ষক মহামহোপদেশক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদপ্রভুর উপদেশানুসারে শ্রীহরিভক্তি-বিলাসের বিধান-মত তাঁহার শ্রাদ্ধাদি কার্য্য সম্পন্ন ও সর্ব্বপ্রকার ভক্তিসদাচার পালন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, শ্রীপাদ সজ্জনসুহৃদ্‌প্রভুর অপ্রকটের পরদিবস হইতে তাঁহার গৃহে একমাসকাল প্রত্যহ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও কীর্ত্তনাদির ব্যবস্থা হইয়াছে। শ্রীপাদ বিদ্যাবিনোদপ্রভু প্রত্যহ অপরাহ্ণ ৫॥টা হইতে প্রায় ৭টা পর্য্যন্ত শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন। পাঠের পূর্ব্বে ও পরে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তিত হয়। শ্রীপাদ সজ্জনসুহৃদ্‌প্রভুর পূর্ব্বাশ্রমের পিতা, মাতা, ভ্রাতা, সহধর্ম্মিণী, পুত্র ও আত্মীয়-স্বজনবর্গ—সকলেই পরমশ্রদ্ধার সহিত পাঠ-কীর্ত্তন শ্রবণ করিতেছেন। তাঁহাদের সকলের অমায়িক ও সদ্ব্যবহারদর্শনে মনে হইতেছে যে, শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের সেবকগণকেই তাঁহারা এখন তাঁহাদের আপনজন মনে করিতেছেন। ঢাকার বিভিন্ন স্থানের বহু সম্ভ্রান্ত ও সজ্জন ব্যক্তিও প্রত্যহ এই পাঠকীর্ত্তনে যোগদান করেন। শ্রীপাদ ব্রজবাসী ভক্তিপ্রদীপপ্রভু এবং অন্যান্য মঠসেবকগণও মধ্যে মধ্যে তাঁহাদের বাড়ীতে গিয়া শোকাকুল পরিবারবর্গের নিকট হরিকথা-কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। সর্ব্বক্ষণ এই প্রকার হরিকীর্ত্তনব্যবস্থায় সজ্জনসুহৃদ্ প্রভুর গৃহ যেন এখন সাক্ষাৎ বৈকুণ্ঠধামরূপে পরিণত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

উপসংহারে আমাদের বক্তব্য এই যে, শ্রীপাদ সজ্জনসুহৃদ্ প্রভুর ন্যায় একজন যথার্থ নিষ্কপট শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবৈকপ্রাণ ভগবদ্ভক্ত যাঁহাদের গৃহে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাঁহারা সত্যসত্যই ধন্য—এরূপ ভগবৎসেবককে যিনি গর্ভে ধারণ করিয়াছেন ও যিনি লালন করিয়াছেন, সেই মাতা-পিতা ধন্যাতিধন্য। তাঁহার সহধর্ম্মিণীকেও তিনি এখন সর্ব্বপ্রকার ভোগ-বিলাস সম্পূর্ণ পরিত্যাগপূর্ব্বক সন্ন্যাসিনী-বেশে গৃহে থাকিয়া একান্তভাবে সর্ব্বক্ষণ শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-পাদপদ্ম চিন্তা করিবার বিশেষ সুযোগ প্রদান করিয়া গিয়াছেন। আমরা আশা করি, তাঁহার আত্মীয়স্বজন সকলেই এখন পরমশ্রদ্ধার সহিত শ্রীভাগবত পাঠ-কীর্ত্তন ও হরিকথা-শ্রবণোৎসুক হইয়া ক্রমশঃ মনুষ্যজীবনের সর্ব্বপ্রধান কৃত্য শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবায় জীবন উৎসর্গ করতঃ শ্রীপাদ সজ্জনসুহৃদ্‌প্রভুর আদর্শে জীবনকে অনুপ্রাণিত করিবেন। তাঁহার আত্মীয়স্বজনের উত্তরোত্তর এরূপ সুবুদ্ধি বর্দ্ধিত হউক,—ইহাই শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের শ্রীপাদপদ্মে আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা।

নবদ্বীপ-পঞ্জিকা

১৩ শ্রীধর ১৩ শ্রাবণ ৩০ জুলাই মঙ্গলবার, প্রত্যহ অমাবস্যা চক্রী দি ২।২৩ পুষ্যা ভুক্তং দ ৯।৪০ অমৃতযোগ রা ৩।৫৪ নাগকরণ।

শুদ্ধভক্তি মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ

(আকর-মঠরাজ)

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ গজ উত্তর-পূর্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যগণ শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্যমঠ বিরাজমান। এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বতজনপদ। এই মহাতীর্থে শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত ব্যাকরণাদি বেদান্তসমূহের, অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের প্রসিদ্ধ নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠ হইতে পারমার্থিক দৈনিকপত্র 'নদীয়া-প্রকাশ', সাত্বত-সম্প্রদায়ে অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থাদি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতি বৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমারম্ভ ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠিসহ কীর্ত্তন-প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি উক্ত স্থানে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তি-ধর্ম-প্রচারোদ্দেশ্যে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভজনাগারে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দজীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সজ্জনসঙ্গ-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি লীলা ও তত্ত্বের সম্যক্ আলোচনা হয়। এই মঠ হইতে মহানগরীর সর্ব্বত্র হরিকথা-প্রচার, মহানগর-সঙ্কীর্ত্তন, বক্তৃতা, ব্যাখ্যা ও সঙ্কীর্ত্তন-যাত্রা-মহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান হয়। মঠরক্ষক—মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-স্থান মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া সহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী সেবাকোবিদ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌর-লীলার রাসস্থলী এখানে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান, রক্ষক—শ্রীনরহরি বনমালিহারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—গোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

(৭) কাজীর সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

এই স্থানে শ্রীগৌরসুন্দর-পার্ষদ শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক।

(৮) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও রাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজগবন্ধু দাস ব্রহ্মচারী।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীগৌরেন্দ্রনাথ অধিকারী।

(১০) বোধখানা-স্থ 'গৌড়ের নৈমিষ'

মামগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান। শ্রীগৌরনিত্যানন্দের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবঙ্কুবিহারী ব্রজবাসী, ভক্তিভূষণ।

(১১) তেঁতুলিয়া কুঞ্জকানন

শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীনারায়ণ ব্রহ্মচারী

(১২) কুলিয়া কুটীর—পোঃ কৃষ্ণনগর,

নদীয়া। রক্ষক—শ্রীঅনন্তানন্দ অধিকারী

(১৩) ভাগবত-আসন—পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

এই স্থান হইতে ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচারিত হয়। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৪) প্রকাশ্য মঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাসখালি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীমদ্রামনাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী ভক্তিভাস্কর।

(১৫) মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঁচড়াপাড়া, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(১৬) মাধবগৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, পোঃ ঢাকা

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীপাদ কৃষ্ণানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ।

(১৭) গোপালজীউমঠ—কমলাপুর,(ঢাকা)

গোপালজীউ শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান। রক্ষক—শ্রীরাধাশ্যাম ব্রজবাসী,

(১৮) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটী, (ঢাকা)।

এখানে শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীসনাতন ব্রহ্মচারী

(১৯) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

রমনাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাভূষণ ভক্তিশাস্ত্রী এম্-এ, বি-এল।

(২০) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ বাবু, (ঢাকা)

এখানে মহাকুণ্ডমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(২১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রানীবাঁধ (বর্দ্ধমান)।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীদেবানন্দ দাসাধিকারী,

(২২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

কুশকোনা, পোঃ চিত্রা, (খুলনা)

এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজগন্নাথ অধিকারী।

(২৩) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ খাড়বেড়িয়া, মেদিনীপুর।

এখানে গুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিরত্ন।

(২৪) ঘোরাজনপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী।

(২৫) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁপড়ি, পোঃ বড়বাজার, (কটক)

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদবন্ধজীউর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর

(২৬) ভক্তি-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর পুরী,

শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন।

(২৭) পুরুষোত্তম মঠ

ভক্তিকুটী, পোঃ পুরী উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদপ্রাণজীউর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপার্থসারথি অধিকারী

(২৮) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌরীশ্বরের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী দাসাধিকারী।

(২৯) সারঙ্গ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, জেলা গোদাবরী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—শ্রীবিনোদানন্দ দাসাধিকারী ভক্তিসোপান।

(৩০) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৭২নং কাঁইলপুরা, বেনারস সিটি

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীনবদ্বীপ ব্রহ্মচারী।

(৩১) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী

(৩২) গয়াধাম-মঠ

পোঃ বিষ্ণুপাদ, গয়া

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও গৌর-বিনোদ-বিহারীজীউর সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীমন্নারায়ণ দাসাধিকারী।

(৩৩) কৃষ্ণচৈতন্য মঠ

পুরাতনশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

এখানে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিত্য-সেবা হয়। রক্ষক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠ

'কৃষ্ণজন্মভূমি' মথুরা

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ

(৩৫) রাধাকুণ্ড-কুঞ্জবিহারী—শ্রীরাধাকুণ্ড

রক্ষক—শ্রীরাধারমণচরণদাস ব্রহ্মচারী

(৩৬) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৩৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ

শেখপাড়া, পোঃ বোহেরা, জেলা ক্যাম্পবেল (পাঞ্জাব) রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৩৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং কুতুব রোড, নিউ দিল্লী।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিস্বরূপ পুরী মহারাজ

(৩৯) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল।

এখানে গৌর-বিনোদপ্রাণের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীনন্দগোপাল অধিকারী।

(৪০) সারস্বত-গৌড়ীয় মঠ

চাঁদিবাড় মায়াবনপুর, মঠ, সি

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসনাতন গিরি

(৪১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ রায়পেট্টা মাদ্রাজ।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীপাদ কমলাক্ষ ভক্তিবিলাস

(৪২) বোম্বে-গৌড়ীয়-মঠ কার্য্যালয়

ফ্রেঞ্চ রোড, চৌপাটি বিল্ডিং, ব্লক নং ১, বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবননাথ সেবাশ্রম মজুমদার।

(৪৩) অমৃতসর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমৃতসর, গোকুলীপুর

(৪৪) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্চকা, কামরূপ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী

(৪৫) পাটনা গৌড়ীয় মঠ

১০০ দিঘাপুরা, পাটনা।

রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী কাব্যরত্ন

(৪৬) ঢাকা গৌড়ীয় মঠ

ঢিল মার্চেন্ট, চার্চ রোড, ঢাকা

রক্ষক—উপদেশক শ্রীবলদেব দাসবন্ধু

(৪৭) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠ বালেশ্বর

রক্ষক—শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয়

৩ গ্লাইড প্লেস, অর্লস কোর্ট, এস-ডব্লিউ ৭, লণ্ডন

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন

(৪৯) বার্লিন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

Berlin W. 30

Eisenacher strasse 20 I,

(৫০) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

৩৫০ নং অমরাউনী ষ্ট্রীট রেঙ্গুন।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

শ্রীভাগবতযন্ত্রে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবত,—সমগ্র ৪০৲
শ্রীধর ও ৫২টে সম্পূর্ণ খণ্ড পত্রাঙ্ক ২৮৲
ভাগবত ভাষ্য ৩২টে প্রতিখণ্ড ।৶০
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। ভাষ্য-সহিত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৬—১৲, ২য় খণ্ড—৮০
৩০ ৮০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—১৲; ২য় খণ্ড—৮০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব—১৲
৮। সৎক্রিয়াসার—দীপিকা ও সংস্কার-দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণবধর্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৮০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিষ্ণু-তত্ত্ব ৷০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ৷০
১৮। বাল্য-আল্লাহ ৷০
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৶০
২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৷৶০
২২। ভজন-রহস্য ৷০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ ও (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
২৬। গীতার কেবল মূল-ভাষ্য ৷০
২৭। মুক্তিপ্রদীপিকা শুদ্ধশৌক্রম্ সারাবার ২৲
২৮। বেদান্তদর্শন সারার্থ ৷০
২৯। প্রেমবিবর্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸
৩০। দীন-দিনমান ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৶০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিসারাৎসার (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা ।১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷০
৩৯। ব্রজগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্শন ৷০
৪০। শরণাগতি ।০
৪১। গীতাবলী ।০
৪২। প্রিয় নবদ্বীপ ১।০
৪৩। সাধনপথ ।০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ।০
৪৫। নবদ্বীপশতক ।০
৪৬। অর্চনপদ্ধতি ।০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ।০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ।১০
৪৯। অর্চনাঙ্গ ৷০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ৷০
৫২। দানকেলী (সারার্থ) ৷০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-নির্ণয় ০
৫৫। শুদ্ধভক্তি বা আত্মবোধসূত্র ৷০
৫৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ।০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ৷০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণদেব ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সাংখ্যবাণী ।০

মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ ভাণ্ডার প্রকাশিত
শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত সারঃ ৷০
৬১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিভূতিঃ ৷০
৬২। ভক্তি-সিদ্ধান্তসারম্ ৷০
৬৩। তত্ত্বসূত্রম্ ৷০
৬৪। সাধনার সিদ্ধান্তম্ ৷৶০
৬৫। গৌড়ীয়মঠ পরিচয়ঃ ।০
৬৬। সারার্থবর্ষিণম্ ৶০

দিল্লী গৌড়ীয় ভাণ্ডার প্রকাশিত
৬৭। রায় রামানন্দ ৷০
৬৮। এ কিউ ওয়ার্কস্ অন্ বেদান্ত ৷০
৬৯। রামচরণ ৷০
৭০। বেদান্ত—ইটস্ মর্ফলজি অ্যাণ্ড অন্টলজি ৷০
৭১। সিলেক্টেড ওয়ার্কস ৷৶০
৭২। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ৷০
৭৩। বৈষ্ণবীজম্ ৷০
৭৪। কোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ।০
৭৫। দি ভাগবত ৷০
৭৬। থিয়োটিক প্রিন্সিপ্লস্ অ্যাণ্ড অ্যাকাডেমিক ডিপ্লোমা ৷০
৭৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২।০
৭৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িষ্যা অঞ্চলে প্রকাশিত
৭৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷০
৮০। সাধন-পথ
৮১। কল্যাণ-কল্পতরু ।১০
৮২। গীতাবলী ।০
৮৩। শরণাগতি ।০

আসাম ভাণ্ডার প্রকাশিত
৮৪। শরণাগতি ।০

তেলেগু ভাণ্ডার প্রকাশিত
শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
এবং গৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

... প্রণীত ... বৎসর যাবৎ পল্লীবাসীর সেবায় একমাত্র ... বাংলার ... ভাল ... অধিক। ... সংযুক্ত ... নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার উপকার সাধন হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ।৵০ আনা, বড় বোতল ১৲০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উণ্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।
অথবা
পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউন্‌টেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং
কারখানা—১নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার
কলিকাতা

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণে লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে বর্ণানুক্রম ও শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীমায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও ... ভক্তিহৃদয় ... এম্, এ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

“শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য”

[ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্স কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম-এ, মহোদয়ের স্রোতগবেষণা এবং পারদর্শী লেখনীর অমৃতফল আহরণ করিয়া একাধারে নবম এবং ৩০ ৩ অধ্যায়ের জীবনচরিত-সহ বৃহৎ এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভারতীয় প্রামাণ্য দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক আলোচনা প্রথম খণ্ড ৩০শ অধ্যায়ে, প্রায় ৯০০ পৃষ্ঠায় হইয়া ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের লিখিত মুখবন্ধ (Foreward) প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত শব্দসূচী-পত্র (Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা, মাদ্রাজ, শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা ; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, (জেলা—নদীয়া)।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। প্রতি বর্ষ ৪৲ টাকা ভিক্ষায় কলিকাতা বাগবাজার গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—উড়িয়া ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। বৈদিক সত্য শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১।০

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ দাস সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রী বিদ্যাবিনোদ বি-এল, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া গৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১।০ দেড় টাকা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল শ্লোক অন্বয় এবং তাহাতে বর্ত্তমান-যুগ শুদ্ধভক্তগণের মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সম্বলিত হইয়াছে। আর পুনঃ ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৯৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সমূহ হইয়াছে। অতিরিক্ত ১১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোক-সূচী, পদ্যসূচী, ভাষ্যসূচী, গ্রন্থসূচী, বিষয়সূচী, অবতারসূচী প্রভৃতি ‘বহু সূচী-পত্র’। সমগ্র শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমল ‘বস্তু’ সংস্করণ কোথায়ও আর সর্ব্ব প্রকাশিত হয় নাই, ... পাঠক মাত্রেই একখানি শীঘ্র ক্রয় করিবেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য মূল্য ১২৲, বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

একশত
বৎসরেরও
অধিক কাল
রবিনসনের
পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ
বার্লি জল
এবং
বার্লি কাঞ্জি
রূপে
পরিগণিত হইয়াছে
ইহার পরিবর্তে অন্য
কোন বার্লি লইবেননা
অন্যকোন বার্লিই

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীমায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৪৬,	১০—৫১,	১৩—২২	১৭—০৮,	১৯—৩৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—৭,	১৪—০	১৮—৩,	২০—০৪
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—১৭,	১৪—৯	১৮—১৩,	২০—১২

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

সর্ব্বদাই প্রত্যহ

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৩৫	৯-২৫	১২-১৩	১২-৩৪	১৫-২৫	১৮-৩৫
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৫	৯-৩৩	১২-২১	১২-৫২	১৫-৩৭	১৮-৫৩
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৫	১২-৪১	১৩-২২	১৬-২১	১৯-১১

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর,
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

REG. NO C. 1544

দৈনিক

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচার-নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১০ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১৫ই শ্রাবণ, বুধবার ১৩৪২, ৩১শে জুলাই ১৯৩৫ [১২৮তম সংখ্যা

চৈতন্যোপনিষদ্
বড় অক্ষরে মূল ও
অনুবাদসহ প্রকাশিত
হইয়াছে। কাগজ ও
ছাপা অতি উত্তম।
ভিক্ষা ।০ মাত্র
শ্রীচৈতন্যমঠ,
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

"গৌড়ীয়"
৭ম বর্ষ হইতে
১১শ বর্ষ পর্যন্ত
প্রতি বর্ষ কাগজে
বাঁধাই
ভিক্ষা ৩।০ মাত্র।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ
বাগবাজার, কলিকাতা

বিবিধ সংবাদ

—:০:—

জোকিতাবাদ খনিতে দুর্ঘটনা

৫৩ জনের মৃত্যু

গিরিডির নিকট ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের জোকিতাবাদ কয়লার খনিতে দুর্ঘটনার ফলে এপর্যন্ত ৫৩ জনের মৃত্যু হইয়াছে। তন্মধ্যে দুইজন স্ত্রীলোক।

২৪শে জুলাই অপরাহ্ণ ৪টার সময় বিস্ফোরণ হয়। ফলে ৭৩ জন সাংঘাতিক ভাবে জখম হয় এবং তিনজনের শরীর অগ্নিদগ্ধ হয়। ২৫শে জুলাই সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত দুইজন রমণী সমেত ৫১ জনের মৃত্যু হয়।

আহতদের সকলেই চারশত ফিট খাদের নীচে চলিয়া যায়। তাহাদিগকে অবিলম্বে উপরে আনিয়া এম্বুলেন্স যোগে ই আই আর হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। রাত্রি দ্বিপ্রহরের পূর্বে কাহারও মৃত্যু হয় নাই। যথাবিহিত চিকিৎসার ত্রুটি হয় নাই।

দুর্ঘটনার সংবাদ পাইয়া উক্ত কয়লার খনির সুপারিন্টেণ্ডেন্ট মিঃ এইচ লাফোর্ড মিঃ ওয়ুলে ও মিঃ চ্যাপম্যানকে লইয়া তথায় যান এবং অপরাহ্ণ ৫টার সময় খাদের মধ্যে পরিদর্শন করেন। তখনও আগুন জ্বলিতেছিল বটে কিন্তু বিশেষ কোন ক্ষতি হয় নাই। তবে সময়মত ব্যবস্থা না করিলে আগুন নির্বাপিত করা অসম্ভব হইত।

খনি সমূহের ইনস্পেক্টর মিঃ ডব্লিউ কার্বি মোটরযোগে ধানবাদ হইতে গিরিডিতে আসিয়াছেন। তিনি ঘটনা সম্পর্কে তদন্ত করিতেছেন। খনিসমূহের চীফ ইনস্পেক্টর ডাঃ ডি পেনম্যান সম্ভবতঃ অদ্য গিরিডিতে পৌঁছিবেন।

এরূপ সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, দুর্ঘটনায় নিহতদের পরিবারবর্গকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইবে এবং আহতগণ যতদিন কাজে যোগ দিতে না পারে ততদিনের পারিশ্রমিকও তাহাদিগকে দেওয়া হইবে।

———

হল্যাণ্ডে সঙ্কটজনক অবস্থা

কর্লিন মন্ত্রিসভার পদত্যাগ

কর্লিন মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করিয়াছেন। হল্যাণ্ডের রাণী বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে বিবেচনা করিতেছেন।

ব্যাঙ্কের হার পরিবর্তন

হল্যাণ্ডের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের ব্যাঙ্ক রেট শতকরা ৫ হইতে বর্দ্ধিত করিয়া শতকরা ৬ করা হইল বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। ১৭ই জুলাই পর্যন্ত ব্যাঙ্কের হার শতকরা ৫ করা হয়।

———

মন্ত্রিসভা গঠন

রাণী ক্যাথলিক নেতা মঃ আলবারসিকে যতদূর সম্ভব উদার ভিত্তির উপর মন্ত্রিসভা গঠন করিবার ভার দিয়াছেন এবং আগামী কয়েকদিনের মধ্যে উহাকে তাঁহার সিদ্ধান্ত জানাইতে বলিয়াছেন।

কোয়েটা দুর্ঘটনায় জাপানের দান

জাপানের বস্ত্র-ব্যবসায়ী সমিতির ভারতবর্ষস্থিত প্রতিনিধি মিঃ কানোসিমা ও বড়লাট বাহাদুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া উল্লিখিত সমিতির পক্ষ হইতে বড়লাটের কোয়েটা সাহায্য ভাণ্ডারে দশ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত জাপানী বাণিজ্য দূত কর্ণেল আকিয়ামা তাঁহার অফিসের জাপানী কর্মচারীরা চারিশত টাকা, কলিকাতার 'মিৎসুই বুসান কাইসা' ছয় শত পাঁচ টাকা, বোম্বায়ের জাপানী এসোসিয়েশন তিন শত টাকা এবং জাপানী রেডক্রশ সোসাইটি কোয়েটা-সাহায্য ভাণ্ডারে দুই হাজার তিন শত সাড়ে বত্রিশ টাকা দান করিয়াছেন।

সবোয়ার মহাদেবী নিখোঁজ

রেঙ্গুণে চাঞ্চল্য

রেঙ্গুন সংবাদপত্রগুলিতে সবোয়ার সিপোর স্বাক্ষরিত একটী বিজ্ঞপ্তি বাহির হওয়ার ফলে জনসাধারণের মধ্যে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে। উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে সিপো জানাইয়াছেন যে, তাঁহার পত্নী মহাদেবী তাঁহার আশ্রয় ত্যাগ করিয়াছেন। সুতরাং মহাদেবী থাকাকালীন তিনি যে সমস্ত অধিকার ও স্বত্ব ভোগ করিতেন, তাহা বাতিল হইল।

সিপোর পত্নীকে মহাদেবী বলা হইয়া থাকে। মহাদেবী দুইবার বিলাতে গিয়াছিলেন। বর্তমানে তাঁহার কোন সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না।

সম্পত্তি উদ্ধারের আয়োজন

কোয়েটার কর্তৃপক্ষ অবিলম্বে ধ্বংসস্তূপের ভিতর হইতে অস্থাবর সম্পত্তি উদ্ধারের আয়োজন করিতেছেন। কিন্তু বেড় দেওয়া স্থানের ভিতরে কোন্ তারিখ হইতে সম্পত্তি উদ্ধার কার্য্য আরম্ভ হইবে তাহা এখনও স্থিরীকৃত হয় নাই। ভারত গবর্ণমেণ্ট ঐ কার্য্য আরম্ভ করিবার আদেশ প্রচার এবং তারিখ নির্দ্ধারণ করিবেন। রেভেনিউ কমিশনার মিঃ রাসেল খুব সম্ভবতঃ আগামী ১০ই আগষ্ট কোয়েটায় আসিবেন। অনুমান করা হইতেছে যে, তিনি ঐ আদেশ বহন করিয়া আনিবেন। উহার পর সম্পত্তি উদ্ধার কার্য্য আরম্ভ হইবে।

ইতোমধ্যে সৈন্য দল নিকাশের জন্য রাস্তাসমূহ পরিষ্কার নালাসমূহের সংস্কার করা হইতেছে। আগামী শীতকালে সৈন্যদের বাসের জন্য পাকা কুটির সমূহ নির্মিত হইতেছে।

সম্পত্তির দাবীর আবেদন গ্রহণের জন্য রেভেনিউ বিভাগকে নিযুক্ত করা হইয়াছে। তিনি সহস্র সহস্র আবেদন পাইয়াছেন। তিনি দাবীর আবেদন সমূহ পরীক্ষা করিতেছেন। তাঁহার সাহায্যের জন্য দুইজন কেরাণী নিযুক্ত করা হইয়াছে।

প্রকাশ যে, প্রথমে কাপড়ের বাজারে সম্পত্তি উদ্ধার কার্য্য আরম্ভ হইবে। এক্ষণে চূড়ান্তভাবে সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, বাঁধকের অঞ্চলে কোন সম্পত্তি উদ্ধার করা হইবে না।

সংবাদপত্রের উপর নিষেধাজ্ঞা

ভূমিকম্পে মন্তব্য প্রকাশ নিষিদ্ধ

করাচীতে বেলুচিস্থান প্রকাশিত পাঁচ ছয় খানি সংবাদপত্রের উপর করাচীর জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ জি, টেলর নিষেধাজ্ঞা জারী করিয়া উক্ত পত্রিকাসমূহকে কোয়েটার অবস্থা সম্পর্কে কোনরূপ মন্তব্য প্রকাশ এবং বিশেষভাবে সরকার কর্তৃক কোন উক্তি সমর্থিত না হওয়া পর্য্যন্ত কোন বিবরণ প্রকাশ না করিবার জন্য মন্তব্য প্রকাশে বিরত থাকিতে বলিয়াছেন। যাহাতে সাম্প্রদায়িক মনোমালিন্য বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা, সেরূপ কোন কিছু প্রকাশ না করাই বাঞ্ছনীয় বলিয়া তিনি মনে করেন।

———

নমো ভগবতে বাসুদেবায়

১২ই শ্রাবণ, বুধবার ১৩৪২

ছোট খাট তুচ্ছ ব্যাপার লইয়া যে সব অবস্থার অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে, ইটালী আবিসিনিয়ার বিরোধ ব্যাপারে সমরকল্প নহে। সামান্য ব্যাপার লইয়া ইটালী ও আবিসিনিয়ার মধ্যে যুদ্ধ নিশ্চিত হইয়া উঠিয়াছে। একলক্ষ কুড়ি হাজার ইটালীয় সৈন্য সুয়েজ খাল অতিক্রম করিয়া আফ্রিকায় পৌঁছিয়াছে। মুসোলিনীর দুই পুত্রও সৈন্যদলে যোগদান করিয়াছে। আক্রমণের সময়ে রসদ অভাবের আশঙ্কায় ইটালী এখন হইতে প্রচুর পরিমাণে রসদ সংগ্রহ করিয়া রাখিতেছে। আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হইবার জন্য আবিসিনিয়ার সরকারও প্রয়োজন মত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন। দুই দলই আশঙ্কিত অবস্থায় জন্য যে ভাবে প্রস্তুত হইতেছে তাহাতে যুদ্ধ নিশ্চিত বলিয়াই মনে হয়।

কিন্তু যুদ্ধ কেন? কি জন্য পর্বোন্নত মুসোলিনী আবিসিনিয়ার স্বাধীনতা ছিনাইয়া লইবার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ! কোথায় কোন কাঠুরিয়ার সঙ্গে পাহারাদারের সংঘর্ষ হইয়াছে, তাহাতেই মুসোলিনী একেবারে সিংহের ন্যায় ক্ষেপিয়া উঠিয়াছেন আবিসিনিয়ার স্বাধীনতা কাড়িয়া লইব। বর্বর কৃষ্ণকায় নিগ্রো বংশধর তাহাদিগকে অধিকৃত করিতে কসুর করেন নাই। মুসোলিনী শক্তিমান পুরুষ, কিন্তু তিনি যে অসংযত দানবীয় শক্তির পরিচয় দিতেছেন তাহার কোন প্রকারেই প্রশংসা করা যাইতে পারে না। তাহার এই অপমান সূচক বাক্য সমূহ তাহার এই আবিসিনিয়ার বিরুদ্ধে অভিযান কেবলমাত্র আবিসিনিয়ার বিরুদ্ধে নহে, প্রকারান্তরে সমস্ত কৃষ্ণকায় জাতির বিরুদ্ধে অভিযান। আত্মসম্মান বোধে উদ্বুদ্ধ হাজার হাজার নরনারী তাই মুসোলিনীর এই অশ্লীল বাক্যের প্রতিবাদ করিয়াছেন। ইটালীর এই আস্ফালন শান্তির আবহাওয়া বিষাক্ত করিয়া তুলিয়াছেন। বিশ্বশান্তি স্থাপন কল্পে প্রতিষ্ঠিত লীগ অব নেশন শান্তি স্থাপনে কি পরিমাণে সক্ষম হন তাহা দেখিবার জন্য সকলে উদগ্রীব হইয়া আছে।

কলিকাতায় বড়লাট

বড়লাট লর্ড উইলিংডন ও তাঁহার পত্নী বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণ সাড়ে পাঁচ ঘটিকার সময় স্পেশাল ট্রেনযোগে হাওড়া ষ্টেশনে পৌঁছেন। বাঙ্গালার গবর্ণর স্যার জন এণ্ডারসন ষ্টেশনে তাঁহাদিগকে সম্বর্দ্ধনা করেন। ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ প্রাকার হইতে ৩১ বার তোপ ধ্বনি হয়। অতঃপর বড়লাট সস্ত্রীক মোটরযোগে বেলভেডিয়ার প্রাসাদে যাত্রা করেন।

বাই-সাইকেল ও ট্রাই সাইকেলের উপর ট্যাক্স

জঙ্গীপুর মিউনিসিপ্যালিটির এক বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, উক্ত মিউনিসিপ্যালিটির এলাকায় বাই-সাইকেল এবং ট্রাই-সাইকেলের প্রত্যেক চাকার উপর আট আনা করিয়া ট্যাক্স ধার্য্য করা হইয়াছে। যে গাড়ীবিশিষ্ট ফলকের উপর রেজিষ্ট্রেশন নম্বর থাকিবে, তাহার উপরও দুই আনা ট্যাক্স ধার্য্য করা হইয়াছে

নীলাম ইস্তাহার

কৃষ্ণনগর ১ম মুন্সেফ কোর্ট

নীলামের দিন ৮ই আগষ্ট, ১৯৩৫

(১)

১৫ খাজানী ৩৫ দাবী ৪২॥৴৹

ডিঃ শ্রীমতী রাজকুমারী প্রফুল্লনলিনী দাসী

দেঃ শ্রীমতী অন্নপূর্ণা দাসী দিং—সাং কাটালীপোতা পোঃ কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপ থানার অন্তর্গত সরডাঙ্গা মৌজায় ১০৩নং খতিয়ানে খাস ও প্রজাবিলি ৪১০ ১৯ একর, রাজাপুর মৌজায় ২২৪ নং সমেত প্রজাবিলি ১০২-৯০ একর, বাসিঘাটা মৌজায় ২৬নং খতিয়ানে খাস ও প্রজাবিলি ৪৪-১৭ একর এবং কৃষ্ণনগর থানার অন্তর্গত সোনডাঙ্গা মৌজায় ৩০৯ খতিয়ানে খাস ও প্রজাবিলি ১-৪২ একর মোট ৬০১-৫৯ একর জমির বার্ষিক জমা ১০৪৭৶৩ জেমিদারের ।৹ অংশ, মূল্য আঃ ১০০৲।

(২)

১৬ খাজানী ৩৫ দাবী ৩৪৭৷৶৩

ডিঃ ঐ

দেঃ ঐ

সম্পত্তির বিবরণ—ঐ

(৩)

৬৯ নং খাজানী ৩৫ দাবী ৫২৸৴

ডিঃ বধরীনারায়ণ চেৎলাঙ্গিয়া ওয়ার্ডস ষ্টেট

দেঃ এবাই সেখ ফকির দিং-সাং গোবিন্দপুর, পোঃ কালীগঞ্জ

১। কালীগঞ্জ থানায় গোবিন্দপুর মৌজায় ডিক্রিদার দিং সরকারে ১৪ নং খতিয়ানে ১৬।১৫ কাঠা জমির জমা ২০৷১০; মূল্য আঃ ২০৲

২। ঐ থানা ঐ মৌজা ঐ অধীন ১৪৮ নং খাজানা কৃত ১-৯৬ শতক জমির জমা ৫।৩ টাকা; মূল্য আঃ ১০৲

(৪)

৪৫১খাজানী ৩৫ দাবী ৩৫৸/৯

ডিঃ শ্রীঅনাথ নাথ মুখোপাধ্যায় সাং দেবগ্রাম

দেঃ শ্রীসুধীর কুমার রায় দিং সাং আড়পাড়া, পোঃ নাকাশীপাড়া।

কালীগঞ্জ থানার অধীন দেবগ্রাম মৌজায় ২৮৯৭ ও তদধীন ২৮৯৮ খতিয়ানে ১৪-৭৮ শতক জমির বার্ষিক জমা শ্রীযুক্ত রতিকান্ত সাহার সেরেস্তায় ২৸৶ মূল্য আঃ ৫০৲

(৫)

৫৭৫ খাজানি ৩৫ দাবী ১০৯২৶৩

ডিঃ শ্রীবিভূতি ভূষণ পাল চৌধুরী দিং

দেঃ শ্রীরামচরণ বিশ্বাস বারিয়াপুর থানা মেহেরপুর

মেহেরপুর থানার নদীয়া কালেক্টারীর ১৫২ নং তৌজিভুক্ত যাহা স্বতন্ত্র হিসাব ক্রমে ১৫২।৩ নং কায়েম হইয়াছে ও ২৬০০ নং তৌজির মহাল বারিয়াপুর বিজয়রপুর ও খাঁপুর প্রভৃতি ডিক্রিদারগণের অধীনে জেমিদারের পূর্ব্বাপরকারিগণের নামে শামিলাতা ১৮৯৯৲ পত্তনি জমার ৶৯৸—১৪ তিল অংশের জমা ৩৩৭৷৭; ইহার ।৹ অংশের মূল্য ২০০৲। ঐ জমা বারিয়াপুরের ৬৬৫ নং এবং খাঁপুর ২৭৬নং খতিয়ান ভুক্ত।

(৬)

৮০৮ খাজানি ৩৫ দাবী ৫৬৩।

ডিঃ শ্রীশচীন্দ্রনাথ সাহা দিং সাং কুমারী

দেঃ কাজি গোলাম কাদের—সাং জামজামি থানা আলমডাঙ্গা

১। আলমডাঙ্গা থানার জামজামি গ্রামে ৮২নং ও তদধীন ৮৩ নং খতিয়ানে ২-২৪ শতক জমির জমা ৪৸৴৩ মূল্য আঃ ১৫৲

২। ঐ গ্রামে ৮৭ নং এবং তদধীন ৮৮ ও ৮৯ খাজানে ১২-৯ জমির বার্ষিক জমা ২২৲৮।

৩। ঐ গ্রামে ৯০ নং ও তদধীন ৯১—৯৯ খতিয়ানে মোট ৪-৭১ জমির জমা ১১।৩।

৪। ঐ আলমডাঙ্গা থানার রঘুনাথপুর গ্রামে ১নং ও তদধীন খাজানা সমূহে ৮৫-৫৮ জমির জমা ৫০৲; জেমিদারের ।৹ অংশ।

৫। ঐ থানার জামজামি মৌজায় ৬৭০ খতিয়ানে ৯ শতক জমির জমা ৸৴; মূল্য সহ একপর্ণাবিশিষ্ট গৃহাদি আঃ ৫০৲

(৭)

৬৬৪ দেওয়ানী ৩৫ দাবী ৫২৪৲

ডিঃ মদনমোহন মণ্ডল সাং দেবগ্রাম

দেঃ সাহাবুদ্দিন সেখ সাং জুড়ীপুর, পোঃ দেবগ্রাম

কালীগঞ্জ থানার জুড়ীপুর গ্রামে গ্রাম বিহারী মণ্ডলের সেরেস্তায় ২৪৫নং খতিয়ানে ২৮৸৴৹ খাজনায় ৬ ৪৩ রায়তি স্থিতিবান্ জমার অর্দ্ধাংশ মূল্য আঃ ১০০৲

(৮)

৬৬৫ দেওয়ানী দাবী ২৮৯।৯

ডিঃ পঞ্চানন মুখোপাধ্যায় দিং

দেঃ তিনু মল্লিক সাং জগন্নাথপুর পোঃ দেবগ্রাম

১। কালীগঞ্জ থানার দেবগ্রাম মৌজায় ৩৫৩নং খতিয়ানে ও তদধীন ৩৫৪নং খতিয়ানে ১-৮০ শতক জমির বার্ষিক জমা ৩৸/১৫ মূল্য আঃ ৭০৲

২। ঐ মৌজায় ২৩৫৯ ও ২২৬১নং খতিয়ানে ১-৬৩ শতক জমির বার্ষিক জমা ৩৶/১০ মূল্য আঃ ৩০৲

(৯)

৪৯৩ দেওয়ানী ৩৫ দাবী ১০১৸/৩

ডিঃ শ্রীঘটকৃষ্ণ প্রামাণিক সাং বড়গাছি

দেঃ শ্রীতান সেখ সাং বড়গাছি, পোঃ নাকাশীপাড়া

১। নাকাশীপাড়া থানার বড়গাছিগ্রামে মুক্তাকাশি ত্রিবেণী দিং সেরেস্তার ৩১৪নং খতিয়ানে ৫৸/৯ জমার ২ ৯৩ জমি; মূল্য আঃ ৪৫৲

২। ঐ থানার ঐ গ্রামে ঐ অধীন ৩১০নং খতিয়ানে ৫।৬ টাকা জমার ৩-২৩ স্থিতিবান্ জমি; মূল্য আঃ ৪০৲

(১০)

৮৭৫ দেওয়ানী ৩৫ দাবী ১০২৸/৩

ডিঃ শ্রীবরুণ ভট্টাচার্য্য সাং মাণিকডিহি

দেঃ দেবচন্দ্র ঘোষ সাং মাণিকডিহি পোঃ কালীগঞ্জ

কালীগঞ্জ থানায় চরমাণিকডিহি মৌজায় শ্রীযুক্তা সরোজকুমারী দাসী দিং সেরেস্তায় ৩৭নং খতিয়ানে ৩-২২ জমির জমা ১২৶৹ মূল্য আঃ ৪৫৲

দ্বিতীয় মুন্সেফ আদালত

নীলামের দিন ৮ই আগষ্ট ১৯৩৫

(১)

৫৩৭ দেওয়ানী ৩৫ দাবী ৪৮৭/৯

ডিঃ এবাদিল মল্লিক সাং ভোমপুকুরিয়া

দেঃ কুমারীশচন্দ্র দত্ত হাল সাং চাপুড়িয়া পোঃ কালীগঞ্জ

চাপড়া থানার অন্তর্গত বানিয়াপাড়ার মৌজায় অন্নপূর্ণা দাসী দিং অধীনে ২৯১নং তদধীন খতিয়ান সমূহে শামিলাবা ৭১৷৶৹ টাকা কায়েমি মোকররী জমার ৴৸— অংশের ।৹ চারি আনা অংশে জেমিদারের ৫-৮৫ শতক জমির জমা ১৷৶৩ গণ্ডা মূল্য আঃ ২০০৲

(২)

৫৯৫ দেওয়ানী দাবী ১২৮৸৹

ডিঃ পাঁচকড়ি মণ্ডল দিং

দেঃ শ্রীবরকতআলি মণ্ডল দিং সাং নারায়ণপুর পোঃ বাজার ব

চাপড়া থানার অধীন নারায়ণপুর মৌজার রাণাঘাট নিবাসী কানাইলাল চট্টোপাধ্যায় দিং অধীনে ১৫৯নং খতিয়ানে ৩৩ শতক জমির জমা ১৸৹; মূল্য আঃ ২৫৲

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১০ম বর্ষ | ১৫ শ্রীধর গৌরাব্দ ৪৪৯, ১৫ই শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১৩৪২, ৩১শে জুলাই ইং ১৯৩৫ বুধবার ১২৮তম সংখ্যা

বিলাতে প্রচার

লণ্ডন-গৌড়ীয়-মিশন-সোসাইটীর চেয়ারম্যান

বর্দ্ধমানের মহারাজ ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে তাঁহার স্থানে মাননীয় স্যর সাদিলাল পি-সি মহোদয় লণ্ডন-গৌড়ীয়-মিশন সোসাইটীর চেয়ারম্যানের পদ গ্রহণ করিয়াছেন। স্যর সাদিলাল ভারতের কৃতি-পুত্র; তিনি স্বনামপ্রসিদ্ধ; তাঁহার গুণের কথা জানেন না, এই প্রকার ব্যক্তি বোধ হয় শিক্ষিত ভারতবাসিগণের মধ্যে একজনও নাই। লণ্ডন-গৌড়ীয়-মিশন সোসাইটীর চেয়ারম্যানের পদ গ্রহণ করিবার জন্য আমরা তাঁহাকে অভিনন্দিত করিতেছি। ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্পত্তি পরমার্থ—স্বরাট্ পুরুষোত্তমের সেবা বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ থাকিয়া বিশ্বপূজ্য; পরমার্থ-ভারত স্বরাট্-পুরুষোত্তমের সেবায় সর্ব্বদাই স্বাধীন; পরমার্থ-আলোচনায় ভারতের অধীনতা স্বীকারে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সার্থকতা। সেই পরমার্থবাণী প্রচারার্থ যে সোসাইটি স্থাপিত হইয়াছে, সেই সোসাইটীর সেবাভার গ্রহণ করিয়া স্যর সাদিলাল ভারতের কৃতি-পুত্রের সুষ্ঠু পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

ক্যাক্সটন হলে সভা

গৌড়ীয়-মিশন-সোসাইটীর উদ্যোগে গত ১৮ই জুলাই অপরাহ্ণ ৪-৩০ ঘটিকার সময় লণ্ডনের "ওয়েষ্ট মিনিষ্টার এস্, ডব্লিউ, ওয়ান্"-স্থিত ক্যাক্সটন হলে একটী মহতী সভার অধিবেশন হইয়াছিল। মহামান্য লর্ড ল্যামিংটন জি-সি-এম্-জি, জি-সি-আই-ই মহোদয় ঐ সভায় সভাপতি ছিলেন। মিশনের অবৈতনিক সম্পাদক মিঃ পি, কে, দত্ত এম্-এ, এম্-এস্‌সি মহোদয় বিশিষ্ট [illegible] আহ্বান করিয়াছিলেন। ঐ সভায় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ 'The Philosophical background of Hindulsm" (হিন্দুধর্ম্মের দার্শনিক ভিত্তি) সম্বন্ধে একটী গবেষণাপূর্ণ হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। শ্রোতৃবৃন্দ সকলেই স্বামীজীর বক্তৃতার উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন।

দিনাজপুর জেলায় প্রচার

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ রাজশাহী জেলার নওগাঁ, হরণগাঁটী প্রভৃতি স্থানে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করিয়া গত ৩১শে আষাঢ় রাত্রি ৪ ঘটিকার সময় তথা হইতে রওনা হইয়া গত ১লা শ্রাবণ দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত হিলিতে উপস্থিত হন এবং তথায় শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপ্রসাদ রায়াধিকারী মহাশয়ের ভবনে অবস্থান করেন। ঐ দিবস সন্ধ্যায় স্বামীজী স্থানীয় বারোয়ারী তলায় 'সার্ব্বজনীন ভাগবত-ধর্ম্ম' সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতাকালে বলেন—"আপনারা অনেকেই শ্রীমদ্ভাগবত নামক একখানা গ্রন্থের নাম শুনিয়া থাকিবেন। এই গ্রন্থখানা বৈষ্ণবদের অত্যন্ত প্রিয়। কারণ, ইহাতে তাঁহাদের উপাস্য পরদেবতা বিষ্ণুর কথা কীর্ত্তিত হইয়াছে। ইহাতে ভগবানের ভগবত্তা এবং সেবকের সেবকত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। এই গ্রন্থখানা যে কি বস্তু, তাহা অনেকেই জানেন না। এ-খানা অমলপুরাণ। এই কলিকালে কৃষ্ণচন্দ্র এই পুরাণরূপে এ জগতে প্রকটিত আছেন। ইহাতে দেহ বা মনোধর্ম্মের কোন কথা নাই। ইহাতে আত্মধর্ম্মের কথা আলোচিত হইয়াছে। অনেকের ধারণা—এই ধর্ম্মটী আলস্যপরায়ণ, নীতিহীন, জাতিহীন মূর্খলোকদের ধর্ম্ম কিন্তু এ ধারণাটি সম্পূর্ণ ভুল। কতকগুলি অনভিজ্ঞ লোক স্ব-কপোলের বিচার গ্রহণ করিয়া এই ধর্ম্মের আলোচনা করিতে যাইয়া ঐরূপ বিপথগামী হইয়াছে মাত্র। তবে ইহাতে আসুরিক বল, কর্ম্ম বা বুদ্ধির প্রশংসা করেন নাই। ইহাতে আত্মবলে বলীয়ান্ হইয়া ভগবৎসম্বন্ধীয় বৃত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া কার্য্যাদি করিবার উপদেশ দিয়াছেন মাত্র। আমাদের মধ্যে ধর্ম্মসম্বন্ধে যত দিন মতভেদ থাকিবে ততদিন ভালবাসা বা একতা হইতে পারে না। বর্ত্তমানে কলিকালে ধর্ম্মে অত্যন্ত গ্লানি উপস্থিত হইয়াছে।

'কৃষ্ণ' এই শব্দটী সাম্প্রদায়িক কোন শব্দ নহে। যিনি আকর্ষণ করেন এবং আনন্দ দান করেন তিনিই কৃষ্ণ। প্রত্যেক আত্মা ভগবদ্বস্তুর আকৃষ্ট হয়, আত্মবৃত্তি থেকে চ্যুত হইলে মায়া আকর্ষণ করে।

আমরা যখন ভগবানের আনুগত্যে থাকি তখন নিত্যকাল গোলোক বৈকুণ্ঠ বা চেতনরাজ্যে থাকিতে পারি আর তাঁহার আনুগত্য ত্যাগ করিলে মায়াদেবী আমাদিগকে এখানে আনিয়া শাস্তি দেন। এইজন্য শ্রীগীতায় শ্রীভগবান্ নিজ মুখে বলিয়াছেন—"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ" অর্থাৎ দেহ ও মনোধর্ম্মের যাবতীয় ধারণা পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমার শরণাগত হও।

৪৪৯ বৎসর পূর্ব্বে এই কৃষ্ণচন্দ্র স্বয়ং গৌরাঙ্গরূপে এই জগতে উদিত হইয়া নিরন্তর কৃষ্ণকীর্ত্তন-প্রভাবেই যে আমরা দেহ মনো-ধর্ম্ম হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারি ইহা স্বয়ং আচরণ করিয়া শিক্ষা দিয়াছিলেন। এই কৃষ্ণকীর্ত্তন করিতে হইলে তৃণাদপি সুনীচ হইতে হইবে।

আমরা সকলেই চেতন। আমাদের মালিক একমাত্র কৃষ্ণ। তিনি বিভুচৈতন্য স্বরাট্‌পুরুষ। আমরা অণু-চিৎ-বিভিন্নাংশ বস্তু। আপনারা এই ধর্ম্মের কথা প্রচুর পরিমাণে আলোচনা করুন, তাহা হইলে সর্ব্বপ্রকার অসুবিধা, অভাব চলে যাবে এবং প্রকৃত সুবিধার সন্ধান পাইবেন।

* * *

গত ৩রা শ্রাবণ হিলির বাজারে একটী ধর্ম্মসভা হয়। উহাতে স্বামীজী মহারাজ একটী বক্তৃতা দেন। উক্ত বক্তৃতার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

আপনারা অনেকেই শ্রীমন্ মহাপ্রভুর কথা অল্পাধিক অবগত আছেন। তিনি এই জগতে আবির্ভূত হইয়া লোককল্যাণ সাহায্যে — নিজ-ভক্তদের সাহায্যে কীর্ত্তন-ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। কিন্তু বদ্ধজীব হরিকীর্ত্তন করিতে পারে না, একমাত্র মুক্তজীবের মুখে হরিকীর্ত্তন হয় এবং মুক্তপুরুষের আনুগত্য যাঁহারা করেন, তাঁহারাও কীর্ত্তন করিতে পারেন। প্রত্যেক জীবহৃদয়ে সেবন-বৃত্তি এবং ভোগবৃত্তি এই দ্বিবিধ বৃত্তি আছে। যখন জীব ভোগবৃত্তির দ্বারা চালিত হয় তখন ভোক্তৃ-অভিমানে কনককামিনী ও প্রতিষ্ঠার জন্য লালায়িত হয় আর সেবক-অভিমানে সেব্যবস্তুর সেবাই প্রার্থনীয় হয়। যাঁহারা যে বিষয়ে অনভিজ্ঞ তাঁহারা কখনও সেই বিষয়ে কীর্ত্তন করিতে পারে না।

আত্মবৃত্তিতে আমরা সকলেই হরিজন। আত্মবৃত্তি থেকে চ্যুত হ'য়ে প্রকৃতিজাত অভিমানে আমাদের মধ্যে যত বর্ণালোচনা হইয়াছে তাহাকে পরস্পর সর্ব্বদা দেখা যায়। জীবমাত্রেরই মুখ্যবৃত্তি এক এবং গৌণবৃত্তি ভিন্ন ভিন্ন। স্বরূপতঃ হিসাবে আমরা সকলেই ভগবানের নিত্য সেবক। ভগবান্ ও জীব সচ্চিৎ হইলেও তিনি মায়াধীশ আর জীব মায়াবশ, এই পার্থক্য।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৫ শ্রীধর ৪৪৬ অনিরুদ্ধ ৪৪১

পরতত্ত্ব এক

কোন শব্দের উল্লেখ করিলে যদি তাহার কিছু অর্থ প্রকাশ হয় তাহা হইলে ঐ শব্দ 'পদ'-বাচ্য; পদের লক্ষিত বস্তু 'পদার্থ'। 'পদার্থ' যুক্তির অধীন; কিন্তু "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ" এই শ্রুতি-বচনানুসারে আমরা জানিতে পারি ভগবৎ বিষয়টী যুক্তির অতীত। তাই ভগবান্ 'পদার্থ' শব্দ বাচ্য নহেন—তত্ত্ব শব্দ বাচ্য। ভগবান্ পদার্থ হইতে ভিন্ন কিন্তু ভগবান হইতে ভিন্ন থাকিয়া পদার্থ কখনও অস্তিত্ব লাভ করিতে পারে না। ভগবৎস্বরূপালোকে এই বিষয়টী অনুভবের বিষয় হয়, ইহা যুক্তির অধীন নহে। এইজন্যই সম্বন্ধ-তত্ত্বাচার্য্যবর শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তত্ত্বসূত্রে বলিয়াছেন "একঃ পরো নাস্তি এবং শ্রুতি ব' .... একমেবা-দ্বিতীয়ম্"। বস্তুতঃ পরমেশ্বর ব্যতীত স্বতন্ত্ররূপে অন্য কোন পদার্থ উপলব্ধ হইতে পারে না।

পরতত্ত্ব গুণাতীত

পরতত্ত্ব পরমেশ্বর গুণাতীত। প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত ভেদে গুণ দুই প্রকার। পদার্থ চিৎ ও অচিৎ-ভেদে দ্বিবিধ। অচিৎ পদার্থ সম্বন্ধে যেসকল গুণ সংস্পৃষ্ট তাহা প্রাকৃত গুণ আর চিৎপদার্থসম্বন্ধে যেসকল গুণ, তাহা অপ্রাকৃত। পরতত্ত্ব ঐ উভয়বিধ গুণের অতীত।

গুণাতীত হইয়াও পরতত্ত্ব সর্ব্বশক্তিমান্

উপস্থিত বিষয়টী আলোচনার কালে যুক্তি নিষ্ফল। কারণ আমরা যাহা লক্ষ্য করি তাহাতে দেখিতে পাই, সমস্ত গুণাতীতের অপেক্ষা করে। যেমন ও বিষয়ের প্রায় বিপরীতধর্ম্মাবলম্বিত পদার্থের সমন্ধ কখনও চিন্তার বিষয় হয় না। তাহা হইলে গুণাতীতত্বের সহিত গুণময় পদার্থের সম্বন্ধ বা কি প্রকারে হয়? সকল-গুণাতীত অদ্বিতীয় একমাত্র পরতত্ত্বের পক্ষে বিশ্ব-সৃষ্ট্যাদি বিবিধ কার্য্য বা কি প্রকারে সম্ভবপর হয়? এই স্থানে যুক্তিকে স্তব্ধ করিয়া পরতত্ত্ববিদ্ মহাজন বলিয়াছেন যে, পরমেশ্বর গুণাতীত হইয়াও সর্ব্বশক্তিমান্—"অচিন্ত্যশক্তি সর্ব্বশক্তিমান্" ইহার অনুকূলে শ্রুতিবাক্য—"পরাস্য শক্তি-র্বিবিধৈব শ্রূয়তে, স্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়া চ"।

উক্ত সিদ্ধান্তে যদি যুক্তিবিরোধপ্রযুক্ত সংশয় হয়, তাহা নিরাসার্থ পরমেশ্বরকে "অপ্রমেয়" বলা হইয়াছে। দৃষ্ট জগতে যাহা লক্ষিত হইতেছে তাহাই যে পরতত্ত্বের প্রমাণ ও উপমার স্থল হইবে, তাহাতেই বা প্রমাণ কি?

পরতত্ত্ব স্বতঃপ্রত্যক্ষ

গৌতম 'প্রত্যক্ষ' সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহার তাৎপর্য্য এই যে, ইন্দ্রিয়ের বিষয়-সংস্পর্শে যে জ্ঞানের উৎপত্তি হয়, তাহাই প্রত্যক্ষ। সন্নিকর্ষ শব্দের অর্থ সাক্ষাৎকার। ইন্দ্রিয়ের সাক্ষাৎকারকেই যদি প্রত্যক্ষ বলা যায়, তাহা হইলে চৈতন্য-স্বরূপ আত্মার যে সাক্ষাৎকার তাহাকে 'প্রত্যক্ষ' বলিতে আপত্তি কি? ইন্দ্রিয় কিছু জ্ঞানের আধার নহে তাহাকে জ্ঞানের দ্বার বলা যাইতে পারে মাত্র। অতএব বাহ্য পদার্থ যদি প্রত্যক্ষ হয়, তাহা হইলে অন্তঃপুরস্থ পদার্থকে প্রত্যক্ষ বলিতে দোষ কি হয়? এবং উহাকেই প্রকৃতরূপে 'প্রত্যক্ষ' বলা যাইতে পারে। আত্মাবস্থান সিদ্ধ করিতে নিয়ায়িকের কোন ইন্দ্রিয়প্রমাণের প্রয়োজন হয় না কারণ, তাহা স্বতঃপ্রত্যক্ষ; এইরূপ ভক্তিযুক্তির দ্বারা ভগবানের উপলব্ধি হয়; ঐ উপলব্ধি স্বতঃপ্রত্যক্ষ, অতএব ইহাতে নিদর্শনরূপ অনুমানের প্রয়োজন নাই।

অন্তর্য্যামী ও ভগবান্

দৃষ্টান্তরূপ যুক্তির দ্বারা ভগবত্তত্ত্বের বিচার করিতে হইবে না। গুণাতীত তত্ত্বের স্বরূপ যদিও অলৌকিক তথাপি তাহা শাস্ত্রসিদ্ধ বিশ্বাসের দ্বারা গৃহীত ও নিরূপিত হইয়াছে। অতএব পরমেশ্বর গুণাতীত হইয়াও অসমোর্দ্ধ প্রভুত্ব সর্ব্বশক্তিমান্। শ্রীশুকদেব বলিতেছেন—

> ভগবান্ সর্ব্বভূতেষু লক্ষিতঃ স্বাত্মনা হরিঃ।
> দৃশ্যৈর্বুদ্ধ্যাদিভির্দ্রষ্টা লক্ষণৈরনুমাপকৈঃ॥
> (ভাঃ ২।২।৩৫)

শ্রীল জীবগোস্বামিপাদ 'পরমাত্মসন্দর্ভে' ঐ শ্লোকটিকে ভগবৎ-প্রাপ্তযোগ্যদিগের বহু-নিদর্শনের অন্তর্ভুক্ত উপপত্তি-শ্লোক বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। তিনি এই শ্লোকের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহার মর্ম্ম লিপিবদ্ধ হইতেছে। অতএব কিরূপে শ্রীভগবানে আস্তিক্যবুদ্ধি হইতে পারে, তজ্জন্য ঐ শ্লোক উক্ত হইয়াছে। নিজ চিত্তদ্বারা প্রথমে দৃশ্য জড়বুদ্ধ্যাদিদ্বারা দ্রষ্টা জীবই লক্ষিত হন। তাহা দ্বিবিধ বলিয়া প্রদর্শন করিতেছেন। দৃশ্য জড়বুদ্ধ্যাদির দর্শন স্বপ্রকাশ-দ্রষ্টা ভিন্ন সম্ভবপর নহে, অতএব লক্ষণ বলিতে স্বপ্রকাশ দ্রষ্টৃ নির্দ্দেশক বুঝিতে হইবে। আর বুদ্ধ্যাদি কর্ত্তৃপ্রযোজ্য করণ, অতএব তাহা প্রয়োজক অনুমাপক। অনন্তর সর্ব্বভূত, সেই সকল দ্রষ্টাতে প্রবিষ্ট আত্মরূপ অন্তর্যামীদ্বারা ভগবানও লক্ষিত হইতেছেন। প্রথমে সকল দ্রষ্টারা অন্তর্যামী লক্ষিত, পরে তাঁহাদ্বারা ভগবানও লক্ষিত। ইহাও আবার পূর্ব্বের ন্যায় দ্বিবিধ। কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্বের অস্বাতন্ত্র্য-দর্শন হেতু এবং কর্ম্মের জড়ত্বহেতু জীবগণের সেই সেই প্রবৃত্তি অন্তঃস্থ প্রযোজক-বিশেষ বিনা ঘটিতে পারে না; সুতরাং অন্তর্যামী লক্ষিত হইতেছেন। শ্রুতিতে উক্ত 'এষ হি এবৈনামানন্দয়াতি' ইত্যাদি তাহার প্রমাণ। অতঃপর স্বতঃপূর্ণতার অভাবে অনীশতা সিদ্ধ হয় বলিয়া অন্তর্যামিস্বরূপ ঈশ্বরতা স্বীকার করিতে গেলে অংশভূত অন্তর্যামিরূপে অংশী পূর্ণ ভগবান্‌কে স্বীকার করিতে হয়। তাই গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—"বিষ্টভ্যাহ-মিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ" শ্রীবিষ্ণুপুরাণেও ইহার অনুবৃত্তি দেখা যায়—"যস্যায়ুতাযুতাংশাংশে বিশ্বশক্তিরিয়ং স্থিতা।" সুতরাং জীব অস্বাতন্ত্র্যপ্রযুক্ত প্রযোজক-কর্তৃপ্রবিষ্ট ব্যাপার বলিয়া দ্বিবিধ ব্যাপ্তি দ্বারা অন্তর্যামী সিদ্ধ হইলে, তদ্দ্বারা ভগবানও সিদ্ধ হইলেন; বস্তুতঃ কূটস্থভাব জীবাত্মাদিরূপে যে ঈশ্বরতা, তাহা ভগবানের নিজ অংশভূতের আশ্রিত।

—

আমি বৈষ্ণব!

[শ্রীরাধারমণ ব্রহ্মচারী]

> গৃহীতবিষ্ণুদীক্ষাকো বিষ্ণুপূজাপরো নরঃ।
> বৈষ্ণবোঽভিহিতোঽভিজ্ঞৈরিতরোঽস্মাদ-
> বৈষ্ণবঃ॥

বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত ও বিষ্ণুপূজাপরায়ণ ব্যক্তি অভিজ্ঞগণ কর্ত্তৃক 'বৈষ্ণব' বলিয়া কথিত হন। তদ্ব্যতীত অপরে অবৈষ্ণব। ইহাই বৈষ্ণবের সংজ্ঞা। বৈষ্ণবতার মধ্যে উত্তম, মধ্যম, কনিষ্ঠ পর্য্যায়ক্রমে বৈষ্ণব ত্রিবিধ। যথা শ্রীমন্মহাপ্রভুর বচন—

> প্রভু কহে—"বৈষ্ণবসেবা, নামসংকীর্ত্তন।
> দুই কর, শীঘ্র পাবে শ্রীকৃষ্ণচরণ"
> তেঁহ কহে "কে বৈষ্ণব, কি তার লক্ষণ?"
> তবে হাসি 'কহে প্রভু জানি' তাঁর মন॥

কনিষ্ঠ বৈষ্ণব—

> প্রভু কহে—"যাঁর মুখে শুনি একবার।
> কৃষ্ণনাম সেই পূজ্য শ্রেষ্ঠ সবাকার॥

মধ্যম বৈষ্ণব—

> কৃষ্ণনাম নিরন্তর যাঁহার বদনে।
> সেই বৈষ্ণব-শ্রেষ্ঠ, ভজ তাঁহার চরণে

উত্তম বৈষ্ণব—

> যাঁহারে দর্শনে মুখে আইসে কৃষ্ণনাম।
> তাঁহারে জানিহ তুমি বৈষ্ণবপ্রধান।

মহাবদান্যাবতার শ্রীগৌরসুন্দর ক্রম-পর্য্যায় বৈষ্ণব, বৈষ্ণবতর, বৈষ্ণবতম এই ত্রিবিধ বৈষ্ণবের কথা জানাইলেন। এই ত্রিবিধ বৈষ্ণবেরই সেবা করা বদ্ধজীব-মাত্রেরই কর্ত্তব্য। বস্তুতঃপক্ষে শুদ্ধবৈষ্ণবের সেবাতেই নিত্যমঙ্গল নিহিত।

> "বৈষ্ণবহৃদয়ে সদা গোবিন্দ-বিশ্রাম।
> গোবিন্দ কহেন, মম বৈষ্ণব পরাণ॥

এবম্বিধ বৈষ্ণবের প্রাণধন যে কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহাকে বৈষ্ণবসেবাদ্বারা লাভ করা যায়। কিন্তু আমার ন্যায় অতিশয় মন্দ বলিয়া বৈষ্ণবের সেবাকেই একমাত্র জীবনের ব্রত করিতে পারিলাম না। বৈষ্ণবের সেবা করা ত' দূরের কথা, বৈষ্ণবের আসনে উপবেশন করতঃ নিজেকে বৈষ্ণব বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার জন্য হৃদয়ে কামনার উদয় হইল। তখন বৈষ্ণবের বাহিরের বেশভূষায় নিজেকে ভূষিত করিলাম এবং মনে করিতে লাগিলাম—এখন আমি একজন পরম বৈষ্ণব! তাই বিষয়ীদিগকে সেবকভাবে তাঁহাদের নিকট সেবা গ্রহণ করিবার জন্য আমার পিপাসা হইতে লাগিল; আমি তাহা নিবারণার্থ নিজেই প্রভু সাজিয়া বসিলাম। আমার বৈষ্ণব সাজিবার জন্য এত উৎসাহ কেন, তাহা একটু ধীরচিত্তে বিচার করিলে দেখিতে পাই—প্রতিষ্ঠা-চণ্ডালী আমার হৃদয়মধ্যে গুপ্তভাবে লুকাইত। তাহার জন্যই আমার এত বৈষ্ণবের বেশ এবং লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠা পাইবার জন্য মহা-ভাগবতের অনুকরণে আমার কপট ভাব-কেলি। এতৎপ্রসঙ্গে একটী আখ্যায়িকা আলোচনা করিলে অতি স্পষ্টভাবে আমার কপট বৈষ্ণবতা ধরা পড়িয়া যায়। একদিন শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুগত এক শ্রীল হরিদাস ঠাকুর কোন এক ভক্তের মুখে কালীয়দমন-কারী শ্রীকৃষ্ণের গুণগান শ্রবণ করতঃ কৃষ্ণ-ভাবে বিভাবিত হইয়া 'হা কৃষ্ণ, হা কৃষ্ণ' বলিতে বলিতে প্রেমে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। মহাপুরুষের এই প্রকার অদ্ভুত ভাব দর্শন করিয়া ভক্ত তাঁহার চরণের ধূলি পুনঃপুনঃ মস্তকে ধারণ করিতে লাগিলেন এবং সমাগত দর্শকবৃন্দও ভক্তের অনুসরণে তাঁহার পদধূলি শিরে ধারণ করতঃ নিজ-দিগকে কৃতার্থ মনে করিলেন। হরিদাস ঠাকুরের এই সম্মান দর্শন করিয়া, দর্শক-গণের মধ্যস্থিত একটী কপট বিপ্র ঈর্ষান্বিত হইলেন, তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন—লোকগুলি কি প্রকার অবোধ, একটা বাজে লোকের এই প্রকার ক্রন্দন শুনিয়া তাহার প্রতি এত সম্মান প্রদর্শন করিতেছে? আমিও যদি ঐ প্রকার ভাব প্রদর্শন করতঃ মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতে পড়িতে পারি তাহা হইলে আমিও ইহাদের নিকট হইতে যথেষ্ট সম্মান পাইব। ঐ বিপ্রবর এই মনে করিয়া তদনুযায়ী ভাব প্রকাশপূর্ব্বক ভূমিতে মূর্চ্ছিতের ন্যায় পতিত হইল। পতিত হইবা-মাত্রই ঐ ভক্ত চতুর্দ্দিকে অতিরিক্ত পরিমাণে বেত্রাঘাত করিতে লাগিল।

উপযুক্ত পুরস্কার পাইয়া ঐ ছদ্মবিপ্র 'বাপ, বাপ' বলিয়া প্রাণ লইয়া পলায়ন করিল।

কপট বৈষ্ণবরূপ আমাকে সাবধান করিবার জন্য মহাজন বলিয়াছেন—

প্রতিষ্ঠাশা ধৃষ্টা শ্বপচরমণী মে হৃদি নটেৎ
কথং সাধু প্রেমা স্পৃশতি শুচিরেতন্ননু
মনঃ।
সদা ত্বং সেবস্ব প্রভুদয়িত-সামন্তমতুলম্।
যথা তাং নিষ্কাশ্য ত্বরিতমিহ তং
বেশয়তি স॥

কপটতা হইলে দূর, প্রবেশে প্রেমের পূর
জীবের হৃদয় বশ করে।
অতএব বহুযত্নে, আনিবারে প্রেমরত্নে
কাপট্য বাধক পরিহর॥
শুন মন, নিগূঢ় বচন।
প্রতিষ্ঠাশা ধৃষ্টাধম, চণ্ডালিনী হৃদে মম,
যতকাল করিবে নর্ত্তন॥
শ্বপচিনী যাবে তবু দূর।
অতএব যতন করি' প্রভু-প্রেষ্ঠপদ ধরি'
সেবা তুমি করহ প্রচুর॥
তেঁহ প্রভু-সেনাপতি, বিক্রম করিয়া অতি,
শ্বপচিনী-সঙ্গ ছাড়াইবে।
রাধাকৃষ্ণ-প্রেমধনে, দিবে তবে অকিঞ্চনে,
বলে বিনোদকান্ত কাঁদিয়া॥

জড়-প্রতিষ্ঠা-চণ্ডালী আমার হৃদয়ে অবস্থান করতঃ শ্রীরাধাকৃষ্ণ-প্রেমধন হইতে বঞ্চিত করিয়া প্রতিষ্ঠার জন্য কাঙ্গাল করিয়া তোলে। তখন আমি প্রতিষ্ঠালাভের উপায় উদ্ভাবন করিতে থাকি। আমাকে লোকে মহাবড় বৈষ্ণব বলিয়া সম্মান করুক, লোকে বহু প্রকারের সম্মান-লাভেচ্ছায় উপদেশকের আসনে উপবিষ্ট হইয়া সকলকে শিক্ষাদান করিবার বুদ্ধি জাগিয়া উঠে, তখন পরোপদেশে পাণ্ডিত্য সাজিয়া বসি, কিন্তু যে বিষয়গুলি অপরকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য আমি উপদেষ্টা সাজিয়াছি সেগুলি আমি নিজে পালন করি কৈ? এইজন্য বলি, অন্ধ অন্ধকে পথ দেখাইবার জন্য আমার একান্ত উৎসাহ!

নবদ্বীপ-পঞ্জিকা

অদ্য হইতে ৩ দিনের

১৫৫ শ্রীধর ১৫ শ্রাবণ ৩১ জুলাই বুধ কৃঃ অনিরুদ্ধ গৌরপ্রতিপদ প্রথমা দি ৩৫ অশ্লেষা ভাব দ ১১।৫৪ ব্যতীপাতযোগ দ ৪।১৮ ববকরণ।

১৬ শ্রীধর ১৬ শ্রাবণ ১ আগষ্ট বৃহস্পতি অনিরুদ্ধ গৌরদ্বিতীয়া শ্রীপতি দি পে ৫ ৪৫ মঘা দণ্ড ৪ রা বরীয়ানযোগ দ ৪।৫১ কৌলবকরণ।

১৭ শ্রীধর ১৭ শ্রাবণ ২ আগষ্ট শুক্র দিবি পর্য্যোদশায়ী গৌরতৃতীয়া দিবা দ ৭।৪৫ পূর্ব্বফাল্গুনী ভুক্তাবন দ ৫।৮ পরিঘযোগ দ ৫।৩১ তৈতিলকরণ।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক উৎসবের নিমন্ত্রণ পত্র

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

টেলিফোন নং ৪১১৫ (বড়বাজার)

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার
১নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা
শ্রীধর ৪ঠা শ্রাবণ (১৩৪২)
২০শে জুলাই (১৯৩৫)

বিপুলসম্মান-পুরঃসর নিবেদন—

আগামী ২৫ শে শ্রাবণ ১০ই আগষ্ট শনিবার হইতে ২৬শে ভাদ্র, ১২ই সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার উদ্যোগে অখিল-লোকমঙ্গলের জন্য মাসাধিক-কালব্যাপী শ্রীভগবান্ ও তদীয় ভক্তগণের আবির্ভাব-মহোৎসবের অনুষ্ঠান করা হইবে। এতদুপলক্ষে শ্রীমঠে প্রত্যহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, ব্যাখ্যা, ভাগবতধর্ম্মোপদেশিনী বক্তৃতা, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন ও ইষ্টগোষ্ঠী হইবে।

মহাশয় কৃপা করিয়া সবান্ধবে মহোৎসবে যোগদান করিলে সভার সদস্যবর্গ পরমানন্দিত হইবেন। নিবেদন ইতি।

শ্রীহরিজনকিঙ্কর
শ্রীঅতুলচন্দ্র দেবশর্ম্মা বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীনিশিকান্ত দেবশর্ম্মা সান্যাল (এম্-এ)
শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ
শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সম্পাদকগণ

উৎসব পঞ্জী

শনিবার	২৫শে	শ্রাবণ	১০ই	আগষ্ট	শ্রীকৃষ্ণের ঝুলনযাত্রা ; একাদশীর উপবাস
রবিবার	২৬শে	,,	১১ই	,,	শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভু এবং শ্রীমদ্ গৌরীদাস পণ্ডিতের অন্তর্দ্ধান ; শ্রীকৃষ্ণের পবিত্রারোপণ-উৎসব।
বুধবার	২৯শে	,,	১৪ই	,,	শ্রীকৃষ্ণের ঝুলনযাত্রা মহোৎসব ও শ্রীমদ্ বলদেবের আবির্ভাব।
বুধবার	৪ঠা	ভাদ্র	২১শে		শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী-উপবাস।
বৃহস্পতিবার	৫ই	,,	২২শে		শ্রীনন্দোৎসব।
শনিবার	৭ই	,,	২৪শে		শ্রীঅন্নদা একাদশীর উপবাস।
মঙ্গলবার	১৭ই	,,	৩রা	সেপ্টেম্বর	শ্রীঅদ্বৈতপত্নী শ্রীসীতা-দেবীর আবির্ভাব।
বৃহস্পতিবার	১৯শে	,,	৫ই		শ্রীললিতা-সপ্তমী।
শুক্রবার	২০শে	,,	৬ই		শ্রীরাধাষ্টমী।
সোমবার	২৩শে	,,	৯ই		শ্রীপার্শ্বৈকাদশীর উপবাস
মঙ্গলবার	২৪শে	,,	১০ই		শ্রীবামন-দ্বাদশী-দিবস, বিজয়া-মহাদ্বাদশী ব্রত ও উপবাস।
বুধবার	২৫শে	,,	১১ই	,,	শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রকটোৎসব (সাধারণ মহামহোৎসব) শ্রীঅনন্তচতুর্দ্দশী ব্রত ও শ্রীহরিদাস ঠাকুরের অন্তর্দ্ধান।
বৃহস্পতিবার	২৬শে	,,	১২ই	,,	শ্রীবিশ্বরূপ মহোৎসব (সমাপ্তি)

প্রাত্যহিক অনুষ্ঠান

উষঃকালে	...	...	মঙ্গলারাত্রিক ও অরুণোদয়কীর্ত্তন।
প্রাতে	...	...	শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা।
পূর্ব্বাহ্ণে	...	...	নগরকীর্ত্তন।
মধ্যাহ্নে	...	...	ভোগারাত্রিক ও মহাপ্রসাদ-সম্মান।
অপরাহ্ণে	...	...	হরিকথালোচনা ও সদাচারশিক্ষা।
সন্ধ্যায়	...	...	সন্ধ্যারাত্রিক ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ব্যাখ্যা।
প্রদোষে	...	...	কৃষ্ণসংকীর্ত্তন ও মহাপ্রসাদ-সম্মান।

দ্রষ্টব্য :—দৈবানুরোধে ও উপবাস-দিবসে এই তালিকা পরিবর্ত্তন-যোগ্য

শ্রীধর-চরিত্র

(২)

বিশ্বাবধূ-প্রাণধন,
প্রকাশিলা যবে নিজ মায়াপুর ধামে,
গোলোকের গোধন কৌতুকবিলাস,
অহর্নিশ কৃষ্ণনামে ভরিল ভুবন।
সঙ্গে জনমসঙ্গী শ্রীবাসমণ্ডলে,
শ্রীবেণুবাদকেরে সংস্থাপনে,
উঠিল গগন ভরি' হরিনামের রোল,
চৈতন্যপার্ষদ যত পরম উল্লাসে,
নৃত্য করে প্রভুসনে প্রেমানন্দে ভাসি,
একা শ্রীধর আসি' সে লীলারসে
নিষ্কিঞ্চন হইয়া রহিলেন মনে।

একদিন গৌরচন্দ্র
অভিষেক দিন বিশ্বাসকরণ
হইলেন উপনীত শ্রীবাস-অঙ্গনে।
সমাগত ভক্তগণ প্রভুর ইঙ্গিতে,
আরম্ভিলা মহানন্দে নাম-সঙ্কীর্ত্তন।
প্রাঙ্গণ ভক্তগণে শ্রীগৌরসুন্দর
ভক্তসনে সংকীর্ত্তন করেন নর্ত্তন,
কখন বা ভাবাবেশে বিষ্ণুখট্টাপরে
করিতেন আরোহণ লয়ে বিশ্বাসনা।
কিন্তু আজ প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর,
আপনার অঙ্গভাব করি' সঙ্গোপন
পরিত্যাগ করি' সদা ভক্তের ভাব,
আশ্রিত ভক্ত-সেবা গ্রহণ-মানসে,
প্রকাশি' স্বয়ং নিজ ঐশ্বর্য্যবিগ্রহ
উপবিষ্ট হইলেন বিষ্ণুখট্টাপরে
শ্রীবাসের গৃহে সপ্তপ্রহর ব্যাপিয়া।
শ্রীগৌরের এই মহাপ্রকাশ-লীলায়
শ্রীবিষ্ণুর সর্ব্ববিধ অবতাররূপ,
দেখেছিল ভক্তগণ শ্রীবাস-আলয়ে।

নবদ্বীপবাসী যত
প্রভুপ্রিয় ভক্তগণ পরম আনন্দে,
শ্রীহরি-চরিত্রগানে শ্রীবাসমন্দিরে
সাধিলেন শত শত তপোধন সহ,
মহারাজ-রাজেশ্বর অভিষেক-ক্রিয়া।
ষট্‌ঐশ্বর্য্য পূর্ণরূপ শ্রীগৌরহরির,
বিধিমতে করি' পূজা গৌরভক্তগণ,
আবাহনা গৌণসব বন্দনা করিয়া,
সর্ব্বেশ্বরেশ্বর প্রভু কারণকারণ।
অবতীর্ণ এবে জীব-উদ্ধার লাগিয়া,
মায়াপুরে ভক্তের কার অবতার।
কোথায় সকল এই যে মহাপ্রকাশ,
বাকী শুধু শিরহত দাসের বাসন,
কলাবৃন্দাবনবাসী সরল শ্রীধর।
আলোচনা ভক্তমাঝে শ্রীগৌরসুন্দর,
দেখাইতে প্রেমকে ঐশ্বর্য্যপ্রকাশ,
স্মরণ করি' শ্রীধরেরে আনহ এখন,
নিরবধি চিত্তে মোরে বড় দুঃখ দেয় ;
আনিয়া দেখুক আজি প্রকাশ আমার।

শুদ্ধভক্তি মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ

(আকর-মঠরাজ)

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ শত হস্ত উত্তর-পূর্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যবর্য্য শ্রীগুরুদেবের-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্যমঠ বিরাজমান। এই স্থান শাশ্বত-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বতজননী। এই মহাতীর্থে শ্রীভক্তি-সারামৃত ব্যাকরণাদি বেদাঙ্গসমূহের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠ হইতে পারমার্থিক দৈনিকপত্র 'নদীয়া-প্রকাশ', সাত্বত-সম্প্রদায়ে অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থাদি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতি বৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীসহ কীর্ত্তন-প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্তাঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তি-ধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশ্যে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভজনাগারে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দজীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রধান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদির লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হয়। এই মঠ হইতে মহানগরীর সর্ব্বত্র হরিকথা-প্রচার, মহানগর-সঙ্কীর্ত্তন, বক্তৃতা, ব্যাখ্যা ও সঙ্কীর্ত্তন-মহা-মহোৎসবাদি ভক্তাঙ্গের অনুষ্ঠান হয়। মঠরক্ষক—মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগ-পীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া সহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী সেবাকোবিদ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌর-লীলার রাসস্থলী এখানে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান, রক্ষক—শ্রীব্রজপতি দাসাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—গোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

(৭) কাজীর সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদ-কাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক।

(৮) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও রাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান দাস ব্রহ্মচারী।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

১০) মোদদ্রুম-ছত্র "গৌড়ের নৈমিষ"

মাউগাছি, পোঃ ভাণ্ডার, (বর্দ্ধমান)।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান। শ্রীগৌরনিত্যানন্দের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবঙ্কুবিহারী ব্রজবাসী, ভক্তিভূষণ।

(১১) শ্রীজিয়া বৃন্দাবন

শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী,

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীনরহরানন্দ ব্রহ্মচারী

(১২) কুঞ্জকুটীর—পোঃ কৃষ্ণনগর,

নদীয়া। রক্ষক—শ্রীঅনুভবানন্দ অধিকারী

(১৩) ভাগবত-আসন—পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

এই স্থান হইতে ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচারিত হয়। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৪) একায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হালখালি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী ভক্তিস্বভাব।

(১৫) মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(১৬) মাধ্বগৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, পোঃ ঢাকা

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ।

(১৭) গোপালজীউর মঠ—কমলাপুর, (ঢাকা)

গোপালজীউর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান। রক্ষক—শ্রীমঙ্গলদাস ব্রজবাসী.

(১৮) নিতাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)।

এখানে শ্রীনিতাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(১৯) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২০) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাছ, (ঢাকা)

এখানে বহু ভুবন্মঙ্গল শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(২১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাণীবাঁধ (বর্দ্ধমান)।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(২২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ভুবনেশ্বরী, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী।

(২৩) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে গুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান্দাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত।

(২৪) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী।

(২৫) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ বক্সীবাজার, (কটক)

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদানন্দ-জীউর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর

(২৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর পুরী,

শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন।

(২৭) পুরুষোত্তম মঠ

ভক্তিকুটী, পোঃ পুরী উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীউর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগদাধর অধিকারী

(২৮) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়া-নাথের ও শ্রীরাধাগোপী-নাথের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবিপিন-বিহারী দাসাধিকারী।

(২৯) রায়ানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—শ্রীনিতাইচরণ দাসাধিকারী ভক্তিলোচন।

(৩০) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৯২নং কচিপুরা, বেনারস সিটি

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীমধুসূদন ব্রহ্মচারী।

(৩১) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী

(৩২) পরমহংস মঠ,

পোঃ বিমসার, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও গৌর-বিনোদ-বিহারীজীর সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীসত্যনারায়ণ দাসাধিকারী।

(৩৩) কৃষ্ণচৈতন্য মঠ

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

এখানে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিত্য-সেবা হয়। রক্ষক—শ্রীশ্রুতমন ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠ

কৃষ্ণগঙ্গাঘাট মথুরা

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন

(৩৫) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ—শ্রীরাধাকুণ্ড

রক্ষক—শ্রীরাধারমণচরণ ব্রহ্মচারী

(৩৬) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৩৭) গোরাবিহারী মঠ

দেবগাঁও, পোঃ দোভোলন, জেলা করনাল (পাঞ্জাব) রক্ষক—শ্রীগৌরবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৩৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং চন্দ্রাবল রোড, নিউ দিল্লী।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধরের সেবা।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসম্বন্ধ তুর্য্যাশ্রমী

(৩৯) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল।

এখানে গৌরমদনমোহনের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবনমালী গোপাল অধিকারী।

(৪০) সারস্বত-গৌড়ীয় মঠ

চরিষার সাতারাণপুরি, মন্ট, পি

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ

(৪১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ রায়াপেট্টা মাদ্রাজ।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা।

রক্ষক—শ্রীপাদ কমলানন্দ ভক্তিবিলাস

(৪২) বোম্বে-গৌড়ীয়-মঠ কার্য্যালয়

প্রোক্টার রোড, চোটাবি বিল্ডিং, ব্লক নং ১, বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মা মজুমদার।

(৪৩) অমরাদ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমরদি, মেদিনীপুর

(৪৪) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্‌চকা, কামরূপ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী

(৪৫) পাটনা গৌড়ীয় মঠ

১০০ মিঠাপুরা, পাটনা।

রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী রাগভূষণ

(৪৬) গয়া গৌড়ীয় মঠ

ভিলা হাউস, চার্চ রোড, গয়া

রক্ষক—উপদেশক শ্রীসজ্জেশ্বর রাঘবত

(৪৭) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠ বালেশ্বর

রক্ষক—শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয়

৩ গ্লাস্টার হাউস, ক্যামডেন গার্ডেন, এন-ডব্লিউ ৭, লণ্ডন

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন

(৪৯) বার্লিন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

Berlin W. 30

Eisenacher strasse 29 II

(৫০) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

৫২০ নং ডালহৌসী ষ্ট্রীট রেঙ্গুন।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

গৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম ১১স্কন্ধ ভঙ্গ ভঙ্গ পরার ১৮৲
একাদশ স্কন্ধে প্রতিখণ্ড ।৵০
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। ভাষ্য-সমেত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। নবদ্বীপ-পঞ্জিকা ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—১৲; ২য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব—১৲
৮। সৎক্রিয়াসার—দীপিকা ও সংস্কার-দীপিকা ।১০
৯। বৈষ্ণবধর্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধকপ্রাণমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিপ্লব-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ।০
১৮। ব্রাহ্মণ-আলাবর ।০
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৵০
২২। ভজন-রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ ও (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্তি-টীকাসহ) ২৲
২৬। গীতার কেবল মাত্র-ভাষা ।০
২৭। দুঃসঙ্গবর্জিকা অপসৌরভঃ সাম্প্রদায় ২৲
২৮। বেদান্তদর্শনের সাম্প্রদায় ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸
৩০। দীপ-বিন্দু-দর্শন ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৶০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতামাধুরী ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি ৴০
৪১। গীতাবলী ৴০
৪২। চিত্রে নবদ্বীপ ।১০
৪৩। প্রার্থনা ৴০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৴০
৪৬। অর্থপঞ্চক ৴০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (৪র্থ সংস্করণ) ৴১০
৪৯। অর্চনকণ ৴১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম ৪র্থ খণ্ড) ৩৲
৫১। প্রমেয়রত্নাঃ ।০
৫২। প্রাপ্যকলী (সাম্প্রদায়) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ০
৫৫। ষড়ক্ষরাবলী বা সারার্থদর্শিনী ।০
৫৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ? ৴০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীগুরুদেবের ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সাধ্যসাধন ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যশীলামৃত সারঃ ।০
৬১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিদ্বিজয়ঃ ।০
৬২। সটিক-শিক্ষাষ্টকম্
৬৩। তত্ত্বসূত্রম্
৬৪। সাত্বত শিক্ষাষ্টকম্ ।৶০
৬৫। গৌড়ীয়মঠ পরিচয়ঃ ৴০
৬৬। সারসংগ্রহম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৭। রায় রামানন্দ ।০
৬৮। এ কিউ ওয়ার্ডস্ অন্ বেদান্ত
৬৯। বাইবেল
৭০। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজি অ্যাণ্ড অন্টলজি ।০
৭১। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ।৶০
৭২। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু
৭৩। বৈষ্ণবীজম ।০
৭৪। শোর্ট গৌড়ীয়মঠ টিচিংস ৴০
৭৫। দি ভাগবত ।০
৭৬। হরোইক প্রিন্সিপল্ অ্যাণ্ড অ্যাডেপ্টেড ডিক্টোসন ।০
৭৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ।১০
৭৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম ভাগ) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৭৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮০। সাধন-পথ ।০
৮১। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৮২। গীতাবলী ৴০
৮৩। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৪। শরণাগতি ৴০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। ফিভার মিক্‌চার সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অব্যর্থ সফল হয় কিনা। ছোট বোতল ।৵০ আনা, বড় বোতল ১৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে. বি. দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। উহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে. বি. দত্ত এণ্ড কোং
কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার
কলিকাতা

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের বাদময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে কথাসার ও শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও ডাঃ কৃষ্ণকান্তি বন্দ্যো। ভক্তিভূষণ ভূতশাস্ত্রী এল, এম, এফ, কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

যখন ব্যাধির প্রকোপ
চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়ে
তখন প্রচুর পরিমানে

রবিনসনের

'পেটেন্ট'

বার্লি

সেবন করুন

ইহাতে আপনি সুস্থ
থাকিবেন এবং আপ-
নার ডাক্তারের খরচ
বাঁচিয়া যাইবে

B.6

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈনিক

REG. NO C. 1544

নদীয়াপ্রকাশ
THE
NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচার-নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১০ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১৬ই শ্রাবণ, বৃহস্পতিবার ১৩৪২, ১লা আগষ্ট ১৯৩৫ [১২৯তম সংখ্যা

চৈতন্যোপনিষদ্
বহু অপ্রকাশিত মূল ও অনুবাদসহ প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি উত্তম। ভিক্ষা ।০ মাত্র
শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

"গৌড়ীয়"
১ম বর্ষ হইতে ১১শ বর্ষ পর্য্যন্ত প্রতি বর্ষ কাগজে বাঁধাই ভিক্ষা ৩॥০ মাত্র।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ বাগবাজার, কলিকাতা

বিবিধ সংবাদ

গ্রীসের রাজপদে পুনঃ প্রতিষ্ঠা
রাজা জর্জের সিংহাসন লাভের সর্ত্ত

গ্রীসের ভূতপূর্ব্ব রাজা জর্জের গ্রীসে প্রত্যাগমনের যে সকল প্রস্তাব প্রণয়ন করা হইয়াছে, এতদ্বিষয়ী সংবাদপত্র "কেদেমেরিনি"তে তাহার সেইরূপ একটী খসড়া প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত সর্ত্তগুলিতে বলা হইয়াছে যে, উক্ত রাজপদের পুনঃ প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে গণ-ভোটের যে ব্যবস্থা করা হইবে তাহাতে স্বাধীন মত প্রকাশের সুযোগ থাকা উচিত এবং গণ-ভোটের সংখ্যাধিক্য উপযুক্ত হইয়াছে কিনা রাজা নিজে তাহা স্থির করিবেন। আকস্মিকভাবে কোন কৌশলের সাহায্যে রাজপদে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইলে রাজা তাহা গ্রহণ করিবেন না। রাজপদের পুনঃ প্রতিষ্ঠার পর বিরোধী দল যে নিয়ম অনুসরণ করিতে বলেন, সেই নিয়ম অনুসরণ করিয়া ভোট গ্রহণ করা হইবে এবং বিরোধীদল নির্ব্বাচনে যোগদান করিবেন। উক্ত পত্রিকাটি আরও বলেন যে, প্রধান মন্ত্রী মঃ সালদারিস উপরিউক্ত সর্ত্তসমূহে সম্মতি প্রদান করিয়াছেন। রাজপদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা সম্পর্কীয় গণ-ভোট স্থগিত রাখার বিরুদ্ধে কমুনিষ্ট ও অপর কয়েকটী দল ২৪ ঘণ্টা ব্যাপী ধর্ম্মঘট করিবার জন্য সাধারণকে আহ্বান করেন। আরো সরকারী সংবাদে প্রকাশ যে, ধর্ম্মঘট ব্যর্থ হইয়াছে। একমাত্র পিরাউস এ ধর্ম্মঘট কারবার আদেশ যথাযথ যে ট্রাম গাড়ীর চেষ্টা করা হয়। তথায় বহুসংখ্যক শ্রমিক কয়েক ঘণ্টার জন্য কাজ ত্যাগ করে।

বেন্দাগ্রামে সৈন্যদের হামার জের
ব্যারাকে সৈন্যদলকে আটক রাখার আদেশ প্রত্যাহৃত

বেন্দা গ্রামে গোরা সৈন্যদের হানা সম্পর্কে প্রকাশ যে, কিংস রেজিমেণ্টকে ব্যারাকে আবদ্ধ রাখার আদেশ প্রত্যাহার করা হইয়াছে।

নোটিশ

আগামী ৮ই আগষ্ট হইতে মধ্যপ্রদেশ ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন আরম্ভ হইবে উহাতে মিঃ খাড়কার নিম্নলিখিত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবেন বলিয়া নোটিশ দিয়াছেন।

বেন্দা গ্রামে যে ঘটনায় ইউরোপীয়ান সৈন্যগণ কর্ত্তৃক একব্যক্তি হত এবং কয়েক ব্যক্তি আহত হইয়াছিল, গবর্ণমেণ্ট উক্ত বিষয় অবগত আছেন কি?

শেঠ গোবিন্দদাসও দিল্লীর ব্যবস্থা পরিষদের আগামী অধিবেশনে ঐ বিষয় উত্থাপন করিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

সৈন্যগণ কর্ত্তৃক একটাকা করিয়া চাঁদা

জব্বলপুরের নিকটবর্ত্তী বেন্দা গ্রামের যে লোকটী সৈন্যদের হাতে নিহত হইয়াছে, তাহার পরিবারবর্গের সাহায্যার্থ জব্বলপুরের কিংস রেজিমেণ্টের প্রত্যেক সৈন্য ও সামরিক কর্ম্মচারী এক টাকা করিয়া চাঁদা দিয়াছেন।

প্রকাশ সামরিক আদালত বসিতেছে এবং যে সকল সৈন্য গ্রাম আক্রমণ করিয়াছিল তাহাদের নেতাদিগকে সনাক্ত করিবার জন্য সাক্ষীদের সাক্ষ্য লওয়া হইতেছে। সৈন্যেরা শ্লীলতা হানি করিয়াছে বলিয়া কোনও স্ত্রীলোক এখনও অভিযোগ করে নাই।

এখন আর সৈন্যদিগকে ব্যারাকে আটকাইয়া রাখা হয় না; কিন্তু সম্প্রতি যে গ্রামে হাঙ্গামা হইয়াছে সেই গ্রামে তাহাদিগকে যাইতে নিষেধ করা হইয়াছে।

রমজান ডাকাতের দল

ফিরোজপুর জেলার দাউদকান্দি থানার বিখ্যাত দস্যু সর্দ্দার বলিয়া কথিত রমজান সেখ ও তাহার দলবলের জন্য বিশেষ পুলিশ কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইয়াছেন। অভিযোগ এই যে, রমজান সর্দ্দার এবং তাহার দলবল নাকি জিলার প্রায় সমস্ত, বিশেষ করিয়া মেঘনার নৌকাযাত্রী বা মালবাহী নৌকায় দাউদকান্দি, চান্দিনা, লাকসাম, হোমণা, দেবীদ্বার, মোরাদনগর, মুরাদনগর ও বাঞ্ছারামপুর প্রভৃতি থানার এলাকায় পুলিশের চোখে ধুলা দিয়া ডাকাতি ও লুটতরাজ করিয়া বেড়ায়। ইহারা প্রয়োজন মত আগ্নেয়াস্ত্রও নাকি ব্যবহার করিয়া থাকে।

আগামী বৎসরেও পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ

বাঙ্গলা সরকার এইরূপে এক ইস্তাহার প্রচার করিয়াছেন যে, বর্ত্তমান বৎসরের ন্যায় আগামী বৎসরেও স্বেচ্ছামূলক পাটচাষ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা হইবে। পাটের আবাদ কি পরিমাণ হ্রাস করা হইবে, তাহা পরে ঘোষণা করা হইবে।

পাটের আবাদ কমাইবার জন্য প্রচারকার্য্য এবং পাটের পরিবর্ত্তে অপরাপর ফসলের চাষে উৎসাহ প্রদানের জন্য বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার আগামী অধিবেশনে একটী অতিরিক্ত দাবী উপস্থিত করা হইবে।

দানিয়ুব চুক্তির তোড়জোড়
ফ্রান্স ও ইতালীর পরিকল্পনা

ফ্রান্স এবং ইতালী, অষ্ট্রিয়া, হাঙ্গারী ও 'ছোট আঁতাত'এর নিকট যে পরিকল্পনা পেশ করিয়াছে তাহার ফলে দানিয়ুব চুক্তি পরিণতির দিকে চলিয়াছে। প্রকাশ অষ্ট্রিয়া, হাঙ্গারী ও 'ছোট আঁতাত' এই পরিকল্পনার পক্ষে মত প্রকাশ করিয়াছে। পরিকল্পনার প্রধান বিষয়গুলি এই :—অষ্ট্রিয়ার স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখা, পরস্পরের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কোনরূপ হস্তক্ষেপ না করা, [illegible] প্রচারকার্য্যও অকর্ত্তব্য, আক্রমণ না করা এবং কেহ আক্রমণ করিলে তাহাকে সাহায্য না করা এবং কোন স্বাক্ষরকারী চুক্তি ভঙ্গ করিবার উপক্রম করিলে পরস্পরের সহিত পরামর্শ করা।

উক্ত পরিকল্পনার খসড়া জার্ম্মাণীর নিকট পেশ করা হইয়াছে। প্রকাশ, যদি শুধু দুইটি দেশের মধ্যে কোন চুক্তি কোন ক্ষেত্রে না করা হয় তাহা হইলে জার্ম্মানী এই পরিকল্পনা গ্রহণ করিবে, নচেৎ নহে। বর্ত্তমানে পৃথক ভাবে দুইটি দেশের মধ্যে চুক্তির কোন উল্লেখ নাই, কিন্তু ইহাতে জার্ম্মানী সন্তুষ্ট হইবে না বলিয়া প্রকাশ। যদি জার্ম্মানী সম্মান করে তবে এই পরিকল্পনানুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষর করা হউক, এইরূপ কথা উঠিয়াছে।

বৃটেন ও পোল্যাণ্ডের নিকটও উক্ত পরিকল্পনা পেশ করা হইয়াছে।

বজ্রাঘাতে তিনজনের মৃত্যু

গত ২৪ শে জুলাই [illegible] বজ্রপাতে [illegible] ৬ জন কৃষক যখন জমির মধ্যে তাহাদের ক্ষেতে একত্রে চাষ করিতেছিল, তখন একটী ভীষণ বজ্রাঘাতের ফলে ৩ জনের তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয় [illegible] কেহ কেহ অনেকখানি পুড়িয়া যায়। শেষোক্ত লোকটী হাসপাতালে নীত হইয়াছে।

স্বদেশে বাঙালীর

১৫ই শ্রাবণ ১৩৪২

কিছুদিন হইতে ভারতের বাহিরে সমস্ত দেশের, বিশেষতঃ আমেরিকা প্রভৃতি অঞ্চলে ভারতের বিরুদ্ধে মনোকল্পিত বহু প্রকার মিথ্যা কুৎসা প্রচার করা হইতেছে। ভারতের স্বাধীনতার পথ কণ্টকিত করিবার জন্য ভারতকে জগতের কাছে হেয় প্রতিপন্ন করিয়া ভারতে স্বাধীন ভাবে জাতীয় দেশের জনগণের ক্ষমতা খর্ব করিবার উদ্দেশ্যে কিছুদিন হইতে ছায়াচিত্র প্রভৃতি যোগে যে ব্যাপকভাবে প্রচার কার্য চলিয়াছে তাহার সঠিক বিবরণ শুনিলে শিহরিয়া উঠিতে হয়। জগতের কাছে ভারতকে হেয় প্রমাণ করিবার জন্য যে আপ্রাণ চেষ্টা চলিয়াছে আরও কিছুদিন এভাবে চলিলে এ দেশের যে কি প্রকার ক্ষতি হইবে তাহা চিন্তার অতীত। অবিলম্বে ইহার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া ইহার প্রতিকার করে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ না হইলে এদেশের ভবিষ্যৎ অন্ধকার।

হাওড়ায় যে নূতন সেতু নির্মাণ হইবে তাহাতে বাঙ্গালা দেশের কর্মচারী নিযুক্ত করিবার জন্য বেকার সমিতির পক্ষ হইতে যে আবেদন লাটের নিকট করা হইয়াছিল, ... জানাইয়াছেন যে, এই প্রস্তাব সহানুভূতি সহকারে বিবেচনা করা হইবে। বাঙ্গালী কর্মচারী নিযুক্ত হইলে অন্ততঃ তিন হাজার বেকারের সংস্থান হইতে পারে। আশা করা যায় বাঙ্গালা সরকার ন্যায়ানুসারে বাঙ্গালার ন্যায্য অধিকার দিবেন, বাঙ্গালী কর্মচারী নিযুক্ত করিয়া সহস্র সহস্র বেকার বাঙ্গালা যুবকের আন্তরিক প্রশংসার পাত্র হইবেন।

কেহই মৃত হইতে আসে নাই

গত ২৫শে জুলাই রাত্রি ৮ ঘটিকার সময় পাঞ্জাব গভর্ণমেণ্ট নিম্নলিখিত মর্ম্মে এক ইস্তাহার প্রকাশ করিয়াছেন, ২৬শে জুলাই লাহোরে কোন গোলমাল হয় নাই। শুক্রবারের জুম্মার নমাজের পর বাদশাহী মসজিদ ও উজির খাঁ মসজিদে সভা হইয়াছিল। এই সভায় সহীদগঞ্জ গুরুদ্বার ভাঙ্গিয়া ফেলার এবং ২০শে ও ২১শে জুলাই তারিখে গুলী চালনার প্রতিবাদ করিয়া প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। উপরোক্ত বক্তাবে আরও বলা হয় যে ওয়াকফ সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আইন সংশোধন করা আবশ্যক এ বিষয়ে বিধিব্যবস্থা করিবার জন্য একটি কমিটিও গঠন করা হইয়াছে। আর রক্তপাত হয় নাই এবং মৃত হইবার জন্য কেহই আসে নাই। এখন হইতে মুসলমানগণ আইনসঙ্গত আন্দোলন চালাইতে প্রস্তুত হইয়াছে।

লাহোরের বাহিরের অন্যান্য স্থান হইতেও দাঙ্গার কোন সংবাদ আসে নাই।

২০শে জুলাই হইতে লাহোরের সাম্প্রদায়িক অবস্থার অনেক উন্নতি হইয়াছে। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট সান্ধ্য আইনের প্রয়োগকে সঙ্কোচিত করিয়াছেন। অদ্য হইতে রাত্রি ১০ ঘটিকা হইতে ৪ ঘটিকা পর্য্যন্ত কেহ বাড়ীর বাহিরে থাকিতে পারিবে না।

জলে ডুবিয়া মৃত্যু

গদাধর দেওরা নামক জনৈক হাই স্কুলের বর্দ্ধমানের অনুমান চতুর্দ্দশ বর্ষীয় মেধাবী ছাত্র তাহাদের এক পশ্চিমা ভৃত্যকে সঙ্গে লইয়া ভিক্ নদীতে "প্রেণ্টার্স হোমস" এর ঘাটে ২৫শে জুলাই ভোর সাড়ে পাঁচটায় সাঁতার শিখিতে যায়। প্রকাশ, গদাধর ও ভৃত্যটি ... ভার দিকে আরম্ভ করিলে ভৃত্যটি সাঁতার কাটিতে কাটিতে নিকটবর্ত্তী একটী চরে গিয়া উঠে কিন্তু বালকটী অনেক চেষ্টাতেও চরের নিকটবর্ত্তী হইতে না পারিয়া চীৎকার করে। কিন্তু সাহায্যার্থ অগ্রসর হইবার পূর্ব্বেই সে অদৃশ্য হয়। তাহার মৃতদেহের কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

ভয় প্রদর্শনের অপরাধে দারোগা

... অপরাধের ... আবদুল রহমান একদিন কারাদণ্ড ও ১ টাকা জরিমানা করা হইয়াছিল। ... দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে নাগপুরের জুডিসিয়াল কমিশনার মিঃ এফ এল গ্র্যাণ্ড এর নিকট আপীল করিলে কমিশনার আপীল ডিসমিস করেন।

অভিযোগে প্রকাশ, দরখাস্তকারীর একটী শিশু পুত্রের গুরুতর পীড়া হয়। কেহ তাহাকে বলে যে মুসাম্মৎ বীরুণকে দিয়া চিকিৎসা করাইলে তাহার পুত্র ভাল হইবে। বীরুণ একজন ডাইনী বলিয়া লোকের বিশ্বাস ছিল। বীরুণ আসিতে অস্বীকার করিলে, তাহাকে আনিবার জন্য কনেষ্টবল পাঠান হয়। প্রাথমিক এজাহারে বলা হয় যে, বীরুণ যদি তাহার পুত্রকে আরোগ্য করিতে না চাহে তাহা হইলে দারোগা গুলী করিবে বলিয়া ভয় দেখায়। বীরুণের কথা তাহার মনে গেলে কনষ্টেবল তাহার উপর অত্যাচার করে বলিয়া প্রকাশ। ম্যাজিষ্ট্রেট এই সম্পর্কে ৯ জন আসামীকে দণ্ডিত করেন। দারোগা জজের এজলাসে দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপীল করা হইলে, জজ দণ্ডাদেশ হ্রাস করেন।

বাঙ্গালার সংক্রামক ব্যাধি

গত ২০শে জুলাই যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহে বঙ্গের বিভিন্ন জিলায় সংক্রামক ব্যাধিতে কতজন লোক আক্রান্ত হইয়াছে এবং কতজনের মৃত্যু হইয়াছে তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

কলেরায় আক্রমণ ১১৭৩, মৃত্যু ৫৮৯।
বসন্তে আক্রমণ .৯৫ মৃত্যু ৭১।
ইনফ্লুয়েঞ্জা ১১৬ ও মৃত্যু ১১।
মেনিনজাইটিস ৭০ ও মৃত্যু .১।

কোন জিলায় কতজনের মৃত্যু হইয়াছে তাহার হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল।

কলেরায়:- বর্দ্ধমান ৪৫, বীরভূম ২, বাঁকুড়া ৩৮, মেদিনীপুর ৫০, হুগলী ১৮, হাওড়া ৪৪, চব্বিশপরগণা ৯৪, কলিকাতা ৫৪, নদীয়া ১৮, মুর্শিদাবাদ ১৭, যশোহর ৪, খুলনা ২২, দিনাজপুর ২, জলপাইগুড়ী ১, রংপুর ১, মালদহ ২, কুচবিহার ৩১, ঢাকা ৩, ময়মনসিং ১০, ফরিদপুর ২, বাখরগঞ্জ ৫, চট্টগ্রাম ২৭, পার্ব্বত্যচট্টগ্রাম ৪১, ত্রিপুরা ১৭, নোয়াখালী ৪০

বসন্তে বর্দ্ধমান ২, বীরভূম ২, বাঁকুড়া ৩, মেদিনীপুর ১, বগুড়া ২, মালদহ ৯, কুচবিহার ৫, ঢাকা ৫, ময়মনসিংহ ৪, ফরিদপুর ১, ত্রিপুরা ৯ হুগলী ১, হাওড়া ২ কলিকাতা ১১, মুর্শিদাবাদ ৫, দিনাজপুর ৫

চারিজন ডাকাতের কঠোর দণ্ড

অজয় সিং ও অপর তিন ব্যক্তি ... ডাকাতি করিবার অভিযোগে হুগলীর দায়রা জজ মিঃ সুকুমার সেনের এজলাসে অভিযুক্ত হইয়াছিল। গতকল্য ঐ মামলার বিচার শেষ হইয়াছে। আসামী অজয় ১০ বৎসর ... ৭ বৎসর এবং রামসদয় ও রামধন প্রত্যেককে ৫ বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। জুরীগণ সর্ব্বসম্মতি ক্রমে সমস্ত আসামীকেই সকল অভিযোগে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়াছেন।

অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ যে, গত ২রা ... তারিখে আসামীগণ প্রমুখ বহু ব্যক্তি সশস্ত্র হইয়া আরামবাগ মহকুমার বনডাঙ্গা গ্রামের শ্রীযুক্ত হরিদাস দাস নামক জনৈক ধনী ব্যক্তির বাড়ীতে প্রবেশ করে। হরিদাস বাবু ও তাঁহার পত্নী ডাকাতদিগকে বাধা প্রদান করেন। হরিদাসবাবু এক হাঁসুয়া দ্বারা অজয়ের মুখে আঘাত করেন, এ সময়ে তিনি অজয়ের তরবারির আঘাতে জখম হন। অপর এক আসামী হরিদাস বাবুকে ছুরির দ্বারা আঘাত করিবার চেষ্টা করে। অপরাপর ডাকাত হরিদাসবাবুর পত্নীকে প্রহার করিয়া তাঁহার গহনাপত্র খুলিয়া লয়। প্রতিবেশী সকল ঘটনাস্থলের অভিমুখে অগ্রসর হইলে ডাকাতগণ মূল্যবান দ্রব্যাদিপূর্ণ একটি বাক্স লইয়া প্রস্থান করে।

পাবনায় ডাকাতী

গত ১১ই ফেব্রুয়ারী রাত্রি অনুমান দুই ঘটিকার সময় সিরাজগঞ্জ মহকুমার অধীন সলপ গ্রাম নিবাসী নগেন্দ্রনাথ ঘোষের বাড়ীতে এক ডাকাতী হয়। পুলিশ তদন্ত করিয়া কুশাই ও আব্দুল ফকির নামক দুই ব্যক্তির বিরুদ্ধে চার্জসিট দাখিল করে। প্রাথমিক বিচার শেষ হইলে আসামীদিগকে বিচারার্থ দায়রায় সোপর্দ্দ করা হয়। এই সেসন জজ রায়বাহাদুর পাঁচজন জুরীর সাহায্যে বিচার করিয়া অধিকাংশ জুরীর সহিত একমত হইয়া আসামীগণকে দোষী সাব্যস্ত প্রত্যেককে ভাঃ দঃ বিঃ ৩৯২ ধারা মতে পাঁচ বৎসরের কঠোর কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ, ডাকাত দলের ভিতর নগেনবাবু এবং তাহার স্ত্রী সুবাসিনী, কুশাই এবং আব্দুল ফকিরকে চিনিতে পারিয়াছিল। কুশাই নগেনবাবুকে প্রহার করিয়াছিল এবং আব্দুল ফকির সুবাসিনীকে প্রহার করিয়া তাহার কাণ হইতে মাকড়ি এবং গলা হইতে বিছাহার ছিনাইয়া লইয়াছিল। অন্যান্য ডাকাতেরা নগদ টাকা এবং অন্যান্য জিনিষ অপসারিত করিয়াছিল।

গাড়ী চাপায় বালকের মৃত্যু

গত ২৫শে জুলাই বাখরগঞ্জ গোল অঞ্চলে ১০ বৎসরের একটি বালক শোচনীয়রূপে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। একটি ষাঁড় কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া বালকটি উর্দ্ধশ্বাসে সদর রাস্তা দিয়া দৌড়াইতেছিল। এমন সময় বিপরীত দিক হইতে একখানি গরুর গাড়ী আসিয়া পড়ে। গাড়োয়ান গাড়ী সামলাইবার পূর্ব্বেই বালকটী চাকার তলে পিষ্ট হইয়া তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হয়। গাড়োয়ান গাড়ী ফেলিয়া পলায়ন করিয়াছে। মৃত বালকটি বাবু ... নামক স্থানীয় এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির পুত্র।

পুলিশের সহিত লড়াই

বাঁকুড়া জিলার ... থানার এক গ্রাম হইতে সশস্ত্র পুলিশ দলের সহিত রিভলবারধারী এক ব্যক্তির একাকী লড়াইয়ের কাহিনী ও আহত অবস্থায় তাহার গ্রেপ্তারের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। পুলিশ বহুদিন এই লোকটীর অনুসন্ধান করিতেছিল। অবশেষে কোনও এক বাড়ীতে সে লুকাইয়া আছে জানিয়া বাহ জন সশস্ত্র পুলিশ বাড়ীখানি ঘেরাও করিয়া হাক দেয়। লোকটী পুলিশের সাড়া পাইয়া গুলী চালাইতে থাকে। পুলিশবাহিনীও সমানভাবে গুলী চালায়। উপায়ান্তর না দেখিয়া লোকটী পলায়ন করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু আহত অবস্থায় পুলিশ তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। প্রকাশ, ঐ বাড়ীতে খানাতল্লাস করিয়া একটি রিভলবার ও কতকগুলি কার্তুজ পাওয়া গিয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

— পারমার্থিক পত্র —

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে।
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে।

আমাদের একমাত্র প্রেরণ
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
শ্রীচৈতন্য[illegible]
[illegible]

১০ম বর্ষ { ১৬ শ্রীধর গৌরাব্দ ৪৪৯, ১৬ই শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১৩৪২, ১লা আগষ্ট ইং ১৯৩৫ বৃহস্পতিবার { ২২১৯তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

আগামী ২৫শে শ্রাবণ ১০ই আগষ্ট হইতে শ্রীকৃষ্ণের ঝুলনযাত্রা আরম্ভ হইবে এতদুপলক্ষে বহু স্থানে আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা দৃষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ কি বস্তু, ঝুলনযাত্রা কি প্রভৃতি তত্ত্বের সন্ধান কয়জন রাখেন? অপ্রাকৃত চিন্ময় ভূমিকায় অবস্থিত শ্রীলীলাময় কিশোরের [illegible] সন্দর্শন যাহাদের ভাগ্যে ঘটে নাই তাহারা ঐ তত্ত্ব সুষ্ঠুরূপে বর্ণনে সমর্থ নহেন। অপ্রাকৃত-সেবা-সমৃদ্ধ-হৃদয় মহাভাগবত-গণের নিকট সেবোন্মুখচিত্তে যাঁহারা শ্রৌতপন্থা অবলম্বনের সুযোগ পান তাঁহারাই তাহা বর্ণনে অধিকারী। কিন্তু এই প্রকার ব্যক্তিই বা কয়জন? আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-মূলা আমোদ-প্রমোদ-স্পৃহা ত্যাগ করিয়া ঐসকল নিত্যকল্যাণকর-বাণী শ্রবণের ধৈর্য্যই বা কয়জনের আছে?

• • •

ঐ শ্রীঝুলনৈকাদশী হইতেই কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠের মাসাধিকব্যাপী বার্ষিক মহা-মহোৎসব আরম্ভ হইয়া থাকে। কিন্তু তাহাতে দেহ-মনের প্রীতিকর কোন ব্যবস্থা নাই—তথায় আত্ম-কল্যাণের কথা ব্যতীত অন্য কথা নাই—গোপীজনবল্লভের সেবা-সন্ধান ব্যতীত অন্য কিছু নির্দ্দেশ নাই। শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার সভ্যবৃন্দ সকলকেই ঐ শ্রেয়োবাণী শ্রবণের জন্য আহ্বান করেন। যাঁহাদের ভাগ্যসুকৃতি আছে তাঁহারা সংকেই ঐ আহ্বানে সাড়া দেন; যাঁহারা ভবজিত তাঁহাদেরও কল্যাণ-সাধনের জন্য শ্রীগৌড়ীয়-মঠের প্রচারকগণ দ্বারে দ্বারে যাইয়া হরি-কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। নানা কার্য্যের অজুহাতে হরিকথা-শ্রবণ হইতে অব্যাহতি পাইবার লোক-সংখ্যা যে নিতান্ত বিরল তা নহে, কিন্তু প্রকৃত-পরোপকারী প্রচারকবৃন্দ তাঁহাদের যাবতীয় দুষ্কিলাপ ক্ষেপ করিয়াও তাঁহাদের কল্যাণ-সাধনে বিরত নহেন। অনেকে বলেন—"অবচিন্তা চমৎকারা হরিকথা-শ্রবণের স্পৃহা হইবে কোথা হইতে?" কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে দেখা যায় যাঁহাদের ভাণ্ডারে সহস্র সহস্র ব্যক্তির [illegible] বীতস্পৃহা সাধারণতঃ তাঁহাদেরই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

বোম্বে হইতে ২৭শে জুলাই যে পত্র পাওয়া গিয়াছে তাহাতে প্রকাশ, শ্রীল প্রভুপাদ কলিকাতা প্রত্যাবর্ত্তনের পর মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ ভক্তিশাস্ত্রী, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসদন ভাগবত মহারাজ তথায় প্রচার-কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। ভক্তিসারঙ্গ প্রভু জয়পুর, মথুরা প্রভৃতি হইয়া কলিকাতা গৌড়ীয়মঠের বার্ষিক উৎসবে যোগদান করিবেন। স্বামীজীদ্বয়ের কয়েক মাস বোম্বে নগরীতেই প্রচার করিবার কথা।

• • •

শ্রীধামে কীর্ত্তন

গত ২১শে জুলাই শনিবার সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীধাম মায়াপুর আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠে উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী, কাব্যপুরাণতীর্থ, কাব্য-বিনোদ মহোদয় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পণ্ডিতজী পাঠকালে বলেন, যাঁহারা একান্তভাবে শ্রীভগবানের ভজনা করেন তাঁহাদের আর ইন্দ্রিয়তোষণকল্পে কর্ম্মফলের আবাহন করিতে হয় না। তাঁহারা হরিজন ব্যতীত অপর কাহাকেও বান্ধব বলিয়া মনে করেন না। তাঁহারা সর্ব্বদা ভগবচ্চিন্তাপর হইয়া ভগবানের আশ্রয়-বুদ্ধিতে অন্নাদি গ্রহণ ও জীবন ধারণ করেন; সুতরাং তাঁহাদের আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয় কোনপ্রকারে ক্লেশ দিতে পারে না। তাঁহারা সর্ব্বসঙ্গবিবর্জ্জিত হইয়া অপর কাহারও দ্বারা কায়মনোবাক্যে নির্য্যাতিত হন না। তাঁহারা সর্ব্বদা নিষ্কিঞ্চনতার আদর্শ, সকল প্রাণীতে হিংসার পরিবর্ত্তে [illegible] ভগবৎসেবাবিহীন ব্যক্তির প্রতি [illegible] স্পৃহা করেন না। তাঁহারা শাস্ত্র ও সাধু-গণের অলঙ্কারস্বরূপ। এরূপ নিষ্কিঞ্চন ভগবদ্ভক্তের সঙ্গই সকলের প্রার্থনীয়। সাধুগণই জীবের উত্তম মঙ্গল বিধান করিতে সমর্থ। আত্মধর্ম্মে যে জীব উদ্বোধিত, তাঁহাতে প্রেমধর্ম্ম অবস্থিত। প্রেমিক ভগবদ্ভক্তের জগতে কোন শত্রু নাই, তিনি কাহাকেও হিংসা করেন না, তাঁহাকেও কেহ হিংসা করেন না। তিনি ভগবৎসেবার বিষয়গ্রহণের পরিবর্ত্তে সর্ব্বদা হরিসেবার অনুকূল কার্য্যে তৎপর। অন্যাভিলাষীর ন্যায় উপাধি-ভোগ্য বিষয়ে আকৃষ্ট না হওয়ায় সাধুগণের সঙ্গ সকলেরই প্রার্থনীয়। তাঁহাদের সঙ্গ এক্ষণ করিলে জীব অন্তর্মুখ হয়। স্থূল ও সূক্ষ্মশরীর দ্বারা ভোগ করতঃ জীব ভগ-সেবাবিমুখ হয়। তৎকালে আত্মধর্ম্মের চেষ্টা সুপ্ত হয়। কিন্তু সাধুসঙ্গক্রমে সেই সুপ্ত চেষ্টা জাগ্রত হইলেই বিশেষ সুবিধা হয়।

দিনাজপুর জেলায় প্রচার

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ গত ৩রা শ্রাবণ দিনাজপুর জেলার হিলি নামক স্থানে যে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন তাহার কিয়দংশ গতকল্য প্রকাশিত হইয়াছে। অবশিষ্টাংশ নিম্নে প্রদত্ত হইল। শাস্ত্রে শ্রীভগবান্ ত্রিবিধভাবে কীর্ত্তিত হন। ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্। অসম্যক্-প্রতীতিতে তিনি ব্রহ্ম, আংশিক প্রতীতিতে পরমাত্মা এবং পূর্ণপ্রতীতিতে ভগবান্ ব'লে কীর্ত্তিত হন। পূর্ণপ্রতীতিতে যাঁহারা ভগব-দ্দর্শন করেন, তাঁহারা গৌড়ীয়বৈষ্ণব বলিয়া অভিহিত। অকিঞ্চন না হ'লে এই বর্গের কথা বুঝিতে পারা যায় না। জন্ম, ঐশ্বর্য্য, শ্রুত, শ্রী বা আভিজাত্য অভিমান থাকলে এই প্রতীতিতে চালিত হইলে বহু মত ও বহু পথ দৃষ্ট হয়। কিন্তু আম্নায়ের একটিমাত্র পথ। উহাই মহাজনের পথ। মহাজনের পথ ব্যতীত অন্য যত পথ সব বিপথ।

অনেকের ধারণা শব্দের কোন রূপ নাই আবার কেহ কেহ তাহাকে জড়ের গুণ-মাত্র বলিয়া মনে করেন। এই উভয় ধারণা অনভিজ্ঞতাপ্রসূত। ভগবানের অপ্রাকৃত চিন্ময় শব্দস্বরূপ আছে। ভক্তিতে তাহা দর্শন করা যায়।

হরিজন-অভিযানে হরিকীর্ত্তন হয়। পক্ষান্তরে হরিকীর্ত্তন করিতে পারে না। হরিজনের কোন জাতি নাই; তাই ব'লে কিন্তু কেউ তাঁহাদিগকে জাতিহীন অথবা বর্ণ প্রকৃতিজাত অভিমানের কোন জীবগণের মনে না করেন; তাহা কেবল লোক দেখানো বাক্য [illegible]। যদি স্বকীয় বুদ্ধি থেকে চালিত হ'লে আমরা স্বকীয় বুদ্ধিতে চালিত হইয়া থাকি, পরস্পর [illegible] আসিয়া পড়ে। কিন্তু আমার কিছু দিয়া দেখিলে সকলেই আমাদের আপনার। স্বামীজীর বক্তৃতার পরে ছায়াচিত্রযোগে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গলীলা প্রদর্শিত হয় এবং আদি ও অন্তে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তিত হয়।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৬ শ্রীধর আদি ব্যাসপৌর্ণমাসী ৪৪৯

হরিভক্ত্যাশ্রয়ই কর্ত্তব্য

প্রত্যেকেরই একটা না একটা কর্ত্তব্য আছে। যে যে অভিমানে অবস্থিত, অন্তরে সেই রকম রকমের কর্ত্তব্য স্থিরীকৃত হয়। সাধারণতঃ আমরা দেখিতে পাই যে, পুত্র পিতার সেবাকে, স্বামী স্ত্রীর সেবাকে, স্বাধীনতাকামী ব্যক্তি দেশসেবাকে, বিষয়ী বিষয়ের সেবাকে এবং জ্ঞানী জ্ঞানালোচনাকেই কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করে। কিন্তু যেখানে চেতনের ক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছে, বিশুদ্ধ চেতন যেখানে পূর্ণ বিশুদ্ধ চেতনের সেবা করিবার জন্য উদ্গ্রীব ও উন্মত্ত হইয়াছে সেখানে পূর্ণচেতন ভগবানের সেবা ছাড়া অণুচেতন জীবগণের অন্য কোন কৃত্য দেখা যায় না। কোনরূপ চপলতাবশতঃ আমাদের ভাবী জননীগণের হৃদয়ে পুত্রস্নেহ বা পতিভক্তি থাকিলেও যেমন তাহা যেমের পাত্র পুত্র এবং ভক্তির পাত্র পতির অভাবে নিত্যকালে প্রকাশ পায় না, চেতনের বৃত্তি সর্ব্বাবস্থাতেও সেইরূপ জীবের একমাত্র সেব্য-পাত্র হরি-গুরু-বৈষ্ণবগণের অভাবে অবহিত অন্য অভিমানানুযায়ী জীবগণ নিত্য নূতন কর্ত্তব্য স্থির করিয়া আপনাদিগকে চঞ্চল করিয়া তুলে। এতাদৃশাবস্থায় সাধু, প্রকৃতির সাধুর সঙ্গ না করিলে আমাদের আর উপায় কোথায়?

যেখানে চেতন চেতনের সেবা করিতেছে—যেখানে বৃহচ্চেতনের প্রতি অণুচেতনের অনুরাগ বা প্রীতি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে সেইখানেই ভক্তির প্রকাশ নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে; নতুবা অন্যত্র ভক্তিপ্রকাশের কথা উঠিলে তাহা বিড়ম্বনাই জানিতে হইবে। এই ভক্তিতে পূর্ণানন্দ বিরাজিত আছে। তাই ভক্তির অপর একটী নাম অহৈতুকানন্দ। অচ্যুতবন্ধু শ্রীকৃষ্ণের আনন্দবিধান করিতে সমর্থ বলিয়া ভক্তিদেবী এই আখ্যায় আখ্যাত হইয়াছেন। জ্ঞান, ইচ্ছা ও ক্রিয়া-শক্তি-বিশিষ্ট জীবমাত্রেই আনন্দময়-ধাম কৃষ্ণের সেবক বলিয়া সকলেই আনন্দ-প্রয়াসী। কিন্তু এই প্রহেলিকাময় প্রাপঞ্চিক জগতে আধ্যাত্মিকাদি-তাপ-ত্রয়-প্রপীড়িত ও অশান্তিসাগরে নিমগ্ন ভগবদ্বহির্ম্মুখ মায়াবদ্ধ বদ্ধ জীব আমরা সুখ পাইতেছি না বলিয়া অবিচ্ছিন্ন চিরশান্তির আশায় লালায়িত হইয়া ব্যাকুল অন্তরে ইতস্ততঃ প্রধাবিত হইতেছি। তাই সুখাভিলাষী আতুর আমাদের হৃদয়ে বিভিন্ন মার্গের বহুকথা স্থান পাইয়া আমাদিগকে নানা অসার্থী কর্ত্তব্যের অনুগত ও অধীন করাইতেছে। তাই আমরা কেহ কর্ম, কেহ জ্ঞান, কেহ যোগ, কেহ নানা দেবদেবী উপাসনা, আবার কেহবা মাতা-পিতার সেবা বা বন্ধুবান্ধবগণের প্রীতি উৎপাদন করা, স্বদেশ-সেবানুষ্ঠানকার্য্যকেই ধর্ম্ম মনে করিয়া সেগুলিকে আমাদের কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্ধারিত করিতেছি। কিন্তু ভগবদ্বহির্ম্মুখতা হইতে উদ্ভূত এই চেষ্টা হইতে ঐরূপ অনুষ্ঠান সমাগ্রূপে অনুষ্ঠিত হইলেও যে উহা নিত্যকালও জীবের আত্মমঙ্গলকর না হইয়া বৃথা শ্রমেই পর্য্যবসিত হইতেছে তাহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। তাই সর্ব্ববেদাচার্য্য, কৃপাময়, সর্ব্বজীববন্ধু শ্রীমদ্ভাগবত নির্ভীককণ্ঠে বলিতেছেন—

"ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-
কথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্ যদি রতিং শ্রম এব হি
কেবলম্॥"

এ জগৎ পাপপুণ্যে ভরা। ইহা অক্ষজ্ঞানগম্য—প্রাকৃত হওয়ায় এখানে পাপ-পুণ্যাতীত ধর্ম্মাধর্ম্মাতীত চেতনবৃত্তি ভক্তির কথা নাই। তাই এজগতের প্রায় শতকরা শতজনই বিষয়ী—ভোগী বা ত্যাগী। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু লিখিয়াছেন—

"কেহ পাপে কেহ পুণ্যে করে বিষয়-ভোগ।
ভক্তিগন্ধ নাহি যাতে যায় ভবরোগ॥

...... যাহারা পাপী তাহারা রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শাদি বিষয় ভোগ করিতেছে, আর যাহারা পুণ্যবান্ তাহারা মহামায়ার কপট কৃপা লাভবশতঃ ধনজনাদি প্রচুর পরিমাণে পাইয়া অনিত্য সুখভোগে মত্ত হইয়া অহঙ্কার করিতেছে। কিন্তু সত্য কথা বলিতে গেলে ধনীই হউন বা দরিদ্রই হউন, পণ্ডিতই হউন বা মূর্খই হউন, রাজাই হউন বা প্রজাই হউন, পুরুষই হউন বা স্ত্রীই হউন, বালকই হউন বা বৃদ্ধই হউন এ জগতে কেহই প্রকৃত সুখী নহেন; এমন কি ধনজন-পাণ্ডিত্যাদিদ্বারা বিভূষিত হইলেও জীবের আশার শেষ নাই—প্রকৃত অবিমিশ্র আনন্দের এককণা লাভ করা ত' দূরের কথা, তাহার কোটাংশের এক অংশেরও মুখদর্শন করিবার সৌভাগ্যও তাহার হয় না। যে ভক্তিসুখের নিকট ব্রহ্মানন্দ তুচ্ছীকৃত, কৈবল্যসুখ নরকতুল্য, চিদানন্দ অনুভবনীয় যে সেবানন্দ নিত্য নবনবায়মান-ভাবে কৃষ্ণসুখবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আস্বাদনে ভরপ্রাপিত হইতেছে তাহার অতুল মহিমা সেবাপরায়ণ বৈষ্ণবগণই জানেন। সেকথা বলিবার সামর্থ্য আমার ত্রায় ক্ষুদ্রের নাই তবে শ্রৌতপন্থীশ্রেষ্ঠ বামন হইয়া চাঁদধরার ন্যায় ভক্তপাদপদ্মের দুরাশা পোষণ করিতেছি মাত্র।

এই সংসার একটী বন্ধক। এই সংসার-বন্ধকে জীবগণ প্রাক্তন কর্ম্মানুসারে অর্থাৎ পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে যে যেরূপ কর্ম্ম করিয়াছিল সে সেইরূপভাবে কেহ রাজা, কেহ প্রজা, কেহ ব্রাহ্মণ, কেহ শূদ্র, কেহ প্রভু, কেহ ভৃত্য, কেহ মানব, কেহ পশু ইত্যাদি বিভিন্ন সাজে সজ্জিত হইয়া বিভিন্ন অভিনয় করিতেছে। আবার ইহজন্মে যে যেরূপ কার্য্য করিয়া যাইবে ভাবী জন্মজন্মান্তরেও সে সেরূপভাবেই স্ব-স্ব ভোগবাসনার উপযোগী দেহ গ্রহণ করিয়া পূর্ব্বার্জ্জিত কর্ম্মফলগুলি ভোগ করিতে থাকিবে। সুতরাং সময় বুঝিয়া চলা উচিত নহে কি? রৌদ্র থাকিতে থাকিতেই শস্য শুকাইয়া রাখা কর্ত্তব্য নয় কি? জীবন থাকিতে থাকিতেই পরজন্মের কথাটা চিন্তা করা একটু বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক নহে কি? কর্ম্ম করিয়া ফাঁকি দিবার উপায় নাই, একথা যেন আমাদের সতত মনে থাকে কথায় বলে, 'যেমন কর্ম্ম তেমন ফল'। সুতরাং নিজের জন্য কোন কিছু করিলে যখন কর্ম্মফল ভোগ করিতেই হইবে তখন অবশ্যম্ভাবী কর্ম্মফলের হস্ত হইতে—বিপজ্জনক স্ত্রীসম্ভোগ-সুখ, পুত্রমুখদর্শনসুখ বা স্বর্গ-সুখের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য নিজার্থে কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণার্থে কর্ম্ম করা উচিত নহে কি? এই যে কৃষ্ণার্থে কর্ম্ম বা কৃষ্ণসুখার্থে চেষ্টা, ইহা কর্ম্ম নহে—ভক্তি। তাই বলি, এই জগতে কর্ম্ম ছাড়িয়া ভক্তিরই একমাত্র আশ্রয়ণীয় বা মঙ্গল-সাধন নহে কি? বন্ধু-সমাগমে বন্ধুদিগের জন্য যেমন আপনা আপনি দেখা দেয়, প্রাক্তন কর্ম্মফলও সেইরূপ যথাকালে আপনা আপনি দেহধারিগণের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইয়া থাকে। সহস্র সহস্র ধেনু ও বৎস একস্থানে বিচরণ করিলেও দুগ্ধপানকালে যেমন আপন আপন মাতাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে, কর্ম্মফল-ভোগ সম্বন্ধেও তদ্রূপই। আমরা যেরূপ কর্ম্ম করি সেই সকল কর্ম্মের সাক্ষীস্বরূপে সূর্য্য, অগ্নি, আকাশ, পবন, চন্দ্র, সন্ধ্যা, দিবা, রাত্রি দিক্, পৃথিবী এবং ধর্ম্ম সর্ব্বত্রই বিরাজ করিতেছে। ইঁহাদের চক্ষুর অন্তরালে কুকর্ম্ম বা সুকর্ম্ম করিবার উপায় ত' নাই—উপরন্তু সর্ব্বসাক্ষী সর্ব্বতশ্চক্ষু, পাপপুণ্যফল-দাতা ভগবান্ বিষ্ণু সর্ব্বত্র সতত বিদ্যমান্ রহিয়াছেন। সুতরাং আমরা ফাঁকি দিব কাকে?

আমরা চেতন। কেহ বিশ্বাস করি বা নাই করি আমরা সকলেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সেবক সুতরাং জগৎ-পিতার সেবা ছাড়া—ভগবদ্ভক্তি ছাড়া অমৃতের পুত্র আমাদের আর কি করণীয় থাকিতে পারে? তাই বলি, যদিও বর্ত্তমানে আমরা কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হইয়াছি অর্থাৎ আমাদের শ্রেয়োবিষয়ে—সেবা-বিষয়ে রুচি নাই তথাপি এই প্রকৃত কর্ত্তব্য ভগবদ্ভক্তি আশ্রয় করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করা যে একান্ত উচিত তাহাতে আর সন্দেহ কি? আমরা কেহ ভক্তিকে আশ্রয় করিতে পারি আর নাই পারি, আমাদের জানিয়া রাখা দরকার বা ভাবিয়া রাখা উচিত যে চেতন আমাদের পূর্ণচেতন ভগবানের সেবা ছাড়া—ভগবদ্ভক্তি অবলম্বন ছাড়া অন্য কোন কৃত্য নাই বা থাকিতে পারে না। ইহাই আমাদের প্রথম কথা। কিন্তু এই কথাতে তৃপ্তি না হইয়া যদি কেহ কেহ আরও কুকার্য্য লন তাহা হইলে তাঁহারা প্রকৃত সাধুর সঙ্গ করুন, আমরা যে পরম-হংস সাধুগণের কৃপালাভের জন্য ব্রতপরিকর হইয়াছি, সেই গৌড়ীয়মঠবাসী সাধুগণের শ্রীমুখ সন্নিধানে শরণাপন্ন হউন; ইহাই আমাদের দ্বিতীয় কথা। এতদ্ব্যতীত বন্ধুবর্গের নিকট বলিবার অনেক কথা আমাদের হৃদয়ে আছে। কৃষ্ণেচ্ছা হইলে তাহা ক্রমশঃ পত্রিকাতে প্রকাশিত হইতে পারিবে। তবে ভগবানের সেবা ছাড়া—মহাপ্রভুর সেবা ছাড়া—ভক্তদের সেবা ছাড়া জীবের আর কোন মঙ্গলের রাস্তা নাই—পূর্ব্বোক্ত কথারই প্রত্যাবৃত্তি পুনরুক্তি করিয়া আজ আমরা বিদায় হইতেছি।

মায়াকে পিছনে রাখি' কৃষ্ণপানে চায়।
ভজিতে ভজিতে কৃষ্ণপাদপদ্ম পায়॥

শ্রাদ্ধ

শ্রদ্ধাপূর্ব্বক পিতৃগণের উদ্দেশে আদি ...... সেই শ্রাদ্ধ কহে। গোভিলসূত্রে দেখা যায় "শ্রদ্ধান্বিতঃ শ্রাদ্ধং কুর্বীত" অর্থাৎ শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া শ্রাদ্ধ করা কর্ত্তব্য। পুলস্ত্য-সংহিতায়ও শ্রাদ্ধের লক্ষণ বলা হইয়াছে—

"সংস্কৃতব্যঞ্জনাঢ্যঞ্চ পয়োদধিঘৃতান্বিতম্।
শ্রদ্ধয়া দীয়তে যস্মাৎ শ্রাদ্ধং
তেন নিগদ্যতে॥"

সুসংস্কৃত ব্যঞ্জন এবং দুগ্ধ, দধি ও ঘৃত-সংযুক্ত অন্ন যাহা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক প্রদত্ত হয় সেই অর্পণরূপ কর্ম্মই 'শ্রাদ্ধ' নামে অভিহিত। অমরকোষ বলেন—'শাস্ত্রোক্তবিধানেন পিতৃ-কর্ম্ম' শাস্ত্রোক্ত বিধানানুযায়ী পিতৃপুরুষগণের উদ্দেশে যে কর্ম্ম করা হয়, তাহাই শ্রাদ্ধ। বেদের কর্ম্মকাণ্ডে—তদধিকারী ব্যক্তি-গণের জন্য এই শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা আছে। পুরাণাদিতে, ভার্গবীয় মনুসংহিতা-গ্রন্থে শ্রাদ্ধ বিধি সম্বন্ধে অনেক কথা উল্লিখিত হইয়াছে। ব্রহ্মপুরাণে শ্রাদ্ধোৎপত্তির বিষয়ে লিখিত আছে যে, মহুবংশোদ্ভূত 'আত্রেয়' নামক অত্রির পুত্রের 'নিমি' নামে এক ধার্ম্মিক পুত্র ছিলেন। ঐ পুত্র সহস্র বৎসর তপস্যাচরণ করিয়া দেহত্যাগ করেন। মুনি পুত্রশোকে কাতর হইয়া শোকসন্তাপ-নিবারণের জন্য পুত্রের উদ্দেশ্যে কন্দমূল প্রভৃতি নানাবিধ উত্তম দ্রব্য দ্বারা শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান করেন। তখন সেইস্থানে নারদ-মুনি উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন যে, এই কার্য্যের দ্বারা নিমির .... পূর্ব্বে প্রথা এই

আদি নির্দেশ করিয়াছেন।' তখন হইতে জগতে শ্রাদ্ধ নামক কর্মের প্রচলন হয়। বিষ্ণুপুরাণ তৃতীয়াংশ ত্রয়োদশ অধ্যায়ে শ্রাদ্ধের প্রকার, শ্রাদ্ধের কাল, অধিকারী প্রভৃতি সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্য পাওয়া যায়। শ্রাদ্ধবিবেকধৃত বিশ্বামিত্রের বাক্যানুসারে নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য, বৃদ্ধি, সপিণ্ডন, পার্বণ, গোষ্ঠী, শুদ্ধ্যর্থ, কর্মাঙ্গ, দৈবিক, যাত্রার্থ ও পুষ্ট্যর্থ ভেদে শ্রাদ্ধ দ্বাদশপ্রকার। ভবিষ্যপুরাণে এই সব শ্রাদ্ধের লক্ষণ বর্ণিত আছে। (১) প্রত্যহ অনুষ্ঠেয় শ্রাদ্ধই—নিত্যশ্রাদ্ধ; (২) কেবল এক ব্যক্তির উদ্দেশ্যে কৃত শ্রাদ্ধ—নৈমিত্তিক; (৩) সকাম হইয়া কাম্যসিদ্ধির জন্য শ্রাদ্ধ—কাম্য; (৪) বৃদ্ধি বা অভ্যুদয়ের কারণ উপস্থিত হইলে যে শ্রাদ্ধ করা হয় তাহা—বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ; (৫) মৃত ব্যক্তিকে প্রেতদেহ হইতে মুক্ত করিবার জন্য মৃত্যুর এক বৎসর পরে পিতৃপিতৃগণের সহিত প্রেতপিণ্ডের মিশ্রণ করিয়া একত্র পিতৃলোকদের যে পাক তাহাই সপিণ্ডকরণশ্রাদ্ধ; (৬) অমা-বস্যা বা পর্বদিনে অনুষ্ঠেয় শ্রাদ্ধ—পার্বণশ্রাদ্ধ; (৭) পিতৃগণের উদ্দেশ্যে গোষ্ঠীগণের (জ্ঞাতিগণের) মধ্যে ভক্তিবিধির অনুষ্ঠান যে শ্রাদ্ধ তাহাই গোষ্ঠী-শ্রাদ্ধ; (৮) শুদ্ধির জন্য অনুষ্ঠিত শ্রাদ্ধ—শুদ্ধ্যর্থ; (৯) গর্ভাধান, সীমন্তোন্নয়ন প্রভৃতি সংস্কারকার্যে যে শ্রাদ্ধ তাহাই কর্মাঙ্গ; (১০) দেবতাগণের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠেয় শ্রাদ্ধ—দৈবিক; (১১) তীর্থ বা দেশান্তরগমনকালে অনুষ্ঠেয় শ্রাদ্ধ—যাত্রার্থ; (১২) শরীর ও অর্থাদি বৃদ্ধির জন্য যে শ্রাদ্ধ তাহা—পুষ্ট্যর্থ।

কর্মজড় ব্যক্তিগণের ধারণা এই যে, মানব মৃত্যুর পর প্রেতভাবাপন্ন হয়, পরে পুত্রাদি আত্মীয় বা জ্ঞাতিবর্গ তাহার (ঐ প্রেতের) উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধাদি কার্য করিলে প্রেতযোনি হইতে প্রেতের মুক্তি হয়। এই ধারণানুসারে মৃত ব্যক্তির দেহ-ত্যাগের দিন হইতে ব্রাহ্মণ একাদশ দিবসে, ক্ষত্রিয় ত্রয়োদশ দিবসে, বৈশ্য ষোড়শ দিবসে এবং শূদ্র একত্রিংশ দিবসে শ্রাদ্ধ করিয়া থাকেন ও পরে প্রতিমাসে মৃত্যুর তিথিতে "একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ" এবং একবৎসর পূর্ণ হইলে সপিণ্ডীকরণ-শ্রাদ্ধ করিয়া থাকেন। দাহ হইতে বর্ণানুসারে অশৌচ প্রভৃতির শেষ পর্যন্ত যে ক্রিয়া তাহার নাম "অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া", মাসিক একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধকে মধ্যক্রিয়া ও প্রেত একবৎসর অন্তে পিতৃত্ব প্রাপ্ত হইলে সপিণ্ডীকরণের পর যে সকল শ্রাদ্ধক্রিয়া থাকে উত্তরক্রিয়া বলা হয় (বিষ্ণুপুরাণ ৩।১৩।২৪-২৫)। কর্মকাণ্ডীয় শ্রাদ্ধবিধি সম্বন্ধে যে সমস্ত প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে কি শ্রাদ্ধ সম্বন্ধে কর্তব্য বা কি বাধ্যতামূলক, তাহা শ্রাদ্ধ

এবং সপিণ্ডীকরণ—যাবৎ এই ষোলটি শ্রাদ্ধ না করা হইবে, তাবৎকাল পর্যন্ত মৃত পিতৃগণ প্রেতত্ব হইতে মুক্ত হইতে পারিবেন না। সপিণ্ডীকরণ-শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠিত হইলে মৃত পুরুষের সূক্ষ্ম দেহ একবৎসর পরে প্রেত-দেহ পরিত্যাগ করিয়া ভোগদেহ প্রাপ্ত হয়।

"মৃতে সপিণ্ডীকরণে বর্ষঃ সংবৎসরাৎ পরম্।
প্রেতদেহং পরিত্যজ্য ভোগদেহং প্রপদ্যতে॥"

শ্রাদ্ধতত্ত্বধৃত বিষ্ণুধর্মোত্তর বচন ৩২ সংখ্যা এবং সমুদ্ধৃত বাক্যানুসারে এই সপিণ্ডীকরণান্ত ষোলটি প্রেতশ্রাদ্ধ বিপ্রাতি-গণের যাবৎ পর্যন্ত ধারাই অনুষ্ঠান করা কর্তব্য।

শ্রাদ্ধাদিতে বিষ্ণুপাঠ্য পরিত্যাগপূর্বক দান এবং বেদবিৎ ও সদাচারসম্পন্ন ব্রাহ্মণ-দিগকে ভোজন করাইবার বিধি আছে। ব্রাহ্মণকে বা যাহারা বেদগ্রহণপূর্বক পাঠ বা অধ্যাপনা করেন কিংবা কেবল অর্থাৎ অর্থগ্রহণপূর্বক নানা দেবতার পূজাদি করিয়া উদর সংস্থান করেন এইরূপ ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধে অপাংক্তেয় বলিয়া গণ্য হইবেন (বিষ্ণুপুরাণ ৩।১৫।৬-৭)। শ্রাদ্ধ-কালে ব্রাহ্মণগণকে হবিষ্য ভোজন করাইলে পিতৃগণ একমাস, মৎস্য প্রদানে দুইমাস, শশকমাংসপ্রদানে তিন মাস, পক্ষিমাংস-প্রদানে চারিমাস, শূকরমাংসপ্রদানে পাঁচমাস, ছাগমাংস প্রদানে ছয়মাস, এণমাংস দ্বারা সাতমাস, রুরুমৃগমাংসে আটমাস, গবয়মাংস প্রদানে নয়মাস মেষ-মাংস প্রদানে দশমাস, গোমাংসে দ্বারা একাদশমাস এবং বাধ্রীণস-মাংস প্রদান করাইলে বহুকাল পিতৃগণ পরিতৃপ্ত থাকেন। গয়া গমনপূর্বক শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃগণ বিশেষভাবে পরিতৃপ্ত হন। প্রায় ৪২০ বৎসর পূর্বে পরলোকগত স্মার্তশিরোমণি রঘুনন্দন ভট্টাচার্য মাতৃগর্ভ হইতে আরম্ভ করিয়া মরণ পর্যন্ত কর্মজড় দেহাত্মমানী হিন্দুগণের কর্তব্যসূচক অষ্টাবিংশতিতত্ত্ব নামে একখানি বৃহৎসংগ্রহগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া কর্মজড় সমাজে বিখ্যাত হন। বর্তমান অধিকাংশ হিন্দুনামধারী ব্যক্তিগণ মহামহোপাধ্যায় স্মার্ত রঘুনন্দনের এই কর্মজালেই বদ্ধ।

স্মার্ত রঘুনন্দন 'অষ্টাবিংশতিতত্ত্বের' অন্তর্গত শ্রাদ্ধতত্ত্বনামে একখানি স্মৃতিনিবন্ধ-গ্রন্থে কর্মকাণ্ডান্তর্গত শ্রাদ্ধবিধি সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। একটু সদসদ্বিচারসম্পন্ন ব্যক্তিই ঐ গ্রন্থ পাঠ করিয়া কর্মকাণ্ডের ছেলে ভুলান কথা ভালি বুঝিতে পারেন। ঐ গ্রন্থে নিত্য আত্মা বা পরমাত্মা শ্রীভগবানের সম্বন্ধে আলোচনা নাই—কেবল কি করিয়া বদ্ধজীবের স্থূল ও সূক্ষ্মদেহের ভোগ ইহ-কালে ও পরকালে হইতে পারে, তাহারই আলোচনা বিশেষভাবে এই গ্রন্থে দৃষ্ট হয়।

(ক্রমশঃ)

ডাঃ এস্.দাস এম্-এ,পি এইচ-ডি মহোদয়ের পত্র

লণ্ডন, ২২শে জুলাই, ৫৫

শ্রীনদীয়া-প্রকাশের সম্পাদক-মহোদয় সমীপেষু

সর্বাগ্রে আমার দণ্ডবৎ গ্রহণ করুন। আমার ডক্টরেট প্রাপ্তির জন্য আপনি আমার পূজনীয় গুরু-ভ্রাতৃবৃন্দের পক্ষ হইতে আমাকে যে আশীর্বাদ প্রদান ক'রেছেন, তা আমি শিরে ধারণ ক'রে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ক'রছি। এই সম্মান-প্রাপ্তির জন্য আমি উপলক্ষ্য মাত্র। পরমারাধ্যদেব এ দীনের প্রতি কৃপা ক'রে শক্তিপ্রদান ক'রেছিলেন, সেই বলে বলীয়ান্ হ'য়ে তাঁহার ও তাঁহার সেবকবৃন্দের সেবার কথা শাস্ত্রে বিবার প্রয়াস পেয়েছিলাম। ইহাতে আমার কোন কৃতিত্ব নাই। আমার মত অনভিজ্ঞ ও হতভাগ্যের দ্বারা এই সাফল্য-লাভ করিয়ে পরমারাধ্যদেব তাঁহার নিজ শ্রীচরণ-ধূলিকণার অতুল শক্তিমত্তা প্রকাশ করলেন। আপনারা আমাকে যে-সব প্রশংসা দিচ্ছেন, তা' আমি শ্রীগুরুপাদ-পদ্মে অর্পণ করছি। এই উপলক্ষে আমাকে যে আশীর্বাদ দিয়েছেন, ইহাও আমার দাসত্ব অংশ। আমার আরাধ্য শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভু ও শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ-প্রভু আমাকে অকাতরে ও অযাচিত সাহায্য ক'রেছেন, তাঁহাদের শ্রীচরণে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবার ভাষা আমার নাই। সাধ্যজীবন ও পরজীবনে তাঁহাদের কৃপা আমার একমাত্র সম্বল হোক্। আমি তাঁহাদের উভয়ের শ্রীচরণে চিরঋণী। আমার অসংখ্য গুরুভ্রাতা-ভগ্নীগণ চিঠির দ্বারা আনন্দোল্লাস প্রকাশ করেছেন। আমার প্রতি তাঁহাদের অনাবিল দয়া তাঁহাদের আশীর্বাদের মধ্যে ব্যক্ত হচ্ছে। আমি পুনঃ পুনঃ মাথা নুয়ে তাঁহাদের শ্রীচরণ অভিবাদন করছি। পরমারাধ্যদেব স্বয়ং, শ্রীপাদ ভাগবতপ্রভু প্রমুখ অসংখ্য গুরুভ্রাতা-গণ ও শিক্ষাগুরুগণ যে আন্তরিক আনন্দিত হয়েছেন, ইহাতেই আমার শান্তি। আমি বেশ অনুভব করছি তাঁহাদের একটু তুষ্টি বিধান করতে পেরেছি, ইহা হইতে শ্রেষ্ঠ পারিতোষিক আমি আর কি আশা করতে পারি? আপনাদের সেবা করা জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হোক্, আপনাদের কৃপা আমার একমাত্র সম্বল হোক্।

আমি Appendicular trouble and Hernia রোগে আক্রান্ত হ'য়ে অস্ত্রোপচার করাবার জন্য হাঁসপাতালে যাচ্ছি, তাই আমি সকলকে মনে মনে দণ্ডবৎ জানাতে ও পত্রোত্তর দিতে সমর্থ হ'লাম না ব'লে দুঃখ প্রকাশ করছি। যদি আপনাদের সেবা করবার জন্য এ যাত্রা বেঁচে উঠি তবে আপনাদের শ্রীচরণে আবার উপস্থিত হব। আমার অসুস্থতা-নিবন্ধন প্রত্যেককে পৃথক্ চিঠি না দেওয়ার জন্য নিজগুণে ক্ষমা করবেন, ইহাই আপনাদের শ্রীচরণে প্রার্থনা। আপনাদের আশীর্বাদের জন্য আমি পুনঃ পুনঃ দণ্ডবৎ জ্ঞাপন করছি। আপনাদের আশীর্বাদবারি আমার জাগ-তিক দুঃখকে নাশ ক'রে শ্রীগুরুপাদপদ্মে অর্পণ করুক, ইহাই এই দীনহীন প্রাণভরে প্রার্থনা করছে। আমার শ্রীগুরুদেবের জয় হোক্, আমার গুরুদেবের সেবকবৃন্দের জয় হো'ক্।

আপনাদের দীন সেবক—
সাধ্যানন্দ দাস

[আমাদের সতীর্থ শ্রীপাদ সাধ্যানন্দ দাস এম্-এ, পি-এইচ্-ডি, ভক্তিশাস্ত্রী, প্রত্নতত্ত্ববিশারদ মহোদয়ের অসুস্থতা-সংবাদে আমরা মর্মাহত। তিনি অতি সত্বর নিরাময় হউন—এতন্নিমিত্ত আমরা শ্রীনৃসিংহদেবের পাদপদ্মে পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা জ্ঞাপন করিতেছি। বিঘ্নবিনাশনের কৃপায় তিনি শীঘ্রই আরোগ্য লাভ করিয়া শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের সেবায় পূর্ণোদ্যমে আত্মনিয়োগ করিবেন। নঃ সঃ]

নবদ্বীপ-পঞ্জিকা

——:০:——

অদ্য হইতে ৪ দিনের

১৬ শ্রীধর ১৬ শ্রাবণ ১ আগষ্ট বৃহস্পতি আদি কারণোদশায়ী গৌরবিতীয়া প্রতিপদ দি সে ৫।৪৫ মঘা দণ্ডাদ্য রা বজ্রানুযোগ রা ৪।৫১ কৌলবকরণ।

১৭ শ্রীধর ১৭ শ্রাবণ ২ আগষ্ট শুক্র বিধি গর্ভোদশায়ী গৌরতৃতীয়া বিষ্ণু রা ৭।৪৫ পূর্বফল্গুনী দণ্ডাদ্য রা ৫।০ পরিঘযোগ রা ৫।৩১ তৈতিলকরণ।

১৮ শ্রীধর ১৮ শ্রাবণ ৩ আগষ্ট শনি অপার ক্ষীরোদশায়ী গৌরচতুর্থী শশিদ রা ৯।৪১ উত্তরফল্গুনী অথাক দিবাদ্য বণিজকরণ দি ৮।৪৬ গতে বিষ্টিকরণ রা ৯।৪৯ গতে ববকরণ।

১৯ শ্রীধর ১৯ শ্রাবণ ৪ আগষ্ট রবি সর্ব সঙ্কর্ষণ গৌরপঞ্চমী শ্রীদ রা ১১।৫৭ উত্তরফল্গুনী অথাক দি ৭।৩৫ শিবযোগ প্রাতঃ ১১ ববকরণ।

শুদ্ধভক্তি মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ

(আকর-মঠরাজ)

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ গজ উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যবর্য্য শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্যমঠ বিরাজমান। এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বতভক্তস্থলী। এই মঠাভ্যন্তরে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি বেদান্তসমূহের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের অর্চ্চন নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠ হইতে পারমার্থিক দৈনিকপত্র 'নদীয়া-প্রকাশ', সাত্বত-সম্প্রদায়ে অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থাদি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতি বৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অন্যান্য শুদ্ধগৌড়ীয় বৈষ্ণব-সদাচারমুখে মহামহোৎসবাদি তথায় অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত শুদ্ধভক্তি-প্রচারোদ্দেশ্যে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই শুদ্ধমঠাবাসে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দবিগ্রহ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি লীলা ও ভক্তগ্রন্থের সম্যক আলোচনা হয়। এই মঠ হইতে মহানগরীর সর্ব্বত্র হরিকথা-প্রচার, মহানগর-সঙ্কীর্ত্তন, বক্তৃতা, ব্যাখ্যা ও সঙ্কীর্ত্তন-মহা-মহোৎসবাদি অনুষ্ঠানের অনুষ্ঠান হয়। মঠরক্ষক—মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-স্থান মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া সহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী সেবাকোবিদ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী এখানে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান, রক্ষক—শ্রীমধুব্রত দাসাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—গোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

(৭) কাজীর সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপা-প্রাপ্ত শ্রীচাঁদ-কাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারী ভক্তালোক।

(৮) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও রাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান দাস ব্রহ্মচারী।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(১০) মোদদ্রুম-ছত্র গৌড়ের নৈমিষ

মাউগাছি, পোঃ ভাণ্ডারা, (বর্দ্ধমান)।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান। শ্রীগৌরনিত্যানন্দের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীকুঞ্জবিহারী ব্রজবাসী, ভক্তিভৃঙ্গ।

(১১) শ্রীভক্তিকুঞ্জ সুখকানন

শ্রীনৃসিংহদেব পল্লীর নিকটবর্ত্তী, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীসদানন্দ ব্রহ্মচারী

(১২) কুঞ্জকুটীর—পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া। রক্ষক—শ্রীঅমৃতানন্দ অধিকারী

(১৩) ভাগবত-আসন—পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

এই স্থান হইতে ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচারিত হয়। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তালোক, ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৪) একায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ রাসথালি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী ভক্তিসুধাকর।

(১৫) মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুল, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(১৬) মাধ্বগৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, পোঃ ঢাকা

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাবিনোদ বি-এ।

(১৭) গোপালজীউর মঠ—কমলাপুর, (ঢাকা)

গোপালজীউর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান। রক্ষক—শ্রীবনমালী দাস ব্রজবাসী।

(১৮) নিতাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)।

এখানে শ্রীনিতাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীঅপ্রাকৃত ব্রহ্মচারী

(১৯) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

মহাবাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ এম-এ, বি-এল।

(২০) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাধু, (ঢাকা)

এখানে মহাভাগবত শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(২১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভবেন্দু দাসাধিকারী।

(২২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ফুলবেড়িয়া, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী।

(২৩) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরজীবী, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে গুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান্দাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত।

(২৪) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী।

(২৫) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগড়ি, পোঃ বক্সীবাজার, (কটক)

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদবিহারীজীউর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর

(২৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ কুম্ভেশ্বর পুরী,

শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন।

(২৭) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদবিহারীজীউর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগদাধর অধিকারী

(২৮) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী দাসাধিকারী।

(২৯) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ;

পোঃ কভুর, গোদাবরী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—শ্রীনিমাইচরণ দাসাধিকারী ভক্তিলোচন।

(৩০) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪৭নং কালভৈরব, বেনারস সিটি

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(৩১) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ

(৩২) পরমহংস মঠ.

পোঃ নিমসার, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও গৌরবিনোদ-বিহারীজীউর সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীসত্যনারায়ণ দাসাধিকারী।

(৩৩) কৃষ্ণচৈতন্য মঠ

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

এখানে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিত্যসেবা হয়। রক্ষক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠ

কংসটীলা মথুরা

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ

(৩৫) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ—শ্রীরাধাকুণ্ড

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দচরণ ব্রহ্মচারী

(৩৬) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৩৭) গোবিন্দজী মঠ

সেখপাড়া, পোঃ তোতোল, জেলা গুরুদাসপুর (পাঞ্জাব) রক্ষক—শ্রীগোরানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪০নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর

(৩৯) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল।

এখানে গৌরবিনোদবিহারীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবনগোপাল অধিকারী।

(৪০) সারস্বত-গৌড়ীয় মঠ

ভারতীয় মাতাবনপুর, চট্ট, নি

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিস্বরূপ গিরি

(৪১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ রায়পেট্টা মাদ্রাজ।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিবিভব

(৪২) বোম্বে-গৌড়ীয়-মঠ কার্য্যালয়

প্রোক্টার রোড, ডোটানি বিল্ডিং, বাংলো নং ১, বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মা মজুমদার।

(৪৩) অম্বলি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অম্বলি, মেদিনীপুর

(৪৪) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী

(৪৫) পাটনা গৌড়ীয় মঠ

১০০ মিঠাপুর, পাটনা।

রক্ষক—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী বাগভূষণ

(৪৬) গয়া গৌড়ীয় মঠ

হিল সাইড, চার্চ রোড, গয়া

রক্ষক—উপদেশক শ্রীসর্ব্বেশ্বর বাগভূষণ

(৪৭) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠ বালেশ্বর

রক্ষক—শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয়

৩ গ্লষ্টার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, এস-ডব্লিউ ৭, লণ্ডন

রক্ষক—ত্রিদণ্ডস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন

(৪৯) বার্লিন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

Berlin W. 30

Eisenacher strasse 20 II;

(৫০) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

৩৫০ নং ডালহৌসী ষ্ট্রীট রেঙ্গুন।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম স্কন্ধ হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৶০
২। অনুভাষ্য বিবৃতি শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। অনুভাষ্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ... ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸৹
ও ৸৹
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—১৲; ২য় খণ্ড—৸৹
৭। শ্রীচৈতন্যদেব—১৲
৮। সংক্ষেপ ভাগবতামৃত—দীপিকা ও সংস্কার-দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণব ৭৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা)
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
৪। সাধনকণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরুদ্ধ-মত ।০
৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ।০
৮। ব্যাস-পাদ্যর ।০
৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৶০
২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৶০
২২। ভজন-রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ ও (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ৩৲
২৬ গীতার কেবল মূল-ভাষা ।০
২৭ দ্বাদশক্রিয়া অপসম্প্রদায় সাহায্য ২৲
২৮ বেদান্তদর্শনের সারার্থ ।০
২৯ প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸
৩০ দীন-দিন দর্পণ ৶০
৩১ সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৶০
৩২ গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩ নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪ ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫ গীতমালা ৵১০
নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭ ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮ শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯ ব্রজগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ।০
৪০ শরণাগতি ৵০
৪১ গীতাবলী ৵০
৪২ চিত্রে নবদ্বীপ ১।০
৪৩ সাধনকণ ৵০
৪৪ প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৵০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৵০
৪৬। অর্চ্চনকম্
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৵১০
৪৯। আত্মনঃ ৵১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মাধ্যমজরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৵০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণবোধ ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সাধ্যবাণী ৵০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যলীলামৃত সারঃ ।০
৬১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী চিন্তিতঃ ।০
৬২। সটিক-শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৬৩। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৪। সাত্বত্ব শিক্ষাষ্টক ৶০
৬৫। গৌড়ীয়মঠ পরিচয়ঃ ৵০
৬৬। সারাৎসারবর্ষণ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৭। রায় রামানন্দ ।০
৬৮। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন্ বেদান্ত ।০
৬৯। নামভজন
৭০। বেদান্ত—ইটস্ মর্ফলজি অ্যাণ্ড অণ্টলজি ।০
৭১। বিলেটিড ওয়ার্ডস্ ।৶০
৭২। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।০
৭৩। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৪। কোয়াইট্ গৌড়ীয়মঠ টিচ্ ইট ৵০
৭৫। দি ভাগবত ।০
৭৬। থিয়োটিক প্রিন্সিপ্লস্ অ্যাণ্ড অ্যাবেণ্ডেন্স ডিভোসন ।০
৭৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২।০
৭৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৭৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮০। সাধন-পথ ।০
৮১। কল্যাণ-কল্পতরু ৵১০
৮২। গীতাবলী ৵০
৮৩। শরণাগতি

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৮৪। শরণাগতি ৵০

তেলগু ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-সম্ভূত ... জ্বর ... প্লীহা, যকৃৎ ... এক সপ্তাহ ব্যবহারে ... জ্বর ... পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া ... মূল্য ছোট বোতল ৸৹ আনা, বড় বোতল ১৶০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।
অথবা
পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউন্‌টেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং
কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার
কলিকাতা

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানি পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা অক্ষরে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। একখানি গ্রন্থ-সূচী ও শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তসাংখ্যতীর্থ-সম্পাদিত ও ... ভক্তিভূষণ ... এম, এ, এম, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

যখন ব্যাধিরপ্রকোপ
চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়ে
তখন প্রচুর পরিমানে

রবিনসনের

'পেটেন্ট'

বার্লি

সেবন করুন

ইহাতে আপনি সুস্থ
থাকিবেন এবং আপ-
নার ডাক্তারের খরচ
বাচিয়া যাইবে

B.6

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'শ্রীবাস' নবদ্বীপ

দৈনিক

REG. NO C. 1544

তৈত্তিরীয়োপনিষদ্

বড় অক্ষরে মূল ও অনুবাদসহ প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি উত্তম। ভিক্ষা ।০ মাত্র
শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

"গৌড়ীয়"

৭ম বর্ষ হইতে ১১শ বর্ষ পর্য্যন্ত পাঁচ বর্ষ কাগজে বাঁধাই ভিক্ষা ৩৷০ মাত্র।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ
বাগবাজার, কলিকাতা

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত—নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১০ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১৭ই শ্রাবণ, শুক্রবার ১৩৪২, ২রা আগষ্ট ১৯৩৫ [১৩০তম সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

মুসলমান রাষ্ট্রসঙ্ঘ গঠন
আতাতুর্কের নূতন উদ্যম

কাইরো হইতে প্রকাশিত দৈনিক "আল-আহরাম" পত্রিকায় লেখা হইয়াছে যে, আতাতুর্ক (মুস্তাফা কামালপাশা) সম্প্রতি তেহরানে বিশিষ্ট মুসলমান রাষ্ট্রসমূহের প্রতিনিধিগণের এক বৈঠক আহ্বান করিবার চেষ্টায় আছেন। সমস্ত মুসলমান রাষ্ট্রগুলিকে লইয়া একটি মুসলমান রাষ্ট্রসঙ্ঘ গঠন করা যায় কিনা, এই সম্বন্ধে আলোচনা করাই আতাতুর্কের উদ্দেশ্য।

মিশরের জাতীয়দল অর্থাৎ ওয়াফদ দলের নেতা মিঃ নাহাস পাশাই সর্ব্বপ্রথমে মুসলমান রাষ্ট্রসঙ্ঘ গঠনের প্রস্তাব করিয়াছিলেন। তবে নানা কারণে তিনি এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন নাই। ইদানীং ইউরোপে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে, তাহাতে মুসলমান রাষ্ট্রসঙ্ঘ গঠনের প্রস্তাবে নূতন প্রেরণা আসিয়াছে।

দুইদল বেদুইনের মধ্যে দাঙ্গা

করাচীতে দুইদল বেদুইনের মধ্যে দাঙ্গার সময় গুলী চালনার ফলে একজন নিহত ও তিনজন গুরুতর আহত হইয়াছে। বিবাদমান দুই দলের মধ্যে বহুদিন হইতেই রেষারেষি চলিতেছিল। প্রকাশ, একদল বেদুইন জেকোবাবাদ হইতে নবাবশাহ জিলার শাহাদাদ ষ্টেশনে আসিয়া তথায় বাসিন্দাদের বস্তী আক্রমণ করে। উক্ত বাসিন্দারা তাহাদের প্রতিপক্ষীয় লোক। ঘটনাস্থলে পুলিশ আসিবার পূর্ব্বেই আক্রমণকারীগণ পলায়ন করে।

ইতালীতে ভীষণ দুর্ঘটনা
বারুদের কারখানায় বিস্ফোরণ

ভারেসের নিকটবর্ত্তী টাম্বেরে এক বারুদের কারখানায় বিস্ফোরণের ফলে পঞ্চাশজনের প্রাণহানি হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

ধ্বংসস্তূপের মধ্য হইতে ৩৮টী মৃতদেহ উদ্ধার করা হইয়াছে নিহতদের মধ্যে ৩৫ জন রমণী।

উক্ত কারখানায় পাঁচশত জন লোক কাজ করে। তন্মধ্যে অধিকাংশই অক্ষত দেহে রক্ষা পাইয়াছে। ২০ জনকে সাংঘাতিকরূপে জখম অবস্থায় হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে।

কারখানার যে অঞ্চলে বিস্ফোরণ হইয়াছে, উহার বোমা রপ্তানীর মাল মশলা রাখা হইতেছিল। এক বালিকার হাত হইতে বিস্ফোরক দ্রব্যপূর্ণ একটি বাক্স পড়িয়া যাওয়ার ফলেই এই দুর্ঘটনা হয়। অবশ্য এই সংবাদের সত্যাসত্য এখনও নির্দ্ধারিত হয় নাই।

বিস্ফোরণ এত সাংঘাতিক ধরণের হইয়াছিল যে, কারখানার জানালাকপাট গুলি বহু দূরে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। কারখানা-গৃহের কিছু কিছু ভগ্নাবশেষ এবং কয়েকটি মৃতদেহ এতদূরে গিয়া পড়িয়াছিল যে, তাহা সত্যই দারুণ ভীতিপ্রদ।

সৈন্যদল ও কারাবিনিয়ারীগণ মৃতদেহগুলি বাহির করিবার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেছে। কিন্তু কারখানা অঞ্চলের তীব্র দুর্গন্ধের জন্য তাহারা বারবার বাধাপ্রাপ্ত হইতেছে।

গত সপ্তাহে ইতালী সরকার এই কারখানা পরিচালনার ভার লইয়াছিলেন।

ভারত সরকারের নূতন ঋণ
শতকরা তিনটাকা সুদে পনের কোটী টাকা

ভারত সরকার শতকরা তিন টাকা সুদে ১৫ কোটি টাকা ঋণ গ্রহণ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। ৫ই আগষ্ট হইতে এই ঋণের আবেদন গৃহীত হইবে। নগদ টাকা ১৯৩৫ সালের ৫৲ টাকা সুদের ট্রেজারি সুদের বণ্ড বা ৬.০ টাকা বণ্ডের বদলে এই ঋণপত্র প্রদত্ত হইবে। মোটামুটি ১৫ কোটী টাকা উঠিয়া গেলেই আবেদন লওয়া বন্ধ হইবে। ঐ পরিমাণ টাকা উঠুক বা না উঠুক ১০ই আগষ্টের পর কোনও আবেদন গৃহীত হইবে না। প্রথম দিনেই যদি ১৫ কোটী টাকার বেশী পাওয়া যায় তবে যাহারা নগদ টাকায় এই ঋণপত্র ক্রয়ের দরখাস্ত করিবে তাহাদিগকে তাহাদের দরখাস্ত অনুযায়ী সম্পূর্ণ ঋণপত্র না দিয়া অংশতঃ দেওয়া হইবে।

প্রতিশত টাকার ঋণপত্রের মূল্য ৯৭৷০ টাকা ধার্য্য হইয়াছে। ১৯৫১ সালের পূর্ব্বে নহে এবং ১৯৫৪ সালের পরে নহে—এই সময়ের মধ্যে এই ঋণ পরিশোধ করা হইবে।

টিকেট চেকারের রহস্যজনক মৃত্যু

লক্ষ্ণৌ-এর একজন টিকেট চেকারের রহস্যজনক ভাবে মৃত্যু হইয়াছে। ই আই রেলওয়ের টিকেট পরীক্ষক মিঃ পি এন বর্ম্মা মোরাদাবাদ দিল্লী লাইনে কাজে নিযুক্ত ছিল। ১৭ই জুলাই প্রাতে গড়-মুক্তেশ্বরের নিকট তাহার মৃতদেহ পাওয়া যায়। মনে হয় চলন্ত গাড়ী হইতে পড়িয়া যাইয়া তাহার মৃত্যু হইয়াছে।

কোয়েটার অবস্থা
সম্পত্তি উদ্ধার কার্য্যে বিলম্ব

কোয়েটার শেষ সংবাদে প্রকাশ যে, কোয়েটার সম্পত্তি উদ্ধার কার্য্য আরম্ভ হইবার এখনও বিলম্ব আছে। ভূমিকম্প কমিশনার মেজর বার্নেস খুব সম্ভবতঃ আগামী আগষ্ট মাসের মধ্যভাগে কোয়েটা আসিবেন এবং তখনই স্থির হইবে সম্পত্তি উদ্ধার কার্য্য কখন আরম্ভ হইবে।

ইতিমধ্যে ক্যান্টনমেন্ট হইতে ৭ মাইল দূরে বারিমদের কাটিমার নিকট কুটীর নির্ম্মাণ কার্য্য দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। তাঁবু খাটানো কার্য্যও প্রায় শেষ হইয়া আসিল। পাঞ্জাবী শ্রমিকগণ বর্ত্তমানে রাস্তা পরিষ্কার ও নানা সেবা কার্য্যে ব্যাপৃত আছে।

ঘোড় দৌড়ের মাঠে ৯ হাজার আশ্রয়প্রার্থী রহিয়াছে। তাহারা এখনও নূতন ছাউনীতে যায় নাই।

যে সব পাকা বাড়ীর অবস্থা অত্যন্ত বিপজ্জনক, অথবা আংশিক ভাবে বিপজ্জনক অবস্থায় আছে তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলা হইতেছে।

কুকুরের সতর্কতায় জীবন রক্ষা

সদর স্পেশাল ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এ ফকরুদ্দীন সদর এক্সাইজ ইন্সপেক্টারের জন্য নির্দ্দিষ্ট বাংলোর সম্মুখে ... নিকটবর্ত্তী বাসায় অবস্থান করিতেছিলেন। একদিন রাত্রিকালে তিনি বারান্দায় নিদ্রা যাইতেছিলেন। এই সময় একটি বিষধর সাপ বারান্দায় প্রবেশ করে। সৌভাগ্যক্রমে মিঃ ফকরুদ্দীনের কুকুর সতর্ক ছিল। কুকুরের চীৎকারে তাঁহার ও তাঁহার লোকজনের ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়। তাহারা সমবেতভাবে সর্পটিকে তাড়া করিলে সর্পটী জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া যায়।

নদীয়া প্রকাশে প্রকাশনার

৭, শুক্রবার ১৩৪২

অশ্লীল সাহিত্য ও চিত্র প্রচারের প্রতিবাদ

[illegible] সভায় [illegible] পাঞ্চালের [illegible] অধিবাসীবৃন্দের এক বিরাট সভা হয়। [illegible] সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। কুরুচিপূর্ণ [illegible] বিজ্ঞাপন এবং অশ্লীল সাহিত্য প্রভৃতি প্রচারের ফলে সমাজের, বিশেষভাবে অল্পবয়স্ক যুবকদের নৈতিক চরিত্রের যে অবনতি ঘটিয়া থাকে ঐ সভায় তাহার প্রতিবাদ করা হয়। ঐ সমস্তের প্রচার কিরূপে বন্ধ করা যায় তাহার উপায় উদ্ভাবনের জন্য আলোচনা হয়। সভায় কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। একটী প্রস্তাবে সরকারকে এই সকল কুরুচিপূর্ণ প্রচার নিবারণের [illegible] ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য অনুরোধ জানানো হয়।

বেজায় কামড়ে জলাতঙ্ক রোগ

প্রায় ছ মাস পূর্ব্বে একদিন গভীর রাত্রে [illegible] সরোজভূষণ [illegible] একমাত্র [illegible] পুত্র [illegible] ঘুমন্ত অবস্থায় বেজীতে (নেউলে) কামড়ায়। পরের দিন জনৈক [illegible] ডাক্তারকে দেখান হয় এবং [illegible] ডাক্তারদের পরামর্শ লওয়া হয়। [illegible] চিকিৎসকেরাই বলেন — "[illegible] কামড়াইলে ভয়ের কারণ নাই।" কিন্তু হঠাৎ ছই মাস পরে [illegible] জলাতঙ্ক রোগ দেখা দেয় [illegible] একটি দিন [illegible] তাহার মৃত্যু হয়।

ভারতে জাপানের [illegible]

[illegible] অবস্থা [illegible] ভারতে [illegible] করিবার জন্য [illegible] জাপানের [illegible] হয়। [illegible] জাপানে [illegible] গিয়াছেন [illegible] জাপানে [illegible] তিনি [illegible] বিভিন্ন [illegible] করিয়াছেন। [illegible] অবস্থা [illegible]

এরূপ অনুমিত হইতেছে, আমাদের মাতৃভূমির উন্নতির সুযোগে জাপানীর [illegible] তাহার সহিত বাণিজ্য বাড়িয়া অচিরে [illegible] জাপানে একজন ভারতীয়

ট্রেড কমিশনার নিয়োগ সম্বন্ধে আলোচনা করিবেন।

একাধিক কৃপাণ রাখার অভিযোগ

একাধিক কৃপাণ রাখার অভিযোগে ২১শে জুলাই অস্ত্র আইন অনুসারে পাঁচজন শিখকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। কিছুদিন [illegible] গ্রেপ্তার করা হইয়াছে, এই সম্পর্কে [illegible] এ পর্য্যন্ত মোট ১৭ জন গ্রেপ্তার হইল।

গাঁজা আইন ভঙ্গের অভিযোগ

গত ২৮শে জুলাই প্রকাশ্যে গাঁজা আইন অমান্য করার অভিযোগে ১২জনের প্রতি ৪ টাকা হইতে ৬ টাকা জরিমানা হয়। গাঁজা আইন ভঙ্গের অভিযোগে এ পর্য্যন্ত মোট ৪২৫ জন দণ্ডিত হইয়াছে।

গাঁজা আইন ভঙ্গের সংস্রবে গত [illegible] জুলাই [illegible] লাহোরের এক ম্যাজিষ্ট্রেট [illegible] জনের প্রতি [illegible] মাস কারাদণ্ডের আদেশ দেন। [illegible] তাহাদিগকে মুক্তি প্রদান করিয়াছেন। তিনি রায়ে বলিয়াছেন যে, আসামীদের বাড়ীর বাহির [illegible] কোন [illegible] হয় নাই বা তাহা ঐ উদ্দেশ্যে বাড়ীর বাহির হয় নাই।

— —

[illegible] মামলা

চট্টগ্রামের খবর। [illegible] ঘোষাল [illegible] একটি [illegible] মামলা [illegible] ছেন। [illegible] আদেশ হইয়াছে।

[illegible] প্রকাশ, গত ২৮শে [illegible] স্ত্রী তাহার সন্তান [illegible] ছিল এমন সে একটি [illegible] স্ত্রীর [illegible] করে। ফলে তাহার মাথায় [illegible] যায়। [illegible] চীৎকার করিতে থাকে। চীৎকার শুনিয়া [illegible] লোক জোটাইয়া আসে [illegible] দেখে। [illegible] চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু তাহারা [illegible] লইয়া গেলে।

[illegible] ঘটনার [illegible] রূপ করিয়াছে।

জুরীরা একমত হইয়া তাহাকে দোষী বলেন। জজ জুরীদের মত গ্রহণ করিয়া তাহার প্রতি যাবজ্জীবন দীপান্তরের আদেশ দিয়াছেন।

৪০টাকার জন্য নরহত্যা

জামালপুর রাবণীবাগ [illegible] গ্রামে মাত্র অর্থের জন্য এক নরহত্যা সংঘটিত হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। বনকান্তি নামক জনৈক শিক্ষককে ঐ গ্রামের বিদ্যালয়ে বদলী করা হইয়াছিল। তিনি তাহার বাসা ঠিক করিবার জন্য ঐ গ্রামে উপস্থিত হইলে গ্রামের [illegible] তাহাকে একটি ঘর ঠিক করিয়া দিয়া [illegible] স্থানীয় একজন বিবাগীকে তাহা সঙ্গে দেন। তিনি তাহার [illegible] গিয়া এক [illegible] নিকট হইতে ৪০টাকা আদায় করেন; অতঃপর তিনি ঐ অর্থ লইয়া পথপ্রদর্শক ঐ বিবাগীর সহিত [illegible] যাত্রা করেন। পথিমধ্যে বিবাগী তাঁহাকে লাঠি দ্বারা হত্যা করিয়া ঐ ৪০টাকা আত্মসাৎ করে। অতঃপর সে [illegible] উপস্থিত হইয়া বলে যে, শিক্ষক পরে আসিবেন। ইতোমধ্যে কয়েকজন [illegible] শিক্ষকের মৃতদেহ দেখিতে পাইয়া পুলিশে সংবাদ দেয়। সন্ধ্যার সময়ে হত্যাকারী মৃতদেহ স্থানান্তরিত করিবার জন্য ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইলে ৩০২ ধারা অনুযায়ী ধৃত হয়।

চিত্রপটে হত্যাকাণ্ড

[illegible] অন্তর্গত [illegible] বর্ত্তী জনৈক "গাছ বুড়া" গ্রামের [illegible] খুন হইয়াছে এমন [illegible] সংবাদ আসিয়াছে।

প্রকাশ যে, উক্ত [illegible] জনৈক [illegible] তাহার স্ত্রীর চরিত্রে সন্দেহ করিত। [illegible] এবং [illegible] তাহাদের উভয়ের মধ্যে [illegible] হয়। ঘটনার [illegible] উভয়ের মধ্যে তুমুল ঝগড়া হয় এবং উক্ত [illegible] তাহার স্ত্রীকে তাড়াইয়া দেয়। [illegible] সংবাদ দেয়। [illegible] তাহার [illegible] বলে, অতঃপর তাহা [illegible] লোক [illegible] আরোপ করে। হঠাৎ উক্ত [illegible] আকাশ [illegible] যে, সে একটি [illegible] আক্রমণ করে এবং কয়েক মিনিট পরেই লোকটি মারা যায়।

[illegible] পলায়ন করে। ঘটনা সংবাদ পাইয়া পুলিশ উক্ত [illegible] করে [illegible] [illegible]

[illegible] সংস্পর্শে সংজ্ঞাহীন

পাটনা সহরের [illegible] অঞ্চলে [illegible] সংস্পর্শে ৭০ বৎসর বয়স্ক এক ব্যক্তি ও দুইটী মহিলা জ্ঞানহীন হইয়া পড়িয়াছে। প্রকাশ, [illegible] সাত (৭০)

তাহার বাড়ীর ছাদে কাপড় শুকাইতে দিবারকালে তাহার কাপড় বৈদ্যুতিক তারে আটকাইয়া যায়। তাহার চীৎকারে বাড়ী ছইটী মহিলা ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে উদ্ধার করিতে চেষ্টা পায়। বিদ্যুৎশক্তি প্রভাবে তাহাদের একজন উপর হইতে [illegible] নিক্ষিপ্ত হয় ও অজ্ঞান হইয়া পড়ে। অপর জনও সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়ে। তাহাদের তিনজনকেই হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। মহিলাদের মধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

সবডেপুটির কারাদণ্ড

ঢাকা, সব ডেপুটি কালেক্টর ও সার্কেল অফিসার [illegible] গবর্ণমেণ্টের টাকা আত্মসাৎ করিবার অভিযোগে গ্রেপ্তার হইয়াছিলেন। তাহার বিরুদ্ধে এ অভিযোগ আনা হইয়াছিল যে ঢাকা জিলা [illegible] হিসাবে [illegible] জন্য সরকার হইতে যে টাকা দেওয়া হইয়াছিল তাহা তিনি আত্মসাৎ করিয়াছিলেন। জুরীগণ একবাক্যে আসামী দোষী বলিয়া মত প্রকাশ করায় হাকিম তাহাকে তিন বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড ও ৩০০০৲ টাকা অর্থদণ্ড অন্যথায় আরও ১৮ মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

- —

নোয়াখালি জেল খালি হইল

নোয়াখালি খালের পার ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে জেলের পূর্ব্বদিকের দেয়াল পর্য্যন্ত আসিয়াছে। যে কোন সময়ে এই দেয়াল ভাঙ্গিয়া খালের মধ্যে পড়িতে পারে এই আশঙ্কায় কয়েদী ও বিচারাধীন কয়েদীদিগকে এই জেলে রাখা সঙ্গত নহে বলিয়া জেলার কর্ত্তৃপক্ষ তাহাদিগকে অন্যত্র প্রেরণের ব্যবস্থা করিয়াছেন। গত ২৭শে জুলাই এই জেল খালি করিয়া সমস্ত কয়েদীদিগকে বাজিতে নুতন জেলে প্রেরণ করা হইয়াছে।

যুবকের প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব

লক্ষ্মীপুর থানার চাঁদখালা গ্রামের অধিবাসী জনৈক মুসলমান যুবক গত ৬ই শ্রাবণ কালকিনির চরের এক খালের পাড়ে ঘোড়ার সঙ্গে গরু চরাইতেছিল। এমন সময় সে হঠাৎ একটি কুম্ভীর কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া নদীর দিকে নীত হওয়ার সময় বুদ্ধিবলে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে। সে কুম্ভীরটির দুইটি চক্ষু এত জোরে চাপিয়া ধরে যে যন্ত্রণায় অস্থির হওয়া কুম্ভীর তাহাকে দূরে নিক্ষেপ করিতে বাধ্য হয়। যুবকটির পেটে ও উরুতে সাংঘাতিক জখম হইয়াছে। সে বর্ত্তমানে ডাক্তারের চিকিৎসাধীন আছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
—পারমার্থিক পত্র—
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়-
স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্।
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৩য় বর্ষ { ১৭ শ্রীধর গৌরাব্দ ৪৪৯, ১৭ই শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১৩৪২, ২রা আগষ্ট ইং ১৯৩৫ শুক্রবার } ১৩০তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

কৃষ্ণনগরে প্রভুপাদ

আচার্য্যবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর কতিপয় শিষ্য-সমভিব্যাহারে প্রায় একমাস কাল বোম্বে মহানগরীর সজ্জনগণের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া গত ২৮শে জুলাই প্রাতঃকালে কলিকাতা মহানগরীতে পদার্পণ করিয়াছেন, এই সংবাদ পাঠকগণ অবগত আছেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ গত ১৫ই শ্রাবণ বুধবার কলিকাতা গৌড়ীয়মঠ হইতে যাত্রা করিয়া ১৭ নং আপ্ ট্রেণে কৃষ্ণনগরে শুভাগমন করিয়াছেন। ভক্তবৃন্দ ষ্টেশনে যাইয়া সপার্ষদ আচার্য্যবর্য্যের পাদপদ্ম বন্দনা করেন এবং মোটরযান-যোগে শ্রীকৃষ্ণকুটীরে লইয়া যান। তথায় তত্রত্য জনগণের হরিকথা-শ্রবণের সুযোগ হয়।

'শরণাগতি' ও 'কল্যাণ-কল্পতরু'র পুনঃমুদ্রণ

বর্ত্তমানযুগে শুদ্ধভক্তিমন্দাকিনী-স্রোত-প্রবাহের ভগীরথ ঠাকুর শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদের গ্রন্থাদি গৌড়ীয়-সাহিত্য-মন্দিরের এক একটী অপূর্ব্ব ও অমূল্য রত্ন। এমন সুন্দর ছন্দে, এমন সুন্দর সরল সহজ ভাষায় শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তমালা গীতাকারে ও প্রবন্ধাকারে অতি অল্পই প্রকাশিত হইয়াছে। বঙ্গের বৈষ্ণব-সমাজের কাহারও নিকট বোধ হয় ঠাকুরের 'শরণাগতি' ও 'কল্যাণকল্পতরু' অবিদিত নহে। এই গীতি-গ্রন্থদ্বয়ের আকার অতীব ক্ষুদ্র—যথাক্রমে মাত্র /০ ও /১০ পয়সায় পাওয়া যায়; তথাপি ইহাতে মহাপ্রভুর উপদেশবাণী অতি সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে। শরণাগতি-ব্যতীত ভগবদ্ভজন আরম্ভ হয় না। গীতার চরম উপদেশ 'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য' শ্লোকে যাহা বিবৃত হইয়াছে; তাহাই সংক্ষিপ্তভাবে শরণাগতির কথা। 'শরণাগতি' সুষ্ঠুরূপে প্রস্ফুটিত হইয়াছে শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের 'শরণাগতি'তে। ঠাকুরের 'কল্যাণকল্পতরু' ঠিকই নিত্যকল্যাণের কল্পতরু। এই তরুর অমৃত-ফল-লাভের সৌভাগ্য হইলে ত্রিতাপ চিরতরে দূরীভূত হয়, জন্মমরণমালার শৃঙ্খল হইতে নিষ্কৃতি লাভ হয় এবং অখণ্ড-আনন্দ-লীলাময়বিগ্রহের সেবানন্দে নিত্য অবস্থিত থাকিবার সুযোগ হয়। এই গ্রন্থদ্বয়ের অল্প সময়ের মধ্যেই পুনঃ পুনঃ মুদ্রণ দেখিয়াই বেশ বুঝা যায়, দেশবাসিগণ ইঁহাদের আদর করিতে শিখিয়াছেন। ইহা দেশবাসিগণের পক্ষে নিশ্চয়ই গৌরবের ও সৌভাগ্যের বিষয়। সম্প্রতি গ্রন্থদ্বয়ের আর এক সংস্করণ মুদ্রিত হইতেছে জানিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি।

ভক্তির স্বরূপ সম্বন্ধে ভ্রম

গত ৪ঠা শ্রাবণের গৌড়ীয়ের প্রথম প্রবন্ধে ভক্তির স্বরূপ-সম্বন্ধে কয়েকটী সাধারণ ভ্রম গৌড়ীয়-সম্পাদক মহোদয় অতি সুন্দররূপে প্রদর্শন করিয়াছেন। কিছুকাল পূর্ব্বে তিনি "সমন্বয় ও সাম্প্রদায়িকতা" নামক যে গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহাতেও অনেক সাধারণ ভ্রম প্রদর্শিত হইয়াছে। অন্ধবিশ্বাস ও অন্ধ ভাবের উত্তেজনায় উত্তেজিত না হইয়া আমরা যদি নিরপেক্ষভাবে ঐ প্রবন্ধদ্বয় আলোচনা করি তাহা হইলে আমাদের প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হইবে। ভক্তি-সম্বন্ধে আরও অনেক সাধারণ ভ্রম আছে, আশা করি তাহাও আমরা গৌড়ীয়সম্পাদকের লেখনী হইতে ক্রমশঃ জানিবার সুযোগ পাইব। গৌড়ীয়-সম্পাদক মহোদয়ের বিষয়-বিন্যাস যিনি একবার লক্ষ্য করিবেন তিনি তাহার ভূয়সী প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিবেন না। বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ গৌড়ীয় যেভাবে জীবমঙ্গলকার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন, তাহাতে আচার্য্যের অযাচিত কৃপা ভাগ্যবান্ ব্যক্তিমাত্রেই উপলব্ধি করিতেছেন দেখিয়া আমরা আনন্দিত।

কৃপা-ভিক্ষা

বহুদিন ধ'রে, অজ্ঞানান্ধকারে,
অন্ধীভূত চক্ষু মোর।
তব শ্রীচরণ, ভুলে ছিল মন,
বিষয়ে হ'য়েছে ভোর॥
কৃপার সাগর, ওহে গুরুবর,
নাই তার পারাপার।
কৃপা বিতরিতে, এই অবনীতে,
হইয়াছ অবতার॥
তুমি পূর্ণব্রহ্ম, তোমার মহত্ত্ব,
জানিবার শক্তি কা'র?
তব কৃপা-কণ, পায় যেই জন,
সেই জানে তত্ত্বসার॥
সর্ব্বজীবগণে উদ্ধারকারণে,
কৃপা-মূর্ত্তিরূপ ধরি'।
অভাব ভাঙ্গিতে, স্বভাব জাগাতে,
এলে প্রভু কৃপা করি'॥
তুমিত নিস্পৃহ, নিত্য তব দেহ,
সর্ব্ববিদ্যা-বিশারদ।
শিষ্যের সংশয়, কর তুমি ক্ষয়,
নাশ' অভিমান মদ॥
শ্রীকৃষ্ণের যশ, গাহিতে অলস,
নাহি হও কভু তুমি।
গৌর-কৃষ্ণনাম, গাহি' অবিরাম,
ভ্রমিছ এ বিশ্বভূমি॥
কৃপা-মূর্ত্তিধর, ওহে গুরুবর,
প্রকাশি' কৃপার খনি।
বিলালে সবারে, তুমি অকাতরে,
[illegible]॥
হেন অবতারে, যত পামরেরে,
তরাইলে কৃপা করি'।
লভি' কৃপাকণ, সজ্জন দুর্জ্জন,
ভজিল ও পদ ধরি'॥
বিষয়েতে মন, মত্ত সর্ব্বক্ষণ,
তাই তব কৃপা হ'তে।
হইয়া বঞ্চিত, এবে অবিরত,
বিষয়-ভোগেতে মে'তে॥
বহুদিন ধ'রে, অসত্যের ডোরে,
বন্দী মায়া কারাগারে।
তুমি কৃপা কর, মোহ ভেঙ্গে যাব,
বাঁধ তোমার দ্বারে॥
তব কৃপা-ধন, ছাড়ি' মূঢ় মন,
মায়াপাশে বদ্ধ হয়।
পতিত জনেরে ধ'রি কৃপাডোরে,
রাখ প্রভু রাঙা পায়॥
এই নিবেদন, করি' সর্ব্বক্ষণ,
তোমার চরণে প্রভু।
অনুক্ষণ, তব শ্রীচরণ,
যেন না'হি ভুলি কভু॥
তোমার চরণ, সে'বিবারে মন,
যেন সর্ব্বক্ষণ ধায়।
করিয়া প্রসাদ, এই আশীর্ব্বাদ,
কর দীনে অসহায়॥
তব কৃপা বলে, বঞ্চিত যে জন,
সে-জীবনে কাজ নাই।
(তব) পদযুগল, সর্ব্বদায় ধন,
এই মাত্র ভিক্ষা চাই॥

—শ্রীরাধারমণ ব্রহ্মচারী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৭ শ্রীধর তিথি গৌরাব্দ ৪৪৩

নাস্তিকতার কারণ

ঈশ্বর নিরাকার অথচ তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন। ঈশ্বর অকর্তা কিন্তু তিনি পালন করিয়াছেন। ঈশ্বর সর্বময় অথচ তিনি সংহারকর্ত্তা। ঈশ্বর কালের অতীত, তথাপি বর্ত্তমান। ঈশ্বরে এই প্রকার অনন্ত পরস্পর বিরোধি-গুণের সমাবেশ দেখা যায়। বাক্য ও মন তাঁহার কূল কিনারা পায় না। যুক্তি-বিচারদ্বারা তাঁহার কোনই মীমাংসা করিতে পারা যায় না। একমাত্র যুক্তিকেই অবলম্বন করিয়া যাহারা ঈশ্বর-স্বরূপ বিচার করিতে যান তাহারা সাধারণতঃ বিভ্রান্ত হইয়া পড়ে। চার্ব্বাকাদি নাস্তিকগণের ঐপ্রকার চিন্তা হইয়াছে—যুক্তিতে তাহে কিছু না পাইয়া তাঁহারা নাস্তিক হইয়া পড়িয়াছেন। কেহ কেহ সোজাসুজি নাস্তিক না হইলেও যুক্তির গোলকধাঁধায় সংশয়াত্মা হইয়া বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছেন।

অথচ চৈতন্যস্বরূপের সম্পূর্ণ সাক্ষাৎকার খণ্ড-চৈতন্য-স্বরূপ জীবের পক্ষে সম্ভবপর না হইলেও সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ অচিন্ত্য সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্ স্বীয় স্বরূপ সেবোন্মুখ ভক্তের নয়নগোচর করাইয়া তাঁহার সেবা গ্রহণ করেন। প্রেমের অঙ্কুরও ঐ শ্রদ্ধা।

ঈশ্বর সাকার কি নিরাকার

প্রাকৃত চক্ষুর পক্ষে পরমেশ্বর নিরাকার আর অপ্রাকৃত চক্ষুর পক্ষে তিনি সাকার। তাই ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলেন—

যা যা শ্রুতির্জল্পতি নির্বিশেষং সা
　　সাভিধত্তে সবিশেষমেব।
বিচারযোগে সতি হন্ত তাসাং প্রায়ো
　　বলীয়ঃ সবিশেষমেব॥

[যে যে শ্রুতি ভগবানকে প্রথমে 'নির্বিশেষ' বলিয়া কল্পনা করেন, সেই সেই শ্রুতি অবশেষে সবিশেষ তত্ত্বকেই প্রতিপাদন করেন। নির্বিশেষ ও সবিশেষ —ভগবানের এই দুইটী গুণ নিত্য,— ইহা বিচার করিলে সবিশেষ তত্ত্বই প্রবল হইয়া উঠে। কেন না, জগতে সবিশেষ তত্ত্বই অনুভূত হয়, নির্বিশেষ-তত্ত্ব অনুভূত হয় না।]

শ্রদ্ধা

ঐপ্রকারে সংশয়ের পড়িয়া আমরা যাহাতে বিনাশপ্রাপ্ত না হই, তজ্জন্য গীতার উক্তি—

শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ
　　সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শান্তি-
　　মচিরেণাধিগচ্ছতি॥
অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।
নায়ং লোকোঽস্তি ন পরো ন
　　সুখং সংশয়াত্মনঃ॥

সংযতেন্দ্রিয় ও তৎপর বা ভগবৎসেবাপর হইয়া শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তি চিন্ময়জ্ঞান লাভ করেন। ঐ চিন্ময় জ্ঞানের ফলে শীঘ্রই পরা শান্তি লাভ হয়। মুক্তাবস্থার যে ভগবৎসেবানন্দ, তাহাই পরা শান্তি। অজ্ঞ, অশ্রদ্ধধান ও সংশয়াত্মা পুরুষের মঙ্গল হয় না। তাহাদের মধ্যে সংশয়াত্মার ইহলোক বা পরলোক—কোন লোকেই সুখ হয় না; কারণ সংশয়রূপ দুঃখই তাহাদের শান্তি নাশ করে।

"শ্রদ্ধা শব্দে বিশ্বাস কহে সুদৃঢ় নিশ্চয়।
কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্ব্ব কর্ম্ম কৃত হয়॥"
　　—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

এই শ্রদ্ধার অধিকারী হওয়ার সাধুসঙ্গে প্রবেশ। ইহার ফলে কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ মহাপুরুষের নির্দ্দেশানুসারে সেবায় অনুরাগ জন্মে। সেই অনুরাগের ফলে পরতত্ত্ব আপনা হইতেই হৃদয়ে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হয়।

ভক্তি স্বাভাবিকী হইলেও নাস্তিকতা কেন?

ভক্তি শুদ্ধ জীবাত্মার স্বাভাবিকী বৃত্তি। এই বৃত্তি স্বতঃই জীবাত্মাকে সচ্চিদানন্দ শ্রীভগবানের সেবায় নিযুক্ত রাখে। কেহ কেহ পূর্ব্বপক্ষ করিতে পারেন তাহা হইলে অনেকে ঈশ্বরে অবিশ্বাসী হয় কেন? উত্তর এই যে, যাহারা ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না, মায়াদেবী বা কোন মহৎ কারণ দ্বারা তাহাদের ঐ স্বাভাবিকী বৃত্তিকে আচ্ছন্ন করায় ঐ বৃত্তির বিষয় হইতে তাহারা বহুদূরে পড়িয়া রহিয়াছে। ঐ প্রতিবন্ধকের নিমিত্ত ঐ স্বাভাবিকী বৃত্তি অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে। অপুত্রক পিতার মধ্যে পুত্র-স্নেহ দৃষ্ট হয় না বলিয়াই যে তাহাতে পুত্রস্নেহ নাই, তাহা বুঝিতে হইবে না। অপুত্রকতারূপ প্রতিবন্ধক অপসারিত হইলে আপনা হইতেই পুত্র-স্নেহের উদয় হইয়া থাকে। আশা করি, এই উদাহরণ হইতে বিষয়টী পরিস্ফুট হইবে। আর অবিবাহিতা স্ত্রীলোকের মধ্যে পতি-স্নেহের অভাব দৃষ্ট হইলেও অবিবাহিত অবস্থা অতিক্রান্ত হইলে অর্থাৎ বিবাহিত হইলে পতি-স্নেহ আপনিই প্রকাশিত হয়; ইহাও বিষয়টী বুঝিবার পক্ষে একটী সহজ উদাহরণ।

'আর্য্যদর্পণে' গৌরাঙ্গের হেয় প্রতিফলন

[আসাম-প্রদেশের ধুবড়ী হইতে মঠোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিত্যানন্দ সেবাতীর্থ বি-এল, বি-টি ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও আসামী ভাষায় প্রকাশিত শুদ্ধভক্তির মুখপত্র 'কীর্ত্তন' হইতে অনূদিত]

[১]

'আর্য্যদর্পণ' নামক একখানা মাসিক পত্রিকা আসামে কোকিলামুখ সারস্বত মঠ হইতে আজ বহুদিন হইতে প্রকাশিত হইয়া আসিতেছে। এই মঠের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতী। এই পত্রিকার সপ্তবিংশ বর্ষের দশম সংখ্যায় মহাপ্রভু শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের প্রচারিত মতের প্রতি কটাক্ষ করা হইয়াছে। 'আর্য্যদর্পণ' শাঙ্কর বৈদান্তিক প্রভৃতির মায়াবাদই প্রচার করিতেছে। মায়াবাদে বিষ্ণুভক্তির প্রাধান্য স্বীকৃত হয় নাই। সুতরাং তাঁহাদের এই কটাক্ষ যে কেবল শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের প্রতিই এরূপ নহে, পরন্তু সাত্বত ভক্তগণের প্রচারকগণের প্রতিই—

"মায়াবাদ-দোষ যার হৃদয়ে পশিল।
কুতর্কে হৃদয় তার বজ্রসম হৈল॥"

কুতার্কিকগণ ভক্তির সৌন্দর্য্য কখনই সন্দর্শনের সৌভাগ্য পায় না। 'মায়াং মদীয়ামুদ্গৃহ্য বদতাং কিং নু দুর্ঘটম্।' (ভাঃ ১১।২২।৪)

ভগবানের সম্বন্ধে জ্ঞান হওয়া ভগবানের কৃপাসাপেক্ষ। সেই কৃপাপ্রাপ্তির জন্য অপেক্ষা না করিয়া তাঁহার সম্বন্ধে কিছু বলিতে গেলেই তর্কের প্রতিষ্ঠা হয়। 'তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ' তর্কের দ্বারা বাস্তববস্তুর অভিজ্ঞান লাভ করা অসম্ভব। এক তার্কিকের যুক্তি অন্য তার্কিকের যুক্তিদ্বারাই খণ্ডিত হইতে পারে। কিন্তু বাস্তব বিজ্ঞান স্বপ্রকাশ বস্তু। 'নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া' ভগবত্তত্ত্ববিষয়িণী মতি তর্কের দ্বারা লাভ করা যায় না; আর এই জ্ঞান তর্কের দ্বারা প্রতিহত হয় না। 'অবাঙ্মনসগোচরঃ' অসীম তত্ত্ব সম্বন্ধে সসীম মানববুদ্ধির একেবারে কার্য্যকারী হওয়ার সম্ভাবনা নাই জানিয়াও যাহারা এই যুক্তিরই আশ্রয় করিয়া পরতত্ত্ব সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিতে অগ্রসর হয়, তাহাদের বিচারবুদ্ধিকে প্রশংসা করিতে পারা যায় না।

আর্য্যদর্পণের মন্তব্য—"আমাদের মত পথ বলিতে শ্রীশ্রীঠাকুর শঙ্কর ও গৌরাঙ্গের আদর্শ আমাদের সম্মুখে ধরিয়াছেন। শঙ্করাচার্য্য অখণ্ড ব্রহ্মকে লক্ষ্য করিয়াছেন, তাহাতে সকল সম্প্রদায়ের মত পর্য্যবসিত। এইজন্য শঙ্করের মত উদার। শঙ্করের পথ কেবলমাত্র ত্যাগী, সংযমী ও সন্ন্যাসীদিগের জন্য। গৌরাঙ্গের ভক্তিপথ সর্ব্বসাধারণের ও সর্ব্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত। গৌরাঙ্গের মতে ব্রহ্মের প্রকাশবিশেষকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। এইজন্য গৌরাঙ্গের মত সঙ্কীর্ণ বলা যায়। সুতরাং শঙ্করাচার্য্যের মত ও গৌরাঙ্গের পথ অবলম্বন করিলে আর কোন গোল থাকে না।"

মায়াবাদের উদারতার (?) স্বরূপ ভাগবতের 'মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ, (৬।১৪।৫) শ্লোকে প্রকাশিত হইয়াছে। মহাপ্রভু স্বয়ং ইহার ব্যাখ্যা করিয়া আমাদিগকে জানাইয়াছেন—

"ধর্ম্মাচারী-মধ্যে বহুত 'কর্ম্মনিষ্ঠ'।
কোটিকর্ম্মনিষ্ঠ-মধ্যে এক 'জ্ঞানী' শ্রেষ্ঠ॥
কোটিজ্ঞানী-মধ্যে হয় একজন 'মুক্ত'।
কোটিমুক্ত-মধ্যে 'দুর্লভ' এক 'কৃষ্ণভক্ত'॥"
　　(চৈঃ চঃ)

নাস্তিকতার দিকে যতই অগ্রসর হয় ততই মানুষ উদার (!) হয়। সেই হিসাবে আমরা 'আর্য্যদর্পণে'র উদারতা স্বীকার করি এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে এবম্বিধ উদারতাকে উচ্ছৃঙ্খলতা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া সজ্জনগণকে তাহা হইতে শত শত যোজন দূরে থাকিতে উপদেশ প্রদান করি।

মায়াবাদীর ধারণা—"পরব্রহ্ম নির্গুণ, নিরাকার, নির্বিশেষ। অবিদ্বৎসম্প্রদায় এই তত্ত্ব বুঝিতে পারে না বলিয়াই রূপ কল্পনা করিয়া শক্তি প্রদর্শন করে। এই প্রকার ভক্তিদ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইলে ভক্ত একদিন এই অবস্থায় উপনীত হইয়া নিরাকারের ধ্যানে নিযুক্ত হইবে। সুতরাং বিষ্ণু, শিব, কালী,—যে কোন মূর্ত্তির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াই ভক্ত চিত্তশুদ্ধির পথে অগ্রসর হইতে পারে, এই ভক্তির পথ সকলেই আশ্রয় করিতে পারে। ভক্তিকেই লক্ষ্য বলিয়া বিচার করিলে বিবাদের সৃষ্টি হয়। কিন্তু ভক্তিকে নির্ব্বাণ-মুক্তি-লাভের উপায় বলিয়া বিচার করিলে বাদবিসম্বাদের অবসান হয়। শঙ্কর জ্ঞানকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিচার করেন এইজন্যই তিনি অদ্বৈত, সর্বার্থ।

এখন বিচার্য্য বিষয় এই যে—

(১) মায়াবাদ শাস্ত্রসম্মত মত কি না?

(২) বিষ্ণুভক্তিই শাস্ত্রের চরম লক্ষ্য কি না?

(৩) গৌরাঙ্গের লক্ষ্য স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মের প্রকাশ না ব্রহ্মের আশ্রয়?

(৪) নির্গুণ অবস্থায় ব্রহ্মের প্রকাশ লক্ষিত হয় না অলক্ষিত হয়?

(৫) শিবাদি দেবতাগণ বিষ্ণুতত্ত্ব না বৈষ্ণবতত্ত্ব?

(৬) চিত্তশুদ্ধি-অবস্থায় নির্বিশেষজ্ঞানের প্রকাশ হয় না ভক্তিরই প্রকাশ হয়?

মায়াকে পিছনে রাখি' কৃষ্ণপানে চায়। ভজিতে ভজিতে কৃষ্ণপাদপদ্ম পায়॥

গৌড়পাদ্ব শঙ্করের বলেন—মায়াবাদ শাস্ত্রসম্মত বিচার নহে। যথা:—

মায়াবাদং অসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমুচ্যতে।
ময়ৈব বিহিতং দেবি কলৌ ব্রাহ্মণ-মূর্ত্তিনা॥
(পদ্ম উঃ ২৫.৭)

বিষ্ণুভক্তিই শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়। যথা,—

যস্মিন্ শাস্ত্রে পুরাণে বা হরিভক্তিঃ ন দৃশ্যতে।
শ্রোতব্যং নৈব তৎ-শাস্ত্রং যদি ব্রহ্মা স্বয়ং বদেৎ॥
(তৈত্তিরীয়শ্রুতি)।

নৈকাত্মতাং মে স্পৃহয়ন্তি কেচিন্মৎ
পাদসেবাভিরতাঃ মদীহাঃ। (ভাঃ)

নির্গুণ ভূমিকায় ভক্তের প্রাকট্যকেই সাধু ও শাস্ত্র লক্ষ্য করিয়াছেন। যথা—

শ্রীতোঽহমস্তু ভবতাং তে লোকানাং বিমোহকং।
যদস্তৌষীর্গুণময়ং নির্গুণং মানুবর্ণয়ন্॥"
(ভাঃ ৩।৯।৩২)

—হে ব্রহ্মা, প্রাকৃতলোকের সমক্ষে অপরম বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও, তুমি যে আমাকে নির্গুণ (অপ্রাকৃত অপরম) বলিয়া স্তব করিয়াছ, ইহাতে আমি সন্তুষ্ট হইলাম। 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং' (ভাঃ) নন্দনন্দন কৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্। শিবাদি দেবতাগণ বৈষ্ণবতত্ত্ব। সকল দেবতাই কৃষ্ণপরতন্ত্র। যথা,—

যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ।
সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেৎ ধ্রুবং॥ (পাদ্ম)

যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৄন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ। (গীঃ)

"শিবঃ শক্তিযুতঃ শশ্বৎ ত্রিলিঙ্গো গুণসংবৃতঃ।
হরির্হি নির্গুণঃ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ॥"
(ভাঃ)

চিত্তশুদ্ধি হইলে ভক্তিরই প্রকাশ হয়। জ্ঞানের আলোচনা দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয় না। যথা,—

"শ্রেয়ঃসৃতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো
ক্লিশ্যন্তি যে কেবল-বোধলব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে
নান্যদ্যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্॥"
(ভাঃ ১০।১৪।৪)

ভক্তিকে বাদ দিয়া ব্রহ্মজ্ঞানলাভের জন্য প্রয়াস পাইলে কেবল পরিশ্রমই সার হয়।

ভক্তি বিনা মুক্তি নাহি, ভক্ত্যে মুক্তি হয়।
হবে মুক্তি পাইলে অবশ্য কৃষ্ণ ভজয়।
'মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে।'
(শ্রীধর টী)

(১) গৌরাঙ্গের পথ আর শঙ্করের মত

গৌরাঙ্গের পথ আর শঙ্করের মত বলিলে আমাদের বিবেচনায় সমস্যার সমাধান না হইয়া আরও অধিকতরভাবে সমস্যাপূর্ণ হইয়া উঠিল। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু ত' চিত্তশুদ্ধির অবস্থাতেও জ্ঞানের নিন্দাই করিয়াছিলেন।

"জ্ঞানী জীবন্মুক্ত দশা পাইনু করি মানে।
বস্তুতঃ বুদ্ধি শুদ্ধ নহে কৃষ্ণভক্তি বিনে॥"

মহাপ্রভুর মুখে এই কীর্ত্তন শুনিয়া, 'বেদান্তবাক্যেষু সদা রমন্তঃ কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ' বাসুদেব সার্ব্বভৌম, প্রকাশানন্দ সরস্বতী প্রভৃতি মায়াবাদের আচার্য্য সকল চিত্তশুদ্ধিলাভের জন্য মহাপ্রভুর শরণাপন্ন হইয়াছিলেন এবং বিষ্ণুভক্তি লাভ করিয়া নিজদিগকে ধন্যাতিধন্য মনে করিয়াছিলেন। বাসুদেব সার্ব্বভৌমের চিত্তশুদ্ধি এতদূর অগ্রসর হইল যে, তিনি 'মুক্তিপদে স দায়ভাক্' (১০।১৪।৮) ভাগবতের এই শ্লোক পাঠ করিতে গিয়া 'মুক্তিপদে' স্থানে 'ভক্তিপদে' পড়িয়াছিলেন। তাহাতে,

প্রভু কহে, 'মুক্তিপদে'—ইহা পাঠ হয়।
'ভক্তিপদে' কেনে পড়, কি তোমার আশয়॥
ভট্টাচার্য্য কহে,—'ভক্তি'-সম নহে মুক্তিফল।
ভগবদ্ভক্তিবিমুখের হয় দণ্ড কেবল॥
প্রভু কহে,—'মুক্তিপদে'র আর অর্থ হয়।
মুক্তিপদ শব্দে 'সাক্ষাৎ ঈশ্বর' কহয়॥
মুক্তিপদে যাঁর, সেই 'মুক্তিপদ' হয়।
কিম্বা নবম পদার্থ 'মুক্তির' সমাশ্রয়॥
দুই অর্থে 'কৃষ্ণ' কহি' কেনে পাঠ ফিরি।
সার্ব্বভৌম কহে,—ও পাঠ কহিতে না পারি।
যদ্যপি তোমার অর্থ এই শব্দে কয়।
তথাপি 'আশ্লিষ্যদোষে' কহন না যায়॥

নবদ্বীপ-পঞ্জিকা

—:০:—

অদ্য হইতে ৩ দিনের

১৭ শ্রীধর ১৭ শ্রাবণ ২ আগষ্ট শুক্র তিথি পঞ্চদশ্যাদি গৌরচতুর্থী দিবা ৫। ৭.৫৫ পূর্ব্বফল্গুনী দণ্ড ৫। ৫।০ পরিঘযোগ দং ৫।৩১ কৌলবকরণ।

১৮ শ্রীধর ১৮ শ্রাবণ ৩ আগষ্ট শনি অবাধ্য শ্রীরোহণ্যাদি গৌরচতুর্থী দণ্ড দং ১৪৬ উত্তরফল্গুনী অবধি দিবারাত্র বণিজকরণ দিং ৮।৪৬ পরে বিষ্টিকরণ দং ১ ৫৬ পরে ববকরণ।

১৯ শ্রীধর ১৯ শ্রাবণ ৪ আগষ্ট রবি সর্ব্ব বাসুদেব গৌরপঞ্চমী শ্রীধর দং ১১।৫৭ উত্তরফল্গুনী অবধি দিং ৭.৩৫ শিবযোগ প্রাতঃ ৬৯ ববকরণ।

শ্রীধর-চরিত্র

(৬)

কহিলেন গৌরহরি,
যাও যাও ভক্তগণ অতি ত্বরা করি,
নগরের অন্তে গিয়া শুনহ বসিয়া।
গভীর নিশীথে যেবা ডাকে অনুক্ষণ
হা হা কৃষ্ণপ্রাণকান্ত দীনবন্ধু বলি'
তাঁহারে লইয়া আইস সম্মুখে আমার।
যাইল বৈষ্ণবগণ প্রভু-আজ্ঞা পেয়ে,
শ্রীধর উদ্দেশে গেল নগর উপান্তে।
অতিশয় দীনবেশে,
একপ্রান্তে করে বাস ভক্ত শ্রীধর
কদলীমূল ব্যবসায়ে রাখি নিজ প্রাণ।
সামান্য যা কিছু হয় দিনে উপার্জ্জন,
তাহার অর্দ্ধেক যায় জাহ্নবী-সেবনে
নিজ প্রাণ রক্ষা করে অবশিষ্ট ভাগে,
ভক্তের পরীক্ষা বিশ্বে এইরূপ হয়।
মহাভাগবত সেই দুঃখীর সম
সতত দুঃখেতে করে জীবনধারণ।
এইভাবে আছে ভক্ত নবদ্বীপ মাঝে,
উচ্চৈঃস্বরে সর্ব্বরাত্রি গায় হরিনাম,
কেহ না চিনিতে পারে এই ভক্তবরে,
সবে মাত্র জানে লোক খোলাবেচা বলি।
গভীর নিশিতে শুনি
গ্রামবাসী শ্রীধরের মুখে হরিনাম,
ক্রোধে পাষণ্ডী বলে নিদ্রা নাহি যায়
কর্ণ ফুটে চেঁচা যেন পশিছে সীসক।
অতীব কর্কশস্বরে যায়ে বিষজ্বালা।
"উদরেতে অন্ন নাই ক্ষুধায় আকুল
পাপমুখ চেঁচা বেটা রাত্রি জাগি' মরে"।
এমত পাষণ্ডীগণ কত কথা বলে
কিন্তু শ্রীধরের তা'তে নাহি কর্ণপাত,
নিশা জাগে উচ্চৈঃস্বরে গাহি হরিনাম
কৌতুকী প্রেমাবেশে আছয়ে শ্রীধর।
নগর উপান্তে যাই'
দূর হ'তে ভক্তগণ শুনি হরিধ্বনি
উপনীত হল আসি' শ্রীধরসদনে।
বিনয়বচনে সবে কহিলা তাঁহারে,
চল ভক্ত চল চল শ্রীহরির স্থল,
অপূর্ব্ব দেখহ গিয়া গৌর-ভগবানে।
তোমা'র অপেক্ষা করি গোলোকের নাথ
আছে প্রভু ব্যাকুলেতে পথপানে চাহি।
শ্রীগৌর-আদেশবাক্য শুনিয়া শ্রীধর,
আনন্দে বিহ্বল হ'য়ে ভূমেতে পড়িয়া,
মূর্চ্ছিত হইল ত্যজি গৌরহরিনাম।
ভক্তগণ আদেশে অতি সযতনে
আনিল ভক্তবরে বিশ্বম্ভর আগে
শ্রীবাসঅঙ্গনে।
বিষ্ণুখট্টোপরি প্রভু
প্রসন্ন হইলা অতি শ্রীধরে হেরিয়া'
তুষিতে লাগিলা তাঁরে মিষ্ট সম্ভাষণে।
ক'রেছ বিস্তর তুমি মম আরাধন,
ত্যজিলা জীবন বহুজন্ম মোর প্রেমে,
উচ্চৈঃস্বরে কত সেবা ক'রেছ আমার,
অতি সযতনে, তোমার হস্তের দ্রব্য
পরম আনন্দে ক'রেছি ভোজন বহু
অপূর্ব্ব বলিয়া, ভুলে গেছ আমাসনে
যাহা ক'রেছ ভোজন।
নদীয়া মাঝারে
যখন করিলা প্রভু বিদ্যার বিলাস,
ভক্তবৎসল হরি শ্রীগৌরসুন্দর
পরমউদ্ধতভাব প্রকাশি' আপনে।
বহুবার কদলীমূল কেনা বেচা ছলে
করিতেন দুই লীলা শ্রীধরের সহ।
প্রতিদিন শ্রীধরের পসরাতে গিয়া,
কত করে কিছুক্ষণ করিয়া কলহ,
কাড়ি লয় পরিশেষে অর্দ্ধমূল্য দিয়া।
সত্যবাদী ভক্তবর দুঃখীর সম,
দিতে পারে, অর্দ্ধমূল্যে দিতে না পারিব,
প্রভু কহে না লইয়া কভু না ছাড়িব,
প্রভু কহে শুন ভাই তপস্বী শ্রীধর,
তোমার অনেক দ্রব্য আছে আমি জানি,
আমার হাতের দ্রব্য না লও ফিরিয়া।
জান নাকি এক দিন আমি কোন্ জন?
পরম সুশান্ত দীন ভক্ত শ্রীধর
নাহি দেয় কোন তাঁর শ্রীগৌরচন্দ্রে।
সর্ব্বজনমনোরঞ্জন,
অতি অপরূপ শ্রীগৌরসুন্দর,
ললাটে তিলক শোভে মনোমোহন,
ত্রিকচ্ছবসন চারু কুঞ্চিত কুন্তল,
শোভে পদ্মদল সুবিশাললোচনে,
শ্রীঅঙ্গ সুরূপে যেন মনোহর।
পরম চঞ্চল হয় প্রকৃতিরচন
দুঠাক দশন হাসে মুকুতার পাঁতি
অধরে তাম্বুল, হাসি শ্রীধরে চাহিয়া
আরবার কদলী প্রভু লইয়া আপনে,
শ্রীধর বলেন শুন ব্রাহ্মণ ঠাকুর,
তোমার কুকুর আমি ক্ষমা কর মোরে।
প্রভু বলে জানি তুমি পরম চতুর,
করেছ প্রচুর অর্থ ব্যবসা করিয়া।
লইল শ্রীধরদ্রব্য বল প্রকাশিয়া।
অপার করুণাসিন্ধু দীনবন্ধু হরি।
শ্রীধর কহিলা প্রভু লহ মূল্য দিয়া,
ক্রয় কর কদলীমূল অর্দ্ধ হইতে
এইরূপে হাসি কন দয়াল ঠাকুর,
নাহি ছাড়ি কভু আমি নিত্য খোলা নিয়া
কদলীমূল অর্দ্ধমূল্যে লব তব পাশে
শ্রীগৌরের রূপে মুগ্ধ ভক্ত শ্রীধর।
পরম সন্তোষে প্রভু করে তিরস্কার,
শুনহ শ্রীধর তুমি আমার বচন.
কেন বলি কত দ্রব্য তুমি প্রতিদিন,
পরম যতনে পূজ দেবী জাহ্নবী,
আমারেও দাও কিছু মূল্য ছাড়িয়া।
শুনহ শ্রীধর আমি বলি সত্যবাণী
যে গঙ্গারে পূজ তুমি কায়মনোবাক্যে
সে গঙ্গার এক আমি জন্মদাতা পিতা।
গৌরমুখে হেন বাক্য শুনিয়া শ্রীধর.
শ্রীবিষ্ণু স্মরণে কর্ণে অঙ্গুলী প্রদান।

পরনিন্দা পরচর্চ্চা না কর কখন। দৃঢ়ভাবে একান্তে ভজ শ্রীগৌরচরণ॥

শুদ্ধভক্তি মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ

(আকর-মঠরাজ)

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ গজ উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যবর্য্য শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্যমঠ বিরাজমান। এই স্থান শারদ্বত-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বতজননগরী। এই মঠাভ্যন্তরে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি বেদান্তসমূহের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠ হইতে পারমার্থিক দৈনিকপত্র 'নদীয়া-প্রকাশ', সাত্বত-সম্প্রদায়ে অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থাদি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতি বৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমা ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীসহ কীর্ত্তন-প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্তাঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত শুদ্ধভক্তি-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্তসভায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দজীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রধান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি গ্রন্থ ও গুরুগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হয়। এই মঠ হইতে মহানগরীর সর্ব্বত্র হরিকথা-প্রচার, নগরসঙ্কীর্ত্তন, বক্তৃতা, ব্যাখ্যা ও সঙ্কীর্ত্তন-সভা-মহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান হয়। মঠরক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া সহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী সেবাকোবিদ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী এখানে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান, রক্ষক—শ্রীঅনন্ত দাসাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—গোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

(৭) কাজীর সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীমঙ্গলানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক।

(৮) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও রাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান দাস ব্রহ্মচারী।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্র নাথ দাসাধিকারী।

১০) মোদদ্রুম-ছত্র "গৌড়ের নৈমিষ

মাউগাছি, পোঃ ভারুই, (বর্দ্ধমান)।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান। শ্রীগৌরনিত্যানন্দের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবঙ্কুবিহারী ব্রজবাসী, ভক্তভূষণ।

(১১) তেঘরিয়া কুঞ্জকানন

শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী,

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীনবীনানন্দ ব্রহ্মচারী

(১২) কুঞ্জকুটীর—পোঃ কৃষ্ণনগর,

নদীয়া। রক্ষক—শ্রীমধুরানন্দ অধিকারী

(১৩) ভাগবত-আসন—পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

এই স্থান হইতে ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচারিত হয়। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৪) প্রকাশন মঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ চাকদাহ, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী ভক্তিসুধাকর।

(১৫) মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(১৬) মাধ্বগৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, পোঃ ঢাকা

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীপাদ কৃষ্ণানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ।

(১৭) গোপালজীউমঠ—কমলাপুর, (ঢাকা)

গোপালজীউ শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান। রক্ষক—শ্রীযদুনন্দন ব্রজবাসী,

(১৮) নিতাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)।

এখানে শ্রীনিতাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীঅপ্রাকৃত ব্রহ্মচারী

(১৯) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

রঘুবাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীসুন্দরানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২০) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাধু, (ত্রিপুরা)

এখানে অষ্টভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(২১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(২২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

কুমুরকোলা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী।

(২৩) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে গুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিরত্ন।

(২৪) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী।

(২৫) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ বক্সীবাজার, (কটক)

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদবিহারী-জীউর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর

(২৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর পুরী,

শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন।

(২৭) পুরুষোত্তম মঠ

ভক্তিকুটী, পোঃ পুরী উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীউর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগদাধর অধিকারী

(২৮) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়ানাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী দাসাধিকারী।

(২৯) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—শ্রীনরহরিচরণ দাসাধিকারী ভক্তিলোচন।

(৩০) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪২নং কবিলপুরা, বেনারস সিটি

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বাগিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীমহেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(৩১) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ

(৩২) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও গৌরবিনোদ-বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীসত্যনারায়ণ দাসাধিকারী।

(৩৩) কৃষ্ণচৈতন্য মঠ

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

এখানে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিত্যসেবা হয়। রক্ষক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠ

সত্যানারায়ণঘাট মথুরা

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ

(৩৫) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ—শ্রীরাধাকুণ্ড

রক্ষক—শ্রীরাধারমণচরণ দাস ব্রহ্মচারী

(৩৬) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৩৭) গোবর্দ্ধনবিহারী মঠ

সেখপাড়া, পোঃ কোজোল, জেলা গুরুদাসপুর (পাঞ্জাব) রক্ষক—শ্রীকুঞ্জবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৩৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসম্বন্ধ তুর্য্যাশ্রমী

(৩৯) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল।

এখানে গৌরগোবিন্দবর্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবনগোপাল অধিকারী।

(৪০) সারস্বত-গৌড়ীয় মঠ

চারবাব মাডাবলপুর, মন্টু, পি

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌধ মিত্র

(৪১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ রায়পেট্টা মাদ্রাজ।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীপাদ ওসমানন্দ ভক্তিবিকাশ

৪২) বোম্বে-গৌড়ীয়-মঠ কার্য্যালয়

গোল্লীর রোড, চোটানি বিল্ডিং, বাংলো নং ১, বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মা মজুমদার।

(৪৩) অমরজি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমরজি, মেদিনীপুর

(৪৪) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী

(৪৫) পাটনা গৌড়ীয় মঠ

১০০ মিঠাপুরা, পাটনা।

রক্ষক—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী বাসবন্ধ

(৪৬) গয়া গৌড়ীয় মঠ

ফিল মাউণ্ড, চার্চ রোড, গয়া

রক্ষক—উপদেশক শ্রীমহেশ্বর দাসবন্ধ

(৪৭) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠ বালেশ্বর

রক্ষক—শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয়

৩ গ্লাষ্টার হাউস, কন্ওয়াল গার্ডেন্স, এস-ডাব্লিউ ৭, লণ্ডন

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন

(৪৯) বার্লিন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

Berlin W. 30

Eisenacher strasse 29 II.

(৫০) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

৩২০ নং ডালহাউসী ষ্ট্রীট রেঙ্গুন।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—প্রথম	৪০৲
প্রথম স্কন্ধ হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত	১৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড	৷৶০
২। কাগজের মলাট শ্রীচৈতন্যভাগবত	৬৲
৩। কাপড়-মলাট শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত	৬৲
৪। সজ্জনতোষণী	৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী	
১ম খণ্ড—	
২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০	
৪র্থ খণ্ড—৸০	
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী	
১ম খণ্ড—১৲; ২য় খণ্ড—৸০	
৭। শ্রীচৈতন্যদেব—১৲	
৮। সৎক্রিয়াসার—দীপিকা ও সংস্কার-দীপিকা	১।০
৯। বৈষ্ণবধর্ম	২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার	২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা)	২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা)	১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	৸০
১৪। সারঙ্গরঙ্গদা (দ্বিতীয় সংস্করণ)	।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব	।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব	৸০
১৭। কেনোপনিষৎ	।০
১৮। বাহন-আসন	।০
১৯। ভাবাবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা)	১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব	৷৶০
২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য	৷৶০
২২। ভজন-রহস্য	।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ ও (বাঁধা)	১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)	২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ)	২৲
২৬। গীতার কেবল মাত্র-ভাষা	।০
২৭। দুঃসঙ্গ পরিত্যাগে অপসৌভাগ্য সাম্রাজ্য	২৲
২৮। বেদান্তদর্শনের সারতত্ত্ব	।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ)	৸
৩০। দীপ-দিগ্‌দর্শন	৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ)	৶০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা)	।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা	৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা)	৶০
৩৫। গীতমালা	৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য	৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড	৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ	।০
৪০। শরণাগতি	
৪১। গীতাবলী	৴০
৪২। চিত্রে নবদ্বীপ	১।০
৪৩। সাধনকণা	
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা	
৪৫। নবদ্বীপশতক	৴০
৪৬। অর্চ্চনকণ	৴০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ	৴০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ)	৴১০
৪৯। অর্চ্চনকণ	৴১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃত (১ম খণ্ড)	৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা	।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ)	।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ	৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয়	।০
৫৫। অবস্থাবলী বা প্রার্থনাপদ্ধতি	।০
৫৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন?	৴০
৫৭। ঈশোপনিষৎ (ভাষ্যাদিসহ)	।০
৫৮। শ্রীগৌড়ীয়	৶০
৫৯। শিক্ষাষ্টক	৶০
৬০। সাধনবাণী	৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যলীলামৃত সারঃ	।০
৬১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিবিধঃ	।০
৬২। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্	।০
৬৩। তত্ত্বসূত্রম্	।০
৬৪। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্	৷৶০
৬৫। গৌড়ীয়মঠ পরিচয়ঃ	৴০
৬৬। সারাৎসার্ধম	৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৭। রায় রামানন্দ	।০
৬৮। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন্ বেদান্ত	।০
৬৯। বায়রচন	।০
৭০। বেদান্ত—ইটস মর্ফলজি অ্যাণ্ড অন্টলজি	।০
৭১। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড	
৭২। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু	।০
৭৩। বৈষ্ণবিজম	।০
৭৪। কোয়ার্টি গৌড়ীয়মঠ টীচিংস	৴০
৭৫। দি ভাগবত	।০
৭৬। থিয়োরিজ অব্ দি আনরিলেটেড ডিমনস্	।০
৭৭। ব্রহ্ম-সংহিতা	
৭৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড)	১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৭৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি	।০
৮০। সাধন-পথ	।০
৮১। কল্যাণ-কল্পতরু	৴১০
৮২। গীতাবলী	৴০
৮৩। শরণাগতি	৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৪। শরণাগতি	৴০

তেলগু ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত	২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কাবকণ্ঠ মহাশয়ের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় রুগ্ন পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার্থে একমাত্র উপায় বলিলেই চলে অতিরিক্ত বলা হয় না। জ্বরের প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অপরাধ মার্জ্জনা হইবে। মূল্য ছোট বোতল ৷৶০ আনা, বড় বোতল ১৶০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালি-আবিষ্কারক এবং ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউণ্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

কারখানা—১নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার

কলিকাতা

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের বন্দময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে কথাসার ও শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তশাস্ত্রতীর্থ-সম্পাদিত ও

অঃ কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এম, এস, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

যখন ব্যাধির প্রকোপ
চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়ে
তখন প্রচুর পরিমানে

রবিনসনের

'পেটেন্ট'

বার্লি

সেবন করুন

ইহাতে আপনি সুস্থ
থাকিবেন এবং আপ-
নার ডাক্তারের খরচ
বাচিয়া যাইবে

B.6

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

REG. NO C. 1544

দৈনিক

নদীয়াপ্রকাশ

THE
NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র প্রচার-নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

ভক্তিতোষণিনিবদ্ধ
গত বৎসর পূর্ণ ও
অনুবাদসহ প্রকাশিত
হইয়াছে। কাগজ ও
ছাপা অতি উত্তম।
ভিক্ষা ।০ মাত্র
শ্রীচৈতন্যমঠ,
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

"গৌড়ীয়"
৭ম বর্ষ হইতে
১১শ বর্ষ পর্য্যন্ত
প্রতি বর্ষ কাপড়ে
বাঁধাই
ভিক্ষা ৩॥০ মাত্র।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ
বাগবাজার, কলিকাতা

১০ম খণ্ড } শ্রীমায়াপুর—১৮ই শ্রাবণ, শনিবার ১৩৪২, ৩রা আগষ্ট ১৯৩৫ { ১৩১তম সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

—:০:—

৩৮ জনের মৃত্যু

ভকিতাবাদ খনি দুর্ঘটনার জের

ভকিতাবাদ খনি দুর্ঘটনা সম্পর্কে এই পর্য্যন্ত ৩৮ জনের মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে ছইজন স্ত্রীলোক। উক্ত খনির উপরস্থ কর্মচারিগণ ফিরিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু খনি ইন্স্পেক্টর আরও তদন্তের জন্য পিংডি রওনা হইয়া গিয়াছেন। বিশেষজ্ঞগণের মত এই যে, ভূগর্ভস্থ কয়লায় আগুন জ্বলিয়া উঠিয়া এই বিস্ফোরণ হইয়া থাকিবে।

বৃটেনের বিরাট নৌ-পরিকল্পনা

ওয়াশিংটন ও লণ্ডনের সংবাদ অনুসারে ১৯৩৫ হইতে ১৯৪২ সালের মধ্যে যে সকল যুদ্ধ জাহাজ সেকেলে ধরণের বলিয়া গণ্য হইবে, সেই সকল যুদ্ধ জাহাজের স্থান পূরণের জন্য আধুনিক ধরণের যুদ্ধ জাহাজ নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। ১৫ খানি ক্যাপিটেল যুদ্ধ জাহাজ, ৫০ খানি ক্রুইজার, ৮০ খানি ডেষ্ট্রয়ার, ৩৯ খানি সাবমেরিন, ও ৮ খানি বিমানপোতবাহী জাহাজের স্থলে যথাক্রমে ১৪, ৭২, ১৪২.৫৭ ও ১০ খানি করিবার পরিকল্পনা করা হইয়াছে। ইহাতে মোট প্রায় ১৫ কোটি পাউণ্ড মুদ্রা ব্যয় করিবার কল্পনা করা হইয়াছে। সাপ্তাহিকানুসারে ১৯৩৫ হইতে ১৯৪২ সালের মধ্যে যে সকল যুদ্ধ জাহাজ অব্যবহার্য্য হইবে, তাহাতে দেখা যায় যে, ক্যাপিটেল পর্য্যায়ের জাহাজ একখানি হ্রাস পাইবে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ১২ খানি নূতন ক্যাপিটেল জাহাজ, ৩৩ খানি ক্রুজার, ৬১ খানি ডেষ্ট্রয়ার, ২১ খানি সাবমেরিন ও ৩ খানি বিমানপোতবাহী জাহাজ ঐ সময়ে নির্ম্মিত হইবে।

অতিশ্রম নিবারণ করার ব্যবস্থা

দোকানের কর্ম্মচারীদের জন্য আইন

গত ২৭শে জুলাই বোম্বাই সরকারের গেজেটে অপ্রাপ্তবয়স্কদিগকে দোকানের কার্য্যে নিয়োগ নিষিদ্ধ করিয়া একটি বিলের খসড়া বাহির হইয়াছে।

উক্ত বিলের উদ্দেশ্য নিম্নলিখিতরূপে বর্ণিত হইয়াছে :—

এই বিলের উদ্দেশ্য সমাজসংস্কারমূলক। যে সমস্ত লোক দোকানের কাজ করিয়া থাকে তাহাদের অবস্থার উন্নয়ন এবং মাঝে মাঝে বিশ্রামের জন্য সময়ের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। তাহাদিগকে এইরূপ সুবিধা দিতে পারিলে সমাজের মঙ্গল হইবে। শ্রমিকদের অবস্থার কথঞ্চিৎ উন্নতিসাধন হইবে। ভারতীয় কারখানা আইন, ভারতীয় রেলওয়ে আইন, ভারতীয় খনি আইন প্রভৃতির দ্বারা সম্ভবপর হইয়াছে। যাহারা বিভিন্ন অফিসে বা কার্য্যে কাজ করিয়া থাকে, সরকারী ও প্রচলিত নিয়মের দ্বারা তাহাদের অবস্থাও অনেকটা ভাল আছে। কিন্তু দোকানের কর্ম্মচারীদের জন্য এমন কোন নিয়ম-আইন নাই।

কতক্ষণ পর্য্যন্ত দোকান খোলা রাখা যাইতে পারে তাহাও অনির্দ্দিষ্ট। এতৎসম্পর্কে এখনও কোন আইন প্রণয়ন হয় নাই। এমন অনেক দোকান আছে, যাহা ভোর হইতে গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত খোলা রাখা হয়। কার্য্যকাল এত দীর্ঘ হওয়ায় কর্ম্মচারীদের উপর স্বভাবতই খুব চাপ পড়ে এবং সেক্ষেত্রে তাহাদের অবস্থা উন্নয়নের জন্য বিধি-নিষেধের প্রয়োজন।

আন্তর্জাতিক চীনা চিত্র প্রদর্শনী

বৃটিশ রণতরীতে চীন হইতে চিত্রাদি প্রেরণ

চীন সম্রাটদের পিকিংস্থিত প্রাসাদসমূহের বহুমূল্য চিত্র এবং কারুকার্য্যখচিত অন্যান্য দ্রব্য লইয়া সাফোক নামক রণতরী আগামী শুক্রবার পোর্টসমাউথে উপস্থিত হইবে। ইতোপূর্ব্বে আর কখনও কোন বৃটিশ রণতরী এইরূপ কার্য্যে ব্যবহৃত হয় নাই। পোর্টসমাউথ হইতে এই সমস্ত দ্রব্য ইস্পাতের মোড়া ৯৩টী বাক্সে বহু সংখ্যক পুলিশ প্রহরীর পাহারায় রয়াল একাডেমিতে নীত হইবে। চীন গবর্ণমেণ্ট আন্তর্জাতিক চৈনিক চিত্র-প্রদর্শনীর জন্য ঐ সমস্ত চিত্রাদি ধার স্বরূপ দিয়াছেন। ঐ প্রদর্শনীতে পৃথিবীর বহু স্থান হইতে দ্রব্যাদি আসিবে। মিসেস কে ডি রকফেলার চীনের প্রাচীন কারুকার্য্যের অতি দুষ্প্রাপ্য কয়েকটি নমুনা পাঠাইতে সম্মত হইয়াছেন। ইটালীর জনৈক প্রাচীন শিল্পদ্রব্য সংগ্রহকারী ৩৪ খানা চীনা পোর্সলেন পাঠাইতেছেন। ঐ সমুদয় ৫৮ হাজার পাউণ্ডের জন্য বীমা করা হইয়াছে। প্রদর্শনীতে চেঙ্গিস খাঁয়ের একটা প্রতিকৃতি প্রদর্শিত হইবে। উহা আর কখনও পিকিংয়ের প্রাসাদের বাহিরে যায় নাই।

নরহত্যার সম্বন্ধে গ্রেপ্তার

… [illegible] স্ত্রীলোক এবং অপর এক ব্যক্তিকে হত্যা করা সম্পর্কে পুলিশ নন্দ সিং নামক একজন শিখের অনুসন্ধান করিতেছিল তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য ৫০০৲ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হইয়াছিল। প্রকাশ, কৃষিণ ঠাকুর দত্ত সিং নামক একজন কনেষ্টবল তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

জার্ম্মাণ সরকারের দমননীতি

ক্যাথলিক সঙ্ঘের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত

রাজনৈতিক কার্য্যকলাপে জড়িত আছে বলিয়া যে সকল ক্যাথলিক ও ইহুদীকে সন্দেহ করা হয়, তাহাদিগের বিরুদ্ধে দমননীতি এখনও চলিতেছে। জাতি ও রাষ্ট্রের বিরোধী কার্য্য করিতেছে, এই অভিযোগে ব্যাভেরিয়ার ইউথ লীগ নামক বিখ্যাত ক্যাথলিক সঙ্ঘ এবং অপর দুইটি ক্যাথলিক সঙ্ঘের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া লওয়া হইয়াছে।

রেল লাইনে স্ত্রীলোকের মৃতদেহ

গত ২৭শে জুলাই এ, বি, আর এর ১৪নং ডাউন ট্রেণ বড়লিয়া ষ্টেশন ছাড়িলে বড়লিয়া ও কাঠালী ষ্টেশনের মধ্যে রাস্তার উভয় পার্শ্বে তারের বেড়ার ধারে বহুলোক জড় হইয়াছে দেখা যায়; গাড়ী আরও অগ্রসর হইলে লাইনের উপর একটি মৃতদেহ পরিলক্ষিত হয়। তখন ট্রেণ থামাইয়া ড্রাইভার, গার্ড ও অনেক আরোহী অবতরণ করেন। ঐ গাড়ীতে একজন পি, ডব্লিউ ইন্স্পেক্টর ছিলেন, তিনিও ঘটনাস্থলে উপনীত হন। তথায় একটী স্ত্রীলোকের মৃতদেহ খণ্ড খণ্ড অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়। অবশেষে উক্ত ইন্স্পেক্টার তাঁহার সঙ্গীয় লোকজনের সহায্যে মৃতদেহ লাইন হইতে অপসারিত করেন এবং সঙ্গীয় কয়েকজন লোক ও স্থানীয় চৌকিদারের হেপাজতে পুলিশ আসা পর্য্যন্ত রাখিয়া ঘটনাস্থল অভিমুখে চলিয়া যান। সংবাদে স্থানীয় লোকের মুখে প্রকাশ অব্যবহিত পূর্ব্বে যে বেলাই আপ ট্রেণ গিয়াছে, সেই গাড়ীতেই স্ত্রীলোকটী কাটা গিয়াছে। কেহ মৃত স্ত্রীলোকটীকে তখন পর্য্যন্ত সনাক্ত করিতে পারে নাই।

মন্দির স্থানান্তরিত করায় গভর্ণমেন্টের ইস্তাহার

রেঙ্গুনে সাপার ডয়েল রোড হইতে একটি হিন্দু মন্দির কি কারণে অপসারিত করা হইয়াছে তৎসম্বন্ধে একটি সরকারী ইস্তাহার প্রকাশিত হইয়াছে।

যে স্থানে বর্ত্তমানে মন্দিরটি আছে উহা পূর্ব্বে রেঙ্গুন ক্যান্টনমেন্টের একটা অংশ ছিল। সামরিক কর্ত্তৃপক্ষগণ পুরাতন লন্ডন লাইনের সৈন্যদিগকে উহা ব্যবহারের অনুমতি দিয়াছিলেন। সৈন্যদিগকে বিদেশে স্থানান্তরিত করার পর অস্থায়ী উপকরণে নির্ম্মিত মন্দিরটি প্রধানতঃ মাড্রাজের অধিবাসীদের দ্বারা ব্যবহৃত হইয়াছে। ম্যানেজারদিগের ঐ স্থানের উপর কোন স্বত্ব নাই। উহা রেঙ্গুন ডেভেলপমেন্ট ট্রাষ্টের হস্তে ন্যস্ত আছে। বর্ত্তমান বৎসরে উহার চতুর্দ্দিকস্থ অঞ্চলের উন্নতি সাধন পূর্ব্বক উহা কাজে খাটাইবার অভিপ্রায় করিয়া উক্ত ট্রাষ্ট তাহাদিগকে ঐ স্থান ত্যাগ করিতে বলিয়াছেন। যে দুই দল নিয়মিত ভাবে ঐ স্থানে পূজা করেন তাঁহাদের সঙ্গে উক্ত ট্রাষ্ট কথাবার্ত্তা চালান। দুই দলই প্রথমে সম্মত হইয়া ট্রাষ্টের নিকট ক্ষতিপূরণের টাকা ও মাদ্রাজীগণের একটি নূতন স্থান লইতে স্বীকৃত হন। পরে মন্দিরের প্রতিনিধিগণ ব্রহ্মদেশে প্রাদেশিক হিন্দুমহাসভার সহিত চেয়ারম্যানের নিকট একটি আবেদন করেন। উহাতে স্যার আফিসার এস্থান পরিত্যাগের জন্য যে আদেশ দিয়াছিলেন তাহার প্রতিবাদ করা হয়। ঐ আবেদনে এই যুক্তি দেখান হয় যে, ঐ মন্দির বহু বৎসর যাবৎ ঐ স্থানে আছে। কাজেই উহাকে অন্য স্থানে অপসারণে হিন্দু ধর্ম্মের বিরুদ্ধে কাজ করা হইবে। চেয়ারম্যান ঐ আবেদন অগ্রাহ্য করেন। তিনি বলেন যে, ডেভেলপমেন্ট ট্রাষ্ট ইহার পূর্ব্বেও কয়েকটি হিন্দুমন্দির ম্যানেজারদের সম্মতি লইয়া নূতন স্থানে স্থানান্তরিত করিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে ধর্ম্মের দিক দিয়া কোন আপত্তি তোলা হয় নাই। তাহা ছাড়া ধর্ম্মের দিক দিয়া যে যুক্তি প্রদর্শন করা হইয়াছে তাহা যদি জোরালো যুক্তি হইত, তবে মন্দিরের মূর্ত্তিগুলি পূর্ব্বেই প্রথমে ঐস্থানের পরিবর্ত্তে নূতন স্থান লইতে সম্মতি হইতেন না। পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহের উন্নতি বিধানের জন্য উক্ত স্থান প্রয়োজন। মন্দিরের জন্য নূতন যে স্থান দেওয়া হইতেছে তাহাতে মন্দিরের পূজকদিগের পূর্ব্বাপেক্ষা সুবিধাই হইবে। কাজেই উহাতে বন্দরের অধিবাসীদেরও উন্নতি হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

কৃষ্ণনগরে ইঞ্জিন লাইনচ্যুত

২৫শে জুলাই এ, বি, আর এর ডাউন ট্রেণের ইঞ্জিন কৃষ্ণনগর ষ্টেশনে সান্টিং করার সময় লাইনচ্যুত হইয়া যায়। কেবলমাত্র ইঞ্জিনের পশ্চাতের দুখানি চাকা সরিয়া পড়ে। ইঞ্জিন সোজা অবস্থায় থাকায় কেহ আহত হয় নাই। খড়্গপুর হইতে রিলিফ ইঞ্জিন আসিয়া টানিয়া তোলে ফলে ট্রেণ ছাড়িতে বহু বিলম্ব হইয়াছিল।

ডাকোয়ার বোমার মামলা

ডাকোয়ার বোমা মামলার ফেরারী আসামীদের একজন বিশ্বম্ভর মিত্র মযুরাণী পুলিশের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছেন।

প্রকাশ, একদিন রাত্রিবেলা ডাকোয়ারের আশরফি নামক জনৈক ছাত্র তাহার পাঁচজন সহকর্মীর সঙ্গে আম্রকাননে বোমা প্রস্তুত করিবার প্রাক্কালে বিস্ফোরণের ফলে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তিনজন গুরুতররূপে আহত হইয়া বর্ত্তমানে হাসপাতালে রহিয়াছে। বাকী ২জন পলাতক ছিল।

গোচর লইয়া হাঙ্গামা

ভারাইলের গোচর লইয়া কিছুদিন ধুকুরা এবং ভারাইলের গ্রামবাসীদের মধ্যে ভীষণ রেষারেষি চলিতেছিল। সম্প্রতি গোপালগঞ্জের মহকুমা হাকিম, পুলিশ ইন্‌স্পেক্টর, দুইজন দারোগা ১০।১২ জন পুলিশসহ ঘটনাস্থলে আসিয়াছিলেন। ভারাইলনিবাসী পেয়ারী মণ্ডল, সর্ব্বেশ্বর মণ্ডল, কেদার মণ্ডল এবং ধুকুরানিবাসী জনৈক খাঁ তাকিমখাঁ, আলেফখাঁ, দেলদার খাঁ, ইয়াছিন খাঁ, রাজের খাঁ, বাদের সেখ, কাদের সেখ প্রভৃতির বাড়ীতে খানাতল্লাসী করা হয়। ঐ সময় নাকি বহু ঢাল, সড়কি, বল্লম, কাতরা, খাণ্ডা, ছুরি, কোচ প্রভৃতি পাওয়া গিয়াছে। ঘটনাস্থলে দুই বার জন বন্দুকধারী রিজার্ভ পুলিশ শান্তি স্থাপনের জন্য মোতায়েন রাখা হইয়াছে।

ভারতে নির্ম্মিত প্রথম বিমান

মাদ্রাজের বিমান ক্লাব একটী নূতন বিমান নির্ম্মাণ করিতেছেন। ইউরোপে যুদ্ধের ফলে মাদ্রাজে যে সব বিমান আমদানী হইত সেইগুলির বিভিন্ন অংশ উক্ত বিমানটির নির্ম্মাণকার্য্যে ব্যবহৃত হইবে।

বিমান ক্লাবের চীফ ইন্‌ষ্ট্রাক্টরের তত্ত্বাবধানে নির্ম্মাণ কার্য্য চলিতেছে।

ভারতে নির্ম্মিত ইহাই সর্ব্বপ্রথম বিমানপোত। ইহার নির্ম্মাণের জন্য কতকগুলি অংশ ইংলণ্ড হইতে আসিবে আর কতকগুলি এইখানেই তৈয়ারী হইবে।

কর্ত্তৃপক্ষ আশা করেন, নবেম্বর মাস শেষ হইবার পূর্ব্বেই বিমানটি তৈয়ারী হইয়া যাইবে এবং অপরাপর বিমানের সহিত এটিকেও তখন চালানো হইবে।

ডেনমার্কে কৃষকদের অসন্তোষ

গত ২৯শে জুলাই আমালিয়েনবর্গে রাজপ্রাসাদের সম্মুখে ডেনমার্কের সকল স্থান হইতে সমাগত ৩০ হাজার কৃষিজীবি হাজির হয় এবং রাজার দর্শনাকাঙ্ক্ষায় তথায় অপেক্ষা করে। সেই সময় সমাগত কৃষকগণ এই মর্ম্মে একটী প্রস্তাব গ্রহণ করে যে যদি তাহাদের দাবী পূরণ করা না হয়, তবে তাহারা শস্য উৎপাদন করিবে না। সমবেত বিক্ষোভকারী জনসমূহ হইতে, বিশেষ করিয়া উহার কৃষিসংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ হইতে প্রতিনিধিগণকে রাজার নিকট যাইবার জন্য তাহারা প্রার্থনা করে।

রাজা প্রাসাদের বারান্দায় বাহির হইয়া আসেন এবং কৃষকদিগকে তাহাদের দাবী প্রধান মন্ত্রীর নিকট পেশ করিতে উপদেশ দেন। তখন কৃষকগণ উচ্চ আনন্দধ্বনি করিয়া রাজভক্তি জ্ঞাপন করে। অতঃপর এক প্রতিনিধিমণ্ডলী প্রধান মন্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করে। প্রধান মন্ত্রী সেই প্রতিনিধিবর্গকে কোনরূপ প্রতিশ্রুতি প্রদান করিতে অস্বীকৃত হন।

যদি কৃষকগণ শস্য উৎপাদন বন্ধই করে, তবে বৃটেনে আমদানী বিশেষভাবে ব্যাহত হইবে।

অভাবের তাড়নায় আত্মহত্যা

গত২৭শে জুলাই রাত্রিতে বাজিদী গ্রামের আমজাদী বৈরাগ্য জোয়াদ্দা শ্রী যে এক আত্মীয় বাড়ী আসিয়া উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করিয়াছে। লোকটী অভাবের তাড়নায় এইরূপ করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

ভীষণ দারিদ্র্যের জন্য দায়িত্বগ্রস্ত হইয়াও লোকটি কোন প্রকার চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত করিতে পারিতেছিল না। তাই হতভাগ্য এই পন্থা অবলম্বন করে। কিছুদিন পূর্ব্বে সে তাহার শিশু পুত্রকে শ্বশুরালয়ে রাখিয়া আসে। ঘটনার দিন রাত্রিতে নাকি সে শ্বশুর ও শালিকার নিকট তাহার অবর্ত্তমানে ছেলেকে দেখিবার জন্য প্রার্থনা জানাইয়া আসিয়াছিল।

কয়েকদিন পূর্ব্বে এই বাজিদী গ্রামেরই চরিত্রবাবু নামক এক বেকার যুবক উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করিয়াছে।

তিনজনের সলিল সমাধি

গত ২৯শে জুলাই পদ্মা নদীতে নৌকা ডুবিয়া ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে। চিথুলিয়া নিবাসী মাখনলাল পাল মহাশয়, পুত্র কয়েকটি ছেলেমেয়ে এবং দুইটী ঠাকুর সহ পাকা হইতে পাবনা আসিতেছিলেন। নৌকা গিডগাই ঘাটের বরাবর বরাবর আসিবার পর হঠাৎ একটা প্রবল বাতাসে উল্টাইয়া নিমজ্জিত হইয়া যায়। ছেলেমেয়েরা এবং অন্যান্য লোকে জল সাঁতরাইয়া জীবন রক্ষা করে। কিন্তু মাখনবাবু তাঁহার পুত্র এবং নিবারণ ঠাকুর জলে ডুবিয়া মারা গিয়াছেন। অন্য একটী ঠাকুরেরও কোন সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না।

ইণ্ডিয়ান মেডিকেল এসোসিয়েশন

২০শে জুলাই ৭১নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীটস্থ ইণ্ডিয়ান মেডিকেল এসোসিয়েশনের প্রধান কার্য্যালয়ে বেঙ্গল শাখার এক অধিবেশন হয়। এসোসিয়েশনের সহ-প্রেসিডেন্ট ক্যাপ্টেন পি বি মুখার্জ্জী সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। বাঙ্গলা, বিহার-উড়িষ্যা ও যুক্তপ্রদেশের বিভিন্ন স্থানে ইণ্ডিয়ান মেডিকেল এসোসিয়েশনের যে সকল শাখাকেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে, সভায় তাহার উল্লেখ করা হয় এবং ঐ সকল শাখাকেন্দ্রগুলিকে এসোসিয়েশনের বার্ষিক সভায় আমন্ত্রণের সুযোগ দিবার জন্য এসোসিয়েশনের কোনও কোনও নিয়ম সংশোধন করা স্থির হয়। জাইসরায়ের কোয়েটা ভূকম্প সাহায্য ভাণ্ডারে এসোসিয়েশনের পক্ষ হইতে ৫০০৲ টাকা দান সমর্থন ব্যতীত বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদ প্রবর্ত্তিত কেন্দ্রীয় কোয়েটা ভূমিকম্প সাহায্য ভাণ্ডারে ৫০০৲ টাকা সাহায্য করিবার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। কোয়েটার বিপন্ন শিশু ও মহিলাদের জন্য মিসেস জোয়ালাল নেহরু সাহায্যভাণ্ডার খুলিয়াছেন, তাহাতে ১৫০৲ টাকা দান মঞ্জুর করা হয়। ভারতের বিভিন্ন কেন্দ্রে এসোসিয়েশনের শাখা স্থাপন জন্য কর্ণেল ভোলানাথের পরবর্ত্তী সফর তালিকা অনুমোদন করা হয়। ডিসেম্বর মাসে নাগপুরে এসোসিয়েশনের দ্বাদশ বার্ষিক অধিবেশন হইবে বলিয়া সভায় সিদ্ধান্ত হইয়াছে।

আগামী বৎসরের পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ

গত ৩০শে জুলাই বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় মিঃ সি জি দুগার জিজ্ঞাসা করেন গভর্ণমেন্ট আগামী বৎসর বাঙ্গলা দেশে পাটচাষের জমির পরিমাণ হ্রাসের জন্য স্বেচ্ছামূলক (বাধ্যতামূলক নহে) কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন কি না, তাহা কৃষি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী মহাশয় জানাইবেন কি? যদি গভর্ণমেন্ট কোনও সিদ্ধান্ত না করিয়া থাকেন তাহা হইলে এই বিষয়ে তাঁহারা কি করিতে ইচ্ছা করেন?

নবাব কে জি এম ফারোকি উত্তরে বলেন, স্বেচ্ছামূলক ব্যবস্থা দ্বারা আগামী বৎসর গভর্ণমেন্ট পাটচাষের জমির পরিমাণ হ্রাসের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

অতিরিক্ত প্রশ্ন

দুগার সাহেবের প্রশ্ন হয়:—আগামী বৎসরের শতকরা কত একর জমিতে চাষ হ্রাস করা হইবে।

—এখনও তাহা বলা শক্ত।

- মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানেন কি যে, গভর্ণমেন্ট এ বিষয়ে কোনও সিদ্ধান্ত না করায় কাটকা বাজারে বেশ জুয়াখেলা চলিতেছে?

—এ নবীন সংবাদ মুখে এই মাত্র শুনিলাম।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে।
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে।

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ
বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
—পারমার্থিক পত্র—
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ।

১০ম বর্ষ } ১৮ শ্রীধর গৌরাব্দ ৪৪৯, ১৮ই শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১৩৪২, ৩রা আগষ্ট ইং ১৯৩৫ শনিবার } ১৩১৩ম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

মায়াপুরে শ্রীল প্রভুপাদ

গত ৩১শে জুলাই শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ কলিকাতা গৌড়ীয়মঠ হইতে মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্ত বাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ, উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন ও শ্রীপাদ সজ্জনানন্দ ব্রহ্মচারী প্রমুখ কতিপয় ভক্তসহ অপরাহ্ণে কৃষ্ণনগর শ্রীকুঞ্জকুটীরে শুভপদার্পণ করিয়াছেন, একথা পাঠকবর্গ সকলেই অবগত আছেন। তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম দর্শন করিবার জন্য ঐদিবস শ্রীধাম মায়াপুর হইতে পণ্ডিত শ্রীপাদ মহানন্দ ব্রহ্মচারী, ভক্ত্যালোক ভক্তিশাস্ত্রী, পণ্ডিত শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ ভক্তিশাস্ত্রী, উপদেশক শ্রীপাদ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ মুকুন্দ বিনোদ ভক্তিমধুর প্রমুখ বহু ভক্ত কুঞ্জকুটীরে গমন করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ তথায় একদিন থাকিয়া তৎপর-দিবস ১লা আগষ্ট ভক্তপরিবার সপার্ষদে সুবর্ণবিহার ও শ্রীস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ হইয়া শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে শুভাগমন করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমার সময় যাত্রিগণের সুবিধা-বিধানার্থ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আদেশানুসারে শ্রীচৈতন্যমঠের সেবকগণ সুবর্ণবিহারে কয়েক বিঘা জমি সংগ্রহ করিয়াছেন। তথায় একটী ইন্দারা আছে। এই জমির নিকটেই গোপপল্লী বিরাজিত। শ্রীল প্রভুপাদ অধিবাসিগণের কাহারো কাহারো সঙ্গে সুস্বভাবে বিজ্ঞাপিত হইয়া কিয়ৎ-সময়ে আলাপ করিলেন। অতঃপর যাত্রিগণের বিশ্রামাদির জন্য তথায় গৃহাদি-নির্ম্মাণের জন্য প্রভুপাদ সেবকগণকে নির্দ্দেশ করিলেন।

অদ্য হাঁসখালি গোবিন্দপুরস্থ শ্রীএকায়ন-মঠে বার্ষিক মহোৎসব। শ্রীল প্রভুপাদ সপার্ষদে তথায় যোগদান করিবেন। শ্রীল প্রভুপাদের আগামী কল্য কলিকাতা গৌড়ীয়মঠে শুভ পদার্পণ করিবার কথা।

শ্রীধামে কীর্ত্তন

গত ৩০শে জুলাই শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে উপদেশক পাঠক শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ কাব্যপুরাণতীর্থ, কাব্যবিনোদ, ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠকালে বলেন যে, শ্রীঅর্চ্চাতে কাষ্ঠ-পাথর বুদ্ধি মূঢ় অবশ্যই হয়। যাহারা শুদ্ধ মহাভাগবতের চরণ আশ্রয় করে নাই তাহাদের প্রাকৃত-বুদ্ধি প্রবল। তাহারা লোকনীতির পক্ষপাতী। সেই লোকনীতি অনুসারে যাহারা সর্ব্বভূতে কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণরূপে অবস্থিত ভগবৎস্বরূপকে উপেক্ষা করিয়া প্রাকৃতবুদ্ধির দ্বারা অর্চ্চার সহিত ভগবানের ঐক্য কল্পনাপূর্ব্বক পত্র, পুষ্প, ফল, তোয় প্রভৃতি প্রদান করে, তাহাদের ভ্রম ভস্মে ঘৃতাহুতির ন্যায় ব্যর্থ হয়। কিন্তু শুদ্ধভক্ত অর্চ্চাতে প্রাকৃতবুদ্ধি করেন না। তিনি ভগবানের অর্চ্চামূর্ত্তিকে সাক্ষাৎ সচ্চিদানন্দাকার ভগবানের নিত্য অপ্রাকৃত স্বরূপ-বিগ্রহ বলিয়া জানেন। তাঁহার সর্ব্বভূতে কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণ দর্শন হয়। সুতরাং এইরূপ শুদ্ধ মহাভাগবতের চরণাশ্রয়ী কনিষ্ঠ ভক্তগণ প্রাকৃত ভক্তনামে কথিত হইলেও তাঁহারা শুদ্ধ মহাভাগবতের চরণাশ্রয় করিয়াছেন বলিয়া তাঁহাদের শ্রীবিগ্রহপূজা ভগবদ্ভক্তের কৃপায় মঙ্গলদায়ক হইয়া থাকে। শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের আনুগত্যে পূজা করিতে করিতে ক্রমে ক্রমে তাঁহাদের ভক্তসেবা-প্রবৃত্তি ও শ্রীঅর্চ্চায় চিন্ময়ী বুদ্ধির উদয় হয়।

শাস্ত্র বলেন,—বিষ্ণুর শ্রীমূর্ত্তিতে শিলা-বুদ্ধি, গুরুতে মর্ত্ত্যবুদ্ধি, বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি, বিষ্ণু এবং বৈষ্ণবের কলিমল-বিনোদকারী পাদোদকে জলসামান্যবুদ্ধি, সকল কলুষনাশী নাম-মন্ত্রে শব্দসামান্যবুদ্ধি, সর্ব্বেশ্বর বিষ্ণুতে তাঁহার অধীনস্থ ইতর দেবতাগণের সহিত সমবুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ নারকী। লোকনীতি অনুসারে যাহারা প্রতিমাতে ভক্তি করিয়া থাকে, তাহাদের ভক্তি শুদ্ধভক্তি বলিয়া কথিত হইতে পারে না; উহা নিছাভক্তি মাত্র। ঐরূপ নিছাভক্তগণ, শুদ্ধমহাভাগবতের চরণাশ্রয় না করা পর্য্যন্ত প্রাকৃত ভক্তের পদবীতে পর্য্যন্ত আরোহণ করিতে পারেন না। যাঁহারা শুদ্ধ-মহাভাগবত সদ্গুরুর পদাশ্রয় করিয়া শ্রীহরির অর্চ্চাতে শ্রদ্ধা-সহকারে পূজা করিয়া থাকেন, কিন্তু ভগবদ্ভক্তে তখনও পূজাবুদ্ধির উদয় হয় নাই তাঁহারাই প্রাকৃত বা কনিষ্ঠ ভক্ত। এইরূপ কনিষ্ঠ ভক্তের প্রাথমিক ভক্তি ক্রমে ক্রমে উত্তমা ভক্তিতে পরিণত হইবে, ইহাই শাস্ত্রবাক্য।

শ্রীচৈতন্যমঠরক্ষক ভক্ত সেবৈকনিষ্ঠ পণ্ডিত শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ প্রভুর সেবা-সৌষ্ঠব, সেবোৎসাহ ও গুরুদেবতাত্মতার কথা ভাষায় ব্যক্ত করিবার সামর্থ্য আমাদের নামমাত্রও নাই। অত্যধিক দুর্ব্বলতা ও অসুস্থতা সত্ত্বেও তিনি যেভাবে আশ্রিতগণকে সেবা শিক্ষা দেন তাহা বর্ণনাতীত ও অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার বলিয়াই আমাদের মনে হয়। তাঁহার পাদপদ্মের সৌভাগ্য হইলে আমরা কৃতার্থ হইব। শ্রীল সেবাবিগ্রহ প্রভু গত ৩১শে জুলাই সন্ধ্যার পর শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের দশম শ্রেণীর কয়েক ছাত্র ও সত্যানুসন্ধিৎসু ছাত্র, স্থানীয় পোষ্ট মাষ্টার ও কতিপয় মঠসেবকের নিকট পরম-শিক্ষাপ্রদ হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। জীবসমূহে তিনি মনুষ্যজন্মের দুর্লভত্ব, সংসারের অসত্ত্ব ও অনিত্যত্ব, মনুষ্যজীবনের ক্ষণভঙ্গুরত্ব, হরিভজনের একান্ত প্রয়োজনীয়তা সাধুসঙ্গের মাহাত্ম্য, এ জগতের হেয়ত্ব ও পরজগতের উপাদেয়ত্ব অতুল মহিমা প্রভৃতি বর্ণন করিয়াছেন। তাঁহার যুক্তিপূর্ণ, হৃদয়স্পর্শী বাণী শ্রবণ করিয়া সকলেই পরমোপকৃত ও আনন্দিত হইয়াছেন। তিনি প্রায়ই এইভাবে হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

শ্রীচৈতন্যমঠে স্কুলের আয়োজন

শ্রীধাম মায়াপুর ব্রজপত্তন শ্রীচৈতন্যমঠে স্কুলগৃহনির্ম্মাণের আয়োজন হইয়াছে। শ্রীনবদ্বীপধাম অধিকারী ও শ্রীকেশব ব্রহ্মচারী স্কুল-গৃহ সুসম্পন্ন করিবার ভারপ্রাপ্ত হইয়া মনোযোগের সহিত এই সেবাকার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। বিনিময়ে কোনও কিছু প্রার্থী হইবার বণিগ্‌বুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া সেবার জন্যই সেবাকার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া সেবার আদর্শ প্রদর্শনকারী সেবকদ্বয় সেবাচাতুর্য্য প্রদর্শন করিতেছেন। সুতরাং ঠিক মত সেবকদ্বয় যে তাঁহাদের আরব্ধ সেবা সুষ্ঠুরূপে সম্পাদন করিবেন তদ্বিষয়ে আমাদের কোনও সন্দেহ নাই।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৮ শ্রীধর অব্দ শ্রীগৌরাব্দ ৪৪২

যোগমায়া ও মহামায়া

কৃষ্ণ স্বয়ং শক্তিমান্। তাঁহার স্বরূপের যে এক অবিচিন্ত্য মহাশক্তি আছে শাস্ত্রে অনেক স্থলে সেই শক্তিকেই মায়া বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন। মায়া ব্যতীত কৃষ্ণের পরিচয় নাই। তত্ত্ববিদ্‌গণ এই মায়াকেই কৃষ্ণের স্বরূপশক্তি বলিয়া পরা ও অপরা বিভাগে চিচ্ছক্তি ও মায়াশক্তি বিভ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বস্তুতঃ পরা শক্তি কৃষ্ণের একমাত্র অবিচিন্ত্য শক্তি। অপরা বা মায়াশক্তি এই পরা শক্তিরই ছায়া। অচিন্ত্যশক্তিযুক্ত শ্রীভগবানের এই পরা-শক্তিসত্ত্বা যে একটী শক্তি তাহাই বিভিন্ন-রূপে ব্যক্ত হইয়া থাকে অর্থাৎ স্বরূপে শক্তি একই হইলেও তাঁহার প্রকার অনন্ত। এই একই স্বরূপশক্তির দ্বিবিধ বৃত্তি—যোগ-মায়া ও মহামায়া। একটী অন্তরঙ্গা শক্তি বা স্বরূপশক্তি এবং অপরটীই যে সেই তত্ত্ব শক্তির বিকার বা ছায়া তৎ-তাৎপর্য্য শ্রীব্রহ্মসংহিতা বলেন—

সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়সাধনশক্তিরেকা-
চ্ছায়েব যস্য ভুবনানি বিভর্ত্তি দুর্গা।
ইচ্ছানুরূপমপি যস্য চ চেষ্টতে সা
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।

[স্বরূপশক্তি বা যোগমায়ার ছায়া-স্বরূপা প্রাপঞ্চিক জগতের সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়-কারিণী মায়াশক্তি বা মহামায়াই ভুবনপূজিতা জগদ্ধাত্রী দুর্গা; ইনি যাঁহার ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।]

কৃষ্ণের আত্মশক্তি বা স্বরূপশক্তি বা পরা শক্তি এক। সেই পরাশক্তির তিনটী বিভাব, তিনটী প্রভাব ও তিনটী অনুভাব কৃষ্ণেচ্ছায় বিকাশিত হইয়াছে। চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তি এই তিনটী বিভাব; হ্লাদিনী-জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি এই তিনটী প্রভাব এবং সন্ধিনী, হ্লাদিনী ও সম্বিৎ এই তিনটী তাঁহার অনুভাব। হ্লাদিনীরূপ প্রভাবেই চিচ্ছক্তি হইতে গোলোক, বৈকুণ্ঠ প্রভৃতি তীর্থপীঠ, ক্ষেত্র, গোবর্দ্ধন ইত্যাদি ধাম, নবদ্বীপ ও প্রভৃতি বিগ্রহগণ, গোলোক, বৃন্দাবন, বৈকুণ্ঠ প্রভৃতি পার্ষদের লীলা এবং চিচ্ছক্তির প্রভাবে তৎ বিকাশিত হইয়াছে; জ্ঞানশক্তিরূপ প্রভাবে বৈকুণ্ঠগত ঐশ্বর্য্য, মাধুর্য্য এবং সৌন্দর্য্যাদি চিচ্ছক্তির দ্বারা উদিত হইয়াছে। আর কৃষ্ণের ক্রিয়াস্বভাব প্রভাবে ক্রিয়াশক্তির প্রকারে উদিত হইয়াছে। কৃষ্ণ ব্যতীত হ্লাদিনীর আর কাহারও নাই; তবে জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তির প্রভা-

তাহা যথাক্রমে বাসুদেব-প্রকাশ ও বলদেব-সঙ্কর্ষণ-আদি প্রকাশ।

বিশুদ্ধসত্ত্বময় স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং-রূপ ভগবান্ স্বরাট্ পুরুষোত্তম। শ্রীমতী রাধিকা—এই স্বয়ংরূপ শ্রীভগবানের স্বয়ং-রূপা কামিনী—পূর্ণ শক্তিমত্ত কৃষ্ণের পূর্ণ-শক্তি। ইনি যাবতীয় প্রাকৃত নারীকুলের মূল আকর নহে। শ্রীকৃষ্ণ যেমন অদ্বয় শ্রীমতীও তদ্রূপ অদ্বিনী। কৃষ্ণ ও তাঁহার শক্তি যেরূপ পরস্পর অবিচ্ছিন্ন, আর ও তাঁহার রাধিকা-শক্তি যেরূপ অপৃথক্ সেইরূপ শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ লীলারস-আস্বাদনকালে নিত্য পৃথক্ হইয়াও সর্ব্বদা অপৃথক্। এই যোগমায়া কৃষ্ণকে সর্ব্বক্ষণ আনন্দ দান করেন। জীবকে প্রত্যক্‌পথ—প্রেমপথ বা অমৃতের পথ নির্দ্দেশ করিয়া দেন। তিনিও একরূপে কৃষ্ণবিমুখ জীবগণকে সংসার-কারাগার হইতে উদ্ধার করিয়া কৃষ্ণপাদপদ্মে পৌঁছাইয়া দেন। ইঁহার আনুগত্য ব্যতীত জীবের আর মঙ্গলের কোন উপায় নাই। যাঁহারা তাঁহার আনুগত্য-পথে সর্ব্ব জন তাঁহারাই অপ্রাকৃতলোকে উত্থিত হইয়া শ্রীভগবানের সঙ্গে বৈকুণ্ঠবিলাসের সুযোগ পায়। কিন্তু যখন আমরা কৃষ্ণবিমুখতঃ মায়ার আবরণাত্মক ভোক্তার অভিমানে মত্ত হই তখন আমাদের ন্যায় কৃষ্ণবিমুখ অপরাধী জীবগণকে সংস্কার করিবার জন্য ঐ যোগমায়াই তাঁহার অচিন্ত্যশক্তিপ্রভাবে অন্য এক বিরুদ্ধ মূর্ত্তিতে অর্থাৎ মহা-মায়ারূপে আমাদিগকে দণ্ড দিয়া ও চিকিৎসা করিয়া শুদ্ধ করেন। আত্মবঞ্চনাকারী জীব স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার করিলে—প্রভু-সেবা ভুলিয়া প্রভু সাজিবার কুবুদ্ধি পোষণ করিলে মহামায়া সেই জীবকে (অসৎ) পদানত করেন—প্রেমের পথে চালিত করেন—মৃত্যুর পথে লইয়া যান। বিমুখ-মোহিনী মহামায়ার মায়ার আশ্রয় লইয়া জীব তখন প্রেয়কেই শ্রেয় বলিয়া বরণ করে, মৃত্যুকেই অমৃত বলিয়া গ্রহণ করে, অন্ধকারকেই আলোক বলিয়া জ্ঞান করে। মহামায়ার মোহে মুগ্ধ হইয়া আমরা আমাদের স্বরূপ ভুলিয়া যাই; তাই তখন কৃষ্ণসেবাভাব-হীন হইয়া আমরা ভুক্তি বা মুক্তিপিপাসাকেই আমাদের পরম প্রয়োজন বলিয়া মনে করিয়া থাকি। মহামায়া আমাদের তাদৃশ বিমুখ ভাবকে এইরূপভাবে পোষণ করিলেও তিনি আমাদিগকে বাস্তবভাবে কৃপাই করিয়া থাকেন—আমাদিগকে সংসার-যাতনার মধ্যে ফেলিয়া—দিবানিশি ত্রিতাপ দিয়া—'দেখ তোমার বাস্তব অপরাধ' 'দৈন্যে নিত্য হও',—এইরূপ জ্ঞান দিবার—একটু ভাবিবার সুযোগ প্রদান করেন। এই সংসারকারাগারে মায়ার দণ্ডে পিষ্ট বা দগ্ধ হইয়া যখন আমরা উন্মুখ হই তখনই শ্রীযোগমায়া আমাদের নিকট ভগবদ্ভক্তিকে

আনিয়া দেন। এই ভগবদ্ভক্তিই আঁধারের পরম সাধনার শ্রীগৌর-নামাদের পাদপদ্মের সন্ধান দেন। তাই বলি, একই শক্তিরই দুইটী রূপ—একটী স্বরূপ অপরটী বিরূপ—একটী কৃপাময়ী অপরটী মায়াময়ী, একটী প্রেমময়ী অপরটী দণ্ডস্বরূপিণী। একই জননী যেমন সন্তানের মঙ্গলের জন্য কখনও তর্জ্জন-কারিণী আবার কখনও বা সুখদায়িনী, জগজ্জননী যোগমায়ার কার্য্যও তদ্রূপ। তবে প্রকৃতিভেদের সঙ্গে সঙ্গে ইঁহার রূপের বৈশিষ্ট্য এবং পার্থক্যও নিত্য বর্ত্তমান—একটী চিন্ময়রূপা ও অপরটী জড়রূপা, একটী শান্তিদায়িনী অপরটী ক্লেশ-দায়িনী, একটী স্বস্বরূপা-বিজ্ঞানকারিণী, অপরটী বাহিরের-রূপাকারকারিণী, একটী উন্মুখমোহিনী অপরটী বিমুখমোহিনী। সুতরাং যোগমায়ার আনুগত্যই আমাদের নিত্যমঙ্গলের বিষয়। তাই আজ আমরা শ্রীভগবানের আনুগত্যে তাঁহার চরণে প্রার্থনা জানাইতেছি—

"আমার সমান দীন নাহি এ সংসারে।
অস্থির হ'য়েছি পড়ি' ভব-পারাবারে॥
কুলদেবী যোগমায়া মোরে কৃপা করি'।
আবরণ সম্বরিবে কবে বিশোদরী॥
শুনেছি আগমে বেদে মহিমা তোমার।
শ্রীকৃষ্ণবিমুখে বাঁধি করাও সংসার॥
শ্রীকৃষ্ণ-সাম্মুখ্য যার ভাগ্যক্রমে হয়।
তারে মুক্তি দিয়া কর অশোক অভয়॥
এদাসে জননী করি' অকৈতব দয়া।
বৃন্দাবনে দেহ স্থান তুমি যোগমায়া॥
তোমাকে লঙ্ঘিয়া কোথা জীবে কৃষ্ণ পায়।
কৃষ্ণ রাস লীলা সম্পন্ন তোমার কৃপায়॥
তুমি কৃষ্ণ-সহচরী জগৎ-জননী।
তবে দেখাইবে মোরে কৃষ্ণ-চিন্তামণি॥
নিষ্কপট হ'য়ে মাতা চাও মোর পানে।
বৈষ্ণবে বিশ্বাসবৃদ্ধি হোক প্রতিক্ষণে॥
বৈষ্ণব-চরণ বিনা ভব-পারাবার।
ভক্তিবিনোদ নারে লঙ্ঘিবারে আর॥

'আর্য্যদর্পণে' গৌরাঙ্গের হেয় প্রতিফলন

[২]

পূর্ব্বকালে আমাদের অক্ষয়, অমর, অব্যয় প্রভৃতি মুনিগণ তাঁদের কৃপার অক্ষয় দান আজও বহিয়া আমাদের পরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁদের আলোচনায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন। যথা,—

"অশু হইতে ভব-সমুদ্রাদি অবধি।
কৃষ্ণপাদাব্জই হয় সুখের অবধি॥"

'আর্য্যদর্পণ' যদি মনে করেন যে, মহা-প্রভুর সিদ্ধান্ত বহু নাই, তবে তাঁহার আর্য্যগণ ভক্তগণকে পথ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন কিরূপে? এই সংখ্যারই ৪৭১ পৃষ্ঠায় আর্য্যদর্পণ শ্রীমান ঠাকুরের উপদেশ-বাণীকে বেদব্যাখ্যান হিসাবে করিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ এস্থলে উদ্ধৃত হইল।

"তোরে দেখেই দেহবন্ধ খসিয়া যায়। • • প্রভুদত্ত তোমারই টাকা, সম্ভোগও তোমারই টাকা। তাই বলি, যে জিনিষটা চাও, তার দ্বিগুণটা দেওয়া পর্য্যন্ত তোমার দেওয়া নয়।

"• • • শাস্ত্রবাণী যদি চাইতে হয়, তা হ'লেও আমি তোমাদের একটা কথা দিতে পারি। উপনিষদের সার গীতা। ভাবিও গীতার শরণাগতি। তোমার হৃদয়ে তিনি আছেন—সেই হৃদয়ে অধিষ্ঠিত ঈশ্বরের শরণাগত হও।"

শাস্ত্রসঙ্গত বিচারই বিচার

বিচার শাস্ত্রমূলেই হওয়া দরকার, একথা সত্য। কিন্তু—'কেবলম্ শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্যঃ বিনির্ণয়ঃ। যুক্তিহীনে বিচারে তু ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে॥' (বৃহস্পতিবাক্য) সেই যুক্তি অবলম্বন করিয়া যা নিরূপিত হয়, তাহার প্রমাণ শ্রুতিতেই রয়। নিরপেক্ষতা অথবা বিচারের বিষয় হইতে পারে না।

বেদান্ত-বাক্যে সর্ব্বদা ভজন করিলেও মায়াবাদীর সিদ্ধান্তই হইয়াছে, এরূপ প্রমাণ কোথাও পাওয়া যায় না। 'ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য' 'অনন্যচেতাঃ সততং' "ভক্ত্যা মামভি-জানাতি" প্রভৃতি গীতার বাক্যে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, কেবল ভক্তিদ্বারাই ভগবানকে সন্তুষ্ট করিলেই ভগবান্ তাঁহার সম্বন্ধে জ্ঞান জীবহৃদয়ে প্রকাশিত করেন। যথা—'তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ। নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা॥' (গীঃ ১০।১১) ভক্তি-তত্ত্বের সার—"ভক্তিস্তু ভগবদ্ভক্তসঙ্গেন পরিজায়তে" 'সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।' (ভাঃ ৩।২৫।২৫) 'ধার ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।' 'ভাগবতে পণ্ডিত হয়ে অর্থলোভে যোগে। সর্ব্ব মনে নাহি জানে ভক্তিহীন লোকে॥' সুতরাং ভক্তিপথ ব্যতীত যে শাস্ত্রার্থ উপলব্ধ হয়, সেখানে আলোচনা ভক্তিহীন অবস্থায় কি প্রকারে হইতে পারে?

যাবৎ নায় পদরাজবিবিধে
নাস্য সর্ব্বজ্ঞ চ।
তাবৎ দৈত্যবজ্রহরণবধিকঃ
বিশীতনাৎ বলিনম্॥
নক্য জানুমৌ ন তেজমতো-
জীবাত্মনো দুর্ব্বলো।
যাবদ্যাব চন্দ্রপ্রতিষ্ঠিতৈরৈব
বেদস্তন্নম্॥

মায়াবাদিগণ শাস্ত্র পাঠ করিয়াও জীব ও ভগবানের ভেদ বুঝিতে পারে না।

নারদপঞ্চরাত্র ও ব্রহ্মপুরাণে শাস্ত্রের একটী ভণিতা দেওয়া আছে—

শক্তাঃ শং-প্রধান-কুলশাস্ত্রে তথা।
বুঝাগং জানতঃ বিশুং বেদ ইত্যপি॥
অজ্ঞানতঃ প্রাপ্ত যদ্যপি শাস্ত্রিক॥
.অন্যোত্র-প্রতিক্রিয়া নৈব
শাস্ত্রং হুরন্ত যাবৎ॥

বেদের নিগূঢ় অর্থ সহজে বোধগম্য হয় না। সেইজন্যই পুরাণের দ্বারাই সেই অর্থ নিশ্চিত হইয়াছে। পুরাণ উপেক্ষা করিয়া শাস্ত্রসিদ্ধান্ত করিতে নিষেধ করা হইয়াছে। যথা,—

যদি বিপ্রাশ্চতুর্বেদান্ সাঙ্গোপনিষদান্
দ্বিজ।
নচেৎ পুরাণং সংবিজ্ঞানৈব স স্যাদ্বিচক্ষণঃ॥

অর্থাৎ পুরাণ না জানিয়া পণ্ডিত হয় না। শাস্ত্রের মধ্যে 'ভাগবত' শাস্ত্রশিরোমণি,—ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য। প্রকাশানন্দ সরস্বতীর নিকট মহাপ্রভু ভাগবতের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া জগৎকে জানাইয়াছেন,—

'ব্যাসসূত্রের অর্থ কোন জীব নাহি জানে।
অতএব আপনে সূত্রার্থ কৈলাতে ব্যাখ্যানে॥
যেই সূত্রকর্ত্তা, সে যদি করয়ে ব্যাখ্যান।
তবে সূত্রের মূল অর্থ লোকের হয় জ্ঞান॥
প্রণবের যেই অর্থ, গায়ত্রীতে সেই হয়।
সেই অর্থ চতুঃশ্লোকীতে বিবরিয়া কয়॥
ব্রহ্মা সেই অর্থ ব্যাসেরে কহিলা।
শুনি' বেদব্যাস মনে বিচার করিলা॥
• • •
এই অর্থ—আমার সূত্রের ব্যাখ্যারূপ।
অতএব ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য—শ্রীভাগবত।
ভাগবত-শ্লোক উপনিষৎ কহে 'একমত'॥'
(চৈঃ চঃ।

এই শাস্ত্রশিরোমণি সম্বন্ধে গরুড়পুরাণে একটি যথার্থ পরিচয় দেওয়া আছে—

'অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং ভারতার্থবিনির্ণয়ঃ।
গায়ত্রীভাষ্যরূপোঽসৌ বেদার্থপরিবৃংহিতঃ॥'

এই ভাগবত ব্রহ্মসূত্রের অর্থ, গায়ত্রীর ভাষ্য মহাভারত ও বেদের তাৎপর্য্যদ্বারাই সমন্বিত।

ব্যাসদেব নিজেই এ গ্রন্থের পরম উপাদেয়তা কীর্ত্তন করিয়া বলিয়াছেন,—

'য শৃণ্ পারমহংস্যমেকমমলং জ্ঞানং
পরং গীয়তে।'

ইহাতে এক নির্ম্মল পারমহংস্য জ্ঞানের সন্ধান দেওয়া হইয়াছে। 'জন্মাদ্যস্য যতঃ' হইতে 'সত্যং পরং ধীমহি'—ভাগবত-প্রস্তুত পাঠ করিবার সৌভাগ্য যাঁহার হইয়াছে, তাঁহার আর কোনও শাস্ত্রে রতি থাকিতে পারে না।

'সত্যং পরং ধীমহি'—যে পারমার্থিক ধ্যান গায়ত্রীর মধ্যে রহিয়াছে, ভাগবতে সেই ধ্যান পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে। গীতায় ভক্তির নির্দেশ, কিন্তু ভাগবতে তাহার পূর্ণ অভিব্যক্তি। মহাপ্রভুর মত ও পথ ভাগবতের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং'—স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের প্রতি নির্দ্দিষ্ট ঐকান্তিকী ভক্তির সন্ধান এখানে মহাপ্রভুর মধ্যেই পাওয়া যায়। 'অর্থপঞ্চক'-এর অনুসারে মহাপ্রভুর মত ছাড়িয়া পথ চলিলে, অথবা পথ ছাড়িয়া মত ধরিলে এই পরমপরম্পরা হারায় যে বিশুদ্ধই হইতে পারে না, তাহাতে 'অর্থানর্থ' বেশ নিশ্চিত হইবেন।

"চৈতন্যের দেই যত সেই মত সার।
আর যত মত সব ছারখার॥"

(৬) গীতা, ভাগবত এবং আরও অন্য অন্য শাস্ত্রে পরতত্ত্বের পরিচয়ঃ—

গীতার প্রথম ছয় অধ্যায়ে কর্ম্মের কথা, তৃতীয় ছয় অধ্যায়ে জ্ঞানের কথা আর মধ্য ছয় অধ্যায়ে ভক্তির কথা আলোচিত হইয়াছে। দুই দিকেই কঠিন আবরণের দ্বারা ভক্তিরূপণায় পদার্থই সংরক্ষিত হইয়াছেন।

গীতার উপদেশঃ—"ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন।" নির্গুণ শ্রীকৃষ্ণকেই বেদের উদ্দেশ্য বিষয়। কিন্তু তত্ত্ব সহজে লক্ষিত হয় না বলিয়া ত্রিগুণময়ী মায়াই সগুণতত্ত্ব বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। "নির্গুণ সব কোই জানে, সগুণ না জানে কোই। আগমনিগম নানা চরিত তুমি বুঝিলে মন মর্ম্ম হোই॥" (তুলসী দাসের দোঁহা)। 'শাখাচন্দ্র'-ন্যায় অনুসারে নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে আবদ্ধ না থাকিয়া তাঁহাকে নিত্য লাভ করিবার জন্য অগ্রসর হওয়া উচিত। বেদের নিগূঢ়ময় জ্ঞান এবং কর্মকাণ্ডের উপরে যাইয়া নির্গুণ ভক্তির যাজন করিতে হয়। তথাপি বৃহদারণ্যকে—

যথা হ্যেবেত্ অশুদ্ধা প্রজ্ঞানা
অত্রাবরণোক্তমবনং বেদ্ বশ্য।
এবমেবৈষ বেদভিরপতি মূলঃ
অনাবৃত্তং তে পূর্বেবাপি যাতি॥

বেদের নিগূঢ় উদ্দেশ্য অনুষ্ঠিত এইরূপ আবরণ গ্রহণ (ভক্তি) অবলম্বন উত্তীর্ণ হইতে দূর হয় না। কারণ, বেদের ভিতরে আচারণ পূর্ব্বোক্ত বর্ণ ভগবানের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হয় না বলিয়াই অপকৃষ্ট। 'ন হি অর্থৈঃ প্রাপ্যতে এবং কর্ম্মভিঃ।' (কঠ) এবং কর্ম্মের দ্বারা অবিনশ্বর ফলপ্রাপ্তির সম্ভাবনা কোথায়? 'পরোক্ষবাদোঽয়ং বালানামনুশাসনম্। কর্ম্মমোক্ষায় কর্ম্মাণি বিধত্তে হ্যগদং যথা॥'—(ভাগবত) কর্ম্মবাদের পরোক্ষবাদপূর্ণ। বিধানবাক্য কর্ম্মের প্রলোভন দেখাইয়া, পরে কর্ম্ম হইতে প্রতিনিবৃত্ত করাই নিশ্চয়ই বেদের তাৎপর্য্য।

জ্ঞান কর্ম্মসাপেক্ষ হয় না। মায়াবাদীর কর্ম্মসাপেক্ষ অদ্ভুত জ্ঞানে জগতের নিত্যত্ব প্রতিপাদ লাভ করার মতন, তাহা অশুদ্ধ।

পুত্র-আত্মা দেহ-বর্ণ—কর্ম্ম, যোগ, জ্ঞান।
সব নাহি অন্যেরে আত্মা বলবান্॥
সেই আত্মা-মনে তত্ত্বের প্রভা যদি হয়।
সর্ব্বকর্ম্ম ত্যাগ করি' সে কৃষ্ণেরে ভজয়॥
"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।"
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥"
সর্বশাস্ত্রে"

শ্রীধর-চরিত্র

(৭)

প্রতিদিন দুই জনে
এরূপে কলহ হয় কদলী লয়ে,
উঠিত চঞ্চল নিয়ে জানিয়া শ্রীধর
দুঃখভরে কহে তুমি পরাজিত আমি,
বিনামূল্যে দিব কিছু কথা কহ মোরে,
এক এক খণ্ড তুমি প্রত্যহ তোমারে,
দিব আমি কদলীর থোড় আর মোচা
অতএব বলির বলি কহিও আমারে।

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং
ব্রজ।"
"যথাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ"
"ভক্ত্যা মামভিজানাতি।"

এই সকল গীতার বাক্য দ্বারাই পুরুষোত্তম কৃষ্ণের প্রতি অনন্যশরণ সকলযুক্ত জ্ঞানকর্ম্মাদির দ্বারা অনাবৃত শুদ্ধভক্তির উপদেশ দেওয়া হইয়াছে।

"নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া।
শক্য এবংবিধো দ্রষ্টুং দৃষ্টবানসি মাং যথা॥
ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবংবিধোঽর্জ্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুং চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুং চ পরন্তপ॥"

এই বাক্য দ্বারাই যে নির্গুণ ভক্তির ফল কৃষ্ণ, তাঁহার সন্ধান দেওয়া হইয়াছে। ব্রহ্মসম্বন্ধেই জীবের চরম লক্ষ্য হয় না। ব্রহ্মভূত ব্যক্তিই নির্গুণ ভগবৎপ্রেমলাভের অধিকারী। নির্গুণ অবস্থায় কৃষ্ণ ভগবান্‌রূপেই প্রতিষ্ঠিত। 'হরির্হি নির্গুণঃ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।' (ভাগবত ১০।৮৮।৩-৫)। 'ভগবান্ পুরুষঃ সাক্ষাদীশ্বরঃ প্রকৃতেঃ পরঃ। মায়াং ব্যুদস্য চিচ্ছক্ত্যা কৈবল্যে স্থিত আত্মনি॥' (ভাঃ ১।৭।২৩)। গুণাতীত নির্গুণাতীত হইলেই কোন বৈশিষ্ট্য থাকিবে না; ইহা মায়াবাদীর কল্পনা মাত্র। ভগবান্ গুণ নিরঞ্জন চিন্ময় সত্তা। গুণবদ্ধ অবস্থায় জ্ঞানের আলোচনা করিতে করিতে ব্রহ্মপ্রতীতি লাভ হয়। এই ব্রহ্মভাব নির্গুণ অবস্থার প্রথম সীমা। এই সীমা লাভ করার পূর্ব্বে গুণবিশেষ ত্যাগ হইয়া নির্বিশেষ ভাব উপস্থিত হয়। এইভাবে বস্তুর পরিচয় নাই, বস্তুসত্তে একটা নির্বিশেষপ্রতীতি হয় মাত্র। বস্তু কেবল নির্বিশেষই নহে—বস্তু নির্বিশেষ সবিশেষ উভয়ই। এই ব্রহ্মভাবে অবস্থিত হইতে পারিলেই ভক্তের কৃপায় এই নির্বিশেষের দূরীভূত হইয়া চিদ্বিশেষ হইয়া পড়ে। তখনই চিদ্বিলাসী শ্রীভগবানের নাম-রূপ-গুণ-লীলা জীবহৃদিস্থিত হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ মুমুক্ষাদি দুর্বাসনার দ্বারা যখন জীবের হৃদয় কলুষিত হয়, তখন ব্রহ্মভাবে সম্যক্ অবস্থিতি হয় না, আর তাহা হইতেই জীব পতিত হইয়া জীবন অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

তাল তাল আর কিছু নাহি তব দোষ
সহাস্যে কহিলা তবে মহান দেবতা।
শ্রীধরপ্রবর বহু গরম সন্তোষে
তোমায় করেন দিতা গোলোকের নাথ।
তবতের সেবা একু নয় বেদমতে
কোটিপতি হইলেও কভু নাহি চায়,
অতএব সে ব্যক্তিরে তুম একবার।
দুর্যোধন রাজ-অন্ন পদাঘাত করি,
অকিঞ্চন বিদুরের নিকট তণ্ডুল,
পূর্ব্বে যথা খাপদেতে দীনবন্ধু হরি,
পরম আগ্রহভরে করিলা ভোজন।
এইমত লীলা করে গৌরাঙ্গ শ্রীহরি
আপন পার্ষদ ভক্ত শ্রীধরে লইয়া
কে বুঝিতে পারে বিষ্ণু-বৈষ্ণবের লীলা
বিনা প্রভু না জানালে কেহ নাহি জানে।
প্রকাশি' ঐশ্বর্য্য নিজ
দয়াল ঠাকুর কহে শ্রীধরের প্রতি,
দেখ সাধু দেখ ভক্ত দেখ মোর প্রাণ,
নয়ন ভরিয়া দেখ শ্রীরূপ আমার।
আজি আমি দিব তোমা অভীপ্সিত দান,
যতক উচিত কহি চাহ মোর পাশে।
মহাভাগ্যবান্ সেই ভকত শ্রীধরে,
দাঁড়ায়ে দেখায় হরি আপন স্বরূপ,
যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র যাঁ'রে ধ্যানে নাহি পায়।
ভববিরিঞ্চি সদা আরাধ্য দেবতা,
অহর্নিশ করে যাঁ'র নামগুণগান,
তন্ত্র, মন্ত্র, আদি, বহু পুরাণ, আগম।
কমলা যাঁহার পদ চিন্তে অবিরাম,
সেই হরি ভক্তাধর্ব্বের তরে,
এক্ষণে ভক্তিযোগে লভ্য হয় তাঁরে,
ভক্তবৎসল নাম আছয়ে ভুবনে,
দেখাইলা ভক্তেরে ভুবনমোহন রূপ।
নয়ন ভরিয়া দেখে সরল শ্রীধর,
বল প্রকাশিলা তাঁরে সেই বিগ্রহ
প্রতিদিন কদলী লইত কাড়িয়া.
সে শচীনন্দন হেরে বলোদা-দুলাল।
জগদ্যশনামন বনা-যোগিন্দ্র,
করেতে মোহন বেণু বন্দিতেছে গোপে
ত্রিভঙ্গ।

নবদ্বীপ-পঞ্জিকা

অদ্য হইতে ৩ দিনের জন্য

১৮ শ্রীধর ১৮ শ্রাবণ ৩ আগষ্ট শনি অবরাহ শ্রীরামপাদঃ গৌরচতুর্থী কলিল যা ৯।৫৩ উত্তরফল্গুনী নক্ষত্র নিবাহীর বণিজকরণ দি ৮।৪০ গতে বিষ্টিকরণ রা ৯।৫৩ গতে ববকরণ।

১৯ শ্রীধর ১৯ শ্রাবণ ৪ আগষ্ট রবি শর্ব বাসুদেব গৌরপঞ্চমী শ্রীধর রা ১১।৫৭ উত্তরফল্গুনী নক্ষত্র দি ৭.০৫ শিবযোগ প্রাতঃ ৬।৯ ববকরণ।

২০ শ্রীধর ২০ শ্রাবণ ৫ আগষ্ট সোম সর্ব্বসিদ্ধি সকল গৌরষষ্ঠী প্রভু রা ১।১০ হস্তা নক্ষত্র দি ৯।৫৩ সিদ্ধযোগ প্রাতঃ ৬.৩৩ কৌলবকরণ।

শুদ্ধভক্তি মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ

(আকর-মঠরাজ)

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ হস্ত উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যবর্য্য শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্যমঠ বিরাজমান। এই স্থান সংকেত-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বতজনপদ। এই মহাতীর্থে শ্রীভক্তিবিনোদ ব্যাকরণাদি বেদাঙ্গসমূহের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র 'নদীয়া-প্রকাশ', সাত্বত সম্প্রদায়ে অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থাদি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতি বৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমা-মহোৎসব ও অগণিত জনগোষ্ঠীসহ কীর্ত্তন-প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি তথায় অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তি-ধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই মঠাভ্যন্তরে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দজীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, মহাপ্রসাদ-চতুষ্টয়-বোধ, শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি লীলা ও গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হয়। এই মঠ হইতে মহাজনদীর সঙ্গে হরিকথা-প্রচার, মহানগর-সঙ্কীর্ত্তন, বক্তৃতা, যাত্রা ও সঙ্কীর্ত্তন-মহা-মহোৎসবাদি অনুষ্ঠান হয়। মঠরক্ষক—মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া সহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীশঙ্করের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবিদ্যানন্দ ব্রজবাসী সেবাকোবিদ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌর-লীলার রাসস্থলী এখানে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান, রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তি সাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—গোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

(৭) কাজীর সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক।

(৮) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও রাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান দাস ব্রহ্মচারী।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্র নাথ অধিকারী।

(১০) মোদদ্রুম-ছত্র "গৌড়ীয় বৈদিক

মাউগাছি, পোঃ কালনা, (বর্দ্ধমান)।

শ্রীবাসানন্দপুর ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান। শ্রীগৌরনিত্যানন্দের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীমঞ্জুবিহারী ব্রজবাসী, ভক্তিভূষণ।

(১১) শ্রীরূপ-অনুগত আশ্রম

শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী,
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীনবীনানন্দ ব্রহ্মচারী

(১২) সুকৃতকুটীর—পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীমধুসূদন অধিকারী

(১৩) ভাগবত-আসন—পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

এই স্থান হইতে ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচারিত হয়। রক্ষক—শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৪) একায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ কাসঘাটি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী ভক্তিবান্ধব।

(১৫) মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(১৬) মাধ্বগৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, পোঃ ঢাকা

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাবিনোদ বি-এ।

(১৭) গোপালজীউর—কমলাপুর,(ঢাকা)

গোপালজীউ শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিদ্যমান। রক্ষক—শ্রীরাসদাস ব্রজবাসী।

(১৮) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)।

এখানে শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রমাদিক ব্রহ্মচারী

(১৯) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য ধর্ম্মারণ্য শ্রীসুন্দরানন্দ এম-এ, বি-এল।

(২০) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাধু, (ঢাকা)

এখানে কষ্টিপাথরনির্ম্মিত শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা মূর্ত্তিমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ ব্রজবাসী

(২১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাণীগঞ্জ (বর্দ্ধমান)।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীনরেন্দ্র অধিকারী।

(২২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ছুঁচুড়াকোলা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (বাঁকুড়া)

এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী।

(২৩) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরশিলা, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে গুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীমদনমোহন ব্রজবাসী ভক্তিরত্ন।

(২৪) গোরাজপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—শ্রীমদনমোহন অধিকারী।

(২৫) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশমণি, পোঃ বক্সীবাজার, (কটক)

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণ-জীউর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর

(২৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর পুরী,

শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন।

(২৭) পুরুষোত্তম মঠ

ভক্তিকুটী, পোঃ পুরী উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদানন্দজীউর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপরমানন্দ অধিকারী

(২৮) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী অধিকারী।

(২৯) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, জেলা গোদাবরী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—শ্রীনিমাইচরণ অধিকারী ভক্তিলোচন।

(৩০) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪৪নং করিমপুরা, বেনারস সিটি

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীসনাতন ব্রহ্মচারী।

(৩১) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ

(৩২) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পারায়ণ ও গৌর-বিনোদ-বিহারীজীউর সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীনারায়ণ অধিকারী।

(৩৩) কৃষ্ণচৈতন্য মঠ

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

এখানে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিত্য-সেবা হয়। রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণাৰ্দ্ধ ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠ

অষ্টাবক্র মথুরা

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন

(৩৫) রাধাকুণ্ড-কুঞ্জকুটীর—শ্রীরাধাকুণ্ড

রক্ষক—শ্রীরাধারমণচরণ ব্রহ্মচারী

(৩৬) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৩৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ

সেবাগ্রাম, পোঃ কোকোল, জেলা এটাওয়া

(পাঞ্জাব) রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৩৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং কুতুব রোড, নিউ দিল্লী।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসম্বন্ধ পুরাণী

(৩৯) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, পঞ্জাব।

এখানে গৌরবিনোদানন্দের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীমদ্গোপাল অধিকারী।

(৪০) সারস্বত-গৌড়ীয় মঠ

মাদ্রাজ সাওরেনপুরম, এগ. সি

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ গিরি

(৪১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ রায়পেট্টা মাদ্রাজ।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীপাদ কৃষ্ণানন্দ ভক্তিবিলাস

(৪২) বোম্বে-গৌড়ীয়-মঠ কার্য্যালয়

গ্রোভার রোড, চৌপাটি বিল্ডিং, ব্লক নং ১, বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ বেদান্ত মজুমদার।

(৪৩) অমরাবি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমরাবি, মেদিনীপুর

(৪৪) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্চকা, কামরূপ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী

(৪৫) পাটনা গৌড়ীয় মঠ

১০০ বিহারপুরা, পাটনা।

রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী বাগ্ভূষণ

(৪৬) গয়া গৌড়ীয় মঠ

ফিল্ড সাহেব, চার্চ রোড, গয়া

রক্ষক—উপদেশক শ্রীসদাশিব বাগ্ভূষণ

(৪৭) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠ বালেশ্বর

রক্ষক—শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয়

৩ গ্রীন হাউস, কলহাম গার্ডেন, আর্ল্‌স কোর্ট ৭, লণ্ডন

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন

(৪৯) বার্লিন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

Berlin W. 30

Eisenacher strasse 20 II.

(৫০) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

৩২০ নং ডালহৌসী ষ্ট্রীট রেঙ্গুন।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবত,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম ৩৫খণ্ডে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধের প্রতিখণ্ড ।৶০
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। ভাষ্য-সহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সজ্জনতোষণী ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী,
১ম খণ্ড—১৲, ৩য় খণ্ড—৸০
৪ ৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—১৲; ২য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব—১৲
৮। সৎক্রিয়াসার—দীপিকা ও সংস্কার-দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণব ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সংকল্পকল্পদ্রুম (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিবর্ত্ত-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ।০
১৮। বাদন-খণ্ডন ।০
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৸৶০
২১। গৌড়ীয়-গাথিকা ।৶০
২২। ভজন-রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
২৬। গীতার কেবল মাত্র-ভাষা ।০
২৭। দুর্গমসঙ্গমনী গৌড়ীয়ভাষ্য সাহবাদ ২৲
২৮। ধ্যানচন্দ্রের সাহবাদ ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸
৩০। দীন-বিদ্ধ-বর্জন ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৶০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। ব্রজগৌরমণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি ৴০
৪১। গীতাবলী ৴০
৪২। ভিন্ন নবদ্বীপ ২॥০
৪৩। নামভজন ৴০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৴০
৪৬। অর্চ্চনপদ্ধতি ৴০
৪৭। মহাপ্রসাদস্তুতিঃ ৴০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। অমৃতকথা ৴১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। নামহট্ট (সাধুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ
৫৪। পুরুষার্থ-নির্ণয়
৫৫। শুদ্ধভক্তি বা সারার্থদর্শিনী ।০
৫৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৴০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণদেবের ৶০
৫৯। নিত্যধর্ম্ম ৶০
৬০। সংবাদার্থী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত সারঃ ।০
৬১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী চিন্তিতঃ ।০
৬২। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৬৩। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৪। সাধনার শিক্ষাষ্টকম্ ।৶০
৬৫। গৌড়ীয়মঠ পরিচয়ঃ ৴০
৬৬। সারসংগ্রহম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৭। রায় রামানন্দ ।০
৬৮। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ।০
৬৯। নামভজন ।০
৭০। বেদান্ত—ইটস মর্ফলজি এণ্ড অন্টলজি ।০
৭১। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ।৶০
৭২। লাইফ এণ্ড প্রিসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।০
৭৩। বৈষ্ণবীজম ।০
৭৪। গোবাইট গৌড়ীয়মঠ টুর ৴০
৭৫। দি ভাগবত ।০
৭৬। থিইষ্টিক ফিলজফি এণ্ড আকেমেজেস্ সিস্টেম ।০
৭৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২॥০
৭৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৭৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮০। সাধন-পথ ।০
৮১। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৮২। গীতাবলী ৴০
৮৩। শরণাগতি ৴০

আসাম ভাষায় প্রকাশিত

৮৪। শরণাগতি

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাঁচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মৃতপ্রায় পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই উহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। নিজের প্রীহা যকৃৎ কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য: ছোট বোতল ৸৶০ আনা, বড় বোতল ১৶০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউণ্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। উহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ। জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং ২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার কলিকাতা

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের বাগ্‌যুদ্ধ যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে উৎসুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে বর্ণসার ও শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

(ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত)

মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সী কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভাগবতরত্ন সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম-এ, মহোদয়ের স্রোতস্বিনী এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ লেখনীর অনুরূপ আকারে তাঁহারা একাধারে চৈতন্য এবং তৎ ও সমসাময়িক জীবনচরিত-পাঠে শত পৃষ্ঠার এক বিরাট, প্রাচীন ও আধুনিক বহু মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের প্রামাণ্য গ্রন্থের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক আলোচনা প্রথম খণ্ডে ৩০৭ অধ্যায়ে, প্রায় ৬০০ পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থে বিশ্বপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের লিখিত মুখবন্ধ (Foreward) প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সংক্ষিপ্ত শব্দসূচীপত্র (Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা—১৫ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। প্রতি বর্ষ ৪। টাকা ভিক্ষায় কলিকাতা বাগবাজার গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৸০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। বৈকুণ্ঠধাম শ্রীবৃন্দাবন মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ২৲

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহা-পাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৸০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ বিনোদ সেবাতীর্থ বি-এল, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১৸০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত অমূল্য গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল শ্লোক অন্বয়ে এবং তাহার বর্ত্তমান-যুগে শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। আর মূলের ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজ আকারে ১০৫০ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। অতিরিক্ত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোক সূচী, পদ্যসূচী, গ্রন্থসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়-সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী-পত্র। সমগ্র শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য সংস্করণ জগতের কোথাও আর কখনও প্রকাশিত হয় নাই, যাহা নিরপেক্ষ পাঠক মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আহারাদি সম্বন্ধে সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র কৃতী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৩—৫৬,	১০—৩১,	১৩—২২	১৭—৩৮,	১৯—০৫
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—০৫
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৩,	২০—১২

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

শনিবার অত্যাধিক

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১২-১০	১২-৩৪	১৫-৩৪	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫০	৯-৩৩	১২-১১	১২-৪২	১৫-৪১	১৮-৫৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-৫১	১৩-১২	১৬-১৫	১৯-১১

সচিত্র
নবদ্বীপ পঞ্জিকা

ভিক্ষা—মাত্র ৵০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ

পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপকারী পানীয়

রবিনসনের পেটেন্ট বার্লি হইতে বার্লিজল

জ্বর সন্নিকটে আসিলে যথেষ্ট পরিমাণে উহা সেবন করুন!

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'শ্রীমায়' নবদ্বীপ

দৈনিক

REG. NO C. 1544

চৈতন্যোপনিষদ্
বহু অনুসন্ধানে প্রাপ্ত ও অনুবাদসহ প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি উত্তম। ভিক্ষা ।০ মাত্র
শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

"গৌড়ীয়"
১ম বর্ষ হইতে ১১শ বর্ষ পর্য্যন্ত প্রতি বর্ষ কাপড়ে বাঁধাই
ভিক্ষা ৩।০ মাত্র।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ
বাগবাজার, কলিকাতা

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচারিত-নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১০ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২০শে শ্রাবণ, সোমবার ১৩৪২, ৫ই আগষ্ট ১৯৩৫ [১৩২তম সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

—:০:—

কমন্স সভাগৃহে প্রীতি-ভোজ

ইণ্ডিয়া বিলের আলোচনা ভাল সমাপ্ত হইয়াছে। এই উপলক্ষে স্যার স্যামুয়েল হোরকে সম্বর্দ্ধনা করিবার জন্য পার্লামেণ্টের সদস্যগণ কমন্স সভার গৃহে এক প্রীতি-ভোজের আয়োজন করিয়াছিলেন। এই সভায় বর্ত্তমান ভারত সচিব লর্ড জেটল্যাণ্ড অতি সুন্দর বাঁধাই করা একখণ্ড ইণ্ডিয়া বিল স্যার স্যামুয়েল হোরকে উপহার দেন। এই পুস্তক খানিতে স্যার স্যামুয়েল হোরের নামও খোদাই করা আছে।

স্যার অষ্টেন চেম্বারলেন এই সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। পার্লামেণ্টের বহু সদস্য উপস্থিত ছিলেন। রাত্রি সভায় কয়েক জন সদস্যকেও তন্দ্রায় দেখা গিয়াছিল।

ইণ্ডিয়া বিলের গতিবিধি

লর্ড সভা ইণ্ডিয়া বিলের কয়েকটি স্থলে একটু পরিবর্তন করিয়াছেন। আগামী কমন্স সভায় এই সমস্ত পরিবর্তনের কথা বিবেচনা করা হইবে। মোটের উপর কমন্স সভা এই সকল প্রস্তাবে আপত্তি করিবেন না। তবে সহকারী ভারতসচিব মিঃ আর এ বাটলার লর্ড সভায় গৃহীত বিলটির ভাষার একটু আধটু রদবদল করিবার অভিপ্রায়ে কিছু সংশোধন প্রস্তাব উত্থাপন করিবেন। এই ব্যবস্থায় পার্লামেণ্টের প্রচলিত প্রথা অনুসারে বিলটিকে পুনরায় লর্ড সভায় প্রেরণ করিতে হইবে।

সহকারী ভারত সচিব মিঃ আর এ বাটলারের সংশোধন প্রস্তাবগুলি অতি সামান্য রকমের হইলেও পার্লামেণ্টের নিয়ম অনুসারে একটী কমিটি গঠনের প্রয়োজন হইবে। কি কারণে লর্ড সভায় প্রস্তাবগুলি সংশোধন করা হইল, তাহা ভাল করিয়া বুঝাইয়া দেওয়ার ভার এই কমিটির উপর দেওয়া হইবে।

স্ত্রী কর্ত্তৃক স্বামী হত্যা

গোবিন্দপুর থানার অন্তর্গত বেলো গ্রাম হইতে একটী লোমহর্ষণ হত্যাকাণ্ডের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, জোলাদি গ্রামের মধু সাধি তাহার স্ত্রীকে আনিতে শ্বশুরালয়ে গমন করে। কিন্তু স্ত্রী তাহার সহিত যাইতে ঘোর আপত্তি জানায়। ফলে স্বামী-স্ত্রীতে ভীষণ কলহ বাধিয়া যায়। রাগের মাথায় স্ত্রী স্বামীকে একখানি ধারাল 'কাস্তা' দিয়া সাংঘাতিকরূপে আহত করে। স্থানীয় পুলিশ স্ত্রীলোকটিকে গ্রেপ্তার করে।

পুলিশ ও গ্রামবাসীতে সংঘর্ষ

বারোদা রাজ্যের নবসারী হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে, তথাকার গ্রামবাসী ও পুলিশের মধ্যে সংঘর্ষ হইয়াছে। প্রকাশ যে, বে-আইনীভাবে মদ প্রস্তুত হইতেছে কিনা, এই সম্পর্কে অনুসন্ধান করিবার জন্য একদল আবগারী পুলিশ কতিপয় সশস্ত্র পুলিশকে সঙ্গে লইয়া গভীর রাত্রিতে গ্রামে প্রবেশ করে। এই সময় বহু গ্রামবাসী সমবেত হইয়া আবগারী পুলিশের দলকে আক্রমণ করে। পুলিশ আত্মরক্ষার্থ গুলি চালায়। ইহাতে একজন আহত হয়। অতঃপর কতিপয় লোককে গ্রেপ্তার করা হয়।

——

উরগাঁও স্বর্ণ খনিতে ধর্ম্মঘট

চ্যাম্পিয়ান রীফ হইতে প্রাপ্ত এক সংবাদে প্রকাশ, খনিশ্রমিক খনির প্রায় তিন হাজার কুলী অদ্য ধর্ম্মঘট করিয়াছে। বোনাস দান সম্পর্কে নূতন নিয়মাবলীর প্রবর্তন হওয়ার দরুণ তাহারা এই ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছে। ধর্ম্মঘটকারীদের সহিত বহু বেকার যোগ দিয়াছে। তাহারা উন্মত্ত হইয়া উঠে এবং হাঙ্গামা বাধাবার প্রয়াস পায়। সরকারের আদালতে অগ্নি সংযোগ করা হয়।

কর্তৃপক্ষ ধর্ম্মঘটকারীদিগকে কাজে যোগ দিতে এবং নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে তাহাদের অভিযোগ দূরীকরণের চেষ্টা করিতে অনুরোধ করে, কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় নাই। নিকটস্থ কোন খনিতে গোলমাল হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

পুলিশের গুলী

উরগাঁও হইতে কোলার স্বর্ণখনিতে ধর্ম্মঘট সম্পর্কে শেষে যে সংবাদ আসিয়াছে তাহাতে প্রকাশ, অদ্য পুলিশ জনতার উপর দুইবার গুলীবর্ষণ করিতে বাধ্য হয়, ফলে ২জন ধর্ম্মঘটী নিহত হইয়াছে।

ধর্ম্মঘটীরা আক্রমণমূলক মনোভাব অবলম্বন করে এবং সম্পত্তির ক্ষতি করিয়া ইটপাটকেল ছুড়িতে থাকে। তাহারা পুলিশ কর্মচারীদের দিকে ধাবিত হইলে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট গুলী চালাইবার হুকুম দেন, ফলে একজন আহত হয়, তন্মধ্যে এক জন মারা যায়।

প্রাতে চ্যাম্পিয়ান রীফ খনিতে গোলযোগ আরম্ভ হয়। ধর্ম্মঘটীরা শ্রমিকদিগকে কাজে যাইতে বিরত করিবার জন্য সমবেত হয়। তাহারা জেনারেল আফিস অভিমুখে অভিযান করিলে তাহাদিগকে বলপূর্বক সরাইয়া দেওয়া হয়। তাহার পর তাহারা পুলিশকে আক্রমণ করে। তখন পুলিশ দ্বিতীয় বার গুলী চালায় এবং তাহার ফলে একজন নিহত হয়।

গিলগিট এজেন্সীর শাসনভার

গিলগিট এজেন্সীর শাসনকার্য্য বৃটিশ পক্ষে আগামীকল্য হইতে আরম্ভ হইবে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। ভারত সরকারের আধিপত্য গিলগিটের অপর পার্শ্ব অঞ্চলাদি ও গিলগিট অঞ্চলের উপর বিস্তৃত হইবে। গত ১লা জুলাই কাশ্মীর রাজ্যের শেষ সৈন্যদল গিলগিট ত্যাগ করিয়াছে। তাহার পর হইতেই গিলগিটের স্কাউট দল ও বৃটিশ ভারতীয় সেনাবাহিনী ঐ অঞ্চল রক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছে। কাশ্মীর রাজ্যের সৈন্যদল গিলগিট হইতে বুঞ্জি পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছে। অবশ্য এখনও কাশ্মীর রাজ্যের পতাকা তথায় উড্ডীন আছে।

বিদ্যালয়ের তহবিল তছরূপের মামলা

মাদারীপুরের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, দেবেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী নামক এক ব্যক্তিকে দণ্ডবিধির ৪০৮ ধারা অনুসারে ২বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড এবং ১০০০৲ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করেন। দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে হাই-কোর্টে আপীল করা হইলে বিচারপতি মিঃ লর্ট উইলিয়ামস্ এবং মিঃ জ্যাক আপীলের দণ্ডাদেশ নাকচ করিয়া দিয়াছেন। দণ্ডাজ্ঞা-কারী মাদারীপুর উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের একজন কেরাণী। সে ১৯৩০ সালের ২৮শে অক্টোবর তারিখে হইতে ১৯৩৫ সালের ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত তিন দফায় যথাক্রমে ২০০৲ ৮৫৸/ ও ১৫২/ আত্মসাৎ করে। আসামী উক্ত অভিযোগ অস্বীকার করে।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

[ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

[illegible] পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ [illegible] ত্রিদণ্ডিস্বামী ... বৈষ্ণবাচার্য্য এম-এ, মহোদয়ের গ্রেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অনুভব ... একাধারে ... জীবনচরিত-পাঠে ... এই বিরাট্ ... ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ... সহিত তুলনা-মূলে ... প্রকাশিত ... শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের লিখিত মুখবন্ধ (Foreward) ... ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে ... (Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছে।
ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—[illegible] গৌড়ীয়মঠ, [illegible]; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—
প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-ঠাকুরের সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। প্রতি বর্ষ ৩৲ টাকা ভিক্ষায় কলিকাতা বাগবাজার গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

২। গৌড়ীয়—... পণ্ডিত শ্রীপাদ ... বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৸৹ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—[illegible] পারমার্থিক পাক্ষিক। ... মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৸৹

৪। পরমার্থী—... সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। ... মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৸৹ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—... পণ্ডিত শ্রীপাদ ... বি-এল, বি-টি, সম্পাদিত। ... হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষার পাক্ষিক। ভিক্ষা সডাক ১৸৹ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল শ্লোক অন্বয়ে এবং তাঁহার ... প্রভুপাদের ... শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সম্বলিত হইয়াছে। খাসা সুন্দর ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৩৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। তদ্ব্যতীত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোক সূচী, পদ্যসূচী, গ্রন্থসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়-সূচী, স্থানসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী-পত্র। সমগ্র শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট্ সংস্করণ জগতের কোথায়ও আর কখনও প্রকাশিত হয় নাই, উহা নিরপেক্ষ পাঠক মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সজ্জনগণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উজ্জ্বল ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৩৬,	১০—৩১,	১৩—২২	১৭—৫৮,	১৯—৩৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—০৫
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৩,	২০—১২

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

শনিবার ব্যতীত

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১২-১০	১২-৩৩	১৫-৪৩	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১২-১৯	১২-৪২	১৫-৫২	১৮-৪৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২০	১০-০	১২-৫১	১৩-১২	১৬-১৯	১৯-১১

সচিত্র
নবদ্বীপ পঞ্জিকা

ভিক্ষা—মাত্র ৵৹
প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপকারী পানীয়
রবিনসনের 'পেটেন্ট' বার্লি
হইতে বার্লিজল প্রস্তুত হয়
জ্বর সন্নিকটে আসিলে যথেষ্ট পরিমানে উহা সেবন করুন/

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে।
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে।

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ।

১০ম বর্ষ | ২০ শ্রীধর গৌরাব্দ ৪৪৯, ২০শে শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১৩৪২, ৫ই আগষ্ট ইং ১৯৩৫ সোমবার | ১৩০৭ম সংখ্যা

প্রচার-প্রসঙ্গ

ব্রহ্মদেশে বেসিননগরে

গত ২১শে জুলাই বেসিনপ্রবাসী শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাস মহাশয়ের বিশেষ আগ্রহে তদীয় গৃহে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্বস্ব গিরি মহারাজের নির্দ্দেশক্রমে শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম সেবক উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ ভক্তিসার ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের ঐশ্বর্য্যভাবে শচীমাতাকে ভক্তোপদেশ-প্রদানলীলা পাঠ করেন। ভক্তিশাস্ত্রীজীর প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা শ্রোতৃবৃন্দের চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। পাঠের আরম্ভে গৌরবিহিত কীর্ত্তন হইয়াছিল।

গত ২২শে জুলাই শ্রোতৃবৃন্দের বিশেষ আগ্রহে পুনরায় সন্ধ্যা ৭॥ ঘটিকায় ঢাকা নিবাসী (সম্প্রতি বেসিন-প্রবাসী) এ্যাড-ভোকেট শ্রীযুক্ত অমূল্যকৃষ্ণ বসু মহাশয়ের গৃহে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্বস্ব গিরি মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীমদ্ বলি মহারাজের উপাখ্যান পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। সুশিক্ষিত শ্রোতৃবৃন্দ স্বামীজীর দার্শনিক যুক্তিপূর্ণ ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী শ্রবণ করিয়া নিজ নিজকে কৃতার্থ জ্ঞান করেন; তাঁহাদের চেষ্টায় সহরের বিভিন্ন স্থানে পরপর পাঠ ও বক্তৃতাদির বন্দোবস্ত হইয়াছে ও হইতেছে। প্রত্যহই পাঠ ও বক্তৃতার আরম্ভে সুললিত গৌরবিহিত সঙ্কীর্ত্তন হইয়া থাকে।

ঐদিবস ব্যারিষ্টার মিঃ কে, এন, মুখার্জ্জি বেসিন গৌড়ীয়মঠ ক্যাম্পে উপস্থিত হইয়া স্বামীজীর নিকট বহুক্ষণ বৈষ্ণবদর্শনের বৈশিষ্ট্য শ্রবণ করেন এবং বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেন।

হুগলী জেলায়

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ গত ৮ই শ্রাবণ বেগমপুর হইতে রওনা হইয়া রাজবলহাট নামক গ্রামে শুভ পদার্পণ করেন। শ্রীপাদ নিত্যগৌরাঙ্গ দাসাধিকারী ভক্তিসাধন মহোদয় স্বামীজীর সহিত বেগমপুর হইতে গিয়াছিলেন। স্বামীজী মহারাজ ঐ দিবস এবং অপরদিবস ভক্তিসাধন মহোদয়ের গৃহে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে অম্বরীষ মহারাজের উপাখ্যান পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন এবং ১০ই, ১১ই ও ১২ই শ্রাবণ এই তিনদিবস পার্শ্ববর্ত্তী অন্যান্য স্থানে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন। ক্রমশঃই শ্রোতৃসংখ্যা প্রত্যহই বৃদ্ধি পাইয়াছে।

শ্রীল প্রভুপাদের অনুকম্পিত শ্রীযুক্ত গোষ্ঠবিহারী ভক্তিবিকাশ ও ভক্তিসাধন মহাশয়ের বিশেষ আগ্রহে ও চেষ্টাতে গত ১০ই শ্রাবণ ২৬শে জুলাই হরিবাসর তিথির প্রাতে বহু-লোকসমভিব্যাহারে একটী নগরসংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হইয়াছিল। দ্বিপ্রহর বেলা প্রায় ১২ ঘটিকায় নগর সংকীর্ত্তনবাহিনী ফিরিয়া আসেন। সংকীর্ত্তনে স্থানীয় বহু লোকের সমাগম হইয়াছিল।

শ্রীপাদ সনাতন দাসাধিকারী, শ্রীপাদ নিত্যগৌরাঙ্গ ভক্তিসাধন ও শ্রীপাদ গোষ্ঠবিহারী ভক্তিবিকাশ মহোদয় প্রাণপণে এই তিনজনের চেষ্টাতেই রাজবলহাটে এই শুদ্ধ-গৌরবাণী প্রচারকার্য্য সম্পন্ন হয়। প্রচারকার্য্যে ইঁহাদের নিষ্কপটচেষ্টা ও উৎসাহ প্রশংসনীয়।

রাজবলহাটের প্রচারকার্য্য সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করিয়া স্বামীজী গত ১৩ই শ্রাবণ বীরভূম জেলায় মাসাপুরে শুভবিজয় করেন। তথাকার পাঠশালার শ্রীযুক্ত আশুতোষ দত্ত মহাশয় ভক্তিনিষ্ঠ সজ্জন। তিনি ভক্তিসহ আমাদের সহিত সদল স্বামীজীকে স্বগৃহে সাদরে বরণ করিয়া তাঁহাদের সেবাসৌভাগ্য বরণ করেন। তাঁহার অকৈতবসেবাবুদ্ধি ও দৃঢ়-শ্রদ্ধা বিশেষ আদরণীয়।

খড়্গপুরে

গত ২৫শে জুলাই ও ২৬শে জুলাই ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ খড়্গপুর দুর্গামন্দিরে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে কপিল-দেবহূতি-সংবাদ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। স্বামীজী ব্যাখ্যান্তে শ্রীমদ্ভাগবতের অমন্দোদয় সম্বন্ধে কীর্ত্তন করেন।

গত ২৭শে জুলাই শনিবার ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ ঐস্থানে "প্রসঙ্গমজরং পাশং" শ্লোক ব্যাখ্যা দ্বারা সাধুসঙ্গের মহিমা ও সাধুর লক্ষণ কীর্ত্তন করেন।

গত ২৮শে জুলাই রবিবার শ্রীপাদ শ্রৌতী মহারাজ বহু ব্যক্তির সমক্ষে ছায়া-চিত্রে শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলার আংশিক কীর্ত্তন করেন।

গত ২৯শে জুলাই সোমবার স্বামীজী জনৈক স্কুলে বহু ভদ্রমণ্ডলীর সমক্ষে "কীর্ত্তন ও সংকীর্ত্তন" সম্বন্ধে হিন্দী ভাষায় বক্তৃতা করেন। শ্রোতৃগণ অশ্রুতপূর্ব্ব চৈতন্যবাণী শ্রবণ পূর্ব্বক আরও শুনিবার আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন।

গত ৩০শে জুলাই মঙ্গলবার ও ৩১শে জুলাই বুধবার স্বামীজী খড়্গপুরের নিকটস্থ খরিদা নামক স্থানে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। বহু ব্যক্তি শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারে আকৃষ্ট হইয়াছেন।

বোম্বে মহালক্ষ্মীতে

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ বর্ত্তমানে বোম্বে গৌড়ীয়মঠে অবস্থানপূর্ব্বক নানাস্থানে শ্রীচৈতন্যদেবের অবদানাবলীর কথা কীর্ত্তন করিতেছেন। স্বামীজীর সুসিদ্ধান্ত ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা এবং পাঠাদি শ্রবণ করিয়া অনেকেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথায় আকৃষ্ট হইতেছেন জানিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম। আশা করি, স্থানীয় অধিবাসিবৃন্দ স্বামীজীর শ্রীমুখে বীর্য্যবতী হরিকথা শ্রবণের সৌভাগ্য পাইয়া বৈকুণ্ঠলোকে উদ্ভাসিত হইবার ও সদ্গুরুপাদপদ্ম-আশ্রয়ের অত্যাবশ্যকতার কথা উপলব্ধি করিবার সুযোগ পাইবেন।

দিনাজপুর জেলায়

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ গত ৩রা শ্রাবণ হিলি নামক গ্রামের জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু কুমুদনাথ দাস রায় সাহেবের বাটীতে "বৈষ্ণবধর্ম" সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতার আদি ও অন্তে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তিত হয় এবং পরে ছায়াচিত্রযোগে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গলীলা প্রদর্শিত হইয়াছে।

পাটনায়

গত ২৭শে জুলাই পাটনার দরবারটোলীর মিঃ ভগবতী লাল এ্যাডভোকেট মহোদয়ের ভবনে পণ্ডিত শ্রীপাদ শিবানন্দ ব্রহ্মচারী ভাগবতভূষণ মহোদয় মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য, সদ্গুরুপাদাশ্রয়ের প্রয়োজনীয়তা, সদ্গুরুর লক্ষণ, সন্ন্যাসের লক্ষণাদি সম্বন্ধে প্রায় ঘণ্টাধিক কাল হিন্দি ভাষায় বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। বক্তৃতার আরম্ভে ভজনীয়, শরণ্য ও মহামন্ত্র নিবিষ্টচিত্তে কীর্ত্তিত হইয়াছিল। মিঃ কৃষ্ণদেব এম-এ, বি-এল কাব্যতীর্থ প্রমুখ বহু এ্যাডভোকেট, মোক্তার প্রভৃতি উক্ত বক্তৃতা-শ্রবণে আনন্দ-প্রকাশ করেন। তৎপরদিবস তথায় সন্ধ্যা ৭-৩০ ঘটিকা হইতে ৯-৩০ ঘটিকা পর্য্যন্ত ছায়াচিত্রে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার-বৈশিষ্ট্য প্রদর্শিত ও হিন্দি ভাষায় কীর্ত্তিত হইয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২০ শ্রীধর শনিবার সংখ্যা ৪৪৯

ভক্ত ও ভগবানের লীলা প্রাকৃতবুদ্ধির অগম্য

শ্রীশচীদেবীর গঙ্গাস্নান

ভক্ত ও ভগবান্ উভয়েই অধোক্ষজ—প্রাকৃতবিদ্যাবুদ্ধির অতীত ; সুতরাং তাঁহাদের ভগবৎকথার কাহ্য বা লীলা যে বদ্ধজীবগণের প্রাকৃতেন্দ্রিয়ের বোধগম্য হইবে না, তাহাতে আর সন্দেহ কি ? এসকল বিষয় আমাদের বোধগম্য না হইলেও আমাদের গুরুবর্গ ভক্তলীলার কথা উপলব্ধি করিয়া বিচারমুখে যেভাবে মৎপর নিরূপণ করিয়াছেন তাহাই প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবামুখে অদ্য আমাদের আলোচ্য বিষয়। শ্রীশচী-দেবী শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপা—সচ্চিদানন্দরূপিণী ; প্রাকৃতের কোন গন্ধই তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। তিনি মায়াতীত—শুধু মায়াতীত কেন, মায়াধীশ কৃষ্ণের—গৌরের পালিকা—বাৎসল্যরসময়ী পুত্রস্নেহসিক্তা কৃষ্ণজননী যশোদার আত্মবিগ্রহ ; তাই এই ভূতলে অধোক্ষজ শ্রীভগবানের আবির্ভাব। ভক্ত ও ভগবান্ উভয়েই সচ্চিদানন্দময় তত্ত্ব ; সুতরাং কল্পনাবাদী প্রাকৃত জীবের বিচারে সন্তান জন্মিবার পর সন্তান ও তৎপ্রসূতির যেরূপ অপবিত্রতা বা অশৌচাদি বিচার এবং গঙ্গা স্নানাদি দ্বারা অপবিত্রতা-দূরী-করণের যে চেষ্টা হয়, সেইরূপ বিচার শ্রীশচী-দেবী বা গৌরসুন্দরে আরোপ করিলে মহাপরাধ হইবে। সেবা-বিমুখ জীব শ্রীশচীদেবীর অপ্রাকৃত বাৎসল্য-সেবাপর অচিন্ত্য আচরণ দর্শনে (?) এরূপ অপরাধ-ময় চিন্তাস্রোতে পতিত হইয়া নাস্তিকতা বা প্রাকৃতসাহজিকতারূপ অন্ধকূপ-মধ্যে ঝাঁপ দিবে। সেবোন্মুখচক্ষে শ্রীশচী-দেবীর বা অন্যান্য আশ্রয়বিগ্রহগণের এইসব চেষ্টা ভগবৎ-সেবা-তৎপরতা-রূপেই উপলব্ধি হইবে।

শ্রীগৌর-ভগবানের আবির্ভাব-সংবাদ শ্রবণ করিয়া নর-নারী-দেব-গন্ধর্ব-কিন্নর সকলেই গৌরসুন্দরের দর্শনলাভে কৃতকৃতার্থ হইয়াছেন ; শ্রীগঙ্গাদেবী দর্শনার্থ উৎকণ্ঠিত-চিত্তে শ্রীগৌরসুন্দরের পাদপদ্মে প্রবাহিনী-রূপে পরম ব্যাকুলা হইয়া বর্ত্তমান আছেন। তাই শুদ্ধস্বরূপা আর্য্যা শ্রীশচীদেবী নারীগণ-পরিবৃতা হইয়া শ্রীগঙ্গাদেবীকে স্নান দান পূর্ব্বক সান্ত্বনা প্রদান করিবার জন্য জাহ্নবীতে উপনীতা হইলেন। শ্রীগঙ্গা-দেবীও আবার সেবা-সুযোগ প্রাপ্ত হইয়া নিশ্চয়ই প্রভু তাঁহার শরীরে বাল্যচাপল্য-ছলে সখাগণসঙ্গে বিবিধ লীলা-বিলাস করিবেন, ইহাও ইঙ্গিতে বুঝিয়া আনন্দিত হইলেন। শ্রীশচীদেবীকে সেবা করিবার ফলে অর্থাৎ ভক্তভক্তের সেবাফলে অচির-কালেই ভগবৎ-সেবা লাভ হয়, তাহাও জগতে প্রচার করিলেন। অতএব প্রাকৃত বুদ্ধির দ্বারা চালিত হইয়া কেহ যেন নিত্য-পবিত্রা শুদ্ধসত্ত্ববিগ্রহা শ্রীশচীদেবীর গঙ্গা-স্নানাদি ব্যাপার দেখিয়া তাঁহাকে অপবিত্রতা দূরীকরণের চেষ্টা-বিশেষ বলিয়া মনে না করেন ; পরন্তু শ্রীশচীদেবী গঙ্গাস্নানাদিচ্ছলে গঙ্গাকে সেবা-সুযোগ দিবার জন্যই গঙ্গাস্নান করিয়াছিলেন, এই সৎসিদ্ধান্তে সকলেই উপনীত হইয়া যেন সেবক-ভগবান্ বা আশ্রয়-ভগবান্ শ্রীশচীদেবীর মাহাত্ম্য উপলব্ধিমুখে তৎকৃপা লাভার্থ উৎকণ্ঠিত হ'ন এবং এই শচীদেবীর কৃপা ব্যতীত গৌরকৃপা-লাভ সম্পূর্ণ অসম্ভব জানিয়া আশ্রয়জাতীয়, কৃষ্ণশ্রেষ্ঠ, কৃষ্ণপালক, কৃষ্ণ-রক্ষক, কৃষ্ণানন্দবর্দ্ধন, কৃষ্ণৈকশরণ, কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্ট, কৃষ্ণগতপ্রাণ, অন্তরে বাহিরে সতত সর্বত্র কৃষ্ণোপলব্ধি-বিশিষ্ট, জীবদুঃখদুঃখী, জীবের একমাত্র আশ্রয়, কৃষ্ণবস্তু ও কৃষ্ণের নয়নতারা-স্বরূপ শ্রীগুরুপাদপদ্মের কলিমলবিধ্বংসিনী অধোক্ষজবস্তুপ্রকাশিনী কৃষ্ণপাদপদ্ম-প্রদায়িনী অহৈতুকী, পরমানন্দময়ী সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া তাঁহার নিত্যদাসী হইবার আশা যেন হৃদয়ে পোষণ করেন, ইহাই আমাদের অনুরোধ। এসকল কথা যখন নরবুদ্ধির দ্বারা মীমাংসিত হয় না তখন অজ্ঞগণ কর্তৃক হঠাৎ আকাশ নিক্ষেপে কার এতদ্বিষয়ে বৃথা তর্ক করা পণ্ডশ্রম নহে কি ? কোন প্রকারে শরীর-যাত্রা নির্বাহ করিয়া সেই পরমপুরুষের অনুগত থাকিলে—কৃষ্ণপ্রেরিত মহামহা-বদান্যাবতার, দয়ার সাগর শ্রীগুরুদেবের আনুগত্যে জীবনযাপনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলে তাঁহার কৃপাবলেই যখন অনায়াসে এসমস্ত বিষয় নিশ্চয়ই অবগত হওয়া যাইবে, তখন বৃথা সময় নষ্ট করিয়া বা সংশয়াচ্ছন্ন হইয়া লাভ কি ? তাই বলি, কোমলশ্রদ্ধ মহোদয়েরা ভগবৎকৃপাবলে, সাধুসঙ্গাশ্রয়ে ও ভক্তিতত্ত্ব-প্রভাবে উত্তমাধিকারী হইবার জন্য বিশুদ্ধ-সত্ত্বকে আশ্রয় করুন। আর মধ্যমাধিকারী মহাত্মাগণও সংশয় তর্ক পরিত্যাগ পূর্ব্বক জ্ঞানালোচনা সমাপ্ত করিয়া ভক্তসঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হউন্, ইহাই আমাদের প্রার্থনা। তবে আমরা কাহাকেও অন্ধকারে প্রস্তর নিক্ষেপ করিতে বা অবস্তুকে বস্তু বলিয়া—মিথ্যাকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে উপ-দেশ দিতেছি না। তাঁহারা প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা সহকারে সাধুমুখে সৎ সিদ্ধান্ত শ্রবণ করিয়া নিষ্কপটে তাহার বিচার করুন, তাহা হইলে তাঁহারা নিশ্চয়ই সত্যের সন্ধানে উদ্ভাসিত হইবার সুবর্ণ সুযোগ পাইবেন এবং তৎফলে শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইয়া হৃদয়ে স্থান লাভ করিবে এবং তখন তাঁহারা নিশ্চয়ই হরি-ভজনের সুযোগ পাইবেন। তাই শ্রীমহা-প্রভু বলিয়াছেন,—

"সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস।
ইহা হইতে কৃষ্ণে লাগে সুদৃঢ় মানস।"

ষষ্ঠী গ্রাম্যদেবতাবিশেষ। সন্তানের আয়ুঃ নিরাময়োদ্দেশে উহার [ষষ্ঠীব্রতাদি] পরমায়ু উদ্দেশে প্রাকৃত জনককজননীগণ ষষ্ঠীনাম্নী একটী দেবী কল্পনা করিয়া উহার পূজা করিয়া থাকেন। অথচ বটবৃক্ষাদির নিম্নপ্রদেশে মার্জ্জারোপরি আসীনা, সন্তান-ক্রোড়ীকৃতা দেবী 'ষষ্ঠী' নামে খ্যাতা। ষষ্ঠী প্রভৃতি অধিকারী দেবতাগণের পূজা গ্রাম্যাচারসঙ্গত। নির্বিশেষ-বিচারে এই সকল সগুণ মহোৎসবাদ, কিন্তু ঐকান্তিক বিষ্ণুভক্তের বিচারে সকল দেবীই বিষ্ণুদাস। তাহা হইলে প্রশ্ন হইতে পারে, শ্রীশচীদেবী মূর্ত্তিমতী শুদ্ধভক্তিস্বরূপিণী হইয়াও কি জন্য বা প্রাকৃত জনের ন্যায় ঐরূপ গ্রাম্য দেবতার পূজাদি চেষ্টা প্রদর্শন করিলেন ?

সেবোন্মুখচিত্তে বিচার করিলে এই প্রশ্নের সুষ্ঠু মীমাংসা হইতে পারে। ভক্ত ও অভক্ত, অপ্রাকৃত হরিজন ও প্রাকৃত বাহির জনের আচরণ বাহ্য আকারে দেখিতে এক হইলেও উভয়ের অন্তর্নিষ্ঠার আকাশ-পাতাল পার্থক্য রহিয়াছে। বস্তু একমাত্র অধোক্ষজ, সেই অধোক্ষজের প্রতি সেবা-চেষ্টারূপা বৃত্তিও একটী। আসক্তিরূপা বৃত্তিটী যখন প্রাকৃত বস্তুতে নিযুক্ত থাকে, তখন তাহা কাম। আবার সেই আসক্তিই যখন হরি বা হরিভক্তে নিযুক্ত হয় তখন সেটী ভক্তি বা প্রেম। সুতরাং প্রভুর প্রতি আনুরক্তি, বন্ধুর প্রতি প্রীতি, মাতাপিতার সন্তানের প্রতি স্নেহবিহ্বলতা, স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের আসক্তি যখন অনিত্য প্রাকৃত বস্তুতে আবদ্ধ থাকে, তখন তাহা কাম ; আর যখন সেইগুলি অবিকৃত স্বরূপে, অধোক্ষজ ভগবদ্বস্তুতে নিযুক্ত থাকে, তখন তাহা 'প্রেম' নামে অভিহিত হয়।

শ্রীশচীদেবীর ষষ্ঠীপূজার অভিনয় তাঁহার বাৎসল্যরসবারিধির পূর্ণেন্দু গৌরসুন্দরেরই পূজা। প্রাকৃতজননীগণ সন্তান-স্নেহান্ধা হইয়া যেরূপ সন্তানের মঙ্গলকামনায় ষষ্ঠী প্রভৃতি ইতর দেবতাপূজায় নিযুক্তা হ'ন কিন্তু দর্শবিচারে তদ্রূপ 'জননীগণের ঐরূপ' ষষ্ঠী-পূজাদির চেষ্টায় স্বার্থ ও স্বতন্ত্রপ্রচেষ্টা ; ষষ্ঠীর পূজা না হইয়া সন্তানপূজারই ক্রিয়া থাকে ; অর্থাৎ সেইরূপ পূজার ষষ্ঠী দেবীর উদ্দেশ্যে সন্তানের মঙ্গল-বিধানার্থ পূর্ণতামনাই পরিলক্ষিত হয়। ষষ্ঠীদেবীকে মঙ্গল করা কেবল গৌণ অভিপ্রায় মাত্র এবং সেই অভিপ্রায়মূলেও মুখ্যভাবে নিজ সন্তানের প্রীতির আসক্তির পরিচয় দৃষ্ট হয়—একাধারে প্রাকৃত জননী যেরূপ ষষ্ঠী-পূজা কিম্বা অন্য দেবতার নিকট সন্তানের মঙ্গলের জন্য 'মানসিক' প্রভৃতি করিয়া তত্তৎ-দেবতাপূজার পরিবর্ত্তে স্ব স্ব দেহের আত্মজ পুত্রকন্যাদিরই পূজা করিয়া থাকেন তদ্রূপ শ্রীশচীদেবীও পুত্রস্নেহাসক্ত হইয়া পুত্রের মঙ্গলকামনায় যে ষষ্ঠীপূজাদির অভিনয় করিয়াছিলেন, তাহা প্রকৃতপক্ষে তাঁহার বাৎসল্যরসের অদ্বিতীয় আলম্বন গৌরগোপালেরই পূজা। প্রাকৃতজননী হরি-বিমুখ, সুতরাং তাঁহার উপর বিমুখবিমোহিনী মহামায়ার প্রভাব আর শ্রীশচীদেবী নিত্য-সিদ্ধ বাৎসল্যরসের মুখ্য আলম্বনস্বরূপা, গৌরসুন্দর তাঁহার নিত্য পুত্র, শচীদেবী গৌরগোপালের নিত্য মাতা, গৌরহরির প্রতি তাঁহার সহজ প্রীতি। তিনি নিত্য ভগবদুন্মুখ, সুতরাং তাঁহার উপর মহামায়ার প্রভাব নাই। একমাত্র বাৎসল্যরস-পরি-পুষ্টির জন্য চন্দ্রকান্তি যোগমায়া কিম্বা সহজ স্নেহেই অপ্রাকৃত বাৎসল্যরসের মূল আশ্রয়ালম্বন শ্রীশচীদেবীর চতুর্দ্দশলোকপতি গৌরভগবানেও সাধারণ বালকবুদ্ধির উদয় করিয়া থাকে এবং সেইরূপ ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানরহিত শুদ্ধ প্রেমের স্বভাববশতঃ শ্রীশচীদেবী পুত্রের জন্য প্রাকৃত লোক-চেষ্টার ন্যায় প্রতীয়মান নানা প্রকার ব্যাপারে নিযুক্তা হন। তাঁহার পূজা ষষ্ঠীপূজা নহে পরন্তু পূজার অভিনয়ে কৃপাপূর্ব্বক বিশ্বপূজ্য ভগ-বান্ গৌরের সেবাসুযোগ দান। যদি ঐরূপ ব্যাপার না হইত তাহা হইলে বাৎসল্যরস পরিপোষণরূপ চিন্ময়বৈচিত্র্য সংঘটিত হইবার পরিবর্ত্তে যোগিবৃন্দের প্রাকৃত-বিলাস-চেষ্টা কিম্বা ব্রহ্ম-জ্যোতি কৃষ্ণ-পরিত্যাগিবৃন্দের নির্বিশেষভাবের আবাহন হইত মাত্র। অতএব শ্রীশচীদেবীর ষষ্ঠীপূজাদি দর্শন করিয়া প্রাকৃত কর্ম্মী ও জ্ঞানিবৃন্দ যে বিচারে উপনীত হন তাহা হইতে সেবোন্মুখ ভক্ত-গণের বাস্তব বিচার সম্পূর্ণ পৃথক্। তোমরা কামিবৃন্দ মনে করেন শ্রীশচীদেবী আমাদেরই ন্যায় যখন পুত্রের মোহে মুগ্ধ হইয়া ইতর-দেবতা পূজা প্রভৃতি নানাপ্রকার কার্য্য করিয়াছেন তখন আমরাই বা কেন না সেই আদর্শ গ্রহণ করিব, ভগবানের জননী যখন নিত্য বাস্তব পুত্রের মোহে মুগ্ধ হইবার আদর্শ প্রচার করিয়াছেন তখন রাজ্যমাতাদের বলির অনুকরণী-সূত্রে কেনই বা না আমরা পুত্রকন্যাদি প্রভৃতির অনুরাগে আবদ্ধ হইয়া নিরয়বর্গে পতিত হইবার পথ না করিব ? সেবা-বিমুখ হইলে জীবের ভক্ত ও ভক্তির প্রতি এইরূপ কোমলদ্রুত উদয় হয়। কিন্তু তাহাতে মঙ্গলের আশঙ্কা বঞ্চনাই লাভ হইয়া থাকে। এই দু'

মায়াকে পিছনে রাখি' কৃষ্ণপানে চায়। 'ভজিতে ভজিতে কৃষ্ণপাদপদ্ম পায়'।

পেদ কর্ম্মিবৃন্দের কথা। নির্ব্বিশেষ জ্ঞানবাদিগণ বিচার করেন, যখন নন্দ যশোদা, বসুদেব-দেবকী, বা ব্রজের গোপী প্রভৃতির কৃষ্ণ বা গৌরের প্রতি প্রাকৃত অপত্যবৎ স্নেহ দৃষ্ট হয়, তখন কৃষ্ণ বা গৌর তাঁহাদের নির্ব্বিশেষ বিচারে ভ্রম হইতে অবোধগণে বুঝাইয়া এইরূপ ভগবানে আর এক প্রকার ভোগবুদ্ধি লইয়া বিচারের ফলে তাঁহারা ভগবানের জন্ম-কর্ম্মকে অভিব্যক্তির ব্যাপারমাত্র বিনা অর্থাৎ অপ্রাকৃত আবির্ভাব পরিবর্ত্তে ভগবানকে প্রাকৃত মনুষ্যের বিচার এবং ভগবল্লীলাকে অবিদ্যা ও ব্যবহারিক কর্ম্মাদির সহিত সমান জ্ঞান করিয়া অসুর এবং চির অনর্থসাগরে ভাসমান থাকিয়াও বৃথা 'মুক্ত' অভিমানে আত্মবঞ্চনা মাত্র লাভ করেন।

ভগবল্লীলা-বিচার দ্বারা জগতে একটী উদ্দেশ্য সাধিত হয়; হরিলীলাচন্দ্রিকা একদিকে যেমন ভক্তিচিত্তকুমুদবিকাশিনী অপর দিকে তেমনই ভোগবুদ্ধিসম্পন্ন প্রাকৃত সাহজিকগণের নিকট মহামোহকারিণী এবং নির্ব্বিশেষ-বিচার-পরায়ণ অবৈষ্ণবদের পক্ষে তাহাদের বুদ্ধিবিভ্রমকারিণী অর্থাৎ ভগবল্লীলা ভক্ত-সুখতোষণী এবং অভক্ত-অসুর-বিমোহিনী।

শ্রাদ্ধ

(২)

ব্রাহ্মণগণের অধিকারভেদে শাস্ত্রভেদ। সত্ত্বগুণ-বিশিষ্ট ব্রাহ্মণগণের জন্য সাত্ত্বিক শাস্ত্র, আর রজোগুণবিশিষ্ট মানবের জন্য রাজসিক শাস্ত্র, এবং তমোগুণান্বিত ব্যক্তির জন্য তামসিক শাস্ত্র, আর নির্গুণ পুরুষগণের জন্য তত্ত্বভক্তি-প্রতিপাদক নির্গুণ শাস্ত্র। অধিকারভেদে মানবের স্বভাব ও স্বধর্ম্মভেদ। অধিকারগত স্বভাব অনুসারে প্রকৃতিবশে শ্রদ্ধা। এই শ্রদ্ধাকে 'বিশ্বাস' কহে। শ্রীমদ্ভাগবত—নির্গুণশাস্ত্র। ভাগবতে বিশ্বাস ও অবৈষ্ণব ভগবদ্ভক্তির কথার আলোচনা আছে। এই জন্য ভাগবত সর্ব্বশাস্ত্রশিরোমণি। ভাগবত বেদকল্পতরুর সুপক্ব ফল। ভাগবত—বেদের সারনির্যাস ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য, নির্গুণভাবাশ্রিত ব্রাহ্মণগণেরই শ্রীমদ্ভাগবতে নৈষ্ঠিকী ও ঐকান্তিকী শ্রদ্ধা উদিত হয়। যাঁহাদের ভাগবতে শ্রদ্ধা উদিত হইয়াছে, তাঁহারা বলেন—

"শ্রদ্ধা শব্দে বিশ্বাস কহে, সুদৃঢ় নিশ্চয়।
কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্ব্বকর্ম্ম কৃত হয়॥"

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন (১১।৩।৪৩-৪৪)—

"কর্ম্মাকর্ম্ম-বিকর্ম্মেতি বেদবাদো
ন লৌকিকঃ।
বেদস্য চেশ্বরাত্মত্বাত্তত্র মুহ্যন্তি সূরয়ঃ॥
পরোক্ষবাদো বেদোঽয়ং বালানামনুশাসনম্।
কর্ম্মমোক্ষায় কর্ম্মাণি বিধত্তে হ্যগদং যথা॥"

কর্ম্ম, অকর্ম্ম ও বিকর্ম্ম বলিয়া যে বিতর্ক হয়—তাহাও বেদবাদ। বেদ ঈশ্বর স্বয়ং সুতরাং বিধি বলই বুদ্ধি প্রকাশ করণ না যেন—পণ্ডিতাভিমানী পুরুষেরাও তাহাতে মোহপ্রাপ্ত হন। বেদ স্বয়ং পরোক্ষবাদ। ইহা মূঢ়লোকের পক্ষে অনুশাসন অর্থাৎ বালকের প্রবৃত্তি সর্ব্বদা অসাধুপথে ধাবিত তাহাদের উন্মার্গ প্রবৃত্তিকে কথঞ্চিৎ পরিমাণে সঙ্কোচিত করিবার জন্য এই সকল পুণ্যকর্ম্মাদির বিধি। পীড়িত লোককে রোগনিবারণের জন্য যেরূপ ঔষধ প্রদান করা হয়, সেইপ্রকার কর্ম্মরূপ পীড়ার জন্যই কর্ম্মবিধান। শ্রীমদ্ভাগবত (১১।২১।৩৫) আরও বলিয়াছেন—

"বেদা ব্রহ্মাত্মবিষয়াস্ত্রিকাণ্ডবিষয়া ইমে।
পরোক্ষবাদা ঋষয়ঃ পরোক্ষঞ্চ মম প্রিয়ম্॥"

সাধারণ মনুষ্যের চক্ষে এইসকল বেদময় কর্ম্ম, দেবতা ও ব্রহ্মরূপ ত্রিকাণ্ডময়। বেদের সমস্ত মন্ত্রই পরোক্ষবাদ (পর অতীত অক্ষ ইন্দ্রিয়) অর্থাৎ মায়াবাদীর অপরোক্ষ—যাহা অর্থ বলিয়া প্রতীত হয় তাহাই উহার তাৎপর্য্য নহে, পরমার্থই মুখ্যতাৎপর্য্য। ঐ মন্ত্রসকলের দ্রষ্টা ঋষিগণ পরোক্ষকে ভগবানের প্রিয় জানিয়া পরোক্ষবাদ অবলম্বন করিয়াছেন। এইজন্য মুণ্ডকশ্রুতিতে উপদিষ্ট হইয়াছে যে, কর্ম্মদ্বারা অপবর্গ লাভ হয় না জানিয়া ব্রাহ্মণ অপবর্গবিজ্ঞানের জন্য সমিৎপাণি হইয়া শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত-নিপুণ ব্রহ্মবিৎ গুরুর নিকট অভিগমন করিবেন। সেই প্রকার বিদ্বান্ গুরুদেব প্রপন্ন শিষ্যকে ভগবদ্ভক্তি শিক্ষা দিবেন।

"স্বয়ং নিঃশ্রেয়সং বিদ্বান্ ন
বক্ত্যজ্ঞায় কর্ম্ম হি।
ন রাতি রোগিণোঽপথ্যং বাঞ্ছতোঽপি
ভিষক্তমঃ॥"
(ভাঃ ৬।৯।৫০)

যিনি স্বয়ং আত্যন্তিক মঙ্গলের বিষয় অবগত আছেন এইরূপ বিদ্বান্ পুরুষ কখনও অজ্ঞকে কর্ম্মের বিষয় উপদেশ করেন না। রোগী কুপথ্য অভিলাষ করিলেও সদ্বৈদ্য কখনও তাহা প্রদান করেন না। যেসকল মূঢ় ব্যক্তি এইরূপ নিষ্কিঞ্চন ভগবদ্ভক্তের সঙ্গলাভ করিবার সৌভাগ্য প্রাপ্ত হয় নাই তাহারাই বেদের আড়ম্বরপূর্ণ কর্ম্মপাশে বদ্ধ হইয়া সংসারচক্রে ঘুরিয়া বেড়ান। কর্ম্ম তাহাদিগকে—

"কভু স্বর্গে উঠায় কভু নরকে ডুবায়।
দণ্ড্যজনে রাজা যেন নদীতে চুবায়॥"

শ্রীমদ্ভাগবতে অজামিলোপাখ্যানে যমরাজ যমদূতগণকে বলিয়াছিলেন—(৬।৩।২৫) জৈমিনাদি বা মন্বাদি ঋষিগণ—যাঁহারা জগতের লোকের নিকট মহাজন বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাঁহারাও ভগবদ্ভক্তির মাহাত্ম্য জানেন না। তাঁহাদের বুদ্ধি দৈবী মায়াতে বিমোহিত হওয়ায় তাঁহারা বেদের আপাতরমণীয় মধুপুষ্পিত বাক্যসমূহে মুগ্ধ। সুতরাং তাঁহারা যজ্ঞানুষ্ঠান ও যজ্ঞাদি বিস্তারিত আড়ম্বরপূর্ণ ও লৌকিক প্রতিষ্ঠাবিধায়ক কর্ম্মে নিযুক্ত হইবার জন্য লোকদিগকে উপদেশ করিয়াছেন। শ্রীগীতায় (১৬।৬) ভগবান্ জগতে দুই প্রকার ভূতসৃষ্টির কথা উল্লেখ করিয়াছেন—'দৈব' ও 'আসুর'। ঐকান্তিক বিষ্ণুভক্তগণই দৈব এবং যাহারা তদ্বিপরীত, তাহারাই আসুরস্বভাবযুক্ত। ঐকান্তিক বিষ্ণুভক্তগণের লক্ষণ এই যে, তাঁহারা একমাত্র বিষ্ণুর পাদপদ্মে নিত্যকাল শরণাগত। তাঁহারা জানেন—একমাত্র বিষ্ণুসেবার দ্বারাই দেব, ঋষি, পিতৃ, নৃ, ভূতসকলেরই সন্তোষবিধান হয়। তাঁহারা নারায়ণপরায়ণ—তাঁহারা মায়াপরায়ণ নহেন। তাঁহারা শুদ্ধ 'সম্বন্ধ'-জ্ঞান-বিশিষ্ট। তাঁহারা দেহ ও মনোধর্ম্মে আসক্ত নহেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীধর-চরিত্র

(৮)

শ্রীকরকমলে দেয় কমলা তাম্বূল,
করযোড়ে স্তুতি করে ব্রহ্মা, মহেশ্বর,
হৃদয়ে মহাকালী শিরের উপরে
স্তবে মত্ত রয় শুক সনক নারদ।
মহাভক্তগণ সবে যোড়হস্ত করি',
চতুর্দ্দিকে ভগবানে করিয়া বেষ্টন,
জয় জয় রবে করে চরণবন্দন।
হেরি সে অপূর্ব্বরূপ কন্দর্পমোহন,
স্তম্ভিত হ'য়ে ভক্ত সরল শ্রীধর
পড়িলা ধরণীতলে ঢলিয়া তখন;
মূর্চ্ছিত হইল তথা প্রেমে মত্ত হ'য়ে।
উঠহ শ্রীধর বলি' আজ্ঞা কৈলা হরি'
প্রভুবাক্যে ভক্তবর চৈতন্য লভিয়া
বন্দিলেন শ্রীহরির যুগলচরণ।
ভক্তপ্রাণধন হরি
ভক্তের স্তবে পা'ন পরম সন্তোষ।
কহিলা শ্রীধরে তাই শ্রীগৌরসুন্দর,—
"বড় ভালবাসি আমি ভক্তের বাণী।
যে শাস্ত্রে নাহি বাজে আমার তোষণ
চরণেতে বাজে সেই প্রেমে হ'তে দীন
সে দুর্জ্জন; বাণী তা'র লাগে বিষোপম।
বহিঃসর মনে হয় তার মূলধন।
গাও ভক্ত, প্রাণ ভরি' মম স্তুতিগান,
ভক্তিগীতি প্রিয় মোর বেদগীতি হ'তে।"
বিনয়ে শ্রীধর কহে,—
"আমার সর্ব্বস্ব তুমি পরাণ-দেবতা।
মূর্খ আমি দুরাচার অতি মূঢ়মতি,
নাহি আছে বিদ্যাবুদ্ধি, নাহি তত্ত্বজ্ঞান,
কি শকতি আছে মোর গাহি তব গুণ।"
"তব বাক্য স্তুতি মম শুনহে শ্রীধর,
যাহা ইচ্ছা কর তুমি মোর স্তুতি গান।"
তবে দেবী জগন্মাতা শুভ্রা সরস্বতী,
শ্রীধরের জিহ্বাগ্রেতে উপবিষ্ট হইলা
প্রভুর আজ্ঞায়। করযোড়ে করে স্তুতি
গৌরস্তুতিগান,—পরম-উল্লাস-ভরে।
"মূর্খ আমি, তব স্তুতি কি করিতে পারি—
অনন্ত অনন্ত মুখে গাহি যার নাম
অন্ত নাহি পায় কভু। নিরন্তর যাঁর নাম
গায় বীণাপাণি, ব্রহ্মা, শঙ্কর, ইন্দ্র,
বরুণ, মরুৎ, চন্দ্রমা, তপন আদি দেবতা-
মণ্ডলী, বেদান্ত, বেদাঙ্গ, বেদ,
আগম, পুরাণ, রামায়ণ, পঞ্চরাত্রনিচয়ে
আদি মধ্যে অন্তে যাহা করে যাঁর গান।
মূর্খ আমি সে অনন্ত কোন্ স্তুতি জানি?
নাহি আছে ভক্তি-জ্ঞান, তপস্যা প্রভৃতি
নাহি যোগ, নাহি যাগ, আরাধনা
কি শকতি আছে মোর গাহি তব গুণ?"
প্রভু বলে—"জ্ঞান প্রভৃতি নাহি, ক্রিয়া গুণ;
ভক্তিযোগে ভক্ত বশে আমারে নিশ্চয়।
যোগ, যাগ, সাংখ্য, জ্ঞান, বেদ-অধ্যয়ন,
তপস্যা, সন্ন্যাস, মোরে লভিতে না পারে।
আমি হই একমাত্র ভক্তিতে সুলভ।
ভক্তের কেনা হই আমি হে শ্রীধর—
ভক্ত তুমি ভক্তিভরে কর স্তুতি গান।"
তবে দেবী বীণাপাণি প্রভুর আজ্ঞায়,
শুভবর শ্রীধরের জিহ্বাগ্রেতে সুখে,
গৌরগান প্রেমভরে গাহিলা শ্রীধর।
"জয় জয় মহাপ্রভু জয় বিশ্বম্ভর।
জয় জয় জয় নবদ্বীপ-পুরন্দর।
জয় জয় অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড-কোটি-নাথ।
জয় জয় শচীর পুণ্যবতী গর্ভজাত।
জয় জয় বেদগোপ্য, জয় দ্বিজরাজ।
যুগে যুগে ধর্ম্ম পাল' করি' নানা সাজ।"
গুপ্তরূপে সাজাইলা নগরে নগরে।
বিনা তুমি জানাইলে কে জানিতে পারে?
তুমি ধর্ম্ম, তুমি কর্ম্ম, তুমি ভক্তি জ্ঞান।
তুমি শাস্ত্র, তুমি বেদ, তুমি সর্ব্বধ্যান।
তুমি সিদ্ধি, তুমি ঋদ্ধি, তুমি ভোগ, যোগ।
তুমি শ্রদ্ধা, তুমি দয়া, তুমি মোহ লোভ।
তুমি ইন্দ্র, তুমি চন্দ্র, তুমি অগ্নি জল।
তুমি সূর্য্য, তুমি বায়ু, তুমি ধন, বল।
তুমি ভক্তি, তুমি মুক্তি, তুমি অজভব।
তুমি বা না হইবে কেন তোমারি যে সব।"
তুমি পূর্ব্বে মম পাশে বলিলা আপনে,
প্রভাত বচনে তুমি যে গঙ্গারে পূজ
চরণসলিলা যথ সেই ভাগীরথী।
বিষয়ের পাশে চিত্ত কলুষিত মোর
অমূল্য চরণ তব না চিনিনু হায়।
যে তুমি করিলা ধন্য গোকুল নগর,
নদীয়ার পুরন্দর, এবে সেই তুমি।
প্রথমিতে নিজশক্তি জগৎ মায়ারে
রেখেছিলে সেই ভক্ত অতি সংগোপনে,
সেই সুপ্রকাশ ব্যক্ত হইলা বাহির,
নবদ্বীপ মায়াপুরে শ্রীবাস-অঙ্গনে।

পরনিন্দা পরচর্চ্চা না কর কখন। দৃঢ়ভাবে একান্তে ভজ শ্রীগৌরচরণ॥

শুদ্ধভক্তি মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ

(আকর-মঠরাজ)

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ গজ উত্তর-পূর্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্যবর্য শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের ... শ্রীশ্রীচৈতন্যমঠ বিরাজমান। এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বতজননী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরি-নামামৃত ব্যাকরণাদি বেদান্তসমূহের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র 'নদীয়া-প্রকাশ', সাত্বত-সম্প্রদায়ে অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থাদি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতি বৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীসহ কীর্তন-প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫

শ্রীমহাপ্রভু-প্রচারিত সুনির্মল ভক্তি-ধর্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভজনমন্দিরে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দজীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সংকীর্তন, সৎপ্রসঙ্গ-চতুষ্টয়-যোগে, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি গ্রন্থ ও ভক্তগণের সম্যক্ আলোচনা হয়। এই মঠ হইতে মহানগরীর সর্বত্র হরিকথা-প্রচার, মহানগর-সংকীর্তন, বক্তৃতা, ব্যাখ্যা ও সংকীর্তন-সভা-মহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান হয়। মঠরক্ষক—মহামহোপদেশক আচার্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগ-পীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া সহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীঅধোক্ষজের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী সেবাকোবিদ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্তন-বিলাস বা শ্রীগৌর-লীলার রাসস্থলী এখানে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্তমান, রক্ষক—শ্রীনবদ্বীপ দাসাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্তমান। রক্ষক—গোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

(৭) কাজীর সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদ-কাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্ম-চারী ভক্ত্যালোক।

(৮) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও রাধামাধবের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীজগবন্ধু দাস ব্রহ্মচারী।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্র নাথ দাসাধিকারী।

(১০) মোদদ্রুম-ছত্র "গৌড়ের নৈমিষ"

মাউগাছি, পোঃ ভাণ্ডার, (বর্দ্ধমান)।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান। শ্রীগৌরনিত্যানন্দের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীবঙ্কুবিহারী ব্রজবাসী, ভক্তিভূষণ।

(১১) ভেডিয়া কুঞ্জকানন

শ্রীনৃসিংহদেব পল্লীর নিকটবর্তী.

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীনরোত্তম ব্রহ্মচারী

(১২) কৃষ্ণকুটীর—পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া। রক্ষক—শ্রীমধুসূদন অধিকারী

(১৩) ভাগবত-আসন—পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

এই স্থান হইতে ভাগবতবিদ্যার গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হয়। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্ম-চারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৪) একায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাসখালি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য গোস্বামী ভক্তিসুধাকর।

(১৫) মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঁচড়াপাড়া, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(১৬) মাধ্বগৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, পোঃ ঢাকা

পূর্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধিকা-গিরিধরের সেবা বর্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ।

(১৭) গোপালজীউমঠ—কমলাপুর, (ঢাকা)

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিদ্যমান। রক্ষক—শ্রীরাধানাথ ব্রজবাসী,

(১৮) নিতাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)।

এখানে শ্রীনিতাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীসনাতন ব্রহ্মচারী

(১৯) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য অধ্যাপক শ্রীসুন্দর ভক্তিশাস্ত্রী এম্-এ, বি-এল।

(২০) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ বাহু, (হাওড়া)

এখানে বহু মূর্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(২১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রানীগঞ্জ (বর্দ্ধমান)।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারীর নিত্য-সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীনরেন্দ্রকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(২২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

কুলুমকোলা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী।

(২৩) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ নারায়ণগড়, মেদিনীপুর।

এখানে গুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীজগবান্দাস ব্রজবাসী ভক্তিরত্ন।

(২৪) গোয়াড়ীপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী।

(২৫) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগড়ি, পোঃ বক্সীবাজার, (কটক)

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদবল্লভ-জীউর নিত্যসেবা বর্তমান। রক্ষক—মহা-মহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর

(২৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ কৃষ্ণদেবপুরী,

শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন।

(২৭) পুরুষোত্তম মঠ

ভক্তিকুটী, পোঃ পুরী উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদবাণীজীউর নিত্য-সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীমাধব অধিকারী

(২৮) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়ানাথের ও শ্রীরাধাগোপী-নাথের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীবিপিন-বিহারী দাসাধিকারী।

(২৯) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্তমান। মঠরক্ষক—শ্রীনিতাইচরণ দাসাধিকারী ভক্তিসোপান।

(৩০) মদ্রাজ-গৌড়ীয় মঠ

৩২নং ভারিয়াপুরা, মেডরাস সিটি

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকাগিরিধরের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীনরোত্তম ব্রহ্মচারী।

(৩১) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় যোগী

(৩২) সারস্বত মঠ

পোঃ বিরুদ্ধ, মীরাপুর

এখানে শ্রীভাগবত-পাঠশালা ও গৌর-বিনোদ-বিলাসজীর সেবা বর্তমান।

রক্ষক—শ্রীসত্যনারায়ণ দাসাধিকারী।

(৩৩) কৃষ্ণচৈতন্য মঠ

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

এখানে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিত্য-সেবা হয়। রক্ষক—শ্রীজনার্দন ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠ

বিশ্রামঘাট মথুরা

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ

(৩৫) রাধাকান্ত-সুখদকুঞ্জ—শ্রীরাধাকুণ্ড

রক্ষক—শ্রীরাধারমণচরণদাস ব্রহ্মচারী

(৩৬) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৩৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ

সেকশালী, পোঃ লোহোর, জেলা গুজরাট (পাঞ্জাব) রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৩৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৩৬নং রেডিং রোড, নিউ দিল্লী।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্বিকাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসম্বন্ধ তুর্যাশ্রমী

(৩৯) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল।

এখানে গৌরবিনোদনাথের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীনবীনগোপাল অধিকারী।

(৪০) আসাম-গৌড়ীয় মঠ

হরিসভা পানবাজার, গৌহাটী, আসাম

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্বস্ব গিরি

(৪১) সারঙ্গ-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ সারঙ্গগড় রাজ্য।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীপাদ ভক্তিভূষণ

(৪২) বোম্বে-গৌড়ীয়-মঠ কার্যালয়

কোঠারী রোড, কোটারি বিল্ডিং, বান্দ্রা নং ১, বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীকুঞ্জবিহারী সেনশর্মা মজুমদার।

(৪৩) অমরজি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমরজি, মেদিনীপুর

(৪৪) মঙ্গলকোট গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চন্দ্রকোণা, কামরূপ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী

(৪৫) পাটনা গৌড়ীয় মঠ

১০০ খিরিখোড়া, পাটনা।

রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী বাগবহুল

(৪৬) গয়া গৌড়ীয় মঠ

বিল্ব সাইড, চার্চ রোড, গয়া

রক্ষক—উপদেশক শ্রীনন্দদেব বাবাজী

(৪৭) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠ বালেশ্বর

রক্ষক—শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ-কার্যালয়

৩ গ্লাউস টার্ম, কর্ণওয়াল গার্ডেনস, এস-ডব্লিউ ৭, লণ্ডন

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন

(৪৯) বার্লিন গৌড়ীয়মঠ কার্যালয়

Berlin W. 30

Eisenacher strasse 20 II

(৫০) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ কার্যালয়

৩৪০ নং ডালহাউসী ষ্ট্রীট রেঙ্গুন।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবত,—প্রথম ৪০৲
প্রথম স্কন্ধে হইতে দশম স্কন্ধ পর্যন্ত . ২৮৲
একাদশ স্কন্ধের প্রাক্তন ।৶০
। ভাষ্যসহ বেদান্ত শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
। নবদ্বীপ-শতকী ৪৲
। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৷৷০ ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৷৷০
৪- ৷৷০
। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—১৲; ২য় খণ্ড - ৷৷০
। শ্রীচৈতন্যদেব—১৲
। সংক্রিয়াসার—দীপিকা . ও সংস্কার-
দীপিকা ১৷০
। বৈষ্ণব ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ১৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৷৷০
১৪। সাধকণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিচার-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৷৷০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ।০
১৮। ব্রাহ্মণ-আম্নায় ।০
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৶০
২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৷৶০
২২। ভজন-রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও
শ্রীনবদ্বীপশতকম্ ৪ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্তি-টীকাসহ) ২৲
২৬। গীতার কেবল মূল-ভাষ্য ।০
২৭। ব্রাহ্মণহিত্য বৈষ্ণবোচিত সাহায্য ২৲
২৮। বেদান্তদর্শনের সাহায্য ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷০
৩০। দীন-দিন দর্শন ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৶০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৷৷০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্শন ।০
৪০। শরণাগতি ৴০
৪১। গীতাবলী ৴০
৪২। চিত্রে নবদ্বীপ ১৷০
৪৩। সাধনকণা ৴০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০

৪৫। নবদ্বীপশতক ৴০
৪৬। অর্চ্চনপদ্ধতি ৴০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (৩য় সংস্করণ) ৴১০
৪৯। অর্চ্চনপ্রবেশ ৶১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌড়কণ্ঠহার ৷৷০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ? ৴০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণপ্রেম ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সাধ্যসাধন ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যলীলামৃত সারঃ ।০
৬১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিচিত্রঃ ।০
৬২। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৬৩। অপস্বরম্ ।০
৬৪। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৷৶০
৬৫। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ৴০
৬৬। সারসংগ্রহম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৭। রায় রামানন্দ ।০
৬৮। এ ভিউ অফ দি ওয়ার্কস্ অব্ বেদান্ত ।০
৬৯। নামভজন ।০
৭০। বেদান্ত—ইট্স্ মরফলজি অ্যাণ্ড অন্টলজি . ।০
৭১। ভিদেহীর ওয়ার্ডস ৷৶০
৭২। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।০
৭৩। বৈষ্ণবীজম ।০
৭৪। গোল্ডেন গৌড়ীয়মঠ ইন ব্রীফ ৴০
৭৫। দি ভাগবত ।০
৭৬। ইডোনিক প্রিন্সিপ্ল্স্ অ্যাণ্ড অ্যাপ্লায়েড ডিভোশন ।০
৭৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২৷০
৭৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম ভাগ) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৭৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮০। সাধন-পথ ।০
৮১। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৮২। গীতাবলী
৮৩। শরণাগতি

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৮৪। শরণাগতি ৴০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অবস্থার সাধক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৶০ আনা, বড় বোতল ১৶০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত রসায়নবিদ্যাবিশারদ ও ব্যবসায়ী জে. বি. দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউন্‌টেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। উহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে. বি. দত্ত এণ্ড কোং

কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার কলিকাতা

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের বন্দ্বের যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে কথাসার ও শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৷৷০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও
জে. কৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ দুর্গাদাসী এম, এ, এন, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সুবর্ণ সুযোগ! সুবর্ণ সুযোগ!

শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদরচিত গৌড়ীয়ভাষ্য সহিত

বিরাট্ গ্রন্থ

শ্রীশ্রীচৈতন্য ভাগবত

গ্রন্থের আয়তন :—ক্রাউন কোয়ার্টো মূল ১০৯৬ পৃষ্ঠা, সূচীপত্র ২৪৪ পৃষ্ঠা, মোট ১৩৪০ পৃষ্ঠা

ভিক্ষা (বাঁধাই) মাত্র ৭৲ সাত টাকা

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা

নদীয়া সার্টিফিকেট আদালতের নীলাম ইস্তাহার

১ কেস নং এবং কোর্টের নাম	২ নীলাম ইস্তাহার (A) (H) বা ধারায় প্রকাশিত	৩ ডিক্রিদার	৪ দেনাদার	৫ যে দাবীর জন্য সম্পত্তি বিক্রয়ের আদেশ হইয়াছে	৬ বিক্রয়ের স্থান তারিখ ও সময়	৭ কি স্বত্ব জোত	৮ থানা, মৌজার নাম ও গ্রাম	৯ খতিয়ান নং প্রভৃতি (জানা থাকিলে) অথবা অন্য প্রয়োজনীয় বিবরণ	১০ জমির পরিমাণ (জানা থাকিলে)	১১ জমা (জানা থাকিলে)	১২ মন্তব্য
১৪ A, ৩৪।৩৫ নদীয়া সার্টিফিকেট আদালত		নলিনীমোহন আচার্য্য দিং	কাজিম সেখ	৭৸৴২	১২।৮।৩৫	রায়তি স্থিতিবান	থানা দৌলতপুর মৌজে বিজয়পুর	৫৭৫ খতিয়ান	.৪০	২/১০	নলিনীমোহন আচার্য্য
৪১ A, ৩৪।৩৫			পাঁচু মণ্ডল	১০।৶৮	১২।৮।৩৫	ঐ	থানা ঐ মৌজে আমদহ	১৪৮৩ খতিয়ান	.৫৩	১৸৴২	ঐ
১০২ A, ৩৪।৩৫		ঐ	ইসমাইল মোল্লা	১১৷০	২।১।৩৫		থানা ঐ মৌজে ব.উরিয়া	৫৫৫ খতিয়ান	.৪০	১৸৶	ঐ
১০৬ A, ৩৪।৩৫			ইবর সর্দার	৭১/১	২।১।৩৫	রায়তি স্থিতিবান	থানা ঐ মৌজে কাগমারী	২৯০ খতিয়ান	.১৮	১৸৹	ঐ
১০৮ A, ৩৪।৩৫			পুঁটী সর্দার	১৫৸৴১০	২।১।৩৫		থানা দৌলতপুর	৩৩৮২ খতিয়ান	.০৮	১।৶৯	ঐ
৯১ A, ৩৪।৩৫		ঐ	সাহেবজান মণ্ডল	৬৸৶৯	২।১।৩৫	রায়তি দখলীস্বত্ব	থানা ঐ মৌজে নারায়ণপুর	৩৭৫ খতিয়ান	.৪০	১৸৶	ঐ
১৪৩ A, ৩৪।৩৫		ঐ	এবাদ মণ্ডল	১৫।৶৮	২।১।৩৫	ঐ	থানা দৌলতপুর মৌজে আমদহ	১১১৭ খতিয়ান	.৬২	২৲	ঐ
১৪২ A, ৩৪।৩৫		ঐ	তাহের মণ্ডল	১৭৸৹	২।১।৩৫			১৮৭২ খতিয়ান	১.৪১	৩৸৶৯	ঐ
১৩২ A, ৩৪।৩৫		ঐ	হাসেম মালিতা দিং	২৭/১	২৬।১।৩৫	রায়তি স্থিতিবান	থানা দৌলতপুর মৌজে বাহিরগাছি	২৬৩।২ খতিয়ান	.০৭	৩৸৹	
১২৭ A, ৩৪।৩৫			ইসমাইল মোল্লা	২৮।৶২	২৬।১।৩৫	রায়তি দখলীস্বত্ব	থানা ঐ মৌজে আউরিয়া	৫৫৪ খতিয়ান	১.২৯	৩৸৶	
৯০ A, ৩৪।৩৫			কাসেম মালিতা দিং	৫।৶৭	২৬।১।৩৫		থানা ও মৌজে দৌলতপুর	১৫৪ খতিয়ান	.২৭		

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'শ্রীনাম' নবদ্বীপ

দৈনিক

REG. NO C. 1544

চৈতন্যোপনিষদ্
বহু অনুসরে মূল ও
অনুবাদসহ প্রকাশিত
হইয়াছে। কাগজ ও
ছাপা অতি উত্তম।
ভিক্ষা ।০ মাত্র
শ্রীচৈতন্যমঠ,
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

"গৌড়ীয়"
১ম বর্ষ হইতে
১১শ বর্ষ পর্যন্ত
প্রতি বর্ষ বাঁধান
পাওয়া যায়
ভিক্ষা ৩।০ মাত্র।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ
বাগবাজার, কলিকাতা

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১০ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২১শে শ্রাবণ, মঙ্গলবার ১৩৪২, ৬ই আগষ্ট ১৯৩৫ [১৩৩তম সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

—:০:—

ফিরোজাবাদ থানা ম্যাজিষ্ট্রেট কর্তৃক স্থান পরিদর্শন

ফিরোজাবাদ থানার মামলার বিচারকারী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ডি জি পি এন্ট্রী সরকার ও আসামী পক্ষের ব্যারিষ্টারগণ সহ বিগত থানার স্থানগুলি পরিদর্শন করিবার জন্য তথায় গিয়াছিলেন। পুলিশের সার্কেল ইন্স্পেক্টার সহ সকলেই তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। প্রকাশ, তিনি ডাঃ জীবনানের অধীকৃত কুঠী এক ঘণ্টারও অধিককাল ধরিয়া সহিত পরিদর্শন করেন। তাহপর তিনি নিকটবর্তী শ্রীরাধাকিষণজীর মন্দিরে যান তথায় তিনি বেলা সাড়ে এগারটা পর্যন্ত থাকেন এবং মন্দিরের ছাদটী পরীক্ষা করেন দাঙ্গার সময় মন্দিরের ছাদের উপর বহু লোক আহত হইয়াছিল। প্রকাশ যে, পার্শ্ববর্তী এক ছাদের উপর একটী খুন হইয়াছিল। ম্যাজিষ্ট্রেট সেই ছাদটীও পরীক্ষা করেন। তাহা ছাড়া তিনি থানার কয়েকটী প্রধান প্রধান জায়গার ফটো তুলাইয়া লন।

আবিসিনিয়া ও ইতালী

প্রকাশ যে, রাষ্ট্রসংঘের অভিভাবকত্ব মানিয়া লইবার প্রস্তাবে আবিসিনিয়া সম্মত হইবেন না বলিয়া আবিসিনিয়ার পররাষ্ট্র সচিব অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

ইতালীয় সোমালিল্যাণ্ডের মধ্য দিয়া প্রবাহিত কয়েকটী নদীর উৎপত্তিস্থল আবিসিনিয়ায়। প্রকাশ, যুদ্ধ বাধিলে আবিসিনিয়া উক্ত নদীগুলির উৎপত্তিস্থলে বাঁধ বাঁধিয়া দিবে। ইহার ফলে নদীগুলির গতি অন্যদিকে পরিচালিত হইবে এবং নদীর ধার দিয়া আবিসিনিয়ার অভ্যন্তরে অগ্রসর হওয়া ইতালীয় সৈন্যদের পক্ষে অসম্ভব হইবে। আবিসিনিয়ার বেলজিয়ান সামরিক উপদেষ্টা এইরূপ পরিকল্পনা করিয়াছেন।

গত ১লা আগষ্ট আপোষ মীমাংসার জন্য যে ইঙ্গ-ফরাসী প্রস্তাবের খসড়া ইতালী ও আবিসিনিয়া বরাবরে পেশ করা হইয়াছিল, তাহার কোন কোন অংশে ইতালী আপত্তি করে। ফলে মিঃ এণ্টনি ইডেনের প্রস্তাবক্রমে খসড়া প্রস্তাবটির দুইটি বিষয়ে সংশোধন করা হয়। এই সংশোধিত খসড়া প্রস্তাবটি মিঃ এণ্টনি ইডেন, মঃ লাভাল ও ব্যারণ এলয়সি স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। কিন্তু ঐ সম্বন্ধে সিনর মুসোলিনীর সিদ্ধান্ত জানা যায় নাই, তাঁহার উত্তরের প্রতীক্ষা করা হইতেছে।

পরবর্তী সংবাদে প্রকাশ, সিনর মুসোলিনীর উত্তর পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে তিনি নূতন প্রস্তাবটি কার্য্যতঃ গ্রহণ করিয়াছেন—সামান্য দুই একটি বিষয়ে সংশোধনের দাবী করিয়াছেন, ইহার ফলে আপোষ আলোচনা সম্পর্কে জেনেভায় আশার সঞ্চার হইয়াছে।

কূপ খননে বেত্তিয়া এষ্টেট

বিহারের বিগত ভূমিকম্পে যে সমস্ত কূপ নষ্ট হইয়াছে উহাদের সংস্কার কিংবা উহাদের পরিবর্তে নূতন কূপ খননের জন্য বেত্তিয়া এষ্টেট (কোর্ট অব ওয়ার্ডসের অধীন) ৫০ হাজার টাকা মঞ্জুর করিবার জন্য সুপারিশ করিয়াছে।

ভূমিকম্পের পর যখন দুর্গতদের দুর্দশা-মোচন কার্য্য আরম্ভ হয় তখন বেত্তিয়া এষ্টেট কর্তৃপক্ষ বিহার কংগ্রেস সাহায্য সমিতিকে এই বলিয়া ঐ জমিদারীর এলাকায় কূপসমূহের সংস্কার সাধন কিম্বা নূতন কূপ খনন করিতে দেন নাই,—যাহা অর্থ ঐ কার্য্য সাধনের পক্ষে যথেষ্ট, তাঁহারা নিজেই ঐ কার্য্য করিবেন।

সর্পাঘাতে মৃত্যু

কয়েকদিন পূর্বে সিরাজগঞ্জের অন্তর্গত চৌহালী নিবাসী গণেশ চন্দ্র সরকারের পুত্র বাহাদুর সরকার পড়িবার জন্য আলমারী হইতে বই বাহির করিতেছিল এমন সময় তাহার পায়ে একটী বিষধর সর্প কামড়াইয়া দেয়। বাহাদুর তৎক্ষণাৎ চেঁচাইয়া তাহার বাড়ীর স্ত্রীলোকদিগকে জানাইলে তাহারা কতস্থান বাঁধিয়া দেয়। বহু ওঝা ও কবিরাজ আসিয়া বাঁধন খুলিয়া দিতে বলে, কিন্তু কেহই রাজী হয় না। কিন্তু আর একটী কবিরাজ আসিয়া বাঁধন খুলিয়া দিতে পীড়াপীড়ি করে এবং তাহা হইলে ঔষধ প্রয়োগ করিতে পারিবে বলিয়া বলে। এমত অবস্থায় বেলা ৩ ঘটিকার সময় বাঁধন খুলিয়া দেওয়া মাত্র বালকটী মাটিতে পড়িয়া যায় এবং অল্প সময়ের মধ্যে তাহার মৃত্যু হয়। এইরূপ অজ্ঞতা করিয়া অনেকেই সর্পাহত রোগীর মৃত্যু প্রাপ্তির কারণ হয়। সুতরাং এবিষয়ে সতর্কতা অবলম্বিত হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়।

সিরাজগঞ্জে নায়েব খুন

শাহাজাদপুর থানার অধীন বাণবাড়ীয়া গ্রামের জোতদার ও ধনিদার কাছারীর নায়েব শ্রীযুক্ত মণিন্দ্রনাথ সরকারের মৃতদেহ নদীতে ভাসমান অবস্থায় পাওয়া যায়। মৃতদেহের গলায় শ্বাসরোধ করিবার দাগ এবং মুখমণ্ডলে কয়েকটী জখম ছিল। তাঁহার বয়স মাত্র ২৫ বৎসর হইয়াছিল। মণীন্দ্র বাবু গত বৃহস্পতিবার অনেক রাত্রি পর্যন্ত তাঁহার আফিসে কাজ করিয়া শয়ন করেন। উহার পর হইতে তিনি নিরুদ্দেশ হন। মাত্র এক বৎসর পূর্বে তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। পুলিশ ঘটনার জোর তদন্ত করিতেছে।

শান্তিপুর-সংবাদ

শ্রাবণ মাসের প্রথম সপ্তাহ কাটিয়া গেল এখনও আমাদের উপযুক্ত বৃষ্টি হয় নাই। যেসকল জমিতে প্রথম চাষ দেওয়া হইয়াছিল তাহাও শুকাইয়া গিয়াছে। গত বৎসর জলাভাবে ফসল একরূপ হয় নাই বলিলেই চলে। গ্রাম অঞ্চলে ইতিমধ্যে অনেককে এক বেলা খাইয়া জীবন ধারণ করিতে হইতেছে বলিয়া শুনা যাইতেছে।

রাজসাক্ষীর মুখে চাঞ্চল্যকর কথা
মন্ত্রীকে হত্যার সঙ্কল্প

পাটনায় এডিশন্যাল সেসন জজের এজলাসে আট জন লোকের বিরুদ্ধে ডাকাতি ও লিপ চুরির ষড়যন্ত্রের অভিযোগ মামলা চলিতেছে। গত ১লা আগষ্ট সেই মামলার জবানীতে সাক্ষ্যদান প্রসঙ্গে রাজসাক্ষী আমির হবিবুর এক চাঞ্চল্যকর বিবৃতি দিয়াছে। সাক্ষ্যদান প্রসঙ্গে তাহারা বলে, অসহযোগ আন্দোলন এবং উহার সমর্থকগণের সম্বন্ধে স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন বিভাগের মন্ত্রী স্যার গণেশ দত্ত সিং ব্যবস্থাপক সভায় যে মত প্রকাশ করিয়াছেন তজ্জন্য তাহারা তাঁহাকে হত্যা করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিল। এই দুই জন রাজসাক্ষী কোনও মামলায় দণ্ডিত হইয়া বক্সার জেলে কারাদণ্ড ভোগ করিতেছিল। তাহারা সুপারিন্টেণ্ডেণ্টকে বলিয়াছিল যে, তাহারা কোনও বিবৃতি দিতে চায়, একজন কর্মচারী পাঠাইয়া যেন তাহাদের বিবৃতি লওয়া হয়। অতঃপর তাহাদের বিবৃতি লইবার জন্য গোয়েন্দা ইন্স্পেক্টার মিঃ গাঙ্গুলীকে প্রেরণ করা হয় এবং তাহাদের বিবৃতিক্রমে বর্তমান মামলা রুজু করা হয়। সরকার পক্ষ বলেন, রাজসাক্ষীদের সাহায্যে পাটনা সহরে একটি রিভলবার উদ্ধার করা হইয়াছে। শুনানী চলিতেছে।

লোমহর্ষণ ঘটনা অজগরের পেটে মানুষ

ডিব্রুগড়ের এক সংবাদে প্রকাশ, ডুমডুমা ডিস্পেন্সারীর ডাঃ কে চক্রবর্ত্তী আসামের জঙ্গলের একটী লোমহর্ষণ ঘটনার বিবরণ দিয়াছেন। প্রকাশ, ডুমডুমার ২০ মাইল দূরে বী রাণীপাথার গ্রামে একজন কুলী পাহাড়ের নিকট জঙ্গলে কাঠ কাটিতে যায়। তথায় সে তাহারা একটী ঝোপের মধ্য হইতে ছইখানি হাতের কিয়দংশ বাহির হইয়া আছে দেখিয়া কৌতূহলবশতঃ ঝোপের নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখিতে পায় যে একটী অতিকায় অজগর এক হতভাগ্য ব্যক্তিকে গ্রাস করিতেছে; তাহার মস্তকের কিয়দংশ ও হাত দুইখানি মাত্র তখনও বাহির হইয়া আছে। কুলীরা সন্ত্রস্ত হইয়া অবিলম্বে পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে ছুটিয়া যাইয়া লোকজন ডাকিয়া আনে। সকলে মিলিয়া সাপটার পেট চিরিয়া আর একটী নরদেহ বাহির করে। হতভাগ্যের বয়স অনুমানিক বোল বৎসর। সে জঙ্গলের পার্শ্বস্থ গ্রামেরই বাসিন্দা বলিয়া সনাক্ত হইয়াছে। মৃতের দেহটি সম্পূর্ণ ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। অজগরটিকে ডুমডুমায় স্থানান্তরিত করা হইয়াছে।

কোলার স্বর্ণখনিতে ধর্ম্মঘট

কোলার স্বর্ণ খনিতে ধর্ম্মঘটী শ্রমিক দের উপর গুলী বর্ষণ সম্পর্কে সরকারী বিবরণীতে প্রকাশ, গত ৩১শে জুলাই খানপাড়ের ৮০০০ ধর্ম্মঘটী শ্রমিক উত্তেজিত হইয়া পুলিশ দলকে আক্রমণ করে কাজেই পুলিশ বাধ্য হইয়া ছইবার গুলী বর্ষণ করে ও লাঠি চালনা করে। দুইজন নিহত হইয়াছে এবং ১১ জন আহত হইয়াছে তন্মধ্যে দুইজনের আঘাত আশঙ্কাজনক। কোম্পানীগুলি কার্য্যে উপস্থিতি এবং বোনাস সম্পর্কে যে নূতন নিয়ম করিয়াছে, শ্রমিকেরা তাহাতে আশঙ্কাগ্রস্ত হয়, তাহারা মনে করে যে, ঐ নূতন নিয়ম প্রকৃতপক্ষে মাহিনা কমাইবার ব্যবস্থা।

ধর্ম্মঘট সমস্ত খনিতেই বিস্তৃত হইয়াছে, কিন্তু পুলিশ এখন অবস্থা আয়ত্তের মধ্যে আনিয়াছে। স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ আপোষ নিষ্পত্তির উদ্দেশ্যে কোম্পানীগুলির এবং শ্রমিকদের প্রতিনিধিদের সহিত আলোচনা করিতেছেন।

এই সম্পর্কে রেওয়ানের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া চীফ সেক্রেটারী মিঃ অনন্তরাম ঘটনাস্থলে যাত্রা করিয়াছেন।

লোকান্তরে রায় বাহাদুর ইন্দুভূষণ মল্লিক

মেহেরপুরের সুপ্রসিদ্ধ জমিদার রায় বাহাদুর ইন্দুভূষণ মল্লিক মহাশয় বিগত ১৩ই শ্রাবণ বেলা ৯-৩৫ মিঃ সময় কলিকাতা ১৬নং রেমেক সেন ষ্ট্রীট ভবনে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। তিনি ধর্ম্মনিষ্ঠ ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি বিধবা স্ত্রী সাতটী পুত্র, দুইটী কন্যা, অনেক পৌত্র-পৌত্রী দৌহিত্র-দৌহিত্রী এবং বহু আত্মীয়স্বজন রাখিয়া গিয়াছেন। ঐ সময় তাঁহার বয়স ৬৩ বৎসর হইয়াছিল।

উক্ত কর্ম্মীটির ৩০ বৎসরকাল—মৃত্যুর দিন পর্য্যন্ত মেহেরপুর মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। বহুকাল মেহেরপুর লোক্যাল বোর্ডের চেয়ারম্যান, ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের মেম্বার, অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট এবং মেহেরপুর কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের সম্পাদকের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। যাঁহাদের চেষ্টায় ভৈরব-নদীর সংস্কার সাধন হয়, তিনি তাঁহাদের অন্যতম। তিনি মেহেরপুরের বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে নদীয়া জেলা একজন বিশিষ্ট কর্ম্মীকে হারাইয়াছে।

ব্রহ্মদেশের ঘরোয়া বিবাদ

পিপলস পার্টির পাঁচজন সভ্যের পদত্যাগ পত্র দাখিল করিবার ফলে যে বিভিন্ন অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা দূরীকরণার্থ পিপলস্ পার্টির বিশিষ্ট সভ্যগণ আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছেন।

গত কয়েক দিবসের মধ্যে দুইবার কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভা বসিয়াছে; কিন্তু এই সম্পর্কে অদ্যাবধি কোন নির্দ্দিষ্ট সিদ্ধান্তে পৌঁছান সম্ভব হয় নাই। পরন্তু মান্দালয়ের নেতৃগণ ও কাতপর সাম দ বিরোধ মীমাংসার সাহায্য করিবার অভিপ্রায়ে মান্দালয় হইতে এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। এই সম্পর্কে তাঁহারা পিপলস্ পার্টির নেতা ও কাতপর বিশিষ্ট সভ্যের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন।

সমস্যা সমাধানকল্পে প্রত্যহ পার্টির সভা আহ্বান করা হইবে বলিয়া প্রকাশ।

বন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ইউ বা পে'র প্রতি ইউ থিং কর্ত্তৃক আনীত অনাস্থাজ্ঞাপক প্রস্তাব সম্পর্কে আলোচনা করিবার উদ্দেশ্যে শীঘ্রই ডাঃ বা ম'র দলের একটি সভা হইবে।

কাশীতে বেরিবেরির প্রকোপ

গত চৈত্র মাস হইতে কাশীতে বেরিবেরি ভীষণ সংক্রামকভাবে দেখা দিয়াছে। দুইমাস কাল শত শত লোকের প্রাণ সংহার করিয়া এই করাল ব্যাধি এখান হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে। কিন্তু ১৫ই আষাঢ় হইতে এই ভয়াবহ ব্যাধি ভীষণ সংক্রামকভাবে আবার দেখা দিয়াছে। বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় যে, বাঙ্গালীটোলার বাঙ্গালী অধিবাসীরাই এই রোগে বেশীর ভাগ আক্রান্ত হইতেছে। কেদারঘাটপুরা, মদনপুরা, সোণারপুরা, পাঁড়েহাউলী, গড়বাসন, খালিসপুরা প্রভৃতি মহল্লায় প্রায় প্রত্যেক বাড়ীতেই কেহ না কেহ এই রোগে মারা গিয়াছে, ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই বাঙ্গালী। মুসলমান অথবা হিন্দুস্থানীর সংখ্যা খুবই কম, এক প্রকার নাই বলিলেই হয়। সম্প্রতি শুষ্ক বেরিবেরি বলিয়া এক প্রকার ভীষণ ব্যাধি দেখা দিয়াছে, ইহাতে শরীরের কোন অংশ ফোলে না, কেবল পেটে ও বুকে অসহ্য যন্ত্রণা হয় এবং আট দশ দিনের মধ্যেই হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া মৃত্যু হয়।

যদি বিশেষ কার্য্য বশতঃ একান্তই এখানে আসিতে হয়, তাহা হইলে যেন দয়া করিয়া বাঙ্গালীটোলায় না থাকেন। সম্প্রতি এক বাঙ্গালী ভদ্রলোক তীর্থ করিতে আসিয়া বাবা বিশ্বনাথের চরণে স্ত্রী, পুত্র ও দুইটী কন্যাকে সমর্পণ করিয়া সংসারের সকল বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। এ সময়ে কোন বাঙ্গালীর এখানে না আসাই ভাল।

কলিকাতার বাজার দর

সোনা-রূপা

			প্রতি ভরি
টাকশালের বার	,,	,,	৩৪৮/১০
বড়ালের বার	,,	,,	৩৪।/১০
গিনি	,,	,,	২২॥/০
চাঁদির বার	প্রতি ১০০ ভরি		৭১৲
ঐ খুচরা	,,	,, ,,	৭১।০

আটা ও ময়দার দর

পেটেণ্ট ময়দা	প্রতি মণ	৫০/০-৫।০
টেক্কা		৪৸০/০-৫৲
গৃহস্থালীর ব্যবহারোপযোগী		৪।০-৪৸০/০
আটা (বি)		৪৷০/০ ৪৷০
সুজী		৪৸০/০-৫৲
আটা (এম)		৪০/০ ৪।০
আটা (২)		৪০/০-৪।/০
আটা (কে)		৫৷০-৩৸০/০
আটা (৩)		৩০/০ ৩।০
গোলাপ ভূষি		১৸০/০-২৲
ভূষি		১৸০/০-১৸০/০

তৈলের দর

আশুতোষ মিলের	১৫৲-১৬৲
শ্রীকৃষ্ণ সরিষার তৈল	১৫৸০ ১৫৲
ঐ খুচরা	১৭.০-১৭৷০
নারিকেল তৈল	১১।০—১১॥-১২৲
রেড়ির তৈল	১১৸০

ঘৃতের দর

বাঘনীতা	প্রতি মণ	৫৭৲
লক্ষী গাওয়া		৫৯৲
রাজা গাওয়া		৫৭৷০
গভিয়াব		৫৯৲

চিনির দর

সাদা কাঁচা বেতি	৯৸০
দেশী সাদা দানা	৯০/০ ৯৸০/০
,, লাল ,,	৮৸০/০ ৯৲

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
দাদখানি	৬৸০
মোটা চাল	৫৸০
ঐ নূতন	৫৷০
কাটারীভোগ	৬।০ ৬।০
বাঁকতুলসী	৫০/০
বাগরা নূতন	৪৸০
ঐ পুরাতন	৫৲
এভারেজ কোয়ালিটি	৪০
সিদ্ধ রেঙ্গুন	৩০/০

আতপ—

নূতন আতপ	৫৸০
পেশোয়ারী	১০।০-১০॥০
বাঁকতুলসী আতপ	৪৸০-৫৲
ঐ মাঝারি	৪।০-৪।০/০
পাটনাই আতপ	৪।০-৪৸০
কাটারীভোগ	৬।০
ঐ রেঙ্গুন	৩,০

লৌহ ও হার্ডওয়্যার

২১শে জুলাই কলিকাতা

টাটার তৈয়ারী	প্রতি হন্দর
লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম) মার্কা	৬৲-৬৷০
ঐ বে মার্কা হাল্কা ওজন	৫০/০-৫৸০/০
বংগা (টী আয়রণ)	৬৸০/০—৬৸০/০
এঙ্গেল আয়রণ (কোন)	৬৲—৬।০
গ্যালভ্যানাইজড করগেট টিন—৬ হইতে ১০ ফুট	
২২ গেজ ৯৸০/০ ২৪ গেজ	৯॥/০
২৬ গেজ ১১০/।০ ঐ আয়, পি, ডি,	১০৸০
গ্যাঃ বিজিং (ঘটকা) ১২ইঞ্চি	।/৫-৷৷০/১০পীস
২৪ গেজ গ্যাঃ প্লেন শীট	১০৲,
২৬ গেজ	১০৸০/০
বাগান ঘেরা কাঁটাতার বান্ডিল	৭।০-৭৸০/০
স্নেপ কাটিং বা ছিট কাটা	১৸০-৩৲ মণ
পাতী কাটিং	৫৲-৫।০/০ হন্দর
বড় কাটিং	৫।০/০-৫৸০
টীন পাতী	৬৲-৬০/০
ঐ রেন ওয়াটার পাইপ ৩-৪ ইঞ্চি	০/১০, (১২ ফুট
কোলাপসিবল গেট প্রতি স্কয়ার ফুট	১৲-১।/০

সন্তোষকুমার মল্লিক এণ্ড সন্স্ লিঃ
ডি ৫ জগন্নাথ ঘাট লোহাপটি বড়বাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

— পারমার্থিক পত্র —

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৩য় বর্ষ } ২১ শ্রীধর গৌরাব্দ ৪৪৯, ২১শে শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১৩৪২, ৬ই আগষ্ট ইং ১৯৩৫ মঙ্গলবার { ১১৩৩শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

প্রভুপাদ-দর্শনে মৌলভী

পাঠকগণ অবগত আছেন, শ্রীল প্রভুপাদ গত বুধবার সন্ধ্যাকালে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে কৃষ্ণনগর কুঞ্জকুটীরে শুভ পদার্পণ করিয়াছিলেন। তথায় উপস্থিত হইবার অব্যবহিত পরেই শ্রীল প্রভুপাদের দর্শনার্থী হইয়া মৌলভী সৈয়দুর রহমান নামক জনৈক মুসলমান কুঞ্জকুটীরে আগমন করেন। শ্রীল প্রভুপাদের উপস্থিতির প্রায় একঘণ্টা পূর্ব্বেও তিনি একবার সংবাদ লইয়াছিলেন।

• • •

উক্ত মৌলভী সাহেবের সহিত নদীয়া-প্রকাশের কার্য্যাধ্যক্ষের কিছুকাল আলাপ হইয়াছিল। তিনি বলিয়াছেন—শ্রীভগবান্ সম্বন্ধে তিনি প্রকৃত আলোক লাভ করিবার জন্য পাদ্রী সাহেবদের সঙ্গেও মিশিয়াছেন কিন্তু তাঁহারা তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিতে পারেন নাই। পাদ্রীদের সহিত তিনি এমনভাবে মিশিয়াছিলেন যে, খৃষ্টধর্ম গ্রহণ না করা সত্ত্বেও তাঁহার আত্মীয় স্বজন মনে করিয়াছিলেন যে মৌলভী সাহেব খৃষ্টান হইয়াছেন।

• • •

মৌলভী সৈয়দুর রহমান নদীয়া-প্রকাশের কার্য্যাধ্যক্ষকে আরও বলিয়াছেন যে, বিভিন্ন পত্রিকায় গৌড়ীয়মঠের বিশ্ব ব্যাপী প্রচার-সংবাদ অবগত হইয়া এবং শ্রীল প্রভুপাদের ঢাকা মেলার প্রচার-কালে জনৈক মুসলমান ভগবত্তত্ত্ব সম্বন্ধে আলোক লাভ করিয়া প্রভুপাদের যে প্রশস্তি জ্ঞাপন করিয়াছেন তাহা পাঠ করিয়া প্রভুপাদের দর্শন-লাভার্থ তাঁহার চিত্ত স্বতঃই ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল; কৃষ্ণনগর ভাগবতপ্রেসেও তিনি অনেক দিন প্রভুপাদের সন্ধান লইয়াছেন, এক্ষণে দর্শন পাইয়া তিনি কৃতার্থ হইয়াছেন।

• • •

মৌলভী সাহেবের সৌজন্য প্রশংসনীয়। নদীয়া-প্রকাশের কার্য্যাধ্যক্ষ তাঁহার সহিত কিছুক্ষণ আলাপ করিয়া মনুষ্যজীবন সার্থকতা-মণ্ডিত করিবার যে উপদেশ ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর প্রদান করিয়াছেন তৎসম্বন্ধে ২।৪টী কথা বলেন। ভগবত্তত্ত্ব-জ্ঞান লাভে জীবের অযোগ্যতা-জ্ঞানের অকিঞ্চিৎকরতা, ভগবৎকৃপালোকে ভগবত্তত্ত্বের স্ফূর্ত্তি, ভগবদ্ভক্ত আচার্য্যের করুণায় ভগবৎসেবা-প্রাপ্তি, নিষ্কপট-চিত্তে আর্ত্তির সহিত কৃপা-প্রার্থী হইলে অন্তর্যামি-রূপে ভগবানের করুণা, মনুষ্যজীবনের দুর্লভতা, অনিত্যতা ও পরমার্থ-প্রসঙ্গ প্রভৃতি সম্বন্ধে কিছু কথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

• • •

শ্রীল প্রভুপাদের নিকট কিছু শ্রবণার্থী হইলে শ্রীল প্রভুপাদ মৌলভী সাহেবকে স্থূলদেহ, সূক্ষ্মদেহ ও আত্মার মধ্যে যে পার্থক্য রহিয়াছে তাহা বর্ণন করিয়া ইহ জগতের চিন্তাস্রোতদ্বারা যে পর জগতের স্বরূপ জানা যায় না, ইহ-জগতের চিন্তাস্রোত হইতে উদিত সাকার ও নিরাকার-ধারণা উভয়ই যে ভগবৎসম্বন্ধে ব্যক্তির অন্তর্গত, আনলহক্ বা 'অহং ব্রহ্মাস্মি' চিন্তাস্রোত যে পূর্ণ-নাস্তিকতা ব্যতীত আর কিছুই নহে এবং তাহা যে ভগবৎস্বরূপ-সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অন্ধকারে অবস্থিত তাহা বর্ণন করেন।

• • •

শ্রীল প্রভুপাদ ঐ সময়ে প্রসঙ্গক্রমে 'অধোক্ষজ'-শব্দের ব্যাখ্যা করিয়া 'অনর্থো-পশমং সাক্ষাদ্ ভক্তিযোগমধোক্ষজে' শ্লোকটী ব্যাখ্যা করেন। তৎপরে কর্ম্মফলবাদ, স্থূল ও সূক্ষ্মশরীরে কর্ম্মভোগ, শুদ্ধাত্মার কর্ম্মকাণ্ডের ও কর্ম্মফলের অনবাপ্তি, ভক্তের শুদ্ধ বিচারে জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতার নিত্যাবস্থিতি প্রভৃতি বর্ণন করিয়া ভগবত্তত্ত্ব জ্ঞান লাভের প্রারম্ভিক কার্য্য শরণাগতি বর্ণন করেন। এই সময়ে শ্রীল প্রভুপাদ গীতার "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য" শ্লোকটী ব্যাখ্যা করিয়াছেন। একদিনে অনেক কথা সম্ভবপর নহে বলিয়া শ্রীল প্রভুপাদ ঐদিবস ঐ স্থানেই ক্ষান্ত হন।

শ্রামগোপাল বিদ্যাভূষণের নিকট হরিকথা

শ্রীযুক্ত রবিনন্দন দাস নামক জনৈক ব্যক্তিও ঐ দিবস শ্রীল প্রভুপাদের দর্শনার্থী হইয়া আসিয়াছিলেন। তৎপর দিবস অর্থাৎ ১৬ই শ্রাবণ প্রাতে নাটুদা ষ্টেটের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত শ্যামগোপাল বিদ্যাভূষণ এম্-এ মহাশয় শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্ম-দর্শনে আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট শ্রীল প্রভুপাদ দীর্ঘকাল হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। এই সময় শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমদ্ভাগবতের একটী শ্লোক (৪।২২।৩৯) বিশেষভাবে ব্যাখ্যা করেন। মহর্ষি সনৎকুমার পৃথুকে যে-সকল শ্লোকে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, ঐ শ্লোকটী তাহাদের অন্যতম। কৃচ্ছ্রসাধ্য যোগাদি অপেক্ষা শুদ্ধ ভক্তি কত শ্রেষ্ঠ, তাহা ঐ শ্লোকে অতি সুন্দররূপে বিবৃত হইয়াছে। শ্লোকটী এই—

"যৎ-পাদপঙ্কজ-পলাশ-বিলাস-ভক্ত্যা
কর্ম্মাশয়ং গ্রথিতমুদ্গ্রথয়ন্তি সন্তঃ।
তদ্বন্ন রিক্তমতয়ো যতয়োঽপি রুদ্ধ-
স্রোতোগণাস্তমরণং ভজ বাসুদেবম্॥"

মহর্ষি সনৎকুমার মহারাজ পৃথুকে বলিতেছেন—হে মহারাজ, ভক্তগণ ভগবানের পাদপদ্ম সহ পরমোদ্ভূত অজ্ঞানসকলের গ্রন্থি ... সহিত স্মরণ করিতে ... যেরূপ কর্ম্মবাসনাময় হৃদয়গ্রন্থিকে অনায়াসেই ছেদন করেন, ভক্তিহীন নির্বিশেষী যোগিগণ ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়াও সেরূপ ছেদন করিতে সমর্থ নহেন। অতএব কাম-ক্রোধাদির চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া বাসুদেবের ভজন করুন।

ব্রহ্মদেশে প্রচার

গত ২৪শে জুলাই রেঙ্গুন শ্রীগৌরাঙ্গ-বাড়ীতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজের বক্তৃতার বন্দোবস্ত হয়। গৌরবিহিত কীর্ত্তনান্তে প্রথমতঃ উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ ভক্তিসারের "গৌরাঙ্গের মহাপ্রভুত্ব" সম্বন্ধে প্রায় এক ঘণ্টাকাল পাণ্ডিত্যপূর্ণ একটী বক্তৃতা করেন। তৎপর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ প্রায় দুই ঘণ্টাকাল ধরিয়া 'শ্রীগৌরাঙ্গের শিক্ষা' সম্বন্ধে প্রাঞ্জল ভাষায় একটী চিত্তাকর্ষক বক্তৃতা প্রদান করেন। রেঙ্গুনের সুপ্রসিদ্ধ হাই-কোর্টের শ্রীযুক্ত পি, এন, দাস মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। উক্ত সভায় উকীল শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মহাশয়ের চেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়। তৎপর দিবস গৌড়ীয়গণের আমন্ত্রণে হনুমানী মন্দিরের ঠাকুরবাড়ী শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণজীর মন্দিরে স্বামীজী শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিয়া তাহার ব্যাখ্যা করেন। উক্ত প্রবন্ধ শ্লোক যে শুধু একটী নিরর্থক প্রলাপ নহে, উহা যে গভীর তত্ত্বপূর্ণ তাহা স্বামীজী বিশেষভাবে বুঝাইয়া দেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২১ শ্রীধর মাস প্রচার ৪৪৯

দুষ্প্রবৃত্তি-দমনের উপায়

মানবের অস্তিত্বে দ্বিবিধ সত্তার অবস্থান। মানবের স্থূলদেহ, তাঁহার মন ও লিঙ্গ স্বরূপ দেহ। এই দেহটী অবিমিশ্র চেতন। তাঁহার মন ও স্থূল দেহ চেতন হইলেও 'অচিৎ'এর ধারণায় সম্পূর্ণ ব্যস্ত এবং তাঁহার স্বরূপ দেহটী বিশুদ্ধ আছে।

চিন্ময় দেহের বা জীবাত্মার আলোচনা করিতে গিয়া আমরা দুইটী মত দেখিতে পাই। একটী নির্বিশেষবাদের জীবাত্মা ও পরমাত্মার অভেদ জ্ঞাপক, অপরটী আত্মার নিত্য সবিশেষ স্বরূপ সেবাসেবক ভাবে অবস্থিতি। দেহ ও মনের কবল হইতে যে সময় আত্মা মুক্ত হন তখন তিনি নিজের স্বরূপানন্দের অথবা নিত্য চিদ্বৈচিত্র্যময়। যেকালে মানবের দেহ ও মনের অধিষ্ঠান সুপ্রবল হইয়া অনাত্ম বস্তুতে প্রবৃত্ত, সেকালে তিনি আত্ম ও অনাত্মবস্তুর কোন কথায় আদর করিতে পারেন না। চিজ্জড়বাদী

করে। আত্মা বা দেহী অনিত্য কল্পনা করেন না বা করিতে অসমর্থ। অনাত্মপ্রতীতি প্রবল হওয়ায় আত্মতত্ত্বের বিপর্যয় অর্থে দেহ ও মনকে 'আত্মা' বলিয়া স্বীকার করে, ইহাতে তাহাদের বিবেক বা পাণ্ডিত্য। পণ্ডিত সাধু-দিগকে অস্থির মন দেহ ও মনে আবদ্ধ বলিয়া হইতে আত্মার বিষয় বলে।

অনাত্ম দেহ বা মন অনুভোগ করে—নিত্য চিৎসেবার 'অন্যাভিলাষ' কর্ম্মজ্ঞানের অন্তরে স্থান করে। বাস্তব চিদ্বৈচিত্র্য দেহ ও মনের কল্পনার বস্তু নহে—বাস্তবে ন সন্দেহ উপলব্ধি হইতেছে এতদের নিরূপণ নহে।

দেহ ও মন লইয়া যাঁহারা বিব্রত, তাঁহাদের সম্পদ বাহিরে অন্য স্থান নাই। তাঁহারা অবস্থিত দেহ ও মনের সহিত অভিন্ন জ্ঞান করেন। জড়জগতের সহিত চিজ্জগতের পার্থক্য এই যে জড়দেহ নশ্বর এবং ক্ষণিক ইন্দ্রিয় সুখ-প্রদান করে কিন্তু চিন্ময় দেহ নিত্য চিৎসেবার আনন্দ করে। কর্ম্মের ফল—সুখ-দুঃখমিশ্রিত, চিৎসেবার ফল—সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ শ্রীহরির নিত্য আনন্দ। হরির আনন্দ অনন্ত, জীবের কর্ম্মফল অনন্ত বাধার দুঃখ-বাহিত্য যুক্ত।

অতঃ মত প্রকার—ভুক্তমী ও সংকর্মী। সংকর্ম্মের দ্বারা জীব দেহ-মনের চিত্তবৃত্তি অসৎ বা কুকর্ম্মের বশে। সংকর্ম্মের দেহ ও মন যথাবিহিত, অসৎকার্য্যকারীগণের প্রবৃত্তি-অবস্থায় জীব সর্ব্বদাই সদ্ভাব। যাঁর যাঁর

সাধনে প্রমত্ত হইয়া নিজ স্বকর্ত্তব্যের দ্বারা নানা কদর্য্য কার্য্যে আমরা দেহ ও মনকে নিযুক্ত হইতে দেখি। তাদৃশ কুকার্য্য পোষণের জন্য তাঁহাদের অসংখ্য যুক্তি অব তারিত হয়, পরিশেষে তাদৃশবুদ্ধি করিয়া কুকর্ম্ম হইতে সংবৃত হন ও পুণ্যের সাত্ত্বিক কর্ম্মিদিগের দ্বারা লাঞ্ছিত ও বঞ্চিত হন। যেকাল পর্য্যন্ত জীব দেহ ও মনের দ্বারা চালিত হইয়া কুকার্য্যনিরত হন তদবধি তাঁহার যথেচ্ছাচারিতা সুপ্রবল থাকে। যথেচ্ছাচার প্রশমনের জন্য সদ্গুণের আবাহন কর্ম্মীদের একমাত্র অবলম্বন। তাঁহার কুপ্রবৃত্তি প্রবল থাকিলে তিনি স্বকর্ত্তব্যকে পরিত্যাগ করিবার পরিবর্ত্তে গোপনে তাদৃশ গুণাবলির সাবধানে সেবা করিয়া থাকেন। এরূপ স্থলে তাহা সদ্গুণের নামে পরিচিত থাকিলেও উহা যে সদ্গুণের ক্রিয়া নহে তাহা জানিতে আর কাহারও বাকী থাকে না।

পূর্ব্বোক্ত আলোচনাফলে আমরা জানিতে পারি যে, প্রবৃত্তি ও অহঙ্কারবশে জীব সংকর্ম্ম করিতে পারিলেই হন কিন্তু তিনি সম্যক্ সদ্গুণের অধিষ্ঠিত। প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি এই দুইটী সত্তার বিশুদ্ধভাব প্রতিযোগী, কিন্তু তাহারা স্ব স্ব নিত্য সংস্কারে অসংবদ্ধ অনিত্য সত্তার বিলোপ সম্ভবপর বলিয়া উহাদেরই অন্য প্রবৃত্তিপর। তাহাদের দ্বারা নিত্য বৈকুণ্ঠ বস্তু পরিপুষ্ট হইতে পারে না। একারণ পরিহার করাই সংকর্ম্মের বাঞ্ছিত পথ। যেখানে তাহার বিনাশ ও প্রতিকূল সুকর্ম্মারা অনিত্য-গুণ-প্রবৃত্ত, সেইখানেই সমস্ত কুকর্ম্মীদের বলবৃদ্ধি। কুকর্ম্মীগণের মুখে আমরা শুনিয়া থাকি যে, পাপকর্ম্মের চতুর্দ্দশত্রয়ের উপযোগিতা নাই। চতুর্দ্দশভুবন বা-দেহ গেলে 'নরকভোগ-বিশিষ্ট বা' স্বর্গের কথা কহে হয়। তাহারা নির্ব্বাণবাদী - কর্ম্মসন্ন্যাসী, জ্ঞানী ও ভক্ত। সকলেই প্রাকৃত দেহ না দেহ বা মনের চাঞ্চল্য দেহই বাস্তু মনের। কর্ম্মসন্ন্যাসী নিবৃত্ত হইয়া মনোযোগ করিতে সুদূরে বাস করেন, তাহার বাসনায় কর্ম্মের কোন প্রকার অপরাধ নাই সুতরাং সাত্ত্বিক জীবনই তাহার লক্ষ্য। জ্ঞানী বলেন, কর্ম্ম সন্ন্যাসের অবস্থা নশ্বর যথে আবদ্ধ, সুতরাং নিত্য-ব্রহ্মানুসন্ধানই জ্ঞানীর লক্ষ্য। অদ্বয়-জ্ঞান বলেন, দেহ-জ্ঞানময় জ্ঞানী নির্ভিন্ন হইবার বাসনায় অপার মায়। তাঁহার ব্রহ্মলাভ তাঁহার উদ্দেশ্যকে ধ্বংস করিতেছে। নিত্য হরিসেবাপরায়ণতাই সত্যানের চরম লক্ষ্য। এরূপ হরিসেবকেরই ভক্ত বলে। তিনি ভক্তের সকল আশা ভরসা ছাড়িয়াছেন, নিজের সম্বন্ধজ্ঞানের কর্ত্তৃত্ব উপলব্ধি করিয়াছেন, সুতরাং বর্ত্তমান কোন বা বর্ণ হইতে মুক্ত হইবার প্রয়াস উহাই পরিত্যাগ করিয়া ভক্তগণের প্রধান কর্ত্তব্য

প্রকৃত সম্যক্ ও নিঃসংশয়রূপে বিষয় ত্যাগ করিতে সমর্থ।

সন্ন্যাসী বলিলে উহাই বুঝায় যে, যিনি বিষয়-সেবায় ক্লান্ত হইয়া ভাগের কদর্য্যতা উপলব্ধি করিয়াছেন এবং জগতের জন্য তাঁহার বিবেচনার প্রভুত্ব না করিয়াছেন। সন্ন্যাস তিনি তাঁহার সঞ্চিত বিষয়ের কল্যাণ করিয়া যে অবস্থায় অবস্থিত তাহা কুকর্ম্মী শিশুর গ্রহণের বিষয় নহে। কোন কুকর্ম্মী কর্ম্মবীর নামে পরিচিত হইয়া আমাদিগকে বলিয়াছেন যে, সন্ন্যাসী সম্প্রদায় ভক্তগণের প্রদত্ত কদন্ন অভাবরূপে উপভোগ করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগকে ভক্তগণের প্রদত্ত অন্ন হইতে বঞ্চিত করা কর্ম্মবীরগণের কর্ত্তব্য। কিন্তু সেই কুকর্ম্মীর জানেন না যে কর্ম্মবশাদে কর্ম্মক্লান্ত মহাবীরগণই তাঁহাদের নিজ প্রদত্ত অন্ন অযত্নে পেন্‌সন্‌ পাইয়া থাকেন। তাঁহাদের সঞ্চিত সমাজ-ক্রোড়ে রক্ষিত বিত্ত হইতে ভক্তগণ আজন্মাদি প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাদের জন্য জীবিকা প্রস্তুত করিয়া দেন, সন্ন্যাসী সম্প্রদায় ভক্তদিগের কেবল সেবা হইয়া তাঁহাদিগকে রক্ষা করিয়া সমাজের স্কন্ধে চাপিয়া থাকেন না। যদি অপব্যয়কারী কুকর্ম্মী সম্প্রদায় বলেন যে, উপার্জ্জিত বিত্ত উপার্জ্জনকারীর কার্য্যে না লাগিয়া দুর্ব্বৃত্ত সমাজে বাউণ্ডুলে হউক, এবং উপার্জ্জনকারী পুনরায় সন্ন্যাসধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ভণ্ড-বাবের টাকাপয়সা লইয়া বাস হউন, তাহা হইলে নিষ্কিঞ্চনের চরম সীমা আর কি হইতে পারে?

নৈতিক হিসাবে ধরিতে গেলেও ত্যাগী সম্প্রদায়ের দ্বারা গৌণভাবে সমাজ যে কল্যাণ করেন, তাঁহার পরিমাণে তাঁহাদিগকে অন্নজীবিকাদি প্রদান করা সমাজের অধিক বাহবাধা বলিয়া সুস্পষ্ট হইতে হইবে না। শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

'ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং
কর্ম্মসঙ্গিনাম্।'

দেহ ও মনের উদ্দাম চেষ্টায় যাহাদের বুদ্ধি প্রতিহত হইয়াছে, সেই জ্ঞানহীন কর্ম্মীর সম্প্রদায়ের মূর্খতা অপনোদন করিবার জন্য কোন চেষ্টাও করিও না।

ভক্তগণের যোক্তাগণকে আমরা বলি যে, তাহারা ভক্তবার সম্প্রদায়ের নিষ্কিঞ্চতা-বিবর্দ্ধনের জন্য যাহা নিষ্ক্রিয় কার চেষ্টা যত না কর, সেই যোক্তাগণ চতুর্থাশ্রমের প্রতিকূলে যে বাধা যোকার বুদ্ধি লইয়া মূর্খতা করিবেন, তাহাতে তাঁহাদিগকে কেহই বুদ্ধিমান্ মনে করিবে না। যদি সমাজমাত্রে কর্ম্মের একতা শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকৃত হইত তাহা হইলে জ্ঞান ও ভক্তিপথ পৃথিবীর চিরদিনই হইতে একদিন লুপ্ত হইয়া যাইত। কর্ম্মীদের প্রাণাধিক সন্ন্যাস, অর্থাৎ সর্ব্বত্যাগ। ভক্তগণের উক্তিতে

আমরা দেখিতে পাই যে, মুক্ত এবং বিষয় বলিয়া অবস্থানের অভিলাষ আছে। উহাই কি ত্যাগের বা সন্ন্যাসের উৎকৃষ্ট আদর্শ নহে? বিষয়-ভোগের অভাবকেই সন্ন্যাস বলে। যে বিষয় নিত্যকাল ভোগ করিতে পারা যায় না—যে বিষয়টী অমৃত নহে, তাহাকে বিষ বলিয়া নির্ব্বিষয়ী সম্প্রদায় আখ্যা দিয়াছেন।

নির্ব্বিষয়ী বা সন্ন্যাসীকে বিষয়মুক্ত বলিলেই সমাজসেবক বলা হয়। সমাজসেবক মাত্রেই ন্যূনাধিক কল্যাণের সেবা। সুতরাং কুকর্ম্মীদের ভয় সন্ন্যাসীদিগের জীবিকায় বঞ্চিত করিবার প্রয়াস নিবৃত্তি দ্বারাই বঞ্চিত হইলে আর প্রকৃত ত্যাগীর আবশ্যিক বদ্ধিকাপূর্ব্বক বাধা দেওয়া ভক্তবার যোক্তাগণের নিষ্কিঞ্চতার চরমসীমা। এইরূপ চিন্তাযোগ্য কোনও কর্ম্মীদের মুখেও স্থান পাওয়া উচিত নয়। উহা পাগলদের ক্রীড়া মাত্র। বিনিময়ে দ্রব্যাদি বিক্রয় বা পরিশ্রমের জন্য শ্রমজীবীর প্রাপ্য দিবার পদ্ধতি যে কাল পর্য্যন্ত সভ্য মানবসমাজে আদরে গৃহীত হবে ততকাল-বর্ণ চতুর্থাশ্রমীর ব্যবহার পীড়িত সমাজ তাহাদিগকে প্রয়োজনীয়তা ও সম্মান দিতে প্রস্তুত থাকিবেন।

বিরক্ত হরিপরায়ণগণ সমাজের কিরূপ মঙ্গলকারী তাহা আসক্ত বিষয়ী তাঁহার সংকীর্ণ বিচারের বুঝিয়া লইতে পারেন। তাঁহার সহিত প্রতিযোগিতা বা হিংসা করা বিবেকের ধর্ম্ম নহে। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের গীতটী এবিষয়ে তাঁহাদিগের হৃদ্রোগ দমনের উপায় স্বরূপ কার্য্য করিতে পারে।

গোরা পঁহু না ভজিয়া মৈনু।
প্রেম-রতন-ধনে হেলায় হারাইনু॥
অধনে যতন করি' ধন তেয়াগিনু।
আপন করম দোষে আপনি ডুবিনু॥
সৎসঙ্গ ছাড়ি' কৈনু অসতে বিলাস।
তেকারণে লাগিল মোর কর্ম্মবন্ধ ফাঁস॥
বিষম বিষয় বিষ সতত খাইনু।
গৌর-কীর্ত্তন-রসে মগন না হৈনু॥
কেন বা আছয়ে প্রাণ কি সুখ লাগিয়া।
নরোত্তম-দাস কেন না গেল মরিয়া॥

"সরস্বতীজয়শ্রী"

[বৈষ্ণব-পত্র]

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের কৃপা যে-রূপে তাঁহার অনুগত ভক্তগণ উপলব্ধি করিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে। ভিক্ষা ৩৲ টাকা মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—গৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা।

'আর্য্যদর্পণে' গৌরাঙ্গের হেয় প্রতিফলন

[৩]

এইসকল কেবলাদ্বৈতবাদীর পতন ভাগবতে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, যথা :—

শ্রেয়ঃসৃতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো
ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে
নান্যদ্‌যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্ ॥

বিষ্ণুভক্তি বাদ দিয়া কেবলাদ্বৈত জ্ঞানলাভের জন্য যে চেষ্টা জ্ঞানি-সম্প্রদায় করে, তাহাতে তাঁহাদের পরিশ্রমই সার হয়।

যেহন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন-
স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ ॥

এই অশুদ্ধবুদ্ধি লোকগণ আপনার ভক্তি উপেক্ষা করিয়া যে নির্ব্বাণমুক্তিলাভের জন্য যত্ন করে, অবশেষে তাহারা আবার হীনতর অবস্থাই প্রাপ্ত হয়।

"জ্ঞানী জীবন্মুক্ত দশা পাইনু করি' মানে।
বস্তুতঃ বুদ্ধি শুদ্ধ নহে কৃষ্ণভক্তি বিনে ॥"
"ভুক্তিমুক্তিবাঞ্ছে যেই কাঁহা দুঁহার গতি।
স্থাবর-দেহ দেবদেহ যৈছে অবস্থিতি ॥"

চৈতন্যচরিতামৃতের এই বিশেষ অনুবাদে মুমুক্ষুগণের ভাবর্থাবস্থা প্রাপ্তির কথা বলা হইয়াছে মাত্র। ঈশ্বর স্বামিপাদও ঐকান্তিক বিশুদ্ধ ভগবদ্ভক্তির কথাই ভাগবতের প্রতিপাদ্য বুঝিয়া ভাবার্থদীপিকায় জানাইয়াছেন 'ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিত কৈতবোঽত্র' (ভাঃ ১।১।২) এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় তিনি লিখিয়াছেন 'প্র'-শব্দেন মোক্ষাভিসন্ধিরপি নিরস্তঃ। কেবলমীশ্বরারাধনলক্ষণো ধর্ম্মো নিরূপ্যতে।

এই ভক্তি নিত্যসিদ্ধা, সাধন-সিদ্ধা নয় না। 'নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম সাধ্য কভু নয়। শ্রবণাদি শুদ্ধচিত্তে করয়ে উদয় ॥' (চৈঃ চঃ)। প্রাকৃত, অপ্রাকৃত ভূমিকায় কর্ম্ম ও কোনও সাধনের দ্বারা অপ্রাকৃত নির্গুণ ভক্তির প্রকাশ হয় না। শুদ্ধভক্তগণের মুখে কৃষ্ণের গুণ ও কীর্ত্তন শ্রবণ করিলেই মাত্র শুদ্ধচিত্তে নির্গুণ ভক্তির প্রকাশ পরিলক্ষিত হয়। বাস্তব বিজ্ঞানরাজ্যে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করিলে কৃষ্ণের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধের দরকার। যাঁহারা বহিঃপ্রজ্ঞার দ্বারা চালিত হইয়া ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে চেষ্টা করেন, ভগবান তাঁহাদের নিকট ব্রহ্ম আর পরমাত্মপ্রতীতির পর্য্যন্ত অগ্রসর হইতে পারা যাইতে পারে, তাহার উপরে নহে। ভগবান ভূমিকায় যে ভক্তির অনুশীলন আলোচনাদি করিবেন, তাহা অপ্রাকৃত, ব্যভিচারী। সেখানে অধোক্ষজ বিষ্ণুর প্রতি নিবিষ্ট, স্বভাবসিদ্ধ নির্গুণ ভক্তির অনুশীলন অসম্ভব।

গীতায় ভগবান্ আর জীবের নিত্য পৃথক্‌ অবস্থিতির বিষয় স্বীকৃত হইয়াছে। "মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ", শ্রীধর স্বামিপাদও ভগবান্, জীবগণ আর মায়ার নিত্য বৈশিষ্ট্য স্বীকার করিয়া ভাবার্থদীপিকায় বলিয়াছেন,—

"বস্তুতোঽংশো জীবো বস্তুনঃ শক্তিঃ মায়া বস্তুনঃ কার্য্যং জগচ্চ, তৎ সর্ব্বং বস্ত্বেব, ন ততঃ পৃথগিতি বোধম্"। জীব—অংশ আর কৃষ্ণ—অংশী। অংশ-হিসাবে জীব অপূর্ণ আর অংশী ভগবান্ পূর্ণ। পূর্ণের সেবাতেই অপূর্ণের পূর্ণতা। 'জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস' এবং অংশাংশি-সম্বন্ধজাত-সেবা বা ভক্তি জীব-স্বভাবগত, সুতরাং সনাতন।

'শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ' ভাগবত-ধর্ম্ম। আর ইহাই গীতারও একমাত্র ধর্ম। 'তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন', 'বহুনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে' 'ন অজ্ঞস্য কদাচন', 'ন চাশুশ্রূষবে বাচ্যং', 'যে ইমং পরমং গুহ্যং মদ্ভক্তেষ্বভিধাস্যতি'—এইগুলি গীতার বাক্যের দ্বারা শ্রবণ-কীর্ত্তন ধর্ম্মই প্রতিপাদিত হইয়াছে।

কীর্ত্তন, শ্রবণ-সাপেক্ষ। শ্রবণ না হইলে কীর্ত্তন হয় না। সুতরাং গীতায় অর্জ্জুনকে তত্ত্বদর্শী গুরুর সমীপে যাইতে বলা হইয়াছে। 'উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ।' 'তত্ত্বদর্শী গুরু উপদেশ করিতে পারেন।

ভাগবতেও এই সিদ্ধান্তই সমর্থিত হইয়াছে। যথা,—

জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্ত্তাম্।
স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্‌মনোভি-
র্যে প্রায়শোঽজিত জিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্ ॥

"ভক্তিস্তু ভগবদ্ভক্তসঙ্গেন পরিজায়তে"
"সৎসঙ্গং প্রাপ্য পরোবিশ্বং যত্নো ক্রিয়োধোক্ষজে।"

আরোহ বিচারপ্রণালী (Inductive Process of reasoning) পরিত্যাগ করিয়া, বিষ্ণুভক্তের মুখে শ্রীহরির কথা শ্রবণ করিতে করিতে জীবের বিশুদ্ধচিত্তে স্বরূপ-সিদ্ধা ভক্তির উদয় হয়। অধোক্ষজ ভক্তি অক্ষজবিচার-প্রণালীর অন্তর্গত হইতে পারে না।

এই ভক্তিতে তুষ্ট হইয়া শ্রীভগবান নিজভক্তের নিকট স্বরূপ প্রকাশ করেন।

"যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ
আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্।"
(কঠ ১।২।২৩ মুণ্ডক ৩।২।৩)

"দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে
যোগমৈশ্বরম্"
"ময়া প্রসন্নেন তবার্জ্জুনেদং রূপং পরং
দর্শিতমাত্মযোগাৎ।"
(গীতা)

"ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্যঃ অহমেবংবিধোঽর্জ্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ ॥"
(ঐ)

এই সকল শ্রুতি পুরাণের বাক্যের দ্বারা এই সিদ্ধান্ত সমর্থিত হইয়াছে। ভগবানের কৃপা-লাভের জন্য যত্নবান্ না হইয়া, কেবল বাগ্‌বৈখরীর আশ্রয় লইলে ভগবানের সম্বন্ধে অজ্ঞতাই প্রকাশ করা হইবে। পরতত্ত্ব সম্বন্ধে নিজ নিজ অভিরুচি আর বুদ্ধি অনুযায়ী কিছু বলা যাইতে পারে; কিন্তু ইহাতে পরতত্ত্বের কোন পরিচয় না-ও থাকিতে পারে।

"অনুমান প্রমাণ নহে ঈশ্বর তত্ত্বজ্ঞানে।
ঈশ্বরের কৃপা বিনা ঈশ্বরেরে কেহ নাহি
জানে ॥"

অনুমান-সিদ্ধ কোন প্রমাণই ভগবৎতত্ত্ব সম্বন্ধে কার্য্যকরী হয় না। "ঈশ্বরের কৃপা লেশ হয় ত' যাহারে সেই ত' ঈশ্বরতত্ত্ব জানিবারে পারে ॥" ঈশ্বরের কৃপায় ঈশ্বরকে জানা যায়।

বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥

পরতত্ত্বের আলোচনায় আনুসঙ্গিকভাবে ব্রহ্ম এবং পরমাত্মতত্ত্ব উভয়েরই আলোচনা হয়। ব্রহ্ম আর পরমাত্মা শ্রীভগবান্ সম্বন্ধে এক একটা প্রতীতি মাত্র। বেদপ্রতিপাদ্য স্বরূপশক্তি পরিত্যাগ করিয়া যাঁহারা নিজ নিজ বুদ্ধি অনুযায়ী পরতত্ত্বের অনুশীলন করিতে অগ্রসর হন, তাহারাই এক প্রতীতি দুইটীর যে কোনটি লাভ করিয়া তাহাকেই পর তত্ত্ব বলিয়া প্রচার করে। 'চিৎ' বৃত্তিদ্বারা ব্রহ্মপ্রতীতি আর, 'সৎ' ও 'চিৎ' বৃত্তিদ্বয়ের দ্বারা পরমাত্মপ্রতীতি আর 'সৎ', 'চিৎ' ও 'আনন্দ' এই বৃত্তিত্রয়ের দ্বারা ভগবৎ-প্রতীতির অনুশীলন হয়। ব্রহ্ম আর পরমাত্মা প্রতীতিদ্বয় মাত্র দুই একটু অধিক আর বাহ্যিকভাবে লক্ষিত হয়। সুতরাং এই প্রতীত ভগবৎসম্বন্ধিতত্ত্ব,—বস্তুর অনিত্য। শ্রীভগবানেই পরতত্ত্বের পূর্ণ অভিব্যক্তি। "বাসুদেবপরা বেদা" ব্রহ্ম আর পরমাত্মা প্রতীতি লাভ হইলেও ভগবানের স্বরূপ সম্বন্ধে অজ্ঞতা থাকিয়াই যাইবে। ত্রিগুণের রাজ্যের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া অপ্রাকৃত চিন্ময় বৈকুণ্ঠধামে সচ্চিদানন্দমূর্ত্তি ভগবানের নিত্য প্রকটা পরিলক্ষিত হয়। প্রপঞ্চে যে সত্ত্বগুণের বিকাশ, সেও রজস্তমঃ দ্বারা মিশ্র। 'ভগবানের অন্তরঙ্গ স্বরূপ "শুদ্ধসত্ত্ব" বলিয়া আর একটি গুণ আছে। সন্ধিনীর সার অংশের দ্বারাই এই গুণ নিমিত্ত। ইহার আর এক নাম 'বসুদেব'।

সন্ধিনীর সার অংশ শুদ্ধসত্ত্ব নাম।
ভগবানের সত্তা হয় যাহাতে বিশ্রাম ॥
(চৈঃ চঃ)

এই গুণেই চিদ্বিলাসী বাসুদেবের নিত্যপ্রকাশ। বাসুদেব কোন গুণদ্বারা বদ্ধ নহেন, স্বয়ং মায়াধীশ। "সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া"—শ্রীভগবান্ কখনও কখনও স্বরূপশক্তি যোগমায়ার দ্বারাই তাঁহার এই রূপ প্রপঞ্চে প্রকট করেন। 'অনাদ্যেবং অখণ্ডং রূপং ভাগবতো বপুঃ'—এই প্রাপঞ্চিক রূপও চিন্ময়, মায়িক নহে। 'কৃষ্ণের ভগবান স্বয়ং।' 'অবতার এক ব্রজেন্দ্রনন্দন।' গোলোকবিহারী শ্রীকৃষ্ণই প্রপঞ্চাগত শ্রীনন্দনন্দন কৃষ্ণ।

গীতায় কৃষ্ণই অর্জ্জুনকে নিজ পরিচয় দিয়া বলিয়াছেন,—

অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ।
পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমম্ ॥
নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়া-
সমাবৃতঃ।
মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকো
মামজমব্যয়ম্ ॥

নির্ব্বিশেষ-বিচার-পরায়ণ লোকগণ ভাবে যে, আমি অব্যক্ত নির্ব্বিশেষ-স্বরূপ, কার্য্যবশতঃ ব্যক্তিত্ব লাভ করি। তাঁহারা নির্ব্বোধ যেহেতু তাঁহারা আমার সর্ব্বোত্তম, অব্যয়, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, নিত্য বিশেষসম্পন্ন এই কৃষ্ণস্বরূপ অবগত হয় নাই। আমার এই স্বরূপ নিত্য। আমি চিৎজগতের স্বধামে নিত্যপ্রকাশিত থাকিয়াও যোগমায়া শক্তির দ্বারাই সাধারণের কাছে গুপ্ত থাকি। আমার দৈবী মায়ার দ্বারা যাহার চক্ষু আবৃত, সেই মূঢ়গণ আমাকে জানিতে পারে না। কিন্তু আমার অনুগৃহীত ভক্তগণ আমার এই সচ্চিদানন্দ রূপ দেখিয়া তাহাতে প্রণতি স্বীকার করেন।

নবদ্বীপ-পঞ্জিকা

অদ্য হইতে ৩ দিনের

২১ শ্রাবণ ২১ শ্রাবণ ৬ আগষ্ট মঙ্গলবার্ ত্রয়োদশী গৌরশুক্লা দ্বাদশী দণ্ড ২১।১৯ পল পর্য্যন্ত নক্ষত্র ৯।১৪৮ পরে ৯।১৪৮ দ৪৮ পল ৭।১৪৮ পরে ৭।২১।১৯ পল ৯।১৪৮ পল ৯।১৪৮ পল

২১ শ্রাবণ ২১ শ্রাবণ ৬ আগষ্ট মঙ্গল বার্ প্রথম গৌরমণ্ডলী দ্বাদশী দণ্ড ২১।১৯ দিবা বিশাখা দি ১১।৫৮ মাহেন্দ্রযোগ প্রাতঃ ৭।৫৮ গতে দি ১।৪৬ গতে বারবেলাদি বা ২১।১৯ গতে বিষ্টিকরণ।

২২ শ্রাবণ ২২ শ্রাবণ ৭ই আগষ্ট বুধবার্ শুক্ল পক্ষ গৌরাব্দ চতুর্দ্দশী দণ্ড ২১।৫৯ রাত্রী অনুরাধা দি ১।৩৪ অমৃতযোগ প্রাতঃ ৬।৪০ বিষ্টিকরণ দি ২।৩৯ গতে ববকরণ।

২৩ শ্রাবণ ২৩ শ্রাবণ ৮ আগষ্ট বৃহস্পতিবার্ কাতর্পূর্ণিমা গৌরাব্দ পৌর্ণমাসী দণ্ড ২১ ০।১৮ দিবা জ্যেষ্ঠা দি ২।৪০ শুক্লযোগ প্রাতঃ ৬।৯ গতে ধ্রুবযোগ বা ৫।১৮ বালবকরণ।

শুদ্ধভক্তি মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ

(আকর-মঠরাজ)

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ গজ উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যবর্য্য শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্যমঠ বিরাজমান। এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বতজননী। এই মঠাভ্যন্তরে শ্রীভক্তিবিনোদ ব্যাকরণাদি বেদাঙ্গসমূহের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠমধ্যে পারমার্থিক দৈনিকপত্র 'নদীয়া-প্রকাশ', সাত্বত-সম্প্রদায়ে অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থাদি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতি বৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীসহ কীর্ত্তন-প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি উক্তস্থানে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক —শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫

শ্রীমহাপ্রভু-প্রচারিত শুদ্ধিমল ভক্তি-ধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই শুদ্ধমঠাগারে শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ-শ্রীরাধাগোবিন্দজীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজন, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হয়। এই মঠ হইতে মহানগরীর সর্ব্বত্র হরিকথা-প্রচার, মহানগর-সঙ্কীর্ত্তন, বক্তৃতা, ব্যাখ্যা ও সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞ-মহোৎসবাদি ভক্তগণের অনুষ্ঠান হয়। মঠরক্ষক—মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব-স্থান মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া সহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবিজ্ঞানন্দ ব্রজবাসী সেবাকোবিদ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী এখানে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান, রক্ষক—শ্রীমন্নিত্য দাসাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—গোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

(৭) কাজীর সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপা-প্রাপ্ত শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক।

(৮) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও রাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান দাস ব্রহ্মচারী।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্র নাথ দাসাধিকারী।

(১০) মোদদ্রুম-ছত্র "গৌড়ের নৈমিষ

মাউগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান। শ্রীগৌরনিত্যানন্দের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক —শ্রীকুঞ্জবিহারী ব্রজবাসী, ভাক্তভূষণ।

(১১) শ্রীশ্রীকুঞ্জকানন

শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী.

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীনবীনানন্দ ব্রহ্মচারী

(১২) কুঞ্জকুটীর—পোঃ কৃষ্ণনগর,

নদীয়া। রক্ষক—শ্রীঅনুভানন্দ অধিকারী

(১৩) ভাগবত-আসন—পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

এই স্থান হইতে ভাগবতবিদ্যার প্রদর্শনী প্রচারিত হয়। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৪) একায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ তামঘাজ, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী ভক্তিভাব।

(১৫) মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুল, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(১৬) মাধ্বগৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, পোঃ ঢাকা

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীপাদ কুঞ্জানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ।

(১৭) গোপালজীউমঠ—কমলাপুর,(ঢাকা)

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান। রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রজবাসী.

(১৮) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি. (ঢাকা)।

এখানে শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীমদাধিক্য ব্রহ্মচারী

(১৯) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

নবাবাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীসুন্দর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২০) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ সাধু, (কাওড়া)

এখানে বড় তুলসী শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(২১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ মানবীর (বর্দ্ধমান)।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক —শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী.

(২২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

খুরুযোবা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী।

(২৩) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে গুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিরত্ন।

(২৪) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী।

(২৫) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগড়, পোঃ বক্সীবাজার, (কটক)

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদবল্লভজীউর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর

(২৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর পুরী,

শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন।

(২৭) পুরুষোত্তম মঠ

ভক্তিকুটী, পোঃ পুরী উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদবল্লভজীউর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীসনাতন অধিকারী

(২৮) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি. (পুরী)

শ্রীগোপীনাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী দাসাধিকারী।

(২৯) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—শ্রীনিতাইচরণ দাসাধিকারী ভক্তিলোচন।

(৩০) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪২নং কচিকপুরা, বেনারস সিটি

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীনরোত্তম ব্রহ্মচারী।

(৩১) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ. এলাহাবাদ

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী

(৩২) পরমহংস মঠ.

পোঃ নিমসার, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও গৌরবিনোদ-বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীসত্যনারায়ণ দাসাধিকারী।

(৩৩) কৃষ্ণচৈতন্য মঠ

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

এখানে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিত্যসেবা হয়। রক্ষক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠ

সত্যনারায়ণ ঘাট মথুরা

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন

(৩৫) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ—শ্রীরাধাকুণ্ড

রক্ষক—শ্রীরাধাচরণদাস ব্রহ্মচারী

(৩৬) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৩৭) গোবর্দ্ধনবিহারী মঠ

শেখপাড়া, পোঃ কোভোল, জেলা গুর্দাস (পাঞ্জাব) রক্ষক—শ্রীগোবিন্দানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং কুতুব রোড, নিউ দিল্লী।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ

(৩৯) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল।

এখানে গৌরবিনোদবিহারীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪০) সারস্বত-গৌড়ীয় মঠ

হরিদ্বার নারায়ণপুর, চট্ট, দি

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক গিরি

(৪১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ রায়পেট্টা মাদ্রাজ।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীপাদ কৃষ্ণানন্দ ভক্তিবিজয়

(৪২) বোম্বে-গৌড়ীয়-মঠ কার্য্যালয়

প্রোক্টার রোড, চোটানি বিল্ডিং, বাংলো নং ১, বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মা মজুমদার।

(৪৩) অমরসি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমরসি, মেদিনীপুর

(৪৪) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী

(৪৫) পাটনা গৌড়ীয় মঠ

১০০ মিঠাপুরা, পাটনা।

রক্ষক—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী বাগভূষণ

(৪৬) গয়া গৌড়ীয় মঠ

মিল রোড, চার্চ রোড, গয়া

রক্ষক—উপদেশক শ্রীসর্ব্বেশ্বর দাসবন্ধু

(৪৭) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠ বালেশ্বর

রক্ষক—শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয়

৩ গ্লষ্টার হাউস, কনওয়াল গার্ডেন, এস-ডাব্লিউ ৭, লণ্ডন

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন

(৪৯) বার্লিন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

Berlin W. 30

Eisenacher strasse 20 I,

(৫০) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

৩৫০ নং ডালহৌসী ষ্ট্রীট রেঙ্গুন।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—প্রথম ৪০৲
প্রথম ও ২য় স্কন্ধ বন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
প্রকাশ হইতেছে প্রতিখণ্ড ৷৶০
২। অনুভাষ্য বিবৃতি শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। অমৃত-প্রবাহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। নবদ্বীপ-পঞ্জী ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৬—১৲; ৩য় খণ্ড—৷৹
৩ ৷৹
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—১৲; ২য় খণ্ড—৷৹
৭। শ্রীচৈতন্যদেব—১৲
৮। সৎক্রিয়াসার—দীপিকা ও সংস্কার-দীপিকা ১৷৹
৯। বৈষ্ণবধর্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৷৹
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷৹
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিবর্ত-তত্ত্ব ৷৹
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৷৹
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ৷৹
১৮। বাদল-আল্‌বর ৷৹
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৶০
২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৷৶০
২২। ভজন-রহস্য ৷৹
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ ৪ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
২৬ গীতার কেবল মূল-ভাষা ৷৹
২৭ দুর্ব্বিজ্ঞপ্তিকা অপগৌরবঃ সাহায্য ২৲
২৮ বেদান্তদর্শনের সাহায্য ৷৹
২৯ প্রেমবিবর্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৹
৩০ দীপ-নির্ণয় ৶০
৩১ সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৶০
৩২ গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷৹
৩৩ নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৷৹
৩৪ ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫ গীতমালা ৴১০
৩৬ নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭ ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮ শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷৹
৩৯ শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ৷৹
৪০ শরণাগতি ৴০
৪১ গীতাবলী ৴০
৪২ চিত্রে নবদ্বীপ ১৷৹
৪৩ দানকেলি ৴০
৪৪ প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৪৫। নবদ্বীপশতকম্ ৴০
৪৬। অর্চ্চনপদ্ধতি ৴০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। ভক্তনির্ণয় ৴১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম খণ্ড) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ৷৹
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ)
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৷৹
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয়
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ৷৹
৫৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৴০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ৷৹
৫৮। শ্রীকৃষ্ণবোধ ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সাধ্যসাধন ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যলীলামৃত সারঃ ৷৹
৬১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ৷৹
৬২। সচিত্র শিক্ষাষ্টকম্ ৷৹
৬৩। তত্ত্বসূত্রম্ ৷৹
৬৪। সাত্বত শিক্ষাষ্টকম্ ৷৶০
৬৫। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ৴০
৬৬। সারার্থবর্ষিণম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৭। রায় রামানন্দ ৷৹
৬৮। এ কিউ ওয়ার্ডস্ অন্ বেদান্ত ৷৹
৬৯। নামভজন ৷৹
৭০। বেদান্ত—ইট্‌স্ মর্ফলজি অ্যাণ্ড অন্টলজি ৷৹
৭১। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস্ ৷৶০
৭২। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ৷৹
৭৩। বৈষ্ণবীজম্ ৷৹
৭৪। গোস্বামী গৌড়ীয়মঠ টাওয়ার্ড ট্রুইস ৴০
৭৫। দি ভাগবত ৷৹
৭৬। ইরোটিক প্রিন্সিপ্‌ল অ্যাণ্ড আনএলয়েড ডিভোশন ৷৹
৭৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২৷৹
৭৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৭৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷৹
৮০। সাধন-পথ ৷৹
৮১। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৮২। গীতাবলী ৴০
৮৩। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৪। শরণাগতি ৴০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মৃত্যুমুখ পল্লীবাসীর পক্ষে ইহা যে কত উপকারী তাহার কার্ত্তি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত জ্বর ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা মূল্য ছোট বোতল ৷৶০ আনা, বড় বোতল ১৶০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।
অথবা
পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউন্‌টেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং
কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার কলিকাতা

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে কথাসার ও শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৬০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ ভাস্করাচারী এম, এ, এম, কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

[ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

ঢাকা জেলা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিসুধাকর মহাভাগবত বৈষ্ণবাচার্য্য এম-এ, মহোদয়ের স্রোতগবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অলঙ্কৃত আবাহন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-গ্রন্থে এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমহাপ্রভুর শ্রীচরিত, শিক্ষার সম্যক আলোচনা প্রথম খণ্ড ৩৩শ অধ্যায়ে, প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Forward) প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও প্রচুর শ্লোকাদি বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মন্মথ গৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা: শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা ; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে ; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের অসাধারণ সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। প্রতি বর্ষ ৩৲ টাকা ভিক্ষায় কলিকাতা বাগবাজারস্থ গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

২। গৌড়ীয়—বঙ্গমহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষান্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। বৈদিবারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১।০

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—বঙ্গোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ বিনানন্দ সেবাতীর্থ বি-এল, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১।০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল শ্লোক অক্ষরে এবং তাঁহার বর্ত্তমান-যুগে শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। অতি সুন্দর ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৯০ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। অতিরিক্ত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোক সূচী, পদ্যসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচীপত্র। সডাক শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অপূর্ব্ব বিরাট্ সংস্করণ জগতের কোথাও আর পূর্ব্বে প্রকাশিত হয় নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক-মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য, ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৪৬,	১০—৫১,	১৩—২২	১৭—৩৮,	১৯—৩৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২১,	১১—৬,	১৪—৩	১৮—২,	২০—৫৫
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—১২

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

শনিবার অন্যান্যদিন

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১২-১০	১২-৩৫	১৫-৩৪	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১২-১৯	১২-৪২	১৫-৪৩	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২০	১০-৩	১২-৫১	১৩-১২	[illegible]	১৯-১১

সচিত্র
নবদ্বীপ পঞ্জিকা

ভিক্ষা—মাত্র ৶০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপকারী পানীয়

রবিনসনের 'পেটেন্ট' বার্লি
হইতে বার্লিজল প্রস্তুত হয়
জ্বর সান্নিকটে আসিলে যথেষ্ট পরিমাণে উহা সেবন করুন!

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'শ্রীমায়' নবদ্বীপ

দৈ নি ক

REG. NO C. 1544

নদীয়াপ্রকাশ

THE
NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১০ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২২শে শ্রাবণ, বুধবার ১৩৪২, ৭ই আগষ্ট ১৯৩৫ [১৩৪তম সংখ্যা

চৈতন্যোপনিষদ্
বহু অনুসরে মূল ও
অনুবাদসহ প্রকাশিত
হইয়াছে। কাগজ ও
ছাপা অতি উত্তম।
ভিক্ষা।০ মাত্র
শ্রীচৈতন্যমঠ,
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

"গৌড়ীয়"
৭ম বর্ষ হইতে
১১শ বর্ষ পর্য্যন্ত
প্রতি বর্ষ কাগজে
বাঁধাই
ভিক্ষা ৩৷০ মাত্র।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ
বাগবাজার, কলিকাতা

বিবিধ সংবাদ

শিখ ও মুসলমানে বিরোধ
কূপ ব্যবহারে শিখদিগকে বাধা প্রদান

লাহোর জেলার বাকি থানার অন্তর্গত কোন গ্রামে একটি কূপের ব্যবহার লইয়া শিখ ও মুসলমানদের মধ্যে গোলযোগের সূত্রপাত হইয়াছিল; কিন্তু লাহোরের একজন ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিশের চেষ্টায় উহা বেশীদূর গড়াইতে পারে নাই।

ঐ গ্রামে শিখদের একটি কূপ ছিল। ঐ গ্রামের মুসলমানরা সেই কূপের নিকটে একটি মসজিদ নির্ম্মাণ করে। কিছুদিন পরে তাহারা কূপের চতুর্দ্দিকে একটা দেওয়াল তোলে। তাহাতে শিখরা ঐ কূপ আর ব্যবহার করিতে পারে না। ফলে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধের সূত্রপাত হয়। পুলিশ সাধারণের শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা করিয়া ফৌজদারী কার্য্য বিধির ১৫১।১০৭ ধারা অনুসারে দুই সম্প্রদায় হইতে প্রায় ২০জন লোককে গ্রেপ্তার করিয়া প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট শঙ্করাহেব হাকিমউদ্দিনের আদালতে উপস্থিত করে। ম্যাজিষ্ট্রেট দুই দলকেই আপোষে ব্যাপারটি মিটাইয়া ফেলিবার উপদেশ দেন। এইরূপ মীমাংসা হয় যে, একটী দেওয়াল দ্বারা কূপটিকে এমনভাবে ভাগ করা হইবে যাহাতে দুই সম্প্রদায়ের লোকই উহা ব্যবহার করিতে পারে। এইরূপ মীমাংসা হওয়ার ফলে ঐ লোকদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

গুপ্তব্যাধির প্রয়োগের জের

জনৈক ব্যক্তিকে গুপ্তব্যাধির বাধা সংক্রামিত করা সম্পর্কে পুলিশ কয়েক মাস যাবৎ রামপ্রসাদ কদমের নামক এক মামলার আসামীর অনুসন্ধান করিতেছিল। সে পুলিশ কর্ত্তৃক আজমীরে ধৃত হইয়া বোম্বাই এ আনীত হইয়াছে।

বিস্ফোরণের ফলে ১১ জনের মৃত্যু
বাজী প্রস্তুতকারকের কারাদণ্ড

বিস্ফোরক দ্রব্য সম্পর্কে উপযুক্ত সাবধানতা অবলম্বন না করায় বোম্বাইয়ের প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট পিরভাই তারাবজী নামক একজন মুসলমান আতসবাজী ব্যবসায়ীকে ৬ মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, গত বৎসর ২৪শে অক্টোবর বেলা ১০-১৫ মিনিটের সময় আলীভাই মহম্মদআলী নামক এক ব্যক্তি ঐ কারখানা তত্ত্বাবধান করিবার সময় কতকগুলি বিস্ফোরক দ্রব্য ওজন করিতে থাকে। এমন সময় একটী ভারী লোহা ঐ বিস্ফোরক দ্রব্যের উপর পড়িয়া ভীষণ বিস্ফোরণ হয়। মুহূর্ত্তমধ্যে সমস্ত কারখানা একটা ভস্মস্তূপে পরিণত হয়। একটী লোকের তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয় এবং অপর যে ১০জন লোক গুরুতর রূপে আহত হইয়াছিল ঐ দিন সন্ধ্যায় তাহাদের মৃত্যু হয়।

— —

হুগলী জেলায় ডাক্তারের বাড়ীতে ডাকাতি ২৫০০৲ টাকা লুঠ

চুঁচুড়া বনিয়াধানীর ডাঃ ভবতারণ দাসের বাড়ীতে এক ডাকাতি হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে, গত ৩০শে জুলাই রাত্রিতে প্রায় ২৫ জন লোক লাঠি, ছোরা, কুঠার, টর্চলাইট প্রভৃতি লইয়া কুঠার দ্বারা দরজা ভাঙ্গিয়া ডাঃ ভবতারণ দাসের বাড়ীতে প্রবেশ করে। অতঃপর তাঁহার বাক্স, সিন্দুক, আলমারী প্রভৃতি ভাঙ্গিয়া নগদ অর্থ ও গহনাপত্রে প্রায় ২৫০০৲ টাকা মূল্যের জিনিষ লইয়া প্রস্থান করে।

কত জমিতে পাট হইয়াছে
গবর্ণমেণ্টের হিসাব

১৯৩৫ সালে বাঙ্গলা দেশে কি পরিমাণ জমিতে পাটের চাষ হইয়াছে তাহার প্রাথমিক পূর্ব্বাভাষ প্রকাশিত হইয়াছে। অন্যান্য বৎসর একই সঙ্গে বাঙ্গলা, বিহার ও আসাম প্রদেশের হিসাব প্রকাশ করা হইত। এবার সেই নিয়মের ব্যতিক্রম হইয়াছে। একদিনে সমস্ত হিসাব প্রকাশ না করিয়া কয়েকটি জেলা করিয়া ক্রমান্বয়ে কয়েকদিনে প্রাথমিক পূর্ব্বাভাষ প্রকাশ করা হইয়াছে।

বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টের কৃষি বিভাগের অস্থায়ী ডিরেক্টর জানাইয়াছেন, পাটের চূড়ান্ত পূর্ব্বাভাষ অর্থাৎ প্রাথমিক পূর্ব্বাভাষ সংশোধন করিয়া যে হিসাব তৈয়ারী হইয়াছে, তাহার বিবরণও একসঙ্গে প্রকাশ না করিয়া কয়েকটি জেলা করিয়া কয়েকদিনে প্রকাশ করা হইবে। পরীক্ষামূলক ব্যবস্থা হিসাবে এইরূপ বন্দোবস্ত করা হইয়াছে।

আগামী ২৬শে আগষ্ট এবং তৎপরবর্ত্তী কয়েকদিনে কলিকাতার রাইটার্স বিল্ডিং এ অপরাহ্ণ ৩টার সময় কোন জেলায় কত একর জমিতে সাদা পাটের ফসল হইয়াছে তাহার সংশোধিত হিসাব প্রকাশ করা হইবে।

দেশী পাট কোন জেলায় কি পরিমাণ জমিতে বপন করা হইয়াছে তাহার চূড়ান্ত পূর্ব্বাভাষ ২৫। সেপ্টেম্বর অপরাহ্ণ ৩টার সময় প্রকাশিত হইবে।

আর বাঙ্গলা, বিহার ও আসাম—এই তিন প্রদেশের হিসাব একত্রে ১১ই সেপ্টেম্বর বুধবার দিন মধ্যাহ্ন ১২টার সময় প্রকাশ করা হইবে।

উড়িষ্যায় স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ

উড়িষ্যা দেশের জন্য একটী স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উপায় নির্দ্ধারণ করে রেভেন্সা কলেজের ওল্ড বয়েজ এসোসিয়েশনের সদস্যদিগের একটী সভা হইয়া গিয়াছে। উক্ত সভায় স্থির হয় যে, স্বতন্ত্রভাবে একটী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য প্রাথমিক ব্যয় বাবদ ২০ লক্ষ টাকা এবং উহার কার্য্য পরিচালনার জন্য বৎসরে অনুমান ৩ লক্ষ টাকার প্রয়োজন হইবে। অর্থ সংগ্রহের জন্য আবেদনপত্র প্রচার করা হইয়াছে।

মোটর ব্যবসায়ীকে প্রতারণা

বংশীভাই নামে এক বেকার যুবক ও মুগল দাস নামে জনৈক ছাত্র একসঙ্গে যুক্তি করিয়া এক জাল হুণ্ডি জমা রাখিয়া স্থানীয় কোনও মোটর ব্যবসায়ীর দোকান হইতে একখানি নূতন মোটর সংগ্রহ করে। উক্ত মোটরে চড়িয়া তাহারা উধাও হইলে পর দোকানদার হুণ্ডিখানি জাল বলিয়া জানিতে পারে। দুইজন যুবককে গ্রেপ্তার করিয়া প্রেসিডেন্সী কোর্টে মিঃ আই এম মেটার এজলাসে হাজির করা হয়। ম্যাজিষ্ট্রেট অপরাধের গুরুত্ব সম্পর্কে বংশীভাই ও মুগল দাসকে যথাক্রমে দুইশত ও একশত টাকার জামীনে মুক্তি দিয়াছেন।

— —

কুকুরের উপর ট্যাক্স

চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যাল কর্ত্তৃপক্ষ চট্টগ্রামের অধিবাসিগণের উপর এক নূতন ট্যাক্স ধার্য্য করিয়াছেন। মিউনিসিপ্যাল এলাকার মধ্যে কুকুর পুষিতে হইলে প্রত্যেক কুকুরের জন্য বার্ষিক তিন টাকা করিয়া ট্যাক্স দিতে হইবে। বিনা লাইসেন্সে কুকুর রাস্তার উপর পাওয়া গেলে উহা বাজেয়াপ্ত করা হইবে।

চট্টগ্রাম ছাত্র হত্যার মামলা

ঈমান আলী তাহার বিবাহিতা স্ত্রীকে তালাক দিয়া তাড়াইয়া দিলে, সে তাহার ভ্রাতার গৃহে বসবাস করিতে থাকে। সে তাহার পুত্রকে বোর্ডিংয়ে রাখলেও তাহার স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার চেষ্টা করিলে তাহার স্ত্রীর ভ্রাতা এই চেষ্টায় বাধা দেয়। গত ১২ই এপ্রিল তারিখে আসামীর শ্যালক বাপের বাড়িতে গমন করিলে আসামী তাহার অনুপস্থিতির সুযোগ লইয়া তাহার স্ত্রীর সহিত সাক্ষাতের চেষ্টায় যায়। তাহার শ্যালকের বাড়ীতে বাসাবাড়ীতে এক গরীব ছাত্র থাকিয়া অধ্যয়ন করিত। তাহার উপর আসামীর সহিত আসামীর স্ত্রীর সাক্ষাৎ যেন হইতে না পারে, এই ভার ছিল। আসামী তাহার স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলে উক্ত ছাত্র বাধা দেয়। ইহাতে আসামী ক্রুদ্ধ হইয়া উঠে এবং প্রতিশোধ লইবার জন্য সঙ্কল্পিত হয়। একদিন পুস্তক ক্রয় করিয়া ফিরিবার সময় আসামী তাহাকে আক্রমণ করিয়া তাহাকে আসামী ছুরিকা দ্বারা আঘাত করে। পরে সে আহত হইয়া হাসপাতালে প্রেরিত হয় এবং অবশেষে তথায় সে মারা যায়। জখম হইয়া মারা যায়।

জুরী একমত হইয়া আসামীকে দোষী সাব্যস্ত করিলে, জজ সাহেব তাহাকে আট বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

সন্তানলাভের আকাঙ্খায় প্রতারিত

বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডের জনৈকা স্ত্রীলোককে দেবতা অতিমাত্র ভক্তিভাজন অলঙ্কার সম্পর্কে প্রতারণা করিবার অভিযোগে শিয়ালদহের পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এস. কে. সাধুর বেলঘরিয়া বাসিন্দা জনৈক লোককে ৮ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

মামলার বিবরণে প্রকাশ যে, উক্ত স্ত্রীলোকটির কোন সন্তানাদি ছিল না এবং আসামী সাধুর বেশ ধারণ করিয়া উক্ত স্ত্রীলোকটির নিকট আসিয়া বলে যে, সে তাহাকে একটি কবচ দিবে এবং উক্ত কবচ ধারণ করিলে তাহার সন্তানলাভের আকাঙ্খা পূর্ণ হইবে। স্ত্রীলোকটি তৎক্ষণাৎ আসামীর প্রস্তাবে সম্মত হয় এবং বিশ্বাস করিয়া নিজের অলঙ্কারগুলি খুলিয়া দেয়। আসামী উক্ত স্ত্রীলোকটির নিকট হইতে এই অলঙ্কার সমূহ গ্রহণ করে যে মন্ত্র উচ্চারণ করিবার সময় সে ঐগুলি পুড়িয়া লইবে এবং কবচ প্রস্তুত করিবার জন্য মন্ত্রপূত জলের প্রয়োজন হইবে। সে তাহার মুখ-বিবর হইতে একখণ্ড প্রস্তর বাহির করিয়া পিতলের বলিয়া উহার দিকে লক্ষ্য রাখিতে বলে যে স্ত্রীলোকটিকে ছলনা করিয়া বলে যে উক্ত প্রস্তর খণ্ড ও অলঙ্কারগুলি রাখিতে একটু রাখিতে হইবে এবং পরদিন প্রাতঃকালে সে কবচ ও অলঙ্কারগুলি ফিরাইয়া দিবে সে রাত্রিতে ঐ বাড়ীতে থাকে এবং প্রাতঃকালে অলঙ্কারগুলি লইয়া পলায়ন করে।

বেলঘরিয়ার নিহতের পরিবারের সাহায্য

সিমলা হইতে এই মর্মে একটি সংবাদ প্রচারিত হয় যে, গত ১৮ই জুলাই রাত্রিতে বেলা গ্রামে হাঙ্গামায় যে লোকটি নিহত হয়, তাহার পরিজনগণের সাহায্যের জন্য জব্বলপুরের কিংস রেজিমেন্ট সৈনিক দল চাঁদা করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিয়াছে। 'ইউনাইটেড প্রেস' ঐ সম্পর্কে আরও তদন্ত করিয়া অবগত হইয়াছেন যে, উক্ত সৈনিক দল অফিসারগণ এরূপ কোন অর্থ সংগ্রহ করেন নাই। এবং নিহত ব্যক্তির পরিজনগণ সামরিক বা বে-সামরিক কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে ক্ষতিপূরণ বাবদ সাহায্যের জন্য এপর্যন্ত কিছুই পান নাই। আরও জানা গেল যে, তদন্ত সমিতি এখনও তদন্তকার্যে লিপ্ত আছেন। কোন গোরা সৈনিক স্ত্রীলোকদের শ্লীলতাহানি করিয়াছে বলিয়া নহে কোন অভিযোগ এপর্যন্ত কোন স্ত্রীলোক করে নাই।

৪০ বৎসর পূর্ব্বের খুনের কেস

গত বৎসর আগষ্ট মাসে পেশোয়ার জেলার চয়ার হসেন গ্রামের এক সাধুকে ফজল নামে একটি পাঠানকে ৪০ বৎসর পূর্বে যে খুন করিয়াছিল, তাহার দায়ে অভিযুক্ত করা হয়। পেশোয়ারের সেসন জজের বিচারে তাহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হইয়াছে। অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ, ১৮৯১ সালে আসামী তাহার স্ত্রীর সততা সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া তাহার স্ত্রী ও শাশুড়ীকে হত্যা করে। শাশুড়ী তাহার মেয়ের ব্যাভিচার কার্যে প্রশ্রয় দিতেছিল বলিয়া সন্দেহ করিয়া সে তাহার শাশুড়ীকে হত্যা করিয়াছিল। তৎপর সে উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলে পলাইয়া যায় এবং ৪০ বৎসর যাবৎ আইনের আওতার বাহিরে থাকিয়া বুনার নামক স্থানে বাস করে অবশেষে ১৯৩৯ সালে সে পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া কৃষি কাজ আরম্ভ করে। সেই সময় পুলিশ তাহাকে গ্রেপ্তার করে।

নাভার ভূতপূর্ব্ব মহারাজা

গত ১লা আগষ্ট কমন্স সভায় মিঃ এইচ কে বেলস ভূতপূর্ব নাভার মহারাজার ব্যবহার প্রতি সভার মনোযোগ আকর্ষণ করেন। তিনি বলেন যে, মহারাজা গত বৎসরেরও অধিক কোদাই কানালে অন্তরীণ আছেন এবং জিজ্ঞাসা করেন যে, নিরপেক্ষ ট্রাইবুনালের সম্মুখে মহারাজাকে তাঁহার নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করিতে দিবার সুযোগ দেওয়া হইবে কি না।

সহকারী ভারত সচিব মিঃ আর এ বাটলার উত্তরে বলেন যে, নাভার ভূতপূর্ব্ব মহারাজার সম্পর্কে ভারত সরকার যে ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন, লর্ড জেটল্যাণ্ড সে বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে প্রস্তুত নহেন।

বিহার-উড়িষ্যা ডাকাতির হিসাব

গত জুন মাসে বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশের নানাস্থানে ৫০টি ডাকাতি হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। গত বৎসর ঐ মাসে ৪২টি ডাকাতি হইয়াছিল।

সারণ জেলা, ভাগলপুর জেলা ও সাওতাল পরগণার প্রত্যেকটিতে গত বৎসর অপেক্ষা ৩টি করিয়া ডাকাতি বেশী হইয়াছে মুজঃফরপুর ও হাজারিবাগে বৃদ্ধির সংখ্যা প্রত্যেকটিতে ২টি এবং মানভূম, বালেশ্বর ও জামসেদপুরে ১টি করিয়া বেশী ডাকাতি হইয়াছে। মুঙ্গের ও পাটনা জেলায় গত বৎসর ঐ মাসে যতটা ডাকাতি হইয়াছিল এবৎসর প্রত্যেকটিতে তাহা অপেক্ষা ৪টি করিয়া কম হইয়াছে। সাহাবাদে ৩টি এবং চম্পারণ, দারভাঙ্গা, পূর্ণিয়া, রাঁচি ও সিংহভূম জেলায় একটি করিয়া ডাকাতি হ্রাস পাইয়াছে।

কুমিল্লায় ডাকাতি

কুমিল্লা দাউদকান্দী থানার অধীন মেঘনা নদীতে এক সশস্ত্র ডাকাতি হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। ঘটনার প্রকাশ, এক মুসলমান গরু-ব্যাপারীর নৌকা গত ২৭শে জুলাই শনিবার দাউদকান্দী হইতে হমিদটক্স হাটে যাইতেছিল। শেষ রাত্রির দিকেই ঐ নৌকা একদল। সংখ্যায় অনুমান ১৭।১৮ জন) সশস্ত্র ডাকাত কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়। নৌকার ৪।৫ জন যাত্রী ডাকাতদলকে বাধা দিতে গিয়া বিশেষভাবে জখম হয়। দুর্বৃত্তগণ নৌকার নগদ টাকা লুণ্ঠন করিয়া নৌকা যোগেই মেঘনার বক্ষে অদৃশ্য হয়। জোর পুলিশ তদন্ত চলিতেছে, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত ডাকাতদলের কেহ সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

ভারতের স্বর্ণ রপ্তানি

৩রা আগষ্ট তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহে ক্যাটিহে জাহাজ যোগে বোম্বাই হইতে ৭৭১০৮৩৭৲ টাকা মূল্যের স্বর্ণ ইউরোপ ও আমেরিকায় রপ্তানি হইয়াছে। ব্রিটেন স্বর্ণমান পরিত্যাগের পর এপর্য্যন্ত ২৩৭২২৮৬১২২৲ টাকা মূল্যের স্বর্ণ ভারত হইতে বিদেশে রপ্তানি হইয়াছে। ক্যাটিহে জাহাজ ৩রা আগষ্ট বোম্বাই হইতে যাত্রা করিয়াছে।

সাওতাল পরগণায় ব্যাপক কলেরা

সাঁওতাল পরগণার পল্লীগ্রামসমূহে কলেরার তীব্র প্রকোপ প্রকাশ পাইয়াছে। ইতিমধ্যে কয়েকখানা গ্রাম জনশূন্য হইয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। দেওঘর সাবডিভিসনের অন্তর্গত মোহিনী নামক গ্রামে সাহায্য পৌঁছিবার পূর্ব্বেই প্রায় ৫০ জন লোকের মৃত্যু হইয়াছে। দুমকার অন্তর্গত রুনীহাট ও নিকটবর্ত্তী কয়েকখানা গ্রামের অবস্থাও তদ্রূপ। দেওঘর সাবডিভিসনে প্রায় ১০০ গ্রাম কলেরায় আক্রান্ত।

প্রায় তিন হাজার লোকের মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া শোনা যাইতেছে। কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবকগণ গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া পীড়িত গ্রামবাসীদের সেবা করিতেছেন। ঔষধ অভাবে চিকিৎসা কার্য্য করা অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে।

ইতিমধ্যে মোহিনী, খোড়বান্দা, দেওঘর মধুপুর, পাথরোল, জৌতাড়িয়া ও সারওয়া নামক স্থানে কয়েকটি চিকিৎসাকেন্দ্র খোলা হইয়াছে, কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় অর্থাভাবে সেবাকার্য্য চালান অসম্ভব হইয়া উঠিতেছে। যদি কিছুদিন এরূপ অবস্থায় চলে ও চিকিৎসার সুব্যবস্থা না হয়, তাহা হইলে অচিরে কতকগুলি গ্রাম শ্মশানে পরিণত হইবে।

বর্দ্ধমানে বুভুক্ষিত দলের মিছিল

গত ২৬শে জুলাই বুভুক্ষিতের দল মিছিল করিয়া সমস্ত শহরে গান গাহিতে গাহিতে রাস্তা দিয়া গিয়াছিল। কিছু অর্থ ও বস্ত্র সংগৃহীত হয়। শ্রীযুক্ত শ্রীহর্ষ মুখোপাধ্যায় সেদিন রাত্রে তাহাদিগকে খাওয়াইয়াছিলেন। পরদিন প্রাতে তাঁহারা প্রত্যেকে সামান্য কিছু চাউল ও কয়েক আনা পয়সা লইয়া নিজ নিজ গ্রামে যাত্রা করিয়াছে।

প্রাচ্যের ধর্ম্ম ও নীতি

মিঃ এইচ এন স্পাল্ডিং ও তাঁহার পত্নী অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচ্যের ধর্ম্ম ও নীতি অধ্যাপনার জন্য একটী অধ্যাপক পদ সৃষ্টি করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। তাঁহারা উহার নিম্নলিখিত ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের হস্তে অর্থ প্রদান করিয়াছেন :—

পাঁচ বৎসর কাল অধ্যাপকের বেতন বাবদ প্রতি বৎসর ৯০০ পাউণ্ড এবং অবসর গ্রহণ কালীন ভাতা বাবদ প্রতিবৎসর ৫০ পাউণ্ড ও অন্যান্য ব্যয় বাবদ ৫০০ পাউণ্ড।

দুঃসাহসিক ডাকাতি

সম্প্রতি কজ্জলীতে জমিদার শ্রীযুক্ত রামপ্রসাদ সিংহের বাড়ীতে এক দুঃসাহসিক ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। এই সম্পর্কে তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। শ্রীযুক্ত সিং ডাকাতদের আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে করিতে গিয়া আহত হইয়াছে।

সর্বে নিত্যাঃ শাশ্বতাশ্চ দেহাস্তস্য পরাত্মনঃ।
হানোপাদানরহিতা নৈব প্রকৃতিজাঃ ক্বচিৎ॥

(মহাবরাহ পুঃ)

অনাদ্যনন্তমজরং নিত্যবৃত্ত যুতবৎ তথা।
ব্যাপকং সর্ববেদিত্বমজাদ্যাং যোগমায়া চ॥

(ব্রহ্ম পুঃ)

একো নারায়ণ আসীন্ন ব্রহ্মা নেশানঃ (শ্রুতি)
আনন্দরূপং দৃষ্টাপি লোকো মৌগ্ধ্যবশেষু।
জহতে নিত্যরূপঞ্চ অযো ব্যক্তিবহিষ্কৃতা॥

(স্কন্দ পুঃ)

বহু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মব্যাপকৈশ্বর্যৈঃ।
সমস্তৈরেব সহতে ন শাশ্বতী ভবেৎ ক্বচিৎ॥

(পদ্ম পুঃ)

এই সকল শাস্ত্রের নির্দেশ স্পষ্ট—কৃষ্ণই ভগবান্। তাঁহার রূপ মায়িক নহে। এই রূপ নিত্য। ব্রহ্মের রূপ নাই—তাঁহাকে যে যেভাবে ভাবিতে ইচ্ছা করে, সেইভাবে ভাবিতে পারে এরূপ নহে। ভগবানের রূপের নিত্যতা আছে। শিব, দুর্গা সকলেই তাঁহার এই রূপেরই প্রশস্তি স্বীকার করেন। দেবতাগণ নিত্য কৃষ্ণদাস—বৈষ্ণব-শ্রেষ্ঠ।

শ্রীগৌরসুন্দর এই সকল শাস্ত্রসিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া যে বাণী জগৎকে শুনাইয়াছেন, তাহাতে ত্রুটী নাই। তিনি সর্বজন-প্রবর্তক—কোন সম্প্রদায়-বিশেষের প্রবর্তক নহেন। আমি যদি তাঁহার মতের ভিতর অনুদারতা দেখি, তাহা হইলে বুঝিব যে, আমার উপর তাঁহার কৃপা হয় নাই। তাঁহার সিদ্ধান্ত—

কৃষ্ণের স্বরূপ বিচার শুন সনাতন।
অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্ব ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন।
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ গোবিন্দ পর নাম।
ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ যাঁর গোলোক নিত্যধাম॥
সর্ব আদি, সর্ব অংশী, কিশোর-শেখর।
চিদানন্দ দেহ, সর্বাশ্রয় সর্বেশ্বর।
ঈশ্বরের শ্রীবিগ্রহ সচ্চিদানন্দাকার॥
যে বিগ্রহ কহ সত্ত্বগুণের বিকার।
শ্রীবিগ্রহ যে না মানে সেই ত পাষণ্ড।
অস্পৃশ্য অদৃশ্য সেই হয় যমদণ্ড্য॥

● ● ●

অতএব কৃষ্ণের নাম, দেহ, বিলাস।
প্রাকৃতেন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে, হয় স্বপ্রকাশ॥
বেদান্তমতে—ব্রহ্ম সাকার নিরূপণ।
নির্গুণ ব্যতিরেকে তিঁহো হয় ত সগুণ॥

(চৈঃ চঃ)

জীবের কিছু চাহিবার আছে কিনা? এই সকল শাস্ত্রসিদ্ধান্ত হইতে নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায় যে, অপূর্ণ, অভাবগ্রস্ত, অণু-চিৎস্বরূপ জীবের চাহিবার জিনিষ আছে। অণুচিৎ জীবের স্বরূপের ভিতরেই এই বৃত্তি অনুস্যূত আছে। জীবের নিত্য প্রার্থনা—

ধন জন নাহি মাগি কবিতা সুন্দরী।
শুদ্ধভক্তি দেহ মোরে কৃষ্ণ কৃপা করি'॥

শুদ্ধভক্তির প্রার্থনা জীব নিত্যকালই করিবে।

আনুকূল্যস্য সঙ্কল্পঃ প্রাতিকূল্যবিবর্জ্জনম্।
রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো গোপ্তৃত্বে

বরণং তথা॥

ভক্তির অনুকূল বিষয় গ্রহণ করিতে হইবে আর প্রতিকূল বিষয় ত্যাগ করিতে হইবে। এইরূপ বিধি-নিষেধের মধ্য দিয়া ভক্তিপথে অগ্রসর হইতে হইবে।

শঙ্করের পথ সন্ন্যাসীর জন্য, আর গৌরাঙ্গের পথ সর্বসাধারণের জন্য। এরূপ ভক্তি বাস্তব বিজ্ঞানের অনভিজ্ঞতা হইতে উদ্ভূত। বাস্তববিজ্ঞানে উৎকৃষ্টতর বস্তুর সন্ধান না পাইয়া, কৌপীনবন্ত হইয়া বেদান্ত-বাক্যে রমণ করাকেই জীবনের মহাব্রত বলিয়া বিচার করা হয়।

দেহ বৎ কর্ম্ম যস্যাস্ম ন বিরাগায় জায়তে।
ন তীর্থপাদসেবায়ৈ জীবন্নপি মৃতো হি সঃ॥

যাহার কর্ম্ম বর্ণধর্ম-কারণ ত্রৈবর্গিক ধর্ম্মের জন্য অনুষ্ঠিত হয় না, ধর্ম্ম যদি নিষ্কাম হইয়া কৃষ্ণেতর বিষয়ে বৈরাগ্য উৎপাদন না করে, আর বৈরাগ্য যদি তাঁহার শ্রীহরিসেবায় পর্য্যবসিত না হয়, তাহা হইলে সেইরূপ ব্যক্তি জীবিত হইলেও মৃত।

"কি কাজ সন্ন্যাসে মোর প্রেম-প্রয়োজন।"

কৃষ্ণপ্রেমই সাধ্য বলিয়া বিচারিত হইলে তাহার সাধনকল্পে অনুকূল আশ্রমই ভক্তগণ গ্রহণ করিবে।

"গৃহে বা বনেতে থাকে,হা গৌরাঙ্গ বলে ডাকে,
নরোত্তম মাগে তাঁর সঙ্গ।"

ভক্তির তারতম্যানুসারে পারমার্থিক উৎকর্ষের বিচার, কেবল কৌপীনের দ্বারা নহে। কৌপীনবন্ত নারদ-ব্যাস-শুক যেরূপ ভাগ্যবান্,গৃহস্থ জনক,প্রহ্লাদ এবং অম্বরীষও সেইরূপই ভাগ্যবান্। গৃহবাস ও বনবাস প্রাপঞ্চিক অবস্থানের কথা। আত্মবৃত্তি নির্গুণ ভক্তির সাধনের পক্ষে কোন্‌টি অনুকূল কোন্‌টি প্রতিকূল তাহা বিচার করিতে পারা যায় না। আমার মনোগত অবিদ্যার বিনাশ না হওয়া পর্য্যন্ত প্রাপঞ্চিক কোন অবস্থানেই কৃষ্ণেতর বিষয়ের অনুশীলন হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিতে পারে না। ভক্ত নিজ অভিরুচি অনুযায়ী যে কোন আশ্রম আশ্রয় করিয়া হরিভজন যাজন করিতে পারেন।

নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো
ন শূদ্রো।
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো বনস্থো যতির্বা।
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিলপরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধে-
র্গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাস-দাসানুদাসঃ॥

—বিষ্ণুভক্তগণ আমি গৃহী, আমি সন্ন্যাসী, আমি ব্রাহ্মণ এই সব পরিচয় না দিয়া ভক্তবৈষ্ণবের দাসানুদাস বলিয়াই পরিচয় দেন।

শ্রাদ্ধ

(৩)

তাঁহারা যে কুলে বা যে দেশে আবির্ভূত হন সেই বংশ ও সেই দেশ ধন্য ও তীর্থস্থানে পরিণত হয়, তাঁহাদের পিতৃপুরুষগণ (?) কৃতার্থ হন। যাঁহারা সৌভাগ্যক্রমে একবারমাত্রনিষ্কপটে শ্রীকৃষ্ণের পদারবিন্দে মন নিবেশিত করেন, যম অথবা যমদূতগণ স্বপ্নেও তাঁহাদের দৃষ্টিগোচর হইতে পারেন না। সুতরাং সেই সকল ভক্তবৃন্দ 'পিতৃপুরুষগণ প্রেতযোনিপ্রাপ্ত হইয়াছেন'—এইরূপ নীচ ও হেয় কল্পনা হৃদয়ে স্থান দিতে পারেন না। আসুরপ্রকৃতি বৈষ্ণবাপরাধযুক্ত লোকেরাই একমাত্র বেদের মুখ্য তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া অর্থবাদে রত, কামাকর্ম্মফলাকাঙ্ক্ষী, স্বর্গপ্রার্থী ও জন্মকর্ম্মফলপ্রদ ক্রিয়াবাহুল্য দ্বারা স্বর্গ ভোগ ও ঐ ঐশ্বর্য্যাদিগমনের উপায়স্বরূপ আপাত মনোরম শ্রবণরমণীয় (পরিণামে কটুফলপ্রদ) পুষ্পিতবাক্যে অনুরক্ত হন (গীতা ২।৪৩)। ঐ সকল মূঢ়লোক শ্রীকৃষ্ণই যে একমাত্র অদ্বিতীয় ভোক্তা তাহা জানেন না সুতরাং উঁহারা কেবল সংসার ভ্রমণ করিয়া থাকেন,উঁহারা নানা দেবতার, পিতৃপুরুষগণের, ভূতগণের আরাধনা করিয়া স্বর্গ অথবা অনিত্য লোক প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় পতিত হন, কিন্তু যাঁহারা একমাত্র অচ্যুতের ঐকান্তিক ভক্ত তাঁহাদের কখনও চ্যুতি নাই, তাঁহারাই পরা শান্তি লাভ করেন। প্রেমাত্মা ভক্তগণ শ্রীকৃষ্ণকে ভক্তিপূর্ব্বক পত্র, পুষ্প, ফল ও জল যাহা কিছু অর্পণ করেন, তাহাই ভগবান অত্যন্ত স্নেহপূর্ব্বক স্বীকার করেন, তাহাই অক্ষয় হয়, তাহাতে সমস্ত জীবের তৃপ্তি লাভ হয়। অতএব বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি যে কিছু কার্য্য করেন, যাহা আহার করেন, তপস্যা করেন বা দান করেন সমস্তই শ্রীকৃষ্ণকে সমর্পণ করিয়া থাকেন। (গীতা ৯।২৬-২৭)।

কর্ম্মকাণ্ডীয় শ্রাদ্ধাদিব্যাপারে আত্মবঞ্চনা ও লোকবঞ্চনা ব্যতীত কোনও হরিসেবানুকূল কার্য্য নাই। ঐ সকল কার্য্য কেবল আসুর-অধিকারবিশিষ্টের মোহনের জন্য বেদবাদ মাত্র। উহার দ্বারা জীবের কোনও নিত্যমঙ্গল লাভ হয় না; অপিচ জীবগণকে কর্ম্মমার্গের জটিল আবর্ত্তে পতিত করে।

বৈষ্ণবগণ সিদ্ধান্তনিপুণ। তাঁহারা চার্ব্বাকাদির ন্যায় প্রত্যক্ষবাদ দ্বারা পরিচালিত হইয়া বেদনিন্দক নহেন।

চার্ব্বাক বলেন যে যদি শ্রাদ্ধ করিলেই মৃত ব্যক্তির তৃপ্তি সাধিত হয়, তবে কোনও ব্যক্তি বিদেশে গমন করিলে তাহাকে পাথেয় দিবার কোনও প্রয়োজন নাই। বাটীতে তাহার উদ্দেশে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলেই ত' তাহার তৃপ্তি হইতে পারে? আর যদি পৃথিবীতে শ্রাদ্ধ করিলে স্বর্গস্থিত ব্যক্তির তৃপ্তি হয়, তবে অধনে শ্রাদ্ধ করিলে প্রাসাদোপরিস্থিত ব্যক্তির তৃপ্তি হয় না কেন? যখন কিঞ্চিদূরস্থিত ব্যক্তির তৃপ্তি হয় না, তখন তদপেক্ষা অত্যন্ত দূরস্থিত ব্যক্তির তৃপ্তি কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? অতএব মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে যে সকল শ্রাদ্ধাদি প্রেতকৃত্য হয় তাহা ব্রাহ্মণগণের উপজীবিকা মাত্র। ভস্মীভূত দেহের আর পুনরাগমন কোথায়? যদি শরীর হইতে আত্মার পরলোকে গমন ও দেহান্তরে প্রবেশ করিবার ক্ষমতা থাকিত তবে পুত্রাদি বন্ধুবান্ধবগণের স্নেহে ঐ দেহেই পুনরায় আসে না কেন? সুতরাং কর্ম্মোপযোগী বেদ ভণ্ড, ধূর্ত্ত রাক্ষসের রচিত; বৈষ্ণবগণ এইরূপ বেদ-দ্বেষী প্রত্যক্ষবাদী নহেন। তাঁহারা অধোক্ষজ সেবক সুতরাং বেদবাদে ও অবৈধশাস্ত্রবাদের হেয়তা-প্রদর্শনকারী, জীবের নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। বেদ স্বয়ং ভগবৎস্বরূপ।

"মায়ামুগ্ধ জীবের নাহি কৃষ্ণস্মৃতিজ্ঞান।
জীবেরে কৃপায় কৈল কৃষ্ণ বেদপুরাণ॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য ২০শ)

কৃষ্ণ বদ্ধজীবের কৃষ্ণস্মৃতি উদ্বোধিত করাইবার জন্যই বেদশাস্ত্র জগতে প্রকাশ করিয়াছেন। সেই বেদশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়—ভগবানই একমাত্র সম্বন্ধ, ভক্তিই সাধন এবং প্রেমই প্রয়োজন। যদি বেদ-পুরাণ-স্মৃত্যাদি শাস্ত্রানুযায়ী আচরণদ্বারাই আমাদের পরমপুরুষার্থ ভগবৎপ্রেমই উদিত না হইল তবে পণ্ডশ্রম করিয়া কি লাভ?

নবদ্বীপ-পঞ্জিকা

অদ্য হইতে ৩ দিনের

২২ শ্রীধর ২২ শ্রাবণ ৭ই আগষ্ট বুধ মৃত অনিরুদ্ধ গোস্বামী শ্রীকৃষ্ণ দণ্ড ২।৪৮ রাত্রী শুক্লদ্বাদশী দণ্ড ১।৩৪ শুক্রযোগ প্রাতঃ ৬।৪০ নিষ্কিরণ দণ্ড ২।৩৯ পরে ববকরণ।

২৩ শ্রীধর ২৩ শ্রাবণ ৮ আগষ্ট বৃহস্পতি আদি কারণোদশায়ী গোবিন্দ গো'দণ্ড ৩।৮ বিশাখা নক্ষত্র দি ২।৪০ শুক্লযোগ প্রাতঃ ৬।১ পরে ব্রহ্মযোগ দণ্ড ৫।১৪ বালবকরণ।

২৪ শ্রীধর ২৪ শ্রাবণ ৯ আগষ্ট শুক্র নিত্য সর্ব্বোচ্চশায়ী গৌরস্বামী মধুসূদন দণ্ড ২।৪৭ অনুরাধা রাত্র দি ৩।১৭ ইন্দ্রযোগ দণ্ড ৩।৫৫ কৈ'গলকরণ।

শুদ্ধভক্তি মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ

(আকর-মঠরাজ)

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ঈশোদ্যানস্থিত হইতে প্রায় ৪০০ বর্ষ উত্তর পূর্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীগুরু-দেবের-হস্তে শ্রীশ্রীচৈতন্যমঠ বিরাজমান। এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, সরস্বতীর বা সাত্ত্বতগণের। এই মঠান্তর্গত শ্রীচৈতন্য-শিক্ষার প্রচারাদি বেদান্তসমূহের, অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র 'নদীয়া-প্রকাশ', সাত্বত-সম্প্রদায়ে অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থাদি পাঠাগারে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতি বৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমাদি ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীর কীর্ত্তন-মহোৎসবে মহামহোৎসবাদি প্রকাশ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রচারিত শুদ্ধভক্তি অষ্টকল-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই শুদ্ধমন্দিরে শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দজীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদির লীলা ও গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হয়। এই মঠ হইতে মহানগরীর সর্ব্বত্র হরিকথা-প্রচার, নগর-সঙ্কীর্ত্তন, বক্তৃতা, যাত্রা ও সঙ্কীর্ত্তন-মহা-মহোৎসবাদি অনুষ্ঠানের অনুষ্ঠান হয়। মঠরক্ষক—মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগ-পীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া সহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীগদাধরের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মবাসী সেবাকোবিদ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরাঙ্গলীলার রাসস্থলী এখানে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান, রক্ষক—শ্রীবনবিহারী দাসাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—গোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

(৭) কাজীর সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিলোক।

(৮) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও রাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান রক্ষক—শ্রীভগবান দাস ব্রহ্মচারী।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরদাস দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্র নাথ দাসাধিকারী।

(১০) মোদদ্রুম ছত্র "গৌড়ের নৈমিষ

মাউগাছি, পোঃ ভালুকা, (বর্দ্ধমান)।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান। শ্রীগৌরনিত্যানন্দের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবংশীদাস ব্রজবাসী, ভক্তিভূষণ।

(১১) শ্রীউড়িয়া কুঞ্জকানন

শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী.

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীনরোত্তম ব্রহ্মচারী

(১২) সুবর্ণবিহার—পোঃ কৃষ্ণনগর,

নদীয়া। রক্ষক—শ্রীরঘুনাথ অধিকারী

(১৩) ভাগবত আসন—পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

এই স্থান হইতে ভাগবতসিদ্ধান্ত প্রদর্শনী প্রচারিত হয়। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তালোক, ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৪) একায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ রামঘাট, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী ভক্তিসার

(১৫) মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঁচরাপাড়া, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীঅভিকিশোর ব্রজবাসী।

(১৬) মাধ্বগৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, পোঃ ঢাকা

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীপাদ কৃষ্ণানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ।

(১৭) গোপালজীউ মঠ—কমলাপুর, (ঢাকা)

গোপালজীউ শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান। রক্ষক—শ্রীবল্লভদাস ব্রজবাসী।

(১৮) পরাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)।

এখানে শ্রীনিতাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(১৯) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীযতীন্দ্র ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২০) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাধ্ব, (ঢাকা)

এখানে মহাকুরুশ্রাই শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(২১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীদেবেন্দ্র দাসাধিকারী.

(২২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

কুমারখোলা, পোঃ চিংড়িয়া, (যশোহর)

এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী।

(২৩) ভাগবতজনানন্দ মঠ.

চিকণিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে গুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিরত্ন।

(২৪) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী।

(২৫) সচ্চিদানন্দ মঠ

বালিয়াটি, পোঃ বক্সীবাজার, (কটক)

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদবনকৌউর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহা-মহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর

(২৬) ব্রহ্মতি-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ কৃষ্ণদেবের পুরী,

শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন।

(২৭) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীউর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগদাধর অধিকারী

(২৮) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌরাঙ্গনাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী দাসাধিকারী।

(২৯) রায়রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—শ্রীনিতাইচরণ দাসাধিকারী ভক্তিলোচন।

(৩০) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪২নং কটরাপুরা, বেনারস সিটি

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীসত্যেন্দ্র ব্রহ্মচারী।

(৩১) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বোন

(৩২) পরমহংস মঠ.

পোঃ নিমসার, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও গৌরবিনোদ-বিহারীজীর সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীসচ্চিদানন্দ দাসাধিকারী।

(৩৩) কৃষ্ণচৈতন্য মঠ

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

এখানে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিত্য-সেবা হয়। রক্ষক—শ্রীজয়ধন ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠ

'কংসারিঘাট মথুরা

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ

(৩৫) শ্রীরাধাকুণ্ড-কুঞ্জকুটীর—শ্রীরাধাকুণ্ড

রক্ষক—শ্রীরাধারমণচরণদাস ব্রহ্মচারী

(৩৬) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড .

(৩৭) গোকুলবিহারী মঠ

দেবপল্লী, পোঃ দোহোগান. জেলা গুর্দ্দাসপুর

(পাঞ্জাব) রক্ষক—শ্রীগোকুলবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৩৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং কুতুব রোড, দিল্লী।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব পুরী গোস্বামী

(৩৯) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল।

এখানে গৌর-মদনমোহনের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীনবগোপাল অধিকারী।

(৪০) সারস্বত-গৌড়ীয় মঠ .

এবিয়ার সায়েদাবাদ, হট্ট, সি

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ গিরি

(৪১) মান্দ্রাজ-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ রায়পেট্টা মান্দ্রাজ।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীপাদ ভগবান্ ভক্তিবিকাশ

(৪২) বোম্বে-গৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়

গোয়ালিয়র রোড, ডোঙ্গারি বিল্ডিং, ব্লক নং ১, বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মা মজুমদার।

(৪৩) অমরাবতী গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমরাবতী, মেদিনীপুর

(৪৪) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী

(৪৫) পাটনা গৌড়ীয় মঠ

১০০ মিঠাপুর, পাটনা।

রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী ব্যাকরণ

(৪৬) গয়া গৌড়ীয় মঠ

হিল সাইড, চার্চ রোড, গয়া

রক্ষক—উপদেশক শ্রীসত্যেন্দ্র সাগরচু

(৪৭) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠ বালেশ্বর

রক্ষক—শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয়

৩ মর্টার লেইন, গ্লস্টার গার্ডেন, এন-ডব্লিউ ৭, লণ্ডন

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন

(৪৯) বার্লিন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

Berlin W. 30

Eisenacher strasse 29 I.

(৫০) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

৩৫০ নং ডালহৌসী ষ্ট্রীট রেঙ্গুন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

— পারমার্থিক পত্র —

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১০ম বর্ষ | শ্রীধর | গৌরাব্দ ৪৪৯, ২২শে শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১৩৪২, ৭ই আগষ্ট ইং ১৯৩৫ | বুধবার | ১২৭৯শ সংখ্যা

শ্রীএকায়নমঠে উৎসব

গত ৩রা আগষ্ট ১৮ই শ্রাবণ শনিবার আকবরপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা রংপুরস্থ শ্রীএকায়নমঠের বার্ষিক মহোৎসব সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদ কৃপা করিয়া উৎসব-সময়ে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার সহিত মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ, শ্রীপাদ মহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ প্যারীমোহন ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিবৈভব প্রমুখ বহু ভক্ত শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর ভূমুকুটীর হইয়া মোটরযোগে তথায় গমন করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শুভাগমনবার্ত্তা পূর্ব্ব হইতেই অবগত হইয়া গ্রামবাসী ভক্তবৃন্দ উচ্চসঙ্কীর্ত্তনমুখে জগদ্গুরুদেবকে সম্বর্দ্ধনা করিয়া শ্রীমঠে লইয়া যান।

* * *

অতঃপর শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণ দর্শনার্থ স্থানীয় দারোগা, এস্-ডি-ও, বড়দা স্কুলের অনেক শিক্ষক প্রভৃতি কতিপয় বিশিষ্ট ভদ্রলোক এবং শিক্ষিত অশিক্ষিত, ধনী দরিদ্র আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা অনেক ব্যক্তি শ্রীমঠে আগমন করিয়া হরিকথা-শ্রবণের সুবর্ণ সুযোগ পাইয়াছিলেন।

* * *

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের নির্দ্দেশক্রমে অপ্রকম্পিত শ্রীপাদ শ্রুতবিলাস ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিমধুর মহোদয় অপরাহ্নে শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে জগন্নাথ মিশ্রের সাধারণ-নির্ব্বেদ কথা পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠান্তে শ্রীপাদ মুকুন্দগোপাল ভক্তিমধুর প্রভু সুললিতকণ্ঠে "দুর্ল্লভ মানবজন্ম লভিয়া সংসারে" গীতিটী কীর্ত্তন করেন। অনন্তর সমাগত বহু ব্যক্তিকে বিচিত্রতাপূর্ণ মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। সন্ধ্যার পর কতিপয় ব্যক্তি হরিকথা-শ্রবণার্থ শ্রীমঠে আগমন করিলে ভক্তিশাস্ত্রীজী পুনরায় শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে জীবশক্তি-নির্ণয়মুখে একমাত্র সত্য বস্তু যে কৃষ্ণ তদ্বিষয়ে পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠান্তে শ্রীপাদ গোবিন্দদাস বাবাজী মহাশয় মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন করিলে পর জগদ্গুরু শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ রাত্রি ৯ ঘটিকা হইতে ১১ ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীহরিকথা কীর্ত্তন করেন। আমাদের একমাত্র প্রয়োজনীয় বস্তু শ্রীকৃষ্ণকে কেনই বা পাওয়া যাইতেছে না? এবং তাঁহাকে কি উপায়েই বা পাওয়া যাইবে? তিনি কিরূপ বস্তু? কিভাবে তাঁহার সেবা করিতে হয়? ইত্যাদি বহু বিষয় অতি সহজ ও সরল ভাষায় কীর্ত্তন করেন। তৎপরদিবস প্রাতঃকালেও শ্রীল প্রভুপাদ প্রায় এক ঘণ্টাকাল শ্রীহরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। তাঁহার শ্রীমুখে মঙ্গলময়ী বীর্য্যবতী হরিকথা শ্রবণ করিয়া সকলেই পরমোপকৃত ও আনন্দিত হন এবং কৃষ্ণভজনের নূতন আলোক পাইয়া নিজদিগকে কৃতকৃতার্থ মনে করেন।

* * *

এই উৎসবোপলক্ষে শ্রীএকায়নমঠ-রক্ষক শ্রীপাদ রমানাথ গোস্বামী, গৃহস্থভক্ত শ্রীপাদ কৃপাসিন্ধু দাসাধিকারী, শ্রীচৈতন্যমঠবাসী শ্রীপাদ মুকুন্দগোপাল ভক্তিমধুর, শ্রীমদনমোহন ব্রহ্মচারী প্রভৃতির সেবাচেষ্টা প্রশংসার্হ। শ্রীল প্রভুপাদের উপস্থিতিতে ভক্তগণ যেন মহা উৎসাহে উৎসবের কার্য্যাদি সম্পন্ন করিয়াছেন।

* * *

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ তৎপর দিবস বেলা ৯টায় মদনাপুর হাটখালি হইতে রওনা হইয়া কৃষ্ণনগর শ্রীভূমুকুটীরে শুভাগমন করেন। তথা হইতে মহামহোপদেশক শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ, শ্রীপাদ প্যারীমোহন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী কাব্যকোবিদ, শ্রীপাদ সজ্জনানন্দ ব্রহ্মচারী, মায়াপুরবাসী শ্রীযুত জগন্নাথ সাহু সাহা বি-এ প্রভৃতি কতিপয় অনুকম্পিত জন সহ ১২টার ট্রেণে কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করেন। গৌড়ীয়মঠবাসী ভক্তবৃন্দ শিয়ালদহ ষ্টেশনে শ্রীল প্রভুপাদকে সম্বর্দ্ধনা করিয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠে লইয়া যান।

প্রচার-সন্দেশ

এলাহাবাদের সংবাদে প্রকাশ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি মহারাজ কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ শ্রীরূপগৌড়ীয়মঠ হইতে কানপুরে প্রচারে বহির্গত হইয়াছেন।

পাটনার ২রা আগষ্টের পত্রে প্রকাশ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ তথায় পৌঁছিয়া পাটনা-গৌড়ীয়মঠে ও সজ্জনগণের গৃহে পাঠ-কীর্ত্তনাদি করিতেছেন। ১লা আগষ্ট শ্রীমঠে স্বামীজীর পাঠ হইয়াছে। ২রা আগষ্ট ডাঃ কুমুদ ভট্টাচার্য্যের গৃহে, ৩রা তারিখে বেলওয়ে পার্শেল ক্লার্ক রমণী বাবুর গৃহে, ৪ঠা গবর্ণমেণ্ট প্লীডার ডাঃ রাধাকৃষ্ণ সিংহের আলয়ে এবং ৫ই তারিখ অভিরাম নিধি বাবুর গৃহে স্বামীজীর পাঠের বন্দোবস্ত হইয়াছে। স্বামীজী পাটনা গৌড়ীয়মঠ হইতে ৯ই আগষ্ট কলিকাতা গৌড়ীয়মঠে পৌঁছিবেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ গত ৩০শে জুলাই কটক সাক্ষীগোপাল মঠ হইতে পুরীতে গিয়াছিলেন। ঐদিবস তিনি বাড়িতে কৃষ্ণনগর কলেজের ভূতপূর্ব্ব প্রিন্সিপাল ও অন্যান্য ভক্তদের নিকট শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্যলীলা ৬ষ্ঠ ও শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের প্রথম শ্লোক পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তৎপর সন্ধ্যায় পর মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হইয়াছিল। অপরাহ্ণে শ্রীপাদ রাধারমণ দাস বাবাজী মহারাজের উচ্চ সঙ্কীর্ত্তন কীর্ত্তন সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিল।

স্বামীজী কটকে নিখিল দাস মহোপাধ্যায় ও স্থানীয় অধিবাসিগণের নিকট হরিকথা বলিতে হরিভক্তিযোগে প্রচার করিয়াছেন। গত ২৮ ও ২৯ তারিখে বাঁকুড়াবাসী গৌরাঙ্গ শ্রীমঠের প্রচার বৈষ্ণবগণ ছায়াচিত্রযোগে প্রদর্শিত হইয়াছে। বাঁকুড়াবাসিগণ বাস্তবিকই সত্য যে কেবল তাঁহাদের শ্রীমন্দিরে হরিকথা কীর্ত্তন হয় তাহার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিয়াছেন। গত ১লা আগষ্ট তথায় ছায়াচিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে।

ময়মনসিংহ ৩।৮।৩৫

কিছুদিন হইল ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ ময়মনসিংহে (শেরপুরে) শুভবিজয় করিয়াছেন। স্বামীজীর সহিত মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী এবং মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয়ও আসিয়াছেন। তাঁহাদের পাঠ, কীর্ত্তন ও বক্তৃতায় সহরে একটা বিশেষ সাড়া পড়িয়া গিয়াছে।

শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজ সুহৃত্তী ধর্ম-সভায় বিশদভাবে প্রাঞ্জল-ভাষায় "সনাতনধর্ম" সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। শ্রীপাদ নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী ছায়াচিত্রযোগে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গলীলা প্রদর্শন করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২২ শ্রীধর বৃহঃ কার্ত্তিক ৪৪১

ধাম-বাস

গৌড়ীয়াচার্য্যবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর গত ১৫ই শ্রাবণ শ্রীধাম-মায়াপুরে শুভবিজয় করিয়া ধামবাসী ভক্তবৃন্দের নিকট ধামবাস-সম্বন্ধে বহুক্ষণ হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রীধাম প্রাকৃত বস্তু নহেন। অপ্রাকৃত ভগবান্ অজ হইয়াও ভক্তবাৎসল্য নিবন্ধন শ্রীধাম-সহ অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। শ্রীভগবান্—অপ্রাকৃত, তাঁহার ভক্ত সেবক—অপ্রাকৃত এবং তাঁহার সেবা—অপ্রাকৃত। "অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত গোচর", প্রাকৃত অস্মিতা হইতে বিমুক্ত-প্রকাশের জন্য অপ্রাকৃত শ্রীধামের কৃপা বরণ করিতে হইবে। ভক্তসঙ্গের কৃপাব্যতীত শ্রীধামের কৃপালাভও সম্ভবপর নহে। শ্রীধামের কৃপা-প্রাপ্তি-অর্থে প্রাকৃত অস্মিতা বিসর্জ্জনপূর্ব্বক অপ্রাকৃত সেবা-ভূমিকায় অবস্থান—দেহ-গেহ-সম্পৃক্ত যাবতীয় প্রাকৃত সম্বন্ধ-বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন হইয়া শ্রীধামেশ্বরের প্রীতি-বিধানার্থ চেষ্টা। ধামাপরাধ কিছু ধামবাস নহে। সব প্রকার ধামাপরাধের মধ্যে ধাম-বাসের ছলনায় শ্রীধামের ও শ্রীধামেশ্বরের সেবকগণের সেবায় ঔদাসীন্য অন্যতম; সুতরাং ভক্তাপরাধ বলপূর্ব্বক পরনিন্দা, পরচর্চ্চা, বিশেষতঃ নির্দ্দোষ শ্রীধামসেবকগণের ছিদ্রানুসন্ধান যে অমার্জ্জনীয় অপরাধ তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। গ্রামবাসের কুৎসিৎ মনোবৃত্তির পোষণ হৃদয়ে বদ্ধমূল রাখিয়া ধামবাসের ছলনা করিলে ধামবাস হয় না—ধামাপরাধ হইয়া থাকে। বর্ত্তমানে সহর নবদ্বীপ, সহর বৃন্দাবন এবং অন্যান্য প্রায় তীর্থেই ধামাপরাধের দৃষ্টান্ত বিরল নহে—কলির প্রাবল্য বশতঃ তাহার স্রোত ক্রমশঃ বৃদ্ধিই পাইতেছে। শ্রীধাম মায়াপুরে যাহাতে ঐ সংক্রামক ব্যাধির স্পর্শ না হইতে পারে তজ্জন্য অন্তর্য্যামী আচার্য্যবর্য্যের নিরন্তর চেষ্টা। তাই তিনি ধামবাসেচ্ছুগণকে সর্ব্বদাই ধামাপরাধ হইতে সতর্ক থাকিবার জন্য বিশেষভাবে সাবধান করিয়া তাঁহাদের চিত্ত শ্রীধাম-সেবায় আকৃষ্ট করেন।

এক সময়ে কোনও ব্যক্তি আমাদের পরম-গুরুদেব শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর-দাস-গোস্বামী বাবাজী মহারাজকে বলিয়াছিলেন যে তিনি নবদ্বীপে ৫ কাঠা জমি ক্রয় করিয়াছেন। তাহা শুনিয়া আমাদের পরম-গুরুপাদপদ্ম ঐ ব্যক্তিকে বলিয়াছিলেন—"আপনার চায় ধনী ত' দুনিয়ায় আর কেহ হইতে পারে না। ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় সামগ্রী একত্র করিলে যে তাহার একটী ধূলিকণার সমান হইতে পারে না আপনি সেই নবদ্বীপ ধামের পাঁচ কাঠা জমি সংগ্রহ করিয়াছেন! যে নবদ্বীপ ধামের একটী রেণু পাইলে অজ-ভবাদিও আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করেন আপনি সেই নবদ্বীপ ধামের পাঁচ কাঠা জমি পাইয়াছেন!" বহির্ম্মুখচরের জন্য—শুদ্ধ পৌত্তলিক উক্ত খল-বুদ্ধির উদ্রেক যোগাইবার জন্য যাঁহারা শ্রীধামকে জড়বুদ্ধি জ্ঞান করিয়া কৌরবী-পাট্টা লাভের জন্য আকাশপাতাল আলোড়ন করিতে দ্বিধাবোধ করেন না, শ্রীশ্রীল বাবাজী মহারাজের ঐ উক্তির যথার্থ গ্রহণ করিলে তাঁহাদের বুদ্ধি সংশোধিত হইতে পারে। শ্রীধাম পত্তন শ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুপাদপদ্ম শ্রীধামে আহ্বান করেন—নিরন্তর শ্রীধামেশ্বরের সেবার জন্য, শ্রীধামের সেবার জন্য এবং শ্রীধামসেবকগণের সেবা করিবার জন্য; কারণ তাহাতেই নিত্যমঙ্গল নিহিত। জড়-সম্বন্ধে প্রমত্ত থাকিবার জন্য তিনি আহ্বান করেন না, পক্ষান্তরে তাহা বিসর্জ্জনপূর্ব্বক ধামেশ্বরের সেবায় কিপ্রকারে নিজের ও অপরের মঙ্গল করা যায় তাহা আচরণ দ্বারা প্রদর্শন করিয়া আত্মীয়-স্বজনগণকেও সৎপথে আকর্ষণ করিবার জন্যই শ্রীগুরুপাদপদ্ম শিষ্যবর্গকে শ্রীধাম-বাসের অধিকার প্রদান করেন। যাঁহারা নিষ্কপটচিত্তে শ্রীগুরুপাদপদ্মের উপদেশক্রমে গুরুসেবায় নিযুক্ত—শোক, মোহ ও ভয় তাঁহাদিগকে বিন্দুমাত্রও স্পর্শ করিতে পারে না; তাঁহারা নিত্য নব নব আনন্দ-হিল্লোলে নব নব উদ্যমে সেবা-চাতুর্য্যের গবেষণা করিতে থাকেন। পক্ষান্তরে যাহারা সেবাবিমুখ, ভয় কালসর্পের ন্যায় তাহাদিগকে প্রতি নিয়ত দংশন করিতে থাকে। বস্তুতঃ শ্রীধাম ভগবৎসেবোন্মুখ ব্যক্তিগণেরই জন্য—ভোগপর ব্যক্তিগণের জন্য নহে।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভু শ্রীসনাতনগোস্বামী প্রভুকে বলিয়াছিলেন—

"সাধুসঙ্গ নামকীর্ত্তন, ভাগবত শ্রবণ।
মথুরাবাস, শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায় সেবন॥
সকল-সাধন-শ্রেষ্ঠ এই পাঁচ অঙ্গ।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মায় এই পাঁচের অল্প সঙ্গ॥"

সাধুসঙ্গ, নামসঙ্কীর্ত্তন, ভাগবতশ্রবণ, মথুরাবাস ও শ্রদ্ধার সহিত শ্রীমূর্ত্তির সেবন—এই পাঁচটী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধনাঙ্গ। এই পাঁচটীর ফলে কৃষ্ণপ্রেমের অধিকারী হওয়া যায়। শ্রীধামেই সাধুর অবস্থান, শ্রীধামেই নাম-সঙ্কীর্ত্তন, শ্রীধামেই ভাগবত-শ্রবণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুযোগ এবং শ্রীধামে শ্রীযোগপীঠেই শ্রীভগবদ্বিগ্রহের সেবা-সুযোগ। সুতরাং শ্রীধামবাসীই উক্ত পঞ্চ-অঙ্গ-সাধনের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সুযোগ পান। মথুরা শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব-স্থলী। শ্রীকৃষ্ণই ঔদার্য্য-লীলায় শ্রীগৌরসুন্দর, সুতরাং শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীধাম মথুরা হইতে অভিন্ন। শ্রীধাম মায়াপুরে বাসেই মথুরাবাস হইয়া থাকে। বিচারক ব্যক্তিগণ নিশ্চয়ই লক্ষ্য করিবেন যে, শ্রীধাম-মায়াপুরে বসতির ফলে উক্ত পঞ্চাঙ্গ-সাধনের যে সুবর্ণ-সুযোগ পাওয়া যায়, বর্ত্তমানে আর অত্যল্প-সংখ্যক তীর্থেই ঐ পাঁচটীর একত্র সংযোগ ঘটে। এই সুযোগ দেখিয়া স্বতঃই আমাদের মনে পড়ে শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের উপদেশ—

"সংসার-সিন্ধু-তরণে হৃদয়ং যদি স্যাৎ
সঙ্কীর্ত্তনামৃতরসে রমতে মনশ্চেৎ।
প্রেমাম্বুধৌ বিহরণে যদি চিত্তবৃত্তি-
র্মায়াপুরাখ্যনগরে বসতিং কুরুধ্বম্॥

*   *   *

আচর্য্য ধর্ম্মান্ পরিচর্য্য দেবান্
বিচর্য্য তীর্থানি বিচার্য্য বেদান্।
বিনা ন গৌরপ্রিয়ধামবাসং
বেদাদি দুষ্প্রাপপদং বিদন্তি।"

যদি তোমার সংসারসমুদ্র উত্তীর্ণ হইবার অভিলাষ থাকে, যদি সঙ্কীর্ত্তন-রস-মাধুর্য্যাস্বাদনের ইচ্ছা হয়, যদি প্রেমসমুদ্রে বিহারার্থ চিত্তবৃত্তি হইয়া থাকে, তাহা হইলে শ্রীমায়াপুর-নামক নগরে গিয়া বসতি কর।

*   *   *

বর্ণাশ্রমাদি-ধর্ম্ম-পরিপালন, দান, আরাধনা, মূর্ত্তিমাদি বিষ্ণু ও দেবগণের প্রকৃষ্টরূপে অর্চ্চন, শত শত তীর্থপরিভ্রমণ, নিখিল বেদশাস্ত্রের প্রভৃতি করিয়াও শ্রীগৌর-প্রিয় শ্রীধাম মায়াপুরে বসতি ব্যতীত কেহই বেদাদির দুষ্প্রাপ্য (শ্রীরাধাগোবিন্দের চিদ্বিলাস-ক্ষেত্র শ্রীধাম-বৃন্দাবনের সন্ধান) জানিতে পারে না।

ধামাপরাধ হইবে আশঙ্কা করিয়া যদি কেহ শ্রীধাম-বাস হইতে বিরত থাকিতে চাহেন তাহা হইলে তাঁহাদের বুদ্ধির প্রশংসা করা যাইবে না; তাহাও নিরয়-গমনেরই উপায় মাত্র। শ্রীধামই আমাদের নিত্য-নিবাস; তাঁহাতে বাসের যোগ্যতা-প্রাপ্তির জন্যই দীক্ষাগ্রহণ। যদি শ্রীধাম-বাসে যত্নশীল না হইলাম—শ্রীধাম-সেবায় যদি পরাঙ্মুখ থাকিলাম, তাহা হইলে আর দীক্ষিত রহিলাম না, ভ্রষ্ট হইয়া পড়িলাম। যে উদ্দেশ্যে দীক্ষা বা নাম-মন্ত্র-গ্রহণ, তাহা যে শ্রীধাম-মায়াপুরে—ঔদার্য্যলীলাময়বিগ্রহ শ্রীগৌর-কৃষ্ণের আবির্ভাবস্থল উদার-মথুরায় বাস ব্যতীত কিছুতেই সিদ্ধ হইতে পারে না, তাহা উপরিউক্ত শ্লোকদ্বয়ে শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ স্পষ্টরূপেই বর্ণন করিয়াছেন। উদ্দেশ্য ভ্রষ্ট হওয়া কাহারও কাম্য নহে বলিয়া শ্রীধাম-পরায়ণ ও দীক্ষিত জনগণ নিশ্চয়ই শ্রীধামবাস ও শ্রীধাম-সেবা বরণ করিবেন।

আমরা শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করিয়াছি, ভবসাগর হইতে উত্তীর্ণ হইয়া নিত্যধামবাসী হইবার জন্য। এতন্নিমিত্ত শ্রীগুরুপাদপদ্ম মহাপ্রভুর যে উপদেশটি বিশেষভাবে আমাদের হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া দিয়াছেন, উপসংহারে সেই শ্লোকটিই কীর্ত্তন করিতেছি—

নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য
পারং পরং জিগমিষোর্ভবসাগরস্য।
সন্দর্শনং বিষয়িণামথ যোষিতাঞ্চ
হা হন্ত হন্ত বিষভক্ষণতোঽপ্যসাধু॥

শ্রীধামবাসিগণ নিষ্কিঞ্চন। শ্রীধামেশ্বর ও শ্রীধামেশ্বরের প্রকাশ-বিগ্রহগণ ব্যতীত তাঁহাদের আর কোনই সম্পত্তি নাই। জড়-বিষয়ি-দর্শন ও যোষিৎদর্শন তাঁহাদের পক্ষে বিষ-ভক্ষণ অপেক্ষাও অধিক অনিষ্টকর। সুতরাং তাঁহারা ঐসকল হইতে সর্ব্বদাই তফাৎ থাকিবেন।

'আর্য্যদর্পণে' গৌরাঙ্গের হেয় প্রতিফলন

[১]

ভাগবত আর অন্যান্য শাস্ত্রে সঙ্কর্ষণের পরিচয় এইরূপেই দেওয়া আছে,—

স্বাংশেন পুরুষঃ সাক্ষাদীশ্বরঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
মায়াং ব্যুদস্য চিচ্ছক্ত্যা কৈবল্যে স্থিত আত্মনি॥
স এব জীবলোকস্য মায়া-মোহিত-চেতসঃ।
বিধৎসে স্বেন বীর্য্যেণ শ্রেয়ো ধর্ম্মাদি-লক্ষণম্॥
(ভাঃ ১।৭।২৩-২৪)

সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেবশব্দিতং
যদীয়তে তত্র পুমানপাবৃতঃ।
সত্ত্বে চ তস্মিন্ ভগবান্ বাসুদেবো
হ্যধোক্ষজো মে মনসা বিধীয়তে॥
(ভাঃ ৪।৩।২৩)

শিবঃ শক্তিযুতঃ শশ্বৎ ত্রিলিঙ্গো গুণসংবৃতঃ।
হরির্হি নির্গুণঃ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ॥
(ভাঃ ১০।৮৮।৩)

অবতারা হ্যসংখ্যেয়া হরেঃ সত্ত্বনিধের্দ্বিজাঃ।
যথাবিদাসিনঃ কুল্যাঃ সরসঃ স্যুঃ সহস্রশঃ॥
(ভাঃ ১।৩।২৬)

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।
ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে॥
(ভাঃ ১।৩।২৮)

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণ-কারণম্॥
রামাদিমূর্ত্তিষু কলানিয়মেন তিষ্ঠন্
নানাবতারমকরোদ্ভুবনেষু কিন্তু।
কৃষ্ণঃ স্বয়ং সমভবৎ পরমঃ পুমান্ যো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥
(ব্রহ্মসংহিতা)

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবত,—সম্পূর্ণ ৪০্
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮্
একাদশ হইতে দ্বাদশ স্কন্ধ ৸৶০
২। অনুভাষ্য বিবৃতি শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬্
৩। অনুভাষ্য সমেত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬্
৪। সজ্জনতোষণী ৪্
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৩—১্; ৩য় খণ্ড—৸০
৪ ৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—১্; ২য় খণ্ড ৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব—১্
৮। সৎক্রিয়াসার—দীপিকা ও সংস্কার-দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণব ২্
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২্
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২্
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১্
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সারস্বত-মালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষৎ ।০
১৮। বাদন-আল্বর ।০
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১্
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৸৶০
২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৸৶০
২২। ভজন-রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ ও (বাঁধা) ১
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২
২৬। গীতার কেবল মূল-ভাষা ।০
২৭। দুর্লভসার ভক্তিগৌরব নাগরাজ ২্
২৮। বেদান্তসার সারস্বাদ ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸
৩০। দীপ-নির্দ্দেশ ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৶০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা /১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি /০
৪১। গীতাবলী /০
৪২। চিত্রে নবদ্বীপ ১।০
৪৩। সাধনকণা /০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /০
৪৫। নবদ্বীপশতক /০
৪৬। অর্চ্চনপদ্ধতি /০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ /০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) /১০
৪৯। আম্নায়সূত্র ৻১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম খণ্ড) ৩্
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ০
৫৫। শ্রবণরত্নাবলী বা সারার্থদর্শিনী ।০
৫৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? /০
৫৭। ঈশোপনিষৎ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণবোধ ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সাধ্যসাধন /০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যলীলামৃত সারঃ ।০
৬১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বৈভবম্ ।০
৬২। সঠিক শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৬৩। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৪। সাত্বত শিক্ষাষ্টকম্ ৷৶০
৬৫। গৌড়ীয়মঠ পরিচয়ঃ /০
৬৬। মায়াবাদ-নির্ণয়ম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৭। রায় রামানন্দ ।০
৬৮। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন্ বেদান্ত ।০
৬৯। ব্রহ্মসূত্র ।০
৭০। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজি অ্যাণ্ড অন্টলজি ।০
৭১। সিলেক্টেড ওয়ার্ড্‌স ৷৶০
৭২। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।০
৭৩। বৈষ্ণবিজম্ ।০
৭৪। গোয়িং্ গৌড়ীয়মঠ টেম্পল্ ৷০
৭৫। দি ভাগবত ।০
৭৬। ইরোটিক্ প্রিন্সিপ্ল্ অ্যাণ্ড আনঅ্যালয়েড্ ডিভোশন ।০
৭৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২।০
৭৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম ভাগ) ১৫্

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৭৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮০। সাধন-পথ ।০
৮১। কল্যাণ-কল্পতরু /১০
৮২। গীতাবলী /০
৮৩। শরণাগতি /০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৪। শরণাগতি /

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২্

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। পিত্তাদি প্লীহা সংযুক্ত জ্বরাদির এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৸৶০ আনা, বড় বোতল ১৶০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।
অথবা
পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। উহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং
কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার
কলিকাতা

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে কথাসার ও শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও
শ্রীল কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ ভক্তিভূধর মুক্তাশ্রয়ী এম, এ, এম, কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সুবর্ণ সুযোগ ! সুবর্ণ সুযোগ !

শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদরচিত গৌড়ীয়ভাষ্য সহিত

বিরাট্ গ্রন্থ

শ্রীশ্রীচৈতন্য ভাগবত

গ্রন্থের আয়তন :—ক্রাউন কোয়ার্টো মূল ১০৯৬ পৃষ্ঠা, সূচীপত্র ২৪৪ পৃষ্ঠা, মোট১৩৪০ পৃষ্ঠা

ভিক্ষা (বাঁধাই) মাত্র ৭৲ সাত টাকা

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা

নদীয়া সার্টিফিকেট আদালতের নীলাম ইস্তাহার

কেস নং এবং কোর্টের নাম	নীলাম ইস্তাহার (A) (R বা ধারায় প্রকাশিত	ডিক্রিদার	দেনাদার	যে দাবীর জন্য সম্পত্তি বিক্রয়ের আদেশ হইয়াছে	বিক্রয়ের স্থান তারিখ ও সময়	কি রকম জোত	থানা, মৌজার নাম ও গ্রাম	খতিয়ান নং দাগ (জানা থাকিলে) অথবা অন্য প্রয়োজনীয় বিবরণ	জমির পরিমাণ (জানা থাকিলে)	১১ জমা (জানা থাকিলে)	১২ মন্তব্য
৪৪ A, ৩৩।৩৪ নদীয়াসার্টিফিকেট আদালত		মণীন্দ্রমোহন আচার্য্য দিং	কাজী বেগম দিং	১০৷৵১১	১৬,১।৩৫	রায়তী স্থিতিবান	থানা দৌলতপুর মৌজে আমদহ	১১৪২ খতিয়ান	-৪২	১০	মণীন্দ্রমোহন আচার্য্য দিং
৬২ A, ৩৪।৩৫		ঐ	মধু মন্ডল	১৮৸০	১৬।১।৩৫	রায়তী দখলীস্বত্ব	থানা ঐ মৌজে আমদহ	৪২২ খতিয়ান	-৪৯	১৸/৫	
৬৮ A, ৩৪।৩৫			দৈবর সর্দার	১০৷৶০	১৬।১।৩৫	রায়তী স্থিতিবান	থানা দৌলতপুর মৌজে কাগমারী	৪৯১।৬ খতিয়ান	-১৭	৷৶৬	
১০৮ A, ৩৪।৩৫			জগন্নাথ মন্ডল দিং	২০৷৵০	১৭।১।৩৫		থানা ঐ মৌজে লক্ষীকোলা	৭৭৫ খতিয়ান	-৭২	২৸/১	ঐ
৮০ A, ৩৪।৩৫		ঐ	বিলাজান বিবি	১২৸০	১৪।১০।৩৫		থানা দৌলতপুর	৮১৪ খতিয়ান	-৪৬	১৸/৩	ঐ
৬১ A, ৩৪।৩৫			রমেশ মন্ডল	১৪৲	১৪।১০।৩৫	রায়তী দখলীস্বত্ব	থানা ঐ মৌজে আমদহ	৬৯০ খতিয়ান	-১৭	১।৮	
৭১ A, ৩৪।৩৫			নহর মালিতা	১৭৷০	২১।১০।৩৫	রায়তী স্থিতিবান	থানা দৌলতপুর মৌজে আমদহ	১৩০০ খতিয়ান	১২	৬৷৵০	ঐ
৬৫ A, ৩৫।৩৬			সাবের মন্ডল	৩৷৵৭	২১।১০।৩৫	রায়তী দখলীস্বত্ব	ঐ	১৪৬১ খতিয়ান	-৩০	৸৵৬	
২০৪ A, ৩৪।৩৫			রাধাবিনোদ নাথ	৭৲	২১।১০।৩৫	মোকররী	থানা দৌলতপুর মৌজে রাউদিয়া	৪৬৭ খতিয়ান	১.০৫	৩৷৩	
৩৯২ N, R, ৩৪।৩৫		গৌরীশচন্দ্র রায় বাহাদুর	নবীনচন্দ্র ঘোষ দিং	৮৬৷৵০	২১।১০।৩৫	রায়তি স্থিতিবান	থানা কৃষ্ণগঞ্জ মৌজে পাঁচপোতা	১২৭ খতিয়ান	৪.৯৬	১৭৷৵৯	গৌরীশচন্দ্র রায় বাহাদুর
৪০২ N,R, ৩৪।৩৫		ঐ	বিপিনবিহারী মুখোপাধ্যায় দিং	১৮৷৵০	২১।১০।৩৫	মধ্যস্বত্ব	থানা কৃষ্ণনগর মৌজেগোবিন্দসড়ক	৩৮১ খতিয়ান	-১২	৩৸/৬	

শ্রীধাম—পোঃ শ্রীমায়াপুর,
টেলিগ্রাম—'শ্রীনাথ' নবদ্বীপ

দৈনিক

REG. NO C. 1544

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

বাঙ্গলার সর্ব্বত্র বহুল প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

পূর্ণখণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২৩শে শ্রাবণ, বৃহস্পতিবার ১৩৪২, ৮ই আগষ্ট ১৯৩৫ [১৩৫তম সংখ্যা

ত্রৈলোক্যপাবিনম্
অত্র অবসরে মূল ও অনুবাদসহ প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি উত্তম। ভিক্ষা ।০ চার আনা। শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

"গৌড়ীয়"
৭ম বর্ষ হইতে ১১শ বর্ষ পর্য্যন্ত প্রতি বর্ষ বাঁধাই ভিক্ষা ৩।০ মাত্র। শ্রীগৌড়ীয় মঠ বাগবাজার, কলিকাতা

বিবিধ সংবাদ

সহীদগঞ্জের ব্যাপার
শুক্রবার অঞ্চলে সৈন্যদের পাহারা

লাহোরে গত ৩রা আগষ্ট শুক্রবারের নমাজের পর সভা-সমিতি সম্পর্কে ম্যাজিষ্ট্রেটের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করিয়া বাদসাহী মসজিদে এক সভায় বক্তৃতা করায় গত ৩রা আগষ্ট পুলিশ তিনজন মুসলমানকে (তন্মধ্যে আইন কলেজের একজন ছাত্রও আছে) গ্রেপ্তার করিয়াছে। এরূপ প্রকাশ যে, বক্তাগণ বক্তৃতা প্রসঙ্গে 'মজলিস-ইত্তেহাদ মিল্লাতকে' (২৮শে জুলাই তারিখে পাঞ্জাব ও সীমান্ত প্রদেশের মুসলিম নেতৃবৃন্দের সম্মিলিত বৈঠকে নিযুক্ত সাবকমিটি) সতর্ক করিয়া বলেন যে, আগামী শুক্রবারের মধ্যে তাঁহারা যদি কোন প্রকার কার্য্যপদ্ধতি স্থির না করেন তাহা হইলে আন্দোলনকারিগণ নিজেরাই সহীদগঞ্জ মসজিদ পুনঃ প্রাপ্তির জন্য ভবিষ্যৎ কার্য্যপদ্ধতি স্থির করিবে।

রয়েল স্কট সৈন্যবাহিনীর একটী দল এখনও শুক্রবার অঞ্চলে পাহারায় মোতায়েন রহিয়াছে। জনৈক বৃদ্ধ মুসলমান সহীদগঞ্জ গুরুদ্বারের যে অংশ ভাঙ্গিয়া ফেলা হইয়াছিল [illegible] গিয়া আজান দেয়। এই সম্পর্কে [illegible] আইন অনুসারে তাহার বিরুদ্ধে মামলা আনা হইয়াছে।

শিখহত্যা মামলার রায়

সহিদগঞ্জ ব্যাপার সম্পর্কিত হাঙ্গামার সময় লেখা সিং নামক একজন শিখকে হত্যা করিবার অভিযোগে [illegible] ও মোহাম্মদ নামক যে দুইজন মুসলমানের বিরুদ্ধে মামলা চলিতেছিল, সেসন জজ সেই মামলার রায় দিয়াছেন। সেসন জজ আসামী মহম্মদ রফিককে দণ্ডবিধির ৩০৪ (১) ধারা অনুসারে দোষী সাব্যস্ত করিয়া তাহাকে ১০ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। তাহাকে সাহায্য করিবার অভিযোগে অভিযুক্ত মোহাম্মদকে জজ সন্দেহের অবকাশে অব্যাহতি দিয়াছেন।

রায়দানের সময় কোর্টের বাহিরে বহু মুসলমান জড় হইয়াছিল।

বালক কর্মচারীর শোচনীয় মৃত্যু

গত ২১শে জুলাই ক্লাইভ ষ্ট্রীটস্থিত মেসার্স বেগ এণ্ড কোং লিমিটেডের কর্মচারী গোবিন্দচন্দ্র ঘোষ (১৬) একটী চলন্ত মেসিনের কলিকলে ফিতা লাগাইতে যাইয়া কলিকলে আটকাইয়া যায়। তাহার মাথার খুলি ও মগজ ছিন্নভিন্ন হইয়া যায়। ময়না তদন্তে প্রকাশ পাইয়াছে যে, দৈবক্রমে মাথার খুলি ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় এবং মগজ ছিন্ন ভিন্ন হওয়াতেই তাহার মৃত্যু হইয়াছে।

বিহারে বাঙ্গালী সমিতি আয়োজন

বিহারে বাঙ্গালী সমিতি গঠন সম্পর্কে বিবেচনা করিবার জন্য বিহারের বাঙ্গালীদিগের কর্তৃক যে কমিটী গঠিত হইয়াছিল, মিঃ সচ্চিদানন্দ সিংহের বাড়ীতে উহার অধিবেশনে প্রস্তাবিত সমিতির নিয়মাবলীর খসড়া গৃহীত হইয়াছে। উহা সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যভাগে বাঙ্গালীদের সাধারণ সভায় পেশ করা হইবে। অতঃপর কলিকাতায় নিখিল ভারত বাঙ্গালী সম্মেলনের জন্য ইণ্ডিয়ান-নেশন এর মিঃ মথুরানাথ ও মিঃ পি-এন ঘোষ, ইউনাইটেড প্রেসের মিঃ ফণীন্দ্রনাথ মিত্র এবং মুরলীমনোহর সিংহকে প্রতিনিধি নির্বাচিত করা হয়।

মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্টের উদ্যম

মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্ট ওখানকার ব্যবস্থাপক সভার সদস্যদের মধ্যে এই মর্ম্মে এক ইস্তাহার প্রচার করিয়াছেন যে, এই প্রদেশের অধিবাসীদের আর্থিক ও শিক্ষা বিষয় উন্নতি সাধনের পরিকল্পনা সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টকে উপদেশ দিবার জন্য এক প্রাদেশিক অর্থ নৈতিক পরিষদ গঠিত হইবে। নিম্নলিখিত বিভাগীয় অধ্যক্ষগণ পরিষদের স্থায়ী সদস্য হইবেন—কৃষি বিভাগের ডিরেক্টার, শিল্প বিভাগের ডিরেক্টার, পশু চিকিৎসা বিভাগের ডিরেক্টার, সমবায় সমিতিসমূহের রেজিষ্ট্রার, খাদ্য বিভাগের ডিরেক্টার, সার্জ্জন জেনারেল, শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টার, স্যানিটারী ইঞ্জিনিয়ার, শ্রম কমিশনার, বিদ্যুৎ বিভাগের চীফ ইঞ্জিনিয়ার, সেচ উন্নতি বোর্ডের চেয়ারম্যান (রেভিনিউ বোর্ডের সদস্য) তাঁহারা ব্যাঙ্কিং, বাণিজ্য, শিল্প, কৃষি ও স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি এবং শিক্ষা ও অর্থনীতি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ বে-সরকারী ব্যক্তিদের মধ্য হইতে সদস্য কো-অপ্ট করিতে পারিবেন। আগামী ১৬ই আগষ্ট পরিষদের প্রথম বৈঠক হইবে।

হাওড়া ষ্টেশনে চাঞ্চল্য

গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় হাওড়া ষ্টেশনে কতিপয় ভুয়া কুলী পাবনা জেলার স্থলবাসী শ্রীযুক্ত মতিলাল পাকড়াশীর একটী সুটকেস ও একটী টিন ট্রাঙ্ক লইয়া সরিয়া পড়িয়াছে। প্রকাশ, উহার মধ্যে প্রায় হাজার টাকা মূল্যের গহনা ও সাড়ী প্রভৃতি ছিল। শ্রীযুক্ত পাকড়াশী তাঁহার কোনও আত্মীয়ের বিবাহ উপলক্ষে সপরিবারে বাঁকুড়া যাইতেছিলেন। ট্রেন হইতে শিয়ালদহে নামিয়া তিনি ট্যাক্সিযোগে সপরিবারে হাওড়া ষ্টেশনে যান। তথায় কুলীরা তাঁহার মালপত্র নামাইয়া লয়। উক্ত [illegible]ন ওয়েটিং রুমের সম্মুখে পরিবারের লোকজন ও মালপত্র রাখিয়া শ্রীযুক্ত পাকড়াশী কুলীর সহিত প্লাটফরমে গাড়ী আসিয়াছে কি না দেখিতে যান। ইতিমধ্যে ব্যাজ পরিহিত তিনজন কুলী ইণ্টার ক্লাশ ওয়েটিং রুমের সম্মুখে আসিয়া শ্রীযুক্ত পাকড়াশীর স্ত্রী ও চাকরকে বলে যে, ট্রেন ছাড়িবার সময় হইয়াছে, অবিলম্বে মালপত্র লইয়া গাড়ী চাপিতে হইবে। ইহা বলিয়া কুলীরা মাল তুলিয়া লয় এবং মহিলাটি ও তাঁহার ছেলে মেয়ে ও চাকর কুলীদের সঙ্গে প্লাটফরম অভিমুখে অগ্রসর হন। কিন্তু কিছুদূর যাইতে না যাইতে কুলীরা মাল লইয়া ভিড়ের মধ্যে মিলাইয়া যায়। তাহাদিগের আর সন্ধান পাওয়া যায় নাই। হাওড়া রেল পুলিশের ইন্সপেক্টার মিঃ এন দত্ত ঘটনার তদন্ত করিতেছেন। এ পর্যন্ত এই সম্পর্কে একজন কুলী গ্রেপ্তার হইয়াছে।

এক রাত্রিতে দুই বাড়ীতে ডাকাতি

হুগলী জিলার পোলবা থানার অধীন গণেশপুর গ্রামের শ্রীযুক্ত অমর বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁহার ভ্রাতা জিতেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ীতে ডাকাতি করিবার অভিযোগে সুরেন সাঁতরা, অবিনাশ ঢলে এবং অপর তিন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে, আসামীগণ অমর বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ীতে প্রবেশ পূর্ব্বক তাঁহাকে ও তাঁহার পত্নীকে প্রহার করে। তারপর তাহারা বাক্স ভাঙ্গিয়া গহনাপত্র লইয়া যায়।

অতঃপর ডাকাতরা অমর বাবুকে ধরিয়া তাঁহার ভ্রাতা জিতেনের বাড়ীতে লইয়া যায়। জিতেন ঐ রাত্রিতে বাড়ীতে ছিলেন না। ডাকাতগণ লোহার সিন্দুক ভাঙ্গিয়া নগদ অর্থ ও বহু টাকার মূল্যের গহনাপত্র লইয়া প্রস্থান করে।

বাগদীঘি বিস্ফোরণ

বাগদীঘি কলোর খনির দুর্ঘটনা সম্পর্কে তদন্তের জন্য ২রা আগষ্ট আবার জিজ্ঞাসাবাদ কলোর খনিতে ইন্ডাস্ট্রিয়াল বসিয়াছিল। কলিকাতার সার্জেন্টের মেসার্স সি আর কার এণ্ড কোম্পানী ও মেসার্স স্মারামল এবং কোম্পানীর প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

ইণ্ডিয়ান মাইনার্স এসোসিয়েশনের সেক্রেটারী মিঃ পি সি বসুর প্রশ্নের উত্তরে খনি সমূহের ইন্সপেক্টর মিঃ ডবলিউ কাবরী বলেন, আগুন লাগা খনিতে কর্ম নিয়ন্ত্রণের জন্য বিশেষ নিয়ম জারি করা অত্যাবশ্যক। এইরূপ খনিতে এরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা আবশ্যক, যাহাতে কয়লার থামগুলি কাটিবার সময় ছাদ বা সমস্ত পড়িতে না পারে।

গত ২রা আগষ্ট বাগদীঘি খনির এসিষ্ট্যান্ট ম্যানেজার শ্রীযুত চন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় যিনি উক্ত দুর্ঘটনায় নিহত হইয়াছেন তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত অমরনাথ চট্টোপাধ্যায় ও অপর কয়েকজনের সাক্ষ্য গৃহীত হয়। বাগদীঘি খনির পার্শ্ববর্তী খনির কর্মচারী মিঃ পি সি বিশ্বাস সাক্ষ্যদান প্রসঙ্গে উক্ত দুই খনির মধ্যবর্তী দেওয়ালটির বিষয় বর্ণনা করেন। অতঃপর বাগদীঘি খনির ম্যানেজারের সাক্ষ্য গৃহীত হয়।

ম্যানেজার সাক্ষ্যদান প্রসঙ্গে বলেন যে, তিনি দুই বৎসর যাবৎ বাগদীঘি খনির ম্যানেজার আছেন। রাত্রি সওয়া ১টা কি সাড়ে ১টার সময় তিনি বিস্ফোরণের সংবাদ পান। অতঃপর দুর্ঘটনাস্থলে গমন ও উদ্ধার কার্য্য এবং আহতদের চিকিৎসার জন্য তিনি যে ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা বর্ণনা করেন। শনিবার প্রাতঃকালে তিনি নিজে খনি পরিদর্শনকালে দেখিতে পান সব ঠিক আছে। খনির মধ্যে বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা ঠিক ছিল, কোথাও ধোঁয়া বা আগুন দেখা যায় নাই। সোমবার প্রাতঃকালে তিনি হাজিরাবহি পরীক্ষা করেন। সাক্ষী বিস্ফোরণের কারণ বলিতে পারেন না। বিস্ফোরণের ফলে কতজন নিহত হইয়াছে, এবং কতজন বাঁচিয়া গিয়াছে, তাহা নির্দ্ধারণে সেক্রেটারী কেরাণীর উপর তাঁহাকে অবলম্বন।

মিঃ এস কে বসুর প্রশ্নের উত্তরে সাক্ষী বলেন দুর্ঘটনার এক সপ্তাহ পূর্ব্বে খনির ভিতরে ধোঁয়া দেখা যায় নাই। বাবাজী খনির দিকের দেওয়ালে সাক্ষী কোনও ফাটল দেখেন নাই। সাক্ষীর মতে, এসিষ্ট্যান্ট ম্যানেজার ও প্রধান খনি খোলা বাতি খনির ভিতরে লইয়া গিয়াছিলেন এবং তাহাতেই হয়ত এই দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে।

কৌসুলী মিঃ মিত্রের প্রশ্নের উত্তরে সাক্ষী বলেন, তিনি জানেন যে, ম্যানেজার হিসাবে খনির সমস্ত দায়িত্ব তাঁহার। ভারতীয় খনি আইন অনুসারে সাক্ষী তাঁহার কর্তব্য পালন করিয়া থাকেন। খনিতে নিযুক্ত সমস্ত লোকের একটি রেজেষ্টারী রাখা হয়। কারণ, তাহা খনি আইনের নির্দ্দেশ। নাম রেজেষ্টারীভুক্ত করিবার পূর্ব্বে কেহ খনির মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, এমন দৃষ্টান্ত তিনি জানেন না। খনির অবস্থা সম্পর্কে তিনি প্রতি সপ্তাহে এজেন্টের নিকট ও চীফ মাইনিং ইঞ্জিনীয়ারের নিকট রিপোর্ট দিয়া থাকেন। বাগদীঘি খনিতে বাতাস যাহাতে প্রবেশ করিতে না পারে তজ্জন্য তিনি যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন। সাক্ষী তাঁহার পরিদর্শনের কোনও রিপোর্ট রাখা আবশ্যক মনে করেন নাই; কারণ অস্বাভাবিক কিছু দেখা নাই।

অতঃপর বাগদীঘি খনির এজেন্টের সাক্ষ্য গৃহীত হয়। তিনি বলেন তিনি যখন খনির ভার গ্রহণ করেন, তখন খনির দক্ষিণ সীমানার নিকটে দুইটি স্থানে আগুন ছিল। তাঁহারা নিভাইবার চেষ্টা করেন; কিন্তু সফলকাম হন নাই। আগুন উত্তর দিকে বিস্তৃত হইয়া ছিল। সাক্ষীকে বলা হইয়াছিল যে দুর্ঘটনার সময় খনির উপরে ২১ জন এবং খনিতে ৫ জন আহত হইয়াছিল। তিনি তাহাদের নাম জানেন না, তবে তাহাদের মধ্যে দুইজন পাম্প খালাসী দুইজন মেশ ড্রাইভার এবং কিছু মিস্ত্রী যে একজন ওভারম্যান ছিল। সোমবার তিনি ম্যানেজারের সহিত রেজেষ্টারী পরীক্ষা করিয়া দেখেন সব ঠিক আছে। কিরূপে বিস্ফোরণ হইল, সেই সম্বন্ধে তাঁহার কোন ধারণা নাই। এখন পর্য্যন্ত সাক্ষী নিশ্চিত আছেন যে, যে সকল আহত ব্যক্তির নাম তালিকায় নাই, তাহাদের মধ্যে কেহ খেসারতের দাবী করে নাই। বিস্ফোরণ হইতে যাহারা রক্ষা পাইয়াছে তাহারা এখন কোথায় আছে, তাহা সাক্ষী জানেন না।

খাঁচাশুদ্ধ পাখী চুরি

দিনের বেলায় বেন্টিক ষ্ট্রীটের এক বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া খাঁচাশুদ্ধ পাঁচটি পাখী চুরি করিবার অভিযোগে জে এস এণ্ডারসন নামক একজন খালাসী লোক শুক্রবার প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক ১৫ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। প্রকাশ যে, আসামী ঐ বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া একটি ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ার খোলে কিন্তু উহাতে কিছু না পাইয়া সে খাঁচাশুদ্ধ পাঁচটি পাখী লইয়া যায়। তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া তাহাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

হিসাব জাল করিবার অভিযোগ

রাষ্ট্রমন্ত্রী পিউরিফাল এর কার্ণের মুনিম জনৈক গোয়েন্কা ও গোয়েন্কা অর্দ্ধেক দাম পরস্পরের যোগাযোগে খাতাপত্র জাল ও হিসাব গরমিল করিয়া প্রায় ৩৫ হাজার টাকা আত্মসাৎ করিয়াছে বলিয়া কার্ণের মালিক উহাদের বিরুদ্ধে কলিকাতা পুলিশ কোর্টে মামলা দায়ের করিয়াছেন। শুক্রবার আসামী অতিরিক্ত চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ গুহের আদালতে মামলা উঠিয়াছিল ম্যাজিষ্ট্রেট শুনানী স্থগিত রাখিয়াছেন।

মান্দ্রাজে পুলিশের হানা

গত ২রা আগষ্ট পুলিশ মান্দ্রাজ প্রেস ওয়ার্কস ইউনিয়ন, মান্দ্রাজ লেবার প্রটেকশন লীগ ঐ সকল প্রতিষ্ঠানের সেক্রেটারীদিগের বাড়ী ও আরও কয়েকটি বাড়ীতে যুগপৎ খানাতল্লাস করে। প্রকাশ 'আন্তর্জাতিক যুদ্ধবিরোধী দিবসের' অনুষ্ঠান উপলক্ষেই ঐ খানাতল্লাস করা হইয়াছে।

লরী চালকের দণ্ড

শিয়ালদহের দ্বিতীয় পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এ এফ এম মামুদ কালীজীবন ভট্টাচার্য্য নামক জনৈক লরী চালককে তাহার লরীর হাটিং হাণ্ডেল দ্বারা জনৈক কনেষ্টবলকে মারপিট করার অভিযোগে তিনমাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ যে আসামী রাত্রিতে তাহার লরী ট্রামলাইনের উপর রাখিয়া লরির মধ্যে ঘুমাইয়াছিল। পাহারায় নিযুক্ত জনৈক কনেষ্টবল আসামীকে লাইন হইতে লরী সরাইয়া লইতে বলে, কিন্তু সে উহাতে অসম্মত হয়। তদুপরি আসামী পাহারাদার কনেষ্টবলকে অপমান করে এবং ঘুমাইয়া পড়ে সুতরাং উক্ত কনেষ্টবল এবং অপর একজন হেড কনেষ্টবল তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য লরীতে উঠিলে আসামী তাহাদিগকে তাড়াইয়া দেয়। কোন প্রকার অনিষ্টের আশঙ্কা করিয়া উক্ত কনেষ্টবল তাহার হইতে নামিয়া এবং লরীখানিকে থামাইয়া রাখে। এই সময় আসামী উক্ত কনেষ্টবলকে হাটিং হাণ্ডেল দ্বারা আঘাত করে।

লটারীর টিকিট লইয়া বিপত্তি

মুরারিপুকুর রোডের রাধাকৃষ্ণ আনন্দ অভিযোগ করে যে নামক জনৈক লোক শিয়ালদহের অন্যতম আসামী মিঃ কে ডি গোয়েঙ্কার একত্রে অভিযুক্ত হয়। অভিযোগকারী আসামীর বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করেন যে, আসামী কলিকাতা রেসের ক্লাবের একটি টিকিট ক্রয় করিয়া দিবার জন্য অভিযোগকারীর নিকট হইতে দুই টাকা লয়, কিন্তু সে অভিযোগকারীকে উক্ত টিকিট দিতে অসমর্থ হয়।

রেসের ক্লাবের অফিস সুপারিন্টেন্ডেন্ট মিঃ এইচ ই দত্ত সাক্ষ্য প্রদানকালে বলেন যে, আসামী 'নাগরা' হয় নামে একখানি টিকিট ক্রয় করিবার জন্য উক্ত ক্লাবে দুই টাকা জমা দিয়াছিল এবং রেসের ক্লাবের অফিস হইতে আসামীর নিকট টিকিট প্রেরিত হয়। উক্ত টিকিটের 'কাই সন' নামক ঘোড়া জয়ী হয় এবং রেসের ক্লাব উহার উপর ৫৬১ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেন। শিয়ালদহের পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশ অনুযায়ী টাকা দেওয়া স্থগিত থাকে।

মাণিকতলা থানার দারোগা এস সি ব্যানার্জ্জি বলেন যে, তিনি আসামীর নিকট হইতে উক্ত টিকিটখানি পান এবং তাহাকে গ্রেপ্তার করেন।

লক্ষ্ণৌএর গ্রামে ভীষণ ডাকাতি

লক্ষ্ণৌ জেলার মোহনলালগঞ্জ তহশিলের অন্তর্গত হরকরপুর পাড়না গ্রামের একজন ধনী ব্রাহ্মণের বাড়ীতে ১৪ জন ডাকাত হানা দিয়া বহু টাকা ও অলঙ্কারাদি লইয়া প্রস্থান করে।

প্রকাশ, নিদ্রিত ব্রাহ্মণ যথারীতি বহু লোকের পদশব্দ শুনিয়া জাগিয়া উঠে এবং সে তাহার লাঠি খুঁজিতে থাকে ইতিমধ্যেই অনুমান ৬ জন লোক তাহাকে ঘিরিয়া ফেলে। ডাকাতগণ তাহাকে মারপিট করে, এবং চিৎকার করিলে প্রাণে মারিয়া ফেলিবে বলিয়া ভয় দেখায় তাহারা তাহার পুত্রকেও ভীষণভাবে মারপিট করে।

অতঃপর তাহারা স্ত্রীলোকদিগের গা হইতে সমস্ত স্বর্ণ ও রৌপ্য অলঙ্কার ছিনাইয়া লইয়া যায়। দুইঘন্টা পর্য্যন্ত তাহারা এইভাবে সমস্ত বাড়ী তছনছ করে।

প্রকাশ, ঐ ব্রাহ্মণ ৮ জন ডাকাতকে চিনিতে পারে, তাহারা পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের লোক।

ডাকাতের কারাদণ্ড

মুঙ্গেরের সিদ্ধান্ত অনুমোদন করিয়া আলিপুরের এসিষ্ট্যান্ট সেসন জজ মিঃ এ সি চক্রবর্ত্তী রমানাথ নামকে ডাকাতি অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করিয়াছেন। তাহাকে ৫ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড ও ২০০ টাকা অর্থদণ্ড অনাদায়ে আরও এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

টালীগঞ্জের অবিনাশ মণ্ডলের বাড়ীতে এক ডাকাতী হয় এবং ডাকাতেরা নগদ ও অলঙ্কারে ৫০০৲ টাকা ও একটি বন্দুক লইয়া যায়। বন্দুকটী পরে একটি পুকুরে পাওয়া যায়। সেই ডাকাতি সম্পর্কে বর্ত্তমান আসামী দণ্ডিত হইয়াছে। প্রথমে বর্ত্তমান আসামী ও অপর তিন জন দণ্ডিত হয়। তাহারা হাইকোর্টে আপীল করিলে বর্ত্তমান আসামীর পুনর্বিচারের আদেশ হয় ও অন্য ৩ জন মুক্তিলাভ করে।

শুদ্ধভক্তি মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ

(আকর-মঠরাজ)

প্রাচীন নবদ্বীপ, তারপর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ গজ উত্তর-পূর্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যবর্য শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব বিরাজমান। এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, সর্ব্ববিদ্যাপীঠ বা সাত্বতজনরঞ্জনী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি বেদান্তসমূহের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠ হইতে পারমার্থিক দৈনিকপত্র 'নদীয়া-প্রকাশ', সাত্বত সম্প্রদায়ে অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থাদি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। প্রতি বৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীসহ কীর্ত্তন-প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি তথায় অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রচারিত সুবিমল ভক্তি-ধর্ম-প্রচারোদ্দেশ্যে গৌড়দেশের প্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভজনাগারে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দজীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, মঙ্গলাহ্নিক-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি লীলা ও গ্রন্থরাজের সমাক্ আলোচনা হয়। এই মঠ হইতে মহানগরীর সর্ব্বত্র হরিকথা-প্রচার, মহামন্ত্র-সঙ্কীর্ত্তন, বক্তৃতা, ব্যাখ্যা ও সঙ্কীর্ত্তন-মহা-মহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান হয়। মঠরক্ষক—মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া সহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী সেবাকোবিদ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী এখানে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান, রক্ষক—শ্রীমৎপতিত দাসাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—গোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

(৭) কাজীর সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক।

(৮) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও রাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান দাস ব্রহ্মচারী।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(১০) মোদদ্রুম ছত্র গৌড়ের নৈমিষ

মাউগাছি, পোঃ ভালুকা, (বর্দ্ধমান)।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান। শ্রীগৌরনিত্যানন্দের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীনন্দবিহারী ব্রজবাসী, ভক্তভূষণ।

(১১) গোদ্রুম কুঞ্জকানন

শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক— শ্রীনরোত্তম ব্রহ্মচারী

(১২) কুলিয়া—পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া। রক্ষক—শ্রীঅদ্বৈতানন্দ অধিকারী

(১৩) ভাগবত আসন—পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

এই স্থান হইতে ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচারিত হয়। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৪) একায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হালখালি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য গোস্বামী ভক্তিসার।

(১৫) মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(১৬) মাধ্বগৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, পোঃ ঢাকা

পূর্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ।

(১৭) গোপালজীউ মঠ—কমলাপুর, (ঢাকা)

গোপালজীউ শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান। রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী।

(১৮) সনাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)।

এখানে শ্রীনিতাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(১৯) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সাতকড়ী এম-এ, বি-এল।

(২০) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ দাদু, (ঢাকা)

এখানে বহু কুলবৃদ্ধি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(২১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ বাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীচৈতন্য দাসাধিকারী।

(২২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

কুলিয়াকোলা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী।

(২৩) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে গুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান্দাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত।

(২৪) গোরাজপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী।

(২৫) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ বক্সীবাজার, (কটক)

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদানন্দজীউর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর

(২৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর পুরী,

শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন।

(২৭) পুরুষোত্তম মঠ

ভক্তিকুটী, পোঃ পুরী উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদবিহারীজীউর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগদাধর অধিকারী

(২৮) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়ানাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী দাসাধিকারী।

(২৯) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, জেলা গোদাবরী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—শ্রীনিতাইচরণ দাসাধিকারী ভক্তিলোচন।

(৩০) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৫২নং কালিমপুরা, বেনারস সিটি

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীনন্দদেব ব্রহ্মচারী।

(৩১) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ

(৩২) সপ্তঋষির মঠ.

পোঃ বিষ্ণুপাদ, সীতাকুণ্ড

এখানে শ্রীচন্দ্রশেখর পাহাড়ের ও গৌরবিনোদ-বিহারজীর সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীসত্যনারায়ণ দাসাধিকারী।

(৩৩) কৃষ্ণচৈতন্য মঠ

পুরাণপাড়া, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

এখানে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিত্য-সেবা হয়। রক্ষক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠ

বিশ্রামঘাট মথুরা

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ

(৩৫) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ—শ্রীরাধাকুণ্ড

রক্ষক—শ্রীরাধারমণচরণ ব্রহ্মচারী

(৩৬) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৩৭) গোবিন্দবিহারী মঠ

সেবগ্রাম, পোঃ কোতোয়ালি, জেলা গুর্দাসপুর (পাঞ্জাব) রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৩৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৮৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিগৌরব বৈখানস

(৩৯) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল।

এখানে গৌরবিনোদবিহারের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবনগোপাল অধিকারী।

(৪০) সারস্বত-গৌড়ীয় মঠ

হরিদ্বার নারায়ণপুর, এউ, পি

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি

(৪১) মান্দ্রাজ-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ রায়পেট্টা মান্দ্রাজ।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীপাদ অনন্তানন্দ ভক্তিবিকাশ

(৪২) বোম্বে-গৌড়ীয়-মঠ কার্য্যালয়

প্রোক্টার রোড, মোটাবি বিল্ডিং, বাংলো নং ১, বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীভূপেন্দ্রনাথ সেবতীর্থ মজুমদার।

(৪৩) অমরজি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমরজি, মেদিনীপুর

(৪৪) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী

(৪৫) পাটনা গৌড়ীয় মঠ

১০০ মিঠাপুরা, পাটনা।

রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী রসকন্দ

(৪৬) গয়া গৌড়ীয় মঠ

হিল হাউস, চার্চ রোড, গয়া

রক্ষক—উপদেশক শ্রীসর্ব্বেশ্বর দাসবন্ধু

(৪৭) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠ বালেশ্বর

রক্ষক—শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয়

৩ গ্লাউস্টার হাউস, কণ্‌ওয়েল গার্ডেন, এস-ডব্লিউ ৭, লণ্ডন

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন

(৪৯) বার্লিন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

Berlin W. 30

Eisenacher strasse 29 I,

(৫০) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

৩৫০ নং ডালহৌসী ষ্ট্রীট রেঙ্গুন।

ঘটিয়াছে। সেইজন্যই পরাজয়ের ভয়োদয়! সাধকের বিষয় সম্পর্ক।

সাধকজীবনে কৃষ্ণকৃপাসম্ভিলাভের প্রচেষ্টাই পুরুষকার। এই সাধনোত্তম সাফল্যমণ্ডিত হয় প্রত্যাহারের মধ্য দিয়া। ইহাই মর্কটত্যাগ। আর কৃষ্ণকৃপা-প্রতীক্ষারূপ শরণাগতিই মার্জারত্যাগ। এই উভয় ত্যাগনীতিরই যুগপৎ প্রয়োজনীয়তা। সাধন-সংগ্রামে মায়াশক্তি দুর্দান্তা। সাধক বড় নিঃসম্বল। সুতরাং কৃষ্ণকৃপা-প্রাচুর্য্য ব্যতীত সাধকের মায়ামুক্তি ও ভগবৎসেবা-লাভের উপায়ান্তর নাই।

কৃষ্ণকৃপা অহৈতুকী কিন্তু উহা সাধারণতঃ ফলবতী হয় সাধকজীবনে। যেখানে জীবের স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার—সেখানেই মায়া-অভিনিবেশ ও কৃষ্ণকৃপার বঞ্চনা। এই মায়ামুক্তি ও সেবাপ্রাপ্তি একান্ত প্রচেষ্টাই বদ্ধজীবের স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার ও পুরুষকারের সম্পত্তি। কৃষ্ণকৃপালাভের একমাত্র অবকাশ ইহাই।

এই তত্ত্ব যখন অবজ্ঞাত ও অবহেলিত, তখনই সাধনায় অপূর্ণ অবস্থিত হইয়া পড়ে। প্রাকৃতসহজিয়ার প্রাদুর্ভাব হয়। সমরক্ষেত্রে বিপক্ষের পরাজয় পরিদৃষ্ট হয় তাহার শক্তির অপচয়ে ও অধিকার-সঙ্কোচনে। সাধন-সংগ্রামেও তাহাই। সাধকের লক্ষ্যের বিষয়—মায়িক বিক্রম বিধ্বংস ও আত্মিকপ্রভাব-বিস্তার।

সাধনার সার্থকতা—অপ্রাকৃত জ্ঞান, ভগবদ্ভক্তি ও ইতরবৈরাগ্যের ক্রমবর্দ্ধনশীলতা। এই সাধনাভিযানের বিষয় বিপর্য্যয়—অবশ্যভুক্তি ও ভক্তির উন্মেষণ। অন্তর্নিবৃত্তির জন্য প্রত্যাহারের সর্ব্বত্র প্রয়োজন। শ্রীমদ্ভাগবতের শিক্ষা—ভক্তির সাধনে জীবের প্রতিবন্ধক অনেক। গোষ্ঠলীলায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বিভিন্ন অসুরবিনাশন দ্বারা সাধককে এই কথাই শিখাইয়াছেন। প্রত্যাহার ও শরণাগতিযোগে সাধন-প্রতিবন্ধকগণ বিদূরিত করিতে হইবে। যে সমস্ত অসুর বলদেব কর্ত্তৃক বিনষ্ট, সাধক জীব প্রত্যাহার-যোগে স্বীয় চেষ্টাক্রমে সেই সমস্ত প্রতিবন্ধক দূর করিবেন। আর যাহা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক বিনষ্ট, তৎসমূহকে শরণাগতিযোগে কৃষ্ণকৃপা-প্রতীক্ষাই জীবের সাধনা। সুতরাং প্রত্যাহারে অনবধানতা সাধনপথের প্রাথমিক বিড়ম্বনা। শরণাগতিবৃত্তি জাগ্রত থাকা সত্ত্বেও প্রত্যাহারের অনভ্যাসে প্রেমের প্রাদুর্ভাব ঘটে না। প্রাথমিক ব্যর্থতার ফলস্বরূপ এইখানেই ত্রুটিয়া উঠে।

আবার অন্যদিকে বিপক্ষ বিষয়—সমূলের অবসান ঘটিয়াছে—জড়ীয় মনোবুদ্ধি চালিত হইয়াছে—বিষয়মুগ্ধ ব্যক্তিরা উঠিব; কিন্তু অনবধানতার ভয়ঙ্করী অতর্কিত আক্রমণ আরম্ভ করিয়াছে। বিজয়ী সাধক বিজয়োৎসবে উন্মত্ত। অভিমানের আবরণ আবার ঘনাইয়া আসিতেছে। অধিকার-প্রমত্ততার ফল ইহাই। উন্মুখ জীবনের এইবার পতন-পিচ্ছিলতা। আমি সাধু—আমি ভক্ত—আমি বৈষ্ণব—মর্য্যাদাভিমানের পুনরভিনয় এই প্রকার। অতএব দুর্ব্বারাক্রান্ত জীবের অভ্যাভিনিবেশ বহুমুখী। তাই অনবহিত সাধকের পতনের আশঙ্কা প্রতিপদে; সুতরাং প্রত্যাহার ও শরণাগতি—মর্কটত্যাগ ও মার্জ্জারত্যাগ—বৈধপ্রচেষ্টারূপ ত্যাগ ও কৃষ্ণকৃপার প্রতীক্ষা সাধকজীবনে যুগপৎ প্রয়োজনীয়।

শ্রাদ্ধ

(৪)

বৈষ্ণবস্মৃত্যাচার্য্যবর্য্য কলিযুগপাবনাবতার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের অন্তরঙ্গ পার্ষদ ও বড় গোস্বামীর অন্যতম শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামী প্রভু তাঁহার সৎক্রিয়াসারদীপিকা গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

যস্মিন্ সম্পূজিতে নারায়ণে সর্ব্বে প্রভবঃ সর্ব্বে দেবর্ষিভূতাদয়স্ত সর্ব্বেঽপি পিতৃলোকাশ্চ পূজিতা ভবন্তি, সন্তোষভাবেন সন্তুষ্টাশ্চ স্যুঃ। তথাচ বিষ্ণুধর্ম্মসংহিতায়াং যৎ পূজনেন বিবুধা পিতরোঽর্চ্চিতাশ্চ তুষ্টা ভবন্তি ঋষিভূতাঃ সলোকপালাঃ। সর্ব্বে গ্রহাঃ রবি-সোমকুজাদিমুখ্যা গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি • • • কিঞ্চ শ্রীভাগবতে—

যথা তরোর্মূলনিষেচনেন তৃপ্যন্তি
তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ।
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং তথৈব
সর্ব্বার্হণমচ্যুতেজ্যা॥

• কিঞ্চ মহোপনিষৎ—
দেবানাঞ্চ পূজোক্তং পিতৄণাং যথার্থম্।
যৎপূজনেন সর্ব্বাঙ্গ তাপহরং নাত্র
সংশয়ঃ॥

কিঞ্চ স্কান্দে দেবাখণ্ডে —
সকলং চ তথা স্নানং পিতৃদেবার্চ্চনাদিকম্।
বিষ্ণুপ্রসাদনিষ্ঠস্তু কুর্য্যাৎ কুশধারণম্॥

তেন যাব বিষ্ণুপ্রসাদিনো লোকমাত্রঃ তথা পিতৃদেবার্চ্চনাদিকং ন কুর্য্যাৎ। পিতৄণাং সকল পিতৃযজ্ঞলোক শ্রেণ্যং তর্পণার্চ্চনেন শ্রাদ্ধতর্পণাদিকন্তু • • • নহু ন্যায়মিদং শাস্ত্রোক্তবচনপ্রমাণতো বর্ণাদি মনুষ্যমাত্রস্য অপবর্গ যদ্যপি দুরতীক্ষ্ণ ভবতি। • • তত্র শ্রীভগবদ্ভক্তানাং প্রসাদিতান্নজলপত্রপুষ্পাদিনৈব শ্রাদ্ধাদ্যং ন স্যাদিত্যাহ।

(ভাগবতে ১১।৫।৪১)

দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং পিতৄণাং ন কিঙ্করো নায়মৃণী চ রাজন্।
সর্ব্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং গতো মুকুন্দং
পরিহৃত্য কর্ত্তম্॥

• • যদি মদ্ভক্তাস্তথা ব্রাহ্মণাদি জীবমাত্রেষু বিশেষতো বৈষ্ণবেষু চ সদ্দেবান্নজলাদিনিবেদনং বিনা তেভ্যঃ পিতৃভ্যঃ শ্রীমহাপ্রসাদ-চরণোদকাদিনিবেদনমাত্রং বিনা চ তেষামপি দুঃখাতত্ত্বতঃ তর্পণশ্রাদ্ধাদিক্রিয়াপরত্বেন বাক্যরচনা-সংস্থাপনং চেৎ তদা তর্পণশ্রাদ্ধাদিবাক্যরচনা সংস্থাপ্য-ক্রিয়াপরাণাং ঋষিণাং তথা তে পিতৃলোকান্ যান্তি ভগবদ্বচনাৎ। • • মদ্যাসক্তাঃ তে তু যাং নিত্যধামং নিত্যানন্দ-বিলাসধামং পরমানন্দ সন্দোহার্ণবমগ্নাঃ ভগবৎপার্ষদত্বমাপ্তাঃ যান্তি। অতএব ভগবদ্ভক্তানাং সেবোত্তমং ন তু দৈবপিত্র্যাণাম্। অতএব হরিভক্তসেবকত্বেন মদ্যোগেভ্যো যথৈবেহ মহ্যাদিনঃ। যথা মদ্ভক্তানাং তে মহাত্মা মম ভক্তং সেবাং কুর্ব্বন্তি ইত্যর্থঃ নাত্র সংশয়ঃ। তথা বশিষ্ঠসংহিতায়াম্।

নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যং স্নানং
সঙ্কল্পমেব চ।
দৈবং কর্ম্ম তথা পৈত্রং ন কুর্য্যাদ্বৈষ্ণবো
গৃহী॥

অর্থাৎ শ্রীনারায়ণ পূজিত হইলে ব্রহ্মাদি সমস্ত দেবতাগণ, ঋষিগণ ও প্রাণিগণ এবং নিখিল পিতৃলোক পূজিত ও সন্তোষভাবে পরিতৃপ্ত হন। শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মসংহিতায় উক্ত হইয়াছে যে, যাঁহার পূজা দ্বারা দেবতাগণ, পিতৃগণ, ঋষিসমূহ, লোকপালবৃন্দ, সূর্য্য, চন্দ্র, মঙ্গলাদি নবগ্রহ সকল সহিত পূজিত, সন্তুষ্ট ও পরিতৃপ্ত হন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দদেবকে আমি ভজনা করি। শ্রীমদ্ভাগবতেও উক্ত হইয়াছে, যেরূপ বৃক্ষের মূলদেশে জলসেক করিলে শাখাপ্রশাখা পত্রপুষ্পফল সকলেই সঞ্জীবিত থাকে, যেরূপ পাকস্থলীতে আহার প্রদান করিলে সমস্ত ইন্দ্রিয় পরিপুষ্ট ও সতেজ থাকে তদ্রূপ একমাত্র অচ্যুতের (অর্থাৎ কোটি কোটি মহাপ্রলয়েও যিনি নিত্যস্থায়ী) আরাধনা করিলে দেবতাগণ, পিত্রাদি সকলেই সাতিশয় পরিতৃপ্ত হন।

উত্তরগীতায়ও উক্ত হইয়াছে যে, হে অর্জ্জুন! দেবতাগণের এবং ঋষিগণের মধ্যে আমিই সর্ব্বারাধ্য। আমার পূজার দ্বারা নিশ্চয়ই তাঁহাদের সকলেরই পূজা হয়, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। অতএব দেবীখণ্ডে উক্ত হইয়াছে, মানব বিষ্ণুপ্রসাদনিষ্ঠ হইলে প্রাকৃত কর্ম্মজড় ব্যক্তিগণের ন্যায় আর সঙ্কল্প, স্নান, পিতৃদেবার্চ্চনাদি বা কুশধারণ করিবেন না। শ্রীল গোপালভট্ট প্রভু বলেন, অর্চ্চনাদিদ্বারা শ্রাদ্ধতর্পণাদি কার্য্য এবং গণেশাদি দেবতার পূজা নিষিদ্ধ হইয়াছে। যদি বল, মন্বাদি বর্ণাশ্রমোক্ত বচনপ্রমাণ হইতে জানা যায় যে মানুষমাত্রেরই ইহসংসারে আগমন করিলে কয়টি ঋণের অধীন হইতে হয়; তদুত্তর এই যে, ঋণ সকলের পক্ষে হইলেও যাঁহারা সদ্গুরুর নিকট হইতে শ্রীভগবানের নাম-মন্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছেন, সেই অনন্যশরণ পুংসাদি নরমাত্রেরই ঐ ছয় প্রকার ঋণ হয় না। যেহেতু শাস্ত্রশিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবতের প্রমাণ হইতে জানা যায় যে, বর্ণাশ্রমে অবস্থিত মনুষ্যমাত্রের যে কেহ সদ্গুরুর নিকট হইতে পঞ্চসংস্কার লাভপূর্ব্বক ভগবন্নামমন্ত্রে উপদিষ্ট হইয়া অনন্যশরণ লাভ করেন অর্থাৎ একমাত্র শরণ্য মুকুন্দদেবের শরণ গ্রহণ করেন, তিনি দেব, ঋষি, ভূত, আত্মীয়, মনুষ্য এবং পিতৃগণের নিকট ঋণী বা তাঁহাদের কিঙ্কর হন না।

যদি ভগবদ্ভক্তগণের কেহ ব্রাহ্মণাদি জীবমাত্রে—বিশেষতঃ বৈষ্ণবে সদন্ন-জলাদি নিবেদন, পিতৃগণকে শ্রীমহাপ্রসাদ চরণোদক নিবেদন ব্যতীত ভগবানের প্রতি বিমুখতাবশতঃ কর্ম্মিগণের ন্যায় তর্পণ-শ্রাদ্ধক্রিয়াপরত্বসংস্থাপনক্রিয়াপর হন তাহা হইলে তিনি তদ্রূপ কর্ম্মফলে অচিরে পিতৃলোকে গমন করেন। কিন্তু ভগবানের অনন্য সেবক ভক্তগণ নিত্যধামে বিরাজিত অপার পরমানন্দসাগর অনন্যশরণরূপ পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করেন। যেহেতু ভগবান অনন্যশরণদিগের একমাত্র সেব্য, তিনি মিশ্রদেবতার সেবকগণের সেবা গ্রহণ করেন না। সুতরাং ভগবানের অনন্য সেবকগণ নিত্য ভগবদ্ধামে গমন করিয়া তাঁহাদের অভীষ্ট-সেবানন্দে নিযুক্ত হইয়া থাকেন। বশিষ্ঠসংহিতায়ও উক্ত হইয়াছে বিষ্ণুপরায়ণ গৃহস্থ নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য, স্নান, সঙ্কল্প, দৈব বা পৈত্র কর্ম্ম কখনও করিবেন না।

নবদ্বীপ-পঞ্জিকা

অদ্য হইতে ৩ দিনের

২৩ শ্রীধর ২৩ শ্রাবণ ৮ আগষ্ট বৃহস্পতি আদি কামদোপপাতী গৌরবর্ণ গোবিন্দ রা ৩.৮ বিশাখা দণ্ড ৭ বি ২।৪০ শুক্লযোগ প্রাতঃ ৬৯ পরে ব্রহ্মযোগ রা ৫।১৪ বালবকরণ।

২৪ শ্রীধর ২৮ শ্রাবণ ৯ আগষ্ট শুক্র নিষ্ঠ গ.ভাসপা.ী গোবিন্দ মধুসূদন রা ২।৫৭ অনুরাধা দণ্ড 'ম ৩১৭ ব্রহ্মযোগ ৫।২৪ তৈতিলকরণ।

২৫ শ্রীধর ২৫ শ্রাবণ ১০ আগষ্ট শনি অবার কোটোপপাতী গোবিন্দকোলী কৃষ্ণ রা ১।৫৭ জ্যেষ্ঠা দণ্ড ৭।২৪ ঐন্দ্রযোগ রা ১।১৭ বণিজকরণ 'ম ২.২২ গতে বিষ্টিকরণ রা ১।৫৭ গতে ববকরণ। একাদশীর উপবাস। শ্রীকৃষ্ণের ঝুলনযাত্রা। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে মাসাধিককালব্যাপী বার্ষিক হরিনামোৎসবারম্ভ।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৫ শ্রীধর আদি কারণোদশায়ী ৪৪৯

গৌড়ীয়মঠে মহোৎসব

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার আকরমঠস্বরূপ শ্রীচৈতন্যমঠের সর্বপ্রধান শাখা শ্রীগৌড়ীয়মঠ কলিকাতা মহানগরীর জনকোলাহল-প্রমত্ত জনসমুদ্রের নিকট শ্রীচৈতন্যবাণী কীর্তন করিয়া তাঁহাদের কি-প্রকার কল্যাণ সাধন করিতেছেন তাহা আজ মনীষিগণ মধ্যে অনেকেই উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন। উচ্চ-শ্রেণীভুক্ত জনগণের জন্য শিক্ষাসংশ্রব, মধ্য-শ্রেণীর জনগণের জন্য ধর্মপাঠাগার-নিস্তার, বহু-দর্শী ও অসহায় জনগণের জন্য অন্নবস্ত্রাদির সংস্থান ও অবরোধের যে-সকল সাময়িক চিকিৎসা চলিতেছে শ্রীগৌড়ীয়মঠ তাহাতে যোগদান না দেখাইয়া উক্ত রোগের মূলকারণ অপসারিত করিবার জন্য যে যত্ন করিতেছেন তাহা কোন সময়ে অনেকেই লোকসমাজে না হইলেও মনীষিগণের হৃদয় এখন আর নব বিবেক ও নবীন শ্রীমঠের সেই অসাম্প্রদায়িক দয়ার কথা কৃতজ্ঞতাপূর্বক সেই দয়া গ্রহণ করিয়া অপরকেও তাহা বিতরণে তৎপর হইতেছেন দেখিয়া আমরা আশার আলোকে উৎফুল্ল হইতেছি। আজ শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষাপূত শ্রীচৈতন্যমঠ যুগ যে নবযুগ আনিতে গৌড়ীয়মঠ-যাহা বিনা সময় ভারতে—তথা পৃথিবীর প্রায় সকল মহাদেশের উপলব্ধি হইয়া গৌড়ীয়-মঠ জনগণের হৃদয়ে কি-প্রকারে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতেছে তাহা অনুধাবন করিবার সময় আসিয়াছে। আজ কয়েক বৎসর পূর্বে আমেরিকার প্রসিদ্ধ বিশ্ব বিদ্যালয়ের [illegible] অধ্যাপক সাহেব গৌড়ীয়-মঠাচার্য-শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল প্রভু-পাদের সহযোগী গোস্বামী ঠাকুরের নিকট শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচার যে অ-লৌকিক আলোক পাইয়াছেন তাহা তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়াছিল। তিনি দেশে ফিরিয়াও সেই আলোকের দিব্য আনন্দে উক্ত বহু বান্ধবগণের নিকট বর্ণনা করিয়াছেন এবং পাশ্চাত্য প্রচার করিয়াছেন। যে স্থান হইতে এই শিক্ষার উৎস উদ্ভূত হইতেছে, উক্ত অধ্যাপক মহাশয় সেই শ্রীচৈতন্য মঠের আলোক উদ্ভাসিত করিয়াছিলেন। ইংলণ্ড, জার্মানী, অষ্ট্রিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া প্রভৃতি দেশসমূহে গৌড়ীয়-মঠের প্রচার কি-প্রকারে অভিনন্দিত হইয়াছে তাহা পাঠকগণ আমাদের মনীষী স্বামী সাহেবের পত্রে নদীয়া প্রকাশে দেখিতে পাইয়াছেন। আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, আধিদৈবিক—এই ত্রিবিধ-তাপে প্রতপ্ত হইয়া ইহার নিরাকরণ-মানসে জগতের মনীষিগণ বহু চেষ্টা করিতেছেন; কিন্তু মূল-নির্ণয়ে অসমর্থ হইয়া সাময়িক-নিবৃত্তির উপায় উদ্ভাবন করিতে যে যত্ন করিতেছেন তাহাতে সফলকাম হইতেছেন না। অধৈর্য্য না হইয়া, নিজেদের বিদ্যাবুদ্ধির গরিমা একটু ন্যূনীভূত করিয়া যদি তাঁহারা শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষার অনুসরণ করেন তাহা হইলে অনায়াসেই সকল শিক্ষার সমাধান হইতে পারে। সত্য বটে, আউল, বাউল, সহজিয়া, জাতগোসাঞি প্রভৃতি তেরোটি প্রকার অপসম্প্রদায়ে শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষার একটা বিকৃত প্রতিফলন ব্যতীত আর কিছুই নাই, সত্য বটে, প্রাকৃত বিদ্যাবুদ্ধির বলে প্রাদি আলোচনা করিয়াও ঐ খাঁটি শিক্ষার সন্ধান নাই, কিন্তু যিনি ঐকান্তিক হৃদয়ের অদিত্য গ্রন্থি ভেদ করিয়া যাবতীয় সংশয় ছিন্ন করিতে পারেন সেই গৌড়ীয়-মঠাচার্যপ্রবর ঐ শিক্ষাবিতরণের নিযুক্ত সংরক্ষণ। আচার্যদেবের নিকট ঐ শুদ্ধ শিক্ষামৃত সর্বসাধারণকে অকাতরে বিতরণ করিবার জন্য প্রতিবৎসর সুদূর-কোলিকাতা হইতে শ্রীগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক মহামহোৎসবের ব্যবস্থা হইয়া থাকে। এবার আগামী পক্ষ হইতে এক মহোৎসব আরম্ভ হইবে। জনসাধারণ এই উৎসবে যোগদান করিয়া নিরন্তর ভগবৎপ্রসঙ্গে সময় অতিবাহিত করুন, ইহাই আমাদের নিবেদন।

কৃত্য ও করুণা

[শ্রীপাদ সুদর্শন-সনাতন ভক্তিশাস্ত্রী]

জীবাত্মা স্বরূপতঃ শুদ্ধ ও মুক্ত। পরমাত্মসেবাই তাহার স্বকীয় ধর্ম।

"মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ"

জীব ভগবানের অংশস্বরূপ সুতরাং স্বতন্ত্র। জীব স্বাতন্ত্র্যের সদ্ব্যবহারে তাহার মুক্তভূমিকায় অবস্থিতি আর অপব্যবহারে তাহার জড়বদ্ধ ও দুঃখবহুল কর্মবন্ধন।

কর্মনির্মুক্তের উপায়—জ্ঞান ও ভক্তি। জ্ঞান ও ভক্তি উভয়ই আত্মিকবৃত্তি। ভগবানের সহিত জীবের নিত্যসম্বন্ধ-স্থাপনই জ্ঞানের পরিচয়। আর সেই জ্ঞানের নিত্য সেবাস্পৃহাই ভক্তি। আত্মিকবৃত্তির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে জীবাত্মার বিকৃতধর্মের নিরসন হয়।

মানবের স্বকীয় স্বতন্ত্রতার অপব্যবহারেই তাহার কর্মপরতন্ত্রতা। কর্মভূমিকায় তাহাকে কর্মবন্ধনে সুখ-দুঃখ ভোগ করিতে হয়। কর্মবন্ধন শিথিল হইয়া পড়ে মুক্তভূমিকার জন্য-ভক্তির আবির্ভাবে। বদ্ধ দশা হইতে মুক্ত ভূমিকায় এই অভিযানই মানবজীবনের সাধনা।

ভগবদ্ভক্ত যাহারা দৈব-জীবনের অধিকৃত স্বাধীনতা। তাই ভক্তিপথিকগণের জীবনে দুর্ভাব সঞ্চারণ হইয়াছে। কিন্তু ভগবান্ জীবদুঃখকাতর। বিমুখ দৈব-জগতের প্রতি তাঁহার ঔদাসীন্য নাই। করুণাময় ভগবান্ জীবকল্যাণের জন্যই স্বয়ং পরমাত্মারূপে বাহিরভাবে বিরাজিত। ত্রিবিধ কর্মফলদাতা, আর বহুজীবের ফলভোক্তা ভগবৎ বহুজীবের কারাগার কর্মফল তাহার বন্ধস্বরূপ। অভিজ্ঞসুখপ্রদ ও দুঃখবহুল কর্মফলের ঘাতপ্রতিঘাতে জীব-হৃদয়ে যে নির্বেদের উদয় হয় তাহা ভগবানেরই করুণা-কটাক্ষ মাত্র। ইহাই মুমুক্ষুগণের কারণ। অষ্টাঙ্গ আত্মযোগ অথবা ব্রহ্মজ্ঞানসাধন এই নির্বেদময় জীবনের অপরূপ পারিপাট্য এবং দৈববাদ দুঃখ বৈশিষ্ট্য।

ভক্তিসাধনের অধিকারী কে?—কর্ম-জীবনে যাহার নির্বেদ উপস্থিত হইয়াছে; জড়-ভোগ্যবিষয় অজ্ঞানে যাহার আকাঙ্ক্ষা নাই; নিষ্কামকর্মে ও মুক্তিপথে যাহার দক্ষিণে সুদৃঢ় হইয়াছে। এই বৈরাগ্যময় শুদ্ধ সম্পূর্ণ জীবনই প্রাপ্তব্য—শ্রীগুরুপাদপদ্মাশ্রয়ের অনুকূল অবস্থা।

শ্রীগুরুদেব তিনি—যিনি অপার করুণাময়, সুসংপূর্ণ, সর্বগুণ বিশিষ্ট, সর্বজীবের নিত্য কল্যাণনিরত, নিষ্কাম, ভক্তিসিদ্ধান্তনিপুণ শিষ্যের সর্বসংশয়-ছেদনে সমর্থ ও সতত হরিসেবানিষ্ঠ।

যোগাদিষড়রিপু, কর্তব্যাকর্তব্য-বিবেক রহিত মূঢ় এবং শুদ্ধভক্তি ব্যতীত ইতর পথগামী প্রাকৃতলোক ভগবদ্বহির্মুখ রহে।

পরম দুর্লভ এই নরদেহ। সুদুস্তর এই সংসারসমুদ্র। মানবজীবনই ইহার যোগ্য তরণী। শ্রীগুরুদেবই ইহার একমাত্র কর্ণধার। কৃষ্ণপ্রসাদ অনুকূল বায়ুপ্রবাহ। সুতরাং মানবজীবনই দুঃখময় সংসার-সমুদ্র অতিক্রমের একই অবসর।

নির্বেদময় জীবনেই শ্রীগুরুপাদপদ্মে প্রণিপাতের অধিকার। প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাদ্বারা শুশ্রূষু শিষ্য হন। তিনি কৃপাপূর্বক ভক্ত্যঙ্গের সাধনোপদেশ প্রদান করেন। ইহাই সাধকজীবনের প্রারম্ভ।

মুক্তভূমিকায় দৈবভাবে জীবের কৃষ্ণদাস্য ও অক্ষুণ্ণ থাকে। কৃষ্ণই সেব্য—জীব তাঁহার সেবক; কৃষ্ণ একমাত্র প্রভু আর জীবমাত্রেই তদ্ভৃত্য। কৃষ্ণই ভোক্তা—জীব ভোগ্যমাত্র কৃষ্ণই ভোক্তার সর্বাতিশয়—জীব সেই মূল আশ্রয়পুরুষ কৃষ্ণের একান্ত অনুগত সহায়বৃন্দ।

"একলা ঈশ্বর কৃষ্ণ আর সব ভৃত্য।
যারে যৈছে নাচায়, সে তৈছে করে নৃত্য॥"

ইহাই মুক্ত জীবের চরম জ্ঞান প্রসূত অবস্থা দর্শন। কিন্তু বদ্ধভূমিকায় জীবাত্ম-স্বরূপ-দর্পণের উপর মায়ামলিনতার আবরণ বিস্তৃত হইয়াছে। অজ্ঞানের ক্রিয়া ইহা। জীবাত্মার যেন জড়ীভূত ভাব। জড়েই অচিরের ক্রিয়ার বাড়। অহংকারবিমূঢ়াত্মায় কর্তৃত্বের অভিমান বিকাশ প্রাপ্ত।

শ্রীগুরুদেব জ্ঞানাঞ্জন-শলাকা দ্বারা অজ্ঞানতিমিরান্ধ বদ্ধজীবের জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত করেন। উহার আলোকে অবিদ্যার অন্ধকার ক্রমশঃ তিরোহিত হইতে থাকে। ভগবানের সহিত জীবের নিত্যসম্বন্ধ পুনঃস্থাপিত হয়। জীবাত্মার পরানুরাগপ্রবৃত্তি ক্রিয়াবতী হইয়া উঠে। ইতরানুরাগ বিরত হয়।

বিশুদ্ধ অনুরাগের কোন অপপ্রভাব নাই। ইহা মুক্তভূমিকায় সহজবৃত্তি। কিন্তু জড়বৃত্তির অবস্থায় সাধনার দ্বিবিধ। প্রত্যাহার ও পরানুশীলন। পরানুরাগ-প্রবৃত্তির উর্দ্ধগামী প্রচেষ্টা পরানুশীলন আর পরানুশীলনের মনোবিক্ষেপাত্মক প্রতিবন্ধক নিবারণই প্রত্যাহার। প্রত্যাহারের সাহচর্যের অভাবে পরানুশীলন অসম্ভব হইয়া পড়ে। তাই পরানুশীলনের সহিত প্রত্যাহার অবশ্য প্রয়োজনীয়। প্রত্যাহার চেতনরূপ স্বরূপের পক্ষে [illegible] এবং পরানুশীলন আবশ্যকতা প্রবৃত্তির সংরক্ষণ। প্রত্যাহার অন্তর্বৃত্তির সাধক—পরানুশীলন ভক্তির উন্মেষক। সুতরাং প্রত্যাহার ও পরানুশীলন পরস্পরাপেক্ষ্যরূপে সম্বন্ধীভূত।

শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন—'সর্বো মনোনিগ্রহলক্ষণান্তঃ'। প্রত্যাহার—প্রমত্ত মনের নিগ্রহবিধায়ক সাধনক্রিয়া। ইহা অন্তর্মুখের উপায়। অন্তর্নিবৃত্ত হওয়ার অর্থ চিন্তাজাল মনের অচিৎ ক্রিয়ার একান্ত বিরতি। সাধনক্রিয়া ব্যাধিমুক্তির জন্য ঔষধের প্রয়োগমাত্র। ব্যাধিনাশের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমোন্নত ভক্তিবৃত্তি স্বতঃ বিকশিত হইতে থাকে। শুদ্ধজীবনে ভক্তি সহজ ও স্বাভাবিক বৃত্তি—সাধনসাপেক্ষ নহে। ভক্তি আত্মার মুক্তিকার ক্রিয়াবতী। সাধনক্রিয়া বা প্রত্যাহারপ্রভাবে সংশয় বিদূরীত হয় যায়।

সাধনজীবন সমস্যাময়। দুইটি সুদৃঢ় পক্ষের প্রতিদ্বন্দ্বতা। ভবসমুদ্র সমুদ্রবক্ষে যেন স্রোতপ্রবাহের বিপক্ষে উজান প্রবহণের প্রতিকূল অভিযান। একদিকে প্রাক্তন পারিপার্শ্বিকের বিরুদ্ধ সমাবেশ ও জন্মজন্মান্তরীণ সংস্কারজ মনোবৃত্তির তাড়না আর অন্যদিকে শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রসাদলব্ধ পুরুষকারের মায়ামুক্তির আকুল প্রয়াস!

জড়-পরায়ণের নিস্তার নাই। সাধনপ্রচেষ্টা যখন শিথিলতার সমুখিত—অনর্থের বিকাশক্ষেত্র তখন অবরুদ্ধ। ক্রমশঃ অপরোক্ষভাবে বহির্মুখ-বিষয়ের ব্যাহতি

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ
বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
—পারমার্থিক পত্র—
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১০ম বর্ষ | ২৭ শ্রীধর গৌরাব্দ ৪৪৯, ২৩শে শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১৩৪২, ৮ই আগষ্ট ইং ১৯৩৫ বৃহস্পতিবার | ১৩৫৩তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

উৎসব-প্রসঙ্গ

আগামী পরশ্ব ২৫শে শ্রাবণ শনিবার হইতে কলিকাতা গৌড়ীয়মঠের বাৎসরিক মহোৎসব আরম্ভ হইবে। শ্রীগৌড়ীয়মঠের যে-সকল প্রসিদ্ধ প্রচারক ভারতের বিভিন্ন কেন্দ্রে প্রচার-কার্য্যে নিযুক্ত, তাঁহাদের অনেকেই এই উৎসবোপলক্ষে কলিকাতায় উপস্থিত হইতেছেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ এবং উৎসবের পূর্ব্বেই শ্রীগৌড়ীয়মঠে উপস্থিত হইয়া মহানগরীতে প্রচার-প্রণালী নির্দ্দেশ করিতেছেন। শুধু মঠে বসিয়া পাঠ-কীর্ত্তনাদি করিলেই চলিবে না, মহানগরীর দ্বারে দ্বারে যাইয়া মহাপ্রভুর শিক্ষা কীর্ত্তন করিবার জন্য শ্রীল প্রভুপাদের বিশেষ আদেশ। সাংসারিক কার্য্যে ব্যস্ত থাকিয়া যাঁহারা মঠে আসিয়া উৎসবে যোগদান করিবার সময় করিতে পারেন না, তাঁহাদিগকেও মহাপ্রভুর করুণা হইতে বঞ্চিত করিতে হইবে না—ইহাই অদোষদর্শী দয়া-বিগ্রহের বাণী। এতন্নিমিত্তই সুবৃহৎ নগর-সঙ্কীর্ত্তন ও দ্বারে দ্বারে প্রচারক-প্রেরণের ব্যবস্থা হইয়া থাকে।

• • •

২৮শে ভাদ্র পর্য্যন্ত উক্ত উৎসব চলিবে। 'প্রাত্যহিক অনুষ্ঠান:—উষঃকালে—মঙ্গলারাত্রিক ও অরুণোদয়-কীর্ত্তন; প্রাতে—তুলসী-পরিক্রমাদি-শ্রীমদ্ভাগবত-পারায়ণ, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা; পূর্ব্বাহ্ণে—নগর-সঙ্কীর্ত্তন; মধ্যাহ্নে—ভোগারাত্রিক ও মহাপ্রসাদ-সম্মান; হরিকথালোচনা ও সদাচার-শিক্ষা; সন্ধ্যায়—সন্ধ্যারাত্রিক ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-ব্যাখ্যা; প্রদোষে—কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন ও মহাপ্রসাদ-সম্মান।

• • •

শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসবের সময় ঐ মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী উৎসবে যোগদানকারী জনসাধারণের গ্রহণের বিশেষ সুবিধা হয়। এবার তাঁহারা অনেকখানা নূতন গ্রন্থ পাইবেন। শ্রীমদ্ভাগবত দশম স্কন্ধ ছাপা শেষ হইয়াছে। একথা পাঠকগণ পূর্ব্বেই অবগত আছেন; সুতরাং এক্ষণে দ্বাদশস্কন্ধাত্মক সমগ্র ভাগবত একসঙ্গে পাইবার সুবিধা হইবে।

রাজসাহীতে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ গত ৯ই শ্রাবণ অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকার সময় রাজসাহী সহরে উপস্থিত হইয়াছেন।

• • •

গত ১০ই শ্রাবণ স্থানীয় "ধর্ম্মসভায়" স্বামীজী মহারাজ "ভক্তিসিদ্ধান্ত" সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা প্রদান করেন।

উক্ত সভায় সুপ্রসিদ্ধ উকিল রায় ব্রজেন্দ্রমোহন মৈত্র বাহাদুর এম্-এ, বি-এল মহোদয় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। গত ১২ই শ্রাবণ স্বামীজী ঐ সভায় একটী বক্তৃতা প্রদান করেন।

• • •

গত ১৩ই শ্রাবণ স্থানীয় সাহেবের বাজারে 'মনুষ্যজীবনের কর্ত্তব্য' সম্বন্ধে শ্রীমৎ স্বামীজী মহারাজ একটী বক্তৃতা প্রদান করেন।

• • •

গত ১৫ই শ্রাবণ স্থানীয় 'বৈষ্ণবসভায়' স্বামীজী মহারাজ 'সনাতনধর্ম্ম' সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। ঐ দিবসও স্বামীজী মহারাজ 'বৈষ্ণবধর্ম্ম' সম্বন্ধে এক ঘণ্টাকাল বক্তৃতা প্রদান করেন।

• • •

গত ১৬ই শ্রাবণ ১লা আগষ্ট স্থানীয় 'ধর্ম্ম-সভায়' স্বামীজী মহারাজের বক্তৃতা এবং ছায়াচিত্রে শ্রীগৌরাঙ্গলীলা প্রদর্শিত হইয়াছে।

• • •

যেসকল ব্যক্তি স্বামীজীর নিকট হরিকথা শ্রবণের সৌভাগ্য পাইয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে রাজসাহীর উকিল রায় ব্রজেন্দ্রমোহন মৈত্র বাহাদুর এম্-এ, বি-এল; রায় সাহেব শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল সাহা এম-এ, বি-এল উকীল রাজসাহী; শ্রীযুক্ত হরিলাল সাহা; শ্রীযুক্ত বৃন্দাবনচন্দ্র সরকার জমিদার; শ্রীযুক্ত কালিদাস বাগ্চি বি-এল উকীল; শ্রীযুক্ত রমণীমোহন চৌধুরী জমিদার; শ্রীযুক্ত শ্রীশ চন্দ্র গোস্বামী বি-এল, উকীল; শ্রীযুক্ত দয়ানাথ সরকার কবিরাজ; শ্রীযুক্ত কেদার নাথ বাগ্চি জমিদার; শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রলাল সাহা বি এ প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

কামরূপ জেলায় প্রচার

গত ২৬শে জুলাই কামরূপ জেলার অন্তর্গত সিংহ বাজারে সন্ধ্যার সময় একটী মহতী সভার অধিবেশন হয়। নানাস্থান হইতে বহু সজ্জন আগমন করিয়াছিলেন। ঐ সভায় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত ১স্ক সপ্তদশ অধ্যায় হইতে শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজকর্ত্তৃক কলিনিগ্রহ বিবরণ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। ব্যাখ্যাশ্রবণে সকলেই আনন্দ প্রকাশ করেন।

নির্য্যাণ

গত ২৮শে আষাঢ়, ১৩ই জুলাই গৌরপূর্ণিমা তিথিতে চাতুর্ম্মাস্য-ব্রতারম্ভ-বাসরে কলিকাতার ৩৬ নং কলেজষ্ট্রীটস্থ "সেন বর্দ্ধন কোম্পানী"র স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ সেন মহাশয় পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি শ্রীগৌড়ীয়মঠের আশ্রিত গৃহস্থভক্ত ছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদের নিকট মহামন্ত্র পাইয়া নিজ জীবন সার্থক করিয়াছিলেন। গৌড়ীয়মঠরক্ষক শ্রীপাদ আচার্য্যিক প্রভু তাঁহার অসুস্থতার সময়ে তাঁহার আলয়ে যাইয়া তাঁহার নিকট শ্রীল প্রভুপাদের সন্দেশ ও হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। এই স্থানেই বৈষ্ণবঠাকুরের কৃপার বৈশিষ্ট্য। প্রাকৃত বন্ধুবান্ধবগণ অসুস্থসময়েও কালসর্পাহ্বানকারী কেবল কোলাহল দ্বারা রোগীর বিঘ্ন বর্দ্ধন করিয়া থাকে; কিন্তু বৈষ্ণবঠাকুরগণ কালের কাল যম পর্য্যন্ত যাঁহার সেবকগণকে সর্ব্বদা ভয় ও ভক্তি করিয়া থাকেন, সেই শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের শোক-মোহ-ভয়াপহা কথা-বলিয়া বর্ণন করেন।

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর মন্মথবাবুর শোকসন্তপ্ত পরিজনবর্গের হৃদয়ে কৃষ্ণানুশীলনের প্রবৃত্তি জাগরূক করিয়া তাঁহাদের চিত্তে শান্তি প্রদান করুন, ইহা তাঁহার চরণে আমাদের প্রার্থনা। মন্মথবাবুর স্ত্রী ভক্তিমতী; তিনি নিরন্তর ভগবৎসেবায় নিযুক্ত থাকিয়া স্বামীর শিক্ষাপালনে তৎপর।

শ্রীধাম-দর্শনের সুযোগ

গঙ্গার জল বৃদ্ধি পাওয়ায় স্বরূপগঞ্জ ও নবদ্বীপের পারঘাটা হইতে এখন নৌকাযোগে ভারুইডাঙ্গা পর্য্যন্ত অনায়াসে আসা যায়। ভারুইডাঙ্গা ঘাট হইতে শ্রীধাম মায়াপুরের মহাপ্রভুর আলয় মাত্র পাঁচ মিনিটের পথ।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম এবং দশম স্কন্ধ পৃথক ১৮৲
প্রত্যেক স্কন্ধের প্রতি খণ্ড ৸৶০
২। ভাষ্য সহিত শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। ভাষ্য সমেত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী ৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ... খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸
ও ৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—১৲; ২য় খণ্ড ৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব—১৲
৮। সৎক্রিয়াসার—দীপিকা ও সংস্কার-দীপিকা ১৷০
৯। জৈবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ৷০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ৷০
১৮। [illegible] ৷০
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৶০
২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৷৶০
২২। ভজন-রহস্য ৷০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫ গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
২৬ গীতার কেবল মূল-ভাষা ৷০
২৭ [illegible] সানুবাদ ২৲
২৮ বেদান্তসূত্রের সারার্থ ৷০
২৯ প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸
৩০ দীপ-নির্ণয় ৶০
৩১ সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৶০
৩২ গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
৩৩ নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪ ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫ গীতমালা ৵১০
৩৬ নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭ ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮ শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷০
৩৯ শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ৷০
৪০ শরণাগতি ৵০
৪১ গীতাবলী ৵০
৪২ চিত্রে নবদ্বীপ ১৷০
৪৩ সাধনকণা ৵০
৪৪ প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৵০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৵০
৪৬। অর্থপঞ্চক ৵০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৵০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৵১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৵১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ৷০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ৷০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ৷০
৫৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৵০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ৷০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণ[illegible] ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সারস্বতবাণী ৵০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যলীলামৃত সারঃ ৷০
৬১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিজয়ঃ ৷০
৬২। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্
৬৩। তত্ত্বসূত্রম্ ৷০
৬৪। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৷৶০
৬৫। গৌড়ীয়মঠ পরিচয়ঃ ৵০
৬৬। [illegible] ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৭। রায় রামানন্দ ৷০
৬৮। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন্ বেদান্ত ৷০
৬৯। নামভজন ৷০
৭০। বেদান্ত—ইটস্ মর্ফলজি য্যাণ্ড অন্টলজি ৷০
৭১। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস্ ৶০
৭২। লাইফ য্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ৷০
৭৩। বৈষ্ণবিজম্ ৷০
৭৪। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৵০
৭৫। দি ভাগবত ৷০
৭৬। ইরোটিক্ প্রিন্সিপ্‌ল্ য্যাণ্ড আনএলয়েড ডিভোশন ৷০
৭৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২৷০
৭৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৭৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷০
৮০। সাধন-পথ ৷০
৮১। কল্যাণ-কল্পতরু ৵১০
৮২। গীতাবলী ৵০
৮৩। শরণাগতি ৵০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৪। শরণাগতি ৵০

তেলগু ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ৩৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৸৶০ আনা, বড় বোতল ১৶০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।
অথবা
পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালিপ্রস্তুতকারক ও ব্যবসায়ী জে. বি. দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউণ্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে. বি. দত্ত এণ্ড কোং
কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার
কলিকাতা

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে কথাসার ও শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও
[illegible] ভক্তিভূষণ [illegible] এল, এম, এস, কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সুবর্ণ সুযোগ !   সুবর্ণ সুযোগ !

শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদরচিত গৌড়ীয়ভাষ্য সহিত

বিক্রয় গ্রন্থ

শ্রীশ্রীচৈতন্য ভাগবত

গ্রন্থের আয়তন :—ক্রাউন কোয়ার্টো মূল ১০৯৬ পৃষ্ঠা, সূচীপত্র ২৪৪ পৃষ্ঠা, মোট ১৩৪০ পৃষ্ঠা

ভিক্ষা (বাঁধাই) মাত্র ৭৲ সাত টাকা

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা

নদীয়া সার্টিফিকেট আদালতের নীলাম ইস্তাহার

কেস নং এবং কোর্টের নাম	নীলাম ইস্তাহার (A) (B) বা যাহার প্রকাশিত	ডিক্রিদার	দেনাদার	যে দাবীর জন্য সম্পত্তি বিক্রয়ের আদেশ হইয়াছে	বিক্রয়ের স্থান তারিখ ও সময়	কি রকম স্বত্ব	থানা, মৌজার নাম ও গ্রাম	খতিয়ান নং প্লট (জানা থাকিলে) অথবা অন্য প্রয়োজনীয় বিবরণ	১০ জমির পরিমাণ (জানা থাকিলে)	১১ জমা (জানা থাকিলে)	১২ মন্তব্য
৩২ P, N, ৫৩।৫৪ নদীয়াসার্টিফিকেট আদালত		প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়	কৃষ্ণ বিশ্বাস	১৯৫।৮/০	১৬,৯।৫৪	রায়তি স্থিতিবান	থানা হরিণঘাটা	১ক এবং ২নং খং অধীনস্থ ২৯৮ খতিয়ান	৮-২৪	৩৭।৫/০	প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়
৩৪ P, N, ৫৩।৫৪			প চু রায় গং	৬৯৫/৪	১৬।৯।৫৪	ঐ	থানা ঐ	৪৪ খতিয়ান	২-১০	৩।৬	
৩৮ P, N. ৫৩।৫৪				৫০।৫/০	১৬।৯।৫৪		থানা ঐ	২০৫ খতিয়ান	১-৮৯		ঐ
১০৩ P, N, ৫৩।৫৪			যুগলকিশোর মুখোপাধ্যায় গং	৮/০	২১।১০।৫৪	নিষ্কর মধ্যস্বত্ব ব্রহ্মত্র	থানা চাকদহ	৩০ক এবং ৩১নং খং অধীন ২০৮ খতিয়ান	-৪৬	নিষ্কর ব্রহ্মত্র	
১০৭ P, N, ৫৩।৫৪			ঐ	৭০/০	২১।১০।৫৪	নিষ্কর ব্রহ্মত্র	থানা ঐ	৩০ক এবং ৩১নং খং অধীন ২২৮ খতিয়ান	-৪৫		
১০৯ P, N, ৫৩।৫৪				১৮৲	২১।১০।৫৪	নিষ্কর মধ্যস্বত্ব ব্রহ্মত্র	থানা [illegible] মৌজে কৌতুহলে	৭১ক এবং ৭৮নং খং অধীন ১২০ খতিয়ান	৪-০৯		
১০৫ P, N, ৫৩।৫৪			ঐ	৬১/০	২১।১০।৫৪		থানা ঐ মৌজে উত্তরবংশপাড়া	২০৩ এবং ২১নং খং অধীন ১০২ খতিয়ান	-১৫		ঐ
১২৮ R, P ৫৩।৫৪		আর, পালচৌধুরী	জৈতুন বাগ গং	৩৪২০/০	১৪।১০।৫৪	রায়তি স্থিতিবান	থানা শান্তিপুর মৌজে গয়না	২১২ খতিয়ান	৬-৬৪	১৪।৫/০	আর, পালচৌধুরী
৮৭ R, P, ৫৩।৫৪		ঐ		১৪।৫/০	২১।১০।৫৪	মধ্যস্বত্ব চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত	থানা নবদ্বীপ মৌজে পারুলিয়া	৫৮৯ খতিয়ান	৪-১০	নিষ্কর	
৩৩২ N, R, ৫৩।৫৪		গৌরীশঙ্কর রায় বাহাদুর		৮৮০/০	২১।১০।৫৪	রায়তি মোকররী	থানা কৃষ্ণগঞ্জ মৌজে শিবানী	১২৭ খতিয়ান	৪-৩৬	১৭।৫/৯	গৌরী রায় বাহাদুর
৪০২ N,R, ৫২।৫৩			বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় গং	১৮।৫/০	২১.১০।৫৪	দখলকার	থানা কৃষ্ণনগর মৌজে গোবিন্দপুর	৩৮৯ খতিয়ান	-১২	৩।৫/৬	

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'প্রকাশ' নবদ্বীপ

দৈনিক

REG. NO C. 1544

চৈতন্যোপনিষদ্
বড় অক্ষরে মূল ও
অনুবাদসহ প্রকাশিত
হইয়াছে। কাগজ ও
ছাপা অতি উত্তম।
ভিক্ষা ।০ মাত্র
শ্রীচৈতন্যমঠ,
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

"গৌড়ীয়"
১ম বর্ষ হইতে
১১শ বর্ষ পর্য্যন্ত
পাকি বই কাগজে
বাঁধাই
ভিক্ষা ৩।০ মাত্র।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ
বাগবাজার, কলিকাতা

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১০ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২৪শে শ্রাবণ, শুক্রবার ১৩৪২, ৯ই আগষ্ট ১৯৩৫ [১৩৬তম সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

—:০:—

ভারত সরকারের নূতন ঋণ
২৫ মিনিটের মধ্যেই সংগৃহীত

গত ৫ই আগষ্ট বেলা ১০টার সময় ভারত সরকারের নূতন ঋণ (শতকরা তিন টাকা হার সুদের) সম্পর্কে দরখাস্ত গ্রহণ আরম্ভ হয়। এই ঋণ প্রদান করিতে ইচ্ছুক ব্যক্তিগণ বিশেষভাবে তাড়াহুড়া আরম্ভ করেন। ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক ও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পক্ষ হইতে ১০ কোটী টাকার ঋণপত্র ক্রয় করা হয়। বেলা ১০টা ২৫ মিনিটের সময়ই আবেদন গ্রহণ করা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। ঋণ গ্রহণে ভারত সরকারের এরূপ সাফল্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য, এবার এই নূতন ঋণপত্রের মূল্য শতকরা এক টাকা বাড়িয়া গিয়াছে।

শতকরা ৩৷০ টাকা হার সুদের ঋণপত্রের মূল্যও একটু বাড়িয়া বর্ত্তমানে ৯৫।০ আনায় বিক্রয় হইতেছে।

শতকরা ৩ টাকা হার সুদের ১৫ কোটি টাকার ঋণপত্র গ্রহণ গত ৫ই আগষ্ট বেলা ১০টা ২০ মিনিটের সময়েই বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়, এক্ষণে এই নূতন ঋণপত্রের মূল্য শতকরা প্রায় আট আনা বাড়িয়া গিয়াছে।

বসরায় ভীষণ অগ্নিকাণ্ড

মোসোপোটেমিয়ায় কোন একটী ব্রিটিশ ব্যাঙ্ক, মেসোপটেমিয়া পার্সিয়া কর্পোরেশন এবং শুল্ক বিভাগের দপ্তরগুলি, অগ্নিকাণ্ডের ফলে বিনষ্ট হইয়াছে। ক্ষতির পরিমাণ পাঁচলক্ষ পাউণ্ড হইতে দশলক্ষ পাউণ্ডের মধ্যে বলিয়া অনুমিত হয়। ব্রিটিশ দূতাগার রক্ষা পাইয়াছে।

শান্তিরক্ষার আশায় আবিসিনিয়ার বিরাট স্বার্থত্যাগ

—::০::—

বিনাসর্ত্তে কমিশনারের নির্দ্দেশ মানিয়া লইতে স্বীকার

ইটালী ও আবিসিনিয়ার বিরোধ লইয়া জেনেভায় বিবাদটাকে বড় সমস্যায় পড়িয়া ছিলেন আপাততঃ কিছু দিনের জন্য তাঁহারা একটা জোড়াতালি দিতে সমর্থ হইয়াছেন। স্থির হইয়াছে যে, ১৯০৬ সালের সন্ধি অনুসারে ইটালী ও আবিসিনিয়ার বিরোধ মীমাংসার সুবিধা করিয়া দেওয়ার উদ্দেশ্যে যথাসম্ভব সত্বর ফ্রান্সে ত্রিশক্তির আলোচনা হইবে। ফ্রান্স, ইটালী ও বৃটেন —এই আলোচনায় যোগদান করিবেন।

আবিসিনিয়ার সম্রাট এই প্রস্তাবে সম্মতি দিয়াছেন। রাষ্ট্রসঙ্ঘের কাউন্সিলের সভায় আবিসিনিয়ার আইন বিষয়ক পরামর্শদাতা ডাঃ জেজে বলেন,—জগতের শান্তি রক্ষার জন্য আবিসিনিয়া এই ভাবে বিরাট ত্যাগ স্বীকার করিতেছে। আবিসিনিয়ার কর্ত্তৃপক্ষ জানাইয়াছেন যে, তাঁহারা বিনাসর্ত্তে কমিশনারের সিদ্ধান্ত আপোষ-মীমাংসা মানিয়া লইবেন।

অতঃপর রাষ্ট্রসঙ্ঘের কাউন্সিলের সভায় দুইটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। একটি প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে, উয়াল-উয়াল কাহার অধিকারভুক্ত, এই প্রশ্নের মীমাংসা কমিশন করিবেন না, তবে উয়াল-উয়ালের ঘটনাবলীর জন্য প্রকৃত প্রস্তাবে কোনটি দায়ী তাহা কমিশনের বিচার্য বিষয় হবে।

দ্বিতীয় প্রস্তাবের মর্ম্ম এই যে, রাষ্ট্রসঙ্ঘ মনে করেন, ১লা সেপ্টেম্বরের মধ্যে একটি রোফানিস্পত্তি হইয়া যাইবে এবং ৪ঠা সেপ্টেম্বর মধ্যে উভয় পক্ষ হইতে রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিকট রিপোর্ট প্রেরিত হইবে। এই রিপোর্ট পাইয়া ৪ঠা সেপ্টেম্বর তারিখে রাষ্ট্রসঙ্ঘের কাউন্সিলের পুনরধিবেশনে ইটালী ও আবিসিনিয়ার বিরোধ সম্পর্কে সমস্ত বিষয় বিবেচনা করা সম্ভবপর হইবে।

জাপানের সহিত চুক্তি

একদিকে আবিসিনিয়ার বাহিনীকে আধুনিক সমরসজ্জায় সুসজ্জিত করিবার উদ্দেশ্যে বিপুল অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহের জন্য আবিসিনিয়ার গবর্ণমেণ্ট জাপানের সহিত এক চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন। তুর্ক জেনারেল ওয়েহিব পাশা আবিসিনিয়ার বাহিনীর অন্যতম শিক্ষাদাতা নিযুক্ত হইয়াছেন।

বিবাহিতা যুবতীর আত্মহত্যা

কুমারখালির দুইটি বিবাহিতা যুবতীর উদ্বন্ধনে আত্মহত্যার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, প্রথম স্ত্রীলোকটীর বাড়ী কুশেরহাজরা গ্রাম। গত ফাল্গুন মাসে তাহার বিবাহ হইয়াছিল। প্রকাশ, তাহার স্বামীর অবস্থা ভাল ছিল না। সম্প্রতি সে পিত্রালয়ে আসিয়াছিল। তথায় সে আত্মহত্যা করে।

দ্বিতীয় স্ত্রীলোকটি বাঘিয়া গ্রামের মহিম চন্দ্র পালের পত্নী। এই স্ত্রীলোকটীর সন্তানও আছে। তাহার আত্মহত্যার কারণ জানা যায় নাই।

কোয়েটায় পুনরায় ভূমিকম্প

কম্পনের সহিত ঘর্ঘর ধ্বনি

কোয়েটায় এখনও ভূকম্পন হইতেছে। গত ৬ঠা আগষ্ট সন্ধ্যা সাত ঘটিকার সময় এখানে বেশ ভূকম্পন অনুভূত হয়। কম্পন অনুমান ৫ সেকেণ্ড কাল স্থায়ী হইয়াছিল। কম্পনের সময় ঘর্ঘর শব্দ হইয়াছিল। ভূকম্প-কমিশনার মিঃ বি এন রাম কোয়েটায় পৌঁছিয়া কোয়েটার অবস্থা পরিদর্শন করিবেন।

—

চট্টগ্রামের ডি-এস পি সসপেণ্ড

চট্টগ্রামের ডি এস-পি মহম্মদ ইউসুফ সাহেব সসপেণ্ড হইয়াছেন। তাঁহার বিরুদ্ধে নানাপ্রকার অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছে; এবং শুনা যাইতেছে যে, শীঘ্রই ঐ সমস্ত অভিযোগের বিভাগীয় বিচার হইবে। তাঁহাকে নাকি বর্ত্তমানে তাঁর ভরণপোষণের জন্য বেতনের এক চতুর্থাংশ দেওয়া হইতেছে, তাহা ফলে ভাগ করিবার জন্য কি আদেশে উনি চট্টগ্রামে আসিয়াছেন।

মধু চুরির মামলা

ঢাকার ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মৌলবী খোরসেদ আলম চৌধুরীর বিচারে মধু চুরির অপরাধে অভিযুক্ত তিনজন মুসলমান বেকসুর মুক্তিলাভ করিয়াছে।

প্রকাশ, ফরিদ মাহমুদ নামক জনৈক ব্যক্তি অভিযোগ করিয়াছিল যে, আসামীগণ তাহার বাড়ীর কাঁঠাল গাছের উপর হইতে মৌচাক হইতে এক মণ মধু চুরি করিয়াছিল, পরে পুলিশ তদন্ত করিয়া আসামীদের বিরুদ্ধে চার্জসিট দিয়াছিল। কোর্টের মৌলবী সাহেব তাহা অবিশ্বাস করিয়া সকলকে খালাস দিয়াছেন।

চিকিৎসা বি[illegible]

[illegible] কলিকাতার কাছে, [illegible] অবস্থিত [illegible] মেডিক্যাল [illegible] [illegible] বাঙালীকে [illegible] সম্পর্কে [illegible] করা হয়। উহাতে [illegible] [illegible] কয়েক [illegible] প্রকাশ করিয়াছেন। আচার্য্য [illegible] রায় [illegible] [illegible] [illegible] প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের [illegible] সহযোগিতায় এই [illegible] ইনষ্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

ইনষ্টিটিউটের সেক্রেটারী ডাঃ কে সি রায় বলেন যে যাহাতে শিক্ষিত প্রতিভাবান যুবকগণ চিকিৎসা-বিদ্যা বিষয়ে অবাধে গবেষণা করিতে পারেন, [illegible] এই ইনষ্টিটিউট প্রতিষ্ঠা [illegible]। [illegible] কয় [illegible] সংস্থাপক দ্বারা বিশ্লেষণ বিভাগ ও ভাইরাস ল্যাবোরেটরীর ব্যবস্থার জন্য প্রথমে ১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা চাঁদা উঠাইবার সিদ্ধান্ত হয়। ইনষ্টিটিউট স্বতন্ত্র সমিতি আইন অনুযায়ী রেজিষ্টারী করা হইয়াছে। উহার সমস্ত আয় পরিচালক সমিতির কর্তৃত্বাধীন থাকিবে এবং কেবল ইনষ্টিটিউটের বিস্তার ও উহার কার্য্যপরিচালনার জন্য ব্যয়িত হইবে। আমরা ১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা সংগ্রহ করিতে না পারিলেও গত [illegible] জানুয়ারী হইতে ইনষ্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করিয়াছি।

১৯৩৯ সনে [illegible] জোহার টাটা ট্রাষ্ট এই শর্ত্তে আমাদিগকে ২৫ হাজার টাকা দিতে চাহেন যে, আমরা উহার সমপরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করিব। ৩০শে জুন পর্যন্ত আমরা মাত্র ৬০৫৫৲ টাকা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি। অতএব অবশিষ্ট ১৮৯৯৫৲ টাকা সংগ্রহ করিতে হইবে, তাহা হইলে আমরা ৫০ হাজার টাকা দ্বারা [illegible] বর্তমান অভাব [illegible] মিটাইতে পারিব।

ডাঃ [illegible] ইনষ্টিটিউটে গত [illegible] মাসে যে সমস্ত গবেষণা হইয়াছে তৎসমুদয় বর্ণনা করেন [illegible] ব্যক্তিদিগকে জনসাধারণের [illegible] করা হয়।

শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রীকে পদচ্যুত করিবার কারণ

[illegible] মিউনিসিপ্যাল [illegible] বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রী যথাক্রমে শ্রীযুত [illegible] চৌধুরী বি-এল ও শ্রীযুক্তা [illegible] দেবীকে পদচ্যুত করিবার কারণ [illegible] এই যে, ছাত্রীদের দৈনিক [illegible] কোন [illegible] ছিল—এতৎসম্পর্কে উহারা আমাদের অভিযোগের কোন [illegible] বলিয়া উহাদিগকে পদচ্যুত করা হইয়াছে।

৫০০০০ টাকা আত্মসাতের অভিযোগ

প্রসিডেন্ট কর্ত্ত গোসাইটীর পতন স্বত্ত্বেও উহার প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা শ্রীযুক্ত গোপাল দাস কাপুরের জীবনের নাটকীয় কাহিনী প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। এরূপ প্রকাশ যে, শ্রীযুত গোপাল দাস কাপুর বাঙ্গলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র-শিল্পী মুক্তার বেগম এবং কাশ্মীরের সুপ্রসিদ্ধ উর্দু নাট্যকার আগা হাশরের সহিত একযোগে চলচ্চিত্র ব্যবসায়ে লিপ্ত হইবার পরিকল্পনা করেন। কয়েক মাস পূর্ব্বে মুক্তার বেগম করাচী আসিয়াছিলেন। সেই সময় উক্ত প্রস্তাবের আলোচনা হয়। কাপুরকে বিচারার্থ চালান দেওয়া হইয়াছে। কাপুরের বিরুদ্ধে ৫০০০০৲ টাকা আত্মসাৎ করার অভিযোগ হইয়াছে। ৬ই আগষ্ট তারিখে মামলার শুনানী আরম্ভ হইবে। ঐ সময় চমকপ্রদ ঘটনাবলী প্রকাশ পাইবে বলিয়া অনুমান হয়।

হত্যাপরাধে দণ্ডিত

ত্রিপুরার সহকারী দায়রা জজ হাবিগঞ্জ থানার [illegible] গ্রামের [illegible]কে ৩০৪ ধারার অপরাধে ৮ বৎসর এবং ৩০৪।১০৯ ধারার অপরাধে সুলতান মিঞাকে ৫ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

সিরাজগঞ্জে পাটের বাজার

সিরাজগঞ্জ পাটের বাজারে প্রত্যহ ৩ হইতে ৫ হাজার মন পাট আমদানী হইতেছে দর ৫৷০ হইতে ৫৸০ টাকা পর্য্যন্ত।

অস্ত্রাইন আইন ভঙ্গে দণ্ডিত

নাজুর গ্রামের অশ্বিনী অঘোরনাথ সরকারকে অস্ত্র আইন ভঙ্গ করার অভিযোগে বঙ্গীয় সং শোধ আইনের ৬ (ক) ধারা অনুসারে অভিযুক্ত করা হইয়াছিল। স্পেশাল ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এস এন ভৌমিক তাহাকে একবৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

ভারতে রাশিয়ার তৈল

ব্রিটিশ [illegible] জাহাজে রাশিয়ার অয়েল পডাক্ট লিমিটেডের ৩০৯০ টন পেট্রোল ও ৩৫০০ টন ডিজেল অয়েল আসিয়া পৌঁছিয়াছে। চট্টগ্রামে বোম্বাইয়ে ও আট চালানে উক্ত কোম্পানীর মোট ৪০০০০ টন তৈল আসিয়াছে।

---

১৫ হাত লম্বা বাঘ শিকার

ডিব্রুগড় হইতে ৩৫ মাইল দূরবর্ত্তী চক্রবাজার চা বাগানের ইঞ্জিনিয়ার মিঃ আর বি হোয়াইট কয়েক দিন পূর্ব্বে দেহং নদীর তীরে ১৫ হাত লম্বা একটি বাঘ শিকার করিয়াছেন।

কনেষ্টবলের জরিমানা

মিস্ত্রী খুদী নামক কোন ব্যক্তিকে নির্দ্দয়ভাবে প্রহার করিবার অপরাধে তৃতীয় শ্রেণীর প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট রায় সাহেব পি বি মিত্র মানিকতলা থানার কনেষ্টবল মনবোধ সিংকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া ৮০ টাকা জরিমানা করেন। জরিমানা অনাদায়ে আসামীকে ৩ মাস সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে। জরিমানা আদায় হইলে সমস্ত টাকা ক্ষতিপূরণস্বরূপ ফরিয়াদী পাইবে।

ম্যাজিষ্ট্রেট রায় দান প্রসঙ্গে মন্তব্য করেন, সাক্ষ্য-প্রমাণে ইহা বেশ প্রমাণিত হইয়াছে যে, আসামী ফরিয়াদীকে ঘুষ, লাথি ইত্যাদি দ্বারা নির্দ্দয়ভাবে প্রহার করিয়া কিছু সময়ের জন্য তাহাকে অজ্ঞান করিয়া ফেলিয়াছিল।

অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ, মিস্ত্রী খুদী একটি বাসে করিয়া যাইতেছিল, এমন সময় আসামীও সাদা পোষাকে ঐ বাসে ওঠে। আসামী মিস্ত্রীর নিকট বসিবার জায়গা চাহিলে মিস্ত্রী তাহা অস্বীকার করে। অতঃপর মিস্ত্রী মানিকতলা ষ্ট্রীট ও আপার সার্কুলার রোডের মোড়ে নামে, তখন আসামীও তাহাকে অনুসরণ করে এবং মুষ্ট্যাঘাত ও লাথি মারিতে থাকে মারাপিটের ফলে মিস্ত্রী মাটিতে পড়িয়া যায় এবং তাহার বাম হস্ত ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় সে কতক সময় সংজ্ঞাহীন অবস্থায় থাকে।

ম্যাজিষ্ট্রেট এরূপ আশঙ্কাও প্রকাশ করেন যে, ফরিয়াদী মাটিতে পড়িয়া যাওয়ায়ই তাহার হাত ভাঙ্গিয়া যায়।

হাজারিবাগ দাঙ্গার মামলা

গত রামনবমী উৎসবের সময়, ১২ই এপ্রিল হইতে কয়েকদিন ধরিয়া হাজারিবাগে যে দাঙ্গা-হাঙ্গামা হয়, তৎসম্পর্কে চারটি মামলার বিচার চলিতেছিল। হাজারিবাগের মহকুমা হাকিম রায় বাহাদুর এস কে গুপ্ত তাহার রায় দিয়াছেন।

হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের যে সমস্ত ব্যক্তিকে বিচারার্থ উপস্থিত করা হইয়াছে তাহাদের সকলকেই দোষী সাব্যস্ত করা হয় ১০৲ হইতে ২০৲ টাকা পর্য্যন্ত জরিমানা করা হয়। এতদ্ব্যতীত তাহাদের সকলকেই ৫০৲ হইতে ১০০৲ টাকা পর্য্যন্ত জামীন মুচলেকা দিতে আদেশ হইয়াছে। শুধু মাত্র একজন আসামীর নিকট জামীন মুচলেকা চাওয়া হয়। সে জনৈক ব্যারিষ্টারের পুত্র।

দিবাভাগে উল্কাপাত

বেলা দ্বিপ্রহর, সকলেই নিজ নিজ কাজকর্ম্মে বা বিশ্রামে ব্যস্ত, বা বৃষ্টির কোন বালাই নাই, হঠাৎ অকস্মাৎ গর্জ্জন শুনিয়া পল্লীবাসীগণ গৃহের বাহির হইলে উজ্জ্বল আলোকছটা দেখিতে পায় এবং কিছু পরে উল্কাপাত হইয়াছে বলিয়া সংবাদ রটে অনুসন্ধানে চারখণ্ড গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তর ভূমিতলে পাওয়া যায় এবং ইহার ওজন ৮৷১০ সের বলিয়া অনুমিত হয়। যে স্থানে এই নৈসর্গিক দুর্বিপাক হইয়াছে সেই পল্লীর নাম বাজনকোট এবং ইহা লাকসাম থানার অধীন। কিছুদিন পূর্ব্বে নিকটস্থ চাঁদপুর থানায় অনুরূপ বহু কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তর আকাশ হইতে পতিত হইয়াছে, বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য সেই সব প্রস্তর ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগে প্রেরিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে এই ঘোর কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরখণ্ড কাটি অবিলম্বে সংগ্রহ করিয়া গবেষণার জন্য পাঠান হইবে

দিবাভাগে উল্কাপাত বা এই প্রকার প্রস্তর ভূপৃষ্ঠে পতিত হইতে এই জিলার প্রাচীনরাও দেখেন নাই।

বরোদা জগদীশ মিলে ধর্ম্মঘট

বরোদা জগদীশ মিলে ধর্ম্মঘট চলিতেছে। উক্ত মিলের কারিকরদের সহিত পুলিশের সঙ্ঘর্ষ হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। শেষ পর্য্যন্ত পুলিশ নাকি গুলী চালাইতে বাধ্য হয়। কয়েকজন ধর্ম্ম-ঘটকারী আহত হইয়াছে।

পরে ধর্ম্মঘটকারীদের আট জন নেতাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

পাগল অবস্থায় পিতৃহত্যা

জগৎতীপুরের কুদিইমান নামক এক ব্যক্তিকে কুঠারাঘাতে মারাত্মকভাবে আঘাত করার অপরাধে জনৈক সেখকে অভিযুক্ত করা হয়। জুরীগণ এক বাক্যে বলেন যে, আসামী অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় ঐ কার্য্য করিয়াছে। হুগলীর জেলা দায়রা জজ মিঃ সুকুমার সেন আই-সি-এস জুরীদের সহিত একমত হইয়া আসামীকে অব্যাহতি দিয়াছেন। কিন্তু রাচিতে পাঠাইবার আদেশ না পাওয়া পর্য্যন্ত তাহাকে হাজতে রাখা হইবে।

মুন্সিগঞ্জের গ্রামে বিস্ফোরক দ্রব্য আবিষ্কার

গত ৮ই আগষ্ট মুন্সিগঞ্জের ডি এস-পি একদল পুলিশ সহ সিরাজদীখা থানার পাইনাদিয়া গ্রামে অকস্মাৎ হানা দেন। ঐ সময় তল্লাসীর পর তিনটী তাজা বোমা ও অন্যান্য কতকগুলি বিস্ফোরক দ্রব্য পাওয়া গিয়াছে। ঐ গ্রামের [illegible] কুমার দে বলে এই সম্পর্কে গ্রেপ্তার করা হয়। তাহাকে মহকুমা হাকিমের এজলাসে উপস্থিত করা হইয়াছিল। ঘটনা সম্পর্কে আরও তদন্ত সাপেক্ষে তাহাকে হাজতে প্রেরণ করা হইয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
—পারমার্থিক পত্র—
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে।
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে।

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ।

১০ম বর্ষ | ২৪ শ্রীধর | গৌরাব্দ ৪৪৯, ২৪শে শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১৩৪২, ৯ই আগষ্ট ইং ১৯৩৫ | শুক্রবার | ১ম সংখ্যা

আচার্য্য-প্রসঙ্গে

গত ১লা আগষ্ট অপরাহ্ণে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীধাম-মায়াপুরে শুভবিজয় করিয়া সর্ব্বপ্রথম শ্রীযোগপীঠে শ্রীগৌরকুণ্ড দেখিতে যান। কুণ্ডধারে উপবেশন-পূর্ব্বক সেবকগণের বার্ত্তাদি জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহাদিগকে বিবিধ সেবাকার্য্যে উৎসাহিত করেন।

• • •

শ্রীগুরুপাদপদ্মের আনন্দ-বিধানই গুরু-সেবকের কার্য্য। আদর্শ-সেবক নিজের দৈহিক রোগ-শোকাদির বা সাংসারিক অভাব-অসুবিধার কথা গুরুপাদপদ্মে নিবেদন না করিয়া "তত্তেহনুকম্পাং" শ্লোক অনুসরণ-পূর্ব্বক আপ্রাণ সেবাকার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া শ্রীগুরুদেবের আনন্দবর্দ্ধন করেন। শ্রীল প্রভুপাদের স্নেহপূর্ণ বার্ত্তা-জিজ্ঞাসায় তাঁহার আদর্শ-সেবকগণের মধ্যে ঐ ভাবই ফুটিয়া উঠিয়াছিল। যাঁহারা ঐ অবস্থায় এখনও পৌঁছিতে পারেন নাই, গৌড়ীয়-দর্শনে সেবার স্বরূপ কি, তদ্বিষয়ে তাঁহাদের অনুশীলন করা একান্ত কর্ত্তব্য।

• • •

শ্রীল প্রভুপাদ ঐ দিবস সন্ধ্যার প্রাক্কালেই শ্রীযোগপীঠ হইতে শ্রীচৈতন্যমঠে শুভ-পদার্পণ করেন। শ্রীধামের সেবকগণ সঙ্কীর্ত্তন-সহ ভাগবত-ঘাটে আচার্য্যদেবের পাদপদ্ম বন্দনা করিয়া আচার্য্যদেবের অনুসরণপূর্ব্বক সুমধুর সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীযোগপীঠ হইয়া শ্রীচৈতন্যমঠে উপস্থিত হন। শ্রীল প্রভুপাদ সন্ধ্যার পরে দুই ঘণ্টাকাল অবিরাম শ্রীধামসেবা সম্বন্ধে হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছেন।

• • •

২রা আগষ্ট পূর্ব্বাহ্ণে শ্রীল প্রভুপাদ প্রায় ৩ ঘণ্টা হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। প্রাতঃ ৭ ঘটিকার সময় শ্রীল গুরুদেবের (আমাদের পরমগুরুদেব) শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী বাবাজী মহারাজের সমাধি-মন্দিরের সম্মুখে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎপ্রণাম করিয়া নিকটস্থ চত্বরে উপবেশন করেন। চত্বরটী সিমেণ্টদ্বারা বাঁধান হইয়াছে দেখিয়া আনন্দ প্রকাশ করেন। ভক্তগণ শ্রীল প্রভুপাদের অনুসরণে প্রণত হইয়া উপবেশন করেন। এই স্থানেই হরিকথা আরম্ভ হয়। কাহারো কাহারো পরছিদ্রানুসন্ধান-বৃত্তি লক্ষ্য করিয়া শ্রীল প্রভুপাদ নিম্নলিখিত শ্লোকটী ব্যাখ্যা করেন।

"পরস্বভাবকর্ম্মাণি ন প্রশংসেন্ন গর্হয়েৎ।
বিশ্বমেকাত্মকং পশ্যন্ প্রকৃত্যা পুরুষেণ চ॥"
—ভাঃ ১১।২৮।১

শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিয়াছেন যে, প্রকৃতি ও পুরুষের সহিত এই নিখিল বিশ্বকে এক অন্তর্য্যামি পুরুষ-কর্ত্তৃকই নিয়ন্ত্রিত জানিয়া অপরের স্বভাব ও কর্ম্মসমূহের প্রশংসা বা নিন্দা করিতে হইবে না।

• • •

ইহ জগতে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই ত্রিবিধ গুণের অবস্থানহেতু তাহাদের বিক্রম সর্ব্বদাই লক্ষিত হয়। ভগবদ্বিমুখ জনগণের স্বভাবও তৈয়ারী হয় ঐ গুণদ্বারাই; তাহাদের কর্ম্মাদিও অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে ঐ গুণেরই প্রেরণায়। ঐসকল স্বভাব ও কর্ম্মসমূহের প্রশংসা বা নিন্দাও গুণক্রিয়ারই পরিচায়ক। চিদ্বস্তুর সহিত ঐসকল গুণের কোনও সম্পর্ক নাই; তিনি তাহাতে উদাসীন থাকেন। জগদ্গত স্বভাব ও কর্ম্মের প্রশংসা বা নিন্দায় তাহাদের সত্য হয় বলিয়া তাহাতে আত্মানুশীলনের ব্যাঘাত উৎপন্ন করে। সুতরাং ভগবানের ভজ-সেবায় যাঁহারা প্রয়াসী, তাঁহারা ঐ প্রশংসা ও নিন্দা হইতে সর্ব্বদাই নিবৃত্ত থাকিবেন।

ঐ শ্লোকের বিবৃতিতে শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন—বিশ্বের দর্শকসূত্রে স্ব-পর ভেদ অবস্থিত। অন্যের প্রকৃতি ও কার্য্যের প্রশংসা বা নিন্দা করা কর্ত্তব্য নহে, যেহেতু জগদ্গত অসৎ পুরুষে প্রাকৃত গুণের দ্বারাই আরোপিত হইয়া কার্য্যসমূহ সৃষ্টি করে। ভোক্তৃ-ভোগ্য-ভাবে বিশ্বের অবস্থান। বিশ্বকে নির্বিশেষরূপে দর্শনকালে গুণযুক্ত করিবার যত্ন করিলে দ্রষ্টা, দৃশ্য ও দর্শন—এই ত্রিবিধ বিভাগের আশ্রয় থাকে না। কিন্তু নিত্যবৈকুণ্ঠে গুণত্রয়ের সমাবেশ নাই। তথায় ভগবানের চিচ্ছক্তিজাত চিদ্বৈচিত্র্য-পরিণতি প্রকটিত করিয়াছেন। বিশ্বে গুণত্রয়ের প্রাবল্য এবং একের অন্যের উপর আধিপত্য থাকায় উচ্চাবচভাবে অনুপাদেয়তা ও হেয়তা প্রবেশ করিয়াছে। নিন্দা বা প্রশংসা বিশ্বের ধর্ম্ম। বৈকুণ্ঠে ঐরূপ নিন্দাদি হেয় ভাব নাই এবং গুণত্রয় হইতে তথাকার ক্রিয়াসমূহ সম্পাদিত হয় না।

• • •

বস্তুতঃপক্ষে বিশ্বের যাবতীয় ভাব—প্রাকৃত, ত্রিগুণাত্মক, অক্ষজগ্রাহ্য ও অসৎ। সুতরাং জাগতিক ভাব বা ব্যাপার-সকলের মধ্যে তারতম্যের পার্থক্য অতি সামান্য। ইহাদের নিন্দা-প্রশংসা উভয়ই অকর্ত্তব্য, কারণ তদ্দ্বারা অত্যভিনিবেশবশতঃ পরমার্থ-হানি ঘটিয়া থাকে। সমগ্র বিশ্ব-প্রকাশের অন্তরালে এক আত্মাই কার্য্য-কারণরূপে বিদ্যমান, এই প্রকার বিচার অবলম্বনপূর্ব্বক অনাসক্তভাবে সংসারে বিচরণ কর্ত্তব্য।

• • •

শ্রীল প্রভুপাদ নিম্নলিখিত শ্লোকটীর ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে উপরিউক্ত শ্লোকটি ব্যাখ্যা করিয়াছেন—

জ্ঞানং যদা প্রতিনিবৃত্তগুণোর্ম্মিচক্র-
মাত্মপ্রসাদ উত যত্র গুণেষ্বসঙ্গঃ।
কৈবল্যসম্মতপথস্ত্বথ ভক্তিযোগঃ
কো নির্বৃতো হরিকথাসু রতিং ন কুর্য্যাৎ॥
—ভাঃ ২।৩।১২

প্রাকৃত গুণের দ্বারা উদ্বেলিত না হইয়া যদি কোন ব্যক্তি নির্গুণ আত্ম-প্রসাদের সৌভাগ্য লাভ করিতে পারেন, তাহা হইলে সে কখনও হরি-কথা ছাড়া থাকিতে পারে না। ভাগবতগণের মুখে হরিকথা শ্রবণ করিতে করিতে এরূপ অনুভূতি হয় যে, তাহাতে বাস্তব সকল উপলব্ধ হইয়া আত্মা প্রসন্ন হয়। আত্ম-প্রসাদ লাভ ঘটিলে কৈবল্যসম্মত পথরূপ প্রাকৃত-গুণ-বন্ধনমোচন ঘটে, কেবলা ভক্তিযোগ প্রাপ্ত হওয়া যায়, সুতরাং কোন্ নির্বৃত পুরুষ হরিকথায় রতি না করিবেন?

• • •

দেবতাপূজকের ভক্ত, কেন কি বহু উপাসকগণের সহিত ভাগবতগণের সঙ্গ তুল্য জ্ঞান করা থাকে। তাহার হরিকথায় রতি নষ্ট হওয়ায় প্রকৃতপক্ষে নিবৃত্তি লাভ হয় নাই। এই দেখে কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ ও দেবতান্তর উপাসনাসমূহ হইতে শুদ্ধ ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। আরও বলা হইয়াছে যে, কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগাদি ভক্তি ব্যতীত নিষ্ফল, কারণ শুদ্ধ সাধকগণের পক্ষেও ভক্তি ব্যতীত আর কিছু প্রয়োজন নাই। অতএব কৃষ্ণজ্ঞানোদ্দীপক শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণ-প্রধানা নিত্যা কেবলা ভক্তিই শ্রেয়স্কামীদের উপায়। তাহার মধ্যে আবার নামসংকীর্ত্তন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই নামসংকীর্ত্তন যার দ্বারা জগতের অনর্থের কোন পুরাণ থাকিলে অপরাধ ব্যতীত ধ্বংস কিছুই হইতে না বা হইতে পারে না।

(অতঃপর ৫ম পৃষ্ঠার শেষ কলমে দ্রষ্টব্য)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৫ শ্রীধর তিথি গর্ভোদশায়ী ৪৪১

অদ্ভুত ভিখারী

আমরা যে মন্বন্তরে বাস করি, উহার নাম বৈবস্বত মন্বন্তর। এই বৈবস্বত মন্বন্তরে দুইজন পুরুষ আমাদের নিকট ভিখারীরূপে আসিয়া কি অভিনয় করিয়াছেন তাহার কথা পাঠকবর্গ জানেন কি? এক যুগ ভিখারীর একজন মানব-সভ্যতার প্রাক্কালে আর একজন মানব সভ্যতার পরিপূর্ণতায় আমাদের নিকট প্রকাশিত হইয়াছিলেন। প্রথম ভিখারীর কথা আমরা মানব-সভ্যতার সর্বাদিগ্রন্থ ঋক্-সংহিতায় ঋষিগণের স্তবে দেখিতে পাই। ভিখারী সেই সেই সময়েরও অনেক পূর্বে লোকলোচনের নিকট একটি ক্ষুদ্র বামনরূপে ভিখারী-সজ্জায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। "ত্রেধা নিদধে পদম্" প্রভৃতি ঋক্মন্ত্রে বামন ভিখারীর কথাই উক্ত হইয়াছে। এই বামনভিখারী মহারাজ বলির নিকট কৃপাপূর্বক আগমন করিয়া ত্রিপাদভূমি যাচ্ঞা করিয়াছিলেন। বলি ঐ ভিখারীকে ত্রিপাদভূমি দিতে প্রতিশ্রুত হইলে তাঁহার কৌলিক গুরু ব্রাহ্মণ-শ্রেষ্ঠ মহর্ষি ভৃগুর পুত্র শুক্রাচার্য্য মহোদয় ঐ বামন-ভিখারীকে ভিক্ষা প্রদান করিতে বাধা জন্মাইয়াছিলেন। ভৃগুপুত্র শুক্রাচার্য্যের বুদ্ধি না থাকিলেও যথেষ্ট সাংসারিক বুদ্ধি ছিল। তিনি মনে করিলেন, "এ ত আমার শিষ্য; আমি, আমার পুরোহিত বংশ ও আমার যাবতীয় পরিবার ইহার অন্নেই প্রতিপালিত। এই ব্যক্তি ধর্মার্থ-কামমূলক যজ্ঞ, দান, তপস্যা করুক তাহাতে আমার ক্ষতি নাই, কারণ ঐসকল কার্য্যে আমারও অনেক লাভ আছে; কিন্তু আমার শিষ্য যদি ভিখারীরূপী বিষ্ণুকে কিছু দান করে তাহা হইলে বিষ্ণু ত' কখনও অন্যান্য দেবতার ন্যায় অংশমাত্র গ্রহণ করিবেন না। তিনি সকলের ভোক্তা সর্বেশ্বরেশ্বর, তিনি জীবের সর্বস্ব গ্রহণ করিয়া থাকেন।" তাই আজ শুক্রাচার্য্য ঐ বামনভিখারীকে ভিক্ষা প্রদান করিতে বাধা দিয়া বলিলেন—

"সর্বস্বং বিষ্ণবে দত্ত্বা মূঢ়, বর্তিষ্যসে কথম্"
(ভাঃ ৮।১৯।৩৩)

"অরে মূঢ়, তুই বামন-ভিখারীকে ভিক্ষা দিতে উদ্যত, জানিস্ এই ভিখারী সর্বস্ব না পাইলে সন্তুষ্ট হন না। বিষ্ণুকে সর্বস্ব দিলে তুই কিরূপে বাঁচিয়া থাকিবি? যাহারা সংসারে সুখী হইতে চান্ তাঁহারা যজ্ঞ, যশঃ, অর্থ, ভোগ এবং স্বজন—এই পাঁচের নিমিত্ত নিজের বিত্ত পঞ্চপ্রকারে বিভাগ করিয়া থাকেন সুতরাং তুই সেরূপ না করিয়া ভিখারীকে দান করিলে নিশ্চয়ই সঙ্কটে পতিত হইবি।" বলি কি করিলেন? তিনি গুরুদেবের কুহকে ভুলিলেন না, তাঁহার বাস্তবসত্যে বিশ্বাস হইয়াছে, তাই তিনি বিষ্ণুর বামনভিখারীরূপে ছলনাকেই তাঁহার পরমমঙ্গলের সেতু বলিয়া গ্রহণ করিলেন। বলি বামনভিখারীকে যথাসর্বস্ব ভিক্ষা প্রদান করিলেন—বলি বিষ্ণুর চরণে সর্বস্ব বলি দিলেন। তিনি কৌলিক ও লৌকিক গুরুদেবের শত উপদেশ, শত বাধা-বিঘ্ন উপেক্ষা করিয়া বাস্তবসত্যে বিশ্বাস স্থাপনপূর্বক বামন-ভিখারীর আহ্বানে পথের ভিখারী হইতে দ্বিধা করিলেন না। এই গেল এক ভিখারীর কথা—এই ভিখারী আর কেহ নহেন, সাক্ষাৎ বিষ্ণু। মানব-সভ্যতার আদিম অবস্থায় শ্রীভগবানের প্রথম ঐশ্বর্য্যপ্রকাশ-বিগ্রহ এই অদ্ভুত ভিখারীর ভিক্ষা জীবের সর্ব্ব-সমর্পণ বা "আত্মনিবেদন"।

আমাদের দ্বিতীয় ভিখারীটি আবার মানবের সর্ববিজ্ঞান-সম্পত্তি ও সভ্যতার পূর্ণবিকাশ লাভ হইলে এক নবীন সন্ন্যাসি-ভিখারীরূপে ভূমণ্ডলের সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান ভারতবর্ষ, ভারতবর্ষ মধ্যে আবার বুদ্ধিমত্তা ও জ্ঞান-সম্পত্তিতে পরম গরীয়ান্ শ্রীনবদ্বীপ-মণ্ডলের অন্তর্দ্বীপাখ্য শ্রীমায়াপুর ধামে প্রকাশিত হইয়াছিলেন। বামন-ভিখারীটি যে প্রকার তাৎকালিক মানবসভ্যতার ক্ষুদ্র মানবাধিকারের যোগ্যতানুসারে খর্ব্বাকৃতি বামনরূপী, আবার এই সন্ন্যাসি-ভিখারীটিও তদ্রূপ মানবসভ্যতার পরিপূর্ণাবস্থার যোগ্যতানুসারে পূর্ণচন্দ্রদ্যুতি, আজানুলম্বিতভুজ পরমসুন্দর পুরুষ। বামন-ভিখারীটি যে প্রকার বৈবস্বত মন্বন্তরের পালক, এই গৌর-ভিখারীটিও তদ্রূপ বৈবস্বত মন্বন্তরের অবতারী। বামন-ভিখারীটি যেরূপ বিষ্ণু হইয়াও জীবের যথা-সর্বস্ব ভিক্ষা করিবার জন্য ক্ষুদ্র মানবাকৃতি একজন ভিখারী, গৌর-ভিখারীটিও তদ্রূপ বিষ্ণু পরতত্ত্ব হইয়াও জীবের যথা-সর্বস্ব গ্রহণ করিবার জন্য নবীন সন্ন্যাসিরূপী ভিখারী। বামনভিখারী যেরূপ ভিখারী সাজিয়াও জীবের নিকট মহা-ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, গৌরভিখারীও তদ্রূপ পরিপূর্ণ মাধুর্য্যোদার্য্য প্রকাশ করিবার জন্য একজন ভিখারী। বামনরূপী বিষ্ণুর ভিখারী-সাজ যেরূপ জীবকে কৌলিক ও লৌকিক গুরুগণের কুহক ও অজ্ঞান গ্রাস হইতে উদ্ধার করিবার জন্য—ধর্ম-অর্থ-কামমূলক যজ্ঞ, দান, তপস্যা হইতে উদ্ধার করিয়া জীবকে সর্বতোভাবে নিজ পাদপদ্ম-সেবায় আকর্ষণ করিবার জন্য, তদ্রূপ গৌরসুন্দরের ভিখারী-সজ্জাও পাষণ্ড, কুতার্কিক, পড়ুয়া অধম, মায়াবাদী, বিষ্ণু ও বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি, বিষ্ণুতে ভোগবুদ্ধিযুক্ত ব্যক্তিগণকে কৃপা করিবার জন্য। শ্রীগৌরসুন্দরের এই ভিখারী-সাজ তাঁহার পরিপূর্ণ ঔদার্য্যের ও তাঁহার মহা-বদান্যতার পরিচায়ক। গৌরসুন্দর সাজিয়াছিলেন গৃহব্রত ও গৃহমেধিগণের কুবুদ্ধি বিনাশ করিবার জন্য। গৌরসুন্দরের ভিখারীসাজ কর্মজড়স্মার্ত্তগণের বিষ্ণুতে মনুষ্যবুদ্ধি নিবৃত্ত করিবার জন্য। আজ বৈকুণ্ঠাধিপতি নারায়ণের অবতারী শ্রীগৌরসুন্দর যদি ভিখারী না সাজিতেন, যদি ভিখারী না সাজিয়া আমাদের ন্যায় পাষণ্ডকুলের প্রতি তাঁহার মহাবদান্যতা ও ঔদার্য্য প্রদর্শন না করিতেন তাহা হইলে জীব তাঁহাকে আমাদের ন্যায় মানুষ বা আমাদের [illegible] ব্যক্তিবিশেষ মনে করিয়া আরও অধিকতর পাষণ্ডতা করিত।

"মায়াবাদী কর্মনিষ্ঠ কুতার্কিকগণ।
নিন্দক পাষণ্ডী যত পড়ুয়া অধম॥"

—ইহারা বিষ্ণুপরতত্ত্ব শ্রীগৌরসুন্দরকে মনুষ্যবুদ্ধি করিয়া নরকপথের পথিক হইতেছিল। পরমৌদার্য্য বিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দর ইহাদিগকে কৃপা করিবার জন্য ভিখারী সাজিলেন। শ্রীগৌরসুন্দর ভিখারী সাজিলেন বলিয়াই ভবিষ্যতে গৌরনাগরীগণের গৌরে ভোগবুদ্ধি, কর্মজড়স্মার্তকুলের বিষ্ণু ও বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি, গুরুসজ্জায় সজ্জিত গুরুব্রুবগণের শুক্রাচার্য্যের ন্যায় কূটবুদ্ধি ও দুর্নীতি প্রভৃতি পাষণ্ডতার মূলচ্ছেদের ব্যবস্থা হইয়াছে। এই গৌরভিখারী বলির ন্যায় সুকৃতিমান্ জীবগণের নিকট হইতে তাহাদের দ্বারে দ্বারে গমনপূর্বক বলিলেন—

"বল কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণশিক্ষা।"

* * *

"সংসারের পার হঞা ভক্তির সাগরে।
যে ডুবিবে সে ভজুক নিতাইচাঁদেরে॥"

—গৌরভিখারীর এই আহ্বানে শ্রীরূপ, সনাতন, রঘুনাথ প্রভৃতি সকলেই তাঁহাদের যথাসর্বস্ব তৎপাদপদ্মে নিবেদন করিবার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। শ্রীবাস, শ্রীধর, রামানন্দ, পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি প্রভৃতিও গৌরভিখারীর চরণে আত্মনিবেদন করিয়াছিলেন। আত্মবঞ্চক ও পরবঞ্চক ভোগিকুল স্ব-স্ব ভোগ চালাইবার জন্য রায় রামানন্দ ও পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি প্রভৃতি গৌরৈকসর্বস্ব মহাজনগণের আত্মনিবেদন হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া এবং অজ্ঞানে তাঁহাদের আচরণ দর্শন ও অনুকরণ করিতে গিয়া অপরাধ-সাগরে নিমজ্জিত হইয়া থাকে।

'আত্মনিবেদন'ই সকল সাধন-ভজনের মূল ভিত্তিস্বরূপ। শ্রীমদ্ভাগবত সপ্তমস্কন্ধে প্রহ্লাদ মহারাজ আমাদিগকে এই শিক্ষাই দিয়াছেন। জ্ঞান, যোগ, কর্ম প্রভৃতি দ্বারা জীবের পরম প্রয়োজন লাভ হইতে পারে না। ভক্তিযোগ দ্বারাই একমাত্র জীবাত্মার পরম প্রয়োজন ভগবৎপ্রেমা লব্ধ হইয়া থাকে। কিন্তু এই ভক্তিযোগমধ্যে আবার কলিকালে একমাত্র শ্রীহরিনামই সর্বশ্রেষ্ঠ ও সমমূল। আত্মনিবেদন ব্যতীত এই হরিনামও জিহ্বায় উদিত হইতে পারে না। ইহাই নামতত্ত্ববিৎ আচার্য্যগণের উক্তি—

"অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্
গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব
স্ফুরত্যদঃ॥"

বামনভিখারী যেরূপ বলির নিকট হইতে তাঁহার আত্মনিবেদনরূপা ভূমি ভিক্ষা করিবার জন্য আবির্ভূত হইয়াছিলেন তদ্রূপ গৌরভিখারীও আত্মনিবেদনক্ষেত্র নবদ্বীপ শ্রীধাম মায়াপুরে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এই নবদ্বীপ বা আত্মনিবেদনক্ষেত্র আশ্রয় করিয়া ভজন করিলে জীব কিঞ্চনধর্ম হইতে নির্মুক্ত হইয়া নিষ্কিঞ্চন হইতে পারেন। এই আত্মনিবেদনক্ষেত্রে আত্মনিবেদন করিয়া ভজন করিতে করিতে জীব গোবর্দ্ধনপূজায় অধিকার লাভ করেন। এই গোবর্দ্ধন সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ। গোবর্দ্ধন-পার্শ্ববর্ত্তী শ্রীরাধাকুণ্ড সাক্ষাৎ বৃষভানুনন্দিনী। রাধাকুণ্ড প্রাপ্ত হইলে জীব গোবর্দ্ধনের যথার্থ স্বরূপ ও মাধুর্য্য উপলব্ধি করিতে পারেন। গোবর্দ্ধন শ্রীচৈতন্যমঠ ও রাধাকুণ্ড শ্রীব্রজপত্তন আত্মনিবেদনক্ষেত্র অন্তর্দ্বীপ মধ্যে অবস্থিত অর্থাৎ শ্রীগৌরভিখারীর পাদপদ্মে আত্মনিবেদন করিলেই জীব গৌরধামে ব্রজধাম ও শ্রীগৌরসুন্দরে রাধাগোবিন্দ দর্শন করিয়া কৃতকৃতার্থ হন। এইজন্যই গৌরভিখারীর অনুগত নিষ্কিঞ্চনগণ জীবের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষার ঝুলি লইয়া বলিয়া থাকেন—

"প্রভুর আদেশে ভাই মাগি এই ভিক্ষা।
বল কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ কর কৃষ্ণ-শিক্ষা॥"

* * *

আমারে কিনিয়া লহ ভজ গৌরহরি।

* * *

দন্তে নিধায় তৃণকং পদয়োর্নিপত্য
কৃত্বা চ কাকুশতমেতদহং ব্রবীমি।
হে সাধবঃ! সকলমেব বিহায় দূরাৎ
চৈতন্যচন্দ্রচরণে কুরুতানুরাগম্

সৎক্রিয়াসারদীপিকা

দ্বি-সংস্করণ
[illegible] অনুসন্ধান করুন।
প্রাপ্তিস্থান—গ্রন্থবিভাগ, শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রাদ্ধ

(৫)

যদি কেহ পূর্বপক্ষ করেন যে যদি ঐকান্তিক শুদ্ধ-বৈষ্ণবের পিতৃাদি কর্ম্ম নিষিদ্ধ হইল তবে জগদ্গুরু শ্রীগৌরসুন্দর গৃহস্থলীলায় কেন গয়াতে পিণ্ডাদি প্রদান-পূর্ব্বক পিতৃগণের শ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন? শ্রীচৈতন্যভাগবতের আদিখণ্ডের সপ্তদশ অধ্যায়ে এ বিষয়ের বর্ণনা আছে। আবার শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-পাঠে জানা যায় শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভুও হরিদাস ঠাকুরকে শ্রাদ্ধপাত্র প্রদান করিয়াছিলেন। শ্রেষ্ঠগণ যাহা আচরণ করিবেন তাহাই ত' ইতরজনে অনুবর্ত্তন করিবেন?

এই প্রশ্নের উত্তর শ্রীভগবান্ গীতার তৃতীয় অধ্যায়ে অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া জগতে প্রদান করিয়াছেন—

"ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্।
যোজয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্॥
প্রকৃতেগুণসংমূঢ়াঃ সজ্জন্তে গুণকর্ম্মসু।
তানকৃৎস্নবিদো মন্দান্ কৃৎস্নবিন্ন
বিচালয়েৎ॥"

অর্থাৎ ভগবান্ পরমপুরুষ। এই ত্রিলোকের মধ্যে তাঁহার কোনও কর্ত্তব্য নাই, তাঁহার কিছু অপ্রাপ্য নাই যে তাঁহার কর্ম্ম করার প্রয়োজন পড়িয়াছে; তবে তিনি যে কর্ম্ম করেন—তাহা অসৎকর্ম্মে প্রবৃত্তি-বিশিষ্ট মূঢ় লোকদিগকে ক্রমশঃ সৎকর্ম্মে আনয়ন করিবার জন্য; তিনি অজ্ঞান কর্ম্ম-জড় ব্যক্তিগণের বুদ্ধিভেদ জন্মান না। কারণ কর্ম্মজড়গণের অধিকার এত অল্প যে যদি তাহাদিগের নিকট কর্ম্মের অকর্ম্মণ্যতা বলা হয় তাহা হইলে তাহারা উচ্ছৃঙ্খল অসৎ-কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া 'ইতো ভ্রষ্টস্ততো নষ্ট' হইয়া পড়িবে। তাহারা ও জ্ঞানমার্গে প্রবেশ করিতে পারিবেই না, অধিকন্তু পাপ-কার্য্যে অভিনিবিষ্ট হইবে। এইজন্য ভগবান্ নিজে সৎকর্ম্ম আচরণ করিয়া বাহ্যদৃষ্টগণকে ক্রমাধিকার শিক্ষা দেন। মূঢ়গৃহিগণ নিজদিগকে প্রাকৃত বলিয়া বোধ করেন এবং প্রাকৃত ভাবে স্বীয় সম্বন্ধ যোজনা করেন। ঐ অপ্রাকৃতগণই মুক্তব্যক্তিগণকে উত্তম পুরুষেরা বিচলিত করেন না। কিন্তু তাঁহার এ শিক্ষা ভক্তির অধিকারীর পক্ষে নহে—ভক্তগণ তাঁহার অভিপ্রিয়, তিনি তাঁহাদিগকে সর্ব্বোত্তম উপদেশ প্রদান করিয়া বলেন—

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং
শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি
মা শুচঃ॥"

যাবতীয় ধর্ম্ম ও আশ্রমধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমার শরণাগত হও। ঐ সকল আশ্রমধর্ম্ম বা বর্ণধর্ম্ম পরিত্যাগ করাতে তোমার প্রত্যবায় হইবে, এইরূপ ভাবিয়া শোক করিও না। আমার ভক্তের কোনও পাপ নাই, আমি তাঁহাকে সমস্ত পাপ হইতে মোচন করিয়া থাকি। যদি শ্রদ্ধা দেখাইতে হয়, তবে আমাকে দেখাও, যদি নমস্কার করিতে হয় তবে আমার ভক্তস্বরূপে প্রণিপাত কর—"মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।"

ভগবানের কার্য্যের গূঢ় মর্ম্ম একমাত্র ভগবানে সর্ব্বতোভাবে শরণাগত ভক্তই উপলব্ধি করিতে পারেন; অপরে মোহিত হইয়া পড়ে। এই প্রসঙ্গে বিদুর অস্বর-সাহবরূপ একটি কিংবদন্তী আছে। ভোগী অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন লোকেরা গৌর-সুন্দরের অনুষ্ঠিত শ্রাদ্ধাদি কার্য্যের গূঢ় তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া "শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রেতশ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন—সুতরাং আমা-দিগেরও ঐরূপ আচরণ করা কর্ত্তব্য' এইরূপ বিবেচনা করিয়া থাকেন। কিন্তু বিরোধী লোকের স্বভাবই এই যে, তাহারা যে কার্য্যটি তাহাদের মনের মত অনুকূলময় দুষ্কার্য্য অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিকর হইবে সেই কার্য্যটি ভগবানের বা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির দোহাই দিয়া করিয়া থাকে—কিন্তু যেটি তাহাদের ইন্দ্রিয়তোষণের সহায়ক হইবে না, সে বিষয়টি গ্রহণ করিতে তাহারা নারাজ। যিনি স্বয়ংরূপ সাক্ষাৎনন্দবিগ্রহ শ্রীভগবান্, যাঁহার পিতামাতা আশীর্ব্বাদ ব্যতীত নন্দ-যশোদা ও ব্রজের পরিকরসমূহ তাঁহাদের কি প্রাকৃত লোকের মত জন্ম মৃত্যু বা প্রেতযোনি লাভ হয়?

নবদ্বীপ-পঞ্জিকা

অদ্য হইতে ৩ দিনের

২৪ শ্রীধর ২৪ শ্রাবণ ৯ আগষ্ট শুক্র তিথি সর্ব্বোপবাসী গৌণপক্ষী মধুসূদন দং ২।৪১ অনুরাধা ভাবৎ দি ৩।১৭ ঐন্দ্রযোগ দং ৩।৫৫ তৈতিলকরণ।

২৫ শ্রীধর ২৫ শ্রাবণ ১০ আগষ্ট শনি অন্যত্র বীজোপবাসী গৌণৈকাদশী দ্বাদশ দং ১।৫১ জ্যেষ্ঠা প্রভৃ দি ৩।২৪ বৈধৃতিযোগ দং ২।১৩ বণিজকরণ দি ২।২২ গতে বিষ্টিকরণ দং ১।৫১ গতে ববকরণ। একাদশীর উপবাস। শ্রীকৃষ্ণের ঝুলনযাত্রা। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে বাসাধিককালব্যাপী বার্ষিক মহামহোৎসবারম্ভ।

২৬ শ্রীধর ২৬ শ্রাবণ ১১ আগষ্ট রবি সর্ব্ব বাহ্যদের গৌণদ্বাদশী পক্ষী দং ১২।৪১ মূলা প্রভৃ দি ৩।৪ বিষ্কুম্ভযোগ দং ১২।১০ ববকরণ। দি ১।৩৮ গতে ১।৫৬ মধ্যে একাদশীর পারণ (শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু ও পণ্ডিত শ্রীগৌরীদাসের তিরোভাব। শ্রীকৃষ্ণের পবিত্রারোপণ উৎসব।

শ্রীধর-চরিত্র

(৯)

ভক্তিযোগে বাঁধে তোমা যশোদা গোকুলে
ভক্তিযোগে বেচেছিল তোমা সত্যভামা,
ভক্তিবলে কাঁদে কৈলা গোপাঙ্গনা-গণ
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডকোটি চিত্তে যাঁ'রে ধ্যানে,
সে তুমি শ্রীরাধা প্রেমে হ'য়েছ বন্দিল।
ভক্তিবলে তুমি কুরু-সমর-প্রাঙ্গণে,
হ'য়েছিলে রথযন্তু পার্থের স্তন্দনে।
ভক্তিবলে তুমি হরি পাতালপুরেতে
হ'য়েছিলে দ্বাররক্ষী বলির দ্বারেতে।
ভক্তিবলে পাণ্ডবের দ্বারে, করে ধরি
তুমি হরি স্বর্ণ ভৃঙ্গার, পরম আনন্দে
নিযুক্ত হ'য়েছিলে পাদপ্রক্ষালনে।
যাঁর পাদমূলে কোটি অনঙ্গবাসব
সসম্ভ্রমে নত হয় দূরাবনুষ্ঠিত,
সেই হরি নিজ শিরোপরে ভক্তিবলে
ধ'রেছিলে গোপশাবকগণ, যোগীন্দ্র
মুনীন্দ্র ধ্যানে নাহি পায় যাঁরে,
ভক্তিবলে সেই হরি ব্রজের কাননে,
খেয়েছেন গোচারণে এঁটো ফল
ব্রজবালকের।

হেনেছি শ্রীকৃষ্ণ হরি,
ভক্তিবলে একমাত্র পরাজয় তব,
সেই শ্রেষ্ঠ গোপা কভু না কহি কাহারে,
জিনিয়া বেড়াও তুমি বিশ্ব চরাচর,
সে বাধা হইল চূর্ণ নবদ্বীপ মাঝে,
দেখ দেখ ভক্তিমার্গে সকল ভুবন।
সেইকালে ভক্তিবলে হ'লে পরাজয়,
অতি দুঃখীর মাঝে দুই চাহিবারে
একালে বাঁধিবে তোমা সজ্জনে ভবে,
স্বকৌশলে স্বভাবেতে শক্তিবিশেষে।
বিশ্ববিদ্যালয়-মাঝে যাহারে যে কভু
মহা শুদ্ধা সরস্বতী তাঁর মুখে শুনি,
সকল বৈষ্ণবগণ মানিল বিস্ময়,
পরম সরল শুদ্ধ শ্রীধরের হেরি'।

শ্রীধরের স্তব শুনি'
ভক্তবাৎসল্যরূপ কহিলা শ্রীহরি,
বহু ক্লেশ সহিয়াছ আমার লাগিয়া
যাহা ইচ্ছা লও বর ভকত শ্রীধর
তোমারে করিব আমি অষ্টসিদ্ধিদান।
শ্রীধর কহিলা প্রভু না কর বঞ্চনা,
নিশ্চয় থাকহ তুমি না পারিবা মোরে,
দুর্ল্লভ যা প্রেমভক্তি করি সংগোপন,
আমারে ছলিবে তুমি অষ্টসিদ্ধি দিয়া?
প্রভু বলে শুন, শুন সুকৃতি শ্রীধর,
ব্যর্থ নাহি হয় কভু মোর দরশন,
নিশ্চয় পাইবে বর যাহা বাঞ্ছা মনে।
বর লহ পুনঃ পুনঃ কহে বিশ্বম্ভর।
কিন্তু ভক্ত না চাহিল নিজ সুখবর
অবশেষে কহে সাধু প্রভু অনুরোধে,
একান্ত আমারে যদি দিবা তুমি বর,
এই বর দাও যেন যাচি ও চরণে।
যে ব্রাহ্মণ মোর খোলা দিল লাথাইয়া,
কেড়ে নিত প্রতিদিন মোর কলাফুল,
প্রতিজন্মে নাথ মোর হোক্ সে ব্রাহ্মণ,
যে ব্রাহ্মণ মোর সনে করিল কন্দল,
যে ব্রাহ্মণ ধ'রেছিল মোর পদ হ'তে,
সর্ব্বপাপবিনাশিনী জাহ্নবী,
সে-ব্রাহ্মণ-পাদপদ্ম জীবনে মরণে
পরম আশ্রয়া ধন হউক আমার।
বলিতে বলিতে ভক্ত প্রেমাবেশে মাতি,
মহা উচ্চৈঃস্বরে কাঁদে উর্দ্ধ বাহু তুলি'।
শ্রীধরের প্রেমভক্তি হেরিয়া নয়নে,
সকল বৈষ্ণব কাঁদে হইয়া বিহ্বল,
উচ্চৈঃস্বরে পরস্পর প্রেমের আবেশে।

কহিলা বরদ হরি,
বৈষ্ণবসমক্ষে বসি' হাসিয়া শ্রীধরে,
এক মহামাত্রা তোমা করিলু অর্পণ,
এ জীবনে ভক্ত বহু পাইয়াছ ক্লেশ
এবে হও সে রাজ্যের রাজরাজেশ্বর।
কিন্তু আমি নাহি চাই কহিলা শ্রীধর,
নাহি চাহি ধন জন কবিতা সুন্দরী,
না'হ চাহি মোক্ষসুখ স্বর্গসুখ কভি,
তব পদে এই ভিক্ষা শুনহ শ্রীহরি.
জন্ম জন্ম পাই যেন তব নামগুণ।
শুনিয়া শ্রীধরবাক্য হরির অন্তরে
কাঁদিলা ভকত প্রতি ভক্তাধীন হরি,
শুনহ শ্রীধর তুমি নিত্য মোর দাস।
এবেন প্রকাশ তুমি হোইলে নয়নে,
এত প্রলোভনে তব না ভজিল লোভ,
তাই তোমে এই আমি করিনু প্রদান,
দুর্ল্লভ যা বেদগোপ্য শুদ্ধভক্তিযোগ।
পাইলা দুর্ল্লভ ধন ভকত শ্রীধর
গৌরবাণী শুনি লোক মানিল বিস্ময়,
জয় জয় ধ্বনি হইল বৈষ্ণবমণ্ডলে।

আচার্য্য প্রসঙ্গে

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

আপনারা সকলে শ্রীল বাবাজী মহা-রাজের আদর্শের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। প্রাকৃত গুণাদি কিছুমাত্র তাঁহাকে স্পর্শ পায় নাই। তিনি নিন্দা-প্রশংসার প্রতি কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করিয়া বা কাহারও নিন্দা-প্রশংসা না করিয়া নিষ্কপটভাবে নিরন্তর নামসংকীর্ত্তনের আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি বিচার প্রদর্শন করিয়াছেন, 'কৈবল্যৈকপ্রয়োজনম্'—কেবল ভক্তি ব্যতীত অপর কিছুর প্রয়োজনীয়তা নাই, সর্ব্বদাই তাঁহার আদর্শে আমরা শিক্ষা পাইয়া থাকি।

• • •

উক্ত প্রসঙ্গ কীর্ত্তনের পর শ্রীল প্রভু-পাদের ইচ্ছাক্রমে অল্পবয়সীর বালক শ্রীমান হরেকৃষ্ণ দাস 'দুর্লভ জনমে' গানটি সুমধুরস্বরে কীর্ত্তন করেন। অতঃপর শ্রীল প্রভুপাদ আবার হরিকথা কীর্ত্তন করেন। তাহা ক্রমশঃ বর্ণন করিব।

পরনিন্দা পরচর্চ্চা না কর কখন। দূরভাবে একান্তে ভজ শ্রীগৌরচরণ

শুদ্ধভক্তি মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ

(আকর-মঠরাজ)

প্রাচীন নবদ্বীপ, তদন্তর্গত শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ শত উত্তর-পূর্বে শ্রীব্রজপত্তনে মায়াধীশ শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব বিরাজমান। এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, সর্ববিদ্যাপীঠ বা সারস্বতজনস্থলী। এই মঠরাজে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি বেদান্তসমূহের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারী ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র 'নদীয়া-প্রকাশ', সাত্বত-সম্প্রদায়ে অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থাদি পঞ্চরত্নে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রকাশিত হইতেছেন। প্রতি বৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমোৎসব ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীসহ কীর্তন-পঞ্চরত্নে মহামহোৎসবাদি সকল অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৩ কালীপ্রসাদ চক্রবর্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত শুদ্ধভক্তি-প্রচারোদ্দেশ্যে গৌড়দেশের সর্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই শুদ্ধমঠরাজে শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ-শ্রীরাধাগোবিন্দজীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্তন, সপ্রধান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হয়। এই মঠ হইতে মহানগরীর সর্বত্র হরিকথা-প্রচার, মহানগর-সঙ্কীর্তন, বক্তৃতা, ব্যাখ্যা ও সঙ্কীর্তন-মহা-মহোৎসবাদি ভক্তাঙ্গের অনুষ্ঠান হয়। মঠরক্ষক—মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া সহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী সেবাকোবিদ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী এখানে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্তমান, রক্ষক—শ্রীঅবধূত দাসাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্তমান। রক্ষক—গোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

(৭) কাজীর সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক।

(৮) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও রাধামাধবের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান দাস ব্রহ্মচারী।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড়, (বর্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(১০) মোদদ্রুমছত্র গৌড়ের নৈমিষ

মাউগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্ধমান)।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান। শ্রীগৌরনিত্যানন্দের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীকুঞ্জবিহারী ব্রজবাসী, ভক্তিভূষণ।

(১১) ভেতিয়া কুঞ্জকানন

শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী.

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীনদীয়ানন্দ ব্রহ্মচারী

(১২) কুঞ্জকুটীর—পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া। রক্ষক—শ্রীঅনন্তানন্দ অধিকারী

(১৩) ভাগবত-আসন—পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

এই স্থান হইতে ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচারিত হয়। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তশাস্ত্রী।

(১৪) একায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ চামথাল, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী ভক্তিভূষণ।

(১৫) মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীচণ্ডীকিশোর ব্রজবাসী।

(১৬) মাধ্বগৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, পোঃ ঢাকা

পূর্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বা-গিরিধারীর সেবা বর্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীপাদ প্রণবানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ।

(১৭) গোপালজীউ মঠ—কমলাপুর, (ঢাকা)

গোপালজীউ শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান। রক্ষক—শ্রীরাধানাথ ব্রজবাসী.

(১৮) নিতাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)।

এখানে শ্রীনিতাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(১৯) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ভক্তিশাস্ত্রী এম্-এ, বি-এল।

(২০) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাছু, (কাণ্ডা)

এখানে ষড়্ভুজ শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(২১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্ধমান)।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারীর নিত্য-সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী.

(২২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ডুমুরকোণা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী।

(২৩) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে গুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান্দাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত।

(২৪) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী।

(২৫) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগড়, পোঃ বক্সীবাজার, (কটক)

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদবাণজীউর নিত্যসেবা বর্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর

(২৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর পুরী,

শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ গান্ধর্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন।

(২৭) পুরুষোত্তম মঠ

ভক্তিকুটী, পোঃ পুরী উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীউর নিত্য-সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীগদাধর অধিকারী

(২৮) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়ানাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী দাসাধিকারী।

(২৯) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভূর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্তমান। মঠরক্ষক—শ্রীনিতাইচরণ দাসাধিকারী ভক্তিলোচন।

(৩০) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪২নং কবিন্দপুরা, বেনারস সিটি

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্বাগিরিধারীর সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীসদেবেশ ব্রহ্মচারী।

(৩১) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী

(৩২) পরমহংস মঠ.

পোঃ নিমসার, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও গৌরবিনোদ-বিলাসজীর সেবা বর্তমান।

রক্ষক—শ্রীসত্যনারায়ণ দাসাধিকারী।

(৩৩) কৃষ্ণচৈতন্য মঠ

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

এখানে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিত্য-সেবা হয়। রক্ষক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠ

বিশ্রামঘাট মথুরা

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রী[illegible]

(৩৫) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ—শ্রীরাধাকুণ্ড

রক্ষক—শ্রীরাধারমণচরণদাস ব্রহ্মচারী

(৩৬) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৩৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ

শেখপুরা, পোঃ তোতোল, জেলা গুরদাস (পাঞ্জাব) রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৩৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্বিকাগিরিধারীর সেবা।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসম্বন্ধ তুর্য্যাশ্রমী

(৩৯) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল।

এখানে গৌরবিনোদরায়ের সেবা বর্তমান।

রক্ষক—শ্রীনবীনগোপাল অধিকারী।

(৪০) সারস্বত-গৌড়ীয় মঠ

হরিদ্বার মায়াপুর, ইউ, পি

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্বস্ব গিরি

(৪১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ রায়পেট্টা মাদ্রাজ।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্বাগিরিধারীর সেবা।

রক্ষক—শ্রীপাদ ভগবানন্দ ভক্তিবিকাশ

৪২) বোম্বে-গৌড়ীয়-মঠ কার্য্যালয়

গ্রোট্টার রোড, চৌপাটি বিল্ডিং, বাংলো নং ১, বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ দেবশর্মা মজুমদার।

(৪৩) অমরসি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমরসি, মেদিনীপুর

(৪৪) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী

(৪৫) পাটনা গৌড়ীয় মঠ

১০০ মিঠাপুরা, পাটনা।

রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী রাগভূষণ

(৪৬) গয়া গৌড়ীয় মঠ

বিল সাহেব, চাক রোড, গয়া

রক্ষক—উপদেশক শ্রীসর্বেশ্বর রাগভূষণ

(৪৭) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠ বালেশ্বর

রক্ষক—শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয়

৩ গ্লস্টার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, এস-ডব্লিউ ৭, লণ্ডন

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন

(৪৯) বার্লিন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

Berlin W. 30

Eisenacher strasse 29 II.

(৫০) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

৩৫০ নং ডালহাউসী ষ্ট্রীট রেঙ্গুন।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বাঙ্গালাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম ও চতুর্থ দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
প্রত্যেক স্কন্ধও পৃথক্ প্রাপ্তব্য ।৶০
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। অনুভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৷৹ ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৷৹ ৪র্থ খণ্ড ৷৹
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—১৲; ২য় খণ্ড ৷৹
৭। শ্রীচৈতন্যদেব—১৲
৮। সংক্রিয়াসার—দীপিকা ও সংস্কার-দীপিকা ১।০
৯। [illegible] ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৷৹
১৪। [illegible] (দ্বিতীয় সংস্করণ) ১০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিধি-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৷৹
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ।০
১৮। [illegible] ।০
১৯। ভাগবতের কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৶০
২১। গৌড়ীয়-গীতিকা ৷৶০
২২। [illegible] ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ ও (বাঁধা)
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
২৬। গীতার কেবল মূল-ভাষা ।০
২৭। [illegible] ২৲
২৮। [illegible] ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷
৩০। [illegible] ৷৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৶০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৷৹
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি ৴০
৪১। গীতাবলী ৴০
৪২। চিত্রে নবদ্বীপ ।৷০
৪৩। [illegible] ৴০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৴০
৪৬। [illegible] ৴০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। [illegible] ৴১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৷৹
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ০
৫৫। [illegible] ।০
৫৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৴০
৫৭। উপোষণ-তত্ত্ব ([illegible]) ।০
৫৮। [illegible] ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৷৶০
৬০। [illegible] ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও স্তবঃ ৷৹
৬১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী [illegible] ।০
৬২। সটীক শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৬৩। তত্ত্বসূত্র ।০
৬৪। [illegible] শিক্ষাষ্টক .৶০
৬৫। গৌড়ীয়মঠের পরিচয়ঃ ৴০
৬৬। সাধনদর্পণম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৭। রায় রামানন্দ
৬৮। এ ভিউ [illegible] অব্ বেদান্ত ।০
৬৯। [illegible] ।০
৭০। বেদান্ত—ইট্স্ মর্ফলজি অ্যাণ্ড অন্টলজি ।০
৭১। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ৷৶০
৭২। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।০
৭৩। বৈষ্ণবিজম ।০
৭৪। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৴০
৭৫। দি ভাগবত ।০
৭৬। [illegible] ।০
৭৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২।০
৭৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া ভাষায় প্রকাশিত

৭৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮০। সাধন-পথ ।০
৮১। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৮২। গীতাবলী ৴০
৮৩। শরণাগতি ৴০

আসাম ভাষায় প্রকাশিত

৮৪। শরণাগতি ৴০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বেহালার পাচন। [illegible] একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। এক ছোট বোতল ৷৶০ আনা, বড় বোতল ১৶০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।
অথবা
পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালি-আবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন প্রকারে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।
জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং
কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার
কলিকাতা

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের সংঘর্ষ যুগে এই গ্রন্থখানি পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্ গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে বর্ণানুক্রমিক শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৷৹ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও
ও কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, এল, কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

[ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

স্কটিশ চার্চ কলেজের দর্শনের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত আচার্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর কর্তৃক সঙ্কলিত। বৈষ্ণবাচার্য্য এম-এ, মহোদয়ের শ্রেষ্ঠগবেষণা এবং পাণ্ডিত্য লেখনীর অমৃতময় আস্বাদন কারবা একাধারে দর্শন এবং তত্ত্ব ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অতীব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সমন্বিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক আলোচনা প্রথম খণ্ডে অতি অধ্যায়ে। প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় লিখিত ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের লিখিত মুখবন্ধ (Foreward) প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সাজান প্রামাণ্য সূচীপত্র (Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা—১৫, পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা, মাদ্রাজ ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা ; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST— প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। প্রতি বর্ষ ৪। টাকা। ১নং উল্টাডিঙ্গি জংশন রোড, কলিকাতা বাগবাজার গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। বৈদিক প্রচারিণী সভা শ্রীগৌরসুন্দর মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৷০

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ দাসাধিকারী সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিত্যানন্দ সেবাতীর্থ বি-এল, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষার পাক্ষিক। ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল শ্লোক অন্বয় এবং তাহার বঙ্গানুবাদ পূর্ব গৌড়ীয় প্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সম্বলিত হইয়াছে। আর্ট পেপারে ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৯৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোক সূচী, পদসূচী, গ্রন্থসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী-পত্র সহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট সংস্করণ অদ্যাবধি কোথাও আর কখনও প্রকাশিত হয় নাই, যাহা বিশেষজ্ঞ পাঠক মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম—মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে ; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। আহার ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র দরিদ্র ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৪৬,	১০—৩১,	১৩—২২	১৭—০৮,	১৯—০৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—০৫
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৩,	২০—১২

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

শনিবার ব্যতীত

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১২-১৩	১২-৩৪	১৫-৭৪	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫০	৯-৩০	১২-১৯	১২-৪২	১৫-৪০	১৮-৭৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২০	১০-৩	১২-৫১	১৩-১২	৬-১১	১৯-১১

সচিত্র

নবদ্বীপ পঞ্জিকা

ভিক্ষা—মাত্র ৶০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপকারী পানীয়

রবিনসনের
পেটেন্ট **বার্লি**
হইতে বার্লিজল প্রস্তুত হয়

ডাক্তার সন্নিকটে আসিলে যথেষ্ট পরিমাণে উহা সেবন করুন!

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈ নি ক

REG. NO C. 1544

চৈতন্যোপনিষদ্
এক অক্ষরে মূল ও
অনুবাদসহ প্রকাশিত
হইয়াছে। কাগজ ও
ছাপা অতি উত্তম।
ভিক্ষা ।০ মাত্র
শ্রীচৈতন্যমঠ,
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

"গৌড়ীয়"
১ম বর্ষ হইতে
১১শ বর্ষ পর্য্যন্ত
প্রতি বর্ষ কাগজে
বাঁধাই
ভিক্ষা ৩।০ মাত্র।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ
বাগবাজার, কলিকাতা

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১০ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২৫শে শ্রাবণ, শনিবার ১৩৪২, ১০ই আগষ্ট ১৯৩৫ [১৩৭তম সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

ভারতের ভাবী বড়লাট
লর্ড লিনলিথগোর নিয়োগ

নিম্নলিখিত মর্ম্মে এক এত্তাহার জারী করা হইয়াছে :—

আগামী বৎসর এপ্রিল মাসে ভারতের বড়লাট লর্ড উইলিংডনের কার্য্যকাল উত্তীর্ণ হইবে। তাঁহার স্থলাভিষিক্তরূপে মার্কুইস অব লিনলিথগোর নিয়োগ মহামান্য সম্রাট অনুমোদন করিয়াছেন।

নূতন রাষ্ট্রতন্ত্রে প্রথম বড়লাট

(১৯৩৬ সালের এপ্রিল মাসে ভারতের বড়লাট আর্ল অব উইলিংডনের কার্য্যকাল শেষ হইবে। তাঁহার স্থলাভিষিক্তরূপে মার্কুইস অব লিনলিথগো ভারতের বড়লাট নিযুক্ত হইয়াছেন। কার্য্যভার গ্রহণের কয়েক মাস পূর্ব্বেই লর্ড লিনলিথগোকে নিয়োগ করার ঘোষণা নূতন রাষ্ট্রতন্ত্র প্রবর্ত্তন ত্বরান্বিত করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট যে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন তাহারাই সূচনা করিতেছে বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। তাঁহার নিয়োগ সম্পর্কে রাজনীতিক মহলে যে জল্পনা-কল্পনা চলিতেছিল তাহাই সত্যে পর্য্যবসিত হইল। ইংলণ্ডের রাজনীতিক মহল লর্ড লিনলিথগোকেই উক্ত পদের জন্য সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত পাত্র বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিলেন।

পাঠকবর্গের স্মরণ থাকিতে পারে যে, রাজকীয় কৃষি কমিশনের সভাপতিরূপে লর্ড লিনলিথগো ভারতে আসিয়াছিলেন এবং তাঁহার ব্যক্তিগত উপস্থিতি দ্বারা এমন একটী বিষয়ে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছিলেন যাহা ভবিষ্যতে শাসনকর্ত্তার পক্ষে অতীব প্রয়োজনীয়। ভারতের শাসন-সংস্কার সম্পর্কিত জয়েণ্ট-পার্লা-মেণ্টারী কমিটীর চেয়ারম্যানরূপে নূতন রাষ্ট্রতন্ত্র সম্পর্কে (এই রাষ্ট্রতন্ত্রে তিনি প্রথম বড়লাট হইবেন) তিনি বিশেষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের সুযোগ পাইয়াছেন।

মাদারীপুরে খুনের মামলা

মাদারীপুরের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এন এম বর্দ্ধনের নিকট কোর্ট ইন্সপেক্টার কয়েক জন হত্যার মামলার আসামীর উপর হইতে অভিযোগ প্রত্যাহার করার আবেদন করিলে তিনি তাঁহার প্রার্থনা মঞ্জুর করেন। ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের ঐ আদেশের বিরুদ্ধে সৈয়দ রহমন হাওলাদারের পক্ষ হইতে ফরিদপুরের দায়রা জজের নিকট আবেদন করা হয়। দায়রা জজ ঐ আবেদন সম্বন্ধে শেষ নিষ্পত্তি করিয়াছেন।

প্রায় এক বৎসর পূর্ব্বে একটা দাঙ্গাতে দুইজন লোক নিহত হয়। সৈয়দ রহমান হাওলাদার ঐ মৃত ব্যক্তিগণের ভ্রাতা। ঐ মামলায় ২১ জনের বিচার হয়, কিন্তু সকলেই খালাস পায়। আরও ১২ জন লোকের ঐ মামলায় যখন বিচার হইতেছিল তখন পলাতক। পরে তাহারা আত্মসমর্পণ করে ও এই দাবী করে যে, ঐ মামলার অন্যান্য আসামী খালাস পাইয়াছে। সেই দিক দিয়া বিবেচনা করিয়া তাহাদের বিরুদ্ধেও মামলা প্রত্যাহার করা হউক। ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এন এম বর্দ্ধনের কোর্টে ঐ মামলা প্রত্যাহারে আবেদন করা হইলে তিনি মামলা প্রত্যাহার করিবার অনুমতি দেন এবং আসামীদিগকে ছাড়িয়া দেন।

সৈয়দ রহমান দায়রা জজের নিকট যে আরজি দেয় তাহার মর্ম্ম এই মামলা সম্বন্ধে তদন্ত করিয়াছিল, আসামীরা তাহাদের বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা দায়ের করিয়াছিল আসামীদের উপর হইতে মামলা প্রত্যাহার করিলে আসামীরাও উহাদের বিরুদ্ধে যে মামলা করিয়াছিল তাহা প্রত্যাহার করিতে রাজী হইয়াছিল। খুন ও ক্ষতি সম্পর্কে এই ফৌজদারী মামলা করা হইয়াছিল।

মিঃ এন এম বর্দ্ধন আসামীদিগকে অব্যাহতি দেওয়ার যে আদেশ দিয়াছিলেন দায়রা জজ তাহা নাকচ করিয়া দেন। তিনি আরও নির্দ্দেশ দেন যে অন্য একজন ম্যাজিষ্ট্রেটের দ্বারা এই মামলা সম্পর্কে যেন আরও তদন্ত করা হয়।

পুণায় পিস্তলধারী পাঠান চোর

গত ৬ই আগষ্ট প্রত্যূষে পুণা সহরের উপকণ্ঠভাগের শান্তি এক অভাবনীয় কাণ্ডের ফলে বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠে। জনৈক পাঠান সিঁদেল চোর রাস্তাপার্শ্বে এক পরদেশী স্ত্রীলোকের হাত হইতে বলয় খুলিয়া লইয়ে বাধ্য হইয়া যখন পলায়ন করিতেছিল, তখন কয়েক ব্যক্তি তাহাকে ধরিবার জন্য তাহার পশ্চাদ্ধাবন করে। উক্ত সিঁদেল চোর তাহার অনুসরণকারীদের লক্ষ্য রাখিয়া পিস্তল হইতে গুলী করে। উহাতে এক ব্যক্তির বাম হাতে আঘাত লাগে। পাঠানকে শেষ পর্য্যন্ত গ্রেপ্তার করা হয় বটে, কিন্তু তৎপূর্ব্বে সে ছোরা দ্বারা চারি জনকে জখম করিয়া ফেলে। সে এক্ষণে পুলিশ হেপাজতে রহিয়াছে। তদন্ত চলিতেছে।

স্ত্রীপতিকে হত্যা

স্ত্রীপতি পঞ্চানন চাপীর ... ঘটাইবার অপরাধে দায়রা জজ মিঃ বি কে বসু আই সি-এস জুরীদিগের সহিত একমত হইয়া বানারিপাড়া থানার অন্তর্গত শাখা-রিয়া গ্রামের মোনারদ্দিকে দঃ বিঃ ৩০৪ (অপরাধমূলক নরহত্যা) অনুসারে বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন

ফ্রান্সে ব্যোমপথে দুর্ঘটনা
বহু উচ্চে বিমান বিস্ফোরণ

ফ্রান্সের একমাত্র "ষ্ট্রাটোস্ফিয়ার" বিমানখানি গত ৫ই আগষ্ট বনিয়ারিসের নিকটে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। উক্ত বিমানের চালক পুড়িয়া মারা গিয়াছেন।

কিছুদিন পূর্ব্বে বিমানখানির নির্ম্মাণকার্য্য শেষ হয়। তেত্রিশ হাজার ফুট উচ্চে চালাইয়া উহা পরীক্ষা করা হইতেছিল। মাত্র ১৫ মিনিটকাল চালনার পর হঠাৎ বিমানখানি ফাটিয়া যায় এবং আগুন জ্বলিয়া উঠে সম্ভবতঃ বিমান চালক অত্যধিক উচ্চে উঠিয়া দিক্ হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন।

সর্পদষ্ট গাভীর দুগ্ধপানে বিপত্তি

কুচবিহার রাজপ্রাসাদের কর্ম্মচারী মিঃ এম সি ক্লিফটন সম্প্রতি সপরিবারে বাহিরে অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যের সহিত ঘন দুধ ও সর খান। কিছুকাল পরেই তাঁহার ঘুম পাইতে থাকে ও তিনি অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়েন। কেহই তাঁহার কোন কারণ নির্ণয় করিতে পারে না।

ইতিমধ্যে গোয়ালাদের যে সমস্ত গাভী মাঠে চরিতে দেওয়া হইয়াছিল তন্মধ্যে একটি গাভী পূর্ব্বের সর্পদংশনের ফলে মারা যায়। এখন মিঃ ক্লিফটনের অসুস্থতার কারণ ধরা পড়ে। তখনই চা সাহেবের চিকিৎসা করান হয়। মিঃ ক্লিফটন এখন ভাল আছেন।

পরিবারের অন্যান্য লোকেরাও দুধ খাইয়া-ছিলেন। ফলে তাঁহারাও অল্পবিস্তর অসুস্থ হইয়াছিলেন।

খাইয়াছিলেন বলিয়া তিনি সর্ব্বাপেক্ষা বেশী অসুস্থ হইয়াছিলেন

গুরুতর আঘাতের ফলে মৃত্যু

কাবেজ খাঁ, সুখিয়া প্রামাণিক, হারু খাঁ এবং অপর চারি ব্যক্তি সাহেবনগর থানার বড় মহাতাবপুর গ্রামের জেনাতুল্লা নামক জনৈক ব্যক্তিকে গুরুতর আঘাত করিয়া মৃত্যু ঘটাইবার অপরাধে দায়রায় সোপর্দ্দ হয়। পাবনা ও বগুড়ার জজ সাহেব ১জন জুরীর সাহায্যে ইহাদের বিচার করিয়া অধিকাংশ জুরীর মত গ্রহণ করিয়া কাবেজ খাঁকে ভাঃ দঃ বিঃ ৩২৬ ধারা অনুসারে দোষী সাব্যস্ত ৩ বৎসর এবং ৪৪৭ ধারা মতে ১বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। উভয় দণ্ডাদেশ একসঙ্গে চলিবে। সুখিয়া ও হারু খাঁ ৪৪৭ ধারা মতে দোষী প্রতিপন্ন হওয়ায় তাহাদের প্রতি ১ বৎসর করিয়া কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। অবশিষ্ট চারিজন খালাস পাইয়াছে।

অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ ফরিয়াদীর সহিত আসামীগণের নানা কারণে গণ্ডগোল চলিতেছিল। গত ২৮শে এপ্রিল রাত্রি অনুমান ১১ঘটিকার সময় কাবেজ খাঁ, সুখিয়া প্রামাণিক ও হারু খাঁ ফরিয়াদীর ঘরের দরজা ভাঙ্গিয়া প্রবেশ করে এবং কাবেজ খাঁ জেনাতুল্লার ইট্টিতে ছুরি দিয়া ভীষণভাবে আঘাত করে। অতঃপর জেনাতুল্লাকে সিরাজগঞ্জ হাসপাতালে চিকিৎসার্থ স্থানান্তরিত করা হয়। কিছুদিন পর সে স্বেচ্ছায় বাড়ী ফিরিয়া আসে এবং ঐ আঘাতের ফলেই সে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

আর এস এন কোম্পানীর টাকা আত্মসাৎ

আর এস এন কোম্পানীর টাকা আত্মসাৎ করিবার অভিযোগে, চাঁদপুর ষ্টীমার ষ্টেশনের সাব এজেণ্ট মণিমোহন সাহাকে ১৮ মাস সশ্রম কারাদণ্ড ও ২০০ টাকা জরিমানা করা হয়। জরিমানা অনাদায়ে তাহাকে আরও ৬ মাস কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে।

বে-আইনী মদ চোলাই

বে-আইনী মদ চোলাই করার অপরাধে চুচুড়ার তুলসী মালিক ও বসন্ত মালিক নামক দুই ব্যক্তি যথাক্রমে ৮০ ও দেড়শত টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে; অনাদায়ে প্রত্যেকের প্রতি দেড়মাস সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে।

ম্যাজিষ্ট্রেট, খগেন ধীবর নামক অপর একজনের একমাস সশ্রম কারাদণ্ড ও পঁচিশ টাকা অর্থদণ্ডের আদেশ দিয়াছেন।

অপরের প্রাণরক্ষায় নিজের জীবনাহুতি

লোহং চা-বাগানের ম্যানেজারের নিকট হইতে প্রাপ্ত এক সংবাদে প্রকাশ যে ৮ বৎসর বয়স্কা এক বাঙ্গালী বালিকা দৈবক্রমে বাড়ি নদীতে পড়িয়া যায়। বালিকাটি যখন খরস্রোতে ভাসিয়া যাইতেছিল তখন লোহং চা বাগানের হেড ক্লার্ক বেজতউদ্দীন (বয়স ৫০ বৎসর) নদীতীরে ছিলেন। তিনি ইহা দেখিয়া তৎক্ষণাৎ নদীতে ঝাপাইয়া পড়ে। তাঁহার সাহসিকতায় বালিকার জীবন রক্ষা হয়। তিনি তাহাকে তীরে উঠিতে সাহায্য করেন, দুর্ভাগ্যবশতঃ তিনি নিজে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তিনি বালিকাকে সলিল সমাধি হইতে উদ্ধার করিতে গিয়া অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়া মারা যান, হেড ক্লার্ক অনেক পোষ্য রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার এই সাহসিকতাপূর্ণ কার্য্যের স্বীকৃতির জন্য এক ভাণ্ডার খোলা হইতেছে।

২৩জন হাজতে প্রেরিত

গত ৩১শে জুলাই হুগলী জেলার ধনিয়াখালির অন্তর্গত মহেশপুর গ্রামে ডাঃ অবতারণ দাসের গৃহে যে ডাকাতি হইয়া গিয়াছে তৎসম্পর্কে এ যাবৎ ২৩ জন গ্রেপ্তার হইয়াছে। তাহাদিগকে চুঁচুড়া হাজতে প্রেরণ করা হইয়াছে। প্রকাশ, অপহৃত দ্রব্যাদির কিয়দংশ উদ্ধার হইয়াছে।

সাইকেল আরোহী চোর গ্রেপ্তার

গত ২রা আগষ্ট প্রত্যুষে ক্লাইভ রোডে কোনও এক মাড়োয়ারী মহাজনের ক্যাসবাক্স হইতে ৮৫ টাকা সংগ্রহ করিয়া সাইকেলযোগে পলায়ন করিবার কালে দুই জন কনেষ্টবলের চেষ্টায় মহাদেব নামে এক ব্যক্তি গ্রেপ্তার হইয়াছে। প্রকাশ উক্ত মহাজনের নিকট মহাদেব গহনা বন্ধক রাখিয়া কিছু টাকা কর্জ্জ করে। ঘটনার দিন গহনা খালাস করিবার উদ্দেশ্যে মহাদেব মাড়োয়ারীর বাড়ীতে যাইয়া যে ঘরে পায় বিবিধ রকমের বন্ধকী দ্রব্য গুছাইবার কাজে মাড়োয়ারী ব্যস্ত রহিয়াছে।

মহাদেব সুযোগ বুঝিয়া টেবিলের উপর রক্ষিত মাড়োয়ারীর ক্যাসবাক্স হইতে ৮৫৲ টাকা বাহির করিয়া তাহার সাইকেলে চড়িয়া দ্রুত পলায়ন করিতে থাকে। মাড়োয়ারী মহাদেবের পলায়নের সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার করিতে করিতে তাহার পিছু পিছু ধায় রাজপথে পাহারায় নিযুক্ত ২জন কনেষ্টবল মহাদেবকে গ্রেপ্তার করিয়া তাহার নিকট হইতে টাকা উদ্ধার করে। ব্যাঙ্কশাল কোর্টের প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এম এ এক কোয়েলাতা আসামীকে ১২ দিনের জন্য হাজতে রাখিবার আদেশ দিয়াছেন।

বন্দুকের গুলীতে ভৃত্য খুন

গোয়ালিয়র রাজ্যের পাথারিয়া গ্রামের ঠাকুর জগন্নাথ সিংহ গত ৭ই ফেব্রুয়ারী তাঁহার এক ভৃত্যকে বন্দুকের গুলীতে হত্যা করিয়া আত্মহত্যা করিবার চেষ্টার অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। স্পেশাল ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে ঐ মামলার বিচার হইয়াছে। আসামী ঠাকুর গোয়ালিয়র দণ্ডবিধির ২৯২ ধারা অনুযায়ী ১৪ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড এবং একহাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। মামলার মধ্যে রাও তাঁহার সহিত অভিযুক্ত হইয়াছিল। সে গোয়ালিয়র দণ্ডবিধির ১৮৯ ধারা অনুযায়ী এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে।

বহিষ্কারের আদেশ অমান্যের অভিযোগ

অতিরিক্ত জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট শাহ হাবিব কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র নারায়ণ গুরুকে নলিন চন্দ্রের বিরুদ্ধে সংশোধিত পাঞ্জাব ফৌজদারী আইনের ৫ ধারা অনুযায়ী বহিষ্কারের আদেশ অমান্যের অভিযোগ গঠন করিয়াছেন। গত ১৯৩৩ সালের ২০শে এপ্রিল পাঞ্জাব গবর্ণমেণ্ট এক আদেশ জারি করিয়া পাঞ্জাবের লাহোর ও অপর কয়েকটি জিলায় তাহার প্রবেশ নিষিদ্ধ করিয়াছিলেন।

সি আই ডি কনেষ্টবল সাহেব সিংহের সাক্ষ্য গৃহীত হইবার পর আসামীর জবানবন্দী গ্রহণ করা হয়। সে স্বীকার করে যে, ১৯৩৩ সালের ২০শে এপ্রিল অমৃতসরে তাহার উপর সংশোধিত পাঞ্জাব ফৌজদারী আইনের ৩ ধারা অনুযায়ী এক আদেশ জারি হইয়াছিল। সে মামলায় জবানী দীর্ঘ করিতে চাহে না। সে এক লিখিত বিবৃতি দাখিল করিবে।

ঝিনাইদহে মেল ডাকাতির জের

স্পেশাল ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ মোজাহের আলী ইন্দ্রনাথ মহাদেব পাল, শঙ্কর কৌশিক ও করুণাকান্ত চৌধুরীকে ডাকাতির অভিযোগে যথাক্রমে ১ বৎসর, ৮ মাস ও ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ যে, ২রা এপ্রিল তারিখে জনৈক ডাক হরকরা ঝিনাইদহ হইতে শৈলকূপায় মেলব্যাগ লইয়া যাইতেছিল। পথিমধ্যে অপরাহ্ণ বেলা অনুমান ৩ ঘটিকার সময় সারাপথ পোষ্ট অফিসের নিকট সে আক্রান্ত হয়। উক্ত পোষ্ট অফিস ঝিনাইদহ হইতে অনুমান ৮ মাইল দূরে অবস্থিত। ডাক হরকরাকে দুইজন লোক পশ্চাদ্দিক হইতে ধরিয়া রাখে এবং তৃতীয় ব্যক্তি মেলব্যাগগুলি কাটিয়া খুলিয়া ফেলে। ব্যাগগুলির মধ্যে টাকা কড়ি নাই দেখিয়া তাহারা ডাক হরকরাকে ছাড়িয়া দেয় ও ব্যাগগুলি ফেলিয়া দিয়া পলায়ন করে।

একসঙ্গে তিন খুন

এজাব আলী ও এজাজের অপর দুই ভ্রাতাকে হত্যা করিবার অভিযোগে উমেদালীর বিরুদ্ধে এবং এই হত্যাকার্য্যে উমেদালীকে সাহায্য করিবার অভিযোগে কদম আলী ও অপর দুইব্যক্তির বিরুদ্ধে আলীপুরের অতিরিক্ত দায়রা জজ মিঃ এস এন সেনের এজলাসে মামলা চলিতেছে। প্রকাশ, উমেদালী এজাজের বাড়ীর পাশ দিয়া অশ্লীল গান গাইয়া যাইবার সময় এজাজ উমেদালীর কার্য্যে প্রতিবাদ করে। ইহা লইয়া উভয়ের মধ্যে কলহের সূত্রপাত হয়। ফলে উমেদালী প্রথমতঃ এজাজকে এবং তৎপর এজাজের সাহায্যার্থ অগ্রসর হইলে তাহার দুই ভ্রাতাকে ছোরা দিয়া সাংঘাতিক আহত করিয়া পলায়ন করে। আঘাতের ফলে তাহাদের মৃত্যু হয়। মকদ্দমায় একদফা শুনানীর পর মামলা স্থগিত রাখা হইয়াছে।

১৩০ জন মুসলমানের বিচার

সহীদগঞ্জ ব্যাপারের জের

গত ৬ই আগষ্ট পূর্ব্বাহ্নে লাহোর সেন্ট্রাল জেলের মধ্যে গত ১৯শে জুলাই এক বে-আইনী শোভাযাত্রার মধ্য হইতে ধৃত ১৩০ জন মুসলমানের বিচার আরম্ভ হইয়াছে। উক্ত অবৈধ জনতা ঐ দিবস বাদশাহী মসজিদ হইতে সহীদগঞ্জ গুরুদ্বারের দিকে উহা দখল করিবার উদ্দেশ্যে অগ্রসর হইতেছিল এবং ঐ জনতা সমস্ত রাত্রি রাজপথে উপবেশন করিয়াছিল পর দিবস ২০শে জুলাই প্রাতে পুনরায় ঐ জনতা সহীদগঞ্জের দিকে অগ্রসর হইয়াছিল।

হুকুমজারী হইয়া যাইবার পর পুলিশের আদেশ জনতা কিরূপে অমান্য করিয়াছিল এবং অপরকে উহা অমান্য করিতে উৎসাহিত করিয়াছিল, তাহা ৬ই আগষ্ট ফরিয়াদী পক্ষ হইতে আদালতে বর্ণিত হয়।

লুজানে সামুদ্রিক ঝড়

ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের উত্তর ও মধ্য লুজানে সামুদ্রিক ঝড় হইয়া গিয়াছে। ১৭ জনের মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া সংবাদ আসিয়াছে। ২০ জন এখনও নিখোঁজ। ঝড়বৃষ্টির এখনও বিরাম নাই।

বিজ্ঞাপন

আজ প্রায় মাসাবধি ১টী সাদারংএর ঘোড়ার বাচ্চা ও কোনে ১টী কাল রংএর টাট্টু বাচ্চা, অত্র আমা ইউনিয়ন বোর্ডের অধীন আমা পাউণ্ডে আবদ্ধ আছে। এই বাচ্চা বাচ্চা বহুদূরের বলিয়া বোধ হয়। ১৫ দিন পর নিলাম হইবে। নিবেদন ইতি

বিনীত—

প্রেসিডেন্ট—শ্রীমণিমোহন বিশ্বাস

অত্র আমা ইঃ বোঃ ৭ই শ্রাবণ ১৩৪২

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ
বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
—পারমার্থিক পত্র—
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১০ম বর্ষ } ২৫ শ্রীধর গৌরাব্দ ৪৪৯, ২৮শে শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১৩৪২, ১৩ই আগষ্ট ইং ১৯৩৫ মঙ্গলবার { ১৩৭১শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট রায় শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ বাহাদুর ও অবসরপ্রাপ্ত সিভিল-সার্জ্জন রায় বাহাদুর ডাঃ যজ্ঞেশ্বর রায় মহোদয়দ্বয় গত ২রা আগষ্ট কলিকাতা হইতে শ্রীধাম মায়াপুর দর্শন করিতে আগমন করিয়াছিলেন। রায় বাহাদুর ঘোষের নিবাস ঢাকা জেলার অন্তর্গত বোলঘর গ্রামে এবং ডাঃ রায়ের নিবাস বরিশাল জেলার অন্তর্গত নরোত্তমপুর গ্রামে। উভয়েই বর্ত্তমানে কলিকাতায়ই বাস করেন।

•

ডাঃ রায় চক্ষু-চিকিৎসকরূপে পূর্ব্ববঙ্গের জনসাধারণের নিকট সুপরিচিত। তিনি যে-স্থানেই যান, সেই স্থানেই ছানি কাটিবার যন্ত্রাদি সঙ্গে লইয়াই যান। তাঁহার বর্ত্তমান বয়স ৬৮ বৎসর; কিন্তু এই বৃদ্ধবয়সেও তিনি যুবকের উৎসাহে ঐ কার্য্য করিয়া থাকেন। বিনা পারিশ্রমিকে সহস্র সহস্র দরিদ্র ব্যক্তির ছানি কাটিয়া তিনি তাহাদিগকে চক্ষুষ্মান্ করিয়াছেন। নষ্টদৃষ্টি পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া জনগণ যদি ঐ দৃষ্টিশক্তি ভগবৎসেবার্থ নিযুক্ত করিতে পারেন, তাহা হইলে অজ্ঞান-তিমির চিরতরে অপসারিত হইতে পারে। তাহা হইলে ত্রিতাপের তাণ্ডব-লেলিহ ভব-কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইবার আর ভয় থাকে না। অজ্ঞান-তিমির সর্ব্বৈত—জ্ঞানাঞ্জনবৎ শ্রীগুরুপাদপদ্ম; তাঁহার আশ্রয় পাইলেই দিব্যজ্ঞান লাভ হয়।

• • •

রায় বাহাদুরদ্বয় যখন শ্রীচৈতন্যমঠে পৌঁছেন তখন সন্ধ্যা ৮ ঘটিকা। শ্রীল প্রভুপাদ তখন শ্রীমঠের ভক্তিবিজয়ভবনে শ্রীধামের ভক্তবৃন্দের নিকট পুরুষোত্তম-তত্ত্ব সম্বন্ধে হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছিলেন। তাঁহারাও কিছুক্ষণ হরিকথা শ্রবণ করেন। পুরুষোত্তমের কথা আলোচনা করিলে জীবের কর্তৃত্বাভিমান—আমি চক্ষুদ্বারা দর্শন করি, আমি কর্ণ দ্বারা শ্রবণ করি, নাসিকা দ্বারা ঘ্রাণ গ্রহণ করি, আমি জিহ্বাদ্বারা আস্বাদ গ্রহণ করি, আমি ত্বক্দ্বারা স্পর্শসুখ লাভ করি—আমি এই সকল কার্য্যের কর্ত্তা, এই অভাববোধ অন্তর্হিত হয়। পুরুষোত্তম-তত্ত্বের আলোচনায় আমরা জানিতে পারি যে, আমরা শ্রীভগবানের হস্তের যন্ত্র, তিনি যন্ত্রী; সুতরাং কর্তৃত্বাভিমানের আমাদের কিছুই নাই।

• • •

উক্ত কর্তৃত্বাভিমান বস্তুতঃপক্ষে আত্মার কার্য্য নহে মনের কার্য্য; মন—চেতনাভাস—সূক্ষ্মদেহের অন্তর্গত। 'ভক্ত' বলিলে স্থূল বা সূক্ষ্মদেহকে বুঝায় না। ভক্তের ঐ কর্তৃত্বাভিমান নাই; যাঁহার ঐ কর্তৃত্বাভিমান আছে তিনি ভগবানের ঐকান্তিক ভক্ত হইতে পারেন নাই।

• • •

শ্রীল প্রভুপাদ পরজগতের—বৈকুণ্ঠজগতের আনন্দের সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে ঐ আনন্দ—অখণ্ড আনন্দ—নিত্য আনন্দ; কিন্তু ইহ জগতে বাস্তব (Positive) আনন্দ নাই। পুরুষোত্তমের ক্রিয়াই লীলা-সংজ্ঞায় অভিহিতা; ঐ নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের প্রস্রবণ। ঐ লীলায় সেবা করিতে পারিলে—ঐ লীলায় অনুগত হইলে আনন্দ আপনিই আসিয়া যায়। কিন্তু ভক্ত আনন্দ চান না, চান সেবা। সেবার আনন্দাভিলাষে সেবায় বাধা হইলে ভক্তের বড়ই ক্ষোভ হয়। যাহা সেবার ব্যাঘাত করায় ভক্ত কখনও তাহার বহুমানন করেন না। তাহার উদাহরণ নারদ। তিনি কৃষ্ণকে বাজন করিতেছিলেন, কিন্তু কৃষ্ণদর্শনজনিত আনন্দের ফলে হস্ত হইতে পাখা খসিয়া পড়িল। তাহাতে নারদ ঐ আনন্দকে ধিক্কার দিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের আহ্লাদিনী শক্তি শ্রীমতী রাধিকা।

"অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ॥"
(ভাঃ ১০।৩০।২৮)

রাসস্থলী হইতে শ্রীরাধা ও শ্রীগোবিন্দ উভয়েই অন্তর্হিত হইলে গোপীগণ বলিয়াছিলেন—"আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ যাঁহাকে নিভৃতে লইয়া গেলেন, তিনি ঈশ্বর হরিকে অবশ্যই অধিক আরাধনা করিয়াছেন। ইহার গূঢ় অর্থ এই যে, তিনি নিশ্চয়ই কৃষ্ণকান্তাগণের শিরোমণি বলিয়া তাঁহার নাম রাধা। এই শ্লোকে "অনয়া" শব্দে একজন গোপীকে বুঝাইতেছে; তিনিই আরাধিকা-শ্রেষ্ঠা রাধিকা।

• • •

শ্রীল প্রভুপাদ প্রসঙ্গক্রমে "কামাদীনাং কতি ন কতিধা" (ভক্তিরসামৃতসিন্ধু—কীর্ত্তি পঃ ৬) "অহন্যাপৃতার্ত্তকরণা" (ভাঃ ৩।৯।১০), "যস্যাং বৈ শ্রূয়মাণায়াং কৃষ্ণে পরমপূরুষে" (ভাঃ ১।৭।৭) প্রভৃতি শ্লোকসমূহও বর্ণন করিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা-কীর্ত্তনের পর তাঁহার আদেশক্রমে তদীয় অনুকম্পিত পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ কাব্যপুরাণতীর্থ, কাব্যবিনোদ, ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয়ের মূল-গায়কত্বে খোলকরতালযোগে কিছুকাল মহামন্ত্র কীর্ত্তন হইয়াছে।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমী মহারাজ গত ১৩ই শ্রাবণ দিবা গৌড়ীয়মঠ হইতে রওনা হইয়া তৎপরদিবস এলাহাবাদ শ্রীরূপগৌড়ীয়মঠে উপস্থিত হন। তথায় হাইকোর্টের শ্রীযুক্ত গদাধর প্রসাদ এম্-এস্-সি মহোদয়ের নিকট স্বামীজী সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন তত্ত্ব-সম্বন্ধে দেড়-ঘণ্টাকাল হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। প্রসঙ্গক্রমে সাধুসঙ্গের একান্ত প্রয়োজনীয়তার কথা বিশেষভাবে বলিয়াছেন।

• • •

স্বামীজী এলাহাবাদ হইতে ১৭ই শ্রাবণ রওনা হইয়া ১৮ই শ্রাবণ কলিকাতা গৌড়ীয়মঠে উপস্থিত হন। ট্রেণে কাণপুর বারের উকীল মিঃ শুক্লার নিকট 'ভগবানের সর্ব্বশক্তিমত্তা' সম্বন্ধে একঘণ্টাকাল হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠে ২০শে শ্রাবণ সন্ধ্যার পর "মহাপ্রভুর সহিত শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর কাশীতে মিলন" প্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

• • •

২১শে শ্রাবণ মঙ্গলবার সন্ধ্যার পর স্বামীজী কলিকাতা হইতে শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে আগমন করিয়াছেন। তিনি এই স্থানেই অবস্থানের জন্য শ্রীল প্রভুপাদ-কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন জানিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। ইংরাজী ও বাঙ্গালা উভয় ভাষায় তিনি সুপণ্ডিত। স্বামীজী অত্র প্রত্যহ তাঁহার হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

• • •

গয়ার সুপ্রসিদ্ধ জমিদার রায় বাহাদুর কাশীনাথ সিংহ (বুদ্ধপুর এম্-এল-সি) মহাশয় তাঁহার পুত্র (বর্ত্তমান এম্-এল্-এ) সহ কলিকাতা গৌড়ীয়মঠে আসিয়াছিলেন। তথায় শ্রীপাদ ঔড়ুলোমী মহারাজ ও শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ তাঁহাদের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। রায় বাহাদুর অতি সজ্জন। ইতঃপূর্ব্বে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীপাদ অনুকূলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিসারঙ্গ প্রভুর নিকট তিনি শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকার্য্যের বিষয় অবগত হইয়াছেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারে তিনি বিশেষ সহানুভূতিসম্পন্ন।

কৃষ্ণ আমায় পালে, রাখে' জান সর্ব্বকাল। আত্মনিবেদন-দৈন্যে ঘুচাও জঞ্জাল।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৫ শ্রীধর অধ্যায় শ্রীগৌরাব্দ ৪৪৯

ঝুলনযাত্রা

অদ্য শ্রাবণের পবিত্রৈকাদশী। অদ্য হইতে পূর্ণিমা পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের ঝুলনোৎসব। অজ্ঞজ্ঞানে যাঁহারা পরতত্ত্বের আলোচনা করিতে যান তাঁহারা অচিন্ত্য-বস্তু চিত্তের আনিতে না পারিয়া নির্বিশেষ-সাগরে স্বকীয় পরিশ্রমের অবসান করিয়া থাকেন। সুতরাং বিশুদ্ধ পরতত্ত্বের চিদ্বিলাসলীলা তাঁহাদের কিছুমাত্র বোধগম্য হয় না। সেই পরাৎপর সবিশেষ অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্বে অজ্ঞানতা-প্রযুক্ত তাঁহারা শুদ্ধা ভক্তির অধিকারী হইতে না পারায় শ্রীভগবানের লীলাকে প্রাকৃত কামাদির অন্তর্ভুক্ত জ্ঞান করেন এবং পঞ্চভূতজীর্ণ ভগবদ্বিগ্রহকে মায়িক দেহধারী বিবেচনা করেন। তাঁহাদের ঐ ধারণা নিরাস করিয়া মুকুন্দগণিরোবরু শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদ কীর্তন করিয়াছেন—

সন্ধ্যাবন্দন ভদ্রমস্তু ভবতে ভোঃ স্নান তুভ্যং নমঃ
ভো দেবাঃ পিতরশ্চ তর্পণবিধৌ নাহং ক্ষমঃ ক্ষম্যতাম্।
যত্র ক্বাপি নিষদ্য যাদবকুলোত্তংসস্য কংসদ্বিষঃ
স্মারং স্মারমঘং হরামি তদলং মন্যে কিমন্যেন মে॥

অর্থাৎ এসব বহে দয়ালীকে পরব্রহ্ম।

অতএব কৃষ্ণলীলাতত্ত্ব যাঁহারা বুঝিবার সৌভাগ্য পান তাঁহারা উপরিউক্ত শ্লোকের মর্ম উপলব্ধি করিয়া আনন্দাপ্লুত হইবেন। সকলের নিয়ন্তা যিনি তিনি শ্রীনন্দের বাধে চাপাইতি দেন, শ্রীনন্দের পাদুকাদ্বীনে আপনাকে স্থাপন করেন। ভক্তবাৎসল্য-গুণে নন্দের আনন্দবর্দ্ধন করিয়া নন্দনন্দন আখ্যা গৌরবভরে গ্রহণ করেন। এই সকল চমৎকারপ্রদ লীলা একমাত্র একান্ত ভক্ত ব্যতীত আর কাহারও হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে না। ভগবানের বিক্রমাধীন থাকিলে ঐ সকল লীলা বোধগম্য হইতে পারে না। প্রাকৃত ধারণায় অপ্রাকৃততত্ত্বকে স্থাপনের প্রয়াসে যে সকল প্রাকৃত অপসম্প্রদায়গুলি সৃষ্টি হইয়াছে তাহারাও শ্রীকৃষ্ণলীলা বর্ণনে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ও অনভিজ্ঞ। একদিকে যেমন মায়াবাদীর অক্ষজ-জ্ঞান-সাহায্যে পরাৎপর-তত্ত্বকে স্পর্শ করিতে না পারিয়া প্রলাপ-বাক্যের সৃষ্টি করে অপরদিকে প্রাকৃত-সহজিয়ার চিন্তাস্রোত 'সাধন বিনা এক ভগবান্' প্রভৃতি উক্তির দ্বারা অদ্বৈতবাদের প্রভাব প্রদর্শন করে। যখন কৃষ্ণভক্তির সুকৃতিপ্রভাবে পাদপদ্ম আশ্রয় হয় তখন পূর্ণ পুরুষ ও তাঁহার ধামের লীলাদি এবং পূর্ণ-পুরুষের পশ্চাতে বিলক্ষণা যোগমায়া-প্রবৃত্তির মুক্তপ্রগ্রহ দর্শন হয় তখন প্রাকৃত অস্মিতা আর তাঁহাকে আবদ্ধ করিতে পারে না। এখন অপ্রাকৃত লোকের

সজ্জন-সুহৃৎপ্রভু-সম্বন্ধে আলোচনা

শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠে বিরহসভা

গত ১২শে শ্রাবণ, ৩১শে আগষ্ট রবিবার শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠের সাপ্তাহিক সভায় একটী বিশেষ অধিবেশনে স্বধামগত শ্রীপাদ সজ্জন সুহৃৎ প্রভুর হরিগুরুবৈষ্ণবসেবার কথা আলোচিত হইয়াছিল। প্রথমে শ্রীমঠের ভক্তগণ সমস্বরে শুদ্ধাষ্টক কীর্তন করেন। উক্ত অধিবেশনে শান্তিনগরনিবাসী বারদির জমিদার শ্রীযুক্ত অরুণকান্ত নাগ মহাশয়ের প্রস্তাবে ও ঢাকা নবাবপুরনিবাসী শ্রীযুক্ত রসিকলাল বসাক মহাশয়ের সমর্থনে ময়মনসিংহ আনন্দমোহন কলেজের সংস্কৃতাধ্যাপক মহোপদেশক আচার্য্য শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন ঘোষ এম-এ, বি-এল ভক্তিশাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভার কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বে সভাপতি মহাশয় ঐ সভার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে কিছু বলিয়াছিলেন।

ময়মনসিংহ রামাসুন্দরগঞ্জ হইতে আগত শ্রীযুক্ত উদ্ধবদাস অধিকারী মহাশয় বিরহ-স্মৃতি-উপলক্ষে রচিত একটী মুদ্রিত কবিতা পাঠ করেন। পুস্তিকাকারে মুদ্রিত ঐ কবিতাটী সভায় বিতরিত হইয়াছিল।

অভিবাসী বলিয়া নন্দনন্দনের আনন্দবর্দ্ধনই যে স্ব স্ব বৃত্তি তাহা বুঝিবার সৌভাগ্য হয়; মূল আশ্রয়বিগ্রহের নির্দ্দেশানুসারে সেবা-কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া ভগবানের বিবিধ লীলাদি সমর্থন করেন। সেই অপ্রাকৃত সেবা বিজ্ঞানে অধিষ্ঠিত মহাপুরুষগণ তাঁহাদের সেব্যের লীলা'দ জগতের কল্যাণসাধনার্থ বিবৃত করেন। ঐ সেবার লৌল্য উপাহৃত হইলে জগতের পরম মঙ্গলের দ্বার উন্মুক্ত হইয়া থাকে। অপ্রাকৃত যমুনার তীরে চিন্ময় বৃন্দাবনধামে শ্রীভগবানের সমস্ত লীলা প্রকাশিত হয় তাহাদের অন্তর্ভুক্ত ঝুলনলীলা শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের বিলাসবৈচিত্র্যই প্রকাশ করিয়া থাকে। শ্রীঝুলন-উৎসবে সেই অপ্রাকৃত নন্দনন্দনের আনন্দবর্দ্ধনার্থ আমাদের প্রয়াস নিযুক্ত হউক; নন্দনন্দনের আনন্দবর্দ্ধক সেবা-কৌশল সম্যক্ অবগত আছেন শ্রীগুরুপাদপদ্ম। শ্রীবার্ষভানবীর সেবাপ্রকাশবিগ্রহ শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিত্য আনুগত্যে অবস্থান করিয়া আমরা যেন তাঁহার নির্দ্দেশে সেবায় নিযুক্ত হইতে পারি; তাহা হইলেই নন্দনন্দনের আনন্দবর্দ্ধন হইবে এবং জীবন সার্থক হইবে।

তৎপরে 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক মহামহোপদেশক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ মহোদয় 'দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ', 'গৌড়ীয়', 'ভাগবত' প্রভৃতি পারমার্থিক ও সাধারণ সংবাদপত্রে শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত সজ্জন-সুহৃৎ প্রভুর অপ্রকটের যে সকল সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা উল্লেখ করিয়া 'গৌড়ীয়' হইতে নির্যাণ-সংবাদের বিবরণ পাঠ এবং ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে বহু ভক্ত ও সজ্জন সজ্জনসুহৃৎ প্রভুর অপ্রকট-বার্ত্তায় ব্যথিত হইয়া যে সকল পত্র প্রেরণ করিয়াছেন, তাহা উল্লেখ করেন।

সাধারণের পক্ষ হইতে ঢাকার সহকারী গভর্ণমেণ্ট প্লীডার শ্রীযুক্ত জ্ঞানরঞ্জন ঘোষ চৌধুরী এম্-এ, বি-এল মহাশয় সজ্জনসুহৃৎ প্রভুর সহিত তাঁহার প্রথম পরিচয়ের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া বলেন যে, সজ্জনসুহৃৎ প্রভু তাঁহাকে (জ্ঞান বাবুকে) শ্রীমাধবগৌড়ীয়-মঠের সভাপতে বরণ করিবার জন্য তাঁহার নিকট প্রথম গমন করিয়াছিলেন। তখন তিনি সজ্জনসুহৃদের ঐরূপ বিরক্তি প্রকাশ করিয়া বলেন যে, তিনি শাক্ত; বৈষ্ণব-মঠের সভা হইবার কোন প্রয়োজনীয়তাই তাঁহার নাই। কিন্তু সজ্জনসুহৃদ্ তাহাতে একটুমাত্রও অসন্তুষ্ট না হইয়া হাসিতে হাসিতে বলেন যে, ভগবদিচ্ছা হইলে জ্ঞানবাবুর ঐমত অচিরেই পরিবর্তিত হইবে। সজ্জনসুহৃৎ প্রভু আবার জ্ঞান-বাবুর গৃহে আসিবেন বলিয়া যান। জ্ঞানবাবু বলেন,—"সত্য সত্যই সজ্জনসুহৃদের কৃপায় আমি এখন শ্রীগৌড়ীয়মঠের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি এবং তিনি যে কত বড় শুদ্ধ সাধু ছিলেন, তাহাও অনুভব করিতে পারিয়াছি। তাঁহার বিয়োগের পূর্ব্বদিবস আমি তাঁহাদের গৃহে গিয়া দেখিয়াছিলাম যে, সজ্জনসুহৃৎ তাঁহার পরমারাধ্য শ্রীগুরুদেবের শ্রীমূর্ত্তির দিকে তাকাইয়া রহিয়াছেন ও তাঁহারই ধ্যান করিতেছেন। তাঁহার মুখমণ্ডলে এক অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ প্রকাশিত ছিল, তাহাতে অস্বস্থতার কোন লক্ষণ ছিল না।"

তৎপরে শ্রীযুক্ত অরুণকান্ত নাগ মহাশয় বলেন যে, শ্রীপাদ সজ্জনসুহৃৎ প্রভু-যাঁহার সাধারণ নাম সুরথনাথ মোহন রায়, তাঁহার পিতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সহিত তাঁহার (অরুণ বাবুর) বহুকালের পরিচয়; কিন্তু সজ্জনসুহৃৎ যে ইঁহাদের ঘরের ছেলে, তাহা তিনি তাঁহার অপ্রকটের পূর্ব্বদিন পর্য্যন্ত জানিতে পারেন নাই। সুরথনাথ বাবুকে তিনি তাঁহার দেশ ও মাতা-পিতার পরিচয় বহুবার জিজ্ঞাসা করিয়াও তাহার উত্তর পান নাই। তিনি সর্ব্বদা যেরূপ দৈন্যে বিভূষিত থাকিতেন, তাহাতে কেহই তাঁহাকে এত বড় ঘরের ছেলে বলিয়া বুঝিতে পারিতেন না, সকলেই তাঁহাকে মঠের সেবকই জানিত; শ্রীল প্রভুপাদ শান্তিনগরে অরুণবাবুদের গৃহে অবস্থানকালে সজ্জনসুহৃৎ অরুণবাবুদের গৃহে অযাচিতভাবে সাবধানে অতি নীচসেবা পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন; কারণ, হরিসেবাই ছিল তাঁহার ব্রত, তাহাতে কোনপ্রকার জাগতিক অভিমানের গন্ধ তিনি কোন দিনই আনিয়া ফেলেন নাই। তৎসম্বন্ধে অরুণবাবু আরও অনেক কথা বলিয়াছিলেন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত ভূপতিরঞ্জন নাগ এম্-এ বি-এল্ মহাশয় বলেন যে, শ্রীপাদ সজ্জন-সুহৃৎ প্রভুর কৃপায়ই তিনি শ্রীমাধব-গৌড়ীয়মঠের সহিত সংযুক্ত হইয়াছেন। তাঁহার গৃহে সজ্জনসুহৃৎপ্রভু একসময় গমন করিয়া শ্রীমাধবগৌড়ীয় মঠের কথা কিছু বলিতে চাহেন। সেই সময় তাঁহার চিত্ত শোকাকুল ছিল। তিনি ঐরূপ এক বালকের বাক্যে (?) কথা শুনিয়া নিজের মূল্যবান্ সময় নষ্ট করিতে ইচ্ছা করেন নাই এবং তজ্জন্য বিরক্ত হইয়া সজ্জন-সুহৃৎকে সেই স্থান পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্যত্র বসিতে বলেন। কিন্তু সজ্জনসুহৃৎ ঐরূপভাবে অনাদৃত হইয়াও বিন্দুমাত্র বিরক্তিভাব প্রকাশ না করিয়া ভূপতিবাবুকে হরিকথা শুনাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিলেন। ভূপতিবাবু বলেন যে, সজ্জনসুহৃদের সেই অকৃত্রিম তৃণাদপি সুনীচভাব ও সহিষ্ণুতা-গুণের দ্বারা তিনি বিজিত না হইলে আর তাঁহার ন্যায় ব্যক্তিকে কিছুতেই হরিকথা শুনান যাইত না। ভূপতিবাবু আরও বলিয়াছিলেন যে, তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টকের আটটী শ্লোক পড়িয়াছেন, তন্মধ্যে দুইটী শ্লোক জীবন্তভাবে সজ্জনসুহৃদের আদর্শে দেখিয়া শ্লোকের তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন,—একটি—"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা" শ্লোক, আর একটি—"ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে" শ্লোক। পূর্ব্বে শ্রীমাধবগৌড়ীয়-মঠের সাইনবোর্ডের সহিত তাঁহার বাহ্য-সম্বন্ধ ছিল অর্থাৎ ঐ মঠ যে একটা শ্রেষ্ঠ ও সুন্দর স্থান—সেখানে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মঙ্গলের সন্ধান পাওয়া যায়, তাহা যেরূপ তিনি পূর্ব্বে জানিতেন না তদ্রূপ সজ্জনসুহৃদের সেবাও যে এরূপ সুন্দর তাহা তিনি পূর্ব্বে বুঝিতে পারেন নাই। শ্রীগৌড়ীয়প্রতিষ্ঠান-রূপ অমন্দোদয়দয়ার সাধনগুহার সজ্জন-সুহৃৎ একটি শুদ্ধ মহামণি। সজ্জনসুহৃৎ তাঁহার একজন শ্রেষ্ঠ মঙ্গলকামী বন্ধু ছিলেন। ভূপতি বাবু বলেন যে, তাঁহার অনেক বন্ধু-বান্ধব আছেন, কিন্তু তাঁহারা যে ধন ও প্রতিষ্ঠান কামনা করেন, তাহা অভিন্ন-কালে কার্য্যকরী হয় না, কিন্তু তাঁহাকে

সজ্জনতোষণাদি অভিধেয় দিয়ের পাদের দিয়া দিয়াছেন—শ্রীমায়াপুরগৌড়ীয়মঠে যাহে আসিয়া। ভূপতিবাবু আরও বলেন, —"সজ্জনতোষণ প্রভুর পদাঙ্কানুসরণ করিয়া তাঁহার আদর্শে যেদিন আমি আমার নিজ-জীবন পরিচালিত করিতে পারিব সেদিনই আমার পক্ষে সজ্জনতোষণের অকপট স্মৃতি-পূজা হইবে।"

ইহার পর উপদেশক শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ-দাস ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন বি-এ মহাশয় বলেন যে, অনেকে সুকোমলমতি বালক-বালিকাদিগকে উচ্চ ব্যক্তিগণের জীবনচরিত পাঠের পরামর্শ দিয়া থাকেন, কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদের কৃপা-লব্ধ একজন উজ্জ্বলরত্নের আদর্শ পারমার্থিক জীবনের মধ্যে আমরা যেসকল উপদেশ অধ্যয়ন করিতে পারি, তাহার তুলনা নাই। সুকোমলমতি বালক-বালিকাগণও যদি এই সকল অত্যুজ্জ্বল আদর্শ অধ্যয়ন করিবার সৌভাগ্য লাভ করিতে পারে, তবে তাহারাও জগতের সাধারণ মহাপুরুষগণের স্তর হইতে অনেক উচ্চ মহাপুরুষগণের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবে।

অতঃপর আচার্য্য শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় বলেন যে, অনেকে বোধ হয় লক্ষ্য করিয়াছেন,—শ্রীপাদ সজ্জনতোষণ প্রভু যদিও এই জগৎ হইতে চলিয়া গেলেও তাঁহার নামের পূর্ব্বে 'শ্রী'-শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, লৌকিক নিয়মানুসারে তাঁহাকে শ্রীহীন করা হয় নাই, কারণ, 'শ্রী'-শব্দের অর্থ—শোভা, হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবা শোভা তাঁহার প্রকট ও অপ্রকট অবস্থাতেই সর্ব্বদা বিরাজিত। তাঁহার সেই হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবার আদর্শ অনুসরণ করিতে পারিলেই সত্য সত্য আমরা আত্মমঙ্গল—পরমমঙ্গল লাভ করিতে পারিব। (ক্রমশঃ)

শ্রাদ্ধ

(৩)

অসুরপ্রকৃতি লোকগণ ভগবানের দৈবী মায়ায় বিমোহিত হইয়া অপ্রাকৃত ভগবানের সম্বন্ধে ঐরূপ অনুকরণপ্রাপক বিচার অবলম্বন করিয়া থাকে। পিণ্ডদান-প্রসঙ্গে শ্রীবংশীর সহিত শ্রীগৌরসুন্দর লোক-শিক্ষার্থ কি বলিয়াছিলেন, পাঠকবর্গ, শ্রবণ করুন।

"প্রভু বলে গয়া-যাত্রা সফল আমার।
যতক্ষণ দেখিলাঙ চরণ তোমার॥
তীর্থে পিণ্ড দিলে সে নিস্তরে পিতৃগণ।
সেহ যারে পিণ্ড দেয় তরে সেইজন॥
তোমা দেখিলেই মাত্র কোটি পিতৃগণ।
সেইক্ষণে সর্ব্ববন্ধ হয় বিমোচন॥
অতএব তীর্থ নহে তোমার সমান।
তীর্থের পরম তুমি মঙ্গল-প্রধান॥
কৃষ্ণপাদপদ্মের অমৃত-রস-পান।
আমারে করাও তুমি—এই চাই দান॥"

ইহাদ্বারা জগদ্গুরু শ্রীগৌরসুন্দর দেখাইলেন যে, সদ্গুরু-প্রপত্তি ও বৈষ্ণব-সেবাই জীবের একমাত্র কর্ত্তব্য। কৃষ্ণপ্রেমই জীবের চরম প্রয়োজন। পাঠকগণ! যদি সুবুদ্ধি, বিচারজ্ঞ ও সারগ্রাহী হন তবে এই শিক্ষা গ্রহণ করুন। ভগবদ্ভক্তিদ্বারাই আমাদের নিত্য মঙ্গল লাভ হইবে। শ্রীগৌরসুন্দরের শিক্ষা গ্রহণ করুন, যিনি হৃদয়ে চৈতন্যনিত্যানন্দকে ধারণ করিয়াছেন সেইরূপ নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণবের নিকট মহাপ্রভুর শিক্ষার যথার্থ বুঝিয়া লউন। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

"কাম ত্যজি' কৃষ্ণ ভজে শাস্ত্র-আজ্ঞা মানি'।
দেব-ঋষি-পিত্রাদিকের কভু নহে ঋণী॥"

শ্রীমদ্ভাগবতে নারদ শ্রীব্যাসদেবকে বলিয়াছেন যে, যে দ্রব্য লোকের প্রাণিগণের যে যে রোগ জন্মে কেবল সেই সব রোগোৎপাদক দ্রব্য সেবন করিলে কখনও সেই সেই রোগের উপশম হয় না কিন্তু ঐসব রোগজনক ঘৃতাদি দ্রব্য অন্যদ্রব্য বা ঔষধের সহিত মিশ্রিত করিয়া তৎসেবনফলেই সেই রোগ নিবৃত্ত হয়। সেইরূপ মানবগণের নৈমিত্তিক কাম্যকর্ম্মসমূহ সংসার-বন্ধন বা যোনিভ্রমণের কারণ কিন্তু সেই সকল কর্ম্ম ঈশ্বরে সমর্পিত হইলে ভগবদ্-বিমুখ 'অহংবুদ্ধি'-বিনাশে সমর্থ হয়। এই জন্য ঐকান্তিক বৈষ্ণবগণ পিত্রাদির তর্পণ না করিলেও কনিষ্ঠ বা মধ্যমাধিকারী গৃহস্থ-বৈষ্ণবগণ বর্ণ ও আশ্রমধর্ম্মে অবস্থিত বলিয়া মহাপ্রসাদনিবেদন দ্বারা পূর্ব্বপুরুষগণের আত্মার তৃপ্তিবিধান করিয়া থাকেন। নৈষ্কর্ম্য বৈষ্ণবগণ সম্বন্ধজ্ঞানবিশিষ্ট। তাঁহারা জানেন,স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরদ্বয় জীবের উপাধি মাত্র। জীব স্থূলদেহ পরিত্যাগ করিলেও মুক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত বাসনাময় সূক্ষ্মদেহ পরিত্যাগ করে না—সূক্ষ্মদেহ নানাবিধ ভোগপর অসদ্বস্তু কামনা করিয়া থাকে। কিন্তু শুদ্ধ জীবাত্মা একমাত্র ভগবৎসেবারূপ বস্তু ইচ্ছা করিয়া থাকেন। এইজন্য ভগবদ্-ভক্তগণ সূক্ষ্মদেহের উদ্দেশ্যে কর্ম্মজড়স্মার্ত্ত-দিগের ন্যায় অযোগ্যাদি অপবিত্র বস্তু প্রদান না করিয়া একমাত্র জীবাত্মার পরিতৃপ্তির জন্য মহাপ্রসাদাদি প্রদান করিয়া পিতৃ-পুরুষগণের আত্মার তৃপ্তিসাধন করেন। সূক্ষ্মদেহের পরিতৃপ্তির নামান্তরই ভোগ—ভোগবাসনাবিশিষ্ট দেহকে প্রদান করিলে কেবল ভোগানল বৃদ্ধি করাইয়া জীবের অধোগতি ও চৌরাশীলক্ষ যোনি-ভ্রমণ হয়—অপরাধী ব্যক্তির কখনও সুখ, কখনও দুঃখ, কখনও স্বর্গ, কখনও নরক-ভোগ হয়। কিন্তু শুদ্ধ জীবাত্মার পরিতৃপ্তিতে কৃষ্ণসেবাবৃত্তির উদয় করাইয়া পরমপুরুষার্থ কৃষ্ণপ্রেমা লাভ করাইয়া থাকে। এইজন্যই বর্ণাশ্রমস্থিত বিষ্ণু-আরাধকগণের জন্য স্মৃতিগ্রন্থ 'শ্রীহরিভক্তিবিলাসের' ৯ম বিলাসের ৮৫-১০৪ সংখ্যা পর্য্যন্ত বৈষ্ণবশ্রাদ্ধবিধি লিপিবদ্ধ হইয়াছে। রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য উক্ত গ্রন্থ সঙ্কলিত হইবার প্রায় ৫০।৬০ বৎসর পরে কর্ম্মজড়স্মার্ত্তগণের জন্য 'অষ্টাবিংশতিতত্ত্ব' সঙ্কলন করেন। বিষ্ণু ও বৈষ্ণববিরোধমূলে ঐ গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। অনেকে রঘুনন্দনের শ্রাদ্ধতত্ত্বের মঙ্গলাচরণে শ্রীকৃষ্ণের প্রণাম দেখিয়া উহাতে ভগবদ্ভক্তগণের আচরণীয় বিষয় উপদিষ্ট হইয়াছে বলিয়া যেন ভুল না করেন। ভগবান্ এইরূপেই অসুরমোহন করিয়া থাকেন। ভগবানের স্তব-স্তুতি (?) করিয়াও ভগবানের বিরোধাচরণের প্রয়াস জগতে বহু হইয়াছে। সাধারণ লোকে উহা ধরিতে পারেন না। কর্ম্মজড়গণ ভগবান্‌কে কর্ম্মবশ্য মনে করেন, তাঁহারা ভগবানের নিত্য সচ্চিদানন্দবিগ্রহ স্বীকার করেন না। পঞ্চোপাসকগণের বিষ্ণুপূজা (?) ভগবানের বিরোধাচরণ ছাড়া আর কিছুই নহে—

"ধিক্ তার কৃষ্ণসেবা শ্রবণ-কীর্ত্তন।
কৃষ্ণ-অঙ্গে বজ্র হানে তাহার স্তবন॥"

অদ্বৈতাচার্য্যপ্রভু উচ্চকুলে আবির্ভূত হইয়াও বিষ্ণুনির্ম্মাল্য দ্বারা শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন এবং সেই শ্রাদ্ধপাত্র স্মার্ত্তের প্রত্যক্ষ-আনুমানিক বিচারে যবনকুলোদ্ভূত শ্রীল ঠাকুর হরিদাসকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণজ্ঞানে প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু আবার সেই অদ্বৈতপ্রভুর পুত্র বলরামের সন্তান মধুসূদনের পুত্র রাধারমণ ভট্টাচার্য্য রঘুনন্দনের স্মৃতির আনুগত্য অবলম্বনে কুশপুত্তলিকা নির্ম্মাণপূর্ব্বক প্রেতশ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান করিয়া অদ্বৈতাচার্য্য-প্রচারিত পারমার্থিক ধর্ম্মের উৎসাদন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। এইজন্যই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী (চৈঃ চঃ আদি ১২শ পরিচ্ছেদে) বলিয়াছেন—

"কেহত আচার্য্যের আজ্ঞায় কেহত স্বতন্ত্র।
স্বমত কল্পনা করে দৈব পরতন্ত্র॥
আচার্য্যের মত যেই সেই মত সার।
তাঁ'র আজ্ঞা লঙ্ঘি' চলে সেই ত' অসার॥"

সত্যযুগে উপরিচর বসু নামে পুরু-বংশীয় একজন বৈষ্ণবরাজ ছিলেন। তিনি মহাপ্রসাদ-নির্ম্মাল্য দ্বারা পিতৃপুরুষগণের আত্মার পরিতৃপ্তি সাধন করেন। বর্ণাশ্রমস্থিত বিষ্ণুর উপাসকগণের মধ্যে একরূপ মহাপ্রসাদদ্বারা বৈষ্ণবশ্রাদ্ধ-বিধিরই প্রচলন আছে। পাঠকগণের অবগতির জন্য শ্রীহরিভক্তিবিলাসের শ্রাদ্ধবিধি প্রকরণের কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল—

"প্রাপ্তে শ্রাদ্ধদিনেঽপি প্রাগন্নং ভগবতেঽর্পয়েৎ।
তচ্ছেষেণৈব কুর্ব্বীত শ্রাদ্ধং ভাগবতো নরঃ॥

তথাচ পাদ্মে—
বিষ্ণোর্নিবেদিতান্নেন যষ্টব্যং দেবতান্তরম্।
পিতৃভ্যশ্চাপি তদ্দেয়ং তদানন্ত্যায় কল্পতে॥

স্কান্দে ব্রহ্মনারদসংবাদে—
কিং সুরৈর্পূজিতৈঃ পিতৃভির্ম্মাত্রাদ্যাদিভির্ভবেৎ।
বৈষ্ণবানাং তর্পিতাঃ পিতরো দিবে দিবে॥
মুকুন্দস্য চ পূজাং ক্রিয়তে মুনিপুঙ্গব।
উদ্ধৃত্য নরকাৎ পিতৄন্ নয়েৎ পরমং পদম্॥
যো দদাতি হরেঃ স্থানং পিতৄণাং শ্রাদ্ধে বাসরে।
কর্ত্তব্যং হি পিতৄণাং স্বর্গং কৃতং তেন
তেন কৃতম্॥

প্রচেতাঃ—এক এব নারায়ণ আসীৎ
ন ব্রহ্মা নেশানো নাপো নাগ্নি-সোমৌ নেমে দ্যাবা-
পৃথিবী ন নক্ষত্রাণি ন সূর্য্যঃ। স একাকী ন রমতে।
সর্ব্বে পিতরঃ সর্ব্বে দেবাঃ বিষ্ণুনা আপিত-
বর্দ্ধিতা বিষ্ণুনারায়ণং বিপ্রস্য বিষ্ণুনা পীতং
পিবন্তি তদর্থং যে বৈষ্ণবং বিষ্ণুপরং নমন্তি।
• • •

অতএবোক্তং শ্রীভগবতা বিষ্ণুধর্ম্মে—
"একাদশ্যাং তু যো মর্ত্ত্যঃ শ্রাদ্ধং করোতি নিন্দিতম্।
ন দেবাঃ পিতৃদেবেভ্যঃ শ্রাদ্ধং গৃহ্ণন্তি যত্নতো
ভবেৎ॥"

নবদ্বীপ-পঞ্জিকা

অদ্য হইতে ৪ দিনের

২৫ শ্রীধর ২৫ শ্রাবণ ১০ আগষ্ট শনি অবাস্ত কাৎসবার্দ্দী লোটৈকাদশী তৃতীয় বা ১।৪১ জ্যেষ্ঠা শুক্ল দি ৩।২৪ বৈধৃতিযোগ রা ২।১৩ বাণিজকরণ দি ২।২২ পরে বিষ্টিকরণ রা ১।৫১ পরে ববকরণ। একাদশীর উপবাস। শ্রীকৃষ্ণের ঝুলনযাত্রা। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে মাসাধিককালব্যাপী বার্ষিক মহামহোৎসবারম্ভ।

২৬ শ্রীধর ২৬ শ্রাবণ ১১ আগষ্ট রবি সর্ব্ব মগ্ন পরে লোকপাবনী দ্বাদশী বা ১২।৪১ মূলা নক্ষত্র দি ৩।৪ বিষ্কুম্ভযোগ রা ১২।২০ ববকরণ। দি ৭।২৮ পরে ৯।৫৬ মধ্যে একাদশীর পারণ। শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু ও পণ্ডিত শ্রীগৌরীদাসের তিরোভাব। শ্রীকৃষ্ণের পবিত্রারোপণ উৎসব।

২৭ শ্রীধর ২৭ শ্রাবণ ১২ আগষ্ট সোম সর্ব্বপাপহর সকল লোকবন্দ্যা অয়োদশী রা ১১।২ পূর্ব্বাষাঢ়া নক্ষত্র দি ২।২১ প্রীতিযোগ রা ১১।৪০ গরকরণ।

২৮ শ্রীধর ২৮ শ্রাবণ ১৩ আগষ্ট মঙ্গল স্থাবর সমুদ্র লোকদুর্দ্দশী বা ১।৫ উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্র দি ১।১৬ আয়ুষ্মান্‌যোগ রা ৭।১২ গরকরণ দি ১১।৪ পরে বণিজ রা ৯।৫ পরে বিষ্টিকরণ।

শুদ্ধভক্তি মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ

(আকর-মঠরাজ)

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ বর্গ উত্তর-পূর্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যবর্য শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্যমঠ বিরাজমান। এই স্থান সংবৎ-তীর্থ, সর্ববিদ্যাপীঠ বা সাত্বতজননী। এই মঠাদীর্ঘে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি বেদাঙ্গসমূহের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারি ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠাগারে পারমার্থিক দৈনিকপত্র 'নদীয়া-প্রকাশ', সাত্বত সম্প্রদায়ে অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থাদি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছেন। প্রতি বৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমাশ্রম ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীর কীর্ত্তন-প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি তথায় অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫

শ্রীমহাপ্রভু-প্রচারিত সুনির্ম্মল ভাক্ত-ধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশ্যে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্তমন্দিরে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দজীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সম্প্রদায়-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি গ্রন্থ ও তদ্গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হয়। এই মঠ হইতে মহাপ্রভুর সমগ্র হরিকথা-প্রচার, মহানগর-সঙ্কীর্ত্তন, বক্তৃতা, ব্যাখ্যা ও সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞ-মহোৎসবাদি অনুষ্ঠান হয়। মঠরক্ষক—মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া সহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীবাসুদেবের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী সেবাকোবিদ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী এখানে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান, রক্ষক—শ্রীমন্দির ভারপ্রাপ্ত অধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—গোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

(৭) কাজীর সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপা-প্রাপ্ত শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক।

(৮) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও রাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান দাস ব্রহ্মচারী।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্র নাথ দাসাধিকারী।

(১০) মোদদ্রুম-ছত্র গৌড়ের বৈদিক

মাউগাছি, পোঃ জান্নগর, (বর্দ্ধমান)।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান। শ্রীগৌরনিত্যানন্দের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবঙ্কুবিহারী ব্রজবাসী, ভাক্তভূষণ।

(১১) ভেডিয়া কুঞ্জকানন

শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী.

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীনরোত্তমানন্দ ব্রহ্মচারী

(১২) কুলকুটীর—পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া। রক্ষক—শ্রীঅমৃতানন্দ অধিকারী

(১৩) ভাগবত-আসন—পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

এই স্থান হইতে ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচারিত হয়। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৪) একায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ রামঘাট, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীমন্মাধব ভট্টাচার্য্য গোস্বামী ভক্তিসুধাকর।

(১৫) মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(১৬) মাধ্বগৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, পোঃ ঢাকা

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ।

(১৭) গোপালজীউমঠ—কমলাপুর, (ঢাকা)

গোপালজীউ শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান। রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রজবাসী.

(১৮) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)।

এখানে শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীঅবধিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(১৯) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

মহাকালী, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীঅনন্ত অধিকারী এম-এ, বি-এল।

(২০) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ বালু, (ঢাকা)

এখানে ষড়্ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(২১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী.

(২২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ফুলিয়াবেড়া, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী।

(২৩) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে গুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত।

(২৪) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী।

(২৫) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁলিসাহি, পোঃ বক্সীবাজার, (কটক)

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদবল্লভ-জীউর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর

(২৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ বুদ্ধদেবপুরী,

শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন।

(২৭) পুরুষোত্তম মঠ

ভক্তিকুটী, পোঃ পুরী উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীউর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগদাধর অধিকারী

(২৮) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী দাসাধিকারী।

(২৯) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, তটেই গোদাবরী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—শ্রীনিতাইচরণ দাসাধিকারী ভক্তিলোচন।

(৩০) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪২নং কাশিপুরা, বেনারস সিটি

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীসর্বেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(৩১) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ

(৩২) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পারায়ণ ও গৌরবিনোদ-বিলাসজীউর সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীসত্যনারায়ণ দাসাধিকারী।

(৩৩) কৃষ্ণচৈতন্য মঠ

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

এখানে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিত্যসেবা হয়। রক্ষক—শ্রীজনার্দ্দন ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠ

স্বামীঘাট মথুরা

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ

(৩৫) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ—শ্রীরাধাকুণ্ড

রক্ষক—শ্রীরাধারমণচরণদাস ব্রহ্মচারী

(৩৬) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৩৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ

সেবাশ্রী, পোঃ ফেরোজ, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব) রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৩৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসম্বন্ধ কৃপাশ্রয়ী

(৩৯) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল।

এখানে গৌরবিনোদরায়ের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪০) ভারত-গৌড়ীয় মঠ

হরিদ্বার সাহারণপুর, ইউ. পি

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি

(৪১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ রায়পেট্টা মাদ্রাজ।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীপাদ কৃপানন্দ ভক্তিবিজয়

(৪২) বোম্বে-গৌড়ীয়-মঠ কার্য্যালয়

গ্রোটোর রোড, চোটানি বিল্ডিং, ব্লক নং ১, বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ সেনশর্ম্মা মজুমদার।

(৪৩) অমরজি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমরজি, মেদিনীপুর

(৪৪) নরোত্তম গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্চকা, কামরূপ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী

(৪৫) পাটনা গৌড়ীয় মঠ

১০০ মিত্রপুরা, পাটনা।

রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী বাগভূষণ

(৪৬) গয়া গৌড়ীয় মঠ

চিফ সাহেব, চার্চ রোড, গয়া

রক্ষক—উপদেশক শ্রীসর্ব্বেশ্বর রায়বর্ম্ম

(৪৭) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠ বালেশ্বর

রক্ষক—শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয়

৩ গ্ল্যাডস্টোন স্ট্রীট, আর্লস কোর্ট গার্ডেন, এস্ - ডাব্লিউ ৭, লণ্ডন

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন

(৪৯) বার্লিন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

Berlin W. 30

Eisenacher strasse 29 II.

(৫০) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

৩৫০ নং ডালহৌসী ষ্ট্রীট রেঙ্গুন।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সম্পূর্ণ ৪০৲
প্রথম স্কন্ধে দশম খণ্ড পর্য্যন্ত ২৮৲
প্রত্যেক্ স্কন্ধের প্রতিখণ্ড ⋅৸৹
২। অনুভাষ্য সমেত শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। অনুভাষ্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। নবদ্বীপ-পঞ্জিকা ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸৹
৪র্থ খণ্ড ৸৹
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—১৲; ২য় খণ্ড ৸৹
৭। শ্রীচৈতন্যদেব—১৲
৮। সৎক্রিয়াসার—দীপিকা ও সংস্কার-দীপিকা ১৷৹
৯। বৈষ্ণবদর্শ ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸৹
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷৹
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ৷৹
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸৹
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ৷৹
১৮। প্রমেয়-রত্নাবলী ৷৹
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵৹
২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৷৵৹
২২। ভজন-রহস্য ৷৹
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ ও (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
২৬। গীতার কেবল মূল-ভাষ্য ৷৹
২৭। বৃহদ্ভাগবতামৃত অনুবাদসহ সাহবাদ ২৲
২৮। বেদান্তসূত্রের সারাংশ ৷৹
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸
৩০। দীন-দিন-দর্পন ৶৹
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৶৹
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷৹
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸৹
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶৹
৩৫। গীতমালা ৵১৹
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶৹
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶৹
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷৹
৩৯। শ্রীগৌরজন্মপরিক্রমা দর্শন ৷৹
৪০। শরণাগতি ৵৹
৪১। গীতাবলী .৵৹
৪২। চিত্রে নবদ্বীপ ৷৹
৪৩। সাধনদর্পণ ৵৹
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৵৹
৪৫। নবদ্বীপশতক ৵৹
৪৬। অর্চ্চনপদ্ধতি
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৵৹
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) .৵১৹
৪৯। আচারসার .১৹
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ৷৹
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ)
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸৹
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ৷৹
৫৫। অর্থপঞ্চকাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ৷৹
৫৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৵৹
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ৷৹
৫৮। শ্রীকৃষ্ণবোধ ৶৹
৫৯। শিক্ষাষ্টকম্ ৶৹
৬০। সারস্বতবাণী ৵৹

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত সারঃ ৷৹
৬১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিদ্বিষঃ ৷৹
৬২। সটিক শিক্ষাষ্টকম্ ৷৹
৬৩। স্তবপঞ্চকম্
৬৪। সারস্বত শিক্ষাষ্টকম্ ৷৵৹
৬৫। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ৵৹
৬৬। সারসংগ্রহদর্পণম্ ৶৹

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৭। রায় রামানন্দ ৷৹
৬৮। এ ফিউ ওয়ার্ডস্ অন্ বেদান্ত ৷৹
৬৯। নামভজন ৷৹
৭০। বেদান্ত—ইট্‌স্ মরফলজি অ্যাণ্ড অণ্টলজি ৷৹
৭১। রিজেক্টেড ওয়ার্কস্ ৷৵৹
৭২। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ৷৹
৭৩। বৈষ্ণবীজম ৷৹
৭৪। শ্রোতাস্ গৌড়ীয়মঠ টক্ টুইস্ ৵৹
৭৫। দি ভাগবত ৷৹
৭৬। থিয়োলজিক্ প্রিন্সিপ্‌ল অ্যাণ্ড অ্যাপ্লাইড ডিভোশন ৷৹
৭৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২৷৹
৭৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম ভাগ) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৭৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷৹
৮০। সাধন-পথ ৷৹
৮১। কল্যাণ-কল্পতরু ৵১৹
৮২। গীতাবলী ৵৹
৮৩। শরণাগতি ৵৹

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৪। শরণাগতি ৵৹

তেলগু ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵৹ আনা, বড় বোতল ১৵৹ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত ক্যালিগ্রাফিস্তাম্বক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং
কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার
কলিকাতা

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে কথাসার ও শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸৹ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও
ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিসুধাকর শাস্ত্রী এম, এস্, এস্, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ স্বাস্থ্য ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের অনাবশ্যক সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ মেধাবী বিদেশী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রবিনসনের

অতি সহজে রোগীদের শীঘ্রই নিরাময় করিয়া তুলিতে পারে

অবস্থায়

হয়

প্রতিশেধক

"পেটেন্ট"

একশত বৎসরের অধিককাল হইল বিখ্যাত

কলিকাতার বাজার দর

সোনা-রূপা

	প্রতি ভরি		
টাকশালের বার	,,	,,	৩৪।৵১০
গিনিসোনার বার	,,	,,	৩৪৷৴১০
গিনি	,,	,,	২২৷৴০
চাঁদির বার	প্রতি ১০০ ভরি		৭১৲
ঐ দুবা	,,	,,	৭১।০

আটা ও ময়দার দর

স্পেশাল ময়দা	প্রতি মণ	৫৶০ ৫।০
টিংকুই		৪৸৵০-৫৲
পাঞ্জাবীর ব্যবহারোপযোগী		৪।০-৪৸৵০
আটা (১)		৪৷৵০ ৪৸০
সুজী		৪৸৵০-৫৲
আটা (এ)		৪৵০ ৪।০
আটা (২)		৪৻৵০ ৪৷৴০
আটা (ক)		৫৸০-৫৸৵০
আটা (৩)		৫৻০ ৭।০
পোলাও কুঁড়ি		১৸০-২৲
ভুষি		১৸৵০-১৸৵০

তৈলের দর

আড্ডার মিলের	১৫৲-১৯৲
শ্রীকৃষ্ণ মার্কার তৈল	১৫৸০ ১৫৲
ঐ খুচরা	১৭।০ ১৭৷০
নারিকেল তৈল	১১।০—১১৷-১২৲
রেড়ির তৈল	১১৸০

সূতের দর

রামগীতা	প্রতি মণ	৫৭৲
লক্ষ্মী দাওয়া		৪৯৲
রাজা দাওয়া		৪৭।০
পতিব্রতা		৪৯৲

চিনির দর

সাদা দানা চিনি	৯৸০
দেশী সাদা দানা	৯৵০ ৯৷৵০
,, লাল ,,	৮৶০ ৯৲

লৌহ ও হার্ডওয়্যার

২০শে জুলাই কলিকাতা

টাটার তৈয়ারী	প্রতি হন্দর
লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম) মার্কা	৯৲-৯।০
ঐ বে মার্কা হাওয়া ওজন	৫৵০-৫৸৵০
বর্গা টী আয়রণ)	৬৸৵০—৯৸৵০
এঙ্গেল আয়রণ (কোন)	৯৲—৯।০
গ্যালভানাইজড করগেট টীন ৬	
	হইতে ১০ ফুট
২২ গেজ ৯৸০ ২৪ গেজ	৯৷৴০
২৬ গেজ ১১৵।০ ঐ আর, পি, ডি	১০৸০
গ্যাঃ প্লেইন (স্টক) ১২৫ কি ।/৫ ৸/১০পাঃ	
২৪ গেজ গ্যাঃ প্লেন সীট ১০৲,	
	২৬ গেজ ১০৸৵০
বাগান ঘেরা কাঁটাতার বার্বিড	৭।০-৭৸৵০
প্লেন কাটিং বা ছিট কাটা	১৸০-৩৲ মং
পাটী কাটিং	৫৲ ৫।৵০ হন্দর
বড় কাটিং	৫৷৵০-৫৸০
টীন প্লেট	৯৲-৯৵০
ঐ রেন ওয়াটার পাইপ ৩-৪ ইঞ্চি	
	৶১০, ।১৯ ফুট
কে.লাপসিবল গেট প্রতি স্কয়ার	
	ফুট ১৲-১৷৴০

সন্তোষকুমার মল্লিক
এণ্ড সন্স্ লিঃ
৬ জগন্নাথ ঘাট লোহাপট্টি বড়বাজার,
কলিকাতা

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'শ্রীমায়া' নবদ্বীপ

দৈ নি ক

REG. NO C. 1544

তৈত্তিরীয়োপনিষদ্

"বহু আকারে শুদ্ধ ও অলঙ্কারযুক্ত প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি উত্তম। ভিক্ষা ।০ মাত্র শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

"গৌড়ীয়"

৭ম বর্ষ হইতে ১১শ বর্ষ পর্য্যন্ত প্রতি বর্ষ কাপড়ে বাঁধাই ভিক্ষা ৩।০ মাত্র। শ্রীগৌড়ীয় মঠ বাগবাজার, কলিকাতা

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১০ম খণ্ড　শ্রীমায়াপুর—২৭শে শ্রাবণ, সোমবার　১৩৪২, ১২ই আগষ্ট ১৯৩৫ [১৩৮তম সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

—:০:—

ভারতে নূতন বড়লাট
লর্ড লিন্‌লিথগোর নিয়োগে আনন্দ

লর্ড লিন্‌লিথগোর নিয়োগে সকলেই আনন্দিত হইয়াছেন। এইরূপ একজন যোগ্য ব্যক্তির নিয়োগ সকল দলই বিশেষ প্রশংসাই ও সুখের বিষয় বলিয়া মনে করেন। "টাইমস্" বলেন যে 'এরূপ সঙ্কটময় মুহূর্ত্তে আর কোন বড়লাট নিযুক্ত হন নাই। ও বড়লাটের হিসাবে তিনি যাহা করিবেন তাহাতে স্বদেশের সীয় যেরূপ সমর্থন তিনি লাভ করিবেন, সেইরূপ সমর্থন আর কেহ পাইবেন না ভাবিয়া 'টাইমস্' তাঁহার সম্বন্ধে আশান্বিত।

"ডেলী টেলিগ্রাফ" বিশ্বাস করেন যে, লর্ড লিন্‌লিথগো নিযুক্ত হওয়াতে নূতন শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তনের পক্ষে ব্রিটেন হইতে যোগ্যতম ব্যক্তি প্রেরিত হইয়াছেন বলিয়া সমগ্র ভারত মনে করিবে। "নিউজ ক্রনিকল" বলেন যে, ভারতের শাসনতন্ত্র সম্পর্কে লর্ড লিন্‌লিথগোর বক্তৃতায় ভারতীয় আকাঙ্ক্ষার প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন। ঐ শাসনতন্ত্র পরিচালনের দায়িত্ব কিরূপ গুরুত্বপূর্ণ তাহাও তিনি জানেন, কাজেই তিনিই বড়লাট হইবার উপযুক্ত ব্যক্তি।

প্রকৃতির খেয়াল

সম্প্রতি একটি হিন্দু রমণী একসঙ্গে তিনটি সন্তান প্রসব করিয়াছে। তন্মধ্যে দুইটি কন্যা এবং একটি পুত্র। পুত্রটী মারা গিয়াছে; কিন্তু কন্যা দুইটি এখনও বাঁচিয়া আছে। ইতিপূর্ব্বে আরও একবার ঐ স্ত্রীলোকটী এক সঙ্গে তিনটি সন্তান প্রসব করিয়াছিল।

জাঠদের মধ্যে চাঞ্চল্য
দিল্লী হইতে সৈন্যদল প্রেরিত

সম্প্রতি লোহারু রাজ্যের জাঠদের মধ্যে সাধারণ চাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছে। যোধপুর রাজ্যের শিকার ঠিকানায় জাঠদের প্রতি সহানুভূতিই উহার আংশিক কারণ। লোহারু রাজ্যের উত্তর অঞ্চলে (এই অঞ্চল জয়পুর রাজ্যের পার্শ্ববর্ত্তী) এবং পাঞ্জাবের হিসার জেলায়ই চাঞ্চল্য কিছু বেশী। ১৯২৭ সালে লোহারু রাজ্যে ভূমিকর সম্পর্কে যে নূতন বন্দোবস্ত হইয়াছে, তাহাই জাঠদের উত্তেজনার প্রধান কারণ। ১৯০৯ সালে যে বন্দোবস্ত হইয়াছিল, সেই বন্দোবস্ত পুনঃ প্রবর্ত্তনে লোহারু দরবারকে বাধ্য করাই জাঠদের অভিপ্রায়। তাঁহারা ১৯২৩ সালের বন্দোবস্ত অনুসারে খাজনা দিতে সম্মত নহে। প্রকাশ, লোহারু দরবারের আধিপত্য অস্বীকার করিবার উদ্দেশ্যে জাঠেরা নিজস্ব শাসন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনেরও চেষ্টা করিয়াছিল।

এই জন্যই ভাবিয়ে নবাব সাহেব জাঠদের সমস্ত অভিযোগ বিবেচনা করিয়া প্রচুর খাজনা মকুব করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি ১৯০৯ সালের বন্দোবস্ত পুনঃ প্রবর্ত্তনে সম্মত না হওয়ায় জাঠদের অসন্তোষ দূর হয় নাই।

প্রকাশ, কয়েকদিন পূর্ব্বে বহু সশস্ত্র জাঠ চেহার গ্রামে সমবেত হয় এবং সরকার হইতে খাজনা আদায়ের চেষ্টায় বাধা দিতে চেষ্টা করে। লোহারু রাজ্যের পুলিশ ও সৈনিকবাহিনী পর্য্যাপ্ত বিবেচিত না হওয়ায় নবাব সাহেব ভারত গবর্ণমেন্টের নিকট সামরিক সাহায্য প্রার্থনা করেন। তদনুসারে দিল্লী হইতে একদল সৈন্য পাঠান হয় এবং তাহারা এই আগষ্ট অপরাহ্ণে লোহারুতে উপস্থিত হয়। দিল্লী হইতে সৈন্যদল যাওয়ার সঙ্গে বহু আন্দোলনকারী এবং তাহাদের প্রধান প্রধান নায়কেরা চেহার পরিত্যাগ করে। লোহারু দরবার এখন উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন। প্রকাশ, ভারত গবর্ণমেন্টের সৈন্যদলকে শীঘ্র লোহারু হইতে ফিরাইয়া আনা হইবে।

আমবাগানে বোমা বিস্ফোরণ
পাঁচজনের বিরুদ্ধে চার্জসীট

গত ৯ই আগষ্ট পুলিশ মজঃফরপুরের মহকুমা হাকিমের নিকট নিম্নলিখিত পাঁচজনের বিরুদ্ধে ভারতীয় বিস্ফোরক আইনের ৪ ও ৫ ধারা অনুসারে চার্জসিট দাখিল করিয়াছে :—

(১) পাড়োয়ারের শিবকান্ত মিশির।

(২) পাতৌল হাইস্কুলের ছাত্র কামেশ্বর ঝা।

(৩) পাতৌলাবের চন্দ্রকান্ত ঝা। প্রকাশ, ই আসামী ঘটনার অব্যবহিত পরেই ফেরার হইয়াছিল, কিন্তু সম্প্রতি গ্রেপ্তার হইয়াছে।

(৪) ভাগলপুর জেলার মুশাহরের অধিবাসী দয়ানন্দ ঝা।

(৫) দারভাঙ্গা জেলার চক নামক স্থানের অধিবাসী ব্রজদেও নারায়ণ ঠাকুর। প্রকাশ, এই আসামীও ফেরার হইয়াছিল, সেও সম্প্রতি গ্রেপ্তার হইয়াছে।

অভিযোগে প্রকাশ, এই সকল আসামী এবং পাতৌল হাই স্কুলের ছাত্র আনন্দ ঠাকুর একদিন ... গ্রাম হইতে দুই মাইল দূরবর্ত্তী কোনও আমবাগানে বোমা তৈয়ার করিতেছিল; এমন সময় বোমা ফাটিয়া যায় এবং চন্দ্রকান্ত ও ব্রজদেও ছাড়া অন্যান্য সকলের শরীর গুরুতরভাবে দগ্ধ হয়। আনন্দ ঠাকুর ও

ফ্রান্সে বেকার সমস্যা
দূরীকরণের জন্য মন্ত্রিসভার চেষ্টা

ব্যবসাক্ষেত্রসম্পর্কীয় নূতন আইনগুলি বুঝাইয়া দিবার এবং সেগুলি কিরূপে প্রয়োগ করিতে হইবে তৎসম্পর্কে উপদেশ দিবার জন্য ফ্রান্সের প্রধান মন্ত্রী মঃ লাভাল ফ্রান্সের ৯০ জন জিলাকর্ত্তাকে (প্রিফেক্ট) প্যারিসে আসিবার জন্য আহ্বান করিয়াছেন। মঃ লাভাল ইচ্ছা করেন যে, আইনগুলির মূল্য অবধারণ করিয়া জনসাধারণ যাহিরা করিবার সঙ্গে সঙ্গে যেন সংসার খরচ কমাইয়া ফেলে।

প্রেসিডেন্ট মঃ লেব্রাঁ তাঁহার ছুটি উপভোগ স্থগিত রাখিয়া আগামী বৃহস্পতিবারে মন্ত্রিসভার সভায় সভাপতিত্ব করিবেন। উক্ত সভায় বেকার সমস্যা সমাধানের এবং নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যদ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি করিবার জন্য দেশব্যাপী পূর্ত্তকার্য্যের এক পরিকল্পনা উপস্থিত করা হইবে।

বড়লাটের কলিকাতা ত্যাগ

বৃহস্পতিবার দিন রাত্রি একটার সময় সস্ত্রীক বড়লাট লর্ড উইলিংডন হাওড়া ষ্টেশন হইতে সিমলা যাত্রা করিয়াছেন।

মারা যায় এবং অন্যান্যদিগকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়।

প্রকাশ, ... হইয়াছে। আরও প্রকাশ, কোনও কোনও আসামী ... যে, তাহারা বোমা তৈয়ারী করিতেছিল এই কথা সত্য নহে। ... তাহারা মাছ ধরিতেছিল তখন ... উঠে ও তাহারা অগ্নিদগ্ধ হয়।

ষ্টীমার কর্মচারীর বন্দুক চুরি

খৃষ্টান পাড়ার আদিত্য বিশ্বাস নামক ষ্টীমার কোম্পানীর একজন কর্মচারীর একটী একনালা বন্দুক চুরি করার অভিযোগে ঐ পাড়ার আশুতোষ রায় নামক একজন খৃষ্টান যুবককে অভিযুক্ত করা হয়। জেলা ও দায়রা জজ মিঃ বি কে বসু আসামীকে দণ্ডবিধির ৪১১ ধারা এবং অস্ত্র আইনের ১৯ (ক) এবং ১৯ (চ) ধারা অনুসারে ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

রেলযাত্রীর নিকট পিস্তল প্রাপ্ত

গত ৫ই আগষ্ট সেনগর রাঙ্গেটে চেকিং স্টেশন মাড়োয়ারী ক্যাশের যে চাঞ্চল্যকর ডাকাতি হইয়াছে, তৎসম্পর্কে তিনসুকিয়া হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে, চট্টগ্রামগামী পাঁচ জন মুসলমানকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। তাহারা নাকি তিনবই ধৃত আসাম কোম্পানীর কর্মচারী। প্রকাশ যে, ইহারা নাকি চাবুয়া হইতে ট্রেনে চড়িয়া ডিব্রুগড় যাইতেছিল। এমন সময় পথিমধ্যে মাকুম জংসনের নিকটে রেলের কামরার মধ্যে তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃত ব্যক্তিগণের সমস্ত শরীর ও জিনিষপত্র খুঁজিয়া দেখার ফলে টোটা কার্তুজ ভরা একটি পিস্তল বাহির হয়। আসামী নাকি স্বীকার করিয়াছে যে, সে উহা বগুড়া হইতে ক্রয় করিয়া আনিয়াছিল।

মহিলার রহস্যজনক মৃত্যু

বিশিষ্ট সুগন্ধি দ্রব্য প্রস্তুতকারক লালা উত্তমচাঁদ জৈনের পত্নীর শোচনীয় মৃত্যু সংবাদ পরিজ্ঞাত হইয়া স্থানীয় জৈন সম্প্রদায় মর্মাহত হয়। তাঁহার মৃত্যু রহস্যজালে আবৃত। প্রকাশ, উক্ত মহিলা যখন রন্ধন করিতেছিলেন, তখন তাঁহার শাড়ীতে আগুন ধরিয়া যায় এবং গুরুতর রূপে পুড়িয়া যাওয়ায় তিনি মারা যান। অপর এক বিবরণে প্রকাশ যে, তিনি তাঁহার বস্ত্রে অগ্নি সংযোগ করিয়া আত্মহত্যা করিয়াছেন।

যশোহরে পৈশাচিক হত্যাকাণ্ড

যশোহর ভগবাননগর গ্রামে খুদই নামক ১৩।১৪ বৎসরের একটী বালককে কে বা কাহারা হত্যা করিয়া নিকটস্থ পাট ক্ষেতে বিলের মধ্যে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিয়া যায়। ২।৩ দিন পরে তাহার ছিন্ন অঙ্গগুলি দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু এ পর্যন্ত মস্তক ও কোন কোন অংশ পাওয়া যায় নাই। সন্দেহে ৭ জন আসামী ধৃত হইয়াছে এবং উহাদের মধ্যে কয়েকজন স্বীকারোক্তিও করিয়াছে। ঝিনাইদহ হাজতে ৩ জন আবদ্ধ আছে, বাকী ৩ জনকে জামিনে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে।

পলাতক আসামী ধৃত

কৃষ্ণগঞ্জ থানার গোপালনগরের জেরাপ আলী নামক এক ব্যক্তি চুরি করিতে গিয়া ধৃত হয় এবং আহত অবস্থায় সদর হাসপাতালে পুলিশ পাহারাধীনে থাকে, ইতিমধ্যে একদিন আকস্মাৎভাবে সে পলায়ন করে। তাহার একটী পা ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। এই আসামী জাফরগঞ্জের নিকট পলাতক আসামীকে কতিপয় মোটর চালক পুনরায় গ্রেপ্তার করিয়াছে এবং ঐ তারিখেই তাহাকে পুনরায় জেল হাসপাতালে প্রেরণ করা হইয়াছে।

নাগপুর হাইকোর্ট

আগামী জানুয়ারী মাসে নাগপুর হাইকোর্ট উদ্বোধনের জন্য আয়োজন চলিতেছে। প্রকাশ, বর্তমানে যে দালান আছে তাহাতেই হাইকোর্ট বসিবে। পরে প্রয়োজন অনুসারে উহার সংস্কার বা পরিবর্তন করা হইবে। জুডিসিয়াল কমিশনারের কোর্টের রেজিষ্টার মিঃ কে ভি কে সুব্রহ্ম আই সি এসকে ২০শে আগষ্ট হইতে এ সম্বন্ধে ব্যবস্থা করিবার জন্য বিশেষভাবে নিযুক্ত করা হইবে।

পদ্মায় নৌকাডুবি

গত ২০শে শ্রাবণ ঢাকা জিলার বিক্রমপুর পরগণায় মাওয়ার নিকট পদ্মা নদীতে ৪০ জন আরোহীসহ একখানা নৌকা ডুবিয়া যায়। উত্তর গ্রামের শ্রীমান দুর্গামোহন সোম ঐ সময় সেখানে উপস্থিত হয় এবং আরোহীদিগকে আসন্ন মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা করে। ২টী পাঁচ বৎসরের ছেলেকে তিনি অতি আশ্চর্য্যভাবে জল হইতে উত্তোলন করিয়াছেন। নৌকাখানি এখনও পাওয়া যায় নাই।

রোগের জ্বালায় যুবকের আত্মহত্যা

গত ৩১শে জুলাই প্রাতে ১০ ঘটিকার বাঁখড়ার বিখ্যাত লৌহ ব্যবসায়ী শ্রীবিপিন বিহারী দত্তের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ পুরুষোত্তম দত্ত, ওরফে প্রিয়ং বয়স ২৪ বৎসর, ইঞ্জিনের সম্মুখে লম্ফপ্রদান করিয়া আত্মহত্যা করিয়াছে। প্রকাশ, এই যুবক বহু দিন হইতে কুষ্ঠ রোগে ভুগিতেছিল এবং তাহার জীবনের উপর বিতৃষ্ণা হওয়ায় সে এইরূপ কাজ করিয়াছে।

শিবমন্দির ভাঙ্গিয়া দিবার আদেশ

চেৎ ভাই খান সিংহে একটি প্রাচীন শিবমন্দির ভাঙ্গিয়া দিবার জন্য আদেশ প্রদত্ত হওয়ায় হিন্দুদের মধ্যে এক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে। সম্প্রতি আপোষের ফলে জনৈক কমিটীর প্রস্থ সাহেব সম্পত্তির অধিকারী হন কিন্তু মন্দির ও পুকুর মুসলমান জায়গীরদারের দখলে থাকে। প্রকাশ, উক্ত মুসলমান জায়গীরদার মন্দির ভাঙ্গিয়া দেওয়ার হুকুম দিয়াছেন। হিন্দুদের এক জনসভায় মুসলমান জায়গীরদারের বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন এবং মন্দিরটী অবিলম্বে হিন্দুগণকে প্রত্যর্পণ করিতে গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিয়া এক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

গরু চরাইবার মাঠ লইয়া দাঙ্গা

আগ্রার দেওপুরা, দাতারপুর এবং বরানাকালান গ্রামের প্রায় ২০০ শত কৃষক মাঠে একত্রিত হইয়া লাঠি, বর্শা প্রভৃতির সাহায্যে দাঙ্গা করার ফলে ১২ জন ব্যক্তি গুরুতররূপে আহত হইয়াছে। প্রকাশ, গরুচরান লইয়া ঝগড়ার সূত্রপাত হয়। বরানাকালানের কৃষকেরা তাহাদের মাঠে অপরের গরুচরান সম্পর্কে আপত্তি করে। অন্য গ্রামের লোকেরা তাহাদের আপত্তিতে কর্ণপাত না করার ফলে দুইদলে বচসা হয় এবং পরে লাঠি ও বর্শা দ্বারা একে অপরকে আক্রমণ করে। ফলে কয়েক ব্যক্তি গুরুতররূপে আহত হইয়াছে।

রাজা ও প্রজারের মামলা

৬ই আগষ্ট গত দার্জ্জিলিংয়ের দায়রা জজ মিঃ কে ইউনি এক দাঙ্গা মামলার রায় দিয়াছেন। ঐ মামলায় গত এপ্রিল মাসে কালিম্পংয়ে দাঙ্গা-হাঙ্গামা করিবার এবং জনৈক তিব্বতী ব্যবসায়ীর ভৃত্য পেমা ওয়াংয়েকে (মৃত্যু মুখে পতিত) মারপিট করিবার অভিযোগে মুলা ভুটিয়া, চুনকে ভুটানি ও চাংদ্ ভুটিয়া ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৮ ও ৩২৫ ধারা অনুযায়ী অভিযুক্ত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত মুলা ভুটিয়া ঐ সময় পেমা ওয়াংয়েকে হত্যা করিবার (৩০২ ধারা) এবং অপর একজন ধনী তিব্বতীর ভৃত্য লপসন নামকেকে হত্যার চেষ্টার অভিযোগে (৩০৭ ধারা) অভিযুক্ত হইয়াছিল। ফরিয়াদী পক্ষে ডাঃ দেব সিংহ ও জনৈক পুলিশ সাব ইন্‌স্‌পেক্টার প্রমুখ কয়েকজন সাক্ষীর সাক্ষ্য গৃহীত হয়।

সমস্ত আসামীই আপনাদিগকে নির্দ্দোষ বলে; কিন্তু আসামী মুলা বলে যে, সে একদিন লপসন ও তাহার চারি পাঁচজন সঙ্গী কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া আত্মরক্ষার্থ লপসনকে ছুরিকাঘাত করিয়াছিল।

জজ এসেসরদের সিদ্ধান্ত শুনিয়া চুনকে ভুটানী ও চাংদ্ ভুটিয়াকে খালাস দিয়াছেন; কিন্তু মুলা ভুটিয়াকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৩৫ ধারা (উত্তেজিত হইয়া গুরুতর আঘাত করা) অনুযায়ী দুই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

গঙ্গা বক্ষে ডাকাতি

গত মঙ্গলবার শেষ রাত্রিতে গঙ্গাবক্ষে একটী ভীষণ ডাকাতি হইয়া গিয়াছে।

প্রকাশ, রাত্রি ২ঘটিকার সময় মাটিয়া বুরুজ বরতলা ঘাটে একটী দেশী নৌকা নোঙ্গর করিয়াছিল। এমন সময় অনুমান ৭জন লোক ঐ নৌকা আক্রমণ করে। লোকগুলিকে দেখিতে বাঙ্গালীর মত তাহারা নৌকার মাঝি কেওট ও আর দুইজন মাঝিকে মারপিট করিয়া জিনিষপত্র ও নগদে প্রায় ৫০৲ লইয়া একটী ছোট নৌকা করিয়া পলায়ন করে। আহত দুইজন মাঝিকে হাসপাতালে পাঠান হইয়াছে। ইনস্পেক্টার গুহ ঘটনা সম্পর্কে তদন্ত করিতেছেন। এই পর্য্যন্ত কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই।

সব জজ বনাম দারোগা

জেলা জজের আদালতে গত ৬ই আগষ্ট বিশেষ চাঞ্চল্য দেখা দিয়াছিল। সমন পাইয়া ভূতপূর্ব্ব দারোগা কুমার সিং লাল আদালতে হাজির হইয়াছিলেন।

প্রকাশ যে, কুমার সিং লাল রেজিষ্টারী ডাকে জেলা জজ মিঃ পি সি চৌধুরীর নিকট এক আবেদন প্রেরণ করেন। তাহাতে তিনি এই অনুমতি প্রার্থনা করেন যে, স্থানীয় সব জজের বিরুদ্ধে দণ্ডবিধির ১৯৬ ধারা (জাল এবং মিথ্যা সাক্ষ্য জানিয়াও সেই মিথ্যা সাক্ষ্য সত্য বলিয়া ব্যবহার করা অথবা ব্যবহার করিবার চেষ্টা করা) অনুসারে মামলা করিতে চাহেন। অতএব গবর্ণমেণ্ট যেন তাঁহাকে যথোচিত অনুমতি প্রদান করেন।

এই পত্র পাইয়া জেলা জজ প্রথমতঃ আবেদনকারীকে আদালতে হাজির হইবার জন্য সমন দেন। তিনি আদালতে উপস্থিত হইলে তাঁহাকে বলা হয় যে ব্যক্তিগত নামে দায়রা জজের নিকট আবেদন করা অসঙ্গত হইয়াছে। অতঃপর জেলা জজ হলপাত্তে তাঁহার জবানবন্দী গ্রহণ করেন আবেদনকারীকে বলা হয় যে, সবজজের নামে তিনি যে সব অভিযোগ করিয়াছেন, তৎসমস্ত প্রমাণ করিতে হইবে এবং এই বিষয়ে একটি এফিডেভিট দাখিল করিতে হইবে। জেলা জজ আরও বলেন যে, আবেদনকারী যেন পরের দিনও আদালতে হাজির হন। সেই দিবস তাঁহার আবেদন সম্পর্কে রায় দেওয়া হইবে।

৫২৮ জনের প্রতি দণ্ডাদেশ

পথ চলিবার সাধারণ নিয়ম লঙ্ঘন করিবার অভিযোগে করাচীর পুলিশ এ পর্যন্ত ৫২৮ জন সাইকেল আরোহীকে গ্রেপ্তার করিয়া বিচারার্থ চালান দিয়াছে। নৈশ আদালতের বিচারে তাহাদের প্রত্যেকের এক টাকা হইতে পাঁচ টাকা পর্যন্ত অর্থ দণ্ড হইয়াছে। এ পর্যন্ত যে জরিমানা আদায় হইয়াছে, তাহার পরিমাণ ২০০০৲ টাকা। পুলিশ একটা সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা লইয়া কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে। প্রত্যেক দিন রাত্রিকালেই তাহারা সহরের বিভিন্ন অংশে সাইকেল আরোহীদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাইতেছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১০ম বর্ষ } ২৭ শ্রীধর গৌরাব্দ ৪৪৯, ২৭শে শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১৩৪২, ১২ই আগষ্ট ইং ১৯৩৫ সোমবার { ৯৮তম সংখ্যা

লণ্ডন-বার্ত্তা

লণ্ডন হইতে এয়ারমেলে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, তথাকার "সেন্ট্রাল হিন্দু সোসাইটী"র এক সভায় শ্রীগৌড়ীয়মঠের সুপ্রসিদ্ধ প্রচারক স্বামী বি, এইচ বন, "হিন্দুধর্ম্ম"-সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। শ্রোতৃবৃন্দ সকলেই বক্তৃতার ভাব, ভাষা ও বর্ণনপ্রণালীর বিশেষ প্রশংসা করিয়া একবাক্যে বলিয়াছেন যে, হিন্দুধর্ম্মের এই প্রকার উচ্চ চিন্তাস্রোত তথায় ইতঃপূর্ব্বে অতি অল্পই প্রকাশিত হইয়াছে। বক্তৃতার পর স্বামীজী একটী প্রার্থনা-সঙ্গীত কীর্ত্তন করেন, তাহাও সকলের চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছিল।

* * *

স্বামীজী পোরবন্দরের মাননীয় মহারাজা বাহাদুরের সহিত কেন্‌সিংটন রয়েল হোটেলে সাক্ষাৎ করিয়া গৌড়ীয়মঠের প্রচার্য্য বিষয় বর্ণন করেন। মহারাজ বাহাদুর বলেন, শ্রীগৌড়ীয়মঠ ভারতে ও ভারতের বাহিরে ইংলণ্ড প্রভৃতি স্থানে যেভাবে প্রচার করিতেছেন তাহা বাস্তবিকই প্রশংসনীয়; এই প্রচারদর্শনে তিনি বিশেষ আনন্দিত হইয়াছেন।

* * *

স্বামীজী দেবসের (Devas) মাননীয় মহারাজা বাহাদুরের নিকট তাঁহার লণ্ডনস্থ আবাসে বহুক্ষণ শ্রীচৈতন্যবাণী কীর্ত্তন করিয়াছেন। মহারাজা বাহাদুর তাহা শুনিয়া এবং লণ্ডনের আবহাওয়ার ন্যায় পরমার্থের সম্পূর্ণ প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যে যে বিরাট্‌ভাবে প্রচারকার্য্য চালাইয়াছেন তাহা লক্ষ্য করিয়া বিস্ময় প্রকাশ করেন এবং যেরূপ হিন্দু ইংলণ্ডে যান বিশেষভাবে তাঁহাদের জন্য লণ্ডনে গৌড়ীয়-প্রতিষ্ঠানের ন্যায় একটী প্রতিষ্ঠানের বিশেষ প্রয়োজনীয়তার বিষয় জ্ঞাপন করেন।

* * *

মিঃ জি, ডি, বিড়লা বর্ত্তমানে লণ্ডনের 'গ্রসভেনর হাউসে' অবস্থান করিতেছেন। তিনি একদিন স্বামী শ্রীপাদ বন মহারাজকে তথায় আহ্বান করিয়া বলিয়াছেন যে, স্বামীজী সেদিন সেন্ট্রাল-হিন্দু-সোসাইটীর সভায় যে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন তাহা অতি চমৎকার হইয়াছে। মিঃ বিড়লা আরও বলিয়াছেন যে, গৌড়ীয় মিশনের প্রচার্য্য-বিষয় অতি উচ্চ এবং তিনি উহার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারেন না। মিঃ বিড়লা কলিকাতায় মিশনের আরও অনেক প্রচারকের সাক্ষাৎকার পাইয়া ভারতে ও ভারতের বাহিরে মধ্য ইউরোপে মিশনের প্রচার-কার্য্য-সম্বন্ধে অনেক বিষয় অবগত আছেন।

* * *

মিঃ বিড়লা নিজে আমেরিকায় গিয়াছেন; তথায় অন্যান্য মিশনের যে-সকল প্রচারক আছেন তাঁহাদের সম্বন্ধে তাঁহার (মিঃ বিড়লার) ধারণা মোটেই উচ্চ নহে। তিনি সর্ব্বতোভাবে স্বীকার করেন যে, যে-সকল প্রচারক ভারত হইতে ভারতের বাহিরে আসিবেন, তাঁহাদের যদি অন্ততঃ নৈতিক চরিত্র সম্পূর্ণভাবে ঠিক না থাকে তাহা হইলে ধর্ম্ম-প্রচারার্থ আসা কোনরূপেই উচিত নহে। একজন চরিত্রহীন হইলে তাহা সমগ্র দেশের সুনাম নষ্ট করে। মিঃ বিড়লা এবিষয়ে সন্দেহহীন যে, গৌড়ীয়মিশন ইউরোপে আর কিছু না করিলেও পাশ্চাত্যের উচ্চ সমাজে ও প্রসিদ্ধ পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট ভারতের পরমার্থ-প্রচারকগণের সর্ব্বোচ্চ স্থান গৌরবের সহিত স্থাপন করিয়াছেন। গৌড়ীয়মিশনের ন্যায় আর কোনও মিশনই ইংলণ্ডে ও মধ্য ইউরোপের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দায়িত্বজ্ঞানযুক্ত মনীষিগণ-কর্ত্তৃক ঐ প্রকার সম্মানের সহিত অভ্যর্থিত হন নাই।

* * *

মিঃ বি, এ, বসু Empire Parliamentary Conference এর অন্যতম ভারতীয় সদস্য-রূপে বর্ত্তমানে লণ্ডনে অবস্থান করিতেছেন। গৌড়ীয়-মিশনের মিঃ সচ্চিদানন্দ দাস তাঁহাকে 'কর্ণওয়াল গার্ডেন্‌'স্থিত লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয়ে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। স্বামী বন মিঃ বসুকে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। মিঃ বসু ২ ঘণ্টাকাল মঠ-কার্য্যালয়ে অবস্থান পূর্ব্বক হরিকথা-শ্রবণ ও মহাপ্রসাদ সম্মান করিয়াছেন।

* * *

ঐ দিবস অপরাহ্ণে স্যর জাবেদ রায়, লেডী রায় ও তাঁহাদের দুই কন্যা লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয়-দর্শনে গমন করিয়াছিলেন। স্যর রায় মিশনের প্রচার-সাফল্য-দর্শনে অতিশয় আনন্দিত হইয়া প্রচারে সর্ব্বতোভাবে সহানুভূতি জ্ঞাপন করেন। তিনি কটন্যাও হইতে বহুদূর পথ অতিক্রম করিয়া লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ-দর্শনে আসিয়াছিলেন।

* * *

ভারত-সচিবের পরিষদের সভ্য সর্দ্দার বাহাদুর মোহন সিং ও তাঁহার পত্নীকে Savoy Hotel এ অভ্যর্থনার জন্য বাঙ্গলা রাউ-সম্প্রদায় একটী সভার আয়োজন করিয়াছিলেন। ইহা যথার্থ প্রতিনিধিমূলক সম্মেলন। গৌড়ীয়-মিশনের স্বামী বন নিমন্ত্রিত হইয়া তাহাতে উপস্থিত হইলে রাউ-সম্প্রদায়ের প্রেসিডেন্ট মহোদয় স্বামীজীকে একটী প্রার্থনা-সঙ্গীতদ্বারা অনুষ্ঠানটীকে আশীর্ব্বাদ করিতে নিবেদন করেন। স্বামীজী ঐ অনুরোধ রক্ষা করিয়াছিলেন। লণ্ডনস্থ ভারতীয়গণের সামাজিক অনুষ্ঠানও ধর্ম্মের বহুমানন করিতেছে দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম।

শ্রীরূপগৌড়ীয়মঠের নাট্যমন্দির

এলাহাবাদ শ্রীরূপগৌড়ীয়মঠের "হেস্‌স রুজ" নামক নাট্যমন্দির আদি নির্ম্মাণ জন্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিলাস পর্ব্বত মহারাজ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আদেশে এলাহাবাদে উপস্থিত হইয়াছেন। নাট্যমন্দির আদি নির্ম্মাণে প্রয়োজনীয় উপকরণ ইতোমধ্যে মঠ-প্রাঙ্গণে আসিয়া পড়িতেছে। উপকরণ-সমূহ সংগ্রহ করা সম্বন্ধে করিয়া এবং এসকল কার্য্য-তত্ত্বাবধান করিবার জন্য শ্রীযুত কৃষ্ণপদ দাসাধিকারীকে তথায় রাখিয়া শ্রীযুত নেমি মহারাজ শ্রীনিতাই দাস ব্রহ্মচারী প্রমুখ চারি জন ব্রহ্মচারী সহ প্রচারার্থ কাণপুর গমন করিয়াছেন এবং তথায় উত্তর ভারতের সুপ্রসিদ্ধ ধনাঢ্য ব্যবসায়ী ধার্ম্মিক ও দাতৃবর পুণ্যবান্ শেঠ লালা যোগীলাল কমলাপত মহোদয়ের বাগানবাটীতে অবস্থান করিতেছেন। উক্ত ধর্ম্মজ্ঞবর লালাজী এবং তাঁহার সহধর্ম্মিণী বিশেষ ধর্ম্মপ্রাণা ও দানশীলা বলিয়া এ দেশে প্রতিষ্ঠিতা। ইঁহারা সাংখ্যমতে শ্রীমায়াপুরে গৌড়ীয়মঠের সেবায় ৫০০্ শত মুদ্রা পাঠাইয়া নিত্য সুকৃতি সঞ্চয় করিয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু ইঁহাদের নিত্য-সুকৃতি ও কল্যাণ বিধান করুন।

বৈদ্যুতিক আলোক

শ্রীরূপগৌড়ীয়মঠ বৈদ্যুতিক আলোকে আলোকিত হইতেছেন। শ্রীমতী শরৎ কুমারী দেবী নামী জনৈকা পুণ্যশীলা রমণী এতৎকল্পে শত মুদ্রা দিয়াছেন। দেব-গৃহে দীপদানরূপ ভক্ত্যঙ্গ্মুখী সুকৃতি লাভ করিবার ভাগ্য যাঁহার হয় তিনি ভাগ্যবতী সন্দেহ নাই।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৭ শ্রীধর সঙ্কলিত সংখ্যা ৪৪১

মুক্তি

একই শব্দ বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন অর্থ প্রকাশ করিয়া থাকে। কোন্ স্থানে কি-অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে তাহা জানিতে না পারিয়া নিজের ধারণানুযায়ী শব্দকে লক্ষ্য করিতে যাইয়া অনেকে কলহে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। 'মুক্তি'-শব্দটী শুনিলেই বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের কেহ কেহ কর্ণে অঙ্গুলি দিয়া থাকেন। কিন্তু শ্রীল রূপ-গোস্বামী প্রভু নাটকের প্রথম শ্লোকেই বলিয়াছেন—

নিখিলশ্রুতিমৌলিরত্নমালা-
দ্যুতিনীরাজিতপাদপঙ্কজান্ত।
অয়ি মুক্তকুলৈরুপাস্যমানং
পরিতস্ত্বাং হরিনাম সংশ্রয়ামি॥

গৌড়ীয়বৈষ্ণবগণ রূপানুগ। শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুর বাক্য তাঁহাদের শিরোধার্য্য। শ্রীরূপপাদ মহাপ্রভুর মনোহভীষ্ট প্রচার করিয়াছেন। মহাপ্রভুর সিদ্ধান্তের একবিন্দু এদিকে ওদিকে যান নাই। সুতরাং তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহা অভ্রান্ত। তাঁহার বাক্যে দেখিতে পাই, শুদ্ধ চিন্ময় শ্রীনাম মুক্তকুলেরই উপাস্য; সুতরাং 'মুক্তি'-শব্দটী দোষের নহে। মুক্তি না পাইলে শুদ্ধভজন আরম্ভই হয় না।

পাঠকগণ এখন জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, তাহা হইলে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য শ্রীমদ্ভাগবতের "তত্তেঽনুকম্পাং" শ্লোকটী বলিবার সময় এই শ্লোকোক্ত 'মুক্তিপদে' স্থলে 'ভক্তিপদে' বলিয়াছিলেন কেন? তিনি ত' মহাপ্রভুর কৃপালাভের পূর্ব্বে 'মুক্তি'ই বহুমানন করিতেন, মহাপ্রভুর উপদেশামৃত-শ্রবণের পরেই ত' তিনি 'মুক্তিপদে' স্থলে 'ভক্তিপদে' শব্দ ব্যবহার করিয়াছিলেন? আবার শ্রীমদ্ভাগবতও (৩।২৯।১৩) বলিয়াছেন—

"সালোক্য-সার্ষ্টি-সামীপ্য-
সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥"

উক্ত প্রশ্নের উত্তর এই যে, শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভুর বাক্য ও সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের উক্তি একই তাৎপর্য্যপর। উভয়ের মধ্যে বিন্দুমাত্রও পার্থক্য নাই। উভয়ের উক্তিই বস্তুর আনাভাবেই উভয়ের উক্তি বিরুদ্ধভাবাপন্ন বলিয়া বোধ হয়। শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু যে অর্থে 'মুক্তি'কে লক্ষ্য করিয়া শ্রীনামকে 'মুক্তকুলৈরুপাস্যমানং' বলিয়াছেন তাহা—"অনর্থ-নিবৃত্তি"। এই অনর্থ নষ্ট না হইলে অপ্রাকৃত-লোকে যাইবার সম্ভাবনা নাই বলিয়া যে সেবা-পরায়ণতার জন্য শ্রীল সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মুক্তিস্থলে ভক্তি-শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন তাহা লাভের সম্ভাবনা নাই। অপ্রাকৃত-সেবা অনর্থযুক্ত প্রাকৃত ধারণায় লভ্য নহে। নির্ব্বিশেষবাদিগণের মুক্তি সম্বন্ধে ধারণা—ব্রহ্মে বা ভগবানে জীবাত্মার বিলোপ-সাধন। এই বিলোপ-সাধনকে তাহারা সাযুজ্য শব্দে উদ্দিষ্ট করিয়া উহাকেই জীবের সাধনের চরম ফল বলিয়া জ্ঞান করেন। তাহাদের ধারণার ঐ সাযুজ্য দুই প্রকার—ব্রহ্মসাযুজ্য ও ঈশ্বর-সাযুজ্য। মায়াবাদি-বৈদান্তিকগণের লক্ষ্য—ব্রহ্মসাযুজ্য, পাতঞ্জলাদিগণের লক্ষ্য—ঈশ্বর-সাযুজ্য। শ্রীল সার্ব্বভৌম প্রথমতঃ বেদান্তের মায়াবাদ-ভাষ্যই আলোচনা করিয়াছিলেন, তাই যখন মহাপ্রভুর কৃপায় অপ্রাকৃত ভক্তির জ্যোতিঃ দেখিতে পাইলেন—ভক্তির মহিমা অবগত হইলেন, তখনই 'মুক্তি'-শব্দ প্রতিযোগীর উচ্চারণমাত্রেই শিহরিয়া উঠিলেন। তাঁহার 'ভক্তিপদে' উক্তিতে অনর্থনিবৃত্তিরূপ মুক্তির পরে যে শুদ্ধ সেবা আরম্ভ হয়, তাহার প্রতিই তাঁহার দৃঢ় নিষ্ঠা প্রকাশিত হইয়াছে। বস্তুতঃপক্ষে মায়াবাদিগণের ধারণার সাযুজ্য ভক্তগণ সর্ব্বদাই গর্হণ করিয়া থাকেন। যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—

সাযুজ্য শুনিতে ভক্তের হয় ঘৃণা ভয়।
'নরক' বাঞ্ছয়ে, তবু সাযুজ্য' না লয়॥
ব্রহ্মে ঈশ্বরে সাযুজ্য দুই ত' প্রকার।
ব্রহ্ম-সাযুজ্য হইতে ঈশ্বর-সাযুজ্য ধিক্কার॥

অনর্থনিবৃত্তিরূপ মুক্তির পরে শুদ্ধসেবার অধিকার হইলে গৌড়ীয়-গণে গণিত হইবার অধিকার হয়। কৃষ্ণের আনন্দবিধানই এই সেবা। এই সেবার নিকট আত্মসুখকর কোন ধারণাই স্থান পায় না। ঐশ্বর্য্য-মার্গের সেবকগণ সার্ষ্টি-সালোক্যাদি যে চতুর্ব্বিধ মুক্তির প্রার্থী, তাহাতেও আত্মপ্রীতির গন্ধ আছে বলিয়া মাধুর্য্যমার্গের সেবকগণ তাহা গ্রহণ করেন না।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীতত্ত্বসূত্রে মুক্তিসম্বন্ধে নিম্নলিখিত সূত্র প্রদান করিয়াছেন—

'অনর্থনিবৃত্তির্মুক্তিঃ স্বরূপপ্রাপকত্বাৎ॥'

এই সূত্রের ব্যাখ্যায় 'মুক্তি' সম্বন্ধে তিনি যে সুন্দর বিচার দেখাইয়াছেন তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"মুক্তি-বিষয়ক অনেক তর্কবিতর্ক হইয়া থাকে। কেহ কেহ জীবের ব্রহ্মে লয় হওয়াকে মুক্তি বলেন। মুক্তিকে পঞ্চ-প্রকারে শ্রেণীবদ্ধ করা হইয়াছে অর্থাৎ সার্ষ্টি, সালোক্য, সামীপ্য, সারূপ্য ও সাযুজ্য—এই সকল মুক্তির শ্রেণী। ভগবানের সহিত সমান ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্তির নাম সার্ষ্টি, ভগবল্লোকে বাসের নাম সালোক্য, ভগবৎ-সমীপস্থ হওয়ার নাম সামীপ্য, ভগবৎস্বরূপ-প্রাপ্তির নাম সারূপ্য এবং ভগবানে লয় হওয়ার নাম সাযুজ্য—এই প্রকার শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়। নিগূঢ় বিচার করিলে সকল-প্রকার মুক্তির একটী সাধারণ লক্ষণ দৃষ্ট হয়। সার্ষ্টি, সালোক্য, সামীপ্য, সারূপ্য ও সাযুজ্য এ সমুদয়ই ভগবৎ-সান্নিধ্য প্রকাশ করে। জীবের ভগবদ্বিমুখতাই সকল দুঃখের কারণ; যেহেতু আনন্দ-চিন্ময় ভগবান্‌কে ত্যাগ করিলে দুঃখময় জড়তাই ফল হয়। ইহাই জীবের বদ্ধাবস্থা। বদ্ধাবস্থার অনেক প্রকার বিশেষণ থাকিলেও তাহার সাধারণ লক্ষণ ঈশ্বরবিমুখতা ব্যতীত আর কিছু উপলব্ধি হয় না। অতএব সর্ব্বপ্রকার মুক্তিতেই ঈশ্বর-সান্নিধ্য অর্থাৎ সাযুজ্য ব্যতীত আর কি সাধারণ লক্ষণ দেখা যায়?

"বহু পর মুক্তি-শব্দের হয় পঞ্চবৃত্তি।
রূঢ়িবৃত্তো কহে তবু সাযুজ্যে প্রতীতি॥"

এস্থলে সাযুজ্য শব্দের অর্থ লয়ের সহিত নয়। বাস্তবিক সাযুজ্য-শব্দের অর্থ ব্রহ্মের সহিত সংযোগ। যে সকল বৈষ্ণব গোপীভাবের সাধনে প্রবৃত্ত হন তাঁহাদের সাধনই ব্রহ্মসাযুজ্য সাধন বলিতে হইবে। অর্থে কিছুমাত্র ভেদ নাই, কেবল নামের বিবাদমাত্র। শ্রুতিতে সাক্ষ্যসূত্র, যথা—

উভৈকাঃ নানাবৈকল্যমুপাধিবোধহানাদ্য-
দিত্যবৎ।

পরব্রহ্মের আশ্রয়ের দ্বারা যে ফল হয় তাহাকেই মুক্তি বলি, ঐ মুক্তি কি প্রকার তাহা কঠোপনিষদে এই প্রকার বর্ণিত আছে;—

এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠমেতদালম্বনং পরম্।
এতদালম্বনং জ্ঞাত্বা ব্রহ্মলোকে মহীয়তে॥

এই মুক্তিই জীবকে স্বপদ প্রাপ্তি করায়, এই স্বপদ কঠোপনিষদে উল্লিখিত মন্ত্রের পরেই এই প্রকার বর্ণিত আছে,—

ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ নায়ং
কুতশ্চিৎ ন বভূব কশ্চিৎ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে
হন্যমানে শরীরে॥

বাস্তবিক এই সকল শ্রুতি ও বিচারের দ্বারা মুক্তি অর্থাৎ জীবের স্বপদ যে এক অনির্ব্বচনীয় ব্যাপার তাহা উপলব্ধ হইতেছে। এই ব্যাপারটি বাক্য ও মনের দ্বারা প্রকাশ করা যায় না; যেহেতু এই বদ্ধাবস্থায় সকল জীবই (ব্রহ্মাদি স্থাবর পর্য্যন্ত) দেশ ও কালের বশীভূত হইয়াছে; অতএব তদুভয় পদার্থের অতীত অবস্থাকে কেহই চিন্তা করিতে পারে না, কিন্তু এই অবস্থা হইতে সেই অবস্থা যে উৎকৃষ্ট ইহা আমাদের স্বতঃসিদ্ধ বিশ্বাস। যাঁহারা এই স্বতঃসিদ্ধ বিশ্বাস অনাদর করেন তাঁহাদের বিরুদ্ধে কঠোপনিষদ্ কহিয়াছেন, যথা—

ন সাম্পরায়ঃ প্রতিভাতি বালং প্রমাদ্যন্তং
বিত্তমোহেন মূঢ়ম্।
অয়ং লোকো নাস্তি পর ইতি মানী পুনঃ
পুনর্বশমাপদ্যতে মে॥

মুক্তি-বিচারের দ্বারা যাঁহারা জীবের মুক্ত অবস্থার নির্ণয় বা পরকাল-তত্ত্ব বিচার করিতে চাহেন তাঁহারা নির্ব্বোধ। তথাপি কঠোপনিষদে—

নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া প্রোক্তান্যেনৈব
সুজ্ঞানায় প্রেষ্ঠ।

যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ [illegible]
[illegible]॥

মুক্তি-বিষয়ক অধিক বিচার সম্ভব নহে, অতএব যাঁহারা এই অচিন্ত্য অবস্থার বিষয় নির্ণয় করিবার জন্য তর্ক করিয়া বাক্যে প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহাদের পরিশ্রম ফলবান্ হয় না; বরং নির্ব্বাণ, সালোক্য, সার্ষ্টি প্রভৃতি অবস্থা লইয়া পরস্পর বিবাদ করিয়া থাকেন, তাহাতে কখনই মীমাংসা হইতে পারে না। অতএব নিম্নলিখিত সাধুবাক্যই আমাদের পালনীয়।

অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবাঃ ন তাংস্তর্কেণ
যোজয়েৎ।
প্রকৃতিভ্যঃ পরং যচ্চ তদচিন্ত্যস্য
লক্ষণম্॥

তত্র ব্যাসসূত্রং যথা;—

"তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ"

অতএব নিশ্চয় মীমাংসা এই যে জীবের অনর্থনিবৃত্তিই মুক্তি এবং তদ্দ্বারা জীবের স্বপদপ্রাপ্তি হয়।

তথা চ শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথম স্কন্ধে সূতেনোক্তম্,—

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি দৃষ্ট এবাত্মনীশ্বরে॥
তথা চ ভাগবতে দ্বিতীয় স্কন্ধে
মুক্তিকথনম্,—
'মুক্তির্হিত্বান্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ।'

সজ্জন-সুহৃৎপ্রভু-সম্বন্ধে আলোচনা

[২]

অতঃপর শ্রীপাদ কুঞ্জবাবু [illegible] বিদ্যাবিনোদ প্রভু তাঁহার সহিত সজ্জনসুহৃৎ প্রভুর, ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে কিরূপ লৌকিক শিক্ষক ও ছাত্র-সম্বন্ধে প্রথম পরিচয় হইয়াছিল তাহা বর্ণন করিয়া বলেন যে, সেরূপ ধনী ও বিলাস-গৃহের সন্তানকে তিনি যখন বহু বৎসর পরে শ্রীমায়াপুর চৈতন্যমঠের প্রাঙ্গণে উপদেশপ্রার্থিরূপে দেখিতে পান, তখন আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন এবং ক্রমে সজ্জন-সুহৃদের শুরুপাদাশ্রয়ের সঙ্কল্পের কথা শুনিয়া মঠের কঠোর নিয়মসমূহ তাঁহার পক্ষে পালন করা সম্ভবপর হইবে না বলিয়া তাঁহাকে নিরুৎসাহিত করিলেও দৃঢ়চিত্তে সজ্জন-সুহৃদের সুদৃঢ় সঙ্কল্প লক্ষ্য করিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণ-

মায়াকে পিছনে রাখি' কৃষ্ণপানে চায়। ভজিতে ভজিতে কৃষ্ণপাদপদ্ম পায়।

আশ্রমের জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া সত্ত্বপ্রবৃৎ প্রভু তাঁহার পবিত্র প্রাণের জন্য গৌড়ীয়-সম্পাদককে বিশেষভাবে অনুরোধ করিলে তিনি আচার্য্যাশ্রিত প্রভুর নিকট তাঁহার পরিচয়পত্র দিয়াছিলেন। নিজের সহধর্ম্মিণীর অসুস্থতার জন্য করিয়া তিনি তাঁহাকে লইয়া কলিকাতা গমন করেন এবং সেইসময় অনেক দিন থাকিয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীল প্রভুপাদ ও অন্যান্য ভক্তগণের নিকট হরিকথা-শ্রবণের সুযোগ করিয়া লন।

আচার্য্যের কৃপা লাভ করিয়া ঢাকায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলে তাঁহাকে প্রবল বহির্ম্মুখতার নানাপ্রকার বৈচিত্র্যের সহিত অবিশ্রান্ত সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল। নানাপ্রকার উপহাস, লোকগঞ্জনা এবং বহির্ম্মুখতার বহুরূপী আক্রমণকে তিনি শ্রীগুরুবৈষ্ণবের কৃপাবলে অগ্রাহ্য করিয়া সেবার বিজয়বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিয়াছিলেন। দেশাত্মবোধ, দেহাত্মবোধ বা সমাজাত্মবোধের পরিবর্ত্তে তাঁহার আদর্শে মঠাত্মবোধ এবং মঠবাসিগণকে স্বজাতিবোধের দৃষ্টান্ত প্রকাশিত হইয়াছিল। তাঁহার অপ্রকটের একমাস পূর্ব্বে তাঁহার যে টাইফয়েড দীর্ঘকালব্যাপী টাইফয়েড জ্বরে ভুগিতেছিল, কিন্তু সেইসময় তিনি একদিনও মঠসেবা বন্ধ করেন নাই; এমন কি, তাঁহার পুত্রের যে এইপ্রকার কঠিন ব্যারাম, তাহা ঘুণাক্ষরেও তিনি মঠবাসিগণের নিকট ব্যক্ত করেন নাই। তাঁহার কোন বিশিষ্ট বন্ধু তাঁহাকে তাঁহার স্ত্রী-পুত্রাদির ভবিষ্যতের অধিকতর সংস্থানের জন্য জীবনবীমা করিবার পরামর্শ প্রদান করিলে তিনি উত্তরে বলিয়াছিলেন,—ঐরূপ আবেশের বন্দোবস্তের প্রতি মনোনিবেশ করিলে 'কৃষ্ণই একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা'—এই বিশ্বাস হ্রাস হইবে; যদি জীবনবীমা করিতে হয়, তবে মঠে হরিসেবার আনুকূল্যের জন্যই তাহা করা কর্ত্তব্য। সত্ত্বপ্রবৃৎ যদিও জাগতিক পাণ্ডিত্য অধিক অর্জ্জন করেন নাই তথাপি শ্রীভগবানের কৃপায় তিনি যে দিব্যজ্ঞানসম্পদ লাভ করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি পরমার্থ-রাজ্যের অনেক উন্নত কথা বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

'গৌড়ীয়'-সম্পাদক আরও বলেন,—জগতের অনেকেরই ত' মৃত্যু হয়; কিন্তু লোক-দৃষ্টিতে মৃত্যুর আবরণে অমৃতের বার্ত্তা এ জগতে কয়জনে ঘোষণা করিয়া দিয়া যাইতে পারে? আজ তিনি এই জগৎ হইতে চলিয়া গিয়া আপনাকে অধিকতর প্রকাশিত করিয়াছেন, চাকার আবরণমোচনের সহায়তা করিয়াছেন। তিনি কোন বিশেষ সমাজ বা কুলে জন্মগ্রহণ করিলেও তাঁহাকে সেরূপ জাতীয়তার গণ্ডীতে আবদ্ধ করিলে তাঁহার প্রতি অপরাধ করিবে। অন্য লোকের নিকট সাধারণ পুষ্প ও সাধারণ জল বিষ্ণুপাদপদ্মে নিবেদিত পুষ্প বা নির্ম্মাল্য ও চরণোদকের সহিত সমান বলিয়া প্রতীত হইলেও বস্তুতঃ সম্পূর্ণ পৃথক্। আমরা এখানে বীরপূজা, নায়কপূজা কিংবা প্রতীক-উপাসনার ন্যায় পুতুলপূজা করিতে সমবেত হই নাই, আমরা হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবা-মূর্ত্তির পূজা, হরিগুরু-বৈষ্ণব-সেবকের সেবাপ্রাণতার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে সমবেত হইয়াছি। ইহা শোকসভা নহে, আমরা কোন পাপীর আত্মার কল্যাণকামনার জন্য এখানে উপস্থিত হই নাই। হরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবকের বিরহ-স্মৃতি হরিগুরু বৈষ্ণব-সেবারই উদ্দীপক। যিনি আত্মার কল্যাণের পথে চলিয়াছিলেন, তাঁহার সেই আদর্শ সাধারণের কল্যাণকর,—ইহা আলোচনার জন্যই এই সভার অনুষ্ঠান।

ইহার পর সভাপতি মহাশয় তাঁহার একটী নাতিদীর্ঘ অভিভাষণে এই বিরহ-সভার বৈশিষ্ট্য কীর্ত্তন করিয়া সত্ত্বপ্রবৃৎ-এর পার্থিব মাতা, পিতা ও সহধর্ম্মিণীকে সত্ত্বপ্রবৃৎ প্রভুর আদর্শ অনুসরণ করিবার জন্য অনুরোধ করেন। শ্রীখণ্ডবাসী শ্রীমুকুন্দ যেরূপ পুত্র শ্রীরঘুনন্দনের হরিভক্তি দেখিয়া বলিয়াছিলেন—

"রঘুনন্দন আমার পিতা হয়।
আমি তাঁ'র পুত্র, এই আমার নিশ্চয়।
আমা সবার কৃষ্ণভক্তি রঘুনন্দন হৈতে।
অতএব পিতা, রঘুনন্দন আমার নিশ্চিতে।
(চৈঃ চঃ ম ১৫।১১৫-১১৬)

সেইরূপ বিচার অবলম্বনপূর্ব্বক সত্ত্বপ্রবৃৎ-এ সাধারণ পুত্রবুদ্ধি ও শোকবোধ পরিত্যাগ করিলেই তাহা তাঁহার পিতামাতার পক্ষে পরম মঙ্গলজনক ও শান্তিপ্রদ হইবে। শ্রীগৌরসুন্দর সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার পর শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী যেরূপ আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহাই প্রত্যেক পতিবিরহকাতরা সহধর্ম্মিণীর গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। ঋষভদেব পিতা হইয়াও পুত্রগণকে উপদেশ দিয়াছিলেন,—

গুরুর্ন স স্যাৎ স্বজনো ন স স্যাৎ
পিতা ন স স্যাজ্জননী ন সা স্যাৎ।
দৈবং ন তৎ স্যান্ন পতিশ্চ স স্যাৎ
ন মোচয়েদ্ যঃ সমুপেতমৃত্যুম্॥
(ভাঃ ৫.৫।১৮)

উপস্থিত মৃত্যুর হাত হইতে যাঁহারা উদ্ধার করিতে পারেন না, তাঁহারা গুরু, পিতা, মাতা, স্বজন, দেবতা বা পতিপদবাচ্য নহেন। সত্ত্বপ্রবৃৎ প্রভু এই জগৎ হইতে চলিয়া গিয়া কি-প্রকারে অনিবার্য্য মৃত্যুর হাত হইতে উদ্ধার পাওয়া যায় অর্থাৎ হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবাই যে জীবনের একমাত্র কৃত্য, তাহা জানাইয়া দিয়া গিয়াছেন। অতএব তাঁহার অনুগত পুত্রগণ সেইরূপ পিতার আদর্শ, সহধর্ম্মিণী সেইরূপ পতির আদর্শ এবং স্বজনগণ সেইরূপ আত্মীয়ের আদর্শ অনুসরণ করিয়া জীবন ধন্য করুন,—ইহাই আমাদের প্রার্থনা ও অনুরোধ।

অতঃপর হরিসঙ্কীর্ত্তনান্তে সভা ভঙ্গ হয়। সভায় ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, ময়মনসিংহ ও পূর্ব্ববঙ্গের বিভিন্ন স্থানের বহু বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ও বহু সম্ভ্রান্ত মহিলা উপস্থিত ছিলেন। সুপ্রসন্ন বাবুর পিতা, মাতা, জ্যেষ্ঠভ্রাতা প্রভৃতি আত্মীয়স্বজনবর্গও এই সভায় যোগদান করিয়াছিলেন।

শ্রাদ্ধ

(৭)

শ্রাদ্ধদিন উপস্থিত হইলে সর্ব্বপ্রথমে শ্রীভগবানকে অন্ন নিবেদন করিবে এবং একমাত্র হরির অবশেষ দ্বারাই তদনুরূপ শ্রাদ্ধকার্য্য করিবেন। পদ্মপুরাণেও উক্ত হইয়াছে—বিষ্ণুর নিবেদিত মহাপ্রসাদার দ্বারা পিতাদি দেবতার আরাধনা ও পিতৃগণের শ্রাদ্ধ করিলে উহা অক্ষয়ফল প্রসব করিয়া থাকে। স্কন্দপুরাণেও ব্রহ্মনারদ-সংবাদে দেখা যায়, যে ব্যক্তি পিতৃগণের উদ্দেশ্যে প্রত্যহ ভক্তিসহকারে কেশবের পূজা করেন, তাঁহার গয়াশ্রাদ্ধাদি বা বহু পিণ্ডদানের প্রয়োজন কি? হে মুনিশ্রেষ্ঠ, যাঁহার উদ্দেশ্যে শ্রীহরির পূজা করা যায় তাঁহাকে নরক-যন্ত্রণা হইতে উদ্ধার করিয়া পরমপদে আনয়ন করা হয়। হে নারদ, যিনি পিতৃগণকে উদ্দেশ করিয়া হরির স্থান প্রদান করেন, পিতৃগণের সম্বন্ধে যাহা কিছু কর্ত্তব্য হইতে পারে—তাহা সমস্তই তাঁহার দ্বারা আচরিত হইয়াছে। শ্রুতিতেও উক্ত হইয়াছে—সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র নারায়ণই ছিলেন, ব্রহ্মা ও পৃথিবী কিছুই ছিল না। দেবতাগণ, পিতৃগণ ও যাবতীয় মনুষ্য বিষ্ণুর ভুক্তাবশেষ গ্রহণ করেন, বিষ্ণুর আঘ্রাত বস্তু আঘ্রাণ করেন, হরির পীত বস্তু পান করেন। অতএব বিষ্ণুধর্ম্মে উক্ত হইয়াছে—প্রণতঃ অগ্রভুক্ ভগবানকে না দিয়া পিতৃগণের উদ্দেশ্যে কিছু দিতে নাই; তাহা করিলে প্রায়শ্চিত্তার্হ হইতে হয়।

শ্রাদ্ধে বৈষ্ণব-ভোজন করান উচিত। শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ উপদেশামৃতের চতুর্থ শ্লোকে বৈষ্ণবগণকে ভোজন করান ও তাঁহাদের উচ্ছিষ্টগ্রহণ করাকে প্রীতির ছয়টি লক্ষণের অন্যতম বলিয়া উপদেশ করিয়াছেন। উহা দ্বারা বৈষ্ণবসঙ্গ ও ভক্তগণে ভক্তিবৃদ্ধি হয়। শ্রীহরিভক্তিবিলাস স্কান্দবচন উদ্ধারপূর্ব্বক বলিয়াছেন—যেসকল বিষয়মদান্ধব্যক্তি বৈষ্ণবের ব্যবহারিক-কুল-বর্ণাদি বৈষ্ণবকে শূদ্রবোধে বেদবিদ্গণকে শ্রাদ্ধ প্রদান করে, বিপ্রকৃত সেই শ্রাদ্ধ রাক্ষসকর্ত্তৃক গৃহীত হয়। বৈষ্ণব শ্রাদ্ধে প্রাণপরিমিত অন্নভোজন ও গণ্ডুষ-প্রমাণ জল পান করিলে সেই অন্ন সুমেরুসদৃশ এবং সেই জল সমুদ্রতুল্য হয়। নারদপুরাণে উক্ত হইয়াছে, হরির উদ্দেশ্যে পিতৃগণের দ্রব্য অর্পণ করিলে দাতার পিতৃগণকে যেতঃপান করাইয়া যথা ভোগ করাইতে হয়। বিষ্ণুধর্ম্মে লিখিত আছে যে, শ্রীহরির অবশেষ পদার্থ পিতৃগণকে প্রদান করিলে, তাহা অক্ষয় হয় কিন্তু কখনও ব্রহ্মাদি দেবতাগণেরও সমস্ত শ্রীহরিকে পিতৃগণের শেষ প্রদান করিতে নাই। কি যজ্ঞ, কি পিতৃবর্গ, কি ইন্দ্রাদি-প্রমুখ দেবতাগণ সকলেই শ্রীহরির কিঙ্কর। এইরূপে আবশ্যকীয় কৃত্য সমাপনপূর্ব্বক সর্ব্বাগ্রে বৈষ্ণবগণকে বিদায় করিয়া দিয়া বন্ধু-বান্ধবগণের সহিত শ্রীমহাপ্রসাদের সম্মান করা কর্ত্তব্য।

শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামী প্রভু শাস্ত্রবাক্য উদ্ধারপূর্ব্বক বলিতেছেন—

"স্বভাবৈঃ কর্ম্মজড়ান্ বকান্
প্রবিপ্রাদিভিঃ।
হব্যৈর্বৈষ্ণবাস্তারান্ বৈষ্ণবেভাঃ
সমর্পয়েৎ॥"

যাহারা কর্ম্মজড়মার্ত্ত অর্থাৎ কর্ম্মফলাসক্ত হইয়া প্রেত-শ্রাদ্ধাদিতে আসক্ত ঐ সকল জড়প্রায় লোকগণকে (বিপ্রাদিকে) অনিবেদিত দ্রব্য অথবা অর্থাদি দ্বারা বঞ্চনা করিয়া বৈষ্ণবগণকে শ্রীহরির নিবেদিত পরমোপাদেয় বস্তু প্রদান করা কর্ত্তব্য। কর্ম্মজড়মার্ত্তগণ অর্থলোলুপ, অর্থের জন্যই তাঁহাদের শ্রাদ্ধাদি কার্য্যে উৎসাহ, সুতরাং ঐ সকল কর্ম্মজড় বিপ্রগণকে ভোগ্য দেওয়া কর্ত্তব্য।

নবদ্বীপ-পঞ্জিকা

অদ্য হইতে ৩ দিনের

২৭ শ্রীধর ২৭ শ্রাবণ ১২ আগষ্ট সোম সপ্তাশব সকাল গৌরচন্দ্রোদয়ী ষষ্ঠী বা ১১।২ পূর্ব্বাষাঢ়া পঞ্চ দি ২.২১ প্রী[illegible] বা ২।৪৮ কৌলবকরণ।

২৮ শ্রীধর ২৮ শ্রাবণ ১৩ আগষ্ট মঙ্গল [illegible] গৌরচন্দ্রণী সপ্তমী বা ২৫ উত্তরাষাঢ়া [illegible] দি ১.১৬ [illegible] ৭।১২ গরকরণ [illegible] পরে বণিজকরণ ২।৫ পরে বিষ্টিকরণ।

২৯ শ্রীধর ২৯ শ্রাবণ ১৪ আগষ্ট বুধ [illegible] পূর্ণিমা [illegible] সন্ধ্যা ৮।৫০ শ্রবণা [illegible] দি ১১ ৫৭ [illegible] দি ৪।২৩ বিষ্টিকরণ দি [illegible] পরে ববকরণ। শ্রীবলদেবের আবির্ভাব

শুদ্ধভক্তি মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ

(আকর-মঠরাজ)

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ হস্ত উত্তর-পূর্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যবর্য্য শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্যমঠ বিরাজমান। এই স্থান শাশ্বত-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বতভজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি বেদান্তসমূহের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র 'নদীয়া-প্রকাশ', সাত্বত সম্প্রদায়ে অপ্রকাশিত ও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থাবলি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতি বৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তমণ্ডলীসহ কীর্ত্তন-প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ব্যাপক অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তি-ধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভজনমন্দিরে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দজীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সম্প্রদান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হয়। এই মঠ হইতে মহানগরীর সর্ব্বত্র হরিকথা-প্রচার, মহানগর-সঙ্কীর্ত্তন, বক্তৃতা, ব্যাখ্যা ও সঙ্কীর্ত্তন-সভা-মহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান হয়। মঠরক্ষক—মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া সহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবিদ্যানন্দ ব্রজবাসী সেবাকোবিদ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী এখানে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান, রক্ষক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—গোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

(৭) কাজীর সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদ-কাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক।

(৮) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও গান্ধর্ব্বামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান দাস ব্রহ্মচারী।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(১০) মোদদ্রুম-ছত্র "গৌড়ের বৈকুণ্ঠ"

মাউগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান। শ্রীগৌরনিত্যানন্দের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবঙ্কুবিহারী ব্রজবাসী, ভক্তিভূষণ।

(১১) ভেতিয়া কুঞ্জকানন

শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীনবীনানন্দ ব্রহ্মচারী

(১২) কৃষ্ণকুটীর—পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীঅচ্যুতানন্দ অধিকারী

(১৩) ভাগবত-আসন—পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

এই স্থান হইতে ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচারিত হয়। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৪) একায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাসখালি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী ভক্তিভাব।

(১৫) মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(১৬) মাধ্বগৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, পোঃ ঢাকা

পূর্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ।

(১৭) গোপালজীউমঠ—কমলাপুর, (ঢাকা)

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান। রক্ষক—শ্রীব্রজলাল ব্রজবাসী.

(১৮) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)।

এখানে শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(১৯) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম্-এ, বি-এল।

(২০) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মারু, (কাঁথি)

এখানে বড়ভুঞিত শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(২১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ মানকর (বর্দ্ধমান)।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীচৈতন্য দাসাধিকারী,

(২২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

কুড়বকোণা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী।

(২৩) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকনিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে গুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান্‌দাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত।

(২৪) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী।

(২৫) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগড়, পোঃ বক্সীবাজার, (কটক)

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীউর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর

(২৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ কৃষ্ণদেবর পুরী,

শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন।

(২৭) পুরুষোত্তম মঠ

ভক্তিকুটী, পোঃ পুরী উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীউর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগদাধর অধিকারী

(২৮) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী দাসাধিকারী।

(২৯) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—শ্রীনিতাইচরণ দাসাধিকারী ভক্তিলোচন।

(৩০) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪২নং কবিরপুরা, বেনারস সিটি

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(৩১) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী

(৩২) পরমহংস মঠ.

পোঃ নিমসার, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও গৌরবিনোদ-বিহারীজীর সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীসত্যনারায়ণ দাসাধিকারী।

(৩৩) কৃষ্ণচৈতন্য মঠ

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

এখানে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিত্য-সেবা হয়। রক্ষক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠ

বিশ্রামঘাট মথুরা

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ

(৩৫) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ—শ্রীরাধাকুণ্ড

রক্ষক—শ্রীরাধারমণচরণদাস ব্রহ্মচারী.

(৩৬) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড.

(৩৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ

সেবগ্রাম, পোঃ দোতোল, জেলা অমৃতসর (পাঞ্জাব) রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৩৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসম্বন্ধ তুর্য্যাশ্রমী

(৩৯) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল।

এখানে গৌরবিনোদরায়ের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪০) সারস্বত-গৌড়ীয় মঠ

হরিদ্বার সাহারণপুর, ইউ, পি

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি

(৪১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ রায়পেট্টা মাদ্রাজ।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা।

রক্ষক—শ্রীপাদ ভক্তানন্দ ভক্তিবিকাশ

(৪২) বোম্বে-গৌড়ীয়-মঠ কার্য্যালয়

গ্র্যান্ট রোড, চৌটানি বিল্ডিং, বাংলো নং ১, বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মা মজুমদার।

(৪৩) অমরসি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমরসি, মেদিনীপুর

(৪৪) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী

(৪৫) পাটনা গৌড়ীয় মঠ

১০০ মিঠাপুরা, পাটনা।

রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী রাসভূষণ

(৪৬) গয়া গৌড়ীয় মঠ

হিল সাইড, চার্চ রোড, গয়া

রক্ষক—উপদেশক শ্রীসর্ব্বেশ্বর ভাগবত

(৪৭) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠ বালেশ্বর

রক্ষক—শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয়

৩ গ্লষ্টার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, এস্-ডব্লিউ ৭, লণ্ডন

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয়, বন

(৪৯) বার্লিন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

Berlin W. 30

Eisenacher strasse 29

(৫০) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

৫৫০ নং ডালহাউসী ষ্ট্রীট রেঙ্গুন।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্—মূল্য ৪০৲
প্রথম ও দ্বিতীয় স্কন্ধ বদ্ধ পর্য্যায় ২৮৲
প্রকাশন আরম্ভে গ্রাহকগণ ৷৵০
২। গৌড়ীয়ভাষ্য সহিত শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। অনুভাষ্য সহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড৷০ ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড ৸০
৪ ৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—১৲; ২য় খণ্ড ৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব—১৲
৮। সংকীর্ত্তনাধার—দীপিকা ও সংস্কার-দীপিকা ১৷০
৯। বৈষ্ণবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিবর্ত্ত-তত্ত্ব
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৭০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ৷০
১৮। বাসন-আল্‌বর ৷০
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৸০
২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৸০
২২। ভজন-রহস্য ৷০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ এ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
২৬। গীতার কেবল মূল-ভাষ্য ৷০
২৭। [illegible] ২৲
২৮। [illegible] ৷০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸
৩০। দীপ-নির্ণয় ৷৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৷৵০
৩৫। গীতমালা ৵১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৷৵০
৩৭। শ্রীপ্রমাণ-খণ্ড ৷৵০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷০
৩৯। ব্রজমণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ৷০
৪০। শরণাগতি ৵০
৪১। গীতাবলী ৵০
৪২। চিত্রে নবদ্বীপ ১৷০
৪৩। সাধনকণা ৵০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৵০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৵০
৪৬। অর্চ্চনকণ ৵০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৵০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৵১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৵১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ৷০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ৷০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-নির্ণয় ০
৫৫। [illegible] ৷০
৫৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৵০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ৷০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণদেব ৷৵০
৫৯। শিক্ষাদর্পণ ৷৵০
৬০। সাংখ্যবাণী ৵০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যলীলামৃত সারঃ
৬১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিজিতঃ
৬২। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্ ৷০
৬৩। তত্ত্বসূত্রম্ ৷০
৬৪। সান্বয় শিক্ষাষ্টকম্ ৷৵০
৬৫। গৌড়ীয়মঠ পরিচয়ঃ ৵০
৬৬। সারার্থদর্শনম্ ৷৵০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৭। রায় রামানন্দ ৷০
৬৮। এ ফিউ ওয়ার্ডস্ অন্ বেদান্ত ৷০
৬৯। নামভজন ৷০
৭০। বেদান্ত—ইট্‌স্ মর্ফলজি অ্যাণ্ড অন্টলজি ৷০
৭১। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড্‌স্ ৷৵০
৭২। লাইফ্ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ৷০
৭৩। বৈষ্ণবীজম্ ৷০
৭৪। [illegible] ৵০
৭৫। দি ভাগবত ৷০
৭৬। ইরোটিক প্রিন্সিপল অ্যাণ্ড আন্‌অ্যালয়েড ডিভোশন ৷০
৭৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২৷০
৭৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান্) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৭৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷০
৮০। সাধন-পথ ৷০
৮১। কল্যাণ-কল্পতরু ৵১০
৮২। গীতাবলী ৵০
৮৩। শরণাগতি ৵০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৪। শরণাগতি ৵০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

কবিরাজ মণিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অবস্থায় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ আনা, বড় বোতল ১৷৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত ক্যালিকো-বিজ্ঞানবিৎ ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। উহাতে নিব বা কাগজ কোন প্রকারে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং
কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার
কলিকাতা

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে কথাসার ও শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৮০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও
ডাঃ কৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ ভাগবতী এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে ; বিদ্যালয় ও ছাত্রাবাস চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে।

মেধাবী ছাত্রগণের অতিরিক্ত সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কলিকাতার বাজার দর

সোনা রূপা

	প্রতি ভরি	
টাকশালের বার	,, ,,	৩৪।৵১০
বড়াদের বার	,, ,,	৩৪।/১৭
গিনি	,, ,,	২২॥/০
চাঁদির বার	প্রতি ১০০ ভরি	৭১৲
ঐ খুচরা	,, ,, ,,	৭১।৭

আটা ও ময়দার দর

পেটেণ্ট ময়দা	প্রতি মণ	৫৵০-৫।০
উৎকৃষ্ট		৪৸৵০-৫৲
গৃহস্থালীর ব্যবহারোপযোগী		৪॥০-৪৸৵০
আটা ('ব)		৪৸৵০ ৪৸০
সুজী		৪৸৵০-৫৲
আটা (এম)		৪৵০ ৪।০
আটা (২)		৪৶০ ৪।৶০
আটা (কে)		৫৸০-৫৸৵০
আটা (৯)		৫৵০ ৫।০
ছোলার ছাতু		১৸৵০-২৲
ভুষি		১৸৵০-১৸৵০

তৈলের দর

কাশীপুরের তিসির		১৫৲-১৬৲
শ্রীকৃষ্ণ সরিষার তৈল		১৫৸০ ১৫৲
ঐ খুচরা		১৭।০ ১৭॥০
নারিকেল তৈল		২১।০—২১॥০ ২২৲
রেড়ির তৈল		১১৸০

ঘৃতের দর

বাঘমারা	প্রতি মণ	৫৭৲
সরী গাওয়া		৪২৲
রাজা গাওয়া		৪৭॥০
পূর্ণিয়ার		৪২৲

চিনির দর

সাদা কাশী ৫ ডি		১৸০
দেশী সাদা দানা		১৵০ ১।৵০
,, লাল ,,		৮।৵০ ৯৲

লৌহ ও হার্ডওয়ার

২০শে জুলাই কলিকাতা

টাটার তৈয়ারী	প্রতি হন্দর
লোহার কড়ি (ভেরেট বা বীম) মার্কা	৯৲-৯।০
ঐ বে মার্কা কাঁচা ওজন	৫৵০-৫।৵০
বর্গা টী আয়রণ)	৬।৵০—৬৸৵০
এঙ্গেল আয়রণ বার)	৬৲—৬।০
গ্যালভানাইজড করগেট টীন ৬ হইতে ১০ ফুঃ	
২২ গেজ ১৸০ ২৪ গেজ	১৸৵০
২৬ গেজ ১১৵।০ ঐ আর, পি, ডি	১০৸০
প্যাঃ ফ্লিটিং (ইষ্টক) ১২"ফি ১/৫ ৵/১০পাঁ	
২৪ গেজ প্যাঃ প্লেন শীট ১০৲, ২৬ গেজ	১০৸৵০
বাঁধার খেরা ও টাটার বাণ্ডিল	৭।০-৭।৵০
প্লেগ কাটিং বা ফ্লিট কাটা	১৸০-২৲ ৸০
প'টী কাটিং	৫৲ ৪।৵০ হন্দর
রড কাটিং	৪৵০-৫৸০
টীন পাটী	৬৲-৬৸৵০
ঐ রোল ও টাটার পাইপ ৩-৪ ইঞ্চি ৵১০, ।১৯ ফুট	
কেণ্ডারসিয়াল গেট প্রতি জোড়া ফুট	১৲-১।/০

সংগ্রহে অক্ষয়কুমার আঢ্যি এণ্ড সন্স্ লিঃ

৬ ও ৫ জগন্নাথ ঘাট রোড, পোঃ বড়বাজার, কলিকাতা

রবিনসনের

৯

অতি সহজে রোগীদের শীঘ্রই নিরাময় করিয়া তুলিতে পারে

অবস্থায় ইহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রতিশেধক

"পেটেন্ট",

একশত বৎসরের অধিককাল হইল বিখ্যাত

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—"প্রকাশ", নবদ্বীপ

দৈনিক

নদীয়াপ্রকাশ
THE
NADIA-PRAKASH

REG. NO C. 1544

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচার-নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

উচ্চতোপনিষদ্...
বড় অক্ষরে মূল ও
অনুবাদক প্রকাশিত
হইয়াছে। কাগজ ও
ছাপা অতি উত্তম।
ভিক্ষা ।০ মাত্র
শ্রীচৈতন্যমঠ,
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

"গৌড়ীয়"
৭ম বর্ষ হইতে
১১শ বর্ষ পর্য্যন্ত
প্রতি বর্ষ কাগজে
বাঁধাই
ভিক্ষা ৩।০ মাত্র।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ
বাগবাজার, কলিকাতা

১০ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২৮শে শ্রাবণ, মঙ্গলবার ১৩৪২, ১৩ই আগষ্ট ১৯৩৫ [১৩৯তম সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

দার্জ্জিলিং এ গরুজবাইয়ের নিয়ন্ত্রিত করিবার ব্যবস্থা

দার্জ্জিলিং-এর ডেপুটী কমিশনার মিঃ ক্লার্ক নিম্নলিখিত আদেশ প্রচার করিয়াছেন :—

সাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, ১৯০২ সালের নবীন মিউনিসিপ্যাল আইন ও ১৯৩৩ সালের নবীন [illegible] বিধান অনুসারে দার্জ্জিলিং-এর [illegible] কমিশনার ১৯৩৪ সালের ২০শে যে আদেশ দিয়াছিলেন এবং যাহা ১৯৩৫ সালের ২৫শে মে'র আদেশ দ্বারা সংশোধন করা হইয়াছিল, তাহা ১৯৩৫ সালের ২৫শে জুনের আদেশ অনুসারে অনির্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত ছিল। ১৯৩৫ সালের ১৫ই আগষ্ট হইতে গত ২৫শে জুনের আদেশ প্রত্যাহৃত হইবে এবং পূর্ব্বোক্ত আইন ও বিধান অনুযায়ী আদেশগুলি পুনরায় বলবৎ হইবে।

মিউনিসিপ্যাল আইন ভঙ্গ

নড়াইল মিউনিসিপালিটির কর্তৃপক্ষ মিউনিসিপাল কমিশনার লালা [illegible] বিরুদ্ধে মিউনিসিপাল অতিরিক্ত আইনের ২৫ ধারানুসারে এক মামলা রুজু করিয়াছেন, লালা [illegible] এক পয়সা খেসারত দিয়া মিউনিসিপাল কর্তৃপক্ষের সহিত আপোষ করায় মামলা প্রত্যাহৃত হইয়াছে এবং তদনুসারে ১ম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট লালা [illegible] অভিযুক্ত ব্যক্তিকে খালাস দিয়াছেন।

[illegible] ইহা উক্ত লোকের দুইবার [illegible] স্বীকার করায় তাঁহাকে অভিযুক্ত করা হইয়াছিল।

১২৬ জন লোকের সলিল-সমাধি
কিলিপাইনে বন্যালীলা

কিলিপাইনের অন্তর্গত লুজানের উত্তর কেন্দ্রস্থলে বন্যার ফলে প্রায় ১৫ লক্ষ টাকার ক্ষতি হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন ১২৬ জন লোক জলে ডুবিয়া মারা গিয়াছে অথবা নিখোঁজ হইয়াছে।

যাহাতে কেহ সুযোগে খাদ্য দ্রব্যাদি বিক্রয় করিয়া অতিরিক্ত লাভ না করিতে পারে, তজ্জন্য গবর্ণর তথাকার কোন কোন [illegible] যাহাতে মহামারি দেখা দিতে না পারে তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্য স্বাস্থ্য বিভাগের কর্তৃপক্ষ উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন।

আত্মহত্যার চেষ্টার অভিযোগে দুইজন শিক্ষয়িত্রী

দুর্গা ও তুলিয়া নাম্নী দুইজন শিক্ষয়িত্রীর বিরুদ্ধে আত্মহত্যা করিবার চেষ্টার অভিযোগে যে মামলা হয়, তাহাতে নাগপুরের একজন দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহাদিগকে অপরাধী বলিয়া সাব্যস্ত করেন। কিন্তু তাঁহারা প্রথম অপরাধী বলিয়া ৫৬২ ধারা অনুসারে তাঁহাদিগকে ক্ষমা করিবার জন্য তাঁহাদের মামলা নাগপুরের সিটি ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট প্রেরণ করা হয়।

আসামীরা বলেন যে তাহারা নির্দ্দোষ। তাহারা তেলিনখেড় বাঁধের পাড়ে বসিয়াছিলেন। ঐ স্থানে পূর্ব্বেও তাহারা বসিতেন। তাহারা হঠাৎ পিছলাইয়া জলে পড়িয়া যান।

১০ই আগষ্ট তাহাদিগকে সিটি ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট হাজির হইবার আদেশ দেওয়া হইয়াছে।

নৌকাডুবিতে ৯ জন যাত্রী নিখোঁজ

সন্দ্বীপের নিকটে মেঘনা নদীতে নৌকাডুবি হইয়াছে বলিয়া সংবাদ আসিয়াছে। প্রকাশ যে, সন্দ্বীপ হইতে ৩৫ জন যাত্রী লইয়া একখানি নৌকা হাতিয়া থানার নলছিড়ার দিকে যাইতেছিল। নদী অতিক্রম করিবার সময় অকস্মাৎ ঝড়ের মুখে পড়িয়া নদীর ঠিক মধ্যস্থলে নৌকাখানি উল্টাইয়া যায়। যাত্রীরা অতি কষ্টে কোন কিছু আশ্রয় করিয়া জলে ভাসিতে থাকে। অপর একখানি নৌকা এই পথ দিয়া যাইবার [illegible]

দুর্ঘটনার সংবাদ সন্দ্বীপে পৌঁছিলে ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট একখানি নৌকা প্রেরণ করেন। এই নৌকা আসিয়া সংজ্ঞাহীন অবস্থায় ২৬ জন যাত্রীকে উদ্ধার করে। প্রকাশ যে, অবশিষ্ট ৯ জন যাত্রীর কোন খোঁজ পাওয়া যাইতেছে না।

কলিকাতা সিঙ্গাপুর বিমান পথ

১লা অক্টোবর হইতে কলিকাতা হইতে সিঙ্গাপুর যাতায়াতের সুবিধা বৃদ্ধি পাইবে। কলিকাতা হইতে সপ্তাহে দুইবার শনি ও মঙ্গলবারে বিমানপোত যাত্রী লইয়া সিঙ্গাপুরে রওনা হইবে। সিঙ্গাপুর হইতে রবি ও বৃহস্পতিবার উহা কলিকাতা অভিমুখে পাল্টা পাড়ি দিবে।

এক মাইল দীর্ঘ ফাটল

বার্লিন সংবাদে প্রকাশ, বার্লিন হইতে ৫০ মাইল দূরে অনুমান ২ ফুট প্রস্থ বিশিষ্ট একমাইল ফাটল দেখা দিয়াছে। খুব সম্ভব ইহা বিগত ভূমিকম্পের ফলেই হইয়াছে। সম্প্রতি মুষলধারে বৃষ্টি হওয়ায় এই ফাটল দেখা দিয়াছে।

ডাকাতির অপরাধে প্রত্যেকের ৬ বৎসর কারাদণ্ড

ছাপরার দায়রা জজ মিঃ কে দাস দাউদপুর ডাকাতি মামলার রায় দিয়াছেন। ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪০২ ও ১২০ বি ধারার ডাকাতি করার উদ্দেশ্যে সমবেত হওয়া ও ডাকাতি করার ষড়যন্ত্র করা অভিযোগে ১০ জন আসামীর বিচার করা হয়। কারকা সোনিয়া, হাকিম মিঞা, নারায়ণ নামক তিনজন ও গোপালগঞ্জ অঞ্চলের তিনজন আসামীকে দায়রা জজ প্রত্যেককে ৬ বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

অভিযোগে প্রকাশ, সিবানের সাব-ইন্সপেক্টর কোনোরূপে জানিতে পারেন যে, একদল ডাকাত মঙ্গলবার দাউদপুর রেল ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী কিছু অতিবর্ত্তী গ্রামে ডাকাতি করিবার মতলব করিয়াছে। তিনি পুলিশের ডেপুটী সুপারিন্টেণ্ডেণ্টকে ঐ সংবাদ জানান। ডেপুটি সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ঐ দলের গতিবিধি লক্ষ্য করিবার জন্য কয়েকজন লোক নিযুক্ত করেন। উহারা ডেপুটি সুপারিন্টেণ্ডেণ্টকে খবর দেয় যে, ছাপরার ট্রেনে ৮ জন লোক দাউদপুরের দিকে রওনা হইয়া গিয়াছে। পরের ট্রেনে তাহাদের যাইয়া [illegible] তাহাদের [illegible] উপর দৃষ্টি রাখার জন্য [illegible] সাব-ইন্সপেক্টর [illegible] পোষাকে পরের ট্রেনে তাহাদের অনুসরণ করেন। যখন তাহারা দাউদপুরে নামিয়াছিল তখন তিনি [illegible] করেন। তদন্ত করিয়া তিনি ১২ [illegible] জন প্রেরণ করেন। নিম্ন আদালত তাহাদের ৫ জনকে ছাড়িয়া দেন।

পরলোকে স্যর সর্ব্বাধিকারী

কর্ম্মগগন হইতে উজ্জ্বল-জ্যোতিষ্ক অদৃশ্য

বঙ্গের কর্ম্মগগন হইতে গত ২৫শে শ্রাবণ ১০ই আগষ্ট শনিবার রাত্রি ৩ ঘটিকার সময় এক উজ্জ্বল নক্ষত্র অদৃশ্য হইয়াছে স্যার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী কে-টি, সি-আই-ই, সি-বি-ই, এম-এ, বি-এল, এল-এল-ডি, স্মৃতিরত্ন, বিদ্যারত্নাকর, শিক্ষাসুধাকর, প্রভৃতি উপাধিভূষিত [illegible] লোকান্তরে গমন [illegible]। পর দুঃখে, শিক্ষা-বিস্তারে ও কর্ম্মকুশলতায় সমাবেশ তাঁহাতে যেরূপ ছিল সেই প্রকার অতি অল্প কর্ম্মবীরের মধ্যেই তাহা দেখা যায়। তাঁহার তিরোধানে শুধু বঙ্গদেশ নহে সমগ্র ভারতই একজন আদর্শ শ্রেষ্ঠ কর্ম্মীর অপূর্ব্ব অভাব অনুভব করিতেছেন। শুধু কেবল প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার, ব্রোকেট ও ইনষ্টিটিউশনেই যে তাঁহার নাম ছিল তাহা নহে, বঙ্গে এমন প্রতিষ্ঠান বোধ হয় অধিক নাই যাহার সহিত স্যার দেবপ্রসাদ সংশ্লিষ্ট না ছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইসচ্যান্সেলাররূপে তিনি বিশেষ প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। [illegible] কাউন্সিল অব ষ্টেটের মেম্বর, কাউন্সিল অব ষ্টেটের মেম্বর, বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের মেম্বর, ইণ্ডিয়ান্ লেজিসলেটিভ এসেম্বলীর মেম্বর, বিলাতে ভারতীয় ছাত্রদের জন্য প্রতিষ্ঠিত লিটন কমিটীর সদস্য, দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতগভর্ণমেণ্টের ডেপুটেশনের মেম্বর, সাম্রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয় কংগ্রেসের সদস্য, পোষ্ট গ্রাজুয়েট কাউন্সিলের সদস্য প্রভৃতি পদসমূহের প্রত্যেকটীই তাঁহার ছিল।

কর্ম্মজীবন

স্যর দেবপ্রসাদ সুপণ্ডিত ডাঃ পরলোকগত রায় সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারী বাহাদুরের দ্বিতীয় পুত্র। হাওড়া জেলার অন্তর্গত ব্রাহ্মণপাড়া গ্রামে মাতুলালয়ে ১৮৬২ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল। তাঁহার পিতৃভূমি ছিল খানাকুল কৃষ্ণনগরে। তিনি [illegible] ইংরাজী বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষা আরম্ভ করেন। পরে [illegible] ইংরাজী বিদ্যালয়, সংস্কৃত কলেজ, ফ্রিচার্চ ইন্‌ষ্টিটিউশনে তিনি অধ্যয়ন করেন। ডফ্ বৃত্তি, গোবিন্দপ্রসাদ-বৃত্তি এবং আরও অনেক উচ্চবৃত্তি লাভ করিয়া ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে প্রেসিডেন্সি-কলেজে ছাত্রজীবনের অবসান করেন। ঐ বৎসরই বি-এল্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এটর্ণি অফিসে প্রবিষ্ট হন এবং ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে এটর্ণি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আইন ব্যবসায় আরম্ভ করেন। স্যর দেবপ্রসাদ "মিত্র ও সর্ব্বাধিকারী" নামক বিখ্যাত এটর্ণি অফিসের অন্যতম অংশীদার ছিলেন। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে ইনি কলিকাতা মিউনিসিপাল সভার এবং ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী কমিটীর অন্যতম সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হন। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের "ফেলো" নির্ব্বাচিত হন এবং ক্রমান্বয়ে ফ্যাকাল্টী ও সিণ্ডিকেটে সভ্য নিযুক্ত হন। অতঃপর ইণ্ডিয়া ক্লাবের সম্পাদক, ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মের কোষাধ্যক্ষ, [illegible] কাউন্‌সিলের সম্পাদক, Calcutta Temperance Federation সভার সভাপতি ও প্রেসিডেন্সি কলেজ Governing Bodyর সভ্য রিপণকলেজ Governing Bodyর সভ্য ও Calcutta High Schoolএর সম্পাদক Law Reporting সভার সভ্য ইত্যাদি অবৈতনিক পদে নিযুক্ত হন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের Dean of Law ছিলেন। [illegible] দুর্ভিক্ষ-নিবারণী সভা, Graduates Association সভা, বাল্যবিবাহ নিবারণী সভা, সুরাপান-নিবারণী সভা, ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েশন, ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউট, ন্যাশনাল কংগ্রেস, সাহিত্য-সভা, সাহিত্য-পরিষৎ প্রভৃতির সহিতও ইনি ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

পরিচয়

"বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী" পুস্তকে প্রকাশ, স্যর দেবপ্রসাদের পূর্ব্বপুরুষ [illegible] সুখেশ্বর সর্ব্বাধিকারী, নবাব [illegible] প্রারম্ভে উড়িষ্যার দেওয়ান নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি এরূপ দক্ষতা ও কৃতকার্য্যতার সহিত উড়িষ্যা শাসন করিয়াছিলেন যে, দিল্লীর বাদশাহ মহম্মদ সাহ তাঁহার কার্য্যে অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে সর্ব্বশ্রেণীর বা সমাজের শীর্ষস্থানীয় এবং ধন, মান, বিদ্যা, বুদ্ধি প্রভৃতি সর্ব্ব বিষয়ের অধিকারী—এই অর্থে "সর্ব্বাধিকারী" উপাধি প্রদান করিয়া তাহা বংশগত করেন। সুখেশ্বরের কনিষ্ঠ সহোদর ঈশানেশ্বর আনুমানিক ১৭০৯ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর সম্রাটের উজিরের পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া সমগ্র ভারতের উপর বাদশাহী ক্ষমতা পরিচালনা করিয়াছিলেন। সুখেশ্বর তাঁহার কার্য্যের পুরস্কারস্বরূপ সর্ব্বাধিকারী উপাধির সহিত উড়িষ্যার অন্তর্গত রঘুনাথপুরে বার্ষিক প্রায় দুই লক্ষ টাকা আয়ের জায়গীর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার বংশধরগণ এখন দুই সহস্রেরও অধিক সংখ্যক হইয়া বঙ্গের বিভিন্ন স্থানে বাস করিতেছেন। ঐ বংশের রামনারায়ণ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় খানাকুল কৃষ্ণনগরে বসতি নির্ম্মাণ করেন। তিনি পার্শীতে পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করিয়া 'মুন্সী' উপাধি পাইয়াছিলেন। রামনারায়ণের পুত্র ব্রজমোহন সর্ব্বাধিকারী সর্ব্বপ্রথম বঙ্গদেশে 'সাব্ জজ' পদ লাভ করেন। তৎকালে উহাই বঙ্গদেশবাসীর পক্ষে রাজকীয় বিভাগে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পদ ছিল। তাঁহার বংশধর রাজা শীতানাথ সর্ব্বাধিকারী ভাইসরয়ের দেওয়ান নিযুক্ত হইয়াছিলেন। প্রসন্নকুমার, আনন্দকুমার, সূর্য্যকুমার ও রাজকুমার—শীতানাথ সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের উপযুক্ত বংশধর। এই ভ্রাতৃ-চতুষ্টয়ের অন্যতম ডাঃ সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের পুত্রই স্যর দেবপ্রসাদ। প্রকাশ, সর্ব্বাধিকারী-বংশে বর্ত্তমান সময়ে প্রায় ৫০জন গ্রাজুয়েট আছেন। উঁহারা সকলেই বিভিন্ন স্থানে সুখ্যাতির সহিত বিবিধ কার্য্যাদি করিতেছেন। স্যর দেবপ্রসাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রায় সত্যপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী বাহাদুর কলিকাতার প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট। তাঁহার অপর ভ্রাতা ডাঃ সুরেশপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারীর চিকিৎসা-শাস্ত্রে প্রতিষ্ঠার বিষয়ে বঙ্গবাসিগণ বিশেষভাবে অবগত আছেন।

পুণ্যজনক কার্য্যাদি

স্যর দেবপ্রসাদ শ্রেষ্ঠপদবী লাভ করিয়া ও বিদ্বান্ হইয়াও বিনয়ী ও মিষ্টভাষী ছিলেন। তাঁহার উদ্যমে সাঁওতাল পরগণা অন্তর্গত মধুপুরে এডওয়ার্ড জর্জ্জ নামক ইংরাজি বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে এবং তিনি মধুপুরে স্বীয় পিতৃদেবের সমাধির উপর সাধারণের হিতার্থে এক সুন্দর পান্থনিবাস ও জলাশয় [illegible]। ইনি "ইউরোপে তিনমাস", "[illegible]", "দক্ষিণ আফ্রিকায় ভ্রমণ" প্রভৃতি বহু পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন এবং 'সময়ে' "ভারতবাসী ২ ও হিন্দু প্যাট্রিয়ট" প্রভৃতি পত্রিকার সহকারী সম্পাদক ছিলেন। স্যর দেবপ্রসাদ কলিকাতা ২০নং [illegible] সুরম্য বাসভবন নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এইস্থানেই তাঁহার দেহত্যাগ হইয়াছে। তাঁহার অভাবে তাঁহার স্ত্রীপুত্রকন্যাগণ আজ গৃহ অন্ধকার দেখিতেছেন। ভগবান্ তাঁহাদিগকে স্বীয় সেবায় আকর্ষণ করিয়া তাঁহাদের চিত্তে শান্তিপ্রদান করুন।

অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া

কলিকাতা নিমতলা শ্মশানঘাটে স্যর দেবপ্রসাদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয় ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নেতৃবৃন্দ ও কলিকাতার জনসাধারণ তৎকালে তাঁহার প্রতি যে সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন তাহাতে তাঁহাদের গুণগ্রাহিতা বৃত্তিরই প্রকাশ পাইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সহিত সম্পর্ক

গীতা বলেন,—কর্ম্ম যদি ধর্ম্মের উদ্দেশ্যে কৃত হয় তাহা হইলে সেই কার্য্যের সার্থকতা। স্যর দেবপ্রসাদ শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার-বিষয় অবগত হইয়া বিশেষরূপে আকৃষ্ট ও শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হন। বিশ্বে প্রচারের উক্ত আদর্শ লক্ষ্য করিয়া তিনি ইহার সফলতার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের প্রচারিত শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর বাণীতে তিনি কি-প্রকার মুগ্ধ হইয়াছিলেন তাহা প্রকাশিত হইয়াছে [illegible] গৌড়ীয়-সম্পাদকের বক্তৃতাকালে সভাপতিরূপে জন-সাধারণের সভায় তিনি যে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন সেই অভিভাষণে। তিনি বলিয়াছিলেন—Christianity এখন Churchianityতে পরিণত হইয়াছে। প্রচারের প্রকৃত প্রাণ আছে গৌড়ীয়মঠের প্রচারে। শ্রীচৈতন্যদেব যে বাণী প্রচার করিয়াছেন তাহার সমকক্ষ অপর কোন বাণীই হইতে পারে না। এই বাণী কিছুকাল ঠিক ঠিকভাবে প্রচারিত না হওয়ায় জনসাধারণ অজ্ঞজনগণের নিকট তাহার বিকৃতার্থ শুনিয়া ভুল ধারণায় পতিত হইয়াছিলেন। সৌভাগ্যের গৌড়ীয়মঠের প্রচারে সেই বাণীর চমৎকারিতা সর্ব্বত্র প্রদর্শিত হইতেছে। স্যর দেবপ্রসাদ বহুবার কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে আগমন করিয়াছেন। তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবস্থলী শ্রীধাম মায়াপুরও একবার দর্শন করিয়াছেন। মায়াপুরের ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট পরিদর্শন করিয়া ইহার শিক্ষা-প্রণালীর ও পরমার্থশিক্ষা-ব্যবস্থার উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন। লণ্ডনে গৌড়ীয় মঠ স্থাপনের সাফল্যের জন্য তিনি বহু যত্ন ও চেষ্টা করিয়াছেন। গৌরবাণীর প্রচারার্থ চেষ্টার ফলে তাঁহার যে ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি হইয়াছে তাহাতে ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর নিশ্চয়ই তাঁহার আত্মার সদ্গতি করিয়াছেন।

সামাজিক উন্নতির ব্যবস্থা

আমেরিকায় নূতন আইন

সিনেট সভার অনুমোদন

সিনেট সভা ও প্রতিনিধি সভার সদস্যগণের এক মিলিত বৈঠকে আলোচনা করিবার পর আমেরিকায় সিনেট সভা সংশোধিত আকারে সামাজিক উন্নতিবিধায়ক বিলটি পাশ করিয়াছেন। এই বিলের মধ্যে বাধ্যতা-মূলক বেকার বীমা, বৃদ্ধ বয়সের পেন্সন, অন্ধ ও অভাবগ্রস্ত মাতা ও সন্তানের জন্য যুক্তরাষ্ট্র কর্ত্তৃক প্রদত্ত সাহায্য এবং সাধারণ স্বাস্থ্যরক্ষার বিস্তৃত ব্যবস্থা ইত্যাদি বহু জনহিতকর বিধান করা হইয়াছে।

বিগত ১৯শে এপ্রিল তারিখে আমেরিকার প্রতিনিধি সভায় এই বিল পাশ হইয়াছিল। তাহা সিনেট সভাতেও গৃহীত হইল। অতঃপর প্রেসিডেন্টের স্বাক্ষরের জন্য এই বিল হোয়াইট হাউসে যাইবে

শ্রী শ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১০ম বর্ষ { ২৮ শ্রীধর গৌরাব্দ ৪৪৯, ২৮শে শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১৩৪২, ১৩ই আগষ্ট ইং ১৯৩৫ মঙ্গলবার { ১৩১৩তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠে ঝুলনযাত্রা

গত ১০ই আগষ্ট ২৫শে শ্রাবণ গৌর-একাদশী তিথি হইতে শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীশ্রীকৃষ্ণের ঝুলনযাত্রা উৎসব আরম্ভ হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যমঠবাসী শ্রীবনমালী দাসাধিকারী, শ্রীহরিপদ ব্রহ্মচারী ও ভক্ত নেপাল প্রমুখ সেবকগণ দিবারাত্র অক্লান্ত পরিশ্রম সহকারে ঝুলনস্থলী অতি মনোহরভাবে সুসজ্জিত করিয়া শ্রীগুরু-বৈষ্ণব ও অন্যান্য দর্শকবৃন্দের চিত্তাকর্ষণ করিয়াছেন। এই বিচিত্র কারুকার্য্যখচিত, মনোমোহিনী ঝুলনোৎসব দর্শন করিবার জন্য প্রত্যহ বহু ব্যক্তি শ্রীমঠে আগমন করিতেছেন। মঠবাসী ভক্তবৃন্দ প্রত্যহ প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও সন্ধ্যায় মহাজন-পদাবলী, পঞ্চতত্ত্ব ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন এবং শ্রীমদ্ভাগবতাদি-পাঠমুখে মঠ-প্রাঙ্গণ মুখরিত করিতেছেন। উৎসবোপলক্ষে মঠবাসী সেবকগণের সেবাচেষ্টা, সেবোৎসাহ ও সেবৈকান্তিকতা বিশেষ প্রশংসার্হ।

শ্রীধামে কীর্ত্তন

গত ৯ই আগষ্ট শুক্রবার আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমী মহারাজ অতি সহজ, সরল ও মর্ম্মস্পর্শিনী ভাষায় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। স্বামীজীর গবেষণা-পূর্ণ ও সহজবোধ্য পাঠ শ্রবণ করিয়া মঠবাসী ও ধামবাসী ভক্তমাত্রেই পরম আনন্দিত ও উপকৃত হইয়াছেন। তৎপরদিবস স্বামীজী ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউটের সাপ্তাহিক অধিবেশনে শ্রীচৈতন্যমঠের অভিভাষণ নাট্য-মন্দিরে কোমলমতি বালক বালিকাগণকে লক্ষ্য করিয়া একটী সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদানপূর্ব্বক বালকগণের চিত্তাকর্ষণ করেন। স্বামীজীর নিকট পরমার্থোপদেশ শ্রবণ করিয়া শিক্ষক ও ছাত্রবৃন্দ সকলেই পরমানন্দিত হন। অনন্তর স্বামীজীর নির্দ্দেশানুসারে শ্রীপাদ ভক্তবিলাস ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীনাম-মহিমা কীর্ত্তন করেন। পাঠের আদিতে উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী কাব্য-পুরাণতীর্থ, কাব্যবিনোদ, ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় এবং অন্তে শ্রীপাদ মুকুন্দগোপাল ভক্তিমধুর প্রভু সুললিতকণ্ঠে মহাজন পদাবলী কীর্ত্তন করিয়া শ্রোতৃবৃন্দের আনন্দবিধান করেন।

গত ২৩শে শ্রাবণ বৃহস্পতিবার হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবস্থলী শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দিরে প্রত্যহ নিয়মিতভাবে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত হইতে শ্রীরূপশিক্ষা পাঠ হইতেছে। মঠবাসী ও গৃহস্থ-ভক্তগণ সকলেই সানন্দে পাঠে যোগদান করিতেছেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ বিভিন্ন পল্লীতে মহাপ্রভুর বাণী প্রচার করিয়া কয়েকদিন হইল কলিকাতা গৌড়ীয়মঠে উপস্থিত হইয়াছেন। ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ, মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ ভক্তিশাস্ত্রী প্রমুখ প্রচারকগণেরও এই সময় কলিকাতা গৌড়ীয়মঠে পৌঁছিবার কথা।

এতদ্ব্যতীত নানাস্থান হইতে অন্যান্য ভক্তবৃন্দ শ্রীমঠে আগমন করিয়া উৎসবে যোগদান করিতেছেন। গত ১১ই আগষ্ট রবিবার কলিকাতা গৌড়ীয়মঠ হইতে এক বিরাট নগরসংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বহির্গত হইয়াছিল। বিস্তৃত বিবরণ আগামীতে প্রকাশিত হইবে।

লোকান্তরে গৌরকারুণ্য-কটাক্ষবৈভব

গত ৮ই শ্রাবণ, ২৪শে জুলাই, (১৯৩৫) বুধবার কলিকাতা, ১০-বি, ভবনাথ সেন ষ্ট্রীট নিবাসী স্বধর্ম্মনিষ্ঠ শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় গৌরকারুণ্যকটাক্ষবৈভব মহোদয় তাঁহার বিসপ্ততিতমবর্ষ বয়সে শ্রীভগবৎপাদপদ্ম স্মরণ করিতে করিতে পরলোকগমন করিয়াছেন।

চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার বাহ্য পরিচয়ে হুগলী জেলার বাহুবি গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত বেণীমাধব চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র এবং জার্ম্মাণ লাইনের ষ্টীমারসমূহের একজন বিখ্যাত ষ্টিভেডোর (Stevedore) বলিয়া পরিচিত থাকিলেও আমাদের নিকট তিনি শ্রীগৌড়ীয়মঠের ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী-শ্রবণার্থই বাস্তবসত্যানুসন্ধিৎসু একজন প্রবীণ ভক্ত বলিয়াই পরিচিত। তিনি তাঁহার শেষ-জীবনে গৌড়ীয়বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রতি অনুরক্ত হন এবং প্রায় দ্বাদশবর্ষকাল শ্রীগৌড়ীয়মঠের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিয়া বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রকারে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবা করিয়াছেন। তিনি আমাদের পরমেষ্ঠিগুরুদেব শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-স্থান-নির্দ্দেষ্টা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজের পাদাশ্রয়সূত্রে আত্মপরিচয় প্রদান করিয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠের শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয়ধারা-পারম্পর্য্যের আনুগত্য স্বীকার করিতেন। শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য-ভাস্কর শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মে তাঁহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। তিনি প্রায়ই শ্রীগৌড়ীয়-মঠে আসিয়া বা মঠের সেবকগণকে তাঁহার কলিকাতাস্থ গৃহে আমন্ত্রণ করিয়া তাঁহাদের নিকট শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বা শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত এবং গৌরবিহিত সংকীর্ত্তন-শ্রবণে বিশেষ আনন্দপ্রকাশ করিতেন। গৌড়ীয়মঠের প্রচার বিষয়ে তাঁহার অটুট বিশ্বাস ছিল। তাঁহার সেবা-প্রবৃত্তিতে সন্তুষ্ট হইয়া ৪৪১ গৌরাব্দে (১৩৩৩ বঙ্গাব্দ ও ১৯২৭ খৃষ্টাব্দ) শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-ধামপ্রচারিণী সভা তাঁহাকে "গৌরকারুণ্যকটাক্ষবৈভব" এই পারমার্থিক উপাধিতে ভূষিত করেন।

[illegible] চট্টোপাধ্যায় মহা-শয়ের ধর্ম্মানুরাগী পুত্রগণও শ্রীগৌড়ীয়মঠের সহিত তাঁহাদের পরলোকগত পিতৃদেবের অনুসৃত পারমার্থিক সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ রাখিয়া শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের কৃপাশীর্ব্বাদ-লাভে আন্তরিকতা প্রদর্শনপূর্ব্বক সজ্জন-সমাজে আদরণীয় হইবেন।

সাত্বতশ্রাদ্ধ

বিগত ১৭ই শ্রাবণ (১৩৪২), ২রা আগষ্ট (১৯৩৫) শুক্রবার শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের আশ্রিত একনিষ্ঠ নিষ্কপট আদর্শ গৃহস্থভক্ত ঢাকা দিগ্‌বাজার-নিবাসী স্বধামগত শ্রীপাদ শত্রুঘ্ন দাসাধিকারী প্রভুর শ্রাদ্ধকার্য্য তাঁহার সহধর্ম্মিণী একান্তভাবে ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠে বৈষ্ণব-স্মৃতিরাজ শ্রীহরিভক্তিবিলাসের বিধানানুসারে মহাপ্রসাদদ্বারা সম্পন্ন করিয়াছেন। এতদুপলক্ষে আচার্য্য পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যা-লঙ্কার শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ও মহামহোপদেশক পণ্ডিতপ্রবর শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভু শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন। মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন এবং বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ প্রায় শতাধিক ব্যক্তিকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৮ শ্রীধর বার গৌরাব্দ ৪৪৯

শ্রীবরাহদেব

আমরা গুরুকৃপাভিলাষী। আমরা বহির্মুখতারূপ অপরাধ বশতঃ এই সংসার-কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেও বর্ত্তমানে মনুষ্যকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া পূর্ব্ব-পূর্ব্ব-জন্মের পুঞ্জীকৃত সুকৃতিফলে এবং পরম করুণাময় শ্রীশ্রীগুরু-পাদপদ্মের কৃপায় সাধুগুরুর নিকট হরিকথামৃত শ্রবণমুখে পান করিবার সুযোগ হৃদয়ে পোষণ পূর্ব্বক মানবজীবনের শ্রেষ্ঠতা ও সফলতা-লাভার্থে অগ্রসর হইতে প্রয়াসী। নতুবা জন্মগ্রহণ করিয়া—দুর্লভ মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া নরপশু হইবার ইচ্ছা আমাদের নাই। মানবের সহিত পশুর অঙ্গসৌষ্ঠবে বিষয়-ভোগের সৌসাদৃশ্য থাকিলেও ভবসমুদ্র পারের এই নৃদেহরূপ সুপটু নৌকার সাহায্যে ভবসমুদ্র পার হওয়া যায়—এই কথা আমরা গুরুরূপী কর্ণধারের নিকট হইতে শুনিবার সৌভাগ্য পাইয়া পশ্বাদি জন্ম হইতে মনুষ্য-জন্মের সর্ব্বশ্রেষ্ঠতার কথা উপলব্ধি করিয়াছি। পশুগণ বা মানবনামের অনুপযুক্ত ভাগ্যহীন ব্যক্তিগণ হরিকথা শ্রবণের যোগ্যতা লাভ করে নাই। তাই সাধুগুরুর অমূল্য সম্পদে ঐরূপ ব্যক্তিগণকে শাস্ত্র পশু আখ্যা দিয়াছেন। ঋষি বলিয়াছেন—

"ব্রহ্মতত্ত্বং ন জানাতি ব্রহ্মসূত্রেণ গর্ব্বিতঃ।
স চৈব তেন পাপেন বিপ্রঃ পশুরুদাহৃতঃ॥"

আমাদের পূর্ব্বগুরু শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর বলিয়াছেন—

সে-সম্বন্ধ নাহি যা'র বৃথা জন্ম গেল তা'র
সেই পশু বড় দুরাচার।

ভগবান্ সকলমঙ্গলনিলয়। তাঁহার সন্তোষবিধান করিতে পারিলে জীবের আর কিছু অপ্রাপ্য থাকে না। ভগবৎপ্রসাদ ব্যতীত অপর সকলই অমঙ্গলজনক ও অপ্রয়োজনীয়। ভগবদ্ভক্তগণের অন্য কোন কৃত্য নাই। তাঁহাদের একমাত্র কৃত্য—ভগবানের সেবা এবং সেই সেবাফলে ভগবান্ সেবকের সেবা গ্রহণ করেন। হরিবিমুখ মানবগণ একথা বুঝিতে পারে না বলিয়া কৃষ্ণসুখবিধায়িনী সেবার কথা বিস্মৃত হইয়া স্ব স্ব ভোগপর আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিজনক বিষয়রাশিকেই হৃদয়ে স্থান দেয়। তখনই জীবের ইন্দ্রিয়জ্ঞান তাহাকে বিষয়ে অভি-নিবিষ্ট করায় এবং তৎফলে কাম-ক্রোধাদি রিপুবর্গের বশবর্ত্তী হইয়া জীব কনককামিনী প্রতিষ্ঠালালসায় ব্যস্ত হয়। ইহাই জীবের দুঃখদাবাগ্নির পরিণতি; কিন্তু জীবের মঙ্গল যাঁহাদের উপলব্ধি হইয়াছে তাঁহাদের তদ্গত বৃত্তি সর্ব্বদাই কৃষ্ণানুশীলনে ব্যস্ত। সেইসকল বৈষ্ণবের এবং বৈষ্ণবপ্রাণ ভগবানের গুণানুবাদ শ্রবণকীর্ত্তন জীবমাত্রেরই একমাত্র বরণীয় জানিয়া ভোগপর প্রয়োজন-কামিগণের কামবিনাশক ভগবান্ বরাহদেবের আবির্ভাব-লীলা-কথা গুরুবৈষ্ণবের আনুগত্যে কীর্ত্তন করিবার আশা হৃদয়ে পোষণ করিতেছি।

এই বরাহরূপী সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্ বিষ্ণু হিরণ্যাক্ষকে সংহার করিয়া জীবকুলের চরমকল্যাণ অধোক্ষজ-সেবা শিক্ষা দিয়াছেন। এই ভগবানের কথা শ্রবণ করিলেই জীবের অনর্থরাশি নিবৃত্ত হইয়া ভগবৎ-প্রসন্নতা লাভ ঘটে। ভগবান্ বরাহদেবের লীলাকথা কীর্ত্তিত হইলে নিষ্কপট শ্রবণ-কীর্ত্তনকারীর বিষয়-গ্রহণ-প্রবৃত্তি বিদূরিত হওয়া অবশ্যম্ভাবী জানিয়া কাঠবিড়ালীর ন্যায় আমাদের আজ তৎকীর্ত্তনের ক্ষুদ্র প্রয়াস।

সৃষ্টিকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও প্রজাসমূহ বিস্তার লাভ করিতেছে না দেখিয়া দৈবের প্রতি দৃষ্টিসংযোগপূর্ব্বক ভগবানের নাভিপদ্ম হইতে উদ্ভূত ব্রহ্মা সৃষ্টি-বৃদ্ধ্যর্থ চিন্তা করিতে থাকিলে ব্রহ্মার মূর্ত্তি দুই ভাগে বিভক্ত হওয়ায় ঐ কায় হইতে মিথুন অর্থাৎ স্ত্রী ও পুরুষ উৎপন্ন হইল। এই মিথুনদ্বয়ের মধ্যে সার্ব্বভৌম মনুই পুরুষ এবং তাঁহার স্ত্রী শত-রূপা নামে পরিচিতা। এই স্বায়ম্ভুব মনু স্বীয় ভার্য্যার সহিত কর পরিগ্রহ করিয়া জন্মদাতা ব্রহ্মাকে স্বীয় কর্ত্তব্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে ব্রহ্মা মনুকে স্বীয় পত্নীতে প্রজা উৎপন্ন করিতে আদেশ করিলেন। স্বায়ম্ভুব মনু ব্রহ্মার আদেশ স্বীকার করিয়া ব্রহ্মার সহিত সর্ব্বভূতের বাসস্থানরূপা প্রলয়জলমগ্না পৃথিবীর উদ্ধারের জন্য প্রার্থনা জানাইলে ব্রহ্মা পৃথিবী-উদ্ধারের কথা গাঢ়-ভাবে চিন্তা করিতেছিলেন, এমন সময় তাঁহার নাসারন্ধ্র হইতে অকস্মাৎ একটী ক্ষুদ্র বরাহ নির্গত হইল। সেই বরাহ দেখিতে দেখিতে ব্রহ্মার সমীপে আকাশস্থ হইয়া ক্ষণকাল মধ্যেই হস্তীর ন্যায় বৃহদাকার ধারণ করিল। ব্রহ্মা এই বরাহরূপ-দর্শনে বিস্মিত হইয়া মরীচিপ্রমুখ বিপ্রগণ এবং সনকাদি ঋষি ও মনুর সহিত কিছুক্ষণ নানাপ্রকার তর্কবিতর্ক করিতে থাকিলে গিরিরাজতুল্য যজ্ঞপুরুষ বিষ্ণু গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন। বরাহরূপী শ্রীবিষ্ণুর গর্জ্জন শুনিয়া সত্যলোকাদির অধিবাসিবৃন্দ বেদমন্ত্রে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। পৃথিবীর উদ্ধারকারী বরাহদেব পুচ্ছ উত্তোলন পূর্ব্বক আকাশে উত্থিত হইলেন এবং কন্ধরস্থিত কঠোর কেশসমূহ কম্পিত করিয়া খুর দ্বারা মেঘরাশিকে আহত করিলেন। পাদোপরি তীব্র লোম, স্বর্ণবর্ণ দন্ত এবং মহাজ্যোতির্ম্ময় রূপের দ্বারা শোভিত হইয়া তিনি স্বয়ং যজ্ঞেশ্বরস্বরূপ হইয়াও বরাহরূপধারণে পশুর ন্যায় ঘ্রাণের দ্বারা পৃথিবীর স্থান অনুসন্ধান করিতে করিতে ভয়ঙ্কর দশনধারী হইয়াও স্তবকারী বিপ্রদিগকে প্রসন্নবদনে ঊর্দ্ধদিকে নিরীক্ষণ করতঃ সলিলাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার পর্ব্বতসদৃশ দেহ সমুদ্রে পতিত হইলে তাঁহার বেগে সমুদ্রগর্ভ বিদীর্ণ হইল। তখন সমুদ্র তরঙ্গরূপ দীর্ঘবাহু বিস্তার করিয়া 'হে যজ্ঞেশ্বর, আমাকে রক্ষা করুন' এইরূপ আর্ত্তজনোচিত বাক্য উচ্চকণ্ঠে উচ্চারণ করিতে লাগিলেন।

এই যজ্ঞমূর্ত্তি বরাহদেব অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি বাণসদৃশ স্বীয় খুরদ্বারা পারাবারশূন্য সমুদ্রের পার পর্য্যন্ত বিদীর্ণ করিয়া রসাতলে পৃথিবীকে দর্শন করিলেন এবং নিজ দন্তদ্বারা রসাতলস্থ পৃথিবীকে উত্তোলন পূর্ব্বক রসাতল হইতে উত্থিত হইলেন। পৃথিবীর উদ্ধারণ-কালে প্রবলপরাক্রমশালী দৈত্য হিরণ্যাক্ষ জলমধ্যে গদা উত্তোলন পূর্ব্বক তাঁহার গতিরোধ করিবার জন্য উপস্থিত হইল, চক্রপাণি বরাহরূপী বিষ্ণু অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইয়া স্বীয় চক্রদ্বারা পশুরাজ সিংহ যেমন হস্তীকে বিনাশ করে তদ্রূপ অবলীলা-ক্রমে হিরণ্যাক্ষকে বধ করিলেন। অনন্তর বরাহদেব হস্তীর ন্যায় ক্রীড়া করিতে করিতে জল মধ্যস্থিত পৃথিবীকে উত্তোলন করিলে ব্রহ্মাদি-প্রমুখ ঋষিগণ কৃতাঞ্জলিপুটে অপরাজিত-শ্রীমূর্ত্তি ভগবান্ বিষ্ণুকে প্রকৃষ্টরূপে অবগত হইয়া বৈদিক সূক্ত বাক্যের দ্বারা স্তব করিতে লাগিলেন। ইহাই ভগবান্ বরাহদেবের পৃথিবী-উদ্ধার-লীলা এবং একারণেই তাঁহার আবির্ভাব। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ এই বরাহরূপী ভগবান্ বিষ্ণুকে বরাহ মনে করিয়া নরকের পথ পরিষ্কার করিবেন না। লীলাময় ভগবানের অনন্ত লীলায় অনন্ত রূপ। এই বরাহদেব দশ অবতারের অন্যতম। ভগবান্ স্বমুখে গীতোক্ত "অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্। পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্॥" এই ভগবদ্বাণীর বিষয় উপলব্ধি করিয়া সর্ব্বশক্তিমান্ বরাহদেবকে নিত্যপূজ্য-জ্ঞানে সেবা করিবেন, ইহাই আমাদের প্রার্থনা। অন্যথায় নরক অবশ্যম্ভাবী।

শ্রীমদ্ভাগবতামৃত-পাঠে ও মহাজন-বাক্যালোচনায় আমরা জানিতে পারি যে,—মন্বন্তরে শ্রীবরাহদেব দুইবার আবির্ভূত হন। তন্মধ্যে ভগবান্ বিষ্ণু প্রথম স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে পৃথিবীর উদ্ধারার্থ ব্রহ্মার নাসারন্ধ্র হইতে শ্বেতবরাহরূপে এবং ষষ্ঠ চাক্ষুষ মন্বন্তরে আকস্মিক প্রলয়ে পৃথিবী-উদ্ধার ও হিরণ্যাক্ষকে বধ করিবার জন্য নীলবরাহরূপে জল হইতে আবির্ভূত হইয়া-ছিলেন। ভাগবতামৃত-কারিকা বলেন, উত্তানপাদ-বংশসম্ভূত প্রচেতার পুত্র দক্ষ, সেই দক্ষের কন্যা দিতি, সেই দিতির পুত্র হিরণ্যাক্ষ। যে সময় আদিবরাহ অবতীর্ণ হন, তখন সেই কল্পারম্ভে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে পূর্ব্বকল্পাদি না হওয়ায় প্রচেতার পুত্র দক্ষ, দক্ষকন্যা দিতি ও দিতিপুত্র হিরণ্যাক্ষের জন্ম কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে? সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে, দৈবের ঐ প্রসঙ্গক্রমে বরাহদেবের স্বায়ম্ভুব ও চাক্ষুষ মন্বন্তরীয়—উভয়লীলা একস্থানে বর্ণন করিয়াছেন।

আমরা শ্রীমদ্ভাগবতপাঠে বিদুর-মৈত্রেয়-সংবাদে শ্রীবরাহদেবের আবির্ভাব সম্বন্ধে যাহা পাইয়াছি তাহাই সাধ্যমত উদ্ধৃত করিয়া শ্রীগুরুবৈষ্ণবের সন্তোষ বিধানার্থ ক্ষীণ চেষ্টা প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহাদের আনুগত্যে ভগবান্ বরাহদেবের পাদপদ্ম বন্দনায় প্রয়াস পাইতেছি। বৈষ্ণবগণ নিজগুণে কৃপা করিবেন, ইহাই আমাদের ভরসা।

"জিতং জিতং তেঽজিত যজ্ঞভাবন
ত্রয়ীং তনুং স্বাং পরিধুন্বতে নমঃ।
যদ্রোমগর্ত্তেষু নিলিল্যুরদ্ধ্বরা-
স্তস্মৈ নমঃ কারণ-সূকরায় তে॥"

শ্রাদ্ধ

(৮)

কর্ম্মজড়স্মার্ত্তগণের বিধানানুসারে কৃষ্ণ-পক্ষীয় একাদশীতে শ্রাদ্ধ প্রশস্ত কিন্তু ভগবদ্-ভক্তগণের শ্রীএকাদশীতে মহাপ্রসাদাদি গ্রহণ নিষিদ্ধ। সুতরাং তাঁহারা তাঁহাদের পিতৃ-পুরুষগণকে শ্রীএকাদশীতে মহাপ্রসাদাদি প্রদান করিয়া সগণসহিত নরকপথের পথিক হন না। শ্রীনারায়ণে কোন অবৈধ দ্রব্য যেমন মৎস্যমাংসাদি নিবেদিত হইতে পারে না। সুতরাং ভগবদ্ভক্তগণ মৎস্যমাংস-বিষ্ঠাপূর্ণ দ্রব্যাদির দ্বারা পিতৃপুরুষগণের তৃপ্তিবিধানে তৎপর হন না। বৈষ্ণবগণ উপাধির শ্রাদ্ধ করেন না, আত্মার শ্রাদ্ধ করিয়া থাকেন, ভূতপিশাচের শ্রাদ্ধ করেন না, নিত্য কৃষ্ণদাস জীবের শ্রাদ্ধ করেন। ভগবদ্ভক্তগণ নির্গুণ-স্বভাব, তাঁহারা পৈশাচিক শ্রাদ্ধের কোনও মতে পক্ষপাতী নহেন। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় আজকাল বৈষ্ণবনামধারী ব্যক্তিগণও আসুর সমাজের কবল হইতে নিগৃহীত হইবার ভয়ে নরক-প্রাপক প্রেতশ্রাদ্ধ-কার্য্যে লিপ্ত হইয়া পড়িয়াছেন। আজকাল পুরোহিতগণ পুরোহিত না করিয়া প্রেতগণকে কি অহিতাচরণ করিতেছেন না? তদ্রূপ, বৈষ্ণবব্রুব, গোস্বামিব্রুবগণ কি পূর্ব্বমহাজন

বিবাদের জন্য আত্মীয় স্বজনের আগ্রহতা করিয়া নিজেরা অন্ততামিস্রে পতিত অপর অজ্ঞ ব্যক্তিগণকে ঘোর নরকে পতিত করিতেছেন না? আজকাল যদি কেহ সৎশাস্ত্রের উপর নির্ভর করিয়া বৈষ্ণব-শাস্ত্রবিধানানুযায়ী শ্রাদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হন, অমনি তাঁহার গুরু-গোঁসাই, (?) পুরোহিত, ভাই, বন্ধু, সমাজ, সকলেই তাঁহার উপর খড়্গহস্ত হইয়া উঠেন, তাঁহাকে 'একঘ'রে'বা নানাপ্রকার লাঞ্ছনা প্রদান করিতে বদ্ধ-পরিকর হন। ধর্ম্মের এইরূপ ব্যভিচার-দর্শনে পরমহংসবর্য্য শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রাণ একদিন কাঁদিয়াছিল, তাই তিনি বৈষ্ণবশ্রাদ্ধ প্রচলনের বহু চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। তৎফলে শুদ্ধবৈষ্ণবানুগত গৃহস্থ ভক্তগণের মধ্যে বৈষ্ণব-শ্রাদ্ধ-প্রথা অনুষ্ঠিত হইতেছে। ঐকান্তিক বিংশ শতবৎসরে বৈষ্ণবগণের বিরহোৎসব-বাসর উপস্থিত হইলে শুদ্ধ-বৈষ্ণবগণসহ হরিনাম-কীর্ত্তন ও মহোৎসবাদি শুভকার্য্য দ্বারা শ্রদ্ধাঞ্জাপন করা কর্ত্তব্য। শ্রীমন্মহাপ্রভু হরিদাস ঠাকুরের বিরহে নীলাচলের সকল নগরে হরিকীর্ত্তন করিয়াছিলেন এবং স্বয়ং সিংহদ্বারের পসারিগণের নিকট হইতে শ্রীমহাপ্রসাদ ভিক্ষা করিয়া ভক্তগণসহ হরিদাস ঠাকুরের বিরহোৎসব সম্পন্ন করিয়াছিলেন। ওঁ তৎসৎ।

নবদ্বীপ-পঞ্জিকা

—:০:—

অদ্য হইতে ৪ দিবসের

২৮ শ্রীধর ২৮ শ্রাবণ ১৩ আগষ্ট মঙ্গল বার শুক্লপক্ষ গৌরচতুর্দ্দশী পঞ্চমী রা ৯.৫ উত্তরাষাঢ়া উদয় দি ১১৯ আয়ুষ্মান্‌যোগ রা ৭।১২ গরকরণ দি ২১।৪ গতে বণিজকরণ ৩১৫ গতে বিষ্টিকরণ।

২৯ শ্রীধর ২৯ শ্রাবণ ১৪ আগষ্ট বুধবার শুক্ল অনিরুদ্ধ পূর্ণিমা ষষ্ঠী গুরু রা ৩.৫০ শ্রবণা অগ্রহায়ণ দি ১১।৫৭ সৌভাগ্যযোগ দি ৩.২০ বিষ্টিকরণ দি ৭।৫৩ গতে ববকরণ। শ্রীবলদেবের আবির্ভাব।

হৃষীকেশ

১ হৃষীকেশ ৩০ শ্রাবণ ১৫ আগষ্ট বৃহস্পতি বার অভিরপক্ষ কৃষ্ণপ্রতিপদ রাত্রি দি ৪।১১ বনিষ্ঠা হৃষীকেশ দি ১০।২৯ শোভনযোগ দি ১।২৫ বালবকরণ।

২ হৃষীকেশ ৩১ শ্রাবণ ১৬ আগষ্ট শুক্রবার কৃষ্ণপক্ষ দ্বিতীয়া শ্রীপতি দি ২১৫ শতভিষা পাতাল দি ১০।২২ গরকরণ দি ২১৫ গতে বণিজকরণ রা ১২।৫০ গতে বিষ্টিকরণ।

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

জন্মাষ্টমী-সংখ্যা

ঐকান্তিক ভাবরত্ন ও সিদ্ধান্তবিৎ সুপ্রসিদ্ধ লেখকগণের প্রবন্ধাবলীতে সমৃদ্ধ এবং বহু চিত্রাদিতে সুশোভিত। ভক্তিসদ্ধান্তিনী-বাণীর যাঁহারা অবগাহন করিয়া জীবন ধন্য করিতে চাহেন, তাঁহাদের প্রত্যেকেরই এই সংখ্যা একখানা করিয়া সংগ্রহ করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

ধর্ম্ম-চরিত্র

(১১)

শ্রীবাস-অঙ্গনে হরি

এইরূপে ভক্তগণে কৃপা বিতরিয়া
করিলেন কত লীলা পরম আনন্দে,
শ্রীবাসাদি ভক্তগণ সম্মুখে পড়িয়া,
প্রেমাবেশে মত্ত হ'য়ে করেন ক্রন্দন।

পতিতপাবন হরি

জগাই-মাধাই হ'তে করিয়া উদ্ধার,
আসিলা জলক্রীড়া জাহ্নবীসলিলে
নিত্যানন্দ আদি নিজ ভক্ত সহ হবে,
হেনকালে প্রভুসনে ভক্ত শ্রীধর
ক'রেছিল জলকেলি পরম আনন্দে।

যুগধর্ম্মপ্রবর্ত্তক

আসিলা মায়াপুরে হবে সংকীর্ত্তন,
মাতিল নগরবাসী সেই সংকীর্ত্তনে,
উঠিল গগন ভরি নামব্রহ্ম-রোল।
তীর্থ করি' হরিনাম গাহিতে গাহিতে,
সেই পথ দিয়া যায় ভক্ত শ্রীধর,
নাম-সংকীর্ত্তন ভাব' তাঁহার মনে,
আসিলা মহানৃত্য শ্রীশচীনন্দন।
সকল বৈষ্ণব হইলা আনন্দে মগন।
নাগরিকগণ সব সম্মুখে দেখাদি
চৌদিকে বেষ্টন করি করে সঙ্কীর্ত্তন।
প্রেমে মত্ত হ'য়ে ভক্ত যায় গড়াগড়ি,
পাষণ্ডী সকল হাসে দূরেতে বসিয়া,
কোন পাপী বলে ভাই দেখহ কৌতুক,
খোলাবেচা বেটা আজি হ'য়েছে বৈষ্ণব,
পরিধানে বস্ত্র নাই অন্ন নাই পেটে
লোকেরে দেখায় ভাব হ'য়েছে আমার।
এইমত পাষণ্ডীরা কত কথা বলে,
আসিলেক অকালেতে বুঝি দুর্গোৎসব,
কিন্তু নাগরিকগণ পরম উল্লাসে,
এই মত প্রতিদিন গায় কৃষ্ণনাম।

গৌর নরহরি রবে,

সংকীর্ত্তন-বাধকারী কাজিরে দলিলা,
চলিলেন সর্ব্বগণে সংকীর্ত্তনে মাতি,
উঠিল গগন-ভেদী হরিনাম-রোল।
প্রভুসঙ্গে যায় লোক অনন্ত অর্ব্বুদ,
প্রথমেতে গেলা শঙ্খবণিকনগর, তারপর
আসিলেন তন্তুবায় পুরী, প্রভুরে
নিরখি সবে গায় হরিনাম, সর্ব্ব-
মুখে হরিনাম শুনি' গৌরহরি,

পরিশেষে আসিলেন শ্রীধর-আবাসে,
অতিশয় জরাজীর্ণ ক্ষুদ্র গৃহখানি,
না আছে তৈজসপত্র নাহি কোন ধন,
সবে এক লৌহপাত্র রয়েছে দুয়ারে,
শত শত ছিদ্রে তার আছে জোড়া তালি
থাকিলেও পবিত্রতো সেই পাত্রখানি
রহুক স্পর্শের কথা না দেখিবে কেহ
নয়নের কোণে।

শ্রীধর অঙ্গনে হরি,

ভক্তসঙ্গে প্রেমানন্দে নর্ত্তনসময়ে,
জলপূর্ণ লৌহপাত্র হেরিলা নয়নে।
দূর হইতে ভক্তপ্রেম শ্রীশচীদুলাল
জলপূর্ণ সেই পাত্র করেতে তুলিয়া
মহানন্দে জল পান করিলা শ্রীহরি,
হেরিয়া প্রভুর রঙ্গ কাঁদয়ে শ্রীধর,
মরিনু মরিনু আমি নিশ্চয়ই মরিনু,
অন্তর বিরহে মোর হইল পতন।
দীনের কুটীরে আসি জগন্নাথ নাথ,
তুচ্ছ পাত্রে জলপানে মোরে বিনাশিলে,
হায় হায় করি ভক্ত সুকৃতি শ্রীধর,
পড়িলা মূর্চ্ছিত হ'য়ে ধরণীর ক্রোড়ে।

উদ্ধরিলে মম প্রভু

এইরূপে শুদ্ধ মোর হ'ল কলেবর,
আজি মোর হ'ল ভক্তি শ্রীকৃষ্ণচরণে,
শ্রীধরের জলপানে হইল আমার,
দুর্লভ' কৃষ্ণভক্তি বেদগোপ্য ধন।
এত বলি' ভাসে প্রভু নয়নের ধারে
আনন্দিত সর্ব্বজনে সমর হইয়া
বৈষ্ণবের জলপানে ভক্তি লভ্য হয়।
ভক্তবাৎসল্য হেরি' ভক্তগণ মাঝে
আনন্দক্রন্দন-ধ্বনি উঠিল তখনে,
এ কি কৃষ্ণ! হে ঠাকুর অনাথের নাথ!
শ্রীধর-অঙ্গনে এ কি, না পারি কহিতে
গোলোকের প্রেমধন হ'ল পরকাশ।

ভক্তবৎসল হরি,

শিক্ষা দিলা সর্ব্বজনে ভক্তের মহিমা,
শতছিদ্র লৌহপাত্রে রাখিলেন জল,
ভক্তের বস্তু বলি' হ'ল সুধাসম,
পরমার্থে পান ইচ্ছা হইল যখনে
ভক্তি বুঝাইতে প্রভু করে হেন লীলা,
বৈষ্ণবের সর্ব্বদ্রব্য গুণাতীত হয়;
নির্ম্মল পবিত্র হয় পরমার্থে তাহা।

অভিমানী ব্যক্তিদের

স্বর্ণ খচিত পাত্রে সুগন্ধি-পানীয়,
স্পর্শ তার দূরে থাক নাহি হেরে কভু,
নয়নের কোণে ভক্তবৎসল হরি,
কিন্তু ভক্তদ্রব্যে নাই বিধির অপেক্ষা,
অতিতুচ্ছ হইলেও দূরে বসে হরি,
সে সে দ্রব্য ভক্তের করেন গ্রহণ।
সাক্ষী তার ভারতেতে শ্রীদামা বিদুর,
সাক্ষি তার বনবাসে কুঞ্জশাকপর্ণ।
খোলার খাইলা হরি রাজসেবী পাশে,
কৃষ্ণের সেবক হয় কৃষ্ণের সর্ব্বস্ব
কৃষ্ণদাস-ঘরে কৃষ্ণ সতত প্রকাশ।
কৃষ্ণদাস পাশে কৃষ্ণ রহে নিত্য বাঁধা,
কৃষ্ণদাস কৃষ্ণে পারে করিতে বিক্রয়,'
পুনঃ পুনঃ এই কথা গায় বেদবাণী।

হায় ওরে মূঢ় মন,

না হেরিয়া কেন কৃষ্ণদাসের প্রভাব,
'অহং ব্রহ্মাস্মি' মদ করিয়া ভাবনা
প্রয়োজন বেছে নিলে সঙ্গ হ'তে জীব
চরমেতে আত্মার বিনাশ, তীব্র হলাহলে,
পরিহরি প্রেমামৃত সুমিষ্ট রসাল
বাঞ্ছিলে বদনে হায় তিক্ত নিম্বফল
অমৃতের সুধাধার করি' বিসর্জ্জন
কালকূট বিষনিলে দক্ষিণ করেতে,
শৃগাল-কুক্কুর-ভক্ষ্য দেহেরে লইয়া,
বিষ্ঠামাংস-পুষ্ট হ'য়ে ভাবিছ ঈশ্বর।
দেখ ওহে অন্ধসম নয়ন মেলিয়া,
দাস্যভাবে কৃষ্ণে কর গাঢ় অনুরাগ,
দাসনাম না ভাবিও তুচ্ছ হেন বলি।
অজ্ঞতাপ্রযুক্ত কেহ নাহি হয় কৃষ্ণদাস,
বহু জন্ম যে করিল নিজ ধর্ম্ম কর্ম্ম
অহিংসায় অমায়ায় জগত মাঝারে,
অহর্নিশ হাতজোড় করিয়া প্রার্থনা,
বহু জন্ম যে করিল দেহ বিসর্জ্জন,
অন্তে নারায়ণ নাম গাহিতে গাহিতে।
বহু ভাগ্যে হ'ল যার সর্ব্বশুভোদয়,
মুক্ত হ'লে হয় সেই গোবিন্দকিঙ্কর।
অতএব ভক্ত হও কৃষ্ণের সমান।
যদি কৃষ্ণ ভক্তসনে মানে পরাভব,
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড মাঝে যত আছে স্তুতি,
ভক্তপদ কোটাংশের নহে অংশ সম।
অজ, ভব ইন্দ্র আদি সাধনায় মুনি,
দাস অধিকার চাহে ধরণীমণ্ডলে,
হেন কৃষ্ণদাস-দাস-চরণে...
পরিহরি' কহিয়ে বৃথা অভিমান,
ওরে মন সযতনে নহি শিরোপরে,
সার্থক করহ এই দুর্ল্লভ জীবন।

সৎক্রিয়াসারদীপিকা

...

নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।
প্রাপ্তিস্থান—প্রশ্ন-বিভাগ, শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শুদ্ধভক্তি মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ

(আকর-মঠরাজ)

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৫০০ বর্ষ উত্তর-পূর্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যবর শ্রীচন্দ্রশেখর ... শ্রীশ্রীচৈতন্যমঠ বিরাজমান। এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বতজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীভক্তি-ন্যায়াদি ব্যাকরণাদি বেদান্তসমূহের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা ... ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিক পত্র 'নদীয়া-প্রকাশ', সাত্বত সম্প্রদায়ে অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থাদি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতি বৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীসহ কীর্তন-প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি উক্তধামে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত সুনির্মল ভক্তি-ধর্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই শুভমন্দিরে শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দজীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সংকীর্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হয়। এই মঠ হইতে মহানগরীর সর্বত্র হরিকথা-প্রচার, মহানগর-সংকীর্তন, বক্তৃতা, ব্যাখ্যা ও সংকীর্তন-মহা-মহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান হয়। মঠরক্ষক—মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া সহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী সেবাকোবিদ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্তন-বিলাস বা শ্রীগৌর-লীলার রাসস্থলী এখানে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্তমান, রক্ষক—শ্রীবনবিহারী দাসাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্তমান। রক্ষক—গোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

(৭) কাজীর সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপা-প্রাপ্ত শ্রীচাঁদ-কাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক।

(৮) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও রাধামাধবের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান দাস ব্রহ্মচারী।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্র নাথ দাসাধিকারী।

(১০) মোদদ্রুম-ছত্র "গৌড়ের নৈমিষ"

মাউগাছি, পোঃ ভাণ্ডার, (বর্দ্ধমান)।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান। শ্রীগৌরনিত্যানন্দের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীবঙ্কুবিহারী ব্রজবাসী, ভক্তিভূষণ।

(১১) তেতিয়া কুঞ্জকানন

শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্তী,

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীনবীনানন্দ ব্রহ্মচারী

(১২) কুঞ্জকুটীর—পোঃ কৃষ্ণনগর,

নদীয়া। রক্ষক—শ্রীঅমৃতানন্দ অধিকারী

(১৩) ভাগবত-আসন—পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

এই স্থান হইতে ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচারিত হয়। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৪) একায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাসখালি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ আচার্য্য গোস্বামী ভক্তিসার।

(১৫) মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(১৬) মাধ্বগৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, পোঃ ঢাকা

পূর্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বা-গিরিধারীর সেবা বর্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ।

(১৭) গোপালজীউ মঠ—কমলাপুর, (ঢাকা)

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান। রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রজবাসী.

(১৮) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)।

এখানে শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(১৯) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীমদ্ভুবন ভক্তিশাস্ত্রী এম্-এ, বি-এল।

(২০) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, (হাওড়া)

এখানে বহু মূর্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(২১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারীর নিত্য-সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীকেশবকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(২২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ফুলিয়াকোলা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী।

(২৩) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে গুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান্দাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত।

(২৪) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী।

(২৫) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ বক্সীবাজার, (কটক)

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণ-জীউর নিত্যসেবা বর্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর

(২৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর পুরী,

শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন।

(২৭) পুরুষোত্তম মঠ

ভক্তিকুটী, পোঃ পুরী উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীউর নিত্য-সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীগদাধর অধিকারী

(২৮) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগোপীনাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী দাসাধিকারী।

(২৯) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, তটে গোদাবরী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্তমান। মঠরক্ষক—শ্রীনিমাইচরণ দাসাধিকারী ভক্তিলোচন।

(৩০) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪২নং কবিরপুরা, বেনারস সিটি

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকাগিরিধারীর সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীনরোত্তম ব্রহ্মচারী।

(৩১) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ

(৩২) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও গৌর-বিনোদ-বিলাসজীর সেবা বর্তমান।

রক্ষক—শ্রীসত্যনারায়ণ দাসাধিকারী।

(৩৩) কৃষ্ণচৈতন্য মঠ

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

এখানে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিত্য-সেবা হয়। রক্ষক—শ্রীসর্বস্ব ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠ

বিশ্রামঘাট মথুরা

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ

(৩৫) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ—শ্রীরাধাকুণ্ড

রক্ষক—শ্রীরাধারমণচরণদাস ব্রহ্মচারী

(৩৬) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৩৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ

সেবনালী, পোঃ হোডেল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব) রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৩৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্বিকাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসম্বন্ধ তুর্য্যাশ্রমী

(৩৯) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল।

এখানে গৌরবিনোদরায়ের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীবনীগোপাল অধিকারী।

(৪০) সারস্বত-গৌড়ীয় মঠ

হরিদ্বার সাধারণপুর, ইউ, পি

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্বস্ব গিরি

(৪১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ রাজপেট্টা মাদ্রাজ।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীপাদ রামানন্দ ভক্তিবিকাশ

(৪২) বোম্বে-গৌড়ীয়-মঠ কার্য্যালয়

গ্রোভার রোড, চোটানি বিল্ডিং, ব্লক নং ১, বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দেবশর্মা মজুমদার।

(৪৩) অমরজি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমরজি, মেদিনীপুর

(৪৪) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্চকা, কামরূপ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী

(৪৫) পাটনা গৌড়ীয় মঠ

১০০ মিঠাপুর, পাটনা।

রক্ষক—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী রামদুলন

(৪৬) গয়া গৌড়ীয় মঠ

হিল সাইড, চার্চ রোড, গয়া

রক্ষক—উপদেশক শ্রীনরোত্তম দাসরত্ন

(৪৭) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠ বালেশ্বর

রক্ষক—শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয়

৩ গ্লষ্টার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন, এস-ডব্লিউ ৭, লণ্ডন

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন।

(৪৯) বার্লিন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

Berlin W, 30

Eisenacher strasse 29

(৫০) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

৩৫০ নং ডালহৌসী ষ্ট্রীট রেঙ্গুন।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম ও ২য় স্কন্ধ ও পর্য্যন্ত ২৮৲
প্রকাশন সংস্করণে প্রাপ্তব্য ৷৶০
২। গৌড়ীয় বিবৃতি শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। অনু-ভাষ্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড০ ৩—১৲, ৩য় খণ্ড—৸০
৪ ৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—১৲; ২য় খণ্ড ৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব—১৲
৮। সংস্কারগার—দীপিকা ও সংস্কার-দীপিকা ১৷০
৯। বৈষ্ণব ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। নামকল্পমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷০
১৫। বৈষ্ণবসার্বভৌম বিরহ-জয় ৷০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ৷০
১৮। বাদন-ব্যাখ্যা ৷০
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৶০
২১। গৌড়ীয়-মালিকা ৷৶০
২২। ভজন-রহস্য ৷০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ ও (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
২৬। গীতার কেবল মূল-ভাষা ৷০
২৭। ভক্তিসন্দর্ভ অনুষ্ঠানতত্ত্ব সারার্থ ২৲
২৮। বেদান্তসূত্র সারার্থ ৷০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸
৩০। দীপ-প্রদর্শন ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৶০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা ৵১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷০
৩৯। শ্রীগৌরমণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ৷০
৪০। শরণাগতি ৵০
৪১। গীতাবলী ৵০
৪২। চিত্রে নবদ্বীপ ১৷০
৪৩। সাধকবল ৵০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৵০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৵০
৪৬। অর্চ্চনপদ্ধতি ৵০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৵০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৵১০
৪৯। ভক্তিরত্ন .১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ৷০
৫২। মণিমঞ্জরী (সারার্থ) ৷০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ০
৫৫। শুদ্ধভক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ৷০
৫৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৵০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ৷০
৫৮। শ্রীনবদেবর ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। মাধবাবাণী ৵০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত সারঃ ৷০
৬১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিজয়িঃ ৷০
৬২। সতীক-শিক্ষাষ্টকম্ ৷০
৬৩। স্তবসহস্রম্ ৷০
৬৪। সারার্থ শিক্ষাষ্টকম্ ৷৶০
৬৫। গৌড়ীয়মঠ পরিচয়ঃ ৵০
৬৬। মায়াবাদখণ্ডনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৭। রায় রামানন্দ ৷০
৬৮। এ ফিউ ওয়ার্ডস্ অন্ বেদান্ত ৷০
৬৯। নামভজন ৷০
৭০। বেদান্ত—ইটস্ মর্ফলজি অ্যাণ্ড অন্টলজি ৷০
৭১। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস্ ৷৶০
৭২। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ৷০
৭৩। বৈষ্ণবীজম্ ৷০
৭৪। গোল্ডেন্ গৌড়ীয়মঠ ইন্ ডুইং ৵০
৭৫। দি ভাগবত ৷০
৭৬। থিয়োটিক্ প্রিন্সিপ্ল্ অ্যাণ্ড অ্যাকোয়েন্টেড রিলেশন ৷০
৭৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২৷০
৭৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম ভাগ) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৭৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷০
৮০। সাধন-পথ ৷০
৮১। কল্যাণ-কল্পতরু ৵১০
৮২। গীতাবলী ৵০
৮৩। শরণাগতি ৵০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৪। শরণাগতি ৵০

তেলগু ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৶০ আনা, বড় বোতল ১৶০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত ফাউন্টেনপেনব্যবসায়ী ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউন্টেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন প্রকারে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং
কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার
কলিকাতা

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের বন্দময় যুগে এই গ্রন্থখানি পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে কথাসার ও শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও
শ্রীমৎ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ ভাগবতশাস্ত্রী এম, এম, এফ, কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে ; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিয়াছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৩৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র দরিদ্র ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়

সেক্রেটারী—ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কলিকাতার বাজার দর

সোনা রূপা

প্রতি ভরি

টাকশালের বার	,,	,,	৫৪৸৵১০
বড়ালের বার	,,	,,	৫৪॥৵১০
গিনি	,,	,,	২২॥৵০
চাঁদির বার	প্রতি ১০০ ভরি	৭১৲	
ঐ খুচরা	,,	,,	৭১।০

আটা ও ময়দার দর

পেটেন্ট ময়দা	প্রতি মণ	৫৵০-৪।০
টেংরা		৬৸৵০-৫৲
গুজরাটীর বানচারোপাসে গী		৪।০-৬৸৵০
আটা (৭)		৬।৵০ ৪৸০
সুজী		৪৸৵০-৫৲
আটা (৫)		৪৵০ ৪।০
আটা (২)		৫৵০ ৫।৵০
আটা (৩)		৫৸০-৫৸৵০
আটা (১)		৫৵০ ৭।০
গোলাভ চূর্ণ		১৸৵০-২৲
ভূষি		১৸৵০-১৸৵০

তৈলের দর

আশুতোষ মিলের	১৫৲ ৲
শ্রীকৃষ্ণ সরিষার তৈল	১৫৸০ ১৫৲
ঐ খুচরা	১৭।০ ১৭।০
নারিকেল তৈল	১১০—১১।০-১২৲
রেড়ির তৈল	১১৸০

ঘৃতের দর

ভাবনীতা	প্রতি মণ	৫৭৲
লক্ষ্মী গাওয়া		৪২৲
রাজা গাওয়া		৬৭।০
পবিত্রা		৫২৲

চিনির দর

সাদা কাশী চেপি	৯৸০
দেশী সাদা দানা	৯৵০ ৯৸৵০
,, লাল ,,	৮৸০ ৯৲

লৌহ ও হার্ডওয়্যার

২০শে জুলাই কলিকাতা

টাটার তৈয়ারী	প্রতি হন্দর
লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম) মার্কা	৬৲-৬।০
ঐ বে মার্কা হাকা ওজন	৫৵০ ৫৸৵০
বগো টী আয়রণ)	৬৸৵০—৬৸৵০
এঙ্গেল আয়রণ (বার)	৬৲—৬।০
গ্যালভানাইজড করগেট টিন ৬ ফুট হইতে ১০ ফুট	
২২ গেজ ৯৸০ ২৪ গেজ	৯।৵০
২৬ গেজ ১১৵।০ ঐ আর, পি, ডি.	১০৸০
প্যাঃ রিবিং (মটকা) ১২৫ফি ।৵৫	৸৵১০পী
২৪ গেজ প্যাঃ প্লেন সীট	১৫৲,
২৬ গেজ	১০৸৵০
বাগান ঘেরা কাঁটাতার বাণ্ডিল	৭।০-৭৸৵০
প্লেন কাটিং বা ছিট কাটা	১৸০-৩৲ মণ
পাতী কাটিং	৪৲-৪।৵০ হন্দর
বড় কাটিং	৫।৵০-৫৸০
টিন পাতী	৬৲-৬৵০
ঐ স্লেন ওয়াটার পাইপ ৩-৪ ইঞ্চি	
	৵১০, ।১১ ফুট
কোলাপসিবল গেট প্রতি স্কয়ার	
	ফুট ১৲-১।৵০

রামেশ্বর অনুকুমার মল্লিক এণ্ড সন্স লিঃ

৫ ও ৫ জগন্নাথ ঘাট লোহাপটী, বড়বাজার, কলিকাতা।

রবিনসনের

অতি সহজে রোগীদের শীঘ্রই নিরাময় করিয়া তুলিতে পারে

অবস্থায় ইহা ব্যর্থ প্রতিশেধক

পেটেন্ট

একশত বৎসরের অধিককাল হইল

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'শ্রীমায়া' নবদ্বীপ

দৈনিক

REG. NO C. 1544

ছান্দোগ্যোপনিষদ্
বহু অব্দের পূর্ণ ও
অধ্যয়নের প্রত্যাশিত
লাইতে। আকার ও
ছাপা অতি উত্তম।
ভিক্ষা ।০ মাত্র
শ্রীচৈতন্যমঠ,
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

নদীয়াপ্রকাশ
THE
NADIA-PRAKASH

"গৌড়ীয়"
৭ম বর্ষ হইতে
১১শ বর্ষ পর্য্যন্ত
প্রতি বর্ষ বাঁধান
ভিক্ষা ৩৷০ মাত্র।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ
বাগবাজার, কলিকাতা

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১০ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২৯শে শ্রাবণ, বুধবার ১৩৪২, ১৪ই আগষ্ট ১৯৩৫ [১৪০তম সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

—:০:—

প্রাথমিক স্কুলে নারী শিক্ষক নিয়োগ
ভারত সরকারের প্রস্তাব

১৯৩৩ সালের জুলাই মাস হইতে খনির অভ্যন্তরে কার্য্যে নারী শ্রমিকদিগের নিয়োগ একেবারে বন্ধ করিয়া দেওয়ার বিষয় ভারত সরকার বিবেচনা করিতেছেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

এই সম্পর্কে ইউরোপীয় ও ভারতীয় খনি মালিকদের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দিয়াছে। ইউরোপীয় মালিকগণ এই নিয়ম বন্ধ করার পক্ষপাতী। কিন্তু ভারতীয় মালিকগণ বলিতেছেন যে পুরুষ ও নারী শ্রমিকদিগের কার্য্যের এইরূপ বিভাগ করিলে অসুবিধার উদ্ভব হইবে। এইরূপ নিয়ম করিলে শ্রমিকদের মধ্যে একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইবে বলিয়াও তাঁহারা অনুমান করেন।

ইতঃপূর্ব্বে এইরূপ মত দেওয়া হইয়াছিল যে, ক্রমে ক্রমে নারী শ্রমিকদিগকে খনির অভ্যন্তরে নিয়োগের নিয়ম বন্ধ করার ব্যবস্থা হউক। এভাবে ১৯৩৩ সালের জুলাই মাসের মধ্যে এই নিয়ম একেবারে উঠাইয়া দেওয়ার কথা হয়। এই নীতি অনুসরণের ফলে খনির মধ্যে নারী শ্রমিকের সংখ্যা অনেক হ্রাস পাইয়াছে। ১৯২৮ সালে তাহাদের সংখ্যা ৩১৭৮৫ জন ছিল, কিন্তু ১৯৩৩ সালে হ্রাস পাইয়া ১২১৯৯ জন হইয়াছে।

শ্রমিকদের গত অধিবেশনে এই বিষয়ে আলোচনা হইয়াছিল। তখনও বলা হইয়াছিল যে, শ্রমিকদের সহিত যুক্ত বেঙ্গলের এই প্রতিক্রিয়া হওয়া উচিত।

হায়দ্রাবাদ মোটর দুর্ঘটনার জের

গত ৭ই জুলাই হায়দ্রাবাদ রেলওয়ে গেটের নিকট যে মারাত্মক মোটর দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে। তৎসম্পর্কে নূতন পরিস্থিতির উদ্ভব হইবার সম্ভাবনা।

স্মরণ থাকিতে পারে যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাঃ সৈয়দ সজ্জাদ পি এইচ-ডি মোটরে করিয়া পশ্চিম দিকে যাইতেছিলেন এবং মিঃ সৈয়দ নবিব আলী হাসানী পশ্চিম দিক হইতে আসিতেছিলেন। এমন সময় দুইটি গাড়ীতে ভীষণ সংঘর্ষ হয়। ডাঃ সজ্জাদের সঙ্গে তাঁহার স্ত্রী ও ভাগিনী ছিলেন। দুর্ঘটনার ফলে উভয় গাড়ীই চুরমার হয় এবং তাহা ব্যবহারের অযোগ্য হইয়া পড়ে।

মিসেস সজ্জাদ একজন জার্ম্মাণ মহিলা। তাঁহার পায়ে এইরূপ গুরুতর আঘাত লাগে যে, তিনি নড়িতে পারেন না। ডাঃ সজ্জাদের হাঁটুর কজী ভাঙ্গিয়া যায় এবং তিনি এখনও ওসমানিয়া হাসপাতালে আছেন। ডাঃ সজ্জাদের ভাগিনীর ঘাড়ে ভীষণ আঘাত লাগে। মিঃ হাসানীর বুকে আঘাত লাগে।

প্রকাশ, ব্যারিষ্টার মিঃ এম্ এইচ্ আর জাইদি, ডাঃ সজ্জাদ, মিসেস সজ্জাদ ও ডাঃ সজ্জাদের ভাগিনীর পক্ষে মিঃ হাসানীর উপর ১৫ হাজার টাকার ক্ষতিপূরণ দাবী করিয়া তিনখানি নোটিশ দিয়াছেন। ক্ষতিপূরণ না দিলে তাঁহার বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা আনা হইবে।

— —

মধ্য প্রদেশে প্রবল বর্ষণ

সংবাদে বিবরণে প্রকাশ, প্রবল বর্ষণের ফলে বির্দ্দর্ভার প্রায় দুইশত গৃহ ধ্বসিয়া পড়িয়াছে ও নদীর বাঁধ। ঐ অঞ্চলের শস্যাদি ভাসিয়া গিয়াছে; তবে কাহারও প্রাণহানি হয় নাই। জেলাসমূহে শস্যের প্রভূত ক্ষতি হইয়াছে, বিশেষ করিয়া নাগপুর জেলার তুলার খুবই ক্ষতি হইয়াছে। বেশীর ভাগ তুলার গাছই জলমগ্ন হইয়াছে। এই প্রদেশের প্রায় সকল স্থানেই চাষ আবাদ বন্ধ হইয়াছে।

———

নারিকেলডাঙ্গা বাস দুর্ঘটনা

গত শনিবার নারিকেলডাঙ্গা মেন রোডে একটী বাস দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে ফলে একটী পুরুষ ভীষণভাবে আহত হয় এবং একটী স্ত্রীলোক সামান্য আহত হয়। এই সময় পুলিশ কমিশনার মিঃ গর্ডন প্রাতঃভ্রমণ শেষ করিয়া ফিরিতেছিলেন। তিনি রাস্তার জনতার ভিড় দেখিয়া তথায় যাইয়া উপস্থিত হন। নিকটে কোন পুলিশ দেখিতে না পাইয়া তিনি নিজেই ঘটনা সম্পর্কে তদন্ত করিতে আরম্ভ করেন।

প্রকাশ, বাস চালক গাড়ীখানা একটি দোকানের উপর উঠাইয়া দেয়। একজন লোক দোকানের সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিল। সেই ব্যক্তি ভীষণভাবে আহত হয়। একটী স্ত্রীলোকও আহত হয়। ঐ বাসে বাস-চালক ব্যতীত আরও একজন লোক ছিল। এইরূপ সন্দেহ করা যাইতেছে যে, ঐ লোকটিকে বাস চালনা শিক্ষা দেওয়া হইতেছিল। আহত ব্যক্তিদিগকে হাসপাতালে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। বাস-চালককে গ্রেপ্তার করা হয়।

———

ফুলীগঞ্জে ডাকাতি

বিগত ৬ঠা আগষ্ট রাত্রিতে দক্ষিণ থানার অন্তর্গত সেখরনগর গ্রামের জনৈক শ্রী বাঙ্গালী শ্রীযুক্ত ললিত মোহন কর্ম্মকারের বাটীতে এক ভীষণ ডাকাতি হইয়া গিয়াছে।

প্রকাশ, রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় দাও, লাঠি ও অন্যান্য সাংঘাতিক অস্ত্রশস্ত্রাদি সহ ১০।১২ জন লোক বাড়ীর চারিদিকে ঘোরাফেরা থাকে। তৎপর ৩।৪ জন লোক ললিত বাবুর ঘরের নিকটে গিয়া বলে, ললিত বাবু তাঁহার কাটাল বাবনসিংহ হইতে অসুস্থ অবস্থায় আসিয়াছেন এবং তাহারা তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া আসিয়াছে। এই কথা শুনিবামাত্র ললিত বাবুর আত্মীয়গণ কোন প্রকার সন্দেহ না করিয়া তাড়াতাড়ি দরজা খুলিয়া ফেলে। দরজা খুলিবা মাত্র দস্যুগণ ঘরে প্রবেশ করিয়া দাও ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্রাদি দেখাইয়া টাকা ও অলঙ্কার পত্রাদি দাবী করে। ঘরে কোন পুরুষ ছিল না। কেবল কয়েকজন স্ত্রীলোক ও ছেলেপিলে ছিল। তাহারা ভয়ে হতভম্ব হইয়া পড়ে। ইত্যবসরে দস্যুগণ বাক্স ও পেটারা ভাঙ্গিয়া অলঙ্কারপত্র ও নগদে প্রায় ১০০০৲ টাকার মাল নিয়া পলায়ন করে। ডাকাতদের মুখ ঢাকা ছিল। জোর পুলিশ তদন্ত চলিতেছে। এই সম্পর্কে এ পর্য্যন্ত ৩ জন গ্রেপ্তার হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে একজন স্থানীয় চৌকীদার।

— —

কচুয়া হত্যাকাণ্ডের জের

কচুয়া হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে শান্তিপুর ব্যারাকপুর নামক একজন যুবককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল। ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাকে বেকসুর খালাস [illegible] তাহাকে পুনরায় [illegible] গ্রেপ্তার করা হয়।

শান্তিপুরের চিটাগড় বন্দর মামলা সম্পর্কে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল। উক্ত অভিযোগ হইতে মুক্তি পাইবার পর তাহাকে কচুয়া হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে [illegible] করা হয়।

বাঁকুড়ার অন্নকষ্ট
ওন্দায়

ওন্দা থানার অধিকাংশ অধিবাসী অন্নাভাবে অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছে। অনেকের দিনান্তে এক বেলাও অন্ন জুটিতেছে না। কারণ গত ২ বৎসর কাল উপর্য্যুপরি ধান্য অত্যন্ত কম জন্মিয়াছিল, বিশেষতঃ গত বৎসর ধান্য বেশী হয়নাই। দেশের স্থানীয় ধনী ২।৩ জন যাঁহারা আছেন, তাঁহারাও বৃষ্টি না হওয়ায় চাষী বা মধ্যবিত্ত গৃহস্থদিগকে ধান্য বা টাকা কর্জ্জ দিতে চাহিতেছেন না। অধিকাংশ লোকেরই গত চৈত্র বৈশাখ মাস হইতে ধান্য কর্জ্জ করিয়া গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করিতে হইতেছিল; এখন ধান্য বা টাকা কর্জ্জ না পাওয়ায় অত্যন্ত অনাহার ঘটিতেছে। ইহাই মধ্যবিত্ত গৃহস্থ ও চাষীদের প্রকৃত অবস্থা।

তাহার পর মজুর শ্রেণীর লোকদের দুর্দ্দশার কথা অতীব মর্ম্মান্তিক। তাহারা সাধারণতঃ মধ্যবিত্ত গৃহস্থ ও চাষীদের বাড়ীতেই খাটিয়া খায়। কিন্তু মধ্যবিত্ত গৃহস্থ ও চাষীদেরই যখন অন্নাভাব তখন মজুরদের খাটাইবে কে? গবর্ণমেণ্ট এই থানায় যে ঋণ দান করিয়াছেন, অভাবের তুলনায় তাহা অতি সামান্য। জেলা বোর্ড, লোকাল বোর্ড প্রভৃতির রাস্তা তৈয়ার ও বাঁধ কাটান প্রভৃতি কার্য্য অবিলম্বে আরম্ভ করিয়া দেওয়া বিশেষ দরকার হইয়া পড়িয়াছে। এমন প্রায়ই হইতেছে যে, ২।৩ জন করিয়া লোক গ্রামে আসিয়া বলিতেছে, "আমরা আজ ২।৩ দিন খাই নাই, আমাদের খাইতে দাও"। মাঠে বা রাস্তায় মুড়ি চিড়া ইত্যাদি লইয়া গেলে মজুর শ্রেণীর ছেলেদের দল তাহাকে ঘিরিয়া তাহার নিকট খাবার চায়।

গত ১৩২২ সালের দুর্ভিক্ষের অবস্থা অপেক্ষা এই বৎসরের অবস্থা এখনই শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে। শ্রাবণ মাস প্রায় শেষ হইতে চলিল, এ পর্য্যন্ত কোন জমি আবাদ হইল না, গত ১৩২২ সালের দুর্ভিক্ষের বৎসর যে সকল জমি আবাদ হইয়াছিল এবৎসর তাহাও আবাদ হয় নাই। গত ১৩২২ সালের দুর্ভিক্ষের সময় রামকৃষ্ণ মিশন, বঙ্গীয় হিতসাধন মণ্ডলী, বাঁকুড়া সম্মিলনী প্রভৃতি নানারূপ সাহায্য দান করিয়া বাঁকুড়া জেলাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছিলেন, পল্লীবাসীগণ এবারও তাঁহাদের সাহায্য প্রার্থনা করিতেছে।

ঝড়ে পদ্মাবক্ষে নৌকাডুবি

গত ৫ই আগষ্ট তারিখে বৈকালে ঢাকার ভরাকর গ্রামে প্রবল ঝড় হইয়া গিয়াছে। ঝড়ে পদ্মানদী ভীষণমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল। বরেবাজারের নিকটস্থ নদীতে তখন একখানি ইলিশ মাছ ধরিবার নৌকা মাছ ধরিতেছিল। পদ্মার উদ্দাম স্রোত এবং ঝড়ের বেগ সামলাইতে না পারিয়া উক্ত নৌকাখানি ২ জন আরোহীসহ নদীগর্ভে নিমজ্জিত হইয়া যায়। উহাদিগকে উদ্ধারের জন্য নৌকাসহ কয়েকজন লোক অগ্রসরও হইতেছিল; কিন্তু ঘটনাস্থলে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই আরোহীদ্বয়সহ নৌকাখানি ডুবিয়া যায়।

জলের চৌবাচ্চার মধ্যে মৃতদেহ

গত ৮ই আগষ্ট সকালে গঙ্গানিবাসের একটি বাড়ীর জনৈক বৃদ্ধা জলের চৌবাচ্চার নিকট যাইয়া দেখিতে পান যে, একজন লোক উপর দিকে পা দিয়া মাথা নীচের দিকে দিয়া পড়িয়া রহিয়াছে। বাড়ীর অন্যান্য লোক তখনও উঠে নাই, বৃদ্ধা এই ব্যাপার দেখিয়া সকলকে ডাকিয়া তোলেন। সেইটি চৌবাচ্চা হইতে টানিয়া বাহির করিলে দেখা যায় যে, উহা ঐ বৃদ্ধার পুত্রের মৃতদেহ। কখন কেমন করিয়া সে চৌবাচ্চার ভিতরে পড়িয়া মারা গেল, তাহা কেহই বলিতে পারে না। তাহার অঙ্গে সামান্য আঘাতের দাগ দেখা যায়। চৌবাচ্চার মধ্যে মাত্র একফুট গভীর জল ছিল। মৃত ব্যক্তির নাম অজিত কুমার মুখোপাধ্যায় (২৮) তিনি বিহার গবর্ণমেণ্টের রাজনীতিক বিভাগের কর্ম্মচারী পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। তিনি নিজেও গবর্ণমেণ্টের একজন হিসাব পরীক্ষক ছিলেন। তাঁহার স্ত্রী ও একটি ছোট কন্যা আছে।

ডাকাতির অপরাধে ৭ বৎসর কারাদণ্ড

ডাকাতির অপরাধে দায়রা জজ বাড়-গ্রামের উমেশ ও অপর দুই ব্যক্তিকে ৭ বৎসর কাল সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন।

প্রকাশ, আসামীগণ সংখ্যায় অনুমান ৩০ জন ছিল। তাহারা একজন কনেষ্টবলকে লাঠি ও বর্শা দ্বারা ভীষণভাবে প্রহার করিয়া শ্রীকান্ত পাল কুণ্ডুর বাড়ীতে ডাকাতি করে। বাড়ীর লোকজন ভয়ে পলায়ন করে। কিন্তু কনেষ্টবল তাহাদের সহিত ধস্তাধস্তি করিতে থাকে। ফলে সে ভীষণভাবে আহত হয়। প্রতিবেশিগণ আসিয়া পড়ে এবং তাহাদের মধ্যে একজন ডাকাতদিগকে লক্ষ্য করিয়া গুলী করিলে তাহারা ২০০০্ টাকা মূল্যের দ্রব্যাদি লইয়া প্রস্থান করে। কিন্তু গ্রামবাসিগণ উমেশ নামক একজন ডাকাতকে গ্রেপ্তার করে। সে ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট স্বীকারোক্তি করে এবং অপর দুইজন ডাকাতকেও তাহারা চিনিতে পারে।

১২৩ জন মুসলমানের বিরুদ্ধে মামলা
শহীদগঞ্জ বিরোধের জের

শহীদগঞ্জ বিরোধ সম্পর্কে বে-আইনী জনতা করার অভিযোগে গত ১৯শে জুলাই মৃত ১২০ জন মুসলমানের বিরুদ্ধে মামলার গত ৮ই আগষ্ট পুনরায় শুনানী আরম্ভ হইলে আসামী পক্ষের কৌঁসুলী আদালতকে জানান যে, মামলা স্থানান্তরিত করাইবার জন্য তাঁহারা হাইকোর্টে আবেদন করিবেন। তদনুসারে মামলার শুনানী আগামী ২৫শে আগষ্ট পর্য্যন্ত মুলতুবী রাখা হইয়াছে।

আদালতের কার্য্য মুলতুবী হইবার পূর্ব্বে মামলার শুনানী প্রসঙ্গে আসামী পক্ষ হইতে যে জামিন চাওয়া হইয়াছে, তাহার পরিমাণ হ্রাসের জন্য অনুরোধ করিয়া আবেদন করা হয়। এখানে ইহা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য যে, ৬ হাজার টাকা করিয়া জামিন ও ৩ হাজার টাকা করিয়া ব্যক্তিগত মুচলেখা দিবার জন্য আদালতের দাবী পূরণ করিতে সমর্থ না হওয়ায় এখনও আসামীদের মধ্যে ৮০ জন জেলেই আছে। আসামীদের পক্ষ হইতে এই মর্ম্মে এক আবেদন করা হয় যে ফরিয়াদী পক্ষের সাক্ষ্যগ্রহণ শেষ হইবার পূর্ব্বেই আসামীদের উক্তি লিপিবদ্ধ করায় আসামীদের পক্ষে অন্যায় আচরণ করা হইতেছে। কারণ আসামীরা যে মর্ম্মে উক্তি করিবে, সেই অনুসারে ফরিয়াদী পক্ষ নূতন সাক্ষী সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইবে।

ট্রেণ ডাকাতির মামলা

বেঙ্গল এবং নর্থ ওয়েষ্টার্ণ রেলওয়ের শ্যাণ্টারগঞ্জ এবং বরৌনী ষ্টেশনের মধ্যবর্ত্তী-স্থলে চলন্ত ট্রেণে ডাকাতি করার অভিযোগে বহির এডিশনাল দায়রা জজ রবি, লোচন ও ভগবতী নামক তিনজন যুবককে ৮ বৎসর এবং রামশিষ নামক আর একজনকে ১০ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

আসামীরা ডাকাতির সময় আমেরিকার ডাকাতি পদ্ধতি গ্রহণ করিয়াছিল।

মামলার রায়ে বিচারপতি মন্তব্য করেন যে, ঘটনাটি অত্যন্ত দুঃসাহসিক প্রকৃতির; অতএব জনসাধারণের নিরাপত্তার জন্য আসামীদের দণ্ডও হওয়া উচিত।

জাল ফকির গ্রেপ্তার

গুলবর্গার এক সংবাদে প্রকাশ, বিখ্যাত পীর খাজাবন্দা নওয়াজের দরগার জাফর আলি শা নামক একজন ফকিরকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। প্রকাশ, সে গোপনে চরস বিক্রয় করিত আবগারী পুলিশ তাহার উপর নজর রাখে। একদিন এক ব্যক্তি জাল ক্রেতা সাজিয়া তাহার নিকট হইতে চরস ক্রয় করিতে চাহে। প্রথমে সে চরস বিক্রয়ের কথা অস্বীকার করে। পরে বহু চরস বিক্রয় করিতে স্বীকৃত হয়, তখন দুইজন পুলিশ কর্ম্মচারী যাইয়া তাহাকে গ্রেপ্তার করে। তাহাকে হাজতবাসের আদেশ দেওয়া হইয়াছে।

চৌদ্দ পয়সা আত্মসাতের অভিযোগ

বেয়ারিং চিঠির চার্জ্জ বাবদ চৌদ্দ পয়সা আদায় করিয়া তাহা আত্মসাৎ করিবার অভিযোগে অভিযুক্ত টাঙ্গাইল পোষ্ট অফিসের ডাক পিয়ন সুরেশচন্দ্র সাহাকে জুরীরা সর্ব্বসম্মতিক্রমে নির্দ্দোষ সাব্যস্ত করিলে ময়মনসিংহের দ্বিতীয় সাবর্ডিনেট সেসন জজ মিঃ এস দত্ত জুরীদের সিদ্ধান্ত অনুমোদন পূর্ব্বক উক্ত ডাক পিয়নকে মুক্তি দিয়াছেন।

হত্যার অপরাধে চার জনের প্রাণদণ্ড

রাজসাহীর দায়রা জজ মিঃ এস্ এম্ আর হায়দারী হত্যার অপরাধে কুদু মিঞা প্রভৃতি ৪ ব্যক্তিকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন। জুরীগণ সকলেই আসামীদিগকে দোষী সাব্যস্ত করিয়াছিলেন। দায়রা জজ দণ্ডাদেশ বহাল রাখিবার প্রার্থনা করিয়া মামলা হাইকোর্টে প্রেরণ করিলে বিচারপতি মিঃ জ্যাক ও খন্দকার রায়দান স্থগিত রাখেন।

অভিযোগে প্রকাশ, মৃত আলেমুদ্দিন সরকার ঐ অঞ্চলের একজন প্রতিপত্তিশালী লোক ছিল। আসামী কুদু কাসেম ও বদউমা তাহার ভৃত্য। ৪র্থ আসামী মাকেদের বাড়ী অপর গ্রামে। আলেমুদ্দিন ইউনিয়ন বোর্ডের ভাইস প্রেসিডেণ্ট জমিদার তহশিলদার ইত্যাদি সে প্রজাদের নিকট হইতে উৎপীড়ন করিয়া তাহার প্রাপ্য আদায় করিত।

আলেমুদ্দিনের দ্বিতীয়া স্ত্রী খাইমান বিবি তাহার ভৃত্যদের সঙ্গে কথা বলে কিম্বা তাহাদিগকে রান্নাঘরে খাইতে দেয় ইহা সে পছন্দ করিত না। এইসব নানা কারণে তাহার প্রজাগণ ভৃত্যদের সাহায্যে তাহাকে হত্যা করিবার ষড়যন্ত্র করে। তাহার স্ত্রী খাইমান বিবিও এই ষড়যন্ত্রে যোগদান করে। ঘটনার দিন রাত্রিতে পূর্ব্ব বন্দোবস্ত অনুসারে খাইমান বিবি শয়ন ঘরের দরজা খোলা রাখে। আলেমুদ্দিনের নিদ্রাবস্থায় আসামীগণ ঘরে প্রবেশ করিয়া তাহাকে হত্যা করে।

আসামী পক্ষে বলা হয় যে, তাহারা নিজেদের আলেমুদ্দিনের শত্রুপক্ষ তাহাকে হত্যা করিয়া থাকিবে। খাইমান রাজসাক্ষী হয় এবং ফরিয়াদী পক্ষে সাক্ষ্য দেয়।

হত্যা পূর্ব্ব পরিকল্পিত ও নৃশংস বলিয়া জজ জুরীদিগের সহিত একমত হইয়া আসামীদিগকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন। রাজসাক্ষী খাইমান বিবিকে মুক্তি দেওয়া হয়।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে।
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে।

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ
বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
—পারমার্থিক পত্র—
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১০ম বর্ষ | ২৯ শ্রীধর | গৌরাব্দ ৪৪৯, ২৯শে শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১৩৪২, ১৪ই আগষ্ট ইং ১৯৩৫ | বুধবার | ১৪০তম সংখ্যা

প্রচার প্রসঙ্গ

রেঙ্গুণে

গত ২১শে জুলাই সোমবার রেঙ্গুনস্থ 'কারেণ সোসিয়েল হলে' ধর্ম্মাধ্যক্ষ ডক্‌ মান সিণো, কেটি, এম-'ড, সি-বি-ই মহোদয়ের সভাপতিত্বে ও আগ্রহে একটী বিরাট সভা আহূত হয়। মাননীয় সান পো থইন বাৎ-এট্-ল মহোদয় এই সভায় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক বাগ্মীপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ সজ্জনগণ কর্ত্তৃক আহূত হইয়া সভায় শুভাগমন করিলে ডক্ মান সিণো মহোদয় তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করিয়া তাঁহার সহিত শিক্ষিত শ্রোতৃবর্গের পরিচয় করাইয়া দেন এবং মহাপ্রভুর মনোহভীষ্ট-প্রচারে দৃঢ়সঙ্কল্প শ্রীগৌড়ীয়মঠের ভূয়সী প্রশংসা করেন। অনন্তর স্বামীজী 'মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা' সম্বন্ধে ইংরাজী ভাষায় একটী গবেষণা-পূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন। আত্মোপলব্ধি না হওয়া পর্য্যন্ত দেহমনোধর্ম্মে অবস্থিত থাকাকালে পরস্পরের প্রতি প্রকৃত সৌহার্দ্দ্য বা প্রীতি স্থাপিত হইতে পারে না, মহাপ্রভুর শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া আত্মার নিত্য কর্ত্তব্য ভগবৎসেবায় আত্মনিয়োগ করিলে তাহা সম্ভবপর হইতে পারে—প্রভৃতি কথা কীর্ত্তন করিয়া স্বামীজী মহাপ্রভুর শিক্ষার বৈশিষ্ট্য প্রদর্শনমুখে শ্রোতৃমণ্ডলীর চিত্তাকর্ষণ করেন।

স্বামীজীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও গবেষণামূলক বক্তৃতা-শ্রবণে শিক্ষিত শ্রোতৃমণ্ডলী পরম উপকৃত ও আনন্দিত হ'ন। বক্তৃতার আদি ও অন্তে শ্রীনারায়ণ ব্রহ্মচারী মহাজন-পদাবলী ও-মহামন্ত্র কীর্ত্তন করেন

গত ২৮শে জুলাই রবিবার মিঃ এইচ্ মুরগমস্ এবং স্থানীয় চেটিয়ারগণের অনুরোধে স্বামীজী চেটিয়ার মন্দিরের সুবৃহৎ হলে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে ভগবদ্ভক্ত অম্বরীষ মহারাজের উপাখ্যান হিন্দিভাষায় পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। শ্রীনেমিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী সুললিত কীর্ত্তন করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীর আনন্দ-বর্দ্ধন করেন। বহু শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ভদ্র-লোক সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। স্বামীজীর অপূর্ব্ব ভাগবত-ব্যাখ্যা ও ব্রহ্ম-চারীজীর সুললিত কীর্ত্তন শুনিয়া সকলেই পরমানন্দিত হ'ন।

গত ২৯শে জুলাই সোমবার স্বামীজী ডাঃ এইচ্ সি মুখার্জ্জীর অনুরোধে তাঁহার গৃহে বাঙ্গালা ভাষায় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। বহু উচ্চশিক্ষিত বাঙ্গালী ভদ্রলোক পাঠে যোগদান করিয়াছিলেন। পাঠান্তে শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ ভক্তিশাস্ত্রী ও শ্রীনারায়ণ ব্রহ্মচারী সুললিতকণ্ঠে হরি-সংকীর্ত্তন করেন।

গত ৩রা আগষ্ট শনিবার উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ ভক্তিবৈভব ভক্তি-শাস্ত্রী মহোদয় অভিটার মিঃ চৌধুরী কর্ত্তৃক সাদরে আহূত হইয়া তাঁহার গৃহে শ্রীমদ্-ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। বহু শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালী ভদ্রলোক পাঠ-শ্রবণার্থ আগমন করিয়াছিলেন। পাঠান্তে শ্রীনারায়ণ ব্রহ্মচারী মধুরস্বরে কীর্ত্তন করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীর আনন্দবিধান করিয়াছেন। রেঙ্গুণে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারার্থ কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রেরিত অন্যান্য প্রচারকগণ রেঙ্গুণের নানাস্থানে শ্রীহরিকথা প্রচার করিতেছেন।

আসামে

গত ১লা আগষ্ট বৃহস্পতিবার সরভোগ গৌড়ীয়মঠ হইতে বেলা ৮টার সময় কোকিলা-প্রবাসী ডাক্তার রমণীমোহন ভাণ্ডারিকারীর আহ্বানে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ যাত্রা করেন। ঐ দিন সন্ধ্যা-কালে কোকিলা বাজারের ঘাটে নৌকা পৌঁছিলে উক্ত ডাক্তার বাবু ও সতীশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় একটী সঙ্কীর্ত্তন-শোভা-যাত্রা করিয়া স্বামীজী মহারাজকে অভ্যর্থনা করেন। রমণীবাবু পুষ্পমাল্যে স্বামীজী মহারাজকে বিভূষিত করেন। স্বামীজী মহারাজ স্থানীয় মহাজন শ্রীবীরেন্দ্রকুমার রায়ের গদীতে উপস্থিত হন। সন্ধ্যা ৮টার সময় স্বামীজী মহারাজ সজ্জনবৃন্দের আগ্রহে 'শ্রীচৈতন্যদেব' সম্বন্ধে একটী গবেষণা-মূলক বক্তৃতা করেন। বক্তৃতার আদি ও অন্তে মহাজন-পদাবলী ও শ্রীমহামন্ত্র সঙ্কীর্ত্তন হয়।

প্রাতঃকালে ৮টায় একটী বিরাট সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হয় এবং পর দিবস বৈকালে স্থানীয় মহাজন শ্রীযতীন্দ্রমোহন সাহার ভবনে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য বিংশ পরিচ্ছেদ হইতে শ্রীসনাতনশিক্ষা পাঠ করা হয়।

পাটনায়

বিগত ৬ই আগষ্ট হইতে ত্রিদিবসকাল সন্ধ্যায় পাটনা মিঠাপুরস্থিত শ্রীগৌড়ীয়মঠে বাগ্মীপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত হইতে পৃথু মহারাজের উপাখ্যান পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ডিষ্ট্রিক্ট জজ রায় বাহাদুর শিবপ্রিয় চাটার্জ্জী প্রমুখ বহু শিক্ষিত গণ্যমান্য বিহারী ও বাঙ্গালী ভদ্রলোক এবং ভক্তমহিলাগণ মহারাজের অতুলনীয় ব্যাখ্যা শ্রবণে চমৎকৃত, উপকৃত ও আনন্দিত হইয়া-ছেন। পাঠের আদি ও অন্তে কীর্ত্তন হয়।

শ্রীধামে যাত্রিসমাগম

শ্রীশ্রীকৃষ্ণের ঝুলনযাত্রা উপলক্ষে প্রত্যহই বহু যাত্রী শ্রীধামে আগমন করিতেছেন। শ্রীধামের বৈচিত্র্য, ঝুলনযাত্রা উৎসবের পারিপাট্য এবং মঠবাসিগণের অমায়িক ব্যবহারে দর্শকবৃন্দ সকলেই পরম প্রীত হইতেছেন।

আদর্শ সেবা

শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের আচার্য্য-ভাস্কর ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকা-চার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশত-শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের আদর্শ গৃহস্থ-ভক্ত শ্রীপাদ সতীশচন্দ্র বসু ভক্তিভূষণ মহাশয়কে সজ্জনগণ প্রায় সকলেই জানেন। তিনি কটকমঠের বহুপ্রকার সেবা করিয়া আসিতেছেন। তাঁহার ভক্তিমতী সহধর্ম্মিণী মঠের জলাভাবে বৈষ্ণবগণের কষ্ট দেখিয়া বহু অর্থ ব্যয়পূর্ব্বক স্থায়ী একটী নলকূপ-দান করিয়া 'নিবারণ করিয়াছেন। তিনি প্রাতঃস্মরণীয় ভক্তগণের নিকট ভক্ত প্রচুর অর্থদানে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের কৃপা-ভাজন হইয়াছেন। তিনি আবার মঠের সেবা-কার্য্যের জন্য নিজ ব্যবহারোপযোগী গাড়ী ঘোড়াটী একেবারে মঠের সেবাকার্য্যে প্রদান করিয়া বৈষ্ণববৃন্দের গুরু-সেবাকার্য্যের বিশেষ সহায়তা করায় সকলেরই ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। ভক্তিভূষণ প্রভু অত্যন্ত উদার-চেতা ব্যক্তি। তাঁহার সেবা-প্রবৃত্তি দেখিয়া আমরা বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি। তাঁহার সেবাপ্রবৃত্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হউক, ইহাই শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিকট আমরা প্রার্থনা করি।

কৃষ্ণ আমায় পালে, রাখে' জান সর্ব্বকাল। আত্মনিবেদন-দৈন্যে ঘুচাও জঞ্জাল।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২১ শ্রীধর বৃহস্পতিবার ৪৪১

আমরা কাহার কিঙ্কর ?

কিং করোমি ইতি জিজ্ঞাসয়িতঃ সঃ কিঙ্করঃ তাই কিঙ্করের প্রকৃতার্থ। যেখানে ক্ষুদ্রবস্তু কোন বৃহদ্বস্তুর অধীনতা স্বীকার করে, নিজের আনন্দ বিচার ছাড়িয়া নিরপেক্ষ শ্রেষ্ঠের উপদেশ বা ইচ্ছাকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া বরণ করে, প্রত্যেক কার্য্যই যেখানে প্রভু-ইচ্ছানুগমনে অনুষ্ঠিত, সেইখানেই কিঙ্করের কিঙ্করত্ব। আমরা জীব—আমরা চেতন—পূর্ণ-চেতনের বিভিন্নাংশ ক্ষুদ্রচেতন সুতরাং আমাদের অস্তিত্ব যখন বৃহচ্চেতনাধীন বা বৃহচ্চেতন হইতে, তখন আমরা যে কাহার কিঙ্কর বা অধীন তাহা বোধ হয় বেশী করিয়া বলিতে হইবে না। কিন্তু বর্ত্তমানে ভগবান্ কৃষ্ণের কিঙ্কর হইয়াও আমরা অজ্ঞানে নিজেকে তাঁহার কিঙ্কররূপে প্রতিষ্ঠিত রাখিতে চাই না বলিয়াই কৃষ্ণমায়া উক্তগুণ আমাদিগকে অনাদি কালের ক্রোড়ে নিক্ষিপ্ত করিয়া নানাবিধ প্রলোভন-প্রদর্শনমুখে কেবল কষ্ট দিতেছে। যেখানে পিতা-পুত্র বা প্রভু-ভৃত্যের নিত্যসম্বন্ধ স্থিরীকৃত সেখানে অন্যের কোন কথা নাই বা থাকিতে পারে না। যেখানে প্রভু নিত্য, প্রভুর ভৃত্যগণ নিত্য এবং প্রভু-সেবাও নিত্য বা অনন্ত-মুখিনী সেখানে অন্যান্যের অবস্থান না থাকায় তাহা পরমানন্দপ্রদ এবং নিত্য নব-নবায়মানভাবে উল্লাসময়। তাই শ্রীমদ্‌ভাগবত বলিয়াছেন—

"ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাৎ
ঈশাদপেতস্য বিপর্যয়োঽস্মৃতিঃ।
তন্মায়য়াতো বুধ আভজেত্তং
ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা॥"

যেখানে অদ্বয়জ্ঞানের অভাব—কৃষ্ণই একমাত্র প্রভু ও সেব্য এবং আর যাবতীয় সকলেই তাঁহার সেবক, এবং দৃশ্যদৃষ্ট বস্তুমাত্রেই তাঁহার সেবোপকরণ, এরূপ কৃষ্ণকার্ষ্ণ-সম্বন্ধ দর্শনের অভাব পরিলক্ষিত সেখানেই ভয়োৎপত্তির সম্ভাবনা। যখনই আমরা অন্যাভিলাষ—কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ তখনই আমরা ভয়ের দ্বারা আক্রান্ত। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে আমরা যখন জানিতে পারি যে, আমরা যাঁহার ভৃত্য তিনি সেই সর্ব্ব-শক্তিমান্ বিপদ্বারণ মধুসূদন শ্রীকৃষ্ণের একান্ত প্রেষ্ঠ ভগবান্ শ্রীগুরুদেবের অনুগত বা তিনিই আমাদের একমাত্র সহায়, রক্ষাকর্ত্তা, পালনকর্ত্তা তখনই আমরা নির্ভয় হইতে পারি। যখন আমরা সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবানের বা শ্রীগুরুদেবের অনুগত বা কৃপাবর্ষে রক্ষিত, লালিত ও পালিত তখন আর ভয় কিসের? কিন্তু এই আনুগত্য-ভাবের অভাব যখন হৃদয়ে পরিলক্ষিত হয় অর্থাৎ যখন আমরা শ্রীগুরুদেবের কৃপা লাভে পরাঙ্মুখ হই বা কৃষ্ণবিমুখ হই তখনই কৃষ্ণবিস্মৃতিহেতু আমাদের বিপর্য্যয় অর্থাৎ দেহ ও মনে আত্মবুদ্ধি আসিয়া উপস্থিত হয়। তাই তখন আমরা নিজদিগকে এদেশের অধিবাসী মনে করিয়া প্রাকৃত অভিমান-তরঙ্গের ঘাত-প্রতিঘাতে পিষ্ট হই। আমরা যে দুঃখ ভোগ করি তাহার মূল কারণ অনুসন্ধান করিতে পারি না বলিয়া আমরা বিহ্বল হইয়া দুঃখ-মুক্তির জন্য ইতস্ততঃ প্রধাবিত হই; কিন্তু তাহাতে আমাদের কোন ফল হয় না। কিন্তু যাঁহারা বুদ্ধিমান্, তাঁহারা ত্রিতাপজ্বালা নিবারণের জন্য বৈষ্ণব সাধুর নিকট গমন করেন এবং তাঁহার আদেশ ও উপদেশ-অনুসারে কার্য্য করিয়া থাকেন। কৃষ্ণসেবা-বিস্মৃতি কৃষ্ণসেবক জীবের ভবরোগের মূল কারণ—একথা তাঁহারা পরমমুক্ত নিত্যসিদ্ধ শ্রীগুরুদেবের শ্রীমুখে অবগত হইয়া সতত অব্যভিচারিণী বা ঐকান্তিকী ভক্তির দ্বারা ভগবানের সেবা সতত করিবার জন্য উদ্গ্রীব হ'ন, সেবা বৈষ্ণবসেবায় আত্মনিয়োগ করেন। এই ভাগ্যবান্ ব্যক্তিগণই গুরুদেবতাত্মা বা গুরুদাস, অর্থাৎ শ্রীগুরুদেবই তাঁহাদের হৃদয়দেবতা এবং শ্রীগুরুদেবই তাঁহাদের প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম। তাই বলিতেছিলাম, আমরা গুরুর কিঙ্কর,—গুরুকিঙ্করগণের নিত্য কিঙ্কর বা কৃষ্ণকার্ষ্ণগণের নিত্য-বৈষ্ণব বস্তু ব্যতীত আর কি?

কৃষ্ণই আমার একমাত্র নিত্য-প্রভু এবং আমি তাঁহার ভৃত্য, তাঁহার সেবা ছাড়া আমার আর কোন কৃত্য নাই, তাঁহার সেবা ব্যতীত আমি যে কোন কার্য্যই করি না কেন তাহা অন্যায় কার্য্য, এ জগতের সহিত আমার কোন সম্পর্কই নাই, এ জগতে গুরু এবং গুরুপ্রেষ্ঠগণ ব্যতীত আমার দাঁড়াইবার আর কেহ নাই এতাদৃশ নিগূঢ় সত্য কথায় আমরা যখন আস্থা স্থাপন করিতে না পারিয়া সন্দিগ্ধচিত্ত হই তখনই আমরা মায়াকবলিত হইয়া সেবকাভিমান বিস্মৃত হই এবং একেলে অনুকূলগণকে—যথা দুষ্ট পিতা-মাতা, স্ত্রী পুত্র, বন্ধু-বান্ধবগণকে আত্মীয় মনে করিয়া নিজেকে তাঁহাদের সেবক বা কিঙ্কররূপে স্থাপন করিতে অভিলাষী হই। পিতৃ-মাতৃমান মুখে পুত্রের কিঙ্করত্ব, পুত্রাভিমানমুখে মাতাপিতার কিঙ্করত্ব, পতি-অভিমানে স্ত্রীর বৈষ্ণব, মানব-বন্ধু অভিমানে অনেক মানবাভিমানী বন্ধুর অনু-বৈষ্ণব প্রভৃতি করিতে যাই; কিন্তু আমাদের এই বৈষ্ণব প্রকৃতের আমরাগ্রহণ করিতেও দ্বিধাবোধ করে না। কিন্তু আমরা যদি বিবেচিত মানুষকে এবং কথা বিচার করি তাহা হইলে আমরা জানিতে পারি যে, আমরা এ জগতের কোন বস্তু নই আমাদের গৃহ—শ্রীগুরুপাদপদ্মে - শ্রীকৃষ্ণধাম গোলোক-বৃন্দাবনে—আনন্দময়ধামে নিত্য চিন্ময়ভাবে এবং আমরা কৃষ্ণের নিত্য কিঙ্কর। তাই শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

"জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্য-দাস।
কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ-প্রকাশ॥
কেহ মানে, কেহ না মানে সবে কৃষ্ণদাস।
যে না মানে তার হয় সেই পাপে নাশ॥
একলা ঈশ্বর কৃষ্ণ আর সব ভৃত্য।
যা'রে যৈছে নাচায় সে তৈছে করে নৃত্য॥"

তাই বলি, আমরা বুঝি আর নাই বুঝি, আমরা স্বীকার করি আর নাই করি আমরা কৃষ্ণের কিঙ্কর তাঁহার নিত্যভৃত্য। সুতরাং কৃষ্ণসেবা ছাড়া—"তাতে কৃষ্ণ ভজে করে গুরুর সেবন" ছাড়া আমাদের আর দ্বিতীয় কোন কর্ত্তব্য নাই। এতদ্ব্যতীত আমরা যে কোন কার্য্যই করি না কেন, সবই অধর্ম্মবিষয়ক অন্যায়, অধর্ম বা পাপ। আর ভগবানের জন্য আমরা ধর্ম্মাধর্ম্ম যে কোন কার্য্যই করি না কেন সবই পরম ধর্ম্মসম্মত। শাস্ত্র বলেন,—

"মন্নিমিত্তং কৃতং পাপমপি ধর্ম্মায় কল্পতে।
মামনাদৃত্য ধর্ম্মোঽপি পাপং স্যাৎ
মৎপ্রভাবতঃ॥"
(পদ্মপুরাণ)

"চারি বর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে।
স্বকর্ম্ম করিতেও সে রৌরবে পড়ি' মজে॥"

বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ এসকল বিষয় স্থির-চিত্তে আলোচনা করিয়া 'আমরা কাহার কিঙ্কর' এ প্রশ্নের সমাধান করিবেন, নচেৎ দুঃখের হস্ত হইতে নিষ্কৃতির আর উপায় নাই। "জগতের পিতা কৃষ্ণ যে না ভজে বাপ। পিতৃদ্রোহী পাতকীর জন্ম জন্ম তাপ॥" এই অমৃত শাস্ত্রবাণী আমাদিগকে পুনরায় স্পষ্টাক্ষরে পূর্ব্বোক্ত কথারই মীমাংসা করিয়া দিতেছে। সুতরাং আমরা যখন কৃষ্ণের পুত্র তখন আমরা কেহই যাহাতে মর-জগতের সেবায় ব্যস্ত না থাকিয়া কৃষ্ণকে পুত্র স্থানে, পতি-স্থানে, প্রভু-স্থানে, বন্ধু-স্থানে বসাইয়া তাঁহার কিঙ্কররূপে নিত্য কাল অতিবাহিত করিতে পারি তজ্জন্য হরি-গুরুবৈষ্ণবচরণে প্রার্থনা জানাইতেছি এবং বন্ধুবর্গকেও অনুরোধ করিতেছি—

'কৃষ্ণনাম ভজ জীব আর সব মিছে।
পলাইতে পথ নাই যম আছে পিছে॥'

সৎক্রিয়াসারদীপিকা

তৃতীয়-সংস্করণ

নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।
প্রাপ্তিস্থান—গ্রন্থ-বিভাগ, শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ভবের ভেলা

[শ্রীনারায়ণ ব্রহ্মচারী]

অনন্ত লীলাময়ের অচিন্ত্য-বিক্রম-প্রদর্শনী এই জগতের একটী পরিভাষা ভব। 'ভব'-শব্দের অন্য অর্থ থাকিলেও আমাদের লক্ষিতব্য ভব শব্দের অর্থ এস্থলে বাচিক সংসার। ভবকে অটবী অর্থাৎ মহারণ্যানীর সঙ্গে এবং অপার সমুদ্রের সঙ্গে উপমিত করা যাইতে পারে। ভবকে যদি দুস্তর সাগরস্বরূপ মনে করা যায় তাহা হইলে উহা হইতে মুক্তিলাভের উপায়কে ভেলাস্বরূপ বলা যাইতে পারে। সংসার-মোচনের উপায়ই আমাদের অদ্যকার আলোচ্য "ভবের ভেলা" প্রবন্ধ।

সমুদ্রে জলজন্তুগণের উপদ্রব অতীব ভয়াবহ। কুম্ভীর, হাঙ্গর, অক্টোপাস্, শার্ক প্রভৃতি বহুবিধ জলজন্তু সমুদ্রে বিচরণ করে। কোনক্রমে যদি কেহ এবম্বিধ শঙ্কাসঙ্কুল সমুদ্র মধ্যে পতিত বা নিমজ্জিত হয় তাহা হইলে তদবস্থায় কি অবস্থা হয় তাহা আমরা কল্পনা করিতেও কম্পিতকলেবর হইব না কি? যাহা কল্পনা করিতেও আমাদের ত্রাসকম্প উপস্থিত হয় তাহাই আমাদের জীবনে সংঘটিত হইতেছে, অথচ আমরা তৎপ্রতিকারকল্পে আপ্রাণ চেষ্টায় পরিবর্ত্তে পূর্ণ উদাসীন রহিয়াছি। ইহা আমাদের কিরূপ অজ্ঞানতার পরিচয় তাহা বিবেচ্য নহে কি? কি আশ্চর্য্য! যাহা কল্পনানেত্রে দর্শন করিতেও বেপথু প্রাপ্ত হইতে হয় তাহা প্রত্যক্ষ অনুষ্ঠান করিয়াও কি আমাদের পরম ভীতির কারণ হইবে না?

দুনিয়ায় যাঁহারা, দুস্তর ভবপারাবারের পরপারে তাঁহাদের অবস্থিতি। তাঁহারা সেবা-সুখ-ক্রীড়াপরায়ণ। তাঁহারা সংসার-সমুদ্রে পতিত বা নিমজ্জিত—বিপদ্গ্রস্ত নহেন। সংসারসমুদ্রে নিমজ্জিত জীব যাহারা, তাহাদের সংসারোত্তরণের উপায় ঐ সংসার-সমুদ্রোত্তীর্ণ পরপারাবস্থিত সাধুগণই কৃপা-পূর্ব্বক নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সংসার-জলধি উত্তরণের উপায় উঁহারা ব্যতীত অন্য কেহই অবগত নহেন।

সতত বহির্বিষয়ে বিষয়ভোগরত হইয়া চিন্তামণিস্বরূপ শ্রীভগবৎপাদপদ্ম-বিস্মৃতিবশতঃ জীব অধঃপতিত হয় অর্থাৎ সংসারসমুদ্রে ডুবিয়া যায়। সংসারস্রোতে নিমগ্ন জীব শ্রীহরিপাদপদ্মবিস্মৃতিজনিত অপরাধে ভগবানের কৃপাবঞ্চিত হয়। ঐ অপরাধ-নির্মুক্ত না হওয়া অবধি জীবের নিত্য আনন্দময় শ্রীহরিপদপ্রাপ্তি অসম্ভব। শ্রীহরিবিস্মৃতি-বিনাশে সমর্থ হইতে পারিলেই, পুনরায় তাহার শ্রীহরিপাদপদ্মলাভ হইয়া থাকে। সুতরাং সর্ব্বাগ্রে শ্রীহরির স্মৃতিবিনাশ করিতে পারিলেই ভব-নিমজ্জন হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। শ্রীভগবানের

মায়াকে পিছনে রাখি' কৃষ্ণপানে চায়। ভজিতে ভজিতে কৃষ্ণপাদপদ্ম পায়॥

ভুক্তিবিধানের একমাত্র উপায় ভগবান্ নাম ভজনাবলী শ্রবণ ও কীর্ত্তন দ্বারা। শ্রীভগবানের নামগুণাবলী সাধুসঙ্গমুখে সাধুর নিষ্কপট হইয়া তাহাই ভক্তভাবে কীর্ত্তিত হইলে শ্রীভগবান্ সহজ তুষ্ট হন। শ্রীভগবানের ভুক্তিবিধান সম্ভব হইলে সমস্ত অনর্থ দূরীভূত হয় এবং নিত্যানন্দ ও পরমা শান্তি লাভ হয়। এইরূপ ভগবৎ-সেবাবিধান কারীর হৃদয়ে ভগবান্ অবস্থান করেন শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়—

"যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি॥"

—প্রভৃতি ভগবদুক্তিই তাহার প্রমাণ। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—যিনি শ্রীহরির সুমঙ্গল কথা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক নিত্যশ্রবণ অথবা যশ কীর্ত্তন করেন, ভগবান্ অতি শীঘ্র তাঁহার হৃদয়ে আবির্ভূত হন।

"শৃণ্বতঃ শ্রদ্ধয়া নিত্যং গৃণতশ্চ স্বচেষ্টিতম্।
নাতিদীর্ঘেণ কালেন ভগবান্ বিশতে হৃদি॥"

ভগবদ্ভুক্তিবিধানে সমর্থ হইলে সংসার-সমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হইবার আর কোনও চিন্তা থাকে না। আবার ভগবদ্ভুক্তিবিধানের প্রকৃষ্ট উপায়—নামগুণাবলী কীর্ত্তন করা। যাহারা ব্যক্তিগণ অন্যান্য উপায়ে ভগবদ্ভুক্তি বা আত্মশান্তি-লাভের যে উপদেশ করেন, তাহা সুফলপ্রদ নহে। দুষ্ট ও প্রমাদী মনকে নিগৃহীত করিয়া ভগবৎসেবাবিধানপূর্ব্বক নিত্যশান্তিলাভের উপায় বর্ণন করতঃ শাস্ত্র বলিয়াছেন—"বিষয়ভোগ কাম ক্রোধাদি-রিপুবশীভূত অশান্ত মন মুকুন্দসেবা দ্বারা যাদৃশ সাক্ষাৎ নিগৃহীত হয়, যম-নিয়মাদি অষ্টাঙ্গ যোগমার্গ অবলম্বন করিলে তাদৃশ নিগ্রহ বা শান্ত হয় না।"

"যমাদিভির্যোগপথৈঃ কামলোভহতো মুহুঃ।
মুকুন্দসেবয়া যদ্বৎ তথাত্মাদ্ধা ন শাম্যতি॥"

শ্রীভগবান্ তাঁহার নামগুণকীর্ত্তনেই যে পরমপরিতুষ্ট হন, তৎসম্বন্ধে স্বয়ংই বলিয়াছেন—"হে নারদ, আমি আমার অতীব প্রিয় বৈকুণ্ঠে অবস্থান করি না, উৎকৃষ্ট তপস্যাপরায়ণ যোগিগণের হৃদয়ে আমার অধিষ্ঠান নহে, পরন্তু মদ্ভক্তগণ এবং আমার নামগুণাবলী-কীর্ত্তনরূপ মহাসঙ্কীর্ত্তনোন্মুখ ভক্তগণ যেখানেই আমার নামগুণগাথা কীর্ত্তন করেন, আমি সেখানেই সতত অবস্থান করি।"

"নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ।
মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ॥"

সুতরাং ভবরোগে নিমজ্জিত ব্যক্তিগণের শ্রীহরিকীর্ত্তনই একমাত্র উদ্ধারের উপায়, তাই উহাই অর্থাৎ শ্রীহরিকীর্ত্তনই ভবের ভেলা-স্বরূপ। ভবের ভেলা বা সংসার-সমুদ্র উত্তীর্ণ হইবার উপায় শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—"সতত বিষয়-ভোগবাসনা দ্বারা যাহাদের চিত্ত ব্যাকুল হইয়াছে, অর্থাৎ যাহারা সংসাররূপ সমুদ্রে নিপতিত হইয়া কামক্রোধাদিরূপ নক্রমকর-কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছে, তাহাদের পক্ষে এই হরিচরিত-কথাকীর্ত্তনই দুস্তর ও ভয়ঙ্কর ভবসাগর পার হইবার একমাত্র উপায়,—ইহা প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ ও অপরোক্ষ সকলভাবেই দেখা গিয়াছে।"

"এতদাতুরচিত্তানাং মাত্রাস্পর্শেচ্ছয়া মুহুঃ।
ভবসিন্ধুপ্লবো দৃষ্টো হরিচর্য্যানুবর্ণনম্॥"
(ভাঃ ১।৬।৩৫)

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, যাঁহারা ভবভীত ও আত্মশ্রেয়ার্থী বা নিত্য-শান্তিকামী, যাঁহারা ভগবদ্গুণাবলী শ্রবণ-কীর্ত্তন করিয়া পরমা শান্তির নিত্যোজ্জ্বলনাভের নিমিত্ত সমুৎসুক, তাঁহারা নিত্য-প্রেমের আশ্রয় কীর্ত্তনপিতা শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের চরণাশ্রয় করুন। ঐ শুনুন, সংসারনির্ম্মুক্ত সাধু আমাদের মঙ্গলের জন্য কি কীর্ত্তন স্বয়ং গাহিয়া শিখাইয়াছেন,—

"সংসার-দুঃখজলধৌ পতিতস্য কাম-
ক্রোধাদি-নক্রমকরৈঃ কবলীকৃতস্য।
দুর্ব্বাসনা-নিগড়িতস্য নিরাশ্রয়স্য
চৈতন্যচন্দ্র মম দেহি পদাবলম্বম্॥"

উদাধারণ গৌরভগবানের নাম-গুণকীর্ত্তন ব্যতীত, সর্ব্বতোভাবে তৎপদাবলম্বন ব্যতীত সংসারোত্তরণের অন্যোপায় নাই। গৌর-কীর্ত্তন করা গৌরেরই কৃপাসাপেক্ষ, প্রেম-সাপেক্ষ; প্রেমসম্পত্তি-লাভোপায়—একমাত্র শ্রীগৌরনামকীর্ত্তন। ভক্ত করুণাময়াগ্রে ভরসা-প্রকাশমুখে পুনরায় গাহিয়াছেন,—

"সংসারসিন্ধুতরণে হৃদয়ং যদি স্যাৎ
সংকীর্ত্তনামৃতরসে রমতে মনশ্চেৎ।
প্রেমাম্বুধৌ বিহরণে যদি চিত্তবৃত্তি-
শ্চৈতন্যচন্দ্রচরণে শরণং প্রযাতু॥"

—যদি সংসার-সাগর হইতে উত্তীর্ণ হইবার বাসনা থাকে, যদি সঙ্কীর্ত্তনামৃতরস-মাধুরীতে রমণ করিতে মন হয়, যদি প্রেম-সমুদ্রে বিহার করিবার অভিলাষ হইয়া থাকে, তাহা হইলে শ্রীচৈতন্যচন্দ্রচরণে শরণাগত হও। তাই সকাতর নিবেদন—"হে সাধবঃ! সকলমেব বিহায় দূরাৎ চৈতন্যচন্দ্রচরণে কুরুতানুরাগম্॥"

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

পারমার্থিক-অনুষ্ঠানের ভাণ্ডারস্থিত
ভিক্ষা :—১ম খণ্ড—৵০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৵০ ৪র্থ খণ্ড—৵০ —

ঈশ্বর-চরিত্র

(১২)

শ্রীধরের জলপানে

নাহি জানি কিবা হ'ল প্রেম অধিষ্ঠান,
মহানন্দে নাচে গৌরাঙ্গ শ্রীহরি।
ইচ্ছামাত্র হইল তথা অদ্ভুত প্রকাশ,
কোটি কোটি মহাদীপ জ্বলে সুশোভন,
কেহ নাচে, কেহ গায় কেহ বা বাজায়
কেহ কেহ নানাবিধ পুষ্পবৃষ্টি করে
ভক্তভাবসনা হেরি কাঁদে ত্রিভুবন,
কেহ কেশ বাঁধি বাঁধে ভূমিতে লুটায়।
দন্তে তৃণ ধরি কাঁদে ভক্ত শ্রীধর
ছলছলে বহে তাঁর ভাগীরথী-ধারা
উচ্চৈঃস্বরে পুনঃ পুনঃ করি হরিধ্বনি,
কি তপ করিলে পান ত্রিভুবনের নাথ
হায় হায় বলি কাঁদে শিরে হানি কর।
অনাথের নাথ ওহে প্রভু বিশ্বম্ভর
জলপানে শ্রীধরেরে অনুগ্রহ করি
প্রিয়ভক্তগণ সহ নাচিতে নাচিতে
উপনীত হইলেন আপন মন্দিরে।
বৈকুণ্ঠনায়ক হরি
ধরে জীব উদ্ধারিতে সন্ন্যাস লইয়া,
হইবেন বাহির যোগপীঠ হ'তে,
কৃষ্ণপ্রেমে বিশ্বজীব ভাসাবার তরে।
তার পূর্ব্ব দিন এই প্রকৃতি শ্রীধর
লইয়া অলাবু এক শচীর অঙ্গনে
উপনীত হইলেন প্রভুর সকাশে।
হাসিয়া কহিলা হরি ওহে শ্রীধরে
এ হেন সুন্দর লাউ পাইলা কেমনে
মনে মনে ভাবে প্রভু আমি নিশিভোরে
চলিব অশেষ কার্য্য সাধিবার তরে,
ব্যর্থ কি হইবে এই ভক্তের সেবা?
এত চিন্তি প্রভু ভক্তবাৎসল্য রাখিতে
কহিলেন জননীরে মধুর বচনে
অদ্যই এ লাউ মাতা করহ রন্ধন,
এ হেন সময়ে কোন ভাগ্যবান্ জন,
প্রভুরে দিলেন আনি কিছু দুগ্ধ ভেট,
দুগ্ধ দেখি মহাপ্রভু হরিষ অন্তরে,
কহিলেন জননীরে এ অতি সুন্দর,
দুগ্ধ লাউ পাক মাতা করহ এখন।
রন্ধনেতে শচীমাতা করিলা রন্ধন,
ভক্তের প্রদত্ত দ্রব্য দুগ্ধ লাউ দিয়া,
অতি স্বাদু মনোহর অমৃত ভোজন।
পতিতপাবন হরি পতিত তারিতে,
সেই রাত্রে দুগ্ধ লাউ করিয়া ভোজন,
নিদ্রায় ঘাটে গঙ্গা অতিক্রম করি,
চলিলেন কাটোয়ায় "সন্ন্যাস" লইতে।
আপন কুটীরে বসি,
লোকমুখে সংবাদ শুনিলা শ্রীধর,
প্রভুর সন্ন্যাসবার্ত্তা সংসারবর্জ্জন,
ধাইয়া আসিলা ভক্ত শচীর অঙ্গনে।
শিরে বক্ষে করাঘাত করিয়া নিতান্ত,
কাঁদে ভক্ত উচ্চৈঃস্বরে বিশ্বম্ভর বলি,
কিবা প্রয়োজন আর এ জীবনে মোর,
হৃদয়-দেবতা আমি ত্যজিলা আমারে।
শ্রীবাসাদি ভক্তসহ ফুকারি ফুকারি
প্রভুর বিরহে কাঁদে ধূলি লুটাইয়া।
নীলাচল ধামে যবে
করিতেন গৌরহরি রথাগ্রে নর্ত্তন,
বিপ্রলম্ভ বিভাবিত ভক্তগণ সহ,
সেইকালে অকিঞ্চন ভক্ত শ্রীধর,
ভক্তসহ প্রভুপদ দর্শন করিতে,
যাইতেন যথাকালে উপলক্ষ করি।
এইরূপে দীন-বেশে
নবদ্বীপে আসি ভক্ত শ্রীধররূপে,
ব্রজের "কুসুমাসব" নামক গোপাল
করিলেন কত লীলা গৌরহরি সনে,
শিক্ষা দিলা সর্ব্বজনে একমাত্র তরে।
ভক্তবশে সত্য সদা শ্রীহরিচরণ,
নাহি লাগে জ্ঞান, কর্ম্ম, যোগ, যাগ, ধ্যান।
নাহি চাহে ধন, জন, পাণ্ডিত্যপ্রতিভা,
কি করিবে বিদ্যাধন রূপ কুলে,
বড় অহঙ্কার মাত্র বাড়ায় জীবের।
অহঙ্কারে করে জীব দ্রোহাচরণ,
অহঙ্কারে সদা হয় অনন্ত নিরয়,
অহঙ্কারী জন কভু বৈষ্ণব না জানে,
অহঙ্কারী ভক্ত কার্য্য হয় বিপরীত,
অহঙ্কারী সেবা, দীন-হীনে ভক্তি জানে
কোথাও সে নারকীর নাহি পরিত্রাণ,
কেহ না রক্ষিতে পারে ত্রিভুবনে,
বৈষ্ণব পবিত্রগাথা প্রচার যে জন
অহর্নিশি করে যেই শ্রবণ কীর্ত্তন,
পায় সে পরম বস্তু কৃষ্ণপ্রেমধন।
অর্পিব চরণে তোমা
হে গৌরপার্ষদ, ব্রজের কুসুমাসব
কৃষ্ণসহচর, নিবেদন করি প্রভু
তোমার চরণে, অন্ধ হ'য়ে ভবনে
কাঁদি দিবানিশি, গৌরবনে কৃপা করি
স্থান দাও মোরে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গপদে
আশ্রয় প্রদানি'।

নবদ্বীপ-পঞ্জিকা

—:০:—

অদ্য হইতে ৩ দিনের মধ্যে

২৯ শ্রীধর ২৯ শ্রাবণ ১৪ আগষ্ট বুধ শুক্ল দং-৭৯ পূর্ণিমা চন্দ্রী সন্ধ্যা ৬।৫৩ শ্রবণা নক্ষত্রের দং ১১.৫৬ সৌভাগ্যযোগ দি ৪।১৩ বিষ্টিকরণ দং ১৫৯ গতে ববকরণ। শ্রীবলদেবের আবির্ভাব।

১ হৃষীকেশ ৩০ শ্রাবণ ১৫ আগষ্ট বৃহস্পতিবার কৃষ্ণপ্রতিপদ দং ৫।৩১ ধনিষ্ঠা নক্ষত্র দং ১০।২৬ শোভনযোগ দং ১.২৫ বালবকরণ।

২ হৃষীকেশ ৩১ শ্রাবণ ১৬ আগষ্ট শুক্র দ্বিতীয়া ... শ্রীপতি দং ২১৫ শতভিষা নক্ষত্র দং ১০।২২ অতিগণ্ডযোগ দং ২১৫ গতে তৈতিলকরণ বা ১২ ৫০ গতে বিষ্টিকরণ।

শুদ্ধভক্তি মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ

(আকর-মঠরাজ)

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমঠ হইতে প্রায় ৩০০ গজ উত্তর-পূর্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যবর্য শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্যমঠ বিরাজমান। এই স্থান সারস্বত-চতুষ্পাঠী, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বত-জননী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি, ধর্মশাস্ত্র, অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা গিরিধারী ও সাত্বত সম্প্রদায়াচার্য্যগণ তাঁহাদের ভক্ত বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠ হইতে পারমার্থিক দৈনিকপত্র 'নদীয়া-প্রকাশ', সাত্বত সম্প্রদায়ে অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থাদি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতি বৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীর কীর্ত্তন-প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি একান্ত অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তি-প্রচারোদ্দেশ্যে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই তত্ত্বসম্বাদে শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দজীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক-পত্র নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সংকীর্ত্তন, সৎপ্রসঙ্গ-চতুষ্টয় বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি শাস্ত্র ও গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হয়। এই মঠ হইতে মহানগরীর সর্ব্বত্র হরিকথা-প্রচার, মহানগর-সংকীর্ত্তন, বক্তৃতা, ব্যাখ্যা ও সংকীর্ত্তন-সভা-মহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান হয়। মঠরক্ষক—মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-স্থান মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া সহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী সেবাকোবিদ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী এখানে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান, রক্ষক—শ্রীমদ্বঙ্কিম দাসাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—গোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

(৭) কাজীর সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীসদানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক।

(৮) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান দাস ব্রহ্মচারী।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(১০) মোদদ্রুম-ছত্র "গৌড়ের নৈমিষ"

মাউগাছি, পোঃ ভালুকা, (বর্দ্ধমান)।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান। শ্রীগৌরনিত্যানন্দের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীকুঞ্জবিহারী ব্রজবাসী, ভক্তভূষণ।

(১১) শ্রীজিয়া কুঞ্জকানন

শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী.

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীনদীয়ানন্দ ব্রহ্মচারী

(১২) কুঞ্জকুটীর—পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া। রক্ষক—শ্রীমধুসূদন অধিকারী

(১৩) ভাগবত-আসন—পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

এই স্থান হইতে ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচারিত হয়। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৪) একায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাসখালি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী ভক্তিবান্ধব।

(১৫) মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(১৬) মাধ্বগৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, পোঃ ঢাকা

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ।

(১৭) গোপালজীউ মঠ—কমলাপুর, (ঢাকা)

গোপালজীউ শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান। রক্ষক—শ্রীব্রজলাল ব্রজবাসী.

(১৮) নিতাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)।

এখানে শ্রীনিতাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(১৯) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীমদ্বরদ ভক্তিশাস্ত্রী এম্-এ, বি-এল।

(২০) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাধু, (ঢাকা)

এখানে বড় সুন্দরমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(২১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপরেশ দাসাধিকারী,

(২২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ভুবনকোনা, পোঃ চিংড়ুয়া, (বাঁকুড়া)

এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী।

(২৩) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকণিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে গুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান্দাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত।

(২৪) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী।

(২৫) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগড়ি, পোঃ বক্সীবাজার, (কটক)

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদবিহারী জীউর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর

(২৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ জগন্নাথ পুরী,

শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা-গিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন।

(২৭) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীউর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগদাধর অধিকারী

(২৮) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী দাসাধিকারী।

(২৯) রায়ানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—শ্রীনিতাইচরণ দাসাধিকারী ভক্তিলোচন।

(৩০) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪২নং কবিরপুরা, বেনারস সিটি

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীসুন্দর ব্রহ্মচারী।

(৩১) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ

(৩২) পরমহংস মঠ.

পোঃ নিমসার, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও গৌরবিনোদ-বিনোদজীর সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীসত্যনারায়ণ দাসাধিকারী।

(৩৩) কৃষ্ণচৈতন্য মঠ

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

এখানে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিত্য-সেবা হয়। রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠ

বিশ্রামঘাট মথুরা

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ

(৩৫) রাধাবল্লভ-সুখদকুঞ্জ—শ্রীরাধাকুণ্ড

রক্ষক—শ্রীরাধারমণচরণদাস ব্রহ্মচারী

(৩৬) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৩৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ

সেবাগ্রাম, পোঃ হোডোল. জেলা গুড়গাঁও (পাঞ্জাব) রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৩৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসম্বন্ধ তুর্য্যাশ্রমী

(৩৯) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল।

এখানে গৌরবিনোদরায়ের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবনগোপাল অধিকারী।

(৪০) সারস্বত-গৌড়ীয় মঠ

হরিদ্বার সাহারণপুর, ইউ, পি

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি

(৪১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ রায়পেটা মাদ্রাজ।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বা-গিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীপাদ ভগবান্ ভক্তিবিজয়

(৪২) বোম্বে-গৌড়ীয়-মঠ কার্য্যালয়

গ্রোবার রোড, চোপাটি বিল্ডিং, বাংলো নং ১, বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মা মজুমদার।

(৪৩) অমরজি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমরজি, মেদিনীপুর

(৪৪) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী

(৪৫) পাটনা গৌড়ীয় মঠ

১০০ মিঠাপুরা, পাটনা।

রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী রামভূষণ

(৪৬) গয়া গৌড়ীয় মঠ

হিল সাইড, চার্চ রোড, গয়া

রক্ষক—উপদেশক শ্রীসর্ব্বেশ্বর দাসবন্ধু

(৪৭) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠ বালেশ্বর

রক্ষক—শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয়

৩ গ্ল্যাডষ্টোন হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, এস্-ডব্লিউ ৭, লণ্ডন

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন

(৪৯) বার্লিন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

Berlin W. 30

Eisenacher strasse 29 II

(৫০) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

৬৫০ নং ড্যালহৌসী ষ্ট্রীট রেঙ্গুন।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

প্রকাশকের প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—মূল্য ৪০৲
পূর্ব ১২ স্কন্ধ এক সঙ্গে লইলে ২৮৲
প্রত্যেক স্কন্ধের পৃথক্ ১৸০
২। গৌড়ীয় ভাষ্য শ্রীচৈতন্যভাগবত ৩৲
৩। অনুভাষ্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৩৲
৪। নবদ্বীপ-পঞ্জিকা ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৬—১৲; ৩য় খণ্ড—৷৵০
৩ ৷৵০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—১৲; ২য় খণ্ড—৷৵০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব—১৲
৮। সৎক্রিয়াসার—দীপিকা ও সংস্কার-দীপিকা ১৷০
৯। বৈষ্ণব-ধর্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৷৵০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ৷০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৷৵০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ৷০
১৮। ব্রাহ্মণ-আচার ৷০
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵০
২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৷৵০
২২। ভজন-রহস্য ৷০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ ও (বাঁধা)
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ)
২৬ গীতার কেবল মূল-ভাষা ৷০
২৭ দুঃসঙ্গসম্বন্ধিকা অসদ্গৌরবঃ সাহবাদ ২৲
২৮ বেদান্তস্যমন্তক সাহবাদ ৷০
২৯ প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৵০
৩০ দীন-দিন বর্ণন ৷৵০
৩১ সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷০
৩২ গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৷৵০
৩৩ ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৷৵০
৩৪ গীতমালা ৴১০
৩৫ নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৷৵০
৩৬ ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৷৵০
৩৭ শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷০
৩৮ শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ৷০
৩৯ শরণাগতি ৴০
৪০ গীতাবলী ৴০
৪১ চিত্রে নবদ্বীপ ১৷০
৪২ সাধনকণ ৴০
৪৩ প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৪৪। নবদ্বীপশতক ৴০
৪৫। অর্চ্চনপদ্ধতি ৴০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। অর্চ্চন ৴১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ৷০
৫২। মণিমঞ্জরী (সাহুবাদ)
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৷৵০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয়
৫৫। স্তবকুসুমাবলী বা মানাবতারসঙ্গুলী ৷০
৫৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৴০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ৷০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণবেদ্য ৷৵০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৷৵০
৬০। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যলীলামৃত সারঃ
৬১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিবিধঃ
৬২। সচিত্র-শিক্ষাষ্টকম্
৬৩। তত্ত্বসূত্রম্
৬৪। সাত্বত শিক্ষাষ্টকম্ ৷৵০
৬৫। গৌড়ীয়মঠ পরিচয়ঃ ৴০
৬৬। সারার্থবর্ষিণী ৷৵০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৭। রায় রামানন্দ ৷০
৬৮। এ কিউ ওয়ার্ডস্ অব্ বেদান্ত ৷০
৬৯। সাধকতত্ত্ব ৷০
৭০। বেদান্ত—ইট্স্ মর্ফলজি অ্যান্ড অন্টলজি ৷০
৭১। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড্স্ ৷৵০
৭২। লাইফ অ্যান্ড প্রিসেপ্ট্স্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ৷০
৭৩। বৈষ্ণবীজম্ ৷০
৭৪। গোস্বামী গৌড়ীয়মঠ ইন্ ব্রীফ ৴০
৭৫। দি ভাগবত ৷০
৭৬। ইসোটেরিক্ প্রিন্সিপ্ল্ অ্যান্ড অ্যাবসল্যুট ডিভোশন ৷০
৭৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২৷০
৭৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম ভাগ) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৭৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷০
৮০। সাধন-পথ ৷০
৮১। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৮২। গীতাবলী ৴০
৮৩। শরণাগতি ৴০

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৮৪। শরণাগতি ৴০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষায় একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অবস্থায় সাধক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ আনা, বড় বোতল ১৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত গতি শক্তিসম্পন্ন ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং
কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার
কলিকাতা

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বের যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের পূজা, ব্রাহ্মণে লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, সাধকগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠার সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে কথাসার ও শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৷৵০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও
শ্রী কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ ভক্তিভূষণ ভাগবত এম, এ, এম, কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

রবিনসনের

"পেটেন্ট"

বার্লি

এত পবিত্র

এত নির্ভরযোগ্য

এত সহজে পাচ্য যে

আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই

দেশ বিদেশ সকল স্থানেই

ইহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট

একমাত্র শতবর্ষ যাবৎ বিখ্যাত

B.9

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'প্রকাশ' নবদ্বীপ

দৈ নি ক

REG. NO C. 1544

নদীয়াপ্রকাশ
THE
NADIA-PRAKASH

চৈতন্যোপনিষদ্
এক অধ্যায় মূল ও
অনুবাদসহ প্রকাশিত
হইয়াছে। কাগজ ও
ছাপা অতি উত্তম।
ভিক্ষা ।০ মাত্র
শ্রীচৈতন্যমঠ,
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

"গৌড়ীয়"
৭ম বর্ষ হইতে
১১শ বর্ষ পর্যন্ত
প্রতি বর্ষ কাগজে
বাঁধাই
ভিক্ষা ৩।০ মাত্র।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ
বাগবাজার, কলিকাতা

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচার-নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১০ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৩০শে শ্রাবণ, বৃহস্পতিবার ১৩৪২. ১৫ই আগষ্ট ১৯৩৫ [১৪১তম সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

—:০:—

অনুন্নত হিন্দুদের শিক্ষার ব্যবস্থা
পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের সিদ্ধান্ত

জনসাধারণের অনুরোধে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের কোরম্যান খৃষ্টান কলেজের কর্তৃপক্ষের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, আগামী অক্টোবর মাসে তাঁহারা টেকনলজীতে এম-এস-সি উপাধি দানের জন্য একটী স্বতন্ত্র ক্লাশ খুলিবেন। কোরম্যান খৃষ্টান কলেজে এই ক্লাশ বসিবে। এই বাবদ বার্ষিক ২৭০০০৲ টাকা ব্যয় হইবে। তন্মধ্যে ২০০০০৲ টাকা গবর্ণমেন্ট দিবেন, বাকী টাকার অধিকাংশ পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় ও কিছু কোরম্যান খৃষ্টান কলেজ দিবেন। কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, মেকানিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং প্রভৃতি বিষয় এই ক্লাশে শিক্ষা দেওয়া হইবে।

—

কেরোসিনের আলোতে পাঠাভ্যাসে বিপদ

ডবলীপুর তালুকের আওতাপুর গ্রামের তিনটী স্কুলের ছাত্রের অতি শোচনীয়ভাবে মৃত্যু হইয়াছে। প্রকাশ, উক্ত বালকগণ একজন লৌহকর্মকারের সহিত বাস করিত। তাহারা বাড়ীতে কেরোসিনের আলোতে পাঠাভ্যাস করিত। আলোকটিকে একটী কেরোসিনের টিনের উপর রাখা হইত। হঠাৎ আলোটি উল্টাইয়া যাইয়া টিনে কেরোসিনে আগুন লাগিয়া যায় এবং ফলে সমগ্র ঘরেই আগুন লাগে। বালকগণ আত্মরক্ষা করিবার পূর্বেই অগ্নি দগ্ধ হয় এবং পরে তাহার ফলে মারা যায়।

ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকটে ক্ষুধাতুর দল

গত ৫ই আগষ্ট মধ্যাহ্নে বর্দ্ধমানের বাদনা, বাঁধগাছ প্রভৃতি গ্রাম হইতে গলসী থানার কয়েকটী গ্রাম হইতে ৮২ জন বুভুক্ষিত নরনারী আদালত প্রাঙ্গণে আসিয়া জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট খাদ্য প্রার্থনা করে এবং তাহারা খাটিতে সক্ষম তাহাদের জন্য কার্য্য চায়। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট বাবু তাহাদের গ্রামের নাম লিখিয়া লইয়া ব্যবস্থা করা হইবে বলিয়া তাহাদিগকে চলিয়া যাইতে বলেন। তাহারা বুভুক্ষিত অবস্থায় নিরাশ হইয়া সুদীর্ঘ পথ হাঁটিয়া ফিরিয়া গিয়াছে। এই দলের সহিত ভদ্রপরিবারের কয়েকটী মহিলাও ছিলেন। একদল লোক তাঁহাদের রাজমিস্ত্রীর সঙ্গে খাটিবার জন্য বলে। তাহাতে এক মহিলা বলেন, বাবা আমি ব্রাহ্মণের মেয়ে, কেমন করিয়া রাজমিস্ত্রীর সঙ্গে কাজ করিব? তাহা অপেক্ষা আমার মরণই ভাল।

পুনরায় ৮ই তারিখে গলসী থানার মানকরের খাঁড়াপাড়া হইতে একদল অনশনক্লিষ্ট লোক ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে আসিয়া অন্ন ও কার্য্যের দাবী জানাইয়া পূর্ব্বোক্তদের ন্যায় নিরাশ হইয়া ফিরিয়া গিয়াছে। বর্দ্ধমান দুর্ভিক্ষ সাহায্য সমিতি ইহাদের ঐ দিনের খাদ্যের ব্যবস্থা করেন।

দৈনিক বর্দ্ধমানের বিভিন্ন গ্রাম হইতে দলে দলে বুভুক্ষিতগণ প্রাণরক্ষার জন্য আদালত প্রাঙ্গণে আসিয়া উপস্থিত হইতেছে।

—

ডাকাতের সহিত লড়াই

সম্প্রতি ৩০জন সশস্ত্র ডাকাত খড়গ্রাম থানার অধীন কাশীর মধুনি গ্রামের শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র মণ্ডলের বাটী আক্রমণ করে। তাহাদের আর্ত্তনাদ ও চীৎকারে এবং বাটীর লোকের আর্ত্তনাদ শুনিয়া গ্রামের লোক সমবেত হইয়া ডাকাতদিগকে আক্রমণ করে। তখন ডাকাতদের সহিত এই সমস্ত গ্রামের লোকের রীতিমত লড়াই হয়। প্রকাশ, গ্রামবাসীরা বাহুবলে "কোচ" দিয়া তিনজন ডাকাতকে জখম করে এবং একজন ডাকাত লাঠির আঘাতে পড়িয়া গেলে তাহাকে ধরিয়া ফেলে। ধৃত লোকটি প্রথমে একটি মিথ্যা নাম বলিয়াছিল। পরে জানিতে পারা গিয়াছে যে সে নলদা গ্রামের আমেদ সেখ। আহত ডাকাত তিনজনও পরে গ্রেপ্তার হইয়াছে।

— —

থানায় খাদ্য প্রার্থনা

গোতান ইউনিয়নের কয়েকটি লোক গত ৬ঠা আগষ্ট থানায় আসিয়া খাদ্য ও কাপড়ের জন্য থানা অফিসের কাছে প্রার্থনা জানায়। সেখানে কিছু না পাওয়ায় তাহারা ক্ষুধার জ্বালা লইয়াই নিরাশ হইয়া ফিরিয়া গিয়াছে।

যুক্তকন্দী, বাজেতপুর ও রামনগর গ্রামের অধিবাসিগণ কৃষিঋণ দিবার জন্য ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট দরখাস্ত করিয়াছে।

—

জয়পুর রাজ্যে কর্মচারীমহলে পরিবর্তন

জয়পুর রাজ্যে শীঘ্রই পদস্থ কর্মচারী-মহলে কয়েকটি পরিবর্তন ঘটিবার সম্ভাবনা। রাজ্যের সচিব নবাব চৌধুরী মহম্মদ দীন শীঘ্রই পদত্যাগ করিয়া পাঞ্জাবের কোনও দেশীয় রাজ্যে নূতন পদ গ্রহণ করিবেন; তিনি নাকি ঐ রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত হইয়াছেন। তাঁহার স্থলে কাহাকে নিযুক্ত করা হইবে তাহা এখনও স্থির হয় নাই। চীফ কোর্টের জজ খাঁ বাহাদুর সৈয়দ আব্দুল হাসান এই মাসের শেষে অবসর গ্রহণ করিবেন। যুক্ত প্রদেশের কোনও অভিজ্ঞ জজকে ঐ পদে নিযুক্ত করা হইবে। জেল সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট রাওরাজা কাপুর আত্মীয়কে তাঁহার পূর্ব্বপদে ফিরিয়া যাইবেন। তাঁহার স্থলে সম্ভবতঃ বর্তমান পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মিঃ রঘুবংশ রায়কে নিযুক্ত করা হইবে।

ভারতীয় সামরিক কলেজ

ডাঃ বি এস মুঞ্জে ভারতীয় সামরিক কলেজ স্কীম সম্পূর্ণ হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। তিনি আগামী সপ্তাহে উহা রেজিষ্টারী করিবেন। ঐ কলেজ কোথায় স্থাপিত হইবে তাহা স্থিরীকৃত না হইলেও ইহা এক প্রকার নিশ্চিত যে, উহা মারহাট্টা ও নাসিকের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইবে। শীঘ্রই কলেজের কাজ আরম্ভ হইবে।

সিমলায় শ্বেতাঙ্গের অমানুষিক ঔদ্ধত্য

সিমলার আর্মি হেড কোয়ার্টারের হিসাব বিভাগের মিঃ কোর্ড নামক এক কর্মচারী গত শনিবার রাত্রে রাজস্বাপরিষদ বিভাগের মিঃ টি এন্‌ পালের বাড়ীতে এক বৃহৎ প্রস্তর নিক্ষেপ করায় সিমলার ডেপুটি কমিশনারের নিকট অভিযোগ উপস্থিত করা হইয়াছে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে, মিঃ পাল উক্ত দিবস রাত্রি ৮টা ঘটিকার সময় এক কোণে বসিয়াছিলেন এবং তাঁহার নিকটে কয়েকজন মহিলাও বসে, এমতাবস্থায় মিঃ পালের কন্যাপক্ষ বড় বুড়াসী ও আরও কয়েকজন তখন মিঃ কোর্ড ঐ প্রস্তর নিক্ষেপ করেন। প্রতিবাদিগণ—তখনই উহার সম্বন্ধে ডাক মিঃ কোর্ডের নিকট কৈফিয়ৎ চায়। তাহাতে তিনি নাকি বলেন—"আমার কাজে বাধা দিতে পারে না। আমি একজন শ্বেতাঙ্গ। অতএব প্রস্তর নিক্ষেপ করা শ্বেতাঙ্গের বড় করিবার আমার অধিকার আছে।"

—

অর্থের লোভে নরবলি দেবতাকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা

হায়দরাবাদ নলগোণ্ডা জেলার এক সংবাদে প্রকাশ, হুজুরাবাদের তালুকের তিম্মাপুর গ্রামের একটী হিন্দু স্ত্রীলোক ধনরত্নের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে ৬ বৎসর বয়স্কা দুইটী বালিকাকে বলি দিয়াছে। প্রকাশ, উক্ত স্ত্রীলোক তাহার নূতনগৃহ নির্মাণ করিয়া গৃহপ্রবেশ কালে এই মর্ম্মে একটী দৈববাণী শুনিতে পায় যে, অনুসন্ধান করিলে সে প্রভূত ধনরত্ন পাইবে। দৈববাণী অনুসারে সে গোপনে সমস্ত অনুসন্ধান করে, কিন্তু কোথাও ঐ গুপ্তধনের সন্ধান পায় না। প্রকাশ যে, পুনঃ পুনঃ ঐ দৈববাণী শুনিতে পাইয়া সে ধনরত্নের অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা করে। ঐ উদ্দেশ্যে সে দুইটি বালিকাকে প্রলোভন দেখাইয়া তাহার নূতন গৃহে লইয়া যায় এবং ঐ অধিষ্ঠাত্রী দেবীর তৃপ্তি উদ্দেশ্যে তাহাদিগকে বলি দেয়। পরে বালিকাদ্বয়ের মৃতদেহ একজন প্রতিবেশীর বাড়ীতে তাহার অনুপস্থিতে রাখিয়া আসা হয়, প্রতিবেশী বাড়ী ফিরিয়া ঐ নরবলির কথা জানিতে পারে এবং পুলিশে সংবাদ দেয়। পুলিশ স্ত্রীলোকটিকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

ফেরারী শিখ সিপাহী

৭ই আগষ্ট এবটাবাদ হইতে দুইজন শিখ সিপাহী পদত্যাগ করিয়া পলায়ন করে। গত রাত্রিতে সংবাদ আসিয়াছে, নওশেরা থানায় দুইজন সশস্ত্র শিখ মহম্মদ সংগারী নামে এক ব্যক্তিকে গুলী করিয়া হত্যা করিয়াছে। প্রকাশ, নিহত ব্যক্তি ঐ দুইজন শিখের পরিচয় দাবী করিয়াছিল। সুতরাং এবটাবাদের পলাতক শিখ সিপাহী দুইজনই এই আলোচ্য হত্যাকাণ্ডের অপরাধী। সীমান্ত সরকার তাহাদের গ্রেপ্তারের জন্য ৫০০৲ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছেন।

দিনাজপুরে সশস্ত্র ডাকাতি মামলার রায়

গত ১০ই আগষ্ট সদর মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট বিশেষ ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতাবলে দিনাজপুর সশস্ত্র ডাকাতি মামলার রায় প্রদান করিয়াছেন। গত ২৮শে জানুয়ারী কোতোয়ালী থানার নিকট এই ডাকাতি হইয়াছিল। ৭জন আসামীর মধ্যে মনোরঞ্জন সেনের প্রতি ৫ বৎসর এবং হৃষীকেশ মিত্র ও চৈতন্য দাসের প্রতি ৩ বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। সুরেশ দত্তকে ভূপাল, কালীপদ সরকার ও সুধীর চন্দ্র নন্দী মুক্তিলাভ করিয়াছে। বীরেন্দ্র দত্তকে পবিত্র সেন রাজসাক্ষী হইয়াছিল।

লাহোরের বর্ত্তমান অবস্থা

গত ১৯শে জুলাই হইতে কোতোয়ালীর নিকটে যে সব বৃটিশ সৈন্য মোতায়েন করা হইয়াছিল, ১০ই আগষ্ট তাহা সরান হইল। বর্ত্তমানে একমাত্র মসজিদের প্রবেশদ্বারেই বৃটিশ সৈন্য মোতায়েন আছে। বিভিন্ন রাস্তার মোড়ে সৈন্যদের জন্য যেসব কাঁচা পর্ণ কুটীর নির্ম্মাণ করা হইয়াছিল তাহাও ভাঙ্গিয়া ফেলা হইতেছে। কাশ্মীরী বাজারে এখনও পুলিশ পাহারায় নিযুক্ত আছে।

পাঞ্জাবের বিভিন্ন স্থানে জলপ্লাবন

অর্দ্ধ মাস যাবত মুষলধারে বৃষ্টি হওয়ার পর ইরাবতী, চন্দ্রভাগা ও বেয়াস নদীর জল বর্দ্ধিত হইয়াছে এবং বিভিন্ন স্থান হইতে জলপ্লাবনের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। কাহারও প্রাণহানির সংবাদ পাওয়া যায় নাই। কালকা সিমলা রেলওয়েতে ট্রেন চলাচল বন্ধ হইয়াছে এবং নিম্ন অঞ্চলের রাস্তাসমূহেও যান-বাহনাদির চলাচল কষ্টসাধ্য হইয়াছে। মণ্ডী রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী জারি করিয়াছেন যে, প্রবল বারিপাতের ফলে সাঁকোসমূহ ভাসিয়া যাওয়ায় মণ্ডী বৈজনাথ রোডে যানবাহন চলাচল বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

বর্দ্ধমানে জলকষ্ট ও অন্নকষ্ট

বর্দ্ধমান জেলা তালিত থানার অধীন বড়বেলুন একটী গণ্ডগ্রাম। ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় ১ মাইল ও প্রস্থে প্রায় অর্দ্ধ মাইল। ইহার লোকসংখ্যা ৩২ শত হইবে অধিকাংশ লোক কৃষিজীবি। গত বৎসর এবং যে অনাবৃষ্টি না হওয়ায় অধিকাংশ কৃষিজীবি মধ্যবিত্ত লোক কষ্টে কাটাইতেছে। তাহার উপর বর্ত্তমান বর্ষে এই গ্রামে এবং ইহার পার্শ্ববর্ত্তী ৩০।৪০ খানি গ্রামে আজ পর্য্যন্ত বৃষ্টি না হওয়ায় কৃষিজীবি ও মধ্যবিত্ত শ্রমিকদের মধ্যে অনেক অন্নকষ্ট হইয়াছে। শ্রমিকগণ কর্ম্মাভাবে বসিয়া আছে। তাহারা যেদিন কাজ পাইতেছে সেই দিন কোন রকমে অর্দ্ধাহার জুটিতেছে। বাকী লোক অনশনে দিন কাটাইতেছে। টাকা বা ধান্য সাহায্য করিবার মত মহাজন কেহ নাই। বড় বড় পুষ্করিণী, দীঘি প্রভৃতি গত বৎসর হইতে জলশূন্য হইয়াছে। সকল ব্যবহারের জলের অভাব ঘটিয়াছে।

বজ্রপাতে একজনের মৃত্যু

সীতারাম হইতে দুই মাইল পশ্চিমে অবস্থিত শিপরায় গ্রামে গত ৬ঠা আগষ্ট অপরাহ্ণ তিন ঘটিকার সময় ছয়জন লোকের উপর বজ্রপাত হইয়াছিল। ইহার ফলে একজন তৎক্ষণাৎ মারা যায়। অপর পাঁচজনের গুরুতর চমক লাগে। প্রকাশ যে, ইহাদের অবস্থাও আশঙ্কাজনক।

করাচীতে জলাভাব

বৃষ্টি না হওয়ার দরুণ করাচীতে দারুণ জলকষ্ট উপস্থিত হওয়ার উপক্রম হইয়াছে। বৃষ্টির জলের উপরই সহরের জলসরবরাহ সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে; কিন্তু এবার বৃষ্টি না হওয়াতে কর্পোরেশন গবর্ণমেন্ট খুব বিব্রত হইয়া পড়িয়াছেন। সহরে জল সরবরাহের ব্যাপারে সহকে কর্পোরেশনের দৃষ্টি বহুদিন পূর্ব্বেই আকৃষ্ট হইয়াছে। সিন্ধু নদী হইতে জল আনার একটা পরিকল্পনা তাঁহারা করিয়াছিলেন। কিন্তু গবর্ণমেন্ট এক কোটি টাকা ঋণ দিতে অসম্মত হওয়ায় তাহা কার্য্যে পরিণত করা সম্ভবপর হয় নাই।

কলিকাতার বাজার দর

সোনা রূপা

	প্রতি ভরি	
টাকশালের বার	,, ,,	৩৯৸/১০
বড়াদের বার	,, ,,	৩৯৷/১০
গিনি	,, ,,	২২৷/০
চাঁদির বার	প্রতি ১০০ ভরি	৭১৲
ঐ পুরা	,, ,, ,,	৭১৷০

আটা ও ময়দার দর

পেটেন্ট ময়দা	প্রতি মণ	৫/০-৫৷০
উৎকৃষ্ট		৪৸/০-৫৲
গৃহস্থালীর ব্যবহারোপযোগী		৪৷০-৪৸/০
আটা (ব)		৪৸/০ ৪৸০
সুজী		৪৸/০-৫৲
আটা (এস)		৪/০ ৪৷০
আটা (২)		৪/০-৪৷/০
আটা (কে)		৫৸০-৫৸/০
আটা (৩)		৫/০ ৩৷০
গোলাভ ভূষি		১৸/০-২৲
ভূষি		১৸/০-১৸/০

তৈলের দর

আশুতোষ মিলের	১৫৲-১৬৲
শ্রীকৃষ্ণ সরিষার তৈল	১৫৸০ ১৫৲
ঐ পুরা	১৭৷০ ১৭৸০
নারিকেল তৈল	১১৷০—১১৸০-১২৲
রেড়ির তৈল	১১৸০

ঘৃতের দর

রামসীতা	প্রতি মণ	৫৭৲
লক্ষ্মী গাওয়া		৪৯৲
ঢাকা গাওয়া		৪৭৷০
পশ্চিমার		৪৯৲

চিনির দর

সাদা দানা বেঙ্গ	৯৸০
দেশী সাদা দানা	৯/০ ৯৸/০
,, লাল ,,	৮৸/০ ৯৲

লোহা ও হার্ডওয়্যার

২০শে জুলাই কলিকাতা

টাটার তৈয়ারী	প্রতি হন্দর
লোহার কড়ি (ক্রেন বা বীম) মার্কা	৬৲-৬৷০
ঐ বে-মার্কা ঐ জন	৫/০-৫৸/০
বংগো বী আর্য্য)	৬৸/০—৬৸/০
একেল আঁকশ (কান)	৬৲—৬৷০
গালভ্যানাইজড করগেট টিন —৬ হইতে ১০ ফুট	
২২ গেজ ১৯৸/০	২৪ গেজ ২১/০
২৬ গেজ ১১/১০ ঐ আর, পি, ডি,	১০৸০
প্যাঃ বিল্ডিং (মটকা) ১২৫কি	৷/৫৸/১০শীস
২৪ গেজ প্যাঃ প্লেন শীট ১০৲,	
২৬ গেজ	১১৸/০
বাগান ঘেরা কাঁটাতার বাণ্ডিল	৭৷০-৭৸/০
প্রেস কাটিং বা ছিট কাটা	১৸০-৩৲ মণ
পাটা কাটিং	৫৲-৫৷/০ হন্দর
রড কাটিং	৫৷/০-৫৸০
হাল পাটা	৬৲-৬/০
ঐ ব্লেন ওয়াটার পাইপ ৩-৪ ইঞ্চি	/১০, ৷১৯ ফুট
ফোলাপসিবল গেট প্রতি স্কয়ার	ফুট ১৲-১৷/০

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
বাদখানি	৬৸০
বালাম চাল	৫৸০
ঐ নূতন	৫৷০
কাটারীভোগ	৬৷০-৬৸০
ঐ কতুলসী	৫/০
নাগরা নূতন	৪৸০
ঐ পুরাতন	৫৲
এজারেজ কোয়ালিটি	৪০
সিদ্ধ রেঙ্গুন	৩৸/০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৸০
পেশোয়ারী	১০৷০-১০৸০
বাঁকতুলসী আতপ	৪৸০-৫৲
ঐ মাঝারি	৪৷০-৪৸/০
পাটনাই আতপ	৪৷০-৪৸০
কাটারীভোগ	৬৷০
ঐ রেঙ্গুন	৩০

সন্তোষকুমার মল্লিক
এণ্ড সন্স্ লিঃ
ডি ৫ জগন্নাথ ঘাট লোহাপটী, বড়বাজার,
কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
—পারমার্থিক পত্র—
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১০ম বর্ষ | ১ হৃষীকেশ গৌরাব্দ ৪৪৯, ৩০শে শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১৩৪২, ১৫ই আগষ্ট ইং ১৯৩৫ বৃহস্পতিবার | ১৪১৩ম সংখ্যা

লণ্ডন-বার্ত্তা

লর্ড হার্ডিঞ্জের পত্র

দি রাইট্ অনারেবল লর্ড হার্ডিঞ্জ কে,জি; জি, সি,বি; জি,সি,এম,জি; জি, সি, এস, আই; জি, সি,-আই, ই; জি, সি, ভি, ও; আই, এস, ও মহোদয় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিহৃদয় বন মহারাজের নিকট নিম্নলিখিত পত্রটী প্রেরণ করিয়াছেন।

Dear Swāmi Bon,

I thank you for your letter and pamphlet which I have read with interest. I am now retiring in the country necessitated by advancing years. I wish your Mission all success.

Yours sincerely
Sd/– Hardinge Penshurst.

প্রিয় স্বামি জী,

আপনার নিকট হইতে প্রাপ্ত চিঠি ও পুস্তিকা-পাঠে বিশেষ আনন্দিত হইলাম। বার্দ্ধক্যহেতু কর্ম্মজগৎ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া এখন স্বদেশে বিশ্রাম করিতেছি। আপনাদের মিশনের আমি সর্ব্বাঙ্গীণ কুশল প্রার্থনা করিতেছি। ইতি

স্বাঃ—হার্ডিঞ্জ পেন্সহার্ষ্ট

স্যার স্যাসুনের নিমন্ত্রণ

ব্যোমযানসমূহের অধীনায়ক স্যর স্যাসুন লণ্ডনস্থ গৌড়ীয়মঠের প্রচারকার্য্যের সাহায্যে বিশেষ যত্ন নিতেছেন। মার্কুইস অব্ জেটল্যাণ্ড এই শাখামঠের সভাপতি। স্যর স্যাসুন তাঁহার ৪৫ পার্কলেন, ডব্লিউ, ওয়ান্-ভবনে আগামী ৭ই অক্টোবর অপরাহ্ণ ৫টার সময় 'হিন্দুধর্ম্ম' সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবার জন্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। গৌড়ীয়-মিশনের প্রেসিডেণ্ট মহাশয় উক্ত সভায় সভাপতির আসনগ্রহণ করিবেন বলিয়া আশা করা যায়। যেসমস্ত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ অন্যসময়ে 'হিন্দুধর্ম্ম' সম্বন্ধে কিছু শুনিবার সুযোগ পান না, তাঁহাদিগকে এই সভায় আমন্ত্রণ করা হইবে। স্যর স্যাসুনের এই আহ্বান এ দেশবাসী সকলের প্রীতি উৎপাদন করিবে সন্দেহ নাই। আমরা আশা করি, ত্রিদণ্ডিস্বামী বন মহারাজ 'ধর্ম্ম ও দর্শন' সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়া সভাস্থ সকলকে মুগ্ধ করিবেন। তিনি ইতোমধ্যেই গৌড়ীয়-মিশনের বাণী সকলের নিকট পৌঁছাইয়া মিশনের প্রতি তাঁহাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। আমরা আরও আশা করি যে, স্যর স্যাসুনের মত উন্নত-হৃদয় ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণ স্বামীজীকে নিমন্ত্রণ করিয়া হিন্দুধর্ম্ম-প্রচারে স্বামীজীকে আরও সুযোগ দিবেন

লণ্ডন-গৌড়ীয় মিশনে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের আগমন

মিঃ বি, কে, বসু; ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডি, লিট্; স্যার গণেন ও লেডি রায় এবং তাঁহাদের কন্যাদ্বয়, মিঃ কে কে রায়, এম-এ; মিঃ এস্ এন সেন, এম-এ, বি-এল; মিস্ মায়া ডি লাং টো ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত মহোদয়গণ গত সপ্তাহে লণ্ডন-গৌড়ীয় মঠে আগমন করিয়াছিলেন।

স্যার হিউগ্ ম্যাক্‌কাস্কন্ কে-সি, আই ই, সি-এস-আই

স্যর হিউগ্ ম্যাক্‌কাস্কন্ গৌড়ীয়-মিশনের একজন বিশেষ বন্ধু। তিনি স্বামীজীর প্রচারকার্য্যে বিশেষ সাহায্য করেন এবং স্বামীজীর প্রত্যেক বক্তৃতাতেই যোগদান করিয়া থাকেন। সম্প্রতি তিনি তাঁহার নিজ বাড়ীতে স্বামীজীকে ধর্ম্মালোচনার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যান ও বহুক্ষণ স্বামীজীর সঙ্গে তাঁহাদের 'হিন্দুধর্ম্ম' সম্বন্ধে বক্তৃতা সমূহ বুঝিবার অসুবিধার কথা আলোচনা করেন। আমরা আশা করি, স্যর হিউগ্ ম্যাক্‌কাস্কন্ প্রচারকার্য্যে সকল বিষয়ে স্বামীজীকে যথাসাধ্য সাহায্য করিবেন।

কলিকাতায় সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা

গত ১১ই আগষ্ট ২৬শে শ্রাবণ রবিবার অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময় কলিকাতা বাগ্-বাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে একটী সুবৃহৎ নগর-সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হইয়াছিল। সঙ্কীর্ত্তনদল সর্ব্বপ্রথম শ্রীমঠে শ্রীবিনোদানন্দ-জিউর সম্মুখে অনেকক্ষণ কীর্ত্তন করেন। এই বিরাট্ নগর সঙ্কীর্ত্তনে পণ্ডিত-প্রবর মহামহোপদেশক শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পর-বিদ্যাভূষণ প্রভুর মূলগায়কত্বে যে সুমধুর সঙ্কীর্ত্তন হইয়াছে তাহা অতুলনীয়। শ্রীসঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার ষ্ট্রীট, অপার চিৎপুর রোড, শোভাবাজার ষ্ট্রীট, ষ্ট্রাণ্ডরোড, নিমতলা ষ্ট্রীট, দর্ম্মাহাটা ষ্ট্রীট, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, হ্যারিসন রোড, অপার চিৎপুর রোড, মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, বারাণসী ঘোষ ষ্ট্রীট, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ও বাগবাজার ষ্ট্রীট হইয়া পুনরায় শ্রীগৌড়ীয়-মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

এই বিপুল সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা যখন রাজপথ দিয়া যাইতেছিলেন, তখন সঙ্কীর্ত্তনের সুমধুর ধ্বনি দিগ্‌দিগন্তে বিস্তৃত হওয়ায় পথিমধ্যে অনেকেই ইহাতে যোগদান করেন। রাজপথের উভয় পার্শ্বে ফুটপাথে ও অট্টালিকাসমূহ হইতে অসংখ্য নরনারী এই শোভাযাত্রা দর্শন করিতে থাকেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠের এই প্রকার বিরাট্ সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা প্রতি বৎসরই কলিকাতা মহানগরীর অধিবাসীবৃন্দ দর্শনের সৌভাগ্য লাভ করিয়া থাকে। অধিকন্তু তাঁহারা এবিষয় ধারণা করিতে পারিলেও পল্লীগ্রামবাসীর এই প্রকার বিরাট সঙ্কীর্ত্তন-বাহিনীর কোন ধারণা নাই। এই বৎসরও অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এই প্রকার আরও ২টী বিরাট্ নগরসঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে বাহির হ'বে।

কটকে প্রচার

গত সপ্তাহে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবুধ বোধায়ন মহারাজ ছায়াচিত্রযোগে "শ্রীকৃষ্ণ-লীলা" প্রদর্শন করাইয়া মাড়োয়াড়ী মন্দিরে বক্তৃতা করিয়াছেন। তাঁহার বক্তৃতাকালে বিশিষ্ট ভাবে শুনিবার জন্য সত্যনারায়ণ-মন্দির, গোপীনাথ-মন্দির ও গোবিন্দচন্দ্রের সেবক ও সুধী ব্যক্তিগণ আমন্ত্রিত হইয়াছেন। শেঠ শিবিদাসী লাল, শেঠ ঠাকুর দত্ত ও শেঠ নরসিংহ প্রভৃতি বিশিষ্ট মাড়োয়াড়ী ব্যক্তিগণ মহারাজের বক্তৃতা শুনিয়া আকৃষ্ট হইয়াছেন। বিশিষ্ট ভদ্রমহিলাগণ ছয়দিন স্বামীজীকে অনুরোধ করিয়া শ্রীকৃষ্ণলীলা হইতে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব, নন্দোৎসব, অঘাসুরবিনাশ ও গোচারণ দৃশ্য দেখাইয়াছেন। স্বামীজী গোচারণের শিক্ষা তিনি এবার এরূপ প্রাঞ্জলভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন যে, তাহাতে পুণ্যকামী ব্যক্তির গোসেবা ও ভগবানের গোসেবার তাৎপর্য্য, ভক্তি ও কর্ম্মের পার্থক্য কি, তাহা সকলেই বুঝিতে পারিয়াছেন। মাড়োয়াড়ীগণ এতদ্বিষয়ে বেশ গভীর আলোচনা করিতেছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১ হৃষীকেশ আদি কাষ্ঠগোষ্ঠী ৪৪১

নিত্যানন্দের গার্হস্থ্যলীলা

ভক্তবাৎসল্যবশতঃ ভগবান্ তাঁহার নিজজনের নিকট তাঁহার স্বরূপ প্রকাশ করিয়া তাঁহাদের হৃদয়ে আনন্দবর্দ্ধন করিয়া থাকেন। আবার অসুরপ্রকৃতি সেবাবিমুখ জনের নিকট তিনি তাঁহার অসুরমোহন পর-স্বরূপটী প্রকাশিত করেন। যেমনরা ভক্তগণের নিকট ভগবানের নানাবিধ চিন্ময়লীলাদির স্বরূপ এবং বিমুখগণমোহনী ভক্তমায়া অনেক অসুরপ্রকৃতি লোকের নিকট ভগবৎস্বরূপের বিকৃত প্রতিকৃতি প্রকাশিত করিয়া তাহাদিগকে বঞ্চনা করেন। ভগবান্ ভক্তগণের নিকট নিজকে লুকাইতে চাহিলেও তাঁহার সেই অপ্রকৃত নিজজনের নিকট ভগবৎস্বরূপ প্রকাশিত না হইয়া থাকিতে পারে না। আবার অসুরস্বভাব ব্যক্তির নিকট ঐ স্বরূপ কিছুতেই প্রকাশিত হয় না।

"ত্বাং শীলরূপচরিতৈঃ পরমপ্রকৃষ্টৈঃ
সত্ত্বেন সাত্ত্বিকতয়া প্রবলৈশ্চ শাস্ত্রৈঃ।
প্রখ্যাতদৈবপরমার্থবিদাং মতৈশ্চ
নৈবাসুরপ্রকৃতয়ঃ প্রভবন্তি বোদ্ধুম্॥"

—"হে ভগবন্, আপনার অবতার-তত্ত্বজ্ঞ পরমার্থবিদ্ ভক্তগণ এবং সাত্ত্বিক শাস্ত্র দ্বারা আপনার শীল, চরিত্র ও পরম সাত্ত্বিক ভাব লক্ষ্য করিয়া আপনাকে জানিতে পারেন, কিন্তু রাজস-তামস-প্রকৃতিবশতঃই অসুরস্বভাব জীবগণ আপনাকে জানিতে সমর্থ হয় না।"

ভগবানের নাম, রূপ, গুণ ও লীলা এই প্রাকৃত ইন্দ্রিয় দ্বারা গ্রাহ্য নহে। স্বপ্রকাশ-করুণাশক্তি-বিগ্রহশ্রী গোবিন্দের কৃপালব্ধ ও জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা কখনও এই সকল বস্তু উপলব্ধি করা যায় না। একমাত্র সেবোন্মুখ ব্যক্তিই ভগবল্লীলার তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। যাঁহারা অসুর-প্রকৃতি নাস্তিক, বাস্তব বাদী, তাঁহারা এই সকল কথার তাৎপর্য বুঝিতে না পারিয়া এই সকল কথাকে রূপকমাত্র বলেন, এবং অন্তর্নিহিত চিন্তা করিতে চেষ্টা না করিয়া স্ব-স্ব-প্রমাণের সন্ধান-দোষ যুক্তিপ্রদানে সমর্থ বলিয়া মনে করেন।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর গার্হস্থ্যলীলার তাৎপর্য বুঝিতে ভগবদ্বিমুখ ব্যক্তিগণ বুঝিতে না পারিয়া নানাপ্রকার কদর্থ করেন এবং ভগবচ্চরণে অপরাধী হইয়া পড়েন। নিত্যানন্দ প্রভুর গার্হস্থ্যলীলার সম্বন্ধে আলোচনার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করিতে দুই শ্রেণীর ব্যক্তিকে আমরা জগতে দেখিতে পাই। এক শ্রেণী ভগবানের নিত্য নাম, রূপ, গুণ, লীলা অর্থাৎ স্বরূপতা এবং ভগবানের চিদ্বিলাস ধারণা করিতে অসমর্থ, তাঁহারা নাস্তিক মায়াবাদী শ্রেণীর লোক; আর একপ্রকার প্রাকৃত-সহজিয়া—মুখে অপ্রাকৃত নিত্যানন্দ বাদী, কিন্তু অন্তরে এবং কার্য্যে নিত্যানন্দে সম্পূর্ণ প্রাকৃতবুদ্ধিবিশিষ্ট। ইঁহারা উভয়েই নিত্যানন্দচরণে অপরাধী।

প্রথম শ্রেণী—মায়াবাদী, নাস্তিক। তাঁহারা নিত্যানন্দের গার্হস্থ্যলীলার বিচার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করিয়া বলেন যে, নিত্যানন্দ জীব-নিস্তার জন্যই যদি জগতে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, যদি তিনি আচার্য্যের কার্য্যই করিয়া থাকেন তাহা হইলে তিনি শেষ অবস্থায় আবার দুইটী পত্নীর ভর্ত্তা হইলেন কেন? এইসকল মূর্খ নাস্তিককে কি পতিতপাবন নিত্যানন্দ প্রভু দূর হইতে বিদায় বলিয়া দিবেন না যে, তিনি স্বয়ংপ্রকাশস্বরূপ? তদুপরি আর একটী যুক্তিতে বলদেব, সেই বলদেবই শ্রীনিত্যানন্দ, সেই নিত্যানন্দ বিষ্ণুতত্ত্ব। তিনি জীবের নিকট আচার্য্যলীলা অর্থাৎ বৈষ্ণব-লীলা করিয়াছেন, তিনি স্বয়ং ভোক্তা হইয়াও ভক্তরূপে স্বয়ংরূপের সেবা করেন। এই যুগপৎ প্রভুত্ব ও সেবকত্ব তাঁহার অচিন্ত্য শক্তির কার্য্য, উহা ক্ষুদ্রজীবের অতীত ব্যাপার। কোনও আচার্য্য যখন ভাগবতের স্তায় অভিনয় করিয়া আচার্য্যের স্বরূপ জগতের নিকট প্রকাশিত করিলেও তিনি যে সর্ব্বদাই ঐ যথার্থবিচারের লীলা-প্রদর্শন করিতে বাধ্য বা তিনি যে একজন যথার্থবি-চারী সাধক ইহা কখনই হইতে পারে না। যিনি পূর্ণ জীবের প্রতি করুণা প্রকাশ করিবার জন্য যথার্থবিচারের আচরণ দেখাইলেও তিনি আবার মহাভাগবতের আচরণ দেখাইতে পারেন। যাঁহারা সেবোন্মুখচিত্তে শ্রীগৌরসুন্দরের লীলা অনুসরণ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরিত্রে এই বিষয়টী দেখিতে পাইবেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু কখনও বা যথার্থবিচারীর স্বরূপ প্রকাশ করিয়া ঈশ্বরে প্রেম, তদধীনে বালিশে মৈত্রী, বালিশে কৃপা, বিদ্বেষীকে উপেক্ষা করিয়াছেন, আবার তিনি যখন মহাভাগবতের স্বরূপ প্রকাশ করিয়াছেন তখন তাঁহার চটক পর্ব্বতে গোবর্দ্ধনস্ফূর্ত্তি (?) ভাবাবেশ-বশপ্রাপ্তক শ্রীবৎসরাজার সদৃশ, সমুদ্রে যমুনা-ভ্রম (?) সর্ব্বত্র কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি, বেশ্যাকীকে গোপী বলিয়া ভ্রম (?) হইতেছে—এইরূপ যুগপৎ ব্যাপার শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলায় প্রকাশিত হইয়াছে। সুতরাং যেসকল বিমুখ ব্যক্তি নিত্যানন্দের আচার্য্যলীলা এবং সেই মহাপুরুষের যুগপৎ ঈশ্বরলীলা হৃদয়ঙ্গম করিতে অসমর্থ, তাঁহারা যে নিত্যানন্দ প্রভুর চরণে ঐরূপ অপরাধ করিবেন তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু কি আমাদের ভোগবুদ্ধির অধীন যে আমরা তাঁহাকে মাপিয়া লইব? তিনি আচার্য্যলীলায় সমগ্র বৈষ্ণবকুলের ভোক্তা। তিনি সর্ব্বশক্তিমৎ তত্ত্ব; সমগ্র শক্তি তাঁহার শক্তি বা বৈভব। তিনি বলদেবতত্ত্ব স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ংপ্রকাশ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণই আর একটী ভিন্ন আকৃতিতে অবস্থিত। তাই শ্রীমদ্ভাগবত তাঁহারও রাসের কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রীব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর শ্রীচৈতন্য-ভাগবতের প্রারম্ভে লিখিয়াছেন—

"যে শ্রীরাম মুনিগণে করেন বিলাস।
তাঁহারও রাসের রাসে করেন স্তবন॥
* * *
দৃষ্টিভেদে আপনে করেন মধু-পান।
সে-সব লক্ষণ অবতারেই প্রকাশ॥"

—চৈঃ ভাঃ আদি ১ম

প্রাকৃত-সহজিয়া-কুল আবার অভিন্ন শ্রীগোবিন্দসদৃশে প্রাকৃতবুদ্ধি করিয়া বলিয়া থাকেন যে, শ্রীমন্মহাপ্রভু—নিত্যানন্দ প্রভুকে বিবাহ করিয়া বংশরক্ষা (?) করিবার জন্য নীলাচল হইতে গৌড়দেশে পাঠাইয়া দিলেন। এইরূপ পাষণ্ডবুদ্ধি শ্রীনিত্যানন্দচরণে অপরাধ হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে। এই সকল শ্রেণীর লোক নিত্যানন্দকে তাঁহাদেরই মত একজন হাড়মাসের থলিওয়ালা জন্মমরণশীল মনুষ্য মনে করিয়া নরক-পথের পথিক হইতেছেন। এরূপ কথা কোনও প্রামাণিক গ্রন্থে নাই। কতকগুলি ব্যবসায়ী কনককামিনী-প্রতিষ্ঠা-লোভী ব্যক্তি নিজে নিজে এরূপ মত উদ্ভাবন করিয়া তাহাতে নিজেদের ব্যবসায় এবং পাষণ্ডতা সমর্থন করিবারই সুযোগ খুঁজিয়া লইয়াছেন মাত্র। শ্রীমন্মহাপ্রভু নিত্যানন্দপ্রভুকে গৌড়দেশে গমন করিয়া অনর্পিত প্রেমভক্তি প্রচার করিবার জন্যই আজ্ঞা করিয়াছিলেন। ইহাই সমস্ত প্রামাণিক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। বিবাহ করিবার আদেশ প্রদানের কথা কোনও প্রামাণিক গ্রন্থে বিন্দুমাত্রও লিপিবদ্ধ নাই। যদি কেহ পূর্ব্বপক্ষ করেন, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু যখন বিবাহ করিলেন তখন ত' শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রকটে প্রকটিত ছিলেন? তিনি যদি অনুমতি নাই দিবেন তবে নিত্যানন্দ প্রভুকে বিবাহ করিতে নিষেধ করিলেন না কেন? অসার লোকের এরূপ প্রশ্ন তাহাদের মূর্খতারই পরিচায়ক। কারণ, নিত্যানন্দপ্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুর আজ্ঞা-মতেই বিবাহ করিয়াছিলেন, পূর্ব্বপক্ষীগণের এইরূপ কথাও যদি স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেও জানিতে হইবে যে নিত্যানন্দপ্রভুর বিবাহ বা গার্হস্থ্যলীলা ঠিকই হইয়াছে; যেহেতু তিনি শ্রীগৌরসুন্দরের প্রীতির জন্যই ঐ কার্য্য করিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ শ্রীগৌরসুন্দর—অবধূত বা স্বতন্ত্র বৈষ্ণব বলদীবের স্তায় কোন বিধির বাধ্য নহেন, তাই নিত্যানন্দও তাহা প্রচার করাইয়াছেন। বিষ্ণুবুদ্ধি, বৈষ্ণববুদ্ধি, অন্যথা ভগবৎ অধিকৃতত্ত্বর ভক্তির ভোক্তা, বহুতীর্থের ভোক্তা ও অনন্তের ভক্তির ভোক্তার পক্ষির এক নহে। ঈশ্বর বা প্রভু সমস্ত কার্য্য করিতে সমর্থ, ইহাই ব্যাসদেব শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থে বলিয়াছেন, ইহাই আত্মা-বিরক্ত শ্রীল শুকদেব গোস্বামী প্রভু পরীক্ষিৎ মহারাজের নিকট কীর্ত্তন করিয়াছেন, ইহাই শ্রীচৈতন্যদেব নিত্যানন্দ প্রভুর সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

—"যদ্যপি বরুণী যদি নিত্যানন্দ ধরে।
তথাপি ব্রহ্মার বন্দ্য কহিল তোমারে॥"
"ধর্ম্মব্যতিক্রমো দৃষ্ট ঈশ্বরাণাঞ্চ সাহসম্।
তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্নেঃ
সর্ব্বভুজো যথা॥"

ঈশ্বর অর্থাৎ সমর্থ পুরুষগণের ধর্ম্ম-ব্যতিক্রম দৃষ্ট হইয়াছে। ঈশ্বর শব্দের দ্বারা এই স্থানে বৈষ্ণব বুঝিতে হইবে অর্থাৎ বিষ্ণু-বস্তুর ন্যায় পরমহংস বৈষ্ণবও সমর্থ বা ঈশ্বর। তাঁহারা তেজীয়ান্। যেমন অগ্নির সর্ব্বভক্ষকতা দোষাবহ বলিয়া বিবেচিত হয় না, তদ্রূপ সমর্থবস্তু পুরুষগণের কার্য্যও দোষাবহ নহে। সুতরাং জীবের প্রতীতির দিক্ হইতেও সাক্ষাৎ বলদেবতত্ত্ব নিত্যানন্দ প্রভু যদি পরমহংস অবধূত বৈষ্ণবশিরোমণি বলিয়াই বিবেচিত হন তবে তাঁহাতেও ঐ ঈশ্বরত্বেতে কোনও দোষস্পর্শ করে না। ঈশ্বর বা সার্ব্বভৌমশালী বৈষ্ণবই প্রকৃত গার্হস্থ্যলীলা করিবার যোগ্য। অনীশ্বর অর্থাৎ অসমর্থ অবৈষ্ণব অন্তঃসংযমে কখনও গৃহস্থ হইতে পারেন না। তাঁহার গৃহবাসী কেবল ইন্দ্রিয়-তর্পণ বা গৃহব্রত-ধর্ম হইয়া পড়ে। পরন্তু, বৈষ্ণব-গৃহস্থের গার্হস্থ্যলীলা কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তোষণ। সুতরাং নিত্যানন্দ প্রভুকে বৈষ্ণবের দিক্ হইতে বিচার করিলেও তাঁহার চরিত্রে কোনরূপ উচ্চ আদর্শের অভাব দেখা যায় না। সমর্থবান্ পুরুষ যেরূপ আচার্য্যের কার্য্য করিয়াও আবার সময়ে সময়ে মহাভাগবতের চেষ্টা দেখাইতে পারেন, তদ্রূপ বিষ্ণুতত্ত্ব ও আচার্য্যলীলাভিনয় করিয়া আবার তাঁহার পরমেশ্বর-স্বরূপ লীলা করিয়া থাকেন। কিন্তু জীব যদি স্বতন্ত্র পরমেশ্বরের ঐ লীলা অনুকরণে করিতে যান তাহা হইলে তাঁহার সমূহ অনর্থ ঘটিবে। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীল শুকদেব গোস্বামী প্রভু এই কথাই বলিয়াছেন—

"ঈশ্বরাণাং বচঃ সত্যং তথৈবাচরিতং ক্বচিৎ।
তেষাং যৎ স্ববচোযুক্তং বুদ্ধিমাংস্তৎ সমাচরেৎ॥
কিন্তু ভাগবতসত্তানাং বিভীষ্য"
সর্ব্বাভিধেয়ম্যাম্।
ঈশ্বরকেশিগরঃ ঈশ্বরাণাং কুশলানুশলান্বয়ঃ॥
স্বপ্রাধ্যায়নপরায়ণবিস্বেস্বরাঃ
যোগপ্রভাববিধুতাখিলকর্ম্মবন্ধাঃ।
স্বৈরং চরন্তি মুনয়োঽপি ন নহ্যমানা-
স্তস্যেচ্ছয়াত্তবপুষঃ কুতঃ এব বন্ধঃ॥

গোপীনাং তৎপতীনাঞ্চ সর্ব্বেষামেব
দেহিনাম্।
যোঽন্তশ্চরতি সোঽধ্যক্ষঃ ক্রীড়নেনেহ
দেহভাক্॥
(ভাঃ ১০ম স্কঃ)

—অতএব বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি স্বতন্ত্র ঈশ্বরগণের উপদিষ্ট বাক্য এবং আচরণের মধ্যে বাক্যকেই জীবের পক্ষে আজ্ঞা বলিয়া গ্রহণ করিবেন, এবং ঈশ্বর-বাক্যের অবিরুদ্ধ আচরণগুলিকেই তাঁহাদের পালনীয় বলিয়া বিচার করিবেন; অন্যথা বিরুদ্ধাচার পরিত্যাগ না করিলে তাঁহাদের প্রভূত অমঙ্গল ঘটিবে। ভগবান্ মায়াধীশ ঈশ্বরবস্তু, কিন্তু জীবগণ মায়াবশযোগ্য ঈশিতব্য বস্তু। যিনি অখিল সত্ত্বের, নির্ধান্, মানব, দেবতা তথা সকল ঈশিতব্যের অর্থাৎ নিয়ম্যের নিরবাধীন স্বতন্ত্র ঈশ্বর, তাঁহার কুশল বা অকুশল সম্বন্ধ নাই। জীবের পক্ষেই কুশল অকুশল বিচার, যাঁহার (যে পরমেশ্বরের) পাদপদ্ম পরাগ সেবন-পরিতৃপ্ত মুনিগণ ভক্তিযোগপ্রভাবে অখিল কর্ম্মবন্ধন মোচন করিয়া স্বেচ্ছানুসারে বিহার করিতেছেন অর্থাৎ পরমেশ্বর স্বয়ং যেরূপ প্রকারে ঈশ্বরতা বা সামর্থ্য লাভ করিয়াছেন, এবং কোন প্রকারে আর বন্ধনপ্রাপ্ত হন না, সেই পরমেশ্বর পুরুষের তথা ভগবানের আর কি প্রকারে বন্ধন হইবে? যাঁহার সেবকগণেরই বন্ধন নাই সেই সাক্ষাৎ সেব্য-বস্তুর বন্ধন কোথায়? পরমেশ্বর-তত্ত্বের প্রপঞ্চে আগমন তাঁহারই নিস্তুল স্বতন্ত্র ইচ্ছামাত্র। সুতরাং যিনি প্রাকৃতকর্ম্মফলবাধ্য জীবের ন্যায় কোনও মায়ব্যবধানময় বিধির বশীভূত নহেন। যিনি গোপীদিগের, তাঁহাদিগের পতিগণের, নিখিল-দেহীর অন্তঃকরণচারী, যিনি বুদ্ধ্যাদির সাক্ষী অর্থাৎ অংশস্বরূপে পরমাত্মা, যিনি কেবল লীলার জন্য প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হন, যিনি জীবের ন্যায় শরীরী নহেন, তাঁহাতে কিরূপে দোষের সম্ভাবনা? যাঁহারা বলেন বা মনে প্রকাশ্যভাবে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুতে কোন প্রকার দোষারোপ করেন বা তাঁহাকে আত্মতুল্য প্রাকৃত-শরীরধারী জীবজ্ঞান করিয়া তাঁহাতে বুদ্ধি করেন; তাঁহারা নিত্যানন্দচরণে অপরাধী। বিষ্ণুতত্ত্ব শ্রীনিত্যানন্দের জীবের জন্য উপদিষ্ট আদেশগুলি আমাদের ন্যায় জীবের পালনীয় এবং তাঁহার উপদিষ্ট অবিরুদ্ধ যে সকল আচরণ তাহাই আমাদের গ্রহণীয়। কিন্তু যিনি তাঁহার পরমেশ্বররূপে নানা লীলায় ন্যায় যদি কোন লীলা করিয়া থাকেন তবে তাহা আমাদের ন্যায় অনীশ্বর ব্যক্তি গ্রহণ করিলে, নিশ্চয়ই আমাদের বিনাশ লাভ ঘটিবে—

"নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ।
বিনশ্যত্যাচরন্ মৌঢ্যাদ্যথাহরুদ্রোঽব্ধিজং
বিষম্॥"
(ভাঃ ১০। ৩৩।৩০)

অর্থাৎ অনীশ্বর ব্যক্তি অনীশ্বর পরমেশ্বরগণের আচরণ-কার্য্য দূরে থাকুক কখনও মনের দ্বারাও তাদৃশ আচরণ করিবেন না। রুদ্রব্যতীত অন্য ব্যক্তি কালকূট-ভক্ষণে যদি চেষ্টা করে যেমন অচিরেই বিনষ্ট হয়, তদ্রূপ মূঢ়-প্রকৃত দেহাদি-পরায়ণ পুরুষ পরমেশ্বরের স্বতন্ত্র আচরণ অনুকরণ করিলে নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবে।

যাঁহারা নিত্যানন্দপ্রভুর গার্হস্থ্যলীলার সহিত তাঁহাদের গৃহব্রতধর্ম্মকে সমান জ্ঞান করেন, তাঁহারা শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুতে জাতি-বুদ্ধি অর্থাৎ প্রাকৃতশরীরী বুদ্ধি করিয়া থাকেন। ভাগবত-বাক্যানুসারে তাঁহারা নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবেন। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর আত্মজ শ্রীবীরচন্দ্র গোস্বামী প্রভু পরমেশ্বর বিষ্ণুতত্ত্ব। তিনি বিষ্ণুতত্ত্ব বলিয়া কখনও মস্তকে চূড়া, হস্তে বংশী প্রভৃতি ধারণ করিলেন। কতিপয় ব্যক্তি বিষ্ণুতত্ত্ব শ্রীবীরচন্দ্র প্রভুর এই আচরণ দেখিয়া উহা অনুকরণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু বীরচন্দ্রপ্রভু ঐ সকল ব্যক্তির ঐরূপ দুর্ব্বুদ্ধি দেখিয়া ঐরূপ শাঠ্যতা আচরণ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। উহারা বীরচন্দ্রপ্রভুর বাক্য অমান্য করিয়া বিষ্ণুদ্বেষী চূড়াধারী নামক একটি সম্প্রদায় রচনা করিলেন। এই সকল চূড়াধারী সম্প্রদায় বীরচন্দ্র প্রভুর পরিত্যক্ত।

সুতরাং আমরা দেখিতে পাই, যাঁহারা ভাগবত্বাক্যের অবিরোধ-যুক্ত আচরণ গ্রহণ না করিয়া তাঁহাদের ইন্দ্রিয়তর্পণ চালাইবার জন্য পরমেশ্বরের আচরণ অনুকরণ করিতে যান তাঁহারা বিনাশপ্রাপ্ত হন। স্বয়ংপুরুষ অবতারী ভগবান্ বা অদ্বিতীয় ভোক্তা পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের আচরণ করিতে যাইয়া কর্ত্তাভজা সহজিয়া প্রভৃতি যে-সকল ভোগী কৃষ্ণবিদ্বেষী সম্প্রদায়গণে জগতে দৃষ্ট হইতেছে, তাহারা নিত্যানন্দপ্রভুর গার্হস্থ্যলীলাভিনয় ও গৃহব্রতধর্ম্ম সমপর্য্যায়যুক্ত মনে করিয়া প্রাকৃত-সহজিয়া গৃহব্রত-সম্প্রদায়রূপে পরিগণিত হইয়াছে। শ্রীগৌরসুন্দরের প্রবর্ত্তিত মতে বিরোধ করিয়া গুরুদ্বেষী 'অতিবাড়ী' সম্প্রদায় সৃষ্ট হইয়াছে। শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামী প্রভুর আদেশ অমান্য করিয়া তাম্র-গুরুপ্রণালীর 'হরিবংশ'-মতে সহজিয়া বাদের সৃষ্টি হইয়াছে; বীরচন্দ্রপ্রভুকে অমান্য করিয়া অর্থাৎ বিষ্ণুতত্ত্বের স্বতন্ত্র আচরণ অনুকরণ করিতে গিয়া বঞ্চিত ও মোহিত ব্যক্তিগণ 'চূড়াধারী' ও 'নেড়ানেড়ী' ভোগিসম্প্রদায় সৃষ্টি করিয়াছে, গৌরসুন্দরে ভোগবুদ্ধি করিয়া গৌর-নাগরীবাদ সৃষ্ট হইয়াছে। চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি প্রভৃতি ঈশ্বর অর্থাৎ সমর্থপুরুষের অপ্রাকৃত সেবাপর চেষ্টার বিকৃতভাবের অনুকরণ করিতে গিয়া সহজিয়াবাদ জগতে প্রচলিত হইয়াছে—এইরূপ কত যে অনর্থ জগতে প্রচলিত হইয়াছে ও হইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। তাই বলি, সাধু সাবধান!

কৃপা-ভিক্ষা

[শ্রীযুক্ত ভবদেব চট্টোপাধ্যায়]

কি যে আমি করি　　বুঝিতে না পারি
　কোন্ পথ ধরি সমস্যা ভীষণ।
কোন্ পথে যাব　　কোন্ পথে পাব
　শান্তির আশ্রয় নিত্য নিকেতন॥

নানা তর্কপথ　　ফিরেছে কুপথ
　পথিকে কুপথে করে আকর্ষণ।
পথ ভুলাইয়া　　বিপথে লইয়া
　ভীম-দাবানলে করে নিক্ষেপণ॥

এ ভবগহনে　　ভ্রমিতে কাননে
　পথিকে পথিকে হ'লো দরশন।
জিজ্ঞাসিনু তাঁরে　　বল গো আমারে
　আর কত দূরে আনন্দকানন॥

কহিল পথিক　　এত নহে ঠিক
　ধীরে ধীরে মোরে বলিল সে জন।
কর্ম্মময় পথে　　উঠি' দেহ-রথে
　এল মোর সাথে ওহে ভ্রান্ত মন।

তা'র বাক্য শুনি'　　উঠিনু তখনি
　দেহরথ মাঝে ভোগের আসনে।
দেহে অবিরত　　অতিশয় দ্রুত
　হৈনু উপনীত পার্ব্বত্য গহনে॥

ঘন অন্ধকার　　সে ঘোর কান্তারে
　শঠ প্রতারক দস্যু রিপুগণ।
নানা তীক্ষ্ণশরে　　ছিন্ন ভিন্ন ক'রে
　এল নাশিবারে এ দেহ-স্যন্দন।

নিরদয় করে　　তীক্ষ্ণ অস্ত্রধারে
　কঠোর প্রহারে সে ঘোর কাননে।
লভিনু লাঞ্ছনা　　অশেষ যন্ত্রণা
　কাঁদি দেখে কোটী-কণ্টকিত স্থানে॥

হেন দুঃখোদধে　　বঞ্চিত আমারে
　মায়া-মনোরথ লইয়া দুজন।
আসিয়া তথায়　　কহিল আমায়
　চল মনোরথে সুখের ভবন॥

শুনি তার বাণী　　নাচিল পরাণী
　বিপদবান্ধব বলিয়া সেজনে।
মনোরথোপরি　　উঠি' ত্বরা করি,
　বেগে বেগে যাই সুখ নিকেতনে॥

কিন্তু হায়! হায়!　　দেখিনু তথায়
　সুখ চারিদিকে নাহিক আশ্রয়।
হইলে পতন　　শূন্যেতে এখন
　নিশ্চয় মরণ নাহিক সংশয়॥

দেখিতে দেখিতে　　মহাশূন্য হ'তে
　ভগ্নচক্র হ'য়ে সে-রথ আমার।
পড়িল ভূতলে　　পাষাণের তলে
　সব চূর্ণময় শুধু হাহাকার॥

বহু পুণ্যফলে　　সুকৃতির বলে
　দৈবে কোনভাবে রহিল জীবন।
উপায়বিহীন　　গতিশক্তিহীন
　এইরূপে কত ভ্রমি ভববন॥

ঘোর কলিকাল　　ধরি' করবাল
　করি' কোলাহল সহ অনুচর।
কোটি শতজালে　　নিজে দলে বলে
　ঢাকিয়াছে ছলে সুপথ সুন্দর॥

এ ঘোর দুদিনে　　গৌরবাণী বিনে
　এই ভবমনে কে তারিতে পারে।
ওগো গৌরবাণী!　　গেল যে পরাণী
　লও গো সুপথে এ দীন জনেরে॥

তব কৃপা বিনা　　উপায় দেখি না
　এ ঘোর কাননে আমি নিরাশ্রয়।
ক্ষুধার্ত্ত শার্দ্দূল　　চৌদিকে আকুল
　বদন বিস্তারি' দেখায় যে ভয়॥

ওগো হায়! হায়!　　কোথা যাই হায়
　নাই নাই নাই উপায় যে নাই।
ওগো গৌরবাণী　　রাখ গো পরাণী
　দাও গো আশ্রয় পদতলে তাই॥

নবদ্বীপ-পঞ্জিকা

—:০:—

অদ্য হইতে ৩ দিনের

১ হৃষীকেশ ৩০ শ্রাবণ ১৫ আগষ্ট বৃহস্পতি আদি কারণোদশায়ী কৃষ্ণপঞ্চমী ব্রহ্মা দি ৪।৩১ ধনিষ্ঠা নক্ষত্র দি ১০।২৪ শোভনযোগ দি ১।২৫ বালবকরণ।

২ হৃষীকেশ ৩১ শ্রাবণ ১৬ আগষ্ট শুক্র নিধি গর্ভোদশায়ী কৃষ্ণাষষ্ঠী শ্রীপতি দি ২।৫ শতভিষা নক্ষত্র দি ১০।২২ গরকরণ দি ২।৫ গতে বণিজকরণ রা ১২।৫০ গতে বিষ্টিকরণ।

৩ হৃষীকেশ ৩২ শ্রাবণ ১৭ আগষ্ট শনি অবায় ক্ষীরোদশায়ী কৃষ্ণ-তৃতীয়া বিষ্ণু দি ১১।৩৭ পূর্ব্বভাদ্রপদ নক্ষত্র দি ৭।৪ পরে উত্তরভাদ্রপদ অপ্রাপ্ত রা ৫।২৭ সুকর্ম্মা যোগ প্রাতঃ ৭।১৮ পরে ধৃতিযোগ রা ৪।১৭ বিষ্টিকরণ দি ১১।৩৭ গতে ববকরণ। নষ্টচন্দ্র দর্শন।

বক্তৃতা

স্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ,
বাগবাজার কলিকাতা
বিষয়—"সংসার ও ভক্তি"
বক্তা—মহামহোপদেশক বাগ্মিবর শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি.এ গৌড়ীয় সম্পাদক মহোদয়
তারিখ—৩২শে শ্রাবণ, শনিবার সন্ধ্যা ৬॥ ঘটিকা
সজ্জনের উপস্থিতি প্রার্থনীয়

পরনিন্দা পরচর্চ্চা না কর কখন। দৃঢ়ভাবে একান্তে ভজ শ্রীগৌরচরণ॥

শুদ্ধভক্তি মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ

(আকর-মঠরাজ)

প্রাচীন নবদ্বীপ, অধুনা শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ হস্ত উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যবর্য্য শ্রীচন্দ্রশেখর ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্যমঠ বিরাজমান। এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, সরস্বতীপীঠ বা সাত্বতচত্বরস্থলী। এই মঠাভ্যন্তরে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি বেদান্তসমূহের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী ও সাত্বত সম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র 'নদীয়া-প্রকাশ', সাত্বত সম্প্রদায়ে অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থাদি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতি বৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীসহ কীর্ত্তন-প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্তাঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তি-ধর্ম-প্রচারোদ্দেশ্যে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভজনমন্দিরে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দজীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্তাহ-চতুর্মাস্যব্রত, শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদির লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হয়। এই মঠ হইতে মহানগরীর সর্ব্বত্র হরিকথা-প্রচার, মহানগর-সঙ্কীর্ত্তন, বক্তৃতা, ব্যাখ্যা ও সঙ্কীর্ত্তন-মহা-মহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান হয়। মঠরক্ষক—মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া সহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবিদ্যানন্দ ব্রজবাসী সেবাকোবিদ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী এখানে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান, রক্ষক—শ্রীরসিক দাসাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—গোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

(৭) কাজীর সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীমধানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক।

(৮) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

স্বরূপগঞ্জ, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও রাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান দাস ব্রহ্মচারী।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্র নাথ দাসাধিকারী।

(১০) মোদদ্রুম-ছত্র গৌড়ের বৈদিক

মাউগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের শ্রীপাট। শ্রীগৌরনিত্যানন্দের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবঙ্কুবিহারী ব্রজবাসী, ভক্তিভূষণ।

(১১) ভেজিয়া কুঞ্জকানন

শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীনবীনানন্দ ব্রহ্মচারী

(১২) কুলকুটীর—পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া। রক্ষক—শ্রীঅমৃতানন্দ অধিকারী

(১৩) ভাগবত-আসন—পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

এই স্থান হইতে ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচারিত হয়। রক্ষক—শ্রীমধানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৪) একায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ রামঘাট, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরাধানাথ আচার্য্য গোস্বামী ভক্তিভূষণ।

(১৫) মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(১৬) মাধ্বগৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, পোঃ ঢাকা

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ।

(১৭) গোপালজীউর মঠ—কমলাপুর,(ঢাকা)

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিদ্যমান। রক্ষক—শ্রীনরোত্তম দাস ব্রজবাসী।

(১৮) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটী, (ঢাকা)।

এখানে শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(১৯) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীসুন্দর ভক্তিশাস্ত্রী এম্-এ, বি-এল।

(২০) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাদা, (ঢাকা)

এখানে বহু পুরাতন শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(২১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ পানাগড় (বর্দ্ধমান)।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীচৈতন্য দাসাধিকারী,

(২২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

কুসুমকোলা, পোঃ ছিরুলিয়া, (বাঁকুড়া)

এখানে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী।

(২৩) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে গুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান্‌দাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত।

(২৪) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী।

(২৫) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশফালি, পোঃ বালীবাজার, (কটক)

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদমদনজীউর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর

(২৬) প্রভক্তি-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর পুরী,

শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন।

(২৭) পুরুষোত্তম মঠ

ভক্তিকুটী, পোঃ পুরী উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীউর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীসত্যব্রত অধিকারী

(২৮) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলবন্ধনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী দাসাধিকারী।

(২৯) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, জেলা গোদাবরী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—শ্রীনিত্যাইচরণ দাসাধিকারী ভক্তিলোচন।

(৩০) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪২নং কবিরপুরা, বেনারস সিটি

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীসনাতন ব্রহ্মচারী।

(৩১) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন

(৩২) পরমহংস মঠ.

পোঃ নিমসার, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত-পাঠশালা ও গৌর-বিনোদ-বিহারীজীর সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীসত্যনারায়ণ দাসাধিকারী।

(৩৩) কৃষ্ণচৈতন্য মঠ

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

এখানে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিত্য-সেবা হয়। রক্ষক—শ্রীঅর্জ্জুন ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠ

বিশ্রামঘাট মথুরা

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ

(৩৫) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ—শ্রীরাধাকুণ্ড

রক্ষক—শ্রীরাধারমণচরণদাস ব্রহ্মচারী

(৩৬) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৩৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ

সেখপুরী, পোঃ কোটফোন, জেলা গুরদাস (পাঞ্জাব) রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৩৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং বর্দ্ধমান রোড, নিউ দিল্লী।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসম্বন্ধ তুর্য্যাশ্রমী

(৩৯) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল।

এখানে গৌরবিনোদরায়ের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবনমালী অধিকারী।

(৪০) নারদ-গৌড়ীয় মঠ

হরিদ্বার নারায়ণপুর, ইউ, পি

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি

(৪১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ রায়পেট্টা মাদ্রাজ।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীপাদ অনন্ত ভক্তিবিকাশ

(৪২) বোম্বে-গৌড়ীয়-মঠ কার্য্যালয়

ক্রোফোর্ড রোড, চোপাটি বিল্ডিং, বাংলো নং ১, বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত মজুমদার।

(৪৩) অমরজি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমরজি, মেদিনীপুর

(৪৪) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্চকা, কামরূপ।

রক্ষক—শ্রীঅনন্তদাস ব্রহ্মচারী

(৪৫) পাটনা গৌড়ীয় মঠ

১০০ মিঠাপুরা, পাটনা।

রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী রসভূষণ

(৪৬) গয়া গৌড়ীয় মঠ

হিল হাউস, চার্চ রোড, গয়া

রক্ষক—উপদেশক শ্রীনন্দেশ্বর রায়চৌ

(৪৭) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠ বালেশ্বর

রক্ষক—শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয়

৩ গ্লাডষ্টোন হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, এস্-ডব্লিউ ৭, লণ্ডন

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন

(৪৯) বার্লিন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

Berlin W. 30

Eisenacher strasse 29 II

(৫০) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

৩৫০ নং ডালহাউসী ষ্ট্রীট রেঙ্গুন।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম স্কন্ধ হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে দ্বাদশ ॥/০
২। অনুভাষ্য সমেত শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। অনুভাষ্য সমেত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী ৬৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৩—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৩- ৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—১৲; ২য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব—১৲
৮। সৎক্রিয়াসার—দীপিকা ও সংস্কার-দীপিকা ১।০
৯। জৈবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। নামকণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ।০
১৮। বাসন-আস্বাদ ।০
১৯। ভক্তিবিবেক মুক্তাবলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵০
২১। গৌড়ীয়-বাণিজ্য ৷৵০
২২। ভজন-রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যভাগবতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ ও (বাঁধা) ১৲
২৪ গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫ গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
২৬ গীতার কেবল মূল-ভাষ্য ।০
২৭ দুঃস্থিতরক্ষিকা ভগবদ্গৌরতত্ত্ব মাহাত্ম্য ২৲
২৮ বেদান্তত্ত্বসার মাহাত্ম্য ।০
২৯ প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸
৩০ দীপ-নির্ণয় ৵০
৩১ সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৵০
৩২ গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩ নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪ ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫ গীতমালা /১০
নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
৩৭ ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
৩৮ শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯ মহাগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ।০
০ শরণাগতি /০
১ গীতাবলী /০
২ চিত্রে নবদ্বীপ ১।০
৪৩ সাধনদর্পণ /০
৪৪ প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /০
৪৫। নবদ্বীপশতক /০
৪৬। অর্চ্চনপদ্ধতি /০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ /০
৪৮। অর্চ্চনপদ্ধতি (৫ম সংস্করণ) /১০
৪৯। অর্চ্চন-কথা ৷১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (অনুবাদ) ।০
৫৩। গৌড়ীয়কণ্ঠহার ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ? /০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণসেবা ৵০
৫৯। নিত্যাচরণীয় ৵০
৬০। সাধ্যসাধন /০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যলীলামৃত সারঃ ।০
৬১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিভিকাঃ ।০
৬২। সটিক-শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৬৩। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৪। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৷৵০
৬৫। গৌড়ীয়মঠের পরিচয়ঃ /০
৬৬। মায়াবাদখণ্ডনম্ ৵০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৭। রায় রামানন্দ ।০
৬৮। এ কিউ ওয়ার্ডস অব্ বেদান্ত ।০
৬৯। বাইবেল ।০
৭০। বেদান্ত—ইট্স্ মর্ফলজি অ্যাণ্ড অন্টলজি ।০
৭১। রিলেটিভ ওয়ার্লড্স্ ৷৵০
৭২। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।০
৭৩। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৪। কোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং /০
৭৫। দি ভাগবত ।০
৭৬। ইসোটেরিক ক্রিশ্চিয়ান অ্যাণ্ড আবেনেন্ট ফিজোসফি ।০
৭৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ১।০
৭৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৭৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮০। সাধন-পথ ।০
৮১। কল্যাণ-কল্পতরু /১০
৮২। গীতাবলী /০
৮৩। শরণাগতি /০

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৮৪। শরণাগতি /০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাঁচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। প্লীহা যকৃৎ সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ আনা, বড় বোতল ১৵০ আনা। প্যাকিং খরচ স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত গাজিয়াবাদি প্রবন্ধ ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। উহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং
কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার
কলিকাতা

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে কথাসার ও শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি- সম্পাদিত ও ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

স্বর্ণ সুযোগ !

স্বর্ণ সুযোগ !

শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদরচিত গৌড়ীয়ভাষ্য সহিত

বিরাট্ গ্রন্থ

শ্রীশ্রীচৈতন্য ভাগবত

... ক্রাউন কোয়ার্টো মূল ১০৯৬ পৃষ্ঠা, সূচীপত্র ২৪৪ পৃষ্ঠা, মোট১৩৪০ পৃষ্ঠা

ভিক্ষা (বাঁধাই) মাত্র ৭৲ সাত টাকা

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা

নদীয়া সার্টিফিকেট আদালতের নীলাম ইস্তাহার

১ নং এবং সার্টিফিকেটদার	২ নীলাম ইস্তাহার (A) (B) বা ধারায় প্রকাশিত	৩ ডিক্রিদার	৪ দেনদার	৫ যে দাবীর জন্য সম্পত্তি বিক্রয়ের আদেশ হইয়াছে	৬ বিক্রয়ের স্থান তারিখ ও সময়	৭ কি রকম জোত	৮ থানা, মৌজার নাম ও গ্রাম	৯ খতিয়ান নং প্লট (জানা থাকিলে) অথবা অন্য প্রয়োজনীয় বিবরণ	১০ জমির পরিমাণ (জানা থাকিলে)	১১ খাজনা (জানা থাকিলে)	১২ মন্তব্য
৪০ N, R, ৩৪।৩৫ ১।সার্টিফিকেট আদালত		গৌরীশচন্দ্র রায় বাহাদুর	নৃসিংহচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	৬৮/৩	২১।১০।৩৫	নিষ্কর	থানা কৃষ্ণনগর বেগুন গাড়ী	৫৩ খতিয়ান ৫৭ খতিয়ান	.৭১	/১০পেন্	গৌরীশচন্দ্র রায় বাহাদুর
৭৪ N, R, ৩৪।৩৫		ঐ	রাসবিহারী উপাধ্যায়	২৫/৯	২৮।১০।৩৫	মধ্যস্বত্ব চিরস্থায়ী খাজনা বৃদ্ধি যোগ্য	থানা কৃষ্ণনগর মৌজে রাধানগর	১০৩নং অধীনস্থ নং ১০৪।১০৫	.৭০	৩৬০	ঐ
১৬৮ N, R, ৩৪।৩৫		ঐ	পাঁচকড়ি বিবি	১৬৬০	২৮।১০।৩৫	রায়তি স্থিতিবান	থানা কৃষ্ণনগর মৌজে পশ্চিমতাজাপুর	২৪ খতিয়ান	.৩১	২৲	ঐ
৭২ N, R, ৩৪।৩৫		ঐ	খোদাবিবি	৪২৮/০	২৮।১০।৩৫	মধ্যস্বত্ব চিরস্থায়ী মোকররী	থানা কৃষ্ণনগর মৌজে দোপা	১০০৪ নং অধীনস্থ খতিয়ান১০০৫।১০০৮	১৭.৬৫	৫৫/১১	ঐ
৩১ N, R, ৩৪।৩৫		ঐ	যোগেশবালা দাসী	৯৮৮/০	২৮।১০।৩৫	দখলকার	থানা ও মৌজে কৃষ্ণনগর	৫৭৫০ নং অধীনস্থ ৫৭৫১ খতিয়ান	.১৩	১৲	ঐ
৯ N, R, ৩৪।৩৫		ঐ	যশোদাকুমার চট্টোপাধ্যায়	৫৮৮/৯	২৮।১০।৩৫	ঐ	থানা ঐ মৌজে ঐ	৪৬৫৩।১ নং অধীনস্থ ৪৬৫৩.২ খতিয়ান	.১৯	৪০	ঐ
৬৭ R, P, ৩৪।৩৫		আর, পালচৌধুরী	অতুল্য ঘোষ দিং	৩০৮/৩	২৮।১০।৩৫	রায়তি স্থিতিবান	থানা কৃষ্ণনগর মৌজে বাগাকোল	৩১৯ খতিয়ান	১.৯৪		আর, পালচৌধুরী
৬৮ R, P ৩৪।৩৫		ঐ	ঐ	৫১৮/৩	২৮।১০।৩৫	স্থিতিবান	থানা কৃষ্ণনগর মৌজে পারমেদিয়া	৩১৭ খতিয়ান	১.৫৭	৮।/৭	ঐ
৭৭ N, P, ৩৪।৩৫		ঐ	নফর মুখোপাধ্যায় দিং	১৪৮/০	২১।১০।৩৫	মধ্যস্বত্ব চিরস্থায়ী [illegible]	থানা নবদ্বীপ মৌজে পারপিলা	৫৮৯ খতিয়ান	৪.১০	নিষ্কর	ঐ
৬৩২ N, R, ৩৪।৩৫		গৌরীশচন্দ্র রায় বাহাদুর	নবীনচন্দ্র দে বগির	৮৩৮/৩	২১।১০।৩৫	রায়তি মোকররী	থানা কৃষ্ণনগর মৌজে পাবাখালী	১২৭ খতিয়ান	৪.৯৬	১৭৮/৯	গৌরীশচন্দ্র রায় বাহাদুর
৬৩২ N.R, ৩৪।৩৫		ঐ	নিশিকিশোর মুখোপাধ্যায় দিং	১৮৮/৩	২১।১০।৩৫	দখলকার	থানা কৃষ্ণনগর মৌজে গোবিন্দপুর	৩৮১ খতিয়ান	.১২	.৩৮/৩	ঐ

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈ নি ক

REG. NO C. 1544

নদীয়াপ্রকাশ
THE
NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত—নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১০ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৩১শে শ্রাবণ, শুক্রবার ১৩৪২, ১৬ই আগষ্ট ১৯৩৫ [১৪২তম সংখ্যা

শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্
বড় অক্ষরে মূল ও অন্বয়াদিসহ প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি উত্তম।
ভিক্ষা ।০ মাত্র
শ্রীচৈতন্যমঠ,
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

"গৌড়ীয়"
১ম বর্ষ হইতে ১১শ বর্ষ পর্য্যন্ত প্রতি বর্ষ কাগজে বাঁধাই
ভিক্ষা ৩৷৹ মাত্র।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ
বাগবাজার, কলিকাতা

বিবিধ সংবাদ

—:০:—

দামোদরে প্রবল বন্যা বর্দ্ধমান সহর বিপন্ন হইবার আশঙ্কা

দামোদরে প্রবল বন্যা হওয়ায় বর্দ্ধমান সহর পর্য্যন্ত বিপন্ন হইবার সম্ভবনা দেখা দিয়াছে।

প্রকাশ, বন্যায় ওয়াদিয়া ও পালগড় প্রায় ভাসিয়া গিয়াছে। প্রবল স্রোতে বহু গৃহপালিত পশু ভাসিয়াছে। বর্দ্ধমান সহরের ১৮ মাইল ও ১৭ মাইল দূরে যথাক্রমে শিয়ার ও বাজপুরে বাঁধ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। বর্দ্ধমান সহরের চারিপার্শ্বে যে বাঁধ আছে, তাহার মাত্র ৮ ফিট এখন জাগিয়া আছে।

রাজপুরুষগণ চারিদিকের জনসাধারণকে তাহাদের বাড়ীঘর রক্ষার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বনের জন্য সাবধান করিয়া দিয়াছেন।

গত ১৯১৩ সালের বিখ্যাত দামোদরের প্লাবনের অভিজ্ঞতা জনসাধারণ এখনও বিস্মৃত হয় নাই। বিশেষ করিয়া সেইজন্য এখানকার সকলে আতঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছে।

—

মালগাড়ী লাইনচ্যুত

গত ৮ই আগষ্ট শিভিরাইনে একখানি মালগাড়ী লাইনচ্যুত হওয়ার ফলে সাত খানা ওয়াগন উল্টাইয়া পড়ে এবং রেলপথের সাময়িক ক্ষতি হয়। মাদ্রাজ হইতে বেজওয়াদা যে সমস্ত যাত্রী আসিতেছিল, তাহাদিগকে নির্দ্দিষ্ট সময়ের প্রায় ঘণ্টা পরে গন্তব্যস্থানে পৌঁছিয়া দেওয়া হয়।

সপ্তাহে ৪০ ঘণ্টা কাজ আন্তর্জ্জাতিক শ্রমিক সম্মেলনের চুক্তি

আন্তর্জ্জাতিক শ্রমিক সম্মেলনের ১৯ তম অধিবেশনে সপ্তাহে ৪০ ঘণ্টা কাজ সম্পর্কে যে চুক্তি গৃহীত হইয়াছে, তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য আন্তর্জ্জাতিক শ্রমিক সঙ্ঘ বিশেষ তোড়জোড় করিতেছে। সম্মেলনের প্রস্তাব অনুযায়ী সপ্তাহে ৪০ ঘণ্টা কাজের নিয়ম প্রবর্ত্তন এবং শ্রমিকদের জীবিকা নির্ব্বাহের ধারা অক্ষুণ্ণ রাখা সম্পর্কে উক্ত শ্রমিকসঙ্ঘ বিভিন্ন দেশের গবর্ণমেণ্টকে নির্দ্দেশ দিয়াছেন। সপ্তাহে ৪০ ঘণ্টা কাজের নিয়ম প্রবর্ত্তন সম্পর্কে যে চুক্তি গৃহীত হইয়াছে, তাহার বিভিন্ন ধারা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

আন্তর্জ্জাতিক শ্রমিক সঙ্ঘের যে সমস্ত সদস্য এই চুক্তি মানিয়া লইবেন, তাহাদিগকে নিম্নলিখিত সর্ত্তগুলি মানিয়া লইতে হইবে।

(ক) সপ্তাহে ৪০ ঘণ্টা কাজের নিয়ম প্রবর্ত্তন করিতে হইবে, যাহাতে শ্রমিকদের জীবিকানির্ব্বাহের ধারা উহার ফলে ক্ষুণ্ণ না হয়।

(খ) ঐ উদ্দেশ্যে যাহা কিছু করা প্রয়োজন তাহাই করিতে হইবে।

সম্মেলনের এ সম্পর্কে যে প্রস্তাবটি গৃহীত হইয়াছে তাহা এইরূপ :—"সম্মেলন সপ্তাহে ৪০ ঘণ্টা কাজের নীতি সমর্থন করিয়া ঐ চুক্তি গ্রহণ করিতেছে এবং ইহাও মন্তব্য করিতেছে যে, ঐ নীতি অনুসৃত হওয়ার ফলে শ্রমিকদের সাপ্তাহিক, মাসিক কিম্বা বার্ষিক আয় যেন কমিয়া না যায় অথবা ইহার ফলে শ্রমিকদের জীবিকা নির্ব্বাহের ধারাও যেন অপেক্ষাকৃত নীচ না হইয়া পড়ে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। ঐ বিষয়ে সম্মেলন বিভিন্ন দেশের গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিতেছে, তাঁহারা যেন প্রথমতঃ, (১) বিভিন্ন মালিক ও শ্রমিক প্রতিষ্ঠানের সহিত সরাসরি আলাপ আলোচনা করিয়া শ্রমিকদের মজুরী স্থির করার জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। দ্বিতীয়তঃ, (২) কোনও বিরোধ উপস্থিত হইলে বিভিন্ন মালিক ও শ্রমিক প্রতিষ্ঠানের সহিত যেন আলাপ আলোচনা করা হয় এবং যদি কোন আপোষ মীমাংসা সম্ভবপর না হয়, তাহা হইলে তাহাদের বিচারের জন্য যেন একটি বোর্ড গঠন করা হয়। তৃতীয়তঃ, (৩) সপ্তাহে ৪০ ঘণ্টা শ্রমের নিয়ম প্রবর্ত্তন এবং শ্রমিকদের জীবিকানির্ব্বাহের ধারা অক্ষুণ্ণ রাখা সম্পর্কে যেন আন্তর্জ্জাতিক শ্রমিক অফিসে মাঝে মাঝে সংবাদ প্রেরণ করা হয়"।

স্মরণ থাকিতে পারে যে, সম্মেলনে কাচের বোতল তৈয়ারীর কাজে সপ্তাহে ৪০ ঘণ্টা কাজের নিয়ম প্রবর্ত্তন করা সম্পর্কে একটি চুক্তি গৃহীত হইয়াছে। সম্মেলনের ১৯৩৬ সালের অধিবেশনে অপর শিল্প সম্পর্কেও ঐ প্রকারের চুক্তি গৃহীত হইবে। আগামী ১৯৩৬ সালের জন্য নিম্নলিখিত শিল্পগুলির বাছাই করা হইয়াছে :—"(১) সরকারী কাজ (পাব্লিক ওয়ার্কস); (২) বিল্ডিং এবং সিভিল ইঞ্জিনীয়ারিং কাজ, (৩) লৌহ ও ইস্পাতের কারখানার কাজ এবং (৪) কয়লার খনিতে কাজ।"

১৫ জন লোকের প্রাণনাশ এবং দুই লক্ষ টাকা ব্যয়

সহীদগঞ্জের ব্যাপার উপলক্ষে লাহোরে যে সব সতর্ক ব্যবস্থা করা হইয়াছিল, তাহাতে গবর্ণমেণ্টের দুই লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে। ৮ই জুলাই তারিখে নিহত দুইজন শিখকে লইয়া মোট ১৫ জন লোক এই গোলযোগ উপলক্ষে নিহত হইয়াছে। তন্মধ্যে ২০ শে জুলাই তারিখের গুলী চালনায় নিহত ১৩ জন মুসলমানকেও ধরা হইয়াছে।

—

গুণ্ডার আক্রমণে জীবন সংশয়

রাজশাহি মহল্লা চাঁদখাঁরিয়ার এক গুণ্ডাপ্রকৃতির তরুণ বয়স্ক মুসলমান ফেরীওয়ালা জনৈক এক মুসলমান বাড়ীওয়ালাকে ছোরা মারিয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। প্রকাশ, ফেরীওয়ালা ভদ্রলোকের বাড়ীর দাওয়ায় বসিয়া কুৎসিত আচরণ দ্বারা ঐ অঞ্চলের মহিলাদের বিরক্তি জন্মাইত। ভদ্রলোক তাহা জানিতে পারিয়া ফেরীওয়ালাকে ভর্ৎসনা করিয়া তাঁহার বাড়ীর সম্মুখ হইতে হটাইয়া দেন। ফেরীওয়ালা ভদ্রলোকটীকে এক গলির মধ্যে একাকী পাইয়া তাঁহার দেহে উপর্য্যুপরি ছয়বার ছোরা মারিয়াছে। হাসপাতালে ভদ্রলোকের অবস্থা আশঙ্কাজনক। দুর্বৃত্তকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

—

কচুরীপানা ধ্বংসের চেষ্টা

চাঁদপুর মহকুমার কচুরীপানা ধ্বংস করার উপায় নির্দ্ধারণার্থ বিগত ২৩শে জুলাই স্থানীয় উকিল লাইব্রেরীতে মহকুমা হাকিম মহোদয়ের সভাপতিত্বে এক সভা আহূত হয়। সভায় স্থানীয় ও মফঃস্বলের বহু বিশিষ্ট ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। কচুরীপানা ধ্বংসের খরচ বাবদ মহকুমা হাকিম ২০৲ টাকা, আর সিম কোম্পানীর ম্যানেজার সাহেব ২০৲ টাকা এবং সভায় প্রত্যেকে এককালীন চাঁদা দিতে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

শিখে মুসলমানে হাঙ্গামা উভয় পক্ষই কৃপাণ প্রভৃতি ব্যবহার

লাহোর সিমলা হিলের নিকটবর্তী মুক্তি-ধামা মার্জিবান গ্রাম হইতে মুসলমান ও শিখদের মধ্যে এক হাঙ্গামার সংবাদ আসিয়াছে। প্রকাশ, মুসলমান যুবকগণ শিখদের হিন্দু ছাগল খোয়াড়ে দেওয়ায় এই হাঙ্গামার উদ্ভব হয়। উভয় পক্ষেই হাঙ্গামায় কৃপাণ প্রভৃতি ব্যবহার করা হইয়াছিল হাঙ্গামার ফলে ১৭ জন লোক জখম হইয়াছে ঐ সকল আহত ব্যক্তিকে হাসপাতালে প্রেরণ করা হইয়াছে। সেখানকার উচ্চপদস্থ পুলিশ কর্মচারীরা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন ও কতিপয় ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেন।

জাল চেক ভাঙ্গাইবার চেষ্টা

গত ৩রা আগষ্ট বহরমপুর সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কে দুইখানি জাল চেক ধরা পড়ে। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে, বহরমপুর নিবাসী শ্রীমান্ তরুণেন্দুশেখর বাগচী নামক জনৈক কর্ত্তৃক অঙ্কিত ও প্রেরিত হইয়া বহরমপুর ইলেক্ট্রিক সাপ্লাইং কোম্পানীর পিয়ন সুধাকর ওরফে সুধীর নামক একব্যক্তি ঐ চেক দুইখানি ব্যাঙ্কে জমা দেয়। খাগড়ার বস্ত্র ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত মাণিকমোহন বসু ও বান্ধা সেন কোম্পানীর মালিক এজেন্ট শ্রীযুক্ত আনন্দলাল মুখোপাধ্যায় নামে যথাক্রমে ১৭৫৲ ও ২২৫৲ মোট ৪০০৲ শত টাকার দুইখানি চেক দাখিল করা হয়। ব্যাঙ্কের কর্মচারী শ্রীযুক্ত নন্দগোপাল ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের চেক দুইখানি দেখিয়া সন্দেহ হয়। তিনি ব্যাঙ্কের সেক্রেটারীর নিকট রিপোর্ট করেন এবং তাঁহার আদেশানুযায়ী সুধীরকে আটক রাখা হয় এবং শ্রীযুক্ত মাণিকমোহন বসু মহাশয় ও শ্রীযুক্ত আনন্দলাল মুখার্জ্জি মহাশয়কে জানান হয়। তাঁহারা ঐ চেক জাল বলিয়া অভিমত জ্ঞাপন করেন। প্রকাশ, শ্রীযুক্ত আনন্দবাবুর ঐ ব্যাঙ্কে কোন টাকা জমা নাই এবং শ্রীযুক্ত মাণিকমোহন বাবুর নিজ নামেও কোন টাকা ঐ ব্যাঙ্কে জমা নাই, তাঁহার ফার্মের নামে টাকা জমা আছে।

ঐ বিষয়ে তদন্তের পরে জানা যায়, তরুণেন্দু বাগচী ওরফে কান্তিকের চেষ্টায় ঐরূপে চেক জাল করা হইয়াছে। তরুণেন্দু বহরমপুর লোকের উপস্থিতিতে ব্যাঙ্কে সদর দরজার নিকট নাকেখত ও ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া ভবিষ্যতে এইরূপ কার্য্য করিবে না। এইরূপ প্রতিশ্রুতি দিলে কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে ক্ষমা করিয়াছেন।

একদিনে কয়েকটী শিশু জলমগ্ন

কয়েক দিন হইল বানিয়াচঙ্গের বিভিন্ন স্থানে একদিন দিবা দ্বিপ্রহরের মধ্যে কয়েকটী শিশু জলে ডুবিয়া মরিয়াছে। এক ক্ষেত্রে ঘাটেই ভাইবোন সবাই ছিল, তাহার মধ্যে একটি শিশুকে সাঁতার শিখাইতেছিল, কোন সময়ে যে উপস্থিত শিশুদের একটী জলে ডুবিয়া গিয়াছিল, কেহ বলিতে পারে না। অন্য এক ক্ষেত্রে একটী শিশু জলে ডুবিতে আরম্ভ হওয়ায় অন্য এক শিশু তাহাকে তুলিতে যায়, জড়াজড়ি করিয়া উভয়েই ডুবিয়া মরিয়াছে।

প্রাণহানি ঘটাইবার দায়ে জমাদারের দণ্ড

কিছুদিন পূর্ব্বে জমিদার বি সরকারের [illegible]পুর কাছারীর নায়েব নেকারুদ্দি মল্লিক এবং অপর কয়েকজন কর্মচারী [illegible] সাব-ডিভিসনাল অফিসারের কোর্টে পার্শ্ববর্ত্তী অপর এক জমিদারের একজন কর্মচারীর প্রাণহানি ঘটাইবার এবং অপর কয়েকজন ব্যক্তিকে আহত করিবার অভিযোগে বিচারার্থ আনীত হয়। এই বিচারকার্য্য সম্প্রতি কৃষ্ণনগর দায়রা আদালতে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। বিচারে নায়েব নেকারুদ্দি মল্লিক ৪ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে।

বাঙ্গালার নানাস্থানে

প্রায় ৫০ ঘণ্টা কাল অবিরাম বৃষ্টির ফলে ঝরিয়া ও জিনাগোড়া অঞ্চলে কয়েকটি কয়লার খনি জলপ্লাবিত হইয়াছে। তাছাড়া কারখানাসমূহও জলপ্লাবিত হইয়াছে। খনি-সমূহের চীফ ইন্সপেক্টার ও অন্যান্য কর্মচারিগণ জলপ্লাবিত খনিসমূহ পরিদর্শন করিতে গিয়াছেন। খাস ঝরিয়ার নিকটে খান অঞ্চল [illegible] ন্যায় এক প্রকার ডুবে আচ্ছন্ন হইয়াছিল। উহার ফলে কয়েকখানা অট্টালিকাদি প্রায় অদৃশ্য ছিল। মোট প্রায় ১০ ইঞ্চি বৃষ্টি পাত হইয়াছে। এই অঞ্চল চীফ ইন্সপেক্টারের উপস্থিতি অপরিহার্য্য এবং জোড়িয়াবাদ দুর্ঘটনার তদন্তের জন্য নিযুক্ত ট্রাইবিউনালের একজন এসেসরের খনি জলমগ্ন হওয়ায়, ১২শে আগষ্টের পূর্ব্বে ট্রাইবিউনাল বসিবে না।

পাওনা আদায়ের সময় হাঙ্গামা

গত ২রা আগষ্ট পালাগ্রামনিবাসী দুদুসেখ যখন বাজারে দুধ বিক্রয় করিতেছিল তখন ঐ গ্রামের খুদী সেখ আসিয়া দুদু সেখের নিকট তাহার পাওনা দুই পয়সা চাহে, দুদু সেখ পয়সা দিতে না পারায় উভয়ের মধ্যে বচসা হয়। খুদী সেখ উত্তেজিত হইয়া দুধের ভাড় ছিনাইয়া লইতে চেষ্টা করিতেছিল, এমন সময় দুদু সেখের বগলে রক্ষিত কাস্তেতে তাহার হাত কাটিয়া যায় এবং রক্তপাত হইতে থাকে। খুদী সেখের খুড়া মহাজদীন এই সময় ছুটিয়া আসিয়া দুদু সেখের গলা চাপিয়া ধরে। ফলে সে ভীষণ আহত হয়। পুলিশ তদন্ত চলিতেছে। দুদু সেখের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

পল্লীবাসীর গৃহে অস্ত্রাগার আবিষ্কার

প্রকাশ যে, [illegible] জেলার চাউনগাঁও নামক গ্রামে এক ব্যক্তির গৃহে পুলিশ বাহিনী একটা অস্ত্রাগারের সন্ধান পাইয়াছে।

নিকটবর্ত্তী অঞ্চলসমূহের কতিপয় ডাকাতিতে দেশী বন্দুক ব্যবহৃত হওয়ায়, পুলিশ ঐ সকল বন্দুক কোথা হইতে সরবরাহ হয় তাহা আবিষ্কারের চেষ্টায় ছিল। সন্দেহক্রমে পুলিশ [illegible] এক ব্যক্তির গৃহে হানা দেয় এবং তাহাকে ও অপর এক ব্যক্তিকে বন্দুক নির্ম্মাণকালে গ্রেপ্তার করে। ৩টী বন্দুক এবং কতকগুলি তাজা কার্তুজও পুলিশ ঐ বাড়ী হইতে হস্তগত করিয়াছে।

ঋণের টাকা লইয়া হত্যাকাণ্ড

শাহাবাদ বোগা তহশীলে মারামারির কারণে ছয়টী নরহত্যা হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

সাসারাই গ্রামের এক মুচী কোনও শিবদানের নিকট একজোড়া জুতা বিক্রয় বাবদ পাওনা একটাকার তাগিদা দেওয়ায়, উক্ত শিখ মুচীকে লাঠি দিয়া এমন গুরুতর আঘাত করে যাহার ফলে হতভাগ্যের মৃত্যু হইয়াছে আততায়ীকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

বোগা হইতে বারমাইল দূরবর্ত্তী দুলিয়ানা গ্রামে সামান্য কিছু ঋণের টাকা লইয়া দুইদল লোকের মধ্যে মনোমালিন্য চলিতেছিল। ৪ঠা আগষ্ট তারিখে একদলের ছয়জন অপর দলের দুই ব্যক্তিকে সহায়হীন অবস্থায় অতর্কিতে আক্রমণ করিয়া সাংঘাতিক জখম করে। একজন নিহত হইয়াছে, অপর জনের অবস্থাও আশঙ্কাজনক পুলিশ ঘটনার তদন্ত করিতেছে।

প্রাণনাশের অভিযোগ

বহরমপুরের প্রথম ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মৌলবী আবাদুল্লা সাহেবের এজলাসে বাগড়ার রামপদ দত্ত নামক এক যুবক দণ্ডবিধির ৩০৪ ধারা অনুসারে অপরাধমূলক হত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত হয়। তাহাকে দায়রা জজ মিঃ জি বি মিত্রের বিচারার্থ প্রেরণ করা হইয়াছে।

প্রকাশ, গত জুন মাসে বাগড়া হাতিপাড়ার কালীদাসী নাম্নী জনৈকা স্ত্রীলোককে আসামী সাংঘাতিকভাবে ছুরিকাঘাত করে, শঙ্কাজনক অবস্থায় তাহাকে হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়। তথায় কয়েকদিন চিকিৎসার পর স্ত্রীলোকটী মারা যায়।

কলিকাতার বাজার দর

আটা ও ময়দার দর

পেটেন্ট ময়দা	প্রতি মণ	৫৵০-৫।০
উৎকৃষ্ট		৪৸৵০-৫৲
গৃহবাসীর ব্যবহারোপযোগী		৪।০-৪৸৵০
আটা (বি)		৪৷৵০-৪৸০
সুজী		৪৸৵০-৫৲
আটা (এস)		৪৵০ ৪।৵
আটা (২)		৪৶০-৪।৴০
আটা (কে)		৫৸০-৩৸৵০
আটা (৩)		৩৵০ ৩।০
গোলার্ড ভুষি		১৸৵০-২৲
ভুষি		১৸৵০-১৸৵০

তৈলের দর

আস্তোষ মিলের	১৫৲-১৬৲
শ্রীকৃষ্ণ সরিষার তৈল	১৫৸০ ১৫৲
ঐ খুচরা	১৭।০-১৭৷০
নারিকেল তৈল	১১।০—১১৷-১২৲
রেড়ির তৈল	১১৸০

সোনা-রূপা

প্রতি ভরি

টাকশালের বার	„ „	৩৪৸৵১০
বড়াদের বার	„ „	৫৪৷৴১০
গিনি	„ „	২৭৷৴০
চাঁদির বার	প্রতি ১০০ ভরি	৭১৲
ঐ খুচরা	„ „ „	৭১।০

লৌহ ও হার্ডওয়ার

২১শে জুলাই কলিকাতা

টাটার তৈয়ারী	প্রতি হন্দর
লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম) মার্কা	৬৲-৬।০
ঐ বে মার্কা হাল্কা ওজন	৫৵০-৫৸৵০
বরগা (টি-আয়রণ)	৬৸৵০—৬৸৵০
এঙ্গেল আয়রণ (কোণ)	৬৲—৬।০
গ্যালভ্যানাইজড করগেট টিন—৬ হইতে ১০ ফুট	
২২ গেজ ৯৸৵০	২৪ গেজ ৯৷৴০
২৬ গেজ ১১৸৵।০	ঐ আর, পি, ডি, ১০৸০
প্যাঃ রিজিং (মটকা) ১২ইঞ্চি	।৴৫-৸৵১০ পিস
২৪ গেজ প্যাঃ প্লেন সীট	১০৲,
	২৬ গেজ ১০৸৵৫
বাগান ঘেরা কাঁটাতার বাণ্ডিল	৭।০-৭৸৵০
মেল কাটিং বা হিট কাটা	১৸০-৩৲ মণ
পাটী কাটিং	৫৲-৫৸৵০ হন্দর
মত কাটিং	৫।৵০-৫৸০
টীন পাটী	৬৲-৬৵০
ঐ রেল ওয়াটার পাইপ ৩-৪ ইঞ্চি	৵১০, ।১৯ ফুট
কোলাপসিবল গেট প্রতি স্কোয়ার	ফুট ১৲-১৶০

সন্তোষকুমার মল্লিক
এণ্ড সন্স্ লিঃ
ডি-৫ জগন্নাথ ঘাট সোনাপটী, বড়বাজার,
কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে।
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
—পারমার্থিক পত্র—
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৩য় বর্ষ { ২ হৃষীকেশ গৌরাব্দ ৪৭৯, ৩১শে শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১৩৭২, আগষ্ট ১৯৬৫ মঙ্গলবার } ১৪২৫শ সংখ্যা

আচার্য্য-প্রসঙ্গে

গৌড়ীয়াচার্য্যবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর গত ১১ই আগষ্ট রবিবার রাত্রিতে শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়নের সঙ্কেত (Hints on the Study of Srimat Bhagabatam) সম্বন্ধে প্রায় একঘন্টাকাল হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। "যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে"-বাণীর সার্থকতা শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথায় দেদীপ্যমান। যাঁহারা অবৈষ্ণব-সঙ্গ করেন তাঁহারা আধ্যক্ষিকভাবে শাস্ত্র পড়িতে যাইয়া শ্রীমদ্ভাগবতের অর্থ কিছুমাত্র বুঝিতে পারেন না। তাই অনভিজ্ঞগণ তাচ্ছিল্যের-সহিত দেখিয়া শ্রুতির বহুমানন করেন। শ্রীমদ্ভাগবতকে না মানিয়া শ্রুতির ঐ বহুমানন বস্তুতঃপক্ষে শ্রুতির অঙ্গে কুঠারাঘাত ব্যতীত আর কিছুই নহে। এক অঙ্গ না মানিয়া অন্য অঙ্গ মানিবার ছলনা দেখাইলে অর্দ্ধকুক্কুটী-ন্যায়-ভাবে মূঢ়তার পরিচয় দেওয়া হয় মাত্র। বৈষ্ণবের নিকট ভাগবত পড়িলে জানা যায় যে শ্রুতির শিরোরত্নই শ্রীমদ্ভাগবত। বেদ, বেদান্ত, শ্রুতি প্রভৃতি পরমার্থশিক্ষার কলিকা, আর শ্রীমদ্ভাগবত পূর্ণবিকশিত প্রসূন।

• • •

গণিতের প্রাথমিক (Elementary) জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা তাহাকে কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য। তাহা না হইলে উহার কোনও প্রয়োজনীয়তা নাই। যাঁহাদের ধারণা—ব্যবহারিক গণিতের (Applied Mathematics-এর) প্রয়োজনীয়তা নাই, তাঁহাদের বুদ্ধির তারিফ অবশ্য করা যায় না, পরন্তু ঐ প্রকার ধারণা মূঢ়তারই পরিচয়। শ্রুতি পরমার্থের প্রাথমিক জ্ঞান। শ্রীমদ্ভাগবতই applied পরমার্থ। সুতরাং শ্রীমদ্ভাগবতাধ্যায়ীদের প্রয়োজনীয়তা সহজেই বোধগম্য।

• • •

বেদ-শাস্ত্র সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন তত্ত্বের কথা বলিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম-শ্লোকত্রয়ে যথাক্রমে তাহাদের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। "জন্মাদ্যস্য" শ্লোকে সম্বন্ধ, "ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবঃ" শ্লোকে অভিধেয় এবং "নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলম্" শ্লোকে প্রয়োজন-তত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে। চতুঃশ্লোকী ভাগবতের 'অহমেবাসমেবাগ্রে' ও 'ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত' শ্লোকে সম্বন্ধ, "এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং" শ্লোকে অভিধেয় এবং "যথা মহান্তি ভূতানি" শ্লোকে প্রয়োজনতত্ত্বের কথা বলিয়াছেন। দ্বাদশ-স্কন্ধাত্মক শ্রীমদ্ভাগবত এই সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজনতত্ত্বই বিশেষরূপে বর্ণন করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতাধ্যায়ীদের স্পৃহা না থাকিলে বেদ ও শ্রুতি-পাঠের কোনই সার্থকতা নাই। প্রাথমিক-জ্ঞানে আবদ্ধ থাকা জড়তারই লক্ষণ।

• • •

অপ্রাকৃত কবি শ্রীল জয়দেব গাহিয়াছেন—

বেদানুদ্ধরতে জগন্তি বহতে
ভূগোলমুদ্বিভ্রতে।
দৈত্যং দারয়তে বলিং ছলয়তে ক্ষত্রক্ষয়ং
কুর্ব্বতে।
পৌলস্ত্যং জয়তে হলং কলয়তে
কারুণ্যমাতন্বতে।
ম্লেচ্ছান্ মূর্চ্ছয়তে দশাকৃতিকৃতে কৃষ্ণায়
তুভ্যং নমঃ॥

শ্রীকৃষ্ণ অখিলরসামৃত-মূর্ত্তি; তাঁহাতে সকল রসই পূর্ণভাবে রহিয়াছে। তাঁহার অবতারগণের মধ্যে সকল-রসের প্রকাশ নাই। মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, দাশরথি রাম, বলরাম, বুদ্ধ, কল্কি—শ্রীকৃষ্ণের দশবিধ লীলাবতার। মৎস্য—বিষয়, সত্যব্রত রাজা—আশ্রয়; কূর্ম্ম—বিষয়, দেববৃন্দ—আশ্রয়; বরাহ—বিষয়, ব্রহ্মা—আশ্রয়; নৃসিংহ—বিষয়, প্রহ্লাদ—আশ্রয়; বামন—বিষয়, বলি—আশ্রয়; পরশুরাম—বিষয়, ব্রাহ্মণ গৌরব—আশ্রয়; রামচন্দ্র—বিষয়, সীতা-লক্ষ্মণাদি ও হনুমান্ প্রভৃতি—আশ্রয়; বলরাম—বিষয়, গোপী ও সখাগণ—আশ্রয়; বুদ্ধের বেদবিরোধিনী অহিংস নীতি; কল্কির সত্যস্থাপন।

'রাসো রসকদম্বোহহম্'—রসের মধ্যে কোন্ রস। অবতারে কোন্ রসের প্রকাশ, তাহার আলোচনা ও বিশ্লেষণ করা দরকার। শ্রীকৃষ্ণে যাবতীয় রসের অবস্থান; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের স্থান সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রসিদ্ধ।

• • •

চতুঃশ্লোকী ভাগবত বলিবার পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

'জ্ঞানং পরমগুহ্যং মে যদ্বিজ্ঞানসমন্বিতম্।
সরহস্যং তদঙ্গঞ্চ গৃহাণ গদিতং ময়া॥'
'যাবানহং যথাভাবো যদ্রূপগুণকর্ম্মকঃ।
তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ॥'

এই স্থানে "মে জ্ঞানং" বলিতে শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধ-জ্ঞান—তত্ত্ব-জ্ঞান বা ব্রহ্ম-জ্ঞানের কথা নহে। শ্রীকৃষ্ণ নিত্য সবিশেষ-বিগ্রহ—সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ। শ্রীকৃষ্ণজ্ঞানের প্রতি উদাসীন হইয়া ইতর-জ্ঞানের প্রচেষ্টায় অসুবিধা উপস্থিত হয়।

• • •

শ্রীল প্রভুপাদ যখন ঐসকল হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছিলেন তখন রায় বাহাদুর তারকনাথ বসু (অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটি, বেঙ্গল পুলিশ) ও রায় বাহাদুর অক্ষয়চন্দ্র মিত্র, ইঞ্জিনিয়ার তাঁহার পাদপদ্ম দর্শনে আগমন করেন। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহাদের নিকটও দীর্ঘকাল হরিকথা কীর্ত্তন করেন। তাঁহাদের কিছু পরে রায় শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র নারায়ণ রায় এম-এ, সাব ডেপুটি, কৃষ্ণনগর মহোদয়ও শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মে উপস্থিত হন। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহাদের নিকট "অজন্মে বা বিজন্মে বা", "অহং সুবর্ণ-সিংহ" প্রভৃতি কয়েকটি শ্লোক ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

• • •

শ্রীমদ্ভাগবত দান মাহাত্ম্য সম্বন্ধে শ্রীল প্রভুপাদ এই শ্লোকটী ব্যাখ্যা করিয়াছেন—

প্রৌষ্ঠপদ্যাং পৌর্ণমাস্যাং হেমসিংহ-
সমন্বিতম্।
দদাতি যো ভাগবতং স যাতি
পরমাং গতিম্॥
(ভাঃ ১২।১৩।১৩)

—যিনি ভাদ্রমাসের পূর্ণিমা-তিথিতে সুবর্ণ-সিংহসমন্বিত (সুবর্ণসিংহাসনারূঢ়) শ্রীমদ্ভাগবত দান করেন, তিনি পরমা গতি লাভ করিয়া থাকেন।

সুবর্ণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মূল্যবান্ ধাতু। সিংহও শ্রেষ্ঠ অর্থে ব্যবহৃত হয়। শ্রীমদ্ভাগবত যাবতীয় শাস্ত্র অপেক্ষা অধিক মূল্যবান্ ও শ্রেষ্ঠ এইজন্য উহা পুরাণরাজ। রাজার আসন—সিংহাসন। সুতরাং পুরাণরাজ শ্রীমদ্ভাগবতের আসনও সিংহাসন। এই পুরাণরাজের সিংহাসনের সহিত অপর সিংহাসনের তুলনা হয় না। শ্রীমদ্ভাগবত সাক্ষাৎ অপ্রাকৃত-বিগ্রহ-বিশিষ্ট শ্রীগোবিন্দ। শ্রীগোবিন্দের রত্নময় সিংহাসনের বিষয় আমরা শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর নিম্নলিখিত শ্লোকে দেখিতে পাই—

দীব্যদ্বৃন্দারণ্যকল্পদ্রুমাধঃ
শ্রীমদ্রত্নাগারসিংহাসনস্থৌ।
শ্রীশ্রীরাধা-শ্রীলগোবিন্দদেবৌ
প্রেষ্ঠালীভিঃ সেব্যমানৌ স্মরামি॥

(অতঃপর ৫ম পৃষ্ঠার শেষ কলমে দ্রষ্টব্য)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২ হৃষীকেশ তিথি গৌরাব্দ ৪৪৯

আত্মা—অমৃত

আমরা চেতনজীব—আত্মা। আমি স্বয়ংই আত্মা, তবে আমার আত্মা বলিয়া যে একটী কথা আমাদের কর্ণগোচর হয়, তাহা দেহাত্মবুদ্ধি হইতেই হৃদয়ে স্থান লাভ করিয়াছে। দেহে যখন আমাদের আত্মবুদ্ধি প্রবল হয় এবং যখন দেহকে 'আমি' মনে করিয়া আমরা দেহ-সুখসাধনে ব্যস্ত হই তখন এতাদৃশ ভাব বা ভাষার উদয় হয়। দেহকে 'আমি' মনে করিয়া দেহস্থিত আত্মাকে আমার আত্মা বলিয়া থাকি। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে এ ধারণা ভ্রমাত্মক। সাধু-গুরু-কৃপায় এই বিকৃতবুদ্ধি দূরীভূত হইলে স্বরূপোদ্বোধনের সঙ্গে সঙ্গে আমরা জানিতে পারি যে এই জড়দেহের মধ্যে যিনি বাস করেন, সেই চেতন আত্মাই আমি; আমি নিত্য আর স্থূলদেহ ও সূক্ষ্মদেহ মন অনিত্য ও বিনশ্বর। তাই শ্রীগীতা বলেন,—

> "ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচি-
> ন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
> অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
> ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥"

আত্মা—অবিনাশী, আত্মা অশোচ্য, ধ্রুব, নিত্য, শাশ্বত, অক্ষয়, অচ্ছেদ্য, অক্লেদ্য, সনাতন ও অমৃত। এই আত্মার কোন অনুশোচনা নাই, কিন্তু অনাত্ম সূক্ষ্ম ও স্থূলদেহ শোচনীয় হওয়ায় উহা অনুশোচনীয় ও বিভাগে খণ্ডিত হইবার যোগ্য। যাঁহাদের দেহাত্মবোধ ও মানসাত্মবোধ প্রবল, তাঁহাদের স্বরূপজ্ঞান ও বৈকুণ্ঠপ্রতীতির অভাব হওয়ায় প্রাপঞ্চিক জগতের সহিত বৈকুণ্ঠ বস্তু শ্রীমহাপ্রসাদ, শ্রীবিগ্রহ, শ্রীগুরুদেব, শ্রীবৈষ্ণব, শ্রীতুলসী, শ্রীগঙ্গা, শ্রীধাম, শ্রীনাম প্রভৃতি চিন্ময় বস্তু এবং চেতনাত্মার সহিত দেহমনের অভিন্ন বোধ নানাপ্রকার ক্লেশ-সম্পাদন করিয়া থাকে; কিন্তু যাঁহারা পরমার্থ-কথা আলোচনা করেন সেই ভাগ্যবান্ জনগণ সাধু-গুরু-কৃপায় আত্মানাত্মবিবেক লাভ করিয়া এরূপ অসুবিধার মধ্যে পড়েন না—জড়ে চেতনবুদ্ধি এবং চেতনে জড়বুদ্ধি তাঁহাদের না থাকায় তাঁহারা বাস্তবসত্য স্বরূপসন্ধানে ভ্রান্ত হ'ন না। তাই তাঁহাদের দুঃখ নাই, তাঁহারা শান্ত।

আত্মা বা 'আমি'-বস্তুটী পূর্ণচিদ্বস্তু কৃষ্ণের বিভিন্নাংশ হওয়ায় অণুচেতন—অমৃত, মৃত বা মর্ত্ত্য নহেন। সে মায়াতীত বস্তু হইয়াও অতি ক্ষুদ্রতা ও দুর্বলতা-হেতু স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার করিয়া কৃষ্ণকে ভুলিয়া মায়া-কবলিত হইয়াছে এবং তজ্জন্য নিজেকে বিনাশাত্মক এ জগতের কোন বস্তু বলিয়া মনে করিতেছে। ভগবদ্বিমুখ জীবাত্মা নিত্যাভিনিবেশরহিত অনাত্ম-প্রতীতি হওয়ায় জীবের বহিরভিনিবেশ-বাসনা প্রবল হইয়াছে; তাই সে জগতের পথ অবলম্বন করিয়া—শাস্ত্রের ভক্ত হইয়া নিজেকে পরমার্থ বা পারমার্থিকের বিদ্বেষী বলিয়া মনে করিতেছে—শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের বিরুদ্ধভাব তাহার হৃদয়ে স্থান পাইয়া তাহাকে প্রাকৃত অভিমানে মত্ত করিয়াছে ও করিতেছে। তাই সে আমার জগৎ, আমার পিতা ইত্যাদি অভিমানে মত্ত হইয়া আত্মহারা হইয়াছে—নিজেকে নিজে ভুলিয়াছে, শান্তির পথে কণ্টক দিয়া অশান্তিকে বরণ করিতেছে এবং অনাত্ম-বস্তুতে আত্মীয়-বোধের প্রাবল্যহেতু নিত্যপূজ্য, প্রাণের দেবতা, হৃদয়ের ধন ও প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম বস্তুকে পর মনে করতঃ সেই পরম করুণাময় ভগবান্‌কে নিজের ও দেহসম্বন্ধীয় আত্মীয়-স্বজনের সেবায় ভৃত্যরূপে নিযুক্ত করিতেও দ্বিধাবোধ করিতেছে না। ইহাই তাহার বন্ধতা, ইহাই তাহার দুর্দ্দৈব, ইহাই মহা অনর্থ। এমতাবস্থায় আমাদের আত্মবিৎ সাধুর সঙ্গ করাই বিশেষ প্রয়োজন। কিন্তু আমরা এমনই আত্মবঞ্চিত ও নির্ব্বোধ যে, বালক যেরূপ না বুঝিয়া অভিজ্ঞ লোকের সহিত কলহ করিয়া নিজের অমঙ্গল সাধন করে, আমরাও সেইরূপ সাধুর সহিত মতভেদ করিয়া পরমার্থে বিশ্বাসস্থাপন না করিয়া আত্মসন্ধান-দানে পরাঙ্মুখ হইতেছি।

ভূত-বর্ত্ত-মান-প্রভৃতি ধর্মসম্বন্ধ বিগত-প্রাপ্তিহেতু বদ্ধজীবগণ তুরীয় বৈকুণ্ঠের বৈচিত্র্য বুঝিতে না পারিয়া আত্মসংহারপূর্ব্বক যে পাপ অর্জ্জন করে, তদ্দ্বারা তাহাকে আত্মঘাতী বলা যাইতে পারে কিন্তু সুখের বিষয় এই যে, আত্মা—অবিনাশী; সুতরাং তাহার তাদৃশ চাপল্য ক্ষণিক চাঞ্চল্যমাত্রে পর্য্যবসিত হইলেও—সে ভুলক্রমে অনাত্মীয়কে আত্মীয় বলিয়া মনে করতঃ তাঁহাদের প্রতি আকৃষ্ট হইলেও বা জগৎকে তাহার আবাসস্থল বলিয়া মনে করিলেও সাধুসঙ্গ করিলে তাহার এই ভ্রান্তি অপসারিত হইবেই হইবে।

স্বরূপবিস্মৃত জীব ভয়াতুর, শোকাতুর, দুঃখশীল, প্রচণ্ড-লোভ-বশ। অভক্ষ্যভক্ষণ-বিষয়ের সন্ধান না থাকার জন্য তাঁহার যে এই বিপত্তি, উহা তাঁহার প্রলাপবিকারেরই পরিণত হয়; উহা অনাত্মপ্রতীতিরই ধর্ম। ভক্তিবিবেক উদিত না হইলে জীবের স্বরূপের উদ্বোধন হয় না। বিরুদ্ধরূপে তাঁহার স্বরূপ-বিস্মৃতি ঘটে এবং তদনুসারে অমঙ্গলকে মঙ্গল বলিয়া বরণ করেন। শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভুর প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছেন, মায়া বা জীব-মাত্রেই ভগবৎপ্রকাশের সহিত যুগপৎ ভেদাভেদরূপে অবস্থিত এবং প্রাণিমাত্রেই ভগবানের ত্রিবিধা শক্তির অন্যতমা তটস্থা শক্তি হইতে প্রকটিত ব্যাপার-বিশেষ। তিনি মায়াধীন হইলে তাঁহার কেবল ভোগের উপলব্ধি হয়—ভগবৎসেবাবঞ্চিত হইলে আপনাকে 'ভোক্তা' বলিয়া অভিমান হয় এবং মায়াবিনী আবরণশক্তির প্রভাব ক্ষীণ হইলে তাঁহাকে বিষয়ে প্রাণ করে।

ভগবদ্বিমুখতাই সকল দুঃখের একমাত্র কারণ। সেই দুঃখজালের একমাত্র অধি-কারী—জীবের আত্মপ্রতীতি হইতে জাত সূক্ষ্ম ও স্থূল শরীরদ্বয়। তাহাতেই সে সুখ-দুঃখ ভোগ করে এবং শরীরদ্বয়ের ভোগপ্রবৃত্তি লুপ্ত হইলে শরীরদ্বয়ের মালিক হইয়া আর তাহাকে সুখদুঃখ ভোগ করিতে হয় না—সে নিত্যকাল বিভক্ত পারমার্থিক হইয়া আপনাকে 'ভগবান' বলিয়া জানিতে পারে।

তাই বলি, অমৃত হইয়া আমরা নিজেকে মৃত মনে করিতেছি কেন এবং আমার একমাত্র শরণাগতি শ্রৌতপথকে—সাধু-গুরু-প্রদর্শিত রাস্তাকে কণ্টকপূর্ণ করিয়া কূপথে পতিত হইয়া ত্রিতাপে জর্জ্জরিত হইবার জন্য ব্যস্ত হইতেছি কেন? আর অসুবিধার পড়িয়া থাকিয়া লাভ কি? মুক্তাভিমানী, মায়াবাদিমানী, অপরাধী-অভিমানী ব্যক্তিগণের সঙ্গ করিয়া লাভ কি? সুতরাং শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করা, শ্রীগৌড়ীয় পাঠ করা, শ্রীনদীয়াপ্রকাশ পাঠ করা এবং সাধুমুখে হরিকথা শুনাই উচিত নহে কি? যদি আচার্য্যবর্গগণের এই-সকল কথা আমরা শুনি এবং তদনুসারে জীবনযাপন করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প হই তাহা হইলে শ্রীগুরুবৈষ্ণবে শ্রদ্ধা ক্রমশঃই বর্দ্ধিত হইবে, আত্মোপলব্ধি হৃদয়ে স্থান পাইবে, প্রাপঞ্চিক ভোগপ্রণালীর সুখদুঃখ আমা-দিগকে স্পর্শ করিতে পারিবে না এবং আমরা পুনরায় নিজস্বরূপ ফিরিয়া পাইব—আমরা অশোক, অভয়, অমৃত হইয়া যাইব।

আত্মা—অমৃতের পুত্র—অমৃত, মর্ত্ত্যের জন্ম মরেন না মর্ত্ত্য মরেন। সূক্ষ্মশরীর এবং স্থূলশরীর—দেহ ও মন মর্ত্ত্যের জন্য। আত্মা অমৃত পান করেন। ভগবদ্ভক্তিই অমৃত আস্বাদ, ইহার ভোগান্তরের মধ্যে অনেক বন্ধনযোগ্য ভোগের বিষ রহিয়াছে। তাহা বরণ না করিয়া শ্রীভাগবতামৃত—শ্রীগুরুদেবামৃত অনুক্ষণ নিত্য পান করা উচিত। তাহা হইলে আমরা বুঝিতে পারিব যে আমরা আত্মবস্তু—চেতন বস্তু, কৃষ্ণের বস্তু, এ জগতের কাহারও নই এবং এই আত্মা—অমৃত, মৃত নহেন।

আনন্দ

কি চাও? বল, এতো দূর—প্রতারণা করিও না, আপনি ঠকিবে,—যথার্থ বল তুমি কি চাও? তোমার প্রার্থনার বস্তু কি? তোমার অখিল অর্থবস্তু ভক্ত তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিয়া তুমি আমার এই প্রশ্নের সদুত্তর প্রদান কর। ভয় নাই, আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি তোমার প্রার্থনা আমি পূর্ণ করিব। ভাবিতেছ? বেশ; উত্তমরূপে ভাবিয়া দেখ; ভাবিয়া বল। কি বলিতেছ? বল! আনন্দ! হাঁ, যথার্থ প্রার্থনার বস্তু; আনন্দই তোমার যথার্থ মূল প্রয়োজন,—আমিও তাহা বেশ জানি। তুমি ঐকান্তিক আনন্দেরই একান্ত কাঙ্গাল। এই আনন্দলাভের জন্যই তুমি বিশাল ভবের হাটে পুনঃ পুনঃ আগমন করিয়া নানাভাবে কেবল তাহারই অনুসন্ধান করিতেছ। তাহারই জন্য তুমি তোমার যথাসর্ব্বস্ব ব্যয় করিতে প্রস্তুত। বেশ বল, আজ আমি তোমার সকল ভাব দেখিয়া,—চিরদুঃখী তুমি, তোমার সকল ভাব দেখিয়া পরম প্রীত হইয়াছি; চিরদুঃখী তুমি, তোমাকে অদ্যকার ভক্ত আজ এরূপ অবস্থায় দেখিয়াও আমি বড় সুখী। আচ্ছা, এখন সত্য বল দেখি, কিরূপে কোথায় কোথায় তুমি আনন্দের অন্বেষণ করিয়া কি কি ফল পাইয়াছ?

সব বলিল,—তবে বলি শুন, আমি এই অতি বিচিত্র অত্যাশ্চর্য্য ভবের হাটে প্রথমেই দেখিলাম, একটী অসামান্য রূপলাবণ্য-বতী যুবতী তুষারমোহন-বেশে মস্তকের কেশ-বেশে উত্তম আসনে উপবিষ্টা আছেন। তাঁহার পার্শ্বে আর একটী পরমা সুন্দরী নবীনা রমণী, প্রথমার নবীনরূপে বিরাজ করিতেছেন। সম্মুখে একটী স্বর্ণ পাত্রে অতীব লোভনীয়রূপে চারি প্রকারের চারিটী ফল সজ্জিত রহিয়াছে। তারপর চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম, এই ফুল চারিপ্রকার ফলই নানাপ্রকারে প্রস্তুত করিয়া নানাভাবে সুসজ্জিত করিয়া শত শত বিপণী সাজাইয়া শত শত ব্যক্তি ঐ অধিষ্ঠাত্রী দেবীর সহকারীরূপে থাকিয়া বিভিন্ন ক্রেতাদিগকে বিভিন্নমূল্যে বিবিধ পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করিতেছে। লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি নরনারী আগ্রহ সহকারে তাহা আকৃষ্ট হইয়া পরমানন্দে আপন আপন চেষ্টা ও অভিরুচি মত ঐসকল দ্রব্য ক্রয় করিতেছে। কেহবা দুই তিন বাটা মহানন্দে বিষম বাহাদুরাল—কখন কোলাহল শব্দ হইয়াছে। কোনরূপ গণ্ডগোল আরম্ভ হইয়াছে। 'আমি' 'আমি' "আমার" 'আমার' এই শব্দই উঠিতেছে। শুনিলাম, ঐ দেবীর নাম 'বিশ্বমায়া' আর তাঁহার প্রধানা সখীর নাম অবিদ্যা বা দুর্গতি "অহঙ্কার"।

ছায়াকে পিছনে রাখি' কৃষ্ণপানে চায়। ভজিতে ভজিতে কৃষ্ণপাদপদ্ম পায়॥

অন্যান্য জীবগণের ন্যায় আমিও কি আমি কি মোহিনী-শক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া ঐ অধিষ্ঠাত্রী মায়াদেবীর সমীপবর্ত্তী হইলাম। তিনি অতি মধুরস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন কি চাই? আমি বলিলাম—আনন্দ। তিনি তখন মধুরতর মৃদুহাসিতে মোহন ফাঁসিতে আমাকে দৃঢ় ও বদ্ধ করিয়া কহিলেন,—"ওরে জীব, তুই যখন এখানে আসিয়াছিস্ তখন আর তোর ভাবনা কি? উচিত মূল্য দিলে এই স্থলেই তুই তোর সমস্ত আকাঙ্ক্ষার বস্তু অনায়াসে হস্তগত করিতে পারিবি। এই যে চারিটি ফল দেখিতেছিস্, ইহাদের নাম,—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ। জগতের ইহাই অতি উৎকৃষ্ট ফল। আনন্দমান ইহাদের মধ্যেই যথাভাবে পূর্ণ আছে। তুই আমার এই বিরাট হাটের মধ্যে যেখানে যেভাবে যেটি ইচ্ছা লইয়া আশা পূর্ণ করতে পারিবি।" তাঁহার কথা শুনিয়া, তাহাতেই বিমুগ্ধ হইয়া এই হাটে যে যখন যাহা চাহিয়াছে, তখন তাহাকে তাহাই দিয়া,—এমন কি হৃদয়ের শোণিত অবধি অকাতরে অঞ্জলি ঢালিয়া দিয়া,—আমি একে একে নানা-প্রকার ঐ ফলের বিবিধ ফলেই পুনঃ পুনঃ আস্বাদ গ্রহণ করিয়াছি। কিন্তু কিছুতেই আমার আশা পরিতৃপ্তি লাভ না করায় শেষে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া ঐ মোক্ষ নামক শেষ ফলটী লইয়া, অনেক নাড়া চাড়া করিয়াও, তাহার অতি কঠিন আবরণ ভেদ করিতে না পারিয়া সুতরাং তাহা হইতে কোন রসই না পাইয়া,—হে অন্তরের অন্তরতম মহাপুরুষ,—আমি অবশেষে আজ তোমারই শরণাপন্ন হইয়াছি। আমি অতি দীন—একান্ত সম্বলহীন। এখন দয়া কর তুমিই আমাকে! সুখপিপাসায় প্রাণ আমার ওষ্ঠাগত!

হায়রে বাতুল মন! তোমাকে আর বলিব কি? তোমাকে বলিবার আর কি আছে? 'মহামায়া' মায়াই তোমার মাথা খাইয়াছে। তোমার সর্ব্বনাশ করিয়া সে তোমাকে বিষম বঞ্চনা করিয়াছে। তুমি সাধু মহাজনের শ্রীচরণে শরণাপন্ন না লইয়া কুজনের কুমন্ত্রণায়, দুষ্পিত মনে বিমুগ্ধ হইয়া, কুস্থানে পড়িয়া, কুফলের সুখ দুঃখ আস্বাদনে একবারে মহাবিভ্রান্ত হইয়া মরিতে বসিয়াছ। হায়, হায়, আর না তুমি, কি ভয়ঙ্কর কাল-কূট বিষফল আদর করিয়া ভ্রম ভুলে হাতে লইয়াছ! কি ভাগ্যবান্ তুমি,—এই অবস্থায় আমার আস্তানে আসিয়া পড়িয়াছ। যদি আসিয়াছ এস, কাছে এস;—অনন্য-মনা হইয়া আমার দিকেই এস,—ছিন্নচিত্তে একমনেই উৎকণ্ঠ হও, আমারই হাতে ঐ সকল ফলই অর্পণ কর, আমিই তোমার বিষজ্বালার ও সুখপিপাসা-শান্তির বিহিত ব্যবস্থা করিতেছি।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫

শ্রীগৌড়ীয় মঠ

বাগবাজার কলিকাতা। ২৭শে শ্রাবণ, ১৩৩২

যথাবিহিত সম্মানপুরঃসর নিবেদন—

আগামী ৩২শে শ্রাবণ, ১৭ই আগষ্ট, সোমবার সন্ধ্যা ৬ ঘটিকার সময়ে বাগবাজারস্থিত শ্রীগৌড়ীয়মঠের সাপ্তাহিক-শ্রবণসভাতে সুপ্রসিদ্ধ সাপ্তাহিক "গৌড়ীয়" পত্রের সম্পাদক বাগ্মিবর মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ মহোদয় "সংসার ও ভক্তি" বিষয়ে একটি চিত্তাকর্ষিণী বক্তৃতা প্রদান করিবেন। কাশিমবাজারাধিপতি মহারাজ শ্রীযুক্ত শ্রীশ চন্দ্র নন্দী বাহাদুর এম্-এ, বি-এল্, মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন।

মহাশয় কৃপাপূর্ব্বক সবান্ধবে উক্ত সভায় যোগদান করিলে শ্রীগৌড়ীয়মঠের সদস্যবর্গ সকলেই পরমানন্দিত হইবেন।

বিনীত—

শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীনিশিকান্ত সান্যাল

শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ

সম্পাদক, শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা

ওরে আনন্দের কাঙ্গাল, আনন্দ কি তোমার এতই সুলভ, যে তুমি তাহা যথা তথা যে কোনও উপায়ে প্রাপ্ত হইয়া পরিতৃপ্ত হইবে? না—না, তাহা হইবার নয়। তবে, তাহার ঈষৎ অনুভাব-যুক্ত আভাসই অজ্ঞান আভাসে বিকৃত অনুকরণে কলিত, কোন কিছু কোথাও কখন পাওয়া যাইতে পারে; কিন্তু সুখের পিপাসা তাহাতে মিটিবে কেন বাপ্? ধর্ম্ম বল, অর্থ বল, কাম বল সকলই ও' বিনাশী বস্তু, এই আছে, এই নাই, পাইয়াও তাহাকে ইচ্ছামত ভোগ করিতে পার না। দেবীধাম ব্রহ্মাণ্ডের চরমসীমা ব্রহ্মলোক হইতেও কালবশে বিচ্যুত হইয়া জীবকে অধঃপতিত হইতে হয়। ইহাতে কি কখন যথার্থ আনন্দলাভ হইতে পারে? তবে এখনও তোমার সন্দেহ আছে এই শেষ ফলটিকে লইয়া; ভাবিতেছ, যদি ইহা হইতে তোমার আশা পূর্ণ হয়। বেশ, এস, ইহাও আমি তোমার সাক্ষাতেই ভাঙ্গিয়া দেখাইতেছি ইহাতে তোমার অভিলষিত বস্তু যথার্থ বিদ্যমানতা নিশ্চয়ই নাই। ইহাতেও তোমার প্রয়োজনসিদ্ধ কদাচ হইবে না।

মোক্ষের অপর নাম 'মুক্তি'। মায়ার হাটে ইহা বিক্রয় হইলেও, তথাকার ক্রেতৃগণ ইহাকে লইয়া কিছুক্ষণ নাড়াচাড়াই করে। তাহারা কেহই ইহাকে ভাঙ্গিতেও পারে না, সুতরাং ইহার রসও আস্বাদন করিয়া সাধ মিটাইতে পারে না। ইহাতে তাহাদের কাজের বিফল আয়াসেরই মতই ফল হয়। বস্তুতঃ শ্রীভগবানে কোনও সম্বন্ধ ব্যতীত কেহই অন্য কোন উপায়ে কদাচ এই ফল প্রকৃতপক্ষে পায়ও না, ভোগও করিতে পারে না, মায়ার ছলনায় মুগ্ধ হয় মাত্র। যাঁহার বন্ধন, অর্থাৎ যিনি বাঁধিয়াছেন, সেই সর্ব্বমূলাধার সর্ব্বশক্তিমান্ অদ্বিতীয় মহাপুরুষ ব্যতীত আর অন্য কাহার সাধ্য যে তাঁহার বাঁধা বাঁধন স্ব-ইচ্ছায় মোচন করিয়া বন্দীকে মুক্ত করেন? বন্ধনমোচন না হইলে তো আর মোক্ষ নয়? প্রথমতঃ, একটি চিত্র দেখাইয়া বিষয়টি বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

ঐ দেখ এককেন্দ্রী কয়েকটি মণ্ডল। ইহার অভ্যন্তরস্থ মণ্ডলটিকে গোলোক, তদ্বহির্দ্দেশস্থিত বৃত্তটি পরব্যোম বা বৈকুণ্ঠধাম জানিবে। ইহার বহির্দেশের মণ্ডলটিকে জ্যোতির্ম্ময় সিদ্ধলোক বা মোক্ষলোক (অমৃত) মনে কর এবং সর্ব্বশেষের মণ্ডলকে কারণার্ণব বলিয়া স্বীকার কর। এই কারণার্ণবেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সর্ষপের ন্যায় অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড ভাসমান রহিয়াছে। পরে এই চিত্রটি সম্মুখে রাখিয়া স্বয়ং শ্রীভগবানের অবতরণ, সর্ব্ববাদবিখণ্ডিত, সর্ব্বশাস্ত্রসমন্বয়সার, সুপ্রতিষ্ঠিত, সর্ব্বোপরিহিত চরম ও পরম সিদ্ধান্তপ্রদ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের নিম্নোদ্ধৃত অংশগুলি সাবধানে পর্য্যালোচনা কর।

"ব্রহ্মাণ্ডস্থানমুক্তের তাঁহানাহি গতি।
বৈকুণ্ঠ বাহিরে তা সবার হয় স্থিতি॥
বৈকুণ্ঠ বাহিরে এক জ্যোতির্ম্ময় মণ্ডল।
কৃষ্ণের অঙ্গের প্রভা পরম উজ্জ্বল॥
সিদ্ধলোক নাম তার প্রকৃতির পার।
চিৎস্বরূপ তাঁহা নাহি চিচ্ছক্তি-বিকার॥

সূর্য্যের মণ্ডল যৈছে বাহিরে নির্ব্বিশেষ।
ভিতরে সূর্য্যের রথ আদি সবিশেষ॥"

* * * *

"বৈকুণ্ঠ বাহিরে সেই জ্যোতির্ম্ময় ধাম।
তাহার বাহিরে কারণার্ণব নাম॥
বৈকুণ্ঠ বেড়িয়া এক আছে জলনিধি।
অনন্ত অপার তার নাহিক অবধি॥"

(ক্রমশঃ)

আচার্য্য-প্রসঙ্গে

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

কৌষ্ঠপদী (ভাদ্রপদী) পৌর্ণমাসী আসিতেছেন। শ্রীমদ্ভাগবত দান করিতে হইবে। শ্রীমদ্ভাগবতের শিক্ষা-দানই প্রকৃত শ্রীমদ্ভাগবত-দান। এই দান সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দান। এই দানের সহিত অপর কোনই দানের তুলনা হয় না।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দানে গৌড়পাবন জনগণকে সমৃদ্ধ করিয়া তাহা পুনরায় বিতরণদ্বারা জগদ্বাসীকে ধনবান করিবার জন্য উপদেশ করিয়াছেন। চতুর্ব্বর্গের সাধক আনন্দ-লীলাময়-বিগ্রহের দানে যাইবার অধিকারী নহেন। তাহার দান—ক্ষুদ্র দান। কিন্তু মহাপ্রভুর দান—শ্রীমদ্ভাগবত-দান ক্ষুদ্র দান নহে; তাহা ঐ চতুর্ব্বর্গরূপ কৈতবের অতীত নির্ম্মৎসরগণের বাস্তব-বস্তুর—হৃদয়ের অধীশ্বরের সেবা-দান। ভাগবত না হইলে ভাগবত দান করা সম্ভবপর নহে। শ্রীগুরু-পাদপদ্ম-কৃপা বরণ করিয়া ভাগবত হইতে হইবে এবং ভাগবত দান করিতে হইবে। ঐ দানই—ভাগবত-মহিমা-কীর্ত্তনই পরমাগতি।

নবদ্বীপ-পঞ্জিকা

—:০:—

অদ্য হইতে ৩ দিনের

২ হৃষীকেশ ৩১ শ্রাবণ ২৬ আগষ্ট শুক্র তিথি সর্ব্বোদশায়ী কৃষ্ণদ্বিতীয়া শ্রীপতি দি ২১৫ শতভিষা পর্য্যন্ত দি ১০।২২ গরকরণ দি ২১৫ পরে বণিককরণ রা ১২।৫০ পরে বিষ্টিকরণ।

৩ হৃষীকেশ ৩২ শ্রাবণ ১৭ আগষ্ট শনি অবার কীর্ত্তনশায়ী কৃষ্ণ-তৃতীয়া বিষ্ণু দি ১১।৩৭ পূর্ব্বভাদ্রপদ অবশ্রক দি ৭।৫ পরে উত্তরভাদ্রপদ অপরাহ্ন রা ৫।২৭ সুকর্ম্মা যোগ প্রাতঃ ৭।১৮ পরে ধৃতিযোগ রা ৫।১৭ বিষ্টিকরণ দি ১১।৩৭ পরে ববকরণ। নষ্টচন্দ্র দর্শন নিষেধ।

ভাদ্র ১৩৩২

৪ হৃষীকেশ ১ ভাদ্র ১৮ আগষ্ট রবি সর্ব্ব বাসুদেব কৃষ্ণচতুর্থী কপিল দি ৯.১৪ রেবতী পাদত রা ৩৫৩ শূলযোগ রা ১।২০ বালবকরণ। নষ্টচন্দ্র দর্শন নিষেধ।

পরনিন্দা পরচর্চ্চা না কর কখন। দূরভাবে একান্তে ভজ শ্রীগৌরচরণ॥

শুদ্ধভক্তি মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ

(আকর-মঠরাজ)

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ হস্ত উত্তর-পূর্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যবর শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্যমঠ বিরাজমান। এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, সরস্বতীপীঠ বা সাত্বতভজনস্থলী। এই মঠমধ্যে শ্রীভক্তিবিনোদ বাণী-বৈভব... শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক আচার্য্য চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠ হইতে পারমার্থিক দৈনিকপত্র 'নদীয়া-প্রকাশ', সাত্বত সম্প্রদায়ে অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থাদি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতি বৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্ত....সহ কীর্ত্তন-প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্তাঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশ্যে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভজনাগারে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দজীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রমাণ-চতুর্বেদ, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হয়। এই মঠ হইতে মহানগরীর সর্ব্বত্র হরিকথা-প্রচার, নগরসঙ্কীর্ত্তন, বক্তৃতা, ব্যাখ্যা ও সঙ্কীর্ত্তন-সভা-মহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান হয়। মঠরক্ষক—মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া সহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী সেবাকোবিদ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীখোল-শালার রাসস্থলী এখানে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান, রক্ষক—শ্রীনরহরি দাসাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—গোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

(৭) কাজীর সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

এই স্থানে শ্রীগৌরসুন্দর-দলিত শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীমনোরঞ্জন ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক।

(৮) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও রাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজগন্নাথ দাস ব্রহ্মচারী।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(১০) মোদদ্রুম-ছত্র "গৌড়ের নৈমিষ"

মাউগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান। শ্রীগৌরনিত্যানন্দের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীমধুবিহারী ব্রজবাসী, ভাক্তভূষণ।

(১১) ভেকিয়া কুঞ্জকানন

শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী,

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীনরোত্তম ব্রহ্মচারী

(১২) কুকুর্দ্দীর—পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া। রক্ষক—শ্রীঅনুভবানন্দ অধিকারী

(১৩) ভাগবত-আসন—পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

এই স্থান হইতে ভাগবতসিদ্ধান্ত প্রদর্শনী প্রচারিত হয়। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৪) একায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ রাসবাড়ি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী ভক্তিবান্ধব।

(১৫) মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরসিকিশোর ব্রজবাসী।

(১৬) মাধ্বগৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, পোঃ ঢাকা

পূর্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীপাদ রসানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ

(১৭) গোপালজীউমঠ—কমলাপুর,(ঢাকা)

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান। রক্ষক—শ্রীহরিদাস ব্রজবাসী.

(১৮) নিতাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)।

এখানে শ্রীনিতাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(১৯) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীসুন্দরানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২০) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাগুরা, (ত্রিপুরা)

এখানে বহু তুলসীমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(২১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাণীগঞ্জ (বর্দ্ধমান)।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী.

(২২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

কুসুমতোড়া, পোঃ চিঁচুড়িয়া, (বাঁকুড়া)

এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী।

(২৩) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে গুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত।

(২৪) গোয়াড়ীপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী।

(২৫) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁধগড়, পোঃ বক্সীবাজার, (কটক)

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদমদনজীউর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর

(২৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর পুরী,

শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন।

(২৭) পুরুষোত্তম মঠ

ভক্তিকুটী, পোঃ পুরী উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীউর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগদাধর অধিকারী

(২৮) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী দাসাধিকারী।

(২৯) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, জেলা গোদাবরী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—শ্রীনিতাইচরণ দাসাধিকারী ভক্তিলোচন।

(৩০) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪১নং কাশিপুরা, বেনারস সিটি

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীমদনেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(৩১) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী

(৩২) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পারায়ণ ও গৌরবিনোদ-বিহারীজীর সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীসত্যনারায়ণ দাসাধিকারী।

(৩৩) কৃষ্ণচৈতন্য মঠ

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

এখানে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিত্য-সেবা হয়। রক্ষক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠ

স্বামীঘাট মথুরা

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ

(৩৫) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ—শ্রীরাধাকুণ্ড

রক্ষক—শ্রীরাধারমণচরণ ব্রহ্মচারী

(৩৬) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৩৭) গোবর্দ্ধনবিহারী মঠ

সেকপালী, পোঃ কোড়োল, জেলা আলমোড়া (পাঞ্জাব) রক্ষক—শ্রীগোবর্দ্ধনবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৩৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং কুতুব রোড, নিউ দিল্লী।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধরের সেবা।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসদন কৃপালী

(৩৯) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল।

এখানে গৌরবিনোদরায়ের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবনীগোপাল অধিকারী।

(৪০) সারস্বত-গৌড়ীয় মঠ

হরিদ্বার সাতারণপুর, ইউ, পি

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি

(৪১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ রায়পেট্টা মাদ্রাজ।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা।

রক্ষক—শ্রীপাদ ভবতারণ ভক্তিবিকাশ

(৪২) বোম্বে-গৌড়ীয়-মঠ কার্য্যালয়

গ্রোটীর রোড, মেটানি বিল্ডিং, বাংলো নং ১, বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মা মজুমদার।

(৪৩) অমরজি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমরজি, মেদিনীপুর

(৪৪) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্চকা, আসাম।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী

(৪৫) পাটনা গৌড়ীয় মঠ

১০০ দিঘাপুরা, পাটনা।

রক্ষক—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী রাসভূষণ

(৪৬) গয়া গৌড়ীয় মঠ

হিল সাইড, চার্চ রোড, গয়া

রক্ষক—উপদেশক শ্রীসর্ব্বেশ্বর রামভদ্র

(৪৭) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠ বালেশ্বর

রক্ষক—শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয়

৩ গ্লাষ্টার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, এস-ডব্লিউ ৭, লণ্ডন

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন

(৪৯) বার্লিন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

Berlin W. 30

Eisenacher strasse 29

(৫০) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

৩৫০ নং ডালহৌসী ষ্ট্রীট রেঙ্গুন।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবত,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম ও ২য় স্কন্ধ শেষ পর্য্যায় ২৮৲
প্রকাশ্য স্কন্ধের প্রতিখণ্ড ৷৷/০
২। চারুনর বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৯৲
৩। স্তাম-বামন শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৯৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড — ৬—১৲; ৩য় খণ্ড—৷৷০
৩ ৷৷০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—১৲; ২য় খণ্ড—৷৷০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব—১৲
৮। সৎক্রিয়াসার—দীপিকা ও সংস্কার-দীপিকা ১৷০
৯। জৈবধর্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৷৷০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ৷০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৷৷০
১৭। চৈতন্যোপনিষৎ ৷০
১৮। বামন-আল্‌বর ৷০
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৷/০
২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৷৷/০
২২। ভজন-রহস্য ৷০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ ও (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
২৬। গীতার কেবল মূল-ভাষা ৷০
২৭। দুর্ব্বিজ্ঞাতিকা অপগৌতম সম্বন্ধ ২৲
২৮। বেদান্তদর্শন সম্বন্ধ ৷০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৷
৩০। দীন-বিশ্বদর্শন ৷/০
৩১। মানসপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷/০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৷৷০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৷/০
৩৫। গীতমালা /১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৷/০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৷/০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ৷০
৪০। শরণাগতি /০
৪১। গীতাবলী /০
৪২। চিত্রে নবদ্বীপ ১৷০
৪৩। সাধকণ /০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /০
৪৫। নবদ্বীপশতক /০
৪৬। অর্চ্চনপথ ./০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ /০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (৪র্থ সংস্করণ) /১০
৪৯। ভক্তকণ্ঠ ./০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম খণ্ড) ৩৲
৫১। উপদেশামৃত ৷০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ৷০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৷৷০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ০
৫৫। তত্ত্বসূত্রম্‌ ও আম্নায়সূত্রম্‌ ৷০
৫৬। গৌড়ীয়গণ কি করেন? /০
৫৭। ঈশোপনিষৎ (ভাষ্যাদিসহ) ৷০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণভজন ৷/০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৷/০
৬০। সাংখ্যবাণী /০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যলীলামৃত সারঃ ৷০
৬১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিভিন্নঃ ৷০
৬২। সটিক-শিক্ষাষ্টকম্‌ ৷০
৬৩। তত্ত্বরত্নম্‌ ৷০
৬৪। সাত্ত্বত শিক্ষাষ্টকম্‌ ৷৷/০
৬৫। গৌড়ীয়মঠ পরিচয়ঃ /০
৬৬। সারার্থদর্শনম্‌ ৷/০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৭। রায় রামানন্দ ৷০
৬৮। এ ফিউ ওয়ার্ডস্‌ অন্‌ বেদান্ত ৷০
৬৯। সাধকসঙ্গ ৷০
৭০। বেদান্ত—ইটস্‌ মরফলজি অ্যাণ্ড অন্টলজি ৷০
৭১। বিলেটিভ ওয়ার্ক্‌স্‌ ৷৷/০
৭২। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্‌ অব্‌ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ৷০
৭৩। বৈষ্ণবীজম্‌ ৷০
৭৪। গোলাক্টি গৌড়ীয়মঠ ইন ব্রুইট /০
৭৫। দি ভাগবত ৷০
৭৬। ইকোটিং প্রিন্সিপলস্‌ অ্যাণ্ড ফাংশনস্‌ অব রেভেলেশন ৷০
৭৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২৷০
৭৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (অতুল অমর) ১৬৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৭৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷০
৮০। সাধন-পথ ৷০
৮১। কল্যাণ-কল্পতরু /১০
৮২। গীতাবলী /০
৮৩। শরণাগতি /০

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৮৪। শরণাগতি /০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মনুষ্য পল্লীবাসীর পাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিলেই চলে। কার্য্যে অন্যান্য অধিক। জ্বরের প্লীহা সংযুক্ত কামলা এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অবনায় সাহস হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৷/০ আনা, বড় বোতল ১৷/০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা- ১১৩নং বীডন ষ্ট্রীট রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত ক্যালিফোর্ণিয়া-প্রবাসী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউন্‌টেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। উহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে. বি. দত্ত এণ্ড কোং

কারখানা—৭নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার কলিকাতা

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণে লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে কথাসার ও শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৷৷০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও
ও কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, এস, কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

জ্বর

হইতে

মুক্তি

লাভ করিতে

রবিনসনের

'পেটেন্ট'

বার্লি

সেবন করুন

D.J.

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'শ্রীমায়া' নবদ্বীপ

দৈনিক

REG. NO C. 1544

নদীয়াপ্রকাশ
THE
NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বাগ্রে বহুল প্রচার-নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১০ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৩২শে শ্রাবণ, শনিবার ১৩৪২, ১৭ই আগষ্ট ১৯৩৫ [১৪৩তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যোপনিষৎ
বহু অন্বেষণে মূল ও
অনুবাদক প্রকাশিত
হইয়াছে। কাগজ ও
ছাপা অতি উত্তম।
ভিক্ষা ।০ মাত্র
শ্রীচৈতন্যমঠ,
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

"গৌড়ীয়"
৭ম বর্ষ হইতে
১১শ বর্ষ পর্য্যন্ত
প্রতি বর্ষ কাপড়ে
বাঁধাই
ভিক্ষা ৩৷০ মাত্র।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ
বাগবাজার, কলিকাতা

বন্যার প্রকোপ

দামোদর ও অজয় নদের ভীষণ প্লাবনের ফলে বর্দ্ধমান, তারকেশ্বর ও বাঁকুড়া জেলার অধিবাসিগণের যে ভীষণ দুর্গতি হইয়াছে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। বর্দ্ধমান ও তারকেশ্বরের মন্দিরেও জল প্রবেশ করিয়াছে।

বন্যার ফলে নদীয়া জেলাও কম ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে না। গঙ্গার তীরে যে সকল ধান ক্ষেত আছে, হঠাৎ প্লাবনের ফলে তাহাতে এক দিনের মধ্যে এত জল হইয়াছে যে আমন, আউস—সব ধানই ডুবিয়া গিয়াছে। অনেক পাকা ধানও কৃষকেরা কাটিয়া আনিবার সুযোগ পায় নাই। তাহারা মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িয়াছে।

কর্ণেলের তরবারিতে প্রাণ বিসর্জ্জন

মেজর জেনারেল নাগাটা নিহত

জাপানের সামরিক বাপার নিয়ন্ত্রণকারী পদস্থ কর্মচারী মেজর জেনারেল নাগাটা গত ১২ই আগষ্ট প্রাতে সমরসচিবের দপ্তরে নিহত হইয়াছেন। প্রকাশ যে, তাঁহার অধীন একজন কর্ণেল আসিয়া তাঁহার সঙ্গে দেখা করেন। উভয়ের মধ্যে বিতর্ক উপস্থিত হয়। কথা কাটাকাটির সময় উক্ত কর্ণেল অকস্মাৎ তাঁহার তরবারি বাহির করিয়া এক আঘাতেই মেজর জেনারেল নাগাটার মস্তক দেহচ্যুত করেন

মেজর জেনারেল নাগাটা বিশেষ দৃঢ়তার সহিত সমরসচিব জেনারেল হায়াসীর নীতি সমর্থন করিতেন। সৈন্য দলের মধ্যে যাহারা চরমপন্থী তাহাদিগকে দমানো যাবাই জেনারেল হায়াসীর নীতি। সম্ভবতঃ এই নীতি সমর্থন করার ফলেই মেজর জেনারেল নাগাটা সৈন্যদলের বিরাগ ভাজন হইয়াছিলেন।

হিন্দু-মুসলমানে দলাদলি

বহুদিন হইতে ফুলিয়ায় হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে বেশ রেষারেষি ভাব চলিয়া আসিতেছে, সে কারণ গত ২০শে জুলাই তারাইলের গোচর লইয়া দাঙ্গা হইবে এই সংবাদ পাইয়া গোপালগঞ্জের মহকুমা হাকিম, পুলিশ ইন্সপেক্টর, দারোগা, আরও অনেক বন্দুকধারী পুলিশ সহ তারাইল, ফুলিয়ায় অনেকের বাড়ী খানাতল্লাস করিয়া অনেক ঢাল সড়কি, রামদা ইত্যাদি লইয়া গিয়া উক্ত দুই গ্রামের লোকদিগকে ভবিষ্যতের জন্য খুব সাবধান করিয়া দেন, যাহাতে ঐ গোচর লইয়া বা অন্য কোন কারণে তাহারা দাঙ্গাহাঙ্গামা না করে, এজন্য ঐখানে ১০।১২ জন রিজার্ভ পুলিশও মোতায়েন রাখিয়া গিয়াছেন। গত ৯ই আগষ্ট কাশীয়ানি থানার পুলিশ সাহেব, পুলিশ ইন্সপেক্টর প্রভৃতি আসিয়া তারাইল, ফুলিয়া, পরমপুর, তিলছাড়া ইত্যাদি নিকটস্থ গ্রামের বিশিষ্ট বিশিষ্ট লোকদের তলব করেন এবং জানান যে, যদি তাহারা দাঙ্গাকারী লাঠিয়ালের সংসর্গে আসিতে না পারে, তবে দুই তিন সপ্তাহের মধ্যেই এখানে পিটুনি পুলিশ বসাইবেন। এ জেলায় যে সমস্ত জায়গায় হিন্দু-মুসলমানের বসতি, সেইস্থানে প্রায়ই দেখা যায়, মাঝে মাঝে সামান্য কারণে উভয় পক্ষই ভাবিয়া না ভাবিয়া যথেষ্ট ক্ষতি গ্রস্ত হয়।

মহিলা আত্মহত্যা

গত মঙ্গলবার বেলা ২-৪০ মিনিটের সময় ৯নং স্ট্রীটে খুসী নাম্নী ১৯ বৎসর বয়স্কা এক মহিলা আগুনে ভীষণভাবে পুড়িয়া গিয়াছে। সে তাহার স্বামীর সহিত উক্ত বাটীতে বাস করিত। তাহাকে এম্বুলেন্স করিয়া কারমাইকেল মেডিকেল কলেজে পাঠান হইয়াছে।

ডাকাতির অভিযোগ

তৃতীয় সাবজজ অতিরিক্ত সেসন জজ শেখ মিজা হোসেন ও শেখ ইসমাইলকে ৩৯৫ ধারার অভিযোগ হইতে অব্যাহতি দিয়াছেন।

আসামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ এই ছিল যে, তাহারা এক ডাকাত দলের সর্দ্দার। গত বৎসর ২রা আষাঢ় তাহাদের দলের দশ বার জন ডাকাত নেত্রকোণা থানার অধীন পাইলাটি গ্রামের শেখ সামাদের বাড়ীতে ডাকাতি করিয়া নগদে ও অলঙ্কারে বহু অর্থ লইয়া যায়। শেখ সামাদের স্ত্রী কাদেরজেসা বিবি একজন ডাকাতের পায়ে আঘাত করে; ঐ সূত্র ধরিয়া পুলিশ আসামীদিগকে গ্রেপ্তার করে। খাদির শেখ নামক একজন আসামী রাজসাক্ষী হইয়া স্বীকারোক্তি করে। আসামীদের উকীল শ্রীযুত সতীশচন্দ্র মজুমদার বলেন, আসামীরা নির্দ্দোষ; একটি স্ত্রীলোক লইয়া ফরিয়াদী পক্ষের সহিত তাহাদের ঝগড়া ছিল, তাই তাহারা আসামীদিগকে মিথ্যা মামলায় জড়াইয়াছে।

বইতে জোলাপ

জোলাপ বই বিক্রয়ের অপরাধে জোয়ার বন্দরের শ্রীশরৎচন্দ্র বসাক ও শ্রীকালীনারায়ণ সাহার নীলফামারীর মহকুমা হাকিম কর্ত্তৃক ৫০ টাকা করিয়া জরিমানা হইয়াছে। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, স্থানীয় স্যানিটারী অফিসার আসামীদের দোকান হইতে অপেরা বই এর নমুনা লইয়া গিয়াছিলেন। উক্ত বই জোলাপ হিসাবে বিক্রয় হওয়ায় তাহাদের প্রতি উক্ত প্রকার জরিমানার আদেশ হইয়াছে। এই ব্যাপারে স্থানীয় সমস্ত বই বিক্রেতাগণ বই বিক্রয় করা বন্ধ করিয়া দিয়াছেন।

ধ্বংসস্তূপের নীচে ৪৭ দিন

সরকারী বস্তাহারে প্রকাশ,—বেলুচিস্থানে গবর্ণর জেনারেলের যে ডেপুটি এজেন্ট আছেন, তিনি কোন কোন সংবাদপত্রে দেখিতে পাইয়াছেন যে, শিকারপুরের অধিবাসী হালুই চেঠারাম (পিতার নাম টেকচাঁদ) কোয়েটা সহরে তাহার দোকানের তলায় চাপা পড়িয়াছিল। ৪৭ দিন স্তূপের তলে থাকিবার পর সে নাক আড় করে পথ করিয়া বাহির হইয়া আসে। তখন তাহাকে লুণ্ঠনকারী বলিয়া গ্রেপ্তার করা হয়। পরিশেষে তাহার বক্তব্য প্রমাণ করিবার পর তাহাকে মুক্ত দেওয়া হয়। কোনও সংবাদ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান জানাইয়াছেন যে, এই কাহিনী নাকি সরকারী কর্মচারিগণ কর্ত্তৃক সমর্থিত হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে ইহা সত্য নহে।

শিকারপুরে এবং কোয়েটায় অনুসন্ধান করিয়া জানা গেল, ভূমিকম্পের রাত্রে বাহির হইবার পর কেহই চেঠারামকে দেখিতে পায় নাই। কোয়েটা সহরের একস্থানে তাহার বাড়ী এবং অপর স্থলে তাহার দোকান ছিল। চেঠারামের [illegible] নিকট হইতে জানা গেল যে, [illegible] বাড়ীতে [illegible] মাথা-[illegible] না। [illegible] ছিল। [illegible] [illegible]

চীনের গবর্ণমেণ্ট উলটপালট

সময় স্[illegible]ন প্রভৃতির পদত্যাগ

নান[illegible] যে গবর্ণমেণ্ট আছে তাহার অবস্থা চিন্তাজনক। কারণ, তীন মহাদেশের [illegible] অবরুদ্ধ, রেলওয়ে-সমূহে [illegible] [illegible] করিয়াছেন। [illegible] প্রকাশ করেন যে, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

চলন্ত ট্রেণ হইতে মাল উধাও

গত [illegible] ডাক্তার [illegible] কলিকাতা হইতে [illegible] ট্রেণে [illegible] এবং ট্রেণে অত্যন্ত ভিড় থাকায় ২টি ট্রাঙ্ক গার্ডের জিম্মায় রেখে দিয়াছিলেন। গোয়ালন্দ ষ্টেশনে আসিয়া দেখা গেল তাঁহার ট্রাঙ্ক দুইটি চাবি ভাঙ্গা অবস্থায় ব্রেকের মধ্যে পড়িয়া আছে এবং তাহার মধ্য হইতে তাঁহার স্ত্রীর দামী গহনা, রেশমী কাপড় প্রভৃতি চুরি গিয়াছে।

ডুইটী বিধবা নিহত

কোহাট জিলার বাবু [illegible] গ্রামের দুই বিধবা ভগ্নী ডাকাতদের হস্তে নিহত হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে, গত ৬ই আগষ্ট রাত্রিতে একদল ডাকাত ঐ দুই বিধবা ভগ্নীর বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া কোথায় তাহাদের গহনাপত্র লুকাইয়া রাখা হইয়াছে তাহা দেখাইয়া দিতে বলে, তাহারা উহাতে অসম্মত হওয়ায়, ডাকাতগণ ছোরা দ্বারা তাহাদিগকে উৎপীড়ন করে। পরদিন প্রাতে উভয় ভগ্নীকে মৃত অবস্থায় দেখা যায়। তাহাদের সমাজে অবস্থা ছিল। অনুসন্ধানে দেখা যায় যে, ডাকাতগণ কেবল কয়েকটি রূপার গহনা লইয়া গিয়াছে।

নওগাঁয়ে ব্যাঘ্র শিকার

নাটোর হাসপাতালের কম্পাউণ্ডার মিঃ এম্-এম রায় একটি প্রকাণ্ড বাঘ শিকার করিয়াছেন। তাঁহার নিকট সংবাদ আসে যে, হাসপাতালের নিকটেই একটা বাঘ আসিয়াছে। সে গরু মহিষ ইত্যাদি মারিয়া ভয়ানক উপদ্রব করিতেছে। সংবাদ পাইয়া মিঃ রায় এবং তাঁহার আরও দুই বন্ধু বন্দুক লইয়া জঙ্গলে প্রবেশ করেন। তাঁহারা দেখিতে পান যে, বাঘ কর্তৃক নিহত একটা মহিষের মৃতদেহ তথায় পড়িয়া আছে। খোঁজ করিয়া তাঁহারা জানিতে পারেন যে, অল্প সময় পূর্ব্বে এই মহিষ নিহত হইয়াছে। ইহাতে তাঁহারা বুঝিয়া লন যে, বাঘটি নিশ্চয়ই উহার মাংসের লোভে তথায় প্রত্যাবর্ত্তন করিবে। এইরূপ স্থির করিয়া তাঁহারা অতি সাবধানে নিকটবর্ত্তী এক গাছের উপর উঠিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকেন। অল্প সময় পরেই বাঘটি সেখানে আসিয়া উপস্থিত হয় [illegible] একটি [illegible] ছিল। তিনি [illegible] গুলী করেন। সেখান গুলীটি বাঘের ডান চক্ষুতে [illegible] হয়। ইহাতেই প্রচণ্ড গর্জন করিয়া বাঘটি [illegible] তিনি দ্বিতীয়বার গুলী করেন [illegible] বাঘটি মারা পড়ে। [illegible] বাঘটির দৈর্ঘ্য ৮ ফুট হইবে।

রাণাঘাটে রাস্তা সংস্কারের পরিকল্পনা

গত ৩রা আগষ্ট রাণাঘাট মিউনিসিপ্যালিটির এক সভায় রায় শ্রীগিরিজানাথ পাল চৌধুরী বাহাদুর প্রস্তাব করেন যে, রাণাঘাটের পাকা রাস্তাগুলি আগামী শীতকালে পিচ দিয়া নির্ম্মাণ করা হউক এবং এতদর্থে গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে ১০০০০৲ টাকা ঋণ গ্রহণ করা হউক। শ্রীপ্রভাসচন্দ্র ঘোষ এই প্রস্তাব সমর্থন করেন। মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধতা করেন। এই প্রস্তাব বিবেচনা করিবার জন্য একটী কমিটী গঠিত হইয়াছে।

রাণাঘাটে মিউনিসিপ্যালিটির উকিল নির্ব্বাচন

ঐ দিনই মিউনিসিপ্যালিটির অপর এক সভায় শ্রীরাধিকাচরণ ঘোষের প্রস্তাবে এবং ডাঃ নৃপেন্দ্রনাথ দত্তের সমর্থনে শ্রীমোহিতকুমার মুখোপাধ্যায় এবং শ্রীশচীন্দ্রমোহন ঘোষ রাণাঘাট মিউনিসিপ্যালিটির পক্ষে উকীল নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। চেয়ারম্যান উক্ত শ্রীশচীন্দ্রমোহন ঘোষ বি-এল এই মিউনিসিপ্যালিটির একজন নির্ব্বাচিত কমিশনার বলিয়া এই প্রস্তাবে আপত্তি করেন। তাঁহার আপত্তি সত্ত্বেও শ্রীমোহিতকুমার মুখোপাধ্যায় এবং শ্রীশচীন্দ্রমোহন ঘোষ ফৌজদারী মিউনিসিপ্যালিটির উকীল নিযুক্ত হইয়াছেন।

কুমিল্লায় সর্পের উপদ্রব

কুমিল্লা সহরের নিকটস্থ গোমতী নদীর তীরের পল্লী বাগানবাড়ীর হলধর দাস নামক এক ভদ্রঘর যুবক সর্পাঘাতে প্রাণ হারাইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। হলধর নাকি প্রতিদিনকার মত সন্ধ্যাবেলা ধান বপন করিবার জন্য তাঁহার গর্ত্তে পা প্রবেশ করাইয়া দেয়, সঙ্গে সঙ্গে বিষধর সর্প তাহার এক পায়ে দংশন করে, কিছু সময় পরই তাহার মৃত্যু হয়।

চাঁদপাড়া গ্রামের দুই ব্যক্তি একই বিষধর সর্পের দংশনে অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। গোখুরা সকল চাষকা সংক্রান্ত জন্য নির্ম্মূল করার অর্পিত আশঙ্কা এবার বাড়িয়াছে।

শিয়ালদহে দুইটি দুর্ঘটনা

গত মঙ্গলবার প্রাতঃকালে একজন হিন্দুস্থানী শিয়ালদহ ষ্টেশনের উত্তরে কাকুড়গাছি কেবিনের নিকট একখানা ডাউন প্যাসেঞ্জার ট্রেণে চাপা পড়িয়া মারা যায়। প্রকাশ, লোকটী লাইন পার হইতে গিয়া চাপা পড়িয়াছে। ঐ দুর্ঘটনার পরই বহু লোক ছুটিয়া ঘটনাস্থলে যায়। একজন হিন্দুস্থানীও ঐস্থানে [illegible], কিন্তু ঐ ব্যক্তিও একখানা আপ ট্রেণে চাপা পড়িয়া মারা গিয়াছে। প্রথমোক্ত দুর্ঘটনার নিকটেই এই দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে।

এখনও এই দুইটী মৃতদেহ সনাক্ত করা হয় নাই। রেল পুলিশ তদন্ত করিতেছে।

অদ্ভুত প্রতারণার অভিযোগ

মিথ্যা আত্মপরিচয় প্রদান করিয়া প্রতারণা করিবার অভিযোগে কসবার বক্রেশ্বর ব্যানার্জ্জি ওরফে হরিশ্চন্দ্র দাস ও তাহার পুত্র নিত্যহরিকে আলীপুরের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ সি পি দাশগুপ্তের এজলাসে অভিযুক্ত করা হয়। ফরিয়াদী বাবু শিবদাস ভট্টাচার্য্য ই, আই রেলওয়ের একজন কেরাণী।

অভিযোগে প্রকাশ, আসামী বক্রেশ্বরের পূর্ব্ব নাম হরিশ্চন্দ্র দাস। সে একজন বৈষ্ণব। সে বক্রেশ্বর ব্যানার্জ্জি নাম ধারণ করিয়া ফরিয়াদীর সহিত তাহার কন্যা [illegible] বিবাহ দেয়। প্রকাশ, প্রতারণা ধরা পড়িলে ফরিয়াদীকে সমাজচ্যুত করা হয়। ইহাতে তাহার আর্থিক ও মানসিক প্রভূত ক্ষতি হয় এবং লোকসমাজে হেয় প্রতিপন্ন হয়।

বক্রেশ্বরকে যাহারা হরিশ্চন্দ্র বলিয়া জানেন এমন বহু লোক সাক্ষ্য দেন।

পীরের কবর লইয়া বিরোধ

হজরত শা কাবুল কবরের মাতোয়ালী বলিয়া বর্ণিত সেখ ফিরোজদীন নামক জনৈক লোক লাহোরের অতিরিক্ত জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট সেখ আবদুল হামিদের এজলাসে সহীদগঞ্জ কমিটীর বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৯১, ২৯৭, ৪৪৭ ও ৩৫১ ধারা অনুযায়ী নালিশ রুজু করিয়া এক দরখাস্ত পেশ করিয়াছেন এবং উক্ত কমিটীর বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য ও উক্ত কবর অভিযোগকারীর হস্তে অর্পণ করিবার প্রার্থনা জানাইয়াছেন।

অতিরিক্ত জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট সেখ আব্দুল আজিজের উপর উক্ত মামলার বিচারের ভার অর্পণ করিয়াছেন। অভিযোগ এই যে, সহীদগঞ্জ গুরুদ্বারের নিকট বাড়া সংলগ্নে [illegible] পীর কাবুলের কবর বলিয়া অভিহিত একটি কবর আছে। তথায় মেলার উদ্দেশ্যে সংরক্ষিত একখণ্ড জমিতে প্রতি বৎসর মেলা হইয়া থাকে। জনৈক ফকীর উক্ত কবরের তত্ত্বাবধান করিতেন। বর্ত্তমান বৎসরের ১৩ই জুন তারিখে উক্ত মেলা হইবার কথা ছিল এবং অভিযোগকারী মেলার সমস্ত আয়োজন করিয়াছিলেন এই সময় অভিযোগকারী জানিতে পারেন যে শিখেরা উক্ত ফকীরকে প্রহার করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছে এবং উক্ত কবরের চতুর্দ্দিকস্থ দেওয়াল ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে তদুপরি তাহারা অন্যায় ভাবে হস্তক্ষেপ করিয়া কবরে যাইবার পথে একটী দেওয়াল তুলিয়া উক্ত স্থান বন্ধ করিয়া দিয়াছে বলিয়াও জানিতে পারেন।

কলিকাতার বাজার দর

সোনা রূপা

		প্রতি ভরি	
টাকশালের বার	,,	,,	৩৫৸৵১০
বড়াদের বার	,,	,,	৩৫৷৵১০
গিনি	,,	,,	২২৷৶০
চাঁদির বার	প্রতি ১০০ ভরি		৭১৲
ঐ পুরা	,,	,, ,,	৭১৷০

লৌহ ও হার্ডওয়্যার

২২শে জুলাই কলিকাতা

টাটার তৈয়ারী	প্রতি হন্দর
লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম) মার্কা	৬৲-৬৷০
ঐ বে মার্কা হাল্কা ওজন	৫৵০-৫৸০
বগলা টী আয়রণ)	৬৸০—৭৸০
এঙ্গেল আয়রণ (কানা)	৬৲—৬৷০
গ্যালভ্যানাইজড করগেট টিন—৬	
	হইতে ১০ ফুট
২২ গেজ ৯৸০	২৪ গেজ ৯৷০
২৬ গেজ ১১৵৷০	ঐ আর, পি, ডি, ১০৸০
গ্যাঃ প্লিজ (মটকা) ১২ইঞ্চি ।/৫	৸/১০ পীস
২৪ গেজ গ্যাঃ প্লেন শীট ১০৲	
	২৬ গেজ ১০৸০
বাগান ঘেরা কাঁটাতার বাণ্ডিল	৭।০-৭৸০
মেশ কাটিং বা ছিট কাটা	১৸০-৩৲ মণ
পাতি কাটিং	৫৲-৫।৵০ হন্দর
রড কাটিং	৪৸০-৫৸০
টীন পাতি	৬৲-৭৸০
ঐ রেন ওয়াটার পাইপ ৩-৪ ইঞ্চি	
	৵১০, ।১৪ ফুট
কোলাপসিবল গেট প্রতি স্কোয়ার	
	ফুট ১৲-১৷০

সন্তোষকুমার অধিকারী
এণ্ড সন্স্ লিঃ
ডি ৫ জগন্নাথ ঘাট লোহাপটী, বড়বাজার,
কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

— পারমার্থিক পত্র —

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১০ম বর্ষ } ৩ হৃষীকেশ গৌরাব্দ ৪৮৯, ৩২শে শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১৩৮২, ১৭ই আগষ্ট ইং ১৯৭৫ শনিবার ১৪৭২ম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীশ্রীবলদেব-প্রকটোৎসব

গত ২১শে শ্রাবণ বুধবার শ্রীশ্রীবলদেব প্রভুর আবির্ভাব-পৌর্ণমাসী তিথিতে শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীশ্রীবলদেব প্রভুর কথামৃত বিশেষ আলোচিত হইয়াছে। অপরাহ্নে শ্রীমঠের অধিবাসিগণ নাটমন্দিরে ভক্তিবিধ একটী সভার অধিবেশন হইয়াছিল।

• • •

যাবতীয় বলের অধীশ্বর বলিয়াই যে মূল-সঙ্কর্ষণ প্রভুর বলদেব নাম, আবার হৃদয়ে জীববৃন্দের রতি উৎপাদন করিবার বল প্রদান করেন বলিয়া যে তাঁহার একনাম বলরাম, শ্রীয় গোপীগণের সহিত রমণ করেন বলিয়া যে তিনি 'রাম'-নামেও অভিহিত, এবং শ্রীকৃষ্ণের আদেশে যোগমায়া দেবী তাঁহাকে দেবকীর উদর হইতে আকর্ষণ করিয়া রোহিণীর উদরে স্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়া যে তাঁহার একনাম সঙ্কর্ষণ তাহা প্রসঙ্গক্রমে বলা হইয়াছে।

• • •

বলদেব প্রভুর চিদ্দেহের নিকট যাবতীয় বল উদ্ভূত। দ্বিতীয়-চতুর্ব্যূহান্তর্গত মহা-সঙ্কর্ষণ, কারণ-বারি-শায়ী বিষ্ণু, গর্ভোদশায়ী বিষ্ণু ও ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণু বলদেব প্রভুর অংশ, কলা প্রভৃতি। শ্রীবলরাম শ্রীকৃষ্ণের বিলাস-বিগ্রহ বা দ্বিতীয় দেহ। শ্রীবলদেব প্রভুর প্রকাশ-বিগ্রহ মহাসঙ্কর্ষণের চিচ্ছক্তি-রূপে পরব্যোমের সমস্ত অনুভবের এবং জীবশক্তিরূপে শুদ্ধজীবগণের প্রকাশ। তথায় মায়াশক্তির অবস্থান নাই। মহা-সঙ্কর্ষণের অংশ বা প্রকাশ-বিগ্রহ কারণোদক-শায়ী মহাবিষ্ণুর ঈক্ষণ-প্রভাবে প্রকৃতি সৃষ্টি-ক্ষমতা লাভ করে। সুতরাং কারণোদক-শায়ী বিষ্ণুর ঈক্ষণই জড়জগৎ প্রকৃতির মূল-নিমিত্তকারণ, প্রকৃতি গৌণ-নিমিত্ত-কারণ মাত্র। কারণ-বারিশায়ী মহাবিষ্ণুই সমষ্টি-জগতে প্রবিষ্টরূপে গর্ভোদকশায়ী এবং প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে প্রত্যেক জীবে প্রবিষ্টরূপে ক্ষীরোদশায়ী। গর্ভোদশায়ী বিষ্ণু প্রতি ব্রহ্মাণ্ডে এক একটী বৈকুণ্ঠ প্রকট করিয়া তাহাতে বিষ্ণুপরমাত্মা-ঈশ্বরাদিরূপে বিরাজ-মান করেন; তিনিই ব্রহ্মার পিতা এবং তাঁহারই এক অংশকে 'বিরাট্' বলিয়া কল্পনা করা হয়।

অভিন্ন-বলদেব শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু এবং অভিন্ন-নিত্যানন্দ শ্রীগুরুপাদপদ্ম। নির্বিশেষ-বাদী অহংগ্রহোপাসক বলে বলদেবের বল হরণ করিবার দুর্বুদ্ধিবিশিষ্ট হইয়া স্বয়ংই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। শ্রীগুরুপাদপদ্মের বল—শ্রীবলদেব প্রভুর বল। এই বলের কৃপা-প্রভাবে সংসারাসক্তি ছিন্ন হয়, এবং নাস্তিকবাদী ও মায়াবাদী এবং তাহাদের যাবতীয় অনুচরগণের কুযুক্তি অনায়াসে খণ্ড বিখণ্ড করিয়া সংসিদ্ধান্ত—শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত স্থাপন করা যায়। মূলসঙ্কর্ষণ, মহাসঙ্কর্ষণ, কারণবারিশায়ী, গর্ভবারিশায়ী ও ক্ষীরবারি-শায়ী—এই পঞ্চরূপে শ্রীবলরাম প্রভু সর্বদা শ্রীকৃষ্ণসেবাপূর্তি করিতেছেন; আবার অন্য-মূর্তিতে তিনি অনন্তশেষরূপে ধারা-বাহে শ্রীকৃষ্ণসেবা করিয়া আমাদিগকে ঐ সেবায় আকর্ষণ করিতেছেন। শ্রীগুরুপাদ-পদ্মের মনোহভীষ্টপূর্তি-সেবার সম্বল কায়-মনোবাক্যে নিযুক্ত থাকিলে শ্রীবলদেব প্রভুর প্রকটতিথির প্রকৃষ্ট পূজা হয় এবং সেবায় পৌর্ণমাসী আমাদের হৃদয় আলোকিত করে।

ব্রহ্মদেশে প্রচার

মান্দালয়াভিমুখে গৌড়ীয়মঠ প্রচারক

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুধীর যাচক মহারাজ রেঙ্গুনে প্রায় একমাস প্রচার করিয়া গত ৫ই জুলাই ভক্তিগণ ব্রহ্মচারিসহ তথা হইতে যাত্রা করিয়া গত ৬ই জুলাই প্রোম নামক স্থানে গমন করেন। তথাকার স্থানীয় ধর্মশালায় এক সপ্তাহের অধিককাল অব-স্থান করিয়া স্বামীজী স্থানীয় ভদ্র ব্যক্তি-গণের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করেন। প্রোমের স্বনামপ্রসিদ্ধ উকীল মিঃ এ, সেন এম্-এ, বি-এল স্বামীজী মহারাজের প্রচার-কার্য্যে বিশেষভাবে সহায়তা করেন।

• • •

স্বামীজী মহারাজ প্রোমে অবস্থানকালে প্রোমের নিকটবর্ত্তী পাউনডে ও পেডন নামক স্থানে গমন করেন এবং স্থানীয় অধিবাসিবৃন্দের নিকট শ্রীহরিকথা কীর্ত্তন করেন। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রকুমার বল মহোদয় বিশেষ সজ্জন ব্যক্তি। তিনি স্বামীজী মহা-রাজকে পাউনডে প্রচারকার্য্যে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন।

• • •

প্রোমে এক সপ্তাহের অধিককাল অব-স্থান করিবার পর স্বামীজী গত ১৩ই জুলাই রেলযোগে আলানমিও নামক স্থানে গমন করেন। তথায় স্থানীয় হিন্দুগণের ঠাকুর-বাড়ীতে দিনদ্বয় অবস্থান পূর্ব্বক স্থানীয় সজ্জনগণের নিকট শ্রীহরিকথা কীর্ত্তন করেন। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রলাল ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি সকলেই স্বামীজীর নিকট হরিকথা শ্রবণ করিয়া আনন্দলাভ করেন।

• • •

গত ১৮ই জুলাই স্বামীজী মহারাজ তথা হইতে থাটমিও যাত্রা করেন। তথাকার মিঃ এন্ এন্, ব্যানার্জ্জী (পাবলিক প্রসি-কিউটর), মিঃ এস্, কে, দে (স্থানীয় পোষ্টমাষ্টার) ও মিঃ এস্. সি, রায় চৌধুরী (ইঞ্জিনিয়ারিং এস্, ডি, ও) প্রমুখ সজ্জনগণ স্বামীজীর নিকট হরিকথা শ্রবণ করিয়া বিশেষ প্রীতিলাভ করেন। স্বামীজী মহারাজ পোষ্টমাষ্টার মিঃ দের বাসায় একদিন শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পাঠ করেন। মিঃ এন্. এন্. ব্যানার্জ্জী মহাশয় স্বামীজী মহারাজের প্রচারে বিশেষভাবে সহায়তা করেন।

• • • •

গত ২২শে জুলাই স্বামীজী তথা হইতে যাত্রা করিয়া গত ২৩শে জুলাই মিন্ নামক স্থানে গমন করেন। তথায় শ্রীযুক্ত অন্নদা মোহন লাহিড়ী মহাশয়ের বাটীতে কয়েকদিন শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পাঠ করেন। অতঃপর স্থানীয় হিন্দুস্থানী ঠাকুরবাড়ীতে প্রথমদিবস 'গীতা' ও দ্বিতীয় দিবস 'মানব-জীবনের কর্ত্তব্য' সম্বন্ধে হিন্দী ভাষায় বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতা-শ্রবণে শ্রোতৃবৃন্দ অতিশয় আনন্দিত হন এবং আরও দুই, তিন দিন শ্রবণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। লাহিড়ী বাবু বিশেষ সজ্জন ব্যক্তি। তিনি স্বামীজী মহারাজকে নানাভাবে প্রচার-কার্য্যে সহায়তা করেন।

মুদ্রাকর-প্রমাদ-সংশোধন

গত কল্য তারিখের নদীয়া-প্রকাশের ৩ পৃষ্ঠার ৩য় কলমের ১২শ লাইন—"কোন্ দাস। অবতারে কোন্ রসের প্রকাশ," স্থলে "দাস। কোন্ অবতারে কোন্ রসের প্রকাশ" হইবে।

কৃষ্ণ আমায় পালে, রাখে' যাব সর্ব্বকাল। আত্মনিবেদন-দৈন্যে ঘুচাও জঞ্জাল।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ও হৃষীকেশ অবায় কীর্ত্তিদাসী ৪৪৫·

অন্তে ঐকান্তিক হওয়াই সকল আশ্রমের উদ্দেশ্য

গৃহস্থগণলীলাভিনয়ে মহাপ্রভু গৃহস্থের আশ্রমে কি কর্ত্তব্য, তাহার যে অদ্বিতীয় আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন, সেরূপ আদর্শ আর ত্রিভুবনে নাই। সদ্যঃপতিশোকসন্তপ্তা পতিবিরহিণী অনাথা মাতা, জ্যেষ্ঠপুত্র বিশ্বরূপ সন্ন্যাস গ্রহণ করায় বৃদ্ধা মাতার একমাত্র নয়নের মণি বিশ্বম্ভর, বিশ্বরূপের বিরহচিন্তায় মাতা সর্ব্বদা ব্যাকুলা, লক্ষ্মীদেবীর বিজয়ের পর মাতা কত সাধ করিয়া সতীশিরোমণি, পরম সুশীলা বিষ্ণুভক্তির মূর্ত্তিস্বরূপিণী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াকে ঘরে আনিয়াছেন, অনাথা মাতা বা যুবতী ভার্য্যার ভরণপোষণের দ্বিতীয় কেহ নাই, গৃহের অবস্থা সচ্ছল নহে—এরূপ সাংসারিক অনিশ্চনীয় অসুবিধা সত্ত্বেও গৃহস্থলীলাভিনয়কারী শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার চব্বিশ বৎসর বয়সে—যে সময় গৃহব্রতসম্প্রদায় ভাল করিয়া গৃহধর্ম্মপালনের জন্য উদ্যত হইয়া উঠে, তৎকালে মহাপ্রভু কি আদর্শ দেখাইলেন? সামান্য দুই একটী লোক নয়, সমগ্র নদীয়ার আবালবৃদ্ধ যাঁহার জন্য পাগল—যাঁহার বদনে 'অন্ধ,বধির সকল ব্যক্তির সেবাবৃত্তা—যাঁহাকে সহস্র সহস্র লোক সর্ব্বদা সেবা করিবার জন্য প্রস্তুত—সতী সাধ্বী যাঁহার সেবার জন্য নিয়ত ব্যাকুল,—পুত্রবাৎসল্যময়ী শচীদেবী যাঁহার সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য সর্ব্বদা সচেষ্ট, সেইরূপ দেশ-সমাজ-গৃহ-আত্মীয়-স্বজন-মাতাপত্নীর আসক্তি পরিত্যাগের আদর্শলীলা প্রদর্শন করিয়া শ্রীগৌরসুন্দর সন্ন্যাসগ্রহণের লীলা করিলেন। গৃহব্রতসম্প্রদায়ের শিক্ষার জন্য যুবতী ভার্য্যার অনুরোধ বা বৃদ্ধা অসহায়া মাতার সেবার প্রতিবন্ধে তাঁহাদিগকে কাঁদাইয়া কৃষ্ণানুসন্ধানে চলিবার আদর্শ দেখাইলেন। যখন পড়ুয়া পাষণ্ডীগণ প্রবল হইয়া উঠিল—সকল নবদ্বীপ হরিনাম-প্রেমবন্যায় প্লাবিত হইলেও পাষণ্ডী ব্রাহ্মণ যখন মহাপ্রভুকে অবমাননা করিতে লাগিল তখন গৃহস্থ সম্প্রদায়ের শিক্ষার জন্য ঐ সকল পাষণ্ডী পাপীর অপরাধ হইতে যাহাতে উহারা পরিত্রাণ পায় সেই আদর্শ-প্রদর্শন এবং ঐ সকল অপরাধিব্রাহ্মণগণের মঙ্গলবিধান করিয়া নিজ বিশ্বপতিত-পাবন নামের সার্থকতা সম্পাদনের জন্য শ্রীগৌরসুন্দর সন্ন্যাসগ্রহণের সঙ্কল্প করিলেন। জননীর কাতর-ক্রন্দন, ভার্য্যার বিলাপ, বন্ধুবান্ধবের প্রবল অনুরোধেও নিতান্ত নিষ্ঠুর মহাপুরুষের ন্যায় তাঁহাকেও বিচ্যুত

শ্রীধাম মায়াপুর

[পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার, ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য]

(১)

শ্রীভগবান্ যখন পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন, তখন তিনি তাঁহার অচিন্ত্যশক্তি-প্রভাবে তাঁহার নিত্যধাম ও পার্ষদগণকে এই ভৌমজগতে প্রকাশ করিয়া থাকেন। সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের পরাশক্তি নামে একটী চিচ্ছক্তি আছে, সেই চিচ্ছক্তিতে যে সন্ধিনীবৃত্তি, তাহার কার্য্যরূপে চিদ্ধাম, চিদ্বৈভব, চিন্ময়গণ ও সমস্ত ব্যবহার্য্য চিদুপকরণ উদিত হইয়াছে, সেই সন্ধিনীশক্তি শ্রীকৃষ্ণস্বরূপকে বৈভবযুক্ত বা বিস্তার করিয়া থাকেন,—

অষ্টাবিংশ চতুর্যুগে দ্বাপরের শেষে।
ব্রজের সহিতে হয় কৃষ্ণের প্রকাশে॥
চিচ্ছক্তি, স্বরূপশক্তি, অন্তরঙ্গা নাম।
তাহার বৈভব অনন্ত বৈকুণ্ঠাদি ধাম॥
(চৈঃ চঃ আ ৩য় ও ২য় পঃ)

অচিন্ত্যশক্তিযুক্ত ভগবান্ স্বীয় নিত্যধামে সপার্ষদ ও গোলোকাদি ধামসহ বর্ত্তমান থাকিয়াও আবার সেই নিত্যস্বরূপ, পার্ষদ ও ধামাদিকে প্রকট করাইয়া থাকেন। পরব্যোমস্থ গোলোকাদি ধাম প্রপঞ্চে প্রকাশিত প্রভাব হইতে পৃথক্ নহে,—একই স্বরূপ, একই সময়ে পরব্যোমে ও প্রপঞ্চে প্রকাশ থাকে, এইমাত্র।

সর্ব্বোপরি শ্রীগোকুল ব্রজলোক ধাম।
শ্রীগোলোক, শ্বেতদ্বীপ, বৃন্দাবন নাম॥
সর্ব্বগ, অনন্ত বিভু, কৃষ্ণতনু সম।
উপর্য্যধো ব্যাপিয়াছে নাহিক নিয়ম॥

না করে—এই আদর্শস্থাপনের জন্য মহাপ্রভু সকলকে উপদেশ দিলেন—গৃহব্রতধর্ম্মপালন মানবজীবনের উদ্দেশ্য নহে, ঐকান্তিকভাবে অহরহঃ কৃষ্ণানুশীলনের জন্যই মানবজন্ম। প্রভু বলিতে লাগিলেন,—

সংসার আসক্তি করে মরিবারে তরে।
শ্রীকৃষ্ণে আসক্তি করে ভব তরিবারে॥
সেই সে পরম বন্ধু, সেই মাতা-পিতা।
শ্রীকৃষ্ণচরণে যেই প্রেমভক্তি-দাতা॥
সন্ন্যাস করিব কৃষ্ণ ভজিবার কারণে।
যেমন 'মনে হইতে আমি' দিব প্রেমধনে॥
আসেন জনম আসে মরণ দুর্দ্দর্শ।
শাস্ত্রে-বিনাশ পায়—মরে পরবশ॥
ধন উপার্জ্জিয়া করে, আসে বড় দুঃখ।
যমই দণ্ডক দিবা আপনি সম্মুখ॥
আমি-আমি দিব কৃষ্ণপ্রেম দেব ধন।

*   *   *

সকল জন্মে মাতা-পিতা সবে পায়।
কৃষ্ণগুরু নাহি মিলে বুঝহ হিয়ায়॥
মনুষ্য-জন্মে কৃষ্ণ ভজ সবে জানি।
যেই ভজ নাহি করে—পশু-পক্ষী মানি॥
(শ্রীচৈতন্যভাগবত মধ্যখণ্ড)

নবদ্বীপে প্রকাশ তাঁর কৃষ্ণের ইচ্ছায়।
একই স্বরূপ তাঁর, নাহি দুই কায়॥
(চৈঃ চঃ আঃ ৫ম পঃ)

বেদ, শ্রীমদ্ভাগবত, মহাভারত, ব্রহ্মপুরাণ, পদ্মপুরাণ, গরুড়পুরাণ, নারদীয়পুরাণ, স্কন্দপুরাণ, বামনপুরাণ, ভবিষ্যপুরাণ, উপপুরাণ, কূর্ম্মপুরাণ, দেবীপুরাণ, জৈমিনীভারত, বিষ্ণুপুরাণ, ব্রহ্মতন্ত্র, ঊর্দ্ধাম্নায়তন্ত্র, নৃসিংহপুরাণ ও বায়ুপুরাণাদি অসংখ্য শাস্ত্রপ্রমাণ এবং মহাজনগণের বাক্য ও সিদ্ধান্তানুসারে আমরা জানিতে পারি যে, ব্রজেন্দ্রনন্দন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কলিযুগে শচীনন্দন শ্রীগৌরসুন্দররূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগৌরসুন্দর একই বস্তু, উভয়েই মধুররসের আশ্রয়; লীলাগত বৈচিত্র্য এইমাত্র যে মাধুর্য্যরসে দুইটী প্রকার আছে অর্থাৎ মাধুর্য্য ও ঔদার্য্য; তন্মধ্যে মাধুর্য্য যেখানে বলবৎ, সেইখানে কৃষ্ণস্বরূপ এবং ঔদার্য্য যেখানে বলবৎ, সেখানে—গৌরস্বরূপ। মাধুর্য্যপ্রধান ঔদার্য্যবিগ্রহ—শ্রীকৃষ্ণ, আর ঔদার্য্যপ্রধান মাধুর্য্যবিগ্রহ—শ্রীগৌরসুন্দর এইহেতু শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলাদি স্থান মথুরা, দ্বারকা, বৃন্দাবন প্রভৃতি ধাম হইতে শ্রীগৌরসুন্দরের জন্মলীলাস্থলী শ্রীধাম নবদ্বীপ মায়াপুর পৃথক্তত্ত্ব নহে। শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের লেখকগণ সাধারণভাবে 'নবদ্বীপ' বা 'নদীয়া' শব্দটি প্রয়োগ এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থানকে 'নবদ্বীপ' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীমায়াপুর সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যভাগবতকার কেবল ইঙ্গিতে জানাইয়াছেন,—

শ্বেতদ্বীপ নাম,   নবদ্বীপ গ্রাম,
বেদে প্রকাশিব পাছে॥
(চৈঃ ভাঃ ম ২৩শ অঃ)

শ্রীল নরহরি দাস তাঁহার 'নবদ্বীপধাম-পরিক্রমা' গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—

নদীয়া পৃথক্ গ্রাম নয়।
নব-দ্বীপ নব-দ্বীপ-বেষ্টিত যে হয়॥
নবদ্বীপে নবদ্বীপ গ্রাম।
পৃথক্ পৃথক্ কিন্তু হয় এক গ্রাম॥
শ্রীসুরধুনীর পূর্ব্ব তীরে।
অন্তর্দ্বীপাদিদিক্ চতুষ্টয় শোভা করে॥
জাহ্নবীর পশ্চিম কূলেতে।
কোলদ্বীপাদি পঞ্চ বিখ্যাত জগতে॥
নবদ্বীপ-মধ্যে মায়াপুর।
যথা জন্ম হৈল কৃষ্ণচৈতন্য প্রভুর॥

ঊর্দ্ধাম্নায় মহাতন্ত্র, কাপিলতন্ত্র, ব্রহ্মযামল, ভবিষ্যব্রহ্মখণ্ড, শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের নবদ্বীপ-শতক এবং ভক্তিরত্নাকর প্রভৃতি প্রাচীন-বাক্য-প্রমাণেও 'শ্রীমায়াপুর' শব্দের উল্লেখ আছে, যথা—

ঊর্দ্ধাম্নায় মহাতন্ত্রে—
কলৌ প্রথম-সন্ধ্যায়াং গৌরাঙ্গোঽহং মহীতলে।
ভাগীরথীতটে পূর্ণে মায়াপুরে গোকুলম্॥

কাপিলতন্ত্রে—
জম্বুদ্বীপে কলৌ ঘোরে মায়াপুরে দ্বিজালয়ে।
জনিত্বা পার্ষদৈঃ সার্দ্ধং কীর্ত্তনং কারয়িষ্যতি॥

ব্রহ্মযামলে—
অথবাহং ধরাধামে ভূত্বা মদ্ভক্তরূপধৃক্।
মায়ায়াঞ্চ ভবিষ্যামি কলৌ সংকীর্ত্তনাগমে॥

ভবিষ্য ব্রহ্মখণ্ডে—
কাশ্যাশ্চাহং দেবগিরা তীর্থেষু যে
দুর্ল্লভং কিল।
স্ব-স্ব-জাতীঃ সমাসাদ্য কর্ত্তব্যা
ধাম এব হি।
মায়াপুরং কলৌ সাক্ষাৎ বৃন্দাবনাদ্ভবিষ্যতি
নবদ্বীপশতকে—
যে মায়াপুর-বৈভবে স্ফুরিতবৎসুপ্রাসাদিনো
যো বশঃ।

ভক্তিরত্নাকর ১২শ তরঙ্গে প্রাচীন-বাক্য—
মায়াপুরস্য মধ্যে চ শ্রীভগবদ্গৃহম্।

বর্ত্তমান জগতে শুদ্ধভক্তিস্রোত-পুনঃপ্রবাহের মূলপুরুষ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ আমাদিগকে জানাইয়াছেন,—"শ্রীনবদ্বীপধাম শ্রীবৃন্দাবন ধাম হইতে অপৃথক্ তত্ত্ব; তন্মধ্যে এই মায়াপুর মধ্যমণি। ব্রজে যেরূপ শ্রীগোকুল, শ্রীনবদ্বীপে সেইরূপ শ্রীমায়াপুর, শ্রীমায়াপুর—শ্রীনবদ্বীপধামের মহাযোগপীঠ। "যজ্জন্মকর্ম্ম" (ভাঃ ৭।১০।৩৮) এই শ্লোকানুসারে ভগবানের পূর্ণাবতার যেরূপ প্রচ্ছন্ন, তাঁহার ধাম শ্রীনবদ্বীপও সেইরূপ প্রচ্ছন্নধাম। কলিকালে শ্রীনবদ্বীপের ন্যায় আর তীর্থ নাই; এই ধামের চিন্ময়ত্ব যাঁহার জ্ঞানগোচর হয়, তিনিই যথার্থ ব্রজবাসের অধিকারী। ব্রজই বল, বা নবদ্বীপই বল, বহির্ম্মুখজনে উভয়েই প্রপঞ্চময়। ভাগ্যক্রমে যাঁহাদের চিন্ময়চক্ষু উন্মীলিত হয়, তাঁহারাই যথার্থ দর্শন করিতে সমর্থ হন।

গোলোক, বৃন্দাবন ও শ্বেতদ্বীপ—পরব্যোমের অন্তঃপুর। গোলোক কৃষ্ণের স্বকীয়-লীলা, বৃন্দাবনে পারকীয়লীলা, শ্বেতদ্বীপে সেই লীলার পরিশিষ্ট। গোলোক, বৃন্দাবন ও শ্বেতদ্বীপে ভেদ নাই—শ্রীনবদ্বীপ বস্তুতঃ শ্বেতদ্বীপ হইয়াও বৃন্দাবন হইতে অভেদ। শ্রীনবদ্বীপবাসিগণ পরম সৌভাগ্যবান্—তাঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গের পার্ষদ। অনেক পুণ্যপুঞ্জবলে শ্রীনবদ্বীপবাস লাভ হয়। শ্রীবৃন্দাবনে যেসব রস অপ্রকাশ ছিল, তাহা শ্রীনবদ্বীপে প্রকটিত হইয়াছে। সেই রসে অধিকারী হইলেই তাহার অনুভব হইবে।

শ্রীনবদ্বীপধামের ষোলক্রোশ পরিধি। যাহার অষ্টদল পদ্মের আকার—আটদলে আটদ্বীপ ও মধ্যস্থলে কর্ণিকার। সীমন্তদ্বীপ, গোদ্রুমদ্বীপ, মধ্যদ্বীপ, কোলদ্বীপ, ঋতুদ্বীপ, জহ্নুদ্বীপ, মোদদ্রুমদ্বীপ এবং রুদ্রদ্বীপ,—এই আটটী দ্বীপ—দলসমূহ; অন্তর্দ্বীপ মধ্যস্থলে, অন্তর্দ্বীপের মধ্যস্থলে শ্রীমায়াপুর।

মায়াকে পিছনে রাখি' কৃষ্ণপানে চায়! ভজিতে ভজিতে কৃষ্ণপাদপদ্ম পায়!

এই নবদ্বীপধামে, বিশেষতঃ শ্রীমায়াপুরে সাধন করিলে জীব অচিরে প্রেমসিদ্ধি লাভ করেন। শ্রীমায়াপুরের মধ্যভাগে মহা-যোগপীঠরূপ শ্রীজগন্নাথমিশ্রের মন্দির। সেই যোগপীঠে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের নিত্যলীলা ভাগ্যবানগণ দর্শন করেন।"

—(চৈতন্যাব্দ ৫ম বর্ষ ২৫৩-২৫৫ পৃঃ)

শ্রীমন্মহাপ্রভুর পরমপ্রিয় ও অন্তরঙ্গ পার্ষদ পণ্ডিত শ্রীল জগদানন্দ গোস্বামী প্রভুর ভাষায় আমরা জানিতে পারি,—

মধ্যেতে নদী বহে, যথা গৌড়-কোটী
বহে।
গৌড়ে নবদ্বীপ এক গোলোক ধাম সার।
মধ্যে স্রোতবতী এক ভাগীরথী বেগবতী।
তাহাতে মিলিত আছি "যমুনা-
সরস্বতী॥
তার পূর্বতীরে সাক্ষাৎ গোলোক মায়াপুর।
যথায় জন্মিল গোরা চৌদিকে ঠাকুর॥
যে ঠাকুর দ্বাপরের শেষে বৃন্দাবনে ছিল।
মহারাসলীলা কৈল আদি গোপীগণে॥
পরকীয় রসাস্বাদ গোলোকেতে বিলাস।
আদিল ব্রজে এই রস আস্বাদন॥
সেই ঠাকুর আবার মিলিল যোগমায়াপুরে।
জগতে আসিল গৌড়ে মায়াপুর সহকারে॥
(প্রেমবিবর্ত ৩৪ পৃঃ)

গৌরশক্তি জগদ্গুরু শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের ভাষায়ও আমরা এইরূপ দেখিতে পাই,—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু জীবে দয়া করি'।
স্বপার্ষদ স্বীয় ধাম সহ অবতরি'॥
অত্যন্ত দুর্লভ প্রেম বিলাইতে দান।
শিখা'ল শরণাগতি ভকতের প্রাণ॥
(শরণাগতি)

শ্রীধামে বাস সর্বশ্রেষ্ঠ সাধন পঞ্চাঙ্গের অন্যতম, তন্মধ্যে এবং শ্রীধামের সেবাদ্বারা জীবের পরম প্রয়োজনীয় কৃষ্ণপ্রেম লাভ হয়। ইহা স্বয়ং শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখের বাণী হইতে আমরা জানিতে পারি,—

সাধুসঙ্গ, নামকীর্তন, ভাগবতশ্রবণ।
মথুরাবাস, শ্রীমূর্তির শ্রদ্ধায় সেবন॥
সকল সাধনশ্রেষ্ঠ এই পঞ্চ অঙ্গ।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মায় এই পাঁচের অল্প সঙ্গ॥
(চৈঃ চঃ ম ২২।১২৫,১২৬)

তুলসী-বৈষ্ণব-মথুরা-ভাগবত।
এই চারির সেবা হয় কৃষ্ণের অভিমত॥
(চৈঃ চঃ ম ২২।১২২)

শ্রীকৃষ্ণজন্মস্থান শ্রীমথুরাধাম বা শ্রীগৌরজন্মস্থলী শ্রীধাম-নবদ্বীপ-মায়াপুর-বাস-সম্বন্ধে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ আরও বলেন,—"মথুরা-বিষয় শ্রবণ, স্মরণ, কীর্তন, তথায় গমন-বাসনা ও তীর্থ-দর্শন, স্পর্শন, তথায় বাস ও শ্রীমূর্তির সেবা—এই সকল মিলনরূপ অর্থাৎ লাভ হয়; শ্রীমায়াপুরেরও তদ্রূপ জানিবে। (চৈতন্যাব্দ ৫ম বর্ষ ৩৬৮ পৃঃ)। আহা! শ্রীনবদ্বীপের যোগমায়াপুরের মধ্যে যেখানেই বাস করা যায়, তাহাতেই শ্রীবৃন্দাবনবাস হয়, বিশেষতঃ শ্রীমায়াপুরে। অযোধ্যা, মথুরা, মায়া, কাশী, কাঞ্চি, অবন্তী ও দ্বারাবতী—এই সাতটী মোক্ষদায়িকাপুরীর মধ্যে এই শ্রীমায়াপুর অতি প্রধান তীর্থ; বিশেষতঃ শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বীয় বেতদ্বীপকে এইস্থানে প্রকটকালে অবতীর্ণ করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর চতুর্থ শতাব্দীর পরে জগতের সকল তীর্থ অপেক্ষা এই শ্বেতদ্বীপ (নবদ্বীপ-মায়াপুর) তীর্থকল্পের প্রধান হইবে। এখানে বাস করিলে সকল অপরাধ দূর হইয়া শুদ্ধভক্তি লাভ হয়। শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ এই ধামকে বৃন্দাবন হইতে অভিন্ন বলিয়াও কোন বিষয়ে ইহার মাহাত্ম্য অধিক করিয়া বর্ণন করিয়াছেন।"—(চৈঃ ম ৫ম বর্ষ ২৫৩-২৫৫ পৃঃ)। (ক্রমশঃ)

আনন্দ

(২)

মুক্তি বা মোক্ষ বলিতে বিশেষ অর্থে ইহাকেই বুঝায়। ব্রহ্মর্ষি সাধকগণ শুদ্ধজীবাত্মস্বরূপোপলব্ধি আধ্যাত্মিক স্বরূপপ্রকৃত অবস্থাপ্রাপ্তিকে মুক্তি বা মোক্ষ বলিয়া লক্ষ্য করেন। অনেক কৃচ্ছ্র সাধনের পর জ্ঞানিগণ ক্রমোন্নতিক্রমে, স্বীয় সাধনপথে নিরাকার ও অপ্রকৃতি চাহিয়া আত্মিক আনন্দ-স্বরূপে আত্মস্বাতিরূপ নির্বিশেষ কবিদের ব্রহ্মানন্দী নির্বাণ এবং শ্রীকৃষ্ণের শ্রীঅঙ্গে নিহত দুষ্ট দৈত্য-দানবগণও ঐ জ্যোতির্ময় সিদ্ধলোকেই আপনার পৃথক্ আত্মার সত্তা হারাইয়া সাযুজ্য বা মোক্ষপ্রাপ্ত হন। ইহাই বস্তুতঃ জীবের সর্বনাশ। কৃষ্ণবিমুখের ইহাই চরম দণ্ড Capital punishment. ইহাতে শুদ্ধ আত্মবিনাশে দুঃখের একান্ত নির্বাণ হয় যায়। তাহাকেই যাহা বল, বলিতে পার, কিন্তু যথার্থ সুখ বা আনন্দ বলিয়া কিছু অনুভব করিবার ক্ষমতা কেহই এখানে থাকেন না। মায়া-বাদীরা অনায়াসে একথা স্বীকার করে যে এখানেই মায়াবাদগণ। এখানে ভোক্ত-ভোগ্য ভেদ থাকে না। তজ্জন্যই কৃষ্ণভক্ত শুদ্ধ মহাভাগবত, যাঁহারা কেবল স্বয়ং শ্রীভগবানের নিত্যসেবানন্দে তাঁহার অনন্য সেবায় অত্যন্ত একান্ত লালায়িত, তাঁহারা ভগবৎসেবা-রহিত নির্বাণমুক্তির বিনাশরূপ নির্বাণ-মুক্তির নামমাত্রেই ভীত ও দুঃখযুক্ত হন। তাঁহারা তাঁহাদের প্রাণ কৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্ম-সেবামুক্তি দূরে রাখিয়া বরং জীবন নরক যন্ত্রণায় প্রবেশ করিতে প্রস্তুত, তথাপি এই সর্বনাশ মোক্ষকেই লইতে প্রস্তুত নহেন। তাঁহারা আপন দুঃখদুঃখের প্রতি লক্ষ্য করিয়া অবলম্বন পায় না। তাঁহারা কৃষ্ণসুখেই একান্ত অভিলাষী। বাহ্যজগতের ভক্তবৎসল শ্রীগোবিন্দ তাঁহার প্রাণপ্রিয়তম ভক্তগণকে নিজজনে আপন ধামেই স্বীয় লীলাপরিকররূপে গ্রহণ করিয়া কৃতকৃতার্থ করেন।

মুক্তি পাঁচ প্রকার; সালোক্য, সামীপ্য, সার্ষ্টি, সারূপ্য এবং সাযুজ্য। প্রথম চারি প্রকার মুক্তিতে জীব সাধনযুক্ত হইয়া, বৈকুণ্ঠে শ্রীনারায়ণের পার্ষদ হন। ইঁহারাও ভক্ত; সাধন অধিকারের তারতম্যানুসারে, নির্বিশেষব্রহ্মজ্ঞানী বা নিরাকারবাদী নহেন। তারতম্যের ভক্তই এইসকল সাধনের শ্রেষ্ঠ মুক্তি বা গতি লাভ করিয়া নিত্যকালে বৈকুণ্ঠেই বাস করেন। যাঁহারা নির্বিশেষব্রহ্মপরায়ণ সাধক তাঁহারা এইরূপ গতিলাভ হন না। তাঁহারা তাঁহারা সাযুজ্যমুক্তি বা আত্মবিনাশের অধিকারী।

তাঁহারা সিদ্ধলোক অতিক্রম করিয়া, বৈকুণ্ঠ এবং তদুপরি—সর্বোপরি শ্রীগোলোকে গতিলাভ করিয়া তথায় নিত্য সর্ব কৃষ্ণ-প্রেমানন্দের অধিকারী হন।

"সর্বোপরি শ্রীগোকুল ব্রজলোকধাম।
শ্রীগোলোক শ্বেতদ্বীপ বৃন্দাবন নাম॥"

ইহা শ্রীবৈকুণ্ঠেরই অন্তর্নিহিত একটী পরমোচ্চ পরম নিগূঢ় লীলা নিকেতন। প্রেমভক্তগণই এইস্থলে ভগবানের নিত্য-সঙ্গী। ইহা অতি শুদ্ধ হইতেও শুদ্ধতম।

সব, এখন বুঝিলে কি,—কি বস্তু ঐ মোক্ষ-মুক্তি? বুঝিলে কি, দেখিলে কি, কি ভীষণ সর্বনাশকর কালকূট ইহার অন্তরালে রক্ষিত? দেখ, যতক্ষণ অজ্ঞান বা অবিদ্যা, ততক্ষণই বিষম আত্মসুখেচ্ছা বা অনাত্মসুখেচ্ছা; যতক্ষণ অনাত্মসুখেচ্ছা, ততক্ষণই আনন্দলাভের পথ রুদ্ধ।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে:—

"অজ্ঞান-তমের নাম কহিয়ে কৈতব।
ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষবাঞ্ছা আদি সব॥
তার মধ্যে মোক্ষ বাঞ্ছা কৈতব প্রধান।
যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্ধান॥
কৃষ্ণভক্তির বাধক যত শুভাশুভ কর্ম।
সেই এক জীবের অজ্ঞান-তমো-ধর্ম॥"

অতএব বেশ বুঝা যাইতেছে,—তুমি যাহার জন্য জগৎ খুঁজিতেছ, যথা তথা অন্বেষণ করিতেছ, তোমার সেই চির আশার ধন আনন্দ, এই অজ্ঞানতমোময় মায়ার রাজ্যে তোমার এ প্রবুদ্ধ অভি-মানে কখনই মিলিতে পারিবে না। অথবা হাটে বাজারে তাহা কেহই বিকিতে পারে না। অধিক কি যোগিজনবাঞ্ছিত জ্ঞানাতীত মোক্ষেও তাহা একান্তই অলভ্য। স্বয়ং ভগবান্ সর্বকারণ শ্রীকৃষ্ণে শুদ্ধভক্তিযোগ সাধিত এবং তাহার অত্যুচ্চ অবস্থা সর্ববিধ অজ্ঞানতমো-ধর্ম-নিবৃত্তে চিত্ত পর্যন্ত সকল কিছু অন্য কোনও উপায়ে, কেহ কখনও যথার্থ আনন্দের অধিকারী হইতে পারে না। এই পরমসত্য ঐকান্তিক আনন্দের একমাত্র আধার সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম।

ঐ জন্য তাঁহাকেই সাক্ষাৎ কথিত সেই শ্রীমুখপদ্মনিঃসৃত বাক্য;—

"ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ।
শাশ্বতস্য চ ধর্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ॥"
(গীতা ১৪।২৭)

সাধারণে এই শ্লোকটী পর্যালোচনা কর। জান, স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র "সর্বাশ্রয়" "সর্বধাম", তাঁহাতেই সকলের বিশ্রাম। শ্রীচরিতামৃতে—"কৃষ্ণ এক সর্বাশ্রয়, কৃষ্ণ সর্বধাম। কৃষ্ণের শরীরে সর্ব বিশ্বের বিশ্রাম॥" এই শ্লোকে সেই কথাও তিনি বলিতেছেন। এক উৎসুকেই যেমন রস, গুড়, চিনি ও মিছরী আছে; এবং বিভিন্ন প্রক্রিয়া হইতে যেমন তাহাদের উত্তরোত্তর স্বাদ উদয় হয়, প্রায় তেমনিই এক কৃষ্ণ হইতেই ভিন্ন ভিন্ন সাধক, ভিন্ন ভিন্ন সাধ্যও তাহা হইতে লাভ করেন। এই শ্লোকে তিনি বলিতেছেন,—"আমি (স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ) অব্যয়, অমৃত, শাশ্বতধর্ম এবং ঐকান্তিক সুখের প্রতিষ্ঠা (আশ্রয়।) এখন দেখ, ইহাতে পর পর চারিটি বস্তু উল্লেখ হইয়াছে, যথা,—(১) ব্রহ্ম, (২) অব্যয় অমৃত, (৩) শাশ্বতধর্ম, (৪) ঐকান্তিক সুখ; অতঃপর, একে একে এইগুলির আলোচনা কর।

নবদ্বীপ-পঞ্জিকা

—:০:—

অদ্য হইতে ৩ দিনের

৩ গৌরাব্দ ৩২ শ্রাবণ ১৭ আগষ্ট শনি অদ্য কৌমোদশী ... কৃষ্ণ-একাদশী ... দিঃ ১১।১৭ পূর্বাহ্ণ অমাবস্যা ... গতে উপবাসাদি ... শুক্লা-প্রতিপদ ... পরে ... বিশেষ ... দর্শন নিষেধ।

ভাদ্র ১৩৪২

৪ গৌরাব্দ ১ ভাদ্র ১৮ আগষ্ট রবি ... কৃষ্ণা দ্বিতীয়া ... দিঃ ৯।১৪ পরে ... রেবতী নক্ষত্র রাঃ ... পরে ... যোগ রাঃ ১।২৩ বালবকরণ। ... পর্যন্ত দর্শন নিষেধ।

৫ গৌরাব্দ ২ ভাদ্র ১৯ আগষ্ট সোম সর্বদিন সপ্তমী ... দিঃ ... পরে ... রাত্রি ... পরে ... ১২।৪৮ তৈতিলকরণ ... শুদ্ধি ... পরে বিষ্টিকরণ।

শুদ্ধভক্তি মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ

(স্থাপিত . . .)

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ গজ উত্তর-পূর্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যবর্য্য শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্যমঠ বিরাজমান। এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, সরবিদ্যাপীঠ বা সারস্বতভবনী। এই মঠাভ্যন্তরে শ্রীভক্তিশাস্ত্র ব্যাকরণাদি শাস্ত্রসমূহের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠ হইতে পারমার্থিক দৈনিক পত্র 'নদীয়া-প্রকাশ', সাত্বত-সম্প্রদায়ে অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থাদি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতি বৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমাস্থান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীর কীর্ত্তন-প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্তাঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫

শ্রীমহাপ্রভু-প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তি-ধর্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই শুভস্থানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দজীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রসাদ-চতুর্দ্দোল, শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হয়। এই মঠ হইতে মহাপ্রভুর সমগ্র হরিকথা-প্রচার, মহানগর-সঙ্কীর্ত্তন, বক্তৃতা, যাত্রা ও সঙ্কীর্ত্তন-মহা-মহোৎসবাদি ভক্তাঙ্গের অনুষ্ঠান হয়। মঠরক্ষক—মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-স্থান মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া সহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীনারায়ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী সেবাকোবিদ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌর-লীলার রাসস্থলী এখানে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান, রক্ষক—শ্রীমদ্বিধু ব্যাসবিহারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—গোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

(৭) কাজীর সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপা-প্রাপ্ত শ্রীচাঁদ-কাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীসত্যানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক।

(৮) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও রাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান দাস ব্রহ্মচারী।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(১০) মোদদ্রুম-ছত্র "গৌড়ের নৈমিষ"

মাউগাছি, পোঃ ভালুকা, (বর্দ্ধমান)।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান। শ্রীগৌরনিত্যানন্দের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণবিহারী ব্রজবাসী, ভক্তিভূষণ।

(১১) তেঘরিয়া বৃন্দাবন

শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীসদানন্দ ব্রহ্মচারী

(১২) কুঞ্জকুটীর—পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া। রক্ষক—শ্রীঅচ্যুতানন্দ অধিকারী

(১৩) ভাগবত-আসন—পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

এই স্থান হইতে ভাগবতবিদ্যার গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হয়। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৪) একায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ রুকবানি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী ভক্তিবান্ধব।

(১৫) মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(১৬) মাধ্বগৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, পোঃ ঢাকা

পূর্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-মাধব-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীপাদ অনন্তানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ।

(১৭) গোপালজীউ মঠ—কমলাপুর, (ঢাকা)

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান। রক্ষক—শ্রীরাধাচরণ ব্রজবাসী.

(১৮) বলাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)।

এখানে শ্রীনিতাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপরমানন্দ ব্রহ্মচারী

(১৯) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

মহাকালী, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীসুন্দর ভক্তিশাস্ত্রী এম্-এ, বি-এল।

(২০) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাহু, (ঢাকা)

এখানে মধুকুণ্ডস্থ শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(২১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাণীগঞ্জ (বর্দ্ধমান)।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীনরেন্দ্র দাসাধিকারী,

(২২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

কুমুরকোলা, পোঃ চিরুলিয়া, (বাঁকুড়া)

এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরামনাথ অধিকারী।

(২৩) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে গুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবদ্দাস ব্রজবাসী ভক্তিরত্ন।

(২৪) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী।

(২৫) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশতলি, পোঃ বক্সীবাজার, (কটক)

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীউর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর

(২৬) ভিক্তি-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ কুঞ্জবেড় পুরী,

শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন।

(২৭) পুরুষোত্তম মঠ

ভক্তিকুটী, পোঃ পুরী উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদরাধারমণজীউর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীমাধব অধিকারী।

(২৮) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী দাসাধিকারী।

(২৯) রায়রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, জেলা গোদাবরী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—শ্রীনিতাইচরণ দাসাধিকারী ভক্তিলোচন।

(৩০) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪২নং কাশিপুরা, বেনারস সিটি

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীনরোত্তম ব্রহ্মচারী।

(৩১) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বোধী

(৩২) পরমহংস মঠ.

পোঃ নিমসার, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও গৌড়-বিনোদ-বিহারীজীর সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীনরনারায়ণ দাসাধিকারী।

(৩৩) কৃষ্ণচৈতন্য মঠ

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

এখানে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিত্য-সেবা হয়। রক্ষক—শ্রীতীর্থ ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠ

স্বামীঘাট মথুরা

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ

(৩৫) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ—শ্রীরাধাকুণ্ড

রক্ষক—শ্রীরাধারমণচরণদাস ব্রহ্মচারী

(৩৬) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৩৭) গোবর্দ্ধনবিহারী মঠ

দেবগ্রাম, পোঃ কোতোয়ালী, জেলা গুজরাট (পাঞ্জাব) রক্ষক—শ্রীগোবিন্দবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৩৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসার কৃতান্তরী

(৩৯) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল।

এখানে গৌরবিনোদবিহারীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরাধাগোপাল অধিকারী।

(৪০) সারস্বত-গৌড়ীয় মঠ

হরিদ্বার সাহারণপুর, ইউ, পি

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি

(৪১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ রায়পেট্টা মাদ্রাজ।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীপাদ ভগবান ভক্তিবিজয়

(৪২) বোম্বে-গৌড়ীয়-মঠ কার্য্যালয়

জোহার রোড, জোটানি বিল্ডিং, ব্লক নং ১, বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মা মজুমদার।

(৪৩) অমরদি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমরদি, মেদিনীপুর

(৪৪) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্চকা, কামরূপ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী

(৪৫) পাটনা গৌড়ীয় মঠ

১০০ নিজামপুরা, পাটনা।

রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী রামদুলাল

(৪৬) গয়া গৌড়ীয় মঠ

হিল সাইড, চার্চ রোড, গয়া

রক্ষক—উপদেশক শ্রীনরোত্তম রামদাস

(৪৭) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠ বালেশ্বর

রক্ষক—শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয়

৩ গ্লষ্টার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, এস্-ডাব্লিউ ৭, লণ্ডন

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন

(৪৯) বার্লিন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

Berlin W. 30

Eisenacher strasse 29 II;

(৫০) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

৩৫০ নং ডালহৌসী ষ্ট্রীট রেঙ্গুন।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবত,—সম্পূর্ণ ৪০৲
শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধ-পত্রাত্মক ১২৲
একাদশ স্কন্ধে ভক্তিতত্ত্ব ।৶০
২। শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সংবাদী-মঞ্জরী ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড—১৲; ২য় খণ্ড—৸০
৩ ৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—১৲; ২য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব—১৲
৮। সৎক্রিয়াসার—দীপিকা ও সংস্কার-দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণব ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। নামকণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষৎ ।০
১৮। ভজন-রহস্য ।৵০
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৶০
২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৷৶০
২২। ভজন-রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ ও (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
২৬। গীতার কেবল বাঙ্গ-ভাষা ।০
২৭। বৃন্দাবনজ্ঞিকা অনুগোষ্ঠ মাহাত্ম্য ২৲
২৮। বেদান্তদর্শনের মাহাত্ম্য ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸
৩০। দীপ-নির্ণয় ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা ⁄১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-পঞ্জিকা ।০
৪০। শরণাগতি ⁄০
৪১। গীতাবলী ⁄০
৪২। চিত্রে নবদ্বীপ ১।০
৪৩। মনঃশিক্ষা ⁄০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ⁄০
৪৫। নবদ্বীপশতক
৪৬। অর্থ-পঞ্চক
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ
৪৮। কল্যাণকল্পতরু
৪৯। স্মরণমঙ্গল
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতিঃ (১ম খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। ভাগবতী (মাসুরিক) ।০
৫৩। গোবিন্দভাষ্য
৫৪। পুরুষার্থ-বিচার
৫৫। অনুব্রতীর্থ বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ⁄০
৫৭। উপদেশামৃত (অনুবাদিত) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণবোধ ৶০
৫৯। শিক্ষাষ্টক ৶০
৬০। মাধবাষ্টক ⁄০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যলীলামৃত সারঃ ।০
৬১। সিদ্ধান্ত-দর্পণী বিবৃতিঃ
৬২। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্
৬৩। তত্ত্বসূত্রম্
৬৪। সাধনায় শিক্ষাষ্টকম্ ।৶০
৬৫। গৌড়ীয়মঠস্য পঞ্চকম্ ⁄০
৬৬। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৭। রায় রামানন্দ ।০
৬৮। এ কিউ ব্যাপটিস্ম অন রেফার ।০
৬৯। ব্রাহ্মজম ।০
৭০। রেফার—হাঁটস মহকুমিতি দ্যাও অর্ডার্ডি ।০
৭১। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ।৶০
৭২। লাইফ এ্যান্ড প্রিসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৭৩। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৪। শ্রীগৌড়ীয়মঠ টক্ ছুইং ⁄০
৭৫। দি ব্যাপটিস্ম ।০
৭৬। ইজোটিক প্রিন্সিপলস্ এ্যান্ড অ্যাভোল্ভেড রিলিজন ।০
৭৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২।০
৭৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (অনুবাদ) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৭৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮০। সাধন-পথ ।০
৮১। কল্যাণ-কল্পতরু ⁄১০
৮২। গীতাবলী ⁄০
৮৩। শরণাগতি ⁄০

আসাম ভাষায় প্রকাশিত

৮৪। শরণাগতি ⁄০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

কবিরাজ মণিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

সর্ব্ববিধ ...রোগের অব্যর্থ মহৌষধ

...প্রকাশিত কোথাও ... অসম্ভব বলিয়া ... ।

প্রাপ্তিস্থান—১১০ ইন্টালি রোড, কলিকাতা।
অথবা
পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।
জে. বি. দত্ত এণ্ড কোং
কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার
কলিকাতা

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে বিষয়সার ও শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও
ডাঃ কৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ ভক্তিশাস্ত্রী এল্, এম্, এফ্, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

[ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্স কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম-এ, মহোদয়ের গ্রেষণাপবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অনুভক্ত আবাহন করিয়া একাধারে দর্শন এবং শুরু ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে বড় হইবে এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দার্শনিক প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত, সিদ্ধান্তের সম্যক আলোচনা প্রথম খণ্ড ৩৩শ অধ্যায়ে, প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় হইয়া ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreward) প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সংস্কৃত শব্দসূচী (Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা, মাদ্রাজ। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক পত্রিকা একাদশীতে প্রকাশিত হয়। প্রতি বর্ষ ৪৲ টাকা ভিক্ষায় কলিকাতা বাগবাজারস্থ গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—উড়িয়া ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৷০

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ বিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এল, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল শ্লোক অক্ষরে এবং তাহাতে বর্ত্তমান-যুগে শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। আর্ট কাগজে ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৯৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। অতদ্ব্যতীত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোক সূচী, পদ্যসূচী, গানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচীপত্র। সভাষ্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট সংস্করণ জগতের কোথায়ও আর পূর্ব্বে প্রকাশিত হয় নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক-মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	০ ছাঃ	৬—৪৬,	১০—৫১,	১৩—২২	১৭—০৮,	১৯—৩৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—০৫
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৩,	২০—১২

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

				শনিবার	অন্যান্যদিন		
নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১২-১০	১২-৩৪	১৫-৩৪	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১২-১৯	১২-৪২	১৫-৪১	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২০	১০-৩	১২-৫১	১৩-১২	১৬-১১	১৯-১১

সচিত্র
নবদ্বীপ পঞ্জিকা

ভিক্ষা—মাত্র ✓১০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপকারী পানীয়

রবিনসনের
'পেটেন্ট' বার্লি
হইতে বার্লিজল প্রস্তুত হয়

জ্বর সন্নিকটে আসিলে যথেষ্ট পরিমাণে উহা সেবন করুন!

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

REG. NO C. 1544

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১০ম বর্ষ | ৫ হৃষীকেশ গৌরাব্দ ৪৮৯, ২রা ভাদ্র বঙ্গাব্দ ১৩৮২, ১৯শে আগষ্ট ইং ১৯৭৫ সোমবার ১৪৮৩ম সংখ্যা

প্রচার-প্রসঙ্গ

কলিকাতায়

গত ঝুলনৈকাদশী হইতে কলিকাতা গৌড়ীয়মঠের মাসাধিক-ব্যাপী কৃষ্ণকীর্তন-মহামহোৎসব আরম্ভ হইয়াছে। এবারের উৎসবের বিশেষ বৈশিষ্ট্য শ্রীল প্রভুপাদের ভাগবত-ব্যাখ্যায়। পাঠকগণ অবগত আছেন, শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত শ্রীমদ্ভাগবত এবার সম্পূর্ণভাবে প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমদ্ভাগবত সম্পাদনাতে কি-প্রকারে ভাগবত আলোচনা করিতে হইবে তাহার প্রণালী (Hints on the Study of Bhagabatam) গত পৌর্ণমাসী হইতে শ্রীগৌড়ীয়মঠের সারস্বত শ্রবণ-সদনে ব্যাখ্যা করিতেছেন। শ্রীল প্রভুপাদের এই ব্যাখ্যার বিবরণ কলিকাতা মহানগরীর প্রধান প্রধান সংবাদপত্রে অবগত হইয়া বিশিষ্ট ও সাধারণ জনগণ ঐ ব্যাখ্যা শ্রবণার্থ প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় শ্রীগৌড়ীয়মঠে সমবেত হইতেছেন। শ্রীল প্রভুপাদ সন্ধ্যা ৭॥ ঘটিকা হইতে ৮॥ ঘটিকা পর্যন্ত একঘণ্টা ব্যাখ্যা করেন। গত ১৩ই আগষ্ট হুগলী জেলার অন্তর্গত বাঁশবেড়িয়ার জমিদার রাজা ক্ষিতীন্দ্রনাথ দেব, স্কটিস্ চার্চ কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ বসু, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু এম্-এ, বি-এল্, ডাক্তার এ চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র আঢ্য, শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র বসু, শ্রীযুক্ত ললিত মোহন মুখার্জি, চুনীলালজী কেদোপুরিয়া, মদনমোহনজী কেজরীওয়াল, মিঃ এস্ এন্ মিত্র, শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ রায় প্রমুখ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত হইয়াছিলেন। প্রত্যহই শ্রোতার সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে।

শ্রীল প্রভুপাদের পাঠের পর তাঁহার নির্দেশমতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর গ্রন্থ পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ প্রাতে শ্রীমদ্ভাগবত-পারায়ণ-সময়ে তত্তদ্বিষয়ে বহু উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন।

কটকে

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রসূন বোধায়ন মহারাজ কটকের বিভিন্ন স্থানে ছায়াচিত্র-যোগে বক্তৃতাদানে ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী কীর্তন করিতেছেন। তুলসীপুর হরেন ষ্ট্রীটে, শ্রীযুক্ত যতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী উকীল মহাশয়ের আলয়ে, অবিসম্বাদ মহান্তি, হেমচন্দ্র ঘোষ, যতীন্দ্রনাথ রায় প্রমুখ বহু ব্যক্তির গৃহে তিনি ঐপ্রকারে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। বক্তৃতার জন্য স্বামীজীর নিমন্ত্রণের উপর নিমন্ত্রণ আসিতেছে।

গত ১০ই আগষ্ট স্বামীজী শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠে ছায়াচিত্রযোগে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা প্রদর্শন পূর্ব্বক একটি নাতিদীর্ঘ গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। স্বামীজীর ছায়া-চিত্রযোগে বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া সকলেই পরমানন্দিত হইয়াছেন। বক্তৃতার সময় মঠে বহু ভদ্রলোক ও ভদ্র মহিলা উপস্থিত ছিলেন।

পরবর্ত্তী সংবাদেও প্রকাশ, বিভিন্ন স্থানে ছায়াচিত্রযোগে স্বামীজীর বক্তৃতা হইতেছে। তাহাতে সহরে একটি সাড়া পড়িয়া গিয়াছে এবং প্রত্যহ বিভিন্ন স্থান হইতে স্বামীজীর নিমন্ত্রণ আসিতেছে। মহাপ্রভুর উপদেশামৃত—ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী শ্রবণ করিয়া এবং পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে গৌড়ীয়মঠের প্রচারপদ্ধতি অবগত হইয়া শ্রোতৃবৃন্দ বিশেষ মুগ্ধ হইয়াছেন।

রেঙ্গুনে

গত ২৭শে জুলাই ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রদীপ ব্রহ্মচারী মহারাজ ব্রহ্মদেশের মিন্‌হিয়ে হইতে মাণ্ডালয় নামক স্থানে গমন করেন। তথায় মিঃ ডি, এস্, রায় এম্ এ, বি-এল, হ্যাণ্ডওভারেট মহাশয়ের বাটিতে একসপ্তাহ-কাল অবস্থান করিয়া স্থানীয় সজ্জনগণের নিকট হরিকথা কীর্তন করেন। তথায় জন্মাষ্টমীকালে হিন্দুস্থানীদের ঠাকুর বাড়ীতে দুই দিন স্বামীজী শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পাঠ করেন। মিঃ ডি, এস্, রায় অতিশয় সজ্জন ব্যক্তি। তিনি নানাভাবে স্বামীজী মহারাজকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর মঙ্গলময়ী বাণীর প্রচারে সহায়তা করেন। তাঁহার সৌজন্য বিশেষ প্রশংসার্হ।

মাণ্ডালয় হইতে স্বামীজী গত ৩রা আগষ্ট দুইজন ব্রহ্মচারিসহ মোটরযোগে মেমিয়োতে উপনীত হন। স্বামীজী সর্ব্বপ্রথমে তথাকার পোষ্টমাষ্টার মহাশয়ের ভবনে গমন করেন এবং তাঁহার সহিত মঠের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বহুক্ষণ আলোচনা করেন। তিনি মঠের উদ্দেশ্য শ্রবণ করিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হন এবং নিজ-গৃহে স্বামীজীর অবস্থানের ব্যবস্থা করেন। স্বামীজী মহারাজের আগমন-বার্ত্তা সহরের সর্ব্বত্র প্রচারিত হওয়ায় গোকুং হইতে বহু ব্যক্তি স্বামীজীর নিকট আগমন করেন। তাঁহাদের বিশেষ অনুরোধে স্বামীজী গোকুংএ যাইয়া শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়ের ভবনে অবস্থান করেন। স্থানীয় লোকের উৎসাহে প্রত্যহ দিবস তথায় পাঠের ব্যবস্থা হয়। উপর্য্যুপরি তিন দিবস স্বামীজী গীতার বিশদ ব্যাখ্যা করেন। তৎপরে একদিবস শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করেন। স্বামীজী মহারাজের পাঠ শ্রবণ করিবার জন্য স্থানীয় সমস্ত বাঙ্গালী ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা উপস্থিত হন। তাঁহারা স্বামীজীর ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হন, এবং আরও কিছুদিন পাঠ ও কীর্তন শ্রবণ করিবার জন্য অনুরোধ করেন। স্বামীজী তাঁহাদের অনুরোধ স্বীকার করিয়াছেন।

আত্মানন্দ

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

এই অনুষ্ঠানে অতি ভিন্ন অন্য উপায়ে কদাচিৎ হয়; হয় না বলিলেই হয়। বিশুদ্ধ ভক্ত কিন্তু এ অবস্থাকেও মাত্র একরকম সোপানরূপে আশ্রয় করিয়াই পরমোর্দ্ধে পূর্ণানন্দের প্রতি একান্ত ধাবিত হন। কিন্তু মুমুক্ষুদের ব্যাপারে এই অবস্থাই প্রবল হয় তাঁহারা এই অবস্থাকেই সর্ব্ব-প্রধানভাবে পরমপুরুষার্থ জ্ঞান করিয়া ইহাতেই সাযুজ্য আশা করেন। ইহাই তাঁহাদের নিজ সর্ব্বনাশ।

নবদ্বীপ-পঞ্জিকা

৫ হৃষীকেশ ২ ভাদ্র ১৯ আগষ্ট সোম সর্ব্বদিব সকাল কৃষ্ণপক্ষ ... ৭।০ পরে ষষ্ঠী প্রভৃতি ... [illegible]

৬ হৃষীকেশ ৩ ভাদ্র ২০ আগষ্ট মঙ্গল ... [illegible]

৭ হৃষীকেশ ৪ ভাদ্র ২১ আগষ্ট বুধ ... শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমীর উপবাস। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে জন্মোৎসব।

কৃষ্ণ আমার পালে, রাখে' যান সর্ব্বকাল আত্মনিবেদন-তৈছে তুষ্ট করাণ।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৫ হৃষীকেশ, শনিবার, গৌরাব্দ ৪৪১

আমাদের কৃত্য

শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে শ্রৌতবাণী শ্রবণ ও তৎকীর্ত্তনই আমাদের একমাত্র কৃত্য। Vox populi Vox Dei বা "[illegible]" এই সকল মানবের মতবাদ 'গোঁজামিল দেওয়া' কথা আমাদের অনুসরণীয় নহে। বাস্তব-সত্য-কীর্ত্তনই আমাদের একমাত্র কৃত্য। কাহারও রুচিকর না হইলেই যে তাহা মিথ্যা কথা বলিতে হইবে তাহা নহে। বাস্তব সত্যের সাহস কখনও খণ্ডিত হইয়া থাকিতে পারে না। যাহা খণ্ড-বিখণ্ড, তাহা বাস্তব সত্য নহে—অনিত্য জিনিষ। সুতরাং তাহা শুদ্ধ সত্যের প্রচারক স্বীকার করেন না।

শ্রীমদ্ভাগবত নির্ম্মৎসরগণের ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিয়াছেন। তাঁহারা একান্ত অতিক্রম-পূর্ব্বক বিশ্বভাবে অবস্থিত, শ্রীমদ্ভাগবতের বাণী তাঁহাদের হৃৎকর্ণরসায়ন। শ্রীমদ্ভাগবতের বাণীর অনুশীলন ব্যতীত অপর সকল কথাই তাঁহাদের নিকট নিরর্থক ও হেয় প্রতীয়মান হয়। কিন্তু যাহারা মৎসরে অবস্থিত, তাহারা নিজ মাৎসর্য্য-স্বভাব বলিয়া শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত নির্ম্মৎসর ধর্ম্মের ব্যাখ্যান করিতে যাইয়া, তাহারা স্ব স্ব রুচ্যনুসারে নিজেদের প্রাপ্য দাবী করিয়া থাকেন এবং নির্ম্মৎসর সাধুগণকে তাহাদের ন্যায় মৎসরগণের অন্তর্ভুক্ত জ্ঞান করেন। তাহাদের বিবেচনায় বিশুদ্ধ মৎসরে অবস্থিত নিরাশ্রয়গণের শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের বসিবার যতটা অধিকার, তাহাদেরও ততটাই আছে। শ্রীশ্রীজগন্নাথ যে জগতের নাথ হইয়াও সর্ব্ব, তথাঃ ও তথাঃ এই জগতকে তাঁহার অহৈতুকী শক্তির দ্বারা আপনার স্থান দিয়াছেন, ঐ জগতে যে বাস্তব সত্যের অনুসন্ধান করিতে চাহেন তাহা জানিতে পারেন না। এই জগতের অভাব-বশতঃ তাঁহার অধিকার বিস্তারের অন্তরালে নিজেদের অধিকার দাবী করে। বাস্তব সত্যের বাণী কীর্ত্তন করিতে হইলে পশ্চাৎপদ বাস্তব সত্য-কীর্ত্তনকারীর কাছে তাহারা অপরাধ-চালিত আপনার দুর্ব্বুদ্ধি প্রকাশ করে। তাহাদের ঐ বিরুদ্ধভাব ও কুবুদ্ধি দেখিয়াও বাস্তবসত্যের প্রচারক কখনও কোনও প্রকারে ক্ষুব্ধ হয়েন না বা তাহাদের বাক্য শুনিয়া বাস্তবসত্যের স্বার্থ—যাহা নিত্য আত্মার একমাত্র স্বার্থ, তাহার নিত্যপ্রয়োজন ছাড়িয়া অপরের মীমাংসা করিবার জন্য ব্যতিব্যস্ত হইবেন না। শাস্ত্রের সহিত মিলাইয়া "যাহা বিশ্বাস্য একমাত্র 'ভগবান'" এই আদর্শ পরিত্যক্ত হইতে হইবে। অবাস্তব কোন জিনিষের সংমিশ্রণে বাস্তবতার মর্য্যাদা লোপই সাধিত হইয়া থাকে। শ্রীল প্রভুপাদ বোম্বে গৌড়ীয়মঠে অবস্থানকালে সেদিন বলিয়াছিলেন, পঞ্চাশটি মঠ স্থাপন অপেক্ষা পঞ্চাশটি প্রচারক—জীবন্ত মঠ পাইলেই সুবিধা হয়। যাঁহারা ছেঁকে কথা বলেন তাঁহারা বাস্তব-সত্যের নির্ভীক প্রচারক নহেন। জীবন্ত মঠ কখনও ছেঁকে কথা বলেন না। তিনি নির্ভীকভাবে বাস্তবসত্য প্রচার করিয়া থাকেন। বাস্তবসত্যের প্রকৃত প্রচারের লীলা-প্রবর্ত্তনকারী শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভু জগাই মাধাইর উগ্রমূর্ত্তি দেখিয়া বা প্রহার লাভ করিয়াও বাস্তবসত্য-কীর্ত্তনে কিছুমাত্র উদাসীন হয়েন নাই। বাস্তবসত্যের প্রচারক ঠাকুর হরিদাস বাইশ বাজারে নির্দয় ও নিষ্ঠুর-ভাবে প্রহৃত হইয়াও নির্ভীকভাবে বাস্তবসত্যের কথাই কীর্ত্তন করিয়াছেন। তাঁহাদের ঐসকল আদর্শ বাস্তবসত্য-প্রচারক মাত্রেরই একান্ত অনুসরণীয়।

কাহারও কাহারও ধারণা—জনগণের নিকট হইতে কিছু সংগ্রহ করিয়া যদি দেশ জুড়ে সুখী মুক্ত উদর করাইতে হইলে তাহাদের মনের মত কথা বলা দরকার—তাহাদের মনোযোগ আবশ্যক। কিন্তু আমাদের বিবেচনায় এই যুক্তির কোনই মূল্য নাই। বাস্তবসত্য গোপন রাখিয়া অর্থসংগ্রহ প্রচারকের কার্য্য নহে। অর্থসংগ্রহ বা বহির্মুখিনী যুক্তির চেষ্টায় যতটুকু উপকার করা হয়, তাহা অপেক্ষা অনন্তগুণে অধিক উপকার করা যায় যদি পরমার্থের একটি কথাও কাহারও কর্ণে প্রবেশ করান যায়। নারায়ণের অর্থ নারায়ণের সেবায় নিযুক্ত হইলেই অর্থের সার্থকতা। বাস্তবসত্যের বাণী হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইলে মানব প্রাণ, অর্থ, বিদ্যাবুদ্ধি যাহা কিছু আছে তৎসমুদয়ই ভগবৎসেবার নিযুক্ত করিতে স্বতঃই প্রেরণা লাভ করে। সুতরাং বাস্তবসত্য-প্রচারের অনবধানতা—কুচ-কাওয়াজ-প্রভৃতি সঙ্কীর্ণ অর্থাভাব থাকিতে পারে না। শ্রীগুরুপাদপদ্ম অর্থসংগ্রহকারীকে আদর করেন না, তাঁহারা নিজ নিজ জীবন শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের নির্দ্দেশানুসারে ঠিক ঠিক আচারণ রাখিয়া নিষ্কপটে সত্যের প্রচার করেন, তাঁহারাই গৌরপ্রেষ্ঠের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক স্নেহের পাত্র।

শ্রীগৌরসুন্দর প্রচারের জন্য যে-প্রণালী নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা গ্রহণ করিলে নিষ্কপটতার জনগণও তাহাদের স্ব স্ব স্বভাব পরিত্যাগ করিয়া বাস্তবসত্য-কল্পবৃক্ষের নীচে নিশ্চয়ই আশ্রয় লাভ করিবেন। তিনি বলিয়াছেন,—

"তৃণাদপি সুনীচেন, তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥"

শ্রীধাম-মায়াপুর

(২)

ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাবস্থলী—সর্ব্বতীর্থের আশ্রয় এই শ্রীধাম মায়াপুর কোথায় অবস্থিত, এতদ্বিষয়ে আলোচনা করিলে আমরা জানিতে পারি,—নয়টী দ্বীপ লইয়া 'নবদ্বীপ' গঠিত। শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকটকালে এই নবদ্বীপের মধ্যে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপগ্রাম বা পল্লী অবস্থিত ছিল। নয়টী দ্বীপের চারিটী দ্বীপ ভাগীরথীর পূর্ব্বপারে এবং পাঁচটী ভাগীরথীর পশ্চিমপারে অবস্থিত। (১) অন্তর্দ্বীপ, (২) সীমন্তদ্বীপ, (৩) গোদ্রুমদ্বীপ ও (৪) মধ্যদ্বীপ—এই চারিটী দ্বীপ ভাগীরথীর পূর্ব্বপারে, আর (১) কোলদ্বীপ, (২) ঋতুদ্বীপ, (৩) জহ্নুদ্বীপ, (৪) মোদদ্রুমদ্বীপ ও (৫) রুদ্রদ্বীপ—এই পাঁচটী দ্বীপ ভাগীরথীর পশ্চিমপারে অবস্থিত। নবদ্বীপের মধ্যে তখন এত গ্রাম ছিল যে, শ্রীমায়াপুরে যাইতে শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরকে লোকের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া তথায় পৌঁছিতে হইয়াছিল। সাধারণতঃ 'নবদ্বীপ' নামটি সর্ব্বসাধারণে প্রচলিত ও প্রসিদ্ধ ছিল (ভক্তিরত্নাকর ১২শ তরঙ্গ দ্রষ্টব্য)।

আরও জানা যায় যে, শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুর পরিক্রমা-কালে নবদ্বীপের অনেক গ্রামের নাম লুপ্ত ও নানাভাবে বিকৃত হইয়াছিল। সুতরাং শ্রীমায়াপুর গ্রামের নামও যে কালে অশিক্ষিত ব্যক্তিগণের দ্বারা বিকৃত ও সাধারণের অজ্ঞাত হইয়া পড়িবে, ইহা কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কলি অর্থাৎ বিবাদ বা তর্কপথের বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নবদ্বীপান্তর্গত মায়াপুর এবং অন্যান্য দ্বীপ ও নামগুলি লোকে লুপ্ত ও বিকৃত করিবার চেষ্টা করিয়াছে বটে, তথাপি সেই সকল নাম সুধীগণের অন্তরের বিষয় রহিয়াছে। প্রয়াগতীর্থ—এলাহাবাদ বা পরবর্ত্তিকালে 'এলাহাবাদ' কিংবা 'পেরাগ', মথুরা—

এই নিকটবর্ত্তী গ্রাম করা যায় তাহা হইলে আমাদের বুঝিবার, সকলেই—একদিনেই হউক, দুইদিনেই হউক, আর তিন দিনেই হউক, বাস্তবসত্যের নিকট মাথা নত করিবেই এবং নিত্যসত্য সাধুগণের নিকট ও তাঁদের পূর্ব্বতন মহাজনগণের কথা অস্বীকার না হইয়া পারিবে না। সুতরাং আমরা আচার্য্যের জীবনগত ভাবে ভাবে বাঁধা শ্রীল নরোত্তমের আদর্শেই কীর্ত্তন করিব—

যং প্রবিশ্য ভুবনং পবিত্রিতমিদং ...
...
হে মাধবঃ! সকলের নিত্য ...
...

'মাট্টী', অযোধ্যা—'আউদ', বৃন্দাবন—'বিন্দাবন' এবং নদীয়া জেলায় পাড়ু—'পেড়ো', কাশী—'কেঁশা', ভাজা—'ভেজা', চাকা—'চেকা' প্রভৃতি অসংখ্য শব্দের অসংখ্য বিকৃতি বা রূপান্তর হইলেও যেরূপ প্রকৃত শব্দ সুধীগণের অন্তরে নিত্য হইয়া থাকে, সেইরূপ অশিক্ষিতগণের নিকট সংস্কৃত 'মায়াপুর' শব্দ অসংস্কৃত 'মেয়াপুর'-শব্দে কোথাও কোথাও রূপান্তরিত হইলেও শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ভাষায় বলা যায়,—

"যৈছে কলি যুগ, তৈছে নামের বাজার।
তথাপি সে-সব নাম অন্তর্দ্ধান হয়॥"

গঙ্গার পূর্ব্বতীরস্থ এই অন্তর্দ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুর, বল্লালদীঘি, রামপুকুর প্রভৃতি নিয়ে শ্রীমায়াপুর, সর্ব্বসাধারণের নিকট পরিচিত ছিল। শ্রীমায়াপুরে অবস্থিত একটী স্থান "খোলভাঙ্গার ডাঙ্গা" নামে খ্যাত এবং জমিদারী সেরেস্তার কাগজপত্রেও 'খোল-ভাঙ্গার ডাঙ্গা' বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। শ্রীধাম মায়াপুরের অন্তর্গত কতকস্থান 'বৈরাগীডাঙ্গা', কতকস্থান 'বল্লালপোতা' (বল্লালসেন—চাঁদকাজীর আচার্য্যের ভবন, যথায় শ্রীমন্মহাপ্রভু রুক্মিণী বেশে নৃত্য করিয়াছিলেন) বলিয়া অদ্যাপি খ্যাত হইতেছে এবং জমিদারী সেরেস্তার সমস্ত কাগজেও তাহা বৈরাগীডাঙ্গা ও বল্লালপোতা-নামে অভিহিত আছে। বর্ত্তমানে ব্রাহ্মণপুষ্করিণী প্রাচীন শ্রীমায়াপুরের অন্তর্গত এবং এইস্থানে কাজীর সমাধি বর্ত্তমান।

শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুর নবদ্বীপ-দর্শনের বৃত্তান্ত, নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের লিখিত শ্রীধাম-নবদ্বীপ পরিক্রমার বিবরণ এবং শ্রীচৈতন্যভাগবতোক্ত শ্রীমন্মহাপ্রভুর কাজি-উদ্ধার দিনের সঙ্কীর্ত্তন-পথের বিবরণ পাঠ করিলেও সুস্পষ্টরূপে জানা যায় যে, শ্রীধাম-মায়াপুর, বল্লালদীঘি, রাম-পুকুরের কতক-অংশ, শ্রীমায়াপুর ও গঙ্গানগর—এই স্থানের অন্তর্দ্বীপ নাম ছিল; এই স্থানেই শ্রীজগন্নাথ-মিশ্রের গৃহ, শ্রীবাস-অঙ্গন, মুরারিগুপ্তের স্থান, শ্রীধরের স্থান, শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্যের গৃহ প্রভৃতি অবস্থিত ছিল।

শ্রীকৃপাসিন্ধু ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ, জগন্নাথ বৈষ্ণব-সমাজে অবিসংবাদিতরূপে 'সিদ্ধবাবাজী' বলিয়া খ্যাত বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজ, পরমহংস শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজ এবং যাবতীয় মহাজন সুপ্রসিদ্ধ বহু পণ্ডিতের নিকটও শ্রীধাম-মায়াপুরকেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থান বলিয়া একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। এখনও শ্রীমায়াপুরের অনতিদূরে চাঁদকাজির সমাধি ও এই সমাধির উপর গাছে চাঁদকাজির বংশের পূর্ব্বের

গোলোকচাঁপাবৃক্ষ বিরাজিত আছে। শ্রীধাম-মায়াপুর-সম্বন্ধে কোন প্রকার প্রমাণের অভাব নাই। প্রাচীন ইতিহাস, প্রাচীন ভৌগোলিক-তথ্য, শাস্ত্র, প্রত্যাদেশ, মহাজন-বাক্য, স্থানীয় প্রাচীনগণের প্রত্যক্ষ সুপ্রাচীন প্রবাদ, বিশেষজ্ঞ শ্রেষ্ঠ বিদ্বজ্জন-মণ্ডলীর স্বীকারোক্তি, এতদ্ব্যতীত প্রাচীন ও আধুনিক লব্ধপ্রতিষ্ঠ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বহু প্রত্নতত্ত্ববিদ্, সাহিত্যিক এবং প্রামাণিকগণের লিখিত ও কথিত শত শত প্রমাণের দ্বারা মনীষীগণের নিকট শ্রীধাম-মায়াপুরই শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থান বলিয়া স্থির সিদ্ধান্তিত হইয়াছেন।

ভাগীরথী সর্ব্বদা চঞ্চলা থাকিয়া বহু জনাকীর্ণ পল্লীকে গর্ভসাৎ করিয়াছেন। কুলের পূত বাটী ও সমগ্র দ্বারকাপুরীর যেরূপ জলমগ্ন হইবার কথা শ্রীমদ্ভাগবতে দৃষ্ট হয়, সেইরূপ মহাযোগপীঠ গোলোকধাম ব্যতীত মায়াপুরের অনেক স্থান নদীগর্ভগত হইয়াছিল। ইহা কেবল কল্পনা বা অনুমান নহে, প্রত্যক্ষ সত্য। জনসাধারণের ভয় প্রদর্শনপূর্ব্বক কোন-দিনই গঙ্গাগর্ভগত হয় নাই, সাড়ে চারিশত বৎসরের কালের মধ্যে ভাগীরথী যাহার অন্তর্ভুক্ত হন নাই, ভাগীরথী ও জলঙ্গীর প্রবলবিক্রমে আক্রান্ত হইয়াও শ্রীগৌর-সুন্দরের জন্মস্থলী শ্রীধাম-মায়াপুরের যোগ-পীঠাংশ কোন দিন কোনও নদীর কবলে কবলিত হয় নাই। গঙ্গার খাত ও জল এক স্থান হইতে অন্য স্থানে স্থানান্তরিত হইয়াছে, স্থানের সীমানাসমূহ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, কিন্তু উপর্যুক্ত নির্দ্দেশ-দুই অক্ষত বিদ্যমান থাকিয়া সত্যের অপলাপ ও বঞ্চনা হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিতেছে। সত্যানু-সন্ধিৎসু পাঠকগণ নিত্যানন্দপুরের অধিবাসী আমাদের মাননীয় শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনারায়ণ রায় এম্-এ মহোদয়ের সঙ্কলিত "চিত্রে নবদ্বীপ" গ্রন্থ পাঠ করিলে প্রাচীন-নবদ্বীপের বিস্তৃত বিবরণ জানিতে পারিবেন।

নবদ্বীপের দ্রষ্টব্য স্থান-সমূহ—(ক) শ্রীমায়াপুর-যোগপীঠ—আদ্যন্তবেষ্টন-ক্ষেত্র। এইস্থানে শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন শ্রীগৌর-জন্মভিটা। এখানে শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামীর ১২০ ফুট উচ্চ অপূর্ব্ব শ্রীমন্দির বর্ত্তমান। এই শ্রীমন্দিরের ভিত্তি-খননকালে (৩০শে চৈত্র, ১৩৪১) এখানে এক চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তি (অধোক্ষজ বিষ্ণু-বিগ্রহ) আবির্ভূত হইয়াছেন। (খ) শ্রীনৃসিংহদেবের মন্দির। (গ) যোগ-পীঠের সংলগ্ন উত্তরে শ্রীবাস-অঙ্গন অবস্থিত। শ্রীবাস-অঙ্গন সন্নিধে শ্রীগৌর-সুন্দরের মহাসঙ্কীর্ত্তনস্থল; এই স্থানকে খোলভাঙ্গার ডাঙ্গাও বলে। (ঘ) শ্রীবাস-অঙ্গনের সংলগ্ন উত্তরে শ্রীসীতানাথের শ্রীঅদ্বৈতভবন। (ঙ) অদ্বৈত-ভবনের পার্শ্বে গৌড়ীয়মঠের প্রাচীন দীর্ঘিকা বিরাজিত। (চ) ব্রজপত্তনদীর্ঘিকার উপরে শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্য-ভবন শ্রীব্রজ-পত্তনক্ষেত্রে স্থাপিত শ্রীচৈতন্যমঠ। এইস্থানে শ্রীগৌরসুন্দর প্রথম নাট্যাভিনয় করিয়া-ছিলেন। এইস্থানে উনত্রিশ চূড়াবিশিষ্ট শ্রীমন্দিরে অপূর্ব্ব শ্রীশ্রীগৌরবিনোদপ্রাণ-জীউর শ্রীমূর্ত্তি বিরাজিত এবং গর্ভমন্দিরের চারি পার্শ্বে চারি বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের সেবাবিগ্রহের সহিত সেবিত। শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ডতীরে ও বিভূষিত শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের সমাধি-মন্দির ও শ্রীমূর্ত্তি বিরাজিত। (ছ) পরবিদ্যাপীঠ বা সারস্বততীর্থ। (জ) গৌড়ীয় প্রকাশ-কার্য্যালয়। (ঝ) এই অন্তর্দ্বীপ শ্রীমায়াপুরে মায়াপুরাধি-ষ্ঠাত্রী দেবী প্রৌঢ়া মায়া. (ঞ) শ্রীমায়াপুর-কল্পপাদ বৃক্ষ-শিবালয়.(ট) শ্রীগৌরাঙ্গের স্নান-ঘাট, মাধবের তপস্যার স্থান, মাধাইয়ের ঘাট, (ঠ) বিশ্বকর্ম্মা-নির্ম্মিত বারকোণা-ঘাট, (ড) পঞ্চশিবালয়, (ঢ) শ্রীগৌর-হরির কীর্ত্তন বিশ্রাম-স্থান— শ্রীধর-অঙ্গন (এইস্থানে শতছিদ্র লৌহপাত্রে রক্ষিত জল পান করিয়া শ্রীগৌরসুন্দর ভক্ত-মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন করিয়াছিলেন). (ণ) কাজী চাঁদ কাজির সমাধি (কৃষ্ণলীলার কংস. ইঁহাকে মহাপ্রভু মামু' বলিয়াছিলেন, এই সমাধির উপরে সাড়ে চারিশত বৎসরের পুরাতন গোলোকচাঁপাবৃক্ষ বিরাজিত.) (ত) [illegible]-কূপ, (থ) শ্রীমুরারিগুপ্তের ভবন (দ) ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট প্রভৃতি বর্ত্তমান।

শ্রীধাম-মায়াপুর-দর্শনার্থিগণের অবস্থান-জন্য শ্রীধাম-মায়াপুরে 'চিন্তামণি ধর্ম্মশালা' 'ইন্দ্রনারায়ণ-ধর্ম্মশালা', 'ভক্তিকুটীর', 'ভক্তিবিজয়-ভবন', 'হরিসভা-ধর্ম্মশালা', 'জীবকুটির' প্রভৃতি স্থানের ব্যবস্থা আছে। শ্রীধাম-মায়াপুরের জলবায়ু অতীব স্বাস্থ্যপ্রদ ও মনোরম।

এখানে কোনপ্রকার চেষ্টা বা অবৈধ ব্যবসায়াদির চেষ্টা নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত শুদ্ধভক্তিধর্ম্মপ্রচার এবং নিরপ-রাধে শ্রী নামের একান্ত সেবার জন্যই এই স্থানে বিশুদ্ধধর্ম্মপর লোকাতীত মহাপুরুষ-গণের আনুগত্যে ভগবৎসেবা-কার্য্যাদি হইয়া থাকে। প্রতি বৎসর মাঘী ত্রয়োদশী তিথিতে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর আবির্ভাব-মহোৎসবোপলক্ষে বিশ্ববৈষ্ণবসভা কর্ত্তৃক আয়োজিত শুদ্ধনামসঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞ ও বিষ্ণুপূজা অনুষ্ঠান মহাসমারোহে বিস্তারিত হয়।

ফাল্গুনী পূর্ণিমাতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-তিথির নয় দিবস পূর্ব্ব হইতে নব-দিনব্যাপী শ্রীচৈতন্যমঠের সেবক সম্প্রদায়ের আনুগত্যে বহু লক্ষ লোক বিরাট সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রার সহিত নবদ্বীপের নয়টি বিভিন্ন দ্বীপ পরিক্রমা করিয়া থাকেন। পরিক্রমার অন্তে মহাপ্রভুর আবির্ভাব-তিথি অর্থাৎ ফাল্গুনী পূর্ণিমা হইতে দিনত্রয় শ্রীগৌরজন্মস্থলী যোগপীঠে বিশেষ কীর্ত্তন-মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

বহু জন্মের সঞ্চিত পুণ্যপুঞ্জ সুকৃতির ফলেই মানব ঈশ্বরের সংরক্ষণাশ্রিত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করিয়া শ্রীভগবানের নাম, ধাম ও কামসেবায় জীবন উৎসর্গ করেন। কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীমায়াপুর-চন্দ্র শ্রীগৌরসুন্দরের নাম-ধাম-কামসেবার মূর্ত্তবিগ্রহ শ্রীরূপানুগবর পরমহংস পরি-ব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মে আত্ম-সমর্পণপূর্ব্বক তদীয় শিক্ষা-দীক্ষায় অনু-প্রাণিত হইয়া বর্ত্তমানে বহু নিষ্কপট ভক্ত জগতে শ্রীগৌরহরির নাম ও ধাম-মাহাত্ম্য প্রচারকেই জীবনের একমাত্র ব্রত করিয়াছেন। কেবল হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবাবিমুখ, ভুক্তিকামী, কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠালোলুপ ব্যক্তিগণই তাঁহাদের চিত্তের অসুর-স্বভাবের বশবর্ত্তী হইয়া বিষ্ণু, বৈষ্ণব ও শ্রীধামের প্রতি সর্ব্বদা বিদ্বেষভাব পোষণ করিয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণগৌরাঙ্গৈক-প্রাণ সজ্জন বা বিষ্ণুভক্তগণের নিত্য-স্বভাব যেমন অনুক্ষণ শ্রীভগবানের নাম, ধাম ও কামসেবায় নিযুক্ত থাকা, শ্রীকৃষ্ণ-গৌরাঙ্গ সেবা-বিমুখ অভক্ত পাষণ্ড বা অসুরগণের নিত্যস্বভাব তেমনই অনুক্ষণ শ্রীভগবানের নাম, ধাম ও কামসেবায় বিরোধ উৎপাদন করা। আবহমানকাল হইতেই এইরূপে দেবাসুর-সংগ্রাম চলিয়া আসিতেছে। এই সংগ্রামের শেষ ফল-স্বরূপ "সত্যমেব জয়তে নানৃতম্"—ইহাই আমরা চিরকাল দেখিতে পাই। অসুরগণ তাহাদের সমবেত প্রাণপণ-চেষ্টায়ও শ্রীবিষ্ণুর নাম-ধামের মাহাত্ম্য জগৎ হইতে কখনও লুপ্ত করিতে পারে নাই, পারিতেছে না ও পারিবে না বরং প্রতিকূলভাবে শ্রীনাম ও ধামের মাহাত্ম্য বৃদ্ধিই করিয়াছে, করি-তেছে ও করিবে।

বর্ত্তমানকালের শ্রীধাম-মায়াপুরের মাহাত্ম্য খর্ব করিবার উদ্দেশ্যে অসুরস্বভাব-বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের নানাপ্রকার অবৈধ গর্হিত চেষ্টা ও ষড়যন্ত্রের কথা আমরা প্রায়ই শ্রবণ ও দর্শন করিতে পাই। কিন্তু তৎফল-স্বরূপ শ্রীধাম-মায়াপুরের ঔজ্জ্বল্য দিনদিনই উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর ও উজ্জ্বলতম হইয়া উঠিতেছে, তাহাও আমরা সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যক্ষ করিবার সৌভাগ্য পাইতেছি। আজ ভারতের বিভিন্ন স্থানের কত কত সজ্জন শ্রীধাম মায়াপুরে বাসস্থান নির্ম্মাণপূর্ব্বক ভজনপরায়ণ, বৈষ্ণবপরায়ণ, নামপরায়ণ ধাম-পরায়ণ ও সেবাপরায়ণ বর্দ্ধিত হইয়া একান্ত-ভাবে শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবসেবায় আত্মনিয়োগ করতঃ যথার্থ শ্রীধামবাসীর আদর্শ প্রদর্শন করিতেছেন। সর্ব্বভূমিবাসী দরিদ্র ব্যক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া কত রাজপ্রতিনিধি রাজা, মহারাজা পর্য্যন্ত আজ শ্রীধামমায়াপুর দর্শন করিয়া শ্রীধামের এক একটী রেণু মস্তকে ধারণপূর্ব্বক আপনাদিগকে কৃতকৃতার্থ জ্ঞান করিতেছেন। দেশবিদেশ হইতে আগত কত সাধু মহাপুরুষ আজ প্রেমভরে শ্রীধামের স্বরূপদর্শন ও শ্রীধামের ধূলি সর্ব্বাঙ্গে ভূষণ করিয়া কৃষ্ণপ্রেমানন্দে নৃত্য করিতেছেন। শ্রীধাম মায়াপুরে—

অদ্যাপি সেই লীলা করে গৌররায়।
কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়॥

আনন্দ

(৩)

(১) ব্রহ্ম—সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গকান্তিই ব্রহ্ম। "যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপ-নিষদি তদপ্যস্য তনুভা"এর প্রমাণ 'তনুভা' বা অঙ্গকান্তিই সমস্ত সর্ব্বব্যাপী বিরাট চৈতন্য। ইহারই আভাস জৈবচিত্তে বিন্দুভাবে প্রতিফলিত হইয়া জড়-প্রকৃতিকে চৈতন্যময়ী করিয়া, ব্রহ্মাদি কীট-পতঙ্গাবধি সর্ব্বজীবে বিবিধ বৈচিত্র্য বিকাশ করেন। ইহাকে না জানিয়াই জীব আপন স্বরূপ হারা হইয়া, "আমি অমুক" বলিয়া একটী মিথ্যা অভিমান ও অবিদ্যার প্রাপ্ত হয়। অবিদ্যা এক মিথ্যা মোহাবরণের কারণ। সুবিহিত সাধনার দ্বারা জীবের এই ভ্রম নষ্ট হইলে, সে আপন চিৎস্বরূপ অনুভব করিতে পারে। তখন সে সর্ব্বত্রে এক—অদ্বিতীয় চৈতন্য (ব্রহ্ম) বস্তুই দর্শন করিয়া পরমানন্দ প্রাপ্ত হয়। কিন্তু, বুদ্ধিহীন শিশু যেমন সূর্য্যালোকে সূর্য্যদেবকে না দেখিয়া, অবোধের প্রকৃত উজ্জ্বল কিরণালোক দেখে মাত্র, তেমনই সমস্ত ব্রহ্মদর্শনকারী ঐ সাধকও তদ্রূপ, ব্রহ্মের ঘনীভূত প্রতিমা সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীভগবানকে দর্শন করিতে না পারিয়া, কেবল তাঁহার অঙ্গকান্তিরূপ নির্বিশেষ ব্রহ্মকেই দেখেন। এইরূপ ব্রহ্মদর্শনে ঐরূপ নির্বিশেষ ব্রহ্মানন্দ সাধকও জীবন্মুক্ত হন। কিন্তু, "অজ্ঞানে জীবন্মুক্ত অপরাধে আরো মরে।" অর্থাৎ এইরূপ জীবন্মুক্ত অপরাধী হইলেও তাহাকে পুনর্ব্বার আবার ঘোর অন্ধকারে পড়িতে হয়। এ অবস্থা অনর্থময়।

(২) পরম অমৃত,—ইহার দ্বিতীয় লোক; ইহা নানাবিধ। ইহা প্রসঙ্গোক্ত ভাবেরও বিশেষ। ... পরলোক গমন করিলেও যাঁহাদের সংসার-গমন না ঘটে, তাঁহারা উক্ত অমৃতধাম প্রাপ্ত হয়েন। এমন: পর-মাত্মাতে স্থিত হইয়া, ... সাধনায় পর, এই অনাবৃত অমৃত সমুদ্রের অধিকারী হন।

(ক্রমশঃ ৫ পৃষ্ঠার শেষ কলমে দ্রষ্টব্য)

পরনিন্দা পরচর্চ্চা না কর কখন। পূর্ণভাবে একান্তে ভজ শ্রীগৌরচরণ॥

শুদ্ধভক্তি মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ

(আকর-মঠরাজ)

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ শত উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে অবস্থিত শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্যমঠ অবস্থিত। এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, শ্রীধামপ্রচারিণী সভার কেন্দ্র। এই মঠ হইতে শ্রীচৈতন্য-বাণী প্রচারের জন্য অসংখ্য প্রচারক বহির্গত হইতেছেন ... এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী ও আচার্য্য সম্প্রদায়ের নিত্য সেবা হইতেছে। ... 'নদীয়া-প্রকাশ', দৈনিক সমগ্র ... 'নদীয়া-প্রকাশ' ... বর্ত্তমানে ... শ্রীধাম-পরিক্রমা ও ... ভক্তগোষ্ঠীর কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক —শ্রীপাদ ... ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫

শ্রীমহাপ্রভু প্রচারিত শুদ্ধভক্তি প্রচারের জন্য গৌড়দেশের মধ্যস্থান নগরী কলিকাতায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদ-আশ্রমে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই শুভক্ষেত্রে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীরাধাগোবিন্দজীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। 'গৌড়ীয় সাপ্তাহিক পত্র নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, কীর্ত্তন, সজ্জন-চতুষ্টয়-বোধক, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি লীলা ও বক্তৃতাদির সম্যক আলোচনা হয়। এই মঠ হইতে মহানগরীর সর্ব্বত্র হরিকথা-প্রচার, নগরসঙ্কীর্ত্তন, বক্তৃতা, প্রদর্শনী ও সঙ্কীর্ত্তন-সভা-মহোৎসবাদি ভক্তাঙ্গের অনুষ্ঠান হয়। মঠরক্ষক—মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া সহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবিশ্বানন্দ ব্রহ্মচারী সেবাকোবিদ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরাঙ্গের রাসস্থলী এখানে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান, রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তি ... দাসাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—গোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

(৭) কাজীর সমাধি-পাট

প্রাচীন শ্রীমায়াপুর বামনপুকুর (নদীয়া)

এই স্থানে শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীচাঁদ-কাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রী... ব্রহ্মচারী ভক্তিসারঙ্গ।

(৮) শ্রীনন্দন আচার্য্য-ভবন

শ্রীনাথপুর, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে শ্রী ... শ্রীশ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীপ্রদ্যুম্নের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবনমালী দাস ব্রহ্মচারী।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(১০) মোদদ্রুম-ছত্র "গৌড়ের বৈদিক

মাউগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)।

শ্রীবাসুদেবপ্রভু ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান। শ্রীগৌরনিত্যানন্দের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ ব্রহ্মচারী, ভাক্তরাজ।

(১১) শ্রেষ্ঠিয়া কুঞ্জকানন

শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী,

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক- শ্রীনরোত্তম ব্রহ্মচারী

(১২) কুঞ্জকুটীর—পোঃ কৃষ্ণনগর,

নদীয়া। রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তি ... অধিকারী

(১৩) ভাগবত-আসন—পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

এই স্থান হইতে ভাগবতসিদ্ধান্ত প্রচারণী প্রচারিত হয়। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিসোম, কাব্যতীর্থ।

(১৪) একায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ রামঘাট, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরামনাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী ভক্তিশাস্ত্রী

(১৫) মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুর, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিবিনোদ ব্রহ্মচারী।

(১৬) মাধ্বগৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, পোঃ ঢাকা

পূর্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ।

(১৭) গোপালজীউ—কমলাপুর,(ঢাকা)

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিদ্যমান। রক্ষক—শ্রীরাধানাথ ব্রহ্মচারী

(১৮) নিতাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)।

এখানে শ্রীনিতাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীমদ্বাধিকা ব্রহ্মচারী

(১৯) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

মহাবাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ভক্তিসারঙ্গ এম-এ, বি-এল।

(২০) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ ময়, (ঢাকা)

এখানে মহাপ্রভুর মূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারী

(২১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(২২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ফুলবেড়িয়া, পোঃ ছিনপুর, (বাঁকুড়া)

এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরামনাথ অধিকারী।

(২৩) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে গুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী ভক্তিরত্ন।

(২৪) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী।

(২৫) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশবাড়ি, পোঃ বক্সীবাজার, (কটক)

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদবিহারী-জীউর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর

(২৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ কৃষ্ণদেব পুরী,

শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বা-গিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন।

(২৭) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদবিহারীজীউর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীমাধব অধিকারী

(২৮) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌরাঙ্গনাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী দাসাধিকারী।

(২৯) রায়রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, পূর্ব্ব গোদাবরী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—শ্রীবিষ্ণুচরণ দাসাধিকারী ভক্তিলোচন।

(৩০) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪২নং কাশিপুরা, বেনারস সিটি

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীমাধব ব্রহ্মচারী।

(৩১) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ

(৩২) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর।

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও গৌরবিনোদ-বিহারীজীর সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীসত্যনারায়ণ দাসাধিকারী।

(৩৩) কৃষ্ণচৈতন্য মঠ

পুরাণবাজার, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

এখানে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিত্য-সেবা হয়। রক্ষক—শ্রীজনার্দ্দন ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠ

বিশ্রামঘাট মথুরা

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ বামন

(৩৫) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ—শ্রীরাধাকুণ্ড

রক্ষক—শ্রীরাধারমণচরণ ব্রহ্মচারী

(৩৬) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৩৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ

দেবধারী, পোঃ কোরোলা, জেলা গুরুদাসপুর (পাঞ্জাব) রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৩৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪০নং ওয়ার্ডেন রোড, নিউ দিল্লী।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসদয় ... মহারাজ

(৩৯) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল।

এখানে গৌর-বিনোদবিহারীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীমদ্গোপাল অধিকারী।

(৪০) মাধব-গৌড়ীয় মঠ

বড়িবার মাধবপুর, চট্ট, দি

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি

(৪১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ রায়পেট্টা মাদ্রাজ।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীপাদ ... ভক্তিবিলাস

(৪২) বোম্বে-গৌড়ীয়-মঠ কার্য্যালয়

গোয়ালিয়া রোড, চৌপাটি বিল্ডিং, ব্লক নং ১, বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত মজুমদার।

(৪৩) অমরাজি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমরাজি, মেদিনীপুর

(৪৪) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী

(৪৫) পাটনা গৌড়ীয় মঠ

১০০ মিঠাপুর, পাটনা।

রক্ষক—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী কাব্যতীর্থ

(৪৬) গয়া গৌড়ীয় মঠ

সিভিল লাইন্স, চার্চ রোড, গয়া

রক্ষক—উপদেশক শ্রীমাধব রায়

(৪৭) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠ বালেশ্বর

রক্ষক—শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয়

৩ গ্লস্টার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন, এস-ডব্লু ৭, লণ্ডন

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ বন

(৪৯) বার্লিন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

Berlin W. 30

Eisenacher strasse 20 II.

(৫০) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

৩৫০ নং ডালহাউসী ষ্ট্রীট রেঙ্গুন।

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈ নি ক

REG. NO. C. 1544

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

চৈতন্যোপনিষদ্

বহু যত্নে মূল ও অনুবাদসহ প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি উত্তম। ভিক্ষা।০ মাত্র
শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

"গৌড়ীয়"

৭ম বর্ষ হইতে ১২শ বর্ষ পর্য্যন্ত প্রতি বর্ষ কাগজে বাঁধাই ভিক্ষা ৩০ মাত্র।
শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা।

ভারতের সর্ব্বত্র মঙ্গল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১০ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৩রা ভাদ্র, মঙ্গলবার ১৩৪২, ২০শে আগষ্ট ১৯৩৫ ১৪৫তম সংখ্যা

নদীয়ার সংবাদ

জল-বৃদ্ধি

শান্তিপুর—এবার শান্তিপুরের বাঁধে অত্যন্ত বানের জল বৃদ্ধি হওয়ায় রাখালগরের চর ও পাশের গ্রামগুলির তথাকার সমগ্র ফসল একেবারে জলে ডুবিয়া গিয়াছে। সেই জন্য তথায় তাহাদের বসবাসেরও পক্ষান্তরে খুবই অসুবিধা হইয়াছে, এবারের বান ১৯১৪ সালের প্রায় অধিক হইয়াছে। সেই জন্য গঙ্গের বাঁধ ভাঙ্গিয়া যাইবার সম্ভাবনা।

পল্লীগ্রামে স্বাস্থ্যকার্য্য

শান্তী—থানা কেন্দ্রের স্যানিটারী ইন্সপেক্টর শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী এই বৎসর দুইটী গ্রাম 'আদর্শ' গ্রামের জন্য নির্বাচন করিয়াছেন ও তথায় স্যানিটেশনের কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। ৮০টীর অধিক প্রীহাসংযুক্ত বালকবালিকাদিগকে নিয়মিত কুইনাইন সেবন করাইয়া প্লীহাবৃদ্ধির হ্রাস ও মশকের আবাসস্থলে নিয়মিত কেরোসিন প্রদান করিয়া মশককুল ধ্বংস করিতেছেন। উক্ত সব নির্বাচিত নিত্যানন্দপুর নামীয় গ্রাম খনির উপর একটী বড় নালীতে যে সমস্ত পানা ও টোপা পানা জন্মায় তাহা সরাইয়াছে তাহাও তাঁহার পরিত সন্দেহ শাহায্যে উদ্ধার করিতেছেন। এবং এই গ্রামখানির অধিবাসীদিগকে বাড়ী বাড়ী গিয়া Thorough Antichotera inoculation ও Anti Small Pox Vaccination কার্য্য সম্পাদন করিয়া ইহা আদর্শ গ্রামে পরিণত করিয়াছেন। পল্লীগ্রামের পল্লীবাসিগণ এইরূপ আদর্শ গ্রামের আদর্শ গ্রহণ করিলে তাঁহারা প্রত্যেই কলেরা, বসন্ত ও ম্যালেরিয়া প্রভৃতি দুরন্ত রোগ হইতে এড়াইতে পারিবেন সন্দেহ নাই।

আমানুল্লা উধাও

আফগানিস্থানের ভূতপূর্ব্ব নবীন বাদশাহ রোম হইতে নিরুদ্দেশ হইয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। আরও প্রকাশ যে, ভারতীয় সেনাবিভাগের কোন কোন কর্মচারীকে সতর্ক থাকিবার জন্য বলা হইয়াছে। কারণ, কখন সৈন্যদিগের চোখ পড়ে, তাহার স্থিরতা নাই। এইরূপ অনুমান করা যাইতেছে যে, প্রস্তুত থাকিতে বলার আদেশের ভিতরে আফগানিস্থানের সিংহাসন পুনরুদ্ধারের জন্য আমানুল্লা যদি কোনরূপ ষড়যন্ত্র করিয়া থাকেন, তাহার বিরুদ্ধে সাবধানতা অবলম্বনের জন্য সৈন্য সমাবেশের প্রয়োজন হইলে তাহাদিগকে কি করিতে হইবে এবং কোথায় যাইতে হইবে তাহারও ইঙ্গিত রহিয়াছে।

পরবর্ত্তী সংবাদে প্রকাশ, উক্ত সংবাদ মিথ্যা; আমীর আমানুল্লা রোমেই আছেন।

হিন্দুমন্দির গীর্জ্জায় পরিণত

দক্ষিণ ভারতের সালেম জেলায় মেট্টু পালয়মে একটী হিন্দু মন্দির গীর্জ্জায় পরিণত করা হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। ইহাতে হিন্দু মহাসভার পক্ষ হইতে তীব্র প্রতিবাদ করা হইয়াছে এসোসিয়েটেড প্রেসের প্রতিনিধির নিকট এক বিবৃতি প্রদান প্রসঙ্গে হিন্দু মহাসভার সম্পাদক বলেন যে, তিনি সালেম হিন্দু মহাসভার শাখা সদস্যগণকে উক্ত মন্দির দখলের উদ্দেশ্যে এ সম্বন্ধে আন্দোলন চালাইবার জন্য লিখিয়াছেন।

ভারতের স্বর্ণ রপ্তানি

গত ১৭ই আগষ্ট যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহে বোম্বাই হইতে "মুলতান" নামক জাহাজযোগে ২৭০, ৩৪, ৯১৮ টাকা মূল্যের স্বর্ণ বিদেশে রপ্তানি হইয়াছে।

গ্রেট ব্রিটেন স্বর্ণমান পরিত্যাগের পর বোম্বাই হইতে মোট ২৪০,০৭,৮৯,৬৩৩ টাকা মূল্যের স্বর্ণ বিদেশে রপ্তানি হইয়াছে।

দিল্লিতে অতিবৃষ্টি

দীর্ঘদিন অনাবৃষ্টির পর গত বুধবার হইতে প্রচুর বৃষ্টি হইতেছে। মাঠ ঘাট, শীতধানের চারা প্রভৃতি সব পুড়িয়া উঠিতেছিল বলিয়া তীব্র অভাবের আশঙ্কা দাঁড়াইয়াছিল এখন আবার অতি বৃষ্টির জন্য আশঙ্কা দাঁড়াইতেছে। শহরে মাঠে অতিরিক্ত জলের জন্য হল চালনা বন্ধ আছে। নদীনালা খাল ইত্যাদি এখনও জলপূর্ণ হয় নাই।

পুলিশে মিথ্যা সংবাদ প্রদান

পুলিশে মিথ্যা সংবাদ দিবার অপরাধে রাসবিহারী দাস ও অপর দুই ব্যক্তিকে জরিমানা করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছিল। তাহারা ঐ আসামীদের দণ্ড বৃদ্ধির জন্য ঐ মামলা হাইকোর্টে পেশ করিয়াছেন।

উপরিউক্ত আসামীগণ পুলিশকে এই মর্ম্মে সংবাদ দেয় যে, মেদিনীপুরের বড় ব্যবসায়ী নগেন সেটুয়ার বাগান বাড়ীতে একটি তাজা বোমা রহিয়াছে। পুলিশ খানাতল্লাস করিয়া ঐ বোমা পায়। পরবর্ত্তী অনুসন্ধানের ফলে দেখা যায় যে পুলিশের নিকট হইতে পুরস্কার পাইবার লোভে আসামীগণই উহা তথায় রাখিয়া আসিয়াছে। উপরোক্ত অপরাধে মেদিনীপুরের কোন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীদিগকে দুই মাস করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন।

ওয়ার্দ্ধায় নৌ-দুর্ঘটনা

গত ১৮ই আগষ্ট নদীর মাঝখানে একটি নৌকা উল্টাইয়া যাওয়ায় নাগপুরে ১৭ জন লোকের জলে ডুবিয়া মৃত্যু হইয়াছে। মৃত ব্যক্তিদের মধ্যে কয়েকজন স্ত্রীলোকও আছে; নাগপুর অমরাবতী রোডের পুলের নিকট মৃতদেহগুলি ভাসিতে দেখা যায়।

মৃত ব্যক্তিদের ওয়ার্দ্ধা জিলার একই গ্রামে বাড়ী। তাহারা কাজের অনুসন্ধানে নদীর অপর পারে যাইতেছিল।

বোম্বাইয়ে স্বর্ণমুদ্রা সমেত পার্শ্বেল প্রাপ্তি

গত ১৭ই আগষ্ট প্রাতঃকালে বোম্বাই পোষ্ট আফিসের বৈদেশিক বিভাগ একটি চাঞ্চল্যকর আবিষ্কার করিয়াছেন। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে, স্থানীয় কোন বিদেশী ব্যাঙ্কের নামে ২০টি পার্শ্বেল আসে এবং স্থানীয় পোষ্ট অফিসের বৈদেশিক বিভাগ প্রত্যেকটী পার্শ্বেলের মধ্যে ১০০০টী করিয়া স্বর্ণমুদ্রা (সভারেণ) রহিয়াছে দেখিতে পান। এইরূপ আবিষ্কারে বোম্বাই সহরে বিষম চাঞ্চল্যের সঞ্চার হইয়াছে। এরূপ প্রকাশ যে, বোম্বাইয়ের জাপান ও কতিপয় পার্শীর নামে উক্ত পার্শ্বেলগুলি আসিয়াছিল। উক্ত প্রতিষ্ঠানের কর্ত্তৃপক্ষ বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশ করিতে অস্বীকৃত হইয়াছেন।

বোম্বাই, সিমলা ও প্যারিসের মধ্যে তারযোগে সংবাদ আদান-প্রদান চলিয়াছে। পার্শ্বেলগুলি পুনরায় ইউরোপে প্রেরিত হইবে বলিয়া প্রকাশ।

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ—(আকর-মঠরাজ)

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমদ্যোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ গজ উত্তর-পূর্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যপ্রবর শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্যমঠ বিরাজমান। এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাধুভজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি বেদান্তসমূহের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারী ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র 'নদীয়া-প্রকাশ', সাত্বত-সম্প্রদায়ে অপ্রকাশিত ও অপ্রাচীন গ্রন্থাদি প্রচারকল্পে 'নদীয়াপ্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। প্রতি বৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীসহ কীর্ত্তন-প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ—১নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তি ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১২

শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত শুদ্ধনাম ও শুদ্ধধর্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই শুদ্ধসত্ত্বাধারে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দজীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হয়। এই মঠ হইতে মহানগরীর সর্বত্র হরিকথা-প্রচার, মহানগর-সঙ্কীর্ত্তন, বক্তৃতা, ব্যাখ্যা ও সঙ্কীর্ত্তন-মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান হয়। মঠরক্ষক—মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির—এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও বিষ্ণুপ্রিয়া সহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী সেবাকোবিদ।

(৪) শ্রীবাস অঙ্গন—শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তনবিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীমদ্বাসুদেব দাসাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন—এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট (৭) কাজীর সমাধি-পাঠ—অপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর' বামনপুকুর (নদীয়া)

এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপা-পাত্র চাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক।

(৮) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ—শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও রাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান দাস ব্রহ্মচারী।

(৯) শ্রীগৌরগদাধর-মঠ—চাপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীঈশ্বরনাথ দাসাধিকারী।

(১০) গৌরজন্মভূমি "গোদ্রুম ভবন"—স্বরূপগঞ্জ, পোঃ আরামবাগ, (বর্দ্ধমান)।

শ্রীভাগবতাচার্য্য ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান। শ্রীগৌরনিত্যানন্দের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবনবিহারী দাসাধিকারী।

(১১) তেঁতুলিয়া ধূলিকালন—শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীনদীয়ানন্দ ব্রহ্মচারী

(১২) জুড়ানপুর—পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া। রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী ভক্তিমণ্ডপ।

(১৩) ভাগবত-আসন—পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

এই স্থান হইতে ভাগবতসিদ্ধান্তগ্রন্থাবলী প্রচারিত হয়। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৪) একায়নমঠ—গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া) রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী ভক্তিবন্ধু

(১৫) মহেশ পণ্ডিতের পাট—কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া) রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(১৬) মাধ্বগৌড়ীয় মঠ—১০নং নবাবপুর রোড, পোঃ ঢাকা

পূর্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্বা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ।

(১৭) গোপালজীর মঠ—কমলাপুর, (ঢাকা) গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিদ্যমান। রক্ষক—শ্রীহরিদাস ব্রজবাসী।

(১৮) শ্রীনিতাই-গৌর রাজ মঠ—পোঃ বালিয়াটি.ঢাকা।

এখানে শ্রীনিতাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীকেশব ব্রহ্মচারী।

(১৯) জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ—বড়পাথর, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২০) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ—ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাকু, (ঢাকা)

এখানে ষড়ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী।

(২১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ—পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীনরেন্দ্রকৃষ্ণ দাসাধিকারী।

(২২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ—চন্দ্রকোণা, পোঃ চিত্রকূট, (মানভূম)

এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী।

(২৩) ভাগবতজনানন্দমঠ—চিকনিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে গুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান্দাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত।

(২৪) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী।

(২৫) সচ্চিদানন্দ মঠ—বালিয়াটি, পোঃ কটক (কটক)

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরাধা-জীউর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীমদ্ভক্তি প্রদীপ তীর্থ মহারাজ।

(২৬) বিরিঞ্চি-গৌড়ীয় মঠ—পোঃ বৃন্দাবন পুরী, শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্বা-গিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন।

(২৭) পুরুষোত্তম মঠ—ভক্তিকুটী, পোঃ পুরী উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদপ্রাণনাথের নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপাণ্ডব অধিকারী।

(২৮) জগদ্গৌড়ীয়মঠ—আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী

শ্রীগৌড়ীয়ানাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী দাসাধিকারী।

(২৯) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ—পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—শ্রীনিতাইচরণ দাসাধিকারী ভক্তিলোচন।

(৩০) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ ৪২ নং কবিরপুরা, বেনারস সিটি

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকাগিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীসর্বেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(৩১) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বাগিরিধারীর সেবা।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ

(৩২) পরমহংস মঠ, পোঃ নিমসার, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত-পাঠশালা ও গৌরবিনোদ-বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীসত্যনারায়ণ দাসাধিকারী।

(৩৩) কৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

এখানে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিত্যসেবা হয়। রক্ষক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠ—বিশ্রামঘাট মথুরা

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুধীর যাচক।

(৩৫) ব্রজস্বানন্দ সুখদকুঞ্জ—শ্রীরাধাকুণ্ড। রক্ষক—শ্রীরাধারমণচরণদাস ব্রহ্মচারী।

(৩৬) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড।

(৩৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—শেরশাহী, পোঃ হোডোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব) রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৩৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গরাধাবল্লভগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিগৌরব বৈখানস।

(৩৯) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, পাঞ্জাব

এখানে গৌরবিনোদনাথের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীমদনগোপাল অধিকারী।

(৪০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠ—চরিবাগ সাহারণপুর, ইউ, পি। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্বস্ব গিরি

(৪১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয় মঠ—পোঃ রায়পেটা মাদ্রাজ। শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ, এতদ্ব্যতীত ঢাকা জেলায়, মেদিনীপুর জেলায়, আসামে, পাটনায়, বালেশ্বরে, রেঙ্গুনে, লণ্ডনে, বার্লিনেও শুদ্ধভক্তিপ্রচারকেন্দ্র রহিয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
—পারমার্থিক পত্র

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১০ম বর্ষ } ৬ হৃষীকেশ গৌরাব্দ ৪৪৪, ৩রা ভাদ্র বঙ্গাব্দ ১৩৩৭, ১৯শে আগষ্ট ইং ১৯৩০ মঙ্গলবার { ১৪৫তম সংখ্যা

জয়ন্তীর অধিবাস-বাসর

অদ্য ভাদ্রপদী কৃষ্ণ-সপ্তমী—জয়ন্তীর অধিবাস-বাসর। সাধু-গুরু ভক্তের সকলেই জন্মাষ্টমীর প্রতীক্ষায় উদ্বিগ্নমনা। এই উদ্বেগ ত্রিবিধ শ্রেণীর ব্যক্তির হৃদয়ে ত্রিবিধভাবে আত্ম-প্রকাশ করিতেছে।

নন্দ-ব্রজে সর্ব্বদাই আনন্দ; তথায় আজ যে প্রতীক্ষার উদ্বেগ দেখা যাইতেছে, তাহাও আনন্দময়। গোকুলের সেবকগণ সকলেই আনন্দ-পূর্ণ উদ্বেগের সহিত আনন্দ-লীলাময়ের আবির্ভাব-প্রতীক্ষা করিতেছেন। পুরবাসিগণ সৌহার্দ্দ-বন্ধনের অভিনয় প্রদর্শন করিয়া নন্দালয়ে নন্দ মহারাজের সহিত আলাপ করিতেছেন; ঐ আলাপের পশ্চাতেও তাঁহাদের হৃদয়ে স্ব-স্ব-অধিকারানুসারে প্রতীক্ষার উদ্বেগ উঁকি দিতেছে। পুর-ললনাগণ মা যশোমতীকে বেষ্টন করিয়া ঐপ্রকার প্রতীক্ষার উদ্বেগের সহিতই যেন আনন্দপূর্ণ উল্লাস-কলসী কক্ষে ধারণ করিয়া প্রতীক্ষা-নদীর তীরে পরস্পর আলাপ করিতেছেন। নন্দব্রজের যেদিকে দৃষ্টিপাত করি, সেই দিকেই দেখিতে পাই, আনন্দ-লীলাময়ের লীলারস-কারণ অবগত হইয়া বিধাতা তাঁহার আনন্দ-বর্দ্ধনের জন্য তদীয় বিলাস-সামগ্রীর আনন্দ-বিক্ষোভ সৃষ্টি করিয়াছেন। বিধাতা নন্দ-ব্রজকে সর্ব্বতোভাবে সম্পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন। ইহা তাঁহার পক্ষে যুক্তিযুক্তই হইয়াছে। কারণ, বিধাতা বিবিধ বিধান স্থাপন করিয়া স্বীয় ধাতার পাদপদ্ম-সেবায় সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এই কার্য্যের জন্যই তিনি বিধান-ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। অন্বয় ও ব্যতিরেকভাবে সকলকেই নন্দ-নন্দনের আনন্দ-বর্দ্ধনকার্য্যে নিযুক্ত করিবার জন্যই তাঁহার হরিসেবাপরায়ণ-ব্যক্তিগণকে পুরস্কার ও হরিবিমুখজনগণকে শাস্তি-প্রদানের ব্যবস্থা। স্বীয় ধাতা গোষ্ঠ-ব্রজে আগমন করিবেন জানিয়াই বিধাতা—

"সকল সম্পূর্ণ করি' থুইলেন তথা"

যখন নন্দ-ব্রজে বিধাতার অন্বয়-সেবা, ঠিক সেই সময়েই মথুরার কারাগারে তাঁহার ব্যতিরেক-রূপার অভিনয়। মথুরায়ও আজ প্রতীক্ষার উদ্বেগ, কিন্তু তাহা ব্রজের বিপরীত। কারণ, এই স্থানের উদ্বেগ বড়ই মর্ম্মন্তুদ। কংস রজ-বর্ণে সুসজ্জিত বটে, কিন্তু তাহার হৃদয় ঘন-ঘনাবলীর কালিমায় সমাচ্ছন্ন, তাহা হইতে মুহুর্মুহুঃ ভীতির বজ্র নির্ঘোষিত হইয়া তাহাকে একেবারে নিষ্প্রাণ করিয়া ফেলিয়াছে; কিন্তু তথাপি রোষারক্ত-বদনে দম্ভদম্ভের সহিত আস্ফালন প্রদর্শনপূর্ব্বক সর্ব্বেশ্বর-তত্ত্বের বধ-সাধন দ্বারা তাঁহার শাসনগ্রহণের জন্য কতই না যত্ন করিতেছে! তাহার হৃদয়ের অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে মনে হয়—Though vanquished, arguing still. তাহার বিনাশ-কর্ত্তা মথুরার আসন পাতিয়া বসিয়াছে, এই দৈববাণী তাহার স্মৃতিপথে মুহুর্মুহুঃ উদিত হইয়া তাহাকে কি যাতনাই না দিতেছে; যদিও সে মৃত্যুর বিভীষিকায় শিহরিয়া উঠিতেছে তথাপি পরক্ষণেই নিজের স্থিরত্ব কল্পনা করিয়া আস্ফালনের জন্য নির্ঘোষ করিতেছে। ইহাই ভগবানের চিৎসত্তা-বিনাশ-প্রয়াসী মায়াবাদীর অবস্থা। সে বিষ্ণুসত্ত্বের দ্বারা তাহার নিজের বিনাশের দৈববাণী অবগত আছে, তথাপি সে বিষ্ণুসত্ত্বের বিনাশ-জন্য প্রাণপণ যত্ন করিয়া থাকে। এই যে বিনাশপ্রাপ্তির বিভীষিকা অথচ তাহা হইতে উদ্ধার পাইবার বিপরীত পথে ধাবন, ইহা অপেক্ষা শোচনীয় ব্যাপার অধিক আর কি হইতে পারে? জগন্নাথ এই অদ্ভুত-ব্রজের সেবাবিগ্রহরূপে আত্ম-প্রকাশ করিয়া স্বীয় স্বেচ্ছাময়ত্বই প্রদর্শন করেন।

এবার কংসালয়ের অন্য স্থান দর্শন করা যা'ক। কংসের কারাগারে একবার প্রবেশ করা যা'ক। ও! কি ভীষণ দৃশ্য!! যাঁহারা ভক্তিবলে অজিতকেও জয় করিয়া পুত্ররূপে লাভ করেন, যাঁহাদের দর্শনে জগৎ সিদ্ধ হয়, যাঁহাদের উপকার-ব্রতের তুলনা হয় না, সেই বসুদেব ও দেবকী দেবী আজ কারারুদ্ধ ও শৃঙ্খলাবদ্ধ। ভীষণ-দর্শন প্রহরীগণ কারা-গৃহের দ্বার রক্ষা করিতেছে। বসুদেব ও দেবকীর অপরাধ—তাঁহাদের আরাধ্যদেব, চিদচিৎ সকল জগতের অধীশ্বর ভক্তের প্রেমে বাঁধা প'ড়িয়া বাৎসল্যরসে তাঁহাদের তনয়রূপে স্বীয় প্রকটলীলা প্রকাশপূর্ব্বক দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করিবেন। তাই তাঁহাদের হৃদয়ের ধনকে বিনাশ করিবার জন্য তাঁহাদের প্রতি কংসের ঐ ব্যবস্থা। সুতরাং বসুদেব ও দেবকীর হৃদয়ে আজ উদ্বেগের যে কি ভীষণ বন্যা প্রবাহিত হইতেছে, তাহা কল্পনায় তুলিতেও অন্তর সন্ত্রস্ত হয়। ভক্ত কখনও নিজ সুখ চাহে না—নিজ প্রাণনাশের সম্ভাবনা দেখিলেও বিচলিত হয় না; কিন্তু প্রাণের আরাধ্য যিনি, যাঁহাকে জঠরের মধ্যে সিংহাসনে সর্ব্বদা সংরক্ষণ করিয়া সন্তোষময় হওয়া যায়; যাঁহার সেবা করিতে হইবে, যাঁহার বিন্দুমাত্রও অসন্তুষ্টি যাহাতে না হইতে পারে তজ্জন্য অনবরত দৃষ্টি রাখিতে হইবে সেই জগৎ-নিধিকে বিনাশার্থ কংসের প্রচেষ্টা! সুতরাং বসুদেব ও দেবকীর অন্তরের উদ্বেগ ধারণা করা সম্ভবপর নহে। বাৎসল্যরসের ঘনমূর্ত্তি আজ জয়ন্তীর অধিবাস-বাসরে অশ্রুসিক্তনেত্রে বিধাতার ধাতার করুণাগার বিধাতার নিকট যুক্ত করে প্রার্থনা করিয়া প্রাণ-চমৎকারিতা প্রদর্শনপূর্ব্বক প্রাণধনের—বিধি-বিধানের অবতারের নির্বিঘ্নতার প্রতীক্ষায় কালাতিপাত করিতেছেন।

কংসের উদ্বেগ ভয়-চালিত আশঙ্কায় কাতর বলিয়া তাহা কামের চরম-সীমা—তুচ্ছ হেয় অর্থমাত্র; পক্ষান্তরে বসুদেব-দেবকীর উদ্বেগ বাৎসল্য-প্রেমসেবার চরম প্রদর্শনী। উভয়েরই উদ্বেগ বটে, কিন্তু কংসের দম্ভময় চাঞ্চল্য, আর বসুদেব-দেবকীর উদ্বেগ পরম বন্দনীয়। আজ জয়ন্তীর অধিবাস-বাসরে নিরন্তর সেবার উদ্বেগ প্রার্থনা করিতেছি, জয়ন্তীর পতাকাতলে সজ্জিত সেনাগণ যে-প্রকারে কংসের অনুচরগণকে মোহিত করিয়া বসুদেব-দেবকীর সেবার বিঘ্ন অপসারিত করিয়াছিলেন, তদ্দর্শনে আনন্দপ্রাপ্তির প্রলোভনে নন্দোৎসবে প্রমত্ত জনগণের আজ্ঞাবাহী হইবার যোগ্যতা-লাভের আশা হৃদয়ে উদিত হউক।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতা

দ্বিতীয় দিবস—৩০শে শ্রাবণ, বৃহস্পতিবার

"আনন্দলীলাময়বিগ্রহায় হেমাভদিব্যচ্ছবিসুন্দরায়।
তস্মৈ মহাপ্রেমরসপ্রদায় চৈতন্যচন্দ্রায় নমো নমস্তে॥"

আমরা গতকল্য শ্রীমদ্ভাগবতের কথা ব'লতে প্রবৃত্ত হ'য়েছিলাম। তা'তে দুটী বিষয় আলোচিত হ'য়েছিল। একটী—ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-ভোগের এই ত্রিবিধ ফল এবং মুক্তি বা মোক্ষ—বন্ধন হ'তে মুক্তি—অশান্তির হস্ত হ'তে পরিত্রাণ-লাভরূপ ত্যাগের ফল—চতুর্ব্বর্গ প্রার্থনা; আর একটী কথা পঞ্চম পুরুষার্থ 'প্রেমা'। চতুর্ব্বর্গের প্রার্থনায় যা'রা ব্যস্ত, তাঁ'রা ভাগবত প'ড়ে ফল পান না। 'প্রেমা' অর্থাৎ কৃষ্ণের প্রীতিসংগ্রহ যাঁ'দের প্রয়োজনীয় বিষয়, তাঁ'রাই ভাগবত-পাঠের ফল পান। 'প্রেমা' সবচেয়ে বড় জিনিষ ব'লে অশোচ্য বিষয় হ'লে ভাগবত পড়ার আবশ্যক হয়।

আমরা পাঁচ প্রকার ভক্তির অঙ্গ প্রধান ব'লে মহাপ্রভুর মুখে শ্রবণ ক'রেছি :—

"সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তন, ভাগবতশ্রবণ।
মথুরাবাস, শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায় সেবন॥
সকল সাধন-শ্রেষ্ঠ এই পঞ্চ অঙ্গ।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মায় এই পাঁচের অল্পসঙ্গ॥"

ঐগুলিই আমাদের পরম প্রয়োজনীয় বিষয়। এই পাঁচের অনুষ্ঠান ক'রেই অন্বেষণীয় বস্তুর অনুশীলন ক'র্‌তে পারি। পাঁচের অল্পসঙ্গ-প্রভাবে ভগবৎপ্রেমের লাভ ঘটে। আমাদের বর্ত্তমান সময়ে ভাগবত-শ্রবণ ব'লে একটি কার্য্য প'ড়েছে। এমন গ্রন্থ শুনে বেশী লোকের কি লাভ হবে, কি প্রয়োজন সিদ্ধ হ'বে এ সব পুরাণাদের আলোচনা হওয়া আবশ্যক। বিষয়টি ভাল ক'রে জানা দরকার।

অতি পূর্ব্বকালে জীবের হৃদয়ে উপাসনার বিচার ছিল, তাঁ'রা উপাস্যবস্তু-নির্ণয়ের প্রয়োজন বুঝ্‌তেন। কিন্তু কালে দেখা গেল, সকলের উপাস্য, আরাধ্য এবং উপাসনা বা আরাধনা এক নয়; তাঁদের অনেকগুলি পন্থা হ'ল, নানা রকম রকম। এখন নত দেবতার উপাসনা প্রচলিত হ'ল। অতি প্রাচীনকালে 'হংস' ব'লে একটি মাত্র জাতি ছিলেন। তাঁ'রা এই জগতে বাস ক'রে ভিন্ন ভিন্ন উপাস্যের উপাসনা, পূজ্যের পূজা ক'রতেন। তাঁদের মধ্যে যাঁরা শ্রেষ্ঠ, তাঁ'রাই 'পরমহংস' অর্থাৎ পরমার্থপথের পথিক ব'লে অভিহিত হ'তেন। পূর্ব্বে বৈষ্ণবগণের নাম ছিল পরমহংস। ভাগবত-সম্প্রদায়ের অতি পূর্ব্বকালের কথা আলোচনা ক'রলে আমরা এই 'হংস' ও 'পরমহংসের' কথা জান্‌তে পারি। এঁদের পদ্ধতি ছিল একায়নপদ্ধতি শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থ সেই প্রাগ্‌বৈদিকযুগেরও আলোচ্য বিষয় ছিল ব'লে শ্রীমদ্ভাগবতকে পারমহংস্য বা পারমহংসী সংহিতা, সাত্বত সংহিতা প্রভৃতি বলা হয়। 'সংহিতা' অর্থে সঙ্কলিত গ্রন্থ, পরমহংসগণের আলোচ্যবিষয় সংগৃহীত হ'য়েছে যাতে। একায়নীদিগের মধ্যে পাঁচ জায়গা হ'তে যে জ্ঞান সংগ্রহ হ'ত তা'কে 'পঞ্চরাত্র' বলা হয়। পুষ্কর, হয়শীর্ষ, নারদ-পঞ্চরাত্র প্রভৃতি পাঞ্চরাত্রিক গ্রন্থ।

ভগবানের উপাসক 'ভাগবত' ব'লে প্রসিদ্ধ যে সময়ে শ্রীব্যাস শম্যাপ্রাসে শ্রীশুকদেবকে ভাগবত অধ্যয়ন করান নি, সে-সময়ের কথা ব'লছি। সে-সময়ও 'পারমহংসী সংহিতা', 'সাত্বত সংহিতা' প্রভৃতি কথা আমরা ব্যাসের লেখনী হ'তে পাই। বেদের অর্থ পূরণার্থ বেদব্যাস পুরাণ রচনা করেন। পুরাণে প্রাচীন কথা আছে। শ্রীমদ্ভাগবতকেও ব্যাসরচিত পুরাণবিশেষ বলা হয়। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত একায়নপদ্ধতির একমাত্র গ্রন্থ, উহাকে পাঞ্চরাত্রিক গ্রন্থও বলা হয়।

একায়ন-বৃক্ষ ও বহ্বৃচ শাখাগুলি—এই দুই প্রকার বেদের মূল শাখা। ছান্দোগ্যীয় ঋষিগণ বহ্বৃচ-শাখাবলম্বী, আর শাণ্ডিল্যগণ একায়নপন্থী। বহ্বৃচশাখা একায়ন বৃক্ষ হ'তে স্বতন্ত্র। একায়ন পদ্ধতিতেই পূর্ণ সত্যের বিচার ও একপদের বিচার। সত্যযুগে যে কথা ভাগবত ব'লেছেন, সেই কথার বিচার ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া আসিলে বেদবিভাগ ও বর্ণবিভাগাদি আরম্ভ হয়। একপাদ-বর্ণকরে বেদ বিভক্ত হইয়া ঋক্‌, সাম, যজুঃ প্রভৃতি সংহিতা, উপনিষদ্‌ এবং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়াদি গুণবিচারে জাতিবিভাগ হ'য়েছিল। যেভাবে পূর্ব্বে বর্ণবিভাগ ছিল না, সকলেই এক হংসজাতির অন্তর্গত ছিলেন।

বিভিন্ন হ'য়ে যাঁ'রা পরমার্থপথে অগ্রসর হ'তেন, তাঁরাই পরমহংস। বৈষ্ণববিদ্বেষী মত ক্রমশঃ প্রবল হইবার সঙ্গে সঙ্গে ঋক্‌-সামাদি বেদবিভাগ ও হংসজাতির মধ্যে ব্রাহ্মণাদি বর্ণবিভাগ আরম্ভ হয়।

আমি প্রারম্ভিক কথা বল্‌ছি। হংসজাতি কাস্পিয়ান হ্রদের (কাস্পিয়ান সি) নিকট এশিয়া নামক স্থানে বাস ক'রে 'আর্য্য' ব'লে অভিহিত হন। আর্য্যদিগের উপাসনার প্রত্যক্ষবিচারে অবস্থিত হইয়া বিষ্ণুর উপাসনাও তত্ত্বান্তরীয় মনে করেন। বিষ্ণু হ'তে স্বতন্ত্র ঈশ্বর-জ্ঞান ক'রে ঋক্‌, সাম, যজুঃ প্রভৃতি সংহিতাখ্য গ্রন্থে ভিন্ন ভিন্ন দেবতার উল্লেখ এবং উহার উপাসনাকাণ্ডে ঐসকল দেবতার স্তবাদি দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীমদ্ভাগবতের বিবরণ শ্রবণ ক'র্‌বেন যাঁ'রা তাঁ'দের এসমস্ত কথার দরকার আছে নতুবা শ্রীমদ্‌ভাগবতকে নবাকুঞ্চিত মধ্যযুগীয় গ্রন্থমাত্র ভ্রান্তি অবশ্যম্ভাবী। একায়নপদ্ধতিরূপ শ্রীমদ্ভাগবতই একমাত্র বেদ। উপনিষদে একায়ন, মহাভারত, পঞ্চরাত্র প্রভৃতি শব্দ পাওয়া যায়। ভাগবতের প্রাক্‌ ইতিহাস অর্থাৎ প্রাগ্‌বৈদিকযুগের ইতিহাস আলোচনা করিলে জানা যায় যে, ঋগ্‌বেদের পূর্ব্বেও মানবজাতি সত্য উপাসক ছিলেন, তাঁ'রা একায়নপথাবলম্বী হইয়া সহজ বিষ্ণুভক্তি বা বৈষ্ণবতার বিচারেই প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ত্রেতার প্রারম্ভে স্থানে স্থানে একায়ন বিচার ক্ষুণ্ণ হওয়ায় বেদবিভাগ ও বেদাঙ্গাদির প্রচার হয়। পূর্ব্বে 'একায়ন', 'পঞ্চরাত্র', 'সাত্বত' প্রভৃতি শব্দ ছিল। একায়নের কথা এখন ন্যূনাধিক বর্ত্তমান ইতিহাসে বিলুপ্ত, তাহা প্রচুর পরিমাণে আলোচিত হইলে জানা যায় যে, প্রাগ্‌বৈদিকযুগে বিষ্ণুভক্তির কথা ছাড়া অন্য কথা ছিল না, ত্রেতারম্ভ হইতেই অন্যান্য কথা বিস্তারলাভ করিয়াছে। আমাদের এদেশে কিছুকাল পূর্ব্বে যে কেবল বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি বাস ক'র্‌তেন, তা' নয়। সাত্বত-ব্রাহ্মণেরা ছিলেন, তাঁ'দের মধ্যে বিষ্ণুভক্তির কথাই প্রবল ছিল। তাঁ'দেরই বংশধর এখন 'সাত্বতী' কথা থেকে তা'র অপভ্রংশ 'সাতশতী' বা সাতশতী ব'লে আপনাদিগকে পরিচয় প্রদান করেন। কান্যকুব্জ হ'তে পঞ্চব্রাহ্মণ আস্‌বার পূর্ব্বে বঙ্গে সাত্বত বা বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ বাস ক'র্‌তেন। প্রত্যক্ষ জড়বিচারপর গৌড়রাজগণের প্রবল পরাক্রমে বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রচার ন্যূনাধিক অন্তর্হিত হয়। নানাবাধা অতিক্রম করিয়াও ভগবৎকৃপায় সেই পুরাতন বৈষ্ণবধর্ম্ম পুনরায় প্রচুর পরিমাণে আলোচনা হ'চ্ছে।

'পুরাণ' ব'লে যাঁরা নাসিকা কুঞ্চন করেন, তাঁরা প্রাগ্‌বৈদিকযুগের সাত্বত-স্বভাবসম্পন্ন ব্যক্তিগণ কি আলোচনা ক'রতেন, তা'র আলোচনা করুন। পুরাণ বা পঞ্চরাত্রান্তর্গত অকৃত্রিম বেদান্ত শ্রীমদ্ভাগবত নাসিকাকুঞ্চনের বস্তু নহেন। শ্রীনারায়ণ ঋষি নারদকে, নারদ বেদব্যাসকে, ব্যাস আবার শুকদেবকে এই ভাগবতী কথা বলেন। ব্যাসের শম্যাপ্রাস আশ্রমে শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম বৈঠক ব'সেছিল। শ্রীশুক সেখানে ভাগবতের আলোচনা ক'রেছিলেন। সেই সময় হ'তেই 'ভাগবত' শব্দের প্রয়োগ, তৎপূর্ব্বে পরমহংস, সাত্বতগণের আলোচ্য পারমহংসী, সাত্বতসংহিতা প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার আমরা ইতিহাস আলোচনায় সময় পাই।

সাতটি কল্পে ব্রহ্মার সাতটি জন্ম হ'য়েছিল। আমাদের শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের ভূমিকায় তা' বিশেষরূপে বর্ণিত আছে, মহাভারতেই একথা আছে। বর্ত্তমানে যে শ্রীমদ্‌ভাগবতগ্রন্থ প্রচারিত আছে, তাহাতে প্রাগ্‌বৈদিকযুগের উপাসনা-প্রণালী লিপিবদ্ধ আছে। বৈদিকযুগের অর্থাৎ সত্যযুগের পরবর্ত্তিসময়ে ঋক্‌, সামযজুঃ—এই বেদত্রয়ীতে যে সমস্ত বিচার-প্রণালীর কথা আছে, যাহা আবার সূক্ষ্মভাবে সংহিতা, আরণ্যক, উপনিষদাদিতে আছে, তাহাতে বৈষ্ণবধর্ম্মের কথাই বলা হ'য়েছে। তবে ক্রমশঃ মানবের উপাসনায় চিন্তাস্রোত যেরূপ, তাহাতে মৎস্যকূর্ম্মাদি অবতার-ক্রমে বুদ্ধ ও কল্কির আবির্ভাব। বুদ্ধের সময় থেকে বেদবিরোধী বিচার প্রবর্ত্তিত হ'য়েছে, কল্কির সময় তা' থাক্‌বে, রোহিণের বাসের পরে একটি (বুদ্ধ) হ'য়েছেন আর একটি (কল্কি) হ'বেন। ভিন্ন ভিন্ন লীলার বশবর্ত্তী হ'লে, বিষ্ণুর এই সকল অবতার-প্রাকট্য। ইঁহারা নিত্য বৈকুণ্ঠে আছেন। কিছুকালের জন্য আমাদের প্রতি কৃপালু হ'য়ে তাঁ'দের এদেশে আসার বা জীবহৃদয়ে অবতরণই—অবতার। কিন্তু তাঁদের অপ্রকটলীলা-ভূমিকা পার্থিব প্রাকৃত অবস্থা-ভূমিকা নহে। বৈকুণ্ঠবস্তুতে কোন প্রকার অবরতা আরোপিত হ'তে পারে না। যাবতীয় অবরতা ঐহিক সৃষ্টির মধ্যে আছে। হিরণ্যকশিপু নিত্য বৈকুণ্ঠে নাই। তবে তা'র জ্ঞান সেখানে নিয়ে গেলে তা'রবিষ্ণুকর্ত্তৃক লীলা-পোষণ জন্য ভাববিপর্য্যয় পরিজ্ঞাত হ'তে হয়। হিরণ্যকশিপু এদেশের অচিৎ পার্থিব ত্রিগুণান্তর্গত পদার্থবিশেষ, সেদেশে লীলা-পুষ্টি জন্য তদ্বৈচিত্র্যভাবমাত্র বর্ত্তমান। তথায় অভ্যুত্থান নাই। প্রকটলীলা ও অপ্রকটলীলা ব'লে দু'টি কথার বিচার আছে। প্রকটলীলায় জড়জগতে বৈষ্ণবাবতার-সমূহের প্রাকট্য হ'লেও সেখানে অপ্রকট বৈকুণ্ঠে তাঁহারা পূর্ণভাবে আছেন। এটা জড়জগৎ, বিভিন্ন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ভূমিকায় পার্থক্য বিজড়িত হ'য়ে এখানে এসে উপস্থিত হ'য়েছে। সেখানে কোন বস্তুপাদের অবরবিরোধি-ধর্ম্ম নাই। সব ভাবই তথায় আছে, কিন্তু তাতে বৈচিত্র্যসত্ত্বেও লপকের ন্যায় প্রেমের অভাব নাই, প্রত্যেক কার্য্যই বিষয়ের প্রীতিজনক, অচেতন, অপূর্ণ ও আনন্দাভাবময় নহে। বিরোধ, অভাব, অস্থপাদেয়, হেয়, পরিচ্ছিন্নতা-অবরতা আপেক্ষিকতা ব'লে কোন কথা বৈকুণ্ঠরাজ্যে নাই। এই দুষ্প্রাপ্য বৈকুণ্ঠ-কথা বলার ও শ্রবণের জন্যই গৌড়ীয়মঠের শ্রবণ-সদন-নির্ম্মাণের প্রয়োজন হ'য়েছে। স্থানে স্থানে শ্রবণ সদন নির্ম্মাণ করা হ'চ্ছে, যা'তে ক'রে ভাগবতের কথা লোকের কর্ণে প্রবিষ্ট হ'য়ে অন্য কথার বৃথা শ্রদ্ধা থেমে যায়। কেউ বলেন,—শ্রীমদ্ভাগবত ভক্তবাদগণের আলোচ্য পুঁথি উহা বাস্তব-নিরস্তবিচারপর ব্রাহ্মণদের বিচার্য্য গ্রন্থ নয়! অনেকসময় আবার শুনি, কেউ কেউ মহাপ্রভুকে 'শচী-প'সর ছেলে'—এই পর্য্যন্ত সম্মান দিয়ে থাকেন। কেউ বলেন, পুরাণের কথা বাজেকথা আবার পর পুরাণো কথা, ও কথা শুনে কি হ'বে! কেউ বলেন, ভাগবত বোপদেব-রচিত। যদি 'তা' হয়, তা'হ'লে যে বোপদেব ভাগবত রচনা ক'রেছেন তাঁ'র কত বড় হওয়া উচিত, তা' একবার ভাগবতখানি বিচার ক'রে দেখ্‌লে হয়। ভাগবতবিরোধি সম্প্রদায়ে শ্রীমদ্ভাগবতকে বেদব্যাসের রচিত গ্রন্থ নয় ব'লে দোষারোপ করা হয়, তৃতীয় বা দশম শতাব্দীর গ্রন্থ বিশেষ ব'লে আধুনিকতা প্রমাণ ক'রে গর্হণযোগ্য করা হয়, তা'র মূল কারণ অনুসন্ধান শ্রবণ-সদনেই বিশেষভাবে আলোচ্য বিষয় হওয়াই দরকার। অন্যান্য বিদ্যাপরম্পরায় পরা বিদ্যা, বেদবিদ্যার কোলাহল সম্পূর্ণভাবে স্তব্ধ হওয়া উচিত। সেজন্য অনেকসময় মনে করি, শ্রবণ-সদনে কিছু ভাগবত আলোচনা হোক্‌—বর্ত্তমানে যা'র মহামূর্ত্তি উপস্থিত হ'য়েছে, তা'র প্রচুর পরিমাণে আলোচনার আদান প্রদান হউক। ভাগবতকে যেন পণ্যদ্রব্য করা না হয়। সাংসারিক প্রয়োজন সমবায়ের উপায়রূপে সময় কাটাইবার অন্যতম স্থানে বা অর্থ বিনিময়ে ভাগবতশ্রবণে বিচার হ'লে তাতে ঐকান্তিক প্রয়োজনীয়তার উপলব্ধি আশানুরূপ হ'বে না। তত্ত্ব সারবস্তু-শ্রবণ-সঙ্ঘের মত

দূরে সূক্ষ্য ক'রুন, যত আলোচনা বাড়বে, যত বড় বড় ঠাটমহল, বড় বড় অট্টালিকা শ্রীগৌড়ীয়মঠের ভাগবতপ্রবচন-সদন হ'বে, ততই লোকের মঙ্গল হ'বে, সকলে হরিকথা আলোচনা ক'রবে, সর্ব্বত্র হরিকথাময় হ'য়ে যাবে—সেদিনই বিশ্ব পূর্ণ-গুণময় হ'বে। মঠাদি বসতি ছাড়াও ধ'রুন, পরমার্থ-শিক্ষা-সদনই ভাগবতমঠ। শিক্ষাশিরোমণি পরমার্থাকাঙ্ক্ষীগণ ব্যতীত মঠের আর কোন কাদাট নাই। ভক্তিমঠে ভগবৎ-সেবানুরাগবিশিষ্টগণই বাস করুন, সেবা'বমুখ বা সেবা বিরোধীর এখানে প্রয়োজন নাই, ধর্ম্মার্থকামী, কর্ম্মিজ্ঞানী প্রভৃতি বঞ্চকগণ এখানে বাসের সদ্ উদ্দেশ্য বুঝ্বেন্ না। ভক্তিমঠে শঙ্কাজ্ঞবিধিতে মন্ত্রদ্বারা বিবিধ উপচারে ঠাকুরের অর্চ্চন হয়, ভোগ হয়, ভগবদ্ভোগ্য বস্তু তাঁহাতে সমর্পিত হইলে ভক্তগণ ভুক্ত বিচারে তাহাই প্রসাদ বলিয়া গ্রহণ করা হয়। পাশ্চাত্য বৈদিকযুগের আলোচ্য ভাগবতবিচার অনুসরণ ক'রে বৈদিক পণ্ডিতাভিমানিগণের বর্ত্তমান বিচার থেকে অবসর পাওয়া দরকার। ভগবানের কথাবার্ত্তাই সব সুবিধা হ'বে। এক ভাগবত মাত্র এবার রেখে আর সমস্ত চিন্তা বাদ দিলেও চল্বে। "কিংবাপরৈঃ"। শ্রীব্যাসগণ পুরাণকরূপে সমস্ত বিরুদ্ধকথার অবতারণা ক'রে তা'র সম্পূর্ণ অকর্ম্মণ্যতা চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে গিয়েছেন।

মানুষের ভাগ্য এত খারাপ হ'য়েছে যে, যাঁ'রা 'বিদ্যা-সুন্দর' পাঠের স্থানে বা বারবনিতা'দিগের নর্ত্তনকীর্ত্তনস্থানে ভাগবত পাঠ লাগিয়ে ইন্দ্রিয়তর্পণের বিচার গ্রহণ ক'রছে, যেন ভাগবতও তাঁদের ন্যায় অনর্থযুক্তকামিজনগণের ঐকান্তীয় কর্ণরসায়নের বস্তু! মানুষের ভগবানের সেবাবিচার এতটা ক'মে গিয়েছে যে, শতকরা ৯৯,৯ পর্য্যন্ত বলিলেও ভ্রম হইবে না। ভাগবতের কথাই যেন অনর্থ উৎপাদনের বা অনাদরের বস্তু (negligible) কোথায় অন্ত সব কথা বাদ দিয়ে শতকরা শতভাগই (১০০) ভাগবতের কথা—বিভামদের কথা গ্রহণ হ'বে, তা' না হ'য়ে উল্টো বিচার হ'য়ে উঠেছে। জীবের যাবতীয় সংকীর্ণ বিচার থেমে যাক্। ভাগবতের কথা আলোচনা না ক'রলেই আমরা অন্যান্য দিকে মন দিব, বিশ্ব ব'লে—সংসার ব'লে ব্যাপারগুলি উপস্থিত হ'বে। যাঁরা মন্দ-পথ ধ'রে ভগবৎ-প্রসঙ্গবিমুখ হ'য়ে সংসারে নানা কষ্ট—অশান্তি ভোগ ক'র্ছেন, তাঁরা কি এখনও বাঁচবার আশায় চেষ্টা ক'রবেন না? প্রবৃত্তিমার্গে নানা প্রবৃত্তি-দ্বারা চালিত হ'লে পদে পদে অশান্তি ভোগ ক'র্তে হয়, একমাত্র ভগবৎ-কথাশ্রয়েই পরমা শান্তি লাভ হ'তে পারে, মনুষ্যজাতির একথা কি এখনও বিচার্য্য হ'বে না?

শ্রীব্যাস তাঁ'র পুত্র শুকদেবকে ভাগবত পড়িয়েছিলেন, যে শুকদেব সংসারে প্রবিষ্ট হন নাই। তত উদাসীন নহ তাঁ'কে ভাগবতের কথা ব'লতে পেরেছিলেন—দ্বিতীয়াভিনিবিষ্ট না থাকায় বিন্দুমাত্রও সঙ্কোচ বোধ ক'রতে হয় নাই, এমন একটি শ্রোতা শুকদেব। ব্যাস শুকদেবকে বল্বার পূর্ব্বে নারদ থেকে, নারদ আবার নারায়ণঋষি থেকে এই ভাগবত শুনেছিলেন। 'শ্রীকৃষ্ণব্রহ্মদেবর্ষিবাদরায়ণ' রূপে আম্নায়গুরুপারম্পর্য্যে যে কথা আছে, সেই একই কথা। শ্রীভগবানের নিজ উক্তি হইতে আমরা জানতে পাই,—

"কালেন নষ্টা প্রলয়ে বাণীয়ং বেদসংজ্ঞিতা।
ময়াদৌ ব্রহ্মণে প্রোক্তা ধর্ম্মো যস্যাং মদাত্মকঃ॥
তেভ্যঃ পিতৃভ্যস্তৎপুত্রা দেবদানবগুহ্যকাঃ।
মনুষ্যাঃ সিদ্ধগন্ধর্ব্বাঃ সবিদ্যাধরচারণাঃ॥
কিংদেবাঃ কিন্নরা নাগা রক্ষঃ কিংপুরুষাদয়ঃ।
বহ্ব্যস্তেষাং প্রকৃতয়ো রজঃসত্ত্বতমোভুবঃ॥
যাভির্ভূতানি ভিদ্যন্তে ভূতানাং পতয়স্তথা।
যথা প্রকৃতি সর্ব্বেষাং চিত্রা বাচঃ স্রবন্তি হি॥"
(ভাঃ ১১।১৪।৩-৭)

এই ভক্তির কথাই কালপ্রভাবে প্রলয়ে বিনষ্ট হইয়াছিল। ভগবৎকর্ত্তৃকই আদিকবি বিরিঞ্চিকে বেদনামে পরিচিত ভাগবতধর্ম্ম সৃষ্টি-প্রারম্ভে কথিত হইয়াছিল। তাঁহাদিগের হইতে—পিতৃগণ হইতে দেবদানব-গুহ্যকগণ, মনুষ্য সিদ্ধগন্ধর্ব্ব বিদ্যাধর চারণ কিংদেব-নাগগণ রাক্ষসগণ কিংপুরুষগণ লাভ করিয়া স্ব-স্ব রজঃসত্ত্বতমোগুণজাত প্রকৃতিবিচারে বিভিন্ন বিচারপুষ্ট শাস্ত্রসকল বলিয়াছেন। বিভিন্ন প্রকৃতির অধিষ্ঠানক্রমে ভূতপতিগণের মধ্যে বিভিন্ন ভেদবিচার প্রবল করিয়াছেন।

প্রথমে ভাগবতের কথাগুলি শ্রীশুক তাঁর ছাত্রজীবনে শম্যাপ্রাস মঠে আলোচনা করেন। ব্যাস তাঁর অরুণধার কুমারধর্ম্মী পুত্র শুকদেবকেই ভাগবত ব'লেছিলেন। তিনি আবার সংসারে প্রবিষ্ট না হ'য়ে মহারাজ পরীক্ষিতের কাছে বিবিধ শ্রোতা পেয়ে তাঁদের সেই কথা ব'ললেন। যিনি ব্রহ্মশাপগ্রস্ত হ'য়ে রাজ্য ঐশ্বর্য্য সমস্ত ছেড়ে দিয়ে গঙ্গাতটে প্রায়োপবেশনে উপবিষ্ট হ'য়ে পরমার্থের জন্য পার্থিব শরীরপাতের যত্ন প্রদর্শন ক'রেছেন, এমন একজন ব্যক্তিকে শ্রীশুক ভাগবতকথা ব'লবার শ্রোতৃরূপে পেলেন। শ্রীব্যাস শুকদেবকে অত্যন্ত সাহসের সহিত—সম্পূর্ণ নিঃসঙ্কোচে "সঙ্গং ন কুর্য্যাৎ শোচেষু যোষিৎক্রীড়ামৃগেষু চ" প্রভৃতি তীব্র কথা ব'লতে পেরেছিলেন। আবার শুকদেবও মহারাজ পরীক্ষিৎকে পরম সাহসে সেই কথা ব'লতে পেরেছেন। পরীক্ষিৎ তাঁ'র অধ্যাপক শুকের নিকট যা' শুনেছিলেন, তা' [illegible] শুকতাল [illegible] বা ভোগা নামকস্থানে। এখানেই ভাগবতের দ্বিতীয় বৈঠক হয়। তৃতীয় বৈঠক—নৈমিষারণ্যে। শৌনকাদি ষষ্টিসহস্র ঋষি সূতগোস্বামীর নিকট ভাগবত-কথা শুনেছিলেন। সূত চারণশ্রেণীর লোক। পুরা-ইতিহাস গান ক'রে বলায় তাঁহারা 'বন্দিত' হ'তেন। আজকাল ঘটকেরা যেমন পূর্ব্বপুরুষের কথা বলেন, সেই প্রকার সূত শৌনকাদিকে সংবাদ বাট্হাজার ঋষির কাছে তাঁহার গুরুদেবে শ্রুতবাক্যসকল অবিকলের মত গান ক'রেছিলেন। ঋষিগণ কলি সমাগত দেখে সহস্রবর্ষব্যাপী এক যজ্ঞ আরম্ভ ক'রেছিলেন। তদবধিকায় শ্রীসূত সেখানে উপস্থিত হ'লে ঋষিরা তাঁকে 'ভাগবতবক্তৃরূপে বরণ ক'রেছিলেন। শ্রীসূত শ্রীশুকমুখে যে কথা শুনেছিলেন, অতি অল্প সময়ের মধ্যে সেই আঠার হাজার শ্লোকের পাঠনকার্য্য আরম্ভ ক'রে দিলেন।

"শুকবৎ সুপঠন্ বিচারণপরো ভক্ত্যা [illegible]।"

এদিকে কর্ম্মকাণ্ডীয়েরা বেদবাদীর মধুপুষ্পিতবাক্যে আকৃষ্ট হ'য়ে বেদের আশ্বলায়ন, সাংখ্যায়নাদি শাখা নির্ণয় ক'রে তাই নিয়ে ব্যস্ত হ'লেন; সব চেয়ে বুদ্ধিমান ভাগ্যবান্ যাঁরা তাঁরা সুপ্রাচীন একায়ন পদ্ধতি আশ্রয় ক'রলেন।

ভাগবত-সম্প্রদায়ের দুই প্রকার প্রবৃত্তি। এক সনৎকুমার হ'তে আর এক ব্রহ্মনারদাদি ব্রহ্মানারদাদি আম্নায় গুরুপারম্পর্য্যের কথা আপনারা শুনেছেন। যথা তাঁরা গঠিত শ্রীমূর্ত্তি—পরম ঐশ্বর্য্যবতী মহালক্ষ্মী-পূজার বিচার থেকে যে অর্চ্চনপথ, ঈশ্বরভাব যা'র অনুগত, সেই পদ্ধতি সনৎকুমার হ'তে এসে পৌঁছেছেন।

ভাগবতের বা বেদের আগের কথায় হংস পরমহংস সংজ্ঞা। ত্রেতায় যখন জাতির বিভাগ হ'ল তখন ছান্দ ও মন্ত্রাদগোত্রীয়ের একটা পার্থক্য ছিল। যেমন আমরা ভাগবতে দেখ্তে পাই—

"[illegible]।
[illegible]॥"

মন্ত্রাদগোত্র ভাগবত পরমহংসগণ আর ছান্দগোত্র গৃহস্থগণ। এঁরা উভয়েই পরম সম্মানিত। এঁদের উভয়েরই মধ্যে পরস্পরের আলোচনা ছিল। যাঁ'দের পরমার্থের কথা আলোচনা আছে, তাঁ'দের থাকবা দিতে হয় না, তাঁ'রা বিনামূল্যে মঠমন্দিরে বাস করেন। আলাদা ক'রে বিত্তসংগ্রহের প্রয়োজন হ'ত না। গৃহস্থদের সকলেরই কর্ত্তব্য যাগাদিনিরত ব্রাহ্মণ ও পরমহংস বৈষ্ণবের সেবা করা। যুধিষ্ঠিরের সময় এই বিচার ছিল। তিনি সম্রাটদের একচ্ছত্র রাজা ছিলেন। তাঁ'র সকলের কোন দণ্ড নাই। কিন্তু তাই ব'লে ব্রাহ্মণ ব'লে পরিচয় দিয়ে ব্রাহ্মণেতর আচারে প্রবৃত্ত হ'লে দণ্ড করবার কথা। পূর্ব্বে সময় তা' ছিল না। ব্রাহ্মণ বিশুদ্ধ বৈদিক আচারে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, শ্রৌতসূত্রাদ্যনুসারে চলতেন। আর অচ্যুত-গোত্রীয় বৈষ্ণবগণের পরমার্থানুশীলনই পেশা ছিল। ব্রাহ্মণ বা বৈষ্ণব কেহই জোচ্চোর বা বেইমানী কোন অপরাধই করতেন না। ইহা আমরা ভাগবতে পাই। ভাগবতালোচনা ঋষিদের মধ্যেও ছিল। যখন সংহিতা রচনা হ'য়েছে, তখন সংগৃহীত হ'য়ে সমগ্র না হ'লেও স্থানে স্থানে ইহার আলোচনা নিশ্চয়ই ছিল। কেন না আমরা [illegible] রয়েছে। ভাগবতকে কেউ বলেন—উহা আধুনিক গ্রন্থ, পুরাণ নহে; কেউ আবার দেবীভাগবতকেই প্রাচীন ব'লে দাবী করছেন। ভাগবতের পক্ষের লোক ব'লে যাঁ'রা পরিচয় দেন, তাঁ'রা আবার ভাগবতকে পণ্যদ্রব্য ক'রে ফেলতে চান। শ্রোতার রুচির অনুকূলে নিযুক্ত হ'য়ে লাভ পূজা-প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষী কখনও ভাগবতের সেবক হ'তে পারেন না।

২৪ ঘণ্টার মধ্যে ২৪ ঘণ্টা যাঁ'রা ভগবানের সেবায় নিযুক্ত, অন্যাভিলাষ-কর্ম্ম-জ্ঞানাদি চেষ্টা হ'তে সম্পূর্ণ নির্ম্মুক্ত ভাগবত তাঁ'দেরই আরাধ্য, যাঁ'রাই ভাগবতের আরাধনা জানেন। ভাগবতকে অর্থ-উপার্জ্জন, পুণ্যসঞ্চয় বা দুঃখনিবৃত্তির দাওয়াইখানা মনে ক'রে পাঠাদি করা ভাগবতের সেবা নয়।

শ্রীচৈতন্যদেব যখন ভাগবতের স্তুপ জান্লেন, তাঁ'র পরম প্রিয় সনাতন, রূপ, জীবগোস্বামিগণ যখন ভাগবতের স্তুপে ভূষিত হ'লেন, তখন তাঁ'রা ভাগবতকে পণ্যদ্রব্যে পরিণত করতে বাধা দিলেন। ভাগবতকে কালিদাস, মাঘ, শ্রীহর্ষ, ভারবী ভর্ত্তৃহরি প্রভৃতি লিখিত বা অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ বা পুরাণগ্রন্থের অনুরূপে তাঁ'র (ভাগবতের) আলোচনাকে ব্যবসায়ী বক্তাদিগের নিযুক্ত হ'তে দিলেন না।

শ্রীচৈতন্যদেব ভাগবতের মধুরকোমল কান্তপদাবলীর আদর করলেন। জয়দেব মহাপ্রাণ রচিত গীতগোবিন্দ উৎকলদেশে বেশ প্রচার আছে, দক্ষিণদেশে কম, পশ্চিমে নাই ব'ললেও হয়, বাঙ্গালাদেশে এখন প্রচারিত। জয়দেব ভাগবতের কথা—তৃতীয় বৈঠকের কথা [illegible] আছে, তাহা অবলম্বন ক'রে গীতি কথা বর্ণন ক'রেছেন। অনেক জয়দেবের কথা বুঝ্তে না পেরে তাঁ'কে আদর করতে পারেন নি।

দক্ষিণদেশের কৃষ্ণবেণ্বা নদীর ধারে থেকে যথা বিল্বমঙ্গল 'কৃষ্ণকর্ণামৃত' ব'লে একখানি পরমোপাদেয় গ্রন্থ সংগ্রহ ক'রে আনেন। এদেশে চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, রামানন্দরায়ের জগন্নাথবল্লভনাটকাদি ছিলেন।

"চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি রায়ের নাটকগীতি
কর্ণামৃত, শ্রীগীতগোবিন্দ।
স্বরূপ-রামানন্দসনে মহাপ্রভু রাত্রি-দিনে
গায়, শুনে পরম আনন্দে॥"
(চৈঃ চঃ ম ২।৭৭)

এই পাঁচ শ্রেণীর গ্রন্থ ও গীত গৌরসুন্দরের পরম প্রীতি বিধান ক'রেছেন। এখন ত' ভাগবতসম্প্রদায়ের অবস্থা। সাধারণ লোকে অর্থোপার্জ্জন, পুণ্যসঞ্চয়াদির জন্য ভাগবত পড়ে, ভাগবত-পাঠকে যাঁরা সপ্তাহ পাঠের অঙ্গস্বরূপ মনে করে।

আপনারা বোধ হয় কুলীনগ্রামীর মালাধর বসু—গুণরাজ খানের নাম শুনে থাক্‌বেন। তিনি শ্রীমদ্ভাগবত দশম স্কন্ধের কথাগুলি বাঙ্গালা পয়ার ছন্দে পাঁচালী আকারে গ্রথিত ক'রেছেন। গ্রন্থখানির নাম "শ্রীকৃষ্ণবিজয়।" সেই গ্রন্থে সুন্দরভাবে লিখিত আছে—

"নন্দনন্দন-কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ"

মহাপ্রভু এই কথায় পরম প্রীতিলাভ ক'রে ব'লেছিলেন, "এই বাক্যে বিকাইনু তাঁ'র বংশের হাত॥"

হরিলীলা-বিধায়িনী, মুক্তাফল প্রভৃতি ভাগবতের প্রাচীন টীকা আছে, শ্রীধরের বিজয়ধ্বজ টীকা আছে, মধ্ব-সম্প্রদায়ের বিজয়ধ্বজ প্রভৃতি ৮।১০ জন ভাগবতের টীকা লিখেছেন। রামানুজ-সম্প্রদায়ের বীররাঘবাদি আরও দু'জন ভাগবতের ব্যাখ্যা ক'রেছেন। কেবল কেবলাদ্বৈতবাদীরা কেহই ভাগবতের টীকা লেখেন নাই। তাঁরা কেবল কপটতার দ্বারা ব'লে বেড়ান ভাগবতে কেবলাদ্বৈতবাদের কথা আছে। কিন্তু আমরা ত' ভাগবতের কোথায়ও কেবলাদ্বৈতবাদ দেখি না। ভাগবত থেকে শত সহস্র যোজন দূরে অবস্থান করে, এরূপ ধরণের কোন ব্যক্তি ভাগবতের কথা লিখবে বা জানবে, ইহা কখনই সম্ভব নয়। মধুসূদন সরস্বতী নাকি একজন ভাগবতের পক্ষের লোক ব'লে অনেকে বলেন, কিন্তু তা' নয়; তিনি অদ্বৈতবাদী। অঘবকপুতনাও কৃষ্ণের পক্ষের লোক ব'লে পরিচয় দিয়েছিল। কৃষ্ণ মাথুরমণ্ডলে অঘবকাদি ১৮টি অসুর নিধন করেন এবং দ্বারকায় বাসকালে জরাসন্ধাদি আর ১৮টি অসুর বধ ক'রেছিলেন। অসুরগণের কৃষ্ণকে ধ্বংস করাই প্রধান চেষ্টা, কিন্তু কৃষ্ণ তাঁ'দের সকল চেষ্টা ব্যর্থ ক'রে দেন। গীতা যদিও বৈষ্ণবদেরই পূজ্য গ্রন্থ, কিন্তু ইহাকে পণ্ডাদিতা আবদারে লোক তাঁ'দের প্রধান পূজ্য গ্রন্থ ব'লে নানা টীকা টিপ্পনী রচনা ক'রে বৈষ্ণবধর্ম্মের সরল 'ধর্মাদের' প্রতি আক্রমণ ক'রছে। ভাগবতকেও ঐ রকম আপনার ক'রতে গিয়ে তারা বিরুদ্ধ কথা প্রচার ক'রেছে।

জগতে এই রকম ধরণের অন্যায় বিচার প্রবর্ত্তিত হ'য়েছিল, যেমন সময় চৈতন্যদেব মনুষ্যের কল্যাণের জন্য কৃষ্ণপাদপদ্ম কি বস্তু তাহা জানিয়ে দিলেন। কিন্তু আমাদের এমনই পোড়াকপাল যে সেই কৃষ্ণকথায় রুচি নাই। যেমন শ্রীচৈতন্যভাগবত চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্বে এদেশের অবস্থার কথা বেশ স্পষ্ট করে ব'লেছেন—লোকে কেবল গঙ্গাস্নানের সময় এক আধবার হরিনাম উচ্চারণ ক'রত, বাহ্যাড়ম্বরে মত্ত থাকৃত, পণ্ডিতেরা বাদবিতণ্ডা নিয়ে প্রমত্ত থাক্‌তেন, ব্রাহ্মণেরা মরণের সময় 'গঙ্গা-নারায়ণ ব্রহ্ম' উচ্চারণ ক'রতেন অর্থাৎ ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ-গতি ছাড়া আর কিছু নাই, এই তাঁদের ধারণা, ভুলেও মহামন্ত্র উচ্চারণ ক'রতেন না। ভাগবতের কথাকে লোকচক্ষু হ'তে আবৃত করবার জন্য এইসব কথা প্রবলভাবে হ'য়েছিল। ভেদের বিলাসকে অদ্বৈতবিলাসে পরিণত ক'রে যাঁরা ভাগবতের সঙ্গে আত্মীয়তা দেখাতে যান, ভাগবত উপহার দিতে যান, তাঁরা যাতে ঐপ্রকার দুশ্চেষ্টা হ'তে নিবৃত্ত হন, ভাগবতকে কদর্থিত ক'রতে প্রবৃত্ত না হন এজন্য শ্রীচৈতন্যদেব তাঁদের নিকট থেকে ভাগবতকে রক্ষা ক'রেছেন। সেক্সপীয়ার, কালিদাস প্রভৃতি জড়কবির পার্থিব জড়রসের কাব্যসাথে ভাগবত নিয়ে খেলা করা, তাকে পণ্যদ্রব্যে পরিণত করবার বুদ্ধি অত্যন্ত অপরাধের কার্য্য। কতকগুলি লোক আবার চৈতন্যদেবের অনুগত ব'লে পরিচয় দিয়েও ভাগবতের উদ্দেশ্য নষ্ট কদর্থিত কলুষিত করবার জন্য ব্যস্ত হ'য়েছেন, তাঁ'দের নিকট হ'তে শ্রীমদ্ভাগবতের কথা সংরক্ষণ করা, উদ্ধার ও পুষ্ট করা আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য হ'য়ে প'ড়েছে। পাঁচের অনুসন্ধান হ'লেই যাতে জীব শুদ্ধভক্তি অবলম্বন করতে পারেন, এজন্য শ্রীমদ্ভাগবতের অনুশীলন।

শ্রীমদ্ভাগবতের অনুগত বিপ্রলম্ভভাব-পোষণকারী অনেক গ্রন্থ আছেন, শ্রীরূপ সংক্ষেপ ভাগবতামৃত, শ্রীসনাতন বৃহদ্ভাগবতামৃত, শ্রীজীব ষট্‌সন্দর্ভ ছয়টি অধ্যায়বিশিষ্ট গ্রন্থ, শ্রীল চক্রবর্ত্তিঠাকুর সারার্থদর্শিনী টীকা, শ্রীবলদেবও দশমের টীকা ক'রেছেন। এইগুলি পরবর্ত্তিসময়ে গৌরানুগত সম্প্রদায়ের। শ্রীধরের সুবোধিনী, পুরুষোত্তম মহারাজের টীকার টীকা এবং এ সম্প্রদায়ের আরও ২০টি ভাগবতগ্রন্থ আছেন। এঁরা সকলে চৈতন্যের অনুগত নন। চৈতন্যের অনুগত যাঁ'রা, তাঁ'রা একভাবে ব্যাখ্যা ক'রেছেন, আর চৈতন্যের কথা শ্রবণ করেন নাই যাঁ'রা যেমন বাদিরাজ প্রভৃতি তাঁদের ব্যাখ্যাধারা অন্যপ্রকার। বা'লো'ক সকলেরই একমাত্র ভাগবতগ্রন্থই আলোচ্য। বেদসিংহাসনস্থিত আসনে শ্রীমদ্ভাগবত সংরক্ষণপূর্ব্বক প্রৌষ্ঠপদাতে শ্রীমদ্ভাগবত-বিতরণের মাহাত্ম্য শাস্ত্রে কীর্ত্তিত আছে।

শ্রীজীব গ্রন্থ রচনা ক'রে এদেশে পাঠিয়েছিলেন। শ্রীনিবাস আচার্য্য, ঠাকুর নরোত্তম, শ্যামানন্দ এদেশে সেই গ্রন্থ প্রচারের প্রচুর যত্ন ক'রেছেন। কিন্তু সাধারণ ব্যক্তিগণ কর্ত্তাভজাদের বিকৃতাচারকে বৈষ্ণবাচার ব'লে চালাচ্ছেন ও কলুষিত করবার অনেক যত্ন ক'রছেন। বাঙ্গালাদেশে পাকচক্রক্রিয়ার প্রবল প্রোবাহ্য চ'লেছে, ভাগবতবিরোধী কথা চৈতন্যদেবের অনুগত প'রচয়ে চালিয়ে দিচ্ছে। লোককে প্রোমরোগ করার জন্য ভাগবতবিরোধী উল্টো কথা চালান' কতদূর অবিচার, কিরূপ দৌরাত্ম্য তা' ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। সেজন্য আমরা ব'লছি—ভারতে, কেবল ভারত নয় সমগ্র জগতে ভাগবতের কথা প্রচারিত হ'ক, অন্য সব কথা থেমে যাক্। ভাগবতের কথাই চৈতন্যদেবের কথা, ভাগবত থেকে শ্রীচৈতন্যের কথায় কিছুমাত্র পার্থক্য নাই। চৈতন্যদেবের কথা শুদ্ধভাবে প্রচারিত হ'লে লোকের বিভ্রমজাল নাশ হ'বে, অবস্তুকালসঞ্চিত—অন্যাভিলাষের সকল অনর্থ—সকল অসুবিধা দূর হ'বে। এই শ্রীচৈতন্যবাণী শ্রীমদ্ভাগবত-কথাই গৌড়ীয়মঠের প্রচার্য্য-বিষয়।

আমি এখন সংক্ষেপে আমার আলোচ্য বিষয়গুলি ব'লব:—পাঁচের অনুসন্ধানেই কৃষ্ণপ্রেম লভ্য। একদিকে ভজনীয় বা সেব্যবস্তু ভাগবত, অপর দিকে ভাগবতের পাঠক ও শ্রোতারূপ সেবক এবং মধ্যবর্ত্তিভাবে ভক্তি বা ভাগবতকথা-শ্রবণাদি সেবা। ভাগবতকথার শুদ্ধভাবে আলোচনা আবশ্যক। অসৎকালের কথা শতজন্য বলা হ'য়েছে। সৎকালে ভাগবতকথা আলোচ্য হয় না। শ্রীচৈতন্যের অকৃত্রিম দাসগণের ভাগবতের কথা ব্যতীত অন্য কথা নাই, তাঁদের কাছেই ভাগবত আস্বাদ্য। আজ শ্রীচৈতন্যের অনুগত নাম দিয়ে কি অন্যায় কার্য্যই না চ'লছে। তাঁরা জগতের কোন মঙ্গলই করিতে পারে না। গোপীজনবল্লভ রাসলীলায় নায়কের কথা কিরূপে বুদ্ধিমান্ মায়াবাদিগণের দ্বারাও কদর্থিত হ'চ্ছে—তাঁরা উদার সমালোচনা-দ্বারা প্রকৃত কথা গোপন করিয়া কিরূপ অন্যায় করিতেছেন, মনুষ্যজীবনের সার্থকতা নাশ ক'রে লোককে বিপথে নিয়ে যাচ্ছেন, তা ব'লে শেষ করা যায় না। আমাদের বন্ধুবান্ধব আজ ভগবৎকথা ভুলে গিয়ে কৃষ্ণকে রূপক বা ঐতিহাসিক নায়করূপে কল্পনা ক'রে, নানা অশ্রাব্য কথা আলোচনা ও অবর্ণনীয় চিত্র অঙ্কিত ক'রে 'নভেল ত' খারাপ হ'য়েছেই, পরন্তু কত লোকের কপাল-খারাপ ক'রছেন। জয়দেব চণ্ডীদাস প্রভৃতি বা মহাপ্রভু তাঁ'র নিতান্ত অন্তরঙ্গ পার্ষদ সঙ্গে পরমশ্রীতির সঙ্গে আলোচনা ক'রেছেন, তাঁ'র নানাপ্রকার অর্থ ক'রে হাটে বাটে যেখানে সেখানে ইন্দ্রিয়তর্পণের বস্তু ক'রে ফেলেছে। কি দুর্দ্দৈবের কথা! অতি উচ্চস্থানীয় লোকের আলোচ্য বিষয়গুলি উচ্চতা বা যোগ্যতা লাভ করবার পূর্ব্বেই সাধারণ্যে আলোচনা করা অত্যন্ত অন্যায়। মূর্খ বা পণ্ডিতাভিমানী কাহারও পক্ষে এ সব কথা শোনা পাপ না। তাঁ'রা এ সব আলোচনা করবার দাম্ভিকতা ক'রতে গিয়ে নিজেদের সঙ্গে সঙ্গে বহুলোকের সর্ব্বনাশ ঘটাবেন। যে কথা মনুষ্যমাত্রেরই প্রয়োজনীয়, মানুষ কি তা শুনবে? যাতে আপাত আরম্ভ—ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়, তাই শুনবার জন্য ব্যস্ত। নির্ব্বিশেষবাদীর কথা শুনাই মানুষ প্রয়োজন ব'লে মনে ক'রে নিয়েছে। হরিকথা শুনবার লোক পাওয়া যাবে না। ভক্তির সহিত বিরোধকারী বঞ্চক, বহুজ্ঞানী, পরমহংসগোপী "মহাব্রাহ্মণ" ও মায়াবাদী যাঁ'রা তাঁ'রাই ভক্ত বা পাণ্ডিত্যটা তাঁ'দেরই মধ্যে আছে ব'লে লোকের অবগুণ করেন। যাঁ'দের কপাল খারাপ, তাঁ'রা তাঁ'দের কবলে গিয়ে পড়েন। যারা ভক্তির নিত্যত্ব স্বীকার করে না, তাঁ'রা অবরক-শাখার উদ্ভূত, এদের সঙ্গ ক'রে কোন দিনই মানুষের মঙ্গল হ'বে না। অপ্রাকৃত সৎসঙ্গাশ্রিত সেবকধারায় চিত্তবৃত্তির প্রতি লোভ এলেই মানুষের মঙ্গল। তাঁ'রা পরমপুরুষপুরুষ। শাস্ত্র তাদেরই কথার দৃষ্টান্ত উপস্থিত। সম্পূর্ণসঙ্গস্থিত হরিকথাকীর্ত্তনরত কথাতেই মানুষের প্রাণে বসুক।

"সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি
শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি॥"

নির্ম্মৎসর সাধুদিগের সকাশে ভগবানের কথা আমার প্রবলবিক্রমের পরম প্রয়োজনীয় কথা জানেন। যাঁ'রা উহাদের বাক্যে শ্রদ্ধাবান্ তাঁহারাই ভগবৎস্বরূপ ও তাঁহার লীলায় বিশ্বাস করিতে সমর্থ। ভগবৎকথা নির্ম্মল হৃদয়ে রসপূর্ণ করিয়া আনন্দবর্দ্ধন করেন। ভগবদ্ভক্তকথিত হরিকথামৃতদ্বারাই জীবের অনর্থ বিনষ্ট হইলে উত্তর কথা ও তাহাদি শ্রদ্ধাশীল হইয়া হরিনাম-রূপ-গুণাদিতে বিপুলতর বিশ্বাস লাভ হয়। তৎপ্রভাবেই সাধনভক্তিরূপে ভাবভক্তির নির্ম্মল স্ফূর্ত্তিভাবভক্তিতেই জীবের প্রতিষ্ঠান ঘটে এবং সাধকজীবনযোগে হৃদয়ে প্রেমভক্তি লাভ ঘটে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

শ্রীল প্রভুপাদ গত বুধবার হইতে কলিকাতা গৌড়ীয় মঠে প্রত্যহ সন্ধ্যা ৭-৩০ হইতে ৮-৩০ পর্য্যন্ত শ্রীমদ্ভাগবতের দশম ব্যাখ্যা করিতেছেন।

আগামী রবিবার গৌড়ীয়-সম্পাদক "বিশ্বাস ও ভক্তি" সম্বন্ধে গৌড়ীয়মঠে সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় বক্তৃতা দিবেন

তা'তে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন। মায়াজাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ

সাময়িক প্রসঙ্গ

শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠের প্রধান শাখা কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক মহোৎসব শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের নির্দেশানুসারে ও নিয়ামকত্বে মহাসমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে গত ১১ই আগষ্ট ৩২শে শ্রাবণ রবিবার শ্রীগৌড়ীয়মঠের সারস্বত-শ্রবণ-সদনে একটী মহতী সভার অধিবেশন হয়। সভামণ্ডপটী অতি মনোরমভাবে সুসজ্জিত হইয়াছিল। বহু শিক্ষিত সজ্জন ব্যক্তি আসন পরিগ্রহ করিলে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ সভায় শুভাগমন করেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদপদ্মের দর্শন পাইয়া শ্রোতৃমণ্ডলী করযোড়ে তাঁহার পাদপদ্ম বন্দনা করেন। কাশিমবাজারাধিপতি মহারাজ শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র নন্দী বাহাদুর এম-এ, বি-এল মহোদয়—মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ ও মহামহোপদেশক শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিসারঙ্গ ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় কর্ত্তৃক দ্বারে সাদরে অভ্যর্থিত হইয়া সভায় আগমন করেন, এবং শ্রীশ্রীল প্রভুপাদকে আচার্য্যোচিত সম্মান প্রদর্শন ও দণ্ডবন্নতি পূর্ব্বক তন্নির্দ্দেশ অনুসারে উক্ত সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। অনন্তর মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভুপাদের গলদেশ পুষ্পমাল্যে বিভূষিত করেন এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ সভাপতি মহোদয়ের গলদেশে প্রসাদিমালিকা প্রদান করেন। সভার প্রারম্ভে মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার মহোদয় সুললিতস্বরে "কবে শ্রীচৈতন্য মোরে করিবেন দয়া"—এই মহাজন-পদাবলীটী কীর্ত্তন করিলে পর 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ মহোদয় "সংসার ও ভক্তি", সম্বন্ধে ওজস্বিনী ভাষায় একটী হৃদয়গ্রাহিণী ও পাণ্ডিত্য-পূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন। তাঁহার সারগর্ভ শ্রৌতকীর্ত্তন-শ্রবণে শ্রোতৃমণ্ডলী পরমানন্দিত হন।

বক্তৃতার পর সভাপতি মহোদয় নিজ অযোগ্যতা ও কুণ্ঠতা-জ্ঞাপন-মুখে দৈন্য প্রকাশ করিয়া শ্রীগৌড়ীয় মঠের বিশ্বব্যাপী ভুবনমঙ্গল প্রচারে সহানুভূতিজ্ঞাপক ও আড়ম্বরশূন্য একটী বক্তৃতা প্রদান করিয়া শ্রোতৃবৃন্দের চিত্তাকর্ষণ করেন। অনন্তর গৌড়ীয়-সঙ্ঘপতি মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিসারঙ্গ ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীশ্রীমহা-প্রভুর শ্রীচরণ-বন্দনামুখে সভাপতি মহোদয়কে ধন্যবাদ প্রদান করেন। ধন্যবাদ-প্রদানের পর পণ্ডিত শ্রীযুত হরিপদ বিদ্যারত্ন এম-এ, বি এল মহোদয় সুমধুরস্বরে "প্রভু হে শুন মোর দুঃখের কাহিনী" এই মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন করিলে পর শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের জয়ধ্বনিমুখে সভা ভঙ্গ হয়। সভার কার্য্য অপরাহ্ণ ৬ ঘটিকা হইতে আরম্ভ হইয়া প্রায় রাত্রি ৯ ঘটিকার সময় সমাপ্ত হয়। এই সভায় বহু শিক্ষিত ও সজ্জন ব্যক্তি উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত কতিপয় ব্যক্তির নাম বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য।

কুমার শরৎকুমার রায় চৌধুরী এম-এ, এম্-এল্-সি, উত্তরপাড়ার জমিদার মিঃ প্যারীলাল মুখার্জ্জী, শ্রীযুত অমরেন্দ্রনাথ পালচৌধুরী, বাঁশবেড়িয়ার রাজকুমার ক্ষিতীন্দ্র নাথ দেব রায় মহাশয়; শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন পোদ্দার এম্-এল্-সি, বিদ্যাসাগরের দৌহিত্র জাস্টিস জে. এম. ঘোষ, ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এইচ, সি, বোস, ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এ, আর, বোস, রায় বাহাদুর আশুতোষ ঘোষ, রায় বাহাদুর তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য, রায়বাহাদুর অঘোরচন্দ্র মিত্র, শ্রীযুক্ত মাণিক লাল মল্লিক, ডাঃ পঞ্চানন নিয়োগী এম-এ, পি এইচ-ডি, প্রফেসর নিশিকান্ত সান্যাল এম-এ, প্রফেসর অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত রাসগোপাল দত্ত বিদ্যাভূষণ এম-এ, রায় বাহাদুর ক্যাপ্টেন ডাঃ নগেন্দ্রনাথ দত্ত, মিঃ আর, এন সাহা, শ্রীযুক্ত এন, কে দত্ত এম-এ, বি-এল অ্যাড্‌ভোকেট, শ্রীযুক্ত নলিনীপ্রকাশ গাঙ্গুলী সলিসিটর, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণমোহন দাস সলিসিটর, শ্রীযুক্ত জগেন্দ্রনাথ পালচৌধুরী, শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত এম-আর-এ-এস, শ্রীযুক্ত হরিপদ দত্ত, ডাঃ বি, রায় (জেমিষ্ট), শ্রীচুণীলাল জেজোপুরিয়া, শ্রীযুক্ত হরিপ্রবোধ পালচৌধুরী, শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী মিত্র, শ্রীযুক্ত সতীচরণ রায় ভক্তিবিজয়, শ্রীযুক্ত মনোমোহন রায়চৌধুরী, মিঃ কে, গাঙ্গুলী বি-ই, এ এম, আই-ই, প্রভৃতি।

গত ২৮শে শ্রাবণ রবিবার হইতে পর পর তিন রবিবার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে নগর সঙ্কীর্ত্তন বাহির হইতেছে। নবদ্বীপচন্দ্র শ্রীগৌরসুন্দর এই নগর-সঙ্কীর্ত্তনের প্রবর্ত্তন করিয়া হরিবিমুখ ও নানা তুচ্ছকার্য্যে ব্যস্ত, এমন কি বিধর্মী ও বিদ্বেষি-ব্যক্তিগণেরও হৃদয় জয় ও সুকৃতি উৎপাদন করিবার অদ্ভুতপূর্ব্ব কৌশল আবিষ্কার করিয়াছেন। মানব দূরে থাকুক, পশু-পক্ষিগণও উচ্চ হরিকীর্ত্তনের ধ্বনি শ্রবণ করিয়া ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জন করিতে পারেন। কলিকাতা-মহানগরীর ন্যায় বহির্ম্মুখ-জন-কোলাহলময় ও তুচ্ছ হরিকীর্ত্তনের একান্ত ছর্ভিক্ষে প্রপীড়িত, কিন্তু ভোগের নানা বৈচিত্র্যে অলঙ্কৃত ও স্ফুট সহস্র সহস্র নর-নারীর দ্বারে এবং প্রত্যেক রাজপথে হরিসঙ্কীর্ত্তন প্রচার করিয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠ ঐ সকল ব্যক্তির কর্ণে গোলোকের সঞ্জীবনীসুধা ঢালিয়া দিতেছেন। জগতে একমাত্র গৌড়ীয় ব্যতীত এত বড় লোক-কল্যাণকামী কে আছেন—যিনি এইরূপ পরদুঃখে দুঃখী হইয়া নিজমঙ্গল-লাভে উদাসীন ও অনিচ্ছুক প্রত্যেক জীবের দ্বারে দ্বারে গোলোকের পারেরটি অযাচিত ভাবে বিতরণ করিতে পারেন। তাই কানন অর্থাৎ স্থান, পাত্র, স্ত্রী, দ্রব্য, জাতিরূপ ও নানা বিবাদ-বিসম্বাদের স্থান কলিকাতা-মহানগরীতে শ্রীগৌড়ীয়মঠ বৈকুণ্ঠ-অবতারস্বরূপ। কলিকোলাহলের যে উত্তাল-তরঙ্গাহিত প্লাবন ও ঘূর্ণিপাক গগনচুম্বিকাকে বহির্ম্মুখতার অতলগর্ভে সাধন কল্পনা করিয়া লইয়া যাইতেছে, তাহাকে বাধা প্রদান করিয়া এক গৌড়ীয়মঠ ব্যতীত কেইবা অকৃত্রিম পরম-মঙ্গলের নিরপেক্ষ বাণী লোকের দ্বারে দ্বারে শ্রবণ করাইবার জন্য প্রতি বৎসর এত উদ্যম, এত প্রচেষ্টা ও এত উদ্যাম-পরিশ্রমের কঠোর ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন?

স্বপ্রসিদ্ধ প্রবীণ সাহিত্যিক রায়বাহাদুর ডক্টর দীনেশ চন্দ্র সেন ডি, লিট্, বাংলার ত্রিপুরা-রাজষ্টেটের মন্ত্রী-সম্পাদক ও মাননীয় বেণ্ডাম সাহেবের নিকট গত ২৮।৪।৩৫ তারিখে কলিকাতা হইতে যে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে ডক্টর সেনের স্বেচ্ছা-প্রণোদিত আচার্য্য-গুণ-প্রাশস্ত্যের সাক্ষ্য পাওয়া যায়। ডক্টর সেন শ্রীগৌড়ীয়মঠের আচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের সম্বন্ধে তাঁহার উক্ত পত্রে এইরূপ লিখিয়াছেন,—

(He) is doing what only a prophet can do. The whole country has given response to his call and the people of the country-side by hundreds and thousands are to-day carrying his flag. The holy site of Mayapur has, all on a sudden, risen to the splendour of a city with its noble array of temples and other edifices, by the touch, as it were, of a magician's wand. Inspite of all opposition and hostilities, Divine Help is to-day manifest in the far-reaching activities of the New order that he has founded. One of the secrets of his success lies in the fact that with the unerring foresight of a true seer he has appealed to the masses and not to the Westernised classes. There is now that unmistakable sign of a great revival amongst the people, which far more than all contentions, political agitations and struggles, forebodes a glorious future for India, on her own line which is religious. I am only an humble admirer of the members of the Gauriya Math and my opinion in the religious sphere carries little weight. But if you attach any value to it, you may use it any way you like. His Highness, the Maharaja Manikya Bahadur was pleased to visit Sree Mayapur and was, I presume, highly impressed with what he saw there.

তাৎপর্য্যানুবাদ—শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর সেই কার্য্যই করিতেছেন—যাহা একমাত্র ভগবৎপ্রেরিত লোক-শিক্ষক মহাপুরুষই করিতে পারেন। সমস্ত দেশ তাঁহার আহ্বানে সাড়া দিয়াছেন এবং পল্লীগ্রাম-সমূহের অধিবাসিগণ হইতে শত শত ও সহস্র সহস্র ব্যক্তি বর্ত্তমানে তাঁহার পতাকা বহন করিতেছেন। মায়াপুরের পবিত্র প্রদেশটি উন্নত মন্দির-শ্রেণী এবং অন্যান্য অট্টালিকা-সমূহের সহিত নগরের শোভায় শোভিত হইয়া যেন যাদুকরের মোহনদণ্ডের স্পর্শে অকস্মাৎ উদিত হইয়াছে। সমস্ত বাধা ও বিরোধি-সম্প্রদায়ের শত্রুতা সত্ত্বেও শ্রীমদ্ সিদ্ধান্তসরস্বতী ঠাকুর যে নব-সম্প্রদায়কে নবভাবে পুনঃসংস্থাপিত করিয়াছেন, সেই সম্প্রদায়ের সুদূরব্যাপিনী তৎপরতার মধ্যে আজ ভগবৎসাহায্য প্রোজ্জ্বল-মূর্ত্তিতে প্রকাশিত। তাঁহার সাফল্যের অন্যতম হেতু এই যে, তিনি প্রকৃত দর্শকের অভ্রান্ত দর্শন-দক্ষতার সহিত জনসাধারণকে সত্যের বাণীতে আহ্বান করিয়াছেন। কেবল পাশ্চাত্য-ভাব ভাবিত শ্রেণীকেই তিনি আহ্বান করেন নাই। বর্ত্তমানে লোকের মধ্যে একটি মহান্ জাগরণের সুস্পষ্ট লক্ষণ দেখা যাইতেছে,—যে জাগরণের বাণী সর্ব্ববিধ 'বাদ', বিসম্বাদ ও দ্বন্দ্ব-ক্ষেত্রপূর্ণ রাজনৈতিক আন্দোলন ও সংগ্রাম হইতে অধিকতর নিশ্চয়তার সহিত ভারতের এক গৌরবময় ভবিষ্যতের সূচনা করিতেছে। ভারতের সেই সর্ব্বময় গৌরবই তাহার বৈশিষ্ট্য ও লক্ষণ। আমি গৌড়ীয়মঠের সভ্যগণের একজন অতি সামান্য গুণগ্রাহী মাত্র এবং পারমার্থিক রাজ্যে আমার মতামতের মূল্য অতি সামান্য। যদি আপনি ইহাকে কোন মূল্য প্রদান করেন, তাহা হইলে আপনি এই অভিমতকে যেরূপভাবে ইচ্ছা ব্যবহার করিতে পারেন। পঞ্চশ্রীক মহারাজ মাণিক্য বাহাদুর মায়াপুরের শোভা দর্শন করিয়া আনন্দিত হইয়াছেন এবং আমি অনুমান করি, তিনি সেখানে যে-সকল ব্যাপার দেখিয়াছেন, তাহাতে নিশ্চয়ই গভীরভাবে আকৃষ্ট হইয়াছেন।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সম্পূর্ণ ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮
একাদশস্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৵০
২। আমাদের বিরাট সংস্করণ ৯৲
৩। শ্রী চৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। মধ্বগৌড়-সম্প্রদায় ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ।০, ২য় খণ্ড—১ ৩য় খণ্ড
৪র্থ ৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—১ , ২য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা ও সংস্কার-দীপিকা ১।
৯। বৈষ্ণব ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনাম-চিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ।০
১৮। ব্রাহ্মণ-আদর ।০
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
২১। গৌড়ীয়-পাণ্ডিত্য ঐ
২২। ভজন-রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ ৭ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টিকাসহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি টিকাসহ) ২৲
২৬। গীতার কেবল বাংলা ভাষ্য ।০
২৭। ভক্তিসিদ্ধান্ত ঙলো়কাঃ সানুবাদ ২৲
২৮। বেদান্তদর্শনের সানুবাদ ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (২য় সংস্করণ) ৸০
৩০। দীপ-নিদর্শন ৶০
৩১। সাধনপথ (২য়-সংস্করণ) ৶০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸৶
৩৪। নবদ্বীপভাবতরঙ্গ (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গুরুমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডল-পরিক্রমা দর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি ৴০
৪১। গীতাবলী ৴০
৪২। চিত্রে নবদ্বীপ ১।০
৪৩। সাধনকণ ৴০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৪৫। শ্রীনবদ্বীপশতক ৴
৪৬। অর্থপঞ্চক ৴
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৴
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। কর্ত্তিকব্রত ৴১০
৫০। বৈষ্ণবধর্ম্ম বা-মমাকৃতি (১ম ৪র্থ খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ নির্ণয় ।০
৫৫। সত্যকথা বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ? ৴০
৫৭। উপদেশামৃত (অনুবাদিত) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ ৶০
৫৯। শিক্ষাদর্শন ৶০
৬০। সাধনাগারী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যভাগবতসারঃ ।০
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৬৩। সটিক-শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৫। সংস্কৃত শিক্ষাষ্টকম্ ।৵০
৬৬। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ৴০
৬৭। সাম্প্রদায়িকনির্ণয়ম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। এ কিউ ভার্জন অব্ বেদান্ত ।০
৭০। নামভজন ।০
৭১। বেদান্ত—ইট্‌স্ মরফলজি এ্যাণ্ড অণ্টলজি
৭২। বিলেটিক ওয়ান্ডার্স্ ।৵০
৭৩। লাইফ এ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৫। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ৴০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। ইডোটিক প্রিন্সিপ্‌ল এ্যাণ্ড দ্যানেকডোট ডিভোশন ।০
৭৮। ব্রহ্ম-সংহিতা ২।০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (অদ্ভুত ওয়ান্) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৮৩। গীতাবলী
৮৪। শরণাগতি

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

শরণাগতি

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

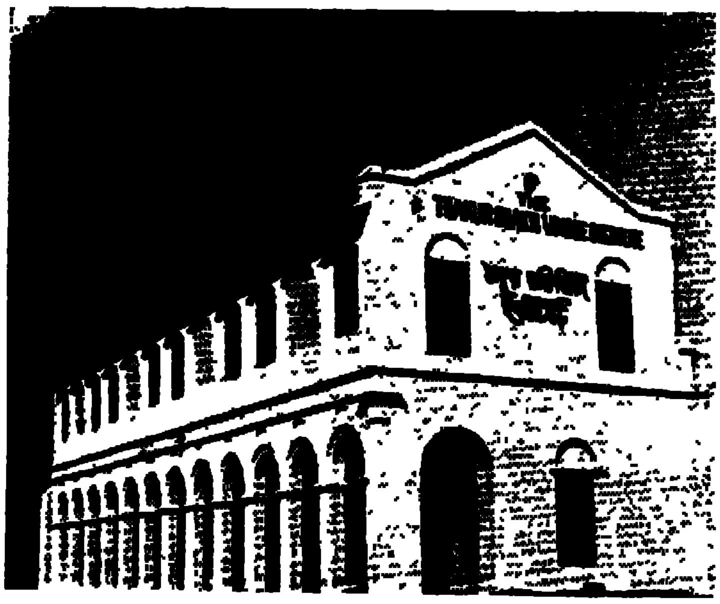

স্থান অতীব স্বাস্থ্যপ্রদ—গঙ্গার সন্নিকটে বিদ্যালয় ও বোর্ডিংএর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ দক্ষিণ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৯৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় বাৎসরিক গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর একপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া।

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। শিকার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ।৵০ আনা, বড় বোতল ১৷০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১ নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী সংখ্যা

REG. NO C. 1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১০ম খণ্ড মায়াপুর—৪ঠা ভাদ্র, বুধবার ১৩৪২, ২১শে আগষ্ট ১৯৩৫ ; ১৪৬-১৪৭তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-দেবের মন্দির-

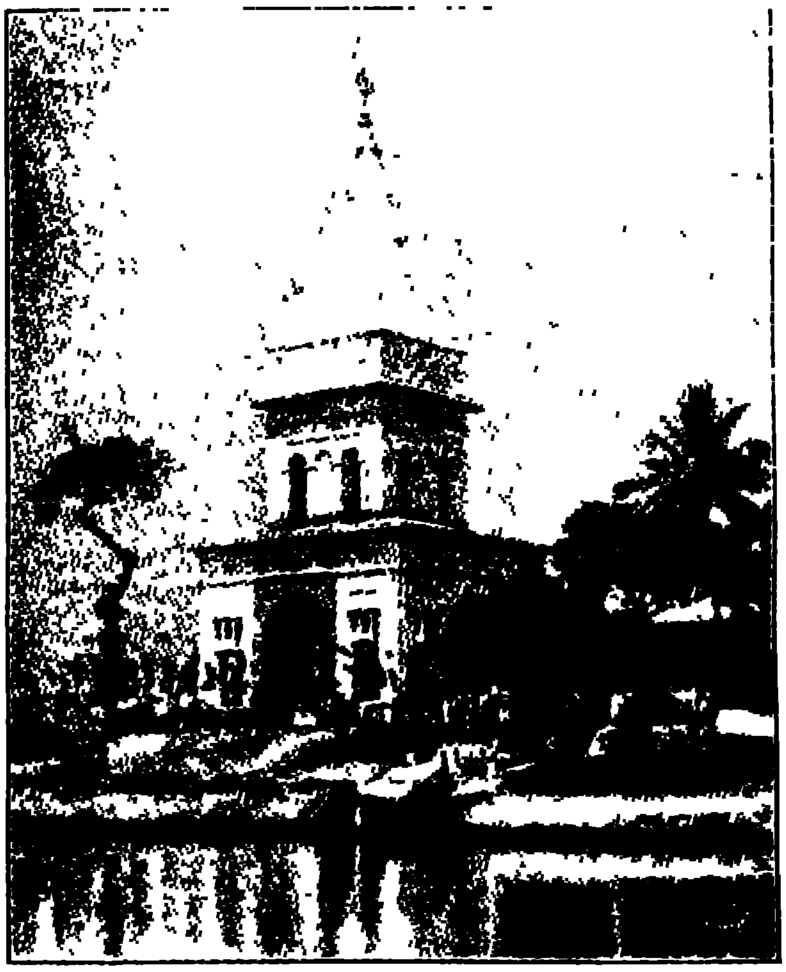

মহাপ্রভু শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাব-স্থানে [illegible] এই মন্দির নির্মিত হইয়াছে। ইহা উচ্চতায় [illegible] ফুট [illegible] উচ্চ মন্দির [illegible] আর নাই। এই মন্দিরের দক্ষিণে [illegible] গৌরকুণ্ড। কুণ্ডের পশ্চিমভাগে [illegible] পল্লী, দক্ষিণে [illegible] তোরণ এবং পশ্চিমে ঠাকুর [illegible]।

এই মন্দিরের ভিত্তি-খনন কালে গত ১৩৩১ বঙ্গাব্দে [illegible] ১৯২৪ খৃঃ) 'অধোক্ষজ' বিষ্ণু-বিগ্রহ প্রকটিত হইয়াছেন। এই বিষ্ণুবিগ্রহের আলেখ্য নদীয়া-প্রকাশের গত শ্রীশ্রীগৌরাবির্ভাব-সংখ্যায় এবং ১০ম বর্ষ ১ম সংখ্যা গৌড়ীয়ে প্রকাশিত হইয়াছেন।

শ্রীযোগপীঠের শ্রীমন্দিরের [illegible]
শ্রেষ্ঠাংশ্য শ্রীযুক্ত সখীচরণ [illegible]

"জয়ন্তী-যামিনী"

পুরাণ কাহিনী"।
সেদিন ছিল ধরার বুকে
নিবিড় রজনী।
কালো বরণ অম্বর পরে
আঁধার রাতের বাদল-ধারে
ক'রেছিল আরও ভারে
সিক্ত পরাণী।
সেদিন ছিল ধরার বুকে
নিবিড় রজনী।

(২)

কারার কালো ঘরে—
কার বেদনার প্রেম-সাধনার
মূরতী ধরণ ক'রে—
কালো রঙের দেবতা প্রাণের
নামিয়া আসেন ধীরে,
কারার বরণ নিমেষে হরণ
করিল করুণা ক'রে।
মলিন রজনী জোছনার খনি
লভিল কারার ঘরে।

(৩)

বাসুদেব কৃপাময় --
দেবকী-রোদনে গলিত পরাণে
কারা-মাঝে সমুদয়,
দ্বাপর যুগের নিশিথ রাতের
জয়ন্তী তিথির গায়।
নিখিল দেবতা— "জনম বারতা
অন্তেও যে শোভা পায়।"

(৪)

তকতের পারমায়—
হ'লেও আঁধার ঘোর কারাগার
(তাহা) শুভ সর্ব-ময়,
নিখিল-দেবতা তাই সুখে তথা
বাড়িয়ে কংসের ভয়।
দেবকী-হৃদয়- মাঝারে উদয়
করিলা চরণদ্বয়।

(৫)

মনে—
হোমের মনন আবার জ্বলিল
দামিনী ঝরবে মুচকি হাসিল
গরজিল মেঘ মন্দ,
অড় বিমোহের অলস নেশায়
ছিল সবে ঘরে মুগ্ধ কারায়
(রাগিল) কংস-হৃদয়ে সন্দ।
শিহরিল তার অন্তর-তল
অষ্টমীর রাতি হ'ল কিবে কাল
সাধ 'করে তার ক্ষণ'বে সকল
দুচিবে বক্ষের বন্ধ।
সদা জাগে হৃদে সন্দ

(৬)

সে কাল নিশিথ-ঘোরে—
সব প্রজাগন হ'ল মুছিলন
কা'র আগমন-তরে?
নিরিবিলি অষ্টমী-রজনী
মুহি-নিনাদে কেন মুখরিণী?
মধুর-কারার ঘরে—
পবন দেবতা হৃদয়ে
ভেটিতে সাদরে কা'রে

(৭)

নাচিয়া গাহিয়া হর্ষে,
বিদ্যাধরীগণ কিন্নর চারণ
"কাহার চরণ-স্পর্শে—
যাচিছে করুণা?" 'কা'র কৃপা-কণা
কারামাঝে আজি বর্ষে?"
কারাবাসী জনে নিতে শ্রীচরণে
কেবা সে অবতীর্ণে।

(৮)

তার পরিচয় শ্রুতিগণ কয়
মহিমা তাহার ব্রজজনে গায়
জয়ন্তী-জীবন তাঁ'র নাম হয়
জয়ন্ত্রী-গোবিন্দ কায়।
'জয়ন্ত্রী' তাহার জীবনের সার
সে যে গো গোকুলরায়।

(৯)

জগতের প্রাণধন!
প্রণমি তোমারে যাচি যুগ করে
যাচি করুণার কণ।
তুমি লালায়িত যাঁ'র সেবারসে,
'জয়ন্ত্রী'—মোদের সেই গুরুবরে,
মোর যেন তাঁ'র সাজিয়া কিঙ্কর
সকল ব্যাকুলতা দূরে।
'জয়ন্ত্রী'—তোমার কৃপা-অবতার
যেন গো হৃদয়ে স্ফুরে।

(১০)

জয়ন্তী-জীবনরায়!
তোমার মহিমা গায় গৌর বাণী
কহে জীবে উচ্চরায়,
যে জীব জানে না কৃষ্ণকথা বিনা
জীবন বিফল হয়।
পূজহ কৃষ্ণেরে জয়ন্তী বাসরে
নহে—সব-ই নিরর্থময়।

(১১)

এস গো জয়ন্তী আজ,
লহ্মা তোমার নবদ্বীপ-চাঁদ
গোকুলের-নটরাজ,
ভেটিতে তোমারে হের গুরু পুরে
সাজিছে কতই কাজ—
চাহিছে তোমারে হৃদয়ে সাদরে
সব-গুণ হৃদি-মাঝ।
এস গো জনার্দন! কৃষ্ণ-প্রকাশিনি
পরি মনোহর সাজ।

"গোকুলের পথে"

—•—

(১)

জাগ্রত কমলা অষ্টমীর গভীর নিশীথে,
শৃঙ্খলিত হস্তপদ হ'লো উন্মোচন।
চলিলা জনক-বর গোকুলের পথে,
জীবনের তুচ্ছ মায়া করি' বিসর্জন।

(২)

নিবিড় জলদ ছলে আবৃতা ধরণী,
ক্ষণে ক্ষণে জ্যোতির্ময়ী চপলা চমকে।
বিন্দু বিন্দু বারি পাতে সিঞ্চিল অবনী,
দিকে দিকে ভীম রবে অশনি ঝলকে।

(৩)

কংসপাশে সত্যপণ বিচ্ছিন্ন করিয়া,
লঙ্ঘিয়া কারার দুর্নীতির প্রাচীর।
রক্ষিতে বাস্তব সত্য হৃদয়ে ধরিয়া,
যাইলেন অটমনে সত্যসন্ধ ধীর।

(৪)

বক্ষে ধরি' জীবনের সর্বস্ব রতন,
চতুর্দিকে অবলিপ্ত ঘোর কারা হ'তে।
অকস্মাৎ লৌহদ্বার হ'ল উদ্ঘাটন,
বাহিরিলা রাজপথে দেবাবৃত 'চতে।

(৫)

যা'ক প্রাণ, যাক মান, প্রতিষ্ঠা সম্ভার,
ভাগবত ধর্ম কর্ম যাক রসাতলে।
হো'ক 'মিথ্যাবাদী' নাম জগতে প্রচার,
তথাপি বাস্তব সত্য রক্ষিব কৌশলে।

(৬)

বিশ্ব-ইতিহাসে লিখ স্বর্ণ অক্ষরে,
অথবা খোদিত কর প্রকৃতির গায়।
'ভক্ত বসুদেব' বলি গাও বিশ্বনরে,
পদব্রজে চলে যায় যথা নন্দরায়।

(৭)

বনু পাপ নির্বিশেষবাদী কংস করে,
দিতে কি পারিবে কভু চিন্ময় বিগ্রহ?
প্রকটিত যেই হরি ভক্তানন্দ তরে
রক্ষিব যতনে এই সন্ধময় দেহ।

(৮)

উৎসর্গময়হৃদ্ ভক্ত বসুদেব,
ধন্য করি' সযতনে বুকে ধরি' হরি।
যেয়ে গেলা নন্দালয়ে লয়ে বাসুদেব,
কালিন্দী দুকূল বন্যা অতিক্রম করি'।

(৯)

ধারণ অনন্ত ফণা ছত্র শির'পরে,
দামিনী দেখা'ল তাঁরে গমনের পথ।
রক্ষিয়া প্রাণের হরি যশোদা-গোচরে,
এইরূপে হ'ল ভক্ত পূর্ণ মনোরথ।

(১০)

প্রত্যাগত হ'য়ে ত্বরা মথুরা-কারায়,
রহিলেন পূর্ববৎ পাশ-শৃঙ্খলিত।
বঞ্চিলা পাষণ্ডিগণে ঈশ্বর-মায়ায়,
শিক্ষা দিলা নিষ্কপট সেবকের রীত।

(১১)

শ্রীকৃষ্ণে শরণাগত হলি সত্বর,
সেই শুকদেবে কয় শ্রীগুরুকৃপায়।
ভক্ত-চিত্ত-দুঃখ-হারী শ্রীকৃষ্ণ উদয়,
হরির উদয়ে ভক্ত নন্দালয়ে যায়।

(১২)

দেহ-গেহ-আর্য্য-নীতি-বেদ ধর্ম যত,
কৃষ্ণ আবির্ভাবে তাহা হয় হীন-বল,
জড় ধর্মে চিত্ত যা'র নিযুক্ত সতত,
না জানে এ জন্মলীলা সে মূর্খসকল।

(১৩)

কবে আমি যেতে যাব গোকুল নগরে,
গুরুরূপি-নন্দগৃহে ওগো মহাজন!
নাম-রূপী কৃষ্ণচন্দ্র ধরি' হৃদি' পরে,
সর্ব্বনিধ জড়ধর্ম দিয়া বিসর্জন।

(১৪)

কবে আমি পূর্ণানন্দ-বর্দ্ধনের তরে,
ভঙ্গ করি' গুরুবলে মায়া-কারাগার।
সর্বনীতি উল্লঙ্ঘিয়া যাব ব্রজপুরে,
বক্ষে ধরি' গুরুদত্ত নাম-কৃষ্ণ সার।

(১৫)

ধর্ম কর্ম ডুবে যাক্ প্রশান্ত পাথারে,
ডুবে যাক্ অতলেতে কুলমান যশ।
যাক্ দেহ যাক্ প্রাণ বিজন কান্তারে,
তবু নাহি যেন হই পাপ কংস-বশ।

(১৬)

এস ঘন ঘটাচ্ছন্ন ঘোর অন্ধকার,
হান হে জীমূত-ইন্দ্র করকা ভীষণ।
আসুক গমনপথে বিপুল পাথার,
হো'ক সে দুর্গম পথে জীবন পতন।

(১৭)

তবু উচ্চ বাণী মম যাইতে গোকুলে,
নাও শক্তি বাসুদেব' এই দীন জনে।
গুরু কৃষ্ণ-পাদপদ্ম-হৃদয় কমলে,
উদয় করাও দেব নিবেদি' চরণে।

(১৮)

কংস-অনুচর মম ইন্দ্রিয়-শকট,
চিত্ত মোর মায়াময়ী কপটী পূতনা,
নাশিবারে তত্ত্ব ভক্তি র'য়েছে নিকট,
কৃপায় ঘুচাও দেব এ সব বঞ্চনা।

(১৯)

ওই শুনি গৌরবাণী গায় বিশ্বধারে,
"কৃষ্ণজন্ম বিনা জীব বিফল জীবন।
কেঁদো না রে বদ্ধজীব মায়া-কারাগারে,
এস কৃষ্ণজন্মোৎসবে হও নিমগন।

(২০)

চতুর্দিকে বহু কংস ঘিরেছে তোমারে,
নাশিতে কোমল কান্তি শুদ্ধভক্তি-ধন।
এস রে জগতবাসি গোকুল-নগরে,
গুরু-নন্দ-পদে কর আত্মনিবেদন।"

—শ্রীভবদেব চট্টোপাধ্যায়

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও
ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ ভক্তিশাস্ত্রী এম, এম, এফ, কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীজন্মাষ্টমী—৭ই হৃষীকেশ, ৪৪৯ গৌরাব্দ

শ্রীশ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব

শ্রীশ্রীকৃষ্ণাবির্ভাবলীলানুশীলনের পূর্ব্বে তৎসামর্থ্যের নিমিত্ত আমরা সন্ধিনীশক্তির বিগ্রহ-বিগ্রহ স্বয়ংপ্রকাশ মূল-সঙ্কর্ষণ শ্রীশ্রীবলদেব প্রভুর অভিন্নবিগ্রহ শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতেছি। কৃষ্ণ তাঁহার হৃদয়ের ধন। তিনি ব্যতীত অপর কেহই কৃষ্ণ-প্রদানে সমর্থ নহেন; সুতরাং তাঁহার কৃপা-ভিন্ন কৃষ্ণানুশীলন কিছুতেই সম্ভবপর নহে।

আমরা শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে শ্রবণ করিয়াছি যে, যাবতীয় শুদ্ধচিৎসত্তাসমূহ শ্রীবলদেব হইতে প্রকটিত। গুণমায়ার অন্তর্ভুক্ত যে সত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যায়, সেই সত্ত্বে কখনই নিত্য সত্য বস্তুর অধিষ্ঠান নাই; সুতরাং দেখা যাইতেছে যে ভগবদপাশ্রিতা বহিরঙ্গা মায়ার যবনিকার অন্তরালে সচ্চিদানন্দ-ঘন বস্তুর কোন লীলা প্রকটিত হয় না।

বর্ত্তমানে আমরা গুণময় জগতের প্রজা, এবম্বিধাবস্থায় নন্দনন্দন অদ্বয়জ্ঞান পরতত্ত্ববস্তুর আবির্ভাব-লীলারহস্য কি-প্রকারে উপলব্ধি করিব? কিন্তু আমাদের নিরাশ হইবার কোন কারণ নাই, যেহেতু শ্রীকৃষ্ণের অভিন্নবিগ্রহ শ্রীবলদেব প্রভুই কৃপার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনের নিমিত্ত জগদ্গুরু আচার্য্য-রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। গুণমায়ার প্রভাব হইতে পরিমুক্ত হইবার জন্য আমরা যদি নিষ্কপটে অভিন্ন-বলদেব শ্রীগুরু-পাদপদ্মে আশ্রয়গ্রহণ করিতে পারি তাহা হইলেই যাবতীয় চিৎসত্তার মূলাশ্রয় সন্ধিনীশক্তিমদ্বস্তু শ্রীবলদেবের অপ্রাকৃত চিবলে বলীয়ান্ হইতে পারিব। তখন আমাদের অণুচিৎসত্তায় যে তমস্ আছে তাহা সম্পূর্ণরূপে উদ্ভূত হইবে এবং আমরা স্ব-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া নিজেকে জড়ানন্দের ভোক্তা জানিবার পরিবর্ত্তে নিরবচ্ছিন্ন আনন্দময় ধামে নন্দ-ব্রজের অধিবাসী বলিয়া জানিতে পারিব, শ্রীনন্দমহারাজের রাজ্যের প্রজা হইয়া নন্দ-রাজ্যে—চিদানন্দ-রাজ্যে আত্মবিক্রয় পূর্ব্বক ধন্যাতিধন্য হইতে পারিব, তখনই প্রাণ ভরিয়া গাহিতে পারিব—

"আজি মোর সফল জীবন ভেল।"

কংস আজ মায়িক জগতে স্বীয় রাজ্য বিস্তার করিয়াছে এবং তাহার প্রজাবৃন্দকে নিজ অধিকারে বাধ্য রাখিবার জন্য হস্তে শাসনদণ্ড ধারণ করিয়াছে। আনন্দময় ধামে—শ্রীনন্দ-ব্রজে নিজাধিকৃত প্রজাবৃন্দকে ত' যাইতেই দিবে না, পরন্তু শ্রীনন্দমহারাজের আশ্রিত সেবকগণকে পর্য্যন্ত নিজ অধিকারে আনয়নের জন্য ভীতি প্রদর্শন করিতেছে; কিন্তু সে জানে না যে, নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের মধ্যে এমন কোন অবকাশ নাই যেখানে আনন্দের বিপরীত "ভয়" প্রবেশ করিতে পারে। স্বয়ং ভয় যাঁহাকে যোড়করে নিরন্তর স্তুতি করেন শ্রীনন্দ-ব্রজের প্রাণ-স্বরূপ সেই শ্রীনন্দনন্দনই কংসের এবম্বিধ ধৃষ্টতার সমুচিত শিক্ষা প্রদান করিবেন।

মায়াশক্তিকে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করিতে একমাত্র বলদেব প্রভুই সমর্থ। শ্রীবলদেবের কৃপা-বল লাভ না হইলে অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দনের আবির্ভাব-লীলা উপলব্ধির বিষয় হইবে না। তাই উপনিষদ্ বজ্রগম্ভীরনাদে ঘোষণা করিতেছেন,—

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

এই বল শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপাবল। ইহা হংসধ্বজ-পদ্ধতিতে ব্যায়ামপুষ্ট-অস্থি-মাংস-জনিত পাশবিক-বল নহে, ইহা নির্গুণ চিদ্বল—ইহার অপর নাম বিশ্রম্ভসেবায় প্রতিষ্ঠা।

আমরা যদি মুকুন্দপ্রেষ্ঠ শ্রীবলদেবাভিন্নবিগ্রহ আচার্য্যচরণে যথাসর্ব্বস্বার্পণে প্রণত হইতে পারি—অহঙ্কার বিসর্জ্জনপূর্ব্বক তাঁর "শোকমোহভয়াপহা" অভয়-চরণারবিন্দে আত্মসমর্পণ করিতে পারি তাহা হইলেই গুণময়ী দৈবী মায়ার হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করত নিরুপাধিক নিত্য-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া তুরীয়ধামের রাজ্য হইতে তুরীয় ধামের রাজ্যে—অপ্রাকৃত বিশুদ্ধসত্ত্বময় ভূমিকায় অর্থাৎ নিত্যসত্তাবিশিষ্ট নিত্যানন্দময়ধাম নন্দব্রজপুরে প্রবেশাধিকার পাইব। তাই গীতা বলেন—

"দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।

মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥"

মায়া উত্তীর্ণ হওয়ার নামই দিব্যজ্ঞান-লাভ বা দীক্ষা। অদীক্ষিত ব্যক্তি—দৈব-মায়া-বিমোহিত ব্যক্তি কখনই কৃষ্ণ-লীলা-রহস্য অবগত হইতে পারে না, নিজের অণুচিৎ সত্তার সন্ধান না পাওয়া অবধি ভূমা বিভুচিৎ বস্তুর কোন প্রকারে বাস্তব ধারণা সম্ভবপর নহে। শ্রীচরিতামৃতে উক্ত হইয়াছে—

"দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ।

সেইকালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম॥

সেই দেহ করে তার চিদানন্দময়।

অপ্রাকৃত দেহে কৃষ্ণের চরণ ভজয়॥"

কৃষ্ণাবির্ভাব হইবে কোথায়? আমি কি প্রপন্ন হইতে পারিয়াছি? আমি কি সমর্পিতাত্ম? তাহা যদি না হই, তাহা হইলে কৃষ্ণাবির্ভাব-লীলার সেবা-সৌভাগ্য হইতে—শ্রীনন্দোৎসবে যোগদান করিবার লোভনীয় সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত হইলাম। অদ্বয়জ্ঞান-প্রকাশ-বিগ্রহের অমন্দোদয়-দয়া—শ্রীভক্তিবিনোদ দয়া—শ্রীগৌরকিশোর-দয়া আমাকে এবম্বিধ দুর্দ্দৈবের হস্ত হইতে কৃপাপূর্ব্বক রক্ষা করুন। "জীব-হৃদয়ে কৃষ্ণাবির্ভাব ব্যতীত জীবের জীবন বৃথা"—শ্রীগুরুমুখপদ্ম হইতে এই চেতনবাণীর সন্দোহনী ধারা কৃষ্ণাবির্ভাব-বাসরে কোন এক শুভ মুহূর্ত্তে অবতরণ করিয়াছিলেন, তদীয় শ্রীচরণাশ্রিত শুদ্ধ সেবকগণ বিশুদ্ধসত্ত্বময়-শাখায় সেই চেতনবাণীর ধারা প্রবাহিত রাখিয়া তাঁহাদের যাবতীয় "ঈহা" হরিদাস্যে নিযুক্ত করতঃ নিত্যকাল নন্দব্রজে কৃষ্ণসেবায় প্রমত্ত আছেন। কিন্তু আমার হৃদয়ে ত' উক্ত চেতনবাণীর তাৎপর্য্য প্রকাশিত হইল না। জীবনের সার্থকতা আমি ত' উপলব্ধি করিতে পারিলাম না।

"কৃষ্ণের প্রকট দিনে অধন্য এই রাত্রদিনে
বৃথা মোর গেলরে জীবন।
যদি গুরুকৃপা হয় জীবন সফল তায়
নহে মোর ভালরে মরণ॥"

—এইপ্রকার নিষ্কপট আর্ত্তি হৃদয়ে জাগিয়া আমাকে ত' ব্যথিত ও মথিত করিল না। কই "কৃষ্ণের সুখং নান্যে সুখবত্তি" এই ধ্রুবমন্ত্র কীর্ত্তন করিতে করিতে জড়ানন্দের মস্তকে পদাঘাত করিয়া—শ্রীগুরুপাদপদ্মানুসরণে কৃষ্ণানন্দের—চিদানন্দের সন্ধানে শ্রীনন্দব্রজপুরের যাত্রী হইতে পারিলাম না।

শ্রীগুরুপাদপদ্মাশ্রিত শুদ্ধ গৌড়ীয়গণ চিন্ময়বৃত্তিদ্বারা উক্ত চেতনবাণীর স্বরূপ যে-প্রকারে উপলব্ধি করিয়াছেন, তাহা সেবোন্মুখ-বৃত্তিতে অনুশীলন করিলে জানিতে পারা যায় যে, প্রাকৃত জগতে জ্ঞানমাত্রেই সাপেক্ষধর্ম্মবিশিষ্ট অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-সমূহ দৃশ্য বস্তুকে নিজ নিজ যোগ্যতা অনুসারে যে-ভাবে মাপিয়া লয়, বস্তুসম্বন্ধে জ্ঞানলাভ তদনুরূপেই হইয়া থাকে। যদি দৃশ্য বস্তু না থাকিত তাহা হইলে জ্ঞানের অস্তিত্ব রক্ষিত হইত না, কিন্তু অদ্বয়জ্ঞানে তদ্রূপ কোন আপেক্ষিকতা (Relativity) নাই। আপেক্ষিকতা খণ্ড-জ্ঞানের ধর্ম্ম; নিরপেক্ষতাই অদ্বয়জ্ঞানের স্বরূপ, কারণ অদ্বয়জ্ঞান-বস্তুই একমাত্র দ্রষ্টা আর যাহা কিছু সবই তাঁহার দৃশ্য বা ভোগ্য; সুতরাং অদ্বয়জ্ঞান বস্তু যখন দৃশ্য বা সেবকের বিশুদ্ধ-সত্ত্ব-বৃত্তি-জাত সেবা-সৌন্দর্য্যময় অপ্রাকৃত ভাবরাশি ভোগ করিবার জন্য ইচ্ছাবিশিষ্ট হয়েন, তখন কৃষ্ণাবির্ভাব-রহস্য গুরুকৃপোদ্ভাসিত অদ্বয়জ্ঞানালোকে উপলব্ধির বিষয় হয়।

আশ্রিততত্ত্বে বিষয়তত্ত্বের প্রাকট্যই কৃষ্ণাবির্ভাব। যতদিন পর্য্যন্ত অণুচিদাত্মা বহির্ম্মুখতা-নিবন্ধন আপনাকে বিভুচিত্তত্ত্বের ভোগ্য জানিবার পরিবর্ত্তে মোহান্ধতায় জড়ানীতত্ত্বের অভিমান করে, ততদিন পর্য্যন্ত জীব হৃদয়ে কৃষ্ণাবির্ভাবের কোন সম্ভাবনা নাই। তবে যে বহির্ম্মুখ সমাজে শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী বাসর উপলক্ষে আধিকগণের মাসিক পত্রিকা ও সাময়িকপত্র পত্রিকাদিতে বিবিধ প্রবন্ধাদি দৃষ্ট হয় উহা মনোধর্ম্মেরই উদ্ভব মাত্র। কনক কামিনী প্রতিষ্ঠাভিলাষী আধ্যক্ষিক তর্কজ্ঞসম্প্রদায় প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ কিম্বা অপরোক্ষানুভূতিরূপ সাপেক্ষ-জ্ঞানে সেই অপ্রাকৃত ও অধোক্ষজ নিত্যাবিষ্কৃত অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণের কোন সন্ধান পাইতে পারে না। আধ্যক্ষিক প্রত্যক্ষবাদী প্রত্যক্ষ খণ্ডজ্ঞানে কৃষ্ণ দেখিতে যাইয়া "বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি' কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর" এই বলিয়া নশ্বর দৃশ্য বা ভোগ্য বস্তুতে ঈশ্বরত্ব আরোপপূর্ব্বক (Anthropomorphism) জড়ানন্দ উপভোগে ব্যস্ত হইয়া বাস্তব বস্তু-ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীশ্রীরাধারমণের সেবা করিবার পরিবর্ত্তে বিভিন্নাংশ জীবকে স্বাংশ ও স্বয়ংরূপ পরকালের কল্পনা করতঃ নিরয়বর্ত্মের পথিক হয়। পরোক্ষবাদী অপরের প্রত্যক্ষ-জাত সাপেক্ষজ্ঞানে বিশ্বাস স্থাপন করতঃ কৃষ্ণকে অপর সুলের ব্যক্তিবিশেষ ধারণায় কখন রাজনৈতিক কৃষ্ণ, কখন যোদ্ধা কৃষ্ণ, কখন বা লম্পট কৃষ্ণের পাণ্ডিত্যপ্রদানে ব্যস্ত হইয়া প্রকাশ করিয়া থাকে। আর প্রচ্ছন্ন-বৌদ্ধ জ্ঞানিব্রুব অপরোক্ষবাদী "নেতি"র খণ্ডবিচারে আবদ্ধ হইয়া গুণময়ের মায়াবাদকেই আত্মার নির্গুণত্ব কল্পনাপূর্ব্বক প্রকৃতির প্রকাশরাশি প্রাতিভাসিক দৃশ্য বস্তুর অভাবে ব্যবহারিক দ্রষ্টৃত্বাভিমান ধ্বংস হয় বলিয়া চেতনমাত্র সত্তায় অধিষ্ঠানাভিমানে পরব্রহ্ম অদ্বয়জ্ঞানবস্তুকেও "সৎস্বরূপ", "জ্ঞানময়" ও "আনন্দময়" জানিবার পরিবর্ত্তে "কেবল জ্ঞান" ও "কেবল আনন্দ" মাত্র মনে করিতেছে অর্থাৎ জ্ঞান ও আনন্দের ভোক্তা তিনি নহেন—তিনি নিরাকার, নিরঞ্জন, নির্ব্বিশেষ এইরূপ 'আকাশকুসুম'এর স্বপ্ন দেখিতেছে। জ্ঞান ও আনন্দের ভোক্তা বলিলে পাছে অভাবধর্ম্মের দ্বারা তিনি বিকৃত হইয়া পড়েন, এই কল্পনায় তাহারা গুরুর ভ্রম সংশোধনে ব্যস্ত অর্থাৎ শ্রীব্যাসদেব বেদাদর্শনের "ওঁ আনন্দ-ময়োঽভ্যাসাৎ ওঁ।"—এই সূত্রে যাঁহাকে আনন্দলীলাময়বিগ্রহ-রূপে সংস্থাপন করিলেন, অপরোক্ষবাদীর শিষ্যাভ্রম গুরুর ভ্রম মনে করিয়া "ময়ট্" প্রত্যয়ের প্রাচুর্য্য জ্ঞাপকার্থ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সত্তা-বাচকার্থে চিদ্বিলাস বা আনন্দ-বিলাস বাদের বিপরীত চিন্মাত্রবাদাবলম্বনে সমস্ত সজাতীয়-বিজাতীয় ভেদরহিত নির্ব্বিশেষব্রহ্মানুসন্ধানে দক্ষতা প্রদর্শন করিতে সমর্থ হয়। যে জীব স্বরূপতঃ অণুসচ্চিদানন্দময় হইয়াও বিরূপ বা উপাধি-সমাশ্রয়ে বিভুসচ্চিদানন্দময় পুরুষোত্তমের প্রতিযোগিরূপে ভোক্তার অভিমানে প্রমত্ত হইয়া নশ্বর জড়বস্তুসমূহকেই হৃদয়ে ধারণ করিয়াছে, মাৎসর্য্য-পরিপূর্ণ সেই প্রকার হৃদয়ে একমাত্র অকিঞ্চনের গোচর শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব হইবে কি প্রকারে?

ত্রিতীয়াভিনিবেশের অর্থ—অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দন ব্যতীত অপর কোন দৃশ্য বস্তুতে ভোক্তৃত্বাভিমানে অভিনিবেশ। কৃষ্ণেতর বস্তুতে, খণ্ডবস্তুতে অভিনিবিষ্ট হই কেন? না—নিজেকে ভোক্তা বা দ্রষ্টা অভিমান করি বলিয়া; তাহা অণুচিদাত্মার স্বভাব নহে। অদ্বয়জ্ঞানবস্তুর অব্যাহত আনন্দ-বিলাস বা চিদ্বিলাস-যজ্ঞের ইন্ধনরূপে, সেবোপকরণরূপে আত্মসত্তাকে উপলব্ধির নামই ব্রহ্মাভিগমন। খণ্ডজ্ঞানসংগ্রহে আসক্তি বিরূপের ধর্ম্ম, সেবোন্মুখ চেতন আত্মা অদ্বয়জ্ঞানবস্তুতে আশ্রয়লাভের জন্যই ভোগানুসন্ধানে পুণ্য-পরিক্রমার পরিবর্ত্তে মুকুন্দ-প্রেষ্ঠানু-গমনে ব্রজপরিক্রমায় যোগদান করেন। ব্রজের পথের পথিক তখন সংকল্পবিকল্পাত্মক স্বধর্ম্ম ভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক চমৎকার-

শ্রীকৃষ্ণের মূল নারায়ণত্ব

[মহামহোপদেশক অধ্যাপক আচার্য্য শ্রীপাদ নারায়ণ দাস অধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্তিসুধাকর এম্-এ]

"নারায়ণস্ত্বং ন হি সর্ব্বদেহিনা-
মাত্মাস্যধীশাখিললোকসাক্ষী।
নারায়ণোঽঙ্গং নরভূজলায়না-
ত্তচ্চাপি সত্যং ন তবৈব মায়া ॥"
—শ্রীমদ্ভাগবতম্

নারায়ণ শব্দের অর্থ—সমস্ত জীবের কারণ, সমস্ত জীবের পালক এবং সমস্ত জীবের আশ্রয়। পরব্যোমপতি শ্রীনারায়ণ তাঁহার কায়ব্যূহগণকর্ত্তৃক বেষ্টিত হইয়া বৈকুণ্ঠে নিত্য-কালাবধি বিরাজিত রহিয়াছেন। বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ শ্রীনারায়ণের কায়ব্যূহ-চতুষ্টয়।

বৈকুণ্ঠের অধোভাগে ব্রহ্মলোক, তন্নিম্নে কারণ-সমুদ্র, তদ্ভিন্ন দেবীধাম বা পরিবর্ত্তমান মায়িক ব্রহ্মাণ্ড।

কারণ সমুদ্রে অবস্থিত সঙ্কর্ষণের অংশ মহাবিষ্ণু বিষ্ণু-তত্ত্বের অংশ প্রথম পুরুষাবতার। দ্বিতীয় পুরুষ গর্ভোদক-শায়ী প্রদ্যুম্নের অংশ এবং তৃতীয় পুরুষ ক্ষীরাব্ধিশায়ী অনিরুদ্ধের অংশ। মহাবিষ্ণু, গর্ভোদশায়ী ও ক্ষীরাব্ধিশায়ী এই তিন পুরুষ পালক সৃষ্টির মূলকারণরূপে মায়াতীত বিষ্ণুতত্ত্ব কিন্তু ইঁহারা মায়াতীত তুরীয় ঈশ্বরতত্ত্ব হইয়াও জগৎসৃষ্টি, পালন ও ধ্বংস সম্বন্ধে ঈশ-ইচ্ছা বিশিষ্ট।

পরব্যোমপতি শ্রীনারায়ণ শ্রীবৈকুণ্ঠে স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ বিগ্রহ। শ্রীনারায়ণের দ্বিতীয় কায়ব্যূহ শ্রীসঙ্কর্ষণের শক্তিপ্রকটিত জীব কোটী আকাশবৎ শ্রীনারায়ণের শক্তির আশ্রিত। সুতরাং জীবাত্মকর্ত্তৃক শ্রীশ্রীনারায়ণের সেবার পরিসমাপ্তি মূল-নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণের সেবায়। যাঁহারা শ্রীনারায়ণের সেবা দ্বারা তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশবিগ্রহরূপে দর্শন না করেন তাঁহারা শ্রীনারায়ণের স্বরূপের সেবক নহেন। শ্রীমদ্ রামানুজাচার্য্যপাদের প্রবর্ত্তিত শ্রীবৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের উপাস্য শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণের সেবা যদি কৃষ্ণসেবা তাৎপর্য্যপর না হয় তাহা হইলে উহা পরম আত্মধর্ম্মরূপে স্বীকার্য্য হইতে পারে না, এই বিষয়টী অত্যন্ত গূঢ় এবং কর্ম্মী কিম্বা অল্পজ্ঞানীদিগের আদৌ বোধগম্য নহে।

শ্রীনারায়ণের সেবায় যাবতীয় নৈতিক চেষ্টার চরম উৎকর্ষ বিশিষ্টভাবে লক্ষিত হয়; কিন্তু নারায়ণের অধোক্ষজ-স্বরূপ অক্ষজ-নৈতিক-বিচারের অতীত ব্যাপার।

আশ্রয় ভূমিকায় প্রবিষ্ট হন, তাঁহার চিত্তঃকরণ বিশুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা উজ্জ্বলীকৃত হয়। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু ভগবানে জীবাত্মার কি-প্রকার ভাবের উদয় হয় তাহা নিজানুভূতি দ্বারা ব্যক্ত করিয়াছেন,—

"অন্যের হৃদয়—মন মোর মন বৃন্দাবন
মনে বনে এক করি' জানি।
তাহাঁ তোমার পদদ্বয় করাহ যদি উদয়
তবে তোমার পূর্ণ কৃপা মানি ॥"

আজ কৃষ্ণাবির্ভাব-বাসরে শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মে সদৈন্য প্রার্থনা করিতেছি, তিনি অমন্দোদয়-দয়া বিতরণ পূর্ব্বক আমার আত্মার আবরণ-স্বরূপ প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ ও অপরোক্ষ এই আপেক্ষিক খণ্ডজ্ঞানভূমিকা-ত্রয় হইতে আমাকে উদ্ধার করতঃ অক্ষজাতীত বিজ্ঞানময় ভূমিকায় চরম প্রদেশ অধোক্ষজ অবরজ্ঞান-রাজ্য দ্বারা শ্রীনন্দব্রজে প্রবেশাধিকার রূপ "নন্দোৎসব" মহোৎসবে যোগদান করিবার যোগ্যতা প্রদান করুন। শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম জয়যুক্ত হউন, শ্রীগুরুপদাশ্রিত গৌড়ীয়গণ জয়যুক্ত হউন, শ্রীশ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব-লীলা জয়যুক্তা হউন।

শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণের সেবকের নীতি ও অবৈধ কর্ম্মী-দিগের মনোধর্ম্ম-কল্পিত নীতি কখনও এক নহে। অবৈধকর্ম্মী-দিগের বিচরণ ভূমিকা—ব্রহ্মাণ্ডের অধরলোকসমূহ। বেদোক্ত কর্ম্মকাণ্ডীদিগের বিচরণ-ভূমি—ব্রহ্মাণ্ডের ঊর্দ্ধলোকসমূহ। বেদোক্ত নির্ব্বিশেষজ্ঞানীর অবস্থান—কারণ-সমুদ্র। বিষ্ণুকর্ত্তৃক হত নির্ব্বিশেষজ্ঞানীর অবস্থান-ক্ষেত্র—ব্রহ্মলোক। বিষ্ণু যাঁহাকে অযাচিত কৃপা করেন তাঁহার নিত্য সেবা-ভূমিকা—শ্রীবৈকুণ্ঠধাম যথায় কুণ্ঠধর্ম্মের বিন্দুমাত্রও স্থান নাই।

শ্রীবৈকুণ্ঠে অবৈধ কর্ম্মীদিগের তথাকথিত নীতির প্রসার নাই। একটী প্রচলিত গল্পের দ্বারা ইহার কারণ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। অনেক মাঝি নৌকায় গুণ টানিয়া অতিকষ্টে জীবিকা অর্জ্জন করিত। যখন সে কণ্টকাকীর্ণ অসমতল অপ্রশস্ত নদীতীরের পথে গুণ টানিয়া চলিত তখন নানা প্রকার সুখের কল্পনা তাহার মনে উদিত হইত। সে স্থির করিয়াছিল, নদীর ধারে লেপ বিছাইয়া গুণ টানিয়া চলার ন্যায় সুখ আর নাই। ইহা অপেক্ষা অধিকতর সুখ তাহার কল্পনার অতীত ছিল। একদিন একজন অভিজ্ঞব্যক্তির সহিত তাহার এই সম্বন্ধে আলোচনার সুযোগ হইয়াছিল। তিনি বলিলেন যে, জগতে রাজাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সুখী। গুণটানা মাঝি ইহা অস্বীকার কিম্বা স্বীকার করিতে পারিল না। তাহার ইতস্ততঃ ভাব লক্ষ্য করিয়া অভিজ্ঞব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিলেন যে, মাঝি কি রাজা হইতে অনিচ্ছুক? তাহাতেও মাঝি উত্তরস্বরূপভাবেই উত্তর দান করিল যে, দেশের রাজা হওয়া নিশ্চয়ই বাঞ্ছনীয়। অভিজ্ঞব্যক্তি তাহার উত্তরে সন্তুষ্ট না হইয়া তাহাকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন যে যদি সে নিজেই দেশের রাজা হইত তাহা হইলে কিরূপ ভাবে সুখ ভোগ করিত? মাঝি বলিল যে, রাজা হইলে সে নদীর ধারে লেপ বিছাইয়া লেপের উপর দিয়া গুণ টানিয়া যাইত। মাঝির প্রস্তাবে অভিজ্ঞব্যক্তি হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না।

ব্রহ্মাণ্ডের অধর লোকসমূহের অবস্থান সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট। তথায় জীবের মনোবৃত্তি মৎসরতা-পূর্ণ। মৎসরস্বভাব জীব-দিগের পরস্পরের দ্বারা পরস্পরের দমনের নিমিত্ত মৎসরতার মূলে মানব কর্ত্তৃক আধ্যাত্মিক নীতির প্রবর্ত্তন হইয়া থাকে। প্রবল ব্যক্তি দুর্ব্বল ব্যক্তির প্রতি যাহাতে অন্যায়ে অত্যাচার করিতে না পারে, তাহাই ঐ নীতির চেষ্টা।

বেদোক্ত কর্ম্মকাণ্ড-পদ্ধতি মনোধর্ম্মীদিগের কল্পিত এই মৎসর-নীতি অপেক্ষা কিঞ্চিৎ পরিমাণে উপাদেয়। বেদোক্ত কর্ম্মকাণ্ড অনুশীলন দ্বারা পুণ্যময় ভোগভূমিকা লব্ধ হয়। বেদোক্ত জ্ঞানমার্গ অবলম্বনে পাপপুণ্যহীন প্রাকৃত-গুণাতীত কারণ-বারিতে তাৎকালিক আত্মলয় সাধিত হয়। আত্মলয়-অবস্থা দ্বিবিধ। যে সমুদয় জ্ঞানী সাধুদিগের কৃপায় বিষ্ণুতত্ত্বের সংবাদ অবগত হইয়াও বিষ্ণুবিদ্বেষ হইতে নিবৃত্ত না হন, তাঁহারা বিষ্ণু কর্ত্তৃক হত হইয়া ব্রহ্মলোকে নির্ব্বিশেষ অবস্থা লাভ করেন। যে সমুদয় জ্ঞানী বিষ্ণুর বিরোধ আচরণ করেন না, তাঁহারা বিষ্ণুর মাহাত্ম্যশ্রবণ দ্বারা বৈকুণ্ঠে বিচরণের উপযোগী শুদ্ধা সেবাবৃত্তি লাভ করেন।

অবৈদিক নীতি—মনুষ্যকল্পিত নীতি বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডীয় বিচার হইতে নিকৃষ্ট। বৈদিক কর্ম্মকাণ্ড যদি বৈদিক জ্ঞানকাণ্ডের অনুসরণ না করে তাহা হইলে উহা অবৈদিক যথেচ্ছাচারে পরিণত হইয়া অবৈদিক দুর্নীতিতে পর্য্যবসিত হয়। বৈদিক জ্ঞানকাণ্ড বিষ্ণুসেবাতাৎপর্য্য লাভ না করিলে অচিরাৎ কিম্বা চিরকাল আত্মবিনাশ-অবস্থা-প্রাপক। বিষ্ণুসেবাই বৈদিক কর্ম্ম ও জ্ঞানমার্গের যথার্থ প্রাপ্য এবং একমাত্র প্রকৃত উদ্দেশ্য। তদধিকারে অবস্থিত অনর্থযুক্ত ব্যক্তিসমূহ বৈদিক কর্ম্ম ও জ্ঞানপথে বিষ্ণুসেবারই সন্ধান করিবেন, ইহাই বেদোক্ত বিধান-সমূহের পরম তাৎপর্য্য।

শ্রীনারায়ণের সেবকগণ আড়াই প্রকার রসে শ্রীশ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণের উপাসনা করেন। এই আড়াই প্রকার রস জড় রস হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। বৈকুণ্ঠের অপ্রাকৃত চিন্ময় সেবা-রস-পুষ্টির জন্য তথাকার নিত্য পরম উপাদেয় নীতি বৈকুণ্ঠের সেবকদিগের বিশুদ্ধ সত্ত্বোজ্জ্বল হৃদয়ে চির দেদীপ্যমান। বৈকুণ্ঠ-নীতির স্বরূপের সন্ধানলাভ বদ্ধজীবের ভিক্ত অভিজ্ঞতামূলক আত্মবিনাশী জ্ঞানের সাহায্যে আদৌ সম্ভব নহে। নিঃস্বার্থবাদ কিম্বা সাত্ত্বিকল্ বৈকুণ্ঠের সেবা প্রাকৃত ভোগরাজ্যের ব্যাপার-বিশেষের অনুরূপ কল্পনা করিয়া বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। শ্রৌতপন্থায় গুরুপারম্পর্য্যে বদ্ধজীবের হৃদয়ে বৈকুণ্ঠ অনুভূতির অবতরণ বেদোক্ত সাধনসাপেক্ষ। উহা অক্ষজজ্ঞানের অধিগম্য নহে। বিংশতি ধর্ম্মশাস্ত্রে কর্ম্মকাণ্ডের বিচার প্রধানভাবে স্থান লাভ করিয়াছে। ঐ বিচার জাগতিক ন্যায়-অন্যায় তারতম্য বিচার অপেক্ষা উন্নত ভূমিকায় অবস্থিত। কিন্তু কর্ম্মকাণ্ডীয় বিচার বেদসম্মত জ্ঞানকাণ্ডের বিচারের নিকট অবনত হইবার যোগ্য। উপনিষৎ এবং বিশেষভাবে শ্রীগীতাশাস্ত্রে বৈদিক জ্ঞান-কাণ্ড যথাযথভাবে আলোচিত হইয়াছে। উপনিষদোক্ত জ্ঞান অক্ষজজ্ঞান নহে। উপনিষদোক্ত জ্ঞানলাভের উপায় শ্রৌত-পন্থাবলম্বন। "নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন…………….।" "তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া। উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥" অক্ষজ-জ্ঞানীর স্বকপোলকল্পিত মতবাদ অসার যুক্তির সাহায্যে উপনিষদের ঘাড়ে চাপাইবার চেষ্টা নাস্তিকতা মাত্র।

শ্রীবৈকুণ্ঠের সেবায় চিন্ময় রস আছে। 'রসো বৈ সঃ'। শ্রীবৈকুণ্ঠের সেবারস কৃষ্ণসেবারসের পরম চমৎকারিতার সন্ধান প্রদান করে এবং তাহাতেই উহার চরম এবং একমাত্র তাৎপর্য্য। বিধি যদি রাগকে লক্ষ্য না করে তাহা হইলে তাহা সম্পূর্ণ অবিধি। কৃষ্ণসেবা শুদ্ধচেতনের ধর্ম্মের পরিপূর্ণ মুক্ত-প্রগ্রহ অবস্থা। তাহাতে জীবের সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রতার অবাধ অনুশীলন সুষ্ঠুরূপে সম্ভব। কৃষ্ণসেবাই একমাত্র প্রকৃত এবং সম্পূর্ণ স্বাধীনতা। বৈদিক বিধি দ্বারা চেতনের স্বাধীনতা-ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায়।

নীতি বৈধ আচরণের সমর্থক। এই জগতে পাপাচরণের সম্ভাবনা স্বাভাবিক। জাগতিক নৈতিকবিধির একটি উদ্দেশ্য—পাপপ্রশমন। বৈকুণ্ঠে পাপাচরণের সম্ভাবনা নাই। সুতরাং সেখানে জাগতিক নীতির পাপপ্রশমন উদ্দেশ্য অর্থহীন ও অপ্রযোজ্য। বৈকুণ্ঠে শ্রীনারায়ণের সেবায় উৎকর্ষসাধনের জন্য—রসপ্রবর্দ্ধনের নিমিত্ত মনুষ্যজ্ঞানের অগম্য বাস্তবনীতি নিত্য প্রতিষ্ঠিত আছে। গোলোক-বৃন্দাবনে সেবার সম্পূর্ণতা শুদ্ধ-চেতনের যথেচ্ছাচারিতা দ্বারাই সাধিত হয়।

মূল-নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণ কেবল আড়াই প্রকার রসের সেব্য নহেন। তিনি অখিলরসামৃত-মূর্ত্তি। মর্য্যাদারস শ্রীকৃষ্ণে প্রাধান্য লাভ না করিলেও শ্রীকৃষ্ণে উহার অসদ্ভাব নাই। পরন্তু শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মেই মর্য্যাদারসের যথার্থ পরিসমাপ্তি। ইহাই শ্রীকৃষ্ণের মূল-নারায়ণত্বের পরিচায়ক। কৃষ্ণপ্রেম বৈকুণ্ঠের বৈধ-সেবার চরম এবং একমাত্র প্রাপ্য। শ্রীকৃষ্ণই প্রেমের একমাত্র বিষয়। শ্রীকৃষ্ণপ্রেমই যাবতীয় সেবা-ধর্ম্মের মূলনীতি ও চরম লক্ষ্য।

দুর্নীতি কিম্বা জাগতিক-নীতি—এতদুভয়ই সেবাবৈমুখ্যের ফল ; তন্মধ্যে জাগতিক দুর্নীতি অপেক্ষা জাগতিক নীতির দ্বারা চেতনের কথঞ্চিৎ সাম্মুখ্য ব্যতিরেকভাবে সূচিত হয়। তজ্জন্যই জাগতিক নীতির যাহা কিছু মর্য্যাদা। কিন্তু জাগতিক নীতি পূর্ণ-চেতনের অনুশীলনকে অনাদর করিলে তাহা জাগতিক দুর্নীতি অপেক্ষাও হেয়।

বেদবিহিত কর্মকাণ্ড কিম্বা জ্ঞানকাণ্ডের নীতি শ্রৌতবাণীর প্রতি অহৈতুকী শ্রদ্ধার উপরে প্রতিষ্ঠিত। এইজন্যই উহা মনুষ্যকল্পিত তথাকথিত নীতি হইতে চেতনতায় নিকটতর। কিন্তু কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড শ্রৌতবাণীর আশ্রয় পরিত্যাগ করিবামাত্র উহা প্রাকৃত-হেয়-দোষযুক্ত হইয়া দুর্নীতিরই অন্যতম হইয়া পড়ে।

বৈকুণ্ঠনীতি—শুদ্ধ-সেবানীতি—বৈদিক কর্ম ও জ্ঞানকাণ্ডীয় নীতির বহু ঊর্দ্ধে অবস্থিত। ইহা শ্রৌতবাণীর চিন্ময়-সেবার প্রকাশবিশেষ। বৈকুণ্ঠনীতি আত্মার নিরুপাধিক স্বভাবের পরিচায়ক। অজ্ঞজ্ঞানপ্রমত্ত ব্যক্তি বৈকুণ্ঠনীতিকে জাগতিক নীতির অনুকূল কিম্বা প্রতিকূল বিচার করিয়া তদুভয়ের সাম্য কল্পনারূপ তীব্র অপরাধের আবাহন করে। জাগতিক-নীতি অজ্ঞতা ও বিদ্বেষ-প্রসূত। জাগতিক দুর্নীতি ও নীতির কোনটিই পারমার্থিক হিসাবে আদৌ উপাদেয় নহে এবং জাগতিক নীতিবাদিগণকে অনেকস্থলেই দুর্নীতিপরায়ণ হইতেও পরমার্থ নীতির অধিকতর বিরোধী দেখা যায়। জাগতিক নৈতিকসম্প্রদায় ঈশ্বরবিমুখ হইলে অত্যন্ত মৎসরস্বভাববিশিষ্ট হইয়া পড়ে। তাহারা পরম নির্মৎসর, বিষয়ে অনাসক্ত, নারায়ণপরায়ণ সাধুদিগের আচরণ বুঝিতে না পারিয়া নিজেদের মৎসরতাকেই পরার্থিতা বিবেচনা করে।

বৈকুণ্ঠ-নীতিতে প্রতিষ্ঠিত না হইলে শ্রীকৃষ্ণের মূল নারায়ণত্ব—শ্রীকৃষ্ণই যে সমুদয় উপাদেয় নীতির একমাত্র মূল উৎস, ইহা কিছুতেই উপলব্ধির বিষয় হইতে পারে না। ভাণ্ডারকার-প্রমুখ অনেক মনীষিগণ কৃষ্ণলীলায় জাগতিক নীতির অভাব-মাত্র দর্শন করিয়া চিরবঞ্চিত হইয়াছেন। জাগতিক নীতির অনুপাদেয়তা ও মৎসরতা জীবের শুদ্ধ অস্মিতায় ভগবৎকৃপায় উপলব্ধ হয়। অনর্থযুক্ত অবস্থায় 'নেতি'-'নেতি'-বিচারে অজ্ঞজ্ঞানিসম্প্রদায় জাগতিক দুর্নীতিকে গর্হণ করিয়া থাকেন। কিন্তু অজ্ঞজ্ঞানীর এই মৎসর নৈতিকতাও অভিভুক্ত ও কপটতাপূর্ণ। উহার অনুশীলন অজ্ঞজ্ঞানীর পক্ষে অপরিহার্য্য হইলেও তদ্দ্বারা প্রকৃত মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই। সুতরাং কৃষ্ণলীলাবিরোধী কপটনীতিবাদী সম্প্রদায় সাধুর আনুগত্যে শুদ্ধচেতনের অনুকূল অনুশীলন দ্বারা বৈকুণ্ঠ-বিচারে প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্য্যন্ত প্রচ্ছন্ন ভক্তভোগকেই যে জীবের পরম কল্যাণ বলিয়া নির্দিষ্ট করিবেন, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি ?

কৃষ্ণলীলাতাৎপর্য্যজ্ঞানদ্বারাই জগতের সর্ববিধ হেয়ত্বের মূল কারণ বস্তুতঃ উপলব্ধ হইতে পারে। শ্রীনারায়ণের সেবায় জগতের হেয়ত্বের আদৌ সম্ভাবনা নাই। তদ্দ্বারা উক্ত হেয়ত্বের অস্তিত্বের কারণ বুঝিতে পারা যায় না। কৃষ্ণেও কোন প্রকার হেয়ত্ব নাই। তথাপি জাগতিক হেয়ত্ব কৃষ্ণ-পাদপদ্মের পরম উপাদেয়ত্বের বিকৃত ছায়ারূপে ব্যতিরেকভাবে পরম সত্যের সন্ধান প্রদান করিয়া স্বীয় অস্তিত্বের সার্থকতা প্রদর্শন করে। সুতরাং জাগতিক হেয়ত্ব নিরর্থক নহে। পাপের অনুপাদেয়ত্ব ও অনস্তিত্বের প্রকৃত রহস্য কি, এই সমস্যার সুবৈজ্ঞানিক সমাধান একমাত্র কৃষ্ণপাদপদ্মেই অবস্থিত। শ্রীনারায়ণেও ইহার সুষ্ঠু সমাধান নাই। শ্রীনারায়ণের পূর্ণতা কৃষ্ণপাদপদ্মের চমৎকারিতা এবং হেয় ও উপাদেয় সর্ববিধ বৃত্তির অবলম্বনকেই লক্ষ্য করে। শ্রীনারায়ণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের এই নিগূঢ় সম্বন্ধ যাঁহার লক্ষিতব্য হয় নাই, তিনি শ্রীনারায়ণের সেবার প্রকৃত তাৎপর্য্যের অনুশীলনে উৎসাহযুক্ত সন্দেহ নাই।

বৈকুণ্ঠে শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ চিন্ময় ঐশ্বর্য্য রসে সেবিত হন। বৈকুণ্ঠের অধিবাসিগণের শ্রীনারায়ণের সেবাই একমাত্র কৃত্য। উহা কোন জাগতিক-ভক্তিযুক্ত অনুষ্ঠিত হয় না। বৈকুণ্ঠে ভগবান্ তাঁহার সেবকগণের বহু ঊর্দ্ধে অবস্থিত থাকিয়াও তাঁহাদের প্রতি কৃপাপূর্ব্বক স্বীয় অভয় প্রভুত্ব বিস্তার করেন। ভগবানের প্রভুত্বশক্তি বৈকুণ্ঠে পূর্ণরূপে প্রকাশিত। ইহাই বৈকুণ্ঠ ও বৈকুণ্ঠসেবকের বিশেষত্ব ও পরম চমৎকারিতা।

এই প্রপঞ্চে ভগবানের শক্তি বদ্ধজীবের দৃষ্টিকে আবৃত করিয়া ভগবানের ঐশ্বর্য্য-দর্শন হইতে তাহাকে বঞ্চিত করে। জীবের পক্ষে ইহা অপেক্ষা অধিকতর দুর্ভাগ্য আর কি হইতে পারে ? জাগতিক নীতি ও দুর্নীতি ভগবদ্দর্শনের বাধা-স্বরূপ হওয়ায় উহা জীবের শুদ্ধ স্বভাবের আশ্রয়ণীয় হইতে পারে না।

বৈকুণ্ঠনীতির তুলনায় জাগতিক নীতি অতি তুচ্ছ ও সম্পূর্ণ গর্হণযোগ্য। বৈকুণ্ঠনীতি শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণের সেবা-প্রাপিকা। সুতরাং তদ্দ্বারা জাগতিক পাপপুণ্যের মলিনতা-সংগ্রহ সম্ভব নহে। শ্রীশ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মের সেবার পরম-নৈতিকতার ইহাই প্রকৃষ্ট প্রমাণ যে, সমুদয় শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধের মূল আশ্রয় শ্রীনারায়ণ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মের অসমোর্দ্ধ-সেবা-সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট। শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মের সেবাসৌন্দর্য্য স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকেও আকৃষ্ট করে। ইহাই শ্রীগৌরলীলার গূঢ়তম শিক্ষা। সুতরাং যে-সমুদয় অজ্ঞজ্ঞানপ্রমত্ত ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণ-সেবায় জাগতিক নৈতিকতার অভাব কল্পনা করিয়া কাপট্যপূর্ণ অনুশোচনা প্রদর্শনের অভিনয় করেন, তাঁহারা সর্ব্বাপেক্ষা ভাগ্যহীন। আবার যে সমুদয় ব্যক্তি কৃষ্ণসেবার ছলনায় জাগতিক দুর্নীতির অনুশীলন করিতেও পশ্চাৎপদ হন না, তাঁহারা জগতের প্রধান শত্রু।

শ্রীকৃষ্ণের মূল নারায়ণত্ব উপলব্ধ না হইলে প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত রসের বৈষম্য বিচারে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারা যায় না। শ্রীকৃষ্ণের মূল-নারায়ণত্ব সম্বন্ধে একটী প্রমাণ-শ্লোক প্রবন্ধের শীর্ষদেশে প্রদত্ত হইয়াছে। আরও কয়েকটী নিম্নে উদ্ধার করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি।

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥
(ভাঃ ১।২।১১)

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।
ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে॥
(ভাঃ ১।৩।২৮)

অত্র সর্গো বিসর্গশ্চ স্থানং পোষণমূতয়ঃ।
মন্বন্তরেশানুকথা নিরোধো মুক্তিরাশ্রয়ঃ॥
দশমস্য বিশুদ্ধ্যর্থং নবানামিহ লক্ষণম্।
বর্ণয়ন্তি মহাত্মানঃ শ্রুতেনার্থেন চাঞ্জসা॥
(ভাঃ ২।১০।১-২)

দশমে দশমং লক্ষ্যমাশ্রিতাশ্রয়বিগ্রহম্।
শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরং ধাম জগদ্ধাম নমামি তৎ॥
(ভাঃ ১০।১।১ শ্রীধর-ব্যাখ্যা)

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্॥
(ব্রহ্মসংহিতা ৫।১)

রামাদি-মূর্ত্তিষু কলানিয়মেন তিষ্ঠন্
নানাবতারমকরোদ্ভুবনেষু কিন্তু।
কৃষ্ণঃ স্বয়ং সমভবৎ পরমঃ পুমান্ যো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥
(ব্রহ্মসংহিতা ৫।৩৯)

নদীয়াপ্রকাশ

কি শিক্ষা দিতেছেন

[মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ]

দশ-বৎসর-কাল যাবৎ 'দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ' বিশ্বের একমাত্র দৈনিক-বিশুদ্ধ পারমার্থিকপত্র-রূপে আমাদিগকে যে-সকল মহতী শিক্ষা প্রদান করিতেছেন, তাহা আলোচনা ও অনুসরণ করিবার সময় আসিয়াছে। সাময়িক পারমার্থিক-পত্র ও সাহিত্যের মধ্যে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী' যেরূপ শুদ্ধভক্তিপ্রচারের অগ্রণী ও একমাত্র যুগপৎস্বরূপে প্রকাশিত হইয়াছিলেন, তাহার পরবর্ত্তী যুগে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত "গৌড়ীয়"পত্র যেরূপ অবিচ্ছিন্ন পারমার্থিক সন্দেশ প্রতি সপ্তাহে বিতরণ করিয়া নূতন পারমার্থিক যুগের সূচনা করিয়াছেন, তদ্রূপ শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যের প্রতিষ্ঠিত "দৈনিক-নদীয়াপ্রকাশ" পত্রও শ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাবস্থলী শ্রীমায়াপুর হইতে নিত্য নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রকাশিত হইয়া কেবল যে নদীয়ার লুপ্ত গৌরব-গাথার পুনরুদ্ধার করিয়াছেন, তাহা নহে, পারমার্থিক দিকে এক যুগান্তর আনয়ন করিয়া সকলকে চমৎকৃত করিয়াছেন। যে যুগ পাষণ্ড-নাস্তিকতা ও হরি-বিমুখতার বহুরূপিণী চিত্তচারিণী বৃত্তিতে আকৃষ্ট, সেই যুগে নিত্য নিয়ম করিয়া অপ্রতিহতভাবে "দৈনিক-নদীয়াপ্রকাশ" যে শ্রীচৈতন্যবাণীর শিক্ষা-সমুদ্র-বিতরণের শুভ দশ বৎসরকাল যাবৎ সগৌরবে উদ্যাপন করিয়া আসিয়াছেন, কেবল তাহাই নদীয়া-প্রকাশের একটি সর্ব্বোচ্চ শিক্ষা ও আদর্শ বলিয়া গৃহীত হইবে। 'নদীয়াপ্রকাশের' এই শিক্ষাটি—শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টকের "কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ" শিক্ষারই মূর্ত্ত আদর্শ। হরিকথা-শ্রবণে অনভিরুচি ও আধ্যক্ষিকতার কাণাকড়ির গর্ব্বে গর্ব্বিত ও দাম্ভিক ব্যক্তিগণের নিকট নিত্য হরিসেবার নানা-প্রকার শিক্ষা প্রচার করিয়া দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ শিক্ষাষ্টকের শিক্ষাসার কীর্ত্তন করিবার আদর্শশিক্ষাই আমাদিগের নিকট প্রচার করিতেছেন।

স্বয়ং বিশ্বের শিক্ষকগণের মূলপুরুষ বিশ্বম্ভর শ্রীমায়াপুর-চন্দ্র "শিক্ষাষ্টক" কীর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন শ্রীচৈতন্যভাগবতে শ্রীচৈতন্যের ও শ্রীচৈতন্যভাগবতগণের শিক্ষা প্রচার করিয়াছেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে শ্রীরূপশিক্ষা, শ্রীসনাতনশিক্ষা, সার্ব্বভৌম ও প্রকাশানন্দশিক্ষা প্রভৃতি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। শ্রীরূপানুগবর শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর আরাধ্য শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভু 'মনঃশিক্ষা'দ্বারা জীবশিক্ষা দিয়াছেন। শ্রীল রঘুনাথের আরাধ্য শ্রীল রূপ উপদেশামৃতের শিক্ষা বিস্তার করিয়াছেন। কিছুদিন পূর্ব্বে রূপানুগবর শ্রীল ঠাকুর ভক্তি-বিনোদ 'শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত', 'শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা', 'জৈব-ধর্ম্ম', 'ভজনরহস্য', 'কল্যাণকল্পতরু', 'শরণাগতি' প্রভৃতি গ্রন্থে অশেষ প্রকারে শুদ্ধভক্তিশিক্ষা ও সাধ্যসাধন ভজন-শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার সম্পাদিত সজ্জন-তোষণীতে 'সাধুশিক্ষা'-শীর্ষক প্রবন্ধের মধ্যেও করিয়া শ্রীমন্মহা-প্রভুর সর্ব্বতোমুখী শিক্ষাসমূহ প্রচার করিয়াছেন। অধুনাতন আচার্য্য ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর তাঁহার আচার ও প্রচারের মধ্যে শ্রীচৈতন্যশিক্ষার প্রকৃত তাৎপর্য্যসমূহের মূর্ত্ত আদর্শ প্রকাশ করিয়াছেন। অনুক্ষণ হরি-কথা কীর্ত্তন দ্বারা, সাময়িক পত্রের দ্বারা, গ্রন্থের দ্বারা, প্রচারকগণের আচার ও প্রচারের দ্বারা, পারমার্থিক প্রতিষ্ঠান-

সমূহের উন্মোচন-দ্বারা, সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী উদ্ঘাটনের দ্বারা, শ্রীমূর্ত্তি ও শ্রীগৌরপাদপীঠের সেবা প্রচারের দ্বারা, ভগবদ্ধাম প্রকট ও পরিক্রমা-দ্বারা, পরমার্থের বীজ-বপনোদ্দেশ্যে বিবিধ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান-স্থাপনের দ্বারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিশুদ্ধ-শিক্ষা বিশ্বের সর্ব্বত্র বিস্তার করিয়াছেন। 'দৈনিক-নদীয়াপ্রকাশ' সেই সকল মহাজনের শিক্ষা-বিস্তারেরই বৈকুণ্ঠ দূত।

নদীয়াপ্রকাশ যে কত প্রকারে আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন ও দিতেছেন, তাহার সম্পূর্ণ তালিকা প্রস্তুত করা অসম্ভব। তাঁহার শিক্ষা সর্ব্বতোমুখী এবং সমগ্র ধারায় প্রবাহিত। নদীয়াপ্রকাশ বহির্মুখ ও অন্তর্মুখ উভয় প্রকার লোককেই শিক্ষা দিয়েছেন। যে কার্য্যটী "গৌড়ীয়" হয় ত' অনেক সময় সম্পাদন করিতে বিরত হইয়াছেন, নদীয়া-প্রকাশ সেই কার্য্য সম্পাদন করিয়া তাঁহার শিক্ষাকে সর্ব্বপ্রকার যোগ্যতার নিকট উপস্থিত করিয়াছেন। দৈনিক-নদীয়াপ্রকাশ তাঁহার প্রত্যেকপত্রে বিবিধ সাধারণ-সংবাদদ্বারা একশ্রেণীর অধিকারীকে পারমার্থিক শিক্ষায় বাহ্যিকভাবে লুব্ধ করিতেছেন, আবার ক্রমে ক্রমে তাঁহার অন্তরে আনিয়া অন্তরঙ্গভাবে শিক্ষা দিবারও যত্ন করিতেছেন। যাঁহারা অন্তর্মুখ, তাঁহাদিগের প্রতিও নদীয়া প্রকাশের শিক্ষার অন্ত নাই। নদীয়াপ্রকাশের স্তম্ভে সময় সময় শ্রীল প্রভুপাদের অনেক অমূল্য প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে এবং ইহাতে আচার্য্যের অনেক নিষ্কপট সেবকগণের আদর্শ সেবার শিক্ষা সুন্দরভাবে প্রচারিত হইয়াছে। নদীয়াপ্রকাশের প্রতি আচার্য্যদেবের অধিকতর স্নেহ-বিশিষ্ট; তাহার কারণ, নদীয়ার দেশে এই প্রদীপ ও সনাতন শিক্ষক প্রত্যহই সকলের দ্বারে সমুপস্থিত হইয়া সরল ও অনবদ্য ভাষায় শ্রীচৈতন্যের বাণীর শিক্ষাপ্রচারে তৎপর।

নদীয়াপ্রকাশের শিক্ষা সর্ব্বব্যাপিনী বলিয়া সকলেই নদীয়াপ্রকাশের নিকট পৌঁছিবার প্রয়াস করেন। নদীয়াপ্রকাশের কৃপায় আমাদের শিক্ষা-লব্ধ আমরা [illegible] লাভ করিতে পারি। নদীয়াপ্রকাশ যেন সমগ্র গৌড়ীয়-প্রতিষ্ঠান ও বৈষ্ণব-সমাজ, তথা পরমার্থ-শিক্ষার্থিজনসমূহের দৈনিক 'বুলেটিন্' স্বরূপ।

হয় ত' এমন দিন আসিবে,—যেদিন নদীয়াপ্রকাশের শিক্ষায় একটি বিরাট্ অভিধান প্রস্তুত হইবে। কিন্তু আমরা বর্ত্তমানেই অনেকের জীবনকে নদীয়াপ্রকাশের শিক্ষায় কোনরূপে অনুপ্রাণিত করিতে পারিয়াছি। ইহাই নদীয়াপ্রকাশের বাস্তব ও প্রত্যক্ষ শিক্ষা। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার 'সাধুশিক্ষা' প্রবন্ধে বলিয়াছেন,—"কেবল কথাদ্বারা শিক্ষা দিলে যথেষ্ট হয় না, ব্যবহার-শিক্ষা দেওয়াই প্রকৃত কার্য্য।" নদীয়াপ্রকাশের সেবা [illegible] যাঁহারা তাঁহার শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়াছেন, তাঁহাদের চরিত্রে অনেকের শিক্ষার আদর্শ হইয়াছে।

নদীয়াপ্রকাশের আর একটি শিক্ষা এই যে, অন্যান্য সাধারণ বাঙ্গালা বা তথাকথিত ধর্ম্মপ্রচারকারী সাময়িক পত্রগুলির ন্যায় ইহার সম্পাদকগণ বেতনভোগী বা বৃত্তিজীবী সেবক নহেন, কিংবা ইঁহারা "[illegible]" [illegible] দলের ন্যায় ভোগ ও ত্যাগের সাধক নহেন। যাঁহারা নদীয়াপ্রকাশের সেবা করেন, তাঁহারা সেই সেবাকেই তাঁহাদের জীবনের একমাত্র ব্রত বলিয়া বরণ করিয়াছেন এবং স্ব-স্ব জীবনের মধ্যে নদীয়াপ্রকাশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহা প্রচার করিতেছেন।

নদীয়াপ্রকাশের আর একটি বিশেষ শিক্ষা ও সেবা নবদ্বীপধাম প্রকাশ। শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভার আবির্ভাব ও শিক্ষাকে দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ সম্পূর্ণ ও সর্ব্বতোভাবে সকল [illegible] কারণ [illegible] জগৎ [illegible] ব্যক্তি [illegible] জীবন অপরাধপরায়ণ, দুর্নৈতিকতা, জড়প্রতিষ্ঠালোলুপতা ও বহির্মুখ-সংসারাসক্তিতে আচ্ছন্ন, সেইরূপ ব্যক্তিগণ আত্মকল্পিত অবৈধ প্রতিযোগিতা করিয়া নবদ্বীপ ধামের সম্বন্ধে যে-সকল অসৎমত ও কুশিক্ষা প্রচার করিতেছে ও তদ্দ্বারা জগতের যে অহিত সম্পাদন করিয়াছে, 'দৈনিক-নদীয়াপ্রকাশ' সেই সকল নরক-প্রাপিকা পাষণ্ড-শিক্ষার বীজ উৎপাটিত করিয়া তথায় অধোক্ষজ-শ্রীচৈতন্যশিক্ষার অপ্রাকৃত-প্রচার করিতেছেন।

ধামাপরাধ, নামাপরাধ ও কামাপরাধ প্রচারই যাবতীয় অভক্তাদি-সম্প্রদায়ের প্রচারিত সংবাদপত্রের ভ্রান্ত ও অক্লান্ত চেষ্টা। দৈনিক-নদীয়াপ্রকাশ নিত্য সেইসকল শিক্ষার বীজ উৎপাটন করিয়া মঙ্গলময়ী ধাম-সেবা, শুদ্ধনাম-সেবা ও কৃষ্ণকামসেবার শিক্ষা নানা প্রবন্ধে, নিবন্ধে ও প্রসঙ্গে আলোচনা করিয়া থাকেন। ইহা যে কত বড় মঙ্গলময় দান, কত মহতী কৃপা, কত ভুবনপাবনী শিক্ষা, তাহা একমাত্র বাস্তব মঙ্গলকামীই বুঝিতে পারিবেন।

'নদীয়াপ্রকাশ' বলিতে আমরা নদীয়াতে যিনি প্রকাশিত হইয়াছিলেন, সেই মহাপুরুষ গৌরচন্দ্র, অথবা যাঁহারা নদীয়াকে প্রকাশ করিয়াছেন, সেই শ্রীচৈতন্যভাগবতগণকেই বুঝি। শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্য, শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম, শ্রীল শ্যামানন্দ, শ্রীল পরমানন্দ দাস বা বর্ত্তমান যুগে লুপ্ত নদীয়ার পুনঃপ্রকাশক বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথ ও ঠাকুর ভক্তিবিনোদ, নদীয়ার গৌরব-পুনঃবিস্তারকারী ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর—ইঁহারা সকলেই নদীয়াপ্রকাশ। ইঁহাদের বাণী ও শিক্ষা দৈনিক-নদীয়াপ্রকাশপত্রের অঙ্গে পঞ্চসংস্কারের অঙ্কনের শীতলতাপের ন্যায় নিত্য প্রকাশিত। দৈনিক-নদীয়াপ্রকাশ রূপানুগবরগণের সেই শিক্ষার শীতলতাপ অঙ্গে ধারণ করিয়া, কলিযুগপাবন স্বভজন বিভজন-প্রয়োজন-অবতারী শ্রীচৈতন্যের নব-নবায়মান সেবা-সন্দেশের বিজয়-ডিণ্ডিমের দ্বারা [illegible] রচনা করিয়া শ্রীধামসেবক 'নদীয়াপ্রকাশ' নামে বিভূষিত হইয়া, শ্রীচৈতন্যশিক্ষার মহিমা দৈনিক কীর্ত্তনমুখে উদ্যাপন করিতেছেন। শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু এবং গোস্বামী ও আচার্য্যগণের যাবতীয় সুসিদ্ধান্ত-শিক্ষাই সরল ভাষায় প্রচারিত নদীয়াপ্রকাশের শিক্ষা। জন্মাষ্টমী, গৌর-প্রকট-পূর্ণিমা ও শ্রীব্যাসপূজা-বাসরে প্রতি বৎসর নদীয়াপ্রকাশের বিশেষ সংখ্যাসমূহে আমাদের নিত্যকল্যাণপ্রদ-শিক্ষা-লাভের অনেক কথা আলোচিত হইয়া থাকে। আমরা নদীয়াপ্রকাশ শ্রীচৈতন্যের অভিন্নমূর্ত্তি দৈনিক-নদীয়াপ্রকাশকে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের শ্রীচৈতন্যশতকের অনুসরণে স্তব করিয়া বলিতে পারি,—

বৈরাগ্যবিদ্যা-নিজভক্তিযোগশিক্ষার্থমেকঃ পুরুষঃ পুরাণঃ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যশরীরধারী কৃপাম্বুধির্যস্তমহং প্রপদ্যে॥

কৃতজ্ঞতা ও নিবেদন

অলৌকিক সেবা-বিজ্ঞানে সম্যক্ জ্ঞাত গুরুপাদপদ্মৈকব্রত যে-সকল মহাত্মা প্রতি বৎসর শ্রীনদীয়া-প্রকাশের বিশেষ-সংখ্যার জন্য প্রবন্ধাদি প্রদান করিয়া আমাদিগকে সেবায় উৎসাহিত করেন, আজ জন্মাষ্টমী-বাসরে "আরাধনানাং সর্ব্বেষাম্" শ্লোকের বিচারানুসারে সর্ব্বপ্রথম তাঁহাদের পাদপদ্ম বন্দনা করিয়া তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। সময়াভাববশতঃ যাঁহাদের প্রবন্ধ এই জন্মাষ্টমী-সংখ্যায় সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবেও প্রকাশ করিতে পারিলাম না তাঁহাদের শ্রীচরণে ক্ষমা-ভিক্ষা করিয়া আগামীতে নিশ্চিতভাবে প্রবন্ধ দিবার জন্য নিবেদন জানাইতেছি। এই সংখ্যায় যে প্রবন্ধগুলি আংশিকভাবে প্রকাশ হইয়াছে, তাহাদের অবশিষ্টাংশ এবং অন্যান্য প্রবন্ধ অন্যোৎসব-সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে।—নঃ প্রঃ সঃ

জন্মাষ্টমীতে কৃত্য

[মহোপদেশক অধ্যাপক শ্রী[illegible] ভক্তিশাস্ত্রী এম্-এ,বি-এল্]

পরমহংসকুলশিখামণি শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর শ্রীমুখের অমৃতময়ী পরমার্থ-বাণী হইতে আমরা জানিতে পারি যে, স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবসময়ে নিখিল গুণরাশি যুগপৎ সমবেত হইয়া সেই শুভকালের পরমশোভা-সম্বর্দ্ধনার্থ সেবা-সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিল। বিশ্বের আলো বিশ্বের কল্যাণার্থ গোলোকের অব্যয় বস্তু ভূলোকে জন্মলীলা প্রকট করিবেন—এই জন্য, কি এক অজ্ঞাত প্রেরণায় দ্যুলোক, ভূলোক, ভুবর্লোক—তিন লোকই আনন্দোল্লাসে মাতিয়া উঠিয়া সর্ব্বমঙ্গল অবতার-লীলার আগমনী গাহিয়াছিল। তখন প্রজাপতি ব্রহ্মার নক্ষত্র-রোহিণী সমুদিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে অপর সকল গ্রহ-নক্ষত্র-তারকা তখন শান্তভাব ধারণ করিল, সকল দিক্ প্রসন্ন হইল, সুনির্ম্মল নক্ষত্রমালার প্রকাশে গগন সমুজ্জ্বল হইল। ভুবর্লোকের এই আনন্দ ও প্রসন্নতা ভূলোকে প্রভাব বিস্তার করিল। ধরিত্রী-বক্ষে নগর, গ্রাম, গোষ্ঠ ও আকর-স্থানসকল মঙ্গলে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল, নদীসমূহের জল প্রসন্নভাব ধারণ করিল, সরোবর-সমূহে পদ্মের শোভা বিকসিত হইল, বনরাজিতে স্তবকসকল বিহঙ্গশ্রেণীর ও অলিকুলের মধুর ঝঙ্কারে মুখরিত হইয়া উঠিল, অতিসুখস্পর্শ সুনির্ম্মল বায়ু পুণ্যগন্ধভার লইয়া বিচরণ করিতে লাগিল, যাজ্ঞিক ঋত্বিক্ ও ব্রাহ্মণগণের যজ্ঞাগ্নিকুণ্ড শান্তজ্যোতিতে সমুদ্দীপ্ত হইতে থাকিল এবং বিষ্ণুবিদ্বেষী কতিপয় অসুর ব্যতীত জগতের সর্ব্বপ্রাণীর ও দেবগণের মন প্রসন্নভাবে পরিপূর্ণ হইল। স্বর্গে দুন্দুভি বাজিতে লাগিল। অজ ভগবানের জন্ম-মুহূর্ত্ত আগতপ্রায় হইলে আনন্দোল্লসিত কিন্নরগন্ধর্ব্বগণ গান, সিদ্ধচারণগণ স্তব, বিদ্যাধরী ও অপ্সরাগণ নৃত্য এবং দেবতাগণ পুষ্পবৃষ্টি আরম্ভ করিয়া দিলেন। ঊর্দ্ধে নীলাম্বুধির বারিরাজি এবং নিম্নে নীলাম্বুধির বারিরাশি মৃদুমধুর নিনাদে তাল-লয়-সংরক্ষণপূর্ব্বক স্বর্গের সঙ্গীত-নৃত্যের পূর্ণতা বিধান করিতেছিল।

ত্রিজগৎ এইরূপে যখন শান্তি ও আনন্দোল্লাসে নিমজ্জিত, তখন দুঃখ-নির্য্যাতনের আগার কারাগারের মধ্যে সর্ব্বজন-গুহাশায়ী ভগবান্ উজ্জ্বল জ্যোতিঃতে সমুদ্ভাসিতা দেবকীর জঠর হইতে বাহিরে দৃষ্টিগোচরে নিজের ঐশ্বর্য্যস্বরূপ প্রকাশিত করিলেন। কংসকারাগারে দেবকীর সমক্ষে দেবকীকে [illegible] করিয়া ষোলটি কলায় পরিপূর্ণ পূর্ণচন্দ্র কৃষ্ণচন্দ্র এবং পূর্ব্বাকাশে প্রাচী দিক্ উদ্ভাসিত করিয়া পূর্ণচন্দ্রবৎ পূর্ণ ও সমুজ্জ্বল অষ্টমীর চন্দ্র যুগপৎ উদিত হইলেন। বসুদেব দেখিলেন—এক অদ্ভুত বালক কারাগারের কক্ষমধ্যে উজ্জ্বল শোভা বিস্তার করিয়াছেন। বালক কমললোচন, চতুর্ভুজ, শঙ্খচক্রগদাপদ্ম-হস্ত, বক্ষে শ্রীবৎসলাঞ্ছিত, কণ্ঠে কৌস্তুভশোভিত, পীতবসনপরিহিত, ঘনমেঘকান্তিতে রুচিরদর্শন; তাঁহার কুন্তলরাশি বৈদূর্য্যখচিত কিরীটকুণ্ডলের শোভায় বিজড়িত; উজ্জ্বল কটিহার, অঙ্গদ ও কঙ্কণাদি অলঙ্কারে শোভিত হইয়া তিনি নিজদেহ-শোভায় কারাভ্যন্তরে সূতিকাগৃহকে উদ্ভাসিত করিয়াছেন। এই বালকের আবির্ভাবদ্বারা পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছে—এই ধারণায় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া কারারুদ্ধ বসুদেব তন্মুহূর্ত্তেই মনে মনে ব্রাহ্মণগণকে বহু দান করিয়া ফেলিলেন। কিন্তু পরক্ষণে তিনি এই অদ্ভুত বালককে অধোক্ষজ পুরুষোত্তম সাক্ষাৎ ভগবান্ বলিয়া বুঝিতে পারিলেন, চিনিতে পারিয়া বালকরূপী ভগবানের স্তব করিলেন। অতঃপর দেবকীর প্রার্থনায় সেই অদ্ভুত বালক তাঁহাদের চক্ষুর সম্মুখে প্রাকৃত শিশুরূপ ধারণ করিলেন। পরের দিন গোকুলে নন্দগৃহে যশোদাতে নন্দ তাঁহার পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছে জানিয়া মহতী পুত্রের জাতকর্ম্মাদি সংস্কার অত্যন্ত মহোৎসবে করিলেন।

[অতঃপর ১০ম পৃষ্ঠার ২য় স্তম্ভে দেখুন]

সিদ্ধান্ত ও লীলা

[পণ্ডিত শ্রীপাদ রামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী]

মঙ্গলাচরণ

শ্রীচৈতন্যপ্রভুং বন্দে বালোঽপি যদনুগ্রহাৎ।
তরেন্নানামতগ্রাহব্যাপ্তং সিদ্ধান্তসাগরম্ ॥
কৃষ্ণোৎকীর্ত্তনগাননর্ত্তনকলাপাথোজনি ভ্রাজিতা
সদ্ভক্তাবলিহংসচক্রমধুপশ্রেণীবিহারাস্পদম্।
কর্ণানন্দিকলধ্বনির্বহতু মে জিহ্বামরুপ্রাঙ্গণে,
শ্রীচৈতন্যদয়ানিধে তব লসল্লীলা-সুধাস্বর্ধুনী ॥

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আঃ ১।২-২

যাঁহার অনুগ্রহে অজ্ঞব্যক্তিও নানামতবাদরূপ অর্থাৎ বুদ্ধ-জৈমিনী-পতঞ্জলী-গৌতম-কণাদ-কপিল শঙ্কর-দত্তাত্রেয় - কথিত বিদ্যাবিবদমান নক্র-মকর-প্রভৃতি জলচরাদিরূপ মতবাদাদি-পরিপূর্ণ সিদ্ধান্তসমূদ্র অনায়াসে উত্তীর্ণ হয় আমি সেই শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য মহাপ্রভুকে বন্দনা করি।

'হে দয়াসমুদ্র শ্রীচৈতন্যদেব! শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক উচ্চকীর্ত্তন-গীত-নর্ত্তনাদি অম্বুজশোভিত এবং হংসচক্রবাক্ ভ্রমরস্বরূপ সাধু ভক্ত সকলের বিহারস্থান তথা সকলের কর্ণানন্দজনক স্রোতের অস্ফুট মধুরধ্বনিরূপ তোমার দীপ্তিমতী লীলামৃত-ভাগীরথী আমার মরুপ্রাঙ্গণ স্বরূপ জিহ্বাক্ষেত্রে নিরন্তর প্রবাহিত হইতে থাকুন।

সিদ্ধান্তের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ

অজরূঢ়ি ও সাধারণ-রূঢ়িবৃত্তির ধিক্কারকারী বিদ্বদ্রূঢ়ির ন্যায়ানুসারে সাধুশাস্ত্র ও গুরুবাক্যই সৎসিদ্ধান্ত নামে অভিহিত। উক্ত সৎসিদ্ধান্তসমূহ শ্রবণ-পথে বরণ করিলেই নিখিল অনুচেতনের নিত্যশ্রেয়ো লাভ হয়। বিশেষতঃ আশ্রয়-জাতীয় ভগবান্ শ্রীগুরুদেব বিষয়জাতীয় ভগবান্ পরব্রহ্মের শ্রীমুখনিঃসৃত স্বতঃসিদ্ধ শাস্ত্রসিদ্ধান্ত ব্যতীত অশ্রৌতসিদ্ধান্ত প্রচার করিয়া জগজ্জাল আনয়ন করেন না। আরোহপন্থা বা শ্রৌতসিদ্ধান্তও অবরোহপন্থক্রমে শ্রীগুরুমুখব্যতীত গুরু-ব্রুব আরোহবাদীর মুখে কখনও কীর্ত্তিত হন না। আবার শ্রীগুরুদেব সাধু বা পূর্ব্ব মহাজনগণের বর্ম্মানুবর্ত্তন ব্যতীত ইতর বিষয়ের উপদেশ প্রদান করেন না। সুতরাং সাধু শাস্ত্র-গুরুবাক্যের মহাঐক্যতানময় শব্দব্রহ্মই বাণীরূপে প্রকাশিত হইয়া সৎসিদ্ধান্ত নামে অভিহিত হন। পরন্তু উক্ত মহাঐক্য-তানময়ী সিদ্ধান্তবাণী একমাত্র সিদ্ধান্তবিগ্রহ সদ্গুরুর শ্রীমুখেই কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। শ্রীগুরুদেবের অহৈতুক-কৃপাবলে, প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবোন্মুখবৃত্তিসম্পন্ন সাধকের হৃদয়ে উক্ত সৎসিদ্ধান্তসমূহ উপলব্ধির বিষয়ীকৃত হইয়া থাকে। অতএব সৎসিদ্ধান্তই একমাত্র বাস্তবসত্য ভগবদ্বস্তুর নিত্যপরিচায়ক ও নিত্যপথপ্রদর্শকরূপে বর্ত্তমান।

সিদ্ধান্তশ্রবণ একান্ত কর্ত্তব্য

অনেকে স্ব-স্ব দুর্ভাগ্যক্রমে সদ্গুরুসমীপে সৎসিদ্ধান্ত শ্রবণ-বিষয়ে ঔদাসীন্য অবলম্বন করতঃ অতীব-ভগবৎ-ঐশ্বর্য্যযুক্তশ্রীর অভিমানে প্রমত্ত হওয়ায় ঐকান্তিক শ্রেয়োলাভে অসমর্থ ও তৎফলে অধিক পরিমাণে কৃষ্ণবৈমুখ্য সংগ্রহ করিয়া থাকেন। আবার সিদ্ধান্তহীন ভক্তাভিমানী সহজিয়াগণও ভক্তিবিরোধী অঙ্গভাবসমূহকে ভক্তিজ্ঞানে অনর্থরাশির ক্রীতদাস হইয়া পড়েন। ফলতঃ নির্ব্বিশেষবাদিগণ যেরূপ ভক্তিসিদ্ধান্ত শ্রবণা-দিকে ভ্রমবশতঃ কর্ম্মাঙ্গ বা অনিত্য উপায় জ্ঞান করিয়া অধঃ-পতিত হন তদ্রূপ সিদ্ধান্তহীন ভক্তগণ সৎসিদ্ধান্তসমূহকে স্ব-স্ব-ইন্দ্রিয়বৃত্তির প্রতিকূল জ্ঞানীয় বলিয়া শ্রবণাদিতে আলস্য প্রদর্শন-করতঃ কৃষ্ণভক্তিলাভে চিরবঞ্চিত হইয়া থাকেন।

শ্রীভগবান্ ও তদীয় ভক্তের চিন্ময় নাম, রূপ, গুণ, পরি-কর ও লীলাসমূহ একমাত্র সিদ্ধান্তসম্পুটেই নিত্যকাল সুরক্ষিত আছেন। সুতরাং গুরুমুখে সিদ্ধান্তশ্রবণের পূর্ব্বেই জীবের পক্ষে ভগবল্লীলাদির স্ফুরণ বা অনুভূতি হওয়া সিদ্ধের কৃপা ব্যতীত একেবারেই অসম্ভব। শ্রীভগবান্ ও ভক্তের নাম, রূপ, গুণ, পরিকর ও লীলা বিষয়ক সিদ্ধান্তসমূহ প্রভাবাদের শ্রবণপথগত হইলেই তাহাকে শ্রবণ বলা যায়। সাধন-প্রারম্ভে সদ্গুরুসমীপে ভগবন্নামতত্ত্ববিষয়ক সিদ্ধান্ত-শ্রবণ সাধকের একান্ত কর্ত্তব্য। তৎপরে ক্রমোন্নত অবস্থায় যোগ্যতানুসারে রূপ, গুণ, পরিকর-দের সেবা বৈশিষ্ট্য ও ভগবল্লীলাদি শ্রবণের কথা; সুতরাং সিদ্ধান্তসকল শ্রবণমুখেই ভগবৎকৃপাবলে সাধকের হৃদয়ে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। সুতরাং শ্রৌতপিপাসু ভাগ্যবান্ সাধকের সমীপেই ভগবল্লীলাসমূহ সর্ব্বাঙ্গসম্পন্না হইয়া নাম, রূপ, গুণাদি সহ সুস্বরভাবে স্ফুরিতা হন, এবং ভক্তিসিদ্ধান্তবিমুখ অন্যাভিলাষী, জ্ঞানী, কর্ম্মী ও মিছা ভক্ত-সম্প্রদায় অপ্রাকৃত ভগবল্লীলা দর্শন বা শ্রবণাভিনয় করিয়াও বঞ্চিত হইয়া থাকেন। উক্ত বঞ্চক ও বঞ্চিত সম্প্রদায়ের কুল-পঞ্জিকা বা বংশধারা প্রভৃতি, শাস্ত্র ও পৌরাণিক-কালাদি অতি-ক্রম করিয়া অদ্যাপি নিপুণভাবে বিস্তার লাভ করিয়াছে।

কতিপয় উদাহরণ

ভগবৎসিদ্ধান্ত-শ্রবণ-বিরত আদি-দৈত্য হিরণ্যকশিপু ও তদীয় অনুচরবর্গ ভক্তস্বত্ব-মর্দ্দনকারী, ভক্তিবিদ্বিনাশন, প্রহ্লাদাহ্লাদনদায়ক অলোকিক তত্ত্ব শ্রীনৃসিংহদেবকে দর্শনের অভিনয় করিলাও তাঁহার আবির্ভাব মাহাত্ম্য বা লীলারহস্য অবধারণে পরাঙ্মুখ হইয়াছিল। বলা বাহুল্য, শ্রীনৃসিংহদেবের শ্রীচরণে ভগবদ্বুদ্ধির পরিবর্ত্তে কিম্ভূতকিমাকার জন্তুভাবই তাহার হৃদয়ে উদিত হইয়াছিল। সেই দুরাসুর সিদ্ধান্ত-বঞ্চিত মহাশয়ের ভক্তবৎসল শ্রীনৃসিংহদেবের নাম, রূপ, গুণ, পরিকর ও লীলামাহাত্ম্য অনুভব করিয়া তদীয় সন্তোষোৎপাদন করিয়াছিলেন একমাত্র ভাগবত-সিদ্ধান্ত-শ্রবণকারী শ্রীনারদশিষ্য শ্রীপ্রহ্লাদ। আবার পরম ঔদার্য্যময় অবতারী শ্রীগৌরহরির সম-সাময়িক নবদ্বীপের পড়ুয়াসমাজ ও পাষণ্ডী হিন্দুগণ শ্রীমন্মহা-প্রভুকে 'গোপী' 'গোপী' শব্দ উচ্চারণ করিতে দেখিয়া তাঁহাকে স্ত্রী-চিন্তায় উন্মত্ত বলিয়া স্থির করিয়াছিল। পরন্তু মহাপ্রভুর গোপীভাবে কৃষ্ণের প্রতি ক্রোধ এবং দোষারোপের গূঢ়ত্ব ও অপ্রাকৃতত্ব অবধারণাভাবে গোপী-ভাবাবিষ্ট মহাপ্রভুর পড়ুয়াকে কৃষ্ণপক্ষপাতি জ্ঞানে ক্রোধভরে তাহার পশ্চাদ্-ধাবন ও পড়ুয়ার পলায়নাদি দর্শনে ভক্তিসিদ্ধান্তবিমুখ কতকগুলি ব্রাহ্মণব্রুবগণ উক্ত গৌরলীলার মাহাত্ম্য অনুভূতি করিবার পরিবর্ত্তে শ্রীমন্মহাপ্রভুকে অত্যন্ত ক্রোধী ও ব্রাহ্মণ-হিংসাকারী বলিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। মহাপ্রভুর শ্রীমুখ হইতে ভক্তি-সিদ্ধান্তবাণী শ্রবণ করিবার পূর্ব্বে মথুরা হইতে প্রয়াগের পথে বিজলী খাঁ প্রভৃতি পাঠানগণ মহাপ্রভুর নিষ্কপট সেবক বৈষ্ণব-গণকে "বাটোয়ার" এবং কৃষ্ণ-প্রেমোন্মত্ত-লীলা-প্রকাশকারী মহাপ্রভুকে বাটোয়ারগণের বিষপ্রয়োগে মুমূর্ষু জীববিশেষ ভাবিয়া বঞ্চিত হইয়াছিল। এইরূপ প্রকাশানন্দ সরস্বতী, সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য, বিজলী খাঁ প্রভৃতিও সিদ্ধান্ত শ্রবণ করি-বার পর শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ, পরিকর-বৈশিষ্ট্য ও লীলাসমূহ যথাযথ অনুভব করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সিদ্ধান্তশ্রবণ-বিমুখতার জন্যই রামচন্দ্র খাঁ মহাভাগবত হরিদাস ঠাকুরের নিকট বেশ্যা প্রেরণ করিয়া স্বীয় অমঙ্গল বরণ করিয়াছিল। কিন্তু উক্ত মহাভাগবতের মুখে সিদ্ধান্তশ্রবণ-ফলে বেশ্যারও নিত্য মঙ্গলোদয় বা ঠাকুর হরিদাসের শ্রীপাদপদ্মের নখ-শোভা-দর্শনের সৌভাগ্য হইয়াছিল। সুতরাং ভক্তিসিদ্ধান্ত-শ্রবণ-ভক্তিক-প্রণীড়িত জনগণের নিকট ভগবল্লীলা যে আত্মসংগোপনে সমর্থাই থাকেন তাহা বলাই বাহুল্য। আবার সিদ্ধান্তহীন ক্ষুদ্র লোকের 'দরবুদ্ধির দায়' কোমলশ্রদ্ধগণের প্রতারিত হওয়াও অত্যাশ্চর্য্যজনক ব্যাপার নহে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, যখন শ্রীমন্মহাপ্রভু বৃন্দাবনে উপস্থিত ছিলেন তখন মূঢ় সহজিয়াগণ রাত্রিকালে দূর হইতে কালিদহে কোন নৌকার উপরে জনৈক কৈবর্ত্তকে প্রদীপ জ্বালিয়া মৎস্য ধরিতে দেখিয়া কালিয়দহের উপর কৃষ্ণের আবির্ভাব হইয়াছে বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছিল। অধিক প্রত্যক্ষ শ্রীমন্মহাপ্রভুকে দর্শন (?) করিয়াও সদ্গুরুসমীপে সিদ্ধান্তশ্রবণ সুযোগাভাবে বা সিদ্ধান্ত-শ্রবণবিমুখতানিবন্ধন তাহারা সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণকে পরিত্যাগ করিয়া কৈবর্ত্তে কৃষ্ণবুদ্ধি দ্বারা বিবর্ত্তে পতিত হইয়াছিল। তজ্জন্যই মহাপ্রভু লোকশিক্ষাকল্পে সিদ্ধান্তবিমুখ মূঢ় পণ্ড-পণ্ডিতদিগের বিবর্ত্তাশ্রিত কৃষ্ণদর্শনের চেষ্টা ভ্রম-প্রদর্শনকারী সংশয়মুখে রঘুপতি ভট্টাচার্য্যকে চাপড় মারিয়া বলিয়াছিলেন—

'মূর্খের বাক্যে মূর্খ হইলা পণ্ডিত হঞা।' অর্থাৎ কৃষ্ণতত্ত্ববিদ্‌এর নিকট সিদ্ধান্তশ্রবণবিমুখ ভাবপ্রাপ্ত মূর্খ লোকসকল অজ্ঞ-জ্ঞানের দ্বারা অলৌকিক তত্ত্বকে আয়ত্ত করিবার চেষ্টা প্রদর্শন করতঃ বঞ্চিত হইয়া থাকে। শ্রীমন্মহাপ্রভু উপরিউক্ত বাক্যের দ্বারা এই শিক্ষাই প্রচার করিলেন যে, "লীলাসম্বন্ধি সিদ্ধান্ত শ্রবণমুখে ভক্তের জীবাতু।" বিশেষতঃ ভক্ত ও শ্রীভগবানের নাম, রূপ, গুণ, পরিকর ও লীলামাহাত্ম্যাদি অত্যন্ত গূঢ়তম অর্থাৎ জড়জগতে প্রকাশযোগ্য নহে তথাপি বদ্ধজীব স্ব স্ব চেষ্টা দ্বারা উহার সীমা উপলব্ধি করিতে পারিবে না বলিয়া পরমদয়াল শ্রীভগবান্ সাধু, শাস্ত্র ও গুরুরূপে অবতীর্ণ হইয়া তাহাও প্রকাশ করিয়া থাকেন। ভগবল্লীলা প্রাকৃত ভাব-সমূহের অতীত হইয়া অপ্রাকৃত সিদ্ধান্তবলীদ্বারা চিরাস্বাদ্য। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর বাণী, যথা—

> সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস।
> ইহা হইতে লাগে কৃষ্ণে সুদৃঢ় মানস ॥
> এ সব সিদ্ধান্ত গূঢ় কহিতে না যুয়ায়।
> না কহিলে কেহ ইহার অন্ত নাহি পায় ॥
> অতএব কহি কিছু করিয়া নিগূঢ়।
> বুঝিবে রসিক ভক্ত না বুঝিবে মূঢ় ॥
> হৃদয়ে ধরয়ে যে চৈতন্য নিত্যানন্দ।
> এসব সিদ্ধান্তে সেই পাইবে আনন্দ ॥
> এসব সিদ্ধান্ত হয় আম্রের পল্লব।
> ভক্তগণ কোকিলের সর্ব্বদা বল্লভ ॥
> অভক্ত উষ্ট্রের ইথে না হয় প্রবেশ।
> তবে চিত্তে হয় মোর আনন্দ বিশেষ ॥
> যে লাগি কহিতে ভয় সে যদি না জানে।
> ইহা বই সুখ কিবা আছে ত্রিভুবনে ॥
>
> (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, শ্রীকৃষ্ণলীলাদি যদিও কোন হেতুর গণ্ডীতে আবদ্ধ নহে, তথাপি স্বয়ং কৃষ্ণের স্বতন্ত্রেচ্ছারূপ সর্ব্ব-মুখ্য হেতুই প্রবল। অতএব শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ ও বাসনা জগতে প্রকাশ করা অক্ষজ্ঞানিগণের পক্ষে সম্ভবপর নহে বা জগতের শ্রোতৃবর্গের অধিকারোচিত নহে, আবার এই সকল সিদ্ধান্ত প্রকাশিত না হইলে জীব নিজ অক্ষজ্ঞানের দ্বারা ইহার সীমা উপলব্ধি করিতে না পারিয়া বিবর্ত্তে পতিত হইবে। সাধুগুরুর আনুগত্য ব্যতীত বদ্ধজীব শাস্ত্রাভ্যাসের দুর্ব্বুদ্ধি হৃদয়ে পোষণ করতঃ অন্ধকূটী-ন্যায় অবলম্বন করিয়া পাছে অধঃপতিত হয় এই আশঙ্কায় শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু বলিতেছেন;—"আমি কিছু নিগূঢ় করিয়া ভগবল্লীলা-সিদ্ধান্ত-সমূহ বর্ণন করিতেছি"। ফলে অভক্তসমাজ বঞ্চিত এবং

রসিক ভক্তবৃন্দ ও ভক্তপদ সৌভাগ্যবন্ত জনগণ উহার অনুভূতি দ্বারা বিশেষ আনন্দিত হইবেন। কিন্তু এইসকল সিদ্ধান্ত কেবল বিচারপ্রধানমার্গাবলম্বী স্বল্পরুচিবিশিষ্ট জনগণের উপযোগী মাত্র; তবে প্রাকৃত ভক্তগণের যে উহাতে আবশ্যকতা নাই, তাহাও নহে। কারণ, অপার ভগবল্লীলা-সিদ্ধান্তসমূহই রসিক ভক্তগণের নিত্যবিহারস্থলী। কিম্বা ভক্তগণ কোকিল-সদৃশ; সিদ্ধান্তসমূহ আম্রপল্লবোপম। কোকিল যেরূপ সর্বদা আম্রপল্লবের আস্বাদন করিয়া থাকে তদ্রূপ ভক্তগণও ভগবল্লীলা-সিদ্ধান্ত শ্রবণ-কীর্তনে পরম প্রীতি লাভ করিয়া থাকেন। পক্ষান্তরে উষ্ট্র যেরূপ কণ্টকাদি পরিত্যাগ করিয়া আম্রপল্লবাদির আদর করে না তদ্রূপ মতক, জ্ঞানী, কর্মী, যোগী, অন্যাভিলাষী ও সিদ্ধান্তকলঙ্কারূপ উষ্ট্রগণ এইসকল সিদ্ধান্তে প্রবেশ করিবার অভিলাষ বা উহার সেবাইবারও সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত। সুতরাং আমার চিত্তে অশেষ আনন্দের উদয় হইতেছে। কারণ, যে সকল ভক্তের জন্য কথা তাঁহাদেরই এই সব সিদ্ধান্তে প্রবেশ করিবার সম্ভাবনা নাই। সুতরাং ইহা অপেক্ষা আর সুখের বিষয় কি আছে?

সিদ্ধান্ত বিরোধ ও লীলা

"শ্রুতেঃ শব্দমূলত্বাৎ" (ব্রঃ সূঃ ২।১।২৭) প্রভৃতি বেদান্ত সূত্রানুসারে পরব্রহ্মবিষয়ে শব্দময় বেদশাস্ত্রই মূল প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। বেদের অকৃত্রিম ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবতও তারস্বরে কীর্তন করিয়াছেন—

পিতৃদেবমনুষ্যাণাং বেদশ্চক্ষুস্তবেশ্বরঃ।
শ্রেয়স্ত্বনুপলব্ধেহর্থে সাধ্যসাধনয়োরপি॥
(শ্রীভাঃ ১১।২০।৪)

উদ্ধব কহিলেন,—হে ভগবন্! প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের অগোচর আপনার বৈকুণ্ঠাদি বিষয়ে এবং সাধ্যসাধনের জ্ঞান বিষয়ে আপনার আজ্ঞারূপ বেদশাস্ত্রই পিতৃদেব-মনুষ্যাদি লোকসমূহের চক্ষুস্বরূপ।

কিন্তু যাহারা স্ব-স্ব-কল্পনানির্ভরতার ফলে শাস্ত্রসিদ্ধান্ত বিশ্বাস করিবার পক্ষপাতী নহে তাহারাই প্রাকৃত অভিজ্ঞতার সাহায্যে অপ্রাকৃত শ্রৌতসিদ্ধান্তসমূহকে বিচার করিবার জন্য প্রয়াসবিশিষ্ট হইয়া থাকেন। অর্থাৎ তাহাদের পূর্বসঞ্চিত জড় ধারণার সহিত যদি অধোক্ষজ শ্রৌতবিচারের মিল না হয় তাহা হইলে তাহারা স্বতঃসিদ্ধ শব্দপ্রমাণকে বা বাস্তব-সত্যকেও ভ্রমপ্রমাদময় বলিয়া ধারণাবশতঃ তাহাদের জড়াভিজ্ঞতা-তাৎপর্যের প্রকাশক্ষমতাকেই সত্য (?) প্রমাণ বলিয়া প্রচার করিয়া থাকে। অথচ এইরূপভাবে অধোক্ষজ বস্তুকে ধারণা বা বিচার করা হরিবিমুখতার এবং উক্ত মনোধর্মের স্বাভাবিকী প্রীতি হইলেও তাহা বস্তুতঃ বিপজ্জনক অর্থাৎ বাস্তব সিদ্ধান্তলাভের প্রধান প্রতিবন্ধক। শুধু তাহাই নহে;—এইরূপ অভিজ্ঞতাবাদের সাথে সরস অধোক্ষজের লীলাবৈচিত্র্য বিন্যাস(?) বা বিকৃতভাবে প্রচার করিবার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করিয়াই যেকোন অপসম্প্রদায় শ্রীল স্বরূপ দামোদর গোস্বামী প্রভুর নিকটে ভক্তিসিদ্ধান্তবিরোধী বলিয়া চিরতরে পরিত্যক্ত হইয়াছে। ঐকান্তিক অবতারী শ্রীগৌর ভগবান্ তাঁহার দ্বিতীয়-স্বরূপ শ্রীল স্বরূপ দামোদর গোস্বামী প্রভুকে বাহ্য-গৌড়েশ্বর-রূপে অর্থাৎ গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের মালিকরূপে বা ভক্তিসিদ্ধান্ত-পরীক্ষকরূপে নিযুক্ত করিয়াছেন। শ্রীল স্বরূপ দামোদর গোস্বামী প্রভু সিদ্ধান্তসকল সর্বতোভাবে পরীক্ষা করিয়া অনুমোদন করিলেই শ্রীমন্মহাপ্রভু তাহা শ্রবণ করেন। যাহা স্বরূপ-দামোদরের নিকট ভক্তিসিদ্ধান্তবিরোধী বলিয়া বিচারিত হয় তাহা কখনই শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রীতিদায়ক হয় না; এমন কি তাঁহার শ্রীচরণসমীপে পৌঁছিতেও পারে না।

গীত, শ্লোক, গ্রন্থ, কবিত্ব, যেই করি' আনে।
প্রথমে শুনায় সেই স্বরূপের স্থানে॥
স্বরূপ ঠাঁঞি উত্তরে যদি, হয় তাঁর মন।
তবে মহাপ্রভু ঠাঁঞি করায় শ্রবণ॥
রসাভাস হয় যদি সিদ্ধান্তবিরোধ।
সহিতে না পারে প্রভু, মনে হয় ক্রোধ॥
(চৈঃ চঃ অঃ ৫।৯৫।৯৭)

বঙ্গদেশীয় কবিকে উপলক্ষ করিয়া সর্বজীবের প্রতি সেই ভক্তিসিদ্ধান্ত-পরীক্ষক অভিন্ন গৌরতনু শ্রীস্বরূপের চরম হিতোপদেশ—

যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।
একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্যচরণে॥
চৈতন্যের ভক্তগণের নিত্য কর সঙ্গ।
তবে ত' জানিবা সিদ্ধান্তসমুদ্র-তরঙ্গ॥
চৈঃ চঃ অঃ ৫।১৩১।১৩২)

উহার তাৎপর্য এই যে—নির্বিশেষ-কেবলাদ্বৈত-মতনিষ্ঠ মায়াবাদী, ভক্তিহীন শব্দচতুর বৈয়াকরণ, অর্থগৃধ্নু বিষয়সেবী ও তাক্তসম্প্রদায়ের নিকট সিদ্ধান্তসার শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়ন বা শ্রবণ করিলেও তৎফলে নিত্যশ্রেয়োলাভে বঞ্চিত হইতে হয়। এবং কৃষ্ণরসসিদ্ধান্তলাভের পরিবর্তে শুষ্কতর্কাদিতেই নিবদ্ধ হইয়া থাকে মাত্র; সুতরাং ভাগবত পরমহংস বৈষ্ণবের নিকটেই ভাগবতসিদ্ধান্ত শ্রবণ করিতে হইবে। শ্রীচৈতন্যচন্দ্র ও তদীয় ভক্তগণের একান্ত চরণাশ্রিত হইয়া তাঁহাদের প্রদর্শিত ভাগবতার্থ বা লীলা-সিদ্ধান্তকেই পরমসম্পত্তিরূপে গ্রহণ করিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর ভক্তবৃন্দের সহিত নিরবচ্ছিন্ন সঙ্গ-প্রভাবেই জীবের প্রাকৃত-ভোগোত্থ অজ্ঞান-সমূহ নিরস্ত হইয়া যথার্থ শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত উপলব্ধি হইয়া থাকে। অতএব ভগবানের লীলা-বৈচিত্র্যে অপলাপ বা উহাতে কোনও রসাভাসযুক্ত সিদ্ধান্ত-বিরোধতার আনয়ন করিবার চেষ্টা প্রদর্শন করতঃ চিরতরে ভক্তিরাজ্য হইতে বিচ্যুত না হই, তদ্বিষয়ে আমাদের বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। যথা, মাধুর্য ও ঔদার্যাদের চিদ্বিলাস-বৈচিত্র্যে নির্বিশেষ-ভাব, ভেদভাব ও কল্পিত ভাবাদি আনয়ন করিয়াই জগতে সকল প্রকারের প্রাকৃত-সহজিয়াগণের সৃষ্টি হইয়াছে। গৌর-প্রিয় স্বরূপ-রূপানুগ আচার্যসমূহে সৎসিদ্ধান্ত-শ্রবণাভাবে অসৎ-প্রকোপাসনা বহুরূপিণী মূর্তিতে অলক্ষিতভাবে আমাদিগকে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে। তৎফলে ভক্তিপথের পথিকম্মন্য আমরা অভক্তিমার্গে বিচরণ করতঃ স্বেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হইয়াছি। অতএব লীলারস-সিদ্ধান্তবিদ্ আচার্যের আনুগত্য করিলেই ভগবানের চিল্লীলা-বৈচিত্র্যবিষয়ক নিগূঢ় সিদ্ধান্তসমূহ উপলব্ধির বিষয় হওয়া সম্ভবপর। "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়"—

লীলারহস্য ও অযথাতথ্য কবি

অযথাতথ্য কবি বা ভক্তপাণ্ডিত্যাভিমানী লেখকগণ অর্থাৎ যাঁহারা একান্তভাবে নিষ্কপটে সদ্গুরু-পদাশ্রয়পূর্বক অনুক্ষণ শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের সেবায় নিযুক্ত নহেন তাঁহারাই অপ্রাকৃত ভগবল্লীলাসমূহ স্ব-স্ব প্রাকৃত অভিজ্ঞতা দ্বারা সমালোচনা বা বর্ণনাদির নিমিত্ত প্রয়াসবিশিষ্ট হইয়া পরিশেষে পুনঃ পুনঃ জড়ভোগবাসনার অতীর্ণালাভস্পৃহা প্রকাশ করিয়া থাকেন। কারণ, সম্পূর্ণভাবে স্বতঃসিদ্ধ শ্রৌতপথের অবমাননা করিয়া জননমোহনের বা ইন্দ্রিয়তর্পণের নিমিত্ত অধোক্ষজ-তত্ত্বকে অযথা আক্রমণ বা নীচ মনোধর্মের ছাঁচে পুনর্গঠন করিবার প্রয়াসবিশিষ্ট হইলেই সিদ্ধান্তবিরোধ ও রসাভাসাদির দ্বারা বর্ণিত বিষয় বিশেষভাবে আক্রান্ত হওয়ায় তাহা শ্রীবিগ্রহের প্রীতিদায়ক হয় না। অতএব প্রাকৃত সাহিত্যিক-গণের স্বকপোল-কল্পিত ভাবধ্বনিপূর্ণ বিদ্যুদ্বৈকর্ষিতাবাদিনী

গবেষণার মূল্য অকিঞ্চিৎকরও নহে। জড় সাহিত্যবাদিগণ অতীন্দ্রিয় চিদ্বিলাসতত্ত্বের দর্শনে অন্ধ থাকায় নিত্যসিদ্ধ সং-স্বরূপের চিদ্বিলাস-বৈচিত্র্যকে কল্পনার সাহায্যে প্রণীত বিষয় বলিয়া স্থির করিলেও তাঁহারা জন্মজন্মান্তরের পর সাধুসঙ্গে চিদ্বিলাসের কথা সেবোন্মুখতার সহিত শ্রবণ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিলে এই জগতে সেই অপ্রচিদ্বিলাস-রাজ্যেরই অপূর্ণ ও খণ্ডিত হেয় প্রতিফলন বলিয়া জানিতে পারিবেন। অতএবই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত শ্রীমুখেতে ঘোষণা করিয়াছেন—

যথাতথা কবির বাক্যে হয় রসাভাস।
সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ শুনিতে না হয় উল্লাস॥
রস, রসাভাস যার নাহিক বিচার।
ভক্তিসিদ্ধান্তসিন্ধু নাহি পায় পার॥
কৃষ্ণলীলা বর্ণিতে না জানে সেই ছার।
বিশেষে দুর্গম এই চৈতন্যবিহার॥
গ্রাম্য-কবির কবিত্ব শুনিতে হয় দুঃখ।
বিদগ্ধ-আত্মীয়বাক্য শুনিতে হয় সুখ॥
(চৈঃ চঃ অঃ ৫ পঃ)

ফলতঃ যথাতথা লেখক বা কবির শ্রৌতপন্থা অবমাননা বিষয়ক কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণের পরিবর্তে স্বেন্দ্রিয়তর্পণ বা সেবা-বিমুখতাবশতঃ তাহার বর্ণিত বিষয়ে সর্বোৎকৃষ্ট শব্দবিন্যাস, ভাবগাম্ভীর্য এবং রচনা-পারিপাট্য থাকিলেও তাহা কেবল উচ্ছিষ্ট-ভোজী বালকবৃন্দের ক্রীড়া-কৌতুকের নিমিত্ত বিপুল পরিশ্রম ও ব্যয় সহযোগে সৌধ-নির্মাণ-প্রয়াসের ন্যায় বৃথা পরিশ্রম মাত্র। শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত-মধুব্রতচারী বৈষ্ণবপরমহংস-কুল সেই অযোগ্যসম্ভূত কাকতীর্থ-সদৃশের প্রতি দৃক্পাতও করেন না।

পূর্ণাবতারী শ্রীকৃষ্ণের লীলা-পারতম্য

যাঁহারা এই জগতে ভোগের সর্বোৎকৃষ্ট প্রদর্শনী প্রদর্শন করাইয়া জগতে স্ব-স্ব-ইন্দ্রিয়তর্পণের চরম শিখরে আরোহণ করিয়াছেন, এতাদৃশ ভোগবিশেষজ্ঞগণের নিকট হইতেই ভোগ্য জগতের বস্তুবিশেষের ভোগ-বৈশিষ্ট্য জ্ঞাত হইবার নিমিত্ত সকাতর প্রার্থনা ভোগী সাধারণের হৃদয়ে উদিত হইয়া থাকে। আবার অত্যধিক বিষয়াসবপানের ফলে ভোগশক্তিরহিত হইয়া বা বিষয়বিরহ-ক্লেশক্লিষ্ট বিজ্ঞন্যগণ "পঞ্চাশোর্দ্ধ্বে বনং ব্রজেৎ"(?) ভূমি-শয্যার প্রয়োজনীয়তা" আবাহন করতঃ নির্বিশেষ জড়তাকেই নিত্য চিদানন্দবস্তুর বৈশিষ্ট্যস্বরূপে গ্রহণ করিয়া থাকেন। এই শ্রেণীর সকলেই অর্থাৎ জড়বিষয়-ভোগে অসন্তোষ অসংখ্য জনগণই ভ্রান্ত হইয়া অপ্রাকৃত বিষয়জ্ঞানের পরিবর্তে নির্বিশেষবাদরূপ মায়াবাদীচিন্তার পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুধাবনকারতঃ ঊর্ধ্বরিক্ত উপদেশসহ আত্মবিনাশ-সাধনের প্রয়াসবিশিষ্ট হইয়া থাকেন। আবার কেহ কেহ নির্বিশিষ্ট ব্রহ্মলোকের বিচার ধারণা অতিক্রম করিয়া অধোক্ষজ নির্বিশেষবাদরূপ শাস্ত্রসের আশ্রয়গ্রহণ করিয়া থাকেন। তদুপরি সৌভাগ্য-বন্তগণই শান্তরস-প্রাধান্যে ঐশ্বর্যমার্গে শ্রীবৈকুণ্ঠনাথের নাম, রূপ, গুণ, পরিকর ও লীলা-বৈশিষ্ট্যসমূহের প্রতি অত্যধিক প্রীতিবিশিষ্ট হইয়া থাকেন। আবার মহাসৌভাগ্যবানই সাত্ত্বত-রস-সেবিত—লক্ষ্মীপতিত্ব অপেক্ষা একাধারে পঞ্চরস-পরিপালিত উন্নত উজ্জ্বলতম মধুররস-সেবিত অখিলরসামৃতমূর্তি গোলোকপতি শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণে আকৃষ্ট হইয়া থাকেন ফলতঃ পঞ্চবিধ স্থায়ী ভাবরতির মধ্যে পরমোৎকৃষ্ট মধুররতি সামগ্রী যোগে যে সর্বশ্রেষ্ঠ রসের প্রকাশ করে তাহাতে ব্রজ-নাগেন্দ্র-নন্দনের একমাত্র অধিকার। আবার লীলা-বতার শ্রীরামচন্দ্রের লীলাদিতে যে রসের চমৎকারিতা প্রকাশ হয় তাহা নিখিল জীবপুঞ্জের গম্য না হইলেও বা নিখিল মনুষ্য হইলেও ঐশ্বর্য, মাধুর্য, এবং তারিফ, পারমার্থ-

বৈচিত্র-তারতম্যে পারকীয়া মধুররতিই অতুলনীয় নব-নবায়মান চমৎকারিতা প্রকাশ করে। প্রাকৃতবুদ্ধিবিশিষ্ট সহজিয়াগণ অপ্রাকৃত মধুররসের ভূমিকাতে প্রবেশ করিতে না পারিয়া যে প্রাকৃতির আশ্রয় করে তদ্দ্বারা বিশুদ্ধ চিন্ময় গোলোকলীলার বৈচিত্র উপলব্ধি না হইয়া কেবল তাহার বিপরীত হেয় বিকৃত প্রতিফলন বিশৃঙ্খলভাবে প্রকাশিত হয় মাত্র। নিত্যধামে ভক্তিমানদের চিদ্বিলাস-বৈচিত্র্যের নামই নিত্যলীলা। শ্রৌত-সিদ্ধান্ত-পরম্পরাক্রমে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, যথাক্রমে পূর্ণ, পূর্ণতর ও পূর্ণতমরূপে শ্রীকৃষ্ণের মথুরা, দ্বারকা ও গোকুললীলা উভয়ই নিত্য বৈশিষ্ট্যান্বিতা নিত্যলীলা। অপ্রকটলীলার প্রপঞ্চপ্রকাশই প্রকটলীলা বা ভৌমলীলা নামে অভিহিতা। অপ্রকট নিত্য গোলোকলীলার ন্যায় প্রকটলীলার দ্বারকা, মথুরা ও গোকুললীলাও নিত্য এবং অপ্রকটলীলারই অনুরূপা। কেবল ভৌমলীলায় যে সকল যোগমায়া-প্রত্যায়িত অংশসমূহ লক্ষিত হয়, তাহা ব্যতিরেকভাবে গোলোকে অবস্থিত থাকে এবং প্রকটলীলায় উক্ত লীলাসমূহ নৈমিত্তিক-লীলারূপে ব্যক্তভাবে প্রকাশ পাইয়া থাকে মাত্র। অপ্রকটলীলায় ব্রজ হইতে শ্রীকৃষ্ণের গমনাগমন প্রভৃতি ব্যক্তভাবে প্রকাশিত হয় না। প্রকটলীলায় শ্রীকৃষ্ণের ব্রজ হইতে গতায়াত প্রভৃতি ও অসুর-মারণাদি নৈমিত্তিক-লীলা নামেও কথিত হয়। তাহা কেবল ভক্তদের পুষ্টিসাধনকল্পেই জানিতে হইবে।

প্রাকৃত-সহজিয়ার উদ্ধত্য

সদ্গুরু-পাদাশ্রয়বিরত প্রাকৃতসহজিয়া লীলারসসিদ্ধান্ত-শ্রবণে বিমুখ হইয়া শ্রীল চিন্ময় দেহগত সেবানন্দবৈচিত্র্য অবগত হইবার সুযোগ লাভ করে নাই। তজ্জন্য বিবর্তবুদ্ধির আশ্রয়ে স্থূলদেহগত তুচ্ছ জড়সুখকে বহুমানন করতঃ ব্যভিচারের দ্বারা সংক্রামিত হইয়া জগজ্জঞ্জাল আনয়ন করিয়া থাকে। পরন্তু তাহারা সাধনমার্গের ক্রমপন্থার ব্যতিক্রম ঘটাইয়া অকালপক্বতা প্রযুক্ত শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তসমূহের প্রতি উদাসীন হইয়া পড়ে। এবং মন্তব্য প্রকাশ করে যে—'সিদ্ধান্তশ্রবণ বা বিচারগ্রন্থ আলোচনার আবশ্যকতা আমাদের নাই; ভগবল্লীলাদি সিদ্ধান্তাতীত বস্তু হওয়ায় সিদ্ধান্ত বা বিচারতর্কাদি গ্রহণ অথবা সিদ্ধান্তের শাসনাধীনে পরিচালিত হওয়া আমাদের পক্ষে নিষিদ্ধ ও অত্যন্ত স্পর্ধাই।

পূর্ব্বপক্ষের সমাধান

অবোক্ষজ ভগবত্তত্ত্বের অর্থাৎ স্বয়ং ভগবানের নাম, রূপ, গুণ, পরিকর-বৈশিষ্ট্য ও লীলা-বৈচিত্র্যে শুষ্কতর্কের প্রতিষ্ঠা নাই সত্য; কিন্তু উক্ত অপ্রাকৃত বিষয়সমূহের বিশেষ তত্ত্ব অবগত হইবার নিমিত্ত পরিপ্রশ্ন ও অপ্রাকৃত সিদ্ধান্তসমূহও যে পরিত্যক্ত হইয়াছেন তাহা নহে। এই স্থলের সন্দেহনিরসনের নিমিত্ত রসিক ও ভাবুক ভক্তবৃন্দের চির আস্বাদ্য শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত চতুঃশ্লোকী ভাগবতের "যাবানহং" শ্লোকটী বিশেষ দ্রষ্টব্য। ফলতঃ যাবতীয় সম্প্রদায় ও আচার্য্যগণের সিদ্ধান্তানুসারে শাস্ত্রানুকূলতর্ক জিজ্ঞাসুর পক্ষে বিধেয় এবং উহাই পরিপ্রশ্ন নামে বিদিত। কারণ, সদ্বিচারহীন বা সংসিদ্ধান্ত ও অসৎ-সিদ্ধান্তে জ্ঞানহীন সাধক কখনও অপবর্গের পথে বিচরণ করিতে পারেন না। পরন্তু সিদ্ধান্তহীনের প্রতিপদে পদস্খলন অবশ্যম্ভাবী। বিশেষতঃ ভগবৎ-প্রেমিকের শাস্ত্রানুকূল যুক্তিতর্কে সুনিপুণতা স্বাভাবিক। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখোক্তি যথা—

> শাস্ত্রযুক্ত্যে সুনিপুণ দৃঢ়শ্রদ্ধা যাঁর।
> উত্তম অধিকারী সেঁই তারয়ে সংসার॥

অতএব ভগবানের নাম, রূপ, গুণ, পরিকর-বৈশিষ্ট্য ও লীলা-বৈচিত্র্যকে সিদ্ধান্তহীন করিবার পক্ষপাত অবলম্বন করতঃ প্রাকৃত-সহজিয়া-বঞ্চনার মৌক্তিকতাই অবমাননা করিয়া থাকে। ভাবপ্রকাশ-বিষয়ক সিদ্ধান্তে অনাদরকারী প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায় ভোগীদের নাম, রূপ, গুণ, পরিকর-বৈশিষ্ট্য

"সাধন ও কৃপা"

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমী]

চেতনধর্ম বলিয়া জীবের স্বতন্ত্রতা আছে। স্বতন্ত্রতার অর্থ স্বয়ংকর্তৃত্ব গ্রহণ করিবার যোগ্যতা বা ইচ্ছাশক্তির পরিচালন-ক্ষমতা। তাহার চেতন অণুত্ব-ধর্ম-বিশিষ্ট বলিয়া সেই স্বাধীনতা খণ্ডিত ও পরিচ্ছিন্ন। অণুচিৎ বলিয়াই জীব স্বতন্ত্র হইয়াও পরতন্ত্র। চেতনাহেতু জীবের বৃহৎ-চেতনের সঙ্গে একটা সম্বন্ধ আছে। আবার তাহার চেতনতার অণুতা আছে বলিয়া অচেতনের সঙ্গেও একটা সম্বন্ধযোগ্যতা আছে। এই উভয় আকর্ষণের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া চিৎকণ জীব তাহার স্বাধীন-বৃত্তির পরিচালনা করে। এই বৃত্তির প্রেরণাক্রমে সে ইচ্ছা করিলে বৃহৎ-চেতনের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইতে পারে। এই সম্বন্ধে প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য তাহারই স্বয়ং-কর্তৃত্ব গ্রহণ করিতে হয়। কর্তৃত্ব যখন এইরূপ ভগবৎ-সেবা-ধারায় পরিচালিত হয়, তখনই জীবের মঙ্গল হয়।

জীব জড় নহে বলিয়া ইচ্ছাশক্তির পরিচালনা তাহাকে করিতেই হয়। তাহা ভগবদভিমুখিনী না হইলে মায়ামুখিনী হইতে বাধ্য। ভগবদ্ভক্তকারী সেই ইচ্ছাকে ভগবদভিমুখে পরিচালনা করিয়া তাহার সদ্ব্যবহার করে। স্বতন্ত্রতাকে ও লীলা-রস-সেবায় অভিনয় করিলেও অকৃত্রিম কৃষ্ণপ্রেমানন্দের অধিকারী হইতে পারিবে না। কৃষ্ণবিমুখতার চরমাবস্থা-প্রাপ্তিতেই জীবের শাস্ত্র ও মহাজনবাক্য অপেক্ষা মনোধর্মজীবীর ভোগাচ্ছন্ন বাক্যে অত্যধিক শ্রদ্ধার উদয় হইয়া থাকে এবং তৎফলে শাস্ত্রবাক্যের কদর্থ করিয়া শাস্ত্রপ্রতিকূল সিদ্ধান্তকে—তর্ক ও ভোগপর অন্ধবিশ্বাসকেই প্রয়োজনরূপে গ্রহণ করতঃ আত্মবঞ্চনা ও অজ্ঞজন-বঞ্চনার বিপণি প্রতিষ্ঠিত করিয়া থাকে।

উপসংহারে মঙ্গলতত্ত্ব সম্বন্ধে শ্রৌত-বাণীর অনুকীর্ত্তন

নিত্য গোলোক-বৈকুণ্ঠের বিকৃত প্রতিফলনরূপ দেবীধামের বৈচিত্র্য গোলোক-বৈকুণ্ঠের অনুরূপ হইলেও তাহাতে পরিচ্ছেদ, অবরতা, হেয়তা বা অনুপাদেয়তা ও কালক্ষোভ্য ধর্ম অবস্থিত। বিষয়-বিগ্রহের বিবিধ প্রকাশসমূহ আশ্রিত জীবকুলের যথোপযোগী সেব্যরূপে নিত্য স্থিতিমান্। অতএব যদি কেহ জীবাত্মার নিত্য ও স্বতন্ত্র সেব্য পরমশ্রেষ্ঠ মধুররসে উদাসীন হন, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই ভগবৎসেবা পরিত্যাগ করতঃ নশ্বর দৈব-দাম্পত্যে অধঃপতিত হইবেন অর্থাৎ মধুররতিতে তৎপর না হইলে, মধুর রতির বিপরীত হেয় ঔপাধিক জড়-ভোগবাদ প্রবলভাব ধারণ করিবে। এইরূপ বাৎসল্যরতিতে কৃষ্ণসেবা-বিমুখ হইলে ভোগপ্রবৃত্তি তাঁহাকে নশ্বর পুত্রবাৎসল্যে অধঃপতিত করিবে। এইরূপ শ্রীকৃষ্ণকে একমাত্র সখা বা বন্ধু-জ্ঞান না করিলে অর্থাৎ সখ্যরতির দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সন্তোষ-সাধনে বিরত হইলে ইন্দ্রিয়পরায়ণ নশ্বর বন্ধুগণ আসিয়া জীবকে কৃষ্ণসেবাবিমুখ করাইবে। এইরূপ ভগবদ্বিমুখতা উপস্থিত হইলে জীব কৃষ্ণসেবায় উদাসীন হইয়া ভোগপর ইন্দ্রিয়সেবীর নশ্বরদেহের ভৃত্যবৃত্তি করিতে করিতে স্বরূপবিভ্রান্ত হইয়া পড়িবে। এইরূপ শ্রীকৃষ্ণে নিরপেক্ষবুদ্ধি যুক্ত না হইলে জীব কৃষ্ণবিমুখ হইয়া জড়বস্তুতে নিরপেক্ষ অর্থাৎ প্রচ্ছন্নতা নামক মোক্ষ বা নির্ব্বাণের দাস হইয়া নির্ব্বিশেষবাদী নামে খ্যাত হইবে। ফলতঃ সেবা-বুদ্ধিতে কৃষ্ণলীলা-প্রবেশে যাহার ঔদাসীন্য পরিলক্ষিত হইবে, তাহারই ইন্দ্রিয়পরায়ণ ভোগবুদ্ধি এবং ভক্তিবিরুদ্ধ সৎকর্ম ও দুষ্কর্ম ঔপাধিক অভিজ্ঞতা সমূহ হইয়া তাহাকে চরম কল্যাণ হইতে বঞ্চিত করিবে।

পরিচালনা করিবার তাহার যতটুকু সামর্থ্য আছে, তাহার সবটুকু ভগবৎসেবালাভের জন্য প্রয়োগ করিলে তাহার স্বাতন্ত্র্যের সার্থকতা হয়। জীবের স্বতন্ত্রতা যখন আছে তখন তাহার পরিচালনাও সেবোন্মুখী হওয়া বাঞ্ছনীয়। ইচ্ছাশক্তিকে নিজের স্বতন্ত্রতাদ্বারা যখন জীব কৃষ্ণের ইচ্ছার অধীন করিবার সম্পূর্ণ প্রয়াস করে, তখনই তাহার ভগবৎসেবা পাইবার যোগ্যতা জন্মে। স্বাতন্ত্র্যের এইরূপ পরিচালনার নামই সাধন।

সেবাপ্রার্থী স্বতন্ত্র জীবের পক্ষে সাধনটী স্বাভাবিক ব্যাপার এবং অপরিহার্য্য অবশ্যকৃত্য। সেবা পাইবার জন্য তাহার স্বাতন্ত্র্যের পরিচালনা শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন প্রভৃতি খাতে প্রবাহিত হয়। এই প্রক্রিয়াগুলি সাধন করিবার তাহার কতকটা স্বাধীন ক্ষমতা আছে। ইচ্ছা করিলেই এই কার্য্যগুলি সে সম্পন্ন করিতে পারে এবং সেবা পাইবার অভিমুখে তাহার নিজের আবেদনের পথ অতিবাহন করিতে পারে। এই প্রক্রিয়াটী তাহার আবেদনের মধ্যে বলিয়া ইহার নাম সাধন—আবার ইহা সেবাভিমুখী বলিয়া ইহার নাম ভক্তি। এই সাধনভক্তি জীবকর্তৃক ইন্দ্রিয়দ্বারা সাধ্য হইবার যোগ্য।

সাধনব্যাপারে উদাসীন থাকিয়া অলসতা বা জাড্যের আশ্রয় করিলে বস্তুলাভের আশা নাই। আলস্য তমোগুণ। তাহা ভগবৎসম্বন্ধে সাক্ষাৎ বিমুখতা। অলস জীবের কৃপা-প্রার্থনায় অধিকার নাই। যে জীব সাধনবিমুখ এবং নিজের বস্তুপ্রচেষ্টায় উদাসীন তাহার পরমার্থলাভের সম্ভাবনা কোথায়? তমোগুণের সহিত অবিমিশ্রসত্ত্ব পরমার্থের কোনও সম্পর্ক নাই। পরমার্থাভীপ্সুজনের আলস্য থাকিতেই পারে না। জীব চাহিবে, অথচ নিজের প্রচেষ্টাকে তদভিমুখে চালনা করিবে না—ইহার নাম কপটতা। কপট ব্যক্তির সেবাপ্রাপ্তি আকাশকুসুম। যিনি ভগবত্তত্ত্ব লাভ করিতে চাহেন, তাহার পক্ষে হাত গুটাইয়া চুপ করিয়া থাকা অস্বাভাবিক ও অসম্ভব। তিনি বস্তুলাভের সমস্ত সুযোগই গ্রহণ করেন এবং কোনও সম্ভবপন্থাই পরিত্যাগ করিতে পারেন না। ভক্তিসাধন তাহার পক্ষে অবশ্যম্ভাবী—কেন না, তাহাই প্রয়োজনতত্ত্বলাভের একমাত্র অভিধেয়। অভিধেয়-সম্বন্ধে উদাসীন থাকিয়া প্রয়োজন-তত্ত্ব পাইবার আশা, উপায় ব্যতীত উপেয়লাভের আশঙ্কার ন্যায় অর্থহীন। পরমার্থলাভেচ্ছুর পক্ষে সাধনটী অপরিহার্য্য ব্যাপার।

এই সাধনব্যাপারেও এবং তৎফললাভেও জীব সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নহে; পরন্তু ভগবান্ ও ভাগবতের কৃপা-মুখাপেক্ষী। সাধন-প্রক্রিয়াটী যত সুষ্ঠুরূপেই সম্পন্ন হউক না কেন, তাহা ভগবান্ ও ভাগবতের কৃপাভিষিক্ত না হইলে ফলপ্রসূ হয় না। কেন না, সেবা-প্রদান সেব্যের সম্পূর্ণ স্বাধীন ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। উহা তাঁহার সম্পূর্ণ নিজস্ব সম্পত্তি। জীব সাধন করিবে কিন্তু তাহার ফলপ্রাপ্তি সম্বন্ধে সেব্যের কৃপাপ্রসাদের ভিখারী হইয়া থাকা ছাড়া উপায়ান্তর নাই। নিজের সম্পূর্ণ কৃত্য করিবার পরও অসহায়ভাবে কৃপার উপর নির্ভর করিয়া তাঁহাকে বসিয়া থাকিতে হয়। জীবের সমস্ত প্রচেষ্টার পরও সেব্য ইচ্ছা করিলে তাহাকে সেবাধিকার না দিতে পারেন। তাহাতে জীবের কিছু বলিবার অধিকার নাই। অথচ সেবাপ্রার্থী স্বতন্ত্র জীবের পক্ষে সেবাভিমুখে স্বাতন্ত্র্য-পরিচালনারূপ সাধন না করিয়াও উপায় নাই। জীবের দিক্ হইতে সে সাধন করিয়া সেবা পাইবার আকাঙ্ক্ষায় সরলতা জ্ঞাপন করিবে কিন্তু সেবা পাইব এইরূপ জোর প্রকাশ করিবে না। সাধনদ্বারা জীবের সেবা-প্রার্থনায় নিষ্কপটতা নিবেদিত হয়, কিন্তু সেবার দাবী জন্মে না।

ভগবান্ করুণাময়। তিনি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রপুরুষ হইলেও নিষ্ঠুর বা প্রবঞ্চক নহেন। শরণাগত-পালন তাঁহার ধর্ম;

ইহাই জীবের অবলম্বন। তাঁহার নাম লইয়া তাঁহারই উদ্দেশে যে অনুরাগী হইয়া সাধন করিয়াছে, তাহাকে পায়ে ঠেলা তাঁহার স্বভাব নহে। আত্মশক্তিতে সম্পূর্ণ-নির্ভরশীল দাম্ভিক সাধক তাঁহার কৃপা পায় না বটে, কিন্তু নিজের সকল প্রচেষ্টা সম্পন্ন করিয়াও অসহায়তা-বোধযুক্ত নিষ্কপট কৃপাপ্রার্থীও কখনও বঞ্চিত হয় না—ইহাই রহস্য। ইহাই পারমার্থিক ইতিহাসের সাক্ষ্য।

জীবের সাধন অর্থ যদি ভক্তিসাধন হয়, তবে তাহাতে স্বতঃপক্ষে কৃপা-সাপেক্ষতা স্বীকৃত থাকে। সাধনের অর্থ সেবোন্মুখে ইন্দ্রিয়-পরিচালনা, আর ভক্তির অর্থ কৃপা-নির্ভরণ। সুতরাং সাধন-ভক্তি বলিতে শুধু ইন্দ্রিয়পরিচালনা-রূপ প্রক্রিয়াটিই মনে করিতে হইবে না, পরন্তু তৎসহ কৃপা-সাপেক্ষতারূপ ভক্তিও বুঝিতে হইবে। জীবকে সেইজন্য ভক্তি-সাধনের নিমিত্ত একদিকে যেরূপ শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ ইত্যাদি কার্য্যাবলী করিতে হয়, তৎসঙ্গে সঙ্গে প্রতিপদে শ্রীগুরুদেব ও ভগবানের কৃপার উপর নির্ভরও করিতে হয়। উভয় ব্যাপারের সমন্বয়েই সাধন ভক্তি। ইহাই অবরোহপথ।

কৃপার শক্তি অপরিচ্ছিন্ন। কৃপা একদিকে যেমন নিষ্কপট সাধকের সাধনকে সিদ্ধিযুক্ত দান করিয়া সার্থক করে, আবার নিতান্ত অযোগ্য জনকেও স্বীয় প্রসাদ বিতরণ করিতে পারে। নিতান্ত বিমুখ, পাপী অনধিকারীও ভগবান্ বা ভাগবতের কৃপা লাভ করিয়া ধন্য হইতে পারে। কৃপার শক্তিকে ক্ষুণ্ণ করিবার কাহারও অধিকার নাই। এই শক্তিকে উপেক্ষা করিলে চলিবে না। কৃপা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পুরুষের নিরঙ্কুশ স্বাধীন ইচ্ছার অভিব্যক্তি। তাহা যোগ্য বা অযোগ্য, যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে, নিজের স্বীয় প্রসাদ বিতরণ করিয়া ধন্য করিতে পারে। নিতান্ত সাধনবিমুখ জনও কৃপালাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারে। কিন্তু এরূপ আকস্মিক প্রসাদ সাধারণ নিয়ম নহে। ইহা অত্যন্ত ব্যতিক্রম—ইহার উপর নির্ভর করা চলে না। জীবের সাধন করিবার যোগ্যতা আছে, কিন্তু এরূপ প্রসাদ লাভ করিবার কোন নিশ্চয়তা নাই। সুতরাং তাহার পক্ষে নিজের কৃত্য সাধনটী সরলভাবে সম্পাদন করিয়া তাহার সফলতার জন্য কৃপাপ্রার্থী হইয়া থাকাই সমীচীন। ইহাই তাহার পক্ষে সুসঙ্গত আশ্রয়।

জীব স্বরূপতঃ তটস্থ-শক্তি অংশ। এই তটস্থ ধর্ম্মবশতঃই সে কোনও ব্যাপারেই সম্পূর্ণ স্বাধীন নহে, পরন্তু ভগবদধীন। তাহার যেমন স্বতন্ত্রতা আছে, আবার এই তটস্থধর্ম্মবশতঃই সেই স্বতন্ত্রতা ভগবৎ-স্বতন্ত্রতা দ্বারা খণ্ডিত ও সীমাবদ্ধ। এই জন্যই জীব কেবলমাত্র আত্মশক্তিপ্রযুক্ত সাধনবলে সফলতা লাভ করিতে পারে না—কেননা, তাহার স্বতন্ত্রতা পরিপূর্ণ স্বতন্ত্রতা নহে, পরন্তু ভগবদিচ্ছাধারা পরিচ্ছিন্ন। এইজন্যই ভগবদিচ্ছা বা কৃপার উপর তাহাকে নির্ভর করিতে হয়। জীবের খণ্ডিত স্বতন্ত্রতা বা সাধন ভগবৎস্বতন্ত্রতা বা কৃপাধারা মণ্ডিত হইলে, তবে তাহা একটী অখণ্ড পরিপূর্ণ শক্তি হয় এবং ফল প্রসব করিতে সমর্থ হইয়া থাকে। কেবল-সাধন পন্থী বা আরোহবাদীর প্রয়াস অপূর্ণ ও বিফল। আবার নিশ্চেষ্ট অলস জীবের স্বাতন্ত্র্যের অংশে পরিচালনা বিহীন কেবল-কৃপাপেক্ষার নাম অকর্ম্মণ্যতা বা দম্ভ। এই উভয়ের যুগ্ম সাধনেই পূর্ণ-তত্ত্ব। ইহাই স্বপ্রযত্ন ও স্বল্প কৃপাপেক্ষার পরিপূরক। জীবের সাধন এবং শ্রীগুরুদেবের কৃপা, এই দুইটী চক্র একত্র সংযোজিত হইলেই বস্তুপ্রাপ্তিরূপ বিজয়যাত্রার গতি সম্ভবপর। সাধন ও কৃপা এই উভয় তত্ত্বের উপর যুগপৎ নির্ভরতাই প্রকৃত বৈজ্ঞানিক পন্থা। যে কোনও একটীর প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করিলে ভজন-বিজ্ঞানে পারদর্শিতার অভাবই পরিলক্ষিত হয়। তাই বলি, সাধু সাবধান!

গৌর-গাথা

পদ্মপলাশ প্রসন্নবদন
অবতারকুল-সার হে
বন্দি' তোমার যুগল চরণ
অপার করুণাধার হে।
ভাবে মত্ত হ'য়ে হরি হরি বলি',
কেশরী সম বাহু উর্দ্ধে তুলি',
পড়ে ঢলি ঢলি প্রেমানন্দে গলি'
দুনয়নে বহে ধার হে।
অতি মনোহর তাণ্ডব নর্ত্তনে
কাঁপে বরবপু মধুর গমনে
চরণ-কমল সদা উদ্দাম
নাশিয়া আতঙ্ক তার হে।
হরি হ'য়ে হরি বলাবার তরে
কাঁদি' হরি ফিরে প্রতি জীবদ্বারে
রাধাভাবে মাতি রাধারূপ ধ'রে
ভাসা'তে সংসারে সার হে।
আনন্দলীলা-রসময়মূর্ত্তি
হে গৌরসুন্দর দেবতা আমার।
কনকসন্নিভ কমনীয় কান্তি
ও পদপঙ্কজে নমি বার বার।
উন্নত-উজ্জ্বল 'অনর্পিতচর
প্রেমরসপানে রত নিরন্তর
পুরট সুন্দর হে বদান্যবর
অর্পিলে পতিতে তুমি সর্ব্বদায়।
কোটীচন্দ্র-শোভা করি' বিনিন্দন
সুগন্ধ শোভে অপূর্ব্ব বদন
সুমধুর হাসে উজ্জ্বল ভুবন
অগাধ অসীম প্রেমের পাথার।
পরদুঃখে দুঃখী অনুক্ষণ
নাচ' প্রেমময় সুখদ সাধনে
হে বিশ্বম্ভর মঙ্গল চরণে
নমি পুনঃ পুনঃ হে করুণাধার।
হরি ব'লে 'হায়' কাঁদিয়া যায়।
আয় আয় আয়! বিশ্ববাসি আয়!
কপটত্যাগী নিকটে তায়।
অন্তর প্রবাহে যাঁর সর্ব্বক্ষণ
কোটীনদ-নীলনীরদ মতন
ভকত চাতক পিছনে যায়।
যাঁর প্রেমধনে ব্রহ্মানন্দ-পদ
তুচ্ছ মনে হয় বারিধি গোষ্পদ
তাকে সেই ধনী প্রেমে গদগদ
গোলোক সম্পদ কে নিবি আয়।
শ্রীকৃষ্ণ-সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য যাঁহার
বিতরে সতত অন্তরে যার
এ মর হইতে পতিত নিস্তার
লুটে পড়ি তাঁ'র ও-রাঙা পায়।
শ্রীগৌরচরণ ভজ মন আমার।
গোরার করুণা-কণা প্রাপ্ত হ'লে
রহিবে না কোন বাসনা আর।
যাঁহার করুণা-কটাক্ষ-সম্পদে
কৈবল্যের সুখ মানবে বিপদে
অমরা-অধীশ দেবেশের পদে
খ-পুষ্পসম হেরিবে হায়।
কর্ম্মীর ইন্দ্রিয় কামকলুষ
বিজ্ঞান জ্ঞান-হইবে নির্ম্মূল
হেরিবে বিবেকে আনন্দ অতুল
কৃষ্ণসেবানন্দ লভিবে সার।
রবে না কামনা সংসারবন্ধন
ভব-বিরিঞ্চির বাঞ্ছিত রতন
পুরুষার্থসার পাবে প্রেমধন
শ্রীগৌরকৃপায় নাহিক পার।
গৌরাঙ্গ-গুণের নাহিক পার।
যাঁর নাম শুনে প্রেম জাগে প্রাণে
পাষাণেতে হয় রসের সঞ্চার।
প্রেমাবেশে মত্ত যাঁহার দর্শনে,
সিংহ ব্যাঘ্র নাচে হিংসা ভুলি' প্রাণে,
তরুলতা কাঁদে যাঁহার কীর্ত্তনে,
পরশে ধরণী হরষ অপার।
অতি দূর হ'তে যাঁহার স্মরণে,
প্রেমসুধাধার বহে পরাণে,
সেই গৌরপদ জীবনে মরণে,
সম্পদে বিপদে আশ্রয় আমার।
শুদ্ধগৌরপদ ভজ মূঢ় মন।
প্রেম-ভক্তির পথপ্রদর্শক
দয়াল দেবতা পতিতপাবন।
যাঁর গুণগাথা শুনিয়া শ্রবণে,
পশুপাখী কাঁদে আকুল পরাণে,
হেন অবতার হয়নি ভুবনে,
হয় নাই হেন প্রেমের প্লাবন।
বলি তোরে মন ধরে রূপ ধরি,'
সকল ছাড়িয়া গুরুপদ বরি',
গৌরধামে চল ভজ গৌরহরি,
গৌরকামে মত্ত কর এ জীবন।
গাও গৌরবাণী ওরে মূঢ় মন।
এখন জিহ্বা বশে আছেরে—
ওরে অবশ হ'লে নারবি তখন।
ধন জন সব বসন ভূষণ
ঘিরে দারা পরিবার
এসব কেউ নয়রে, তোমার ব'লতে
তিনিই শুধু একা তোমার;
চেয়ে দেখ কাল নিকট তোমার
মুদিবে এখনি দু'টি নয়ন।
দিবা গত তোর নানা কাজে
রাত্রি গত ঘুমে—
ভুলিলি চৈতন্যবাণী
পড়িয়া মোহের ভ্রমে
ভূতের বেগার খেটে'
দিন খোয়ালি রে—
'ওরে চিনলি না আপন।
আজ না কাল যেতে হ'বে
সাঙ্গ করি' খেলা
ভোগসুখে আর বসে কেন মন
হ'য়ে যায় যে বেলা-
বেলাবেলি পারের ভেলা ধর রে
গৌরবাণীর রাতুল চরণ।

—শ্রীভক্তিগৌরদাস অধিকারী

অদ্বৈতবাদ-নিরাস

[উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন]

“দোষ অন্বেষণে কে বা ?”

অত জন্মাষ্টমীবাসরে আমার পক্ষে দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, আমার ছিদ্রান্বেষণরূপ বৃত্তি প্রশান্ত লাভ না করিয়া তাহার বিকাশ হইতেছে। কারণ পরদোষান্বেষণই যাহার বৃত্তি এবং যে-বৃত্তি নির্মলতা অতিক্রম করিয়া স্বরূপগত স্বভাবে অবস্থিতা, তাহার পক্ষে কৃষ্ণাবির্ভাবজনিত আনন্দবাসর ও কৃষ্ণ-বিরহজনিত ক্লেশ—উভয় ক্ষেত্রেই তাহার পরিবর্তন না হইয়া তাহা উৎস্থ্রচিত্তে ব্যক্ত হইয়া থাকে। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের লিখিত “ক্রোধ ভক্তদ্বেষি-জনে” প্রভৃতি উপদেশাবলীর যে স্বাভাবিক অর্থ গুরু-মুখে শ্রবণ করিয়াছি এবং আচার্যের আশারে লক্ষ্য করিয়াছি তাহাতে মাদৃশ ছিদ্রান্বেষীর পক্ষেও নিরাশার কথা দূরে থাকুক, তাহা পরম আশার ও উৎসাহেরই বিষয়। শ্রীল প্রভুপাদ যাহার যে বৃত্তি যাহাতে যে-ভাবে আছে, তদ্বারাই কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ-সেবা করা যাইতে পারে, এপ্রকার উপদেশ দিয়া, শুধু তাহাই নহে উক্ত বৃত্তিগুলি কি-প্রকারে সেবায় নিযুক্ত হইতে পারে, তাহা নিজে আচরণ করিয়া বা করাইয়া মাদৃশ ছিদ্রান্বেষীকে শিক্ষা দিয়াছেন ও দিতেছেন।

প্রতিকূলচিন্তার প্রাতিকূল্যে মগ্ন হইবার সম্ভাবনা

শ্রীল রূপ গোস্বামিপাদ বলেন, অনুকূল অনুশীলনই জীব-মাত্রের কৃষ্ণ-সেবা-লাভের একমাত্র উপায়। প্রতিকূল বিষয় হইতে সুতরাং থাকাই শ্রীল রূপপাদের উক্তির উদ্দেশ্য। পরপক্ষনিরসন-ব্যাপার অথবা কৃষ্ণভক্ত-বিরোধী আচার বা শিক্ষা হইতে দূরে থাকা একই কথা ; তবে পরপক্ষ বা অজ্ঞান-বাধক ইন্দ্রিয়বোধ জ্ঞানসমূহ স্তব্ধ করিতে গিয়া তাহাতেই মগ্ন হইয়া যাওয়ার উদাহরণও আমাদের ইতিহাস-পুরাণাদিতে অভাব নাই। এইজন্যই তিনি “আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা” ও “প্রাতিকূল্যস্য বিবর্জনম্” প্রভৃতি উপদেশ করিয়াছেন। অত এই মাধবী তিথিতে এই স্থিতির শুদ্ধ সেবক-গণের পাদপদ্মে আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ, তাঁহারা যেন আমার প্রতি সর্বদাই কৃপাদৃষ্টি রাখেন, যেন আমি ইন্দ্রিয়বোধ জ্ঞানরূপ পরপক্ষের নিরাস করিতে গিয়া তাহাতেই মগ্ন হইয়া না পড়ি।

অনন্তবাসুদেব-দাস্যই জন্মাষ্টমী সেবা

অসুরকুলচূড়ামণি দানবাধিপতি কংস কৃষ্ণবিনাশের জন্য সর্বতোভাবে যুক্তিজাল বা কারাগার সৃষ্টি করিলেও—জ্ঞানমাত্র ভূমিকায় অবস্থিত থাকিয়া কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ-সেবার ধ্বংসসাধন করিতে প্রয়াস পাইলেও তাহা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়, ইহাই ঐতিহ্যের দ্বারা প্রমাণিত এবং শাস্ত্রযুক্তিসম্মত। অদ্বৈতবাদী জ্ঞানিসম্প্রদায় কৃষ্ণবিনাশের বা কৃষ্ণসেবা-বিনাশের যত প্রকার বিচার-কারাগারের সৃষ্টি করুন্ না কেন, তাহাতে কার্ষ্ণ বসুদেব এবং স্বয়ং কৃষ্ণ বাসুদেব আবদ্ধ হন নাই। কৃষ্ণকে তাঁহার শত্রু হইতে রক্ষা করা কার্ষ্ণ বসুদেবের একমাত্র কর্তব্য। ভাগবতের ঐতিহ্য হইতে জানা যায়, বসুদেবের কৃষ্ণরক্ষারূপ সেবায় অক্লান্ত সেবক ব্যতীত সঙ্কর্ষণ অনন্তদেবও সাহায্য করিয়াছিলেন। তাই আমি শ্রীল অনন্তবাসুদেবের দাস-দাসেচ্ছায় এই মহাপুণ্য-তিথিতে কৃষ্ণকে সাদরে নির্বিঘ্নে অর্থাৎ কেবলাদ্বৈতবাদের মিথ্যা প্রবঞ্চনা ও হিংসাদ্বেষের হস্ত হইতে নিরাপদে পৌঁছাইয়া দিবার লীলার স্মরণ করিব। ইহা আমার জন্মাষ্টমী-সেবা।

সেব্যতা ও অসুরত্বের পার্থক্য

যাহারা কৃষ্ণ এবং তাঁহার নিত্য সেবাকে স্বীকার করে না, তাহারাই প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে কৃষ্ণবিনাশচেষ্টাকারী কংস বা তাহার দাস। আমি সুধীসমাজে বিনীতভাবে বিচার প্রার্থনা করিয়া নিবেদন করিতেছি যে, তাঁহারা যেন একটু নিরপেক্ষতা অবলম্বন করিয়া আমার বক্তব্যসমূহের যৌক্তিকতা উপলব্ধি করেন। ভারতীয় হিন্দুমাত্রই শাস্ত্র, গুরু ও ঈশ্বর বিশ্বাস করিয়া থাকেন। ঐ তিনটী তত্ত্বের বিশ্বাসকেই আস্তিকতা বা দৈব ভাব বলে। উহাতে আস্থা স্থাপন না করা বা তাহাতে সন্দেহ উত্থাপন করা বা উহাদের সম্মানের হানি করাই নাস্তিকতা বা আসুরিক ভাব। সুতরাং দেবাসুরের পার্থক্য আমাদের পক্ষে সহজে অনুমেয় এবং শাস্ত্র ঐতিহ্য হইতে নির্দেশিত। বিচারে যদি এরূপ প্রমাণ হয় যে, কেবলা-দ্বৈতবাদিগণ শাস্ত্র, গুরু ও ভগবান্ এই তিনটী তত্ত্ব অথবা এই তিনটি তত্ত্বের অন্তর্গত তত্ত্বসমূহকে মিথ্যা ও ভ্রমাত্মক বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে দেবাসুরের কোন্ শ্রেণীভুক্ত করা প্রয়োজন, সুধীসমাজ বিচার করিবেন।

“কেবলাদ্বৈতবাদিমতে ব্যাস ভ্রান্ত ?”

‘শাস্ত্র’ বলিতে শাসন-বাক্য যাহাতে আছে তাহাকেই শাস্ত্র বলে। শাসনবাক্য বা উপদেশসমূহ বেদে স্পষ্টভাবে ও বিস্তৃত-ভাবে প্রকাশিত আছে বলিয়া বেদই একমাত্র শাস্ত্র অথবা বেদাদ্বৈত-বিচার-সম্বলিত যাহা, তাহাকেও শাস্ত্র বলে। ইহাতে আস্তিক হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে মতভেদ লক্ষিত হয় না। বেদের সার ও শিরোভাগের নাম ‘বেদান্ত’। ভারতে বহু দর্শনের প্রচলন থাকিলেও আস্তিকসমাজে বেদান্ত-দর্শনই সর্বশ্রেষ্ঠ দর্শন বলিয়া স্বীকৃত হওয়ায় বেদান্তদর্শনের উপর দার্শনিক আচার্য-গণ সকলেই শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। কেবল-অদ্বৈতবাদগুরু আচার্য শঙ্কর শারীরক-ভাষ্য প্রণয়ন করিতে গিয়া শারীরক-সূত্রের যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করেন নাই। পরন্তু তিনি সূত্রের ভ্রম প্রদর্শন করাইয়া ব্যাসকে ভ্রান্ত বলিয়া প্রকারান্তরে বেদ ও বেদান্তকে বা শাস্ত্রসমূহকেও ভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। এই সম্বন্ধে পূর্বে বহু বিচার প্রদর্শিত হওয়ায় প্রবন্ধ বিস্তারের ভয়ে তাহাদের পুনরুল্লেখ করিলাম না।

কেবলাদ্বৈতবাদী শাস্ত্রসম্মানের হানিকারক বলিয়া নাস্তিক

কেবলাদ্বৈতবাদের বিচার বিশ্লেষণ করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, তাঁহারা বেদান্তের মূল উদ্দেশ্যের বিশেষ হানি করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই। বেদান্ত ভগবানের নিত্য স্বরূপ ও নিত্য শরীর স্বীকার করেন বলিয়াই উহার অন্য নাম শারীরক। মায়াবাদাশ্রয়ী বা কেবলাদ্বৈতবাদী উক্ত নামের সার্থকতা বিনাশের জন্য বহুল যত্ন করিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে “বেদ মানিব কেন” এই প্রকার বেদের প্রতি সন্দেহ উত্থাপন করিতেও দেখা যায়। যেস্থলে এপ্রকার বেদ-সম্বন্ধে সন্দেহ উত্থাপিত হইয়াছে, সে-ক্ষেত্রে বেদসম্মানের হানি হওয়ায় আমরা তথায় আস্তিক্যের গন্ধও আছে বলিয়া স্বীকার করিতে নারাজ। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বলেন বেদরূপ-নিঃশ্রেয়স্ মধ্যে কখনও তারতম্য থাকিতে পারে না, উহা নির্বিশেষ হইতে বাধ্য, উহা অদ্বৈতই হইয়া থাকে। দ্বৈততত্ত্ব তারতম্যরহিত হইতে পারে না। সুতরাং তাহা নিঃশ্রেয়স্ হইবে কিরূপে ?” বেদের উক্ত প্রকার অভিধান স্বীকার করিলে তাহা ‘সোণার পাথরবাটী’র মত এক দিকে বেদ উপদেশক বলিয়া সবিশেষ, অন্যদিকে নির্বিশেষ বলিয়া স্বরূপ-জ্ঞাপক। বেদকে এইপ্রকার সুবজাতীয় অবান্তরপোষক মর্যাদাহীন জ্ঞান করিলে তাহার মান থাকে কি ? বেদ শাসন করেন ; যাঁহাতে শাসনবাক্যসমূহ সন্নিবেশিত আছে তিনিই শাস্ত্র, তিনিই সবিশেষ তত্ত্ব, তিনিই গুরু বা উপদেশক। শাস্ত্রই গুরুরূপে শাসনবিধান করেন। শাসকের নির্বিশেষত্ব হইলে শাস্ত্রের হানি হইয়া থাকে এবং শাসনযোগ্য বস্তুরও অভাব ঘটিলে উহার প্রয়োজনীয়তা থাকে না। কেবলাদ্বৈতবাদী আত্মঘাতী হইতে পারে, শাস্ত্র কখনও আত্মঘাতী হইতে পারে না। নির্বিশেষবাদই যদি বেদের মত হয় তবে বেদ স্বয়ং নির্বিশেষ হইয়া নিজ অস্তিত্ব-শূন্যতার পরিচয় দিবে। আমি সম্মুখে দাঁড়াইয়া সভা-মধ্যে বলিতেছি—‘আমি নাই’। ইহাতে আমার উন্মত্ততাই জ্ঞাপিত হয়। বেদ কখনও তাঁহার নিত্য সত্তা বর্তমান থাকাতে তাহার অস্বীকার করিতে পারেন না। যদি তর্কবলে সেরূপ কথা প্রকাশ পায় তাহা হইলে জানিতে হইবে, উহা মায়াবাদীর কল্পিত বেদ মাত্র—ভগবদ্রূপ অপৌরুষেয় বেদ নহে। উহাতে তাহাদের স্বকপোল-কল্পিত বাক্যসমূহের মিথ্যা উদ্গার মাত্র গ্রথিত আছে বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে।

আচার্য্য শঙ্করের গুরুতত্ত্ব-বিচার

আচার্য্য-শঙ্করের অজ্ঞানবোধিনী গ্রন্থে গুরুর স্বরূপ বলিতে গিয়া যাহা প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে কোন ব্যক্তিরই শিষ্য হইবার অভিলাষ থাকে না, বা তাদৃশ গুরুকরণ স্বীকার করিলেও তাদৃশ গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস থাকা সম্পূর্ণ অসম্ভব। আচার্য্য শঙ্কর উক্ত গ্রন্থে যাহা ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা সুধী পাঠকবর্গের অবগতির জন্য নিম্নে উদ্ধার করিলাম। ইহা পাঠ করিলেই নিরপেক্ষ পাঠকবর্গ আপনারা কেবলাদ্বৈতবাদের গলদ কোথায় বুঝিতে পারিবেন। উক্তি যথা :—“তস্মা-দেবাচার্য্যাদ্ ব্রহ্মাত্মজ্ঞানাবাপ্তিঃ কথমাচার্য্যোঽজ্ঞো বা জ্ঞঃ। অজ্ঞো ন ব্রহ্মাত্মৈকত্বজ্ঞানমুপদেষ্টুং শক্নুয়াৎ। অথ বিজ্ঞঃ তস্য ব্রহ্মাত্মজ্ঞানেন সর্বৈব ভেদতি : ততঃ স্বাজ্ঞানং তৎকার্য্যদেহশ্চ নিবৃত্তেঃ। তস্য দেহাদিসম্বন্ধাভাবাৎ তু ন শিষ্যাদিশাসনম্ উপপদ্যতে। অথাজ্ঞাবগতো ব্রহ্মাত্মভাবং স্যাৎ। তস্মাদেহাদিসম্বন্ধোঽঙ্গীকর্ত্তব্যোঽনুপদেষ্টব্যঃ। তথা জ্ঞানাব-জ্ঞানতত্ত্ব-কার্য্য-নিবৃত্তিঃ ব্রহ্মাচার্য্যাধীনং জ্ঞানমপেক্ষতে উভয় নাস্তং দোষঃ” অর্থাৎ —“জিজ্ঞাস্য এই যে, আচার্য্য অজ্ঞ কি বিজ্ঞ হইবেন ? যদি তিনি অজ্ঞ হন, তবে ব্রহ্মাত্মৈকত্ব জ্ঞানোপদেশ করিতে (অজ্ঞতাপ্রযুক্ত) অক্ষম। আর যদি তিনি বিজ্ঞ হন তবে ব্রহ্মাত্মজ্ঞানের দ্বারা তিনিই ব্রহ্ম হইয়া-ছেন। সুতরাং তাঁহার অজ্ঞান ও তৎকার্য্য স্থূল-সূক্ষ্ম-শরীরদ্বয় নিবৃত্ত হইয়াছে এবং তিনি (ব্রহ্মজ্ঞানহেতু) দেহাদিসম্বন্ধশূন্য হওয়ায় শিষ্যাদিকে শাসন বা উপদেশ দিতে অক্ষম। অতএব ‘অজ্ঞাবগতঃ’ অর্থাৎ অজ্ঞবগত (মূর্খ বা ব্রহ্মজ্ঞান-শূন্য) ব্যক্তিই শিষ্যকে ব্রহ্মাত্মভাব উপদেশ করিবেন। উক্ত প্রকার আচার্য্যেরই (অজ্ঞানোত্থ) শরীরাদি সম্বন্ধ স্বীকার করিতে হইবে। তাদৃশ আচার্য্যের নিকটে উপদেশ লাভ করিয়া অজ্ঞান ও অজ্ঞানকার্য্যের নিবৃত্তি করিতে হইবে। ইহা হইতেই জানা যায় জ্ঞানরূপ মোক্ষ লাভ আচার্য্যাধীন্ এবং আচার্য্য অজ্ঞান-সাপেক্ষ। জ্ঞান উক্ত প্রকার অজ্ঞানাপেক্ষ ও আধীন হওয়ায় দোষ নাই।” ইহাই শঙ্করের উক্তি।

গুরুকে ভ্রান্তিই মহাদোষ

উক্ত উদ্ধৃত বাক্যসমূহ হইতে ‘অথাজ্ঞাবগতো ব্রহ্মাত্মভাবং স্যাৎ’ কথাগুলি শঙ্কর গুরুর স্বরূপ যে প্রকার অজ্ঞবগত, মূর্খতা-যুক্ত ও অজ্ঞান-শাসিত বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন তাহাতে কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি নিজ মঙ্গলাকাঙ্ক্ষায় তাদৃশ গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিবেন না। যে-সম্প্রদায়ের গুরুর প্রতি সম্প্রদায় আস্থা শ্রদ্ধা যে, তাঁহাকে অজ্ঞ বলিয়া মানিতেই হইবে, তাদৃশ সম্প্রদায়কে ভারতীয় হিন্দুসমাজ আস্তিক বলিবে কি ? বেদ-সার-ভাষা শ্রীমদ্ ভাগবতে “আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ” প্রভৃতি শ্লোকে আচার্য্যকে ঈশ্বরের অবতাররূপে প্রদর্শন করিয়া নিষেধ করিয়াছেন। কেবলাদ্বৈতবাদী যাহা বাসনায় অজ্ঞবগত

অজ্ঞ গুরুর চরণ আশ্রয় করিতে গিয়া নিজেও অজ্ঞতার পরিচয় দিয়া অন্ধকূপে পতিত হইয়া মুখে চূণ করিয়া সর্ব্বতোভাবে দোষ করিয়াছেন।

এরূপ গুরুর শিক্ষাও ভ্রমপূর্ণ। সুতরাং তাদৃশ গুরুমুখ-নিঃসৃত 'তত্ত্বমসি', 'অহং ব্রহ্মাস্মি', 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' বা 'সোঽহম্' প্রভৃতি বাক্যসমূহের ভ্রমপূর্ণ ধারণাই সরলমনা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী শিষ্যের অন্তঃকরণে প্রকাশিত হইবে। শঙ্করের 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' বাক্যের অর্থ করিতে গিয়া বাধ্য হইয়া গুরুতেও ঐপ্রকার ভ্রান্তি প্রবেশ করাইয়াছেন। এজন্যে আস্তিক সম্প্রদায় তাঁহার বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা করিতে পারিতেছেন না।

কেবলাদ্বৈতবাদীর ঈশ্বরতত্ত্ব জীব-তত্ত্বেরই অন্তর্ভুক্ত

কেবলাদ্বৈতবাদী জগৎ-তত্ত্ব সম্বন্ধে যে আলোচনা করেন তাহা অতীব অসম্ভব ও হেয় হইয়াছে। ব্রহ্মের সগুণাবস্থাকেই ঈশ্বর বা ভগবান বলিয়া থাকেন। তাহাতে ঈশ্বর জীব কোটির মধ্যেই পরিগণিত হন, ব্রহ্মের পরিচ্ছন্নাবস্থা বা প্রতিবিম্বাবস্থাকেই জীব ও ঈশ্বর বলিয়া থাকেন। পরিচ্ছেদের বৃহদংশের নাম ঈশ্বর ও ক্ষুদ্রাংশের নাম জীব। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, ঈশ্বরও জীব, জীবও জীব। জীব শ্রেণীভুক্ত ঈশ্বরত্বের উপাসনা কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি করিয়া থাকেন? আস্তিক সমাজ ঈশ্বরত্ব বা ভগবত্তাকে জীবকোটির ভিতরে মানিয়া লইতে প্রস্তুত নহেন। তাহা ছাড়া উক্ত প্রকার ঈশ্বরের ঈশ্বরত্বেরও চরম হানি হওয়ায় সিদ্ধান্তের প্রতিযোগী হইতেছে। আমরা এতৎপ্রসঙ্গের বিস্তারিত আলোচনা পরে করিব।

শাস্ত্র, গুরু ও ভগবান্‌কে মানিয়া মায়াবাদী নাস্তিক

এখন দেখা যাইতেছে যে শাস্ত্র, গুরু ও ভগবান্ এই তিনটী তত্ত্বে কেবলাদ্বৈতসেবী মায়াবাদিগণ কপটভাবে বিশ্বাস প্রদর্শন করিলেও বস্তুতঃ তাঁহারা উক্ত বিশ্বাস হইতে সম্পূর্ণরূপে দূরে অবস্থান করিতেছেন। বৃক্ষের কোন শাখায় অবস্থান করিয়া সেই শাখার মূলদেশ ছেদন করিলে ভূপতিত হইয়া জীবননাশই হইয়া থাকে। বিচার-ক্ষেত্রে শাস্ত্র, গুরু ও ভগবানের উপর নির্ভর করিতে গিয়া তাঁহাদের মূল ছেদন করতঃ কেবলাদ্বৈতবাদী পতিত হইয়া নাস্তিক হইয়াছেন। আস্তিকসম্প্রদায় উহা হইতে সম্পূর্ণভাবে পৃথক্ আছেন।

নির্ব্বিশেষবাদীর বস্তুভেদবাদাশ্রয় ব্যতীত গতি নাই

অদ্বৈত মানিতে গিয়া জীব, ব্রহ্ম ও বিশ্বের বিচারে জীব-বিশ্বে যে মিথ্যাত্বের আরোপ করা হইয়াছে তাহাতে কেবলাদ্বৈতবাদীর স্ববাক্যবিরোধই সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ পায়। মিথ্যাত্ব স্থাপন করিতে গিয়া এবং ব্রহ্মের নির্গুণ, নির্ব্বিশেষ-স্বরূপ বর্ণন করিতে গিয়া যে প্রকার ভ্রমে পতিত হইয়াছেন তাহা হইতে উদ্ধারলাভের উপায় অবশ্যম্ভাবী আচার্য্যের আশ্রয় নহে পরম কারুণিক বৈষ্ণবগণের পাদাশ্রয়ণ একমাত্র পথ।

প্রতিবিম্ববাদের হেয়তা

প্রতিবিম্ববাদী বলিয়া থাকেন, প্রতিবিম্ব যে-প্রকার মিথ্যা সেইপ্রকার জীব ও বিশেষতঃ জীবের সুখ-দুঃখাদিবৃত্তি মিথ্যা, কারণ, জল প্রতিবিম্বিত চন্দ্রের কম্পন ও জল-কম্পনে চন্দ্রের বক্রত্ব প্রতিভাত হইলেও চন্দ্র নিশ্চল ও এক। এবম্প্রকার কেবলাদ্বৈতবাদীর উদাহরণদ্বারা ঐক্যত্ব স্থাপন ও জীব-বিশ্বের মিথ্যাত্ব প্রতিপাদন হয় না। কারণ, উক্ত উদাহরণটী বিশ্লেষণ করিলে তাহার সত্যতা বুঝা যাইতে পারে। ব্যাপক বস্তু, নিরাকার বস্তু, অপরিচ্ছিন্ন বস্তুর প্রতিবিম্ব সম্ভব নহে। আকাশের যে-প্রকার প্রতিবিম্ব হয় না, কিন্তু আকাশস্থ পরিচ্ছিন্ন চন্দ্র-সূর্য্যাদি জ্যোতিষ্কের প্রতিবিম্বাবস্থা লক্ষ্য করা যায়; সুতরাং অপরিচ্ছিন্ন ব্যাপক অসীম ব্রহ্মের প্রতিবিম্বাবস্থা অসম্ভব হইতেছে। এতদ্ব্যতীত পরিচ্ছিন্ন জ্যোতিষ্ক পদার্থ ও স্বচ্ছ জল-পদার্থ উভয়ের দর্শন-সংযোগাদ-হেতু একই বিষয়ত্ব হওয়ায় প্রতিবিম্ব সম্ভব হইয়াছে। সেইরূপ অজ্ঞান যদি স্বচ্ছ জলস্থানীয় বলিয়া কল্পনা করা যায়, তবে বিম্বরূপ ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব জগৎকে এবং জীবকে চক্ষুসংযোগ-স্থানে ধরিলে অজ্ঞান, ব্রহ্ম ও জীব—এই তিনটী তত্ত্ব বিষয়রূপ একটী তত্ত্বেতে পরিণত হয়। উক্ত তিনটীর কোনটীকে বাদ দিলে প্রতিবিম্বের সম্ভাবনা নাই। কেবলাদ্বৈতবাদিগণ অজ্ঞান ও ব্রহ্ম উভয়ের নিত্যতা স্বীকার করিয়া ব্রহ্মস্বরূপধর্ম্মে পতিত আবরণস্বরূপ অজ্ঞানগ্রস্ত জীব ও বিশ্বকে স্বীকার করিবেন কি? তাহা ছাড়া বিম্ব—নিত্য চেতন ব্রহ্ম, প্রতিবিম্ব—মিথ্যা, অচেতন জীব ও বিশ্ব। জীব ও বিশ্ব প্রতিবিম্বস্থানীয় বিধায় উভয়ই অজ্ঞান অর্থাৎ অচেতন, জড় ও মিথ্যা। বিশ্বের জড়ত্ব প্রত্যক্ষসিদ্ধ কিন্তু জীবের জড়ত্ব প্রত্যক্ষসিদ্ধ নহে বরং চেতনত্বই প্রত্যক্ষসিদ্ধ। জীবরূপ অচেতনের চক্ষু-সংযোগের দ্বারা দৃশ্যত্বের অসম্ভাব-হেতু প্রতিবিম্বের প্রতিযোগী হইতেছে। মিথ্যাভূত জীব অজ্ঞানগ্রস্ত বিধায় অচেতন বা জড় হইয়া পড়িতেছে।

জীবত্বে জড়ত্ব হেতু ভোক্তৃত্ব কোথায়?

ব্রহ্ম অজ্ঞানে প্রতিবিম্বিত হইয়া জীবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। এই প্রতিবিম্ব জীব বদ্ধাবস্থাতে সুখ-দুঃখের ভোক্তা হইতেছে। ব্রহ্ম কিন্তু সুখ দুঃখের অতীত। জীব যদি স্বরূপতঃ অর্থাৎ মুক্তাবস্থাতে ব্রহ্মই হন তাহা হইলে দেখা যাইতেছে প্রতিবিম্বিতাংশ অজ্ঞানরূপ অচেতন জড়ই সুখ-দুঃখের ভোগ করিয়া থাকে। জড় বস্তু সুখ দুঃখের ভোক্তা, উহা প্রত্যক্ষ-জ্ঞানেরও বহির্ভূত বলিয়া অলৌকিক বিধায় বাতুলের সিদ্ধান্ত। জীবের সুখ দুঃখ-ভোগ দেখা যাইতেছে—কেহ রাজা, কেহ প্রজা, কেহ পণ্ডিত, কেহ মূর্খ, কেহ সবল, কেহ দুর্ব্বল এইরূপ দেখা যাইতেছে এবং চেতনাযুক্ত জীবের বিভিন্নতা, বৈশিষ্ট্য ও দ্রষ্টৃত্ব ও শ্রোতৃত্ব প্রভৃতি সর্ব্বতোভাবে প্রত্যক্ষ করা যাইতেছে। সুখ-দুঃখের অনুভূতি, উচ্চাবচের জ্ঞান, ভেদ-বৈশিষ্ট্যের ধারণা, বস্তু ও শব্দের দেখা শোনা প্রভৃতি চেতন জীবেতেই লক্ষ্য করা যায়। অচেতন পদার্থ যথা মৃত্তিকা, জল, বায়ু, অগ্নি, আকাশ প্রভৃতি জড় বস্তুতে উক্ত চেতনের অদ্ভুত ব্যাপারসমূহ লক্ষ্য করা যায়। সুতরাং প্রতিবিম্ব বিশ্বের অচেতনত্ব হইলেও জীব তৎশ্রেণীভুক্ত হইয়া অচেতন হইবে না।

পারমার্থিকও মিথ্যা

কেবলাদ্বৈতবাদী পরমার্থবিচারে পরাঙ্মুখ হইয়া বলেন, বিচারমাত্রই কেবল ব্যবহারিক। শাস্ত্র স্বয়ং ব্যবহারিক, তাহার উক্তিও ব্যবহারিক, ব্যবহারিকতা বাদ দিলে উক্ত মতবাদিগণের আর কিছুই বলিবার থাকে না বা যাহা থাকে বলিয়া কথিত হয় তাহাতে ব্যবহারিক পরমার্থত্বই প্রতিপন্ন হয়। ব্রহ্মে ব্যবহারিক যুক্তিতে যে পারমার্থিকতা প্রদর্শিত হয়, তাহাতে সত্য এবং মিথ্যা হওয়ায় সাধনাসিদ্ধি হইতেছে।

জীব ব্রহ্মের সাদৃশ্য—ঐক্য নহে

ব্রহ্মসম্বন্ধে কিছু বলিতে গেলেই ব্যবহারিকভাবে বলিতে হয় তবে তিনি অপ্রমেয়, অবিতর্ক্য, আর জীবকেও ব্যবহারিকভাবে বলিতে হয় প্রমেয়, পরিচ্ছিন্ন ও বাক্য-মনের গোচরীভূত। সুতরাং ব্যবহারিক হিসাবেই উক্ত মতবাদিগণের বিচার স্বীকৃত হইলেও জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য প্রতিপন্ন হয় না। ব্যবহারিক হিসাবে যাহা পৃথক্ বলিয়া প্রতিপন্ন হয় তাহা তাদৃশ পারমার্থিক হিসাবেও পৃথক্ না হইবার সঙ্গত কারণ ব্যবহারিকভাবে কিছুই লক্ষিত হইতেছে না। সুতরাং জীব ব্রহ্মের ঐক্য কোন প্রকারেই সাধিত হয় না। 'অহং ব্রহ্মাস্মি' বাক্যের দ্বারা ঐক্য প্রতিপাদিত হয় না, কারণ 'সিংহোঽয়ম্ মাণবক' বা 'চন্দ্রমুখ' বলিলে মনুষ্যের সিংহোৎপন্নতা বা বদনের চন্দ্রত্ব না বুঝাইয়া সাদৃশ্যই প্রমাণিত হইতেছে। উপমানের অস্বীকার না করিয়া কেবল উপমেয় মাত্র স্বীকার করার যুক্তির প্রাবল্য হয় না। 'অহং ব্রহ্মাস্মি' মন্ত্রেতে ব্রহ্ম-সাদৃশ্যই উপলব্ধি হয়। তাহাতে অহং পদের লোপ করিয়া কেবল ব্রহ্মের স্থাপ্যত্ব-বিচার সঙ্গত নহে।

ব্রহ্মের ব্যবহারিকতায় বাক্য ব্যাঘাত

ব্যবহারিক শব্দের অর্থ ত্রিকালসত্তাশূন্যত্ব। তাহা হইলে পারমার্থিক শব্দে ত্রিকালসত্তাযুক্তত্বই বুঝা যাইতেছে। ব্রহ্মেতে যদি ব্যবহারিক ধর্ম্ম অর্থাৎ ত্রিকালসত্তাশূন্যত্ব আছে এরূপ বলা হয়, তাহা হইলে নির্গুণব্রহ্মে ধর্ম্মারোপ হয় এবং তাহাতে বাক্য-ব্যাঘাতও জন্মাইতেছে। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান কালত্রয়ে অবর্ত্তমান বস্তু 'আছে'—একথা বলিলে কালান্তর্গত ব্যাপারই ঘুরিয়া ফিরিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে। কোনও বস্তু 'আছে' বা 'নাই' বলিতে গেলেই কালান্তর্গতত্ব বুঝায়। তাহাতে পারমার্থিক-শব্দের কালান্তর্গতত্ব প্রকাশ পায়।

অজ্ঞান বা অবিদ্যা

ব্যবহারিক বিচারের মধ্যে যে মিথ্যাত্বের কল্পনা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার মূলে অজ্ঞান বা অবিদ্যাই বর্ত্তমান। 'অজ্ঞান' বলিতে কেবলাদ্বৈতবাদিগণ "সদসদ্বিলক্ষণ অনির্ব্বচনীয়" তত্ত্বকেই নিরূপণ করেন। আচার্য্য শ্রীপাদ শঙ্কর বলেন "অবস্তু অনির্ব্বাচ্যা অবিদ্যা অস্তি" অর্থাৎ অজ্ঞানরূপ অবিদ্যা অবস্তু অর্থাৎ মিথ্যা। উহা সৎ হইতে ও অসৎ হইতে বিলক্ষণ বিধায় অনির্ব্বচনীয় কাল্পনিক তত্ত্বমাত্র। ব্রহ্ম এক, নিরংশ, নির্ব্বিশেষ ও অদ্বিতীয় বস্তু।

অবিদ্যার পারমার্থিক সত্যতা

শঙ্কর বলেন, অবিদ্যা-হেতুই আত্মার বন্ধন হয়। আত্মা ও ব্রহ্ম একই বস্তু। "স আত্মা কীদৃশঃ?" প্রশ্নের উত্তরে শঙ্কর বলেন "চিৎসদানন্দাদ্বিতীয়ম্ অখণ্ডং অচলং অজং অক্রিয়ং কূটস্থমনন্তং স্বয়ং জ্যোতিঃস্বরূপং স্বপ্রকাশং ব্রহ্ম স আত্মা" অর্থাৎ সেই আত্মা চিৎস্বরূপ, সদানন্দস্বরূপ, অদ্বিতীয়, অখণ্ড, অচল ও অজ অর্থাৎ জন্মরহিত, অক্রিয়, কূটস্থ অর্থাৎ বিকাররহিত, অনন্ত, স্বয়ং জ্যোতিঃ ও স্বপ্রকাশ ব্রহ্ম। এবম্বিধ ব্রহ্মস্বরূপ আত্মা যদি "সাবিদ্যা তৎকৃতে বন্ধঃ" এবম্বিধ অবস্থা প্রাপ্ত হন তাহা হইলে আত্মার নিষ্কৃতি কোথায়?

বিষয়-আশ্রয়-বিচারে শঙ্কর অন্যত্র বলিয়াছেন "আত্মা অবিদ্যা • • • অবিদ্যা" অর্থাৎ আত্মাই বিষয়, অবিদ্যা তাহার আশ্রয়। অবিদ্যার এবম্প্রকার আশ্রয়ত্বহেতু চিৎসদানন্দ আত্মা বা ব্রহ্ম তৎকর্ত্তৃক আবৃত নহে। অবিদ্যার উক্ত ধর্ম্মহেতু আত্মার উহা সম্ভাব্য হইতেছে। যদি 'আত্মা' হেতু 'সাদৃশ্যাবস্থা' হয়, তবে ব্যবহারিক বিচারে অনুভবসিদ্ধ বস্তুর অভাব-প্রতিযোগিত্বই সিদ্ধ হইতেছে। সুতরাং অবিদ্যা মিথ্যা হইলে তদযোগ ব্যাপারসমূহের ত্রিকালসত্তাশূন্যত্বের প্রতিযোগী হইয়া মিথ্যাবস্তুই সত্য বলিয়া প্রমাণিত হয়।

তাহা ছাড়া কেবলাদ্বৈতবাদগুরু একটী উদাহরণ দিয়া বলিয়াছেন—অবিদ্যা ব্রহ্মেতেই অবস্থান করিয়া ব্রহ্মকে আবৃত করিতেছে, যথা "যথা গর্ভান্ধকারেণ আগারগর্ভম্ আচ্ছাদ্যতে তথা চিদ্রূপং কূটস্থং আত্মানং স্বরূপং আচ্ছাদ্যতি বিক্ষিপতে" অর্থাৎ গৃহমধ্যস্থ অন্ধকার যে-প্রকার গৃহকেই আচ্ছন্ন করে, সেপ্রকার ব্রহ্মাশ্রিত অবিদ্যা ব্রহ্মকে আচ্ছন্ন করে। এ প্রকার উদাহরণদ্বারা ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষত্ব প্রমাণিত হয় কি? ব্রহ্মান্তর্গত অবিদ্যা বা জ্ঞানান্তর্গত অজ্ঞান ব্রহ্ম বা জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করিবার যোগ্যতা রাখিলে এবং অজ্ঞানে ও অবিদ্যাতে ব্রহ্মের আশ্রয়ত্ব স্বীকার করিলে উহা ব্রহ্মের ন্যায় ত্রিকালসত্তা-স্বরূপ পারমার্থিক হইয়া পড়ে। [illegible]

"কৃষ্ণদাস-ভাব বিনু আছে কোন্ জনা"

[মহোপদেশক আচার্য্য শ্রীপাদ কিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব, ভক্তিশাস্ত্রী বি-এল]

আজ শুভতিথি। বদ্ধজীবের প্রতি কৃপা করিয়া এই শুভ 'জন্মাষ্টমী' তিথি বর্ষে বর্ষে একবার করিয়া আসিয়া উপস্থিত হন। 'হরি'-স্মৃতিতে জন্মাষ্টমী বলিতে একমাত্র পরমপুরুষ লীলা-পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবতিথিই লক্ষিতব্য হইয়া থাকে। অতএব মাদৃশ বদ্ধজীবের পক্ষে এই কৃষ্ণাবির্ভাব-তিথি যত্ন ও বিধিপূর্ব্বক পালন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যিনি এই প্রপঞ্চে ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান উপস্থিত হইলে সাধুগণের পরিত্রাণ ও দুষ্কৃতজনের বিনাশ-সাধন-জন্য যুগে যুগে আবির্ভূত হন, সেই কৃষ্ণচন্দ্রের আজ আবির্ভাব-তিথি-বাসর। এই তিথির পূজা নিত্যমঙ্গল-লাভের জন্য সর্ব্বতোভাবে পালনীয়। চিরস্থায়ী চরম-কল্যাণ-লাভের জন্য "নানা মত ও নানা পথের" বিবরকারিগণ মস্তিষ্ক আলোড়নের ফলে বহুপ্রকার উপায়ই আবিষ্কার করিয়া জন সাধারণের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিবার চেষ্টা করুন না কেন, শ্রীভাগবত-প্রদর্শিত একমাত্র ভক্তির পথ ব্যতীত আর দ্বিতীয় প্রকৃষ্ট পন্থা নাই। সেই ভক্তিই সর্ব্ব জীবের বরণীয় হউক। মহাজনগণের ভাষায় আমরা জানিতে পারি যে, "মাধবতিথি ভক্তিজননী যতনে পালন করি'। কৃষ্ণবসতি বসতি বলি' পরম আদরে বরি॥" যিনি ত্রিতাপক্লিষ্ট ও জন্মমৃত্যুক্লিষ্ট পাপসঙ্কুল সর্ব্বজীব কুলকে অভয় প্রদান পূর্ব্বক দেবসংসদনিতে বলিয়াছিলেন— "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। অহং ত্বাং সর্ব্ব-পাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥" আজ সেই শোক-মোহত্রাপহ শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মের আবির্ভাব-তিথি।

শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবতিথি এই জয়ন্তীতে আমাদের কর্ত্তব্য কি? সংসারাসক্ত বদ্ধ-জীব আমরা, এই তিথিতে আমাদের কি কর্ত্তব্য নাই? আজিকার তিথিতে যে কর্ত্তব্য তাহা যে কেবল অদ্যকার দিনের জন্যই সীমাবদ্ধ থাকিবে, শুধু তাহাই নহে, পরন্তু ঐ কর্ত্তব্যই আমাদের জন্মজন্মান্তরের ব্রত হওয়া দরকার। কৃষ্ণাবির্ভাব-তিথিতে কৃষ্ণকথা ব্যতীত—উত্তমঃশ্লোক ভগবানের যশঃকীর্ত্তন ব্যতীত—শ্রীকৃষ্ণের সহিত জীবের সম্বন্ধা-ভিধেয়-প্রয়োজনের কথা ব্যতীত আর কি কথা থাকিতে পারে? অতএব সেই কৃষ্ণকথা, যাহা কৃষ্ণেরই স্বরূপ ব্যতীত আর কিছুই নহে, সেই প্রধান কথা অর্থাৎ তাঁহার সহিত জীবের সম্বন্ধের কথাই আমাদের অদ্যকার আলোচ্য বিষয় হউক।

এখন সম্বন্ধ জানিতে হইলে পরস্পরের স্বরূপ অবগত হওয়া দরকার হইয়া পড়ে। শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপসম্বন্ধে ব্রহ্মসংহিতার "ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ" ও উপনিষদের "ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং" প্রভৃতি যে-সকল শ্লোক আছে তাহাতে চরম-সেব্য-বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণের অসমোর্দ্ধত্ব ও পরতত্ত্ব জানিতে পারা যায়। অতএব তিনিই সকলের একমাত্র সেব্য সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ। তৎপর জীবের স্বরূপ-বিচারে জীব যে ভগবচ্ছক্তির 'অণু'-অংশ তাহা আমরা জানিতে পারি। ভগবানের সহিত জীবের অচিন্ত্যভেদাভেদ-সম্বন্ধের বিষয়ও আমরা শাস্ত্রবাক্যে জানিতে পারিয়াছি। আবার "মায়াধীশ মায়াবশ ঈশ্বরে জীবে ভেদ" ইহাও জানিতে পারি। 'মামেকো দেবমর্চ্চয়েৎ' বিচারে আমরা বুঝিতে পারি যে, বৃহচ্চিৎ-ভগবানের প্রতি অণুচিৎ জীবের যে আকৃতি তাহারই নাম ভক্তি বা সেবা। এই আকৃতি সহজ ও স্বাভাবিক হইলেও উভয়ের মধ্যে মায়ার ব্যবধান আসিয়া পড়ায় জীবের প্রতি কৃষ্ণের ঐ আকর্ষণী উপলব্ধির বিষয় হয় না। তাই জীব কৃষ্ণের সেবক হইয়াও এক্ষণে কৃষ্ণ-বহির্মুখ। পূর্ণতন্ত্র স্বরাট্ শ্রীকৃষ্ণের সেবক জীবের স্বভাবে অণু-স্বতন্ত্রতা থাকায় জীব ইচ্ছা করিলে ভগবানের সেবা না করিয়া অর্থাৎ ভগবৎ-সেবক না হইয়া স্বয়ং প্রভু সাজিবার ইচ্ছায় অপরকে সেবক করিবার চেষ্টা করিতে পারে; কিন্তু জীবের স্বভাবের গঠনবিষয়ে সেবা ব্যতীত প্রভুত্ব না থাকায়, জীব প্রভু হইতে গিয়া মায়ার প্রভু হইতে যায়, তাহারই অধীন হইয়া পড়ে। প্রকৃতির গুণের বশবর্ত্তী হইয়া জীব অহঙ্কারবিমূঢ় অবস্থায় স্বয়ং প্রভু হইবার চেষ্টা করিলেও তাহার সেবকত্ব কোনদিন ঘুচে না। তাই জীবের স্বরূপের পরিচয় সম্বন্ধে শাস্ত্রবাক্যে আমরা জানিতে পারি, "জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস"। আবার শ্রীমন্মহাপ্রভুর রচিত "নাহং বিপ্রো ন চ নরপতিঃ" শ্লোকে "গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ" শিক্ষার দ্বারা জীবের স্বরূপে যে একমাত্র কৃষ্ণদাস্যই সম্বল, তাহা সুষ্ঠুভাবে জানিতে পারি।

এই কৃষ্ণদাস্য পরিত্যাগ করিয়া যিনি যত পরিমাণ বিমুখ হইয়াছেন, তিনি তত পরিমাণ অমঙ্গল আবাহন করিয়াছেন। জড়জগতে কৃষ্ণকে ভোগ করিবার প্রবৃত্তি অথবা কৃষ্ণের মত ভোগ করিবার প্রবৃত্তি অজ্ঞজনের মূলধন হইলেও স্বরূপতঃ সকল কৃষ্ণাশ্রিত জনই নিত্যকাল ভগবৎ-সেবায় নিযুক্ত। কৃষ্ণ-সেবাবৈমুখ্যই জীবকে মৃতকল্প করিয়া ফেলে। যখন কৃষ্ণ-জ্ঞানের উন্মেষ হয়, তৎকালেই ন্যূনাধিক কৃষ্ণদাস্যবৃত্তি জীব-মাত্রেই লক্ষিত হয়।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাতেও আমরা জানিতে পারি যে "একলা ঈশ্বর কৃষ্ণ, আর সব ভৃত্য। যারে যৈছে নাচায়, সে তৈছে করে নৃত্য॥" আমরা এই জগতে পঞ্চপ্রকার রসে সম্বন্ধবিশিষ্ট আছি। কিন্তু এই জড়জগতের জড়ীয় রস বৈকুণ্ঠ-জগতের চিন্ময় রসসমূহের হেয় ও বিকৃত প্রতিফলন। অতএব শুদ্ধচিন্ময় সত্তায় শ্রীকৃষ্ণের সহিত শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই পঞ্চপ্রকার রসে জীব সম্বন্ধ-বিশিষ্ট। বিচার করিয়া দেখিলে বেশ বুঝিতে পারা যাইবে যে শান্তরসের উর্দ্ধতন চারিপ্রকার রসের প্রত্যেকটীর অভ্যন্তরেই দাস্যরস অনুস্যূত। দাস্যভাবে ত' দাস্যরস বর্ত্তমান আছেই, অধিকন্তু সখ্যরসে, বাৎসল্যরসে এবং মধুররসেও এই দাস্যভাব বিদ্যমান।

শ্রীকৃষ্ণের ব্রজসখাগণের মধ্যে সখ্যরসেও দাস্যভাব বর্ত্তমান দেখা যায়।

> শ্রীদামাদি ব্রজে যত সখার নিচয়।
> ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন, কেবল—সখ্যময়॥
> কৃষ্ণসঙ্গে যুদ্ধ করে, স্কন্ধে আরোহণ।
> তাঁ'রা দাস্যভাবে করে চরণ-সেবন॥
>
> —শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীমদ্ভাগবতে ১০।১৫।১৭ শ্লোকেও ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়, যথা—

> পাদসম্বাহনং চক্রুঃ কেচিত্তস্য মহাত্মনঃ।
> অপরে হতপাপ্মানো ব্যজনৈঃ সমবীজয়ন্॥

—কৃষ্ণ শয়ন করিলে কোন সখা তাঁহার পাদসম্বাহন করিতে লাগিলেন, কেহবা বিশুদ্ধ সখ্যভাবে ব্যজন দ্বারা বায়ু সঞ্চালন করিতে লাগিলেন।

বাৎসল্য-রসে কৃষ্ণদাস্যের প্রমাণ আমরা ব্রজে নন্দ মহারাজের দৃষ্টান্তে অবগত হইতে পারি। এতদ্বিষয়ে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলিয়াছেন—

> অন্যের কা কথা, ব্রজে নন্দ মহাশয়।
> তাঁ'র সম গুরু, কৃষ্ণের আর কেহ নয়॥
> শুদ্ধ বাৎসল্যে ঈশ্বরজ্ঞান নাহি তাঁ'র।
> তাঁহাকেই প্রেমে করায় দাস্য-অনুকার॥
> তেঁহো রতি মতি মাগে কৃষ্ণের চরণে।
> তাঁহার শ্রীমুখবাণী তাহাতে প্রমাণে॥
> শুন, উদ্ধব, সত্য, কৃষ্ণ—আমার তনয়।
> তেঁহো ঈশ্বর—হেন যদি তোমার মনে লয়॥
> তথাপি তাঁহাতে রহু মোর মনোবৃত্তি।
> তোমার ঈশ্বর কৃষ্ণে হউক মোর মতি॥

কৃষ্ণপ্রেমের এমনই অদ্ভুত স্বভাব যে, যাঁহারা কৃষ্ণের গুরুস্থানীয় যথা বাৎসল্যরসাশ্রিত গুরুবর্গ, যাঁহারা কৃষ্ণের সম-স্থানীয় যথা সখ্যরসাশ্রিত শ্রীদামাদি সখাগণ এবং যাঁহারা কৃষ্ণের অপেক্ষা লঘু—এই তিন প্রকার ব্যক্তিকেই দাস্যভাব প্রদান করিয়া থাকেন। সুতরাং কৃষ্ণের গুরুগণ, সমানগণ ও লঘুগণ সকলেই তাঁহার দাস।

জগতে গুরুবর্গ যে অজ্ঞাতভাবে দাস্য করেন তাহা অনেক সময়ে ঐশ্বর্য্য-প্রধান বুদ্ধিতে বুঝা যায় না, এজন্য মর্য্যাদামার্গে নারায়ণ-সেবায় কৃষ্ণপ্রেমের ন্যায় চমৎকারিতা দৃষ্ট হয় না। কৃষ্ণের ভক্তগণ দাস্যের উৎকর্ষ উপলব্ধি করিবার জন্যই গুরু-বর্গের আশ্রয়ে কৃষ্ণসেবা করিয়া থাকেন। সমান বা লঘু-বুদ্ধি যেখানে, সেখানে ঐশ্বর্য্যপ্রধান বুদ্ধিতে দাস্যভাব খুঁজিতে পারা যায়, কিন্তু গুরুবুদ্ধিস্থানে এই যে দাস্যভাব, ইহা একমাত্র কৃষ্ণসেবাতেই অবস্থিত। প্রেমের ইহাই এক আশ্চর্য্য শক্তি যে, কৃষ্ণের গুরুজন, কৃষ্ণের সখাগণ, কৃষ্ণের স্নেহের পাত্রগণ সকলেই তৎপ্রেমবিশিষ্ট হওয়া কৃষ্ণদাস্যই করিয়া থাকেন।

তারপর মধুররসে কৃষ্ণদাস্য ব্রজগোপীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দাস্যের জ্বলন্ত প্রমাণ। শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আমরা এই কথার প্রকৃষ্ট নিদর্শন পাই।

> কৃষ্ণের প্রেয়সী ব্রজে যত গোপীগণ।
> যাঁর পদধূলি করে উদ্ধব প্রার্থন॥
> যাঁ সবার উপরে কৃষ্ণের প্রিয় নাহি আন।
> তাঁহারা আপনাকে করে দাসী অভিমান॥
>
> —শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীমদ্ভাগবতের ১০।৩১।৬ এবং ১০।৪৭।২১ শ্লোকে মধুর-রসাশ্রিত গোপীদিগের মধ্যেও এই কৃষ্ণদাস্যের পূর্ণ অভিব্যক্তি লক্ষ্য করিয়া থাকি।

ঐশ্বর্য্যপ্রধান দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের মহিষীগণও কৃষ্ণদাস্যের অভিমান করিয়া থাকেন। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে কেহ কেহ সম্বোধন করিয়া বলেন,—'হা নাথ! হা রমণ! হা প্রিয়তম! হা মহাবাহো! আমি তোমার অতি দীনা দাসী, আমাকে নিকটস্থ কর, আবার কেহ বলেন যে, 'আমি শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম-লাভের জন্য তপস্যা করিতেছিলাম, কৃপাপূর্ব্বক কৃষ্ণ আমার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন, তদবধি আমি তাঁহার গৃহমার্জ্জনকারিণী দাসী; এবং আমরা কত কত জন্মের সর্ব্বসঙ্গ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক এই আত্মারাম পুরুষের গৃহদাসীত্ব লাভ করিয়াছি।

ব্রজে গোপীগণের মধ্যে যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠা ও পরমাধিকা, সেই শ্রীমতী রাধিকারও কৃষ্ণদাস্য ব্যতীত অন্য কৃত্য নাই। যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—

> তা সবার কথা রহু, শ্রীমতী রাধিকা।
> সবা হৈতে সকলাংশে পরম অধিকা॥
> তেঁহো যাঁর দাসী হৈঞা সেবেন চরণ।
> যাঁর প্রেমগুণে কৃষ্ণ বদ্ধ অনুক্ষণ॥

শ্রীমতী রাধিকার পরম-মহিমা কিরূপ, শ্রীকৃষ্ণের অদ্ভুত মধুরিমা যাহা শ্রীরাধা আস্বাদন করেন তাহাই বা

কিরূপ, শ্রীকৃষ্ণের মধুরিমার অনুভূতি হইতে শ্রীরাধারই বা কি সুখের উদয় হয়—এই তিন বস্তু আস্বাদনের লোভে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং শ্রীরাধাভাবদ্যুতি-সুবলিত তনুগ্রহণপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এই সর্ব্বগোপী শ্রেষ্ঠা শ্রীমতী রাধিকাও কৃষ্ণদাস্যের জন্য উৎকণ্ঠ। দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই বিভিন্ন রসের আস্বাদন জন্য উদ্ভূত ভক্তিরসের মূর্ত্তি শ্রীগৌরহরি সর্ব্বভাবে পূর্ণ। তিনি আস্বাদিত ভক্ত ও ভগবানের সর্ব্বভাবপূর্ণ সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য পান করেন।

কৃষ্ণের সম হইবার চেষ্টা অপেক্ষা কৃষ্ণভক্ত হইবার চেষ্টা করিলে কৃষ্ণের নিকট অধিক সম্মান ও আদর পাওয়া যায়। কারণ, ভক্তের পদ (দাসের পদ) কৃষ্ণের সমতা হইতেও বড়; কৃষ্ণ স্বয়ং ভক্তকে নিজাপেক্ষা প্রেমাস্পদ জ্ঞান করেন এবং ভক্তকে বড় করিয়া মান্য করেন। কৃষ্ণপাদপদ্মে অপরাধ কৃষ্ণ ক্ষমা করেন, কিন্তু কৃষ্ণভক্তের প্রতি অপরাধ কৃষ্ণ ক্ষমা করেন না। কৃষ্ণভক্তের প্রতি অপরাধ হইতে ভক্ত স্বয়ং ক্ষমা না করিলে অব্যাহতি নাই। ভক্ত মহারাজ অম্বরীষের প্রতি দুর্ব্বাসা ঋষির অপরাধ তাহার জ্বলন্ত প্রমাণ। কৃষ্ণ নিজ-বাক্য লঙ্ঘন করিয়াও ভক্তবাক্য রক্ষণে যত্নবান্। কুরুক্ষেত্র-সমরে ভীষ্মের প্রতি কৃষ্ণের ব্যবহার তাহার প্রমাণ। কৃষ্ণ নিজের স্বার্থের প্রতি যে প্রকার প্রেমবিশিষ্ট, তদপেক্ষা তাঁহার সেবকের প্রতি অধিকতর প্রেমবান্। "সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহম্। মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি॥" আবার অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন,—

"ন তথা মে প্রিয়তম আত্মযোনির্ন শঙ্করঃ।
ন চ সঙ্কর্ষণো ন শ্রীর্নৈবাত্মা চ যথা ভবান্॥
(ভাঃ ১১।১৪।১৫)

—হে উদ্ধব! ব্রহ্মা, সঙ্কর্ষণ, লক্ষ্মী বা স্বয়ং আমি—আমার তত প্রিয় নহি, যেরূপ আমার ভক্ত (বা দাস) তুমি আমার প্রিয়।

কৃষ্ণমাধুর্য্য আস্বাদন করিতে হইলে ভক্ত বা দাস্যভাবেরই শ্রেষ্ঠতা লক্ষ্য করা যায়। এমন কি, কৃষ্ণসাধর্ম্ম্যের অপেক্ষা কৃষ্ণভক্তগণ অর্থাৎ ভক্তের কৃষ্ণসেবা শ্রেষ্ঠ। সাযুজ্যাদি মুক্তিতে অথবা কৃষ্ণসাম্য-ভাবহেতু কৃষ্ণদাস্য মাধুর্য্য তাদৃশ আস্বাদিত হয় না। ভক্তভাবে কৃষ্ণসঙ্গ সম্বন্ধ (ভোক্তৃত্ব) না থাকায় চর্ব্য বস্তুর রসাস্বাদনের ন্যায় কৃষ্ণ মধুরিমা সম্যক্ উপলব্ধ হয়। প্রভুত্বলোভে স্বতঃ প্রবৃত্ত আমরা দাস্যভাবের পরাকাষ্ঠা উপলব্ধি করিতে পারি না।

এমন কি, ভক্তের ভজনীয় বস্তু শ্রীকৃষ্ণ—নিজ মাধুর্য্য ভক্তগণ কিরূপভাবে আস্বাদন করেন তাহা জানিবার জন্য, ভক্তভাব স্বীকার ব্যতীত উহার আস্বাদন অসম্ভব জানিয়া স্বয়ংই ভক্ত হইলেন।

অন্যের আছুক কাজ, আপনে শ্রীকৃষ্ণ।
আপন মাধুর্য্যপানে হৈলা সতৃষ্ণ॥
স্বমাধুর্য্য আস্বাদিতে করেন যতন।
ভক্তভাব বিনু নহে তাহা আস্বাদন॥
ভক্তভাব অঙ্গীকরি' হৈলা অবতীর্ণ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে সর্ব্বভাবে পূর্ণ॥
—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

বিষ্ণুপার্ষদবর্গ এবং ব্রহ্মা, শিব, চতুঃসন, নারদ ও শুকাদি, শ্রীবলদেব (জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হইয়াও) ও শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীবাসাদি মহাজনগণ, লক্ষ্মী প্রভৃতি সকলেরই কৃষ্ণদাস্যাভিমানে উৎসুকতা। ভক্তভাব বা দাস্যভাব হইতে আর কোন অধিক সুখ নাই। বিষ্ণুর সকল অবতারগণের কৃষ্ণসেবারই উদ্দেশে ভক্তভাবে অবতরণ করিবার অধিকার আছে। ঈশ্বরভাব অপেক্ষা ভক্তভাবেই আস্বাদনকারী সেব্যের সেবায় অধিক সুখ বোধ করেন।

"ভক্তভাব হইতে অধিক সুখ নাহি আর।"
—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

"কৃষ্ণদাস-ভাব বিনু আছে কোন্ জন?"—এই প্রবন্ধ আলোচনায় আমরা দেখিতে পাইলাম যে, যিনি যে প্রকার রসেরই কৃষ্ণের সেবক হউন না কেন, সর্ব্বাবস্থাতেই তাঁহার কৃষ্ণদাস্য অক্ষুণ্ণ। শুধু যে অক্ষুণ্ণ তাহাই নহে, ঐরূপ অক্ষুণ্ণ থাকার জন্যই উক্ত কৃষ্ণদাস্যের দ্বারা সমস্ত রসাস্বাদনের উৎকর্ষতা লাভ হইয়া থাকে। একথা যে কেবল বিভিন্নাংশ জীবের সম্বন্ধেই প্রবল তাহা নহে, এমন কি স্বাংশ অবতার গণের মধ্যেও ঐ কৃষ্ণদাস্যেরই প্রাবল্য বর্ত্তমান। অতএব সেই একই সর্ব্ব-সেব্য, জগদীশ্বর, আর ব্রহ্মাদি যত সব তাঁর সেবকাশ্রয়। কেহ তাঁহাকে মানুক আর নাই মানুক, অর্থাৎ কেহ বা অজ্ঞানতা বশতঃ কোন কোন সময়ে ভগবৎ-সেবাই তাঁহার একমাত্র কার্য্য নহে বলিয়া মনে করিলেও, প্রকৃত প্রস্তাবে সকল প্রাণীই নিত্যকাল তাঁহার দাস্যে অবস্থিত। কারণ চৈতন্যদাস্যই প্রত্যেক জীবের স্বরূপধর্ম্ম। আর যাহারা তাঁহাকে প্রভু বলিয়া মানে না, তাহারা সেই পাপে নষ্ট হয়।

তাই শ্রীমহাপ্রভু সকলকে 'কৃষ্ণদাস' হইবার জন্য উপদেশ করিয়াছেন। কারণ,

কৃষ্ণদাস-অভিমানে যে আনন্দসিন্ধু।
কোটিব্রহ্মসুখ নহে তার একবিন্দু॥

অতএব প্রবন্ধ শেষে শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের পাদপদ্মে আমার এই কাতর প্রার্থনা, যেন তাঁহাদের কৃপা ও আশীর্ব্বাদে আমরা এবং জগজ্জীবের একমাত্র কৃষ্ণদাস্যকেই আমার জীবাতুরূপে গ্রহণ করিতে পারি এবং কৃষ্ণপাদপদ্মে প্রার্থনা জানাইয়া বলিতে পারি,—

নাস্থা ধর্ম্মে ন চ বসুনিচয়ে নৈব কামোপভোগে
যদ্ভব্যং তদ্ভবতু ভগবন্ পূর্ব্বকর্ম্মানুরূপম্।
এতৎ প্রার্থ্যং মম বহুমতং জন্মজন্মান্তরেঽপি
ত্বৎপাদাম্ভোরুহযুগগতা নিশ্চলা ভক্তিরস্তু॥

শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব-তিথিবাসরে ইহাই আমাদের প্রার্থিত বিষয় হউক।

রূপানুগ ও নারায়ণদাস

[পণ্ডিত শ্রীপাদ নন্দলাল রায় কাব্যতীর্থ বি এ, বিদ্যাসাগর, ভক্তিশাস্ত্রী]

শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্টং স্থাপিতং যেন ভূতলে।
স্বয়ং রূপঃ কদা মহ্যং দদাতি স্বপদান্তিকম্॥

'পৃথিবীতে যিনি শ্রীচৈতন্যের চিত্তবাঞ্ছা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন সেই শ্রীরূপগোস্বামিপ্রভু কবে আমাকে নিজ পাদপদ্মের সান্নিধ্য প্রদান করিবেন?'

শ্রীল কবিরাজগোস্বামী প্রভু বস্তুনির্দ্দেশকালে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামক জগতের সর্ব্বোত্তম পরতত্ত্বের সন্ধান প্রদান করিয়াছেন। যাঁহাকে বেদশাস্ত্রগণ উপনিষৎসমূহ অদ্বৈত ব্রহ্ম বলিয়াছেন তাহা এই তত্ত্বের অঙ্গকান্তি। যোগশাস্ত্রোক্ত অন্তর্য্যামী পুরুষ বা পরমাত্মরূপে যাঁহার ধ্যান কোটি কোটি বর্ষব্যাপিয়া কঠোরভাবে যোগিগণ সম্পাদন করিয়া থাকেন, তিনি এই প্রভুর অংশমাত্র। আবার যিনি ব্রহ্ম ও পরমাত্মার আশ্রয় ও অংশী, এবং ষড়ৈশ্বর্য্য-পূর্ণ ভগবান্ বলিয়া পরমহংসপ্রবরগণের নিকট বিখ্যাত সেই স্বয়ং ভগবান্ এই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপ্রভু।

গোলোকের নাম ধরে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
শ্রীকৃষ্ণ জানায়ে সব বিশ্ব কৈল ধন্য॥

নিখিলপরাৎপরতত্ত্বস্বরূপ যে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ঔদার্য্যলীলার বিস্তারে কৃপাপূর্ব্বক জগজ্জীবের উদ্ধারহেতু নিজের প্রেম প্রদান করিতে শ্রীচৈতন্যরূপে পৃথিবীকে পূত করিয়াছিলেন, সেই শ্রীচৈতন্যের মনোঽভীষ্ট-পূরণের সংগ্রামে বহু গোস্বামিরূপ সেনাপতিবর্গের প্রধানতম শ্রীরূপগোস্বামী। শ্রীগৌরাঙ্গদেব শ্রীরূপে শক্তিসঞ্চার পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণলীলার গূঢ়তম উন্নত উজ্জ্বল রসের চমৎকারিত্ব প্রকাশার্থ শ্রীবৃন্দাবনে অবস্থানের কৃপাদেশ দিয়াছিলেন। কবিকর্ণপূর গোস্বামী জানাইয়াছেন—

কালেন বৃন্দাবনকেলিবার্ত্তা লুপ্তেতি তাং খ্যাপয়িতুং বিশিষ্য।
কৃপামৃতেনাভিষিষেচ দেবস্তত্রৈব রূপঞ্চ সনাতনঞ্চ॥

আবার—

প্রিয়স্বরূপে দয়িতস্বরূপে
প্রেমস্বরূপে সহজাভিরূপে।
নিজানুরূপে প্রভুরেকরূপে
ততান রূপে স্ববিলাসরূপে॥

নিজবিলাসস্বরূপ শ্রীরূপগোস্বামীতে প্রভু ভক্তিকল্পলতার বিস্তার করিয়াছিলেন।

"পাকিল যে প্রেমফল অমৃতমধুর।
বিলায় চৈতন্যমালী নাহি লয় মূল॥
ত্রিজগতের যত আছে ধনরত্নমণি।
এক ফলের মূল করি' তাহা নাহি গণি॥
মাগে বা না মাগে কেহ পাত্র বা অপাত্র।
ইহার বিচার নাহি জানে, দিব মাত্র॥
একলা মালাকার আমি কাঁহা কাঁহা যাব।
একলা বা কত ফল পাড়িয়া বিলাব॥
একলা উঠাঞা দিতে হয় পরিশ্রম।
কেহ পায় কেহ না পায় মনে রহে ভ্রম॥
অতএব আমি আজ্ঞা দিল সবাকারে।
যাঁহা তাঁহা প্রেমফল দেহ যারে তারে॥
অতএব সব ফল দেহ যারে তারে।
খাইয়া হউক লোক অজর অমরে॥
জগৎ ব্যাপিয়া মোর হবে পুণ্যখ্যাতি।
সুখী হৈয়া লোক মোর গাহিবেক কীর্ত্তি॥"

ইহাই ত' শ্রীচৈতন্যের মনোঽভীষ্ট এবং এই লীলার জন্য পৃথিবীতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের আবির্ভাব। ইহার সম্পাদনে এবং শ্রীকৃষ্ণলীলার গূঢ়তম রহস্য-উদ্ঘাটনে শ্রীরূপপ্রভুর সমকক্ষ পৃথিবীতে কেহ আসেন নাই। তিনি স্বয়ংই বিদগ্ধমাধবের আশীর্ব্বাদশ্লোকে জানাইয়াছেন—

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্।
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ॥

যে শচীনন্দন গৌরসুন্দর ইতঃপূর্ব্বে চিরকাল অপ্রদত্ত সম্বলিত শৃঙ্গাররসযুক্ত নিজের প্রেমশোভা সম্যক্‌প্রকারে জগজ্জীবকে প্রদান করিতে কৃপাপূর্ব্বক কলিযুগে প্রপঞ্চে আগমন করিয়াছেন, সেই স্বর্ণকান্তিসমূহদ্বারা দেদীপ্যমান শ্রীহরি শ্রোতৃগণের হৃদয়ে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হউন।

এরূপ দান জগজ্জীব কদাপি প্রাপ্ত হয়েন নাই। শ্রীমহাপুরুষ স্বরাট্ সর্ব্বস্বতন্ত্র হওয়ায় আপন লীলাপুষ্টির সহায়তা-হেতু এই সম্পত্তি সুগুপ্ত রাখিয়াছিলেন; কিন্তু মহাকরুণা-বারিধি যেজন্য কলিহত জীবের প্রতি কৃপাবিষ্ট হইয়া, অতএব ভক্তগণের উদয়ে বিশেষভাবে উদিত হইলেন।

অন্তর্বর্তী গোপাগাবান্ জীবগণ সেই স্থবা-বারিধিতে স্নান-পানাদির স্থযোগ পাইয়া কৃতার্থিত হইল। শ্রীগোস্বামিপ্রবর প্রথম-দর্শনেই ভগবানের এই মহাবদান্য লীলার উপলব্ধি করিয়া গাহিয়াছেন—

নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ॥

অতএব এই মহাবদান্যাবতারীর অভীষ্ট-পূর্ত্তির প্রধানতম কৃপাবিষ্ট পাত্র শ্রীরূপগোস্বামীর শ্রীমহাপ্রভুর কারব্যূহস্বরূপেই প্রকট পরিচয়। স্থকৃতি-মানব তদীয় ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহনপূর্ব্বক উজ্জ্বলনীলমণির কিরণ স্পর্শ করিলে নিরন্তর ভাগবতামৃতে সিক্ত হইতে থাকিয়া ভূলোকেও গোলোক-সমৃদ্ধির সেবাধিকার পাইয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত পরমপ্রেমঃ জগতে অত্যাপি আবিষ্কৃত হয়েন নাই। শ্রীভগবান্ স্বয়ং প্রেমসম্পুট ভেদ করিয়া শ্রীরূপে নিহিত করিয়া গিয়াছেন, ইহাই গৌরনিজজন শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গাহিয়াছেন—

যদ্ গৌরাঙ্গ নহিত তব কি হইত,
কেমনে ধরিতাম দে।
রাধার মহিমা প্রেমরসসীমা
জগতে জানাত কে?

বহু কলিরূপ শরীর না ধরত।
তব্ ব্রজপ্রেম- মহানিধি-কুঠরিক
কোন্ কপাট উঘারত॥
নীর ক্ষীর হংসন, পান বিধায়ন,
কোন্ পৃথক্ করি পায়ত।
কো সব ত্যজি' ভজি' বৃন্দাবন,
কো সব গ্রন্থ বিরচিত॥
যব পিতু বনফুল ফলত নানাবিধ
মনোরাজি অরবিন্দ।
সো মধুকর বিনু পান কোন্ জানত
বিদ্যমান করি বন্ধ॥
কো জানত মথুরা বৃন্দাবন
কো জানত ব্রজনীত।
কো জানত রাধামাধব-রতি
কো জানত সোই প্রীত॥
যাকর চরণ- প্রসাদে সকল জন
গাই গাওয়াই সুখ পাওত।
চরণ-কমলে শরণাগত মাধো
তব মহিমা উর লাগত॥

এই শ্রীরূপানুগতার বৈশিষ্ট্য—রাগানুগা ভক্তি। আর্ত্ত, অর্থার্থী, জিজ্ঞাসু ও জ্ঞানী শাস্ত্রযুক্তির সমাদরপূর্ব্বক কৃষ্ণভজন বা প্রয়োজন সাধন-হেতু যে ভক্তিতে প্রবর্ত্তিত হন, তাহা বৈধী ভক্তি নামে প্রসিদ্ধ। এই বৈধী ভক্তির অধিকারিবর্গ সাধন-সিদ্ধ অবস্থায় নারায়ণের ঐশ্বর্য-প্রকোষ্ঠে সেবাধিকার পাইয়া সালোক্য সার্ষ্টি, সারূপ্য ও সামীপ্য নামক মুক্তিচতুষ্টয় লাভ করিয়া থাকেন। যথা শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—

ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে বিধি ভজন করিয়া।
বৈকুণ্ঠকে যায় চতুর্ব্বিধ মুক্তি পাঞা॥
সার্ষ্টি, সারূপ্য আর সামীপ্য, সালোক্য।
সাযুজ্য না লয় ভক্ত যাতে ব্রহ্ম ঐক্য॥

বৈকুণ্ঠনাথ শ্রীনারায়ণ শ্রীকৃষ্ণের কায়ব্যূহ অভেদবিগ্রহ হইলেও অপেক্ষা মাধুর্য্যচতুষ্টয় দ্বারা হীন হইয়াছেন। সে কারণে তদীয় উপাসকগণ শান্ত ও গৌরবগত প্রীতিরসের অধিকারী হইয়া থাকেন, মাধুর্য্যবিমুক্তগণের অধিকার বা স্পর্দ্ধা তাঁহারা করিতে পারেন না। তাঁহাদের ভক্তি ঐশ্বর্য্যাকাঙ্ক্ষ শিথিল-ভাবাপন্ন। শ্রীনারায়ণ বৈকুণ্ঠনাথ হ'ন; তদীয় ভক্তগণ দাস্যভাবে সর্ব্বদা প্রভুর সঙ্গে বসবাসে ব্যস্ত কিন্তু অপরাধের ভয়ে নিঃসঙ্গ ভক্ত। মর্য্যাদামার্গের সেবকগণ সেবায় কোথায় কোন্ প্রকার লঙ্ঘন হইবে, এই শঙ্কায় শাস্ত্রের বিধান অক্ষরে অক্ষরে যাহাতে পালিত হয় তজ্জন্য সতর্ক। তথাপি না জানি কোথায় ত্রুটি বিচ্যুতি থাকিল। অতএব হে প্রভো! মৎকৃত শত শত অপরাধ ক্ষমা কর, আমাকে কেবল দাস বলিয়া গ্রহণ কর—ইত্যাদি প্রার্থনার বিষয় দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। সুতরাং ঐশ্বর্য-মার্গে বিধানের সহিত আত্মীয়তা অত্যন্ত শিথিল—সর্ব্বদাই সম্ভ্রমবোধ। কোটী কোটী ব্রহ্মাণ্ড যাঁহার প্রত্যেক রোমকূপে অবস্থিত, যিনি অচিন্ত্য মহাশক্তিসম্পন্ন, সকলসিদ্ধির সেবিত, সর্ব্বাবতারের বীজস্বরূপ, ঈশ্বরগণের ঈশ্বর, পরমারাধ্য, শরণাগতপালক, প্রতাপবান্, কালাতীত, সর্ব্বজ্ঞোত্তম, পরম-কীর্ত্তিমান্, কৃতজ্ঞ, সর্ব্বকর্ত্তৃক ও সত্যব্রত সেই লক্ষ্মীকান্ত প্রভু সেবকের সেবাকাঙ্ক্ষা-পূরণে সুনিপুণ। একমাত্র শ্রীলক্ষ্মীদেবী তাঁহার হৃদয়ে বিলাস করিতে পারেন; তদীয় সেবাসম্ভার বহন করাই ভক্তগণের কার্য্য হইয়া থাকে। দূরে থাকিয়া নিতান্ত সম্ভ্রমে ভক্তির নানাবিধ অঙ্গ প্রদর্শন দ্বারা সিদ্ধদেহে শ্রীনারায়ণধামে ঐশ্বর্য্য-প্রকোষ্ঠে চতুর্ভুজরূপে বাসই তাঁহাদের চরমগতি হইয়া উঠে।

শ্রীরূপানুগ ভক্তগণ কদাপি ঐপ্রকার মুক্তি-চতুষ্টয়ের আকাঙ্ক্ষা করেন না। অথবা শ্রীভগবান্ সেবার সাদরে প্রদান করিলেও গ্রহণ করেন না। তাঁহারা কেবল অহৈতুকী সেবাতেই সন্তুষ্ট। কোন প্রকার কামনা বাসনা তাঁহাদিগকে কদাপি পীড়া দেয় না; অধিকন্তু কোন প্রকার ফল স্বতঃই আসিয়া উপস্থিত হইলেও তাঁহাদের সেবার অন্তরায়-জ্ঞানে তাঁহারা পরিহার করিতে যত্নবান্ হয়েন। তাঁহারা দাস্যের ঊর্দ্ধে ক্রমে সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর পর্য্যন্ত রসের আশ্রয়গণের আনুগত্য করিয়া অপ্রাকৃত সিদ্ধদেহে ব্রজবাসী স্বরূপ হইয়া সর্ব্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণের মধুর মূর্ত্তির উপাসনা করিয়া ধন্য হন। স্বয়ং লক্ষ্মীদেবী বহুকালের তপস্যাদ্বারাও যে শ্রীকৃষ্ণের মধুর মূর্ত্তির সন্নিধানে সেবাধিকার-লাভে বিফলমনোরথ হইয়াছেন, সেই শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ সেবার সৌষ্ঠব-বিধানে অধিকারপ্রাপ্ত রূপানুগগণের সৌভাগ্যের তুলনা আর কোথায় পাওয়া যাইবে? তাঁহাদের উপাস্যদেব শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন পূর্ণতম নায়ক। নারায়ণ অপেক্ষা বিলক্ষণ রূপ-মাধুর্য্য, লীলা-মাধুর্য্য, বেণু-মাধুর্য্য ও প্রেম মাধুর্য্যের বিষয় ব্রজবাসক শ্রীকৃষ্ণ মুরলীরবে আকৃষ্ট গোপীগণের সকাশে সেবা-গ্রহণে নিতান্ত লোলুপ হইয়া নানাবিধ ক্রীড়া দ্বারা রূপানুগসেবকগণের প্রতি কৃপা বিস্তার করিতেছেন।

কিশোর ব্রজেন্দ্রনন্দনের তুল্যবয়স্ক সখাগণ বাহুযুদ্ধ, স্কন্ধারোহণ প্রভৃতি ক্রীড়ায় সহিত গোচারণলীলাকে যমুনাতীর প্রভৃতিতে নানাবিধ-লীলায় তাঁহার আনন্দ সম্পাদন করিতেছেন। তদীয় মাতাপিত্রাদি গুরুবর্গ গোষ্ঠে থাকিয়া লালন তৎসনাদি সেবায় সর্ব্বদা সতর্ক আছেন। আবার পরকীয়নারী গোপীবর্গ বিশ্রম্ভসেবায় লোকধর্ম, বেদধর্ম কুলধর্মাদি জলাঞ্জলি দিতে পারিতেছেন। এতাদৃশ মধুরতার উপলব্ধি একমাত্র শ্রীরূপের গণমধ্যেই বর্ত্তমান। সমস্ত দুঃখ ও শোকসমূহের একমাত্র বিষয় নন্দনন্দন আত্ম-বিস্মৃত অর্থাৎ প্রচার করিয়া যে মাধুর্য্য-লীলার সমুদ্র বিস্তৃত বিস্তৃত রাখিয়া রূপানুগ সিদ্ধগণের পরানন্দবর্দ্ধিনী প্রবহমানা রাখিয়াছেন, নারায়ণভক্তগণ তাহা স্বপ্নেও কদাপি কল্পনা করিবার অবকাশ প্রাপ্ত হয়েন না। যদিও একই শ্রীকৃষ্ণ বিলাসবৈভবে শ্রীনারায়ণ রূপ প্রকাশিত করিয়া বৈকুণ্ঠে নানা ক্রীড়ায় নিরন্তর ভক্তবর্গের তৃষ্ণা নিবারণ করিতেছেন, তথাপি পারকীয় ব্রজরসের মাধুর্য্য আস্বাদন প্রদানে একমাত্র রূপানুগ ভক্তবর্গকেই সৌভাগ্যশালী করিয়া তাঁহার নিজসেবক ও ভক্তগণকেও অন্তরাল রাখিয়া একান্ত রাখিয়াছেন।

[শ্রীনবোৎসব-সংখ্যার সমাপ্ত]

জন্মাষ্টমীতে কৃত্য

[৬৪ পৃষ্ঠার পর]

জন্মাষ্টমী-মহিমা

শ্রীকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব দিবস জগৎ কর্ত্তৃক যে অভিনন্দন ও উৎসব, তাহাই শ্রীকৃষ্ণজন্মোৎসবে আমাদের কৃত্যের আদর্শ।

ভাদ্রমাসের কৃষ্ণপক্ষে বুধবারে রোহিণী-নক্ষত্রযুক্ত অষ্টমী তিথি শ্রীকৃষ্ণের শুভ-আবির্ভাব তিথি এবং এই তিথিতে অর্দ্ধরাত্রে তাঁহার শুভাবির্ভাব-ক্ষণ। রোহিণীনক্ষত্র অজ-ভগবানের জন্ম-নক্ষত্র—শ্রীভগবান্ ইহাকে বিজয় করিয়া ধন্য করিয়াছেন। বিষ্ণুরহস্য, বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর, বিষ্ণুপুরাণ, অগ্নিপুরাণ, পদ্মপুরাণ, বায়ুপুরাণ, স্কন্দপুরাণ, ব্রহ্মপুরাণ, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, ভবিষ্যোত্তরপুরাণ, গৌতমীয় তন্ত্র, নারদপঞ্চরাত্র, বাল্মীকিসংহিতা, জৈমিনীয় স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্র শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব-তিথির বিশেষ মহিমা কীর্ত্তনপূর্ব্বক ব্রতানুষ্ঠানের বিধান করিয়াছেন। এই তিথির সর্ব্বোত্তম-মহিমা-সূচনার্থ ইহার নাম—"জয়ন্তী"। অপরাপর অবতারগণের আবির্ভাব-তিথিসকলের "জয়ন্তী" সংজ্ঞা হয় নাই। বস্তুতঃ এই তিথির এমনই অতুলনীয় মহিমা যে এই রোহিণীনক্ষত্রের সহিত কোন স্থলে তাদৃশ যোগ হইলে শাস্ত্রসমূহ এই তিথিকেও "জয়ন্তী" নামে অভিহিত করিয়াছেন। এই তিথি সকলপাপহারিণী, জয় ও পুণ্য-প্রদায়িনী বলিয়া "জয়ন্তী"। পরমবিজয়ী সর্ব্বাবতারী ভগবান্ অবতীর্ণ হইয়া বিষ্ণু-বিদ্বেষী অসুরকুলের অত্যাচারে প্রপীড়িতা পৃথিবীর ভার হরণপূর্ব্বক এই তিথিকে মহিমময়ী ও ধন্যা করিয়াছিলেন বলিয়া ইহা—"জয়ন্তী"। পরিপূর্ণতম স্বয়ং ভগবান্ গোলোকবিহারী শ্রীহরি এই তিথিতে মথুরাপুরে শুভবিজয় করিয়া ভূলোকে সর্ব্ব-লীলা-মুকুটমণি গোলোকলীলার অসমোর্দ্ধ-বিভব প্রকট করিয়াছেন বলিয়া এই তিথিবরা সর্ব্ববিজয়িনী "জয়ন্তী"। এই জয়ন্তীর সম্বর্দ্ধনা ও উপাসনা আমাদের অবশ্য কৃত্য। কৃপাময়ী মহাবিজয়িনী "জয়ন্তী" বর্ষে বর্ষে আমাদিগকে সেবা-উৎসবের সৌভাগ্য প্রদান করিয়া মায়াকে জয় করিবার সুযোগ দিয়া থাকেন। হৃদয়ে "শ্রীকৃষ্ণ-জয়ন্তী"র আবির্ভাব করাইতে এবং "জয়ন্তী"র আনন্দোৎসব করিতে পারিলে দুর্জ্জয় মায়াকে জয় করিতে পারা যায়।

জন্মাষ্টমী পালনীয় কেন

এই পরমকল্যাণপ্রদায়িনী জয়ন্তী জীবমাত্রের সর্ব্বতোভাবে উপাস্যা বলিয়া শাস্ত্রসমূহ ইঁহার উপাসনার্থ ব্রতানুষ্ঠানের বিধান করিয়াছেন।

জাতে ভগবতো জন্মদিনে কার্য্যো
মহোৎসবঃ।
বিশেষেণ মহাপূজা-ব্রতপূর্ব্বং বৈষ্ণবৈঃ॥
সর্ব্বৈরবশ্যং কর্ত্তব্যং জন্মাষ্টমীব্রতং নরৈঃ।
নিত্যত্বাৎ পাপহারিত্বাৎ সর্ব্বার্থপ্রাপণাদপি॥

—ভাদ্রমাসে শ্রীভগবানের জন্মদিনে মহা-পূজা ও ব্রতের সহিত বিশেষভাবে মহোৎসব করণীয়। শ্রীজন্মাষ্টমীব্রত নিত্যকর্ত্তব্য, পাপনাশক ও সর্ব্বার্থসাধক বলিয়া সকলেরই পালনীয়।

প্রহ্লাদাদ্যৈশ্চ ভূপালৈঃ কৃতা জন্মাষ্টমী শুভা।
প্রিয়া পরমা বিষ্ণোঃ প্রীতয়ে
কৃষ্ণবল্লভা॥

• • •

বর্ষে বর্ষে তু কর্ত্তব্যা তুষ্ট্যর্থং
চক্রপাণিনঃ॥

এই শাস্ত্রপ্রমাণ হইতে জানা যায়—(১) প্রহ্লাদপ্রমুখ পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাজনগণ শ্রীজন্মাষ্টমী ব্রত পালন করিয়াছেন। মহাজনগণের সদাচরণ আমাদের আদর্শ ও নিত্য অনুসরণীয় (২) এই তিথি কৃষ্ণের প্রিয় এবং (৩) এই তিথিতে ব্রতানুষ্ঠানে শ্রীহরি প্রীত হন। (৪) সুতরাং ভগবৎপ্রীতির উদ্দেশ্যে এই

জন্মাষ্টমীব্রত প্রতিবৎসরই কর্ত্তব্য বলিয়া শাস্ত্রে বলেন। কেন না ভগবৎপ্রীতিই শুদ্ধভক্তগণের একমাত্র প্রার্থনীয় বস্তু। পক্ষান্তরে (৫) এই ব্রত পালন না করিলে প্রত্যবায় ঘটে বলিয়া শাস্ত্র বলেন। উক্ত এই পাঁচটী কারণে শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমীব্রত নিত্য বলিয়া সিদ্ধান্তিত হইয়াছে। কৃষ্ণভক্তি—সর্ব্বপাপাপহ। সর্ব্বপ্রকার পাপ, সেই পাপসমূহের বীজ (অর্থাৎ পাপবাসনা) এবং সেই বীজেরও মূল অবিদ্যা বা অজ্ঞান (অর্থাৎ কৃষ্ণবহির্ম্মুখতা ও আত্মবিস্মৃতি)—এই ত্রিবিধ পাপই একমাত্র কৃষ্ণভক্তির দ্বারাই একান্তভাবে নির্ম্মূল হয় তাহা শ্রীমদ্ভাগবতে অজামিলোপাখ্যানে বিশেষভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। সর্ব্বকারণকারণ সর্ব্বেশ্বরেশ্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিষ্কাম, সকাম ও মোক্ষকাম সকল লোকেরই সেবকের সকল অভীষ্ট পরিপূর্ণ করিতে সমর্থ, ইহাও আমরা শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর মুখনিঃসৃত বাণী হইতে জানিতে পারি। সুতরাং শ্রীজন্মাষ্টমীব্রতের অনুষ্ঠান ভক্ত ও অভক্ত সকল লোকেরই অবশ্য কর্ত্তব্য।

ব্রত শব্দের অর্থ—উপবাসাদি নিয়মপরিপালন। উপবাস—ব্রতবিধির একটী অঙ্গবিশেষ মাত্র। অতএব নিয়মপালনে সকল অবস্থাবিশেষে সকলের সামর্থ্য না থাকিতেও পারে। কিন্তু উপবাসবিষয়ে বালক, অতি বৃদ্ধ ও রোগী ভিন্ন সকলেরই সমান সামর্থ্য আছে। এই অঙ্গ পালনবিষয়ে বিত্ত-বুদ্ধি-অর্থ বিত্ত সামর্থ্যাদির কোন আপত্তি উঠিতে পারে না। শুধু সংকল্পমাত্র থাকিলেই যথেষ্ট।

শ্রীজন্মাষ্টমীতে উপবাস, বিশেষভাবে পূজা ও মহোৎসব—এই ত্রিবিধ মুখ্য কর্ত্তব্য ব্যবস্থিত হইয়াছে। অপর সমস্ত পূজা—মহোৎসবের অঙ্গীভূতরূপে গৃহীত হইতে পারে। বিপুল সমারোহে বিবিধ উপচারে পূজা ও মহোৎসবের অনুষ্ঠান করা যায়। সমারোহ না করিলেও পূজা ও মহোৎসবের অনুষ্ঠানে কিছু অর্থসামর্থ্যের অপেক্ষা আছে। কিন্তু উপবাসে তাহা নাই। এই কারণে শ্রীল সনাতনগোস্বামিপাদ—শক্তি থাকিলে পূজা ও মহোৎসব যথাশক্তি করিবা বলিয়া উপদেশ করিয়াছেন। বাস্তবিক অসমর্থের পক্ষে ঐকান্তিক ভক্তির সহিত উপবাসপালনে ব্রতপালন সিদ্ধ হইবে। অপরের পক্ষে **বিত্তশাঠ্য পরিত্যাগপূর্ব্বক** যথাশক্তি পূজামহোৎসবাদি না করিলে প্রত্যবায় ঘটিবে।

এক্ষণে প্রধানতঃ উপবাসের প্রকৃত স্বরূপ নির্ণীত হওয়া আবশ্যক। কেবলমাত্র অন্নজল বর্জ্জন করিয়া শরীরকে কিছু কষ্ট দিয়া শরীর শোষণ বা 'লঙ্ঘন' উপবাস হয় বটে, কিন্তু প্রকৃত উপবাস বা 'শুদ্ধ' উপবাস হয় না। বরাহপ্রভৃতি বলেন—

"উপ সমীপে যো বাসো জীবাত্মপরমাত্মনোঃ।
উপবাসঃ স বিজ্ঞেয়ো ন তু কায়স্য শোষণম্॥"

জীবাত্মা ও পরমাত্মার যে নিকটাবস্থান অর্থাৎ পরমাত্মা বা নিত্যপ্রভু ভগবানের সান্নিধ্যে সেবানে সেবকরূপে জীবাত্মার যে অবস্থান তাহাই প্রকৃত উপবাস। অনাহার দ্বারা দেহের কেবল শোষণমাত্র, প্রকৃত উপবাস নহে।

শ্রুতির অনুসরণে গৃহ্যপরিশিষ্ট-কাত্যায়ন প্রভৃতি স্মৃতি ও বিষ্ণুধর্ম্ম-ব্রহ্মবৈবর্ত্তাদি পুরাণেও উপবাসের এইরূপ সংজ্ঞা কথিত হইয়াছে—

উপাবৃত্তস্য পাপেভ্যো যস্তু বাসো গুণৈঃ সহ।
উপবাসঃ স বিজ্ঞেয়ো সর্ব্বভোগবিবর্জ্জিতঃ॥

পাপসমূহ হইতে নিবৃত্ত ও সর্ব্বপ্রকার ভোগরহিত হইয়া গুণানুশীলনসহ অবস্থানের নাম উপবাস। অনাহারমাত্র প্রকৃত উপবাস নহে।

ভগবৎসান্নিধ্যে জীবাত্মার সর্ব্বতোভাবে অবস্থান—ইহাই উপবাসের মুখ্য তাৎপর্য্য, লক্ষ্য, গুণ ও বিধি। আর যাহা যাহা উহার বিঘ্নকারী অন্তরায় তৎসমস্তই পাপ ও নিষেধ। এই বিচারই বিধি নিষেধের মূল সূত্র। বিধিই গুণ, নিষেধই পাপ। অপর সমস্ত এই দুই মূল বিধিনিষেধের কিঙ্কর ও অধীন। যথা—

স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণুর্বিস্মর্ত্তব্যো ন জাতুচিৎ।
সর্ব্বে বিধিনিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেব কিঙ্করাঃ॥

উপবাস-দিনে—উপবাস-দিনে কেন, সকল সময়েই ভগবৎসেবা ও ভগবৎস্মৃতি সংরক্ষণ করাকে লক্ষ্য রাখাই মুখ্য বিধি, মুখ্য গুণ ও মুখ্য পুণ্য। এই মুখ্য প্রয়োজন সাধনের নিমিত্ত গুণরূপে জানিতে পারি—

তজ্জপং তদ্ধ্যানং তৎকথা-শ্রবণাদিকম্।
তদর্চ্চনঞ্চ তন্নামকীর্ত্তনশ্রবণাদয়ঃ।
উপবাসকৃতো হ্যেতে গুণাঃ প্রোক্তা
মনীষিভিঃ॥

অন্যান্য কৃত্য

শ্রীভগবানের মন্ত্র, শ্রীভগবানের নাম বা মন্ত্রের জপ, তাঁহার ধ্যান, তাঁহার রূপ-গুণলীলাদি-কথার শ্রবণ ও কীর্ত্তনাদি, তাঁহার অর্চ্চন, তাঁহার নামের শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি—এই সমস্ত গুণের (সকলই মনীষিগণোক্ত) উপবাসদিনে বিশেষ করিয়া সেবা করা কর্ত্তব্য। এই উদ্দেশ্যে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের পারায়ণ এবং আলোচনাও বিশেষ কর্ত্তব্য। শ্রীচৈতন্যলীলা—শ্রীকৃষ্ণের পরম-কৃপার মহাবদান্য লীলা। এই লীলামৃতের পারায়ণ, কীর্ত্তন, আস্বাদন পতিতজীবের পরম-কল্যাণসাধন, পরম গতি, পরম শোধক, পরম অমঙ্গলের সূদন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অতি নির্দোষ ভাবে নিত্য কৃষ্ণস্মৃতির উদ্রেক করিয়া দেন। সর্ব্বসদ্গুণের মূল অকপট হরিসেবা থাকিলে অপর সমস্ত সদ্গুণরাশি আপনা হইতে আসিয়া তাহার সহিত মিলিত হয়।

যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা
সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্গুণা
মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ॥

শ্রীভগবানে যাঁহার অকিঞ্চন ভক্তি আছে সকল দেবতাগণ সর্ব্বগুণসহ তাঁহাকে আশ্রয় করে। হরিভক্তিবিহীন ব্যক্তি মনোরথে পরিচালিত হইয়া বাহিরে অসৎ বা অনিত্য ভোগ্য বিষয়ে ধাবিত হয়; সুতরাং তাদৃশ ব্যক্তিতে মহাজনোচিত গুণ প্রাপ্তির সম্ভাবনা কোথায়? ব্রতকালে বা উপবাসদিনে একদিকে যেমন হরিসান্নিধ্যে অবস্থান মুখ্য কর্ত্তব্য, অপরদিকে তেমনি বিঘ্নরূপ পাপসকল হইতে দূরে অবস্থানও কর্ত্তব্য। শাস্ত্রবিহিত কর্ত্তব্যসকল অনুষ্ঠান না করা, ইন্দ্রিয়সংযমের অভাব, শাস্ত্রনিষিদ্ধ আচরণ, নাস্তিক পাষণ্ডের সংস্পর্শ ও আলাপাদি—এই সমস্ত পাপ হরিস্মৃতির বিঘ্ন। উপবাসকালে এই সকল হইতে নিবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য। আলোক ও অন্ধকারের যেমন একই সময়ে একস্থানে অবস্থান সম্ভব নহে, তদ্রূপ গুণসহ বাস ও পাপ হইতে অনিবৃত্তি একইকালে সম্ভবপর নহে। বস্তুতঃ যেখানে আলোক সেখানে অন্ধকার থাকে না। আলোক অন্ধকারকে দূর করিয়া দেয় এবং অন্ধকারও আলোকের নিকট হইতে আপনা হইতেই দূরে পলাইয়া যায়। অকপট হরিসেবা ও হরিস্মৃতিরূপ পরম সদ্গুণ যাঁহার আছে, তাঁহার উক্ত পাপাচরণসকল থাকে না। এই মহা সদ্গুণের প্রকাশে বিরোধী পাপাচরণসমূহ আপনিই নিবৃত্ত হইয়া যায়।

এতকালে উপবাসদিনে পূর্ব্বোক্ত পাপাচরণ-বর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে সুগন্ধ দ্রব্য ব্যবহার, অলঙ্কার, উত্তমবস্ত্র, পুষ্পমালা, অনুলেপন, দন্তধাবন, অঞ্জন প্রভৃতি বিলাসিতার আচরণও অবশ্য পরিত্যাজ্য। বিলাসিতা ভোগের বর্দ্ধনকারী, ব্রহ্মচর্য্যের ব্যাঘাতক এবং হরিসেবা ও হরিস্মৃতির বিঘ্নকারী। অতএব উপবাসদিনে ব্রহ্মচর্য্য বিশেষভাবে পালনীয়। এরূপ সাবধানে আচরণ করা কর্ত্তব্য যাহাতে চিত্তে বিন্দুমাত্র চাঞ্চল্যও না উপস্থিত হইতে পারে।

শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমীবাসরে অর্দ্ধরাত্রে আবির্ভাব-ক্ষণে দেবকীর ক্রোড়ে শয়ান শিশু-শ্রীকৃষ্ণের নানা উপচারে যথাবিধি বিশেষ পূজা কর্ত্তব্য। বিবিধ নূতন বস্ত্র ও অলঙ্কার, বিচিত্র পক্কান্ন ও নৈবেদ্য এবং তৎকালে প্রাপ্য নানাপ্রকার ফলমূল শ্রীভগবান্‌কে অর্পণ করিতে হয়। পূজান্তে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলাদি শ্রবণপূর্ব্বক নৃত্যগীতাদি আনন্দোৎসবে রাত্রিজাগরণ ও কর্ত্তব্য বিধি।

কৃষ্ণের আবির্ভাব-স্মৃতি, জগতের প্রতি কৃষ্ণের কৃপাস্মৃতি ও কৃষ্ণস্মৃতিতে তন্ময় হইয়া অহোরাত্র কৃষ্ণকথা শ্রবণকীর্ত্তন, কৃষ্ণসেবার আয়োজন ও অনুষ্ঠান এবং নানাপ্রকারে আনন্দোৎসব কর্ত্তব্য, ইহাই সংক্ষেপে শ্রীজন্মাষ্টমী কৃত্য।

নন্দোৎসবের কৃত্য

পরের দিন নন্দোৎসব। নন্দোৎসব বস্তুতঃ শ্রীজন্মাষ্টমীব্রতের পারণোৎসব—শ্রীজন্মাষ্টমীব্রতেরই অঙ্গীভূত কৃত্য। এই দিবসে নন্দমহারাজ শ্রীবিষ্ণুপ্রীতির জন্য ও পুত্রের মঙ্গলের জন্য পূজা, উৎসব ও প্রচুর দানাদি করিয়াছিলেন। তদনুসারে জন্মাষ্টমীর পরদিবসে নন্দোৎসব-বাসরে বিষ্ণুর বিশেষভাবে অর্চ্চন, বিষ্ণুবৈষ্ণবসেবার্থ বিবিধ দান এবং বন্ধুবান্ধব ও বৈষ্ণবগণকে বিবিধ মহাপ্রসাদ বিতরণপূর্ব্বক মহোৎসব করিয়া শ্রীজন্মাষ্টমীব্রতের পারণা কৃত্যরূপে স্বীকৃত হওয়া আবশ্যক। নন্দমহারাজ দান-পূজাদি করিয়াছিলেন পুত্র কৃষ্ণের মঙ্গলের জন্য; আর আমরা দান পূজাদি করিব—নিজের, নিজজনগণের ও অপর সকলের নিত্যকল্যাণ শুদ্ধসেবা লাভের জন্য। নন্দমহারাজ আনন্দোৎসব করিয়াছিলেন পুত্ররত্ন লাভ করিয়া; আমাদের আনন্দোৎসব কর্ত্তব্য - কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্তগণের কৃপালাভের আশায়। এই দিনে নন্দমহারাজের অভ্যর্চ্চনা ও বন্দনা আমাদের বিশেষভাবে কর্ত্তব্য। "অহমিহ নন্দং বন্দে যস্যালিন্দে পরংব্রহ্ম।" কেন না, নন্দমহারাজের পুণ্যপ্রভাবে পরাৎপর ব্রহ্ম বালকৃষ্ণ হামাগুড়ি দিয়া খেলিয়া বেড়ান। সেই নন্দমহারাজের কৃপায় তাঁহার শিশুপুত্রের কৃপা দুর্ল্লভ নহে। এইসকল উৎসবানুষ্ঠান সাধারণ জড়কর্ম্ম মাত্র নহে। ইহা সাক্ষাৎ ভগবৎসম্বন্ধীয় ব্যাপার। শাস্ত্র ইহাকে কর্ম্ম বলেন না। ইহা বিশুদ্ধ কৃষ্ণসেবা বা ভক্তি, যাহা কৃষ্ণকৃপাপ্রাপ্তির মুখ্য উপায়।

নন্দমহারাজের আনন্দের কথা স্মরণ করিয়া আমরাও আনন্দোৎসব করিব, এই আশায় যে, এই সংসারকারাগারে আমাদের হৃদয় কোনদিন বিশুদ্ধসত্ত্বে পরিণত হইলে সেই বিশুদ্ধসত্ত্বময় হৃদয়ে—বসুদেব-হৃদয়ে, বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ কৃপায় আবির্ভূত হইবেন এবং আমাদের নন্দোৎসব-অনুষ্ঠানের পূর্ণতা ও সার্থকতা হইবে। সেইদিনেই আমাদের জন্মাষ্টমীব্রতের প্রতিষ্ঠা ও পারণোৎসব। শ্রীজন্মাষ্টমীব্রত বস্তুতঃ বৎসরে মাত্র একদিনের অনুষ্ঠান নহে, ইহা সমগ্র জীবনব্যাপি—জন্মজন্মান্তরব্যাপি—প্রতিদিনের প্রতিক্ষণের অনুষ্ঠান। যতদিন না আমাদের হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম কৃপা করিয়া আবির্ভূত হন। শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মের উদয়ে এই ব্রতের প্রতিষ্ঠা, তৎপরে নিত্য উপচারে আনন্দোৎসবে ইহার পারণাহীন অবস্থান পারণা।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্যন্ত ২৮৲
দশম স্কন্ধ ১০৲
২। অনুভাষ্য বিবৃতি শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। অনুভাষ্য-বিবৃতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী-সংলাপ ৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸৹
৪র্থ খণ্ড—৸৹
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—১৲; ২য় খণ্ড ৸৹
৭। শ্রীচৈতন্যদেব—১৲
৮। সংস্কারসার—দীপিকা ও সংস্কার-দীপিকা ১।৹
৯। বৈষ্ণব ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা)
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা)
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸৹
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷৹
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ৷৹
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸৹
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ৷৹
১৮। ব্যাস-আলেখ্য ৷৹
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵৹
২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৵৹
২২। কল্যাণ-কল্পতরু ৷৹
২৩। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীনবদ্বীপশতক (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্তি-টীকাসহ) ২৲
২৬। গীতার কেবল বঙ্গ-ভাষা ৷৹
২৭। বৃহদ্ভাগবতামৃত ভগবৎসন্দর্ভ সানুবাদ ২৲
২৮। বেদান্তসূত্রের সানুবাদ ৷৹
২৯। প্রেমবিবর্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸
৩০। দীপ-নির্ণয় ৵৹
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৵৹
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷৹
৩৩। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৸৹
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵৹
৩৫। গীতমালা ৴১৹
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৷৵৹
৩৭। ঐ প্রমাণ খণ্ড ৵৹
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷৹
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ৷৹
৪০। শরণাগতি ৴৹
৪১। গীতাবলী ৴৹
৪২। ভিন্ন নবদ্বীপ ২।৹
৪৩। সাধনকণ্ঠ ৴৹
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴৹
৪৫। নবদ্বীপশতক ৴৹
৪৬। অর্চনপদ্ধতি ৴৹
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৴৹
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১৹
৪৯। আত্মনিবেদন ৴১৹
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ)
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ৹
৫৫। শুদ্ধভক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ৷৹
৫৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৴৹
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ৷৹
৫৮। শ্রীকৃষ্ণবোধ ৷৴৹
৫৯। শিক্ষাষ্টকম্ ৵৹
৬০। সংখ্যাবাণী ৴৹

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যলীলামৃত সারঃ ৷৹
৬১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিবিধাঃ ৷৹
৬২। সটীক শিক্ষাষ্টকম্ ৷৹
৬৩। তত্ত্বসূত্রম্ ৷৹
৬৪। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৷৵৹
৬৫। গৌড়ীয়মঠ পরিচয়ঃ ৴৹
৬৬। সাধনপর্ব্বণম্ ৷৴৹

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৭। রায় রামানন্দ ৷৹
৬৮। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ৷৹
৬৯। নাম ভজন ৷৹
৭০। বেদান্ত—ইট্স্ মর্ফলজি অ্যাণ্ড অণ্টলজি ৷৹
৭১। ভিদেহিক ওয়ার্ক্স ৵৹
৭২। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু
৭৩। বৈষ্ণবীজম
৭৪। বোহাট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং
৭৫। দি ভাগবত ৷৹
৭৬। রহেটিক প্রিন্সিপল্স্ অ্যাণ্ড অ্যাসেনসিয়াল ভিজোনস ৷৹
৭৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২।৹
৭৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভল্যুম ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৭৯। শ্রীগৌরাঙ্গনামচিন্তামণি ৷৹
৮০। সাধন-পথ ৷৹
৮১। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১৹
৮২। গীতাবলী ৴৹
৮৩। শরণাগতি ৴৹

আসাম ভাষায় প্রকাশিত

৮৪। শরণাগতি ৴৹

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

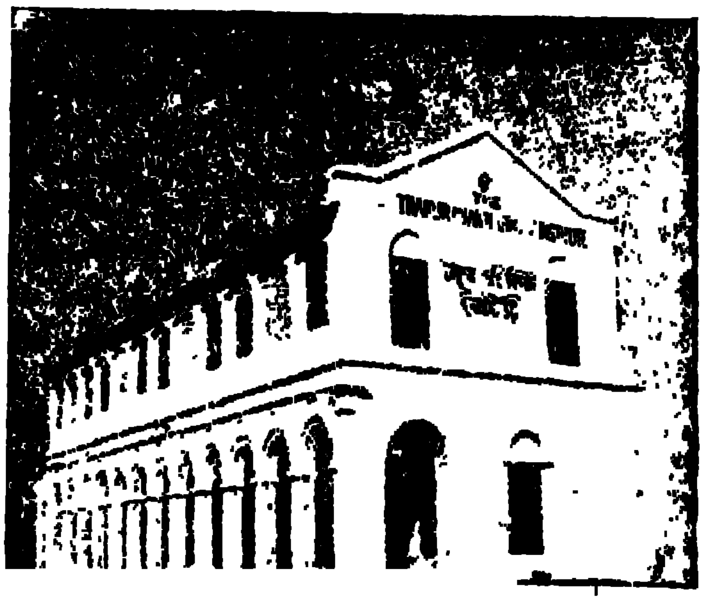

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে, বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ শিক্ষিত ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউশন
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। **THE HARMONIST**—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। প্রতি বর্ষ ৩।৹ টাকা ভিক্ষায় কলিকাতা বাগবাজারস্থ গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

২। **গৌড়ীয়**—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।৹ টাকা মাত্র।

৩। **ভাগবত**—ভিজিগাপটম্ হইতে একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক, তৈলঙ্গভাষায় শ্রীপরমহংসমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা, সডাক ।৷৹।

৪। **পরমার্থী**—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৹ দেড় টাকা মাত্র।

৫। **কীর্তন**—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিত্যানন্দ সেনগুপ্ত বি-এস্সি, বি টি সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া রূপাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১৷৹ দেড় টাকা মাত্র।

শুদ্ধভক্তি মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ

(আকর-মঠরাজ)

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ শত উত্তর-পূর্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যবর্য্য শ্রীকেশবের-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্যমঠ বিরাজমান। এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বতভবপল্লী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরি-নামামৃত ব্যাকরণাদি বোধসমূহের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠ হইতে পারমার্থিক দৈনিকপত্র 'নদীয়া-প্রকাশ', সাত্বত সম্প্রদায়ে অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থাদি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতি বৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীসহ কীর্ত্তন-প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্তাঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক —শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৪

শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তি-ধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশ্যে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভজনাগারে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দজীউ মধ্যাহ্নে নিত্য সেবিত হন। 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সদাচার-চতুষ্টয়-বোধক, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হয়। এই মঠ হইতে মহাজনগণের সকল হরিকথা-প্রচার, মহাজনপদ-সঙ্কীর্ত্তন, বক্তৃতা, ব্যাখ্যা ও সঙ্কীর্ত্তন-যাত্রা-মহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান হয়। মঠরক্ষক—মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগ-পীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া সহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী সেবাকোবিদ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌর-লীলার রাসস্থলী এখানে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান, রক্ষক—শ্রীমদনমোহন দাসাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—গোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

(৭) কাজীর সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপা-প্রাপ্ত শ্রীচাঁদ-কাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক।

(৮) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও রাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান দাস ব্রহ্মচারী।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্র নাথ দাসাধিকারী।

(১০) মোদদ্রুম-ছত্র 'গৌড়ের নৈমিষ'

মাউগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান। শ্রীগৌরনিত্যানন্দের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীকুঞ্জবিহারী ব্রজবাসী, ভক্তিভূষণ।

(১১) শ্রীজাহ্নবী কুঞ্জকানন

শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীসদানন্দ ব্রহ্মচারী

(১২) কুলিয়া—পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া। রক্ষক—শ্রীঅনন্তানন্দ অধিকারী

(১৩) ভাগবত-আসন—পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

এই স্থান হইতে ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচারিত হয়। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, কাব্যতীর্থ।

(১৪) একায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ রুকনপুর, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরামনাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৫) মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(১৬) মাধ্বগৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, পোঃ ঢাকা

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীপাদ কৃষ্ণানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ।

(১৭) গোপালজীউ মঠ—কমলাপুর, (ঢাকা)

গোপালজীউ শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান। রক্ষক—শ্রীরাধাকান্ত ব্রজবাসী.

(১৮) নিতাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)।

এখানে শ্রীনিতাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(১৯) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

মহারাজপুর, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীসুন্দর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২০) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ বাড়ু, (মাজদা)

এখানে বহু মূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(২১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী.

(২২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

কুলুবেড়িয়া, পোঃ ছিনকুলা, (বাঁকুড়া)

এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী।

(২৩) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে গুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিরত্ন।

(২৪) গোয়াড়ীপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী।

(২৫) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগড়, পোঃ বক্সীবাজার, (কটক)

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদবনজীউর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর

(২৬) বিরজা-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর পুরী,

শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন।

(২৭) পুরুষোত্তম মঠ

ভক্তিকুটী, পোঃ পুরী উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদবাবজীউর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগদাধর অধিকারী

(২৮) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী দাসাধিকারী।

(২৯) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ;

পোঃ কভুর, জেলা গোদাবরী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—শ্রীনিতাইচরণ দাসাধিকারী ভক্তিলোচন।

(৩০) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪২নং কতিপুরা, বেনারস সিটি

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীমাধব ব্রহ্মচারী।

(৩১) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ

(৩২) সত্যশরণ মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও গৌর-বিনোদ-বিদ্যামন্দির সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীসত্যনারায়ণ দাসাধিকারী।

(৩৩) কৃষ্ণচৈতন্য মঠ

পুরাণপাড়া, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

এখানে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিত্য-সেবা হয়। রক্ষক—শ্রীজনার্দ্দন ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠ

মহাবনঘাট মথুরা

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন

(৩৫) রাধাবাসব-কুঞ্জকুণ্ড—শ্রীরাধাকুণ্ড

রক্ষক—শ্রীরাধারমণচরণদাস ব্রহ্মচারী

(৩৬) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৩৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ

সেখপুরা, পোঃ গোজোল, জেলা গুরদাসপুর (পাঞ্জাব) রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৩৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৬নং কুতুব রোড, নিউ দিল্লী।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশরণ কুলাশ্রমী

(৩৯) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল।

এখানে গৌরবিনোদনাথের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবনগোপাল অধিকারী।

(৪০) সারস্বত-গৌড়ীয় মঠ

রয়্যাপেট্টা মাদ্রাজপুর, মাদ্রাজ, ৫৬, পি

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিস্বরূপ গিরি

(৪১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ রায়পেট্টা মাদ্রাজ।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীপাদ ভক্তিবিলাস

(৪২) বোম্বে-গৌড়ীয়-মঠ কার্য্যালয়

ক্রোট্টার রোড, জোটানি বিল্ডিং, বাংলো নং ১, বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত মজুমদার।

(৪৩) অমরজি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমরজি, মেদিনীপুর

(৪৪) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্চকা, কামরূপ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী

(৪৫) পাটনা গৌড়ীয় মঠ

১০০ মিঠাপুরা, পাটনা।

রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী কাব্যভূষণ

(৪৬) গয়া গৌড়ীয় মঠ

হিল সাইড, চার্চ রোড, গয়া

রক্ষক—উপদেশক শ্রীনরোত্তম দাসবৃত

(৪৭) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠ বালেশ্বর

রক্ষক—শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয়

৩ গ্লাষ্টার হাউস, গ্লস্টার গার্ডেন্স, এল-ডব্লিউ ৭, লণ্ডন

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন

(৪৯) বার্লিন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

Berlin W. 30

Eisenacher strasse 20 II,

(৫০) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

৩৫০ নং অগ্রহাউনী ষ্ট্রীট রেঙ্গুন।

লণ্ডন গৌড়ীয়-মিশন সোসাইটীর প্রেসিডেন্ট ভারত-সচিব মার্কুইস্ অব জেট্‌ল্যাণ্ড্—দক্ষিণ দিকে। পাশ্চাত্যে প্রচার-ভারপ্রাপ্ত গৌড়ীয়মঠপ্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ—বাম দিকে, ইনি শীঘ্রই দুইজন জার্মাণ মনীষী (হার শুল্‌ৎজ্ ও হার্ ফন্ কোয়েথ্) সহ শ্রীল প্রভুপাদের চরণদর্শনার্থ আসিতেছেন

লণ্ডনে ক্যাক্সটন্ হলে লর্ড ল্যামিংটনের সভাপতিত্বে আহূত মহতী সভায় শ্রীপাদ বন মহারাজ বক্তৃতা করিতেছেন

নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ
বৈষ্ণবসার্বভৌম শ্রীশ্রীল জগন্নাথদাস
বাবাজী মহারাজ

নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমৎ সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী
বাবাজী মহারাজ

শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের রাধাকুণ্ডতীরে
শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী বাবাজী মহারাজের সমাধি মন্দির

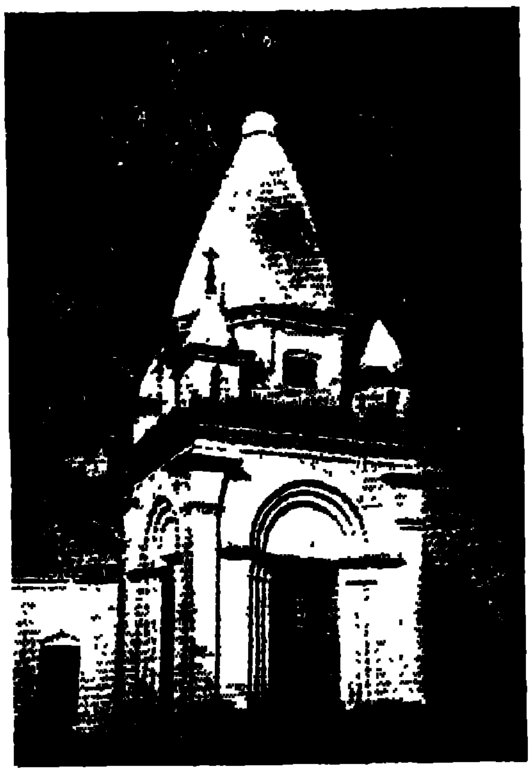

শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীঅদ্বৈতভবনের শ্রীমন্দির
এই স্থানেই শ্রীশ্রীল অদ্বৈত প্রভু গঙ্গাজল তুলসী-পত্র দ্বারা
আরাধনা করিয়া গৌর ভগবানকে অবতীর্ণ করাইয়াছিলেন

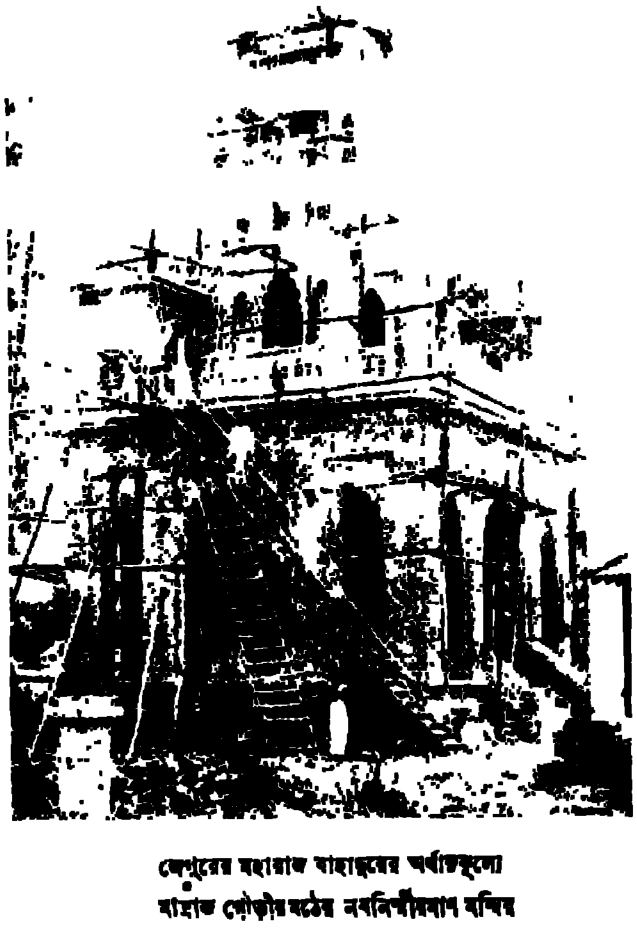

জেপুরের মহারাজ বাহাদুরের অর্থানুকূল্যে
মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠের নবনির্মীয়মাণ মন্দির

শ্রীচৈতন্যমঠের শ্রীভক্তিবিজয়-ভবন

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

REG. No. C. 1544.

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

— পারমার্থিক পত্র —

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
[illegible]

১০ম বর্ষ } ৭ হৃষীকেশ গৌরাব্দ ৪৪৮ ৫ই ভাদ্র বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ২১শে আগষ্ট ইং ১৯৩৫ বৃহস্পতিবার { ১৭৮তম সংখ্যা

নন্দের গৃহে আনন্দ

বিশ্বময় চতুর্দ্দিকে শুনি হাহাকার,
জলে স্থলে অন্তরীক্ষে যেদিকে নেহারি
জীবের নয়নে সদা বহে অশ্রুধার
আর্ত্তনাদে কাঁদে সবে ফুকারি ফুকারি॥

পশুপক্ষী আদি করি স্থাবর জঙ্গম,
কাঁদিছে ত্রিতাপানলে দহিয়া দহিয়া।
কহিছে আকুলপ্রাণে কে তুমি নির্ম্মম,
দিতেছ যন্ত্রণা এত পিষিয়া দলিয়া॥

কাঁদে মাতা—কোথা গেলি হৃদয়রতন,
কাঁদে পত্নী পতিহারা পড়িয়া ধূলায়।
কাঁদে পিতা—কোথা বাপ অন্ধের নয়ন,
কাঁদে পতি পত্নীশোকে করি' হায় হায়॥

কাঁদে শিশু উচ্চৈঃস্বরে 'মা মা মা' ব'লে
কাঁদে বৃদ্ধ কোথা ওরে অন্তিম সম্বল,
বৃদ্ধার অধর হতে সদা ক্ষুধানলে,
যুবতীনয়নে বহে গঙ্গা অবিরল॥

আশার তরণী ওই বারিধির জলে,
অকূলেতে চিরতরে হ'ল নিমজ্জিত,
সুখ ব্যোমযান ওই পড়িয়া ভূতলে,
চূর্ণ হ'য়ে মিশে গেল ধূলির সহিত॥

পালঙ্ক উপরে নিদ্রা যায় নরনারী,
আচম্বিতে কোথা হ'তে ভীম ভূকম্পন,
মুহূর্ত্তে লইয়া গেল মহা অলকাপুরী
কোটীকণ্ঠে চতুর্দ্দিকে উঠিল ক্রন্দন॥

সুখ লাগি' গিরিশৃঙ্গে রচিনু ভবন
অকস্মাৎ হ'ল তথা অগ্নির উত্থান,
উঠিল করাল শিখা প্রলয় পবন
কোটী সৌধপুরী হ'ল মুহূর্ত্তে শ্মশান॥

কোটী কোটী মস্তিষ্কের গবেষণা-ফল,
ক্ষণ-মাঝে কোথা গেল সে অকল জ্ঞান;
শত চেষ্টা শত যুক্তি হইল বিফল,
জড়ের বিজ্ঞান হ'ল ক্ষণেকে অজ্ঞান॥

কাঁদে জীব নিরানন্দ পাথারে পড়িয়া
নিপীড়িত শত শত মমতা-বন্ধনে,
হায় হায় শব্দ উঠে ধরিত্রী ব্যাপিয়া
না পায় আনন্দ কেহ কালের তুফানে॥

যদি কেহ কিছুক্ষণ রয়েছে মজিয়া,
অনৈশ্বর্য্যশ্রেষ্ঠত্বের অভিমান-মদে,
প্রবল তরঙ্গে ঘাত প্রতিঘাত দিয়া,
ক্ষণে দিগম্বরে লয় সে জড় সম্পদে॥

বিশ্বমাঝে আজি এই জীবের দুর্দ্দিনে,
গোকুলেতে কেন শুনি আনন্দের রোল।
তারে তার উপচার লয়ে জনে জনে,
মহানন্দে নাচে কেন হইয়া বিভোল॥

ক্ষণে ক্ষণে নন্দগৃহে কেন জয়ধ্বনি,
কেন বাজিছে শঙ্খ ঘণ্টা করতাল।
দও দও খাও খাও কেন তথা শুনি
মহানন্দে মগ্ন কেন তথা সর্ব্বকাল॥

ওগো বাল বৃদ্ধযুবা হাসিয়া গাহিয়া,
আহ্বানিছে জনে জনে মধুর বচনে।
এস ওগো বিশ্বজীব দেখ আসিয়া
কি আনন্দ উঠে আজি নন্দের ভবনে॥

কোথা যাও ওগো জীব মরীচিকা পাছে
ছুটে এস নন্দালয়ে আনন্দকানন,
শ্রীনন্দ-গৃহে চির সদানন্দ আছে।
লভিবে পরমানন্দ ঘুচিবে ক্রন্দন॥

অবতীর্ণ অধোক্ষজ মহাযোগপীঠে,
নাশিতে জীবের সর্ব্ব অক্ষজ কুজ্ঞান।
রাখিয়া মস্তক শ্রীনন্দ-পাদপীঠে
কৃষ্ণ-জন্ম-মহোৎসবে কর যোগদান॥

নাহি তিলার্দ্ধের তথা জড় অহঙ্কার,
নিমজ্জিত তথা জীব আনন্দসাগরে;
নাই শোক নাই ভয় মোহের বিকার,
প্রেমে মগ্ন সবে লয়ে রসিকশেখরে॥

জীবিত-শবের মুখ করিয়া চুম্বন,
পাবে না অমৃত কভু তথা মূর্খ নর।

কৃষ্ণ আমার পানে, মাথে' জ্ঞান সর্ব্বকাল। আমিনি বেদন-দৈন্যে ঘুচাও অজ্ঞান

নন্দ-বন্দনা

ঘন ঘন অতি গভীর নিনাদে,
    দুন্দুভি ভেরি বাজিছে।
মাগধ গায়ক সূতগণ মিলি,
    বিরুদাবলি গাহিছে॥
গো'ঠ' চিত্রধ্বজ পতাকা তোরণে,
    গোকুলপুর সাজিছে।
গায়ক ভুবনে সুশোভিতা দিবা,
    দিব্যধূপগন্ধ ভাসিছে॥
গোলোকের নাথ গোকুলে আসিলো,
    যশোদা-কোলে শোভিছে।
শুনি সে বারতা নন্দ মহামতি,
    হর্ষে ধন বিলাইছে॥
ধেনু বৎস বৃষে পরম আদরে
    মাল্য চন্দনে ভরিছে।
বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণে আহ্বানি' যতনে
    জাতকর্ম্ম সমাপিছে॥

ত্বরা করি ছুটে এস নন্দের ভবন,
অনুভব কর হরি ধ'র শ্রীপদ-পদ্ম॥
যথা নাই কৃষ্ণ-জন্ম-মহামহোৎসব,
তথা নিত্য নিরানন্দ শুধু হাহাকার।
তথা নিত্য পাষণ্ডীর বিকট তাণ্ডব,
তথা শুধু চিরকাল দুঃখের আগার॥
মহানন্দ তথা নাই জড়-কোলাহল,
মহানন্দ তথা চির কৃষ্ণ-জন্মোৎসব।
শ্রীনন্দ-সেবা বিনা জনম বিফল,
নন্দকৃপা হ'লে পায় নিত্যানন্দ সব॥
তাই সর্ব্বাভিলাষ করি নিবেদন,
প্রাকৃতাপ্রাকৃত-বারতা'র কি ফল পঠনে।
শ্রীনন্দপদে কর আত্মসমর্পণ,
আনন্দবিগ্রহ বাঁধা যাঁহার অঙ্গনে॥

—শ্রীভবদেব চট্টোপাধ্যায়।

আজের জনম জানি' গোপগণ
    গোপেন্দ্রপুরে ধাইছে।
পরম আনন্দে নিয়া উপহার,
    নন্দভবনে ভেটিছে॥
তরসিতা যত ব্রজ-বিলাসিনী
    বিবিধ সাজে সাজিছে।
মকর কুণ্ডল কর্ণে ঝলমল,
    নেত্রে কজ্জল শোভিছে॥
নবীন কুঙ্কুম কেশরে রঞ্জিত,
    মুখপঙ্কজ শোভিছে।
মণিময় হারে খচিত পদক
    বক্ষ আবরি' দুলিছে॥
বসনভূষণে ঢাকি দেহলতা,
    মস্তকে বেণী রচিছে।
বেণী যেন কাল-নাগিনীর মত,
    পুষ্প-স্তবকে ঢুকিছে॥
উপহার পরে সাজায়ে যতনে,
    কাঞ্চন থালে ভরিছে।
দিয়া উলুধ্বনি হ'য়ে সারি সারি
    নন্দভবনে চলিছে॥
যশোদা-অঙ্কেতে উত্ত'রয়া তথা,
    বালগোপালে হেরিছে।
আশিস বচনে সুমঙ্গল গীতে,
    শিশু-কল্যাণ কামিছে।
রাণী যশোমতী দাসী উদ্দেশিয়ে
    এই সবারে দেখিছে
ধন, ধান্য, শাড়ী, ভোজ্য, বস্ত্র কুর,
    ব্রাহ্মণ সজ্জনে দানিছে॥
ব্রজের আবাল বৃদ্ধ-বনিতা,
    নব বিলাসে মাতিছে।
দধি দুগ্ধ ঘৃত তক্র নবনীত,
    উৎসব আবাসে বহিছে॥
দেব দেবী সিদ্ধ মুনীন্দ্র মিলিয়া
    নন্দযশোদা গাহিছে।
জয় জয় জয় নন্দ যশোমতী,
    বলিয়া পুষ্প বর্ষিছে॥
আহা! কিবা ভাগ্য, যাঁদের অঙ্গনে
    পরম-ব্রহ্ম নাচিছে।
এ অধম আজি তাঁদের চরণে,
    নমিয়া কৃপা চাহিছে॥

—শ্রীপ্রাণগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীনন্দোৎসব

অখিলরসামৃতমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবোপলক্ষে যাঁহারা আনন্দপ্রকাশ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যিনি সেই বৎসলরসরসিক কৃষ্ণপালকই শ্রীনন্দ। নন্দলাল শ্রীকৃষ্ণ গোলোক-বৃন্দাবনে পঞ্চরসের বিষয়বিগ্রহরূপে সেবিত হন। যখন তিনি দাস্যরসের বিষয়, তখন তাঁহার আশ্রয়—গো-বেত্র, বিষাণ, বেণু। যখন তিনি দাস্য ও সখ্যরসের বিষয়, তখন তাঁহার আশ্রয় যথাক্রমে রক্তক, পত্রক, চিত্রক এবং সুদাম, শ্রীদাম পর্য্যন্ত; আর ঐ চিত্রকদের চেয়েও শ্রেষ্ঠ বৎসলরসে পুত্ররূপে যিনি ভগবান্ কৃষ্ণকে লালনপালন করেন—সেবা করেন সেই কৃষ্ণজনক শ্রীনন্দের ভবনে আজ মহামহোৎসব। পরিপূর্ণ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীভগবান্ শ্রীনন্দের হৃদয়ে সর্ব্বদা বিলাস করিতেছেন বলিয়া কৃষ্ণ-সেবোন্মত্ত শ্রীনন্দ আজ আনন্দে আত্মহারা এবং নন্দানুগগণ সকলেই আজ নন্দানুগত্যে কৃষ্ণমহোৎসবে কৃষ্ণসেবায় উন্মত্ত ও পরমোল্লাসে বিভোর।

পরমানন্দস্বরূপ পূর্ণব্রহ্মসনাতন কৃষ্ণকে পুত্ররূপে পাইয়া যে নন্দের আনন্দের আর সীমা নাই সেই কৃষ্ণগতপ্রাণ নন্দের বিষয় সাধুমুখে শ্রবণ করিয়া তাঁহার কৃপালাভের জন্য—তাঁহার গৃহে কৃষ্ণোৎসবে যোগদানের জন্য ইচ্ছা আমরা কেহ কেহ করি বটে কিন্তু আমাদের ঐ অভিলাষ নিষ্কপট আন্তরিক না হওয়ায় আমরা প্রায় সকলেই তাহা হইতে বঞ্চিত হই। শ্রীগুরুপাদপদ্মে অনাদর্শই এই পরম সৌভাগ্যলাভের অন্তরায়-স্বরূপ। যিনি নন্দ ব্যতীত আর কেহ নহেন সেই শ্রীগুরুপাদপদ্মে বা গুরুগৃহের প্রতি শ্রদ্ধাহীন আমাদের দোষ কাহার? তাই হতভাগ্য আমি আজ নন্দগৃহে—গুরুগৃহে বাসের ও গুরুসঙ্গলাভের অভিনয় করিয়াও নন্দোৎসবে যোগদানের অধিকার পাইতেছি না; এবং উহা পাইয়াও দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহা গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইতেছি না। হরি! আমার কি হইবে!

নন্দাভিন্নবিগ্রহ শ্রীগুরুপাদপদ্ম যখন কৃপাপূর্ব্বক জগতে আসিয়া এখানে নন্দোৎসব প্রকট করিয়াছেন তখন আর আমাদের নিষ্কপটে বাঁধা প্রতিজ্ঞায় বাধ্য হইবার আবশ্যকতা কি? অতএব যাঁহারা সেই শ্রীগুরুনন্দের কৃপা উপলব্ধি করিয়া তন্নির্দ্দেশক্রমে শ্রীনন্দোৎসবের আয়োজন করিতেছেন—কৃষ্ণসেবার কথা জগতে প্রচার করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন তাঁহাদের আনুগত্যই আজ আমাদের অবলম্বনীয় হউক। আমরা নন্দ হইতে চাহি না—গুরু হইতে চাহি না। ঐ নন্দোৎসববাদের নন্দানুগগণের—শ্রীগুরুবর্গগণের দাস্যই আমাদের প্রার্থনীয় হউক। জগতের লোক যে যাহা করে করুক তাহাতে আমাদের কোন আপত্তি নাই তবে আমরা তাঁহাদিগকে এই গুরুনন্দের আনুগত্যে শ্রীনন্দোৎসবে যোগদান করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া সকলের সঙ্গ ছাড়িয়া যাহাতে কৃষ্ণপ্রদাতা শ্রীগুরুনন্দ ও তদনুগগণের কৃপা লাভ করিতে পারি তজ্জন্য সেইচরণে কৃপাভিক্ষা করিতেছি এবং যিনি জগৎকে কৃষ্ণ দিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন সেই শ্রীগুরুপাদপদ্মকে জগদ্গুরু ও জগদ্বন্দ্য পূজ্য বলিয়া পালনার্থ ও তৎপাদপদ্মে সর্ব্বাত্মসমর্পণ করিবার বলপ্রার্থনামুখে মহোৎসবপ্রতো শ্রীগুরুনন্দের পাদপদ্ম বন্দনা করিতেছি। বৈষ্ণবগণ কৃপা করুন।

"প্রাকৃতগণের স্মৃতিবিষয়ে তারতম্যের অবধি ভবতী নাঃ;
অর্হিত নন্দ যশ বরাভিত্তে দদবহন্ন।"

শ্রীগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক হরিস্মরণ মহোৎসবের প্রাত্যহিক সংবাদ

প্রথম দিবস—১০ই আগষ্ট শনিবার। মঙ্গলারতিক ও উষঃকীর্ত্তনের পর শ্রীশ্রীগুরু-গৌরবিনোদানন্দজীউর অবস্থান-মুখে শ্রীমন্দিরে শ্রীপাদ জয়গোপাল আভূক্তশাস্ত্রী মহোদয় শ্রীমদ্ভাগবত ১ম স্কন্ধ ১ম অধ্যায় হইতে ১০ম অধ্যায় পর্য্যন্ত পারায়ণ এবং শ্রীভাগবত শ্রবণ-সদন নাট্যমন্দিরে শ্রীপাদ সাগর মহারাজ শ্রীপাদ গোস্বামীর পুরুষসূত্রানু কীর্ত্তন-মুখে সাধুসঙ্গে কৃষ্ণকীর্ত্তন-মাহাত্ম্য ব্যাখ্যা করেন। সন্ধ্যায় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর বৈরাগ্যের বিষয় পাঠ ও ব্যাখ্যা আরম্ভ করেন। রাত্রি প্রায় ৯ ঘটিকায় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিহৃদয় শ্রৌতী মহারাজ পুরী হইতে এবং শ্রীপাদ মহানন্দ ভক্ত্যালোক ও শ্রীপাদ কৃষ্ণকান্তি ভক্তিকুসুম শ্রীধাম মায়াপুর হইতে আসিয়া উৎসবে যোগদান করেন। অদ্য লণ্ডন হইতে শ্রীপাদ বন মহারাজ তারযোগে জানান,—তিনি শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্ম দর্শনের জন্য Mr Schultz ও Beron Queth নামক দুইজন জার্ম্মাণ মনীষিসহ আগামী ২৫শে আগষ্ট জেনোয়া হইতে ভিক্টোরিয়া জাহাজে রওনা হইয়া আগামী ৫ই সেপ্টেম্বর বোম্বে অবতরণ করিবেন, তথা হইতে রেলপথে ৭ই সেপ্টেম্বর নাগাদ কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠে আগমন করিবেন। আগামী নবেম্বর মাসে য়ুরোপের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁহার বক্তৃতা নির্দ্ধারিত আছে। সুতরাং তাঁহাকে বোধ হয় আবার শীঘ্রই লণ্ডনে ফিরিয়া যাইতে হইবে। ডাঃ শ্রীমান্ সচ্চিদানন্দ প্রত্নবিদ্যা-বিশারদ ক্রমশঃ সুস্থ হইতেছেন।

অদ্য হইতে শ্রীমন্দিরে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ জীউর ঝুলনোৎসব আরম্ভ হয়; শ্রীবিগ্রহের অপূর্ব্ব শৃঙ্গার দর্শনার্থ দলে দলে অসংখ্য দর্শকের সমাবেশ হইতে থাকে। সন্ধ্যায় উৎসবসূচক নহবৎ বাদ্য আরম্ভ হয়। চতুর্দ্দিক কৃষ্ণকোলাহলে মুখরিত।

দ্বিতীয় দিবস—১১ই আগষ্ট রবিবার। প্রাতে শ্রীপাদ নরোত্তমানন্দ ব্রহ্মচারী শ্রীমদ্ভাগবতের ২য় স্কন্ধ ১০ম অধ্যায় পর্য্যন্ত পারায়ণ করেন এবং শ্রীপাদ শ্রৌতী মহারাজ ১ম স্কন্ধ ১ম অধ্যায় হইতে শ্রীসূত-শৌনক-সংবাদ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। অপরাহ্ণে অজ্ঞানের নশ্বরতা ও আকাঙ্ক্ষকতা প্রদর্শন করিয়া নিত্যানন্দ প্রভুর উৎসবে শ্রীভক্তগণের জীবন উদ্দীপনা-প্রদানের জন্য পুরী হইতে টেলিফোন-যোগে একটি নিরানন্দের সংবাদ পাওয়া গেল। ডাক্তার শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ মজুমদার (কেটি) এম্-এ, বি-এল্, এল্-এল্-ডি মহোদয় গত কল্য (১০ই আগষ্ট শনিবার) সায়ংকালে (সাড়ে ৫ ঘটিকায়) নরলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। সংবাদ প্রাপ্তিমাত্রে মহারাজ মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ ভাগবতরত্ন, মঃ মঃ শ্রীপাদ অনন্ত বাসুদেব বিদ্যাভূষণ, মঃ মঃ শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী, শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ, শ্রীপাদ শ্রৌতী মহারাজ, শ্রীপাদ সাগর মহারাজ, শ্রীপাদ মহানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ কীর্ত্তনানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী প্রমুখ মঠের বহু ভক্ত সাধু সেবকগণ তাঁহার গৃহে তাঁহার পারত্রিক মঙ্গলের জন্য বিহিত কীর্ত্তনমুখে অন্তিম কৃত্যে যোগদান করেন। তাঁহার গৃহে অবস্থান-কাল হইতে শ্মশান যাত্রা পর্য্যন্ত প্রায় ৩ ঘণ্টাকাল অবিরামভাবে মহামন্ত্র কীর্ত্তন হইয়াছিল। তিনি শ্রীগৌড়ীয়মঠের জন্য কায়মনোবাক্যে প্রভূত যত্ন করিয়াছেন। তাঁহার পরলোক-গমনের সংবাদ শ্রীধাম মায়াপুরে প্রেরিত হয়। তজ্জন্য 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট' উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় তাঁহার স্বর্গারোহণ উপলক্ষে এক দিনের জন্য বন্ধ রাখা হইয়াছিল।

মধ্যাহ্নে ভোগারাত্রিকের পর শ্রীগৌড়ীয় মঠে শ্রীপাদ প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী মহোদয়ের পৌরোহিত্যে মঠে শ্রীমান্ নিত্যকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী তাঁহার পরলোকগত পিতা পূর্ণচন্দ্র দেবশর্ম্মা মহাশয়ের শ্রাদ্ধ মহাপ্রসাদ দ্বারা সম্পন্ন করেন।

অপরাহ্ণে শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে এক বিরাট্ নগর-সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা বাহির হয়। শ্রীল প্রভুপাদ স্বয়ং মঠের বারদেশে উপস্থিত থাকিয়া শোভাযাত্রায় শুভযাত্রা করাইয়া দেন। তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম বন্দনা করিয়া শ্রীপাদ আচার্য্যত্রিক প্রভু, অনন্তবাসুদেব প্রভু, অপ্রাকৃত প্রভু, ভারতী মহারাজ, শ্রৌতী মহারাজ, অরণ্য মহারাজ, সাগর মহারাজ প্রমুখ সেবকগণের আনুগত্যে ভক্তবৃন্দ শ্রীমঠ হইতে যাত্রা করিয়া বাগবাজার, অপার চিৎপুর, শোভাবাজার, নিমতলা, দরমাহাটা, ক্লাইভষ্ট্রীট, হ্যারিসন রোড, অপার চিৎপুর, মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, বারাণসী ঘোষ ষ্ট্রীট ও কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইয়া পুনরায় শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। প্রতি বর্ষের ন্যায় এবারও যাইবার সময় শ্রীমদনমোহনের শ্রীমন্দিরে এবং প্রত্যাবর্ত্তনকালে বারাণসী ঘোষ ষ্ট্রীটে কাঁসারি শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়ের গৃহে কীর্ত্তন হয়। শোভাযাত্রা মঠে প্রত্যাবর্ত্তনকালে বারাণসী ঘোষ হইতে সেণ্ট্রাল এভিনিউএ আসিয়া পৌঁছিলে বৃষ্টি আরম্ভ হয়। বৃষ্টিকালেও ভক্তবৃন্দের কীর্ত্তনোৎসাহ নিবৃত্ত হয় নাই। যেহেতু মেঘাচ্ছন্ন দিনকে তাঁহারা দুর্দ্দিন জ্ঞান করেন না, পরন্তু হরিকীর্ত্তন-বিরতিকেই দুর্দ্দিন বলিয়া জ্ঞান করেন, সুতরাং তাঁহাদিগের কৃষ্ণকীর্ত্তন নিবৃত্ত হইবার নহে। আমাদিগের কৃষ্ণকীর্ত্তনে কাচ-পরীক্ষার্থ কৃষ্ণ ঐরূপ বিঘ্নাদির অবতারণা করেন। ভক্ত ঐ সকল সাময়িক বিঘ্নদর্শনে কৃষ্ণগানে নিরুৎসাহ হন না। তাঁহারা কৃষ্ণের কৃপা ও বঞ্চনা-রহস্য অবগত আছেন।

মঠসেবকগণ ব্যতীত দক্ষিণবারী, খিদিরপুর, ভবানীচরণ প্রভৃতি কলিকাতার বিভিন্ন স্থান হইতে হিন্দুস্থানী, উৎকল-বাসী ও বাঙ্গালী সকল কীর্ত্তন-সম্প্রদায়ও শোভাযাত্রায় যোগদান করিয়াছিলেন। বিচিত্রবর্ণের পতাকাসমূহ শোভাযাত্রায় এক অপূর্ব্ব শোভা বর্দ্ধন করিয়াছিল।

এই দিবস সন্ধ্যায় বালিগঞ্জ রাসবিহারী এভিনিউ হইতে শ্রীযুক্ত তারকনাথ দত্ত বাহাদুর (অবসর-প্রাপ্ত রেজিষ্ট্রার বেঙ্গলপুলিশ) ও রায় শ্রীযুক্ত অতুল চন্দ্র মিত্র বাহাদুর (ইঞ্জিনিয়ার) এবং ল্যান্সডাউন রোড হইতে রাজর্ষি শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায় প্রাক্ এম্-এ বেদান্তভূষণ ভুবনচন্দ্র মহোদয় শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে কিছু হরিকথা-শ্রবণাভিলাষী হইয়া আসেন। রাত্রি প্রায় ১০ ঘটিকা পর্য্যন্ত প্রভুপাদ তাঁহাদের নিকট হরিকথা বলেন।

বেতার-যোগে আগামী ২১শে আগষ্ট সন্ধ্যা ৭-৭॥টা—'শ্রীজন্মাষ্টমী', ২৭শে আগষ্ট অপরাহ্ণ ৬-৬॥টা—'শ্রীনন্দোৎসব', ৫ই সেপ্টেম্বর ঐ ২-২॥০—'শ্রীরাধাষ্টমী' এবং ১১ই সেপ্টেম্বর ঐ ২-২॥টা 'শ্রীভক্তিবিনোদাবির্ভাব' সম্বন্ধে বক্তৃতা সকল বিস্তার করিবার প্রস্তাব হইয়াছে। শ্রীগৌড়ীয়মঠের শ্রীভাগবত-শ্রবণ-সদনেও শ্রীল প্রভুপাদের বাণীর অনুসরণে কএকটি দিনের সভার অধিবেশন ও তত্রত্য বক্তৃতাদি হইবে।

শ্রীল প্রভুপাদের ভাগবত-ব্যাখ্যা

তৃতীয় দিবস—৩১শে শ্রাবণ, শুক্রবার

"নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ॥"

প্রথমে আমরা শ্রীমদ্ভাগবতের পাঠকদিগকে ব'লেছি যে, মুমুক্ষা ও বুভুক্ষাধর্ম্মে যাঁ'দের প্রয়োজন, তাঁ'দের ভাগবতপাঠে অধিকার নাই এবং আলোচনায় তাঁ'রা বেশী সুখলাভ করেন না। চতুর্ব্বর্গের সাধন-প্রয়াস উপাধিনাশ যায়। কিন্তু পঞ্চমবর্গের কথা আবার নিত্যধর্ম্মের সহিত সংশ্লিষ্ট। এই ভাগবতের মহিমা নানাস্থানে কথিত থাকলেও ইহা কতকগুলি ব্যক্তির রুচিপ্রদ হয় না। এমন কি ভাগবতের পাঠক এবং আলোচনাকারীদের মনবৃত্তির অত্ত বিপরীত পথের পথিকগণও অনেকসময় ভাগবতের আদর করেন। কিন্তু তাঁ'দের ক্রিয়াকলাপে অনেক সময় ইহার সম্যক্ আদর প্রমাণিত হয় না। ভাগবতকে পুরাণ বা পঞ্চরাত্রান্তর্গত ব'লে অনেকে স্বীকার করেন না। কিন্তু আগম ও নিগম একত্রে মিলিত আকারে শ্রীমদ্ভাগবত বর্ত্তমান। আমরা ভাগবত আলোচনায় প্রথমস্কন্ধের চতুর্থ অধ্যায়ে 'সাত্বতী শ্রুতি' ব'লে একটি কথা পাচ্ছি। নারায়ণ-ঋষি যখন নারদকে ভাগবত উপদেশ ক'রেছেন, তখন উহাকে 'বেদসম্মিত' ব'লেছেন। যেমন শ্রৌতপদ্ধতি অবলম্বন ক'রে বহু দেবতার স্তবকারী সাধারণ শাস্ত্রকেও বেদ ব'লেছে, সেইরূপ সাত্বতগণ ভাগবতকে বেদের সর্ব্বোত্তম অংশ ব'লে বিচার ক'রে থাকেন। প্রয়োজনতত্ত্বনিরূপণে 'নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং' শ্লোকে 'নিগম' শব্দ ব্যবহার হ'য়েছে। তা' ছাড়া উপনিষদের অনেক মন্ত্র ভাগবতে যথাযথ প্রকটিত দেখিতে পাওয়া যায়। ভাগবতের স্থানে স্থানে শ্রুতিবাক্য ন্যূনাধিক লিখিত হ'য়েছে—শ্রুতিকে প্রাঞ্জলভাবে ব্যাখ্যা করা হ'য়েছে। যথা—

"অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং ভারতার্থবিনির্ণয়ঃ।
গায়ত্রীভাষ্যরূপোঽসৌ বেদার্থপরিবৃংহিতঃ॥"

গীতার বিশেষ অর্থ ভাগবতে দেখ্তে পাওয়া যায়—উহা ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য-স্বরূপ, বেদার্থপরিবৃংহিত এবং বেদমাতা গায়ত্রীর ব্যাখ্যা অবলম্বনে র'চিত হ'য়েছে। এতদ্ব্যতীত এই গ্রন্থে ভগবত্তার কথা প্রচুরভাবে বলা হ'য়েছে এবং কৃষ্ণের অন্যান্য অবতারগুলির বর্ণনাও স্থান পেয়েছে। সেই শ্রীমদ্ভাগবতের কথা বিভিন্ন শাস্ত্রে লিখিত আছে। যেমন স্কন্দপুরাণ বিষ্ণুখণ্ডে চারিটি অধ্যায়ে, পদ্মপুরাণ উত্তরখণ্ডে, গরুড়পুরাণে এবং আরও কতিপয় পুরাণে ভাগবতের প্রাধান্য লিখিত হ'য়েছে। সর্ব্বোপরি ভাগবতের অনুগ-সম্প্রদায় ইঁহাকে প্রমাণশিরোমণি ব'লে থাকেন।

এই ভাগবত-ব্যাপারটী কি, এর এত প্রশংসা আছে কেন আর এর প্রতি এত দৌরাত্ম্যই বা হয় কেন, এ বিষয়গুলি অবগত হওয়া দরকার। এটি কতকগুলি ব্যক্তির জীবিকার স্বরূপে পরিণত হ'য়েছে, পক্ষান্তরে পারমার্থিকের আদর্শ যাঁ'রা, তাঁ'দেরও ইহা পরম সেব্য। তদ্ব্যতীত সংসারে যাঁ'রা বাস করেন, বর্ণ ও আশ্রমচতুষ্টয় সকলেরই এই গ্রন্থ আরাধ্য। এমন কি বিবিধ ভাগবতে আছে, যা' সকল শ্রেণীরই আরাধ্য। কতকগুলি কর্ম্মের অনুষ্ঠান, বিভিন্ন অবস্থার উপযোগী ব্যবস্থা আছে—যেমন ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ এবং যতিগণের ধর্ম্মের বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লিখিত আছে। বর্ণবিভাগে বিভিন্ন বর্ণাদির লক্ষণ এবং তদনুসারে তাঁহাদের ধর্ম্মনিরূপণের বিধান আছে। ভাগবতে দর্শনের কথা জ্ঞানিগণের সকল শ্রেণীর কথা সুতরাং ইহা সকলেরই পাঠ্য ও পরমপ্রয়োজনীয়। পণ্ডিত, মূর্খ, স্ত্রী, পুরুষ, সংসারাসক্ত ও সংসারনির্ম্মুক্ত—সকলেরই আলোচ্য। ইহা ভগবদ্ভক্তির বস্তু।

ভাগবতকে ভগবানের বোধ অঙ্গ ব'লে কথিত হ'য়েছে, কিন্তু এটি বিরাট্‌রূপের কল্পনার ন্যায় নহে। বাস্তব শ্রীবিগ্রহরূপে ভগবান্ এতে অবস্থিত আছেন। এটা বিশেষরূপে আলোচনা করলেই বুঝ্‌তে পারা যায়।

অখিলরসামৃতমূর্ত্তি কৃষ্ণচন্দ্রের সঙ্গে চেতন অচেতন সকলেরই প্রয়োজনীয়তা আছে। কিন্তু তিনি অচেতন-দ্বারা আবৃত অবস্থায় পরিদৃষ্ট হন না। অর্থাৎ অচেতনমিশ্র ভাব নিয়ে তাঁ'কে দেখা যায় না। আবার আমরা যখন সমগ্রভাবে অভিনিবিষ্ট থাকি, তখন ভগবানের শ্রীমূর্ত্তিমধ্যে অনেক মলিনতা লক্ষ্য করি। এটা নিজ নিজ দর্শনেন্দ্রিয়ের অপটুতা মাত্র। কংসের জেলখানায় এক বস্তুকে বিভিন্নভাবে দর্শন করি। যেমন—

মল্লানামশনির্নৃণাং নরবরঃ স্ত্রীণাং স্মরো মূর্ত্তিমান্
গোপানাং স্বজনোঽসতাং ক্ষিতিভুজাং শাস্তা স্বপিত্রোঃ শিশুঃ।
মৃত্যুর্ভোজপতের্বিরাড়বিদুষাং তত্ত্বং পরং যোগিনাং
বৃষ্ণীনাং পরদেবতেতি বিদিতো রঙ্গং গতঃ সাগ্রজঃ॥

যখন রামের সহিত কৃষ্ণ কংসসভায় প্রবেশ ক'রেছেন, তখন তাঁ'কে বিভিন্ন রসের আস্বাদনকারিগণ বিভিন্নভাবে দর্শন করলেন। কিন্তু অমলজ্ঞানলব্ধ ব্যক্তিগণ ওরূপভাবে দর্শন করেন না। সাধারণ স্ত্রীগণ অর্থাৎ গোপীর অনুগত নহেন যাঁ'রা, তাঁ'রা যে দর্শন করেন, সেটা কতকটা কামদেবের দর্শন হ'চ্ছে। নিজেন্দ্রিয়তর্পণেচ্ছা-সংশ্লিষ্ট দর্শনে মলিনতা আছে। অনর্থবর্জ্জিত অবস্থায় পূর্ণপ্রকাশ বস্তুর দর্শন হয় না যাঁ'রা ব্যবকলন জানেন, তাঁ'রা পার্থক্য বুঝ্‌তে পারেন। ব্যক্তিবিশেষ ও পরমমুক্ত পুরুষের দর্শনে পার্থক্য আছে।

অনেকসময় একই বস্তু বিভিন্নভাবে দৃষ্ট হয় কেন? একথার উত্তর হ'চ্ছে—মলিনতার পরিমাণ অনুসারে। অনর্থযুক্ত অবস্থার ও অনর্থমুক্তগণের দর্শন পৃথক্। দুই বস্তু হ'তে যদি গণযোগ্য বস্তুর পার্থক্য নিরূপিত হয়, তা' হ'লে 'Differentia' ব'লে একটা বস্তু লক্ষিত হয়। ২৪ বৎসরের যুবার কাব্য-অধ্যয়ন ও শিশুর কাব্য-অধ্যয়নে অল্প সাধারণ ব্যক্তির ভেদদর্শন হয় না; সে উভয়কে এক মনে করে, কিন্তু অভিজ্ঞব্যক্তি সেটা বুঝ্‌তে পারেন। অনেক সময় পার্থক্য-বোধের অভাব-হেতু আমরা বস্তুনির্ণয়ে ভ্রান্ত হই। এসকল বিচার সম্বন্ধ-পর্য্যায়ের আলোচনা-কালে বিশেষভাবে বলা হ'বে। বিভিন্নস্তরের সকল ব্যক্তিরই ইহা আলোচনার বিষয়। তার্কিক, মূর্খ, তর্কজ্ঞানরহিত—সকলেই সমাবস্থায় আলোচনা করলে সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের নিজ নিজ কর্ত্তব্য নিরূপিত হ'তে পারে কোন প্রকার সংশয়-সন্দেহ থাকে না। ভগবদ্দর্শনে সর্ব্বসংশয় দূর হয়—

"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি দৃষ্ট এবাত্মনীশ্বরে॥"

পূর্ব্বেই ব'লেছি যে, ভাগবত সাক্ষাৎ ভগবদ্বস্তু। তাঁহার শ্রবণ, কীর্ত্তন, বিচারণ প্রভৃতিই ভগবদনুশীলন। বহির্জ্জগতের বস্তুদর্শনের কালে সঙ্গে সঙ্গে যদি ভগবদ্দর্শনের স্মৃতি উদিত হয়, তা'হ'লে সেই বস্তু-বিচারে আমাদের ভোগ বা ত্যাগ করার প্রবৃত্তি পরিচালনকালে সেই বস্তুর সহিত ভগবানের কি সম্বন্ধ আছে, আলোচিত হ'য়ে যায়। যেমন কোন ব্যক্তি যখন বাজনা বাজিয়ে বিবাহ ক'রতে যাচ্ছে, তখন যদি কৃষ্ণের অপ্রাকৃত রুক্মিণীবিবাহ বা বৃন্দাবনীয় কথা তাঁহার হৃদয়ে স্থান পায়, তা'হ'লে তাঁ'র ভোগের ইন্ধন-সংগ্রহের জন্য সমার্জ্জনের আকাঙ্ক্ষিতবস্তু এবং দু'য়ের মধ্যে একটা পার্থক্য বুঝ্‌তে পারেন। কোন ব্যক্তির শ্রীপঞ্চমীতে হাতে খড়ি নিয়ে পাঠশালায় যাবার সময় যদি কৃষ্ণের সান্দীপনি-মুনিগৃহে গমনবিচার এসে যায় অথবা অর্জ্জুন কিম্বা উদ্ধবের প্রতি ভগবানের উপদেশ-কথা যদি তাঁ'র স্মৃতিপথে উদিত হয়—কৃষ্ণের সংসারে বাস, কৃষ্ণকথালোচনায় নিযুক্ত থাকেন, অন্ততঃ গৌরসুন্দরের কৃত্যগুলির সঙ্গে নিজকার্য্যগুলি মিলিয়ে নেন, তা'হ'লে সকল অসুবিধার হাত থেকে তাঁহার পরিত্রাণ হয়।

ভাগবত হ'চ্ছে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। প্রমাণ-দ্বারা শক্তিবিশিষ্ট হ'বার পরে আমরা প্রজ্ঞাবিশিষ্ট হ'তে পারি। সজ্জনরূপে মেপে নেওয়া যা' যা'হে, তাহাই প্রমাণ। ভাগবত নিত্যলীলাময় ভগবানের চরিত্রবর্ণনের প্রমাণ। ভাগবতের দ্বারা কি কার্য্য হয়? ইনি সমগ্র মানবজাতির ভীষণতম ব্যাধির সর্ব্বাপেক্ষা বড় ঔষধ ও চিকিৎসক—উভয়ই। যে ভয়ানক ব্যাধি বিজ্ঞ দার্শনিকগণ মধ্যে প্রবেশ ক'রেছে—বেদান্তসূত্রের নির্ব্বিশেষপর ব্যাখ্যা—ইংরাজী ভাষায় যা'কে Impersonalism বলে, উহাই সর্ব্বাপেক্ষা ভীষণ ব্যাধি। ভগবত্তাকে নির্ব্বিশেষরূপে স্থাপন ক'রে নিজের অহংবিশেষের আস্ফালনে ব্যস্ত হওয়া প্রধান ব্যাধি। যেমন হিরণ্যাক্ষ-হিরণ্যকশিপু, রাবণ-কুম্ভকর্ণ, কংস 'জরাসন্ধ প্রভৃতির হ'য়েছিল' এই ব্যাধি চিন্তাশীল দার্শনিকগণের চরম মঙ্গলের প্রতি বাধাপ্রদর্শন জন্য—সর্ব্বাপেক্ষা Cogent Engine! ভাগবতধর্ম্মটিকে ধ্বংস করার জন্য কিভাবেই না প্রয়াস ক'রেছে! বর্ত্তমান সময়ে ঈশবৈমুখ্যভাব—কা'রও আনুগত্য ক'রব না, ইহাই আমাদের স্বভাব হ'য়ে পড়েছে। ভাগবত কখনই বুঝ্‌তে পারা যাবে না যদি বলা যায়—এতে নির্ব্বিশেষ-বিচার আছে। এই চরম ব্যাধির হস্ত হ'তে পরিত্রাণ পাবার জন্য বৈষ্ণবমুখতো অনুক্ষণ ভাগবত পড়া দরকার। যেমন নামাপরাধকারীর পক্ষে অনুক্ষণ নামগ্রহণই নামাপরাধ-বিনাশের উপায়।

"নামাপরাধযুক্তানাং নামান্যেব হরন্ত্যঘম্।
অবিশ্রান্তপ্রযুক্তানি তান্যেবার্থকরাণি চ॥"

অপরাধের চরমসীমাই হ'চ্ছে—ভগবত্তাকে নির্ব্বিশেষবিচারে স্থাপন করা। মাপ্‌তে মাপ্‌তে Tabularasa পর্য্যন্ত পৌঁছা অর্থাৎ জড়ের সব খণ্ডতা—খণ্ডজ্ঞানের সব অভিজ্ঞতা হ'তে মুক্ত হ'য়ে ত্রিপুটিবিনাশের অবস্থাই হ'চ্ছে সেই ভীষণ ব্যাধি। সেই ব্যাধি হ'তে মুক্ত হ'তে হ'লে ভাগবতের নিকট ভাগবত আলোচনা করতে হ'বে, ভাগবত-বিরোধীর নিকট নয়। ২৪ ঘণ্টা যাঁরা ভাগবতসেবা করেন, প্রত্যেক কার্য্যই যাঁদের ভগবৎসেবা, যাঁরা চেতনদর্শনে মেপে নেওয়া দর্শকে নিযুক্ত ক'রেছেন, অচিৎশক্তি-দর্শনে সাবদ্ধ ন'ন, এমন পূর্ণচেতনবিগ্রহ বৈষ্ণবগণ—পূর্ণপ্রজ্ঞের অধীন ভাগবতগণ, অচেতনের মলিনতা হ'তে যাঁরা জ্ঞান সংগ্রহ করেন না, তাঁরাই ভাগবত প্রকৃষ্টভাবে উপদেশ ক'রতে পারেন। যদি ভাগবতের মধ্যে আমাদের পছন্দ—Archaeological research or chroniclers'—ঐতিহাসিকগণের কোন্ কোন্ অংশ আছে, বিচার হ'লে ভাগবত অধ্যয়ন হ'ল না। গৌরসুন্দর যে প্রণালীতে ভাগবত আলোচনা ক'রতে ব'লেছেন, তদনুসারে আলোচনা না হ'লে আগাছা রেখে মূল গাছ উৎপাটন ক'রে দেওয়া হ'বে। তজ্জন্য ২৪ ঘণ্টার

মহোৎসব শ্রবণ-কীর্ত্তন-বিচার হ'তে বিচ্ছিন্ন না হই ভাগবতে এইরূপ প্রচুর কথা আছে :—

"নিদ্রয়া হ্রিয়তে নক্তং ব্যবায়েন চ বা বয়ঃ।
দিবা চার্থেহয়া রাজন্ কুটুম্বভরণেন বা॥"

রাত্রিকাল নিদ্রায়, প্রাপ্তকালে বয়োধর্ম্মবশে ইন্দ্রিয়তর্পণ-চেষ্টা কিরূপ অসুবিধা করায় তা' সকলেই জানেন। কামুকতা-লাভের জন্য বানরের gland দ্বারা rejuvinated হ'বার চেষ্টা, মকরধ্বজ খেয়ে শরীর তাজা রাখার ব্যবস্থা, 'কলপ' ব্যবহার-দ্বারা কৃষ্ণকেশ সংরক্ষণ, দন্তহীনের পুনঃস্থাপনে যৌবনের রক্ষা, কার্য্যোপযোগী দর্শনের অভাব-হেতু পরচক্ষুদ্বারা প্রয়োজন নির্ব্বাহ ক'রে বাহ্যসংগ্রহের চেষ্টা করি। কিন্তু "আধিক্যে ন্যূনতায়াঞ্চ চ্যবতে পরমার্থতঃ"। অত্যধিক সাধন ক'রতে গেলে বিমুক্ত হওয়ার যোগ্যতাই বেশী হয়। গীতা ব'লেছেন, যাঁরা আত্মকর্ষণ করেন, তাঁরা তামসিক, নিজের গায়ে নিজে চড় মারবার চেষ্টা ক'রছেন, তাঁদেরও সুবিধা হয় না। আর যাঁরা প্রয়োজনীয় ব্যাপার থেকেও তফাৎ থাকতে চান প্রতিষ্ঠার জন্য, তা'তেও অনিত্যতা আছে। সমস্ত দিবাই অর্থের চেষ্টায় কাটছে, কিন্তু অধিক অর্থ থাকলে কি ক'রে লোকরঞ্জন ক'রব, প্রয়োজন হ'লে তা'দের কাছে আবার ভিক্ষা পাওয়া যা'বে, এসব চেষ্টায় ব্যস্ত থাকি। অন্যের কুটুম্ব দুর্ভিক্ষে মারা যায়, কিন্তু আমার কুটুম্বের কিছু যেন না হ'য়ে প্রতিষ্ঠা পায়। কৃষ্ণচেষ্টাব্যতীত অন্য চেষ্টা উদিত হ'লে অসুবিধা হ'বে। অতএব যেখানে যত চেষ্টা আছে, তা' পরিত্যাগ ক'রে পরমপ্রয়োজনের জন্য যত্ন করা দরকার। তা'কে বাদ দিয়ে যতরকম ধর্ম্মশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র বা সাহিত্যশাস্ত্রকে Standard মনে করি, সমস্ত বাদ দিয়ে রজস্তমোবিধানে কাজ চলুক, তা' হ'লে রাজসিক তামসিক ব্যাপারে য়ুরোপ আমেরিকায় যে দুর্দ্দশা এসেছে, সেটা আমাদেরও আক্রমণ ক'রবে। রজস্তমো দ্বারা তাড়িত হ'য়ে সত্ত্বগুণকে ধ্বংস করার পেরাক্রম কল ভগবান পদে পদে দেখিয়ে দেন। যখন আমরা মৎস্যধরা নিয়ে বড়শীতে টোপ গাঁথি, বঁড়শির angleএ চামড়া বিঁধিয়ে দিয়ে মৎস্যভোজীরা আমাদের মাছ খায়, তখন বুঝতে পারি যে আমাদের বিনাশের জন্যই তা'রা এত দয়া ক'রেছিল। ভাগবত ১১শ স্কন্ধ আলোচনা ক'রলে জানা যায় রজোগুণের দ্বারা তমোগুণকে বিনাশ ক'রে সত্ত্বের দ্বারা রজের প্রবৃত্তিকে ধ্বংস ক'রতে হ'বে এবং বিশুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা মিশ্রসত্ত্বকেও বিনাশ ক'রতে হ'বে। রজোগুণের কার্য্য কি? আমি—ধনাঢ্য, Red cross societyর member, দেশবিদেশের—flood relief করাই আমাদের ধর্ম্ম ত। এতে কি হয়? না, আমি অন্যের যে উপকার ক'রেছি তা'রই বদলে তা'রা আমার কামুকতার ইন্ধন সরবরাহ করুক। সত্ত্বগুণের দ্বারা ঐ প্রবৃত্তিটা দমন ক'রে দিতে হ'বে। যদি রাজসিকগণ বলেন—বিমুক্তকে লেগ লাগিয়ে গেল, তা'হ'লে বলবো তমোগুণটাই বৃদ্ধি হ'য়ে যা'বে। ভাগবত যে উপকার ক'রেছেন, তাঁর কথা তা'রা আলোচনা করে না।

ভাগবত কি বিষয় আলোচনা ক'রেছেন? রুক্মিণী, রোহিণীর রামের, দাশরথি রামের, পরশুরামের, বামনের, বরাহদেবের, নৃসিংহদেবের, কূর্ম্মদেবের, মৎস্যদেবের, নরনারায়ণ-ব্রহ্ম-পরমাত্মার ব্যাপকতা ও শক্তির বিষয় আলোচনা ক'রেছেন। সুতরাং নির্ব্বিশেষ-বাদি নিরাস ক'রে সবিশেষবাদের পূর্ণতা স্থাপিত হ'য়েছে। এই ভাগবতখানার বেখানে সকল জীবের ভাগ্যের চৈতন্য ও অবতারগণের দ্বারা অকাতরে ঔষধ বিতরিত হ'চ্ছে। কিন্তু এমন দুর্ভাগ্য এই দেশের যেমন ক'রে হো'ক ভাগবত এদেশ হ'তে চ'লে যায়, তজ্জন্য উঠে প'ড়ে লাগাই প্রধান কর্ত্তব্য হইয়েছে। ভাগবতের ছিদ্র অন্বেষণ ক'রে কর্ম্মপ্রবৃত্তিকে বর্দ্ধন করা হ'চ্ছে। কিন্তু নবরত্ন বিবর্দ্ধিনের অর্থ জানিয়া—

"কর্ম্মণাং পরিণামিত্বাদাবিরিঞ্চ্যাদমঙ্গলম্।
বিপশ্চিন্নশ্বরং পশ্যেদদৃষ্টমপি দৃষ্টবৎ॥"

—শ্লোকের আলোচনারহিত হইলেই আমাদের ফল ভোগাকাঙ্ক্ষা প্রবল হয়। ভাগবত আর একটি কথা ব'লেছেন—

"যৎপাদপঙ্কজপলাশবিলাস-ভক্ত্যা
কর্ম্মাশয়ং গ্রথিতমুদ্গ্রথয়ন্তি সন্তঃ।
তদ্বন্ন রিক্তমতয়ো যতয়োঽপি রুদ্ধ-
স্রোতোগণাস্তমরণং ভজ বাসুদেবম্॥"

একমাত্র শরণ বাসুদেবের পাদপদ্মাঙ্ঘ্রিবিলাসগত-লীলারূপ ভগবৎক্রিয়াসম্ভ্রমে সাধুগণ বদ্ধজীবের কর্ম্মগ্রন্থিতা যেরূপ উন্মুক্ত করেন, পুনঃসংক্লিষ্টকর্ম্মবীজ-দূরীকরণ-কার্য্য শুষ্কবিচারযুক্ত সংযমনপটু যতিগণের অনুষ্ঠান দ্বারা সেরূপ সিদ্ধ হয় না। অতএব সেই বাসুদেবের সেবা করাই বিধেয়।

বাসুদেবের কথা সকলেই জানেন। "সত্ত্বং বিশুদ্ধং 'বসুদেব' শব্দিতং"। যে বাসুদেব বিশুদ্ধসত্ত্ব, অন্যের ন্যায় রজোগুণে যাঁর সৃষ্টি হয় নাই, তমোগুণে যাঁর বিনাশ হ'বে না, সেই অধোক্ষজতত্ত্বকে আমি ভজন করি। 'শরণ' শব্দে শরণ্য। একমাত্র বাসুদেবের শরণ নিতে হ'বে। রজোগুণ বা জড়সত্ত্ব সংরক্ষণ ক'রতে হ'বে না, কিন্তু যে সব কালের দ্বারা বিনষ্ট হ'বে না, সেই বিশুদ্ধসত্ত্বে বাসুদেবের জন্ম। তিনি পুরুষোত্তম বস্তু, ত্রিগুণকে বিতাড়িত ক'রেছেন, তাঁ'র শরণ নিতে হ'বে। 'রিক্তমতি' মানে vacant—সব ছেড়ে দিয়ে Tabularasa অর্থাৎ নির্ব্বিশেষ ক'রে থাক—এরূপ বুদ্ধি যাঁ'দের, তাঁ'রা ভজন ক'রছেন। "নিরুদ্ধ-স্রোতোগণাঃ"—স্রোতসকল নিরুদ্ধ করার চেষ্টা—ইন্দ্রিয়বেগ সংযম করার চেষ্টায় যাঁ'রা আছেন, তাঁ'রা সুবিধা পান না। অতএব অসংযত ব্যক্তিও ভগবৎসেবা ক'রলে সুবিধা হ'য়ে যায়।

"যৎপাদপঙ্কজ সন্তঃ" অর্থাৎ ভগবানের পাদপদ্মের অঙ্গুলিদলের কান্তি স্মরণ ক'রতে ক'রতে ভক্তগণ পুনঃসংক্লিষ্ট কর্ম্মবাসনাময় হৃদয়গ্রন্থিকে অনায়াসে ছেদন করেন। 'পলাশ' অঙ্গুলি, তাতে যে বিচিত্রতা অর্থাৎ বিলাসের যে সেবা-সাহচর্য্য। যেমন ব্রজবধূরা মাধবেন্দ্রের লীলা-বিমুক্তিকালে যে সাহচর্য্য ক'রেছিলেন। তা ভগবানের বিলাস, ভক্তের পক্ষে সেবা। মানুষ কর্ম্মাশ্রয়ে গ্রথিত হ'য়ে যাচ্ছে—আমার কর্ম্মফল আমি ভোগ ক'রব—এ রকম দুর্ব্বুদ্ধি করছে—যেমন গ্রীসদেশে Virtue & piety সংগ্রহ করার নামই ধর্ম্ম। কিন্তু ঠাকুর মহাশয় ব'লেছেন,—

পুণ্য সে সুখের ধাম তাহার না লইও নাম,
পাপ-পুণ্য—দুই পরিহর।

শুকদেব বলেন—

তদা বিদ্বান্ পুণ্য-পাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং
সাম্যমুপৈতি।

পাপিষ্ঠগণ পুণ্যসংগ্রহে ব্যস্ত। Altruistic Propaganda-কারীর কার্য্যই হচ্ছে—তাদের বা অন্যের অধুর্দ্ধ যে-সব অন্যায় কার্য্য ক'রেছে, তাকে whitewash করার চেষ্টা। উহা নিম্নশ্রেণীর ব্যক্তির জন্য। কর্ম্মাশয় —ধর্ম্মাদিতে বাস-চেষ্টা, তা'তে মানুষ কিছু শান্তিলাভ ক'রতে পারে, কিন্তু সেটা টেঁকে না। দুই আশা ভরসা যাঁরা ত্যাগ করেন, যাঁরা নির্ব্বিশেষবাদী বা gnostic—Impersonal aspect of Godheadকে লক্ষ্য করেন। সেই বিষম ব্যাধির চিকিৎসক হ'চ্ছেন ভাগবত। ভাগবত বাসুদেবের ভজনার্থ উপদেশ দিয়াছেন,উহা Phytographic, zoo-morphic or anthropomorphic demonstration নয়। আমরা সময়ান্তরে এ বিষয়ে যথেষ্ট আলোচনা ক'রবো। তা'হ'লে ভবরোগি-সম্প্রদায়ের বিষম রোগ নির্ব্বিশেষবাদ বেদান্তবিচারের নামে মনোধর্ম্মপ্রবৃত্তি বৃদ্ধি করা বা সর্ব্বত্র ব্রহ্মদর্শনের নামে দরিদ্রকে নারায়ণ ব'লে দাতা হ'য়ে কথান্তরে প্রশংসা বা সেবা নেবার চেষ্টা—এর মূল্য কাণাকড়ি চেয়েও কম ব'লে বোধ হ'বে। এই কথাটা বিভিন্ন দেশে বহুবাদিত হ'চ্ছে ভাগবত আলোচনার অভাবে। তা'রা ব'লছে—যাকে সোজা কথায় altruism বলা যায় অর্থাৎ সত্ত্বের পরিচয়ে তাহার অংশীদার—রজস্তমোভগ-চালিত হ'য়ে সংসারে বাস করা। পূর্ব্বেও কিছু ছিল না, পরে থাকবে না, জড়মিশ্রণে চেতন হ'য়েছে, redistributed হ'য়ে যা'বে ইত্যাদি বিচার রোগজাতীয়। বর্ত্তমানে যত রোগ হ'য়েছে, এ সকলেরই চিকিৎসাপ্রণালী ভাগবতে আছে। ভাগবত সব রোগ বিনাশ ক'রে রোগের মূল আকর পর্য্যন্ত উপড়ে দেবেন—Antitheistic চিন্তাস্রোতকে ফুৎকারে উড়িয়ে দেবেন যদি মানুষের শ্রবণের কাণ হয়। যদি empericismএর কাণ হয়, তবে বহির্জগতের চিন্তাস্রোত আমাদিগকে আক্রমণ করবে। সেটা dismantle করবার ব্যবস্থা শ্রীমদ্ভাগবত ক'রেছেন।

কতকগুলি লোক বলেন,—"ভাগবতে দুর্নৈতিক-কথাপূর্ণ কৃষ্ণলীলা আলোচিত হ'য়েছে সুতরাং ভাগবতের বিচার-প্রণালী ব্যভিচারকে পুষ্টিসাধন ক'রবার জন্য!! কিন্তু আমরা বলি,— এটা allegory or history নয়। এতে কি কি সমস্যা ও বৈশিষ্ট্য আছে, সেটা বুঝবার জন্য খানিকটা সময় দিতে হ'বে।

"ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো নির্ম্মৎসরাণাং সতাং
বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনম্।
শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিকৃতে কিংবা পরৈরীশ্বরঃ
সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ॥"

—এই বিচার গ্রহণ ক'রলে ভাগবত কি, সেটা আমরা জানতে পারবো। চতুর্ব্বর্গপ্রয়াসী চিন্তাশীল, বিকেন্দ্রিয়-তৃপ্তিসাধনপ্রয়াসী—প্রত্যেককে বলা হ'চ্ছে, যদি বাস্তবসুখ চাও, বাস্তবসুখের একমাত্র কর্ত্তা কৃষ্ণকে ছেড়ে সুখ পাবে কোথায়?

বিরাট্ সভা

স্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, কলিকাতা

সময়—৮ই ভাদ্র, ২৫শে আগষ্ট রবিবার, সন্ধ্যা ৭ ঘটিকা

বক্তা—গৌড়ীয়-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত—
শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ

বিষয়—বিরাগ ও ভক্তি

সভাপতি—কুমার শ্রীযুক্ত বিশ্বকুমার মিত্র

অদ্বৈতবাদ-নিরাস

[অষ্টাদশী-সংখ্যায় প্রকাশিতাংশের পর]

অবিদ্যার অসঙ্গত অভিধান-হেতু মিথ্যাত্বের হানি

মায়াবাদীর পূর্ব্বোক্ত অবিদ্যা-সংজ্ঞার বিষয় বিস্তারিত আলোচনা করিলে আমরা কতিপয় দোষ লক্ষ্য করিতে পারি। অবিদ্যা বা প্রপঞ্চ (১) সদ্বিলক্ষণ, (২) অসদ্ বিলক্ষণ ও (৩) অনির্ব্বচনীয় বলা হইয়াছে। প্রত্যেক অভিধানটী পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে বিচার করা যাইতেছে যথা :—

(১) প্রপঞ্চ বা অবিদ্যাকে সদ্বিলক্ষণত্ব বা সৎসম্পূর্ণত্ব স্বীকার করিলেও মিথ্যা বলা যায় না, কারণ প্রত্যক্ষের দ্বারাই বহু বস্তুর সত্তা উপলব্ধি করা যায়, যথা তন্মধ্যে ঘটপটাদি। সুতরাং উহারা সত্ত। সত্তার প্রকাশ্য বৈশিষ্ট্য ও ভেদ লক্ষ্য করা যায়। সুতরাং বৃক্ষের সদ্-বৈশিষ্ট্য বা বিলক্ষণত্ব প্রভৃতি মিথ্যাত্বজ্ঞাপক নহে। এতৎপ্রকার এক সত্ত অন্য সত্ত বিলক্ষণ স্বতঃসিদ্ধ। সুতরাং সদ্বিলক্ষণত্ব মিথ্যাত্বের জ্ঞাপক হইলে সিদ্ধাসিদ্ধতা হইবে।

(২) অসদ্বিলক্ষণত্ব-হেতুও মিথ্যাত্বপ্রমাপক নহে, কারণ অসদ্বিলক্ষণত্বে মায়াদের অত্যন্তাভাবত্ব প্রকাশ করে না, ইহা মায়াবাদিগণেরই সিদ্ধান্ত। সুতরাং প্রপঞ্চকে অত্যন্ত অসদ্ বলা যায় না। সুতরাং তাহাতে অসদ্ প্রতিযোগিত্ব দেখা যাইতেছে।

(৩) অনির্ব্বচনীয় বলিয়া প্রপঞ্চ মিথ্যা হইতে পারে না। জগৎকে যাঁহারা সত্য বলিয়া স্বীকার করেন তাঁহারা উহা অনির্ব্বচনীয় এরূপ সংজ্ঞা দেন না, কারণ উক্ত বিশেষণের অপ্রসিদ্ধি উভয় দোষ হইয়া থাকে। মায়াবাদীর উদ্দিষ্ট মিথ্যাত্ব যদি 'অনির্ব্বচনীয়' সংজ্ঞায় প্রকাশিত হইবার যোগ্যতা লাভ করে তবে উক্ত 'অনির্ব্বচনীয়' বিশেষণ পদ দ্বারাই বিশিষ্টতা লাভ করায় 'অনির্ব্বচনীয়' শব্দের নিরর্থকতা সিদ্ধ হইতেছে। সুতরাং অনির্ব্বচনীয় শব্দের দ্বারা যাহা প্রকাশ করিবার ইচ্ছা মায়াবাদ-হৃদয়ে জাগরিত হইতেছে তাহা অনিচ্ছাসত্ত্বেও উক্ত শব্দের দ্বারাই বাচ্য হইয়া পড়ায় জগতের সত্যতা প্রতিপন্ন হইতেছে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, অবিদ্যার যাহা সংজ্ঞা প্রদত্ত হইয়াছে উহাই অবিদ্যার স্বরূপমিথ্যাত্ববিনাশের কারণ।

সত্তিত্বে ও অসত্তিত্বে অনির্ব্বচনীয়ত্বে গৌরব

পুনশ্চ যদি সৎ ও অসদ্‌ভিন্নত্বই অনির্ব্বচনীয় হয় অর্থাৎ অনির্ব্বচনীয়ত্বক পৃথক্‌ভাবে মিথ্যাত্বের হেতু বলা না হয় তাহা হইলে মাত্র অসত্ত্বের বলিলে যাহা লক্ষ্য করে তাহাতে অনির্ব্বাচ্যত্ব স্বীকৃত হইলে ব্রহ্মকেও মিথ্যা বস্তুর ন্যায় অনির্ব্বাচ্য বলিতে হয়। এই প্রকারে ব্রহ্মে অনির্ব্বাচ্যত্বের আপত্তি হওয়ায় সদ্‌ভিন্ন বলা হইয়াছে, কিন্তু নির্ধর্ম্মক ব্রহ্মে যদি অসত্ত্বেরূপ অভাবাত্মক ধর্ম্ম না থাকে তবে সত্ত্বের বলিবারও কোন আবশ্যকতা না থাকায় গৌরব হইতেছে।

জ্ঞান-নিবর্ত্ত্যত্ব মিথ্যাত্ব নহে

ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ, জ্ঞান-নিবর্ত্ত্য মিথ্যা প্রপঞ্চ। সুতরাং জ্ঞান-নিবর্ত্ত্যত্বই মিথ্যাত্ব, ইহা সঙ্গত নহে, কারণ বাক্যের যৌবনত্বাদিতে নিবৃত্ত হয়। ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত, অহুবাদ ও অনুভবসিদ্ধ। বাল্যকালের নিবর্ত্তন হেতু উহার মিথ্যাত্ব প্রতিপন্ন হয় না; কারণ নিবর্ত্তন প্রতি-যোগিত্বহেতু সত্ত্বের প্রমাপক হইতেছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্ব সত্যত্বের অবিরোধী হইয়া অর্থবত্তরতা প্রকাশ করিতেছে অর্থাৎ "জ্ঞান-নিবর্ত্ত্যত্ব" শব্দের দ্বারা যাহা প্রকাশ করিবার ইচ্ছা কেবলাদ্বৈতবাদিগণের হৃদয়ে প্রকাশিত ছিল তাহা প্রকাশিত না হইয়া বিপরীত ভাব প্রকাশিত হওয়ায় অর্থান্তর হইয়া সৎ-সত্ত্বাবাদের পরিপোষক হইতেছে।

নির্ধর্ম্মকত্বে বাক্য-ব্যাঘাত

'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা' বলিতে গেলে ব্রহ্ম সৎ এবং তাঁহার অভাব জগৎ মিথ্যা এইরূপ বুঝায়, কিন্তু সত্তার অভাবকেই মিথ্যা বলা যায় না; কারণ, নির্ধর্ম্মক ব্রহ্মে সত্তারূপ ধর্ম্মের অভাব দেখা যায়। তাহাতে ব্রহ্মও মিথ্যা হইয়া পড়ে। যদি বলা যায় ব্রহ্ম নির্ধর্ম্মক বিধায় তাহাতে সত্তার প্রাপ্তযোগিতা নাই, তাহাও অসঙ্গত; কারণ পক্ষ ব্রহ্মে যদি নির্ধর্ম্মকত্বরূপ হেতু থাকে তাহা হইলে নির্ধর্ম্মকত্বরূপ ধর্ম্মের প্রাপ্তি ঘটায় উক্ত শব্দের ব্যাঘাত ঘটিল। আর যদি নির্ধর্ম্মকত্বরূপ হেতুটী যদি পক্ষ ব্রহ্মেতে না থাকে তবে ব্রহ্মে স্বধর্ম্মের প্রাপ্তি হইল। সুতরাং নির্ধর্ম্মকত্বরূপ হেতু পক্ষে থাকুক আর নাই থাকুক উভয়ক্ষেত্রে কেবলাদ্বৈতবাদীর বিপদাপাত দেখা এবং বাধিক হইয়া পড়িলেন।

নির্ধর্ম্মকহেতু ব্রহ্মের সদ্রূপতার হানি

পুনশ্চ ব্রহ্ম নির্ধর্ম্মকহেতু সদ্রূপত্বও ব্রহ্মে নাই, যদি এরূপ বলা যায় তাহা হইলে সত্ত্বধর্ম্মেও সৎ নাই বলিয়া তাহাও সদ্রূপ হইতে পারিবে না। সুতরাং যাহাতে সত্ত্বধর্ম্ম নাই তাহা সদ্রূপ নহে, এরূপ কথাও সঙ্গত নহে। এইরূপ নিয়মে সত্ত্বধর্ম্মের ব্যভিচার হয়। তাহা ছাড়া সত্ত্বধর্ম্মে সত্ত্বত্ব স্বীকার করিলে অর্থাৎ সদ্রূপে সত্ত্ব স্বীকার করিলে আত্মাশ্রয় বা আশ্রয়-দোষ ঘটে। এইরূপ যদি কেবলাদ্বৈতবাদিগণ বিচার তোলেন তাহাও বিচারে যুক্তিসঙ্গত হইবে না। কারণ—বস্তুগুণের দ্বারা যুক্ত, গুণ ও তাহার গুণের দ্বারা প্রকাশিত হওয়া অপ্রামাণিক নহে। ধর্ম্মেরও ধর্ম্ম আছে। ধর্ম্মী যে প্রকার ধর্ম্মের দ্বারা পরিচিত হয়, তদ্রূপ ধর্ম্মও তাহার ধর্ম্মের দ্বারা পরিচিত হয়। ধর্ম্মের ধর্ম্ম-স্বীকারে আশ্রয় বা আত্মাশ্রয় দোষ হয় না। প্রমাণের অভাব হেতু আশ্রয় একটী দোষ। কিন্তু প্রামাণিক হইলে উহা দোষ নহে। দেখা যাইতেছে "সত্ত্ব সৎ" বলিলে সত্ত্ব সৎ বুঝায়। সুতরাং সত্ত্বের ধর্ম্ম থাকিলে সত্ত্বেরও ধর্ম্ম থাকিবে। উহাতে আশ্রয় দোষ হইতে পারে না। বরং সত্ত্বের সত্ত্বত্ব আছে ইহাই প্রমাণিত হয়। সত্ত্বধর্ম্ম সৎ। যদি সত্ত্বধর্ম্ম না থাকে তাহা হইলে 'সৎ'ও নাই। আধার যেরূপ আধেয় লইয়াই হয় এবং আধেয়ও আধেয়ত্ব-শূন্য নহে, আধেয়তা নাই বলিলে আধারেরও আধারত্ব হানি হইবে। ইহা প্রমাণসিদ্ধ ও আশ্রয়-দোষ-বর্জ্জিত। আধেয়তা না থাকিলে আধেয় এবং আধেয় না থাকিলে আধার থাকিবে এরূপ বলা কেবল বাগাড়ম্বর বিস্তার মাত্র। সুতরাং দেখা যাইতেছে ব্রহ্ম নির্ধর্ম্মকহেতু তাঁহাতে সত্ত্বধর্ম্ম নাই, এবং সত্ত্বধর্ম্ম না থাকার দরুণ ব্রহ্ম সদ্রূপও হইলেন না।

প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব সত্য কি মিথ্যা?

কেবলাদ্বৈতবাদিগণ প্রপঞ্চকে মিথ্যা বলিয়া থাকেন তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, কিন্তু ঐ মিথ্যাত্ব সত্য কি মিথ্যা? এরূপ প্রশ্ন করিলে তাঁহারা কোনও স্থলেই দাঁড়াইতে পারেন না। কারণ দেখা যায় উভয় ক্ষেত্রেই সিদ্ধান্ত অসঙ্গত বিধায় মিথ্যাত্ব বজায় থাকে না। কারণ মিথ্যাত্বকে সত্য বলিলে ব্রহ্মের অদ্বয়ত্বের হানি হয়। মায়াবাদিগণ বলেন কেবলমাত্র ব্রহ্মই সত্য আর সব মিথ্যা। সুতরাং মিথ্যাত্ব যদি সত্য হয় তবে সত্য দুইটী হইয়া পড়ায় ব্রহ্মের কেবলত্বের হানি হয় এবং প্রপঞ্চ ব্রহ্মের তুল্য অর্থাৎ সমান হইয়া পড়ে। সুতরাং উক্ত মতে মিথ্যাত্বটী সত্য বলা যায় না। আর যদি মিথ্যাত্বকে মিথ্যা বলা যায় তাহাও সঙ্গত হয় না। কারণ যাহার মিথ্যাত্বটী মিথ্যা তাহা সত্যই হইবে। সুতরাং দেখা যাইতেছে মিথ্যাত্ব সত্যই হউক আর মিথ্যাই হউক, প্রপঞ্চ সত্যই হইতেছে।

কেবলাদ্বৈতবাদের সহস্র গুরুত্ব

এই প্রকার কেবলাদ্বৈতবাদের ব্যবহারিকতা ও পারমার্থিকতা মিথ্যাত্ব ও সত্য লইয়া পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিলে দেখা যায় উহার সূক্ষ্ম বহুল দোষ (বচন বা কাঠিন্য) থাকুক না কেন, সে গুরুত্বের নিষ্কাশন পরিহরণ করায় বৈষ্ণবগণের অভিশাপ-যুক্ততে সহস্র ছিদ্রস্বরূপ সহস্র গুরুত্ব প্রাপ্ত হইয়া নিগৃঢ়ের ভাব জীবন্ধারণ করিতেছে। এই প্রকার উক্তিতে কটাক্ষ করিয়া যদি কেবলাদ্বৈতবাদী বলেন যে ইন্দ্রের সহস্র গুরুত্ব পরিবর্ত্তিত হইয়া সহস্র-লোচনত্ব হইয়াছিল। তাহাতেও বিষ্ণুবৈষ্ণবের পদাবলেহনই মূল কারণ। পরম-দয়াল কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ অসুরগণকে বিনাশ করিয়াও তাহাদের প্রতি দয়া-পরবশ হইয়া মুক্তি প্রদান করিয়া থাকেন। কংস কৃষ্ণবিরোধ করা সত্ত্বেও কৃষ্ণ কৃপা করিয়া তাহাকে সাযুজ্যমুক্তি দিয়াছিলেন। এই প্রকার যুক্তিতে মায়াবাদি-মতে সহস্র লোচনত্ব থাকিলেও তাহার মূলে সহস্র গুরুত্ব থাকায় বৈষ্ণবগণ তাহা অত্যন্ত কুৎসিৎ ও হেয় জ্ঞান করিয়া দূরকার করিয়া থাকেন।

ঘটাকাশত্ব জীবত্ব নহে

ব্রহ্মের অবিদ্যা-প্রযুক্ততাহেতু জীব সাধা হইয়াছে। ঘটাকাশই তাহার উদাহরণ স্থল। উদাহরণটী বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় ঘটটী একস্থান হইতে অন্যস্থানে লইয়া গেলে প্রথমক্ষেত্রের ঘটাবৃত আকাশ দ্বিতীয় ক্ষেত্রের ঘটাবৃত আকাশের সহিত এক নহে। কারণ প্রথম ক্ষেত্রের ঘটাবচ্ছিন্ন আকাশ পরিত্যাগ করিয়াই দ্বিতীয়-ক্ষেত্রে ঘট দ্বিতীয় স্থানের আকাশকে পরিচ্ছন্ন করিয়াছে। কিন্তু ঘটাকাশ জীব হইলে অথবা ঘটত্বই জীবত্ব হইলে দোষ এরূপ দাঁড়ায় যে জীব একস্থান হইতে অন্যস্থানে গেলে দেহাভ্যন্তরস্থ আত্মাকে পূর্ব্বস্থান ত্যাগ করিয়াই দ্বিতীয় স্থানে গমন করিতে হয় কিন্তু যাহা প্রমাণ-সিদ্ধ হইয়াছে, যথাপূর্ব্ব অর্থাৎ প্রথম স্থানেই অবস্থান করিয়া আমি যে চিন্তা করিয়াছিলাম বা যাহা করিয়াছিলাম দ্বিতীয় স্থানে আসিয়াও তাহার পুনরালোচনা করিতে ও পূর্ব্বকৃত কার্য্যসমূহের স্মরণ করিতে পারিতেছি। তাহাতে এই প্রমাণ হয় না, যে আত্মা পূর্ব্বস্থানে ছিল সেই আত্মাই পরস্থানে বিদ্যমান আছে সুতরাং ঘটত্ব জীবত্ব নহে।

ব্রহ্ম সধর্ম্মক

আরও দেখা যায় ঘট ভগ্ন হইলে ঘটাবশেষে ঘটাভাব-ধর্ম্ম আশ্রিতরূপে থাকে। ঘটাবশেষ ঘটাভাব হইতেছে। সেইরূপ সমস্ত বস্তুর অভাবধর্ম্মীর ব্রহ্মে থাকার দরুণ ব্রহ্ম অভাবধর্ম্মবিশিষ্ট হইলেন। সুতরাং ব্রহ্ম নির্ধর্ম্মক না হইয়া সধর্ম্মক হইলেন। আরও দেখা যায় যে যদি অভাবধর্ম্ম

অদ্বৈতের ব্যাখ্যাও না হয় তাহা হইলে ব্রহ্মাভাববর্জ্জ ব্রহ্মে থাকার দরুণ ব্রহ্ম মুক্ত হইলেন সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহাতে মুক্তত্ব-ধর্ম্ম-বিশিষ্টতা আসিয়া পড়িল। কারণ, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিমাত্রই মুক্ত পুরুষে বদ্ধাভাব স্বীকার করেন। আবার যদি ব্রহ্মে মুক্তত্ব ধর্ম্ম নাই বলা হয় তাহা হইলেও তাঁহাতে বদ্ধতা আসিয়া পড়ায় মহা অনিষ্টের কথা হইয়া পড়ে।

"ভগবান্ ও ব্রহ্ম"

এখন বক্তব্য এই যে, ব্রহ্ম কখনই কোন যুক্তিদ্বারা নির্দ্ধর্ম্মক প্রতিপন্ন হইতে পারেন না। সুতরাং ব্রহ্ম সধর্ম্মক, নির্দ্ধর্ম্মক নহেন। ভগবান্ সধর্ম্মক, ব্রহ্মও সধর্ম্মক। সুতরাং ভগবানই ব্রহ্ম এবং উভয়ই এক। ব্রহ্ম বা ভগবান্ যদি সধর্ম্মক হন তবে তাঁহাতে বদ্ধত্ব ও মুক্তত্ব উভয়ই থাকিবে। যদি মুক্তত্ব থাকে তবে বিশেষ দোষের কথা নয়। কিন্তু যদি বদ্ধত্ব থাকে তবে পূর্ব্ব যুক্তি অনুসারে মহা অনিষ্টের কথা হইয়া পড়ে। এইস্থানে আমি বলিতে চাই মায়াবাদীর উক্ত অলঙ্কারের কোনও কারণ নাই। ভগবানে বদ্ধতা থাকিলেও তাহা দোষ না হইয়া উপাদেয় হয়। ভগবান্ মুক্ত হইয়াও তাঁহার একান্ত ভক্তবৎসলতাহেতু নন্দ-যশোদার প্রেমাবদ্ধ। তাঁহার এবম্প্রকার বদ্ধতায় কিপ্রকার আনন্দের উৎস আছে তাহা শুষ্ক ও ধর্ম্মভয়ে ভীত অংশিক কেবলাদ্বৈতবাদী কিরূপে উপলব্ধি করিবে? ভগবত্তা ভাব ও অভাব উভয় ধর্ম্মবিশিষ্ট স্বীকার করিলে কোনও দোষ হয় না বরং যুক্তির উপাদেয়তাই হয়। বেদে যে নির্গুণ উক্তি— উহাও বিষ্ণুকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে এবং বিষ্ণুর সহস্র-নামগ্রন্থে তাঁহার গুণমধ্যে নির্গুণও একটী গুণ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। নির্গুণকে গুণ বলিলে বাক্যব্যাঘাত বা অর্থান্তরতা হয় না; কারণ "সন্নিধানে সমুৎপন্নে অর্থং ত্যজতি পণ্ডিতঃ" এই ন্যায়ানুসারে গুণের প্রাকৃতত্ব পরিহার অর্থাৎ প্রাকৃতগুণ-শূন্যতাকেই পণ্ডিতগণ গ্রহণ করিয়া থাকেন। তাই তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ তত্ত্বকে ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্ এই ত্রিবিধ আখ্যা দিয়া থাকেন। কেবলাদ্বৈতবাদী ব্রহ্ম ও আত্মাকে এক বলিয়া থাকেন তাহা পূর্ব্বেই প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া দেখান হইয়াছে। কেবলমাত্র ভগবানের ভয়ে তাহারা ভীত হইয়া সর্ব্বদাই তাঁহার প্রতি শত্রুতাসাধনে যত্ন করে।

অতএব ভগবান্ কৃষ্ণের বিরোধই কেবলাদ্বৈতবাদ।

ব্যাস বলেন, "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং" কৃষ্ণই একমাত্র ভগবান্ স্বয়ং। তাই কৃষ্ণবিরোধই মায়াবাদীর ধর্ম। কৃষ্ণ-বিরোধ হইতেই তাহাদের নানা প্রকার বিপদাদি ঘটিয়াছে। কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যপ্রভাবে অর্থাৎ ভগবৰ্দ্ধর্ম্মপ্রভাবে তাহাদের বিনাশ হইয়া থাকে বলিয়া তাহারা সর্ব্বদাই শঙ্কিত, ভীত ও ত্রস্ত। যাহাতে কৃষ্ণের আবির্ভাব না হইতে পারে বা আবির্ভাব হওয়া মাত্র যাহাতে তাঁহার বিনাশসাধন করা যায় তাহার জন্য কেবলাদ্বৈতবাদী সর্ব্বদাই সচেষ্ট ও নানা প্রকার কৌশল জাল সৃষ্টি করিয়াছে। কিন্তু ভগবানের এমনই ঐশ্বর্য্য যে, মায়াবাদের শৃঙ্খল তাঁহার আবির্ভাবের পূর্ব্বেই ছিন্ন হইয়া ভগবান্ ও তাঁহার ভক্তের দ্বার উন্মুক্ত হইয়া গিয়াছে। তাই আজ জন্মাষ্টমী বাসরে ভাবাভাবধর্ম্মবিশিষ্ট মহৈশ্বর্য্যবান্ পরব্রহ্ম পরমাত্মা স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ কেবলাদ্বৈতবাদরূপ কংসাসুরের হস্ত হইতে নির্ব্বিঘ্নে জন্ম লাভ করিয়া নন্দালয়ে নীত হইলেন। অতএব পাঠকবর্গ, কৃষ্ণানুগগণ আপনারা সকলে কেবলাদ্বৈতবাদের বিনাশের হেতু ও কৃষ্ণের নির্ব্বিঘ্নে আবির্ভাব-হেতু অনুধ্যান করুন—

"প্রতিক্ষণয়ে স্বান্তরিভুরে ভারভমন্তে ভক্ত ভবভীতাঃ।
অহারহ নন্দং বন্দে যস্যালিন্দে পরং ব্রহ্ম॥"

রূপানুগ ও নারায়ণ দাস

[জন্মাষ্টমী-সংখ্যার প্রকাশিতাংশের পর]

রূপানুগত্যের প্রধানবৈশিষ্ট্য মহাভাবশিরোমণি শ্রীরাধিকার মোদনমাদনাখ্য অধিরূঢ়ভাবের উন্নত-প্রলাপাদি দিব্যোন্মাদাবস্থার বিরহক্লেশানুভূতি। এই ভাবই শচীনন্দনের সন্ন্যাসলীলায় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে অন্তরঙ্গগণের সহিত আস্বাদন-শিক্ষার একমাত্র বিষয়। বেদান্ত-প্রতিপাদ্য রসবস্তু রসিকশেখর শ্রীনন্দনন্দনের বিরহক্লিষ্টা পারকীয়া নায়িকাশিরোমণি শ্রীরাধাঠাকুরাণীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিরহে সমস্ত পরাৎপর রসবৈচিত্র্যের আস্বাদনই শ্রীচৈতন্যের শিক্ষা-পরাকাষ্ঠা। তাহাই জগতে প্রচারার্থ শ্রীরূপে শক্তিসঞ্চার এবং শাস্ত্র ও আচার প্রকাশপূর্ব্বক জীবশিক্ষা-প্রদানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচার্য্যলীলা। এইরূপ রসনির্য্যাস-বিতরণ পূর্ব্বে কদাপি হয় নাই। এইজন্য বৈষ্ণব মহতের অষ্টাবিংশ চতুর্যুগের কলির এত মাহাত্ম্য। ভক্তি পূর্ব্বেও রসিকগণ আশ্রয় করিতেন; কিন্তু কেবল রসস্বরূপ নহে, রসের পরাকাষ্ঠা অধিরূঢ় মহাভাবস্বরূপে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের স্বয়ংরূপ রূপ-গোস্বামী ব্যতীত কে আর জগতে দেখাইবার প্রয়াস করিলেন? তাই শ্রীঠাকুর বিশ্বনাথ গাহিয়াছেন—

ভক্তিঃ সৈবৈঃ প্রিয়া তাত্ত্বসমৎ পত্নেন্ যথাক্ষতাঃ।
তৎ সৌখ্যি সত্ত্বং রূপনামপ্রিয়মনং হৃদেঃ॥

নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণভক্তি সাধনের সাধ্যবিধা। কিন্তু তাহা অন্যাভিলাষ, জ্ঞানচেষ্টা, কর্ম্মপ্রধান প্রবৃত্তিদ্বারা আবরিত হওয়ায় হৃদয়ে গুপ্ত থাকিয়া যায়। শ্রবণাদি নবধা ভক্ত্যঙ্গ যাজনে আবার হৃদয়ে প্রকটিত হইলে স্বভাবসিদ্ধ অনুরাগ উপস্থিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত পূর্ব্বসম্বন্ধ পুনরায় প্রকাশিত করে। তখন সেবাসৌখ্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া স্ব স্ব ভাবানুযায়ী প্রিয়কার্য্যে নিযুক্ত করে। ক্রমে ভক্ত ব্রজজনের আনুগত্যে সেবাদ্বারা প্রেমা প্রাপ্ত হইয়া জীবন ধন্য করেন। তাঁহাদের আত্মসৌখ্যের কোনপ্রকার চিন্তাই থাকে না। প্রিয়তমের আনন্দ সম্পাদনই একমাত্র কৃত্য হয়। তখন সেই ব্রজপুরুষের রাসক্রীড়ার বস্তুরূপে পরিণত হওয়া প্রার্থনা করেন—

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মাম্
অদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো
মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ॥

শ্রীরূপগোস্বামিপাদের শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই চরমশিক্ষা-প্রদানই সর্ব্বগ্রন্থের শেষ প্রতিপাদ্য। রূপানুগগণ এই শিক্ষালাভ করিয়া মঞ্জরীগণের আনুগত্যে সর্ব্বস্বসমর্পণপূর্ব্বক রাসিকশেখরের সেবার আত্মনিয়োগে অধিকার লাভ করেন এবং সুদুর্ল্লভ মানবজীবনের চরমশ্রেয়োলাভ করিয়া কৃতার্থ-মন্য হয়েন। শ্রীনারায়ণদাসগণের কদাপি এরূপ সৌভাগ্য আসিতেই পারে না। সেইজন্য পূর্ব্বাচার্য্য শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম পুনঃ পুনঃ শ্রীরূপের পাদপদ্ম আশ্রয়ের কথা স্বীয় প্রত্যেক অপ্রাকৃত গীতে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। কোনও মহাজন গাহিয়াছেন—

আরে মোর শ্রীরূপ গোসাঞি।
গৌরাঙ্গ চাঁদের ভাব, প্রচার করিলা সব,
জানাইতে হেন আর নাই॥
বৃন্দাবন নিত্যধাম, সর্ব্বোপরি অনুপম,
সর্ব্ব-অবতারী নন্দসুত।
তাঁ'র কান্তাশিরোমণি, সর্ব্বারাধ্যা শ্রীরাধিকা,
তাঁর সখীগণ-অদ্ভুত॥
রাগমার্গে তাহা পাইতে, যাহার করুণা হৈতে,
বুঝিল পাইল যে তে জানা।
এমন দয়ালু ভাই, কোথাও দেখিয়ে নাই,
তাঁর পদ কর হে ভাবনা॥
শ্রীচৈতন্য-আজ্ঞা পাঞা, ভাগবত বিচারিয়া
যত ভক্তিসিদ্ধান্তের খনি।
তাহা উঠাইয়া কত, নিজগ্রন্থ করি যত
জীবে দিলা প্রেম-চিন্তামণি॥
রাধাকৃষ্ণ রসকেলি, নাট্যগীত-পদাবলী,
শুদ্ধ পরকীয়া মত করি'।
চৈতন্যের মনোবৃত্তি, স্থাপন করিলা ক্ষিতি,
আস্বাদিয়া তাহার মাধুরী॥
চৈতন্য-বিরহ শেষ, পাই অতিশয় ক্লেশ,
তাহে বহু প্রলাপ বিলাপ।
সে সব কহিতে ভাই, এবে প্রাণ রহে নাই,
এ রাধাবল্লভ হিয়ে তাপ॥

শ্রীল ঠাকুরের অপ্রকটে অধুনা কলিযুগপাবন শ্রীগৌরবিগ্রহজন, শ্রীবিভানন্দাভিন্ন পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য, শ্রীরূপানুগবর্য্য, শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল বার্ষভানবীদয়িতদাস প্রভু স্বয়ং ও নিজপ্রেষ্ঠগণ-কর্ত্তৃক পৃথিবীতে শ্রীরূপশিক্ষার প্রচারার্থ স্বয়ং আচরণ করিয়া এবং শক্তিশালী মহাজনগণকে আচরণ করাইয়া আচার্য্যলীলাদ্বারা প্রচারপীঠ, সেবাপীঠ, বিদ্যাপীঠ, চরণপীঠ সংস্থাপন করিয়া বৃহদ্ধন, মহামৃদঙ্গ ও ক্ষুদ্রমৃদঙ্গযোগে, পারমার্থিক প্রদর্শনী, দৈনিক, সাপ্তাহিক, অর্দ্ধমাসিক, মাসিক পত্রিকাদ্বারা ছায়াচিত্রাদি আধুনিক বৈজ্ঞানিক যাবতীয় প্রণালীর অবলম্বনে এবং নিরন্তর "যতে নিধায় কুশলম্" শ্লোকের মূর্ত্তবিগ্রহরূপে দ্বারে দ্বারে যাইয়া কলিজীবের সৌভাগ্যদায়িনী অপ্রাকৃতবাণী বিতরণ করিতেছেন। যে রূপানুগত্যে মানব পুরুষার্থ-চতুষ্টয়কেও ধিক্কার করিয়া সেবাসৌখ্যে প্রতিষ্ঠিত হইতে উত্তরোত্তর লালায়িত হইয়া থাকেন, তাহা এতাদৃশ জগতে কেবল অল্পমূল্যে বিক্রীত থাকিলেও মাদৃশ নারকীয় প্রকৃতির মানবগণাচ্ছাদিত গোপালের অবধানীগণের অজ্ঞাতসারে প্রত্যহ কর্ণবেধ-সংস্কারে বাধা প্রদান করিয়া অবলোকনের বাধ্য করিতে সুযোগ করিয়া দিতেছে। আবার আমাদেরই এতাদৃশ শ্রবণযোগ অবহেলা করিয়া কেবল জীব কাপট্যাশ্রয়ে পতাকা-গাত্রে-কারে মৃগ পালন জীবনপ্রবাহ প্রচালিত করিতেও লজ্জিত বা সঙ্কুচিত হইতেছে না, ইহা অপেক্ষা তাহার চরম দুর্দ্দশা আর কি থাকিতে পারে? হে দুর্ভাগ্যশালি মানববৃন্দ! আর বৃথা কালক্ষেপ না করিয়া শীঘ্র উদ্বুদ্ধ হউন। উপনিষদে এবং উপদেশবাণীতে কর্ণ প্রদান করুন,—

"উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।"

জন্মাষ্টমী উৎসব

শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে, কলিকাতা গৌড়ীয়মঠে এবং অন্যান্য ভক্তভক্তিকেন্দ্রসমূহে পাঠ কীর্ত্তন-বক্তৃতাদি-মুখে গত কল্য শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীধাম-মায়াপুরে গৌরযোগে নগর-সঙ্কীর্ত্তন হইয়াছে।

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে একটী প্রদর্শনী উন্মুক্ত করিয়া শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের সময়ের দৃশ্য অতি সুন্দরভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীগৌড়ীয়মঠে অহর্নিশ হরিকথা-কীর্ত্তন করিয়াছেন। মাধবত প্রবণ-সময়ে দিবারাত্রি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পারায়ণ হইয়াছে।

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ—(আকর-মঠরাজ)

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ গজ উত্তর-পূর্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যবর্য্য শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্যমঠ বিরাজমান। এই স্থান সাত্বত-তীর্থ, সরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বতজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি বেদাঙ্গসমূহের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠবাসে পারমার্থিক দৈনিকপত্র 'নদীয়া-প্রকাশ', সাত্বত-সম্প্রদায়ে অপ্রকাশিত ও বহুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়াপ্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতি বৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও সর্ব্বপ্রকার ভক্তগোষ্ঠীসহ কীর্ত্তন-প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ—১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১২

শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশ্যে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্তসম্মিলনে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দজীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সম্প্রদায়-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হয়। এই মঠ হইতে মহানগরীর সর্ব্বত্র হরিকথা-প্রচার, মহানগর-সঙ্কীর্ত্তন, বক্তৃতা, ব্যাখ্যা ও সঙ্কীর্ত্তন-মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান হয়। মঠরক্ষক—মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির—এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া সহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী সেবাকৌস্তুভ।

(৪) শ্রীবাস অঙ্গন—শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তনবিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীমন্মথ দাসাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন—এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট (৭) কাজীর সমাধি-পাঠ—বহুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর বামুনপুকুর (নদীয়া)

এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীমদানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক।

(৮) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ—শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও রাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান দাস ব্রহ্মচারী।

(৯) শ্রীগৌরগদাধর-মঠ—চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(১০) মোদদ্রুম-ছত্র "গৌড়ের নৈমিষ"—মাউগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান। শ্রীগৌরনিত্যানন্দের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবনবিহারী দাসাধিকারী।

(১১) দেবপল্লী সুরভিকানন—শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীনদীয়ানন্দ ব্রহ্মচারী

(১২) কুলিয়ারি—পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া। রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী ভক্তিমণ্ডপ।

(১৩) ভাগবত-আসন—পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

এই স্থান হইতে ভাগবতসিদ্ধান্তগ্রন্থাবলী প্রচারিত হয়। রক্ষক—শ্রীমদানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৪) একায়নমঠ—গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া) রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী ভক্তিশাস্ত্রী

(১৫) মহেশ পণ্ডিতের পাট—কাঁচরাপাড়া, পোঃ চাকদা (নদীয়া) রক্ষক—শ্রীগৌরকিশোর ব্রজবাসী।

(১৬) মাধ্বগৌড়ীয় মঠ—১০নং নবাবপুর রোড, পোঃ ঢাকা

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ।

(১৭) গোপালজীর মঠ—কমলাপুর, (ঢাকা)

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান। রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রজবাসী।

(১৮) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ—পোঃ বালিয়াটি, ঢাকা।

এখানে শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী।

(১৯) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ—নড়াপাড়, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীমধুসূদন ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২০) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ—ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাদ্রা, (ঢাকা)

এখানে সহস্রভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী।

(২১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ—পোঃ রাণীগঞ্জ (বর্দ্ধমান)।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী।

(২২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ—চন্দ্রকোণা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী।

(২৩) ভাগবতজনানন্দমঠ—চিকনিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে গুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান্দাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত।

(২৪) গৌরাঙ্গপাড়া প্রপন্নাশ্রম রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী।

(২৫) সচ্চিদানন্দ মঠ—বাঁধগাছি, পোঃ বক্সীবাজার, (কটক)

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদ-রমণ-জীউর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর।

(২৬) শ্রীপুরুষোত্তম-গৌড়ীয় মঠ—পোঃ ভুবনেশ্বর পুরী, শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন।

(২৭) পুরুষোত্তম মঠ—চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদপ্রাণনাথজীউর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীমাধব অধিকারী।

(২৮) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ—আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী দাসাধিকারী।

(২৯) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ—পোঃ কভুর, জেলা গোদাবরী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—শ্রীনিতাইচরণ দাসাধিকারী ভক্তিলোচন।

(৩০) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ ৪২ নং কালিদহপুরা, বেনারস সিটি

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(৩১) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ

(৩২) পরমহংস মঠ, পোঃ নিমসার, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত-পাঠশালা ও গৌরবিনোদ-বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীসত্যনারায়ণ দাসাধিকারী।

(৩৩) কৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

এখানে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিত্যসেবা হয়। রক্ষক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠ—বিশ্রামঘাট মথুরা

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ।

(৩৫) ব্রজস্বানন্দ সুখদকুঞ্জ—শ্রীরাধাকুণ্ড। রক্ষক—শ্রীরাধারমণচরণদাস ব্রহ্মচারী।

(৩৬) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড।

(৩৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—শেখপাড়া, পোঃ কোহেলাম, জেলা গুরুদাসপুর (পাঞ্জাব) রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৩৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—৬৩নং কুতুবমিনার রোড, নিউ দিল্লী।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুধাকর ভাগবতস্বামী।

(৩৯) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল

এখানে শ্রীগৌরনিত্যানন্দের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীনন্দগোপাল অধিকারী।

(৪০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠ—রায়পেট্টা মাদ্রাজপুর, ইউ, পি। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি

(৪১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয় মঠ—পোঃ রায়পেট্টা মাদ্রাজ। শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী, এতদ্ব্যতীত ঢাকায়, ভুবনেশ্বরে, মেদিনীপুর জেলায়, আসামে, পাটনা, বালেশ্বরে, রেঙ্গুনে, লণ্ডনে, বার্লিনে ভক্তসাধন-প্রচারকেন্দ্র রহিয়াছে।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। [illegible] ৪০৲
[illegible] ২৮
[illegible] ।৶৹
[illegible] ৩৲
৩। [illegible]
৪। [illegible]
৫। [illegible]
[illegible]
৬। [illegible]
১ম খণ্ড—১ ,
৭। [illegible]
৮। [illegible] সংস্করণ
[illegible] ১।৹
৯। [illegible] ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। প্রেমপ্রদীপ ও [illegible] শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনাম-চিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸৹
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ॥৹
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরুদ্ধ-তত্ত্ব ।৹
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸৹
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ।৹
১৮। ভাগবত-আলোক ।৹
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶৹
২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য ঐ
২২। ভজন-রহস্য ॥৹
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও
শ্রীনবদ্বীপশতকম্ ও (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকাসহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি টীকাসহ) ২৲
২৬। গীতার কেবল বাঙ্গলা ভাষ্য ॥৹
২৭। দুর্গমসঙ্গমনী [illegible] সম্বাদ ২৲
২৮। বেদান্তসূত্রের সাধ্বভাষ্য ॥৹
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (২য় সংস্করণ) ৸৹
৩০। [illegible]-বিবর্ত্তন ৶৹
৩১। সাধনপথ ([illegible]-সংস্করণ) ৶৹
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥৹
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸৲
৩৪। [illegible] (নবদ্বীপ- পরিক্রমা) ৶৹
৩৫। গীতমালা ৴১৹
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶৹
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶৹
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।৹
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডল-পরিক্রমা দর্পণ ।৹
৪০। শরণাগতি ৴৹
৪১। গীতাবলী ৴৹
৪২। চিত্রে নবদ্বীপ ১॥৹
৪৩। সাধনকণা ৴৹
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴৹
৪৫। শ্রীনবদ্বীপশতক ৴৹
৪৬। অর্থপঞ্চক ৴৹
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৴৹
৪৮। বঙ্গাগ্রকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১৹
৪৯। ভক্তিকণা ৴১৹
৫০। বৈষ্ণবমত বা-সমালোচিত (১ম ৩য় খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ॥৹
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।৹
৫৩। গৌড়কোষঃ ৸৹
৫৪। পুরুষার্থ-নির্ণয় ।৹
৫৫। বিবর্তবাদী বা মায়াবাদের জীবনী ।৹
৫৬। গৌড়ীয়গণ কি করেন ? ৴৹
৫৭। উপেশাদমৃত (ভাষাটিকা) ।৹
৫৮। [illegible] ৶৹
৫৯। [illegible] ৶৹
৬০। সাধ্যসাধন ৴৹

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যমতসারঃ ॥৹
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।৹
৬৩। সটীক-শিক্ষাদশমূলম ।৹
৬৪। [illegible] ।৹
৬৫। মাধুর্য্য শিক্ষাষ্টকম্ ॥৶৹
৬৬। গৌড়ীয়মঠের পরিচয়ঃ ৴৹
৬৭। সাধ্যসাধনম্ ৶৹

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ॥৹
৬৯। এ ভিউ ওয়ার্ডস অব্ বেদান্ত ॥৹
৭০। নামভজন ।৹
৭১। বেদান্ত—ইট্স্ মরফলজি অ্যাণ্ড অন্টলজি
৭২। সিলেক্ট প্রেয়ার্স ।৶৹
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।৹
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ।৹
৭৫। শোর্ট গৌড়ীয়মঠ টক্ ডুইং ৴৹
৭৬। দি ভাগবত ।৹
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপল অ্যাণ্ড অ্যানলয়েড ডিভোশন ।৹
৭৮। ব্রহ্ম-সংহিতা ২॥৹
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ॥৹
৮১। সাধন-পথ ।৹
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১৹
৮৩। গীতাবলী ৴৹
৮৪। শরণাগতি ৴৹

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

শরণাগতি ৴৹

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে বিদ্যালয় ও বোর্ডিংএর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৯৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া।

বেহালার পাচন

সর্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত বঙ্গের দীর্ঘ দিনের দুর্দ্দশা পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা।

মূল্য ছোট বোতল ৷৶৹ আনা, বড় বোতল ১৶৹ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১ নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈনিক

REG. NO. C. 1844

চৈতন্যোপনিষৎ
বড় অক্ষরে মূল ও অনুবাদসহ প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি উত্তম। ভিক্ষা।০ মাত্র
শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

"গৌড়ীয়"
৭ম বর্ষ হইতে ১২শ বর্ষ পর্য্যন্ত প্রতি বর্ষ কাপড়ে বাঁধাই ভিক্ষা ৩॥০ মাত্র।
শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার কলিকাতা।

ভারতের সর্ব্বত্র মঙ্গল-প্রচারক নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১০ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৬ই ভাদ্র, শুক্রবার ১৩৪২, ২৩শে আগষ্ট ১৯৩৫ [১৪৯তম সংখ্যা

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

বন্যা ও সাহায্য—সময়ে বৃষ্টির অভাব ও অকস্মাৎ বন্যা—এই দুইটি কৃষকগণের দুঃখ-দারিদ্র্য সৃষ্টি করিয়া বঙ্গে এক ভীষণ অবস্থা উপস্থিত করিয়াছে। বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া ও তারকেশ্বর প্রভৃতি স্থানে বন্যায় সর্ব্বসাধারণের যে ক্ষতি হইয়াছে তাহা ভাষায় বর্ণন করাও সম্ভবপর নহে। ঐ সকল স্থানে কর্ম্মিগণ সাহায্যভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়াছেন। সেই সকল ভাণ্ডারে পুণ্যকামী জনগণ অর্থ ও বস্ত্রাদি দান করিয়া সুখ্যাতি অর্জ্জন করিবেন বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। বন্যায় নদীয়া জেলার কৃষক ও মধ্যবিত্ত জনগণের ক্ষতির পরিমাণও অল্প নহে। সাধারণ অবস্থায় যাহাদের দুই বেলা দু' মুঠো অন্ন জোটে না তাহাদের বৎসরের খাদ্য বিনষ্ট হওয়ায় কি শোচনীয় অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে তাহা চিন্তা করিলে শিহরিয়া উঠিতে হয়। পূর্ব্বোক্ত জেলাগুলির ন্যায় নদীয়াতেও সাহায্য-ভাণ্ডার উন্মুক্ত করা কর্ম্মিগণের একান্ত কর্ত্তব্য। এই দুঃখ-দৈন্যে প্রপীড়িত অবস্থায় আমাদিগকে ভুলিলে চলিবে না যে মঙ্গলময়ের সকল বিধানই মঙ্গলকর। এই প্রকার দুঃখ দৈন্যে ফেলিয়া তিনি আমাদিগকে আত্যন্তিক কল্যাণ লাভের জন্য যত্নপর হইবার নিমিত্ত যে ইঙ্গিত করিতেছেন তৎপ্রতি আমরা বন্যাপীড়িত জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

ইতালী ও আবিসিনিয়া—লণ্ডন ও রোম হইতে যে সংবাদ আসিয়াছে তাহাতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে—আবিসিনিয়া ও ইতালীর মধ্যে আপোষ-মীমাংসা হইবার কোনও সম্ভাবনা নাই। মুসোলিনী আবিসিনিয়া জয়ের আশা কিছুতেই পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত নহেন। রাষ্ট্র-সঙ্ঘের প্রস্তাব ইতালী উপেক্ষা করায় রাষ্ট্রসঙ্ঘ ইতালীকে সায়েস্তা করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছে। তাহারা সুয়েজ খাল দিয়া যাহাতে ইতালীয় জাহাজ যাতায়াত করিতে না পারে তজ্জন্য যত্ন করিবে।

বোম্বাইয়ের এক সংবাদে প্রকাশ, আবিসিনিয়ার সমর প্রয়োজনের জন্য আবিসিনিয়ায় যে সব ভারতীয় কারবার আছে তাহারা বোম্বাইয়ে একটী সিণ্ডিকেট গঠন করিতেছেন। আবিসিনিয়ার সহিত তাহাদের নাকি এই সর্ত্ত হইয়াছে যে, আবিসিনিয়া সমর সরবরাহের বিনিময়ে এই কোম্পানীকে কোনও একখণ্ড ভূমি প্রদান করিবে।

সিমলা সরকারী ইস্তাহারে প্রকাশ, আবিসিনিয়া-প্রবাসী বৃটিশ ও ভারতীয় প্রজাগণের নিরাপত্তার জন্য চতুর্দ্দশ সংখ্যক পাঞ্জাব রেজিমেন্টের একদল সৈন্য বোম্বাই হইতে আবিসিনিয়ায় প্রেরণের ব্যবস্থা হইতেছে।

ব্যবস্থা-পরিষদে বড় লাটের বক্তৃতা—দিল্লীর এক সংবাদে প্রকাশ, মাননীয় বড়লাট বাহাদুর আগামী ১৬ই সেপ্টেম্বর সোমবার সকালে ব্যবস্থা-পরিষদ-ভবনে গমন করিবেন। উভয় পরিষদের সভাপতিদ্বয় প্রবেশ-দ্বারে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবেন। বড়লাট বাহাদুর বেলা ১১টার সময় উভয় পরিষদের সদস্যবৃন্দের নিকট বক্তৃতা করিবেন।

মধ্যপ্রদেশে মাদকতার পরিমাণ—মধ্যপ্রদেশের কারাশাসন-বিভাগীয় রিপোর্টে প্রকাশ, তথায় ১৯৩৪ সালে মোট ৬৯১০জন দণ্ডিত হইয়াছে। এই দণ্ডিত ব্যক্তিগণের মধ্যে ১৩৩৮জন দণ্ড পাইয়াছে আবগারী আইন সম্পর্কে। সুতরাং সুরা-মাদকের প্রভাব ঐ প্রদেশে কি প্রকার, তাহা চিন্তার বিষয় বটে। যাহারা আইন বাঁচাইয়া নেশায় প্রমত্ত থাকে, তাহাদের সংখ্যা নির্দ্ধারিত হইবার উপায় নাই। যদি থাকিত তাহা হইলে নেশার প্রকোপ কতটা চলিতেছে তাহা আরও ভাল করিয়া বুঝা যাইত।

ধ্বংসের অভিনব আবিষ্কার—ডেনমার্কের জনৈক ইঞ্জিনিয়ার নাকি এমন একটী বৈদ্যুতিক রশ্মি আবিষ্কার করিয়াছেন যে, তদ্দ্বারা ৫০।৬০ মাইলের মধ্যে যে কোন এরোপ্লেনকে ধ্বংস করা যাইবে। পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানোন্নতির ফল একবার দেখা গিয়াছে বিগত মহাসমরের সময়, এইবার যদি ডেনমার্কের সহিত কাহারও যুদ্ধ বাধে তাহা হইলে ডেনমার্ক অনায়াসে সহস্র সহস্র উড়ো জাহাজ ধ্বংস করিয়া বল-বিক্রম দেখাইতে পারিবে। জড় বিজ্ঞান! ধ্বংসলীলার জন্যই কি তোমার উৎপত্তি? কাল অবতারের মূর্ত্তি কত দিন?

কলিকাতা মেডিকেল কলেজ—কলিকাতা মেডিকেল কলেজ সম্পর্কিত ১৯৩২-৩৩ খৃষ্টাব্দের রিপোর্টে প্রকাশ, এই বৎসর মেডিকেল কলেজে সামরিক বিভাগের ৪৭জন ছাত্র ব্যতীত সাধারণ ছাত্রদের ৭১৭ জনের মধ্যে ৬৯৯জন পুরুষ ও ১৮জন মহিলা ছিলেন। তন্মধ্যে বাঙ্গালী পুরুষ ৬৫৪, মহিলা ১০; অসমীয়া পুরুষ ৩৪, মহিলা ৪; নেপালী পুরুষ ২ ও বর্মী ১, বেহার পুরুষ ৩ ও মহিলা ১; ইহুদী পুরুষ ১, মহিলা ৩ ও মধ্যপ্রদেশের পুরুষ ছাত্র ৩জন ছিলেন। এতদ্ব্যতীত এই বৎসর ৫৮ জন নার্স ও ৫৩জন দাই মেডিকেল কলেজে শিক্ষালাভ করিয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে বাঙ্গলা সরকার প্রদত্ত ২ লক্ষ ২৮ হাজার ১৭৯ টাকা ব্যতীত বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকারের নিকট হইতে ১ লক্ষ ১৭ হাজার ৫৫২ টাকা সংশ্লিষ্ট প্রদেশের ছাত্রদের শিক্ষা-ব্যয় বাবদ আদায় হইয়াছে। ছাত্র বেতন প্রভৃতি বাবদ মোট ২ লক্ষ ৪৯ হাজার ১৭৩ টাকা পাওয়া গিয়াছে। এই বৎসর সাধারণ ছাত্রদের শিক্ষা-বাবদ কলেজ হইতে মোট ৬ লক্ষ ৮৩ হাজার ১৫৪ টাকা ব্যয় হইয়াছে।

রাজসাহীতে চাঞ্চল্যকর মামলা—গত ২০শে আগষ্ট রাজসাহী সেন্ট্রাল জেলের ভিতরে গোবিন্দপুরের হিন্দু জোতদারের লাঞ্ছনার মামলার বিচারে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র বসু ৪২ জন মুসলমান আসামীর বিরুদ্ধে দণ্ডবিধির নানা ধারা অনুযায়ী মারপিট, পাশবিক অত্যাচার, স্ত্রীলোকের শ্লীলতাহানি, ষড়যন্ত্র, ডাকাতি প্রভৃতি অভিযোগের চার্জ্জ গঠন করিয়া সমস্ত আসামীকেই দায়রায় সোপর্দ্দ করিয়াছেন।

বিরাট সভা

স্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা
সময়—৮ই ভাদ্র, ২৫শে আগষ্ট রবিবার, সন্ধ্যা ৭ ঘটিকা
বক্তা—গৌড়ীয় সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত—
শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ
বিষয়—বিরাগ ও ভক্তি
সভাপতি—কুমার শ্রীযুক্ত কিরণকুমার মিত্র

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশস্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৵০
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৭৲
৩। ভাষ্য-যুগল শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সপ্তশতী-কাব্য ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড- ৸০ ২য় খণ্ড—১৲, ৩য় খণ্ড ৸০
৪র্থ ৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—১৲, ২য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা ও সংস্কার-দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণবধর্ম ৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনাম-চিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ, ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরুদ্ধ-পন্থ ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ।০
১৮। ভজন-আশ্রয় ।০
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য ঐ
২২। ভজন-রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ ও (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টিকাসহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি টিকাসহ) ২৲
২৬। গীতার কেবল মূল-ভাষা ।০
২৭। মুক্তিমল্লিকা ওগৌরাঙ্গঃ সাম্বাদ ২৲
২৮। বেদান্তসূত্রের সাম্বাদ ।
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (২য় সংস্করণ) ৸০
৩০। দীপ-দিগ্দর্শন ৶০
৩১। সাধনপথ (২য় সংস্করণ) ৶০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸৶
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা ৵১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমা-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি ৵০
৪১। গীতাবলী ৵০
৪২। চিত্রে নবদ্বীপ ১।০
৪৩। সাধনকণ ৵০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৵০
৪৫। শ্রীনবদ্বীপশতক ৵০
৪৬। অর্চ্চপঞ্চক ৵০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৵০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৵১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৵১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম ৪র্থ খণ্ড) ঐ
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৵০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণনবদ্বীপ ৶০
৫৯। শিক্ষাষ্টকদর্পণ ৶০
৬০। সাধনাবলী ৵০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৬৩। সটিক-শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৬৪। তত্ত্বক্রম ।০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ।৶০
৬৬। গৌড়ীয়মঠ পরিচয়ঃ ৵০
৬৭। সারার্থদর্শিনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ
৬৯। এ ভিউ ওয়ার্ডস অব্ বেদান্ত
৭০। নামভজন
৭১। বেদান্ত—ইট্স্ মরফলজি অ্যাণ্ড অন্টোলজি
৭২। সিলেক্টেড ওয়ার্ডস ।৶০
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৫। শোর্ট গৌড়ীয়মঠ কমপ্লুইট ৵০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। বংশোদিক প্রিসিপল অ্যাণ্ড অ্যাপলায়েড ডিভোশন ।০
৭৮। ব্রহ্ম-সংহিতা ২।০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৵১০
৮৩। গীতাবলী ৵০
৮৪। শরণাগতি ৵০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

শরণাগতি ৵০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

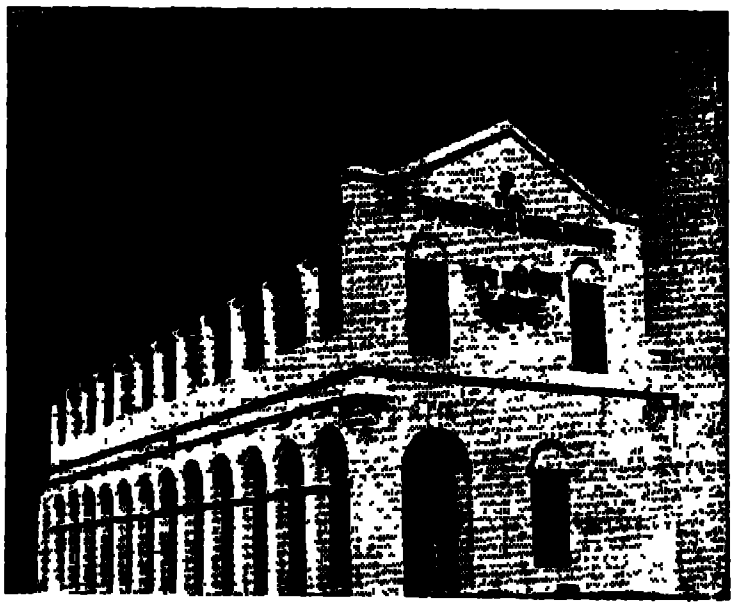

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে বিদ্যালয় ও বোর্ডিংএর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ শিক্ষিত ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৮৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিয়েছেন

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় বাঙ্গালা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া।

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। প্লীহা ও প্লীহাসংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ।৶০ আনা, বড় বোতল ১৶০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১ নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ ভক্তিশাস্ত্রী এম, এস, এস, কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

— পারমার্থিক পত্র —

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অন্যাসক্ত বিষয়ান
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১০ম বর্ষ } ৯ হৃষীকেশ গৌরাব্দ ৪৪৯, ৬ই ভাদ্র বঙ্গাব্দ ১৩৪২, ২৩শে আগষ্ট ইং ১৯৩৫ শুক্রবার { ১৪৯তম সংখ্যা

শ্রীল প্রভুপাদের ভাগবত-ব্যাখ্যা

চতুর্থ দিবস—২রা ভাদ্র, সোমবার

"অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্।
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ।"

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের বিচারানুমোদিত ভাগবতের যে ব্যাখ্যা, তাই আমাদের অবলম্বনীয়। যে কৃষ্ণচৈতন্যদেব পূর্ব্বে যাহা কোন দিন জীবকে দান করেন নাই, সেই স্বভক্তিশোভা কৃপা-পরবশ হ'য়ে জীবগণের সুপ্রাপ্য ক'রেছেন, সেই সাক্ষাৎ শ্রীহরি কৃষ্ণচৈতন্যদেব আমাদের হৃদয়ে সেই সকল ভক্তির কথা—যাহা ভাগবতের মধ্যে উল্লিখিত আছে, বিস্তার করুন।

আমরা তৃতীয় দিবস যে ভাগবতের কথা ব'লেছিলাম, তা'র মধ্যে বলা হ'য়েছে যে, ভগবদ্বস্তু কখনই নির্ব্বিশেষ শব্দবাচ্য হ'য়ে স্তব্ধীভূত হ'তে পারেন না, তিনি অধোক্ষজ-বস্তু, এবিষয়ে সন্দেহ নাই। বদ্ধ জীবের ইন্দ্রিয়জ্ঞান তাঁ'কে স্পর্শ ক'রতে পারে না। ভোগী বা ত্যাগীর নিকট প্রতিভাত বস্তুগুলি ভোগ্য পদার্থ—সেবকজাতীয়। কিন্তু সেব্যজাতীয়, পূজ্য বা ভজনীয় যেটসকল বস্তুরা তাঁহার দৃষ্টির সম্ভাবনা থাকে না। আমরা যা' ভোগ্য-বিচারে ইন্দ্রিয়জ্ঞানে গ্রহণ করি, তা' কখনই সেব্য হ'তে পারে না। এজন্য ভগবদ্বস্তুকে 'অধোক্ষজ'-শব্দে উদ্দেশ করা হ'য়েছে অর্থাৎ যেবস্তু আপনাকে জৈবজ্ঞানের—বদ্ধজীবের জ্ঞানের সীমা অতিক্রম ক'রে সর্ব্বক্ষণ নিজেকে অবস্থিত রাখ্‌তে পারেন, তিনি অধোক্ষজ। তিনি আরোহ, অবিরোহপন্থীদের প্রাপ্য বস্তু নহেন। তিনি যখন স্বেচ্ছাক্রমে অবতরণ করেন, তখনই আমাদের দৃগ্গোচর হন। এজন্য শ্রুতি বলেন—

"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে
তনূং স্বাম্॥"

ভগবানের তত্ত্ব কেহ এই চক্ষুদ্বারা দর্শনে সমর্থ হন না। এইপ্রকার চক্ষুদ্বারা সীমাবিশিষ্ট বস্তু দেখা যায়। তিনি বৈকুণ্ঠবস্তু বিধায় তাঁ'কে দেখা যায় না। এই কর্ণদ্বারা তাঁ'র কথা শোনা যায় না, এই নাসাদ্বারা তাঁ'র নির্ম্মাল্যের আঘ্রাণ লওয়া যায় না, এই জিহ্বাদ্বারা তাঁ'র উচ্ছিষ্ট আস্বাদন ক'রতে পারা যায় না, এই মনে তাঁ'র চিন্তা হয় না। তিনি যদি তাঁ'কে সর্ব্বকাল সর্ব্বতোভাবে বদ্ধজীবের ইন্দ্রিয়বৃত্তিপরিচালন-যোগ্য ভূমিকা হ'তে পৃথক্ না রাখ্‌তেন, তবে বাহ্য ভোগ্যবস্তুরই অন্যতম হ'তেন। তা'হ'লে তিনি পূজ্য, আমাদিগকে তাঁ'র আশ্রয় নিতে হ'বে—এসকল কথা মনো-মধ্যে উদিত হ'ত না। এজন্য আমাদের মঙ্গলের জন্যই তিনি অধোক্ষজ, অর্থাৎ বদ্ধজীবের জ্ঞান-ভূমিকার আপাতবিশেষ ন'ন। এখানে কথা হ'তে পারে—'অপরোক্ষ'-শব্দেও ত' তাঁ'কে বুঝা যেতে পারে। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ নয় যা', তাই অপরোক্ষ। তাঁ'তে একথের সমাধান আছে, কিন্তু বহুত্ব নাই। যেখানে বিচিত্রতার বহুত্ব আমাদের চিন্তাস্রোতকে রোধ করে—সীমাবিশিষ্ট পদার্থ আমাদের আলোচ্য হয়—ইন্দ্রিয়ে সেই বস্তুকে ভোগ করি—তাঁ'কে ভূতনাথ জ্ঞান ক'রে, প্রবৃত্তির নিকট এসে এই পোড়া চোখ দিয়ে তাঁ'কে দেখ্‌তে প্রয়াস করি, সেখানে আমাদের অজ্ঞানপ্রধান ব্যর্থ হ'য়ে যায়। সেজন্য অধোক্ষজবস্তুই দ্রষ্টব্য। ভগবদ্বস্তু সাক্ষী, কেবল, চেতা, নির্গুণ। তিনি দয়াপূর্ব্বক যদি আমাদিগকে দর্শন করেন, আমরাও যদি তাঁ'র সেবার উপযোগী হ'য়ে যেতে পারি, তবেই তাঁ'র দর্শন সম্ভব হ'তে পারে। শ্রীবিগ্রহকে যদি ভোগ্যজ্ঞান করি, পুণ্যসঞ্চয়ের জন্য, অপরাধস্খালনের জন্য, জগতের ঔষধ জ্ঞান ক'রে দর্শন ক'রতে যাই, তবে তিনি আমাদের মলিনচিত্ত দেখে দুঃখিত হ'য়ে দর্শন না ক'রতেও পারেন। সেজন্য চিত্তের দর্পণটাকে পরিমার্জ্জিত ক'রে ফেলেই ভাল হয়। চিত্তের মলিনতা পরিমার্জ্জিত কি ক'রে হয়? চৈতন্যদেবের ভাগবতের আদ্যন্ত কথ থেকে একটি শ্লোক এইরকম দেখ্‌তে পাই,—

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ-কৈরবচন্দ্রিকা-বিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥"

তিনি উপদেশক জগদ্‌গুরুরূপে মলিনহৃদয় আমাদের মঙ্গলের জন্য ব'লেছেন—শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন সর্ব্বোপরি জয়যুক্ত হউন। কীর্ত্তন অর্থে—যাঁ'র বর্ণনে জীবের বৈকুণ্ঠবস্তুর শ্রবণাধিকার হয়। যদি বৈকুণ্ঠবস্তু কীর্ত্তিত হন, তবেই শ্রবণ ক'রতে পারি। কিন্তু বর্ত্তমানে আমরা এমনই সেবাবিমুখ-বুদ্ধিতে বাস করি যে আত্মেন্দ্রিয়প্রীতি না হ'লে কীর্ত্তন শুনতে প্রস্তুত নই। এজন্য ভোগ্যান্বিকগণের মঙ্গলার্থ কৃষ্ণকথা কর্ণরসায়ন হ'বে ব'লে গীতিমুখে কীর্ত্তনের ব্যবস্থা। যা'রা গীতি ব্যতীত সাধারণ সাহিত্য শুনতে বিমুখ, তা'দের জন্য বিচিত্র Decoration দিয়ে (যেমন চিনির দ্বারা তিক্ত বস্তুকে আবৃত ক'রে দেওয়া হয়, সেইভাবে) হরিকথা কীর্ত্তন করি। যদি তা'রা আগে থাক্‌তেই ঠিক করে রাখে—কৃষ্ণকথা শুনবো না, শুনলে আমাদের ভোগবুদ্ধি হ্রসিত হ'বে, হরিকথা বাদে আর যা কিছু শুনতে উৎকর্ণ আছি, প্রভুসম্মান সঞ্চিত হ'য়ে লোকের নিকট ভোগের দাবী করার কথা শুনতে প্রস্তুত আছি, তা'দের মঙ্গলার্থই হরিকীর্ত্তন। যেমন গরু খড় না খেতে চাইলে খইল ভুষি মেখে দেওয়া হয়, সেরূপ হরিকথা সব কিছু রোচমানা' প্রবৃত্তির সাথে সংযুক্ত ক'রে দেওয়া হয়। তা'হ'লে গান-শোনা-প্রবৃত্তি থেকে কিছু প্রকৃত গান শুনতে পারি। শ্রবণকে আকর্ষণ ক'রবার জন্য কীর্ত্তন।

কেউ কেউ বলতে পারেন, কৃষ্ণ একটি ঐতিহাসিক, প্রাকৃতিক নায়ক, তাঁ'র কথা শুনে কি হ'বে, তা' ছেড়ে নেপোলিয়ানের বীরত্বের কথা শুনবো। সেরূপ বিভিন্ন বর্ণে সর্ব্বত্র থাকলে যাবতীয় মলিনতা দূর করবার জন্য কৃষ্ণকীর্ত্তন আবশ্যক হয়। যেমন গানে হরিণের ও সাপের চিত্ত-বৃত্তি স্তব্ধ হয়, সেই প্রকার গীত-যোগে হরিকথা কীর্ত্তিত হ'লে কাব্য-রসামোদিগণেরও চিত্ত হরিকীর্ত্তনে আকৃষ্ট হয়।

সম্যক্ কীর্ত্তন ব'ললে নীরস, বিরস, রসবর্জ্জিত পথের পথিক যা'রা, তা'দের বিচার-প্রণালীকে বাদ দেওয়া। এমন কি, বেদের শিরোভাগ উপনিষদে যে বিরাগ-কথা আছে বিরাগ উপস্থিত হ'লেই প্রব্রজ্যাশ্রম গ্রহণ করিবে 'যদহরেব বিরজেৎ, তদহরেব প্রব্রজেৎ'), তাহারও মূল্য সংকীর্ত্তনের নিকট তুচ্ছ। বেদের সীমাবিশিষ্ট কথা আমাদের আদরের বস্তু। তদ্বিপরীত ভাবটি বিরাগ, ইহা বিলাসরহিত। জড়েন্দ্রিয়-বিলাসের স্তব্ধতাই বিরাগ। আমাদের আনন্দবর্দ্ধন হ'বে জেনে আমরা বিলাসে ধাবমান হই, কিন্তু বিলাসের পরবর্ত্তি-কাল ক্লেশের ভূমিকা ব'লে যখন আমরা বুঝতে

কৃষ্ণ আমায় পালে, রাখে' জান সর্ব্বকাল। আত্মনিবেদন-দৈন্যে ঘুচাও জঞ্জাল।

পারি, তখন বিলাসকে স্তব্ধ বা সংযত ক'রে থাকি, উহাই বিরাগ।

প্রেমের বিচার ক'রলে কৃষ্ণবিলাস—প্রেমের প্রতি আমাদের যে যোগ্যতা প্রবৃত্তি, তা' হ'তে নিবৃত্ত হ'তে হয় কিন্তু মৎস্যদর্শের বশীভূত হ'য়ে ভোগরূপ টোপ গেলে আনন্দ হ'বে মনে ক'রে বঁড়শিবিদ্ধ হ'য়ে যাই। ইন্দ্রিয়ের বিলাস করতে যেয়ে এই অসুবিধা পেলে তখন বিরাগ-শাস্ত্র আলোচনা করি—উপনিষৎ, দর্শনশাস্ত্রাদির আলোচনা ক'রে মুক্তি-কামের বিচার-বিশিষ্ট হই - আপাতশ্রেয়ঃ কাব্যরসালোচনা হ'তে বিরত হ'য়ে একটা অবস্থা পা'ব মনে করি। উপনিষদ্ পাঠ করলে শক্তিবিলাস ত্যাগ ক'রে শক্তিবিরাগের উৎকর্ষ-বর্ণে চিত্তবৃত্তি ধাবিত হয়। তখন মনে করি—ত্যাগটা বড় জিনিষ, ভোগ ক্লেশপ্রদ, ত্যাগই দরকার, সেইটিই আমাদের বেশী উপযোগী। কিন্তু পরক্ষণেই দেখি, ত্যাগের বাসনা বেশী হ'লে আত্মহত্যা হ'য়ে যায়। তাই ভাগবত বলেন—

"ন নির্বিণ্ণো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ"

উহা অত্যন্ত বিলাস বা বিরাগ নয়। অ'তি আসক্তি বা অতি বৈরাগ্য অপ্রয়োজনীয়। আবার বিরাগ অপ্রয়োজনীয় ব'লে কি আসক্ত হ'য়ে যাব? এর একটি স্থূলবিচার ব'লেছেন—কৃষ্ণপাদপদ্মে ভক্তি করতে হ'বে; সেই ভক্তির প্রথম সোপান—নাম-সংকীর্ত্তন। 'কীর্ত্তন কীর্ত্তন' বলতে গিয়ে শ্রীচৈতন্যদেব বললেন—শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন। সকলে মিলে যে কীর্ত্তন, উহাই সংকীর্ত্তন—'বহুভির্মিলিত্বা যৎ কীর্ত্তনং তদেব সংকীর্ত্তনম্।' কেউ যদি বলে, নির্জ্জনে ব'সে ধ্যান করবো, কিন্তু তা'তে বহু বিরুদ্ধবর্গ বর্ত্তমান। মনের পূর্ব-সঞ্চিত ভিন্ন ভিন্ন সরণি আছে, কোন্‌টা গ্রহণ ক'রব জানি না। যখন আমরা ধ্যান ক'রবার জন্য কপাট বন্ধ ক'রে বসি, তখন অন্যান্য প্রবৃত্তিসকল আমাদিগকে টেনে নেয়—পূর্ব-সঞ্চিত অবিচারের কথা প্রবলতা লাভ ক'রে আমাদের সর্ব্বনাশ করে। যেমন এই স্থানটি (শ্রবণসদনের প্রতি লক্ষ্য করিয়া) 'সদন' শব্দবাচ্য, উহা একটি বিরি-চঞ্চল ভোগের আগার নয়। এখানে আমরা বহু লোক একত্র হ'য়ে কীর্ত্তন ক'রতে পারি। বহু লোকের বিভিন্ন চিত্তবৃত্তি. তা'তে যে অভাব আছে, সেটা পূর্ণ হ'তে পারে—সংকীর্ত্তনে। যখন সকলে এক তাৎপর্য্যপর হ'য়ে প্রপুষ্ট বস্তুর কীর্ত্তন-মুখে শব্দ উচ্চারণ করি, তখন প্রত্যেকেরই জ্ঞপ্তভাব এই যে, কা'কে ডাকছি, কিজন্য ডাকছি এবং এর ফল কি? আমাদিগে পরের সাহায্য পাই না। বধির না হ'লে হরিকথা শুনবার কাণ থাকলে আমরা জানতে পারি—সম্যক্ কীর্ত্তন দরকার। উহা বৈকুণ্ঠকথা, গ্রাম্যকথা আলোচনা নহে।

কৃষ্ণ অখিলরসামৃতমূর্ত্তি। তাঁ'র কীর্ত্তনই সম্যক্-কীর্ত্তন। নৃসিংহলীলার কীর্ত্তন ক'রলে—ভক্তবৎসল, ভক্তবিঘ্ননাশন ভগবানের কথা, বৎসললীলার কীর্ত্তন ক'রলে বল—দৃঢ়তা লাভ ক'রতে পারি। কিন্তু তা'তে ভক্তবৎসল ভগবানের সম্যক্ কীর্ত্তন হয় না—ভক্তবৎসলের সমগ্র কৃপালাভে বঞ্চিত থাকি। যদি জানতে চাই, নৃসিংহদেব কা'র অবতার? কেউ বলতে পারেন—নির্বিশেষব্রহ্মের অবতার, তা' নয়। জয়দেব ব'লেছেন—

বেদানুদ্ধরতে জগন্তি বহতে ভূগোলমুদ্বিভ্রতে
দৈত্যং দারয়তে বলিং ছলয়তে ক্ষত্রক্ষয়ং কুর্ব্বতে।
পৌলস্ত্যং জয়তে হলং কলয়তে কারুণ্যমাতন্বতে
ম্লেচ্ছান্ মূর্চ্ছয়তে দশাকৃতিকৃতে কৃষ্ণায় তুভ্যং নমঃ॥

এইটিই ভাগবতের প্রতিপাদ্য বিষয়। এঁরা কৃষ্ণেরই অবতার—তাঁ'র অংশকলা হ'তে জাত। কিন্তু এঁদের দ্বারা সকল রসের সমাধান হয় না। গীতায় ভগবান্ ব'লেছেন—"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।" শান্ত-দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য-মধুর—সকল ভাবেই ভগবানের উপাসনা ক'রতে পারা যায়। ভিন্ন ভিন্ন উপাসকগণ ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যভেদে নিজ নিজ রুচিদ্বারা ঐ বস্তুরই উপাসনা করেন। শান্তরসের রসিকগণ অবতার-বিশেষের উপাসনা করেন। দাস্যরসে মারুতি-হনুমান্‌জী রামচন্দ্রের উপাসনা করেন। সখ্যরসে অর্জ্জুন, বাৎসল্যরসে বসুদেব-দেবকী কৃষ্ণচন্দ্রের উপাসনা করেন। উপাস্যবস্তুর যতরকম আকার হ'য়েছে, সেসকল স্বরূপের আকার থেকে কিছু পার্থক্য লাভ ক'রেছে। কিন্তু তা'তে পূর্ণতার অভাব আছে। এইজন্যই ভাগবত ব'লেছেন—"এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।" অর্জ্জুনের কৃষ্ণসান্নিধ্য গৌরবসখ্যযুক্ত। তদপেক্ষা শ্রীদামসুদামাদির বিশ্রম্ভসখ্যের পরিচয় পেয়ে থাকি। তাঁ'রা, কান্তাগণ, পিতৃমাতৃবর্গ, চিত্রকপত্রক প্রভৃতি দাসবৃন্দ, তাঁ'র সিংহাসন, ব্যজন, পাদুকাদিরূপেও তাঁর সেবা করেন, সেই সকল সেবাংশে যে কীর্ত্তন আছে, সব একত্রিত হ'লে সম্যক্ কীর্ত্তন হয়। পঞ্চরসরসিক একত্র হ'লে সম্যক্ কীর্ত্তন হয় কেননা টিকিটের শেষপত্তি পর্য্যন্ত গেলে তা' হ'তে দূরের কথা জানতে পারা যায় না।

ইহজগতেও আমরা পঞ্চরসের রসিক হ'য়ে বাস ক'রছি, রসকে generate (রসোৎপত্তি) ক'রছি; কিন্তু তা'তে রস নাই। রসে যে পূর্ণরস আছে, যদি তার ভিক্ষুক হই—রসপ্রবণের ভাণ্ডার অন্য জিনিষে পূর্ণ না করি—সম্পূর্ণ রিক্ত রাখি, তবে কৃষ্ণরসপূর্ণমাত্রায় উপলব্ধি ক'রতে পারবো। চৈতন্যদেব ব'লেছেন, চিত্তদর্পণ মার্জ্জিত হয়, সাংসারিক বিপদ্ থেকে উদ্ধার পাওয়া যায় কৃষ্ণকীর্ত্তনের দ্বারা। অখিলরসামৃতমূর্ত্তি-কৃষ্ণ-লীলা-শ্রবণদ্বারাই সম্যক্ কীর্ত্তন হ'বে, অন্য অবতারের কথা শুনলে হ'বে না। লক্ষ্মীনারায়ণের কীর্ত্তন অপেক্ষা—রামের কীর্ত্তন অপেক্ষা কৃষ্ণকীর্ত্তন, মথুরেশ অপেক্ষা—ব্রজেন্দ্রনন্দনের কীর্ত্তনই সর্ব্বতোভাবে সমুচিত। কৃষ্ণকীর্ত্তন হ'লেই পূর্ণতার বাকী থাকে না, যত অভাব আছে, সকল অভাব থেকেই অবসর প্রাপ্ত হয়। দশমস্কন্ধে—কৃষ্ণসংকীর্ত্তন পূর্ণমাত্রায় আছে। তা'হ'লে দশমটি লিখলেই হ'ত, অন্যান্য স্কন্ধের কি প্রয়োজন? তারতম্য-নির্দ্দেশের জন্য মৎস্য-কূর্ম্ম-বরাহ-নৃসিংহ-বামন-রাম-রাম—সকল অবতারেরই কথা বর্ণিত হ'য়েছে। রোহিণের রামের রাস-পর্য্যন্ত বর্ণিত আছে। কিন্তু কৃষ্ণের কথা পূর্ণভাবে বর্ণিত হ'য়েছে।

সিদ্ধান্ততস্ত্বভেদেঽপি শ্রীশকৃষ্ণস্বরূপয়োঃ।
রসেনোৎকৃষ্যতে কৃষ্ণরূপমেষা রসস্থিতিঃ॥

রসবিচারে কৃষ্ণের সর্ব্বোৎকর্ষ দেখান হ'য়েছে। কাব্য-শাস্ত্র আদিকবি ব্যাস ঋক্‌তে বর্ণিত হ'য়েছিল। তা'তে 'উরুক্রম'—'ত্রিক্রম' বা 'ত্রিবিক্রম' শব্দে কৃষ্ণকেই উদ্দেশ করা হ'য়েছে। সাম, তাব ও প্রেমভক্তিবাক্যে যাঁ'র পাদপদ্ম পূজিত—"তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ।" তিনি কাঠের মূর্ত্তির ন্যায় অচেতনের মত ব'সে না থেকে তিনটি পা ফেলেছিলেন। 'বিষ্ণু'—বিস্তীর্ণ পদ। লীলায় তিনি উরুক্রম। এই উরুক্রমকে কেউ নির্বিশেষ ক'রতে পারে না।

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ॥

[আত্মারাম-ধর্ম্মপর মুনিগণ জ্ঞানাবস্থায়ও উৎকৃষ্ট অমিত-বিক্রম শ্রীহরির অপ্রাকৃতগুণ-গ্রন্থিত নিষ্কাম সেবা করিয়া থাকেন। কেন না শ্রীহরি এতাদৃশ গুণশালী যে, তিনি আত্মারামগণকেও আকর্ষণ করিয়া থাকেন।]

সেই উরুক্রমের চরণ-প্রাপ্তির উপায় কি? তৎপ্রসঙ্গে প্রহ্লাদ মহারাজ ব'লেছেন—

মতির্ন কৃষ্ণে পরতঃ স্বতো বা
মিথোঽভিপদ্যেত গৃহব্রতানাম্।
অদান্তগোভির্বিশতাং তমিস্রং
পুনঃ পুনশ্চর্ব্বিতচর্ব্বণানাম্॥
ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুং
দুরাশয়া যে বহিরর্থমানিনঃ।
অন্ধা যথান্ধৈরুপনীয়মানা-
স্তেঽপীশতন্ত্র্যামুরুদাম্নি বদ্ধাঃ॥
নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং
স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং
নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ॥

কপাল-পোড়া 'উরুদাম্নি বদ্ধাঃ' জীব আমরা, উরু—বড় দাম—দড়ি দিয়ে আষ্টে পিষ্টে মায়িকবাক্যে অন্ধশ্রোত-ভাবে বেঁধে রেখেছে। এ থেকে মুক্তি কিরূপে হ'বে, তদুত্তরে ব'লেছেন—নৈষাং মতিস্তাবৎ ইত্যাদি। এখানে একটি ভাল কথা ব'লেছেন—"নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ"। যাঁ'রা জগতে কিছু আছে মনে ক'রে দৌড়াচ্ছেন, তাঁ'দের কথা নয়—নিষ্কিঞ্চনগণের কথা। তাঁ'রা ইহজগতের কিছু দান ক'রতে আসেন না, সেই জগতের জিনিষ, যা' ইহজগতে নাই, তাই দিবার জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত। তাঁ'দের পায়ের ধূলিতে যে মুকুট প্রস্তুত হ'বে, তা পরবার জন্য যাঁ'দের আকাঙ্ক্ষা, তাঁ'রা উরুক্রমাঙ্ঘ্রি-স্পর্শাধিকার পাবেন। উরুক্রমের অ'ঙ্ঘ্রি, যাঁ'র কথা গৌরসুন্দর চৌষট্টিপ্রকার ব্যাখ্যা ক'রলেন, সেই উরুক্রমের অঙ্ঘ্রি যে-কালপর্য্যন্ত না স্পর্শ ক'রতে যোগ্যতা হয়, ততদিন অনর্থের শান্তি হ'বে না—Impersonalism থাকবে না। চৈতন্যময় সবিশেষ পাদপদ্ম, যে পা দিয়ে চ'লে বেড়ান, সেই পায়ের আঙ্গুল-স্পর্শযোগ্যতা না হ'লে ত্রাপত্রয়ের উন্মূলন হ'বে না। বদ্ধজীব আমরা যে মুক্তির জন্য নানাপ্রকারে চেষ্টা-বিশিষ্ট হই, সেটা "মোক্ষং বিষ্ণ্বঙ্ঘ্রি-লাভম্"—উরুক্রমের অঙ্ঘ্রিলাভই প্রকৃত মোক্ষ। তাপহীন জীব সেই পাদপদ্ম পরিত্যাগ ক'রে নরকের পথে—অক্ষ-বিলাসের পথে অগ্রসর হ'চ্ছে, চেতনময় কৃষ্ণবিলাসে যোগ-দানের যে বুদ্ধি, সেইটিই উরুক্রমাঙ্ঘ্রি-লাভ। যে পাদপদ্ম ত্রিজগদ্‌ব্যাপ্ত, সেই চরণ ব্রজজনের একমাত্র আকাঙ্ক্ষার বস্তু।

আনের হৃদয় মন, মোর মন বৃন্দাবন,
মনে বনে এক করি' জানি।
তা'হে তোমার পদদ্বয়, করাহ যদি উদয়,
তবে তোমার পূর্ণ কৃপা মানি॥

বাস্তববস্তুর বিচার পরিত্যাগ ক'রে যখনই অবাস্তব দর্শন হ'চ্ছে, তখনই ভোগ-বিলাসিতা বৃদ্ধি হ'চ্ছে—প্রভুর কথায় বদ্ধ হ'চ্ছি, সেব্যভাব গ্রহণ ক'রে তাঁ'কে সেবক বিচার ক'রে ব'সছি। 'তিনি আমাদের সেবক, তিনি আমাদের ভক্ত'—এ বুদ্ধি হ'লে অসুবিধা, তাঁ'র ভক্ত হ'লে সকল সুবিধা। তিনি ব'লছেন—তোমার সর্ব্বেন্দ্রিয় আমার পাদপদ্মে দাও। তোমার ইন্দ্রিয়বৃত্তি অন্যত্রে দিয়ে আমাকে নাচাও, তা' হ'লে তোমাকেও আনন্দের আস্বাদন করা'ব। আর যাঁরা জ্ঞান দেখা'চ্ছেন, Impersonal (নির্বিশেষ) হইলেন,—তাঁ'রা গিয়েছেন, উত্তমাদি খণ্ড খণ্ড ক'রে আমিত্ব নাশ ক'রে

দেখেন—চোখ থেকে দেখেন, হাত পা কেটে ফেলবেন, ও তাই সর্ব্বাপেক্ষা পরম শত্রু। তাঁ'দের পরিণাম—"নিত্যা অন্ধকূপে মহা দৈত্যান্ত হরিণা হতাঃ"। তা' থেকে আরও অধিক শত্রু—যাঁ'রা বিচার ক'রছেন, মস্তিষ্ক হ'তে মস্তক পর্য্যন্ত সেবার জন্য থাকুক আর নীচের অঙ্গগুলি অঙ্গসেবার জন্য থাকুক। তাঁ'রা 'বর্ণাশ্রমাচারবত্তা' বিচারে রাধাগোবিন্দের লীলাকে আক্রমণ ক'রছেন। তাঁ'দের এই নির্ব্বুদ্ধিতা, মূঢ়তা দূর হ'লে ভক্তিসদাচার থাকবে—রূপসনাতনের কথা জানতে পারবেন। মহাপ্রভু দক্ষিণদেশে গেলে বহুমতবাদের লোক তাঁ'কে আক্রমণ ক'রেছিল। শ্রীমধ্বাচার্য্য, বৈষ্ণবমায়াবাদী মধ্ব-সম্প্রদায়ে কত না বাগাড়ম্বর ক'রে অপরাধ ক'রেছিলেন।

নানামতগ্রাহগ্রস্তান্ দাক্ষিণাত্যজনদ্বিপান্।
কৃপারিণা বিমুচ্যৈতান্ গৌরশ্চক্রে স বৈষ্ণবান্॥

[বৌদ্ধ-জৈন-মায়াবাদাদি বহুবিধমতরূপ কুম্ভীরগ্রস্ত গজেন্দ্রতুল্য দাক্ষিণাত্যবাসী মনুষ্যদিগকে কৃপা-চক্রদ্বারা গৌরচন্দ্র উদ্ধার করিয়া বৈষ্ণব করিয়াছিলেন।]

পরমকরুণাময় চৈতন্যদেব রাধাগোবিন্দের কথা দক্ষিণদেশে দিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু আজকাল তাঁ'রা যে তিমিরে সে তিমিরে। আবার প্রচারের আবশ্যক। সেগুলি পুনরুজ্জীবিত করা দরকার। চৈতন্যদেব কি ব'লেছিলেন, তা'রা একেবারে ভুলে গিয়েছে। তা'রা বলে, আমরা খুব যুক্তিবাদী—rational বুদ্ধিমান্, বাঙ্গালীদের মত emotional নই। কিন্তু রাধাগোবিন্দের কথা তাদের মধ্যে একেবারে নাই। রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠে রাধাগোবিন্দের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করার সময় অনেক লোকে বাধা দিয়েছিল। তা'রা বলে, চতুর্ভুজ বিষ্ণুর পরিবর্ত্তে এ মূর্ত্তি কেন? কিন্তু আজ দু'তিন বৎসর হ'ল সেখানে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের মূর্ত্তি পূজিত হ'চ্ছেন। যেখানে মহাপ্রভু রায় রামানন্দের সঙ্গে রাধাগোবিন্দের কথা আলোচনা ক'রেছিলেন, সেখানেই রাধাগোবিন্দ ব'সেছেন। মাদ্রাজের লোক পার্থসারথীর কথা নিয়ে ব্যস্ত, রাধাগোবিন্দের কথা জানে না। উত্তরভারতে মহাপ্রভুর পার্ষদ-ষড়্গোস্বামি-প্রকটিত সেবা সৌন্দর্য্যদর্শনের যোগ্যতা তাঁ'দের হচ্ছে না, ইহা তাঁ'দের বড়ই দুর্ভাগ্য। সুব্বারাও নামক জনৈক মধ্বসম্প্রদায়ী ভাগবতের অনুবাদ ক'রেছেন। কিন্তু তা' অসম্পূর্ণ। চৈতন্যদেবের কথা যাঁ'দের শুনা হয় নাই, চৈতন্যদেবের অনুগ্রহ যাঁদের নিকট পূর্ণমাত্রায় পৌঁছায় নি তাঁ'রা ভাগবতের আলোচনাই বুঝবে না। যাঁ'রা এ পথের পথিক নয়, তাঁ'দের দ্বারা ভাগবতের অনুবাদ হয় না।

"ভাগ্যহীন পশ্চিমদেশীয় লোকগণও নানা প্রশ্ন করে। গতবৎসর মথুরায় একজন পণ্ডিতও প্রশ্ন ক'রেছিলেন, ভাগবতে যখন রাধার নাম নাই, তখন গৌরসুন্দর ঐ নাম কোথায় পেলেন? কিন্তু আমরা বলি—কা'র জন্য থাকবে, মূর্খ লোকের জন্য থাকবে? মহাপ্রভু 'গোপী' 'গোপী' জপ ক'রেছিলেন। সব নাম পাবে দেখা হ'লে

কা'র নাম আছে? ললিতা, বিশাখা, রূপমঞ্জরীর নাম নাই ব'লে তাঁ'রা কি কৃষ্ণপাদপদ্মের সেবার পূর্ণাধিকার লাভ করেন নাই? ব্রহ্মার নামও ত' নাই? কা'র জন্য থাকবে? আমাদের মত নির্ব্বোধের জন্য? নাম দিয়েই বা তাঁ'রা কি ক'রবে? সাধারণের পাঠের জন্য ব্যাসদেবাদি ঐ নাম গোপন ক'রেছেন। যাঁদের যোগ্যতা হ'বে, তাঁ'রা বার ক'রে দেখতে পাবেন।

তা'হ'লে আমরা আলোচনা ক'রলাম—ভাগবতের অযোগ্য আর উপযুক্তের কথা। উহাতে নির্ব্বিশেষবাদ নিরস্ত হ'য়েছে। তিনি অভেদ ন'ন। বদ্ধজগতের জীবগণকে চৈতন্য দান ক'রবার জন্য আশ্রয়ের ভাবগ্রহণ ক'রে শ্রীচৈতন্যদেব এসে চৈতন্যকথা ব'লে গিয়েছেন এজন্য তাঁর নাম 'চৈতন্য'। আশ্রয়ের আনুগত্য ব্যতীত, গুরুপাদপদ্মের কৃপা ব্যতীত নূতন কোন সুবিধা হয় না।

গৌরসুন্দর-রচিত "চেতোদর্পণ-মার্জ্জনং"-শ্লোকে নামসঙ্কীর্ত্তনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠা ভক্তি—একথা বলা হ'য়েছে, এই নামকীর্ত্তনের অন্তরালেই রূপ, গুণ, লীলা ও পরিকর কীর্ত্তন। কপটতাপূর্ব্বক নামকীর্ত্তন ত্যাগ ক'রে রূপাদি কীর্ত্তন ক'রলে চিত্তদর্পণ মলিনই থাকবে। তা'হ'লে ভাগবত পড়াশোনা হ'বে না। চৈতন্যদেবের আনুগত্যে শুনতে হবে। তা হ'লেই ভাগবত লাভ করতে পারব। আজকে ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য সম্বন্ধে অধিক বলার সুযোগ হয় নাই।

জন্মাষ্টমীতে গৌড়ীয়মঠ

কলিকাতা মহানগরীতে সাধারণের দর্শনীয় বস্তুর অভাব নাই। শ্রীগৌড়ীয়মঠকে অনেকে ঐ বস্তুসমূহের অন্যতম মনে করিলেও শ্রীমঠের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করিলে দেখা যায়, রাজধানী কলিকাতা বাণিজ্যাদির কেন্দ্ররূপে বঙ্গের যে গৌরব ঘোষণা করে তাহা বিশ্ববাসী আদরের সহিত গৃহীত হইলেও সেই গৌরব সর্ব্বপূর্ণতা লাভ করিতে পারে যদি বঙ্গের গৌরব—গৌড়ীয়ের গৌরব গৌরসুন্দরের শিক্ষারত্নরাজিতে স্বীয় অঙ্গ বিভূষিত করিবার সুযোগ গ্রহণ করে। ঐ বিভূষণকার্য্যসম্পাদনের নিমিত্তই শ্রীগৌড়ীয়মঠ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের ইচ্ছায় তদীয় শ্রেষ্ঠজনদ্বারা কলিকাতা মহানগরীতে প্রকটিত হইয়াছেন। কলিকাল সর্ব্বদোষের আকর হইয়াও যেপ্রকার এই বৈবস্বত-মন্বন্তরে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর প্রকট-লীলা ও তৎপ্রবর্ত্তিত হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞ প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বাপেক্ষা এবং সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপরযুগ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ হইয়াছে, সেইপ্রকার কলিকোলাহল-প্রমত্ত কলিকাতা কর্ম্মের আবিলতায় কালিমালিপ্ত হইয়াও গৌরবাণীর প্রচারকেন্দ্র—গৌরবিনোদনকেন্দ্র শ্রীগৌড়ীয়মঠকে বক্ষে ধারণের সৌভাগ্য পাইয়া ধন্য হইয়াছে; শ্রীগৌড়ীয়মঠ কর্ম্মের আবিলতা বিনষ্ট করিয়া ভগবৎসেবাসৌন্দর্য্যে তাহাকে বিভূষিত করিবার জন্যই সতত যত্নপর। উদারলীলাময় বিগ্রহের ইচ্ছাপূর্ত্তিদ্বারা তাঁহার আনন্দবিধানের জন্য শ্রীগৌড়ীয়মঠের এই যে অমন্দোদয়-দয়া-বিতরণ, ইহাই গৌড়ীয়মঠের বৈশিষ্ট্য। দৃশ্যবস্তুনিচয় ভোগের রূপ ধারণ ক'রিয়া ভোক্তার বাসনার জন্য ব্যস্ত জনগণকে আকর্ষণ করে; শ্রীগৌড়ীয়মঠ জগতের জনগণের দর্শনেন্দ্রিয় তৃপ্ত করিবার প্রতিষ্ঠান নহে ইহা তাহাদিগকে ভগবানের ভোগায়তন করিবার প্রণালী শিক্ষা প্রদান করিয়া শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের আনন্দবর্দ্ধন করেন।

জন্মাষ্টমী-বাসরে উষঃকাল হইতে মধ্যরাত্র পর্য্যন্ত শ্রীগৌড়ীয়মঠে যে জনস্রোত দেখা গিয়াছে তাহা অনির্ব্বচনীয়। সন্ধ্যার প্রাক্কাল হইতে বৃষ্টি আরম্ভ হইয়া দীর্ঘকাল ছিল কিন্তু তথাপি জনসংখ্যার প্রবাহ প্রবলই ছিল। বাস্, ট্রাম ও অশ্বযানাদিতে বাগবাজার অঞ্চল পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। অবশ্য এই প্রকার জনসংখ্যা যে অন্যত্র দৃষ্ট না হয় তাহা নহে। জনসংখ্যা বা ব্যক্তিসংখ্যা হইতে অলৌকিকত্ব প্রতিপাদন আমাদের উদ্দেশ্য নহে—লোকালয়ে লোকসংখ্যার আবার অলৌকিকত্ব কি? তবে শ্রীগৌড়ীয়মঠ সাধারণ লোকালয় নহে—নিত্য লোকের বাসিন্দাগণের আলয়।

উষঃকাল হইতে সমস্ত দিন-রাত্রি শ্রীমঠে যে কৃষ্ণকথা-স্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল তাহা নিরপেক্ষ সুধীমাত্রই একবাক্যে অলৌকিক বলিয়া স্বীকার করিবেন। আসন-ঘরে বসিয়া শ্রীল প্রভুপাদ স্বয়ং তাঁহাদের বিশ্রামস্থান হইতে স্বীয় শ্রীচরণাশ্রিতগণের আশ্রিত সজ্জনগণের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন। শ্রবণমন্দিরে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত এবং শ্রীমন্দিরে শ্রীমদ্ভাগবত পারায়ণ হইতেছে। শ্রীমঠের বিভিন্ন স্থানে প্রভুপাদের নির্দ্দেশক্রমে ত্রিদণ্ডিপাদগণ বক্তার আকারে উপবিষ্ট জনগণের নিকট হরিপ্রসঙ্গ কীর্ত্তন করিতেছেন। মধ্যে মধ্যে শ্রবণমন্দিরে সমবেত-কণ্ঠে কীর্ত্তন-তরঙ্গ উদ্বেলিত হইতেছে। অঙ্গন ও অন্য সেই কীর্ত্তনধ্বনি ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত করিয়া এবং সকলে বহন করিয়া আনন্দে নৃত্য করিতেছে। সন্ধ্যাকালে গৌড়ীয়-সম্পাদকের 'কৃষ্ণতত্ত্ব' সম্বন্ধে বক্তৃতা বেতারযোগে সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইতেছে। আবার বর্ত্তমান যুগের চিত্তবিনোদনের পক্ষে আভ বৈজ্ঞানিক প্রণালীর সহায়তায় শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা-প্রদর্শনের যে চমৎকার বন্দোবস্ত হইয়াছে তাহা দর্শকমাত্রকেই স্তম্ভিত করিয়াছে। আকাশের গায়ে নিবিড় জলদমালার ভীষণ 'গুড়ুম' 'গুড়ুম' শব্দ, মধ্যে মধ্যে বিদ্যুতের ভাতি উজ্জ্বল আলোক, তাহারই মধ্যে যমুনার কৃষ্ণপ্রাপ্তির জন্য উদ্বেলন প্রভৃতির প্রদর্শনী উদ্ভূত করিয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠ সদ্ধর্ম্মপ্রচারের অভিনব আবিষ্কার প্রদর্শন করিয়াছেন। যদি কেহ এক সকল স্ব-স্ব-দর্শনেন্দ্রিয়ের তৃপ্তি-সাধনের জন্য-রূপে গ্রহণ করিয়া থাকেন তাহা হইলে আমরা তাঁহার বুদ্ধির প্রশংসা করিব না। কারণ পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আরও একটু বিশ্লেষণ করিয়া দিয়ে বলিতেছি।

কৃষ্ণই একমাত্র ভোক্তা, আর সকলে তাঁহার ভোগ্য। কর্ম্মকাণ্ডীর ও জ্ঞানকাণ্ডীর অন্যান্য জগতে অবৈধভাবে ভোক্তা সাজিয়াছে, ইহাই তাহাদের যন্ত্রণা। কৃষ্ণের প্রাকট্য হইলে তিনি তাঁহার ভোগ্যসম্ভারসমূহ গ্রহণ করিবেন—তৎপ্রধানে অসদ্ভক্তশ্রেণীর জনগণকে বধ করিবেন, এই ভয়ে তাহারা কম্পমান, তাহাদের হৃদয়ে তাহারই মুহুর্মুহু অশনিসম্পাত হইতেছে। ঐ যে মেঘের ভীষণ গর্জ্জন, ঐ যে অশনিপাত, তাহা কৃষ্ণসেবাপরাঙ্মুখ জনসমূহের মানসিক অবস্থা জ্ঞাপন করিতেছে। পক্ষান্তরে কৃষ্ণসেবিকা যমুনা কৃষ্ণাবির্ভাব-সংকেতে কৃষ্ণেন্দ্রিয়তোষণে আত্মাহুতি করিতে পারিবেন বলিয়া আনন্দে নৃত্য করিতেছেন। সুতরাং শ্রীগৌড়ীয়মঠের এ প্রদর্শনী কৃষ্ণভক্তির জন্য—কৃষ্ণের আনন্দবর্দ্ধনার্থ যত্নপর হইবার জন্যই উপদেশ করিয়াছেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠে উপস্থিত হইয়া যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণসেবাবিজ্ঞান বরণ করেন, তাঁহাদেরই শ্রীগৌড়ীয়মঠে আগমন সার্থক, তাঁহারাই শ্রীগৌড়ীয়মঠের বৈশিষ্ট্য বুঝিতে পারেন। এই বৈশিষ্ট্যই কৃষ্ণাবির্ভাব—ভগবৎপ্রসঙ্গ-শ্রবণ-কীর্ত্তনে দক্ষতাপ্রাপ্ত সজ্জনেই শ্রীকৃষ্ণের প্রকট।

বিরাট্-সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা

আগামী কল্য শনিবার অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে একটী বিরাট্ নগর-সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হইবে। সজ্জনমণ্ডলীর যোগদান প্রার্থনীয়।

নিবেদক- সম্পাদক, শ্রীগৌড়ীয়মঠ,

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ -(আকর-মঠরাজ)

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীযোগপীঠ হইতে প্রায় ৭০০ গজ উত্তর-পূর্বে শ্রীব্রজপত্তন খাটগ্রাম শ্রীগৌরধাম-পত্তনে শ্রীশ্রীচৈতন্যমঠ বিরাজমান। এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, গুরুবিদ্যাপীঠ বা সাত্বতজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীচরিতামৃতের ব্যাকরণাদি বেদান্তসমূহের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারী ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই স্থানে সর্বপ্রথম দৈনিক পত্র 'নদীয়া-প্রকাশ', সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও অপ্রাচীন গ্রন্থাদি প্রচারকল্পে 'নদীয়াপ্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতি বৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও সর্বাধিক 'ভক্তগোষ্ঠীর জীবন-প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্তাঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ—১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪৩১ শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত সুনির্মল ভক্তিধর্ম-প্রচারোদ্দেশ্যে গৌড়দেশের সর্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্তসভায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দজীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্তন, সম্প্রদান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হয়। এই মঠ হইতে মহানগরীর সর্বত্র হরিকথা-প্রচার, মহানগর-সঙ্কীর্তন, বক্তৃতা, ব্যাখ্যা ও সঙ্কীর্তন-মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান হয়। মঠরক্ষক—মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির—এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া সহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীগুরু-তত্ত্বের সেবা বর্তমান রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী সেবাকোবিদ।

(৪) শ্রীবাস অঙ্গন -শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্তনবিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্তমান। রক্ষক শ্রীবনবিহারী দাসাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন—এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট (৭) কাজীর সমাধি-পাঠ—প্রাচীন শ্রীমায়াপুর' বামনপুকুর (নদীয়া)

এই স্থানে শ্রীগৌরহরি-পার্ষদ শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীমদনানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক।

(৮) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ—শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও রাধামাধবের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান দাস ব্রহ্মচারী।

(৯) শ্রীগৌরগদাধর-মঠ—চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(১০) মোদদ্রুম-ছত্র "গৌড়ের নৈমিষ"—মাউগাছি, পোঃ ধাত্রগ্রাম, (বর্দ্ধমান)।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান। শ্রীগৌরনিত্যানন্দের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীবনবিহারী দাসাধিকারী।

(১১) ভৌতিয়া কুঞ্জকানন—শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্তী, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীসদানন্দ ব্রহ্মচারী

(১২) কুঞ্জকুটীর—পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া। রক্ষক—পরমকারুণ্য ব্রহ্মচারী ভক্তিবান্ধব।

(১৩) ভাগবত-আসন—পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

এই স্থান হইতে ভাগবতসিদ্ধান্তগ্রন্থাবলী প্রচারিত হয়। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৪) একায়নমঠ—গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া) রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য গোস্বামী ভক্তিবান্ধব

(১৫) মহেশ পণ্ডিতের পাট—কাঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া) রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(১৬) মাধ্বগৌড়ীয় মঠ—৩০নং নবাবপুর রোড, পোঃ ঢাকা

পূর্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্তমান। রক্ষক—মহা-মহোপদেশক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ।

(১৭) গোপালজীউর মঠ—কমলাপুর, (ঢাকা) গোপালজীউর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান। রক্ষক—শ্রীবলরাম ব্রজবাসী।

(১৮) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ—পোঃ বালিয়াটি, ঢাকা।

এখানে শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীচন্দ্রেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(১৯) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ—বড়পাথর, পোঃ ময়মনসিংহ রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীযদুবর চক্রবর্তী এম-এ, বি-এল।

(২০) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ—ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ নাঙ্গু, (ঢাকা)

এখানে বহুমূর্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী।

(২১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ—পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারীর নিত্য-সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীনরেন্দ্র দাসাধিকারী।

(২২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ—ভুবনেশ্বর, পোঃ চন্দ্রকোণা, (মানভূম)

এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী।

(২৩) ভাগবতজনানন্দমঠ—চিরুলিয়া, পোঃ নারায়ণপুর, মেদিনীপুর।

এখানে গুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান্দাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত।

(২৪) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী।

(২৫) সচ্চিদানন্দ মঠ—বাণগড়ি, পোঃ বক্সীবাজার, (কটক)

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণ-জীউর নিত্যসেবা বর্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর।

(২৬) বিরক্তি-গৌড়ীয় মঠ—পোঃ ভুবনেশ্বর পুরী, শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকাগিরিধারীর সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন।

(২৭) পুরুষোত্তম মঠ—ভক্তিকুটি, পোঃ পুরী উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদবাদ্যজীউর নিত্যসেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীগদাধর অধিকারী।

(২৮) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ—আলবর, পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী দাসাধিকারী।

(২৯) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ—পোঃ কভুর, জেলা গোদাবরী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্তমান। মঠরক্ষক—শ্রীনিতাইচরণ দাসাধিকারী ভক্তিলোচন।

(৩০) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ ৪২ নং কালিদহ, বেনারস সিটি

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকাগিরিধারীর সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীসর্বেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(৩১) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ

(৩২) পরমহংস মঠ, পোঃ নিমসার, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত-পাঠশালা ও গৌরবিনোদ-বিলাসজীউর সেবা বর্তমান।

রক্ষক—শ্রীসত্যনারায়ণ দাসাধিকারী।

(৩৩) কৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণদহ, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

এখানে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিত্যসেবা হয়। রক্ষক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠ—বিশ্রামঘাট মথুরা রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুধীর যাচক।

(৩৫) ব্রজস্বানন্দ সুখদকুঞ্জ—শ্রীরাধাকুণ্ড। রক্ষক—শ্রীরাধারমণচরণদাস ব্রহ্মচারী।

(৩৬) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড।

(৩৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—বেলগাছী, পোঃ যোজোল, জেলা গুরুদাসপুর (পাঞ্জাব) রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৩৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—৪নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্বিকাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্বস্ব কৃপাশ্রয়ী।

(৩৯) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল এখানে গৌরবিনোদরায়ের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীনবীগোপাল অধিকারী।

(৪০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠ—হরিদ্বার সাহারণপুর, ইউ, পি। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্বস্ব গিরি

(৪১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয় মঠ—পোঃ মাদ্রাজ। শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্বিকাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীপাদ কমলানন্দ ভক্তিবিকাশ, এতদ্ব্যতীত বোম্বে মন্দ্রাজে, মেদিনীপুর জেলায়, আসামে, পাটনায়, বালেশ্বরে, রেঙ্গুনে, লণ্ডনে, বার্লিনেও শুদ্ধভক্তিপ্রচারকেন্দ্র রহিয়াছে।

বৈদিক রপোরা-প্রকাশ

জ্বর

হইতে

মুক্তি

লাভ করিতে

রবিনসনের

"পেটেন্ট"

বার্লি

সেবন করুণ

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট্ সংস্করণ

মঠের উৎসব কালে ভিক্ষা ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১৬-এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,

বাগবাজার, কলিকাতা।

সুপ্রসিদ্ধ জে, বি, দত্তের

ফাউন্‌টেন পেন ইঙ্ক বাজারে সর্ব্বোৎকৃষ্ট
পরীক্ষা প্রার্থনীয়

ও কর্ণফ্লাওয়ার

রোগীর ও শিশুর পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট খাদ্য

সুগন্ধি কেশ তৈল, সকল রকম লিখিবার কালি এবং নানাবিধ ঔষধ ও সিরাপ আমাদের নিকট পাইবেন।

বিনীত—জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার, কলিকাতা

গো রুম—১৮নং বনফিল্ডস লেন, কলিকাতা।

তারা—পোঃ। শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

REG. NO. C. 1544

দৈনিক

নদীয়াপ্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

চৈতন্যোপনিষদ্
বড় অক্ষরে মূল ও অনুবাদসহ প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি উত্তম। ভিক্ষা ।০ মাত্র
শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

"গৌড়ীয়"
—
৭ম বর্ষ হইতে ১১শ বর্ষ পর্য্যন্ত প্রতি বর্ষ কাপড়ে বাঁধাই ভিক্ষা ৩॥০ মাত্র।
শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার কলিকাতা

ভারতের সর্ব্বপ্রথম পারমার্থ-প্রচারক-নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১০ম খণ্ড] —৭ই ভাদ্র, শনিবার ১৩৪২, ২৪শে আগষ্ট ১৯৩৫ [১৫০তম সংখ্যা

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

—:০:—

পল্লীর ব্যবস্থাপক সভা—পাঠকগণ অবগত আছেন, ভারত সরকার এবার পল্লীর উন্নতির জন্য যে এক কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ করিয়াছেন, তাহা হইতে বঙ্গদেশের ভাগ্যে পড়িয়াছে ১৬ লক্ষ টাকা। এই টাকা কি ভাবে ব্যয় হইবে তৎসম্বন্ধে একটী পরিকল্পনা বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট কয়েকদিন পূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছিলেন। অর্থ সচিব তার . . . উক্ত ঐ পরিকল্পনাটি গত ১৫ই আগষ্ট বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত করিয়াছিলেন। সেই দিন . . . আলোচনা শেষ না হওয়ায় গত বৃহস্পতিবার পুনরায় . . . সম্বন্ধে আলোচনা হয়। গবর্ণমেণ্ট এই ১৬ লক্ষ টাকা ১৩ দফা কার্য্যে ব্যয়ের প্রস্তাব করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত . . . ব্যানার্জি এই মর্ম্মে এক সংশোধক প্রস্তাব উত্থাপন করেন যে, উক্ত ১৬ লক্ষ টাকা এককালীন . . . জেলার জন-সংখ্যা ও আয়তন অনুপাতে প্রতি জেলায় . . . বণ্টন করা হউক এবং প্রত্যেক জেলার সর্ব্বাপেক্ষা . . . প্রয়োজনীয় একটী কি দুইটী দফা উদ্দেশ্যে সেই . . . প্রাপ্য অর্থ ব্যয়িত হউক। শ্রীযুক্ত বি, সি, চাটার্জ্জি . . . প্রস্তাবের সহিত এই কথাটি যোগ করিতে চাহেন যে, . . . পানীয় জলের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিতে হইবে। . . . ব্যানার্জ্জি শ্রীযুক্ত চাটার্জ্জির এই প্রস্তাব গ্রহণ . . .। কিন্তু শ্রীযুক্ত ব্যানার্জ্জির প্রস্তাব ২১-৫৬ ভোটে অগ্রাহ্য হইয়া গিয়াছে।

খুলনা জেলাবোর্ডের প্রশংসনীয় কার্য্য—খুলনার . . . সংবাদে প্রকাশ, কাশীপুর ও দেবহাটা থানাকে . . . ইছামতী নদীর উপর সেতু . . . খুলনা জেলা বোর্ড অন্যূন ২৫ হাজার টাকা . . . একটী সেতু নির্ম্মাণ করিতেছেন। জন সাধারণের . . . খুলনা জেলা বোর্ডের ঐ কার্য্য প্রশংসনীয়। ভারতের . . . স্থান হইতে সহস্র সহস্র যাত্রী শ্রীধাম মায়াপুর . . . আসিয়া থাকেন। নবদ্বীপ খেয়াঘাট হইতে শ্রীধাম মায়াপুর পর্য্যন্ত যে রাস্তাটি রহিয়াছে, তাহা কাঁচা এবং . . . বড়ই দুর্গম হয়। শ্রীধাম মায়াপুরের শ্রীচৈতন্যমঠ ঐ রাস্তাটির উন্নতিকল্পে বহু অর্থ ব্যয় করিয়াছেন। কিন্তু নদীয়া জেলা বোর্ড যাত্রিগণের সুবিধা বিধানার্থ ঐ রাস্তাটির উন্নতির জন্য কি ব্যবস্থা করিতেছেন? খেয়া পার হইতেও যাত্রিগণকে বেশ উদ্বেগ পাইতে হয়। জেলা বোর্ড যখন রাস্তার উন্নতির জন্যই কোন চেষ্টা করিতেছেন না তখন যদি আমরা তাহাদিগকে 'খড়ে' নদীর উপর একটী সেতু নির্ম্মাণের জন্য বলি তাহা হইলে উহা কতদূর কার্য্যকর হইবে জানিনা, তথাপি যাত্রিসাধারণের দুর্দ্দশা লক্ষ্য করিয়া খুলনা জেলা বোর্ডের উক্ত মহৎ কার্য্যের প্রতি নদীয়া জেলা বোর্ডের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

—

কংগ্রেসের সভাপতি—লক্ষ্ণৌ সহরে আগামী শীত ঋতুতে কংগ্রেসের আগামী অধিবেশন হইবে। সভাপতি কে হইবেন, এতৎ সম্বন্ধে কংগ্রেস-মহলে জল্পনা কল্পনা চলিতেছে। এই সম্পর্কে শেঠ যমুনালাল বাজাজ, শ্রীযুক্ত রাজা গোপাল আচারিয়া, শ্রীযুক্ত জওহরলাল নেহেরু, সর্দ্দার . . . ও পণ্ডিত . . . নাম উঠিয়াছে। অনেকে অনুমান করেন, ঐ চারি জনের মধ্যে পণ্ডিত জওহরলালেরই ঐ পদ প্রাপ্তির সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সম্ভাবনা।

—

বোম্বে নগরীতে রৌপ্য-সমস্যা—বোম্বে ২২শে আগষ্টের সংবাদে প্রকাশ, তথায় রূপার বাজার এখনও অচল। ডিরেক্টরগণ রৌপ্য সঙ্কটের জন্য যে ঘোষণা করিয়াছেন, তাহা আগামী সোমবারের পূর্ব্বে প্রত্যাখ্যাত হইবার সম্ভাবনা অল্প এবং স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া না আসা পর্য্যন্ত ডিরেক্টরগণ ক্রয় বিক্রয়ের অনুমতি দিবেন না, তবে আন্তর্জাতিক অবস্থা বা আমেরিকাকর্ত্তৃক রৌপ্য ক্রয় বশতঃ যদি মূল্য বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে অবশ্য ডিরেক্টরগণ তাঁহাদের আদেশ শিথিল করিয়া দালালদিগকে কাজ করিতে অনুমতি দিবেন। রাস্তায় সভিটার প্রভৃতি কয়েকটি কার্য্যের দুরবস্থার সুযোগ লইয়া লাভের আশায় আরও কম মূল্যে মাল ক্রয়ের চেষ্টা যাহাতে কেহ না করিতে পারে, তজ্জন্যই ডিরেক্টরগণ উক্ত সঙ্কটজনক অবস্থা ঘোষণা করিয়াছেন।

নৌবহর সম্বন্ধে জাপান ও বৃটেন—টোকিওর এক সংবাদে প্রকাশ, নৌবহর-সম্পর্কে পুনরায় আলোচনা করিবার জন্য বৃটেন সম্প্রতি জাপানের নিকট প্রস্তাব করিয়াছিলেন, কিন্তু জাপ-মন্ত্রিসভা উক্ত প্রস্তাবের উত্তরে লণ্ডনস্থ রাষ্ট্রদূতকে জানাইয়াছেন যে, নৌবহর-সম্পর্কে জাপানের সমানাধিকারের দাবী মানিয়া না লইলে কোন আলোচনা হইবে না।

হাইকোর্টের উকিলের দণ্ড—গত ২২শে আগষ্ট হায়দরাবাদের হাইকোর্টের রায়ে হাইকোর্টের উকীল সৈয়দ . . . আলীকে তাহার এক নাবালিকা পরিচারিকার উপর পাশবিক অত্যাচার করিবার অপরাধে পাঁচ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ প্রদান করিয়া বিচারপতি জাঃ নাজির ইয়ার জঙ্গ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে, আসামী যে শুধু বালিকার উপর অত্যাচারই করিয়াছে তাহা নহে, কিন্তু সে তাহার বিপদে কোন প্রকার সাহায্য না করিয়া তাহাকে তাহার বাড়ীতে রাখিয়া আসে এজন্য আসামীকে কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত করা প্রয়োজনীয় বলিয়া তিনি মনে করেন। দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় জন্য আসামীকে পুনরায় ওকালতি করিতে দেওয়া হইবে না; ঐজন্যই অন্যান্য দেশে এপ্রকার দোষে যে বেত্রদণ্ডের ব্যবস্থা আছে তাহা তিনি বর্ত্তমান ক্ষেত্রে দিতে ইচ্ছা করেন না।

—

চেয়ারম্যান নিযুক্ত—শ্রীযুক্ত . . . বসু গত ১৩ই আগষ্ট তারিখে সর্ব্বসম্মতি ক্রমে . . . মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান নিযুক্ত হইয়াছেন।

. . . ফুটবল ম্যাচ—কুষ্টিয়া টাউন ক্লাবের উদ্যোগে গত রবিবার কুষ্টিয়ায় ভবানীপুর ক্লাবের সহিত নদীয়ার মিলিত দলের এক খেলা হয়। প্রতিপক্ষ দলে এক এক গোল হওয়ায় খেলাটি ড্র হইয়াছে। উভয় পক্ষে কলিকাতার কয়েকটি বিশিষ্ট ক্লাবের নামজাদা খেলোয়াড় খেলিয়াছিলেন। উভয় দলই প্রথমার্দ্ধের খেলায় গোল করিয়াছিল। ভবানীপুরের . . . এবং নদীয়ার . . . গোল করিয়াছিলেন।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্—সমগ্র ৪০

প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲

একাদশস্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ৷৵০

২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲

৩। ভাষ্য-বরসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲

৪। সরস্বতী-জয়শ্রী ৪৲

৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

১ম খণ্ড—৸০ ২য় খণ্ড—১৲, ৩য় খণ্ড ৸০ ৪র্থ ৸০

৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

১ম খণ্ড—১৲ ; ২য় খণ্ড—৸০

৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲

৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা ও সংস্কার-দীপিকা ১৷

৯। বৈষ্ণবধর্ম ২৲

১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲

১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲

১২। শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲

১৩। হরিনাম-চিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸

১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷০

১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিষ্ণু-তত্ত্ব ৷০

১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০

১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ৷০

১৮। যামুন-আলবার ৷০

১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲

২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵০

২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য ঐ

২২। ভজন-রহস্য ৷০

২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ ও (বাঁধা ১৲

২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকাসহ) ২৲

২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি টীকাসহ) ২৲

২৬। গীতাঃ কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ৷০

২৭। ভক্তিবর্দ্ধিকা ভগবৎ গৌরাঙ্গ সামুখ্য ২৲

২৮। বেদান্তসূত্রের সাম্যবাদ ৷০

২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (৩য় সংস্করণ) ৸০

৩০। দীপ-দিগ্‌দর্শন ৷৵০

৩১। সাধনপথ (৩য়-সংস্করণ) ৷৵০

৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০

৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸৶

৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৷৵০

৩৫। শ্রীভক্তমালা /১০

৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৷৵০

৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৷৵০

৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷০

৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ৷০

৪০। শরণাগতি /০

৪১। গীতাবলী /০

৪২। চিত্রে নবদ্বীপ ১৷০

৪৩। সাধনকণ /০

৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /০

৪৫। শ্রীনবদ্বীপশতক /০

৪৬। অর্চ্চনকল্প /০

৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ /০

৪৮। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) /১০

৪৯। অর্চ্চনকণ /১০

৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম ৪র্থ খণ্ড) ৩৲

৫১। ব্রহ্মসংহিতা ৷০

৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ৷০

৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০

৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ৷০

৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ৷০

৫৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ? /০

৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ৷০

৫৮। শ্রীকৃষ্ণলেখর ৷৵০

৫৯। শিক্ষাষ্টদর্পণ ৷৵০

৬০। সংখ্যানী /০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ৷০

৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ৷০

৬৩। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ৷০

৬৪। তত্ত্বস্তবম্ ৷০

৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৷৵০

৬৬। গৌড়ীয়মঠস্থ পরিচয়ঃ /০

৬৭। নারায়ণবর্ম্মম্ ৷৵০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ৷০

৬৯। এ কিউ ভার্ত্তস অব্ বেদান্ত

৭০। নামভজন

৭১। বেদান্ত—ইট্‌স্ মরফলজি অ্যান্ড অন্টলজি

৭২। বিলেটিভ ওয়ার্ল্ড্‌স্ ৷৵০

৭৩। লাইফ অ্যান্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ৷০

৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ৷০

৭৫। বোম্বাই গৌড়ীয়মঠ ইন্‌ক্লুইং /০

৭৬। দি ভাগবত ৷০

৭৭। ইংরেজিক্ প্রিন্সিপল অ্যান্ড আনন্দচেতে ভিভোশন ৷০

৭৮। ব্রহ্ম-সংহিতা ২৷০

৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান্) ১৫

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷০

৮১। সাধন-পথ ৷০

৮২ কল্যাণ-কল্পতরু /১০

৮৩। গীতাবলী /০

৮৪। শরণাগতি /০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

শরণাগতি

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

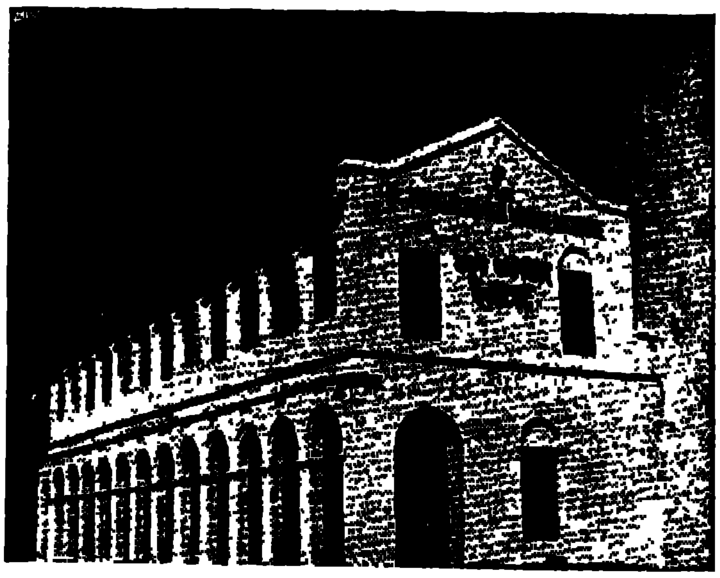

স্থান অতীব স্বাস্থ্যপ্রদ—গঙ্গার সন্নিকটে ব্যায়াম ও বোর্ডিংএর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ পণ্ডিত ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে পৃথক থাকিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৮৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষার বাৎসরিক গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া।

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরেন অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ আনা, বড় বোতল ১৷৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১ নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তচঞ্চুভক্তি-সম্পাদিত ও ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ ভক্তিশাস্ত্রী এম, এস, এস, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

— পারমার্থিক পত্র —

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ।

৩য় বর্ষ } ১০ হৃষীকেশ গৌরাব্দ ৪৪৯, ৭ই ভাদ্র বঙ্গাব্দ ১৩৪২, ২৪শে আগষ্ট ইং ১৯৩৫ শনিবার { ১৫৩তম সংখ্যা।

জন্মাষ্টমী।

এদেশের মানুষ, বর্গের দেবতা, এমন কি, ভগবানের অবতারের জন্ম ও আবির্ভাব-তিথির পরিচয় দিতে গেলে সঙ্গে সঙ্গে তাঁ'দের নাম উল্লেখ করতে হয়। কিন্তু 'জন্মাষ্টমী' বা 'জয়ন্তী' বললেই কৃষ্ণের জন্ম-তিথি ব'লে বুঝতে পারা যায়। 'জন্মাষ্টমী' বা 'জয়ন্তী' কৃষ্ণের জন্মতিথি ছাড়া আর কোন তিথিকেই বুঝায় না। ভাদ্রমাসের অষ্টমীতে রোহিণী-নক্ষত্রের যোগ হ'লে তা'কে 'জয়ন্তী' বলে। এই তিথির সেবায় সংসার-ক্ষয় ও পুণ্য লাভ হয় ব'লে পণ্ডিতেরা জন্মাষ্টমীকে 'জয়ন্তী' তিথি বলেন।

অষ্টমী কৃষ্ণপক্ষস্য রোহিণী-ঋক্ষসংযুতা।
ভবেৎ প্রৌষ্ঠপদে মাসি জয়ন্তী নাম সা স্মৃতা॥
(হঃ ভঃ বিঃ ১৫।১৭৫)

জন্ম পুণ্যঞ্চ কুরুতে জয়ন্তীং তেন তাং বিদুঃ॥
(হঃ ভঃ বিঃ ১৫।১৭৬)

আজকাল সাধারণ সাহিত্যে মানুষের জন্ম-তিথির বেলা 'জয়ন্তী'-শব্দের প্রয়োগ দেখতে পাওয়া যায়। উহা কেবল অপ্রতিজ্ঞা জন্ম-তিথিরই অনুকরণ মাত্র।

পরমেশ্বরকে আমরা 'অজ'—জন্মরহিত ব'লেই জানি। তাঁ'দের মাতা-পিতা বা জন্ম নাই, কিন্তু কৃষ্ণ এমন বস্তু যে তিনি জন্মরহিত পরব্রহ্ম হ'য়েও নিজের ইচ্ছায় নরাকারলীলা প্রকাশ করেন। শ্রীগীতাতে (৪।৬) আমরা দেখতে পাই,—

অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া॥

শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলছেন,—আমার জন্মের সঙ্গে অজ্ঞ লোকের জন্মের অনেক ভেদ আছে। আমি সকল প্রাণীর ঈশ্বর, জন্মরহিত ও অব্যয়চিত, আমি নিজের ইচ্ছায় জগতে আসি, আর জীব আমার মায়ার বাধ্য হ'য়ে জগতে জন্মগ্রহণ করে; আমি—মায়াধীশ, তা'রা—মায়াধীন।

জন্মরহিত বস্তুর জন্ম, কালাতীত বস্তুর কালের মধ্যে আবির্ভাব, দেশাতীত বস্তুর কোন দেশে উদয়—এটী বড় বিস্ময় ও বিচিত্রের কথা। কিন্তু এর সমাধান একমাত্র

* গত ৩রা ভাদ্র ১৩৪২, ২০শে আগষ্ট ১৯৩৫, জন্মাষ্টমী-বাসরে শ্রীচৈতন্য-মঠের প্রতিষ্ঠানে প্রদত্ত বক্তৃতা

প্রভুতেই হ'তে পারে। মানবের, দেবতার বা যে-কোন প্রাণীর যা' চিন্তার অতীত, সেই অচিন্ত্য ব্যাপারও সর্ব্বশক্তিমানে সম্ভব হ'তে পারে, এটী সর্ব্বশক্তিমানের অচিন্ত্যশক্তি। ভগবানের শক্তি-সামর্থ্য অতটুকু, এর বেশী নয়, মানুষের পক্ষে যখন এগুলি অসম্ভব, সর্ব্বশক্তিমানের পক্ষেও তখন ঐগুলি অসম্ভব'—এরূপ গণ্ডী সর্ব্বশক্তিমানের উপর এঁকে কেবলে তাঁ'র সর্ব্বশক্তিমত্তা অর্থাৎ তিনি যে ভগবান্, তা' অস্বীকার করা হ'লো। উহা এক প্রকার প্রচ্ছন্ন নাস্তিক্য। তাই গীতায় (৪।৯) কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে ব'লেছেন,—

জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জ্জুন॥

হে অর্জ্জুন, আমার জন্ম ও কর্ম্মকে যে ব্যক্তি দিব্য অর্থাৎ অপ্রাকৃত ব'লে জানেন, আমি যে আমার অচিন্ত্য-শক্তিদ্বারা জন্মলীলা প্রকাশ করি, ইহা বুঝতে পারেন, তাঁ'র আর দেহত্যাগ ক'রে পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করতে হয় না।

কি সুন্দর কথা! কৃষ্ণের জন্মের অপ্রাকৃতত্ব জানতে পারলে জীব জন্মরহিত হ'য়ে যায়। স্বতন্ত্র-লীলাময় কৃষ্ণকে জন্মগ্রহণ করবার কোন আবশ্যকতা নাই। কেন না, তাঁ'র জন্ম কর্ম্মফলভোগের জন্য নয়। তিনি যেমন অনাদি ও নিত্য, তাঁ'র জন্ম-লীলাও তেমনি অনাদি ও নিত্য। তিনি সমস্ত কালের নিয়ামক হ'য়েও কোন ঐতিহাসিককালের মধ্যে জগতে আসেন বটে, কিন্তু তিনি কালের অধীন হন না, কাল, মহাকাল তাঁ'রই নিত্য অধীন। তিনি যখন এদেশে আসেন, তখন তাঁ'র সঙ্গে সঙ্গে তাঁ'র নিত্যধামও জগতে আবির্ভূত হন। কাজেই এদেশের কোন ছায়াও তাঁ'কে স্পর্শ করতে পারে না। সাধারণ লোক মনে করে, কৃষ্ণ এই বঙ্গ দেশেই এসেছেন, মথুরাতেই জন্মেছেন, কিন্তু মানব তাদের সঙ্কীর্ণ প্রতিভা ও অপরাজ্ঞ মনীষা দ্বারা পরব্রহ্মের কথা মেপে নিতে পারে না; তাই জগতের বড় বড় লোক এমন কি, স্বয়ং ব্রহ্মা পর্য্যন্ত কৃষ্ণ-চরিত্র বুঝতে ভুল ক'রে থাকেন। তাঁ'রা পুনরায় কৃষ্ণের শরণাগত হ'লে নিজেদের ক্ষুদ্রতা ও ভগবানের অচিন্ত্যশক্তি উপলব্ধি করতে পারেন।

অগ্নিমন্থন করবার কাঠ বা চকমকি পাথরে যেমন সর্ব্বদা গুপ্তভাবে আগুন থাকলেও সেই কাঠ ও পাথরকে মন্থন ও আঘাত করলে তাতে যেমন অগ্নির প্রকাশ হয়, তেমনি কৃষ্ণও

কোন একটী কারণ উপলক্ষ্য ক'রে কোন বিশেষ সময়ে দেশে জন্মলীলা প্রকাশ করেন। পৃথিবীতে যে-সকল প্রেমিকভক্ত এজগতে তাঁ'র দর্শনের জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হন, তাঁ'দের জন্য স্বয়ং ভগবান্ এজগতে এসে উপস্থিত হন। বসুদেব ও দেবকী প্রভৃতি প্রেমিক ভক্তগণকে দর্শনদান, বাৎসল্যাদি প্রিয়জনের প্রতি দয়া বিতরণ—এসকলই জন্মের প্রধান কারণ।

কৃষ্ণ—পূর্ণপুরুষ। গীতায় যে সাধুদের পরিত্রাণ, অসাধুগণের বিনাশ ও ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য যুগে যুগে ভগবানের অবতারের কথা শুনতে পাওয়া যায়, সে-কথা পূর্ণপুরুষ কৃষ্ণের জন্য নয়। কৃষ্ণের অংশের অংশ যে-সকল অবতার আছেন, যেমন অনিরুদ্ধ বিষ্ণু, রাম, নৃসিংহ, বরাহ, বামন প্রভৃতি, তাঁ'রাই এজগৎ পালন বা এজগতের ভার-হরণ-কার্য্য করতে পারেন। অধিক কি, সময় সময় বিষ্ণুর শক্তিতে আবিষ্ট অন্যান্য জীবও এইসকল কার্য্য করতে পারেন। চোর, ডাকাত দমনের জন্য বা কোন প্রদেশের শান্তিরক্ষার জন্য যেমন সম্রাটকে স্বয়ং সে কার্য্য করতে হয় না, তাঁ'র যে-কোন একটী কর্ম্মচারী—পুলিস, কনেষ্টবল, দফাদার বা চৌকিদার—এরাই সে কাজ ক'রে থাকেন, তেমনি পৃথিবীর অশান্তি দূর করবার জন্য পৃথিবীতে স্বয়ং কৃষ্ণকে আসবার দরকার পড়ে না। তিনি কেবল তাঁ'র প্রেমিক ভক্তগণের প্রেমে বশীভূত হ'য়ে জগতে তাঁ'র প্রেমময়ী লীলা প্রকাশ ক'রে প্রাণীদের জন্য—বহুলোককে সেই প্রেম-মাধুর্য্যে আকৃষ্ট করবার জন্য—প্রেমিক ভক্তগণকে আস্বাদনের জন্য এই জগতে লীলা আবিষ্কার করেন।

সার্ব্বভৌম সম্রাট্ যখন দিগ্বিজয়ে যান, তখন যেমন তাঁ'র অধীনস্থ সামন্তরাজগণও তাঁ'র অনুগমন করেন, তেমনি যখন পূর্ণপুরুষ কৃষ্ণ জগতে আসেন, তখন তাঁ'র সঙ্গে বৈকুণ্ঠের নারায়ণ, বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, মৎস্য, কূর্ম্ম, রাম, নৃসিংহ, বরাহ, বামন প্রভৃতি অংশ অবতার, যুগাবতার, মন্বন্তরাবতার সকলেই জগতে আসেন। তাই শ্রীকৃষ্ণের জন্মের সময় ও তাঁ'র পরে বৃন্দাবনে সেইসকল অবতারের অনেক লীলা দেখতে পাওয়া যায়। বৃন্দাবনে ব্রহ্মাকে যে অদ্ভুত কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড দেখান হ'য়েছিল, তা' মাধুর্য্যেরই লীলা। মথুরায় শ্রীরামা চতুর্ভুজ ধারণ করতে ঐ কৃষ্ণ চতুর্ভুজ হ'য়েছিলেন। তারপর আবিষ্ট এসে প্রণাম

কর্লে শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপ প্রকাশ ক'রেছিলেন। কৃষ্ণলীলায় অসুর-বধাদি যে-সকল কার্য্য হ'য়েছিল, তা স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণের কার্য্য নয়; পূর্ণ কৃষ্ণের মধ্যে যে-সকল অংশ-অবতার ছিলেন, তাঁরাই সেই কার্য্য ক'রেছেন। * এই সিদ্ধান্তটি বুঝ্তে পার্লে আমরা গীতার কথাটিও বুঝ্তে পারব। গীতায় যে কৃষ্ণ ব'লেছিলেন,—তিনি সাধুগণের পরিত্রাণ, দুষ্টের দমন ও ধর্ম-সংস্থাপনের জন্য যুগে যুগে আসেন, সেখানেও শ্রীকৃষ্ণ তাঁর অংশাংশ অবতারগণের কথা ব'লেছেন। যেমন কোন মহা অগ্নিকুণ্ড থেকে শত শত বিস্ফুলিঙ্গ বেরিয়ে আবার তা'তে প্রবেশ ক'রে, তেমনি পূর্ণ কৃষ্ণের অংশরূপ অন্যান্য অবতারগণও পুনরায় কৃষ্ণের সহিতই এক হ'য়ে থাকেন। একটা প্রদীপ ও অগ্নিপুঞ্জ—এদের মধ্যে যে-কোন একটিই কোন গ্রাম বা নগর পুড়িয়ে দিতে পারে সত্য, কিন্তু অগ্নিপুঞ্জ হ'তে যেরূপ শীতের কষ্ট দূর হয় ও সুখ বোধ হয়, সেইরূপ বিষ্ণুর অবতারসমূহের দ্বারা জগতের তারতম্য-কার্য্য হ'লেও কৃষ্ণ ছাড়া অন্যের দ্বারা পরম প্রেমিক ভক্তগণের প্রেমানন্দ বৃদ্ধি হয় না।

কোন ছোট ছেলে বদ্রিকাশ্রমকে ভোরের বেলা পূর্ব্বদিক হ'তে সূর্য্যকে উঠ্তে দেখে বলে যে, ১৩৩৫ সালের ২১শে আগষ্ট তারিখে বেলা ৬টার সময় পূর্ব্বদিক্ থেকে সূর্য্যের জন্ম হ'লো, তা'হলে যেমন প্রবীণ ব্যক্তিগণ সেই ছোট ছেলেকে বুঝিয়ে দেন যে, ২১শে আগষ্টই সূর্য্যের প্রথম আবির্ভাব নয় তা, অনাদিকাল থেকে প্রত্যহ ভোরের বেলায় এরূপ সূর্য্যের জন্ম ও সন্ধ্যায় তাঁ'র প্রয়াণ চলে আস্ছে। সেরূপ শ্রীকৃষ্ণও কোন একটা ঐতিহাসিক কালের মধ্যে অর্থাৎ প্রতি অষ্টাবিংশচতুর্যুগে দ্বাপরের শেষে এই জগতে আবির্ভাব এবং একটা নির্দ্দিষ্ট কালে এজগতে অপ্রকটলীলা আবিষ্কার করেন।

যদি কোন বালক একটী গবাক্ষের মধ্য দিয়ে ঘোড়দৌড় দেখ্তে বসে, আর তা'র গবাক্ষের সম্মুখ দিয়ে একটা ঘোড়া দৌড়ে চলে যায়, তখন ঐ বালক মনে ক'রতে পারে যে, সেই ঘোড়াটী তখনই লাফাতে বা দৌড়াতে আরম্ভ ক'রল, বস্তুতঃ ঘোড়া যেমন গবাক্ষের সাম্নে আস্বার পূর্ব্বথেকেই দৌড়চ্ছে এবং গবাক্ষ অতিক্রম ক'রেও দৌড়াতেই থাক্বে, সেরূপ পরমার্থসম্বন্ধে যা'রা শিশু অর্থাৎ অজ্ঞ, তা'রা মনে করে,—তা'দের সম্মুখ দৃষ্টির সম্মুখে যখন ভগবানের লীলা এসে উপস্থিত হয় বা তা যখন দৃষ্টির অন্তরালে সরে চ'লে যায়, তখনই বুঝি ভগবানের লীলার আরম্ভ বা উপসংহার হ'লো! বস্তুতঃ তা' নয়। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর নিত্যধাম গোলোকে যে নিত্যলীলা করেন, সেই নিত্যলীলাই তিনি এজগতের প্রেমিক ভক্তগণের জন্য এ জগতে অবতীর্ণ করান। মানুষের জন্ম ও মৃত্যু আছে, জীবের দেহের বিনাশ আছে, কিন্তু ভগবানের জন্ম-মৃত্যু নাই, ভগবানের দেহ এবং দেহী দুটো আলাদা নয়, তাঁ'দের বিনাশও নাই।

ভগবানের গুণ সম্পূর্ণভাবে বলা যায় না ব'লে যেমন তাঁ'কে 'অগুণ' বলা হয়, তাঁ'র রূপ প্রাকৃত নয় ব'লে যেমন তাঁ'কে 'অরূপ' বলা হয়, তেমনি জীবের ন্যায় তাঁ'র জন্ম নয় ব'লে তাঁ'কে 'অজ' বলা হয়।

শ্রীকৃষ্ণ বসুদেব ও দেবকীর পুত্ররূপে আবির্ভূত হ'লেও এই জগতের জীব যেরূপভাবে পিতার ঔরসে ও মাতার গর্ভে উৎপন্ন ও জাত হয়, কৃষ্ণ সেরূপভাবে জন্মেন নি। 'বসুদেব'-শব্দের অর্থ—বিশুদ্ধ—"সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেব-শব্দিতম্।" শুদ্ধসত্ত্ববিগ্রহ কৃষ্ণ দেবকী-বসুদেবের অপ্রাকৃত মনে আবিষ্ট হ'য়েছিলেন। পূর্ব্বদিক যেরূপ চন্দ্রকে ধারণ করে দেবকী দেবীও সেইরূপ বসুদেবের প্রাণ হ'তে সমাহিত অচ্যুতাংশ শ্রীহরিকে হৃদয়ে ধারণ ক'রেছিলেন। নারদ, প্রহ্লাদ, ধ্রুব প্রভৃতি মহাভাগবতগণেরও হৃদয়ে প্রথমে ভগবান্ প্রকাশিত হ'য়ে পরে তাঁ'দের দৃষ্টিগোচর হ'য়েছিলেন। হিরণ্যকশিপুর সভায় একটী স্তম্ভ হ'তে নৃসিংহদেব এবং ব্রহ্মার নাসিকা হ'তে বরাহদেব প্রকাশিত হ'য়েছিলেন, তাই ব'লে ঐ সভাস্তম্ভকে বা ব্রহ্মার নাসিকাকে বিষ্ণুর মাতাপিতা বলা যায় না। আবার শ্রীকৃষ্ণ পরীক্ষিতের রক্ষার জন্য উত্তরার গর্ভে প্রবেশ ক'রেছিলেন ব'লে উত্তরাকেও কৃষ্ণের মা বলা হয় না। গর্ভে প্রবেশ না ক'রেও শ্রীকৃষ্ণ নন্দযশোদার আত্মজ (পুত্র) ব'লে প্রসিদ্ধ হ'য়েছেন। প্রাকৃত শিশু উলঙ্গ হ'য়েই মাতৃকুক্ষি হ'তে ভূমিষ্ঠ হয়; কিন্তু কৃষ্ণ যখন আবির্ভূত হ'লেন তখন তাঁ'র পরিধানে ছিল—পীতবসন, মাথায়—মুকুট, তাঁ'র গায়ে ছিল—কিরীট-কুণ্ডল প্রভৃতি নানাপ্রকার অলঙ্কার; আর মাতাপিতা বালককৃষ্ণকে দেখ্লেন—শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী।

প্রাচীন জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিতগণ শ্রীকৃষ্ণের জন্মসময়ের গ্রহনক্ষত্র হ'তে যে গণনা ক'রেছেন, তা'তে শ্রীকৃষ্ণের জন্মকাল পাঁচহাজার বছরের কিছু পূর্ব্বে স্থির করা যায়। বর্ত্তমান কলিযুগের আরম্ভে ও গত দ্বাপরযুগের শেষভাগে অর্থাৎ এই কলি ও দ্বাপরের সন্ধিকালে শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন।

শ্রীকৃষ্ণজন্মের তৃতীয় পূর্ব্বজন্মে স্বায়ম্ভুব-মন্বন্তরে বসুদেব ও দেবকী দম্পতিরূপে জীব-বিশেষে আবিষ্ট হ'য়ে সুতপা ও পৃশ্নিরূপে তপস্যা ক'রেছিলেন। দ্বিতীয়জন্মে সুতপা ও পৃশ্নি কশ্যপ ও অদিতিনামে যখন জন্মগ্রহণ করেন, তখন বিষ্ণু উপেন্দ্র ও বামন নামে বিখ্যাত হন। তৃতীয় জন্মে তাঁ'রা বসুদেব ও দেবকীরূপে প্রকাশিত হন। এঁরা সাধকজীব নন—নিত্যসিদ্ধ ভক্ত। বসুদেব ও দেবকীর ঐশ্বর্য্যজ্ঞানমিশ্রিত বাৎসল্যরস ছিল, তাই শ্রীকৃষ্ণ বসুদেব ও দেবকীকে তাঁ'র পূর্ব্বজন্মের কথা স্মরণ করিয়ে দেবার জন্য চতুর্ভুজরূপ দেখিয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের নিত্য মাতা পিতা ব্রজরাজ নন্দ ও ব্রজেশ্বরী যশোদা বসুদেব-দেবকীর ভাবই অংশে জীববিশেষে আবিষ্ট হ'য়ে গোপরাজরূপে জন্মগ্রহণ ক'রেছিলেন। নন্দযশোদার বাৎসল্যরসে ঐশ্বর্য্যের গন্ধও ছিল না, তাই দেবকী-বসুদেব শ্রীকৃষ্ণের যে উদার বাল্য-লীলা আস্বাদন কর্তে পারেন নাই যশোদা ও নন্দ সেই লীলা পূর্ণভাবে আস্বাদন ক'রেছিলেন।

উগ্রসেন যাদবদিগের রাজা ছিলেন। কংস ছিলেন উগ্রসেনের পুত্র। কংসের ভগিনী—দেবকী। কংস অতি দুরাচার ছিল। সে নিজের পিতা উগ্রসেনকে পদচ্যুত ক'রে নিজেই রাজ্য অধিকার ক'রেছিল।

বসুদেব মথুরায় দেবকীকে বিবাহ ক'রে যখন রথে ক'রে গৃহে চলছিলেন তখন কংস ভগ্নীর মনস্তুষ্টির জন্য সেই রথের সারথী হ'য়েছিলেন। এমন সময় এক দৈববাণী হ'লো যে, দেবকীর অষ্টমগর্ভের পুত্র কংসকে বধ কর্বে। দৈববাণীর পূর্ব্বেই দুষ্ট উৎপাটিত করবার জন্য কংস দেবকীকে বধ কর্তে উদ্যত হ'লো। বসুদেব তখন কংসকে অনেক সান্ত্বনা ক'রে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হ'লেন যে, তাঁ'দের যতগুলি সন্তান হ'বে তিনি তাদের সকলগুলিকে কংসের হাতে সমর্পণ কর্বেন। এতে আপাততঃ দেবকীর প্রাণরক্ষা হ'লো বটে, কিন্তু কংস বসুদেব ও দেবকীকে কারারুদ্ধ কর্লেন এবং একে একে তাঁ'দের প্রথম ছয়টী সন্তানকে বধ কর্লেন। বসুদেবের অন্য পত্নী রোহিণী তখন মথুরার অদূরে ঘোষ-পল্লী গোকুলে বসুদেবের বন্ধুবর নন্দ-গোপের গৃহে বাস ক'র্ছিলেন। দেবকীর সপ্তমগর্ভ প্রকাশিত হ'লে যোগমায়া সেই গর্ভ আকর্ষণ ক'রে রোহিণীর গর্ভে স্থাপন ক'র্লেন। এই রোহিণীর পুত্রই বলদেব। গর্ভ-আকর্ষণে আবির্ভাব হ'য়েছিল ব'লে তাঁ'র এক নাম হ'লো—'সঙ্কর্ষণ'। গোকুলবাসিগণের আনন্দ দান ক'রেছিলেন ব'লে আর এক নাম হ'লো—'রাম'। আর তিনি কৃষ্ণের সেবায় হৃদয়ে বলপ্রকাশ করেন ব'লে তাঁ'র এক নাম—'বলদেব'। এদিকে দেবকীর সপ্তম-গর্ভ রোহিণীতে সংস্থাপিত হওয়ার পর পুরবাসিগণ মনে কর্লেন,—দেবকীর সেই গর্ভ নষ্ট হ'য়ে গেল।

দেবকী অষ্টমগর্ভে স্বয়ং ভগবান্‌কে ধারণ ক'রেছিলেন ব'লে সেই ছটায় দেবকীর কারা-গৃহ আলোকিত হ'লো। এ দিকে কংস দেবকীর অষ্টম গর্ভের হরিকে সর্ব্বকালে শত্রুভাবে চিন্তা কর্তে কর্তে জগৎকে তন্ময় দেখ্তে লাগ্ল। ব্রহ্মা, শিব, নারদাদি মুনিগণ, দেবতাগণ—সকলেই দেবকীর নিকট এসে গর্ভস্তুতি আরম্ভ কর্লেন। এদিকে ভাদ্রমাসে, কৃষ্ণাষ্টমী-তিথিতে, বুধবারে, রোহিণী-নক্ষত্রে সমস্ত দিক্ যখন সুপ্রসন্ন হ'য়ে উঠ্ল, দেবতা ও মুনিগণ পুষ্পবৃষ্টি কর্তে লাগ্লেন, সেই অন্ধকারময় নিশীথকালে কংসকারাগারে সূতিকা-গৃহে দেবকীর শয্যায় শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হ'লেন। বসুদেব দেখ্লেন,—এক অদ্ভুত বালক, চতুর্ভুজ, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী। তাঁ'র বক্ষে শ্রীবৎসচিহ্ন, গলায় কৌস্তুভমণি, পরিধানে পীতবস্ত্র, মস্তকে বৈদূর্য্যমণি-শোভিত মুকুট এবং সমস্ত অঙ্গ নানা অলঙ্কারে সুশোভিত। বালকের বর্ণ নিবিড় জলধরের ন্যায়, চক্ষু দু'টী পদ্মদলের মত, বসুদেব আনন্দে উৎফুল্ল হ'য়ে মনে মনে তৎক্ষণাৎ ব্রাহ্মণগণকে দশহাজার গাভী দান কর্লেন এবং কৃষ্ণকে স্তব কর্তে কর্তে তাঁ'র সেই চতুর্ভুজরূপের পরিবর্তে দ্বিভুজ পুত্ররূপ প্রকাশ কর্তে বল্লেন। শ্রীকৃষ্ণ বসুদেবকে তাঁ'দের পূর্ব্বজন্মের কথা সব স্মরণ ক'রে দিয়ে তাঁ'কে নিয়ে অবিলম্বে নন্দ-গোকুলে রাখবার জন্য বল্লেন। যে রাত্রিতে দেবকীর নিকট বাসুদেব আবির্ভূত হ'য়েছিলেন, সেই রাত্রিতে নন্দ-গোকুলে যশোদার গৃহেও যোগমায়া আবির্ভূত হ'য়েছিলেন। যোগমায়ার প্রভাবে কংসের নিযুক্ত প্রহরীগণ ও অন্যান্য সকলেই গভীর নিদ্রায় নিদ্রিত হ'য়ে প'ড়েছিলেন। বসুদেব নিকটে আসিবামাত্রই কারাগৃহের সমস্ত কপাট আপনাই খু'লে গেল। এদিকে মেঘ মন্দ মন্দ গর্জ্জন ক'রে অল্প অল্প বর্ষণ কর্ছেছিল, তাই অনন্তদেব হাজার হাজার ফণা বিস্তার ক'রে বাসুদেবকে বৃষ্টি হ'তে রক্ষা ক'রে সঙ্গে সঙ্গে চল্লেন। সমুদ্র যেমন রামচন্দ্রকে পথ প্রদান ক'রেছিল, যমুনাও সেইরূপ বসুদেবকে পথ প্রদান কর্লেন। বসুদেব নন্দ-গোকুলে এসে গোপগণকে যোগনিদ্রায় অভিভূত নিদ্রিত দেখ্লেন এবং শিশুটী কৃষ্ণকে যশোদার শয্যায় স্থাপন ক'রে যোগমায়াকে গ্রহণ ক'রে কংস-কারাগারে ফিরে আস্লেন। সেই কন্যাকে দেবকীর শয্যায় রেখে পূর্ব্বের ন্যায় শৃঙ্খলাবদ্ধ হ'য়ে কারাগারে থাক্লেন। [illegible] সকল দ্বারও তখন পূর্ব্বের ন্যায় আবদ্ধ হ'য়ে [illegible] দেবকীর শয্যা হ'তে সেই যোগমায়া [illegible] আরম্ভ কর্বামাত্রই প্রহরীগণ সব জেগে [illegible]

> * অতএব বিষ্ণু তখন কৃষ্ণের শরীরে।
> বিষ্ণুদ্বারে করে কৃষ্ণ অসুর-সংহারে॥
> (চৈঃ চঃ আদি ৪।১৩)

মায়াকে পিছনে রাখি' কৃষ্ণপানে চায়। ভজিতে ভজিতে কৃষ্ণপাদপদ্ম পায়॥

…দীর প্রসব-বার্ত্তা জ্ঞাপন করুন। দেবকীর অষ্টম গর্ভে … হ'য়েছে জেনেই কংস তীরবেগে দেবকীর সূতিকাগৃহে উপস্থিত হ'লো। দেবকীর অনেক অনুনয়-বিনয় ও করুণ ভাষার হাত হ'তে কন্যাটিকে নিয়ে পাথরের উপর জোরে আঘাত কর্‌লে। কন্যাটি কংসের হস্তচ্যুত হ'য়ে … উঠে গিয়ে অষ্টভুজা মূর্ত্তি প্রকাশ ক'রলেন এবং … তাঁকে বল্‌লেন যে, কংসের ঘাতক নিশ্চয়ই কোন না কোন … স্থানে জন্মগ্রহণ ক'রেছে; সুতরাং তাঁ'কে বা অন্য শিশুকে বধ ক'রে কংসের কোন লাভই হ'বে না। দেবীর ঐ … কথা শু'নে কংস দেবকী ও বসুদেবকে মুক্ত ক'রে দিল এবং মন্ত্রীগণের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে যেখানে যত দশ দিনের কম বা তা'র বেশী বয়সের শিশু আছে, সকলকে মেরে ফেল্‌বার আজ্ঞা প্রচার করুন।

হিরণ্যকশিপু যেমন তা'র নানাপ্রকার রাজনৈতিক … প্রয়োগ ক'রে—কঠোর তপস্যা-প্রভাবে ব্রহ্মার নিকট হ'তে বরলাভ ক'রে—নিজের ছেলের উপর নানাপ্রকার উৎপীড়ন ক'রেও কোথায় তা'র মৃত্যু লুকিয়ে রয়েছে … তে পারে নাই, কংসও সেইরূপ তা'র মৃত্যুর পক্ষে সম্ভব … প্রকার শত্রু আছে, সেগুলিকে উৎপাটিত কর্‌বার … ক'রেও তা'র প্রকৃত বিনাশক অলক্ষ্যভাবে কোথায় র'য়েছেন তা ধারণাই কর্‌তে পারে নাই।

কৃষ্ণের জন্ম-লীলা হ'তে আমাদের অনেক কিছু শিখ্‌বার আছে। প্রেমিকভক্ত যখন কৃষ্ণের সেবা কর্‌তে প্রস্তুত হন, তখন তাঁ'কে নানাপ্রকার বাধা-বিপত্তি ও উৎপীড়ন সহ্য কর্‌তে হয়। কৃষ্ণের আবির্ভাবের সম্ভাবনা হ'লেই হিংসা ও পাষণ্ডতার বিনাশ হ'বে। আশঙ্কা ক'রে হিংসার প্রতীক কংস পশুবৃত্তিরই অর্থাৎ ঈশ্বর ভগবদ্বহির্মুখতার সাহায্যেই জীবের ভগবদ্ভক্তিকে বিনাশ কর্‌বার চেষ্টা করে। যদি তা'তেও তাঁ'দের উদ্দেশ্য বিনষ্ট না হয়, তখন নাস্তিকতারূপী কংস তা'র মন্ত্রীগণের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে ভক্তির সহায়ক যেখানে যত বস্তু আছে, সকলকেই বিনাশ কর্‌তে প্রস্তুত হয়। নাস্তিকতারূপী কংস ভগবদ্ভক্তকে কারাগারে নিক্ষেপ ক'রে আপনাকে চিরজীবী রাখ্‌বার চেষ্টা করে; কিন্তু তা'র সমস্ত চেষ্টাই তা'র অজ্ঞাতসারে ব্যর্থ হ'য়ে যায়। কৃষ্ণের আবির্ভাব জাগতিক দৈহিক স্বাধীনতা বা অধীনতার উপর নির্ভর করে না। নাস্তিকতারূপ কংস আপনাকে সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র মনে ক'রে ভগবদ্ভক্ত দেবকী ও বসুদেবকে নাস্তিকতার কারাগারে কয়েদ কর্‌বার চেষ্টা ক'রেছিল, কিন্তু প্রাকৃত স্বাধীনতারূপ ভোগপিপাসা ও নাস্তিকতাকে বঞ্চিত ক'রে তা'দের বিনাশের জন্য আত্মিক বৃত্তিতে পরাধীন ভক্তের নিকটেই ভগবানের আবির্ভাব হ'লো। ভগবানকে কেউ নাস্তিকতার কারাগারে আসামী কর্‌তে পারে না। তিনি ভক্তের হৃদয়েই লালিত-পালিত হন, এজন্য শুদ্ধসত্ত্বরূপিণী দেবকীর নিকট ভগবানের আবির্ভাব হওয়া মাত্রই শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ বসুদেব বালকৃষ্ণকে নন্দ-গোকুলে নিয়ে রাখ্‌লেন। যখন প্রকৃতি অর্থাৎ প্রাকৃত পারিপার্শ্বিকতা মোহান্ধের রজনীর অন্ধকারে আবৃত, যখন নিদ্রা প্রবাহরূপ বর্ষার অন্ধকার চতুর্দ্দিক ব্যাপ্ত, যখন নাস্তিকতার নানাপ্রকার উৎপীড়ন, তখনও একান্ত প্রেমিক ভক্তের হৃদয়ে ভগবানের আবির্ভাব হয়। জীবের হৃদয়ে কৃষ্ণের জন্ম না হ'লে জীবের … শা। কৃষ্ণের জন্ম-লীলা নিত্য, তাই প্রতি বৎসর … দিন অবকাশে কৃষ্ণকে তাঁ'দের শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ- … এর নাস্তিকতার অন্ধরূপ উৎপীড়নের

শ্রীল প্রভুপাদের ভাগবত-ব্যাখ্যা

[সময়—২০শে আগষ্ট, ১৯৩৫ মঙ্গলবার সন্ধ্যারতির পর ৭—৮ ঘটিকা, স্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠের সারস্বত শ্রবণ-সদন]

পঞ্চম দিবস

হেলোদ্ধূনিতখেদয়া বিশদয়া প্রোন্মীলদামোদয়া
শাম্যচ্ছাস্ত্রবিবাদয়া রসদয়া চিত্তার্পিতোন্মাদয়া।
শশ্বদ্ভক্তিবিনোদয়া সমদয়া মাধুর্য্যমর্য্যাদয়া
শ্রীচৈতন্য দয়ানিধে তব দয়া ভূয়াদমন্দোদয়া॥

[হে দয়ানিধে শ্রীচৈতন্য, যাহা খেদের সমস্ত খেদ দূর করে, যাহাতে সম্পূর্ণ নির্ম্মলতা আছে, যাহাতে পূর্ণ সুখোচ্চ বিস্তার লাভ করে বা পরমানন্দ (আর্ত্তি সকল বিষয় আচ্ছাদন করিয়া) প্রকাশিত হয়, যাহার উদয়ে শাস্ত্রবিবাদ শেষ হয়, যাহা রস দান করে এবং রসবর্ষণ-দ্বারা চিত্তের উন্মত্ততা বিধান করে, যাহা নিত্য সেবা-প্রবৃত্তি বিধান করে, সর্ব্বদা সমবুদ্ধি দান করে, যাহা মাধুর্য্যমর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত, তাদৃশী—মহদুদয়া তোমার সেই দয়া সর্ব্বাতিশয় বিক্রম দ্বারা অমন্দোদয় বিধান করুন]

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব দয়ানিধি, তাঁ'র দয়া অমন্দ উদয় করায়। জীবের ভবিষ্যতে যা' মন্দ উদয় করায় এবং আপাত সৌখ্য সম্পাদন করে, সেপ্রকার দয়াকে নিত্যকাল ভক্তিপ্রদানকারিণী দয়া বলা যায় না। কিন্তু দয়ানিধি—যাঁর অবিতরণীয় পদার্থ কিছু নাই, যিনি অনায়াসেই অমন্দোদয়া দয়া বিতরণ ক'রতে পারেন, সেই চৈতন্যদেব ব'লেছেন—শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ, শ্রীমূর্ত্তির অঙ্ঘ্রিসেবা, সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তন, মথুরাবাস—এই পাঁচের অনুশীলন হ'তেই জীবের ভক্তি বৃদ্ধি হ'য়ে প্রেমভক্তি লাভ ঘটে। যাঁদের বিচার ধর্ম্ম-অর্থ-কাম—ইহ ও পর জগতে নিজ সৌখ্য লাভ এবং ইহ ও পরজগতে বিষয়ভোগাভাবজনিত মোক্ষপ্রাপ্তি, তাঁদের ভাগবত-শ্রবণের আবশ্যকতা নাই। চতুর্ব্বর্গপ্রধান যে-কাল পর্য্যন্ত জীব-হৃদয়ে বর্ত্তমান থাকে, সেকাল পর্য্যন্ত ভগবদ্ভক্তের কথা স্থান পায় না।

গত কল্য আমাদের কিছু উরুক্রম, অধোক্ষজ ভগবানের কথা হ'য়েছিল। সেই উরুক্রম পুরুষোত্তম, অধোক্ষজ ভগবানের পরিবর্ত্তে অপরোক্ষ, অতীন্দ্রিয়, নির্ব্বিশেষ প্রভৃতি যে সমস্ত শব্দ পাই, সেগুলি অপূর্ণতার জ্ঞাপক বলিয়া অমন্দ উদয় করাইতে অসমর্থ। তাতে বাস্তবিক ভগবানের দয়া লাভ হয় না। কিন্তু মধ্যেও আবির্ভূত দেখ্‌তে পান। প্রতি বৎসর কেন, একান্ত ভগবদ্ভক্তের হৃদয়ে কৃষ্ণের জন্ম-লীলা প্রতি-মুহূর্ত্তে সংঘটিত হ'য়ে থাকে। আমাদের এই কথাগুলিকে কেউ যেন রূপক বা কবির কল্পনা মনে না করেন। কৃষ্ণের জন্ম-লীলাটী রূপক নয়, তথাকথিত আধ্যাত্মিকতাও নয়, বা জাগতিক ঐতিহাসিকতার অধীনও কোন ব্যাপার নয়, উহা পরমপাবনী তুলনারহিতা অপ্রাকৃত নিত্যলীলা। ইহার সেবা কর্‌তে হয়, তাই জন্মাষ্টমীতে অহোরাত্র উপবাস ক'রে হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনের ব্যবস্থা আছে। ৮ বৎসরের শিশু হ'তে অতি বৃদ্ধ পর্য্যন্ত সকলকে উপবাসব্রত পালন কর্‌তে হ'বে—সকলকেই সাধুমুখে কৃষ্ণের জন্মলীলা শুন্‌তে হ'বে। শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীআচার্য্যদেবের আদেশে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পারায়ণ ক'রে জন্মাষ্টমীব্রত পালন করা হয়। কেন না, শ্রীচৈতন্যের শিক্ষা-লীলায় প্রবেশ হ'লে শ্রীকৃষ্ণের মধুর-লীলা বুঝ্‌তে পারা যায়।

দামোদর স্বরূপ—যিনি বেদান্তশাস্ত্রে পরম পারঙ্গত, যাঁর পূর্ব্ব নাম পুরুষোত্তম ভট্টাচার্য্য, যিনি বেদান্ত অধ্যয়ন-জন্য বারাণসীতে গিয়েছিলেন, যাঁর বিচারে তিন মাসের মঙ্গলসাধন করা; কিন্তু যখন কাশীতে চতুর্ব্বর্গ-প্রয়াসে মঙ্গল হয় না, তখন হৃদয়ে শ্রীচৈতন্যপাদপদ্মের স্ফূর্ত্তিক্রমে শ্রীচৈতন্যের চরণাশ্রয়ার্থ পুরুষোত্তমে গিয়ে তাঁর নিকট ঐ অমন্দোদয়া দয়া প্রার্থনা ক'রেছিলেন। সেই দয়া নয় প্রকারে উপস্থিত হয়—(১) হেলোদ্ধূনিত খেদা, (২) বিশদা, (৩) প্রোন্মীলদামোদা, (৪) শাম্যচ্ছাস্ত্রবিবাদা, (৫) রসদা, (৬) চিত্তার্পিতোন্মাদা (৭) শশ্বদ্ভক্তিবিনোদা (৮) সমদা এবং (৯) মাধুর্য্যমর্য্যাদা।

"আম্নায়ো চরণেষু [illegible] মুকুন্দপদবীম্" শ্লোকে যে মুকুন্দপদবীর কথা আছে, যাহা শ্রুতির বিশেষ অনুসন্ধানের পর যাহা বেদান্তের একমাত্র চরম প্রতিপাদ্য বিষয়, যে বস্তুটি লাভের জন্য শ্রুতি সকল অন্বেষণ করে, সেই বস্তুটি মুকুন্দপদবী। তাঁহার তুলনা কখন বা কাহার দ্বারা সম্ভব? আর্য্যগণ ও অনার্য্য-পরিত্যাগের শক্তি যাঁ'দের হ'য়েছে, যাঁরা তাৎকালিক মঙ্গলকে নির্ব্বিন্ন ক'রে কৃষ্ণ-প্রতি নির্ব্বন্ধতা-পরিত্যাগের বিচার-বিশিষ্ট নন, সেই আর্য্যগণ ও অমঙ্গল-পরিত্যাগকারী ব্যক্তিই মুকুন্দপদবী-সেবনে সমর্থ। সেইটী সকল শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়। আমাদের বর্ত্তমান সময়ে যে জ্ঞান, তাহা অনেকসময় নানা অজ্ঞানে আচ্ছাদিত। অনেক সময় "তেনোবাদিভূতাং যথা বিনিময়ঃ।" শ্লোকে কথিত বিচারে প্রতারিত ও বিমূঢ় হইয়া আমি খুব বুঝেছি মনে করিয়া অহঙ্কার-বিমূঢ় হই। তৎপ্রতীতির কর্ত্তৃত্বাভিমানে প্রকৃত সত্য বুঝিতে পারি না। আমি প্রকৃতপ্রস্তাবে মঙ্গল-প্রার্থী হ'লে শ্রীচৈতন্যদেব আমার মঙ্গলবিধান করেন। প্রত্যেক চেতনবস্তুতে অবস্থিত ব্যক্তিবিশেষই তিনি মঙ্গল-বিধাতা। যাঁ'রা নিত্যমঙ্গলের পরিবর্ত্তে সাধারণ অমঙ্গল-লাভে তৎপর, তা'দের চিত্তস্রোতে আস্বাদন বা রসবিপর্য্যয় ঘটায়—উহা কখনো ভগবদ্বহির্মুখ হ'য়ে জড়রসকে গ্রহণ ক'রে তা'তে উন্মত্ত হইলে চেতনময় রসকে, চেতনে যে রসের উদয় হয়, তাহা হ'তে বঞ্চিত হ'তে হয়।

দুই প্রকারে রস পাওয়া যায়—একটী প্রেয়ঃপন্থায় আর অপরটী শ্রেয়ঃপন্থায়। প্রেয়ঃপন্থায় ভোগকারীর কাব্যশাস্ত্রে যে রস আস্বাদনের কথা আছে, তাহা আস্বাদন কর্‌তে গিয়ে বিচারভ্রান্তি উপস্থিত হয়। আস্বাদনকারীর হৃদয়ে মল-প্রবেশ-হেতু প্রকৃত রস আস্বাদিত হ'য় না। শ্রেয়ঃপন্থায় চিদ্-রসই আস্বাদনের বিষয়। যেমন শ্রীরূপপ্রভু উপদেশামৃত-গ্রন্থে বলিয়াছেন,—

স্যাৎ কৃষ্ণনামচরিতাদি সিতাপ্যবিদ্যা-
পিত্তোপতপ্তরসনস্য ন রোচিকা নু।
কিন্ত্বাদরাদনুদিনং খলু সৈব জুষ্টা
স্বাদ্বী ক্রমাদ্ভবতি তদ্গদমূলহন্ত্রী॥

মানুষের যখন ব্যাধি থাকে, তখন আস্বাদনকারীর জিহ্বা প্রায় জড়বিচার মধ্যে থাকে। কোন্‌টা ভাল, কোন্‌টা মন্দ—এপ্রকার বিচার এসে বাধা উপস্থিত করে। অনর্থযুক্ত অবস্থায় রসবিচারে শ্রেয়ঃপন্থী হ'লে শ্রেয়ঃপন্থীগণ বলেন যে তাদৃশ জড়রসভোগ হ'তে বিরাগই আশ্রয়ণীয়। বর্ত্তমান সময়ে জড়েন্দ্রিয়ই আমাদের সম্পত্তি, সেই ইন্দ্রিয়-পরিচালনা হ'তে যে জড়বিলাস, তা' থেকে পৃথক বা তা'র বিপরীত বিরাগ; কিন্তু তা আমাদের প্রয়োজনীয় নয়। জড়বিলাস ও জড়বিরাগকে অপরভাষায় ভোগ ও ত্যাগ বলা হয়।

(ক্রমশঃ)

তাঁতে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন। মায়াজাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ॥

শুদ্ধভক্তিমঠ সমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ—(আকর-মঠরাজ)

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ গজ উত্তর-পূর্বে শ্রীব্রহ্মপত্তনে আচার্য্যবর্য্য শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্যমঠ বিরাজমান। এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সারস্বত-নগরী। এই মহা তীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি বেদান্তসমূহের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে, পারমার্থিক দৈনিকপত্র 'নদীয়া-প্রকাশ', সাত্বত-সম্প্রদায়ে অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়াপ্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতি বৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীর কীর্ত্তন-প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ—১৬নং ৺কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪৩৪

শ্রীমহাপ্রভু-প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশ্যে গৌড়দেশের সর্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভজনাগারে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দজীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সংকীর্ত্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হয়। এই মঠ হইতে মহানগরীর সর্বত্র হরিকথা-প্রচার, মহানগর-সংকীর্ত্তন, বক্তৃতা, ব্যাখ্যা ও সংকীর্ত্তন-মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান হয়। মঠরক্ষক—মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির—এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া সহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী সেবাকোবিদ।

(৪) শ্রীবাস অঙ্গন—শ্রীমহাপ্রভুর কীর্ত্তনবিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীমধুসূদন দাসাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন—এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট (?) কাজীর সমাধি-পাঠ—প্রাচীন শ্রীমায়াপুর বামনপুকুর (নদীয়া)

এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপা-পাত্র চাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীবনমালী ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক।

(৮) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ—শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ও বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও রাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান দাস ব্রহ্মচারী।

(৯) শ্রীগোরাগদাধর-মঠ—চাপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(১০) মোদদ্রুম-ছত্র "গৌড়ের বৈভব"—মাউগাছি, পোঃ বাহ্যগর, (বর্দ্ধমান)।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান। শ্রীগৌরনিত্যানন্দের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবনবিহারী দাসাধিকারী।

(১১) তেতিয়া কুঞ্জকানন—শ্রীনৃসিংহদেব পল্লীর নিকটবর্ত্তী, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীসদানন্দ ব্রহ্মচারী

(১২) কুঞ্জকুটীর—পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া। রক্ষক—শঙ্করকারুণ্য ব্রহ্মচারী ভক্তিমণ্ডপ।

(১৩) ভাগবত-আসন—পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

এই স্থান হইতে ভাগবতসিদ্ধান্তগ্রন্থাবলী প্রচারিত হয়। রক্ষক—শ্রীমদানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৪) একায়নমঠ—গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া) রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী ভক্তিবান্ধব

(১৫) মহেশ পণ্ডিতের পাট—কাঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া) রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(১৬) মাধ্বগৌড়ীয় মঠ ১০নং নবাবপুর রোড, পোঃ ঢাকা

পূর্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ।

(১৭) গোপালজীউর মঠ—কমলাপুর, (ঢাকা) গোপালজীউর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান। রক্ষক—শ্রীব্রজলাল ব্রজবাসী।

(১৮) নদীয়া-গৌরাঙ্গ মঠ—পোঃ বালিয়াটি,ঢাকা।

এখানে শ্রীনিতাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী।

(১৯) জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ—বড়গাঁও, পোঃ ময়মনসিংহ রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২০) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ—ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাল্‌দ্র, (ঢাকা)

এখানে বহু পূর্ব্ব হইতে শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী।

(২১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ—পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীনরেন্দ্র দাসাধিকারী।

(২২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ—জুনবেড়াব্বা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী।

(২৩) ভাগবতজনানন্দমঠ—চিকণিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে গুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজগবান্ধব ব্রজবাসী ভক্তিভূষণ।

(২৪) গোয়াড়পাড়া প্রপন্নাশ্রম রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী।

(২৫) সচ্চিদানন্দ মঠ—বালগজি, পোঃ বক্সীবাজার (কটক)

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদবন্ধ-জীউর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণ ভক্তিসুধাকর।

(২৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ—পোঃ ভুবনেশ্বর শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন।

(২৭) পুরুষোত্তম মঠ—ভক্তিকুটী, পোঃ পুরী উড়িষ্যা

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীউর নিত্যসেবা বর্ত্তমান রক্ষক—শ্রীগদাধর অধিকারী।

(২৮) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ—আলবর, পোঃ ব্রহ্মগিরি, শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা বর্ত্তমান রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী দাসাধিকারী।

(২৯) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ—পোঃ কভুর, গোদাবরী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান মঠরক্ষক—শ্রীনিমাইচরণ দাসাধিকারী ভক্তিলোচন।

(৩০) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ ৪২ নং কলিম্পং বেনারস সিটি

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(৩১) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় শ্রোতী মহা

(৩২) পরমহংস মঠ, পোঃ নিমসার, সীতাপু

এখানে শ্রীভাগবত-পাঠশালা ও গৌরবিনোদ-বিহারী সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীসত্যনারায়ণ দাসাধিকারী।

(৩৩) কৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণনগর, শ্রীধাম বৃন্দা মথুরা

এখানে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিত্যসেবা হয়। রক্ষক শ্রী কৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠ—বিশ্রামঘাট মথুরা রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ যাচক।

(৩৫) ব্রজস্বানন্দ সুখদকুঞ্জ—শ্রীরাধাকুণ্ড। রক্ষক শ্রীরাধারমণচরণদাস ব্রহ্মচারী।

(৩৬) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড।

(৩৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—শেখপাড়া, পোঃ কোটে জেলা আগ্রা ৩ (পাঞ্জাব) রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্ম

(৩৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—৪৩নং হনুমান রো নিউ দিল্লী।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গরাধাগোবিন্দজীউর সেবা। রক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব পুরী মহারাজ।

(৩৯) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, এখানে গৌরবিনোদরায়ের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক শ্রীনন্দগোপাল অধিকারী।

(৪০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠ—হরিদ্বার সাহারা ইউ, পি। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি

(৪১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয় মঠ—পোঃ মাদ্রাজ মাদ্রাজ। শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক শ্রীপাদ সদানন্দ ভক্তিবিকাশ, এতদ্ব্যতীত বোম্বে, গৌরমণ্ডলের মেদিনীপুর জেলায়, আসামে, পাটনায়, মালদহ ওড়িশে, বাঁকুড়ায় ও ভক্তগণের প্রচারকেন্দ্র বর্তমান

জ্বর

হইতে

মুক্তি

লাভ করিতে

রবিনসনের

"পেটেন্ট"

বার্লি

সেবন করুণ

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট্ সংস্করণ

মঠের উৎসব কালে ভিক্ষা ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১৬-এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,

বাগবাজার, কলিকাতা।

সুপ্রসিদ্ধ জে, বি, দত্তের

ফাউন্টেন পেন ইঙ্ক বাজারে সর্ব্বোৎকৃষ্ট

পরীক্ষা প্রার্থনীয়

শটীফুড ও কর্ণফ্লাওয়ার

রোগীর ও শিশুর পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট খাদ্য

সুগন্ধি কেশ তৈল, সকল রকম লিখিবার কালি এবং নানাবিধ ঔষধ ও সিরাপ আমাদের নিকট পাইবেন।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার, কলিকাতা।

নো ব্রাঞ্চ—১৩নং কলিন্স লেন, কলিকাতা।